

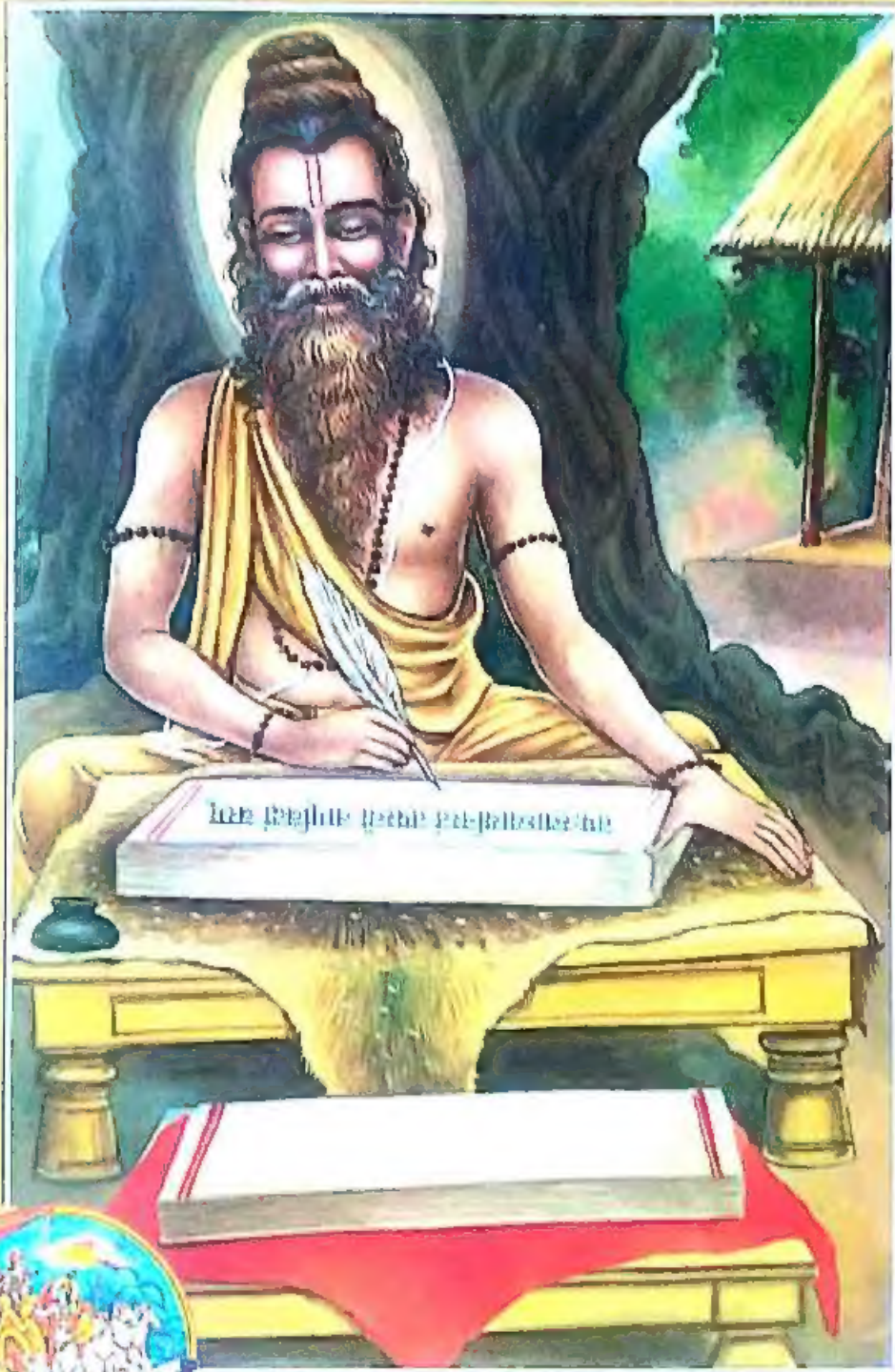
মহর্ষি বাণ্মীকি রচিত

## শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ

(প্রথম খণ্ড)

(বালকাণ্ড হইতে কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পর্যন্ত)

বাল্মীকীয় রামায়ণ, বঙ্গলা ( প্রথম খণ্ড )



গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

মহর্গি বাণ্যিক রচিত

# শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ

(প্রথম খণ্ড)

(বালকাণ্ড হইতে কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পর্যন্ত)

বাল্মীকীয় রামায়ণ, বাংলা (প্রথম খণ্ড)

অনিক দাম ওর্ন

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব  
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।  
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিশং ত্বমেব  
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

অনিক দাম ওর্ন

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর



## প্রাক্কথন

মহাঐ বাণ্মীকি বা তাঁর রচিত রামায়ণের সম্পর্কে কোনো ভূমিকা বা কোনো পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে দৃষ্টতা। তবুও সেরকম প্রচেষ্টা হয়নি এমন নয়। বরং কিছু বেশি পরিমাণেই হয়েছে, সারা পৃথিবীতেই হয়েছে। যাদের সেদিকে আগ্রহ তারা আজকের যান্ত্রিক প্রগতির সুবাদে খুব সহজেই সেগুলি হস্তগত করতে পারেন। আমরা মনে করি আদি কবি ও তাঁর রচনা সম্পর্কে অন্যদের আলোচনা-সমালোচনার ভাৱে নিজের বুদ্ধিকে তারাক্রান্ত না করে মূল গ্রন্থটির প্রতি মনোনিবেশ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা বাণ্মীকীয় রামায়ণের এই সরল বাংলা অনুবাদ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। এই গ্রন্থে প্রতিটি মূল সংস্কৃত শ্লোকের অব্যবহিত পরেই তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে যাতে পাঠকের অভিনিবেশের ব্যাঘাত না ঘটে। মূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলে আত্মগর্বী পণ্ডিতদের ‘মূলোচ্ছেদী পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষঃ’—এরও মূল্যায়ন করতে সুবিধা হবে।

শুধু আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বেরই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রামকথার বহুবিধ রূপান্তরণের খণ্ডিত বা সামূহিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বর্তমান কালে এর প্রাচীনতা ও লোকপ্রিয়তা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মহামুনি তাঁর নিজের রচনার মধ্যেই একটি শ্লোকে এই রামায়ণী কথার মূল্যায়ন করে গেছেন—

যাবৎ দ্বাস্যন্তি গিরয়াঃ সরিতশ্চ মহীতলে।

তাবদ্ রামায়ণী কথা লোকেষু প্রচরিত্যতি॥

সত্যদর্শী ঋষির এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের আবহমান কালের মনোলোকের চিরন্তন ইতিহাস দুখানি গ্রন্থে বিধৃত

আছে, একটি মহামুনি কৃষ্ণ ঔপাখ্যান ব্যাসদেব রচিত মহাভারত, অপরটি এই রামায়ণ। এই দুটি মহাগ্রন্থের তুলনা এরা নিজেই, সারা পৃথিবীতেই আর কোনো গ্রন্থ এদের সঙ্গে এক সারিতে বসানোর যোগ্য নয়।

কিন্তু এ সবই বহিরঙ্গম বিষয় বিজ্ঞার। আমরা পাঠককে নিয়ে যেতে চাই সেই তমসা তীরবর্তী তপোবনে, যেখানে ‘অকর্দম’ ঘাটতিতে স্নানের জন্য উপস্থিত সশিষ্য ঋষির চোখের সামনেই ঘটে সেই হৃদয়-বিদারক ঘটনা, আর তার ফলে জন্ম নেয় মানব-সত্যতার প্রথম কবিতা। যাগ-যোগ-তপস্যা, স্মরণ-মনন-নিদিখ্যাসন প্রভৃতির দ্বারা নিরাসক্তহৃদয়, সংসার-মোহহীন সন্ন্যাসী কি এক পক্ষিণীর বিলাপে এমনভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েন যে সেই পাপকর্মের অনুষ্ঠাতা ‘নিষাদ’কে সরাসরি অভিশাপ দিয়ে বসেন? আর তা-ও বা কেমন অভিশাপ? — না, সে যেন ‘প্রতিষ্ঠা’ লাভ না করতে পারে দীর্ঘকালের মধ্যে! একি দূর-সুদূর-ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ক্রান্তদর্শী এক বিশ্বপ্রেমিক ঋষি-হৃদয়ের স্মৃত-উৎসারিত সাবধান-বাণী—‘হে নিষাদ! হে ‘প্রতিষ্ঠা-লোলুপ’ বিশ্বগ্রাসী নিষ্ঠুর নিষাদ! তোমার করুণা-হীন স্বার্থ-সিদ্ধির আগ্রাসী অভিযান যতই এই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকে, বিশ্বপ্রেমের নিয়মকে, বিশ্বধর্ম বা ঋতকে আঘাত করবে ততই সিদ্ধি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, অনন্তকালেও সে আর তোমার করায়ত্ত হবে না।’ সমগ্র রামায়ণই এই দৃকপাতহীন ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রেমের জয়গান। এবং সে প্রেম শুধু মানব প্রেম নয়, সর্বজীবে প্রেম, জড়-চেতন-নির্বিশেষে বিশ্বজগতের প্রতি প্রেম! এর নাশক তাই যেন তৃণভূমির শ্যামলতা অঙ্গে মেখে দূর্বাদলশ্যাম, বনবাসী মানব-বানর-ঋক্ষ-বিহঙ্গমের সহচর, শ্রেষ্ঠ শত্রুধারী



(“রামঃ শত্ৰুভ্যামহম্” গীতা ১০।৩১) হওয়া সত্ত্বেও বীররূপে নয়, কিন্তু করুণার্স-হৃদয়রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। তাঁর পরিচিতি রবীন্দ্রনাথের অনুগম ভাষায়—

“কহো মোরে, বীর্য কার কামারে করে না অতিক্রম,  
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকলিন ধর্মের নিয়ম।  
ধরেছে সুন্দর কাজি মাণিকোর অঙ্গদের মতো,  
মহেশ্বরে আছে নন্দ, মহাদৈনো কে হয়নি মৃত।  
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,  
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক।  
কে লয়েছে নিজশিরে, রাজজালে মুকুটের সম,  
সবিনয়ে-সঙ্গৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম।  
কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।”  
নারদ কহিলা ধীরে, ‘অযোধ্যার রঘুপতি রাম’

হ্যা, ধরামাঝে মহত্তম দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণকারী এই  
সহায়-সম্বলহীন নায়ককে বাঙ্গালি দাঁড় করিয়েছেন  
তৎকালীন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতালী মদমত্ত  
অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে এবং তাকে জিতিয়েও  
এনেছেন। সংসারে সচরাচর আমরা পাপের জয়  
দেখতেই অভ্যস্ত কিন্তু তবু আমাদের ভিতরে ভিতরে  
ধর্মের, সত্যের, ন্যায়ের জয় দেখার জন্য যে আকৃতি

মাথা কুটে মরে সেই অন্তরতর বোধের জগতে  
বাঙ্গালিকর এই চিরদুঃখী রাজপুত্র নায়ক জয়ের  
সিংহাসনে নিতা বিরাজমান। আমাদের প্রাত্যহিক  
জীবনযুদ্ধেও আমরা যখনই ন্যায়ের পক্ষে যোগ দিই  
তখনই তাঁর প্রেরণা আমাদের শক্তি যোগায়। ক্রৌঞ্চীর  
বিরচনাধায় কাতর-হৃদয় সেই রসি এবং তাঁর  
মানসপুত্র এইভাবে এই বিশাল দেশের বিপুল  
জনসমাজের হৃদয়াসনে “নিতা প্রতিষ্ঠা” লাভ  
করেছেন, যেখান থেকে তাঁদের আর বিচ্যুতি নেই।

মূল সংস্কৃত এবং তার বাংলা অনুবাদসহ এই  
বিশাল গ্রন্থের যতদূর সম্ভব মূল্যে পাঠকদের  
হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়াস আমরা নিচ্ছি। প্রথম খণ্ডে  
প্রথম চারটি কাণ্ড অর্থাৎ বালকাণ্ড (আদিকাণ্ড),  
অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যাকাণ্ড ও কিষ্কিন্দ্রাকাণ্ড প্রকাশিত  
হল। আশা করি, বাকি তিনটি কাণ্ড-সমেত দ্বিতীয়  
খণ্ডটিও অচিরে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

মর্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামের এই অমৃতময়  
চরিতকথা পাঠকের জীবনে অমৃতের স্পর্শ এনে  
দেবে—এই আশা ও প্রার্থনা।

—প্রকাশক



## নম্র নিবেদন

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।  
রঘুননাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥  
রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।  
সুগ্রীবং বায়ুসুনুং চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥  
বেদবেদা পরে পুংসি জ্ঞাতে দশরথাজ্ঞে।  
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্ রামায়ণাশ্রনা॥

বেদ যে পরমাত্মাতত্ত্বের বর্ণনা করে, সেই নারায়ণ-  
তত্ত্ব রামায়ণে শ্রীরামরূপে নিরূপিত হয়েছে। বেদবেদা  
পরমপুরুষোক্তম শ্রীদশরথনন্দন শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হলে  
সাক্ষাৎ বেদ-ই বাঙ্গীকির মুখ থেকে শ্রীরামায়ণরূপে  
প্রকটিত হয়েছে, এইরূপ মানাতা আন্তিক ব্যক্তির চিরকাল  
ধরে রয়েছে। সেইজন্য শ্রীমদ্বাঙ্গীকীয় রামায়ণের প্রতিষ্ঠা  
বেদতুল্যই বটে। মহর্ষি বাঙ্গীকি একজন আদিকবি, তাই  
তিনি বিশ্বের সমস্ত কবিদের গুরু। তাঁর ‘আদিকাব্য’ শ্রীমৎ  
বাঙ্গীকীয় রামায়ণ পৃথিবীর প্রথম কাব্য। এটি সকলের  
জন্যই পূজনীয়। ভারতের পক্ষে তো এই কাব্য পরম  
গৌরবের বিষয় এবং দেশের প্রকৃত বহুমূল্য রাষ্ট্রীয় নিধি।  
সেইজন্যই এটি সকলের জন্য অতি অবশ্যই সংগ্রহ,  
পঠন, মনন এবং শ্রবণ করার বিষয়। এর এক-একেকটি  
অক্ষর মহাপাপনাশকারী—

‘একৈকমক্ষরং পুংসাং মহাপাতকনাশনম্।’

এটি সমস্ত কাব্যের বীজ—

‘কাব্যবীজং সনাতনম্।’

(বৃহদ্রমপুরাণ ১।৩০।৪৭)

শ্রীব্যাসদেবাদি সকল কবিগণ এটি অধ্যয়ন করে  
পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি রচনা করেছেন।<sup>(১)</sup>  
‘বৃহদ্রমপুরাণে’ এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদিত  
রয়েছে। শ্রীব্যাসদেব অনেক পুরাণে রামায়ণের মহাত্ম্য  
গীত করেছেন। স্বন্দপুরাণের রামায়ণ মহাত্ম্য তো এই  
গ্রন্থের আরম্ভেই উল্লিখিত রয়েছে, কোনো কোনো স্থানে  
অল্প-স্বল্প মহাত্ম্য আলাদাভাবেও রয়েছে। এ-ও প্রসিদ্ধ যে  
ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে বাঙ্গীকি রামায়ণের  
একটি ব্যাখ্যা লিখেছিলেন এবং তার একটি হস্তলিখিত  
প্রতিলিপি আজও পাওয়া যায়।<sup>(২)</sup> যার নাম হল  
‘রামায়ণতাৎপর্যদীপিকা’। দীবানবহাদুর রামশাস্ত্রী লিখিত  
‘স্টাডিজ ইন রামায়ণ’-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এই বইয়ের  
উল্লেখ রয়েছে। এই পুস্তক ইংরাজি ১৯৪৪ সালে বরোদা  
থেকে প্রকাশিত হয়। দ্রোণপর্বের ১৪৩।৬৬-৬৭ শ্লোকে  
মহর্ষি বাঙ্গীকির যুদ্ধকাণ্ডের ৮।১২৮-এ এটির ইঙ্গিত  
করা হয়েছে।<sup>(৩)</sup> ‘অগ্নিপু্রাণের’ ৫ থেকে ১৩ পর্যন্ত  
অধ্যায়গুলিতে ‘বাঙ্গীকির’ নাম উল্লেখপূর্বক রামায়ণ-  
সারের বর্ণনা আছে। গরুড়পুরাণ, পূর্বখণ্ডের ১৪৩তম  
অধ্যায়েও ঠিক এরূপ শ্লোকের দ্বারা রামায়ণসারের কথা  
উল্লিখিত আছে। তেমনই হরিবংশ (বিষ্ণুপর্ব ৯৩।৬-  
৩৩)-এ যদুবংশীয়দের দ্বারা বাঙ্গীকি রামায়ণের নাটিকার  
উল্লেখ আছে—

‘রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্दिश्या नाटकं कृतम्।’

শ্রীব্যাসদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ‘স্বন্দপুরাণ’

(১) (ক) পঠ রামায়ণং ব্যাস কাব্যবীজং সনাতনম্। যত্র রামচরিত্রং স্যাৎ তদহং তত্র শক্তিমান্॥

(বৃহদ্রমপুরাণ, প্রথমখণ্ড ৩০।৪৭, ৫১)

(খ) রামায়ণং পঠিতং মে প্রসন্নোহস্মি কৃতজ্ঞয়া। করিষ্যামি পুরাণানি মহাভারতমেব চ॥

(বৃহদ্রমপুরাণ, প্রথমখণ্ড ১।৩০।৫৫)

(২) A curious Ms. is that of ‘Rāmāyanātattvaparyadipika which is said to have been an exposition of the meaning of the Ramayana’ by Vyasa at the request of Yudisthira.

(‘Studies in Rāmāyana’, ‘Riddles of Rāmāyana’ By K. S. Rāmāsastri, Book II, P.I.)

(৩) এই শ্লোকটি এইরূপ—

অপি চায়ং পুরা গীতঃ শ্লোকো বাঙ্গীকিনা ভূবি। ন হস্তব্যাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ্রবীষি প্লবঙ্গম।.....

পীড়াকরমমিত্রাণাং যৎস্যাৎ কর্তব্যমেব ততঃ॥ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৪৩।৬৭-৬৮)

উট্টিকাণ্ডের ১৭।২২ শ্লোকও এর ওপর আধারিত।



বৈষ্ণবখণ্ড, বৈশাখমাহাত্ম্য ১৭ থেকে ২০ অধ্যায় পর্যন্ত, ('কল্যাণ' মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত 'স্কন্দপুরাণাঙ্ক' পৃষ্ঠা. ৩৭৪ থেকে ৩৮১ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য), আবন্ত্যখণ্ড অবন্তীক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের ২৪ তম অধ্যায়ে ('কল্যাণ' সংক্ষিপ্ত স্কন্দ-পুরাণাঙ্ক পৃ. ৭০৮-৯), প্রভাসখণ্ডের ২৭৮ তম অধ্যায়ে (সংক্ষিপ্ত স্কন্দপুরাণাঙ্ক পৃষ্ঠা ১০২৫-২৭ এবং অধ্যায়রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৬।৬৪।৯২)-এর বর্ণনা করেছেন। মৎস্যপুরাণ ১২।৬১ তে তিনি এটিকে 'মার্গসত্তমে' রূপে স্মরণ করেছেন।<sup>(১)</sup> আর ভাগবত ৫।১৮।৫-এ করেছেন 'মহাযোগী' দ্বারা।

এইরূপ কবিকুলতিলক কালিদাস রঘুবংশে আদিকবিকে দুবার স্মরণ করেছেন। এক হল—'কবিঃ কুশেয়্যাহরণাম যাতঃ। নিষাদবিদগুজদর্শনোথঃ শ্লোকত্ব-মাপদাত যস্য শোকঃ'<sup>(২)</sup> (১৪।৭০) এই শ্লোকে, দ্বিতীয়বার ২।৪ এর 'পূর্বসূরিভিঃ'তে। ভবভূতিকে করুণ-রসের আচার্য বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনি এই শিক্ষা আদিকবির থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনিও উত্তর-রামচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে 'বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্যটামি' 'মুনয়ন্তমেব হি পুরাণ-ব্রহ্মবাদিনঃ প্রচেতসমৃষিঃ.....উপাসতে' ইত্যাদির দ্বারা তাঁকেই স্মরণ করে লিখেছেন। 'সুভাষিতপদ্ধতি'র নির্মাতা শার্দূল তঁার এই স্বর্ণকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে লিখেছেন—

কবীন্দ্রং নোমি বাল্মীকিং যস্য রামায়ণীকথাম্।

চন্দ্রিকামিব চিত্তি চকোরা ইব সাধবঃ॥

এইভাবে মহাকবি ভাস, আচার্য শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের আচার্যগণ, রাজা ভোজ ইত্যাদি পরবর্তী বিদ্বানদের থেকে আরম্ভ করে হিন্দি সাহিত্যের প্রাণ শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী 'বন্দউ মুনি পদ কঙ্কু রাময়ন জেহি নিরময়উ'। 'জান আদিকবি নাম প্রতাপ', 'বাল্মীকি ভে ব্রহ্ম সমান' (শ্রীশ্রীরামচরিতমানস), 'জহাঁ বাল্মীকি ভয়ে ব্যাধতে মুনিদু সাধু' 'মরা মরা' 'জপেঁ সিখ সুনি রিবি

সাতকী' (কবিতাবলী, উত্তরকাণ্ড ১৩৮ থেকে ১৪০) 'কহত মুনীস মহেস মহাতম উলটে সীধে নামকো' 'মহিমা উলটে নামকী মুনি কিয়ো কিরাভো।' (বিনয়পত্রিকা ১৫১), 'উলটা জপত কোলতে ডএ ঋষিরাব' (বরাই রামায়ণ ৫৪), 'রাম বিহাই মরা জপতে বিগরী সুধরী কনি কোকিলহু কী' (কবি. ৩।৮৮) ইত্যাদি পদসমূহ দ্বারা বারংবার ঐকে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করেছেন; কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

### সংক্ষিপ্ত জীবনী

কিছু লোক মহর্ষি বাল্মীকিকে নীচ জাতির বলে থাকেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ ৭।৯৩।১৭, ৭।৯৬।১৯ এবং অধ্যায়রামায়ণ ৭।৭।৩১-এ তিনি স্বয়ং নিজেকে প্রচেতার পুত্র বলে জানিয়েছেন।<sup>(৩)</sup> মনুস্মৃতি ১।৩৫-এ 'প্রচেতসং বসিষ্ঠং চ ভৃগুং নারদমেব চ' — প্রচেতাকে বসিষ্ঠ, নারদ, পুলস্ত্য, কবি প্রভৃতির ভাই বলে লিখেছেন। স্কন্দপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে ঐকে জন্মাস্তরের ব্যাধ বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি জন্মাস্তরে ব্যাধ ছিলেন। ব্যাধ-জন্মের পূর্বেও স্তম্ভ নামক গ্রীবাংস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্যাধ-জন্মে শঙ্খ ঋষির সৎসঙ্গ দ্বারা, রামনাম জপ করে তিনি পরবর্তী জন্মে 'অগ্নিশর্মা' (মতান্তরে রত্নাকর) হন। সেখানেও ব্যাধেদের সাহচর্যে প্রাক্তন সংস্কারবশত কিছুদিন ব্যাধকর্মেই প্রবৃত্ত থাকেন। পরে সপ্তর্ষিদের সৎসঙ্গের প্রভাবে 'মরা-মরা' জপ করে বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হন এবং বাল্মীকিরামায়ণ রচনা করেন। ('কল্যাণ' সংক্ষিপ্ত স্কন্দপুরাণাঙ্ক পৃ. ৩৮১ ; ৭০৯ ; ১০২৪)। বাংলার কৃতিবাস রামায়ণ, শ্রীশ্রীরামচরিতমানস, অধ্যায়রামায়ণ ২।৬।৬৪ থেকে ৯২, আনন্দরামায়ণ রাজ্যকাণ্ড ১৪। ২১-৪৯, ভবিষ্যপুরাণ প্রতিসর্গ. ৪।১০-এও ঐই বিষয়ে যৎসামান্য ভিন্নরূপে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। গোস্বামী তুলসীদাস মহাশয় ঐই কথা প্রকৃতপক্ষে কোনো আধার ছাড়া লেবেননি। সুতরাং ঐকে নীচ জাতি বলে মনে করা

(১) বাল্মীকীরূপা চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ।

(২) আদিকবি বাল্মীকি তখন কুশ, সমিধ ইত্যাদি নিতে বেরিয়েছিলেন। ব্যাধের দ্বারা নিহত কৌশলকে দেখে তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হয় এবং সেটিই শ্লোকরূপে পরিণত হয়। 'ধন্যলোক' -এর লেখক শ্রীআনন্দবর্ধনও এর বর্ণনাও এর সামঞ্জস্য দেখা যায়—

'কৌশলদ্বন্দ্বিয়োগোথঃ শোকঃ শ্লোকব্রহ্মাগতঃ।' (ধন্যলোক ১।৫)

বস্তুতঃ এই দুটি পদের মূল হলেন স্বয়ং আদিকবি (বাল্মী. ১।২।৪০)রই শ্লোক, যা এইরূপ—

'সোহনুব্যাহরণাভূতঃ শোকঃ শ্লোকব্রহ্মাগতঃ।'।

(৩) 'প্রচেতসোহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দনঃ।'



সর্বতোভাবে ভ্রমমূলক।

### প্রাচীন সংস্কৃত টীকাসমূহ

বাস্তবিকি রামায়ণে অগণিত প্রাচীন টীকা আছে, যেমন—১) কতক টীকা (নাগোজীভট্ট এবং গোবিন্দ-রাজাগণ এর বহুবার উল্লেখ করেছেন), ২) নাগোজী-ভট্টের তিলক বা রামাভিরামী ব্যাখ্যা, ৩) গোবিন্দরাজের ভূষণ টীকা, ৪) শিবসহায়ের রামায়ণ-শিরোমণি ব্যাখ্যা, (এই পূর্বোক্ত তিনটি টীকা গুজরাতি প্রেস বোম্বাই থেকে একত্রে ছাপা হয়।), ৫) মাহেশ্বরতীর্থের তীর্থব্যাখ্যা বা তত্ত্বদীপ, ৬) কন্দাল রামনুজের রামানুজীয় ব্যাখ্যা ; (এই টীকাগুলি বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই থেকে ছাপা হয়।), ৭) বরদরাজ কৃত বিবেকতিলক, ৮) ত্র্যম্বকরাজ মখানীর ধর্মাকৃত ব্যাখ্যা (এটি খণ্ডিত মাদ্রাজ এবং শ্রীরঙ্গম থেকে ছাপা হয়) এবং ৯) রামনন্দতীর্থের রামায়ণ-কূট-ব্যাখ্যা। এছাড়া চতুরর্থদীপিকা, রামায়ণ-বিরোধপরিসার, রামায়ণসংস্কৃত, তাৎপর্যতরঙ্গি, শৃঙ্গার-সুধাকর, রামায়ণসংবিশ্ব, মনোরমা ইত্যাদি বহু টীকা আছে। ‘রীডিংস্ ইন রামায়ণ’ (Readings in Ramayan) অনুসারে আরোও টীকাগুলি হল— ১) অহোবলের ‘বাস্তবিকি-হৃদয়’ (তনিস্লোকের ব্যাখ্যা), তাঁর শিষ্যের বিরোধভঞ্জিনী টীকা, মাধবাচার্যের রামায়ণতাৎপর্য-নির্ণয়-ব্যাখ্যা ; শ্রী অন্নয় দীক্ষিতেন্দ্রেরও এই নামে অন্য এক ব্যাখ্যা (যাতে তিনি রামায়ণকে শিবপরক সিদ্ধ করেছেন), প্রবালমুকুন্দসূরির রামায়ণভূষণ ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামভদ্রাসনের সুবোধিনী টীকা। ডক্টর এম. কৃষ্ণমাচারী তাঁর পুস্তক (হিস্ট্রি অফ ক্লাসিকাল সংস্কৃত লিটরেচার)-এ এমনই কিছু টীকার উল্লেখ করেছেন, যার লেখকদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। উদাহরণ হল—অমৃত-কতক, রামায়ণ সারদীপিকা, গুরুবাদ্য চিত্তরঞ্জিনী, বিদ্যুৎমনোরঞ্জিনী ইত্যাদি। তাঁরা বরদারাজাচার্যের রামায়ণসারসংগ্রহ, দেবরামভট্টের বিষয়পদার্থব্যাখ্যা, নৃসিংহ শাস্ত্রীর কল্পবল্লিকা, বেঙ্কটচাচার্যের রামায়ণার্থ-প্রকাশিকা, বেঙ্কটচাচার্যের রামায়ণকথাবিশর্ষ ইত্যাদি ব্যাখ্যাগ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও কিছু টীকা ‘মধববিলাস’ নামক গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এগুলির সবই হল সংস্কৃতে। অজ্ঞাত

সংস্কৃত ব্যাখ্যাসমূহ, হিন্দীর অনেক দ্বৈত, অদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতাদি-মতাবলম্বীগণ, আর্য সমাজের ব্যাখ্যা, বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা এবং ফরাসি, ইংরাজি ইত্যাদি অন্য বিদেশি ভাষায় করা অনুবাদ, টীকা-টিপ্পনীর সম্বন্ধে এখানে কোনো উল্লেখ করা হয়নি, কারণ তার কোনো অন্তই হয় না।

### রামায়ণের কাব্যগুণ, অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

কিছু ব্যক্তি এমনও বলেছেন যে রামায়ণের নির্দেশনার আধারেই দণ্ডী ইত্যাদি কাব্যের পরিভাষা বলা হয়েছে। ত্র্যম্বকরাজ মখানী সুন্দরকাণ্ডের ব্যাখ্যায় প্রায় সমস্ত শ্লোকের অলংকার রসযুক্ত মেনে নিয়ে ‘কাণ্ড’ নামের সার্থকতা দেখিয়েছেন। বাস্তব কথাও তাই। সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ সত্যই অতীব সুন্দর। শ্রীমখানী সমস্ত কিছুই উদাহরণ দিয়েছেন। এ অতি আশ্চর্যের বিষয় যে আদিকবি কোনো প্রাচীন কাব্য না দেখে, কোনো গ্রন্থের সাহায্য না নিয়েই এই সর্বোত্তম কাব্য রচনা করেছেন। এর প্রাকৃতিক বর্ণনা তো সুন্দর বটেই, সর্বাধিক সুন্দর হল এর বিষয়বস্তু। শ্রীহনুমানের কথা বলার কৌশল সর্বত্র দেখা যায়। শ্রীরামের প্রতিপাদনশৈলী, শ্রীদশরথের সম্ভাষণপদ্ধতি (অযোধ্যাকাণ্ড ২য় সর্গ), কম-বেশি কোনো কোনো স্থানে রাবণের কথনও (লঙ্কাকাণ্ড ষোড়শ সর্গ) অত্যন্ত সুন্দর। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রকেও প্রমাণ রূপে মেনেছেন। ত্রিজটীর স্বপ্ন, শ্রীরামের যাত্রাকালের মুহূর্তবিচার, বিভিন্ন দ্বারা লঙ্কার অশুভ বিষয়ের প্রতিপাদন (লঙ্কাকাণ্ড, দশম সর্গ) ইত্যাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞাপক এবং সমর্থক। শ্রীরাম যখন অযোধ্যা থেকে যাত্রা আরম্ভ করেন তখন নয়টি গ্রহ একত্র হয়ে যায়<sup>(১)</sup>—এই জন্যই লঙ্কায়ুদ্ধ হয়। শ্রীদশরথ শ্রীরামকে জ্যোতিষিগণের দ্বারা অনিষ্ট ফলাদেশের কথা জানিয়েছেন। (অযোধ্যা.৪।১৮)<sup>(২)</sup>। যুদ্ধকাণ্ড ১০২।৩২-৩৪-এর শ্লোকসমূহে রাবণমৃত্যুর সময়ও গ্রহস্থিতি লক্ষণীয়। যুদ্ধকাণ্ডের ৯১তম সর্গে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের কথা আছে। যুদ্ধকাণ্ডের ১৮তম সর্গ এবং ৬৩।২ থেকে ২৫ শ্লোক পর্যন্ত রাজনীতির সারভূত অদ্ভুত বর্ণনা রয়েছে। যুদ্ধকাণ্ড ৭৩।২৪-২৮-এ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রক্রিয়ারও উল্লেখ আছে। সেখানে রাবণ এবং মেঘনাদকে

(১) দেখুন—‘দারুণাঃ সোমমজোতাগ্রহাঃ সর্বে ব্যবস্থিতাঃ।’ (অযোধ্যা. ৪।১১) উপর তিলক ও শিরোমণি-ব্যাখ্যা।

(২) ‘অবষ্টকং চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণগ্রহৈঃ। আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যঙ্গারকরাহুভিঃ॥’



অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকরূপে দেখানো হয়েছে। মেঘনাদের সমস্ত বিজয় তত্ত্বমূলক। তিনি যখন জ্যোতি কৃষ্ণছাগলের বলি দেন, তখন তপকাঞ্চন তুলা অগ্নির দক্ষিণাবর্ত শিখা তার বিজয় সূচনা করে—‘প্রদক্ষিণাবর্ত-শিখস্তপকাঞ্চনসমিভাঃ।’ (৬।৭৩।২৩)। রাবণও খুব বড় তাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁর ক্ষজার ওপর (তাত্ত্বিকের চিহ্ন) নরমুণ্ডকপাল—মানুষের মাথার চিহ্ন ছিল। (৬।১০০।১৪)। কিন্তু তাঁর পরাজয় ইত্যাদি দ্বারা মহর্ষি বাম্মীকি বামমার্গের বলি-মাংস-সুরা ইত্যাদি ত্রিম্বাগুলিকে অসমীচীনরূপে দেখিয়েছেন। (তুলসীদাস গোস্বামীও ‘তজ্জি শ্রুতি পছ বাম মগ চলহী’ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬৮।৭-৮), ‘কৌল কামবস কৃশন বিমূঢ়া’ (লঙ্কাকাণ্ড) ইত্যাদি দ্বারা এই বিষয়কে সমর্থন করেছেন)। এইভাবে আমরা মহর্ষি বাম্মীকির রচনায় প্রাচীনতমকালেও জ্যোতিষ, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ আদি শাস্ত্রে উল্লিখিত প্রাক-লক্ষণের সূচনা যথার্থভাবে জ্ঞাত হই। বস্তুত এটি হল পরম আস্তিকের দৃষ্টি। ধর্মশাস্ত্রের জন্য এই গ্রন্থ পরম প্রমাণ, এতে অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয়ও রয়েছে, অর্থশাস্ত্রেরও বহু সামগ্রী আছে। ব্যবহার এবং আচার-আচরণের কথা আছে, কুশল-মার্গও দর্শিত হয়েছে।

### পবিত্র দার্শনিকতা

মহর্ষি বাম্মীকির অদ্ভুত কবিতা এবং অন্যান্য মহত্বের হেতু হল তাঁর তপস্যা। বাম্মীকি রামায়ণই তার সাক্ষী ‘তপঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ তপস্বী বাগবিদাং বরম্’ থেকে এই কাব্য ‘তপ’ শব্দ থেকেই আরম্ভ হচ্ছে এবং প্রথম শ্লোকের প্রথম দুটি চরণেই দুবার ‘তপ’ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে এবং ‘তপস্বী’ শব্দ দ্বারা মহর্ষি বস্তুত তাঁর জীবনী অঙ্কিত করেছেন। তপস্যা দ্বারাই তিনি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন, রামায়ণরূপী দিব্য কাব্য রচনার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন এবং রামচরিত্র দর্শন করেন। তারপরে বিশ্বামিত্রের বিচিত্র তপস্যার বর্ণনা, গঙ্গাদেবীর আগমনের মূলে ভগীরথের অদ্ভুত তপস্যা, চুলী ঋষির তপস্যা, ভৃগুর তপস্যা ইত্যাদিরও বর্ণনা রয়েছে। এঁর মতে স্বর্গ ইত্যাদি সকল সুখভোগের হেতু হল তপ। কিমধিকং ; রাবণ ইত্যাদির রাজ্য-লাভ, সুখ, শক্তি, আয়ু ইত্যাদির মূল-ও হল তপ। শ্রীরাম তো একজন শুদ্ধ তপস্বী। তিনি তপস্বীদের আশ্রমে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি বৈশ্বানস, বালধিলা,

সম্প্রফাল, মরীচিপ (শুধুমাত্র চন্দ্রকিরণ পানকারী), পত্নাহারী, উম্মজক (সর্বদা আকণ্ঠ জলে ডুবে তপস্যাকারী), পঞ্চাগ্নিসেবী, বায়ুভক্ষী, জলভক্ষী, হুণ্ডিলশায়ী, আকাশনিলয়ী এবং উর্ধ্ববাসী (পর্বত, শিখর-বৃক্ষ, মাচা ইত্যাদিতে বাসকারী) তপস্বীদের দর্শন করেন। তাঁরা সকলেই জপে লীন ছিলেন। (অরণ্যাকাণ্ড ষষ্ঠ সর্গ) এঁদের জপ সম্ভবত ‘শ্রীরাম’ মন্ত্র ছিল। কারণ এঁদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রীরামকে দর্শন করেই যোগাগ্নিতে শরীর ত্যাগ করেন। বস্তুত কাব্যবিধি দ্বারা কান্তাসম্মিত মধুর বাণীতে শ্রীবাম্মীকির এটিই দার্শনিক উপদেশ। তাঁর মূল তত্ত্ব হল এইভাবে পবিত্রতাপূর্বক তপ অনুষ্ঠান করে ঈশ্বরের আরাধনা করা এবং অধর্ম থেকে সর্বদাই দূরে থাকা।

### শ্রীরামের পর-ব্রহ্মভাব

কিছু মানুষ রামায়ণে রামের জীবনকে নরচরিত্র বলে মনে করেন এবং শ্রীরামের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদক (দেবুন বালকাণ্ড ১৫ থেকে ১৮ সর্গ, পুনরায় ৭৬।১৭, ১৯, অযোধ্যাকাণ্ড ১।৭, অরণ্যাকাণ্ড ৩।৩৭, সুন্দরাকাণ্ড ২৫।২৭, ৩১ ; ৫১।৩৮, যুদ্ধাকাণ্ড ৫৯।১১০ ; ৯৫।২৫ ; সম্পূর্ণ ১১১ এবং ১১৭ তম সর্গ, ১১৯।১৮, ১১৯।৩২-এ সুস্পষ্ট ‘ব্রহ্ম’ শব্দ উত্তরাকাণ্ড ৮।২৬, ৫১।১২-২২ ; ১০৪।৪ ইত্যাদি ; বঙ্গ এবং পশ্চিম শাখাতেও এইসব শ্লোক আছে, এমনকী কোনো কোনো স্থানে এর থেকেও বেশি আছে।) হাজার হাজার বাক্যকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে শ্রীরামের ঐশ্বর্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতিটি শ্লোকই শ্রীরামের অচিন্ত্য শক্তিমত্তা ; লোকোত্তর ধর্মপ্রিয়তা, আশ্রিত বাৎসল্য, ঈশ্বরত্বের প্রতিপাদক ঘোষণা করে। বিভীষণের শরণাগতির সময় যদিও কোনো ঐশ্বর্য লক্ষণযুক্ত কথা বলা হয়নি, কিন্তু শ্রীরামের অপ্রতিম মার্দব, কপোতের আতিথ্য সংকারের উদাহরণ, পরমর্ষি কথুর গাথা এবং তাঁর শরণাগত সমস্ত প্রাণীকে<sup>(১)</sup> সমস্ত প্রাণী থেকে অভয়দান দেওয়ার স্বাভাবিক নিয়ম ঘোষিত হওয়ার পর প্রতিবাদী সুগ্ৰীবকে বিবশ হয়ে বলতে হয় যে ‘ধর্মজ্ঞ ! লোকনাথের শিরোমণি ! আপনার এই বক্তব্যে কিছু আশ্চর্য নেই ; কারণ, কারণ আপনি মহাশক্তিশালী এবং সংপথে আরাড়—

কিমত্র চিত্রং ধর্মজ্ঞ লোকনাথশিখামণে।

<sup>(১)</sup> এখানে ‘সর্বভূতেভ্যঃ’ পদে প্রায় সকল টীকাকারগণ চতুর্থী ও পঞ্চমী দুটিকেই মেনে এই পদটির দুবার অর্থ করেছেন।



যৎ কুমার্যঃ প্রভাষেথাঃ সম্ভবান্ সংপথে স্থিতঃ॥

(৬।১৮।৩৬)

এইরূপ হনুমান সীতাদেবীর সামনে ও রাবণের সামনে শ্রীরামের যে গুণের কথা বলেছেন, তাতে তিনি শ্রীরামকে ঈশ্বর তো বলেননি, কিন্তু তিনি যে বলেছেন ‘শ্রীরামের এমন ক্ষমতা আছে যে, তিনি এক মুহূর্তেই সমস্ত জীবন-জগৎ বিশ্বকে সংহত করে দ্বিতীয় মুহূর্তেই এই জগৎ একইভাবে পুনর্নির্মাণ করে ফেলতে পারেন’ এই কথায় কি ঈশ্বরতত্ত্বের ডাব স্পষ্ট হয় না? কতটা স্পষ্ট—

সভাং রাক্ষসরাজেন্দ্র শৃণু বচনং মম।

রামদাসস্য দূতস্য বানরস্য বিশেষতঃ॥

সর্বলোকান্ সুসংহত্য সভূতান্ সচরাচরান্।

পুনরেব তথা প্রষ্টুং শঙ্কো রামো মহাযশাঃ॥

(বাল্মীকীয় রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ৫।১।৩৮-৩৯)

সত্য কথা হল এই যে, তপস্বী বাল্মীকি ‘রাম’কেই ভজনা করতেন। (তাঁর ‘মরা-মরা’ জপ করার কথা অনেকেই নির্মূল মনে করেন, কিন্তু একথা অধ্যাত্ম-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে, আনন্দরামায়ণের রাজাকাণ্ড ১৪ এবং সুন্দরপুরাণেও কয়েকবার বলা হয়েছে, শ্রীতুলসীদাসও বিভিন্ন স্থানে লিখেছেন।) এর দ্বারা তাঁর এবং অন্যদের সমস্ত সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তাই এতে ‘শ্রীমদ্রামায়ণ’কেই কাব্যরূপে গীত করা হয়েছে। নাহলে তখনকার কন্দ-মূল-ফলাশী বনবাসী সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ তপস্বীর কোনো রাজার চরিত্র বর্ণনায় কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁর দ্বিতীয় বিশাল রচনা ‘যোগবাসিষ্ঠ’-তেও, তিনি গুপ্তভাবে শ্রীরামের বিস্তৃত চরিত্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে এবং অন্যস্থানেও তাঁর নারায়ণতত্ত্ব স্পষ্টই প্রতিপাদন করেছেন। বস্তুত প্রেমের মাধুর্য তাঁর গূঢ়তাত্ত্বিক আছে। দেবগণের সম্বন্ধে তো এই প্রসিদ্ধি আছেই যে তাঁরা ‘পরোক্ষপ্রিয়া’ হন—‘পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ, প্রত্যক্ষদ্বিষাঃ’ (ঐতরেয়. ১।৩।১৪) ; (বৃহদা. ৪।২।২), সুতরাং মহর্ষির এই বর্ণনাপ্রণালী গূঢ় প্রেমেরই বর্ণনা, কিন্তু সাধকের নিকট এটি সর্বত্রই স্পষ্ট প্রকাশিত নয়। এর সপক্ষে প্রায় শতাধিক সংস্কৃত ব্যাখ্যা এর সাক্ষী।

### ঐতিহাসিক দৃষ্টি

বাল্মীকির বর্ণনা আধুনিক ঐতিহাসিক শৈলীতে নয়,

তাই লোকে এটিকে ইতিহাসরূপে স্বীকার করেন না। কিন্তু বাল্মীকির সময়কাল হাজার-দুহাজার বছরের নয়। তাহলে কোটি কোটি বছরের পুরনো ইতিহাস কি এখনকার পরিকাঠামোতে পাওয়া সম্ভব? এরূপ অবস্থায় কেবল আবশ্যক ব্যক্তিসমূহের ইতিহাসই লাভদায়ক হয়ে থাকে। তাই আমাদের শাস্ত্র ইতিহাসের পরিভাষা জানাতে গিয়ে বলেছেন—

ধর্মার্থকামমোক্ষানামুপদেশসমম্বিতম্ ।

পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

(বিষ্ণুধর্ম. ৩।১৫।১)

এবং বিস্তৃত ও দীর্ঘকালীন বিশ্বের ইতিহাস তো রামায়ণ-মহাভারতের মতোই হতে পারে এবং ধর্ম-অর্থ-লোকব্যবহার, পরলোকের সুখের দৃষ্টিতে তা লাভজনকও প্রমাণিত হয়।

### ভৌগোলিক বিবরণ

রামায়ণে উল্লিখিত ভৌগোলিক অবস্থান নিয়েও বহু অনুসন্ধান হয়েছে। ‘কল্যাণের’ রামায়ণাঙ্ক, কনিয়মের ‘এনশেট ডিক্শনারী’, শ্রীদেব ‘জিওগ্রাফিক্যাল ডিক্শনারী’ তে এর ওপর বহু অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিছু মানুষ স্বতন্ত্রভাবে লিখেছেনও। লন্ডনের ‘এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল’-এ একটি মহত্বপূর্ণ লেখা ছাপা হয়েছিল। ‘বেদ ধরাতল’-এও (প. গিরীশচন্দ্র) কিছু সুন্দর সামগ্রী ছিল। শুধু ‘লঙ্কা’ নিয়েই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। ‘সর্বেশ্বরের’ একটি লেখায় ‘মালদীপ’কে লঙ্কা প্রমাণ করা হয়েছে। কিছু মানুষ একে দ্বন্দ্ব, মজ্জিত বা দুর্জয় বলেও মনে করেন। বাল্মী. ১।২২-অনুসারে কৌশাঘ্রী হল প্রয়াগ থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোসম গ্রাম। ধর্মারণ্য আজকের গয়া। ‘মহোদয়’ নগর, কুশনাভের কন্যাদের কুবু হওয়ায় পরবর্তীকালে ‘কান্যকুবু’,<sup>(১)</sup> পরে কনৌজ হয়েছে, গিরিবিজ হল ‘রাজগির’ (বিহার)। ১।২৪-এর মলদ-করাব আরা জেলার উত্তর ভাগ। কিছু লোক ‘গজনী’কে এবং কিছু লোক খেলম এবং কীকনাকে কৈক্যদেশ বলেন। বালকাণ্ড ২।৩-৪-এ উদ্ধৃত তমসা নদীর তীরে শ্রীবাল্মীকির আশ্রম ছিল। এটি সেই তমসা থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন, যার উল্লেখ গন্ধার উত্তর এবং অযোধ্যার দক্ষিণে পাওয়া যায়। বাল্মীকি-আশ্রমের উল্লেখ

(১) এর উৎপত্তির একটি অন্য মনোপ্রাচী বর্ণনা ‘কল্যাণ’ মাসিক পত্রিকায় বর্ষ ৩৪, অঙ্ক ১২র ১৩৮৯ পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য।



২।৫৬।১৬ তেও উল্লেখ করা আছে। পশ্চিমোত্তর শাখার রামায়ণের ২।১১৪ তেও এই আশ্রমের উল্লেখ আছে। বি.এইচ.বডের 'কল্যাণ'-এর রামায়ণাঙ্কে ৪৯৬ পৃষ্ঠায় একে প্রয়াগ থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে বলা হয়েছে। সম্মেলন পত্রিকার ৪৩।২-এর ১৩৩ পৃষ্ঠায় বলা আছে যে বাম্পীকি-আশ্রম প্রয়াগ-বাসীরোড এবং রাজাপুর-মাণিকপুর রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত। তুলসীদাস গোস্বামীর মতে তাঁর আশ্রম ছিল 'বারিপুর-দিগপুরের মধ্যভাগে (বিলসতিভূমি)। মূল গোসাঁই-চরিতকার 'দিগবারিপুরা এবং সীতামটি' মধ্যভাগকে বাম্পীকি-আশ্রম বলে মানেন। কিছু মানুষ কানপুরের বিঠরকেই বাম্পীকির আশ্রম বলে মানেন।<sup>(১)</sup> ২।৫৬।১৬র টীকায় কতক, তীর্থ, গোবিন্দরাজ, শিরোমণিকার ইত্যাদি এর সমাধান করে লিখেছেন যে, ঋষি-মুনিগণ প্রায়ই ভ্রমণ করতেন। শ্রীরামের বনবাসের সময় ইনি চিত্রকূটের কাছে এবং রাজ্যভিষেকের সময় গঙ্গাতটে (বিঠরে) ছিলেন। বাম্পী. ৭।৬৬।১ এবং ৭।১১।১৪ থেকেও বাম্পীকি আশ্রম বিঠরে বলেই প্রমাণিত হয়। অন্য বিবরণ প্রায়শ উপস্থিত গ্রন্থের টিপ্সনীতে দেওয়া হয়েছে।

### রামায়ণে রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান

বাম্পীকি রামায়ণের রাজনীতি অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর। তাঁর কাছে সকল রাজনীতির বিচার তুচ্ছ বলে প্রতীত হয়। শ্রীহনুমান তো নীতির মূর্তি বলে প্রতীত হতেন। বিভীষণ শ্রীরামের সকাশে এলে শ্রীরাম সবার কাছে সম্মতি চান। সুগ্ৰীব বলেন, 'ইনি তো শত্রুরই ভাই, না জানি হঠাৎ করে তিনি কেন আমাদের সেনাদলে প্রবেশ করতে চান? সম্ভবত, সুযোগ পেলে গাঁচা যেমন কাকের বধ করে, ইনিও সেভাবেই আমাদের মেরে ফেলবেন। ইনি তো প্রকৃতিতে রাক্ষস, এঁকে কী বিশ্বাস?' সেই সঙ্গে নীতি হল এই যে মিত্রের প্রেরিত, মূল্যের বিনিময়ে কেনা কিংবা জংলি জাতির সাহায্যও গ্রহণীয়, কিন্তু শত্রুর সহায়তা সর্বদা আশঙ্কামূলক। অদ্ভুতও প্রায় এমন কথাই বলেন। জাম্ববান বলেন যে আমারও এঁকে অসময়ে আসতে দেখে অত্যন্ত শঙ্কা হচ্ছে। শরভ বলেন এঁর পিছনে গুপ্তচর লাগানো হোক। অশ্বপুত্র মৈন্দ বলেন এঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা

হোক, তার উত্তর থেকেই এঁর ভাব জেনে নেওয়া যাবে।

কিন্তু শ্রীহনুমান এইসব এমনভাবে ঝগড় করেন যা আজও অদ্বীতপূর্ণ। তিনি বলেন—'প্রভো! আপনার সামনে বৃহস্পতির ভাষণও অতি তুচ্ছ। কিন্তু আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি বিবাদ, তর্ক, স্পর্ধা ইত্যাদির কারণে নয়, কার্যের গুরুত্বের জন্য কিছু নিবেদন করতে চাই।'

'আপনার মন্ত্রীদেব মধ্যো কেউ বিভীষণের পিছনে গুপ্তচর লাগানোর মত দিয়েছেন, কিন্তু গুপ্তচর তো লাগানো হয় দূরে থাকে "অদৃষ্ট অজ্ঞাতবৃত্ত" মানুষের পিছনে, কিন্তু ইনি তো প্রত্যক্ষ সামনেই আছেন, নিজের নাম-কাজও নিজেই জানাচ্ছেন, এখানে গুপ্তচরের কী কাজ? কিছু ব্যক্তি বলেছেন, "ইনি অসময়ে এসেছেন" কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে যে এই হল তাঁর আসার উপযুক্ত সময়। আপনার দ্বারা বালীকে মারা হয়েছে এবং সুগ্ৰীব অভিষিক্ত হয়েছেন জেনে, আপনার পরম শত্রু এবং বালীর মিত্র রাবণ-সংহারের জন্যই এসেছেন। একে প্রশ্ন করার কথাও দোষযুক্ত মনে হয়, কারণ এতে তাঁর মৈত্রীভাবেও বাধা আসবে এবং তা মিত্রদূষিত করার কার্য হয়ে উঠবে। এমনিতেই আপনি কথা বলার সময় তাঁর স্বরভেদ, আকার, মুখের ভাব ইত্যাদি দ্বারা এঁর মনের অবস্থা জানতেই পারবেন। সুতরাং আমি আমার তুচ্ছ বুদ্ধি অনুযায়ী এই কথা নিবেদন করছি, প্রমাণ তো আপনি নিজেই।' এইভাবে হনুমানের লঙ্কাপ্রবেশের পর ত্রয়োদশ সর্গে বিমর্ষ সীতার সঙ্গে কথা বলার আগে, 'কী ভাষায় কীভাবে কথা বলব' ইত্যাদি পরামর্শ, পরে সীতাদেবীর সঙ্গে কথা বলে কিরে যাবার সময় দূতাদির কর্তব্য এবং লঙ্কার শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি জানার জন্য করা তাঁর চিন্তা-ভাবনা, সুগ্ৰীবের ভোগলিঙ্গা দেখে তাঁকে পরামর্শ প্রদান এবং রাবণকে যে উপদেশ দেন, এতে তাঁর অপূর্ণ নীতিমত্তা, রামভক্তি, বিচারপ্রবণতা, সাধুত্ব এবং অপ্রতিম বুদ্ধিমত্তা প্রকট হয়। এই সব কারণেই তাঁকে বলা হয়েছে 'বুদ্ধিমত্তাং বরিষ্ঠম্।' শ্রীরাম স্বয়ং বারবার তাঁর ভাষণ-চাতুর্য ও বুদ্ধিকৌশলে আশ্চর্যাব্বিত হতেন। (কিঙ্কিকা. ৪।২৫-৩৫; যুদ্ধকাণ্ড ১)। শ্রীরামের নৈতিকতা, সাধুতা, সঙ্গুণসম্পন্নতা তো সর্বোপরি ছিল। শ্রীলক্ষ্মণও কিছু কম নন। তিনি মারীচকে প্রথমেই রাক্ষস জানিয়ে সাবধান

(১) স্বন্দপুরাণ আবস্ত্যপাণ্ড ১।২৪এ এঁর আশ্রম বিদিশা (এবনকার মেলসা মধ্যভারত) এবং ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গপর্ব ৪।১০।৫৪ তে উৎপলারণ্য-উৎপলাবর্ত (বিঠর, কানপুর)-এ মনে করা হয়।



করোচ্ছলেন। শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার বলেছেন যে 'শ্রীকৃষ্ণের কোনো নিপদ নেই, আপনার ওপর নিপদ আসছে মনে হয়। এ সবই রাখসদের মামা' ইত্যাদি। এইভাবে বিভীষণ ইত্যাদির কথাও কোনো কোনো জনে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

### উপসংহার

এই সমস্ত গুণের আকর হওয়ার ফলেই এই কাব্য সর্বাঙ্গিক লোকপ্রিয়, অজল, অমর, দিব্য এবং কল্যাণকাণ্ডী<sup>(১)</sup>। সাধুদের ভাষায় এটি হল 'রামায়ণ শ্রীকৃষ্ণমণ্ডিত'। এর পাঠ, মনন, অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই সান্নিধ্য প্রাপ্ত করায়।<sup>(২)</sup> শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য শ্রীকৃষ্ণচরিত গীত করা বাতীত অন্য কোনো উপায় নেই। (এতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রও নিকম উদ্ভুল এবং দিব্য)। তাই অনাদিকাল থেকে এর পঠন, শ্রবণ ও অনুষ্ঠানের পরম্পরা চলে আসছে। রামলীলারও এটিই ছিল প্রথম আধার। আমরা আগে যদুবংশীয়দের দ্বারা হবিবংশে বর্ণিত রামায়ণ নাটক অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি। সেখানে এর অত্যন্ত সুসুচিকর বর্ণনা আছে সুপূরে যখন এটি সাফল্য লাভ করে তখন বজ্রনাভে, বজ্রপূরে আমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে তিনি লোভপাদ দ্বারা শৃঙ্গধারি আনয়ন, পুনরায় দশরথ-বজ্র, গঙ্গাবতরণ, রক্তাভিসার, ইত্যাদি নাটক অনুষ্ঠান করেন।

রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্ভিষ্য নাটকং কৃতম্।

লোভপাদো দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গং মহামুনিম্।

শাঙ্খানপ্যানয়ামাস গণিকাভিঃ সহানঘ।

(২।৯৩।৮)

লয়ভালসমং শ্রদ্ধা গঙ্গাবতরণং শুভম্।

(২।৯৩।২৫)

সেখানে প্রদ্যুম্ন, গদ এবং সাঙ্গ নান্দী বাজনা বাজাচ্ছিলেন। (নাক্ষত্রের ধ্বনিকে এখানে নান্দী বলা হয়েছে)। শূর নামের যাদবই 'রাবণের' অভিনয় করছিলেন। (শ্লোক ১৮)। প্রদ্যুম্ন হয়েছিলেন নলকুবের এবং সাঙ্গ বিদূষক। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উগবান শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকেই সফল রামলীলা-কার্য আরম্ভ

হয়েছিল। এমনি ভাে 'খেঙ্গৌ তহী বালকন মীলা। করৌ সবা রঘুনায়ক লীলা' দ্বারা রামকথার মতো রামলীলা ইত্যাদিরও অনাদিকাল প্রমাণিত হয়, তবুও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তদের ঐক্যসূত্রের জন্য এই ঘটনার উল্লেখ করা হল। এর পরে হনুমান নাটক, প্রসন্ন রাঘব নাটক, অনর্ঘরাঘব নাটক, যশনাটক, বালরামায়ণ নাটক ইত্যাদি অগণিত রামলীলা-নাটকগ্রন্থই লিখে ফেলা হয়েছিল। এই সমস্ত নাটক গ্রন্থেরই একমাত্র আধার হল বাঙ্গীকি রামায়ণ। শুধু তাই নয়, এই বাঙ্গীকি রামায়ণ এবং রামকথার প্রচার-বিস্তার জাভা, বাঙ্গী ইত্যাদি দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ভারতে এর চাবটি পাঠ প্রচলিত। পশ্চিমোত্তর শাখা (লাহোরের ১৯৩১-এর সংস্করণ), বঙ্গ শাখা (Gorresio's edition গোরেসিয়া সংস্করণ), দক্ষিণাত্য সংস্করণ (গুজরাতি ট্রিটিং প্রেস বোম্বাইয়ের তিন টীকা-সম্পন্ন সংস্করণ ও মধুবিলাস বুক ডিপো, কুস্ত-কোমের সংস্করণ) এবং উত্তর ভারতের সংস্করণ (কাশ্মীরী সংস্করণ)। এতে দক্ষিণাত্য এবং উদ্ভিচ সংস্করণ সর্বতোভাবে একই। এর মধ্যে কোথাও নামমাত্রও পার্থক্য নেই। পশ্চিম-পূর্বের মধ্যে অধ্যায়-গুলিতে পার্থক্য আছে। কিন্তু সেগুলির কোনো সংস্কৃত টীকা পাওয়া যায় না। বঙ্গীয়শাখার উপরে কেবলমাত্র লোকনাথচরিত মনোরম টীকা পাওয়া যায়। তাই দক্ষিণাত্য সংস্করণেরও (উদ্ভিচও সেটি-ই) সর্বত্র প্রচার ও প্রামাণ্য থাকে। বছরদিন ধরে গীতা প্রেস থেকে এটি প্রকাশিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছিল। তাই এই দক্ষিণাত্য পাঠের টিগনী এবং চিত্রসম্বলিত শুদ্ধ সটীক এবং সুলভ সংস্করণ জনগণের সেবায় প্রকাশিত করা হল। এর সঙ্গে একটি সুলভ কেবলমাত্র মূলপাঠের সংস্করণও প্রকাশিত করা হচ্ছে। শুধুমাত্র হিন্দি-জানা ব্যক্তিদের জন্য পৃথকভাবে শুধুমাত্র হিন্দি ভাষাতেই একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করা যায় যে সজ্জন ব্যক্তিগণ এর থেকে যথাযোগ্য লাভবান হবেন।

—জানকীনাথ শর্মা

<sup>(১)</sup>শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন তে বাগন্যতা কাস্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥ যাবৎ হ্যসান্তি দিবয়ঃ সরিতস্ত মহীতলে ॥

তদন্থ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচারিষ্যতি ॥

(বালকাণ্ড ২।৩৫-৩৭)

<sup>(২)</sup>বাঙ্গীকি রামায়ণ পঠন-শ্রবণ এবং অনুষ্ঠানে কী লাভ হয়, তা পরবর্তী রামায়ণ-মাহাত্ম্য, যুদ্ধকাণ্ডের ১২৮তম সর্গের ১০৪ থেকে ১২২ শ্লোক পর্যন্ত এবং বৃহদধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ডের ২৫ থেকে ৩০ অধ্যায় পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।



## অনুবাদকের কথা

চরিত্রঃ ৩

ও শ্রীসীতা রামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ

ও শ্রীসারদা রামকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

ও সত্যায় সত্যসন্ধায় সত্যাক্ষণায় নমঃ।  
সর্বসত্যাক্ষণায় রামচন্দ্রায় ও নমঃ॥  
ভরতজননীঃ সীতাঃ বন্দ্যে শ্রীরামবল্লভাম।  
সর্বশ্রেয়াক্ষরীঃ দেবীঃ নমামি ত্রিলোকেশ্বরীম॥  
জননীঃ সারদাঃ দেবীঃ রামকৃষ্ণাঃ জগদগুরুম্।  
পাদপদ্মে তয়োঃ প্রিত্বা প্রণমামি মুহূর্মুহঃ॥  
প্রণমাদৌ পিতরং মে শিবপদং সমাখ্যাতম্।  
মাতরঞ্চ শিবদাসীং প্রণামামি মুহূর্মুহঃ॥  
আচার্যঞ্চ শশধরং শিক্ষাগুরুম্ যথোচিতান্।  
সাপ্টাঙ্গঞ্চ প্রণমামি দীক্ষাগুরুং বীরেশ্বরম্॥  
প্রণমামি কনিষ্ঠকং বাণীকিং তপসোজ্জ্বলম্।  
ভারতাদর্শং সত্যঞ্চ মস্য কাব্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥  
প্রভুভক্ত্যা বীর্যেণ চ যঃ সর্বৈঃ খলু পূজিতঃ।  
বীরভক্তং হনুমন্তং মুহূর্মুহঃ নমাম্যহম্॥

‘রামায়ণম্’ অর্থ রামস্য অয়নম্ ; অয়নম্ অর্থ চলন বা গতি (ই + অনট্ + সু [ক্লীব])। অতএব রামায়ণ অর্থ মর্তে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে নরদেহ ত্যাগ পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের জীবনগতি। সশক্তিক পররক্ষা নারায়ণ নরদেহ ধারণ করে এই নরজগতে যে সকল কর্ম সাধন করেছিলেন তারই কাহিনী রামায়ণ। যখন মানুষ স্ব-স্বরূপ বিন্দুতিহেতু পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে অপরকে ক্রোশ দেয় এবং নিজেও ক্রোশ ভোগ করে তখনই শ্রীভগবান নরদেহ ধারণ করে অসামুদ্র বিনাশ এবং সামুদ্র রক্ষাকার্যে প্রতী হন। তই রামক্সরাজ রাবণের অত্যাচার থেকে পৃথিবীর রক্ষাকার্যে সশক্তিক শ্রীনারায়ণের সীতারামরূপে মর্ত্যে আগমন

সশক্তিক শ্রীরামচন্দ্র ভারতাব্দীর মূর্ত প্রতীক, ধর্মীকন্যা ভারতজননী সীতা তাঁর শক্তি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস। এই আধ্যাত্মিকতা কিন্তু জড়-জগৎকে অস্বীকার করে না। তাই, এখানে জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে কর্মকেও পূর্ণ

প্রাকটি দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের মর্ত্যজীবন, দ্বান ভক্তি কর্মের জীবন।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের চিরন্তন ইতিহাস এবং ভাবতসংস্কৃতির শাবক ও বাহক। বর্তমানে বিশ্বেশ্বরদেবের শিক্ষণীয় ইতিহাস রাজা বা কোনও শাসক বা শাসকমোষ্ট্র এবং তৎসহ তৎকালীন সমাজের ইতিহাস ; কালে, কালে শাসকের পাবনর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বা জাতির বা সমাজের পাবনর্জনের ইতিহাস। কিন্তু, ভারতের উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ে এবং পুরাণ সাহিত্যে ভারতের যে ইতিহাস বিধৃত আছে তা অপরিবর্তনীয় চিরন্তন ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস ধর্মমূল ; এই ধর্ম জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে প্রেমধর্ম। সত্যতা, প্রেম, সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা ইত্যাদিই মনুষ্যসমাজকে স্থায়ী দান করে। রামায়ণ-মহাভারত এই মনুষ্যধর্মেরই ইতিহাস ; রামায়ণের রাম এবং মহাভারতের কৃষ্ণ এই ধর্মেরই রক্ষক।

চিরন্তন ভারত-সংস্কৃতি কেবল প্রাচীন ভারতের আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনেই গড়ে ওঠেনি ; পরবর্তীকালে বিভিন্ন বহির্ভারতীয় জাতির আগমনে এবং তাদের প্রভাবে সেই সকল জাতির সংস্কৃতির প্রভাবও ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। মধ্যযুগে ইসলামীয় এবং পরবর্তী বর্তমান যুগে ইংরাজ-প্রভাবিত ইউরোপীয় সংস্কৃতিও ভারত-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে, এবং এই সকলের মিলনে বর্তমান ভারতে যে মিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব দৃষ্ট হয়, তা’ সবার মিলনে ভারতীয় সংস্কৃতি সুসমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনভূমি। ভারত-সংস্কৃতির মূল কথা বর্জন নয়, গ্রহণ।

সকল সংস্কৃতির গ্রহণেও কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব সর্বোপরি। রামায়ণের আরম্ভই হচ্ছে ‘তপঃ’ (সত্যের তপস্যা) দিয়ে, [আদিকাণ্ডের প্রথম পদ], আর উত্তরকাণ্ডের শেষ স্কন্ধের শেষ পদ



‘প্রবর্তনাম্’ অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। ভারতের তপস্যা প্রেমের তপস্যা, আর তারই বৃদ্ধি ভারতের কাম্য। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্মসভায় উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে ভ্রাতৃসম্বোধন করে বলেছিলেন—“My dear Sisters and Brothers” [আমার প্রিয়, ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ]।

ভারতবর্ষের সমাজে ও সাহিত্যে রামায়ণের সমধিক প্রভাব অনস্বীকার্য। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আগত দেবর্ষি নারদের কাছে মহর্ষি সর্বাঙ্গগাথিত একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের কথা জানতে চাইলে দেবর্ষি রামচরিত্র এবং মর্ত্যে রামের কর্মময় জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা করেন; তারই কাব্যগাথা রামায়ণ। ভারতীয় সমাজে একালবর্তী পরিবার প্রথার উৎস রামায়ণ। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, ভৃত্যবাৎসল্য ও তৎসহ প্রজ্ঞা-বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্বৃত্তির উজ্জ্বল প্রতীক শ্রীরামচন্দ্র। পতিভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীসীতা। ভ্রাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত ভরত ও লক্ষ্মণ। প্রভুভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীমৎ হনুমান। উল্লিখিত মানবিক গুণগুলিই যে কোনও সভ্য সমাজের ধারক ও বাহক এবং রামায়ণ সেই গুণগুলির উৎস। অপরপক্ষে ভারতীয় সাহিত্যেও রামায়ণের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। রামায়ণ অবলম্বনে সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন অনেক কাব্য নাটকাদি রচিত হয়েছে, সেইরকম ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিতেও বহু কাব্যনাটকাদি রচিত হয়েছে। তাই তো মহর্ষি বাল্মীকি কবিশুরু।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ‘রামায়ণী কথা’ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — “রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমালয়ের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলব্ধমাত্র। ...ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে। আর কিছুই বাকি রাখে নাই.....। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের

চিরকালের ইতিহাস। .....ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস—এই দুই বিপুল কাব্যহর্মের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।...বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শাস্ত্রসাম্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ....এই রামায়ণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে; কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য। .....রামায়ণে ভারত যাহা চায় তাহা পাইয়াছে। .....বাল্মীকির রামচরিতকথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন।.....।”

এমন একটি মহান আর্ষ গ্রন্থের মূলানুসারী অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করে ‘সংস্কৃত রামায়ণের’ মূলানুযায়ী বঙ্গানুবাদ কার্যে ব্রতী হই। বার্লক্য ও শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ এই কার্যে বিলম্ব ঘটায় আমার পরম স্নেহসম্পদ ছাত্র শ্রীমান্ দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. (সংস্কৃত), বি.এড. আমার এই কার্যে সাহায্যে ব্রতী হয়ে এই অনুবাদ কার্য দ্রুত সমাপন করছে। শ্রীমানের দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

পরিশেষে, যাদের করুণা ও আশীর্বাদ আমার ব্যক্তিগত জীবনে সর্বপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টায় অনুপ্রেরণারূপে কাজ করেছে, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে একান্ত প্রণতি নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। কিমধিকমিতি শম্।

—শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরুপূর্ণিমা

১৪ই শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

(৩১শে জুলাই, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ)



## বিষয়-সূচী

সর্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	সর্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১-	প্রাককথন.....	iii		সংক্ষিপ্ত বিবরণ.....	১১
২-	নম্র নিবেদন.....	v	৪	মহর্ষি বাল্মীকির চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত 'রামায়ণ' মহাকাব্য রচনা করে লব এবং কুশকে তা শেখান এবং মুনিদের সভায় ও শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় সেই রামায়ণ গান করে লব ও কুশ প্রশংসা-প্রাপ্ত হওয়া, কাব্যের কথারম্ভরূপেই এই সর্গে তার বর্ণনা.....	১৪
৩	অনুবাদকের কথা.....	xii	৫	রাজা দশরথ কর্তৃক সুরক্ষিত অযোধ্যানগরীর বর্ণনা	১৬
৪-	বিষয়-সূচী.....	xiv	৬	অযোধ্যায় রাজা দশরথের শাসনকালে তৎকালীন অযোধ্যায় এবং নাগরিকদের অবস্থার বর্ণনা.....	১৮
৫-	শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণের পাঠবিধি.....	xxx	৭	রাজমন্ত্রীদেব গুণ ও নীতির বর্ণনা.....	২০
<b>শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ-মহাত্ম্য</b>			৮	পুত্রলাভের জন্য রাজা দশরথ কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব এবং ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদের দ্বারা তার অনুমোদন.....	২২
১-	কলিযুগের স্থিতি, কলিকালের মানুষদের উদ্ধারের উপায়, রামায়ণ পাঠ, তার মহিমা, তা শ্রবণের জন্য উত্তম কালাদির বর্ণনা.....	xxxviii	৯	যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসার জন্য রাজাকে সুমন্ত্রের পরামর্শ তথা ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী.....	২৪
২-	নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ, সুদাস বা সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মস অবস্থা প্রাপ্তি এবং রামায়ণ-কথা শ্রবণের দ্বারা উদ্ধার লাভ.....	xlii	১০	সনৎকুমার কর্তৃক প্রতিপাদিত এবং সুমন্ত্রকর্তৃক অঙ্গদেশে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসা এবং শান্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিষয়ের সবিস্তারে বর্ণনা.....	২৫
৩	মাঘমাসে রামায়ণ-শ্রবণের ফল—রাজা সুমতি ও সভাবতীর পূর্বজন্মের ইতিহাস.....	xlvi	১১	সুমন্ত্রকথিত কাহিনী শ্রবণ করে সপরিবারে রাজা দশরথের অঙ্গরাজ্যে গমন ও সেখান থেকে শান্তা এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনয়ন...	২৮
৪	চৈত্রমাসে রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণের মাহাত্ম্য, কলিক নামক ব্যাধ ও উত্তম মুনির কথা.....	li	১২	যজ্ঞ করার জন্য ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট রাজা দশরথের প্রস্তাব এবং যজ্ঞের আবশ্যকীয় বিষয় আহরণের জন্য ঋষিকর্তৃক রাজা ও তাঁর মন্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ দান.....	৩০
৫-	রামায়ণের নবাহুশ্রবণ-বিধি, মহিমা এবং ফলের বর্ণনা.....	lv	১৩	রাজা দশরথের মহর্ষি বশিষ্ঠকে যজ্ঞ প্রস্তুতির জন্য অনুরোধ, মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক যজ্ঞকার্যে সেবক নিযুক্তি, রাজার আদেশে বিভিন্ন দেশের রাজাদের নিমন্ত্রণ এবং সপত্নীক রাজার যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ	৩২
<b>বালকাণ্ড (আদিকাণ্ড)</b>					
১-	মহর্ষি বাল্মীকির জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক সংক্ষেপে রামচরিত্র বর্ণন এবং শ্রবণের ফলকথন .....	১			
২-	রামায়ণ কাব্যের সূচনা—বাল্মীকি কর্তৃক নারদের পূজা, তমসা তীরে ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে ক্রৌঞ্চের হত্যা দর্শনে শোকার্ত বাল্মীকি কর্তৃক ব্যাধকে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের দ্বারা অভিশাপ প্রদান এবং ব্রহ্মা কর্তৃক বাল্মীকিকে রামচরিত কাব্য লেখার উপদেশ.....	৪			
৩-	বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণে বর্ণিত বিষয়সমূহের				



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১৪ -	অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান .....	৩৪	২৪ -	গঙ্গা উত্তরণের সময় গঙ্গাবক্ষে তুমুলধ্বনি শুনে রামচন্দ্র কর্তৃক তার কারণ জিজ্ঞাসায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক তার উত্তর দান এবং তাড়কাসুরের বাসস্থলের ভয়ঙ্করত্ব বর্ণনাস্তে রামচন্দ্রের প্রতি তাড়কাবধের নির্দেশ দান.....	৫৯
১৫ -	ঋষি ঋষাশ্রম কর্তৃক রাজা দশরথের পুত্রোষ্টি যজ্ঞরত্ত, দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মার রাবণ বধের উপায় নির্ধারণ এবং দেবতাদের প্রার্থনাক্রমে ভগবান বিষ্ণুর আশ্বাস দান.....	৩৮	২৫ -	রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক তাড়কার জন্ম, বিবাহাদি এবং তার প্রতি অভিশাপাদির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাড়কাবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে প্রেরণা দান	৬১
১৬ -	শ্রীবিষ্ণু ও দেবতাদের মধ্যে রাবণবধ বিষয়ে আলোচনা, রাজা দশরথের পুত্রোষ্টি যজ্ঞকুণ্ড থেকে পায়স হস্তে প্রাজাপত্যপুরুষের আবির্ভাব ও রাজহস্তে পায়সদান এবং রাজা কর্তৃক রাণীদের মধ্যে ঐ পায়স বিতরণ ও পায়স ভক্ষণে রাণীদের গর্ভধারণ.....	৪১	২৬ -	শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তাড়কাবধ.....	৬৩
১৭ -	প্রজাপতি ব্রহ্মার অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন দেবতার বানর-দলপতিরূপে আবির্ভাব বর্ণন .....	৪৩	২৭ -	মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে দিব্যাস্ত্র-দান	৬৫
১৮ -	যজ্ঞশেষে ঋষি ও রাজাদের বিদায় গ্রহণ, দ্বাদশমাসে রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্ম ও অযোধ্যায় মহোৎসব এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন .....	৪৬	২৮ -	অশ্বসংহারবিধি বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশ, বিশ্বামিত্রের নিকট থেকে রামচন্দ্রের অন্যান্য অস্ত্রলাভ এবং আশ্রম ও যজ্ঞস্থান বিষয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে রামচন্দ্রের প্রশ্ন.....	৬৭
১৯ -	মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মরীচ ও সুবাহুর বর্ণনা, উৎপাত নিবারণের জন্য রাজা দশরথের নিকট শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনা ও শ্রীরামের বীর্যবন্তার বর্ণনা এবং রামবিরহজনিত ভাবী শোকে রাজার মূর্ছাপ্রাপ্তি .....	৫০	২৯ -	মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর দান এবং সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন.....	৬৯
২০ -	রামকে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠাতে রাজা দশরথের অসম্মতি ও তত্ত্বজন্য রাজার প্রতি ঋষি বিশ্বামিত্রের ক্রোধ প্রকাশ.....	৫১	৩০ -	শ্রীরাম কর্তৃক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা ও রাক্ষস নিধন.....	৭১
২১ -	রামকে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাক্ষসনিধনে পাঠাতে রাজা দশরথের আপত্তির কারণসূচক কথা শুনে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ এবং তখন রাজা দশরথের প্রতি কুলগুরু বশিষ্ঠের উক্তি .....	৫৩	৩১ -	রাম লক্ষ্মণ এবং ঋষিদের নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মিথিলা যাত্রা, পথে সায়ংকালে শোণভদ্র নদীতীরে বিশ্রামগ্রহণ.....	৭৩
২২ -	রাজা দশরথ কর্তৃক স্বস্তিবাচনপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে প্রেরণ এবং পথে বিশ্বামিত্রের নিকট রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যা-লাভ ...	৫৫	৩২ -	ব্রহ্মার চার পুত্রের, তন্মধ্যে অন্যতম পুত্র কুশনাভের শতকন্যার কুজাস্ত্র প্রাপ্তির এবং শোণভদ্র তটবর্তী প্রদেশের বর্ণনা.....	৭৫
২৩ -	ত্রিসন্ধা-উপাসনার জন্য রাম-লক্ষ্মণের প্রতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশ এবং গঙ্গা-সরযু-সঙ্গম সমীপস্থ মনোরম আশ্রমে তাঁদের বিশ্রাম গ্রহণ .....	৫৭	৩৩ -	রাজা কুশনাভ কর্তৃক কন্যাদের বৈধ ও ক্ষমালীলতার প্রশংসা ও মহামতি ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে কন্যাদের বিবাহদান .....	৭৭
			৩৪ -	পরম ধর্মনিষ্ঠ গাধির উৎপত্তি, বিশ্বামিত্র কর্তৃক স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৌশিকীর প্রশংসা এবং মধ্যরাত্রির বর্ণনা.....	৭৯
			৩৫ -	শোণনদ উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বামিত্রাদি সকলের গঙ্গাতটে বাত্রিবাস এবং শ্রীরামের জিজ্ঞাসার উত্তরে বিশ্বামিত্র কর্তৃক গঙ্গাদেবীর এবং উমাদেবীর উৎপত্তির বর্ণনা .....	৮১



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
৩৬-	দেবতাদের ও পৃথিবীর প্রতি উমাদেবীর অভিলাষ.....	৮২	৪৬ -	দেবাসুর সংগ্রাম ও ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যভা... ১০১	
৩৭ -	গঙ্গাদেবীর বৃত্তান্ত এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে কার্তিকেয়ব জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন.....	৮৫	৪৬ -	পুত্রহস্তা ইন্দ্রের বধের জন্য পতি কশ্যপের নিকট দিতির উপযুক্ত বীরপুত্রের প্রার্থনা এবং পতির অনুমতিক্রমে তপস্চর্যা।	
৩৮ -	ভৃগুমুনির বরে রাজা সগরের পুত্রপ্রাপ্তি এবং পরে যজ্ঞের অভিলাষ ও প্রস্তুতি.....	৮৭		তপোনিরতা দিতির পরিচর্যাকারী ইন্দ্র কর্তৃক দিতির গর্ভস্থ সন্তানের সাতবধৌ ছেদন এবং দিতির নিকট ইন্দ্রের ক্ষমা প্রার্থনা.....	১০৫
৩৯ -	ইন্দ্র কর্তৃক সগরবাজ্ঞের যজ্ঞাশ্ব হরণ এবং সগরপুত্রগণ কর্তৃক পৃথিবীর সর্বত্র যজ্ঞাশ্বের অনুসন্ধান—ব্রহ্মার নিকট দেবগণ কর্তৃক এই কাহিনী বর্ণন.....	৮৯	৪৭ -	দিতির পুত্রদের ‘মারুত’ নামকরণ এবং দিতির অনুরোধে ইন্দ্র কর্তৃক তাদের দেবলোকে স্থাপন, তপস্যাস্থলে ‘ইক্ষাকু পুত্র বিশাল’ কর্তৃক ‘বিশালা’ নগরী স্থাপন এবং সেই নগরীর তৎকালীন রাজা ‘সুমতি’ কর্তৃক ‘মহর্ষি বিশ্বামিত্রের’ অভ্যর্থনা.....	১০৭
৪০ -	পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক দেবতাদের সাক্ষনা প্রদান এবং কপিল মুনির ক্রোধাগ্নিতে সগর-সন্তানদের মৃত্যু.....	৯১	৪৮ -	রাজা সুমতি কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণের প্রশংসা ও বিশ্বামিত্রের নিকট তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা এবং বিশ্বামিত্রের উত্তর দান, অতঃপর মিথিলার নিকটবর্তী মুনি-পরিভ্রাজ্ঞ আশ্রম সম্বন্ধে রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে বিশ্বামিত্র কর্তৃক অহল্যার প্রতি ঋষি গৌতমের অভিলাষ বর্ণন.....	১০৮
৪১ -	মহারাজ সগরের আদেশে অংশুমান কর্তৃক যজ্ঞীয় অশ্বের আনয়ন এবং পিতৃপুরুষদের নিধনসংবাদ জ্ঞাপন.....	৯৩	৪৯ -	পিতৃদেবতাদের দ্বারা ইন্দ্রের মেঘের অণুকোষ প্রাপ্তি, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অহল্যার উদ্ধার ও ঋষি গৌতমের পুনর্মিলন এবং উভয় কর্তৃক শ্রীরামবন্দনা.....	১১১
৪২ -	গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়নের জন্য অংশুমান ও ভগীরথের তপস্যা, ব্রহ্মা কর্তৃক ভগীরথকে গঙ্গা আনয়নের বরদান এবং গঙ্গার পতন-বেগ ধারণের জন্য শিবের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পরামর্শ দান.....	৯৫	৫০ -	শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মিথিলায় গমন, রাজ্য জনক কর্তৃক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অর্চনা এবং রাম-লক্ষ্মণের পরিচয়গ্রহণ.....	১১৩
৪৩ -	ভগীরথের তপস্যায় সম্ভূষ্ট শিব কর্তৃক স্বশিরে গঙ্গাকে ধারণ, গঙ্গার অহঙ্কার খণ্ডন, বিন্দু-সরোবরে গঙ্গাকে নিষ্ক্ষেপ এবং গঙ্গার সপ্তধারার বর্ণনা। জহ্নুমুনির কথা এবং ভগীরথের পিতৃপুরুষদের মুক্তিপ্রাপ্তি.....	৯৭	৫১ -	শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং বিশ্বামিত্রের উত্তর দান, অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের নিকট শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের পূর্বপরিচয় বর্ণন.....	১১৪
৪৪ -	ব্রহ্মা কর্তৃক ভগীরথের প্রশংসা এবং পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণের উপদেশ দান ; গঙ্গাবতরণের মহিমা বর্ণন .....	১০০	৫২ -	মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক বিশ্বামিত্রকে আতিথ্যপ্রদান এবং শ্রেষ্ঠ আতিথ্য প্রদানের জন্য কামধেনুর প্রতি অভীষ্ট-বিষয় সৃষ্টির নির্দেশ.....	১১৬
৪৫ -	নিজের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণে লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের বিস্ময়, বিশালা নগরী দর্শন, দেবাসুরের ক্ষীরসমুদ্র মছন, ভগবান শিব কর্তৃক মছনজাত হলান পান, পাতাল থেকে ধনভ্রতির, অঙ্গরা, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌন্তভমণি ও অমৃতের উৎপত্তি এবং				

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
৫৩ -	শবলা প্রদত্ত অমে সৈন্যে বিশ্বামিত্র প্রকৃত তৃপ্ত হয়ে বশিষ্ঠের নিকট ঐ কামধেনুটি প্রার্থনা করলে, তাঁর প্রার্থনা পূরণে বশিষ্ঠের অস্বীকৃতি	১১৮		অশ্বিনী কর্তৃক খট্টকের মদামপুর শুনঃশেপশে মজীর পশুরূপে ক্রয়.....	১৩৩
৫৪ -	বিশ্বামিত্র কর্তৃক বলপূর্বক বশিষ্ঠের কামধেনু শবলাকে হবনের চেষ্টা এবং বশিষ্ঠের অনুজ্ঞানুসারে শবলা থেকে শক যবন পল্লবাদির উৎপত্তি ও তাদের দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যনিধন	১২০	৬২ -	বিশ্বামিত্র কর্তৃক শুনঃশেপশের রক্ষণ এবং পুনরায় পুষ্পা তীর্থে তপশ্চর্যা.....	১৩৫
৫৫ -	মহর্ষি বশিষ্ঠের ছদ্মবে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ও সৈন্যদের নিধন, তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব কর্তৃক বিশ্বামিত্রকে দিব্যাস্ত্রদান এবং বিশ্বামিত্র কর্তৃক তা প্রয়োগকালে বশিষ্ঠের রক্ষাদণ্ড ধারণ.....	১২২	৬৩ -	বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং মর্জি উপাধি প্রাপ্তি, মেনকা কর্তৃক তাঁর তপোভঙ্গ, ব্রহ্মসিংহ প্রাপ্তির জন্য তাঁর দুগ্ধর তপশ্চরণ.....	১৩৭
৫৬ -	বশিষ্ঠের প্রতি বিশ্বামিত্র কর্তৃক নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক সেইসকল অস্ত্রের প্রতিবিধান; তখন ব্রাহ্মণের লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের তপস্যাভিলাষ.....	১২৪	৬৪ -	বিশ্বামিত্রের অভিশাপে অন্ধরা রক্ষার পাশাপাশি মূর্তিশারণ এবং ব্রাহ্মণের লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের পুনর্বীর দুষ্টর তপস্যা.....	১৩৯
৫৭ -	বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং সশরীরে স্বর্গগমনাভিলাষী রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বশিষ্ঠকে প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বশিষ্ঠ-পুত্রদের নিকট গমন.....	১২৬	৬৫ -	কঠোর তপস্যার দ্বারা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণের প্রাপ্তি ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে মৈত্রী, বিশ্বামিত্রের কাহিনী শ্রবণে রাজা জনক কর্তৃক ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রশংসা.....	১৪০
৫৮ -	বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্তৃক ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে পৌরহিত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি, অন্য পুরোহিত অধেষণহেতু গুরুপুত্রগণ কর্তৃক অভিশপ্ত ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালস্ব-প্রাপ্তি এবং বিশ্বামিত্রের নিকট শরণাগতি....	১২৭	৬৬ -	বিদেহরাজ জনক কর্তৃক বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি আতিথা, হরধনুর ইতিবৃত্ত কথন এবং ঐ হরধনুতে গুণযোজনায় সমর্থ হলে শ্রীরামের সঙ্গে সীতার বিবাহের সঙ্কল্প ঘোষণা	১৪৩
৫৯ -	মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞকরণের আত্মস দান এবং যজ্ঞকরণার্থে মুনি-ঋষিদের আহ্বান, তাঁর আহ্বান অমান্যহেতু ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র কর্তৃক মহোদয় নামক পুত্র এবং বশিষ্ঠ পুত্রদের প্রতি অভিশাপ ও তাঁদের বিনাশ সাধন.....	১২৯	৬৭ -	শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক হরধনু ভঙ্গ এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশে মিথিলামিণি মহারাজ জনক কর্তৃক অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের নিকট মন্ত্রীদেব প্রেরণ.....	১৪৫
৬০ -	বিশ্বামিত্রের অনুরোধে ঋষিগণ কর্তৃক ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞকরণ এবং ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে গমন কিম্ব ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়ন। ক্ষুব্ধ বিশ্বামিত্র কর্তৃক স্বর্গ নির্মাণোদ্যোগ কিম্ব দেবানুরোধে ঐ কর্ম থেকে বিরতি.....	১৩১	৬৮ -	রাজা জনকের মন্ত্রীদের নিকট রাম-লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ এবং রাজা জনকের আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হয়ে মন্ত্রিগণসহ রাজা দশরথের মিথিলা-যাত্রার উদ্যোগ.....	১৪৭
৬১ -	পুষ্পবতীর্থে বিশ্বামিত্রের তপশ্চরণ, রাজর্ষি		৬৯ -	বশিষ্ঠ-প্রমুখ মুনিমণ্ডলী, প্রভূত ধনসম্পদ ও চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীসহ মহারাজ দশরথের মিথিলা-যাত্রা এবং সেখানে মহারাজ জনক কর্তৃক তাঁদের স্বাগত সংবর্ধনা.....	১৪৯
			৭০ -	রাজা জনকের ইচ্ছানুসারে তাঁর দ্রাভা কুশলজকে সাক্ষাৎ নগরী থেকে মিথিলায় আনয়ন এবং রাজা দশরথের অনুরোধে মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক সূর্যবংশের পরিচয় প্রদানান্তে রাম-লক্ষ্মণের হাতে সীতা ও উর্মিলাকে সম্প্রদানের অনুরোধ	১৫০
			৭১ -	রাজা জনক কর্তৃক স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান	



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণের হস্তে দ্বীয় কন্যাদয় সীতা ও উমিলাকে সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞাবল... ১৫৩			করার পর রাজার প্রস্তাবের সমর্থন..... ১৭৩	
৭২ -	বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কর্তৃক ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে কুলধ্বজের কন্যাদয় মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিব বিবাহের প্রস্তাব, এই প্রস্তাবে রাজা জনকের সানন্দ-স্বীকৃতি এবং দশরথ কর্তৃক সোদান ও নাদীশ্রদ্ধ সম্পাদন..... ১৫৫		৩ -	শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রাহের জন্য রাজা দশরথ কর্তৃক বশিষ্ঠ ও বামদেবের অনুমতি প্রার্থনা ও তাঁদের অনুমতি দান ; রাজ্যায় সুমন্ত্র কর্তৃক রাজার নিকট আনীত রানের প্রতি রাজা দশরথের রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ দান..... ১৭৭	
৭৩ -	রাজা জনকের অনুরোধে মহর্ষি কর্তৃক বিবাহের পৌরোহিত্য গ্রহণ এবং বামাদি জ্যোতিষের সঙ্গে সীতাদি ভগিনী চতুর্দশের শুভ বিবাহ..... ১৫৭		৪ -	রাজা দশরথের বামাদিগণ বিষয়ে মন্তব্য, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কোশল্যাভবনে গিয়ে মাতৃ- সকাশে নিজের অভিষেকের সংবাদ প্রদান ও জননীর আশীর্বাদ লাভান্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে কথোপকথন..... ১৮১	
৭৪ -	মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দ্বীয় আশ্রমে প্রস্থান, পুত্র ও বহুমাতৃগণসহ অযোধ্যায় প্রতিগমনের পথে মহারাজ দশরথের সম্মুখে পরশুরামের আগমন ১৬০		৫ -	সীতাসহ রামকে উপবাসব্রত দীক্ষাদানের জন্য কুলগুরু বশিষ্ঠের রামের নিকট গমন এবং দীক্ষাদানান্তে রাজা দশরথের নিকট গমন ১৮৪	
৭৫ -	মহারাজ দশরথের অনুরোধে অগ্রাহ্য করে জামদগ্ন্য রাম কর্তৃক দাশরথি রামকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান..... ১৬২		৬ -	সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্রের ব্রত-নিয়মপালনপূর্বক শ্রীনারায়ণ পূজা এবং উল্লসিত পুরবাসিগণ কর্তৃক নগর সজ্জা ও পরস্পর আলাপন... ১৮৬	
৭৬ -	বৈষ্ণব-ধনুতে বাণ যোজনা দ্বারা শ্রীরাম কর্তৃক পরশুরামের তেজোহরণ, পরশুরামের মহেন্দ্র পর্বতে প্রতিগমন এবং দেবগণ কর্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা..... ১৬৪		৭ -	সুসজ্জিত অযোধ্যায় শোভাদর্শনে শ্রীরামের ধাত্রীর প্রতি কৈকেয়ী-দাসী মছরার কারণ জিজ্ঞাসা এবং ধাত্রীর নিকট শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক বার্তা শুনে মছরার খেদ ; দাসী মছরার কাছে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শুনে উল্লসিত কৈকেয়ী কর্তৃক পুষ্কার স্বরূপ মছরাকে দিব্যভরণ দান..... ১৮৮	
৭৭ -	পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ রাজা দশরথের অযোধ্যায় গমন ও প্রবেশ, রাজ্ঞীদের দ্বারা নববধূদের বরণ, শত্রুঘ্নসহ ভরতের মাতুলালয়ে গমন, রামকর্তৃক মাতৃ-পিতৃসেবা এবং রাম-সীতার পারস্পরিক প্রেম নিবেদন..... ১৬৫		৮ -	রামের রাজ্যাভিষেক কৈকেয়ী ও ভরতের মহৎ দুঃখের কারণ হবে, মছরার এই যুক্তির প্রতিবাদে কৈকেয়ী শ্রীরামের নানা গুণের উল্লেখ করে এই অভিষেক সানন্দে সমর্থন করা ; মছরা প্রতিবাদ করে বলা যে, রামের রাজ্যাভিষেকের পর কৌশল্যা কৈকেয়ীকে নানাভাবে তিবস্তার করবেন এবং ভরতেরও হবে অশেষ দুঃখ..... ১৯১	
	<b>অযোধ্যাকাণ্ড</b>		৯ -	শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক বন্ধের উপায় চিন্তার জন্য কৈকেয়ী কর্তৃক আদিষ্টা মছরা উপায়	
১ -	শত্রুঘ্নের সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে গমন, শ্রীরামের জন্মের কারণ বর্ণন ও তাঁর গুণ- কীর্তন, অতঃপর শ্রীরামের যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য দশরথের চিন্তা এবং মন্ত্রীদেব সঙ্গে মন্তব্য করে অন্যান্য রাজন্যবর্গের আমন্ত্রণ. ১৬৯				
২ -	সর্বসমক্ষে রাজা দশরথ কর্তৃক শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উত্থাপন এবং সমবেত সকলের শ্রীরামের গুণ খাপন				

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	নিম্নোক্ত কবিতা, কৈকেয়ীর ক্রোধবশত পবেশ	১৯৮	১৯	রামচন্দ্র ও কৈকেয়ীর পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং বনবাস দ্বীকার করে জননী কৌশল্যার নিকট রামের গমন ও তাঁর অনুমতি প্রার্থনা.	২৩১
১০	কৃত্যব কৃত্যবামশে নিবগমনারা কৃত্যবশামিতা কৈকেয়ীক দেবে রাজ্য দশরথের বিদ্রোহ, দুঃখপ্রকাশ এবং নানাজাতের তাঁকে সাধনা....	১৯৯	২০	রাজ্য দশরথের অন্তঃপুত্রিকাদের বিলাপ, রামের মৃগ গণকট তাঁর বনগমনবার্তা শুনে আশীর্বাদদানরতা কৌশল্যার ভূতলে পতন ও বিলাপ.....	২৩৪
১১	পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা কৈকেয়ী কর্তৃক দশরথের নিকট পুত্রপাতকমত অবদূতি প্রার্থনা প্রথম ববে শ্রীরামের চতুর্দশ বৎসর ধাবৎ বনবাস এবং দ্বিতীয় ববে তবৎসর রাজ্যাভিষেক	২০২	২১	লক্ষণের রোদ, কৌশল্যার শোক এবং দুঃখিসহ উভয়েক রামের সামান্যদান ও প্রকর্তব্যে দ্বিগ	
১২	কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা শুনে রাজ্য দশরথের দুঃখিত্তা ও বিলাপ.....	২০৪		থাকার সিদ্ধান্তগ্রহণ.....	২৩৮
১৩	মহারাজ দশরথের বিলাপোক্তি, কিন্তু কৈকেয়ীক অনমনীয় মনোভাব.....	২১২	২২	রাম কর্তৃক লক্ষণের প্রতি অভিশেক নিবারণের আদেশ এবং দৈবপ্রভাব বর্ণন.....	২৪৩
১৪	প্রার্থিত বরলাভের জন্য কৈকেয়ীর দুরাগ্রহ প্রকাশ এবং তজ্জন্য প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হওয়ার জন্য রাজাকে প্ররোচনা : অন্তঃপুত্রের দ্বারদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের আগমন, তাঁর নির্দেশে সুমন্ত্রের রাজসমীপে গমন এবং রাজনির্দেশে রাজাকে আনয়নের জন্য রামের নিকট গমন.....	২১৪	২৩	শ্রীমান লক্ষণ কর্তৃক শ্রীরামের দৈবযুক্তির বিরোধিতা করে পুরুষকারের প্রতিপাদনের দ্বারা শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রতিজ্ঞা.....	২৪৬
১৫	রাজ্যাভিষেকের জন্য অনীত দ্রব্যসমূহের বর্ণনা, রামের অদর্শনে উপস্থিত সকলের জিজ্ঞাসা, সুমন্ত্রের রাজার নিকট গমন এবং রামকে আনয়নের জন্য রাজার নির্দেশে সুমন্ত্রের বিচিত্রশোভাময় রামভবনে গমন	২১৯	২৪	ক্রন্দনরতা কৌশলা বনগমনোদ্যত পুত্র রামের সঙ্গে বনে যাওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করলে ‘পতিসেবাই নারীধর্ম’, বলে রামের তাঁকে নিবৃত্ত করা, রামের বনগমনে কৌশল্যার অনুমতিপ্রদান.....	২৪৯
১৬	সূত সুমন্ত্র শ্রীরামের গৃহে উপস্থিত হয়ে সীতা-সহ শ্রীরামকে উপবিষ্ট দেখে তাঁর সম্মুখে জ্যেষ্ঠপুত্রদর্শনাভিলাষী মহারাজ দশরথের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা, সীতার অনুমতি-ক্রমে লক্ষণসহ শ্রীরামের পিতৃ সকাশে যাত্রা, পথে জনতার হর্ষধ্বনি.....	২২৩	২৫	শ্রীরামের বনবাসযাত্রায় জননী কৌশল্যা কর্তৃক মঙ্গলাচরণ এবং শ্রীসীতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মাতাকে প্রণামপূর্বক রামের সীতা-ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা.....	২৫১
১৭	রাজপথের শোভা দেখতে দেখতে এবং পথে জনসাধারণের আলাপ শুনে শুনে শ্রীরামের পিতৃভবনে প্রবেশ.....	২২৬	২৬	রামকে চিন্তাক্রিষ্ট দেখে সীতা কর্তৃক কারণ জিজ্ঞাসা এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিজের বনগমন বার্তা জ্ঞাপন করে, গৃহে অবস্থান-পূর্বক শ্বশুর-শাশুড়িকে সেবা করার জন্য সীতার প্রতি শ্রীরামের উপদেশ প্রদান.....	২৫৫
১৮	পিতাকে চিন্তিত দেখে বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি শ্রীরামের কারণ জিজ্ঞাসা এবং কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ী কর্তৃক রাজার নিকট নিজের প্রার্থিত বরের বৃত্তান্ত বর্ণন ও শ্রীরামকে বনগমনে প্রেরণা দান.....	২২৮	২৭	বনবাসে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীরামের প্রতি সীতার প্রার্থনা.....	২৫৮
			২৮	বনবাসের দুঃখ বর্ণনা করে, সীতাদেবীকে নিবৃত্ত করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের প্রয়াস.....	২৬০
			২৯	স্ত্রীর অধিকারে শ্রীরামের সঙ্গে বনগমনের উচিত প্রদর্শন করে রামের প্রতি সীতার উক্তি	২৬২
			৩০	সীতার বনগমনে শ্রীরামের অনুমতিদান এবং সীতা কর্তৃক সানন্দে সকলকে নিজের	



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	অলঙ্কারাদি বিভিন্ন বস্তুদান.....	২৬৪		শ্রীরাম কর্তৃক কৌশল্যাকে আশ্বাস দান ও অন্য মাতৃগণের প্রতি বিদায় সন্তোষণ.....	২৬০
৩১ -	শ্রীরাম-সীতার সঙ্গে বনগমনের জন্য শ্রীলঙ্ঘণের অনুমতি প্রার্থনা, শ্রীরামের নিষেধ, উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি এবং শ্রীরামের অনুমতিদান.....	২৬৭	৪০ -	সীতাসহ রাম-লঙ্ঘণের মাতৃ-পিতৃবন্দনা, লঙ্ঘণের প্রতি মাতা সুমিত্রার উপদেশ, সীতাসহ রাম-লঙ্ঘণের বনগমনোদ্দেশ্য রথারোহণ এবং মহিষীগণসহ রাজা দশরথের ও পুরবাসীদের বিলাপ.....	২৬৩
৩২ -	সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সপত্নীক বশিষ্ঠপুত্র সমুজ্জকে এবং লঙ্ঘণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মচারী-সেবকগণকে এবং ত্রিভট্ট-নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ও সুহৃদ্বর্গকে অলঙ্কার-গাভী-ধনরত্নদান.....	২৭০	৪১ -	সীতা ও লঙ্ঘণসহ শ্রীরামের বনগমনে অন্তঃপুরিকা তথা নাগরিকদের শোক এবং অরক্ষণপালন; প্রাণীকুলের শোকাচ্ছন্নতা এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও শোকের ছায়া.....	২৬৬
৩৩ -	দুঃখিত পুরবাসীদের বাক্যলাপ শুনতে শুনতে পিতার দর্শন কামনায় সীতা ও লঙ্ঘণের সঙ্গে শ্রীরামের কৈকেয়ী-ভবনে গমন.....	২৭৩	৪২ -	পুত্র শ্রীরামের বিয়োগব্যথায় বিলাপ করতে করতে রাজা দশরথের পৃথীতলে পতন, শোকের কারণ, কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ এবং ভৃত্যদের সহায়তায় কৌশল্যাভবনে গমন ও শোকপ্রকাশ.....	২৬৮
৩৪ -	মহিষীগণ-পরিবৃত রাজা দশরথের কাছে সীতা ও লঙ্ঘণসহ শ্রীরামের বনগমনের জন্য বিদায় প্রার্থনা, শোকসন্তপ্ত রাজার মূর্ছা, রাম কর্তৃক তাকে সাক্ষাদান এবং প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করে রাজার পুনরায় মূর্ছা.....	২৭৬	৪৩ -	শোকাক্ত দশরথের নিকটে শোকাক্তা কৌশল্যার বিলাপ.....	৩০১
৩৫ -	সুমন্ত্রের তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্য শ্রবণেও কৈকেয়ীর অপরিবর্তনীয় মনোভাব.....	২৮০	৪৪ -	কৌশল্যাদেবীর প্রতি সুমিত্রাদেবীর আশ্বাস..	৩০২
৩৬ -	বনগমনোদ্যত রামের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও ধনরত্নাদি প্রেরণের জন্য রাজা দশরথের নির্দেশ, কৈকেয়ীর বিবোধিতা, রামের সঙ্গে বনগমনে রাজার ইচ্ছাপ্রকাশ.....	২৮৩	৪৫ -	শ্রীরামের অনুগমনকারীদের নিবৃত্ত করার জন্য তাঁর উপদেশ এবং শ্রীভরতের গুণ-বর্ণন; রামের বনগমন নিবৃত্তির জন্য বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণদের অনুরোধ আর পদচারী ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য শ্রীরামের রথ থেকে অবতরণ ও তপসাতীর পর্যন্ত পদব্রজে গমন...	৩০৫
৩৭ -	বনগমনোদ্যত রামাদির বঙ্কলধারণ, সীতার বঙ্কলধারণ দর্শনে অন্তঃপুরিকাদের অশ্রুযোচন, কৈকেয়ীর প্রতি ক্রুদ্ধ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কর্তৃক সীতার বঙ্কলধারণের অনৌচিত্য প্রদর্শন...	২৮৫	৪৬ -	সীতা ও লঙ্ঘণের সঙ্গে শ্রীরামের এবং সুমন্ত্রের তপসাতীরে রাত্রিযাপন এবং প্রত্যুষেই নিদ্রিত পুরবাসীদের অলঙ্ঘ্য রথারোহণে শ্রীরামাদির বনগমন.....	৩০৭
৩৮ -	কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের বিলাপোক্তি, জননী কৌশল্যার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিতা দশরথের প্রতি রামের অনুরোধ.....	২৮৮	৪৭ -	প্রাতঃকালে নিদ্রোখিত পুরবাসীগণ কর্তৃক রাম-সীতা-লঙ্ঘণের অদর্শনজনিত বিলাপ ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন.....	৩১০
৩৯ -	জটাবঙ্কলধারী রামকে দেখে দশরথের বিলাপ, রামের বনগমনের ক্রেশ নিবারণার্থে রথ আনয়নের জন্য সুমন্ত্রের প্রতি এবং সীতাকে বসনভূষণ দানের জন্য কোষাধ্যক্ষের প্রতি তাঁর নির্দেশ, সীতাকে আলিঙ্গন করে তাঁর প্রতি কৌশল্যার উপদেশ দান এবং		৪৮ -	অযোধ্যাবাসিনী রমণীদের বিলাপ এবং শ্রীরাম ব্যতীত প্রত্যাগত পতিদের প্রতি ভর্ৎসনা.....	৩১২
			৪৯ -	গ্রামবাসীদের মুখে রাম প্রীতিমূলক কথা শুনতে শুনতে শ্রীরাম প্রভৃতির কোশলদেশ	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	অতিক্রম এবং বেদপ্রতি, গোমতী ও সাগিকা নদী উত্তরণ.....	৩১৫		চিত্রকূটে প্রবেশ ; সেখানে বাগ্মীকি নামে এক মুনির (রামায়ণ প্রণেতা নন) দর্শন লাভ, শ্রীরামের নির্দেশে লক্ষ্মণ কর্তৃক পর্ণশালা নির্মাণ এবং গজকন্দ উৎসর্গ করে বাগ্ম পূজানন্তর তাদের পর্ণশালায় প্রবেশ.....	৩৩৮
৫০ -	কৌশলদেশে অতিক্রম করে অযোধ্যাভিমুখী রামের অযোধ্যা থেকে বিদায় প্রার্থনা করে গঙ্গার হ্রদে শোভা দেখতে দেখতে শৃঙ্গ- বেরপুরীতে উপস্থিত হওয়া : সেখানে মিত্র গুহ কর্তৃক সংকৃত হয়ে সুমহান ইন্দ্রদীপকুম্ভে সীতাসহ রাত্রিযাপন করা : লক্ষ্মণ, গুহ এবং সূত পরস্পর আলাপচারিতা দ্বারা রামের প্রহরায় অদূরে বৃক্ষতলে অবস্থান .....	৩১৬	৫৭ -	সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, তাঁর মুখে রামাদির সংবাদ শুনে অন্তঃপুরিকাদের ও পুর্ববাসীদের বিলাপ এবং রাজা দশরথ ও কৌশল্যার মূর্ছাপ্রাপ্তি .....	৩৪১
৫১ -	নিষাদরাজ গুহের নিকটে লক্ষ্মণের বিলাপ....	৩২০	৫৮ -	রাজা দশরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সুমন্ত্র কর্তৃক রামাদির সংবাদ যথাযথ নিবেদন.....	৩৪৪
৫২ -	শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের গঙ্গাপারে যাওয়ার জন্য গুহ কর্তৃক নৌকার ব্যবস্থাকরণ ; সুমন্ত্র রামের সঙ্গে বনগমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হয়ে পিতা-মাতার চিন্তা দূর করার জন্য রাম কর্তৃক সুমন্ত্রকে নির্দেশ এবং গুহকে উপদেশ- দান, গঙ্গাদেবীর কাছে সীতার প্রার্থনা ; নৌকারোহণে রাম সীতা-লক্ষ্মণের গঙ্গা পার হয়ে বৎসদেশে প্রবেশ এবং তরুমূলে আশ্রয়গ্রহণ	৩২২	৫৯ -	সুমন্ত্র-কর্তৃক শ্রীরামের বিরহে ব্যাকুল অযোধ্যা- বাসীদের দুরবস্থা বর্ণন এবং রাজ্য দশরথের বিলাপ.....	৩৪৭
৫৩ -	রাজা দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর তিরস্কার এবং কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণের অনিষ্টসাধন আশঙ্কা করে তাদের রক্ষণের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক লক্ষ্মণকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক রামকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বনবাসে থাকার অনুমতিপ্রাপ্তি .....	৩২৯	৬০ -	সুমন্ত্রসমীপে কৌশল্যার বিলাপ এবং তাঁর প্রতি সুমন্ত্রের আশ্বাসদান.....	৩৪৯
৫৪ -	সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের ঋষি ভরদ্বাজ আশ্রমে গমন, ঋষি কর্তৃক অতিথি সংকারান্তে তাদের চিত্রকূট গমনের নির্দেশ.....	৩৩২	৬১ -	শ্রীরামের উদ্দেশ্যে বিলাপ করতে করতে দেবী কৌশল্যার রাজা দশরথের প্রতি পরীক্ষাবচন প্রয়োগ.....	৩৫১
৫৫ -	শ্রীরামাদির উদ্দেশ্যে ভরদ্বাজমুনির স্তুতিবাচন, চিত্রকূটে যাওয়ার নির্দেশ দান ও পথের পরিচয় বর্ণন, স্থানিমিত্র ভেলায় চড়ে রামাদির যমুনাপারে গমন, যমুনাতেবীর ও শ্যাম বটবৃক্ষের নিকট সীতাদেবীর প্রার্থনা এবং যমুনাতেবীর বনপথে তিনজনের ভ্রমণ ও সমতলস্থানে রাত্রিযাপন	৩৩৫	৬২ -	কৌশল্যার কর্কশবাক্য শ্রবণে কৌশল্যার প্রতি রাজা দশরথের এবং তারপর কৌশল্যারও রাজা দশরথের প্রতি সান্থনাবাক্য প্রদান.....	৩৫৪
৫৬ -	অরণ্যশোভা দেখতে দেখতে শ্রীরামাদির		৬৩ -	যৌবনে অনবধানতারশত মুনিকুমারের প্রাণ- সংহার করেছিলেন এই স্বদোষকাহিনি কৌশল্যার কাছে বলে রাজা দশরথের শোকপ্রকাশ.....	৩৫৫
			৬৪ -	মুনিকুমারের প্রাণনাশের কারণে দশরথের বিলাপ, তাঁর মুখে পুত্রবধের সংবাদ শুনে সপত্নীক মুনির বিলাপ এবং মুনি কর্তৃক দশরথকে অতিশাপ প্রদান। কৌশল্যার কাছে নিজের কৃতকর্মের বৃত্তান্ত বলতে বলতে পুত্রশোকে অর্ধরাত্রি রাজা দশরথের প্রাণত্যাগ.....	৩৫৯
			৬৫ -	প্রাতঃকালে রাজা দশরথকে নিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য সূতাদি কর্তৃক রাজার স্তুতিপাঠ এবং রাজার গাত্রস্পর্শ দ্বারা তাকে মৃত বলে জানতে পেয়ে রাজপত্নীদের বিলাপ.....	৩৬৫
			৬৬ -	রাজাকে মৃত দেখে অত্যন্ত বিলাপরতা কৌশল্যা	



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	কর্তৃক কৈকেয়ীর প্রতি ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ, অমাত্যগণ কর্তৃক রাজার প্রাণহীন দেহকে তৈল পূর্ণ পাত্রে সংরক্ষণ এবং পুর- বাসীদের বিলাপ.....	৩৬৭		পিতার অস্থি সংগ্রহের জন্য চিতাহানে গিয়ে ভরত ও শত্রুগ্নের বিলাপ এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক উভয়কে সন্তুনা দান.....	৩৯৮
৬৭ -	মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ এবং অমাত্যগণ কর্তৃক রাজহীন রাজার দূর্বস্থা বর্ণন এবং কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকটে ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোনও রাজ কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য অনুরোধ	৩৭০	৭৮ -	ব্রহ্ম শত্রুগ্ন কর্তৃক মহুরাকে শাস্তি দানের উপক্রম ও ভরতের কথ্য তাকে স্ত্রীহত্যা থেকে নিবৃত্তি করা.....	৪০০
৬৮ -	রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের আত্মানুসারে পাঁচজন দূতের কেকয়দেশের রাজগৃহ নগরে গমন.....	৩৭৩	৭৯ -	ভরত কর্তৃক রাজ্য গ্রহণের জন্য মন্ত্রীদেব প্রস্তাব অগ্রাহ্যপূর্বক অভিযেকসামগ্রী প্রদক্ষিণ এবং রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী শ্রীরামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প করে সকল ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ দান.....	৪০২
৬৯ -	ভরতের দূশিক্ষা, তাঁর প্রসন্নতার জন্য বন্ধুদের চেষ্টা, বন্ধুদের কাছে ভরতের স্বদৃষ্ট দুঃস্থপ্রেম বর্ণনা.....	৩৭৪	৮০ -	বিশেষজ্ঞ শিল্পীদের দ্বারা অযোধ্যা থেকে গঙ্গা- তীর পর্যন্ত সুরমা বাসস্থান এবং কূপাদিযুক্ত রাজপথ নির্মাণ.....	৪০৩
৭০ -	দূতগণ কর্তৃক ভরতের মাতামহ-মাতুলের জন্য অনীত উপহারাদি ভরতের হস্তে প্রদান, ভরতের উদ্দেশ্যে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নির্দেশ জ্ঞাপন এবং মাতামহ ও মাতুলের অনুমতিক্রমে শত্রুগ্ন- সহ রথারূঢ় ভরতের অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা.....	৩৭৬	৮১ -	প্রভাতে মঙ্গলবাদ্যধ্বনি শুনে ভরতের দুঃখ প্রকাশ ও বিলাপ, সভামধ্যে বশিষ্ঠদেবের আগমন এবং সভায় ভরত ও মন্ত্রীদেব আহ্বান জানিয়ে দূত প্রেরণ.....	৪০৫
৭১ -	রথ ও পদাতিক সেনাসহ ভরতের অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা ; উজ্জিহানা নগরীর উদ্যানে উপস্থিত হয়ে পদাতিক সৈন্যদের ধীরে চলার অনুমতি দিয়ে অযোধ্যাভিমুখে ভরতের দ্রুত গমন এবং শাল- বন অতিক্রম করে অযোধ্যার নিকটে এসে অযোধ্যার দূর্বস্থা দর্শন করে সারথির কাছে স্থায়ী মনোবেদনা জানিয়ে রাজভবনে দ্রুত প্রবেশ....	৩৭৮	৮২ -	রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার জন্য ভরতের প্রতি রাজ- পুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশের অনৌচিত্তা প্রদর্শনপূর্বক শ্রীরামকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করতে তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে যাত্রা করতে সকলের প্রতি ভরতের নির্দেশ	৪০৭
৭২ -	কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করে ভরতের মাতৃপ্রণাম, অতঃপর মাতার নিকট পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তাঁর বিলাপ এবং সঙ্গীক ও সম্রাটক রামের বনগমনবার্তা শ্রবণ.....	৩৮২	৮৩ -	ভরতের বনযাত্রা এবং শত্রুগ্নেরপরে রাত্রিবাস..	৪০৯
৭৩ -	জননী কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ.....	৩৮৬	৮৪ -	ভরতের সেনাবাহিনী দর্শনে, রামের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় নিষাদরাজ গুহ কর্তৃক জ্ঞাতীদের প্রতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে উপচার দ্রব্যাদিসহ ভরতের নিকট গমন ও আতিথ্য গ্রহণের জন্য ভরতের প্রতি গুহের অনুরোধ...	৪১১
৭৪ -	মাতা কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের তীব্র তিরস্কার...	৩৮৮	৮৫ -	গুহের সঙ্গে ভরতের আলাপ এবং ভরতের শোক....	৪১৩
৭৫ -	জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার নিকট ভরতের শপথ বাক্যোচ্চারণ.....	৩৯০	৮৬ -	নিষাদরাজ গুহ কর্তৃক শ্রীরামের প্রতি লক্ষণের ভক্তি ও মানসিক দুঃখের বর্ণনা.....	৪১৫
৭৬ -	রাজা দশরথের অস্তোষ্টিক্রিয়া.....	৩৯৬	৮৭ -	গুহের মুখ থেকে শ্রীরাম সীতা লক্ষণের দুঃখের বর্ণনা শ্রবণশ্রবণ ভরতের মূর্ত্যদর্শনে শত্রুগ্ন এবং মাতৃগণের শোক। সংজ্ঞালাভের পর শ্রীরাম প্রমুখের ভোজন-শয়নাদি সম্বন্ধে ভরতের জিজ্ঞাসার উত্তরে গুহ কর্তৃক তার বর্ণনা.....	৪১৭
৭৭ -	দ্বাদশ দিবসে পিতৃশ্রাদ্ধে ভরত কর্তৃক ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধনরত্ন দান। অতঃপর ত্রয়োদশ দিবসে				

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১৮	শ্রীরামের কুশলজিজ্ঞাসাদর্শনে ভরতের শোক এবং নিজে অসিদ্ধকালধারণপূর্বক বনবাসে অবস্থানের ইচ্ছাপ্রকাশ.....	৪১৯
১৯	সৈন্য ভরতের পাক্ষাতি ক্রমণ ও আশ্রয়ে ভরতের আশ্রমে গমন.....	৪২১
২০	কুলপুনোদিত মহর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোডাশ্রেণী নিয়ে ভরতের ভরতাজাগ্রমে গমন এবং উভয়ে পরস্পর সংবর্ধনান্তর মহর্ষি ভরতের অনুবোধে ভরতের ভরতাজাগ্রমে বান্ধবাগা.....	৪২৩
২১	মহর্ষি ভরতের কর্তৃক অলৌকিক বহুতেনা সমর্থিত সপার্বার ভরতের দিবা আতিথা সংকারণাধন.....	৪২৫
২২	শ্রীরামের সঙ্গে মিলনের পর পুনরায় ভরতাজ মুনির আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জানিয়ে শ্রীরামের আশ্রমে যাওয়ার পথ নির্দেশপ্রাপ্ত ভরত কর্তৃক মুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে মাতৃগণের পরিচয় দান, অতঃপর সেনাবাহিনী সহ ভরতের চিত্রকূটের উদ্দেশে যাত্রা.....	৪৩১
২৩	সেনাবাহিনীসহ ভরতের চিত্রকূট যাত্রার বর্ণনা..	৪৩৪
২৪	সীতাদেবীর নিকট শ্রীরাম কর্তৃক চিত্রকূটের শোভা প্রদর্শন.....	৪৩৬
২৫	শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সীতার নিকট মন্দাকিনীর শোভা বর্ণনা.....	৪৩৮
২৬	বন্যজন্তুদের পলায়নের কারণানুসন্ধানের জন্য লক্ষণের বিশাল শালবৃক্ষে আরোহণ এবং ভরতের সৈন্যবাহিনী দেখে রামের কাছে নিজের ক্লেশপূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন.....	৪৩৯
২৭	লক্ষণের ক্লেশকে প্রশমিত করার জন্য রাম কর্তৃক ভরতের সম্ভাবনার ও সদিচ্ছার বর্ণনা, তা শুনে লক্ষণের লজ্জাপ্রাপ্তি। ভরতের নির্দেশে পর্বতের নীচে সৈন্যশিবির স্থাপন.....	৪৪২
২৮	ভরতের নির্দেশে শ্রীরামের আশ্রমের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি.....	৪৪৪
২৯	শত্রু প্রমুখের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমে গমন। পর্ণশালায় জটা ও চীববক্ষদারী রাম-সীতা- লক্ষণকে দেখে শোকাক্ত ভরত ও শত্রুদের জোষ্ঠ জাতচরণে পতন এবং শ্রীরাম কর্তৃক উভয়কে আলিঙ্গন ; অতঃপর সুমন্ত্র ও শুভের সঙ্গে রাম-লক্ষণের মিলন.....	৪৪৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১০০	কুশল জিজ্ঞাসাচ্ছলে শ্রীরাম কর্তৃক ভরতকে রাজনীতির উপদেশ প্রদান.....	৪৪৯
১০১	শ্রীরাম কর্তৃক ভরতের বনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা এবং পারস্পরিক কথাবার্তা.....	৪৫৫
১০২	ভরত কর্তৃক শ্রীরামের নিকট পিতা দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন.....	৪৫৭
১০৩	মন্দাকিনীর জলে পিতৃতর্পণ সমাপনান্তে ভ্রাতৃদ্বিসহ শ্রীরামের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন.....	৪৫৮
১০৪	মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে দশরথ-পত্নীর শ্রীরামদর্শনে গমনপথে কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীর পরস্পর উক্তি-প্রত্যাঙ্কি এবং রামদর্শনান্তর তাঁর সঙ্গে সকলের কথোপকথন.....	৪৬২
১০৫	রাজগ্রহণের জন্য রামের কাছে ভরতের প্রার্থনা এবং ভরতের প্রতি রামের উপদেশদান	৪৬৪
১০৬	অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হয়ে রাজগ্রহণের জন্য শ্রীরামের নিকট ভরতের পুনঃ প্রার্থনা.....	৪৬৮
১০৭	পিতৃসত্য-পালনের জন্য ভরতকে বুঝিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য শ্রীরামের উপদেশ.....	৪৭১
১০৮	নাস্তিকমতাবলম্বনে শ্রীরামকে বোঝাবার জন্য জাবালির উদ্যোগ.....	৪৭২
১০৯	জাবালির নাস্তিক মত বণ্ডন করে শ্রীরাম কর্তৃক আস্তিক মত স্থাপন.....	৪৭৪
১১০	সৃষ্টির পরস্পরার সঙ্গে ইক্ষ্বাকুকুলের পরস্পরার মিল আছে বলেই জ্যেষ্ঠের দ্বারাই রাজ্য গ্রহণীয় প্রতিপাদন করে শ্রীরামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ.....	৪৭৭
১১১	রাজ্য গ্রহণের জন্য রামের প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠের আজ্ঞা, পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প রামের রাজ্য প্রত্যাখ্যান। অনশনব্রতে উদ্যোগী ভরতের শ্রীরামের নির্দেশে প্রতিনিবৃতি ও বনবাসের সংকল্প। ভরতের প্রতি শ্রীরামের উপদেশ.....	৪৭৯
১১২	রাবণবধকামী ঋষিদের শ্রীরামের নির্দেশ পালনের জনা ভরতের প্রতি উপদেশ, রাজ্যগ্রহণের জন্য রামের প্রতি ভরতের পুনরায় প্রার্থনা। ভরতের প্রতি শ্রীরামের আশ্বাস ও তাঁর প্রার্থনানুসারে নিজ পাদুকাপ্রদান.....	৪৮২
১১৩	শ্রীরামের পাদুকাধর নিজ মন্তকে ধারণ করে	



ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	মন্ত্রসমূহের সূত্র অর্থোপনিষদের যাত্রা- পথে ভ্রমের মহর্ষি ভরদ্বাজশ্রমে ঋষিদের মন্ত্রসমূহের.....	৪৮৪		৬- রাক্ষসদের পিড়ন থেকে নিজের রক্ষার জন্য বানপ্রস্থী মুনিদের শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা এবং তাঁদের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের আশ্বাস দান.....	৫১৪
১১৪ -	অবহর নুবহু এবং রাজা লক্ষ্মণহীন বজ্রতুল্য বর্শন ভরতের শোক.....	৪৮৬		৭- সীতা ও লক্ষ্মণ সহ ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে গমন, মুনি কর্তৃক সংকৃত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন এবং ঐ আশ্রমেই রাত্রিযাপন.....	৫১৬
১১৫ -	লক্ষ্মণের চিত্তে শ্রীরামের পদাঙ্ক সিংহাসনে অতিষ্ঠ করে এবং তাঁকে সব নিবেদন করে ভরতের বজ্র পরিচালনা.....	৪৮৮		৮- প্রভাতে ঋষি সুতীক্ষ্ণের নিকট বিদায় নিয়ে রাম- লক্ষ্মণ সীতার অন্যত্র প্রস্থান.....	৫১৮
১১৬ -	বহু কুলপতিদের সূত্র, বহু ঋষির চিত্রকূট- পবিত্র সপর্বক, অন্য আশ্রমে গমন.....	৪৯০		৯- নিরপরাধ প্রাণিহত্যা থেকে নিবৃত্তি এবং অহিংস ধর্মপালনের জন্য রামের প্রতি সীতার অনুরোধ.....	৫১৯
১১৭ -	শ্রীরামের অহিনুনির আশ্রমে গমন, মুনি কর্তৃক তাঁদের আশ্রয় বিধান এবং অত্রি- মুনি অনসূয়া কর্তৃক সীতার সংবর্ধনা.....	৪৯৩		১০- ঋষিদের রক্ষার জন্য রাক্ষসবধে শ্রীরামের দৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন.....	৫২২
১১৮ -	সীতা অনসূয়া সংলাপ। সীতাকে অনসূয়ার স্নেহোপহার দান। অনসূয়ার জিজ্ঞাসার উত্তরে সীতা কর্তৃক সু-স্বয়ংবর বর্ণন.....	৪৯৫		১১- পঞ্চাবতার তীর্থ এবং মাণ্ডুক্য মুনির বৃত্তান্ত, বিভিন্ন আশ্রম ঘুরে শ্রীরামাদির সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে পুনরাগমন, ঐ আশ্রমে কিছুকাল অবস্থানান্তে মুনির অনুমতিক্রমে প্রথমে মহর্ষি অগস্ত্যের ভাতা ও পরে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গমন, মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্যকীর্তন.....	৫২৪
১১৯ -	অনসূয়ার নির্দেশানুসারে তৎপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি ধারণপূর্বক সুসজ্জিতা সীতার শ্রীরামসমীপে গমন এবং আশ্রম রাত্রিযাপনে প্রাতঃকালে অন্যত্র গমনের জন্য শ্রীরামাদির ঋষিদের নিকট বিনয়প্রার্থনা.....	৪৯৯		১২- শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের অগস্ত্যাশ্রমে প্রবেশ, আতিথ্যগ্রহণ এবং মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট থেকে শ্রীরামের দিব্যাস্ত্রলাভ.....	৫৩০
<b>অরণ্যাকাণ্ড</b>				১৩- মহর্ষি অগস্ত্যের শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রসন্নতা এবং সীতার প্রশংসা, তৎপরে পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণে জন্য ঋষির নির্দেশ এবং সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের পঞ্চবটীর প্রতি প্রস্থান.....	৫৩৩
১- গভীর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করে তপস্বীদের আশ্রমে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সংকার লাভ.....	৫০১		১৪- পঞ্চবটীর পথে শ্রীরামাদির জটায়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রামসমীপে জটায়ুর আত্ম- পরিচয় দান.....	৫৩৫	
২- বনমধ্যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতার প্রতি বিরোধ নামক রাক্ষসের আক্রমণ.....	৫০৩		১৫- শ্রীরামের অনুমতিক্রমে পঞ্চবটীর মনোরম স্থানে লক্ষ্মণ কর্তৃক পর্ণশালা নির্মাণ এবং সেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের সুখে বাস করা.....	৫৩৮	
৩- শ্রীরাম ও বিরোধের মধ্যে বাক্য-বিনিময় ; বিরোধের উপর রাম লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাত, দুই-তাইকে কাঁধে নিয়ে বিরোধের অন্য বনে গমন.....	৫০৫		১৬- লক্ষ্মণ কর্তৃক হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা ও ভরতের প্রশংসা এবং সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের গোদাবরীতে স্নান.....	৫৪০	
৪- রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বিরোধ-বধ.....	৫০৭				
৫- সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের শরভঙ্গমুনির আশ্রমে গমন, সেখানে দেবতাদের দর্শনলাভ এবং মুনি কর্তৃক শ্রীরামাদির অভ্যর্থনান্তে মুনির ব্রহ্মলোকে গমন.....	৫১০				

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১৭	শ্রীরামের পঞ্চবটীস্থ আশ্রমে শূর্ণগাখার আগমন এবং শ্রীরামের পরিচয় লাভান্তে পত্নীকপে তাকে বরণের জন্য শ্রীরামের প্রতি শূর্ণগাখার অনুরোধ.....	৫৪৩		দান ও ক্রুদ্ধ রাবণকে সীতাহরণের পরামর্শ দান। রাবণের মারীচাশ্রমে গমন ও মারীচের সঙ্গে সীতাহরণের পরামর্শ, কিন্তু মারীচের অনুরোধে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন.....	৫৭৫
১৮	শ্রীরাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শূর্ণগাখার লঙ্ঘনের কাছে প্রণয়ভিক্ষা, সেখানেও প্রত্যাখ্যাতা হয়ে সীতাকে আক্রমণ করায় লঙ্ঘন কর্তৃক তার নাসাকর্ণচ্ছেদন.....	৫৪৫	৩২	শূর্ণগাখার লঙ্কাপূরীতে রাবণের নিকট গমন....	৫৭৯
১৯	ভগিনী শূর্ণগাখার মুখে লঙ্ঘন কর্তৃক তার দুর্দশার বৃত্তান্ত শুনে রামাদিকে ইত্যার জন্য ক্রুদ্ধ খর কর্তৃক চৌদ্দজন রাক্ষসসেনা প্রেরণ.....	৫৪৭	৩৩	রাবণের প্রতি শূর্ণগাখার তিরস্কার.....	৫৮১
২০	শ্রীরাম কর্তৃক খরপ্রেরিত চতুর্দশ রাক্ষস বধ.....	৫৪৯	৩৪	রাবণের প্রশ্নের উত্তরে শূর্ণগাখা কর্তৃক রাম-লঙ্ঘন-সীতার পরিচয় প্রদানের পর সীতা হরণের জন্য রাবণকে উৎসাহিত করা.....	৫৮৩
২১	রাম কর্তৃক খরপ্রেরিত রাক্ষসদের নিধনবৃত্তান্ত বর্ণনান্তে শূর্ণগাখা কর্তৃক রামের সঙ্গে যুদ্ধে ভ্রাতা খরকে প্রেরণাদান.....	৫৫১	৩৫	শূর্ণগাখার উপদেশ শ্রবণান্তর কামার্ত ও ক্রুদ্ধ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের উদ্দেশ্যে মারীচের নিকট গমনকালে সাগর সৈকতের শোভা দর্শন.....	৫৮৫
২২	চোদ্দ হাজার রাক্ষসসেনাসহ খর ও দুষণের জনহান থেকে পঞ্চবটী গমন.....	৫৫৩	৩৬	মারীচের নিকট শ্রীরামের অপরাধ বর্ণনা করে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের জন্য মারীচের সাহায্য প্রার্থনা.....	৫৮৮
২৩	ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখেও নির্ভয় খরের, রাক্ষস-সেনাসহ শ্রীরামের আশ্রমের নিকটে গমন....	৫৫৫	৩৭	রাবণের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের গুণ ও প্রভাব বর্ণনা করে সীতাহরণরূপ দুষ্কর্ম থেকে রাবণকে প্রতি-নিবৃত্ত করার জন্য মারীচের উপদেশ.....	৫৮৯
২৪	মহা উৎপাত লক্ষ্য করে রাক্ষসদের বিনাশ এবং নিজের বিজয় নিশ্চিত জেনে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্ঘনের সঙ্গে সীতাকে পর্বতগুহায় প্রেরণ করে, নিজে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করা.....	৫৫৭	৩৮	শ্রীরামচন্দ্রের বীর্যবস্তার পরিচয় দিয়ে মারীচ কর্তৃক রাবণকে সীতাহরণ কার্যে নিষেধ করণ	৫৯১
২৫	রাক্ষসগণ কর্তৃক আক্রান্ত রামের দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ.....	৫৬০	৩৯	রাবণকে বোঝাতে মারীচের প্রচেষ্টা.....	৫৯৪
২৬	শ্রীরাম কর্তৃক চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং দুষণের বিনাশ.....	৫৬৩	৪০	সীতাহরণ কার্যে সাহায্যের জন্য মারীচের প্রতি রাবণের অনুরোধ ও পরে ভয় প্রদর্শন	৫৯৬
২৭	ত্রিশিরা রাক্ষস বধ.....	৫৬৬	৪১	বিনাশের ভয় দেখিয়ে রাবণের প্রতি মারীচের পুনরায় সাবধানবাণী.....	৫৯৮
২৮	খরের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ.....	৫৬৭	৪২	মায়্যা-স্বর্ণমৃগরূপধারী মারীচের শ্রীরামের আশ্রমে আগমন এবং সীতা কর্তৃক তাকে দর্শন	৫৯৯
২৯	কঠোর ভাষায় শ্রীরাম ও খরের উক্তি প্রত্যুক্তি এবং পরে শ্রীরাম কর্তৃক খর-নিষ্কিপ্ত গদার খণ্ডন.....	৫৭০	৪৩	কপট-মৃগ দর্শনে লঙ্ঘনের সন্দেহ, জীবিত বা মৃত যে কোনও অবস্থায় হরিণটিকে ধরে আনার জন্য শ্রীরামের নিকট সীতার অনুরোধ, লঙ্ঘনের প্রতি সীতা রক্ষার ভার দিয়ে সেই হরিণটিকে আনয়নের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক হরিণের পশ্চাদ্ধাবন	৬০২
৩০	শ্রীরামের প্রতি খরের বাঙ্কোক্তি এবং শালবৃক্ষ নিষ্কোপণ ; তখন শ্রীরামের বাণাঘাতে শালবৃক্ষ ছেদন এবং খরের পতন ও মৃত্যু, অতঃপর দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক শ্রীরামের সংবর্ধনা..	৫৭২	৪৪	শ্রীরাম কর্তৃক মারীচ বধ এবং মারীচ কর্তৃক সীতা ও লঙ্ঘনের নাম করে সকরুণ আহ্বান শুনে শ্রীরামচন্দ্রের দুশ্চিন্তা.....	৬০৫
৩১	অকম্পন কর্তৃক রাবণকে খরাদির মৃত্যুসংবাদ		৪৫	মারীচ কর্তৃক শ্রীরামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে	



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা	অধ্যায়
	কৃত অলৌকিক কবচ প্রব প্রবেশ শঙ্ক-পূর্ণা			পাখমণ্ডে লক্ষ্মণকে দেখে সীতা সম্মুখে নানা		অধ্যায়
	সীতার মর্মজ্ঞান ব্যাচনা পূর্ণাঙ্ক লক্ষ্মণের			শঙ্ক,.....	৬৪২	৭৩
৪৬ -	সদ্যাসীকরণ দারণ করে সীতার নিকট	৬০৭	৫৮ -	লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরামের আশ্রমে আগমন, পথে		
	রাবণের আগমন ও আতিথ্য প্রার্থনা, সীতা			নানা আশঙ্ক প্রকাশ এবং আশ্রমে সীতাকে		
	কর্তৃক রাবণের অভ্যর্থনা.....	৬১০		দেখেতে না পেয়ে দুঃখ প্রকাশ.....	৬৪৪	৭৪
৪৭ -	রাবণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা সীতার নিজের ও		৫৯ -	আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে, এই সর্গে রাম-লক্ষ্মণের		
	শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় প্রদান এবং বনবাসের			পূর্ব-সর্গান্তর্গত কথোপকথনের বিস্তার.....	৬৪৬	
	কারণ বর্ণন : সীতাকে প্রধান মহিষী করার		৬০ -	বিলাপরত শ্রীরাম কর্তৃক পশুবৃক্ষাদির নিকট		৭৫
	জনা রাবণের প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন.....	৬১৩		সীতার বার্তা জিজ্ঞাসা এবং উদ্ভ্রান্তের মতো		
৪৮ -	রাবণ কর্তৃক নিজ পরাক্রম বর্ণন এবং তা		৬১ -	কাদতে কাদতে সীতার অন্বেষণ.....	৬৪৮	
	শুনে ক্রুদ্ধ সীতা কর্তৃক তাকে ভয় প্রদর্শন..	৬১৭		না পেয়ে শ্রীরামের ব্যাকুলতা.....	৬৫১	
৪৯ -	রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সীতার বিলাপ এবং		৬২ -	শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ.....	৬৫৩	
	জটায়ুর দর্শনলাভ.....	৬১৯	৬৩ -	শ্রীরামের বিলাপ.....	৬৫৫	
৫০ -	সীতাহরণরূপ দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্তির জন্য		৬৪ -	শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতাশ্বেষণ, শ্রীরামের		
	রাবণের প্রতি জটায়ুর সাবধানবাণী, তা না			শোকাবেগবৃদ্ধি, যুগসংকত অনুসরণে ভ্রাতৃ-		
	হলে যুদ্ধের জন্য আহ্বান .....	৬২২		দ্বয়ের দক্ষিণ দেশাভিমুখে গমন, পর্বত এবং		
৫১ -	জটায়ু ও রাবণের মহাযুদ্ধ এবং রাবণ কর্তৃক			সীতার কুসুমালঙ্কার ও যুদ্ধচিহ্ন সকল দর্শনে		
	জটায়ু বধ.....	৬২৪		সকল দেবতা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধ	৬৫৭	
৫২ -	রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ.....	৬২৭	৬৫ -	শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শ্রীলক্ষ্মণের সান্ত্বনা দান ....	৬৬৩	
৫৩ -	রাবণের প্রতি সীতার বিকার.....	৬৩০	৬৬ -	শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের সান্ত্বনাদান.....	৬৬৪	
৫৪ -	পাঁচজন বানরের মধ্যে সীতা কর্তৃক সবশ্রীলঙ্কার		৬৭ -	শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক জটায়ুর দর্শনলাভ, তাঁর		
	নিষ্কোপন ; লঙ্কার প্রবেশ করে রাবণ কর্তৃক			কণ্ঠধারণপূর্বক শ্রীরামের ক্রন্দন.....	৬৬৬	
	সীতাকে অন্তঃপুরে স্থাপন এবং জনস্থানে		৬৮ -	জটায়ুর প্রাণত্যাগ এবং শ্রীরামের দ্বারা তাঁর		
	শ্রীরামসমীপে আটজন রাক্ষসকে গুপ্তচররূপে			অন্তিম-সংস্কার.....	৬৬৮	
	প্রেরণ.....	৬৩২	৬৯ -	লক্ষ্মণ কর্তৃক অয়োমুখী নাম্নী রাক্ষসীকে দণ্ড-		
৫৫ -	রাবণ কর্তৃক সীতাকে স্বীয় অন্তঃপুর প্রদর্শন			দান, অতঃপর কবচের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ		
	এবং পত্নীর গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন...	৬৩৫		রাম-লক্ষ্মণের চিত্তা.....	৬৭১	
৫৬ -	শ্রীরামের প্রতি সীতার অনন্যনুরাগ জেনে		৭০ -	শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক পরস্পর মন্ত্রণা করে		
	রাবণ কর্তৃক সীতাকে ভীতিপ্রদর্শন, অতঃপর			কবচের হস্তদ্বয় ছেদন, তখন কবচ কর্তৃক		
	অশোকবনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ভীতিপ্রদর্শনের			তাঁদের দুজনের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ.....	৬৭৪	
	জন্য রাক্ষসীদের প্রতি রাবণের নির্দেশ.....	৬৩৭	৭১ -	কবচ কর্তৃক আত্মবিস্মৃতিকখন এবং নিজস্বরীর		
	(প্রক্ষিপ্ত সর্গ—পিতামহ ব্রহ্মার নির্দেশে			দক্ষ হলে সীতাশ্বেষণে সহায়তাদানে শ্রীরামের		
	নিদ্রাদেবীসহ দেবরাজ ইন্দ্রের লঙ্কার গমন			প্রতি তার আশ্বাসদান.....	৬৭৬	
	ও সীতাদেবীকে দিব্যহবিঃ প্রদানান্তে বিদায়		৭২ -	রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক চিত্রাগর্তে কবচের দেখের		
	নিয়ে স্বর্গে প্রত্যাগমন).....	৬৪০		দাহকার্যহেতু কবচের দিব্যকপ লাভ এবং		
৫৭ -	রাক্ষসবধান্তে প্রত্যাবর্তন কালে পথে অশুভ			সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা বিধানের জন্য কবচ		
	সূচক শৃগালরব শ্রবণে শ্রীরামের দুশ্চিন্তা এবং			কর্তৃক শ্রীরামকে পরামর্শ দান.....	৬৭৮	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
৭৩ -	দিব্যরূপধারী কবজা কর্তৃক শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নিকট ঋষামৃক পর্বত, পম্পা সরোবর এবং মতঙ্গ মুনির বন ও আশ্রমের পরিচয় প্রদানান্তর প্রস্থান.....	৬৮০
৭৪ -	শ্রীরাম-লক্ষ্মণের পম্পা সরোবরতটে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে শবরীর আবাসে গমন, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ, তাঁর সঙ্গে মতঙ্গবন দর্শন, অতঃপর শবরীর আত্মাহুতি ও স্বর্গে গমন.....	৬৮৪
৭৫ -	শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পরম্পরের কথোপকথন এবং উভয় ভ্রাতাব পম্পা সরোবর তীরে গমন.....	৬৮৬

### কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

১ -	পম্পা সরোবর দর্শন করে শ্রীরামের ব্যাকুল হওয়া, লক্ষ্মণের নিকট তার শোভা বর্ণনা, লক্ষ্মণ কর্তৃক সাস্তুনা দান তথা দুই ভ্রাতাকে ঋষামৃক পর্বতের দিকে আসতে দেখে সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণের ভয়ভীত হওয়া ....	৬৮৯
২ -	সুগ্রীব তথা অন্যান্য বানরদের ভয়, হনুমানের দ্বারা সেই ভয় নিবারণ তথা রাম লক্ষ্মণের পরিচয় জানার জন্য সুগ্রীব দ্বারা তাঁদের নিকট হনুমানকে পাঠানো.....	৬৯৮
৩ -	হনুমান দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের বনে আসার কারণ জিজ্ঞাসা এবং স্বীয় পরিচয়-সহ সুগ্রীবের পরিচয় প্রদান ; শ্রীরাম কর্তৃক তাঁর বাক্যের প্রশংসা ও তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের জন্য লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ, রামের আদেশে হনুমানের সঙ্গে লক্ষ্মণের আলাপ এবং তার ফলে হনুমানের আনন্দলাভ	৭০১
৪ -	লক্ষ্মণের দ্বারা হনুমানের নিকট শ্রীরামের বনে আগমনের এবং সীতাহরণের বৃত্তান্ত-বর্ণনা, সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সহযোগিতা লাভের ইচ্ছাপ্রকাশ, এই কাজে সহায়তার জন্য হনুমান কর্তৃক আশ্বাসদান ; রাম, লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে হনুমানের সুগ্রীবের নিকট গমন.....	৭০৪
৫ -	শ্রীরাম এবং সুগ্রীবের মৈত্রী তথা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বালীবধের প্রতিজ্ঞা .....	৭০৬
৬ -	সুগ্রীবের শ্রীরামকে সীতার অলঙ্কার দেখানো এবং তা দেখে শ্রীরামের শোক এবং	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	বোম্পূর্ণ উক্তি.....	৭০৯
৭ -	সুগ্রীবের শ্রীরামকে প্রবোধদান এবং শ্রীরাম-দ্বারা সুগ্রীবকে তাঁর কার্যসিদ্ধির আশ্বাস প্রদান.....	৭১১
৮ -	শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সুগ্রীবের স্বীয় দুঃখ নিবেদন, রাম কর্তৃক সুগ্রীবকে আশ্বাসদান এবং দুই ভাইয়ের শত্রুতার কারণ জিজ্ঞাসা..	৭১৩
৯ -	সুগ্রীবের শ্রীরামচন্দ্রকে বালীর সঙ্গে নিজের শত্রুতার কারণ বর্ণনা.....	৭১৬
১০ -	ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সুগ্রীবের বালীকে সম্মান জ্ঞাপনের কথা এবং বালী কর্তৃক সুগ্রীবের বিতাড়ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন	৭১৮
১১ -	সুগ্রীবের দ্বারা বালীর পরাক্রম বর্ণনা। বালী কর্তৃক দুন্দুভি নামক দৈত্যের নিধন ও তার মৃতদেহ মতঙ্গমুনির আশ্রমে নিক্ষেপ। মতঙ্গমুনির বালীকে অভিশাপ দান, শ্রীরাম কর্তৃক দুন্দুভির অস্তিসমূহ দূরে নিক্ষেপ, সুগ্রীবের দ্বারা শ্রীরামকে শালবৃক্ষ ভেদ করার জন্য উৎসাহ প্রদান.....	৭২১
১২ -	শ্রীরাম কর্তৃক সাতটি শালবৃক্ষ ভেদ। তাঁর আদেশে সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধা গমন এবং বালীর সঙ্গে যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পুনরায় মতঙ্গ মুনির আশ্রমে পলায়ন। শ্রীরামের পুনরায় আশ্বাসদান। গজপুষ্পের মালা পরিয়ে তাঁকে পুনরায় যুদ্ধে প্রেরণ.....	৭২৭
১৩ -	পশ্চিমধ্যে নানাবিধ বৃক্ষ, জন্তু, জলাশয়, তথা সপ্তজনপদ আশ্রম দূর থেকে দর্শন করতে করতে শ্রীরাম প্রমুখের কিষ্কিন্ধ্যায় পুনরাগমন .....	৭৩০
১৪ -	বলিবধের নিমিত্ত শ্রীরামের আশ্বাসপ্রাপ্ত হয়ে সুগ্রীবের উৎকট গর্জন.....	৭৩২
১৫ -	সুগ্রীবের গর্জন শুনে যুদ্ধের বালীর বেরিয়ে আসার উদ্যোগ। তাঁকে নিবারণের জন্য তথা নিবারণের জন্য তথা শ্রীরাম ও সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য তারার অনুরোধ	৭৩৪
১৬ -	বালী কর্তৃক তারার প্রস্তাব সগর্বে প্রত্যাখ্যান, সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ, শ্রীরামের বাণে বালীর ভূতলে পতন.....	৭৩৬
১৭ -	শ্রীরামচন্দ্রকে বালীর তিরস্কার.....	৭৩৯



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১৮ -	শ্রীরাম কর্তৃক বালীর প্রত্যেক উত্তর দান। তাকে দত্তদানের ঔচিত্য জ্ঞাপন। তা শুনে বালীর বামহস্তেব নিকট প্রিয় অপরাধেব অন্য ক্ষমাপ্রার্থনা অঙ্গদকে বক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ। বালীর প্রতি শ্রীরামের আশ্বাস দান।	৭৪৩
১৯ -	পাঠ বালীর নিকট অঙ্গদসহ তারার আগমন, পজামনণর বানরদের সঙ্গে কথোপকথন। বালীর দূর্গা দেখে তারা ক্রন্দন.....	৭৪৮
২০ -	তারার বিলাপ.....	৭৫০
২১ -	হনুমান কর্তৃক তারাকে সাহসনাদান, পতিব সাথে তারার সহমবণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ.....	৭৫২
২২ -	সুগ্রীব এবং অঙ্গদের উদ্দেশ্যে মনের কথা বলে বালীর প্রাণত্যাগ.....	৭৫৪
২৩ -	তারার বিলাপ.....	৭৫৬
২৪ -	শোকগ্ন সুগ্রীবের প্রাণত্যাগের জন্য শ্রীরামের অনুমতি প্রার্থনা, তারার শ্রীরামের নিকট আত্মবধের প্রার্থনা, শ্রীরামচন্দ্রের সাহসনা দান	৭৫৯
২৫ -	লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের সুগ্রীব, তারা এবং অঙ্গদকে সাহসনা দান, বালীর দাহ-সংস্কার সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান, বালীর মৃতদেহ নিয়ে তারা এবং অন্যান্য বানরদের শ্মশানভূমিতে গমন, অঙ্গদের দ্বারা দাহসংস্কার এবং তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন.....	৭৬৪
২৬ -	সুগ্রীবের অভিষেক নিমিত্ত কিঙ্কিঙ্কায় প্রবেশের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে হনুমানের প্রার্থনা, নগরীতে প্রবেশ না করে কেবল অভিষেকের অনুমতি দান, অতঃপর সুগ্রীব এবং অঙ্গদের অভিষেক .....	৭৬৮
২৭ -	প্রস্রবণ পর্বতের শিখরে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন.....	৭৭১
২৮ -	শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বর্ষাঋতুর বর্ণনা.....	৭৭৪
২৯ -	হনুমান কর্তৃক প্রবুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবের নীলকে বানরসৈন্যদের একত্র করার আদেশ দান....	৭৮০
৩০ -	শরৎকালের বর্ণনা। সুগ্রীবের কাছে যাবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামের আদেশ.....	৭৮৩
৩১ -	সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রকাশ। কিঙ্কিঙ্কার দ্বারদেশে গিয়ে সুগ্রীবের নিকট লক্ষ্মণের অঙ্গদকে প্রেরণ। বানরদের ভয়। সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের উপদেশ দান.....	৭৯১

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
৩২ -	চিন্তাপ্রস্ত সুগ্রীবকে হনুমানের উপদেশ দান.....	৭৯৫
৩৩ -	কিঙ্কিঙ্কাপুরীর শোভা দেখতে দেখতে সুগ্রীবের মহলে লক্ষ্মণের প্রবেশ। ক্রোধে ধনুকে টংকারদান। ভীত সুগ্রীবের তাঁকে শাস্ত করার জন্য তারাকে প্রেরণ লক্ষ্মণকে তারার সাহসনা- দান এবং অস্ত্রপুরে আনয়ন.....	৭৯৭
৩৪ -	সুগ্রীবের লক্ষ্মণের পাশে আগমন। তাঁকে লক্ষ্মণের বিচার.....	৮০২
৩৫ -	যুজিযুক্ত বাক্যের দ্বারা তারার লক্ষ্মণকে শাস্ত করা.....	৮০৪
৩৬ -	সুগ্রীব কর্তৃক আপন হীনতা ও শ্রীরামের মহত্বের উল্লেখ, লক্ষ্মণের নিকট তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা, লক্ষ্মণ কর্তৃক সুগ্রীবের প্রশংসা এবং রামচন্দ্র সমীপে গমনের অনুরোধ.....	৮০৬
৩৭ -	সুগ্রীবের দ্বারা হনুমানকে দ্বিতীয়বারের জন্য বানরসেনা সংগ্রহের আজ্ঞা দান, আদেশপ্রাপ্ত হয়ে দূতদের নিয়ে বানরদের কিঙ্কিঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা, দূতদের সুগ্রীবের নিকট প্রত্যাবর্তনপূর্বক বানরদের আগমনবার্তা প্রদান.....	৮০৮
৩৮ -	লক্ষ্মণের সঙ্গে এসে শ্রীরামের চরণে সুগ্রীবের প্রণাম নিবেদন, তাঁকে শ্রীরামের উপদেশ দান, সুগ্রীব কর্তৃক সৈন্য সংগ্রহের উদ্যোগ বর্ণনা.....	৮১০
৩৯ -	সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নিজ নিজ সৈন্যসহ বানর-দলপতিদের আগমন.....	৮১৩
৪০ -	শ্রীরামের আদেশে সুগ্রীবের সীতা অনুসন্ধানের জন্য বানরদের পূর্বদিকে প্রেরণ এবং বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা.....	৮১৬
৪১ -	সুগ্রীব কর্তৃক দক্ষিণ দিকে হিত স্থানসমূহের পরিচয় প্রদান। সেই সব স্থানে সন্ধানের জন্য প্রধান বীর বানরদের নিয়োগ.....	৮২২
৪২ -	সুগ্রীব কর্তৃক পশ্চিমদিকের স্থানসমূহের বর্ণনা প্রদান। সুশেণাদি বানরদের সেইদিকে প্রেরণ	৮২৫
৪৩ -	সুগ্রীবের উত্তর দিকে অবস্থিত স্থানের পরিচয় দিয়ে শতবলি আদি বানরদের সেইদিকে প্রেরণ	৮২৯
৪৪ -	শ্রীরাম কর্তৃক অঙ্গুরীম প্রদানপূর্বক হনুমানকে প্রেরণ.....	৮৩৪
৪৫ -	নানাদিকে গমনকারী বানরদের সুগ্রীবের	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	নিকট উৎসাহসূচক বাক্যকথন.....	৮৩৫	৫৭ -	অঙ্গদ কর্তৃক সম্প্রাপ্তির পর্বতশিখর থেকে অবতরণ করানো, জটায়ু বধের বর্ণনা প্রবণ।	
৪৬ -	শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সুগীতের নিবেদন			রাম ও সুগীতের মিত্রতা এবং বাগীবধের বৃত্তান্ত	
	ভূমণ্ডল ভ্রমণের বৃত্তান্ত বর্ণনা.....	৮৩৬		জ্ঞাপন এবং অনশনে দ্বীয় প্রাণ বিসর্জনের	
৪৭ -	পূর্বাধি তিনদিকে গিয়ে সীতা অশেষশেষে নিরাশ			সংকল্প বর্ণনা.....	৮৫৯
	হয়ে বানবন্দেব প্রত্যাবর্তন.....	৮৩৮	৫৮ -	সম্প্রাপ্তির নিজের পাখা ছলে যাওয়ার বর্ণনা।	
৪৮ -	দক্ষিণ দিকে প্রস্থিত বানরদের সীতার সন্ধান			সীতা ও রাবণের সংবাদ জ্ঞাপন। বানরদের	
	আবস্থা.....	৮৪০		সাহায্যে সমুদ্রের তীরে গিয়ে মৃত ভ্রাতা	
৪৯ -	অঙ্গদ এবং গঙ্গামাদনের আশ্বাসদানের পর			জটায়ুর উদ্দেশ্যে তর্পণ.....	৮৬১
	বানরদের পুনরায় উৎসাহপূর্বক সীতার সন্ধান		৫৯ -	নিজের পুত্র সুপার্নের কাছ থেকে সীতা ও রাবণের	
	আত্মনিয়োগ.....	৮৪২		দর্শনের ঘটনা জেনে সম্প্রাপ্তি কর্তৃক তার বর্ণনা	৮৬৪
৫০ -	জুব্বার্ত শিলাসার্ত বানরদের কোনো এক		৬০ -	সম্প্রাপ্তির আত্মকথা.....	৮৬৬
	গুহায় প্রবেশ। সেখানে দিবা বৃক্ষ, দিবা		৬১ -	নিশাকর মুনির নিকট সম্প্রাপ্তির আপন পক্ষ	
	সরোবর, দিবা ভবনসহ এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর			দক্ষ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা.....	৮৬৮
	দর্শনলাভ। হনুমান কর্তৃক সেই তপস্বিনীর		৬২ -	নিশাকর মুনি কর্তৃক সম্প্রাপ্তিকে সাক্ষ্যদান।	
	পরিচয় জিজ্ঞাসা.....	৮৪৩		শ্রীরামের কার্যে সহায়তার জন্য বেঁচে থাকার	
৫১ -	হনুমান কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বৃদ্ধা তপস্বীর			আদেশ দান.....	৮৭০
	নিজের তথা সেই দিবা স্থানের পরিচয় প্রদান-		৬৩ -	সম্প্রাপ্তির পক্ষলাভ। তাঁর দ্বারা বানরদের	
	পূর্বক বানরদের প্রতি ভোজন গ্রহণের নির্দেশ দান	৮৪৭		উৎসাহ দানপূর্বক সেই স্থান ত্যাগ। বানরদেরও	
৫২ -	তাপসী স্বয়ংপ্রভার জিজ্ঞাসার উত্তরে			সেই স্থান ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করা	৮৭১
	বানরদের নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা। তাঁর দিবা প্রভাবে		৬৪ -	সমুদ্রের বিশালতা দেখে বানরদের বিষমতা।	
	বানরদের গুহা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে সমুদ্র-			অঙ্গদ কর্তৃক তাঁদের আশ্বাসদান। সমুদ্র	
	তীরে গমন.....	৮৪৮		লঙ্ঘনের জন্য সবার কাছে পৃথক পৃথকভাবে	
৫৩ -	গুহা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে সময় অতিক্রান্ত			শক্তি-জিজ্ঞাসা.....	৮৭৩
	হয়ে যাচ্ছে দেখে ও কার্যসিদ্ধির অভাবে অঙ্গদ		৬৫ -	বীর বানরদের নিজ নিজ গমন-শক্তির বর্ণনা।	
	প্রভৃতি বানরদের আমরণ অনশনে বসার সংকল্প	৮৫১		জাম্ববান এবং অঙ্গদের কথোপকথন। হনুমানকে	
৫৪ -	ভেদনীতির দ্বারা বানরদের স্বপক্ষে এনে			প্রেরণ করবার জন্য জাম্ববানের তাঁর কাছে গমন	৮৭৪
	অঙ্গদকে তাঁর সাথে চলার জন্য হনুমানের		৬৬ -	হনুমানের উৎপত্তির বর্ণনা করে তাঁকে সমুদ্র-	
	বোঝানোর চেষ্টা.....	৮৫৩		লঙ্ঘন-কার্যে জাম্ববানের উৎসাহ দান.....	৮৭৭
৫৫ -	অঙ্গদের সঙ্গে বানরদের প্রায়োপবেশন.....	৮৫৫	৬৭ -	সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য হনুমানের উৎসাহ ব্যক্ত	
৫৬ -	সম্প্রাদির কাছ থেকে বানরদের ভয়। তাদের			করা। জাম্ববান কর্তৃক তাঁর প্রশংসা তথা	
	মুখে জটায়ু বধের কথা শুনে সম্প্রাপ্তির শোক।			কোপপূর্বক লাভ দেবার জন্য হনুমানের মহেন্দ্র	
	পর্বতের চূড়া থেকে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনার			পর্বতে আরোহণ.....	৮৮০
	জন্য বানরদের অনুরোধ.....	৮৫৭			



ওঁ শ্রীং রাং আপদামহর্ভারমিত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।  
 ওঁ হ্রীং রীং দাতারমিতি তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ রোং  
 ক্রাং সর্বসম্পদামিতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ।  
 ওঁ শ্রীং রৈং লোকাভিরামমিতানামিকাভ্যাং নমঃ।  
 ওঁ শ্রীং রৌং শ্রীরামমিতি কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ।  
 ওঁ রৌং রঃ ভূয়ো ভূয়ো নমামাহমিতি করতলকর-  
 পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এইসব মন্ত্রাদি দ্বারা এইভাবে হৃদয়াদি<sup>(১)</sup> ন্যাস  
 করবেন। পরে আবার—

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দেবাতৈশ্চ তপস্বিনঃ।  
 সিদ্ধিং দিশন্ত মে সর্বে দেবা সর্বিগপাত্তিহ॥  
 —ইতি দিগবন্ধঃ।

এই বলে চারদিকে হাত ঘুরিয়ে শেষে আবার  
 এইভাবে ধ্যান করবেন—

বামে ভূমিসূতা পুরস্ত হনুমান্ পশ্চাৎ সুমিত্রাসূতাঃ।  
 শক্রয়ো ভরতশ্চ পার্শ্বদলয়োর্বাব্যাদিকোণেষু চ॥  
 সুগ্রীবশ্চ বিভীষণশ্চ যুবরাট্ তারাসূতো জাহ্নবান্।  
 মধ্যো নীলসরোজকোমলরঞ্টিং রামং ভজে শ্যামলম্॥  
 ‘আপদামহর্ভারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।  
 লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমামাহম্॥’

এ হল সম্পূর্ণের মন্ত্র। এর দ্বারা সম্পূর্ণিত পাঠ  
 করলে সমস্ত মনস্কামনার সিদ্ধি হয়।

এর পরে<sup>(২)</sup> নিম্ন প্রকারে মঙ্গলাচরণ করে পাঠ।

আরম্ভ করতে হবে—

শ্রীগণপতির ধ্যান

শুক্লাধরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।  
 প্রসন্নবদনং ধ্যয়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥  
 বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্ৰমে।  
 যং নত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥

শ্রীগুরু বন্দনা

গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণোর্গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।  
 গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।  
 অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।  
 তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীসরস্বতীর স্মরণ

দোর্তিযুক্তা চতুর্ভিঃ স্ফটিকমণিময়ীমক্সমালাং দধনা।  
 হস্তেনৈকেন পদ্মং সিতমপি চ শুকং পুষ্পকং চাপরেণ॥  
 ভাসা কুন্দেশুশঙ্খস্ফটিকমণিনিভা ভাসমানাসমানা।  
 সা মে বাগ্দেবভেয়ং নিবসতু বদনে সর্বদা সুপ্রসন্না॥

শ্রীবাল্মীকির বন্দনা

কুজস্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।  
 আক্লম্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥  
 যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরম্।  
 অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্॥

শ্রীহনুমানকে নমস্কার

গোত্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।  
 রামায়ণমহামালারঙ্গং বন্দেহনিলাক্ষজম্॥

(১) হৃদয়াদি ন্যাসের বিধি হল ‘অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ’র স্থানে ‘হৃদয়ায় নমঃ’ বলে পাঁচ আঙ্গুলে হৃদয় স্পর্শ করবে। ‘তর্জনীভ্যাং নমঃ’র  
 স্থানে ‘শিরসে স্বাহা’ বলে মস্তকের অগ্রভাগ স্পর্শ করবে। ‘মধ্যমাভ্যাং নমঃ’র স্থানে ‘শিখায়ৈ বৌষট্’ বলে শিখা স্পর্শ করবে।  
 ‘অনামিকাভ্যাং নমঃ’-র পরিবর্তে ‘কবচায় হুম্’ বলে ডান হাতে বাঁ কাঁধ এবং বাঁ হাতে ডান কাঁধ স্পর্শ করবে। ‘কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ’-  
 র পরিবর্তে ‘নেত্রত্রয়ায় বৌষট্’ বলে নেত্র স্পর্শ করবে এবং ‘করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ’-র পরিবর্তে ‘অঙ্গায় ফট্’ বলে তিনবার তালি  
 দেবে।

(২) ‘বৃহদ্রমপুরাণ’ অনুসারে রামায়ণ পারায়ণের আগে রামায়ণকবচ পাঠ করা উচিত। সেটি মঙ্গলাচরণের পূর্বে করা উচিত। কমপক্ষে  
 প্রথম দিন এটির পাঠ অবশ্যই করা উচিত। কবচ এইপ্রকার—

ওঁ নমোহষ্টাদশতত্ত্বরূপায় রামায়ণায় মহামন্ত্রস্বরূপায়। মা নিষাদেতি মূলং শিরোহবতু। অনুক্রমণিকাবীজং মুখমবতু।  
 ঋষাশৃঙ্গোপাখ্যানমূর্ধ্বির্জিহ্মবতু। জানকীলাতোহনুষ্টুপ্ছন্দোহবতু গলম্। কেকযাজ্ঞা দেবতা হৃদয়মবতু। সীতালক্ষ্মণানুগমনশ্রীরামহর্ষাঃ  
 প্রমাণং জঠরমবতু। ভগবন্তক্তিঃ শক্তিরবতু মে মধ্যমম্। শক্তিমান্ ধর্মো মুনীনাং পালনং মমোক্ত রক্ষতু। মারীচবচনং প্রতিপালনমবতু  
 পাদৌ। সুগ্রীবমৈত্রমর্থোহবতু স্তনৌ। নির্ণয়ো হনুমচেষ্ঠাবতু বাহু। কর্তা সম্প্রতিপক্ষোদ্ধারোহবতু স্বকৌ। প্রয়োজনং বিভীষণরাজ্যং  
 শ্রীবাং মমাবতু। রাবণবধঃ স্বরূপমবতু কর্ণৌ। সীতোদ্ধারো লক্ষণমবতু নাসিকে। অমোঘস্তব সংস্তবোহবতু জীবাত্মনম্। নমঃ  
 কাললক্ষণসংবাদোহবতু নাভিম্। আচরণীয়ং শ্রীরামাদিধর্মং সর্বাঙ্গং মমাবতু। ইতি রামায়ণকবচম্।

(বৃহদ্রমপুরাণম্, পূর্বখণ্ডম্ ২৫তম অধ্যায়)

Scanned with CamScanner



এছাড়াও অন্য বিরতি স্থল আছে। একটি পরায়ণ  
ক্রম এমনও আছে, যাতে উত্তরকাণ্ড পাঠ করা হয় না।  
তার বিশ্রামের জায়গা ক্রমশ এইরূপ

প্রথম দিবস বালকাণ্ডে ৭৭ তম সর্গের সমাপ্তিতে  
দ্বিতীয় " অযোধ্যাকাণ্ডে ৬০ তম সর্গের সমাপ্তিতে  
তৃতীয় " অযোধ্যাকাণ্ডে ১১৯ তম সর্গের সমাপ্তিতে  
চতুর্থ " অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৮ তম সর্গের সমাপ্তিতে  
পঞ্চম " কৈশিকাকাণ্ডে ৪৯ তম সর্গের সমাপ্তিতে  
ষষ্ঠ " সুন্দরাকাণ্ডে ৫৬ তম সর্গের সমাপ্তিতে  
সপ্তম " যুদ্ধকাণ্ডে ৫০ তম সর্গের সমাপ্তিতে  
অষ্টম " " ১১১ তম সর্গের সমাপ্তিতে  
নবম " " ১৩১ তম সর্গের সমাপ্তিতে

প্রতিদিন কথা সমাপ্তির পর নিম্নলিখিত  
শ্লোকগুলির দ্বারা মঙ্গলাশাসন করে পারায়ণ সম্পূর্ণ  
করবেন।

বসি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তঃ  
ন্যায়োন মার্গেণ মহীঃ মহীশাঃ।  
গোত্রাঙ্গভেদাঃ শুভমস্তু নিতাঃ  
লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু॥  
কালে বর্ষতু পর্জনাঃ পৃথিবী সসামাগিনী।  
দেশোহয়ঃ ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্ত নির্ভয়াঃ॥  
অশুভ্রাঃ পুত্রিণঃ সন্ত পুত্রিণঃ সন্ত পৌত্রিণঃ।  
অঘনাঃ সধনাঃ সন্ত জীবন্ত শরদাং শতম্।  
চরিতঃ রঘুনাথস্য শতকোটপ্রবিন্দরম্।  
একৈকমক্ষরং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্॥  
শৃণুন্ রামায়ণং শুভ্যা যঃ পাদং পদমেব বা।

স যাতি ব্রহ্মণঃ হানং ব্রহ্মণা পূজাতে সদা॥  
রামায় রামভয়ায় রামচন্দ্রায় বেদসে।  
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়ঃ পতয়ে নমঃ॥  
মঙ্গলং মহাপ্রাণে সর্বদেবনমস্তুতে।  
বৃজনাম্বে সমভবৎ তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥  
মঙ্গলং সুপর্ণস্যা বিনতাকল্পায় পুরা।  
অমৃতং প্রার্থয়ানস্যা তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥  
মঙ্গলং কোসলেজ্ঞায় মহানীমগুণায়নে,  
জৈবর্তিননুজায় সার্বভৌমায় মঙ্গলম্॥  
অমৃতোৎপাদনে দৈতান্ ঘাতো বজ্রধরস্য যৎ।  
অদিত্তির্মঙ্গলং প্রদাতু তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥  
গ্রীন্ বিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরমিততেজসঃ।  
যদাসীদমঙ্গলং রাম তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥  
ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তে।  
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্ত তব সর্বদা॥

কায়েন বাচা মনসেন্নৈর্বা  
বুদ্ধ্যাহংমনা বা প্রকৃতিস্বভাবাৎ।  
করোমি যদ্ যৎ সকলং পরমৈ  
নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়ে তৎ॥

পৃথক পৃথক কাণ্ডের সকাম<sup>(১)</sup> পাঠের ঋগ্‌যাদিন্যাস  
হল এইপ্রকারের—

### বালকাণ্ডের বিনিয়োগ

ওঁ অস্য শ্রীবালকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ঋষাশুজ ঋষিঃ।  
অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। দাশরথিঃ পরমাত্মা দেবতা। রাং বীজম্।  
নমঃ শক্তিঃ। রামায়ৈতি কীলকম্। শ্রীরামপ্রীত্যর্থ  
বালকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ।

(১) বৃহদ্রমপুরাণে পৃথক পৃথক কাণ্ডের পাঠের প্রয়োজন এইরূপ বলা হয়েছে—

অনাবৃষ্টিমহাপীড়াপ্রহপীড়াপ্রসীড়িতাঃ । আদিকাণ্ডং পঠেদ্যুর্বে তে মুচ্যন্তে ততো ভয়াৎ॥  
পুত্রজন্মবিবাহাদৌ শুকদর্শনং এব চ। পঠেচ্চ শৃণুয়াচ্চৈব দ্বিতীয়ং কাণ্ডমুত্তমম্॥  
বনে রাজকূলে বহিজলপীড়ায়ুজো নবঃ। পঠেদারণ্যকং কাণ্ডং শৃণুয়াৎ বা স মঙ্গলী॥  
মিত্রলাভে তথা নষ্টদ্রব্যস্য চ গবেষণে। শ্রদ্ধা পঠিষ্বা কৈঙ্কিয়াং কাণ্ডং তত্ত্বং ফলং লভেৎ॥  
প্রাক্ষেপে দেবকার্ষেপে পঠেৎ সুন্দরকাণ্ডকম্ শত্রোজ্ঞয়ে সমুৎসায়ে জনবাদে বিগর্হিতে॥  
লঙ্কাকাণ্ডং পঠেৎ কিং বা শৃণুয়াৎ স সুখী ভবেৎ।

যঃ পঠেচ্চপুণ্যাদ্ বাপি কাণ্ডমভ্যাসয়োত্তরম্। আনন্দকার্ষে যাত্রায়াং স জয়ী পরতোহত্র চ॥

মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভক্তার্থী ভক্তিমেব চ। জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধকম্॥

(বৃহদ্রমপুরাণ পূর্বখণ্ড অধ্যায় ২৬।৯-১৫)

## ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ ঋষ্যপুংস্বয়ে নমঃ শিরসি। ওঁ অনুষ্টুপ্হন্দসে  
নমঃ মুখে। ওঁ দাশরথিপরমাস্ত্রদেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। ওঁ  
রাং বীজায় নমঃ গুহ্যে। ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ  
পাদয়োঃ। ওঁ রামায় কীলকায় নমঃ সর্বাঙ্গে।

## করন্যাস

ওঁ সুপ্রসন্নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শান্তমনসে  
তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ সত্যসঙ্কায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ  
জিতেন্দ্রিয়ায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ধর্মজ্ঞায়  
নয়সারঞ্জায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ রাজ্ঞে দাশরথয়ে  
জয়িনে করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্রদ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে হৃদয়াদির ন্যাস করে  
নিম্ন প্রকারে ধ্যান করবেন—

শ্রীরামমন্ত্রিতজ্ঞানামরভূতহেশ-

মানন্দশুদ্ধমখিলামরবন্দিভাবিত্বম্।

সীতাঙ্গনাসুমিলিতং সত্যতং সুমিত্রা-

পুত্রাধিতং ধৃতধনুঃশরমাদিদেবম্॥

ওঁ সুপ্রসন্নঃ শান্তমনাঃ সত্যসঙ্কো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

ধর্মজ্ঞো নয়সারঞ্জো রাজা দাশরথির্জয়ী॥

এই মন্ত্র দ্বারা শ্রীরামের পূজা করবেন এবং এর দ্বারা  
অথবা শ্রীরামমন্ত্রদ্বারা সম্পূর্ণ করে বালকাণ্ড পাঠ  
করবেন। এর দ্বারা গ্রহশান্তি, ঈতি-ভীতি-শান্তি এবং  
পুত্রপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

## অযোধ্যাকাণ্ডের বিনিয়োগ এবং ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্যা শ্রীঅযোধ্যাকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ বশিষ্ঠ  
ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ হন্দঃ। ভরতো দাশরথিঃ পরমাস্ত্রা  
দেবতা। ভং বীজম্। নমঃ শক্তিঃ। ভরতায়ৈতি কীলকম্।  
মম ভরতপ্রসাদসিদ্ধার্থময়োধ্যাকাণ্ড-  
পারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বশিষ্ঠঋষয়ে নমঃ শিরসি। ওঁ  
অনুষ্টুপ্হন্দসে নমঃ মুখে। ওঁ দাশরথিভরতপরমাস্ত্র-  
দেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। ওঁ ভং বীজায় নমঃ গুহ্যে। ওঁ  
নমঃ শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। ওঁ ভরতায় কীলকায় নমঃ  
সর্বাঙ্গে।

## করন্যাস

ওঁ ভরতায় নমস্তস্মৈ — অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ

সারঞ্জায় তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ মহাস্থানে মধ্যমাভ্যাং  
নমঃ। ওঁ তাপসায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ অতিশান্তায়  
কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ শক্রবৃক্সহিতায় চ  
করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

পরে এইভাবে হৃদয়াদিরও ন্যাস করে নিম্নলিখিত  
শ্লোক অনুসারে ধ্যান করা উচিত—

শ্রীরামপাদব্রহ্মপাদকান্তসংস্কৃতচিত্তং কমলায়তাকম্।

শ্যামং প্রসন্নবদনং কমলাবদাতশক্রবৃক্সমনিশং ভরতং নমামি॥

ভরতায় নমস্তস্মৈ সারঞ্জায় মহাস্থানে।

তামসারতিশান্তায় শক্রবৃক্সহিতায় চ॥

এই মন্ত্র দ্বারা পঞ্চোপচারপূর্বক ভরতের পূজা  
করবেন। ইচ্ছা হলে এই মন্ত্রদ্বারা অর্থ-প্রাপ্তির জন্য  
অযোধ্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ পাঠ করবেন।

## অরণ্যাকাণ্ডের বিনিয়োগ এবং ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্যা শ্রীমদরণ্যাকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ ঋষিঃ।  
অনুষ্টুপ্ হন্দঃ। শ্রীরামো দাশরথিঃ পরমাস্ত্রা মহেন্দ্রো  
দেবতা। ঈং বীজম্। নমঃ শক্তিঃ। ইন্দ্রায়ৈতি কীলকম্।  
ইন্দ্রপ্রসাদসিদ্ধার্থে অরণ্যাকাণ্ডপারায়ণে জপে  
বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদৃষয়ে নমঃ শিরসি। ওঁ অনুষ্টুপ্-  
হন্দসে নমঃ মুখে। ওঁ দাশরথিশ্রীরামপরমাস্ত্রমহেন্দ্র-  
দেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। ওঁ ঈং বীজায় নমঃ গুহ্যে। ওঁ নমঃ  
শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। ওঁ ইন্দ্রায় কীলকায় নমঃ  
সর্বাঙ্গে।

## করন্যাস

ওঁ সহস্রনয়নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ দেবায়  
তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ সর্বদেবনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং  
নমঃ। ওঁ দিব্যবজ্রধরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ  
মহেন্দ্রায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ শচীপতয়ে করতল-  
করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্র দ্বারাই হৃদয়াদিন্যাস করে এই শ্লোক দ্বারা  
ধ্যান করা উচিত।

শচীপতিং সর্বসুরেশবন্দ্যং সর্বার্তিহর্তারমচিন্ত্যশক্তিম্।

শ্রীরামসেবান্নিতং মহাস্থং বন্দে মহেন্দ্রং ধৃতবজ্রবীজম্॥

তারপর —

সহস্রনয়নং দেবং সর্বদেবনমস্কৃতম্।

দিব্যবজ্রধরং বন্দে মহেন্দ্রং চ শচীপতিম্॥



এই মন্ত্ৰ দ্বাৰা ইন্দ্ৰে পূজা কৰিবেন এবং নষ্ট-দ্রব্য-প্ৰাপ্তি ইত্যাদিৰ কামনায় এর দ্বাৰাই সম্পূট পাঠ কৰবেন।

### কিষ্কিন্ধাকাণ্ডেৰ ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্যা শ্রীকিষ্কিন্ধাকাণ্ডমহামন্ত্ৰস্য ভগবান্ ঋষিঃ।  
অনুষ্টুপ্ হৃদঃ। সুগ্ৰীবো দেবতা। সুং বীজম্। নমঃ  
শক্তি। সুগ্ৰীবোতি কীলকম্। মম সুগ্ৰীবপ্ৰসাদসিদ্ধার্থে  
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডপাৰায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদ্বশ্যে  
নমঃ শিরসি। ওঁ অনুষ্টুপছন্দসে নমঃ মুখে। ওঁ সুগ্ৰীব-  
দেবতায়ৈ নমঃ হৃদয়ে। ওঁ সুং বীজায় নমঃ গুহ্যে। ওঁ  
নমঃ শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। ওঁ সুগ্ৰীবায কীলকায় নমঃ  
সৰ্বাঙ্গে।

### কৰন্যাস

ওঁ সুগ্ৰীবায অজুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ সূৰ্যতনয়ায  
তৰ্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ সৰ্ববানৱপূজবায মধ্যমাভ্যাং  
নমঃ। ওঁ বলবতে অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ রাঘবসখায়  
কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ বশী ৰাজ্যং প্ৰযচ্ছতু ইতি  
কৰতলকৰপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্ৰ দ্বাৰাই হৃদয়াদিন্যাস কৰে এইভাবে ধ্যান  
কৰবেন—

সুগ্ৰীবমৰ্কতনয়ং কপিৰ্বৰ্ষবন্দ্য-

মারোপিতাচ্যুতপদাধ্বজমাদৱেণ।

পানিপ্ৰহাৰকুশলং বলপৌৰুষাঢ্য-

মাশাসাদাসানিপুং হৃদি ভাবয়ামি॥

আবার সুং সুগ্ৰীবায নমঃ তথা—

সুগ্ৰীবঃ সূৰ্যতনয়ঃ সৰ্ববানৱপূজবঃ।

বলবান্ রাঘবসখা বশী ৰাজ্যং প্ৰযচ্ছতু॥

এই মন্ত্ৰ দ্বাৰা সুগ্ৰীবেৰ পূজা কৰে ইচ্ছা হলে এই  
শ্লোক দ্বাৰা কিষ্কিন্ধাকাণ্ডেৰ সম্পূটিত পাঠ কৰবেন।

### সুন্দৰকাণ্ডেৰ বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্যা শ্রীমৎসুন্দৰকাণ্ডমহামন্ত্ৰস্য ভগবান্ হনুমান্

ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীজগন্নাথাতা সীতা দেবতা। শ্রীঃ  
বীজম্। স্বাহা শক্তিঃ। সীতায়ৈঃ কীলকম্  
সীতাপ্ৰসাদসিদ্ধার্থং সুন্দৰকাণ্ডপাৰায়ণে বিনিয়োগঃ  
ওঁ ভগবদ্বশ্যে নমঃ শিরসি। অনুষ্টুপছন্দসে নমঃ  
মুখে। শ্রীজগন্নাথাতাসীতাদেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। শ্রীঃ  
বীজায় নমঃ গুহ্যে। স্বাহা শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ  
সীতায়ৈঃ কীলকায় নমঃ সৰ্বাঙ্গে।

### কৰন্যাস

ওঁ সীতায়ৈ অজুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ বিদেহৰাজসুতায়ৈ  
তৰ্জনীভ্যাং নমঃ। ৰামসুন্দৰ্যৈ মধ্যমাভ্যাং নমঃ।  
হনুমতা সমাপ্ৰিতায়ৈ অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ  
ভূমিসুতায়ৈ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ শৰণং ভজে  
কৰতলকৰপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

পৰে এই মন্ত্ৰেৰ দ্বাৰাই হৃদয়াদিন্যাস কৰে এইভাবে  
ধ্যান কৰবেন—

সীতামুদাৱচৰিতাং বিধিসাধবিক্ৰু-

বন্দ্যাং ত্ৰিলোকজননীং শতকল্পবল্লীম্।

হেঁমৱনেকমণিৱজিতকোটিভাগে-

ভূষাচয়ৈৱনুদিনং সহিতাং নমামি॥

সুন্দৰকাণ্ড পাঠ কৰাৰ বিশেষ নিয়ম হল, প্ৰতিদিন  
একোত্তৱবৃত্তি দ্বাৰা এক একটি সৰ্গ ক্ৰমশ পাঠ কৰে  
একাদশ দিনে পাঠ সমাপ্ত কৰতে হবে। দ্বাদশতম  
দিনে অবশিষ্ট দুটি সৰ্গেৰ আৱন্তেৰ ১০ম সৰ্গ পড়তে  
হবে। ত্ৰয়োদশতম দিন একাদশ থেকে ত্ৰিবিংশ  
পৰ্যন্ত — এইভাবে তিনিটি আবৃত্তিৰ পাঠে সমস্ত কাৰ্য  
সিদ্ধি হয়। দ্বিতীয় ক্ৰম হল—প্ৰতিদিন পাঁচ অধ্যায় পাঠ  
কৰা। এতেও পূৰ্বেৰ ন্যায় চতুৰ্দশ দিনে শেষেৰ তিন  
এবং প্ৰাৱন্তেৰ দুটি সৰ্গ পাঠ কৰবেন। সম্পূট পাঠেৰ  
মন্ত্ৰ হল—‘শ্রীসীতায়ৈ নমঃ।’<sup>(১)</sup>

### লঙ্কাকাণ্ডেৰ বিনিয়োগ এবং ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্যা শ্রীযুক্তকাণ্ডমহামন্ত্ৰস্য বিভীষণ ঋষিঃ।  
অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। বিভাতা দেবতা। বং বীজম্। নমঃ

(১) ৰামভদ্ৰ মহেশ্বৰ ৰঘুবীৰ নৃপোত্তম। ভো দশাস্যন্তকাম্যাকং ৰক্ষাং দেহি শ্ৰিয়ং চ তে॥

এই মন্ত্ৰেৰ সম্পূট দ্বাৰা সুন্দৰকাণ্ডেৰ পাঠও কৰা যেতে পারে।

শক্তিঃ। বিধাতেতি কীলকম্। শ্রীষাতৃপ্রসাদসিদ্ধার্থে  
যুদ্ধকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিতীৰ্ণঋষয়ে নমঃ  
শিরসি। ওঁ অনুষ্টুপ্হন্দসে নমঃ মুখে। ওঁ  
বিষাতৃদেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। ওঁ বং বীজায় নমঃ গুহ্যে।  
ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। ওঁ বিধাতেতি কীলকায়  
নমঃ সর্বাস্তে।

#### করন্যাস

ওঁ বিধাত্রে নমঃ অসুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ মহাদেবায়  
তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ ভক্তানমাত্তয়প্রদায় মধ্যমাভ্যাং  
নমঃ। ওঁ সর্বদেবপ্রীতিকরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ  
ভগবৎপ্রিয়ায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ঈশ্বরায়  
করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

আবার এই মন্ত্র দ্বারাই হৃদয়াদিন্যাস করে এইভাবে

ধ্যান করা উচিত—

দেবং বিধাতারমনন্তবীর্যং ভক্তাভ্যং শ্রীপরমাদিদেবম্।  
সর্বামরপ্রীতিকরং প্রশান্তং বন্দে সদা ভূতশক্তিং সুভূতিম্॥

তারপর—

বিধাতারং মহাদেবং ভক্তানামাত্তয়প্রদম্।  
সর্বদেবপ্রীতিকরং ভগবৎপ্রিয়মীশ্বরম্॥

এই মন্ত্র দ্বারা পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করে ইচ্ছা  
হলে এই মন্ত্র দ্বারাও সম্পূর্ণ পাঠ করবেন। এর দ্বারা  
শত্রুর ওপর বিজয় লাভ হয় এবং অপ্রতিষ্ঠা নাশ হয়।

পূর্বসূ থেকে আরম্ভ করে আদ্রা পর্যন্ত ২৭ দিনেও  
পূর্ণ রামায়ণ পাঠের নিয়ম আছে। ৪০ দিনেরও এক  
পরায়ণ-বিধির উল্লেখ আছে। নবরাত্রের সময়ও এর  
নবাহ-পাঠের বিধান রয়েছে।

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

# শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ মাহাত্ম্য

## প্রথম অধ্যায় (১)

কলিযুগের স্থিতি, কলিকালের মানুষদের উদ্ধারের উপায়, রামায়ণ পাঠ,  
তার মহিমা, তা শ্রবণের জন্য উত্তম কালাদির বর্ণনা

শ্রীরামঃ শরণঃ সমস্তজগতাং  
রামঃ বিনা কা গতি।  
রামেণ প্রতিহনাতে কলিমলং  
রামায় কার্যং নমঃ।  
রামাং ত্রসান্তি কালভীমভুজগো  
রামস্য সর্বং বশে।  
রামে ভক্তিরখণ্ডিতা তবতু মে  
রাম ভূমেবাশ্রয়ঃ<sup>(১)</sup> ॥ ১

শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত জগতের আশ্রয়দানকারী। শ্রীরাম  
বাণীত অন্য কোনও গতি নেই শ্রীরাম কলিযুগের সমস্ত  
দোষ বিনাশ করেন ; তাই শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করা  
উচিত। শ্রীরামকে কালরূপী ভয়ংকর সর্পও ভয় পায়।  
জগতের সব কিছু ভগবান শ্রীরামের বশীভূত। শ্রীরামের  
প্রতি আমার অবশু ভক্তি যেন বজায় থাকে। হে রাম !  
আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

চিত্রকূটায়ঃ রামমন্দিরানন্দমন্দিরম্।

বন্দে চ পরমানন্দং ভক্তানাংভয়প্রদম্। ২

চিত্রকূটনিবাসী, ভগবতী লক্ষ্মীর (সীতার) আনন্দ-  
নিকেতন এবং ভক্তদের ভয়প্রদানকারী পরমানন্দস্বরূপ  
ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

ত্রক্ষবিশ্বমহেশাদ্যা যস্য্যাংশা লোকসাধকাঃ।

নমামি দেবং চিত্রপং বিস্বজং পরমং ভজে॥ ৩

সম্পূর্ণ জগতের অতীষ্ট মনোরথ প্রদানকারী  
(অথবা সৃষ্টি, পালন এবং সংহার দ্বারা জগতের  
ব্যবহারিক সত্তা প্রদানকারী), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ প্রভৃতি  
দেবতা যাঁর অতিম অংশমাত্র, সেই পরম বিস্বজ  
সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মদেব শ্রীরামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি  
এবং তাঁর ভজন চিন্তায় মনোনিবেশ করি।

ধ্বংস উচুঃ

ভগবন্ সর্বমাখ্যাতঃ যৎ পৃষ্টং বিদুষা স্বয়া।  
সংসারপাশবন্ধানাং দুঃখানি সুবহুনি চ॥ ৪  
ঋষিগণ বলেন ভগবন্ ! আপনি বিদ্বান, জ্ঞানী।  
আমরা যা কিছু জিজ্ঞাসা করেছি, সেসব আপনি  
ভালোভাবে আমাদের বলেছেন। সংসার-বন্ধনে আচ্ছ  
জীবদেবের জীবন অনেক দুঃখে ভরা।

এভং সংসারপাশস্যচ্ছেদকঃ কথমঃ স্মৃতঃ।  
কলৌ বেদোক্তমার্গাচ্চ নশ্যন্তীতি স্বয়োদিতা॥ ৫

কে এই সংসারবন্ধন উচ্ছেদকারী ? আপনি  
বলেছেন যে কলিযুগে বেদোক্ত পথ নষ্ট হয়ে যাবে।  
অধর্মনিরতানাং চ যাতনাচ্চ প্রকীর্তিতাঃ।  
যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ।  
পাখণ্ডঃ প্রসিদ্ধঃ বৈ সর্বৈশ্চ পরিকীর্তিতঃ।  
অধর্মপরায়ণ পুরুষদের দেওয়া যত্নস্বারাও আপনি  
বর্ণনা করেছেন। যোরে কলিযুগ উপস্থিত হই

<sup>(১)</sup>এই শ্লোকে সম্বোধনসহ সকল বিভক্তিসমূহে 'রাম' শব্দরূপ এসে গেছে।



বেদোক্ত পথ যখন নুপ্ত হয়ে যাবে, সেই সময় তুমি ছড়িয়ে পড়বে—এই কথা প্রসিদ্ধ। প্রায় সকলেই একই কথা বলেছেন।

কামার্তা হ্রস্বদেহাশ্চ লুপ্তা অন্যান্যাতং পরাঃ । ৭  
কলৌ সর্বে ভবিষ্যন্তি স্বর্নায়ুর্বহুপ্রজাঃ

কলিযুগের সকল মানুষই কামবেদনায় পীড়িত, বেঁটে এবং লোভী হবে এবং ধর্ম ও ঈশ্বরের আশ্রয় ত্যাগ করে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হবে। প্রায় সকলেই অল্প জ্ঞান ও অধিক সম্ভ্রান্তসম্পন্ন হবে<sup>(১)</sup>।

দ্বিঃ স্বপোষণপরা বেষ্যাচরণতৎপরাঃ ॥ ৮  
পতিবাক্যমনাদ্যত্যাগাদান্যগৃহতৎপরাঃ ।

দুঃশীলৈশ্চ করিষ্যন্তি পুরুষেণু সদা প্ৰহম্ ॥ ৯

সেই যুগে নারীগণ নিজ দেহ-পোষণে তৎপর হয়ে বেশ্যাদের মতো আচরণে প্রবৃত্ত হবে। তারা নিজ নিজ পতির আদেশ অমান্য করে সর্বদা অন্যের গৃহে যাতায়াত করবে। দুর্ভাগ্যবশত পুরুষের সঙ্গে সর্বদা মিলনের আকাঙ্ক্ষা করবে।

অসম্বার্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেণু কুলোজনাঃ ।  
পরম্বানতভাষিণ্যো দেহসংস্কারবর্জিতাঃ ॥ ১০

উত্তম কুলনারীগণও পবপুরুষের সঙ্গে মর্যাদাহীন বাক্যলাপ করবে, রূঢ় ও অসত্য কথা বলবে এবং শরীরকে শুদ্ধ ও সুসংস্কৃত রাখার সদৃশ্য থেকে বিরত হবে।

বাচলাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রায়শ যোষিতঃ ।  
ভিক্ষবচ্যপি মিত্রাদিগ্নেহসম্বন্ধযন্তিতাঃ ॥ ১১

কলিযুগে অধিকাংশ নারী বাচাল (বৃথা বাক্যবাগীশ) হবে। ভিক্ষাবৃত্তিধারী সন্ন্যাসীও বন্ধু-বান্ধবদের স্নেহ-বন্ধনে বাঁধা থাকবেন।

অম্লোপাখিনিমিত্তেন শিষ্যান্ বধন্তি লোলুপাঃ ।  
উজ্জামপি পানিভ্যাং শিরঃকণ্ঠয়নং দ্বিঃ ॥ ১২  
কুর্বন্ত্যো গৃহভর্তৃণামাজ্জাং ভেৎসাত্যভিক্ষিতাঃ ।

তারা খাদ্যের জন্য চিত্তপ্রস্তু থাকায় লোভবশত শিষ্য তৈরি করবেন। নারীরা দুই হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে

স্বামীর আদেশ জেনে-বুঝে অমান্য করবে।

পাখণ্ডালাপনিরতাঃ পাখণ্ডজনসঙ্গিনাঃ ॥ ১৩

যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বৃদ্ধিঃ গতাঃ কলিঃ ।

যখন ব্রাহ্মণ পাখণ্ডদের সঙ্গে পাখণ্ডপূর্ণ বার্তালাপ করতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে কলিযুগের অত্যন্ত বৃদ্ধিলাভ হয়েছে।

ঘোরে কলিযুগে ব্রহ্মন্ জনানাং পাপকর্মিণাম্ ॥ ১৪  
মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিষ্কৃতিশ্চ কথং ভবেৎ ।

ব্রহ্মন্ ! এইরূপ ঘোর কলিযুগ এলে সর্বদা পাপ-পরায়ণ থাকায় যাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হতে পারে না, সেইসব ব্যক্তিদের মুক্তি কীভাবে হবে ?

যথা তুয়াতি দেবেশো দেবদেবো জগদ্গুরুঃ ॥ ১৫  
ততো বদস্ব সর্বজ্ঞ সূত ধর্মভূতাং বর ।

ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ সূতদেব ! দেবাবিদের দেবেশ্বর জগদ্গুরু ভগবান শ্রীবামচন্দ্র যাতে সমুপস্থিত হন, আমাদের সেই উপায় বলুন।

বদ সূত মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বমেতদশেষতঃ ॥ ১৬  
কস্যা নো জায়তে তুষ্টিঃ সূত ত্বদচনামৃতাৎ ॥ ১৭

মুনিশ্রেষ্ঠ সূতদেব ! এই সমস্ত বিষয়টি আপনি পূর্ণভাবে বর্ণনা করুন। আপনার বচনামৃত পানে কে না সমুপস্থিত হন ?

সূত উবাচ

শৃণুধ্বমুখ্যঃ সর্বে যদিষ্টং বো বদামাহম্ ।

গীতং সনৎকুমারায় নারদেন মহাম্বনা ॥ ১৮

রামায়ণং মহাকাব্যং সর্ববেদেষু সম্মতম্ ।

সর্বপাপপ্রশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥ ১৯

শ্রীসূতদেব বলেন—মুনিবরগণ ! আপনারা সকলে শুনুন। আপনারা যা শুনতে চান, আমি তা বলছি। মহাম্বনা নারদদেব সনৎকুমারকে রামায়ণ নামক মহাকাব্যের যে গান শুনিয়েছিলেন, তা সমস্ত পাপের বিনাশকারী এবং দুষ্টগ্রহ বাধার নিবারণকারী। এটি সমস্ত বেদার্থের তাৎপর্যের অনুকূল।

দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ।

<sup>(১)</sup> কোনো কোনো স্থানে ‘স্বর্নায়ুর্বহুপ্রজাঃ’র স্থানে ‘স্বর্নায়োর্বহুপ্রজাঃ’ পাঠ আছে। সেই অনুযায়ী কলিযুগে প্রায় সকলেই অল্প জ্ঞান ও অধিক সম্ভ্রান্তসম্পন্ন হবেন ; এমনই অর্থ বুঝতে হবে।

রামচন্দ্রকথোপেতঃ

সর্বকল্যাণসিদ্ধিদম্ ॥ ২০

এর সাহায্যে সমস্ত দুঃস্বপ্নের বিনাশ হয়। এটি ধর্মাবাদের যোগ্য এবং ভোগ ও মোক্ষদায়ক ফলপ্রদানকারী। এখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা বর্ণিত আছে। এই কাব্য পাঠক এবং শ্রোতাদের সমস্ত কল্যাণময়ী সিদ্ধি প্রদান করে।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুভূতং মহাফলম্।

অপূর্বং পুণ্যফলদং শৃণুস্বঃ সুসমাধিতাঃ ॥ ২১

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ — এটি এই চার পুরুষার্থের সিদ্ধি-দায়ক, মহান ফলদায়ক। এই অপূর্ব কাব্য পুণ্যময় ফল প্রদান করার শক্তি রাখে। আপনারা একপ্রচিন্তে এটি শ্রবণ করুন।

মহাপাতকযুক্তেন বা যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ।

শ্রবৈকৃতকার্ধঃ মিথ্যঃ হি কাব্যঃ শুদ্ধিমবাণুয়াৎ ॥ ২২

রামায়ণেন বর্তন্তে সুতরাং যে জগদ্ধিতাঃ।

ত এব কৃতকৃত্যাস্ত সর্বশাস্ত্রার্থকেবিদাঃ ॥ ২৩

মহাপাতক অথবা সম্পূর্ণ উপপাতকযুক্ত মানুষও ঋষিপ্রণীত এই দিব্যকাব্য শ্রবণ করলে শুদ্ধি (অথবা সিদ্ধি) লাভ করেন। সমস্ত জগতের হিতসাধনে ব্যাপৃত যে ব্যক্তি সর্বদা রামায়ণের অনুসারে ব্যবহার করেন, তিনিই সম্পূর্ণ শাস্ত্রের ধর্ম অনুভবকারী এবং কৃতার্থ হয়ে থাকেন।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং চ বিজ্ঞোক্তমাঃ।

শ্রোতব্যং চ সদা তত্ত্বা রামায়ণপরামৃতম্ ॥ ২৪

বিপ্রবরগণ! রামায়ণ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধন এবং পরম অমৃতরূপ; সুতরাং সর্বদা ভক্তিভাবে তা শ্রবণ করা উচিত।

পুরাঞ্জিতানি পাপানি নাশমায়াস্তি যস্য বৈ।

রামায়ণে মহাপ্রীতিস্তস্য বৈ ভবতি ব্রহ্মম্ ॥ ২৫

যে ব্যক্তির পূর্বজন্মের সর্বপাপের বিনাশ হয়, তাঁরই রামায়ণে অধিক প্রেম হয়। এই কথা নিশ্চিত।

রামায়ণে বর্তমানে পাপপাশেন যস্তিতঃ।

অনাদৃত্য অসদ্ব্যাসক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্তন্তে ॥ ২৬

যিনি পাপে আবদ্ধ, তিনি রামায়ণকথা শুনলেই তাকে অবহেলা করে নানা নিম্নশ্রেণীর কথাবার্তায় জড়িয়ে পড়েন। নিজ বুদ্ধির দোষে সেইসব অসৎ-বিষয়ে আসক্ত হওয়ায় তিনি সেই মতো আচরণ করতে আরম্ভ করেন।

রামায়ণং নাম পরং তু কান্যং

সুপুণ্যদং বৈ শৃণুত বিজ্ঞেজ্ঞাঃ।

যশ্মিন্ শ্রুতে জগজ্জরাদিনাশো

ভবত্যাদোষঃ স নরোচ্চ্যুতঃ সাং ॥ ২৭

সেইজন্য বিজ্ঞেন্দ্রগণ! আপনারা রামায়ণ নামক পরম পুণ্যদায়ক উত্তম কাব্য শ্রবণ করুন; যা শ্রবণ করলে জগ-জরা ও মৃত্যুভয়ের বিনাশ ঘটে এবং শ্রবণকারী ব্যক্তি পাপ-দোষ রহিত হয়ে অচ্যুতরূপ হয়ে ওঠেন।

বরং বরেণ্যং বরদং তু কান্যং

সম্মারয়ত্যশু চ সর্বলোকম্।

সংকল্পিতার্থপ্রদমাদিকাব্যং

শ্রদ্ধা চ রামস্য পদং প্রগতি ॥ ২৮

রামায়ণ কাব্য অত্যন্ত উত্তম, বরণীয় এবং মনোবাহুপূরণকারী বর প্রদান করে। এটির পাঠ ও শ্রবণ সমস্ত জগৎকে অতি সস্তর সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করায়। এই আদিকাব্য শ্রবণ ও পাঠ করে মানুষ শ্রীরামচন্দ্রের পরম পদ লাভ করে।

ব্রহ্মেশবিষ্ণুবাখ্যারীরভেদৈ-

বিশ্বং সৃজত্যন্তি চ পাতি যচ।

তমাদিদেবং পরমং বরেণ্য-

মাখ্যম্ চেষ্টসুপয়াতি মুক্তিম্ ॥ ২৯

যিনি ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু নামক ত্রিমূর্তির রূপ ধারণ করে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, সেই আদিদেব পরম উৎকৃষ্ট পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করে মানুষ মোক্ষের ভাগী হয়।

যো নামজাত্যদিকল্পহীনঃ

পরাবরাণাং পরমঃ পরঃ সাং ॥

বেদান্তবেদাঃ স্বরূচা প্রকাশঃ

স বীক্ষ্যতে সর্বশুরাণবেদৈঃ ॥ ৩০

যিনি নাম এবং জাতি ইত্যাদি বিকল্পরহিত, কার্য-কারণের অতীত, সর্বোৎকৃষ্ট, বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা জনার যোগ্য এবং স্বপ্রকাশে প্রকাশিত পরমাত্মা, সমস্ত বেদ ও পুরাণ দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে (এই রামায়ণ অনুশীলন দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়)।

উর্জে মাষে সিতে পক্ষে চৈত্রে চ বিজয়ন্তমাঃ।

নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্ ॥ ৩১

বিপ্রবরগণ ! কার্তিক, মাঘ ও চৈত্রমাসের  
শুরুপক্ষের নয়দিন রামায়ণের অমৃতময় কথা শ্রবণ করা  
উচিত।

ইতোবাং শৃণুয়াৎ যস্ত শ্রীরামচরিতং শুভম্।

সর্বান কামানবাশ্রোতি পরমামৃত চোত্তমান্ ॥ ৩২

যিনি এভাবে শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলময় চবিত্ত শ্রবণ  
করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকেও সমস্ত উত্তম  
কামাবস্থা লাভ করেন।

ত্রিসংকুলসংযুক্তঃ সর্বপাপবিবর্জিতঃ।

প্রযাতি রামভবনং যত্র গয়া ন শোচতে ॥ ৩৩

তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে একুশ পুরুষের সঙ্গে  
শ্রীরামচন্দ্রের সেই পরমধামে গমন করেন, যেখানে গেলে  
মানুষকে কখনও শোকগ্রস্ত হতে হয় না।

চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ সিতে পক্ষে চ বাচয়েৎ।

নবাহসসু মহাপুংসাং শ্রোতব্যাং চ প্রযুক্তঃ ॥ ৩৪

চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকের শুরুপক্ষে পরম পুণ্যময়  
রামায়ণ কথার নবাহ-পারায়ণ (নয়দিনে সম্পূর্ণ পাঠ) করা  
উচিত এবং নয়দিন পর্যন্ত এটি যত্নপূর্বক শোনা উচিত।

রামায়ণমাদিকাব্যং স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কম্।

তস্মাদ্ ঘোরে কলিযুগে সর্বধর্মবহিস্ততে ॥ ৩৫

নবভির্দিনৈঃ শ্রোতব্যাং রামায়ণকথামৃতম্।

রামায়ণ আদিকাব্য। এটি স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদানকারী।  
সূত্রাৎ সম্পূর্ণ ধর্মরহিত ঘোর কলিযুগে আগত হলে  
নয়দিন ধরে রামায়ণের অমৃতময় কথা শ্রবণ করা  
উচিত।

রামনামগরা যে তু ঘোরে কলিযুগে বিজাঃ ॥ ৩৬

ত এব কৃতকৃত্যাস্চ ন কলির্বাধতে হি তান্

ব্রাহ্মণগণ ! যাঁরা ভয়ংকর কলিকালে শ্রীরাম-নামের  
আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরাই কৃতার্থ হয়ে যান। কলিযুগে

কোনো বাধাই তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারে না।

কপা রামায়ণস্যাপি নিত্যং ভবতি যদগ্ৰহে ॥ ৩৭

তদ্ গৃহং তীর্থরূপং হি দুষ্টানাং পাপনাশনম্।

যে গৃহে প্রতিদিন রামায়ণ কথা হয়, সেটি তীর্থরূপ

হয়ে যায়। সেখানে গেলে দুষ্কের পাপের বিনাশ হয়।

তানং পাপানি দেহেহপ্যিন্ নিবসন্তি তপোপনাঃ ॥ ৩৮

যানর প্রসঙ্গে সমান শ্রীমদ্রামায়ণং নরৈঃ।

তপোপনগণ ! এই শরীরে ততক্ষণ পাপ বিরাজ  
করে, যতক্ষণ মানুষ রামায়ণ-কথা ভালোভাবে শ্রবণ  
না করে।

দুর্লভৈব কথা লোকে শ্রীমদ্রামায়ণোত্তমা ॥ ৩৯

কোটিজন্মসমুৎপেন পুণ্যেনৈব তু লভ্যতে।

সংসারে শ্রীরামায়ণ কথা পরম দুর্লভ। কোটি কোটি  
জন্মের পুণ্য যখন উদয় হয়, তখনই তার প্রাপ্তি হয়।

উর্ধ্বে মাঘে সিতে পক্ষে চৈত্রে চ বিজসত্তমাঃ ॥ ৪০

যস্য শ্রবণমাত্রেন সৌদাসোহপি বিমোচিতঃ।

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ! কার্তিক, মাঘ ও চৈত্রের শুরু পক্ষে  
রামায়ণ শ্রবণ করা মাত্রই (রাক্ষসজাবাপন্ন) সৌদাসও  
শাপমুক্ত হয়েছিলেন।

গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সৌদাসো রাক্ষসীং তনুন্ ॥ ৪১

রামায়ণপ্রভাবেষ বিমুক্তিং প্রাপ্তবান্ পুনঃ।

মহর্ষি গৌতমের শাপে সৌদাস রাক্ষস-শরীর প্রাপ্ত  
হয়েছিলেন। তিনি রামায়ণের প্রভাবেই পুনরায় সেই শাপ  
থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

যত্বেতচ্ছৃণুয়াৎ ভক্ত্যা রামভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৪২

স মুচ্যতে মহাপাপৈঃ পুরুষঃ পাতকাদিভিঃ ॥ ৪৩

যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তির আগ্রহ গ্রহণ করে  
প্রেমপূর্বক এই কথা শ্রবণ করেন, তিনি ভয়ংকর পাপসমূহ  
এবং পাতকাদি থেকে মুক্তিলাভ করেন।

ইতি শ্রীহৃদপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদসনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে কল্পানুকীর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীহৃদপুরাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্য বিষয়ক কল্পের অনুকীর্ণন  
নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥



## দ্বিতীয় অধ্যায় (২)

নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ, সুদাস বা সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণের রাক্ষস-অবস্থা প্রাপ্তি  
এবং রামায়ণ-কথা শ্রবণের দ্বারা উদ্ধার লাভ

ঋষয় উচুঃ

কথং সনৎকুমারায় দেবর্ষিনারদো মুনিঃ।  
প্রোক্তবান্ সকলান্ ধর্মান্ কথং তৌ মিলিতাবুভৌ॥ ১  
কস্মিন্ ক্ষেত্রে হিতৌ তাত্তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ।  
যদুক্তং নারদেনাস্মৈ তৎ ত্বং ক্রুহি মহামুনে॥ ২  
ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন—মহামুনে ! দেবর্ষি  
নারদমুনি রামায়ণ সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ ধর্মযুক্ত রামায়ণকথা  
মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন তা  
আমাদের বলুন। সেই দুই ব্রহ্মবাদী মহাত্মাগণের কোথায়  
সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁরা কোথায় অবস্থান করেছিলেন,  
তাও বলুন।

সূত উবাচ

সনকাদ্যা মহাত্মানো ব্রহ্মণ্ডনরাঃ স্মৃতাঃ।  
নির্মমা নিরহংকারাঃ সর্বে তে হৃষীকেশবঃ॥ ৩  
শ্রীসূত বলেন—মুনিবরগণ ! সনকাদি মহাত্মাগণকে  
ভগবান ব্রহ্মার পুত্র বলা হয়। তাঁদের মধ্যে মমতা ও  
অহংকারের নাম-গন্ধ নেই। তাঁরা সকলেই হলেন  
উর্ধ্বরেতা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী)।  
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি সনকচ্চ সনন্দনঃ।  
সনৎকুমারচ্চ তথা সনাতন ইতি স্মৃতাঃ॥ ৪  
আমি তাঁদের নাম আপনাদের জানাচ্ছি, শ্রবণ করুন।  
সনক, সনন্দন, সনৎকুমার এবং সনাতন—এই চারজনকে  
সনকাদি বলে মানা হয়।  
বিষ্ণুভক্তা মহাত্মানো ব্রহ্মখ্যানপরায়ণাঃ।  
সহস্রসূর্যসংকাশাঃ সত্যবত্তো মুমুক্শবঃ॥ ৫  
তাঁরা ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত এবং মহাত্মা। সর্বদা  
ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। অত্যন্ত সত্যবাদী। সহস্র সূর্যের  
ন্যায় তেজস্বী এবং মোক্ষ অভিলাষী।  
একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদ্যা মহৌজসঃ।  
মেরুশৃঙ্গে সমাজঘুবীক্ষিতুং ব্রহ্মণঃ সভাম্॥ ৬  
একদিন তাঁরা—সেই মহাতেজস্বী ব্রহ্মপুত্র সনকাদি,  
শ্রীব্রহ্মার সভা দেখার জন্য মেরু পর্বতের শিখরে যান।  
তত্র গঙ্গাঃ মহাপুণ্যাঃ বিষ্ণুপাদোদ্ভবাঃ নদীম্।  
নিরীক্ষ্য স্নাতুমুদ্রুঙাঃ সীতাখ্যাং প্রথিতৌজসঃ॥ ৭  
সেখানে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ থেকে প্রকটিত

পবন পুণ্যময় শ্রীগঙ্গা, যাকে সীতাও বলা হয়, প্রবাহিত  
হচ্ছিলেন। তাঁকে দর্শন করে সেই তেজস্বী মহাত্মাগণ সেই  
জলে স্নান করতে উদ্যত হলেন।  
এতস্মিয়ন্তরে বিপ্রা দেবর্ষিনারদো মুনিঃ।  
আজগামোচ্চরন্ নাম হরেন্দ্রারায়ণাদিকম্॥ ৮  
ব্রাহ্মণগণ ! এর মধ্যেই দেবর্ষি নারদ ভগবানের  
'নারায়ণ' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করতে করতে সেখানে  
এসে পৌঁছলেন।  
নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেব জনার্দন।  
যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ রাম বিষ্ণো নমোহস্ত তে॥ ৯  
ইত্যুচ্চরন্ হবেনাম পাবয়মখিলং জগৎ।  
আজগাম জবন্ গঙ্গাং মুনির্লোকৈকপাবনীম্॥ ১০  
'নারায়ণ ! অচ্যুত ! অনন্ত ! বাসুদেব !  
জনার্দন ! যজ্ঞেশ ! যজ্ঞপুরুষ ! রাম ! বিষ্ণো ! আপনাকে  
নমস্কার।' এইভাবে ভগবৎনাম উচ্চারণ করতঃ সমস্ত  
জগৎকে পবিত্র করে এবং একমাত্র লোকপাবনী গঙ্গার  
স্তুতি করতে করতে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন।  
অথায়ান্তং সমুদীক্ষ্য সনকাদ্যা মহৌজসঃ।  
যথার্থমর্হণং চতুর্দ্বন্দ্বো সোহপি তান্ মুনিম্॥ ১১  
তাঁকে আসতে দেখে মহাতেজস্বী সনকাদি মুনিগণ  
যথাযোগ্যভাবে তাঁর পূজা করলেন এবং নারদও সেই  
মুনিদের প্রতি মাথা অবনত করলেন।  
অথ তত্র সভামধ্যে নারায়ণপরায়ণম্।  
সনৎকুমারঃ প্রোবাচ নারদং মুনিপুঙ্গবম্॥ ১২  
তখন সেই মুনিদের সভায় শ্রীসনৎকুমার ভগবান  
নারায়ণের পরমভক্ত মুনিবর নারদকে এই কথা বলেন।  
সনৎকুমার উবাচ  
সর্বজ্ঞোহসি মহাপ্রাজ্ঞ মুনীশানাং চ নারদ।  
হরিভক্তিপরো যস্মাদ্বত্তো নাক্ষ্যপরোহধিকঃ॥ ১৩  
সনৎকুমার বলেন—মহাপ্রাজ্ঞ নারদদেব ! আপনি  
সকল মুনীশ্বরদের মধ্যে সর্বজ্ঞ। সর্বদা শ্রীহরির ভক্তিতে  
তৎপর থাকেন, সুতরাং আপনার থেকে বড় অন্য কেউ  
নেই।  
যেনেদমখিলং জাতং জগৎ হ্রাবরজ্জমম্।  
গঙ্গা পাদোদ্ভবা যস্য কথং স জায়তে হরিঃ॥ ১৪

অনুগ্রাহ্যোহস্মি যদি তে তত্ত্বতো বন্ধুমহসি।

আমি তাই জিজ্ঞাসা করি, যাঁর থেকে সমস্ত জগৎ চরাচরের উৎপত্তি হয়েছে এবং গঙ্গা যাঁর চরণ থেকে প্রকটিত হয়েছে, সেই শ্রীহরিব্রহ্মরূপের জ্ঞান কীভাবে হয়? আমাদের ওপর যদি আপনার কৃপা থাকে, তাহলে আমাদের এই জিজ্ঞাসার যথার্থভাবে সমাধান করুন।

নারদ উবাচ

নমঃ পরায় দেবায় পরাংপরতায় চ ॥ ১৫  
পরাম্পরনিবাসায় সগুণায়গুণায় চ।

শ্রীনারদ বলেন— যিনি পর থেকেও পরতর, সেই পরমদেব শ্রীরামকে নমস্কার। যাঁর নিবাস-স্থান (পরমধাম) উৎকৃষ্টের থেকেও উৎকৃষ্টতর এবং যিনি সগুণ ও নির্গুণরূপ, সেই শ্রীরামকে আমার নমস্কার।

জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় ধর্মধর্মস্বরূপিণে ॥ ১৬  
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপায় স্বরূপায় তে নমঃ।

জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম এবং বিদ্যা-অবিদ্যা—এইসব যাঁর নিজেই স্বরূপ এবং যিনি সকলের আত্মস্বরূপ, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার।

যো দৈত্যহন্তা নরকাস্তকশ্চ

ভূজগ্রমাত্রৈশ চ ধর্মগোপ্তা ॥ ১৭  
ভূতারসংঘাতবিনোদকামঃ

নমামি দেবং রঘুবংশদীপম্।

যিনি দৈত্যদের বিনাশ এবং নরকের অস্তকরী, যিনি নিজ হস্তের সংকেতমাত্রে অথবা নিজ বাহুবলে ধর্মরক্ষা করেন, পৃথিবীর ভার বিনাশ যাঁর মনোবঞ্জন এবং যিনি সদাই সেই মনোরঞ্জনের আকাক্ষক্ষা রাখেন, সেই রঘুকুলদীপ ভগবান শ্রীরামকে আমি নমস্কার করি।

অবির্ভূতশতূর্ক্য যঃ কপিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৮  
হতবান্ রাক্ষসানীকং রামং দাশরথিং ভজে।

যিনি এক হয়েও চার স্বরূপে অবতীর্ণ হন, যিনি বানরসৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাক্ষসসেনা সংহার করেন, সেই দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের আমি ভজনা করি।

এবমাদীন্যনেকানি চরিতানি মহাশ্বনঃ ॥ ১৯  
তেবাং নামানি সংখ্যাতুং শক্যন্তে নামকোটিভিঃ।

ভগবান শ্রীরামের এরূপই নানা চরিত্র আছে, যার বর্ণনা কোটি কোটি বছরেও করা সম্ভব নয়।

মহিমানং তু ব্রহ্মায়ঃ পারং গম্ভঃ ন শকাতে ॥ ২০  
মনুষ্ঠিত মুনীশ্চৈব কথং তং ক্ষুদ্রকো ভজেৎ।

যাঁর নামের মহিমাকে মনু এবং মুনীশ্বরও বর্ণনা করে শেষ করতে পারেন না, আমার মতো ক্ষুদ্র জীব তাঁর

পারেন-কাছেই কীভাবে পৌঁছতে পারে?

রামায়ণঃ স্মরণেনাপি মহাপাতকিনোহপি যে ॥ ২১  
পাপনাশঃ প্রপদ্যন্তে কথং যোগ্যামি ক্ষুদ্রদীঃ।

যাঁর নাম স্মরণ করা মাত্রই অতিবড় পাপাচারীও পবিত্র হয়ে যান, সেই পরমায়ার দ্বৈত-স্বতি আমার মতো ভুলে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী কীভাবে করতে পারে?

রামায়ণপরা যে তু যোরে কলিযুগে বিজ্ঞাঃ ॥ ২২  
ত এষ কৃতকৃত্যশ্চ তেগাং নিত্যং নমোহস্ত তে।

যে দ্বিজ যোরে কলিযুগে রামায়ণ-কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি কৃতকৃত্য হন। তাঁকে তোমার সর্বদা নমস্কার করা উচিত।

উর্জে মাসি সিত্তে পক্ষে চৈব্রে মাঘে তথৈব চ ॥ ২৩  
নবাহ্না কিম শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।

শ্রীসনৎকুমার! ভগবানের মহিমা জানার জন্য কার্তিক, মাঘ, চৈত্রের শুক্ল পক্ষে রামায়ণের অন্ততময় কথার নবাহ-পারায়ণ (নয়দিনে সম্পূর্ণপাঠ) শ্রবণ করা উচিত।

গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সুদাসো রাক্ষসীং তনুম্ ॥ ২৪  
রামায়ণপ্রভাবেণ বিমুক্তিঃ প্রাপ্তবানসৌ।

সুদাস ব্রাহ্মণ গৌতম মুনির শাপে রাক্ষস-দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি রামায়ণের প্রভাবেই সেই শাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

সনৎকুমার উবাচ

রামায়ণং কেন প্রোক্তং সর্বধর্মফলপ্রদম্ ॥ ২৫  
প্রাপ্তঃ কথং গৌতমেন সৌদাসো মুনিসত্তম।

রামায়ণপ্রভাবেণ কথং ভূয়ো বিমোক্ষিতঃ ॥ ২৬  
সনৎকুমার বলেন— মুনিশ্রেষ্ঠ! সম্পূর্ণ ধর্মের ফলপ্রদানকারী রামায়ণ কথার বর্ণনা কে করেছিলেন?

সৌদাস কীভাবে গৌতমমুনির দ্বারা শাপপ্রাপ্ত হয়েছিলেন? পরে তিনি কীভাবে শাপমুক্ত হয়েছিলেন?

অনুগ্রাহ্যোহস্মি যদি তে তত্ত্বতো বন্ধুমহসি।  
সর্বমেতদশেষেণ মূনে নো বন্ধুমহসি ॥ ২৭  
শৃণুতাং বদতাং চৈব কথা পাপবিনাশিনী।

মূনে! আপনার যদি আমাদের ওপর অনুগ্রহ থাকে তাহলে সবকিছুই বিস্তারিতভাবে বলুন। এই সমস্ত বিষয় আমাদের অবগত করান; কারণ ভগবৎ কথা, বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই পাপনাশকারী হয়।

নারদ উবাচ

শৃণু রামায়ণং বিপ্র যদ্ বাণীকিমুখোদ্যাতম্ ॥ ২৮  
নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।



নারদ বলেন—ব্রহ্মন্ ! মহর্ষি বাণীকীর যুগ থেকে  
রামায়ণের আবির্ভাব হয়। তুমি তা শ্রবণ করো। রামায়ণের  
অমৃতময় কথা নয়দিনে শ্রবণ করা উচিত।

আজ্ঞে কৃতযুগে বিপ্রো ধর্মকর্মবিশারদঃ॥ ২৯  
সোমদত্ত ইতি স্বাতো নামা ধর্মপরায়ণঃ।

সত্যযুগে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যার ধর্ম-কর্মের  
বিশেষ জ্ঞান ছিল, যার নাম হল সোমদত্ত। তিনি সর্বদা  
ধর্ম-পালনে তৎপর থাকতেন।

বিপ্রস্ত গৌতমাখ্যোন মুনিনা ব্রহ্মবাদিনা॥ ৩০  
প্রাবিতঃ সর্বধর্মাংস্ গঙ্গাভীরে মনোরমে।  
পুরাণশাস্ত্রকথনৈস্তেনাসৌ বোধিতোহপি চ॥ ৩১  
কৃতবান্ সর্বধর্মান্ বৈ তেনোক্তানখিলানপি।

(সেই ব্রাহ্মণ সৌদাস নামেও বিখ্যাত ছিলেন।) সেই  
ব্রাহ্মণ গৌতম মুনির কাছে গঙ্গার মনোরম তীরে সম্পূর্ণ  
ধর্মের উপদেশ শুনেছিলেন। গৌতমমুনি পুরাণ ও শাস্ত্র-  
কথার দ্বারা তাঁকে তত্ত্বজ্ঞান করিয়েছিলেন। সৌদাস গৌতম  
মুনি কথিত সম্পূর্ণ ধর্ম শ্রবণ করেছিলেন।

কদাচিৎ পরমেশস্য পরিচর্যাপরোহিতবৎ॥ ৩২  
উপহিতায়্যাপিত্যৈ প্রণামং ন চকার সঃ।

একদিনের কথা, সৌদাস পরমেশ্বর শিবের  
আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। সেই সময় তাঁর গুরু সেখানে এসে  
পৌঁছিলেন ; কিন্তু সৌদাস তাঁর সম্মুখে উপস্থিত গুরু  
গৌতমকে উঠে প্রণাম করলেন না।

স তু শাস্ত্রো মহাবুদ্ধির্গৌতমভক্তসাং নিধিঃ॥ ৩৩  
শাস্ত্রোদিতানি কর্মণি কুরোতি স মুদং যয়ৌ।

পরম বুদ্ধিমান গৌতম ছিলেন তেজের নিধি, তিনি  
শিষ্যের আচরণে রুষ্ট না হয়ে শাস্ত্র-ই রইলেন। তিনি এই  
জেনে প্রসন্ন হলেন যে আমার শিষ্য সৌদাস শাস্ত্র-কর্মেরই  
অনুষ্ঠান করছে।

যজুর্চিতো মহাদেবঃ শিবঃ সর্বজগদ্গুরুঃ॥ ৩৪  
ওর্বজাকৃতং শাপং রাক্ষসে নিযুক্তবান্।

উবাচ প্রাজ্ঞলির্ভূত্বা বিনয়েষু চ কোবিদঃ॥ ৩৫

কিন্তু সৌদাস যার আরাধনা করেছিলেন, সেই  
সম্পূর্ণ জগতের গুরু মহাদেব শিব গুরুর অবহেলায়  
হুওয়া পাপ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সৌদাসকে  
রাক্ষস জন্ম-গ্রহণের শাপ দিলেন। তখন সেই বিনয়ী ব্রাহ্মণ  
হাত জোড় করে গৌতমকে বলেন—

বিপ্র উবাচ

ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বদর্শিন্ সুরেশ্বর।

কমথ ভগবন্ সর্বমপরাধঃ কৃতো ময়া॥ ৩৬

ব্রাহ্মণ বলেন—ও সর্ব ধর্মের জ্ঞাণী ! সর্বদর্শী,  
সুরেশ্বর ! ভগবন্ ! আমি যা অপরাধ করেছি, সেসব  
আপনি ক্ষমা করে দিন।

গৌতম উবাচ

উর্জ্জ্ব মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণকথামৃতম্।  
ননাক্ষা চৈব প্রোক্তবাঃ ভক্তিভাসেন সাদরম্॥ ৩৭  
নাতান্ত্রিকং ভবেন্দেতদ্ বাদশাস্ত্রং ভবিন্যসি

গৌতম বলেন—বৎস ! কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে  
তুমি রামায়ণের অমৃতময় কথা ভক্তিভাসে সমাদরপূর্ণ  
শ্রবণ করো। নয়দিন পরে এই কথা শুনতে হবে। গ্রন্থ  
করলে এই শাপ বর্শাদিন ছাড়া হবে না, কেনন বাক্য  
বছরই থাকবে।

বিপ্র উবাচ

কেন রামায়ণং প্রোক্তং চরিতানি তু কস্য বৈ॥ ৩৮  
এতৎ সর্বং মহাপ্রাজ্ঞ সংক্ষেপাদ্ বক্তুনর্হসি।

মনসা প্রীতিমাগম্যো ববক্ষে চরণৌ তুরোঃ॥ ৩৯

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন—রামায়ণের কথা কে  
বলেছেন ? এবং তাতে কার চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে ?  
মহামতে ! সেসব সংক্ষেপে কৃপা করে বলুন। এই কথ  
বলে মনে মনে প্রসন্ন হয়ে সৌদাস শ্রীগুরুর চরণে প্রণাম  
করলেন।

গৌতম উবাচ

শুণু রামায়ণং বিপ্র বাণীকিমুনিনা কৃতম্।  
যেন রামাবতারেণ রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ॥ ৪০  
হতাস্ত্র দেবকার্যং হি চরিতং তস্য তদ্বদু।  
কার্তিকে চ সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য তু॥ ৪১  
নবমেহহনি প্রোক্তব্য্য সর্বপাপপ্রাশনিনী।

গৌতম বলেন—ব্রহ্মন্ ! শোনো ! রামায়ণ-কাব্য  
নির্মাণ করেছেন বাণীকি মুনি। যে ভগবান শ্রীরাম  
অবতাররূপ ধারণ করে রাবণ ইত্যাদি রাক্ষসদের সংহার  
করেছিলেন এবং দেবতাদের কার্য সম্পন্ন করেছিলেন,  
তাঁর চরিত্রই রামায়ণ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। তুমি সেটি শ্রবণ  
করো। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রারম্ভে নয়দিন অর্থাৎ  
প্রতিপদ থেকে নবমী তিথি পর্যন্ত রামায়ণ-কথা শোনা  
উচিত। এটি সর্বপাপনাশকারী হয়।

ইত্যাক্ষা চার্ষসম্পন্নো গৌতমঃ স্বপ্রমং যয়ৌ॥ ৪২  
বিপ্রোহপি দুঃখমাগম্যো রাক্ষসীং তনুমাপ্তিভ্য।

এই কথা বলে পূর্ণকাম গৌতমমুনি নিজ আগ্রমে চলে  
গেলেন। অন্যদিকে সোমদত্ত বা সুদাস নামক ব্রাহ্মণ  
দুঃখময় চিন্তে রাক্ষস-শরীর গ্রহণ করলেন।



কুংসীভিতঃ পিপাসার্তো নিত্যং জ্ঞেয়পনায়ণঃ॥ ৪৩  
কৃষ্ণকপাদুতির্ভীমো বজ্রাম বিজনে বনে।

তিনি সর্বদা শূন্য-তৃষ্ণায় কাতর এবং জ্ঞেয়সেব  
বন্দীভূত হয়ে থাকতেন। তাঁর দেহের বর্ণ কৃষ্ণপক্ষের  
রাত্রির মতো কালো ছিল। তিনি ভয়ংকর রাক্ষস মূর্তি ধারণ  
নির্ভর বনে ঘোবাহেরা করতেন।

মৃগাংশ্চ বিবিধাংস্তম মনুষ্যাংশ্চ সসীসুপান্॥ ৪৪  
বিহগান্ প্রবণাংশ্চৈব প্রসজ্যন্তানভক্ষয়ৎ।

সেখানে তিনি নানাপ্রকারের পশু, মানব, সাপ-  
বৃক্ষিক ইত্যাদি জন্তু, পাখি এবং বানরদের জোয় করে ধরে  
ষেয়ে নিতেন।

জহির্ভির্বহির্ভির্বিপ্রাঃ শীতরজ্জকলেবরৈঃ॥ ৪৫  
রক্তাপ্রোতকৈশ্চৈব তেনাসীদ্ ভূর্ভয়াক্রী।

ব্রহ্মর্ষিগণ ! সেই রাক্ষসের জন্য এই পৃথিবী বহু  
অগ্নি এবং জাল-হলুদ শরীরসম্পন্ন রক্তপায়ী প্রেতে  
পরিপূর্ণ হয়ে অত্যন্ত ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

বভূজয়ে স পৃথিবীং শতযোজনবিস্তরাম্॥ ৪৬  
কৃষ্ণাতিদুঃখিতাং পশ্চাদনান্তরমগাং পুনঃ।

ছয় মাসেই শত যোজন বিস্তৃত ভূভাগকে অত্যন্ত দুঃখ  
প্রদান করে সেই রাক্ষস পুনরায় অন্য কোনো বনে চলে  
যায়।

ভরাপি কৃতবান্ নিত্যং নরমাংসাশনং তদা॥ ৪৭  
জগাম নর্মদাতীরে সর্বলোকভয়ঙ্করঃ।

সেখানেও সে প্রতিদিন নরমাংস ভোজন করত।  
সমস্ত লোকের মনে ভয়-উৎপন্নকারী সেই রাক্ষস ঘুরতে  
ঘুরতে নর্মদা নদীতীরে গিয়ে পৌঁছাল।

এতস্মিয়ন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্চিদ্ বিপ্রোহতিথার্মিকঃ॥ ৪৮  
কলিঙ্গদেশসমুত্তো নাম্না গর্গ ইতি স্মৃতঃ।

সেই সময় অত্যন্ত ধর্মাত্মা এক ব্রাহ্মণ সেখানে এসে  
উপস্থিত হলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল কলিঙ্গ দেশে। লোকের  
কাছে তিনি গর্গ নামে বিখ্যাত ছিলেন।

বহন গজাজলং স্নেহে স্তবনু বিশেষ্বরং প্রভুম্॥ ৪৯  
গায়নু নামানি রামস্যা সমায়াতোহতিহর্ষিতঃ।

কাঁধে গজাজল নিয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুনাথের স্তুতি  
এবং শ্রীরাম-গান করতে করতে অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে,  
উৎসাহ ভরে সেই ব্রাহ্মণ এই পুণ্য প্রদেশে আসেন।

তমাস্ত্বঃ মুনিং দৃষ্টা সুদাসো নাম রাক্ষসঃ॥ ৫০  
প্রাপ্তো নঃ পারশেত্বাঙ্ক ভূজাবুদাম্য তং যযৌ।

তেন কীর্তিতনামানি শ্রদ্ধা দূরে ব্যবহৃতঃ॥ ৫১  
অশক্তন্তং বিজং হস্তমিদমূচে স রাক্ষসঃ।

গর্গ মুনিকে সেটদিকে আসতে দেখে রাক্ষস সুদাস বলে  
উঠল, ‘আমার আহার প্রাপ্ত হয়ে গেছে।’ এই কথা বলে  
দুই হাত উপরে তুলে সে মুনির দিকে ছুটল, কিন্তু গর্গ  
মুনির দ্বারা উচ্চারিত ভগবৎনাম শুনে সে দূরেই  
দাঁড়িয়ে রইল। সেই ব্রহ্মর্ষিকে মারতে না পেরে সেই  
রাক্ষস তাঁকে বলল—

রাক্ষস উবাচ

অহো ভদ্র মহাভাগ নমস্তুভ্যং মহাত্মনে॥ ৫২  
নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি দূরগাঃ।

ময়া প্রভক্ষিতাঃ পূর্বং বিপ্রাঃ কোটিসহস্রশঃ॥ ৫৩  
রাক্ষস বলল—এ তো অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। ভদ্র !

মহাভাগ ! আপনাকে, মহাত্মাকে নমস্কার। আপনি যে  
ভগবৎনাম স্মরণ করছেন, তাতে রাক্ষসও দূরে পালিয়ে  
যাবে। আমি আগে কোটি কোটি ব্রাহ্মণদের আহার করেছি।  
নামপ্রাবরণং বিপ্র রক্ষতি দ্বাং মহাভয়াৎ।

নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি ভো বয়ম্॥ ৫৪  
পরং শান্তিং সমাপন্না মহিমা কোহচ্যুতস্য হি।

ব্রহ্মন্ ! আপনার কাছে যে নামরূপ কবচ আছে,  
রাক্ষসদের মহাভয় থেকে সেটিই আপনাকে রক্ষা করে।  
আপনি নাম স্মরণ করা মাত্রই আমরা, রাক্ষসেরা  
পরমশান্তি প্রাপ্ত হয়েছি। ভগবান অত্যাতিরিক্ত এ কী অপূর্ব  
মহিমা !

সর্বথা দ্বং মহাভাগ রাগাদিরহিতো বিজ্জ্॥ ৫৫  
রামকথাপ্রভাবেণ পাহ্যস্মাৎ পাতকাশমাৎ।

মহাভাগ ব্রাহ্মণ ! আপনি শ্রীরামকথার প্রভাবে সর্বদা  
রাগাদি (আসক্তি) দোষ থেকে রহিত হয়েছেন। সুতরাং  
আপনি আমাকে এই অধম পাণ হতে রক্ষা করুন।

গুর্ববজ্রা ময়া পূর্বং কৃত্য চ মুনিসত্তম॥ ৫৬  
কৃতশচানুগ্রহঃ পশ্চাদ্ গুরুশোভমিদং বচঃ।

মুনিস্রেষ্ঠ ! আমি পূর্বে নিজের গুরুকে অবহেলা  
করেছিলাম। কিন্তু শ্রীগুরু আমাকে অনুগ্রহ করে একথা  
বলেছেন।

বান্দীকিমুনিনা পূর্বং কথা রামায়ণস্য চ॥ ৫৭  
উর্জে মাসে সিতে পক্ষে শ্রোতব্যা চ প্রযত্নতঃ।

পূর্বকালে বান্দীকি মুনি রামায়ণের যে কথা  
শুনিয়েছিলেন, কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে তা যত্নপূর্বক  
শ্রবণ করা উচিত।

গুরুণাপি পুনঃ প্রোক্তং রম্যং তু শুভদং বচঃ॥ ৫৮  
নবাহা খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।

একথা বলে গুরুদেব পুনরায় এই সুন্দর ও শুভময়

কথা বলেন — ‘রামায়ণের অমৃতময় কথা নয়দিনে শ্রবণ করা উচিত।’

তস্মাদ্ ব্রহ্মন্ মহাভাগ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদ ॥ ৫৯  
কথাশ্রবণমাত্রেন পাহ্যস্মাৎ পাপকর্মণঃ

অতএব সম্পূর্ণ শাস্ত্রাদির তত্ত্বজ্ঞ মহাভাগ ব্রাহ্মণ !  
রামায়ণ কথা শুনিযে আপনি আমাকে এই পাপকর্ম থেকে  
রক্ষা করুন।

নারদ উবাচ

ততো রামায়ণং খ্যাতং রামমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৬০  
নিশম্য বিস্ময়াবিষ্টো বভূব দ্বিজসত্তমঃ।

ততো বিপ্রঃ কৃপাবিষ্টো রামনামপরায়ণঃ ॥ ৬১  
সুদাসরাক্ষসং নাম চেনং বাক্যমথ্যব্রবীৎ।

শ্রীনারদ বলেন — তখন সেখানে রাক্ষসের মুখে  
রামায়ণের পরিচয় এবং শ্রীরামের উত্তম বর্ণনা শুনে  
দ্বিজশ্রেষ্ঠ গর্গ আশ্চর্যাব্বিত হয়ে উঠলেন। শ্রীরামের নামই  
ছিল তাঁর অবলম্বন। সেই ব্রাহ্মণদেবতা সেই রাক্ষসের  
প্রতি দয়ায় দ্রবিত হয়ে সুদাসকে বললেন—

বিপ্র উবাচ

রাক্ষসেন্ন মহাভাগ মতিস্তে বিমলাভবৎ ॥ ৬২  
অগ্নিমূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু।

শৃণু ত্বং রামমাহাত্ম্যং রামভক্তিপরায়ণ ॥ ৬৩

ব্রাহ্মণ বলেন—মহাভাগ ! রাক্ষসরাজ ! তোমার বুদ্ধি  
নির্মল হয়ে গেছে। বর্তমানে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষ  
চলছে। এখন রামায়ণ-কথা শোনো। রামভক্তিপরায়ণ  
রাক্ষস ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করো।

রামস্থানপরাণাং চ কঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।

রামভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ ॥ ৬৪

তত্র সেবাচ্চ সিদ্ধাচ্চ রামায়ণপরা নরাঃ।

শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে তৎপর থাকা মানুষদের কে বাধা  
দিতে সক্ষম ? যেখানে শ্রীরাম-ভক্ত থাকেন, সেখানেই  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজ করেন। সেখানেই দেবতা, সিদ্ধ  
ও রামায়ণের আশ্রয়গ্রহণকারী মানুষ থাকেন।

তস্মাদূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু ॥ ৬৫

নবাহা খলু শ্রোতব্যং সাবধানঃ সদা তব।

অতএব এই কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে তুমি রামায়ণ-  
কথা শোনো। নয়দিন যাবৎ এই কথা শ্রবণের বিধান আছে।

সুতরাং তুমি সর্বদা সাবধানে থাকো।

ইত্যুক্ত্বা কথয়ামাস রামায়ণকথাং মুনিঃ ॥ ৬৬

কথাশ্রবণমাত্রেন রাক্ষসত্বমপ্যকৃতম্।

বিসৃজ্য রাক্ষসং ভাবমভবদ্ দেবভোপমঃ ॥ ৬৭

কোটিসূর্যপ্রতীকাশো নারায়ণসমপ্রভঃ।

শঙ্খচক্রগদাপাণিহরেঃ সন্ম জগাম সঃ ॥ ৬৮

শ্রবন্ তং ব্রাহ্মণং সমাগ্ জগাম হরিমন্দিরম্ ॥ ৬৯

একথা বলে গর্গ মুনি তাকে রামায়ণকথা শোনালেন  
রামায়ণকথা শুনেই তার রাক্ষস স্বরূপ দূর হয়ে গেল  
রাক্ষসভাব পরিত্যাগ করে সে দেবতাদের মতো সুন্দর,  
কোটি সূর্যের মতো তেজস্বী এবং ভগবান নারায়ণের মতো  
কান্তিমান হয়ে উঠল। সে নিজ চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-  
পদ্ম নিয়ে শ্রীহরির বৈকুণ্ঠধামে চলে গেল। ব্রাহ্মণ গর্গের  
ভূরি-ভূরি প্রশংসা করতে করতে সে ভগবানের উত্তম  
ধামে চলে গেল।

নারদ উবাচ

তস্মাচ্ছৃণ্বনং বিপ্রেজ্জা রামায়ণকথামৃতম্।

ত তস্য মহিমা তত্র উর্জে মাসি চ কীর্ত্যতে ॥ ৭০

শ্রীনারদ বলেন—বিপ্রবরগণ ! সুতরাং আপনারাও  
রামায়ণের অমৃতময় কথা শ্রবণ করুন। এটি শ্রবণের মহিমা  
সর্বদাই বর্তমান, কিন্তু কার্তিক মাসকে বিশেষ বলা হয়েছে  
যন্মাম্ময়রূপাদেব মহাপাতককোটিভিঃ।

বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো নরো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৭১

রামায়ণ নাম স্মরণ করলেই মানুষ কোটি কোটি  
মহাপাপ এবং অন্যান্য সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে  
পরমগতি প্রাপ্ত হন।

রামায়ণেতি যদ্যম স্কৃদপ্যুচ্যতে যদা।

তদৈব পাপনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭২

মানুষ যখন একবারও ‘রামায়ণ’ নাম উচ্চারণ  
করেন, তখনই তিনি সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে যান এবং  
অন্তকালে ভগবান শ্রীবিষ্ণু লোকে গমন করেন।

যে পঠন্তি সদাহস্থানং তত্ত্বা শৃণ্বন্তি যে নরাঃ।

গঙ্গাস্নানচ্ছতপঃ তেষাং সজ্জায়তে ফলম্ ॥ ৭৩

যে ব্যক্তি সর্বদা ভক্তিভাবে রামায়ণ কথা পাঠ ও  
শ্রবণ করেন, তিনি গঙ্গাস্নানের থেকে শতগুণ পুণ্যফল  
লাভ করেন।

ইতি শ্রীশঙ্করপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যো রাক্ষসমোক্ষণং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

শ্রীশঙ্করপুরাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রাক্ষস-উদ্ধার  
নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

## তৃতীয় অধ্যায় (৩)

মাঘমাসে রামায়ণ-শ্রবণের ফল রাজা সুমতি ও সভ্যবতীর পূর্বজন্মের ইতিহাস

সনৎকুমার উবাচ

অহো বিপ্র ইদং প্রোক্তমিতিহাসং চ মারদ।

রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং স্বং পুনর্বদ বিস্তরাৎ ॥ ১

সনৎকুমার বলেন—ব্রহ্মর্ষি নারদদেব ! আপনি এই অজুত ইতিহাস শোনালেন। এবার রামায়ণের মাহাত্ম্যের কথা পুনরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

অন্যমাসস্য মাহাত্ম্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ।

কস্য নো জায়তে তুষ্টিমুনে স্বচচনামৃতাৎ ॥ ২

(আপনি কার্তিক মাসে রামায়ণ শ্রবণের মহিমার কথা বলেছেন।) এখন কৃপাপূর্বক অন্য মাসের মাহাত্ম্যের কথা বলুন। আপনার বচনামৃত শ্রবণে কে না সন্তুষ্ট হবেন ?

নারদ উবাচ

সর্বৈ যুয়ং মহাভাগাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ।

যতঃ প্রভাবঃ রামস্য ভক্তিতঃ শ্রোতুমুদাতাঃ ॥ ৩

শ্রীনারদ বলেন—মহাভাগগণ ! আপনারা সকলেই অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং কৃতকৃত্য, এতে কোনো সংশয় নেই ; কারণ আপনারা ভক্তিভাবে নিয়ে ভগবান শ্রীরামের মহিমা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

মাহাত্ম্যশ্রবণং যস্য রাঘবস্য কৃত্যস্বনাম্।

দুর্লভং প্রাহরত্যস্তং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪

ব্রহ্মবাদী মুনিগণ ! পুণ্যাত্মা পুরুষদের পক্ষেও ভগবান শ্রীরামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করা পরম দুর্লভ বলে জানিয়েছেন।

শৃণুধর্ম্মশ্রুতিমিতিহাসং

পুরাতনম্।

সর্বপাপপ্রশমনং সর্বরোগবিনাশনম্ ॥ ৫

মহর্ষিগণ ! এখন আপনারা এক বিচিত্র পুরাতন ইতিহাস শুনুন, যা সর্বপাপ ও সর্বরোগ বিনাশক।

আসীৎ পুরা ঝাপরে চ সুমতির্নাম ভূপতিঃ।

সোমবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ সপ্তদ্বীপেকনায়কঃ ॥ ৬

পূর্বকালের কথা, ঝাপরে সুমতি নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা ছিলেন। তিনি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন এবং সাতটি দ্বীপের

একমাত্র রাজা।

ধর্ম্মাত্মা সত্যসম্পন্নঃ সর্বসম্পদ্বিত্ত্বিতঃ।

সদা রামকথাসেবী রামপূজাপরায়ণঃ ॥ ৭

তার মন সর্বদা ধর্ম্মই ব্যাপ্ত থাকত। তিনি সত্যবাদী এবং সর্বপ্রকার সম্পত্তি সুশোভিত ছিলেন। সর্বদা রামকথা সেবন ও শ্রীরামের আরাধনাতেই সংলগ্ন থাকতেন।

রামপূজাপরাণাং চ শুদ্ধশ্রুতবৎকৃতিঃ।

পূজোষু পূজনীরতঃ সমদর্শী শুভাশ্রিতঃ ॥ ৮

শ্রীরামের পূজার্নায় ব্যাপ্ত ভক্তদের সেবায় তিনি সর্বদা নিরত থাকতেন। তার মনে অহংকারের কোনো নাম-গন্ধ ছিল না। তিনি পূজনীয় পুরুষদের পূজায় তৎপর ছিলেন এবং সমদর্শী ও সদগুণসম্পন্ন ছিলেন।

সর্বভূতহিতঃ শান্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্ত্তিমান্ নৃপঃ।

তস্য ভাষা মহাভাগা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৯

রাজা সুমতি সর্বপ্রাণীর হিতৈষী, শান্ত, কৃতজ্ঞ এবং যশস্বী ছিলেন। তার পরম সৌভাগ্যশালিনী পত্নীও সমস্ত শুভ লক্ষণে সুশোভিতা ছিলেন।

পতিব্রতা পতিপ্রাণা নাম্না সভ্যবতী ক্রতা।

ভাবুভৌ দম্পতী নিত্যং রামায়ণপরায়ণৌ ॥ ১০

তার নাম ছিল সভ্যবতী, তিনি ছিলেন পতিব্রতা। পরম প্রিয় পতিই ছিল তার প্রাণ। এই দুই পতি-পত্নী সর্বদা রামায়ণ পঠন-পাঠনেই ব্যাপ্ত থাকতেন।

অন্নদানরতৌ নিত্যং জলদানপরায়ণৌ।

ভোগারামবাপাদীনসংখ্যাতান্ বিভেনতুঃ ॥ ১১

সর্বদা অন্নদান ও প্রতিদিন জলদানে এঁরা প্রবৃত্ত থাকতেন। তারা অসংখ্য পুষ্করিণী, বাগান এবং সরোবর নির্মাণ করিয়েছিলেন।

সৌহৃদি রাজা মহাভাগো রামায়ণপরায়ণঃ।

বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিতাবেন ভাবিতঃ ॥ ১২

মহাভাগ রাজা সুমতিও সর্বদা রামায়ণ অনুশীলনেই লেগে থাকতেন। ভক্তিতাবে ভাবিত হয়ে তিনি রামায়ণ পাঠ করতেন অথবা শুনতেন।



এবং রামশরণং নিত্যং রাজানং ধর্মকোবিদম্।  
তস্য প্রিয়াং সত্যবতীং দেবা অপি সদাস্তবনু ॥ ১৩

এই নরেশ এভাবেই সর্বদা শ্রীরামের আরাধনায়  
তৎপর থাকতেন। তাঁর প্রিয় পত্নী সত্যবতীও তেমনই  
ছিলেন। দেবতারাও এই দম্পতির ভূরি-ভূরি প্রশংসা  
করতেন।

বিক্রম্যৌ ত্রিশু লোকেষু দম্পতী তৌ হি ধর্মিকৌ।  
আযয়ৌ বহুভিঃ শিষ্যৈর্দ্বীকামো বিভাণ্ডকঃ ॥ ১৪

একদিন ত্রিভুবনবিখ্যাত বিভাণ্ডক মুনি তাঁর বহু  
শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে সেই ধর্মাত্মা রাজা-রানীকে দর্শন  
করার জন্য সেখানে এলেন।

বিভাণ্ডকঃ মুনিঃ দুষ্টা সুখমাপ্তো জনেশ্বরঃ।  
প্রত্যক্ষয়ৌ সপত্নীকঃ পূজাভির্বহুবিক্রমঃ ॥ ১৫

বিভাণ্ডক মুনিকে সেখানে আসতে দেখে রাজা সুমতি  
অত্যন্ত সুখী হলেন। তিনি পূজার বহু সামগ্রী সঙ্গে করে  
পত্নীকে নিয়ে তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন।

কৃততিথাক্রিয়ং শাস্তং কৃতাসনপরিগ্রহম্।  
নিজাসনগতো ভূপঃ প্রাজ্ঞলিঙ্গনিমব্রবীৎ ॥ ১৬

মুনির অতিথিসংকার সম্পন্ন হয়ে গেলে তিনি  
আসনে শান্তভাবে বিরাজমান হলেন। তখন রাজা আসনে  
উপবিষ্ট মুনিকে হাতছোঁড় করে সবিনয়ে বললেন—

রাজোবাচ

ভগবন্ কৃতকৃত্যোহম্য ভদভাগমনেন ভোঃ।  
সতামাগমনং সত্ত্বঃ প্রশংসন্তি সুখাবহম্ ॥ ১৭

রাজা বললেন—ভগবন্ ! আজ আপনার শুভ  
আগমনে আমি কৃতার্থ হয়েছি, কারণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ সন্তদের  
আগমনকে সুখদায়ক বলে প্রশংসা করে থাকেন।

যত্র স্যাগ্নহতাং প্রেম তত্র স্যাঃ সর্বসম্পদঃ।  
তেজঃ কীর্তির্জনং পুত্র ইতি প্রাচ্যর্বিপশ্চিতঃ ॥ ১৮

মহাপুরুষদের ভালোবাসা যেখানে থাকে, সমস্ত  
সম্পদ আপনা-আপনিই সেখানে উপস্থিত হয়। সেখানে  
তেজ, কীর্তি, ধন, পুত্র—সর্ব বস্তুই হাজির হয়—বিদ্বান  
ব্যক্তিগণ এই কথা বলেন।

তত্র বৃদ্ধিঃ গমিষ্যন্তি শ্রেয়াঃসানুদিনঃ মুনৈঃ।  
যত্র সত্ত্বঃ প্রকুবন্তি মহতীং করুণাং প্রজো ॥ ১৯

মুনৈ ! প্রজো ! সন্ত-মহাত্মাগণ যেখানে বিশেষ  
কৃপা করেন, সেখানে প্রতিদিন কল্যাণময় সাধনার বৃদ্ধি  
হয়।

যো মূর্খি পারয়েদ্ ব্রহ্মান্ বিপ্রশাসতলোদকম্।  
স স্নাতো সর্বতীর্থেষু পুণ্যবান্ নাজ্ঞ সংশয়ঃ ॥ ২০

ব্রহ্মান্ ! যিনি নিজ মস্তকে ব্রাহ্মণের পাদোদক  
ধারণ করেন, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি যে সর্ব-তীর্থে স্নান  
করেছেন—এতে কোনো সংশয় নেই।

মম পুত্রাস্ত দারাস্ত সম্পদস্ত সমর্পিতাঃ।  
সমাজ্যাপয় শাস্ত্রাস্ত বয়ং কিং করবাণি ভো ॥ ২১

শাস্ত্রস্বরূপ মহর্ষে ! আমার পুত্র, পত্নী এবং সর্ব  
সম্পত্তি আপনার শ্রীচরণে সমর্পিত। আমি আপনার জন্য  
কী সেবা করব, আমাকে আদেশ করুন।

ইতঃ বদন্তঃ ভূপং তং স নিরীক্ষ্য মুনীশ্বরঃ।  
স্পর্শন্ করোম রাজানং প্রভাবাচাতিহর্ষিতঃ ॥ ২২

রাজা সুমতিকে এইভাবে বলতে দেখে মুনির  
বিভাণ্ডক অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং নিজ হস্তদ্বারা তাঁকে  
স্পর্শ করে বললেন—

ঋষিকুবাচ

রাজন্ যদুক্তং ভবতা তৎসর্বং ত্বং কুলোচিতম্।  
বিনয়ানবনতাঃ সর্বে পরং শ্রেয়ো ভজন্তি হি ॥ ২৩

ঋষি বললেন—রাজন্ ! তুমি যা বলেছ, সে সবই  
তোমার কুলের অনুরূপ। যারা এইভাবে বিনয়ে অবনত  
হন, তাঁরা সকলেই পরম কল্যাণভাগী হন।

প্রীতোহস্মি তব ভূপাল সন্ধ্যার্গপরিবর্তিনঃ।  
ঋষি তেহস্ত্র মহাভাগ যৎ পৃচ্ছামি তদুচ্যতাম্ ॥ ২৪

ভূপাল ! তুমি সংপথ অবলম্বনকারী। আমি তোমার  
ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন। মহাভাগ ! তোমার কল্যাণ থেকে  
আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করছি, তা আমায় বলো।  
হরিসন্তোষকান্যাসন্ পুরাণানি বহুনাণি।

মাঘে মাসি চোদ্যতোহসি রামায়ণপরায়ণঃ ॥ ২৫

তব ভাষ্যণি সাধ্বীযং নিত্যং রামশরণাণা।  
কিমর্থমেতদ্ বৃত্তান্তং যথাবদ বহুমহসি ॥ ২৬

ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্টকারী বহু পুরাণ যদিও  
রয়েছে—যা তুমি পাঠ করতে পারতে। তবুও এই মাঘমাসে

সর্বপ্রকারে যত্নশীল হয়ে তুমি যে রামায়ণপরায়ণেই ব্যাপ্ত  
আছ এবং তোমার সাধী পত্নীও যে সর্বদা শ্রীনামের  
আরাধনাতেই নিবৃত থাকে, এর কারণ কী ? এর বৃত্তান্ত  
যথাযথরূপে আমাকে বলো।

রাজোবাচ

শুভ্র তগবন্ সর্বং ঘৎ পৃচ্ছসি বদামি তৎ।  
আশ্চর্যং যচ্চি লোকানাং যোচরিতং মুনে॥ ২৭

রাজা বলেন—তগবন্ ! শুনুন, আমি যা জিজ্ঞাসা  
করছেন, সেসব আমি আপনাকে জানাচ্ছি। মুনে !  
আমাদের দুজনের জীবনচরিত সমস্ত জগতের পক্ষে  
আশ্চর্যজনক।

অহমাসং পুরা শূদ্রো মালতিনাম সন্তম।  
কুমারনিরতো নিত্যং সর্বলোকাহিতে রতঃ॥ ২৮

সাধুশিরোমণি ! পূর্বজন্মে আমি মালতি নামক শূদ্র  
ছিলাম। সর্বদা কুমারগে চলতাম এবং সর্বলোকের অহিত  
সাধনে তৎপর থাকতাম।

পিতুনো ধর্মবিদেষী দেবদ্রব্যোপহারকঃ।  
মহাপাতকিসংসর্গী দেবদ্রব্যোপজীবকঃ॥ ২৯

অন্যের কুৎসা রটনাকারী, ধর্মদ্রোহী, দেবতাদের  
দ্রব্য অপহরণকারী এবং মহাপাতকদের সংসর্গে  
বসবাস করতাম। আমি দৈব-সম্পত্তি দ্বারা জীবনযাপন  
করতাম।

গোম্বন্ত ব্রহ্মহা চৌরো নিত্যং প্রাণিবষে রতঃ।  
নিত্যং নিষ্ঠুরবক্তা চ পাণী বৈশ্যপরাশ্রয়ঃ॥ ৩০

গোহত্যা, ব্রাহ্মণহত্যা, চুরি করা—এইসব ছিল  
আমার রোজকার কাজ। আমি সর্বদা অপর প্রাণীদের প্রতি  
হিংসায় রত থাকতাম। প্রত্যহ অন্যদের কঠোর বাক্য বলা,  
পাপ করা এবং বৈশ্যসত্ত্ব ছিলাম।

কিঞ্চিৎ কালে হিতো হ্যেবমনাদ্যত মহবচঃ।

সর্ববন্ধুপরিত্যক্তো দুঃখী বনমুপাগমম্॥ ৩১

এইভাবে কিছুদিন ঘরে থাকি, পরে বয়স্ক  
লোকদের আদেশ অমান্য করায় আমার ভাই-বন্ধু  
সকলেই আমাকে ত্যাগ করেন আর আমি দুঃখিত চিত্তে  
বনে চলে আসি।

দৃশ্যমাংসাপনং নিত্যং তথা মার্গবিরোধকং।

একাকী দুঃখবহুলো ন্যবসং নির্জনে বনে॥ ৩২

সেখানে প্রতিদিন মৃগ-মাংস আহার করতাম এবং  
কণ্টকাদি বিছিয়ে মানুষের আসা-যাওয়ার পথ অবরুদ্ধ  
করতাম। এইভাবে একাকী বহু দুঃখ ভোগ করে আমি সেই  
নির্জন বনে বাস করতাম।

একদা কুৎপরিপ্রাপ্তো নিদ্রামূর্ণঃ শিপাসিতঃ।  
বসিষ্ঠস্যাপ্রমং দৈবাদশ্যং নির্জনে বনে॥ ৩৩

একদিনের কথা, আমি ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত, ক্লান্ত-  
অবসন্ন, নিদ্রায় অভিভূত হয়ে এক নির্জন বনে আসি।  
সেখানে দৈব অনুগ্রহে শ্রীবশিষ্ঠের আশ্রমের প্রতি আমার  
দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

হংসকারণবাকীর্ণং তৎসমীপে মহৎসরঃ।  
পর্যন্তে বনপুষ্পৌঘৈশ্চাদিতং তমুনীশ্বরঃ॥ ৩৪

সেই আশ্রমের কাছে এক বিশাল সরোবর ছিল।  
সেখানে হংস এবং বহু জলপক্ষী থাকত। মুনীশ্বর ! সেই  
সরোবর চারদিকে বন্য পুষ্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত ছিল।  
অপিং তত্র পানীয়ং তন্তটে বিগতশ্রমঃ।

উন্মূল্য বৃক্ষমূলানি ময়া ক্ষুচে নিবারিতা॥ ৩৫

সেখানে গিয়ে আমি জলপান করি এবং তীরে বসে  
ক্লান্তি দূর করি। পরে কিছু বৃক্ষের মূল তুলে তার দ্বারা ক্ষুধা  
নিবৃত্তি করি

বসিষ্ঠস্যাপ্রমে তত্র নিবাসং কৃতবানহম্।  
শীর্ণশ্ফটিকসংধানং তত্র চাহমকারিষম্॥ ৩৬

বশিষ্ঠের সেই আশ্রমের কাছেই আমি বাস করতে  
থাকি। ভাঙা-ভাঙা শ্ফটিকের টুকরো দিয়ে আমি এখানে  
দেওয়াল তৈরি করি।

পর্ণৈর্দ্বৈশ্চ কাঠৈশ্চ গৃহং সমাক্ প্রকল্পিতম্।  
তদ্রাহং ব্যাখলদ্বহো হৃদ্য বহুবিধান্ মৃগান্॥ ৩৭

আজীবিকাং চ কুর্বাণো বৎসরাণাং চ বিংশতিম্।  
পরে পত্র, তৃণ এবং কাষ্ঠ দিয়ে এক সুন্দর ঘর তৈরি  
করি। সেই ঘরে বাস করে আমি ব্যাখবৃত্তি গ্রহণ করে  
নানাপ্রকার মৃগবধ করে বিশ বছর ধরে তাই দিয়ে জীবিকা  
নির্বাহ করি।

অথৈরমাগতা সাধী বিজ্ঞাদেশসমুত্তবা॥ ৩৮  
নিষাদকুলসমুত্তা নাম্না কাশীতি বিপ্রতা।

বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা দুঃখিতা জীর্ণবিগ্রহা॥ ৩৯

তারপর এই আমার সাক্ষী পত্নী সেইস্থানে আমার কাছে আসে। পূর্বজন্মে এর নাম ছিল কালী। সে ছিল নিষাদকুলের কন্যা এবং বিষ্ণুপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করে। তার আত্মীয়-বন্ধু তাকে ত্যাগ করে। সে ছিল অত্যন্ত দুঃখী। সে বৃদ্ধা হয়ে যাচ্ছিল।

ব্রহ্মন্ কুত্বটপরিপ্রাজ্ঞা শোচন্তী ভৌতিকীং ক্রিয়াম্।

দৈবযোগাৎ সমায়াতা শ্রমন্তী বিজ্ঞানে বনে॥ ৪০

ব্রহ্মন্! সেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছিল। চিন্তায় অস্থির ছিল যে আহার কীভাবে জোগাড় করবে! দৈবযোগে ঘুরে ঘুরে সে এই নির্জন বনে আসে, যেখানে আমি বাস করছিলাম।

মাসে গ্রীষ্মে চ তপার্তা হ্যন্ততাপপ্রপীড়িতা।

ইমাং দুঃখবতীং দৃষ্টা জাতা মে বিপূলা ঘৃণা॥ ৪১

গরমের সময় ছিল। বাইরে গরম কষ্টদায়ক ছিল আর অন্তরে মানসিক সন্তাপ কষ্ট দিচ্ছিল। সেই দুঃখিনী নারীকে দেবে আমার অত্যন্ত দয়া হল।

ময়া দত্তং জলং চাট্যে মাংসং বনফলং তথা।

গতশ্রমা তু সা পৃষ্ঠা ময়া ব্রহ্মন্ ষথাতথম্॥ ৪২

আমি তাকে পানের জল এবং খাবার জন্য মাংস ও জংলি ফল দান করি। কালীর বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গেলে আমি তার কাছে সমস্ত কথা শুনতে চাই।

ন্যবেদয়ৎ স্বকর্মণি তানি শৃণু মহামুনে।

ইয়ং কালী তু নান্মা বৈ নিষাদকুলসম্ভবা॥ ৪৩

মহামুনে! আমি জিজ্ঞাসা করায় সে তার নিজ জন্ম-কর্মের কথা যা নিবেদন করেছিল, তা আপনাকে জানাচ্ছি। ওর নাম ছিল কালী এবং সে ছিল নিষাদকুলের কন্যা।

দান্তিকস্য সূতা বিধন্ ন্যবসদ্ বিদ্যাপর্বতে।

পরম্বহারিণী নিত্যং সদা পৈশুন্যবাদিনী॥ ৪৪

বিধন্! তার পিতার নাম ছিল দান্তিক (বা দাবিক)। সে তার কন্যা ছিল এবং বিদ্যাপর্বতে বাস করত। সর্বদা অন্যের ধন অপহরণ করা এবং পরনিন্দা করাই ছিল তার কাজ।

বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা যতো হতবতী পতিম্।

কান্তারে বিজ্ঞানে ব্রহ্মন্ মৎসমীপমুশাগতা॥ ৪৫

একদিন সে তার পতিকে হত্যা করে; তাই তার আত্মীয়বন্ধুরা তাকে ঘর থেকে বহিস্কার করে। ব্রহ্মন্! এই ভাবে পরিত্যক্তা হয়ে কালী সেই দুর্গম-নির্জন বনে আমার কাছে এসেছিল।

ইতোবং স্বকৃতং কর্ম সর্বং মহ্যং ন্যবেদয়ৎ।

বসিষ্ঠস্যাপ্রমে পুণ্যে অহং চেয়ং চ বৈ মুনে॥ ৪৬

দম্পতীভাবমাপ্রিত্য হিতৌ মাংসানিনৌ তদা।

এভাবে সে তার সমস্ত ইতিহাস আমাকে জানায় মুনে! তখন শ্রীবশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমের কাছে আমি এবং কালী — দুজনে পতি-পত্নীরূপে মাংসাহার করে জীক কাটাতে থাকি।

উদ্যমার্থে গতৌ চৈব বসিষ্ঠস্যাপ্রমং তদা॥ ৪৭

দৃষ্টা চৈব সমাজং চ দেবর্ষীণাং চ সন্তম।

রামায়ণপরা বিপ্রা মাষে দৃষ্টা দিনে দিনে॥ ৪৮

একদিন আমরা দুজনে জীবন-নির্বাহের আশায় কোনো কর্মের খোঁজে শ্রীবশিষ্ঠের আশ্রমে যাই। মহামুন্! তখন সেখানে দেবর্ষিদের আসর বসেছিল। তাই দেবে আমরাও সেখানে বসে পড়ি। সেখানে মাঘমাসে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ করতেন।

নিরাহারৌ চ বিক্রান্তৌ ক্ষুৎপিপাসাপ্রপীড়িতৌ।

অনিচ্ছয়া গতৌ তত্র বসিষ্ঠস্যাপ্রমং প্রতি॥ ৪৯

রামায়ণকথাং শ্রোতুং নবাহা চৈব ভক্তিতঃ।

তৎকাল এব পঞ্চত্বমাবয়োরভবমুনে॥ ৫০

অনাহারে আমাদের সময় কাটছিল এবং কাঁদ করতে সমর্থ হলেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন আমরা মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়েছিলাম। তারপর ক্রমান্বয়ে নয়দিন পর্যন্ত ভক্তিপূর্বক রামায়ণ কথা শোনার জন্য আমরা সেখানে যাতায়াত করতে থাকি। মুনে! তখনই আমাদের দুজনের মৃত্যু হয়।

কর্মণা তেন তুষ্টাস্তা ভগবান্ মধুসূদনঃ।

স্বদূতান্ প্রেময়ামাস মদাহরণকারণাৎ॥ ৫১

আমাদের ওইরূপ কর্মে ভগবান্ মধুসূদনের মন প্রসন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি আমাদের নিয়ে আসর জন্য দূত প্রেরণ করেন।

আরোপ্য মাং বিমানে তু জঘ্মুকে চ পরং পদম্।



আবাং সমীপমাপমৌ দেবদেবস্যা চক্রিণঃ॥ ৫২

সেই দূত আমাদের দুজনকে বিমানে বসিয়ে  
ভগবানের পরমপদে (উত্তমধামে) নিয়ে যান। আমরা দুজন  
দেবাধিদেব চক্রপাণির কাছে পৌঁছে যাই।<sup>(১)</sup>

ভুক্তবয়ৌ মহাভোগান্ যাবৎকালং শৃণুহ মে।  
যুগকোটিসহস্রানি যুগকোটিশতানি চ॥ ৫৩  
উষিত্বা রামভবনে ব্রহ্মলোকমুপাগতৌ।

তাবৎকালং চ তত্রাপি হিষ্টৈশ্চন্দ্রপদমাগতৌ॥ ৫৪  
সেখানে আমরা যেসব দুর্লভ ভোগ আশ্বাস করেছি,  
তা আপনাকে জানাচ্ছি। শুনুন—কোটি সহস্র এবং কোটি  
যুগ পর্যন্ত শ্রীরামের ধামে বাস করে আমরা ব্রহ্মলোকে  
আসি। সেখানেও ততকাল পর্যন্ত বাস করে আমরা  
ইন্দ্রলোকে এসে যাই।

তত্রাপি তাবৎকালং চ ভুঙ্ত্বা ভোগাননুত্তমান্  
ততঃ পৃথ্বীং বয়ং প্রাপ্তাঃ ক্রমেণ মুনিসত্তম॥ ৫৫  
মুনিশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রলোকেও ততকাল পর্যন্ত অবস্থান করে  
পরম উত্তম সুবভোগ করার পর আমরা ক্রমশ এই  
পৃথিবীতে আসি।

অত্রাপি সম্পদভূলা রামায়ণপ্রসাদতঃ।  
অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবংবিধং মুনৈঃ॥ ৫৬  
এখানেও রামায়ণের প্রসাদে আমরা অতুল সম্পত্তি  
লাভ করেছি। অনিচ্ছাতে রামায়ণ কথা শ্রবণ করেও আমরা  
এরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়েছি।

নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।  
ভক্তিতাবেন ধর্ম্মান্ জন্মমৃত্যুজরাপহম্॥ ৫৭  
ধর্ম্মস্বান্! যদি নয়দিন ধরে ভক্তিতাবে রামায়ণের

অমৃতবচন শোনা যায়, তাহলে তা জন্ম-মৃত্যু-জরা-  
নাশকারী হয়ে থাকে।

অবশেনাপি যৎকর্ম কৃতং তু স্মহৎ ফলম্।  
দদাতি শৃণু বিপ্রৈস্তে রামায়ণপ্রসাদতঃ॥ ৫৮  
বিপ্রবর! শুনুন, বাধা হয়েও যে কর্ম করা হয়,  
রামায়ণের প্রসাদে তাও পরম মহান ফল প্রদান করে।

নারদ উবাচ

এতৎ সর্বং নিশম্যাসৌ বিভাণ্ডকো মুনীশ্বরঃ।  
অভিনন্দ্য মহীপালং শ্রময়ৌ স্বতপোবনম্॥ ৫৯  
শ্রীনারদ বলেন— এই সব শুনে মুনীশ্বর বিভাণ্ডক  
রাজা সুমতিকে অভিনন্দন জানিয়ে নিজের তপোবনে গমন  
করলেন।

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রৈস্তা দেবদেবস্যা চক্রিণঃ।  
রামায়ণকথা চৈব কামধেনুপমা স্মৃতা॥ ৬০  
বিপ্রবরগণ! অতএব আপনারা দেবাধিদেব চক্রপাণি  
ভগবান শ্রীহরির কথা শুনুন। রামায়ণ কথা কামধেনুর মতো  
অভীষ্ট ফলদায়ক বলা হয়।

মাঘে মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণং প্রযত্নতঃ।  
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং সর্বধর্ম্মফলপ্রদম্॥ ৬১  
মাঘমাসের শুক্লপক্ষে যত্নসহকারে রামায়ণের  
নবাহ্ন-কথা শোনা উচিত। এটি সর্বধর্ম্মের ফল প্রদানকারী।  
য ইদং পুণ্যমাখ্যানং সর্বপাপপ্রণাশনম্।  
বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি রামভক্তন্ত জায়তে॥ ৬২  
এই পবিত্র আখ্যান সর্বপাপনাশকারী। যিনি এটি  
শোনে ও মনন করেন, তিনি ভগবান শ্রীরামের ভক্ত হয়ে  
ওঠেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদসনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ মাহাত্ম্যো মাঘফলানুকীর্তনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণপুরাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে মাঘ মাসে রামায়ণকথা  
শ্রবণের ফলের বর্ণনা নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

<sup>(১)</sup>এখানে যে পরমধামে যাবার বর্ণনা আছে, সেটি ব্রহ্মলোক ছাড়া অন্য কোনো উত্তমলোক ছিল, যেখানে ভগবান মধুসূদনের  
সান্নিধ্য ও শ্রীরামের দর্শন-সুখ অনুভব হত। একে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ বা শাক্তেত বলে মনে উচিত নয়, কারণ সেখানে গেলে পুনরাগমন হয়  
না। অনিচ্ছাতে কথা শ্রবণ করার জন্য তাঁরা অপুনরাবর্তীলোক লাভ করেনি।

## চতুর্থ অধ্যায় (৪)

চৈত্রমাসে রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণের মাহাত্ম্য, কলিক নামক ব্যাধ ও উত্তম মুনির কথা

নারদ উবাচ

অন্যমাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।  
সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম্॥ ১  
ব্রাহ্মণকক্ৰিয়বিশাং শূদ্রাণাং চৈব যোষিতাম্।  
সমস্তকামফলদং সর্বব্রতফলপ্রদম্॥ ২  
দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।  
রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতব্যং চ প্রযত্নতঃ॥ ৩

শ্রীনারদ বলেন—মহর্ষিগণ! এখন আমি রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণের জন্য উপযোগী অন্য মাসের বর্ণনা করছি, একপ্রতিভে শোনো। রামায়ণের মাহাত্ম্য সর্বপাপহারক, পুণ্যজনক এবং সম্পূর্ণ দুঃখ নিবারণকারী। এটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নারী—সকলেরই মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী। এর সাহায্যে সর্বপ্রকার ব্রতের ফল পাওয়া যায়। এটি দুঃস্বপ্ননাশক, অর্থ প্রাপ্তিকারী এবং ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল প্রদানকারী। সুতরাং যত্নপূর্বক রামায়ণপাঠ শ্রবণ করা উচিত।

অষ্ট্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।  
পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৪

এই বিষয়ে বিস্তর পুরুষগণ একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। সেই ইতিহাস পাঠক এবং শ্রোতা—উভয়েরই সমস্ত পাপ নাশ করে।

আসীং পুরা কলিযুগে কলিকো নাম লুপ্তকঃ।  
পরদারপরদ্রবাহরণে সততং রতঃ॥ ৫

প্রাচীনকালে কলিযুগে কলিক নামে এক ব্যাধ বাস করত। সে সর্বদা পরস্ত্রী ও পরধন অপহরণ করায় ব্যাপ্ত থাকত।

পরনিন্দাপরো নিত্যং জন্তুপীড়াকরস্তথা।  
হতবান্ ব্রাহ্মণান্ গাবঃ শতশোহথ সহস্রশঃ॥ ৬

তার নিত্যকর্ম ছিল পরনিন্দা করা। সে সর্বদা সকল জন্তুকে কষ্ট দিত এবং বহু ব্রাহ্মণ এবং শত শত গোরু হত্যা করেছিল।

দেবদ্বহরণে নিত্যং পরদ্বহরণে তথা।  
ভেন পাপান্যনেকানি কৃতানি সুমহাশ্চি চ॥ ৭

অপরের ধন তো সে নিতাই অপহরণ করত, দেবতাদের ধনও আত্মসাৎ করত। সে তার জীবনে বহু

শুভকৃত্যের পাপকাজ করেছিল।

ন তেষাং শক্যতে বক্তুং সংখ্যা বৎসরকোটিভিঃ।  
স কদাচিন্মহাপাপো জহ্নুনাশকোপমঃ॥ ৮  
সৌবীরনগরং প্রাপ্তঃ সর্বৈশ্বর্যসময়িতম্।  
গোযিদভির্ভূষিতাভিষ্চ সরোভির্বিমলোদকৈঃ॥ ৯  
অলংকৃতং বিপণিভির্যৌ দেবপুরোগমম্।

তার পাপের গণনা কোটি বৎসরেরও করা সম্ভব নয়। একসময় সেই মহাপাপী ব্যাধ, —যে জীবজন্তুদের কাছে যমের মতো ভয়ংকর ছিল, সৌবীর নগরে যায়। সেই নগর ছিল সর্ববৈভবসম্পন্ন, বস্ত্রাভূষণ-বিভূষিত যুবতিগণ দ্বারা সুশোভিত, স্বচ্ছ সরোবরে অলংকৃত, নানাপ্রকার বিপণি দ্বারা সুসজ্জিত, দেবনগরীর মতো সুন্দর শোভা পরিবৃত। ব্যাধ সেই নগরে গেল।

তসোপবনমধ্যস্থং রম্যং কেশবমন্দিরম্॥ ১০  
ছাদিতং হেমকলশৈর্দৃষ্ট্বা ব্যাধো মুদং যযৌ।  
হরামাত্র সুবর্ণানি বহুনীতি বিনিশ্চিতঃ॥ ১১

সৌবীর নগরের উপবনে ভগবান কেশবের অত্যন্ত সুন্দর একটি মন্দির ছিল, সেটি ছিল বহু স্বর্ণকলস দ্বারা সুসজ্জিত। তা দেখে ব্যাধ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। সে হির করে যে, সে ওইখান থেকে বহু স্বর্ণ অপহরণ করে নিয়ে যাবে।

জগাম রামভবনং কীনাশশৌর্যলোলুপঃ।  
তত্রাপশাদ্ দ্বিজবরং শাস্ত্রং তত্ত্বার্থকোবিদম্॥ ১২  
পরিচর্যাপরং বিষ্ণোকৃত্ত্বং তপসাং নিধিম্

একাকিনং দয়ালুং চ নিঃস্পৃহং ধ্যানলোলুপম্॥ ১৩  
এরূপ হির করে সেই চৌর্যকর্মে নিপুণ ব্যাধ শ্রীরামের মন্দিরে যায়। সেখানে সে শাস্ত্র, তত্ত্বার্থবেত্তা ও ভগবৎ আরাধনায় তৎপর উত্তম মুনির দর্শন লাভ করে, যিনি ছিলেন তপস্যার নিধি। তিনি একাকী বাস করতেন। তাঁর হৃদয়ে সবার প্রতি দয়া ছিল। তিনি সর্বপ্রকারে নিঃস্পৃহ ছিলেন। তাঁর মনে শুধু ভগবৎ ধ্যানেরই লোভ বজায় থাকত।

দৃষ্ট্বাসৌ লুপ্তকো মেনে তং চৌর্যস্যান্তরায়ণম্।  
দেবস্য দ্রব্যজাতং তু সমাদায় মহানিশি॥ ১৪  
তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখে ব্যাধ তাঁকে চৌর্যকার্যের বিঘ্নকারী বলে মনে করল। তারপর যখন রাত্রি

হল তখন সে অর্ধরাত্রে দেনতার দ্রবাসামগ্নী নিয়ে  
বওনা হল।

উত্তরঃ হস্তমারেভে উদাতসির্মদোদ্ধতঃ।

পাদেনাক্রম্য তথক্ষো গলং সংগৃহ্য পানিনা॥ ১৫

মদোদ্ধত হয়ে সেই ব্যাধ এক পায়ে উত্তর মুনির বুক  
চেপে ধরে অপর হাত দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরে ততোয়ায়  
দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদাত হয়।

হস্তঃ কৃতমতিং ব্যাধঃ উত্তমো প্রেক্ষ্য চত্বরীং।

উত্তর যখন দেখলেন ব্যাধ তাঁকে বধ করতে চায়,  
তখন তিনি তাকে বললেন।

উত্তর উবাচ

ভো ভোঃ সাধো বৃথা মাং ক্বং হনিষ্যসি নিরাগসম্॥ ১৬

উত্তর বললেন - ওহে ভালো মানুষ! তুমি বৃথা  
আমাকে মাবতে চাইছ। আমি তো সর্বতোভাবে নিরপরাধ।  
ময়া কিমপরাধং তে তদ্ বদ ক্বং চ লুন্ধক।  
কৃতাপরাধিনো লোকে হিংসাং কুব্ধি যদ্বতঃ॥ ১৭  
ন হিংসন্তি বৃথা সৌমা সজ্জনা অপ্যাপানম্।

লুন্ধক! ঠিক করে বলো তো, আমি তোমার কী ক্ষতি  
করেছি? জগতে লোকে অপরাধীরাই ক্ষতি করতে  
সচেষ্ট হয়। সৌমা সজ্জনপুরুষ নিরপরাধীকে বৃথা হিংসা  
করে না।

বিরোধিষপি মূর্খেষু নিরীক্ষ্যাবহিতান্ শুণান্॥ ১৮  
বিরোধঃ নাগিগছেদ্বি সজ্জনাঃ শান্তচেতসঃ।

শান্তচিত্ত সাধুপুরুষ নিজেদের বিরোধী এবং মূর্খ  
মানুষদের মধ্যেও সঙ্গুণের অবস্থান দেখলে তাঁর সঙ্গে  
বিরোধিতা করেন না।

বহুধা বাচ্যমানোহপি যো নরঃ ক্ষময়াদিতঃ॥ ১৯

তমুত্তমং নরং প্রার্থবিক্ষোঃ প্রিয়তরং তথা॥ ২০

যে ব্যক্তি বারংবার অন্যের কুকথা শুনেও ক্ষমাশীল  
হয়ে থাকেন, তাঁকে উত্তম বলা হয়। তাঁকে বলা হয় তিনি  
ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়জন।

সুযজ্ঞো ন যান্তি বৈরং পর হিতনিরতো বিনাশকালোহপি।

হেসেহপি চন্দনভরঃ সুরভীকরোতি মুখং কুঠারসা॥ ২১

অপরের হিতসাধনে ব্যাপৃত সাধু ব্যক্তি কারো দ্বারা  
তাঁর বিনাশকাল উপস্থিত হলেও তার সঙ্গে শত্রুতা করেন  
না। চন্দনবৃক্ষকে কুঠার দিয়ে কর্তন করলেও, বৃক্ষ সেই  
কুঠারের ধারকে সুগন্ধিত রাখে।

অহো নিষির্বে বলবান্ বাধতে বহুধা জনান্।

সর্বসজ্জনবিনোদোহপি বাধাতে কু দুরাশনান্॥ ২২

অহো! বিদ্যাভ্যাসভ্যাস্ত্র প্রবান। তিনি লোকেদের  
নানাভাবে কষ্ট দিয়ে থাকেন। তিনি সর্বপ্রকার  
আসক্তিবর্জিত, দুরাশা মানুষ তাঁকেও কষ্ট দিয়ে থাকে।

অহো নিষ্কারণং লোকে বাধস্তে দুর্জনা জনান্।

দীনরাঃ শিশুনা ব্যাধা লোকেহকারণনৈরিণঃ॥ ২৩

অহো! দুই বাচ্চ এই জগতে বড় জীবকে বিনা  
কারণে গীড়া দিয়ে থাকে। এই জগতে জেলেদেরা মাতেদের,  
নিদ্রুদেরা সজ্জন ব্যক্তিদের এবং ব্যাধ যুগাদের সঙ্গে  
অকারণেই কষ্ট করে থাকে।

অহো বলন্তী ময়া নোহমাতাশিলং জগৎ।

পুত্রমিত্রকল্যাজাদোঃ সর্বদুঃখেন শোভ্যতে॥ ২৪

অহো! ময়া অত্যন্ত প্রবল। এই ময়া সমস্ত জগৎকে  
মোহে আবদ্ধ করে এবং স্ত্রী-পুত্র-মিত্রাদির দ্বারা সকলকে  
সর্বপ্রকার দুঃখদ্বারা সংযুক্ত করে রাখে।

পরজন্যাপহারেণ কলত্রং পোষিতং চ যৎ।

অন্তে তৎ সর্বমুৎসজ্জা এক এব প্রযাতি বৈ॥ ২৫

মানুষ পরসন অপহরণ করে নিজ পত্নী ঔষাদির  
পালন-পোষণ করে, তাতে কী পার্থক্য হয়, কারণ  
শেষকালে এদের সবাইকে ভেঙে এমনকিই পরলোকের  
পথ ধরতে হয়।

মম মাতা মম পিতা মম ভার্গা মমাম্বজাঃ

মমেদমিতি জন্তুনাং মমতা শাধতে বৃথা॥ ২৬

‘আমার মাতা, আমার পিতা, আমার পত্নী, আমার  
পুত্র এবং আমার ঘর-সংসার’—এইরূপ মমতা প্রাণীদের  
বৃথাই কষ্ট প্রদান করে।

যাবদর্পযাতি দ্রব্যং তানদ্ ভবতি বান্ধবঃ।

অর্জিতং তু ধনং সর্বে ভুঞ্জন্তে বান্ধবঃ সদা॥ ২৭

দুঃখমেকতমো মূঢ়ঃপাপফলমশ্রুতে।

মানুষ যতক্ষণ অর্জন করা ধন খরচ করে, ততক্ষণ  
লোকে তার ভাট্টা-বন্ধু হয়ে বিরাজ করে এবং তার অর্জিত  
ধন সকলে ভোগ করতে থাকে; কিন্তু মূর্খ মানুষ তার কৃত  
পাপের ফলস্বরূপ দুঃখ একাকীই ভোগ করে।

ইতি ব্রহ্মাণং তম্ভিং নিম্শ্য জ্ঞাবিহ্বলঃ॥ ২৮

কলিকঃ প্রাপ্তলিঃ প্রাহ ক্ষমন্তেতি পুনঃ পুনঃ।

উত্তরমুনি যখন এই কথা বলছিলেন, তখন তাঁর  
সেই সকল কথা চিন্তা করে কলিক নামক ব্যাধ ভয়ে ব্যাকুল  
হয়ে হাতজোড় করে বাববার বদতে লাগল— ‘প্রভো!  
আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।’



তৎসংগস্য প্রভাবেন হরিসমিধিমাভতঃ ॥ ২৯  
গতপাপো লুক্ককচ্চ সানুতাপোহভবদ্ ধ্রুবম্।

সেই মহাত্মার সঙ্গ-প্রভাবে এবং ভগবৎ সান্নিধ্য প্রাপ্তি হওয়ায় লুক্ককের সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায় এবং তার মনে অবশ্যই অত্যন্ত অনুতাপ জন্মে।

ময়া কৃতানি পাপানি মহাশক্তি সুবহুনি চ ॥ ৩০  
তানি সর্বাণি নষ্টানি বিপ্রেক্ষ্য তব দর্শনাৎ।

সে বলে—বিপ্রবর! আমি জীবনে অনেক বড় বড় পাপ করেছি। কিন্তু সেসব আপনার দর্শন পেয়েই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

অহং বৈ পাপধীর্নিতাং মহাপাপং সমাচরম্ ॥ ৩১  
কথাং মে নিহৃতিকূয়াৎ কং যামি শরণং বিভো।

প্রভো! আমার বুদ্ধি সর্বদা পাপেই নিমগ্ন। আমি নিবস্তুর বড় বড় পাপাচরণই করতাম, তার থেকে আমার উদ্ধার কীভাবে হবে? আমি কার শরণ গ্রহণ করব?

পূর্বজন্মজীতৈঃ পাপৈর্লুক্ককত্বমবাপ্তবান্ ॥ ৩২  
অত্রাপি পাপজালানি কৃৎস্বা কাং গতিমাপ্রাপ্যাম্।

পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে আমি ব্যাধ হয়েছি, এখানে আমি পাপের জাল ছড়িয়েছি। এই পাপের জন্য আমি কী গতি প্রাপ্ত হব?

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য কলিকস্য মহাক্ষনঃ ॥ ৩৩  
উত্তমো নাম বিপ্রধিরিদং বাক্যমথারবীৎ।

মহামনা কলিকের এই কথা শুনে ব্রহ্মর্ষি উত্তম এই কথা বললেন—

উত্তম উবাচ

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ মতিশ্চে বিমলোজ্জ্বলা ॥ ৩৪  
বশ্মাৎ সংসারদুঃখানাং নাশোপায়মভীক্ষসি।

উত্তম বলেন—মহামতে ব্যাধ! তুমি ধন্য, ধন্য। তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্মল এবং উজ্জ্বল; কারণ তুমি সংসারের দুঃখ-নাশের উপায় জানতে চাও।

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য চ ॥ ৩৫  
নবাহ্না কিম শ্রোতব্যা ভক্তিভাবেন সাদরম্।

যস্য শ্রবণমাত্রেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৬  
চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে ভক্তিভাবে সমাদরপূর্বক

তোমার রামায়ণ-কথা নয়দিন ধরে সম্পূর্ণ শ্রবণ করা উচিত। তা শ্রবণ করলেই মানুষ সর্বপাপ থেকে মুক্তিলাভ করে।

তস্মিন্ কণেহসৌ কলিকো লুক্ককো বীতকল্মষঃ।

রামায়ণকথাং শ্রদ্ধা সদাঃ পঞ্চদশাগতঃ ॥ ৩৭

সেই সময় কলিক ব্যাধের সর্বপাপ নাশ হয়ে যায়। রামায়ণের কথা শুনে তখনই সে মুক্তপ্রাপ্ত হয়।

উত্তমঃ পতিতং বীক্ষ্য লুক্ককং তং দয়াপরঃ।

এতদ্ দৃষ্টা বিস্মিতস্ত অষ্টৌষধীং কমলাপতিম্ ॥ ৩৮  
ব্যাথকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে দয়ালু উত্তম অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তখন তিনি ভগবান কমলাপতি স্তব করলেন।

কথাং রামায়ণস্যাপি শ্রদ্ধা চ বীতকল্মষঃ।

দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেতদথারবীৎ ॥ ৩৯

রামায়ণের কথা শুনে নিষ্পাপ হওয়া ব্যাধ মনি বিমানে আরোহণ হওয়ার সময় উত্তম মুনিকে এই কথা বললেন—

বিমুক্তস্ত্বৎ প্রসাদেন মহাপতকসঙ্ঘটাত্ ॥

তস্মান্নতোহস্মি তে বিদ্বন্ যৎ কৃতং তৎ ক্ষমস্ব মে ॥ ৪০

বিদ্বন্! আপনার আশীর্বাদে আমি মহাপাতকে সংকট থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। তাই আপনার গ্রীষ্মে প্রণাম করি। আমি যা করেছি, আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সূত উবাচ

ইতুজ্জ্বা দেবকুসুমৈর্মুনিশ্রেষ্ঠবমাকিরৎ ॥

প্রদক্ষিণাত্ময়ং কৃৎস্বা নমস্কারং চকার হ ॥ ৪১

সূতদেব বলেন—এই কথা বলে কলিক মুনিশ্রেষ্ঠ উত্তমের ওপর দেবকুসুম বর্ষণ করে এবং তিনবার তাঁকে পরিক্রমা করে বারবার নমস্কার করে।

ততো বিমানমারুহ্য সর্বকামসমধিতম্।

অঙ্গরোগগণসংকীর্ণং প্রপেদে হরিমন্দিরম্ ॥ ৪২

তারপর অঙ্গরা-পরিবৃত সম্পূর্ণ মনোবাহিত ভোগপরিপূর্ণ বিমানে আরোহণ করে সে ভগবান শ্রীহরির পরমধামে গিয়ে পৌঁছায়।

তস্মাচ্ছৃণুয্যৎ বিপ্রেক্ষ্যঃ কথাং রামায়ণস্য চ।

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে শ্রোতব্যং চ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩

নবাহ্না কিম রামস্য রামায়ণকথামৃতম্।

সুতরাং বিপ্রগণ! আপনারা সকলে রামায়ণ-কথা শুনুন। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে যত্নসহকারে রামায়ণের অমৃতময় কথা নবাহ্ন-পরায়ণ অবশ্যই শোনা উচিত।

তস্মাদ্ভ্যুত্থু সর্বেষু হিতকৃদ্রিপূজকঃ ॥ ৪৪

দক্ষিতং মনসা যদ্যৎ তদাপ্যোতি ন সংশয়ঃ।

সেইজন্য রামায়ণ সকল ঋতুতেই হিতকারী। এর দ্বারা ভগবানের পূজাকরী ব্যক্তি মনে মনে যা চায়, নিঃসন্দেহে তা লাভ করে।

সনৎকুমার যৎ পুষ্টং তৎ সর্বং গদিতং ময়া। ৪৫

রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কিমন্যচ্ছোভুমিচ্ছসি॥ ৪৬

সনৎকুমার ! তুমি যে রামায়ণের মাহাত্ম্যের কথা জানতে চেয়েছিলে, তা আমি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করলাম। এখন আর কী শুনতে চাও ?

ইতি শ্রীহনুপু্রাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ মাহাত্ম্যো চৈত্রমাসফলানুকীর্তনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৥

শ্রীহনুপু্রাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে চৈত্র মাসে রামায়ণ শ্রবণের ফলের বর্ণনা নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

## পঞ্চম অধ্যায়

রামায়ণের নবাহুশ্রবণ বিধি, মহিমা এবং ফলের বর্ণনা

সূত উবাচ

রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং শ্রদ্ধা প্রীতো মুনীশ্বরঃ।

সনৎকুমারঃ পশ্চচ্চ নারদং মুনিসত্তমম্॥ ১

সূতদের বলেন — রামায়ণের এই মাহাত্ম্য শুনে মুনিশ্বর সনৎকুমার অভ্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদকে আবার জিজ্ঞাসা করেন

সনৎকুমার উবাচ

রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কথিতং বৈ মুনীশ্বর।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিধিং রামায়ণস্য চ॥ ২

সনৎকুমার বলেন—মুনিশ্বর ! আপনি রামায়ণের যে মাহাত্ম্য বলেছেন, এখন আমি তার বিধি শুনতে চাই।

এতচ্চাপি মহাভাগ মুনে তদ্ব্যর্থকোবিদ।

কৃশয়া পরয়াবিষ্টো যথাবদ্ বক্তুমহসি॥ ৩

মহাভাগ মুনে ! আপনি তদ্ব্যর্থ-জ্ঞানে কুশল ; অতএব অত্যন্ত কৃপা করে এই বিষয়টি যথার্থভাবে বলুন।

নারদ উবাচ

রামায়ণবিধিং চৈব শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।

সর্বলোকেষু বিখ্যাতং স্বর্গমোক্ষবিবৰ্ণনম্। ৪

শ্রীনারদ বলেন — মহর্ষিগণ ! তোমরা একাগ্রচিত্তে রামায়ণের এই বিধি শোনো— যা সকল লোকে বিখ্যাত।

এটি স্বর্গ এবং মোক্ষ—সম্পদ বৃদ্ধিকারী।

বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম।

রামায়ণকথাং কুর্বন্ ভক্তিতাবেন ভাবিতা। ৫

আমি রামায়ণ-কথা শ্রবণের বিধি জানাচ্ছি, তোমরা সকলে তা শোনো। রামায়ণ-কথার অনুষ্ঠানকারী বক্তা এবং শ্রোতার ভক্তিভাবে ভাবিত হয়ে সেই বিধি পালন করা উচিত।

যেন চীর্ণেন পাপানাং কোটিকোটিঃ প্রপশ্যতি।

চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ পঞ্চম্যামখবাহুর্জয়েৎ॥ ৬

সেই বিধি পালন করলে কোটি কোটি পাপ বিনাশ হয়। চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে কথা আরম্ভ করা উচিত।

সংকল্পং তু ততঃ কুর্যাদ্ স্বস্তিবাচনপূর্বকম্।

অহোভির্নবভিঃ প্রাভাং রামায়ণকথামৃতম্॥ ৭

প্রথমে স্বস্তিবাচন করে পরে এই সংকল্প করবে যে ‘আমি নয়দিন ধরে রামায়ণ-কথা শুনব’।

অদ্য প্রভৃত্যহং রাম শৃণোমি ত্বৎ কথামৃতম্।

প্রত্যহং পূর্ণতামেতু তব রাম প্রসাদতঃ॥ ৮

তারপর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে— ‘শ্রীরাম !

আজ থেকে প্রতিদিন আমি আপনার অমৃতময় কথা শুনব। আপনার কৃপাপ্রসাদে তা পূর্ণ হোক।’

প্রত্যহং দস্তশুঙ্কিং চ অপামার্গস্য শাখয়া।

কৃদ্ধা স্নায়ীত বিধিবদ্ রামভক্তিপরায়ণঃ॥ ৯

প্রতিদিন অপামার্গের শাখার দ্বারা দস্ত-শুঙ্কি করে

রামভক্তিতে তৎপর হয়ে বিধিপূর্বক শ্রবণ করবে।

জয়ং চ বহুভিঃ সার্কং শৃণুয়াৎ প্রযতেদ্রিয়ঃ।

স্নানং কৃৎযা যথাচারং দন্তধাবনপূর্বকম্ ॥ ১০

শুক্লাঘরধরঃ শুক্লো গৃহমাগত্য বাগ্যতঃ।

প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য স্মরেন্নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১১

ইন্দ্রিয় সংযমে রেখে ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে বসে কথা শুনবে। প্রথমে নিজ কুলাচার অনুযায়ী দন্তধাবন করে, স্নান করে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করে শুদ্ধভাবে ঘরে এসে মৌনভাবে দুই পা ধুয়ে আচমন করে ভগবান নারায়ণকে স্মরণ করবে।

নিত্যং দেবার্চনং কৃৎযা পশ্চাৎ সংকল্পপূর্বকম্।

রামায়ণপুস্তকং চ অর্চয়েদ্ ভক্তিতাবতঃ ॥ ১২

পরে প্রতাহ দেবপূজা করে সংকল্পপূর্বক ভক্তিতাবে রামায়ণ গ্রন্থের পূজা করবে।

আবাহনাসনাদৈশ্চ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রতী।

ওঁ নমো নারায়ণায়ৈতি পূজয়েদ্ ভক্তিতৎপরঃ ॥ ১৩

ব্রতী পুরুষ আবাহন, আসন, গন্ধ, পুষ্প ইত্যাদির দ্বারা ‘ওঁ নমো নারায়ণায়’ মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপরায়ণ হয়ে পূজা করবে।

একবারং দ্বিবারং বা ত্রিবারং বাপি শক্তিতঃ।

হোমং কুর্য্যৎ প্রযত্নেন সর্বপাপনিবৃত্তয়ে ॥ ১৪

সম্পূর্ণ পাপ নিবৃত্তির জন্য নিজ শক্তি অনুসারে এক, দুই বা তিনবার যত্নপূর্বক হোম করবে।

এবং যঃ প্রযতঃ কুর্যাদ্ রামায়ণবিধিঃ তথা।

স যাতি বিষুভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্গভম্ ॥ ১৫

যিনি এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমে রেখে রামায়ণবিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি ভগবান বিষ্ণুর ধামে গমন কবেন ; সেখান থেকে তিনি আর এই জগৎ-সংসারে ফিরে আসেন না।

রামায়ণব্রতধরো ধর্মকারী চ সন্তমঃ।

চণ্ডালঃ পতিতঃ বাপি বহ্ন্যামেনাপি নার্চয়েৎ ॥ ১৬

যিনি রামায়ণসম্বন্ধী ব্রতধারণকারী এবং ধর্মাত্মা, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ চণ্ডাল অথবা পতিত মানুষকে বস্ত্র ও অন্ন দ্বারাও সৎকার করবেন না।

নাস্তিকান্ ভিন্নমর্যাদান্ নিন্দকান্ পিশুন্যানপি।

রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেনাপি নার্চয়েৎ ॥ ১৭

যে নাস্তিক, ধর্মমর্যাদা ভঙ্গকারী, পরনিন্দক, রামায়ণ ব্রতধারী পুরুষ বাক্য দ্বারাও তাকে সম্মান করবেন না।

কুশাশিনঃ গায়কং চ তথা দেবলকাশনম্।

ভিষজঃ কাব্যকর্তারঃ দেবধিভিরোখিনম্ ॥ ১৮

পরামলোলুপং চৈব পরস্ত্রীনিবতং তথা।

রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেনাপি নার্চয়েৎ ॥ ১৯

যে পতির জীবিতকালেই পরপুরুষের সমাগমে মাত্র দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই জারজ পুত্রকে ‘কুণ্ড’ বলা হয়। এরূপ কুণ্ডের কাছে যে আহার করে, গান-বাজনা দ্বারা জীবন যাপন করে, দেবতাদের কাছে উৎসর্গিত কৃত উপভোগ করা মানুষের অন্ন খায়, বৈদ্য, লোকের মিথ্যা প্রশংসা করে কবিতা রচনাকারী, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের বিরোধকারী, পর অন্ন লোভী, পরস্ত্রী আসক্ত, —এরূপ মানুষদেরও রামায়ণব্রতী ব্যক্তি বাক্যের দ্বারাও সম্মান করবেন না।

ইত্যেবমাদিভিঃ শুক্লো বশী সর্বহিতে রতঃ।

রামায়ণপরো ভূত্বা পরাং সিদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ২০

এই সকল দোষ থেকে দূরে এবং শুদ্ধভাবে থেকে জিতেদ্রিয় এবং সবার হিতে তৎপর থেকে যিনি রামায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করবেন।

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।

নাস্তি বিষুঃসমো দেবো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্ ॥ ২১

গঙ্গার তুল্য তীর্থ, মাতার ন্যায় গুরু, ভগবান শ্রীবিষ্ণু সদৃশ দেবতা এবং রামায়ণ থেকে বড় কোনো উত্তম বস্তু নেই।

নাস্তি বেদসমং শাস্ত্রং নাস্তি শান্তিসমং সুখম্।

নাস্তি শান্তিপরং জ্যোতির্নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্ ॥ ২২

বেদের ন্যায় শাস্ত্র, শান্তির মতো সুখ, শান্তির থেকে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি এবং রামায়ণের থেকে উৎকৃষ্ট কোনো কাব্য নেই।

নাস্তি ক্রমাসমং সারং নাস্তি কীর্তিসমং ধনম্।

নাস্তি জ্ঞানসমো লাভো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্ ॥ ২৩

ক্রমার তুল্য বল, কীর্তি তুল্য ধন, জ্ঞানের সদৃশ লাভ এবং রামায়ণের থেকে উত্তম কোনো গ্রন্থ নেই।

তদন্তে বেদবিদুষে গাং মদ্যাচ্চ সদক্ষিণাম্।

রামায়ণং পুস্তকং চ বহ্ন্যালঙ্করণাদিকম্ ॥ ২৪

রামায়ণের কথা শেষ হলে বেদজ্ঞ বাচককে দক্ষিণা-সহ গাড়ী দান করবে। তাঁকে রামায়ণ পুস্তক এবং বহ্ন্যালঙ্কার দান করবে।

রামায়ণপুস্তকং যো বাচকায় প্রযচ্ছতি

স যাতি বিষুভবনং যজ্ঞ গম্বা ন শোচতি ॥ ২৫

যে বাচককে রামায়ণ পুস্তক দেয়, সে ভগবান বিষ্ণুর



ধামে গমন করে, সেখানে গেলে তাকে কখনও শোক করতে হয় না।

নবাহজফলং কর্তৃঃ শূণ্ণ ধর্মবিদাং বর।  
পঞ্চম্যাং তু সমরিত্তা রামায়ণকথামৃতম্॥ ২৬  
কথাপ্রবণমাদেশে সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সনৎকুমার নয়দিন ধরে রামায়ণের কথা শ্রবণ করলে যজ্ঞমান যে ফলপ্রাপ্ত করেন, তা শোনো! পঞ্চমী তিথিতে রামায়ণের অমৃতময় কথা আরম্ভ করে তা শুনলেই মানুষ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

যদি ইয়ং কৃতং তস্য পুণ্ডরীকফলং লভেৎ॥ ২৭  
ব্রতধারী তু শ্রবণং যঃ কুর্য্যৎ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।  
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য দ্বিগুণং ফলমশ্রুতে॥ ২৮  
চতুঃকৃৎ প্রকৃতং যেন কথিতং মুনিসত্তমাঃ।

স লভেৎ পরমং পুণ্যমগ্নিষ্টোমাস্তম্ভবম্॥ ২৯

দুবার যদি এই কথা শ্রবণ করা হয়, তাহলে শ্রোতা পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল লাভ করেন। যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ব্রতধারণ করে রামায়ণ কথা শোনেন, তিনি দুই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। মুনিবরগণ! যিনি চারবার এই কথা শোনেন, তিনি আট অগ্নিষ্টোমের পরম পুণ্যফলের ভাগী হন।

পঞ্চকৃৎ ব্রতমিদং কৃতং যেন মহাস্বনা।  
অতগ্নিষ্টোমজং পুণ্যং দ্বিগুণং প্রাপুয়ামসঃ॥ ৩০  
যে মহামনসী ব্যক্তি পাঁচবার রামায়ণব্রত-কথা শ্রবণ করেছেন, তিনি অতগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দ্বিগুণ পুণ্য-ফলের ভাগীদার হন।

এবং ব্রতং চ ষড়্ভারং কুর্যাদ্ যস্ত সমাহিতঃ।  
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ॥ ৩১

যিনি একাগ্রচিত্তে এইভাবে ছ'বার রামায়ণ-ব্রতকথা অনুষ্ঠান পূর্ণ করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের আটগুণ ফলের ভাগী হন।

নারী বা পুরুষঃ কুর্যাদষ্টকৃৎ মুনীশ্বরঃ।  
নরমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং পঞ্চগুণং লভেৎ॥ ৩২

মুনীশ্বরগণ! নারী হন বা পুরুষ, যিনি আটবার রামায়ণ কথা শোনেন, তিনি নরমেধ যজ্ঞের পাঁচগুণ ফল প্রাপ্ত হন।

নরো বাপ্যথ নারী বা নববারং সমাচরেৎ।  
গোমেধসবজং পুণ্যং স লভেৎ ত্রিগুণং নরঃ॥ ৩৩

যে নারী বা পুরুষ এই ব্রত নয়বার পালন করেন, তিনি তিন গোমেধ যজ্ঞের পুণ্যফল প্রাপ্ত হন।

রামায়ণং তু যঃ কুর্য্যচ্ছাস্ত্রায়া প্রযতেজ্জিয়ঃ।  
স যাতি পরমানন্দং যত্র গঙ্গা ন শোচতি॥ ৩৪

যে ব্যক্তি শাস্ত্রটিতে জিতেন্দ্রিয় হয়ে রামায়ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই পরমানন্দময় ধামে গমন করেন, যেখানে গেলে কখনও শোক করতে হয় না।

রামায়ণপরো নিত্যং গঙ্গাস্নানপরায়ণঃ।  
ধর্মমার্গপ্রবক্তারো মুক্তা এবং ন সংশয়ঃ॥ ৩৫

যিনি প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, গঙ্গাস্নান করেন ও ধর্মপথের উপদেশ দেন, তিনি যে সংসার-সাগর থেকে মুক্ত, তাতে কোনো সংশয় থাকে না।

যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং প্রবীরাণাং চ সত্তমাঃ।  
নবাহা কিল শ্রোতব্যা কথা রামায়ণস্য চ॥ ৩৬

মহাত্মাগণ! যতিগণ, ব্রহ্মচারীগণ এবং প্রবীর-গণদেরও রামায়ণের নবাহ-কথা শোনা উচিত।

শ্রদ্ধা নরো রামকথামতিদীপ্তোহতিভক্তিতঃ।  
ব্রহ্মণঃ পদমাসাদ্য তত্রৈব পরিমোদতে॥ ৩৭

রামকথাকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক শুনে মানুষ মহাতেজে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ব্রহ্মলোকে গিয়ে সেই আনন্দ অনুভব করেন।

তস্ম্যচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেজ্জা রামায়ণকথামৃতম্।  
শ্রোতৃণাং চ পরং শ্রাব্যং পবিত্রাপামনুত্তমম্॥ ৩৮

সেইজন্য বিপ্রেজ্জগণ! আপনারা রামায়ণের অমৃতময় কথা শুনুন। শ্রোতাদের জন্য এটি সর্বোত্তম শ্রবণীয় বস্তু এবং পবিত্রের মধ্যে পরম পবিত্র।

দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং শ্রোতব্যাং চ প্রযত্নতঃ।  
নরোহত্র শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শ্লোকং শ্লোকার্ধমেব চ॥ ৩৯

পঠতে মুচ্যতে সদ্যো ছপপাতককোটিভিঃ।  
সতামেব প্রয়োক্তব্যং শুধ্যদ্ভুততমং তু যৎ॥ ৪০

দুঃস্বপ্ন বিনাশকারী এই কথা ধন্য। এটি যত্নপূর্বক শ্রবণ করা উচিত। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এর একটি শ্লোক বা অর্ধেক শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎই কোটি কোটি উৎপাত থেকে মুক্তিলাভ করেন। এটি গুহ্য থেকেও গুহ্যতম বস্তু, এটি সংপুরুষদেরই শোনানো উচিত।

বাচয়েদ্ রামভবনে পুণ্যক্ষেত্রে চ সংসদি।  
ব্রহ্মবেশরতানাং চ দম্বাচাররতান্নাম্॥ ৪১

লোকবৎকবৃষ্টীনাং ন ক্রয়াদিদমুত্তমম্।

ভগবান শ্রীরামের মন্দিরে বা কোনো পুণ্যক্ষেত্রে, সৎপুরুষদের সভায় রামায়ণ-কথার প্রবচন করা উচিত। যে ব্যক্তি ব্রহ্মদ্রোহী, পাষাণপূর্ণ আচরণে তৎপর এবং লোকঠকানো বৃত্তিতে যুক্ত, তাকে এই পরম উত্তম কথা শোনানো উচিত নয়।

তত্ত্বকামাদিদোষাণাং রামভক্তিরত্নতন্ত্রনাম্ ॥ ৪২  
শুরুভক্তিরত্নতন্ত্রনাম্ চ বক্তব্যং মোক্ষসাধনম্।

যিনি কামাদি দোষ ত্যাগ করেছেন, যার মন রাম-ভক্তিতে অনুরক্ত থাকে এবং যিনি গুরুজনদের সেবায় তৎপর, তাঁর সামনে মোক্ষের সাধনভূত এই রামকথা আলোচনা করা উচিত।

সর্বদেবময়ো রামঃ স্মৃতাচার্জিপ্রশাসনঃ ॥ ৪৩  
সমস্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষাতি নান্যথা।

শ্রীরামকে সর্বদেবময় বলে মানা হয়। তিনি আর্তপ্রাণীর পীড়ানাশকারী এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তের ওপর সর্বদা মেহ রাখেন। তিনি ভক্তিতেই সন্তুষ্ট থাকেন, অন্য কোনো উপায়ে নয়।

অবশেনাপি যদ্যপি কীর্তিতে বা স্মৃতেহপি বা ॥ ৪৪  
বিমুক্তপাতকঃ সোহপি পরমঃ পদমশ্রুতে।

মানুষ বিবশ হয়েও তাঁর নামকীর্তন করলে বা স্মরণ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরমপদের ভাগী হয়। সংসারঘোরকাতারদাবাগ্নির্মধুসূদনঃ ॥ ৪৫

স্মর্তৃণাং সর্বপাপানি নাশয়ত্যন্ত সন্তমাঃ।

মহাত্মাগণ ! ভগবান মধুসূদন সংসাররূপী ভয়ংকর এবং দুর্গম বন ভ্রম করার জন্য দাবানলের সমান তিনি তাঁর স্মরণকারী মানুষের পাপ শীঘ্রই বিনাশ করে দেন।

তদর্ধকমিদং পুণ্যং কাব্যং শ্রাব্যমশ্রুতম্ ॥ ৪৬  
শ্রবণাৎ পঠনাদ্ বাপি সর্বপাপবিনাশকৃৎ।

এই পবিত্র কাব্যের এটিই হল প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব এই পরম উত্তম কাব্য সর্বদা শ্রবণযোগ্য। এর শ্রবণ অথবা পাঠ করলে সমস্ত পাপের বিনাশ হয়।

যস্য রামরসে প্রীতির্বর্ততে ভক্তিসংযুতা ॥ ৪৭  
স এব কৃতকৃত্যস্ত সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।

যার শ্রীরামরসে প্রীতি এবং ভক্তি থাকে, তিনি সমস্ত শাস্ত্রাদির অর্থজ্ঞানে নিপুণ ও কৃতকৃত্য।

তদর্জিতং তপঃ পুণ্যং তৎ সত্যং সফলং বিজ্ঞাঃ ॥ ৪৮  
যদর্ধশ্রবণে প্রীতিরন্যথা ন হি বর্ততে।

ব্রাহ্মণগণ ! তার উপার্জিত তপস্যা পবিত্র, সত্য এবং

সফল ; কারণ রামরসে প্রীতি না হলে রামায়ণের অর্থ-প্রবণে প্রেম হয় না।

রামায়ণশরা যে তু রামনামপরায়ণাঃ ॥ ৪৯  
ত এব কৃতকৃত্যস্ত ঘোরে কলিযুগে বিজ্ঞাঃ।

যে বিজ্ঞ এই ঘোর কলিকালে রামায়ণ ও শ্রীরামনামের সাহায্য নেন, তিনিই কৃতকৃত্য হন।

নবাহা কিল শ্রোতবাং রামায়ণকথামৃতম্ ॥ ৫০  
তে কৃতজ্ঞা মহাত্মানস্তেভ্যো নিতাং নমো নমঃ।

রামায়ণের এই অমৃতময় কথা নবাহ (নয়দিনে) শ্রবণ করা উচিত। যে মহাত্মা এরূপ করেন, তিনি কৃতজ্ঞ। তাঁকে প্রত্যহ আমার নমস্কার জানাই।

রামনামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্ ॥ ৫১  
কলৌ নাষ্টোব নাষ্টোব নাষ্টোব গতিরন্যথা।

শ্রীরামের নাম—কেবল শ্রীরাম নামই আমার জীবন। কলিযুগে আর কোনো উপায়ে জীবেরা সদ্গতি লাভ করে না।

সূত উবাচ

এবং সনৎকুমারস্ত নারদেন মহাত্মনা ॥ ৫২  
সম্যক্ প্রবোধিতঃ সদাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ হ

সূতদেব বললেন—মহাত্মা নারদের থেকে এইরূপ জ্ঞান ও উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীসনৎকুমার তৎক্ষণাৎ পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেজ্ঞা রামায়ণকথামৃতম্ ॥ ৫৩  
নবাহা কিল শ্রোতবাং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

সুতরাং বিপ্রবরগণ ! তোমরা সকলে রামায়ণের অমৃতময় কথা শোনো। নয়দিন ধরে রামায়ণ কথা শোনা উচিত। সেইরূপ করলে সর্বপাপ হতে মুক্তিলাভ হয়।

শ্রদ্ধা চৈতর্যহাকাব্যং বাচকং যন্ত পূজয়েৎ ॥ ৫৪  
তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ স্যাৎ প্রিয়া সহ বিজ্ঞোত্তমাঃ।

বিজ্ঞোত্তমগণ ! এই মহান কাব্য শ্রবণ করে যিনি বাচকের পূজা করেন, লক্ষ্মীসহ ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ওপর প্রসন্ন হন।

বাচকে প্রীতিমাপরে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ॥ ৫৫  
প্রীতা ভবন্তি বিপ্রেজ্ঞা নাত্র কার্যা বিচারণা।

বিপ্রেজ্ঞগণ ! বাচক প্রসন্ন হলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবও প্রসন্ন হন। এই বিষয়ে অন্য আর কিছু চিন্তা করা উচিত নয়।

রামায়ণবাচকায় গাবো বাসাংসি কাকনম্ ॥ ৫৬

রামায়ণপুস্তকং চ দহ্যাদ্ নিবৃত্তানুসারিতঃ।

রামায়ণের বাচককে নিজ সামর্থ্য অনুসারী গাভী,  
বপু, স্বর্ণ এবং রামায়ণ গ্রন্থ ইত্যাদি দেওয়া উচিত।

তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুস্বঃ সুসমাহিতাঃ॥ ৫৭  
ন বাধস্তে গ্রন্থস্য দৃতবেত্তালকাদয়ঃ।

তঁাদের সর্বপ্রয়োজ্য বর্জিত চরিতে ক্ষেপ্তে॥ ৫৮

সেই দানের পুণ্যফল জানাচ্ছি, একাত্তি টিতে শ্রবণ  
করুন। সেই দাতাকে প্রত্ন এবং দৃত-বেত্তাল ইত্যাদি কখনও  
বাধাপ্রদান করতে পারে না। শ্রীরামের চরিত্র শ্রবণ করলে  
শ্রোতার সম্পূর্ণ শ্রেয়ের বৃদ্ধি হয়।

ন চাগ্নিবীষতে তস্য ন চৌরাদিভ্যঃ তথা।

এতজ্ঞমার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব নিমুচ্যতে॥ ৫৯

সপ্তবংশসমেতস্ত দেহান্তে মোক্ষমাপ্রাপুয়াৎ।

তিনি অগ্নির থেকেও বাধাপ্রাপ্ত হন না এবং  
চোরাদির ভয়ও পান না। তিনি ইহজন্মে সর্বপাপ থেকে  
তখনই মুক্ত হয়ে যান। এই শরীরের অন্ত হলে তিনি সাত  
পুরুষের সঙ্গে মোক্ষের ভাগী হন।

ইভেতবঃ সমাখ্যাতং নারদেন প্রভাষিতম্॥ ৬০

সনৎকুমারমুনয়ে পৃচ্ছতে ভক্তিতঃ পুরা।

পূর্বকালে সনৎকুমার মূনির ভক্তিপূর্বক জিজ্ঞাসায়  
শ্রীনারদ তাঁকে যা বলেছিলেন, সেসব আপনাদের  
জানালাম।

রামায়ণমাদিকাব্যঃ সর্ববেদার্থসম্মতম্॥ ৬১

সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম্।

সমস্তপুণ্যফলদং সর্বযজ্ঞফলপ্রদম্॥ ৬২

রামায়ণ আদিকাব্য। এটি সম্পূর্ণ বেদার্থের সম্মতির  
অনুকূল। এর সাহায্যে সর্বপাপ নিবারণ হয়। এই পুণ্যময়  
কাব্য সমস্ত দুঃখের বিনাশক এবং সর্ব পুণ্য ও যজ্ঞের  
ফলদানকারী।

যে পঠিত্ব্যত্র বিবুধাঃ শ্লোকঃ শ্লোকাকর্ম্মেব চ।

ন তেমাং পাপবজ্রস্ত কদাচিদপি জায়তে॥ ৬৩

যে বিদ্বান ব্যক্তি এর এক বা অর্ধ শ্লোক পাঠ করেন,  
তিনি কখনও পাপ-বজ্রনে আবদ্ধ হন না।

রামার্পিতমিদং পুণ্যং কাব্যং তু সর্বকামদম্।

ভক্ত্যা শ্রবণি নিদস্তি তেমাং পুণ্যফলং শৃণু॥ ৬৪

শ্রীরামকে সমর্পিত এই পুণ্যকাব্য সমস্ত কামনা  
প্রদানকারী। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এটি শোনেন ও বোঝেন  
এবারে তাঁর পুণ্যফলের বর্ণনা শোনো।

শতজ্ঞমার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমোচিতাঃ।

সহস্রকুলসংযুক্তৈঃ প্রযান্তি পরমং পদম্॥ ৬৫

তাঁরা শত জন্মে অর্জিত পাপ হতে তৎক্ষণাৎ  
মুক্ত হয়ে তাঁর শত শত পূর্বপুরুষের সঙ্গে পরমপদ  
প্রাপ্ত হন।

কিং তীর্থৈর্গোপ্রদানৈবা কিং তপোভিঃ কিমক্ষরৈঃ।

অহন্যহনি রামস্য কীর্তনং পরিশ্রুতাম্॥ ৬৬

যিনি প্রতিদিন শ্রীরামের কীর্তন শ্রবণ করেন, তাঁর  
জন্য তীর্থসেবা, গোদান, তপস্যা এবং যজ্ঞাদির কী  
প্রয়োজন?

চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ রামায়ণকথামৃতম্।

নবৈরহোভিঃ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্॥ ৬৭

চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকে রামায়ণের অমৃতময় কথার  
নবাহ-পরায়ণ শ্রবণ করা উচিত।

রামপ্রসাদজনকং রামভক্তিবিবর্ধনম্।

সর্বপাপক্ষয়করং সর্বসম্পদবিবর্ধনম্॥ ৬৮

রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতা প্রাপ্তকারক, শ্রীরাম-  
ভক্তি বৃদ্ধিকারী, সর্বপাপ বিনাশক এবং সর্বসম্পদ  
বৃদ্ধিকারী হয়ে থাকে।

যন্তেতচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি পঠেদ্ বা সুসমাহিতাঃ।

সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৬৯

যিনি একাগ্রচিত্তে রামায়ণ শোনেন বা পড়েন, তিনি  
সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর লোকে গমন  
করেন।

ইতি শ্রীহৃন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদসনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে ফলানুকীর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥ ৫॥

শ্রীহৃন্দপুরাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ফলের বর্ণন

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥



॥ শ্রীশ্রীভারামচন্দ্রভাং নমঃ ॥

# শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ

বালকাণ্ড (আদিকাণ্ড)

প্রথম সর্গ (১)

মহর্ষি বাল্মীকির জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক সংক্ষেপে রামচরিত্র বর্ণন এবং শ্রবণের ফলকথন

ওঁ তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতঃ তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্।  
নারদঃ পরিপ্রচ্ছ বাল্মীকিমুনিগুপ্তবম্॥ ১  
তপস্যা ও (নিত্য) বেদাদি পাঠরত বিদ্বদ্বরেণা (শ্রেষ্ঠ  
বিদ্বান) মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে তপস্বী বাল্মীকি জিজ্ঞাসা  
করলেন—

কো হস্মিন্ সাম্প্রতংলোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।  
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাকো দূরতঃ॥ ২  
চরিত্রশ্চ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।  
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চেকপ্রিয়দর্শনঃ॥ ৩  
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দুতিমান্ কোহনসূয়কঃ।

কস্য বিভাতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥ ৪

‘মুনে ! বর্তমানে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মহাত্মা  
আছেন, যিনি সর্বগুণায়িত মহাবীর, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ,  
সত্যভাষী, দূতপ্রতিজ্ঞ, সচরিত্র, সকল প্রাণীর  
হিতসাধনকারী, বিদ্বান, কর্মদক্ষ, প্রিয়দর্শনও। সংযতাত্মা  
ক্রোধজয়ী, কান্তিমান, অদোষদর্শী এবং যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হলে  
(তাকে দেখে) দেবতারাও ভীত হন ?

এতদিত্যম্যাহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।

মহর্ষে ত্বং সমর্থোহসি জাতুমেবংবিধং নরম্॥ ৫

‘হে মহর্ষে ! (কেবল) আপনি-ই এরূপ পুরুষ  
সম্মুখে জানতে সমর্থ। তাঁর সম্মুখে আমার পরম কৌতূহল।  
(আপনার কাছ থেকে) আমি এইসকল কথা (তাঁর কথা)  
শুনতে ইচ্ছা করি।’

শ্রদ্ধা চৈতৎত্রিলোকজো বাল্মীকেনারদো বচঃ।

শ্রয়তামিতি চামগ্ধ্য প্রহট্টো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬

(মহর্ষি) বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করে ত্রিলোকজ  
(দেবর্ষি) নারদ তাঁকে সম্বোধন করে ‘শ্রবণ করুন’ বলে  
প্রসন্নচিত্তে (আনন্দিত হয়ে) বললেন—

বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ।

মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধা তৈর্যুক্তঃ শ্রয়তাং নরঃ॥ ৭

‘হে মুনিবর ! আপনি যে সকল দুর্লভ গুণের কথা  
বললেন, আমি বিচার করে (স্মরণ করে) সেই সকল  
গুণসমবিত ব্যক্তির কথা বলছি, (আপনি) শ্রবণ করুন।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।

নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী॥ ৮

‘ইক্ষ্বাকুবংশজাত, জনগণ যাকে ‘রাম’ নামে  
জানেন, (তিনি) সংযতাত্মা, মহাবলবান, কান্তিমান,  
ধৈর্যশীল এবং জিতেন্দ্রিয়।

বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাখী প্রীমাক্ষুক্রনিবর্হশঃ।

বিশুলাংসো মহাবাহুঃ কমুগ্ধীবো মহাহনুঃ॥ ৯

‘তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সুবুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ, বাখী,  
প্রীমান, শত্রুসংহারক, তাঁর স্বহৃদদেশ সুদৃঢ়, বাহুযুগল দীর্ঘ,  
শঙ্খের ন্যায় তাঁর গ্রীবাদেশ এবং গণ্ডস্থলের উর্দ্ধদিক  
সুপুষ্ট।

মহোরজো মহেশ্বাসো গুড়জক্ররিপদমঃ।

আজ্ঞানুবাছঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ॥ ১০

‘শ্রীরামচন্দ্রের বক্ষোদেশ বিশাল, বিশাল হনু তাঁর,  
তাঁর কণ্ঠস্থি মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত ; তিনি শত্রুদমনকারী,

আজানুলব্ধিত বাহুদয় তাঁর, সুন্দর মস্তক ও উন্নত লজ্জাট  
এবং তাঁর গমনাগমন মনোহর বিক্রমশালী।

সমঃ সমবিভক্তজাঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।

পীনবন্ধা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঙ্কুডলক্ষণঃ॥ ১১

‘শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ  
সুবিভক্ত, তাঁর গাত্রবর্ণ সুস্নিগ্ধ। তিনি তেজস্বী। তাঁর  
বন্ধঃস্থল বিশাল এবং নেত্রদ্বয় আয়ত। তিনি লক্ষ্মীবান ও  
শুভলক্ষণযুক্ত।

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্কট প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।

যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্॥ ১২

‘(শ্রীরামচন্দ্র) ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, প্রজ্ঞা-কল্যাণরতী,  
যশস্বী, জ্ঞানী, পবিত্র, জিতেপ্রিয় এবং যোগসমাধিমান  
পুরুষ।

প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিবৃদনঃ।

রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা॥ ১৩

‘(শ্রীরামচন্দ্র) প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় বিশ্বের পালক,  
সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন, শত্রুমর্দনকারী এবং সকল প্রাণীর ও  
ধর্মের সংরক্ষক।

রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।

বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ॥ ১৪

‘(তিনি) স্বধর্ম এবং স্বজনদের প্রতিপালক, বেদ ও  
বেদান্তগুলির গূঢ়রহস্যজ্ঞ এবং ধনুর্বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী।

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভাবান্।

সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ॥ ১৫

‘(তিনি) সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানী,  
প্রথম স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাবান, সর্বজনপ্রিয়, সাধু,  
উদার ও বিচক্ষণ।

সর্বদাভিগতঃ সন্তিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ।

আর্যঃ সর্বসমশ্চেব সৈদেব প্রিয়দর্শনঃ॥ ১৬

‘নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে মিলিত হয় তদ্রূপ সাধু-  
সম্ভজনগণ সর্বদা তাঁর শরণাগত হন। তিনি সদৃশগুণসম্পন্ন,  
সর্বদাই সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহারসম্পন্ন এবং  
প্রিয়দর্শন।

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ।

সমুদ্র ইব গান্ধীর্থে ধৈর্বেণ হিমবানিব॥ ১৭

‘তিনি সর্বগুণাহিত হয়ে মাতা কৌশল্যার  
আনন্দবর্ধনকারী। গান্ধীর্থে তিনি সমুদ্রের মতো এবং  
হিমালয়ের মতো ধৈর্যশীল।

বিষ্ণুনা সদৃশো বীরে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।

কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে কময়া পৃথিবীসমঃ॥ ১৮

ধনদেন সমজ্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ।

‘(শ্রীরামচন্দ্র) ভগবান বিষ্ণুর মতো বীরবান, চন্দ্রের  
মতো স্নিগ্ধদর্শন। ক্রুদ্ধ হলে তিনি প্রলয়ান্বিত মতো  
(ভয়ঙ্কর) আবার ধরিত্রী মাতার ন্যায় তিনি ক্ষমশীল।  
মহান ত্যাগী হলেও তাঁর ধন কুবেরের মতো অক্ষয় এবং  
সত্যপালনে তিনি দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায়।

তমৈবং গুণসম্পন্নঃ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ১৯

জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তঃ প্রিয়ঃ দশরথঃ সূতম্।

প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তঃ প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যাম্॥ ২০

যৌবরাজ্যেন সংযোজ্যমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ।

‘রাজা দশরথ প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনায় এইরূপ  
সর্বগুণসম্পন্ন, সত্যসঙ্ক, প্রজাদের কল্যাণকামী জ্যেষ্ঠপুত্র  
প্রিয় রামচন্দ্রকে প্রীতচিত্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে  
ইচ্ছা করলেন।

তস্য্যভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা অর্ষাথ কৈকেয়ী॥ ২১

পূর্বং দত্তবরা দেবী বরমেনমযাচত।

বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্য্যভিষেকনম্॥ ২২

‘তখন রামচন্দ্রের রাজ্য্যভিষেকের স্রব্যাদি দেখে,  
(রাজা দশরথের) স্ত্রী দেবী কৈকেয়ী দশরথ কর্তৃক  
পূর্বপ্রতিশ্রুত (দুটি) বর প্রার্থনা করলেন—রামের নির্বাসন  
(বনবাস) এবং ভরতের রাজ্য্যভিষেক।

স সত্যবচনাদ্ রাজা ধর্মপাশেন সংবতঃ।

বিবাসয়ামাস সূতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্॥ ২৩

‘রাজা দশরথ সত্যবাক্যের কারণে ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ  
হয়ে প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে নির্বাসনে পাঠালেন।

স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।

পিতৃবচননির্দেশাৎ কৈকেয়্যাঃ প্রিয়কারণাৎ॥ ২৪

‘বীর (রামচন্দ্র) পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার কারণে তাঁর  
নির্দেশে কৈকেয়ীর প্রীতিসাধনের জন্য বনে গেলেন  
তং ব্রজন্তং প্রিয়ো ভ্রাতা লক্ষ্মণোহনুজগাম হ।

স্নেহাদ্ বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥ ২৫

ভ্রাতরং দয়িতো ভ্রাতৃঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শনন্।

‘(মাতা) সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী, ভ্রাতার প্রতি  
অনুবক্ত, বিনয়ী প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেম প্রদর্শন করে  
প্রীতিবশতঃ বনে গমনকারী ভ্রাতার (রামচন্দ্রের) অনুদর্শন  
করলেন।

রামস্য দয়িতা ভাৰ্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা ॥ ২৬  
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা।

সর্বলক্ষণসম্পন্নান্য নারীশামুদ্ভবায় বধূঃ ॥ ২৭  
সীতাপানুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা।

শৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ ॥ ২৮

‘রাজ্য জনকের বংশজাতা, যেন দেবতাদের মায়ায় নির্মিতা সর্ব সুলক্ষণযুক্ত এবং নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য কল্যাণকারিণী প্রাণসমা প্রিয়া ভাৰ্যা বধু সীতাও, রোহিণী যেমন চন্দ্রকে অনুগমন করে সেইরকমভাবে রামচন্দ্রের অনুগমন করেছিলেন। পিতা দশরথ এবং পুরবাসী জনগণও তাঁকে বহুদূর পর্যন্ত অনুগমন করেছিলেন।

শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে বাসজয়ৎ।  
গুহ্যাসাদ্য ধর্মাস্তা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্ ॥ ২৯

‘শৃঙ্গবেরপুরে (আধুনিক চুনাবে) গঙ্গা তীরে নিষাদরাজ গুহের সঙ্গে মিলিত হয়ে (শ্রীরামচন্দ্র) প্রিয় সারথি (সুমন্ত্রকে) অযোধ্যার উদ্দেশ্যে বিদায় দিলেন।

গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া  
তে বনেন বনং গঙ্গা নদীতীর্থা বহুদকাঃ ॥ ৩০  
চিত্রকূটমুপ্রাপ্য ভরথাজস্য শাসনাৎ।

রম্যাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ ॥ ৩১  
দেবগন্ধর্বসম্ভাশান্ত্র্য তে নাবসন্ সুখম্।

‘গুহ, লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রামচন্দ্র অরণ্যের পর অরণ্য এবং সলিলসমৃদ্ধ অনেক নদী উত্তীর্ণ হয়ে চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে (গুহকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়ে) তাঁরা তিনজন (রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা) ভরথাজ মূনির অনুমতিক্রমে রমণীয় কুটির নির্মাণ করে দেবতা ও গন্ধর্বদের মতো সুখে বাস করতে লাগলেন। চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরজ্ঞদা ॥ ৩২  
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্ সুতম্।

‘রামচন্দ্র চিত্রকূটে চলে গেলে পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথ পুত্রের জন্য বিলাপ করতে করতে (এবং তাঁর নাম করতে করতে) স্বর্গে গমন করলেন।

গতে তু তন্মিন্ ভরতো বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্বিজৈঃ ॥ ৩৩  
নিযুজ্যমানো রাজ্যায় নৈচ্ছদ্ রাজ্যং মহাবলঃ।

স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ ॥ ৩৪

‘রাজা দশরথ স্বর্গে চলে গেলে বসিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ ভরতকে রাজ্যপালনের জন্য নিযুক্ত করতে

চাইলে মহাবলশালী ভরত রাজত্ব করতে চাইলেন না। তিনি পূজাপাদ রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করবার জন্য বনে গেলেন।

গঙ্গা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।  
অযাচদ্ ভ্রাতরং রামমার্যভাবপূরঙ্কতঃ ॥ ৩৫  
ত্বমেব রাজা ধর্মজ ইতি রামং বচোহব্রবীৎ।

‘সন্তান্যাপরায়ণ ভরত (বনে) গিয়ে সত্যসন্ধ মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, “আপনি ধর্মজ, (তাই) আপনি-ই রাজা।”

রামোহপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাশয়াঃ ॥ ৩৬  
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্ রাজ্যং রামো মহাবলঃ।

পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭  
নির্বতয়ামাস ভতো ভরতং ভরতগ্রজঃ।

‘পরম উদার প্রসন্নবদন মহাশয়শ্রী ও মহাবলশালী রামচন্দ্র পিতার আদেশ পালনের জন্য রাজগ্রহণ করলেন না। ভরতগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র বারবার (রাজগ্রহণের জন্য অনুকম্পা হয়ে) নিজের পাদুকা দুটি রাজ্যের জন্য (চিহ্নস্বরূপ) অর্পণ করে পরে ভরতকে নিবৃত্ত করলেন।

স কামমনবাট্যাব রামপাদবুগম্পৃশন্ ॥ ৩৮  
নন্দিত্র্যামেহকরোদ্ রাজ্যং রামাগমনকাক্ষয়া।

‘ভরত স্বীয় কামনা অপূর্ণ রেখেই শ্রীরামের পদদ্বয় স্পর্শ করলেন এবং (সেখান থেকে প্রতিগমন করে) রামের প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষায় নন্দিত্র্যামে (সাময়িকভাবে) রাজত্ব করতে লাগলেন।

গতে তু ভরতে শ্রীমান্ সত্যসঙ্কো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৯  
রামস্ত পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ।

তত্রাগমনমেকাত্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশ হ ॥ ৪০

‘ভরত চলে গেলে কীর্তিমান সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র সেই চিত্রকূটে অযোধ্যার জনগণের পুনরাগমন লক্ষ্য করে (আশঙ্কা করে) বনবাসকে একাগ্রমনে গ্রহণ করে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রবিশ্যা তু মহারণ্য রামো রাজীবলোচনঃ।

বিরোধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ ॥ ৪১  
সুতীক্ষ্ণং চাপ্যগস্ত্যং চ অগস্ত্যাত্তরং তথা।

‘রাজীবলোচন রামচন্দ্র মহারণ্যে প্রবেশ করে বিরোধ নামক রাক্ষসকে হত্যা করলেন এবং পরে ঋষি শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য এবং অগস্ত্যের ভ্রাতাকে দেখলেন (অর্থাৎ এই সকল ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হলেন)।

অগস্ত্যাবচনাট্যেব জগ্ৰাহৈচ্ছং শরাসনম্ ॥ ৪২



খড়্গঃ চ পরমপ্রীতহৃণী চাক্ষয়সায়কৌ।

‘(রামচন্দ্র) মহামুনি অগস্ত্যের নির্দেশে পরমপ্রীত হয়ে ইন্দ্রপ্রদত্ত ধনুঃ, খড়্গ, অক্ষয় দুটি বাণ এবং তুণ গ্রহণ করলেন।

বসন্তস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ॥ ৪৩

ঋষিরোহিত্যগমন্ সর্বৈ বধ্যাসুররক্ষসাম্।

স তেষাং প্রতিশ্রুত্বা রাক্ষসানাং তদা বনে॥ ৪৪

‘(রামচন্দ্র) সেই বনে বনবাসী জনগণের সঙ্গে বাস করতে থাকলে রামচন্দ্রের কাছে ঋষিরা সকলে এসে অসুর ও রাক্ষসদের বধের জন্য অনুবোধ জানালে তিনি তাঁদের (ঋষিদের) কাছে রাক্ষসদের বধের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

প্রতিজ্ঞাতচ রামেণ বধঃ সংঘতি রক্ষসাম্।

ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যাবাসিনাম্॥ ৪৫

‘দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ঋষিদের নিকট রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি যুদ্ধে রাক্ষসদের বধ করবেন।

ভেন তত্রৈব বসতা জনহাননিবাসিনী।

বিরূপিতা শূর্ণপখা রাক্ষসী কামরূপিণী॥ ৪৬

‘সেখানেই (সেই দণ্ডকারণ্যে) বসবাস করার সময় রামচন্দ্র ইচ্ছানুসারে নানা রূপধারিণী লোকালয়বাসিনী রাক্ষসী শূর্ণপখার (লক্ষ্মণের দ্বারা নাসাকর্ণ ছেদন করে) রূপ বিকৃত করে দিলেন।

ততঃ শূর্ণপখাবাক্যাদ্ উদ্যুজ্ঞান্ সর্বরাক্ষসান্।

খরঃ ত্রিশিরসং চৈব দুষণং চৈব রাক্ষসম্॥ ৪৭

নিজঘান রথে রামস্তেষাং চৈব পদানুগান্।

বনে তস্মিন্ নিবসতা জনহাননিবাসিনাম্॥ ৪৮

রক্ষসাঃ নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দশ।

‘অতঃপর শূর্ণপখার কথায় উদ্বেজিত হয়ে আক্রমণকারী রাক্ষস খর, ত্রিশিরা, দুষণ এবং তাদের অনুগামী অন্য সকল রাক্ষসকে রামচন্দ্র যুদ্ধে হত্যা করলেন; এইভাবে সেই বনের জনহানবাসী চৌদ্দ হাজার রাক্ষস নিহত হয়েছিল।

ততো জ্ঞাতিবধঃ শত্রু রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্চিতঃ॥ ৪৯

সহায়ঃ বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্।

‘অতঃপর রাবণ আত্মীয়দের হত্যার কথা শুনে ক্রোধে মূর্চ্চিত হয়ে (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে) মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্য প্রার্থনা করল।

বার্ভমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ॥ ৫০

ন বিরোধো বলবতা কসো রাবণ তেন তে।

অনাদৃতা তু তথাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ॥ ৫১

জগাম সহমারীচস্তস্যাপ্রমদং তদা।

‘‘হে রাবণ! সেই বলবান রামের সঙ্গে আপনার বিরোধ করা উচিত হবে না,’’ এই কথা বলে মারীচ রাবণকে বহুভাবে নিষেধ করলেও (যেন) মৃত্যুর দ্বারা প্রেরিত হয়েই রাবণ মারীচের নিষেধ অমান্য করেই মারীচের সঙ্গে তাঁর (রামচন্দ্রের) আশ্রমে গেলেন।

ভেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাস্বজৌ॥ ৫২

জহার ভাৰ্য্যং রামস্য গৃধ্রং হস্তা জটায়ুধম্।

‘রাবণ মায়াবী মারীচের সহায়তায় রাজকুমার দুজন রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করল এবং (এই অপকর্মের বাধা সৃষ্টিকারী) গৃধ্র জটায়ুকে হত্যা করল।

গৃধ্রং নিহতং দৃষ্ট্বা হতাং শত্রু চ মৈথিলীম্॥ ৫৩

রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকূলেদ্রিয়ঃ।

‘রামচন্দ্র জটায়ুকে আহত (এবং পরে মৃত) দেখে (এবং তারই মুখ থেকে) সীতার অপহরণের কথা শুনে ব্যাকুলেদ্রিয় ও শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দৃষ্ট্বা জটায়ুধম্॥ ৫৪

মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দর্শ হ।

কবন্ধং নামরূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্॥ ৫৫

তং নিহতা মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতচ্চ সঃ।

স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীম্॥ ৫৬

শ্রমণাং ধর্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘব।

‘অতঃপর শোকাকুল রামচন্দ্র জটায়ুর দাহকার্য সম্পন্ন করে বনে বনে সীতার অন্বেষণ করতে করতে কবন্ধ নামে এক বিকৃতরূপী রাক্ষসকে দেখে তাকে হত্যা করে দাহ করলেন, এবং সেই কবন্ধ তখন স্বর্গে গমন করল। স্বর্গে গমনকালে সে রামচন্দ্রকে বলেছিল, ‘‘হে রাঘব! আপনি ধর্মশীলা তপস্চারিণী সন্ন্যাসিনী শবরীর আশ্রমে গমন করুন।’’

সোহভাগচ্ছন্নহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ॥ ৫৭

শবর্যা পূজিতঃ সমাগ্ রামো দশরথাস্বজঃ।

‘মহাতেজস্বী শত্রুহস্তা দশরথ তনয় রামচন্দ্র শবরীর আশ্রমে গেলেন এবং শবরী তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা ও পূজা করলেন।

সম্প্রাপ্তীয়ে হনুমতা সলতো বানরেল হ॥ ৫৮  
হনুমচরনাচৈব সুগ্রীবোণ সমাগতঃ।

‘অতঃপর রামচন্দ্র পম্পা নামক সরোবরের তীরে  
হনুমান নামক বানরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং হনুমানের  
কথানুসারেই সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হলেন।

সুগ্রীবায় চ তৎসর্বং শংসন্নামো মহাবলঃ॥ ৫৯  
আদিত্যং যথাকৃতং সীতায়াক বিশেষতঃ।

‘মহাবলবান রামচন্দ্র সুগ্রীবের কাছে প্রথম থেকে  
সমস্ত ঘটনা বিশেষতঃ সীতার কৃতান্ত সবকিছু বর্ণনা  
করলেন।

সুগ্রীবশ্চাপি তৎসর্বং শ্রদ্ধা রামসা বানরঃ॥ ৬০  
চকার সখাং রামেণ প্রীতশ্চৈবায়িসাক্ষিকম্।

‘বানররাজ সুগ্রীবও রামচন্দ্রের সকল কৃতান্ত শ্রবণ  
করে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তাঁর (রামচন্দ্রের) সঙ্গে বন্ধুত্ব  
স্থাপন করলেন।

ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি॥ ৬১  
রামায়াবেদিতং সর্বং প্রণয়াদ্ দুঃখিতেন চ।

‘তখন বানররাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের প্রতি প্রীতিবশত  
(বালীর সঙ্গে নিজের) শত্রুতার সকল বিষয় দুঃখিতচিত্তে  
তাঁর (রামচন্দ্রের) নিকট নিবেদন করলেন।

প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধঃ প্রতি॥ ৬২  
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ।

সুগ্রীবঃ শক্তিতশ্চাসীন্নিত্যং বীর্যেণ রাঘবে। ৬৩

‘তখন রামচন্দ্র বালীকে হত্যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা  
করলেন। বানররাজ সুগ্রীব তখন বালীর বীর্যবত্তার কথা  
(রামকে) জানালেন, কারণ সুগ্রীব রাঘব রামচন্দ্রের  
বীর্যের বিষয়ে খুবই শক্তিত ছিলেন।

রাঘবপ্রত্যয়ার্থং তু দুন্দুভে কামমুত্তমম্।  
দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্বতসন্নিভম্॥ ৬৪

‘(বালীর বীরত্ব সম্প্রদো) রামচন্দ্রের বিশ্বাস  
উৎপাদনের জন্য সুগ্রীব (বালী কর্তৃক নিহত) দুন্দুভি নামক  
দৈত্যের মহান পর্বততুল্য বিশাল দেহটি দেখালেন।

উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষা চাহি মহাবলঃ।  
শাদুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনম্॥ ৬৫

‘দীর্ঘবাহু মহাবলশালী রামচন্দ্র (দুন্দুভি দৈত্যের)  
অস্থির দৈর্ঘ্যে উপহাসের হাসি হেসে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ  
(বুড়ো আঙুল) দিয়ে (ঠেলে) সেগুলি দশযোজন দূরে  
নিক্ষেপ করলেন।

নিভেদ চ পুনরালাপ সপ্তৈকেন মহেশুনা।

গিরিং রসাতলং চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা॥ ৬৬

‘পুনরায় সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন করে একটিমাত্র  
বাণ দ্বারা সাতটি তালবৃক্ষ, একটি পর্বত এবং রসাতলকে  
ভেদ করলেন।

ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশৃঙ্খলঃ স মহাকপিঃ।

কিন্দিধ্যাঃ রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা॥ ৬৭

‘তখন (শ্রীরামচন্দ্রের) সেই কর্ম দর্শন করে  
বানররাজ (সুগ্রীব, রামচন্দ্রের প্রতি) বিশৃঙ্খল ও প্রসন্ন  
হয়েছিলেন। অতঃপর রামচন্দ্রের সঙ্গে তিনি কিন্দিধ্যাব  
নিকটবর্তী গুহার নিকট গমন করলেন।

ততোহগর্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।

ভেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশুরঃ॥ ৬৮

অনুমান্য তদা ভায়াং সুগ্রীবোণ সমাগতঃ।

নিজ্ঞধান চ ভট্টেনঃ শরৈশ্চৈকেন রাঘবঃ॥ ৬৯

‘সেখানে (গুহার নিকটে) এসে সূর্যের ন্যায় পিঙ্গল  
বর্ণ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব গর্জন করতে লাগলেন। সেই ভীষণ  
শব্দে বানবরাজ বালী (স্বীয় পত্নী) তারাকে আশ্রয় করে  
(গুহা থেকে) নির্গত হয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত  
হলেন। তখন রাঘব রামচন্দ্র একটিমাত্র বাণের দ্বারা তাঁকে  
(বালীকে) হত্যা করলেন।

ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ হত্বা বালিনমাহবে।

সুগ্রীবমেব তদ্ রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥ ৭০

‘অতঃপর রামচন্দ্র সুগ্রীবের কথানুসারে যুদ্ধে  
বালীকে হত্যা করে সুগ্রীবকেই সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত  
করলেন।

স চ সর্বান সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ।

দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদুর্জর্জনকান্ধজাম্॥ ৭১

‘তখন বানররাজ সুগ্রীব বানরগণকে একত্র করে  
সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে প্রেরণ করলেন।

ততো গৃহস্য বচনাৎ সম্পাতেহনুমান বলী।

শতযোজনবিশীর্ণং পুণ্ড্রবে লবণার্ণবম্॥ ৭২

‘অতঃপর (জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সম্পাতি নামক  
গৃহের নির্দেশে বলবান হনুমান শতযোজন বিস্তৃত  
লবণসমুদ্র অতিক্রম করলেন।

তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্।

দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাং গতাম্॥ ৭৩

‘সেখানে রাবণের দ্বারা সুসজ্জিত লঙ্কাপুরীতে

উল্লিখিত হয়ে অশোকবনে (রামচন্দ্রের) ধ্যানে নিরতা  
সীতাদেবীকে দেখতে পেলেন।

নিবেদয়িত্ত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃতিং বিনিবেদ্য চ।

সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দয়ামাস তোরণম্॥ ৭৪

‘(হনুমান) বৈদেহীর নিকট নিজেই আগমনের  
কারণ। রামের সংবাদ নিবেদন করে এবং রামচন্দ্রের  
স্মারকচিহ্নরূপ অঙ্গুরীয় দেখিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত  
করলেন, পরে (লঙ্কা নগরীর) প্রবেশদ্বারটি বিধ্বস্ত  
করলেন।

পঞ্চ সেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্ত মন্ত্রিসুতানপি  
শূরমক্ষ্য নিষ্টিপ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ॥ ৭৫

‘(পরে হনুমান) পাঁচজন সেনাপতিকে ও সাতজন  
মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করে এবং বীর অক্ষ নামক রাক্ষসকে  
নিষ্টিপষ্ট করে (পিষে ফেলে) নিজে স্বেচ্ছায় বন্ধন গ্রহণ  
করলেন।

অস্ত্রেণোন্মুক্তমাস্ত্রানং জ্ঞাত্বা পৈতামহাদ্ বরাৎ।

মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিণ্ডান্ যদৃচ্ছয়া॥ ৭৬

‘পিতামহ ব্রহ্মার বরে নিজেকে সকল অস্ত্রের বন্ধন  
থেকে মুক্ত জেনেও বীর (হনুমান) সেই বন্ধনকারী  
রাক্ষসদের প্রতি স্বেচ্ছায় সহনশীল হলেন (তাদের ক্ষমা  
করলেন)।

ততো দক্ষা পুরীং লঙ্কামুতে সীতাঞ্চ মৈথিলীম্।

রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্নহাকপিঃ॥ ৭৭

‘অতঃপর মহাকপি হনুমান মৈথিলী সীতা ব্যতীত  
(সীতার বন্দীশালা বাদে) সমস্ত লঙ্কাপুরী দক্ষ করে  
রামচন্দ্রকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পুনরায় (কিষ্কিন্ধ্যায়)  
প্রত্যাবর্তন করলেন।

সোহভিগম্য মহাস্ত্রানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্।

ন্যবেদয়দমেয়াস্ত্বা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ॥ ৭৮

‘অপরিমিত বুদ্ধিশালী হনুমান মহাত্মা রামের কাছে  
গিয়ে এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করে নিবেদন করলেন, “সীতা  
সত্য সত্যই দৃষ্টা হয়েছেন” (আমি সত্যসত্যই সীতাকে  
দেখেছি)।

ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ।

সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসমিভৈঃ॥ ৭৯

‘অতঃপর রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে মহাসাগরের  
তীরে গিয়ে সূর্যের ন্যায় প্রখর বাণ দ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ  
করলেন।

দর্শয়ামাস চান্মানং সমুদ্রং সরিতাং পতিঃ।

সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ। ৮০

‘সরিতপতি সমুদ্র দেখা দিলেন। সমুদ্রের কথানুসারে  
(রামচন্দ্র) নলের দ্বারা (ভারত থেকে লঙ্কা পর্যন্ত সমুদ্রের  
উপর) সেতু নির্মাণ করালেন।

তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাছবে।

রামঃ সীতামনুগ্রাণ্য পরাং ত্রীতামুপাগমৎ॥ ৮১

‘সেই সেতুর সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে গিয়ে  
যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে সীতাকে ফিরে পেলেন এবং  
পরে অত্যন্ত লজ্জা পেলেন।

তামুবাচ ততো রামঃ পরমং জনসংসদি।

অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী॥ ৮২

‘রামচন্দ্র জনসমক্ষে সীতার প্রতি কঠোর বাক্য  
বললেন। সেই মিথ্যা কঠোর বাক্য সহ্য করতে না পেরে  
সতী সাধবী সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

ততোহগ্নিবচনাং সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্যাণম্।

কর্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৮৩

সদেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাস্বনঃ।

বজ্রৌ রামঃ সম্প্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদেবতৈঃ। ৮৪

‘অতঃপর রামচন্দ্র অগ্নিদেবের কথায় সীতাদেবীকে  
অপাপবিদ্ধা ও কলঙ্কহীনা জেনে, গুরুজনদের আজ্ঞার  
তাঁকে (সীতাকে) গ্রহণ করলেন।

‘মহাত্মা রাঘবের (শ্রীরামচন্দ্রের) এই মহৎ কর্মের  
জন্য স-চরাচর ত্রিলোকবাসী ও দেবর্ষিগণসহ সকলে সন্তুষ্ট  
হলেন। তখন দেবতাদের দ্বারা পূজিত রামচন্দ্র প্রস্ট  
হলেন।

অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্নং বিভীষণম্।

কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্ঞরঃ প্রমুখোদ হ॥ ৮৫

‘তখন রামচন্দ্র লঙ্কার (রাজসিংহাসনে) রাক্ষসপ্রোঁ  
বিভীষণকে অভিষিক্ত করে কৃতার্থ ও চিন্তাশূন্য হয়ে সান্ত্বিত  
প্রস্ট হলেন।

দেবতাজ্যো বরং প্রাপ্য সমুখাপ্য চ বানরান্।

অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেন সুহৃদবৃতঃ॥ ৮৬

‘শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদের নিকট বর লাভ করে এবং  
বানরদের সঞ্জীবিত করে বন্ধুবর্গ পরিবৃত হয়ে পুষ্পকরথে  
চড়ে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করলেন।

ভরতাজ্ঞাপ্রমং গত্বারামঃ সত্যপরাক্রমঃ।

ভরতস্যাস্তিকে রামো হনুমন্তং বাসর্জয়ৎ॥ ৮৭



‘ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সত্যসঙ্গ,  
পরাক্রমশালী শ্রীরামচন্দ্র সকলকে বিশ্রাম দান করে (ভাই)  
ভরতের নিকট হনুমানকে প্রেরণ করলেন।

পুনরাখ্যায়িকায় অয়ন সূগ্ৰীবসহিতত্বদা।  
পুষ্পকং তৎ সমাক্রম্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা ॥ ৮৮

‘অতঃপর সূগ্ৰীবের সঙ্গে অতীতের ঘটনাবলী  
আলোচনা করতে করতে সেই পুষ্পকয়ানেই আরোহণ  
করে নন্দিগ্রামে গমন করলেন।

নন্দিগ্রামে জটাং হিঙ্গা জাতুজিঃ সহিতোহনঘঃ।  
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাণুবান্ ॥ ৮৯

‘নিষ্পাপ শ্রীরামচন্দ্র নন্দিগ্রামে জ্ঞাতাদের সঙ্গে  
মিলিত হয়ে জটাবার ত্যাগ করে সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে  
পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তম্ভৈঃ পুটৈঃ সুধার্মিকঃ।  
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষ-ভয়বর্জিতঃ ॥ ৯০

ন পুত্রমরণং কেচিদ্ ব্রহ্মজি পুরুষাঃ কচিৎ।  
নার্হস্যবিধবা নিতাঃ ভবিষ্যন্তি পত্নিত্বতাঃ ॥ ৯১

ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিদ্ভাষ্য মজ্জন্তি জন্তবঃ।  
ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিদ্ভাষ্যি জ্বরকৃতং তথা ॥ ৯২

ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন ভয়তঃ ভয়ং তথা।  
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্যযুতানি চ ॥ ৯৩

নিতাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বৈ যথা কৃতযুগে তথা।

‘রামরাজ্যে জনগণ প্রসন্ন, সুখী, সমৃদ্ধ, হৃষ্টপুট,  
ধার্মিক এবং ব্যধিমুক্ত হবে ; দুর্ভিক্ষের ভয় তাদের  
থাকবে না।

‘কোনও পুরুষ কখনও পুত্রের মৃত্যু দর্শন করবেন  
না ; নারীগণ হবেন অবিধবা ও পতিপরায়ণ।

‘কোনও প্রাণীরই অগ্নি ভয়, জলে ডুবে যাওয়ার ভয়  
বা বজ্রের (প্রবল ঝড়ের) ভয় থাকবে না, এমনকি স্বরের  
ভয়ও থাকবে না।

‘সেই রামরাজ্যে ক্ষুধার ভয় এবং চোরের ভয়  
থাকবে না। নগর এবং রাষ্ট্রগুলি ধনধান্যে সমৃদ্ধ থাকবে।

‘যেমন সত্যযুগে তদ্রূপ এই (ত্রৈতাযুগেও  
রামরাজ্যে) সকলেই সদানন্দময় থাকবে।

অশ্বমেধশতৈরিষ্টা তথা বহুসুবর্ণকৈঃ ॥ ৯৪  
গবাং কোট্যুতং দত্ত্বা বিশ্বভ্যো বিধিপূর্বকম্।

অসংখ্যায়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহযশাঃ ॥ ৯৫  
রাজবংশাঙ্কতগুণান্ হ্রাশয়িস্যতি রামবঃ।

চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ লোকৈহস্মিন্ মে যে ধর্মে নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৯৬

‘মহাযশসী শ্রীরামচন্দ্র প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে শত  
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে  
বিদ্বানদের দশ সহস্র কোটি গাভী এবং ব্রাহ্মণদের অসংখ্য  
ধন দান করে শতগুণে গুণায়িত রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত  
করবেন। এই সংসারে তিনি চাতুর্বর্ণের লোকদের নিজ  
নিজ ধর্মপালনে নিযুক্ত করবেন।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।  
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রয়াসতি ॥ ৯৭

‘শ্রীরামচন্দ্র এইরূপে এগারো হাজার বছর ধর্মের  
সঙ্গে রাজ্য পালন করে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করবেন।

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।  
যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৮

‘যিনি বেদের ন্যায় পবিত্র, পুণ্যজনক এবং  
পাপনাশক এই রামচরিত পাঠ করবেন, তিনি সকল প্রকার  
পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।  
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেতা স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৯৯

‘আয়ুর্বর্ষক এই রামায়ণ কাহিনী যে ব্যক্তি (শ্রদ্ধা  
সহকারে) পাঠ করবেন তিনি পুত্র-পৌত্র এবং  
আত্মীয়বর্গসহ ইহলোক থেকে প্রস্থান করে স্বর্গলোকে  
প্রতিষ্ঠিত হবেন।

পঠন্ যিজো বাগ্‌বদভ্রমীয়াৎ  
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিভ্রমীয়াৎ।

বণিগ্‌জনঃ পণ্যফলভ্রমীয়া-  
জ্জনশ্চ শূদ্রোহপি মহভ্রমীয়াৎ ॥ ১০০

‘এই রামায়ণ-পাঠের দ্বারা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ  
করবেন, ক্ষত্রিয় রাজ্যের আধিপত্য লাভ করবেন, বণিক  
তথা বৈশ্য বাণিজ্যে সাফল্য এবং সাধারণ শূদ্রজন  
(সংসার জীবনে) প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হবেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয় সর্গ (২)

রামায়ণ কাব্যের সূচনা—বাণ্মীকি কর্তৃক নারদের পূজা, তমসা তীরে ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে ক্রৌঞ্চের  
হত্যা দর্শনে শোকার্ত বাণ্মীকি কর্তৃক ব্যাধকে হৃন্দাবন্ধ বাক্যের দ্বারা অভিশাপ প্রদান  
এবং ব্রহ্মা কর্তৃক বাণ্মীকিকে রামচরিত কাব্য লেখার উপদেশ

নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রদ্ধা বাক্যবিশারদঃ।  
পূজ্যামাস ধর্মাত্মা সহশিষ্যো মহামুনিম্॥ ১  
‘বাণী বিশারদ ধর্মাত্মা (বাণ্মীকি) নারদের মুখে সেই  
কাহিনী (রামচরিত) শ্রবণ করে শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে  
মহামুনি নারদের অর্চনা করলেন।  
যথাবৎ পূজিতস্তেন দেবর্ষিনারদস্তথা।  
আপুচ্ছেবাজনুজ্ঞাতঃ স জগাম বিহায়সম্॥ ২  
‘অনন্তর তাঁর দ্বারা (মহর্ষি বাণ্মীকি কর্তৃক) যথাবিধি  
পূজিত হয়ে দেবর্ষি নারদ বিদায় প্রার্থনা করলেন এবং  
(বাণ্মীকির) অনুমতি নিয়ে আকাশপথে চলে গেলেন।  
স মুহূর্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিজ্ঞদা।  
জগাম তমসাতীরং জাহ্নব্যাশ্রবিদূরতঃ॥ ৩  
‘দেবর্ষি নারদ দেবলোকে চলে গেলে মহর্ষি বাণ্মীকি  
মুহূর্তকাল পরেই গঙ্গার অনতিদূরে তমসানদীর তীরে  
গেলেন।  
স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায় মুনিজ্ঞদা।  
শিষ্যমাহ হিতং পার্শ্বে দৃষ্টা তীর্থমকর্দমম্॥ ৪  
জকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।  
রমণীয়ং প্রসঙ্গাশু সন্ন্যাস্যমনো যথা॥ ৫  
নাস্যাতাং কলশজাত দীপতাং বঙ্কলং মম।  
ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্॥ ৬  
‘মহর্ষি তমসানদীর তীরে এসে জলে অবতরণের  
ঘটকে কর্দমহীন দেখে পার্শ্বে অবস্থিত শিষ্যকে বললেন,  
“ভরদ্বাজ! দেখো এই তীর্থ (ঘাট) কর্দমহীন, সাধু ব্যক্তির  
(সম্ভবনের) মনের মতো স্বচ্ছ ও রমণীয় এর জল। হে  
বৎস! কলস রাখো, আমার বঙ্কল দাও। এই উত্তম  
তমসাতীর্থেই (আমি) অবগাহন করব।”  
এবমুক্তো ভরদ্বাজো বাণ্মীকেন মহামুনি।  
প্রাযচ্ছত মুনেত্তস্য বঙ্কলং নিয়তো গুরোঃ॥ ৭  
‘মহাত্মা বাণ্মীকি কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে  
গুরুসেবাপরায়ণ ভরদ্বাজ বাণ্মীকি মুনিকে তাঁর বঙ্কলটি  
দিলেন।

স শিষ্যহস্তাদাদায় বঙ্কলং নিয়তেদ্রিয়ঃ।  
বিচ্যার হ পশ্যন্তঃ সর্বতো বিপুলং বনম্॥ ৮  
‘জিতেদ্রিয় মুনি শিষ্যের হাত থেকে বঙ্কলবসনটি  
গ্রহণ করে সেই বিশাল বনের শোভা দেখতে দেবতে  
চারিদিকে ভ্রমণ করতে লাগলেন।  
তস্যাভ্যাসে তু মিথুনঃ চরন্তমনপায়িনম্।  
দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চাক্রনিঃস্বনম্॥ ৯  
‘সেই বনের নিকটে ভগবান বাণ্মীকি অচ্ছেদ্য  
সম্বন্ধে আবদ্ধ বিচরণশীল ও মধুর কূজনরত এক  
ক্রৌঞ্চমিথুনকে (একটি ক্রৌঞ্চ ও একটি ক্রৌঞ্চীকে)  
দেখতে পেলেন।  
তস্মাৎ তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ।  
জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ॥ ১০  
‘তাঁর (মহর্ষি বাণ্মীকির) দৃষ্টির সমক্ষেই পাপকর্মা,  
(পশুদের প্রতি) সর্বদাই শত্রুতাপরায়ণ কোনও এক ব্যাধ  
সেই ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে (পুরুষ) ক্রৌঞ্চটিকে হত্যা করল।  
তং শোণিতপরীতাজং চেষ্টমানং মহীতলে।  
ভাষা তু নিহতং দৃষ্টা রুদ্রাব করুণাং গিরম্॥ ১১  
‘পতি ক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে রক্তাক্ত দেহে ভূতলে  
পতিত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য (বাঁচবার জন্য) পাখা ঝটপট  
করতে দেখে স্ত্রী ক্রৌঞ্চী করুণ স্বরে রোদন করতে লাগল।  
বিযুক্তা পতিনা তেন বিজ্ঞেন সহচারিণা।  
তপ্রশীর্ষেণ মস্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ॥ ১২  
‘তপ্রবর্ণ যার মস্তক, যে সহচারী পতি পক্ষদ্বয়  
প্রসারিত করে কানোয়াক্ত হয়ে (মিলিত হয়েছিল) সেই  
পতি থেকে বিযুক্তা হল।  
তথাবিধং বিজ্ঞং দৃষ্টা নিষাদেন নিপাতিতম্।  
ঋষেৰ্মাশ্বনস্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত॥ ১৩  
‘ব্যাধ কর্তৃক নিহত পক্ষীটিকে সেই অবস্থায় দেখে  
ধর্মাত্মা ঋষির (হৃদয়) করুণায় পূর্ণ হল।  
ততঃ করুণবেদিত্বাদধর্মোহুদয়মিতি বিজ্ঞঃ।  
নিশাম্য রুদতীং ক্রৌঞ্চীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৪

‘তখন করুণায় অভিভূত ব্রাহ্মণ (মহর্ষি বাণ্মীকি) ক্রৌঞ্চীকে বিলাপ করতে দেখে, এটা অধর্ম (অন্যায়) এই মনে করে বললেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং হুমগমঃ শাস্ত্রীঃ সমাঃ।  
যৎ ক্রৌঞ্চমিখুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ ১৫

‘হে ব্যাধ ! যেহেতু তুমি প্রেমনিবেদনরত ক্রৌঞ্চমিখুন থেকে একটিকে হত্যা করেছ, সেইহেতু তুমি সংসার জীবনে নিরন্তর শাস্তি (প্রতিষ্ঠা) পাবে না।’

তস্যেখং ব্রুবতচ্চিত্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।  
শোকাক্তোনাস্য শকুনঃ কিমিদং ব্যাহতং ময়া॥ ১৬

‘সেই (শোকাক্ত) পক্ষীকে দেখে এইরূপ বলার পর তাঁর মনে চিন্তা উদ্ভূত হল—‘শোকাক্ত হয়ে আমি এ কী বললাম !’

চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞচকার মতিমান্ মতিম্।  
শিষ্যৈর্বাভবদ্বীষাকামিদং স মুনিপুংসবঃ॥ ১৭

পাদবক্ষোহক্ষরসমন্তদ্বীলয়সমম্বিতঃ।

শোকাক্তস্য প্রবৃন্তো মে শ্লোকো ভবতু নানাথা॥ ১৮

‘বিদ্বান মহাজ্ঞানী সেই মুনিশ্রেষ্ঠ চিন্তা করে স্থির নিশ্চয় হয়ে শিষ্যকে (ভরদ্বাজকে) বললেন—‘বৎস ! শোকে কাতর হয়ে আমি সমান অক্ষর সমন্বিত ও পাদে বিন্যস্ত (চারিটি পাদ ও প্রতিপাদে আটটি করে অক্ষর সমন্বিত), বীণা ও বাদ্যের (পাখোয়ারাজ ইত্যাদির) সুর ও তালে গীতযোগ্য, যে বাণী উচ্চারণ করলাম তা শ্লোক নামে অভিহিত হবে।’

শিষ্যস্ত তস্য ব্রুবতো মূর্নেকামনুত্তমম্।  
প্রতিজগ্ৰাহ সন্তুষ্টস্তস্য তুষ্টোহভবমুনিঃ॥ ১৯

‘শিষ্য (ভরদ্বাজ) মুনির অত্যুত্তম বাক্যকে প্রফুল্লিত চিত্তে গ্রহণ করলেন, এবং মুনিও শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।

সোহভিষেকং ততঃ কৃত্বা তীর্থে তস্মিন্ যথাবিধি।  
তমেব চিন্তয়ন্নর্থমুপাবর্তত বৈ মুনিঃ॥ ২০

ভরদ্বাজস্ততঃ শিষ্যো বিনীতঃ প্রতবান্ গুরোঃ।

কলসং পূর্ণমাদায় পৃষ্ঠতোহনুজগাম হ॥ ২১

‘অতঃপর মহর্ষি সেই তমসা তীর্থে বিধিपूर्ক মানক্রিয়া সমাপন করে তাঁর উচ্চারিত শ্লোকের বিষয়ে চিন্তা করতে করতে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। বিনয়ী ও শাস্ত্রজ্ঞ শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস নিয়ে গুরুকে অনুসরণ করলেন।

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ ধর্মবিৎ।

উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাস্তচকার ধ্যানমাহিতঃ॥ ২২

‘সেই ধর্মজ্ঞ ঋষি শিষ্যের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করে উপবিষ্ট হয়ে (তাঁর উচ্চারিত শ্লোক বিষয়ে) ধ্যানস্থ হলেন ; (পরে ধ্যানোচ্ছিন্ন হয়ে) অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।

চতুর্মুখো মহাতেজা স্রষ্টা তং মুনিপুংসবম্॥ ২৩

‘অতঃপর জগৎস্রষ্টা মহাতেজস্বী চতুরানন পরমেশ্বর ব্রহ্মা সেই মুনিপ্রবরকে দর্শন করতে এলেন।

বাণ্মীকিরথ তং দৃষ্ট্বা সহসোথায় বাগ্মতঃ।

প্রাজ্ঞলিঃ প্রযতো ভূত্বা তসৌ পরমবিস্মিতঃ॥ ২৪

‘মহর্ষি বাণ্মীকি অকস্মাৎ তাঁকে (পিতামহ ব্রহ্মাকে) দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সংযত হয়ে মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।

পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘ্যাসনবন্দনৈঃ।

প্রণম্য বিধিবচেনং পৃষ্ট্বাচৈব নিরাময়ম্॥ ২৫

‘তিনি (মহর্ষি বাণ্মীকি) ভগবান ব্রহ্মাকে বিধিবৎ প্রণাম করে পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন দান ও বন্দনা দ্বারা তাঁর পূজা করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

অথোপবিশ্য ভগবানাসনে পরমার্চিতো।

বাণ্মীকয়ে চ ঋষয়ে সন্নিদেশাসনং ততঃ॥ ২৬

তখন ভগবান ব্রহ্মা উত্তম আসনে উপবেশন করে মহর্ষি বাণ্মীকিকেও আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন।

ব্রহ্মণা সমনুজাতঃ সোহপ্যুপাশিষ্যদাসনে।

উপবিষ্টো তদা তস্মিন্ সাক্ষাৎলোকপিতামহে॥ ২৭

তদগতেনৈব মনসা বাণ্মীকির্ধ্যানমাহিতঃ।

পাপাশ্রনা কৃতং কষ্টং বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা॥ ২৮

যৎ তাদৃশং চারুং বৎ ক্রৌঞ্চং হনাদকারপাৎ।

শোচমেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ॥ ২৯

পুনরন্তর্গতমনা ভূত্বা শোকপরায়ণঃ।

‘ব্রহ্মার আজ্ঞায় বাণ্মীকি আসনে উপবেশন করলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা (বাণ্মীকি প্রদত্ত) আসনে উপবিষ্ট হলে তাঁর সম্মুখেই বাণ্মীকি তদগত অন্তরে ধ্যানস্থ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—‘পাপাত্মা শত্রুস্বভাব ব্যাধ কি দুঃখজনক কাজই না করেছে ! বিনা কারণে সে সেই শ্রুতিসুখকর মধুর কুজনেরত ক্রৌঞ্চকে হত্যা করেছে।’ এইরূপে অনুশোচনা করতে করতে পুনরায় ক্রৌঞ্চীর শোকে ধ্যানমগ্ন হয়ে সেই পূর্বোচ্চারিত



শ্লোকটি আবার উচ্চারণ করলেন।

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপজবন্ ॥ ৩০

শ্লোক এবান্তয়ঃ বক্ষো নাত্র কার্য্য বিচারণা।

মহাস্বাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃন্তেয়ঃ সরস্বতী ॥ ৩১

‘তখন ব্রহ্মা হাসতে হাসতে সেই মুনিবরকে বললেন—‘হে ব্রহ্মা! আমার ইচ্ছানুসারেই তোমার মুখ থেকে এই বাণী উদ্গত হয়েছে। এই ছন্দোবদ্ধ পদ শ্লোক নামেই অভিহিত হোক, এ বিষয়ে আর কোনও বিচারের প্রয়োজন নেই।

রামস্য চরিতঃ কৃৎস্নঃ কুরু ভূমৃষিসম্ভব।

ধর্মান্থনো ভগবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥ ৩২

বৃন্তঃ কথয় ধীরস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্।

রহস্যং চ প্রকাশং চ যদ্ বৃন্তং তস্য ধীমতঃ ॥ ৩৩

‘হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনি রামচন্দ্রের সমগ্র চরিত্র বর্ণনা করুন। নারদের কাছে যেমন শুনেছেন সেইরকমভাবেই ধর্মান্থা, ধীমান, ধীরচরিত্র ভগবান রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত পৃথিবীতে প্রচার করুন। সেই ধীমানের গোপন ও প্রকাশ্য সকল ঘটনাই প্রচার করুন।

রামস্য সহসৌমিত্রে রাক্ষসানাং চ সর্বশঃ।

বৈদেহ্যশ্চৈব যদ্ বৃন্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ ॥ ৩৪

তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।

ন তে বাগনৃতা কাব্যো কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥ ৩৫

কুরু রামকথাং পুণ্য্যং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।

‘শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদের প্রকাশ্য বা গোপন সকল অজ্ঞাত বিষয়ই আপনার জ্ঞাত হবে।

এই (রামায়ণ) কাব্যে আপনার কোনও কথাই মিথ্যা হবে না।

আপনি শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যকথা মনোরম শ্লোকবদ্ধ করুন।

যাবৎ হাস্যস্তি গিরয়ঃ সরিতস্ত মহীতলে ॥ ৩৬

তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।

যাবদ্ রামস্য চ কথা ভুং-কৃতা প্রচরিষ্যতি ॥ ৩৭

তাবদূর্ধ্বমথস্ত ভুং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।

‘যতকাল এই পৃথিবীতে পর্বতসমূহ ও নদীসমূহ থাকবে ততকাল এই সংসারে (পৃথিবীতে) রামায়ণ কথা প্রচারিত থাকবে। যতকাল আপন্য কর্তৃক বাচিত শ্রীরামচন্দ্রের

এই লীলাকাহিনী প্রচারিত থাকবে ততকাল আপনি উর্ধ্ব ও অধঃলোকে তথা ব্রহ্মলোকে বিরাজ করবেন।’

ইত্যাদ্য ভগবান্ ব্রহ্মা তত্রৈবাত্মরসীয়ত।

ততঃ সশিষ্যো ভগবান্ মুনির্বিষ্ময়ামায়মৌ ॥ ৩৮

‘এই কথা বলেই ভগবান ব্রহ্মা সেখানেই (তৎক্ষণাৎ) অন্তর্হিত হলেন। সেই দৃশ্য দেখে সশিষ্য ভগবান মহর্ষি বান্দীকি পরম বিস্ময়াপন্ন হলেন।

তস্য শিষ্যাত্ততঃ সর্বৈ জ্ঞঃ শ্লোকমিমং পুনঃ।

মুহূর্মুহুঃ প্রীয়মাণাঃ প্রাচ্ছ ভূশবিস্মিতাঃ ॥ ৩৯

সমাক্ষরৈশ্চতুর্ভিঃ পাদৈর্গীতো মহর্ষিণা।

সোহনুব্যাহরণাদ্ ভূমঃ শোকঃ শ্লোকভূমাগতঃ ॥ ৪০

‘তখন তাঁর শিষ্যেরা সকলে সানন্দে সেই শ্লোকটি বারবার গান করতে লাগলেন এবং পরম বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন—‘মহর্ষি চারটি সমান অক্ষরযুক্ত পাদে (চারটি পাদ এবং প্রতিপাদে আটটি অক্ষর) যে গীত রচনা করেছেন পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করায় (কৌণ্ডের মৃত্যুহেতু) শোক শ্লোক প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ কাব্য হয়েছে।’

তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা মহর্ষের্ভাবিতান্ননঃ।

কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্ ॥ ৪১

‘তখন ভাবাবিষ্ট মহর্ষির অন্তঃকরণে এই বুদ্ধি জাগ্রত হল—‘আমি এরূপ শ্লোকের দ্বারাই সমগ্র রামায়ণ কাব্যটি রচনা করব।’

উদারবৃত্তার্ধপদৈর্মনোরমৈস্তদাস্য রামস্য চকার কীর্তিমান্।

সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্বশনিনো যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ ॥ ৪২

তখন উদার দৃষ্টিসম্পন্ন যশস্বী মহর্ষি বান্দীকি সমাক্ষরযুক্ত গভীর অর্থসমম্বিত রমণীয় পদরাজি দ্বারা বহুশত শ্লোকে (চব্বিশ হাজার শ্লোকে) সেই কীর্তিমান রামচন্দ্রের চরিত্র অবলম্বনে মনোহর কাব্য রচনা করলেন।

তদুপগত-সমাস-সন্ধিযোগঃ সমমধুরোপনতার্ধবাক্যবদ্ধম্।

রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসস্ত বহুং নিশাময়ধ্বম্ ॥ ৪৩

অতএব (হে ভাবুকজন!) মহর্ষি প্রণীত সমাস-সন্ধি প্রকৃতিপ্রত্যয়যুক্ত দোষরহিত মধুর ও প্রসাদগুণময় বাক্যে গ্রথিত রঘুপতি রামচন্দ্রের চরিত্রকথা এবং দশানন রাবণের বধবার্তা শ্রবণ করুন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

## তৃতীয় সর্গ (৩)

বাস্তবিক কর্তৃক রামায়ণে বর্ণিত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রদ্ধা বস্ত্র সমগ্রঃ তদ্ব্যর্থসহিতঃ হিতম্।  
বাক্তমেষ্যেতে ভূয়ো যদ্বস্তং তস্য ধীমতঃ॥ ১

‘ধর্ম, অর্থ (এবং কাম— এই ত্রিবর্গ) যুক্ত হিতকর সমগ্র রামকাহিনী শুনে (মহর্ষি বান্দীকি) সেই ধীমান রামচন্দ্রের জীবনের আরও মূল বিষয়ের অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হলেন।

উপস্পৃশ্যাদকং সমাঙ্ক মুনিঃ হিত্বা কৃতাজলিঃ,  
প্রাচীনাপ্রশু নর্ভেষু ধর্মোপায়েষ্যতে গতিম্॥ ২

‘পূর্বপ্র কুশাসনে কৃতাজলি হয়ে উপবেশন করে মহর্ষি বান্দীকি বিধি অনুসারে আচমনান্তে সমাধিযোগে রামচরিতের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতাভী রাজা দশরথেন চ।  
সভার্ষেণ সরাষ্ট্রেণ যৎ প্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ॥ ৩

হসিতং ভাষিতঋষ গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্।  
তৎ সর্বং ধর্মবীর্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি॥ ৪

‘শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা এবং প্রজাগণসহ রাজা দশরথ এবং রানিরা জীবনে যা যা পেয়েছেন, তাঁদের হাসি, কথাবার্তা, গমনাগমন এবং রাজ্যপালনাদি যাবতীয় চেষ্টা, সে সকলই মহর্ষি যোগশক্তিপ্রভাবে যথাযথ দেখতে পেলেন।

স্বীভূতীয়েন চ তথা যৎ প্রাপ্তং চরতা বনে।  
সত্যসঙ্কেন রামেণ তৎ সর্বঞ্চাবৈবক্ষতঃ॥ ৫

‘সত্যসঙ্ক শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সীতা — এই তিনজন বনে বিচরণকালে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সে সকলই (তিনি) যথাযথ সূচু দর্শন করলেন।

ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎ সর্বং যোগমাহিতঃ।  
পূরা যৎ তত্র নির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা॥ ৬

‘পূর্বে যা কিছু ঘটেছিল সে সকলই ধর্মাত্মা মুনি যোগবলে হস্তামলকের ন্যায় (হস্তস্থিত আমলকী ফলের মতো) স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

তৎ সর্বং তত্ত্বতো দৃষ্টা ধর্মোপ স মহামতিঃ।  
অভিরামস্য রামস্য তৎ সর্বং কর্তুমদাতঃ॥ ৭

মহামনস্বী বান্দীকি অভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত যথাযথ নিরীক্ষণ করে ধর্মীয় কর্তব্যবোধে (মানব-কল্যাণের জন্য) তা রচনা করতে উদ্যোগী হলেন।

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিত্তরম্।

সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যঃ সর্বশ্রুতিমনোহরম্॥ ৮  
স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহামুখ্য।

রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ॥ ৯

‘মহাত্মা নারদ রঘুবংশের চরিতকথা যেরূপ বলেছিলেন, ভগবান্ মহর্ষি (বান্দীকি) ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ গুণযুক্ত সমুদ্রের ন্যায় রত্নাকর এবং সকলের শ্রুতিসুখকর কাব্যোৎকর্ষের তিন বিষয় গুণ-অলঙ্কার-রীতি সমন্বিত (শ্রুতিবাক্য রামায়ণ) রচনা করলেন।

(এই অধ্যায়ে এর পর থেকে প্রতিটি শ্লোক পাঠের পর ‘চকার ভগবান্ ঋষিঃ’ (ভগবান্ মহর্ষি রচনা করলেন)

— এই বাক্যটি অধ্যাহার করে অর্থাৎ এই শ্লোক থেকে আহরণ করে অনুধ্যান করতে হবে)।

জন্ম রামস্য সুমহদ্ বীর্যং সর্বানুকূলতাম্।  
লোকস্য প্রিয়তাং ক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্॥ ১০

‘শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম, মহান পরাক্রম, সকলের জন্য প্রিয়কর্মসাধন, জনপ্রিয়তা, ক্ষমা, সৌম্যভাব এবং সত্যনিষ্ঠা— (এই সকল বিষয় মহামুনি বান্দীকি তাঁর রচিত কাব্যে বর্ণনা করলেন)।

নানা চিত্রাঃ কথাশ্চান্যা বিশ্বামিত্রসহায়নে।  
জানক্যাস্ত বিবাহং চ ধনুষ্ট বিভেদনম্॥ ১১

‘মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহায়তায় (শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীলক্ষ্মণের জীবনের) বিচিত্র ঘটনা, (মিথিলায় শ্রীরাম কর্তৃক) হরধনু ভঙ্গ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে যথাক্রমে শ্রীসীতাদেবী উর্মিলা মাণ্ডবী-শ্রুতকীর্তির বিবাহ ইত্যাদি ঘটনা—মহর্ষি রচনা করলেন।

রাম-রাম-বিবাদঞ্চ গুণান্ দাশরথেষুত্থা।  
তথাভিষেকং রামস্য কৈকেয়া দুষ্টতাবতাম্॥ ১২

বিঘাতং চাভিষেকস্য রামস্য চ বিবাসনম্।  
রাজ্যঃ শোকং বিলাপঞ্চ পরলোকস্য চাপ্রয়ম্॥ ১৩

প্রকৃতীনাং বিষাদঞ্চ প্রকৃতীনাং বিসর্জনম্।  
নিবাদধিপসংবাদং সূতোপার্বর্তনং তথা॥ ১৪

‘(দাশরথি) শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে (জামদগ্ন্য) শ্রীপরশুরামের বিবাদ, শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী, বিঘ্ন ও নির্বাসন (বনবাস) এবং সেইজন্য রাজা দশরথের শোক-বিলাপ ও পরলোকগমন, প্রজাসাধারণের (প্রিয়

রাজকুমারের বিচ্ছেদে) বিষয়তা (শ্রীরাম-সীতা লঙ্ঘনের) অনুগমনকালে (পশ্চিমদ্যে) শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক (তাদের) পরিভোগ, নিষাদরাজ্য হ্রাসের সংবাদ (শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার কথা) এবং (গঙ্গাকূলে শ্রীরাম-সীতা-লঙ্ঘনকে রেখে) সারথি সুমন্ত্রের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন—(ইত্যাদি ঘটনা মহামুনি বিবৃত করলেন)।

গঙ্গায়াশ্চাপি সন্তারং ভরদ্বাজস্য দর্শনম্।

ভরদ্বাজানুজ্ঞানচিত্তকূটস্য দর্শনম্॥ ১৫

‘[শ্রীরাম সীতা-লঙ্ঘণ] গঙ্গানদীর অপর পারে গিয়ে ভরদ্বাজ ঋষির দর্শন পেলেন এবং তাঁর নির্দেশে চিত্তকূট পর্বতে গিয়ে (তার নৈসর্গিক শোভা দর্শন করলেন)।—(এই সকল বিষয় মহামুনি রচনা করলেন)।

বাস্তুকর্ম নিবেশঞ্চ ভরতাগমনং তথা।

প্রসাদনঞ্চ রামস্য পিতৃশ্চ সলিলক্রিয়াম্॥ ১৬

পাদুকাগ্রাভিষেকঞ্চ নন্দিগ্রামনিবাসনম্।

দণ্ডকারণাগমনং বিরাধস্য বধং তথা॥ ১৭

‘(চিত্তকূটে) কুটির নির্মাণ করে সেখানে তাঁদের বাস, (শ্রীরামকে অযোধ্যার ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য) ভরতের (চিত্তকূটে) আগমন, (ভরত কর্তৃক) শ্রীরামের প্রসন্নতাবিধান, (শ্রীরাম কর্তৃক) স্বর্গত পিতার জলতর্পণ, (শ্রীরামের) শ্রেষ্ঠ পাদুকার অভিষেক ও (ভরতের) নন্দিগ্রামে বাস ; (পরে শ্রীরাম-সীতা-লঙ্ঘনের) দণ্ড-কারণে গমন ও (পথে শ্রীরাম কর্তৃক) বিরাধ নামক রাক্ষস বধ (এই সকল বিষয় মহামুনি রচনা করলেন)।

দর্শনং শরভঙ্গস্য সুতীক্ষ্ণেন সমাগমম্।

অনসূয়াসমাখ্যঞ্চ অঙ্গরাগস্য চার্শ্বণম্॥ ১৮

‘শরভঙ্গ নামক ঋষির সঙ্গে শ্রীরামের সাক্ষাৎকার, সুতীক্ষ্ণ নামক ঋষির সঙ্গেও তাঁর মিলন, অনসূয়াদেবীর সঙ্গে সীতাদেবীর মিলন এবং অনসূয়াদেবী কর্তৃক সীতাদেবীকে অঙ্গরাগ প্রদান—(এইসকল..... করেন)।

দর্শনং চাপাগস্ত্যাস্য ধনুষো গ্রহণং তথা।

শূর্ণপখ্যাস্ত সংবাদং বিরূপকরণং তথা॥ ১৯

বধং ঋত্রিশিরসোরুখানং রাবণস্য চ।

মারীচস্য বধং চৈব বৈদেহ্যা হরণং তথা॥ ২০

‘(এ চিত্তকূটেই শ্রীরাম-লঙ্ঘণ-সীতা) ঋষি অগস্ত্যকে দর্শন করলেন এবং (শ্রীরামচন্দ্র) ঋষি অগস্ত্য কর্তৃক প্রদত্ত (বৈষ্ণবীয়) ধনুঃ গ্রহণ করলেন। (এদিকে আবার) শূর্ণপখার সংবাদ—(শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশে লঙ্ঘণ শূর্ণপখার নাসা-কর্প ছেদন করে) তাকে বিরূপা করলেন ; (সেইহেতু শ্রীরাম-

লঙ্ঘণ-সীতাকে বধের জন্য রাক্ষসেরা যুদ্ধ করতে আসলে) শ্রীরাম ঋত্র ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়কে হত্যা করেন। অতঃপর সীতাহরণের জন্য রাবণের অভিযান, মারীচ-বধ ও সীতাহরণ বৃত্তান্ত।

রাঘবস্য বিলাপঞ্চ গুহ্যরাজনিবর্হণম্।

কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পায়াশ্চাপি দর্শনম্॥ ২১

শবরীদর্শনঞ্চৈব ফলমূল্যাশনং তথা।

প্রলাপঞ্চৈব পম্পায়াং হনুমদর্শনং তথা॥ ২২

সীতার বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ, রাবণ কর্তৃক পক্ষিরাজ জটায়ুর নিধন, শ্রীরাম-লঙ্ঘণ কর্তৃক কবন্ধ নামক রাক্ষসের সাক্ষাৎ ও পম্পা সরোবরের সৌন্দর্য দর্শন। অতঃপর শ্রীরাম কর্তৃক শবরীকে দর্শন এবং শবরী কর্তৃক প্রদত্ত ফলমূলাদি ভক্ষণ, পরে পম্পার সৌন্দর্য দর্শনে সীতার বিরহে শ্রীরামের বিলাপ এবং ঐ পম্পা তীরেই হনুমানের সাক্ষাৎ লাভ—ভগবান মুনি বর্ণনা করেন।

ঋষ্যমুকস্য গমনং সুগ্রীবেন সমাগমম্।

প্রত্যোৎপাদনং সখ্যং বালিসুগ্রীববিত্রাহম্॥ ২৩

বালিপ্রমথনঞ্চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্।

তারাবিলাপং সময়ং বর্ষরাত্রিনিবাসনম্॥ ২৪

কোপং রাঘবসিংহস্য বলানামুপসংগ্রহম্।

দিশঃ প্রহাপনঞ্চৈব পৃথিব্যাশ্চ নিবেদনম্॥ ২৫

‘(শ্রীমদহনুমানের সঙ্গে শ্রীরাম-লঙ্ঘণের) ঋষ্যমুক পর্বতে গমন, সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের মিলন, নিজের বীর্য সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করে সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামের মিত্রতা স্থাপন, বালীর সঙ্গে সুগ্রীবের যুদ্ধ এবং শ্রীরাম কর্তৃক বালিবধ ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক ; বালিপত্নী তারার বিলাপ, সীতাদ্বেষণার্থে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা, বর্ষাসমাগতে শ্রীরাম-লঙ্ঘণের মালাবান পর্বতে বর্ষাকাল যাপন ; (রাজ্যসুখাসীন সুগ্রীবের সীতাদ্বেষণে বিলম্ব দেখে সুগ্রীবের প্রতি) রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধ প্রদর্শন, অনুতপ্ত সুগ্রীব কর্তৃক সীতাদ্বেষণার্থে সৈন্য সংগ্রহ এবং তাদের বিভিন্ন দিকে প্রেরণ এবং পৃথিবীর দ্বীপ সমুদ্রাদির বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়—

অঙ্গুলীয়কদানঞ্চ ঋক্ষস্য বিলদর্শনম্।

প্রায়োপবেশনঞ্চৈব সম্পাতেশ্চাপি দর্শনম্॥ ২৬

পর্বতারোহণঞ্চৈব সাগরসাপি লঙ্ঘনম্।

সমুদ্রবচনাচ্চৈব মৈনাকস্য চ দর্শনম্॥ ২৭

নিজের অঙ্গুলীয়ক প্রদান, ঋক্ষ নামক পর্বতের স্বয়ংপ্রভ বিবর দর্শন, সমুদ্রতীরে প্রায়োপবেশন এবং



সম্প্রাপ্তিকে দর্শন ; মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ, সাগর  
উল্লঙ্ঘন এবং সাগরের কথানুসারে মৈনাকপর্বত দর্শন।  
রাক্ষসীতর্জনকৈবল্যগ্রাহস্যা দর্শনম্।  
সিংহিকায়াশ্চ নিধনং লঙ্কা মলয়দর্শনম্॥ ২৮  
রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশং চ একস্যাপি বিচিন্তনম্।  
আপানভূমিগমনমবরোধস্য দর্শনম্॥ ২৯  
দর্শনং রাবণস্যাপি পুষ্পকস্য চ দর্শনম্।  
অশোকবনিকায়ানং সীতায়্যাপি দর্শনম্॥ ৩০

‘হনুমানের প্রতি রাক্ষসীদের তর্জন এবং হনুমান  
কর্তৃক ছায়াগ্রাহিণী (জলের উপর প্রাণীর ছায়া দেখে যে  
মায়াবলে সেই প্রাণীকে আকর্ষণ করে ডঙ্কন করে)  
সিংহিকা নাম্নী রাক্ষসীর দর্শন ও নিধন, লঙ্কানগরী এবং  
মলয় পর্বত দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কায় প্রবেশ করে একাই  
আপন কর্তব্যের চিন্তা, রাবণের মদ্যপানস্থানে গমন ও  
অস্ত্রপুৰিকাদের দর্শন, পুষ্পক রথ দর্শন, অশোকবনে  
গমন ও শ্রীসীতাদেবীর দর্শন— (বর্ণনা করেছেন)।

অভিজ্ঞানপ্রদানঞ্চ সীতায়্যাপি ভাষণম্।  
রাক্ষসীতর্জনকৈব ত্রিজটাস্তদর্শনম্॥ ৩১  
মণিপ্রদানং সীতায়্য বৃক্ষভঙ্গং তথৈব চ।  
রাক্ষসীবিভ্রবকৈব কিঙ্করাণাং নিবর্হণম্॥ ৩২  
গ্রহণং বায়ুসূনোশ্চ লঙ্কাদাহন্তিগর্জনম্।  
প্রতিপ্রবনমেবাথ মধূনাং হরণং তথা॥ ৩৩

‘শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীসীতাদেবীকে শ্রীরামের স্মারক  
অঙ্গুরীয়ক প্রদান এবং শ্রীহনুমানের সঙ্গে শ্রীসীতাদেবীর  
কথোপকথন, রাক্ষসীদের তর্জন-গর্জন, ত্রিজটীর  
স্বপ্নদর্শন, শ্রীহনুমানকে শ্রীসীতার চূড়ামণি প্রদান,  
শ্রীহনুমান কর্তৃক অশোকবাটিকার বৃক্ষভঙ্গ এবং ভয়ে  
রাক্ষসীদের পলায়ন এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক রাবণ  
কিঙ্করদের হত্যা, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক বায়ুপুত্র শ্রীহনুমানের  
বন্ধন পরে তাঁর দ্বারা লঙ্কাদহন, ভয়ঙ্কর গর্জন এবং  
পুনরায় সমুদ্রলঙ্ঘন করে শ্রীরামের নিকট প্রত্যাগমন,  
অতঃপর বানরগণ কর্তৃক মধুবনে মধুহরণ — (বর্ণিত  
হয়েছে)।

রাঘবান্বাসনকৈব মণি নির্ঘাতনং তথা।  
সংগমঞ্চ সমুদ্রেণ নলসেতোশ্চ বন্ধনম্॥ ৩৪  
প্রতারঞ্চ সমুদ্রস্য রাত্রৌ লঙ্কাবরোধনম্।  
বিভীষণেন সংসর্গং বধোপায়নিবেদনম্॥ ৩৫

‘শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্বস্ত-করণ ও  
শ্রীসীতাপ্রদত্ত চূড়ামণি প্রদান, সমুদ্রের সঙ্গে শ্রীরামের মিলন  
এবং নল কর্তৃক সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন, বানরসেনাসহ  
শ্রীরামের সমুদ্র-উত্তরণ এবং রাত্রিকালে লঙ্কা অবরোধ,  
বিভীষণের সঙ্গে শ্রীরামের মিত্রতা এবং রাবণবধের উপায়  
নির্ধারণ—

কুন্তকর্ণস্য নিধনং মেঘনাদনিবর্হণম্।  
রাবণস্য বিনাশঞ্চ সীতাবাপ্তিমরং পুরে॥ ৩৬  
বিভীষণাভিষেকঞ্চ পুষ্পকস্য চ দর্শনম্।  
অযোধ্যায়্যশ্চ গমনং ভরদ্বাজসমাগমম্॥ ৩৭  
প্রেষণং বায়ুপুত্রস্য ভরতেন সমাগমম্।  
রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্বসৈন্যবিসর্জনম্।  
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনকৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্॥ ৩৮

‘শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কুন্তকর্ণের এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক  
মেঘনাদের নিধন, অতঃপর রাবণবধ ও শত্রুর গৃহে  
শ্রীসীতাদেবীকে ফিরে পাওয়া ; বিভীষণের রাজ্যাভিষেক,  
শ্রীরাম কর্তৃক পুষ্পকরথ দর্শন এবং সীতা প্রভৃতি সকলের  
সঙ্গে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং পথে ভরদ্বাজ মুনির  
সঙ্গে শ্রীরামের মিলন, সেখান থেকে ভরতের নিকট  
দূতরূপে হনুমানকে প্রেরণ ও ভরতের সঙ্গে মিলন,  
শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক, রাজ্যের অভ্যুদয়, বানরসৈন্যদের  
স্বদেশে প্রেরণ এবং পরে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য  
সীতা বিসর্জন—এই সকল বিষয় ভগবান বাল্মীকি মুনি তাঁর  
কাব্যে বর্ণনা করেন।

অনাগতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ রামস্য বসুধাতলে।  
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ স্বয়িঃ॥ ৩৯  
‘এতদ্ব্যতীত এই পৃথিবীতে শ্রীরামচন্দ্রের যা কিছু  
তবিস্যৎ লীলা তা সবই ভগবান বাল্মীকি মুনি তাঁর কাব্যের  
উত্তর ভাগে রচনা করেছেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

## চতুর্থ সর্গ (৪)

মহর্ষি বাণ্মীকির চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত 'রামায়ণ' মহাকাব্য রচনা করে লব এবং কুশকে তা শেখান এবং মুনিদের সভায় ও শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় সেই রামায়ণ গান করে লব ও কুশের প্রশংসা-প্রাপ্ত হওয়া, কাবোর কথারম্ভরূপেই এই সর্গে তার বর্ণনা

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাণ্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ,  
চকার চরিতং কৃৎসং বিচিত্রপদমর্থনং ॥ ১

‘শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যলাভ করার পর তাঁর জীবনচরিত ভগবান মহর্ষি বাণ্মীকি মনোবশ অর্থযুক্ত সুন্দর পদবিন্যাসে রচনা করেন।

চতুবিংশ-সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ  
তথা সর্গশতানুগা ষট্ কাণ্ডানি ততোত্তরম্ ॥ ২

‘এই কাব্যে মহর্ষি চব্বিশ হাজার শ্লোক, পাঁচ শত সর্গ এবং ছয়টি কাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড (উত্তর কাণ্ড সহ মোট সাত কাণ্ড) রচনা করেছেন।

(চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত পাঁচ শত সর্গে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচিত হয়েছে)

কৃদ্বা তু তম্হ্যপ্রাজ্ঞঃ সভবিম্বাং সহোত্তরম্।  
চিন্তয়ামাস কো য়েতৎপ্রযুক্তীমাদিতি প্রভুঃ ॥ ৩

‘মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি বাণ্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মধারাসহ, উত্তরকাণ্ড সমন্বিত সেই মহাকাব্য রচনা করে চিন্তা করতে লাগলেন—এমন কে আছে যে এই কাব্য জনসমাজে প্রচার করতে সমর্থ!

তস্য চিন্তয়মানস্য মহর্ষের্ভাবিতাক্ষনঃ।  
অগ্রহীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেষৌ কুশীলবৌ ॥ ৪

‘এমন সময় কুশ এবং লব মুনির বেশ ধারণ করে এসে ভাবাবিষ্ট চিন্তামগ্ন মহর্ষির পদযুগল বন্দনা করলেন।

কুশীলবৌ তু ধর্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।  
স্নাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ দদর্শপ্রমবাসিনৌ ॥ ৫

স তু মেধাবিনৌ দৃষ্টা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ।  
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ ॥ ৬

‘মহর্ষি বাণ্মীকি আশ্রমবাসী কুশ ও লব ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রখ্যাত রাজকুমার, ধর্মজ্ঞ, কীর্তিমান, মেধাবী, শুদ্ধ স্বরসম্পন্ন ও বেদে পারদর্শী দেখে তাদের দুজনকে বেদপ্রচারে উপযুক্ত বিবেচনা করে গ্রহণ করলেন।

কাব্যং রামায়ণং কৃৎসং সীতায়ান্চরিতং মহৎ।  
পৌলস্ত্যবধমিত্যেবং চকার চরিত্রতঃ ॥ ৭

‘রামায়ণ প্রচারে ধৃতব্রত মহর্ষি বাণ্মীকি সীতাতার

মহৎ চরিত্র অবলম্বনে সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্য, অগবনাম পৌলস্ত্যবধ বা রাবণবধ, রচনা করেন (কুশ ও লবকে শিক্ষা দান করেন)।

পাঠো গেষো চ মধুরং প্রমোদনৈস্তিষ্ঠিস্থিতম্।  
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তত্তীলয়সমবিতম্ ॥  
রাসৈঃ শৃঙ্গার-করুণ-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানকৈঃ  
বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তম্ ॥

‘সুখপাঠ্য ও মাদুর্যমণ্ডিত, ত্রিতাল যুক্ত সপ্তজাতি সুর-লয় সমন্বিত এবং শৃঙ্গারাদি বস যুক্ত এই কাব্য (কুশ লব) গান করতে লাগলেন।

তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজৌ হানমূর্ছনকোবিনৌ।  
স্নাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গান্ধর্ববিব রূপিণৌ ॥

‘(কুশ ও লব) ভ্রাতৃদ্বয় সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ, সঙ্গীতে হান ও মূর্ছন তত্ত্বজ্ঞ, মধুর কণ্ঠস্বরসম্পন্ন এবং গান্ধর্বে ন্যায় রূপবান।

রূপলক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ  
বিশ্বাদিবোধিতৌ বিদ্বৌ রামদেহাৎ তথাপরৌ ॥

‘কুশ ও লব ভ্রাতৃদ্বয় রূপবান এবং শুভলক্ষণযুক্ত মধুর স্বরে আলাপকারী এবং জলবিশ্ব থেকে উদ্ভূত জলবিশ্ববৎ তাঁরা যেন শ্রীরামের দেহ থেকে জাত শ্রীরামের দুটি প্রতিবিশ্ব।

তৌ রাজপুত্রৌ কার্ণসোন ধর্ম্যমাখ্যানমুত্তমম্।  
বাচোবিধেয়ং তৎ সর্বং কৃদ্বা কাব্যমনিদ্ভিতৌ ॥

ঋষীণাঞ্চ বিজ্ঞাতীনাং সাধুনাঞ্চ সমাগমে।  
যথোপদেশং তত্ত্বজ্ঞৌ জগতুঃ সুসমাহিতৌ ॥

‘অনিন্দ্যাসুন্দর তত্ত্বজ্ঞানী রাজপুত্রদ্বয় সেই ঋষী উত্তম আখ্যান কাব্যটি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করে ঋষি, দ্বিজ এবং সাধুদের সভায় (মহর্ষির) শিক্ষানুরূপ সমাহিত চিত্তে গান করতেন।

মহাস্থানৌ মহাভাগৌ সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ।  
তৌ কদাচিত্ সমেতানামৃষীণাং ভাবিতাক্ষনম্ ॥

মথো সভং সমীপহাবিদং কাব্যমগায়তাম্।  
তচ্ছৃদ্বা মুনয়ঃ সর্বে বাস্পপর্যাকুলেক্ষণাঃ ॥

সাধু সাক্ষিতি তাবুচঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ।

তে প্রীতমনসঃসর্বৈ মুনয়ে ধর্মবৎসলাঃ॥ ১৬

‘একদিন সমবেত আত্মজ্ঞানী ঋষিদের সভায় মহনীয় চরিত্র সৌভাগ্যবান সর্বসুলক্ষণযুক্ত সেই ব্রাহ্মদয় উপস্থিত হয়ে এই মহাকাব্যটি গান করলেন। তা শুনে পরমপ্রীত সেই ধার্মিক মুনিগণ বিস্মিত হয়ে ব্যাপ্পাকুললোচনে তাঁদের দুজনকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন।

প্রশংসুঃ প্রশস্তবো গায়মানৌ কুশীলবৌ।

অহো গীতস্য মাধুর্যং শ্রোকানাং চ বিশেষতঃ॥ ১৭

‘আহা! গানের, বিশেষত শ্লোকগুলির কী মাধুর্য!’ এই বলে ঋষিরা প্রশংসনীয় গায়কদ্বয় কুশ ও লবকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

চিরনির্বৃত্তমপোতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।

প্রশিয়া তাবুজৌ সৃষ্ট তথাভাবমগায়তাম্॥ ১৮

সহিতৌ মধুরং রক্তং সম্পন্নং স্বরসম্পদা।

‘তাঁরা দুই ভাই মুনিদের সভায় প্রবেশ করে এক সঙ্গে স্বরসম্পদে মধুর, ভাবময়, মাধুর্যমণ্ডিত এমন গান গাইলেন যে, তাতে সুদূর অতীতের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ বলে মনে হল।

এবং প্রশস্যমানৌ তৌ তপঃ-শ্লাঘ্যমহর্ষিভিঃ॥ ১৯

সংরক্ততরমভ্যর্থং মধুরং ভাবগায়তাম্।

‘তপঃপ্রশস্য (তপস্যার জন্য প্রশংসনীয়) মহর্ষিগণ কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিত হয়ে তাঁরা দুজন (কুশ ও লব) হৃদয়ের দরদভরা অতি মধুর গান করলেন।

প্রীতঃ কচ্চিৎমুনিস্তাভ্যাং সংহিতঃ কলসং দদৌ। ২০

প্রসমো বঙ্কলং কচ্চিদ্ দদৌ তাভ্যাংমহাযশাঃ।

অনাঃ কৃষ্ণাজিনমদাদ্ যজ্ঞসূত্রং তথাপরঃ॥ ২১

কচ্চিৎ কমণ্ডলুং প্রাদারৌপীমন্যো মহামুনিঃ

বৃধীমন্যস্তদা প্রাদাৎ কৌপীনমপরো মুনিঃ॥ ২২

তাভ্যাং দদৌ তদা হৃষ্টঃ কুঠারমপরো মুনিঃ।

কাষায়মপরো বস্ত্রং চীরমন্যো দদৌ মুনিঃ॥ ২৩

জটাবন্ধনমন্যস্ত কাষ্ঠরজ্জুং মুদাঘ্রিতঃ।

যজ্ঞভাণ্ডমৃষিঃ কচ্চিৎ কাষ্ঠভারং তথাপরঃ॥ ২৪

ঔদুধরীং বৃধীমন্যঃ স্বস্তি কেচিৎ তদাবদন্।

আয়ুধ্যমপরে প্রাঘর্মদা তত্র মহর্ষয়ঃ॥ ২৫

দদুশ্চবং বরান্ সর্বৈ মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ।

‘(কুশ ও লবের দরদভরা গান শুনে উৎফুল্ল মুনিরা তাঁদের সাধ্যানুসারে দান করলেন কিছু পার্শ্ব উপহার ও অন্তরের আশীর্বাদ) —কোনও মুনি উঠে এসে তাঁদের

দুজনকে দান করলেন কলস, কেউ দিলেন বঙ্কল, কেউ বা দিলেন কৃষ্ণাজিন, কেউ বা যজ্ঞসূত্র; কোনও মুনি দিলেন কমণ্ডলু, কেউ দিলেন মৌপ্তী, অপর এক মুনি দিলেন কুশাসন, আবার একজন দিলেন কৌপীন। একজন খুশী হয়ে দিলেন কাষ্ঠচ্ছেদনের জন্য একটি কুঠার, একজন দিলেন কাষায় বস্ত্র, কেউ বা দিলেন (ঋষিবালকের উপযুক্ত) চীর। একজন দিলেন জটাবন্ধনের জন্য রজ্জু, অপরজন দিলেন যজ্ঞকাষ্ঠ বন্ধনের রজ্জু। কেউ দিলেন যজ্ঞপাত্র আবার কেউ দিলেন যজ্ঞার্থ কাষ্ঠভার, একজন ঋষি দিলেন যজ্ঞদুগ্ধের কাঠের আসন। একজন মহর্ষি স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করলেন, আর এক মহর্ষি আশীর্বাদ করলেন ‘আমুশ্মান্ হও’ বলে। সকলেই সত্যপ্রিয়ী ঋষি; সকলেই বালক দুজনকে করলেন বরদান।

(ঋষিদের উপহার ও বরদান দেখে বোঝা যায় — প্রাচীন ভারতে পার্শ্ব বিষয় অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষ লাভই ছিল সকলের কাম্য, তাই তাঁদের পার্শ্ব বিষয়ের চাহিদাও ছিল সামান্য।)

আশ্চর্যমিদমাখ্যানং মুনিনা সম্প্রকীর্তিতম্॥ ২৬

পরং কবীনামাখ্যারং সমাপ্তঞ্চ যথাক্রমম্।

অভিগীতমিদং গীতং সর্বগীতিষু কোবিদৌ॥ ২৭

আয়ুধ্যং পুষ্টিজননং সর্বশ্রুতিমনোহরম্।

‘মহর্ষি কর্তৃক বর্ণিত এই আশ্চর্য কাহিনী পরবর্তী কবিদের কাব্য রচনার পরম আশ্রয়। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ হে কুমারদয়! সকলের শ্রুতিসুখকর, আয়ুবর্ধক ও সৌভাগ্যজনক এই গীত তোমরা দুজনে সমাপ্তি পর্যন্ত ক্রমানুসারে সুন্দর গান করেছ।

প্রশস্যমানৌ সর্বত্র কদাচিত্ তত্র গায়কৌ॥ ২৮

রথ্যাসু রাজমার্গেষু দদর্শ ভরতপ্রজ্ঞঃ।

স্ববেশ্য চানীয় ততো ভ্রাতরৌ স কুশীলবৌ॥ ২৯

পূজয়মাস পূজার্হৌ রামঃ শক্রনির্বহণঃ।

আসীনঃ কাঙ্কনে দিব্যে স চ সিংহাসনে প্রভুঃ॥ ৩০

উপোপবিষ্টৈঃ সচিবৈর্ভৃত্তিচ্চ সমন্বিতঃ।

দৃষ্ট্বা তু রূপসম্পদ্যৌ বিনীতৌ ভ্রাতরাবুজৌ॥ ৩১

উবাচ লক্ষ্মণং রামঃ শক্রঘ্নং ভরতং তথা।

শ্রয়তামেতদাখ্যানমনয়োর্দেববর্চসোঃ॥ ৩২

নিচিত্রার্থপদং সমাগ্ গায়কৌ সমচোদয়ৎ।

তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিন্তায়তনিঃস্বনম্॥ ৩৩

তদ্বীলয়বদভ্যর্থং বিশ্রুত্বার্থমপায়তাম্।

হৃদয়ৎ সর্বগাজ্ঞাপি মনাসি হৃদয়ানি চ।



শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেষং তদ্ বভৌ জনসংসদি ॥ ৩৪

‘অযোধ্যার গলিতে ও রাজপথে সর্বত্র প্রশংসিত সেই গায়ক ভ্রাতৃত্বকে ভরতপ্রজা শ্রীরামচন্দ্র একদিন দেখতে পেলেন। শত্রুমর্দনকারী শ্রীরাম সন্মাননীয় ভ্রাতৃত্ব কুশ ও লবকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে সমাদর করলেন। পরে নিকটে উপবিষ্ট মন্ত্রীগণ ও ভ্রাতৃগণ সম্মিলিত দিব্য স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন হয়ে রাজা রামচন্দ্র রূপবান ও বিনয়ী ভ্রাতৃত্বকে দেখিয়ে লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতকে বললেন—এই দেবোপম ভ্রাতৃত্বের মুখে বিচিত্র পদবিন্যাস ও গভীর অর্থযুক্ত মধুর আখ্যান তোমরা শ্রবণ কর। এই বলে গায়কদ্বয়কে গান করতে বললেন। তাঁরা দুজনও নিজেদের সামর্থ্যানুসারে উচ্চকণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে বীণার স্বরের ন্যায় মধুর রাগে গভীর অর্থযুক্ত গান করতে লাগলেন। শ্রবণ সুখকর সেই গান শ্রোতৃমণ্ডলীর শরীর, মন ও হৃদয়কে আল্লাদিত করল।

ইমৌ মুনী পার্শ্ববলক্ষণাঘ্নিতৌ

কুশীলবৌ চৈব মহাতপস্বিনৌ।

মমাপি তদ্ ভূতিকরং প্রচক্ষতে

মহানুভাবঃ চরিতং নিবোধত ॥ ৩৫

‘(শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে বললেন), ‘এই গণি বালকদ্বয় রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত ; কুশলী সঙ্গীতশিল্পী হয়েও মহাতপস্বী। তাদের এই চরিতগাথা অভূতদায়ক (মহাকল্যাণকর) বলে আমার মনে হচ্ছে। এই মহানুভাবযুক্ত চরিতগাথা ( তোমরা) মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করো।’

ততস্ত তৌ রামবচঃ-প্রচোদিতা-

বগায়তাং মার্গবিধানসম্পদা।

স চাপি রামঃ পরিষদগতঃশনৈ-

বুভূষয়াসক্তমনা বভূব ॥ ৩৬

‘তখন শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা দুই ভাই মার্গসঙ্গীতের (উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের) বিধি অনুসারে গান করতে লাগলেন। সতায় উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রও অতীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ঘীরে ঘীরে (সঙ্গীতের সুরে) তন্ময় হয়ে গেলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

## পঞ্চম সর্গ (৫)

রাজা দশরথ কর্তৃক সুরক্ষিত অযোধ্যানগরীর বর্ণনা

সর্বা পূর্বমিয়ং যেষামাসীং কৃৎস্না বসুন্ধরা।

প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং জয়শালিনাম্ ॥ ১

যেষাং স সগরো নাম সাগরো যেন খানিতঃ।

ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি যং যাত্তং পর্যবারয়ন্ ॥ ২

ইক্ষ্বাকুণামিদং তেষাং রাজাং বংশে মহাত্মনাম্।

মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্ ॥ ৩

‘পূর্বকাল থেকে এই সমগ্র পৃথিবী প্রজাপতি মনুসহ অন্যান্য যে সকল বিজয়শালী রাজাদের অধিকারে ছিল, যিনি সাগর খনন করেছিলেন এবং যাঁর গমনকালে ষাট হাজার পুত্র তাঁর অনুগমন করতেন সেই সগর রাজা যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই পবিত্র ইক্ষ্বাকু বংশে জাত মহাত্মাদের মহতী ঐতিহাসিক কাহিনীই

রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ।

তদিদং বর্তমানম্ভাবঃ সর্বং নিখিলমাদিতঃ।

ধর্মকামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনসূরতা ॥ ৪

‘আমরা এখন চতুর্বর্গফল প্রদানকারী এই রামায়ণ মহাকাব্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গান করব। আপনারা সকলে দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করে (শ্রদ্ধাসহকারে) এই গান শ্রবণ করুন।

কোশলো নাম মুদিতঃ স্মরিতো জনপদো মহান্।

নিবিস্তঃ সরযুতীরে প্রভূতজনবানবান্ ॥ ৫

‘সরযু নদীর তীরে সমৃদ্ধ, আনন্দদায়ক ও প্রভূত জনবানোপূর্ণ কোশল নামে এক বিশাল রাজ্য অবস্থিত ছিল।

অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীলোকবিলম্বতা।  
মনু মানবেশ্রেষ্ঠা যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্॥ ৬

‘সেই রাজ্যে অযোধ্যা নামে সর্বজন প্রসিদ্ধ এক  
নগরী ছিল, যে নগরী শ্রেষ্ঠ মানব মনু স্বয়ং নির্মাণ  
করেছিলেন।

জায়তা দশ চ ঘে চ যোজনানি মহাপুরী।  
দ্রীমতী দ্রীপি বিদীপা সুবিভক্তমহাপথা॥ ৭

‘সেই ঐশ্বর্যশালিনী মহানগরী দৈর্ঘ্যে বারো যোজন  
এবং প্রস্থে তিন যোজন ; সুপরিষ্কৃত বিশাল রাজপথযুক্ত  
হওয়ায় (অন্য নগরীর থেকে) তার পার্থক্য বোঝা যায়।

রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।  
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিতামঃ॥ ৮

‘বৃক্ষচ্যুত ইত্যুক্ত বিকীর্ণ পুষ্প সুদৃশ্য, প্রত্যহ  
জলসিক্তে সিক্ত, সুস্টু বিভক্ত রাজপথগুলি দ্বারা (সেই  
অযোধ্যা নগরী) ছিল সুশোভিত।

জং তু রাজা দশরথো মহারাত্রিবর্ধনঃ।  
পুরীমাবাসমাস দিবি দেবপতির্থমা॥ ৯

‘দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গের অমরাবতীতে (বাস  
করেন) সেইরূপ ধর্ম ও ন্যায়ের দ্বারা বিশাল রাষ্ট্রের  
মহিমাবর্ধনকারী রাজা দশরথ মর্ত্যের অমরাবতী  
অযোধ্যাপুরীতে বাস করতেন।

কপাটোরণবতীং সুবিভক্তানুরাপণাম্।  
সর্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ॥ ১০

‘প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের গায়ে  
(মধ্যে মধ্যে) কপাট ও তোরণযুক্ত, সর্বপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র-  
শস্ত্র সজ্জিত এবং সর্বপ্রকার শিল্পী যেখানে বাস করেন  
(এইরূপ পুরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন)।

সূতমাগধসম্বাধাং দ্রীমতীমতুলপ্রভাম্।  
উচ্চাট্টালম্বজবতীং শতদ্রীশতসঙ্কলাম্॥ ১১

‘সূত এবং মাগধদের দ্বারা সমাবৃত, ঐশ্বর্যসম্বিত,  
অতুলনীয় শোভাসম্পন্ন, উচ্চ অট্টালিকা এবং তাদের  
শীর্ষদেশে উদ্ভীন পতাকাযুক্ত এবং বহুসংখ্যক শতদ্রীবাণ  
সংযুক্ত (অযোধ্যাপুরীতে রাজা বাস করতেন)।

বহ্নাটিকসঙ্ঘেষ্ট সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্।  
উদ্যানপ্রবনোপেতাং মহতীং সালমেখলাম্॥ ১২

‘নারীদের দ্বারা অভিনয়যোগ্য বহু নাট্যশালা  
সম্বিত, নগরীর সর্বত্র সুদৃশ্য উদ্যান এবং আশ্রয়কানন

সমাবৃত, মেখলাসদৃশ বিশাল বিশাল শালতরু-  
শ্রেণীশোভিত (পুরীতে রাজা বাস করতেন)।

দুর্গমস্তীরপরিখাং দুর্গামনৌদুরাসদাম্।  
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুদ্রৈঃ খরৈস্তথা॥ ১৩

‘চতুর্দিকে শত্রুদের অগম্য পরিখাবেষ্টিত এবং অশ্ব,  
গজ, গো, উষ্ট্র ও গর্দভ প্রভৃতি পশুসম্পদে পরিপূর্ণ  
(পুরীতে রাজা বাস করতেন)।

সামন্তরাজসঙ্ঘেষ্ট বলিকর্মভিরাবৃতাম্।  
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বনিগুভিরুপশোভিতাম্॥ ১৪

‘রাজস্বদান কর্মরত সামন্তরাজগণ পরিবৃত এবং  
বিভিন্ন দেশবাসী বনিকগণ সমাবৃত (পুরীতে রাজা দশরথ  
বাস করতেন)।

প্রাসাদৈরঙ্গবিকৃতৈঃ পর্বতৈরিব শোভিতাম্।  
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রসোবামরাবতীম্॥ ১৫

‘দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সুশোভিত রত্ন  
নির্মিত পর্বতসদৃশ প্রাসাদ এবং নারীদের লীলানিকেতনে  
পরিপূর্ণ (পুরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন)।

চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণায়ুতাম্।  
সর্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥ ১৬

‘বিচিত্র শোভাসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীগণসমাবৃত,  
সর্বপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ, স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট সপ্ততল  
প্রাসাদসমূহে সুশোভিত (পুরীতে.....)।

গৃহগাঢ়মবিচ্ছিন্নাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।  
শালিতলুলসম্পূর্ণামিন্দ্রকাণ্ডরসোদকাম্॥ ১৭

‘সমভূমিতে অবস্থিত পরস্পর গাঢ়-সন্নিবিষ্ট  
অট্টালিকাসমূহ সমাবৃত, শালিধানের চাউলে সমৃদ্ধ এবং  
ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট পানীয় জলপূর্ণ (পুরীতে.....)

দুন্দুভিভির্মদলৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।  
নাদিতাং ভূশমত্যাং পৃথিব্যাং তামনুস্তমাম্॥ ১৮

‘দুন্দুভি-মৃদঙ্গ বীণা-পণবাদির নিনাদে মুখরিত  
পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পুরীতে (রাজা বাস করতেন) (এই  
অযোধ্যানগরীর জনগণ ছিলেন গীতবাদ্যাদি-নিপুণ  
সংস্কৃতিমান)।

বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি।  
সুনিবেশিতবেশ্যাজাং নরোত্তমসমাবৃতাম্॥ ১৯

‘সিদ্ধগণের তপস্যালব্ধ দেবলোকস্থ সুপরিষ্কৃত  
প্রবেশপথযুক্ত রাজপ্রাসাদতুল্য গৃহ শ্রেষ্ঠ-পুরুষগণ দ্বারা

পরিবেষ্টিত (পুরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন)।  
 যে চ বাণৈর্ন বিশ্বাস্তি বিবিভক্তমপরাপরম্।  
 শব্দবেশ্যঃ চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ ॥ ২০  
 সিংহবান্ধবরাহাণাং মন্তানাং নদতাং বনে।  
 হস্তারো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বল্লাদ বাহুবলৈরপি ॥ ২১  
 ভাদ্রশানাং সহস্রৈস্ত্র্যমভিপূর্ণাঃ মহারথৈঃ।  
 পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথস্তদা ॥ ২২  
 ‘যে সকল ক্ষিপ্ৰহস্ত, অস্ত্রপ্রয়োগে পারদর্শী  
 সৈনিকেরা ভয়ত্রস্ত পলায়নপর ও শব্দশ্রবণেই ভীত শত্রুকে  
 বাণবিদ্ধ করে না (অর্থাৎ হত্যা করে না), পরস্তু অরণ্যে  
 চিৎকাররত ভয়ঙ্কর সিংহ-বান্ধব-শুকরদের বাহুবলে বা

শানিত অস্ত্রে ক্ষিপ্ৰ হস্তে হত্যা করতে সমর্থ, তদ্রূপ সহস্র  
 সহস্র মহারথ সৈন্যে পরিপূর্ণ সেই (অযোধ্যা)পুরীতে রাজা  
 দশরথ বাস করতেন।

তামগ্নিমস্তিষ্ঠণবস্তিরাবৃতাং

বিজ্যোস্তমৈর্বেদমুদঙ্গপারগৈঃ ।

সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্মহাত্মভি-

র্মহর্ষিকল্পৈ ঋষিভিষ্চ কেবলৈঃ ॥ ২৩

‘অগ্নিহোত্রী, শমদমাদি গুণসম্পন্ন দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ,  
 ষড়ঙ্গবেদ-নিষ্যাত, সহস্রদাতা, সত্যনিষ্ঠ, মহর্ষিকল্প  
 মহাত্মা ঋষিদের দ্বারা পরিবৃত সেই (পুরীতে রাজা দশরথ  
 বাস করতেন)।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

## ষষ্ঠ সর্গ (৬)

অযোধ্যায় রাজা দশরথের শাসনকালে তৎকালীন অযোধ্যার এবং নাগরিকদের অবস্থার বর্ণনা

তস্যাং পূর্ষামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ।  
 দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ॥ ১  
 ইন্দ্ৰাকুণামতিরথো যজ্ঞা ধর্মপরো বশী।  
 মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিভিষু লোকেষু বিপ্রতঃ ॥ ২  
 বলবান্ নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।  
 ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চানৈঃ শত্রুবৈশ্রবণোপমঃ ॥ ৩  
 যথা মনুর্মহাতেজা লোকসা পরিরক্ষিতা।  
 তথা দশরথো রাজা লোকসা পরিরক্ষিতা ॥ ৪

‘সেই অযোধ্যাপুরীতে বেদজ্ঞ, সকল উপযোগী  
 বিষয়ের সংগ্রাহক, দূরদর্শী, মহাতেজস্বী, সকলের প্রিয়,  
 অতিরথ, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পরম ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়,  
 মহর্ষিকল্প রাজর্ষি, ত্রিভুবনে যশস্বী, বলবান, শত্রুজয়ী,  
 মিত্রবান, ধনসম্পদ রক্ষণে ইন্দ্র ও কুবেরতুল্য রাজা  
 দশরথ ত্রিভুবনরক্ষক মনুর ন্যায় জনসাধারণের রক্ষক  
 ছিলেন।

তেন সত্যভিসঙ্গেন ত্রিবর্গমনুষ্ঠিতা।

পালিতা সা পুরী শ্রেষ্ঠা ইন্দ্রেপেবামরাবতী ॥ ৫

‘দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে পালন করতেন

তদ্রূপ সত্যসঙ্গ, ত্রিবর্গের অনুষ্ঠানকারী রাজা দশরথ সেই  
 অযোধ্যাপুরীকে পালন করতেন।

তস্মিন্ পুরবরে হস্তা ধর্মাত্মানো বহুশ্রুতাঃ  
 নরাস্ত্রুতা ধনৈঃ সৈঃ সৈরলুপ্তাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৬

‘সেই শ্রেষ্ঠ নগরীর অধিবাসীরা সকলেই ছিলেন  
 আনন্দিত, ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, নিরোভ, সত্যবাদী এবং স্ব-  
 উপার্জিত ধনে সদাই সমৃদ্ধ।

নান্নসমিচয়ঃ কণ্ঠিদাসীং তস্মিন্ পুরোত্তমো  
 কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোহগবান্ধনধান্যবান্ ॥ ৭

‘সেই উত্তম পুরীতে আত্মীয়বৎসল এমন কেউ ছিল  
 না যে অন্নসঞ্চয়ী, পুরুষার্থহীন এবং গোরু-অশ্ব-ক-  
 ধান্যবান নয়।

কামী বা ন কদর্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ কৃচিৎ।  
 দ্রষ্টুং শকামযোধ্যায়াং নাবিধান্ ন চ নাস্তিক্যং ॥ ৮

‘অযোধ্যাতে কোথাও কখনও কামুক ব্যক্তি, কৃপণ,  
 নিষ্ঠুর বা ক্রুর ব্যক্তি, অশিক্ষিত এবং নাস্তিক ব্যক্তি দেখে  
 যেত না।

সর্বো নরাস্ত নার্ষস্ত ধর্মশীলাঃ সুসংযত্যা।



মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ॥ ৯

‘অযোধ্যায় সকল নরনারীই ছিল ধর্মপরায়ণ, সংযমী এবং সর্বদাই হৃষ্টচিত্ত ; (অধিক কি!) স্বভাব এবং আচরণে তারা ছিল মহর্ষিদের মতো নির্মল চিত্ত।

নাকুলী নামুকুটী নান্দ্রী নান্নভোগবান্।

নামৃষ্টো ন নলিপ্তাজ্জো নাসুগন্ধশ্চ বিদাতে ॥ ১০

‘অযোধ্যায় কেউই কুণ্ডলবিহীন, মুকুটহীন এবং পুষ্পস্নানহীন ছিল না ; কারও ভোগ্যবস্তু অল্প ছিল না ; সকলেই শরীর মার্জন করত, অঙ্গে চন্দন লেপন করত এবং সুগন্ধ দ্রব্যসকল ব্যবহার করত।

নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যানন্দনিম্গধ্।

নান্নভোগবান্ বাপি দৃশ্যতে নাপ্যানন্দবান্ ॥ ১১

‘অযোধ্যাপুরীতে অশুদ্ধ অন্নভোজী কেউই ছিল না ; বাহুভূষণ, কণ্ঠভূষণ এবং হস্তভূষণহীনও কেউই ছিল না ; অধিকন্তু কেউই আত্মজ্ঞানহীন ছিল না।

নানাহিতাগ্নিনীষজ্জা ন ক্ষুদ্রো বা ন তজ্জরঃ।

কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ ॥ ১২

‘অগ্নিহোত্রী নয় এবং অযাজ্ঞিক এমন কেউই অযোধ্যায় ছিল না ; (এমনকি) নীচমনা, চোর এবং অসদাচারী বা বর্ণসঙ্কর কেউই সেখানে ছিল না।

স্বকর্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।

দানায়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতিগ্রহে ॥ ১৩

‘(অযোধ্যাপুরীতে) ব্রাহ্মণেরা ছিলেন স্বকর্মরত, জিতেন্দ্রিয়, দান এবং অধ্যয়নপরায়ণ ; তাঁরা দানগ্রহণ ব্যাপারে সংযত ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন অপরিগ্রহী নাস্তিকো নানৃতী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।

নাসূয়কো ন চাশক্তো ন্যাবিদান্ বিদ্যতে কচিৎ ॥ ১৪

‘কেউই (কোনও ব্রাহ্মণই) নাস্তিক বা মিথ্যাবাদী ছিলেন না ; কেউই অশিক্ষিত, পরদোষদর্শী বা (সাধনায়) অসমর্থ ছিলেন না।

নাষড়ঙ্গবিদগ্ধান্তি নারতো নাসহশ্রদঃ।

ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কচন ॥ ১৫

‘(অযোধ্যায়) কেউই বেদের ষড়ঙ্গে জ্ঞানহীন ছিলেন না ; সহশ্রদান করেন না এমন কেউ ছিলেন না ; কেউই ব্রতহীন, দুঃখী, দরিদ্র বা বিক্ষিপ্তমনা ছিলেন না।

কশ্চিন্নরো বা নারী বা নাস্ত্রীমান্ নাপ্যঙ্গপবান্।

ব্রহ্মং শকামযোধ্যায়াং নাপি রাজ্যনাজক্রিমান্ ॥ ১৬

‘অযোধ্যায় কোনও পুরুষ বা নারী কেউই গ্রীহীন

এবং রূপহীন ছিল না ; এমনকি রাজার প্রতি ভক্তিহীন কাউকে দেখা যেত না।

বর্ণেষ্য্যচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ।

কৃতজ্ঞাশ্চ বদান্যাশ্চ শূরা বিক্রমসংযুতাঃ ॥ ১৭

‘ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) সকলেই ছিলেন দেবতা ও অতিথির পূজক, কৃতজ্ঞ, উদার, মিষ্টভাষী, বীর এবং প্রতাপশালী।

দীর্ঘায়ুষো নরাঃ সর্বৈ ধর্মং সত্যঞ্চ সংশ্রিতাঃ।

সহিতাঃ পুত্রপৌত্রৈশ্চ নিত্যং স্ত্রীভিঃ পুরোত্তমৈঃ ॥ ১৮

‘সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে সকল মানুষ ধর্মাশ্রয়ী ও সত্যপ্রিয় হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করে পুত্র-পৌত্র এবং স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে (সুখে) থাকত।

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চানীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুরতাঃ।

শূদ্রাঃ স্বকর্মনিরতান্নিন্ বর্ণানুগচারিণঃ ॥ ১৯

‘অযোধ্যাপুরীতে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের এবং বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দের আজ্ঞানুবর্তী ছিল ; শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবা দ্বারা নিজেদের কর্তব্য পালন করত।

স্মা তেনেক্ষুকুনাথেন পুরী সুপরিরক্ষিতা।

যথা পুরজ্ঞাননুনা মানবেজ্জ্ঞেয় ধীমতা ॥ ২০

‘প্রাচীনকালে মানবশ্রেষ্ঠ মনস্বী মনুর মতো ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথ সেই অযোধ্যাপুরীকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

যোধানামগ্নিকল্পানাং পেশলানামমর্ষিগাম্।

সম্পূর্ণা কৃতবিদানাং গুহা কেশরিণামিবা ॥ ২১

‘গুহা যেমন তেজস্বী বীর সিংহের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, অযোধ্যাপুরীও তদ্রূপ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ এবং অপমান-অসহনশীল যোদ্ধাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

কান্ধোজবিষয়ে জাতৈর্বাহ্নীকৈশ্চ হর্যোত্তমৈঃ।

বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহর্যোত্তমৈঃ ॥ ২২

‘ইন্ডের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার তুলা কান্ধোজ, বাহ্লীক, বনায়ু এবং সিন্ধুনদীরবর্তী দেশসমূহে জাত অশ্বে সেই অযোধ্যাপুরী পূর্ণ ছিল।

বিদ্যাপর্বতজৈর্মত্রেঃ পূর্ণা হৈমবতৈরিপি।

মদাঘিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্বতোপমৈঃ ॥ ২৩

‘বিদ্যাচল এবং হিমালয়-জাত পর্বতাকার মদমন্ত অতিশক্তিশালী যাতঙ্গ দ্বারা সেই অযোধ্যানগরী পূর্ণ ছিল।

ঐশ্যাবতকুলীনৈশ্চ মহাপঙ্ককুলৈস্তথা।

অঞ্জনাদপি নিষ্কট্যৈর্বামনাদপি চ ঘিৈঃ ॥ ২৪

ভদ্রৈর্মদ্রৈর্মগৈশ্চৈব ভদ্রমদ্রমৃগৈস্তথা।  
ভদ্রমদ্রৈর্ভদ্রমৃগৈর্মৃগমদ্রৈশ্চ সা পুরী ॥ ২৫  
নিত্যমবৈঃ সদা পূর্ণা নাগৈরচলসমিভৈঃ।

‘ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন এবং বামন নামক  
দিগ্গজদের দ্বারা আর ভদ্র, মদ্র ও মৃগ নামক হস্তীদের দ্বারা  
এবং ঐ ভদ্র-মদ্র-মৃগ হস্তীদের পরস্পর মিলনজাত  
ভদ্রমদ্র, ভদ্রমৃগ এবং মৃগমদ্র জাতীয় সঙ্গর মদোদ্যস্ত ও  
পর্বতাকার হস্তীদের দ্বারা সেই (অযোধ্যা)-পুরী সর্বদা পূর্ণ  
থাকত।

সা যোজনে যে চ কৃত্যঃ সত্যনামা প্রকাশতে।  
যস্যঃ দশরথো রাজা বসন্ত জগদপালয়ৎ ॥ ২৬

‘(তিন যোজন বিস্তৃত অযোধ্যাপুরী) দুই যোজন  
বিস্তারের মধ্যেই সার্থকনামা বলে প্রকাশিত (যাকে যুদ্ধ দ্বারা  
জয় করা অসম্ভব সেই-ই অযোধ্যা), সেখানেই বাস করে

রাজা দশরথ পৃথিবী পালন করতেন।  
তাং পুরীং স মহাতেজা রাজা দশরথো মহান্।  
শশাস শমিতামিত্রো নক্ষত্রাগীব চক্রমাঃ ॥ ২৭

‘চক্র যেমন নক্ষত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তদ্রূপ  
মহাতেজস্বী শত্রুজয়ী মহারাজ দশরথ সেই অযোধ্যাপুরীতে  
পালন করতেন।

তাং সত্যনামাং দৃঢ়তোরণার্গলাং  
গৃহৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতাং শিবাম্।

পুরীমগোপাং নৃসহস্রসংকুলাং

শশাস বৈ শত্রুসমো মহীপতিঃ ॥ ২৮

‘ইন্দ্রের ন্যায় [মহাতেজস্বী] মহারাজ দশরথ, বিচিত্র  
বর্ণময় গৃহশোভিত সহস্র সহস্র নরনারী পরিপূর্ণ  
দৃঢ় অর্গলবদ্ধ তোরণযুক্ত কল্যাণময়ী সার্থকনাম অযোধ্যা-  
পুরীকে পালন করতেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাশ্বতীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

মহর্ষি বাশ্বতীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

## সপ্তম সর্গ (৭)

রাজমন্ত্রীদেব গুণ ও নীতির বর্ণনা

তস্যামাত্যা গুণৈরাসমিস্কাকোঃ সুমহাস্থনঃ।  
মন্ত্রস্ত্রাশ্চৈকিতজ্ঞাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ ॥ ১  
অষ্টৌ বভূবুর্বারস্য তস্যামাত্যা যশস্বিনঃ।  
শুচয়শ্চানুরক্তাশ্চ রাজকৃত্যেযু নিত্যশঃ ॥ ২  
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্টৌ রাষ্ট্রবর্ধনঃ।  
অকোপো ধর্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোহর্ষবিৎ ॥ ৩

‘বীর ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা রাজা দশরথের ধৃষ্টি,  
জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল এবং  
অক্লান্তবেত্তা সুমন্ত্র — এই আটজন মন্ত্রী ছিলেন — যাঁরা  
ছিলেন রাজনৈতিক মন্ত্রণায় এবং ইন্দ্রিতের দ্বারাই অপরের  
অভিপ্রায় বুঝতে অভিজ্ঞ, সর্বদাই রাজার প্রিয় ও হিতকর  
কার্যে রত, সর্বগুণাধিত, কীর্তিমান, শুদ্ধাচারী এবং সর্বদাই  
রাজকার্যে অনুরক্ত।

ঋত্বিজৌ দ্বাবভিমতো তস্যাস্তামৃষিসত্তমৌ।  
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ মন্ত্রিণশ্চ তথাপরে ॥ ৪  
সুযজ্ঞোহপাথ জাবালিঃ কাশ্যাপোহপাথ গৌতমঃ।

মার্কণ্ডেয়স্ত দীর্ঘায়ুস্তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ ॥ ৫  
‘বশিষ্ঠ এবং বামদেব নামে শ্রেষ্ঠ ঋষিদের জ্ঞান  
অতীব প্রিয় রাজপুরোহিত ছিলেন ; এতদ্ব্যতীত অন্য মন্ত্রীর  
ছিলেন—সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যাপ, গৌতম, বর্ষদেব  
মার্কণ্ডেয় এবং দ্বিজ কাত্যায়ন।

এতৈর্ব্রহ্মর্ষিভিনির্নিতামৃষিজন্তস্য পৌর্বকা।  
বিদ্যাবিনীতা শ্রীমন্তঃ কুলশা নিয়তেজস্বিনাঃ ॥ ৬  
শ্রীমন্তশ্চ মহাস্থানঃ শাস্ত্রজ্ঞা দৃঢ়বিক্রমাঃ।  
কীর্তিমন্তঃ প্রসিদ্ধিতা যথাবচনকারিণঃ ॥ ৭  
তেজঃকমায়শঃপ্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বভিজাষিণাঃ।

জেনাথঃ কামার্থহেতোর্বা ন ব্রহ্মরন্থং বচঃ ॥ ৮  
‘বিদ্যাহেতু বিনয়ী, লজ্জাশীল, কর্মকুশল,  
জিতেন্দ্রিয়, কীর্তিমান, মহাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ, দৃঢ়-পরাক্রমী  
যশস্বী, কর্মে সমাহিতচিত্ত, তেজঃ-কম্মা ও যশঃসম্পন্ন  
বংশ-পরম্পরাগত নিযুক্ত ঋত্বিকগণ এই ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে  
প্রতিজ্ঞানুসারে সর্বদা কর্ম করতেন, তাঁরা যদু হাস্যপূর্বক

কণ্ঠ বলতেন এবং ক্রোধ, কাম বা স্বার্থের বশীভূত হয়ে  
কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না।

ভেষ্যবিদিতঃ কিঞ্চিৎ ক্ষেপু নান্তি পরেষু বা।  
ক্রিয়মাণঃ কৃতং বাপি চারোশপি চিকীর্ষিতম্॥ ৯

‘এই সকল মন্ত্রীদের কাছে নিজেদের বা শত্রুপক্ষীয়  
রাজাদের কোনও কিছুই অবিদিত থাকত না। শত্রুপক্ষীয়  
রাজারা যা করছেন, যা করেছেন বা যা করতে ইচ্ছা  
করেন সব কিছুই তাঁরা গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানতে  
পারতেন।

কুশলা ব্যবহারেষু সৌম্যদেষু পরীক্ষিতাঃ।  
প্রাপ্তকালং যথা দণ্ডঃ ধারয়েয়ুঃ সুতেশপি॥ ১০

‘সেই মন্ত্রীগণ আইনশাস্ত্রে ছিলেন সুপণ্ডিত,  
(রাজার প্রতি এবং দেশের প্রজাদের প্রতি) তাঁদের বহুদূর  
(সৌহার্দ্য) ছিল অকৃত্রিম (সুপরীক্ষিত) ; এমনকি তাঁদের  
সজ্ঞানগণ দণ্ডনীয় অপরাধ করলে তাদের প্রতিও  
শাস্তিবিধানে তাঁরা পশ্চাৎপদ হতেন না।

কোশসংগ্রহণে যুজ্ঞা বলস্য চ পরিগ্রহে।  
অহিতং চাপি পুরুষং ন হিংসুরবিদুষকম্॥ ১১

‘(তাঁরা) রাজকোশাগারে ধনবৃদ্ধি এবং সৈন্য  
সংগ্রহ ব্যাপারে সর্বদা নিযুক্ত থাকতেন ; অনপরাধী  
শত্রুকেও তাঁরা হিংসা করতেন না।

বীরাস্ত নিয়তোঃ সাহ্য রাজশাস্ত্রমনুষ্ঠিতাঃ।  
উচীনাং রক্ষিতারস্ত নিত্যং বিষয়বাসিনাম্॥ ১২

‘তাঁরা (সেই মন্ত্রীরা) ছিলেন বীর, সর্বদাই  
উদ্যমশীল এবং রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্রানুসারে কর্তব্যপরায়ণ ;  
(আরও তাঁরা) পবিত্র চরিত্র দেশবাসীদের সর্বদাই  
রক্ষা করতেন।

অক্ষয়মহিংসত্ত্বো কোশং সমপূরয়ন্।  
সুতীক্ৰমতাঃ সংপ্ৰেক্ষ্য পুরুষস্য বলাবলম্॥ ১৩

‘তাঁরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের প্রজাদের কষ্ট  
না দিয়ে ন্যায়ানুসারে রাজকোশ পূর্ণ করতেন, অপরাধী  
ব্যক্তির ক্ষমতা-অক্ষমতা বিচার করে তাদের প্রতি কঠিন বা  
মৃদু দণ্ড বিধান করতেন।

উচীনামেকবুদ্ধীনাং সর্বেষাং সম্প্রজ্ঞানতাম্।  
নাগীং পুরে বা রাষ্ট্রে বা মূষাবাদী নরঃ কচিৎ॥ ১৪

কচিৎ দুষ্টজ্ঞাসীং পরদারগতির্নরঃ।  
প্রশান্তং সর্বমেবাসীদ্ রাষ্ট্রং পুরবরং চ তৎ॥ ১৫

‘পবিত্রচরিত্র, স্থিতিবুদ্ধি এবং সম্যক্ জ্ঞানী সেই  
মন্ত্রীদের অভিজ্ঞতায় অযোধ্যাপুরীতে এবং সমগ্র

কোশলরাজ্যে কোনও ব্যক্তিই মিথ্যাবাদী বা দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন  
বা পবিত্রীগামী ছিল না ; সেই অযোধ্যাপুরী এবং কোশল-  
রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করত।

সুবাসসঃ সুবোদ্যন্ত তে চ সর্বে শুচিরতাঃ।  
হিতার্থাশ্চ নরেন্দ্রস্য জগ্নতো নয়চ্ছুযাঃ॥ ১৬

‘উত্তম বস্ত্র পরিত্রিত, সুসজ্জিত, পবিত্রকর্মী, রাজার  
হিতাকাঙ্ক্ষী সেই মন্ত্রীরা নীতিকণ চকুকে উদ্দীলিত রেখে  
সর্বদা সজাগ থাকতেন।

ওরোওগৃহীতাস্ত প্রখ্যাতাস্ত পরাক্রমৈঃ।  
বিদেশেশপি নিজ্ঞাতাঃ সর্বতো বুদ্ধিনিষ্ঠয়াঃ॥ ১৭

‘তাঁরা ছিলেন গুরুজনদের গুণগ্রাহী এবং নিজগুণে  
সকলের নিকট সমাদৃত, বীরহে প্রসিদ্ধ ; বিদেশেও  
(গুণগ্রাহীদের কাছে) সমাদৃত এবং সর্ববিষয়ে স্থির বুদ্ধিতে  
কার্য সম্পাদনকারী।

অভিতো গুণবদ্যন্ত ন চাসন্ গুণবর্জিতাঃ।  
সন্ধিবিগ্রহতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রকৃত্যা সম্পদাধিতাঃ॥ ১৮

‘তাঁরা সকলেই ছিলেন সর্বদেশে ও সর্বকালে  
গুণবান বলে প্রসিদ্ধ, কেউই গুণহীন ছিলেন না, ছিলেন  
যুদ্ধনীতির সন্ধি-বিগ্রহ বিষয়ে রাজনীতিতত্ত্বজ্ঞ ও প্রকৃতই  
ঐশ্বর্যশালী।

মন্ত্রসংবরণে শক্তাঃ শক্তাঃ সূক্ষ্মাসু বুদ্ধিযু।  
নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞাঃ সততং প্রিয়বান্দিনঃ॥ ১৯

‘তাঁরা সকলেই ছিলেন রাজকীয় মন্ত্রণা গোপন  
রাখতে সমর্থ, বিচারে সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ  
এবং সর্বদাই প্রিয়ভাষী।

ঈদৃশৈষ্টৈরমাতৈশ্চ রাজা দশরথোহনঘঃ।  
উপপন্নো গুলোপেতৈরদ্ব্যশাসদ্ বসুন্ধরাম্॥ ২০

‘এইরূপ গুণবান মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে  
নিষ্পাপ রাজা দশরথ বসুন্ধর্য তথা রাজ্য শাসন করতে  
লাগলেন।

অবেক্ষ্যমাণচারেণ প্রজা ধর্মেন রক্ষয়ন্।  
প্রজানাং পালনং কুর্বন্নধর্মং পরিবর্জয়ন্॥ ২১

বিশ্রুতগ্নিষু লোকেষু বদান্যঃ সত্যসঙ্গরঃ।  
স তত্র পুরুষব্যগ্রঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্॥ ২২

‘গুপ্তচরদের সহায়তায় স্বরাজ্যের এবং  
শত্রুরাজ্যের সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে প্রজাদের  
ধর্মপথে রক্ষা করে (প্রজাদের স্বধর্মপালনে সহায়তা করে)  
অধর্ম পরিত্যাগপূর্বক প্রজাপালন দ্বারা ত্রিভুবনে বিখ্যাত  
দানশীল, (প্রিয়ভাষী), সত্যসঙ্গ পুরুষসিংহ (রাজা দশরথ)



অযোধ্যায় অবস্থান করে এই পৃথিবীকে (নিজ রাজ্যকে) শাসন (পালন) করতেন।

নাথ্যগচ্ছন্ বিশিষ্টং বা তুল্যং বা শত্রুঘ্নায়নঃ।

মিত্রবান্ধবতামন্তঃ প্রতাপহতকণ্টকঃ।

স শশাস জগদ্ রাজা দিবি দেবপতিৰ্থা ॥ ২৩

‘রাজা দশরথ নিজের চেয়ে বেশি বা সমশক্তিসম্পন্ন কোনও শত্রুর সম্মুখীন হননি। তাঁর অনেক বন্ধু ছিলেন এবং সামন্ত রাজারা সর্বদাই তাঁর সামনে নতমস্তকে থাকতেন। স্বীয় প্রতাপে কণ্টকতুল্য শত্রুদের বিনষ্ট করে,

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গে শাসন করেন, সেইরকম তিনি পৃথিবীকে (নিজ রাজ্যকে) শাসন করতেন।

তৈর্মিত্রিভির্মিত্রহিতৈর্নিবিশিষ্ট-

বৃত্তোহনুরক্তৈঃ কুশলৈঃ সমর্থৈঃ।

স পার্থিবো দীপ্তিমবাপ যুক্ত-

স্তেজোময়ৈর্গৌতিরিবোদিতোহর্কঃ ॥ ২৪

‘উজ্জ্বল কিরণমালাযুক্ত উদিত সূর্যের মতো রাজা দশরথ, সুমন্ত্রণা দ্বারা কল্যাণ সাধনে নিরত, অনুরক্ত, দক্ষ, শক্তিশালী মন্ত্রিমণ্ডলী পরিবৃত্ত হয়ে শোভা পেতেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তম সর্গ সমাপ্ত। ৭।

## অষ্টম সর্গ (৮)

পুত্রলাভের জন্য রাজা দশরথ কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব এবং

ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদের দ্বারা তার অনুমোদন

তস্য চৈবঃপ্রভাবস্য ধর্মজস্য মহাত্মনঃ

সূতার্থঃ তপ্যমানস্য নাসীদ্ বংশকরঃ সুভঃ ॥ ১

‘এইরূপ প্রভাবশালী ধর্মজ মহাত্মা রাজা (দশরথ) পুত্রের জন্য তপস্যা করেও বংশধর পুত্র লাভ করতে পারেননি।

চিন্ত্যানস্য ভাস্যেবঃ বুদ্ধিরাসীদ্রহস্যনঃ।

সূতার্থঃ বাজিমেধেন কিমর্থঃ ন যজামাহম্ ॥ ২

‘চিন্তারত সেই মহাত্মা রাজা দশরথের সহসা মনে হল, পুত্রলাভের জন্য আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করি না কেন !

স নিশ্চিতাঃ মতিঃ কৃদ্ধা যষ্টবামিতি বুদ্ধিমান্।

মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্মান্মা সর্বৈরপি কৃতান্তভিঃ ॥ ৩

ততোহব্রবীন্নহাতেজাঃ সুমন্ত্রঃ মন্ত্রিসমুদয়ঃ।

শীঘ্রমানয় মে সর্বান গুরুংস্তান্ সপুত্রোহিতান্ ॥ ৪

‘অনন্তর সেই মহাতেজস্বী পরম ধার্মিক বুদ্ধিমান রাজা দশরথ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রীদের সঙ্গে বিচার করে ‘যজ্ঞ করতে হবে’ এইরূপ ছিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্ত্রীবর সুমন্ত্রকে বললেন, “মুনিবর ! আপনি শীঘ্র পুত্রোহিতদের সঙ্গে আমার গুরুজনদের সকলকে নিয়ে আসুন।”

ততঃ সুমন্ত্রঃপ্রতিঃ গতা দ্বরিতবিক্রমঃ।

সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্ ॥ ৫

তখন দ্বরিতগতি সুমন্ত্র শীঘ্র গিয়ে বেদবিদ্যায় (ও বৈদিক যজ্ঞাদিতে) পারদ্রম সকলকে নিয়ে এলেন।

সুযজ্ঞঃ বামদেবঃ চ জাবালিমথ কাশ্যাপম্।

পুত্রোহিতং বসিষ্ঠং চ যে চাপ্যন্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬

তান্ পূজয়িত্বা ধর্মান্মা রাজা দশরথস্তদা।

ইদং ধর্মার্থসহিতং শ্রদ্ধং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭

‘সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কুলপুত্রোহিত বশিষ্ঠ এবং আরও অন্য যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁদের সকলকে ধর্মান্মা রাজা দশরথ অর্চনা করে ধর্ম ও অর্থযুক্ত মধুর বাক্যে বললেন—

মম লালপ্যামানস্য সূতার্থঃ নাস্তি বৈ সুখম্।

তদর্থঃ হয়মেধেন যক্ষ্যামিতি মতির্মম ॥ ৮

‘পুত্রলাভের জন্য আমি সর্বদাই বিলাপ করি, আমার মনে একটুও সুখ নেই। সেইজন্য (পুত্রলাভের আশায়) আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার অভিলাষ করেছি।

তদহং যষ্টুমিচ্ছামি শাস্ত্রদুষ্টেন কর্মণা।

কথং প্রাপ্যামাহং কামং বুদ্ধিরত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৯

‘আমি শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি ; অতএব তার জন্য বাঞ্ছিত বস্তু কীভাবে লাভ করব সেই বিষয়ে চিন্তা করে বলুন।’

ততঃ সাক্ষিতি ত্বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রতাপূজয়ন্।  
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সৰ্বে পার্শ্ববাস্য মুখেরিতম্॥ ১০

‘তখন বসিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণ রাজার মুখনিঃসৃত সেই  
কথাকে “সাধু সাধু” বলে অভিনন্দিত করলেন।

উচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ সৰ্বে দশরথঃ বচঃ।  
সম্ভাৱাঃ সস্ত্রিয়স্তাঃ তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্॥ ১১

সরযুশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিবিধীয়তাম্।  
সৰ্বথা প্রাক্ষাসে পুত্রানভিপ্রেতাংশ্চ পার্শ্ববাস্যঃ॥ ১২

যদ্য তে ষাট্ঠিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা  
ততঃস্বৌভবদ্ রাজা শ্রদ্ধৈতদ্ বিজ্ঞতামিতম্॥ ১৩

‘ঋষিরা সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে রাজা দশরথকে  
বললেন—“হে রাজন্ ! যজ্ঞার্থ দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করুন,

যজ্ঞস্থটি মুক্ত করে দিন, সরযু উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ  
করান ; যেহেতু পুত্রলাভের জন্য আপনার এই পবিত্র বুদ্ধি

হয়েছে সেইজন্য আপনি নিশ্চয়ই প্রার্থিত পুত্র লাভ  
করবেন।” ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনে রাজা সন্তুষ্ট হলেন।

অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষব্যাকুললোচনঃ।  
সম্ভাৱাঃ সস্ত্রিয়স্তাঃ মে গুরুণাং বচনাদিহ॥ ১৪

সমর্থ্যধিষ্ঠিতচাশ্বঃ সোপাখ্যায়ো বিমুচ্যতাম্।  
সরযুশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিবিধীয়তাম্॥ ১৫

শাশ্বত্যাচাপি বর্ষস্তাঃ যথাকল্পং যথাবিধি।  
শকাঃ প্রাপ্তুময়ং যজ্ঞঃ সৰ্বেনাপি মহীক্ষিতাঃ॥ ১৬

নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যশ্মিন্ ক্রতুসম্বমে।  
হিঙ্গং হি মৃগয়ন্তে স্ম বিধাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥ ১৭

বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কৰ্তা বিনশ্যতি।  
তদ্ যথা বিধিপূৰ্বং মে ক্রতুরেব সমাপ্যতে॥ ১৮

তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমৰ্থাঃ সাধনেধিতি।  
‘ব্যাকুল হৃদয়ে ও আনন্দোৎফুল্ললোচনে রাজা

দশরথ তাঁর মন্ত্রীদের বললেন—“আপনারা আমাব  
গুরুজনদের আশ্রয়ানুসারে এখানে যজ্ঞসামগ্রী একত্র করুন ;

শক্তিশালী বক্ষীবর্গ এবং উপাখ্যায় (পুৰোহিত) সঙ্গে দিয়ে  
যজ্ঞস্থ ছেড়ে দিন। সরযু উত্তরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন।

বেদাঙ্গ কল্পশাস্ত্রবিধি এবং অন্য যজ্ঞীয় শাস্ত্রবিধি অনুসারে  
শান্তিকর্মসমূহের ব্যবস্থা করুন। যদি এই যজ্ঞে কষ্টকর

কোনও অপরাধ না হয়, তবে সকল রাজাই এই যজ্ঞানুষ্ঠান  
করতে পারেন। (কিন্তু তা কষ্টসাধ্য ; কারণ) বিদ্বান

ব্রহ্মরাক্ষসেরা এই যজ্ঞের একটি সন্ধান করে ফেরে।  
অধিকন্তু বিধিহীন যজ্ঞের কৰ্তা সদাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

অতএব আমার এই যজ্ঞ যাতে বিধিমতো সম্পন্ন হয়,  
সেইরূপ ব্যবস্থা করুন ; কারণ আপনারাই এই কার্যসাধনে

সমর্থ।”  
তথৈতি চাব্রবন্ সৰ্বে মন্ত্রিণঃ প্রতিপূজিতাঃ॥ ১৯

পার্শ্ববেষ্টিতস্য তদ্ বাক্যং যথাপূৰ্বং নিশ্চয়্য ভে।  
‘মন্ত্রীরা সকলে নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের সেই কথা যথাযথ

শ্রবণ করে এবং (রাজার নিকট) সম্মানিত হয়ে বললেন  
“তাই হবে”।

তথা বিজ্ঞাস্তে ধর্মজ্ঞা বর্ষয়ন্তো নৃপোত্তমম্॥ ২০  
অনুজ্ঞাতান্ততঃ সৰ্বে পুনর্জঘূর্ষথাগতম্।

‘তদ্রূপ সেই ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সকলে মহারাজের  
অত্যাশ্রয় কামনা করে, যেমন এসেছিলেন আবার

সেইরকমভাবে অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।  
বিসর্জয়িত্বা তন্ বিপ্রান্ সচিবানিদমব্রবীৎ॥ ২১

ঋত্বিগ্ভিরূপসংদিষ্টো যথাবৎ ক্রতুরাশ্যতাম্।  
ইত্যুক্তা নৃপশাদূলঃ সচিবান্ সমুপহিতান্॥ ২২

বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্য প্রবিবেশ মহামতিঃ।  
‘নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ ব্রাহ্মণদের বিদায় দিয়ে

মন্ত্রীদের আবার বললেন—“পুৰোহিতগণ কর্তৃক উপদিষ্ট  
যজ্ঞ যথাযথ পূর্ণ করুন।” উপস্থিত মন্ত্রীদের এই কথা বলে

এবং তাঁদের বিদায় দিয়ে মহামতি মহারাজ নিজ আলয়ে  
(অন্তঃপুরে) প্রবেশ করলেন।

ততঃ স গতা তাঃ পত্নীর্নবেজ্জো হৃদয়ঙ্গমাঃ॥ ২৩  
উবাচ দীক্ষাং বিশত যজ্ঞোহহং সূতকারণাং।

‘অনন্তর রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে প্রিয়তমা  
পত্নীদের বললেন—“(তোমরা যজ্ঞে) দীক্ষা গ্রহণ করো,

কারণ আমি পুত্রার্থে যজ্ঞ করব।”  
তাসাং তেনাভিকান্তেন বচনেন সুবচসাম্।

মুখপদ্মান্যশোভন্ত পদ্মানীৰ্ব হিমাভ্যয়ে॥ ২৪  
‘সেই মধুরবচন শ্রবণ করে দীপ্তিমতী (সুন্দরী)

রানীদের মুখপদ্মগুলি বসন্তের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো  
শোভা ধারণ করেছিল।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণেব বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

## নবম সর্গ (৯)

যজ্ঞে ঋষ্যাশুঙ্গকে নিয়ে আসার জন্য রাজাকে সুমন্ত্রের পরামর্শ তথা ঋষ্যাশুঙ্গের কাহিনী

এতজুহুৱা রহঃ সূতো রাজানমিদমব্রবীৎ।  
শ্রয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ ময়া শ্রুতম্॥ ১

‘পুত্রের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা শুনে সারথি  
সুমন্ত্র একান্তে রাজাকে বললেন—“মহারাজ! পুরাণে আমি  
যে পুরাবৃত্ত শুনেছি তা শুনুন।

ঋষিগভিরুপদিষ্টোহমং পুরাবৃত্তো ময়া শ্রুতঃ।  
সনৎকুমারো ভগবান্ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্॥ ২  
ঋষীণাং সমিষৌ রাজংস্তব পুত্রাগমং প্রতি।

“পুরাকালে ঋষিগণ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য যে অশ্বমেধ  
যজ্ঞের উপদেশ দিয়েছিলেন, ঋষিগণ কর্তৃক কথিত সেই  
পুরাবৃত্ত আমি শুনেছি। ভগবান সনৎকুমার পূর্বে এই কথা  
ঋষিদের কাছে বলেছিলেন। হে মহারাজ! আপনার  
পুত্রপ্রাপ্তির প্রতিও এই কথা প্রযোজ্য।

কাশ্যপস্য চ পুত্রোহস্তি বিভাণ্ডক ইতি শ্রুতঃ॥ ৩  
ঋষ্যাশুঙ্গ ইতি খ্যাতস্তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।  
স বনে নিত্যসংবৃদ্ধো মুনির্বনচরঃ সদা॥ ৪

“পরমপূজ্যপাদ সনৎকুমার বললেন—ঋষি  
কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। তাঁর ঋষ্যাশুঙ্গ  
নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। সর্বদা বনে বিচরণকারী  
সেই মুনি ঋষ্যাশুঙ্গ বনেই লালিত-পালিত হবেন।

নান্যং জ্ঞানতি বিপ্রের্নো নিতাং পিত্রনুবর্তনাং।  
বৈবিশ্যং ব্রহ্মচর্যস্য ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ॥ ৫  
লোকেষু প্রথিতং রাজন্ বিপ্রৈশ্চ কথিতং সদা,  
তসৌবং বর্তমানস্য কালঃ সমভিবর্তত॥ ৬  
অগ্নিঃ শুশ্রূষমাণস্য পিতরং চ যশস্বিনম্।

“সবসময়ই পিতার অনুসরণ ব্যতীত এই  
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আর কাউকেই জানেন না। হে মহারাজ!  
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বর্ণিত এবং পৃথিবীতে বিখ্যাত দুই প্রকার  
ব্রহ্মচর্যই এই মহাত্মা পালন করবেন। অগ্নি এবং যশস্বী  
পিতার সেবা দ্বারাই তাঁর সময় অতিবাহিত হবে।

এতশ্মিন্নেব কালে তু রোমপাদঃ প্রতাপবান্॥ ৭  
অজ্ঞেযু প্রথিতো রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ।  
তস্য বাতিক্রমাদ্ রাজ্যো ভবিষ্যতি সুদানবঃ॥ ৮  
অনাবৃষ্টিঃ সুঘোরা বৈ সর্বলোকভয়াবহা।

“সেই সময় অঙ্গদেশে মহাবীরবান ও প্রতাপশালী  
রোমপাদ নামে এক বিখ্যাত রাজা রাজত্ব করবেন; তাঁর

ব্যভিচারিতার জন্য (তাঁর রাজ্যে) সকল মানুষের দুঃখদায়ক  
ভয়াবহ ধোর অনাবৃষ্টি হবে।

অনাবৃষ্ট্যাং তু বৃত্তায়াং রাজা দুঃখসমম্বিতঃ॥ ৯  
ব্রাহ্মণাঙ্গুতসংবৃদ্ধান্ সমানীয় প্রবক্ষ্যতি।  
ভবন্তঃ শ্রুতকর্ম্মাণো লোকচারিত্রবেদিনঃ॥ ১০  
সমাধিস্ত্র নিয়মং প্রায়শ্চিত্তং যথা ভবেৎ।

“রাজ্যে অনাবৃষ্টিহেতু দুঃখিত রাজা শাস্ত্র-  
জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের সমাদর করে নিয়ে এসে বলবেন,  
‘আপনারা শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কর্মকুশল এবং  
লোকচরিত্র ও সংসারের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ। অতএব,  
যাতে (আমার পাপের) উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেইরকম  
কোনও বিধির নির্দেশ দিন।’

ইত্যুক্তান্তে ততো রাজা সর্বৈ ব্রাহ্মণসন্তমঃ॥ ১১  
বক্ষ্যন্তি তে মহীপালং ব্রাহ্মণা বেদ-পারগাঃ  
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ সর্বোপায়ৈরিহানয়॥ ১২  
আনাত্য তু মহীপাল ঋষ্যাশুঙ্গং সুসংকৃতম্।  
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।  
প্রযচ্ছ কন্যাং শাস্ত্রাং বৈ বিধিনা সুসমম্বিতঃ॥ ১৩

“অতঃপর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ রাজার দ্বারা  
এইরূপে অনুরুদ্ধ হয়ে বলবেন—‘রাজন্! যে কোনও  
উপায়ে বিভাণ্ডক মুনির পুত্রকে এখানে (অঙ্গরাজ্যে) নিয়ে  
আসুন। হে পৃথিবীশ্বর! বিভাণ্ডক মুনির পুত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ  
ঋষ্যাশুঙ্গকে নিয়ে এসে সংবর্ধনা জানিয়ে শুদ্ধচিত্তে শাস্ত্রীয়  
বিধি অনুসারে তাঁর হাতে স্বীয় কন্যা শাস্ত্রকে সম্প্রদান  
করুন।’

তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা চিত্তাং প্রপৎসাতে।  
কেনোপায়েন বৈ শকামিহানেতুং স বীর্যবান্॥ ১৪

“সেই ব্রাহ্মণদের কথা শুনে রাজা চিন্তা করবেন  
—কী উপায়ে সেই বীর্যবান ব্রাহ্মণকে এখানে আনা যায়।  
ততো রাজা বিনিশ্চিত্য সহ মন্ত্রিভিরান্ববান্।  
পুরোহিতমমাত্যাংস্ত প্রেষয়িষ্যতি সংকৃতান্॥ ১৫

“অতঃপর মনস্বী রাজা (রোমপাদ) মন্ত্রীদের  
সঙ্গে আলোচনান্তে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পুরোহিত এবং  
মন্ত্রীদের সম্মানিত করে (বিভাণ্ডক মুনির আগ্রমে)  
পাঠাবেন।

তে তু রাজ্যো বচঃ শ্রুত্বা ব্যথিতা বিনতাননাঃ।



ন গচ্ছেম ঋষেভীতা অনুনেয়স্তি তং নৃপম্॥ ১৬

“তারা (পুরোহিত এবং মন্ত্রীরা) রাজার নির্দেশ শুনে ঋষির (ক্রোধের) ভয়ে ভীত হয়ে ব্যাঘ্রিত চিত্তে অবনত মস্তকে যাব না বলে রাজার কাছে অনুন্নয় বিনয় করবেন।

বক্ষ্যন্তি চিত্তয়িত্বা তে তস্যোপায়ামংস্ত তান্ কমান্।

জানেষ্যামো বয়ং বিপ্রং ন চ দোষো ভবিষ্যতি॥ ১৭

“অতঃপর তাঁরা (ঋষাশৃঙ্গমুনিকে নিয়ে আসার) উপযুক্ত উপায়সকল চিন্তা করে রাজাকে বললেন—‘আমরা কোনও উপায়ে ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসব, এতে কোনও দোষ হবে না।’

এবমবধিপেনৈব গণিকার্ভির্ষেষঃ সূতঃ

অনীতোহবর্ষয়দেবঃ শাস্তা চাশ্মৈ প্রদীয়তে॥ ১৮

“এইভাবে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে অঙ্গরাজ

বোমপাদ রূপোপদ্রীবিনীদেব (গণিকাদের) সহায়তায় ঋষিপুত্রকে (ঋষাশৃঙ্গকে) নিয়ে আসবেন ; (তখন) দেবরাজ (ইন্দ্র) বৃষ্টিপাত করবেন এবং (অঙ্গরাজকন্যা) শাস্তা তাঁর (ঋষাশৃঙ্গের) হস্তে প্রদত্তা হবেন।

ঋষাশৃঙ্গস্ত জামাতা পুত্রাংস্তব বিদ্যাসতি।

সনৎকুমারকণিতমেতানদ্ ব্যাহতং ময়া॥ ১৯

“জামাতা ঋষাশৃঙ্গই আপনার পুত্রপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। ঋষি সনৎকুমার কর্তৃক কণিত (কাহিনী) এই পর্যন্ত আমি আপনাকে বললাম।”

অথ হৃষ্টো দশরথঃ সুমন্তঃপ্রত্যাভ্যত।

যথর্ষাশৃঙ্গদ্বানীতো যেনোপায়েন সোচ্যতাম্॥ ২০

“তখন রাজা দশরথ হর্ষাঘ্রিত হয়ে সুমন্তকে বললেন—“যে উপায়ে এবং যেভাবে ঋষাশৃঙ্গকে আনা হয়েছিল তা বলো”

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

## দশম সর্গ (১০)

সনৎকুমার কর্তৃক প্রতিপাদিত এবং সুমন্তকর্তৃক কথিত অঙ্গদেশে ঋষাশৃঙ্গকে নিয়ে আসা

এবং শাস্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিষয়ের সবিস্তারে বর্ণনা

সুমন্তশ্চোদিতো রাজা প্রোবাচেদং বচস্তদা।

যথর্ষাশৃঙ্গদ্বানীতো যেনোপায়েন মদ্বিভিঃ।

ভয়ে নিগদিতং সর্বং শৃণু মে মদ্বিভিঃ সহ॥ ১

‘রাজা দশরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সুমন্ত বললেন—“মন্ত্রীগণ কর্তৃক ঋষাশৃঙ্গ যেমনভাবে এবং যে উপায়ে অনীত হয়েছিলেন, সেই সকল বিষয়ই আমি বলছি, মন্ত্রীদের সঙ্গে আপনি শ্রবণ করুন।

রোমপাদমুবাচেদং সহামাত্যঃ পুরোহিতঃ।

উপায়ো নিরপায়োহয়মস্মাভিরভিচিন্তিতঃ॥ ২

“মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে এসে পুরোহিত রাজা রোমপাদকে বললেন—বিদ্বহীন উপায় আমরা চিন্তা করেছি।

ঋষাশৃঙ্গো বনচরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ।

অনভিজ্ঞস্ত নারীণাং বিষয়াণাং সুখসা চ॥ ৩

“ঋষাশৃঙ্গ বনবাসী তপস্বী এবং সর্বদা বেদপাঠরত।

তিনি নারী, বিষয়ভোগ এবং সুখের বিষয়ে অভিজ্ঞতাহীন।

ইন্দ্রিয়ার্থেরতিমতৈর্নরচিহ্নপ্রমাণিভিঃ।

পূরমানায়য়িষ্যামঃ ক্ষিপ্রং চাধ্যবসীয়তাম্॥ ৪

“মানুষের চিত্তবিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য সৌভনীয় বিষয়ের সাহায্যে (ঋষি ঋষাশৃঙ্গকে) নগরে (অঙ্গরাজ্যে) নিয়ে আসতে সাহায্য করব বা আনয়ন করাব। (আপনি) শীঘ্রই তার ব্যবস্থা করুন।

গণিকাস্তত্র গচ্ছন্ত রূপবত্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।

প্রলোভ্য বিবিধোপায়ৈরানেষ্যন্তীহ সংকৃতাঃ॥ ৫

“নানালঙ্কারে সুসজ্জিতা রূপবতী গণিকারা আপনার দ্বারা পুরস্কৃত হয়ে সেখানে (ঋষাশৃঙ্গ ঋষির তপোবনে) গিয়ে নানাভাবে (তাঁকে) প্রলোভিত করে এখানে নিয়ে আসবেন।

শ্রদ্ধা তথেন্তি রাজা চ প্রত্যাঘাচ পুরোহিতম্।

পুরোহিতো মদ্বিল্পত তদা চক্ষুশ্চ তে তথা॥ ৬

“রাজা (রোমপাদ) সেই কথা শুনে পুরোহিতকে বললেন — ‘তাই করুন’। তখন পুরোহিত এবং মন্ত্রীরা রাজার আদেশে সেইরূপই ব্যবস্থা করলেন।

বারমুখ্যাস্ত তচ্ছ্রদ্ধা বনং প্রবিবিশুমহং।  
আশ্রমস্যাবিদুরেহস্মিন্ যত্নং কুবন্তি দর্শনে॥ ৭

“রাজা রোমপাদের আদেশ শুনে প্রধানা বারাক্ষনারা গভীর বনে প্রবেশ করে আশ্রমের নিকটে গিয়ে তাঁকে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন

ঋষেঃ পুত্রস্য ধীরস্য নিতামাশ্রমবাসিনঃ।

পিতৃঃ স নিত্যসমুদ্রো নতিচক্রাম চশ্রমাৎ॥ ৮

“ঋষিপুত্র ঋষাশ্ব অতীব ধীর স্বভাবের এবং পিতার নিকট সর্বদা অবস্থান করেই তৃপ্ত। তিনি সর্বদাই আশ্রমে থাকেন, কখনই আশ্রমের বাইরে যাননি।

ন তেন জন্মপ্রভৃতি দৃষ্টপূর্বং তপস্বিনা।

স্ত্রী বা পুমান্ বা যচ্চান্যৎ সত্ত্বং নগররাষ্ট্রজম্॥ ৯

“সেই তপস্বী ঋষিকুমার জন্ম থেকেই কোনও স্ত্রী বা (নিজ পিতা ব্যতীত অন্য) কোনও পুরুষ অথবা নগরে রাষ্ট্রে জাত কোনও প্রাণীই দেখেননি।

ততঃ কদাচিৎ তং দেশমাজগাম যদৃচ্ছয়া।

বিভাগকসুতস্তত্র তাশ্চাপশ্যাদ্ বরাক্ষনাঃ॥ ১০

“একদিন বিভাগক মুনির পুত্র ঋষাশ্ব স্বেচ্ছাক্রমে বেড়াতে বেড়াতে সেখানেই এলেন এবং সেই সুন্দরী নারীদের দেখতে পেলেন।

তাচ্চিত্রবেশাঃ প্রমদা গায়ন্ত্যা মধুরস্বরম্।

ঋষিপুত্রমুপাগম্য সর্বা বচনমব্রুবন্॥ ১১

কস্বং কিং বর্তসে ব্রহ্মজ্ঞাতৃমিচ্ছামহে বয়ম্।

একস্বং বিজ্ঞানে দূরে বনে চরসি শংস নঃ॥ ১২

“আকর্ষণীয় ও অদ্ভুত বেশধারিণী সেই সুন্দরী রমণীরা সকলে মধুর স্বরে গান করতে করতে ঋষিকুমারের কাছে এসে বললেন — ‘হে ব্রহ্মন্! আপনি কে? কী করেন? লোকালয় থেকে দূরে এই নির্জন বনে কেন একাকী বিচরণ করছেন? আমরা জানতে চাই, আমাদের বলুন।

অদৃষ্টরূপান্তরেন কাম্যরূপা বনে প্রিয়ঃ।

হর্দান্তসা মতির্জাতা আখ্যাতং পিতরং স্বকম্॥ ১৩

“বনে কমণীয় রূপা সেইরূপ স্ত্রীলোক তিনি পূর্বে

কখনও দেখেননি, (তাই) নিজের পিতার পরিচয় দেওয়ার জন্য তাঁর হৃদয় থেকে ইচ্ছা জাগল।

পিতা বিভাগকোহস্মাকং তস্যাঃ সূত উরসঃ।

ঋষাশ্ব ইতি খ্যাতং নাম কর্ম চ মে ভূবি॥ ১৪

“ঋষাশ্ব বললেন — ‘আমার পিতা ঋষি বিভাগক, আমি তাঁর আশ্রয়। ঋষাশ্ব আমার নাম। তপস্যা কর্মের দ্বারাই আমি পৃথিবীতে পরিচিত।

ইহাশ্রমপদোহস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ।

করিস্যে বোহত্র পূজাং বৈ সর্বেষাং বিধিপূর্বকম্॥ ১৫

‘এই নিকটেই আমাদের আশ্রম। হে সুন্দরীগণ!

আপনারা আমাদের আশ্রমে আসুন। বিধিপূর্বক আপনারা সেবা করব।’

ঋষিপুত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্বাশাং মতিরাস বৈ।

তদাশ্রমপদং দ্রষ্টুং জন্মঃ সর্বান্ততোহজনাঃ॥ ১৬

“ঋষিপুত্রের কথা শুনে তাঁদের সকলের আশ্রম দর্শনের ইচ্ছা হল। তখন সুন্দরীরা সকলে আশ্রম দর্শন করতে গেলেন।

গতানাং তু ততঃ পূজামৃষিপুত্রম্ভকার হ।

ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলং চ নঃ॥ ১৭

“তাঁরা [বারাক্ষনারা] আশ্রমে গেলে ঋষিকুমার, এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই মৎপ্রদত্ত ফলমূল, এই বলে তাঁদের পূজা করলেন।

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং সর্বা এব সমুৎসুকাঃ।

ঋষেজীতাশ্চ শীঘ্রং তু গমনায় মতিং দধুঃ॥ ১৮

“সেই বারাক্ষনারা সকলে আগ্রহাঘিতা হয়ে (ঋষাশ্বের) পূজা গ্রহণ করলেন; কিন্তু ঋষি বিভাগকের ভয়ে সেই স্থান থেকে শীঘ্র চলে যাওয়ার জন্য মনঃস্থির করলেন।

অস্মাকমপি মুখ্যানি ফলানীমানি হে বিজ্ঞ।

গৃহাণ বিপ্র ভদ্রং তে ভক্ষ্যাম্ চ মা চিরম্॥ ১৯

“সুন্দরীরা বললেন, ‘হে ব্রহ্মন্! আমাদেরও এই উত্তম ফলগুলি গ্রহণ করো। এগুলি ভোজন করো। বিলম্ব করো না। হে সজ্জন! তোমার কল্যাণ হোক।’

ততস্তান্তং সমালিঙ্গ্য সর্বা হর্ষসমম্বিতাঃ।

মোদকান্ প্রদদুস্তস্মৈ ভক্ষ্যাস্ত বিবিধাঙ্কুতান্॥ ২০

“তখন সেই বারাক্ষনারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং মোদক (মোয়া) ও নানাবিধ উত্তম

খাদ্য খেতে দিলেন।

তিনি চান্দ্রাদ্য তেজস্বী ফলানীতি স্ম মন্যতে।

অনাস্বাদিতপূর্বাপি বনে নিতানিবাসিনাম্ ॥ ২১

“তেজস্বী ঋষিকুমার সেই ফলগুলি (এবং অন্যান্য ভক্ষ্যবস্তুগুলি) আস্বাদন করে চিন্তা কবলেন এইরূপ ভক্ষ্যবস্তু পূর্বে তো কখনও আস্বাদন করিনি। নিতা বনবাসীদের নিকট এরূপ খাদ্যবস্তু কীরূপ আস্বাদ্য হবে? আপুচ্ছা চ তদা বিপ্রং ব্রতচর্যাং নিবেদ্য চ।

গচ্ছন্তি স্মাপদেশাত্তা জীতাস্তস্য পিতৃঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২২

“অনন্তর সেই রমণীগণ তাঁর (ঋষ্যশৃঙ্গের) পিতার (ঋষি বিভাণ্ডকের) ভয়ে ছলনা করে ব্রতের কথা নিবেদন করে (সেখান থেকে) চলে গেলেন।

গতাসু তাসু সর্বাসু কাশ্যপস্যাস্বজো দ্বিজঃ।

অস্বহৃদমশ্যচাসীদুঃখাচ্চ পরিবর্ততে ॥ ২৩

“সেই রমণীগণ সকলে চলে গেলে কাশ্যপ ঋষির বংশধর ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গ চঞ্চল হৃদয়ে দুঃখিত হয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলেন।

ততোহপরেদুস্তং দেশমাজগাম স বীর্যবান্।

বিভাণ্ডকসূতঃ শ্রীমান্ মনসোচ্চিন্তয়নুতঃ ॥ ২৪

“অনন্তর অহরহ মনে মনে চিন্তা করতে করতে বিভাণ্ডকমুনির পুত্র বীর্যবান রূপবান ঋষ্যশৃঙ্গ, যেখানে সেই অলঙ্কারসজ্জিতা সুন্দরী প্রধান বারাস্ফনারা দৃষ্ট হয়েছিল, পরের দিন সেইস্থানে উপস্থিত হলেন।

দৃষ্ট্বৈব চ ততো বিপ্রমায়ান্তং হৃষ্টমানসাঃ ॥ ২৫

উপসৃত্য ততঃ সর্বান্তান্তমুচুরিদং বচঃ।

এছাপ্রমপদং সৌম্য অস্মাকমিতি চাব্রুবন্ ॥ ২৬

“তখন সেই ব্রাহ্মণকে আসতে দেখেই বারাস্ফনারা হৃষ্টচিত্তে তাঁর (ঋষ্যশৃঙ্গের) কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন — ‘হে সৌম্য! আমাদের আশ্রমে আসুন।’

চিভ্রাণ্যত্র বহুনি স্যুমূলানি চ ফলানি চ।

তত্রাপোষ বিশেষেণ বিধির্হি ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ২৭

‘যদিও এই বনে বহুবিচিত্র ফলমূল পাওয়া যায়, সেখানেও (আমাদের আশ্রমেও) সেইরূপ বিশেষ-প্রকার ফলমূল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।’

প্রস্তুত্বা তু বচনং তাসাং সর্বাসাং হৃদয়জমম্।

গমনায় মতিং চক্রে তং চ নিনাস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৮

“তাঁদের সকলের আন্তরিক আহ্বান শুনে ঋষ্যশৃঙ্গ যোগ্যার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, এবং সেই সুন্দরীরাও তাঁকে অঙ্গদেশে নিয়ে গেলেন।

তত্র চানীয়মানে তু বিপ্রে তস্মিন্ মহাস্মনি।

ববর্ষ সহসা দেবো জগৎ প্রভৃদয়ংস্তদা ॥ ২৯

“সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ অঙ্গদেশে আনীত হলে সহসা পর্জন্যদেব (বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র) জগৎবাসীকে আহ্বাদিত করে বারিবর্ষণ করতে লাগলেন।

বর্ষেণৈবাগতং বিপ্রং তাপসং স নরাধিপঃ।

প্রভৃদগম্য মুনিং প্রভুঃ শিরসা চ মহীংগতঃ ॥ ৩০

“বর্ষণের দ্বারাই অঙ্গরাজ তপস্বী ব্রাহ্মণের আগমন বুঝতে পেরে পথে অগ্নসর হয়ে মুনিকে অভ্যর্থনা করে বিনম্র হয়ে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে সাদ্রাস্ত প্রণিপাত করলেন।

অর্যাক্ষ প্রদদৌ তস্মৈ ন্যায়তঃ সুসমাহিতঃ।

বব্রে প্রসাদং বিপ্রেভ্রাত্মা বিপ্রং মনুরাবিশেৎ ॥ ৩১

“সমাহিতচিত্তে বিধি অনুসারে তাঁকে অর্থ্য প্রদান করে প্রার্থনা কবলেন তাঁর যেন ক্রোধ উৎপন্ন না হয়। (কপটতার সাহায্যে ব্রহ্মচারী ঋষিকুমারকে আশ্রম থেকে নগরে নিয়ে আসার জন্য ঋষি বিভাণ্ডক এবং ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের মনে যেন ক্রোধ না হয় এই বর প্রার্থনা করলেন অঙ্গরাজ)।

অন্তঃপুরং প্রবেশ্যাস্মৈ কন্যাং দত্ত্বা যথাবিধি।

শান্তাং শান্তেন মনসা রাজা হর্ষমবাপ সঃ ॥ ৩২

“ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজান্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে শান্তা নাম্নী কন্যাকে যথাবিধি সম্প্রদান করে রাজা রোমপাদ প্রশান্ত চিত্তে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

এবং স ন্যবসত্ত্বা সর্বকামৈঃ সুপূজিতঃ।

ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ আৰ্যয়া ॥ ৩৩

“এইরূপে সেই মহাতেজস্বী ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ রোমপাদ কর্তৃক সম্মানিত হয়ে সকল কাম্যবস্তু সহ স্ত্রী শান্তাকে নিয়ে সেই অঙ্গরাজ্যে বাস করতে লাগলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে শ্রীমদ্ রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥



## একাদশ সর্গ (১১)

সুমন্ত্রকথিত কাহিনী শ্রবণ করে সপরিবারে রাজা দশরথের অঙ্গরাজ্যে গমন  
ও সেখান থেকে শাস্ত্রা এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনয়ন

ভূয় এব হি রাজেন্দ্র শৃণু মে বচনং হিতম্।  
যথা স দেবপ্রবরঃ কথ্যামাস বুদ্ধিমান্॥ ১

‘সুমন্ত্র আরও বললেন—“হে মহারাজ ! আমার  
আরও হিতকর কথা শুনুন, যা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
বুদ্ধিমান সনৎকুমার ঋষিদের বলেছিলেন।

ইত্বাক্ষাং কুলে জাতো ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ।  
নান্না দশরথো রাজা শ্রীমান্ সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥ ২

‘তারা বলেছিলেন ইত্বাক্ষবংশে পরমধার্মিক,  
সত্যপ্রতিজ্ঞ, শ্রীমান দশরথ নামে রাজা জন্মগ্রহণ করবেন।

অঙ্গরাজ্যেন সখ্যং চ তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি।  
কন্যা চাস্য মহাভাগা শাস্ত্রা নাম ভবিষ্যতি॥ ৩

পুত্রকন্যাস্য রাজ্যস্ত্য রোমপাদ ইতি শ্রুতঃ।  
তং স রাজা দশরথো গমিষ্যতি মহাযশাঃ॥ ৪

জনপতোহস্মি ধর্মান্বন শাস্ত্রাভর্তা মম ক্রতুর্ম।  
আহরেত ত্বয়াহংজ্ঞপ্তঃ সন্তানার্থং কুলস্য চ॥ ৫

‘অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হবে। তাঁর শাস্ত্রা  
নাম্নী পরম সৌভাগ্যশালিনী এক কন্যা সন্তান হবে।

অঙ্গরাজ্যের পুত্র রোমপাদ নামে পরিচিত মহাযশস্বী রাজা  
দশরথ তাঁর কাছে গিয়ে বলবেন—‘হে ধর্মান্বন ! আমি

সন্তানহীন। আপনার আজ্ঞায় শাস্ত্রার স্বামী যদি আমার পুত্র  
প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করেন তবে আমার বংশ রক্ষা হয়।’

শ্রদ্ধা রাজোহথ তদ্ বাক্যং মনসা স বিচিন্ত্য চ।  
প্রদাস্যতে পুত্রবন্তঃ শাস্ত্রাভর্তারমাস্তবান্॥ ৬

‘তখন রাজার (দশরথের) সেই অনুরোধ শুনে  
আত্মজ্ঞানী (রাজা রোমপাদ) মনে মনে চিন্তা করে, পুত্রবান

শাস্ত্রার পতিকে (ঋষ্যশৃঙ্গকে) রাজা দশরথের নিকট প্রেরণ  
করবেন।

প্রতিগৃহ্য চ তং বিপ্রং স রাজা বিগতজ্বরঃ।  
আহরিষ্যতি তং যজ্ঞং প্রহৃষ্টেনাত্তরাস্তনান্॥ ৭

‘রাজা দশরথ ব্রাহ্মণকে (ঋষ্যশৃঙ্গকে) সঙ্গে পেয়ে  
মনস্তাপশূন্য হয়ে প্রসন্নচিত্তে যজ্ঞের জন্য বাবহার্য বিষয়-  
সমূহ আহরণ করবেন।

তং চ রাজা দশরথো যশস্কামঃ কৃতাজলিঃ।

ঋষ্যশৃঙ্গং বিজশ্রেষ্ঠং বরয়িষ্যতি ধর্মবিৎ॥ ৮  
যজ্ঞার্থং প্রসবার্থং চ স্বর্গার্থং চ নরেশ্বরঃ।

লভতে চ স তং কামং বিজমুখাদ্ বিশাম্পতিঃ॥ ৯

‘যশাভিলাষী ধর্মজ্ঞ রাজা দশরথ পুত্রলাভের  
আশায় যজ্ঞ এবং স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ

ঋষ্যশৃঙ্গকে করজোড়ে বরণ করবেন তথা সেই প্রজাপালক  
রাজা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের কাছ থেকে অতীষ্ট বস্ত্র লাভ করে

নেবেন।  
পুত্রাশ্চাস্য ভবিষ্যতি চৎবারোহমিতবিক্রমাঃ।

বংশপ্রতিষ্ঠানকরাঃ সর্বভূতেষু বিশ্রুতাঃ॥ ১০

‘রাজা দশরথের অমিতবলশালী, বংশের মর্যাদা  
বৃদ্ধিকারী এবং সর্বজনের মধ্যে যশস্বী চার পুত্র হবে।

এবং স দেবপ্রবরঃ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্।  
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা দেবযুগে প্রভুঃ॥ ১১

‘হে মহারাজ ! পুরাকালে সত্যযুগে মনস্বী দেবশ্রেষ্ঠ  
ভগবান সনৎকুমার (ঋষিদের সমক্ষে) এই কাহিনী

বলেছিলেন।  
স ত্বং পুরুষশার্দূল সমানয় সুসং-কৃতম্।

স্বয়মেব মহারাজ গজা সবলবাহনঃ॥ ১২

‘হে পুরুষসিংহ মহারাজ দশরথ ! আপনি নিজেই  
সৈন্য এবং রথাদি বাহন নিয়ে গিয়ে (অঙ্গদেশ থেকে)

ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে সসম্মানে সংকারপূর্বক এখানে  
(অযোধ্যায়) নিয়ে আসুন।’

সুমন্ত্রস্য বচঃ শ্রদ্ধা হৃষ্টো দশরথোহভবৎ।  
অনুমানা বসিষ্ঠং চ সূতবাক্যং নিশাম্য চ॥ ১৩

শাস্ত্রঃপুরঃ সহামাত্যঃ প্রযযৌ যত্র স বিজ্ঞঃ।

‘সুমন্ত্রের কথা শুনে রাজা দশরথ আহ্লাদিত হলেন।  
তিনি মুনিবর বসিষ্ঠকে সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া এবং তাঁর

অনুমতি নিয়ে অঙ্গঃপুরবাসিনী মহিষীদের এবং অমাত্যদের  
সঙ্গে নিয়ে, যেখানে সেই বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গ বাস করতেন

সেখানকার (অঙ্গদেশের) উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।  
বনানি সরিতশ্চৈব ব্যতিক্রম্য শনৈঃ শনৈঃ॥ ১৪

“(রাজা দশরথ সহচরদের সঙ্গে যেতে যেতে পথে)  
অনেক বন এবং অনেক নদী অতিক্রম করে যেখানে সেই  
মুনিশ্রেষ্ঠ (ঋষাশৃঙ্গ) অবস্থান করছিলেন ধীরে ধীরে  
সেখানে উপস্থিত হলেন।

জ্ঞানদা তং বিজশ্রেষ্ঠং রোমপাদসমীপগম্ ॥ ১৫  
ঋষিপুত্রং দর্শ্যাতো দীপামানমিবানলম্।

‘অনন্তর সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে (রাজা দশরথ)  
রোমপাদের নিকটে উপবিষ্ট অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ-  
শ্রেষ্ঠ ঋষিকুমারকে দেখতে পেলেন।

ততো রাজা যথাযোগ্যং পূজাং চক্রে বিশেষতঃ ॥ ১৬  
সম্বিদ্ধাং তস্য বৈ রাজ্যং প্রহৃষ্টেনাজ্ঞরামনা।

রোমপাদেন চাখ্যাতমৃষিপুত্রায় ধীমতে ॥ ১৭  
সখ্যং সম্বন্ধকং চৈব তদা তং প্রত্যপূজয়ৎ।

‘তখন রাজা রোমপাদ বহুব্রহ্মের সূত্রে প্রসন্ন হৃদয়ে  
শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বিশেষরূপে রাজা দশরথের সেবা  
করেছিলেন। তিনি ধীমান ঋষিপুত্রের নিকট দশরথের সঙ্গে  
 তাঁর বহুব্রহ্মের সম্বন্ধ জানালেন। তখন ঋষিপুত্রও দশরথকে  
প্রতিসম্মান প্রদর্শন করলেন।

এবং সুসংকৃতস্তেন সহোষিত্বা নরবর্ষভঃ ॥ ১৮  
সপ্তাষ্টদিবসান্ রাজা রাজনমিদমব্রবীৎ।

শাস্ত্রা তব সূতা রাজন্ সহ ভূত্বা বিশাম্পতে ॥ ১৯  
মদীয়ং নগরং যাতু কার্যং হি মহদুদাতম্।

‘নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ এইরূপে যথোচিত  
সুসম্বর্ষিত হয়ে, রাজা রোমপাদের সঙ্গে (অঙ্গরাজ্যে)  
সাত-আটদিন অবস্থান করে (একদিন) রাজা রোমপাদকে  
বললেন—“হে প্রজাপালক রাজন্! আপনার কন্যা শান্তা  
পতির সঙ্গে আমার নগরে পদার্পণ করুক; (যেহেতু)  
সেখানে একটি মহৎ কার্য সম্পাদিত হতে চলেছে।”

তথেষ্তি রাজা সংশ্রুত্যা গমনং তস্য ধীমতঃ ॥ ২০  
উবাচ বচনং বিপ্রং গচ্ছ স্বং সহ ভার্গবা।

ঋষিপুত্রঃ প্রতিশ্রুত্যা তথেষ্টাছ নৃপং তদা ॥ ২১

‘রাজা রোমপাদ, “তাই হবে” বলে ধীমান  
ঋষিকুমারের যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রাহ্মণ ঋষাশৃঙ্গকে  
বললেন, “তুমি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে (অযোধ্যায়) যাও।”  
রাজার নির্দেশ পেয়ে তখন ঋষিপুত্র রাজা দশরথকে  
যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, “তাই হবে”।

স নৃপেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ সহ ভার্গবা।

ভাবন্যান্যাজ্জলিং কৃদ্ধা মেহাং সংশ্লিষ্য চোরসা ॥ ২২  
ননন্দতুর্দশরথো রোমপাদন্ত বীর্যবান্।

ততঃ সুজদমাপ্যছা প্রহিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ২৩

‘ঋষিকুমার ঋষাশৃঙ্গ রাজা রোমপাদের অনুমতিক্রমে  
সেখান থেকে (অঙ্গরাজ্য থেকে) পত্নীসহ (অযোধ্যায়  
উদ্দেশ্যে) প্রস্থান করলেন। দশরথ এবং বীর্যবান রোমপাদ  
কনজোড়ে পরস্পর সনেহে বন্ধে বন্ধে (হৃদয়ে হৃদয়ে)  
আশীর্জন করে অভিনন্দিত করলেন। অতঃপর রঘুকুলনন্দন  
দশরথ মিত্রের নিকট বিদায় নিয়ে সেখান থেকে (অঙ্গরাজ্য  
থেকে অযোধ্যায় উদ্দেশ্যে) প্রস্থান করলেন।

পৌরোষু প্রেগম্যামাস দূতান্ বৈ শীঘ্রগামিনঃ।

ক্রিয়ভাং নগরং সর্বং ক্ষিপ্রেণ স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ২৪

ধূপিতং সিক্তসম্পৃষ্টং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।

‘রাজা দশরথ শীঘ্রগামী দূতদের প্রেরণ করে  
(অযোধ্যায়) পুরবাসীদের সংবাদ পাঠালেন—সমগ্র নগরকে  
ধূপের ঘোঁয়ায় সুগন্ধিত, পথগুলি জলসেচনদ্বারা মার্জিত  
এবং পতাকাশোভিত করে শীঘ্র সুসজ্জিত করা হোক।

ততঃ প্রহৃষ্টাঃ পৌরাত্তে শ্রদ্ধা রাজানমাগতম্ ॥ ২৫

তথা চক্ৰুশ্চ তৎ সর্বং রাজা যৎ প্রেষিতং তদা।

‘তখন পুরবাসীরা রাজার আগমনবার্তা শ্রবণ করে  
উল্লসিত হয়ে রাজা যে নির্দেশ প্রেরণ করেছিলেন, সেই  
সকলই যথাযথ সমাধান করেছিল।

ততঃ স্বলঙ্কৃতং রাজা নগরং প্রবিবেশ হ ॥ ২৬

শঙ্খদুন্দুভিনির্ভূদৈঃ পুরহুত্যা বিজবর্ষভম্।

‘শঙ্খ ও দুন্দুভি নিনাদের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে  
সম্মুখে রেখে রাজা সুসজ্জিত নগরে প্রবেশ করলেন।

ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা বৈ নাগরা বিজম্ ॥ ২৭

প্রবেশ্যমানং সংকৃত্য নরেন্দ্রেণৈককর্মণা।

যথা দিবি সুরেন্দ্রেণ সহস্রাক্ষেণ কাশ্যপম্ ॥ ২৮

‘সহস্রাক্ষ ইন্দের সঙ্গে কাশ্যপকে (কাশ্যপনন্দন  
বামনদেবকে) স্বর্গে প্রবেশ করতে দেবে দেবতাদের মতো,  
(অযোধ্যাবাসী) নাগরিকেরা সকলে ইন্দের ন্যায় পরাক্রমী  
রাজা দশরথের সঙ্গে বিজশ্রেষ্ঠকে (ঋষাশৃঙ্গকে) অযোধ্যায়  
প্রবেশ করতে দেবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন।

অস্তঃপুরং প্রবেশ্যানং পূজাং কৃদ্ধা চ শাস্ত্রতঃ।

কৃতকৃতাং তদাম্বানং মেনে তসোপবাহনাৎ ॥ ২৯

‘রাজা দশরথ ঋষিকুমার ঋষাশৃঙ্গকে অস্তঃপুরে নিয়ে

এসে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর পূজা করে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন  
অন্তঃপুরাণি সর্বাণি শাস্ত্রাঃ দৃষ্টা তথাগতাম্।  
সহ ভর্তা বিশালাক্ষীঃ শ্রীত্যানন্দমুপাগমন্ ॥ ৩০  
‘বিশাললোচনা (ভগবতী চোখ) শাস্ত্রকে স্বামীর সঙ্গে  
এইভাবে আসতে দেখে রাজাশুভঃপুৰবাসিনীরা সকলে প্রসন্ন

ও আনন্দমগ্ন হয়েছিলেন।

পূজ্যমানা তু তাভিঃ সা রাজ্য চৈব বিশেষতঃ।  
উবাস তত্র সুখিতা কশ্চিৎ কালঃ সহস্রিজা ॥ ৩১  
‘রাজমহিষীদের বিশেষত রাজ্যের কাছে এইরূপে  
সংকৃত (সম্মানিত) হয়ে শাস্ত্র স্বামী বিপ্রবর ঋষিশৃঙ্গের  
সঙ্গে সেখানে কিছুদিন সুখে বাস করতে লাগলেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহর্ষি বাসীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

## দ্বাদশ সর্গ (১২)

যজ্ঞ করার জন্য ঋষি ঋষিশৃঙ্গের নিকট রাজা দশরথের প্রস্তাব এবং যজ্ঞের আবশ্যকীয়  
বিষয় আহরণের জন্য ঋষিকর্তৃক রাজা ও তাঁর মন্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ দান

ততঃ কালে বহুতিথে কশ্মিৎকিৎ সুমনোহরে।  
বসন্তে সমনুপ্রাপ্তে রাজো যষ্টং মনোহভবৎ ॥ ১

‘অনন্তর অনেকদিন গত হলে মনোরম বসন্ত ঋতুর  
আগমনে যজ্ঞ করার জন্য একদিন রাজার ইচ্ছা হল। (বসন্ত  
নাতিশীতোষ্ণ ঋতু ; সুতরাং এই ঋতু যজ্ঞাদি শুভকর্মের  
উপযুক্ত কাল।)’

ততঃ প্রণম্য শিরসা তং বিপ্রং দেববর্ণিনম্।  
যজ্ঞায় বরয়ামাস সন্তানার্থং কুলস্য চ ॥ ২

‘তখন দেবোপম বর্ণবিশিষ্ট সেই বিপ্রকে অবনত  
মস্তকে প্রণাম কবে (রাজা) বংশরক্ষার্থে সন্তান প্রাপ্তির  
আশায় (সেই ঋষিপুত্র ঋষিশৃঙ্গকে) যজ্ঞকার্যে বরণ  
করলেন।’

তথেন্টি চ স রাজানমুবাচ বসুধাধিপম্।  
সন্তরাঃ সস্ত্রিয়স্তাঃ তে তুরগচ্চ বিমুচ্যতাম্ ॥ ৩  
সরযুশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিবিধীয়তাম্।

‘তখন ঋষি ঋষিশৃঙ্গ পৃথ্বীপতি দশরথকে বললেন  
— “তাই হোক। যজ্ঞ-সামগ্ৰী সংগ্রহ করা হোক, যজ্ঞাস্থ  
মুক্ত করে দেওয়া হোক এবং সরযু নদীর উত্তর তীরে  
যজ্ঞভূমি নির্মাণ করা হোক।”’

ততোহব্রবীমৃগো বাকাং ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ॥ ৪  
সুমন্ত্রাবাহয় ক্ষিপ্তমুদ্বিজো ব্রহ্মবাদিনঃ।

সুযজ্ঞঃ বামদেবঃ চ জাবালিমথ কাশ্যপম্ ॥ ৫

পুরোহিতং বসিষ্ঠং চ যে চানো বিজসন্তমাঃ।

‘তখন রাজা বললেন—“সুমন্ত্র ! তুমি, বেদজ্ঞ,  
ব্রাহ্মণদের, ব্রহ্মবাদী ঋষিকদের এবং সুযজ্ঞ, বামদেব,  
জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বসিষ্ঠদেবকে শীঘ্র সাদর  
আবাহন কর। অন্য যারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের  
সকলকেও সাদর আহ্বান জানাবো।”’

ততঃ সুমন্ত্রস্তুরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ৬  
সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমজান্ বেদপারগান্।

‘তখন শীঘ্রগামী সুমন্ত্র দ্রুত সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ  
এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সাদরে নিয়ে এলেন।

তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথজ্ঞদা ॥ ৭  
ধর্মার্থসহিতং যুক্তং শ্রদ্ধং বচনমব্রবীৎ।

মম ততপ্যমানস্য পুত্রার্থং নাস্তি বৈ সুখম্ ॥ ৮  
পুত্রার্থঃ হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম

তদহং যষ্টুমিচ্ছামি হয়মেধেন কর্মণা ॥ ৯  
ঋষিপুত্রপ্রভাবেণ কামান্ প্রাপ্যামি চাপ্যহম্।

‘তখন ধর্মাত্মা রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদের প্রতি  
সপ্রদর্শিত্বের ধর্ম ও অর্থযুক্ত মধুর বাক্যে বললেন—“রাজা-  
লাভ করেও পুত্রের কামনায় আমার হৃদয়ে একটুও সুখ  
নেই। তাই পুত্র কামনায় আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করছি। এই  
সকলিগত অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ঋষিপুত্র ঋষিশৃঙ্গের প্রভাবেই  
পুত্রপ্রাপ্তির কামনা পূর্ণ হবে, এই আমার বিশ্বাস।”’



ততঃ সান্বিতি তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ১০  
বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সৰ্বে পার্থিবস্য মুখাচ্ছ্যতম্।

‘তখন বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণ রাজার মুখনির্গত সেই  
কথাকে ‘সাধু সাধু’ বলে অভিনন্দিত করলেন।

ঋষাশৃঙ্গ-পুরোগাচ্চ প্রত্যাচূর্ণপতিং তদা ॥ ১১  
সম্ভারাঃ সক্রিয়স্তাং তে তুরগচ্চ বিমুচ্যতাম্।

সরযুশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিবিধীয়তাম্ ॥ ১২

‘তখন ঋষাশৃঙ্গ-প্রমুখ ঋষি রাজাকে বললেন  
“মহারাজ ! যজ্ঞসামগ্রী সংগ্রহ করুন। যজ্ঞাশ্বটিকে মুক্ত  
করে দিন এবং সরযুনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ  
করুন।

সর্বথা প্রাক্ষ্যসে পুত্রাংশ্চতুরোহমিতবিক্রমান্।  
যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা ॥ ১৩

“পুত্রলাভের জন্য যেহেতু আপনার ধর্মীয় বুদ্ধির  
উদয় হয়েছে, তাই আপনি অমিতবিক্রমশালী চার পুত্র লাভ  
করবেন।”

ততঃ প্রীতোহভবদ্ রাজা শ্রদ্ধা তু দ্বিজভাষিতম্।  
অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষেণেদং শুভাক্ষরম্ ॥ ১৪

‘ব্রাহ্মণদের কথা শুনে রাজা প্রীতিলাভ করলেন  
এবং আনন্দিত হয়ে মন্ত্রীদের মঙ্গলকর বাক্যে বললেন—  
গুরুশ্রীঃ বচনাচ্ছ্রীঃ সম্ভারাঃ সক্রিয়স্ত মে।

সমর্থাষিষ্ঠিতশ্চাপুঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্ ॥ ১৫

“গুরুজনদের নির্দেশানুসারে আমার (মঙ্গলের)  
জন্য যজ্ঞীয় সামগ্রী শীঘ্র সংগ্রহ করুন এবং বীর রক্ষীদের  
রক্ষণাবেক্ষণে ও পুরোহিতের সঙ্গে যজ্ঞাশ্বকে মুক্ত করে  
দিন।

সরযুশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিবিধীয়তাম্।

শাশ্বত্যাভিবর্ষস্তাং যথাকল্পং যথাবিধি ॥ ১৬

“সরযু নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন।  
অন্যান্য ধর্মীয় বিধানানুসারে বিঘ্ননাশক শান্তিকর্মসকল  
অনুষ্ঠিত হোক।

শক্যঃ কর্তুময়ং যজ্ঞঃ সৰ্বেণাপি মহীক্ষিতা।

নাপরাধো ভবেৎ কটো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসন্তমে ॥ ১৭

“যদি এই সর্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞে কষ্টপ্রদ কোনও অপরাধ  
না হয়, তবে সকল রাজাই এই যজ্ঞ করতে সমর্থ হবেন।

হিঙ্গ্রং হি মৃগয়ন্তোতে বিদ্ধাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।

বিধিহীনস্যা যজ্ঞস্য সদাঃ কৰ্ত্তা বিনশ্যতি ॥ ১৮

“কিন্তু এই যজ্ঞ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়  
কারণ, বিদ্বান ব্রহ্মরাক্ষসেরা সর্বদাই এই যজ্ঞের হিঙ্গ্র  
অন্বেষণ করে বেড়ায় ; আর বিধিহীন যজ্ঞের কৰ্ত্তা সদা  
বিনাশপ্রাপ্ত হন।

তদ্ যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে।

তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ করণেধিহ ॥ ১৯

“অতএব, যাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্বক সমাপ্ত  
হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করুন, কারণ আপনারা এই কার্যে  
সমর্থ।”

তথৈতি চ ততঃ সৰ্বে মন্ত্রিণঃ প্রত্যপূজয়ন্।

পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্ বাক্যং যথাজ্ঞপ্তমকূর্বত ॥ ২০

‘তখন মন্ত্রীরা সকলে রাজরাজেশ্বর দশরথের  
কথাকে “তাই হবে” এই বলে সমাদর করে তাঁর  
নির্দেশানুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন।

ততো দ্বিজান্তে ধর্মজ্ঞমন্তুবন্ পার্থিবব্রতম্।

অনুজ্ঞাতান্ততঃ সৰ্বে পুনর্জঘূর্ষথাগতম্ ॥ ২১

‘অতঃপর ব্রাহ্মণেরা সকলে ধর্মজ্ঞ রাজেশ্বর  
দশরথের প্রশংসা করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে, যিনি  
যেখান থেকে এসেছিলেন তিনি সেখানেই আবার চলে  
গেলেন।

গতেষু তেষু বিপ্রেষু মন্ত্রিণস্তান্ নরাধিপঃ।

বিসর্জয়িত্বা স্বং বেষ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥ ২২

‘সেই ব্রাহ্মণেরা চলে গেলে মহিমময় রাজা  
দশরথ মন্ত্রীগণকে বিদায় দিয়ে নিজ গৃহে (কক্ষে) প্রবেশ  
করলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

## ত্রয়োদশ সর্গ (১৩)

রাজা দশরথের মহর্ষি বশিষ্ঠকে যজ্ঞ প্রস্তুতির জন্য অনুরোধ, মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক যজ্ঞকার্যে সেবক নিযুক্তি, রাজার আদেশে বিভিন্ন দেশের রাজাদের নিমন্ত্রণ এবং সপত্নীক রাজার যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ

পুনঃ প্রাপ্তে বসন্তে তু পূর্ণঃ সংবৎসরোহভবৎ।  
প্রসবার্থঃ গতো যষ্টুঃ হয়মেধেন বীৰ্যবান্॥ ১  
অভিবাঙ্গা বসিষ্ঠঃ চ ন্যায়তঃ প্রতিপূজ্য চ।  
অব্রবীৎ প্রশ্রিতঃ বাক্যং প্রসবার্থং বিজ্ঞোত্তমম্॥ ২  
‘আবার বসন্ত ঋতু ফিরে আসায় এক বৎসর পূর্ণ হল। বীর দশরথ সন্তান কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করানোর জন্য বশিষ্ঠের কাছে গেলেন। প্রশ্নাম ও বিধিপূর্বক অর্চনা করে সন্তান কামনায় তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সুমিষ্ট বাক্যে বললেন—

যজ্ঞো মে ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ যথোক্তং মুনিপুঙ্গব।  
যথা ন বিদ্যাঃ ক্রিয়ন্তে যজ্ঞাদেশু বিধীয়তাম্॥ ৩  
‘‘হে ব্রহ্মন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার যজ্ঞ সম্পাদন করুন। যজ্ঞে যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে তারও বাবস্থা করুন।

ভবান্ স্নিগ্ধঃ সুহৃৎসহ্যঃ গুরুশ্চ পরমো মহান্।  
বোদ্ধব্যো ভবতা চৈব ভারো যজ্ঞস্য চোদ্যতঃ॥ ৪  
‘‘আপনি আমার প্রতি স্নেহশীল, আমার পরম সুহৃৎ এবং মহান গুরু। তাই উপস্থিত যজ্ঞের ভার আপনাকেই বহন করতে হবে।’’

তথেন্তি চ স রাজানমব্রবীদ্ দ্বিজসত্তমঃ।  
করিস্যে সর্বমৈবৈতদ্ ভবতা যৎ সমর্থিতম্॥ ৫  
‘‘সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ রাজাকে বললেন, ‘‘তাই-ই হবে। আরও আপনার প্রার্থিত সকল কাজই করব।’’

ততোহব্রবীদ্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ যজ্ঞকর্মসু নিষ্ঠিতান্।  
হ্রাগতো নিষ্ঠিতাংশ্চৈব বৃদ্ধান্ পরমধার্মিকান্॥ ৬  
কর্মান্তিকাজ্জিহ্নিকারান্ বর্ষকীন্ খনকানপি।  
গণকাঞ্ছশিগ্নিনশ্চৈব তথৈব নটনর্তকান্॥ ৭  
তথা শুচীক্লান্তবিদঃ পুরুষান্ সুবজ্রশ্রতান্।  
যজ্ঞকর্ম সমীহন্তাঃ ভবন্তো রাজশাসনাং॥ ৮

‘‘তখন বশিষ্ঠদেব যজ্ঞকর্মে নিপুণ বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে, সুদক্ষ স্থপতিদিগকে, পরম ধার্মিক বয়স্কগণকে, নিপুণ শিল্পীদিগকে, সূত্রধরদিগকে, ভূমি খননকারীদের, জ্যোতিষীদের, অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের এবং শাস্ত্রজ্ঞ পবিত্র বহুশ্রুত ব্যক্তিদের বললেন—‘‘রাজার নির্দেশে আপনারা সুষ্ঠুভাবে

যজ্ঞের জন্য নিজ নিজ কর্ম আরম্ভ করুন।

ইষ্টকা বহুসাহস্রী নীলমাসীনীয়তামিতি।  
উপকার্যঃ ক্রিয়ন্তাঃ চ রাজো বহুগুণান্বিতাঃ॥ ৯

‘‘নীলবস্ত্র সহস্র সহস্র ইষ্টক আনয়ন করে (নিমজ্জিত) রাজাদের বাসযোগ্য বিবিধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গৃহসকল নির্মিত হোক।

ব্রাহ্মণাবসথাস্চৈব কর্তব্যঃ শতশঃ শুভাঃ।  
ভক্ষ্যামপানৈর্বহিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ॥ ১০

‘‘ব্রাহ্মণদের জন্য নানাপ্রকার অন্ন-পান ভোজ্য-সমন্বিত, সুপরিকল্পিত শতশত রমণীয় গৃহ নির্মাণ করুন। তথা পৌরজনস্যাপি কর্তব্যাস্চ সুবিজ্ঞরাঃ।

আগতানাং সুদূরাচ্চ পার্থিবানাং পৃথক্ পৃথক্॥ ১১

‘‘আবার, পুরবাসীদের জন্য সুবিজ্ঞত, এবং দূর দেশ থেকে আগত রাজাদের জন্য পৃথক পৃথক গৃহসকল নির্মাণ করতে হবে।

বাজি-বারণশালাশ্চ তথা শয্যাগৃহাণি চ।  
ভটানাং মহদাবাসা বৈদেশিকনিবাসিনাম্॥ ১২

‘‘অশ্বশালা, হস্তিশালা, সাধারণ লোকের জন্য শয়ন গৃহসকল এবং বৈদেশিক সৈন্যদের জন্য বৃহৎ বৃহৎ গৃহসকল (অর্থান্তরে স্তুতিপাঠক পণ্ডিতদের জন্য গৃহসকল) নির্মাণ করতে হবে।

আবাসা বহুভক্ষ্যা বৈ সর্বকামৈরুপহিতাঃ।  
তথা পৌরজনস্যাপি জনস্যা বহুশোভনম্॥ ১৩  
দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সংকৃতা ন তু লীলয়া।

‘‘নগরবাসীদের বাসস্থানগুলি যেন বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং সর্ববিধ মনোরম সামগ্রীতে পূর্ণ থাকে। মনোরম খাদ্যসমূহ জনসাধারণকে সংকারপূর্বক বিধিযুক্তে দান করতে হবে, অবশ্যই অবহেলাপূর্বক দান করলে চলবে না।

সর্বৈ বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসংকৃতাঃ॥ ১৪  
ন চাবজ্ঞা প্রযোক্তব্য্য কামক্রোধবশাদপি।

‘‘যাতে সকল বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) জনগণই উত্তমরূপে সংকার এবং সেবা প্রাপ্ত হন, তা দেখতে হবে। কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কারও প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

যজ্ঞকর্মসু যে ব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিগ্নিনস্তথা॥ ১৫

ভেষামপি বিশেষণ পূজা কার্যা যথাক্রমম্।

“যে সকল ব্যক্তি এবং যে সকল শিল্পী যজ্ঞকার্যে উৎসাহী, তাদেরও যথাক্রমে (বড়-ছোট বয়ঃক্রমানুসারে বা কর্মক্রমানুসারে) বিশেষরূপে সেবা করতে হবে। (যার যতটা প্রাপ্য, বিচার করে তাকে ততটুকু দিতে হবে)। যে সূ্যঃ সম্পূজিতাঃ সর্বে বসুভির্ভোজনে চ ॥ ১৬ যথা সর্বং সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে।

তথা ভবন্তঃ কুর্বন্ত প্রীতিযুক্তেন চেতসা ॥ ১৭

“যারা (যে কর্মীরা) অর্থ এবং অন্ন দ্বারা পবিত্র হয় তারা সকল কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে, তাদের কোনো কাজেই ত্রুটি হয় না। অতএব আপনারা প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে সেই কর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার করুন।”

ভতঃ সর্বে সমাগমা বসিষ্ঠমিদমব্রুবন্।

যথেষ্টং তৎ সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে ॥ ১৮

যথোক্তং তৎ করিষ্যামো ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে।

“তখন সকলে বসিষ্ঠের কাছে এসে বললেন, “সব কিছুই আপনার অভিষ্ট মতো সম্পন্ন করা হবে। আপনি ধেরূপ বলেছেন, সবই করব; কিছুই বাদ যাবে না।”

ভতঃ সুমন্ত্রমাহুয় বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৯

নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ।

ব্রাহ্মণান্ কত্রিয়ান্ বৈশ্যাঙ্চুদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥ ২০

“অতঃপর বসিষ্ঠদের সুমন্ত্রকে আহ্বান করে বললেন

— “পৃথিবীতে যত ধার্মিক রাজা আছেন তাঁদের এবং ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্যদের ও সহস্র সহস্র শূত্রকে নিমন্ত্রণ করে আসুন।

সমানয়স্ব সংকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্।

মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্ ॥ ২১

অমানয় মহাভাগং স্বয়মেব সুসংকৃতম্।

পূর্বং সম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা ততঃ পূর্বং ব্রবীমি তে ॥ ২২

“বিভিন্ন দেশের লোকদের সমাদর করে নিয়ে আসুন। মিথিলার অধিপতি সেই সত্যবাদী বীর মহামহিম জনককে, (তাঁর সঙ্গে) পূর্বের সম্বন্ধ (আত্মীয়তা) স্মরণ করে আপনি নিজেই প্রথমেই নিয়ে আসুন— এই কথাই আপনাকে বলতে চাই।

তথা কাশীপতিং ত্রিধং সত্যতং প্রিয়বাদিনম্।

সদৃশং দেবসম্মাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ ॥ ২৩

“তদ্রূপ, স্নেহশীল, প্রিয়ভাষী, সদাচারী, দেবোপম কাশীরাজকে (আপনি) স্বয়ং নিয়ে আসুন।

তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্মিকম্।

শুশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয় ॥ ২৪

“আরও মহারাজ দশরথের শ্বশুর পরমধার্মিক বৃদ্ধ কেকয়রাজকে সপুত্র নিয়ে আসুন।

অজৈশ্বরং মহেৰাসং রোমপাদং সুসংকৃতম্।

বয়স্যং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয় ॥ ২৫

“মহারাজ দশরথের বন্ধু মহাধনুর্ধর অজরাজ রোমপাদকে সপুত্র মহাসমাদরে নিয়ে আসুন।

তথা কোসলরাজানং ডানুমন্তং সুসংকৃতম্।

মগধাধিপতিং শূরং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ২৬

প্রাপ্তিজ্ঞং পরমোদারং সংকৃতং পুরুষর্ষভম্।

রাজঃ শাসনমাদায় চোদয়স্ব নৃপর্ষতান্।

প্রাচীনান্ সিদ্ধসৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ২৭

দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমন্তাননয়স্ব হ।

সত্তি ত্রিধাশ্চ যে চান্যে রাজানঃ পৃথিবীতলে ॥ ২৮

তানানয় যথাক্ষিপ্ৰং সানুগান্ সহবান্ধবান্।

এতান্ দূতৈর্মহাভাগৈরানয়স্ব নৃপাঞ্জয়া ॥ ২৯

“কোশলরাজ ডানুমানকে, সর্বশাস্ত্রবিশারদ-পরম উদার পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর মগধরাজ প্রাপ্তিযজ্ঞকে, পূর্বদেশীয়, সিদ্ধ সৌবীর-সুরাষ্ট্রদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় নৃপতিগণকে এবং পৃথিবীতে মহারাজ দশরথের প্রতি স্নেহশীল আর যে সব রাজারা আছেন, সানুচর ও সবান্ধব সেই সকল রাজাদের মহান দূতগণের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ সংবাদ পাঠান। মহারাজের আদেশানুসারে তাঁদের সকলকে সমাদরের সঙ্গে সংকারপূর্বক যথাশীঘ্র নিয়ে আসুন।”

বসিষ্ঠবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা সুমন্ত্রস্তুরিতং তদা।

ব্যাধিশং পুরুষাংস্তত্র রাজামানয়নে শুভান্ ॥ ৩০

“বসিষ্ঠদেবের সেই কথা শুনে রাজাদের শীঘ্র সেখানে নিয়ে আসার জন্য সুমন্ত্র যোগ্য পুরুষদের আদেশ দিলেন।

স্বয়মেব হি ধর্মাত্মা প্রয়াতো মুনিশ্যাসনাৎ।

সুমন্ত্রস্তুরিতো ভূত্বা সমানেতুং মহামতিঃ ॥ ৩১

“মহামুনি বসিষ্ঠের নির্দেশে মহাবুদ্ধিমান ধর্মাত্মা সুমন্ত্র নিজেই রাজাদের নিয়ে আসার জন্য শীঘ্রগামী হয়ে প্রস্থান করলেন।

তে চ কর্মজ্ঞিকাঃ সর্বে বসিষ্ঠায় মহর্ষয়ে।

সর্বং নিবেদয়ন্তি স্ম যজ্ঞে যদুপকল্পিতম্ ॥ ৩২

“কর্মচারীরা সকলে যজ্ঞের জন্য আয়োজিত সকল বিষয় (দ্রব্যসামগ্রী) সম্বন্ধে মহর্ষি বসিষ্ঠকে জানালেন।

ততঃ প্রীতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তান্ সর্বান্ মুনিরব্রবীৎ।



অবজ্ঞা ন দাতব্যঃ কস্যচিৎপীলয়াপি বা॥ ৩৩  
অবজ্ঞা কৃতং হন্যাদাতারং নাত্র সংশয়ঃ।

‘তখন সম্ভট হয়ে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠমুনি তাঁদের সকলকে বললেন—“কাউকেই অবহেলা বা অনাদর করে কিছু দান করা উচিত নয়। (কারণ) অবজ্ঞাপূর্বক কৃত দান দাতাকে বিনষ্ট বা ধ্বংস করে।”

ততঃ কৈশিদছোরাত্রৈরুপযাতা মহীক্ষিতঃ॥ ৩৪  
বহুনি রত্নান্যাদায় রাজো দশরথস্য হ।

‘অনন্তর কয়েকদিনের মধ্যেই রাজা দশরথের জন্য বহু রত্নসম্ভার নিয়ে (বিভিন্ন দেশের) রাজারা (অযোধ্যায়) উপস্থিত হলেন।

ততো বসিষ্ঠঃ সুপ্রীতো রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ৩৫  
উপযাতা নরব্যাস্ত রাজানন্তব শাসনাৎ।

ময়াপি সংকৃত্যঃ সর্বৈ যথাইং রাজসম্ভবঃ॥ ৩৬

‘তখন বশিষ্ঠ সুপ্রসন্ন হয়ে রাজা দশরথকে বললেন—“হে পুরুষসিংহ ! আপনার নির্দেশে (অনুরোধে) রাজারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমিও, সকলকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জানিয়েছি।

যজ্ঞিয়ক কৃতং সর্বং পুরুষৈঃ সুসমাহিতৈঃ।

নির্যাতু চ ভবান্ যদুং যজ্ঞায়তনমজ্বিকম্॥ ৩৭

‘সুনিপুণ কর্মীরা যজ্ঞের জন্য সকল কর্ম সুসম্পন্ন

করেছেন। আপনিও যজ্ঞ করার জন্য যজ্ঞভূমির নিকট গমন করুন।

সর্বকামৈরুপহৃতৈরুপেতং বৈ সমস্ততঃ।  
দ্রষ্টুমহসি রাজোজ্ঞ মনসেব বিনির্মিতম্॥ ৩৮

‘‘হে মহারাজ ! (আপনি) দেখে আসুন, যজ্ঞভূমির চারিদিকে প্রয়োজনীয় বস্তুসকল আনীত ও একত্রিত করা হয়েছে ; (মনে হবে) যেন কল্পনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে (কল্পনা দ্বারা রূপায়িত হয়েছে)।’’

তথা বসিষ্ঠবচনাদৃশ্যশৃঙ্গস্য চোভয়োঃ।  
দিবসে শুভনক্ষত্রে নির্গাতো জগতীপতিঃ॥ ৩৯

‘তখন মুনিবর বশিষ্ঠ এবং ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের অনুমতি নিয়ে মহারাজ দশরথ শুভ নক্ষত্রযুক্ত দিনে (রাজত্ববন থেকে যজ্ঞভূমির দিকে) প্রস্থান করলেন।

ততো বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব এব বিজোস্তমাঃ।

ঋষ্যশৃঙ্গং পুরহৃত্য যজ্ঞকর্মারতংস্তদা॥ ৪০

যজ্ঞবাটং গতঃ সর্বৈ যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।

শ্রীমাংশ সহ পত্নীভী রাজা দীক্ষামুপাৰিশৎ॥ ৪১

‘তখন বশিষ্ঠ প্রমুখ বিজশ্রেষ্ঠগণ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোভাগে নিয়ে যজ্ঞভূমিতে গমন করলেন অতঃপর তাঁরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করলে শ্রীমান রাজা দশরথ মহিষীদের সঙ্গে যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

## চতুর্দশ সর্গ (১৪)

### অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান

অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন্ গ্রাপ্তে তুরজমে।

সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে রাজো যজ্ঞোহভ্যবর্তত॥ ১

‘অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হলে, সেই (যজ্ঞার্থে মুক্ত)

অশ্বটি (পৃথিবী ঘুরে) ফিরে এল ; তখন সরযু নদীর উত্তর

তীরে রাজার (সঙ্কল্পিত) যজ্ঞ আরম্ভ হল।

ঋষ্যশৃঙ্গং পুরহৃত্য কর্ম চক্রুর্বিজ্বর্ষভাঃ।

অশ্বমেধে মহাবজ্রে রাজোহস্য সুমহাস্বনঃ॥ ২

‘মনস্বী রাজা দশরথের সেই মহান অশ্বমেধ যজ্ঞে

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোভাগে রেখে যজ্ঞকর্ম করতে লাগলেন।

কর্ম কুব্ধি বিধিবদ্ যাজকা বেদপারগাঃ।

যথাবিধি যথান্যায়ং পরিক্রামন্তি শাস্ত্রতঃ॥ ৩

‘বেদজ্ঞ যাজ্ঞিকগণ শাস্ত্রীয় নির্দেশানুসারে

বিধিসম্মতভাবে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানাদি শুরু করলেন।

প্রবর্গাঃ শাস্ত্রতঃ কৃদ্বা তথৈবোপসদং বিজাঃ।

চক্রুশ্চ বিধিবৎ সর্বমধিকং কর্ম শাস্ত্রতঃ॥ ৪

‘বিপ্রগণ শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে প্রবর্গা-কর্ম সম্পাদন করে উপসদ কর্ম করলেন ; তৎপরে দেশাচার ও কুলাচার কর্মসকল বিধিমতে সম্পন্ন করলেন।

অভিপূজ্য তদা হৃষ্টাঃ সর্বৈ চতুর্ন্থাবিধি  
প্রাতঃসবনপূর্বাধি কর্মাণি মুনিপূজবাঃ ॥ ৫

‘অতঃপর মুনিশ্রেষ্ঠগণ সানন্দে দেবপূজাদি সম্পন্ন করে যথাবিধি প্রাতঃসবনাদি ক্রিয়া করলেন।

ঐক্লষ্ট বিধিবদ্ দত্তো রাজা চাভিষুতোহনঘঃ।

মধ্যদিনং চ সবনং প্রাবর্তত যথাক্রমম্ ॥ ৬

‘রাজাও ইন্দ্রদেবতক উদ্দেশে নিষ্পাশ সোমরস যথাবিধি দান করে ক্রমে মধ্যদিনসবনে প্রবৃত্ত হলেন।

তৃতীয়সবনং চৈব রাজোহস্য সুমহাশ্বনঃ।

চক্লন্তে শান্ততো দৃষ্টা যথা ব্রাহ্মণপূজবাঃ ॥ ৭

‘(অতঃপর) দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ শাস্ত্রীয়বিধি দর্শন করে সেই মহাত্মা রাজা দশরথের জন্য (তার মঙ্গলার্থে) তৃতীয় সবন বিধিবৎ সম্পাদন করলেন।

আহুয়াঞ্চক্রিরে তত্র শত্রুদীন্ বিধুযোন্তমান্।

ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ো মনৈঃ শিক্ষাকরসমঘ্নিতৈঃ ॥ ৮

‘ঋষ্যশৃঙ্গাদি ঋষিগণ শিক্ষাশাস্ত্রের উপদেশানুসারে অক্ষরসমূহের যথাযথ উচ্চারণসহ মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণকে সেই যজ্ঞস্থলে আহ্বান করেছিলেন।

গীতিভির্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মন্ত্রান্নানৈর্যথার্থিতঃ।

হোতারো দদুরাবাহ্য হবির্ভাগান্ দিবৌকসাম্ ॥ ৯

‘ঋত্বিকগণ স্নিগ্ধ মধুর গীতিময় সামমন্ত্রে আবাহন করে দেবতাদের হবির ভাগ যথাযথ দান করেছিলেন।

ন চাহতমভূৎ তত্র স্থলিতং বা ন কিঞ্চন।

দৃশ্যতে ব্রহ্মবৎ সর্বং ক্ষেমযুক্তং হি চক্রিরে ॥ ১০

‘সেই যজ্ঞে কিছুই আছতিহীন বা ক্রটিযুক্ত আছতি হয়নি। কোনও কিছুই পতিত বা বিচ্যুত হয়নি। সব কিছুই ব্রহ্ম ভাবনায় দৃষ্ট হওয়ায় মঙ্গলযুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল।

ন তেষহঃসু শ্রান্তো বা ক্ষুধিতো বা ন দৃশ্যতে।

নাবিধান্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎশতানুচরন্তথা ॥ ১১

‘কোনও ঋত্বিকই যজ্ঞের সময় দিবাভাগে শ্রান্ত বা ক্ষুধিত হননি। (যজ্ঞে উপস্থিত) কোনও ব্রাহ্মণই বিদ্যাহীন ছিলেন না এবং কোনও ব্রাহ্মণেরই শতসংখ্যক অপেক্ষা কম শিষ্য ছিলেন না।

ব্রাহ্মণা ভৃঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভৃঞ্জতে।

তাপসা ভৃঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভৃঞ্জতে ॥ ১২

বৃদ্ধাশ্চ ব্যাধিতাশ্চৈব স্ত্রীবালাশ্চ তথৈব চ।

অনিশং ভৃঞ্জমানানাং ন তৃপ্তিরূপলভাতে ॥ ১৩

‘এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ তথা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নিত্য ভোজন করতেন। (ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের) অধীন শূদ্রেরাও ভোজন করতেন। তপস্বী এবং শ্রমণেরা ভোজন করতেন। (এতদ্ব্যতীত) বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির, স্ত্রীলোকেরা এবং বাঙ্গকেরা পরিতৃপ্ত হয়ে ভোজন করতেন (তাদের তৃপ্তির শেষ নেই)

দীয়তাং দীয়তামমং বাসাংসি বিনিধানি চ।

ইতি সংখ্যেদিভাত্তত্র তথা চক্রুরনেকশঃ ॥ ১৪

‘অন্ন দাও ; নানাকপ বস্ত্র দাও’—এইরূপ আদিষ্ট হয়ে (কর্মীরা) বারংবার সেইরূপ (দান) করতে লাগলেন। অন্নকূটাশ্চ দৃশ্যন্তে বহুবঃ পর্বতোপমাঃ।

দিবসে দিবসে তত্র সিদ্ধসা বিধিবৎ তদা ॥ ১৫

‘সেখানে প্রতিদিন রান্না করা অন্নের স্তূপগুলি পর্বতের মতো দেখায়।

নানাদেশাঙ্গানুপ্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীগণান্তথা।

অন্নপানৈঃ সুবিহিতান্তমিন্ যজ্ঞে মচ্ছন্ননঃ ॥ ১৬

‘মহাত্মা দশরথের সেই যজ্ঞে নানা দেশ থেকে আগত পুরুষ ও স্ত্রীগণকে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়েছিল।

অন্নং হি বিধিবৎ স্বাদু প্রশংসস্তি বিজর্জ্বভাঃ।

অহো তৃপ্তাঃ স্ম ভদ্রং তে ইতি শুশ্রাব রাজবঃ ॥ ১৭

‘‘খাদ্য বিধিমতো রান্না করা হয়েছে এবং সুস্বাদুও বটে’’—এই বলে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ প্রশংসা করতে লাগলেন।

রঘুবংশতিলক দশরথ ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে শুনতে পেলেন—‘‘আমরা পরিতৃপ্ত, আপনার কল্যাণ হোক’’।

স্বলংকৃতাশ্চ পুরুষা ব্রাহ্মণান্ পর্যবেক্ষয়ন্।

উপাসন্তে চ তানন্যো সুমুষ্টিমণিকুণ্ডলাঃ ॥ ১৮

‘সুন্দর অলঙ্কারে সুসজ্জিত পুরুষগণ ব্রাহ্মণদের অন্ন পরিবেশন করছিলেন এবং উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডলধারী অপর পুরুষেরা তাঁদের পরিবেশনে সহায়তা করছিলেন।

কর্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহ্ননপি।

প্রাছঃ সুবাঘিনো ধীরাঃ পরম্পরজিগীষ্বা ॥ ১৯

‘অতঃপর যজ্ঞে একাংশের সমাপ্তি ও অপরাংশের আরম্ভের মধ্যবর্তী বিশ্রামপর্বে সুবক্তাবীর ব্রাহ্মণগণ তর্কে পরস্পর জয়ভিলাষী হয়ে নানাবিধ যুক্তিবাদ উল্লেখ করে পরস্পর শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হতে লাগলেন।

দিবসে দিবসে তত্র সংস্তরে কুশলা বিজাঃ।

সর্বকর্মণি চক্রুস্তে যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥ ২০

‘সেই যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত কুশল ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন শাস্ত্রসম্মতভাবে যজ্ঞীয় কর্মসকল করতে লাগলেন।

নাথভঙ্গবিদভ্রাসীমাত্রতো নাবহশ্রুতঃ ॥

সদস্যান্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলো বিজঃ ॥ ২১

‘রাজা দশরথের এই যজ্ঞে ব্রতী কোনও ঋত্বিকই যজ্ঞবেদান্তে অজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্যহীন, নানা শাস্ত্রে অজ্ঞ (অবহশ্রুত) কিংবা শাস্ত্রবিচারে অদক্ষ ছিলেন না।

প্রাপ্তে যুগোচ্ছ্রে তন্মিন্ যজ্ঞ-বৈজ্ঞাঃ খাদিরাস্থথা।

তাবজ্ঞো বিশ্বসহিতাঃ পর্দিনশ্চ তথা পরে ॥ ২২

শ্রেয়মাতকময়ো দিষ্টো দেবদারুময়স্থথা।

যাবেব তত্র বিহিতৌ বাহবাস্তপবিদ্রহৌ ॥ ২৩

‘যুগকাষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করার সময় হলে, ছয়টি বিশ্বশাখা, ছয়টি খদির শাখা (খয়ের গাছের ডাল) তারপর বিশ্বশাখার সঙ্গে সমসংখ্যক পলাশ শাখা স্থাপিত হল। একটি বহেড়া বৃক্ষের এবং দুটি দেবদারু বৃক্ষের শাখাও (অশ্বমেধ যজ্ঞে যুগ নির্মাণে) নির্দিষ্ট আছে। প্রসারিত দুটি বাহুর মতো করে এই দেবদারু শাখা দুটি সেখানে স্থাপিত হয়েছিল। (যজ্ঞের পশুবন্ধনের ঝুঁটিকে যুগ বলে)।

কারিতাঃ সর্ব এবৈতে শাস্ত্রজৈর্যজ্ঞকোবিদৈঃ।

শোভার্থং তস্য যজ্ঞস্য কাঞ্চনাশংকৃতা ভবন্ ॥ ২৪

‘এই যুগনির্মাণ কার্যসকল শাস্ত্রজ্ঞ ও যজ্ঞবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ করেছিলেন এবং এই যজ্ঞের সৌন্দর্য বিধানের জন্য যুগকাষ্ঠগুলিকে স্বর্ণমণ্ডিত করা হয়েছিল।

একবিংশতিযুগান্তে একবিংশত্যরত্নয়ঃ।

বাসোভিরেকবিংশতিরেকৈকঃ সমলংকৃতাঃ ॥ ২৫

‘এক একটি একুশ অরত্ন পরিমাণ (অর্থাৎ পাঁচশ চার অঙ্গুলি পরিমাণ) সেই একুশটি যুগকাষ্ঠ একুশটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা একটি একটি করে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

বিন্যস্তা বিধিবৎ সর্বে শিল্পিভিঃ সুকৃতা দৃঢ়াঃ।

অষ্টাশ্রয়ঃ সর্ব এব শ্রদ্ধারূপসমধিতাঃ ॥ ২৬

‘শিল্পীদের দ্বারা সুদৃঢ়রূপে নির্মিত যুগকাষ্ঠগুলি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে স্থাপিত। সবগুলি যুগকাষ্ঠই অষ্টকোণযুক্ত এবং চিকণ ও সুন্দরাকৃতি বিশিষ্ট।

আচ্ছাদিতান্তে বাসোভিঃ পুষ্পগন্ধৈশ্চ পূজিতাঃ।

সপ্তর্ষয়ো দীপ্তিমন্তো বিরাজন্তে যথা দিবি ॥ ২৭

‘সেই যুগকাষ্ঠগুলি বস্ত্রাচ্ছাদিত ও গন্ধ-পুষ্পদ্বারা পূজিত হয়ে, আকাশে বিরাজিত উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতো যজ্ঞস্থলে বিরাজ করছে।

ইষ্টকাস্ত যথানায়ং কারিতাস্ত প্রমাণতঃ।

চিতোহগ্নির্ব্রাহ্মণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্মণি ॥ ২৮

‘সূত্রগ্রন্থোক্ত শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে প্রমাণমতো ইষ্টক নির্মাণ করিয়ে শিল্পকর্মকুশল ব্রাহ্মণদের দ্বারা (সেই ইষ্টক নির্মিত যজ্ঞস্থলে) যজ্ঞাগ্নি আহ্বাত হয়েছিল।

স চিত্যো রাজসিংহস্য সঙ্কিতঃ কুশলৈর্বিজৈঃ।

গরুড়ো রুদ্রপক্ষো বৈ ত্রিগুণোহষ্টাদশাঙ্গকঃ ॥ ২৯

‘মহারাজ দশরথের কুশলী ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্মিত (হয় হস্তের) তিনগুণ, অর্থাৎ অষ্টাদশ হস্ত পরিমিত বিজুত সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত গরুড়ের আকৃতিবিশিষ্ট যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি সংগৃহীত হল।

নিযুক্তান্তত্র পশবস্তত্তদুদ্ভিন্য দৈবতম্।

উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥ ৩০

‘বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে সেই যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে পশু, সর্প এবং পক্ষী আনীত হয়েছিল।

শামিত্রে তু হয়ন্তত্র তথা জলচরাস্ত যে।

ঋষিভিঃ সর্বমৈবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতত্ত্বদা ॥ ৩১

‘অতঃপর যুগকাষ্ঠে যজ্ঞাশ্ব এবং জলচর প্রাণীদের নিয়ে এসে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই সকল কার্য ঋষিরা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারেই করেছিলেন।

পশূনাং ত্রিশতং তত্র যুগেষু নিয়তং তদা।

অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ ॥ ৩২

‘সেই যুগকাষ্ঠগুলিতে তিনশত পশু এবং রাজা দশরথের উত্তম অশ্বরত্নটি বদ্ধ ছিল।

কৌসল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য সমজ্ঞতঃ।

কৃপাণৈর্বিংশশাশৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা ॥ ৩৩

‘অতঃপর মহারানী কৌশল্যা সেই অশ্বটিকে সর্বতোভাবে পরিচর্যা করে পরম আনন্দের সঙ্গে তাকে (অশ্বটিকে) ঋজোর দ্বারা তিনবার প্রহার করে হত্যা করলেন।

পতত্রিণা তদা সার্থং সুহিতেন চ চেতসা।

অবসদ্ রজনীমেকাং কৌসল্যা ধর্মকাময়া ॥ ৩৪

‘তদনন্তর মহারানী কৌশল্যা ধর্মকামনায় সেই পক্ষবিশিষ্ট অশ্বটির সঙ্গে এক রাত্রি বাস করলেন।

হোতাক্ষবৃন্তখোদগাতা হস্তেন সময়োজয়ন্।

মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা ॥ ৩৫

‘অতঃপর হোতা, অক্ষবৃৎ এবং উদগাতা মহিষী কৌশল্যা এবং (রাজা দশরথের অপরা দুই স্ত্রী) পরিবৃত্তি ও বাবাতাকে হাতে হাতে (সেই অশ্বকে) স্পর্শ করালেন।



পতঙ্গিগতস্য বশামুক্তা নিয়তেজিয়ঃ।  
 ঋত্বিক্ পরমসম্পদঃ প্রপয়ামাস শাস্ততঃ॥ ৩৬  
 ‘পরম জ্ঞানী জিতেজিয় ঋত্বিক্ সেই অশ্বের মেদ  
 সংগ্রহ করে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে পাক করেছিলেন।  
 ধূমকাকঃ বশায়ান্ত জিহ্বতি স্ম নরবিপঃ।  
 হৃৎকালং যথানায়ং নির্দন্ পাণময়নঃ॥ ৩৭  
 ‘যথাসময়ে রাজা দশরথ নিজের পাণ বিনাশের জন্য  
 বিধিপূর্বক মেদের ধোয়ার ঘ্রাণ নিলেন।  
 হ্রস্বা যানি চান্নানি তানি সর্বাণি ব্রাহ্মণাঃ।  
 জগৌ প্রাসক্তি বিধিবৎ সমজাঃ ষোড়শর্জিঃ॥ ৩৮  
 ‘অশ্বের সবগুলি অঙ্গই খোলোজন ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ  
 অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি দিলেন।  
 প্রকৃশাখাসু যজ্ঞানামনোষাঃ জিন্যতে হবিঃ।  
 অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য বৈতসো ভাগ ইযাতে॥ ৩৯  
 ‘অন্যান্য যজ্ঞে পাকুড় গাছের শাখার সাহায্যে অগ্নি  
 তে ঘৃতাভুতি দেওয়া হয় ; কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতের পাত্রে  
 হবিঃ রেখে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়।  
 ব্রাহ্মেণশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।  
 চতুষ্টোমমহতস্য প্রথমঃ পরিকল্পিতম্॥ ৪০  
 উক্খ্যঃ দ্বিতীয়ঃ সংখ্যাতমতিরাত্রঃ তথোত্তরম্।  
 করিতান্ত্র বহুবো বিহিতাঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ॥ ৪১  
 ‘ব্রাহ্মণেরা কল্পসূত্রে তিনদিনব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞের  
 বিধান দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রথম দিনে চতুষ্টোম বা অগ্নিষ্টোম  
 নামক যজ্ঞ, দ্বিতীয় দিনে উক্খ্য এবং তৃতীয় দিনে অতিরাত্র  
 নামক যজ্ঞের বিধান আছে। শাস্ত্রদৃষ্টিতে আরও অনেক  
 প্রকার যজ্ঞের বিধান আছে।  
 জ্যোতিষ্টোমায়ুধী চৈবমতিরাত্রৌ চ নির্মিতৌ।  
 অভিজিৎশ্রজিৎচৈবমাপ্তোষ্যমৌ মহাক্রতুঃ॥ ৪২  
 ‘(চতুষ্টোম-উক্খ্য-অতিরাত্র যজ্ঞের অর্থাৎ অশ্বমেধ  
 যজ্ঞের পরে) জ্যোতিষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম যজ্ঞ, দুবার  
 অতিরাত্র যজ্ঞ, অতঃপর অভিজিৎ ও শ্রজিৎ যজ্ঞ এবং  
 দু’বার আপ্তোষ্যম যজ্ঞ—(মোট আটবার যজ্ঞ) করা হল।  
 এই যজ্ঞগুলিকে একত্রে মহাক্রতু বলা হয়।  
 প্রাচীং হোত্রে দদৌ রাজা দিশং স্বকুলনর্ধনঃ।  
 অধ্বর্যবে প্রতীচীং তু ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্॥ ৪৩  
 উদগাত্রে তু তথোদীচীং দক্ষিণেবা বিনির্মিতা।  
 অশ্বমেধে মহাবজ্রে স্বাক্ষুবিহিতে পুরা॥ ৪৪  
 ‘স্বীয় বংশের গৌরব বর্ধনকারী রাজা দশরথ  
 হোতাকে (অযোধ্যায়) পূর্বদিকের রাজ্য, অধ্বর্যুকে

(অযোধ্যার) পশ্চিম দিকের রাজ্য, ব্রহ্মাকে (অযোধ্যার)  
 দক্ষিণ দিকের রাজ্য এবং উদগাতাকে (অযোধ্যার) উত্তর  
 দিকের রাজ্য (যজ্ঞের) দক্ষিণাভাগে দান করলেন।  
 প্রাচীনকালে স্রগ্ধ্র ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণার এইরূপই  
 বিধান করেছিলেন।  
 ক্রতুং সমাপ্য তু তদা নায়তঃ পুরুনর্গতঃ।  
 ঋত্বিজ্যো হি দদৌ রাজা ধরাং তাং কুলনর্ধনঃ॥ ৪৫  
 ‘বংশধৌনবনর্ধক নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ বিধিপূর্বক  
 যজ্ঞ সমাপন করে ঋত্বিকগণকে সমগ্র পৃথিবী দান করলেন।  
 এবং দত্তা প্রহরোচ্চৃষ্টীমগিন্দ্রাকুলনর্ধনঃ।  
 ঋত্বিজ্যেব্রুন সর্বে রাজানং গঠকিঞ্জিনম্॥ ৪৬  
 ভবানিব মহীং কংস্রামেকো রক্তিতুমর্হতি।  
 ন ভূম্যা কার্যমস্মাকং নহি শক্যঃ স্ম পালনে॥ ৪৭  
 রতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিতাঃ হি ভূমিপ।  
 নিষ্কর্যঃ কিঞ্চিদেবেহ প্রগচ্ছতু ভবানিতি॥ ৪৮  
 মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যথা সমুদ্যতম্।  
 তৎ প্রগচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্॥ ৪৯  
 ‘এইরূপ দক্ষিণা দিয়ে ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দবর্ধক  
 শ্রীমান রাজা দশরথ অতীব আনন্দিত হলেন। কিন্তু,  
 ঋত্বিকগণ সকলেই সেই নিষ্পাপ রাজাকে বললেন  
 —“আপনি একাই সমগ্র পৃথিবী পালন করতে সমর্থ।  
 আমাদের (দক্ষিণাস্বরূপ) রাজ্যের প্রয়োজন নেই ; কারণ,  
 আমরা রাজ্যপালনে সমর্থ নই। হে মহারাজ ! আমরা সর্বদাই  
 স্বাধ্যায় কার্যে বা বেদপাঠে রত থাকি ; অতএব আপনি মূল্য  
 হিসাবে সামান্য কিছু দান করুন। মণিরত্ন, স্বর্ণ, গোবন  
 অথবা অন্য কোনও বস্তু আমাদের দিন—রাজ্যের প্রয়োজন  
 নেই।”  
 এবমুক্তো নরপতিব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।  
 গবাং শতসহস্রাণি দশ তেভ্যো দদৌ নৃপঃ॥ ৫০  
 দশকোটিং সুবর্ণস্যা রজতস্য চতুর্ভগম্।  
 ‘সেই রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়ে  
 তাঁদের দশ লক্ষ গাভী, দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং (স্বর্ণমুদ্রার)  
 চতুর্ভগ (অর্থাৎ চল্লিশ কোটি) রৌপ্য মুদ্রা দান করলেন।  
 ঋত্বিজন্ত ততঃ সর্বে প্রদদুঃ সহিতা বসু। ৫১  
 ঋষাশ্চায়া মুনয়ে বসিতায় চ ধীমতে।  
 ‘তখন ঋত্বিকগণ সকলে মিলিত হয়ে (তাঁদের প্রদত্ত)  
 সমস্ত সম্পদ ঋষাশ্রমকে এবং ধীমান বশিষ্ঠদেবকে সমর্পণ  
 করলেন।  
 ততস্তে নায়তঃ কৃদ্বা প্রবিভাগং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫২

সুপ্রীতমনসঃ সৰ্বে প্রত্যাচুর্য়ুদিতা ভূশম্।

‘তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ (দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত) সেই ধনরাশি পরস্পর ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ করে নিয়ে সকলেই আহ্লাদিত হয়ে বললেন—“আমরা খুবই খুশি হয়েছি।”

ততঃ প্রসর্পকেভ্যাম্ হিরণ্যং সুসমাহিতঃ ॥ ৫৩  
জাঘুনদং কোটিসংখ্যং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তদা।

‘অতঃপর রাজা দশরথ একপ্রচিন্ত হয়ে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ (সোনা) এবং কোটি সংখ্যক (এক কোটি) স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন।

দরিদ্রায় বিজামাথ হস্তাভরণমুত্তমম্ ॥ ৫৪  
কশ্মৈচিৎ যাচমানায় দদৌ রাঘবনন্দনঃ।

‘(সকল সম্পদ দান করা হয়ে গেলে, যখন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, সেই সময়) প্রার্থনারত কোনও এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে রঘুনন্দন রাজা দশরথ নিজের হাতের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার খুলে নিয়ে দান করলেন।

ততঃ প্রীতেষু বিধিবদ্ বিজেধু বিজবৎসলঃ ॥ ৫৫  
প্রণামমকরোৎ তেভ্যং হর্ষব্যাকুলিতেন্দ্ৰিয়ঃ।

‘অতঃপর ব্রাহ্মণগণ সমুপ্ত হলে ব্রাহ্মণবৎসল আনন্দ-বিহুল-ইন্দ্রিয় রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদের বিধিমতো প্রণাম করলেন।

তস্যামিষোহথ বিবিধা ব্রাহ্মণৈঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৫৬  
উদারস্য নবীরস্য ধরশাং পতিতস্য চ।

‘তখন ভূমিতে প্রণত সেই উদার নবীরের প্রতি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বিবিধ আশীর্বাদী কথিত হয়েছিল।

ততঃ প্রীতমনা রাজা প্রাপ্য যজ্ঞমনুষ্টমম্ ॥ ৫৭  
পাপাপহং স্বর্গমনং দৃষ্টবঃ পার্থিববর্ষভৈঃ।

‘তখন রাজা দশরথ পাপ-বিনাশক, স্বর্গপ্রাপ্তিদায়ক ফলদায়ক, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাজাদের পক্ষে দৃষ্টব, অত্যাধম যজ্ঞ সমাপন করে এবং তার ফল প্রাপ্ত হয়ে অতীব প্রীত হলেন।

ততোহব্রবীদ্ব্যাশূলং রাজা দশরথস্তদা ॥ ৫৮  
কুলস্য বর্ধনং তৎ তু কর্তুমর্হসি সূত্রত।

‘অতঃপর যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা দশরথ ঋষ্যাশূলকে বললেন—“হে সূত্রত ! আমার বংশবৃদ্ধিকারী কর্ম করতে আপনাকে অনুরোধ করছি।”

তথেষ্টি চ স রাজানমুবাচ বিজসত্তমঃ।  
ভনিম্যন্তি সূতা রাজ্যংস্তদ্বারস্তে কুলোবহাঃ ॥ ৫৯

‘তখন বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যাশূল রাজাকে বললেন—“হে রাজন্ ! তাই হবে। আপনার বংশরক্ষক চারটি পুত্র হবে।”

স তস্য বাকাং মধুরং নিশমা  
প্রণম্য তস্মৈ প্রযতো নৃপেস্তঃ।

জগাম হর্ষং পরমং মহাক্ষা  
তম্ব্যাশূলং পুনরপ্যুবাচ ॥ ৬০

‘সংযমী নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ ঋষি ঋষ্যাশূলের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করে অতীব আনন্দিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে আবারও বললেন। (রাজা দশরথ পুত্র-প্রাপ্তির জন্য ঋষি ঋষ্যাশূলকে যজ্ঞ করতে অনুরোধ করলেন)।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

## পঞ্চদশ সর্গ (১৫)

ঋষি ঋষ্যাশূল কর্তৃক রাজা দশরথের পুত্রোপ্তি যজ্ঞারম্ভ, দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মার রাবণ বধের উপায় নির্ধারণ এবং দেবতাদের প্রার্থনাক্রমে ভগবান বিষ্ণুর আশ্বাস দান

মেধাবী তু ততো খ্যাত্বা স কিঞ্চিদিদমুত্তরম্।

লব্ধসংজ্ঞতত্ত্বং তু বেদজ্ঞো নৃশমব্রবীৎ ॥ ১

‘অতঃপর মেধাবী ও বেদজ্ঞ ঋষি ঋষ্যাশূল কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। পরে ধ্যানভঙ্গের পর চেতনায় ফিরে এসে রাজা দশরথকে বললেন—

ইতিং তেহহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাং।

অথবশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ ॥ ২

‘আমি আপনার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য বিধি অনুসারে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রে পুত্রোপ্তি নামক যজ্ঞ করব, যাতে মনস্কামনা অবশ্যই সিদ্ধ হবে।”

ততঃ প্রাক্রমদিষ্টিং ভাং পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।  
জুহাবাগৌ চ তেজস্বী মত্তদৃষ্টেন কর্মণা॥ ৩

‘তখন সেই তেজস্বী ঋষি রাজা দশরথের পুত্রের কারণে (পুত্রলাভের জন্য) সেই পুত্রোষ্টি (যজ্ঞ) আরম্ভ করে যজ্ঞোন্নিবিষ্ট রীতি-অনুসারে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়াঃ।  
ভাগপ্রতিগ্রহার্থঃ বৈ সমবেতা যথাবিধি॥ ৪

‘তখন গন্ধর্বদের সঙ্গে নিয়ে দেবগণ, সিদ্ধনামক উপদেবতারা এবং মহর্ষিবৃন্দ স্ব-স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য যথাবিধি যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন।

তাঃ সমেতা যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ।  
অনুব্রলোককর্তারং ব্রহ্মাণং বচনং ততঃ॥ ৫

‘দেবতারা সকলে যথানিয়মে সেই যজ্ঞসভায় সমবেত হয়ে লোককর্তা ব্রহ্মাকে বললেন—

ভগবৎস্বং প্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ  
সর্বান নো বাধতে বীর্ষাচ্ছাসিতুং ভং ন শকুমঃ॥ ৬

‘‘ভগবন্ ! আপনার কৃপায় বলীমান রাবণ নামক রাক্ষস স্বীয় বলবস্তার দ্বারা আমাদের সকলকে উৎপীড়িত করছে। তাকে আমরা কিছুতেই শাসন করতে পারছি না।

তুয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবৎসুদা।  
মানয়ন্ত্যশ্চ তং নিত্যং সর্বং তস্য ক্ষমামহে॥ ৭

‘‘ভগবন্ ! আপনি রাবণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দান করেছেন। (আপনার প্রদত্ত) সেই বরকে সর্বদা সম্মান জানিয়েই আমরা রাবণের সব অপরাধ সহ্য করে চলেছি।

উষেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছিতান্ যেষ্টি দুর্মতিঃ।  
শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রথর্ষয়িতুমিচ্ছতি॥ ৮

‘‘সেই দুষ্ট ত্রিভুবনকে উদ্বিগ্ন করছে। উন্নতচরিত্রের ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করছে। আবার দেবরাজ ইন্দ্রকেও সে নিগৃহীত করতে চায়।

ঋধীন্ যক্ষান্ সগন্ধর্বান্ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তদা।  
অতিক্রামতি দুর্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ॥ ৯

‘‘আপনার প্রদত্ত বরে মোহগ্রস্ত হয়ে সেই পরাক্রান্ত (রাবণ) ঋষিগণকে, যক্ষদের, গন্ধর্বদের, তদ্রূপ ব্রাহ্মণদের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে অত্যাচার করে।

নৈনং সূর্যঃ প্রভপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।  
চলোর্মিমালী তং দৃষ্টা সমুদ্রোহপি ন কম্পতে॥ ১০

‘‘সূর্য তার কাছে তাপ বিকীরণ করতে পারে না। বায়ু তার পাশে প্রবাহিত হতে পারে না। চঞ্চল তরঙ্গময় সমুদ্রও তাকে দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তন্মহম্মো জয়ং তস্মাদ্ রাক্ষসাদ্ ঘোরদর্শনাৎ।  
বধার্থং তস্য ভগবানুপায়ং কর্তুমহসি॥ ১১

‘‘সেই ভীষণ দর্শন রাক্ষস থেকে আমরা অত্যন্ত ভীত। তাই হে ভগবন্ ! তার বধের কোনও উপায় স্থির করুন।’’

এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈশ্চিন্তয়িত্বা ততোহব্রবীৎ।  
হস্তায়ং বিদিতস্তস্য বধোপায়ো দুরাক্ষনঃ॥ ১২

‘‘দেবতাদের দ্বারা এইরূপ কথিত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা চিন্তা করে বললেন—‘‘একে হত্যা করা হবে। এই দুরাত্ম্যার বধের উপায় স্থির হয়ে আছে।’’

তেন গন্ধর্বযক্ষাণাং দেবতানাং চ রক্ষসাম্।  
অবধোহস্মীতি বাণ্ডুজা তথৈতুক্তং চ ভুয়া॥ ১৩

‘‘সে বর প্রার্থনা করেছিল – ‘আমি গন্ধর্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসদের অবধ্য যেন হতে পারি।’ আমিও বলেছিলাম—‘তথাস্তু—তাই হোক’।

নাকীর্তয়দবজ্ঞানাৎ তদ্ রক্ষো মানুষাংস্তদা।  
তস্মাৎ স মানুষাদ্ বধ্যো মৃত্যুর্নান্যোহস্য বিদ্যতে॥ ১৪

‘‘সেই রাক্ষস তখন (বর প্রার্থনার সময়) অবজ্ঞাভরে মানুষের কথা বলেনি। সেইজন্যই সে মানুষেরই বধ্য হবে। তার মৃত্যু অন্যভাবে হবে না।’’

এতচ্ছুত্বা প্রিয়ং বাক্যং ব্রহ্মণা সমুদাহতম্।  
দেবা মহর্ষয়াঃ সর্বৈ প্রহৃষ্টান্তেহভবৎসুদা॥ ১৫

‘‘প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে এইরকম খুশির কথা শুনে দেবতারা এবং মহর্ষিরা সকলে উল্লসিত হয়েছিলেন।

এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরূপরাতো মহাদ্যুতিঃ।  
শঙ্খচক্রগদাপাদিঃ পীতবাসা জগৎপতিঃ॥ ১৬

বৈনতেয়ং সমারুহ্য ভাস্করস্তোয়দং যথা।  
তপ্তহাটকেকমুরো বজ্র্যমানঃ সুরোভমৈঃ॥ ১৭

ব্রহ্মণা চ সমাগতা তত্র তহৌ সমাহিতাঃ।  
‘ইত্যবসরে দীপ্তিমান পীতবসন শঙ্খচক্রগদা-  
পদ্মধারী সুবর্ণকেয়ুরবান দেবপুজিত বিশ্ববিধাতা বিষ্ণু  
মেঘবাহন সূর্যের ন্যায় গরুড়পৃষ্ঠাক্রূড় হয়ে সেখানে  
উপস্থিত হলেন এবং ধ্যানাবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মার



নিকট উপবেশন করলেন।

তমব্রবন্ সূরাঃ সর্ব সন্নিভূয় সন্মতাঃ ॥ ১৮  
হ্মাঃ নিযোক্তামহে বিষ্ণো লোকানাং হিতকাময়া।

‘দেবতারা সকলে বিনীতভাবে স্তব করে তাঁকে বললেন — “হে ভগবন্ বিষ্ণো ! ত্রিভুবনের কল্যাণ কামনায় আপনাকে ব্যবস্থা করার অনুরোধ করছি।

রাজো দশরথস্য ত্বমযোধ্যাধিপতের্বিজো ॥ ১৯  
ধর্মজস্য বদনাস্য মহর্ষিসমতেজসঃ।

অস্য জায়াসু তিস্থু হ্রীশ্রীকীর্তাপমাসু চ ॥ ২০  
বিষ্ণো পুত্রত্বমাগচ্ছ কৃদ্বাহুজ্ঞানং চতুর্বিধম্।

তত্র ত্বং মানুষো ভূত্বা প্রবৃক্ষঃ লোককণ্টকম্ ॥ ২১  
অবধ্যং দৈবতৈর্বিষ্ণো সমরে জহি রাবণম্।

“হে সর্বব্যাপিন্ নারায়ণ ! ধর্মজ, দানশীল ও মহর্ষিতুল্য তেজস্বী অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের হ্রী শ্রী-কীর্তি-স্বরূপা তিন পত্নীর গর্ভে আপনি চার পুত্ররূপে আগমন করুন (জন্মগ্রহণ করুন)। হে বিষ্ণো ! আপনি মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করে দেবতাদের অবধ্য, ত্রিলোকের কণ্টকরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাবণকে যুদ্ধে হত্যা করুন।

স হি দেবান্ সগন্ধর্বান্ সিদ্ধাংশ্চ ঋষিসন্তমান্ ॥ ২২  
রাক্ষসো রাবণো মুখো বীর্যোদ্রেকেন বাধতে।

“সেই মূর্খ রাক্ষস রাবণ স্বীয় বলবৃদ্ধিহেতু সগন্ধর্ব দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিশ্রেষ্ঠদের পীড়িত করছে।

ঋষয়শ্চ ততস্তেন গন্ধর্বাপ্সরসন্তথা ॥ ২৩  
ক্ৰীড়ন্তো নন্দনবনে রৌদ্রেণ বিনিপাতিতাঃ।

“অধিকন্তু সেই উগ্রস্বভাব রাক্ষসরাজ ঋষিদের এবং স্বর্গের নন্দনবনে ক্রীড়ারত গন্ধর্ব ও অক্সরাদের স্বর্গ থেকে পৃথিবীর মাটিতে নিক্ষেপ করেছে।

বধার্থং বয়মায়াতান্তস্য বৈ মুনিভিঃ সহ ॥ ২৪  
সিদ্ধগন্ধর্বয়ক্ষাশ্চ ততস্তাং শরণং গতাঃ।

“তাই তার (রাবণের) বধের উদ্দেশ্যেই, মুনিদের সঙ্গে আমরা (দেবতারা) এবং সিদ্ধ-গন্ধর্ব-যক্ষগণ আপনার শরণাগত হয়ে এসেছি।

ত্বং গতিঃ পরমা দেব সর্বেষাং নঃ পরন্তপ ॥ ২৫  
বধ্যয় দেবশক্রাণাং নৃণাং লোকে মনঃ কুরু।

“হে দেব ! আপনিই আমাদের সকলের পরম আশ্রয়স্থল। অতএব, হে শত্রুসম্ভাপক ! দেবশত্রুদের বধের কারণে মনুষ্যালোকে আবির্ভাবের বা জন্মগ্রহণের জন্য

আপনি মনঃস্থির করুন।”

এবং স্তবস্ত্র দেবেশো বিষ্ণুস্ত্রিংশপুঙ্কবঃ ॥ ২৬  
গিতামহপুরোগাংস্তান্ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।

অত্রবীৎ ত্রিংশান্ সর্বান্ সমেতান্ ধর্মসংহিতান্ ॥ ২৭

“ত্রিলোকবন্দিত, দেবাধিপতি, দেবশ্রেষ্ঠ, সর্বব্যাপী নারায়ণ, এইরূপে স্তব হয়ে ধর্মমূর্তি সমবেত ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণকে বললেন—

ভয়ং ভ্যজত ভদ্রং বো হিতার্থং যুধি রাবণম্।  
সপুত্রশৌত্রং সামাত্যং সমস্তিজ্ঞাতিবান্ধবম্ ॥ ২৮

হত্বা ক্রুরং দুরাধ্বং দেবর্ষীগাং ভয়াবহম্।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ॥ ২৯  
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্।

“হে দেবগণ ! ভয় পরিত্যাগ করুন। আপনারদের কল্যাণ হোক। আপনারদের মঙ্গলের জন্য, দেবতা ও ঋষিদের ভয় উৎপাদক, দুর্ধর্ষ, ক্রুরস্বভাব রাবণকে পুত্র-পৌত্র-অমাত্য-মন্ত্রী-জ্ঞাতি-বান্ধবগণসহ যুদ্ধে হত্যা করে, একাদশ সহস্র বৎসর মনুষ্যালোকে বাস করে এই পৃথিবীকে পালন করব।”

এবং দত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাস্তবান্ ॥ ৩০  
মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাস্থনঃ।

‘দেবতাদের এইরূপ বর দান করে, আস্তব্ধ ভগবান বিষ্ণু, অনন্তর মনুষ্যালোকে নিজের যোগ্য জন্মস্থান সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন।

ততঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ কৃদ্বাহুজ্ঞানং চতুর্বিধম্ ॥ ৩১  
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্।

‘অনন্তর পদ্মপলাশনেত্র (পদ্মপত্রের নায় নেত্রবিশিষ্ট) ভগবান বিষ্ণু নিজেকে চার অংশে বিভক্ত করে রাজা দশরথকে পিতৃহে মনোনীত করলেন।

ততো দেবর্ষিগন্ধর্বাঃ সক্রদ্রাঃ সাক্ষরোগণাঃ।  
স্তুতিভির্দিব্যরূপাভিস্তুত্বমুর্মধুসূদনম্ ॥ ৩২

‘তখন দেবর্ষি এবং গন্ধর্বগণ একাদশ রুদ্র ও অক্সরাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিবা স্তোত্রদ্বারা ভগবান মধুসূদনের স্তব করেছিলেন—

তমুজতং রাবণমুগ্রতেজসং  
প্রবৃক্ষদর্পং ত্রিদশেশ্বরধিবম্।

বিরাবণং সাধুভপদিকণ্টকং  
তপস্বিনামুদর তং ভয়াবহম্ ॥ ৩৩

“হে প্রভু ! সেই উদ্ধত, উগ্রতেজঃসম্পন্ন, বলদর্পী,  
সাধু-তপস্বীদের (যজ্ঞদানায়ক) কণ্টকস্বরূপ, দেবরাজ-  
বিদ্রোহী ভয়ঙ্কর রাবণের মূলোৎপাটন করে (পৃথিবীকে  
রাবণহীন করে) সাধু-তপস্বীদের উদ্ধার (রক্ষা) করুন।  
তম্বেব হৃদ্বা সবলং সবান্ধবং  
বিরাবণং রাবণমুগ্রপৌরুষম্।

ষর্লোকমাগচ্ছ গভজ্বরশ্চিরং  
সুরেন্দ্রগুপ্তং গভদোষকল্যাণম্ ॥ ৩৪  
“সেই বলবান উদ্ধত বিক্রমশালী রাবণের সবংশে  
বিনাশসাধন দ্বারা পৃথিবীকে রাবণহীন করে সম্ভাপহীন  
হৃদয়ে ইন্দ্ররক্ষিত পাপদোষশূন্য স্বর্গলোকে প্রত্যাগমন  
করুন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

## ষোড়শ সর্গ (১৬)

শ্রীবিষ্ণু ও দেবতাদের মধ্যে রাবণবধ বিষয়ে আলোচনা, রাজা দশরথের পুত্রোষ্টি যজ্ঞকুণ্ড  
থেকে পায়স-হস্তে প্রাজাপত্যপুরুষের আবির্ভাব ও রাজহস্তে পায়সদান এবং রাজা  
কর্তৃক রাণীদের মধ্যে ঐ পায়স বিতরণ ও পায়স ভক্ষণে রাণীদের গর্ভধারণ

ভতো নারায়ণো বিষ্ণুর্নিযুক্তঃ সুরসন্তমৈঃ।  
জানমসি সুরানেবং শ্লক্ষং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

‘অনন্তর সর্বব্যাপী নারায়ণ দেবতাদের দ্বারা  
(অবতার গ্রহণের জন্য) নিযুক্ত (অনুরুদ্ধ) হয়ে, সকল  
বিষয় জেনেও দেবতাদের মধুর বচনে বললেন—

উপায়ঃ কো বধে তস্য রাক্ষসাধিপতেঃ সুরাঃ।  
যমহং তং সমাহ্বায় নিহন্যামৃষিকণ্টকম্ ॥ ২

“হে দেবগণ ! সেই রাক্ষসরাজের বধের উপায়  
কী, যে উপায় অবলম্বন করে আমি ঋষিদের নিকট  
কণ্টকস্বরূপ শত্রুকে হত্যা করতে পারি ?”

এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যাচুর্বিষ্ণুমবায়ম্।  
মানুষং রূপমাহ্বায় রাবণং জহি সংযুগে ॥ ৩

‘(ভগবান নারায়ণ কর্তৃক) এইরূপ কথিত হয়ে  
দেবতারা সকলে সেই সর্বব্যাপী নারায়ণকে প্রত্যুত্তরে  
বললেন—“আপনি মানুষের রূপ অবলম্বন করে যুদ্ধে  
রাবণকে হত্যা করুন।”

স হি তেপে তপস্বীরাঃ দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।  
যেন তুষ্টোহভবদ্ ব্রহ্মা লোককল্লোকপূর্বজঃ ॥ ৪

“সেই শত্রুজিৎ রাবণ দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা  
করেছিল ; যে কারণে জগৎসৃষ্টির পূর্বে জাত লোককর্তা  
ব্রহ্মা সেই রাবণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

সন্তুষ্টঃ প্রদদৌ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং প্রভুঃ।  
নানাবিধেভ্যো ভূতেভ্যো ভয়ং নানাত্র মানুষাং ॥ ৫

“তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে সেই রাক্ষসকে বর  
দিলেন—“মানুষ ব্যতীত অন্য কোনও প্রাণী থেকে তোমার  
কোনও ভয় নেই।”

অবজ্ঞাতাঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ।  
এবং পিতামহাং তস্মাদ্ বরদানেন গর্বিতাঃ ॥ ৬

“প্রাচীনকালে বরদানের সময় সেই রাক্ষস কর্তৃক  
মানুষ উপেক্ষিত হয়েছিল। এইরূপে লোকপিতামহ ব্রহ্মার  
বর লাভ করে সেই রাক্ষসরাজ রাবণ গর্বিত হয়েছেন।

উৎসাদয়তি লোকাংস্ত্রীন্ দ্বিয়শ্চাপ্যুপকর্ষতি।  
তস্মাৎ তস্য বধো দৃষ্টৌ মানুষেভ্যঃ পরস্তপ ॥ ৭

“(সেই দুষ্ট রাবণ) ত্রিভুবনকে বিপর্যস্ত করছে ;  
করছে নারী-অপহরণ। সেইজন্যই, হে শত্রুতাপক !  
মানুষের হাতেই তার ধ্বংস নিশ্চিত।”

ইতোতদ্ বচনং শ্রুত্বা সুরাণাং বিষ্ণুরাম্ববান্।  
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্ ॥ ৮

তখন আত্মবান বিষ্ণু দেবতাদের কথা শুনে রাজা  
দশরথকে পিতৃত্ব বরণ করার ইচ্ছা করলেন।

স চাপ্যুত্তো নৃপতিজন্মিন্ কালে মহাদ্যুতিঃ।  
অজয়ৎ পুত্রিয়ামিষ্টিং পুত্রেশ্বরিসূদনঃ ॥ ৯

‘ঠিক সেই সময়েই সমুজ্জ্বলকান্তি শত্রুহন্তা রাজা দশরথ অপূত্রব্রহ্মেত পুত্রলাভের আশায় পুত্রোষ্টি যত্ত্ব করছিলেন।

স কৃত্বা নিশ্চয়ং বিষ্ণুরামস্তা চ পিতামহম্।  
অন্তর্ধানং গতো দেবৈঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ॥ ১০

‘তখন ভগবান বিষ্ণু রাজা দশরথকে পিতৃত্বে নিশ্চিত হির করে লোকপিতামহ ব্রহ্মার কাছে বিদায় নিলেন এবং দেবতা ও মহর্ষিদের দ্বারা বন্দিত হয়ে, অন্তর্ধান করলেন।

ততো বৈ যজমানস্য শাবকাদতুলপ্রভম্।  
প্রাদুর্ভূতঃ মহদ্ ভূতঃ মহাবীৰ্যঃ মহাবলম্॥ ১১

‘অনন্তর যজ্ঞকর্তা রাজা দশরথের যজ্ঞাগ্নি থেকে অতুলনীয় দীপ্তিসম্পন্ন, অতীব বীর্যবান, মহাবলশালী, বিশালকায় এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হলেন।

কৃষ্ণং রক্তাশ্বরথং রক্তগাং দুন্দুভিস্বনম্।  
দ্বিধ্বজবর্জিতনুজ্ঞানপ্রবরমূৰ্খজম্॥ ১২

‘সেই পুরুষের অস্ফাতি কৃষ্ণবর্ণ, স্নুয রক্তবর্ণ, দুন্দুভির ন্যায় কঠোর, সিংহের ন্যায় চিক্ণ শব্দ (দাড়ি) ও দীর্ঘকেশযুক্ত এবং তিনি রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত।

শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যভরণভূষিতম্।  
শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধঃ দৃপ্তশার্দূলবিক্রমম্॥ ১৩

‘তিনি শুভলক্ষণযুক্ত, স্বর্গীয় আভরণে ভূষিত, পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় উন্নতদেহ এবং দৃপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী।

দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলনিধোপমম্।  
তপ্তজ্বালনদময়ীং রাজতান্তপরিচ্ছদাম্॥ ১৪

দিব্যপায়সসম্পূর্ণাং পাত্রীং পল্লীমিব প্রিয়াম্।  
প্রগৃহ্য বিপূলাং দোভ্যাং স্বয়ং মায়াময়ীমিব॥ ১৫

সববেক্ষ্যত্রবীদ্ বাক্যমিদং দশরথঃ নৃপম্।  
প্রাজাপত্যং নরং বিদ্ধি মামিহাভ্যাগতং নৃপ॥ ১৬

‘সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান উজ্জ্বল অগ্নিশিখার তুলা সেই পুরুষ তপ্ত স্বর্ণময়, উজ্জ্বল রৌপ্যচিহ্নিত বস্ত্রাচ্ছাদিত, (যেন) ইন্দ্রজাল দ্বারা সৃষ্ট স্বর্গীয় পায়সপূর্ণ পাত্রটিকে প্রিয় পল্লীর ন্যায় বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করে নিয়ে রাজা দশরথকে অবলোকন করে বললেন—“রাজন্! এখানে অভ্যাগত আমাকে প্রাজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ বলে জানবেন।”

ততঃ পরং তদা রাজা পত্ন্যবাচ কৃতাজলিঃ।  
ভগবন্ স্বাগতং তেহস্ত কিমহং করবাণি তে॥ ১৭

‘অতঃপর তখন রাজা (দশরথ) বন্ধাজলি হয়ে

বললেন—“ভগবন্! আপনাকে স্বাগত জানাই। (বলুন), আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?”

অথো পুনরিদং বাক্যং প্রাজাপত্যো নরোহব্রবীৎ।  
রাজ্যমর্চ্যতাং দেবানদ্য প্রাপ্তমিদং স্বয়া॥ ১৮

‘তখন প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় বললেন—“হে রাজন্! আজ আপনি দেবগণকে অর্চনা করে এই দিব্য পায়স প্রাপ্ত হয়েছেন।

ইদং তু নৃপশার্দূল পায়সং দেবনির্মিতম্।  
প্রজাকরং গৃহাণ ত্বং ধন্যমারোগ্যবর্ধনম্॥ ১৯

“হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সম্রাটপাদক, আরোগ্যবর্ধক, দেবপুত্র, প্রশংসনীয় এই পায়স (আপনি) গ্রহণ করুন। ভাৰ্য্যামনুরূপাণ্যমশ্রীতেতি প্রয়চ্ছ বৈ।

তাসু ত্বং লক্ষ্যসে পুত্রান্ যদর্থং যজ্ঞসে নৃপ॥ ২০

“হে রাজন্! আপনি অনুরূপ ভাৰ্য্যাদের এই পায়স দিয়ে বলুন, তোমরা ভোজন করো। তাহলে আপনি যে জন্য এই যজ্ঞ করছেন, তাঁদের গর্ভে সেই পুত্ররত্ন লাভ করবেন।”

তথ্যেতি নৃপতিঃ প্রীতঃ শিরসা প্রতিগৃহ্য তাম্।  
পাত্রীং দেবান্নসম্পূর্ণাং দেবদত্তাং হিরণ্যমীম্॥ ২১

অভিবাদ্য চ তদ্বৃত্তমন্তুতং প্রিয়দর্শনম্।  
মুদা পরময়া যুক্তশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্॥ ২২

‘রাজা দশরথ প্রসন্নচিত্তে ‘তাই হবে’ এই কথা বলে দেবতার প্রসাদে পূর্ণ দেবপ্রদত্ত সেই স্বর্ণময় পাত্রটিকে মস্তকে ধারণ করে এবং সেই অজুত প্রিয়দর্শন পুরুষকে অভিবাদন করে সানন্দে তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন।

ততো দশরথঃ প্রাপ্য পায়সং দেবনির্মিতম্।  
বভূব পরমপ্রীতঃ প্রাপ্য বিভূমিবাধনঃ॥ ২৩

‘অতঃপর রাজা দশরথ দেবনির্মিত পায়স প্রাপ্ত হয়ে (সহসা) সম্পদ প্রাপ্ত নির্ধনের ন্যায় পরম আল্লাদিত হলেন। অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি সহসা সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে যেরূপ উৎফুল্ল হয় তদ্রূপ রাজা দশরথ দেবনির্মিত পায়স প্রাপ্ত হয়ে পরমাল্লাদিত হলেন।

ততস্তদন্তুতপ্রথাং ভূতং পরমভাস্বরম্।  
সংবর্তয়িত্বা তৎ কর্ম তত্রৈবান্তরীযত। ২৪

অনন্তর অলৌকিক দর্শন পরম জ্যোতির্ময় সেই পুরুষ ‘নির্দিষ্ট কর্ম সমাপন করে সেখানেই তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করলেন।

হর্ষরশ্মিভিরুদ্যোতং তস্যাত্তঃপুরমাবভৌ।  
শারদস্যান্তিরামস্যা চন্দ্রস্যেব নভোঃহস্তভিঃ॥ ২৫

‘হর্ষরশ্মিভিরুদ্যোতং তস্যাত্তঃপুরমাবভৌ। শারদস্যান্তিরামস্যা চন্দ্রস্যেব নভোঃহস্তভিঃ॥ ২৫



‘মনোরম চন্দ্রের কিরণমালায় উদ্ভাসিত শরৎকালীন  
আকাশের মতো দশরথের রাজান্তঃপুরিকাবর্গ হর্ষোৎফুল্ল  
কিরণমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন।

সৌহৃদ্যঃপূরং প্রতিশৌৰ্য কৌশল্যামিদমব্রবীৎ।  
পায়সং প্রতিগৃহীষ পুত্রীয়ং ত্বিদমাশ্বনঃ॥ ২৬

‘রাজা দশরথ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করেই  
কৌশল্যাকে বললেন— “স্বীয় পুত্রপ্রাপ্তির জন্য এই পায়স  
গ্রহণ করো।”

কৌশল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্থং দদৌ তদা।  
অর্ষদর্ষং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ॥ ২৭  
কৈকেয়ৈ চাবশিষ্টার্থং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ।  
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্থং পায়সস্যামৃতোপমম্॥ ২৮  
অনুচ্ছিত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ।  
এবং তাসাং দদৌ রাজা ভাৰ্যাপাং পায়সং পৃথক্॥ ২৯

‘রাজা দশরথ ঐ পায়সের অর্ধেক কৌশল্যাকে  
দিলেন এবং বাকি অর্ধেকের অর্ধেক সুমিত্রাকে দিলেন।  
পুত্রের কারণে অবশিষ্টের অর্ধেক কৈকেয়ীকে দিয়ে পুনরায়  
চ্ছিত্র করে সেই পায়সের অমৃতোপম অবশিষ্ট সুমিত্রাকে  
দিলেন। এইভাবে রাজা দশরথ তাঁর ভাৰ্যাদের মধ্যে সেই  
(যজ্ঞীয়) পায়স ভাগ করে দিলেন।

তান্ধৈবং পায়সং প্রাপ্য নরেন্দ্রসোত্তমাঃ স্ত্রিয়ঃ।

সম্মানং মেনিরে সর্বাঃ প্রহর্ষোদিতচেতসঃ॥ ৩০

‘রাজা দশরথের সেই প্রধানা মহিষীগণ এইভাবে  
পায়স প্রাপ্ত হয়ে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে নিজেদের সম্মানিত মনে  
করলেন।

ততস্ত ত্ৰাঃ প্রাণ্য তমুত্তমস্ত্রিয়ো  
মহীপতেকুন্তমপায়সং পৃথক্।

হতাশনাদিত্যসমানতেজসো-

হচিরেণ গর্ভান্ প্রতিপেদিরে তদা॥ ৩১

‘তখন রাজা দশরথের শ্রেষ্ঠ মহিষীরা পৃথক পৃথক  
ভাবে সেই উত্তম পায়স ভোজন করে শীঘ্রই অগ্নি ও  
সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন গর্ভ ধারণ করলেন।

ততস্ত রাজা প্রতিবীক্ষ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ  
প্রকটগর্ভাঃ প্রতিলব্ধমানসঃ।

বভূব হৃষ্টস্ত্রিদিবে যথা হরিঃ  
সুরেন্দ্রসিদ্ধর্ষিগণাভিপূজিতঃ॥ ৩২

‘তখন রাজা দশরথ প্রিয় মহিষীদের গর্ভবতী  
দেখে, পূর্ণমনোরথ হয়ে, স্বর্গে যেমন ইন্দ্র, সিদ্ধগণ  
এবং ঋষিগণ দ্বারা পূজিত হয়ে শ্রীহরি হৃষ্ট হন, তদ্রূপ  
আহ্লাদিত হলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত্রি আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬॥

## সপ্তদশ সর্গ (১৭)

প্রজাপতি ব্রহ্মার অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন দেবতার বানর-দলপতিরূপে আবির্ভাব বর্ণন

পুত্রস্বং তু গতে বিষ্ণৌ রাজন্তস্য মহাশ্বনঃ।  
উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানিদম্॥ ১

‘ভগবান বিষ্ণু মহাত্মা রাজা দশরথের পুত্রস্ব গ্রহণ  
করায় ভগবান ব্রহ্মা দেবতাদের সকলকে বললেন—  
সভাসমুদ্য বীরস্য সর্বেষাং নো হিতৈষিণঃ।  
বিষ্ণোঃ সহায়ান্ বলিনঃ সৃজস্বং কামরূপিণঃ॥ ২  
মায়াবিদশ্চ শূরাশ্চ বায়ুবেগসমান্ জবে।  
নয়জ্ঞান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমান্॥ ৩  
অসংহার্ধানুপায়জ্ঞান্ দিব্যসংহননাস্থিতান্।  
সর্বাত্তপসম্পন্নানমৃতপ্রাশনানিব ॥ ৪

“(হে দেবগণ!) সকলের হিতকামী, সত্যসন্ধ বীর  
বিষ্ণুর (কর্মে) এমন সহায়ক (পুত্রদের) সৃষ্টি করুন যাঁরা  
বলবান, শ্বেচ্ছায় নানা রূপ ধারণে সক্ষম, মায়াবিদ, বীর,  
বায়ুর ন্যায় বেগবান; যাঁরা নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিষ্ণুর ন্যায়  
পরাক্রমী, সর্ববিষয়ে উপায়জ্ঞ, সর্বজ্ঞী, অস্ত্রবিদ এবং  
অমৃতভোজী দেবগণের ন্যায় অবধা।

অঙ্গরঃসু চ মুখ্যাসু গজবীৰাঃ তনুষু চ।  
যক্ষপক্ষগকন্যাসু ঋক্ষবিদ্যাধরীষু চ॥ ৫  
কিমরীপাঃ চ গাত্রেষু বানরীপাঃ তনুষু চ।  
সৃজস্বং হরিরূপেণ পুত্রাংস্তুল্যপরাক্রমান্॥ ৬

“প্রধান প্রধান অঙ্গরা, গন্ধারী, যক্ষী, সর্পকন্যা তথা  
ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিম্বরী এবং বানরীদের গর্ভে নিজেদের  
তুল্য পরাক্রমী বানররূপী পুত্রদের সৃষ্টি করল।

পূর্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববানুশূলবঃ।  
জম্বমাশসা সহসা মম বক্তাদজাম্বতঃ॥ ৭

“পূর্বেই আমি জাম্ববানকে সৃষ্টি করেছি। আমার  
জন্মকালে সহসা সে আমার মুখ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে।”  
তে তখোক্তা ভগবতা তং প্রতিশ্রুত্যা শাসনম্।

জনয়ামাসুরেবং তে পুত্রান্ বানররূপিণঃ॥ ৮

‘ভগবান ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হয়ে এবং  
সেই আদেশ স্বীকার করে নিয়ে, তাঁরা বানররূপী পুত্রদের  
জন্ম দিলেন।

ঋষ্যশ্রুত মহাস্থানঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ।

চারপাক সুতান্ বীরান্ সসজ্জ্বলচরিতঃ॥ ৯

‘মহাত্মা ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, নাগগণ  
এবং চারগণ বনচারী বীর পুত্রদের সৃষ্টি করলেন।

বানরেভ্যঃ মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাস্রজম্।

সূগ্রীবঃ জনয়ামাস তপনতপতাং বরঃ॥ ১০

‘দেবরাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র পর্বতের আভ্যুক্ত স্বপুত্র  
বানররাজ বালীকে এবং তাপদাতৃশ্রেষ্ঠ (তাপদাতাদের মধ্যে  
শ্রেষ্ঠ) সূর্যদেব সূগ্রীবকে জন্ম দিলেন।

বৃহস্পতিস্বজনয়ঃ তারং নাম মহাকপিম্।

সর্ববানরমুখ্যানাং বুদ্ধিমন্তমনুত্তমম্॥ ১১

‘দেবগুরু বৃহস্পতি, প্রধান প্রধান বানরদের মধ্যে  
সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ‘তার’ নামে বিশালদেহ বানরের জন্ম দিলেন।

ধনদস্য সুতঃ শ্রীমান্ বানরো গন্ধমাদনঃ।

বিশ্বকর্মা ত্বজনয়তঃ নাম মহাকপিম্॥ ১২

‘যক্ষপতি কুবেরের পুত্র শ্রীমান গন্ধমাদন নামে  
বানর ; আর, বিশ্বকর্মা নল নামক বানরশ্রেষ্ঠকে জন্ম  
দিয়েছিলেন।

পাবকস্য সুতঃ শ্রীমান্ নীলোৎপলিসদৃশপ্রভঃ।

তেজস্য যশসা বীর্যাদভ্যরিচ্যত বীর্যবান্॥ ১৩

‘অগ্নিদেবের পুত্র অগ্নির মতোই উজ্জ্বল, বীর শ্রীমান  
নীল তেজস্বিতায়, যশ ও বীর্যে সকলকে অতিক্রম  
করেছিলেন।

রূপদ্রবিশসম্পন্নাবশ্বিনৌ রূপসম্মতো।

মৈন্দঃ চ দ্বিবিদঃ চৈব জনয়ামাসতুঃ স্বয়ম্॥ ১৪

‘রূপ এবং ঐশ্বর্যসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয় অনুরূপ  
রূপবান মৈন্দ এবং দ্বিবিদ নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম

দিয়েছিলেন।

বরুণো জনয়ামাস সুমণঃ নাম বানরম্।

শরভঃ জনয়ামাস পর্জনাস্ত মহাবলঃ॥ ১৫

‘বরুণদেব সুমণকে এবং মহাবলবান পর্জন্যদেব  
শরভকে জন্ম দিয়েছেন।

মারুতসৌরসঃ শ্রীমান্ হনুমান্ নাম বানরঃ।

বজ্রসংহননোপেতো বৈনতেয়সমো জবেঃ॥ ১৬

‘মারুতের ঔরসপুত্র শ্রীমান হনুমান বজ্রসদৃশ দৃঢ়দেহ  
ও গরুড়সদৃশ গতিসম্পন্ন ছিলেন।

সর্ববানরমুখ্যো বুদ্ধিমান বলবানপি।

তে সৃষ্টা বহুসাহস্রা দশগ্রীববখোদাতাঃ॥ ১৭

‘হনুমান বানরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে অধিকতর বুদ্ধিমান ও  
বলবান। এইভাবে রাবণ বধের উদ্দেশ্যে বহুসহস্র (হাজার  
হাজার) বানর সৃষ্ট হয়েছিল।

অপ্রমেয়বলা বীরা বিক্রান্তাঃ কামরূপিণঃ।

তে গজাচলসঙ্কাশা বপুশ্চাত্তো মহাবলাঃ॥ ১৮

‘সেই বানরেরা ছিল অপরিমেয় বলবান, বীর,  
পরাক্রমী ও স্বেচ্ছারূপধারী ; তাদের ছিল হস্তী ও পর্বতের  
ন্যায় মহাবলশালী বিশাল দেহ।

ঋক্ষবানরগোপুচ্ছাঃ ক্ষিপ্রমেবাভিজজিরে।

যস্য দেবস্য যজ্ঞপং বেঘো যচ্চ পরাক্রমঃ॥ ১৯

অজায়ত সমং তেন তস্য তস্য পৃথক্ পৃথক্।

গোলাঙ্গুলেষু চোৎপন্নঃ কিঞ্চিদুন্নতবিক্রমঃ॥ ২০

‘ভল্লুক এবং গোপুচ্ছ নামক বানরেরা শীঘ্রই সৃষ্ট  
হল। যে যে দেবতার যেমন যেমন রূপ, বেশভূষা এবং  
পরাক্রম সেই সেই রকম রূপ, বেশভূষা এবং পরাক্রম  
নিয়ে এই বানরেরা (সেই সেই দেবতার থেকে) জাত  
হয়েছিল। এদের মধ্যে গোপুচ্ছ বা গোলাঙ্গুল নামক  
বানরজাতিতে যে দেবতাদের জন্ম তাঁদের বিক্রম কিঞ্চিৎ  
অধিক ছিল।

ঋষীষু চ তথা জাতা বানরাঃ কিম্বরীষু চ।

দেবা মহর্ষিগজর্বার্ত্তার্কায়ক্ষা যশস্বিনঃ॥ ২১

নাগাঃ কিম্পুরুষাশ্চৈব সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ।

বহুবো জনয়ামাসুর্জস্টাভ্যত্র সহস্রাণি॥ ২২

‘কোনো কোনো বানর ভল্লুকীর গর্ভে, কেউ কেউ  
তদ্রূপ কিম্বরীর গর্ভে জন্মেছিল। বহুসংখ্যক যক্ষী  
দেবগণ, মহর্ষিগণ, গন্ধার্বগণ, গরুড়জাতীয় পক্ষিগণ,  
যক্ষগণ, নাগগণ, কিম্পুরুষেরা, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ  
এবং সর্পজাতীয়েরা (রাবণ বধের জন্য) হস্তচিহ্নে সহস্র

সহস্র বীর পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন।

চারশাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ।  
বানরান্ সুমহাকায়ান্ সর্বান্ বৈ বনচারিণঃ॥ ২৩  
অক্ষরঃসু চ মুখ্যাসু তথা বিদ্যাধরীষু চ।  
নাগকন্যাসু চ তদা গন্ধর্বীণাং তনুযু চ  
কামরূপবলোপেতা যথাকামবিচারিণঃ॥ ২৪

‘সেই সময় (রাবণবধোপলক্ষে) চারণেরা প্রধান প্রধান অক্ষরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা এবং গন্ধর্বীদের গর্ভে বিশালদেহী, বীর বনবাসী বানরদের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সকল বানর পুত্রেরা ছিল স্বেচ্ছায় শক্তিস্বারণক্ষম ও স্বেচ্ছায় বিচরণকারী এবং বনের ফলমূলহারী।

সিংহ-শার্দূলসদৃশা দর্শেণ চ বলেন চ।  
শিলাপ্রহরণাঃ সর্বৈ সর্বৈ পর্বতযোধিনঃ॥ ২৫

‘তারা সকলেই দর্প এবং শক্তিতে সিংহ ও ব্যাঘ্র-সদৃশ ; সকলেই বড় বড় শিলা-নিষ্ক্ষেপে পর্বত বিদীর্ণ করতে সমর্থ।

নখদংষ্ট্রাযুধাঃ সর্বৈ সর্বৈ সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ।  
বিচালয়েমুঃ শৈলেভ্রান্ ভেদয়েমুঃ হিরান্ ক্রমান্॥ ২৬

‘সকলেই নখ ও দন্তকে অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করতে এবং সকল প্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ ; সকলেই পর্বতকে চালিত করতে এবং হির বৃক্ষকে ভেদ করতে সমর্থ।

কোভয়েমুশ্চ বেগেন সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।  
দারয়েমুঃ ক্ষিতিং পশ্চ্যামাপ্রবেয়ুর্মহার্ণবান্॥ ২৭

‘তারা সরিৎপতি সমুদ্রকে সবলে সংক্ষুব্ধ করতে, পৃথিবীকে পদাঘাতে বিদীর্ণ করতে এবং মহাসমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করতে সমর্থ।

নভস্তলং বিশেষুশ্চ গৃহীয়ুরপি তোরদান্।  
গৃহীয়ুরপি মাতঙ্গান্ মন্তান্ প্রব্রজতো বনে॥ ২৮

‘(সেই বীর বানরেরা) আকাশে উড়ে বেড়াতে এবং মেঘগুলিকে ধরে আনতে সমর্থ। বনে বিচরণরত মন্ত ইন্দ্রীদেরও বন্দী করতে সমর্থ।

নর্মানাংশ্চ নাদেন পাতয়েয়ুর্বিহঙ্গমান্।  
ঈশানাং প্রসূতানি হরীণাং কামরূপিণাম্॥ ২৯

শতং শতসহস্রাণি যুধপানাং মহাক্রনাম্।  
তে প্রধানেষু যুধেষু হরীণাং হরিযুধপাঃ॥ ৩০

‘আকাশে উড়ন্ত পাখিদের ঘোর শব্দে ভূপাতিত

করতে সমর্থ এইরকম ইচ্ছানুসারে রূপধারী, ঘোর গর্জনকারী দলপতি মহাকায় বানর এক কোটি জন্মেছিল। তারা ছিল প্রধান প্রধান দলগুলির দলপতি।

বভূনুর্যুগপশ্রেষ্ঠান্ বীরাংশ্চাজনয়ন্ হরীন্।  
অনো ঋক্ষবতঃ প্রহানুপতমুঃ সহস্রশঃ॥ ৩১

‘উক্ত মহাকায় বানরেরা দলপতিশ্রেষ্ঠ বীর বানরদের জন্ম দিয়েছিল তাদের মধ্যে হাজার হাজার বানর ঋক্ষবান পর্বতের সানুদেশে অবস্থান করছিল।

অন্যে নানাবিধাঙ্গুশ্চান্ কাননানি চ ভেজিরে।  
সূর্যপুত্রং চ সূর্যীবং শক্রপুত্রং চ বালিনম্॥ ৩২

ভ্রাতরাবুপতমুস্তে সর্বৈ চ হরিযুধপাঃ।  
নলং নীলং হনুমন্তমন্যাংশ্চ হরিযুধপান্॥ ৩৩

তে তাক্ষবলসম্পন্নঃ সর্বৈ যুদ্ধবিশারদাঃ।  
বিচরন্তোহর্দয়ন্ সর্বান্ সিংহব্যাঘ্রমহারগান্॥ ৩৪

‘অন্য বানরেরা বিভিন্ন পর্বত ও অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই বানরদলপতিরা সকলে সূর্যপুত্র সূর্যীব ও ইন্দ্রপুত্র বালী—এই ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং নল, নীল, হনুমান ও অন্যান্য বানরদলপতিদের আশ্রয়ে থেকে গেল। গরুড়ের ন্যায় বলশালী ও যুদ্ধ পারদম তারা সকলে সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহান সর্পদের দমন করে বিচরণ করতে লাগল।

মহাবলো মহাবাহুবালী বিপুলবিক্রমঃ।  
ভুগোপ ভুজবীর্যেণ ঋক্ষ-গোপুচ্ছ-বানরান্॥ ৩৫

‘মহাবলবান, বিপুলবিক্রমশালী মহাবাহু বালী বাহুবলের দ্বারা তল্লুক ও গোপুচ্ছ নামক বানরদের রক্ষা করতে লাগলেন।

তৈরিয়ং পৃথিবী শূরৈঃ সপর্বতবনার্ণবা।  
কীর্ণা বিবিধসংস্থানৈর্নানাব্যাজনলক্ষণৈঃ॥ ৩৬

‘নানা আকৃতিবিশিষ্ট ও বিবিধ বৈশিষ্ট্যবোধক লক্ষণ-যুক্ত বীর বানরদের দ্বারা পর্বত-বন-সমুদ্রবিশিষ্টা এই পৃথিবী পরিব্যাপ্তা হল।

তৈর্মেষুবৃন্দাচলকূটসমিভৈ র্মহাবলৈর্বানরযুধপাধিপৈঃ।  
বভূব ভূর্তীমশরীররূপৈঃ সমাবৃত্তা রামসহায়হেতোঃ॥ ৩৭

‘শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তার জন্য মেঘরাজি ও পর্বত-শিখরের আকৃতিবিশিষ্ট (অর্থাৎ বিশালাকারবিশিষ্ট), ভয়ঙ্কর রূপ ও শরীরধারী, মহাবলবান সেই বানরাধিপতিদের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণা (ভরে) ছিল।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥



## অষ্টাদশ সর্গ (১৮)

যজ্ঞশেষে ঋষি ও রাজাদের বিদায় গ্রহণ, দ্বাদশমাসে রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্ম  
ও অযোধ্যায় মহোৎসব এবং মহর্ষি নিশ্বামিত্রের আগমন

নির্বৃত্তে তু জনৌ তস্মিন্ হযমেধে মহাস্বনঃ।  
প্রতিগৃহ্যমরা জাগান্ প্রতিজথুর্য়থাগতম্॥ ১  
‘মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হলে  
দেবগণ যজ্ঞের স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণ করে, যেখান থেকে  
এসেছিলেন আবার সেখানেই প্রতিগমন করলেন,  
সমাপ্তদীক্ষানিয়মঃ পত্নীগণসমঘটিতঃ।  
প্রবিশে পুরীং রাজা সভ্যবলবাহনঃ॥ ২  
‘দীক্ষার নিয়মাদি সমাপ্ত হলে পত্নীগণসহ সেবক,  
সৈন্য ও অশ্বাদি বাহন নিয়ে রাজা রাজপুরীতে প্রবেশ  
করলেন।  
যথার্থঃ পূজিতাক্ষেন রাজ্ঞা চ পৃথিবীশ্বরঃ।  
মুদিতাঃ প্রযয়র্দেশান্ প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্॥ ৩  
‘(রাজা দশরথ কর্তৃক নিমন্ত্রিত) বিভিন্ন দেশের  
নৃপতিগণ রাজা দশরথ কর্তৃক যথোপযুক্ত সম্মানিত হয়ে  
হুঁচিটে মুনিশ্রেষ্ঠ (বশিষ্ঠদেবকে) প্রণাম করে স্ব-স্ব দেশে  
প্রস্থান করলেন।  
শ্রীমতাং গচ্ছতাং তেবাং স্বগৃহাণি পুরাং ততঃ।  
বলানি রাজ্ঞাং শুভাণি প্রহস্তানি চকাশিরে॥ ৪  
‘অযোধ্যাপুরী থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সেই  
শ্রীসম্পন্ন রাজাদের বিমল সৌন্দর্য বিশিষ্ট সৈন্যবাহিনী  
আনন্দে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল  
পতেষু পৃথিবীশেষু রাজা দশরথঃ পুনঃ।  
প্রবিশে পুরীং শ্রীমান্ পুরহুতা বিজোক্তমান্॥ ৫  
‘রাজারা (স্বদেশে) চলে গেলে শ্রীমান রাজা দশরথ  
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের সম্মুখে নিয়ে পুনরায় অযোধ্যাপুরীতে  
প্রবেশ করলেন।  
শান্তয়া প্রযযৌ সার্বমৃষাশ্লঃ সুপূজিতঃ।  
অনুগম্যমানো রাজা চ সানুযাত্রেণ শ্রীমতা॥ ৬  
‘(রাজা দশরথ কর্তৃক) সুপূজিত হয়ে (ঋষি) ঋষাশ্ল  
শান্ত্যের সঙ্গে (স্বগৃহে) চলে গেলেন ; আর অনুসরণকারী  
সেবকদের সঙ্গে সুবুদ্ধিমান রাজা (কিছুদূর পর্যন্ত) তাঁদের  
অনুগমন করলেন।  
এবং বিসৃজ্য তান্ সর্বান্ রাজা সম্পূর্ণমানসঃ।  
উবাস সুখিতস্তত্র পুত্রোৎপত্তিঃ বিচিন্তয়ন্॥ ৭

‘এইভাবে অতিথিদের বিদায় দিয়ে রাজা দশরথ  
পূর্ণমনোরথ হয়ে, পুত্রজন্মের চিন্তায় সুখে বাস করতে  
লাগলেন।  
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতুনাং ষট্ সমতায়ুঃ।  
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ॥ ৮  
নক্ষত্রৈহদিতিদৈবতো যোচ্চসংছেষু পঞ্চসু।  
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্ষ্যতাবিন্দুনা সহ॥ ৯  
প্রোদ্যামানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্।  
কৌসল্যাজনয়দ্ রামং দিব্যালক্ষণসংযুতম্॥ ১০  
‘অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্তির পর ছয়টি ঋতু চলে গেল।  
অতঃপর দ্বাদশ মাসে চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্বসু  
নক্ষত্রোদয়ে, (রবি, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র)  
পঞ্চগ্রহ স্ব-স্ব উচ্চস্থানে অবস্থিত হলে, এবং বৃহস্পতি  
চন্দ্রের সঙ্গে উদিত হলে, কর্কট লগ্নে দেবী কৌশল্যা স্বর্গীয়  
লক্ষণযুক্ত, সর্বজনবন্দিত জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম  
দিলেন।  
বিষ্ণোর্ষং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষাকুনন্দনম্।  
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্॥ ১১  
‘দেবী কৌশল্যা, ইক্ষাকুবংশের আনন্দদায়ক,  
লোহিত নেত্র, রক্তধরোষ্ঠ দুন্দুভিনিবাদ স্বর,  
আজানুলবিতবাহু পুত্র, ভগবান বিষ্ণুর অর্ধাংশ মহাভাগ  
শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম দিলেন।  
কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রোপামিততেজসা।  
যথা বরেণ দেবানামদিতিবজ্রপাণিনা॥ ১২  
‘দেবশ্রেষ্ঠ বজ্রপাণি পুত্র ইন্দ্রের দ্বারা দেবমাতা  
অদিতির ন্যায় অমিত তেজস্বী পুত্র রামের দ্বারা দেবী  
কৌশল্যা শোভাষিতা হলেন।  
ভরতো নাম কৈকেয়্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।  
সাক্ষাদ্ বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্বৈঃ সমুদিতো শুভৈঃ॥ ১৩  
‘ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থাংশ, সর্বপ্রকার গুণসমধিত,  
সতানিষ্ঠ ও পরাক্রমী ভরত কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মালেন।  
অথ লক্ষ্মণশক্রয়ো সুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ।  
বীরৌ সর্বাত্মকুশলৌ বিষ্ণোর্ষসমঘটৌ॥ ১৪  
‘অনন্তর দেবী সুমিত্রা, ভগবান বিষ্ণুর অর্ধাংশযুক্ত,

সর্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যাকুশল, বীর পুত্রদ্বয় লক্ষণ ও শত্রুদৈর্য  
জয় দিলেন।

পুষ্য জাতক ভরতো মীনলগ্নে প্রসঙ্গীঃ।

সার্ণে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীয়েহুদাদিতে রমৌ ॥ ১৫

‘পুষ্য নক্ষত্রযুক্ত মীনলগ্নে উদাববুদ্ধি ভরত এবং  
অশ্বেষা নক্ষত্রযুক্ত কর্কটলগ্নে, সূর্যোদয়কালে, সুমিত্রা  
নন্দনদ্বয় (লক্ষণ ও শত্রুদৈর্য) জন্মগ্রহণ করেন।

রাজ্যঃ পুত্রা মহামানসচ্ছারো অজিত্রে পৃথক্।

গুণবজ্রোহনুরুপাস্ত কচ্যা প্রোষ্ঠশদোপমাঃ ॥ ১৬

‘রাজ্য দশরথের চার পুত্র পৃথক পৃথক ভাবে  
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান, অনুরূপ  
গুণবান, সুন্দর ও উদ্রপদ নক্ষত্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট।

জ্ঞঃ কলঃ চ গজর্বা ননুত্শাঙ্গারোগণাঃ।

দেবদুন্দুভরো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিচ খাৎ পতৎ ॥ ১৭

‘তাঁদের জন্মসময়ে গজার্ভগণ মধুর গান করেছিল,  
অজরাগণ নৃত্য করেছিল, দেবদুন্দুভি বেজে উঠেছিল আর  
আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল।

উৎসবচ্ মহানাসীদযোধ্যায়াঃ জনাকুলঃ।

রথাস্ত জনসহাযা নটনর্তকসংকুলাঃ ॥ ১৮

‘প্রভূত জনসমাবেশে অযোধ্যায় গুরু হল মহান  
উৎসব। রাজপথসমূহ মানুষের ভিড়ে অवरুদ্ধ হয়ে গেল,  
পরিপূর্ণ হয়ে গেল অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা।

গায়নৈশ্চ বিরাবিণ্যো বাদনৈশ্চ তথাপঠৈঃ।

বিরেজুর্বিপুলাস্তত্র সর্বরত্নসমম্বিতাঃ ॥ ১৯

‘গীতধ্বনি, বাদ্যধ্বনি ও নানাবিধ আনন্দধ্বনিতে  
চতুর্দিক মুবরিত এবং সর্বপ্রকার রত্নের প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে  
উঠল।

প্রদেয়াংশ্চ দদৌ রাজা সূতমাগধবন্দিনাম্।

ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিদ্বাং গোধনানি সহস্রশঃ ॥ ২০

‘রাজা সারথি, স্তুতিপাঠক এবং বন্দীদের পুরস্কার  
প্রদান করলেন আর ব্রাহ্মণদের দান করলেন সহস্র সহস্র  
মুদ্রা ও গোধন।

অতীতৈকাদশাহং তু নামকর্ম তথাকরোৎ।

জ্যেষ্ঠঃ রামঃ মহামানঃ ভরতঃ কৈকয়ীসুতম্ ॥ ২১

সৌমিত্রিং লক্ষণমিতি শত্রুদৈর্যপরং তথা।

বসিষ্ঠঃ পরমপ্ৰীতো নামানি কুরুতে তদা ॥ ২২

‘একাদশ দিবস অতীত হলে (অর্থাৎ পুত্রদের জন্মের  
এগারো দিন পর) পরমপ্ৰীত কুলগুরু বসিষ্ঠদেব  
রাজকুমারদের নামকরণ করলেন—মহাত্মা জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম

রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের  
মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম লক্ষণ ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম  
সৌমিত্রের নাম।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পৌরজ্ঞানপদানপি।

‘অদদন্ ব্রাহ্মণানাং চ রত্নৌগমমলং বহু ॥ ২৩

‘রাজা ব্রাহ্মণদের এবং পুরবাসীদের ও  
গ্রামবাসীদের ভোজন করালেন ; এবং ব্রাহ্মণদের  
অনেকানেক উজ্জ্বল রত্নসমূহ দান করলেন।

তেষাং জগদ্রিগ্যাদিনি সর্বকর্মপাকারয়ৎ।

তেষাং কেতুরিন জ্যেষ্ঠো রামো রতিকরঃ পিতৃঃ ॥ ২৪

মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজাকে দিয়ে সময়ে সময়ে কুমারদের  
জাতক্রিয়াদি সকল মাসপাকর্ম করিয়েছিলেন।  
রাজকুমারদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ছিলেন রঘুবংশের  
কীর্তিধ্বজা সদৃশ এবং পিতার আনন্দদায়ক।

বভূব ভূমো ভূতনাং স্বয়মুদ্রিব সম্মতঃ।

সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ ॥ ২৫

‘শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মতো সকলেরই প্রিয়প্রাত্ন  
হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ই (চার ভাই-ই) ছিলেন  
বেদজ্ঞ, বীর এবং সকল প্রাণীর কল্যাণপ্রতী।

সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদ্ভিতা শুভৈঃ।

তেষামপি মহাতেজা রামঃ সতাপরাক্রমঃ ॥ ২৬

ইষ্টঃ সর্বসা লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ।

গজজ্ঞেহেশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্যাসু সম্মতঃ ॥ ২৭

ধনুর্বেদে চ নিরতঃ পিতৃঃ শুশ্রূষণে রতঃ।

‘তাঁরা সকলেই (চারভাই-ই) ছিলেন জ্ঞানসমৃদ্ধ ও  
সকল সদৃশগাযিত। তাঁদের মধ্যে আবার মহাতেজস্বী  
শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন সত্যরক্ষায় পরাক্রমী। তিনি ছিলেন  
সকলের প্রিয়প্রাত্ন, চন্দ্রের ন্যায় নির্মল ; হস্তিযুদ্ধে ও  
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণে এবং রথচালনায় সুদক্ষ এবং  
ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ। পিতৃসেবায় তিনি সদা নিরত।

বাল্যে প্রভৃতি সুসিদ্ধো লক্ষণো লক্ষ্মিবর্ধনঃ ॥ ২৮

রামস্য লোকরামস্য জাতুজ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ।

সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ ॥ ২৯

‘সৌন্দর্যবর্ধক, শিখসূতাভ লক্ষণ বাল্যকাল থেকেই  
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়কর্মে এমনকি তাঁর  
শারীরিক সেবাতেও সর্বদাই নিরত থাকতেন।

লক্ষণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাশরঃ।

ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩০

মৃষ্টময়মুপানীতমশ্রুতি ন হি তং বিনা।



যদা হি হয়মারুদো মৃগয়াং যতি রাঘবঃ ॥ ৩১  
অধৈনঃ পৃষ্ঠতোহভোতি সধনুঃ পরিপালয়ন্।

‘শ্রীমান লক্ষ্মণ শ্রীরামের বহিঃস্থিত অপর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পুরুষোত্তম রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ব্যতীত নিদ্রা যেতে পারতেন না, পরিবেশিত অন্ন তাঁকে ছাড়া গ্রহণ করতেন না। রথকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র যখন অস্থারোহণে মৃগয়ায় যেতেন তখন লক্ষ্মণ তাঁকে রক্ষা করার জন্য ধনুর্বাণ হস্তে অনুসরণ করতেন।

ভরতস্যপি শক্রয়ো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ ॥ ৩২  
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ

‘লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্রয় ভরতের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলেন ; (আবার) ভরতও শক্রয়ের নিত্যপ্রিয় ছিলেন।

স চতুর্ভিন্নহাভাগৈঃ পুত্রৈর্দশরথঃ প্রিয়ৈঃ ॥ ৩৩  
বভূব পরমপ্রীতো দৈবৈরিব পিতামহঃ।

‘পিতামহ ব্রহ্মা চার দিকপাল দেবতাদের দ্বারা যেমন পরম প্রীত, তদ্রূপ রাজা দশরথ চার মহান প্রিয় পুত্রের দ্বারা অতীব আনন্দিত ছিলেন।

তে যদা জ্ঞানসম্পন্নাঃ সর্বৈ সমুদ্ভিতা শুভৈঃ ॥ ৩৪  
হ্রীমন্তঃ কীর্তিমন্তস্ত সর্বজা দীর্ঘদর্শিনঃ।

তেষামেবংপ্রভাবাণাং সর্বেষাং দীপ্তভেজসাম্ ॥ ৩৫  
পিতা দশরথো হৃষ্টো ব্রহ্মা লোকাধিপো যথা।

‘পিতা দশরথ পুত্রদের পরমজ্ঞানী, সর্বগুণায়িত, লজ্জানীল, কীর্তিমন্ত, সর্বজ্ঞ ও দূরদর্শী এবং মহাতেজস্বী ও জ্ঞানদীপ্ত দেখে লোকপিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় আহ্লাদিত হয়েছিলেন।

তে চাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধায়নে রতাঃ ॥ ৩৬  
পিতৃশ্রদ্ধাধরতা ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ।

‘সেই পুরুষসিংহ রাজপুত্রগণ স্মাধায়রত ও ধনুর্বেদে নিষ্ঠাত হয়েও মাতৃপিতৃসেবায় নিরত ছিলেন।

অথ রাজা দশরথস্তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি ॥ ৩৭  
চিহ্নয়ামাস ধর্মাত্মা সোপাধ্যায়ঃ সবাঙ্কবঃ।

তস্য চিহ্নয়মানস্য মদ্বিমধ্যে মহাম্বনঃ ॥ ৩৮  
অভ্যাগচ্ছন্নহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।

‘অনন্তর একদিন ধর্মাত্মা রাজা দশরথ উপাধ্যায় (পুরোহিত) এবং সুহৃদবর্গসহ মিলিত হয়ে রাজপুত্রদের বিবাহবিষয়ে চিন্তাভাবনা (আলোচনা) করতে লাগলেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে মহাত্মা দশরথের ঐ বিষয়ে আলোচনাকালে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র (সেখানে) উপস্থিত হলেন।

স রাজো দর্শনাকাক্ষী দ্বারাখ্যক্ষানুবাচ হ ॥ ৩৯  
শীঘ্রমাখ্যাত মাং প্রাপ্তং কৌশিকং গাধিনঃ সুভম্।

‘রাজার দর্শনাকাক্ষী সেই মুনি দ্বাররক্ষীদের বললেন—“আমি কৌশিকগোত্রীয় মহারাজ গাধির পুত্র ; মহারাজ দশরথের দর্শনাকাক্ষী, এই কথা রাজাকে শীঘ্র জানাও।”

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজো বৈশ্য প্রদুর্ভবুঃ ॥ ৪০  
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বৈ তেন বাক্যেন চোদিতাঃ।

‘বিশ্বামিত্র মুনির সেই কথা শুনে এবং তার দ্বারা (সেই কথায়) প্রেরিত হয়ে দ্বাররক্ষীরা সকলে সমস্ত্রয়ে রাজদরবারে ছুটে গেল।

তে গত্বা রাজভবনং বিশ্বামিত্রমুখিঃ তদা ॥ ৪১  
প্রাপ্তমাবেদন্যামাসূর্ণপায়ৈশ্চাকবে তদা।

‘তখন দ্বাররক্ষীরা রাজভবনে গিয়ে “বিশ্বামিত্র ঋষি এসেছেন”, এই কথা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথকে নিবেদন করল।

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা সপুরোষাঃ সমাহিতাঃ ॥ ৪২  
প্রভ্রাজ্জগাম সংহৃষ্টো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ।

‘দ্বাররক্ষীদের কথা শুনে অবহিত চিত্তে রাজা দশরথ ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রের মতো পুরোহিতের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে ঋষি বিশ্বামিত্রকে প্রভ্রাজ্জগমন করলেন (পথে অগ্রসর হয়ে সশ্রদ্ধ আহ্বান জানালেন)।

স দৃষ্টা জ্বলিতং দীপ্ত্য তাপসং সংশিতব্রতম্ ॥ ৪৩  
প্রহৃষ্টবদনো রাজা ততোহর্ঘ্যমুপহারয়ৎ।

‘তখন কঠোর ব্রতপরায়ণ তপস্বীকে তেজঃ-সমুজ্জ্বল দেখে রাজা দশরথ প্রফুল্লবদনে ঋষিকে অর্ঘ্য দান করলেন।

স রাজঃ প্রতিগৃহ্যর্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৪৪  
কুশলং চাবাঘ্যং চৈব পর্যপৃচ্ছন্নরাধিপম্।

পুরে কোশে জনপদে বাজবেষু সুহৃৎসু চ ॥ ৪৫  
কুশলং কৌশিকো রাজঃ পর্যপৃচ্ছৎ সুধার্মিকঃ।

অপি তে সজ্ঞতাঃ সর্বৈ সামন্তরিপবো জিতাঃ ॥ ৪৬  
দৈবং চ মানুষ্যং চৈব কর্ম তে সাম্বনুষ্ঠিতম্।

‘ধর্মপরায়ণ কৌশিক ঋষি (ঋষি বিশ্বামিত্র) রাজার (দশরথের) কাছে থেকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করে রাজার কাছে জ্ঞানভেদে চাইলেন—নগরে, কোশাগারে, রাজ্যের এবং বন্ধুবান্ধব সকলের অক্ষয় কুশল ; জ্ঞানভেদে চাইলেন—রাজ্যের সীমান্তবর্তী শত্রু রাজারা পরাজিত এবং বিনত আছে কি না ! দেবারাধনা ও



মনুসাসেবাকর্ম সূচু সম্পাদিত হচ্ছে কি না তাও জিজ্ঞাসা করলেন।

বসিষ্ঠঃ চ সমাগমা কুশলঃ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৪৭  
ঋষীংস্ত তান্ যথান্যায়ং মহাভাগ উবাচ হ।

‘সেই মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, মহর্ষি বসিষ্ঠ এবং অন্যান্য ঋষিদের কাছে এসে যথানিয়মে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

তে সর্বে হৃষ্টমনসস্তস্য রাজো নিবেশনম্॥ ৪৮  
বিবিশুঃ পূজিতান্তেন নিষেদুশ্চ যথার্থতঃ।

‘তাঁরা সকলে প্রসন্নচিত্তে রাজসভায় প্রবেশ করে এবং (মহারাজ কর্তৃক) যথাযথ পূজিত হয়ে (যথাযোগ্য) আসনে উপবেশন করলেন।

অথ হৃষ্টমনা রাজা বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্॥ ৪৯  
উবাচ পরমোদারো হৃষ্টমতিপূজয়ন্।

যথামৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনুদকে॥ ৫০  
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজয়াপ্রজস্য বৈ।

প্রপটস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ॥ ৫১  
তথৈবাগমনং মনো স্বাগতং তে মহামুনে।

কং চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ॥ ৫২  
‘তখন প্রসন্নচিত্ত, পরম উদার রাজা (দশরথ)

হৃষ্টচিত্তে সেই মহামুনি বিশ্বামিত্রকে সম্মানে বললেন—“হে মুনিবর ! মরণশীল জীবের পক্ষে অমৃতপ্রাপ্তিতে, জলহীন দেশে বারিবর্ষণে, সন্তানহীন ব্যক্তির নিজ অনুরূপ যোগ্য পত্নীতে সন্তানলাভে, সবকিছু ঋংস হয়েছে এমন ব্যক্তির পুনরায় সম্পদপ্রাপ্তিতে যেমন মহোৎসবের আনন্দ, আপনার আগমনে তদ্রূপ হর্ষোৎফুল্ল হয়েছি। আপনাকে স্বাগত ! (আপনি আমার আশ্রয় করুন) আপনার কোন অভিলাষ আমি সানন্দে পূর্ণ করতে পারি ?

পাত্রভূতোহসি মে ব্রহ্মন্ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি মানদ।  
অস মে সফলং জন্ম জীবিতং চ সুজীবিতম্॥ ৫৩

‘অপরকে সম্মানদানকারী হে ব্রহ্মন্ ! আপনি আমার সেবাগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। সৌভাগ্যবশত আপনাকে পেয়েছি। আমার জন্ম এবং জীবনধারণ আজ সফল হল।

যস্মাদ্ বিপ্রেক্ষমজ্ঞাং সুপ্রভাতা নিশা মম।

পূর্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোজিতপ্রভঃ॥ ৫৪  
ব্রহ্মর্ষিভ্রমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোহসি বহুধা ময়া।

তদন্তুতমভূদ্ বিপ্র পবিত্রঃ পরমং মম॥ ৫৫

‘ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠের দর্শন লাভে আজ আমার রাত্রি সুপ্রভাত হয়েছে। আপনি পূর্বেই রাজর্ষি শব্দ দ্বারা লক্ষিত ছিলেন এবং তপস্যার দ্বারা প্রভাযুক্ত ভাস্কর হয়ে ব্রহ্মর্ষি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই আপনি সর্বতোভাবে আমার পূজ্য ; হে ব্রহ্মন্ ! আমার নিকট (আপনার আগমন) চমকপ্রদ এবং পরম পবিত্র।

শুভক্ষেত্রগতশচাং তব সংদর্শনাং প্রভো।  
ব্রুহি যৎ প্রার্থিতং তুভ্যং কার্যমাগমনং প্রতি॥ ৫৬

‘‘হে প্রভো ! আপনার দর্শনে আমার আশ্রয় পবিত্র হল। বলুন, কোন শুভ কামনায় আপনার এখানে আগমন ?

ইচ্ছাম্যনুগৃহীতোহহং হৃদর্থং পরিবৃদ্ধয়ে।  
কার্যস্য ন বিমর্শং চ গজ্জমর্হসি সুব্রতঃ॥ ৫৭

‘‘হে শুভরতিন্ ! আপনার সন্তোষ বৃদ্ধির জন্য অনুগৃহীত হতে ইচ্ছা করি। আপনি কার্যসিদ্ধি ব্যাপারে কোনওরূপ সংশয়কেই মনে স্থান দেবেন না।

কর্তা চাহমশেষেণ দৈবতং হি ভবান্ মম।  
মম চায়মনুপ্রাপ্তো মহানুভাদ্যো বিজ্ঞ।

তবাগমনজঃ কংনো ধর্মশ্চানুভবো বিজ্ঞঃ॥ ৫৮  
‘‘আপনিই আমার দেবতা। আপনার আদেশ আমি সম্পূর্ণ পালন করব। হে বিজ্ঞ ! এটাই আমার প্রতি

আপনার অনুগ্রহ, এতেই আমার মহান অভ্যুদয় (উন্নতি)। হে ব্রাহ্মণ ! আপনার আগমনে আমার শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রাপ্তি হল।’’

ইতি হৃদয়সুখং নিশম্য বাক্যং  
শ্রুতিসুখমাস্ববতা বিনীতযুক্তম্।

প্রথিতগুণযশা গুণৈর্বিশিষ্টঃ  
পরমঋষিঃ পরমং জগাম হর্ষম্॥ ৫৯

‘এইরূপ হৃদয়ানন্দদায়ক (মনোমুগ্ধকর) ও শ্রুতি সুখকর বিনয়মধুর বাক্য শ্রবণ করে, আত্মজ্ঞানী প্রথিতযশা সর্বগুণাঘিত মহর্ষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হলেন।’

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাব্যো বালকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

## একোনবিংশ সর্গ (১৯)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মারীচ ও সুবাহুর বর্ণনা, উৎপাত নিবারণের জন্য  
রাজা দশরথের নিকট শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনা ও শ্রীরামের বীরবস্ত্রার বর্ণনা এবং  
রামবিরহজনিত ভাবী শোকে রাজার মূর্ছাপ্রাপ্তি

তঙ্কুহ্ম রাজসিংহস্য বাক্যমজ্ঞতবিস্তরম্।  
হৃষ্টরোমা মহাতেজা বিশ্বামিত্রোহভাষত॥ ১

‘নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের সেই অজ্ঞত বিস্তারিত কথা শ্রবণ  
করে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র হৃষ্ট ও রোমাঞ্চিত হয়ে বলতে  
লাগলেন—

সদৃশং রাজশার্দূল তবৈব ভুবি নান্যতঃ।  
মহাবংশপ্রসূতস্য বসিষ্ঠব্যাপদেশিনঃ॥ ২

“হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! বসিষ্ঠের উপদেশে চালিত মহদ-  
বংশজাত আপনার তুল্য (রাজা) পৃথিবীতে আর কেউ  
নেই।

যং তু মে হৃদ্যগতং বাক্যং তস্য কার্যস্য নিশ্চয়ম্।  
কুরুষ রাজশার্দূল জব সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥ ৩

“হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমার মনোগত বিষয় শ্রবণ করে  
সেই কার্যকে সুনিশ্চিত করুন। আপনার সত্য রক্ষা করুন।  
অহং নিয়মমাতীষ্ঠে সিদ্ধার্থং পুরুষবর্ত্ত।

তস্য বিঘ্নকরৌ বৌ তু রাক্ষসৌ কামরূপিলৌ॥ ৪

“হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি সিদ্ধিলাভের জন্য একটি  
ব্রতের অনুষ্ঠান করেছি। কিন্তু যারাবী দুই রাক্ষস তাতে বিঘ্ন  
সৃষ্টি করছে।

ব্রতে তু বহুশর্চার্ণে সমাপ্ত্যাং রাক্ষসাবিমৌ।

মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ দীর্ঘবস্ত্রৌ সুশিক্ষিতৌ॥ ৫

তৌ মাংসরূষিরৌষণে বেদিং তামভাববর্ত্তাম্।

অবযুতে তথাভূতে তস্মিন্ নিয়মনিশ্চয়ে॥ ৬

কৃতপ্রমৌ নিরুৎসাহরুশ্মাদ্ দেশাদপাক্রমে।

ন চ মে ক্রৌঞ্চমুৎস্রষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্শ্বিবা॥ ৭

“ব্রতের অধিকাংশ করা হয়ে গেলে সমাপ্তিকালে  
মারীচ ও সুবাহু নামে সুশিক্ষিত দীর্ঘবান দুই রাক্ষস সেই  
যজ্ঞবেদিতে রক্ত ও মাংস বর্ষণ করতে লাগল।  
সমাপ্তিকালে ব্রত এইভাবে বিঘ্নিত হলে ব্যর্থশ্রমহেতু  
নিরুৎসাহ হয়ে আমি সেই স্থান ত্যাগ করে চলে এসেছি। হে  
রাজন ! আমার মনে কিন্তু সেইজন্য একটুও ক্রোধের উদ্রেক  
হচ্ছে না।

তথাভূতা হি সা চর্যা ন শাপজ্ঞা মুচ্যতে।

সপুত্রাং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্। ৮

কাকপক্ষ্মণং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমহঁসি।

শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন যেন তেজসা। ৯

রাক্ষসা মে বিকর্তারম্ভেষামপি বিনাশনে।

শ্রেয়শ্চাত্মৈ প্রদাস্যামি বহুরূপং ন সংশয়ঃ॥ ১০

“যজ্ঞ আরম্ভ হলে কারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হবে  
না, এটাই আচরণীয় বিধি। হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! আপনার  
জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যসন্ধ কাকপক্ষ্মধর (কাকের পাখার মতো  
কৃষ্ণবর্ণ কেশধারী) বীর রামচন্দ্রকে আমায় দিন ; আমার  
দ্বারা সুরক্ষিত সে নিজের দিব্য তেজের দ্বারা সংকর্মের  
বিনাশকারী রাক্ষসদের বিনাশ করতে সমর্থ। বহুভাবে আমি  
তার মঙ্গল বিধান করব, এ বিষয়ে কোনও সংশয় করবেন  
না।

ত্রয়াণামপি লোকানাং যেন খ্যাতিং গমিষ্যতি।

ন চ তৌ রামমাসাদ্য শক্তৌ হাতুং কথঞ্চন॥ ১১

“এইরূপ (রাক্ষসবহুরূপ) কর্মের দ্বারা সে (রাম)

ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করবে সেই রাক্ষসদ্বয় রামের  
সম্মুখে তিষ্ঠোতেই (দাঁড়াতেই) সমর্থ হবে না।

ন চ তৌ রাঘবাদন্যো হস্তমুৎসহতে পুমান্।

বীর্যোৎসিদ্ধৌ হি তৌ পাপৌ কালপাশবশং গতৌ॥ ১২

রামস্য রাজশার্দূল ন পর্যাণ্তৌ মহাস্থনঃ।

“রাঘব রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষই তাদের  
দুজনকে হত্যা করতে উৎসাহিত হচ্ছে না। বলগর্বিত সেই  
দুই পাপী মৃত্যুপাশের বশীভূত হয়েছে। হে রাজসিংহ ! তারা  
দুজন মহাত্মা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নয়।

ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্তুমহঁসি পার্শ্বিবা॥ ১৩

অহং তে প্রতিজ্ঞানামি হতৌ তৌ বিদ্ধি রাক্ষসৌ।

“হে রাজন ! পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে (আমার  
উদ্দেশ্য কর্মে বাধা সৃষ্টি) করবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করে  
বলছি, জেনে রাখুন, (শ্রীরামের হাতে) ঐ রাক্ষসদ্বয় যেন  
নিহত হয়েই আছে।

অহং বেদ্যি মহাস্থানং রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ১৪

বসিষ্ঠোহপি মহাতেজা যে চেমে তপসি হিতাঃ।

“আমি মহাত্মা রামকে সত্যসন্ধ ও পরাক্রমী বলে জানি। মহাতেজা বশিষ্ঠ এবং যারা তপস্যায় রত আছেন তাঁরাও (জানেন)।

যদি তে ধর্মলাভঃ তু যশস্চ পরমং ভুবি॥ ১৫  
হিরমিচ্ছসি রাজেন্দ্র রামঃ মে দাতুমহসি।

“হে রাজেন্দ্র ! আপনি যদি পরম ধর্ম এবং পৃথিবীতে চিরস্থায়ী যশ লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তবে রামকে আমায় দিন।

যদাভানুজাং কাকুৎস্থ দদতে তব মন্ত্রিণঃ॥ ১৬  
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে ততো রামং বিসর্জয়।

“হে কাকুৎস্থ ! বশিষ্ঠ প্রমুখ আপনার মন্ত্রীরা সকলে যদি অনুমতি দান করেন, তবে রামকে (আমার হাতে) ছেড়ে দিন।

অভিপ্রেতমসংস্কৃতমাত্মজং দাতুমহসি॥ ১৭  
দশরাত্রং হি যজ্ঞস্য রামং রাজীবলোচনম্।

“যজ্ঞের অবশিষ্ট দশরাত্রির জন্য, আসক্তিশূন্য হয়ে আপনি, আমার অভিপ্রেত পদ্মপলাশলোচন আপনার আত্মজ রামকে আমায় দিন।

নাতোতি কালো যজ্ঞস্য যথাগং মম রাঘব॥ ১৮  
তথা কুরুষ তদ্রং তে মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।

“হে রঘুনন্দন ! আমার যজ্ঞের প্রকৃষ্ট সময় যাতে

উত্তীর্ণ হয়ে না যায়, তাই করুন। আপনার কল্যাণ হোক। মনে কোনও শোক করবেন না।”

ইতোবমুক্তা ধর্মাত্মা ধর্মার্থসহিতঃ বচঃ॥ ১৯  
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামতিঃ।

‘মহাতেজস্বী পরম বুদ্ধিমান পরম ধার্মিক ঋষি বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্ম ও অর্থযুক্ত কথা বলে (কথা থেকে) বিরত হলেন।

স তমিশমা রাজেন্দ্রো বিশ্বামিত্রবচঃ শুভম্॥ ২০  
শোকেন মহতাবিষ্টচালা চ মুমোহ চ।

লক্ষসংজ্ঞস্তদোত্থায় বাসীদত ভয়াবিতঃ॥ ২১

‘শ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ, বিশ্বামিত্রের সেই শুভবাক্যসকল শ্রবণ করে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে কম্পিত ও অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অনন্তর জ্ঞান লাভ করে উঠে বসে ভয়ে বিষন্ন হয়ে পড়লেন।

ইতি হৃদয়মনোবিদারণং  
মুনিবচনং তদতীব তপ্তবান্।

নরপতিরভবন্ মহান্ মহাত্মা  
ব্যথিতমনাঃ প্রচালা চাসনাৎ॥ ২২

‘এইরূপে সেই মহামনস্বী মহারাজ, অতীব হৃদয় বিদারণকারী মুনিবচন শ্রবণ করে, ব্যথিত হৃদয়ে বিচলিত হয়ে আসন থেকে পড়ে গেলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

## বিংশ সর্গ (২০)

রামকে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠাতে রাজা দশরথের অসম্মতি ও তজ্জনা রাজার প্রতি ঋষি বিশ্বামিত্রের ক্রোধ প্রকাশ

তচ্ছ্রুত্ব রাজশার্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতম্।  
মুহূর্তমিব নিঃসংজ্ঞঃ সংজ্ঞাবানিদমব্রবীৎ॥ ১

‘নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ ঋষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন ; (অতঃপর) পুনরায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে বললেন—

উনযোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।  
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥ ২

“আমার কমললোচন রামের বয়স এখনও ষোলো বছর হয়নি ; সুতরাং রাক্ষসদের সঙ্গে তার যুদ্ধ করার যোগ্যতা আমি দেখছি না।

ইয়ামকৌহিলী সেনা যস্যাহং পতিরীশ্বরঃ।  
অনয়া সহিতো গদ্বা যোদ্ধাহং তৈর্নিশাচরৈঃ॥ ৩

“এই আমার অকৌহিলী সেনা, আমি যার প্রভু এবং পরিচালক। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে আমি



নিশাচর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

ইমে শূরাস্ত বিক্রান্তা ভূত্যা মেহস্তবিশারদাঃ।

যোগ্যা রক্ষোগণৈর্যোদ্ধাং ন রামং নেতুমহসি॥ ৪

“অস্ত্রপরিচালনায় দক্ষ আমার এই ভূত্যা সৈনিকেরা  
বীর এবং পরাক্রমী ; এরা রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ।  
অতএব রামকে নিয়ে যাওয়া আপনার উচিত হবে না।

অহমেব ধনস্পানির্গোপ্তা সমরমূর্খনি।

যাবৎ প্রাপ্যন্ ধরিষ্যামি তাবৎ যোৎসো নিশাচরৈঃ॥ ৫

“যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি  
ধনুর্হস্তে যুদ্ধের পুরোভাগে থেকে নিশাচর রাক্ষসদের সঙ্গে  
যুদ্ধ করে যত রক্ষা করব।

নির্বিদ্যা ব্রতচর্যা সা ভবিষ্যতি সুরক্ষিতা।

অহং তত্র গমিষ্যামি ন রামং নেতুমহসি॥ ৬

“আপনার ব্রতানুষ্ঠান সুরক্ষিত ও সূচু সম্পাদিত  
হবে। আমি সেখানে যাব। রামকে নিয়ে যাবেন না।

বালো হ্যকৃতবিদ্যাস্ত ন চ বেত্তি বলাবলম্।

ন চান্দ্রবলসংযুক্তো ন চ যুদ্ধবিশারদঃ॥ ৭

“রাম এখনও বালকমাত্র। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেনি ;  
শত্রুর যুদ্ধবল এবং বলহীনতা বিষয়েও সে অজ্ঞ। সে  
অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেনি এবং যুদ্ধে পারদর্শীও নয়।

ন চাসৌ রক্ষসাং যোগাঃ কৃৎসুদা হি রাক্ষসাঃ।

বিপ্রযুক্তো হি রামেশ মুহূর্তমপি নোৎসহে॥ ৮

জীবিতুং মুনিশার্দূল ন রামং নেতুমহসি।

যদি বা রাধবঃ ব্রহ্মন্ নেতুমিচ্ছসি সুরতঃ॥ ৯

চতুরঙ্গসমায়ুক্তং ময়া সহ চ তং নয়।

“রাক্ষসেরা কপট যুদ্ধপরায়ণ ; অতএব, রাম  
রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে অযোগ্য। রামের বিরহে আমি  
মুহূর্তকালও জীবনধারণে অক্ষম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ !  
সেইজন্যই, রামকে নিয়ে যাবেন না। হে সুরতপরায়ণ  
ব্রহ্মন্ ! যদি আপনি রামকে নিয়ে যেতে চান, তবে তার  
সঙ্গে চতুরঙ্গবলযুক্ত আমাকেও নিয়ে চলুন।

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্যা মম কৌশিক॥ ১০

কৃচ্ছ্রোণোঃপাদিতস্তায়ং ন রামং নেতুমহসি।

“হে কৌশিকন্দন ! আমার জন্মের ষাট হাজার বছর  
পরে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে রামকে পুত্ররূপে পেয়েছি।

অতএব রামকে নিয়ে যাবেন না।

চতুর্গামাক্তজানাং হি প্রীতিঃ পরমিকা মম॥ ১১

জ্যেষ্ঠে ধর্মপ্রদানে চ ন রামং নেতুমহসি।

“আমার চার পুত্রের মধ্যে ধর্মিকশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্রের

প্রতিই স্নেহ সর্বাধিক, তাই রামকে নিয়ে যাবেন না।

কিং বীর্যা রাক্ষসাশ্চে চ কস্য পুত্রাস্ত কে চ তে॥ ১২

কথং প্রমাণাঃ কে চৈতান্ রক্ষন্তি মুনিপুঙ্গব।

কথং চ প্রতিকর্তব্যং তেষাং রামেশ রক্ষসাম্॥ ১৩

“হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সেই রাক্ষসেরা কীরূপ পরাক্রমী ?

তারা কার সন্তান ? তারাই বা কারা ? তারা কীরূপ  
আকৃতিবিশিষ্ট ? কারাই বা এদের রক্ষা করে ? রাম কীভাবে  
সেই রাক্ষসদের প্রতিরোধ করবে ?

মামকৈর্বা বলৈর্ব্রহ্মন্ ময়া বা কুটয়োধিনাম্।

সর্বং মে শংস ভগবন্ কথং তেষাং ময়া রণে॥ ১৪

হাতব্যং দুষ্টভাবানাং বীর্যোৎসিক্তা হি রাক্ষসাঃ।

“হে ব্রহ্মন্ ! আমি ও আমার সৈন্যবাহিনী কীরূপে

দুষ্টস্বভাব কপটযোদ্ধা বলদর্পী রাক্ষসদের যুদ্ধে প্রতিরোধ  
করতে সমর্থ হব ? হে ভগবন্ ! তা আমাকে বলুন।”

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোহভ্যভাষতঃ॥ ১৫

পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।

স ব্রহ্মণা দত্তবরদ্বৈলোক্যো বাধতে ভূশম্॥ ১৬

মহাবলো মহাবীর্যো রাক্ষসৈর্বহুভির্ভূতঃ।

শ্রীয়েতে চ মহারাজ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ১৭

সাক্ষাদ্-বৈশ্রবণজাতা পুত্রো বিশ্ববসো মুনৈঃ।

“রাজা দশরথের সেই কথা শুনে বিশ্বামিত্র মুনি

বলতে লাগলেন—“মহারাজ ! পৌলস্ত্য বংশজাত

মহাবলবান ও বীর্যশালী রাক্ষসরাজ রাবণ নামে রাক্ষস

ব্রহ্মার বরে বহু রাক্ষস পরিবৃত হয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-

এই ত্রিলোককে অত্যন্ত উৎপীড়িত করছে। শোনা যায়,

বিশ্রবা মুনির পুত্র সেই রাবণ সাক্ষাৎ কুবেরের ভাই।

যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্তা মহাবলঃ॥ ১৮

তেন সংচোদিতৌ তৌ তু রাক্ষসৌ চ মহাবলৌ।

মারীচস্ত সুবাহস্ত যজ্ঞবিঘ্নঃ করিষ্যতঃ॥ ১৯

“যখন মহাবলবান রাবণ নিজে যজ্ঞের বিঘ্নসৃষ্টি

করতে ইচ্ছা করে না (তুচ্ছ কাজ মনে করে), তখন তার

দ্বারা প্রেরিত হয়ে মারীচ ও সুবাহ নামে মহাবলশালী

রাক্ষসদ্বয় যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।”

ইত্যুক্তো মুনির্বা তেন রাজোবাচ মুনিঃ তদা।

ন হি শক্জোহস্মি সংগ্রামে হাতুং তস্য দুরাত্মনঃ॥ ২০

“বিশ্বামিত্র মুনি এইরকম বললে রাজা তখন মুনিকে

বললেন, “আমি সেই দুরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধে হির থাকতে

পাবব না।

স ত্বং প্রসাদং ধর্মজ কুরুষ মম পুত্রকে।

মম চৈবাল্লভ্যাস্য সৈবতঃ হি ভবান্ গুরুঃ ॥ ২১

“আপনি ধর্মজ্ঞ। আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হোন।  
আপনিই আমার মতো মন্দভাগ্যের দেবতা তথা গুরু।

দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষাঃ পতঙ্গপক্ষগাঃ।

ন শক্তা রাবণঃ সোঢ়ঃ কিং পুনর্মানবা যুধি ॥ ২২

“দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পক্ষী এবং সর্প জাতিয়েরা  
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ নয়, মানুষ কীভাবে সমর্থ হবে ?  
স তু বীর্যবতাং বীর্যমাদত্তে যুধি রাবণঃ।

ভেন চাহং ন শক্তোহস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বটৈঃ ॥ ২৩

সবলো বা মুনিশ্রেষ্ঠ সহিতো বা মমাক্ষজৈঃ।

কথমশামরপ্রাচ্যং সংগ্রামাশামকোবিদম্ ॥ ২৪

বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্ নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।

“হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! রাবণ-যুদ্ধকালে বলবানদের বল  
হরণ করে নেয়। আমার সৈন্যবল এবং আমার পুত্রদের  
সাথে মিলিত ভাবেও আমি তার সঙ্গে বা তার সৈন্যবলের  
সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ নই। হে ব্রহ্মন্ ! দেবপ্রতিম এবং  
যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ আমার বালকপুত্রকে আমি কোনও ভাবেই  
দেব না।

অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দরোঃ ॥ ২৫

যজ্ঞবিঘ্নকারৌ তৌ তে নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।

মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ॥ ২৬

ভয়োরন্যতরং যোদ্ধুং যাস্যামি সমুজ্জ্বলঃ।

অনাথা জনুনেশ্যামি ভবন্তং সহবান্ধবঃ ॥ ২৭

“সুন্দ এবং উপসুন্দের পুত্রদ্বয় মারীচ এবং সুবাহু  
যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টিকারী ; তারা যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও বীর্যবান  
এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুদেবতা যম সদৃশ ভয়ঙ্কর। সেইজন্য  
(তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে) আপনার হাতে আমার  
প্রিয়পুত্রকে দেব না। বরং আমি-ই বন্ধুদের সাহায্যে  
তাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব। তা না হলে  
(যুদ্ধার্থে রামকে না নেওয়ার জন্য) বন্ধুদের সঙ্গে নিতে  
আপনাকে অনুরোধ করব।”

ইতি নরপতিজয়নাদ্ যিজ্ঞেয়ঃ

কুশিকসুতং সুমহান্ বিবেশমন্যুঃ।

সুহৃত ইব মধেহগ্নিরাজ্যাসিক্তঃ

সমভবদুঃখলিতো মহর্ষিবহ্নিঃ ॥ ২৮

“রাজার এইরূপ বৃথা তর্কমূলক কথা শ্রবণ করে  
বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের মনে মহান ক্রোধ  
প্রবেশ করল, অর্থাৎ বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।  
ঘৃতাহৃত যজ্ঞাগ্নির ন্যায় তাঁর ক্রোধবহ্নি সমুজ্জ্বলিত হয়ে  
উঠল।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

## একবিংশ সর্গ (২১)

রামকে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাক্ষসনিধনে পাঠাতে রাজা দশরথের আপত্তির কারণসূচক  
কথা শুনে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ এবং তখন রাজা দশরথের প্রতি কুলগুরু বশিষ্ঠের উক্তি

তাহুত্বা বচনং তস্য স্নেহপর্ণাকুলান্দরম্।

সমন্যঃ কৌশিকো বাক্যং প্রত্যাচাচ মহীপতিম্ ॥ ১

“কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র রাজার সেই স্নেহপূর্ণ আকুল  
বচন শ্রবণ করে সক্রোধে রাজাকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

পূর্বমর্ষং প্রতিশ্রুতা প্রতিজ্ঞাঃ হাতুমিচ্ছসি।

রাঘবাপামযুক্তোৎসঃ কুলস্যাস্য বিপর্যয়ঃ ॥ ২

“পূর্বে প্রার্থনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে সেই  
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাইছেন ; এটা রাঘবদের পক্ষে অনুচিত  
এবং বংশের বিনাশসূচক।

যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।

মিথ্যাপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৩

“হে রাজন্ ! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাকে যদি আপনি উচিত  
বলে মনে করে থাকেন তবে, আমি যেখান থেকে এসেছি  
সেখানেই চলে যাই। মিথ্যাপ্রতিজ্ঞা হে ককুৎস্থ কুলনন্দন !  
আপনি বন্ধু-পরিবৃত হয়ে সুখে থাকুন।”

তস্য রোষপরীতস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।

চচাল বসুধা কুৎস্তা দেবানাং চ ভয়ং মহৎ ॥ ৪

“ধীমান বিশ্বামিত্রের ক্রোধের ফলে সমগ্রা ধরিত্রী



চন্দ্রালা এবং দেবতারাত্ত ডীষণ ভীত হয়ে পড়লেন।  
ব্রহ্মরূপং তু বিজ্ঞায় জগৎ সর্বং মহানৃষিঃ।  
নৃপতিঃ সুব্রতো ধীরো বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫

‘সমগ্র বিশ্বকে ভয়ত্রস্ত বুঝতে পেরে ব্রতধারী  
দীর্ঘস্বভাব মহর্ষি বসিষ্ঠ রাজ্য দশরথকে বললেন—

ইক্ষ্বাকুনাং কুলে জাতঃ সাক্ষাৎকর্ম ইবাপরঃ।  
ভৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মঃ হাতুমর্হসি॥ ৬

‘‘ধৈর্যশীল মহান ব্রতপরায়ণ শ্রীমান, হে রাজন্ !  
আপনি মহৎ ইক্ষ্বাকু বংশে সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায়  
জন্মগ্রহণ করেছেন ; অতএব ধর্মভাগ্য করতে পারেন না।  
ত্রিষু লোকেষু বিশ্বাত্তো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ।  
স্বধর্মঃ প্রতিপদ্যন্ত নাধর্মঃ বোদ্ধুমর্হসি॥ ৭

‘‘রঘুকুলভূষণ দশরথ ধর্মাত্মা, এই কথা ত্রিভুবনে  
প্রসিদ্ধ। অতএব, হে রাজন্ ! স্বধর্মকে প্রতিপালন করুন ;  
অধর্মের ভার বহন করবেন না।

প্রতিশ্রুতা করিম্যেতি উক্তঃ বাক্যমকুবর্তঃ।  
ইষ্টাপূর্ববোধো ভূয়াৎ তস্মাৎ রামঃ বিসর্জয়॥ ৮

‘‘প্রতিজ্ঞাপূর্বক কোনও কাজের স্বীকৃতি দিয়ে পরে  
সেই কাজ না করলে ইষ্টাপূর্বের বিনাশ অর্থাৎ ধর্মহানি হয়।  
অতএব (ধর্মবক্ষার জন্য আপনি) রামকে বিদায় দিন।  
কৃতান্তমকৃতান্তঃ বা নৈনং শঙ্কস্তি রাক্ষসাঃ।  
ওপুং কুশিকপুত্রোহ জ্ঞানেনোমাতং যথা॥ ৯

‘‘রাম অন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হোক বা না হোক  
রাক্ষসেরা এর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ,  
অমৃত যেমন প্রদ্বলিত অগ্নিদ্বারা সুরক্ষিত, তদ্রূপ কৌশিক  
বিশ্বামিত্র রামকে রক্ষা করবেন।

এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ।  
এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসচ্চ পরায়ণম্॥ ১০

‘‘(গাধিরাজ তনয়) মহর্ষি বিশ্বামিত্র মর্ত্তমান ধর্ম,  
শ্রেষ্ঠ বীর, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এবং তপস্যার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় তথা শ্রেষ্ঠ  
তপস্বী।

এবোহস্তান্ বিবিধান্ বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।  
নৈনমন্যঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎসাস্তি কেচন॥ ১১

‘‘সচরাচর ত্রিভুবনে তিনি নানাবিধ অন্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে  
শ্রেষ্ঠ পারদর্শী। অন্য কেউই তা জানেন না এবং জানতে  
সক্ষমও হবেন না।

ন দেবা নর্যঃ কেচিন্নামরা ন চ রাক্ষসাঃ।  
গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সন্ধিরমহোরগাঃ॥ ১২

‘‘অমর দেবগণ, ঋষিগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্বগণ,

যক্ষগণ, কিন্নরগণ এবং শ্রেষ্ঠ নাগগণও (ঋষি বিশ্বামিত্র  
জ্ঞাত অন্ত্রগুলি সম্বন্ধে জানতে সক্ষম হবে) না।

সর্বান্ত্রাণি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ পরমধার্মিকাঃ।  
কৌশিকায় পুরা দত্তা বদা রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১৩

‘‘এই অন্ত্রগুলি ছিল মহামুনি কৃশাশ্বের পরম ধার্মিক  
পুত্র এবং পূর্বে কৌশিক (কুশিকের বংশধর বিশ্বামিত্র)  
যখন রাজ্য শাসন করতেন তখন তাঁকে প্রদত্ত হয়েছিল।  
তেহপি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসূতাসুতাঃ।

নৈকরূপা মহাবীরা দীপ্তিমন্তো জয়াবহাঃ॥ ১৪

জয়া চ সুপ্রভা চৈব দক্ষকন্যো সুমধামে।

তে সূতেশ্চান্ত্রাণি শস্ত্রাণি শতং পরমভাস্বরম্॥ ১৫

‘‘দক্ষ প্রজাপতির দুই সুন্দরী কন্যা জয়া ও সুপ্রভা  
অত্যন্ত দীপ্তিমান একশত অন্ত্রশস্ত্র প্রসব করেছিলেন  
প্রজাপতিকন্যার পুত্রেরা অনেক রূপবিশিষ্ট, মহাশক্তিশালী,  
দীপ্তিমান ও বিজয়প্রদ। তাহারা মহামুনি কৃশাশ্বেরই  
ঔরসপুত্র।

পঞ্চাশতং সুভাঞ্জেতে জয়া লজ্জবরা বরান্।  
বধ্যাসুরসৈন্যান্যামপ্রমেয়ানরূপিণঃ॥ ১৬

‘‘অসুর সৈন্যদের বধের জন্য জয়া বর লাভ করে,  
অপরিমিত শক্তিশালী রূপহীন পঞ্চাশটি শ্রেষ্ঠ (অস্ত্ররূপি)  
পুত্র লাভ করেছিলেন।

সুপ্রভাজনয়চাপি পুত্রান্ পঞ্চাশতং পুনঃ।  
সংহারান্ নাম দুর্ধবান্ দুরাক্রামান্ বলীয়সঃ॥ ১৭

‘‘এদিকে আবার সুপ্রভাও সংহার নামক দুর্জয়,  
দুরতিক্রমণীয় ও বলবান পঞ্চাশটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন  
তিনি চান্ত্রাণি বেস্তোষ যথাবৎ কুশিকাস্বজঃ।

অপূর্বপাঞ্চ জননে শস্ত্রো ভূয়চ্চ ধর্মবিৎ॥ ১৮

‘‘কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র সেই অন্ত্রগুলির ব্যবহার  
যথাযথ জানেন। এই ধর্মজ্ঞ ঋষি আবার অনাবিষ্কৃত  
অস্ত্রগুলিরও উৎপাদনে সমর্থ।

ভেনাসা মুনিমুখ্যস্য ধর্মজস্য মহামনঃ।  
ন কিঞ্চিদন্তাবিদিৎ ভূতং ভবাঞ্চ রাঘব॥ ১৯

‘‘সেইজন্য হে রঘুকুলনন্দন দশরথ ! এই মুনিশ্রেষ্ঠ  
পরমধার্মিক মহাত্মা (বিশ্বামিত্রের কাছে) ভূত-ভবিষ্যৎ  
কিছুই অবিদিত নেই।

এবং বীর্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাদেশাঃ।  
ন রামমমেনে রাজন্ সংশয়ঃ গন্তুমর্হসি॥ ২০

‘‘মহাতেজা মহাবলশালী বিশ্বামিত্র এইরূপই বীর্যবান  
ও প্রভাবশালী। অতএব, হে রাজন্ ! রামের গমনে



সংশয়াস্থিত হবেন না।

তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ং কুশিকাস্বজঃ।

তব পুত্রহিতার্থায় স্বামুপেত্যাভিযাচতে ॥ ২১

“কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নিজেই রাক্ষসদের হত্যা করতে সমর্থ ; কেবল আপনার পুত্রদের মঙ্গলের জন্যই তিনি আপনার পুত্রদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণকে) চাইছেন।”

ইতি মুনিবচনাৎ প্রসন্নচিত্তো

রঘুবংশস্ত মুমোদ পার্শ্ববিত্তাঃ।

গমনমভিরূরোচ রাঘবস্য

প্রথিতযশাঃ কুশিকাস্বজায় বৃদ্ধা ॥ ২২

‘মহামুনি বশিষ্ঠের কথা শুনে রঘুবংশভিত্তিক নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ প্রসন্নচিত্ত ও হুগুস্ত হলেন। তখন বৃদ্ধিদ্বারা বিচার করে, কুশিককুলনন্দন বিশ্বামিত্রের প্রসন্নতার কারণে রামের গমন মহাযশস্বী রাজার আকাঙ্ক্ষিত হল।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকান্দ্যে বালকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

## ষাটবিংশ সর্গ (২২)

রাজা দশরথ কর্তৃক স্বস্তিবাচনপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে প্রেরণ এবং

পথে বিশ্বামিত্রের নিকট রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যা-লাভ

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।

প্রহৃষ্টবদনো রামমাজুহাব সলক্ষণম্ ॥ ১

কৃতস্বস্ত্যায়নং মাতা পিতা দশরথেন চ।

পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈরভিমন্ত্রিতম্ ॥ ২

‘যদি বসিষ্ঠ কর্তৃক সেইরূপ কথিত হয়ে রাজা দশরথ নিজেই হুগুস্তচিত্তে লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে আহ্বান করলেন। মাতা কৌশল্যা এবং পিতা দশরথ কর্তৃক স্বস্তিবাচন করা হলে পুরোহিত বসিষ্ঠদেব মাহুলাক্রিয়া দ্বারা রাম লক্ষ্মণকে করলেন অভিমন্ত্রিত।

স পুত্রং মূৰ্খপাত্রায় রাজা দশরথদ্বন্দা।

দদৌ কুশিকপুত্রায় সুপ্রীতেনাত্মরাম্যনা ॥ ৩

‘তখন রাজা দশরথ পুত্রের (রাম-লক্ষ্মণের) মন্তক আঘ্রাণ করে প্রসন্নচিত্তে পুত্রদ্বয়কে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করলেন।

ততো বায়ুঃ সুখম্পর্শো নীরজঙ্ঘো ববৌ তদা।

বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্টা রাজীবলোচনম্ ॥ ৪

পুষ্পবৃষ্টির্মহতাসীদ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।

শব্দদুন্দুভিনির্বোষঃ প্রয়াতে তু মহামুনি ॥ ৫

‘অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের গমনকালে ধূলিবিহীন সুখম্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে

পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রকে যেতে দেখে দেবদুন্দুভি নিনাদের সঙ্গে মহতী পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। মহাত্মা রামচন্দ্রের গমনকালে শব্দদুন্দুভি ধ্বনিত হচ্ছিল।

বিশ্বামিত্রো যযাবত্তে ততো রামো মহাযশাঃ।

কাকপক্ষধরো ধর্মী তং চ সৌমিত্রিরম্ভগাৎ ॥ ৬

‘বিশ্বামিত্র আগে আগে চলতে লাগলেন ; তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধর মহাযশস্বী ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁকে (শ্রীরামচন্দ্রকে) অনুসরণ করতে লাগলেন। কলাপিনৌ ধনুত্পাণী শোভয়ানৌ দিশো দশ।

বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিঃ ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ ॥ ৭

অনুজ্ঞাতুরনুজ্ঞৌ পিতামহমিবাহিনৌ।

অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়জ্ঞাবনিদ্ভিতৌ ॥ ৮

‘অনিন্দ্যসুন্দর, উদারমনা, এককল্পে তৃণীর ও অপর হস্তধৃত স্কন্ধসংযুক্ত ধনুর্ধারী ভ্রাতৃদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ) ত্রিশীর্ষধারী সর্পের ন্যায় মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করলেন। তাঁদের সৌন্দর্যে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুগমন করছেন।

তদা কুশিকপুত্রং তু ধনুত্পাণী স্বলংকৃতৌ।

বহুগোখাদুলিত্রাদৌ খড়্গবজ্রৌ মহাদুতৌ ॥ ৯

চক্ৰা এবং দেবতারাও ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন।  
 ক্রুরূপং তু বিজায় জগৎ সৰ্বং মহানৃষিঃ।  
 নৃপতিং সূরতো ধীরো বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫

‘সমগ্র বিশ্বকে ভয়ভ্রষ্ট বৃত্তিতে পেরে ব্রতধারী  
 ধীরস্বভাব মহর্ষি বসিষ্ঠ রাজা দশরথকে বললেন—  
 ইক্ষ্বাকুপাং কুলে জাতঃ সাক্ষাৎ ইবাগরঃ।  
 বৃতিমান্ সূরতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মং হাতুমহসি॥ ৬

‘দৈবশীল মহান ব্রতপরায়ণ শ্রীমান, হে রাজন্ !  
 আপনি মহৎ ইক্ষ্বাকু বংশে সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্মের নায়  
 জন্মগ্রহণ করেছেন ; অতএব ধর্মত্যাগ করতে পারেন না।  
 ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ।  
 স্বধর্মং প্রতিপদ্য নার্মঃ বোদুমহসি॥ ৭

‘রঘুকুলভূষণ দশরথ ধর্মাত্মা, এই কথা ত্রিভুবনে  
 প্রসিদ্ধ। অতএব, হে রাজন্ ! স্বধর্মকে প্রতিপালন করুন ;  
 অধর্মের ভার বহন করবেন না।

প্রতিজ্ঞা করিষ্যেতি উক্তঃ বাক্যমকুর্বতঃ।  
 ইষ্টাপূর্তবশো ক্রুয়াৎ তস্মাৎ রামং বিসর্জয়॥ ৮

‘প্রতিজ্ঞাপূর্বক কোনও কাজের স্বীকৃতি দিয়ে পরে  
 সেই কাজ না করলে ইষ্টাপূর্তের বিনাশ অর্থাৎ ধর্মহানি হয়।  
 অতএব (ধর্মরক্ষার জন্য আপনি) রামকে বিদায় দিন।  
 কৃতান্তমকৃতান্তঃ বা নৈনং শঙ্কাস্তি রাক্ষসাঃ।

ওপুং কুশিকপুত্রেশ স্কলনেনামৃতং যথা॥ ৯

‘রাম অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হোক বা না হোক  
 রাক্ষসেরা এর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ,  
 অমৃত যেমন প্রচলিত অগ্নিদ্বারা সুরক্ষিত, তদ্রূপ কৌশিক  
 বিশ্বামিত্র রামকে রক্ষা করবেন।

এষ বিপ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ।  
 এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসশ্চ পরায়ণম্॥ ১০

‘(গাধিরাজ তনয়) মহর্ষি বিশ্বামিত্র মূর্তিমান ধর্ম,  
 শ্রেষ্ঠ বীর, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এবং তপস্যার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় তথা শ্রেষ্ঠ  
 তপস্বী।

এষোহস্ত্রান্ বিবিধান্ বেত্তি দ্বৈলোক্যে সচরাচরে।  
 নৈনমনাঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎস্যস্তি কেচন॥ ১১

‘সচরাচর ত্রিভুবনে তিনি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে  
 শ্রেষ্ঠ পারদর্শী। অন্য কেউই তা জানেন না এবং জানতে  
 সক্ষমও হবেন না।

ন দেবা নর্যঃ কেচিদ্ভাগরা ন চ রাক্ষসাঃ।  
 গন্ধর্বদক্ষপ্রবরাঃ স্কিরমরমহোরগাঃ॥ ১২

‘অনর দেবগণ, ঋষিগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্বগণ,

যক্ষগণ, কিম্বরগণ এবং শ্রেষ্ঠ নাগগণও (ঋষি বিশ্বামিত্র  
 জ্ঞাত অস্ত্রগুলি সম্বন্ধে জানতে সক্ষম হবে) না।

সর্বান্নাপি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ পরমধার্মিকাঃ।  
 কৌশিকায় পুরা দত্তা যদা রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১৩

‘এই অস্ত্রগুলি ছিল মহামুনি কৃশাশ্বের পরম ধার্মিক  
 পুত্র এবং পূর্বে কৌশিক (কুশিকের বংশধর বিশ্বামিত্র)  
 যখন রাজ্য শাসন করতেন তখন তাঁকে প্রদত্ত হয়েছিল।

তেহপি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসূতাসুতঃ।  
 নৈকরূপা মহাবীরা দীপ্তিমত্তো জয়াবহাঃ॥ ১৪

জয়া চ সুপ্রভা চৈব দক্ষকন্যো সুমধ্যমে।  
 তে সূতেহস্ত্রাপি শস্ত্রাপি শতং পরমভায়বরম্॥ ১৫

‘দক্ষ প্রজাপতির দুই সুন্দরী কন্যা জয়া ও সুপ্রভা  
 অত্যন্ত দীপ্তিমান একশত অস্ত্রশস্ত্র প্রসব করেছিলেন।  
 প্রজাপতিকন্যার পুত্রেরা অনেক রূপবিশিষ্ট, মহাশক্তিশালী,  
 দীপ্তিমান ও বিজয়প্রদ। তাহারা মহামুনি কৃশাশ্বেরই  
 ঔরসপুত্র।

পঞ্চাশতং সুতান্নেভে জয়া লক্ষবরা বরান্।  
 বধ্যাসুরসৈন্যান্যনামপ্রমেয়ানরূপিণঃ॥ ১৬

‘অসুর সৈন্যদের বধের জন্য জয়া বর লাভ করে,  
 অপরিমিত শক্তিশালী রূপহীন পঞ্চাশটি শ্রেষ্ঠ (অস্ত্ররূপী)  
 পুত্র লাভ করেছিলেন।

সুপ্রভাজনয়চ্চাপি পুত্রান্ পঞ্চাশতং পুনঃ।  
 সংহারান্ নাম দুর্ধর্ষান্ দুরাক্রামান্ বলীয়সঃ॥ ১৭

‘এদিকে আবার সুপ্রভাও সংহার নামক দুর্জয়,  
 দুরতিক্রমণীয় ও বলবান পঞ্চাশটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন।  
 তিনি চাণ্ডালি বেত্তোষ যথাবৎ কুশিকাস্বজঃ।

অপূর্বাধাঞ্চ জননে শক্তো ভূয়শ্চ ধর্মবিৎ॥ ১৮

‘কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র সেই অস্ত্রগুলির ব্যবহার  
 যথাযথ জানেন। এই ধর্মজ্ঞ ঋষি আবার অন্যবিধ অস্ত্র  
 অস্ত্রগুলিরও উৎপাদনে সমর্থ।

ভেনাস্য মুনিমুখ্যস্য ধর্মজস্য মহাক্ষমঃ।  
 ন কিঞ্চিদস্ত্রবিদিতং ভূতং ভব্যঞ্চ রাঘব॥ ১৯

‘সেইজন্য হে রঘুকুলনন্দন দশরথ ! এই মুনিশ্রেষ্ঠ  
 পরমধার্মিক মহাত্মা (বিশ্বামিত্রের কাছে) ভূত-ভবিষ্যৎ  
 কিছুই অবিদিত নেই।

এবং বীর্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।  
 ন রামগমনে রাজন্ সংশয়ঃ গম্যমহসি॥ ২০

‘মহাতেজাঃ মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র এইরূপই বীর্যবান  
 ও প্রভাবশালী। অতএব, হে রাজন্ ! রামের গমনে

সংশয়ান্বিত হবেন না।

তেষাং নিগ্রহশে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাজ্ঞঃ।

তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাদিযাচতে ॥ ২১

“কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নিজেই রাক্ষসদের হত্যা করতে সমর্থ ; কেবল আপনার পুত্রদেব মঙ্গলের জন্যই তিনি আপনার পুত্রদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণকে) চাইছেন।”

ইতি মুনিবচনাৎ প্রসন্নচিত্তো

রঘুবংশস্ত মুমোদ পার্থিবাত্মাঃ।

গমনমভিরূরোচ

রাঘবসা

প্রথিতযশাঃ কুশিকাজ্ঞায় বুদ্ধ্যা ॥ ২২

‘মহামুনি বশিষ্ঠের কথা শুনে রঘুবংশাভিলক নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ প্রসন্নচিত্ত ও হৃষ্ট হলেন। তখন বুদ্ধিদ্বারা বিচার করে, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের প্রসন্নতার কারণে রামের গমন মহাযশসী রাজার আকাঙ্ক্ষিত হল।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

## দ্বাবিংশ সর্গ (২২)

রাজা দশরথ কর্তৃক স্বস্তিবাচনপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে প্রেরণ এবং

পথে বিশ্বামিত্রের নিকট রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যা-লাভ

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।

প্রহৃষ্টবদনো রামমাজ্জ্বহাৎ সলক্ষ্মণম্ ॥ ১

কৃতস্বস্ত্যয়নং মাত্রা পিত্রা দশরথেন চ।

পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈরভিমঙ্গিতম্ ॥ ২

‘ঋষি বশিষ্ঠ কর্তৃক সেইরূপ কথিত হয়ে রাজা দশরথ নিজেই হৃষ্টচিত্তে লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে আহ্বান করলেন। মাতা কৌশল্যা এবং পিতা দশরথ কর্তৃক স্বস্তিবাচন করা হলে পুরোহিত বশিষ্ঠদেব মঙ্গল্যক্রিয়া দ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে করলেন অভিমঙ্গিত।

স পুত্রঃ সূর্য্যপাশ্রয় রাজা দশরথস্তদা

দদৌ কুশিকপুত্রায় সূপ্রীতেনাস্তরাঙ্কনাম্ ॥ ৩

‘তখন রাজা দশরথ পুত্রের (রাম-লক্ষ্মণের) মস্তক আশ্রয় করে প্রসন্নচিত্তে পুত্রদ্বয়কে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করলেন।

ততো বায়ুঃ সুখম্পর্শো নীরজঙ্ঘো ববৌ তদা

বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্টা রাজীবলোচনম্ ॥ ৪

পুষ্পবৃষ্টির্মহতাসীদ দেবদুন্দুভিনিঃস্রবৈঃ

শব্দদুন্দুভিনির্বোষঃ প্রয়াতে তু মহামুনি ॥ ৫

‘অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের গমনকালে ধূলিবিহীন সুখম্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে

পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রকে যেতে দেখে দেবদুন্দুভি নিনাদের সঙ্গে মহতী পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। মহাত্মা রামচন্দ্রের গমনকালে শব্দদুন্দুভি ধ্বনিত হচ্ছিল।

বিশ্বামিত্রো যযাবত্রো ততো রামো মহাযশাঃ।

কাকপক্ষ্মধরো ধর্মী তং চ সৌমিত্রিরম্ভগাৎ ॥ ৬

‘বিশ্বামিত্র আগে আগে চলতে লাগলেন ; তৎপশ্যাৎ কাকপক্ষ্মধর মহাযশসী ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁকে (শ্রীরামচন্দ্রকে) অনুসরণ করতে লাগলেন।

কলাপিনৌ ধনুত্পালী শোভয়ানৌ দিশো দশ।

বিশ্বামিত্রং মহাত্মনং ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ ॥ ৭

অনুজ্ঞাতুরঙ্গুদ্রৌ পিতামহমিবাবিশিনৌ।

অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়জ্জাবনিদিতৌ ॥ ৮

‘অনিন্দ্যাসুন্দর, উদারমনা, একসঙ্গে তীর ও অপর হস্তধৃত স্কন্ধসংযুক্ত ধনুর্ধারী ভ্রাতৃদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ) ত্রিশীর্ষধারী সর্পের ন্যায় মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করলেন। তাঁদের সৌন্দর্যে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুগমন করছেন।

তদা কুশিকপুত্রং তু ধনুত্পালী স্বলংকৃতৌ।

বদগোখাদুলিভ্রাণৌ খড়্গবত্তৌ মহাদ্যুতৌ ॥ ৯



কুমারৌ চক্রবপুষৌ জাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।  
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়েতামনিদিতৌ॥ ১০  
হাশুং সেবমিবাচ্চিৎ কুমারাবিব পাবকী।

‘সু-অলঙ্কার শোভিত, অনিন্দ্যসুন্দর দীপ্তিমান  
জাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ গোষাচর্মনির্মিত অঙ্গুলিগ্রাণ এবং  
বড়গ ও ধনুর্ধারণ করে অচিন্ত্য শক্তিশালী দেবাদিদেব  
মহাদেবের অনুগামী অগ্নিদেবের পুত্রদ্বয়ের নায় কুশিক-  
নন্দন বিশ্বামিত্রকে অনুসরণ করছিলেন।

অস্বার্থযোজনং গম্ভা সরযা দক্ষিণে তটে॥ ১১  
রামেতি মধুরাং বাণীং বিশ্বামিত্রোহভ্যভাষত।

গৃহাণ বৎস সলিলং মা ভুং কালস্য পর্যয়ঃ॥ ১২

‘সরযু নদীর দক্ষিণ তটে সার্থযোজন পথ অতিক্রম  
করে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে মধুর স্বরে আহ্বান করলেন  
এবং বললেন—‘রাম কালক্ষেপ না করে শীঘ্র সরযুর জলে  
আচমন করো।

মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা।

ন প্রমো ন জরো বা তে ন রূপস্য বিপর্যয়ঃ॥ ১৩

‘‘তুমি বলা এবং অতিবলা নামক মন্ত্রসমুদয় গ্রহণ  
করো; তাহলে তোমার শ্রমজনিত বা জ্বরজনিত কষ্ট থাকবে না  
এবং রূপেরও কোনও পরিবর্তন ঘটবে না।

ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধ্বংসিষ্যন্তি নৈর্ঝতাঃ।

ন বাহ্যোঃ সদৃশো বীর্ষে পৃথিব্যামস্তি কচ্চন॥ ১৪

‘‘নিদ্রিত অথবা প্রমত্ত অবস্থাতেও রাক্ষসেরা  
তোমাকে নিগৃহীত করতে পারবে না। পৃথিবীতে বীরত্বে ও  
বাহুবলে তোমার সদৃশ কেউ থাকবে না।

ত্রিষু লোকেষু বা রাম ন ভবেৎ সদৃশস্তব।

বলামতিবলাং চৈব পঠতস্তাত রাঘব॥ ১৫

‘‘হে বৎস রঘুকুলনন্দন রাম! তুমি বলা এবং  
অতিবলা মন্ত্র পাঠ করলে, ত্রিভুবনে তোমার সমান কেউই  
হতে পারবে না।

ন সৌভাগ্যে ন দাক্ষিণ্যে ন জ্ঞানে বুদ্ধিনিশ্চয়ে।

নোন্তরে প্রতিবক্তব্যে সমো লোকে তবানঘ॥ ১৬

‘‘হে নিষ্পাপ! এই বলা এবং অতিবলা বিদ্যা লাভ  
করলে শুভাদৃষ্টবিষয়ে, দক্ষতায়, প্রজ্ঞায়, বুদ্ধির  
গভীরতায়, প্রশ্নোত্তরদানে, যুক্তিতর্কে—কোনও বিষয়েই  
কেউই তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না।

এতদ্বিদ্যাধয়ে লক্কে ন ভবেৎ সদৃশস্তব।

বলা চাতিবলা চৈব সর্বজ্ঞানসা মাতরৌ॥ ১৭

‘‘সর্বপ্রকার জ্ঞানের উৎস এই বলা এবং অতিবলা  
বিদ্যা লাভ করতে পারলে কেউই তোমার তুল্য হতে পারবে না।  
ক্ষুৎপিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যতে নরোত্তম।

বলামতিবলাং চৈব পঠতস্তাত রাঘব॥ ১৮

গৃহাণ সর্বলোকসা শুণুয়ে রঘুনন্দন।

‘‘হে নরোত্তম রাম! বলা এবং অতিবলা মন্ত্র পাঠ  
করলে তোমার ক্ষুধা এবং পিপাসাজনিত কষ্ট থাকবে না।  
রঘুকুলনন্দন হে বৎস রাঘব! ত্রিভুবন রক্ষার জন্য তুমি এই  
মন্ত্র গ্রহণ করো।

বিদ্যাধয়মধীয়াণে যশশ্চাথ ভবেদ্ ভুবি।

পিতামহসুতে হ্যেতে বিদ্যে তেজঃসমম্বিতে॥ ১৯

‘‘পিতামহ ব্রহ্মা-প্রসূত তেজোময় এই বিদ্যাধয়  
অধ্যয়ন করলে পৃথিবীতে তোমার যশ বিস্তৃত হবে।

প্রদাতুং তব কাকুৎস্থ সদৃশস্ত্বং হি পার্শ্বিব।

কামং বহুগুণাঃ সর্বৈ ভূয়োতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২০

তপসা সম্বতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ।

‘‘হে কাকুৎস্থ কুলনন্দন রাজকুমার! আমার তপঃ-  
সঞ্চিত ও বহুফলপ্রদাতা এই মন্ত্রদ্বয় তোমাকেই প্রদান  
করতে ইচ্ছা করি; কারণ, এই বিদ্যাগ্রহণে তোমার যথেষ্ট  
যোগ্যতা আছে।’’

ততো রামো জগলং স্পৃষ্টা প্রহসন্তবদনঃ শুচিঃ॥ ২১

প্রতিজ্ঞাহ তে বিদ্যে মহর্ষেভাবিতাম্বনঃ।

‘‘তখন রামচন্দ্র সরযুর জলে আচমন করে পবিত্র হয়ে  
প্রফুল্ল বদনে শুদ্ধান্তঃকরণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট সেই  
বিদ্যাধয় গ্রহণ করলেন।

বিদ্যাসমুদ্ভিতো রামঃ শুশুভে জীমবিক্রমঃ॥ ২২

সহস্রশ্লিষ্মির্ভগবাক্ষরদীব দিবাকরঃ।

‘‘পরাক্রমশালী রামচন্দ্র বিদ্যাসমুজ্জ্বল হয়ে  
শরৎকালীন সহস্রকিরণমালী ভগবান সূর্যের ন্যায় ভাস্বর  
হয়ে উঠলেন।

গুরুকার্যানি সর্বাণি নিযুজ্যা কুশিকান্বজে।

উযুজ্যাং রজনীং তত্র সরযাং সমুখং ত্রয়ঃ॥ ২৩

‘‘রামচন্দ্র, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের জন্য গুরুর প্রতি  
করণীয় সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করলেন এবং তাঁরা  
তিনজন (বিশ্বামিত্র, রাম এবং লক্ষ্মণ) সরযু নদীর তীরে  
সুখে রাত্রিবাস করলেন।

দশরথনৃপস্নুসূত্রমাভ্যাং

তৃদশয়নেহনুচিতে তদোষিতাভ্যাম্।

কৃশিকসুতবচোহনুলালিতাভ্যাং

সুখমিব সা বিবভৌ বিভাবরী চ ॥ ২৪

‘রাজা দশরথের সাধুশ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয় (তাদের) অনুপযুক্ত তৃণশয্যায় শায়িত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আলাপে লালিত হয়ে সেই রাত্রি তাঁদের কাছে সুখময়ী হয়ে উঠেছিল।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

## ত্রয়োবিংশ সর্গ (২৩)

ত্রিসঙ্খ্যা-উপাসনার জন্য রাম-লক্ষ্মণের প্রতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশ এবং

গঙ্গা সরযু সঙ্গম সমীপস্থ মনোরম আশ্রমে তাঁদের বিশ্রাম গ্রহণ

প্রভাতায়াং তু শর্ব্বাং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।

অভ্যভাষত কাকুৎস্থৌ শয়ানৌ পর্ণসংস্তরে ॥ ১

‘অতঃপর রজনী প্রভাত হলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যায় শায়িত কাকুৎস্থ কুলনন্দন রাম-লক্ষ্মণকে বললেন—

কৌশল্যা সুপ্রজা রাম পূর্বা সঙ্খ্যা প্রবর্ততে।

উত্তীষ্ট নরশার্দূল কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্ ॥ ২

“হে রাম ! তোমাকে জন্ম দিয়ে কৌশল্যা সুপুত্রের জননী বলে প্রসিদ্ধা হয়েছেন। হে নরশার্দূল ! এখন প্রাতঃসঙ্খ্যার কাল উপস্থিত। অতএব ওঠো, এখনই তোমাকে পূজাহ্নিক করতে হবে।”

তস্যার্ষে পরমোদারং বচঃ শ্রদ্ধা নরোত্তমৌ।

সজ্জা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্ ॥ ৩

‘মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরম উদার কথা শুনে নরশ্রেষ্ঠ বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ স্নান করে জল দ্বারা দেবতর্পণাদি ক্রিয়া সমাপনাতে শ্রেষ্ঠ জপমন্ত্র গায়ত্রী জপ করলেন।

কৃতাহ্নিকৌ মহাবীরৌ বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

অভিবাদ্যাতিসংহ্রষ্টৌ গমনায়াভিতস্থতুঃ ॥ ৪

‘মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ আহ্নিককৃত্যাদি সমাপন করে হঠাৎই তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন জানিয়ে পুনরায় অশ্রমগমনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

তৌ প্রয়াস্তৌ মহাবীরৌ দিব্যাং ত্রিপথং নদীম্।

দদৃশাতে ততস্তত্র সরযাঃ সঙ্গমে শুভে ॥ ৫

‘অনন্তর পথে চলতে চলতে সেই মহাবীর ভ্রাতৃদ্বয়

(রাম ও লক্ষ্মণ) সরযু নদীর পুণ্য সঙ্গমস্থলে ত্রিপথগামিনী স্বর্গীয় গঙ্গানদীকে (যিনি স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী রূপে ত্রিপথগামিনী) দেখতে পেলেন।

তত্রাশ্রমপদং পুণ্যমুদীপাং ভাবিতান্ননাম্।

বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্যতাং পরমং তপঃ ॥ ৬

‘সেখানে বহুসহস্রবর্ষব্যাপী গভীর তপস্যারত আত্মস্থ ঋষিদের পবিত্র আশ্রম বিরাজিত।

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতৌ রাঘবৌ পুণ্যমাশ্রমম্।

উচুতুঃ মহাত্মনং বিশ্বামিত্রমিদং বচঃ ॥ ৭

‘সেই পবিত্র আশ্রমটি দেখে রঘুনন্দন রাম-লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

কস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যঃ কো যন্মিন্ বসতে পুমান্।

ভগবন্ত্বেতমিচ্ছাবঃ পরং কৌতুহলং হি নৌ ॥ ৮

“হে ভগবন্ ! এই পবিত্র আশ্রমটি কার ? কোন্ মহাপুরুষ এখানে বাস করেন ? আমরা জানতে চাই, জানবার জন্য বড় কৌতুহল হচ্ছে।”

তয়োক্তবচনং শ্রদ্ধা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।

অত্রবীজুয়তাং রাম যস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥ ৯

‘তাদের দুজনের সেই কথা শুনে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র হাসতে হাসতে বললেন— “হে রাম ! এই আশ্রমটি পূর্বে যাঁর ছিল তাঁর কথা শোনো।

কন্দর্পো মূর্তিমানাসীৎ কাম ইত্যুচ্যতে বৃধেঃ।

তপস্যাক্রমিহ হাপুং নিয়মেন সমাহিতম্ ॥ ১০



কৃতোবাধঃ তু দেবেশঃ গচ্ছন্তঃ সমরুদগণম্।  
ধর্ময়ামাস দুর্মেধা হৃদ্যতশ্চ মহান্মনা ॥ ১১  
অবধ্যাতশ্চ রুদ্রেণ চক্ষুশা রঘুনন্দন।  
বাশীর্ঘ্যন্ত শরীরাতঃ স্বাতঃ সর্বগ্রাস্ত্রাণি দুর্মতেঃ ॥ ১২

“হে রঘুনন্দন রাম ! যাকে জ্ঞানিগণ কামদেব বলেন, সেই কন্দর্পদেব দেহধারী ছিলেন। এই আশ্রমে ভগবান হানু (মহাদেব) নিয়মিত তপস্যাহেতু সমাধিমগ্ন থাকতেন। একদা সেই দেবশ্রেষ্ঠ শিব বিবাহ করে মরুদগণের সঙ্গে যাওয়ার সময় দুষ্টবুদ্ধি কামদেব তাঁকে আক্রমণ করেন (অর্থাৎ মহাদেবের মনে কামের উদ্রেক হয়)। তখন মহাত্মা রুদ্রদেব হৃদ্যর দিয়ে অবজ্ঞাভরে তাঁর (কামদেবের) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সেই দুর্মতির শরীরের অঙ্গগুলি বিলীর্ণ হয়ে দেহ থেকে স্থলিত হয়ে যায়।

তত্র গাত্রঃ হতঃ তস্য নির্দক্ষস্য মহান্ননঃ।  
অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাতঃ দেবেশুরেণ হ ॥ ১৩  
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদাপ্রভৃতি রাঘব।

স চাকবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাজং স মুমোচ হ ॥ ১৪

“সেই মহাত্মার দক্ষ দেহ সেখানেই নিঃস্প্রাণ হল। দেবেশ্বর মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে কামদেবকে দেহহীন করলেন। হে বধুকুলনন্দন ! তখন থেকে তিনি অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হলেন। যেখানে সেই শ্রীমান কামদেব দেহত্যাগ করেছিলেন, সেই স্থান অঙ্গদেশ নামে বিখ্যাত।

তস্যাপ্রমাশ্রমঃ পুণ্যস্তস্যোমে মুনয়ঃ পুরা।  
শিষ্যা ধর্মপরা বীর তেষাং পাপং ন বিদাতে ॥ ১৫

“এই পুণ্য আশ্রমটি মহাদেবের। এই মুনিরা পুরাকালে তাঁর ধর্মপরায়ণ শিষ্য ছিলেন। হে বীর ! তাঁদের কোনও পাপ নেই।

ইহাদ্যা রজনীং রাম বসেম শুভদর্শন।  
পুণ্যায়োঃ সরিতোর্মধ্যে শ্বত্ৱরিষ্যামহে বরাম্ ॥ ১৬

“হে শুভদর্শন রাম ! আজ রাত্রিতে আমরা এই পুণ্য নদীতীরের (গঙ্গা-সরযূর) সঙ্গমস্থলে এই আশ্রমে অবস্থান করি। আগামীকাল নদী পার হয়ে যাব।

অভিগচ্ছামহে সর্বৈ শুচ্যঃ পুণ্যমাশ্রমম্।  
ইহ বাসঃ পরোহস্মাকং সুখং বৎস্যামহে নিশাম্ ॥ ১৭

স্নাতাশ্চ কৃতজপ্যাশ্চ হৃতহব্যা নরোত্তম।

“হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমরা পবিত্র হয়ে পুণ্য আশ্রমে প্রবেশ করব। স্নানান্তে জপ করে এবং (অগ্নিতে) ঘৃতাহুতি দিয়ে সুখে রাত্রিবাস করব। এখানে অবস্থান আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর হবে।”

তেষাং সংবদতাং তত্র তপোদীর্ঘেণ চক্ষুশা ॥ ১৮  
বিজ্ঞায় পরমপ্ৰীতা মুনয়ো হর্ষমাগমন্।

‘তাঁরা (বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ) যখন (আশ্রমের বাইরে) এইরকম কথাবার্তা করছিলেন, তখন সেই আশ্রমস্থ মুনিরা দীর্ঘ তপস্যাহেতু অন্তঃস্ফুরারা তাঁদের সম্মুখে জানতে পেরে অত্যন্ত প্রীত ও উৎফুল্ল হলেন।

অর্থাং পাদ্যং তথাহহতিথ্যং নিবেদ্য কুশিকাস্বজে ॥ ১৯  
রামলক্ষ্মণয়োঃ পশ্চাদকুর্বমতিথিক্রিয়াম্।

‘আশ্রমের মুনিরা মহামুনি কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে পাদ্যার্থ্য দ্বারা আতিথ্য নিবেদনান্তে রাম-লক্ষ্মণের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করলেন।

সংকারং সমনুপ্রাপ্য কথাভিরভিরঞ্জয়ন্ ॥ ২০  
যথার্থমজপন্ সঙ্ক্যামৃষয়ন্তে সমাহিতাঃ।

‘যথাযথ অতিথি-সংকারাদির পর (তাঁদের) মধুরালাপে মনোরঞ্জন করে ঋষিরা সমাহিত চিত্তে সঙ্ক্যা-জপাদি করতে লাগলেন।

তত্র বাসিভিরানীতা মুনিভিঃ সুব্রতৈঃ সহ ॥ ২১  
ন্যবসন্ সসুখং তত্র কামাশ্রমপদে তথা।

‘সেই আশ্রমের অধিবাসী মুনিগণ অন্যান্য ব্রতধারী মুনিগণকে সঙ্গে নিয়ে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রমে নিয়ে আসলেন। মনোমতো সেই পবিত্র আশ্রমে তাঁরা (বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ) সুখেই অবস্থান করতে লাগলেন।

কথাভিরভিরামাভিরভিরামৌ নৃপাস্বজৌ।  
রময়ামাস ধর্মাত্মা কৌশিকো মুনিপুত্রবঃ ॥ ২২

‘ধর্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র, সকলের মনোহরগকারী রাজকুমার দুজনকে (সকলের আদরের রাম-লক্ষ্মণকে) মনোমুগ্ধকর কথায় (আলাপে) আনন্দিত করেছিলেন (আনন্দে রেবেছিলেন)।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥



## চতুর্বিংশ সর্গ (২৪)

গঙ্গা উত্তরণের সময় গঙ্গাবক্ষে তুমুলধ্বনি শুনে রামচন্দ্র কর্তৃক তার কারণ জিজ্ঞাসায়  
মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক তার উত্তর দান এবং তাড়কাসুরের বাসস্থানের  
ভয়ঙ্করত্ব বর্ণনান্তে রামচন্দ্রের প্রতি তাড়কাবধের নির্দেশ দান

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতাহিকমরিন্দমৌ।  
বিশ্বামিত্রঃ পুরঙ্কতা নদ্যাঙ্গীরমুপাগতৌ ॥ ১  
‘অনন্তর নির্মল প্রভাতে শত্রুমর্দনকারী বীর শ্রাতৃদ্বয়  
রাম এবং লক্ষ্মণ, নিত্যক্রিয়ায় সমাপনান্তে মহর্ষি  
বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নদীতীরে উপস্থিত হলেন।  
তে চ সর্বে মহাত্মানো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।  
উপহাণ্য তভাং নাবং বিশ্বামিত্রমথাব্রবন্ ॥ ২  
আরোহতু ভবান্ নাবং রাজপুত্রপুরঙ্কতঃ।  
জরিতং গচ্ছ শহানং মা ভুং কালস্য পর্যয়ঃ ॥ ৩  
‘উত্তম ব্রতধারী মহাত্মা মুনীগণ একটি উত্তম নৌকা  
নিয়ে এসে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—“আপনি  
রাজপুত্রদের নিয়ে নৌকায় আরোহণ করুন। কালক্ষেপ  
করবেন না ; আপনার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক।”  
বিশ্বামিত্রশ্চেভ্যুক্ষা তানুধীন্ প্রতিপূজ্য চ।  
ভতার সহিতস্তাভ্যাং সরিতং সাগরঙ্গমাম্ ॥ ৪  
‘মহর্ষি বিশ্বামিত্র “তাই হবে” এই কথা বলে এবং  
ঋষিদের প্রতি সংবর্ধনা জানিয়ে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে  
সাগরগামিনী গঙ্গানদী পার হতে লাগলেন।  
তত্র শুশ্রাব বৈ শব্দং তোলসংরম্ভবর্ষিতম্।  
মথামগম্য তোলস্য তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৫  
জাতুকামো মহাতেজাঃ সহ রামঃ কনীয়সা।  
‘নদীর মাঝামাঝি এসে মহাতেজস্বী রাম জলবৃদ্ধির  
গম্ভীর ধ্বনি শুনেতে পেলেন এবং ছোট ভাই লক্ষ্মণের  
সঙ্গেই সেই শব্দের কারণ নিশ্চিতরূপে জানতে ইচ্ছা  
করলেন।  
অথ রামঃ সরিষাষ্যে পপ্রচ্ছ মুনিপুঞ্জবন্ ॥ ৬  
বারিণো ভিদ্যমানস্য কিময়ং ভূমুলো ধ্বনিঃ।  
‘তখন নদীর মাঝখানেই রামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ  
বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—“(নৌকা যে) নদীর জল  
কেটে যাচ্ছে, এটা কি তারই তুমুল শব্দ ?”  
রামবস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমম্বিতম্ ॥ ৭  
কথ্যমান ধর্মাত্মা তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্।  
‘রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্রের কৌতূহলাক্রান্ত কথা শুনে

ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র সেই শব্দের সুনিশ্চিত কারণ সম্বন্ধে  
বললেন—  
কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্ ॥ ৮  
ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।  
‘‘হে পুরুষসিংহ রাম ! কৈলাসপর্বতে ব্রহ্মা মনের  
সঙ্কল্প দ্বারা একটি পরম রমণীয় সরোবর সৃষ্টি করেছেন ;  
সেইজন্য ঐ সরোবরটি মানসসরোবর নামে খ্যাত।  
তস্মাৎ সুশ্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগৃহতে ॥ ৯  
সরঃ প্রবৃত্তা সরযুঃ পুণ্য ব্রহ্মসরস্ফূতা।  
‘‘সেই সরোবর থেকে প্রবাহিতা নদী অযোধ্যাকে  
বেষ্টন করে আছে। সরোবর থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তার নাম  
সরযু এবং ব্রহ্ম সরোবর থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সেই নদী  
পবিত্রা।  
তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে ॥ ১০  
বারিসংক্ষোভজ্ঞো রাম প্রণামং নিয়তঃ করু।  
‘‘জাহ্নবীর সঙ্গে সরযুর মিলনের ফলে উভয় নদীর  
জলরাশির সংঘর্ষজাত এই অতুলনীয় তুমুল ধ্বনি। হে রাম !  
সংযতচিত্তে (এই দেবনদীদ্বয়কে) প্রণাম করো।”  
তাভ্যাং তু তাবুভৌ কৃহা প্রণামমতিধার্মিকৌ ॥ ১১  
তীরং দক্ষিণমাসাদ্য জঘ্যতূর্লঘুবিক্রমৌ।  
‘পরমধার্মিক শ্রাতৃদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ) নদীদ্বয়কে প্রণাম  
করে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হয়ে লঘু পাদবিক্ষেপে  
দ্রুত চলতে লাগলেন।  
স বনং ঘোরসঙ্কশং দৃষ্ট্বা নরবরাক্ষজঃ ॥ ১২  
অবিপ্রহতমৈক্ষ্যাকঃ পপ্রচ্ছ মুনিপুঞ্জবন্।  
‘(মানবের) গমনাগমন চিহ্নরহিত সেই ঘনঘোর  
বনভূমি দর্শন করে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজপুত্র (শ্রীরামচন্দ্র)  
মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—  
অহো বনমিদং দুর্গং বিল্লিকাগণসংযুতম্ ॥ ১৩  
ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্ঠৈর্দারুণারবৈঃ।  
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যস্তির্ভৈরবশ্বনৈঃ ॥ ১৪  
‘‘অহো ! এই বন অতি দুর্গম, বিল্লিরবে মুখরিত।  
ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু দ্বারা সমাকীর্ণ। অশুভবার্তাবহ (শকুন)

পক্ষীদের নিদাক্ষণ হবে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বিহঙ্গের  
কলকাকলিতে মুখরিত এই বন।

সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহৈশ্চ বারশৈশ্চাপি শোভিতম্।  
বরাশুর্কক্কুভৈবিশ্চিৎকুপাটৈঃ ॥ ১৫  
সংকীর্ণং বদরীভিষ্চ কিং শ্চিদং দারুণং বনম্।

“সিংহ-ব্যাঘ্র-শূকর-হস্তি পরিবৃত, কম্পমান  
শালবৃক্ষ ও কুরচিপুষ্পের বৃক্ষ এবং বেল-কুল-  
পাটলবৃক্ষ-সমাকীর্ণ এই বন কী ভয়ঙ্কর !”

তম্বাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ১৬  
ক্রমতাং বৎস কাকুৎস্থ যসৌতদ্ দারুণং বনম্।

‘মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র রামকে বললেন  
—“ককুৎস্থ-কুলনন্দন বৎস রাম ! যার এই ভয়ঙ্কর বন,  
তার সম্বন্ধে শ্রবণ করো—

এতৌ জনপদৌ স্মৃতিৌ পূর্বমাত্মাং নরোত্তম ॥ ১৭  
মলদাশ্চ কক্কাশ্চ দেবনির্মাণনির্মিতৌ।

“হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! প্রাচীনকালে এই স্থানে  
দেবগণের নির্মাণশৈলী দ্বারা নির্মিত মলদ এবং কক্কশ নামে  
দুটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

পুরা বৃদ্ধবধে রাম মলেন সমভিপ্সুতম্ ॥ ১৮  
ক্ষুধা চৈব সহস্রাশ্চ ব্রহ্মহত্যা সমাবিশৎ।

“হে রাম ! পুরাকালে বৃদ্ধাসুরবধজনিত মালিন্য  
সহস্রলোচন ইন্দ্রকে লিপ্ত করল এবং ক্ষুধা ও  
ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করল।

ভমিষ্ণুং মলিনং দেবা ঋষয়শ্চ তপোথনাঃ ॥ ১৯  
কলশৈঃ ত্রাপয়ামাসুর্মলং চাস্য প্রমোচয়ৎ।

“দেবতা এবং তপঃশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ইন্দ্রকে  
মালিন্যমুক্ত করার জন্য কলসপূর্ণ (পবিত্র) জল দ্বারা স্নান  
করিয়ে তাঁকে মালিন্য মুক্ত করেছিলেন।

ইহ ভূম্যাং মলং দত্ত্বা দেবাঃ কাক্ষযমেব চ ॥ ২০  
শরীরজং মহেজ্জসা ততো হর্ষং প্রপেদিরে।

“অতঃপর দেবতারা এই ভূমিতে মহেজ্জের দেহজ  
মল এবং কাক্ষয ঢেলে দিয়ে প্রসন্নতা লাভ করলেন।

নির্মলো নিষ্কলুষশ্চ শুদ্ধ ইজ্জো যথাভবৎ ॥ ২১  
ততো দেশস্য সুপ্রীতো বরং প্রাদাদনুত্তমম্।

ইমৌ জনপদৌ স্মৃতিৌ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতঃ ॥ ২২  
মলদাশ্চ কক্কাশ্চ মমাক্ষমলবারিণৌ।

“দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ববৎ নির্মল, ক্ষুধাহীন ও পবিত্র  
হয়ে উঠলেন। অতঃপর সমুদ্র হতে এই দেশকে অতি উত্তম  
বর দান করলেন—আমার অঙ্গের মল (ময়লা) ধারণ করে

এই জনপদ দুটি মলদ এবং কক্কশ নামে সমৃদ্ধ-  
জনপদরূপে পৃথিবীতে ব্যাপ্তি লাভ করবে।

সাপু সাক্ষিতি তং দেবাঃ শাক্ষাসমমব্রবন্ ॥ ২৩  
দেশস্য গুজাং তাং দত্ত্বা কৃত্যং শক্লেণ দীমতা।

“দীমান ইন্দ্র কর্তৃক এই দেশকে এইরূপে প্রশংসা  
করতে দেখে, দেবতারা (পাক নামক দেহোত্তর শাক্ষ) (শক্লে—ইন্দ্রকে) সাধুবাদ দিলেন।

এতৌ জনপদৌ স্মৃতিৌ দীর্ঘকালমবিস্রবন্ ॥ ২৪  
মলদাশ্চ কক্কাশ্চ মুদিতা ধনধান্যভ্যঃ।

“হে শক্রদমন রাম ! মলদ এবং কক্কশ নামে এই  
জনপদ দুটি দীর্ঘকালব্যাপী ধনধান্যে পরিপূর্ণ ও  
সমৃদ্ধিশালী ছিল।

কস্যচিদ্রথ কালসা যক্ষিণী কামরূপিণী ॥ ২৫  
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্তী তদা দ্যভুৎ।

“অনন্তর কিছুকাল পরে সহস্র ভক্তির বদদারিণী  
শ্বেচ্ছাক্রপধারিণী এক যক্ষিণী এখানে এসে উপস্থিত হল।

তাটকা নাম ভদ্রং তে ভার্গা সুন্দর্য্য দীমতঃ ॥ ২৬  
মারীচো রাক্ষসঃ পুত্রো যস্যঃ শক্রপরাক্রমঃ।

বৃন্তবাহর্মহাশীর্ষো নিপুলাস্যতনুর্মতান ॥ ২৭  
রাক্ষসো ভৈরবাকারো নিত্যং ত্রাসয়তে প্রজাঃ।

“সেই শ্বেচ্ছাক্রপধারিণী যক্ষিণী বুদ্ধিমান সুন্দর কৃষ্ণ  
তাড়কা নাম্নী রাক্ষসী। তার পুত্র, ইন্দ্রের ন্যায় বদশর্পি  
বর্জলাকার বাহুবিশিষ্ট বিশাল মস্তক ও মুগবিশিষ্ট এবং

বিশাল দেহধারী মারীচ নামক রাক্ষস। সেই ভীষণাকার  
রাক্ষস (মারীচ) নিতাই মানুষের ভীতি উৎপাদন করে।

ইমৌ জনপদৌ নিত্যং বিনাশয়তি রাক্ষব ॥ ২৮  
মলদাশ্চ কক্কাশ্চ তাটকা দুষ্টচারিণী।

“হে রঘুনন্দন রাম ! সেই দুরাচারিণী তাড়কা, মলদ  
এবং কক্কশ নামক জনপদ দুটি ধ্বংস করার জন্য সর্বদাই  
সচেষ্ট।

সেয়াং পছানমাবৃত্য বসত্যভার্যযোজনে ॥ ২৯  
অত এব চ গন্তব্যং তাটকায়্য বনং যতঃ।

স্ববাহুবলমাপ্রিত্য জহীমাং দুষ্টচারিণীম্ ॥ ৩০  
মমিয়োগাদিমং দেশং কুরু নিষ্কটকং পুনঃ।

“সেই তাড়কা দেড় যোজনব্যাপী পথ অবরোধ করে  
অবস্থান করে আছে। অতএব আমার নির্দেশে সেখানে  
তাড়কার বন, সেখানে গিয়ে নিজ বাহুবল অবলম্বনে সেই  
দুরাচারিণীকে হত্যা করে এই দেশকে পুনরায় নিষ্কটক  
করো।

ন হি কশ্চিদিমং দেশং শক্তো ব্যাগ্রমীদৃশম্ ॥ ৩১  
যক্ষীণা ঘোরয়া রাম উৎসাদিতমসহায়।  
এতন্তে সর্বমাখ্যাতং যথৈতৎ দারুণং বনম্।  
যক্ষা চোৎসাদিতং সর্বমদ্যপি ন নিবর্ততে ॥ ৩২  
“হে রাম ! ভয়ঙ্করী এবং অসহনীয়া সেই যক্ষিণী

এই রমণীয় দেশটিকে বিনষ্ট করেছে। কেউই এখানে  
আসতে সক্ষম হচ্ছে না। যেকোনভাবে এই দারুণ-  
অরণ্যটিকে সেই যক্ষী উৎসর্গে পাঠিয়েছে, তা সবই  
তোমাকে বললাম। আজও পর্যন্ত কেউই তাকে নিবৃত্ত  
করতে সক্ষম হচ্ছে না।”

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে বামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

## পঞ্চবিংশ সর্গ (২৫)

রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক তাড়কার জন্ম, বিবাহাদি এবং তার প্রতি  
অভিশাপাদির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাড়কাবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে প্রেরণা দান

অথ তস্যাপ্রমেষস্য মূর্নের্বচনমুত্তমম্।  
শ্রদ্ধা পুরুষশার্দূলঃ প্রভাবাচ শুভাং গিরম্ ॥ ১  
‘অতঃপর অপরিমেয় প্রভাবশালী ঋষি বিশ্বামিত্রের  
অত্যুত্তম কথা শ্রবণ করে পুরুষসিংহ রামচন্দ্র কল্যাণকর  
বাক্যে বললেন—  
অল্পবীৰ্য্য যদা যক্ষী শ্রয়তে মুনিপুঙ্গব।  
কথং নাগসহস্রস্য ধারয়তাবলা বলম্ ॥ ২  
“হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই যক্ষী অল্পবীৰ্য্যসম্পন্ন। অবলা  
(নারী) বলে শোনা যায়, অতএব কীপ্রকারে সে সহস্র  
হস্তীর বল ধারণে সক্ষম ?”  
ইত্যুক্তঃ বচনং শ্রদ্ধা রাঘবস্যামিতৌজসঃ।  
হর্বয়ঃশ্রদ্ধয়া বাচা সলঙ্ঘনমরিন্দমম্ ॥ ৩  
বিশ্বামিত্রোহব্রবীদ্ বাক্যং শৃণু ঘেন বলোৎকটা।  
বরদানকৃতং বীৰ্য্যং ধারয়তাবলা বলম্ ॥ ৪  
‘অমিতবিক্রমশালী রামচন্দ্রের প্রশ্ন শুনে মহর্ষি  
বিশ্বামিত্র খুশি হয়ে রাম-লঙ্কণকে মধুর বাক্যে  
বললেন—“শোনো, যেভাবে শক্তিমদমত্তা অবলা নারী  
বরদানকৃত বলবীৰ্য্য ধারণ করেছে।  
পূৰ্ব্বমাসীরাহযক্ষঃ সুকেতুর্নাম বীৰ্যবান্।  
অনপত্যঃ শুভাচারঃ স চ তেপে মহত্তপঃ ॥ ৫  
“পুরাকালে সুকেতু নামে বীৰ্যবান এক মহাযক্ষ  
ছিল। সন্তানহীনতা হেতু সে শুভাচারে কঠোর তপস্যা  
করেছিল।

পিতামহস্ত সূপ্তীতস্তস্য যক্ষপতেত্তদা।  
কন্যারত্নং দদৌ রাম তটকাং নাম নামতঃ ॥ ৬  
“হে রাম ! তখন পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে সেই  
যক্ষপতিকে তার অতীষ্ট যে কন্যারত্ন দান করলেন, তার  
নাম তাড়কা।  
দদৌ নাগসহস্রস্য বলং চাস্যাঃ পিতামহঃ।  
ন হ্বেব পুত্রং যক্ষায় দদৌ চাসৌ মহাযশাঃ ॥ ৭  
“পিতামহ ব্রহ্মা সেই তাড়কাকে সহস্র হস্তীর বল  
দান করলেন। মহাযশস্বী ব্রহ্মা কিন্তু সেই যক্ষকে পুত্রসন্তান  
দান করলেন না।  
তাং তু বালাং বিবৰ্ধন্তীঃ রূপযৌবনশালিনীম্।  
জন্তপুত্রায় সুন্দায় দদৌ ভার্যাং যশস্বিনীম্ ॥ ৮  
“বালিকা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্তা ও রূপযৌবনবতী হয়ে  
উঠলে সুকেতু সেই যশোবতী কন্যাকে জন্তপুত্র সুন্দকে  
ভার্য্যরূপে দান করল।  
কস্যাচিন্থত্ব কালস্য যক্ষী পুত্রং ব্যজায়ত।  
মারীচং নাম দুৰ্ঘৰ্যং যঃ শাপাদ্ রাক্ষসোহভবৎ ॥ ৯  
“কিছুকাল পরে সেই যক্ষী (তাড়কা) মারীচ নামে  
দুর্জয় পুত্রের জন্ম দিল ; যে (পরে) মহর্ষি অগস্ত্যের  
অভিশাপে রাক্ষসে পরিণত হয়েছিল।  
সুন্দে তু নিহতে রাম অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।  
তটকা সহপুত্রৈশ প্রধ্বয়িতুমিচ্ছতি ॥ ১০  
“রাম ! (মহর্ষি অগস্ত্যের অভিশাপে) সুন্দ নিহত



হলে তাড়কা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে হত্যা করতে ইচ্ছা করল।

ভদ্রার্থঃ জাতসংরক্ষা গজস্বী সাজস্বত।  
আপত্তীঃ হু তাং দুষ্টা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ॥ ১১  
রাক্ষসঃ ভজস্বতি মারীচঃ ব্যাজহার সঃ।

“সে (তাড়কা) ক্রুদ্ধ হয়ে (ঋষিকে) ভক্ষণ করার জন্য গর্জন করতে করতে (ঋষির প্রতি) দাবিত হল। ভগবান অগস্ত্য ঋষি তাকে (তাড়কাকে) আসতে দেশে মারীচকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—তুমি রাক্ষস প্রাপ্ত হও।

অগস্ত্যঃ পরমার্ষস্তাটকামপি শপ্তবান্॥ ১২  
পুরুষাদী মহাযক্ষী বিকৃতা বিকৃতাননা।  
ইদং রূপং বিহায়াশু দারুণং রূপমস্ত তে॥ ১৩

“মহর্ষি অগস্ত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়কাকেও অভিশাপ দিলেন—বর্তমান রূপ ত্যাগ করে শীঘ্রই তোর ভয়ঙ্কর বিকৃতাঙ্গ, বীভৎসমুখ, নরভোজী, মহারাক্ষসী রূপ হোক।

সৈষা শাপকৃতামর্ষা তটিকা ক্রোধমূর্ছিতা।  
দেশমুৎসাদয়তোনমগস্ত্যাচরিতঃ শুভম্॥ ১৪

“শাপগ্রস্তা হয়ে ক্রোধে মোহগ্রস্তা এই সেই তাড়কা যে, অগস্ত্যের মঙ্গলময় দেশটিকে উৎসন্ন বা ধ্বংস করেছে।

এনাং রাঘব দুর্বৃত্তাঃ যক্ষীঃ পরমদারুণাম্।  
গোত্রাক্ষণহিতার্থায় জহি দুষ্টপরাক্রমাম্॥ ১৫

“হে রঘুনন্দন রামচন্দ্র ! পৃথিবীর এবং ধার্মিকদের মঙ্গলের জন্য এই অতীব ভয়ঙ্করী পরাক্রমশালিনী দুষ্কর্মকারিণী রাক্ষসীকে তুমি হত্যা করো।

নহোনাং শাপসংসৃষ্টাঃ কশ্চিদুৎসহতে পুমান্।  
নিহন্তঃ ত্রিষু লোকেষু ত্বামৃতে রঘুনন্দন॥ ১৬

“হে রঘুনন্দন রাম ! ত্রিভুবনে তুমি বাতীত অন্য কোনও পুরুষই (বীরই) এই শাপগ্রস্তাকে হত্যা করতে সমর্থ নয়।

ন হি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্ষা নরোত্তম।  
চাতুর্ভূষাণ্যহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা॥ ১৭

“হে নরোত্তম ! (এই রাক্ষসী-বধ ক্ষেত্রে) স্ত্রীবধজনিত (পাপবোধহেতু) ঘৃণা বা দয়া কোনো না। চতুর্ভূষের তথা মনুষ্যসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজপুত্রের এইরূপ কর্তব্য।

নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।  
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা॥ ১৮

“প্রজারক্ষাহেতু রক্ষকের সর্বদা নিষ্ঠুর অথবা অনিষ্ঠুর, পাপকার্য বা দোষযুক্ত কার্য, যে কোনও কার্যই করা উচিত।

রাজ্যভারনিগুক্তানামেব ধর্মঃ সনাতনঃ।  
অধর্মাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে॥ ১৯

“যাঁদের উপর রাজ্যভার অর্পিত, তাঁদের এটাই চিরন্তন (সনাতন) ধর্ম। হে কাকুৎস্থ রাম ! যেহেতু এর (রাক্ষসী তাড়কার) মধ্যে ধর্মের লেশমাত্র নেই, তাই এই ধর্মহীনাকে (তুমি) হত্যা করো।

শ্রয়তে হি পুরা শক্ৰো বিরোচনসূতাং নৃপ।  
পৃথিবীঃ হস্তমিচ্ছন্তীঃ মহুরামভাসূদয়ৎ॥ ২০

“হে রাজন্ ! পুরাকালে পৃথিবীকে ধ্বংসকাম্য বিরোচনকন্যা মহুরাকে দেবরাজ ইন্দ্র হত্যা করেছিলেন, এইরূপ শ্রুত হয় (শোনা যায়)।

বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পত্নিত্বা।  
অনিদ্রং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষুদিতা॥ ২১

“হে রাম ! পুরাকালে শুক্রাচার্যের মাতা, মহর্ষি ভৃগুর পত্নিত্বা পত্নী, পৃথিবীকে ইন্দ্রহীন করতে ইচ্ছা করলে ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হন (ভগবান বিষ্ণু তাঁকে হত্যা করেন)।

এতৈশ্চানৈশ্চ বহুতী রাজপুত্রৈর্মহাক্ষডিঃ।  
অধর্মসহিতা নার্যো হতাঃ পুরুষসন্তমৈঃ।

তস্মাদেনাং ঘৃণাং তাক্ষা জহি মচ্ছাসনাম্প॥ ২২

“এইরূপ আরও অনেক রাজপুত্র এবং মহাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্তৃক অধর্মচারিণী নারী নিহত হয়েছে। অতএব, হে রাজন্ ! আমার নির্দেশে করুণা তথা ঘৃণা ত্যাগ করে এই তাড়কাকে হত্যা করো।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাস্তুকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

## ষড়বিংশ সর্গ (২৬)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তাড়কাবধ

মূর্খবর্চনমস্ত্রীবাং প্রভা নরবরাসম্ভজঃ।  
 রাঘবঃ প্রাজ্ঞসির্ভূত্বা প্রত্যাচাচ দৃঢ়তঃ॥ ১

‘মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে  
 দৃঢ়সঙ্কল্প রাজপুত্র রঘুনন্দন রাম কৃতাজ্জলি হয়ে বললেন—  
 পিতৃবর্চননির্দেশাৎ পিতৃবর্চনগৌরবাৎ।  
 বচনং কৌশিকসোচি কর্তব্যমবিশঙ্কয়া॥ ২  
 অনুশিষ্টোহস্ম্যযোধ্যায়াং শুক্রমযো মহাশ্বনা।  
 পিত্রা দশরথেনাহং নাবজ্ঞেয়ং হি তদ্বচঃ॥ ৩

“অযোধ্যায় অন্যান্য গুরুজনদের সম্মুখে মহাত্মা  
 পিতা দশরথ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন—পিতার নির্দেশে,  
 পিতৃগৌরব রক্ষার্থে মহাত্মা কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের বাক্য  
 অবজ্ঞা না করে নিঃশঙ্কচিত্তে পালনীয়, (অর্থাৎ মূনিবাক্য  
 অবজ্ঞা করো না)।

সোহহং পিতৃবর্চঃ প্রভা শাসনাদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।  
 করিষ্যামি ন সন্দেহস্তাটকাবধমুত্তমম্॥ ৪

“পিতার বাক্যানুসারে ব্রহ্মস্তু ঋষির (আপনার)  
 নির্দেশে তাড়কাবধরূপ উত্তম কর্মটি আমি নিঃসন্দেহেই  
 করব।

গোত্রাক্ষণহিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ।  
 তব চৈবাশ্রমেয়স্য বচনং কর্তুমুদ্যতঃ॥ ৫

“পৃথিবীর এবং ধার্মিক জনের তথা দেশের  
 মঙ্গলের জন্য অপরিমেয় প্রভাবশালী আপনার আদেশ  
 পালনে আমি প্রস্তুত।”

এবমুক্ত্বা ধনুর্মযো বজ্রা মুষ্টিমরিন্দমঃ।  
 জ্যাঘোষমকরোৎ তীব্রং দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্॥ ৬

‘এই বলে শত্রুহস্তারক (রামচন্দ্র) ধনুকের মধ্যভাগ  
 বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করে ভয়ঙ্কর শব্দে দশদিক নিনাদিত করে  
 ছিলায় তীব্র টঙ্কার দিলেন।

তেন শব্দেন বিব্রতান্তাটকাবনবাসিনঃ।  
 তাটকা চ সুসংক্রুত্বা তেন শব্দেন মোহিতা॥ ৭

‘সেই (ভয়ঙ্কর) শব্দে তাড়কা-অধিকৃত বনের  
 অধিবাসী প্রাণীরা ভয়ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাড়কাও সেই শব্দে  
 (প্রথমে) মোহগ্রস্ত বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে (পরে)  
 সাতিশয় ক্রুদ্ধ হল।

তং শব্দমভিনিধায় রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।  
 প্রভা চাত্যদ্রবং ক্রুদ্বা যত্র শব্দো বিনিঃসৃতঃ॥ ৮

‘অভিনিবেশ (মনোযোগ) সহ সেই শব্দ শ্রবণ করে  
 রাক্ষসী (তাড়কা) ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে যে দিকে শব্দটি  
 হয়েছে সেই দিকে দ্রুত ধাবিত হল।

তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ ক্রুদ্বাং বিকৃতাং বিকৃতাননাম্।  
 প্রমাপেনাতিবৃদ্ধাং চ লক্ষ্মণং সোহভ্যভাষত॥ ৯

‘সাধারণ অপেক্ষা বিশাল দেহবিশিষ্টা, বিকৃতরূপা,  
 বিকটমুখী সেই (রাক্ষসী তাড়কাকে) দেখে রামচন্দ্র  
 লক্ষ্মণকে বললেন।

পশ্য লক্ষ্মণ যক্ষিণ্যা ভৈরবং দারুণং বপুঃ।  
 ভিদোরন্ দর্শনাদস্যা ভীকৃণাং হৃদয়ানি চ॥ ১০

“লক্ষ্মণ ! দেখো, এই যক্ষিণীর (রাক্ষসীর) কী  
 বিকট ভয়ঙ্কর চেহারা ! এর দর্শনমাত্রই ভীকৃদের হৃদয়  
 বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

এতাং পশ্য দুরাখর্ষাঃ মায়াবলসমম্বিতাম্।  
 বিনিবৃত্তাং করোমাস্য হতকর্ণাগ্রনাসিকাম্॥ ১১

“দেখো, আজ আমি এই মায়াবিনী দুর্ধর্ষ যক্ষিণীর  
 (রাক্ষসীর) কর্ণ এবং নাসিকার অগ্রভাগ ছেদন করে এর  
 অগ্রগতিক নিবৃত্ত করছি।

ন হোনামুৎসহে হস্তং স্ত্রীষভাবেন রক্ষিতাম্।  
 বীর্যং চাস্যা গতিং চৈব হন্যামিতি হি মে মতিঃ॥ ১২

“নারীস্বহেতু (নারী বলে) এ রক্ষণীয়া ; তাই একে  
 হত্যা করতে চাই না। তবে, এর অগ্রগতি এবং বল (বীর্য)  
 নষ্ট করব (অর্থাৎ, এর হাত-পা কেটে দেব) ; এটাই  
 আমার ইচ্ছা।”

এবং ব্রুবাণে রামে তু তাটকা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।  
 উদ্যম্য বাহুং গজস্ট্রী রামমেবাভাষাত॥ ১৩

‘রাম যখন এই কথা (লক্ষ্মণকে) বলছিলেন,  
 সেইসময় ক্রোধে সম্মোহিতা তাড়কা বাহু প্রসারিত করে  
 রামের প্রতি ধাবিত হল।

বিশ্বামিত্রস্ত ব্রহ্মবির্ভঙ্কারেণাভিভর্ষস্য তাম্।  
 স্বপ্তি রাঘবয়োরন্তু জয়ং চৈবাভ্যভাষত॥ ১৪

‘(তখন) ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হস্তার দ্বারা তাড়কাকে  
 ভর্ষসনা করে বললেন—“রঘুকুলের রাজকুমার দুজনের  
 কল্যাণ হোক এবং তারা জয়ী হোক।”

উদ্ধৃদ্বানা রজো ঘোরং তাটকা রাঘবাবুভৌ।  
 রজোমেঘেন মহতা মুহূর্তং সা বামোহয়ৎ॥ ১৫

‘সেই তড়কা রাক্ষসী ভয়ঙ্কর ধূলিকণ্ড উড়িয়ে খুলির  
মেঘে রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়কে (রাম-লক্ষ্মণকে) মুহূর্তকালের জন্য  
মোহগ্রস্ত করে ফেলল।

ততো মায়্যঃ সমাহায় শিলাবর্ষণে রাঘবৌ।  
অবাকিরং সুমহতা ততশ্চুক্ৰোধে রাঘবঃ॥ ১৬

‘অতঃপর মায়ার আশ্রয় নিয়ে সে (তড়কা) রাঘব  
ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি প্রচণ্ড শিলাবর্ষণ করতে লাগল। তখন  
রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হলেন।

শিলাবর্ষণঃ মহত্তয়াঃ শরবর্ষণে রাঘবঃ।  
প্রতিবার্ষোপশাবন্ত্যাঃ করৌ চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ॥ ১৭

‘তড়কাকর্তৃক বর্ষিত ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টিকে রামচন্দ্র  
বাণবৃষ্টির দ্বারা প্রতিরোধ করে, তাঁর প্রতি ধাবমানা  
তড়কার বাহুদ্বয় বাণ দ্বারা ছেদন করলেন।

ততশ্চিরভুজাং শ্রান্তামভ্যাশে পরিগর্জতীম্।  
সৌমিত্রিরকরোং ক্রোধাকৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্॥ ১৮

‘তখন ছিন্নবাহু হয়ে অবসরা রাক্ষসী (দ্রুত রাম-  
লক্ষ্মণের) নিকটে এসে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে  
থাকলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে (তড়কা  
রাক্ষসীকে) কর্ণ-নাসাগ্রহীনা করে দিল (তার কর্ণ ও  
নাসাগ্রভাগ ছেদন করল)।

কামরূপধরা সা তু কৃত্বা রূপাণ্যনেকশঃ।  
অন্তর্ধানং গত্বা যক্ষী মোহয়ন্তী স্বমায়য়া॥ ১৯

‘ইচ্ছানুসারে নানা রূপধারণে সমর্থী সেই যক্ষী  
নানাপ্রকার রূপ ধরে নিজের মায়ায় রাম-লক্ষ্মণকে  
সম্মোহিত করে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

অশ্রবর্ষণঃ বিমুঞ্চন্তী ভৈরবঃ বিচচার সা।  
ততস্তবশ্রবণবর্ষণে কীর্যমানৌ সমন্ততঃ॥ ২০

দৃষ্ট্বা গাধিসূতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।  
অজং তে ঘৃণমা রাম পাপৈষা দুষ্টচারিণী॥ ২১

যজ্ঞবিঘ্নকরী যক্ষী পুরা বর্ষেত মায়য়া।  
বধ্যতাং তাবদেবৈষা পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ততে॥ ২২

‘সেই যক্ষী প্রস্তরবর্ষণ করতে করতে ভয়ঙ্করভাবে  
বিচরণ করতে লাগল। তখন তাঁদের দুজনকে (রাম-  
লক্ষ্মণকে) চারিদিকে বিকীর্ণ (ছড়িয়ে পড়া) প্রস্তর বস্ত্রে  
আবৃত (যেন ঢাকা পড়েছে) দেখে শ্রীমান গাধিতনয়

বিশ্বামিত্র এই কথা বললেন — “হে রাম ! পাপীষসী  
দুষ্টস্বভাবা যজ্ঞ বিঘ্নকারিণী এই যক্ষী স্বীয় মায়ায় প্রবলভাবে  
বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এর প্রতি দয়া প্রদর্শন কোরো না। সম্মুখে

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অতএব শীঘ্র একে হত্যা করো। কাণশ,  
সন্ধ্যাকালে রাক্ষসেরা দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে।”

ইত্যান্তঃ স তু তাং যক্ষীমশ্রবণ্যভিবর্ষিণীম্॥ ২৩  
দর্শয়ন্তুদবেষিত্বং তাং রুরোধ স সাম্যকৈঃ।

‘(মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক) এরূপ কথিত হয়ে রামচন্দ্র  
প্রস্তরবর্ষণকারিণী সেই যক্ষীকে শব্দবেধী (শব্দভেদী) বাণ  
চালনার স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করে বাণ দ্বারা তাকে (যক্ষীকে)  
অবরুদ্ধ করে ফেললেন।

সা রুদ্ধা বাণজালেন মায়াবলসমম্বিতা॥ ২৪  
অভিদুদ্ভাব কাকুৎস্থং লক্ষ্মণং চ বিনেদুধী।

তামাপতন্তীঃ বেগেন বিক্রান্তামশনীমিব॥ ২৫  
শরেশোরসি বিব্যাধ সা পপাত মমার চ।

‘মায়্যশক্তিসম্পন্নী সেই যক্ষী (শ্রীরাম কর্তৃক  
নিষ্কিপ্ত) বাণজালে অবরুদ্ধা হয়ে, ভয়ঙ্কর গর্জন করতে  
করতে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি বেগে ধাবিত হল। ভয়ঙ্কর  
বজ্রের ন্যায় তাকে (যক্ষীকে) সবেগে আসতে দেখে রাম  
বাণ দ্বারা তার বক্ষোদেশ-বিদীর্ণ করলেন এবং তাতেই সে  
ভূমিতে পতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করল।

তাং হতাং ভীমসংকাশাং দৃষ্ট্বা সুরপতিস্তদা॥ ২৬  
সাধু সান্বিতি কাকুৎস্থং সুরাশ্চাপাতিপূজয়ন্।

‘ভীষণাকৃতি সেই রাক্ষসীকে নিহত দেখে দেবরাজ  
ইন্দ্র এবং অন্য দেবতারাও কাকুৎস্থ কুলনন্দন রামচন্দ্রকে  
‘সাধু সাধু’ বলে অভিনন্দিত করলেন।

উবাচ পরমপ্ৰীতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ॥ ২৭  
সুরাশ্চ সর্বে সংকটো বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্।

‘অনন্তর সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীত হয়ে এবং  
দেবতারাও সকলে উল্লসিত হয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—  
মুনে কৌশিক ভদ্রং তে সেন্দ্রাঃ সর্বে মরুদগণাঃ॥ ২৮  
তোষিতাঃ কর্মণানেন স্নেহং দর্শয় রাঘবে।

“কুশিকনন্দন হে মহানুনি বিশ্বামিত্র ! আপনার  
কল্যাণ হোক। এই মহৎ কর্মহেতু ইন্দ্রসহিত মরুদগণসহ  
সকল দেবতাকে আপনি সন্তুষ্ট করেছেন। রঘুকুলনন্দন  
রামচন্দ্রের প্রতি (আরও) স্নেহ প্রদর্শন করুন।

প্রজাপতেঃ কৃশাশ্বস্য পুত্রান্ সত্যপরাক্রমান্। ২৯  
তপোবলভূতো ব্রহ্মন্ রাঘবায় নিবেদয়।

“হে ব্রহ্মন্ ! প্রজাপতি কৃশাশ্বের তপঃপ্রাপ্ত  
(অতএব তপস্যার তেজঃধারী), সত্যপরাক্রমী (স্থির  
লক্ষ্যে পরাক্রমশালী অস্ত্ররূপী) পুত্রদের রাঘব রামচন্দ্রকে  
সমর্পণ করুন।



পাত্রভূতচ্চ তে ব্রহ্মংস্তবানুগমনে রতঃ ॥ ৩০  
কর্তব্যং সুমহৎ কৰ্ম সুরাণাং রাজসূনুনা।

“হে ব্রহ্মর্ষি ! সর্বদা আপনার অনুগত রাম  
(দিব্যাস্ত্রাপ্তি বিষয়ে) সুযোগ্য পাত্র। সেই রাজপুত্র রাম  
কর্তৃক দেবতাদের সুমহৎ কার্যসমূহ সম্পাদিত হবে।”

এবমুক্তা সুরাঃ সৰ্বে জঘুর্হৃষ্টা বিহ্বাসম্ ॥ ৩১  
বিশ্বামিত্রঃ পূজয়ন্ততঃ সক্ষ্যা প্রবর্ততে।

‘এই বলে দেবতারা সকলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে  
অভিনন্দিত করে প্রসন্নচিত্তে আকাশপথে চলে গেলেন।  
অতঃপর সক্ষ্যা নেমে এলো।

ততো মুনিবরঃ প্রীতস্তাটকাবধতোষিতঃ ॥ ৩২  
মূর্ধ্নি রামমুপাশ্রায় ইদং বচনমব্রবীৎ।

‘অতঃপর তাড়কাবধহেতু সজ্জষ্ট মুনিবর বিশ্বামিত্র  
প্রীতিভরে রামের মস্তক আঘাণ করে বললেন—

ইহাদ্য রজনীং রাম বসাম শুভদর্শন ॥ ৩৩  
শুঃ প্রভাতে গমিষ্যামস্তদাশ্রমপদং মম।

“হে শুভদর্শন রাম ! আজ রাত্রিতে আমরা এই  
বনে বাস করে কাল প্রভাতে আমার পুণ্য আশ্রমে চলে

যাব।”

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রদ্ধা হৃষ্টৌ দশরথাস্বজঃ ॥ ৩৪  
উবাস রজনীং তত্র তাটকায়া বনে সুখম্।

‘বিশ্বামিত্রের কথা শুনে দশরথতনয় রাম হৃষ্টচিত্তে  
তাড়কার সেই বনে সুখে রাত্রিযাপন করলেন।

মুক্তশাপং বনং তচ্চ তস্মিন্বেব তদাহনি।  
রমণীয়ং বিনম্রাজ যথা চৈত্রবধং বনম্ ॥ ৩৫

‘অতঃপর সেই দিনই সেই অরণ্য শাপমুক্ত হয়ে  
চৈত্রবধ বনের ন্যায় শোভা ধারণ করল।

নিহতা তাং যক্ষসূতাং স রামঃ  
প্রশসামানঃ সুরসিকসম্ভৈঃ।

উবাস তস্মিন্ মুনিনা সৈহব  
প্রভাতবেলাং প্রতিবোধমানঃ ॥ ২৮

‘রামচন্দ্র যক্ষকন্যা তাড়কাকে হত্যা করলে দেবতা  
এবং সিদ্ধগণ তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন ; তিনি  
(সলঙ্ঘণ রামচন্দ্রও) পরদিবস প্রভাতকালে জাগরণের  
প্রতীক্ষায় সেই রাত্রিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সেই  
বনে বাস করতে লাগলেন (রাত্রিযাপন করতে লাগলেন)।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

## সপ্তবিংশ সর্গ (২৭)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে দিব্যাস্ত্র-দান

অথ তাং রজনীমুখ্য বিশ্বামিত্রৌ মহাযশাঃ।  
প্রহস্য রাঘবং বাক্যমুবাচ মধুরস্বরম্ ॥ ১

‘সেই বনে রাত্রিবাস করে, (পরদিবস প্রভাতে)  
মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র হাস্যসহকারে রাঘবকে মধুর স্বরে  
বললেন—

পরিভূটোহস্মি ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশাঃ।  
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশাঃ ॥ ২

“হে মহাযশস্বী রাজকুমার ! তোমার প্রতি আমি  
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার কল্যাণ হোক। সানন্দেই  
আমি সকল প্রকার অস্ত্র তোমাকে দান করছি।

দেবাসুরগণান্ বাপি সগন্ধর্বোরগান্ ভুবি।

যৈরমিত্রান্ প্রসহ্যাজৌ বশীকৃত্য জয়িষ্যাসি ॥ ৩

“এই ভূতলে (পৃথিবীতে) যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ  
শত্রুদের, তারা দেবতা বা অসুর, গন্ধর্ব বা নাগ যাই হোক  
না কেন, এই অস্ত্রের দ্বারা সকলকেই বশীভূত করে তুমি  
জয়ী হবে।

তানি দিব্যানি ভদ্রং তে দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশাঃ।  
দশচক্রং মহদ্ দিবাং তব দাস্যামি রাঘব ॥ ৪

ধর্মচক্রং ততো বীর কালচক্রং তথৈব চ।  
বিষ্ণুচক্রং তথাভূতমৈন্দ্রচক্রং তথৈব চ ॥ ৫

“হে রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্র ! তোমার কল্যাণ হোক।  
সেই দিবা অস্ত্র সবগুলিই তোমাকে দিচ্ছি। এতদ্ব্যতীত, হে

বীর ! মহৎ দিবা দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র এবং বিষ্ণুচক্র ;  
তদ্রূপ অতুঙ্গ ঐশ্বর্যচক্র—সবই তোমাকে দেব।  
বজ্রমস্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ শৈবঃ শূলবরঃ তথা।  
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ঐধীকমপি রাঘব॥ ৬  
দদামি তে মহাবাহো ব্রাহ্মমস্ত্রমনুত্তমম্।

“হে নরশ্রেষ্ঠ রাঘব ! তোমাকে দেব (ইন্দ্রের) অস্ত্র  
বজ্র, শিবের মহাস্ত্র ত্রিশূল : (দেব) ব্রহ্মশিবঃ এবং ঐধীক  
নামক অস্ত্রও। হে মহাবীর ! অতুঙ্গম ব্রহ্মাস্ত্রও দেব।  
গদে যে চৈব কাকুৎস্থ মোদকী শিখরী শুভে॥ ৭  
প্রদীপ্তে নরশার্দূল প্রযচ্ছামি নৃপাক্ষজ।  
ধর্মপাশমহং রাম কালপাশং তথৈব চ॥ ৮  
বারুণং পাশমস্ত্রং চ দদাম্যাহমনুত্তমম্।

“কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাজকুমার ! মোদকী এবং  
শিখরী নামক কলাপকর দুটি অত্যুজ্জ্বল গদা দেব। হে  
নরসিংহ রাম ! তোমাকে আমি অতুঙ্গম ধর্মপাশ, কালপাশ  
এবং বরুণপাশ নামক অস্ত্রগুলিও দেব।  
অশনী যে প্রযচ্ছামি শুদ্ধার্জে রঘুনন্দন॥ ৯  
দদামি চাস্ত্রং পৈনাকমস্ত্রং নারায়ণং তথা।

“হে রঘুনন্দন ! তোমাকে (প্রাণশোষণকারী) শুদ্ধ  
ও মৃদু বা আর্দ্র দুটি বজ্র এবং পিনাক ও নারায়ণ অস্ত্র দেব।  
আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং শিখরং নাম নামতঃ॥ ১০  
বায়ব্যাং প্রথমং নাম দদামি তব চানঘ।

“হে নির্মলহৃদয় রাম ! তোমাকে আমি অগ্নিদেবের  
প্রিয় শিখর নামক আগ্নেয় অস্ত্র এবং বায়ব্য নামক প্রধান  
অস্ত্র দান করব।

অস্ত্রং হয়শিরো নাম ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ॥ ১১  
শক্তিধরং চ কাকুৎস্থ দদামি তব রাঘব।

“কাকুৎস্থকুলভূষণ হে রাঘব ! তোমাকে হয়শির  
নামক অস্ত্র, ক্রৌঞ্চনামক অস্ত্র এবং দুটি শক্তি অস্ত্র দান  
করব।

কঙ্কালং মুসলং মোরং কাপালমথ কিঞ্চিধীম্॥ ১২  
বধার্হং রক্ষসাং যানি দদাম্যেতানি সর্বশঃ।

“রাক্ষসদের বধের জন্য (যে অস্ত্র সকল প্রয়োজন)  
সেই কঙ্কালনামক অস্ত্র, মুসলনামক অস্ত্র, ভয়ঙ্কর কাপাল  
নামক অস্ত্র আর কিঞ্চিধী (কুৎসিত রবকারী ক্ষুদ্রঘটিকা,  
যার শব্দ রাক্ষসদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবে)—এই  
সবগুলিই তোমাকে দেব।

বৈদাধরং মহাস্ত্রঞ্চ নন্দনং নাম নামতঃ॥ ১৩  
অসিরস্ত্রং মহাবাহো দদামি নৃবরাক্ষজ।

“হে মহাবীর রাজকুমার ! বিদ্যাধরদের নন্দন নামক  
মহা-অস্ত্র এবং উত্তম তরবারি তোমাকে দেব।

গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ॥ ১৪  
প্রস্থাপনং প্রশমনং দদ্বি সৌমঞ্চ রাঘব।

“হে রাঘব ! (তোমাকে আমি) গান্ধর্বদের প্রিয়  
সম্মোহন নামক অস্ত্র এবং প্রস্থাপন, প্রশমন এবং সৌম্য  
নামক অস্ত্র দান করছি।

বর্ষণং শোষণং চৈব সস্তাপন-বিলাপনে॥ ১৫  
মাদনং চৈব দুর্ধর্ষং কন্দর্পদয়িতং তথা।

গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মানবং নাম নামতঃ॥ ১৬  
পৈশাচমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ।

প্রতীচ্ছ নরশার্দূল রাজপুত্র মহাযশঃ॥ ১৭

“মহাযশস্বী হে পুরুষব্যাঘ্র রাজকুমার ! তুমি বর্ষণ  
শোষণ সস্তাপন এবং বিলাপন নামক অস্ত্র, কামদেবের প্রিয়  
অস্ত্র দুর্ধর্ষ মাদন, গান্ধর্বদের প্রিয় মানব নামধেয় অস্ত্র এবং  
পিশাচপ্রিয় মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র আমার নিকট থেকে  
গ্রহণ করো।

তামসং নরশার্দূল সৌমনঞ্চ মহাবলম্।  
সংবর্তং চৈব দুর্ধর্ষং মৌসলঞ্চ নৃপাক্ষজ॥ ১৮

সত্যমস্ত্রং মহাবাহো তথা মায়াময়ং পরম্।  
সৌরং তেজঃপ্রভং নাম পরতেজোহপকর্ষণম্॥ ১৯

সোমাস্ত্রং শিশিরং নাম ত্বষ্ট্রমস্ত্রং সুদারুণম্।  
দারুণঞ্চ ভগস্যপি শীতেষু মনু মানবম্॥ ২০

এতান্ রাম মহাবাহো কামরূপান্ মহাবলান্।  
গৃহাণ পরমোদারান্ ক্ষিপ্তমেব নৃপাক্ষজ॥ ২১

“হে নরব্যাঘ্র মহাবলশালিন রাজকুমার রাম !  
(তোমাকে আমি দেব) তামস, মহাবলশালী সৌম্য,  
সংবর্ত, দুর্ধর্ষ, মৌসল, সত্য এবং মায়াময় নামক উত্তম  
অস্ত্রসকল ; তদ্রূপ, পরের তেজঃ সংহারকারী তেজোময়  
সৌর নামক (সূর্যের) অস্ত্র, সোমদেবের শিশির নামক অস্ত্র,  
বিশ্বকর্মার সুদারুণ নামক ভয়ঙ্কর অস্ত্র, ভগদেবের দারুণ  
নামক ভয়ঙ্কর অস্ত্র এবং ভগবান মনুর শীতেষু নামক  
(মানব) অস্ত্র। ইচ্ছানুসারে রূপগ্রহণকারী, মহাবলশালী  
অতীব উৎকৃষ্ট এই অস্ত্রগুলি শীঘ্র গ্রহণ করো।”

হিতস্ত্র প্রাচ্যুখো ভূত্বা তচিমুনিবরস্তথা।  
দদৌ রামায় সুপ্রীতো মস্ত্রগ্রামনুত্তমম্॥ ২২

‘তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র পবিত্রভাবে পূর্বমুখে  
উপবিষ্ট হয়ে প্রীতিসহকারে রামকে (অস্ত্র ব্যবহারের)  
অতুঙ্গম মস্ত্রসমূহ দান করলেন।

সর্বসংগ্রহণং যেষাং দৈবতৈরপি দুর্লভম্।  
 জনাঙ্গানি তদা বিপ্রো রাঘবায় ন্যবেদমাৎ ॥ ২৩  
 ‘দেবতাদেরও দুর্লভ অঙ্গসমূহ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র  
 রাঘব রামচন্দ্রকে দান করলেন।  
 জগতস্ত্ব মুনেষুসা বিশ্বামিত্রসা ধীমতঃ।  
 উপতত্বর্মহার্হানি সর্বাণাঙ্গানি রাঘবম্ ॥ ২৪  
 উচ্চ মুদিতা রামঃ সর্বে প্রাঞ্জল্যাজ্ঞদা।  
 ইমে চ পরমোদার কিংকরাজব রাঘব ॥ ২৫  
 হৃদযিচ্ছসি ভদ্রং তে তং সর্বং করবাম বৈ।

‘ধীমান ঋষি বিশ্বামিত্র জপ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে  
 পরম পূজা অঙ্গসকল মূর্তিমান হয়ে রামচন্দ্রের নিকট  
 উপস্থিত হয়ে সানন্দে করজোড়ে বলল—“হে পরম উদার  
 রাঘব! এই আমবা সকলে আপনার ভৃত্য। আপনার কল্যাণ

হোক। আপনি যা যা ইচ্ছা করেন সে সবই আমরা করব।”  
 ততো রামঃ প্রসন্নাত্মা তৈরিত্তাজ্ঞো মহাবলৈঃ ॥ ২৬  
 প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থঃ সমালজ্য চ পানিনা।  
 মানসা মে ভবিস্মলমিতি তান্যজ্ঞাচোদমাৎ ॥ ২৭  
 ‘তখন কাকুৎস্থকুলভিলক রামচন্দ্র মহাবলশালী  
 (মূর্তিমান) অঙ্গগুলি দ্বারা এইরূপ উক্ত হয়ে প্রসন্নচিত্তে  
 তাদের গ্রহণ করলেন এবং হস্ত দ্বারা তাদের স্পর্শ করে  
 বললেন—“তোমরা আমার অন্তরে বিরাজ করো।” এই  
 বলে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করলেন।  
 ততঃ প্রীতমনা রামো বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্।  
 অভিবাদা মহাতেজা গমনায়োপচক্রমে ॥ ২৮  
 ‘তখন মহাতেজস্বী রামচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে মহামুনি  
 বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করে যাত্রার উপক্রম করলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

## অষ্টাবিংশ সর্গ (২৮)

অঙ্গসংহারবিধি বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশ, বিশ্বামিত্রের নিকট থেকে  
 রামচন্দ্রের অন্যান্য অঙ্গলাভ এবং আশ্রম ও যজ্ঞস্থান বিষয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে রামচন্দ্রের প্রশ্ন

প্রতিগৃহ্য ততোহঙ্গানি প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ।  
 গচ্ছস্ব চ কাকুৎস্থো বিশ্বামিত্রমখ্যত্রবীৎ ॥ ১  
 ‘অনন্তর পবিত্র চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গগুলি গ্রহণ করে  
 প্রফুল্লিত মনে (পথে) যেতে যেতে বিশ্বামিত্রকে বলতে  
 লাগলেন—  
 গৃহীতান্নোহস্মি ভগবন্ দুরাধর্মঃ সুরৈরপি।  
 অঙ্গাণাং ত্বমিচ্ছামি সংহারান্ মুনিপুঙ্গব ॥ ২  
 “ভগবন্! আমি অঙ্গসমূহ গ্রহণ করে দেবতাদেরও  
 অজ্ঞেয় হলম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এখন আমি অঙ্গসমূহের  
 নিয়ন্ত্রণের উপায় জানতে চাই।”  
 এবং ভ্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।  
 সংহারান্ বাজহারাত ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শুচিঃ ॥ ৩  
 ‘অনন্তর কাকুৎস্থকুলভিলক শ্রীরামচন্দ্র এইরকম  
 বললে, মহাতপস্বী ধৈর্যশীল উত্তম ব্রতধারী পবিত্র চরিত্র  
 মহর্ষি বিশ্বামিত্র অঙ্গসমূহের নিয়ন্ত্রণের বিধি (শ্রীরামচন্দ্রকে)  
 উপদেশ (শিক্ষা) দিলেন।  
 সত্যবন্তঃ সত্যকীর্তিঃ ধৃষ্টঃ রতসমেব চ।

প্রতিহারতরং নাম পরাশ্রমমবাসুখম্ ॥ ৪  
 লক্ষ্যালক্ষ্যবিমো চৈব দুঃখনাভসুনাভকৌ।  
 দশাঙ্কশতবজ্রৌ চ দশদীর্ঘশতোদরৌ ॥ ৫  
 পদ্মনাভমহানভৌ দুঃখনাভসুনাভকৌ।  
 জ্যোতিষঃ শকুনঃ চৈব নৈরাস্যবিমলাবুজৌ ॥ ৬  
 যৌগন্ধারবিনিকৌ চ দৈত্যপ্রমথনৌ তথা।  
 শুচিবাহুর্মহাবাহুর্নিম্নজিবির্লচক্ৰধা  
 সার্চিমালী ধৃতিমালী বৃষ্টিমান্ রুচিরজ্ঞথা ॥ ৭  
 পিত্রাঃ সৌমনসশৈব বিধৃতমকরাবুজৌ।  
 শরবীরঃ রতিং চৈব ধনধানৌ চ রাঘব ॥ ৮  
 কামরূপং কামরুচিং মোহমাবরণং তথা।  
 জুহুং সর্গনাথং চ পহানবরুণৌ তথা ॥ ৯  
 কৃশাশ্বতনয়ান্ রাম ভাস্করান্ কামরূপিণঃ।  
 প্রতীচ্ছ মম ভদ্রং তে পাত্তভূতোহসি রাঘব ॥ ১০  
 “হে রাম! তোমার কল্যাণ হোক। হে রঘুকুল-  
 ভিলক! কৃশাশ্ব নামক প্রজাপতির সন্তান (কৃশাশ্ব থেকে  
 উৎপন্ন) উজ্জ্বল ও তেজস্বী এবং কামরূপী (ইচ্ছানুসারে



রূপগ্রহণকারী) — সত্যবান, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রত্নস, প্রতিহারতর, পরাভূষ, অবাভূষ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দুর্দ্রাভ, সুনাত, দশাঙ্ক, শতবক্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুর্দ্রাভ, সুনাত, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাস্য, বিমল, দৈতানাশকারী যৌগন্ধর, বিনিম্ব, শুচিবাৎ, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরূচ, সার্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃষ্টিমান, রুচির, পিত্র্য, সৌম্যনস, বিধূত, মকর, পরবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরূচি, মোহ, আবরণ, জম্বক, সর্পনাথ, পহান, এবং বরুণ নামক আমার (মহর্ষি বিশ্বামিত্রের) মন্ত্রপুত্র এই অস্ত্রগুলি তুমি গ্রহণ করো। (কারণ) তুমি-ই (এই অস্ত্রগুলির ব্যবহার করার) উপযুক্ত পাত্র।”

বাচমিতোষ কাকুৎস্থঃ প্রহুষ্টেনাক্ষরাঙ্কনা।

দিবাভাসরদেহাশ্চ মূর্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ ॥ ১১

‘কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র “বেশ তাই হোক”, বলে সেই অস্ত্রগুলি গ্রহণ করলেন। সেই অস্ত্রগুলি ছিল স্বর্গীয় উজ্জ্বল দেহধারী, মূর্তিমান ও সুখপ্রদ।

কেচিদঙ্গারসদৃশাঃ কেচিদ্রুমোপমাস্থা।

চন্দ্রার্কসদৃশাঃ কেচিৎ প্রহুঞ্জলিপুটাস্থা ॥ ১২

রামঃ প্রাজ্জলয়ো হৃদ্বাব্ধবন্ মধুরভাষিণঃ।

ইমে স্ম নরশার্দ্দল শাষি কিং করবাম তে ॥ ১৩

‘আবির্ভূত দেহধারী সেই অস্ত্রগুলির মধ্যে কেউ কেউ অঙ্গারসদৃশ রক্তবর্ণ, কেউ কেউ ধূস্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ কেউ আবার সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান। মধুরভাষী সেই অস্ত্রগুলি নন্দন তথা কৃতাজ্জলিপুটে শ্রীরামচন্দ্রকে বলল—“হে পুরুষসিংহ! এই আমরা উপস্থিত; আপনার জন্য কী করতে পারি, আদেশ করুন।”

গমাতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ।

মানসাঃ কার্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ ॥ ১৪

‘শ্রীরামচন্দ্র তাদের (সশরীরী অস্ত্রদের) বললেন—“তোমরা এখন অতীষ্ট স্থানে চলে যাও; পরে মানসিকভাবে আমার কাজের সময় উপস্থিত হলে আমাকে সাহায্য করবে।”

অথ তে রামমামন্ত্র্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।

এবমব্রুতি কাকুৎস্থমুক্ষা জগ্মুর্ষথাগতম্ ॥ ১৫

‘তখন তারা (সেই অস্ত্রগুলি) কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে বিদায় অভিনন্দন জানাল এবং “তাই-ই হোক”, এই কথা বলে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে গেল।

স চ তান্ রাখবো জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্।

গচ্ছয়েবাথ মধুরঃ শ্রুত্বঃ বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬

কিমতরোঘসম্ভাশঃ পর্বতস্যাবিদূরতঃ।

বৃক্ষখণ্ডমিতো ভাতি পরঃ কৌতূহলঃ হি মে ॥ ১৭

‘রাখব রামচন্দ্র (অস্ত্রবিষয়ক) মন্ত্রগুলি জেনে নিয়ে পথে চলতে চলতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্যে বললেন—“ভগবন্! পর্বতের অদূরে ঐ যে মেঘপুঞ্জের মতো তরুরাজি শোভা পাচ্ছে ঐটি কী? এই বিষয়ে জানবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে।

দর্শনীয়ং মৃগাকীর্ণং মনোহরমতীৰ চ।

নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বহুভাষৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৮

“(বিচরণশীল) হরিণদের দ্বারা স্থানটি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। মধুর কূজনরত বিহগকুল সমাবেশে স্থানটি সুশোভিত।

নিঃসৃতাঃ স্ম্যা মুনিশ্রেষ্ঠ কান্তারাদ্ রোমহর্ষণাং।

অনয়া ত্ববগচ্ছামি দেশস্য সুখবন্তয়া ॥ ১৯

“হে মুনিবর! আমরা (তাড়কা রাক্ষসীর) ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক গভীর অরণ্য থেকে বহির্গত হয়ে এসেছি, এবং সেইজন্যই এই স্থানের সুখকর অবস্থা অনুভব করতে পারছি।

সর্বং মে শংস ভগবন্ কস্যাশ্রমপদং হৃদম্।

সম্প্রাপ্তা যত্র তে পাপা ব্রহ্মণ্য দুষ্টচারিণঃ ॥ ২০

তব যজ্ঞস্য বিদ্যায় দুরাক্ষানো মহামুনে।

ভগবন্তস্য কো দেশঃ সা যত্র তব যাজ্ঞিকী ॥ ২১

রক্ষিতব্য্য ত্রিয্যা ব্রহ্মন্ যয়া বধ্যাক্ষ রাক্ষসাঃ।

এতৎ সর্বং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামাহং প্রভো ॥ ২২

“হে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবন্! যেখানে এসেছি সেই আশ্রমটি কার? হে ব্রহ্মন্! হে প্রভো! যেখানে পাপী ব্রহ্মহত্যাকারী দুষ্টাচার দুরাত্মা আপনার যজ্ঞের বিঘ্নকারক রাক্ষসদের বধ করে আপনার যজ্ঞত্রিয্যা রক্ষা করতে হবে, সেই দেশটি (আপনার সেই আশ্রমটি) কোথায়? আমি এই সকল শুনতে চাই, আমাকে সব বলুন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

## উনত্রিংশ সর্গ (২৯)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর দান এবং সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন

অথ তস্যাপ্রমেষস্য বচনং পরিপূচ্ছতঃ।  
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ১

‘তখন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অপরিমেয় প্রভাবশালী  
রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে শুরু করলেন—

ইহ রাম মহাবাহো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ।  
বর্ষাশি সুবহুনাহ তথা যুগশতানি চ॥ ২  
তপশ্চরণযোগার্থমুবাচ সুমহাতপাঃ।

এব পূর্বপ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ॥ ৩

“হে মহাবীর রাম ! দেবপূজিত মহান তপস্বী  
ভগবান বিষ্ণু এই আশ্রমে বহু বৎসর তপস্যা করেছিলেন।  
যোগসাধনায় এখানে তাঁর শত শত যুগ কেটে গিয়েছিল।  
এইটি ছিল মহাত্মা বামনদেবেরও তপোভূমি।

সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো হ্যত্র মহাতপাঃ।  
এতন্মিমেব কালে তু রাজা বৈরোচনিবলিঃ॥ ৪

নির্জিত্য দৈবতগণান্ সেদ্রান্ সহমরুদ্ গগান্।

করয়ামাস তদ্রাজ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥ ৫

“এখানে মহাতপস্বী বিষ্ণু সিদ্ধিলাভ করেছিলেন  
বলে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত। সেই সময়ে  
বিরোচনপুত্র রাজা বলি (দেবরাজ) ইন্দ্র এবং মরুদগণসহ  
দেবগণকে পরাজিত করে সেই স্বর্গরাজ্যকে নিজ অধিকারে  
নিয়ে এসে ত্রিভুবনে খ্যাতিলাভ করেন।

যজ্ঞধ্বংসকার সুমহানসুরেন্দ্রো মহাবলঃ।  
বলেহু যজ্ঞমানসা দেবাঃ সাগ্নিপুরুগমাঃ।

সমাগমা স্বয়ংৈব বিষ্ণুর্মুচুরিহাশ্রমে॥ ৬

“মহাবলশালী মহান অসুরাধিপতি বলি একটা যজ্ঞ  
করেছিলেন। বলিরাজের সেই যজ্ঞ চলাকালীন দেবতারা  
নিজেরাই অগ্নিদেবকে মুখপাত্র করে এই আশ্রমে এসে  
ভগবান বিষ্ণুকে বললেন—

বলিবৈরোচনিবিশ্বেষা যজ্ঞতে যজ্ঞমুত্তমম্।  
অসমাপ্তব্রতে তস্মিন্ স্বকার্যমভিপদ্যতাম্॥ ৭

—হে সর্বব্যাপিন পরমেশ্বর ! বিরোচনপুত্র বলি একটা  
উত্তম যজ্ঞের আয়োজন করেছে। সেই ব্রত (যজ্ঞ) সমাপ্ত  
হওয়ার পূর্বেই (অসমাপ্ত থাকতে থাকতেই) আপনি  
আমাদের জন্য নিজকার্য সমাপন করুন (ঐ যজ্ঞ নষ্ট করে  
বলি কর্তৃক বলপূর্বক অধিকৃত স্বর্গরাজ্য পুনরায় দেবরাজ  
ইন্দ্রকে প্রদান করুন।)

যে চৈনমভিবর্তন্তে যাচিতার ইতস্ততঃ।

যচ্চ যত্র যথাবচ্চ সর্বং তেভাঃ প্রযচ্ছতি॥ ৮

—নানা দিক্ (দেশ) থেকে আগত প্রার্থীরা তার  
(বলির) নিকট উপস্থিত হয়ে যা কিছু এবং যে ভূমি (অর্থাৎ  
ছাবর-অছাবর দ্রব্যাদি) প্রার্থনা করেছে, (দৈত্যরাজ)  
তাদেরকে সেই সব কিছুই দান করেছে।

স হুং সুরহিতার্থায় মায়াযোগমুপাশ্রিতঃ।

বামনহুং গতো বিষ্ণো কুরু কল্যাণমুত্তমম্॥ ৯

—হে ভগবান বিষ্ণু ! দেবতাদের কল্যাণের জন্য  
আপনি যোগমায়াদেবীর আশ্রয়ে (মায়া তথা ছলনার দ্বারা)  
বামন রূপ ধারণ করে (উক্ত যজ্ঞস্থলে গমন করুন এবং  
দেবতাদের তথা জগজ্জীবের) পরম কল্যাণ সাধন করুন।

এতন্মিহহুং রাম কশ্যাপোহগ্নিসমপ্রভঃ।

অদিত্যা সহিতো রাম দীপ্যমান ইবৌজসা॥ ১০

দেবীসহায়ো ভগবান্ দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।

ব্রতং সমাপ্য বরদং তুষ্টাব মধুসূদনম্॥ ১১

“হে রাম ! ইত্যবসরে স্বীয় ভেজে উদ্দীপ্ত অগ্নিসম  
সমুজ্জ্বল মহর্ষি কশ্যপ (ধর্মপত্নী) অদিতির সঙ্গে সেখানে  
এসে উপস্থিত হলেন। রাম ! দেবী অদিতির সঙ্গে ভগবান  
কশ্যপ সহস্র দিব্যবৎসর ব্যাপী ব্রত সমাপন করে বরদাতা  
ভগবান্ মধুসূদনের স্তুতি করে বললেন—

তপোময়ং তপোরাশিঃ তপোমূর্তিঃ তপাস্ককম্।

তপসা হুং সূতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্॥ ১২

—হে ভগবন্ ! কঠোর তপঃপ্রভাবে আমি দেখছি যে,  
আপনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, তপোময় ও তপঃসমৃদ্ধ ; (আপনিই)  
তপস্যার প্রতিমূর্তি তপঃস্বরূপ !

শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্বমিদং প্রভো।

ত্বমনাদিরনির্দেশাত্মাহং শরণং গতঃ॥ ১৩

—হে প্রভো ! আপনার শরীরে বিবাজিত এই নিখিল  
জগৎ আপনাকে নির্দিষ্টরূপে বর্ণনা করতে পারে না।  
আপনি অনাদি (অনাদি অনন্তও বটে)। আমি আপনার  
শরণ নিলাম।

তমুবাচ হরিঃ প্রীতঃ কশ্যপং গতকন্মবম্।

বরং বরয় ভদ্রং তে বরার্হোহসি মতো মম॥ ১৪

“শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে বিগত পাপ কশ্যপমুনিকে  
বললেন— আমার বিচারে তুমি বরলাভের উপযুক্ত পাত্র,

অতএব বর প্রার্থনা করো। তোমার কল্যাণ হোক।  
তচ্ছ্রীং বচনং তস্য মরীচঃ কশ্যাপোহব্রবীৎ।  
অদিত্যা দেবতানাঞ্চ মম চৈবানুযাচিতম্॥ ১৫  
বরং বরদ সূপ্রীতো দাতুমর্হসি সূত্রত।  
পুত্রদ্বং গচ্ছ ভগবদিত্যা মম চানঘা॥ ১৬  
“ভগবান শ্রীহরির সেই কথা শুনে মরীচিনন্দন  
মহর্ষি কশ্যপ বললেন—উত্তম ব্রতধারিন, বরদাতা হে  
নিষ্পাপ ভগবন্! দেবতাদের, দেবমাতা অদিতির এবং  
আমারও সনির্বন্ধ প্রার্থনা, আপনি সুপ্রসন্ন হয়ে এই বর দান  
করুন যে, আপনি অদিতির গর্ভে আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ  
করবেন।

ব্রাতা ভব যদীয়াংস্ত্বং শক্রস্যাসুরসূদন।  
শোকাক্তানাং তু দেবানাং সাহায্যং কর্তুমর্হসি॥ ১৭  
—হে দানবদলন! আপনি ইন্দের ছোট ভাই হয়ে  
এসে (জন্মগ্রহণ করে) শোকাক্ত দেবতাদের সাহায্য করুন।  
অয়ং সিদ্ধাশ্রমো নাম প্রসাদাং তে ভবিষ্যতি।  
সিদ্ধে কমণি দেবেশ উত্তিষ্ঠ ভগবদ্বিতঃ॥ ১৮

—হে দেবেশ্বর! আপনার তপস্যা সিদ্ধ হওয়ায়  
আপনার আশীর্বাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হবে।  
হে ভগবন্! আপনি এখন এখান থেকে উঠুন।  
অথ বিষ্ণুমহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত।  
বামনং রূপমাহ্বায় বৈরোচনিমুপাগমৎ॥ ১৯

“অনন্তর মহাতেজস্বী ভগবান বিষ্ণু (কশ্যপ-পত্নী)  
অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করে বিরোচনপুত্র  
বলির নিকটে গেলেন।

ত্রীন্ পদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্য চ মেদিনীম্।  
আক্রম্য লোকাল্লোকার্থী সর্বলোকহিতে রতঃ॥ ২০  
মহেন্দ্রায় পুনঃ প্রাদাম্বিয়ম্য বলিমোজসা।  
ত্রৈলোক্যং স মহাতেজাশ্চক্রে শক্রবংশং পুনঃ॥ ২১

“ত্রিভুবনের কল্যাণে নিরত (ভগবান  
বামনদেবরূপী) বিষ্ণু ত্রিভুবনের প্রার্থী হয়ে ত্রিপাদ ভূমি  
যাচঞা (ভিক্ষা) করে পৃথিবীকে গ্রহণ করলেন এবং  
অপর লোকদ্বয় অতিক্রম করে (আহরণ করে) মহেন্দ্রকে  
পুনরায় ত্রিলোক প্রদান করলেন। সেই মহাতেজস্বী  
পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে বলিকে সংযত (বন্ধন) করে  
এইভাবে ত্রিলোকের আধিপত্য পুনরায় ইন্দ্রকে প্রদান  
করলেন।

তেনৈব পূর্বমাক্রান্ত আশ্রমঃ শ্রমনাশনঃ।  
ময়াপি ভক্ত্যা তসৌব বামনস্যোপভূজ্যতে॥ ২২

“পূর্বে ভগবান বামনদেব এই আশ্রমে পদ  
করেছিলেন, তাই এই আশ্রম সকল শ্রম (দুঃখ শোকাদি,  
বিনাশকারী। সেই বামনদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমিও  
এখানে বাস করি।

এনমাত্রমমায়ান্তি রাক্ষসা বিদ্বকরিণঃ।  
অত্র তে পুরুষব্যাঘ্র হস্তব্যা দুষ্টচরিণঃ॥ ২৩

“হে পুরুষসিংহ! যজ্ঞে বিদ্বগৃষ্টিকারী রাক্ষসগণ  
এই আশ্রমে আসছে, সেই দুরাচারীদের তোমায় হস্তা  
করতে হবে।

অদা গচ্ছামহে রাম সিদ্ধাশ্রমমনুত্তমম্।  
তদাশ্রমপদং তাত তনাপোতদ্ যথা মম ২৪

“রাম! আজ আমরা সেই অত্যুত্তম মনোরম  
সিদ্ধাশ্রমে যাচ্ছি। বৎস! এই পবিত্র আশ্রমটি যেমন  
আমার, তেমনই তোমারও।” (রামচন্দ্র যে স্মরণ ভগবান  
বিষ্ণুরই অবতার এটি নিশ্চয়ই তপঃসিদ্ধ মহর্ষি বিশ্বামিত্র  
বুঝতে পেরেছেন; এই সর্গেরই ২ এবং ৩ সংখ্যক শ্লোক  
দ্রষ্টব্য।)

ইত্যুক্তা পরমপ্রীতো গৃহ্য রামং সলঙ্গমম্।  
প্রবিশান্নাশ্রমপদং বারোচত মহামুনিঃ।  
শশীব গতনীহারঃ পুনর্বসুসমম্বিতঃ॥ ২৫

“এই কথা বলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সানন্দে রাম ও  
লঙ্গমণের হাত ধরে সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করলেন  
সেই সময় তিনি যেন পুনর্বসুনক্ষত্রদ্বয়যুক্ত তুম্বারমুক্ত চন্দ্রের  
ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।  
উৎপত্তোৎপত্ত্য সহসা বিশ্বামিত্রমপূজয়ন্। ২৬  
যথার্থং চক্রিরে পূজাং বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।  
তথৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্বদতিথিত্রিয়াম্ ২৭

“মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দেখে সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিরা  
সকলে ছুটাছুটি করে এসে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা  
জানালেন। তাঁরা (আশ্রমবাসী মুনিরা) মহর্ষিকে যেভাবে  
অর্চনা করলেন সেই একইরকমভাবে রাজকুমারদ্বয়কে  
আতিথ্য (অভ্যর্থনা) জানালেন।

মুহূর্তমথ বিশ্রান্তৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।  
প্রাঞ্জলী মুনিশার্দূলমুচুত রঘুনন্দনৌ ২৮

“অনন্তর শত্রুনিধনকারী রঘুকুলনন্দন রাজপুত্রদ্বয়  
(রাম ও লঙ্গমণ) ক্ষণকাল বিশ্রাম করে করজোড়ে মুনিবর  
বিশ্বামিত্রকে বললেন—

অদৌব দীক্ষাং প্রবিশ ভদ্রং তে মুনিগুপ



সিদ্ধাপ্রমোহয়ঃ সিদ্ধঃস্যাৎ সত্যমহু বচন্তবঃ॥ ২৯  
“হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আজই (যজ্ঞের জন্য) দীক্ষা গ্রহণ করুন। আপনার কল্যাণ হোক। (আপনার যজ্ঞ কর্ম দ্বারা) এই সিদ্ধাপ্রম আবীর সিদ্ধ (পবিত্র) হোক। আপনার বাক্য সত্য হোক।”

এবমুক্তো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহানৃষিঃ।  
প্রবিবেশ তদা দীক্ষাং নিয়তো নিয়তেজসিঃ॥ ৩০  
কুমারবপি তাং রাজিমুষিত্বা সুসমাহিতৌ।  
প্রভতকালে চোখায় পূর্বাং সক্ষ্যামুপাস্য চ॥ ৩১

প্রশুচী পরমং জাপাং সমাপ্য নিয়মেন চ।  
ষত্যাগ্নিহোত্রমাসীনং বিশ্বামিত্রমবন্দতাম্॥ ৩২  
‘এইরূপ কবিত হয়ে মহাতেজসী মহর্ষি বিশ্বামিত্র সংযত চিত্তে নিয়মপূর্বক (যজ্ঞের) দীক্ষা গ্রহণ করলেন। রাজকুমারদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) সেখানে সংযত চিত্তে রাত্রি-বাসান্তে প্রভাতে শয্যাভ্যাগ করে পবিত্রভাবে প্রাতঃকালীন সক্ষ্যাবন্দনাদি ও শ্রেষ্ঠ জপনীয় গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন এবং পরে যথাবিধি অগ্নিহোত্রাদি সমাপনান্তে উপবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বন্দনা করলেন।’

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্বামাযণে বাস্মীকীয়ে আদিকাবো বালকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

মহর্ষি বাস্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥

## ত্রিংশ সর্গ (৩০)

শ্রীরাম কর্তৃক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা ও রাক্ষস নিধন

অথ তৌ দেশকালভৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।  
যশে কালে চ বাক্যজাবরুতাং কৌশিকং বচঃ॥ ১  
‘অনন্তর যথাস্থানে ও যথাকালে কর্তব্য সম্পাদনে অভিজ্ঞ এবং বাক্যপ্রয়োগকুশল, শত্রুদমনকারী রাজকুমারদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) কুশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—

জগবন্তৌতুমিচ্ছাবো যস্মিন্ কালে নিশাচরৌ।  
নরক্ষণীযৌ তৌ ব্রুহি নাতিবর্তেত তৎক্ষণম্॥ ২

‘ভগবন্! যে সময়ে (মারিচ ও সুবাহু নামক) রাক্ষসদ্বয়ের অ্যক্রমণ থেকে যজ্ঞ রক্ষা করতে হবে সেই ক্ষণটি (সময়) বলুন; আমরা (দুই ভাই) শুনতে চাই। সেই ক্ষণ যেন অতিক্রান্ত না হয় (চলে না যায়)।’

এবং ব্রুবানৌ কাকুৎস্থৌ দ্বরমাণৌ যুযুৎসয়া।  
দর্বে তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রশশংসূর্নশাক্ষজৌ॥ ৩

‘এই কথা বলে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ (ভ্রাতৃদ্বয়) যুদ্ধার্থে ক্রত অগ্রসর হলেন। তখন আশ্রমস্থ মুনিরা সকলে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগলেন।

অদ্য প্রভৃতি ষড়্রাত্ৰং রক্ষতাং রাঘবৌ যুবাম্।  
দীক্ষাং গতৌ হোষ মুনির্মোহিতঃ চ গমিষ্যতি॥ ৪

‘মুনিরা বললেন—“হে রাঘব (ভ্রাতৃদ্বয়)! তোমরা দুজন আজ থেকে ছয় রাত্রি যজ্ঞ রক্ষা করো; কারণ, মহর্ষি

(বিশ্বামিত্র) যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ করে (এই ছয় দিবস-রাত্রি) মৌনাবলম্বন করে থাকবেন।”

তৌ তু তত্চনং শ্রুত্বা রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।  
অনিদ্রং ষডহোরাত্রং তপোবনমরক্ষতাম্॥ ৫

‘মুনিদের সেই কথা শুনে, যশস্বী রাজপুত্রদ্বয় (শ্রীরাম-লক্ষ্মণ) ছয়দিন ধরে অনিদ্রায় থেকে দিবারাত্র তপোবন রক্ষা করতে লাগলেন।

উপাসাধঃকৃতুর্বারৌ যতৌ পরমযশস্বিনৌ।  
নরক্ষতুমুনিবরং বিশ্বামিত্রমরিন্দমৌ॥ ৬

‘মহাধনুর্ধারী ও শত্রুদর্দনকারী সেই বীর কুমারদ্বয় সেখানে সাবধানে অবস্থান করে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে (তাঁর যজ্ঞকেও) রক্ষা করতে যত্নবান হলেন।

অথ কালে গতে তস্মিন্ ষষ্ঠেহহনি তদাগতে।  
সৌমিত্রিমব্রবীদ্ রামো যন্তো জব সমাহিতঃ॥ ৭

‘অতঃপর সময় অতিবাহিত হয়ে ষষ্ঠ দিবস আগত হলে রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন, “সাবধান এবং একাগ্র হও।”

রামসৌবঃ ব্রুবামহ্য জ্বরিতস্য যুযুৎসয়া।  
প্রজ্ঞস্থল ততো বেদিঃ সোপাখ্যায়পুরোহিতা॥ ৮

‘যুদ্ধার্থে তৎপর রামচন্দ্র এই কথা বললে, যজ্ঞের উপদেষ্টা ব্রহ্মা এবং পুরোহিতগণ-পরিবেষ্টিত যজ্ঞবেদি

প্রদর্শিত হয়ে উঠল।

সদর্ভচমসংস্কা

সমমিত-কুসুমোচ্চয়া।

বিশ্বামিত্রের সহিত বেদির্জ্জ্বাল সর্ভিজা ॥ ৯

‘মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও ঋষিকগণ (যজ্ঞবেদিপার্শ্বে) উপবিষ্ট হলে কুশ-যজ্ঞপাত্র-ঘৃতপাত্র-যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা সুশোভিত এবং কুসুমবাজিসমাকীর্ণ যজ্ঞবেদি প্রদর্শিত হয়ে উঠল।

মন্ত্রবচ যথান্যায়ঃ যজ্ঞোহসৌ সম্প্রবর্ততে।

আকাশে চ মহাশৃঙ্গঃ প্রাদুরাসীদু ভয়ানকঃ ॥ ১০

‘মন্ত্রম্বনিসহ যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ হল। এমন সময় আকাশে ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ শোনা গেল।

আবার্ণ গগনং মেঘো যথা প্রাবৃষি দৃশ্যতে।

তথা মায়্যঃ বিকূর্বানৌ রাক্ষসাবজ্যাবতাম্ ॥ ১১

মারীচচ সবাহুচ তয়োন্নুচরাস্তথা।

আগম্য ভীমসঙ্কশা রুধিরৌঘানবাসজন্ ॥ ১২

‘মারীচ এবং সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয়, বর্ষাকালে আকাশে মেঘবিস্তারের মতো, মায়্যা বিস্তার দ্বারা আকাশকে আবৃত করে ছুটে এল। তাদের ভীষণদর্শন অনুচরেরাও ছুটে এসে (যজ্ঞ হলে) প্রভূত রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করল (রক্ত বর্ষণ করতে লাগল)।

তাং তেন রুধিরৌষণ বেদীং বীক্ষ্য সমুক্ষিতাম্।

সহস্রাভিক্রতো রামস্তানপশ্যৎ ততো দিবি ॥ ১৩

তাবাপতন্তৌ সহসা দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনঃ।

লক্ষ্মণঃ ত্তিসংপ্রেক্ষ্য রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪

‘শোণিতপ্রবাহে সেই বেদিকে সিক্ত দেখে কমললোচন রাম সহসা দৌড়ে এসে সেই রাক্ষসদের দেখতে পেলেন এবং তাদের দুজনকে (মারীচ ও সুবাহুকে) আক্রমণোদ্যত হয়ে আসতে দেখে লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন—

পশ্য লক্ষ্মণ দুর্বৃত্তান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্।

মানবান্সমাবৃত্তাননিলেন যথা ঘনান্ ॥ ১৫

করিষ্যামি ন সন্দেহো নোৎসহে হস্তমীদৃশান্।

‘লক্ষ্মণ ! দেখ, আমমাংসভোজী (কাঁচামাংস ডঙ্কণকারী) এই রাক্ষসদের আমি মানব নামক অস্ত্রপ্রয়োগে বায়ুতড়িত মেঘের মতো ছিন্ন-ভিন্ন করে বিতাড়ন করব, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ঈদৃশ (এইরকম) দুর্বৃত্তদের হত্যা করতে (আমি) উৎসাহী নই (চাই না)।’

ইত্যুক্তা বচনং রামশ্চাপে সক্ষ্যায় বেগবান্ ॥ ১৬

মানবং পরমোদারমন্ত্রং পরমভাধরম্।

চিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো মারীচোরসি রাঘবঃ ॥ ১৭

‘এই কথা বলে রঘুকুলতিলক বেগশালী বানচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শক্তিশালী ও তেজস্বী মানব নামক অস্ত্রটি ধনুকে যোজনা করে মারীচের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন

স তেন পরমাত্রেণ মানবেন সমাহতঃ।

সম্পূর্ণঃ যোজনশতং ক্ষিপ্তঃ সাগরসংগ্ৰবে ॥ ১৮

‘সেই ভয়ানক মানবাত্রেণের প্রহারে আহত হয়ে মারীচ শতযোজন দূরে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হল।

বিচেতনং বিঘূর্ণন্তঃ শীতেষুবলপীড়িতম্।

নিরন্তঃ দৃশ্য মারীচঃ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১৯

‘শীতেষু নামক অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হতচেতন ও ঘূর্ণায়মান মারীচকে (যুদ্ধে) নিরন্ত দেখে রাম লক্ষ্মণকে

বললেন—

পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষুঃ মানবং মনুসংহিতম্।

মোহয়িত্বা নন্নতোনং ন চ প্রাণৈর্বিঘূজ্যতে ॥ ২০

‘লক্ষ্মণ ! মনুপ্রযুক্ত শীতেষু নামক মানব-অস্ত্রে

প্রভাব দেখো, (এই অস্ত্র) মারীচকে মূর্তিত করে তড়িয়ে

নিষে যাচ্ছে, কিন্তু প্রাণে মারছে না।

ইমানপি বধিষ্যামি নির্ঘণান্ দুষ্টচারিণঃ।

রাক্ষসান্ পাপকর্মহান্ যজ্ঞঘ্নান্ রুধিরশানান্ ॥ ২১

‘নির্দয়, দুরাচারী, পাপকর্মী, যজ্ঞবিনাশকারী এই

রাক্ষসদেরও (আমি) বধ করব।’

ইত্যুক্তা লক্ষ্মণঃ চান্ত লাঘবং দর্শয়ন্নিব।

বিগৃণ্য সুমহচ্ছাত্তমাগ্নেয়ং রঘুনন্দনঃ ॥ ২২

সুবাহুরসি চিক্ষেপ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ ভুবি

শেষান্ বায়বামাদায় নিজ্জঘান মহাযশাঃ।

রাঘবঃ পরমোদারা মুনীনাং মুদমাবহন ॥ ২৩

‘শ্রীলক্ষ্মণকে এই কথা বলে রঘুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র

নিজের ক্ষিপ্ততা দেখিয়ে শীঘ্রই মহৎ আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করে

সুবাহুর বক্ষে নিক্ষেপ করলে, বাণবিদ্ধ সুবাহু ভূমিতে

পতিত হল। পরম উদার মহাযশস্বী রঘুকুলতিলক শ্রীরা

নিশাচরদেরও বায়ব্য-অস্ত্র দ্বারা হত্যা করে মুনীদের আনন্দ

উৎপাদন করলেন।

স হত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ যজ্ঞঘ্নান্ রঘুনন্দনঃ।

ঋষিভিঃ পূজিতস্তত্র যথেক্তো বিজয়ে পুরা ॥ ২৪

‘পুরাকালে অসুর বিজয় করে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন

ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন, তদ্রূপ রঘুকুলনন্দন

রামচন্দ্র যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের হত্যা করে সেখানে (সেই

সিদ্ধাপ্রাণে) ঋষিদের দ্বারা পূজিত হলেন।

অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।  
সিদ্ধিতিকা দিশো দৃষ্টা কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ॥ ২৫  
'অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হলে মহামুনি বিশ্বামিত্র সকল  
দিক বিদ্যুত্বনা দেখে কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে বললেন—  
কৃতার্থোহস্মি মহাবাহো কৃতং গুরুবচন্য।  
সিদ্ধপ্রমমিদং সত্যং কৃতং বীর মহাযশঃ।

স হি রামঃ প্রশস্যেয়ং ভাভ্যাং সন্ধ্যামুপাগমৎ॥ ২৬  
“হে মহাবীর ! তুমি গুরুবাক্য পালন করায়  
(গুরুবচনে) আমি কৃতার্থ হয়েছি। হে মহাযশসী বীর, তুমি  
এই সিদ্ধাপ্রম নাম সার্থক করেছ।” মহর্ষি বিশ্বামিত্র  
এইভাবে রামের প্রশংসা করে তাঁদের দুই ভাই-এর (বাম ও  
দক্ষিণের) সঙ্গে সন্ধ্যাপাসনায় প্রবৃত্ত হলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণে বালাকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

### একত্রিংশ সর্গ (৩১)

রাম-লক্ষ্মণ এবং ঋষিদের নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মিথিলা যাত্রা,  
পথে সায়ংকালে শোণভদ্র নদীতীরে বিশ্রামগ্রহণ

অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থো রামলক্ষ্মণৌ।  
উজ্জ্বলমুদিতৌ বীরৌ প্রহৃষ্টেনান্তরাস্তন ॥ ১  
'অনন্তর (মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষায়) কৃতকৃত্য  
বীর রাম-লক্ষ্মণ হর্ষোৎফুল্ল হলেন এবং সিদ্ধাপ্রম্যে সেই  
রাত্রি সানন্দে অতিবাহিত করলেন।

প্রভাতয়াং তু শর্ব্বধাং কৃতপৌর্বাঙ্গিকক্রিয়ৌ।  
কিশ্বামিত্রমুখীং চান্যান্ সহিতাবতিজ্ঞাতুঃ ॥ ২

'রাত্রি প্রভাত হলে তাঁরা দুই ভাই পূর্বাঙ্গিকালীন  
কৃত্যাদি (প্রাতঃসন্ধ্যাদি) সমাপন করে একসঙ্গে বিশ্বামিত্র  
এবং অন্য ঋষিদের নিকটে গেলেন।

অভিবাদা মুনিশ্রেষ্ঠং জলন্তমিব পাবকম্।  
উজ্জ্বল পরমোদারং বাক্যং মধুরভাষিনৌ ॥ ৩

'প্রখলিত অগ্নির ন্যায় পবিত্র ও উজ্জ্বল মুনিশ্রেষ্ঠকে  
(মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে) অভিবাদন জানিয়ে মধুরভাষী  
জাতদয় অতীব মধুর বাক্যে বললেন—

ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।  
আত্মাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্ ॥ ৪

“হে মুনিপ্রবর ! এই আমরা দুজন আপনার কিঙ্কর  
এখানে উপস্থিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমাদের কর্তব্য নির্দেশ  
করুন, আমরা কী করব ?”

এবমুক্তে তয়োর্বাক্যে সর্ব এব মহর্ষয়াঃ।

বিশ্বামিত্রং পুরঙ্কতা রামং বচনমব্রুবন্ ॥ ৫

‘তাঁরা দুজন (রাম-লক্ষ্মণ) এই কথা বললে, মহর্ষিরা  
সকলে বিশ্বামিত্রকে সামনে রেখে রামকে বললেন—  
মৈথিলস্যা নরশ্রেষ্ঠ জনকস্যা ভবিষ্যতি।

যজ্ঞ পরমধর্মিষ্ঠস্তত্র যাস্যামহে বয়ম্ ॥ ৬

“হে নরশ্রেষ্ঠ ! মিথিলাধিপতি জনকের একটা মহান  
ধর্মীয় যজ্ঞ হবে। আমরা সেখানে যাব। (মিথিলাধিপতি  
জনক একটা ধর্মীয় যজ্ঞ করবেন।)

ত্বৈকৈব নরশার্দূল সহস্রাভিগমিষ্যসি।

অজুতঞ্চ ধনুর্ভং তত্র ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি ॥ ৭

“হে পুরুষসিংহ ! তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।  
সেখানে তুমি একটা বিশ্ময়কর ধনুর্ভং (রক্তের ন্যায়  
মহামূল্য ধনু) দেবতে পাবে।

তন্নি পূর্বং নরশ্রেষ্ঠ দত্তং সদসি দৈবতৈঃ।

অপ্রমেয়বলং ঘোরং মখে পরমভাস্বরম্ ॥ ৮

“হে পুরুষপ্রবর ! পূর্বে কোনও এক যজ্ঞসভায়  
দেবতারা এই অপরিমিত শক্তিশালী ভয়ঙ্কর অত্যাঙ্কল  
ধনুকটি রাজা জনককে দান করেন।

নাস্য দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।

কর্তুমারোপণং শক্না ন কথঞ্চন মানুষাঃ ॥ ৯

“এই ধনুকে জ্যা আরোপ করতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব,



অসুর এমনকী রাক্ষসেরাও সমর্থ হয়নি ; মানুষেরা তো কোনও প্রকারেই নয়।

ধনুষ্কন্য স্বীয় হি জিজ্ঞাসন্তো মহীক্ষিতঃ।

ন শেকুরারোপয়িতুং রাজপুত্রা মহাবলাঃ॥ ১০

“সেই ধনুকের শক্তিমত্তা জানতে ইচ্ছুক মহাবলশালী নৃপতিবর্গ এবং রাজপুত্রেরা তাতে (সেই ধনুকে) জ্যা আরোপণ করতে সমর্থ হননি।

তদনুরশার্দূল মৈথিলস্য মহাশ্বনঃ।

তত্র দ্রক্ষ্যসি কাকুৎস্থ যজ্ঞং চ পরমাত্মতম্॥ ১১

“কাকুৎস্থকুলনন্দন হে পুরুষসিংহ (রাম) ! সেখানে তুমি মহাত্মা মিথিলাধিপতির যজ্ঞ এবং সেই পরম অদ্ভুত ধনুকটি দেখতে পাবে।

তচ্চি যজ্ঞকালং তেন মৈথিলেনোত্তমং ধনুঃ

ঘাতিতং নরশার্দূল সূনাভং সর্বদেবতৈঃ॥ ১২

“হে পুরুষপ্রবর ! মিথিলাধিপতি যজ্ঞের ফলস্বরূপে উত্তম মধ্যভাগবিশিষ্ট ধনুকটি য্যা (প্রার্থনা) করলে, দেবগণকর্তৃক তা (তাকে) প্রদত্ত হয়েছে।

আয়্যগভূতং নৃপতেস্তস্য বেষ্মনি রাঘব।

অর্চিতং বিবিধৈর্গন্ধৈর্ষট্টপদ্মচাক্রগন্ধিভিঃ॥ ১৩

“হে রঘুনন্দন ! রাজা জনকের গৃহে (দেবপ্রদত্তহেতু) অর্চনীয় সেই ধনুকটি বিবিধ গন্ধদ্রব্য, ধূপ ও অস্ত্ররুগন্ধ দ্বারা পূজিত হয়ে আসছে।”

এবমুদ্ভা মুনিবরঃ প্রস্থানমকরোৎ তদা।

সর্বিসংঘঃ সাকাকুৎস্থ আয়ত্ন্য বনদেবতাঃ॥ ১৪

“অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র এই কথা বলে এবং বনদেবতাদের বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে ঋষিগণ এবং রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

স্বস্তি বোহস্ত গমিষ্যামি সিদ্ধঃ সিদ্ধাপ্রমাদহম্।

উত্তরে জাহ্নবীতীরে হিমবন্তঃ শিলোচ্চয়ম্॥ ১৫

“মুনিবর বনদেবতাদের বললেন — “আপনাদের মঙ্গল হোক। এই সিদ্ধাপ্রমে থেকে (যজ্ঞকার্যে) সিদ্ধিলাভ করে (আমি) জাহ্নবীর উত্তর কূলে হিমালয় পর্বতে চলে যাচ্ছি।”

ইত্থাক্তা মুনিশার্দূলঃ কৌশিকঃ স তপোধনঃ।

উত্তরাং দিশমুদ্दिश্য প্রহৃত্তমুপচক্রমে॥ ১৬

“এই কথা বলে মহাতপস্বী মুনিপুঙ্গব কৌশিকনন্দন বিশ্বামিত্র উত্তর দিক লক্ষ্য করে চলতে শুরু করলেন।

তং ব্রজন্তঃ মুনিবরমম্বগাদনুসারিণাম্।

শকটীশতমাত্রং তু প্রয়াণে ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১৭

“যাওয়ার সময় (উপস্থিত হলে) মুনিবর চলতে শুরু করলেন এবং তাঁকে অনুসরণকারী ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের (যজ্ঞীয় দ্রব্য ও দানাদিতে পূর্ণ) একশত শকট তাঁর অনুগমন করেছিল।

মৃগপক্ষিগণাশ্চৈব

সিদ্ধাপ্রমনিবাসিনঃ।

অনুজঘূর্মহাস্থানং

বিশ্বামিত্রং তপোধনম্॥ ১৮

“সেই সিদ্ধাপ্রমনিবাসী পশু-পক্ষীরাও তপস্বিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুগমন করেছিল।

নিবর্তয়ামাস ততঃ সর্বিসংঘঃ স পক্ষিণঃ।

তে গন্তা দূরম্ ধানং লব্ধমানে দিবাকরে॥ ১৯

বাসং চক্রমুনিগণাঃ শোণাকূলে সমাহিতাঃ।

তেহস্তং গতে দিনকরে দ্বাত্তা হতশতশনাঃ। ২০

“ঋষিদের সঙ্গে মহর্ষি বিশ্বামিত্র (সিদ্ধাপ্রমের) পশু-পক্ষীদের অনুগমন থেকে নিবৃত্ত করলেন অনন্তর দীর্ঘপথ যাওয়ার পর, সূর্য অস্তাচলগামী হলে, ঋষিগণ শোণতত্র নদীর কূলে অবস্থান করলেন এবং সূর্যাস্তের পর তাঁরা স্নানান্তে যজ্ঞাগ্নিতে আচ্ছতি প্রদান করলেন।

বিশ্বামিত্রং পুরঙ্কত্য নিষেদুরমিতৌজসঃ।

রামোহপি সহসৌমিত্রিমূনীঃস্থানভিপূজ্য চ॥ ২১

অগ্রতো নিষসাদাথ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।

“অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন ঋষিরা বিশ্বামিত্রকে সামনে রেখে উপবেশন করলেন। অনন্তর লক্ষ্মণের সঙ্গে রামচন্দ্রও সেই মুনিদের বন্দনা করে প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপবেশন করলেন।

অথ রামো মহাতেজা বিশ্বামিত্রং তপোধনম্। ২২

পপ্রচ্ছ মুনিশার্দূলং কৌতূহলসমম্বিতম্।

“তখন মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র কৌতূহলী হয়ে তপঃশ্রেষ্ঠ মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—  
ভগবন্ কো ঘ্যং দেশঃ সমুদ্রবনশোভিতঃ॥ ২৩  
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বঙ্কুমহসি তত্ত্বতঃ।

“ভগবন্ ! বনশোভাযুক্ত সমৃদ্ধিশালী এইটি কোন দেশ, যথার্থ জানতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি সানন্দে সব বলুন।”

নোদিতো রামবাকোন কথয়ামাস সূত্রতঃ।

দেশস্য নিখিলমুখিমথো মহাতপাঃ ॥ ২৪ ॥ মহাতপস্বী ঋষি বিশ্বামিত্র ঋষিদের মধ্যে সেই দেশ সম্বন্ধে  
শ্রীরামচন্দ্রের কথায় উৎসাহিত হয়ে উত্তম ব্রতধারী সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

## ষাট্রিংশ সর্গ (৩২)

ব্রহ্মার চার পুত্রের, তন্মধ্যে অন্যতম পুত্র কুশনাভের শতকন্যার কুজাঙ্গ  
প্রাপ্তির এবং শোণভদ্র তটবর্তী প্রদেশের বর্ণনা

ব্রহ্মাণির্মহানাসীং কুশো নাম মহাতপাঃ ।  
জট্রিষ্রতমর্মজঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ ॥ ১ ॥

‘(মহর্ষি বিশ্বামিত্র বললেন— হে রাম ! ) ‘ব্রহ্মার  
মহীয় চরিত্র, মহাতপস্বী, ব্রতপালনে ক্লান্তিহীন, ধর্মজ্ঞ  
(ধর্মিক) এবং সাধুজনসেবক কুশ নামে এক পুত্র ছিলেন।  
স মহাত্মা কুলীনায়াং যুজ্জনায়াং সুমহাবলান্।

বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্ ॥ ২ ॥

‘সেই মহাত্মা (কুশ) সংকুলসম্ভবা সুযোগ্যা স্ত্রী  
বৈদর্ভীর (বিদেহ রাজতনয়ার) গর্ভে নিজের উপযুক্ত  
মহাবলশালী চার পুত্রের জন্মদান করেন।

কুশাঃ কুশনাভঃ অসূর্তরজসং বসুম্।

দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষত্রধর্মচিকীর্ষয়া ॥ ৩ ॥

তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ।

ক্রিয়াতাং পালনং পুত্রা ধর্মং প্রাপ্যথ পুষ্পলম্ ॥ ৪ ॥

‘মহারাজ কুশ (প্রজারক্ষণরূপ) ক্ষত্রিয়

ধর্মপালনেচ্ছায় মহতেজস্বী, অতুৎসাহী, ধর্মপ্রাণ ও

সত্যবাদী কুশাশ্ব, কুশনাভ, অসূর্তরজাঃ এবং বসু নামক

পুত্রদের বললেন—হে পুত্রগণ ! তোমরা প্রজাদের

(ধর্মপথে) পালন করো ; তাহলে প্রভূত পুণ্য লাভ করবে।

কুশা বচনং শ্রুত্বা চতুরো লোকসমুদয়াঃ।

নিবেশং চক্রিরে সর্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা ॥ ৫ ॥

‘তখন (নিজ পিতা মহারাজ) কুশের সেই কথা

শুনে সেই চারজন নরশ্রেষ্ঠ লোকবরেণ্য রাজকুমার

সকলেই (পৃথক পৃথক) নগরী স্থাপন করলেন।

কুশাশ্বঃ মহাতেজাঃ কৌশাধীমকরোৎ পুরীম্।

কুশনাভঃ ধর্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্ ॥ ৬ ॥

অসূর্তরজসো নাম ধর্মারণ্যঃ মহামতিঃ।

চক্রে পুরবরং রাজা বসু নাম গিরিব্রজম্ ॥ ৭ ॥

‘মহাতেজস্বী রাজা কুশাশ্ব ‘কৌশাধী’ নামক পুরী  
স্থাপন করলেন। ধর্মাত্মা কুশনাভ ‘মহোদয়’ নামক নগর  
নির্মাণ করলেন। অসূর্তরজাঃ ‘ধর্মারণ্য’ নামক নগর এবং  
তদ্রূপ, মহামতি বসু নামক রাজা ‘গিরিব্রজ’ নামক শ্রেষ্ঠ  
নগর স্থাপন করলেন।

এষা বসুমতী নাম বসোক্তস্য মহাস্থনঃ।

এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমস্ততঃ ॥ ৮ ॥

‘সেই মহাত্মা বসুর এই ‘গিরিব্রজ’ নগরীটি  
‘বসুমতী’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার চতুর্দিকে পাঁচটি  
মহান পর্বত বিরাজিত।

সুমাগধী নদী রম্যা মাগধান্ বিপ্রতাহহযযৌ।

পঞ্চানাং শৈলমুখানাং মধ্যে মালৈব শোভতে ॥ ৯ ॥

‘সুমাগধী নামে বিখ্যাত রমণীয়া নদীটি  
মগধদেশের মধ্য দিয়ে এসে (প্রবাহিত হয়ে) মহান পর্বত  
পাঁচটির মধ্যে মালার মতো শোভা পাচ্ছে।

সৈবা হি মাগধী রাম বসোক্তস্য মহাস্থনঃ।

পূর্বাভিচরিতা রাম সুক্ষেত্রা শস্যমালিনী ॥ ১০ ॥

‘রাম ! সেই মহাত্মা বসুর রাজ্যের পূর্বদিক দিয়ে  
প্রবাহিত এই সেই মাগধী নদী। (এই নদীপ্রবাহের জন্য)  
এই ভূমি উর্বরা এবং শস্যমালা দ্বারা অলঙ্কৃত।

কুশনাভস্ত রাজর্ষিঃ কন্যাশতমনুস্তমম্ ।  
জনয়ামাস ধর্মাত্মা ঘৃতাচ্যঃ রঘুনন্দন ॥ ১১

“হে রঘুনন্দন রাম ! ধর্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ  
(অঙ্গরা) ঘৃতাচ্য গর্ভে অনিন্দ্যসুন্দর শতকন্যার জন্ম দেন।  
তাস্ত্র যৌবনশালিনো রূপবতাঃ স্বলভ্যতাঃ ।  
উদ্যানভূমিমাগমা প্রাবৃষীষ শতজুদাঃ ॥ ১২  
পায়স্তো নৃত্যমানাস্ত বাদয়ন্তাস্ত রাঘব ।  
আমোদং পরমং জঘূর্বরাজরশভূষিতাঃ ॥ ১৩

“হে রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্র ! সেই কন্যারা  
যৌবনপ্রাপ্তা হয়ে বর্ষাকালীন বিদ্যুতের মতো রূপবতী হয়ে  
উঠল। (একদিন তারা) মনোরম শ্রেষ্ঠ বসন-ভূষণে ভূষিতা  
হয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে উদ্যানভূমিতে এল এবং  
অতীব আনন্দে মেতে উঠল।

অথ তাস্চারুসর্বাঙ্গো রূপেণাপ্রতিমা ভূবি ।  
উদ্যানভূমিমাগমা তারা ইব ঘনাজ্বরে ॥ ১৪  
“পৃথিবীতে অতুলনীয় রূপবতী সর্বাঙ্গসুন্দরী সেই  
কন্যারা উদ্যানভূমিতে এসে মেঘের আড়ালে তারকারাজির  
মতো শোভা পেতে লাগল।

তাঃ সর্বা গুণসম্পন্না রূপযৌবনসংযুতাঃ ।  
দৃষ্টা সর্বাঙ্গকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫  
“তাদের সকলকে (কুশাভের কন্যাদের)  
সর্বগুণসম্পন্না এবং রূপবতী ও যৌবনবতী দেখে  
সর্বস্বরূপ (সর্বত্রগতিসম্পন্ন) বায়ুদেবতা এই কথা  
বললেন—

অহং বঃ কাময়ে সর্বা ভাৰ্গা মম ভবিষ্যথ ।  
মানুষজাত্যাতাং ভাবো দীর্ঘমায়ুরবান্ধাথ ॥ ১৬  
—আমি তোমাদের সকলকে (পত্নীরূপে) কামনা  
করি ; তোমরা আমার স্ত্রী হও। মানুষের ভাব ত্যাগ করো ;  
তাহলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে।

চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষু বিশেষতঃ ।  
অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্তা অমর্যশ্চ ভবিষ্যথ ॥ ১৭  
—বিশেষত মানুষের যৌবন নিত্য চঞ্চল। (আমার স্ত্রী  
হলে তোমরা) অক্ষয় যৌবন লাভ করে দেবীত্ব প্রাপ্ত হবে।  
তস্য ভবচনং শ্রদ্ধা বায়োরক্রিষ্টকর্মণঃ ।  
অপহাসা ততো বাক্যং কন্যাশতমথাব্রবীৎ ॥ ১৮

“তখন অক্লান্তকর্মী বায়ুদেবতার সেই কথা শুনে  
শতকন্যা উপহাস করে বলল—

অক্ষচরসি ভূতানাং সর্বেষাং সুরসম্ভবম্ ।  
প্রভাবজ্ঞাস্ত তে সর্বাঃ কিমর্থমলমনায়ে ॥ ১৯

—হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনি সকল প্রাণীর মধ্যে  
(প্রাণবায়ুরূপে) বিচরণ করেন (অতএব সকলের মনের  
কথা আপনি জানেন)। আপনার প্রভাব আমরা জানি।  
(তথাপি, আপনার প্রতি আমাদের কোনও আকর্ষণ নেই;  
একথা আপনি জানেন)। অতএব, কেন (আমাদের)  
অপমান করছেন ?

কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসম্ভবম্ ।  
জ্ঞানাত্মাবগিতুং দেবং রক্ষামস্ম তপো বয়ম্ ॥ ২০  
—দেবশিরোমণি হে দেব ! আমরা সকলে রাজর্ষি  
কুশনাভের কন্যা। আপনাকে দেবপদ থেকে বিচ্যুত করতে  
পারি। (কিন্তু করব না, কারণ ;) আমরা আপনার তপস্যা  
রক্ষা করছি।

মা ভূং স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্ ।  
অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ং বরমুপাস্মহে ॥ ২১  
—হে দুষ্টিচিত্ত ! সত্যসন্ধ পিতাকে অবজ্ঞা করে,  
আমরা কামনার বশবর্তী হয়ে স্বয়ংবরা হব, সেই দিন যেন  
না আসে।

পিতা হি প্রভুরশ্মাক দৈবতং পরমং চ সঃ ।  
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ২২  
—পিতাই আমাদের প্রভু, তিনিই আমাদের পরম  
দেবতা। পিতা যাঁর হাতে আমাদের দান করবেন, তিনিই  
হবেন আমাদের স্বামী।

তাসাং তু বচনং শ্রদ্ধা হরিঃ পরমকোপনঃ ।  
প্রবিশ্য সর্বগাত্মানি বভঙ্গ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ২৩  
অরস্মিমাভ্যাকৃতয়ো ভগ্নগাত্মা ভয়াদিতাঃ ।

“তাদের (কুশনাভ-কন্যাদের) কথা শুনে অতীব  
কোপনস্বভাব সর্বঐশ্বর্যশালী প্রভু বায়ুদেব তাঁদের  
শরীরভাঙ্গুরে প্রবেশ করে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে  
দিলেন। অরস্মি (হাতের কনুই থেকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির  
অগ্রভাগ পর্যন্ত মুষ্টিবদ্ধ হস্ত পরিমাণ) পরিমাণ ভগ্নপ্রাণ  
শরীরে তাঁরা ভয়ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশ্বর্নপভোগ্হম্ ।  
প্রবিশ্য চ সুসজ্জাতাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রলোচনাঃ ॥ ২৪  
“সেই রাজকন্যারা বায়ুদেবতা কর্তৃক ভগ্নদেহ হয়ে  
রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে তাঁরা লজ্জায় ও



জয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন।

স চ তা দয়িতা ভগ্নাঃ কন্যাঃ পরমশোভনাঃ।

পূঁ দীনাতদা রাজা সম্রাট ইদমব্রবীৎ ॥ ২৫

“রাজা (কুশনাভ) তখন সেই পরমাসুন্দরী প্রিয়া কন্যাদের ভগ্নশরীর হওয়ায় শোকার্তা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—

কিমিদং কথ্যতাং পুত্রাঃ কো ধর্মমবমন্যতে।

কুজাঃ কেন কৃতাঃ সর্বাশ্চেষ্টন্তো নাভিভাষণ।

এবং রাজা বিনিঃশ্বাস্য সমাধিনং সন্দখে ভতঃ ॥ ২৬

—অয়ি পুত্রীগণ! কী হয়েছে, বলো! কে ধর্মের অবমাননা করেছে? কে তোমাদের কুজা করে দিয়েছে? চেষ্টা করেও তোমরা বলতে পারছ না!” এই বলে রাজা (কুশনাভ) দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে সমাধি অবলম্বন করলেন।

ইত্যর্বে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

### ত্রয়ত্রিংশ সর্গ (৩৩)

রাজা কুশনাভ কর্তৃক কন্যাদের ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার প্রশংসা ও

মহামতি ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে কন্যাদের বিবাহদান

তস্য ভবচনং শ্রদ্ধা কুশনাভস্য ধীমতঃ।

শিরোভিচ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা কন্যাশতমভাষত ॥ ১

“প্রজ্ঞাবান কুশনাভের সেই কথা শুনে তাঁর শতকন্যা স্বীয় মন্তকদ্বারা (পিতার) চরণদ্বয় স্পর্শ করে বললেন—

বায়ুঃ সর্বান্নকো রাজন্ প্রধর্যিতুমিচ্ছতি।

অশুভং মার্গমাহ্বায় ন ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে ॥ ২

—রাজন্! সর্বত্রগামী বায়ুদেবতা অন্যায়পথে আমাদের শীল নষ্ট করতে চেয়েছিলেন; ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি।

পিতৃমতাঃ স্ম ভব্রং তে স্বচ্ছন্দে ন বয়ং হিতাঃ।

পিতরং নো ক্ধীষ স্বং যদি নো দাস্যতে তব ॥ ৩

(আমরা কিন্তু তাঁকে বলেছিলাম)—আপনার কল্যাণ হোক! আমরা পিতৃমতী (আমাদের পিতা বর্তমান), স্বাধীন নই। আপনি আমাদের পিতার নিকট (আমাদের বরণ করার জন্য) অনুরোধ করুন; তিনি যদি আপনার হাতে আমাদের দান করেন (তাহলে আমরা আপনার হয়ে যাব)।

ভেন পাপানুবন্ধেন বচনং ন প্রতীচ্ছতা।

এবং ব্রুবন্ত্যঃ সর্বাঃ স্ম বায়ুনাভিহতা কৃশম্ ॥ ৪

—আমরা এই কথা বললেও, পাপের দ্বারা আবদ্ধ

এবং আমাদের কথা শুনেও অনিচ্ছুক বায়ুদেবতা আমাদের সকলকে ভয়ঙ্কর ভাবে আঘাত হেনেছে।

তাসাং তু বচনং শ্রদ্ধা রাজা পরমধার্মিকঃ।

প্রভূবাচ মহাতেজাঃ কন্যাশতমনুত্তমম্ ॥ ৫

“অতুলনীয়া (পরম রমণীয়া) শত কন্যার সেই কথা শুনে পরম ধার্মিক মহাতেজসী রাজা কুশনাভ তখন তাঁদের বললেন—

ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্রাঃ কর্তব্যং সুমহৎ কৃতম্।

ঐকমত্যমুপাগম্য কুলং চাবেক্ষিতং মম ॥ ৬

—অয়ি কন্যাগণ! ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের ক্ষমা করাই কর্তব্য কর্ম। তোমরা (কাম দ্বারা তাড়িত না হয়ে বায়ুদেবতাকে ক্ষমা করে) অতি মহৎ কর্মই করেছ এবং একমত হয়ে আমার বংশমর্যাদা রক্ষা করে আমাকে সম্মানিত করেছ।

অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা।

দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ ॥ ৭

যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্রাঃ সর্বাসামবিশেষতঃ।

—নারীই হোক বা পুরুষই হোক, ক্ষমা উভয়েরই ভূষণ। অয়ি পুত্রীগণ! তোমরা সকলের প্রতি নির্বিশেষে যেভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করেছ, তা দেবগণেও দুর্লভ।

ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ ॥ ৮

আশ্রয় করে পবন রমণীয়া দিবা পুণ্যসলিলা নদীরূপে  
প্রবাহিতা।

ততোহহং হিমবৎ-পার্শ্বে বসামি নিয়তঃ সুখম্।

ভগিন্যাং স্নেহসংযুক্তঃ কৌশিক্যাং রঘুনন্দন॥ ১০

“হে রঘুকুলনন্দন রাম ! সেইজন্যই আমি ভগিনী  
কৌশিকীর প্রতি স্নেহবশত হিমালয়ের পার্শ্বে (এ নদীতটে)  
সংযতচিত্তে সুখে বাস করি।

সা তু সত্যবতী পুণ্য সত্যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা।

পতিব্রতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাং বরা। ১১

“সেই পুণ্যবতী সত্যবতী সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিতা ও  
পতিভক্তিপবায়ণা ছিলেন, এখন তিনিই মহাসৌভাগ্য-  
দায়িনী নদীশ্রেষ্ঠা কৌশিকীরূপে প্রবাহিতা।

অহং হি নিয়মাদ্ রাম হিত্বা ভাং সমুপাগতঃ।

সিদ্ধাপ্রমমুপ্রাপ্তঃ সিদ্ধোহস্মি তব তেজসা॥ ১২

“রাম ! আমি (যজ্ঞসম্বন্ধী) নিয়মসিদ্ধির কামনায়  
তঁার (কৌশিকীর) সান্নিধ্য ত্যাগ করে এই সিদ্ধাপ্রমে  
এসেছিলাম ; তোমার বীর্যতেজে যজ্ঞফলপ্রাপ্তি দ্বারা আমি  
সিদ্ধ হয়েছি।

এষা রাম মমোৎপত্তিঃ স্বয়া বংশস্য কীর্তিতা।

দেশস্য হি মহাবাহো যয়াং ত্বং পরিপূচ্ছসি॥ ১৩

“হে মহাবীর রাম ! তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা  
করেছ — আমার, আমার বংশের এবং এই স্থানের  
(সিদ্ধাপ্রমের) উৎপত্তির কথা, তা তোমাকে বললাম।

গতোহর্ধ্বরাত্রঃ কাকুৎস্থ কথাঃ কথয়তো মম।

নিদ্রামজোতি উদ্ভূতঃ তে মা ভূষিয়োধ্বনীহ নঃ॥ ১৪

“হে কাকুৎস্থ রাম ! আমার কথা বলতে বলতে  
অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। (আমাদের সকলের) ঘুম  
আসছে (অতএব কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া যাক)। তোমার  
মঙ্গল হোক। অধিক রাত্রি জাগরণের জন্য আমাদের  
যাত্রাপথে যেন কোনও বিপদ না হয়।

নিদ্রাপন্দারবঃ সর্বে নিদ্রীনা মৃগপক্ষিণঃ।

নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন॥ ১৫

“হে রঘুনন্দন রাম ! এই গভীর রাত্রিতে বৃক্ষসকল  
স্পন্দনহীন। পশুপক্ষীরা (নিজ নিজ) বাসায় বিশ্রামরত।  
রাত্রির অন্ধকারে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত।

শনৈর্বিসৃজ্যতে সঙ্খ্যা নভো নৈত্রিবিবাবৃতম্।

নক্ষত্রতরাগহনঃ জ্যোতির্ভিবভাষতে॥ ১৬

“সঙ্খ্যা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। নৈত্রিসদৃশ অন্ধকা-  
রনক্ষত্র দ্বারা পূর্ণ আকাশ যেন জ্যোতি দ্বারা উজ্জ্বলিত হয়ে  
উঠেছে।

উত্তীর্ণতে শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ।

হ্রাদয়নং প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া স্বরা। ১৭

“পৃথিবীর অন্ধকার অপনোদনকারী শীতল-  
কিরণমালী চন্দ্র নিজ প্রভা দ্বারা জগৎকে উজ্জ্বলিত ও  
প্রাণিহৃদয়কে আলোদিত করে উদ্ভিত হয়েছেন।

নৈশানি সর্বভূতানি প্রচরন্তি ততস্ততঃ।

যক্ষরাক্ষসজ্ঞাশ্চ রৌদ্রাশ্চ পিশিতাশ্চনা॥ ১৮

“নিশাচর প্রাণীরা, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ এবং  
অপক-মাংসভোজী ভয়ঙ্কর পিশাচেরা ইত্যন্ত বিচরণ  
করছে।”

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম মহামুনিঃ

সাধুসান্নিহিত তে সর্বে মুনয়ো হ্যভ্যপূজয়ন্ ॥ ১৯

“এই কথা বলে তপস্বেজসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র  
বিরত হলেন (চুপ করে গেলেন)। তখন অন্যান্য মুনিরা  
সকলে তাঁকে সাধু সাধু বলে অভিনন্দিত করে বললেন—  
কুশিকানাময়ং বংশো মহান্ ধর্মপরঃ সদা

ব্রহ্মোপমা মহাবানঃ কুশবংশ্যা নরোত্তমাঃ॥ ২০

“কুশিকদের (কুশপুত্রগণের) এই বংশ মহান এবং  
সর্বদাই ধর্মপরায়ণ। কুশবংশীয় মানবশ্রেষ্ঠগণ ব্রহ্মসদৃশ  
মহাত্মা।

বিশেষণ ভবানেব বিশ্বামিত্র মহাযশঃ।

কৌশিকী সরিতাং শ্রেষ্ঠা কুলদ্যোতকরী তব। ২১

“বিশেষত মহর্ষি বিশ্বামিত্র, আপনি মহান যশস্বী ;  
আর (আপনার ভগিনী) কৌশিকী নদীশ্রেষ্ঠারূপে বংশের  
যশঃ প্রকাশকারিণী।”

মুদিতৈর্মুনিশাদূলৈঃ প্রশস্তঃ কুশিকাস্বজঃ।

নিদ্রামুপাগমাত্মীমানন্তং গত ইবাংশুমান্ ॥ ২২

“কুশিকনন্দন শ্রীমান বিশ্বামিত্র হর্ষোৎফুল্ল  
মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়ে অন্তর্গামী সূর্যের ন্যায়  
নিদ্রামগ্ন হলেন।

রামোহপি সহসৌমিত্রিঃ কিঞ্চিদাগতবিস্ময়ঃ।

প্রশস্য মুনিশাদূলং নিদ্রাং সমুপসেবতো। ২৩

“লক্ষণসহ শ্রীরামচন্দ্রও কিছুটা বিস্মিত হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ  
বিশ্বামিত্রকে প্রশংসা করলেন এবং পরে নিদ্রামগ্ন হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে চতুর্বিংশতঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুর্বিংশতঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

## পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৩৫)

শোণনদ উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বামিত্রাদি সকলের গঙ্গাতটে রাত্রিবাস এবং শ্রীরামের জিজ্ঞাসার

উত্তরে বিশ্বামিত্র কর্তৃক গঙ্গাদেবীর এবং উমাদেবীর উৎপত্তির বর্ণনা

উপাস্য রাত্রিশেষঃ তু শোণাকূলে মহর্ষিভিঃ।  
নিশায়াং সুপ্রভাতায়াং বিশ্বামিত্রোহজাভাষত॥ ১  
‘শোণনদের তীরে মহর্ষিগণসহ অবশিষ্ট রাত্রি  
অবস্থান করে (যাপন করে) রাত্রিপ্রভাতে বিশ্বামিত্র বলতে  
লাগলেন—

সুপ্রভাতা নিশা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।  
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ তদ্রং তে গমনায়াভিরোচয়॥ ২

‘রাম ! রাত্রি প্রভাত হয়েছে। প্রাতঃসন্ধ্যার সময়  
উপস্থিত। তোমার কল্যাণ হোক। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত  
হও।’

তদ্বৃদ্ধা বচনং তস্য কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ঃ।  
গমনং রোচ্যামাস বাকাং চেদমুবাচ হ॥ ৩

‘তার (মহর্ষি বিশ্বামিত্রের) সেই কথা শুনে  
শ্রীরামচন্দ্র প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে যেতে যেতে বললেন—  
অয়ং শোণঃ শুভজলোহগাথঃ পুলিনমগ্নিতঃ।

কতরেশ পথা ব্রহ্মন্ সত্তরিশ্যামহে বয়ম্॥ ৪

‘‘হে ভগবন্ ! এই শোণনদ পবিত্র ও স্বচ্ছ জলপূর্ণ,  
সুগভীর এবং (উভয়দিকে) সুন্দর তটভূমিমগ্নিত। আমরা  
কোন পথে এই নদ অতিক্রম করব ?’’

এবমুক্ত্ব রামেণ বিশ্বামিত্রোহব্রবীদিতম্।

এষ পহ্লা ময়োদ্ধিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ॥ ৫

‘রাম এই কথা জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বামিত্র বললেন  
—‘‘মহর্ষিরা যে পথে গমন করেন (শোণনদ পার হন),  
আমি সেই পথই নির্দেশ করেছি।’’

এবমুক্ত্ব মহর্ষয়ো বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।

পশ্যন্তেষু প্রযাতা বৈ বনানি বিবিধানি চ॥ ৬

‘ধীমান বিশ্বামিত্র এই কথা বললে, মহর্ষিরা নানাবিধ  
বনের শোভা দেখতে দেখতে প্রস্থান করলেন।

তে গঙ্গা দূরমম্বানং গতেহর্ধদিবসে তদা।

জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুণিসেবিতাম্॥ ৭

‘অতঃপর দূরের পথ অতিক্রম করে দ্বিপ্রহর বেলায়  
(দুপুর বেলায়) তাঁরা (শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রসহ  
মুনিরা) মুনিগণসেবিতা নদীশ্রেষ্ঠা জাহ্নবীকে দেখতে  
পেলেন।

তাং দৃষ্ট্বা পুনাসলিলাং হংসসারসসেবিতাম্।

বহুবুর্নয়ঃ সর্বে মুদিতাঃ সহরামবাঃ॥ ৮

‘হংস ও সারসসমাবৃত পুনাসলিলা সেই জাহ্নবী  
নদীকে দেখে রামচন্দ্র (ও লক্ষ্মণ) সহ মুনিরা সকলে  
আনন্দিত হলেন।

তস্যাঙ্কীরে তদা সর্বে চক্রুর্নাসপরিগ্রহম্।

ততঃ স্নান্বা যথান্যায়ং সত্তর্পা পিতৃদেবতাঃ॥ ৯

হৃদ্বা চৈবাগ্নিহোত্রাণি প্রাপ্য চামৃতবন্ধবিঃ।

বিবিশুর্জাহ্নবীতীরে শুভা মুদিতমানসাঃ॥ ১০

বিশ্বামিত্রঃ মহাম্মানং পরিবার্য সমজ্ঞতঃ।

‘তখন সকলে সেই (জাহ্নবীর) তীরে অবস্থান  
করলেন। তারপর স্নানান্তে যথাবিধি পিতৃতর্পণ ও  
দেবপূজাদি সমাপন করলেন। তদনন্তর অগ্নিহোত্র  
সমাপনান্তে অমৃতবৎ যজ্ঞীয় হবিঃ (যজ্ঞীয় পায়সাম) ভোজন  
করে সেই কল্যাণমূর্তি মহর্ষিরা হৃষ্টচিত্তে মহাত্মা  
বিশ্বামিত্রের চতুর্দিক পরিবৃত্ত করে সেই জাহ্নবীতীরে  
উপবেশন করলেন।

বিস্তীতাশ্চ যথান্যায়ং রামবৌ চ যথার্থতঃ।

সম্প্রহৃষ্টমনা রামো বিশ্বামিত্রমথত্রবীৎ॥ ১১

‘মহর্ষিগণ এবং রাম ও লক্ষ্মণ যথাযথভাবে  
উপবেশন করলেন। অনন্তর রাম প্রহৃষ্টচিত্তে বিশ্বামিত্রকে  
বললেন—

ভগবাক্তোতুমিচ্ছামি গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্।

ত্রৈলোক্যং কথমাক্রম্য গত্বা নদনদীপতিম্॥ ১২

‘‘ভগবন্ ! ত্রিভুবন (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল) পরিভ্রমণ  
করে (ত্রিপথগা) গঙ্গা কীভাবে নদনদীদের পতি সমুদ্রে  
গিয়ে মিলিত হয়েছে—এই বিষয়ে আমি শুনতে চাই।’’

চোদিতো রামবাকোন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।

বৃদ্ধিং জন্ম চ গঙ্গয়া বন্ধুমেবোচক্রমে॥ ১৩

‘রামচন্দ্রের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র গঙ্গার  
উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিষয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতুনামাকরো মহান্।

তস্য কন্যাখয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভূবি॥ ১৪

‘‘রাম ! সকল ধাতুর আকর (খনি) মহান পর্বতরাজ  
হিমালয়। তাঁর দুই কন্যা পৃথিবীতে রূপে অতুলনীয়।

যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।

নাম্মা মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া॥ ১৫

‘‘হে রাম ! সুমেরুপর্বতের মনোহাবিধী সুন্দর



কটিনেশসম্পন্ন মেনা (মেনকা) নাম্নী সুন্দরী কন্যা  
হিমালয়ের প্রিয়া গম্ভী এবং কন্যাধয়ের মাতা।

তস্যাঃ গঙ্গেয়মভবজ্যোষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।

উমা নাম দ্বিতীয়াভূঃ কন্যা তসৌব রাঘব॥ ১৬

“হে রঘুনন্দন রাম ! তাঁর (মেনকার) গর্ভে  
জন্মগ্রহণ করেছেন হিমালয়ের জ্যোষ্ঠা কন্যা এই গঙ্গা এবং  
দ্বিতীয়া কন্যা উমা।

অথ জ্যোষ্ঠাঃ সুরাঃ সর্বৈ দেবকার্যচিকীর্ষয়া।

শৈলেন্দ্রঃ বরয়ামাসুর্গজাঃ ত্রিপথগাঃ নদীম্॥ ১৭

“অনন্তর দেবতারা সকলে দেবকার্য সিদ্ধির জন্য  
পর্বতরাজ হিমালয়ের নিকট তাঁর জ্যোষ্ঠা কন্যা  
ত্রিপথগা (সুর্গ-মর্ত্য-পাতালগামিনী) গঙ্গানদীকে প্রার্থনা  
করেছিলেন।

দদৌ ধর্মেশ হিমবাংস্তনয়াঃ লোকপাবনীম্।

স্বচ্ছন্দপথগাঃ গঙ্গাঃ ত্রৈলোক্যাহিতকাময়া॥ ১৮

“ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য ত্রিলোক পবিত্রকারিণী  
এবং স্বচ্ছন্দগামিনী কন্যা গঙ্গাকে হিমালয় ধর্মানুসারে  
(দেবতাদের) দান করলেন।

প্রতিগৃহ্য ত্রিলোকার্থঃ ত্রিলোকহিতকামিকঃ।

গঙ্গামাদায় তেহগচ্ছন্ কৃতার্থেনাস্তরাস্তনা॥ ১৯

“ত্রিভুবনের হিতকামিনী দেবতারা ত্রিভুবনের জন্য  
(গঙ্গাকে) প্রতিগ্রহণ করে আন্তরিক কৃতার্থ হলেন এবং  
গঙ্গাকে নিয়ে চলে গেলেন।

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাঃহসীদ্রঘুনন্দন।

উগ্রাঃ সুরতমাছায় তপস্তপে তপোবনা॥ ২০

“রঘুনন্দন হে রাম ! গিরিরাজের অপরা যে কন্যা  
ছিলেন, সেই কন্যা কঠোর ব্রত অবলম্বনে তপস্যা করে  
তপস্যার সুফল লাভ করেছিলেন।

উগ্রেশ তপসা যুক্তাঃ দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।

রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাঃ লোকনমস্কৃতাম্॥ ২১

“গিরিরাজ হিমালয় উগ্রতপস্বিনী লোকপূজ্য কন্যা  
উমাকে দান করলেন অদ্বিতীয় প্রভাবশালী কদ্রের হস্তে।

এতে তে শৈলরাজস্য সুতে লোকনমস্কৃতে।

গঙ্গা চ সরিতাঃ শ্রেষ্ঠা উমাদেবী চ রাঘব॥ ২২

“হে রঘুনন্দন রাম ! গিরিরাজ হিমালয়ের এই দুই

লোকপূজ্য কন্যা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবী এবং উমাদেবী।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথা ত্রিপথগামিনী।

খং গত প্রথমং তাত গতিং গতিমতাঃ বর॥ ২৩

সৈবা সুরনদী রম্যা শৈলেন্দ্রতনয়া তদা।

সুরলোকং সমারূঢ়া বিপাশা জলবাহিনী॥ ২৪

“জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বৎস রাম ! যেরূপে সেই ত্রিপথগা  
(সুর্গ-মর্ত্য-পাতাল-প্রবাহিনী) গঙ্গা প্রথমে আকাশে  
(আকাশগঙ্গারূপে) প্রবাহিতা হয়েছেন, তৎপরে সেই  
রমণীয়া শৈলসুতা সুরনদী পাপনাশিনী জলরূপে সুরলোকে  
(দেবলোকে) আরোহণ করেছেন—তা সকলই তোমাকে  
বললাম।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

## ষট্‌ত্রিংশ সর্গ (৩৬)

দেবতাদের ও পৃথিবীর প্রতি উমাদেবীর অভিশাপ

উক্তবাকো মুনৌ তস্মিদ্ভূতৌ রাঘবলক্ষণৌ।

প্রতিনন্দ্য কথাং বীরাবৃচ্ছতুমুনিপুঙ্গবম্॥ ১

“মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই কথা (গঙ্গাদেবীর ও উমাদেবীর  
জন্মবৃত্তান্ত) বললে উভয় বীর (বীর স্রাতৃদ্বয়) রাম ও লক্ষণ  
মুনিশ্রেষ্ঠকে অভিনন্দিত করে বললেন—

ধর্মযুক্তমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ব্রহ্ম।

দুহিতাঃ শৈলরাজস্য জ্যোষ্ঠায়া বন্ধুমহসি।

বিস্তরঃ বিস্তরজ্যোহসি দিব্যমানুষসম্ভবম্॥ ২

“হে ভগবন্ ! আপনি অতি মধুর ধর্মময় কাহিনী  
শুনালেন। (এবন) গিরিরাজের জ্যোষ্ঠা কন্যার (গঙ্গার)

বুর্গলোক ও মনুষ্যালোকের (মর্ত্যলোকের) মধ্যে সমুদ্র  
হওয়ার কারণ বিস্তৃতভাবে বলুন ; কারণ (আপনি)  
বিস্তৃতভাবে সবই জানেন।

ক্লীন্ পথো হেতুনা কেন প্রাণয়েল্লোকপাবনী।  
কথাঃ গঙ্গা ত্রিপথগা বিশ্রুতা সরিদুত্তমা ॥ ৩

“বিশ্রুপাবনী কেন তিনটি পথে প্রবাহিতা ? নদীশ্রেষ্ঠা  
গঙ্গা কেন ত্রিপথগা নামে বিখ্যাতা ?

ত্রিষু লোকেষু ধর্মজ্ঞ কর্মজিঃ কৈঃ সমম্বিতা।  
তথা ব্রুতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রস্তপোদনঃ ॥ ৪  
নিখিলেন কথাং সর্বামৃষিমম্বো ন্যবেদয়ৎ।

“হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ মহর্ষে ! ত্রিভুবনে (তিন ধারায়  
প্রবাহিতা গঙ্গা) কোন কোন কর্মে যুক্তা ছিলেন ?” কাকুৎস্থ  
রামচন্দ্র এই বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তপঃশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র  
ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে (গঙ্গা সম্বন্ধীয়) সকল বিষয় পুরাপুরি  
নিবেদন করলেন—

পূরা রাম কৃতোদ্ধাহঃ শিতিকণ্ঠো মহাতপাঃ ॥ ৫  
দৃষ্টা চ ভগবান্ দেবীং মৈথুনায়োপচক্রমে।

“হে রাম ! পুরাকালে মহান তপস্বী নীলকণ্ঠ ভগবান  
শিব বিবাহ করলেন এবং দেবীকে দেখে রতিক্রীড়ার আনন্দ  
উপভোগ করলেন।

তস্য সংক্রীড়মানস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ।  
শিতিকণ্ঠস্য দেবস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্ ॥ ৬

“সেই প্রজ্ঞাবান দেবতা নীলকণ্ঠ মহাদেবের  
ক্রীড়াবিহার করতে করতে দিবা শতবর্ষ অতীত হয়ে গেল।

ন চাপি তনয়ো রাম তস্যামাসীৎ পরস্তপ।  
সর্বে দেবাঃ সমুদুজ্জাঃ পিতামহপুরোগমাঃ ॥ ৭

“হে শক্রতাপন রাম ! দিবা শতবর্ষ অতীত হয়ে  
গেলেও তাঁর (উমাদেবীর) গর্ভে কোনও পুত্রসন্তানের জন্ম  
না হওয়ায় পিতামহ ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে উদ্ভিগ্ন হয়ে  
উঠলেন।

যদিহোৎপদ্যতে ভূতং কস্তৎ প্রতিসংহিষাতি।  
অভিগম্য সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্যেদমব্রুবন্ ॥ ৮

“এঁর (উমার) গর্ভে (শিবের বীর্ষে) যে প্রাণের  
উৎপত্তি হবে, কে সেই তেজঃকে সহ্য করতে সক্ষম হবে ?  
(এই চিন্তা করে) দেবতারা সকলে শিবের নিকট উপস্থিত  
হয়ে প্রণিপাত পূর্বক বললেন—

দেবদেব মহাদেব লোকসাস্য হিতে রত।

সুরাণাং প্রণিপাতেন প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ৯

—হে দেবাদিদেব মহাদেব ! আপনি (সর্বদাই)  
ত্রিভুবনের কল্যাণসাধনে নিরত। দেবতারা আপনাকে  
প্রণাম করছেন ; আপনি তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

ন লোকা ধারয়িষ্যন্তি তব তেজঃ সুরোত্তম।  
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তো দেব্যা সহ তপশ্চর ॥ ১০

—হে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব ! ত্রিলোকের দেবমনুষ্যাদি  
কেউই আপনার তেজ ধারণে সমর্থ নয়। অতএব আপনি  
উমাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈদিকী তপস্যায় নিরত হোন,  
ত্রৈলোকাহিতকামার্থঃ তেজস্তেজসি ধারয়।

রক্ষ সর্বানিমাংল্লোকান্নালোকং কর্তুমর্হসি ॥ ১১

জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার তেজকে নিজের  
তেজের মধ্যেই ধারণ করুন ; এই জগৎকে রক্ষা করুন।  
বিশ্বকে ধ্বংস করবেন না।

দেবতানাং বচঃ শ্রদ্ধা সর্বলোকমহেশ্বরঃ।  
বাচমিত্যব্রবীৎ সর্বান্ পুনশ্চেদমুবাচ হ ॥ ১২

“ত্রিভুবনের মহান ঈশ্বর মহাদেব দেবতাদের কথা  
শুনে দেবগণকে বললেন, — বেশ, তাই হবে। তিনি  
আবার বললেন -

ধারয়িষ্যামাহং তেজস্তেজসৈব সহোময়া।  
ত্রিদশাঃ পৃথিবী চৈব নির্বাণমধিগচ্ছত ॥ ১৩

—আমি উমার সঙ্গে একসাথে স্বীয় শক্তির দ্বারাই  
তেজকে ধারণ করব। দেবতারা এবং বিশ্ববাসী ভূতগণ  
শান্তি লাভ করুক।

যদিদং ক্ষুভিতং হানান্মম তেজো হানুস্তমম্।  
ধারয়িষ্যতি কস্তয়ে ব্রুবন্ত সুরসন্তমাঃ ॥ ১৪

—কিন্তু, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ ! আমায় বলুন, আমার এই  
যে অত্যাশ্রম স্থলিত তেজ (শুক্র, রেতঃ) হানচ্যুত হয়েছে,  
কে তা ধারণ করবে ?

এবমুক্তান্ততো দেবাঃ প্রত্যাচূর্ষতধ্বজম্।  
যন্তেজঃ ক্ষুভিতং হ্যদা তদ্বরা ধারয়িষ্যতি ॥ ১৫

“এইরূপ কথিত হয়ে (মহাদেব এই কথা বললে)  
দেবগণ ধ্বজধ্বজ মহাদেবকে বললেন— আজ আপনার যে  
তেজ (রেতঃ) স্থলিত হয়েছে, ধরিত্রীদেবী তা ধারণ  
করবেন।

এবমুক্তঃ সুরপতিঃ প্রমোচ মহাবলঃ।  
তেজসা পৃথিবী যেন ব্যাপ্তা সগিরিকাননা ॥ ১৬

“দেবগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে (দেবতারা এই কথা বললে), মহাতেজস্বী দেবেশ্বর শিব (শ্রীম) তেজ মোনে কবলেন, যে তেজঃ পর্বত ও অরণ্যসহ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল।

ততো দেবাঃ পুনরিদমুচ্চাশি হুত্ৰাশনম্।  
আবিশ ঙ্গ মহাতেজো রৌদ্রঃ বায়ুসমমিতঃ॥ ১৭

“অতঃপর দেবতারা পুনরায় অগ্নিদেবকে বললেন—  
—আপনি বায়ুদেবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রুদ্ধদেবের মহাতেজে প্রবেশ করুন।

তদগ্নিনা পুনর্যাপ্তং সজ্জাতং শ্বেতপর্বতম্।  
নিবাসঃ শরবণশৈব পাবকাদিতাসমিভম্॥ ১৮

“সেই ক্রুদ্ধতাজ আবার অগ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শ্বেতপর্বত ও দিবা শরবণে পরিণত হল।

যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্তিকেয়োহগ্নিসম্ববঃ।  
অখোমাং চ শিবং চৈব দেবাঃ সর্বিগণাত্মা॥ ১৯  
পূজ্যামাসুরভাষঃ সুপ্রীতমনসস্তদা।

“সেখানে (সেই শরবণে) অগ্নি থেকে উদ্ভূত কার্তিকের জন্মগ্রহণ করলেন। তখন ঋষিগণসহ দেবতারা সকলে উমাদেবী এবং শিবকে অত্যন্ত প্রীতমনে পূজা করলেন।

অথ শৈলসূতা রাম ত্রিদশানিদমব্রবীৎ॥ ২০  
সমন্যুরশশং সর্বান ক্রোধসংরক্তলোচনা।

“রাম ! তখন ক্রোধে আরক্তলোচনা গিরিরাজ-  
নন্দিনী (উমা) সক্রোধে দেবতাদের সকলকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—

বন্ধ্যামিবারিতা চাহং সজ্জতা পুত্রকামায়া॥ ২১  
অপভ্যাং ক্বেষু দারেষু নোৎপাদয়িতুমর্হষ।

অদ্য প্রভৃতি যুগ্মাকমপ্রজাঃ সন্ত পত্নয়াঃ।  
পত্ন্যো ন জনয়িষ্যন্তি অদ্য প্রভৃতি চান্ধজান্॥ ২২

—আমি সন্তানকামনায় পতি শিবের সঙ্গে মিলিত

হলে, তোমরা বাধা দান করলে ; (তাই তোমাদেরও আমি অভিশাপ দিচ্ছি) তোমরাও নিজেদের পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করতে পারবে না। আজ থেকে তোমাদের পত্নীরা সন্তান-উৎপাদনে অক্ষম হয়ে সন্তানহীনা হবে।

এবমুক্তা সুরান্ সর্বাঙ্কশাপ পৃথিবীমপি।  
অন্যেনৈকরূপা ঙ্গ বহুভাষা ভবিস্যসি॥ ২৩

“(দেবী উমা) দেবতাদের এই কথা বলে ধরিত্রীকেও অভিশাপ দিয়ে বললেন—হে পৃথিবী ! তুমি একরূপিণী থাকবে না, অনেকের স্ত্রী হয়ে বহুভোগ্যা হবে ন চ পুত্রকৃতাঃ প্রীতিং মৎক্রোধকলুসীকৃতা।

প্রান্যসি ঙ্গ সুদূর্মেষো মম পুত্রমনিচ্ছতী। ২৪

“অয়ি মন্দবুদ্ধে ! আমার পুত্রের জন্ম তোমার অনীঙ্গিত (আকাঙ্ক্ষিত নয়) বলে আমার ক্রোধে কলুষিত হয়ে তুমি পুত্রপ্রাপ্তিজনিত প্রীতি (সুখ) লাভ করতে পারবে না।

তান্ সর্বান পীড়িতান্ দুষ্টা সুরান্ সুরপতিস্তদা  
গমনায়োপচক্রাম দিশং বরুণপালিতাম্॥ ২৫

“তখন দেবাধিপতি শিব দেবতাদের সকলকে বেদনাক্রান্ত (উমাদেবীর অভিশাপে পীড়িত) দেখে পশ্চিম দিকে যাত্রার উদ্যোগ করলেন।

স গজা তপ আতিষ্ঠং পার্শ্বে তস্যোত্তরে গিরেঃ।  
হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ॥ ২৬

“সেই পর্বতের উত্তর পার্শ্বে হিমপ্রভাবিত এক শিখরে গিয়ে মহাদেব উমাদেবীর সঙ্গে (একত্রে) তপস্যা প্রবৃত্ত হলেন,

এষ তে বিজরো রাম শৈলপুত্র্যা নিবেদিতঃ।  
গজায়াঃ প্রভবং চৈব শৃণু মে সহলক্ষণঃ॥ ২৭

“(রঘুকুলতিলক) হে রাম ! গিরিরাজতনয়া উমার কাহিনী তোমাকে বিদ্যুতভাবে বললাম। এখন তুমি লক্ষণের সঙ্গে (লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে) আমার নিকট গঙ্গা উৎপত্তিকাহিনী শ্রবণ করো।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষটত্রিংশ সর্গঃ॥ ৩৬॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষটত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥



## সপ্তত্রিংশ সর্গ (৩৭)

গঙ্গাদেবীর বৃত্তান্ত এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন

তপামানে তদা দেবে সেন্সাঃ সায়িপুত্রোৎপত্তাঃ।  
সেনাপতিমজ্জিতঃ পিতামহমুপাগমন্ ॥ ১

“মহাদেব তপস্যায় নিরতঃ হলে, সেনাপতি লাভের  
অভিলাষে ইন্দ্রসহ দেবতারা অগ্নিদেবকে মুখপাত্র করে  
পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন।

জ্ঞাতব্রুবন্ সুরাঃ সর্বৈঃ ভগবন্তঃ পিতামহম্।  
প্রণিপত্য সুরারাম সেন্সাঃ সায়িপুত্রোৎপত্তাঃ ॥ ২

“দেবপ্রিয় হে রাম ! তখন ইন্দ্রসহ অগ্নিপ্রমুখ  
দেবগণ ভগবান পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন—  
হে সেনাপতির্দেব মস্তো ভগবতা পুরা।

ন তপঃ পরমাহ্বায় তপাতে স্ম সছোময়া ॥ ৩

—হে প্রভো ! আপনি পূর্বে যে ভগবান মহেশ্বরকে  
আমাদের সেনাপতিক্রমে প্রদান করেছিলেন, তিনি এখন  
কঠোর তপস্যা অবলম্বন করে উমাদেবীর সঙ্গে সাধনায়  
নিমগ্ন আছেন।

যদ্বানন্তরং কার্যং লোকানাং হিতকাময়া।  
সংবিধং বিধানজ্ঞা হং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ৪

—বিধানজ্ঞাতা হে দেব পিতামহ ! লোকহিতের জন্য  
যা কর্তব্য তার নির্দেশ করুন। আপনিই আমাদের পরম  
আশ্রয়।

দেবতানাং বচঃ শ্রদ্ধা সর্বলোকপিতামহঃ।  
সঙ্কল্পন্ মধুরৈর্বাক্যৈঃ পিতামহমব্রবীৎ ॥ ৫

“দেবতাদের কথা শুনে সর্বলোকপিতামহ  
(ত্রিভুবনের দেব-মানব-দানবের পিতামহ) ব্রহ্মা  
দেবতাদের সাধুনা দিয়ে বললেন—

শৈলপুত্রো যদুক্তঃ তন্ন প্রজাঃ স্বাসু পত্নীষু।  
তস্যা বচনমক্লিষ্টং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬

“গিরিরাজনন্দিনী (উমা) যা বলেছেন, তোমাদের  
নিজ পত্নীতে কোনও সন্তান হবে না, তা সত্য হবেই (এ  
বিষয়ে) কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, তাঁর বচন অমোঘ।

ইদমাকাশগঙ্গা চ যস্য্য পুত্রঃ হতাশনঃ।  
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্ ॥ ৭

—এই আকাশগঙ্গা ; যার গর্ভে অগ্নিদেব (ভগবান  
মহাদেবের তেজোময় রেতঃ স্থাপন করে) শত্রুদমনকারী  
দেবসেনাপতি পুত্রের (কার্তিকেয়ের) জন্ম দেবেন।

জ্যোতা শৈলেন্দ্রদুহিতা মানয়িষ্যতি তং সূতম্।  
উমাদেবীমহমতঃ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮

—জ্যোতা গিরিরাজনন্দিনী (গঙ্গা) সেই পুত্রকে স্বীকার  
করে নেবেন। কনিষ্ঠা উমারও সেই পুত্র মান্য হবে, এ  
বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাহুত্বা নচনং তস্য কৃতার্থা রঘুনন্দন।  
প্রণিপাত্য সুরাঃ সর্বৈঃ পিতামহমুজয়ন্ ॥ ৯

“হে রঘুনন্দন রাম ! তাঁর (পিতামহ ব্রহ্মার) সেই  
কথা শুনে কৃতকৃত্য দেবগণ সকলে পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম  
ও পূজা করলেন।

ভে গঙ্গা পরমং রাম কৈলাসং ধাতুমশিতম্।  
অগ্নিং নিয়োজয়ামাসুঃ পুত্রার্থং সর্বদেবতাঃ ॥ ১০

“রাম ! দেবগণ সকলে ধাতুসমুজ্জ্বল পরমরমণীয়  
কৈলাস পর্বতে গিয়ে পুত্রোৎপাদনের জন্য অগ্নিদেবকে  
নিয়োজিত করলেন।

দেবকার্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হতাশন।  
শৈলপুত্রোঃ মহাতেজো গঙ্গায়াঃ তেজ উৎসৃজ ॥ ১১

“মহাতেজস্বী হে অগ্নিদেব ! শৈলসুতা গঙ্গার গর্ভে  
(ভগবান শিবের) তেজঃযুক্তরেতঃ উৎসর্গ করে এই  
দেবকার্যটি সমাধান করুন।

দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামভোতা পাবকঃ।  
গর্ভং ধারয় বৈ দেবি দেবতানামিদং প্রিয়ম্ ॥ ১২

“অগ্নিদেব দেবতাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে  
গঙ্গার কাছে এসে বললেন—দেবি গঙ্গে ! দেবতাদের প্রিয়  
এই গর্ভ ধারণ করুন।

ইত্যেতদ্বচনং শ্রদ্ধা দিব্যং ক্লেশমধারয়ৎ।  
স তস্যা মহিমাং দৃষ্ট্বা সমস্তাদবশীৰ্যত ॥ ১৩

“(অগ্নিদেবের) এই কথা শুনে (গঙ্গাদেবী) দিব্য  
নারীরূপ ধারণ করলেন। (অগ্নিদেব) তাঁর (গঙ্গাদেবীর)  
মহিমা দেখে সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেলেন।

সমস্ততত্ত্বদা দেবীমভ্যধিকৃত পাবকঃ।  
সর্বশ্রোতাংসি পূর্ণানি গঙ্গায়া রঘুনন্দন ॥ ১৪

“অগ্নিদেব তখন গঙ্গাদেবীকে (শিববীর্য দ্বারা)  
সর্বতোভাবে অভিসিক্ত করলেন। হে রঘুনন্দন রাম !  
গঙ্গার শ্রোত সকল তখন (শিববীর্যের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে  
গেল।

তমুবাচ ততো গঙ্গা সর্বদেবপুত্রোৎপত্তম্।  
অশঙ্কা ধারণে দেব তেজস্তব সমুদ্রতম্ ॥ ১৫

দহ্যমানাগ্নিনা তেন সম্প্রব্যখিতচেতনা।

“তখন দেবগণের পুরোভাগে অবস্থিত অগ্নিদেবকে গঙ্গা বললেন—দেব ! আপনার প্রদত্ত তীব্র তেজ ধারণে আমি অসমর্থ অগ্নিনিষিক্ত (সেই শিববীরের) তেজে আমি দহ হচ্ছি এবং আমার চেতনা অতীব বেদনা অনুভব করছে।

অখ্যত্রবীদিদং গঙ্গাঃ সর্বদেবহত্যাশনঃ ॥ ১৬  
ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোহয়ঃ সংনিবেশ্যতাম্।

“তখন দেবগণের উদ্দেশ্যে আহুত হবিঃ বহনকারী (অগ্নিদেব) গঙ্গাকে বললেন—হিমালয়ের পার্শ্বে গর্ভটি সংস্থাপিত করুন।

শ্রদ্ধা যদ্বিচো গঙ্গা তং গর্ভমভিভাষ্যতাম্ ॥ ১৭  
উৎসসর্জ মহাতেজাঃ শ্রোতোভ্যো হি তদানম্।

“হে নিষ্কাশ্য রাম ! তখন অগ্নিদেবের কথা শুনে, মহাতেজস্বিনী গঙ্গা সেই সমুজ্জ্বল গর্ভটি (স্থায়) শ্রোতোরশি থেকে তুলে নিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

যদস্যা নির্গতং তস্মাৎ তপ্তজাহ্নদপ্রভম্ ॥ ১৮  
কাঞ্চনং হরশীং প্রাপ্তং হিরণ্যমতুলপ্রভম্।

তাপ্রং কার্কাযসং চৈব তৈক্ষ্যাদেবাভিজায়ত ॥ ১৯

“গঙ্গাগর্ভ থেকে নির্গত তপ্ত কাঞ্চনের প্রভায়ুক্ত তেজঃ পৃথিবীতে স্থাপিত হলে তার থেকে অতুলনীয় প্রভায়ুক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সৃষ্টি হল। তেজের তীক্ষ্ণতাহেতু তার থেকে তাপ্র ও লৌহ উৎপন্ন হল

মলং তস্যাভবৎ তত্র ত্রণু সীসকমেব চ।  
তদেতদ্বরশীং প্রাপ্য নানাধাতুরবর্ষত ॥ ২০

“তেজের মলিন অংশ রাং এবং সীসায় পরিণত হল। সেই তেজ পৃথিবীতে পতিত হয়ে নানাপ্রকার ধাতুতে পরিবর্তিত হল।

নিষ্কিপ্তমাত্রো গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।  
সর্বং পর্বতসমুদ্রং সৌবর্ণমভৎ বনম্ ॥ ২১

“ঐ গর্ভ (ভূমিপরে) নিষ্কিপ্ত হওয়া মাত্রই পর্বত-সমিহিত বনসমূহ তেজঃপ্রদীপ্ত হয়ে সুবর্ণময় হয়ে গেল। জাতরূপমিতি খ্যাতং তদাপ্রভৃতি স্বাঘব।

সুবর্ণং পুরুষব্যাঘ্র হত্যাশনসমপ্রভম্।  
তৃণবৃক্ষলতাশুলাং সর্বং ভবতি কাঞ্চনম্ ॥ ২২

“পুরুষশ্রেষ্ঠ হে রামচন্দ্র ! তখন থেকেই অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণ (সোনা) জাতরূপ নামে পরিচিত হল, এবং (ঐ গর্ভের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) ঐ স্থানের তৃণ-বৃক্ষ-লতা-শুলা সকলও সুবর্ণময় হয়ে গেল।

তং কুমারং ততো জাতং সেক্সাঃ সহ মরুদগণাঃ।

কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ন্ ॥ ২৩

“অতঃপর এক কুমারের জন্ম হলে মরুদগণসহ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাকে দুগ্ধ পান কবাবার জন্য কৃত্তিকাগণকে (হয় কৃত্তিকাকে) নিযুক্ত করলেন।

তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্তা সময়মুত্তমম্।  
দদুঃ পুত্রোহয়মস্ম্যাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ২৪

“এই পুত্র আমাদের সকলের, এই দুই বিশ্বাসে নির্ভর করে কৃত্তিকারা উত্তম সিদ্ধান্ত নিয়ে নবজাতককে দুগ্ধ দান করলেন।

ততস্ত দেবতাঃ সর্বাঃ কার্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।  
পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৫

“তখন দেবতারা সকলে বললেন, —এই পুত্র কার্তিকেয় নামে ত্রিভুবন বিখ্যাত হবে, এতে কোনও সংশয় নেই।

তেষাং তদ্বচনং শ্রদ্ধা স্বয়ং গর্ভপরিগ্রবে  
স্নাপয়ন্ পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্ ॥ ২৬

“তাদের (দেবতাদের) সেই কথা শুনে, গর্ভ থেকে নিঃসৃত হওয়ায় (রুদ্র পরিষ্কারের জন্য কৃত্তিকাগণ সেই শিশুকে) স্নান করিয়ে দিলে সে অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল।

স্বন্দ ইতব্রুবন্ দেবাঃ স্বয়ং গর্ভপরিগ্রবে।  
কার্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্ঞানোপমম্ ॥ ২৭

“কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাম ! অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মহাবীর কার্তিকেয় গর্ভ থেকে স্বয়ং বা পতিত (স্থলিত) হওয়ায় দেবতারা তাঁকে স্বন্দ নাম দিয়েছিলেন।

প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামনুত্তমম্  
বদ্যং যদাননো ভূত্বা জগ্ৰাহ স্তনজং পরাঃ ॥ ২৮

“তখন কৃত্তিকাদের (স্তন থেকে) অত্যুত্তম দুগ্ধ নির্গত হল এবং কার্তিকেয় ছয় মুখে ছয় কৃত্তিকার স্তনজ দুগ্ধ পান করলেন।

গৃহীত্বা ক্ষীরমেকাহ্না সুকুমারবপুস্তদা।  
অজয়ৎ স্তেন বীর্যেণ দৈত্যসৈন্যগণান্ বিভুঃ ॥ ২৯

“অনন্তর একদিনমাত্র (কৃত্তিকামাতৃগণের) দুগ্ধ পান করেই সুকুমারদেহী শক্তিশালী (কার্তিকেয়) স্বীয় বীর্যের দ্বারা দৈত্যসৈন্যদের পরাজিত করলেন।

সুরসেনাগণপতিমভ্যাবিষ্কম্বাহাদ্যুতিম্  
ততঃসমরাঃ সর্বে সমেত্যগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ৩০

“তখন অগ্নিদেবকে পুরোভাগে নিয়ে দেবতারা সকলে মিলিত হয়ে সেই দীপ্তিসমুজ্জ্বল কার্তিকেয়কে

বেসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন।

এ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোহভিহিতো ময়া।

কুমারসম্বৈচৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ॥ ৩১

“রাম ! আমি তোমাকে গঙ্গার কাহিনী এবং কুমারের (কার্তিকেয়র) উদ্ভব কাহিনী বিস্তৃতভাবে বললাম, যা শ্রবণে ধন্য এবং পুণ্যাত্মা হওয়া যায়।

ভক্তলচ যঃ কার্তিকেয়ে কাকুৎস্থ ভূবি মানবঃ।

আমুদ্যান্ পুত্রপৌত্রৈশ্চ কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ॥ ৩২

“হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! পৃথিবীতে (জীবৎকালে) যে ব্যক্তি কার্তিকেয়ে ভক্তিমান হবে, সেই ব্যক্তি পুত্রপৌত্রগণসহ দীর্ঘায়ু লাভ করে (মৃত্যুর পর) কন্দপুরে (কার্তিকেয়র বাসভূমে) গমন করবে।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৭॥

## অষ্টত্রিংশ সর্গ (৩৮)

ভৃগুমুনির বরে রাজা সগরের পুত্রপ্রাপ্তি এবং পরে যজ্ঞের অভিলাষ ও প্রস্তুতি

জাং কথ্যং কৌশিকো রামে নিবেদ্য মধুরাক্ষরাম্।

পুনরুবাচ পরং বাক্যং কাকুৎস্থমিদমবীৎ॥ ১

‘কুশিককুলনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের নিকট মধুর অক্ষরযুক্ত সেই কাহিনী নিবেদন করে পুনরায় অপর কাহিনী বললেন—

অযোধ্যাধিপতিবীরঃ পূর্বমাসীদ্রাধিপঃ।

সগরো নাম ধর্মাত্মা প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ॥ ২

‘পূর্বে অযোধ্যার অধিপতি রাজা সগর ছিলেন ধর্মাত্মা ও বীর। তিনি ছিলেন অপুত্রক তাই তাঁর পুত্রের কামনা ছিল।

বৈদর্ভদুহিতা রাম কেশিনী নাম নামতঃ।

জ্যেষ্ঠা সগরপত্নী সা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনী॥ ৩

“রাম ! বিদর্ভরাজের কন্যা কেশিনী নামে প্রসিদ্ধা। তিনি ছিলেন সগররাজের জ্যেষ্ঠা পত্নী, ধর্মপ্রাণা ও সত্যবাদিনী।

অরিষ্টনেমেদুহিতা সুপর্ণভগিনী তু সা।

দ্বিতীয়া সগরমাসীৎ পত্নী সুমতিসংজিতা॥ ৪

“অরিষ্টনেমি কন্যাপের কন্যা এবং সুপর্ণ গরুড়ের ভগিনী সুমতি ছিলেন মহারাজ সগরের দ্বিতীয় পত্নী।

তাজ্যং সহ মহারাজঃ পত্নীভ্যাং তপ্তবাংস্তপঃ।

হিমবন্তঃ সমাসাদ্য ভৃগুপ্রস্রবণে গিরৌ॥ ৫

“মহারাজ সগর দুই পত্নীর সঙ্গে হিমালয় পর্বতে এসে

ভৃগুপ্রস্রবণ নামক পর্বতশিখরে তপস্যা করতে লাগলেন।

অথ বর্ষশতে পূর্ণে তপসাহুহরাম্বিতো মুনিঃ।

সগরায় বরং প্রাদাদ্ ভৃগুঃ সত্যবতাং বরঃ॥ ৬

“অনন্তর তপস্যার শতবর্ষ পূর্ণ হলে, শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী মহর্ষি ভৃগু তপস্যার তৃপ্ত হয়ে রাজা সগরকে বর দান করলেন—

অপভালাভঃ সুমহান্ ভবিষ্যতি তবানঘ।

কীর্তিষ্কাপ্রতিমাং লোকে প্রাপ্যাসে পুরুষর্ষভ॥ ৭

‘হে নিষ্পাপ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ! আপনার বহু পুত্র লাভ হবে এবং পৃথিবীতে আপনি অতুলনীয় যশ লাভ করবেন।

একা জনয়িতা তাত পুত্রং বংশকরং তব।

যষ্টিং পুত্রসহস্রাণি অপরা জনয়িষ্যতি॥ ৮

‘বংশ ! তোমার এক স্ত্রী বংশরক্ষাকারী একটিমাত্র পুত্রের জন্মদাত্রী হবেন এবং অপর স্ত্রী ষাট হাজার পুত্রের জন্ম দেবেন।

ভাষমাণং মহাত্মানং রাজপুত্রৌ প্রসাদ্য তম্।

উচুতুঃ পরমপ্ৰীতে কৃতাজ্জলিপুটে তদা॥ ৯

“তখন মহাত্মা ভৃগু এই কথা বললে, রাজকন্যা দুজন (সগররাজের দুই পত্নী) তাঁকে প্রসন্ন করে অতীব প্রীতমনে করজোড়ে বললেন—

একঃ কস্যাঃ সুতো ব্রহ্মন্ কা বহুজনয়িষ্যতি।

শ্রোতুমিচ্ছাবহে ব্রহ্মন্ সত্যমস্তু বচস্তব॥ ১০



—ব্রহ্মান্ ! (আমাদের দুজনের মধ্যে) কার একটি পুত্র  
জন্মাবে, কে-ই বা বহুপুত্রের জননী হবে, আমরা (দুজন)  
তা শুনতে চাই। আপনার কথা সত্য হোক।

তয়োক্তবচনং শ্রুত্বা ভৃগুঃ পরমধার্মিকঃ।  
উবাচ পরমাং বাণীং স্বাহেন্দোহত্র নিধীয়তাম্॥ ১১  
একো বংশকরো বাস্তু বহবো বা মহাবলঃ।

কীর্তিমত্তো মহোৎসাহঃ কা বা কং বরমিচ্ছতি॥ ১২  
“তাদের দুজনের (রাজপত্নীদ্বয় কেশিনীর এবং  
সুমতির) সেই কথা শুনে পরমধার্মিক মহর্ষি ভৃগু উদার  
ভাষায় বললেন—এ বিষয়ে তোমরা স্থায়ী (নিজের) অভিমত  
প্রকাশ করো—বংশ সংরক্ষক একটিমাত্র পুত্র অথবা  
মহাবলশালী, যশস্বী এবং অতুঃসাহী বহু পুত্র ; কে কোন  
বরের কামনা পোষণ করো !

মুনেস্ত বচনং শ্রুত্বা কেশিনী রঘুনন্দন।  
পুত্রং বংশকরং রাম জগ্ৰাহ নৃপসমিধৌ॥ ১৩

“রঘুনন্দন হে রাম ! মুনির কথা শুনে  
(সগবরাজের প্রথমা পত্নী) কেশিনী রাজার সম্মুখেই  
বংশরক্ষাকারী একটিমাত্র পুত্র কামনা করলেন।

যষ্টিং পুত্রসহস্রাণি সুপর্ণভগিনী তদা।  
মহোৎসাহান্ কীর্তিমত্তো জগ্ৰাহ সুমতিঃ সুতান্॥ ১৪

“তদনন্তর (কেশিনীর বরপ্রাপ্তির পরে) সুপর্ণ  
গরুড়ের ডগিনী সুমতি মহা উৎসাহী, যশস্বী ষাট হাজার  
পুত্রপ্রাপ্তির বর গ্রহণ করলেন।

প্রদক্ষিণমৃষিং কৃত্বা শিরসাভিপ্রণমা তম্।  
জগাম স্বপুরং রাজা সভার্যো রঘুনন্দন॥ ১৫

“হে রঘুনন্দন ! রাজা সগর পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে  
সেই ঋষিকে (মহর্ষি ভৃগুকে) প্রদক্ষিণ ও নতমস্তকে প্রণাম  
করে নিজপুরী অযোধ্যায় চলে গেলেন।

অথ কালে গতে তস্য জ্যেষ্ঠা পুত্রং ব্যজায়ত।  
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কেশিনী সগররাজম্॥ ১৬

“অনন্তর কিছুকাল পরে তাঁর (সগরের) জ্যেষ্ঠা  
পত্নী কেশিনী অসমঞ্জ নামে সগরের আত্মজ পুত্রের জন্ম  
দিলেন।

সুমতিস্ত নরব্যাক্ত গর্ভতুষং ব্যজায়ত।  
যষ্টিং পুত্রসহস্রাণি তুষভেদাধিনিঃসূতাঃ॥ ১৭

“হে নরশার্দ্দল ! সুমতি কিন্তু গর্ভস্থ একটি অলাবুর

(লাউ এর) অণু দিয়েছিলেন। সেই লাউ ভেদ করে ষাট  
হাজার পুত্র বর্তিগত হয়েছিল।

যুতপূর্ণেণ কুন্তেণ শাস্ত্রজ্ঞান সমবর্ধমান্।  
কালেন মহতা সর্বে যৌবনং প্রতিপেদিলে॥ ১৮  
“যাত্রীরা সেই পুত্রদের যুতপূর্ণ কলসে রেখে  
সংবর্গিত করতে লাগলেন। বহুকাল পরে তারা সকলে  
যৌবনপ্রাপ্ত হল।

অথ দীর্ঘেণ কালেন রূপযৌবনশালিনঃ।  
যষ্টিং পুত্রসহস্রাণি সগরস্যাত্তবংসদা॥ ১৯  
“তদনন্তর দীর্ঘকাল পরে সগরের ষাট সহস্র পুত্র  
রূপযৌবনশালী হয়ে উঠল।

স চ জ্যেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠ সগরস্যাত্তসম্ভবঃ।  
বালান্ গৃহীত্বা তু জলে সরয়া রঘুনন্দন॥ ২০  
প্রক্ষিপ্য প্রাহসমিতঃ মজ্জতস্তান্ নিরীক্ষা বৈ।

“রঘুকুলনন্দন হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! রাজা সগরের  
সেই জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ প্রায়ই নগরের বালকদের নিয়ে  
সরযুদীর জলে নিষ্ক্ষেপ করে তাদের নিমজ্জিত হতে দেখে  
হাসতে থাকত।

এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাহকঃ॥ ২১  
গৌরাণামহিতে যুক্তঃ পিত্রা নির্বাসিতঃ পুরাৎ।

“অসমঞ্জ এইভাবে পাপাচারী হয়ে সজ্জনদের  
পীড়নে এবং পুরবাসীদের অনিষ্টসাধনে নিরত থাকায়  
পিতা কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছিল।

তস্য পুত্রোহংশুমাম্যম অসমঞ্জস্য বীর্যবান্॥ ২২  
সম্মতঃ সর্বলোকস্য সর্বস্যাপি প্রিয়বদঃ।

“সেই অসমঞ্জের বীর, সকলের প্রতি প্রিয়তরী  
(তাই) সর্বজনপ্রিয়, অংশুমান নামে এক পুত্র ছিল।

ততঃ কালেন মহতা মতিঃ সমভিজায়ত॥ ২৩  
সগরস্য নরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞেয়মিতি নিশ্চিতা।

“হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! অনন্তর বহুকাল পরে রাজা  
সগরের মনে দৃঢ় ইচ্ছার উদয় হল—আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করব  
স কৃত্বা নিশ্চয়ঃ রাজা সোপাধ্যায়গণত্বদা।

যজ্ঞকর্মণি বেদজ্ঞো যষ্টুঃ সমুপচক্রমে॥ ২৪  
“তখন বেদজ্ঞ রাজা সগর যজ্ঞের জন্য স্থির নিশ্চয়  
করে উপাধ্যায়গণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞকার্যে উদ্যোগ  
নিলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাবো বালকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশ সর্গঃ॥ ৩৮॥  
মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

## একোনচত্বারিংশ সর্গ (৩৯)

ইন্দ্র কর্তৃক সগররাজের যজ্ঞাশ্ব হরণ এবং সগরপুত্রগণ কর্তৃক পৃথিবীর সর্বত্র  
যজ্ঞাশ্বের অনুসন্ধান—ব্রহ্মার নিকট দেবগণ কর্তৃক এই কাহিনী বর্ণন

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রদ্ধা কথাস্তে রঘুনন্দনঃ।  
উবাচ পরমপ্ৰীতো মুনিঃ দীপ্তমিবানলম্॥ ১

বিশ্বামিত্রকথিত কাহিনী শ্রবণ করে, (উক্ত)  
কাহিনীর শেষে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র অতীব প্রীত হয়ে  
জননসদৃশ তেজস্বী মহর্ষিকে বললেন—

শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বিস্তরেণ কথামিমাম্।  
পূর্বজ্ঞো মে কথং ব্রহ্মন্ যজ্ঞং বৈ সমুপাহরৎ॥ ২

“হে ব্রহ্মর্ষি ! আমার পূর্বপুরুষ (মহারাজ সগর)  
কীভাবে যজ্ঞ সমাপন করেছিলেন, সেই কাহিনী (আমি)  
বিস্তৃতভাবে শুনতে চাই। আপনি মঙ্গলময় হোন।”

কস্য তদ্বচনং শ্রদ্ধা কৌতূহলসমম্বিতঃ।  
বিশ্বামিত্র কাকুৎস্থমুবাচ প্রহসন্নিব॥ ৩

শ্রীরামচন্দ্রের সেই কথা শুনে বিশ্বামিত্র কৌতূহলী  
হয়ে হাসতে হাসতে কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে বললেন—

প্রয়াতঃ বিস্তরো রাম সগরস্য মহাস্বনঃ।  
শঙ্করশৃঙ্গরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ॥ ৪

বিন্ধ্যপর্বতমাসাদ্য নিরীক্ষিতে পরম্পরম্।  
অগ্ন্যর্ঘ্যো সমভবদ্ যজ্ঞঃ স পুরুষোত্তমঃ॥ ৫

“হে রাম ! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে  
শ্রবণ করো ! ভগবান শঙ্করের শৃঙ্গুর হিমালয় নামে  
বিস্থাত। সেই হিমালয় বিন্ধ্য পর্বতের (তথা বিন্ধ্য পর্বতও  
হিমালয়ের) পরম্পর নিকটে এসে একে অন্যকে নিরীক্ষণ  
করতে লাগলেন। হে পুরুষোত্তম রাম ! এই হিমালয় ও  
বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যস্থলে (আর্যাবর্তে) সগররাজের সেই  
যজ্ঞ হয়েছিল।

স হি দেশো নরব্যাস্ত্র প্রশস্তো যজ্ঞকর্মণি।  
তস্যাপ্যুচর্যাং কাকুৎস্থ দৃঢ়শ্রদ্ধা মহারথঃ॥ ৬

অংশুমানকরোঃ তাত সগরস্য মতে হিতঃ।  
“হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! সেই দেশই যজ্ঞকর্মের জন্য  
প্রশস্ত। কাকুৎস্থকুলনন্দন বৎস রাম ! মহারাজ সগরের  
ইচ্ছানুসারেই (সম্মতিক্রমেই) সুদৃঢ় ধনুর্ধর মহারথ  
(মহাবীর) অংশুমান সেই যজ্ঞীয় অশ্বের পরিচর্যা ও  
রক্ষাকার্য স্বীকার করেছিলেন।

কস্য পবনি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ॥ ৭

রাক্ষসীং তনুমাঙ্গায় যজ্ঞীয়াশ্বমপাহরৎ।

“সেই পর্বদিনে যজ্ঞমানের (যজ্ঞকারীর) যজ্ঞ-  
কর্মস্থানে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্র রাক্ষসদেহ ধারণপূর্বক যজ্ঞীয়  
অশ্বটিকে অপহরণ করেছিলেন।

দ্বিগমাণে তু কাকুৎস্থ তস্মিন্শ্বে মহাস্বনঃ॥ ৮  
উপাখ্যায়গণাঃ সর্বে যজ্ঞমানমথাব্রুবন্।

অয়ং পবনি বেগেন যজ্ঞীয়াশ্বোহপনীয়তে॥ ৯  
হর্তারং জহি কাকুৎস্থ হয়শ্চৈবোপনীয়তাম্।

যজ্ঞচ্ছিদ্রং ভবভ্যেতৎ সর্বমামশিষায় নঃ॥ ১০  
তৎ তথা ত্রিনয়তাং রাজন্ যজ্ঞোহচ্ছিদ্রঃ কৃতো ভবেৎ।

“হে কাকুৎস্থ রাম ! মহাত্মা সগরের সেই যজ্ঞাশ্ব যখন  
চুরি হচ্ছিল, সেই সময় উপাখ্যায়গণ (যজ্ঞের পুরোহিতগণ)  
সকলে যজ্ঞমানকে (রাজা সগরকে) বললেন— হে কাকুৎস্থ  
সগর ! আজ এই পর্বদিনে (পবিত্র উৎসবের দিনে)  
যজ্ঞাশ্বটিকে কোনও চোর অপহরণ করে দ্রুত পলায়ন  
করছে। চোরকে হত্যা করে যজ্ঞাশ্বটি নিয়ে আসুন। যজ্ঞে  
এই বিঘ্ন আমাদের সকলের অমঙ্গলের কারণ হবে।  
অতএব, হে রাজন্ ! যজ্ঞ যাতে নিশ্চিহ্ন হয়, তাই করুন।  
সোপাখ্যায়বচঃ শ্রদ্ধা তস্মিন্ সদসি পার্শ্বিৎ॥ ১১

যষ্টিং পুত্রসহস্রাণি বাক্যমেতদুবাচ হ।  
গতিং পুত্রা ন পশ্যামি রক্ষসাং পুরুষর্বভাঃ॥ ১২

মন্ত্রপুতৈর্মহাভাগৈরাহিতো হি মহাক্রুতঃ।  
তদ্ গচ্ছথ বিচিহ্নম্বঃ পুত্রকা ভদ্রমস্ত্র বঃ॥ ১৩

“সেই যজ্ঞসভায় উপাখ্যায়গণের (পুরোহিতগণের)  
কথা শুনে রাজা সগর তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে  
বললেন—বৎসগণ ! এই মহাযজ্ঞ মহান পুরোহিতগণের  
মস্ত্রে পবিত্র ; সুতরাং এখানে রাক্ষসদের উপস্থিতির  
সম্ভাবনা দেখছি না। তথাপি, হে পুত্রগণ ! তোমরা যাও  
অন্বেষণ করো। তোমাদের মঙ্গল হোক।

সমুদ্রমালিনীং সর্বাং পৃথিবীমনুগচ্ছথ।  
একৈকং যোজনং পুত্রা বিস্তারমভিগচ্ছত॥ ১৪

যাবৎ তুরগসন্দর্শ্যাবৎ খনত মেদিনীম্।  
তমেব হয়হর্তারং মার্গমাণা মমাজ্ঞয়া॥ ১৫

—বৎসগণ ! সমুদ্রবেষ্টিতা পৃথিবীর সর্বত্র যাও ; প্রতি



যোজন বিস্তৃত স্থান নির্ধৃতভাবে অনুসন্ধান করে। যতক্ষণ সেই অশ্বচোবের অনুসন্ধান না পাওয়া যায়, আমার নির্দেশে, ততক্ষণ তার অনুসন্धानে পৃথিবীকে খনন করো।  
দীক্ষিতঃ শৌর্যসহিতঃ সোপাখ্যায়গণস্থম্ ॥

ইহ হান্যামি জয়ং বো যাবৎ তুরগদর্শনম্ ॥ ১৬

—আমি যজ্ঞে দীক্ষিত। অতএব তোমাদের এণৎ যজ্ঞস্থের মঙ্গল-দর্শন পর্যন্ত, শৌর্য (অংশুমান) এণৎ উপাখ্যায়গণের সঙ্গে এখানে থাকব (অপেক্ষা করব)।

তে সৰ্বে হৃষ্টমনসো রাজপুত্রা মহাবলাঃ ।

জয়মুখীতলঃ রাম শিতুৰ্ভচনযজ্ঞিতাঃ ॥ ১৭

“রাম ! সেই মহাবলশালী রাজপুত্রেরা পিতার আদেশে যজ্ঞচালিতের মতো প্রসন্নমনে পৃথিবী-পরিভ্রমণে (অশ্বচোবের অন্বেষণে) বহির্গত হল।

পদ্মা তু পৃথিবীঃ সর্বামদৃষ্টা তং মহাবলাঃ ।

যোজনায়ামবিজ্ঞারমৈকৈকো ধরণীতলম্ ।

বিজিৎ পুরুষব্যাসা বজ্রস্পর্শসমৈর্ভুজৈঃ ॥ ১৮

“মহাবলশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজপুত্রেরা সমগ্র ভূতলে (পৃথিবীতে) গিয়ে অন্বেষণ করে সেই অশ্বের খোঁজ না পেয়ে প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে তাদের বজ্রসদৃশ হস্ত দ্বারা ভূতলের এক এক যোজন বিস্তৃত স্থান খনন করতে লাগল।

শূলৈরশনিকৈলৈশ্চ হলৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ ।

ভিষ্মানা বসুমতী ননাদ রঘুনন্দন ॥ ১৯

“হে রঘুনন্দন রাম ! ভয়ঙ্কর বজ্রতুল্য শূল এবং হলের (লাঙ্গলের) আঘাতে বিদীর্ণা ধরণী আর্তনাদ করতে লাগলেন।

নাগানাং বধ্যমানানামসুরাণাঞ্চ রাঘব ।

রাক্ষসানাং দুরাধৰ্ষঃ সন্তানাং নিনদোহভবৎ ॥ ২০

“রাঘব ! (পৃথিবীকে খননকালে) নিহত ও মরণাপন্ন নাগ, অসুর, রাক্ষস এবং অন্যান্য প্রাণীদের

অসহনীয় আর্তনাদ হতে লাগল (শোনা যেতে লাগল)।

যোজনানাং সমপ্রাণি শক্তিং তু রঘুনন্দন ।

বিজিৎপূর্ণশীঃ রাম রসাতলমনুত্তমম্ ॥ ২১

“রঘুকুজানন্দন হে রাম ! সগরসন্তানগণ প্রত্যেকে গাট হাজার যোজন (হান) করে পৃথিবীকে পৃষ্ঠতে লাগল, মনে হল যেন সর্বোত্তম রসাতলের অনুসন্ধান করছে।

এবং পর্বতসম্মাঃ জম্বুদ্বীপঃ নৃপাক্ষজাঃ ।

খনন্তো নৃপশার্দূল সর্বতঃ পরিচ্ছিন্নম্ ॥ ২২

“হে নৃপশ্রেষ্ঠ রাম ! এইভাবে রাজপুত্রগণ শৈলসঙ্কুল জম্বুদ্বীপ খনন করতে করতে সর্বত্র অশ্বের সন্ধানে পরিভ্রমণ করতে লাগল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাসুরাঃ সহপন্নগাঃ ।

সজ্জাতমনসঃ সৰ্বে পিতামহমুপাগমন্ ॥ ২৩

“তখন দেবতারা সকলে গন্ধর্ব, অসুর ও নাগদের সঙ্গে নিয়ে ভীতিবিহীন চিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন।

তে প্রসাদা মহাত্মানঃ বিষম্বদনাজ্ঞদা ।

উচুঃ পরমসম্ভ্রাজাঃ পিতামহমিদং বচঃ ॥ ২৪

“তখন অতীব সম্ভ্রান্ত দেবগণ মহাত্মা পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে বিষম্বদনে বললেন—

ভগবন্ পৃথিবী সৰ্বা খন্যতে সগরাক্ষজৈঃ ।

বহবশ্চ মহাত্মানো বধ্যন্তে জলচারিণঃ ॥ ২৫

—ভগবন্ ! রাজা সগরের পুত্রগণ সমগ্রা পৃথিবীকে খনন করছে, আর তাতে বহু মহাত্মা ও জলচরপ্রাণী নিহত হচ্ছেন।

অয়ং যজ্ঞহরোহস্মাকমনেনাশ্বোহপনীয়তে ।

ইতি তে সর্বভূতানি হিংসন্তি সগরাক্ষজাঃ ॥ ২৬

—এই-ই আমাদের যজ্ঞবিঘ্নকারী ; এই-ই আমাদের অশ্বকে অপহরণ করেছে।—এই কথা বলে সগরতনয়গণ প্রাণীদের হত্যা করছে।”

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে একোনচত্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একোনচত্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥



## চত্বারিংশ সর্গ (৪০)

পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক দেবতাদের সান্ত্বনা প্রদান এবং কপিল মুনির ক্রোধান্বিত সগর-সন্তানদের মৃত্যু

দেবতানাং বচঃ শ্রদ্ধা ভগবান্ বৈ পিতামহঃ।  
শ্রদ্ধাং সসন্তানান্ কৃতান্তবলমোহিতান্॥ ১

“দেবতাদের কথা শুনে ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা  
যমসদৃশ বলবান সগরসন্তানদের বলে সন্তুষ্ট ও মুচ্ছিত  
দেবতাদের বললেন—

যগোয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।  
মহিষী মাধবসৌম্য স এব ভগবান্ প্রভুঃ॥ ২  
কপিলঃ রূপমাছায় ধারয়তানিশং ধরাম্।  
চক্ষুঃ কোপাগ্নিনা দক্ষা ভবিষ্যতি নৃশাস্ত্রজাঃ॥ ৩

—যে ধীমান বাসুদেবের এই সমগ্রা ধরনী, সেই  
ভগবান মাধবেরই মহিষী এই ধবিক্রী ভগবান বাসুদেবই  
(মাধব) কপিল মুনির রূপধারণ করে এই পৃথিবীকে  
ধরিত ধারণ করে আছেন, সেই ভগবান কপিলের  
ক্রোধান্বিত এই রাজপুত্রেরা দক্ষ হয়ে যাবে।

পৃথিব্যাচাপি নির্ভেদো দৃষ্ট এব সনাতনঃ।  
সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশো দীর্ঘদর্শিনাম্॥ ৪

—পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, এটা অবশ্যজ্ঞাবী ;  
সগররাজের পুত্রদের বিনাশও দূরদর্শীদের দ্বারাই দৃষ্ট  
হয়েছে।

পিতামহবচঃ শ্রদ্ধা ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দমাঃ।  
দেবাঃ পরমসংহৃষ্টাঃ পুনর্জঘূর্ষথাগতম্॥ ৫

“পিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনে তেত্রিশজন  
ঋক্ষমণকারী দেবতা যেখান থেকে এসেছিলেন অতীব  
হৃষ্টচিত্তে আবার সেখানেই চলে গেলেন।

সগরস্য চ পুত্রাণাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ।  
পৃথিব্যাং ভিদমানায়াং নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ॥ ৬

“পৃথিবী বিদীর্ণ হতে থাকলে প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় শব্দ  
এবং সগরসন্তানদের প্রবল কোলাহল উচ্ছিত হতে লাগল।

ততো ভিষ্মা মহীং সর্বাং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।  
মহিতাঃ সাগরাঃ সর্বে পিতরং বাক্যমব্রুবন্। ৭

“তখন সমগ্র ধরনী বিদারণ এবং পরিক্রমা করে  
সগরসন্তানগণ একসঙ্গে এসে পিতাকে বললেন—

পরিভ্রাজ্ঞা মহী সর্বা সস্ববস্তৃচ সূদিতাঃ।  
দেবদানবরক্ষাংসি শিষ্যচেরাগপন্নগাঃ॥ ৮

ন চ পশ্যামহেহুং তে অশ্বহর্তারমেব চ।  
কিং করিষ্যাম ভদ্রং তে বুদ্ধিরত্র বিচার্যতাম্॥ ৯

—পিতঃ ! আমরা সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমণ করেছি।  
দেবতা, দানব, রাক্ষস, শিষ্য, সর্প আদি সকল প্রাণীকেই  
হত্যা করেছি ; (কিন্তু) আপনার যজ্ঞাশ্ব এবং  
অশ্বাপহারককে দেখতে পাইনি। আপনার মঙ্গল হোক !  
আমরা এখন কী করব, তা বিবেচনা করে বলুন।

তেয়াং তদ্বচনং শ্রদ্ধা পুত্রাণাং রাজসত্তমঃ।  
সমুন্যরবীদ্ বাকাং সগরো রঘুনন্দনঃ॥ ১০

“রঘুনন্দন হে রাম ! নৃপশ্রেষ্ঠ সগর পুত্রদের সেই  
কথা শুনে সন্তোষে তাঁদের বললেন—

ভূয়ঃ খনত ভদ্রং বো বিভেদ্য বসুধাতলম্।  
অশ্বহর্তারমাসাদ্য কৃতার্থাশ্চ নিবর্ততঃ॥ ১১

—পুনরায় খনন করো। পৃথিবীতল বিদীর্ণ করে  
অশ্বচোরকে ধরে কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসো। তোমাদের  
কল্যাণ হোক।

পিতুর্বচনমাসাদ্য সগরস্য মহাস্বনঃ।  
যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি রসাতলমভিহবন্॥ ১২

“মহাত্মা সগরের যষ্টিসহস্র (ষাট হাজার) পুত্র  
পিতার বচনানুসারে রসাতল পর্যন্ত খনন করেছিলেন।

খন্যামানে ততস্তম্বিন্ দদৃশুঃ পর্বতোপমম্।  
দিশাগজং বিরূপাক্ষং ধারয়ন্তং মহীতলম্॥ ১৩

“অনন্তর পুনরায় পৃথিবীকে খনন করতে করতে  
সগরসন্তানেরা বিরূপাক্ষ নামক পর্বতাকার এক দিগন্তীকে  
দেখতে পেলেন, যে পৃথিবীকে (স্বীয় মন্তকে) ধারণ করে  
আছে।

সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং রঘুনন্দন।  
ধারয়ামাস শিরসা বিরূপাক্ষো মহাগজঃ॥ ১৪

“রঘুনন্দন রাম ! সেই মহান হস্তী বিরূপাক্ষ পর্বত ও  
অরণ্যসহ সমগ্রা পৃথিবীকে স্বীয় মন্তকে ধারণ করেছিল।

যদা পর্বণি কাকুৎস্থঃ বিশ্রমার্থং মহাগজঃ।  
খোদাচ্চালয়তে শীর্ষং ভূমিকম্পপ্লবদা ভবেৎ॥ ১৫

“কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! বিশেষ পর্বদিনে  
ক্লান্তিরশতঃ বিশ্রামের জন্য সেই মহাগজ যখন মন্তক  
কম্পিত করে তখনই ভূমিকম্প হয়।

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা দিশাণালং মহাগজম্।  
মানয়ন্তো হি তে রাম জঘূর্ষিত্বা রসাতলম্॥ ১৬

“রাম ! তারা সেই দিকপাল মহাগজকে সম্মান

প্রদর্শন এবং প্রদক্ষিণ করলেন। অতঃপর তাঁরা রম্যতলকে  
বিদীর্ণ করে চলতে লাগলেন।

ততঃ পূর্বাং দিশং ভিত্তা দক্ষিণং বিভিদুঃ পুনঃ।

দক্ষিণস্যামপি দিশি দদৃশুস্তে মহাগজম্॥ ১৭

“অনন্তর পূর্বদিক বিদীর্ণ করে তাঁরা পুনরায় দক্ষিণ  
দিক বিদীর্ণ করলেন। দক্ষিণদিকেও একটি মহাগজ দেখতে  
পেলেন।

মহাগজঃ মহান্নানং সুমহৎপর্বতোপমম্।

শিরসা ধারয়ন্তঃ গাং বিস্ময়ং জঘ্যুস্তমম্॥ ১৮

“তাঁরা দেখলেন মহাপদ্ম নামক এক মহান হস্তী  
পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করে আছে। তাকে দেখে তাঁরা  
অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

তে তং প্রদক্ষিণং কৃৎস্না সগরস্য মহান্ননঃ।

যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি পশ্চিমাং বিভিদুর্দিশম্॥ ১৯

“মহাত্মা সগরের সেই ষাট হাজার সন্তান সেই  
মহাগজকে প্রদক্ষিণ করে পশ্চিমদিক খনন করতে  
লাগলেন।

পশ্চিমায়ামপি দিশি মহান্নমচলোপমম্।

দিশাগজং সৌমনসং দদৃশুস্তে মহাবলাঃ॥ ২০

“সেই মহাবলশালী সগরসন্তানেরা পশ্চিমদিকেও  
সৌমনস নামক মহান পর্বতসদৃশ দিগ্গজকে দেখতে  
পেলেন।

তে তং প্রদক্ষিণং কৃৎস্না পৃষ্টা চাপি নিরাময়ম্।

খনন্তঃ সমুপাক্রান্তা দিশং সৌমবতীং তদা॥ ২১

“সেই সগরসন্তানেরা গজকে প্রদক্ষিণ এবং  
নিরাময় (কুশল) জিজ্ঞাসা করে খনন করতে করতে  
উত্তরদিকে উপস্থিত হলেন।

উত্তরস্যাং রথশ্রেষ্ঠ দদৃশুর্বিমপাগুরম্।

ভদ্রং ভদ্রেশ বপুষা ধারয়ন্তঃ মহীমিমাম্॥ ২২

“হে রথকুলতিলক রামচন্দ্র ! উত্তরদিকে তাঁরা  
দেখলেন, তুমারশুভ্র ভদ্র নামক মহাগজ মঙ্গলময় রূপে  
এই পৃথিবীকে ধারণ করে দণ্ডায়মান।

সমালভ্য ততঃ সর্বং কৃৎস্না চৈনং প্রদক্ষিণম্।

যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বিভিদুর্বসুধাতলম্॥ ২৩

“অনন্তর সগররাজের সেই ষাট হাজার পুত্র সকলে  
মিলে তাকে সমাদর ও প্রদক্ষিণ করে ভূতল খনন করতে  
লাগলেন।

ততঃ প্রাক্তন্তরাং গত্বা সাগরাঃ প্রতিভাং দিশাম্।

রোষাদজ্ঞা খনন সর্বং পৃথিবীং সগরান্নজাঃ॥ ২৪

“অতঃপর সগরপুত্রেরা সকলে মিলিত হয়ে  
সুবিখ্যাত পূর্বোত্তর দিকে গিয়ে রোষভরে ভূতল খনন  
করতে লাগল।

তে তু সর্বং মহান্নানো ভীমবেগা মহান্ননাঃ।

দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্॥ ২৫

“সেই মহাবলশালী, দ্রুতগতিসম্পন্ন মহান্না সগর  
সন্তানেরা সকলে সেখানে সনাতন বাসুদেবরূপ ভগবান  
কপিলদেবকে দেখতে পেলেন।

হয়ঞ্চ তস্য দেবস্য চরত্বমনিদুরতঃ।

প্রহর্ষমতুল্যং প্রাপ্তাঃ সর্বং তে রঘুনন্দনঃ॥ ২৬

“হে রঘুনন্দন রাম ! সেই কপিল দেবের অনতিদূরে  
অশ্বটিকে বিচরণ করতে দেখে সগরসন্তানেরা সকলেই  
অত্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

তে তং যজ্ঞহনং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্যাকুলেক্ষণাঃ।

খনিভ্রাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষশিলাধরাঃ॥ ২৭

অভ্যাবজ্ঞ সংক্রুদ্ধান্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন।

“তাঁরা (সগরসন্তানেরা) ভগবান কপিল মুনির  
যজ্ঞবিঘ্নকারী বলে বুঝতে পেরে ক্রোধে আরক্তমনে  
যন্ত্রা, লাঙ্গল, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি নিয়ে দ্রুত তাঁর প্রতি  
(ভগবান কপিলের প্রতি) ধাবিত হয়ে সক্রোধে বলতে  
লাগলেন—দাঁড়াও দাঁড়াও।

অস্মাকং হং হি তুরগং যজ্ঞিয়ং হতবানসি॥ ২৮

দুর্মেধস্ত্বং হি সম্রাণ্ডান্ বিভি নঃ সগরান্নজান্।

—হে দুর্বুদ্ধে ! তুমিই তাহলে আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব  
অপহরণ করেছ। তুমি জেনে রাখো, আমরা  
সগরসন্তানেরা এখানে উপস্থিত।

শ্রদ্ধা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দনঃ॥ ২৯

রোষেণ মহতাবিষ্টো হৃদ্ধারমকরোং তদা।

—রাম ! তখন ভগবান কপিল তাঁদের সেই কথা শুনে  
অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে হৃদ্ধার দিয়ে উঠলেন।

ততঃপ্রোপ্রামেয়েণ কপিলেন মহান্ননাঃ।

ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বং কাকুৎস্থঃ সগরান্নজাঃ॥ ৩০

“হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! তখন অনন্তপ্রভাবশালী  
মহাত্মা কপিল সগরসন্তানদের সকলকে ভস্মীভূত করে  
দিলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তুকীয়ায় আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাব্য শ্রীমদ্ভাগবতের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥



## একচত্বরিংশ সর্গ (৪১)

মহারাজ সগরের আদেশে অংশুমান কর্তৃক যজ্ঞীয় অশ্বের আনয়ন এবং পিতৃপুরুষদের নিধনসংবাদ জ্ঞাপন

পুরাণকিরণতাৎপৰ্য্যে সগরো রঘুনন্দন।  
নগরমরবীন্দ্র রাজা দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ১

“হে রঘুনন্দন রাম ! পুরোহিত অনেকদিন হলো  
গেছে, এই চিন্তা করে রাজা সগর, স্বীয় তেজে উজ্জ্বল  
শৌর্যকে বললেন—

ব্রহ্ম কৃতবিদ্যস্ত পূৰ্বৈবলোহসি তেজসা।  
পিতৃণাঃ পতিমঘিচ্ছ যেন চাপ্তোহপবাহিতঃ ॥ ২

—তুমি বীর এবং বিদ্বান। তেজস্বিতায় তুমি  
পূর্বপুরুষদের তুল্য। যে যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছে, পিতৃ-  
পুরুষদের অনুসৃত পথে, সেই চোরের অনুসন্ধান করো।  
জ্ঞাতোয়ানি সত্ত্বানি বীর্যবন্তি মহান্তি চ।  
তেষাং তু প্রতিঘাতার্থং সাসিং গৃহীষ্য কামুকম্ ॥ ৩

—পৃথিবীর অন্তঃস্থলে অবস্থিত প্রাণীরা বিশালদেহী  
এবং বীর। তাদের প্রত্যাঘাত করার জন্য তুমি তরবারির  
সঙ্গে ধনুকও গ্রহণ করো।

অভিবাধ্যাভিবাধ্যাংস্থং হস্তা বিঘ্নকরানপি।  
সিদ্ধার্থঃ সংনিবর্তস্ব মম যজ্ঞস্য পারগঃ ॥ ৪

—প্রণম্যদের প্রণাম এবং কর্তব্যকর্মে বিঘ্ন  
সৃষ্টিকারীদের হত্যা করে সিদ্ধমনোরথ হয়ে ফিরে এসো।  
আমার যজ্ঞকে সফল করো।

এবমুজ্জ্বলঃশুমান্ সম্যক্ সগরেণ মহাস্থনা।  
ধনুর্দাদায় খজাং চ জগাম লঘুবিক্রমঃ ॥ ৫

“মহাত্মা সগর এই কথা বলার পর অংশুমান ধনু  
এবং খজা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলে গেলেন।

স খাতং পিতৃভির্মাগমন্তর্ভৌমং মহাস্রতিঃ।  
প্রাপদ্যত নরশ্রেষ্ঠ তেন রাজ্যভিচোদিতঃ ॥ ৬

“নরশ্রেষ্ঠ হে রাম ! রাজা সগর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে  
অংশুমান মহাত্মা পিতৃপুরুষগণ কর্তৃক খনিত পৃথিবীর  
অভ্যন্তরস্থ পথ খুঁজে পেয়ে গেলেন।

দেবদানবরক্ষোভিঃ পিশাচপতগোরগৈঃ।  
পূজ্যমানং মহাতেজা দিশাগজমপশ্যাত ॥ ৭

“মহাতেজস্বী অংশুমান দেখতে পেলেন—দেবতা,  
দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী এবং নাগগণ এক দিগ্গজকে  
পূজা করছেন।

স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পুষ্টা চৈব নিরাময়ম্।  
পিতৃন স পরিপ্রাচ্ছ বাজিহর্তারমেব চ ॥ ৮

“তিনি (অংশুমান) সেই দিগ্গজকে প্রদক্ষিণ এবং  
তাঁর সুস্থতা ও কুশল জিজ্ঞাসা করে পিতৃপুরুষগণের এবং  
অশ্বচোরের বিষয় জ্ঞানতে চাইলেন।

দিশাগজস্ত তচ্ছ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামতিঃ।  
আসমঞ্জ কৃতার্পনঃ সহাশুঃ শীঘ্রমেঘ্যসি ॥ ৯

“মহামতি দিগ্গজ তাঁর (অংশুমানের) কথা শুনে  
বললেন—অসমঞ্জপুত্র অংশুমান ! তুমি কৃতকার্য হয়ে অশ্ব  
নিয়ে শীঘ্রই ফিরে আসবে।

তস্য তত্শচনং ব্রহ্মা সর্বান্বেব দিশাগজান্।  
যথাক্রমং যথানাম্যং প্রবুং সমুপচক্রমে ॥ ১০

“তাঁর (প্রথম দিগ্গজের) সেই কথা শুনে  
(অংশুমান) ক্রমানুসারে (অন্য) সকল দিগ্গজকেই  
যথারীতি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

তৈশ্চ সর্বৈর্দিশাপালৈর্বাধ্যৈর্বাধ্যকোবিদৈঃ।  
পূজিতঃ সহয়শ্চৈবাগজাসীতাভিচোদিতঃ ॥ ১১

“সেই দিগ্হস্তীরা সকলেই বাক্যের অর্থজ্ঞ এবং  
বাক্যপ্রয়োগে নিপুণ। তাঁরা সকলেই অংশুমানকে সম্মান  
এবং শুভ কামনা জানিয়ে বললেন—তুমি অশ্ব নিয়ে ফিরে  
আসবে।

তেষাং তত্শচনং ব্রহ্মা জগাম লঘুবিক্রমঃ।  
জন্মরাশীকৃতা যত্র পিতরন্তস্য সাগরাঃ ॥ ১২

“অংশুমান তাঁদের (দিগ্হস্তীদের) সেই কথা  
শুনে, যেখানে তাঁর পিতৃপুরুষ সগরসন্তানেরা ভস্মীভূত  
হয়ে পড়েছিলেন, সেখানে দ্রুতগতিতে চলে গেলেন।

স দুঃখবশমাগমন্তসমঞ্জসুতস্তদা।  
চূড়োশ পরমর্ভস্ত বখাং তেবাং সুদুঃখিতঃ ॥ ১৩

“তখন সেই অসমঞ্জপুত্র অংশুমান তাঁদের  
(পিতৃগণের) নিধনহেতু অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন  
এবং দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

যজ্ঞিমাং চ হয়ং তত্র চরন্তমবিদুরতঃ।  
মদর্শ পুরুষব্যগ্রো দুঃখশোকসমঘিতঃ ॥ ১৪

“দুঃখে—শোকে অভিভূত নরশ্রেষ্ঠ অংশুমান যজ্ঞীয়  
অশ্বটিকে অনতিদূরে বিচরণ করতে দেখলেন।

স তেবাং রাজপুত্রাণাং কর্তৃকামো জলক্রিয়াম্।  
স জলার্থী মহাতেজা ন চাপসাজ্জলাশয়ম্ ॥ ১৫

“মহাতেজস্বী অংশুমান জলের দ্বারা রাজপুত্রদের



(নিজের পিতৃগণের) তর্পণ করার অভিপ্রায়ে জলের  
অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাওই জলাশয় দেখতে পেলেন  
না।

বিসর্ষ নিপুণাং দৃষ্টিং ততোহপশ্যৎ যথাধিপম্।

পিতৃণাং মাতুলং রাম সুপর্ণমনিলোপমম্॥ ১৬

“রাম ! তখন অংশুমান নিপুণ দৃষ্টিকে প্রসারিত  
করে পিতৃগণের মাতুল, বায়ুর ন্যায় গতিশীল, পক্ষিরাজ  
গরুড়কে দেখতে পেলেন।

স চৈনমব্রবীষাকং বৈনভেয়ো মহাবলঃ।

মা শুচ্য পুরুষবাঞ্চ বধোহয়ং লোকসম্মতঃ॥ ১৭

“মহাবলশালী বিনতানন্দন গরুড় তাঁকে  
(অংশুমানকে) বললেন—হে পুরুষসিংহ ! শোক করো  
না ; এই বিনাশ (জগতের মঙ্গলের জন্য) ত্রিলোকের  
সকলের দ্বারা সমর্থিত।

কপিলেনপ্রমোয়েন দক্ষা হীমে মহাবলাঃ।

সলিলাং নারসি প্রাজ দাতুমেষাং হি লৌকিকম্॥ ১৮

—এই মহাবীরগণ অপরিমেয় (তপ) শক্তিসম্পন্ন  
মহর্ষি কপিল কর্তৃক দক্ষীভূত হয়েছেন। হে বিদ্বন্ ! এঁদের  
লৌকিক জল দান করা উচিত হবে না (সাধারণ পার্থিব  
জলে এঁদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা উচিত হবে না)।

গঙ্গা হিমবতে জোষ্ঠা দুহিতা পুরুষর্ষভ।

তস্যাং কুরু মহাবাহো পিতৃণাং সলিলক্রিয়াম্॥ ১৯

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! গঙ্গা হিমালয়ের জোষ্ঠা কন্যা। হে  
মহাবীর ! সেই গঙ্গাতেই পিতৃগণের তর্পণ করো।

ভস্মরাশীকৃতানেন্ প্রাবয়েন্লোকপাবনী।

তয়া ক্রিহমিদং ভস্ম গঙ্গয়া লোককাল্য়য়া।

যচ্চ পুত্রসহস্রাণি স্বর্গলোকং গমিষ্যতি॥ ২০

—জগৎকে পবিত্রকারিণী গঙ্গা ভস্মরাশিকৃত এই ষাট  
হাজার (সগর) সন্তানকে প্রাবিত করুন। জনমনোহাবিধী  
(লোকবাহিত্রী) সেই গঙ্গাজল দ্বারা সিক্ত ভস্মরাশি  
স্বর্গলোকে গমন করবে। অর্থাৎ সগর রাজের ষাট হাজার

সন্তানের ভস্মীভূত দেহ লোকবাহিত্রী লোকপাবনী  
গঙ্গাবারিতে সিক্ত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করবে।

নির্গচ্ছাশ্বং মহাভাগ সংগৃহ্য পুরুষর্ষভ।

যজ্ঞং পৈতামহং বীর নির্বর্তয়িতুমহসি॥ ২১

—হে মহান পুরুষপ্রবর ! যজ্ঞাশ্ব নিয়ে চলে যাও। হে  
বীর ! তোমার পিতামহ কর্তৃক আয়োজিত যজ্ঞ তোমার  
সম্পন্ন করা উচিত।

সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সোহংশুমানতিবীর্যবান্।

ভুরিতং হয়মাদায় পুনরায়ান্মহাতপাঃ॥ ২২

“গরুড়ের কথা শুনে মহাবীর তপস্বী অংশুমান  
অশ্বসহ পুনরায় দ্রুত (স্বদেশে) প্রত্যাবর্তন করলেন।

ততো রাজানমাসাদ্য দীক্ষিতং রঘুনন্দন।

ন্যাবেদয়দ্ যথাবৃত্তং সুপর্ণবচনং তথা॥ ২৩

“হে রঘুনন্দন ! তখন অংশুমান যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা  
সগরের নিকট এসে সমস্ত ঘটনা এবং গরুড়ের কথা  
যথাযথ নিবেদন করলেন।

তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্ক্কাশং বাক্যমংশুমতো নৃপঃ।

যজ্ঞং নির্বর্তয়ামাস যথাকল্পং যথাবিধি॥ ২৪

“রাজা সগর অংশুমানের নিকট সেই ভয়ঙ্কর  
সমাচার শ্রবণ করে, কল্পশাস্ত্রের বিধানানুসারে যথাবিধি  
যজ্ঞ সমাপন করলেন।

স্বপুরুং ত্বগমচ্ছ্রীমানিষ্টযজ্ঞো মহীপতিঃ।

গঙ্গায়াশ্চাগমে রাজা নিশ্চয়ং নাশ্যগচ্ছত॥ ২৫

“বাহিত্রী যজ্ঞ সমাপনান্তে শ্রীমান রাজা সগর  
নিজপুরে (নিজ রাজধানীতে) চলে গেলেন ; কিন্তু গঙ্গার  
আনয়ন বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হতে পারলেন না।

অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা কালেন মহত্ভা মহান্।

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃৎবা দিবং গতঃ॥ ২৬

“মহান রাজা সগর বহুকাল ধরেও (গঙ্গার আনয়ন  
ব্যাপারে) স্থির নিশ্চয় করতে না পেয়েই ত্রিশ সহস্র বৎসর  
রাজত্ব করে স্বর্গে গমন করলেন।”

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতশ্চৈব বাহ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি কশীকি বিরচিত অন্তিকা বা রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

## দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (৪২)

গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়নের জন্য অংশুমান ও ভগীরথের তপস্যা, ব্রহ্মা কর্তৃক ভগীরথকে গঙ্গা আনয়নের বরদান এবং গঙ্গার পতনবেগ ধারণের জন্য শিবের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পরামর্শ দান

কালধর্মঃ গতে রাম সগরে প্রকৃতীজনাঃ।  
রাজানঃ রোচ্যামাসুরং স্তম্ভং সুধার্মিকম্ ॥ ১  
“রাম ! কালধর্মবশত রাজা সগর মৃত্যুমুখে পতিত  
হল প্রজাবর্গ সুধার্মিক অংশুমানকে রাজা রূপে পছন্দ  
করেন।

স রাজা সুমহানাসীদংশুমান রঘুনন্দন।  
তস্য পুত্রো মহানাসীদ দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ২  
“হে রঘব ! রাজা অংশুমান ছিলেন অতীব মহান।

দিলীপ নামে খ্যাত তাঁর পুত্রও ছিলেন মহান ব্যক্তি।  
ঐশ্বর্য রাজ্যং সমাদিশ্য দিলীপে রঘুনন্দন।  
দ্বিবহিঃস্বরে রম্যো তপস্তপে সুদারুণম্ ॥ ৩  
“রঘুনন্দন রাম ! দিলীপের উপর রাজ্যভার সমর্পণ  
করে অংশুমান হিমালয়ের রমণীয় শিখরদেশে গিয়ে কঠোর  
তপস্যা করতে লাগলেন।

দ্বিংশছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ।  
জগাবনগতো রাজা স্বর্গং লেভে তপোধনঃ ॥ ৪  
“মহাযশস্বী তপস্বী রাজা অংশুমান বত্রিশ লক্ষ  
বৎসর তপোবনে তপস্যাস্তে স্বর্গলাভ করলেন।

দিলীপস্ত মহাতেজাঃ শ্রদ্ধা পৈতামহং বধম্।  
মুখোপহৃত্য বুধ্যা নিশ্চয়ং নাথাগচ্ছত ॥ ৫  
“মহাতেজস্বী দিলীপও পিতামহগণের নিধনবার্তা  
শ্রবণ করে শোকাবলু হলে কিস্তি বহু চিন্তাভাবনা করেও  
কর্তব্য স্থির করতে পারলেন না।

কথং গঙ্গাবতরণং কথং তেষাং জলক্রিয়া।  
ভারয়েয়ং কথং চৈতানিতি চিন্তাপরোহভবৎ ॥ ৬

“কীরূপে গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ সম্ভব, কী করে  
তাঁদের পিতৃপুরুষদের তর্পণ করা যাবে, কীভাবেই বা  
তাঁদের উদ্ধার করব, এই সকল চিন্তায় দিলীপ মগ্ন হয়ে  
গেলেন।

তস্য চিন্ত্যতো নিত্যং ধর্মেণ বিদিতাশ্বনঃ।  
পুত্রো ভগীরথো নাম জন্মে পরমধার্মিকঃ ॥ ৭

“সর্বদা ধর্মচিন্তায় আত্মমগ্ন রাজা দিলীপের ভগীরথ  
নামে এক পরমধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করল।

দিলীপস্ত মহাতেজা যশৈর্বহুভিরিষ্টবান্।  
ত্রিংশবর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ৮  
“মহাতেজঃসম্পন্ন রাজা দিলীপ বহু যজ্ঞ সম্পাদন  
করে ত্রিশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

অগত্যা নিশ্চয়ং রাজা তেষামুদ্ধরণং প্রতি।  
ব্যাধিনা নরশার্দূল কালধর্মমুপেয়িবান্ ॥ ৯  
“নরসিংহ রাম ! রাজা দিলীপ তাঁদের  
(পিতৃপুরুষদের) উদ্ধারের কোনও উপায় স্থির করতে  
পারলেন না। কালক্রমে ব্যাধিপীড়িত হয়ে মহাকাশের  
কোণে পতিত হলেন (মৃত্যু বরণ করলেন)।

ইন্দ্রলোকং গতো রাজা স্বর্জিতে নৈব কর্মণা।  
রাজ্যে ভগীরথং পুত্রমভিষিচ্য নরবর্ভঃ ॥ ১০  
“নরশ্রেষ্ঠ রাজা দিলীপ পুত্র ভগীরথকে রাজ্যে  
অভিষিক্ত করে স্নোপার্জিত কর্মফলের দ্বারা ইন্দ্রলোকে  
গমন করলেন।

ভগীরথস্ত রাজর্ষিধার্মিকো রঘুনন্দন।  
অনপেভ্যো মহারাজঃ প্রজাকামঃ স চ প্রজাঃ ॥ ১১  
মন্ত্ৰিধাধায় তন্ রাজ্যং গঙ্গাবতরণে রতঃ।

তপো দীর্ঘং সমাতিষ্ঠন্ গোকর্ণে রঘুনন্দন ॥ ১২  
“হে রঘুনন্দন ! ধার্মিক রাজর্ষি ভগীরথ ছিলেন  
সন্তানহীন। তাই হে রাম ! সেই মহাবাজ সন্তান কামনায়  
এবং গঙ্গাকে অবতরণের জন্য মন্ত্রীদের উপর প্রজাদের  
এবং রাজ্যের ভার অর্পণ করে গোকর্ণ নামক তীর্থে গিয়ে  
দীর্ঘ তপস্যায় রত হলেন।

উর্ধ্ববাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেজিয়ঃ।  
তস্য বর্ষসহস্রাণি যোরে তপসি তিষ্ঠতঃ ॥ ১৩  
অতীতানি মহাবাহো তস্য রাজ্যো মহান্ননঃ।

সুপ্ৰীতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ১৪  
“হে মহাবীর রামচন্দ্র ! সেই মহাত্মা রাজা ভগীরথ  
ইন্দ্রিয়জয়ী ও উর্ধ্ববাহু হয়ে, মাসে একবারমাত্র আহার করে  
কঠোর পঞ্চতপাঃ তপস্যায় রত হলেন। এইভাবে তাঁর  
বহুসহস্র বৎসর অতীত হয়ে গেল। তখন সর্বজীবের প্রভু  
পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মা তাঁর প্রতি প্রীত হলেন।

ততঃ সুরগণৈঃ সার্বভূমিপাত্ম্য পিতামহঃ।  
ভগীরথঃ মহাত্মনঃ তপ্যমানমথাবীৎ ॥ ১৫

“তখন পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং পরে তপস্যানিরত মহাত্মা ভগীরথকে বললেন—

ভগীরথ মহারাজ প্রীতস্তেহহং জনাধিপ।  
তপসা চ সূতপ্তেন বরং বরয় সুব্রত ॥ ১৬

—জনগণের অধিপতি হে মহারাজ ভগীরথ !  
আপনার কঠোর তপস্যায় আমি প্রীত। অতএব হে সুষ্ঠু  
ব্রতধারিন ! আপনি আমার নিকট বর প্রার্থনা করুন।

তম্বাচ মহাতেজাঃ সর্বলোকপিতামহম্।  
ভগীরথো মহাবাহঃ কৃতাজলিপুটঃ হিতঃ ॥ ১৭

“মহাতেজস্বী মহাবীর রাজা ভগীরথ কৃতাজলি হয়ে  
সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন—

যদি মে ভগবান্ প্রীতো যদাশ্চি তপসঃফলম্।  
সগরসাম্রাজ্যঃ সর্বৈ সত্ত্বঃ সলিলমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৮

—ভগবন্ ! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হয়ে  
থাকেন, যদি তপস্যার কোনও ফল থাকে, তাহলে  
সগরসম্রাজ্যের সকলেই যেন মৎপ্রদত্ত (আমার দেওয়া)  
তপসের গঙ্গাজল লাভ করেন।

গঙ্গায়্যাঃ সলিলক্লিষ্টে ভস্মন্যেবাং মহাত্মনাম্।  
ফলং গচ্ছেমুরতান্ত্বং সর্বৈ চ প্রপিতামহাঃ ॥ ১৯

—এই মহাত্মাদের (প্রপিতামহগণের) ভস্ম গঙ্গাজলে  
সিক্ত হলে আমার সেই প্রপিতামহগণ সকলে  
গঙ্গাজলস্পর্শে অক্ষয় স্বর্গলাভ করবে।

দেব যাচে হ সন্ততো নাবসীদেৎ কুলঞ্চ নঃ।  
ইক্ষাকুশাং কুলে দেব এষ মেহস্ত বরঃ পরঃ ॥ ২০

—দেব ! সন্তানলাভের জন্যও প্রার্থনা করছি।

আমাদের বংশ পরম্পরা যেন নষ্ট না হয়। ভগবন্ !  
ইক্ষাকুবংশ রক্ষার জন্য এইটি আমার উত্তম বর প্রার্থনা,  
উক্তবাক্যঃ তু রাজানং সর্বলোকপিতামহঃ।

প্রত্নবাচ শুভাং বাণীং মধুরাং মধুরাক্ষরাম্ ॥ ২১

“রাজা ভগীরথ এই কথা বললে, সর্বলোকের  
(ত্রিভুবনের) পিতামহ ব্রহ্মা সুমিষ্টবাক্যে কল্যাণময়ী মধুর  
বাণীতে তাঁকে বললেন—

মনোরথো মহানেষ ভগীরথ মহারথ।  
এবং ভবতু ভদ্রং তে ইক্ষাকুকুলবর্ধন ॥ ২২

—ইক্ষাকুবংশবর্ধক হে মহাবীর ভগীরথ ! তাই-ই  
হোক ; তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক এবং তোমার  
কল্যাণ হোক।

ইয়ং হৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ সূতা।  
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরন্তত্র নিযুক্তাতাম্ ॥ ২৩

—হে রাজন্ ! হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা এই হৈমবতী  
গঙ্গা। তাঁকে (তঁার পতনবেগকে) ধারণ করার জন্য  
মহাদেবকে নিয়োজিত করা হোক।

গঙ্গায়্যাঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে।  
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ ॥ ২৪

—রাজন্ ! পৃথিবী গঙ্গার পতনের বেগ সহ্য করতে  
পারবে না। আবার, তঁার পতনের বেগ ধারণের জন্য হে  
রাজন্ ! ত্রিশূলধারী মহাদেব ব্যতীত অন্য কাউকেই দেবতে  
পাচ্ছি না।”

তমেবমুক্তা রাজানং গঙ্গাং চাভাষ্য লোককৃৎ।  
জগাম ত্রিদিবং দেবৈঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ ॥ ২৫

বিশ্বশ্রুতা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে এই কথা বলে এবং  
গঙ্গাকে রাজা ভগীরথের প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিয়ে  
সকল দেবতা এবং মরুদ্গণের সঙ্গে স্বর্গে চলে গেলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাণীকীয়ে আদিকাবো বালকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥



## ত্রিচছারিংশ সর্গ (৪৩)

ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট শিব কর্তৃক স্বর্গে গঙ্গাকে ধারণ, গঙ্গার অহঙ্কার খণ্ডন, বিন্দুসরোবরে গঙ্গাকে নিক্ষেপ এবং গঙ্গার সপ্তস্বারার বর্ণনা। জহুমুনির কথা এবং ভগীরথের পিতৃপুরুষদের মুক্তিপ্রাপ্তি

দেবদেবে গতে তস্মিন্ সোহসৃষ্টাগ্রনিপীড়িতাম্।

কসুমতীং রাম বৎসরং সমুপাসত॥ ১

“রাম ! দেবদেব ত্রাসা চলে গেলে ভগীরথ

পৃথিবীকে অসুস্থ দ্বারা নিপীড়িত করে (পায়ের বুড়ো

জাম্বুশের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে) এক বৎসরকাল যাবৎ

নিরন্তর উপাসনা করতে লাগলেন।

সংবৎসরে পূর্ণে সর্বলোকনমস্কৃতঃ।

উমানাথ পশুপতী রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ২

“অনন্তর তপস্যার এক বৎসরকাল পূর্ণ হলে

সর্বলোকপূজ্য উমানাথ পশুপতি মহাদেব রাজাকে

বললেন—

গ্রীতস্তেহং নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।

সিরা যারিষ্যামি শৈলরাজসুতামহম্॥ ৩

—হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমি (তোমার তপস্যায়) তোমার

প্রতি প্রীত হয়েছি। তোমার প্রিয়কার্য সম্পন্ন করব। আমি

গিরিরাজ দুহিতাকে নিজ মন্তকে ধারণ করব।

জন্মে হৈমবতী জ্যোষ্ঠা সর্বলোকনমস্কৃত।

জ্ঞা সাতিমহরূপং কৃৎবা বেগং চ দুঃসহম্॥ ৪

আকাশাদপতদ্ রাম শিবে শিবশিরসুত।

“রাম ! অতঃপর ত্রিভুবনপূজনীয়া জ্যোষ্ঠা হৈমবতী

(হিমালয়ের জ্যোষ্ঠা কন্যা) গঙ্গা অতিকায় রূপ ধারণ করে

দুঃসহ বেগে আকাশ থেকে মঙ্গলময় শিবমন্তকে পতিত

হলেন।

অস্তিরয়চ্চ সা দেবী গঙ্গা পরমদুর্ধরা॥ ৫

বিশাখ্যং হি পাতালং শ্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্।

“যাঁকে ধরে রাখা দুঃসাধ্য, সেই গঙ্গাদেবী চিত্তা

করলেন—আমি শ্রোতের বেগে শঙ্করকে নিয়ে পাতালে

প্রবেশ করি।

তস্যাবলোপনং জাহ্নবা ক্রুদ্ধস্ত ভগবান্ হরঃ॥ ৬

ত্রিগোভাবরিত্বং বুদ্ধিং চক্রে ত্রিনয়নস্তদা।

“ভগবান্ শিব গঙ্গার অহঙ্কারের কথা জানতে

গেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন। তখন ত্রিনয়ন মহাদেব গঙ্গাকে অদৃশ্য

করার বুদ্ধি দিল করলেন।

সা তস্মিন্ পতিতা পুণ্যা পুণো রুদ্রসা মৃধনি॥ ৭

হিমবৎপ্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে।

সা কথঞ্চিদ্রাহীং গম্বুঃ নাশক্ৰোদ্ যত্নমাহিতা॥ ৮

“রাম ! পবিত্র গঙ্গা ভগবান্ রুদ্রের পবিত্র মন্তকে,

হিমালয়ের মতো জটিল, জটামণ্ডলের গহ্বরে পতিত

হলেন। কিন্তু তিনি বহু যত্নেও কিছুতেই পৃথিবীতে অবতরণ

করতে সমর্থ্য হলেন না।

নৈব সা নির্গমং নেভে জটামণ্ডলমন্ততঃ।

তদ্বৈবাবলম্বদেবী সংবৎসরগম্ভান্ বহুং॥ ৯

“সেই জটাজালের মধ্য থেকে গঙ্গা নির্গত হতে

পারলেন না। সেখানেই তিনি বহুবৎসর যাবৎ ভ্রমণ করতে

লাগলেন।

তামশ্যৎ পুনস্তত্র তপঃ পরমমাহিতঃ।

স তেন তোষিতচ্চাসীদত্যন্তং রঘুনন্দন॥ ১০

“রঘুনন্দন রাম ! ভগীরথ গঙ্গাকে সেই অবস্থায়

(শিবের জটাজালে বদ্ধ) দেখে, সেখানেই পুনরায় কঠোর

তপস্যায় অবস্থান করলেন। তাঁর তপস্যায় মহাদেব অত্যন্ত

তুষ্ট হলেন।

বিসর্জ্য ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি।

তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত শ্রোতাংসি জজ্ঞিরে॥ ১১

“তখন মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দুসরোবরে বিসর্জন

দিলেন। তাঁকে ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে সাতটি

শ্রোতোধারার সৃষ্টি হল।

হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।

ত্রিস্রঃ প্রাচীং দিশং জম্বুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ॥ ১২

“হ্লাদিনী, পাবনী এবং নলিনী নামে তিনটি

মঙ্গলময়ী কলাপসলিলা গঙ্গাশ্রোতোধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত

হল।

সচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিদ্ধশ্চৈব মহানদী।

ত্রিস্রশ্চৈতা দিশং জম্বুঃ প্রতীচাং চ দিশং শুভাঃ॥ ১৩

“সূচক্ষু, সীতা এবং মহানদী সিদ্ধ— এই তিনটি

পবিত্র নদী (দিক্-নদী) পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হল।

সপ্তমী চাম্বাং তাসাং ভগীরথরথং তদা।

ভগীরথোহপি রাজষিবিধাঃ সান্দনমাহিতঃ ॥ ১৪  
প্রায়দমে মহাতেজা গঙ্গা তং চাপানুভ্রজৎ।  
গগনায়তনশিরঃপ্রভাতো ধরদীপাগতা ॥ ১৫

“তাদের মধ্যে সপ্তম ধারাটি ভগীরথের রথের  
অনুগমন করেছিল। মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথ দিবা রথে  
আরাত্র হয়ে আগে আগে চলছিলেন, আর গঙ্গাও তাঁকে  
অনুসরণ করছিলেন। গঙ্গা প্রথমে আকাশ থেকে ভগবান  
শঙ্করের মস্তকে, সেখানে থেকে পৃথিবীতে এসেছেন।

অসংত জলং তত্র তীর্থশস্যপূরিতম্।  
মৎস্যাক্ষশৈশবচ শিশুমারগণৈশ্চ ॥ ১৬  
পতন্তিঃ পতিতৈশ্চৈব বারোচত বসুধরা।

“জলতরঙ্গ ত্রিংশদধঃ করতে করতে মৎসা, কচ্ছপ  
ও শুশুক নামক জলজন্তুদের নিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল।  
(জলজন্তুদের নিয়ে জলতরঙ্গের) উত্থান-পতনে পৃথিবী  
হল সুশোভিতা।

ততো দেবর্ষিগন্ধর্বা যক্ষ-সিদ্ধগণাঋত্বা ॥ ১৭  
বালোকয়ন্ত তে তত্র গগনাদ্ গাং গতান্ তদা।  
বিমানৈর্নগরাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈজদা ॥ ১৮

“তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব তথা যক্ষ ও সিদ্ধগণ  
নগরের আকৃতিবিশিষ্ট বিমানে, অশ্বে এবং গজরাজপৃষ্ঠে  
আরোহণ করে, আকাশ থেকে ভূতলে পতিতা ও প্রবাহিতা  
গঙ্গাকে অবলোকন করতে লাগলেন।

পারিশ্রবগতাশ্চাপি দেবতাশ্চ বিষ্টিতাঃ।  
তদমুতমিমং লোকে গঙ্গাবতরমুত্তমম্ ॥ ১৯  
দিকৃষ্বো দেবগণাঃ সমীযুরমিতৌজসঃ।

“প্রাবিত হওয়ার (ভেসে যাওয়ার) আশঙ্কায়  
দেবতারা ঐ সকল বাহনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পৃথিবীতে  
গঙ্গাবতরণের সেই অদ্ভুত আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখবার  
জন্য অমিততেজস্বী দেবগণ দলে দলে সম্মিলিত  
হয়েছিলেন।

সম্পতন্তিঃ সুরগণৈশ্চৈবাং চান্দ্রলৌকজা ॥ ২০  
শতাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্।

“দেবগণ দ্রুতগতিতে যেতে থাকলে, তাঁদের  
অলঙ্কারের দ্বিগুণে মেঘমুক্ত আকাশকে শত সূর্যের  
আলোকে উদ্ভাসিত মনে হচ্ছিল।

শিশুমারোরগণশৈবীনৈরপি চ চক্ষুঃ ॥ ২১  
বিদ্যুত্তিরিব বিকিণ্ডৈরাকাশমভবৎ তদা।

“জলমধ্যে শুশুক, সর্প ও মৎসাগণের বিকিণ্ড  
চাকুলো গঙ্গার উপরের আকাশকে চক্ষু বিদ্যুৎ দ্বারা  
উদ্ভাসিতের মতো দেখাচ্ছিল।

পাতুরৈঃ সলিলোৎসীড়ৈঃ কীর্যমাণৈঃ সহস্রা ॥ ২২  
শারদাঙ্গৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসম্পলবৈঃ।

“আকাশ, উৎক্লিপ্ত শ্বেতবর্ণ সহস্রধারায় বিকীর্ণ  
জলকণায়, হংসসমায়ুক্ত শরৎকালীন শুভ্রমেঘে সমাকীর্ণ  
মনে হচ্ছিল।

কচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং কচিদায়তম্ ॥ ২৩  
বিনতং কচিদুত্থতং কচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ।  
সলিলেনৈব সলিলং কচিদভ্যাহতং পুনঃ ॥ ২৪

“গঙ্গার জলধারা কখনও দ্রুততর কখনও বা  
বক্রগতিতে, এবং কখনও বা বিস্তৃত হয়ে প্রবাহিত ;  
কখনও নিম্নে কখনও উচ্চে উৎক্লিপ্ত হচ্ছিল। কখনও  
চলছিল ধীর গতিতে। আবার কখনও উর্মিমালায় (ডেউ-এ)  
পরস্পর আঘাত লেগে জল ছিটকে পড়ছিল।

মুহুরাক্ষবশখং গঙ্গা পপাত বসুধাং পুনঃ।  
তচ্ছঙ্করশিরোদ্রষ্টং দ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ ॥ ২৫  
বারোচত তদা ভোয়ং নির্মলং গতকল্যষম্।

“গঙ্গার তরঙ্গমালা মুহূর্তে উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে  
পুনরায় ভূমিতে পতিত হচ্ছিল। সেই জল মহাদেবের  
মস্তকে পতিত হয়ে আবার ভূমিতলে পতিত হতে লাগল।  
এইভাবে সেই নির্মল নিষ্কলুষ জলধারা শোভা পাচ্ছিল।

তত্রর্ষিগণগন্ধর্বা বসুধাতলবাসিনঃ ॥ ২৬  
ভবাপতিতং ভোয়ং পবিত্রমিতি পশ্পশুঃ।

“তখন ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ এবং পৃথিবীবাসী  
সকলেই ভগবান শঙ্করের মস্তক থেকে পতিত সেই  
গঙ্গাবারি পবিত্রজ্ঞানে বারবার স্পর্শ করতে লাগলেন।

শাপাৎ প্রপতিতা যে চ গগনাদ্ বসুতাতলম্ ॥ ২৭  
কৃদ্বা তত্রাভিষেকং তে বভূবুর্গতকল্যাণাঃ।

ভূতপাপাঃ পুনস্তেন ভোয়েনাথ শুভাস্বিতা ॥ ২৮  
পুনরাকাশমাবিশ্যা ঝাঁপ্তোকান্ প্রতিপেদিরে।

মুমুদে মুদিতো লোকস্তেন ভোয়েন ভাস্বতা ॥ ২৯  
কৃত্যভিষেকো গঙ্গায়াং বভূব গতকল্যাণাঃ।

“যারা অভিশাপবশত স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে পতিত  
হয়েছিলেন, তারা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে পাপবঞ্চিত  
হলেন ; সেই জলে পাপবিদৌত ও পবিত্র হয়ে পুনরায়

আকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁরা স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন  
করলেন। প্রসন্ন ভূতলবাসীগণ সেই সমুজ্জ্বল প্রকাশমান  
গন্ধাবারিতে স্নান করে পাপরহিত হয়ে প্রসন্ন হলেন।

ভগীরথো হি রাজর্ষির্দিব্যং স্যাদনমাহ্বিতঃ ॥ ৩০  
প্রাপ্যদ্রোণে মহারাজন্তং গঙ্গা পৃষ্ঠতোহঘগাৎ।

দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বৈ দৈত্যদানবরাক্ষসঃ। ৩১  
গন্ধর্বঘনপ্রবরাঃ সন্ধিরমহোরগাঃ।

লীলাক্ষরসো রাম ভগীরথরথানুগাঃ ॥ ৩২  
গঙ্গাময়গমন প্রীতাঃ সর্বৈ জলচরাশ্চ য়ে।

“রাম ! রাজর্ষি মহারাজ ভগীরথ দিব্য রথে  
আরোহণ করে আগে চলতে লাগলেন আর গঙ্গা তাঁর  
পশ্চাতে চলতে লাগলেন। ঋষিগণসহ দেবতারা সকলে,  
দৈত্য-দানব এবং রাক্ষসেরা, গন্ধর্ব ও যক্ষশ্রেষ্ঠগণ,  
কিন্নরগণ সহ মহান সরীসৃপগণ, সর্পগণ, অঙ্গরাগণ এবং  
অন্যান্য জলচর প্রাণীরা সকলে প্রীত হয়ে ভগীরথের রথের  
পশ্চাৎ গঙ্গাকে অনুগমন করতে লাগলেন।

যতো ভগীরথো রাজা ততো গঙ্গা যশস্বিনী ॥ ৩৩  
জগাম সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী।

“রাজা ভগীরথ যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন,  
সর্বপাপবিনাশিনী পতিতপাবনী নদীশ্রেষ্ঠা কীর্তিময়ী গঙ্গাও  
সেই পথে ভগীরথকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন।

ততো হি যজমানস্য জহোৱজ্বতকর্মণঃ ॥ ৩৪  
গঙ্গা সম্প্রাবয়ামাস যজ্ঞবাটং মহাস্বনঃ।

“সেই সময় গঙ্গা, অদ্ভুত পরাক্রমী যজ্ঞনিরত  
মহাত্মা জহুর যজ্ঞক্ষেত্র প্রাবিত করে গেলেন।

উন্মাবলেননং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধো জহুশ্চ রাঘব। ৩৫  
অশিবং তু জলং সর্বং গঙ্গায়্যঃ পরমাদ্ভুতম্।

“রাঘব ! রাজর্ষি জহু গঙ্গার উদ্ভূত বৃদ্ধিতে পেরে  
ক্রুদ্ধ হয়ে অতি অদ্ভুতভাবে গঙ্গার সব জল পান করে  
ফেললেন।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সবিম্বিতাঃ ॥ ৩৬  
পূজয়ন্তি মহাস্বানং জহুং পুরুষসত্তমম্।

“তখন গন্ধর্বগণসহ দেবগণ এবং ঋষিগণ  
বিস্ময়াগ্নিত হয়ে পুরুষপ্রবর মহাত্মা জহুর বন্দনা করতে  
লাগলেন।

গঙ্গাং চাপি নয়ন্তি স্ম দুহিতুর্হে মহাস্বনঃ ॥ ৩৭  
ততস্ত্রটো মহাতেজাঃ শ্রোত্রাজ্যামসৃজৎ প্রভুঃ।

তস্মাজ্জহুসুতা গঙ্গা প্রোচ্যতে জাহ্নবীতি চ ॥ ৩৮  
“গন্ধর্বগণসহ দেবগণ ও ঋষিগণ গঙ্গাকে মহাত্মা

জহুর কন্যারূপে স্বীকার করে নিলেন। তখন মহাতেজস্বী  
প্রভু জহু সন্তুষ্ট হয়ে নিজ কর্ণদ্বয় থেকে গঙ্গাকে পুনঃসৃষ্টি  
করলেন। সেইজন্য গঙ্গা জহুকন্যা জাহ্নবী নামে পরিচিতা  
হলেন।

জগাম চ পুনর্গঙ্গা ভগীরথরথানুগা।  
সাগরঞ্চাপি সম্প্রাপ্তা সা সরিৎপ্রবরা তদা ॥ ৩৯  
রসাতলমুগাগচ্ছৎ সিদ্ধার্থং তস্য কর্মণঃ।

“গঙ্গা পুনরায় ভগীরথের রথের অনুগমন করে  
চললেন। অতঃপর নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা সাগরে মিলিত হলেন।  
পরে, ভগীরথের উদ্দিষ্ট কার্য সিদ্ধির জন্য রসাতলে গমন  
করলেন।

ভগীরথোহপি রাজর্ষির্গঙ্গামাদায় যজ্ঞতঃ ॥ ৪০  
পিতামহান্ ভস্মকৃতানপশ্যদ্ গতচেতনঃ।

“রাজর্ষি ভগীরথও সময়ে গঙ্গাকে রসাতলে নিয়ে  
গিয়ে সেখানে বিচেতন ভস্মীকৃত পিতামহদের দেখতে  
পেলেন।

অথ তত্তস্মনাং রাশিঃ গঙ্গাসলিলমুত্তমম্।  
প্রাবয়ৎ পূতপাপ্‌মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তা রঘুত্তম ॥ ৪১

“হে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম ! তখন পবিত্র গঙ্গাবারি সেই  
ভস্মরাশিকে প্রাবিত করল এবং নিষ্কপ সগরসন্তানগণ  
স্বর্গপ্রাপ্ত হলেন।”

ইত্যৰ্শে শ্রীমদ্বামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিব্রচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥



## চতুঃসপ্তবিংশ সর্গ (৪৪)

ব্রহ্মা কর্তৃক ভগীরথের প্রশংসা এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণের  
উপদেশ দান ; গঙ্গাবতরণের মহিমা বর্ণন

স গঙ্গা সাগরং রাজা গঙ্গানুগতত্বদা।  
প্রবিবেশ তলং ভূমের্ঘত্র তে ভ্রম্মসাৎকৃত্যঃ॥ ১

“রাজা ভগীরথ গঙ্গার অনুগমন করে সাগরে  
গেলেন এবং ভূতলে প্রবেশ করলেন, যেখানে সেই  
সগরসন্তানেরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

ভ্রম্মসাৎকৃত্যে রাম গঙ্গায়াঃ সঙ্গিলেন বৈ।

সর্বলোকপ্রভূব্রহ্মা রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ২

“রাম ! গঙ্গার বারিধাবায় সেই ভ্রম্মরাশি প্লাবিত

হলে, সর্বলোকের পতি ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে বললেন—

ভারিতা নরশার্দূল দিবং যাতাশ্চ দেববৎ।

ষাষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্য মহাস্থনঃ॥ ৩

—হে নরশ্রেষ্ঠ ! মহাত্মা সগরের ষাট হাজার পুত্র

দেবতাদের মতো স্বর্গে চলে গেছেন এবং তুমিই তাদের

উদ্ধারকর্তা।

সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ হ্রাস্যতি পার্শ্বি।

সগরস্যাম্রজাঃ সর্বো দিবি হ্রাস্যন্তি দেববৎ॥ ৪

—হে রাজন্ ! পৃথিবীতে সাগরের জল যতদিন

থাকবে, সগরের সন্তানেরাও ততদিন স্বর্গেই দেবতাদের

মতোই অবস্থান করবেন।

ইয়ংক দুহিতা জ্যোষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি।

ঋকৃতেন চ নান্নাথ লোকে হ্রাস্যতি বিশ্রুতা॥ ৫

—এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে তোমার নামের

সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই (ভগীরথ-কন্যা) ভগীরথী নামে

বিশ্রুতিপ্রাপ্ত হবেন।

গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিবা ভগীরথীতি চ।

ত্ৰীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা॥ ৬

—গঙ্গা দিবা, ত্রিপথগা এবং ভগীরথী—এই তিন

নামে প্রসিদ্ধা। তিন পথে (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল) প্রবাহিতা

বলে ত্রিপথগা নামে প্রসিদ্ধা।

পিতামহানাং সর্বেষাং ত্বমত্র মনুজাধিপ।

কুরুষ সলিলং রাজন্ প্রতিজ্ঞামপবর্তয়॥ ৭

—নরাদিপ ! তুমি এই গঙ্গায় পিতামহদের সলিল

তর্পণ করো। হে রাজন্ ! পূর্বপুরুষদের প্রতিজ্ঞা পূরণ

করো।

পূর্বকৈপ হি তে রাজঃশ্বেনাতিযশসা তদা।

ধর্মিণাং প্রবরেণাথ নৈষ প্রাপ্তো মনোরথঃ॥ ৮

—রাজন্ ! তোমার পূর্বপুরুষ মহাযশস্বী ধর্মিকশ্রেষ্ঠ

মহারাজ সগর তখন তাঁর সন্তানদের মৃত্যুর পর গঙ্গা

আনয়নরূপে এই মনোভিলাষ পূরণ করতে সমর্থ হননি।

তথৈবাংশুমতা বৎস লোকেহপ্রতিমতেজসা।

গঙ্গাং প্রার্থয়তা নেতুং প্রতিজ্ঞা নাপবর্তিতা॥ ৯

—বৎস ! তদ্রূপ পৃথিবীতে অমিত তেজস্বী অংশুমান

গঙ্গাকে আনয়নের প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু তাতে

সফলকাম হননি।

রাজর্ষিণা গুণবতা মহর্ষিসমতেজসা।

মন্তুল্যাতপসা চৈব ক্ষত্রধর্মস্থিতেন চ ১০

দিলীপেন মহাজগ তব পিত্রাতিতেজসা।

পুনর্ন শক্তিা নেতুং গঙ্গাং প্রার্থয়তানঘ। ১১

—হে নিষ্পাপ ভগীরথ ! তোমার পিতা দিলীপ ছিলেন

সর্বগুণে গুণাবিত, মহর্ষিতুল্য তেজস্বী, ক্ষাত্রধর্মে স্থিত

হয়েও আমার (ব্রহ্মার) মতো তেজস্বী। হে সৌভাগ্যবান!

সেই তপস্যার তেজে তেজস্বী দিলীপও গঙ্গাকে প্রার্থনা

করেও মর্ত্যে নিয়ে আসতে সমর্থ হননি।

সা ত্বয়া সমতিক্রান্তা প্রতিজ্ঞা পুরুষর্ষভ ১২

প্রাপ্তোহসি পরমং লোকে যশঃ পরমসম্মতম্॥ ১২

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তোমার পূর্বপুরুষকৃত সেই প্রতিজ্ঞা

পূরণ করে তুমি জগতে সর্বোত্তম মহান যশের অধিকারী

হলে।

তচ্চ গঙ্গাবতরণং ত্বয়া কৃতমরিন্দম্।

অনেন চ ভবান্ প্রাপ্তো ধর্মসায়তনং মহৎ ১৩

—হে অরিন্দম্ ! তুমি ভূতলে গঙ্গার সেই অবতরণ

কার্য পূর্ণ করে ধর্মের মহৎ আবাসস্থল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত

হলে।

প্রাবয়স্ব ত্বমাস্তানং নরোত্তম সদোচিতৈ।

সলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ শুচিঃ পুণ্যফলো ভব॥ ১৪

—হে নরশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর ! সর্বদা স্নানযোগ্য সেই

পবিত্র গঙ্গাজলে অবগাহন করে পুণ্যফল লাভ করো এবং

পবিত্র হও।

পিতামহানাং সর্বেষাং কুরুষ সলিলক্রিয়াম্।

যন্তি তেহস্ত গমিষ্যামি স্বং লোকং গমাতাং নৃপ॥ ১৫

—হে নরশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর ! সর্বদা স্নানযোগ্য সেই

পবিত্র গঙ্গাজলে অবগাহন করে পুণ্যফল লাভ করো এবং

পবিত্র হও।

পিতামহানাং সর্বেষাং কুরুষ সলিলক্রিয়াম্।

যন্তি তেহস্ত গমিষ্যামি স্বং লোকং গমাতাং নৃপ॥ ১৫

—হে নরশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর ! সর্বদা স্নানযোগ্য সেই

পবিত্র গঙ্গাজলে অবগাহন করে পুণ্যফল লাভ করো এবং

পবিত্র হও।

পিতামহানাং সর্বেষাং কুরুষ সলিলক্রিয়াম্।

যন্তি তেহস্ত গমিষ্যামি স্বং লোকং গমাতাং নৃপ॥ ১৫

—হে রাজন্ ! পিতামহদের সকলের উদ্দেশ্যে তর্পণ  
ক্রিয়া সমাধা করো। তোমার মঙ্গল হোক। আমি চলে যাই।  
ভূমি ও স্থানে গমন করো।

ইতোবমুখা দেবেশঃ সর্বলোকপিতামহঃ।  
তথাগচ্ছদেবলোকং মহাযশাঃ ॥ ১৬

“সর্বলোকের (ত্রিজগতের) পিতামহ মহাযশস্বী  
দেবেশে ব্রহ্মা যেমন এসেছিলেন, সেইরকমভাবে  
দেবলোকে চলে গেলেন।

ভগীরথস্ত রাজর্ষিঃ কৃদ্বা সলিলমুত্তমম্।  
যথাক্রমং যথান্যায়ং সাগরাণাং মহাযশাঃ ॥ ১৭

কৃতোদকঃ শুচী রাজা স্বপুং প্রবিবেশ হ।  
সম্ভার্যো নরশ্রেষ্ঠ স্বরাজ্যং প্রশশাস হ ॥ ১৮

“হে নরোত্তম রাম ! মহাযশস্বী রাজর্ষি ভগীরথ  
শাস্ত্রবিধি অনুসারে বয়ঃক্রমানুসারে সগরসন্তানদের  
উদ্দেশ্যে উত্তমরূপে তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন করে আনান্তে  
পবিত্র হয়ে নিজ পুরীতে প্রবেশ করলেন। অনন্তর অর্থসমৃদ্ধ  
হয়ে রাজা স্বরাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

প্রমুদো চ লোকস্থং নৃপমাসাদ্য রাঘব।  
নটশোকঃ সম্ভার্যো বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ১৯

“হে রাঘব রামচন্দ্র ! প্রজাগণ রাজাকে পেয়ে

উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের শোক দূর হয়ে গেল এবং তারা  
ধনসমৃদ্ধ ও চিন্তারোগশূন্য হল।

এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোহতিহিতো ময়া।  
স্বস্তি প্রাপুহি ভ্রূং তে সন্ধ্যাকালোহতিবর্ততে ॥ ২০

“রাম ! গঙ্গার (মর্ত্যে আগমন) বিষয়ে বিস্তৃতভাবে  
তোমাকে বললাম। স্বস্তি লাভ করো। তোমার কল্যাণ হোক।  
এখন সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত হচ্ছে।

ধনাং যশস্যামায়ুশ্চ পুত্রাং স্বর্গামখাপি চ।

যঃ শ্রাব্যতি বিপ্রেশু ক্ষত্রিয়োহিতরেষু চ ॥ ২১

প্ৰীয়াস্তে পিতরন্তস্য প্ৰীয়াস্তে দৈবতানি চ।

ইদমাখ্যানমায়ুশ্চ গঙ্গাবতরণং শুভম্ ॥ ২২

“এই শুভ আয়ুর্বর্ষক গঙ্গাবতরণ কাহিনী শ্রবণে  
ধন, যশ ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, পুত্র এবং স্বর্গ প্রাপ্তিও হয়। এই  
মঙ্গলজনক কাহিনী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অন্য বর্ণীয়দের  
শ্রবণ করালে পিতৃপুত্র এবং দেবতারা প্ৰীত হন।

যঃ শৃণোতি চ কাকুৎস্থ সর্বান কামানবাপুয়াৎ।

সর্বৈ পাপাঃ প্রণশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্তিচ বর্ষতে ॥ ২৩

“হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! যিনি এই গঙ্গাবতরণ  
কাহিনী শ্রবণ করেন, তাঁর সকল কামনা পূর্ণ হয়, সমস্ত পাপ  
বিনষ্ট হয় এবং আয়ু ও যশ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়।”

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে চতুঃচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুঃচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

## পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৪৫)

নিজের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণে লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের বিস্ময়, বিশালা নগরী দর্শন, দেবাসুরের ক্ষীরসমুদ্র মহন,  
উগবান শিব কর্তৃক মহনজাত হলাহল পান, পাতাল থেকে ধনজতির, অম্বর, বাকুণী, উচ্চৈঃশ্রবা,  
কৌন্তভমণি ও অমৃতের উৎপত্তি এবং দেবাসুর সংগ্রাম ও ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যলাভ

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রদ্ধা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।  
বিস্ময়ং পরমং গদ্বা বিশ্বামিত্রমথাত্রবীৎ ॥ ১

“তখন বিশ্বামিত্রের কথা শুনে লক্ষ্মণের সঙ্গে  
রামচন্দ্র অতীব বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—

অত্যন্তমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং দ্বয়া।  
গঙ্গাবতরণং পুনাং সাগরস্যাপি পূরণম্ ॥ ২

“হে ব্রহ্মন্ ! গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ এবং  
গঙ্গাবারিতে সাগরের পূরণ, এই যে পুণ্য কাহিনী আপনি  
বললেন, তা অতি মহৎ ও অদ্ভুত ঘটনা।

ক্ষণভূতব নৌ রাত্রিঃ সংবৃত্তেয়ং পরন্তপ।  
ইমাং চিন্তয়তোঃ সর্বাঃ নিখিলেন কথাং তব ॥ ৩

“কাম-ক্রোধাদি শত্রুনাশক হে মহর্ষে ! আপনার

কথিত এই সমগ্র কাহিনী পূর্বোপরি চিত্তা করতে করতে আমাদের স্রোতস্বয়ের এই দীর্ঘ রাত্রি ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত হল।

তস্য সা শবরী সর্বা মম সৌমিত্রিণা সহ।  
জগাম চিত্তয়ানস্য বিশ্বামিত্র কথ্যঃ শুভাম্ ॥ ৪

“হে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ! গঙ্গাবতরণের সেই পবিত্র কাহিনীর বিষয় চিত্তা করতে করতে ভাই সৌমিত্রির সঙ্গে আমার সাবা রাত্রি চলে গেল।”

ততঃ প্রভাতে বিমলে বিশ্বামিত্রঃ উপোদনম্।  
উবাচ রাঘবো বাক্যং কৃতাহিকমনিদমঃ ॥ ৫

‘অতঃপর নির্মল প্রভাতে মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র আশ্বিকৃত্য সমাধা করলে, শত্রুদমন রামচন্দ্র তাঁকে এই কথা বললেন—

গতা ভগবতী রাত্রিঃ প্রোতবাঃ পরমং দ্রুতম্।  
তরাম সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥ ৬

‘রাত্রিদেবী চলে গেলেন। রমণীয় প্রোতবা বিষয় শুনলাম। এখন আমরা নদীশ্রেষ্ঠ পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী অতিক্রম করব।

নৌরেবা হি সুখাতীর্ণা ঋষীণাং পুণ্যকর্মণাম্।  
জগবন্তমিহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা হরিতমাগতা ॥ ৭

‘মহাশয়কে (আপনাকে) এখানে উপস্থিত জানতে পেয়ে পুণ্যকর্মা ঋষিদের প্রেরিত সুখকর আন্তরণ (চাদর) বিছানো এই নৌকা দ্রুত এসে উপস্থিত হয়েছে।’

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাশ্বনঃ।  
সত্তারং কারয়ামাস সর্ষিসম্বস্য কৌশিকঃ ॥ ৮

‘মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই কথা শুনে কুশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণসহ তাঁকে (সলম্বণ রামচন্দ্রকে) গঙ্গা পার করিয়ে দিলেন

উত্তরং তীরমাসাদ্য সম্পূজার্ষিগণং ততঃ।  
গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাশ্চে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্ ॥ ৯

‘অনন্তর বিশ্বামিত্র নিজে নদীর উত্তর কূলে এসে ঋষিগণের অর্চনা করলেন, পরে তাঁরা সকলে গঙ্গাতীরে বসেই বিশালা নামক নগরীকে দেখতে পেলেন।

ততো মুনিবরত্বং জগাম সহরাঘবঃ  
বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা ॥ ১০

‘তদনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাঘব স্রোতস্বয়ের (শ্রীরামলক্ষণের) সঙ্গে সেই দিবা স্বর্গতুল্য রমণীয় বিশালা নগরীর উদ্দেশ্যে দ্রুত যাত্রা করলেন।

অথ রামো মহাপ্রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্।

পপ্রচ্ছ প্রাজলির্ভূত্বা বিশালামুত্তমাং পুরীম্ ॥ ১১  
‘অনন্তর মহাজ্ঞানী রামচন্দ্র কৃতাজলি হয়ে (হাত জোড় করে) মহামুনি বিশ্বামিত্রের নিকট রমণীয়া বিশালা পুরীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

কতমো রাজবংশোদয়ঃ বিশালায়াঃ মহামুনে।  
প্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১২

‘হে মহামুনে ! আপনার কল্যাণ হোক। আমি জানতে ইচ্ছা করি, বিশালা নগরীতে এখন কোন রাজবংশ রাজত্ব করছে ! এ বিষয়ে খুবই কৌতূহল হচ্ছে।’

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্য মুনিপূজবঃ।  
আখ্যাতুং তৎ সমারেডে বিশালায়াঃ পুরাতনাম্ ॥ ১৩

‘মহামুনি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সেই কথা শুনে বিশালা নগরীর পুরাতনী কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন—

শ্রুত্বাতাং রাম শত্রুস্যা কতাং কথয়তঃ শ্রুতাম্  
অস্মিন্ দেশে হি যৎ বৃদ্ধং শৃণু তদ্বেন রাঘব ॥ ১৪

‘রাম ! ইন্দ্র কর্তৃক কথিত যে কাহিনী শুনেছি, জ শোনো। হে রঘুকুলনন্দন ! এই দেশে যা ঘটেছে তা যথার্থ শ্রবণ করো।

পূর্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রা মহাবলাঃ।  
অদিতেষ্ট মহাভাগা বীর্ষবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥ ১৫

‘রাম ! পূর্বে সত্যযুগে দিতির পুত্র দৈত্যবা ছিলেন মহাবলশালী এবং অদিতির পুত্র আদিত্যেরাও ছিলেন মহাভাগ্যমান বীর ও পরম ধার্মিক।

ততস্তেষাং নরব্যাত্র বুদ্ধিরাসীদ্রহস্যনাম্।  
অমরা বিজরাম্বেচব কথং স্যামো নিরাময়াঃ ॥ ১৬

‘হে পুরুষসিংহ ! অনন্তর একদা সেই মহাত্মাদের মনে হল, আমরা কেমন করে মৃত্যুরহিত (অমর), জরাহীন (নির্জর) এবং নীরোগ হব ?

তেষাং চিন্ত্যতাং তত্র বুদ্ধিরাসীদ্ বিপশ্চিতাম্।  
ক্ষীরোদমথনং কৃৎস্না রসং প্রাক্ক্যাম তত্র বৈ ॥ ১৭

‘এইরূপ চিন্তা করতে করতে সেই জ্ঞানীদের (দৈত্য ও আদিত্যদের) বুদ্ধিতে এল (সেই বিদ্বান পুত্রেরা ভাবলেন) —আমরা ক্ষীরসমুদ্র মছন করে সেখান থেকে (অমৃত) রস লাভ করব।

ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্তুং কৃৎস্না চ বাসুকিম্।  
মহানং মন্দরং কৃৎস্না মমহুর্মিতৌজসঃ ॥ ১৮

‘তখন অমিত তেজস্বী দৈত্য এবং আদিত্যেরা সমুদ্র মছনবিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে বাসুকি নাগকে মছন রজ্জু এবং মন্দার পর্বতকে মছন দণ্ড করে ক্ষীরসমুদ্র মছন



করতে লাগলেন।

বর্ষসহশ্রেণ যোজ্জসপশিরাংসি চ।

বর্ষসহশ্রেণ তত্র দদঃশুর্দশনৈঃ শিলাঃ ॥ ১৯

“এইভাবে হাজার বছর ধরে সমুদ্র মছন চলতে থাকলে রক্ষুর্দশনৈঃ সর্প তার সহস্র মুখ (ফণা) দিয়ে ভীষণ বিধ বমন করতে এবং দন্ত দ্বারা পর্বতের শিলা দংশন করতে লাগল।

উৎপাতাগ্নিসংকাশং হলাহলমহাবিষম্।

জৈ দক্ষঃ জগৎ সর্বং সদ্বেদাসুরমানুষম্ ॥ ২০

“তার থেকে (সেই বিষ বমন থেকে) অগ্নির ন্যায় প্রস্রব্ধ হলাহল নামক মহাবিষ উৎপাদিত হয়ে সেই বিষে লোকের মানুষসহ সমগ্র জগৎ দক্ষীভূত হতে লাগল।

জম দেবা মহাদেবঃ শঙ্করঃ শরণার্থিনঃ।

বহুঃ পশুপতিং রুদ্রং জাহি জাহীতি তুষ্ণুঃ ॥ ২১

“তখন দেবতারা সকলে বিশ্বের মঙ্গলকর্তা, মহান দেবতা ভগবান পশুপতি রুদ্রের শরণাগত হয়ে, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, বলে তাঁর শ্রব করতে লাগলেন।

ব্রহ্মসুতন্ত্রতো দেবৈর্দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।

প্রানুরাসীৎ ততোহত্রৈব শঙ্খচক্রধরো হরিঃ ॥ ২২

“দেবগণ কর্তৃক এইরূপে স্তুত হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব সেখানে আবির্ভূত হলেন। অতঃপর শঙ্খচক্রধর গ্রীহরিও সেখানে আবির্ভূত হলেন।

উবাচেনঃ স্মিতঃ কৃদ্বা রুদ্রঃ শূলধরঃ হরিঃ।

দেবতৈর্মথ্যমানে তু যৎ পূর্বং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৩

তৎ ত্বদীয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সুরাণামগ্রতো হি যৎ।

অগ্রপূজামিহ হিদ্ভা গৃহাণেদং বিষং প্রভো ॥ ২৪

“গ্রীহরি স্মিত হাস্য করে শূলপাণি রুদ্রদেবকে বললেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ! দেবগণ কর্তৃক সমুদ্রমছনে যা পূর্বে উদ্ভূত হয়েছে, দেবতাদের অগ্রগণ্যরূপে আপনারই তা গ্রাণ। অতএব হে প্রভো! এখানে অবস্থান করে শূলভ্রাতারূপে এই বিষ আপনি গ্রহণ করুন।”

ইত্যাক্ষ চ সুরশ্রেষ্ঠত্বব্রহ্মান্তরধীয়ত।

দেবজনাং ভয়ং দৃষ্ট্বা শঙ্ক্য বাক্যং তু শার্ঙ্গিনঃ ॥ ২৫

হলাহলং বিষং ঘোরং সংজগাহামৃতোপমম্।

দেবানু বিসৃজ্য দেবেশো জগাম ভগবানু হরঃ ॥ ২৬

“দেবশ্রেষ্ঠ গ্রীহরি এই কথা বলে সেখানেই অগ্নিভূত হলেন। তখন দেবাদিদেব ভগবান হর দেবতাদের ভয় দেখে এবং শার্ঙ্গপাণি শ্রীবিষ্ণুর কথানুসারে হলাহল নামক সেই ভয়ঙ্কর বিষ অমৃতের মতো গ্রহণ করলেন এবং

দেবতাদের নিকট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ততো দেবাসুরাঃ সর্বৈ মমহু রঘুনন্দন।

প্রবিবেশাথ পাতালং মহানঃ পর্বতোত্তমঃ ॥ ২৭

“হে রাঘব রামচন্দ্র! অতঃপর দেবতা এবং অসুরেরা সকলে মিলিত হয়ে আবার সমুদ্র মছন করতে শুরু করলেন। তখন মছনদগুরুপী পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দার পাতালে প্রবেশ করল।

ততো দেবাঃ সগজ্জবাস্তুর্ভূর্মধুসূদনম্।

ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং বিশেষণ দিবৌকসাম্ ॥ ২৮

পালয়াম্মানু মহাবাহো গিরিমুদ্রুর্মহসি।

“তখন গজ্জবাস্তুরূপে দেবতারা মিলিতভাবে মধুসূদনের শ্রব করতে লাগলেন—হে মহাবীর! আপনিই সকল প্রাণীর, বিশেষত দেবতাদের একমাত্র আশ্রয়। আমাদের রক্ষা করুন। এই মছনদগুরুপী মন্দার পর্বতকে উদ্ধার করুন।

ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কামঠং রূপমাহ্বিতঃ ॥ ২৯

পর্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃদ্বা শিশ্যো ততোদধৌ হরিঃ।

“হৃষীকেশ গ্রীহরি দেবতাদের এই প্রার্থনা শুনে কচ্ছপের রূপ ধরে মন্দার পর্বতকে নিজের পৃষ্ঠে ধারণ করলেন এবং সমুদ্রে শয়ন করলেন।

পর্বতাপ্রং তু লোকাস্থা হস্তেনাক্রম্য কেশবঃ ॥ ৩০

দেবানাং মথ্যতঃ হিদ্ভা মমহু পুরুষোত্তমঃ।

“বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তম কেশব, দেবতাদের মধ্যে অবস্থিত হয়ে পর্বতের অগ্রভাগ হস্ত দ্বারা ধারণ করে সমুদ্র মছন করতে লাগলেন।

অথ বর্ষসহশ্রেণ আয়ুর্বেদময়ঃ পুমানু ॥ ৩১

উদতিষ্ঠৎ সুধর্মাত্মা সদগুঃ সন্মমণ্ডলুঃ।

পূর্বং বহুধর্মনির্মাম অঙ্গরাশ্চ সুবর্চসঃ ॥ ৩২

“সহস্রবৎসরব্যাপী মছনের ফলে সমুদ্রতল থেকে উঠে এলেন, প্রথমে দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে ধর্মাত্মা আয়ুর্বেদময় পুরুষ বহুধর্মনির্মাম এবং পরে উঠলেন উজ্জলকান্তিময়ী অঙ্গরাগণ।

অক্ষু নির্মথনাদেব রসাৎ তস্মাৎসরগ্নিয়ঃ।

উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদঙ্গরসোহভবনু ॥ ৩৩

“হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! জলে মছন করার ফলে সেই জলের রস থেকে যে সুন্দরী স্ত্রীগণ উৎপাদিত হয়েছিলেন, তাঁরাই অঙ্গরা নামে পরিচিত।

বাষ্টিঃ কোটোহভবংস্তাসামঙ্গরাণাং সুবর্চসানু।

অসংখ্যোয়ান্ত কাকুৎস্থ যাত্য়াসং পরিচারিকাঃ ॥ ৩৪

“হে কাণ্ডেহু রাম ! সেই উজ্জ্বলকান্তি অঙ্গবাদের  
সংখ্যা ষাট কোটি, কিন্তু তাঁদের পরিচারিকা অসংখ্য।  
ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহীতি সর্বে তে দেবদানবাঃ।

অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৫  
“দেবতারা এবং দানবেরা কেউই তাঁদের (সেই  
অঙ্গবাদের) স্ত্রীরূপে স্বীকার করলেন না। অস্বীকৃতিহেতু  
তাঁরা (অঙ্গরারা) সাধারণনারী রূপেই পরিগণিত  
হলেন।

বরুণস্য ততঃ কন্যা বারুণী রঘুনন্দন।  
উৎপাত মহাভাগা মার্গমাণা পরিগ্রহম্॥ ৩৬

“হে রঘুনন্দন ! অতঃপর বরুণের কন্যা বারুণী  
আবির্ভূত হলেন। সেই মান্যবরা পরিগ্রহের (বিবাহের)  
জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

দিতোঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহ্বর্বরুণাঋজাম্।  
অদিতেন্দ্র সূতা বীর জগৃহ্বরামনিদিতাম্॥ ৩৭

“বীর রাম ! দিতির পুত্র দৈত্যেরা বরুণের কন্যাকে  
গ্রহণ করলেন না ; অদিতির পুত্র আদিত্যেরা কিন্তু সেই  
অনিদ্য সুন্দরীকে গ্রহণ করলেন।

অসুরাঙ্গেন দৈতেয়াঃ সুরাঙ্গেনাদিতোঃ সূতাঃ।  
হস্তাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ॥ ৩৮

“দিতির পুত্রগণ সেই হেতু (সুরার দেবী বারুণীকে  
গ্রহণ না করার জন্য) ‘অসুর’ নামে পরিচিত হলেন ; আর  
অদিতির পুত্রেরা (সুরার দেবী বারুণীকে গ্রহণ করার জন্য)  
‘সুর’ নামে পরিচিত হলেন। সুরগণ বারুণীকে গ্রহণ করে  
হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

উচৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো মণিরত্নং চ কৌস্তভম্।  
উদতিষ্ঠন্নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃতনুশ্চমম্॥ ৩৯

“হে নরশ্রেষ্ঠ ! অতঃপর অশ্বশ্রেষ্ঠ উচৈঃশ্রবা,  
মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তভ এবং তদ্রূপ উত্তম অমৃত সমুদ্র থেকে  
উথিত হল।

অথ তস্য কৃতে রাম মহানাসীৎ কুলক্ষয়ঃ।

অদিতেন্দ্র ততঃ পুত্রা দিতিপুত্রানমোদয়ন্॥ ৪০

“রাম ! তখন সেই অমৃতের জন্যই হল (মর্জি  
কশ্যাপের) কুলক্ষয়। অদিতির পুত্র আদিত্যগণ তখন দিতির  
পুত্র দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

একতামগমন্ সর্বে অসুরা রাক্ষসৈঃ সহ।  
যুদ্ধমাসীয়াহামোরং বীর ত্রৈলোক্যমোহনম্॥ ৪১

“হে বীর রামচন্দ্র ! অসুরেরা রাক্ষসদের সঙ্গে  
একতাবদ্ধ (মিলিত) হলেন। অতঃপর ত্রিভুবনের  
মহাবিস্ময়কর ভয়ঙ্কর দেবাসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হল।

যদা ক্ষয়ং গতং সর্বং তদা বিষ্ণুর্মহাবলঃ।  
অমৃতং সোহহরৎ তুর্ণং মায়ামাহ্বায় মোহিনীম্॥ ৪২

“যুদ্ধ করতে করতে যখন দেবাসুরেরা সকলে দুর্বল  
হয়ে পড়লেন, তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান বিষ্ণু মায়ায়  
মোহিনী নারীমূর্তি ধারণ করে দ্রুত অমৃত হরণ করে নিয়ে  
গেলেন।

যে গতানিমুখং বিষ্ণুমক্ষরং পুরুষোত্তমম্।  
সংপিষ্টান্তে তদা যুদ্ধে বিষ্ণুণা প্রভবিষ্ণুনা॥ ৪৩

“যে অসুরেরা পুরুষোত্তম অবিনাশী ভগবান বিষ্ণু  
দিকে ছুটে গিয়েছিলেন, তাঁরাই যুদ্ধে প্রভাবশালী বিষ্ণু  
কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

অদিতেরাজা বীর দিতোঃ পুত্রান্ নিজ্জিহ্নিরে।  
অগ্নিন্ যোরে মহাযুদ্ধে দৈতেয়াদিত্যযোর্জ্জ্বলম্॥ ৪৪

“সুরাসুরের সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাসমরে  
অদিতির বীর পুত্র আদিত্যেরা দিতির পুত্র দৈত্যদের  
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন।

নিহত্য দিতিপুত্রাংশ্চ রাজ্যং প্রাপ্য পুরন্দরঃ।  
শশাস মুদিতো লোকান্ সর্ষিসজ্জান্ সচারদান্॥ ৪৫

“পুরন্দর দেবরাজ ইন্দ্র দিতির পুত্র দৈত্যদের যুদ্ধে  
সংহার করে ত্রিলোকের রাজ্য লাভ করলেন এবং  
সানন্দে ঋষিকুল ও চারণকুল সমন্বিত ত্রিভুবনকে শাসন  
করতে লাগলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

## ষট্চত্বারিংশ সর্গ (৪৬)

পুত্রহস্তা ইন্দ্রের বধের জন্য পতি কশ্যাপের নিকট দিতির উপযুক্ত বীরপুত্রের প্রার্থনা এবং পতির অনুমতিক্রমে তপস্চর্যা। তপোনিরতা দিতির পরিচর্যাকারী ইন্দ্র কর্তৃক দিতির গর্ভস্থ সন্তানের সাতথ্যে ছেদন এবং দিতির নিকট ইন্দ্রের ক্ষমা প্রার্থনা

হত্বে তেষু পুত্রেষু দিতিঃ পরমদুঃখিতা।  
কশ্যাপঃ নাম ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১

“পুত্রগণ নিহত হওয়ায় অতীব শোকার্তা দিতি স্বামী  
হরীচিনন্দন কশ্যাপকে এই কথা বললেন—

হতপুত্রাস্মি ভগবন্তব পুত্রৈর্মহাবলৈঃ।  
শক্রহস্তারমিছ্যামি পুত্রং দীর্ঘতপোজিতম্ ॥ ২

—ভগবন্ ! তোমার মহাবলশালী পুত্র দেবতাগণ  
আমার পুত্রদের হত্যা করায় আমি মৃতপুত্রা হয়েছি। দীর্ঘ  
তপস্যার দ্বারা অর্জনীয় ইন্দ্রহস্তা পুত্রের কামনা করি।

গাছঃ তপস্চরিয়ামি গর্ভং মে দাতুমর্হসি।  
ঈশ্বরঃ শক্রহস্তারং ত্বমনুজাতুমর্হসি ॥ ৩

—আমি তপস্যা করব, তুমি অনুমতি দাও।  
সর্বশক্তিমান ইন্দ্রহস্তা পুত্র আমার গর্ভে দান করো।

তস্যাত্ত্বচনং শ্রদ্ধা মরীচঃ কশ্যাপস্তদা।  
দ্রুত্বাচ্চ মহাতেজা দিতিঃ পরমদুঃখিতাম্ ॥ ৪

“তখন মরীচিনন্দন মহাতেজস্বী কশ্যাপমুনি অতীব  
শোকার্তা দিতির সেই কথা শুনে প্রত্যুত্তরে তাঁকে  
বললেন—

এবং ভবতু ভদ্রং তে শুচির্ভব তপোধনে।  
জনয়িস্যসি পুত্রং ত্বং শক্রহস্তারমাহবে ॥ ৫

—অগ্নি তপোধনে ! তাই-ই হবে। তোমার মঙ্গল  
হোক। তুমি পবিত্রা থাকো। যুদ্ধে ইন্দ্রকে হত্যা করতে সমর্থ  
এমন পুত্রকে তুমি জন্ম দেবে।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শুচির্যদি ভবিস্যসি।  
পুত্রং ত্রৈলোক্যহস্তারং মত্ত্বং জনয়িস্যসি ॥ ৬

“পূর্ণ এক সহস্র বৎসর যদি তুমি পবিত্র থাকতে  
পার, তবে আমার কাছ থেকে ত্রিলোকের অধিপতি ইন্দ্রের  
হত্যাকারী পুত্রের জন্ম দিতে সমর্থ হবে।

এবমুক্তা মহাতেজাঃ শাবিনা সম্মমার্জ তাম্।  
অমালজা ততঃ স্বস্তি ইত্যুত্বা তপসে যযৌ ॥ ৭

“মহাতেজস্বী কশ্যাপ এই কথা বলে, তাঁর (দিতির)  
সর্ব অঙ্গ হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে মার্জিত করলেন (স্নেহে

তাঁর গায়ে হাত বুনিয়ে দিলেন)। তারপর তাঁকে স্পর্শ  
করে, তোমার মঙ্গল হোক—এই বলে তপস্যা করতে চলে  
গেলেন।

গতে তস্মিন্ নরশ্রেষ্ঠ দিতিঃ পরমহর্ষিতা।  
কুশল্লবঃ সমাসাদ্য তপস্তপে সুদারুণম্ ॥ ৮

“হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! মহর্ষি কশ্যাপ তপস্যার জন্য  
চলে গেলে দিতি পরম উল্লসিতা হয়ে কুশল্লব নামক  
তপোবনে গিয়ে কঠোর তপস্যার নিরতা হলেন।

তপস্তপ্যাস্য হি কুর্ষত্যাং পরিচর্যাং চকার হ।  
সহস্রাক্ষো নরশ্রেষ্ঠ পরয়া গুণসম্পদা ॥ ৯

“হে পুরুষপ্রবর রাম ! তিনি (দিতি) যখন তপস্যা  
করছিলেন, তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র (বিনয়াদি) গুণসম্পন্ন  
হয়ে তাঁর (দিতির) সেবা করতে লাগলেন।

অগ্নিঃ কুশান্ কাষ্ঠমপঃ ফলং মূলং ভৈবে চ।  
ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চানাদপি কাল্পিতম্ ॥ ১০

“অগ্নি, কুশরাশি, যজ্ঞকাষ্ঠ, জল, ফল-মূল, তদ্রূপ  
আরও যে সকল দিতির আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য, সে সকলই  
সহস্রলোচন ইন্দ্র তাঁকে (দিতিকে) নিবেদন করেছিলেন।

গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপনয়নৈশ্চথা।  
শক্রঃ সর্বেষু কালেষু দিতিং পরিচর্য হ ॥ ১১

“ইন্দ্র সব সময়ই দিতির পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর  
করার জন্য গাত্রসংবাহনাদি দ্বারা দিতির সেবা করতে  
লাগলেন।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে সা দশোনে রঘুনন্দন।  
দিতিঃ পরমসংহৃষ্টা সহস্রাক্ষমথাব্রবীৎ ॥ ১২

“রঘুনন্দন রাম ! দিতির তপস্যার সহস্র বৎসর  
পূর্ণ হতে আর মাত্র দশ বৎসর অবশিষ্ট থাকাকালীন  
সময়ে দিতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে সহস্রলোচন ইন্দ্রকে  
বললেন—

তপস্চরন্ত্যা বর্ষাণি দশ বীৰ্যবতাং বর।  
অবশিষ্টানি ভদ্রং তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যসে ততঃ ॥ ১৩

— হে বীরশ্রেষ্ঠ ! আমার তপস্যাচরণের আর মাত্র



দশ বৎসর অবশিষ্ট আছে। তারপর তুমি তোমার প্রিয় ভাইকে দেবতে পাবে।

যমহঃ স্বকৃতে পুত্র তমাখাসো জয়োৎসুকম্।  
ত্রৈলোক্যবিজয়ঃ পুত্র সহ ভোকসি বিজয়ঃ॥ ১৪  
যাচিতেন সুরশ্রেষ্ঠ পিত্রা তব মহামুনা।  
বরো বর্ষসহস্রান্তে মম দন্তঃ সূতঃ প্রতি॥ ১৫

—হে পুত্র দেবরাজ ! তোমাকে জয় করে বিনাশ করার জন্য তোমার মহাত্মা পিতার নিকট যে পুত্রের প্রার্থনা করেছিলেন, তাতে সহস্র বৎসর তপস্যান্তে তদ্রূপ পুত্রলাভের বর তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু, পুত্র ! তোমার ত্রিভুবন বিজয়ের সহায়করূপে তাকে (সেই পুত্রকে) নিযুক্ত করে দেব ; তার সাহায্যে তুমি চিন্তাশূন্য হয়ে ত্রিভুবন বিজয়ের সুখ ভোগ করবে।

ইত্যাশ্বা চ দিতিজ্ঞ প্রাপ্তে মধ্যং দিনেশ্বরে।  
নিদ্রয়াপহতা দেবী পাদৌ কৃত্বাথ শীর্ষতঃ॥ ১৬

“সূর্য মধ্যগগনে উপস্থিত হলে দ্বিপ্রহর বেলায় দেবী দিতি ইন্দ্রের প্রতি এই কথা বলে তদ্রূপে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে পাদদ্বয়ের উপর মস্তকের কেশরাশি পতিত হল, এবং তিনি নিদ্রাভিত্তা হলেন।

দৃষ্টা তামশচিৎ শক্রঃ পাদয়োঃ কৃতমূর্খজাম্।  
শিরঃস্থানে কৃতৌ পাদৌ জগাস চ মুমোদ চ॥ ১৭

“শয্যাতে চরণদ্বয়-স্থাপনের স্থানে মস্তক এবং মস্তক স্থাপনের স্থানে চরণদ্বয় স্থাপন করায় তাঁকে (দিতিকে) অপবিত্র দেবে ইন্দ্র হেসে উঠলেন এবং উল্লসিতও হলেন।

তস্যাঃ শরীরবিবরং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।  
গর্ভং চ সপ্তম্বা রাম চিচ্ছেদ শরমাস্তবান্॥ ১৮

“রাম ! এই সুযোগে অত্যন্ত আত্মমগ্নাভিলাষী ইন্দ্র

দিতির উদরে প্রবেশ করে গর্ভকে সাত ভাগে বিভক্ত করে দিলেন।

ভিদ্যমানস্ততো গর্ভো ব্রজেন শতপর্বণা।  
রুরোদ সুশ্বরঃ রাম তপো দিতিরবুধ্যত॥ ১৯

“রাম ! শতপর্ব নামক বজ্র দ্বারা গর্ভ বিদীর্ণ হলে ঐ গর্ভস্থ শিশুটি উচ্চঃস্বরে রোদন করতে লাগল ; তখন দিতি জেগে উঠলেন।

মা রুদো মা রুদশ্চেহি গর্ভং শক্রোহভ্যভাষত,  
বিভেদ চ মহাতেজা রমন্তমপি বাসবঃ॥ ২০

“ইন্দ্র গর্ভকে (গর্ভস্থ শিশুকে) বললেন— রোদন করো না, রোদন করো না। তথাপি ক্রন্দন করতে থাকলে মহাতেজস্বী ইন্দ্র ক্রন্দনরত সেই সপ্তবর্ষি গর্ভকেও খণ্ডিত করলেন।

ন হস্তবাং ন হস্তব্যমিত্যেব দিতিরব্রবীৎ।  
নিষ্পপাত ততঃ শক্রো মাতুর্বচনগৌরবাৎ॥ ২১

“তখন দিতি বললেন—মেরো না, মেরো না। তখন মাতৃব্যক্যে গুরুত্ব (সম্মান) দিয়ে ইন্দ্র গর্ভ থেকে নিষ্কৃত হলেন।

প্রজ্জলিব্রজসহিতো দিতিং শক্রোহভ্যভাষত।  
অশুচিদেবি সুপ্তাসি পাদয়োঃ কৃতমূর্খজা॥ ২২

তদন্তরমহং লজ্জা শক্রহস্তারমাহবে।  
অভিন্দং সপ্তম্বা দেবি তবো স্বং ক্ষতমর্হসি॥ ২৩

“ইন্দ্র বজ্রসহ কৃতাজলি হয়ে দিতিকে বললেন— দেবি ! মাথার চুল পায়ে বেধে অশুচি অবস্থায় অশ্রু নিদ্রিতা ছিলেন। পাপের সেই ছিদ্রপথে আপনার গর্ভে প্রবেশ করে আমি যুদ্ধে ইন্দ্রহস্তাকে (আমি ইন্দ্র, ঐ আমার হত্যাকারীকে) পেয়ে সাত বৎসে খণ্ডিত করে ফেলে করেছি। দেবি ! আপনি আমায় ক্ষমা করুন।”

ইত্যর্ধে শ্রীমদ্ভাষ্যে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৬॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৬॥

## সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৪৭)

দিতির পুত্রদের 'মারুত' নামকরণ এবং দিতির অনুরোধে ইন্দ্র কর্তৃক তাদের দেবলোকে স্থাপন,  
দিতির তপস্যাফলে 'ইক্ষ্বাকু' পুত্র বিশাল' কর্তৃক 'বিশালা' নগরী স্থাপন এবং সেই নগরীর  
তৎকালীন রাজা 'সুমতি' কর্তৃক 'মহর্ষি বিশ্বামিত্রের' অভ্যর্থনা

সপ্তম কৃত্যে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা।  
সহস্রাকং দুরাধ্ব্যং বাক্যং সানুনয়ত্রীৎ ॥ ১

“নিজের গর্ভকে সাত খণ্ডে খণ্ডিত কবায় অতীব  
শেকার্তা দিতি সহস্রলোচন ইন্দ্রকে অনুনয় করে বললেন  
মহাপরাধা গর্ভোদ্ব্যং সপ্তম শকলীকৃতঃ।

নাপরাধো হি দেবেশ তবাত্ৰ বলসুদন ॥ ২

—বলবান শত্রুবিনাশক হে দেবরাজ ! আমার  
অপরাধেই আমার গর্ভ সাত ভাগে খণ্ডিত হয়েছে ; এই  
ব্যাপারে তোমার কোনও অপরাধ নেই।

প্রিয়ং কৃত্যমিচ্ছামি মম গর্ভাবিপর্ষয়ে।

মরুতাং সপ্ত সপ্তানাং স্থানপালা ভবন্ত তে ॥ ৩

—আমার এই গর্ভ বিপর্যস্ত হওয়ায়, তোমার জন্য  
প্রিয়কর্ম করতে ইচ্ছা করি। এই সাতটি খণ্ড প্রাণবন্ত হয়ে  
তোমার সপ্ত বায়ুলোকের সপ্ত প্রতিপালক হোক।

বাতক্কা ইমে সপ্ত চরন্ত দিবি পুত্রক।

মারুতা ইতি বিখ্যাতা দিবাকৃপা মমাস্বজাঃ ॥ ৪

—হে পুত্র ! আমার এই সাত পুত্র মারুত নামে বিখ্যাত  
হোক এবং দিব্য রূপ লাভ করে বায়ুদেবতার স্বক্কে আরুঢ়  
হয়ে স্বর্গে বিচরণ করুক।

ব্রহ্মলোকং চরত্বেক ইন্দ্রলোকং তথাপরঃ।

দিব্যাব্যুরিতি খ্যাততৃতীয়োহপি মহাবশাঃ ॥ ৫

—আমার সাত পুত্রের মধ্যে একজন (প্রথম জন)  
ব্রহ্মলোকে বিচরণ করুক ; তদ্রূপ ; অন্য (দ্বিতীয় জন)  
ইন্দ্রলোকে বিচরণ করুক। তৃতীয় মহাকীর্ত্তমান দিব্যবায়ু  
নামে খ্যাত হোক এবং অন্তরীক্ষে বিচরণ করুক।

চক্ষরস্ত সুরশ্রেষ্ঠ দিশো বৈ তব শাসনাৎ।

সকরিশাষ্টি ভদ্রং তে কালেন হি সমাস্বজাঃ ॥ ৬

কৃত্যে নৈব নাম্না বৈ মারুতা ইতি বিস্তৃতাঃ।

—হে দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ! তোমার মঙ্গল হোক।

আমার অপর চার পুত্র তোমার দেওয়া মারুত নামে খ্যাত  
হয়ে তোমারই নির্দেশে যথাসময়ে চারিদিকে বিচরণ  
করবে।

তস্যাত্ত্বচনং প্রভাতা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥ ৭

উবাচ প্রাজ্ঞলির্বা কামিতীদং বলসুদনঃ।

সর্বমেতদ্ যথোক্তং তে ভবিশাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮

বিচরিশাষ্টি ভদ্রং তে দেব রূপান্তরায়জাঃ।

“তাঁর (দিতির) সেই কথা শুনে, বল নামক অসুখ-  
নিধনকারী সহস্রলোচন ইন্দ্র কৃত্যঞ্জলি হয়ে বললেন—হা !  
আপনি যা বললেন, সে সবই (যথাগত) হবে, এতে  
কোনও সন্দেহ নেই। আপনার পুত্রেরা দেবতাকপেই সর্বত্র  
বিচরণ করবে এবং তাতে আপনার কল্যাণ হবে।

এবং তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা মাতাপুত্রৌ তপোবনে ॥ ৯

জন্মভুক্তিদিবং রাম কৃত্যর্থাবিতি নঃ প্রস্তুতম্।

“রাম ! আমরা এইরকম শুনেছি যে, তাঁরা মাতা-  
পুত্র দুজনে একত্র তপোবনে বসে এইরকম স্থির সিদ্ধান্ত  
করে কৃতকৃত্য হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

এষ দেশঃ স কাকুৎস্থ মহেন্দ্রাখ্যবিতঃ পুরা ॥ ১০

দিতিঃ যত্র তপঃ সিদ্ধামেবং পরিচচার সঃ।

“হে কাকুৎস্থ রাম ! এই সেই স্থান যেখানে মহেন্দ্র  
বাস করতেন এবং এখানেই তপঃসিদ্ধা দিতিকে এইভাবে  
পরিচর্যা করেছিলেন।

ইক্ষ্বাকোস্ত নরবান্ধ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ১১

অলম্বুষায়ামুৎপন্নো বিশাল ইতি বিস্তৃতাঃ।

তেন চাসীদিহ স্থানে বিশালেতি পুরী কৃত্য ॥ ১২

“হে পুরুষসিংহ ! মহারাজ ইক্ষ্বাকুর অলম্বুষা নাম্নী  
পত্নীর গর্ভে বিশাল নামে এক পরমধার্মিক পুত্রের জন্ম হয়।  
তিনিই এই স্থানে ‘বিশালা’ নামক পুরী নির্মাণ করান।

বিশালস্য সুতো রাম হেমচন্দ্রো মহাবলঃ।

সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরঃ ॥ ১৩

“রাম ! বিশালের পুত্র ছিলেন মহাবীর হেমচন্দ্র,  
তিনি ছিলেন অতীব বলশালী, সুপ্রসিদ্ধ সুচন্দ্র তাঁরই পুত্র।

সুচন্দ্রতনয়ো রাম ধূম্রাশ্ব ইতি বিস্তৃতাঃ।

ধূম্রাশ্বতনয়শ্চাপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদাত ॥ ১৪

“রাম ! সুচন্দ্রের পুত্রের নাম ধূম্রাশ্ব। সৃঞ্জয় নামে  
ধূম্রাশ্বের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্।

সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্।

কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ১৫  
“স্বপ্নমের পুত্র প্রতাপশালী শ্রীমান সহদেব ; আর  
সহদেবের পুত্র পরমধার্মিক কুশাশ্ব।

কুশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্।  
সোমদত্তস্য পুত্রস্ত কাকুৎস্থ ইতি বিক্রমঃ ॥ ১৬

“কুশাশ্বের পুত্র প্রতাপশালী মহাতেজস্বী সোমদত্ত ;  
আর সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থ নামে খ্যাত।

তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ সম্প্রভেষ পুরীমিমাম্।  
আবসৎ পরমপ্রখ্যঃ সুমতির্নাম দুর্জয়ঃ ॥ ১৭

“কাকুৎস্থের সুমতি নামে খ্যাত দুর্জয় মহাতেজস্বী  
পুত্র সম্প্রতি এই পুরীতে বাস কবেছিলেন।

ইক্ষ্বাকোহ প্রসাদেন সর্বৈ বৈশালিকা নৃপঃ।  
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকঃ ॥ ১৮

“মহারাজ ইক্ষ্বাকুর প্রসন্ন আশীর্বাদে বিশাল পুৰী  
সকল রাজাই ছিলেন দীর্ঘজীবী, মহাপ্রাণ, পরাক্রমী এবং  
অতীব ধর্মপরায়ণ।

ইহাদ্য রজনীমেকাং সুখং স্বপ্ন্যামহে বয়ম্।  
শুঃ প্রভাতে নরশ্রেষ্ঠ জনকঃ দ্রষ্টুমহিসি ॥ ১৯

“হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! আমরা আজ এখানে এক রাত্রি

সুখে নিদ্রা যাব। আগামীকাল প্রভাতে রাজা জনককে  
দেখবে পাবে।”

সুমতিস্ত মহাতেজা বিশ্বামিত্রমুপাগতম্।  
ব্রহ্মা নরবরশ্রেষ্ঠঃ প্রভাগচ্ছন্নহাযশাঃ ॥ ২০

“মহাতেজস্বী কীর্তিমান নৃপশ্রেষ্ঠ সুমতি, বিশ্বামিত্রকে  
পুরীর নিকটে উপস্থিত জেনে প্রত্যুদগমন করতে এগিয়ে  
এলেন।

পূজাং চ পরমাং কৃত্বা সোপাধ্যায়ঃ সবাঙ্কবঃ।  
প্রাজ্ঞলিঃ কুশলং পুষ্টা বিশ্বামিত্রমথারবীৎ ॥ ২১

“অতঃপর উপাধ্যায় (পুরোহিত) এবং বন্ধুদের সঙ্গে  
নিয়ে রাজা সুমতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বিশেষভাবে অর্চনা  
তার কুশল জিজ্ঞাসা করে করজোড়ে বললেন—

ধন্যোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি যস্য মে বিষয়ঃ মুনৈঃ।  
সম্প্রাপ্তো দর্শনং চৈব নাস্তি ধন্যতরো মম ॥ ২২

“হে মুনিবর ! যেহেতু আপনি আমার মতো একজন  
সাধারণ রাজার রাজ্যে এসেছেন এবং আমার  
দর্শন দিয়েছেন, সেইজন্য আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত  
হয়েছি। আমার অপেক্ষা অধিকতর ধন্য আর কেউ-ই  
হয়নি।”

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাষ্যে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিব্রচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৪৭ ॥

### অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (৪৮)

রাজা সুমতি কর্তৃক রাম লঙ্কণের প্রশংসা ও বিশ্বামিত্রের নিকট তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা এবং বিশ্বামিত্রের  
উত্তর দান, অতঃপর মিথিলার নিকটবর্তী মুনী-পরিভ্রম্য অশ্রম সম্বন্ধে রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে বিশ্বামিত্র  
কর্তৃক অহল্যার প্রতি ঋষি গৌতমের অভিশাপ বর্ণন

পুষ্টা তু কুশলং তত্র পরম্পরসমাগমে।  
কথ্যন্তে সুমতির্বালাং ব্যাজহার মহামুনিম্ ॥ ১

‘সেখানে বিশ্বামিত্র ও সুমতির পরস্পর  
সাক্ষাৎকালে পরস্পর কুশল বিনিময় করে আলাপান্তে  
সুমতি মুনিবরকে বললেন—

ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুলাপরাজমৌ।  
গজসিংহগতি বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ ॥ ২

“হে মুনিবর ! আপনার সৌভাগ্য বর্ধিত হোক। এই

কুমার দুজন দেবতার ন্যায় পরাক্রমশালী, হস্তী ও সিংহের  
ন্যায় বীর অথচ অপ্রতিহত গতিসম্পন্ন এবং ব্যাঘ্র ও কুব্জ  
তুলা বীর।

পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ  
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতবৌবনৌ ॥

“পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নেত্রবিশিষ্ট এবং নন্দন  
বৌবনপ্রাপ্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়সদৃশ রূপবান কুমার  
তরবারি তুলীর এবং ধনুর্ধারণ করে আছে।



বৃষ্ণৈব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।  
কথং পশ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মূনে॥ ৪

“হে মুনিবর ! দেবলোক থেকে স্বেচ্ছায় যেন দুজন  
দেবতা পৃথিবীতে নেমে এসেছেন ! কেনই বা এঁরা পায়ে  
হেঁটে এখানে এসেছেন ? কী কারণ ! এঁরা কারই বা পুত্র ?  
ভূবনজবিমঃ দেশঃ চন্দ্রসূর্য্যবিবাহরম্।  
পরম্পরেন সদৃশৌ প্রমাণৈকিতচেষ্টিতৈঃ॥ ৫

“আকাশকে চন্দ্র এবং সূর্য যেমন ভূষিত করে  
সেইরকম, হৃদ্যুত ভাব ও আচরণে পরম্পর সদৃশ এই  
কুমারদ্বয় এই দেশকে অলঙ্কৃত করেছেন।

কিমর্থং চ নরশ্রেষ্ঠৌ সম্প্রাপ্তৌ দুর্গম পথি।  
বরাদ্বয়রৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৬

“শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী বীর এই নরশ্রেষ্ঠদ্বয় কেন এই দুর্গম  
পথে এসেছেন, তা আমি যথার্থত শুনেতে ইচ্ছা করি।  
তস্য তদ্বচনং শ্রদ্ধা যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ।  
সিদ্ধাপ্রমনিবাসং চ রাক্ষসানাং বধং যথা।  
বিশ্বমিত্রবচঃ শ্রদ্ধা রাজা পরমবিস্মিতঃ॥ ৭

‘তার (রাজা সুমতির) সেই কথা (জানবান ইচ্ছা)  
শুনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, সিদ্ধাপ্রমে তাঁদের বাস এবং  
রাক্ষসবধের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বললেন (জানালেন)।  
বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।  
অতিথী পরমঃ প্রাপ্তৌ পুত্রৌ দশরথস্য তৌ।  
পূজ্যামাস বিধিবৎ সংকারার্থৌ মহাবলৌ॥ ৮

‘মহাবলশালী এবং সেব্য রাজা দশরথের পুত্রদ্বয়কে  
অতিথিরূপে পেয়ে রাজা সুমতি বিধিपूर्বক তাঁদের আতিথ্য  
সংকার করলেন।

উভঃ পরমসংকারং সুমতেঃ প্রাপ্য রাঘবৌ।  
উবা তত্র নিশামেকাং জগতুমিথিলাং ততঃ॥ ৯  
‘অনন্তর রঘুবংশীয় কুমারদ্বয় সুমতির নিকট  
উত্তমরূপে সপ্রদ্ব অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হয়ে সেখানে (বিশালা  
নগরিতে) একরাত্রি বাস করলেন এবং তারপর মিথিলার  
উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

জাং দৃষ্টা মুনয়ঃ সর্বৈ জনকস্য পুরীং শুভাম্।  
সাদু সাক্ষিতি শংসত্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্॥ ১০  
‘রাজা জনকের সেই কল্যাণময়ী নগরী দর্শন করে  
মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গী মুনিরা সকলে সাদু সাদু বলে সেই  
নগরীর সপ্রদ্ব প্রশংসা করলেন।

মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।  
পূরণং নির্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুত্রবন্॥ ১১

‘সেখানে মিথিলার উপকণ্ঠে উপবনে একটি প্রাচীন  
নির্জন রমণীয় আশ্রম দেখে রাঘব রামচন্দ্র মুনিবর  
বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ইদমাত্মসংকাশং কিং যিদং মুনিবর্জিতম্।  
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্ম্যায়ঃ পূর্ব আশ্রমঃ॥ ১২  
“এই আশ্রমসদৃশ স্থানটি মুনিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত  
কেন ? এটি পূর্বে কার আশ্রম ছিল ? ভগবন্ ! আমি এই  
সকল বিষয় শুনেতে ইচ্ছা করি।”

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।  
প্রতুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ১৩  
‘রাঘব রামচন্দ্রের সেই কথা শুনে বাকপটু  
মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রত্যুত্তরে বললেন—

হস্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্বেন রাঘব।  
যস্মৈত্যদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্নহাস্তনঃ॥ ১৪  
“যে মহাত্মার ক্রোধবশত এই আশ্রমস্থানটি  
অভিশপ্ত হয়েছিল, যথার্থত তা আমি তোমাকে বলব ; হে  
রাঘব ! তুমি শ্রবণ করো।

গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ পূর্বমাসীন্নহাস্তনঃ।  
আশ্রমো দিব্যসঙ্কশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ॥ ১৫  
“হে নরবর রামচন্দ্র ! পূর্বে মহাত্মা গৌতমের  
স্বর্গসদৃশ এই আশ্রমটি দেবতাদের দ্বারাও সপ্রদ্ব প্রশংসিত  
ছিল।

চ চাত্র তপ আতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা।  
বর্ষপূর্ণান্যনেকানি রাজপুত্র মহাযশঃ॥ ১৬  
“হে মহাযশস্বিন রাজপুত্র (রাম) ! পূর্বে এখানে  
(এই তপোবনে) মহর্ষি গৌতম স্ত্রী অহল্যার সঙ্গে অনেক  
অনেক বর্ষব্যাপী তপস্যা কবেছিলেন।

তস্যাত্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।  
মুনিবেষ ধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ॥ ১৭  
“আশ্রমে মহর্ষি গৌতমের অনুপস্থিতি জানতে  
পেরে শচীর স্বামী সহস্রলোচন ইন্দ্র ঋষি গৌতমের বেশ  
ধারণ করে অহল্যাকে বললেন -

ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।  
সঙ্গমং ত্বমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে॥ ১৮  
—অগ্নি অনন্যনিষ্ঠাপরায়ণে ! মিলনকামীরা ঋতুকাল  
পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। অগ্নি কুশোদরে সুন্দরি !  
আমি তোমার সঙ্গে মিলনাভিলাষী।

মুনিবেষঃ সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।  
মতিং চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ॥ ১৯

“হে রঘুনন্দন রাম ! মুনিবেশধারীকে সহস্রলোচন  
ইন্দ্র বলে জানতে পেরেও মন্দমতি অহল্যা কৌতূহলবশত  
দেবরাজের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় সম্মত হলেন।

অখত্রবীং সুরশ্রেষ্ঠঃ কৃতার্থেনাস্তরামনা।  
কৃতার্থাম্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥ ২০  
আজ্ঞনামাক্ষ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাং।

“অনন্তর সুরতরুণীভাসমাপনান্তে অহল্যা সন্তপ্ত চিত্তে  
দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—হে দেবরাজ ! আমি কৃতার্থ  
হলাম। হে প্রভো ! আপনি শীঘ্র এখান থেকে চলে যান ;  
মহর্ষি গৌতমের ক্রোধ থেকে আপনি নিজেকে এবং  
আমাকে রক্ষা করুন।

ইন্দ্রস্ত প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ ॥ ২১  
সুরশ্রেষ্ঠি পরিতুষ্টোহস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্।  
এবং সঙ্গমা তু তদা নিশ্চক্রামোটজাং ততঃ ॥ ২২

“ইন্দ্র তখন হাসতে হাসতে বললেন—অয়ি সুন্দরি !  
আমিও কৃতার্থ হলাম। এখন আমি যেমন এসেছিলাম  
তেমনই চলে যাচ্ছি। এইভাবে, সঙ্গম সমাপনান্তে ইন্দ্র  
তখনই সেই পর্ণকুটীর থেকে নির্গত হলেন।

স সঙ্গমাৎ ত্বরন্ রাম শঙ্কিতো গৌতমঃ প্রতি।  
গৌতমঃ স দদর্শাথ প্রবিশন্তঃ মহামুনিম্ ॥ ২৩  
দেবদানবদুর্ধ্বঃ তপোবন সমমিতম্।  
তীর্থোদকপরিষ্কিন্নঃ দীপ্যমানমিবানলম্ ॥ ২৪  
গৃহীতসমিধঃ তত্র সঙ্কুশঃ মুনিপুঙ্গবম্।

“রাম ! তখন ইন্দ্র মহামুনি গৌতমের আগমনের  
আশঙ্কায় ভয়জনিত আবেগে শীঘ্র (কুটীর থেকে) নির্গত  
হওয়ার সময়, দেবতা ও দানবদের নিকট অপরাধেয়  
তপোবলে বলীয়ান, তীর্থজলে আর্দ্রদেহ, কুশ ও যজ্ঞীয়  
কাষ্ঠধারণকারী অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতমকে  
প্রবেশ করতে দেখলেন।

দুষ্টা সুরপতিস্ত্রজো বিশ্বগবদনোহন্তবৎ ॥ ২৫  
অথ দুষ্টা সহস্রাক্ষঃ মুনিরেষধরঃ মুনিঃ।  
দুর্ভ্রুং বৃন্তসম্পন্নো রোষাদ্ বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬

“মহর্ষি গৌতমকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ভয়ে  
বিশগবদন হয়ে পড়লেন। তখন সদাচারী ঋষি (গৌতম)  
মুনির বেশধারী দুষ্চরিত্র সহস্রলোচন ইন্দ্রকে দেখে রুষ্ট

হয়ে বললেন—

মম রূপং সমাহ্বায় কৃত্তবানসি দুর্মতে  
অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলক্লং ভবিষ্যসি ॥ ২৭

—রে দুষ্টিবুদ্ধি ! যেহেতু তুমি আমার রূপ ধারণ করে  
এই অকরণীয় (পরিত্রীতে মিলন রূপ-পাপ) কর্ম করেছ  
সেই হেতু তুমি অশুকোদয়হীন হবে।

গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোযেণ মহারুনা।  
পেততুর্বর্ণো ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ২৮

“মহাত্মা গৌতম সরোষে (ক্রুদ্ধ হয়ে) এইরূপ  
বলার সঙ্গে সঙ্গে সহস্রলোচন ইন্দ্রের পুরুষদের চিত্র  
অশুকোষ দুটি মাটিতে খসে পড়ে গেল।

তথা শঙ্খা চ বৈ শক্রং ভার্যামপি চ শপ্তবান্।  
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহুনি নিবসিষ্যসি ॥ ২৯  
বাতভক্ষা নিরাহারা তপাত্তী ভস্মশয়িনী।

অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেহস্মিন্ বসিষ্যসি ॥ ৩০

যদা ত্বৈতদ্বনং ঘোরং রামো দশরথাস্বজঃ।

আগমিষ্যতি দুর্ধ্বস্তদা পূতা ভবিষ্যসি ॥ ৩১

তস্যাতিথোন দুর্ভ্রে লোভমোহবিবর্জিতা

মৎসকালং মুদা যুক্তা স্বঃ বপুর্ধারয়িষ্যসি ॥ ৩২

“ইন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ দিয়ে স্থায়ী ভাষ্যকেও

অভিশাপ দিলেন—অয়ি পানীয়সি ! তুমি এই আশ্রমে সঙ্গ

প্রাণীর অদৃশ্য হয়ে বহু সহস্র বৎসর যাবৎ বাস করবে

অনাহারে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে ভস্মশয্যায় শায়িত হয়ে

প্রায়শ্চিত্তরূপ তপস্যা করবে। যখন দশরথাস্বজ বীর রাম

এই গহণ অরণ্যে আসবেন, তখনই লোভ-মোহ ত্যাগ

করে তাঁকে আতিথ্য দ্বারা তুমি পবিত্র হবে। অতঃপর

নিজদেহ ধারণ করে সানন্দে আমার নিকট আসবে।

এবমুখা মহাতেজা গৌতমো দুষ্টিচারিণীম্

ইমমাশ্রমমুৎসৃজ্য সিদ্ধচারণ সেবিতো।

হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তপে মহাতপাঃ ॥ ৩৩

“মহাতেজস্বী মহান তপস্বী ঋষি গৌতম পাপাচারিণী

স্ত্রীকে এইরকম বলে এই আশ্রম ত্যাগ করে সিদ্ধ

এবং চারণগণ দ্বারা সেবিত (সিদ্ধ এবং চারণের

বাসভূমি) হিমালয়ের রমণীয় শিখরে গিয়ে তপসা

করতে লাগলেন।”

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাণীকী বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

## একোনপঞ্চাশ সর্গ (৪৯)

পিতৃদেবতাদের দ্বারা ইন্দ্রের মেঘের অশুকোষ প্রাপ্তি, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অহল্যার উদ্ধার ও  
ঋষি গৌতমের পুনর্মিলন এবং উভয় কর্তৃক শ্রীরামবন্দনা

অক্ষয়ঃ ততঃ শক্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্।  
অত্রবীঃ ত্রস্তনয়নঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণান্॥ ১

“তখন অশুকোষহীন ইন্দ্র ভয়ার্তনৈত্রে অগ্নি প্রমুখ  
দেবগণকে এবং উপদেবতা সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণদের  
বললেন—

কুব্জা তপসো বিঘ্নঃ গৌতমস্য মহাম্বনঃ।  
ক্লেশমুৎপাদ্যাহি ময়া সুরকার্যমিদং কৃতম্॥ ২

—মহাত্মা গৌতমের ক্লেশ উৎপাদন করে তাঁর  
তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি। এর দ্বারা আমি দেবকার্যই  
সম্পন্ন করেছি।

অক্ষলোহস্মি কৃতত্ত্বেন ক্লোষাৎ সা চ নিরাকৃতা।  
শাপমোক্ষেশ মহতা তপোহস্যাপহৃতং ময়া॥ ৩

—সেই মুনির ক্লোষে আমি হয়েছি অশুকোষহীন  
এবং অহল্যাও হয়েছেন পরিত্যক্তা। এইভাবে তাঁকে  
দিয়ে ভয়ঙ্কর শাপপ্রদান করিয়ে আমি তাঁর  
তপঃশক্তিকে অপহরণ করেছি।

ভয়াং সুরবরাঃ সর্বে সর্বিসত্ত্বাঃ সচারণাঃ।  
সুরকার্যকরং যুয়ং সফলং কর্তুমর্হথ॥ ৪

—আমি দেবকার্য সম্পন্ন করেছি। অতএব ঋষিগণ  
এবং চারণগণসহ আপনারা সকল দেবতা আমাকে সফল  
তথা অশুকোষযুক্ত করুন।

শতক্রতোর্বচঃ শ্রদ্ধা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।  
পিতৃদেবানুপেত্যাহঃ সর্বে সহ মরুদ্গণৈঃ॥ ৫

“ইন্দ্রের কথা শুনে অগ্নিদেবকে পুরোভাগে নিয়ে  
মরুৎগণসহ দেবতারা সকলে পিতৃদেবগণের নিকটে গিয়ে  
বললেন—

অয়ং মেঘঃ সর্ব্বণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ।  
মেঘস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়ান্ত প্রযচ্ছত॥ ৬

—এই মেঘটির অশুকোষ আছে ; ইন্দ্রকে কোষহীন  
করা হয়েছে। মেঘটির কোষ দুটি নিয়ে লীল্য ইন্দ্রকে দান  
করুন।

অক্ষয়ঃ কৃতো মেঘঃ পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি।  
ভবতাং হর্ষণার্থং যে চ চাস্যন্তি মানবাঃ।

অক্ষয়ঃ হি ফলং তেয়াং যুয়ং দাস্যথ পুস্তলম্॥ ৭  
—কোষহীন মেঘ আপনাদের পরম তৃপ্তি দান করবে।

যে মানুষেরা আপনাদের সম্ভৃতিবিধানের জন্য কোষহীন  
মেঘ দান করবে, আপনারা তাদের (দানের) প্রভূত ও  
অক্ষয় ফল প্রদান করবেন।

অগ্নেস্ত বচনং শ্রদ্ধা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।  
উৎপাটি মেঘবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যাবশেয়ন্॥ ৮

“অগ্নিদেবের কথা শুনে সমাগত পিতৃদেবগণ  
মেঘের কোষ দুটি উৎপাটিত করে ইন্দ্রের শরীরের  
যথাস্থানে সংস্থাপিত করলেন।

তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।  
অক্ষয়ান্ ভুঞ্জতে মেঘান্ কলৈস্তেষামযোজয়ন্॥ ৯

“কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাম ! তখন থেকেই সমাগত  
পিতৃদেবগণ অশুকোষহীন মেঘমাংস ভোজন করতে  
লাগলেন, এবং ঐ কোষহীন মেঘ প্রদানকারী  
মানবগণকে মেঘদানের উপযুক্ত ফল প্রদান করতে  
থাকেন।

ইন্দ্রস্ত মেঘবৃষণদ্বাপ্রভৃতি রাঘব।  
গৌতমস্য প্রভাবেণ তপসা চ মহাম্বনঃ॥ ১০

“রঘুকুলনন্দন হে রাম ! মহাত্মা গৌতমের তপস্যার  
প্রভাবেই কিন্তু তখন থেকে ইন্দ্র হলেন মেঘবৃষণ (মেঘের  
অশুকোষধারী)।

তদাগচ্ছ মহাতেজ আশ্রমঃ পুণ্যকর্মণঃ।  
তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরাণিগীম্॥ ১১

“অতএব, হে মহাতেজস্বিন্ রামচন্দ্র ! পুণ্যকর্ম  
মহার্ষি গৌতমের আশ্রমে এসো ; এই দেবরাণিগী মহীয়সী  
অহল্যাকে উদ্ধার করো।”

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রদ্ধা রাঘবঃ সহস্রাক্ষণঃ।  
বিশ্বামিত্রঃ পুরহৃত্য আশ্রমঃ প্রবিবেশ হ॥ ১২



‘মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে লক্ষ্মণের সঙ্গে  
শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সামনে রেখে সেই আশ্রমে প্রবেশ  
করলেন।

দর্শ চ মহাতাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।

লোকৈরপি সমাগমা দুর্নিরীক্ষাং সুরাসুরৈঃ ॥ ১৩

‘সেখানে, তপস্যাতে জ্যোতিঃ-প্রভায় উজ্জ্বলা  
এবং সেইহেতু দেবগণ, দানবগণ ও মনুষ্যগণও তার  
দিকে তাকাতো পারেন না এমন, সেই মহাসৌভাগ্যবতী  
অহল্যাকে শ্রীরামচন্দ্র দেখতে পেলেন।

প্রযত্নানির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।

ধূমেনাভিপরীতাসীং দীপ্তিমগ্নিশিখামিব ॥ ১৪

সত্ভারাবৃত্তাং সান্নাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।

মযোহুসো দুরাধ্বাং দীপ্তাং সূর্যপ্রভামিব ॥ ১৫

‘(শ্রীরামচন্দ্র সেই আশ্রমে অহল্যাকে যেন,) বিধাতা  
কর্তৃক অতি যত্নসহকারে নির্মিত দিব্য মায়াময়ীর মতো,  
ধূমের দ্বারা আবৃত দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো, ভূষারাবৃত্ত ও  
মেঘপরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের মতো এবং অকম্প (যা কাঁপছে না  
এমন) স্থির জলের মধ্যে পতিত প্রদীপ্ত সূর্যপ্রভার মতো  
দেখলেন।

সা হি গৌতমবাকোন দুর্নিরীক্ষা বভূব হ।

জ্ঞানামপি লোকানাং যাবদ্ রামস্য দর্শনম্।

শাপস্যাঙ্কমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা ॥ ১৬

মহর্ষি গৌতমের শাপবশত শ্রীরামের দর্শনের পূর্বে  
ত্রিলোকের কোনও প্রাণীই অহল্যাকে দেখতে সক্ষম  
ছিলেন না। শ্রীরামের দর্শনান্তে তাঁর পাপক্ষয় হলে তিনি  
সকলের দৃষ্ট হতে লাগলেন।

রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মদা।

স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্ৰাহ সা হি তৌ ॥ ১৭

পাদামর্য্যং তথাহুতিথাং চকার সুসমাহিতা।

প্রতিজগ্ৰাহ কাকুৎস্থো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১৮

‘তখন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অতি প্রসন্নচিত্তে অহল্যার  
চরণযুগল স্পর্শ করলেন। মহর্ষি গৌতমের বাক্য শ্রবণ  
করে অহল্যা অতি সতর্কতার সঙ্গে ভ্রাতৃযুগলকে  
অতিথিরূপে বরণ করে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা আতিথ্য-সংকার  
করলেন। শ্রীরামচন্দ্র শান্তোক্ত বিধিমেতে অহল্যার আতিথ্য  
গ্রহণ করলেন।

পুত্ৰপবৃষ্টির্মহতাসীদ্ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।

গন্ধর্ব্বান্সরসান্চৈব মহানাসীৎ সমুৎসবঃ ॥ ১৯

‘শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অহল্যা উদ্ধারের দৃশ্য দর্শন করে,  
স্বর্গ থেকে মহতী পুত্ৰপবৃষ্টি হতে লাগল, বেজে উঠে  
দেবদুন্দুভি—মনে হচ্ছে যেন, গন্ধর্ব্ব এবং অঙ্গরাদেব মহান  
উৎসব শুরু হয়েছে।

সাধু সাধ্বিতি দেবান্ভামহল্যাং সম্পূজয়ন্।

তপোবলবিশুদ্ধাসীং গৌতমস্য বশানুগাম্ ॥ ২০

‘মহর্ষি গৌতমের অনুবর্তিনী, তপোবলে পবিত্রদেহ  
অহল্যাকে দেবগণ সাধু সাধু বলে (সাধুবাদ দ্বারা)  
অভিনন্দিত করলেন।

গৌতমোহপি মহাতেজা অহল্যাসহিতঃ সুখী।

রামং সম্পূজ্য বিধিবৎ তপস্তপে মহাতপাঃ ॥ ২১

‘অহল্যাকে সঙ্গে পেয়ে মহাতেজস্বী ও মহাতপসী  
গৌতমও রামকে বন্দনা করে যথাবিধি তপস্যায়  
আত্মনিয়োগ করলেন।

রামোহপি পরমাং পূজাং গৌতমস্য মহামুনেঃ।

সকান্দাদ্ বিধিবৎ প্রাপ্য জগাম মিথিলাং ততঃ ॥ ২২

‘অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রও মহামুনি গৌতমের নিকট  
শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে শ্রেষ্ঠ পূজা লাভ করে মহর্ষি  
বিশ্বামিত্র ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে মিথিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা  
করলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

## পঞ্চাশ সর্গ (৫০)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মিথিলায় গমন, রাজা জনক কর্তৃক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অর্চনা এবং রাম-লক্ষ্মণের পরিচয়গ্রহণ

৩৩ প্রাপ্তভ্রাতাঃ গতা রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।  
বিশ্বামিত্রঃ পুরহুতা যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥ ১

‘অতঃপর মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পুরোভাগে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম থেকে উত্তর-পূর্বকোণ অভিমুখে গিয়ে মিথিলারাজ জনকের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হলেন।

রামঃ মুনিশার্দূলমুবাচ সহলক্ষ্মণঃ।  
সাক্ষী যজ্ঞসমুচ্চিহ্ন জনকস্য মহাস্বনঃ ॥ ২

বহুদীহ সহস্রাণি নানাদেশ নিবাসিনাম্।  
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাম্ ॥ ৩

ঋষিবাটাস্ত দৃশ্যন্তে শকটীশতসঙ্কলাঃ।  
দেশো বিধীয়তাং ব্রহ্মন্ যত্র বৎস্যামহে বয়ম্ ॥ ৪

‘তখন লক্ষ্মণের সঙ্গে একসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বললেন—“হে মহাত্মন! মহাত্মা জনকের যজ্ঞের সমারোহ প্রশংসনীয়। এখানে নানাদিগ্দেশবাসী বেদ-অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণদের সমাগম এবং শতশত পূর্ণ ঋষিদের বাসস্থান দেখা যাচ্ছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! এমন কোনও স্থান নির্দিষ্ট করুন যেখানে আমরাও অবস্থান করতে পারি।”

রামা বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।  
নিবাসমকরোদ্দেশে বিবিঞ্চে সলিলাগ্নিতে ॥ ৫

‘শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে মহামুনি বিশ্বামিত্র, জলের সুবিধা আছে এমন নির্জনস্থানে বাসের ব্যবস্থা করলেন।

বিশ্বামিত্রমনুপ্রাপ্তঃ শ্রুত্বা নৃপবরস্তদা  
শতানন্দং পুরহুতা পুরোহিতমনিদিতঃ ॥ ৬

ঋত্বিজোহপি মহাস্বানস্তূর্য্যমাদায় সত্বরম্।  
দ্রষ্টৃক্কাপাম সহসা বিনয়েন সমম্বিতঃ ॥ ৭

বিশ্বামিত্রায় ধর্ম্মেণ দদৌ ধর্ম্মপূরহুতম্।

‘মহর্ষি বিশ্বামিত্র এসেছেন শুনে, অনিদ্রাচরিত্র নৃপশ্রেষ্ঠ জনক মহাত্মা ঋত্বিকগণের সঙ্গে কুলপুরোহিত শতানন্দকে পুরোভাগে নিয়ে সত্বর পবিত্র তীর্থে অভ্যর্থনা জানানলেন এবং ধর্ম্মানুসারে তাকে ধর্ম্মীয় অর্থ্য প্রদান করলেন।

যজ্ঞিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকস্য মহাস্বনঃ ॥ ৮  
প্রশচ্ কুশলং রাজ্ঞো যজ্ঞস্য চ নিরাময়ম্।

স তাংস্চাথ মুনীন্ পুষ্টা সোপাখ্যায়পুরোধসঃ ॥ ৯  
যথার্থমুগিভিঃ সর্বৈঃ সমাগচ্চেৎ প্রদষ্টবৎ।

‘তিনি (বিশ্বামিত্র) মহাত্মা জনকের আতিথ্য প্রতিগ্রহণ করে রাজার কুশলবার্তা এবং যজ্ঞের নির্বিঘ্নতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর উপাখ্যায়সহ পুরোহিত ও মুনিদেরও কুশল জিজ্ঞাসা করে সেই ঋষিদের সঙ্গে সানন্দে মিলিত হলেন।

অথ রাজা মুনিশ্রেষ্ঠঃ কৃতাজ্ঞগিরিভাবতঃ ॥ ১০  
আসনে ভগবানাত্মাঃ সইতিমুনিপূজবৈঃ।

‘তখন রাজা জনক কৃতাজ্ঞগিরি হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বললেন—“ভগবন্! আপনি মুনিপূজবদের (শ্রেষ্ঠ মুনিদের) সঙ্গে আসন গ্রহণ করুন।”

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা নিষসাদ মহামুনিঃ ॥ ১১  
পুরোধা ঋত্বিজস্কেব রাজা চ সহ মন্ত্রিভিঃ।

আসনেষু যথান্যায়মুপবিষ্টাঃ সমস্ততঃ ॥ ১২

‘রাজা জনকের প্রার্থনানুসারে মহামুনি বিশ্বামিত্র উপবেশন করলেন। অতঃপর কুলপুরোহিত, যজ্ঞের ঋত্বিকগণ এবং মন্ত্রিগণসহ রাজাও চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে যথোচিত আসন গ্রহণ করলেন।

দুষ্টা স নৃপতিস্তত্র বিশ্বামিত্রমথ্যব্রবীৎ।  
অদ্য যজ্ঞসমুচ্চিহ্নে সফলা দৈবতৈঃ কৃত্য ॥ ১৩

অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্বর্শনায়য়া।

হন্যোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি যস্য মে মুনিপূজবঃ ॥ ১৪

যজ্ঞোপসদনং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তোহস্মি মুনিভিঃ সহ।

‘মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সেখানে উপস্থিত দেখে রাজা জনক বললেন—“দেবগণ আজ আমার যজ্ঞের আয়োজন সফল করেছেন। আজ মহাত্মার দর্শনে আমি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়েছি। হে ব্রহ্মন্! মুনিগণসহ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত।

‘দেবগণ আজ আমার যজ্ঞের আয়োজন সফল করেছেন। আজ মহাত্মার দর্শনে আমি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়েছি। হে ব্রহ্মন্! মুনিগণসহ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত।

‘মহর্ষি বিশ্বামিত্র এসেছেন শুনে, অনিদ্রাচরিত্র নৃপশ্রেষ্ঠ জনক মহাত্মা ঋত্বিকগণের সঙ্গে কুলপুরোহিত শতানন্দকে পুরোভাগে নিয়ে সত্বর পবিত্র তীর্থে অভ্যর্থনা জানানলেন এবং ধর্ম্মানুসারে তাকে ধর্ম্মীয় অর্থ্য প্রদান করলেন।

যজ্ঞিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকস্য মহাস্বনঃ ॥ ৮  
প্রশচ্ কুশলং রাজ্ঞো যজ্ঞস্য চ নিরাময়ম্।

‘দেবগণ আজ আমার যজ্ঞের আয়োজন সফল করেছেন। আজ মহাত্মার দর্শনে আমি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়েছি। হে ব্রহ্মন্! মুনিগণসহ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত।

‘দেবগণ আজ আমার যজ্ঞের আয়োজন সফল করেছেন। আজ মহাত্মার দর্শনে আমি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়েছি। হে ব্রহ্মন্! মুনিগণসহ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত।

‘দেবগণ আজ আমার যজ্ঞের আয়োজন সফল করেছেন। আজ মহাত্মার দর্শনে আমি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়েছি। হে ব্রহ্মন্! মুনিগণসহ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত।

‘দেবগণ আজ আমার যজ্ঞের আয়োজন সফল করেছেন। আজ মহাত্মার দর্শনে আমি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়েছি। হে ব্রহ্মন্! মুনিগণসহ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত।

দেবগণকে দেখতে পাবেন।”

ইত্যুত্বা মুনিশার্দূলঃ প্রহস্টবদনস্তদা ॥ ১৬  
পুনস্তং পরিপ্রপাচ্ প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো নৃপঃ।

‘মুনিবরকে এই কথা বলে সংযতচিত্ত রাজা জনক  
আনন্দোজ্জ্বলমুখে কৃতাজলি হয়ে আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা  
করলেন—

ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ ॥ ১৭  
গজতুলাগতী বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ।  
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ ষড়্ভাতৃগীধনুর্ধরৌ।

অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপহিতযৌবনৌ ॥ ১৮  
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।

কথং পত্ন্যমিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মূনে ॥ ১৯  
বরাহধরমৌ বীরৌ কস্য পুত্রৌ মহামূনে।

ভূধরভাবিমং দেশং চন্দ্রসূর্য্যবিবাহরম্ ॥ ২০  
পরম্পরস্যা সদৃশৌ প্রমাণেদিতচেষ্টিতৈঃ।

কাকপক্ষরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

“হে ঋষে ! আপনার তপস্যা শুভময় হোক ! হে

মুনিবর ! দেবতুল্য পরাক্রমশালী, হস্তীর ন্যায় দৃঢ় অথচ ধীর

গতিসম্পন্ন, কিম্ব ব্যাঘ্র ও বৃষ তুল্য বীর, শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল

এবং ষড়্ভাতৃগীর ও ধনুর্ধারী বীর, এরা কারা ?

নবযৌবনপ্রাপ্ত এবং পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নয়নদ্বয়যুক্ত,

এরা রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তুল্য ; এদের দেবে মনে হচ্ছে

স্বর্গ থেকে দুজন দেবতা যেন স্বেচ্ছায় মর্ত্যে অবতীর্ণ

হয়েছেন। চন্দ্র-সূর্য যেমন আকাশের সৌন্দর্য বিধান করে,  
এরা দুজন তদ্রূপ আমার এই দেশের সৌন্দর্য বিধান  
করেছে কাকপক্ষধর (সুন্দর জুলপিধারী) বীর, পরম্পর  
হৃদয়ের ভাবপ্রকাশে-তুল্যরূপ এই কুমারদ্বয় কার পুত্র ?  
কেনই বা পদব্রজে এরা এখানে এসেছে ? এই সকল তথ্য  
আমি পুরাপুরি শুনতে ইচ্ছা করি।”

তস্যা তদ্বচনং শ্রুত্বা জনকস্য মহাস্বনঃ  
নাবেদদ্যদমেগাম্মা পুত্রৌ দশরথস্য তৌ ॥ ২২

‘মহাত্মা জনকের সেই অনুরোধ শুনে, মহাত্মা পরি

বিশ্বামিত্র বললেন— “এরা দুজন দশরথের পুত্র।”

সিদ্ধাশ্রমনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং তথা।

তত্রাগমনমবগ্ৰং বিশালায়াশ্চ দর্শনম্ ॥ ২৩  
অহল্যাদর্শনৈধৈব গৌতমেন সমাগমম্।

মহাধনুধি জিজ্ঞাসাং কর্তৃনাগমনং তথা ॥ ২৪

‘অতঃপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের সিকান্দ্রে

বাস, রাক্ষস নিধন, ধীরে সুস্থে বিশালানগরীতে আগমন

এবং ঐ নগরী দর্শন, অহল্যাকে দর্শন, ঋষি গৌতমের সঙ্গে

মিলন এবং মহান ধনুকটির বিষয়ে জানবার জন্য মিথিলার

আগমন—এই সকল বিষয় জানালেন।

এতৎ সর্বং মহাতেজা জনকায় মহান্মনে।

নিবেদ্য বিররামাখ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ২৫

‘মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনককে এই

সব বিষয় অবগত করে বিরত হলেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

## একপঞ্চাশ সর্গ (৫১)

শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং বিশ্বামিত্রের উত্তর দান,

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের নিকট শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের পূর্বপরিচয় বর্ণন

তস্যা তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।

হৃষ্টরোমা মহাতেজাঃ শতানন্দো মহাতপাঃ ॥ ১

‘প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে মহাতেজস্বী,

মহান তপস্বী শতানন্দ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন

গৌতমস্য সুতো জ্যেষ্ঠস্তপসা জ্যোতিতপ্রভঃ।

রামসন্দর্শনাদেব পরং বিন্ময়মাগতঃ ॥ ২

‘মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানন্দ তপস্যাতে

সমুজ্জ্বলপ্রভ (তপস্যাতেতু উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত) তিনি

শ্রীরামচন্দ্রকে দেখামাত্রই অত্যন্ত বিস্ময়াবিত হলেন।

এতৌ নিষমৌ সংশ্রেক্ষ্য শতানন্দো নৃপাঙ্গজৌ

সুখাসীনৌ মুনিশ্রেষ্ঠং বিশ্বামিত্রমথত্রবীৎ ॥ ৩

‘তখন শতানন্দ রাজপুত্রদ্বয়কে সুখাসনে উপবিষ্ট



দেখে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

অপি তে মুনিশার্দূল মম মাতা যশস্বিনী।  
রাজপুত্রায় তপোদীর্ঘমুপাগতা ॥ ৪

“হে মুনিস্রবর ! দীর্ঘকাল তপস্যারতা আমার যশস্বিনী মাকে কি আপনি রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করিয়েছেন ?

অপি রামে মহাতেজা মম মাতা যশস্বিনী।  
বৈরাগ্যাহরং পূজাং পূজার্হে সর্বদেহিনাম ॥ ৫

“আমার মহাতেজস্বিনী যশস্বিনী জননী বন্য ফল-মূল-পুষ্পাদি উপহার দ্বারা সর্বজীবের পূজ্য শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করেছেন তো ?

অপি রামায় কথিতং যত্নতঃ তৎ পুরাতনম্।  
মম মাতুর্মহাতেজো সেবেন দুরনুষ্ঠিতম্ ॥ ৬

“হে মহাতেজস্বিনী ! দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতার প্রতি যে অন্যায় করেছিলেন, সেই পুরাতন ঘটনা রামকে বলেছেন কি ?

অপি কৌশিক উদ্রং তে গুরুণা মম সঙ্গতা।  
মম মাতা মুনিশ্রেষ্ঠ রামসন্দর্শনাদিতঃ ॥ ৭

“হে মুনিস্রবর কৌশিক ! আপনার তপস্যার মঙ্গল হোক। রামচন্দ্রের দর্শনের পর থেকে (অথবা, রামচন্দ্রের দর্শনহেতু) আমার মাতা আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তো ?

অপি মে গুরুণা রামঃ পূজিতঃ কুশিকায়জ।  
ইহাগতো মহাতেজাঃ পূজাং প্রাপ্য মহান্বনঃ ॥ ৮

“হে কুশিকনন্দন ! আমার গুরু (পিতা) রামকে অর্চনা করেছেন তো ? সেই মহাত্মার (আমার পিতা গৌতমের) পূজা নিয়ে কি মহাতেজস্বী রাম এখানে এসেছেন ?

অপি শান্তেন মনসা গুরুর্মে কুশিকায়জ।  
ইহাগতেন রামেণ পূজিতেনাভিবাদিতঃ ॥ ৯

“হে কুশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র ! এখানে (মিথিলায়) আসার সময় আমার পিতামাতা কর্তৃক সম্মানিত রামচন্দ্র শান্তমনে আমার পূজা পিতাকে অভিবাদন করেছেন তো ?”

উক্ত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।  
প্রহ্লাঘাচ শতানন্দং বাক্যজ্ঞৌ বাক্যকোবিদম্ ॥ ১০

“তঁার (শতানন্দের) সেই কথা শুনে বাকুনিপুণ মহামুনি বিশ্বামিত্র বাকুশ্রী শতানন্দকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

নাতিজ্ঞাতঃ মুনিশ্রেষ্ঠ যৎকর্তব্যং কৃতং ময়া।

সঙ্গতা মুনিনা পত্নী ভার্গবেণেব রেণুকা ॥ ১১

“হে মুনিস্রবর ! যা করণীয়, সবই আমি করেছি, কিছুই অনাদৃত হয়নি (কিছুই অকৃত ফেলে রাখিনি)। ভৃগুতনয়া মহর্ষি পরশুরামের সঙ্গে তৎপত্নী রেণুকার মতো মহর্ষি গৌতমের সঙ্গে তৎপত্নী অহল্যা মিলিত হয়েছেন।”

তাছাড়া বচনং তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।

শতানন্দো মহাতেজা রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২

“ধীমান (প্রজ্ঞাবান) বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে মহাতেজস্বী শতানন্দ রামকে বললেন—

স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি রাঘব।

বিশ্বামিত্রং পুরঙ্কতা মহর্ষিমপরাজিতম্ ॥ ১৩

“হে নরশ্রেষ্ঠ ! তোমাকে স্বাগত জানাই। আমার সৌভাগ্যবশত তুমি অপরাজ্যেয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পুরোভাগে (সম্মুখে) নিয়ে এখানে এসেছ।

অচিন্ত্যকর্ম্য তপসা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।

বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বেদ্যানং পরমাং গতিম্ ॥ ১৪

“মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তপস্যার প্রভাবে অচিন্তনীয় কর্মসকল সাধন করেছেন। অপরিমিত তপ প্রভায় সমুজ্জ্বল এই ব্রহ্মর্ষি ! ঐকে আমি জগতের পরম আশ্রয় বলে মনে করি

নাশ্চি বনাতরো রাম স্বভোহন্যো ভুবি কশ্চন।

গোপ্তা কুশিকপুত্রস্তে যেন তপ্তং মহন্তপঃ ॥ ১৫

“রাম ! এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে অধিকতর ধন্য কেউ নেই, যেহেতু যিনি মহতী তপস্যা করেছেন, সেই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক।

প্রায়তাং চাভিষাস্যামি কৌশিকন্য মহান্বনঃ।

যথাবলং যথাতত্ত্বং তস্মৈ নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৬

“শোনো, মহাত্মা কৌশিকের তপঃশক্তি এবং স্বরূপ যথাযথ বলছি ; সেই সকল তত্ত্ব আমি বলছি, তুমি মনোযোগসহ শ্রবণ করো।

রাজাহংসীদেব ধর্মাঙ্গা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।

ধর্মজঃ কৃতবিদ্যস্ত প্রজ্ঞানাঞ্চ হিতে রতঃ ॥ ১৭

“এই ধর্মাঙ্গা বহুকাল যাবৎ শত্রুজয়ী রাজা ছিলেন।

তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী, ধর্মজ্ঞ ও বিদ্বান নৃপতি।

প্রজাপতিসুতস্বাসীৎ কুশো নাম মহীপতিঃ।

কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ ॥ ১৮

“কুশ নামে রাজা ছিলেন প্রজাপতির পুত্র। কুশের পুত্র ছিলেন বলবান ও ধার্মিক কুশনাভ।

কুশনাসুতবাসীদ গাথিরিতোব বিস্রুতঃ।  
গাথিঃ পুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ১৯

“কুশনাভের পুত্র ছিলেন গাথি নামে খ্যাত। গাথির  
পুত্র হচ্ছেন মহাতেজস্বী মুনিবর বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্।  
বহুবর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ॥ ২০

“মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বহু সহস্র বৎসর-  
ব্যাপী পৃথিবীকে পালন করে রাজ্য শাসন করেছিলেন।  
কদাচিৎ তু মহাতেজা যোজয়িত্বা বক্রাধিনীম্।

অশ্বোহিণীপরিবৃতঃ পরিচক্রাম মেদিনীম্॥ ২১

“একদা মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র সেনাবাহিনী  
একত্র করে এক অশ্বোহিণী সেনা পরিবৃত হয়ে পৃথিবী  
পরিক্রমায় বেরোলেন।

নগরানি চ রাষ্ট্রাণি সরিতশ্চ মহাগিরীন্।  
আশ্রমান্ ক্রমশো রাজা বিচরন্মাজগাম হ॥ ২২

বসিষ্ঠস্যশ্রমপদং নানাপুষ্পলতাক্রমম্।

নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতম্॥ ২৩

“রাজা বিশ্বামিত্র নানা নগর, রাষ্ট্র, নদী, পর্বত ও

আশ্রমে বিচরণ করে ক্রমে নানা বৃক্ষ-লতা পুষ্পশোভিত,

নানা পশুসমাকীর্ণ এবং সিদ্ধগণ ও চারণগণসেবিত মহর্ষি

বশিষ্ঠের পুণ্য আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

দেব-দানব গন্ধর্ব্বঃ কিমরৈরুপশোভিতম্।

প্রশান্তহরিশাকীর্ণং দ্বিজসম্মনিষেবিতম্॥ ২৪

“রাজা বিশ্বামিত্র নানা নগর, রাষ্ট্র, নদী, পর্বত ও

আশ্রমে বিচরণ করে ক্রমে নানা বৃক্ষ-লতা পুষ্পশোভিত,

নানা পশুসমাকীর্ণ এবং সিদ্ধগণ ও চারণগণসেবিত মহর্ষি

বশিষ্ঠের পুণ্য আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

দেব-দানব গন্ধর্ব্বঃ কিমরৈরুপশোভিতম্।

প্রশান্তহরিশাকীর্ণং দ্বিজসম্মনিষেবিতম্॥ ২৪

ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিগণসেবিতম্।  
তপশ্চরণসংসিদ্ধৈরগ্নিকরৈর্মহাঋষিঃ॥ ২৫

সততং সঙ্কুলং শ্রীমদ্রক্ষকরৈর্মহাঋষিঃ।

“মহারাজ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠপ্রশমে এলেন। এই আশ্রম

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের সমাবেশে ছিল পরিপূর্ণ

শান্ত হরিণ এবং কূজনরত পক্ষিকুলের সমাবেশে ছিল

মনোরম। ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ এবং তপস্যাসিদ্ধ, অগ্নির

ন্যায় তেজস্বী ও ব্রহ্মার ন্যায় মহাত্মাদের দ্বারা পরিপূর্ণ

সেই আশ্রম।

অন্তর্দৈর্ঘ্যযুক্তৈশ্চ ফলমূলানন্দৈর্দোষৈর্জিতৈর্জিহ্বৈঃ॥ ২৬

ঋষিভির্বালখিল্যৈশ্চ জপহোমপরায়ণৈঃ॥ ২৭

অন্যৈর্বৈখানসৈশ্চৈব সমস্তাদুপশোভিতম্।

বসিষ্ঠস্যশ্রমপদং ব্রহ্মলোকমিবাপরম্।

দর্শনং জয়তাং শ্রেষ্ঠো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ॥ ২৮

“মহর্ষি বশিষ্ঠের পুণ্য আশ্রমে দোষজয়ী এবং

ইন্দ্রিয়জয়ী ঋষিগণ কেউ কেবল জলপান, কেউ বা কেবল

বায়ু ভক্ষণ করে জীবনধারণ করেন। কেউ কেবল শুষ্ক

পত্রাহারী, কেউ ফলমূলাহারী। এখানে জপ ও হোমপরায়ণ

বালখিল্য মুনিগণ এবং বৈখানস (বানপ্রস্থী) তাপসগণ

আশ্রমের সর্বত্র অবস্থান করে আশ্রমের শোভা বর্ধন

করেন। এইরকম দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকসদৃশ পুণ্য বশিষ্ঠপ্রমী

শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞতা মহাবলবান বিশ্বামিত্র দর্শন করলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

## দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫২)

মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক বিশ্বামিত্রকে আতিথ্যপ্রদান এবং শ্রেষ্ঠ আতিথ্য প্রদানের  
জন্য কামধেনুর প্রতি অভীষ্ট-বিষয় সৃষ্টির নির্দেশ

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্ৰীতো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।

প্রশতো বিনয়াদ্ বীরো বসিষ্ঠং জপতা বরম্॥ ১

“সেই আশ্রমটি দেখে পরম প্রীত মহাবলশালী বীর

বিশ্বামিত্র শ্রেষ্ঠ জপক (শ্রেষ্ঠ জপকারী) বশিষ্ঠদেবকে

সবিনয়ে প্রণাম করলেন।

স্বাগতং তব চেতুঃকো বসিষ্ঠেন মহাক্ষনা।

আসনং চাস্য ভগবান্ বসিষ্ঠো ব্যাদিদেশ হ॥ ২

“মহাত্মা বশিষ্ঠদেব বললেন—আপনাকে স্বাগত

অতঃপর পূজনীয় ভগবান বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রকে স্বাগত

দানের জন্য শিষ্যকে আদেশ দিলেন।

উপবিস্তায় চ তদা বিশ্বামিত্রায় স্বীমতে।

মথান্যায়ঃ মুনিবরঃ ফলমূলমুশাহরৎ॥ ৩

“তখন প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্রকে  
মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব শাস্ত্রবিধি অনুসারে ফলমূলাদি উপহার  
দিয়ে আপ্যায়ন করলেন।

প্রতিপূজ্য হু তাং পূজাং বসিষ্ঠাদ্ রাজসত্তমঃ।  
তপোহুগ্নিহোত্রশিষ্যো কুশলঃ পর্যপূজত ॥ ৪  
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বনস্পতিগণে তদা।  
সর্বত্র কুশলং প্রাহ বসিষ্ঠো রাজসত্তমম্ ॥ ৫

“মহাতেজস্বী রাজশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট  
পূজা (আতিথ্য) প্রতিগ্রহণ করে আশ্রমস্থ ঋষি ও শিষ্যদের  
তপস্যা ও অগ্নিহোত্রের, তদ্রূপ বনস্পতি ও বৃক্ষলতাদির  
কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বশিষ্ঠও রাজশ্রেষ্ঠকে সর্বত্র কুশল  
জ্ঞাপন করলেন।

সুখোপবিষ্টঃ রাজানং বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ।  
প্রাহ জপতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ॥ ৬

“ব্রহ্মার পুত্র জাপকশ্রেষ্ঠ মহান তপস্বী বশিষ্ঠদেব  
সুখাসনে উপবিষ্ট রাজা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—  
কচ্ছিস্তে কুশলং রাজন্ কচ্ছিকর্মণ রঞ্জয়ন্।  
প্রজাঃ পালয়সে রাজন্ রাজবৃন্তেন ধর্মিক ॥ ৭

—হে রাজন্! আপনার কুশল তো? হে ধর্মনিষ্ঠ  
রাজন্! ধর্মানুসারে প্রজাদের সম্বৃদ্ধি করে, রাজকর্তব্যবোধে  
তাদের পালন করছেন তো?

কচ্ছিস্তে সম্বৃতা ভূত্যাঃ কচ্ছিস্তিষ্ঠন্তি শাসনে।  
কচ্ছিস্তে বিজিতাঃ সর্বে রিপবো রিপুসূদন ॥ ৮

—আপনার ভূতাদের সম্যক্ ভরণপোষণ হচ্ছে  
তো? তারা আপনার শাসনে আছে তো? হে শত্রুদমন!  
আপনার শত্রুগণ পরাজিত হয়েছে তো?

কচ্ছিস্তেব কোশেষু মিত্রেষু চ পরব্রতপ।  
কুশলং তে নরব্যাক্ত পুত্র পৌত্রে তথানঘ ॥ ৯

—হে নরশ্রেষ্ঠ শত্রুপীড়ক নিম্পাপ রাজন্! আপনার  
সৈন্যবাহিনীতে, ধনভাণ্ডারে, মিত্রবর্গে তথা পুত্র-  
পৌত্রদের মধ্যে সব কুশল তো!

সর্বত্র কুশলং রাজা বসিষ্ঠং প্রভৃদাহরৎ।  
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বসিষ্ঠং বিনয়ান্বিতম্ ॥ ১০

“মহাতেজা রাজা বিশ্বামিত্র বিনয়ী বশিষ্ঠদেবকে  
প্রভৃদ্বারা বললেন—সর্বত্রই কুশল।

কৃষা ভৌ সূচিরং কালং ধর্মিষ্ঠো তাঃ কথাস্তদা।  
মুদা পরময়া যুক্তৌ প্রীয়েতাং ভৌ পরম্পরম্ ॥ ১১

“তখন সেই ধর্মনিষ্ঠ মহাপুরুষদ্বয় দীর্ঘকাল সেইরকম  
আলাপ করে পরস্পর পরমপ্ৰীত ও আত্মদিত হলেন।

ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ কথান্তে রঘুনন্দন।  
বিশ্বামিত্রমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসম্বিব ॥ ১২

“হে রঘুনন্দন রাম! অতঃপর ভগবান বশিষ্ঠদেব  
বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আলাপান্তে সানন্দে হাসতে হাসতে  
বিশ্বামিত্রকে বললেন—

আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি বলসয়াসা মহাবল।  
ভব চৈবাশ্রমেয়সা মথার্হঃ সম্প্রতীচ্ছ মে ॥ ১৩

—হে মহাবীর রাজন্! আপনার এবং এই বিশাল  
সৈন্যবাহিনীর যথাযোগ্য আতিথ্য করতে ইচ্ছা করি।  
আপনি অনুমোদন করুন।

সৎক্রিয়াং হি ভবানেতাং প্রতীচ্ছতু ময়া কৃতাম্।  
রাজংকৃতমতিথিশ্রেষ্ঠঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৪

—হে রাজন্! আপনি আমার পূজনীয় শ্রেষ্ঠ অতিথি।  
অতএব সযত্নে কৃত আমার এই আতিথেয়তা আপনি গ্রহণ  
করুন।

এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহামতিঃ।  
কৃতমিত্যব্রবীদ্ রাজা পূজাবাকোন মে ভয়া ॥ ১৫

“বশিষ্ঠদেব কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে মহামতি  
রাজা বিশ্বামিত্র বললেন—আপনার সম্মানসূচক বাক্যই  
আমার প্রতি আতিথেয়তা সম্পন্ন হয়েছে।

ফলমূলেণ ভগবন্ বিদ্যাতে যৎ ভবাপ্রমে।  
পাদ্যেনাচমনীয়েন ভগদর্শনেন চ ॥ ১৬

হে দেব! আপনার আশ্রমে লভ্য ফলমূল এবং  
পাদ্য ও আচমনীয়ের দ্বারাই, বিশেষত আপনার দর্শনেই  
আমার আতিথ্য সম্পাদিত হয়েছে।

সর্বথা চ মহাপ্রাজ্ঞ পূজার্হেণ সুপূজিতঃ।  
নমস্তেহস্ত গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ চক্ষুষা ॥ ১৭

—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি সর্বপ্রকারে পূজনীয় হয়েও  
আমাকে সম্মানিত করেছেন; আপনাকে প্রণাম! আমি  
এখন যাব। আমার প্রতি মৈত্রীর দৃষ্টি রাখবেন।

এবং ব্রুবন্তঃ রাজানং বসিষ্ঠঃ পুনরেব হি।  
ন্যমদ্রুয়ত ধর্মাত্মা পুনঃ পুনরুদারয়ী ॥ ১৮

“রাজা বিশ্বামিত্র এই কথা বললেও, পুনরায়  
ধর্মপ্রাণ উদারচেতা বশিষ্ঠদেব রাজাকে আতিথ্য গ্রহণের  
জন্য বারবার আমন্ত্রণ করতে লাগলেন।

বাচমিত্যেব গাধেয়ো বসিষ্ঠং প্রভৃদুবাচ হ।  
যথাগ্রিয়ঃ ভগবতস্তথাস্ত্র মুনিপুলব ॥ ১৯

“তখন গাধিরাজতনয় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবকে  
প্রভৃদ্বারা বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বেশ, তাই হোক। পরম



পূজ্য আপনাব যা ইচ্ছা তাই হোক।

এবমুক্তত্বা তেন বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।

জাজুহাব ততঃ প্রীতঃ কাম্যধীঃ শূতকল্যণাম্॥ ২০

“তখন রাজা বিশ্বামিত্র কর্তৃক ‘তাই হোক’ এরূপ কথিত হয়ে আপকশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব প্রীত হয়ে পাপঘোতা (পাপমুক্ত) বিচিত্রবর্ণা কামধেনুকে (শবলা গাভীকে) আহ্বান করলেন।

এছোহি শবলে কিত্রং শৃণু তপি বচো মম।

শবলস্যাস্য রাজর্ষেঃ কর্তুং বাবসিতোহস্মাহম্।

ভোজনেন মহার্হেণ সংকারং সংবিধৎস্ব মে॥ ২১

—অগ্নি শবলে (নন্দিনী) ! শীঘ্র এসো। আমার কথা (অনুরোধ) শোনো। আমি উৎকৃষ্ট সুরস ভোজ্যের দ্বারা সেনাবাহিনীসহ এই রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আতিথ্য করতে

উদ্যোগী হয়েছি। আমার পক্ষে তার ব্যবস্থা করো।

যস্য যস্য যথাকামং বড়রসেহভিপূজিতম্।

তৎ সর্বং কামধুগ্ দিব্যে অভিবর্ষ কৃতে মম॥ ২২

—অগ্নি স্বর্গীয়া কামধেনু (নন্দিনী) ! আমার অনুরোধে, খাদ্যের ছয় প্রকার রসের মধ্যে যার যার যে যে রসের খাদ্য ইঙ্গিত (আকাঙ্ক্ষিত) তাকে তাকে সেই সেই রসের খাদ্য প্রদান করো।

রসেনাশ্নেন পানেন লেহ্য-চোষোণ সংযুতম্।

অমানাং নিচয়ং সর্বং সৃজস্ব শবলে স্বর॥ ২৩

—অগ্নি শবলে ! সরস খাদ্য পেয় (পানের যোগ্য), লেহ্য (চেটে খাওয়ার যোগ্য), চোষ্য (চুষে খাওয়ার যোগ্য), তথা চর্ব্য (চিবিয়ে খাওয়ার যোগ্য) খাদ্যসমূহ সব উৎপন্ন করো। শীঘ্র করো, বিলম্ব কোরো না।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

### ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (৫৩)

শবলা প্রদত্ত অশ্বে সসৈন্য বিশ্বামিত্র প্রকৃত ভৃগু হয়ে বশিষ্ঠের নিকট ঐ কামধেনুটি প্রার্থনা করলে, তাঁর প্রার্থনা পূরণে বশিষ্ঠের অস্বীকৃতি

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন শবলা শত্রুসূদন।

বিদধে কামধুক্ কামান্ যস্য হস্যোজ্জিতং যথা॥ ১

“হে অগ্নিদম রামচন্দ্র ! বশিষ্ঠদেব এই কথা বললে, কামধেনু শবলা তখন যার যার যা যা আকাঙ্ক্ষিত সেইরকম খাদ্য তৈরি করল।

ইন্দ্রন্ মধুংস্তথা লাজান্ মৈরেষ্যাংস্ত বরাসবান্।

পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি॥ ২

উক্যাদোসৌদনস্যাত্র রাশয়ঃ পর্বভোপমাঃ।

মৃষ্টানামানি সূপাংস্ত দধিকুল্যাঙ্কৈথব চ॥ ৩

নানাস্বাদুরসানাঞ্চ খাণ্ডবানাং তথৈথব চ।

ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ॥ ৪

“কামধেনু শবলা সসৈন্য রাজা বিশ্বামিত্রের আহারের জন্য আশের রস, মধু, ঘৈ, মৈরেষ্য নামক উৎকৃষ্ট পানীয় (সরবত), ভালোমন্দ নানাবিধ খাদ্য,

পর্বতপ্রমাণ উষ্ণ অম্লের রাশি, সুস্বাদু ব্যঞ্জন (তরকারি) ও সূপ (ডাল) প্রভূত পরিমাণ দধি এবং রসময় গুড়নির্মিত নানাপ্রকার সুস্বাদু মিষ্টান্ন ইত্যাদি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য সহস্র সহস্র পাত্রপূর্ণ করে সৃষ্টি করল।

সর্বমাসীৎ সুসদৃষ্টং হৃষ্টপুষ্টজনায়ুতম্।

বিশ্বামিত্রবলং রাম বসিষ্ঠেন সুতর্পিতম্। ৫

“রাম ! বিশ্বামিত্রের অযুতসংখ্যক হৃষ্টপুষ্ট সৈন্য-দলের সকলে বশিষ্ঠকর্তৃক প্রদত্ত খাদ্যে সুতৃপ্ত হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল।

বিশ্বামিত্রো হি রাজর্ষিহৃষ্টপুষ্টতদাজবৎ।

সান্তঃপুরবরো রাজা সত্রাক্ষণপুরোহিতঃ। ৬

“তখন অন্তঃপুরিকা পরিবেষ্টিত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতবর্গসহ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও সেই আহারে আনন্দিত ও পুষ্ট হয়েছিলেন।

সামান্তো মন্ত্রিসহিতঃ সঙ্কতাঃ পূজিতস্তদা।  
পূজঃ পরমহর্ষেণ বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥ ৭

—অমাত্য, মন্ত্রী এবং ভূতগণসহ সম্মানিত রাজা  
বিশ্বামিত্র সানন্দে বসিষ্ঠদেবকে বললেন—

পূজিতোহহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পূজার্হেণ সুসংকৃতঃ।  
প্রমত্তামভিধাস্যামি বাক্যং বাক্যবিশারদ ॥ ৮

—হে ব্রহ্মন্ ! আপনিই আমার পূজনীয়, অথচ  
আপনিই আমাকে সম্মান এবং উত্তমরূপে আতিথেয়তা  
দেবলেন। হে বাক্যানিপুণ ! আমি একটি কথা বলছি, শ্রবণ  
করুন।

ধর্ম্যঃ শতসহস্রৈশ দীয়তাং শবলা মম।  
রয়ং হি ভগবন্মেতদ্ রত্নহারী চ পার্থিবঃ ॥ ৯  
তন্মাত্রে শবলাং দেহি মমৈষা ধর্মতো বিজ্ঞ।

—ভগবন্ ! শতসহস্র (একলক্ষ) গাভীর বিনিময়ে  
এই বহুব্রূপা শবলাকে আমায় দিন, (যেহেতু) রাজাই  
রত্নের অধিকারী ও রক্ষক। অতএব শবলাকে আমায় দিন।  
ব্রহ্মন্ ! ধর্মত এ আমার।

এবমুক্ত্ব ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১০  
বিশ্বামিত্রেণ ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।

“বিশ্বামিত্র মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা ভগবান্ বসিষ্ঠকে এই  
কথা বললে, প্রত্যুত্তরে বসিষ্ঠদেব বললেন—

নাহং শতসহস্রৈশ নাপি কোটিশতৈর্গবাম্ ॥ ১১  
রাজন্ দাস্যামি শবলাং রাশিভী রজতস্য বা।

ন পরিত্যাগমর্হেয়ং মৎসকাশাদব্রিন্দম ॥ ১২

—হে মহারাজ ! শতসহস্র এমনকি শতকোটি গাভী,  
অথবা রাশি রাশি রৌপ্যের বিনিময়েও আমি শবলাকে দেব  
না। হে শত্রুজিৎ ! শবলা কিছুতেই আমার কাছ থেকে  
পরিত্যক্ত হতে পারে না।

শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্তিরাশ্রবতো যথা।

অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ ॥ ১৩

—যশ যেমন আত্মার সঙ্গে একীভূত, তদ্রূপ শবলা  
আমার আত্মার মতো (একইরূপ)। আমার প্রতিদিনের  
যজ্ঞের নিমিত্ত হবনীয় ঘৃত (হব্য) এবং পিতৃপুরুষদের  
উদ্দেশ্যে দাতব্য ঘৃত (কব্য) এতদ্ব্যতীত আমার জীবনযাত্রা  
নির্বাহের জন্য প্রতিদিনের দুগ্ধ-ঘৃতাদি আমি শবলার কাছেই  
পাই।

আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলির্হোমস্তথৈব চ।

যাত্ৰাকার-বষট্কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধান্তথা ॥ ১৪

—অগ্নির উদ্দেশ্যে প্রদেয় হব্য, (বিভিন্ন দেবতার

উদ্দেশ্যে প্রদেয়) পূজাপোহার, হোমকরণের জন্য  
ঘৃত, তদ্রূপ স্নাহকার (স্নাহ মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে দাতব্য  
ঘৃত), বষট্কার (বষট্ মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাদের  
উদ্দেশ্যে দাতব্য পূজাপোহার) এবং তদ্রূপ বিভিন্ন  
বিদ্যা (এই শবলার) আয়ত্তে (অধীন)। উক্ত বিভিন্ন  
কর্মোপলক্ষে প্রয়োজনীয় দুগ্ধ-ঘৃতাদি এই কামধেনু শবলাই  
দান করে।

আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্বমেতন্ সংশয়ঃ।

সর্বশ্বমেতৎ সত্যেন মম ভৃষ্টিকরী তথা ॥ ১৫  
কারণৈর্বহন্তী রাজন্ ন দাস্যে শবলাং তব।

—হে রাজর্ষে ! এখানে এই আশ্রমে সব কিছুই  
শবলার আয়ত্তে (অধীন), এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।  
সত্য করে বলছি, এ শবলা আমার সর্বস্ব ধন তথা সম্ভ্রুটি  
বিধায়িকা। হে রাজন্ ! এই সকল কারণেই, আপনার কাছে  
শবলাকে দিতে পারব না।

বসিষ্ঠেনৈবমুক্ত্ব বিশ্বামিত্রোহব্রবীৎ তদা ॥ ১৬

সংরক্ততরমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।

“বসিষ্ঠদেব এই রকম বললে, বাক্যকথনে নিপুণ  
বিশ্বামিত্র অত্যন্ত আগ্রহাধিত হয়ে বললেন—

হৈরণ্যাক্ষগ্নৈবেয়ান্ সুবর্ণাকুশভূষিতান্ ॥ ১৭

দদামি কুঞ্জরাণাং তে সহস্রাণি চতুর্দশ।

হৈরণ্যানাং রথানাঞ্চ শ্বেতাশ্বানাং চতুর্যজাম্ ॥ ১৮

দদামি তে শতান্যষ্টৌ কিঙ্কণীকবিভূষিতান্।

হয়ানাং দেশজাতানাং কুলজানাং মহৌজসাম্ ॥ ১৯

সহস্রমেকং দশ চ দদামি তব সূরত।

নানাবর্ণবিভক্তানাং বয়ঃস্থানাং তথৈব চ।

দদাম্যেকাং গবাং কোটিং শবলা দীয়তাং মম ॥ ২০

—উত্তম ব্রতধারিন হে মহর্ষি বসিষ্ঠদেব ! আমি  
আপনাকে সুবর্ণময় বন্ধনরঞ্জযুক্ত, সুবর্ণময় কণ্ঠভূষণে  
ভূষিত এবং সুবর্ণময় অক্ষুশ দ্বারা ভূষিত চতুর্দশসহস্র  
(চোদ্দশহাজার) হস্তী দান করছি ; কিঙ্কণী (ঘুঙুব) ভূষিত  
চারটি করে শ্বেত অশ্ব দ্বারা চালিত আট হাজার সোনার রথ  
আপনাকে দিচ্ছি ; উত্তমদেশে জাত মহাতেজস্বী এগারো  
হাজার অশ্ব আপনাকে দিচ্ছি এবং নানা বর্ণের ও নানান  
বয়সের এক কোটি গাভী আপনাকে দিচ্ছি ; আপনি  
আমাকে শবলা গাভীটি দান করুন।

যাবদ্বিছসি রত্নানি হিরণ্যং বা বিজোত্তম।

তাবদদামি তে সর্বং দীয়তাং শবলা মম ॥ ২১

—হে বিজশ্রেষ্ঠ ! যত রত্ন বা সুবর্ণ (সোনা) আপনি

আকাঙ্ক্ষা করেন, তা সবই আপনাকে দিচ্ছি ; আপনি আমার শবলাকে দিন।

এবমুত্তর ভগবান্ বিশ্বামিত্রেশ ধীমতা।  
ন দাস্যামিতি শবলাং প্রাহ রাজন্ কথঞ্চন ॥ ২২

“প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্র এই রকম বললে, পৃথ্বীয়া বশিষ্ঠদেব বললেন—হে রাজন্ ! আমি শবলাকে কোনও ভাবেই দিতে পারব না।

এতদেব হি মে রত্নমেতদেব হি মে ধনম্।

এতদেব হি সর্বস্বমেতদেব হি জীবিতম্ ॥ ২৩

—এই-ই শবলাই আমার মূল্যবান সম্পদ, আমার

সর্বস্ব ধন ; এই শবলাই আমার জীবনস্বরূপ।

দর্শ্য চৌর্ণমাসচ যজ্ঞাশ্চৈবাপ্তদক্ষিণাঃ।

এতদেব হি মে রাজন্ বিবিধাশ্চ ত্রিগাংস্থা ॥ ২৪

অতো মূল্যঃ ত্রিগাঃ সর্বা মম রাজন্ম সংশয়াঃ।

বহুনা কিং প্রলাপেন ন দাস্যে কামদেহিনীম্ ॥ ২৫

—রাজন্ ! এই-ই শবলাই আমার অমাবস্যাকৃত

এবং পৌর্ণমাসীকৃত তথা প্রভূত দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞের মূল্যভূত

কারণ। হে রাজন্ ! নিঃসংশয়ে এই-ই আমার সকল ধর্মিক

কর্মের কারণ। অতএব বেশি কথার কি প্রয়োজন, এই

কামধেনুকে আমি কিছুতেই দেব না।”

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

### চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫৪)

বিশ্বামিত্র কর্তৃক বলপূর্বক বশিষ্ঠের কামধেনু শবলাকে হরণের চেষ্টা এবং বশিষ্ঠের অনুজ্ঞানুসারে শবলা থেকে শক-যবন-পত্ন্যবাদের উৎপত্তি ও তাদের দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যানিধন

কামধেনুং বসিষ্ঠোহপি যদা ন ত্যজতে মুনিঃ।

তদাস্য শবলাং রাম বিশ্বামিত্রোহন্বকর্ষত ॥ ১

“শতানন্দ বলতে লাগলেন—“হে রাম ! যখন বশিষ্ঠ মুনি কামধেনু শবলাকে ছাড়তে চাইলেন না, তখন বিশ্বামিত্র শবলাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করতে লাগলেন।

নীয়মানা তু শবলা রাম রাজ্ঞা মহান্বনা।

দুঃখিতা চিত্তয়ামাস রুদন্তী শোককর্ষিতা ॥ ২

“রাম ! মহাত্মা রাজা বিশ্বামিত্র শবলাকে জোর করে ছিনিয়ে নিলে শোককাতরা শবলা দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে চিত্তা করতে লাগল।

পরিত্যক্তা বসিষ্ঠেন কিমহং সুমহান্বনা।

যাহং রাজভূতৈর্দীনা দ্বিগেয় ভৃশদুঃখিতা ॥ ৩

“মহাত্মা বশিষ্ঠদেব কি আমাকে পরিত্যাগ করলেন ? কারণ অসহায়্য আমাকে কেন রাজার বেতনভোগী সৈনিকগণ অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে অপহরণ করছে !

কিং ময়াপকৃতং তস্য মহর্ষের্ভাবিতান্বনঃ।

যন্মানাগসং দুষ্টা ভক্তাং ত্যজতি ধার্মিকঃ ॥ ৪

“আমি সেই শুদ্ধচিত্ত মহর্ষির কি কোনও ক্রটি করেছি যে, ধার্মিক মহর্ষি আমাকে নিষ্পাপা জেনেও আমার মতো ভক্তকে পরিত্যাগ করছেন ?

ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা তু নিঃশ্বস্য চ পুনঃ পুনঃ

জগাম বেগেন তদা বসিষ্ঠং পরমৌজসম্ ॥ ৫

নির্ধূয় তাংস্তদা ভৃত্যঙ্কুতশঃ শক্রসূদন।

জগামানিলবেগেন পাদমূলং মহান্বনঃ ॥ ৬

“শত্রুবিনাশক হে রাম ! সেই কামধেনু শবলা এইরকম চিন্তা করে সেই শতশত রাজভৃত্যদের নিরস্ত করে (তাদের হাত ছাড়িয়ে) বারবার গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বায়ুবেগে পরমতেজস্বী মহাত্মা বশিষ্ঠের পাদমূলে গিয়ে উপস্থিত হল।

শবলা সা রুদন্তী চ ক্রোশন্তী চেদমব্রবীৎ।

বসিষ্ঠস্যগ্রতঃ হিঙ্গা রুদন্তী মেঘনিঃস্বনা ॥ ৭

ভগবন্ কিং পরিত্যক্তা ক্কাহং ব্রহ্মণঃ সূত।



শব্দাৎ রাজভট্টা মাং হি নয়ন্তে স্বংসকশতঃ ॥ ৮

“শবলা মহামুনি বশিষ্ঠের সামনে মেঘগন্ধীর স্বরে  
বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল—ভগবন্ ব্রহ্মপুত্র !  
আপনি কি আমায় পরিত্যাগ করেছেন, তাহলে যে, এই  
রাজভট্টোরা (রাজার সৈনিকেরা) আমাকে আপনার কাছ  
থেকে নিয়ে যাচ্ছে!

এবমুক্তস্ত ব্রহ্মর্ষিরিদং বচনমব্রবীৎ ।  
শোকসন্তপ্তহৃদয়াং স্বসারমিব দুঃখিতাম্ ॥ ৯

“শবলা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে এইরকম বললে,  
বশিষ্ঠদেব শোকসন্তপ্তহৃদয়া দুঃখিতা ভগিনীসদৃশা শবলাকে  
বললেন—

ন জ্ঞাং তাজামি শবলে নাপি মেহপকৃতং ত্বয়া ।  
এষ জ্ঞাং নয়তে রাজা বলান্মত্তো মহাবলঃ ॥ ১০

“অয়ি শবলে ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিনি,  
তুমিও আমার কোনও অপকার (ক্ষতি) করনি। এই  
মহাবলশালী রাজা শক্তিহীন হয়ে তোমাকে আমার কাছ  
থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ন হি তুল্যং বলং মহ্যং রাজা ত্বদা বিশেষতঃ ।  
বলী রাজা ক্ষত্রিয়শ্চ পৃথিব্যাঃ পতিরেব চ ॥ ১১

—আজ আমার ঐর সমান বল (শক্তি নেই)।  
বিশেষত ইনি রাজা, বলবান ক্ষত্রিয় এবং পৃথিবীর প্রভু।  
ইন্দ্ৰমক্ষৌহিণী পূর্ণা গজ-বাজি-রথাকুলা।

হস্তিধ্বজসমাকীর্ণা তেনাসৌ বলবত্তরঃ ॥ ১২  
—হস্তী, অশ্ব এবং রথ এবং পদাতিক সৈন্য সমন্বিত  
ঐর এক অক্ষৌহিণী সেনা। হস্তি-পতাকা সমন্বিত সেনা  
নিয়ে ইনি আমার চেয়ে অধিকতর বলবান।

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন প্রত্যাচাচ বিনীতবৎ ।  
বচনং বচনজ্ঞা সা ব্রহ্মর্ষিমতুলপ্রভম্ ॥ ১৩

“বশিষ্ঠদেব এই কথা বললে, বাকানিপুণ সেই  
শবলা অনুপম দীপ্তিমান ব্রহ্মর্ষিকে বিনীত বচনে বলল—  
ন বলং ক্ষত্রিয়স্যাধ্বর্ষাক্ষণা বলবত্তরঃ ।

ব্রহ্মান্ ব্রহ্মবলং দিব্যং ক্ষাত্রাচ্চ বলবত্তরম্ ॥ ১৪

—হে ব্রহ্মান্ ! পণ্ডিতেরা বলেন, ক্ষত্রিয়ের বল  
(শক্তি) বলই না ; ব্রাহ্মণেরাই অধিকতর বলবান।  
ব্রাহ্মণের দিব্যশক্তি ক্ষত্রিয়ের শক্তি অপেক্ষা অধিকতর  
প্রবল।

অপ্রমেয়ং বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ ।

বিশ্বামিত্রো মহাবীর্যভৈরবঃ দুর্দাসদম্ ॥ ১৫

—আপনার তপস্যার বল অপরিমেয়। মহাবীর  
বিশ্বামিত্র বীর্যে আপনার অপেক্ষা অধিকতর বলবান  
নহেন। আপনার তেজঃ অসত্য।

নিযুক্ত্য মাং মহাতেজস্বঃ ব্রহ্মবলসম্বৃতাম্ ।  
তস্য দর্পং বলং যত্নং নাশয়ামি দুর্দাসনঃ ॥ ১৬

—হে মহাতেজস্বিন্ ! আমি আপনাব ব্রহ্মবলে  
বলীমসী। আমাকে আত্মা করুন, আমি ঐ দুর্দাস্যার  
অহঙ্কার, সৈন্যবল এবং আমাকে অপহরণের প্রয়াস ব্যর্থ  
করে দিই।

ইত্যুক্তস্ত তয়া রাম বসিষ্ঠস্ত মহাশল্যঃ ।  
সৃজ্যেতি তদোবাচ বলং পরবলার্দনম্ ॥ ১৭

“রাম ! সে (শবলা) এই কথা বললে, মহাশল্য  
বশিষ্ঠদেব তাকে বললেন, —শত্রুসৈন্য ধ্বংসকারী বল  
(সৈন্য) সৃষ্টি করো।

তস্য তবচনং শ্রদ্ধা সুরতিঃ সাসৃজৎ তদা ।  
তস্যা জ্ঞতারবোৎসৃষ্টাঃ পশুবাঃ শতশো নৃপ ॥ ১৮

“হে রাজকুমার রাম ! বশিষ্ঠদেবের সেই কথা শুনে  
সুরতি (শবলা) তখন সৃষ্টি করতে শুরু করল—শত শত  
পশুব সৈন্য তার হাওয়া রব থেকে সৃষ্ট হল।

নাশয়ন্তি বলং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ ।  
স রাজা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥ ১৯

“সেই পশুব সৈন্যেরা বিশ্বামিত্রের চোখের  
সামনেই তাঁর সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট (ধ্বংস) করতে  
লাগল। রাজা ক্রোধ বিস্ফারিত নেত্রে তা দেখতে  
লাগলেন।

পশুবান্ নাশয়ামাস শতৈরুচ্চাবচৈরপি ।  
বিশ্বামিত্রাদিতান্ দৃষ্টা পশুবাঙ্কুতশব্দদা ॥ ২০

ভৃগু এবাসৃজদ্ ঘোরাঙ্কুশান্ যবনমিশ্রিতান্ ।  
তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্ঘবনমিশ্রিতৈঃ ॥ ২১

“বিশ্বামিত্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা অস্ত্র দ্বারা পশুব  
সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন। তখন শত শত পশুব  
সেনাকে বিশ্বামিত্র কর্তৃক বিনষ্ট হতে দেখে সুরভিগাভী

পুনরায় যবনদের সঙ্গে শকদেরও সৃষ্টি করল। সেই শক-  
সমন্বিত যবনদের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

প্রভাবন্তিমহাবীর্যৈর্হেমকিঙ্করসমিভৈঃ ।  
ভীক্সসিপট্টিশথৈর্হেমবর্ণাযরাবৃতৈঃ ॥ ২২

নির্দম্বাঃ তবলং সর্বং প্রদীপ্তোরিব পাবকৈঃ।  
ততোহঙ্গানি মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুমোচ হ।  
তৈস্তে যবনকাঙ্ক্ষাজা বর্বরাকুলীকৃতঃ॥ ২৩  
“সুর্গবর্ণ-পুষ্পরেণুর ন্যায় উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ,  
সুর্গবর্ণময় বস্ত্রপরিহিত মহাবীর্যবান শক-যবনেরা তীক্ষ্ণ

তরবারি ও পট্টিশ নামক অস্ত্র ধারণ করে প্রদীপ্ত অগ্নির  
ন্যায় বিশ্বামিত্রের সমস্ত সেনাবলকে যেন দক্ষ করে দিতে  
লাগল। তখন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অস্ত্র নিক্ষেপ করে সেই  
যবন-কন্সোজ-বর্বর জাতীয় সৈন্যদের বিপর্যস্ত করে  
তুললেন।”

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

### পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (৫৫)

মহর্ষি বশিষ্ঠের হুক্মারে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ও সৈন্যদের নিধন, তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব কর্তৃক বিশ্বামিত্রকে  
দিব্যাদ্রদান এবং বিশ্বামিত্র কর্তৃক তা প্রয়োগকালে বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড ধারণ

ততঃশানাকুলান্ দুষ্টা বিশ্বামিত্রান্ মোহিতান্।  
বসিষ্ঠোচ্চোদয়ামাস কামধুক সৃজ যোগতঃ॥ ১

“তখন তাদের (যবন, কান্সোজ এবং বর্বরদের)  
বিশ্বামিত্রের অস্ত্রাঘাতে অভিভূত (মোহাবিষ্ট) ও কাতর  
দেখে, বশিষ্ঠদেব শবলা গাভীকে প্রেরণা দিয়ে বললেন,  
অয়ি কামধেনো! তুমি যোগবলে আরও সৈন্য সৃষ্টি করো।  
তস্যা হুঙ্কারতো জাতাঃ কাঙ্ক্ষাজা রবিসন্নিভাঃ।

উষসচ্চাখ সঙ্ঘতা বর্বরাঃ শল্পপালয়ঃ॥ ২

যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ শক্বেশাচ্চকাঃ শ্মৃতাঃ।

রোমকূপেবু শ্রেষ্ঠাচ্চ হারীতাঃ স্কিরাতকাঃ॥ ৩

“তার (কামধেনু শবলার) হুঙ্কার থেকে সূর্যের ন্যায়  
তেজস্বী কান্সোজ-সৈন্যসকল সৃষ্ট হল। তারপর তার স্তন  
থেকে শল্পধারী বর্বর সৈন্য সকল, যোনিদেশ থেকে যবন  
সৈন্যগণ, মলম্বার থেকে শকসৈন্যেরা এবং রোমকূপ  
থেকে কিরাত, শ্রেষ্ঠ ও হারীত সৈন্যগণ উদ্ভূত হল।

তৈস্তমিষুদিতং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ।

সপদাতিগজঃ শাশ্বঃ সরথঃ রঘুনন্দন॥ ৪

“হে রঘুনন্দন! বিশ্বামিত্রের সেই পদাতিক,  
গজারোহী, অশ্বারোহী এবং রথারোহী—এই চতুরঙ্গ  
সেনাবাহিনী তাদের দ্বারা (শবলা গাভী থেকে উৎপন্ন  
যবনাদি সৈন্যবাহিনীর দ্বারা) তৎক্ষণাৎ নিহত হল।

দুষ্টা নিষুদিতং সৈন্যং বসিষ্ঠেন মহাশ্বনা।

বিশ্বামিত্রসূতানাং তু শতং নানাবিধাশুখম্॥ ৫  
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।

হুঙ্কারেণৈব তান্ সর্বান্ নির্দদাহ মহানৃষিঃ॥ ৬

“মহাত্মা বশিষ্ঠ কর্তৃক সমস্ত সৈন্য নিহত হয়েছে  
দেখে, বিশ্বামিত্রের শত পুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নানাবিধ  
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রেষ্ঠ জাপক (জপই তপস্যা যার) বশিষ্ঠে  
প্রতি ধাবিত হল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ হুঙ্কারের দ্বারা তাদের  
সকলকে নিঃশেষে দক্ষ করে ফেললেন।

তে শাশ্বরথপাদাতা বসিষ্ঠেন মহাশ্বনা।

ভস্মীকৃত্য মুহূর্তেন বিশ্বামিত্রসূতান্বাঃ॥ ৭

“এইভাবে মহাত্মা বশিষ্ঠ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ  
অশ্ব-রথ-পদাতিক সৈন্যসহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

দুষ্টা বিনাশিতান্ সর্বান্ বলঞ্চ সুমহাদশাঃ।

সত্রীভঃ চিত্রয়াবিশ্টো বিশ্বামিত্রোহভবৎ তদা॥ ৮

“তখন পুত্রদের এবং সৈন্যবলকে বিনষ্ট করে  
মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র লজ্জায় চিত্তাশ্রয় হয়ে পড়লেন।

সমুদ্র ইব নির্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরধঃ।

উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিম্প্রভতাঃ গতাঃ

“বিশ্বামিত্র বলহীন ও পুত্রহীন হয়ে গতিহীন  
সমুদ্রের মতো, দন্তহীন সর্পের মতো এবং সদা রাহুগ্রস্ত  
নিম্প্রভ সূর্যের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়লেন।

হতপুত্রবলো দীনো লুনপক্ষ ইব দিগ্।

হতসর্বলোৎসাহো নির্বেদঃ সম্পদ্যত ॥ ১০  
 “পুত্রগণ এবং সৈন্যগণ নিহত হওয়ায় মহারাজ  
 বিশ্বামিত্র ছিন্নপক্ষ পক্ষীর মতো মনের সকল উৎসাহ ও  
 শক্তি হারিয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।  
 স পুত্রমেকং রাজ্যায় পালয়েতি নিযুক্ত্য চ।  
 পৃথিবীঃ ক্ষত্রধর্মেন বনমেবাতাপদ্যতে ॥ ১১  
 “তখন বিশ্বামিত্র অবশিষ্ট এক পুত্রকে, —ক্ষত্রিয়  
 ধর্ম অনুসারে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত করে নিজে বনে চলে  
 গেলেন।  
 স গতা হিমবত-পার্শ্বে কিমরোরগসেবিতৈ।  
 মহাদেবপ্রসাদার্থং তপন্ত্যেপে মহাতপাঃ ॥ ১২  
 “সেই মহান তপস্বী বিশ্বামিত্র মহাদেবের প্রসন্নতা  
 উৎপাদনের জন্য হিমালয়ের পার্শ্বদেশে, যেখানে কিমরোগণ  
 এবং নাগগণ বাস করে, সেখানে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু  
 করলেন।  
 কেনচিৎ কুৎস কালেন দেবেশো বৃষভধ্বজঃ।  
 দর্শয়ামাস বরদো বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্ ॥ ১৩  
 “অনন্তর কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে, বৃষবাহন  
 বরদাতা দেবাদিদেব মহাদেব মহামুনি বিশ্বামিত্রকে দর্শন  
 দিলেন।  
 কিমর্থং তপ্যাসে রাজন্ ব্রূহি যন্তে বিবক্ষিতম্।  
 বরদোহস্মি বরো যন্তে কাক্ষিকতাঃ সৌভিষীয়াতাম্ ॥ ১৪  
 “শিব বললেন—রাজন্ ! কেন এই তপস্যা  
 করছো ? তোমার যা বলার আছে তা আমাকে বলো। আমি  
 বর দিতে এসেছি। যে বর তোমার আকাঙ্ক্ষিত তা প্রার্থনা  
 করো।  
 এবমুক্তস্ত দেবেন বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।  
 প্রণিপত্য মহাদেবঃ বিশ্বামিত্রোহব্রবীদিদম্ ॥ ১৫  
 “মহাতপস্বী বিশ্বামিত্রকে মহাদেব এই কথা বললে,  
 বিশ্বামিত্র মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন—  
 যদি তুমি মহাদেব ধনুর্বেদো মমানঘ।  
 সাক্ষোপাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ১৬  
 “হে পুণ্যবিগ্রহ মহাদেব ! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট  
 হয়ে থাকেন তবে আমাকে সাক্ষ ও উপাঙ্গসহ উপনিষদ  
 এবং রহস্যসহ ধনুর্বেদ বিদ্যা প্রদান করুন।  
 যানি দেবেষু চাত্ত্বাণি দানবেষু মহর্ষিষু।  
 গজর্ক-যক্ষ-রক্ষঃসু প্রতিভাস্ত্র মমানঘ ॥ ১৭  
 তব প্রসাদান্তবতু দেবদেব মমোক্ষিতম্।  
 এবমব্ধিতি দেবেশো বাক্যমুক্তা গতন্তদা ॥ ১৮

—হে পুণ্যবিগ্রহ ! দেবতা, দানব, মহর্ষি, গজর্ক, যক্ষ  
 এবং রাক্ষসদের আয়ত্তে যে সকল অস্ত্র আছে, সেগুলি  
 আমার মধ্যে প্রতিভাত হোক (আমার আয়ত্তে আসুক)। হে  
 দেবাদিদেব ! আপনার অনুগ্রহে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ  
 হোক। তখন দেবেশ্বর মহাদেব—তাই হোক—এই কথা  
 বলে চলে গেলেন।  
 প্রাপ্য চাত্ত্বাণি দেবেশাদ্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।  
 দর্পেণ মহতা যুক্তো দর্পপূর্ণোহভবৎ তদা ॥ ১৯  
 “তখন মহাবলশালী বিশ্বামিত্র দেবেশ্বর মহাদেবের  
 নিকট থেকে অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হয়ে বীরত্বের অহঙ্কারে দাক্ষিক  
 হয়ে উঠলেন।  
 বিবর্ধমানো বীর্যেণ সমুদ্র ইব পর্বনি।  
 হতঃ মেনে তদা রাম বসিষ্টমৃষিসত্তমম্ ॥ ২০  
 “হে রাম ! বিশেষ তিথিতে সমুদ্রের মতো বীরত্ব  
 বিবর্ধিত বিশ্বামিত্র তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্টকে মৃত্যুই মনে  
 করলেন।  
 ততো গত্বাহুশ্রমপদং যুমোচাত্ত্বাণি পার্থিবঃ।  
 যৈস্তৎ তপোবনং নাম নির্দ্বন্দ্বং চাত্ত্বতেজসা ॥ ২১  
 “অতঃপর রাজা বিশ্বামিত্র বসিষ্টের পবিত্র আশ্রমে  
 গিয়ে অনেক অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করলেন। সেই সকল অস্ত্রের  
 ভেজে সেই তপোবন নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে গেল।  
 উদীর্যমাণমগ্নঃ তদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।  
 দৃষ্টা বিপ্রকৃতা ভীতা মুনয়ঃ শতশো দিশঃ ॥ ২২  
 “ধীমান বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত প্রখলিত অস্ত্র দেখে  
 শত শত ভয়ান্ত্র সমুদ্র মুনি দিগ্বিদিকে দ্রুত পলায়ন  
 করলেন।  
 বসিষ্ঠস্য চ যে শিষ্যা যে চ বৈ মৃগপক্ষিণঃ।  
 বিদ্রবন্তি ভয়াভীতা নান্যদিগ্ভাঃ সহশ্রাঃ ॥ ২৩  
 “মহামুনি বসিষ্টের যে সকল শিষ্য ছিলেন, এবং ঐ  
 আশ্রমে যে সকল পশুপক্ষী ছিল—সেই সহস্র সহস্র প্রাণী  
 ভয়াভীত হয়ে দিক থেকে দিগন্তরে পলায়ন করল।  
 বসিষ্ঠস্যশ্রমপদং শূন্যবাসীরাহাস্তনঃ।  
 মুহূর্তমিব নিঃশব্দমাসীদীরিণসম্মিভম্ ॥ ২৪  
 “মহাত্মা বসিষ্টের পবিত্র আশ্রমটি মুহূর্তের মধ্যেই  
 জনহীন উষর মরুভূমির মতো নিঃশব্দ হয়ে গেল।  
 বদতো বৈ বসিষ্ঠস্য মা ভৈরিতি মুহূর্তম্ ॥  
 নাশয়ামদ্য গাধেয়ং নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ২৫  
 “বসিষ্টদেব বারবার বলতে লাগলেন, ভয় কোরো  
 না ; সূর্য যেমন শিশিরকে নাশ করে সেইরকম আমি



গাধিপুত্রকে আজই নাশ করব।

এবমুহুর্তে মহাতেজা বসিষ্ঠো জপতঃ বরঃ।

বিশ্বামিত্রঃ তদা বাক্যং সরোষমিদমব্রবীৎ ॥ ২৬

‘তখন জাপকশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী বসিষ্ঠ এই কথা

বলে, বিশ্বামিত্রকে সক্রোধে বললেন—

আশ্রমঃ চিরসংবৃদ্ধঃ যদ্ বিনাশিতবানসি।

দুরাচারো হি যশ্চক্ষুষ্মাৎ স্বং ন ভবিষ্যসি ॥ ২৭

—তুমি দুরাচারী মূর্খ ! যেহেতু দীর্ঘকালেন সম্রাট এই

আশ্রমকে বিনষ্ট করেছ, সেই হেতু তুমিও নষ্ট হও না।’

ইত্যুত্বে পরমব্রুহ্মো দণ্ডমুদ্যম্য সমরঃ।

বিষ্ণুম ইব কালাগ্নির্গমদগুণিষাপরম্ ॥ ২৮

‘এই কথা বলে, ধুমহীন কালাগ্নির মতো অত্যন্ত

ক্রুদ্ধ হয়ে বসিষ্ঠ দ্বিতীয় যমদণ্ডের মতো দণ্ড উত্তোলন করে

বিশ্বামিত্রকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন।’

ইত্যর্বে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিভাষ্যিকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

### ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

বসিষ্ঠের প্রতি বিশ্বামিত্র কর্তৃক নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ এবং বসিষ্ঠ কর্তৃক সেইসকল

অস্ত্রের প্রতিবিধান ; তখন ব্রাহ্মপদ লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের তপস্যাবিলাস

এবমুহুর্তে বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।

আগ্নেয়মস্ত্রমুদ্দিশ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১

‘বসিষ্ঠদেব এইরকম বললে, মহাবলশালী

বিশ্বামিত্র তখন আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করে বললেন— দাঁড়াও

দাঁড়াও।

ব্রহ্মদণ্ডঃ সমুদ্যম্য - কালাগ্নির্গমিষাপরম্।

বসিষ্ঠো ভগবান্ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২

‘ভগবান বসিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায়

ভয়ঙ্কর ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করে বললেন—

অত্রব্রুহ্মো হিতোহস্ম্যেষ যবলং তখির্দর্শয়।

নাশয়ামাস্য তে দর্শং শস্ত্রস্য তব গাধিজ ॥ ৩

—রে ক্ষত্রিয়ধম ! এই আমি দাঁড়ালাম ; তোমার

ক্ষমতা দেখাও। হে গাধিরাজসুত ! আজ তোমার অস্ত্রের

অহঙ্কার নাশ করব।

ক চ তে ক্ষত্রিয়বলং ক চ ব্রহ্মবলং মহৎ।

পশ্য ব্রহ্মবলং দিব্যং মম ক্ষত্রিয়পাংসন ॥ ৪

—কোথায় ক্ষত্রিয়বল আর কোথায় মহান ব্রহ্মবল !

রে ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক ! আমার দিব্য ব্রহ্মবল দেখো।

তস্যাস্ত্রঃ গাধিপুত্রস্য ঘোরমাগ্নেয়মুত্তমম্।

ব্রহ্মদণ্ডেন তচ্ছাস্ত্রমগ্রের্বৈগ ইবাম্বসা ॥ ৫

‘জলের দ্বারা যেমন অগ্নির জ্বলন বেগ বা প্রসার

প্রশমিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের সেই ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষী অস্ত্রের ক্রিয়া প্রশমিত তথা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

বারুণঈশ্বর রৌদ্রঞ্চ ঐশ্বর্যং পাশুপতং তথা।

ঐধীকক্ষাপি চিক্ষেপ কুণিতো গাধিনন্দনঃ ॥ ৬

‘গাধিতনয় বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বরুণাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র,

ঐশ্রাস্ত্র, পাশুপত-অস্ত্র এবং ঐধীক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন

মানবঃ মোহনঈশ্বর গান্ধর্বং স্থাপনং তথা

জুগুপং মাদনঈশ্বর সস্ত্রাপনবিলাপনে ॥ ৭

শোষণং দারুণঈশ্বর বজ্রমস্ত্রং সুদূর্জয়ম্।

ব্রহ্মপাশং কালপাশং বারুণং পাশমেব চ। ৮

পিনাকমস্ত্রং দয়িতং শুভ্রার্কে অশনী তথা।

দণ্ডান্ত্রমথ পৈশাচং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ। ৯

ধর্মচক্রং কালচক্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ।

বায়ব্যং মথনঈশ্বর অস্ত্রং হয়শিরস্ত্রয়া ॥ ১০

শক্তিধরঞ্চ চিক্ষেপ কক্ষালং মুসলং তথা।

বৈদ্যধরং মহান্ত্রঞ্চ কালান্ত্রমথ দারুণম্ ॥ ১১

ত্রিশূলমস্ত্রং ঘোরঞ্চ কাপালমথ ককপম্।

এতানান্যপি চিক্ষেপ সর্বাণি রঘুনন্দন ॥ ১২

‘হে রঘুকুলনন্দন রাম ! অতঃপর বিশ্বামিত্র বিভিন্ন

অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করতে লাগলেন—মানবঃ মোহনঃ

গন্ধর্ব, স্বাপন, জুস্তন, মাদন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারুণ, বজ্র, সুদূর্যম ব্রহ্মপাশ এবং কালপাশ, বারুণ, পাশ, পিনাক, দয়িত, গুপ্ত নামক অশনি এবং আর্দ্র নামক অশনি, দণ্ড নামক অস্ত্র, পৈশাচ, ত্রৈলোক্য, ধর্মচক্র, কালচক্র, কঙ্কাল এবং মুসল নামক দুটি শক্তি (অস্ত্র), বৈদ্যধর নামক মহাস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, ভয়ঙ্কর ত্রিশূল, এতদ্ব্যতীত কপাল এবং কঙ্কণ নামক অস্ত্র— এই সকল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

বসিষ্ঠে জপতাং শ্রেষ্ঠে তদন্তুতমিবাভবৎ।

তনি সর্বাণি দণ্ডেন গ্রসতে ব্রহ্মদণ্ডঃ সুতঃ॥ ১৩

“শ্রেষ্ঠ জাপক বসিষ্ঠের প্রতি সেই অস্ত্র সকল নিক্ষেপ হলে, এক অন্তুত ঘটনা ঘটে গেল—ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠদেব সেই অস্ত্রগুলি ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা প্রাস করলেন।

তেষু শাস্ত্রেষু ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্ গাধিনন্দনঃ।

তদব্রহ্মদাতং দুষ্টা দেবাঃ সাগ্নিপুরুষগমাঃ॥ ১৪

দেবর্ষয়শ্চ সম্ভ্রাজ্ঞা গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ।

ত্রৈলোক্যমাসীৎ সপ্তজং ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদীরিতে॥ ১৫

“সেই অস্ত্রগুলি প্রশমিত (নিষ্ক্রিয়) হয়ে গেলে, গাধিসুত বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে বসিষ্ঠের প্রতি উদ্যত দেখে অগ্নি প্রমুখ দেবগণ, দেবর্ষিগণ এবং মহানাগসহ গন্ধর্বগণ শঙ্কিত হলেন। ব্রহ্মাস্ত্র বসিষ্ঠের প্রতি উদ্যত হলে ত্রৈলোক্যবাসিগণ সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

তদপ্যস্ত্রং মহাবীরং ব্রাহ্মং ব্রাহ্মণ ভেজসা।

বসিষ্ঠো গ্রসতে সর্বং ব্রহ্মদণ্ডেন রাঘব॥ ১৬

“হে বধুনন্দন ! সেই মহাভয়ঙ্কর ব্রাহ্ম-অস্ত্রগুলিও বসিষ্ঠদেব ব্রহ্মতেজের দ্বারা ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগে ব্যর্থ করে দিলেন।

ব্রহ্মাস্ত্রং গ্রসমানস্য বসিষ্ঠস্য মহাস্থনঃ।

ত্রৈলোক্যমোহনং রৌদ্রং রূপমাসীৎ সুদারুণম্॥ ১৭

“ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করার সময় মহাত্মা বসিষ্ঠের সেই রৌদ্র মূর্তি, ত্রৈলোক্যের সামনে নিদারুণ হয়ে উঠেছিল।

গোমকূপেষু সর্বেষু বসিষ্ঠস্য মহাস্থনঃ।

মরীচা ইব নিষ্পেতুরগ্নেগুঁমাকুলার্চিঃ॥ ১৮

“মহাত্মা বসিষ্ঠের প্রতিটি গোমকূপ থেকে ধূমচ্ছাদিত অগ্নিস্থূলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল।

প্রাঙ্কলব্রহ্মদণ্ডশ্চ বসিষ্ঠস্য করোদ্যতঃ।

বিধুম ইন কালাগ্নেগুঁমদণ্ড ইনাগ্নঃ॥ ১৯

“বসিষ্ঠের হস্তের উদ্যত অগ্নি মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ডটি প্রজয়কালীন ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

ততোহষ্টবন্ মুনিগণা বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।

অমোঘং তে বলং ব্রহ্মংস্তেজো ধারয় তেজসা॥ ২০

“তখন মুনিগণ জাপকশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠকে স্তুতি করে বললেন—ব্রহ্মন্ ! আপনার শক্তি অব্যর্থ ; আপনি আপনার তেজের দ্বারা এই বজ্রতেজকে ধারণ করুন।

নিগৃহীতকুয়া ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।

অমোঘং তে বলং শ্রেষ্ঠ লোকাঃ সপ্ত গতবাথাঃ॥ ২১

—ব্রহ্মন্ ! মহাবলশালী বিশ্বামিত্রকে আপনি নিগৃহীত করেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার শক্তি অব্যর্থ। এখন আপনি প্রসন্ন হোন, ত্রিভুবনের সকলে বিপদমুক্ত হোক।

এবমুক্তো মহাতেজাঃ শমং চক্রে মহাবলঃ।

বিশ্বামিত্রো বিনিকৃতো বিনিঃশ্বসেদ্যমব্রবীৎ॥ ২২

“মহাতেজস্বী মহাবলী বসিষ্ঠদেব এইরূপ কথিত হয়ে শান্ত হলেন। বসিষ্ঠদেব কর্তৃক নিপীড়িত বিশ্বামিত্র তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—

যিৎ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।

একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাঙ্গাণি হতানি মে॥ ২৩

—ক্ষত্রিয়বলকে যিৎ, ব্রহ্মতেজ শক্তিই প্রকৃত শক্তি (ব্রহ্মতেজঃ শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি)। যেহেতু একটিমাত্র ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারাই আমার সকল অস্ত্র নষ্ট (ধ্বংস) হয়ে গেল।

তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসমেদ্রিয়মানসঃ।

তপো মহৎ সমাহাস্যো যদৈ ব্রহ্মত্বকারণম্॥ ২৪

—অতএব আমি এই ঘটনার সুবিবেচনা করে, মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করে, যা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির কারণ সেই মহতী তপস্যায় স্থিত হব ”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং সশরীরে স্বর্গগমনাভিলাষী রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য  
বশিষ্ঠকে প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বশিষ্ঠপুত্রদের নিকট গমন

ততঃ সন্তপ্তহৃদয়ঃ স্মরমিগ্রহমাননঃ ।  
বিনিঃশ্বস্য বিনিঃশ্বস্য কৃতবৈরো মহামনা ॥ ১  
স দক্ষিণাং দিশং গতা মহিষ্যা সহ রাঘব ।  
ততাপ পরমং ঘোরং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥ ২

“হে বয়ুনন্দন ! মহাত্মা বশিষ্ঠের সঙ্গে শত্রুতাহেতু  
নিজের নিগ্রহের বিষয় স্মরণ করে, মহাতপস্বী  
বিশ্বামিত্র সন্তপ্তহৃদয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে  
মহিষীর সঙ্গে দক্ষিণদিকে গিয়ে অতীব মহতী তপস্যা  
শুরু করলেন।

ফলমূল্যশনো দাক্ষশ্চারণ পরমং তপঃ ।  
অখাস্য জজিরে পুত্রাঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৩  
হবিষ্পন্দো মধুস্পন্দো দৃঢ়নেত্রো মহারথঃ ।

“তিনি (বিশ্বামিত্র) ইন্দ্রিংসংযমী ও ফলমূল্যাহারী  
হয়ে কঠিন তপস্যাচরণ করতে লাগলেন। অনন্তর তাঁর  
হবিষ্পন্দ, মধুস্পন্দ, দৃঢ়নেত্র এবং মহারথ নামে চার  
পুত্রের জন্ম হয়।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪  
অত্রবীতধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ।  
জিতা রাজর্ষিলোকাঙ্কে তপসা কুশিকাস্বজঃ ॥ ৫  
অনেন তপসা ত্বং হি রাজর্ষিরিতি বিদ্যাহে ।

“বিশ্বামিত্রের তপস্যার সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে  
লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপোধন বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্যে  
বললেন—হে কুশিকতনয় ! তুমি তপস্যায় রাজর্ষিলোক জয়  
করেছ। এই তপস্যার কারণে তোমাকে রাজর্ষি বলে  
জানলাম।

এবমুত্ত্ব মহাতেজা জগাম সহ দৈবভৈঃ ॥ ৬  
ত্রিবিষ্টপং ব্রহ্মলোকং লোকানাং পরমেশ্বরঃ ।

“মহাতেজস্বী, ত্রিভুবনের পরমেশ্বর ব্রহ্মা এই কথা  
বলে দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গলোক হয়ে ব্রহ্মলোকে চলে  
গেলেন।

বিশ্বামিত্রোহপি তচ্ছ্রুত্বা দ্রিমা কিঞ্চিদবাধুখঃ ॥ ৭  
দুঃখেন মহাতাবিষ্টঃ সমন্যরিদমব্রবীৎ ।

তপশ্চ সূমহত্তপ্তং রাজর্ষিরিতি মাং বিদুঃ ॥ ৮  
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে নাতি মন্যে তপঃ ফলম্ ।

“এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র লজ্জায় কিঞ্চিৎ  
অধোবদন হয়ে গভীর দুঃখে নিমগ্ন হলেন এবং সন্তোষ  
বললেন—আমি কঠোর তপস্যা করলাম, তথাপি ঋষিগণ  
এবং দেবতারা সকলে আমাকে রাজর্ষি বলে মানলেন।  
মনে হয় তপস্যার কোনও ফল নেই।

এবং নিশ্চিত্য মনসা ভূয় এব মহাতপাঃ ॥ ৯  
তপশ্চারণ ধর্মান্মা কাকুৎস্থ পরমাত্মনাম্ ।

“হে কাকুৎস্থকুলনন্দন ! ধর্মান্মা আত্মনিষ্ঠ মহাতপস্বী  
বিশ্বামিত্র মনে মনে এইরকম স্থির করে, পুনরায় তপসা  
শুরু করলেন

এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০  
ত্রিশঙ্কুরিতি বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ ।

“সেই সময় ইক্ষ্বাকু কুলের গৌরববর্ধক সত্যবাদী  
জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কু নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন।

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্ন্য যজ্ঞেয়মিতি রাঘব ॥ ১১  
গচ্ছেয়ং স্বশরীরেণ দেবতানাং পরাং গতিম্ ।

“হে বয়ুনন্দন ! তাঁর (ত্রিশঙ্কুর) মনে হল, যদি  
এমন যজ্ঞ করব, যার ফলে, সশরীরে স্বর্গে যাব। আমার  
এই শরীর নিয়েই স্বর্গে যাব।

বসিষ্ঠং স সমাহুয় কথায়ামাস চিন্তিতম্ ।  
অশক্যমিতি চাপ্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহামনা ॥ ১২

“রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠদেবকে নিজের ভাবনার বিষয়  
জানাতে মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁকে বললেন—এ অসম্ভব।

প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ১৩  
ততস্তৎকর্মসিদ্ধার্থং পুত্রাংস্তস্য গতৌ নৃপঃ ।

বাসিষ্ঠা দীর্ঘতপসস্তপো যত্র হি তেপিরে ॥ ১৪

“তখন বশিষ্ঠের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাজা  
দক্ষিণদিকে চলে গেলেন। স্বকর্মসিদ্ধির জন্য রাজা  
বশিষ্ঠপুত্রদের কাছে গেলেন। সেখানে দীর্ঘতপস্যার সত্ত্ব  
নিয়ে বশিষ্ঠপুত্রগণ তপস্যা করছিলেন।

ত্রিশঙ্কুস্ত মহাতেজাঃ শতং পরমভাস্বরম্ ।  
বসিষ্ঠপুত্রান্ দদৃশে তপ্যমানান্মনস্বিনঃ ॥ ১৫

“সেখানে মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের মন্ত্রিন  
এবং তপস্যাতে উজ্জ্বলমূর্তি শতপুত্রদের দেবত্রে



পেয়েন।

সৌভাগ্যমহাশয়ঃ সর্বান্বে গুরোঃ সুতান্।  
জিহ্বাদানুপূর্বণ হিয়া কিঞ্চিদবাধুখঃ ॥ ১৬

জয়বীং স মহাশয়ঃ সর্বান্বে কৃতাজলিঃ।  
“ত্রিশঙ্কু গুরু বশিষ্ঠের মহাত্মা পুত্রদের কাছে গিয়ে  
জানুপূর্বক সকলকে অভিবাদন জানিয়ে লজ্জায়  
কিঞ্চিৎ অধোবদন হয়ে কৃতাজলিপুটে (সকল মহাত্মাকে)  
বললেন—

শরণং বঃ প্রপন্নোহহং শরণাপ্তঃ গতাঃ ॥ ১৭  
প্রত্যাখ্যাতো হি ভদ্রঃ বো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।  
মুকামো মহাযজ্ঞঃ তদনুজ্ঞাতুমর্হতঃ ॥ ১৮

—আপনারা আশ্রয়প্রার্থীর আশ্রয়স্থল। আমি  
আপনাদের শরণাগত। একটা মহান যজ্ঞ করার কামনা  
জানিয়ে আমি মহাত্মা বশিষ্ঠদেবের কাছে প্রত্যাখ্যাত  
হয়েছি। আপনারা সেই যজ্ঞ অনুমোদন করে শরণাগতের  
জাকাল্লা পূরণ করুন। আপনাদের মঙ্গল হোক।  
গুরুপুত্রানহং সর্বান্ নমস্কৃত্য প্রসাদয়ে।  
শিরসা প্রণতো যাচে ব্রাহ্মণাংস্তপসি হিতান্ ॥ ১৯

তে মাং ভবন্তঃ সিদ্ধার্থঃ যাজয়তু সমাহিতাঃ।

সশরীরো যথাহং বৈ দেবলোকমবাপুন্মাম্ ॥ ২০

—আপনারা আমার গুরুপুত্র। তপস্যানিরত ব্রাহ্মণ  
গুরুপুত্রগণকে আমি অবনত মস্তকে প্রণাম করে প্রার্থনা  
করছি—যাতে আমি সশরীরে দেবলোকে যেতে পারি  
সেইজন্য আপনারা সমাহিত চিত্তে আমার অতীষ্ট সিদ্ধির  
জন্য যজ্ঞ করুন।

প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন গতিমন্যাং তপোধনাঃ।

গুরুপুত্রানুতে সর্বাঘাহং পশ্যামি কাঙ্ক্ষন ॥ ২১

—হে তপঃশ্রেষ্ঠগণ! বশিষ্ঠদেবের কাছে প্রত্যাখ্যাত  
হয়ে আমি গুরুপুত্রদের ছাড়া আর কাউকেই গতান্তরূপে  
দেখতে পাচ্ছি না।

ইচ্ছাকৃণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।

তস্মাদনন্তরং সর্বৈ ভবন্তো দৈবতং মম ॥ ২২

—ইচ্ছাকুসংশ্লীষ সকলের নিকট পুরোহিতই পরম  
গতি (আশ্রয়স্থল)। বর্তমানে তিনি (আমার গুরু বশিষ্ঠদেব)  
ব্যতীত আপনারা (বশিষ্ঠপুত্রেরা) সকলেই আমার  
দেবতা।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

## অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (৫৮)

বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্তৃক ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে পৌরহিত্য গ্রহণে অধীকৃতি, অন্য পুরোহিত অধেষণহেতু

গুরুপুত্রগণ কর্তৃক অভিষপ্ত ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি এবং বিশ্বামিত্রের নিকট শরণাগতি

ভক্তিশির্ষোর্বচনং ক্রন্দ্য ক্রোধসমম্বিতম্।

ঋষিপুত্রশতং রাম রাজানমিদবব্রবীৎ ॥ ১

প্রত্যাখ্যাতোহসি দুর্মেষো গুরুণা সভাবাদিনা।

তং কথং সমতিক্রম্য শাখান্তরমুপেয়িবান্ ॥ ২

“রাম! ত্রিশঙ্কুর অনুরোধ শুনে ঋষি বশিষ্ঠের  
শতপুত্র হোমাস্বিত হয়ে রাজা ত্রিশঙ্কুকে বললেন—  
হুঁজ্জ! সভাবাদী গুরু বশিষ্ঠদেব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে  
কেন তুমি অন্য আশ্রয় অবলম্বন করছ?

ইচ্ছাকৃণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।

ন চাতিক্রমিতুং শকাং বচনং সভাবাদিনঃ ॥ ৩

—পুরোহিতই ইচ্ছাকু বংশীয় সকলের পরম আশ্রয়।

শতাবাদী ঋষি বশিষ্ঠের বাক্য উল্লঙ্ঘন করতে কেউই

সমর্থ হয় না।

অশক্যমিতি সোবাচ বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।

তং বয়ং বৈ সমাহর্তুং ক্রতুং শক্তাঃ কথঙ্কন ॥ ৪

—ভগবান ঋষি বশিষ্ঠ যে যজ্ঞকে অসাধ্য বলেছেন  
(যে যজ্ঞ করতে অসামর্থ্য প্রকাশ করেছেন), আমরা (তঁার  
পুত্রগণ) সেই যজ্ঞ করতে কীরূপে সমর্থ হব?

বালিশঙ্কুঃ নরশ্রেষ্ঠ গম্যতাং স্বপুং পুন্মঃ।

যাজনে ভগবান্ভক্তলোকাস্যাপি পার্শ্বিবা ॥ ৫

অবমানং কথং কর্তুং তস্য শক্যমহে বয়ম্।

—হে নবনাথ! আপনি মূর্খ। এখন নিজপুত্রিতে  
প্রত্যাবর্তন করুন। হে রাজন্! ভগবান বশিষ্ঠ ত্রিভুবনের  
যজ্ঞ করতে সমর্থ! আমরা কীরূপে তঁার অবমাননা করব?

তেষাং তথচনং ভ্রজা ক্রোধপর্যাকুলাক্রমঃ॥ ৬  
স রাজা পুনরৈবতানিদং বচনমব্রবীৎ।  
প্রত্যাখ্যাতো ভগবতা গুরুপুত্রৈস্তথৈব হি॥ ৭  
অন্যং গতিং গমিষ্যামি স্ত্রি বোহস্ত তপোধনঃ।

“রাজা ত্রিশঙ্কু তাঁদের (গুরুপুত্রদের) সেই ক্রোধপূর্ণ  
বাক্য শ্রবণ করে আবার বললেন—হে তপ শ্রেষ্ঠগণ !  
ভগবান বশিষ্ঠদেব এবং গুরুপুত্র আপনারা (আমায়  
প্রত্যাখ্যান করলেন ! অতএব এখন আমি অন্যের আশ্রয়ে  
যাব। আপনাদের মঙ্গল হোক।

ঋষিপুত্রাঙ্ক তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্॥ ৮  
শেষঃ পরমসংক্রুদ্ধাচণ্ডালভঃ গমিষ্যসি।

ইত্যুত্ব তে মহাত্মানো বিবিশুঃ স্বং স্বমাপ্রমম্॥ ৯

“ঋষিপুত্রেরা ত্রিশঙ্কুর সেই ভয়ানক অভিসন্ধিমূলক  
কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন, —তুমি  
চণ্ডাল হইবে। এই বলে সেই মহাত্মারা নিজ নিজ  
আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

অথ রাজ্যং ব্যতীতয়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।  
নীলবস্ত্রধরো নীলঃ শরঘো ধন্তমূৰ্ধজঃ॥ ১০  
চিত্তমাল্যাকরাগচ্চ আয়সাড়রধোহভবৎ।

“অনন্তর রাত্রিশেষে (প্রভাতে) রাজা ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল হইয়া  
প্রাপ্ত হলেন। তাঁর দেহের বর্ণ এবং বস্ত্রের বর্ণ নীল হইয়া  
গেল, মাথার চুল হল ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও কুঞ্চিত। শ্মশানের  
চিত্তাভ্যাস এবং মৃতদেহের মালা আর লৌহবলয় হল তাঁর  
অঙ্গভূষণ।

তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণঃ সর্বৈ ভাজ্য চণ্ডালরূপিণম্॥ ১১  
প্রাপ্তবন্ সহিতা রাম পৌরা যেহস্যানুগামিনঃ।  
একো হি রাজা কাকুৎস্থ জগাম পরমাম্বনং॥ ১২  
দহমানো দিবারাত্রং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

“রাম ! তাঁর (রাজা ত্রিশঙ্কুর) চণ্ডালরূপ দেখে,  
মন্ত্রীরা সকলে এবং সেই মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর (রাজার)  
অনুগামী পুরবাসীরা সকলে, তাঁকে পরিত্যাগ করে পলায়ন  
করলেন। হে কাকুৎস্থ ! হিতচিত্ত রাজা ত্রিশঙ্কু একাকীই  
দিবারাত্র অস্তরে দগ্ধ হয়ে তপোধন বিশ্বামিত্রের নিকটে  
গেলেন।

বিশ্বামিত্রস্ত তং দৃষ্ট্বা রাজানং বিক্ষলীকৃতম্॥ ১৩  
চণ্ডালরূপিণং রাম মুনিঃ কারুণ্যামাগতঃ।

কারুণ্যং স মহাতেজা বাক্যং পরমধার্মিকঃ॥ ১৪  
ইদং জগাদ ভদ্রং তে রাজানং ঘোরদর্শনম্।

কিমাগমনকার্যং তে রাজপুত্র মহাবল॥ ১৫

অযোধ্যাধিপতে নীর শাপাচ্যুতালতাং গতঃ।

“রাম ! মহামুনি বিশ্বামিত্র বিকলমনে হইয়া  
রাজাকে দেখে করুণায় দ্রবীভূত হলেন। মহাতেজা  
পরমধার্মিক ঋষি করুণাবশত সেই বিকলমনে  
বললেন— অযোধ্যাধিপতি হে মহাবলী রাজপুত্র !  
আপনার কল্যাণ হোক। আপনার আগমনের  
মনে হয়, অভিশাপবশতই আপনার এই চণ্ডালরূপ !  
অথ ত্যাক্যমাকর্য রাজা চণ্ডালতাং গতঃ॥ ১৬  
অত্রনীং প্রাজ্ঞলির্নাক্যং বাক্যেনো বাক্যকোবিনদঃ

“তখন চণ্ডালপ্রাপ্ত বাক্যানিপুণ রাজা সেই  
শুনে করজোড়ে বাক্যার্পণ বিশ্বামিত্রকে বললেন—

প্রত্যাখ্যাতোহস্মি গুরুশা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ॥ ১৭  
অনবাপ্যৈব তং কামং ময়া প্রাপ্তো বিপর্যয়ঃ

—গুরু এবং গুরুপুত্রগণ আমায় প্রত্যাখ্যান করলেন,  
কিছু কাম্য বিষয় পেলাম না ; ঘটল এই বিপর্যয়।

সশরীরো দিবং বায়ামিতি মে নৌদর্শনঃ॥ ১৮  
ময়া চেষ্টং ক্রতুশতং তচ্চ নাবাপ্যতে ফলম্।

—হে সৌম্যদর্শন ঋষি ! সশরীরে স্বর্গে যাব, ও  
আমার বাসনা ছিল। সেইজন্য শতযজ্ঞ করলাম, কিছুকি  
পেলাম না।

অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বন্ধে কদাচন॥ ১৯  
কৃচ্ছ্রেণগি গতঃ সৌম্য ক্ষত্রধর্মেন তে শপে।

‘হে সৌম্য ! ক্ষত্রিয়ধর্মের নামে শপথ করে  
আপনাকে বলছি—বহু কষ্টের মধ্যে পড়েও আমি পূর্ব  
কখনও মিথ্যা বলিনি, কখনও বলবও না।

যত্নৈর্বহুবিশৈরিষ্টং প্রজা ধর্মেন পলিতাঃ॥ ২০  
গুরুবচ্চ মহাত্মনঃ শীলবন্তেন তোষিতাঃ।

ধর্মে প্রযতমানস্য যজ্ঞঃ চাহতুর্মিচ্ছতঃ॥ ২১  
পরিভোষং ন গচ্ছন্তি গুরুবো মুনিপুংগবঃ।

দৈবমেব পরং মনো শৌর্যং তু নিরর্থকম্॥ ২২

—বহুবিধি যজ্ঞ সম্পাদন কবেছি, ধর্মদুস্ত  
প্রজাপালন করেছি ; সদাচার দ্বারা গুরু এবং মহাত্মদের  
পরিতুষ্ট কবেছি। ধর্মনিষ্ঠ হয়ে যত্নসহকারে যজ্ঞ করে  
ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করায় কিছু গুরুগণ (গুরু বর্গ)  
এবং তাঁর পুত্রগণ) পরিতুষ্ট হলেন না। হে মুনিপুংগব !  
সেইজন্য আমি মনে করি, দৈবই সার্থক (শ্রেষ্ঠ) ও  
শৌর্য ব্যর্থ (নিরর্থক)।

দৈবেনাক্রম্যতে সর্বং দৈবং হি পরমা গতিঃ।  
তস্য মে পরমার্থস্য প্রসাদমতিকাক্ষতঃ।

কর্তৃমহর্ষি ভদ্রং তে দৈবোপহৃতকর্মণঃ ॥ ২৩  
—সকলেই দৈব দ্বারা আক্রান্ত (দৈবধীন)। দৈবই  
পরম আশ্রয়। দৈব কর্তৃক পরাভূত আর্ত আমি আপনাব  
অনুগ্রহপ্রার্থী, আপনিই আমার কল্যাণ কবতে সমর্থ।  
আপনার শুভ হোক।

নান্যাং গতিং গমিষ্যামি নান্যাহরণমস্তু মে।  
দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্তয়িতুমর্হসি ॥ ২৪  
—আপনাকে ছাড়া আমি অন্য কারও আশ্রয়ে যাব না।  
আমার অন্য কোনও গতি (আশ্রয়) নেই। আপনিই  
পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে নিবারণিত করতে সক্ষম।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাস্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বাসকাণ্ডেহষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বাস্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণেব বাসকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টঃ পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

### একোনষষ্টিতম সর্গ (৫৯)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞকরণের আশ্বাস দান এবং যজ্ঞকরণার্থে মুনি-ঋষিদের  
আহ্বান, তাঁর আহ্বান অমান্যহেতু ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র কর্তৃক মহোদয় নামক ঋষি এবং  
বশিষ্ঠ পুত্রদের প্রতি অভিশাপ ও তাঁদের বিনাশ সাধন

উক্তবাক্যং তু রাজানং কৃপয়া কুশিকাজ্জঃ।  
জরবীরধুরং বাক্যং সাক্ষাচ্চণ্ডালতাং গতম্ ॥ ১

“সদ্য চণ্ডালস্ত্ব প্রাপ্ত রাজা ত্রিশঙ্কু পূর্বোক্ত নিজের  
দুঃখের কথা বলায়, কুশিকপুত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র কৃপাবশত  
দ্বিষ্ট কথায় বললেন—

ইত্বাকো স্বাগতং বৎস জ্ঞানামি ত্বাং সুধার্মিকম্।  
পরং তে প্রদাস্যামি মা ভৈষীর্নপপুঙ্গব ॥ ২

—নৃপশ্রেষ্ঠ হে ইত্বাকুকুমার ! তোমাকে স্বাগত।  
তোমাকে অতীব ধার্মিক বলেই জানি। বৎস ! ভয় নেই,  
আমিই তোমার আশ্রয় দেব।

অহমায়দ্বয়ে সর্বান্ মহর্ষীন্ পুণ্যকর্মণঃ।  
যজ্ঞসাহ্যকরান্ রাজংস্ততো যক্ষ্যাসি নির্বৃতঃ ॥ ৩

—যজ্ঞে সাহায্য করার জন্য পুণ্যকর্মী মহর্ষিদের  
সকলকে আমি আমন্ত্রণ করে আনব। হে রাজন্ ! তখন তুমি  
নিশ্চিন্তে যজ্ঞ করবে।

উল্লাশকৃতং রূপং যদিদং ত্বয়ি বর্ততে।  
অনেন সহ রূপেণ সশরীরো গমিষ্যসি ॥ ৪

হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে স্বর্গং তব নরাধিপ।  
ক্বং কৌশিকমাগম্য শরণ্যং শরণাগতঃ ॥ ৫

—হে নরনাথ ! তুমি যে শরণযোগ্য (আশ্রয়যোগ্য)

কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্রের শরণাগত হয়েছ, আমি মনে করি  
স্বর্গ তোমার হস্তগত হয়ে গেছে। গুরুজনদের  
(গুরুপুত্রদের) অভিশাপে তোমার এই যে (চণ্ডাল)রূপ  
হয়েছে, এই রূপ নিয়েই তুমি সশরীরে স্বর্গে যাবে।

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুত্রান্ পরমধার্মিকান্।  
ব্যাদিদেশ মহাপ্রাজ্ঞান্ যজ্ঞসম্ভারকারণাৎ ॥ ৬

“মহাতেজস্বী ঋষি বিশ্বামিত্র রাজা ত্রিশঙ্কুকে এই  
কথা বলে যজ্ঞসামগ্রী আহরণের জন্য নিজের মহাজ্ঞানী,  
পরমধার্মিক পুত্রদের নির্দেশ দিলেন।

সর্বাঙ্ঘ্রিযান্ সমাহুয়া বাক্যমেতদুবাচ হ।  
সর্বানুযীন্ সবাসিষ্ঠানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া ॥ ৭

সশিষ্যান্ সুহৃদশ্চৈব সর্ভিঞ্জঃ সুবহুশ্চতান্।  
যদন্যো বচনং ত্রুয়াগ্ন্যধাকাবলচোদিতঃ ॥ ৮

তৎ সর্বমথিলেনোক্তং মমাখ্যায়মনাদৃতম্।  
“শিষ্যদের সকলকে আহ্বান করে বললেন—আমার

নির্দেশে শিষ্য ও সুহৃৎগণসহ বহুশ্রুত (মহাজ্ঞানী)  
ঋষিকদের এবং বশিষ্ঠপুত্রগণসহ ঋষিদের সকলকে নিয়ে  
এসো। আমার বাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ যদি অনাদর করে  
কোনও কথা বলে তবে সেই সব কথা পুরোপুরি আমাকে  
জানাবে।



তস্য তবচনং শ্রুত্বা দিশো জয়ন্তদাজয়া ॥ ৯  
 আজঘুরথ দেশেভ্যঃ সর্বৈভ্যো ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
 তে চ শিষ্যাঃ সমাগম্য মুনিঃ জ্বলিততেজসম্ ॥ ১০  
 উচুশ্চ বচনং সর্বং সর্বৈষাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।

“বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে, তাঁর নির্দেশে  
 শিষ্যেরা সকলে বিভিন্ন দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর  
 বিভিন্ন দেশ থেকে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা আসতে লাগলেন।  
 শিষ্যেরা তেজঃপ্রোজ্জ্বল মুনির কাছে এসে সকল ব্রহ্মবাদী  
 ঋষিদের সব কথা জানালেন।

শ্রুত্বা তে বচনং সর্বং সমায়াতি বিজাতয়ঃ ॥ ১১  
 সর্বদেশেষু চাগচ্ছন্ বর্জয়িত্বা মহোদয়ম্ ।  
 বাসিষ্ঠং যজ্ঞতং সর্বং ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরম্ ॥ ১২  
 যথাহ বচনং সর্বং শৃণু ত্বং মুনিপুঙ্গব ।

—আপনার কথা শুনে অন্যান্য সকল দেশবাসী  
 ব্রাহ্মণেরা সকলে আসছেন। কেবল কুশলবাসী ঋষি  
 মহোদয় রাত্তি অন্য ঋষিরা এখানে আসার জন্য প্রস্থান  
 করেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বশিষ্ঠের যে শতপুত্র, তারা  
 সকলে ক্রোধপূর্ণবচনে যা বলেছেন সেই সব কথা আপনি  
 শ্রবণ করুন।

কত্রিয়ো যাজকো যস্য চণ্ডালস্য বিশেষতঃ ॥ ১৩  
 কথং সদসি ভোক্তারো হবিত্তস্য সুর্যযয়ঃ ।  
 ব্রাহ্মণা বা মহাত্মনো ভুজ্বা চণ্ডালভোজনম্ ॥ ১৪  
 কথং স্বর্গং গমিষ্যতি বিশ্বামিত্রেন পালিতাঃ ।  
 এতবচননৈষ্ঠূর্যমুচুঃ সংরক্তলোচনাঃ ॥ ১৫  
 বাসিষ্ঠা মুনিশাদূল সর্বং সহমহোদয়াঃ ।

—যে চণ্ডালের যজ্ঞের পুরোহিত কত্রিয়, সেই যজ্ঞের  
 সভায় দেবর্ষিগণ কীরূপে হবিঃ (যজ্ঞ আহুত বৃত্ত) ভোজন  
 করবেন ? বিশ্বামিত্র কর্তৃক পালিত চণ্ডালের অন্ন ভোজন  
 করে মহাত্মা ব্রাহ্মণেরাই বা কীরূপে স্বর্গে যাবেন ? হে  
 মুনিপুঙ্গব ! মহোদয়গণের (কুশলবাসী ঋষিগণের) সঙ্গে  
 বশিষ্ঠপুত্রগণ সকলে আরক্তলোচনে এই নিষ্ঠুর বাক্য

বললেন।

তেষাং তবচনং শ্রুত্বা সর্বৈষাং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৬  
 ক্রোধসংরক্তনয়নঃ সরোষমিদমব্রবীৎ ।

“তাঁদের শিষ্যদের সেই কথা শুনে মুনিবর  
 বিশ্বামিত্র ক্রোধে আরক্তনয়ন হয়ে সরোষে বললেন—

যদৃষয়ন্ত্যদুষ্টং মাং তপ উগ্রং সমাহিতম্ ॥ ১৭  
 ভ্রমীভূতা দুরাত্মানো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।

অদা তে কালপাশেন নীতা বৈবহুতক্ষয়ম্ ১৮  
 —আমি কঠোর তপস্যারত ও নির্দোষ। সেই আমাকে

দুরাত্মা বা দেবী বলছে ! অতএব তারা নিঃসন্দেহে ভ্রমীভূত  
 হয়ে যাবে। আজই তারা কালপাশে বদ্ধ হয়ে যমালয়ে নীত  
 হবে।

সপ্তজাতিশতান্যেব মৃতপাঃ সত্তবস্ত তে ।  
 শৃমাংসনিয়তাহারা মুষ্টিকা নাম নির্ঘণাঃ ॥ ১৯

—তারা সাতশতজন্ম ধরে চণ্ডাল হয়ে এবং কুকুর  
 মাংসভোজী ঘৃণাহীন নির্দয় ডোম হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

বিকৃতাস্ত বিরূপাস্ত লোকাননুচরিত্বমান্ ।  
 মহোদরশ্চ দুৰ্বুদ্ধির্মামদৃষ্যং হ্যদৃষয়ৎ ॥ ২০

দূষিতঃ সর্বলোকেষু নিষাদব্ধঃ গমিষ্যতি  
 প্রাণাতিপাতনিরতো নিরনুক্ৰেশতাং গতঃ ॥ ২১

দীর্ঘকালং মম ক্রোধাৎ দুর্গতিং বর্তয়িষ্যতি  
 —বশিষ্ঠপুত্রগণ বিকৃতাস্ত হয়ে কুৎসিত রূপে জগতে

বিচরণ করবে। দুষ্টবুদ্ধি মহোদয় নির্দোষ আমাকে দোষ  
 দিয়েছে (দূষিত বলেছে), তাই সে দূষিত হয়ে এই জগতে

নির্দয় ঘাতক ব্যাধব (ব্যাধের রূপ) প্রাপ্ত হবে। আমার  
 রোষে সে দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করবে।

এতাবদুজ্জ্বা বচনং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ  
 বিররাম মহাতেজা ঋষিমধ্যে মহামুনিঃ ॥ ২২

“মহান তেজস্বী ও মহান তপস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র  
 ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে এই পর্যন্ত বলে বিরত হলেন (কথা  
 থামালেন)।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

## ষষ্টিতম সর্গ (৬০)

বিশ্বামিত্রের অনুরোধে ঋষিগণ কর্তৃক ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞকরণ এবং ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে  
গমন কিন্তু ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গ থেকে বিভাডন। ক্ষুদ্র বিশ্বামিত্র কর্তৃক নতুন স্বর্গ  
নির্মাণোদ্যোগ কিন্তু দেবানুরোধে ঐ কর্ম থেকে বিরতি

জগদ্বলহতাজ্জাত্য বাসিষ্ঠান্ সমহোদয়ান্।  
ঋষিষ্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রোহভাভাযত ॥ ১

“মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তাঁর নিজের তপস্যার  
প্রভাবে মহোদয়সহ বশিষ্ঠপুত্রেরা নিহত হয়েছেন জানতে  
পেরে, ঋষিদের মধ্যে বলতে লাগলেন—

জয়মিশ্রকুদায়াদিত্রিশঙ্কুরিতি বিপ্রতঃ।  
ধর্মীশ্চ বদান্যশ্চ মাং চৈব শরণং গতঃ ॥ ২

“(হে ঋষিবরগণ) ! ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত এই ইক্ষ্বাকু-  
বংশধর ধর্মনিষ্ঠ এবং দানশীল। ইনি আমার শরণাগত  
হয়েছেন।

কেনেন শরীরেণ দেবলোকজিগীষয়া।  
যস্যঃ স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি ॥ ৩

তথা প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞো ভবন্তিচ্চ ময়া সহ।  
—ইনি সশরীরে দেবলোক জয় করতে ইচ্ছুক। যাতে  
ইনি নিজ শরীরসহ দেবলোকে যেতে পারেন, সেইজন্য  
আমারা আমার সঙ্গে অনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রদ্ধা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥ ৪

উচুঃ সমেতাঃ সহসা ধর্মজ্ঞা ধর্মসংহিতাম্।  
জয়ং কুশিকদায়াদো মুনিঃ পরমকোপনঃ ॥ ৫

যদাহ বচনং সমাগেতং কার্যং ন সংশয়ঃ।  
অগ্নিকল্পো হি ভগবান্ শাপং দাস্যতি রোষতঃ ॥ ৬

তস্মাৎ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সশরীরো যথা দিবি।  
গচ্ছেদিকুদায়াদো বিশ্বামিত্রস্য তেজসা ॥ ৭

“বিশ্বামিত্রের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ মহর্ষিরা সকলে  
সহসা একত্রিত (মিলিত) হয়ে ধর্মসঙ্গত কথা বললেন  
(পরামর্শ করলেন)—কুশিকবংশধর অতিকোপনস্বভাব এই  
মুনি (বিশ্বামিত্র) যে কথা বললেন, নিঃসংশয়ে তা যথাযথ  
গণন কর্তব্য, নচেৎ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ভগবান বিশ্বামিত্র  
ক্রুদ্ধ হয়ে অভিষাপ দেবেন। অতএব ইক্ষ্বাকুবংশধর ত্রিশঙ্কু  
যাতে বিশ্বামিত্রের তেজঃপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গে যেতে  
পারেন, সেইরকম যজ্ঞ আরম্ভ করা হোক।

ততঃ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সর্ব সমধিতিষ্ঠত।  
ঐকমুজা মহর্ষয়ঃ সংজ্ঞুজাঃ ক্রিয়ান্তদা ॥ ৮

“অতএব, সকলে একত্রিত হয়ে যজ্ঞকার্য সমাধা

করুন। এই কথা বলে মহর্ষিরা সকলে সৈঁট কর্তব্য পালন  
করলেন।

যাজকশ্চ মহাতেজা বিশ্বামিত্রোহভবৎ ক্রবন্তৌ।  
ঋত্বিজ্ঞানুপূর্ণোণ মনুসম্মতকেনিমাঃ ॥ ৯

চক্রুঃ সর্বাণি কর্মাণি যথাকল্পং যথাবিধি।

“সেই যজ্ঞে মহাতেজস্বী পণি বিশ্বামিত্র হলেন  
অধ্বর্যু বা প্রধান পুরোহিত। মনুসিং অন্যান্য ব্রাহ্মণ  
ঋত্বিজগণ কল্পশাস্ত্রের বিধানানুসারে যথাবিধি  
মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আনুপূর্বিক সকল দক্ষিণ কর্ত্ত  
করেছিলেন।

ততঃ কালেন মহতা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥ ১০

চকারাবাহনং তত্র ভাগার্ঘং সর্বদেবতাঃ।

নাভ্যাগমংস্তদা তত্র ভাগার্ঘং সর্বদেবতাঃ ॥ ১১

“অতঃপর মহাতপা বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের  
জন্য দেবতাদের অনেককক্ষণ ধরে আহ্বান করলেন, কিন্তু  
দেবতারা যজ্ঞ ভাগ গ্রহণের জন্য সেখানে আসলেন না।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।  
শ্রবমুদাম্যা সক্রোধস্ত্রিশঙ্কুমিদমব্রবীৎ ॥ ১২

“তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। শ্রব  
উত্তোলন করে (উঠিয়ে) সক্রোধে ত্রিশঙ্কুকে বললেন—

পশ্য মে তপসো বীর্যং স্বর্জিতস্য নরেশ্বর।  
এষ ভ্যাং স্বশরীরেণ নয়ামি স্বর্গমোজসা ॥ ১৩

—হে রাজন্ ! আমার স্ব-চেষ্টার্জিত তপস্যার শক্তি  
দেখ। এই আমি স্বীয় শক্তির প্রভাবে তোমাকে সশরীরে  
(তোমার নিজের শরীরসহ) স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি (প্রেরণ  
করছি)।

দুস্ত্রাণং স্বশরীরেণ স্বর্গং গচ্ছ নরেশ্বর।  
স্বর্জিতং কিঞ্চিদপ্যস্তি ময়া হি তপসঃ ফলম্ ॥ ১৪

রাজ্যংস্তু তেজসা তস্য সশরীরো দিবং ব্রজ।

—হে নরনাথ ! নিজ শরীরসহ স্বর্গপ্রাপ্তি অসম্ভব ;  
তথাপি তুমি সশরীরে স্বর্গে যাও। আমার তপস্যার ফল কিছু  
অর্জিত হয়েছে, তার শক্তিতে তুমি সশরীরে স্বর্গে গমন  
করো।

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ সশরীরো নরেশ্বরঃ ॥ ১৫

দিবং জগাম কাকুৎস্থ মুনীনাং পশ্যতাং তদা।

“হে কাকুৎস্থ রাম! বিশ্বামিত্র মুনি এই কথা বললে, অন্যান্য মুনিদের সম্মুখেই রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যেতে লাগলেন।

স্বর্গলোকং গতং দৃষ্টা ত্রিশঙ্কুং পাকশাসনঃ॥ ১৬  
সহ সর্বৈঃ সুরগণৈরিদং বচনমব্রবীৎ

“ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে যেতে দেখে, অন্যান্য দেবতাদের সকলের সঙ্গে ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বললেন—

ত্রিশঙ্কো গচ্ছ ভূয়স্বং নাস্তি স্বর্গকৃতাসয়ঃ॥ ১৭  
গুরুশাপহতো মূঢ় পত ভূমিমবাক্শিরাঃ।

—রে মূর্খ ত্রিশঙ্কু! তুমি গুরুদের দ্বারা অভিশপ্ত, স্বর্গে তোমার স্থান নেই। অতএব, আবার ফিরে যাও, নীচের দিকে মাথা করে পৃথিবীতে পতিত হও।

এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ ত্রিশঙ্কুরপতৎ পুনঃ॥ ১৮  
বিক্রোশমানস্ত্রাহীতি বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

“মহেন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বললে, ত্রিশঙ্কু তপস্বিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্যে বাঁচান বাঁচান—বলে চিৎকার করে কঁদতে কঁদতে আবার পৃথিবীতে পড়ে গেলেন।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ক্রোশমানস্য কৌশিকঃ॥ ১৯  
রোধমাহারয়ং তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।

“চিৎকার করে ক্রন্দনরত ত্রিশঙ্কুর বাঁচান বাঁচান কথা শুনে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র অতীব রুষ্ট হয়ে বললেন—থামো থামো। (এ কথায় ত্রিশঙ্কু মধ্যাকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় স্থিত হয়ে গেলেন)।

ঋষিমধ্যে স তেজস্বী প্রজাপতিরিবাপরঃ॥ ২০  
সৃজন্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীনপরান্ পুনঃ।

নক্ষত্রবংশমপরমসৃজৎ প্রোঞ্চমুর্হিতঃ॥ ২১

“ঋষিদের মধ্যে তেজস্বী বিশ্বামিত্র ছিলেন দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার তুল্য। (তাই তিনি ব্রহ্মর্ষি) তিনি ক্রোধে আত্মাহারা হয়ে দক্ষিণদিকে নতুন সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করে পুনরায় অপর নতুন নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি করলেন।

দক্ষিণাং দিশমাহার্য ঋষিমধ্যে মহাযশাঃ।

সৃষ্টা নক্ষত্রবংশঃ চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ॥ ২২

অন্যমিত্রং করিষ্যামি লোকো বা স্যাদনিদ্রকঃ।

দৈবতানাপি স ক্রোধাৎ শ্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ২৩

“ঋষিদের মধ্যে মহান যশস্বী (বিশ্বামিত্র) ক্রোধে ক্ষুব্ধ হয়ে দক্ষিণ দিকে নক্ষত্রমণ্ডলী সৃষ্টি করে, অপর এক

ইন্দ্রকে সৃষ্টি করব, অথবা আমার বিরচিত স্বর্গলোক ইন্দ্রবিহীনই থাক, এইরূপ নিশ্চিত করে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি অন্য দেবতাদের সৃষ্টি করতে উৎসাহিত হলেন।

ততঃ পরমসম্রাটঃ সর্বিসম্রাটঃ সুরাসুরাঃ

বিশ্বামিত্রং মহামানমুচুঃ সানুনয়ং বচঃ॥ ২৪

“তখন ঋষিমণ্ডলী এবং দেবতা ও অসুরেরা অত্যন্ত সমুত্ত হয়ে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে অনুনয় করে বললেন—

অয়ং রাজা মহাভাগ গুরুশাপপরিহৃতঃ।

সশরীরো দিবং যাতুং নারহতোব তপোধন। ২৫

—হে মহাত্মন! এই রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুদের অভিশাপে নষ্টপূণ্য হয়ে বিপর্যস্ত। অতএব হে তপোধন! ইনি সশরীরে স্বর্গে যেতেই পারেন না।

তেষাং তত্খনং শ্রদ্ধা দেবানাং মুনিপুঙ্গবঃ।

অব্রবীৎ সুমহতাক্যং কৌশিকঃ সর্বদেবতাঃ॥ ২৬

“মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দেবতাদের সেই কথা শুনে দেবগণকে সুমধুর বাক্যে বললেন—

সশরীরস্য ভদ্রং বস্ত্রিশঙ্কোরস্য ভূপতেঃ।

আরোহণং প্রতিজ্ঞাতং নানুতং কর্তৃমুৎসহে॥ ২৭

—হে দেবগণ! আপনাদের মঙ্গল হোক! আমি রাজা ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করানোর প্রতিজ্ঞা করেছি; সেই প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা হতে দিতে পারি না।

স্বর্গোহস্ত সশরীরস্য ত্রিশঙ্কোরস্য শাশ্বতঃ

নক্ষত্রানি চ সর্বাণি মামকানি ধ্রুবাণাং॥ ২৮

যাবল্লোকা ধরিস্যন্তি তিষ্ঠন্তেতানি সর্বশঃ।

যৎ কৃতানি সুরাঃ সর্বৈ তদনুজ্ঞাতুমর্হৎ॥ ২৯

—ত্রিশঙ্কুর সশরীরে চিরস্থায়ী স্বর্গলাভ হোক। আমার সৃষ্ট নক্ষত্রগুলি চিরস্থায়ী হোক। যতদিন বিশ্বভূবন থাকবে, ততদিন এই যা কিছু আমি করেছি তা সব থাক। দেবগণ আমার এই সৃষ্ট বিষয়গুলি অনুমোদন করুন।

এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বৈ প্রত্যাচুমুনিপুঙ্গবম্।

এবং ভবতু ভদ্রং তে তিষ্ঠন্তেতানি সর্বশঃ॥ ৩০

গগনে তান্যনেকানি বৈশ্বানরপথ্যাহিঃ।

নক্ষত্রানি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষু জ্যোতিঃষু জাজ্বলন্। ৩১

অবাক্শিরাত্ত্রিশঙ্কুশ্চ তিষ্ঠন্তমরসরিভঃ।

অনুযাস্যন্তি চৈতানি জ্যোতীঃষি নৃপসত্তমম্॥ ৩২

কৃতার্থঃ কীর্তিমন্তঃ চ স্বর্গলোকগতঃ যথা।

“দেবতারা সকলে বিশ্বামিত্র কর্তৃক এইরকম বর্ণিত



হুয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তরে বললেন—তাই হোক।  
আপনার মঙ্গল হোক ! (আপনার রচিত) এই সব কিছুই  
হোক। জ্যোতির্ময় অগ্নিবলয়ের বাইরে এই নক্ষত্ররাজি  
হোক। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সেই জ্যোতিঃবলয়ের মধ্যে নতশির  
কিশক দেবতাদের মতো উজ্জ্বল হয়ে বিবাজ করুন। এই  
জ্যোতিঃমণ্ডলীও স্বর্গগত কৃতার্থ কীর্তিমান নৃপবরকে  
অনুসরণ করবে।  
বিশ্বামিত্রঃ ধর্মাত্মা সর্বদেবৈরভিষ্ঠতঃ ॥ ৩৩  
ঋষিষ্যো মহাতেজা বাটমিত্যেব দেবতাঃ।

“দেবতারা সকলে ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রের বন্দনা  
করলেন। ঋষিকুলে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তখন দেবতাদের  
বললেন—বেশ, তাই হোক।  
ততো দেবা মহাত্মানো ঋষয়শ্চ তপোবনাঃ।  
জঘূর্যথাগতঃ সর্বো যজ্ঞস্যাস্ত্রে নরোত্তমঃ ॥ ৩৪  
“হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! অতঃপর দেবতারা এবং  
মহাত্মা তপস্বী ঋষিরা সকলে যিনি যেখান থেকে  
এসেছিলেন, যজ্ঞশেষে আবার সেখানেই চলে  
গেলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥  
মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

## একষষ্টিতম সর্গ (৬১)

পুষ্করতীরে বিশ্বামিত্রের তপশ্চরণ, রাজর্ষি অশ্বরীষ কর্তৃক ঋচীকের মধ্যমপুত্র

শুনঃশেপকে যজ্ঞীয় পশুরূপে ক্রয়

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ প্রহিতান্ বীক্ষ্য তানৃষীন্।  
অববীক্ষরশার্দূল সর্বাংস্তান্ বনবাসিনঃ ॥ ১  
“শতানন্দ বলে চললেন—“হে নরব্যগ্র !  
মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই বনবাসী ঋষিদের সকলকে চলে  
গেতে দেখে, তাঁদের বললেন—  
মহাবিষ্ণুঃ প্রবৃত্তোহস্মৎ দক্ষিণামাহিতো দিশম্।  
দিশম্যাং প্রপৎস্যামস্তত্র তন্ধ্যামহে তপঃ ॥ ২  
—দক্ষিণদেশে অবস্থান করায় আমার তপস্যায় মহান  
বিয় উপস্থিত হল। তাই আমি অন্যত্র চলে যাব এবং  
সেখানেই তপস্যা করব।  
পশ্চিম্যাং বিশালায়াং পুষ্করেষু মহাস্থনঃ।  
সুখং তপশ্চরিস্যামঃ সুখং তন্ধি তপোবনম্ ॥ ৩  
—পশ্চিমদিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মহাত্মা ব্রহ্মার পুষ্কর  
নামক যে তিনটি সরোবর আছে তাদের তীরে সুখে তপস্যা  
করব। সেই তপোবন খুবই সুখকর।  
এবমুক্তা মহাতেজা পুষ্করেষু মহামুনিঃ।  
তপ উগ্রাং দুরাধ্বং তেপে মূলফলাশনঃ ॥ ৪  
“এই বলে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র  
পুষ্করতীরে গিয়ে কলমূলাহারী হয়ে দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যা  
করতে লাগলেন।  
এতদিনেব কালে তু অযোধ্যাধিপতির্মহান্।

অশ্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ৫  
“ইত্যবসরে (ঠিক সেই সময়) অযোধ্যার মহান  
রাজা অশ্বরীষ এক যজ্ঞ করার উদ্যোগ নিলেন  
তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিত্রো জহর হ।  
প্রনষ্টে তু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ৬  
“যজমান রাজার যজ্ঞীয় পশুটিকে (অশ্বকে) ইন্দ্র  
অপহরণ করলেন। তখন পুরোহিত রাজাকে বললেন—  
পশুরভ্যাহতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ।  
অরক্ষিতারং রাজানং যজ্ঞি দোষা নরেশ্বর। ৭  
—রাজন্ ! আপনার দুর্নীতির জন্যই যজ্ঞার্থে আহত  
পশু অপহৃত হল। হে নরনাথ ! বিবিধ দোষ এসে অরক্ষক  
(যজ্ঞ-অশ্বকে রক্ষার্থে অসমর্থ) রাজাকে ধ্বংস করে।  
প্রায়শ্চিত্তং মহাক্রোতরং বা পুরুষর্বভ।  
আনয়ন্ত পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম প্রবর্ততে ॥ ৮  
—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! যতক্ষণে এই যজ্ঞকর্ম আরম্ভ হয়  
তার মধ্যে শীঘ্র যজ্ঞীয় পশুটিকে অথবা একটি মানুষকে বলি  
দেওয়ার জন্য নিয়ে আসুন। এটাই এই অপকর্মের উপযুক্ত  
প্রায়শ্চিত্ত।  
উপাখ্যায়বচঃ শ্রদ্ধা স রাজা পুরুষর্বভঃ।  
অধিরেব মহাবুদ্ধিঃ পশুং গোভিঃ সহস্রশঃ ৯  
“উপাখ্যায়ের (পুরোহিতের) কথা শুনে মহা-

বুদ্ধিমান পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা অশ্বরীষ সহস্র সহস্র গাভীর  
বিনিময়ে একটি নররূপী পশুর অন্বেষণ করতে লাগলেন।  
দেশাঞ্জনপদাংস্তাংস্লামগরাণি বনানি চ।  
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি মার্গমাণো মহীপতিঃ। ১০  
স পুত্রসহিতং তাত সজার্যং রঘুনন্দন।  
ভৃগুভৃঙ্গে সম্বাসীনমৃচীকং সন্দর্শ হ॥ ১১

“বৎস রঘুনন্দন বাম ! রাজা অশ্বরীষ বিভিন্ন দেশ ও  
জনপদ (জনবসতি), নগর, বন ও পবিত্র আশ্রমসমূহে  
অন্বেষণ করতে করতে ভৃগুভৃঙ্গ নামক পর্বতে স্ত্রীপুত্রসহ  
উপবিষ্ট ঋষি ঋচীককে দেখতে পেলেন।

তম্বাচ মহাতেজাঃ প্রশম্মাভিপ্রসাদ্য চ।  
মহর্ষিঃ তপসা দীপ্তং রাজর্ষিরমিতপ্রভঃ॥ ১২

“অপরিমিত প্রভাবশালী মহাতেজস্বী রাজর্ষি অশ্বরীষ  
তপোদীপ্ত ঋষিকে (ঋচীককে) প্রশম করে বললেন—  
পুষ্টা সর্বত্র কুশলমৃচীকং তমিদং বচঃ।  
গবাং শতসহশ্ৰেণ বিক্রীণীষে সূতং যদি॥ ১৩  
শশোরর্থে মহাভাগ কৃতকৃত্যোহস্মি ভার্গব।

“ঋষি ঋচীকের সকল বিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে  
অশ্বরীষ বললেন—মহাত্মন ভৃগুনন্দন ! শতসহস্র (এক  
লক্ষ) গাভীর বিনিময়ে যজ্ঞীয় পশুরূপে যদি আপনার  
একটি পুত্রকে বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হব।

সর্বৈ পরিগতা দেশা যজ্ঞিয়ং ন লেভে পশুম্॥ ১৪  
দাতুমর্হসি মূলান সূতমেকমিতো মম।

—আমি নানা দেশে যজ্ঞীয় পশুর অন্বেষণে পরিভ্রমণ  
করলাম, কিন্তু যজ্ঞের উপযুক্ত পশু পেলাম না। আপনার  
পুত্রদের মধ্য থেকে দয়া করে একটি পুত্র মূল্যের বিনিময়ে  
আমায় দিন।

এবমুক্তো মহাতেজা ঋচীকস্ত্রবীদ্ বচঃ॥ ১৫  
নাহং জ্যেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠ বিক্রীণীয়াং কথঞ্চন।

“মহাতেজস্বী ঋচীক কিন্তু এইরকম কথিত হয়ে  
বললেন—হে নরোত্তম ! আমি কোনও প্রকারেই জ্যেষ্ঠ  
পুত্রকে বিক্রয় করব না।

ঋচীকস্য বচঃ শ্রদ্ধা তেষাং মাতা মহাত্মনা॥ ১৬  
উবাচ নরশার্দূলমশ্বরীষমিদং বচঃ।

“ঋচীকের কথা শুনে সেই মহান পুত্রদের জননী  
নরসিংহ অশ্বরীষকে বললেন—

অবিক্রোয়াং সূতং জ্যেষ্ঠং ভগবানাহ ভার্গবঃ॥ ১৭  
মমপি দয়িতং বিদ্ধি কনিষ্ঠং শুনকং প্রভো।  
তস্মাৎ কনীয়সং পুত্রং ন দান্যো তব পার্থিব॥ ১৮

—হে রাজন্ ! ভগবান ভার্গব বলেছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র  
বিক্রয়যোগ্য নয় (বলে তাকে দেব না)। আমারও কনিষ্ঠ  
পুত্র শুনক আদরের ছেলে। অতএব হে প্রভো ! আমিও  
কনিষ্ঠ পুত্রকে আপনার হাতে দেব না।

প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ।  
মাতৃণাং চ কনীয়াঃসস্তস্মাদ্ রক্ষ্যে কনীয়সম্ ১৯

—হে নরনাথ ! পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রায়  
পিতাদের প্রিয় এবং মাতাদের কাছে কনিষ্ঠপুত্র অতএব  
কনিষ্ঠ পুত্রকে আমি রক্ষা করতে চাই।

উক্তবাক্যে মুনৌ ভস্মিন্ মনিপত্ন্যাং তথৈব চ।  
শুনঃশেপঃ স্বয়ং রাম মধ্যমো বাক্যম্ ব্রবীৎ॥ ২০

“রাম ! সেই মুনি এবং তাঁর পত্নী এই রকম বললে,  
মধ্যমপুত্র শুনঃশেপ নিজেই বললেন—

পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রোয়াং মাতা চাহ কণীয়সম্।  
বিক্রোয়াং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্ব মাম্॥ ২১

—পিতা বলছেন জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিক্রয় করা যাবে না  
এবং মাতা বলছেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করা যাবে না।  
অতএব তাঁরা দুজন মধ্যম পুত্রকেই বিক্রয়যোগ্য মনে  
করছেন। তাই হে রাজপুত্র ! আপনি আমাকেই নিয়ে  
চলুন।

অথ রাজা মহাবাহো বাক্যান্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।  
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য কোটিভী রত্নরাশিভিঃ॥ ২২  
গবাং শতসহশ্ৰেণ শুনঃশেপং নরেশ্বরঃ।  
গৃহীত্বা পরমপ্ৰীতো জগাম রঘুনন্দন। ২৩

“হে মহাবীর রামচন্দ্র ! তখন রাজা অশ্বরীষ ব্রহ্মবাদী  
শুনঃশেপের কথার শেষে কোটি কোটি স্বর্ণ-বৌপ্য ও নানা  
রত্নরাশি সহ শতসহস্র (একলক্ষ) গাভীর বিনিময়ে  
শুনঃশেপকে ক্রয় করে নিয়ে পরমানন্দ চিন্তে চলে  
গেলেন।

অশ্বরীষস্ত রাজর্ষী রথমারোপ্য সত্বরঃ।  
শুনঃশেপং মহাতেজা জগামান্ত মহাযশাঃ॥ ২৪

“মহাতেজাঃ ও মহাযশস্বী অশ্বরীষ তখন দীপ্ত  
শুনঃশেপকে রথে বসিয়ে দ্রুত চলে গেলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তুকীয়ে আদিকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

## দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৬২)

বিশ্বামিত্র কর্তৃক শুনঃশেপের রক্ষণ এবং পুনরায় পুঙ্কর তীর্থে তপশ্চর্যা

শুনঃশেপঃ নরশ্রেষ্ঠ গৃহীত্বা তু মহাযশাঃ।  
ব্রহ্মণ্য পুঙ্করে রাজা মধ্যাহ্নে রঘুনন্দন॥ ১

শুনঃশেপ বলল চললেন—“হে নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র !

মহাযশসী রাজা অশ্বরীষ শুনঃশেপকে নিয়ে যাওয়ার পথে  
ত্রিপুরবেলায় পুঙ্করতীর্থে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

তস্য বিশ্রমমাগস্য শুনঃশেপো মহাযশাঃ।  
পুঙ্করং জ্যেষ্ঠমাগমা বিশ্বামিত্রং দর্শ হ॥ ২

তপস্কর্মবিভিঃ সার্বং মাতুলং পরমাতুরং।

বিশ্রবদনো দীনব্রজা চ শ্রমেণ চ॥ ৩

পশাতক্ষে মূনে রাম বাকাং চৈদমুবাচ হ।

“রাম ! পুঙ্করতীর্থে এসে তিনি (রাজা অশ্বরীষ)

শ্রম করতে থাকলে, মহাযশসী শুনঃশেপ, ঋষিদের  
সঙ্গে তপস্যারত জ্যেষ্ঠ মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখতে

পেলেন। তৎক্ষণ্য এবং পরিশ্রমে কাতর অতীব শোকার্ত ও  
বিশ্রবদন শুনঃশেপ মাতুল মুনি বিশ্বামিত্রের ক্রোড়ে  
পতিত হয়ে বললেন—

ন মেহস্তি মাতা ন পিতা জাতয়ো বাক্ষবাঃ কুতঃ॥ ৪

ব্রাহ্মণ্যসি মং সৌম্য ধর্মেষ মুনিপুঙ্কব।

—হে মুনিপুঙ্কব ! আমার মাতা নেই, পিতা নেই  
(আমি মাতা-পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত)। জ্ঞাতি এবং বন্ধুই বা

কোথায় ? হে সৌম্য ! ধর্মের দোহাই, আপনি আমার রক্ষা  
করুন।

ব্রাতা হুং হি নরশ্রেষ্ঠ সর্বেষাং হুং হি ভাবনঃ॥ ৫

রাজা চ কৃতকার্যঃ স্যাদহং দীর্ঘায়ুরবায়ঃ।

বর্গলোকমুপাশ্রিয়াং তপস্তপ্ত্বা হ্যনুজ্জমম্॥ ৬

—হে নরোত্তম ! আপনিই সকলের পবিত্রাতা,

আপনিই অতীষ্ট বস্ত্রদাতা। আমি প্রার্থনা করছি— রাজা  
অশ্বরীষ তাঁর যজ্ঞকর্মে কৃতকার্য হোন, আর আমিও দীর্ঘায়ু

লাভ করে এবং বিকাররহিত হয়ে অত্যন্ত তপস্যা দ্বারা  
বর্গলোক প্রাপ্ত হই।

ন মে নাথো হ্যনাথস্য ভব ভবোন চেতসা।

পিণ্ডেব পুত্রং ধর্মাস্তংব্রাহ্মণ্যসি কিস্বিবাৎ॥ ৭

—হে ধর্মান্বন ! আমি অনাথ। আপনি প্রসন্নচিত্তে

আমার রক্ষক হোন (আমায় রক্ষা করুন)। পিতা যেমন  
পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আপনি আমায় বিপদ থেকে  
পরিব্রাজ্য করুন।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।

সাত্বয়িত্বা বহুবিধং পুত্রানিদমুবাচ হ॥ ৮

“মহান তপস্বী বিশ্বামিত্র (শুনঃশেপের) সেই কথা  
শুনে তাঁকে নানাভাবে সাত্বনা দিয়ে নিজের পুত্রদের  
বললেন—

যৎকৃতে পিতরঃ পুত্রাজ্ঞনয়ন্তি শুভার্চিনঃ।

পরলোকহিতার্থায় তস্য কালোহয়মাগতঃ॥ ৯

—বৎসগণ ! যে পরলোকে হিতকামনায় পিতৃগণ  
পুত্রদের জন্ম দান করেন, এখন আমাদের সেই সময়  
উপস্থিত হয়েছে

জয়ং মুনিসুতো বালো যন্তঃ শরণমিচ্ছতি।

অস্য জীবিতমাত্রেণ প্রিয়ং কুরুত পুত্রকাঃ॥ ১০

—এই বালক মুনিকুমার আমার শরণাগত। হে পুত্রগণ !

স্বীয় জীবনের বিনিময়ে তোমরা এর প্রিয়কর্ম করো।

সর্বৈ সুকৃতকর্মাণঃ সর্বৈ ধর্মপরায়ণাঃ।

পশুভূতা নরেন্দ্রস্য তৃপ্তিমগ্নেঃ প্রমুচ্ছতঃ॥ ১১

—তোমরা সকলে পুণ্যকর্মা, সকলেই ধর্মপরায়ণ।

অতএব, রাজা অশ্বরীষের যজ্ঞে পশু হয়ে পশুরূপে  
আত্মাহুতি দিয়ে অগ্নিদেবের তৃপ্তিবিধান করো।

নাথবাংচ শুনঃশেপো যজ্ঞচাবিহুতো ভবেৎ।

দেবতাজপিতাশ্চ সূর্যম চাপি কৃতং বচঃ॥ ১২

—এইরকম করলে শুনঃশেপ আবার আশ্রয় পাবে,

রাজা অশ্বরীষের যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হবে। দেবগণ  
হবেন তৃপ্ত আর আমার কথাও (বাগদানও) রক্ষিত হবে।

মুনেস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা মধুচ্ছন্দায়ঃ সূতাঃ।

সাত্ত্বিমানং নরশ্রেষ্ঠ সলীলমিদমব্রুবন্॥ ১৩

“হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই কথা

শুনে তাঁর মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি পুত্রেরা অভিমান করে অবহেলা  
ভরে বললেন—

কথমাস্তসুতান্ হিত্বা ত্রায়সেহন্যসুতং বিভো।

অকার্যমিষ পশ্যামঃ শৃমাংসমিষ ভোজনে॥ ১৪

—প্রভো ! কেন আপনি নিজের পুত্রদের পরিত্যাগ

করে পরের পুত্রকে রক্ষা করছেন (রক্ষা করতে  
চাইছেন) ? আপনার এই নির্দেশকে আমরা ভোজনকালে

কুকুরের মাংসের স্পর্শের মতো অকর্তব্য মনে করি।

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং মুনিপুঙ্কবঃ।



ক্রোধসংরক্তনয়নো

ব্যাহর্তৃমুপচক্রমে ॥ ১৫

“পুত্রদের সেই কথা শুনে ক্রোধে রক্তচক্ষু মুনিশ্রেষ্ঠ  
বিশ্বামিত্র পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—

নিঃসাক্ষসমিদং প্রোক্তং ধর্মানপি বিগর্হিতম্।

অতিক্রমা তু মদ্বাকাং দারুণং রোমহর্ষণম্ ॥ ১৬

শূমাংসভোজিনঃ সর্বে বাসিষ্ঠা ইব জাতিযু।

পূর্ণং বর্ষসহস্রং তু পৃথিব্যামনুবৎসযা ॥ ১৭

—আমার নির্দেশ লঙ্ঘন করে ধর্মবিরুদ্ধ নিন্দনীয়  
নিদারুণ রোমাঙ্ককর এই কথা তোমরা নির্ভয়ে বললে,  
সেইজন্য তোমরা সকলে বশিষ্ঠ পুত্রদের মতো নিন্দিত  
জাতিদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে কুকুরমাংসভোজী হয়ে পূর্ণ  
সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতে বাস করবে।

কৃদ্বা শাপসমায়ুক্তান্ পুত্রান্ মুনিবরস্তদা।

শুনঃশেষমুবাচাৰ্তং কৃদ্বা রক্ষাং নিরাময়াম্ ॥ ১৮

“নিজের পুত্রদের এইরূপে অভিশাপ দিয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ  
বিশ্বামিত্র ভয়াৰ্ত্ত শুনঃশেপকে নির্বিঘ্নে রক্ষার উপায় বলে  
দিলেন।

পবিত্রপাশৈরাবদ্ধো রক্তমাল্যানুলেপনঃ।

বৈষ্ণবঃ যুপমাসাদ্য বাগ্ভিরগ্নিমুদাহর ॥ ১৯

ইমে চ গাথে যে দিব্যো গায়েথা মুনিপুত্রক।

অশ্বরীষস্যা যজ্ঞেহস্মিন্ততঃ সিদ্ধিমবাভ্যাসি ॥ ২০

—হে মুনিকুমার ! রাজা অশ্বরীষের এই যজ্ঞে  
রক্তপুষ্পমাল্যে ভূষিত ও রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হয়ে পবিত্র  
কুশ রজ্জুতে বদ্ধ অবস্থায় ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বলির  
যুপকাষ্ঠের নিকট আনীত হয়ে এই দুটি গাথা গান করে তুমি  
অগ্নিদেবের স্তুতি করবে, এবং তাহলেই তুমি সিদ্ধিলাভ  
করবে।

শুনঃশেপো গৃহীত্বা তে যে গাথে সুসমাহিতঃ।

কুরম্মা রাজসিংহং তমশ্বরীষমুবাচ হ ॥ ২১

“শুনঃশেপ সমাহিত (একাগ্র) চিত্তে সেই গাথা  
দুটি গ্রহণ করে শীঘ্র রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বরীষের কাছে গিয়ে  
বললেন—

রাজসিংহ মহাবুদ্ধে শীঘ্রং গচ্ছাবহে বয়ম্।

নিবর্তনস্ত রাজেন্দ্র দীক্ষাং চ সমুদাহর ॥ ২২

—মহাবুদ্ধিমান হে রাজসিংহ ! চলুন আমরা শীঘ্র  
যাই হে রাজশ্রেষ্ঠ ! যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ কবে যজ্ঞকার্য  
সম্পন্ন করুন।

তদ্ বাক্যম্মিহপুত্রস্যা শ্রদ্ধা হর্ষসমমিতঃ।

জগাম নৃপতিঃ শীঘ্রং যজ্ঞবাটমতস্তিতঃ ॥ ২৩

“ঋষিপুত্রের শুনঃশেপের সেই কথা শুনে  
হর্ষোৎকুল রাজা অশ্বরীষ আলস্য ত্যাগ করে শীঘ্র যজ্ঞস্থলে  
গেলেন।

সদস্যানুমতে রাজা পবিত্রকৃতলঙ্ঘনম্।

পশুং রক্তাহরং কৃদ্বা যুপে তং সমবদ্ধয়ৎ ॥ ২৪

“রাজা অশ্বরীষ পৌরোহিত্যে বৃত্ত সদস্যদের  
অনুমতিক্রমে পবিত্রচিহ্নযুক্ত যজ্ঞীয় পশুকে  
(শুনঃশেপকে) রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়ে যুপকাষ্ঠে বেঁধে  
দিলেন।

স বদ্ধো বাগ্ভিরগ্নয়াভিরভিত্তুষ্টাব বৈ মুরৌ।

ইন্দ্রমিচ্ছানুজং চৈব যথাবদ্বুনিপুত্রকঃ ॥ ২৫

“যুপবদ্ধ মুনিকুমার যথাযথ উত্তম স্তুতিমন্ত্র দ্বারা ইন্দ্র  
এবং উপেন্দ্র (বিষ্ণুকে) স্তুত করতে লাগলেন।

ততঃ প্রীতঃ সহস্রাক্ষো রহস্যান্ত্রিতোষিতঃ।

দীর্ঘমায়ুস্তদা প্রাদাচ্ছনঃশেপায় বাসবঃ ॥ ২৬

“অতঃপর গুহ্য স্তবমন্ত্রে সন্তুষ্ট সহস্রলোচন ইন্দ্র  
প্রীত হয়ে তৎক্ষণাৎ শুনঃশেপকে দীর্ঘায়ু (যশোময় দীর্ঘ  
জীবন) দান করলেন।

স চ রাজা নরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্য চ সমাপ্তবান্।

ফলং বহুগুণং রাম সহস্রাক্ষপ্রসাদজম্ ॥ ২৭

“হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! রাজা অশ্বরীষও সহস্রলোচন  
ইন্দ্রের অনুগ্রহে যজ্ঞফলের বহুগুণ অধিক ফল লাভ  
করলেন।

বিশ্বামিত্রোহসি ধর্মান্ধা ভূয়ন্তেপে মহাতপাঃ।

পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষশতানি চ ॥ ২৮

“হে পুষ্পপ্রবর শ্রীরাম ! মহান তপস্বী বিশ্বামিত্রও  
পুষ্কর তীরে পুনর্বার সহস্র বৎসর তপস্যা করেছিলেন”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

## ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৬৩)

বিশ্বামিত্রের ঋষি এবং মহর্ষি উপাধি প্রাপ্তি, মেনকা কর্তৃক তাঁর তপোভঙ্গ,  
ত্র্যম্বকপদ প্রাপ্তির জন্য তাঁর দুষ্কর তপশ্চরণ

পূর্ণ বর্ষসহস্রে তু ব্রতস্নাতং মহামুনিম্  
জ্জাগচ্ছন্ সুরাঃ সর্বে তপাঃ ফলচিকীর্ষবঃ ॥ ১

‘জনকরাজ পূর্বোহিত বলতে লাগলেন—“তপস্যার  
সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রতসমাপ্তি-  
জনিত (শাস্ত্রীয়) স্নান সমাপন করলেন। তখন তপস্যার  
ফল প্রদানেচ্ছায় দেবতারা সকলে তাঁর কাছে উপস্থিত  
হলেন।

জ্জগীৎ সুমহাতেজা ব্রহ্মা সুকৃষ্ণিঃ বচঃ।  
বুদ্ধিমসি ভদ্রং তে স্বাজীতেঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ ॥ ২

“মহাতেজস্বী ব্রহ্মা সুমধুর বাক্যে বললেন—নিজের  
উপার্জিত শুভ কর্মের ফলেই তুমি ঋষি হয়েছ (ঋষিত্ব প্রাপ্ত  
হয়েছ); তোমার মঙ্গল হোক।

ভ্রমবমুখা দেবেশপ্রদিবং পুনরভ্যাগাৎ।  
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ভূয়ন্তেপে মহৎ তপাঃ ॥ ৩

“দেবেশ্বর ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলে আবার  
মুগ্ধে চলে গেলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রও পুনরায় কঠোর  
তপস্যা আকম্প করলেন।

ততঃ কালেন মহতা মেনকা পরমাক্সরাঃ।  
পুঙ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ স্নাতুং সমুপচক্রমে ॥ ৪

“হে পুরুষপ্রবর শ্রীরাম ! বিশ্বামিত্রের তপস্যা  
অরন্তের বহু বৎসর পরে একদিন পরমা সুন্দরী অক্ষরা  
মেনকা পুঙ্করতীরে স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

জাং দদর্শ মহাতেজা মেনকাং কুশিকান্ধজঃ।  
রূপেণাপ্রতিমাং তত্র বিদ্যুতং জলদে যথা ॥ ৫

“কুশিকনন্দন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র, মেঘের গায়ে  
বিদ্যুতের মতো পুঙ্করের জলে অতুলনীয় রূপবতী  
মেনকাকে দেখতে পেলেন।

কন্দর্পদর্পবশাণো মুনিস্তামিদমব্রবীৎ।  
অক্ষরঃ স্বাগতং ভেৎসন্ত বস চেহ মমাপ্রমে ॥ ৬

“কামমুগ্ধ মুনি বিশ্বামিত্র মেনকাকে বললেন—অগ্নি  
অক্সরে ! তোমায় স্বাগত। আমার এই আশ্রমে তুমি অবস্থান  
করো।

অনুগৃহীষ ভদ্রং তে মদনেন বিমোহিতম্  
ইত্যুক্তা সা বরারোহা তত্র বাসমথাকরোৎ ॥ ৭

“(কামদগ্ধ বিশ্বামিত্র বললেন—) আমি কামমোহিত,  
আমাকে তুমি অনুগ্রহ করো। তোমার মঙ্গল হোক। এই কথা  
বল্যায়, সেই সুন্দরী নিতম্বিনী সেই আশ্রমে বাস করতে  
লাগলেন।

তপসো হি মহানিঘ্নো বিশ্বামিত্রমুপাগমৎ।  
তস্যাং বসন্ত্যাং বর্গাণি পঞ্চ চ রাসবঃ ॥ ৮

বিশ্বামিত্রাশ্রমে সৌম্যো সুপেন ব্যতিচক্রমুঃ।  
“হে রাসব রামচন্দ্র ! তখন বিশ্বামিত্রের তপস্যায়  
মহাবিঘ্ন উপস্থিত হল। বিশ্বামিত্রের মনোবশ আশ্রমে  
মেনকা বাস করতঃ বিশ্বামিত্র ও মেনকার দশ বৎসর সুখে  
অতিবাহিত হল।

অথ কালে গতে তস্মিন্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ৯  
সত্ৰীড় ইব সংবৃত্তশিষ্টাশোকপরাক্ষরঃ।  
বুদ্ধির্মুনেঃ সমুৎপন্ন্য সামর্ঘ্য্য রঘুনন্দনঃ ॥ ১০

সর্বং সুরাণাং কর্মৈতৎ তপোহপহরণং মহৎ।  
“এইভাবে দশবৎসর কাল অতিবাহিত হলে,  
মহামুনি বিশ্বামিত্র লজ্জিত হয়ে দুশ্চিন্তা ও শোকে নিমগ্ন  
হলেন। হে রঘুনন্দন ! তখন মুনির চিত্তে সক্রোধ বুদ্ধির  
উদয় হল—আমার তপস্যা নষ্ট করার জন্য এই সকলই হল  
দেবতাদের কুচক্র।

অহোরাত্রাপদেশেন গতঃ সহস্রসরা দশ ॥ ১১  
মামমোহাভিভূতন্য বিঘ্নোহয়ং প্রত্যপহিতঃ।  
স নিঃশ্বসন্ মুনিবরঃ পচাত্তাপেন দুঃখিতঃ ॥ ১২

“এই বাধা উপস্থিত হয়ে কামমোহাভিভূত আমার  
দশটা বছর একটা দিন-রাত্রির মতো ব্যথা অতিবাহিত হয়ে  
গেল। এই কথা চিন্তা করে মুনিবর বিশ্বামিত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস  
ত্যাগ করে অনুতাপে বিষন্ন হয়ে পড়লেন।

ভীতামক্ষরসং দষ্টা বেপতীং প্রাজ্জলিং হিতাম্।  
মেনকাং মধুরৈর্বাকৌর্বিসৃজ্য কুশিকান্ধজঃ ॥ ১৩

উত্তরং পর্বতং রাম বিশ্বামিত্রো জগাম হ।  
“রাম ! ভয়ে কম্পমানা অক্ষরা মেনকাকে কৃতাজ্জলি  
হয়ে অবস্থিতা দেখে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র মধুর বাক্যে  
তাঁকে (মেনকাকে) বিদায় দিয়ে উত্তর পর্বতে (হিমালয়ে)  
চলে গেলেন।

স কৃষ্ণা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাযশাঃ ॥ ১৪  
কৌশিকীতীরমাসাদ্য তপস্তপে দুরাসদম্।

“মহাযশস্বী মুনি বিশ্বামিত্র কামকে জয় করার জন্য  
বুদ্ধিকে (মনকে) দৃঢ় ও একনিষ্ঠ করে কৌশিকী নদীর তীরে  
এসে দূশ্চর তপস্যা করতে লাগলেন।

তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরং তপ উপাসতঃ ॥ ১৫  
উত্তরে পর্বতে রাম দেবতানামভূদ্ ভ্যাম্।

আমস্ত্বয়ন্ সমাগম্য সর্বৈ সর্ষিগণাঃ সুরাঃ ॥ ১৬  
মহর্ষিশব্দং লভতাং সাধব্যাং কুশিকাজ্জঃ।

“রাম ! উত্তর পর্বতে তিনি সহস্র বৎসর ব্যাপী  
কঠোর তপস্যা করতে থাকলে, দেবতাদের ভয় হল। তখন  
ঋষিগণ সহ দেবতারা সকলে সম্মিলিত হয়ে পরস্পর  
মন্ত্রণা (পবামর্শ) করে উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন— এই  
কুশিক-নন্দন মহর্ষি পদ লাভ করুন।

দেবতানাং বচঃ শ্রদ্ধা সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ১৭  
অত্রবীরাধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

মহর্ষে স্বাগতং বৎস তপসোগ্রেশ তেযিতঃ ॥ ১৮  
মহত্‌ম্‌বিমুখাত্তং দদামি তব কৌশিক।

“দেবতাদের কথা শুনে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা  
তপঃশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে মধুর বচনে বললেন— বৎস ! তুমি  
মহর্ষি, তোমাকে স্বাগত। তোমার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট  
হয়ে, হে কুশিকনন্দন ! তোমাকে আমি মহত্ব এবং ঋষিদের  
মধ্যে মুখ্যত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) দান করলাম (তুমি মহর্ষি এবং  
ঋষিমুখ্য বলে পরিগণিত হলে)।

ব্রহ্মপশু বচঃ শ্রদ্ধা বিশ্বামিত্রতপোধনঃ ॥ ১৯  
প্রাজ্ঞলিঃ প্রপতো ভৃদ্ধা প্রত্যুবাচ পিতামহম্।

ব্রহ্মর্ষিশব্দমতুলং স্বর্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ ॥ ২০  
যদি মে ভগবদ্রাহ ততোহহং বিজিতেন্দ্রিযঃ।

“তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার কথা শুনে প্রশংসা করে  
কৃতাজ্জলিপুটে পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তরে বললেন  
—ভগবন্ ! যদি আমার শুভকর্মফলে অর্জিত পুণ্যের দ্বারা

আমাকে অতুলনীয় ব্রহ্মর্ষি বলেন, তাহলেই আমি  
জিতেন্দ্রিয় হয়েছি বুঝবো।

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা ন ভাবৎ স্বং জিতেন্দ্রিযঃ ॥ ২১  
যতস্ব মুনিশার্দূল ইত্যাক্ষা ত্রিদিবং গতঃ।

“তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে বললেন—তুমি জিতেন্দ্রিয়  
হতে পারনি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তুমি এই বিষয়ে ইন্দ্রিয়জয়ের  
জন্য প্রযত্ন করো (অর্থাৎ যত্নবান হও)।” এই বলে ব্রহ্মা  
স্বর্গে চলে গেলেন।

বিপ্রহিতেষু দেবেষু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ২২  
উর্ধ্ববাহুর্নিরালম্বো বায়ুভক্ষতপশ্চরন্।

যর্মে পঞ্চতপা ভৃদ্ধা বর্ষাশ্বাকাশসংশ্রয়ঃ ॥ ২৩  
শিশিরে সলিলেশায়ী রাজ্রাহানি তপোধনঃ

এবং বর্ষসহস্রং হি তপো ঘোরমুপাগমৎ ॥ ২৪

“দেবতারা চলে গেলে মহামুনি বিশ্বামিত্র বিনা  
অবলম্বনে উর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন ; তখন  
তাঁর আহাৰ্য (খাদ্য) ছিল কেবল বায়ু। গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা,  
বর্ষাকালে মুক্ত আকাশের নীচে বসে আর শীতকালে  
দিবারাত্র জলমধ্যে অবস্থান করে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে  
বেধে সেই তপস্বিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র সহস্র বৎসর যাবৎ উৎকট  
তপস্যা করতে লাগলেন।

তস্মিন্ সন্তপ্যামানে তু বিশ্বামিত্রে মহামুনিঃ।

সন্তাপঃ সূমহানাসীৎ সুরাণাং বাসবসা চ ॥ ২৫

“মহামুনি বিশ্বামিত্র এইভাবে কঠোর তপস্যা করতে  
থাকলে, দেবতাদের এবং বিশেষত ইন্দ্রের মনে অত্যন্ত  
সন্তাপ (ভয় হেতু আলা) বৃদ্ধি পেল।

রস্তামঙ্গরসং শত্রুঃ সর্বৈঃ সহ মরুদগণৈঃ।

উবাচান্বহিতং বাক্যমহিতং কৌশিকস্য চ ॥ ২৬

“উনপঞ্চাশৎ মরুৎ দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র  
অঙ্গুরা রস্তার কাছে নিজের (ইন্দ্রের) পক্ষে হিতকর (মঙ্গল  
জনক, অথচ) কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের পক্ষে অহিতকর  
(ক্ষতিকারক) বাক্যসকল বলতে লাগলেন।”

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥



## চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৬৪)

বিশ্বামিত্রের অভিশাপে অঙ্গরা রক্তার পাষণ মূর্তিধারণ এবং ব্রাহ্মণত্ব  
লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের পুনর্বীর দূশের তপস্যা

সুরকামিদং রক্তে কর্তব্যঃ সুমহৎ জয়া।  
গোজনং কৌশিকসোহ কামমোহসমম্বিতম্॥ ১

শতানন্দ বলতে লাগলেন—“রক্তাকে ইন্দ্র বললেন  
—অগ্নি রক্তে ! তুমি কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে কাম ও  
মোহের দ্বারা মোহগ্রস্ত করবে। দেবতাদের মঙ্গলের জন্য  
এই দেবকাৰ্য্যটি তোমায় করতে হবে।

জ্ঞানো সাক্ষরা রাম সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।  
ব্রীড়িতা প্রাজ্জলির্বাকাং প্রত্যাচ সুরেশ্বরম্॥ ২

“রাম ! সেই অঙ্গরাকে সহস্রলোচন ইন্দ্র এই কথা  
বলে, অঞ্জলিবদ্ধা হয়ে (করজোড়ে) লজ্জিতা অঙ্গরা  
দেবরাজকে বললেন—

জয়ং সুরগতে ঘোরো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।  
ক্লোষমুৎস্রাক্ষাতে ঘোরং ময়ি দেব ন সংশয়ঃ॥ ৩

—হে দেবরাজ ! এই মহামুনি বিশ্বামিত্র ভয়ঙ্কর  
ক্রেমী। হে দেব ! আমি তাঁকে প্রলোভিত করতে গেলে  
তিনি আমার প্রতি ভয়ানক ক্রোধের প্রয়োগ করবেন,  
কোনও সন্দেহ নেই।

ততো হি মে ভয়ং দেব প্রসাদং কর্তুমহসি।  
এবমুক্তয়া রাম সভয়ং ভীতয়া তদা॥ ৪

অত্বেচ সহস্রাক্ষো বেপমানাং কৃতাজলিম্।  
মা ভৈষী রক্তে ভদ্রং কুরুষ মম শাসনম্॥ ৫

‘রক্তা বললেন—হে দেব ! বিশ্বামিত্রকে আমার বড়  
ভয়। অতএব, কৃপা করুন, এই ভয়ঙ্কর কাজে আমার  
নির্দেশ দেবেন না। রাম ! ভীতা রক্তা এই কথা বললে,  
সহস্রলোচন ইন্দ্র তখন ভয়ে কম্পমানা অঞ্জলিবদ্ধা রক্তাকে  
বললেন—রক্তে ! ভয় পেয়ো না। তোমার মঙ্গল হবে।  
আমার আদেশ পালন কর।

কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরক্রমে।  
অহং কন্দর্পসহিতঃ হ্যাস্যামি তব পার্শ্বতঃ॥ ৬

—মধুসাসে (বসন্তে চৈত্রমাসে পুষ্পপল্লবে সুশোভিত)  
স্বর্গীয় তরুতে আমি মনোগ্রাহী (মন কাড়া সুস্বরযুক্ত) কোকিল  
হয়ে কামদেবের সঙ্গে তোমার পাশে পাশে থাকব।

যং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্।  
উম্বিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্॥ ৭

—অগ্নি সুন্দরি ! তুমি নিজের রূপকে বহুগুণ সমুজ্জ্বল  
(কাক্তিমান) করে সেই তপস্বী ঋষি কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের  
হৃদয় বিদ্ধ করো।

সা শ্রদ্ধা বচনং তস্য কৃত্বা রূপমনুত্তমম্।  
লোভয়ামাস লজ্জিতা বিশ্বামিত্রং শুচিস্মিতা॥ ৮

“হাস্য লাস্যময়ী ললিত-রূপবতী রক্তা ইন্দ্রের সেই  
কথা শুনে অত্যুত্তম রূপ ধারণ করে বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ  
করতে লাগলেন।

কোকিলস্য তু শুশ্রাব বহু ব্যাহরতঃ স্বনম্।  
সম্প্রহৃষ্টেন মনসা স চৈনামহবৈবকতঃ॥ ৯

“বিশ্বামিত্র কৃজনরত কোকিলের মধুর স্বর শুনেতে  
পেলেন ; পরে প্রফুল্লিতচিত্তে রক্তাকে দেখতে পেলেন।

অথ তস্য চ শব্দেন গীতেনাপ্রতিমেন চ।  
দর্শনেন চ রক্তয়া মুনিঃ সন্দেহমাগতঃ॥ ১০

“তখন কোকিলের কৃজন এবং রক্তার রূপ দর্শনে ও  
তাঁর অতুলনীয় মধুর সঙ্গীত শ্রবণে মুনির মনে সন্দেহ হল।  
সহস্রাক্ষস্য তৎসর্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ।

রক্তাং ক্লোষসমাবিষ্টঃ শশাপ কুশিকান্বজঃ॥ ১১

“এ সবই সহস্রলোচন ইন্দ্রের কুতূহল, এই বিষয়  
বুঝতে পেরে, মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে  
রক্তাকে অভিশাপ দিলেন।

যন্যং লোভয়সে রক্তে কামক্লোষজয়ৈষণম্।  
দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী হ্যাস্যসি দুর্ভগে॥ ১২

—ওরে ক্রুরস্বভাবা রক্তা ! আমি কামক্লোষ-  
জয়াভিলাষী, আর তুমি কিনা আমাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছ !  
তাই আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি দশ হাজার বছর  
পাথর হয়ে থাকবে।

ব্রাহ্মণঃ সুমহাতেজাঃপোবলসমম্বিতঃ।  
উদ্ধরিষ্যতি রক্তে জ্বাং মৎক্লোষকলুষীকৃতাম্॥ ১৩

—অগ্নি রক্তে ! তুমি আমার ক্রোধে মলিনা (প্রস্তরীভূতা)  
হলে। দশ হাজার বছর পরে তোমাকে উদ্ধার করবেন,  
তপোবলে বলীয়ান মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ।

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।  
অশক্রুবন্ ধারয়িতুং কোপং সত্তাপমাত্মনঃ॥ ১৪

“মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র নিজের ক্রোধ ধরে রাখতে না পেরে (সামলাতে না পেরে) এই অভিশাপবাণী উচ্চারণ করায় অত্যন্ত মানসিক সম্ভ্রান্ত অনুভব করলেন।

তস্য শাপেন মহতা রজ্জা শৈলী তদাভবৎ।

বচঃ শ্রুত্বা চ কন্দর্পো মহর্ষেঃ স চ নির্গতঃ॥ ১৫

“মহর্ষির ভয়ানক অভিশাপে রজ্জা পাথর হয়ে গেলেন। রজ্জার প্রতি এই অভিশাপ শ্রবণ করে কন্দর্প ভীত হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করলেন।

কেশেন চ মহাতেজাস্ত্রশোহপহরণে কৃত্তে।

ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈ রাম ন লেভে শাস্ত্রিমান্বনঃ॥ ১৬

“রাম ! ক্রোধহেতু তপঃশক্তি অপহৃত হল, অথচ ইন্দ্রিয়জয়ে অসামর্থ্য অনুভব করে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র মনে শাস্তি লাভ করতে পারলেন না।

বভূবাস্য মনশ্চিন্তা ভ্রমোহপহরণে কৃত্তে।

নৈবঃ ক্রোধঃ গমিষ্যামি ন চ বক্ষ্যে কথংচনঃ॥ ১৭

‘ক্রোধহেতু তপঃশক্তি অপহৃত (নষ্ট) হওয়ায় বিশ্বামিত্রের মনে চিন্তার উদয় হল। (তিনি চিন্তা কবলেন)

—এইরকম ক্রোধ আর কখনও করব না, কোনওরকম অভিশাপ বাকাও আর বলব না।

অথবা নোচ্ছবসিস্যামি সংবৎসরশতান্যপি।  
অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেজস্বিঃ॥ ১৮

‘অথবা, শতবর্ষব্যাপী আমি শ্বাসরোধ দ্বারা ইন্দ্রিয়-গুলিকে জয় করে নিজের শরীরকে শুষ্ক করে ফেলব।  
তাবদ্ যাবদ্ধি মে প্রাপ্তঃ ব্রাহ্মণ্যঃ তপসার্জিতম্।

অনুষ্ঠবসমভূজ্ঞানন্তিষ্ঠেয়ঃ শাস্ত্রীঃ সমাঃ॥ ১৯

‘তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন পর্যন্ত অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা যতদিন ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে না পারছি ততদিন পর্যন্ত অনন্তকাল (সুদীর্ঘ বৎসর কাল) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসহীন ও ভোজনহীন হয়ে থাকব (শ্বাস এবং আহার গ্রহণ না করে তপস্যা করব)।

নহি মে তপ্যমানস্য ক্ষয়ঃ যাস্যন্তি মূর্তয়ঃ।

এবং বর্ষসহস্রস্য দীক্ষাং স মুনিপূজবঃ।

চকারাপ্রতিমাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দনঃ॥ ২০

‘তপস্যারত অবস্থায় আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির কোনরূপ ক্ষয় হবে না—হে রঘুকুলনন্দন রাম ! মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র এইরকম চিন্তা করে, সহস্র বৎসর পর্যন্ত তপস্যার দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং পৃথিবীতে অতুলনীয় প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাস্তুকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৪॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৪॥

### পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (৬৫)

কঠোর তপস্যা দ্বারা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে মৈত্রী,  
বিশ্বামিত্রের কাহিনী শ্রবণে রাজা জনক কর্তৃক ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রশংসা

অথ হৈমবতীঃ রাম দিশং ভাষ্ক্বা মহামুনিঃ।

পূর্বা দিশমনুপ্রাপ্য তপস্তপে সুদারুণম্॥ ১

‘রাজা জনকের পুরোহিত শতানন্দ বলে চললেন —“রাম ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতঃপর উত্তর দিক পরিত্যাগ করে পূর্বদিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন।

মৌনং বর্ষসহস্রস্য কৃদ্বা ব্রতমনুস্তমম্।

চকারাপ্রতিমাং রাম তপঃ পরমদুষ্করম্॥ ২

‘রঘুনন্দন ! সেই মহর্ষি সহস্র বৎসরব্যাপী অত্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বন করে অতুলনীয় অতীব

দুষ্কর তপস্যা করলেন।

পূর্ণ বর্ষসহস্রে তু কাষ্ঠভূতঃ মহামুনিম্।

বিদৈর্বহুভিরাধূতঃ ক্রোধো নাস্তরমাবিশৎ॥ ৩

‘‘তপস্যার সহস্র বৎসর পূর্ণ হল। নানাপ্রকার বিধে বিক্ষিপ্ত মহামুনির দেহ হল শুষ্ক কাষ্ঠবৎ। তথাপি তাঁর অন্তরে ক্রোধ প্রবেশ করল না।

স কৃদ্বা নিশ্চয়ং রাম তপ আতিষ্ঠতাবারম্।

তস্য বর্ষসহস্রস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ॥ ৪

ভোক্তৃমারুতবানহঃ তস্মিন্ কালে রঘুত্তম।

হ্রো বিজাতির্জুহা তং সিদ্ধমাময়াচত ॥ ৫  
 “রাম ! সেই মহান ব্রতী বিশ্বামিত্র দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে  
 অক্ষয় তপস্যা করলেন। এইভাবে তাঁর ব্রতের সহস্র  
 বৎসর পূর্ণ হলে তিনি অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হলেন।  
 হৃজবসরে, হে রাঘবশ্রেষ্ঠ রাম ! ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ  
 করে তাঁর কাছে এসে সেই রামা করা অন্ন প্রার্থনা  
 করলেন।

ভৃশ্ব দহা তদা সিদ্ধং সর্বং বিপ্রায় নিশ্চিতঃ।  
 নিঃশেষিতেহস্মে ভগবানভুঙ্কৈব মহাতপাঃ ॥ ৬

“তখন মহান তপস্বী ভগবান বিশ্বামিত্র সঙ্কল্প  
 করে রামা করা সবটুকু অন্নই সেই ব্রাহ্মণকে দান করলেন  
 এবং অন্ন নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি অভুক্তই থেকে  
 গেলেন।

ন কিঞ্চিদবদৎ বিপ্রং মৌনব্রতমুপাহিতঃ।  
 ভৈবাসীৎ পুনর্মৌনমনুচ্ছবাসং চকার হ ॥ ৭

“ভগবান বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণকে কিছুই না বলে  
 মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক পুনরায় শ্বাসরোধ করে পূর্ববৎ  
 তপস্যায় নিরত হলেন।

অথ বর্ষসহস্রং চ নোচ্ছবসন্ মুনিপুঙ্গবঃ।  
 তস্যানুচ্ছবসমানস্য মূর্ষি ধূমো ব্যজায়ত ॥ ৮

“অতঃপর মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র শ্বাসরোধ করে সহস্র  
 বৎসর তপস্যারত ছিলেন। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তাঁর মস্তক  
 থেকে ধূম উদ্গত হতে লাগল।

ত্রৈলোক্যং যেন সম্ভ্রান্তমাতপিতমিবাভবৎ।  
 ততো দেবর্ষিগন্ধর্বাঃ পন্নগোরগরাক্ষসঃ ॥ ৯

মোহিতান্তপসা তস্য তেজসা মন্দরশ্ময়ঃ।  
 কমলোপহতাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্ ॥ ১০

“মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যাজনিত তেজে ত্রিভুবন  
 উত্তপ্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই তেজে দেবর্ষি-গন্ধর্ব-  
 নাগ-উরগ-রাক্ষসেরা সকলে নিম্প্রভ ও মূর্ছিত হয়ে  
 পড়লেন। তখন মোহবিষ্ট সকলে পিতামহ ব্রহ্মাকে  
 বললেন—

বহুভিঃ কার্যৈর্দেব বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।  
 শোভিতঃ ক্রোধিতশ্চৈব তপসা চাভিবর্ষতে ॥ ১১

—হে ব্রহ্মণ্যদেব ! মহামুনি বিশ্বামিত্রকে নানাপ্রকারে  
 লুপ্ত ও ক্রুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর  
 তপস্যা বর্ধিতই হয়ে চলেছে।

মহাসা বৃজিনঃ কিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে সূক্ষ্মমপাত।  
 ন দীপ্যতে যদি কস্য মনসা যদভীজিতম্ ॥ ১২

বিনাশয়তি ত্রৈলোক্যং তপসা সচরাচরম।  
 ব্যাকুল্যাদ্ দিশঃ সর্বা ন চ কিঞ্চিদ্ প্রকাশতে ॥ ১৩

—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সামান্যতমও দোষ দৃষ্ট হচ্ছে না।  
 অতএব, এর মনের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় যদি পূরণ করা না  
 হয়, তাহলে ইনি স্থানর-জঙ্গমসহ ত্রিভুবন ধ্বংস করে  
 দেবেন। সকল দিক জাচ্ছন্ন হয়ে আসছে, কিছুই  
 গোচরীভূত হচ্ছে না।

সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বে বিশীর্ণেষু চ পর্বতাঃ।  
 প্রকম্পতে চ বসুধা বায়ুরাভীহ সঙ্কলঃ ॥ ১৪

—সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। পর্বতসকল বিদীর্ণ হয়ে  
 যাচ্ছে। ধরিত্রী প্রকম্পিত এবং বায়ু প্রচণ্ড (ঝড়ের) গতিতে  
 প্রবাহিত হচ্ছে।

ব্রহ্মন্ ন প্রতিজানীমো নান্তিকো জায়তে জনঃ।  
 সম্পূটমিব ত্রৈলোক্যং সম্প্রক্ষুভিতমানসম্ ॥ ১৫

—হে ব্রহ্মন্ ! আমরা এর প্রতিকারের উপায় বুঝতে  
 পারছি না। সকল মানুষ নান্তিক হয়ে যাচ্ছে। ত্রিভুবন-  
 বাসীদের ক্ষুব্ধ ও হতবুদ্ধি মন বিপথগামী হচ্ছে।

ভাস্করো নিম্প্রভশ্চৈব মহর্ষেস্তস্য তেজসা।  
 বুদ্ধিং ন কুরুতে যাবদাশে দেব মহামুনিঃ ॥ ১৬

তাবৎ প্রসাদো ভগবমগ্নিরূপো মহাদ্যুতিঃ।  
 কালাগ্নিনা যথা পূর্বং ত্রৈলোক্যং দহাতেহখিলম্ ॥ ১৭

দেবরাজ্যং চিকীর্ষেত দীপ্যতামসা যশনঃ।  
 —সেই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যার তেজে সূর্যও  
 নিম্প্রভ হয়ে গেছে। হে ভগবন্ ! পূর্বে যেমন মহাকালাগ্নি  
 নিখিল ত্রিভুবনকে দহা করেছিল, তদ্রূপ মহাগ্নিদ্যুতিমান  
 মহর্ষি যেন ধ্বংস করার বুদ্ধি না করেন, সেইজন্য তাঁকে  
 প্রসন্ন করুন। হে দেব ! মহর্ষির মন যা চায়, এমনকি  
 স্বর্গরাজ্যও তাঁকে দান করুন।

ততঃ সুরগণাঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ ॥ ১৮

বিশ্বামিত্রং মহাস্থানং বাক্যং মধুরমব্রুবন্।  
 “তখন পিতামহ ব্রহ্মাকে পুরোভাগে (সামনে) নিয়ে  
 দেবতারা সকলে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্যে  
 বললেন—

ব্রহ্মর্ষে স্বাগতং তেহস্ত তপসা শ্ম্য সুতোষিতাঃ ॥ ১৯

ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌলিকঃ।  
 —হে ব্রহ্মর্ষি ! আপনাকে স্বাগত। আপনার তপস্যায়  
 আমরা সকলেই সমৃদ্ধ। হে কৌলিকন্দন ! উগ্র তপস্যা দ্বারা  
 আপনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

দীর্ঘমায়ুশ্চ তে ব্রহ্মন্ দদামি সমরক্ষণম্ ॥ ২০



যক্তি প্রাপুহি ভ্রমঃ তে গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।

—হে ব্রহ্মন্ ! যক্ষগণসহ আমি (ব্রহ্মা) আপনাকে দীর্ঘ আয়ু দান করছি। হে সৌম্য ! আপনি স্তুতি লাভ করুন আপনার কল্যাণ হোক। সানন্দে যথেষ্ট ভ্রমণ করুন।  
পিতামহবচঃ শ্রদ্ধা সবেৰ্ধাঃ ত্রিদিবৌকসাম্। ২১  
কৃষা প্রণামঃ মুদিতো বাজ্রহার মহামুনিঃ।

“লোকপিতামহ ব্রহ্মার আশীর্বাদসূচক কথা শুনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রফুল্লিত চিত্তে দেবতাদের সকলকে প্রণাম করে বললেন—

ব্রাহ্মণ্যং যদি মে প্রাপ্তং দীর্ঘমায়ুজ্ঞেব চ। ২২  
ঔংকারোহথ বযট্কারো বেদান্ত বরয়ন্তু মাম্।  
ব্রহ্মবেদবিদ্যাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবেদবিদ্যামপি। ২৩  
ব্রহ্মপুত্রো বসিষ্ঠো আমেবং বদনু দেবতাঃ।  
যদ্যেবং পরমঃ কামঃ কৃতো যান্তু সুরর্ষভাঃ॥ ২৪

—যদি আমি ব্রাহ্মণত্ব এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়ে থাকি (লাভ করে থাকি), তবে ঔংকার, বযট্কার এবং বেদচতুষ্টয় আমাকে বরণ করুক (ঔং এবং বযট্ মন্ত্রোচ্চারণে এবং বেদে আমার অধিকার হোক)। হে দেবগণ ! ব্রহ্মবেদবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বসিষ্ঠদেব আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করুন। যদি এইভাবে আমার পরম কামনা পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে দেবশ্রেষ্ঠগণ চলে যেতে পারেন।

ততঃ প্রসাদিতো দেবৈর্বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।  
সখ্যং চকার ব্রহ্মর্ষিরেবমস্তিতি চাত্রবীৎ॥ ২৫

“তখন দেবতারা সকলে জপিশ্রেষ্ঠ (জপপরায়ণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠকে প্রসন্ন করলে, ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে বললেন—তাই হোক।

ব্রহ্মর্ষিভুং ন সন্দেহঃ সর্ব সম্পদান্তে তব।  
ইত্যুক্ত্বা দেবভাষাণি সর্বা জয়্যুর্থাগতম্॥ ২৬

“দেবতারাও বললেন—তুমি ব্রহ্মর্ষি, সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণোচিত সকল গুণই তোমাতে বর্তমান—বিশ্বামিত্রের প্রতি এই কথা বলে তাঁরা যেমন এসেছিলেন তেমন চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্রোহপি ধর্মাত্মা লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যমুত্তমম্।  
পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠং জপতাং বরম্। ২৭

“ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে শ্রেষ্ঠ জপী ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠকে অর্চনা করলেন।

কৃতকামো যদীং সর্বাং চচার তপসি হিতঃ।

এবং স্নেনে ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তঃ রাম মহারনা॥ ২৮

“রাম ! এইভাবে মহাত্মা বিশ্বামিত্র তপস্যায় কৃতকর্ম হয়ে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হলেন এবং তপস্যায় হিত হয়েই সমস্ত পৃথিবী পবিত্রাজন করলেন।

এষ রাম মুনিশ্রেষ্ঠ এষ বিগ্রহবাংস্তপঃ  
এষ ধর্মঃ পরো নিত্যঃ বীর্যস্যৈষ পরায়ণম্। ২৯

“হে রঘুনন্দন রাম ! ইনি (বিশ্বামিত্র) মুনিশ্রেষ্ঠ, তপস্যার মূর্তি বিগ্রহ। ইনিই মর্তিমান ধর্ম এবং বীর্যবজ্রের পরম আশ্রয়”

এবমুত্ত্বা মহাতেজো বিররাম দ্বিজোত্তমঃ  
শতানন্দবচঃ শ্রদ্ধা রামলক্ষণসমিধৌ। ৩০  
জনকঃ প্রাজ্ঞলির্বাচ্যমুবাচ কুশিতাম্রজম্।

‘মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শতানন্দ এই পর্যন্ত বিশ্বামিত্রের কাহিনী বলে বিরত হলেন। শতানন্দের কথা শুনে মহারাজ জনক রাম-লক্ষণের সম্মুখেই কৃতাজ্ঞলিপুটে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে বললেন—

ধনোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব॥ ৩১  
যজ্ঞং কাকুৎস্থসহিতঃ প্রাপ্তবানসি কৌশিক  
পাবিতোহহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ দর্শনেন মহামুনে॥ ৩২

“হে মুনিশার্দূল কুশিকনন্দন ! কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম লক্ষণ-এর সঙ্গে আপনি যে আমার যজ্ঞে এসেছেন, সেইজন্য আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মন্ ! আপনার দর্শনলাভে আমি পবিত্র হলাম।

গুণা বহুবিধাঃ প্রাপ্তস্তব সন্দর্শনায়া  
বিস্তরেণ চ বৈ ব্রহ্মন্ কীর্ত্যমানং মহত্তপঃ॥ ৩৩  
শ্রুতং ময়া মহাতেজো রামেণ চ মহাস্কনা

সদস্যোঃ প্রাপ্য চ সদঃ শ্রুতান্তে বহুবো গুণাঃ। ৩৪

“আপনার দর্শনলাভে আমি বহুবিধ গুণের অধিকারী হলাম। হে ব্রহ্মন্ ! ঋষি শতানন্দ কর্তৃক বিস্তারিতভাবে কীর্তিত, আপনার মহতী তপস্যার কথা মহাত্মা রামের সঙ্গে আমিও শ্রবণ করলাম। হে মহাতেজস্বিন্ ! সভাসদগণ এবং যজ্ঞের হোত্রী সদস্যগণও আপনার বহু গুণাবলী শ্রবণ করলেন।

অপ্রমেয়ং তপস্ত্যভ্যমপ্রমেয়ং চ তে বলম্।  
অপ্রমেয়া গুণাশ্চৈব নিত্যং তে কুশিকাজ্ঞঃ। ৩৫

“হে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ! অপরিমেয় আপনার তপস্যা, অপরিমেয় আপনার (মানসিক) শক্তি ! আপনার গুণাবলীও সর্বদা অপরিমেয়।

তৃপ্তিরাস্তর্বভূতানাং কথানাং নাস্তি মে বিজ্ঞো

কর্মকালো মুনিশ্রেষ্ঠ লবতে রবিমণ্ডলম্ ॥ ৩৬

“মহাত্মন! আপনার আশ্চর্যময়ী কাহিনী শ্রবণে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, (আরও শুনে ইচ্ছা করছে, কিন্তু) হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সূর্য অস্তাচলগমনোদ্যত। এখন সায়াংকালীন উপাসনার সময় উপস্থিত।

শুঃ প্রভাতে মহাতেজো দ্রষ্টুমহসি মাং পুনঃ।

রাগতঃ জপতাঃ শ্রেষ্ঠ মামনুজাভুমহসি ॥ ৩৭

“হে মহাতেজস্বিন! আগামীকাল প্রভাতে আবার আমাকে দেখতে পাবেন। হে জপিশ্রেষ্ঠ! আগামীকাল পুনরায় আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্য এখন বিদায় নিছি। আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন।”

এবমুক্তো মুনিবরঃ প্রশস্য পুরুষর্ষভম্।

বিসর্জ্যাত জনকং প্রীতং প্রীতমনাস্তদা ॥ ৩৮

‘রাজা জনক এই কথা বললে, মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র সন্তুষ্টচিত্তে প্রফুল্লিতচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা জনককে প্রশংসা করে সত্ত্বর বিদায় জানালেন।

এবমুক্তা মুনিশ্রেষ্ঠঃ বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।

প্রদক্ষিণং চকারাশু সোপাখ্যায়ঃ সবাক্রবঃ ॥ ৩৯

‘মিথিলাধিপতি বিদেহরাজ জনক এই কথা বলে উপাখ্যায় এবং বাক্রবদের সঙ্গে নিয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে শীঘ্র প্রদক্ষিণ করলেন,

বিশ্বামিত্রোহপি ধর্মান্না সহরামঃ সলক্ষণঃ।

স্ববাসমভিচক্রাম পূজ্যমানো মহামুতিঃ ॥ ৪০

‘মহাত্মাদের দ্বারা পূজিত হয়ে ধর্মপ্রাণ বিশ্বামিত্রও রাম এবং লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাসভূমির দিকে অগ্রসর হলেন।’

ইত্যর্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষিবাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

## ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (৬৬)

বিদেহরাজ জনক কর্তৃক বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষণের প্রতি আতিথা, হরধনুর ইতিবৃত্ত কথন এবং ঐ হরধনুতে গুণযোজনায় সমর্থ হলে শ্রীরামের সঙ্গে সীতার বিবাহের সঙ্কল্প ঘোষণা

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতকর্মা নরাধিপঃ।

বিশ্বামিত্রঃ মহাত্মানমাজুহাব সরাস্বতম্ ॥ ১

তমচয়িত্বা ধর্মান্না শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।

রাঘবো চ মহাত্মানৌ বাক্যমুবাচ হ ॥ ২

‘অতঃপর পরদিবস নির্মল প্রভাতে নিতাক্রিয়াদি সমাপনান্তে মহারাজ জনক রাঘবভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম-লক্ষণ সহ মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে সসম্মানে রাজসভায় আহ্বান জানালেন। তখন ধর্মান্না রাজা জনক বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষণকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অর্চনা করে বললেন—

ভগবন্ স্বাগতং তেহস্ত কিং করোমি তবানঘ।

ভবান্নাপন্নচ্চ মামান্নাপো ভবতা হ্যহম্ ॥ ৩

‘ভগবন্! আপনাকে স্বাগত। হে নিষ্পাপ পুণ্যাত্মন! আমি আপনার জন্য কী করতে পারি? আপনার আদেশটুকু (আদেশ পালনে যোগ্য ও বাধ্য) আমাকে

নির্দেশ করুন।”

এবমুক্তঃ স ধর্মান্না জনকেন মহাত্মনা।

প্রভুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বাকাং বাক্যবিশারদঃ ॥ ৪

‘মহাত্মা জনক এই কথা বললে, বাক্যনিপুণ ধর্মান্না মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভুগুণে বললেন—

পুত্রৌ দশরথসোমৌ ক্ষত্রিয়ৌ লোকবিশ্রুতৌ।

দ্রষ্টুকামৌ ধনুঃশ্রেষ্ঠং যদেতদ্ব্যসি তিষ্ঠতি ॥ ৫

‘মহারাজ দশরথের এই পুত্রদ্বয় বিশ্ববিখ্যাত ক্ষত্রিয় বীর। আপনার কাছে যে বিখ্যাত ধনুকটা আছে সেইটি এঁরা দেখতে আগ্রহী।

এতদ্ দর্শয় ভদ্রং তে কৃতকামৌ নৃপাত্মজৌ।

দর্শনাদস্য ধনুৰ্বো যথেষ্টং প্রতিযাস্যতঃ ॥ ৬

‘আপনার কল্যাণ হোক। ধনুকটা এঁদের দুজনকে দেখান। ধনুক দেখে, অভিলাষ পূর্ণ করে রাজকুমারদ্বয়

ইচ্ছানুসারে অযোধ্যায় ফিরে যাবেন।”

এবমুক্তস্ত জনকঃ প্রভুবাচ মহামুনিম্।  
শ্রমতামসা ধনুষো যদর্থমিহ তিষ্ঠতি॥ ৭

‘রাজা জনককে মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই কথা বলায়  
রাজা জনক মহামুনিকে প্রভুত্বের বললেন – “এই ধনুকটি  
যে জনা এখানে আছে, সেই কাহিনী শুনুন।

দেবরাত ইতি খ্যাতো নিম্নেজ্যোষ্ঠো মহীপতিঃ।  
ন্যাসোহয়ং তস্য ভগবন্ হস্তে দস্তো মহাস্থনঃ॥ ৮

“ভগবন্! নিমির (নিমি নামে রাজার) জ্যোষ্ঠপুত্র  
দেবরাত নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। সেই মহাত্মার হাতে  
এই ধনুকটি বদ্ধাক্রমে দেওয়া হয়েছিল।

দক্ষ্যজবধে শূরঃ ধনুরায়মা বীর্যবান্।  
বিষ্ণ্বস্য ত্রিংশান্ রোষাং সলীলমিদমব্রবীৎ॥ ৯

যশ্মাদ্ ভাগার্ধিনো ভাগং নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।  
বরাজানি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বঃ॥ ১০

“পূর্বে দক্ষ্যজ বিনাশের সময় বীর্যবান মহাদেব  
অবলীলাক্রমে স্বীয় ধনু আকর্ষণপূর্বক ঐ যজ্ঞ ধ্বংস করেন;  
পরে ক্রোধভরে দেবতাদের বলেন – হে দেবগণ! যজ্ঞের  
ভাগ আমার প্রাপ্য। যেহেতু আপনারা আমার যজ্ঞভাগ  
দেননি, তাই সকলের বন্দনীয় আপনাদের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ  
(মন্তক) আমি এই ধনু দ্বারা ছেদন করব।

ততো বিমনসঃ সর্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।  
প্রসাদয়ন্ত দেবেশঃ তেবাং প্রীতোহভবৎ ভবঃ॥ ১১

“হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তখন দেবতারা উদ্বিগ্নমনা হয়ে  
দেবাদিদেব মহেশ্বরকে স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করতে  
লাগলেন; আশুতোষ শিবও তাঁদের প্রতি প্রসন্ন  
হলেন।

প্ৰীতিযুক্তস্ত সর্বেষাং দদৌ তেবাং মহাস্থনাম্।  
তদন্তদ্ দেবদেবস্য ধনুরঙ্গং মহাস্থনঃ॥ ১২

ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্বজে বিভৌ।  
“দেবাদিদেব মহাদেব মহাত্মা দেবতাদের প্রতি  
প্ৰীতিবশত সেই ধনুটি তাঁদের দান করেন। মহাত্মা শিবের  
প্রদত্ত সেই ধনুরঙ্গটি দেবতারা পরে আমাদের পূর্বপুরুষ  
রাজা দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন।

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাক্ষাদুখিতা ততঃ॥ ১৩  
ক্ষেত্রং শোধ্যতা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিস্কৃতা।

ভূতলাদুখিতা সা তু বাবর্ষত মমাস্বজা॥ ১৪

“অনন্তর একটি ভূমি শোধনের সময় ক্ষেত্র-কর্মণ-  
কালে লাক্ষল দ্বারা বনিত রেখা থেকে (লাক্সলের অগ্রভাগ

থেকে) উখিতা সীতা নামে এক কন্যা আমি লাভ করলাম।

ভূতল থেকে উখিত হয়ে সে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হতে লাগল।  
বীর্যশুদ্ধি মে কন্যা হৃদিতেষমযোনিজা।  
ভূতলাদুখিতাং তাং তু বর্ষমানাং মমাস্বজাম্॥ ১৫

বরয়ামাসুরাগতা রাজানো মুনিপুঙ্গব।  
“হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অযোনিসম্ভবা আমার এই কন্যাকে  
বীর্যশুদ্ধি করলাম। পৃথ্বীতল থেকে উখিতা আমার এই  
কন্যা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হতে থাকলে বিভিন্ন দেশের রাজারা এসে  
তাকে বিবাহ করতে উৎসুক হলেন।

তেবাং বরয়তো কন্যাং সর্বেষাং পৃথিবীকিতাম্॥ ১৬  
বীর্যশুদ্ধি ভগবন্ ন দদামি সুভামহম্।

“হে মহাস্থন! বিভিন্ন রাজারা সেই কন্যাকে বরণ  
করতে চাইলেও বীর্যশুদ্ধি বলে আমি কাউকেই কন্যা দান  
করিনি।

ততঃ সর্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মুনিপুঙ্গব। ১৭  
মিথিলামপ্যুপাগম্য বীর্যং জিজ্ঞাসবন্তদা

“হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তখন বিভিন্নদেশের রাজারা সকলে  
সমবেত হয়ে মিথিলায় এসে বীর্যবত্তা প্রদর্শনের উপায়  
জিজ্ঞাসা করলেন।

তেবাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবঃ ধনুরুপাফতম্॥ ১৮  
ন শেকুর্গহণে তস্য ধনুষোল্লোলনেহপি বা।

“তাঁরা জিজ্ঞাসা করায় তাঁদের সম্মুখে শিবের ধনুটি  
আনয়ন করা হল (নিয়ে আসা হল)। তাঁরা কিন্তু কেউই সেই  
ধনুটি ধারণ করতে বা উল্লেখন করতে (তুলতে) সক্ষম  
হলেন না।

তেবাং বীর্যবতাং বীর্যমঙ্গং জ্ঞাত্বা মহামুনে॥ ১৯  
প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়স্তমিবোষ তপোষন।

“হে মহর্ষে! সেই বীরদের বীরত্ব অতি অল্পই; এই  
বিষয় জানতে (বুঝতে) পেরে, সেই রাজাদের প্রত্যাখ্যান  
করা হল। হে তপঃশ্রেষ্ঠ! তখন কী হল, তা জানুন।

ততঃ পরমকোপেন রাজানো মুনিপুঙ্গব। ২০  
অরুণান্ মিথিলাং সর্বে বিব্রসন্দেহমাগতাঃ।

“হে মুনিপ্রবর! তখন নিজেদের বীরত্ব সম্বন্ধে  
সন্দিগ্ধ রাজারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মিথিলা নগরীতে  
অবরোধ করলেন।

আস্মানমবধূতঃ মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ। ২১  
রোষণে মহতাবিষ্টাঃ শীভয়ন্ মিথিলাং পুরীম্।

“নৃপশাঙ্গলগণ প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে  
আমার অবজ্ঞাত মনে করে, মিলিতভাবে সকলে অগ্র



দুঃস্থ হয়ে মিথিলাপুরীকে পীড়ন করতে লাগলেন।

ভক্তঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্বশঃ ॥ ২২  
সখ্যানি মুনিশ্রেষ্ঠ ততোহহং ভৃশদুঃখিতঃ।

“হে মুনিপ্রবর ! অতঃপর সংবৎসরকালব্যাপী  
পীড়ন হেতু আমার সৈন্যাদিসহ যুদ্ধোপকরণ সকল  
সর্বতোভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে  
পড়লাম।

ভক্তো দেবগণান্ সর্বাংস্তপসাহং প্রসাদয়ম্ ॥ ২৩  
দুঃস্থঃ পরমপ্রীতাস্তুরঙ্গবলং সুরাঃ।

ভক্তো ভগ্না নৃপত্যো হন্যমানা দিশো ঘৃণাঃ ॥ ২৪  
অবীৰ্য্য বীর্যসন্ধিহাঃ সামাত্যাঃ পাপকারিণঃ।

“তখন আমি তপস্যা দ্বারা দেবগণকে প্রসন্ন  
করলাম। দেবতারাও পরম প্রীত হয়ে আমাকে চতুরঙ্গ

সৈন্যবল প্রদান করলেন। তখন আমার চতুরঙ্গ সৈন্যের  
আঘাতে বীরহীন এবং স্বীয় বীর্য সম্বন্ধে সন্দেহান পাপাচারী  
রাজারা মত্তিগণসহ বশে ভঙ্গ দিয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন  
করলেন।

ভদেনমুনিশার্দূল ধনুঃ পরমজাম্ববম্ ॥ ২৫  
রামলক্ষ্মণমোশচাপি দশরিষ্যামি সুরত।

যদ্যস্য ধনুষো রামঃ কুর্যাদারোপণং মুনৈ।  
সুতাময়োনিজাং সীতাং দদ্যাং দশরথেরহম্ ॥ ২৬

“সুরতধারিন্ হে মুনিপুন্দব ! এই সেই  
পরমপ্রকাশমান ধনু যা রাম-লক্ষ্মণকেও দেখাব। হে মুনৈ !  
যদি রাম এই ধনুতে জ্যা-আরোপণ করতে পারেন, তাহলে  
আমার অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতাকে দশরথি রামের হস্তে  
সমর্পণ করব।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাবো বালকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

## সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬৭)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক হরধনু ভঙ্গ এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশে মিথিলাধিপতি মহারাজ

জনক কর্তৃক অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের নিকট মন্ত্রীদেব প্রেরণ

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।  
ধনুর্দর্শয় রামায় ইতি হোবাচ পার্শ্ববম্ ॥ ১

‘রাজা জনকের কথা শুনে মহামুনি বিশ্বামিত্র  
রাজাকে বললেন, ‘রামকে ধনুটি দেখান।’

ভক্তঃ স রাজা জনকঃ সচিবান্ ব্যাদিদেশ হ।  
ধনুর্দর্শিতাং দিবাং গন্ধমাল্যানুলেপিতম্ ॥ ২

‘তখন রাজা জনক মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন  
—“গন্ধমাল্য সুশোভিত দিবা ধনুটি নিয়ে আসুন।”

জনকেন সমাদিষ্টাঃ সচিবাঃ প্রাবিশন্ পুরম্  
ভক্তনুঃ পুরতঃ কৃত্বা নির্জগ্মুরমিতৌজসঃ ॥ ৩

‘অমিত তেজস্বী মত্তিগণ রাজা জনকের নির্দেশে  
নগরে প্রবেশ করে ধনুটি নিয়ে নগর থেকে বেরিয়ে  
এলেন।

বৃশাং শতানি পঞ্চাশদ্ ব্যায়তানাং মহাক্সনাম্।

মঞ্জুষামষ্টচক্রাং তাং সমূহস্তে কথংচন ॥ ৪

‘আট চক্রাবিশিষ্ট সেই ধনুকের আধারটি  
অর্থাৎ সিঁদুকটি পাঁচ হাজার দীর্ঘদেহী মহাপ্রাণ বীরপুরুষেরা  
কোনও প্রকারে বহন করে নিয়ে এলেন।

তামাদায় সূমঞ্জুষামায়সীং যত্র ভক্তনুঃ।  
সুরোপমং তে জনকমুচূর্ণপতিমত্তিগঃ ॥ ৫

‘যাতে সেই হরধনুটি রক্ষিত আছে, লৌহনির্মিত  
সুন্দর সেই সিঁদুকটি নিয়ে এসে রাজমন্ত্রীরা দেবোপম  
জনককে বললেন—

ইদং ধনুর্বরং রাজন্ পূজিতং সর্বরাজডিঃ।  
মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র দর্শনীয়ং যদিচ্ছসি ॥ ৬

‘‘রাজশ্রেষ্ঠ মিথিলাধিপতি হে রাজন্ ! সকল  
রাজাদের পূজিত এই শ্রেষ্ঠ ধনুটি আপনি ইচ্ছা করলে এই  
রাজকুমারদ্বয়কে দেখাতে পারেন।’’

ভেবং নৃপো বচঃ শ্রদ্ধা কৃতাজ্জলিভাষত।  
বিশ্বামিত্রঃ মহামানঃ তাবুজৌ রামলক্ষ্মণৌ। ৭

‘রাজা জনক রাজমন্ত্রীদেব কথ্য শুনে মহাত্মা  
বিশ্বামিত্রকে এবং রাম-লক্ষ্মণ উভয়কে কৃতাজ্জলিপুটে  
(কবজোড়ে) বললেন—

ইদং ধনুর্বরং ব্রহ্মজ্ঞানকৈরভিপূজিতম্।  
রাজভিষ্ঠ মহাবীর্যবরশক্তেঃ পুরিতং তদা। ৮

‘ব্রহ্মন্ ! পূর্বে এই ধনুর গুণ আকর্ষণ করতে  
অসমর্থ হয়েও আমার পূর্বপুরুষ মহাবীর জনকবংশীয়  
রাজগণ এই শ্রেষ্ঠ ধনুটিকে পূজা করেছেন।

নৈতৎ সুরগণাঃ সর্বে সাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।  
গন্ধর্বয়ক্ষপ্রবরাঃ সক্ষিন্নরমহোরগাঃ। ৯

ক গভর্মানুষাণাং চ ধনুযোহস্য প্রপূরণে।  
আরোপণে সমাযোগে বেপনে ভোলনে তথা। ১০

‘‘দেবগণ, অসুরগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্বগণ, প্রধান  
প্রধান যক্ষগণ, কিন্নরগণ এবং মহানাগগণ— কেউই এই  
ধনুকের গুণ-আকর্ষণে, জ্যা-সংযোজনে, শর-যোজনায়,  
সঞ্চালনায় এবং উত্তোলনে সমর্থ হননি, মানুষের আর কী  
কথা !

তদেতদ্ ধনুযাঃ শ্রেষ্ঠমাবীতঃ মুনিপুঙ্গব।  
দর্শয়ৈতদ্ব্যহাভাগ অনয়ো রাজপুত্রয়োঃ। ১১

‘‘হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সেইজন্যই এই ধনুটি এখানে নিয়ে  
আসা হয়েছে। হে মহাশয় ! আপনি রাজপুত্রদ্বয়কে এটি  
দেখান।’’

বিশ্বামিত্রঃ সরামস্ত শ্রদ্ধা জনকভাষিতম্।  
বৎস রাম ধনুঃ পশ্য ইতি রাঘবমব্রবীৎ। ১২

‘রামের সঙ্গে বিশ্বামিত্র জনক কথিত বাক্য শ্রবণ  
করে রাঘব শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—‘‘বৎস রাম ! ধনুকটি  
দেখো।’’

মহর্ষের্বচনাদ্ রামো যত্র তিষ্ঠতি তদনুঃ।  
মঞ্জুযাঃ তামপাবভা দৃষ্ট্বা ধনুরথাব্রবীৎ। ১৩

‘মহর্ষির কথা-অনুসারে, যেখানে সেই ধনুটি  
অবস্থিত আছে, রাম সেই সিদ্ধুকটি অনাবৃত করে ধনুক  
দেখে তারপর বললেন—

ইদং ধনুর্বরং দিব্যং সংস্পৃশামিহ পাণিনা।  
যজ্ঞবাক্ত ভবিষ্যামি তীলনে পূরণেহপি বা। ১৪

‘‘এই দিব্য শ্রেষ্ঠ ধনুটি আমি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করছি।  
একে তুলে ধরে এর গুণ (ছিলা) আকর্ষণ করারও চেষ্টা  
করব।’’

বাটমিত্রব্রবীদ্ রাজা মুনিষ্ঠ সমভাগত  
লীলয়া স ধনুর্মধ্যে জগ্ৰাহ নচনাথুনৈঃ। ১৫

পশ্যাতাং নৃসহস্রাণাং বহুনাং রঘুনন্দনঃ।  
আরোপয়ৎ স ধর্মাত্মা সলীলমিব তদনুঃ। ১৬

‘রাজা জনক এবং মুনি (বিশ্বামিত্র) সমস্ত  
বললেন— ‘‘হ্যাঁ এই রকমই করো।’’ রাম মন্ত্রিণ  
কথানুসারে অবলীলাক্রমে ধনুর মধ্যভাগে ধরে তুললেন  
কয়েক হাজার মানুষের চোখের সামনেই ধর্মাত্মা রঘুনন্দন  
সেই হরধনুতে ক্রীড়াচ্ছলেই গুণ (ছিলা) সংযোজন  
করলেন।

আরোপয়িত্বা মৌরী চ পুরমামাস তদনুঃ।  
তদ্ বভজ ধনুর্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ। ১৭

‘মহাযশস্বী নরশ্রেষ্ঠ রাম সেই (হর) ধনুতে মূর্ত্ত  
নির্মিত গুণ সংযোজন করে আকর্ষণ করলেন এবং  
মধ্যভাগ থেকে ভেঙে ফেললেন।

তস্য শব্দো মহানাসীমির্ধাতসমনিঃস্বনঃ।  
ভূমিকম্পশ্চ সুমহান্ পর্বতস্যোব দীর্ঘতঃ। ১৮

‘সেই ধনুর্ভঙ্গের সময় প্রবল বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ  
শব্দ এবং পর্বতবিদীর্ণকারী তরঙ্গের ভূমিকম্প হল।

নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ।  
বর্জয়িত্বা মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ। ১৯

‘মুনিবর বিশ্বামিত্র, রাজা জনক এবং রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়  
রাম লক্ষ্মণ ব্যতীত (সেখানে উপস্থিত অন্য) সব মানুষ  
মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

প্রত্যাপ্ত্বৈ জনে তস্মিন্ রাজা বিগতসাম্বসঃ।  
উবাচ প্রাজ্ঞলির্বাচ্যঃ বাক্যজ্ঞো মুনিপুঙ্গবম্। ২০

‘মূর্ছিত জনগণ চেতনাপ্রাপ্ত হলে, বায়ী রাজা জনক  
আশ্বস্ত (নির্ভয়) হয়ে মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্রকে কৃতাজ্জলিপুটে  
বললেন—

ভগবন্ দৃষ্টবীর্যো মে রামো দশরথাজ্জয়ঃ।  
অভ্যাক্তমচিন্ত্যং চ অতর্কিতমিদং ময়া। ২১

‘‘ভগবন্ ! দশরথতনয় রামের বীরত্ব আমি চক্ষু  
দর্শন করলাম (স্বচক্ষে দেখলাম)। এঁর এই সন্দেহাতীত ও  
বিশ্ময়কর বীরত্ব অচিন্তনীয় (চিন্তার অতীত)।

জনকানাং কুলে কীর্তিমাছরিষ্যতি মে সূতা  
সীতা ভর্তারমাসাদ্য রামং দশরথাজ্জয়ম্। ২২

‘‘আমার কন্যা সীতা দশরথতনয় রামকে পতিব্রত  
প্রাপ্ত হয়ে জনকবংশকে যশস্বী করবে (জনকবংশের কীর্তি  
আহরণ করবে)।

মম সত্য প্রতিজ্ঞা সা বীর্যশুদ্ধতি কৌশিক।  
সীতা প্রাণৈর্ভ্রমতা দেয়া রামায় মে সুতা॥ ২৩  
“হে কুশিকন্দন ! সীতা (হবে) বীর্যশুদ্ধা, আমার  
এই প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত হয়েছ, আমার প্রাণ্যপেশম  
প্রিয়া কন্যাকে রামের হস্তে সমর্পণ করব।  
অতোহনুমতে ব্রহ্মন্ শীঘ্রং গচ্ছন্ত মন্ত্রিণঃ।  
মম কৌশিক ভ্রমং তে অযোধ্যাং স্থরিতা রথৈঃ॥ ২৪  
রাজানং প্রস্রিতৈর্বাকৌরানয়ন্ত পুরং মম।  
প্রদানং বীর্যশুদ্ধায়াঃ কথয়ন্ত চ সর্বশঃ॥ ২৫  
“হে ব্রহ্মন্ কুশিকন্দন ! আপনার মঙ্গল হোক।  
আপনি অনুমতি করুন, আমার মন্ত্রীরা শীঘ্র অযোধ্যায়  
গিয়ে, রাজা দশরথকে বিনীতবাক্যে বীর্যশুদ্ধাকে (কন্যা)  
সম্প্রদানের বিষয় সর্বতোভাবে জানিয়ে দ্রুতগতি রথে  
করে তাঁকে আমার পুরীতে নিয়ে আসুন।

মুনিঃশ্রেষ্ঠো চ কাকুৎস্থো কথয়ন্ত নৃপায় নৈ।  
প্রীতিনুজং তু রাজানমানয়ন্ত সুশীঘ্রগাঃ॥ ২৬  
“কাকুৎস্থভ্রাতৃদয় রাম-লক্ষ্মণ মুনি বিশ্বামিত্র কর্তৃক  
সুবক্ষিত আছেন, এই কথা শীঘ্রগামী মন্ত্রিগণ রাজা  
দশরথকে জানিয়ে সম্ভ্রষ্ট রাজাকে মিথিলায় নিয়ে  
আসুন।”  
কৌশিকস্ত তথৈতাহ রাজা চাভ্যাসা মন্ত্রিণঃ।  
অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্মাস্মা কৃতশাসনাম্।  
যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুমানোতুং চ নৃপং তথা॥ ২৭  
‘কুশিকন্দন বিশ্বামিত্র বল্লভেন—“তাই হোক”।  
তখন ধর্মাত্মা রাজা জনক রাজা দশরথকে সকল বৃত্তান্ত  
যথাযথ বলার জন্য এবং রাজাকেও (দশরথকেও) নিয়ে  
আসার জন্য যথাযথ নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রীদের অযোধ্যায়  
প্রেরণ করলেন (পাঠালেন)।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্তাষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তাষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

## অষ্টাষ্টম সর্গ (৬৮)

রাজা জনকের মন্ত্রীদের নিকট রাম-লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ এবং রাজা জনকের আমন্ত্রণ  
প্রাপ্ত হয়ে মন্ত্রিগণসহ রাজা দশরথের মিথিলাযাত্রার উদ্যোগ

জনকেন সমাবিষ্টা দূতান্তে ক্লান্তবাহনাঃ।  
দ্বিরাক্রমুবিতা মার্গে তেহযোধ্যাং প্রাবিশন্ পুরীম্॥ ১  
‘রাজা জনকের আদেশে দূতগণ অযোধ্যায়  
উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। বাহনেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ায় পথে  
তাঁরা তিন রাত্রি অবস্থান করে দূতগণ চতুর্থ দিবসে  
অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন।  
স্তে রাজবচনাদ্ গতা রাজবেশ্য প্রবেশিতাঃ।  
দদুর্বেবসংকালং বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥ ২  
‘রাজার অনুমতিক্রমে তাঁদের রাজভবনে প্রবেশ  
করান হল। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেবসদৃশ বৃদ্ধ রাজা  
দশরথকে দেখতে পেলেন।  
বদ্যজ্জলিপুটাঃ সর্বে দূতা বিগতসাম্বসঃ।  
রাজানং প্রস্রিতং বাক্যমব্রুবন্ মধুরাক্রমম্॥ ৩

মৈথিলো জনকো রাজা সাগ্নিহোত্রপুরহুতঃ।  
মুহূর্মুহূর্মধুরয়া স্নেহসংরক্তয়া গিরা॥ ৪  
কুশলং চাব্যয়ং চৈব সোপাখ্যায়পুরোহিতম্।  
জনকস্তাং মহারাজ পৃচ্ছতে সপুংসরম্॥ ৫  
“মহারাজ ! অগ্নিহোত্রী পুরোহিত পুংসর (অগ্নি  
হোত্রী পুরোহিতদের সামনে নিয়ে) মিথিলাপতি রাজা জনক  
বারবার স্নেহ মধুর বাক্যে উপাখ্যায় ও পুরোহিত এবং  
অন্যান্য সেবক সহ আপনার নিবন্ধুশ কুশল জানতে  
চেয়েছেন।  
পুষ্টা কুশলমবগ্নাঃ বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।  
কৌশিকানুমতে বাক্যং ভবন্তমিদমব্রবীৎ॥ ৬  
“বিদেহরাজ মিথিলাপতি জনক প্রশান্ত-  
চিত্তে আপনার (সর্বাঙ্গীণ) কুশল জিজ্ঞাসা করে (পরে)



কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে আপনার উদ্দেশ্যে  
এই বার্তা জানিয়েছেন।

পূর্বঃ প্রতিজ্ঞা বীর্যশুভা মমাক্ষজা।  
রাজানশ্চ কৃতামৰ্ষা নির্বীৰ্যা বিমুখীকৃতঃ ॥ ৭

“আমার কন্যা বীর্যশুভা, আমার এই পূর্বপ্রতিজ্ঞা  
জ্ঞাত হয়ে পরাক্রমহীন রুষ্ট রাজারা আমাকে বিমুখ  
করেছেন।

সেয়ং মম সুতরা রাজন্ বিশ্বামিত্রপুত্রকৃতঃ।  
যদৃচ্ছবাগতে রাজন্ নির্জিতা তব পুত্রকৈঃ ॥ ৮

“রাজন্! আমার সেই কন্যাকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে  
স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমশরত আপনার পুত্রেরা জয় করেছেন  
(হরণু ভঙ্গ করে তাঁকে বিবাহ করার যোগ্যতা লাভ  
করেছেন)।

তচ্চ রত্নং ধনুর্দিব্যং মধ্যে ভগ্নং মহাক্ষনা।  
রামেশ হি মহাবাহো মহত্যাং জনসংসদি ॥ ৯

“হে মহাবীর রাজন্ দশরথ! বিরাট জনসমাবেশের  
সামনেই মহাত্মা রাম সেই স্বর্গীয় ধনু-রত্নটি মাঝখান থেকে  
ভেঙে ফেলেছেন।

অশ্মৈ দেয়া ময়া সীতা বীর্যশুভা মহাক্ষনে।  
প্রতিজ্ঞাং তদুমিচ্ছামি তদনুজাতুমহসি ॥ ১০

“আমি প্রতিজ্ঞা পূরণ করে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক ;  
সেইজনাই মহাত্মা রামকে আমার বীর্যশুভা (কন্যা) সীতা  
সম্প্রদান করতে চাই। অতএব, আপনি দয়া করে অনুমতি  
দান করুন।

সোপাধ্যায়ো মহারাজ পুরোহিতপুত্রকৃতঃ।  
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রং তে দ্রষ্টুমহসি রাঘবৌ ॥ ১১

“অতএব, মহারাজ! গুরু এবং পুরোহিতগণকে  
সঙ্গে নিয়ে শীঘ্র এসে রাঘবভ্রাতৃত্বীয় রাম-লক্ষ্মণকে দর্শন  
করুন ; আপনার কল্যাণ হোক !

প্রতিজ্ঞাং মম রাজেন্দ্র নির্বর্তয়িতুমহসি  
পুত্রয়োৰুভয়োরেব প্রীতিং ত্বমুপলভ্যসে ॥ ১২

“হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমার সঙ্কল্প পালনে সহায়তা  
করুন—আপনার দুই পুত্রকে বিবাহ দিয়ে প্রীতি উপভোগ  
করুন।

এবং বিদেহাধিপতির্মধুরং বাক্যমব্রবীৎ।

বিশ্বামিত্রাভ্যনুজাতঃ শতানন্দমতে হিতঃ ॥ ১৩  
“মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশে এবং কুলপুরোহিত  
ঋষি শতানন্দের সম্মতিক্রমে বিদেহরাজ জনক আপনাকে  
এই মধুর সংবাদ প্রেরণ করেছেন।”

দূতবাক্যং তু তচ্ছ্রুত্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ।  
বসিষ্ঠঃ বামদেবং চ মন্ত্রিগণৈশ্চবমব্রবীৎ ॥ ১৪

“মহারাজ জনক-প্রেমিত দূতবাক্য শ্রবণ করে পরম  
হুগ্ন মহারাজ দশরথ কুলগুরু বসিষ্ঠকে, কুলপুরোহিত  
বামদেবকে এবং মন্ত্রীদের বললেন—

গুপ্তঃ কুশিকপুত্রেন কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ  
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা বিদেহেষু বসত্যসৌ ॥ ১৫

“কৌশল্যের আনন্দবর্ধনকারী রাম ভাই লক্ষ্মণের  
সঙ্গে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের তত্ত্বাবধানে এখন বিদেহ  
দেশে অবস্থান করছে।

দৃষ্টবীর্যস্ত কাকুৎস্থো জনকেন মহাক্ষনা।  
সম্প্রদানং সূতায়ান্ত রাঘবে কর্তুমিচ্ছতি ॥ ১৬

“মহাত্মা জনক কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রের বীরা  
স্বচক্ষে দর্শন করেছেন ; সেইজনাই তিনি কুশনন্দন  
রামচন্দ্রের হস্তে স্বীয় কন্যাকে সম্প্রদান করতে  
চাইছেন।

যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাক্ষনঃ।  
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্যমঃ ॥ ১৭

“যদি মহাত্মা জনকের প্রস্তাব আপনাদের মনোমত  
হয়, তবে কালবিলম্ব না করে আমরা শীঘ্রই জনকে  
পুরীতে যাব।”

মন্ত্রিণো বাটমিত্যহঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।  
সুপ্রীতশ্চাত্রবীৎ রাজা শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিগণঃ ॥ ১৮

“মহর্ষিদের সঙ্গে মন্ত্রীরাও বললেন, ‘বেশ (জাই  
হোক)’। রাজাও প্রীত হয়ে বললেন, ‘হে মন্ত্রিগণ!  
আগামী কাল যাত্রা শুরু হবে।’

মন্ত্রিগন্ত নরেন্দ্রস্য রাত্রিং পরমসংকৃতাঃ।  
উচুঃ প্রমুদিতাঃ সর্বৈ গুণৈঃ সর্বৈঃ সমম্বিতাঃ ॥ ১৯

“রাজা দশরথ কর্তৃক সমাদরে সংবর্ধিত হই  
জনকের সর্বগুণাবিত মন্ত্রিগণ মহানন্দে সেবার  
(অযোধ্যায়) রাত্রিবাস করলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাস্তুকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥  
মহর্ষি বাস্তুকী বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

## একোনসপ্ততিতম সর্গ (৬৯)

বশিষ্ঠ-প্রমুখ মুনিমণ্ডলী, প্রভূত ধনসম্পদ ও চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীসহ মহারাজ দশরথের  
মিথিলা-যাত্রা এবং সেখানে মহারাজ জনক কর্তৃক তাঁদের স্বাগত সংবর্ধনা

জ্যেষ্ঠে রাজ্যোঃ ব্যতীতায়োঃ সোপাখ্যায়ঃ সবাঙ্কবঃ।  
দশরথো হৃষ্টঃ সুমন্ত্রিমিদমব্রবীৎ॥ ১

“অনন্তর রাত্রি প্রভাত হলে উপাধ্যায় ও বাঙ্কবগণসহ

রাজা দশরথ হৃষ্টচিত্তে সুমন্ত্রকে বললেন—

জন্ম সর্ব্বে ধনাধ্যক্ষা ধনমাদায় পুঙ্খলম্।  
ব্রজস্থয়ে সুবিহিতা নানারত্নসমধিতাঃ॥ ২

“আজ কোষাধ্যক্ষেরা সকলে নানাবিধ রত্ন-মণি-  
রাগিকাদিসহ প্রভূত ধন সঙ্গে নিয়ে সুরক্ষিতভাবে আগে  
আগে চলুন।

চতুরঙ্গবলং চাপি শীঘ্রং নির্যাতু সর্ব্বশঃ।  
মমাজ্ঞাসমকালং চ যানং যুগ্যমনুত্তমম্॥ ৩

“আমার আদেশ পাওয়া মাত্রই চতুরঙ্গসেনা এবং  
জ্ঞাদি বাহনসহ অত্যুত্তম রথাদি যান যেন লীঘ্র বহির্গত  
হয়।

বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ।  
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্ধ্বাষিঃ কাত্যায়নস্তথা॥ ৪

এতে বিজ্ঞাঃ প্রযাত্ত্বগ্রে সান্দনং যোজয়ন্ত মে।  
যথা কালাত্যয়ো ন স্যাদ্ দূতা হি ত্বরয়ন্তি মাম্॥ ৫

“ঋষিগণ — বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ,  
দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় এবং কাত্যায়ন — এই সকল পূজনীয়

ব্রাহ্মণেরা অগ্রে গমন করুন (আগে আগে চলুন)। যাতে  
কালবিলম্ব না হয়, সেইজন্য আমার রথ দ্রুত প্রস্তুত করো ;  
কারণ দূতগণ আমায় ত্বরান্বিত করছেন (তাড়া দিচ্ছেন)।”

বচনাচ্চ নরেন্দ্রস্য সেনা চ চতুরঙ্গিণী।  
রাজানমুধিতিঃ সার্ব্বং ব্রজস্থং পৃষ্ঠতোহুদয়ান্॥ ৬

“রাজার নির্দেশানুসারে চতুরঙ্গ সেনা ঋষিদের সঙ্গে

গমনরত রাজার পশ্চাৎ চলতে লাগল। রাজা দশরথ  
ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে চললেন, আর তাঁর নির্দেশ অনুসারে  
চতুরঙ্গ সেনা তাঁর পশ্চাৎ চলতে লাগল।

গম্বী চতুরহং মার্গং বিদেহানভ্যাপেয়িবান্।  
রাজা চ জনকঃ শ্রীমান্ শ্রদ্ধা পূজামকল্পয়ৎ॥ ৭

“ঋষিগণ ও সেনাসহ রাজা দশরথ চারদিন ধরে পথ

চলে অবশেষে বিদেহ রাজ্যে উপস্থিত হলেন। তাঁদের  
আশ্বিনবার্ত্তা শ্রবণ করে শ্রীমান রাজা জনক ও (তাদের)

সংবর্ধনার আয়োজন করলেন।

ততো রাজানমাসাদ্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।  
মুদিতো জনকো রাজা প্রহর্ষঃ পরমঃ যযৌ॥ ৮

“তখন রাজা দশরথকে পেয়ে প্রফুল্লিতচিত্ত রাজা

জনক অতীব তৃপ্ত হলেন।

উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠঃ যুদাম্বিতম্।  
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্টা প্রাপ্তোহসি রাঘব॥ ৯

“রাজশ্রেষ্ঠ জনক উৎফুল্লচিত্ত নরশ্রেষ্ঠ রাজা

দশরথকে বললেন—“হে নরশ্রেষ্ঠ বধুনন্দন ! আপনাকে  
স্বাগত। সৌভাগ্যবশতঃই আজ আপনাকে পেলাম।

পুত্রয়োরুভয়োঃ প্রীতিং লক্ষ্যসে বীৰ্যনির্জিতাম্।  
দিষ্টা প্রাপ্তো মহাতেজা বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥ ১০

সহ সর্বেষিঃশ্রেষ্ঠৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ।  
“আপনি উভয় পুত্রের বীরত্বে প্রীতিরূপিনী পুত্রবধু

লাভ করবেন। অপরপক্ষে সৌভাগ্যবশত আমি দেবগণ  
পরিবৃত ইন্দ্রের মতো, সকল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠসহ মহাতেজস্বী

ভগবান ঋষি বশিষ্ঠদেবকে পেলাম।

দিষ্টা মে নির্জিতা বিদ্যা দিষ্টা মে পূজিতং কুলম্॥ ১১  
রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধাদ্ বীৰ্যশ্রেষ্ঠৈর্মহাবলৈঃ।

“সৌভাগ্যবশত মহাবলশালী বীরশ্রেষ্ঠ

রঘুবংশীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধহেতু আমার বিদ্বসকল  
বিদূরিত এবং বংশ ধন্য হল।

শুঃ প্রভাতে নরেন্দ্র জ্বং সন্দর্শয়িতুমহসি॥ ১২  
যজ্ঞস্যান্ত্রে নরশ্রেষ্ঠ বিবাহমৃষিসত্তমৈঃ।

“হে নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র ! আগামীকাল প্রভাতে

যজ্ঞশেষে আপনি ঋষি-প্রধানদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে  
বিবাহ কার্য সম্পাদন করাবেন।”

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা ঋষিমধ্যে নরাধিপঃ॥ ১৩  
বাক্যং বাক্যবিদাঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।

“ঋষিসভায় রাজা জনকের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করে

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ রাজা জনককে প্রত্যুত্তরে বললেন—

প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমতেন্ময়া পুরা॥ ১৪  
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্।

“গ্রহীতা দাতার অধীন—এই প্রচলিত কথা আমি

পূর্বস্পরাক্রমে শুনেছি। অতএব, হে ধার্মিক রাজন্ !

আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।”

তদ্ ধর্মিষ্ঠং যশসাং চ বচনং সভাবাদিনঃ ॥ ১৫  
প্রমদা বিদেহাধিপতিঃ পরং বিস্ময়মাগতঃ।

‘সভাসক্স রাজা দশরথের ধর্মানুকূল ও যশস্কর সেই  
বাক্য শ্রবণ করে বিদেহরাজ জনক পরম বিস্ময়াপন্ন  
হলেন।

ততঃ সর্বৈ মুনিগণাঃ পরস্পরসমাগমে ॥ ১৬  
হর্ষেণ মহতা যুক্তাত্মাঃ রাত্রিমবসন্ সুখম্।

‘অনন্তর মুনিগণসকলে পরস্পর মিলিত হয়ে  
পরমানন্দে সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করলেন।

অথ রামো মহাতেজাঃ লক্ষ্মণেন সমং যযৌ ॥ ১৭  
বিশ্বামিত্রঃ পুরহুতা পিতৃঃ পাদাবুপস্পৃশন্

‘অনন্তর মহাতেজস্বী রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সামনে

নিয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে গিয়ে পিতার চরণদ্বয় স্পর্শ করে  
বন্দনা করলেন।

রাজা চ রাঘবৌ পুত্রৌ নিশাম্য পরিহর্ষিতঃ ॥ ১৮  
উবাস পরমপ্রীতো জনকেনাভিপূজিতঃ।

‘রাজা দশরথও রঘুকুলনন্দন পুত্রদ্বয়কে দর্শন করে  
অতীব হ্রষ্ট হলেন, এবং রাজা জনক কর্তৃক সংবর্ধিত হয়ে  
পরম প্রীতিভরে রাত্রিবাস করলেন।

জনকোহপি মহাতেজাঃ ত্রিনা ধর্মেণ তত্ত্ববিৎ।  
যজ্ঞস্য চ সূতাত্ম্যং চ কৃদ্রা রাত্রিমুবাস হ ॥ ১৯

‘মহাতেজস্বী শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ রাজা জনকও কন্যাদেহের  
মঙ্গলের জন্য ধর্মীয় ত্রিন্যাসাবে যজ্ঞকার্য সম্পাদন করে  
রাত্রিতে সুখে শয়ন করলেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) উনসপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপ্তঃ ॥ ৬৯ ॥

## সপ্ততিতম সর্গ (৭০)

রাজা জনকের ইচ্ছানুসারে তাঁর ভ্রাতা কুশলজকে সাক্ষাশা নগরী থেকে মিথিলায় আনয়ন এবং

রাজা দশরথের অনুরোধে মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক সূর্যবংশের পরিচয় প্রদানান্তে রাম-

লক্ষ্মণের হাতে সীতা ও উর্মিলাকে সম্প্রদানের অনুরোধ

ততঃ প্রভাতে জনকঃ কৃতকর্মা মহর্ষিভিঃ।

উবাচ বাক্যং বাক্যজঃ শতানন্দং পুরোহিতম্ ॥ ১

‘অনন্তর রাত্রি প্রভাতে মহর্ষিদের সহায়তায় যজ্ঞীয়  
ত্রিনাদি সমাপনান্তে, বাক্যবিৎ রাজা জনক পুরোহিত  
শতানন্দকে এই কথা বললেন—

ভ্রাতা মম মহাতেজা বীর্যবানতিধার্মিকঃ।

কুশলজ ইতি খ্যাতঃ পুরীমধ্যবসচ্ছুভাম্ ॥ ২

বার্ণাফলকপর্যজ্ঞাঃ পিবদিস্কুমতীং নদীম্।

সাক্ষাশাং পূণ্যসংকাশাং বিমানমিব পুষ্পকম্ ॥ ৩

‘আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশলজ অতীব তেজস্বী,  
বীর্যবান এবং পরম ধার্মিক। সে বাস করে কল্যাণময়ী  
সাক্ষাশা নান্দ্রী নগরীতে, পান করে (নগরীর পার্শ্বপ্রবাহিতা)  
পবিত্র ইক্ষুমতী নদীর জল। এই সাক্ষাশা নগরীর রক্ষার্থে  
চতুর্দিকে যন্ত্র স্থাপিত এবং নগরীর মধ্যে স্বর্গীয় বিমান সদৃশ

বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা।

তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যজ্ঞগোপ্তা স মে মতঃ।

প্রীতিং সোহমি মহাতেজা ইমাং ভোজ্য ময়া লব্ধা ॥

‘আমি তাকে দেখতে চাই, সে আমার এই কন্যা  
বিবাহ যজ্ঞের রক্ষাকর্তা বলে আমি মনে করি। সেই  
মহাতেজস্বী ভাই আমার সঙ্গে এই বিবাহের অন্ন  
উপভোগ করুক, এই আমার আকাঙ্ক্ষা।’

এবমুক্তে তু বচনে শতানন্দস্য সন্নিবৌ

আগতাঃ কেচিদবগ্ৰাজনকজ্ঞান্ সমাদিশৎ ॥ ৪

‘রাজা জনক পুরোহিত শতানন্দকে এই কথা বললে,  
কয়েকজন শাস্ত্রচিহ্ন দূত এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজা  
তাদের নির্দেশ দিলেন।

শাসনাৎ তু নরেন্দ্রস্য প্রযমু নীলবাজিভিঃ

সমানেভুং নরব্যাঘ্রং বিষ্ণুমিত্রাজয়া যথা ॥ ৫



‘যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে ভগবান বিষ্ণুকে  
জনতে দেবদূতেরা গিয়েছিলেন সেইরকম, রাজা জনকের  
নির্দেশে রাজদূতেরা পুরুষসিংহ কুশধ্বজকে আনতে  
দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে চলে গেলেন।

গজাশ্যাং তে সমাগমা দদৃশুঃ কুশধ্বজম্।  
নবেদয়ন্ যথাবৃত্তং জনকস্য চ চিন্তিতম্॥ ৭

‘দূতেরা সাম্রাজ্য নগরীতে উপস্থিত হয়ে কুশধ্বজকে  
দেখলেন এবং মিথিলার যথাযথ ঘটনা ও রাজা জনকের  
মনোভিলাষ নিবেদন করলেন।

তদবৃত্তং নৃপতিঃ শ্রদ্ধা দূতশ্রেষ্ঠৈর্মহাজবৈঃ।  
জাজ্ঞায় তু নরেন্দ্রস্য আজগাম কুশধ্বজঃ॥ ৮

‘রাজা কুশধ্বজ দ্রুতগামী শ্রেষ্ঠ দূতদের কাছে  
মিথিলার সকল বৃত্তান্ত শুনে মহারাজ জনকের নির্দেশক্রমে  
মিথিলায় চলে এলেন।

স দর্শ মহাত্মানং জনকং ধর্মবৎসলম্।  
সৌভিষাদ্য শতানন্দং জনকং চাতিথার্মিকম্॥ ৯  
রাজর্হঃ পরমং দিব্যমাসনং সৌধধারোহত।

‘কুশধ্বজ ধর্মবৎসল মহাত্মা জনককে দেখলেন।  
পরে তিনি কুলপুরোহিত শতানন্দকে এবং পরম ধার্মিক  
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জনককে অভিবাদন করে রাজোচিত পরম দিব্য  
আসনে (সিংহাসনে) উপবেশন করলেন।

উপবীষ্টাবুজৌ তৌ তু ভ্রাতরাবমিতদুজী॥ ১০  
শ্রেণ্যামাসতুর্বারৌ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠং সুদামনম্।  
গচ্ছ মন্ত্রিপতে শীঘ্রমিচ্ছাকুমমিতপ্রভম্॥ ১১  
আরজৈঃ সহ দুর্ধর্ষমানয়স্ব সমন্ত্রিপম্।

‘সেই উভয় অমিততেজস্বী বীর ভ্রাতৃদ্বয় (জনক  
এবং কুশধ্বজ) সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ  
সুদামনকে এই বলে পাঠালেন—“হে মন্ত্রিবর! শীঘ্র যান,  
যজ্ঞীদের সঙ্গে সপুত্র দুঃসপারাজেয় অমিত প্রভাবশালী  
ইচ্ছাকু-প্রবর মহারাজ দশরথকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন।”

ঔশকার্বাং স গজা তু রঘুশাং কুলবর্ধনম্॥ ১২  
দর্শ শিরসা চৈনমভিবাদোদমব্রবীৎ।

‘সুদামন রাজা দশরথের অবস্থান শিবিরে গিয়ে  
রঘুকুল গৌরববর্ধক রাজা দশরথকে দেখে অবনতমস্তকে  
তাঁকে অভিবাদন করে বললেন—

অযোধ্যাধিপতে বীর বৈদেহ্যে মিথিলাধিপঃ॥ ১৩  
স হ্যং দ্রষ্টুং ব্যবসিতঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতম্।

“হে বীর অযোধ্যানবশ ! উপাধ্যায় ও  
পুরোহিতসহ আপনাকে দর্শনের জন্য বিদেহরাজতনয়  
মিথিলাধিপতি জনক অপেক্ষা করছেন।”

মন্ত্রিশ্রেষ্ঠবচঃ শ্রদ্ধা রাজ্য সর্বিগণত্বখা॥ ১৪  
সবদূরগমং তত্র জনকো যত্র বর্ততে।

‘মন্ত্রিবরের বাক্য শ্রবণ করে, ঋষিগণ ও বজ্রগণসহ  
রাজা দশরথ সেখানে গেলেন, যেখানে রাজা জনক  
আছেন।

রাজা চ মন্ত্রিসহিতঃ সোপাধ্যায়ঃ সবাধ্ববঃ॥ ১৫  
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ।

‘মন্ত্রী, উপাধ্যায় এবং বাহুবগণসহ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাজা  
দশরথ বিদেহরাজকে (জনককে) এই কথা বললেন—  
বিদিতং তে মহারাজ ইচ্ছাকুলদৈবতম্॥ ১৬  
বজ্রা সর্বেষু কৃতোষু বসিতৌ ভগবানৃষিঃ।

‘মহারাজ ! আপনার জানা আছে, ইচ্ছাকুলের  
দেবতাস্বরূপ পূজনীয় ভগবান ঋষি বশিষ্ঠই আমাদের সকল  
কর্মেরই প্রবক্তা ও প্রতিভূ।

বিশ্বামিত্রাতানুজাতঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ॥ ১৭  
এষ বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা বসিতৌ মে যথাক্রমম্।

‘বিশ্বামিত্রের এবং মহর্ষিগণের অনুমতি হলে, এই  
ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ আমার বংশের পরিচয় যথাক্রমে বলবেন।”  
তুষ্কীভূতে দশরথে বসিতৌ ভগবানৃষিঃ॥ ১৮  
উবাচ বাক্যং বাক্যজো বৈদেহঃ সপুরোধসম্।

‘রাজা দশরথ নীরব হলে, বাক্কুলী ভগবান ঋষি  
বশিষ্ঠ সপুরোহিত জনকরাজকে বললেন—

অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ॥ ১৯  
তন্মান্মরীচিঃ সংজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সূতঃ।

বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জ্ঞে মনুর্বেবমৃতঃ স্মৃতঃ॥ ২০  
‘ব্রহ্মা হলেন বাক্যাতীত, চিরন্তন, সৈদৈক্যরূপ এবং  
অবিনাশী। তাঁর থেকে (ব্রহ্মা থেকে) মরীচির উৎপত্তি।  
মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ থেকে বিবস্বান্ এবং বিবস্বান্  
থেকে বৈবস্বত মনুর জন্ম।

মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্বমিচ্ছাকুশ্চ মনোঃ সূতঃ।  
তমিচ্ছাকুময়োধ্যায়ঃ রাজানং বিজি পূর্বকম্॥ ২১

‘এই মনুই পূর্ব প্রজাপতিরূপে খ্যাত। মনুর পুত্র  
ইচ্ছাকু এই ইচ্ছাকু অযোধ্যার প্রথম রাজা বলে জানবেন।  
ইচ্ছাকোস্ত সূতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিতোব বিপ্রতঃ।

কুঙ্করখাঙ্গজঃ শ্রীমান্ বিকুঙ্কিরূপদাত ॥ ২২

“ইক্ষাকুর পুত্র শ্রীমান কুঙ্কি নামে খ্যাত। অনন্তর,  
কুঙ্কির শ্রীমান বিকুঙ্কি নামে সন্তানের জন্ম হয়।

বিকুঙ্কন্ত মহাতেজা বাপঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্।

বাপস্য তু মহাতেজা অনরণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৩

“বিকুঙ্কির পুত্র মহাতেজস্বী ও প্রতাপশালী, নাম  
তঁার বাপ। বাপের পুত্র অনরণ্য : তিনিও মহাতেজীয়ান ও  
প্রতাপবান।

অনরণ্যঃ পৃথুর্জজ্ঞে ত্রিশঙ্কুঃ পৃথোরপি  
ত্রিশঙ্কোরভবৎ পুত্রো যুজ্জমারো মহাযশাঃ ॥ ২৪

“অনরণ্যের পৃথু নামে পুত্র এবং পৃথুর ত্রিশঙ্কু নামে  
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশস্বী যুজ্জমার।

যুজ্জমারামহাতেজা যুবনাশ্বো মহারথঃ  
যুবনাশ্বসুতশ্চাসীমাহ্বাতা পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৫

“যুজ্জমারের পুত্র মহাতেজস্বী ও মহাবীর যুবনাশ্ব  
এবং যুবনাশ্বের পুত্র সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি মাহ্বাতা।

মাহ্বাতুস্ত সুভঃ শ্রীমান্ সুসঙ্কিরূপদাত।  
সুসঙ্কিরপি পুত্রৌ যৌ ঋবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ ॥ ২৬

“মাহ্বাতার সুসঙ্কি নামে কান্তিমান পুত্রের জন্ম হয়।  
সুসঙ্কির দুই পুত্র—ঋবসন্ধি এবং প্রসেনজিৎ।

যশস্বী ঋবসন্ধেস্ত ভরতো নাম নামতঃ।  
ভরতাং তু মহাতেজা অসিতো নাম জায়ত ॥ ২৭

“ঋবসন্ধির পুত্র যশস্বী ভরত। ভরতের অসিত নামে  
মহাতেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

যসৌতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।  
হৈহয়ান্নালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥ ২৮

“অসিতের প্রতিপক্ষ শত্রু রাজারা ছিলেন—বীর  
হৈহয়গণ, তালজঙ্ঘগণ এবং শশবিন্দুগণ।

তাংস্ স প্রতিযুধান্ বৈ যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।  
হিমবন্তমুপাগম্য ভাৰ্য্যাজ্যং সহিতত্তদা ॥ ২৯

“রাজা অসিত শত্রু রাজাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে  
পরাজিত হয়ে ভাৰ্য্যাদয় সহ হিমালয়ে গিয়ে প্রবাসজীবন  
যাপন করলেন।

অসিতোহস্তবলো রাজা কালধর্মমুপেয়িবান্।  
যে চাস্য ভাৰ্য্যে গর্ভিণী বভূবভূরিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩০

“শক্তিহীন রাজা অসিত কালধর্মবশত পরলোক  
গমন করলেন। শোনা যায়, সেই সময় তাঁর দুই স্ত্রী গর্ভবতী  
ছিলেন।

একা গর্ভবিনাশার্থং সপত্ন্যৌ সগরং দদৌ।

“রাজা অসিতের এক মহিলা সপত্নীর গর্ভ নষ্ট করায়  
জনা তাঁকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়েছিলেন।

ততঃ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরভো মুনিঃ ॥ ৩১  
ভার্গবশ্চাবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।

তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্তসম্ ॥ ৩২  
বনন্দে পদ্মপত্রাকী কালিন্দী সুতমুত্তমম্।

তমুনিং সাভুপাগম্য কালিন্দী চাভ্যবাদয়ৎ ॥ ৩৩  
“সেই সময় রমণীয় পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের উপরে

আশ্রমে ভৃগুপুত্র চ্যবন নামে মুনি তপস্যারত ছিলেন।  
সেখানে পদ্মপত্রাকী সৌভাগ্যবতী কালিন্দী নামী (মহাবাহু  
অসিতের মহিলা) উত্তম পুত্রের কামনায় দেবভূজা পতি  
ভৃগুপুত্রের কাছে এসে তাঁকে অভিষেক এবং বন্দনা  
করলেন।

স তামভাবদন্ বিপ্রঃ পুত্রেশুং পুত্রজ্ঞবান্।  
তব কুঙ্কী মহাভাগে সুপুত্রঃ সুমহাবলঃ ॥ ৩৪

মহাবীর্যো মহাতেজা অচিরাং সংজনিষ্যতি।  
গরেন্ সহিতঃ শ্রীমান্ মা শুচঃ কমলেক্ষণে ॥ ৩৫

“সেই চ্যবন ঋষি পুত্রার্থিনীকে তাঁর পুত্রের জন্ম  
বিষয়ে বললেন—অয়ি সুভাগে ! তোমার গর্ভে সগরল  
(বিষসহ) মহাবীর্যশালী, মহাতেজস্বী, মহাবলবান এবং  
কান্তিমান এক সুপুত্র শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবে। অয়ি  
কমলনয়নে ! দুঃখ করো না।

চাবনং চ নমস্কৃত্য রাজপুত্রী পত্নিত্বা।  
পত্ন্যা বিরহিতা তস্মাৎ পুত্রং দেবী ব্যজায়ত ॥ ৩৬

“পতিবিরহিণী বিধবা পত্নিত্বা রাজপুত্রী কালিন্দী  
ঋষি চ্যবনকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে এলেন। পরে  
দেবী এক পুত্রের জন্ম দিলেন।

সপত্ন্যা তু গরস্তসৌ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।  
সহ ভেন গরেনৈব সঞ্জাতঃ সগরোহভবৎ ॥ ৩৭

“কালিন্দীর গর্ভ হত্যা করার জন্য সপত্নী (সতীন)  
তাঁকে (কালিন্দীকে) বিষ দান করেছিলেন। সেই বিষ ঋ  
গরলের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করায় তিনি (কালিন্দীর পুত্র  
হলেন সগর (নামে খ্যাত)।

সগরস্যাসমঞ্জস্ত্ব অসমজ্ঞাদধাংসুমান্।  
দিলীপোহশুমতঃ পুত্রৌ দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥ ৩৮

“সগরের পুত্র অসমঞ্জ ; অসমঞ্জ থেকে জন্ম হয়  
অংশুমান-এর। অংশুমানের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের  
পুত্র ভগীরথ।

ভগীরথাং ককুৎস্থশ্চ ককুৎস্থোচ্চ রমুত্তমা।

রঘোঃ পুত্রস্তেজসী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ॥ ৩৯  
কন্যাপাদোহপ্যভবৎ তস্মাজ্জাতস্ত শঙ্খনঃ ।  
সুদর্শনঃ শঙ্খনস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ ॥ ৪০

“তগীরথ থেকে কাকুৎস্থ এবং কাকুৎস্থ থেকে রঘুর  
জন্ম হয়। রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ ; তিনি মূনির অভিষাপে  
পুরুষাদক এবং কন্যাপাদ হয়ে যান। তাঁর (প্রবৃদ্ধের)  
থেকে শঙ্খন জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন এবং  
সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ।

শীঘ্রগন্তুগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগস্য মরুঃ সূতঃ ।  
মরোঃ প্রশুশ্রবস্বাসীদহরীষঃ প্রশুশ্রবকাৎ ॥ ৪১

“অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু,  
মরুর পুত্র প্রশুশ্রব এবং প্রশুশ্রব থেকে অহরীষের  
জন্ম হয়।

অহরীষস্য পুত্রোহুদ্রাহবশচ মহীপতিঃ ।  
নহস্য যযাতিস্ত নাভাগস্ত যযাতিজঃ ॥ ৪২

“অহরীষের পুত্র রাজা নহস্য, নহস্যের পুত্র যযাতি।

নাভাগের জন্ম যযাতি থেকে।

নাভাগস্য বড়বাজ অজাদ্ দশরথোহভবৎ ।  
অস্মাদ্ দশরথাজ্জাতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৪৩

“নাভাগের পুত্র অজ। অজ থেকে দশরথের জন্ম।  
সেই দশরথ থেকেই এই দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ জন্মগ্রহণ  
করেন।

আদিবংশবিশুদ্ধানাং রাজাং পরমধর্মিনাম্ ।  
ইক্ষাকুকুলজাতানাং বীরানাং সত্যবাদিনাম্ ॥ ৪৪  
রামলক্ষ্মণযোরর্থে ত্বৎসূতে বরয়ে নৃপ।

সদৃশাভ্যাং নরশ্রেষ্ঠ সদৃশে দাতুমর্হসি ॥ ৪৫

“হে রাজন্ ! উপত্যিকাল থেকেই বিশুদ্ধ এই  
ইক্ষাকুবংশের রাজারা পরম ধার্মিক, সত্যসন্ধ এবং বীর।  
এই পবিত্র বংশে জাত (রাজকুমারদ্বয়) রাম-লক্ষ্মণের  
যোগ্য আপনার কন্যাদ্বয়কে (বধূরূপে) বরণ করছি। হে  
নরশ্রেষ্ঠ ! আপনিও আপনার কন্যাদ্বয়ের যোগ্য বরে  
যোগ্য কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করুন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

## একসপ্ততিতম সর্গ (৭১)

রাজা জনক কর্তৃক স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণের হস্তে স্বীয়  
কন্যাদ্বয় সীতা ও উর্মিলাকে সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞকরণ

এবং ব্রূবাণং জনকঃ প্রত্যাচ কৃতাজ্জলিঃ ।  
শ্রোতুমর্হসি তদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্তিতম্ ॥ ১  
প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ ।  
বক্তব্যং কুলজাতেন তমিবোধ মহামতে ॥ ২

“এইরূপে পূর্বসর্গে বর্ণিত ইক্ষাকুবংশের পরিচয়  
বর্ণনাকারী মহর্ষি বশিষ্ঠকে রাজা জনক প্রত্যুত্তরে করজোড়ে  
বললেন — “হে মহর্ষি ! আপনার মঙ্গল হোক। এখন  
আপনি আমার বংশের বর্ণিত ইতিহাস শ্রবণ করুন।  
যেহেতু, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! কন্যাসম্প্রদানকালে কুলীন কর্তৃক  
নিজবংশের পরিচয় পুরাপুরি বর্ণনা করা (জানান) উচিত।  
(অতএব) হে মহামতে ! আপনি তা শ্রবণ করুন।  
রাজাভূৎ ত্রি যু লোকেষু বিপ্রতঃ স্বেন কর্মণা।

নিমিঃ পরমধর্মান্না সর্বসম্ভবতাং বরঃ ॥ ৩  
“পুরাকালে পরমধার্মিক সাত্ত্বিকপ্রবর নিমি নামে এক  
রাজা ছিলেন। স্বীয় সৎ কর্মের জন্য তিনি ছিলেন  
ত্রিভুবনবিখ্যাত।

তস্য পুত্রো মিথিনাম জনকো মিথিপুত্রকঃ ।  
প্রথমো জনকো রাজা জনকাদশ্যুদাবসুঃ ॥ ৪  
“তাঁর (নিমির) পুত্রের নাম মিথি। মিথির পুত্র  
জনক। (আমাদের বংশে) তিনিই প্রথম জনক নামে খ্যাত  
রাজা। জনক থেকে উদাবসু জন্মগ্রহণ করেন।

উদাবসোস্ত ধর্মান্না জাতো বৈ নন্দিবর্ধনঃ ।  
নন্দিবর্ধসুতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম নামতঃ ॥ ৫  
“উদাবসু থেকে ধর্মান্না নন্দিবর্ধনের জন্ম হয়।



নন্দিবর্ধনের বীরপুত্র সুকেতু।

সুকেতোরপি ধর্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ।  
দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ। ৬

“সুকেতু থেকে মহাবলশালী ধর্মাত্মা দেবরাত জন্মগ্রহণ করেন। রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ নামে প্রসিদ্ধ।

বৃহদ্রথস্য শূরোহুত্মহাবীরঃ প্রতাপবান্।  
মহাবীরস্য ধৃতিমান্ সুধৃতিঃ সত্যবিক্রমঃ। ৭

“বৃহদ্রথের মহাবীর নামে বীর ও প্রতাপশালী পুত্র জন্মেছিলেন। মহাবীরের পুত্র সুধৃতি ছিলেন ধৈর্যশীল, সত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমী।

সুধৃতোরপি ধর্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্মিকঃ।  
ধৃষ্টকেতোস্তু রাজর্ষের্ব্যম্ব ইতি ত্রিশ্রুতঃ। ৮

“সুধৃতির ধৃষ্টকেতু নামে ধর্মপ্রাণ পরমধার্মিক পুত্রের জন্ম হয়। রাজা ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্ষশ্ব নামে খ্যাত ছিলেন।

হর্ষশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতীক্ষকঃ।  
প্রতীক্ষকস্য ধর্মাত্মা রাজা কীর্তিরথঃ সূতঃ। ৯

“হর্ষশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীক্ষক। প্রতীক্ষকের পুত্র ছিলেন ধর্মপ্রাণ রাজা কীর্তিরথ।

পুত্রঃ কীর্তিরথস্যাপি দেবমীড় ইতি স্মৃতঃ।  
দেবমীড়স্য বিবুধো বিবুধস্য মহীধরকঃ। ১০

“কীর্তিরথের পুত্র দেবমীড় নামে পরিচিত। দেবমীড়ের পুত্র বিবুধ। বিবুধের পুত্র মহীধরক।

মহীধরকসুতো রাজা কীর্তিরাতো মহাবলঃ।  
কীর্তিরাতস্য রাজর্ষের্মহারোমা বাজায়ত। ১১

“মহীধরকের পুত্র মহাবলী রাজা কীর্তিরাত। রাজর্ষি কীর্তিরাতের মহারোমা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

মহারোমগম্ভ্র ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা বাজায়ত।  
স্বর্ণরোমগম্ভ্র রাজর্ষের্ব্রহ্মরোমা বাজায়ত। ১২

“মহারোমা হতে জন্মালেন ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা এবং রাজর্ষি স্বর্ণরোমা হতে ব্রহ্মরোমা জন্মগ্রহণ করেন।

তস্য পুত্রদ্বয়ঃ রাজ্ঞো ধর্মজস্য মহাম্বনঃ।  
জ্যেষ্ঠোহহমনুজো ভ্রাতা মম বীরঃ কুশধ্বজঃ। ১৩

“মহাত্মা ধর্মপ্রাণ রাজা ব্রহ্মরোমার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন— জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি জনক এবং কনিষ্ঠ পুত্র আমার অনুজ ভ্রাতা কুশধ্বজ।

মাং তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্ঞো সৌভিষিচা পিতা মম।  
কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতঃ। ১৪

“আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে, আমার পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের ভার আমার উপর ন্যস্ত করে (নিজের বনে চলে গেলেন (চতুরাশ্রমের তৃতীয় বানপ্রস্থ অবস্থাপন্ন করলেন))।

বৃদ্ধ পিতারি স্বর্ঘ্যতে ধর্মেন শ্রুতমাবদম্।  
ভ্রাতরং দেবসংকাশং স্নেহাৎ পশান্ কুশধ্বজম্। ১৫

“বৃদ্ধ পিতা স্বর্গে গমন করলে, আমি দেবভুল ভ্রাতা কুশধ্বজকে স্নেহের দৃষ্টিতে পালন করে দর্মানুসারে রাজ্যের ভার বহন করতে লাগলাম।

কস্যচিদ্রথ কালস্য সাংকাশ্যাদাগতঃ পুত্রাৎ।  
সুধম্মা বীরবান্ রাজা মিথিলামবরোপকঃ। ১৬

“অনন্তর কিছুকাল পরে সুধম্মা নামে এক বীর রাজা সাক্ষাৎ নগর থেকে এসে মিথিলা পুরী অবরোধ করেছিলেন।

স চ মে প্রেষয়ামাস শৈবং ধনুরনুত্তমম্।  
সীতা চ কন্যা পদ্মাস্কী মহ্যং বৈ দীপ্যতামিতি। ১৭

“তিনি দূতের মাধ্যমে আমাকে সংবাদ পাঠালেন— শিবের অত্যুত্তম ধনুক এবং আপনার কন্যা কমলনয়না সীতাকে আমায় দিয়ে দিন।

তস্যাপ্রদানান্নহর্ষে যুদ্ধমাসীন্নয়া সহ  
স হতোহভিযুখো রাজা সুধম্মা তু ময়া রণে। ১৮

“হে মহর্ষে! অত্যুত্তম ধনুক ও কন্যা না দেওয়াতে আমার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। সম্মুখসমরে সেই রাজা সুধম্মা আমার দ্বারা নিহত হলেন।

নিহত্য তং মুনিশ্রেষ্ঠ সুধম্মানং নরাধিপম্।  
সাক্ষাশো ভ্রাতরং শ্রমভাষিজং কুশধ্বজম্। ১৯

“হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই রাজা সুধম্মাকে হত্যা করে আমার বীর ভ্রাতা কুশধ্বজকে আমি সাক্ষাৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করে দিলাম।

কনীয়ানেষ মে ভ্রাতা অহং জ্যেষ্ঠো মহামুনে।  
দদামি পরমপ্ৰীতো বধৌ তে মুনিপুত্রব। ২০

“হে মহামুনি! ইনি আমার ছোট ভাই, আর আমি বড়। হে ঋষিপ্রবর! আমি পরম প্রীতির সঙ্গেই আমার কন্যাধ্বয়কে আপনার পুত্রবধূরূপে সম্প্রদান করছি।

সীতাং রামায় ভ্রতং তে উর্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ।  
বীরশুভ্রাং মম সূতাং সীতাং সুরসূতোপমাম্। ২১

দ্বিতীয়ামূর্মিলাং চৈব ত্রিবিদামি ন সংশয়ঃ।  
দদামি পরমপ্ৰীতো বধৌ তে মুনিপুত্রব। ২২

“হে ঋষিপ্রবর! আপনার কল্যাণ হোক। দেবকন্যা-

সুগী আমার প্রথমা কন্যা বীর্ষশুভ্রা সীতাকে এবং দ্বিতীয়া কন্যা উর্মিলাকে আপনার পুত্রবধূরূপে পবমপ্রীতিব সঙ্গে দান করছি। সীতাকে রামের হাতে এবং উর্মিলাকে লক্ষণের হাতে ত্রিসত্যা (তিন সত্য) করে দান করছি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।”

রামলক্ষণদ্বয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ।

পিতৃকার্যং চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু ॥ ২৩

‘মহর্ষি বশিষ্ঠকে উক্ত বাক্যসকল বলে রাজা জনক প্রত্যপ্ন মহারাজ দশরথের উদ্দেশ্যে বললেন—“রাজন্! রাম-লক্ষণের কল্যাণের জন্য গোদান করান! আপনার

মঙ্গল হোক। (আপনি) পিতৃকার্য তথা নান্দীশ্রদ্ধ সম্পন্ন করে অতঃপর বিবাহ-সম্বন্ধীয় কার্য করুন।

মঘা হৃদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো।

ফল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তম্ভিন্ বৈবাহিকং কুরু।

রামলক্ষণদ্বোরর্থে দানং কার্যং সুখোদয়ম্ ॥ ২৪

“হে মহাবাহ! আজ মঘা নক্ষত্র। প্রভু! আজ থেকে তৃতীয় দিনে সেই উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসম্বন্ধীয় কার্য করবেন। রাজন্! রাম-লক্ষণের মঙ্গলের জন্য গো-সুবর্ণাদি দান করুন; তাতে তাদের দুজনের সুখ (মঙ্গল) হবে।”

ইত্যর্থে শ্রীনন্দবামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে বামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

## দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (৭২)

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কর্তৃক ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে কুশলজের কন্যাশ্রয় মাণ্ডবী ও

শ্রুতকীর্তির বিবাহের প্রস্তাব, এই প্রস্তাবে রাজা জনকের সানন্দ-স্বীকৃতি

এবং দশরথ কর্তৃক গোদান ও নান্দীশ্রদ্ধ সম্পাদন

ভয়ঙ্করঃ বৈদেহঃ বিশ্বামিত্রো মহানুনিঃ।

উবাচ বচনং বীরঃ বশিষ্ঠসহিতো নৃপম্ ॥ ১

‘বৈদেহরাজ বীর জনক উক্ত বাক্যসকল বলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে রাজা জনককে বললেন—

অচিহ্ন্যানপ্রমেয়্যপি কুলানি নরপুঙ্গব।

ইক্ষাকুশাং বিদেহানাং নৈবাং তুল্যোহস্মি কচ্চন ॥ ২

“হে নরশ্রেষ্ঠ! ইক্ষাকুদের এবং বিদেহদের বংশ অচিহ্নীয় ও অপরিমেয় মহিমময়। অন্য কেউই (কোনও বংশই) এঁদের তুল্য নয়।

সদৃশো ধর্মসম্বন্ধঃ সদৃশো রূপসম্পদা।

রামলক্ষণদ্বয়ো রাজন্ সীতা চোর্মিলয়া সহ ॥ ৩

“রাজন্! সীতা ও উর্মিলার সঙ্গে রাম-লক্ষণের বিবাহ-সম্বন্ধ যথোচিত। রূপ এবং ঐশ্বর্যেও এঁদের মধ্যে সমানতা বর্তমান।

বচনং চ নরশ্রেষ্ঠ শ্রুতত্যাং বচনং মম।

মাতা ধর্মীরান্ ধর্মজ্ঞ এব রাজ্য কুশলজঃ ॥ ৪

অস্যা ধর্মীরানো রাজন্ রূপেণাপ্রতিমং ভূবি।

সুভাষয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ পরার্থং বরয়ামহে ॥ ৫

ভরতস্য কুমারস্য শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ।

বরয়ে তে সুতে রাজংস্তম্ভোরর্থে মহানুনো ॥ ৬

“রাজন্! আমার একটা কথা শুনুন; এই ধর্মজ্ঞ রাজা কুশলজ আপনার ছোট ভাই। হে মনুষ্যপ্রবর! এই ধর্মাত্মা রাজার অতুলনীয় রূপবতী কন্যা দুটিকে পুত্রবধূরূপে বরণ করছি। হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! মহাত্মা ধীমান দুই রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্যই সেই কন্যাশ্রয়কে বরণ করছি।

পুত্রা দশরথস্যেমে রূপযৌবনশালিনঃ।

লোকপালসনাঃ সর্বে দেবতুলাপরাক্রমাঃ ॥ ৭

“রাজা দশরথের পুত্রগণ সকলেই রূপবান ও তাক্রণ্যে ভরপুর; লোকপাল অর্থাৎ রাজগুণসম্পন্ন এবং দেবতুলা পরাক্রমী।

উভয়োরপি রাজেন্দ্র সম্বন্ধেনানুবধ্যতাম্।

ইক্ষাকুকুলমবজ্রং ভবতঃ পুণ্যকর্মণঃ ॥ ৮

“হে রাজেন্দ্র ! আপনার মতো পুণ্যকর্মীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে উভয় রাজবংশকে (ইক্ষ্বাকুবংশ এবং জনকবংশ) আবদ্ধ করে ইক্ষ্বাকুকুলকে ধন্য করুন।”

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রদ্ধা বসিষ্ঠস্য মতে তদা।  
জনকঃ প্রাজ্ঞলির্বা কামুবাচ মুনিপুঙ্গবৌ॥ ৯

“তখন মহর্ষি বসিষ্ঠের সম্মতিক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে, রাজা জনক কৃতাজ্ঞলিপুটে মুনিবরদ্বয়কে বললেন—

কুলং ধন্যমিদং মনো যেমাং তৌ মুনিপুঙ্গবৌ।  
সদৃশং কুলসম্বন্ধং যদাজ্ঞাপয়তঃ স্বয়ম্॥ ১০

“মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয় নিজে থেকে যে, যোগ্যবংশদ্বয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, সেইজন্য আমার এই বংশকে ধন্য মনে করছি।

এবং ভবতু ভদ্রং বঃ কুশধ্বজসূতে ইমে  
পত্নৌ ভজ্ঞেভাং সহিতৌ শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ॥ ১১

“তাই হোক। আপনাদের স্বমূল হোক। কুশধ্বজের কন্যাঘর পত্নীকপে শত্রুঘ্ন ও ভরতকে ভজন্য করুক।

একাত্ম্য রাজপুত্রীণাং চতসৃণাং মহামুনে।  
পাণিন্ গৃহস্থ চত্বারো রাজপুত্রা মহাবলাঃ। ১২

“হে মুনিবর ! মহাবলশালী চার রাজপুত্র একই দিনে চার রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুক (চার রাজকন্যাকে বিবাহ করুক)।

উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।  
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগ্নো যত্র প্রজাপতিঃ। ১৩

“ব্রহ্মন্ ! আগামী পরশু (পরশু) ফাল্গুনী নক্ষত্রযুক্তা তিথি, যার দেবতা প্রজাপতি ভগ্ন মনীষীরা ঐ দিন বিবাহকার্যের উপযুক্ত বলে প্রশংসা করেন (বিবাহের প্রশস্তকাল বলে থাকেন)।”

এবমুক্তা বচঃ সৌম্যং প্রভুখ্যায় কৃতাজ্ঞলিঃ।  
উত্তৌ মুনিবরৌ রাজা জনকো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৪

“রাজা জনক এইরকম মনোহর বাক্য বলে উঠে দাঁড়িয়ে, করজোড়ে মুনিবর দুজনকে বললেন—

পরো ধর্মঃ কৃতো মহ্যং শিষ্যোহস্মি ভবতোক্তথা।  
ইমান্যাসনমুখ্যানি আস্যভাং মুনিপুঙ্গবৌ॥ ১৫

“হে মুনিবরদ্বয় ! আপনারা দুজন আমার জন্য কন্যা-বিবাহদান-রূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মের বিধান করলেন। আমি আপনাদের দুজনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম। এই শ্রেষ্ঠ আসন দুটিতে আপনারা দুজন উপবেশন করুন।

যথা দশরথস্যোয়ং তথাযোধ্যা পুরী মম।

প্রভুত্বো নাস্তি সন্দেহো যথার্থং কর্তুমর্হতঃ॥ ১৬

“যেমন রাজা দশরথের অযোধ্যা, সেইরকম আমার এই মিথিলা পুরী আপনাদের প্রভুত্ব অধীন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ; অতএব আপনারা দুজন যথাকর্তব্য করুন।”

তথা ব্রুবতি বৈদেহে জনকে রঘুনন্দনঃ  
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ প্রভুবাচ মহীপতিম্॥ ১৭

“বিদেহরাজ জনক সেইকথা বললে, রঘুকুলনন্দন রাজা দশরথ সানন্দে প্রত্যুত্তরে রাজা জনককে বললেন—

যুবামসংখ্যেযশ্শৌ ভ্রাতরৌ মিথিলেশ্বরৌ  
ঋষয়ো রাজসঙ্ঘাশ্চ ভবদ্ ভয়ামভিপূজিতাঃ॥ ১৮

“হে মিথিলাধিপতি ভ্রাতৃদ্বয় ! আপনারা অসংখ্যগুণ-সম্পন্ন ; কারণ, আপনারা রাজন্যমণ্ডলী ও ঋষিকুলকে বিশেষ সম্মান করেন।

স্বস্তি প্রাপুহি ভদ্রং তে গমিষ্যামঃ স্বমালয়ম্।  
শ্রাদ্ধকর্মণি বিধিবদ্ধিস্য ইতি চাত্রবীৎ॥ ১৯

“স্বস্তি (যোগক্ষেম) লাভ করুন ; আপনার কল্যাণ হোক। এখন আমরা নিজবাসে গমন করি ; কারণ, নন্দীযুব শ্রাদ্ধাদিকর্ম (শাস্ত্রীয়) বিধিমতো সমাধা করব।” রাজা দশরথও এই কথা বললেন।

তমাপুটৌ নরপতিং রাজা দশরথস্তদা  
মুনীভৌ তৌ পুরস্কৃত্য জগামাস্তু মহাবলাঃ। ২০

“রাজা জনককে এই বলে বিদায় জানিয়ে মহাযশসী রাজা দশরথ মহর্ষি দুজনকে পুরোভাগে নিয়ে শীঘ্র চলে গেলেন

স গত্বা নিলয়ং রাজা শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।  
প্রভাতে কাণ্ড্যমুখ্যায় চক্রে গোদানমুত্তমম্॥ ২১

“রাজা দশরথ স্ববাসস্থানে গিয়ে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে আড়াদায়িক শ্রাদ্ধাদি ত্রিষ্মা সমাপনান্তে প্রভাতে নিদ্রোচ্ছিত হয়ে উত্তম গোসমূহ দান করলেন।

গবাং শতসহস্রং চ ব্রাহ্মণেভ্যো নরাধিপঃ।  
একৈকশো দদৌ রাজা পুত্রানুদ্ভিষ্য ধর্মতঃ॥ ২২

“নরপতি রাজা দশরথ পুত্রদের (রামাদি চারপুত্রের কল্যাণের) জন্য ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে ধর্মানুসারে এক এক লক্ষ করে গোরু দান করলেন।

সুবর্ণশৃঙ্গয়ঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যাদোহনাঃ।  
গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভঃ। ২৩

বিস্তমন্যচে সুবহু বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।  
দদৌ গোদানমুদ্ভিষ্য পুত্রাণাং পুত্রবৎসলঃ। ২৪



‘পুত্রবৎসল পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুকুলনন্দন রাজা  
দশরথ পুত্রদের কল্যাণের জন্য সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত  
(সোনায় মোড়া শিং-ওয়ালা) হাটপুষ্ট সবৎসা (বাহুর  
সহ) চারলক্ষ গাভী এবং তৎসহ কাংস্যনির্মিত  
(কাঁসার তৈরি) দোহন পাত্র ব্রাহ্মণদের দান করলেন।  
গোদানের উদ্দেশ্যে (দক্ষিণাশ্বরূপ) অন্য বহু সম্পদও

দান করলেন।

স সূত্রেঃ কৃতগোদানৈর্বৃতঃ সমুপতিস্থদা।  
লোকপালৈরিবাভতি বৃতঃ সৌমাঃ প্রজাপতিঃ॥ ২৫  
‘সেই সময়, গো-দান-কর্ম সমাপনাশ্বে পুত্রদের  
দ্বারা পরিবৃত রাজা দশরথ লোকপালগণ-কর্তৃক পরিবৃত  
সৌম্যদর্শন প্রজাপতি প্রকার ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭২।

### ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (৭৩)

রাজা জনকের অনুরোধে মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক বিবাহের পৌরোহিত্য গ্রহণ এবং  
রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সঙ্গে সীতাদি ভগিনী চতুষ্টয়ের শুভ বিবাহ

ঋত্বিক্তে দিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্।  
ঋত্বিক্তে দিবসে বীরো যুধাজিৎ সমুপেয়িবান্॥ ১  
পুত্রঃ কেকয়রাজস্য সাক্ষাদ্ ভরতমাতুলঃ।  
দৃষ্টা পুট্টা চ কুশলঃ রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ২

‘যেদিন রাজা দশরথ গোদান-রূপ উত্তম কর্ম সমাধা  
করলেন, সেই দিনই ভরতের সাক্ষাৎ মাতুল ভরতজননী  
কৈকেয়ীর সহোদর ভ্রাতা কেকয় রাজপুত্র বীর যুধাজিৎ  
সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি রাজা দশরথকে দর্শন এবং  
 তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে এই কথা বললেন—

কেক্যাধিপতী রাজা স্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ।  
যেবাঃ কুশলকামোহসি তেবাঃ সম্প্রতানাময়ম্॥ ৩  
ঋত্বিক্তঃ মম রাজেন্দ্র দ্রষ্টুকামো মহীপতিঃ।  
অর্ঘ্যমুপরাতোহহমযোধ্যাং রঘুনন্দন॥ ৪

‘হে রাজেন্দ্র ! কেকয়রাজ স্নেহবশত আপনার  
কুশল জিজ্ঞাসু। আপনিও যাদের কুশলাভিলাষী, তাঁদের  
সকলের কুশল জানবেন। হে রঘুনন্দন ! রাজা কেকয়রাজ  
আমার ভাগিনেয়ের (তাঁর দৌহিত্র কৈকেয়ী-তনয়  
ভরতের) দর্শনাভিলাষী ; সেই হেতুই আমি অযোধ্যায়  
গিয়েছিলাম

কসম্ কুহমযোধ্যায়াং বিবাহার্থং তবাস্বজান্।

মিথিলামুপযাতাংস্ত্ব ত্বয়া সহ মহীপতে॥ ৫  
ত্বরমাত্যপয়াতোহহং দ্রষ্টুকামঃ স্বসুঃ সুতম্।

‘‘কিন্তু, মহারাজ ! আমি অযোধ্যাতেই আপনার  
পুত্রদের বিবাহের জন্য আপনার সঙ্গে মিথিলায় আগমনের  
সংবাদ শুনে, ভগিনীর পুত্রকে (ভাগিনেয়কে) দর্শনের  
আকাঙ্ক্ষায় দ্রুত এখানে চলে এসেছি।’’

অথ রাজা দশরথঃ প্রিয়াভিধিমুপস্থিতম্॥ ৬  
দৃষ্টা পরমসৎকারৈঃ পূজনাইর্মপূজয়ৎ।

‘তখন রাজা দশরথ পূজনীয় প্রিয় অতিথিকে (শ্যালক  
যুধাজিৎকে) উপস্থিত দেখে পরম সমাদরে তাঁর অর্চনা  
করলেন

ততস্তামুধিতো রাত্রিঃ সহ পুত্রৈর্মহাশ্রুতিঃ॥ ৭  
প্রভাতে পুনরুত্থায় কৃৎস্না কর্মণি তদ্রবিৎ।

ঋষীংস্তদা পুরঙ্কত্য যজ্ঞবটমুশাগমৎ॥ ৮

‘তদ্বৃক্ষ জ্ঞানবান রাজা দশরথ মনস্বী পুত্রদের সঙ্গে  
সেখানে বাসস্থানে সেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন।  
অভ্যংগ প্রভাতে পুনরুত্থিত হয়ে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনাশ্বে  
ঋষিগণ পুরঃসর যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন।

যুক্তে মুহূর্তে বিজয়ে সর্বাভরণভূষিতৈঃ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ॥ ৯

বসিষ্ঠঃ পুরতঃ কৃষা মহর্ষীনগরানপি ।  
বসিষ্ঠো ভগবানেতা বৈদেহমিদমব্রবীৎ ॥ ১০

‘বিজয় নামক শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলে নানাগণের  
সজ্জিত ভাতৃগণের সঙ্গে সুসজ্জিত রামচন্দ্র বিবাহ  
কালোচিত সূত্রবন্ধনাদি মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠান সমাপনান্তে  
বসিষ্ঠ এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ সেইস্থানে উপস্থিত হলেন।  
অতঃপর ভগবান বসিষ্ঠ অগ্রসর হয়ে বিদেহরাজ জনককে  
বললেন—

রাজা দশরথো রাজন্ কৃতকৌতুকমঙ্গলৈঃ ।  
পুত্রৈর্নরবরশ্রেষ্ঠো দাতারমজিকাক্ষতে ॥ ১১

“রাজন্ ! সজ্জনশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ পুত্রদের  
বৈবাহিক সূত্রবন্ধনরূপ মঙ্গলাচরণ সমাপনান্তে  
কন্যাদাতাকে আকাক্ষা করছেন।

দাতৃপ্রতিগ্রহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি ।  
স্বধর্মঃ প্রতিপদাষ কৃষা বৈবাহ্যমুত্তমম্ ॥ ১২

“রাজন্ ! দাতা এবং প্রতিগ্রহীতার সার্থক মিলনেই  
দান ধর্মের সর্বসার্থকতা। অতএব, রাজন্ ! সপুত্র মহারাজ  
দশরথকে আহ্বান করে বিবাহকার্য উত্তমরূপে সম্পাদন  
করে স্বধর্ম প্রতিপালন করুন।”

ইত্যুক্তঃ পরমোদারো বসিষ্ঠেন মহাস্বনা ।  
প্রভাবাচ মহাতেজা বাক্যং পরমধর্মবিৎ ॥ ১৩

‘মহাত্মা বসিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে, অতীব  
উদার, পরম ধর্মবেত্তা ও মহাতেজস্বী রাজা জনক প্রত্যুত্তরে  
বললেন—

কঃ হিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাঙ্গাং সম্প্রতীক্সতে ।  
স্বগৃহে কো বিচারোহস্তি যথা রাজ্যমিদং তব ॥ ১৪

কৃতকৌতুকসর্বথা বেদিমূলমুপাগতাঃ ।

মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহুরিবার্চিনঃ ॥ ১৫

সদ্যোহহং ত্বং প্রতীক্সোহস্মি বেদ্যামস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ ।

অবিয়ঃ ক্রিয়তাং সর্বং কিমর্থং হি বিলম্বাতে ॥ ১৬

“আমার গৃহের প্রবেশ দ্বারে কে দ্বাররক্ষক আছে ?

(কোনও দ্বাররক্ষক নেই)। হে মহর্ষে ! রাজা দশরথ কার

নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন ? আপনার মাধ্যমে তাঁকে

জানাই—হে রাজন্ ! এই রাজ্য যেমন আমার, সেরূপ

আপনারও ! নিজগৃহে প্রবেশের জন্য (অনুমতি প্রাপ্তি)

বিচারের প্রয়োজন আছে কি ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ !

মঙ্গলাসূত্রাদিসংযুক্তা অগ্নিদুতির নাম্য দুতিময়ী আমার

কন্যারা যজ্ঞবেদিমূলে উপস্থিত হয়েছে। এখন আমিও এই  
বেদিমূলে আপনার অপেক্ষায় উপনিষ্ট আছি। সকল কার্য  
নির্বিয়ে সমাধা করুন, বিলম্ব কীসের ?”

তদ্ বাক্যং জনকেনোক্তং শ্রুত্বা দশরথশ্রুত্বা ।  
প্রবেশগাম্যাস সুতান্ সর্বানুগিগণানপি ॥ ১৭

‘তখন রাজা দশরথ, রাজা জনকের সেই কথা শুনে  
পুত্রগণকে (রামাদি চার পুত্রকে) এবং ঋষিগণকে বিবাহ-  
যজ্ঞসভায় প্রবেশ করালেন (পুত্র ও ঋষিগণকে নিয়ে বিবাহ  
যজ্ঞসভায় প্রবেশ করলেন)।

ততো রাজা বিদেহানাং বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ  
কারয়স্ব ঋষে সর্বানুযিভিঃ সহ ধার্মিক ॥ ১৮

রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো ।

‘তখন, বিদেহরাজ জনক মহর্ষি বসিষ্ঠকে বললেন

—“হে প্রভো ধর্মান্বন ঋষে ! ঋষিগণসহ মিলিত হয়ে,  
আপনি লোকান্তিরাম রামচন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধীয় দাবতীয়  
কর্ম সম্পন্ন করান।”

তথৈত্যুক্ত্বা তু জনকং বসিষ্ঠো ভগবানুযিঃ ॥ ১৯

বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দং চ ধার্মিকম্ ।

প্রণামম্বো তু বিধিবদ্ বেদিং কৃষা মহাতপাঃ ॥ ২০

অলংকার তাং বেদি গজপুষ্পৈঃ সমন্ততঃ ।

সুবর্ণপালিকাভিচ্চ চিত্রকুঙ্কৈশ্চ সান্দুরৈঃ ॥ ২১

অঙ্কুরাট্যৈঃ শরাবৈশ্চ ধূপপাত্রৈঃ সধূপকৈঃ ।

শঙ্খপাত্রৈঃ শ্রবৈঃ শ্রগভিঃ পাত্রৈর্নৈর্যাদিপূজিতৈঃ ॥ ২২

লাজপূর্ণৈশ্চ পাত্রীভিরক্ষতৈরপি সংস্কৃতৈঃ ।

দর্ভৈঃ সঠৈঃ সমাস্তীর্ষ্য বিধিবদ্বপূর্বকম্ ॥ ২৩

অগ্নিমাধায় তং বেদ্যাং বিধিমন্ত্রপূরস্কৃতম্ ।

জুহাবাগ্যৌ মহাতেজা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৪

‘মহান তপস্বী মহাতেজা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান ঋষি

বসিষ্ঠ রাজা জনককে ‘তাই হবে’ এই কথা বলে, বিশ্বামিত্র

এবং ধর্মাত্মা শতানন্দকে পুরোভাগে নিয়ে মণ্ডপমণ্ডে

শাস্ত্রীয় বিধিমতে বেদি নির্মাণ করলেন। চারিদিকে গজদ্রবা,

পুষ্প, সুবর্ণ-পালিকা (সোনার ঝালর) দিয়ে সেই বেদিকে

অলঙ্কৃত (সুসজ্জিত) করলেন। অঙ্কুরিত শস্যপূর্ণ চিত্রিত

কলস এবং অঙ্কুরিত শস্যপূর্ণ শরা স্থাপন করে ধূপ-ধূনা সহ

ধূপপাত্র-ধূনাচি, শঙ্খপাত্র স্থাপন করলেন। শ্রব-শ্রব সহ

যজ্ঞীয় পাত্র, পূজিত অর্ঘ্যপাত্র মন্ত্রবারা শুদ্ধ করে লাব

(থৈ) এবং অক্ষত (আতপ চাল) সাজিয়ে রাখলেন। (যজ্ঞ



বেদির চতুর্দিকে) কুশ বিস্তীর্ণ করে (বিছিয়ে রেখে) বিধিবৎ  
মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বেদিতে অগ্নি স্থাপন করে তাতে আহুতি  
দিলেন।

ততঃ সীতাং সমানীয় সর্বাঙ্গরূপভূতাম্।

সমকমগ্রেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা॥ ২৫

অরবীজ্ঞনকো রাজা কৌসলানন্দবর্ধনম্।

ইং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব॥ ২৬

প্রতীচ্চ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিঃ গৃহীত্ব পাণিনা।

পত্নিতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥ ২৭

‘অতঃপর রাজা জনক নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিতা

সীতাকে নিয়ে এসে অগ্নির সামনে রাঘব রামচন্দ্রের

অভিমুখে বসালেন। পরে কৌশল্যার আনন্দবর্ধক পুত্র

রামকে বললেন—“বৎস রঘুনন্দন! আমার সীতা তোমার

সহধর্মিণী। একে গ্রহণ করো। তোমার কল্যাণ হোক।

তোমার হস্ত দ্বারা ঐর হস্ত ধারণ করো। এই মহাভাগ্যবতী

পত্নিতা সর্বদা ছায়ার মতো তোমার অনুগতা হবে।”

ইতুং প্রাক্ষিপদ্ রাজা মন্ত্রপূতং জলং তদা।

সাধুসাম্বিত্তি দেবানামৃষীণাং বদতাং তদা॥ ২৮

‘এইরকম বলে রাজা জনক তখন মন্ত্রপূত জল

শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিক্ষেপ করলেন। তৎক্ষণাৎ দেবতা ও

ঋষিগণ ‘সাধু সাধু’ বলে উঠলেন।

দেবদুন্দুভিনির্ঘোষঃ পুষ্পবর্ষো মহানভূত।

এবং দত্তা সুতাং সীতাং মদ্রোদকপূরিতাম্॥ ২৯

অরবীজ্ঞনকো রাজা হর্ষণাভি পরিপ্লুতঃ।

লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে উর্মিলামুদ্যতাং ময়া॥ ৩০

প্রতীচ্চ পাণিঃ গৃহীত্ব মা ভুং কালস্য পর্যয়ঃ।

‘দেবদুন্দুভি নিনাদিত এবং প্রভূত পুষ্পবৃষ্টি হল।

এইরূপে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ দ্বারা কন্যা সীতাকে

শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করে হর্ষণোৎফুল্ল রাজা জনক

লক্ষ্মণকে বললেন—“লক্ষ্মণ! এসো। তোমার কল্যাণ

হোক। মৎ-প্রদত্তা উর্মিলার পাণিগ্রহণ করো। শুভ সময়

বেন অতিবাহিত না হয়।”

তমেবমুক্তা জনকো ভরতঃ চাভ্যভাষত॥ ৩১

গৃহাণ পাণিঃ মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন।

‘রাজা জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ বলে ভরতকে

বললেন—“হে রঘুনন্দন ভরত! হস্ত দ্বারা মাণ্ডবীর

পাণিগ্রহণ (বিবাহ) করো।”

শত্রুঘ্নঃ চাপি ধর্মাত্মা অত্রবীক্ষিৎখিলেশ্বরঃ॥ ৩২

শ্রুতকীর্ত্তের্মহাবাহো পাণিঃ গৃহীত্ব পাণিনা।

সর্বো ভবন্তঃ সৌম্যাস্ত সর্বো সুচরিতব্রতাঃ॥ ৩৩

পত্নীভিঃ সম্ব কাকুৎস্থো মা ভুং কালস্য পর্যয়ঃ।

‘ধর্মাত্মা মিথিলাপতি জনক শত্রুঘ্নকে বললেন

—“হে মহাবীর! হস্ত দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করো।

তোমরা সকলে কাকুৎস্থকুলতিলক, সৌম্যদর্শন ও

সুচরিতব্রতান ; (নিজ নিজ) পত্নী গ্রহণ করো। শুভসময়

অতিবাহিত না হয়।”

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা পাণিন্ পাণিভিরম্পৃশন্॥ ৩৪

চত্বারস্তে চতস্রাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ।

অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ॥ ৩৫

ঋষীংশ্চাপি মহাত্মানঃ সহভার্যা রঘুবহাঃ।

যথোক্তেন ততশ্চক্রুর্বিবাহং বিধিপূর্বকম্॥ ৩৬

‘মহারাজ জনকের বাক্য শ্রবণ করে মহর্ষি বশিষ্ঠের

অনুমতিক্রমে সেই চার রাজকুমার হস্ত দ্বারা চার রাজকন্যার

হস্ত স্পর্শ করলেন। এইভাবে সেই মহাত্মা রঘুবংশধরেরা

বেদবিধি অনুসারে বিবাহ করে অতঃপর সস্ত্রীক অগ্নি,

যজ্ঞবেদি তথা মহারাজ দশরথ এবং ঋষিমণ্ডলীকে প্রদক্ষিণ

করলেন।

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাং সুভাস্বর।

দিবাদুন্দুভিনির্ঘোবৈর্গীতবাদিত্রিনিঃস্বনৈঃ॥ ৩৭

ননৃতুশ্চান্দ্রঃসম্বা গন্ধর্বাস্ত জগুঃ কলম্।

বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদন্তুতমদৃশাত॥ ৩৮

‘রঘুবংশশিরোমণি রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিবাহ-

কালে নানারকম অদ্ভুত দৃশ্যসকল দৃষ্ট হল—অন্তরীক্ষ থেকে

হতে লাগল পুষ্পবৃষ্টি। চতুর্দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাজতে

লাগল স্বর্গীয় দুন্দুভি ; অঙ্গরারা নৃত্য করতে লাগলেন,

মধুরস্বরে গান গাইতে লাগলেন গন্ধর্বেরা। এইভাবে গান-

বাজনার শব্দে মুখরিত হল চতুর্দিক।

ঈদৃশে বর্তমানে তু তুর্যোদ্ধুট্টনিনাদিতে।

ত্রিগুণিং তে পরিক্রম্য উহর্ভার্যা মহৌজসঃ॥ ৩৯

‘এইভাবে তুর্যধ্বনি নিনাদিত হতে থাকলে মহাবীর

চার রাঘবভ্রাতা অগ্নিকে তিনবার পরিক্রমণ করে পত্নীদের

গ্রহণ করলেন। (বিবাহকার্য সম্পন্ন হল)।

অথোপকার্যঃ জঘ্যুস্তে সভার্যা রঘুনন্দনাঃ।

রাজাপানুযয়ৌ পশ্যান্ সর্ষিসম্বঃ সবাঙ্কবঃ॥ ৪০



অনন্তর ভাৰ্যাসহ রাঘবভ্রাতৃগণ বাসশিবিরের পুত্রদের যেতে দেখে) ঋষিগণ ও বন্ধুগণসহ  
উদ্দেশ্যে গমন করলেন। রাজাও তাই দেখে (বধূসহ) করলেন।

ইত্যৰ্বে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপ্তঃ ॥ ৭৩ ॥

### চতুঃসপ্ততিতম সর্গ (৭৪)

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান, পুত্র ও বধূমাতৃগণসহ অযোধ্যায় প্রতিগমনের  
পথে মহারাজ দশরথের সম্মুখে পরশুরামের আগমন

অথ রাজাঃ বাতীভাষাঃ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।  
আপৃষ্টা ভৌ চ রাজানৌ জগামোত্তরপর্বতম্ ॥ ১

‘অনন্তর রাত্রি প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ  
এবং রাজা জনকের নিকট বিদায় নিয়ে উত্তরপর্বতে  
(হিমাশ্বয়ের শাখা পর্বতে নিজ আশ্রমে) চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্রে গতে রাজা বৈদেহঃ মিথিলাধিপম্।  
আপৃষ্টেব জগামাত্ত রাজা দশরথঃ পুরীম্ ॥ ২

অথ রাজা বিদেহনাং দদৌ কন্যাধনং বহু।  
‘মহর্ষি বিশ্বামিত্র চলে গেলে রাজা দশরথ  
বিদেহরাজ মিথিলাপতি জনকের অনুমতি নিয়ে শীঘ্র নিজ  
পুরী অযোধ্যায় চলে গেলেন।

গবাং শতসহস্রাণি বহুনি মিথিলেশ্বরঃ ॥ ৩  
কমলানাং চ মুখানাং সৌম্যান্ কোট্যশ্বরাণি চ।

হস্তাশ্বরথপাদাতঃ দিব্যরূপঃ স্বলংকৃতম্ ॥ ৪  
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্।

হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিক্রমস্য চ ॥ ৫  
‘কন্যাদের স্বশুরালয়ে প্রেরণকালে বিদেহরাজ  
মিথিলাপতি জনক কন্যাদানের পণরূপে অনেক ধন দান  
করলেন। দান করলেন এক লক্ষ গোরু, অনেক উত্তম  
কমল, বেশী বস্ত্র (পটবস্ত্র), এক কোটি সাধারণ সুতির  
বস্ত্র, গজাশ্ব-রথ-পদাতিক সংবলিত চতুরঙ্গ সেনা,  
কন্যাদের অত্যুত্তম দাসদাসীরূপে সুন্দর অলঙ্কারে সুসজ্জিত  
দিব্যরূপী এক শত কন্যা, বহু স্বর্ণালঙ্কার, মুক্তা ও প্রবাল।

দদৌ রাজা সুসংহৃষ্টঃ কন্যাধনমনুত্তমম্।  
দত্তা বহুবিধঃ রাজা সমনুজ্ঞাপ্য পার্শ্বিনম্ ॥ ৬  
প্রবিবেশ স্বনিলয়ং মিথিলাং মিথিলেশ্বরঃ।  
রাজাপ্যযোধ্যাধিপতিঃ সহ পুত্রৈর্মহাস্বতিঃ ॥ ৭  
ঋষীন্ সর্বান্ পুরস্কৃত্য জগাম সবলানুগঃ।

‘রাজা জনক সানন্দে অত্যুত্তম কন্যাধন দান  
করলেন। নানা যৌতুক দান করে মিথিলাপতি রাজা জনক  
রাজা দশরথের অনুমতিক্রমে মিথিলায় প্রত্যাবর্তন করে  
নিজভবনে প্রবেশ করলেন। রাজা দশরথ ও মহাত্মা পুত্রদের  
এবং ঋষিদের সকলকে পুরোভাগে নিয়ে সৈন্যগণ ও  
অনুচরদের সঙ্গে অযোধ্যায় প্রতি যাত্রা করলেন।

গচ্ছন্তঃ তু নরব্যগ্রঃ সর্ষিসজঃ সরাঘবম্ ॥ ৮  
ঘোরাশ্চ পক্ষিণো বাচো ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।  
ভৌমশ্চৈব মৃগাঃ সর্বে গচ্ছন্তি স্ম প্রদক্ষিণম্ ॥ ৯

‘পুরুষসিংহ রাজা দশরথ ঋষিগণ এবং রামাদি  
রাঘবদের সঙ্গে যেতে থাকলে, সহসা ভয়ঙ্কর পক্ষিবুল  
চতুর্দিকে চিৎকার করতে লাগল, এবং নিরীহ ভূচর প্রাণীর  
(হরিণেরা) রাজার দক্ষিণাবর্তে চলতে লাগল।

তান্ দৃষ্ট্বা রাজাশার্দূলো বসিষ্ঠঃ পর্যপুচ্ছত।  
অসৌম্যাঃ পক্ষিণো ঘোরা মৃগাশ্চাপি প্রদক্ষিণাঃ ॥ ১০  
কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিধীদতি।

‘রাজসিংহ দশরথ তাদের (তদ্রূপ বিপরীত  
ব্যবহারকারী পশুপক্ষীদের) দেখে, মহর্ষি বসিষ্ঠকে

কিঙ্কসা করলেন—“হে মহর্ষে ! ভয়ঙ্কর পক্ষীরা চিংকার  
করছে, আবার যুগগণ প্রদক্ষিণ করছে। এ কী ?  
কলঙ্কপাকারী এই অসম ঘটনা আমার মনকে বিষাদিত  
করছে।”

রাজা দশরথসোতজুতা বাক্যঃ মহানৃষিঃ ॥ ১১  
উবাচ মধুরাঃ বাণীঃ শ্রয়তামস্যা যৎ ফলম্।  
উপস্থিতঃ ভয়ঃ ঘোরঃ দিব্যঃ শঙ্কিমুখাচ্ছ্যতম্। ১২  
যুগাঃ প্রশময়ন্তোক্তে সন্তাপন্তাজাতাময়ম্।

‘মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশবথের কথা শুনে, মধুর স্বরে  
কলেন—“রাজন্ ! এই শব্দের ফল শুনুন, আকাশে  
পাখিদের মুখ থেকে যে গভীর স্বর উথিত হচ্ছে, এতে  
ভয়ের কারণ আছে। পরন্তু, যুগেরা (প্রদক্ষিণ দ্বারা এই  
ভয়ে) প্রশমিত করবে। (আপনি) দুঃখিত্যা ত্যাগ করুন।”

ভোঃ সংবদতাং তত্র বায়ুঃ প্রাদুর্ভূব হ ॥ ১৩  
কৃষ্ণয়নু মেদিনীঃ সর্বাং পাতয়ন্ত মহাক্রমান্।  
ভয়শা সঙ্ঘতঃ সূর্যঃ সর্বং নাবেদিস্বর্দিশঃ ॥ ১৪  
ভয়না চবৃতঃ সর্বং সম্মূঢ়মিব তদ্বলম্।

‘রাজা দশরথ এবং ঋষিদের মধ্যে কথা বলার সময়  
সহসা সমস্ত ধরিত্রীকে প্রকম্পিত করে এবং বিশাল বিশাল  
বৃষ্টিগলিকে ভূপাতিত করে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে  
লাগল। সূর্য আঁধারে ঢেকে গেল। কেউই দিকসমূহ বুঝতে  
পারল না (সকলেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল)।  
ধূলিঝড়ে চারিদিক আচ্ছাদিত হয়ে গেল। সৈন্যগণ  
বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে রইল।

বশিষ্ঠ ঋষমশ্চান্যে রাজা চ সসুতন্তদা ॥ ১৫  
সংজ্ঞা ইব তত্রাসন্ সর্বমন্যচ্ছিত্তেনম্।  
উপস্থিতমসি ঘোরে তু ভস্মচ্ছমেব সা চমূঃ ॥ ১৬

‘কেবল বশিষ্ঠদেব, অন্য ঋষিরা এবং সপুত্র রাজা  
(দশরথ) সেই সময় সচেতন ছিলেন আর অন্য সকলেই  
(গজাশ্বাদিসহ সৈন্যগণ ও সেবকেরা) অচেতন হয়ে  
পড়েছিল। সেই ঘোর অন্ধকাবে (তমসচ্ছন্ন ধূলিঝড়ে)  
গজাশ্বাদিসহ সৈন্যদল যেন ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে গেল।

দর্শ জীমসংকাশং জটায়ুগুণধারিণম্।  
ভর্গবঃ জামদগ্ন্যায়ং রাজা রাজবিমর্দনম্। ১৭  
কৈলাসমিব দুর্ধর্ষঃ কালাগ্নিমিব দুঃসহম্।

জলন্তমিব তেজোভির্দুর্নিরীক্ষাঃ পৃথগ্ জনৈঃ ॥ ১৮  
ঋক্ষে চাসজ্য পরশুং ধনুর্বিদ্যাদগোপমম্।

প্রগৃহ্য শরমগ্রং চ ত্রিপুরঘ্নং যথা শিবম্ ॥ ১৯

‘রাজা দশরথ ভৃগুমুনির (শুক্রাচার্যের) বংশধর,  
জমদগ্নিমুনির পুত্র মহর্ষি পরশুরামকে দেখতে পেলেন।  
সেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়মর্দনকারী, জটাজুটধারী  
ভয়ানকদর্শন, কৈলাসপর্বতের ন্যায় দুর্ধর্ষ (দুর্লভ্য),  
প্রলয়কালীন প্রকলিত অগ্নিতেজ সদৃশ দুঃসহ ও ভয়ঙ্কর,  
সাধারণজন কর্তৃক দুঃসাধাদর্শন, ত্রিপুরারি মহাদেবের ন্যায়  
দুর্জয় ; তিনি হস্তে বিদ্যুৎগুঞ্জের তুলা ধনু ও উগ্র বাণ এবং  
ঋক্ষে পরশু (কুঠার) ধারণ করে আছেন।

তং দৃষ্ট্বা জীমসংকাশং জলন্তমিব পাবকম্।

বশিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা জপহোমপরায়ণাঃ ॥ ২০

সঙ্কতা মুনয়ঃ সর্বং সঞ্জল পুরথো মিথঃ

‘তখন অগ্নির ন্যায় প্রকলিত ভয়ঙ্কর তাঁকে  
(পরশুরামকে) দেখে জপ এবং হোমপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও  
ঋষিরা মিলিত হয়ে একত্রে জল্পনা (বলাবলি) করতে  
লাগলেন—

কচিৎ পিতৃবধামর্ষী ঋত্রং নোৎসাদয়িষ্যতি ॥ ২১

পূর্বং ঋত্রবধঃ কৃতা গতমনুর্গতজ্বরঃ

ঋত্রসোৎসাদনং ভূয়ো ন খল্বস্য চিকীর্ষিতম্ ॥ ২২

‘পিতৃবধজনিত ক্রোধে ইনি আবার ঋত্রিয় নিধন  
করবেন না তো ? পূর্বে ঋত্রিয় বধ করে ঐর ক্রোধ  
নিবারিত, মনের স্বালাও দূরীভূত হয়েছে ! পুনরায়  
ঋত্রিয়বধ ঐর ইচ্ছা নয় (বলে মনে হয়)।”

এবমুস্তার্থ্যাদায় ভার্গবঃ জীমদর্শনম্।

ঋষয়ো রাম রামেতি মধুরং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ২৩

‘ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ আলোচনান্তে, জীমদর্শন  
ভার্গব পরশুরামকে অর্থ্য দান করে ‘জয় শ্রীরামচন্দ্র’ বলে  
মধুর স্বরে তাঁকে আহ্বান করলেন।

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামৃষিদত্তাং প্রতাপবান্।

রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যোহজ্যভাষত ॥ ২৪

‘জমদগ্নিনন্দন প্রতাপশালী রাম (পরশুরাম)  
ঋষিপ্রদত্ত সেই অর্থ্য (পূজা) প্রতিগ্রহণ করে, দশরথনন্দন  
রামকে বললেন—’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

## পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ (৭৫)

মহারাজ দশরথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে জামদগ্ন্য রাম কর্তৃক দাশরথি রামকে প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান

রাম দশরথে বীর বীর্যং তে প্রায়তেহত্মতম্।  
ধনুষো ভেদনং চৈব নিখিলেন ময়া শ্রুতম্॥ ১

“হে বীর দাশরথি রাম ! শোনা যায় তোমার  
বিশ্বাকর বীরত্বের কথা। তুমি যে হরধনু ভঙ্গ করেছ, সে  
কথাও নিখিল জনগণ এবং আমিও শুনেছি।

তদন্তুতমচ্ছিত্যং চ ভেদনং ধনুষস্তথা।  
তচ্ছূড়াহমনুপ্রাপ্তো ধনুর্গৃহ্যাপরং শুভম্॥ ২

“সেই হরধনুভঙ্গ যেমন অদ্ভুত সেইরকম  
অচ্ছিন্নীয়ও বটে। সেই ধনুর্ভঙ্গ বিষয়ে শ্রবণ করে আমি  
অপর একটি পবিত্র ধনু নিয়ে এসেছি।

তদ্বিদং ঘোরসংকাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ।  
পূরয়ত্ব শরৈশৈব স্ববলং দর্শয়ত্ব চ॥ ৩

“এখন জামদগ্নি মূনির এই বিশাল ও ভয়ঙ্কর  
ধনুটিতে (জামদগ্ন্য ধনুটিতে) বাণ-যোজনা করে নিজের  
শক্তি প্রদর্শন করো তো দেখি !

তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোহপ্যস্য পূরণে।  
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্যপ্রাধামহং তব॥ ৪

“এই জামদগ্ন্যধনুতে বাণযোজনা দ্বারা তোমার বীরত্ব  
দেখে, আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে (দুজনের মধ্যে যুদ্ধ)  
অবতীর্ণ হব। আমিই হব তোমার বীরত্বের প্রশংসার কারণ।”

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথস্তদা।  
বিষমবদনো দীনঃ প্রাজ্ঞলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫

‘তার (পরশুরামের) সেই বীরত্বপূর্ণ কথা (যুদ্ধার্থে  
শ্রীরামকে আহ্বান) শুনে বিষমমুখে বিনীতভাবে রাজা  
দশরথ কৃতাজ্ঞ হইয়া তাঁকে বললেন—

ক্ষত্ররোবাং প্রশান্তত্বং ব্রাহ্মণশ্চ মহাতপাঃ।  
বালানাং মম পুত্রাগামভয়ং দাতুমর্হসি॥ ৬  
ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্নাত্যায়ত্রতশালিনাম্।  
সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবানসি॥ ৭

“ব্রহ্মণ ! আপনি বেদাধ্যয়নরত ও ব্রতপরায়ণ মহর্ষি  
ভৃগুর বংশে জাত মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ। অধুনা ক্ষত্রিয়ের প্রতি  
রোষমুক্ত হয়ে শান্ত হয়েছেন। অতএব, আমার বালক  
পুত্রদের অভয় দান করুন। বিশেষত আপনি তো  
সহস্রলোকের ইন্দের কাছে প্রতিজ্ঞা করে শস্ত্র ত্যাগ  
করেছেন !

স ত্বং ধর্মপরো তুহ্য কশ্যপায় বসুন্ধরাম্।

দত্তা বনমুপাগম্য মহেন্দ্রকৃতকেতনঃ॥ ৮

“আপনি ধর্মাগ্রয়ী হয়ে মহর্ষি কশ্যপকে (আপনা  
কর্তৃকজিত) পৃথিবী দান করে মহেন্দ্রপর্বতে আশ্রম নির্মাণ  
করে বাস করতে লাগলেন।

মম সর্ববিনাশায় সম্প্রাপ্তত্বং মহামুনে।  
ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্বে জীবামহে বয়ম্॥ ৯

“হে মহামুনে ! আপনি আমার সর্বনাশ (আমাদের  
সকলকেই বিনাশ) করার জন্য এসেছেন ! কারণ, কেবল  
একমাত্র রামকে হত্যা করলেই আমরা কেউই বাঁচব না  
(রামের শোকে সকলেই মারা যাব)।”

ব্রুবতোবং দশরথে জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।  
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রামমেবাভাতত।॥ ১০

‘রাজা দশরথ এইরকম কবে বললেও প্রতাপশালী  
জামদগ্ন্য পরশুরাম দশরথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে  
রামকেই বললেন—

ইমে যে ধনুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যে লোকাভিপূজিতে।  
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্বকর্মা॥ ১১

“বিশ্বকর্মা কর্তৃক দৃঢ়ভাবে নির্মিত সুন্দর শ্রেষ্ঠ প্রধান  
দিব্য শক্তিশালী এই ধনু দুটি জনগণ কর্তৃক পূজিত।

অনুস্টমং সূরৈরেকং ব্রাহ্মকায় যুযুৎসবে।  
ত্রিপুরয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ ভগ্নং কাকুৎস্থ যত্নয়া॥ ১২

“হে নরশ্রেষ্ঠ ! ত্রিপুর নামক দৈত্যকে হত্যা করার  
জন্য পূর্বোক্ত দুটির মধ্যে একটি ধনু দেবগণ ব্রাহ্মক শিবকে  
দিয়েছিলেন ; হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! যেটিকে তুমি  
ভেঙেছ।

ইদং দ্বিতীয়ং দুর্ধ্বং বিষ্ণোর্দত্তং সুরোত্তমৈঃ।  
তদ্বিদং বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপূরজয়ম্॥ ১৩

“রাম ! শক্রপুত্রী ধ্বংসকারী দুর্ধ্ব এই দ্বিতীয় ধনুটি  
দেবশ্রেষ্ঠগণ ভগবান বিষ্ণুকে দিয়েছিলেন ; সেইজন্য এটি  
বৈষ্ণব ধনু নামে খ্যাত।

সমানসারং কাকুৎস্থ রৌদ্রেণ ধনুষা দ্বিদম্।  
তদা তু দেবতাঃ সর্বাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম পিতামহম্॥ ১৪

শিতিকণ্ঠসা বিষ্ণোশ্চ বলাবলনিরীক্ষমা।  
“এই বৈষ্ণব ধনু ভীষণতায় (শক্তিতে) হরধনুর

সমান। হে কাকুৎস্থ ! এক সময় দেবতারা সকলে নীলকণ্ঠ  
মহাদেব এবং বিষ্ণুর মধ্যে পরস্পর শক্তির আধিক্য ও  
ন্যূনতা সম্বন্ধে (উভয়ের মধ্যে কার শক্তি বেশি, কার শক্তি  
কম— এই সম্বন্ধে) জানতে ইচ্ছা করে পিতামহ ব্রহ্মাকে



জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

অভিপ্রায়ঃ তু বিজ্ঞায় দেবতানাং পিতামহঃ ॥ ১৫  
বিরোধঃ জনয়ামাস তয়োঃ সত্যবতাং বরঃ।

“সত্যপরায়ণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা  
দেবতাদের অভিপ্রায় (মনোভিলাষ) বুঝতে পেরে তাঁদের  
দুজনের (শিব ও বিষ্ণুর) মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিলেন।  
বিরোধে তু মহদ্ যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্ ॥ ১৬  
নিতিকষ্টসা বিষ্ণোশ্চ পরম্পরজয়ৈষিণোঃ।

“পরস্পর বিজয়াভিলাষী শিব ও বিষ্ণুর বিবাদে  
রোমহর্ষক ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছিল।

তদা তু জুষ্টিতং শৈবং ধনুর্ভীমপরাক্রমম্ ॥ ১৭  
হুঙ্কারেণ মহাদেবঃ শুষ্কিতোহথ ত্রিলোচনঃ।

“সেই সময় সহসা ভগবান বিষ্ণুর ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে  
(টিংকারে) ভয়ানক শৈব ধনু শিখিল হয়ে পড়ল এবং  
ভগবান ত্রিলোচন মহাদেবও শুষ্কিত হয়ে গেলেন।

দৌৰৈত্তদা সমাগমা সর্ষিসম্বঃ সচারণৈঃ ॥ ১৮  
ধাতিতী প্রশমঃ তত্র জঘনুভ্যৌ সুরোত্তমৌ।

“তখন ঋষি ও চারণগণসহ দেবতারা সেখানে  
সমাগত হয়ে প্রার্থনা জানালে, বরেণ্য দেবতা দুজন (শিব ও  
বিষ্ণু) যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন।

জুষ্টিতং তদ্ ধনুর্দষ্টা শৈবঃ বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ ॥ ১৯  
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুঃ দেবাঃ সর্ষিগণাস্থথা।

“ভগবান বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈব ধনুকটিকে  
(ধ্বংসনকে) তদ্রূপ শিখিল হতে দেখে, ঋষিগণসহ  
দেবতারা বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বলে স্বীকার করে  
লিলেন।

ধনু রুদ্রস্ত সংক্ৰুদ্ধো বিদেহেষু মহাযশাঃ ॥ ২০  
দেবরাতস্য রাজর্ষের্দদৌ হস্তে সমসায়কম্।

“তখন মহাযশস্বী রুদ্রদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
বাণসহ ধনুকটি বিদেহদেশের রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে দান  
করলেন।

ইম চ বৈষ্ণবঃ রাম ধনুঃ পরপূরণ্যম্ ॥ ২১  
ঋচীকে জাগ্ৰবে প্রাদাদ্ বিষ্ণুঃ স ন্যাসমুত্তমম্।

“রাম ! শত্রুপূরী ধ্বংসকারী এই বৈষ্ণব ধনুটি  
ভগবান বিষ্ণু ভৃগুবংশীয় ঋচীক মূনির কাছে ন্যাস (বন্ধক)

রূপে দিয়েছিলেন (বন্ধক রেখেছিলেন)।

ঋচীকস্ত মহাতেজাঃ পূত্রস্যাপ্রতিকর্মণঃ ॥ ২২  
পিতৃর্মম দদৌ দিব্যং জমদগ্ন্যৈর্মহাশ্বনঃ।

“মহাতেজস্বী ঋচীক আবার সেই দিব্য ধনুটি তাঁর  
প্রতিশোধ কামনাশূন্য পুত্র, গিনি আমারও (পূজনীয়)  
মহাত্মা পিতৃদেব, সেই জমদগ্নিকে দিয়েছিলেন।

ন্যস্তশাস্ত্রে পিতরি মে তপোবলসমমিতঃ ॥ ২৩  
অর্জুনো বিদধে মৃত্যুং প্রাকৃতাং বুদ্ধিমাহিতঃ।

“আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করে তপস্যারত হলে,  
দুর্বুদ্ধি কার্তবীর্জার্দুন তাঁকে হত্যা করেন।

বধমপ্রতিক্রমঃ তু পিতৃঃ শ্রদ্ধা সূদারুণম্।  
ঋত্মুৎসাদয়ঃ রোষাজ্জাতঃ জাতমনেকশঃ ॥ ২৪

“আমার পিতার এই অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যার  
কথা শুনে, ক্রুদ্ধ হয়ে বারবার (বিভিন্নবার) জাত  
ক্ষত্রিয়দের আমি অনেকবার (একশবার) নিধন করেছি  
(একশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছি)।

পৃথিবীং চাখিলাং প্রাপ্য কশ্যপায় মহাশ্বনৈ।  
যজ্ঞস্যাপ্তেহদদং রাম দক্ষিণাং পুণ্যকর্মণে ॥ ২৫

“রাম ! অতঃপর সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে একটা  
যজ্ঞ করলাম এবং যজ্ঞের শেষে পুণ্যকর্মা মহাত্মা কশ্যপকে  
যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ তা দান করলাম।

দত্ত্বা মহেন্দ্রনিলয়তপোবলসমমিতঃ।  
শ্রদ্ধা তু ধনুমো ভেদং ততোহহং দ্রুতমাগতঃ ॥ ২৬

“পৃথিবী দানাগ্রে আমি মহেন্দ্রপর্বতে বাস করে  
তপোবলে বলীয়ান হয়েছি। পরে ধনুর্ভঙ্গের সংবাদ শুনে  
সেখান থেকে দ্রুত চলে এলাম।

তদেবং বৈষ্ণবং রাম পিতৃপিতামহং মহৎ।  
ঋত্মধর্মং পুরস্তা গৃহীষ্য ধনুরুত্তমম্ ॥ ২৭

যোজয়স্ব ধনুঃশ্রেষ্ঠে শরং পরপূরণ্যম্।  
যদি শজ্জোহসি কাকুৎস্থঃ দম্বং দাস্যামি তে ততঃ ॥ ২৮

“কাকুৎস্থ রাম ! আমার পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত  
মহৎ এবং উত্তম এই বৈষ্ণব-ধনুটি ক্ষাত্রধর্মানুসারে  
গ্রহণ করে এই শ্রেষ্ঠ ধনুতে শত্রুপূরী বিধ্বংসী বাণ যোজনা  
করো, যদি সমর্থ হও, তাহলে তোমাকে দম্বযুদ্ধের সুযোগ  
দেব।”

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

## মট্সপুত্তিতম সর্গ (৭৬)

বৈষ্ণব-ধনুতে বাণ যোজনা দ্বারা শ্রীরাম কর্তৃক পরশুরামের তেজোহরণ, পরশুরামের  
মহেন্দ্র পর্বতে প্রতিগমন এবং দেবগণ কর্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা

ক্রুদ্ধা তু জামদগ্ন্যস্য বাকাং দাশরথিহৃদা।

গৌরবাদ্যদ্বিতকথঃ পিতৃ রামমথাত্রবীং॥ ১

‘জমদগ্নিকুমার পরশুরামের কথা শুনে দশরথনন্দন  
রাম পিতার গৌরবরক্ষাহেতু সংযতবাক হয়ে পরশুরামকে  
বললেন—

কৃতবানসি যৎ কর্ম শ্রুতবানস্মি ভার্গব।

অনুরূপ্যামহে ব্রহ্মন্ পিতুরানুপ্যামাহিতঃ॥ ২

“হে ভৃগুনন্দন ব্রহ্মন্ ! (পিতৃহত্যার প্রতিশোধ  
নিয়ে) আপনি পিতার স্বগমুক্ত হওয়ার জন্য যে কর্ম  
করেছেন, তা শুনলাম এবং অনুমোদন করলাম।

বীৰ্যহীনমিবাশক্তঃ ক্ষত্রধর্মণ ভার্গব।

অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেহদ্য পরাক্রমম্॥ ৩

“হে ভৃগুনন্দন ! আমাকে আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনে  
অসমর্থ বীৰ্যহীন মনে করে অবজ্ঞা করছেন ! তাহলে  
আমার তেজ এবং পরাক্রম দেখুন।”

ইত্যুক্তা রাঘবঃ ক্রুদ্ধো ভার্গবস্য বরাঘুধম্।

শরং চ প্রতিজগ্ৰাহ হস্তান্মুপরাক্রমঃ॥ ৪

‘এই কথা বলে ক্রুদ্ধ রাঘব ক্ষিপ্ততার সঙ্গে পরাক্রম  
প্রদর্শন করে ভৃগুনন্দন পরশুরামের হাত থেকে উত্তম  
ধনুর্বাণ ছিনিয়ে নিলেন।

আরোপ্য স ধনু রামঃ শরং সজ্যং চকার হ।

জামদগ্ন্যং ততো রামঃ রামঃ ক্রুদ্ধোহব্রবীদিদম্॥ ৫

‘শ্রীরাম ধনুতে জ্যা যোজনা করে বাণ আরোপ  
করলেন। অতঃপর ক্রুদ্ধ দশরথনন্দন রাম জমদগ্নিনন্দন  
রামকে বললেন—

ব্রাহ্মণোহসীতি পূজ্যো মে বিশ্বামিত্রকৃতেন চ।

তস্মাচ্ছক্তো ন তে রাম মোক্ষঃ প্রাপহরং শরম্॥ ৬

“আপনি ব্রাহ্মণ, অধিকন্তু আমার পূজনীয়  
বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তাই আমার পূজ্য। সেইহেতু,  
হে জমদগ্নিনন্দন ! আপনার প্রতি প্রাণঘাতী শর নিক্ষেপ  
করতে পারছি না।

ইমাং বা ত্বদগতিং রাম তপোবলসমর্জিতান্।

লোকানপ্রতিমান্ বাপি হনিষ্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭

ন হ্যয়ং বৈষ্ণবো দিব্যঃ শরঃ পরশুরজ্জরঃ।

মোঘঃ পততি বীৰ্যেণ বলদপবিনাশনঃ॥ ৮

“হে ভৃগুনন্দন রাম ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আপনার  
উক্কণ গতিশক্তি এবং আপনার তপেবলে অর্জিত  
অতুলনীয় লোকসমূহ (রাজ্যসমূহ) ধ্বংস করি। বীর  
বলবর্ধন বিনশী এবং শত্রুপূরী বিধ্বংসী এই নিবা বৈষ্ণব  
শর নিষ্ক্রিয় হলে নিষ্ফল হয় না।’

বরাঘুধরং রামং ব্রহ্মং সর্বিগণাঃ সুরাঃ।

পিতামহং পুরহুতাং সমেতান্তত্র সর্বশঃ॥ ৯

‘উত্তম অস্ত্রধারী রামচন্দ্রকে দেবার জন্য  
লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে পুরোভাগে নিয়ে ঋষিগণসহ  
দেবতারা সকল দিক থেকে এসে সেখানে সমবেত হলেন।

গন্ধর্বাঙ্করসশ্চৈব সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ।

বক্ষরাঙ্কসনাগাশ্চ তদ্ ব্রহ্মং মহদভূতম্॥ ১০

‘গন্ধর্বগণ, অঙ্করারা, সিদ্ধগণ, চারণ এবং  
কিন্নরগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস এবং নাগেরা সকলে সেই  
অভূত মহৎ দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে সমবেত  
হয়েছিলেন।

জড়ীকৃতে তদা লোকে রামে বরধনুর্ধরে।

নির্বীর্যো জামদগ্ন্যোহসৌ রামো রামমুদৈক্ষতঃ॥ ১১

‘শ্রীরামচন্দ্র সেই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ধনুটি ধারণ করায়  
সমগ্র জগৎ জড়বৎ স্পন্দনহীন হয়ে গেল এবং জামদগ্ন্য  
রাম বীৰ্যহীন হয়ে দাশরথি শ্রীরামের দিকে তাকিয়ে  
রইলেন।

তেজোভির্গতবীৰ্যদ্বাজামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ।

রামং কমলপত্রাকং মন্দং মন্দমুবাচ হ॥ ১২

‘শ্রীরামচন্দ্রের তেজে বীৰ্যহীন জড়ীভূত জামদগ্ন্য  
কমলনয়ন শ্রীরামকে ধীরে ধীরে বললেন—

কাশ্যপায় ময়া দত্তা যদা পূর্বং বসুন্ধরা।

বিষয়ে মে ন বস্তব্যমিতি মাং কাশ্যপোহব্রবীৎ॥ ১৩

“পূর্বে আমি যখন কাশ্যপমুনিকে পৃথিবী দান  
করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার  
রাজ্যে বাস করো না।

সোহহং গুরুবচঃ কুর্বন্ পৃথিব্যাং ন বসে নিশাম্।

তদাপ্রভৃতি কাকুৎস্থ কৃত্য মে কাশ্যপস্য হ॥ ১৪

“হে কাকুৎস্থ রাম ! সেই থেকে গুরুবাক্য রক্ষা  
করে আমি পৃথিবীতে (মৎপ্রদত্ত গুরুরাজ্যে) রাত্রিবাস করি

না ; কারণ, মহর্ষি কশ্যপের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি  
(কথা দিয়েছি)।

জমিমাং মঙ্গলতিং বীর হস্তং নার্সি রাঘব।

মঙ্গলবৎ গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥ ১৫

“হে বীর রামচন্দ্র ! আমার গতিশক্তিকে নষ্ট করে  
দিও না ! আমি মনের গতির মতো দ্রুতগতিতে পর্বতশ্রেষ্ঠ  
মহেন্দ্রে চলে যাব।

লোকান্তপ্রতিমা রাম নির্জিতাত্মপসা ময়া।

হি তাক্ষরমুখোন মা হুং কালস্য পর্যায়ঃ ॥ ১৬

“রাম ! তপস্যা দ্বারা আমি যে সকল অতুলনীয় রাজ্য  
জয় করেছি, তুমি সেগুলিকে তোমার শ্রেষ্ঠ বাণ দ্বারা ধ্বংস  
করো ; কাল-বিলম্ব কোরো না।

অক্ষয়ং মধুহহারং জানামি দ্বাং সুরেশ্বরম্।

ধনুৰ্বোহস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেহস্ত পরম্পর ॥ ১৭

“এই ধনুকের গ্রহণ এবং আকর্ষণ থেকেই  
তোমাকে মধুসূদন অবিনাশী দেবেশ্বর বিষ্ণুরূপে জানতে  
পেরেছি। হে শত্রুসন্তাপক রাম ! তোমার মঙ্গল হোক।

এতে সুরগণাঃ সর্বে নিরীক্ষন্তে সমাগতাঃ।

রামপ্রতিমকর্মণামপ্রতিনিধম্বাহবে ॥ ১৮

“তুমি কর্মসম্পাদনে অতুলনীয় এবং যুদ্ধে  
অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই, সমাগত দেবতারা সকলে তোমাকে  
বিশেষভাবে দেখছেন।

ন চেয়ং তব কাকুৎস্থ ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি।

দ্বা ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ ॥ ১৯

“হে কাকুৎস্থকুলভূষণ ! ত্রিলোক্যপতি তোমার কাছে  
আমার এই পরাজয় লজ্জাজনক হতে পারে না

(লজ্জাজনক নয়)।

শরমপ্রতিমং রাম মোক্ষমর্হসি সূত্রত।

শরমোক্ষে গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥ ২০

“শুভ্রতিনি রাম ! তোমার অতুলনীয় বাণ নিক্ষেপ  
করো। সেই নিক্ষিপ্ত বাণের সাহায্যে আমি উত্তম মহেন্দ্র  
পর্বতে চলে যাব।”

তথা ব্রুবতি রামে তু জামদগ্ন্যো প্রভাপবান্।

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্শিক্ষেপ শরমুত্তমম্ ॥ ২১

“জামদগ্নিনন্দন পরশুরাম এইরকম বললে,  
প্রভাপশালী শ্রীমান দশরথনন্দন রাম উত্তম বাণ নিক্ষেপ  
করলেন।

স হতান্ দৃশ্য রামেণ স্বাঁল্লোকাঃস্বপসার্জিতান্

জামদগ্ন্যো জগামান্ত মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥ ২২

“স্বীয় তপস্যা দ্বারা অর্জিত রাজ্যগুলি শ্রীরামচন্দ্র  
কর্তৃক ধ্বংস হচ্ছে, দেখতে দেখতে, জামদগ্ন্য রাম সত্ত্বর  
উত্তম মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন।

ততো বিতিমরাঃ সর্বা দিশ্শোচাপদিশস্তথা।

সুরাঃ সর্বিগণা রামং প্রশংসাসুক্রদায়ুধম্ ॥ ২৩

“তখন সকল দিক এবং উপদিকগুলি অন্ধকারহীন  
(আলোকিত) হয়ে গেল। ঋষিগণসহ দেবতারা সকলে  
উন্নীত অস্ত্রধারী রামচন্দ্রের প্রশংসা করতে লাগলেন।

রামং দাশরথিঃ রামো জামদগ্ন্যঃ প্রসূজিতঃ।

ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামান্তাগতিং প্রভুঃ ॥ ২৪

“অতঃপর দাশরথি রাম কর্তৃক সম্মানিত হয়ে  
প্রভাবশালী জামদগ্ন্য রাম দাশরথি রামকে প্রদক্ষিণ করে  
স্বস্থানে চলে গেলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

## সপ্তসপ্ততিতম সর্গ (৭৭)

পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ রাজা দশরথের অযোধ্যায় গমন ও প্রবেশ, রাজ্ঞীদের দ্বারা নববধূদের

বরণ, শত্রুঘ্নসহ উন্নতের মাতুলালয়ে গমন, রামকর্তৃক মাতৃ-পিতৃসেবা এবং

রাম-সীতার পারম্পরিক প্রেম নিবেদন

গতে রামে প্রশান্তাত্মা রামো দাশরথির্বিধূঃ।

কল্যায়প্রমেযায় দদৌ হস্তে মহাযশাঃ ॥ ১

“জামদগ্ন্য রাম চলে গেলে প্রশান্তচিত্ত মহাযশস্বী

দাশরথি রাম অপরিমেয় শক্তিশালী বরুণদেবকে হাতে



হাতে সেই বৈষ্ণব ধনুটি প্রদান করলেন

অভিমান হতো রামো বসিষ্ঠপ্রমুখানুগীন্।

পিতরং বিকলং দৃষ্টা প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ॥ ২

‘অতঃপর রঘুনন্দন রাম বসিষ্ঠপ্রমুখ ঋষিবৃন্দকে প্রণাম করে নিহলচিত্ত পিতাকে বললেন—

জামদগ্ন্যো গতো রামঃ প্রযাতু চতুরঙ্গিনী।

অযোধ্যাভিমুখী সেনা জ্বা নাথেন পালিতা। ৩

“হে পিতঃ ! জমদগ্নিকুমার রাম চলে গেছেন। অতএব, এখন আপনার অধিনায়কত্বে রক্ষিত চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করুক।”

রামস্য বচনং শ্রদ্ধা রাজা দশরথঃ সূতম্।

বাহজাং সম্প্রিরজা মূর্খাগ্র্যায় রাঘবম্॥ ৪

গতো রাম ইতি শ্রদ্ধা জটঃ প্রমুদিতো নৃপঃ।

পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাস্থানমেব চ॥ ৫

‘বামের কথা শুনে রাজা দশরথ আনন্দে পুত্র বাককে বহুবর দর আলিঙ্গন করে (দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে) মস্তক অঙ্গুলি করলেন। ‘পরশুরাম চলে গেছেন’, এই কথা শুনে, পুত্রের এবং নিজের পুনর্জন্ম হল, মনে করে পবন অশ্রুচিহ্নিত হলেন।

চোদগ্ৰাস তাং সেনাং জগামাশু ততঃ পুরীম্।

পতাকাভাজিনীং রম্যাং ভূর্গোদঘুষ্টনিদিতাম্॥ ৬

‘রাজা দশরথ প্রথমে সেই সেনাবাহিনীকে অযোধ্যার পাঠিয়ে দিলেন। তারপর, নিজে ঋষিগণ ও পুত্রগণের ক্ষত-পতাকা সুশোভিতা, ভূর্ষধ্বনি মুখরিতা অযোধ্যা পুরীতে শীঘ্র প্রবেশ করলেন।

সিদ্ধরাজ্ঞশখরম্যাং প্রকীর্ণকুসুমোৎকরাম্

রাজপ্রবেশবৃন্দাং পৌরৈর্মঙ্গলপাণিভিঃ॥ ৭

সম্পূর্ণাঃ প্রাবিশদ্ রাজা জনৌষৈঃ সমলঙ্কৃতাম্।

পৌরৈঃ প্রত্যাগম্যো দূরং দ্বিজৈশ্চ পুরবাসিভিঃ॥ ৮

‘জনসেচন ও কুসুমাস্তরণ দ্বারা সুশোভিতা রাজপথ, প্রবেশ পথে পুরবাসীরা মাল্য দ্রবাক্ষেপে দণ্ডায়মান, চতুর্দিক জনসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, দ্বিজ এবং অদ্বিজ পুরবাসিগণ রাজাকে প্রত্যাগমন (পথে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা) করার জন্য নগরী থেকে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছেন ; এই অবস্থার রাজা দশরথ অসোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

পুত্রৈরনুগতঃ শ্রীমান্ শ্রীমদ্বিচ্ছ মহাগণাঃ।

প্রবিবেশ গৃহং রাজা হিমবৎসদৃশং প্রিয়ম্॥ ৯

‘মহাশয়শ্রী শ্রীযুক্ত রাজা দশরথ তিমালয় সদৃশ গগনচূড়ী ও মনোরম প্রিয় রাজভবনে প্রবেশ করলেন,

রামাদি শ্রীমান পুত্রগণ তাঁকে অনুসরণ করলেন।

নন্দ স্বজনৈ রাজা গৃহে কামৈঃ সুপূজিতঃ।

কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুখ্যামা॥ ১০

বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।

‘রাজা স্বগৃহে নিজজন কর্তৃক বাঞ্ছিত বস্ত্র দ্বারা পূজিত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সুন্দরী কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজান্তঃপুত্রিকারা সকলে বধুবরণে যোগ দিলেন।

ততঃ সীতাং মহাভাগামূর্মিলাং চ যশস্বিনীম্॥ ১১

কুশলজসুতে চোভে জগৃহূর্নপযোষিতঃ।

মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ কৌমবাসসঃ॥ ১২

‘তখন, রাজমহিষীগণ পটবস্ত্র পরিধানে সুশোভিতা মহাভাগ্যবতী সীতা, যশস্বিনী উর্মিলা এবং কুশলজের কন্যাদয় (মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি)কে মঙ্গলিক হোমকর্ম ও গীতধ্বনির মাধ্যমে বরণ করে নিলেন।

দেবভায়তনান্যাস্ত সর্বাশ্চাঃ প্রত্যপূজয়ন্।

অভিবাদ্যভিবাদ্যাংশ্চ সর্বা রাজসূতাশ্চপা॥ ১৩

রেমিরে মুদিতাঃ সর্বা ভক্তভিমুদিতা রহঃ।

‘তখন স্বপ্রামাণ্য রাজবধূ রাজকন্যাদের দিয়ে শীঘ্র দেবমন্দিরে পূজাদি সমাপন করালেন। অতঃপর নববধূগণ সকলে পূজনীয়দের প্রতি প্রণামাদি অভিবাদন জানিয়ে পতিগণ কর্তৃক প্রফুল্লিতা হয়ে নির্জনে স্বীয় পতির সঙ্গে মিলনানন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।

কৃতদারাঃ কৃতান্ধাশ্চ সখনাঃ সমুদ্রজনাঃ। ১৪

শুশ্রমমাণাঃ পিতরং বর্তয়ন্তি নরবর্ভাঃ।

কস্যচিৎকথ কালস্য রাজ্য দশরথঃ সূতম্। ১৫

ভরতঃ কৈকেয়ীপুত্রমত্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ।

‘রামাদি পুরুষশ্রেষ্ঠগণ দারপরিগ্রহ (বিবাহ) করেছেন। অশ্রুবিদ্যালাভ এবং ধন উপার্জন করে বন্ধুগণসহ ভ্রাতৃগণ মিলিতভাবে পিতৃসেবা করে থাকেন। এইভাবে কিছুকাল অতীত হলে একদিন রঘুনন্দন রাজা দশরথ স্বপুত্র, কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে বললেন—

অয়ং কেয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক। ১৬

জ্ঞাং নেতুমাগতো বীরো যুধাজিহ্মাতুলস্তব।

“বৎস ! ইনি কেয়রাজপুত্র বীর যুধাজিহ্ম, তোমার মামা। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এসে অবস্থান করছেন।”

শ্রদ্ধা দশরথসৈতেদ্ ভরতঃ কৈকেয়ীসূতঃ॥ ১৭

গমনায়াভিচক্রাম শক্রয়সহিতস্তদা।

সাপেক্ষ পিতরং শূরো রামঃ চক্ৰিষ্টকারিণম্ ॥ ১৮  
মাতৃক্ষাপি নরশ্রেষ্ঠঃ শক্রঘ্নসহিতো যয়ৌ।

‘কৈকেয়ীপুত্র ভরত পিতা দশরথের এই কথা শুনে  
শত্রুর সঙ্গে মাতুলালয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ  
করলেন। অতঃপর নরশ্রেষ্ঠ বীর ভরত পিতা, অক্লিষ্টকর্মা  
(দাদা) রাম এবং মাতৃগণের কাছে বিদায় নিয়ে শত্রুর  
সঙ্গে মাতুলালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

যুধাজিৎ প্রাপ্য ভরতং সশক্রঘ্নং প্রহর্ষিতঃ ॥ ১৯  
বপুঃ প্রাবিশদ্ বীরঃ পিতা তস্য ভূতোষ হ।

‘শত্রুর সঙ্গে ভরতকে নিয়ে বীর যুধাজিৎ  
হৃষ্টচিত্তে স্বীয় নগরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পিতাও খুবই  
আনন্দিত হলেন।

গতে চ ভরতে রামো লক্ষ্মণচ মহাবলঃ ॥ ২০  
পিতরং দেবসংকাশং পূজয়ামাসতুত্তদা।

‘ভরত চলে যাওয়ার পর তখন থেকে রাম এবং  
মহাবলশালী লক্ষ্মণ দেবতুল্য পিতার সেবা করতে  
লাগলেন।

পিতুরাজ্যং পুরজ্ঞাত্য পৌরকার্যাণি সর্বশঃ ॥ ২১  
চকার রামঃ সর্বাণি প্রিয়াণি চ হিতানি চ।

‘পিতার আদেশ শিরোধার্য করে রাম সকলপ্রকার  
প্রিয়কর ও কল্যাণকর পৌরকার্যসমূহ (পুরবাসী প্রজাদেব  
সকলপ্রকার প্রিয় ও হিতকর কার্য) করতে লাগলেন।

মাতৃজ্ঞাত্য মাতৃকার্যাণি কৃত্বা পরমযজ্ঞিতঃ ॥ ২২  
গুরুণাং গুরুকার্যাণি কালে কালেহুদ্বৈবকৃত।

‘তিনি মাতাদের আবশ্যকীয় কার্যসকল শাস্ত্রবিধি  
অনুসারে সম্পাদন করতেন। আবার, সময়ে সময়ে  
অন্যান্য গুরুজনদের করণীয় কঠিন কার্যসকল সম্পাদন  
করার কথাও স্মরণে রাখতেন।

এবং দশরথঃ প্রীতো ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা ॥ ২৩  
রামস্য শীলবৃন্তেন সর্বৈ বিষয়বাসিনঃ।

‘রামচন্দ্রের ব্যবহার ও কাজে পিতা রাজা দশরথ

সম্বষ্ট হলেন। সম্বষ্ট হলেন রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ, বনিকবৃন্দ  
এবং অন্যান্য প্রজাবর্গ।

তেষামতিযশা লোকে রামঃ সতাপরাক্রমঃ ॥ ২৪  
স্বয়ংভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবন্তরঃ।

‘মাতৃগণের মধ্যে সত্যসন্ধ রাম, সৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে  
অধিক গুণসম্পন্ন স্বয়ংভূ প্রমদার মতো, পৃথিবীতে সমধিক  
যশস্বী হলেন।

রামশ্চ সীতয়া সার্থং বিজহার বহুনতুন ॥ ২৫  
মনস্বী তদগতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ।

‘সীতার হৃদয়ে সমর্পিত হৃদয় তদগতমনা মনস্বী রাম  
সীতার সঙ্গে বহু ঋতুব্যাপী আনন্দে বিহার করলেন।

প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি ॥ ২৬  
গুণাক্রপগুণাচ্চাপি প্রীতিভূয়োহভিবর্ষতে।

তস্যাস্চ ভর্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ততে ॥ ২৭

‘পিতা জনক কর্তৃক সমর্পিত হওয়ায় সীতা রামের  
সমধিক প্রীতিভাজন পত্নী। এতদ্ব্যতীত পাত্তিরত্যাগী মানসিক  
গুণ ও শারীরিক সৌন্দর্যাদি গুণহেতু সীতার প্রতি রামের  
প্রেম সমধিক বর্ধিত। বিপরীতক্রমে সীতার হৃদয়েও  
পতিপ্রেম দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

অন্তর্গতমপি বাস্তবমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা।  
তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাস্বজা।

দেবতাভিঃ সমা ক্রপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥ ২৮

‘তাঁর (রামের) প্রেম অন্তরের হলেও জনকনন্দিনী  
মৈথিলী সীতা বিশেষরূপে হৃদয় দিয়ে হৃদয়ে তা অনুভব  
করেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা রাজপুত্রীতে দেবতার মতো  
বিরাজমানা।

তয়া স রাজর্ষিসুতোহভিকামরা সময়িবানুত্তমরাজকনয়া।

অতীব রামঃ শুভতে মুদাধিতো বিভূঃ প্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ ॥ ২৯

‘দেবাধিপতি বিভূ বিষ্ণু যেমন লক্ষ্মীর সঙ্গে, তদ্রূপ  
উত্তম অভিলাষিণী রাজকন্যা সীতার সঙ্গে রাজর্ষি দশরথ  
পুত্র রামচন্দ্র সানন্দে মিলিত হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন।’

ইত্যার্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে বালকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণে বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭৭ ॥

বালকাণ্ড (আদিকাণ্ড) সমাপ্ত

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

## শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ

অযোধ্যাকাণ্ড

প্রথম সর্গ (১)

শক্রদের সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে গমন, শ্রীরামের জন্মের কারণ বর্ণন ও তাঁর গুণকীর্তন, অতঃপর শ্রীরামের যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য দশরথের চিন্তা এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে অন্যান্য রাজনাবর্গের আমন্ত্রণ

গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘঃ।  
শক্রয়ো নিকশক্রয়ো নীতঃ প্রীতিপূরঙ্কতঃ॥ ১

পূর্বে বলা হয়েছে যে—ভরত মাতুলালয়ে যাওয়ার সময় নিষ্পাপ এবং কামক্রোধাদি শত্রুঞ্জয়ী বৈশ্বাক্ষর্য ভ্রাতা শত্রুগণকে প্রীতিপূর্বক সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

ন তত্র নাবসদ্ ভ্রাতা সহ সংকারসংকৃতঃ।  
মাতুলেনাপ্তপতিনা পুত্রপ্নেহেন লালিতঃ॥ ২

ভরত মাতুলালয়ে ভ্রাতা শত্রুগণসহ মাতুল অশ্বপতি-পুত্র যুধামন্যু কর্তৃক পুত্রপ্নেহে সংকৃত ও লালিত হয়ে বাস করতে লাগলেন।

তত্রাপি নিকসন্তৌ তৌ তর্প্যামদৌ চ কামতঃ।  
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥ ৩

সেখানে বীর ভ্রাতৃত্বয় যথেষ্ট তৃপ্ত হয়েও বৃদ্ধ পিতা রাজা দশরথকে সর্বদাই স্মরণ করতেন।

রাজাপি তৌ মহাতেজাঃ সন্মার প্রৌষিতৌ সুতৌ।  
উতৌ ভরতশক্রয়ো মহেজ্রবরুণোপমৌ॥ ৪

মহাতেজস্বী রাজা দশরথও দেবেন্দ্র ও বরুণদেবের নদ্য মহাবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় ভরত ও শত্রুগণকে সর্বদা স্মরণ করতেন।

নর্ব এব তু তস্যোষ্টাশ্চত্বারঃ পুরুষর্বভাঃ।  
বীরীরাদ্ বিনির্বৃত্তাশ্চত্বার ইব বাহবঃ॥ ৫

রাজা দশরথের রামাদি চার পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্র নিজ শরীর থেকে নির্গত চারটি বাহুর মতোই প্রিয়।

তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতৃঃ।

স্বয়ম্বুরিব তৃতানাং বহুব গুণবন্তরঃ॥ ৬

প্রাণীদের নিকট স্বয়ম্বু ব্রহ্মার মতো, পুত্রদের মতো মহাতেজস্বী সমধিক গুণবান শ্রীরামচন্দ্র পিতার অধিক প্রিয় ছিলেন।

স হি দেবৈরুদীর্ঘস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।  
অর্থিতো মানুষে লোকে জন্ত্রে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ৭

উদ্ধৃত রাবণের হত্যাভিলাষী দেবগণের প্রার্থনায় সেই সনাতন বিষ্ণু মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

কৌশল্যা শুশুভে তেন পুত্রোপমিততেজস্যা।  
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাশিনা॥ ৮

দেবমাতা অদिति যেরূপ দেবশ্রেষ্ঠ বজ্রধারী ইন্দের দ্বারা শোভা পেতেন, তদ্রূপ কৌশল্যা সেই অমিত পরাক্রমী শ্রীরামের দ্বারা শোভা পাচ্ছিলেন।

স হি রূপোপপন্নচ বীর্ঘবাননসূরকঃ।  
ভূমাবনুপমঃ সূনুর্গর্ভৈর্দর্শনথোপমঃ॥ ৯

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন রূপবান, পরাক্রমী, অদোষদর্শী, জগতে সর্ববিষয়ে অতুলনীয় এবং পিতার তুল্য গুণসম্পন্ন, দশরথের উপযুক্ত পুত্র।

স চ নিভাং প্রশান্ত্যাহ্বা মৃদুপূর্বং চ ভাষতে।  
উচ্যমানোহপি পরুষং নোভরং প্রতিপদতে॥ ১০

তিনি সর্বদাই প্রশান্তচিত্ত ও মৃদুভাষী ; কঠোর বাক্য কথিত হলেও (কেউ তাঁকে কঠোর কথা বললেও) তিনি থাকেন নিরুত্তর (প্রতিবাদহীন)।

কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি।



ন অমরতাপকারাণাং শতমপ্যায়নস্তয়া ॥ ১১

কেউ কখনও একবারমাত্র উপকার করলে তিনি তার প্রতি চিরকাল সন্তুষ্ট থাকেন ; অপরাধকে ঐদার্যবশত কারও শত অপকারও মনে বাপেন না।

শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্ব্যয়োগ্যবৃদ্ধৈশ্চ সজ্ঞনৈঃ ॥

কথয়ন্ত্য বৈ নিতামদ্রোগ্যাস্ত্রেরষণি ॥ ১২

সেই রামচন্দ্র কিন্তু সংশিক্ষালাভের জন্য প্রতিদিন অসুশিক্ষার অবসরে সাধুসভাব, জ্ঞানী ও ব্যয়ঃবৃদ্ধ সজ্ঞনদের সঙ্গে সর্বদা সদালাপে রত থাকতেন।

বুদ্ধিমান্ মম্বুরাভাষী পূর্বভাষী প্রিয়ংবদঃ ॥

বীর্যবান্ চ বীর্যেণ মহতা ধেন নিশ্চিতঃ ॥ ১৩

তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও মিষ্টভাষী ; আগত সকলের সঙ্গে পূর্বেই মম্বুর বাক্যে আলাপ করতেন। বীর্যবান হয়েও তিনি নিজের বীর্যের জন্য গর্বিত ছিলেন না।

ন চানৃতকথো বিদ্বান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ ॥

অনুরক্তঃ প্রজাভিষ্ঠ প্রজাশ্চাপানুরজাতে ॥ ১৪

তিনি কদাচ অসত্যভাষী ছিলেন না ; বিদ্বান এবং ব্যয়ঃবৃদ্ধদের সম্মান করতেন। প্রজারা তাঁর অনুরাগী এবং তিনিও প্রজানুরক্ত ছিলেন।

সানুক্ৰোশো জিতক্ৰোশো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ ॥

দীনানুকম্পী ধর্মজ্ঞো নিত্যং প্রগ্রহবাঙ্কুচিঃ ॥ ১৫

শ্রীরামচন্দ্র সর্বদাই পরম দয়াবান, ক্রোধজয়ী, ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, দরিদ্রদের প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ, ধর্মরহস্য সম্বন্ধে অতিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়জয়ী ও পবিত্র ছিলেন।

কুলোচ্চৈতমতিঃ ক্ষত্রং স্বধর্মং বহু মন্যতে ॥

মন্যতে পরয়া প্রীত্যা মহৎ স্বর্গফলং ততঃ ॥ ১৬

স্বীয় বংশানুরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন রাম নিজের ক্ষাত্রধর্মকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। মনে করতেন, তার থেকেই অর্থাৎ স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই পরমানন্দে মহৎ স্বর্গফল প্রাপ্তি হবে।

নাশ্রেয়সি রতো যশ্চ ন বিরুদ্ধকথারুচিঃ ॥

উত্তরোত্তরযুক্তীনাং বক্তা বাচম্পতির্থ্যা ॥ ১৭

শ্রীরামচন্দ্র অকল্যাণকর কর্মে রত হতেন না, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথায় তাঁর প্রবৃত্তি হত না। বৃহস্পতির মতো তিনি পরপর যুক্তি সাজিয়ে কথা বলতেন।

অরোগব্রহ্মণো বায়ী বপুষ্মান্ দেশকালবিৎ ॥

লোকে পুরুষসারজ্ঞঃ সাধুরেকো বিনির্মিতঃ ॥ ১৮

নীরোগ, আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠববিশিষ্ট তরুণ,

সুন্দর এবং স্থান-কাল বিবেচনাপূর্বক কর্মক্ষম শ্রীরামচন্দ্র যেন জগতে মানব চরিত্রের সারতত্ত্ববেত্তা একমাত্র ব্যক্তিরূপে সৃষ্টি হয়েছেন।

ন তু শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্গুণৈঃ প্রজ্ঞানাং পার্শ্ববাসজঃ ॥

বহিস্চর ইব প্রাণো বহুব গুণতঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৯

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণবাস্তি দ্বারা মণ্ডিত। বৃহৎ গুণগতত্ব তিনি ছিলেন প্রজাদের নিকট বহিঃ বিচরণশীল প্রাণবায়ুর মতো প্রিয়।

সর্ববিদ্যাত্রত্নাত্তো যথাবৎ সাক্ষবেদনিৎ ॥

ইষস্তে চ শিভুঃ শ্রেষ্ঠো বহুব ভরতপ্রজঃ ॥ ২০

ভরতপ্রজ রামচন্দ্র সকল বিদ্যারূপ ব্রত সমাপনপূর্ণ নিম্নাত (পারঙ্গম)। যদুঙ্গ বেদবিদ্যায় যথাযথ অভিজ্ঞ এবং ধনুর্বিদ্যায় পিতা দশরথ অপেক্ষা দক্ষ। (চতুর্বেদ— রব, সাম, যজু এবং অথর্ব। ষট্ বেদাঙ্গ— শিক্ষা, কল্প, নিকট, জ্যোতিষ, হৃদ এবং ব্যাকরণ)।

কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনঃ সত্যবাগ্ভুঃ ॥

বৃদ্ধৈরভিবিনীতশ্চ ষির্জৈর্মার্ষদর্শিতঃ ॥ ২১

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন কল্যাণের আকর, সংস্কার, দীনতারহিত (উন্নতশীল) সত্যবাদী, সর্বল স্বভাবের এবং ধর্মশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সুশিক্ষিত ধর্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্ ॥

লৌকিকে সময়্যাচারে কৃতকল্লো বিশারদঃ ॥ ২২

ধর্মার্থকামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, স্মৃতিধর, প্রত্যাংগরহিত ও লৌকিক ব্যবহারে যথোচিত অভিজ্ঞ।

নিভৃতঃ সংবৃত্তাকারো গুপ্তমস্ত্রঃ সহায়বান্ ॥

অমোঘক্ৰোধধ্বংস চ ত্যাগসংযমকালবিৎ ॥ ২৩

সময়বিশেষে তিনি নির্জনে নিভৃতে থাকতেন, রাজ্যশাসনের মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতেন। তাঁর গুণগ্রাহী সাহায্যকারী বন্ধুর অভাব ছিল না। সময় বিশেষে তাঁর ক্রোধ এবং হর্ষ (আনন্দ) অব্যর্থ হত ; ত্যাগ ও সংযমে সময়জ্ঞান তাঁর অমোঘ ছিল।

দৃঢ়ভক্তিঃ হিরপ্রজ্ঞো নাসদ্যাহী ন দুর্বচঃ ॥

নিষ্ঠস্রীরপ্রমত্তশ্চ স্বদোষপরদোষবিৎ ॥ ২৪

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন গুরুজনে প্রগাঢ় ভক্তিপরায়ণ এবং প্রজাবান (সুখে-দুঃখে সমবোধসম্পন্ন)। তিনি অসংপথে আহত বা অসংযক্তি প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করতেন না ; কখনই কারও প্রতি দুর্বাক্য ব্যবহার করতেন না। তিনি ছিলেন অনলস ও প্রমাদহীন এবং নিজদোষ ও পরদোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত।

শাস্ত্রজ্ঞঃ কৃতজ্ঞঃ পুরুষান্তরকোবিদঃ।  
প্রগহানুগ্রহরোর্থথান্যায়ঃ বিচক্ষণঃ॥ ২৫

রামচন্দ্র ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞানী, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ  
এবং সকল মানুষের মনের ভাব বুঝতে সমর্থ। শাস্তি ও  
জানুজ্জ্বল্য দানে অভিজ্ঞ ন্যায় বিচারক।

সংসংগ্রহানুগ্রহণে হানবিমিগ্রহস্য চ।  
জ্ঞানকর্মগুণায়ত্তঃ সংদৃষ্টব্যায়কর্মবিৎ॥ ২৬

অনুসন্ধান করে সজ্জনদের প্রতি যথাযোগ্য অনুগ্রহ  
(সন্মান) প্রদর্শন এবং (দুর্জনদের) নিগ্রহকরণের  
যথোপযুক্ত জ্ঞান তাঁর ছিল। সংপথে অর্থের আয় এবং  
হৃদয়ব্যবহারের উপায়ও তাঁর জানা ছিল।

শ্রেষ্ঠাঃ চান্দ্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।  
অর্ধমৌ চ সংগৃহ্য সুখতত্ত্বো ন চালসঃ॥ ২৭

তিনি নানাবিধ অস্ত্রচালনায় ও (সংস্কৃত-প্রাকৃতাদি)  
খ্রিষ্টভাষায় নাট্যপরিচালনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন এবং  
অর্ধসংগ্রহ করে নিরলসভাবে ধর্মপথে সুখভোগ করতেন  
বৈহরিকাণাং শিষ্যানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।

আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণবাজিনাম্। ২৮  
রামচন্দ্র প্রমোদ সন্তুষ্টিয় শিল্পকলা বিদ্যাসমূহে এবং  
গ্রাণ্ড ধনের সূচী বিভাগ করণে (বন্টনে) অভিজ্ঞ ছিলেন,  
আবার হস্তী ও অশ্বের শিক্ষাদানান্তে তাদের উপর  
আরোহণেও দক্ষ ছিলেন।

ধনুর্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেশতিরথসম্মতঃ।  
অভিযাতা প্রহর্তা চ সেনানয়বিশারদঃ॥ ২৯

তিনি ছিলেন সর্বসম্মত শ্রেষ্ঠ ধনুর্বেদবিদ এবং  
অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পারদর্শী, সৈন্য পরিচালনায় দক্ষ  
এবং শত্রুসৈন্যকে আক্রমণপূর্বক কঠিন আঘাত হানতে  
সমর্থ।

অপ্রধ্ব্যচ্চ সংগ্রামো ক্রুদ্ধৈরপি সুরাসুরৈঃ।  
অনসূয়ো জিতক্রোধো ন দৃপ্তো ন চ মৎসরী॥ ৩০

যুদ্ধে ক্রুদ্ধ দেবতা ও দানবদের কাছে তিনি  
ছিলেন অপরাধেয় ; অথচ, তিনি ছিলেন দ্বেষশূন্য  
(অহিংসক), ক্রোধজর্জরী, নিবহকার এবং মাৎসর্যরহিত  
(পরগ্ৰীকাতরতাপশূন্য)।

নাথজ্ঞেয়চ্চ ভূতানাং ন চ কালবশানুগঃ।  
এবং শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্ভূক্তঃ প্রজানাং পার্শ্ববাস্তবঃ॥ ৩১

সমস্তদ্রব্য লোকেষু বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।  
বুজ্য বৃহস্পতিতত্ত্বমো বীর্যে চাগ্নি শচীপতেঃ॥ ৩২

রাজপুত্র রাম কারও কাছেই অবজ্ঞার (অনাদরের)

পাত্র ছিলেন না, কালের বশীভূত ছিলেন না (সময়ের  
পরিবর্তনে স্বরূপ ও স্বভাবের পরিবর্তন করতেন না)।  
এইরকম শ্রেষ্ঠ গুণসমূহে যুক্ত শ্রীরাম প্রজাদের এবং  
ত্রিভুবনের সকলের আদরণীয় ছিলেন। তিনি ক্ষমাগুণে  
পৃথিবীর, বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতির এবং পরাক্রমে  
দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন।

তথা সর্বপ্রজাকাঙ্ক্ষঃ প্রীতিসঞ্জননৈঃ পিতৃঃ।  
গুণৈর্বিরূপক্চে রামো দীপ্তঃ সূর্য ইবাংস্ততিঃ॥ ৩৩  
প্রজাসকলের মনোরঞ্জন ও পিতার প্রীতিকর  
কার্যগুণে রাম, সূর্য কিরণমালায় প্রোজ্জ্বল সূর্যের মতো  
প্রদীপ্ত (সকলের আকর্ষণীয়) হয়ে উঠেছিলেন।

তমেবংবৃন্তসম্পন্নমপ্রধ্ব্যপরাক্রমম্  
লোকনাথোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী॥ ৩৪

এইরকম অজ্ঞেয় পরাক্রমী সদাচারসম্পন্ন লোকপাল  
সদৃশ সেই রামকে পৃথিবী তথা পৃথিবীর সকল প্রজা  
প্রভুরূপে কামনা করতেন।

এতৈস্ত বহুভির্ভূক্তঃ গুণৈরনুপমৈঃ সুতম্।  
দৃষ্টা দশরথো রাজা চক্রে চিত্রাং পরম্পরঃ॥ ৩৫

শত্রুতাপন রাজা দশরথ পুত্র রামকে এইরকম  
বহুগুণে গুণায়িত দেখে চিত্তা করতে লাগলেন।

অথ রাজো বড়ুবৈব বৃদ্ধস্য চিরজীবিনঃ।  
প্রীতিরেষা কথং রামো রাজা স্যাম্যসি জীবতি॥ ৩৬

তখন দীর্ঘজীবী বৃদ্ধ রাজা দশরথ চিন্তা করলেন,  
'আমার জীবৎকালেই রাম রাজা হবে, এই আনন্দ আমি  
কেমন করে লাভ করব ?'

এষা হাস্য পরা প্রীতির্হৃদি সম্পরিবর্ততে।  
কদা নাম সুতং দ্রক্ষ্যামাভিষিক্তমহং প্রিয়ম্॥ ৩৭

তাঁর হৃদয়ে এই পরম আনন্দময় অভিলাষ বারবার  
আবর্তিত হতে লাগল—'কখন আমি প্রিয় পুত্র রামকে  
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখব !

বুদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্বভূতানুকম্পকঃ।  
মন্তঃ প্রিয়ভরো লোকে পর্জন্না ইব বৃষ্টিমান্॥ ৩৮

'রাম জগতের উন্নতিকামী এবং সকল প্রাণীর প্রতি  
অনুকম্পাপরায়ণ ; বর্ষণশীল মেঘের মতোই সে আমার  
চেয়েও সকলের অধিকতর প্রিয়।

যমশত্রুসমো বীর্যে বৃহস্পতিসমো মতৌ।  
মহীধরসমো ধৃত্যং মন্তশ্চ গুণবন্তরঃ॥ ৩৯

'রাম বীরত্বে যম ও ইন্দ্রের সমান, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি,  
ধৈর্যে পর্বততুল্য আর আমাপেক্ষাও অধিক গুণবান।

মহীমহিমিমাং কংসামবিত্তিষ্ঠমামজম্।

অনেন বয়সা দৃষ্টা যথা স্বর্গমবাপুয়াম্॥ ৪০

‘আমার পুত্র রামকে এই সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর  
রূপে দেখে আমি এই বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে যেতে চাই।’

ইতোবাং বিবিশৈত্তেরনাপার্বিদুলীভঃ।

নিষ্টৈরপরিমেয়ৈশ্চ লোকে লোকোত্তরৈর্ভূতৈঃ॥ ৪১

তং সমীক্ষা তদা রাজা যুক্তং সমুদিতৈর্ভূতৈঃ।

নিশ্চিত্য সচিবৈঃ সার্থং যৌবরাজ্যমনাত॥ ৪২

শ্রীরামচন্দ্র অন্য রাজাদের দুর্লভ নানাপ্রকার  
অপরিমেয় লোকোত্তর শিষ্টাচারজনিত গুণে গুণাঙ্কিত  
ছিলেন; এই বিষয় লক্ষ্য করে রাজা দশরথ তাঁর উপযুক্ততা  
স্থির জেনে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের বিষয়ে চিন্তা  
করে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

দিব্যাক্ষরিকৈঃ কুমৌ চ বোরমুৎপাতজং ভয়ম্।

সংচচক্ষেৎ মেধাবী শরীরে চাম্বনো জরাম্॥ ৪৩

তখন বুদ্ধিমান রাজা দশরথ স্বর্গে, আকাশে এবং  
পৃথিবীতে উৎপাতজনিত ভয় এবং নিজ দেহের বার্ধক্য  
সম্বন্ধে মন্ত্রীদের জানালেন।

পূর্ণচজ্ঞাননস্যাত্ম শোকাপনুদমাস্তনঃ।

লোকে রামসা বুবুধে সস্ত্রিয়দ্বং মহাস্বনঃ॥ ৪৪

তিনি বুঝতে পারলেন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট  
মহাত্মা রাম প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তাঁর নিজেও  
শোক অপনোদন করতে সমর্থ।

আশ্বনশ্চ প্রজানাং চ শ্রেয়সে চ প্রিয়েণ চ।

প্রাপ্তে কালে স ধর্মাশ্চা ভক্ত্যা হরিতবান্ নৃপঃ॥ ৪৫

ধর্মপ্রাণ রাজা দশরথ নিজের এবং প্রজাদের  
মঙ্গলের জন্য উগবক্তৃতি ও প্রীতিবশত উপযুক্ত সময়ে  
শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের জন্য হ্রাস্বিত হলেন।

নানানগরবাস্তব্যান্ পৃথগ্জ্ঞানপদানপি।

সমানিনান্ন মেদিন্যাং প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ॥ ৪৬

তিনি সাদরে আহ্বান করে নিয়ে এলেন প্রধান প্রধান  
নাগরিকদের এবং নানা জনপদবাসীদের আর পৃথিবীর

প্রধান প্রধান রাজাদেরও।

তান্ বেষ্মনানাতরশৈর্ষধার্থঃ প্রতিপূজিতান্।

দন্দর্শালঙ্কৃতো রাজা প্রজাপতিরিব প্রজাঃ॥ ৪৭

প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ সৃষ্টি প্রজাদের দর্শন দিয়ে  
থাকেন, সেইরূপ, অলঙ্কারভূষিত রাজা দশরথ  
তাঁদের (আমন্ত্রিত অতিথিদের) যথোপযুক্ত বাসস্থান ও  
নানা অলঙ্কার দ্বারা যথাযোগ্য সম্মানিত করে দর্শন  
দিলেন।

ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।

হরয়া চানয়ামাস পচাত্তৌ শ্রোষাতঃ প্রিয়ম্॥ ৪৮

রাজা দশরথ দ্রুততা হেতু কেকয়রাজ এবং রাজা  
জনককে আমন্ত্রণ করলেন না<sup>(১)</sup>, মনে মনে স্থির করলেন  
তাঁরা দুজন পরে এই প্রিয় সংবাদ শুনবেন (জানতে  
পারবেন)।

অথোপবিষ্টে নৃপতৌ তস্মিন্ পরপূরাদনে

ততঃ প্রবিবিশঃ শেষা রাজানৌ লোকসম্মতাঃ॥ ৪৯

অনন্তর শক্রপুরী ধ্বংসকারী রাজা দশরথ  
সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে রাজা জনক ও কেকয়রাজ বাজীত  
অবশিষ্ট লোকমান্য নৃপতিগণ তাঁর রাজসভায় প্রবেশ  
করলেন।

অথ রাজ্যবিত্তির্থেষু বিবিধেষ্বাসনেষু চ।

রাজানমেবাভিমুখা নিষেদুর্নিয়তা নৃপাঃ॥ ৫০

অনন্তর নৃপতিগণ রাজা দশরথকে সম্মুখে রেখে  
রাজপ্রদত্ত বিভিন্ন আসনে বিনীতভাবে উপবেশন করলেন।  
স লক্ষ্যমানেবিনয়াদ্বিতৈর্নৃপৈঃ

পূরালয়ৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।

উপোপবিষ্টৈর্নৃপতির্বৃতো বজ্রৌ

সহস্রচক্ষুর্ভগবানিবামরৈঃ॥ ৫১

রাজা দশরথকে সম্মানিত নৃপতিবর্গ এবং নগরবাসী  
ও গ্রামবাসী প্রজাগণ বিনীতভাবে বেষ্টন করে উপবিষ্ট  
হলেন, ঠিক যেন সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ কর্তৃক  
পরিবেষ্টিত হয়ে শোভিত হন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত॥ ১॥

(১) কেকয়রাজের সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্ন এসে যাবেন এবং তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে যদি রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়  
তাহলে রামের বনগমন ও রাক্ষসকুলের সংহারে অন্তরায় সৃষ্টি হবে—এই ভেবে দেবগণ দশরথের বুদ্ধি তদনুসারে প্রেরিত করলেন।



## দ্বিতীয় সর্গ (২)

সর্বসমক্ষে রাজা দশরথ কর্তৃক শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উত্থাপন এবং  
সমবেত সকলের শ্রীরামের গুণ খ্যাপন করার পর রাজার প্রস্তাবের সমর্থন

৩৩ পরিষদঃ সর্বামামন্ত্রা বসুধামিণঃ।  
বিস্ময়করঃ চৈবমুবাচ প্রথিতঃ বচঃ॥ ১  
লুপ্তিহরকলেন গভীরেশানুনাদিনা।  
৩৪ মহতা রাজা জীমূত ইব নাদয়ন্॥ ২  
তখন মহীপতি রাজা দশরথ পরিষদবর্গকে উদ্দেশ্য  
করে লুপ্তিস্বরসদৃশ মহান মেঘগভীর স্বরে আনন্দোৎপাদক  
মাসিক মহাবাকা বললেন।  
৩৫ রাজলক্ষ্মণযুজেন কাশ্যেনানুশমেন চ।  
৩৬ রসযুজেন স্মরণে নৃশর্তিনৃপান্॥ ৩  
রাজোচিত গভীর অথচ অনুশম কমনীয় রসমাধুর্যময়  
স্বরে রাজা দশরথ আগন্তুক অন্য রাজাদের বললেন—  
৩৭ বিনিতঃ ভবতামেতদ্ যথা মে রাজ্যমুত্তমম্।  
৩৮ নৃকর্ম্ম রাজৈস্তৈঃ সুতবৎ পরিপালিতম্॥ ৪  
'আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে, আমার এই  
উত্তম রাজ্যটিকে আমার পূর্বপুরুষ রাজাধিরাজগণ পুত্রবৎ  
প্রতিপালন কবেছিলেন।  
৩৯ সোহমিকাকুড়িঃ সর্বৈর্নরৈস্তৈঃ প্রতিপালিতম্।  
৪০ শ্রেয়া যোক্তুমিচ্ছামি সুখার্হমখিলং জগৎ॥ ৫  
'ইচ্ছাকুরাজগণ কর্তৃক প্রতিপালিত এই রাজ্যকে,  
নিবিল ভবনের মঙ্গলের জন্য, আমি কল্যাণমণ্ডিত করতে  
চাই।  
৪১ যথাচারিতং পূর্বৈঃ পছানমনুগচ্ছতা।  
৪২ নিতামনিদ্রেণ যথাশক্তিভিরক্ষিতাঃ॥ ৬  
'আমিও অন্তর্ভূতাবে পূর্বপুরুষদের আচরিত পথ  
অনুসরণ করে যথাশক্তি প্রজাদের রক্ষা ও পালন করে  
চলছি।  
৪৩ ইং শরীরং কংসস্য লোকস্য চরতা হিতম্।  
৪৪ পাতুস্যাতপত্রস্য চ্ছায়ায়াং জরিতং ময়া॥ ৭  
'সারা জগতের কল্যাণ করতে শুভ রাজহস্তের  
দ্বারা আমার এই শরীর জরগ্রস্ত (জরাজীর্ণ) হয়েছে।  
৪৫ প্রাপ্য বর্ষসহস্রাণি বহুনাযুংষি জীবতঃ।

জীর্ণস্যাশা শরীরস্য বিশ্রামিত্তিরোচয়ে॥ ৮  
'বহু সহস্র বৎসর (ষাট হাজার বছর) আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত  
হয়ে জীবিত এই জীর্ণ শরীরকে এখন বিশ্রাম দিতে চাই।  
৪৬ রাজপ্রভাবজুতাং চ দূর্ব্হামজিতেজস্রৈঃ।  
৪৭ পরিপ্রাতোহস্মি লোকস্য ভূর্বিঃ ধর্ম্মধুরং বহন্॥ ৯  
'ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজার পক্ষে রাজ্যের সৃষ্ট সেবা  
দূর্ব্হ। রাজোচিত শৌর্য্যাদি প্রভাবের দ্বারা রাজ্যের গুরু  
ধর্ম্মভার বহন করে আমি রূগ্ন হয়ে পড়েছি।  
৪৮ সোহহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃদ্বা প্রজাহিতে।  
৪৯ সন্নিষ্ঠানিমান্ সর্বাননুমান্য বিজয়তান্॥ ১০  
'আমি সমবেত এই শ্রেষ্ঠ দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও  
বৈশ্য) গণের অনুমতিক্রমে আমার পুত্রকে প্রজাদের  
হিতার্থে নিযুক্ত করে এই রাজ্যকার্য থেকে বিশ্রাম নিতে চাই।  
৫০ অনুজাতো হি মাং সর্বৈর্ভূতৈঃ শ্রেষ্ঠো মমাজয়ঃ।  
৫১ পুরন্দরসমো বীর্যে রামঃ পরপূরজয়ঃ॥ ১১  
'বীরস্ব শত্রুপূরি বিজয়ী ইন্দ্রতুলা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র  
রামই আমার সকল গুণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী।  
৫২ তং চক্ষুর্মিব পুষোপ যুক্তং ধর্ম্মজ্ঞতাং বরম্।  
৫৩ যৌবরাজ্যো নিযোক্তাস্মি প্রাতঃ পুরুষশুভবম্॥ ১২  
'পুষা-নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রের মতো, ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধারক  
সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে আগামীকাল প্রাতঃকালে  
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব।  
৫৪ অনুরূপঃ স বো নাথো লক্ষ্মীর্বাঙ্গলক্ষণপ্রজঃ।  
৫৫ ত্রৈলোক্যমপি নাথেন যেন স্যাদাধবন্তরম্॥ ১৩  
'যাঁর প্রভুয়ে ত্রিভুবনও অধিক সুরক্ষিত হতে পারে,  
লক্ষ্মণের অগ্রজপ্রাতা শ্রীমান সেই রাম আপনাদের অনুকূল  
পালক অবশ্যই হবেন।  
৫৬ অনেন শ্রেয়াসা সদাঃ সংযোক্তোহহমিমাং মহীম্।  
৫৭ গতক্লেশো ভবিষ্যামি সুতে তস্মিন্ নিবেশ্য বৈ॥ ১৪  
'আমি শীঘ্রই ধরিত্রীকে কল্যাণের দ্বারা সংযুক্ত  
করব (কল্যাণময়ী করে তুলব), পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত

করে ক্লেশমুক্ত হব।

যদিদং মেহনুকপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্।

ভবন্তো মেহনুমন্যস্তাং কথং বা করবাণ্যহম্॥ ১৫

‘আমি এই যে মন্ত্রণা করেছি (স্থির করেছি), যদি আমার পক্ষে তা যথোপযুক্ত হয়, তবে আপনারা আমায় অনুমোদন ককন, নতুবা আমি কী করব বলুন?’

যদাপোষা মম প্রীতির্হিতমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্।

অন্যা মধ্যাহ্নচিন্তা তু বিমর্দাভ্যধিকোদয়া॥ ১৬

‘যদি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের চিন্তা কেবল আমারই প্রীতির জন্য—এইরূপ আপনাদের মনে হয় তবে আপনারা অন্য কোনও হিতকর বিষয় চিন্তা করুন; কারণ, মধ্যাহ্নের বিকল্প চিন্তা ক্ষতির পরিবর্তে অধিক কল্যাণপ্রদ।’

ইতি ব্রুবন্তঃ মুদিতাঃ প্রতানন্দন নৃপা নৃপম্।

বৃষ্টিমস্তঃ মহামেষঃ নর্দন্ত ইব বর্হিণঃ॥ ১৭

রাজা দশরথ এইরূপ বললে, বর্ষণকারী মহান মেঘ দেখে আনন্দে নৃত্যরত ময়ূরদের মতো, হৃষ্ট নৃপতিবর্গ দশরথকে অভিনন্দন জানানলেন।

স্নিকোহনূনাদঃ সংজ্ঞে ততো হর্ষসমীরিতঃ।

জনৌঘোদঘুপ্তসন্মাদো মেদিনীং কম্পয়ন্নিব॥ ১৮

তখন পৃথিবীকে যেন কম্পিত করে জনগণের হর্ষোৎফুল্ল উচ্চ চিৎকারধ্বনি রাজা দশরথের ইচ্ছার স্রিক্স অনুমোদন ঘোষণা করল।

তস্য ধর্মার্থবিদুষো ভাবমাজ্জায় সর্বশঃ।

ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ॥ ১৯

সমেতা তে মন্ত্রয়িত্বঃ সমতাগতবুদ্ধয়ঃ।

উচুশ্চ মনসা জ্ঞাত্বা বৃদ্ধঃ দশরথঃ নৃপম্॥ ২০

ধর্মার্থবিদ রাজা দশরথের মনোভাব সর্বপ্রকারে জ্ঞাত হয়ে উপস্থিত সেই ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিরা পুরবাসী ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে সমবেত হয়ে মন্ত্রণা করলেন এবং মনে মনে বৃদ্ধ রাজা দশরথকে সমর্থন করে বললেন—

অনেকবর্ষসাহস্রো বৃদ্ধস্তমসি পার্শ্বিব।

স রামঃ যুবরাজানমভিষিঞ্চ্য পার্শ্বিবম্॥ ২১

‘হে পৃথ্বীনাথ! আপনি বৃদ্ধ, আপনার বয়স কয়েক সহস্র বৎসর! অতএব আপনি যুবরাজ রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন।

ইচ্ছামো হি মহাবাহঃ রঘুসীরঃ মহাপ্রভুঃ

গজেন মহতা যাস্তং রামং হুত্ৰাবৃত্তাননম্

‘আমরা দীর্ঘবাহু, মহাবলবান রঘুসীর বহুশ্রী মহাগজপৃষ্ঠে রাজহুত্ৰাবৃত্ত নৃপমণ্ডল অবস্থায় দেখতে ইচ্ছা করি।’

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা তেযাং মনঃপ্রিয়ম্

অজানমিব জিজ্ঞাসুরিদং বচনমব্রবীহ॥ ২২

প্রজাসাধারণের এই সকল বাক্য শুনে, রাজার মনের (প্রকৃত) প্রিয় বিষয় না জানার ভান করে, রাজা ইচ্ছুক রাজা দশরথ বললেন—

শ্রুত্বৈতদ্ বচনং যন্মে রাজবৎ পতিমিচ্ছত।

রাজানঃ সংশয়োহয়ং মে তদিদং বৃত্ত তদ্বত্তঃ॥ ২৩

‘হে রাজগণ! আমার এই বাক্য শুনে আপনারা যে রামকে রাজা (রূপে) ইচ্ছা করছেন, এতে আমার সন্দেহ হচ্ছে, ঠিক করে বলুন তো!’

কথং নু ময়ি ধর্মেন পৃথিবীমনুশাসতি।

ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজঃ মহাবলম্॥ ২৪

‘আমি ধর্মানুসারে পৃথিবীকে (রাজ্যকে) শাসন করলেও, কেন আপনারা মহাবলী রামকে যুবরাজ রূপে দেখতে চাইছেন?’

তে তমুচুর্মহাস্থানঃ পৌরজানপদৈঃ সহ।

বহবো নৃপ কল্যাণগুণাঃ সন্তি সূতস্য তে॥ ২৫

পুরবাসী ও গ্রামবাসী জনগণের সঙ্গে সেই (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়) মহাত্মাগণ রাজা দশরথকে বললেন—‘হে রাজন্! আপনার পুত্রের বহু কল্যাণকারী সত্ত্ব আছে।

গুণান্ গুণবতো দেব দেবকল্পস্য ধীমতঃ।

প্রিয়ানানন্দনান্ কুংসান্ প্রবক্ষ্যামোহদ্য তাহুপু। ২৬

‘দেব! আপনার দেবপ্রতিম গুণবান ও ধীমান পুত্রের প্রিয়, আনন্দদায়ক গুণাবলী সব বলছি, সেগুলি শ্রবণ করুন।

দিব্যৌর্গৈঃ শক্রসমো রামঃ সত্যপ্রাক্রমঃ।

ইক্কাকুভোহপি সর্বভ্যো হ্যতিরিক্তো নিশাম্পতে ২৭

‘হে প্রজানাথ! সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম ইন্দ্রকুলে দিব্যশুণযুক্ত, ইক্কাকুলেও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

রামঃ সৎপুরুষো লোকে সত্যঃ সত্যপরায়ণঃ।

সাক্ষাৎ রামাদ্‌ বিনির্বৃত্তো ধর্মশালি শ্রিয়া সহ॥ ২৯

‘এই পৃথিবীতে প্রকৃত সংস্কারিত সত্যপ্রিয়ী শ্রীরামই প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ, তাই, শ্রীরাম কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে (মিলিত হয়ে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রজাসুখস্বৈ চন্দ্রস্য বসুধামাঃ ক্ষমাশুনৈঃ।

বুধ্যা বৃহস্পতেষ্বল্যো বীর্যে সাক্ষাচ্চৈচীপতেঃ॥ ৩০

‘শ্রীরামচন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় প্রজাসুখ বিধাতা, ক্ষমাশূন্যে ধর্মপ্রীতি, বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতির তুল্য আর বীর্যে সাক্ষাৎ শচীপতি ইন্দ্র।

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসত্যশ্চ শীলবাননসূয়কঃ।

ক্ষমঃ সাধুয়িতা শ্রমঃ কৃতজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩১

সূচ হিরচিহ্নশ্চ সদা ভবোহনসূয়কঃ।

প্রিয়বাদী চ ভূতানাং সত্যবাদী চ রাঘবঃ॥ ৩২

‘(হে রাজন্! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনেক গুণ) রঘুকুলভিলক শ্রীরাম সদ্ধর্মবেত্তা, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং সংস্কারবাসম্পন্ন, অদোষদর্শী, ক্ষমাশীল, দুঃখীর দুঃখে প্রবোধদানকারী, মধুরভাষী, প্রতাপকারক, জিতেন্দ্রিয়, কোমলস্বভাব এবং স্থিরবুদ্ধি ; (তিনি) সর্বদাই শান্ত, বিদ্রোহরহিত এবং সকল প্রাণীর প্রতি (বিশেষত সকল মানুষের প্রতি) প্রিয়ভাষী এবং সত্যভাষীও।

বহুকৃতানাং বৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানামুপাসিতা।

জেনাসোহ্যতুলা কীর্তির্যশস্তেজশ্চ বর্ধতে॥ ৩৩

‘রামচন্দ্র বিদগ্ধজনদের, বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধদের এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ; সেইজন্যই ধরায় তাঁর শৌর্য্যাদি হেতু অতুলনীয় যশ, দানাদিহেতু অতুলনীয় কীর্তি এবং পরাক্রম উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

দেবাসুর মনুষ্যাণাং সর্বাপ্রেমু বিশারদঃ।

সমাণ্‌ বিদ্যাত্রতস্নাতো যথাবৎ সাজ্জবেদবিৎ॥ ৩৪

‘তিনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদের বাবহার্য সকল ক্ষমতায় দক্ষ ; আবার, ষড়ঙ্গ-সহ সকল বেদবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে তিনি যথার্থত স্নাতক (বিদ্যাত্রতসমাপনান্তে সমাবর্তন স্নাত) হয়েছেন।

শাক্ষর্থে চ ভূবি শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতপ্রজঃ।

কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনাত্মা মহামতিঃ॥ ৩৫

‘ভরতপ্রজ রাম জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, সর্বকল্যাণময়, সাধুচরিত্র, উদারপ্রাণ ও মহতী বুদ্ধিসম্পন্ন।  
দ্বিজৈরভিনিবীতশ্চ শ্রেষ্ঠৈর্ধর্মার্থনৈপুণৈঃ।

যদা ব্রজতি সংগ্রামং গ্রামার্থে নগরসা বা॥ ৩৬  
গত্বা সৌমিত্রিসহিতো নাবিজিত্য নিবর্ততে।

‘ধর্মশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে নিপুণ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উত্তমরূপে শিক্ষিত রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ-এর সঙ্গে যখন গ্রাম বা নগর রক্ষার্থে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন বিজয়লাভ না করে প্রত্যাবর্তন করেন না।

সংগ্রামাৎ পুনরাগত্য কুঞ্জরেন রথেন বা॥ ৩৭

পৌরান স্বজনবয়িতাঃ কুশলাঃ পরিপূজ্যেতি।

পুত্রেষুগণিষু দারেষু প্রেষ্যশিষ্যাগণেষু চ॥ ৩৮

‘যুদ্ধ থেকে হাতি বা রথে চড়ে আবার ফিরে এসে তিনি আপনজনের মতো নিতাই পুরবাসীদের পুত্রের (অগ্নিহোত্রীর) যজ্ঞাগ্নির, পত্নীর, ভৃত্য ও শিষ্যাগণের কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

নিখিলেনানুপূর্ব্যা চ পিতা পুত্রানিবৌরসান্।

শুশ্রূষন্তে চ বঃ শিষ্যাঃ কচ্ছিন্‌ বর্মসু দংশিতাঃ॥ ৩৯

ইতি বঃ পুরুষব্যগ্রঃ সদা রামোহভিভাষতে।

‘আপনার পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্র রাম, পিতা ঔৎসজাত পুত্রকে যেমন, তেমনই আনুপূর্বিক জিজ্ঞাসা করেন—(ব্রাহ্মণদের বলেন) “আপনার শিষ্যেরা (আপনাকে) সেবা করেন তো!” (কক্সিয়দের বলেন) “(আপনাদের সেবকেরা) কবচাদি দ্বারা বর্মিত সুসজ্জিত আছেন তো!”

বাসনেষু মনুষ্যাণাং ভূশং ভবতি দুঃখিতঃ॥ ৪০

উৎসবেষু চ সর্বেষু পিতের পরিভূষ্যতি।

‘তিনি প্রজাসাধারণের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখাভিভূত, আবার, তাদের সর্বপ্রকার উৎসবে পিতৃবৎ প্রসন্ন হন।

সত্যবাদী মহেৎসাসো বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪১

স্মিতপূর্বাভিতাষী চ ধর্মঃ সর্বাঙ্গনাস্ত্রিতঃ।

সমাগ্‌যোক্তা শ্রেয়সাং চ ন বিগৃহ্যকথারুচিঃ॥ ৪২

‘রাম সত্যবাদী (সত্যপ্রিয়ী), মহাধনুর্ধর, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সেবাপরায়ণ, ইন্দ্রিয়জয়ী, স্মিতালাপী, সর্বাত্মক ধর্মপ্রিয়ী, যথাযথ কল্যাণসাধক এবং গর্হিত বাক্যলাপে অনভিলাষী।



উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্বিধা।  
 সুজ্ঞানমততাপ্রাণঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুরিব স্বয়ম্॥ ৪৩  
 'উত্তর-প্রত্যুত্তর যুক্তিপূর্ণ বাক্যলাপে রাম  
 বৃহস্পতিতুলা বক্তা ; সুন্দর ক্রযুক্ত পদ্যপত্রতুলা তাৎপর্য  
 আয়ত অক্ষিষ্য তাঁর, যেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং।  
 রামো লোকোত্তিরামোহয়ং শৌর্যবীর্যপরাক্রমৈঃ।  
 প্রজাপালনসংযুক্তো ন রাগোপহতেজসিঃ॥ ৪৪  
 'শৌর্য, বীরত্ব ও পরাক্রম দ্বারা প্রজাপালনে সংযুক্ত  
 রাম প্রজাদের মনোরঞ্জনকারী, কিন্তু আসক্তিদোষে তাঁর  
 ইন্দ্রিয়সকল দূষিত নয়।  
 শত্ৰুৈলোক্যামপোষ জোকুং কিং নু মহীমিমাম্।  
 নাস্য ক্রোধঃ প্রসাদচ্চ নিরর্থোহস্তি কদাচন॥ ৪৫  
 'শ্রীরামচন্দ্র ত্রিভুবন-পালনে সক্ষম, এই পৃথিবীর  
 আর অধিক কী ! এর ক্রোধ এবং প্রসন্নতা কখনও ব্যর্থ হয়  
 না।  
 হস্ত্যেয নিয়মাদ্ বধ্যানবশ্যে ন কুপ্যতি।  
 মুনক্তনৈঃ প্রহৃষ্টচ্চ তমসৌ যত্র ভূষ্যতি॥ ৪৬  
 'শাস্ত্রবিধি অনুসারে বধ্যযোগ্য ব্যক্তিদেরই তিনি  
 হত্যা করেন, কিন্তু শাস্ত্রবিধি অনুসারে অবধ্য ব্যক্তির প্রতি  
 কখনোই ক্রুদ্ধ হন না ; যার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাকে সানন্দে  
 প্রভূত ধন দান করেন।  
 দাষ্ট্য়েঃ সর্বপ্রজাকাষ্ট্য়েঃ প্রীতিসংজননৈর্নৃণাম্।  
 গুণৈর্বিরোচতে রামো দীপ্তঃ সূর্য ইবাংশুভিঃ॥ ৪৭  
 'কিরণরাশি দ্বারা প্রদীপ্ত সূর্যের মতো স্বীয় ইন্দ্রিয়  
 দমন ও প্রজাদের প্রীতি উৎপাদন দ্বারা কমনীয়তা গুণে  
 রামচন্দ্র সুশোভিত।  
 তমেবংগুণসম্পন্নঃ রামঃ সতাপরাক্রমম্।  
 লোকপালোপমঃ নাথমকামভ মেদিনী॥ ৪৮  
 'এইরূপ গুণবান সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমী ও রাজগুণ-  
 সম্পন্ন রামকে ধরিত্বী প্রভুরূপে কামনা করে থাকে।  
 বৎসঃ শ্রেয়সি জাতস্তে দিষ্টাসৌ তব রাঘবঃ।  
 দিষ্টা পুত্রজ্ঞপ্ত্যুক্তো মারীচ ইব কশ্যপঃ॥ ৪৯

'সৌভাগ্যবশত লোকসাধারণের কল্যাণে  
 রঘুনন্দনের জন্ম ; তদ্রূপ আপনার সৌভাগ্যেই আপনার  
 এই পুত্র মরীচিপুত্র কশ্যপের ন্যায় সর্বগুণযুক্ত।  
 বলমারোগ্যমায়ুষ্ট রামস্য বিদিতাশ্রমঃ।  
 দেবাসুরমনুষ্যেষু সগন্ধর্বোরগেষু চ। ৫০  
 আশংসতে জনঃ সর্বো রাষ্ট্রে পুরুষরে তথা।  
 আভ্যন্তরচ্চ বাহ্যচ্চ পৌরজানপদো জনঃ॥ ৫১  
 'দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব, নাগলোকে  
 সর্বজন, তথা এই রাজ্য ও রাজধানীর ভিতরের এবং  
 বাহিরের, নগরের ও গ্রামের সকল মানুষ আশ্রয়  
 বাসচন্দ্রের বল, আরোগ্য এবং আয়ু (যশোময় দীর্ঘ জীবন,  
 কামনা করে।  
 ত্রিযো বৃদ্ধান্তরূপ্যচ্চ সাযং প্রাতঃ সমাহিতাঃ।  
 সর্বা দেবানমসান্তি রামস্যার্থে মনস্বিনঃ।  
 তেষাং তদ্ যাচিতং দেব ত্বং প্রসাদাৎ সম্ভবতাম্। ৫২  
 'মতিমান শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বৃদ্ধা ও তরুণী সকল  
 নারী সমাহিত চিত্তে (একপ্রমানে) সকাল-সন্ধ্যায়  
 দেবতাদের নমস্কারপূর্বক প্রার্থনা করে ; হে দেব (রাজন)।  
 আপনার অনুগ্রহে তাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হোক।  
 রামমিন্দীবরশ্যামং সর্বশত্রুনিবর্হণম্।  
 পশ্যামো যৌবরাজ্যহং তব রাজোত্তমাত্মজম্॥ ৫৩  
 'হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! নীলপদ্ম সদৃশ শ্যামল ও সুললিত  
 শত্রুসংহারক আপনার পুত্র শ্রীরামকে আমরা যৌবরাজ্যে  
 (অভিষিক্ত) দেখতে ইচ্ছা করি।  
 তং দেবদেবোপমমাত্মজং তে  
 সর্বস্য লোকস্য হিতে নিবিস্তম্  
 হিতায় নঃ কিপ্রমুদারজুষ্ঠং  
 মুদাভিষেকুং বরদ ত্বমহসি॥ ৫৪  
 'প্রজাদের কাম্যবিষয়প্রদাতা হে দেব  
 প্রজাসাধারণের কল্যাণে নিরত, উদার চরিত্র দেবতুল্য  
 আপনার সেই আশ্রয় পুত্র রামচন্দ্রকে আমাদের কল্যাণের  
 জন্য শীঘ্র সানন্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

## তৃতীয় সর্গ (৩)

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য রাজা দশরথ কর্তৃক বশিষ্ঠ ও বামদেবের অনুমতি প্রার্থনা ও তাঁদের অনুমতি দান ; রাজাজ্ঞায় সুমন্ত্র কর্তৃক রাজার নিকট আনীত রামের প্রতি রাজা দশরথের রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ দান

ভোমকলিপত্নানি প্রগৃহীতানি সর্বশঃ  
প্রতিগৃহ্যত্রবীদ্ রাজা তেভ্যঃ প্রিয়হিতং বচঃ॥ ১

সভাসদগণ করকমল বন্ধাজলি করে সর্বতোভাবে রাজা দশরথের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সভাসদদের সমর্থনবাক্য প্রতিগ্রহণ করে রাজা প্রিয় এবং হিতকর বাক্যে তাঁদের বললেন—

জহাষ্মি পরমপ্রীতঃ প্রভাবশ্চাতুলো মম।  
হুয়ে জ্যেষ্ঠঃ প্রিয়ঃ পুত্রঃ যৌবরাজ্যাহমিচ্ছথ॥ ২

‘অহো ! আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হলাম, যেহেতু আপনারা আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত দেখতে আগ্রহান্বিত ; আরও বুঝলাম আমার প্রভাব অতুলনীয়।’

ইতি প্রত্যর্চিতান্ রাজা ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ।  
বশিষ্ঠঃ বামদেবঃ চ তেষামেবোপশৃণ্বতাম্॥ ৩

রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণকে এইভাবে অর্চনা সংকার করে, তাঁদের শুনিয়েই বশিষ্ঠদেব ও বামদেবকে বললেন—

চৈবঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্টিপতকাননঃ।  
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্প্যতাম্॥ ৪

‘পবিত্র ও মনোরম চৈত্রমাস সমাগত, বনে বনে মনোরম কুসুম বিকশিত। আপনারা এই পবিত্র সময়ে শ্রীরামের যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য উপকল্পসমূহ সংগ্রহে ব্যবস্থা করুন।’

রাজহৃদয়রতে বাক্যে জনঘোষো মহানভূৎ।  
শনৈঃশমিন্ প্রশান্তো চ জনঘোষে জনাধিপঃ॥ ৫  
বশিষ্ঠঃ মুনিশার্দূলঃ রাজা বচনমব্রবীৎ।

রাজার কথা শেষ হলে, জনগণের মধ্যে শুরু হল বান্দব কোলাহল ; সেই জনকোলাহল ধীরে ধীরে শান্ত হলে জনগণাধিপতি রাজা দশরথ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে

বললেন

অভিষেকায় রামস্য যৎ কর্ম সপরিচ্ছদম্॥ ৬  
তদন্য ভগবন্ সর্বমাজ্ঞাপয়িতুমহীসি।

‘ভগবন্ ! রামের অভিষেকের জন্য উপকরণ সংগ্রহসহ যা যা করণীয় আপনি সেই সব বিষয়ে সেবকদের নির্দেশ দান করুন।’

তচ্ছূয়া ভূমিপালস্য বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ॥ ৭  
আদিশেপ্রভো রাজঃ হিতান্ যুক্তান্ কৃতাজ্ঞীন।

রাজার সেই অনুরোধবচন শুনে মুনিবর বশিষ্ঠদেব রাজার সম্মুখে করজোড়ে অবস্থিত সেবকদের নির্দেশ দিলেন।

সুবর্ণাদিনি রত্নানি বলীন্ সর্বৌষধীরপি॥ ৮  
শুক্ৰমাল্যানি লাজাংস্ত পৃথক্ চ মমুসপিধী।

অহতানি চ বাসাংসি রথঃ সর্বায়ুধানাপি॥ ৯  
চতুরঙ্গবলং চৈব গজং চ শুভলক্ষণম্।

চামরব্যজনে চোভে ক্ষত্রং ছত্রং চ পাণ্ডুরম্॥ ১০  
শতং চ শতকুস্তান্যঃ কুস্তানামগ্নিবর্চসাম্।

হিরণ্যশৃঙ্গমৃষভং সমগ্রং ব্যাত্রচর্ম চ॥ ১১  
যচ্চানাং কিঞ্চিদেষ্টব্যং তৎ সর্বমুপকল্প্যতাম্।

উপহ্যপন্নত প্রাতরগ্ন্যাগারে মহীপতেঃ॥ ১২

‘আপনারা সকলে শ্রীরামের অভিষেকের জন্য স্বর্ণাদি রত্নসমূহ, দেবপূজার উপকরণ সকল, সর্বৌষধিগুলি, শ্বেতপুষ্পমালা, বৈ, পৃথক পৃথক পায়ে মধু ও হৃত, নূতন বস্ত্র, রথ ও অস্ত্রশস্ত্রসমূহ, সুসজ্জিত চতুরঙ্গবল, শুভ লক্ষণযুক্ত একটি হস্তী, চামর ও পাখা, ধ্বজা, একটি শ্বেত ছত্র, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল একশত স্বর্ণকলস, স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত একটি বৃষ, একটি ব্যাত্রের শরীরের সম্পূর্ণ (গোটা) চর্ম এবং অন্য আর যা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল নিয়ে এসে হস্তি প্রত্যবে মহারাজের

অগ্নিশালায় জোগাড় করে রাখুন।

অন্তঃপুরস্য দ্বারানি সর্বস্য নগরস্য চ।

চন্দনশুভ্রকিরীটান্যঃ ধূপৈশ্চ গ্রান্থহারিভিঃ॥ ১৩

‘অন্তঃপুরের তথা সমগ্র নগরের দ্বারগুলি চন্দন ও মালাদ্বারা সুসজ্জিত করুন এবং গ্রান্থেদ্রিয়ের সুখকর ধূপ প্রদর্শিত করুন।

প্রশস্তময়ঃ গুণবদ্ দক্ষিণীরোপসেচনম্।

বিজ্ঞানাং শতসাহস্রং যৎ প্রকামমলং ভবেৎ॥ ১৪

‘লক্ষ ব্রাহ্মণের পরিতৃপ্তির জন্য দধি ও দুগ্ধ দ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত উত্তম গুণযুক্ত পর্যাপ্ত আহার্যের ব্যবস্থা করা হোক।

সংকৃতা বিজমুখানাং শ্বঃ প্রভাতে প্রদীয়তাম্।

ঘৃতং দধি চ লাক্ষাশ্চ দক্ষিণাশ্চাপি পুতলাঃ॥ ১৫

‘আগামীকাল প্রাতঃকালে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করে আহার্যের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘৃত দধি ও খৈ দেবেন এবং পর্যাপ্ত দক্ষিণাও দান করবেন।

সূর্যোদয়াদিতমাগ্রে শ্বো ভবিভা স্বস্তিবাচনম্।

ব্রাহ্মণাশ্চ নিমন্ত্যন্ত্যঃ কল্পন্ত্যামাসনানি চ॥ ১৬

‘আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিবাচন করতে হবে ; অতএব ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের জন্য আসন সজ্জিত করে রাখুন।

আবধাভ্যাং পতাকাশ্চ রাজমার্গশ্চ সিচতাম্।

সর্বৈ চ তালপচরা গণিকাশ্চ স্বলংকৃতাঃ॥ ১৭

কক্ষাং দ্বিতীয়ামাসাদ্য তিষ্ঠন্ত নৃপবেশ্বরঃ।

‘রাজপথসমূহে জলসেচন করা হোক এবং দিকে দিকে ধ্বজা বেঁধে দেওয়া হোক ; বাদ্যকরগণ এবং নানালঙ্কারে সুসজ্জিতা নর্তকীরা রাজবাড়ির দ্বিতীয় দেউড়িতে অবস্থান করুন।

দেবায়তনচৈত্যেষু সারভক্ষ্যাঃ সদক্ষিণাঃ॥ ১৮

উপহাণয়িতব্যঃ সূর্যমালাযোগ্যঃ পৃথক্ পৃথক্।

‘দেবগৃহগুলিকে এবং চতুষ্পথে (চৌমুহনিতে) অবস্থিত দেবস্থানগুলিকে অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্য এবং দক্ষিণা সহ মালাদ্বারা সুসজ্জিত করা হোক।

দীর্ঘাসিবক্ষগোধান্চ সদাক্ষা মৃষ্টবাসসঃ॥ ১৯

মহারাজাজনং শূরাঃ প্রবিশন্ত মহোদগম্।

‘শোধিত বস্ত্রপরিহিত এবং দীর্ঘ তরবারি ও গোসাপের চর্ম নির্মিত বর্ম দ্বারা সুসজ্জিত নীচের রাজগৃহের অতিশয় সমৃদ্ধ প্রান্ত্রে প্রবেশ করুক।’

এবং ব্যাদিশ্য বিপ্রৌ তু ক্রিয়ান্তত্র বিনিষ্ঠিতৌ॥ ২০

চক্রতুশ্চৈব যচ্চৈবঃ পার্শ্ববায় নিবেদ্য চ।

ব্রহ্মজঙ্ঘয় (রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও বামদেব) রাজসেবকদের এইরকম নির্দেশ দিয়ে সম্পাদনীর ধর্ম ক্রিয়াগুলি নিজেরাই সম্পন্ন করলেন ; পরে রাজ্যে জানিয়েই তাঁরা অবশিষ্ট কার্যগুলিও সম্পাদন করলেন।

কৃতমিত্যেব চক্রভামভিগম্য জগৎ পতিম্॥ ২১

যথোক্তবচনং প্রীতৌ হর্ষযুক্তৌ বিজ্ঞান্তমৌ।

প্রসন্ন ও প্রস্তুত বিজ্ঞশ্রেষ্ঠদ্বয় মহারাজ দশরথ-এর কাছে গিয়ে বললেন, ‘আপনার নির্দেশিত সব কাজ করা হয়েছে।’

ততঃ সুমন্ত্রং দুতিমান্ রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২২

রামঃ কৃতান্মা ভবতা শীঘ্রমানীয়তামিতি।

তখন কান্তিমান রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে বললেন

‘শুভ্রাশ্চা রামকে শীঘ্র নিয়ে এসো।’

স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় সুমন্ত্রো রাজশাসনাৎ॥ ২৩

রামঃ তত্রানযাঞ্চক্রে রথেন রথিনাং বরম্

রাজাদেশে সুমন্ত্র ‘তাই করছি’ এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে

রথিশ্রেষ্ঠ রামকে রথে করে সেখানে নিয়ে এলেন।

অথ তত্র সহসীনাশ্রুদা দশরথঃ নৃপম্॥ ২৪

প্রাচ্যোদীচ্যা প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ।

শ্রেষ্ঠাচার্ঘ্যাশ্চ যে চানো বনশৈলান্তবাসিনঃ॥ ২৫

উপাসাঞ্চক্রে সর্বৈ তং দেবা বাসবং যথা।

তখন সেখানে, যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতার

সকলে সেবা করেন, সেইরকম, রাজা দশরথের পাশে

উপবিষ্ট পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ দেশবাসী রাজারা এবং

আর্য-অনার্য ও অন্যান্য অরণ্য ও পর্বতবাসীজনের

সকলেই তাঁর সেবা করছিলেন।

তেষাং মধ্যে স রাজর্ষির্মকৃতামিব বাসবঃ॥ ২৬

প্রাসাদহো দশরথো দদর্শানান্তমাবজম্।



গর্ভবরাজপ্রতিমং লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্ ॥ ২৭

‘মকদগণের মধ্যে উপবিষ্ট ইন্দ্রের ন্যায়, রাজাদের  
ও প্রজাদের মধ্যে উপবিষ্ট রাজর্ষি দশরথ জগদ্বিখ্যাত  
পৌরুষবান ও গর্ভবরাজতুল্য সুন্দর পুত্র রামকে আসতে  
দেখলেন।

দীর্ঘবাহুঃ মহাসত্বঃ মন্ত্রমাতঙ্গগামিনম্ ॥

জ্যেষ্ঠকাননঃ রামমতীব প্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৮

কৌশল্যপুত্রঃ পুংসাং দৃষ্টিচিন্তাপহারিণম্ ॥

বর্ষাভিতপ্তাঃ পর্জন্যঃ ব্রাদয়ন্তমিব প্রজাঃ ॥ ২৯

রাজর্ষি দশরথ রামকে আসতে দেখলেন, যে রাম  
দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট, মহাবলী, মন্ত্র হস্তীর ন্যায় গভীর  
বসিষ্ঠপন্ন, চন্দ্রের ন্যায় শিখ কান্তিময় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট,  
জ্যেষ্ঠ প্রিয়দর্শন, দেহের রূপ ও মনের উদার্যগুণে  
জপরের দৃষ্টিকর্ষক ও মনোহরণকারী, বৌদ্ধতপ্ত মানুষদের  
কাছে যিনি ছায়াদানকারী আনন্দদায়ক মেঘতুল্য

ন ততর্শ সমায়াত্তং পশ্যামানো নরাধিপঃ

জবতর্শ সুমন্ত্রস্ত রাঘবং সান্দনোত্তমাৎ ॥ ৩০

পিতৃ সমীপং গচ্ছন্তঃ প্রাজ্ঞলিঃ পৃষ্ঠতোহঘগাং

নিকটে আগমনরত শ্রীরামকে দেখে দেখেও রাজা  
দশরথের আশ মিটছিল না ; সুমন্ত্রও রামচন্দ্রকে উত্তম রথ  
থেকে নামিয়ে নিলেন এবং পিতার নিকট যখন রামচন্দ্র  
আসছিলেন তখন কবজোড়ে তাঁর পশ্চাদনুসরণ করলেন।

ন ত্বং কৈলাসশৃঙ্গাভং প্রাসাদং রঘুনন্দনঃ ॥ ৩১

আক্রুরোহ নৃপং দ্রষ্টুং সহসা তেন রাঘবঃ ॥

রঘুকুলনন্দন রাম রাজা দশরথকে দেবার জন্য  
সুমন্ত্রের সঙ্গে কৈলাসশিখর সদৃশ রাজপ্রাসাদে দ্রুত  
আরোহণ করলেন।

ন প্রাজ্ঞলিরভিপ্রেত্যা প্রণতঃ পিতুরন্তিকে ॥ ৩২

নাম যং শ্রাবয়ন্ রামো ববদে চরদৌ পিতুঃ ॥

কতঞ্জলি রামচন্দ্র পিতার নিকটে অগ্রসর হলেন  
এবং প্রণাম করে নিজের নাম শুনিয়া পিতার চরণযুগল  
বন্দনা করলেন।

তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃত্যঞ্জলিপূটং নৃপঃ ॥ ৩৩

পৃথ্যাজ্জলৌ সমাকৃষ্য সস্বজে প্রিয়মাক্ষজম্ ॥

তস্মৈ চাক্ষুদাতং সমাখণিকাক্ষনভূগিতম্ ॥ ৩৪

দিশেষ রাজা কুটিরং রামায় পরমাসনম্ ॥

রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র রামকে নিজের পাশে  
বদ্ধাঞ্জলি দিয়ে প্রণত অবস্থায় দণ্ডায়মান সেপে বাহুপাশে  
তাঁকে স্নিহ বন্ধে আকর্ষণ করলেন এবং রামের জন্য  
নির্দিষ্ট সুবর্ণ মণিভূগিত উন্নত শোভন শ্রেষ্ঠ আসনে  
উপবেশনের জন্য নির্দেশ দিলেন।

তথাহহসনবরং প্রাপ্য স্তম্ভীপন্নত রাঘবঃ ॥ ৩৫

স্বয়ৈব প্রজয়া মেরুমুদয়ে শিমলো রবিঃ ॥

নির্গল সূর্য উদয়কালে নিজের উজ্জ্বল কিরণমালায়  
যেমন মেরুপর্বতকে প্রদীপ্ত করে, সেইরকম রঘুকুলনন্দন  
রাম সেই আসন গ্রহণ করে তাকে উজ্জ্বল করে তুললেন।

তেন বিভ্রাজিতা তত্র সা সভাপি বারোচত ॥ ৩৬

বিমলগ্রহনক্ষত্রা শারদী দৌরিবেন্দুনা ॥

চন্দ্রোদয়ে উজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্রশোভিত শরৎকালীন  
আকাশ যেমন, সেইরকম, সেই সভাও রামের দ্বারা  
শোভাময়ী হয়ে উঠল।

তং পশ্যামানো নৃপতিস্ততোষ প্রিয়মাক্ষজম্ ॥ ৩৭

অজংকৃতমিরাস্তানমাদর্শভলসংহ্রিতম্ ॥

অলঙ্কারে সুসজ্জিত নিজেকে দর্পণে দেখে মানুষ  
যেমন প্রসন্ন হয়, সেইরকম প্রিয় আত্মজকে দেখে রাজা  
দশরথ প্রসন্ন হলেন।

স ত্বং সুহৃতিমাক্ষাষা পুত্রং পুত্রবতাং বরঃ ॥ ৩৮

উবাচেনং বচো রাজা দেবেভ্যমিব কশ্যপঃ ॥

মহর্ষি কশ্যপ যেকাপ দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেছিলেন,  
সেইরূপ, পুত্রবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ  
আসনে উপবিষ্ট পুত্র রামকে সম্বোধন করে এই কথা  
বললেন—

জ্যেষ্ঠায়ামসি মে পত্ন্যাং সদৃশ্যাং সদৃশঃ সুতঃ ॥ ৩৯

উৎপদন্তঃ গুণজ্যেষ্ঠো মম রামাক্ষজঃ প্রিয়ঃ ॥

ত্বয়া যতঃ প্রজাশ্চেমাঃ স্বগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ ॥ ৪০

তস্মাৎ ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপুহি ॥

‘রাম ! তুমি আমার সুযোগ্যা জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে  
উপযুক্ত পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ ; আমার গুণবান জ্যেষ্ঠ

পুত্র তুমি, যেহেতু, নিজন্তুণে তুমি এই প্রজাসাধারণকে  
প্রসন্ন করবে, অতএব, পুত্রানক্ষএযোগে তুমি যৌববাল্য  
গ্রহণ করো।

কামজঃ প্রকৃষ্টোব নিশীতো গুণবানিতি ॥ ৪১  
গুণবতাপি তু মেহাং পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতম্।

ভূয়ো বিনয়মাছায় ভব নিতাং জিতেজিয়ঃ ॥ ৪২

‘পুত্র ! শ্রাব্যবিকভাবেই সকলেই তোমাকে পরম  
গুণী বলে স্বীকার করে : তথাপি বৎস ! সর্বপ্রকার গুণ  
থাকা সত্ত্বেও তোমার প্রতি প্রীতিবশত তোমার কল্যাণের  
জন্ম বলছি—তুমি আরও বিনয় অবলম্বন করে জিতেজিয়  
হও।

কামক্রোধসমুত্থানি ত্যজ্য বাসনানি চ।

পরোক্ষয়া বর্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা ॥ ৪৩

‘কামজ এবং ক্রোধজ আসক্তি সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ  
করবে, পরোক্ষবৃত্তি দ্বারা (গুপ্তচরদের নিকট প্রাপ্ত বৃত্তান্ত  
শ্রবণে), তদ্রূপ প্রত্যক্ষবৃত্তি দ্বারা (রাজসভায় আগত  
প্রজাদের স্বমুখের বৃত্তান্ত শ্রবণ করে) সর্বপ্রকারে যথাযথ  
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করবে।

অমাত্যপ্রভৃতিঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরজয়।

কোষ্ঠাগারায়ুধাগারৈঃ কৃদ্বা সমিচয়ান্ বহুন্ ॥ ৪৪

ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতিযঃ পালয়তি মেদিনীম্।

তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লঙ্কামৃতমিবামরাঃ ॥ ৪৫

‘মন্ত্রী (সেনাপতি) প্রভৃতি সহ প্রজাসাধারণের প্রীতি  
সম্পাদন করবে। যে রাজা শস্যাগার বা অস্ত্রাগারসমূহ  
বহুবিশ সঞ্চয় দ্বারা বর্ধিত করেন এবং প্রজাসাধারণের  
প্রীতি সম্পাদন দ্বারা রাজ্য পালন করেন, অমৃতলাভ করে  
যেমন দেবতারা, সেইরকম তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বহুগণ

অনন্দ লাভ করেন।

তস্মাৎ পুত্র ক্রমাজানঃ নিয়মোলঃ সমাচর,

ভুঙ্কুদ্বা সুজনদ্বন্দ্বা রামস্যা প্রিয়াকরিণঃ ॥ ৪৬  
অরিভাঃ শিগ্রমাগতা কৌশল্যায়ে ন্যাবেদয়ান্।

‘অতএব তে পুত্র ! তুমি নিজেকে সংযত করে  
এইরূপ আচরণ করবে’ শ্রীগামের শুভকরী কিপ্রগতি,  
সম্পাদ্য মিত্রগণ সেই কথা শ্রবণ করে, দ্রুত এসে মাতা  
কৌশল্যাকে সব নিবেদন করলেন।

সা হিরণ্যঃ চ গাশ্চৈব রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪৭  
ব্যাদিদেশ প্রিয়াখ্যোভাঃ কৌশল্যা প্রমদোত্তমা।

(শ্রীরামচন্দ্রের মিত্রদের থেকে এই সুসংবাদ  
শ্রবণ করে) রমণীশ্রেষ্ঠা কৌশল্যা সুসংবাদদাতৃগণকে স্বর্ণ,  
গাভী এবং নানাবিশ রত্ন দান করতে ভৃত্যগণকে আদেশ  
দিলেন।

অথামিবাদ্য রাজানঃ রথমারুহ্য রাঘবঃ।

যয়ৌ স্বং দূতিমদ্ বেষ্য জনৌষৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥ ৪৮

অনন্তর রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য দশরথকে প্রণাম  
করে রথে আরোহণ করলেন এবং জনগণ কর্তৃক  
অভিনন্দিত হয়ে নিজের উজ্জ্বল ভবনে চলে গেলেন।

তে চাপি পৌরা নৃপতের্ভচস্-

ছুদ্বা তদা লাভমিবেষ্টমাস্ত।

নরেন্দ্রমামস্ত্রা গৃহাণি গদ্বা

দেবান্ সমানচূরতিপ্রহটাঃ ॥ ৪৯

রাজ্য দশরথের সেই কথা শুনে পৌরজনেরা,  
শীঘ্রই অস্ত্রাভিলাভ হবে বুঝতে পেরে, রাজাকে অভিবাদন  
জানিয়ে তাঁর আজ্ঞানুসারে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে প্রহরী  
চিহ্নে দেবার্চনা করতে লাগলেন।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

## চতুর্থ সর্গ (৪)

রাজা দশরথের রামাভিষেক বিষয়ে যজ্ঞপা, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কোশল্যাচরণে গিয়ে মাতৃসকাশে নিজের  
অভিষেকের সংবাদ প্রদান ও জননীরা আশীর্বাদ লাভান্তে স্নাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে কপোলকপন

দশরথ নৃপো ভূয়ঃ পৌরেষু সহ মন্বিতিঃ  
মহাবীরা ততশ্চক্রে নিশ্চয়জঃ স নিশ্চয়ম্ ॥ ১  
নৃ এব পুৰ্যো ভবিতা শ্রোহভিষেচাস্ত মে সূতঃ।  
রামো রাজীবপত্রাক্ষো যুবরাজ ইতি প্রভুঃ ॥ ২

জনস্তর পুরবাসী জনগণ চলে গেলে, কর্ম  
সম্পাদনে অভিজ্ঞ প্রভাবশালী রাজা দশরথ পুনরায়  
মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন—‘আগামীকাল  
পুরে নক্ষত্র উদিত হবে, অতএব, আগামীকালই আমার  
পুত্র পরমলাশনঘন রাম অভিষিক্ত হয়ে যুবরাজ হবেন।’  
অথাত্ত্বর্হমাশিা রাজা দশরথস্তদা।  
সূতমামমত্য়ামাস রামঃ পুনরিহানয় ॥ ৩

জনস্তর রাজা দশরথ রাজঅস্তঃপুরে প্রবেশ করে,  
তারপর বথচালক সুমন্ত্রকে আহ্বান করলেন এবং আদেশ  
দিলেন, ‘রামকে আবার এখানে নিয়ে এসো।’

প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যঃ সূতঃ পুনরুপায়য়ো।  
রামসা ভবনং শীঘ্রং রামমানয়িত্বং পুনঃ ॥ ৪

সারথি সুমন্ত্র রাজা দশরথের সেই আদেশ শিরোধার্য  
করে শ্রীরামকে পুনরায় আনয়নের জন্য দ্রুত শ্রীরামের  
গ্রাসাদে গমন করলেন।

যাঃহৈরাবদিতঃ তস্য রামায়াগমনং পুনঃ।  
শ্রীম্ব চাপি রামস্তং প্রাপ্তং শঙ্কান্তিতোহভবৎ ॥ ৫

দ্বাররক্ষিণগণ তাঁর পুনরাগমনের সংবাদ রামচন্দ্রকে  
নিবেদন করল, রামও আগমন সংবাদ শুনেই শঙ্কিত  
হলেন।

প্রবেশ্য চৈনং হুরিতো রামো বচনমব্রবীৎ।  
বদাগমনকৃত্যং তে ভূয়ত্তদ্ব্যজ্ঞহ্যশেষতঃ ॥ ৬

সুমন্ত্রকে শীঘ্র প্রবেশ করিয়ে, রামচন্দ্র  
বললেন—‘আপনি যে আবার এলেন, তার কারণ  
বিশদভাবে বলুন।’

তমুবাচ ততঃ সূতো রাজা স্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।  
ক্রমা প্রমাণং তত্র স্বং গমনান্তেরায় বা ॥ ৭

তখন সারথি শ্রীরামকে বললেন, ‘রাজামহাশয়  
আপনার দর্শন কামনা করেছেন। এই নির্দেশ শুনে রাজ্যের

নিকট যাওয়া বা অন্য বিষয়ে (না নান্দ্র্য বিসন্তে) স্থির  
করুন।’

ইতি সূতনচঃ ক্রমা রামোচাপি হরত-বিতঃ।  
প্রমায়ো রাজভবনং পুনর্দ্বীঃ নরেশ্বরম্ ॥ ৮

সূতের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্রও রাজ্যকে পুনরায়  
দর্শনের জন্য হরারিত হয়ে রাজভবনে গেলেন।

তঃ ক্রমা সমনুপ্রাপ্তঃ রামঃ দশরথো নৃপঃ।  
প্রবেশয়ামাস গৃহং নিবন্ধুঃ প্রিয়নৃপমম্ ॥ ৯

রামচন্দ্র এসেছেন শুনে, রাজা দশরথ রামচন্দ্রের  
উদ্দেশ্যে উত্তম অথচ কল্যাণজনক কথা বলে তার চিত্তে  
রাজভবন মধ্যে ডেকে পাঠালেন।

প্রবিগম্যেব চ শ্রীমান্ রামবো ভবনং পিতৃঃ।  
দদর্শ পিতরং দূরাং প্রপিত্ত্য কৃতজ্ঞশিঃ ॥ ১০

শ্রীমান রঘুনন্দন রাম পিতার ভবনে প্রবেশ করে দূর  
থেকেই প্রণাম করতে করতে পিতাকে দেখতে পেলে।

প্রমত্তঃ তমুখাপ্য সম্পরিবজা হৃদিপঃ।  
প্রদিশ্য চাসনং চাস্মৈ রামঃ চ পুনরব্রবীৎ ॥ ১১

রাজা দশরথ প্রণত রামকে তুমি থেকে উঠিয়ে বসে  
আলিঙ্গন করলেন এবং বসাব আসন নির্দেশ করে পুনরায়  
বললেন—

রাম বৃদ্ধোহস্মি দীর্ঘায়ুর্ভূক্তা ভোগা যথেষ্ণিতাঃ।  
অন্নবস্তিঃ ক্রতুশতৈর্যথেষ্টং ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥ ১২

‘রাম ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি ; দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়ে  
ভোগ্যবস্তু সমূহ যথেষ্ট ভোগ করেছি। অধিকন্তু, প্রকৃত  
দক্ষিণাসহ অন্নদান ও শত শত যজ্ঞ যথেষ্ট করেছি।

জাতমিষ্টমশত্যং মে ভ্রমদানুপমং ভুবি।  
দত্তমিষ্টমধীতং চ ময়া পুরুষসত্তম ॥ ১৩

‘পুরুষোত্তম রাম ! ভূ-মণ্ডলে তুমিই আমার অতীষ্ট  
অনুপম সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেছ ; আমিও যথেষ্ট  
স্বাধায় (বেদাধ্যয়ন) ও দান করেছি।

অনুভূতানি চেষ্টানি ময়া বীর সুধানাপি।  
দেবধীপিতৃবিপ্রাণামনৃপোহস্মি তথাহংসনঃ ॥ ১৪

‘হে বীর ! আমি যথেষ্ট সুখ ভোগ করেছি ; দেবতা,



বহি, নিতুমকর কিতু, কিতুমকরিত্তি তথা নাত্ মতামহদি  
সকলর এং ব্রহ্মনর নিকট ত্বে নিজেব কাছও  
বন্দুত চাইই

কিঞ্চিদম কর্তব্যং তবান্যত্রিবেচনাং।  
জতে বহুনাং ক্রমাং তস্মৈ স্বঃ কর্তুমহসি॥ ১৫

‘এক কিতু, তেমনর বৌবরাজে অভিষেক বাত্রিত  
তমর দর তমর কবিত্তি কিতু নেই ; অতএব, তোমাকে  
জতি ব বনর তুমি ত্বেই করবে।

তদ প্রকৃতঃ সর্বকামিচ্ছসি নরাধিপম্।  
ততঃ কুবেরাজানমভিষেক্যামি পুত্রক॥ ১৬

‘অতঃ (বর্তমানে) সকল প্রজাই তোমাকে রাজারূপে  
সেবে চাইছে ; অতএব, পুত্র ! তোমাকে আমি বৌবরাজে  
অভিষেক করব

তসি চানান্ততান্ রাম যুপান্ পশ্যামি রাঘব।  
সনির্বৃত্ত লিবাঙ্কশ্চ পতসি হি মহাহনাঃ॥ ১৭

‘বহুকুলনন্দন রাম ! তুমি অঙ্গ অশ্রুত সব যুগ  
সেবেই ; অতএব, নিলরূপের সেবেই ভরসার শব্দে  
বহুকুলনন্দন ইচ্ছাপূর হচ্ছ

ভবত্বং চ মে রাম নকত্রঃ পরপ্রদৈঃ।  
আকেন্দ্রি নৈবজ্ঞাঃ সূর্যাসারকরাহতিঃ॥ ১৮

‘রাম ! নিবজ্ঞগণ জনহীন — বহি, মঙ্গল এবং  
বহু এই তরনক প্রহর কর্তৃক আমার ত্রুতকলীন নকত্র  
অপ্রদ হচ্ছ

প্রাক্তে চ নিমিত্তানমীদৃশানাং সমুত্তবে।  
রাজ হি নৃত্যমাপ্তেতি যোরাং চাপদমুচ্ছতি॥ ১৯

‘প্রাক্তম অশ্রুত নকত্রনমুহ উত্তর হলে, প্রাক্তই  
রাজ প্রকর বিপদে পতিত জন, এমনকি তাঁর নৃত্যও হতে  
পত্র।

তু যবনে তে চেতো ন বিদুহ্যতি রাঘব।  
তবনৈতিবিক্রম চো হি প্রদিনাং মতিঃ॥ ২০

‘অতএব, তু রবুনন্দন ! বহুকুল পর্বত আমার মন  
সেইসঙ্গে ন হচ্ছ, তব ন্যেই তুমি বৌবরাজে অভিষেক  
হও ; করন ক্রিয়ের । ত্বে মনুষ্যের) বৃদ্ধি যে চক্ষু,

তত চক্রেতুস্কমং পুত্রাং পূর্বঃ পুনর্বনু  
সঃ পুত্রাংসঃ নিতঃ বন্ধনৈ বৈবিক্রিঃ॥ ২১

‘অতঃ পূর্ব নকত্রের পূর্বই পুনর্বনু নকত্র  
মন করয়ে বিরক্তমন হচ্ছ, অগ্নিকর পুত্র  
নকত্রের নকত্র বৃদ্ধ হলে নিবজ্ঞর এই কথা বলছেন।

তত্র পুষ্যোহভিষিক্তঃ মনস্করয়তীব মাম্।  
শুভ্রাহমভিষেক্যামি যৌবরাজে পরম্প। ২২

‘শত্রুপীড়ক রাম ! সেই পুষ্য নকত্রে তুমি অভিষিক্ত  
হও ; আমার মন আমাকে যেন তাজা দিচ্ছে। শুভ্র  
আগমিকাল তোমাকে আমি যৌবরাজে অভিষিক্ত করব।

তস্মাৎ তুয়ানপ্রভৃতি নিশেষঃ নিমিত্তানাং।  
সহ বধোপবজ্রব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা ২৩

‘অতএব, এখন থেকে বধুমাতার সঙ্গে কুশলযাত্র  
শয়ন করে, ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক সারারাত উপবাস করো  
সুহৃদচাপ্রমত্তাং রক্ষস্বদা সমস্ততঃ।  
ভবতি বহুবিঘ্নাতি কার্যাপোষংবিধানি হি ২৪

‘(যেহেতু) এই রকম সকল কার্যে নানারূপ বি  
ঘটতে পারে, তাই তোমার সাবধানী বন্ধুগণ আজ তোমাকে  
সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।

বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।  
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম॥ ২৫

‘যতদিন ভবত এই অযোধ্যাপুরী থেকে মাতুলনা  
থাকে, তার মধ্যেই তোমার অভিষেকের উপযুক্ত সময়  
বলে আমার মনে হচ্ছে (সেই সময়ের মধ্যেই তেমন  
অভিষেক সম্পন্ন হোক, এই আমি মনে করি)।

কামঃ বলু সতাং বৃন্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ দ্বিতঃ  
জ্যেষ্ঠানুবর্তী ধর্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৬

কিং নু চিন্তঃ মনুষ্যাপামনিভামিতি মে যতম্।  
সতাং চ ধর্মনিতানান্ কৃতশোভি চ রাঘব॥ ২৭

‘তোমার (বলীঘান) ভ্রাতা ভরত সাধুজনে  
ব্যবহারে সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত। সে জ্যেষ্ঠের অনুগামী,  
ধর্মাত্মা, দয়ালু এবং জিতেন্দ্রিয় ; তথাপি, হে রবুনন্দন  
রাম ! ধর্মপরায়ণ সংপুরুষের মন সৌন্দর্যপরায়ণ হইবে  
(কালে) বিধারিত হয় বলে আমি মনে করি।’

ইতাক্তঃ সোহতানুজাতঃ শ্বেতাভিনাভিষেচনে।  
ব্রজেতি রামঃ পিতরমভিবাদ্যাজয়াদ্ গৃহম্॥ ২৮

পিতা দশরথ পূর্বোক্তরূপ কথা বললে, রাম  
আগমিকালের অভিষেক বিষয়ে সম্মতি জানালেন :  
(পিতাঃ) ‘যাঃ’ (ভবতীর বীতি অনুসারে ‘এসো’) এই  
বলে তাঁকে বাঙর অনুমতি দিলে, রাম পিতার  
অভিবাদন (প্রণাম) জানিয়ে গৃহের (অন্দরমহল)  
উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

প্রবিশ্য চাক্ষনো বেশ্য রাজ্যাহমিষ্টেহভিষেচনে।

তৎকপাসেব নিঃস্রমা মাতুরন্তঃপুরং যয়ো। ২৯  
রাজা দশবথ অভিষেকের নির্দেশ দিলে রাম নিজের  
অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, সেখানে সীতাকে না দেখতে পেয়ে  
তৎকপাসেব অন্তঃপুর থেকে নিষ্কান্ত হয়ে মাতার অন্তঃপুরে  
গেলেন।

ততঃ প্রবপামেব মাতরং কৌমবাসিনীম্।  
বাপাতঃ দেবতাগারে দদর্শাখ্যচতীং শ্রিয়াম্॥ ৩০

মাতার অন্তঃপুরে গিয়ে রাম দেবালয়ে পট্টবস্ত্র  
পরিত্রা ও মৌনাবলম্বনপূর্বক পুত্রের কল্যাণ-প্রার্থনারত।  
জননীকে দেখতে পেলেন।

প্রাপেব চাগতা ততঃ সুমিত্রা লক্ষ্মণতথা।  
সীতা চানয়িতা শ্রদ্ধা শ্রিয়ং রামাভিষেচনম্॥ ৩১

সীতার মের রাজ্যভিষেকের শ্রিয় সংবাদ শুনে  
সুমিত্রা এবং লক্ষ্মণ পূর্বেরই সেখানে (কৌশল্যার  
অন্তঃপুরে) এসে উপস্থিত হয়েছেন, সীতাকেও নিয়ে  
জান্না হয়েছেন।

তদ্বিন্ কালেহপি কৌশল্যা তদ্বাবমিলিতেক্ষণা।  
সুমিত্রায়াসামান্য সীতয়া লক্ষ্মণেন চ॥ ৩২

রামচন্দ্র দেখলেন সেই সময় জননী কৌশল্যা  
ত্রিবিধ নয়নে অবস্থিত আর তাঁর কাছে সুমিত্রা, সীতা ও  
লক্ষ্মণ বসে আছেন।

শ্রদ্ধা পুষ্যে চ পুত্রস্য যৌবরাজ্যেহভিষেচনম্।  
প্রাণায়ামেন পুরুষং খ্যায়মানা জনার্দনম্॥ ৩৩

পুষ্য-নক্ষত্র যোগে পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের  
বার্তা শুনে জননী কৌশল্যা প্রাণায়ামযোগে পরমপুরুষ  
জনার্দনের ধ্যানরত ছিলেন।

তথা সনিয়মামেব সোহভিগম্যাভিবাদ্য চ।  
উবাচ বচনং রামো হর্ষয়ন্তামিদং বরম্॥ ৩৪

সেইভাবে নিয়মপালনরত মাতার নিকটে গিয়ে  
রামচন্দ্র মাতাকে প্রণাম করে তাঁর হর্ষোৎপাদনপূর্বক  
মনোরম বাক্যে বললেন—

অথ পিত্রা নিযুক্তোহস্মি প্রজাপালনকর্মণি।  
ভবিতা শ্রোহভিবাকো মে যথা মে শাসনং পিতৃঃ॥ ৩৫

সীতাপূর্ণবস্ত্রা রজনীয়ং ময়া সহ।  
এবমুক্তমুপাখ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান্ পিতা॥ ৩৬

‘মা-গো ! বাবা আমাকে প্রজাপালন কর্মে নিযুক্ত  
করেছেন ! বাবার নির্দেশে আগামীকালই আমার

অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বাবা আমাকে বললেন,  
সীতাকেও আজ রাত্রিতে আমার সঙ্গে উপবাস করতে  
হবে, ‘উপাখ্যায়ণ এটরকমই বলেছেন’।

মানি যানত্রে যোগ্যানি শ্রোতানিন্যভিষেচনে।  
তানি মে মলজান্দদা বৈদেহ্যাস্টেচ কারয়॥ ৩৭

‘আগামীকাল ভবিষ্যৎ এই অভিষেক ক্রিয়ায়, আমার  
এবং সীতার জন্য গা গা মাল্যাকর্ম আজ করণীয়, সেইগুলি  
আপানি এখন করান।’

এতদ্বুদ্ধা তু কৌশল্যা চিরকালান্তিকাক্ষিতম্।  
হর্ষবাস্ত্যাকুলং বাক্যমিদং রামমতান্ততঃ॥ ৩৮

বহুদিনের অকালিকৃত কপা শুনে কৌশল্যা  
বাস্ত্যাকুল নেত্র (আনন্দাশ্রু মোচন করে) রামকে  
বললেন—

বৎস রাম চিরং জীব হতাত্রে পরিপহ্নিঃ।  
জ্ঞাতীন্ মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয়॥ ৩৯

‘বৎস রাম ! চিরজীবী হও, তোমার জীবনপথে বিঘ্ন  
সৃষ্টিকারীরা বিনষ্ট হোক। তুমি রাজপ্ৰিয়ুত হয়ে সুমিত্রার  
এবং আমার আত্মজনদের আনন্দবিধান করো।

কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোহসি পুত্রক।  
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারামিতঃ পিতা॥ ৪০

‘পুত্র ! মঙ্গলময় শুভ নক্ষত্রে পুণ্যলগ্নে তোমার আমি  
জন্ম দিয়েছি ; সেইজন্যই নিজগুণে তুমি তোমার পিতা  
দশরথকে প্রসন্ন করতে পেরেছ।

অমোঘং বত মে ক্ষান্তং পুরুষে পুস্তরেক্ষণে।  
যেয়মিষ্টাকুরাজপ্ৰীঃ পুত্র স্বাং সংশ্রয়িষ্যতি॥ ৪১

‘পুত্র ! পশুপলাশনয়ন পরমপুরুষে (শ্রীহরিতে)  
আমার আশ্রয়গ্রহণ নিশ্চিত সার্থক হয়েছে, যেজন্য  
ইষ্টাকুরুল রাজলক্ষ্মী তোমাতে আশ্রয় নিচ্ছেন।’

ইত্যেবমুক্তেন মাত্রা তু রামো ভ্রাতরমব্রবীৎ।  
প্রাঞ্জলিং প্রহৃমাসীনমভিবীক্ষ্য স্ময়দ্বিব॥ ৪২

মা কৌশল্যা এই কথা বললে, করজোড়ে  
বিনীতভাবে উপবিষ্ট ভাই লক্ষ্মণকে দেখে স্মিতহাস্যে রাম  
বললেন—

লক্ষ্মণেয়াং ময়া সার্থং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্।  
দ্বিতীয়ং মেহস্তরাস্তানং স্বামিয়ং প্রীরুপহ্নিতা॥ ৪৩

‘লক্ষ্মণ ! আমার দ্বিতীয় অন্তরাস্তরূপ যে তুমি,  
সেই তোমার কাছেও এই রাজলক্ষ্মী উপস্থিত ; অতএব,

তুমিও আমার সঙ্গে এই বসুন্ধরা (রাজ্য)কে শাসন করো।  
 সৌমিত্রে কৃষ্ণক জ্যোৎস্নামিষ্টান্ন রাজ্যফলানি চ।  
 শ্রীযিতঃ চানি রাজাঃ চ ভদ্রমর্থমকিকাময়ে ॥ ৪৪  
 'তাই সুমিত্রানন্দন! তোমার জন্যই আমি এই জীবন  
 এবং রাজ্য কামনা করছি; যতদূর তুমি অস্ত্রটি জ্যোৎস্না  
 বিষয় এবং রাজ্যফল ভোগ করো।'

ইতুঃপ্রাণ প্রাণাণং নামো মাতঙ্গানভিনাদ্য চ।  
 জ্যোৎস্নামিষ্টান্না গীতা চ মমো যৎ চ মিতেনশমম্মা ৪৫  
 লক্ষণকে এই কথা বলে, মাতঙ্গ (কৌশল) গ  
 সুমিত্রা)কে প্রণাম জানিয়ে এবং গীতাকে তাঁর নিজের  
 সঙ্গে মাতঙ্গের নির্দেশ নিয়ে রাম নিজ অস্ত্রপুত্রের দিকে  
 প্রস্থান করলেন।

ইত্যম্ভাগবতমহাপুরাণে বাগবীকৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে চতুর্থঃ সর্গঃ ৪৪ ॥

মহাশ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে বাগবীকৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে চতুর্থঃ সর্গঃ ৪৪ ॥

### পঞ্চম সর্গ (৫)

সীতাসহ রামকে উপবাসব্রত দীক্ষাদানের জন্য কুলপুত্রঃ বশিষ্ঠের রামের নিকট গমন  
 এবং দীক্ষাদানান্তে রাজা দশরথের নিকট গমন

সন্ধ্যা রামঃ নৃপতিঃ শ্রোতাবিন্যাসিষেচনে।  
 পুরোহিতঃ সমাহুয় বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥ ১

রাজা দশরথ আগামীকালের অভিষেক বিষয়ে  
 রামকে নির্দেশ দিয়ে কুলপুত্রোহিত বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান  
 করে বললেন—

গচ্ছোপবাসঃ কাকুৎস্থঃ কারয়াদ্য তপোধন।  
 শ্রেয়সে রাজ্যলাভায় বক্ষ্যামি সহ যতব্রত ॥ ২

'নিয়মপূর্বক ব্রতচারিণ হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! আপনি  
 যান; বিঘ্ননাশপূর্বক কল্যাণলাভ এবং রাজ্যলাভের জন্য  
 বধুমাতা সীতাসহ কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে আজ  
 উপবাস ব্রত পালন করান।'

তথ্যেতি চ স রাজানমুজ্জ্বা বেদবিদাঃ বরঃ।

স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ যয়ৌ রামনিবেশনম্ ॥ ৩

উপবাসয়িত্বঃ বীরঃ মন্ত্রনিরাক্রকোবিদম্।

ব্রাহ্মঃ রথবরঃ বৃদ্ধমাহুয় সুযতব্রতঃ ॥ ৪

শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, সুষ্ঠু ব্রতধারী, মন্ত্রবেত্তা স্বয়ং ভগবান  
 বশিষ্ঠদেব রাজা দশরথকে 'তাই হবে' এই কথা বলে,  
 মন্ত্রনিপুণ বীর রামচন্দ্রকে উপবাসব্রত দীক্ষা দিতে  
 ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ রথে উপবিষ্ট হয়ে শ্রীরামের  
 অস্ত্রপুত্রের দিকে যাত্রা করলেন।

স রামভবনং প্রাণ্য পাণ্ডুরাক্ষধনপ্রভম্।  
 তিস্রঃ কক্ষা রথেনৈব বিবেশ মুনিসত্তম ॥ ৫  
 মুনিপ্রবর বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের শুভ্রময়ের  
 প্রভাবিশিষ্ট ভবনে উপস্থিত হয়ে রথে চড়েই তিনটি মহলে  
 প্রবেশ করলেন।

তমাগতমুখিং রামস্তরুণিব সমসজ্জম্।  
 মানয়িষ্যন্ স মানার্হঃ নিশ্চরনম্ নিবেশনাৎ ॥ ৬  
 সম্মাননীয় সেই মুখিকে আসতে দেখে, তাঁর  
 সম্মানার্থে শ্রীরাম গৃহ থেকে সমসজ্জমে সজ্জর বহির্গত  
 হলেন।

অভোজ্য জ্বরমাপোহথ রথোজ্যশং মনীষিণা।  
 ততোহবতানয়ামাস পরিগৃহ্য রথং স্বয়ম্ ॥ ৭

তখন শ্রীরামচন্দ্র সজ্জর সেই মনীষীর রথের কারে  
 উপস্থিত হয়ে নিজেই তাঁকে ধরে রথ থেকে নামালেন।

স চৈনং প্রপ্তিতং দৃষ্টা সম্ভাবষ্যাভিপ্রসাদ্য চ  
 প্রিয়ার্থং হর্যয়ন্ রামমিত্যুবাচ পুরোহিত ॥ ৮

কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে বিনীত ও  
 প্রিয়বাক্য শ্রবণের উপযুক্ত দেখে, তাঁর প্রসন্নতা ও  
 আনন্দবর্ধন করে বললেন—

প্রসন্নয়ে পিতা রাম যত্নঃ রাজ্যমবাক্যসি।



উপবাসঃ ভবানন্দা করোতু সহ সীতয়া ॥ ৯  
‘কাম ! তোমাব পিতা খুব বুশি, কারণ, তুমি রাজা  
হ’তে কববে, অতএব, আজ তুমি সীতার সঙ্গে উপবাস  
(এই পালন) করো।

প্রাক্কাশভিষেকা হি যৌবরাজো নরাধিপঃ।  
পিতা দশরথঃ প্রীত্যা যযাতিং নহুষো যথা ॥ ১০

‘রাজা নহুষ যেকণ স্বপুত্র যযাতিকে রাজ্যে অভিষিক্ত  
কব্বহিলেন অত্রাণ তোমাব পিতা রাজ্যে দশরথ আগামীকাল  
প্রভুত তোমাকে সানন্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কববেন।’  
ইহাক্তা স তদা রামমুপবাসঃ যতরততঃ।

মহুবৎ কারয়ামাস বৈদেহ্যা সহিতং শুচিঃ ॥ ১১  
এই বলে নিয়মিত ব্রতচাৰী পবিত্র বশিষ্ঠদেব সীতাসহ  
কমকে মন্ত্রদানান্তে উপবাস করালেন।

ততো যথাবদ্ রামেশ স রাজ্যো গুরুপরিচিতিঃ।  
মহানুজ্ঞাপা কাকুৎস্থঃ যযৌ রামনিবেশনাৎ ॥ ১২

বাজপতিক বশিষ্ঠদেব শ্রীরাম কর্তৃক যথাযথ পূজিত  
হলেন, অতঃপর সেই কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীরাম-এর  
অনুমতিক্রমেই তাঁর প্রাসাদ থেকে নির্গত হলেন।

মুহুন্তিত্ত্ব রামোহপি সহাসীনঃ প্রিয়ংবদৈঃ।  
মহাজিতো বিবেশাথ তাননুজ্ঞাপা সর্বশঃ ॥ ১৩

রামচন্দ্রও প্রিয়ভাষী সুহৃদগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে  
সন্মানিত হয়ে এবং সেই স্থানে কিছুসময় অবস্থান করে  
অতঃপর তাঁদের অনুমতিক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ  
কব্বলেন।

হটনীরীনরবৃত্তং রামবেশ্য তদা বভৌ।  
যথা মত্তাধিজগণং প্রফুল্লনলিনং সরঃ ॥ ১৪

হর্ষোপ্ত পক্ষিকুল সমাকীর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মপূর্ণ  
সরোবরের মতো শ্রীরামের মহল হর্ষোৎফুল্ল নরনারী দ্বারা  
পরিপূর্ণ ছিল।

স রাজভবনপ্রখ্যাৎ তস্মাদ্ রামনিবেশনাৎ।  
নিগতা দদৃশে মার্গং বসিষ্ঠো জনসংবৃতম্ ॥ ১৫

কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের সেই  
রাজপ্রাসাদভূম্য মহল থেকে নির্গত হয়ে দেখলেন,  
রাজপথ সোকে লোকাবণা।

বৃন্দবৃন্দৈরযোধ্যায়াঃ রাজমার্গাঃ সমস্ততঃ।  
বহুবুরভিসম্বাধাঃ কুতূহলজনৈবৃত্তাঃ ॥ ১৬

দলে দলে কুতূহলী জনতা একত্রিত হয়ে অযোধ্যার

রাজপথগুলিকে চারিদিক থেকে অবলম্বন করে ফেরেফেরে।

জনবৃন্দৈর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বনবৃন্দতদা

বভূব রাজমার্গস্য সাগরসোব নিঃস্বনঃ ॥ ১৭

সেই সময় বাজপথে অসংখ্য মানুষের হর্ষধ্বনি  
সাগর-লহরীর পরস্পর সংঘর্ষদ্বারা ধ্বনির ন্যায় শ্রুত  
হচ্ছিল।

সিক্তসম্মৃষ্টরথ্যা হি তথা চ বনমালিনী।

আসীদযোধ্যা তদহঃ সমুচ্ছিতগৃহস্বভা ॥ ১৮

সেইদিন অযোধ্যার রাজপথগুলি হয়েছিল জনসিক্ত  
ও পরিষ্কৃত এবং গৃহগুলি সমুন্নত ধ্বজা ও বনমালায়  
সুশোভিত।

তদা হ্যযোধ্যানিলয়ঃ সঙ্গীবালাকুলো জনঃ।

রামাভিষেকমাকাক্ষমালাকাক্ষদ্বয়ং রবেঃ ॥ ১৯

স্ত্রী ও বালকগণসহ অযোধ্যাবাসী জনগণ শ্রীবামের  
রাজ্যাভিষেক দর্শন কামনায় সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছিল।

প্রজালাংকারভূতং চ জনস্যানন্দবর্ধনম্।

উৎসুকোহভূজ্ঞনো ব্রহ্মুঃ তমযোধ্যামহোৎসবম্ ॥ ২০

অযোধ্যাবাসী প্রজাদের অলঙ্কারস্বরূপ এবং  
জনগণের আনন্দবর্ধক অযোধ্যাব সেই মহোৎসব দেখার  
জন্য জনগণ উৎসুক হয়ে ছিল।

এবং তজ্জনসম্বাধঃ রাজমার্গঃ পুরোহিতঃ।

বৃহস্পি ব্রহ্মনৌঘঃ তং শনৈ রাজকূলং যযৌ ॥ ২১

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব জনবহুল সেই রাজপথে  
জনপ্রবাহকে বিন্যস্ত করে (জনগণের মাঝে পথ করে  
নিয়ে) ধীরে ধীরে রাজবাড়িতে গেলেন।

সিতাজশিখরপ্রখ্যাং প্রাসাদমধিকৃষ্য চ।

সমীয়ায় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ ॥ ২২

রঘুবংশের কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব, শুভ্রনেমুচুপ্তী  
গিরিশিখরবৎ উচ্চ শ্বেতশুভ্রপ্রাসাদে আরোহণ করে,  
দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায়, রাজ্যে  
দশরথের সঙ্গে মিলিত হলেন।

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য হিহা রাজাসনং নৃপঃ।

পপ্রচ্ছ স্বমতং তস্মৈ কৃতমিত্যভবেদয়ং ॥ ২৩

বশিষ্ঠদেবকে আগত দেখে রাজা দশরথ রাজাসন  
তাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিজের অতিপ্রায় সিদ্ধ  
হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন; তিনিও জানালেন—‘করা  
হয়েছে’।

তেন চৈব তদা কুলাঃ সহসীনাঃ সভাসদাঃ।  
 আসনেভ্যঃ সমুত্তমঃ পূজ্যতঃ পুরোহিতম্॥ ২৪  
 তখন রাজা দশবর্ষের সঙ্গে উপবিষ্ট সভাসদগণ  
 সকলে পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে বন্দনা করে আসন  
 থেকে উঠে দাঁড়ালেন।  
 গুরুশা ব্রহ্মানুজাজো মনুজৌঘঃ বিসৃজ্য তম্।  
 বিবেশাজ্জঃপূরঃ রাজা সিংহো গিরিগুহামিব॥ ২৫  
 গুরুর অনুমতি নিয়ে রাজা সেই জনসমুদায়কে  
 বিদায় দিবে, গিরিগুহায় সিংহের মতো, রাজাজ্জঃপূরে

প্রবেশ করলেন।

তদগ্ৰ্যবেষপ্রমদাজনাকুলঃ

মহোজ্জ্বলপ্রতিমঃ

নিবেশমম্।

রামীপায়ঃশ্চাক্ষরঃ বিবেশ পার্শ্ববঃ।

শশীবঃ তারাগণসংকুলঃ

মজঃ॥ ২৬

অমতিমাত্র উজ্জ্বল রাজা দশবর্ষ রমণীয় বেশধারিত  
 সুন্দরী রমণী পরিপূর্ণ, দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনতুলা সেই শীত  
 রাজভবনে তারকা সমানূত আকাশে চন্দ্রের মতো প্রকাশ  
 করলেন।

ইত্যাম্ শ্রীমদ্ভাগবতীয় নামাং আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

মহর্ষি বাশ্মিকি বিরচিত আদিকাণ্ডে নামাং অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ সমাপ্ত। ৫॥

### ষষ্ঠ সর্গ (৬)

সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্রের ব্রত-নিয়মপালনপূর্বক শ্রীনারায়ণ পূজা এবং উল্লসিত  
 পুরবাসিগণ কর্তৃক নগর সজ্জা ও পরম্পর আলাপন

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ।  
 সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ॥ ১  
 বশিষ্ঠদেব চলে গেলে শ্রীরামচন্দ্র আয়তলোচনা পত্নী  
 সীতার সঙ্গে স্নানান্তে সংযতচিত্তে নারায়ণের<sup>(১)</sup> উপাসনা  
 করলেন।  
 প্রণৃষ শিরসা পাত্রীঃ হবিষো বিধিবৎ ততঃ।  
 মহতে দৈবতাজ্জঃ জুহাব জলিতানলে॥ ২  
 অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র অবনত মস্তকে ঘৃতপাত্র গ্রহণ  
 করে মহান দেবতা শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় বিধি  
 অনুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে সেই ঘৃত আহুতি দিলেন।  
 শেষঃ চ হবিষস্তস্য প্রাশ্যাম্যাস্যামনঃ প্রিয়ম্।  
 ধ্যায়াম্যায়ণং দেবঃ স্বাকীর্ণে কুশসংস্করে॥ ৩  
 বাগ্যতঃ সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ।  
 শ্রীমতায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যো নরবরাজঃ॥ ৪

অতঃপর রাজকুমার রাম নিজের কল্যাণ কামনা করে  
 সেই যজ্ঞের শেষ হবি প্রসাদরূপে ভোজন করলেন এক  
 বিদেহ রাজতনয়া সীতার সঙ্গে সংযতবাক ও সংযতমনা  
 হয়ে ভগবান নারায়ণকে ধ্যান করে সেই সুন্দর বিষ্ণুমণ্ডি  
 বিস্তীর্ণ কুশগায়ায় শয়ন করলেন।  
 একস্মাবশিষ্টায়াঃ স্নাত্বাঃ প্রতিবিবৃষ্য সাঃ।  
 অলংকারবিধিঃ সম্যক্ কারয়ামাস বেশনঃ॥ ৫  
 শেষ একপ্রহর অবশিষ্ট থাকতে, রামচন্দ্র বিরা  
 থেকে উদ্ধুদ্ধ হয়ে সেবকদের দ্বারা নিজ মহলকে  
 নানালঙ্কারে সুসজ্জিত করালেন।  
 তত্র শৃণু সুখা বাচঃ সূতমাগমবন্ধিনাম্।  
 পূর্বাঃ সজ্জামুপাসীনো জজ্ঞাপ সুসমাহিতাঃ॥ ৬  
 সেই সময় সূত-মগধ-বৈতালিকদের (প্রশ)  
 সুখকর সঙ্গীত শুনতে শুনতে রাম প্রাতঃকালীন

(১) নারায়ণ শব্দের দ্বারা শ্রীব্রহ্মনাথের সেই অর্চা-সূক্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে মনে হয় যা তাঁর পূর্বপুরুষগণের দ্বারা নির্বক্ষণ  
 ধরে অযোধ্যায় উপাস্য দেবতারূপে বিরাজিত ছিল। পরে সেই বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র বিত্তীর্ণকে দিয়েছিলেন। তদনন্তর সেটি অযোধ্যায়  
 আনীত হয়েছিল। পদ্মপুরাণে এর বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

সাক্ষ্যকালীন উপাসনা সমাপন করে একত্রটিষ্ঠে জপ করতে  
লাগলেন।

তুষ্টিঃ প্রপতন্তৈষ শিরসা মধুসূদনম্।  
বিমলকৌমসংবীতো বাচয়ামাস স বিজ্ঞান্॥ ৭

অতঃপর তিনি শুদ্ধ পট্টবস্ত্রে স্বদেহ আবৃত করে  
অবনত মস্তকে ভগবান শ্রীমধুসূদনের স্তবগান করলেন  
এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্তুতিবাচন করালেন।

ভোঃ পুণ্যাহঘোষোহথ গম্ভীরমধুরম্ভা।  
জয়োহাঃ পুরয়ামাস তূর্যঘোষানুদিতঃ॥ ৮

তখন ব্রাহ্মণদের সেই গম্ভীর মধুর পুণ্যাহবাচন  
সুস্বাদী মধুর গম্ভীর স্বনি, তূর্যধ্বনি দ্বারা অনুদিত হয়ে  
অযোধ্যার আকাশ বাতাসকে পূর্ণ করে তুলল।

কৃতোপবাসঃ তু তদা বৈদেহ্যা সহ রাঘবম্।  
অযোধ্যানিলয়ঃ শ্রদ্ধা সর্বঃ প্রমুদিতো জনঃ॥ ৯

বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র  
বাস করেছেন শুনে, অযোধ্যাবাসী সকল মানুষ  
অনন্দিত হয়েছিল।

ভক্তঃ পৌরজনঃ সর্বঃ শ্রদ্ধা রামাভিষেচনম্।  
প্রভাতঃ রজনীঃ দৃষ্টা চক্রে শোভয়িতুং পুরীম্॥ ১০

পুরবাসীগণ সকলে, শ্রীরামের অভিষেকবার্তা শ্রবণ  
করে এবং রাত্রি প্রভাত হয়েছে দেখে, অযোধ্যানগরীকে  
সুসজ্জিত করতে তৎপর হল।

সিতাশিখরাভেষ্ণু দেবভায়তনেষ্ণু চ।

চতুঃপথেষ্ণু রথ্যাসু চৈতোদ্বট্টালকেষ্ণু চ। ১১

নানাপাশমুকেষ্ণু বণিজামাপণেষ্ণু চ।

কুটুহিনাং সমুকেষ্ণু শ্রীমৎসু ভবনেষ্ণু চ॥ ১২

সভাসু চৈব সর্বাসু বৃক্ষেদালক্ষিতেষ্ণু চ।

দ্বজাঃ সমুদ্রিতাঃ সাধু পতাকাশ্চাতবঃস্থথা॥ ১৩

পৌরজন শুভ্র মেঘের আভাযুক্ত পর্বতশিখরবৎ  
সুউজ্জ্বল দেবালয়গুলিতে, চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে, রথ-  
চলাচলের উপযুক্ত রাজপথগুলিতে, যজ্ঞগৃহগুলিতে, বড়  
বড় অট্টালিকায়, বিক্রয়যোগ্য বিবিধ দ্রব্যসমৃদ্ধ বণিকদের  
শোকানে, আত্মীয়দের সুন্দর সুন্দর সমৃদ্ধ গৃহগুলিতে,  
সভাগৃহগুলিতে এবং দৃষ্ট বৃক্ষসমূহে পতাকা উত্তোলন  
করেছিল ; সেই পতাকাগুলি সশব্দে উত্তমরূপে  
আন্দোলিত হচ্ছিল।

নটনটকসম্মান্যঃ গায়কানাং চ গায়তাম্।

মনঃকর্ণসুখা নাটঃ তশ্রাব জনতা ততঃ॥ ১৪

সেই সময় জনসাধারণ নট নর্তক এবং গায়কদের  
মন ও শ্রবণের আনন্দদায়ক সমীত শুনতে পেল।

রামাভিষেকগুক্তাশ্চ কথ্যশ্চক্রুর্মিথো জনাঃ।

রামাভিষেকে সম্প্রাপ্তে চত্বরেষ্ণু গৃহেষ্ণু চ॥ ১৫

শ্রীরামের যুবরাজপদে অভিষেকের সময় উপস্থিত  
হলে, অযোধ্যার প্রতি গৃহজনে এবং প্রতিগৃহে, জনগণ  
পরস্পর শ্রীরামের অভিষেক বিষয়ক কথাই কেবল  
আলোচনা করতে লাগল।

বালা অপি ক্রীড়মানা গৃহস্থানেষ্ণু সম্বশঃ।

রামাভিষেকসংগুক্তাশ্চক্রুরেব কথা মিথঃ॥ ১৬

অযোধ্যার গৃহগুলির দেউড়িতে দেউড়িতে দলে  
দলে ক্রীড়ারত বালকগণ পরস্পর শ্রীরামের অভিষেক  
সম্বন্ধীয় কথাই আলোচনা করছিল।

কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপগন্ধাধিবাসিতঃ।

রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরে রামাভিষেচনে॥ ১৭

শ্রীরামের অভিষেক উপলক্ষ্যে অযোধ্যার  
পুরবাসীগণ রাজপথকে পুষ্পমালায় সুসজ্জিত ও ধূপগন্ধে  
সুবাসিত করে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিল।

প্রকাশকরণার্থঃ চ নিশাগমনশঙ্কয়া।

দীপবৃক্ষাংস্থথা চক্রনুরথ্যাসু সর্বশঃ॥ ১৮

রাজ্যাভিষেক চলাকালীন রাত্রির (অন্ধকারের)  
আগমন আশঙ্কায়, নগরীকে সর্বপ্রকারে আলোকিত করার  
জন্য পথে পথে সর্বত্র আলোকস্তম্ভ স্থাপন করেছিল।

অলংকারং পুরসৌবৎ কৃৎ তৎ পুরবাসিনঃ।

আকাঙ্ক্ষমাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্॥ ১৯

সমেতা সম্বশঃ সর্বে চত্বরেষ্ণু সভাসু চ।

কথয়ন্তো মিথস্তত্র প্রশংসাসুর্জনামিধম্॥ ২০

শ্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেকাভিলাষী পুরবাসীরা  
অযোধ্যাপুরীকে এইভাবে সজ্জিত করে নগরীর প্রতি  
দেউড়িতে এবং সভাগৃহগুলিতে সকলে দলে দলে মিলিত  
হয়ে পারস্পরিক আলোচনাকালে রাজা দশরথের প্রশংসা  
করে বলতে লাগল—

অহো মহাত্মা রাজ্যমিষ্টাকুলনন্দনঃ।

জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং স্বমাত্মনং রামং রাজ্যেহভিষেক্যতি॥ ২১

‘অহো ! ইষ্টাকুবংশের আনন্দবর্ধক এই মহান রাজা  
দশরথ স্বীয় অনুভবে বৃদ্ধ হয়েছেন বুঝতে পেরে, রামকে



যাচা অতিবিক্রম করিতে যাচ্ছেন।

সর্ব হনুগৃহীতাঃ স্য যদো রামো মহীপতিঃ।

চিরায় ভবিতা গোপ্তা দৃষ্টলোকপরাবরঃ॥ ২২

‘যেহেতু রাম আমাদের রাজা হবেন, তাই আমরা সকলেই কৃতার্থ হলাম। ভালোমন্দের দ্রষ্টা তিনিই আমাদের বিকালের বক্ষাকর্তা হবেন।

অনুকৃতমনা বিদ্বান্ ধর্মায়া জাতবৎসলঃ।

যথা চ জাতু যু বিদ্বত্বাশ্রমায়ণি রাঘবঃ॥ ২৩

‘যদুকুলভিতক শ্রীরামচন্দ্রে নিবহকার, বিদ্বান, ধার্মিক এবং জাতবৎসল, যেমন প্রাতাদের প্রতি তরুণ আমাদের প্রতিও ব্রহ্মপরাধন।

চিরঃ জীবতু ধর্মায়া রাজা দশরথোহনঘঃ

যৎ প্রসাদেনাতিবিক্রমঃ রামঃ স্রক্ষ্যামহে বয়ম্॥ ২৪

‘যাঁর অনুগ্রহে আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অতিবিক্রম দেখতে পাব, সেই ধর্মপরায়ণ নিষ্পাপ রাজা দশরথ দীর্ঘজীবী হোন।’

এবংবিধঃ কথয়তাঃ পৌরাণাঃ শুশ্রুবুঃ পরে।

দিগ্ভ্যো বিকৃতবৃত্তান্তাঃ প্রাপ্তা জানশদা জনাঃ॥ ২৫

পুরবাসীরা এইরকম আনন্দজনক (শ্রীরামের অতিবেক) বিষয়ে পরস্পর আলাপ করিতে থাকলে,

সাধারণ পল্লীবাসীরা তা শুনে নানাদিক থেকে অযোধ্যা নগরীতে এসে উপস্থিত হল।

তে তু দিগ্ভ্যোঃ পুরীং প্রাপ্তা সইঃ রামাভিনেচনম্।

রামস্য পুরায়ামাসুঃ পুরীং জানশদা জনাঃ॥ ২৬

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক দেখতে সেই গ্রামবাসীরা নানাদিক থেকে অযোধ্যাপুরীতে এসে রামচন্দ্রের পুরীতে (অন্দরমহলকে) পরিপূর্ণ করে তুলল।

জগৌঘৌর্জবিসর্গতিঃ শুশ্রবে তত্র নিঃকন।

পর্বসুদীর্ঘবেগস্য সাগরসোব নিঃকন॥ ২৭

সেখানে জনপ্রবাহের বিস্তৃত সমুদ্রের, (পূর্বক অমাবস্যা) পর্বদিনে সাগরের উদ্গত জলপ্রবাহসদৃশ গর্জনের মতো, জনকোলাহল শোনা যেতে লাগল।

ততত্ত্বদিদ্রক্ষ্যসমিভং পুরং

দিদৃক্ষুর্ভিজানশদৈরুপাহিতৈঃ।

সমন্ততঃ সস্বনমাকুলং বভৌ

সমুদ্রয়াদোভিরিবার্ণবোদকম্॥ ২৮

তখন চতুর্দিক থেকে সমাগত অতিবেকজনক জনগণের কোলাহলে ইন্দ্রডবনতুল্য সেই রাজপুরী, সমুদ্রপ্রাণীদের দ্বারা আলোড়িত সমুদ্রজলের মতো, মুখের হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাসীকীয়ে আদিকাবো অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

মহর্ষি বাসীকি বিবচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত। ৬।

## সপ্তম সর্গ (৭)

সুসজ্জিত অযোধ্যার শোভাদর্শনে শ্রীরামের ধাত্রীর প্রতি কৈকেয়ী-দাসী মহরার কারণ জিজ্ঞাসা এবং ধাত্রীর নিকট শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক বার্তা শুনে মহরার খেদ ; দাসী মহরার কাছে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শুনে উল্লসিতা কৈকেয়ী কর্তৃক পুরস্কার স্বরূপ মহরাকে দিব্যান্তরণ দান

জ্যতিদাসী যতো জাত কৈকেয়া তু সছোষিতা।

প্রাসাদং চন্দ্রসংকশমাকুরোহ যদৃচ্ছমা॥ ১

যার মাতৃ পিতৃপরিচয় ও জন্মস্থান অজ্ঞাত, রাণী কৈকেয়ীর পিতৃপ্রদত্তা এমন এক দাসী কৈকেয়ীর সঙ্গেই থাকত ; সে একদিন স্বচ্ছাক্রমে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রসুন্দর

প্রাসাদে আরোহণ করল।

সিক্তরাজপথাং কুংস্নাং প্রকীর্তকমলোৎ গলাম।

অযোধ্যাং মহরা তস্মাৎ প্রাসাদাদবৈকতঃ॥ ২

সেই দাসী মহরা প্রাসাদ থেকে দেখতে গেল রাজপথসকল জলসিক্ত ও সম্পূর্ণ অযোধ্যাপুরী ছড়ানো

রতন ও নীলপদ্মে সুশোভিত।

পতাকাভির্বরাহভির্ধ্বজৈশ্চ

সমলংকৃতাম্।

সিদ্ধাঃ চন্দনতোয়ৈশ্চ শিরঃস্নাতজর্জরিতাম্॥ ৩

বহুমূলা পতাকা ও ধ্বজা দ্বারা সজ্জিত এবং চন্দন-  
হাসে মস্তকসিদ্ধ স্নাত জনগণ দ্বারা পরিপূর্ণ অযোধ্যাপুরী  
দেখতে পেল।

মাল্যমোদকহস্তৈশ্চ

ধ্বিজৈশ্চৈরভিনাদিতাম্।

ভ্রুতদেবগৃহদ্বারাঃ

সর্ববাদিক্রনাদিতাম্। ৪

সম্প্রহৃষ্টজনাকীর্ণাঃ

ব্রহ্মঘোষনিদাদিতাম্।

প্রহৃষ্টবরহস্তাঃ

সম্প্রশর্দিতগোবৃধাম্। ৫

মাল্য এবং মিষ্টান্ন হাতে নিয়ে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ হর্ষগুণি  
করছেন এমন, (শ্বেত চন্দনাদি দ্বারা অনুলোপিত) ভ্রুত-  
দেবগৃহ দেবমন্দির শোভিত, সর্বপ্রকার বাদ্যধ্বনি মুখরিত,  
উল্লসিত-জনগণ-পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মগণগণ কর্তৃক বেদধ্বনি  
উদ্বোধিত, আনন্দিত শ্রেষ্ঠ হস্তী ও অশ্ব-সমন্বিত এবং  
গাভী ও বৃষগণ-নিদাদিত অযোধ্যানগরীকে দেখতে পেল।  
হৃষ্টপ্রমুদিতঃ পৌরৈরকচ্ছিতক্বজমালিনীম্।

অযোধ্যাঃ মহরা দৃষ্টা পরং বিস্ময়মাগতা॥ ৬

হৃষ্ট ও উল্লসিত পুরবাসীদের আনন্দমুখরিত এবং  
উল্লে উজ্জীন পতাকামাল্য সুশোভিত অযোধ্যাপুরীকে  
দেখে মহরা অত্যন্ত বিস্মিত হল।

না হর্ষোৎকুল্লনয়নাং পাণ্ডুরক্ষৌমবাসিনীম্।

অবিদুরে হিতাঃ দৃষ্টা ধাত্রীঃ পপ্রচ্ছ মহরা। ৭

আনন্দে উচ্ছ্বসিতনয়না এবং শ্বেতপীতবর্ণময়  
পটবস্ত্র পরিহিতা শ্রীরামের ধাত্রীকে নিকটে অবস্থিত দেখে,  
মহরা তাকে জিজ্ঞাসা করল—

উত্তমেনাভিসংযুক্তা হর্ষেণার্থপর্য্য সতী।

রামমাতা ধনং কিং নু জনেভ্যঃ সম্প্রদাচ্ছতি॥ ৮

‘ওগো ধাই ! কোনও মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় কি  
রামের মা আনন্দে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে জনগণকে ধনদান  
করছেন ?

অভিমানঃ প্রহর্ষঃ কিং জনস্যাশ্য চ শংস মে।

কারয়িত্যভি কিং বাপি সম্প্রহৃষ্টো মহীপতিঃ॥ ৯

‘আমায় বরো তো ! প্রজাসাধাবণের এত আনন্দের  
কারণ কী ? অথবা মহারাজ দশরথ অত্যন্ত হৃষ্ট হয়ে কিছু  
করবেন কি ?’

বিদীর্ঘমাশা হর্ষেণ ধাত্রী তু পরয়া মুদা।

আচচক্ষেমহং কুজ্যায়ৈ কুয়সীং রাখবে প্রিয়াম্॥ ১০

খঃ পুণ্যেণ জিতক্রোধং যৌবরাজ্যেন চানন্দম্।

রাজা দশরথো রামমতিশেষজা হি রামমম্॥ ১১

তখন আনন্দে আটখানা হয়ে অত্যন্ত শূণ্ডিতা মনে  
সেই ধাই রঘুনন্দনের মহতী রাজলক্ষী লাভের কথা  
কুজাকে বলল — ‘আগামীকাল পুণ্যানক্ষর গোমে রাজা  
দশরথ, ক্রোধজয়ী নিষ্পাপ রাঘব রামকে যৌবরাজ্যে  
অভিষিক্ত করবেন।’

যাত্যস্ত বচনং ক্রম্বা কুজা দ্বিপ্রথমর্ষিতঃ।

কৈলাসশিখরাকারাং প্রাসাদাদবরোহত॥ ১২

শ্রীরামের ধাত্রীর (ধাই-মা-এর) কথা শুনে কুজা  
ক্রুদ্ধ হয়ে, কৈলাসশিখরের আকৃতিবিশিষ্ট প্রাসাদ থেকে  
ক্রুত নেমে এল।

সা দহ্যমানা ক্রোধেন মহরা পাশদর্শিনী।

শয়ানামেব কৈকেয়ীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৩

পাণ্ডীয়াসী মহরা রাগে জ্বলতে জ্বলতে এসে শয়ান  
শায়িতা কৈকেয়ীকে এই কথা বলল—

উত্তীষ্ট যুগে কিং শেষে ভয়াং দ্ব্যমতিবর্ততে।

উপশ্রুতমযৌগেন নান্মানমববৃধাসে॥ ১৪

‘ওরে বোকা মেয়ে ! শুরুে আছ কী ! ওঠো ! বিপদ  
তোমাকে ঘিরে ধরেছে যে, দুঃখরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত  
নিজেকে তুমি বুঝতে পারছ না !

অনিষ্টে সুভগাকারে সৌভাগ্যেন নিকংথসে।

চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোক্ষ্যম্॥ ১৫

‘সৌভাগ্যের বেশে আগত অনিষ্টকে সৌভাগ্য বলে  
প্রশংসা করছ, কিন্তু গ্রীষ্মকালে নদীর স্রোতের মতো  
তোমার সৌভাগ্য চলে যাচ্ছে (গ্রীষ্মকালে নদীর স্রোত  
যেমন শুষ্ক হয়ে যায়, সেইরকম তোমার সৌভাগ্য নষ্ট  
হতে চলেছে)।’

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রষ্টয়া পরম্বং বচঃ।

কুজয়া পাশদর্শিন্যা বিষাদমগমং পরম্॥ ১৬

পাণ্ডীয়াসী ও সুলভকোপা কুজা এইরকম কঠোর কথা  
বললে, কৈকেয়ী অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন।

কৈকেয়ী হ্রস্বীং কুজাঃ কচিৎ কেমং ন মহরে।

বিশম্বদনাং হি দ্বাং লক্ষ্যে কৃশদুঃখিতাম্॥ ১৭

কৈকেয়ী কুজীকে বললেন — ‘মহরে ! তোমাকে  
অত্যন্ত শোকার্তা ও মলিন বদনা দেখছি !’

মহাৰা কু বচঃ শ্ৰদ্ধা কৈকেয়ী মধুরাক্ষরম্।

উবাচ ক্ৰোধসংযুক্তা বাকাঃ বাক্যবিশারদা ॥ ১৮

কৈকেয়ীর মধুরা কথা শুনে, বাক্যটু কৃষ্ণা মহাবা  
এই কথা বলল—

সা বিষমভয়া কৃষ্ণা কৃষ্ণা তস্যাং হিতৈশিণী  
বিবাদয়ন্তী প্রোবাচ ভেদয়ন্তী চ রাঘবম্ ॥ ১৯

তাঁর (কৈকেয়ীর) হিতাকাঙ্ক্ষিণী সেই কৃষ্ণা আরও  
বিবাদা হয়ে কৈকেয়ীর বিবাদ ও শ্রীৰামের সঙ্গে তাঁর বিভেদ  
তৈরি করার জন্য বলল—

অক্ষয়ঃ সুমহদ্ দেবি প্রবৃত্তঃ ত্বঘিনাশনম্।  
রামঃ দশরথো রাজা যৌবরাজ্যোহভিশেক্ষতি ॥ ২০

‘দেবি ! তোমার অশেষ মহতী বিনাশি ঘটতে  
চলেছে : কারণ, রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে  
অভিষিক্ত করবেন।

সাম্মাগাথে ভয়ে মগ্না দুঃখশোকসমম্বিতা।  
দহমানানলেনেব ত্বজিতার্থমিহাগতা ॥ ২১

‘দুঃখ শোক সমম্বিতা আমি গভীর ভীতিসাগরে ডুবে  
আছি ; তাই দুঃখের আগুনে দহ হইতে তোমার মঙ্গলের  
জনাই এখানে এসেছি।

ত্ব দুঃখেন কৈকেয়ী মম দুঃখঃ মহদ্ ভবেৎ।  
ত্বদ্বন্ধৌ মম বৃদ্ধিচ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ ॥ ২২

‘অগ্নি কৈকয়ীরাজনন্দিনি ! তোমার দুঃখে আমার  
মহৎ দুঃখ এবং তোমার উন্নতিতেই আমার উন্নতি হবে, এ  
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নরাধিপকূলে জাতা মহিষী ত্বং মহীপতেঃ।  
ঊহ্রত্বঃ রাজধৰ্মাণাং কথং দেবি ন বুধাসে ॥ ২৩

‘দেবি ! তুমি রাজবংশে জন্মেছ এবং রাজমহিষী  
হয়েছ, তথাপি রাজধর্মের কুটিলতা বোঝো না কেন ?

ধর্মবাদী শঠো ভর্তা শত্রুবাদী চ দারুণঃ।  
ত্বজ্ঞভবেন জানীষে ভেনৈবমভিসন্ধিতা ॥ ২৪

‘তোমার স্বামী ধর্মের কথা বলেন, কিন্তু তিনি  
প্রতারক, মধুরভাষী, (অন্তর তাঁর) ভয়ঙ্কর ; তুমি তাঁকে  
পবিত্রকপে জানো, তাই এইভাবে প্রতারিতা হচ্ছ।

উপহিতঃ প্রযুক্তানন্তর্যি সাত্ত্বমনর্থকম্।  
অর্থেনৈবাদা তে ভর্তা কৌশল্যাঃ শোভয়িষ্যতি ॥ ২৫

‘তোমার স্বামী সামনেই (তোমার প্রতি) অনর্থক  
সাত্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু আজ তিনি কৌশল্যাকেই

ঐশ্বর্য দান করবেন।

অপবাহ্য ত্ব দুষ্টায়া ভরতঃ তব বন্ধুঃ।  
কালো হ্যাপরিভা রামঃ রাজ্যো নিহতকটকে ॥ ২৬

‘মধুসূতার রাজা ভরতকে তোমার পিত্রালয়ে সরিয়ে  
দিয়ে কাল প্রভাতে নিহতকটক রাজ্যে রামকে অভিষিক্ত  
করবেন।

শত্রুঃ পতিপ্রবাদের মাত্রেব হিতকাময়া।  
আশীৰ্ব্ব ইনাদেন বালে পরিধৃতম্বরা ॥ ২৭

‘ওরে, বোকা মেয়ে ! কল্যাণকামিনী মাত্রেব মতো,  
তুমি “পতি” এইমাত্র শুনেই সর্পের ন্যায় শত্রুকে অজে  
ধারণ করেছ। (কল্যাণকামিনী মাতা যেমন পুত্রকে জেতে  
স্থান দেন, সেইরূপ তুমি ‘স্বামী’ এইমাত্র শব্দ শুনে  
লোকপ্রচলিত সংস্কারবশত, সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুকে  
গ্রহণ করেছ)।

যথা হি কুর্য্যচ্ছত্রবী সর্পো বা প্রত্যাপেক্ষিতঃ।  
রাজ্য দশরথেনাদ্য সপুত্রা ত্বং তথা কৃত্য ॥ ২৮

‘শত্রু অথবা সর্প উপেক্ষিত হয়ে (উপেক্ষাকারী  
প্রতি) যেমন ব্যবহার করে, আজ রাজা দশরথ, সপুত্রা  
তোমার প্রতি সেইরকম ব্যবহার করছেন।

পাপেনানুতসারেন বালে নিত্যং সুখোচ্ছিতা।  
রামঃ হ্যাপয়তা রাজ্যে সাধুবন্ধা হতা হসি ॥ ২৯

অগ্নি বালিকে ! তুমি নিত্য সুখভোগের যোগ্য ; কিন্তু  
মিথ্যা সাত্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ দ্বারা পাপপরায়ণ রাজা রামকে  
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, তোমাকে তোমার আত্মজনসহ হতা  
করতে চলেছেন।

সা প্রাপ্তকালঃ কৈকেয়ী ক্ষিপ্ৰং কুরু হিতং তব  
ত্ৰায়স্থ পুত্রমাত্মনঃ মাং চ বিস্ময়দর্শনে ॥ ৩০

‘অগ্নি বিস্ময়াপন্ন কৈকেয়ী ! সময় উপস্থিত হয়েছে  
শীঘ্র তোমার (নিজের) কল্যাণ কর্ম করো ; তোমার  
পুত্রকে, নিজেকে এবং আমাকে পরিভ্রাণ করো।’

মহারায়া বচঃ শ্ৰদ্ধা শয়নাং সা শুভাননা  
উত্তমৌ হর্বসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখব শারদী ॥ ৩১

মহারার কথা শুনে, শরৎকালীন চন্দ্রকলার ন্যায়  
হর্ষোৎফুল্লা সেই কল্যাণমুখী কৈকেয়ী শয্যা থেকে উঠে  
বসলেন।

অভবী সা ত্ব সমুপ্তা কৈকেয়ী বিস্ময়াধিতা।  
ধিব্যমাতরপং তসৌ কুজায়ৈ প্রদদৌ শুভম্ ॥ ৩২



বিশ্বয় বিমুখা কৈকেয়ী কিন্তু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে  
কুজাকে একটি সুন্দর স্বর্গীয় অলঙ্কার দান করলেন।  
কী স্বভাবশঃ তসৌ কুজায়ৈঃ প্রমদোত্তমা।  
কৈকেয়ী মহারাং জটা পুনরেবাবীদিদম্ ॥ ৩৩  
উত্তমা স্ত্রী কৈকেয়ী কুজাকে অলঙ্কার দান করে জট  
কিঞ্চ মহারাকে বললেন—  
নঃ কু মহারে মহ্যমাখ্যাতঃ পরমঃ প্রিয়ম্  
এতয়ে প্রিয়মাখ্যাতঃ কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে । ৩৪  
‘মহারে ! তুমি আমাকে অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ দিয়েছ ;  
আমাকে এই প্রিয় সংবাদ দান করায়, তোমার জন্য আমি  
আর কী-ই বা করতে পারি ?  
রামে বা ভরতে বাহুঃ বিশেষঃ নোপলক্ষয়ে।

তস্মাৎ তুষ্টাস্মি যদ্ রাজা রামঃ রাজ্যোহভিষেকতি ॥ ৩৫  
আমি রাম ও ভরতের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখি  
না ; তাই রাজা যে রামকে অভিষিক্ত করবেন, তাতে আমি  
সন্তুষ্ট হয়েছি।  
ন মে পরঃ কিঞ্চিদিত্যো বরং পুনঃ  
প্রিয়াঃ প্রিয়ার্থে সুবচঃ বচোহমৃতম্।  
তথা হাবোচকৃতমতঃ প্রিয়োত্তরং  
বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃশু ॥ ৩৬  
তুমি আমাকে অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ দিয়েছ। আমার  
কাছে, প্রিয়জনদের প্রতি প্রীতিকর অনুতময় মনোহর কথা,  
এর থেকে বেশি কিছুই বরণীয় নয়। অতএব, তোমাকে  
আমি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি, তুমি প্রার্থনা করো।

ইতিার্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

### অষ্টম সর্গ (৮)

রামের রাজ্যাভিষেক কৈকেয়ী ও ভরতের মহৎ দুঃখের কারণ হবে, মহারার এই যুক্তির প্রতিবাদে  
কৈকেয়ী শ্রীরামের নানা গুণের উল্লেখ করে এই অভিষেক সানন্দে সমর্থন করা ; মহারা ঘারা  
প্রতিবাদ করে বলা যে, রামের রাজ্যাভিষেকের পর কৌশল্যা কৈকেয়ীকে  
নানাভাবে তিরস্কার করবেন এবং ভরতেরও হবে অশেষ দুঃখ

মহারা জ্ঞাসুযোনামুৎসজ্জাভরণঃ হি তৎ।  
উবাচেনঃ ততো বাক্যং কোশদুঃখসমম্বিতা ॥ ১  
ক্রোধে দুঃখে অভিভূতা মহারা কিন্তু কৈকেয়ীর প্রতি  
সন্তুষ্ট হয়ে, (কৈকেয়ী প্রদত্ত) সেই অলঙ্কার দূরে ফেলে দিল  
এবং বলল—  
বর্ষ্যঃ কিমর্থমহানে কৃতবতাসি বালিশে।  
শোকসাগরমহাঙ্কঃ নান্নানমববুধ্যসে ॥ ২  
‘ওরে মূর্খ ! অযোগ্যস্থানে কেন আনন্দ প্রকাশ  
কর ? নিজে শোকসাগরে নিমজ্জিত হতে চলেছ, তা’  
বুঝতে পারছ না !  
কস্যা প্রশংসামি দ্বাঃ দেবি দুঃখাদিতা সতী।

যচ্ছোচিতব্যো জটাসি প্রাপ্য দ্বং বাসনং মহৎ ॥ ৩  
‘দেবি ! ঘোর বিপদে পতিতা তুমি দুঃখপীড়িতা  
হয়েও যেহেতু শোকের বিষয়েও আনন্দিতা, তাই আমি  
মনে মনে ক্রেশ অনুভব করছি।  
শোচামি দুর্মতিদ্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রশংসয়েৎ।  
অরোঃ সপত্নীপুত্রস্যা বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্ ॥ ৪  
‘সতীনের পুত্র শত্রুর উন্নতিকে মৃত্যুর মতো আগত  
দেখে কোন্ বুদ্ধিমতী উল্লসিতা হয় ? এই চিন্তা করে তোমার  
দুর্বুদ্ধির জন্য আমার অনুশোচনা হচ্ছে।  
ভরতাদেব রামস্য রাজ্যসাধারণশাৎ ভয়ম্।  
তদ্ বিচিন্ত্য বিব্রামস্মি ভয়ং ভীতাক্ষি আয়তে ॥ ৫

‘রাজ্যে (রাম-ভরতাদি চার ভাই-এরই) সাধারণ  
অধিকার অথচ রাম একাই সেই রাজ্য ভোগ করবেন, তাই  
ভরতের থেকে রামের ভয়, এবং ভীত ব্যক্তি থেকেই  
শত্রুর ভয় হয়ে থাকে, এই কথা চিন্তা করেই আমি বিষণ্ণ  
হয়ে পড়েছি।

লক্ষণো হি মহাবাহু রামঃ সর্বাঙ্গনা গতঃ  
শত্রুঘ্নশ্যপি ভরতঃ কাকুৎস্থঃ লক্ষণো যথা॥ ৬

‘মহাবীর লক্ষণ সর্বতোভাবে রামের অনুগত।  
লক্ষণ যেমন কাকুৎস্থের (রামের) সেইরকম শত্রুঘ্নও  
ভরতের অনুগত।

প্রত্যাসন্নক্রমশ্যপি ভরতস্যৈব ভামিনি।  
রাজ্যক্রমো বিসৃষ্টঃ তমোদ্রাবদাবীর্যসোঃ॥ ৭

‘অয়ি কামিনি! জন্মের নৈকট্যক্রমেও অর্থাৎ রামের  
ঠিক পরেই জন্ম হেতু ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি শত্রুকর্তৃক  
সুনির্দিষ্ট, অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের (লক্ষণের ও শত্রুঘ্নের)  
সেৱাপ নয়।

বিদুষঃ ক্ষত্রচারিত্রে প্রাজ্ঞস্য প্রাপ্তকারণঃ।  
ভয়াৎ প্রবেশে রামস্য চিন্তয়ন্তী ভবাম্বজম্॥ ৮

‘বিদ্বান, ক্ষত্রোচিত ব্যবহারে জ্ঞানী এবং লব্ধ রাজ্য  
রামের থেকে তোমার পুত্রের ভয়ের বিষয় চিন্তা করে আমি  
ভয়ে কাঁপছি। (রামের পরেই ভরতের অযোধ্যা রাজ্য  
প্রাপ্য; অতএব, ভরত রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য রামকে আক্রমণ  
করতে পারে এই ভয়ে রাম রাজ্য হয়ে পূর্বেই ভরতকে  
আক্রমণ করবে এই ভয় মহারার হয়েছে)

সুভঙ্গা কিল কৌসল্যা যশাঃ পুত্রোহভিষেকাতে।  
যৌবরাজ্যেন মহতা যুঃ পুষোণ বিজ্ঞোত্তমৈঃ॥ ৯

‘আগামীকাল মহান পুষ্য নক্ষত্রে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ  
কর্তৃক যার পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে, সেই  
কৌশল্যাই সৌভাগ্যবতী।

প্রাপ্তাঃ বসুমতীঃ প্রীতিং প্রীতিং হতবিধিষম্।  
উপহাসাসি কৌসল্যাং দাসীবৎ স্বঃ কৃতাজ্ঞলিঃ॥ ১০

‘নিঃশত্রু, রাজ্যপ্রাপ্তা, প্রসন্না কৌশল্যার সামনে  
তুমি দাসীর মতো কৃতাজ্ঞলিপুটে উপস্থিত থাকবে।

এবং চ স্বঃ সহান্ব্যভিষ্টস্যঃ প্রেষ্যা ভবিষ্যসি।  
পুত্রস্ত তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি॥ ১১

‘এইভাবে তুমি আমাদেরই সঙ্গে কৌশল্যার দাসী  
হয়ে যাবে; আর তোমার পুত্র ভরতও রামেরই দাসত্ব  
করবে।

কুটোঃ খলু ভবিষ্যতি রামস্য পরমাঃ ত্রিয়ঃ।

অপ্রহটা ভবিষ্যতি সুবাস্তে ভরতক্ৰমে॥ ১২

‘অন্তঃপুরচারিণী সুন্দরী সখীদের সঙ্গে রামের স্ত্রী  
সীতা অবশ্যই প্রহটা হবে; অপরপক্ষে ভরতের দুর্গতির  
কারণে তোমার পুত্রবধু মাণ্ডবী অন্তঃপুরচারিণী সুন্দরী  
সখীদের সঙ্গে অবশ্যই আনন্দহীনা হবে।’

তাং দৃষ্টা পরমপ্রীতাং ক্রবন্তীং মহরাং ততঃ  
রামস্যৈব গুণান্ দেবী কৈকেয়ী প্রশংসং হ॥ ১৩

‘মহারা এইরকম তোমার প্রীতিযুক্ত কথা বলছে  
দেবে দেবী কৈকেয়ী তখন শ্রীরামের প্রশংসাসূচক গুণগান  
করে বলতে লাগলেন—

ধর্মজ্ঞো জনবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ষুচিঃ।  
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোহর্থতি॥ ১৪

‘শ্রীরাম ধার্মিক, গুণবান, জিতেদ্রিয়, কৃতজ্ঞ,  
সত্যসন্ধ ও পবিত্র, অধিকন্তু সে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, জ্যৈষ্ঠ  
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার উপযুক্ত।

ভাতুন ভূত্যাংস্ত দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি।  
সত্তপ্যসে কথং কুজে শ্রদ্ধা রামাভিষেচনম্॥ ১৫

‘কুজে! শ্রীরামের অভিষেকের সংবাদ শুনে কেন  
ক্রুদ্ধ হচ্ছ? জেনে রাখো, রাম দীর্ঘায়ু হয়ে ভ্রাতৃগণকে  
এবং ভ্রাতৃগণকে পিতার মতোই পালন করবে।

ভরতশ্যপি রামস্য এবং বর্ষশতাৎ পরম্।  
পিতৃপৈতামহং রাজ্যমবাস্ত্যতি নরবর্ষতঃ॥ ১৬

‘শ্রীরামের রাজ্যপালনের শতবৎসর পরে, নরপ্র  
ভরতও পিতৃ-পিতামহের রাজ্য অবশ্যই লাভ করবে।

স্বা ভ্রমভূদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেন মহরে।  
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিত্যজেৎ॥ ১৭

‘আয়ি মহরে! তুমি কেন এইরকম ভবিষ্যৎ সন্দ্বিগ্ন  
কল্যাণ প্রাপ্তিতেও স্বলে পুড়ে পরিতাপ করছ?

যথা বৈ ভরতো মান্যত্বা ভূয়োহপি রাঘবঃ।  
কৌসল্যাতোহতিরিক্তং চ মম শুভ্রাঘতে বহা॥ ১৮

‘ভরত যেমন আমার প্রিয়, তদ্রূপ শ্রীরাম আমার  
কাছে আরও বেশি প্রিয়। শ্রীরাম কৌশল্যা অপেক্ষা আমার  
অনেক বেশি সেবা করে।

রাজাং যদি হি রামস্য ভরতস্যপি তৎ তদা।  
মন্যতে হি যথাহহম্বানং যথা ভ্রাতৃঃ স্বা রাঘবঃ॥ ১৯

‘রাজা যদি রামের হয়, তবে তা ভরতেরও হবে;  
কারণ, রঘুনন্দন শ্রীরাম ভ্রাতৃগণকে নিজের আস্থার

রয়ে করে থাকে।'

কৈকেয়ী বচনঃ শ্রদ্ধা মহরা কৃশদুঃখিতা।  
বিনিঃশ্রয়া কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ২০

কৈকেয়ীর এই সকল কথা শুনে মন্তরা অত্যন্ত  
দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ ও উচ্চ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল এবং  
কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিল—

জনকদম্পিনী মৌখ্যগাম্যানমনববুধাসে।  
শোকবাসনবিশীর্ণে মজ্জন্তী দুঃখসাগরে। ২১

'শোকবহু বিপদসঙ্কুল অশুভ বিস্তীর্ণ দুঃখসাগরে  
তুমি ডুবতে বসেছ, তাই মূর্খতাবশত নিজের অনর্থের  
বিষয় বুঝতে পারছ না।

জ্বিতা রাঘবো রাজা রাঘবস্য চ যঃ সুতাঃ।  
রাজবংশায় ভরতঃ কৈকেয়ি পরিহাস্যতে॥ ২২

'রঘুনন্দন রাম রাজা হবে, অতঃপর রামচন্দ্রের পুত্র  
রাজা হবে ; এইভাবে, আমি কৈকেয়রাজনন্দিনী ! ভরত  
রাজবংশ পরম্পরা থেকে বঞ্চিত হবে

নহি রাজঃ সুতাঃ সর্বৈ রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভূমিনি  
লগ্নমানেন্দু সর্বৈশু সুমহাননয়ো ভবেৎ॥ ২৩

'অগ্নি সুন্দরি ! রাজার সকল পুত্রই রাজ্যে  
রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না ; কারণ সকলকে  
প্রতিষ্ঠিত করলে মহা অনর্থ ঘটে।

তস্মাচ্ছেটে হি কৈকেয়ি রাজ্যতজ্ঞানি পার্শ্বিবাঃ।  
লগ্নয়ন্তানবদ্যাদি গুণবৎস্থিতরেম্বপি॥ ২৪

'তাই, অগ্নি অনন্যসুন্দরি কৈকেয়ি ! অন্য পুত্রেরা  
গুণবান হলেও, রাজারা দ্রোণ পুত্রকেই রাজ্যপরিচালন  
কার্য্যের অর্পণ করেন

মনাধত্যন্তনির্ভগুণস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি  
মনাধবঃ সুখেভ্যন্ত রাজবংশাচ্চ বৎসলে। ২৫

'অগ্নি পুত্রবৎসলে ! তোমার পুত্র রাজবংশ ও  
ভক্তস্ব থেকে বঞ্চিত ভগ্নোৎসাহ হয়ে অনাথ হয়ে যাবে।

সহঃ ক্রদর্থে সম্প্রাপ্তা ত্বং তু মাং নাববুদ্ধাসে।  
সপ্তবিকৌ যা মে ত্বং প্রদেয়ং দাতুমর্হসি॥ ২৬

'আগ্নি তোমাবই মঙ্গলের জন্যই এসেছি ; তুমি কিন্তু  
আমাকে বুঝতে পারলে না। তাই সপ্তত্রীর প্রীত্বঙ্কিতেও তুমি  
আমাকে পুরস্কার দিতে চাইছ।

ক্লাম তু ভরতঃ রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকষ্টকম্।  
শেষমঃ নায়গিতা লোকান্তরমথাপি বা॥ ২৭

'রাম রাজা লাভ করে, তাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য

ভরতকে নিশ্চয়ই দেশান্তরে (নির্বাসনে) এমনকি  
লোকান্তরে (মৃত্যুপুরে) প্রেরণ করতেও পারে।

বাল এব তু মাতুল্যং ভরতো নায়িত্বম্।  
সমিকর্ষাচ্চ সৌহার্দং জ্ঞাতো হাবরেম্বিবা॥ ২৮

'বাল্যাবস্থাতেই ভরতকে তুমি মাতুলালয়ে পাঠিয়ে  
দিয়েছ। কাছে থাকলে অচল বশ্ততেও স্নেহ জন্মায়। (ভরত  
কাছে থাকলে স্নেহবশত রাজা দশরথ ভরতকেও রাজ্যার্থ  
দিতেন)।

ভরতানুবশাৎ সৌমহি শত্রুঘ্নস্তৎসমং গতঃ।  
লক্ষ্মণো হি যথা রামঃ তথ্যায় ভরতঃ গতঃ॥ ২৯

'ভরতের প্রতি আনুগত্য হেতু শত্রুঘ্নও ভরতের  
সঙ্গে গিয়েছে। লক্ষ্মণ যেমন রামের, তদ্রূপ শত্রুঘ্নও  
ভরতের অনুগত।

শ্রয়তে হি ক্রমঃ কশ্চিচ্ছেদ্বব্যো বনজীবনৈঃ।  
সমিকর্ষাদিধীকাভির্মোচিতঃ পরমাদ্ ভয়াৎ॥ ৩০

'কাষ্ঠজীবীগণ (কাষ্ঠ বিক্রয় জীবিকা যাদের তারা)  
কোনও বৃক্ষ ছেদন করতে গেলে সেই বৃক্ষটি কণ্টকাকীর্ণ  
তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় কণ্টকের ভয়েহেতু তারা  
বৃক্ষছেদন থেকে নিবৃত্ত হন এবং বৃক্ষটি রক্ষা পেল বলে  
শোনা যায়।

গোপ্তা হি রামঃ সৌমিত্রিলক্ষ্মণং চাপি রাঘবঃ।  
অশ্বিনোরিব সৌভ্রাতঃ তয়োর্লোকেষু বিপ্রতম্॥ ৩১

'সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামের এবং রঘুনন্দন  
রামও লক্ষ্মণের পরম্পর রক্ষাকর্তা, তাদের দুজনের  
সৌভ্রাতৃর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মতো দ্বিতুবনে বিপ্রত  
(বিখ্যাত)।

তস্মায় লক্ষ্মণে রামঃ পাপং কিঞ্চিৎ করিষ্যতি।  
রামস্ত ভরতে পাপং কুর্যাদেব ন সংশয়ঃ॥ ৩২

'অতএব, রাম লক্ষ্মণের প্রতি কোনও অন্যায়  
আচরণ করবে না ; কিন্তু রাম ভরতের প্রতি অন্যায় ব্যবহার  
করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তস্মাদ্ রাজগৃহাদেব বনং গচ্ছতু রাঘবঃ।  
এতদ্বি রোচতে মহ্যং ভৃশং চাপি হিতং তব॥ ৩৩

'অতএব, রঘুনন্দন রাম রাজবাড়ি থেকেই বনে  
চলে যাক, এটাই যথোচিত বলে আমার মনে হচ্ছে ; এবং  
এতে তোমারও পরম কল্যাণ হবে।

এবং তে জ্ঞাতিগন্ধসা শ্রেয়শ্চৈব ভবিষ্যতি।  
যদি চেদ্ ভরতো ধর্মাৎ শিত্রাং রাজ্যমবাস্যতি॥ ৩৪



‘ভরত যদি ধর্ম্যনুসারে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহলে  
এর দ্বারা তোমার পিতৃকুলের কল্যাণই হবে।

স তে সুখোচ্চিতে বালে৷ রামস্য সহজ্ঞো বিপুঃ॥

সমুদ্যতস্য নষ্টার্থো জীবিত্যভি কথং বশে॥ ৩৫

‘রাজ্য সুখপ্রাপ্তির যোগ্য তোমার পুত্র ভরত,  
ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ রামের সহজাত শত্রু। সে ঐশ্বর্যটান অবস্থায়  
রামের বশীভূত হয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবে ?

অভিজ্ঞতমিবারণো সিংহেন গজগৃথপম্।

প্রচ্ছদামানং রামেন ভরতং ত্রাতুমর্হসি॥ ৩৬

‘অরণ্যে সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হস্তীদলপতির মতো  
ভরত রাম কর্তৃক প্রদমিত হবে, অতএব ভরতকে তোমার  
রক্ষা করা উচিত।

দর্পমিরাক্তা পূর্বং দ্বয়া সৌভাগ্যবন্তয়া।

রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ॥ ৩৭

‘পূর্বে পতিপ্রেমার্থিকাহেতু সৌভাগ্যগর্বে গর্বিতা তুমি  
বামের মাতা সপত্নী কৌশল্যাকে অবজ্ঞা করেছিলে ;  
অতএব, রাম রাজা হলে কেন সে তোমার প্রতি শত্রুতা

করবে না ?

যদা চ রামঃ পৃথিবীমবাস্যতে

প্রভূতরত্নাকরশৈলসংযুতাম্

তদা গমিষ্যাস্য শবং পরাতনং

সংহব দীনা ভরতেন ভূমিনি॥ ৩৮

‘রাম যখন প্রচুর রত্নসমৃদ্ধিতা সমুদ্রবোষ্টিয়  
পর্বতসহিত পৃথিবীর অধীশ্বররূপে প্রাপ্ত হবে, তখন, অর্থাৎ  
সুন্দরি ! ভরতের সঙ্গে তুমিও হীন অমঙ্গলজনক মৈত্র্য  
প্রাপ্ত হবে।

যদা হি রামঃ পৃথিবীমবাস্যতে

ক্রবং প্রণষ্টো ভরতো ভবিষ্যতি।

অতো হি সঙ্কল্পয় রাজামান্বজে

পরস্য চৈবাস্য বিবাসকারশ্চ। ৩৯

‘রাম যখন পৃথিবীর অধীশ্বররূপে প্রাপ্ত হবে, তখন  
ভরত নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। অতএব, নিজপুত্রের  
রাজ্যপ্রাপ্তি এবং শত্রু (ভূত) রামের নির্বাসনের বিষয়  
সমাক্ চিন্তা করো।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যো অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

## নবম সর্গ (৯)

শ্রীরামের রাজ্যভিষেক বন্ধের উপায় চিন্তার জন্য কৈকেয়ী কর্তৃক আদিষ্টা মহারা  
উপায় নির্ধারণ করলে, কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে প্রবেশ

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রোধেন জলিতাননা।

দীর্ঘমুখঃ বিনিঃশ্বসা মহরানিদমব্রবীৎ॥ ১

মহারা এইরকম (পূর্বে অষ্টম সর্গে উক্ত) কথা  
বললে, ক্রোধে আরক্তবদনা কৈকেয়ী দীর্ঘ উচ্চ-নিঃশ্বাস  
তাগ করে মহরাকে এইসকল কথা বললেন—

অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্ৰং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম্।

যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্ৰমদ্যাভিষেচয়েৎ॥ ২

‘অয়ি মহারে ! আমি আজই রামকে এখান থেকে  
দ্রুত বনে পাঠিয়ে দেব, আর, আজই শীঘ্র ভরতকে

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাব।

ইদং ত্বিদানিং সম্পশ্য কেনোপায়েন সাধয়ে।

ভরতঃ প্রাপুর্নাদ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন॥ ৩

ভরতই রাজ্য পাবে, রাম কিন্তু কিছুতেই পাবে  
না—কী উপায়ে এই কাজ সাধন করব, এমন তুমি অনিচ্ছ  
করো।’

এবমুক্তা তু সা দেব্যা মহারা পান্দরিনী।

রানার্থমুপহিংসন্ত্রী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ৪

দেবী কৈকেয়ী এই কথা বললে, পান্দরিনী

শ্রীমদ্রামায়ণে মছরা শ্রীরাঘবের প্রতি হিংসাপরায়ণা হয়ে  
কৈকেয়ীকে বলল—

প্রপন্না কুং কৈকেয়ি প্রয়ত্যাং বচঃ।  
হস্তলীনাঃ প্রপন্না কুং কৈকেয়ি প্রয়ত্যাং বচঃ।

যা তে ভরতো রাজ্যং পুত্রঃ প্রাপ্যতি কেবলম্। ৫  
'আজ্ঞা, কৈকেয়ি! এখন তুমি দেখো, যাতে কেবল  
তোমার পুত্র ভরতই রাজ্য পায়, আমার সেই যুক্তি শোনো।  
কি ন স্বরসি কৈকেয়ি স্মরণী বা নিগূহসে,  
দুঃখমানমাস্বার্থং মন্তব্যং শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৬

'কৈকেয়ি! তোমার কি স্মরণে নেই, অথবা স্মরণে  
কাজে গোপন করছ! নিজের জন্য বা বলার, আমার  
কাজ থেকে তুমি তা শুনেচো?'

ময়োচ্যমানঃ যদি তে শ্রোতুং হৃন্দো বিলাসিনি।  
প্রজ্ঞামভিধাস্যামি প্রজ্ঞা চৈতদ্ বিধীয়তাম্॥ ৭

'অগ্নি বিলাসিনি! যদি আমার কথা শোনার তোমার  
স্বকাজ্ঞা থাকে তবে বলছি শোনো, এবং শুনে  
সেইমতো কাজ করো।'

প্রজ্ঞাং বচনং তস্য মছরায়ান্ত কৈকেয়ী।  
কিঞ্চিদুখায় শয়নাৎ স্বাপ্তির্গাদিদমব্রবীৎ॥ ৮

কৈকেয়ীও মছরার এইরকম কথা শুনে, সুবিদ্বত  
গয়াতল থেকে কিছুটা উত্থিত হয়ে, এই কথা বললেন—  
কথয়ত্ব ময়োপায়ং কেনোপায়েন মছরে।

ভরতঃ প্রাপুযাদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন॥ ৯

'অগ্নি মছরে! আমার উপায় বলে দাও—কোন  
উপায়ে ভরত রাজ্য লাভ করবে, রাম কিন্তু কিছুতেই না।'

এবমুক্তা তদা দেব্যা মছরা পাপদর্শিনী।  
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ১০

দেবী কৈকেয়ী এইরকম বললে, পাপপথ প্রদর্শিকা ও  
রামের প্রতি হিংসাপরায়ণা মছরা কৈকেয়ীকে বলল—

পুত্রা দেবাসুরে যুদ্ধে সহ রাজর্ষিভিঃ পতিঃ।  
অগচ্ছৎ স্বানুপাদায় দেবরাজস্য সাহকৃৎ॥ ১১

'অনেকদিন আগে তোমার পতি দশরথ দেবাসুরের  
যুদ্ধে দেবরাজকে সাহায্য করতে রাজর্ষিদের সঙ্গে  
গিয়েছিলেন, সঙ্গে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শিমাছায় কৈকেয়ি দক্ষিণাং দণ্ডকান্ প্রতি।  
নৈজগদ্বিমিহি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিস্বজঃ॥ ১২

ন শয়র ইতি খ্যাতঃ শতমারো মহাসুরঃ।  
নৈশ শক্রস্য সংগ্রামঃ দেবসঙ্ঘেরনির্জিতঃ॥ ১৩

'কৈকেয়ি! দক্ষিণদেশে দণ্ডক নামক প্রদেশে

বৈজয়ন্ত নামে এক নগর ছিল। সেখানে 'তিমি' চিহ্নিত  
ধ্বজাধারী এবং শত শত মায়াজাল সৃষ্টিকারী, দেবগণ  
কর্তৃক অপরাধের শাস্তর নামে এক মহা অসুর ছিল। সে  
একবার দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করে।

তস্মিন্ মহতি সংগ্রামে পুরুষান্ ক্ষতবিক্তান্।  
রাত্নৌ প্রসুপ্তান্ ঘৃষ্ণি স্য তরসাংপাসা রাক্ষসাঃ॥ ১৪

'সেই মহাযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত পুরুষেরা রাত্রিতে  
নিদ্রিত থাকা-কালে রাক্ষসেরা তাদের দ্রুত টেনে নিয়ে  
গিয়ে হত্যা করত।

ভদ্রাকরোদ্যমায়ুদ্ধং রাজ্ঞা দশরথস্তদা।  
অসুরৈশ্চ মহাবাহঃ শত্রৈশ্চ শকলীকৃতঃ॥ ১৫

'সেখানে তখন রাজা দশরথ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেছিলেন;  
কিন্তু মহাবীর রাজা অসুরদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত  
হয়েছিলেন।

অগবাহ্য ভ্রম্যা দেবি সংগ্রামামষ্টচেতনঃ।  
তত্রাপি বিক্ষতঃ শত্রৈঃ পতিস্তে রক্ষিতকুয়া॥ ১৬

'অগ্নি দেবি! সেখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমার স্বামী  
অস্বাধাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে, তুমি-ই  
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে এসে রক্ষা করেছিলে।

তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে যৌ বরৌ শুভদর্শনে।  
স ত্বযোকঃ পতির্দেবি যদেচ্ছয়ঃ তদা বরম্॥ ১৭

গৃহীয়াং তু তদা ভর্তৃকথ্যেত্যাভ্যং মহাস্বনা।  
অনভিজ্ঞা হ্যহং দেবি ভূযৈব কথিতং পুরা॥ ১৮

'অগ্নি শুভদর্শনে! রাজা দশরথ সম্ভষ্ট হয়ে তোমাকে  
দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। দেবি! তুমি পতিকে  
বলেছিলে, 'স্বামিন! যখন ইচ্ছা হবে, তখন বর গ্রহণ  
করবা।' তখন মহাত্মা দশরথ বললেন, 'তাই হবে'।

দেবি! আমি এই ঘটনা জানতাম না; পূর্বে তুমি-ই আমাকে  
একথা জানিয়েছিলে।

কথৈবা তব তু স্নেহান্বনসা ধার্যতে ময়া।  
রামাভিষেকসম্ভারান্নিগূহ্য নিনিবর্তয়॥ ১৯

'তোমার এই কথা আমি (তোমার প্রতি) স্নেহবশত  
মনে ধরে রেখেছি। তুমি এখন রামের অভিষেকের  
উপকরণ সংগ্রহ থেকে রাজাকে নিবৃত্ত করে ফিরিয়ে  
আনো।

তৌ চ বাচস্ব ভর্তারং ভরতস্যভিষেচনম্।  
প্রব্রাজনং চ রামস্য বর্ষাণি চ চতুর্দশ॥ ২০

'এখন স্বামীর নিকট পূর্ব-প্রতিশ্রুত 'বর' দুটি প্রার্থনা

করো — এক বনে ভরতের রাজ্যভিষেক, দ্বিতীয় বরে  
রামের চৌদ্দ বর্ষব্যাপী বনবাস।

চতুর্দশ হি বর্ষানি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।

প্রজ্ঞাতবগতমেহঃ হিঃ পুত্রো ভবিষ্যতি॥ ২১

‘রাম চৌদ্দ বৎসর যাবৎ বনে বনবাস জীবনযাপন  
কবলে, তোমার পুত্র ভরত প্রজ্ঞাদের প্রীতিপূর্ণ মনোভাবে  
চিরস্থির আসীন থাকবে।

ক্লেষণাগারঃ প্রবিশাদ্য ক্রুদ্ধেবাস্থপতেঃ সুতে।

শেখানস্তিভায়াঃ স্বঃ ভূমৌ মলিনবাসিনী॥ ২২

‘অগ্নি অস্থপতিবান্যো ! তুমি আজ কপট ক্লেষণিতা  
হয়ে, ক্লেষণাগারে প্রবেশ করো এবং মলিন বসন পরিধান  
করে বিনা শয্যা ভূমিতলে শয়ন করে থাকো।

মা শৈবনং প্রতুদীক্ষেখা মা চৈনমভিভাষথাঃ।

রমস্তী পার্শ্বিং দৃষ্টা জগতাং শোকলালসা॥ ২৩

‘রাজা এলে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না, তাঁর সঙ্গে  
কথা বলবে না ; কেবল ভূমিতে পতিত হয়ে কাঁদতে  
থাকবে।

দয়িতা স্বঃ সদা ভরুত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।

স্বকৃতে চ মহারাজো বিশেষপি হতাশনম্॥ ২৪

‘তুমি সর্বদাই স্বামীর প্রিয়তমা পত্নী, এ বিষয়ে আমার  
কোনও সন্দেহ নেই ; তোমার জন্য মহারাজ দশরথ  
অগ্নিতেও প্রবেশ করতে পারেন।

ন স্বাঃ ক্লেষণিতুং শক্তো ন ক্রুদ্যাং প্রতুদীক্ষিতুম্।

স্ব প্রিয়ার্থঃ রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ॥ ২৫

‘রাজা তোমাকে কুপিত করতে পারেন না, বা তুমি  
ক্রুদা হলে তোমার দিকে তাকাতেও সমর্থ হন না ; তোমার  
সম্ভ্রষ্টের জন্য তিনি নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতে পারেন।

ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তস্তব বাক্যং মহীপতিঃ।

মন্দহৃদাবে বুধাঃ সৌভাগ্যবলমাস্তনঃ॥ ২৬

‘মহারাজ তোমার কথা লক্ষ্যন করতে পারেন না,  
অগ্নি মুগ্ধ স্বভাবা ! তুমি নিজের সৌভাগ্যের শক্তি নিয়ে  
বোঝো।

মণিমুক্তাসুবর্ণানি রত্নানি বিবিধানি চ।

দদ্যাদ্ দশরথো রাজা মা স্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ॥ ২৭

‘রাজা দশরথ তোমাকে মণি-মুক্তা-স্বর্ণ এবং  
নানাবিধ রত্ন দিতে চাইবেন, সেগুলির প্রতি মন দিও না।

যৌ তৌ দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ।

তৌ শ্মরয় মহাভাগে সোহর্ধো ন হ্য ক্রোধেদতি॥ ২৮

‘দেবাসুরের যুদ্ধে রাজা দশরথ তোমাকে সেই দুই  
দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন, অগ্নি সৌভাগ্যবতি ! সেই বর  
দুটির কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো। সেই অতিক্রম  
অতিক্রম না করে তুলে যেয়ো না।

যদা তু তে বরং দদ্যাৎ স্বয়মুখাশ্য রাঘবঃ।

বাবহুপা মহারাজঃ ভূমিমং বৃথয়া বরম্॥ ২৯

‘স্বয়মুদন দশরথ যখন নিজেই তোমাকে ভূমি থেকে  
উঠিয়ে বর দেবেন, তখন তুমি মহারাজকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে  
এই বর প্রার্থনা করবে।

রামপ্রজ্ঞনং দূরং নব বর্ষানি পঞ্চ চ।

ভরতঃ ক্রিয়তাং রাজা পৃথিব্যাং পার্শ্ববর্ষজঃ॥ ৩০

‘হে রাজাশ্রেষ্ঠ ! চৌদ্দ বৎসরের জন্য রামের দূরে  
নির্বাসন এবং ভরতকে পৃথিবীর (অযোধ্যা রাজ্যের) রাজ্য  
করা হোক।”

চতুর্দশ হি বর্ষানি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।

রাজশ্চ কৃতমূলশ্চ শেষং হ্যাসাতি তে সুতঃ॥ ৩১

‘রাম চৌদ্দ বৎসর বনবাসে থাকলে, তোমার পুত্র  
ভরত মূলশক্তিস্বরূপ প্রজ্ঞাদের সম্ভাষণ বিধান করে,  
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজসিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে  
থাকতে সমর্থ হবে।

রামপ্রজ্ঞনং চৈব দেবি যাচহ তং বরম্।

এবং সেৎসান্তি পুত্রসা সর্বার্থান্তব কামিনি॥ ৩২

‘অগ্নি দেবি ! রামের বনবাস বর অবশ্যই প্রার্থন  
করবে, এবং এইভাবেই অগ্নি কামিনি ! তোমার পুত্রের  
সকল অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

এবং প্রব্রাজিতশ্চৈব রামোহরামো ভবিষ্যতি।

ভরতশ্চ গতামিচ্ছতব রাজা ভবিষ্যতি॥ ৩৩

‘এইভাবে বনবাসিত হলে, রাম প্রজ্ঞার  
ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে অপ্রীতির পাত্র হয়ে উঠবে ;  
আর তোমার পুত্র ভরতও শত্রুহীন রাজা হবে।

যেন কালেন রামশ্চ বনাৎ প্রত্যাগমিষ্যতি।

অন্তর্বিষ্ট পুত্রশ্চ কৃতমূলো ভবিষ্যতি॥ ৩৪

‘যে সময়ে রাম বনবাস থেকে প্রত্যাগমন করবে,  
সেই সময়ের মধ্যেই তোমার পুত্র ভরত রাজ্যের ভিতরে  
বাহিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ সুকৃতিঃ সাক্ষাৎস্বয়ং।

প্রাপ্তকালং নু মন্যেহহং রাজানং দীতসাক্ষ্যম্॥ ৩৫

রামাভিষেকসময়ান্ নিগৃহ্য বিনিবর্তয়ঃ।



‘ভরত বহুবলের সহায়তায় সৈন্য সংগ্রহ করে  
প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমার মনে হয়, নির্ভয়ে রাজা দশরথকে  
হামেব অভিষেকের সঙ্কল্পে বাধা দিয়ে নিবৃত্ত করার এই  
চণ্ডযুক্ত সময়।’

জননমর্ষকপেণ গ্রাহিতা সা ততস্তয়া। ৩৬  
প্রতীতা কৈকেয়ী মহরামিদমব্রবীৎ  
সাহি বাকোন কুজায়াঃ কিশোরীবোঃ পথং গতা॥ ৩৭  
কৈকেয়ী বিশ্বায়ঃ প্রাপ্য পরং পরমদর্শনা।

এইভাবে মহারা কৈকেয়ীকে মঙ্গলরূপে অমঙ্গলকে  
গ্রহণ করাল। কুজার কথায় কৈকেয়ী অরোধ কিশোরীর  
হস্তে বিণম্রে চলিতা হলেন। পরমাসুন্দরী কৈকেয়ী অতীব  
বিশ্ময়বিত্ত হয়ে সানন্দে মহারাকে বললেন -

প্রজ্ঞাং তে নাবজ্ঞানামি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি॥ ৩৮  
পৃথিব্যাসি কুজানামুত্তমা বুদ্ধিনিষ্ঠয়ে।  
হমেব তু মমার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিনী। ৩৯

‘শ্রেষ্ঠ বাক্য-প্রয়োগ কুশল, আমি উত্তম! তোমার  
উত্তম বুদ্ধি সঙ্গন্ধে আমি অজ্ঞ ছিলাম। নিশ্চিত বুদ্ধি  
প্রয়োগে তুমি কুজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তুমিই আমার কল্যাণ  
বিষয়ে নিজ অবহিতা হিতকারিণী।

নাহং সমববুদ্ধোয়ঃ কুজো রাজশিকীর্ষিতম্।

নমি দুঃসংহিতাঃ কুজাঃ বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ॥ ৪০

‘অগ্নি কুজো! রাজার অতিপ্রায় আমি ঠিকমতো  
বুঝতে পারছি না। বিকলাঙ্গ, পরম-পাপীয়াসী কুজা  
মনেকই আছে

হং পথমিব বাতেন সন্ততা প্রিয়দর্শনা।

উরোধেভিনিবিশ্তং বৈ যাবৎ স্কন্ধাৎ সমুন্নতম্॥ ৪১

‘বায়ু দ্বারা অবনত করা কমলিনীর (পদ্মফুল) মতো  
কিঞ্চিৎ নুয়ে পড়লেও তুমি সুদর্শনা। কুজতাদোষে তোমার  
বক্ষঃস্থল স্বক্ৰদেশ অপেক্ষা উন্নত দেখাচ্ছে।

অথচ্যোদরং শান্তং সূনাভমিব লজ্জিতম্।

প্রতিপূর্ণং চ জঘনং সুপীনৌ চ পয়োধরৌ॥ ৪২

‘কুজতাবশত সমুন্নত বহুবলের নিম্নভাগে সুন্দর  
গতিযুক্ত উদর শান্ত ও লজ্জানম্র। তোমার জঙ্ঘাদ্বয় সুবিস্তৃত  
এবং স্তনদ্বয় সমুন্নত।

নিম্নোদরমঃ বক্রমধ্যে রাজসি মহুরে।

জঘনং তব নিম্ভিঃ রশনাদামভূষিতম্॥ ৪৩

‘মহা! মহুরে! কুজতাবশত তুমি বক্র (অর্ধ)

চত্বর মতো শোভা পাচ্ছে! তোমার নিতম্বদেশ মেঘলা ও

মালায় সুন্দর শোভিত।

বাক্ষ্যে ভৃশমুণনায়ে পাদৌ চ ব্যায়তাবুজৌ।

ভৃশায়তাতাং সন্ধিভ্যাং মহুরে কৌমবাসিনী॥ ৪৪

অগ্রতো মম গচ্ছন্তী রাজসেহতীব শোভনে।

‘অতীব শোভাময়ি মহুরে! তোমার জঙ্ঘাদ্বয় বেশ  
সুগঠিত এবং চরণদ্বয় সুবিস্তৃত। অয়ি, পট্টবস্ত্রপরিহিতে!  
তুমি সুবিস্মৃত উরুদ্বয়সহ আমার সামনে দিয়ে যেতে যেতে  
শোভা বিস্তার করছ।

আসন্ বাঃ শব্দরে মায়াঃ সহস্রমসুরাধিপে॥ ৪৫

হৃদয়ে তে নিবিশ্টাতা ভৃশচান্যা সহস্রাঃ।

তদেব হৃৎ যদ্ দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তম্॥ ৪৬

মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াম্ভ্যত্র বসন্তি তে।

‘অসুরবাজ শব্বরের মধ্যে যে সহস্রপ্রকার মায়া  
বর্তমান ছিল, সেই সবই, এমনকি অন্যান্য সহস্র সহস্র  
প্রকার মায়া তোমার হৃদয়ে নিহিত আছে। রথচক্রের মতো  
বিশাল আয়তনবিশিষ্ট তোমার যে বিশাল কুঁজ, তার মধ্যে  
সেই সব (দুঃ) বুদ্ধি, রাজনীতি এবং ছলনা অবস্থান  
করছে।

অত্র তেহহং প্রমোক্ষামি মালাং কুজো হিরণ্ময়ীম্॥ ৪৭

অভিষিক্তে চ ভরতে রাযবে চ বনং গতে।

জাতোন চ সুবর্ণেন সুনিষ্টপ্তেন সুন্দরি॥ ৪৮

লক্ষার্থা চ প্রতীতা চ লেপমিধ্যামি তে হৃৎ।

‘অয়ি সুন্দরি কুজো! ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হলে  
এবং রঘুনন্দন রাম বনবাসে গমন করলে, আমার  
অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে বুঝতে পেরে, আমি আমার কণ্ঠের  
সোনার মালা খুলে তোমার গলায় পরিয়ে দেব এবং  
তোমার কুঁজে গলিত উজ্জ্বল সুবর্ণ লেপন করে দেব।

মুখে চ তিলকং চিত্রং জাতরূপময়ং শুভম্॥ ৪৯

কারিষ্যামি তে কুজো শুভান্যভরণানি চ।

পরিধায় শুভে বস্ত্রে দেবতেব চরিষ্যসি॥ ৫০

‘অয়ি কুজো! তোমার ললাটে সোনা দিয়ে সুন্দর  
পবিত্র তিলক এঁকে দেব। সুন্দর অলঙ্কারসকল এবং পবিত্র  
বস্ত্রদ্বয় (ঘাঘরা এবং ওড়না) পরিধান করে তুমি দেবীর  
মতো বিচরণ করবে।

চন্দ্রমাহুয়মানেন মুখেনাপ্রতিমাননা।

গমিষ্যসি গতিং মুখ্যাং গর্বয়ন্তী বিশ্বজনে॥ ৫১

‘অতুলনীয় সুন্দর মুখে চন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে  
তুমি শত্রুর প্রতি গর্বপ্রকাশ দ্বারা শ্রেষ্ঠ লাভ করবে।

তথাপি কুজাঃ কুজায়াঃ সর্বভরনভূমিতা।  
পাদৌ পরিত্যজ্যস্তি যথৈব হুঃ সদা সমঃ ৫২  
'আমি কুজ্ঞে ! তুমি যেমন সর্বদা আমার পরিচর্যা  
করবে, সেইরকমভাবে সর্বালস্যের চরিত্র কুজ্ঞে রা এই মাত্র  
পদযুগের সেবা করবে।'

ইতি প্রশাসামান্য সা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।  
শয্যায় শয়নে শুভে বৈদ্যামগ্নিশিখামিলা ৫৩  
কুজা, কৈকেয়ী কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিতা হয়ে,  
শুভ শয্যায় শায়িতা, জাগ্রতস্থানে ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা ও  
তেজোবানী কৈকেয়ীকে এই আতবা বিনয় বলল -

গতোদকে সেতুবন্ধো ন কল্যাণি বিধীয়াতে।  
উত্তিষ্ঠ কুজ কল্যাণঃ রাজানমমদমর্য্যা ৫৪

'আমি কল্যাণি ! নদী থেকে বন্য়ার জল চলে গেলে  
আর সেতুবন্ধনের প্রয়োজন থাকে না। অতএব, ওঠো।  
নিজের এবং পুত্রের কল্যাণ করো ; রাজাকে নিজের  
দুঃখবহা দেখাও।'

তথা শ্রেংসাহিতা দেবী গজা মধুরয়া সহ।  
ক্লেমাগারঃ বিশালাক্ষী সৌভাগ্যমদগর্ভিতা ৫৫  
অনেকশতসাহস্রঃ মুক্তাহারঃ বরাজনা।  
অবমুচা বরাহাণি শুভান্যভরণানি চ ৫৬  
তদা হেমোপমা তত্র কুজামাকবশংগতা।  
সংবিশা ভূমৌ কৈকেয়ী মধুরামিদমব্রবীৎ ৫৭

তখন সৌভাগ্যগর্বে উন্নতা আয়তলোচনা স্বর্ণবর্ণা  
সুন্দরী কৈকেয়ী মধুরার দ্বারা সেইভাবে উৎসাহিতা  
হয়ে, মধুরার সঙ্গে কোপতবনে প্রবেশ করলেন এবং  
কয়েকলক্ষ টিকার মুক্তার মালা ও মঙ্গলসূচক উৎকৃষ্ট  
অলঙ্কারগুলি খুলে ফেলে কুজার কুপরামর্শে বশীভূতা  
হয়ে ভূমিশয্যায় শায়িতা হলেন এবং মধুরাকে এই  
কথাগুলি বললেন—

ইহ বা মাং মৃত্যুঃ কুজ্ঞে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি।  
বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্যতে ক্রিতিম্ ৫৮  
সুবর্ণেন ন মে হার্থো ন রত্নৈর্ন চ ভোজনৈঃ।  
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে ৫৯

'রাম বনগমন করলে, ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি হবে।  
কিন্তু কুজ্ঞে ! রাম যদি (রাজ্যে) অভিষিক্ত হয়, তবে আমার  
কাছে স্বর্ণ, রত্নালঙ্কার এবং ভোজ্য নিরর্থক ; তা আমার  
কাছে মৃত্যুভূত্যা। আমার এই মৃত্যুসংবাদ তুমি রাজাকে  
জানাবে।'

অথো পুনরাং মহিষীং মহীক্ষিতো  
মচোত্তিরতারণমহাশরাক্রমৈঃ

উবাচ কুজা ভরতস্য মাতরং

হিতং নচো রামমুপেতা চাহিতম্ ৬০

তখন কুজা রাজমর্গিনী ভরতজননীকে 'অতঃপূর্ব  
বাক্যে ভরতের পক্ষে তিতকর এবং শ্রীরামকে উপেক্ষা  
করে তার পক্ষে অহিতকর এই কথা বলল—

প্রশংসাতে রাজামিদং হি রাঘবো

যদি প্রবং হুং সমুতা চ তদ্যানে

ততো হি কল্যাণি যত্ন তৎ তথা

যথা সুতস্তে ভরতোহভিষেক্যতে ৬১

'যদি রঘুনন্দন রাম এই রাজ্য পায়, তবে তোমার  
নিশ্চয়ই সন্তাপ খালা অনুভব করতে হবে। অতএব  
কল্যাণি ! এমন প্রয়ত্ত্ব করো, যাতে তোমার পুত্র ভরত  
রাজ্যে অভিষিক্ত হয়।'

তথাভিবিদ্ধা মহিষীতি কুজয়া

সমাহতা বাগিষুর্ভিমুহুর্মুহুঃ

বিধায় হস্তৌ হৃদয়োহভিবিম্বিতা

শশংস কুজাং কুপিতা পুনঃ পুনঃ ৬২

অতিশয় বিস্ময়াবিষ্টা ও ক্রুদা রাজমহিষী কৈকেয়ী  
কুজা কর্তৃক সেইভাবে বারবার বাক্যবাণে বিদ্ধা ও আহত  
হয়ে বক্ষ উপরি হস্তদ্বয় আবদ্ধ করে কুজাকে বলতে  
লাগলেন—

যমস্য বা মাং বিষয়ঃ গতামিতো

নিশম্য কুজ্ঞে প্রতিবেদয়িষ্যসি

বনং গতে বা সুচিরায়া রাঘবে

সমৃদ্ধকামো ভরতো ভবিষ্যতি ৬৩

'রাঘব রাম দীর্ঘকালের জন্য বনগমন করলে ভরত  
সফল মনোরথ হবে (রাজ্য হবে) ; তা না হলে আমি  
কুজ্ঞে ! ইহলোক থেকে আমার যমালয়ে গমনের সংবাদ  
রাজাকে জানাবে।

অহং হি নৈবাত্তরণানি ন প্রজো

ন চন্দনং নাঞ্জনপানভোজনম্

ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ন চেহ জীবনং

ন চেদিতো গচ্ছতি রাঘবো বনম্ ৬৪

'রাঘব রাম যদি রাজ্য থেকে বনে না যায়, তবে  
আমি শয্যা চাই না, চাই না মালা, চন্দন, অঞ্জন, পরি  
এবং ভোজ্য, এমনকি এই জীবন, কিছুই চাই না।

১০১৪৮৮:

নিষায় সুধাক্ষণঃ  
সর্বভরণানি জামিনী।  
মেদিনীঃ  
তদাধিশিশো পতিতঃ কিমরী ॥ ৬৫  
এইতম্ ভবত্বং তথা বসে, এতৎকোপনা কৈকেয়ী  
তখন, এতৎকোপনা বুলে বেষে দিগে, শয্যা ব্যতীতই  
এতৎকোপনা ভূমিতে, কুপাতিতা কিমরীর মতো শুয়ে  
পড়লেন।

উদীর্ণসংস্কৃতমোদনানা  
তদাবমুক্তোত্তমমালাভূষণা  
নবোজগতী নিম্না বভূব সা  
তমোবতা মৌলিব যথাতরকা ॥ ৬৬  
তখন, উত্তম হান অলঙ্কারাদি ভূষণ-পরিভাষা,  
উদগত-কোণের কালিমায় আবৃতাননা রাজরাণী কৈকেয়ী  
আকাশে কালো মেঘের ছায়ায় আবৃত তারকার ন্যায়  
নিঃস্পন্দ হয়ে আনমনা হয়ে রইলেন।

ইত্যন্তে শ্রীমদ্ভারতেন বাস্তুকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥  
২৪শ্বে বাস্তুকী বিবর্তিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

### দশম সর্গ (১০)

কুজার কুপরামর্শে নিরলঙ্কারা ভূতলশায়িতা কৈকেয়ীকে দেখে রাজা দশরথের চিন্তা,  
দুঃখপ্রকাশ এবং নানাভাবে তাঁকে সাহুনা প্রদান

বিনীতা যদা দেবী কুজয়া পাপয়া ভূশম্।  
তদা শোভে স্য সা ভূমৌ দিম্ববিজ্জিব কিমরী ॥ ১  
কৈকেয়ী কুজা যখন কৈকেয়ীকে দুঃখতার সঙ্গে  
বৈবীত পথ তেবল, তখন কৈকেয়ী বিষবানবিক্রা কিমরীর  
মতো ভূমি'পরে লুটিয়ে পড়লেন।  
বিনীতা মনসা কৃতাং সা সমাগিতি তামিনী।  
মহরয়ে শনৈঃ সর্বমাচক্ষে বিচক্ষণা ॥ ২  
বহুনিপুণ কোপনা কৈকেয়ী মনে মনে সমাক্রমণে  
কর্তব্য ছির করে, মহরাকে ধীরে ধীরে বললেন—  
স দীনা নিশ্চরং কৃদা মহরাবাকামোহিতা।  
নামকন্যেব নিঃশ্বসা দীর্ঘমুখং চ তামিনী ॥ ৩  
মহুতঃ চিন্তয়ামাস মার্গমাস্তসুখাবহম্।  
মহরব কথায় বিমোহিতা দীনা মানিনী কৈকেয়ী ক্রুদ্ধা  
সজ্জিব নত দীর্ঘ ও উচ্চ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, মুহূর্তকাল  
স্বি তেবলেন এবং নিজের সুবজনক যাত্রাপথ ছির করে  
কললেন।  
স সুহৃদ্বার্ককামা চ তং নিশম্য বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৪  
বভূব পরমহ্রীতা সিদ্ধিং প্রাপোব মহরা।

কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিনী বহু মহরা তাঁর সেই  
সঙ্কল্পের কথা শুনে, অভিলাষ সিদ্ধ হয়েছে জেনে  
আহ্লাদিতা হল।  
অথ সা কৃষিতা দেবী সমাক্ষ কৃদা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৫  
সংবিশোবলা ভূমৌ নিবিশা ভ্রুকুটিং মুখে।  
তখন সেই অবলা নারী, দেবী (কৈকেয়ী), কষ্টা হয়ে  
যথাকর্তব্য ছির করলেন এবং ভ্রুকুটিযুক্ত বদনে ভূমিতে  
শুয়ে পড়লেন।  
ততশ্চিহ্নানি মাণ্যানি দিব্যান্যাজরণানি চ ॥ ৬  
অপবিকানি কৈকেয়া তানি ভূমিং প্রপেদিরে।  
তখন কৈকেয়ী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বিচিত্রমালা এবং  
দিব্য অলঙ্কারগুলি ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল।  
ভয়া তান্যপবিকানি মাণ্যান্যাজরণানি ॥ ৭  
অশোভয়ন্ত বসুধাং নক্ষত্রানি যথা নভঃ।  
বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগুলি যেমন আকাশকে সুশোভিত  
করে, সেইরকম কৈকেয়ীর দ্বারা পরিভাষিত ও নিক্ষিপ্ত মালা  
অলঙ্কারগুলি ধরণীতলকে সুশোভিত করেছিল।  
ক্রোধাগারে চ পতিতা সা বভৌ মলিনাবরা ॥ ৮



একবেণীং বৃচাং বক্ষা গতসংস্বেব কিমরী।

দৃঢ়বক্ষ কেশরাশিকে একবেণী করে মলিনবসনা  
কৈকেয়ী মূর্ছিতা কিমবীৰ্য মতো ক্রোধাগাবে ভুলুপ্তিতা হয়ে  
বিবাক্ত কবত লাগলেন।

আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্যাজিযেচনম্ ॥ ৯  
উপস্থানমনুজ্ঞাপ্য প্রবিবেশ নিবেশনম্।

মহারাজা দশরথ রঘুকুলভিলক রামচন্দ্রের জন্য  
অভিষেকের ঘ্রবাণি আহরণের নির্দেশ দিয়ে এবং  
নিমন্ত্রিতদের উপস্থিতির অনুরোধ জানিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ  
করলেন।

অদ্য রামাভিষেকো বৈ প্রসিদ্ধ ইতি জজিবাণ্ ॥ ১০  
প্রিয়র্হো প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং বন্দী।

জিতেন্দ্রিয় রাজা দশরথ, আজ রামের অভিষেক  
ক্রিয়া স্থির হয়েছে, এই আনন্দ সংবাদ প্রিয়াকে জানাবার  
জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

স কৈকেয়া গৃহং শ্রেষ্ঠং প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥ ১১  
পাণ্ডুরাশ্রমিবাকাশং রাঘবুক্তং নিশাকরঃ।

শুভ্রমেঘাচ্ছাদিত রাঘবুক্ত আকাশে চন্দ্রের মতো  
সেই মহাযশসী রাজা কৈকেয়ীর শ্রেষ্ঠ গৃহে প্রবেশ  
করলেন।

শুকবর্হিসমায়ুক্তঃ ক্রৌঞ্চহংসরুতায়ুতম্ ॥ ১২  
বাদিত্রবসংঘুষ্টঃ কুজাবামনিকায়ুতম্।

লতাগৃহৈশ্চিহ্নগৃহৈশ্চম্পকশোভিতৈঃ ॥ ১৩  
দান্তরাজত সৌবর্ণবেদিকান্তিঃ সমায়ুতম্।

নিত্যপুষ্পফলৈর্বর্জিতপীড়িরূপশোভিতম্ ॥ ১৪  
দান্তরাজতসৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ।

বিবিধৈরমপানৈশ্চ ভক্ষৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥ ১৫  
উপশয়ঃ মহাইশ্চ ভূষণৈঃপ্রদিবোপমম্।

স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুরমুদ্ভিমৎ ॥ ১৬  
ন দদর্শ দ্বিয়ং রাজা কৈকেয়ীং শয়নোত্তমৈ।

শুক ও ময়ূর পরিবৃত, ক্রৌঞ্চ ও হংসনিদানে  
মুখরিত, নানাবিধ বাদ্যে নিনাদিত, কুজা এবং বর্ষাকৃতি  
অন্যান্য দাসীগণ পরিবৃত, লতাবেষ্টিত ভবন ও চিত্রশালা  
এবং চম্পক ও অশোকপুষ্প (বৃক্ষ) সুশোভিত, গজদন্ত,  
বৌপা ও স্বর্ণমণ্ডিত বেদিকায়ুক্ত সংবৎসর পুষ্প ও

ফলপ্রদানকারী বৃক্ষসমূহসমাবৃত সরোবর সুশোভিত,  
গজদন্ত-বৌপা-স্বর্ণ নির্মিত উত্তম আসন সমাবৃত, নানাবিধ  
বাদ্য, পানীয় এবং বিবিধ ভোজ্যাদ্রব্যে পরিপূর্ণ, মহাবল্য  
অলঙ্কার সুশোভিত, স্বর্গতুল্য সমৃদ্ধ নিজ অন্তঃপুরে  
মহারাজ দশরথ প্রবেশ করে উত্তম শয্যোপরি স্বভার্য  
কৈকেয়ীকে শায়িতা দেখতে পেলেন না।

স কামশলসংযুক্তো রতার্থী মনুজাধিপঃ ॥ ১৭  
অপশ্যান্ দয়িতাং ভার্যাং পপ্রচ্ছ বিষসাদ চ।

অতীব কামপীড়িত সঙ্গমার্থী রাজা দশরথ কক্ষে প্রিয়া  
স্ত্রীকে না দেখতে পেয়ে বিষম হলেন এবং কৈকেয়ীর  
অদর্শনের কারণ সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

নহি তস্য পুরা দেবী তাং বেলামত্যবর্তত ॥ ১৮  
ন চ রাজা গৃহং শূনাং প্রবিবেশ কদাচন।

ততো গৃহগতো রাজা কৈকেয়ীং পর্ষচ্ছত ॥ ১৯  
যথাপুরমবিজায় স্বার্থলিঙ্গমপত্তিতাম্।

দেবী কৈকেয়ী পূর্বে কখনও রাজার গৃহে আগমনের  
সময় অন্যত্র চলে যাননি, রাজাও কখনও শূনা গৃহে প্রবেশ  
করেননি। তাই বিবেকহীনা স্বার্থলোলুপা কৈকেয়ীর  
অবস্থান জানতে না পেরে রাজা তাঁর খোঁজ করছিলেন।

প্রতিহারী ত্র্যধোবাচ সন্তুষ্টা তু কৃতাজলিঃ ॥ ২০  
দেব দেবী ভৃশং ক্রুদ্ধা ক্রোধাগারমভিভ্রুতা।

তখন সন্তুষ্টা প্রতিহারী করজোড়ে বলল—‘দেব!  
দেবী কৈকেয়ী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়ে দ্রুত কোপভবনের দিকে  
চলে গেলেন।’

প্রতিহারী বচঃ ক্রুদ্বা রাজা পরমদুর্মনাঃ ॥ ২১  
বিষসাদ পুনর্ভূয়ো লুলিতব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

প্রতিহারীর কথা শুনে উদ্ভিগ্ধচিত্ত রাজা পুনরায় বিষম  
হলেন, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি আরও চঞ্চল ও ব্যাকুল হয়ে  
পড়ল।

তত্র তাং পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাম্ ॥ ২২  
প্রতপ্ত ইব দুঃস্বেন সোহপশ্যজ্জগতীপতিঃ।

দশরথ কৈকেয়ীকে সেইরূপ অযথা ভূমিতে পতিত  
ও শায়িতা দেখে দুঃখে সন্তপ্ত হলেন।

সব্ধস্তরুণীং ভার্যাং প্রাণেভ্যোহপি পরীরসীম্ ॥ ২৩  
অপাপঃ পাপসংকল্পাঃ দদর্শ যরনীভলে।

লগ্নমিষাঃ বিনিম্বতাঃ সাত্ততাঃ দেবতামিষাঃ ১৪

লগ্নপাপ সেই বৃদ্ধ রাজা মনস্বল প্রাণাপেক্ষাও  
লগ্নতম্য অগত পাপশুদ্ধি উৎকর্ষী স্ত্রী কৈকেয়ীকে দেবলেন  
কর্তৃত্ব লভার মতো তথা স্বর্গচ্যুত দেবতার মতো ক্রমিকতলে  
পড়ে আছেন।

কিরীটমিষাঃ নিম্বতাঃ চ্যুতামকলসঃ যথা।

মায়ামিষাঃ পরিজ্ঞাতাঃ যদিবাঃ সংযতাম্ ১৫

করেণুমিষাঃ দিগ্ধেন বিদ্ধাঃ মণ্ডলানাঃ বদেন।

মহাপক্ষ ইবারশো যেষাং শব্দমদুঃখিতাম্ ১৬

পরিজ্ঞাতা চ পাণ্ডিত্যমভিসংজ্ঞচেতন।

কামী কমলশত্রুক্ষীমুনাচ বনিভামিদম্ ১৭

যখনো বাধানাক্ষণ্ড বিমুক্ত বাণবিন্দা হস্তনীকে  
দেবদেব সোমেন সংগ্রহে শুণ্ডদ্বারা গাত্র মার্জনা করে স্নেহ  
ভরন হইল, সেইবকমভাবে, মনে মনে সম্ভ্রান্ত কামুক রাজা  
দেবদেব প্রদানপ্রীতি করিলেন মতো, স্বর্গচ্যুত অঙ্গবীর মতো,  
লক্ষ্যপ্রীতি মায়ার মতো এবং অরণ্যে পাশবন্ধা হবিণীর  
মতো, অস্ত্রীক কাতরা পশুপলাশনয়না স্ত্রী কৈকেয়ীর গায়ে  
সম্ভ্রান্ত হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন -

ন তেহমভিজ্ঞানামি ক্রোধমাস্বনি সংশ্রিতম্।

দেবি কেন্নভিযুক্তাসি কেন বাসি বিনিমিতা ২৮

‘দেবি! আমি জানি না, তোমার অন্তরে ক্রোধ কেন  
প্রায় নিল? কার দ্বারা তুমি ভবসিতা হয়েছ? কার কাছেই  
বা অবমানিতা হয়েছ?

যদিদং মম দুঃখায় শেষে কল্যাণি পাংসু

ভূমৌ শেষে কিমর্থং হুং ময়ি কল্যাণচেতসি ২৯

ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনি।

‘অয়ি কল্যাণি! তুমি যে ধূলিশযায় শুয়ে আছ, এটা  
আমার কাছে খুবই দুঃখদায়ক, আমার হৃদয় (সরোবর)  
মল্লনকারিণী! আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি কল্যাণচিন্তা  
সর্বত্র ভূতে পাওয়া ব্যক্তির মতো তুমি কেন ভূমিতে শুয়ে  
আছ?

সখি মে কুশলা বৈদ্যাত্তিতুষ্টি সর্বশা ৩০

সুখিতাঃ হুং করিম্যন্তি ব্যাধিমাচক্ষু জামিনি।

‘অয়ি অতিমানিনি! আমার দ্বারা সর্বপ্রকারে সম্ভ্রান্ত-  
কৃত অনেক দক্ষ চিকিৎসক আছেন, যারা তোমায় সুস্থ করে  
হুলেন; তুমি কেবল বলো, তোমার কী বোগ হয়েছে।

কসা নাপি প্রিয়ং কেন বা নিপ্রিয়াং কৃতম্ ৩১

কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা সুমতনপ্রিয়ম্।

‘তুমি বলো, কার প্রিয় কার্য করতে হবে? কে-ই বা  
তোমার অগ্নয় কাজ করেছে? আর কে প্রিয় বস্তু  
লাভ করার যোগ্য? কে-ই বা অত্যন্ত কঠোর দণ্ড প্রাপ্তির  
যোগ্য?

মা নৌৎসীর্মা চ কার্শ্বাঃ দেবি সম্পরিশোনম্ ৩২

অবস্যাঃ যদাতাঃ কো বা সখাঃ কো বা বিনুচ্যতাম্।

মরিষাঃ কো অবদ্যতোঃ প্রবদ্যান্ শাপকিঞ্চনঃ ৩৩

‘দেবি! কেদো না, শরীরকে কৃশ কোরো না।  
থামাকে বলো, কোন্ অবশ্যাজনকে বদ করতে হবে, বা  
কোন্ প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড মকুফ করতে  
হবে? কোন্ দণ্ডকে ধনী বা কোন্ ধনীকে দরিদ্র করতে  
হবে?

অহং চ হি মদীয়াশ্চ সর্বে তব বশানুগাঃ।

ন তে কখিদিপ্রিয়াঃ বাহন্তমহনুংসহে ৩৪

আক্কনো জীবিতেনাপি ক্রুহি যন্ননসি হিতম্।

‘আমি এবং আমার সেবক লোকজন সকলেই  
তোমার আদেশের অধীন। তোমার কোনও ইচ্ছাকেই আমি  
বাধা দিতে উৎসাহিত নই; নিজের জীবন দিয়েও সব  
করব, শুধু বলো তোমার মনের কথা।

বলমাস্বনি জানন্তী ন মাং শক্তিভুমহসি ৩৫

করিম্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শশে।

আমার শক্তির কথা তো তুমি জানেই; তাই আমার  
দিক থেকে শক্তি হোয়ো না। আমার পুণ্য কর্মের শপথ  
নিম্নে বলছি, তোমার প্রিয় কাজ করবই।

যাবদাবর্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা ৩৬

দ্রাবিড়াঃ সিদ্ধুসৌবীরাঃ সৌরষ্ট্রো দক্ষিণাপথাঃ।

বঙ্গদেশমগধা মৎস্যাঃ সম্ভ্রাঃ কাশিকোসলাঃ ৩৭

তত্র জাতং বহু দ্রবাং ধনধান্যমজাবিকম্।

ততো বৃগীষ কৈকেয়ি যদ্ যৎ হুং মনসেচ্ছসি ৩৮

দ্রাবিড়দেশ, সিদ্ধু-সৌবীর দেশ, সৌরষ্ট্র,  
দক্ষিণাপথ, বঙ্গদেশ, অঙ্গদেশ, মগধ ও মৎস্যদেশ,  
কাশি, কোশল— এই সকল সমৃদ্ধ দেশ, যতদূর পর্যন্ত  
সৌবক্র আবর্তিত হচ্ছে ততদূর পর্যন্ত এই বসুন্ধরা আমার  
অধীন; সেই সকল স্থানে জাত ধন-ধান্য, ছাগ-মেঘ,

বহুদূর আমাবই অধীন। কৈকেয়ি ! তুমি মনে মনে যা যা  
ইচ্ছা করো, চেয়ে নাও।  
কিমান্বসেন তে ভীরা উত্তিরোত্তিষ্ঠ শোভনে।  
তত্ত্বং মে ক্রুহি কৈকেয়ি যতন্তে ভয়মাগতম্।  
তৎ তে বাশনয়িষ্যামি নীহানমিব রশ্মিবান্ ॥ ৩৯  
‘অয়ি শ্রীক, সুন্দরি, কৈকেয়ি ! এত কষ্ট কেন  
করছ ?’ এটা, ওটা ! তোমার ভয়ের উৎস কী, আমায়

বলো। সূর্য যেমন শিশিরকে ‘সংপনীত করে’ তদ্রূপ আমি  
তোমার ভয় দূর করে দেব।’  
ততোজ্ঞা সা সমাশ্রিতা বহুকালো তদপ্রিয়ম্।  
পরিপীড়য়িতুং কুর্যো কৰ্ত্তারমূপচক্রমে ॥ ৪০  
রাজার সেই কথায় ‘আশ্রিতা কৈকেয়ী পতিকে আরও  
অধিক পীড়িত করার উদ্দেশ্যে এই সঙ্কল্প অগ্রিয় করে  
বলতে শুরু করলেন—

ইত্যন্ত শ্রীমদ্বাণীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

মহার্ষি বাণীক নিবচিৎ আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

### একাদশ সর্গ (১১)

পরম্পর উজ্জি-প্রতীজি দ্বারা কৈকেয়ী কর্তৃক দশরথের নিকট পূর্বপ্রতিজ্ঞাত বরদুটির প্রার্থনা— প্রথম  
বরে শ্রীরামের চতুর্দশ বৎসর যাবৎ বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক

তং মন্থশশরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্।  
উবাচ পৃথিবীপালঃ কৈকেয়ী দারুণং বচঃ ॥ ১  
কন্দর্প বাণবিদ্ধ কামার্ত রাজা দশরথকে কৈকেয়ী  
নিদারুণ (ভয়ঙ্কর) কথা শোনালেন—  
নান্মি বিপ্রকৃতা দেব কেনচিদ্ভাবমানিতা।  
অভিপ্রায়ন্ত মে কশ্চিৎ তমিচ্ছামি ত্বয়া কৃতম্ ২  
‘দেব ! কেউ-ই আমাকে তিরস্কার করেনি ; কেউ-ই  
আমাকে অপমানও করেনি, আমার একটা কামনা আছে ;  
আপনাকে দিয়ে সেইটি পূরণ করাতে চাই।  
প্রতিজ্ঞাঃ প্রতিজ্ঞানীষ যদি ত্বং কর্তুমিচ্ছসি।  
অথ তে ব্যাহরিষ্যামি যথাভিপ্রার্থিতং ময়া ৩  
‘যদি আপনি আমার প্রার্থিত বিষয় পূরণ করতে ইচ্ছা  
করেন তাহলে প্রতিজ্ঞা করুন ; এবং তবেই আমি আমার  
প্রার্থিত বিষয় আপনাকে জানাব।’  
তামুবাচ মহারাজঃ কৈকেয়ীমীষদুঃস্ময়াঃ।  
কামী হস্তেন সংগৃহ্য মূৰ্ধজেমু ভুবি স্থিতাম্ ৪  
কামদহ মহারাজ দশরথ ভুলুপ্ঠিতা কৈকেয়ীর  
কেশগুচ্ছে নিজ হস্তে ধরে কৈকেয়ীকে স্বকোড়ে তুলে ধরে  
শ্মিতহাস্যে বললেন—

অবলিপ্তে ন জানাসি তত্ত্বং প্রিয়তরো মম।  
মনুজো মনুজব্যাভ্রাদ্ রামাদন্যো ন বিদ্যতে ৫  
‘অয়ি গর্বিতে ! জানো না কি, মরশার্দ্দল রাম  
অপেক্ষা অন্য কোনও মানুষই-ই তোমার চেয়ে প্রিয় আমার  
নেই !  
ভেনাজয়োন মুখোন রাঘবেণ মহ্যম্বনা।  
শপে তে জীবনার্হেণ ক্রুহি যন্ননসেন্জিতম্ ৬  
‘অজ্ঞেয় বীরাত্রগণা প্রাণপ্রিয় মহাশয়্য রামের নামে  
শপথ করছি—তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করো।  
যং মুহূর্তমপশ্যাংস্তু ন জীবে তমহং ক্রমম্।  
ভেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্ ৭  
‘কৈকেয়ি ! যাকে মুহূর্তকাল না দেবতে পেলে আমি  
নিশ্চিতরূপে জীবনধারণ করতে অসমর্থ, সেই রাক্ষস  
নামে শপথ করছি, তোমার কথা রক্ষা করবই।  
আম্বনা চাক্ষুজৈশ্চানৌর্ব্বেণ যং মনুজবর্তম্।  
ভেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্ ৮  
‘কৈকেয়ি ! যাকে নিজের এবং অন্য পুত্রের  
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে বরণ করে নিয়েছি, সেই  
রামের নামে শপথ করছি, তোমার কথা রক্ষা করব।



হৃদয়মশোভনমুশোভকরং

মে।

১০ সমীক্ষ কৈকেয়ি ক্রোধি যৎ সাধু মন্যসে ॥ ৯  
‘অয়ি কল্যাণি কৈকয়রাজনন্দিনি ! আমার হৃদয়ের

এই ভাব বিবেচনা করে, আমাকে এই ক্রোধ থেকে  
জ্ঞেয় করো, সম্যকভাবে বুঝে যা ভালো মনে করো  
তা হলো।

১১ বলময়ানি পশ্যন্তী ন বিশঙ্কিতুমহসি।  
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে। ১০

‘নিজের সামর্থ্যে আস্থা রেখে, আমার থেকে শঙ্কিত  
হয় না ; আমার শুভকর্মের শপথ নিয়ে বলছি, তোমার  
প্রিয় কার্য করব-ই।’

১২ স তদর্থমনা দেবী তমভিপ্রায়মাগতম্  
নির্মম্যাহ্যচ্চ হর্ষাচ্চ বভাষে দুর্বচঃ বচঃ ॥ ১১

পুত্র-স্বার্থসাধন চিন্তায় তদগতচিত্তা কৈকেয়ী স্বীয়  
জন্মিলাষ সিদ্ধি সমাগত বুঝে স্বীয় পুত্রের প্রতি পক্ষপাত-  
বশত আনন্দহেতু রাজার প্রতি দুর্বাক্য বলতে লাগলেন।

১৩ জেন বাকোন সংহটা তমভিপ্রায়মাগতম্।

বাজহার মহাধোরমভাগতমিবান্তকম্ ॥ ১২

রাজা দশরথের সেই শপথ বাক্যে উল্লসিতা কৈকেয়ী  
সমাগত মহাভয়ঙ্কর যম-সদৃশ স্বীয় মনোভিপ্রায় ব্যক্ত  
করলেন।

১৪ যথা ক্রমেশ শপসে বরং মম দদাসি চ।

তদ্বৎস্ত্রয়স্ত্রিংশদু দেবাঃ সেন্দ্রপুরুগমাঃ ॥ ১৩

‘রাজন্ ! যেভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আপনি আমাকে  
করান করলেন, তা ইন্দ্র-প্রমুখ তেত্রিশ কোটি (মুখ্য)  
দেবতা শ্রবণ করুন।

১৫ চন্দ্রদিতৌ নভশ্চৈব গ্রহা রাত্নাহনী দিশঃ।

জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্বাঃ সরাস্বত্যাঃ ॥ ১৪

নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।

যনি চান্যানি ভূতানি জানীযুর্ভাষিতং তব ॥ ১৫

‘চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, গ্রহগণ, রাত্রি এবং দিন, দিক  
সমূহ (পূর্বাদি দশ দিক), গতিশীল সকলে, গন্ধর্ব এবং  
রাক্ষসগণসহ এই পৃথিবী, নিশাচর প্রাণী সকলে এবং  
পৃথিবীতে অধিবাসী গৃহদেবতাগণ, এতদ্ব্যতীত অপর যে  
সকল প্রাণী আছে—সকলেই আপনার প্রতিজ্ঞার কথা জেনে  
হয়ুন।

১৬ সত্যাক্ষো মহাতেজা ধর্মজঃ সত্যবাক্তুচিঃ।

যাঃ মম দদাতোষ সর্বং শৃণবন্তু দৈবতাঃ ॥ ১৬

‘দেবগণ সকলে শুনুন—সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাতেজস্বী,  
ধর্মবিশিষ্ট, সত্যবাদী, পবিত্র মহারাজ দশরথ আমায় বর  
দিয়েছেন।’

ইতি দেবী মহেষ্वासং পরিগৃহ্যাভিশসা চ।

ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্ ॥ ১৭

কৈকেয়ী এইভাবে মহাধনুর্ধর অথচ কামমুগ্ধ বরদাতা  
রাজাকে প্রশংসা দ্বারা বশীভূত করে, তারপর এই কথা  
বললেন

১৮ স্মর রাজন্ পুরা বৃন্তং তস্মিন্ দেবাসুরে রণে

তত্র দ্বাং চ্যাবয়চ্ছক্রস্তব জীবিতমন্তরা ॥ ১৮

‘রাজন্ ! পূর্বের ঘটনা মনে করুন ; সেই দেবাসুর  
যুদ্ধে অসুরেরা আপনাকে প্রাণে না মেঝে ভয়ঙ্করভাবে  
আপনাকে আহত করেছিল

১৯ তত্র চাপি ময়া দেব যৎ দ্বং সমভিরক্ষিতঃ।

জাগ্রত্যা যতমানায়ান্ততো মে প্রদদৌ বরৌ ॥ ১৯

‘স্বামিন্ ! সেখানে আমি যে রাত জেগে সযত্নে সেবা  
করে আপনাকে রক্ষা করেছিলাম, সেইজন্য সেবারতা  
আমাকে আপনি দুটি বর দিয়েছিলেন।

২০ তৌ দন্তৌ চ বরৌ দেব নিক্ষেপৌ মৃগয়ামাহম্।

তবৈব পৃথিবীপাল সকাশে রঘুনন্দন ॥ ২০

‘প্রভু, রাজন্ রঘুনন্দন ! আপনার কাছে রক্ষিত  
আপনারই দেওয়া সেই বর দুটি এখন আমি চাইছি।

২১ তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্মেণ ন চেদ্ দাসামি মে বরম্।

অদ্যৈব হি প্রহাস্যামি জীবিতং ত্বমিমানিতা ॥ ২১

‘ধর্মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সেই বর যদি আমায় না  
দেন, তা হলে আপনার দ্বারা অপমানিতা হয়ে আজই আমি  
প্রাণ ত্যাগ করব।’

২২ বাজ্ঞাশ্ৰেণ তদা রাজা কৈকেয়া স্ববশে কৃতঃ।

প্রচন্দ্রদ বিনাশায় পাশং মৃগ ইবান্বনঃ ॥ ২২

মধুর ধ্বনি শুনে আত্মবিস্মৃত হরিণ যেমন পাশবদ্ধ  
হয়ে নিজের বিনাশের কারণ হয়, সেইরকমভাবে, রাজা  
দশরথ সেই সময় কৈকেয়ীর কথাতেই তাঁর বশীভূত হয়ে  
গেলেন।

২৩ ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্।

বরৌ দেবৌ দ্বাং দেব তদা দন্তৌ মহীপতে ॥ ২৩

তৌ ভারদহমদ্যৈব বক্ষ্যামি শৃণু মে বচঃ।

অভিষেকসমারম্ভো রাঘবস্যোপকল্পিতঃ ॥ ২৪

অনৈনৈবাভিষেকেশ ভরতো মেহভিষিচতাম্।

তখন কৈকেয়ী কামমোহিত বনপ্রদাতা রাজাকে বললেন— ‘মহারাজ, তে প্রভো ! সেই সময় আপনার প্রদত্ত বনদুটি আমি আজই (এখনই) চাইছি, আমার কণা শুনুন, বনুন্দন রামচন্দ্রের জন্য অভিষেকের যে উপকরণ সকল সংগৃহীত হয়েছে, সেই সকল অভিষেক সজ্জা দ্বারা আমার ভবতকে অভিষেক করা হোক।

যে দ্বিতীয়ে নরো দেব দত্তঃ প্রীতেন মে দ্বয়া ॥ ২৫  
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে তস্য কাশোদয়মাগতঃ।

‘প্রভো ! সেই দেবাসুর সংগ্রামে আপনি আমার প্রতি প্রীত হয়ে, যে দ্বিতীয় একটি দিতে চেয়েছিলেন, সেটি নেবার সময় এখন হয়েছে।

নব পঞ্চ চ বর্গাণি দণ্ডকারণ্যমিত্যঃ ॥ ২৬  
চীরাঙ্গিনঃসরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ।

ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকষ্টকম্ ॥ ২৭  
‘যৌব স্বভাব রাম বঙ্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করে তপস্বি

বেশে চৌদ্দ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করুক, (আর) ভরত আজ নিম্নলিখিত যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হোক।

এই যে পরমঃ কামো দত্তমেন বরং কৃণে।

অদ্য চৈব হি পদশ্যামঃ প্রয়াগং রাঘবং বনে ॥ ২৮

‘রঘুনাশন রাম আজই বনে গেছে, আমি দেখতে চাই—এই আমার একান্ত ইচ্ছা ; আমাকে প্রদত্ত এই বরটি আমি প্রার্থনা করছি।

স রাজ্যরাজো ভব সত্যসঙ্গঃ

কুলং চ শীলং চ হি জন্ম রক্ষ চ।

পরত্র নাসে হি মদন্ত্যনুত্তমং

তপোধন্যঃ সত্যবচো হিতঃ নৃশাম্ ॥ ২৯

‘রাজাধিরাজ, আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হোন ; আপনার বংশের, স্রভাবের এবং জন্মের মর্যাদা ও সার্থকতা রক্ষা করুন। মনস্বী তপস্বিগণ বলেন, সত্যবাদিতাই পরলোকে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহর্ষি বাম্বীকী বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

## দ্বাদশ সর্গ (১২)

কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা শুনে রাজা দশরথের দুশ্চিন্তা ও বিলাপ

ততঃ শ্রদ্ধা মহারাজঃ কৈকেয়্যা দারুণং বচঃ।

চিরামভিসমাপেদে মুহূর্তং প্রততাপ চ ॥ ১

তখন মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর সেই নিদারুণ কথা শুনে দুশ্চিন্তামিত হয়ে মুহূর্তের জন্য শোকসন্তপ্ত হলেন।

কিং নু মেহয়ং দিব্যপ্রসিদ্ধমোহোহপি বা মম।

অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাণ্যুপদ্রবঃ ॥ ২

রাজা চিন্তা করলেন—‘এটা কি আমার দিব্যপ্রসিদ্ধ, অথবা আমার চিত্ত বিক্রম ? কোনও ভূতাদির আবেশের অনুভূতি, অথবা মনের বিকার ?’

ইতি সঞ্চিন্ত্য তদ্ রাজা নাথগচ্ছৎ তদাসুখম্  
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাঃ কৈকেয়ীবাক্যতাপিতঃ ॥ ৩

এই কথা চিন্তা করে রাজা ক্ষণিক স্থিতি পেলেও, কৈকেয়ীর বাক্যে পীড়িত হয়ে সুখ পেলেন না।

বাধিতো বিক্রবশ্চৈব বাম্বীঃ দুষ্টা যথা মৃগঃ।

অসংবৃত্তায়ামাসীনো জগত্যাং দীর্ঘমুচ্ছবসন্ ॥ ৪

মণ্ডলে পদগো রুদ্ধো মন্ত্রৈরিব মহাবিধঃ।

বাম্বীকে দেখে হরিণ যেমন ভীত ও ব্যাকুল হয়, (অথবা) মহাবিধের সর্প মন্ত্রপূত বেটনিমধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যেমন ক্রোধে ও ভয়ে শ্বাস ফেলতে থাকে, তদ্রূপ, রাজা দশরথ অনাবৃত ভূমি’পরে অবস্থান করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

অথো যিগিতি সামর্দ্যো বাচমুত্তম নরাধিপঃ ॥ ৫

মোহমাপেদিবান্ ভূয়ঃ শোকোপহতচেতন।

রাজা দশরথ সক্রোধে ‘হায় বিক্’ এই কথা বলে, আবার শোকে চেতনা হারিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

চিরেণ তু নৃপঃ সংজ্ঞাঃ প্রতিলভ্য সুদুঃখিতঃ ॥ ৬

হৃদয়বীজ কুলো নির্ভয়বিত্ত তেজসা।

চরিত্রপথে রাজা পুনরায় চেতনা লাভ করে অত্যন্ত  
শ্রুত ও কৃত হনেন এবং স্বীয় জ্যোতিষিত কৈকেয়ীকে  
কেন্দ্র করে বলতে লাগলেন—

কৃষ্ণে দুষ্টচারিত্রে কুলসাম্য্য বিনাশিনি॥ ৭

কি কৃতঃ তব রামেশ পাশে পাশঃ ময়াপি বা।

‘এই রাঘববংশের ধ্বংসকারিণী, অগ্নি নিষ্ঠুরে,  
কোনকি পাপিণী ! বাম অথবা আমি তোমার কী ক্ষতি  
করেছি?’

স্ব তে জননীতুলাং বৃত্তিঃ বহতি রাঘবঃ॥ ৮

তুসং কমনর্থায় কিমিনিভমিহোদাতা।

‘বহুদন্দন রাম হো তোমাকে মায়ের মতো মনে করে  
তোমার প্রতি পূত্রবৎ আচরণ করে ; অতএব কেন তুমি  
কেন তার এমন ক্ষতি করার জন্য উদাত হয়েছ ?

ক ময়াইহুবিনাশায় ভবনঃ স্বঃ নিবেশিতা॥ ৯

কবিজ্ঞানানু নৃশূতা বালা তীক্ণবিধা বধা।

‘তুমি আত্মবিনাশের জন্যই যেন না বুকে তীক্ষ্ণ  
বিষের সর্পতুলা, রাজকন্যা, তোমাকে আমার গৃহে নিয়ে  
এসেছি।

কীদলোকো যদা সর্বো রামস্যাহ গুণস্তবম্॥ ১০

তদাঃ কমুখিয়া তাক্ষামীষ্টমহঃ সুতম্।

‘কীদলোকের সকলে যখন রামের গুণগান করে,  
তখন আমি কোন্ অপরাধকে উপলক্ষ করে সেই প্রিয়  
পুত্রকে জাগ করব ?

কৌশল্যাঃ চ সুমিত্রাঃ চ ত্যজ্যেয়মশি বাপ্রিয়ম্॥ ১১

কিবিঃ চাক্ষনো রামঃ ন হ্বেব পিতৃবৎসলম্।

‘অমি কৌশল্যাকে, সুমিত্রাকে এমনকি রাজলক্ষ্মীকে  
ব নিজেব জীবনকেও ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু পিতৃভক্ত  
বন্ধব কখন হই না।

পশ্য ভবতি মে প্রীতির্নৃপী তনয়মগ্রজম্॥ ১২

কশাত্ত্ব মে রামঃ নষ্টঃ ভবতি চেতনম্।

‘জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়,  
কি রকমে দেখতে না পেলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।  
যিহোকো বিনা সূর্যঃ সস্যাঃ বা সজিলাঃ বিনা॥ ১৩

ন ই জমঃ বিনা দেহে তিষ্ঠেতু মম জীবিতম্।

‘সূর্য বিনা জগৎসংসার চলতে পারে, জল বিনা  
গাছ উঠতে পারে, কিন্তু রাম ব্যতীত আমার দেহে প্রাণ  
কিভাবে থাকবে না।

তসং তাজাতামেব নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে॥ ১৪

অপি তে চরণৌ মৃগা স্পৃশ্যামেব প্রসীদ মে।

কিমর্থঃ চিহ্নিতঃ পাশে ক্রমা পরমদারুণম্॥ ১৫

‘অতএব অগ্নি পাপবৃদ্ধি ! এই নিশ্চিত সিঁদুর জাল  
করো ; এই আমি মন্তুক দ্বারা তোমার চরণদ্বয় স্পর্শ করছি।  
আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অগ্নি পাপিতমী ! কেন তুমি এই  
নিদারুণ পাপচিহ্ন করছ ?

অথ জিহ্বাসে মাং স্বঃ ভরতস্য প্রিয়প্রিয়ে।

অন্ত যন্তব্রূয়া পূর্বঃ ব্যাকৃতঃ রাঘবঃ প্রতি॥ ১৬

‘তুমি ভরতের প্রতি আমার প্রীতি-অপ্রীতি বিষয়ে  
জানতে চেয়েছ ; তার উত্তরে বলছি তোমার প্রার্থিত  
বরদ্বয়ের পূর্ব-বর বহুদন্দন ভরতের প্রতি পূর্ব হবে।

ন মে জ্যেষ্ঠনুতঃ প্রীমান্ ধর্মজ্যেষ্ঠ ইতীল মে।

তং ক্রমা প্রিয়বান্দিয়া সেবার্থঃ কপিভঃ ভবেন্॥ ১৭

‘‘বার্ষিকশ্রেষ্ঠ প্রীমান রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র’’, এই  
যে মনোনীতকর কথা তুমি বলতে, সে কি কেবল আমার  
মনস্তুষ্টির জন্য ?

তচ্ছ্রুয়া শোকসমুদ্রা সঙ্গাপরসি মাং কৃশম্।

আবিষ্টাসি গৃহে শূন্যে না স্বঃ পরবশঃ দত্তা॥ ১৮

‘শ্রীরামের অভিসেক সংবাদ শুনে শোকসমুদ্র হয়ে  
তুমি আমাকেও অত্যন্ত সঙ্গাপিত করেছ ; বনে থা শূন্য  
গৃহে একাকী থেকে তুমি হৃতাশ্রিত হয়েছ।

ইক্ষাকুলাং কুলে দেবি সম্রাণ্ডঃ সুবহানয়ম্।

অনয়ো নয়সম্পদে বজ্র তে বিকৃত্য মতিঃ॥ ১৯

‘নায়পরাধন ইক্ষাকুবংশে মহান অন্যায় প্রবেশ  
করল। দেবি ! তাই তোমার নীতিহীন বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে।  
নহি কিঞ্চিদবুজঃ বা বিপ্রিয়ঃ বা পুরা মম।

অকরোদ্যঃ বিশালাকি তেন ন প্রদ্যামি তে॥ ২০

‘তুমি অস্বতলোভনে ! পূর্বে তুমি কোনও অন্যায়  
কাজ বা আমার অপ্রিয় কোনও কাজ হো করেনি ;  
সেইজন্য আজ তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না।

ননু তে রাঘবদ্রষ্টো ভরতেন মহাশয়।

বহশো হি স্বঃ বালে স্বঃ কথাঃ কথয়সে মম॥ ২১

‘অগ্নি বলিকে ! বহুদন্দন রাম তোমার মহাশয়  
ভরতের তুলা, এই কথা তুমি অনেকবার আমার কাছে  
বলেছ।

তস্য বর্মারনো দেবি বনে বাসঃ বশ্যমিঃ।

কথং ব্রোচসে তীক্ণ মম বর্ষাদি পঞ্চ চ॥ ২২



‘ভীকৃৎসবযুক্তা দেবি ! সেই যশস্বী ধর্মাচার্য চৌদ  
বছর বনবাস তোমার আতিথ্যে কেন ?

অতঃসুকুমারস্য তস্য ধর্মো কৃতান্তনঃ।

কথং রোচয়সে বাসমরণো ভূশদাক্ষণে॥ ২৩

‘ধর্মাচরণে নিবৃত্ত, অতঃ কৌমল্য শরীর, তাব  
ভয়ঙ্কর অবশ্যে বাস তোমার মনোমতো হয় কী করে ?

রোচয়স্যতিরামস্য রামস্য শুভলোচনে।

তব শুভ্রম্মাশস্য কিমর্থং বিপ্রবাসনম্॥ ২৪

অগ্নি কল্যাণ-নয়নে ! তোমায় শুভ্রম্মাশ্রয়ণ প্রিয়  
রামচন্দ্রের নিবাসন তুমি কীকরণে কামনা করছ ?

রামো হি ভরতাদ্ ভূয়ন্তব শুভ্রম্মতে সদা।

বিশেষং ত্বয়ি তস্মাৎ তু ভরতস্য ন লক্ষয়ে॥ ২৫

‘বামে কিন্তু সর্বদা ভরতের চেয়ে বেশি তোমার সেবা  
করে, সেইজন্যে কিন্তু তোমার প্রতি সেবায় ভবতে বিশেষ  
কিছু দেখি না।

শুভ্রম্মাঃ গৌরবঃ চৈব প্রমাণং বচনক্রিয়াম্

কন্তু ভূয়ন্তবঃ কুর্যাদন্যত্র পুরুষর্ষভাৎ॥ ২৬

‘পুরুষোত্তম রামচন্দ্র তির আর কে শুকজনদের প্রতি  
সেবা, গৌরবরক্ষা ও আদেশ পালন দ্বারা কথার মান্যতা  
রক্ষা ক্রতত্বের সঙ্গে পালন করে থাকে ?

বহুনাং ক্রীসহস্রাণাং বহুনাং চোপজীবিনাম্।

শরিবাদোহপবাদো বা রাঘবে নোপপদাত্তে। ২৭

‘আমার এই রাজত্ববনে অবস্থিত বহুসহস্র দাসীর  
এবং বহু ভৃত্যের কেউই রঘুনন্দন রামের সম্বন্ধে  
কলঙ্ককথন বা নিন্দাবাদ করে না।

সাক্ষ্যং সর্বভূতানি রামঃ শুভেন চেতসা।

গুহ্যতি মনুজবান্ধঃ প্রিয়ৈর্বিষয়বাসিনঃ॥ ২৮

‘নরশার্দ্দল রাম শুভচিন্তে সকল প্রাণীকে সাক্ষ্যনা দান  
দ্বারা এবং প্রিয় কর্ম দ্বারা রাজ্যবাসী সকলকে বশীভূত করে  
রেখেছে।

সত্যেন লোকাজ্জয়তি বিজান্ দানেন রাঘবঃ।

গুরুশ্রুত্বম্বা বীরো ধনুশ্চা যুধি শাস্ত্রবান্॥ ২৯

‘রঘুনন্দন রাম সন্তোষের দ্বারা প্রজাদের, দানের  
দ্বারা বিপ্রগণের এবং সেবা দ্বারা গুরুজনদের মন জয়  
করে থাকে ; সেই বীর কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ধনু দ্বারা শত্রুদের  
জয় করে থাকে।

সত্যং দানং তপস্যাগো মিত্রতা শৌচমার্জবম্।

বিদ্যা চ গুরুশ্রুত্বা ধ্রুববাপোতানি রাঘবে॥ ৩০

‘সত্য, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মিত্রতা, পবিত্রতা,  
সরলতা, জ্ঞান এবং শুকজন সেবা—এই সন্তোষজনক  
বহুদান রামের মধ্যে নিশ্চিতরূপে বর্তমান।

তন্মিত্যাজ্ঞাসম্পন্নো দেবি দেবোপমে কথম্।

পাপমাশংসসে রামে মহর্ষিসমভেজসি॥ ৩১

‘সাদাস্যসম্পন্ন, মর্টার্ধসম ভেজসী, দেবতুল্য সেই  
রামের প্রতি আমি দোষ ! কেন পাপাচরণ করতে চাইছ ?

ন শ্রম্যাম্যপ্রিয়ং বাক্যং লোকস্য প্রিয়বাদিনঃ।

স কথং ভূৎকৃতে রামং বক্ষ্যামি প্রিয়মপ্রিয়ম্॥ ৩২

‘জনগণের প্রতি প্রিয়ভাষী রামের কথিত অপ্রিয় কথা  
আমার শ্রবণে আসছে না ; সেই আমি, তোমার জন্য প্রিয়  
রামকে কী করে অপ্রিয় কথা বলব ?

ক্ষমা হন্মিত্তপজ্ঞায়াঃ সত্যং ধর্মঃ কৃতজ্ঞতা

অপাহিংসা চ ভূতানাং তমুতে কা গতির্মম। ৩৩

‘যাঁর মধ্যে ক্ষমাশুণ, তপস্যা, ত্যাগশীলতা, সত্য,  
ধর্ম, কৃতজ্ঞতা এবং আরও সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসা  
বর্তমান, সেই রাম বিনা আমার কী গতি হবে ?

মম বৃদ্ধস্য কৈকেয়ি গতান্তস্য তপস্বিনঃ।

দীনং লালপামানস্য কারুণ্যং কর্তুমর্হসি॥ ৩৪

‘কৈকেয়ি ! বৃদ্ধ, মৃত্যুপথযাত্রী, (শ্রীরামের চিত্তর)

আর্ত ও কাতরবিলাপরত আমার প্রতি করুণা করো !

পৃথিব্যাং সাগরান্ধায়াং যৎ কিঞ্চিদবিগম্যতে।

তৎ সর্বং তব দাস্যামি মা চ ত্বং মনু্যমাবিশ॥ ৩৫

‘আসমুদ্র ধরলীতে যা কিছু আমার অধিকারে আছে,  
সেই সবই তোমাকে দেব, তুমি ক্রোধাবিষ্ট হোয়ো না।

অজ্ঞলিং কুর্মি কৈকেয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশ্যামি তে।

শরণং ভব রামস্য মাধর্মো মামিহ স্পৃশেৎ॥ ৩৬

‘অগ্নি, কেকয়রাজনন্দিনি ! করজোড়ে তোমার পা  
ধরে বসছি, তুমি রামকে রক্ষা করো ; আমার যেন একবারে  
পাপ স্পর্শ না করে।’

ইতি দুঃখাভিসম্প্রপ্তং বিলপন্তমচেতনম্।

ঘূর্ণমানং মহারাজং শোকেন সমভিপ্লুতম্॥ ৩৭

পারং শোকার্ণবস্যাশ্রু প্রার্থয়ন্তং পুনঃ পুনঃ।

প্রত্নবাচাথ কৈকেয়ী রৌদ্রা রৌদ্রতরং বচঃ॥ ৩৮

এইভাবে বিলাপরত শোকসম্প্রপ্ত রাজার মাথা ঘুরতে  
লাগল, অচেতন হয়ে শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে  
শোকসাগর শীঘ্র পার হওয়ার জন্য বারবার প্রার্থনারত  
মহারাজ দশরথকে ভয়ঙ্করী কৈকেয়ী প্রত্নবাতের নিষ্ঠুর

Scanned with CamScanner

শোকময় সেই কথা শুনে দুঃখ পেলেন, সুখা ভেলেন ॥

স দেবী বাবসায়ঃ চ যোগঃ চ শপথঃ কৃতম্ ॥

যাক্ষা রামেতি নিঃশ্বাসা ছিন্নমূলকঃপাণতঃ ॥ ৫৪

রাজা দশবন দেবী কৈকেয়ীকে বললেন—‘কে তোমাকে এই অনিষ্টকর বিষয়কে ইষ্টজনক বলে উপদেশ দিয়েছে ?

নষ্টচিত্তো যথোন্মত্তো নিপরীতো যথাভূতঃ ॥

হততেজা যথা সর্পো বভূব জগতীশত্বিতঃ ॥ ৫৫

মহাশয় দশবন উদ্ভাঘের মতো ও বিকাবগ্রস্ত বোগীর মতো এবং ভেজোহীন সর্পের মতো হয়ে অচেতন হয়ে গেলেন ॥

দীনম্যাহুতুরয়া বাচা ইতি হোবাচ কৈকেয়ীম্ ॥

অনর্নমিমমর্থাভঃ কেন ত্বমুপদেশিতা ॥ ৫৬

রাজা ভীত ও কাতরকণ্ঠে কৈকেয়ীকে বললেন—‘কে তোমাকে এই অনিষ্টকর বিষয়কে ইষ্টজনক বলে উপদেশ দিয়েছে ?

ভূতাপহতচিত্তেব ব্রুবন্তী মাং ন লজ্জসে ॥

শীলবাসনমন্তঃ তে নাভিজানামাহং পুরা ॥ ৫৭

‘আমার সঙ্গে ভূতে পাওয়া ব্যক্তির মতো কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ! তোমার এই পাপপূর্ণ স্বভাব সম্বন্ধে আমি পূর্বে জানতে পারিনি !

বাল্যাস্তং হৃদিনীং তে লক্ষ্যে বিপরীতবৎ ॥

কুতো বা তে ভয়ঃ জাতঃ স্না ত্বমেবংনিঃ বরম্ ॥ ৫৮

রাষ্ট্রে ভরতমাসীনঃ বৃথীথে রামবৎ বনে ॥

বিরম্যতেন ভাবেন ত্বমেতেনানৃতেন চ ॥ ৫৯

যদি ভর্তৃঃ প্রিয়ঃ কার্যঃ লোকস্য ভরতস্য চ ॥

নৃশংসে শাপসংকল্পে ক্ষুদ্রে দুষ্টতকারিণি ॥ ৬০

‘তোমার মধ্যে সেই বাল্যভাব অপেক্ষা এখন বিপরীত ভাব লক্ষ্য করছি ! তোমার কীসের ভয় যে, ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক এবং রামের বনবাস প্রার্থনা করছ ? অগ্নি সঙ্কীর্ণচেতা, নৃশংস, দুষ্টতি, পাপীয়সী ! যদি তুমি তোমার স্বামীর, প্রজাসাধারণের এবং ভরতের হিত কামনা করো, তবে এই মিথ্যাতাব থেকে বিরত হও ॥

কিং নু দুঃখমলীকং বা ময়ি রামে চ পশ্যসি ॥

ন কথংচিদৃতে রামাদ্ ভরতো রাজামানসেৎ ॥ ৬১

‘কেন তুমি আমার মধ্যে এবং রামের মধ্যে মিথ্যা দুঃখের কারণ দেখছ ? জেনে রাখো, রাম বাতীত ভরত

কখনওই রাজসিংহাসনে বসবে না ॥

রামাদপি তি তং মমো ধর্মভ্যো বলবৎকম্ ॥

কলং লক্ষ্যামি রামস্য বনং পশ্যেত্ ৷ ৬২

মুখবর্ণং দিবর্ণং চ যাপেবেদুদুগ্ধম্ ॥

(পূর্বপ্রোকার্ণে রামের প্রতি ভরতের প্রীতির ইচ্ছা করে রাজা এই প্রোকে ভরতের পার্শ্বকর্তার ফিরে বলাছেন) — ‘ধর্মভাবে ভরতকে রামের চেয়েও বড় বন করি।’ ‘ভারতর বললেন—‘বনে যাও’ (রামকে) এই নির্দেশ দিয়ে, রাষ্ট্রপ্রস্তু ভক্তের মতো রামের শিবর্ণ বুল আনি কী করে দেখব ?

তাং তু মে সুকৃতাং বুদ্ধিঃ সুজ্ঞাঃ সত নিশ্চিতাম্ ॥ ৬৩

কলং লক্ষ্যামাগবন্তাং পরিরিষ ততাং চমম্ ॥

‘বন্ধুদের সঙ্গে মিলিতভাবে শুভবুদ্ধি দ্বারা চাখিত হয়ে এই শুভকর্ম নিশ্চিত করা হয়েছে ; পরিশ্রম কর্তৃক নিহত ও লুপ্তিত স্বপক্ষীয় সেনার মতো তার (রাজ্যাভিষেকের জন্য সংগৃহীত বিষয়গুলির এবং মিত্রদের) দিকে কী করে ফিরে দেখব ?

কিং মাং বক্ষ্যন্তি রাজানো নানাদিগ্ভ্যাঃ সমাগত্যাঃ ॥ ৬৪

বালো বতায়মৈক্ষাকচ্চিরং রাজামকারয়ৎ ॥

‘বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত রাজারা আমাকে কী বলবেন ? তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় এই রাজা বাককস্বভাব (মূঢ়), তিনি কী করে এই দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করলেন !

যদা হি বহুবো বৃদ্ধা শুধনস্তো বহুপ্রভাঃ ॥ ৬৫

পরিপ্রক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থঃ বক্ষ্যামীহ কথং তদা ॥

কৈকেয়া ক্রিশ্যামানেন পুত্রঃ প্রব্রাজিতো মগ্নাঃ ৥ ৬৬

‘যখন গুণবান বিদগ্ধ বৃদ্ধজনেরা আমাকে কাকুৎস্থ-কুলভূষণ রাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন আমি কী করে বলব, “কৈকেয়ী কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে, আমি পুত্র রামকে নির্বাসিত করেছি !”

যদি সত্যং ব্রবীমোতং তদসত্যং ভবিস্যতি ॥

কিং মাং বক্ষ্যতি কৌশল্যা রাঘবে বনমাহ্বিতে ॥ ৬৭

কিং চৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি ক্কা বিপ্রিরমীদৃশম্ ॥

‘যদি এই সত্য বলি ততলে শ্রীরামের যৌবরাজ্যাভিষেকরূপ সত্য প্রতিজ্ঞা অসত্য হয়ে যাবে ! রঘুনন্দন রাম বনবাসে গেলে, কৌশল্যা আমাকে কী বলবে ? কৌশল্যার প্রতি এই রকম অপ্রিয় ব্যবহার করে তাঁকেই বা কী প্রত্যুত্তর দেব ?



কো ফল চ কৌশল্য দাসীৰ চ সখীৰ চ ॥ ৬৮  
তপিনীৰাচ মাতৃবলোপতিষ্ঠি।

মহা প্রিয়কমা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়বদা ॥ ৬৯  
মহা সংকল্প দেবী সংকারার্থ কৃতে তব।

‘সবল আমার হিতাকাঙ্ক্ষণী, আমার প্রিয় পুত্রের  
প্রিয়কারিণী কৌশল্য যখন যখন প্রয়োজন, তখন  
সবল সখীৰ মতো, সখীৰ মতো, স্ত্রীর মতো, তপিনীর  
মতো এবং মাতার মতো আমার কাছে উপাইত  
করেন। সমাদরযোগ্য সেই দেবীকে, তোমার জনাই  
এই মঙ্গল করতে পারিনি।

সখীঃ তত্তপতি মাং যত্না সুকৃতং যয়ি ॥ ৭০  
তত্তপনোপেতঃ তুস্তমমমিত্যত্ম

‘তোমার প্রতি আমি যে ভালো ব্যবহার করেছি, তা  
এখন, এইতরকর বাঞ্ছন সহযোগে ভক্ষিত অম্লের মতো  
তবকে কষ্ট দিচ্ছে।

তত্তপনঃ চ রামস্য সম্প্রদায়ং বননা চ ॥ ৭১  
সুহিত শ্রেষ্ঠ বৈ জীতা কথং মে বিশৃংখলিতি।

‘সুখমের বাজ্যভিষেক নিবারণরূপ অপকার,  
এবং বনগমন দেখে ত্যজীতা সুমিত্রাও আমাকে কী করে  
বিস্ময় করবে!

কৃপাং বত বৈদেহী শ্রোধাতি দয়মপ্রিয়ম্ ॥ ৭২  
মাং চ পঞ্চভূমাপন্নং রামং চ বনমাপ্রিতম্।

‘বৈদেহী সীতা শুনবে দুটি দুঃসংবাদ — আমার  
পঞ্চ-প্রাপ্তি (মৃত্যু) এবং শ্রীরামের বনবাস।

বৈদেহী বত মে প্রাশাশ্রোচছতী কপরিষাতি ॥ ৭৩  
হীনা হিমবতঃ পার্শ্বে কিম্বরেণেব কিম্বরী।

‘হিমালয়ের পার্শ্বে কিম্বরবিশীনা কিম্বরীর মতো  
শেকরতরা সীতা আমার প্রাণের বিনাশ ঘটাবে (পতিহীনা  
পুত্রবৎ সীতার অসহনীয় শোক দেখে আমার মৃত্যু ঘটবে  
নিশ্চিত)।

নহি রামমহং দৃষ্টা প্রবসন্তঃ মহাবনে ॥ ৭৪  
চিরং জীবিতুমাশংসে রুদন্তীঃ চাপি মৈথিলীম্।

‘যা নুনঃ বিধবা রাজ্যং সম্পূত্রা কারয়িষ্যসি ॥ ৭৫

‘রামকে গভীর অরণ্যে বাস করতে এবং মিথিলা-  
রাজ্যদিনী সীতাকে রুদন করতে দেখে আমি বেশিদিন  
জীতে চাই না। তখন, আমার মৃত্যুর পর তুমি বিধবা হয়ে  
নিশ্চয়ই পুত্রের সঙ্গে রাজ্যশাসন করবে।

সখীঃ স্বামহমতঃ ব্যবসামাসতীঃ সতীম্।

কপিনীঃ বিষসংযুক্তাঃ শীত্বেন মসিরাঃ নয়ঃ ॥ ৭৬

‘তোমাকে আমি অতিশয় সতীসাহসী মনে  
করেছিলাম, কিন্তু বিষ মিশ্রিত মনোরম রঙিন মদ্যপান করে  
মানুষ যেমন নিজের তুল বুঝতে পারে না, সেইরকম  
আমিও অসতী তোমাকে সতী মনে করে শোকসাগরে  
দীক্ষিত হলাম।

অনন্তৈবত মাং সাশ্রুঃ সাশ্রুয়ন্তী ন্য জাগসে।  
গীতশাশ্বতং সংলভ্য লুক্কো মৃগমিবাসখীঃ ॥ ৭৭

‘ব্যাপ যেমন মনুর সঙ্গীতের দ্বারা মৃগকে আকৃষ্ট  
করে তাকে হত্যা করে, সেইরকম, তুমিও আমাকে মিথ্যা  
সাক্ষ্যনা বাক্য বলেছ।

অনার্য ইতি মামার্যঃ পুত্রবিজ্ঞায়কঃ ক্রবম্।  
বিকরিষাতি রথাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা ॥ ৭৮

‘সদাচারী ব্যক্তিগণ, পথে পথে মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণের  
মতো আমাকেও পুত্রবিক্রেতা দুরাচারী বলে নিন্দা করবেন।  
অহো দুঃখমহো কৃষ্ণং যত্র বাচঃ কমে তব।

দুঃখমেবংবিধং ব্রাহ্মণং পুরা কৃতমিবাত্তম ॥ ৭৯  
‘হায়, কী দুঃখ! হায়, কী কষ্ট! যেহেতু তোমার

অন্যায় কথাও সহ্য করতে হচ্ছে। নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে বা পূর্ব  
জীবনে পাপ কাজ করেছে, তাই এই কষ্ট পাচ্ছি!

চিরং খলু ময়া পাপে ভুং পাপেনাভিরক্ষিতাঃ  
অজ্ঞানাদুপসম্পন্নো রজ্জ্বকৃষ্ণকনী যথা ॥ ৮০

‘অয়ি পাপীয়সি! তোমাকে আমি দীর্ঘকাল  
অন্যায়ভাবে রক্ষা করে, অজ্ঞানতাবশত যেন ফাঁসের দড়ি  
কণ্ঠে ধারণ করেছি।

রমমাগন্তয়া সার্থং মৃত্যুং জ্বাং নাভিলঙ্ঘয়ে  
বালো রহসি হন্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাম্পৃশম্ ॥ ৮১

‘বালক যেমন ক্রীড়াচ্ছলে হস্তদ্বারা কৃষ্ণসর্প ধারণ  
করে, তদ্রূপ আমি তোমার সঙ্গে নির্জনে আনন্দলীলা  
করতে করতে তোমাতে মৃত্যুর প্রতিরূপ লক্ষ্য না করে,  
স্পর্শ করেছিলাম।

তং তু মাং জীবলোকোচ্ছয়ং নুনমাক্রোষ্টুমর্হতি।  
ময়া হৃদিতকঃ পুত্রঃ স মহাত্মা দুরাশ্বনা ॥ ৮২

‘আমি অতি দুঃখী! সেই মহাপ্রাণ পুত্রকে পিতৃহীন  
করে দিলাম, সেইজন্য সারা সংসার নিশ্চয়ই আমাকে  
ভর্ৎসনা করবে।

বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভূশম্।  
শ্রীকৃতে যঃ প্রিয়ঃ পুত্রঃ বনং প্রহাপয়িষাতি ॥ ৮৩

‘সহ্য সংসার আশ্রয় নিন্দা করে বলবে— “হায় !  
মুখ রাজ্য দশবৎ অত্যন্ত কামুক, যিনি স্থির জনা প্রিয় পুত্রকে  
বনে নির্বাসন দিচ্ছেন।”

বেদৈশ্চ ব্রহ্মচর্যৈশ্চ শুকভিক্ষোপকর্ষিতঃ।

ভোগকালে মহৎ কৃষ্ণং পুনরেব প্রশংসাতে॥ ৮৪

‘ব্রহ্মচর্য প্রথম জীবনে বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্যপালন  
এবং শুকভিক্ষাও অনেক কষ্ট করেছে ; এখন জীবনকে  
উপভোগের সময়েও আবার অত্যন্ত কষ্ট পড়বে।

নালং দ্বিতীয়ঃ বনং পুত্রো মাং প্রতিভাষিতুম্।

স বনং প্ররজ্জ্বলন্তো বাঢ়মিতোব বন্ধাতি॥ ৮৫

“বনে যাও” এই কথা বললে, সে “বেশ”  
(বহিঃ) এই কথা বলবে : পুত্র আমার প্রতিবাদে দ্বিতীয়  
কথা বলবে না।

যদি মে রাজবঃ কুর্যাদ্ বনং গচ্ছেতি চোদিতঃ।

প্রতিকূলং প্রিয়ং মে স্যান্ ন তু বৎসঃ করিষ্যতি॥ ৮৬

“বনে যাও” বলে প্রেরিত হয়ে রঘুনন্দন রাম যদি  
আমার আদেশের প্রতিবাদ করত, সেটা আমার কাছে  
সুখের হিত, কিন্তু বাছা আমার তা করবে না।

রাজবে হি বনং প্রাপ্তে সর্বলোকস্য ষিক্তম্।

মৃত্যুরক্ষণীয়ং মাং নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্॥ ৮৭

‘রঘুনন্দন রাম বনে গেলে, সকলের ষিকার প্রাপ্ত ও  
ক্ষমার অযোগ্য, আমাকে, মৃত্যুর দেবতা যমালয়ে নিয়ে  
যাবেন।

মৃত্যে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে।

ইষ্টে মম জনে শেষে কিং পাপং প্রতিশংসাসে॥ ৮৮

‘আমার মৃত্যু হলে এবং নরশ্রেষ্ঠ রাম বনে গমন  
করলে কৌশল্যা-সুমিত্রা লক্ষণ-শত্রুঘ্নাদি প্রিয়জনদের প্রতি  
তুমি কি পাপকার্য (অত্যাচার) করবে ?

কৌশল্যা মাং চ রামং চ পুত্রৌ চ যদি হাস্যতি।

দুঃখানাসহতী দেবী মামেবানুগমিষ্যতি॥ ৮৯

‘দেবী কৌশল্যা আমার, রামের এবং সুমিত্রার  
পুত্রদ্বয় লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের বিরোধ সহ্য করতে না পেলে  
সেই মহৎ দুঃখে আমাকেই অনুসরণ করবেন অর্থাৎ  
দূতাবরণ করবেন। দেবী সুমিত্রাও নিশ্চয়ই তাঁকে অনুসরণ  
করে দূতাবরণ করবেন।

কৌশল্যাঃ চ সুমিত্রাঃ চ মাং চ পুত্রৈস্ত্রিভিঃ সহ।

প্রকিণা নরকে সা ভুঃ কৈকেয়ি সুখিতা ভব॥ ৯০

‘অয়ি কৈকেয়ি ! তুমি কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং

পুত্রদ্বয়সহ আমাকে নরক সদৃশ শোকসাগরে নিক্ষেপ করে  
সুখী হও।

ময়া রামেণ চ তাক্তং শাপ্তং সংকৃতং জনৈঃ।

ইক্ষাকুকুলমক্ষোভামাকুলং পালয়িষ্যসি॥ ৯১

‘সদৃশালঙ্কৃত, চিববিক্ষোভরহিত ইক্ষাকুবংশ  
আমাব এবং রাম কর্তৃক পবিত্রীকৃত হলে শোকে আকুল হয়ে  
উঠবে, তাকে তুমি পালন করো।

প্রিয়াং চেদ্ ভরতসৌভদ্ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ।

মা ম্য মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতামুখঃ॥ ৯২

‘রামের বনবাস যদি ভরতের কাম্য হয়, তবে  
আমার মৃত্যুর পর সে আমার শ্রাদ্ধতর্পণাদি পারলৌকিক  
ক্রিয়া করতে পারবে না।

মৃত্যে ময়ি গতে রামে বনং পুরুষপুঙ্গবে।

সেদানীং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি॥ ৯৩

‘পুরুষপ্রবর রাম বনগমন করলে এবং সেইজন্য  
আমার মৃত্যু হলে, বিধবা হয়ে তুমি সপুত্র থেকেই  
রাজ্যশাসন করবে।

ভুং রাজপুত্রি দৈবেন নাবসো মম বেশ্মনি।

অকীর্তিচ্চাতুলা লোকে হ্রবঃ পরিভবচ্চ মে।

সর্বভূতেষু চাবজ্জা যথা পাপকৃতস্তথা॥ ৯৪

‘রাজপুত্রি ! দুর্দৈববশত তুমি আমার গৃহে বাস  
করছ। অতএব যেমন পাপ করেছে, সেইজন্য জন্মে  
অতুলনীয় অপযশ, নিশ্চিত নিন্দা এবং সকল প্রাণীর কাছে  
অবজ্জা আমার প্রাপ্য।

কথং রথৈর্বিভূর্যাক্ষা গজাঈশ্চ মুহুর্মুহঃ।

পদ্ভ্যাং রামো মহারণো বৎসো মে বিচরিষ্যতি॥ ৯৫

‘সর্বদা রথ, হস্তী ও অশ্বপুষ্ঠে ভ্রমণ করতে পাবলী  
বাছা রাম মহারণো পদব্রজে কেমন করে বিচরণ করবে ?

যস্য চাহারসময়ে সূদাঃ কুণ্ডলবারিণঃ।

অহংপূর্বাঃ পচস্তি স্ম প্রসঙ্গাঃ পানভোজনম্॥ ৯৬

স কথং নু কন্ধ্যাশি তিজ্জানি কটুকানি চ।

ভক্ষয়ন্ বনামাহারং সুতো মে বর্তয়িষ্যতি॥ ৯৭

‘যার আহারের সময় কুণ্ডলবারী আনন্দিত অহংপূর্ব  
(আমি পূর্বে) শ্রীবামের আহার তৈয়ার করব, এই যাক  
বলে—এমন পাচকগণ পানীয় ও ভোজন রান্না করত,  
আমার সেই পুত্র রাম কেমন করে কন্ধ্যা, তিজ্জ এবং কটু  
স্বাদ বনা আহার ভোজন করে জীবিত থাকবে !

মহার্হবস্ত্রসদ্বন্দো ভূত্বা চিরসুখোচিতঃ।

কাষায়শরিধানস্ত কথং রামো জনিস্যতি ॥ ১৮

‘মুলাবান বস্ত্র পরিচ্ছিত হয়ে চিরকাল সুখে কাল যাপন করে রাম কী করে কাষায় (গেফিয়া) বস্ত্র পরিধান করে ভূমিতে বাস করবে অর্থাৎ উপবস্তু ও শায়িত হবে ?

কস্যোদং মারুণং বাক্যমেবংবিদমশীরিতম্।

রামস্যারণাশমনং উরতস্যাভিশেচনম্ ॥ ১৯

‘রামের বনগমন এবং উরতের রাজ্যে অভিশেক, এইকম ভয়ঙ্কর কথা কে বলেছে ?

বিগন্ত গৌমিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।

ন ব্রবীমি স্ত্রিয়াঃ সর্বা উরতস্যেব মাতরম্ ॥ ১০০

‘স্বার্থ-পরায়ণা প্রতারকা নারীদের থিক ! এই কথা কিন্তু সকল নারীর উদ্দেশ্যে বলছি না ; কেবল উরতের মাতার উদ্দেশ্যেই বলছি !

অনর্থভাবেহর্ষণরে নৃশংসে

মমানুতাপার নিবেশিতাসি।

কিমপ্রিয়ং পশ্যসি মম্মিমিত্তং

হিতানুকারিণ্যথনাপি রামে ॥ ১০১

‘অনর্থকর বিষয়েতেই সার্থকতাদর্শনকারিণি, অগ্নি নিষ্ঠুর ! আমাকে সন্তাপদানের জন্যই তুমি অবস্থান করছ ! আমার কারণে অথবা নিরন্তর কল্যাণকারী রামের দ্বারা তুমি কী অপ্রিয় হতে দেখেছ ?

পরিভ্যজ্যেযুঃ পিতরোহপি পুত্রান্

ভাৰ্য্যাঃ পতীংশ্চাপি কৃতানুরাগাঃ।

কংলং হি সর্বং কুণ্ডিতং জগৎ স্যাদ্

দৃষ্টেব রামং ব্যসনে নিমগ্নম্ ॥ ১০২

‘রামকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত দেখে পিতৃগণ পুত্রগণকে এবং অনুবাগিনী পত্নীগণ পতিদের পরিত্যাগ করবেন, এবং এইভাবে সমস্ত জগৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বিপরীত ভাব প্রকাশ করবে।

অহং পুনর্দেবকুমারুণ-

মলংকৃতং ভং সুতমাত্রজন্ম।

নন্দাম্মি পশ্যামি ব দর্শনেন

ভবামি দৃষ্টেব পুনর্যবেব ॥ ১০৩

‘অলঙ্কার বিভূষিত দেবকুমার সদৃশ সেই পুত্রকে আবার আসতে দেখেই আমি হস্ত চিত্ত হয়ে পড়ি। চক্ষু দ্বারা নর্শন করেই আমি পুনরায় যেন যুবকই হয়ে যাই।

বিনা হি সূর্যেণ জবেৎ প্রবৃষ্টি-

ববর্ষতা বজ্রধ্বংসে বাপি।

রামং তু গচ্ছস্বনিতঃ সর্পিণ্য

জীবের কনিষ্ঠকর্তৃত্ব চেতনা মে ॥ ১০৪

‘সূর্যকে ছাড়াও অথবা বজ্রধ্বংসে বর্ষা বর্ষা ন করলেও, জগতের কাজ চলতে পারে ; কিন্তু রামকে অমোঘ্য থেকে চলে যেতে দেখলে কেউই উদ্বিগ্ন হতে পারবে না বলে আমার ধারণা।

বিনাশকামানহিতামমিত্রা-

মাবাসয়ঃ নৃগ্ননিবাসনস্থান।

চিরং বতাস্তেন দৃতসি সর্পি

মহাদিবা তেন হতোহস্মি মোহ্যৎ ॥ ১০৫

‘তুমি আমার অকল্যাণ ও বিনাশ কামনা করছ। অস্টম মৃত্যুতুল্য শত্রুতাকারিণী তোমায় আমার গৃহে বাস করতে দিয়েছি। অহ ! মোহবশত ভয়ঙ্কর বিষখরী সর্পিণী তুমি তোমাকে ক্ষেপে স্থান দিয়েছি, আর নেইজন্যই আমি নিহত হলাম।

ময়া চ রামেশ সলক্ষ্মণেন

প্রশাস্ত হীনো উরতত্বরা সহ।

পূরং চ রাষ্ট্রং চ নিহত্য বাক্যবান্

নমাহিতানাং চ ভবতিহবিশী ॥ ১০৬

‘বন্ধুদের বিনাশ সাধন করে, লক্ষ্মণসহ রাম ও আমাকে ছাড়াই, উরত তোমার সঙ্গে নগর ও রাষ্ট্রশাসন করুক, তুমিও আমার শত্রুদের আনন্দদাত্রী হও।

নৃশংসবৃত্তে বাসনপ্রহারিণি

প্রসহ্য বাক্যং যদিহ্যদ্য ভাষসে।

ন নাম তে তেন নৃবাৎ পতন্ত্যযো

বিশীর্ণমাণা দশনাঃ সহস্রা ॥ ১০৭

‘নিষ্ঠুর আচরণকারিণী ! বিপদপ্রস্তুকে প্রহারকারিণী ! তুমি আজ যে সকল বাক্য ব্যবহার করছ, তাতে তোমার মুখ থেকে বিশীর্ণ দন্ত পঙ্ক্তি কেন সহস্র টুকরো হয়ে মাটিতে পতিত হচ্ছে না !

ন কিঞ্চিদাহাহিতমপ্রিয়ং বচো

ন বেত্তি রামঃ পরম্বাণি ভাষিতুম্।

কথং তু রামে হাড়িরামবাদিনি

ব্রবীমি দোষান্ গুণনিভাসম্মতে ॥ ১০৮

‘রাম কখনও কোনও অহিতকর অপ্রিয় কথা বলে না ; কঠোর বাক্য সে বলতেই জানে না। নিতাপ্তগাহিত প্রিয়ভাষী রামের সম্বন্ধে তুমি কী কবে দোষের কথা বলছ।

প্রত্যম্ বা প্রজ্ঞল বা প্রণশ্য বা



সহপ্রাণো বা স্মৃতিতাং মদীং ব্রজ।  
 ন তে করিষ্যামি বচঃ সুদারুণঃ  
 মমাহিতঃ কেকয়রাজপাংসনে ॥ ১০৯  
 ‘অগ্নি কেকয়রাজকুল-কলঙ্গিনী ! তুমি যথেষ্ট  
 আগুনে খলে পুড়ে থাক্ হয়ে যাও, বিষ খেয়ে মরো  
 অথবা নিজের দেহকে সন্তপ্ত করে বশিত করে ভূতলে  
 প্রোথিত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হও — তথাপি আমার  
 অমঙ্গলজনক তোমার নিদারুণ কথা আমি পালন করব না।  
 কুরোপমাং নিত্যমসং প্রিয়ংবদাং  
 প্রদুষ্টভাষাং বুকুলোপঘাতিনীম্  
 ন জীবিতুং হ্যং বিষহেহ্মনোরমাং  
 দিশক্ষমাণাং হৃদয়ং সবল্লনম্ ॥ ১১০

‘ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণ-ধারালো হৃদয়বতী, সর্বদা  
 অনাথ প্রিয়বাদিনী, দুষ্ট স্বভাবা, স্ববংশধ্বংসকারিণী,  
 বাক্যবাণে দক্ষ করে আমার হৃদয়বল্লন শিখিলকারিণী,  
 অব্যঞ্জিতা, তোমার বেঁচে থাকাকে আমি সহ্য করতে  
 পারছি না।

ন জীবিতুং মেহস্তি কুতঃ পুনঃ সুখং  
 বিনাসজেনাস্তবতাং কুতো রতিঃ।  
 মমাহিতঃ দেবি ন কর্তুমহসি  
 স্পৃশ্যামি পাদাবপি তে প্রসীদ মে ॥ ১১১  
 ‘সন্তান বিনা সন্তানজননের জীবনের প্রীতি  
 কোথায় ? অতএব, সন্তানহীন আমার আবার সুখ কোথা  
 থেকে হবে ? দেবি ! তোমার চরণদ্বয় স্পর্শ করে বলছি,  
 আমার অকল্যাণ করো না, প্রসন্ন হও !’  
 স ভূমিপালো বিলপন্ননাথবৎ  
 দ্বিগ্না গৃহীতো হৃদয়েহতিমাত্রয়া।  
 পপাত দেব্যাক্ষরনৌ প্রসারিতা-  
 বুভাবসম্প্রাপ্য যথাহহতুরত্থা ॥ ১১২  
 পৃথ্বীপাল দশরথ স্ত্রী কর্তৃক অন্তরে অতিমাত্রায়  
 বশীভূত হয়ে অনাথ আত্মবের মতো বিলাপ করতে  
 করতে দেবীর (কৈকেয়ীর) প্রসারিত চরণদ্বয় ধরে  
 গিয়ে অসমর্থ হয়ে শোকাভিভূতের মতো মাটিতে পড়ে  
 গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাণীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

### ত্রয়োদশ সর্গ (১৩)

মহারাজ দশরথের বিলাপোক্তি, কিন্তু কৈকেয়ীর অনমনীয় মনোভাব

অতদর্শ মহারাজঃ শয়ানমতথোচিতম্।  
 যযাতিমিব পুণ্যাস্ত্রে দেবলোকাং পরিচ্যুতম্ ॥ ১  
 অনর্থকপাসিদ্ধার্থা হৃদীভা ভয়দর্শিনী।  
 পুনরাকারয়ামাস তমেব বরমঙ্গলা ॥ ২

পুণ্যফলের অবসানে দেবলোকচ্যুত যযাতির মতো,  
 অযোগ্য ও ভা অশুচিত ভূমিশয়ী শয়ান মহারাজ দশরথ  
 আর সাফল্য অনর্থকপাশিদ্ধার্থী লোকাপবাদ ভয়হীনা সুন্দরী  
 কৈকেয়ী স্বার্থসিদ্ধ না হওয়ায়, ভয় প্রদর্শন করে সেই  
 বরদানের প্রতি পুনরায় রাজা দশরথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে  
 বলতে লাগলেন—

হং কথমে মহারাজ সত্যবাদী দূতব্রতঃ।

মম চেদং বরং কস্মাদ্ বিহারয়িতুমিচ্ছসি ॥ ৩  
 ‘মহারাজ ! আপনি সত্যবাদী ও কর্তব্যে কঠোর, এই  
 বলে আশ্বপ্রশংসা করে থাকেন ; তবে, আমাকে প্রদত্ত  
 এই বর কেন (না দিয়ে) ধরে রাখতে চাইছেন ?’  
 এবমুক্ত্ব কৈকেয়া রাজা দশরথংদা।  
 প্রত্যাচ ততঃ ক্রুদ্ধো মুহূর্তং বিহুলদ্বিগ্নঃ ॥ ৪  
 কৈকেয়ী এই কথা বললে, রাজা দশরথ মুহূর্তের  
 জন্য বিহুল হয়ে পড়লেন, পরে ক্রুদ্ধ স্বরে প্রত্যাশ  
 বললেন—

মূতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুত্রবো।  
 হস্তানার্যে মমামিহে সকাশা সুখিনী কব ॥ ৫

‘আরে, আমার শত্রুপিলী নীচমনা ! আমার নুহা  
হলে এবং নরশ্রেষ্ঠ রাম বনগমন করলে, তুমি পূর্ণকামা  
হবে সুখী হবে !

কর্ণধনি খলু রামস্য কুশলং দৈবতৈরহম্।  
প্রত্যাদেশাদতিহিতঃ ধারয়িত্বো কথং বতঃ॥ ৬

‘স্বর্গে গিয়ে দেবগণ কর্তৃক রামের কুশল জিজ্ঞাসিত  
হবে, প্রত্যুত্তবে রামের বনগমনবার্তা শ্রবণে তাঁদের কথিত  
বিহারপূর্ণ মন্তব্য, হায় ! কী করে সহ্য করব ?

কৈকেয়াঃ প্রিয়কামেন রামঃ প্রতাজিতো বনম্।  
যদি সত্যং ব্রহ্মীমোতঃ তদসত্যং ভবিষ্যতি॥ ৭

‘যদি সত্য করে বলি যে, কৈকেয়ীর প্রীতি কামনায়  
রামকে বনে পাঠানো হয়েছে, তা দেবতাদের কাছে অসত্য  
বলে প্রতিভাত হবে।

অপুত্রো ময়া পুত্রঃ প্রমোহ মহতা মহান্।  
রামো লঙ্কা মহাতেজাঃ স কথং তাজ্যতে ময়া॥ ৮

‘আমি অপুত্রক ছিলাম ; বহু পরিশ্রমে পুত্রোন্মি দ্বারা  
মহাতেজস্বী মহান পুত্র রামকে পেয়েছি, সে কীক্রমে  
আমার ত্যাজ্য হবে, কী করে আমি তাকে পরিত্যাগ করব ?

শূরশ্চ কৃতবিদাশ্চ জিতক্রোধঃ ক্রমাপরঃ।  
কথং কমলপদ্মাক্ষো ময়া রামো বিবাস্যতে॥ ৯

‘বীর, বিদ্বান, ক্রোধজয়ী এবং ক্রমাশীল  
পদ্মপলাশদোচন রামকে কেমন করে নির্বাসিত করব ?’  
কর্মমিশ্রবরশ্যামঃ দীর্ঘবাহুঃ মহাবলম্।

অভিরামমহঃ রামঃ হ্রাশয়িষ্যামি দণ্ডকান্॥ ১০

‘নীলপদ্মের মতো শ্যামল, আজানুললিত বাহু,  
মহাবলী, নয়নাভিরাম রামকে কী করে দণ্ডকার্যে  
বনবাসিত করব ?

সুখানামুচিৎসৌব দুঃখৈরনুচিৎস্যা চ।  
দুঃখং নামানুশোয়ঃ কথং রামস্য ধীমতঃ॥ ১১

‘প্রজ্ঞাবান রাম সুখভোগেরই যোগ্য, দুঃখভোগের  
অযোগ্য। তার দুঃখ আমি কী করে সহ্য করব ?

যদি দুঃখমক্কা তু মম সংক্রমণং ভবেৎ।  
অশুখাৰ্হস্য রামস্য ততঃ সুখমবাণুয়াম্॥ ১২

‘দুঃখভোগের অযোগ্য রামের দুঃখভোগের পূর্বেই  
কি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমি সুখলাভ করব।

দুঃখং পাপসংকল্পে রামঃ সত্যপরাক্রমম্।  
কিং বিশ্রিয়েণ কৈকেয়ি প্রিয়ঃ যোজয়সে মম॥ ১৩

অকীর্তিরতুলা লোকে ক্রবং পরিতবিষ্যতি।

‘আমি নিষ্ঠুরে পাপীয়ে কৈকেয়ি ! সত্যলিঙ্গ ও  
পরাক্রমশালী প্রিয় রামকে কেন আমার অতিরিক্ত কষ্ট  
করছ ? এই পাপকর্মহেতু পৃথিবীতে তিনই তোমার  
অতুলনীয় অপঘন বিস্তৃত হবে।’

তথা বিলশচক্ষুস্য শত্রিহিতচেষ্টয়াঃ॥ ১৪  
অন্তমজালমহং সূর্যো রক্তনী চাজবতঃ।

রাজা দশবধ এইভাবে বিলশ করতে থাকলে, তাঁর  
চন্দ্র চক্ষু হয়ে উঠল, আর সেই সময় সফল সর্ব অস্ত্র দিয়ে  
যাত্রির আগমন হল।

স্যা ত্রিহামা তনাতস্য চক্রমণ্ডলমতিভাঃ॥ ১৫  
রাজো বিলশমানস্য ন বাভাসত শব্দীঃ।

চন্দ্রালেকিত সেই তিন প্রহরের রাতি বিলম্বিত  
কাতর রাজার কাছে ঐচ্ছল্য প্রকাশ করল না।

সদৈবোক্ষঃ বিনিঃসৃত্য বৃক্ষো দশবধো নৃশঃ॥ ১৬  
শিললাপার্তবদুঃখং গগনাসক্তলোচনম্।

বৃক্ষ রাজা দশবধ নিবৃত্তর উচ্চ নিঃসৃত্য ত্যক্ত করে  
আকাশে চকু হির রেবে আঁঠের মতো দুঃখে বিলম্ব করতে  
করতে বনতে লাগলেন—

ন প্রভাতং ক্লয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রত্বিহিতঃ॥ ১৭  
ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে মহারঃ ব্রহ্মিতোহুষ্ণিঃ।

অথবা গমাতাং শীত্ৰং নাহমিচ্ছামি নিবৃশাম্॥ ১৮  
নৃশংসার কেকয়ীং হইঃ যৎকৃতে বাসনং মম।

‘অগ্নি নক্ষত্রশেতিহিত তদ্র বহি নৈব !  
তোমার প্রভাত আমি চাই না : আমি কৃতজ্ঞ নুত প্রার্থনা  
করছি, আমার প্রতি দয়া করো। অথবা, তুমি সহ্য চলে  
যাও, আমার শোকের কারণ সেই দুষ্টা, নিষ্ঠুর  
কেকয়রাজতনয়াকে আমি দেখতে চাই না।’

এবমুক্তা ততো রাজা কৈকেয়ীং সংকতাজলিঃ॥ ১৯  
প্রসাদয়ামাস পুনঃ কৈকেয়ীং রাজ্যমবিতং।

কৈকেয়ীকে এইভাবে বলে, রাজকর্মজ্ঞ রাজা দশবধ  
পুনরায় বজ্রাঞ্জলি হয়ে কৈকেয়ীকে বলতে লাগলেন—

সামুদ্রতস্য দীনস্য কদমতস্য পত্ন্যুদয়ঃ॥ ২০  
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ভদ্রে দেবি রাজো বিশেষতঃ।

‘অগ্নি কল্যাণময়ি দেবি ! সদাচারী, বিনীততম  
তোমার শরণাপন্ন, বিশেষত বৃদ্ধাপক্ষ্যত্রী রাজার প্রতি  
প্রসাদ হও।

শূন্যে ন খলু সুশ্রোণি ময়ৈদং সমুদ্রাজতম্॥ ২১  
কুর্ক সামুপ্রসাদং মে বালে সততয়া হ্যসি।

শূন্যে ন খলু সুশ্রোণি ময়ৈদং সমুদ্রাজতম্॥ ২১  
কুর্ক সামুপ্রসাদং মে বালে সততয়া হ্যসি।

‘অয়ি, সুন্দরি হালিকে ! রামের যৌব  
বাহ্য্যভিষেকের প্রতিশ্রুতিবাক্য আমি কোনও জনহীন স্থানে  
বলিনি, (সভাসভার সম্মুখেই ঘোষণা করেছি)। তুমি  
সহস্রা, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

প্রসন্ন দেবি রামো মে বৃন্দতঃ রাজ্যমবায়ম্ ॥ ২২  
নততমসিজাপাঙ্গে যশঃ পরমবাক্যসি।

‘সুন্দরনয়নে দেবি। প্রসন্ন হও, আমার রাম,  
তোমার প্রসন্ন নিরুদ্বন্দ্ব রাজ্যলাভ করুক, তুমিও উত্তম  
খ্যাতি লাভ করো।

মম রামস্য লোকস্য ভরতস্য চ।

প্রিয়মেতচ্ চরুশ্রোণি কুরু চাক্ষুশ্চক্ষণে ॥ ২৩

‘অয়ি কুলনিভমবতী, সুমুখি, সুলোচনে ! আমার,  
রামের, প্রজাবর্গের, গুরুজনদের এবং ভরতের পক্ষে  
কল্যাণ ও আনন্দপ্রদ এই কাজটি তুমি করো।’

বিশুদ্ধাক্ষস্য হি দুষ্টভাবা

দীনস্য তপ্রাশ্রুকলস্য রাজঃ।

চন্দ্রা বিচিত্রং করুণং বিলাপঃ

চতুর্নশংসা ন চকার বাক্যম্ ॥ ২৪

অশ্রুপাতে রক্তবর্ণচক্ষু বিশুদ্ধস্বভাব রাজ্য দশরথ  
দীনভাবে বিলাপ করতে থাকলেও দুষ্টস্বভাবা নিষ্টুরা  
কৈকেয়ী পতিব প্রার্থনার উত্তরে কোনও কথা বললেন না  
ততঃ স রাজা পুনরেন মূর্ছিতঃ।

প্রিয়ামতুষ্টাং প্রতিকূলভানিশীম্।

সমীক্ষ্য পুত্রস্য বিবাসনং প্রতি

ক্ষিতৌ বিসংজ্ঞো নিপশাত দুঃখিতঃ ॥ ২৫

তখন রাজা দশরথ পুনরায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।  
অসম্ভব প্রিয়া কৈকেয়ীকে বিরুদ্ধ কথা বলতে দেখে, রাজা  
শোকে সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পতিত হলেন।

ইতীব রাজো ব্যথিতস্য সা নিশা

অগাম ঘোরং শ্বসতো মনস্বিনঃ।

বিবোধ্যমানঃ প্রতিবোধনং তদা

নিবারয়ামাস স রাজসম্ভবঃ ॥ ২৬

এইভাবে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে  
ব্যথিত মনস্বী রাজার ভয়ঙ্কর রজনী অতিবাহিত হল।  
প্রভাতে বৈতালিকেরা তাঁকে জাগাবার উদ্দেশ্যে মঙ্গলগীতি  
প্রারম্ভ করলে রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ তাদের নিবারণিত করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩

### চতুর্দশ সর্গ (১৪)

প্রার্থিত বরলাভের জন্য কৈকেয়ীর দুরাত্ম প্রকাশ এবং তজ্জনা প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হওয়ার জন্য রাজাকে  
প্ররোচনা ; অস্তঃপুরের দ্বারদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের আগমন, তাঁর নির্দেশে সুমন্ত্রের রাজসমীপে  
গমন এবং রাজনির্দেশে রাজাকে আনয়নের জন্য রামের নিকট গমন

পুত্রশোকাদিতঃ পাশা বিসংজ্ঞাঃ পতিতঃ ভূবি।

বিচেটমানমুৎপ্রেক্ষ্য ঐক্ষাকমিদমব্রবীৎ ॥ ১

পুত্রশোকাত ইক্ষাকুংশীয় রাজা দশরথ সংজ্ঞাহীন  
হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন ; পরে তাঁকে উঠতে চেষ্টা  
করতে দেখে পাণ্ডীহসী কৈকেয়ী বললেন—

পাশং কুত্বেব কিমিদং মম সংক্রতা সংপ্রবম্।

শেষে ক্ষিতিতলে সমঃ হিতাং হাতং ভ্রমহসি ॥ ২

‘আমায় বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, শেষে পাশ  
করেছেন বলে মনে করে অবসন্ন হয়ে ভূমিতলে অবস্থিতি  
কি আপনার উচিত হয়েছে ? আপনার প্রতিজ্ঞায় হির থাকে  
উচিত।

আহঃ সত্যং হি পরমং ধর্মং ধর্মবিদো জনাঃ



সত্যপ্রতিজ্ঞা চ ময়া হুং ধর্মঃ প্রতিচোদিতঃ ॥ ৩

‘ধর্মজ্ঞেনেবা সত্যকেই পবনমর্ঘ বলে থাকেন ; আমিও আপনাকে সত্যপ্রীতি কণে ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি ; সংক্রান্ত শৈবঃ শোনার স্বাং তনুং জগতীপতিঃ ।

প্রদায় পক্ষিণে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥ ৪

‘সিবিবংশীয় জগৎপতি রাজা শৈবঃ যাকপক্ষীকে প্রতীকৃতি দিয়ে নিজ শবীর দান করে উত্তম গতি লাভ করেছিলেন ।

তথা হৃদকব্জোদী ব্রাহ্মণে বেদপারগে ।

হাচমানে হকে নেত্রে উদযুতাবিমনা মদৌ ॥ ৫

‘তদ্রূপ, এক বেদজ ব্রাহ্মণের প্রার্থনামুসারে, অলক নমক কোনও এক তেজস্বী পুংস্ব নারিকান চিত্রে নিঃশব্দ চক্ৰ দুটি উৎপাতিত করে দান করেছিলেন ।

সরিত্বাং তু পতিঃ স্বহাং মর্যাদাং সত্যমদ্বিত্যঃ ।

সজানুরোধাৎ সময়ে বেলাং স্বাং নাতিবর্ততে ॥ ৬

‘সত্যপ্রতিজ্ঞ সমুদ্র কিম্ব শপথ করে সত্যরক্ষার্থে নিজের বেলাভূমির সীমা সামান্যও লঙ্ঘন করে না ।

সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

সত্যনৈবাঙ্কয়া বেদাঃ সত্যেনানাপাতে পরম্ ॥ ৭

‘সত্যই একপদ বিশিষ্ট “ওঁ”-কার ব্রহ্ম ; সত্যোতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ; সত্যই চিরন্তন বেদ চতুষ্টয় ; সত্যের দ্বারাই পরম-ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয় ।

সত্যং সমনুবর্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ ।

ন বরঃ সফলো মেহস্ত বরদো হাসি সত্তম ॥ ৮

‘হে পরম ধার্মিক ! ধর্মে যদি আপনার বুদ্ধি স্থির থাকে, তা হলে, আপনি সত্যকে অনুসরণ করুন ; আপনি বরদাতা, আমাকে প্রদত্ত আপনার বর সার্থক হোক ।

ধর্মসোবাভিকামার্থঃ মম চৈলাভিচোদনাৎ ।

প্রজাজয় সূতং রামং ত্রিঃ খলু স্বাং স্বপ্রীম্যহম্ ॥ ৯

‘আমি আপনাকে তিনবার সত্য করে বলছি, আপনার ধর্ম রক্ষার জন্য এবং আমার অনুপ্রেরণায়, পুত্র রামকে নির্দাসনে প্রেরণ করুন ।

সময়ঃ চ মমার্হমঃ যদি হুং ন করিষ্যসি ।

অত্রস্তে পরিত্যক্তা পরিত্যক্ত্যামি জ্বানিতম্ ॥ ১০

‘আর্হ ! যদি আপনি আমাকে প্রদত্ত এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করেন, তাহলে আপনার দ্বারা আমি নিজেদের পরিত্যক্তা মনে করে আপনার সামনেই প্রাণ ত্যাগ করব ।’

এবং প্রচোদিতো রাজা কৈকেয়া নির্বিশঙ্কয়া ।

মাশকঃ পাশমুদ্যোক্তঃ বলিবিদ্রুতঃ যথা ॥ ১১

শক্কাচীনা (নিঃশঙ্ক) কৈকেয়ী কর্তৃক রাজা এইভাবে প্রবোচিত হয়ে বাকপাশ থেকে মুক্ত হতে পারলেন না, যেমন রাজা বলি (দেবমাজ) উদ্রুত মামাপাশ থেকে মুক্ত হতে অসমর্থ হয়েছিলেন ।

উদজ্ঞানরাজদ্যাপি নিবর্জনমনোহতবঃ ।

ন ধুর্যো নৈ পরিল্পখন যুগচক্রাঙ্করং সত্য ॥ ১২

গার্হপত্য দুই ঢাকার মশাভাঙ্গ পড়ে ভাববাকী বন যেমন কাপড়ে থাকে, সেইরকম রাজা দলবল নিমুড় ও মলিনবদন হয়ে পড়লেন ।

নিকলাভ্যাং চ নোয়াজামশশায়িব ভূমিপঃ ।

কৃচ্ছাদ পৈর্গেণ সংক্ৰভঃ কৈকেয়ীমিবমব্রবীৎ ॥ ১৩

রাজা নিকল চক্ৰদুটি দিয়ে দেশেই অসমর্থ হয়ে, অতিকষ্টে পৈর্গ ধরে অবলম্বন করে কৈকেয়ীকে বললেন— যস্তে মদ্রকৃতঃ পাণিরয়ো পাপে ময়া ধৃতঃ ।

সংতাজামি স্বজং চৈব তব পুত্রং সহ স্বয়া ॥ ১৪

‘অগ্নি পাণীয়সী ! বিবাহের সময় মদ্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তোমার যে হস্ত আমি ধারণ করেছিলাম এমন আমি নিজেই তোমার সঙ্গে (আমার ঔরসজাত পুত্র হলেও) তোমার গর্ভজাত পুত্র তরতকেও পবিত্রতাগ করলাম ।

প্রযাতা রজনী দেবি সূর্যসোদয়নং প্রতি ।

অভিলেকায় হি জনস্তরয়িম্যতি মাং ঐবম্ ॥ ১৫

‘দেবি ! রাত্রি গত হয়েছে, সূর্যোদয় সমাগতপ্রায় ; শ্রীরামের অভিষেকের জন্য প্রজাসাধারণ নিশ্চয়ই আমাকে তাড়া দেবে ।

রামাভিষেকসম্ভারৈরুদ্বর্ধমুপকল্পিতৈঃ ।

রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়াম্ ॥ ১৬

সপুত্রয়া ত্বয়া নৈব কর্তব্য্য সলিলক্রিয়া ।

ব্যাহত্বাসান্তজাচারে যদি রামাভিষেচনম্ ॥ ১৭

‘শ্রীরামের অভিষেকের জন্য আহুত দ্রব্যসম্ভার দ্বারা শ্রীমান রাম যেন আমার মৃত্যুর পর মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ ক্রিয়া করে । অগ্নি পাণাচারিণি ! শ্রীমান রামের অভিষেক ক্রিয়ায় তুমি যদি বাধা হয়ে দাঁড়াও তবে তোমার পুত্রসহ তুমি আমার তর্পণ করবে না ।

ন শক্কাহদ্যাম্যহং দ্রষ্টুং দৃষ্টা পূর্বং তথামুখম্ ।

হতহর্ষং তপানন্দং পুনর্জনমবাকুখম্ ॥ ১৮

‘পূর্বে শ্রীরামের অভিষেক-সংবাদ শুনে জনগণ

আনন্দ কনৈছিল। তাদের সেই তর্যকসুতা মুখ দেখে, আমি  
আবার আজ সেই নিরামল জলগণের অগন্ত মুখ দেখতে  
পারব না।'

জাঃ তথা জলভঙ্গ্য ভূমিপস্য মহাসাগরঃ  
প্রজাতা শব্দী পুণ্য চন্দ্রমক্ষমাশ্রিতা ॥ ১৯  
মহাত্মা মহাত্মাজ দশমথ কৈকেয়ীকে এইরকমভাবে  
বলতে বলতে চন্দ্র ও মক্ষমালা বিভাগতা পানিরা রানী  
প্রভাত হল।

ততঃ পানসমাত্রা কৈকেয়ী পার্শ্বিং পুনঃ।  
উবাচ পুরুষঃ বাক্যং বাক্যজা নোগমুর্ছিতা ॥ ২০  
ভাষণর আবার, পাশাচানিগী, বাক্যনিপুণা কৈকেয়ী  
ক্রোধে আনহারা হয়ে রাজাকে কঠোর বাক্যে বলতে  
লাগলেন—

কিমিদং ভাষসে রাজন্ বাক্যং গরলজোপমম্।  
আনাময়িতুমক্ৰিষ্টঃ পুত্রং রামমিচ্ছামি ॥ ২১  
হাশ্য রাজো মম সূতং কৃত্বা রামং বনেচরম্।  
নিঃসপত্নাং চ যাং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২২

'রাজন্ ! বিষজাত-রোগতুলা এইরকম গীড়াদায়ক  
কথা কেন বলছেন ? কেশশূন্য মনে পুত্র রামকে আহ্বান  
করে নিয়ে আসুন ; আমার পুত্র ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত,  
রামকে বনবাসী এবং আমাকে শত্রুশূন্য করে কৃতকৃত্য  
হোন।'

স তুহ ইব তীক্ষ্ণেন প্রভোদেন হর্যোত্তমঃ।  
রাজা প্রচোদিতোহভীকঃ কৈকেয়া বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩  
তীব্র বেত্র দ্বারা বারবার আঘাতপ্রাপ্ত ব্যথিত শ্রেষ্ঠ  
অশ্বের মতো, কৈকেয়ীর তীব্র বাক্যবাহে প্রণোদিত রাজা  
দশরথ বলতে লাগলেন—

ধর্মবজেন বজ্রোহস্মি নষ্টা চ মম চেতনা।  
জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং ব্রহ্মমিচ্ছামি ধার্মিকম্ ॥ ২৪  
'তোমাকে বিবাহ এবং বরদানের প্রতিজ্ঞা, এই  
ধর্মের বজনে আমি আবদ্ধ ; আমার চেতনাও নষ্ট হয়ে  
গেছে। আমি আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র ধার্মিক রামকে দেখতে  
চাই।'

কতঃ প্রজাতাঃ রজনীমুদিতো চ দিবাকরে।  
পুণ্যে নক্ষত্রযোগে চ মুহূর্তে চ সমাগতে ॥ ২৫  
বসিষ্ঠো ভগবতঃ শিষ্যোঃ পরিবৃত্তত্বা।  
উপবৃদ্ধো সত্তারাম্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥ ২৬  
অনন্তর রাত্রি প্রভাতে সূর্যোদয়ে পুণ্যনক্ষত্রযোগে

আভিষেকের পুণ্যমুহূর্ত সমাগত হলে, নির্দিষ্ট উপাসক  
সহর সংগত করে শিষ্যগণ পরিবৃত্ত সর্বভুগসম্পন্ন মহর্ষি  
বসিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরী মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সিদ্ধসম্মার্জিতপদাঃ পতাকোত্তমভূগিতান্।  
সংলভ্যমনুজোপেতাঃ সমুদ্বিগলগণানাম ॥ ২৭  
মহোৎসবসমায়ুক্তাঃ রামনার্থে সমুৎসুকান্।  
চন্দ্রাভ্যাসপুংগবঃ সর্বতঃ পরিমুদিতান্ ॥ ২৮  
জাঃ পুরীং সমভিক্রমা পুরন্দরপুরোপমান্।  
দদর্শাঃ পুরং শ্রীমান্ মানাক্ষগণামুত্তম ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক বিভূতিমান মহর্ষি বসিষ্ঠ জলসিক্ত ও  
সম্মার্জিত পথযুক্ত, নানা উত্তম পতাকা-সুশোভিত, পরিপূর্ণ  
দোকানযুক্ত ভাট-সমধিত, চারিদিক চন্দন-অশ্রু-মূপের  
সুগন্ধে পরিপূরিত এবং রত্নশূন্য শ্রীরামের অভিব্যেক ক্রিয়া  
দর্শনের জন্য সমুৎসুক দৃষ্টিভিত্ত জনগণ-পরিপূরিত,  
মহোৎসবপূর্ণ 'ইন্দ্রপুরীর তুলা সেই পুরী অতিক্রম করে  
নানা মঙ্গলধ্বজা-সুশোভিত অন্তঃপুর দর্শন করলেন।

গৌরজানপদাকীর্ণঃ ব্রাহ্মবৈষ্ণবশোভিতম্।  
গৃহিমস্তিঃ সুসম্পূর্ণঃ সদশৈঃ পরমার্চিতৈঃ ॥ ৩০  
ভদ্রঃ পুরমাসাদ্য ব্যতিক্রাম তং জনম্।  
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতঃ পরমর্ষিভিরাবৃতঃ ॥ ৩১

নগরবাসী ও পরীবাসী জনগণ সমাকীর্ণ, সুপুঞ্জিত  
ব্রাহ্মগণ দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত এবং যষ্টিধারী সদস্যগণ  
পরিপূরিত সেই অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করে, মহর্ষিগণ-  
পরিবৃত্ত পরম আত্মাদিত বসিষ্ঠদেব সেই জনগণকে  
অতিক্রম করে চলতে লাগলেন।

স ত্বপশাদ্ বিনিক্ষিপ্তঃ সুমদ্রঃ নাম সারথিঃ।  
দ্বারে মনুজসিংহস্য সচিবং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ৩২  
মহর্ষি বসিষ্ঠদেব নরসিংহ মহারাজ দশরথের সচিব  
প্রিয়দর্শন সুমদ্র নামক সারথিকে দ্বারদেশ দিয়ে নিষ্কাশিত হতে  
দেখলেন।

তমুবাচ মহাতেজাঃ সূতপুত্রং বিশারদম্।  
বসিষ্ঠঃ ক্রিপ্রমাচক্ষু নৃপতের্মামিহাগতম্ ॥ ৩৩  
মহান তেজস্বী বসিষ্ঠদেব তখন কার্যদক্ষ সূতপুত্র  
সুমদ্রকে বললেন—'আমার এখানে আগমন সংবাদ  
রাজাকে শীঘ্র জানাও।

ইমে গজোদকঘটাঃ সাগরেভ্যস্ত কাঞ্চনাঃ।  
ঔদুম্বরঃ ভ্রমণীমভিষেকার্থমাহুতম্ ॥ ৩৪  
'রাজাকে জানাও এই শৃংখলসজ্জা গজাবারি এবং

সত্যপ্রতিজ্ঞা চ ময়া হুং ধর্মঃ প্রতিজ্ঞোক্তিঃ ১৩  
 'হর্মস্বজনবাস সত্যকেই পরমধর্ম বলে থাকেন :  
 এবং আপনাকে সত্যপ্রীতি করে ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি।  
 সত্যের শৈল্য শোনার যাং তনুঃ জগতীপতিঃ।  
 সত্য পশিবে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥ ৪  
 'স্বিবিবংলীয়ে জগৎপতি বজা শৈল্য বজ্রপঙ্কিতে  
 প্রতিষ্ঠা নিয়ে নিজ শরীর দান করে উত্তম গতি প্রাপ্ত  
 হয়েছিলেন।  
 জগৎ মলকংকেশ্বরী ব্রাহ্মণে বেদপারগে।  
 জগদেব স্বকে মেয়ে উদ্ভূতাবিমনা দলৌ ৫  
 'জগদেব, এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে, জনক  
 মক কোনও এক তেজস্বী পুরুষ নির্বিকার চিত্তে নিজের  
 জুলুটি উৎপাতিত করে দান করেছিলেন।  
 সত্যিঃ তু গতিঃ স্বয়ং মর্বালাঃ সত্যমবিতঃ।  
 সত্যনুপ্রোবাৎ সময়ে বেলাঃ যাং নতিবর্ততে ॥ ৬  
 'সত্যপ্রতিজ্ঞ সমুদ্র কিন্তু শপথ করে সত্যবচনকে  
 নিজের কোমলতার সীমা সামান্যও লঙ্ঘন করে না।  
 সত্যবচনং ব্রহ্ম সত্যে ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।  
 সত্যবচনং বেদাঃ সত্যোন্মাদাপাতে পরম্ ॥ ৭  
 'সত্যই একপদ বিশিষ্ট "ও"-কার ব্রহ্ম :  
 সত্যেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত : সত্যই চিরন্তন বেন চতুষ্টিত :  
 সত্যের দ্বারাই পরম-ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়।  
 সত্য সমন্ববর্তন যদি ধর্মে ধৃত্য মতিঃ।  
 য সত্য সকলো মেহস্ত বরদো হাসি সন্তম ॥ ৮  
 'হে পরম বারিক ! ধর্মে যদি আপনার বৃত্তি স্থির  
 হবে, তা হলে, আপনি সত্যকে অনুসরণ করুন : আপনি  
 ফলপ্রাপ্ত, আমাকে প্রসন্ন আপনার বর সার্থক হোক।  
 সত্যবচনমার্থঃ মম চৈবাভিচোদনাৎ।  
 প্রত্য সত্যঃ গ্রামঃ ত্রিঃ খলু স্বাং স্বীমাহম্ ॥ ৯  
 'আমি আপনাকে তিনবার সত্য করে বলছি,  
 আমার ঘর বজার জন্য এবং আমার অনুপ্রবন্ধ, পুত্র  
 ইত্যে নির্মাণে প্রেরণ করুন।  
 সত্য চ স্বার্থেযং যদি হুং ন করিষ্যামি।  
 সত্যে পরিজ্ঞাতা পরিজ্ঞানামি জীবিতম্ ॥ ১০  
 'অর্থ ! যদি আপনি আমাকে প্রসন্ন এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা  
 করেন, তাহলে আপনার ঘর আমি নিজেই পরিচালনা  
 করে আপনার সমানেই প্রাণ ত্যাগ করব।'  
 সত্য প্রত্যয়িতো রাজা কৈকেয়ী নিবিশক্তা

নাশকঃ পশুপতঃকুং বর্জিতকুং সত্য ১১  
 'সত্যই (নিঃকল) বৈকল্যী কর্তৃক সত্য ইত্যাদি  
 প্রবর্তিত করে বাক্যপদ থেকে মুক্ত করে পশুপত না,  
 যেমন বজ্র বর্জ (সত্য) ইত্যাদি বাক্যপদ থেকে মুক্ত  
 করে অনর্থ করেছিলেন।

উদ্ভাসকলবচপি সত্যবচনচরমঃ  
 ন ধুরী নৈ পশিষ্যকন্ বৃষভকলবচঃ সত্য ১২  
 'যদি উদ্ভাসকল বাক্যপদে পশু বাক্যপদে বাক্য  
 চিত্তপুত্র থাকে, সেইরকম বজ্র বাক্যপদে বাক্য ও বর্জিতকল  
 করে পশুপত।

বিকলাভাঃ চ মেহোভাষপশ্যতি ধর্মিণঃ।  
 কল্হান্ ধর্মেন সংযুজ্য কৈকেয়ীভবমসিৎ ১৩  
 'রক্ত বিকল চকুটি নিয়ে সেখানে অনর্থ করে,  
 অতিক্রম করে ধর্ম অর্থে কল্হান্ কৈকেয়ীভবমসিৎ—  
 যাকে মনুষ্যকৃত্য পশিষ্যকৌ পাশে মরা ধৃত্য।

সংযুক্তমি হুং চৈব তস পুত্রঃ সহ করা ১৪  
 'অতি পশিষ্যকৌ ! বিদ্যমান সত্য মনুষ্যকৃত্য  
 অতিক্রমে অর্জিত নিয়ে তোমার সে সত্য অর্থে ধর্ম  
 করেছিলেন এবং আমি নিজেই তোমার সত্য (অর্থ  
 উদ্ভাসকল পুত্র হল) তোমার গর্ভজাত পুত্র ভরতকেও  
 পরিচালনা করলাম।

প্রবাতা বজ্রনী দেবি সূর্যনোদনঃ প্রতি।  
 অতিমেকার হি জনহৃদয়িনাতি নাং ক্রমম্ ১৫  
 'দেবি ! বহু গত হয়েছো, সূর্য্যের সমন্বয়প্রদ ;  
 হ্রিবনের অতিমেকার জনা প্রজন্মসংসার নিষ্কট অর্থাৎ  
 তত দেবে

প্রানভিবেকসদ্বৈরুদ্বর্ষদুপকটীতেঃ  
 রামঃ কারয়িতব্যো মে নৃত্যো সলিলজিহবা ১৬  
 সপুত্রো হুয়া নৈব কঠন্যো সলিলজিহবা।  
 বাহুদ্বালাশ্রিত্যচারে যদি রানভিবোদন ১৭

'হ্রিবনের অতিমেকার জনা অর্জিত ব্রহ্মসংসার  
 হ্রিবন বাক্য বেন অর্থব নৃত্যের পর নৃত্য অর্থব উচ্চেষ  
 তর্কিত হ্রিব করে। অতি পশিষ্যকৌ ! হ্রিবন বাক্যের  
 অতিক্রমে হ্রিব হ্রিব বাক্য করে সত্য ও তরে তোমার  
 পুত্রসহ হ্রিব অর্থব তর্কিত করে না।

ন শক্তোহন্যাত্যঃ হ্রিঃ স্তৌ পুং তথাত্মম্।  
 হ্রিবকঃ সত্যবচনঃ পূর্নকলবচনম্ ১৮  
 'পূর্ন হ্রিবনের অতিক্রমে-সত্যবচন শুনে জনপ্রাণ



জামল্য কণ্ঠেহি। তাদেব সেই তর্কোৎকল মুখ দেখে, আমি  
আবার আজ সেই শিবামল্য জনপণের অবনত মুখ দেখতে  
পারব না।'

তাং তথা ক্রমতঃস্যা কৃষিপসা মহাশয়ঃ।

প্রজাতা শব্দী পুণ্য চক্রমঙ্গলমাজিনী ॥ ১৯

মহাজ্ঞা মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে এইরকমভাবে  
বলতে বলতে চক্র ও মঙ্গলমালা বিভূষিতা পাঁচটা বাঁধ  
প্রজাত হল।

ততঃ পাপসমাদারা কৈকেয়ী পার্শ্ববৎ পুংঃ।

উদাচ পরসং বাক্যং বাক্যজা রোগমুর্ছিতা ॥ ২০

তারপর আবার, পাপচারিণী, বাক্যনিপুণা কৈকেয়ী  
কোথেকে জ্ঞানহারী হয়ে রাজাকে কঠোর বাক্যে বলতে  
লাগলেন—

কিমিদং ভাষসে রাজন্ বাক্যং গরলজ্ঞোপমম্।

জানায়িতুমক্ৰিষ্টং পুত্রং রামমিহাহসি ॥ ২১

হাপা রাজো মম সূতং ক্ৰমা রামং বনেচরম্।

লিঙ্গপরাং চ মাং ক্ৰমা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২২

'রাজন্ ! বিষজাত-রোগতুলা এইরকম পীড়াদায়ক  
কথা কেন বলছেন ? ক্রেশশূন্য মনে পুত্র রামকে আহ্বান  
করে নিয়ে আসুন ; আমার পুত্র ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত,  
রামকে বনবাসী এবং আমাকে শত্রুশূন্য করে কৃতকৃত্য  
হোন।'

স তুং ইব তীক্ষ্ণেন প্রত্যোদেন হয়োত্তমঃ।

রাজা প্রচোদিতোহতীক্ষ্ণঃ কৈকেয়্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩

তীব্র বেত্র দ্বারা বারবার আঘাতপ্রাপ্ত ব্যথিত শ্রেষ্ঠ  
অগ্নের মতো, কৈকেয়ীর তীব্র বাক্যবাণে প্রণোদিত রাজা  
দশরথ বলতে লাগলেন—

ধর্মবজ্জন বক্ষোহস্মি নষ্টা চ মম চেতনা।

জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং হৃষ্টমিচ্ছামি ধার্মিকম্ ॥ ২৪

'তোমাকে বিবাহ এবং বরদানের প্রতিজ্ঞা, এই  
ধর্মের বন্ধনে আমি আবদ্ধ ; আমার চেতনাও নষ্ট হয়ে  
গেছে। আমি আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র ধার্মিক রামকে দেখতে  
চাই।'

ততঃ প্রজাতাঃ রাজনীমুদিতো চ শিবাকরে।

পুণ্যে দক্ষত্রযোগে চ সুদূর্তে চ সমাগতো ॥ ২৫

বসিষ্ঠো জনসম্পন্নঃ শিষ্যোঃ পরিবৃত্তত্যাঃ

উপবৃত্তান্ত সঙ্করাম্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥ ২৬

অনন্তর রাত্রি প্রভাতে সূর্যোদয়ে পুণ্যানক্ষত্রযোগে

অভিষেকের পুণ্যমুহূর্ত সমাগত হলে, নির্দিষ্ট স্রবাস্ত্রায়  
সকল সংগ্রহ করে শিষ্যগণ পরিবৃত্ত সর্বগুণসম্পন্ন মহর্ষি  
বসিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরী মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সিদ্ধসম্মার্জিতপথাং পতাকোত্তমকৃষিতাম্।

সংহৃষ্টমগুজ্ঞোপেতাং সমৃদ্ধবিশপাশাম্ ॥ ২৭

মহোৎসবসমায়ুক্তাং রায়বার্ধে সমুৎসুকাম্।

চন্দনান্তকম্বুশৈলং সর্বতঃ পরিভূমিতাম্ ॥ ২৮

তাং পুণীং সমভিত্রুমা পুরন্দরপুরোপমাম্।

দদর্শাঙ্ক্যপুং শ্রীমান্ নানাধ্বজগণায়ুতম্ ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক বিভূতিমান মহর্ষি বসিষ্ঠ জলসিক্ত ও

সম্মার্জিত পথযুক্ত, নানা উত্তম পতাকা-সুশোভিত, পরিপূর্ণ

দোকানযুক্ত হাট-সমবিত, চারিদিক চন্দন-অঙ্কুর-ধূপের

সুগন্ধে পরিপূরিত এবং রঘুনন্দন শ্রীরামের অভিষেক ক্রিয়া

দর্শনের জন্য সমুৎসুক হৃষ্টচিত্ত জনগণ-পরিপূরিত,

মহোৎসবপূর্ণ 'ইন্দ্রপুরীর তুলা সেই পুরী অতিক্রম করে

নানা মঙ্গলধ্বজা-সুশোভিত অন্তঃপুর দর্শন করলেন।

শৌরজ্ঞানপদাকীর্ণং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্।

যষ্টিমস্তিঃ সুসম্পূর্ণং সদশৈঃ পরমার্চিতৈঃ ॥ ৩০

তদন্তঃপুরমাসাদ্য ব্যতিচক্রাম তং জনম্।

বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতঃ পরমর্ষিভিরাবৃতঃ ॥ ৩১

নগরবাসী ও পল্লীবাসী জনগণ সমাকীর্ণ, সুপুঞ্জিত

ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত এবং যষ্টিধারী সদস্যগণ

পরিপূরিত সেই অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করে, মহর্ষিগণ-  
পরিবৃত্ত পরম আহ্লাদিত্ত বসিষ্ঠদেব সেই জনগণকে

অতিক্রম করে চলতে লাগলেন।

স ক্রপশাদ্ বিনিক্ষান্তং সুমন্ত্রং নাম সারথিম্।

ধারে মনুজসিংহস্য সচিবং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ৩২

মহর্ষি বসিষ্ঠদেব নবসিংহ মহারাজ দশরথের সচিব

প্রিয়দর্শন সুমন্ত্র নামক সারথিকে দ্বারদেশ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে

দেখলেন।

তমুবাচ মহাতেজাঃ সূতপুত্রং বিশারদম্।

বসিষ্ঠঃ ক্ষিপ্ৰমাচক্ষু নৃপতের্মমিহাগতম্ ॥ ৩৩

মহান তেজস্বী বসিষ্ঠদেব তখন কার্যদক্ষ সূতপুত্র

সুমন্ত্রকে বললেন—'আমার এখানে আগমন সংবাদ

রাজাকে শীঘ্র জানাও।

ইমে গজোদকঘটাঃ সাগরেভ্যশ্চ কাঞ্চনাঃ।

ঔদুধরঃ ভ্রষ্টশীঠমভিদেবকার্ষ্যমাক্রতম্ ॥ ৩৪

'রাজাকে জানাও এই স্বর্ণকলসগুলি গঙ্গাবারি এবং

সাগর থেকে আহত বারি দ্বারা পরিপূর্ণ ; অভিষেকের জন্য  
যজ্ঞভূমির-কাণ্ড নির্মিত তদ্রূপীও আহরণ করা হয়েছে।  
সর্ববীজানি গন্ধাস্ত রত্নানি বিবিধানি চ।  
কৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পমঃ ॥ ৩৫  
অষ্টৌ চ কন্যা কুচিরা মস্তৃচ্চ বরবারণঃ।  
চতুরশো রথঃ প্রীমান্ নিশ্চিংশো ধনুরস্তমম্ ॥ ৩৬  
বাহনং নরসংযুক্তং হস্তং চ শশিসমিতম্।  
শ্বেতে চ বালবাজনে ভৃঙ্গারং চ হিরণ্যমম্ ॥ ৩৭  
হেমদামপিনাক্ষচ্চ ককুদ্যান্ পাণ্ডুরো বৃষঃ।  
কেসরী চ চতুর্দংষ্ট্রৌ হরিশ্চেষ্ঠৌ মহাবলঃ ॥ ৩৮  
সিংহাসনং ব্যাঘ্রতনুঃ সমিখচ্চ ছত্ৰাশনঃ।  
সর্বৈ বাদিব্রসক্কাশ্চ বেশ্যাস্চালম্বতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৯  
আচার্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ পুণ্যাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ।  
শৌরজানপদশ্চেষ্ঠা নৈগম্যচ্চ গণৈঃ সহ ॥ ৪০  
এতে চান্যো চ বহবঃ প্রীয়মাণাঃ প্রিয়ংবদাঃ।  
অভিষেকায় রামস্য সহ তিষ্ঠন্তি পার্থিবৈঃ ॥ ৪১

‘সর্বপ্রকার শস্যবীজ, গন্ধদ্রব্যসকল, মণি-  
মাণিক্যাদি নানাপ্রকার রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, ঐ, কুশ,  
পুষ্প, দুগ্ধ ও পবিত্র জল, আটজন সুন্দরী কন্যা, মদমত্ত  
গজরাজ, চার ঘোড়ার রথ, সুন্দর শানিত ঋত্না, উত্তম ধনু,  
বাহকসহ শিবিকা, চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতচ্ছত্র, দুটি শুভ্র  
বাজন (চামর), স্বর্ণময় ঝারী, স্বর্ণমালা পরিহিত কুঁজযুক্ত  
শ্বেত বৃষ, চারটি দন্তযুক্ত সিংহ, মহাশক্তিশালী শ্রেষ্ঠ অশ্ব,  
সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম এবং যজ্ঞকাণ্ডসহ ছত্ৰাশন (অগ্নি)  
সবই সংগ্রহ করা হয়েছে ; বাজনাদারের দল, বারাক্ষনা,  
সালঙ্কারা নারী, আচার্য ও ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত আছেন ;  
সবংসা খেনু, মঙ্গলজ্ঞাপক পক্ষী ও পশুসকল আনীত  
হয়েছে, অনুচর ও দলবলসহ নগরের ও গ্রামের শ্রেষ্ঠ  
ব্যক্তিবর্গ, বণিকগণ এবং অপর প্রীত প্রিয়ভাষী ব্যক্তিবর্গ  
রাজাদের সঙ্গে শ্রীরামের অভিষেকের কারণে উপস্থিত  
আছেন।

ইদম্ মহারাজং যথা সমুদিতৈঃ হনি।  
পুষ্যো নক্ষত্রযোগে চ রামো রাজ্যমবাণুয়াৎ ॥ ৪২  
‘যাতে দিবা আগত হলেই পুষ্যা নক্ষত্রযোগে  
শ্রীরামের রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, এই বিষয়ে তুমি মহারাজকে  
অশ্রদ্ধাভি করতে বলো।’  
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সূতপুত্রো মহাবলঃ।  
স্বপ্ন নপতিশার্দলং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ৪৩

মহাবলী সূতপুত্র সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা  
শ্রুত্বে, নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ-এর স্তব করতে করতে তাঁর ভবনে  
প্রবেশ করলেন।

তং তু পূর্বোদিতং বৃদ্ধং দ্বারহা রাজসম্মতাঃ।  
ন শেকুরভিসংরোদ্ধং রাজঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ৪৪  
রাজার অনুমতি থাকায় রাজার কল্যাণকামী  
দ্বারপালগণ পূর্বে আজ্ঞাপ্রাপ্ত সেই বৃদ্ধ সুমন্ত্রকে বাধা  
দিলেন।

স সমীপস্থিতো রাজন্তামবহামজ্জিবান্।  
বাগ্ভিঃ পরমতুষ্টিভিরভিষ্টৌতুঃ প্রচক্রমে ॥ ৪৫  
সুমন্ত্র রাজার সেই অবস্থার কথা জানতে না পেয়ে,  
রাজার নিকটে গিয়ে পরম আনন্দদায়ক বচনে তাঁর স্তব  
করতে উদ্যত হলেন।

ততঃ সূতো যথাপূর্বং পার্শ্ববাস্য নিবেশনে।  
সুমন্ত্রঃ প্রাজ্জলির্ভূত্বা তুষ্টাব জগতীপতিম্ ॥ ৪৬  
তখন সূতপুত্র সুমন্ত্র রাজার আশ্রয়ে গিয়ে পূর্বের  
মতো করজোড়ে রাজার স্তবগান করতে লাগলেন—

যথা নন্দতি ত্রেজস্বী সাগরো ভাস্করোদয়ে।  
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তথা নন্দয় নন্ততঃ ॥ ৪৭  
‘রাজন্ ! সূর্যোদয়ে প্রভাবশালী সাগর যেমন  
কিরণমালায় সমুজ্জ্বল হয়ে জগৎকে উল্লসিত করে, তদ্রূপ,  
আপনি প্রসন্ন মনে আমাদের প্রতি প্রীত হয়ে ততোধিক  
নন্দিত করুন।

ইন্দ্রমস্যাং তু বেলায়ামভিতুষ্টাব মাতলিঃ।  
সোহজয়দ্ দানবান্ সর্বাংস্তথা জ্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥ ৪৮  
‘এইরকম প্রভাতবেলায় মাতলি দেবরাজ ইন্দ্রকে  
স্তুতি দ্বারা প্রবোধিত করেছিলেন, সেইজন্যই তিনি  
দানবসকলকে জয় করেছিলেন ; তদ্রূপ, আমি আপনাকে  
প্রবোধিত করছি।

বেদাঃ সছাঙ্গা বিদ্যাশ্চ যথা হ্যাক্ষুভুবাং প্রভুম্।  
ব্রহ্মাণং বোধয়জ্ঞাদ্য তথা জ্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥ ৪৯  
‘ষড়ঙ্গসহ বেদ এবং অন্যান্য বিদ্যা স্বয়ং প্রভু  
ব্রহ্মাকে যেমনভাবে উদ্ধৃত্ত করে, সেইরকমভাবে, আমি  
আজ আপনাকে প্রবোধিত করছি।

আদিত্যঃ সহ চক্রেণ যথা ভূতধরাং শুভাম্।  
বোধয়তাদ্য পৃথিবীং তথা জ্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥ ৫০  
‘সূর্যদেব যেমন চক্রে সহ ভূতধরাং শুভাম্।  
প্রাণীসমূহের আধারভূতা পবিত্র পৃথিবীকে জাগরিত করেন,



সেইরকমভাবে আজ আমি আপনাকে জড়িত করছি।  
উক্তিঃ সুমহাবাজ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।

বিরাজমানো বশুবা মেঘোরিষ দিবাকব্যঃ॥ ৫১

‘হে সধ্বজ মহাবাজ ! মেরুপর্বত থেকে উদ্ভিত সূর্যের  
মতো নিভা থেকে উদ্ভিত হোন, অভিব্যেককালীন মঙ্গলকৃত্য  
সমাবান করে সশবীরে সকলের সম্মুখে বিবাজ করুন।

সোমসূরী চ কাকুৎস্থ শিবকৈশ্রবণাবপি।  
বরুণকপালিরিত্যক বিজয়ঃ প্রদিশন্ত তে॥ ৫২

‘হে কাকুৎস্থকুলনন্দন ! চন্দ্র, শিব, কুবের,  
বরুণদেব, অগ্নিদেব এবং দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে  
বিজয়দান করুন।

গজা তপবতী রাত্রিঃ কৃতং কৃতমিদং তব।  
বুধ্যস্ব নৃপশার্ঙ্গুল কুরু কার্যমনন্তরম্॥ ৫৩

‘হে নবসিংহ ! রাত্রি প্রভাত হয়েছে ; আপনি জেগে  
উঠুন। আপনার আশিষ্ট করণীয় কাজগুলি করা হয়েছে।  
আপনি পরবর্তী কার্যের অনুষ্ঠান করুন।

উনতিষ্ঠত রামস্য সমগ্র্যভিষেচনম্।  
শৌরজানপদাশপি নৈগমন্ত কৃতাজলিঃ॥ ৫৪

‘শ্রীরামের অভিষেকের সামগ্রীসকল সংগৃহীত  
হয়েছে : করজোড়ে পুরবাসীরা এবং গ্রামবাসীরা উপস্থিত  
আছেন।

করং বসিষ্ঠো ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ তিষ্ঠতি।  
কিত্রমাগ্নাপাতাং রাজন্ ব্রাহ্মকস্যাভিষেচনম্॥ ৫৫

‘ভগবান বসিষ্ঠদেব নিজে, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে  
নিয়ে আপনার অপেক্ষা করছেন ; হে রাজন্ ! শ্রীমান  
রঘুনন্দনের অভিষেকের জন্য সত্ত্ব নির্দেশ দান করুন !

যথা হুশালাঃ শশবো যথা সেনা হনায়কা।  
যথা চন্দ্রঃ বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্॥ ৫৬

এবং যি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা স নৃপাতে।  
‘যেমন, পালকবিহীন পশুগণ, নায়কবিহীন  
সৈন্যবাহিনী, চন্দ্রহীন রাত্রি এবং বৃষহীন গাভী শোভহীন  
তथा দুর্দশাপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীহীন হয়, তদ্রূপ যে রাজ্যে রাজা নেই  
সেই রাজ্যের অবস্থাও সেইরকম হয়।’

এবং তস্য বচঃ শ্রদ্ধা সাক্ষপূর্বমিবার্হবৎ॥ ৫৭  
অজকীর্ত শোকেন কৃষ এব মহীপতিঃ।

সুমন্ত্রের এইরকম সাক্ষ্যপূর্ণ অর্ঘ্যসমৃদ্ধ কথা শুনে,  
রাজা পুনরায় শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন।

ততস্ত রাজা তং সূতং সম্বর্ষঃ সূতং প্রতি  
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুদীক্ষোবাচ বর্জিক। ৫৮

বাকৈস্ত বসু মর্মাসি মম ভূয়ো নিকৃষি ৫৯

তখন সুত্রের বিচ্ছেদ সম্ভবনায় নিবন্ধ, শোক  
আবর্তনের ঘর্মিক বাজা নববহ উর্ধ্বনৈঃ তদ সন্ত  
সুমন্ত্রকে বললেন— ‘তুমি এই কথার দ্বারা আমার কল্যাণ  
পুনর্বার বিদীর্ণ করছ।’

সুমন্ত্রঃ করুণঃ শ্রদ্ধা দৃষ্টা দীনঃ চ পর্জিবন  
প্রগৃহীতাজলিঃ কিচ্ছিন্ন তন্মাদ্ দেশানশ্রুতঃ ৬০

সুমন্ত্র রাজ্যের করুণাপূর্ণ কথা শুনে এবং তাঁর দীন  
দশা দেখে, কৃতাজলিপুটে সেই স্থান থেকে কিছুটা দূর  
গিহিয়ে গেলেন।

যদা বজ্রং ধ্বংসং দৈন্যান্ ন শশাক মহীপতিঃ  
তদা সুমন্ত্রঃ মস্তজ্ঞা কৈকেয়ী প্রভূবাচ হ। ৬১

মানসিক দীনতাবশত রাজা যখন নিজ ভিত্তি  
বলতে পারলেন না, তখন মস্তজ্ঞানিপুণ কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে  
বললেন—

সুমন্ত্র রাজা রজনীঃ রামহর্বসনুৎসুকঃ  
প্রজাপরশরিপ্রাক্ষো নিদ্রাবশমুপাপতঃ॥ ৬২

‘সুমন্ত্র ! শ্রীরামের রাজ্যভিষেকের জন্য  
উৎকণ্ঠিত রাজা সারারাত্রি ব্যাপী জাগরণে রত পড়েছেন  
নিদ্রাভিভূত হয়েছেন।

তদ্ গচ্ছ ঝরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিন্দু  
রামমানয় ভদ্রং তে নাত্র কার্য বিচরণা॥ ৬৩

‘অতএব, হে সারথ্যে ! শীঘ্র যাও, কীর্তিমান রাজপুত্র  
রামচন্দ্রকে এখানে নিয়ে এসো, এর অন্যথা কোরে না,  
তোমার কল্যাণ হোক !’

অশ্রুয়া রাজবচনং কথং গচ্ছামি তমিহি।  
তচ্ছুয়া মস্ত্রিনো বাক্যং রাজা মস্ত্রিমহরবীঃ ৬৪

‘অগ্নি প্রমদে দেহি ! মহারাজের নির্দেশ না শুনে কী  
করে যাই ?’ মস্ত্রীর সেই কথা শুনে, রাজা মস্ত্রীকে  
বললেন—

সুমন্ত্র রামঃ দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্  
স মন্যমানঃ কল্যাণং হৃদয়েন ননন্ ৬৫

‘সুমন্ত্র ! শ্রীরামকে দেখব ; সেই সুন্দরকে দ্রষ্টা  
এসো।’ রাজা দশরথ শ্রীরামের দর্শনে কল্যাণ হবে মনে  
করে, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করলেন।



ক্রোধে চ স খ্রীজা স্বতিতো রাজ্যশাসনাৎ।  
 সুমুখিকরমসঃ বসিতঃ চেকিতস্থতা ॥ ৬৬  
 বস্ত্রব নিবৃত্তে সুমুখ সনন্দে সূর্য বহির্গত হলেন :  
 ক্রোধ ক্রোধবির প্রবল্য হুং বাক্য চিত্ত করিতে লগলেন।  
 বাক্য রামভিষেকার্থে ইহাভ্যাসাতি ধর্মরত্ন।  
 ইতি সূতা মতিঃ কৃত্য হর্ষণ মহতা পুনঃ ॥ ৬৭  
 নিরুপম মহাতেজা রাঘবসা দ্বিধুস্মা।  
 সমুদ্রসংকাশঃ সুমহোদ্বিগ্নঃ পুরাচ্ছূতাৎ।  
 নিরুপম জনসদাঃ দর্শ্য হারমহতঃ ॥ ৬৮  
 'ধর্মরত্ন নরায়ণ এখন নিশ্চয়ই শ্রীরামের  
 অভিষেকের জন্য যথাবিহিত সমস্ত ব্যবস্থা করবেন'  
 -মহাতেজস্বী সর্বস্বী সুমুখ এই চিত্ত করে, পুনরায় অত্যন্ত

উৎফুল্ল হয়ে রঘুনন্দন শ্রীরামের দর্শনেচ্ছায় সাগরমধ্যস্থ  
 হ্রদসদৃশ সেই সুন্দর অন্তঃপুর থেকে নিষ্কাশ হলেন ;  
 বেবিয়ে এসে দ্বারদেশের সামনে বিশাল জনসমাগম দর্শন  
 করলেন।  
 ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিঃসৃতো  
 মদীপত্রে বারগতান্ বিলোকয়ন্।  
 দর্শ্য পৌরান্ বিনিবান্ মহাধনা-  
 নুগৃহিতান্ দ্বারমুপেত্য সিদ্ধিতান ॥ ৬৯  
 তখন মহাধন্যের অন্তঃপুর থেকে বহির্গত হয়ে সুন্দর  
 হ্রদঃ দ্বারপালদের নেপে, দ্বারের নিকটে এসে সেখানে  
 অবস্থানরত উপস্থিত অনেকানেক নগরিক এবং মহাধনী  
 পুরবাসীদের দেবতে গেলেন।

ইত্যর্বে প্রিন্দ্রবান রণে বাহীকীয়ে অদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষি বহু কি বিবচিত্ত অন্ধিকা বানারসের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

### পঞ্চদশ সর্গ (১৫)

রাজ্যভিষেকের জন্য আনীত ভ্রবাসমূহের বর্ণনা, রামের অদর্শনে উপস্থিত সকলের জিজ্ঞাসা, সুমুখের রাজ্যের  
 নিকট গমন এবং রামকে আনয়নের জন্য রাজ্যের নির্দেশে সুমুখের বিচিহ্নশোভাময় রামভবনে গমন

তে হু তাং রজনীমুখা ভ্রামশা বেনপারগাঃ।  
 উপেক্ষকসহানঃ সহ রাজপুরোহিতাঃ ॥ ১  
 সেই বেন্দ্র ব্রাহ্মণের এবং রাজপুরোহিতেরা  
 পরস্পর সহযোগে সেই বস্ত্রি প্রতিবহিত করে  
 প্রত্যেকের রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন।  
 ভ্রামশা বলমুখ্যাস্ত মুখ্যা যে নিগমস্য চ।  
 রাঘবসভিষেকার্থে প্রীতিমাণাঃ সুসংগতাঃ ॥ ২  
 নিকট, সেনাপতিগণ এবং বনিকশ্রেষ্ঠগণ সকলেই  
 বনমুখ রঘুনন্দন শ্রীবর-এব বৈবরজাভিষেক সমবেত  
 হয়েছেন।  
 উদিতো বিমলে সূর্যে পুষ্যে চ ভাগতেহহনি।  
 লগ্নে কর্কটকে প্রাপ্তে জন্ম রামস্য চ হিতো ॥ ৩  
 অভিষেকের রামস্য বিজৈত্রৈরূপকরিতম্।  
 কাশ্মা জলকুল্যাস্ত ভদ্রপীঠং স্থলংকৃতম্ ॥ ৪

রক্ষস সমাগাস্তীর্ণো ভাবতা ব্যাত্রচর্চনা।  
 গঙ্গাধমুনয়োঃ পুণ্যাৎ সঙ্গমাদাকৃতং জলম্ ॥ ৫  
 নির্মল সূর্যোদয়ে, এই দিনে পুষ্য নক্ষত্রের উদয়ে  
 এবং কর্কট লগ্নের প্রাপ্তিতে এই শুভ সময়ে শ্রীরামের জন্ম  
 কালে (জন্মলগ্নে) তাঁর বৈবরাজ্যে অভিষেকের জন্য শ্রেষ্ঠ  
 ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণময় জলকুল্যাসকল, সু অলঙ্কৃত সিংহাসন,  
 উজ্জ্বল ব্যাত্রচর্চান্বিত রথ এবং গঙ্গা বদুনার পবিত্র  
 সঙ্গমস্থল থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করেছেন।  
 বাস্তান্যাঃ সরিতঃ পুষ্যা ব্রহ্মাঃ কৃপাঃ সরাসি চ।  
 প্রাঘ্রহাশ্চোর্ব্বাহাশ্চ তির্ধ্বাহাশ্চ ক্ষীরিণঃ ॥ ৬  
 তাভ্যশ্চৈবাকৃতং তোরং সনুদ্রেজস্ক সর্বশঃ।  
 কৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ ॥ ৭  
 ভট্টো চ কন্যা কুচিরা মন্ত্রক করবারণঃ।  
 সজ্জাঃ ক্ষীরিভিহুয়া ঘটঃ কাশ্মনরাজতাঃ ॥ ৮

পাশ্চাত্য পলযুতা জাতি পূর্ণাঃ পরমবারিষা।

দুষ্ক সদৃশ হিতকাহী জলপূর্ণ হ্রদ, কৃপ, সরোবর, পূর্ববাহিনী, উত্তরবাহিনী ও বক্রগামিনী নদী এবং সকল দিকের সমুদ্র থেকেও পবিত্র জল আহরণ করা হয়েছে। যমু, মহি, হুত, ঠৈ, কৃপ, পুষ্প, দুষ্ক সংগৃহীত হয়েছে, আটজন সুন্দরী কন্যা এবং একটি ঘনমত্ত হস্তী ও আনীত হয়েছে, দুষ্ক করণকারী ক্ষীণবৃক্ষের গরম খাবা আচ্ছাদিত গন্ধযুক্ত পবিত্র জলপূর্ণ স্বর্ণবৌণাময় ঘটগুলি শোভা পাচ্ছে।

চত্বাঃভবিকপ্রথাঃ পাতুরাঃ রত্নভূগিতম্॥ ৯

সজ্জাঃ তিষ্ঠতি রামস্য ষাণ্ণবাজনমুত্তমম্।

হস্তের কিরণ-সদৃশ বিকশিত, শ্বেত-শীতবর্ণ-শোভিত রত্নমণ্ডিত উত্তম চামর শ্রীহামের জন্য সজ্জিত রাখা আছে।

চন্দ্রমণ্ডলসংকাশমাতপত্রঃ চ পাতুরম্॥ ১০

সজ্জাঃ স্তুতিকরঃ শ্রীমদভিষেকপুরস্ফরম্।

পাতুরাঃ কৃষাঃ সজ্জাঃ পাতুরাশ্চ সংহিতাঃ॥ ১১

অভিষেকসামগ্রীর সঙ্গে রমণীয় চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ শ্বেত-শীত বর্ণের দুটি সমন্বিত ছত্র সজ্জিত আছে ; সেই সঙ্গে সজ্জিত আছে শ্বেত বর্ণের কৃষ ও শ্বেত অশ্ব।

যাগিহাশি চ সর্বাশি বদিনশ্চ তথাপরে।

ইক্ষাকৃশাঃ যথা রাজ্যে সজ্জিযেতাভিষেকম্॥ ১২

তথাভাজীরমাদায় রাজপুত্রাভিষেকম্।

তে রাজবচনাঃ তত্র সমবেতা মহীপতিম্॥ ১৩

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র আনীত এবং বৈতালিকেরা সকলে আহৃত হয়েছেন ; উপরন্তু ইক্ষাকৃবংশীয়দের রাজ্যভিষেকের উপযুক্ত দ্রব্যসকল সংগ্রহ করে রাজভৃত্তেরা সকলে রাজাভ্যায় সমবেত হয়েছে।

অপশ্যন্তোহক্রবন্ কো নু রাজ্যে নঃ প্রতিবেদয়েৎ।

ন পশ্যামশ্চ রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ॥ ১৪

যৌবরাজ্যভিষেকশ্চ সজ্জা রামস্য ধীমতঃ।

রাজাকে দেখতে না পেয়ে, সমবেত জনগণ বলতে লাগল — ‘ধীমান রামের যৌবরাজ্যভিষেকের দ্রব্যসকল সজ্জিত হয়েছে। সূর্যও উদিত হয়েছে। রাজাকে তো দেখছি না ! রাজার কাছে আমাদের আগমন সংবাদ কে পৌঁছে দেবে ?’

ইতি তেষু ব্রবংশেবু সর্বাংজাংশ্চ মহীপতীন্॥ ১৫

অত্রবীৎ তানিদং বাক্যং সুমন্তো রাজসংকৃতঃ।

অতিথিবৃন্দ এই কথা বললে, রাজা দশরথ কর্তৃক

সমাদৃত সুমন্ত উপস্থিত রাজনাবর্গকে বললেন—

রামঃ রাজ্যে নিয়োগেন দুরয়া প্রহিজো বাহুঃ॥ ১৬

পূজ্যা রাজ্যে তবজ্ঞশ্চ রামস্য তু বিশেষতঃ।

অয়ং পুণ্যমি বচনাৎ সুখমাসুখ্যতামহম্। ১৭

‘রাজ্যের নির্দেশ আমি শ্রীরামকে নিয়ে আসার জন্য লীয গাছি। আপনারা দাজ্জাব, বিশেষত শ্রীহামের পূজা। তাই রাজ্যের নির্দেশে আশুমান আপনাদের কুশল জিজ্ঞাস করছি।’

রাজাঃ সন্ত্রস্তিগৃহস্য চানাগমনকারণম্।

ইত্যাহ্বাঃ পুরবারমাজগাম পুরাণপিং। ১৮

এই কথা বলে, পূর্ববাস্তব সুমন্ত, সন্ত্রস্তি

জাগরিত রাজ্যের না-আসার কারণ জানায় জন্য,

অন্তঃপুরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হলেন।

সদা সন্তঃ চ তদ্ বেষ্য সুমন্তঃ প্রবিশেৎ হ।

তুষ্টিবাসা তদা বংশঃ প্রবিশ্য স নিশাম্পতেঃ॥ ১৯

সুমন্ত রাজ্যের সদাপ্রিয় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং

প্রবেশ করে তিনি রাজ্যের বংশের প্রশংসা করে কৃত

করতে লাগলেন।

শয়নীয়ং নরেন্দ্রস্য তদাসাদ্য বাতিষ্ঠত

সোহত্যাঙ্গাদ্য তু তদ্ বেষ্য তিরঙ্করশিমন্তরাঃ॥ ২০

আশীর্ভির্গণযুক্তাভিরভিতুষ্টিব রাঘবম্

তখন সুমন্ত রাজ্যের শয়ন কক্ষের নিকটে এসে পদ

অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই রঘুকুলনন্দনব গুণাবলিযুক্ত

আশীর্বচন দ্বারা তাঁর স্তুতি করে বলতে লাগলেন—

সোমসূর্যো চ কাকুৎস্থ শিববৈশ্রবণাবপি॥ ২১

বরুণশচাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ঃ প্রদিশন্ত তে

‘হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাজন দশরথ ! চন্দ্রদেব ও সূর্যদেব, মহাদেব এবং কুবের, বরুণদেব, অগ্নিদেব এবং দেবরাজ ইন্দ্র সকল দেবতা আপনাকে বিজয় প্রদান করুন।

গতা ভগবতী রাজিরহঃ শিবমুপহিতম্॥ ২২

বুদ্ধাঃ রাজশার্দূল কুরু কার্যমনন্তরম্

‘রাজিদেবী চলে গেছেন, মঙ্গলময় দিন সমাগত হয়েছে ; হে রাজপ্রেষ্ঠ ! জাগ্রত হোন, অতঃপর কণ্ঠ্য কর্ম করুন।

ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ নৈগম্যন্তাগতাঃ॥ ২৩

দর্শনং তেহভিকাক্ষত্রে প্রতিবুদ্ধাঃ রাঘব।

‘হে রঘুনন্দন ! ব্রাহ্মণগণ, সেনাপতিগণ এবং নাগরিকবৃন্দ এসে উপস্থিত হয়েছেন ; তাঁরা

সকলে আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করছেন, আপনি  
ভেবে উঠুন।

কবচঃ তঃ তদা সূতাঃ সুমন্ত্রঃ মন্ত্রকোবিদম্ ॥ ১৪  
প্রতিপূজ্য ততো রাজা উদঃ পচমঃপ্রদীপঃ।

মন্ত্রগণ্য অতিজ্ঞ সূত সুমন্ত্র এভাবে রাজার স্থল  
করতে থাকলে, রাজা দশরথ আগন্তক হয়ে সুমন্ত্রকে এট  
কথা বললেন।

রামমাময় সূতেরি যদসাক্ষিচিহ্নো ময়া ॥ ১৫  
কিমিদং কারণং যেন মমাত্মা প্রতিপাভাতে।

র চৈব সম্প্রসুপ্তোহতমানয়েত্যত রাজবম্ ॥ ১৬  
‘সূত সুমন্ত্র ! আমি যে তোমাকে বর্ণোক্তলাম,

‘‘রামকে নিয়ে এসো’’ ! ঐ কারণে আমার এটি নির্দেশ  
উল্লিখিত হয়েছে ? আমি তো এমন নিদ্রিত নই ! অতএব,  
বহুদন্দন শ্রীরামকে শিখ্র এখানে নিয়ে এসো।’

ইতি রাজা দশরথঃ সূতাং তদ্রাশ্রম্য পুনঃ।

স রাজবচনং শ্রুত্বা শিরসা প্রতিপূজ্য তনু ॥ ১৭  
নির্জগাম নৃপাবাসাশ্রন্যমানঃ প্রিয়ং মহৎ।

প্রপত্তো রাজমার্গং চ পতাকাঙ্গশোভিতম্ ॥ ১৮  
রাজা দশরথ পুনরায় সূতকে একই নির্দেশ দিলেন।

সূত রাজাভ্য শ্রবণ করে রাজাকে অবনত মস্তকে প্রণাম  
জানিয়ে, রাজাভ্য পালন করাকে মহৎ ও প্রিয় কর্ম মনে  
করে রাজবাড়ি থেকে নির্গত হয়ে ধ্বজ-পতাকা শোভিত  
রাজপথে উপস্থিত হলেন।

হটঃ প্রমুদিতঃ সূতো জগামাত নিলোকয়ন।

স সূতস্তত্র শুশ্রাব রামাধিকরণাঃ কথাঃ ॥ ২৯  
অভিষেকসংযুক্তাঃ সর্বলোকস্যা হটবৎ।

সুমন্ত্র আনন্দে উল্লসিত হয়ে চারিদিক দেখতে দেখতে  
পথ চলতে লাগলেন এবং সেই পথে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর  
অভিষেক অবলম্বনে সকল মানুষের হর্ষযুক্ত নানা আলোচনা  
শুনতে পেলেন।

ততো দদর্শ ক্রুচিরাঃ কৈলাসসদৃশপ্রভম্ ॥ ৩০

রামবেশ্য সুমন্ত্রস্ত শত্রুবেশ্যসমপ্রভম্।

মহাকপাটপিহিতঃ বিতর্দিশতশোভিতম্ ॥ ৩১

অতঃপর সুমন্ত্র কৈলাস-সদৃশ প্রভাবময় শুভ্র,  
ইন্দ্রপুরীর ন্যায় দীপ্তিমান, বিরাট কপাটচ্ছাদিত দ্বারযুক্ত  
এবং শত শত বেদি-শোভিত শ্রীরামচন্দ্রের মনোরম গৃহটি  
দেখতে পেলেন।

কাঞ্চনপ্রতিমৈকগ্রঃ মণিবিক্রমভোরণম্।

শারদাশ্রবণপ্রায়াঃ দীপ্তঃ মেরুগঙ্গাসমম্ ॥ ৩২

শ্রীরামের গৃহের ভোরণের অপ্রমদ্য দর্শনময়,  
বিতর্দীর্ণ মণি ও প্রবালরঞ্জিত, শরৎকালীন শ্রুতমেষসদৃশ  
এবং মেরুপর্বতের গুহাসদৃশ সমুজ্জ্বল।

মণিভির্ভরমাণ্যানাঃ সুমর্ত্তিগণাংকৃৎম্।

মুক্তামণিভিরাকীর্ণঃ চন্দ্রদাক্ষকুণ্ডিতম্ ॥ ৩৩

সর্বোত্তম মণি নির্মিত উত্তম মালাভূষিত, বিকীর্ণ  
মণিমুক্তা-সুশোভিত এবং চন্দ্র ও অশ্রু দ্বারা সুরঞ্জিত  
সেই গৃহ।

গজানু মনোজ্ঞান নিস্কলদ দারুণঃ শিখরং যথা।

সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনমতির্বিরাজিতম্ ॥ ৩৪

দরুণ নামক চন্দ্রন পর্বতের মতো সেই গৃহের ছাদ  
মনোরম গজ বিকীরণ করছে, আর সেখানে বিরাজ করছে  
নিমাদকরী মারস ও ময়ূরেরা।

সুকতেহামৃগাকীর্ণমুৎকীর্ণঃ ভক্তিভিহ্বা।

মনস্তকুশ্চ কুতানামাদদৎ তিষ্ঠতেজসা ॥ ৩৫

তদ্রূপ কোথাও কোথাও বা আলংকারিক সৌন্দর্যে  
গোদিত সুন্দরভাবে ইতস্তত অঙ্কিত ব্যাঘ্রাদি পশু  
(মানবাদি) প্রাণিসমূহের মন ও চক্ষু তীব্রভাবে আকৃষ্ট  
করছে।

চন্দ্রভাঙ্করসংকাশঃ কুবেরভবনোপমম্।

মহেন্দ্রেখামপ্রতিমঃ নানাপক্ষিসমাকুলম্ ॥ ৩৬

সুমন্ত্র চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, কুবেরের ভবন-  
সদৃশ অক্ষয় সম্পত্তি পরিপূর্ণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের গৃহের  
ন্যায় মনোরম নানাপক্ষিসমাকুল মেরুশৃঙ্গ-সদৃশ শুভ্র  
শ্রীরামের গৃহ দেখতে পেলেন।

মেরুশৃঙ্গসমঃ সূতো রামবেশ্য দদর্শ হ।

উপস্থিতৈঃ সমাকীর্ণঃ জনৈরঞ্জলিকারিভিঃ ॥ ৩৭

উপাদায় সমাক্রান্তৈকদা জানপদৈজ্ঞৈঃ।

রামাভিষেকসুমুখৈরকুণ্ডলৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৩৮

সূত আরও দেখলেন, সেই সময় শ্রীরামের  
অভিষেক দর্শনাভিলাষী জনপদনিবাসী উন্মুখ জনগণ  
উপহার সামগ্রীসহ উপস্থিত হয়েছেন ; অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে  
উপবিষ্ট জনগণের সেই সমাবেশ শ্রীরামের গৃহ প্রাক্ণের  
শোভাবর্ধন কবছে।

মহামেষসমপ্রথামুদ্রাঃ সুবিরাজিতম্।

নানারত্নসমাকীর্ণঃ কুজকৈরপি চাবৃতম্ ॥ ৩৯

মহান মেঘগণ্ডের মতো সমুন্নত সেই রাজভবন  
বিনিধ রত্নে পরিপূর্ণ এবং কুজ ভূতগণ পরিবৃত হয়ে  
সুন্দরভাবে বিরাজ করছে।



স বাজিযুক্তেন রথেন সারথিঃ  
সমাকুলঃ রাজকুলঃ নিরাজয়ন।  
বরুণিনা রাজগৃহাতিপাতিনা  
পুরস্য সর্বস্য মনাংসি হর্ষয়ন ॥ ৪০  
ততঃ সমাসাদ্য মহাধনঃ মহৎ  
প্রহস্টরোমা স বভূব সারথিঃ।  
মৃগৈর্ময়ুরৈশ্চ সমাকুলোষণঃ

গৃহঃ মরার্সা শচীপতেরিব ॥ ৪১  
সসৈন্য সারথি সুমন্ত্র অশ্বচালিত রথে বিরাজিত হয়ে  
রাজবাড়ির দিকে যেতে যেতে উপস্থিত সকল নগরবাসীর  
মনে আনন্দ উৎপাদন করলেন ; অতঃপর সেই সারথি  
বরুণীয় শচীপতি ইন্দ্রের ঐশ্বর্যপূর্ণ যুগ ও ময়ূর পরিবৃত  
মহতী রাজপুরীর মতো শ্রীরামের রাজপুরীতে গিয়ে আনন্দে  
রোমাঞ্চিত হন।

স তত্র কৈলাসনিভাঃ স্থলভূতাঃ  
প্রবিশ্য কক্ষান্দিদ্যালয়োপমাঃ।  
প্রিয়ান্ বরান্ রামমতে হিতান্ বহুন্

ব্যপোহ্য শুদ্ধান্তমুপস্থিতৌ রথী ॥ ৪২  
তিনি রামের আজ্ঞাবহ বহু প্রিয়জনকে অতিক্রম  
করে, কৈলাসপর্বততুল্য সুসজ্জিত ও স্বর্গতুল্য গৃহ-  
প্রকোষ্ঠগুলিতে রথসহ প্রবেশ করে রাজান্তঃপুরে উপস্থিত  
হলেন।

স তত্র শুশ্রাব চ হর্ষযুক্তা  
রামাভিষেকার্থকৃতাঃ জনানাম্।  
নরেন্দ্রসূনোরভিমঙ্গলার্থাঃ

সর্বস্য লোকস্য গিরঃ প্রহস্টাঃ ॥ ৪৩  
সুমন্ত্র সেখানে রাজপুত্র শ্রীরামের অভিষেকের জন্য  
কর্মব্যস্ত এবং তাঁরই মঙ্গলকামনায় জনগণের সানন্দ  
উল্লাসধ্বনি শুনতে পেলেন।

মহেন্দ্রসদ্ব্যপ্রতিমঃ চ বৈশ্য  
রামস্য রম্যঃ মৃগপক্ষিজুষ্টম্।  
দদর্শ মেরোরিব শৃঙ্গমুচ্চঃ

বিরাজমানঃ প্রভয়া সমুদ্রঃ ॥ ৪৪  
সুমন্ত্র ইন্দ্রপুরীতুল্য, মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ, মেরুপর্বতের

উচ্চ শৃঙ্গের তুল্য ঐচ্ছলাসমৃদ্ধ শ্রীরামের রমণীয় প্রাসাদ  
বিরাজমান দেখতে পেলেন।

উপস্থিতৈরঞ্জলিকারিভিষ্চ  
সোপায়নৈর্জানপদৈর্জনৈশ্চ।

কোট্যা পরার্থৈশ্চ বিমুক্তয়ানৈঃ  
সমাকুলঃ দ্বারপদঃ দদর্শ ॥ ৪৫

সূত সুমন্ত্র দেখলেন, জনপদবাসী কোটি কোটি বা  
পরার্থ পরার্থ সংখ্যক জনগণ যান থেকে অবতীর্ণ হয়ে  
উপহার সামগ্রীসহ করজোড়ে রাজবাড়ির দ্বারদেশে  
সমবেত হয়েছে।

ততো মহামেঘমহীধরাজঃ  
প্রতিমমতাক্ষশমভাসহ্যম্

রামোপবাহ্যঃ রুচিরঃ দদর্শ  
শত্রুঞ্জয়ঃ নাগমুদ্রাকায়ম্ ॥ ৪৬

অতঃপর সুমন্ত্র, সেই দ্বারদেশে শ্রীরামের বহন  
মেঘের আভাস, পর্বততুল্য বিশালকায়, মদমন্ত,  
অঙ্কুশাঘাতে অকাতর, শত্রুঞ্জয় নামে সার্থকনামা হস্তি  
দেখতে পেলেন।

স্থলভূতান্ সানুরথান্ সঙ্কুঞ্জরা-  
নমাতামুখ্যাংশ্চ দদর্শ বরুণজান্।

ব্যপোহ্য সূতং সহিতান্ সমন্ততঃ  
সমৃদ্ধমন্তঃ পুরমাবিবেশ ॥ ৪৭

সুমন্ত্র, সকল দিকে সুন্দর বস্ত্রভূষণাদি দ্বারা  
সুসজ্জিত, অশ্ব রথ ও হস্তীসহ রাজার পরম প্রিয় যুগ  
অমাত্যদের একসঙ্গে দেখতে পেলেন ; তাঁদের অতিক্রম  
করে তিনি ঐশ্বর্য সম্পন্ন রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

ততোহদ্রিকৃটচলমেঘসন্নিভঃ  
মহাবিমানোপমবেশসংযুতম্

অব্যর্থমাণঃ প্রবিবেশ সারথিঃ  
প্রভূতরথঃ মকরো যথার্বম্ ॥ ৪৮

অতঃপর, মকর যেমন প্রভূত রথের প্রকট  
মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে তদ্রূপ, সারথি সুমন্ত্র পর্বতশিখর  
সদৃশ স্থির মেঘের মতো চিলেকোঠা সমন্বিত, গৃহপূর্ণ  
প্রাসাদে বিনা বাধায় প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বান্দীকি-বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

## ষোড়শ সর্গ (১৬)

সূত সুমন্ত্র শ্রীরামের গৃহে উপস্থিত হয়ে সীতাসহ শ্রীরামকে উপনিষ্ট দেখে তাঁর সম্মুখে জ্যেষ্ঠপুত্রদর্শনান্তিমুখী  
মহারাজ দশরথের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা, সীতার অনুমতিক্রমে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের  
পিতৃ সকাশে যাত্রা, পথে জনতার হর্ষধ্বনি

তদন্তঃপুরধারঃ সমতীতা জনাকুলম্।  
প্রবিষ্টাঃ ততঃ কক্ষামাসাদ পুরাণবিহ্ ॥ ১  
জতঃপর অযোধ্যার রাজ্যন্তঃপুরের পুরাবৃত্তান্তবেত্তা  
সূত জনসমাবেশে সেই অন্তঃপুরের দ্বার অতিক্রম করে,  
নির্মল কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন।  
প্রসকার্যকবিভক্তির্যুবভিমৃষ্ট কুণ্ডলৈঃ।  
অগ্রমাদিত্তিরেকাগ্রৈঃ হানুরজৈরশিষ্ঠিতাম্ ॥ ২  
সুমন্ত্র প্রাস ও হনুর্ধারী, কুণ্ডলকর্ণ, অগ্রমন্ত, একনিষ্ঠ  
ও বিবস্ত্র যুবরক্ষিণ কর্তৃক অধুষিত কক্ষে এসে উপস্থিত  
হলেন।  
তত্র কাষায়িশো বৃক্ষান্ বেত্রপাণীন ব্রলঙ্কৃতান্।  
কর্ণ বিষ্ঠিতান্ ধারি ত্রাখান্ সূসমাহিতান্ ॥ ৩  
সেখানে অন্তঃপুরিকাদের রক্ষক, দ্বারে উপবিষ্ট  
শৈবিক বস্ত্র পরিহিত, বেত্রহস্ত, সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত,  
একটি বৃক্ষ রক্ষীদের দেখতে পেলেন।  
তে সমীক্ষ্য সমায়াস্তঃ রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ।  
সহসোংগতিভাঃ সর্বৈ হ্যাসনেভাঃ সসম্ভ্রমাঃ ॥ ৪  
সুমন্ত্রকে আসতে দেখে, শ্রীরামের প্রিয়কর্মসাধনে  
সমুৎসুক রক্ষীরা সকলে সহসা আসন থেকে সসম্ভ্রমে উঠে  
দাঁড়ালেন।  
তানুবাচ বিনীতান্না সূতপুত্রঃ প্রদক্ষিণঃ।  
ক্ৰিপ্নাখ্যাত রামায় সুমন্তো ধারি তিষ্ঠতি ॥ ৫  
সুদক্ষ, বিনয়ী, সূতপুত্র তাঁদের বললেন—‘শীঘ্র  
কক্ষকে সংবাদ দিন যে, সুমন্ত্র দ্বারে অপেক্ষা করছে।’  
তে রামমুপসঙ্গমা ভর্তৃঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ।  
সহসর্ধায় রামায় ক্ৰিপ্নমেবাচচক্ষিরে ॥ ৬  
প্রভু রামচন্দ্রের প্রিয়কর্ম করতে ইচ্ছুক দ্বারপাল  
কর্মচারীরা সঙ্গীক রামচন্দ্রকে শীঘ্র এই সংবাদ নিবেদন  
করলেন।  
প্রতিবেদিতমাত্রায় সূতমভ্যন্তরং পিতৃঃ।  
তত্রৈবানুগম্যাস রাঘবঃ প্রিয়কাময়া ॥ ৭  
দৌবারিক কর্মীদের নিবেদন শুনে রঘুনন্দন রাম

পিতার প্রীতি কামনায় পিতৃবন্ধু সূত সুমন্ত্রকে স্বগৃহভাঙ্করেই  
আহ্বান করলেন।  
তং বৈশ্রবণসংকাশমুপনিষ্টং ব্রলঙ্কৃতম্।  
দর্শ্য সূতঃ পর্যঙ্কে সৌবর্ণে সোস্তরচ্ছদে ॥ ৮  
সুমন্ত্র, শ্রীরামচন্দ্রকে শিশ্রামকক্ষে দেখতে পেলেন,  
শ্রীরামচন্দ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত সুবর্ণময় পালঙ্কে নানালঙ্কারে  
সুসজ্জিত হয়ে কুবেরের মতো উপনিষ্ট হয়ে আছেন।  
বরাহকধিরাভেণ শুচিনা চ সুগন্ধিনা।  
অনুলিপ্তং পরার্ধেন চন্দনেন পরস্তপম্ ॥ ৯  
হিতয়া পার্শ্বতশ্চাপি বালব্যঞ্জনহস্তয়া।  
উপেতং সীতয়া ভূয়শ্চিত্রয়া শশিনং যথা ॥ ১০  
তং তপস্তমিবাঙ্গিতামুপপন্নং স্বভেজসা।  
ববন্দে বরদং বন্দী বিনযজ্ঞো বিনীতবৎ ॥ ১১  
বরাহরক্তের উজ্জ্বল আভাযুক্ত, পবিত্র উৎকৃষ্ট  
সুগন্ধি চন্দনলিপ্ত, চন্দ্রের পার্শ্বে উপবিষ্টা চিত্রা নক্ষত্রের  
মতো পার্শ্বে উপবিষ্টা ক্ষুদ্র ব্যঞ্জন (তালপাতার পাখা) দিয়ে  
বারংবার ব্যঞ্জনরতা (হাওয়া করছেন এমন) সীতাসহ,  
স্বীয় তেজে উত্তপ্ত সূর্যের মতো, সেই শত্রুতাপন বরদাতা  
শ্রীরামচন্দ্রকে নীতিগত বন্দী (বন্দনাকারী) সূত সবিনয়ে  
বন্দনা করলেন।  
প্রাঞ্জলিঃ সুমুখং দৃষ্টা বিহারশয়নাসনে।  
রাজপুত্রমুবাচেনং সুমন্তো রাজসংকৃতঃ ॥ ১২  
প্রসন্নবদন রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে প্রমোদ শয্যায়  
উপবিষ্ট দেখে, রাজা দশরথ কর্তৃক সম্মানিত সুমন্ত্র  
কৃতাজলিপুটে বললেন—  
কৌশল্যা সুপ্রজা রাম পিতা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।  
মহিম্যপি হি কৈকেয়া গমাতাং তত্র মা চিরম্ ॥ ১৩  
‘রাম ! আপনাকে পুত্ররূপে জন্ম দিয়ে কৌশল্যা  
সুপুত্রবতী মহিষী কৈকেয়ীর সঙ্গে আপনার পিতা আপনার  
দর্শনাকাজক্ষী সেখানে চলুন, বিলম্ব করবেন না।’  
এমমুক্তস্ত সংহৃষ্টো নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ।  
ততঃ সম্মানয়ামাস সীতামিদমুবাচ হ ॥ ১৪

মহাদীপ্তমান মহাবীহর নাম সূত্র কর্তৃক এইলাল  
কাঁচক হয়ে, উদাসিত চিত্তে পিতার আত্মনাকে সম্মান  
জনিয়ে সীতাকে বললেন

যেবি দেবক দেবী চ সমাগমা মনস্তরে।  
মন্ত্রমুক্তে প্রবং কিঞ্চিদতিশেচনসংব্রিতম্॥ ১৭

‘আমি যেবি সীতে। পিতৃদেব দশরথ এবং মাকুষ্যে  
কৈকেয়ী নিশ্চয়ই আমার যৌবরাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে কিছু  
মন্ত্রণা করছেন।

লক্ষ্মিহা হ্যভিগামঃ প্রিয়কামা সুদক্ষিণা।  
সংকোচময়ি রাজামঃ মদধর্মসিদ্ধেশ্বরা॥ ১৬

‘রাজার মনোভিগাম জানতে পেরে, আমার  
হিতাকাঙ্ক্ষণী, উদারহৃদয়া, কাজলনয়না মাতা কৈকেয়ী  
আমার যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য রাজা দশরথকে প্রেরণা  
দিয়েছেন।

স প্রহরী মহারাজঃ হিতকামানুবর্তিনী।  
জননী চাখকামা মে কেকয়াধিপতেঃ সূতা॥ ১৭  
‘আমার মাতা, কেকয়েরাজকুমারী কৈকেয়ী,  
হঠাৎই আমার মঙ্গলকামনায় মহারাজের কাছে অনুরোধ  
করছেন।

দ্বিতীয়া খলু মহারাজো মহিষা প্রিয়মা সহ।  
সুমন্ত্রঃ প্রাচিনোদ্ দূতমর্থকামকরং মম॥ ১৮  
‘সৌভাগ্যবশত মহারাজ দশরথ প্রিয়মহিষী  
কৈকেয়ীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমার স্বার্থপূরণের জন্যই  
সুমন্ত্রকে দূতরূপে প্রেরণ করেছেন।

যাদৃশী পরিবং তত্র তাদৃশো দূত আগতঃ।  
প্রথমদৈব মাং রাজা যৌবরাজ্যেহভিষেকাতি॥ ১৯  
‘যেখানে যেসকল জনসমাবেশ, সেখানে তদনুকূল  
দূতের আগমন হয় ; নিশ্চয়ই মহারাজ আজই আমাকে  
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।

হস্ত পীড়মিতো গদ্বা প্রক্ষ্যামি চ মহীপতিম্।  
সহ স্বং পরিবারেণ সুখবাস্থ্যং রমণ্য চ॥ ২০  
‘অতএব আমি শীঘ্র এখান থেকে গিয়ে পিতার সঙ্গে  
সাক্ষাৎ করি ; আর তুমি এখানে পরিজনদের সঙ্গে সুখে  
অবস্থান করো এবং আনন্দ করো।’

পতিসম্মানিতা সীতা তর্তারমসিভেষণা।  
আ ধারমনুব্রাজ্য মঙ্গলানাতিদধুয়ী॥ ২১

পতি কর্তৃক সমাদৃত কাজলনয়না সীতা পতি রামের  
উদ্দেশ্যে মঙ্গলক্ষণি উচ্চারণ করতে করতে তার পর্যন্ত

পাঠের সমাপ্ত্যম্বল করেছিলেন।  
রাজ্যং বিজাতিভর্জুঃ রাজসুমাভিপোষনম্।  
কর্তৃমর্জতি তে রাজা শাসনদেব লোককৃৎ॥ ২২  
মঙ্গলক্ষণি উচ্চারণ করতে করতে সীতা বললেন  
‘লোককর্তা এমনি যেমন দেবরাজ ঈশ্বরকে, মেতিবকম্,  
রাজা দশরথ প্রাণশস্যেবিত রাজসুমা যজ্ঞ দ্বারা এটি রাজ্য  
আপনাকে অর্পিত করেছেন।

দ্বিতীয়াঃ ব্রতসম্পন্নঃ বরাহিষদবরং শুভম্  
কুণ্ডলশূলপালিঃ চ পশ্যন্তী হারঃ ভজাম্যহম্॥ ২৩  
‘আপনাকে রাজসুমা যজ্ঞে দানিচ্ছত মঙ্গল  
ব্রতপালনকারী, শ্রেষ্ঠ মৃগচর্মশারী, পবিত্র এবং হারে  
মৃগশূলশারী দেবে আমি আপনাকে ভজনা করব।

পূর্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং শত্রুং তে যমঃ  
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশ্বরঃ দিশম্॥ ২৪  
‘আপনাকে পূর্বাধিকে বজ্রধারী ঈশ্বর, দক্ষিণাধিকে  
ধর্মরাজ যম, পশ্চিমাধিকে বায়ুর দেবতা বরুণদেব এবং  
উত্তর দিকে ধনের দেবতা কুবের সর্বদা রক্ষা করুন।’

অথ সীতামনুজাপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।  
নিশ্চক্রাম সুমন্ত্রেণ সহ রামো নিবেশনাৎ॥ ২৫  
অনন্তর যৌবরাজ্যাভিষেকরূপ উৎসবকালীন  
মঙ্গলিক প্রার্থনা অনুষ্ঠান সমাপন হলে, সীতার অনুমতি  
নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্রের সঙ্গে রাজবাটী থেকে নির্গত  
হলেন।

পর্বতাদিব নিষ্কমা সিংহো গিরিশৃঙ্খলঃ  
লক্ষ্যং হারি সৌহৃদ্যাৎ প্রহ্লাজলিপুটং হিতম্॥ ২৬  
গিরিশৃঙ্খল শায়িত সিংহ যেমন পর্বতশৃঙ্খল থেকে  
নির্গত হয় সেইরকম, প্রাসাদ থেকে নির্গত হয়ে রামচন্দ্র  
হারদেশে লক্ষ্যনকে কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান দেখতে  
পেলেন।

অথ মধ্যমকক্ষায়াঃ সমাগছেৎ সুহৃজ্জনৈঃ।  
স সর্বানর্জিনো দৃষ্টা সমেতাঃ প্রতিনন্দা চ॥ ২৭  
ততঃ পাবকসংপকাশমারুরোহ রণোত্তমম্  
বৈয়াঘ্রং পুরুষব্যাঘ্রো রাজিতঃ রাজনন্দনঃ॥ ২৮

অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজকুমার রামচন্দ্র বজ্রগণসহ  
মধ্যম কক্ষে উপস্থিত হয়ে দর্শনপ্রার্থী সকলকে দেখে,  
তাদের কাছে গিয়ে অভিনন্দন জানালেন ; প্রত্যেক  
ব্যাঘ্রচর্মাবৃত ও অনলসদৃশ উজ্জ্বল উত্তম রথে আরোহণ  
করলেন।



বৈশ্বানরমহাদেবঃ মণিহেমবিভূষিতম্।  
চক্ৰংবি প্রভয়া মেরুবর্চসম্॥ ২৯  
মহাপুত্রকৈশিক যুক্তঃ পরমবাজিতিঃ।  
বিক্রমঃ সহস্রাংকো রথমিহ ইবাস্তগম্॥ ৩০  
প্রমো তূর্ণমাহার রাঘবো জ্বলিতঃ প্রিয়া।  
স পর্জনা ইবাকালে যনবানভিনাদমান্॥ ৩১  
বিক্রেতারির্ঘো প্রীমান্ মহাম্রাদিব চন্দ্রমাঃ।

উজ্জ্বল কান্তিমান প্রীমান রঘুনন্দন রাম, মেঘপুঞ্জ  
যেত নির্গত চন্দ্রমার মতো, রাজপ্রাসাদ থেকে বহির্গত  
চন্দ্র এবং সুমেরু পর্বতের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলামণ্ডিত,  
বিরাটক শোভিত গজীর মেঘধনিমণ্ডিত, বাধাহীন,  
নিঃসংশয় হুটপুট উত্তম দ্রুতগামী অশ্বচালিত, মেঘের  
হস্তগর্ভনে আকাশকে মুখরিতকারী দ্রুতগামী রথে আরোহ  
হয় সহস্রলোচন ইন্দ্রের মতো দ্রুত পিতার উদ্দেশ্যে গমন  
করেন।

বিক্রমরশ্মিঃ লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ॥ ৩২  
হুঙ্কর জাতরঃ মাতা রথমাহার্য পৃষ্ঠতঃ।

রঘুনন্দন রামের অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ, চিত্রিত চামর  
হস্তে নিয়ে, রথে দাদার পশ্চাতে বসে তাঁকে রক্ষা করতে  
লাগলেন।

জয়ে হলহলাশকন্তমূলঃ সমজায়ত॥ ৩৩  
তদা নিক্রমমাশস্য জনৌঘস্য সমজতঃ।

প্রীরামচন্দ্র প্রাসাদ থেকে নিক্রান্ত হলে, চতুর্দিকে  
জলস্রাবের তুমুল আনন্দ কোলাহল ধ্বনি উথিত হতে  
লাগল।

জয়ে হ্রস্বরা মুখ্যা নাগাশ্চ গিরিসরিতাঃ॥ ৩৪  
কনুযুক্তা রামঃ শতশোহথ সহস্রশঃ।

শত শত সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ তথা পর্বতসদৃশ  
নিখল বিশাল সব হস্তী প্রীরামের অনুগমন করতে  
লাগল।

জয়চন্দ্রস্য সমদ্ব্যশন্দনাশুভূষিতাঃ॥ ৩৫  
কলসধরাঃ শূরা জঘুরাশঃসবো জনাঃ।

রামচন্দ্রের সামনে চলতে লাগল বীরসাজে সজ্জিত  
চন্দ্র ও অনুরূপ বিভূষিত, বজ্রপাণি, ধনুর্ধর হিঠেখী বীর  
সৈনিকেরা।

জয়ে বাদিক্রশদ্যন্ত স্ততিশদ্যন্ত বন্দিনাম্॥ ৩৬  
সিংহদ্যন্ত শূরাণাং ততঃ শুক্রবিরে পথি।

তখন, রাজপথে বাদ্যধ্বনি, বৈতালিকদের

তবগাথা, এবং সেইরকমভাবে বীরবৃন্দের সিংহনাদ  
শোনা যেতে লাগল।

হর্ম্যবাতায়নহাড়িকৃষিতাতিঃ সমজতঃ॥ ৩৭  
কীর্তমাশঃ সুপুণ্ড্রোঘৈর্ঘো স্ত্রীভিরিশমঃ।

চারিদিকে অবস্থিত প্রাসাদের বাতায়নে উপবিষ্ট  
বজ্রালঙ্কারে বিভূষিত নারীগণ কর্তৃক পথে বিকীর্ত  
পুষ্পরাশির মধ্য দিয়ে শত্রুদমন রাম পথ চলতে লাগলেন।  
রামঃ সর্বানবদ্যায়ো রামশিশ্রীষরা ততঃ॥ ৩৮  
বচোভিরয়ৈর্ঘৈর্ঘাঃ স্ত্রিতিহাশ্চ ববন্দিরে।

সেইসময় প্রাসাদস্থিত ও ভূতলস্থিত অনিন্দ্য  
সুন্দরীগণ সকলে প্রীরামের প্রীতি কামনায় মধুর বচনে তাঁর  
বন্দনা করে বলতে লাগলেন—

নুনঃ নন্দতি তে মাতা কৌসল্যা মাতৃনন্দন॥ ৩৯  
পশাবী সিদ্ধয়াক্রঃ স্বাঃ পিত্রাঃ রাজামুপস্থিতম্।

‘মাতার আনন্দদাতা, হে রঘুনন্দন ! পিতৃরাজ্য  
প্রাপ্তির জন্য আপনার যাত্রা মঙ্গলপ্রদ দেখে, মা কৌশল্যা  
নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছেন।’

সর্বসীমন্তিনীভ্যশ্চ সীতাঃ সীমন্তিনীঃ বরাম্॥ ৪০  
অমনান্ত হি তা নার্বো রামস্য হৃদয়প্রিয়াম্।

তয়া সুচরিতং দেব্যা পুরা নুনঃ মহৎ তপঃ॥ ৪১  
রোহিণীব শশাঙ্কেন রামসংযোগমাপ য়।

সেই রমণীগণ সকল সীমন্তিনীদের মধ্যে রামের  
হৃদয়প্রিয়া সীতাকেই সীমন্তিনীশ্রেষ্ঠা মনে করেছেন ; তাঁরা  
বলতে লাগলেন—‘চাঁদের সঙ্গে রোহিণীর মতো, যিনি  
রামের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, সেই দেবী পূর্বে নিশ্চয়ই  
মহতী তপস্যা করেছিলেন।’

ইতি প্রাসাদশৃঙ্গেষু প্রমদাভিনরোত্তমঃ।  
শুশ্রাব রাজমার্গহঃ প্রিয়া বাচ উদাজতাঃ॥ ৪২

রাজপথে রথে করে যেতে যেতে নরশ্রেষ্ঠ প্রীরামচন্দ্র  
পথিপার্শ্বস্থ প্রাসাদশিখরে অবস্থিত রমণীগণ কর্তৃক কথিত  
এই সকল মনোরম কথা শুনেতে পেলেন।

স রাঘবত্তত্র তদা প্রলাপা-  
ঞ্ছশুশ্রাব লোকস্যা সমাগতস্য।

আত্মমিকারা বিবিধাশ্চ বাচঃ  
প্রহুটরূপস্য পুরে জনস্য॥ ৪৩

তখন রঘুনন্দন রাম, অযোধ্যাপুরীতে সমাগত প্রহুট  
জনগণের কথিত, তাঁর নিজের সম্বন্ধে নানা প্রশংসাসূচক  
বাক্য সকল শুনেতে পেলেন।

এষ শ্রিয়ঃ গচ্ছতি রাঘবোহদ্য  
 রাজপ্রসাদাৎ বিপুল্যঃ গমিষ্যন্।  
 এতে বয়ঃ সর্বসম্বন্ধকামা  
 যেযাময়ঃ নো ভবিতা প্রশান্তা ॥ ৪৪  
 অযোধ্যাবাসীরা বলতে লাগলেন— 'এই রঘুনন্দন  
 রাজানুগ্রহে সর্বসম্পদের অধিকারী হতে যাচ্ছেন। ইনি  
 যাদের শাসনকর্তা হবেন, সেই আমরা হব পূর্ণকাম।  
 লাভো জনস্যাস্য যদেষ্য সর্বং  
 প্রপৎস্যতে রাষ্ট্রমিদং চিরায়।  
 ন হ্যপ্রিয়ঃ কিঞ্চন জাতু কচ্চিৎ  
 শস্যোদ দুঃখং মনুজাধিপেহস্মিন্। ৪৫  
 'ইনি যে দীর্ঘকালের জন্য এই সমগ্র রাজ্য লাভ  
 করবেন, তাতে জনগণেরই লাভ। ইনি রাজা হলে এঁর  
 রাজ্যে কিছুই অপ্রিয় হবে না এবং কেউই দুঃখ পাবে না।'  
 স ঘোষবস্ত্রিষ্ঠ হইয়ে সনাতৈঃ

পুরঃসরৈঃ স্বস্তিকসূতমাগমৈঃ।  
 মহীরমানঃ প্রবরৈশ্চ বাদকৈ-  
 র্ভাতিষ্ঠতো বৈশ্রবণো যথা যন্তৌ ॥ ৪৬  
 শ্রীরামচন্দ্র মহীয়ান কুবেরের মতো যন্তুবাসু,  
 বন্দনাকারী ও স্তুতিপাঠকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়ে এগিয়ে  
 চলেছেন, সামনে চলেছে হস্তী, অশ্ব ও ঘোষকবৃন্দ এবং  
 বাদ্যবৃন্দ।  
 করেণুমাতঙ্গরথাশ্বসংকুলঃ  
 মহাজনৌঘৈঃ পরিপূর্ণচক্রমঃ।  
 প্রভূতরত্নঃ বহুশস্যসঙ্কলঃ  
 দদর্শ রামো বিমলং মহাপথম্ ॥ ৪৭  
 শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন— হস্তিনী, হস্তী, রথ ও অশ্ব  
 এবং জনসমূহের ভিড়ে পূর্ণ চতুর্পথ সঙ্গমস্থল আর  
 পরিচ্ছন্ন রাজপথের পাশে প্রভূত রত্নপরিপূর্ণ অসংখ্য  
 বিপনী।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

## সপ্তদশ সর্গ (১৭)

রাজপথের শোভা দেখতে দেখতে এবং পথে জনসাধারণের আলাপ  
 শুনতে শুনতে শ্রীরামের পিতৃভবনে প্রবেশ

স রামো রথমাহার্য সম্প্রহৃষ্টসুহৃজ্ঞনঃ।  
 পতাকাশবজ্রসম্পন্নঃ মহার্যগুরুষূপিতম্ ॥ ১  
 জপশাস্ত্রগরঃ শ্রীমান্ নানাজনসমম্বিতম্।  
 বহুজনের আনন্দদাতা শ্রীমান রামচন্দ্র রথারোহ হয়ে  
 দেখতে পেলেন পতাকা ও ধ্বজা শোভিত মহামূল্য অশুর  
 ও ধূপের গন্ধে সুরভিত নানাজনের সমন্বয়ে জনাকীর্ণ  
 অযোধ্যা নগরীকে।  
 স গৃহৈরঙ্গসংকাশৈঃ পাতুরৈরুপশোভিতম্ ॥ ২  
 রাজমার্গঃ যন্তৌ রামো মথোনাগুরুষূপিতম্।  
 আকাশের মতো পাতুর বর্ণের গৃহশোভিত এবং  
 মথো মথো অশুর ও ধূপের গন্ধে সুরভিত সেই রাজপথে  
 রামচন্দ্র চলতে লাগলেন।

চন্দনানাং চ মুখ্যানামগুরুপাং চ সঙ্করৈঃ ॥ ৩  
 উত্তমানাং চ গন্ধানাং কৌমকৌশাঙ্গরস্যা চ।  
 অবিক্রান্তিচ্চ মুক্তাভিক্রান্তমৈঃ স্ফাটিকৈরপি ॥ ৪  
 শোভমানমসম্বাধং তং রাজপথমুত্তমম্।  
 সংবৃতং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ভাস্ক্যকুচ্চাবচৈরপি ॥ ৫  
 দদর্শ তং রাজপথং দিবি দেবপতির্বধা।  
 দব্যাক্ততহবির্লাজৈর্ষূপৈরুত্তরচন্দনৈঃ ॥ ৬  
 নানামাল্যোপগন্ধৈশ্চ সদাভ্যর্চিতচক্রমঃ  
 স্বর্গস্থ দেবরাজের মতো রথারোহ শ্রীরামচন্দ্র, উত্তম  
 চন্দন ও অশুরের সুগন্ধে আরোদিত, রেশমী ও পুষ্ক  
 দ্বারা সুসজ্জিত ছিদ্রহীন মুক্তা ও উত্তম স্ফটিকে শোভন  
 নানাবিধ কুসুমাদ্যাদিত, দধি, মাতঙ্গ তণ্ডুল, ধাতু, ৫২, ১

প্রভৃতি নানাবিধ যাদুযন্ত্রে সুসজ্জিত, যুগ, অস্ত্র, চশম ও  
নানাবিধ পুষ্পমালো সুগজিত চক্রযুক্ত বিকৃত উত্তম  
রাজপথ পরিদর্শন করে চললেন।

জাশীবাঁদান্ বহুশ্চ শৃণু সূহৃদ্বিঃ সমুদীরিতান্॥ ৭  
যদ্যহং চাপি সম্পূজ্য সর্বান্বেব নরান্ যদৌ।

সুহৃদগণের উচ্চারণিত বহুবিধ জাশীবাঁদা শুনতে  
শুনতে এবং যাত্রাপথে অবাহিত জনগণকে যথাযোগ্য  
সম্মান প্রদর্শন করতে করতে তিনি চলতে লাগলেন।

পিতামহৈরাচরিতঃ তথৈব প্রণিতামহৈঃ॥ ৮  
অদোশাদায় তং মার্মমভিযিক্তোহমুপালায়।

বহুগণ বলতে লাগলেন, 'হে বধুনন্দন ! আজ  
রাজ্যে অভিযুক্ত হয়ে আপনি পিতামহ ও প্রণিতামহের  
আচরিত পথ অনুসরণ করবেন।'

যদা ন্য শোষিতাঃ পিত্রা যদা সর্বৈঃ পিতামহৈঃ।

ততঃ সুখতরং সর্বৈঃ রামে বৎস্যাম রাজনি॥ ৯

অনুরাগী প্রজারা পরস্পর আলোচনা করে বলতে  
লাগলেন—'শ্রীরামের পিতা তথা পিতামহগণ কর্তৃক আমরা  
সকলে যেমনভাবে পালিত হয়েছি, রাম রাজা হলে  
তলপেছা আরও বেশি সুখে সকলে বাস করব।

জগমদা হি ভুজ্জেন পরমার্থৈরলং চ নঃ।

যদি পশ্যাম নির্ঘাতং রামং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১০

'যদি অভিযুক্ত তথা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রামকে  
পিতৃত্বের থেকে বহির্গত হতে দেখি, তাহলে আমাদের  
ইহলৌকিক ভোগের কী প্রয়োজন, পারমার্থিক ভোগেরই  
(মোক্ষের) বা কী প্রয়োজন।

ততো হি নঃ প্রিয়তং নানাং কিঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি।

যদাভিষেকো রামস্য রাজ্যোদ্যমিততেজসঃ॥ ১১

'অমিত-তেজস্বী রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা অন্য  
কিছুই আমাদের কাছে বেশি প্রিয় নয়।'

এতান্যান্যশ্চ সুহৃদামুদাসীনঃ শুভাঃ কথাঃ।

আস্বসম্পূজনীঃ শৃণু যদৌ রামো মহাপথম্॥ ১২

শ্রীরামচন্দ্র আত্মপ্রশংসাসূচক এইসব এবং অন্যান্য  
মঙ্গলময় বাক্যসকল উদাসীনভাবেই শুনতে শুনতে  
রাজপথ দিয়ে চলতে লাগলেন।

ন হি তস্ম্যননঃ কশ্চিচ্চক্ষুষী বা নরোত্তমাৎ।

নরঃ শক্লোতাপ্যক্রুত্মিতিক্রান্তেহপি রাঘবে॥ ১৩

রঘুনন্দন রাম সকলকে অতিক্রম করে চলে গেলেও,  
সেই নরশ্রেষ্ঠের দিক থেকে কোনও লোকই মন এবং

চক্ষুসম সারিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন না।

যস্ক রামং ন পশোতু যঃ চ রামো ন পশ্যতি।

নিশ্চিতঃ সর্বলোকেশু দ্বাঙ্গাশোমং বিগর্হতে॥ ১৪

শ্রীরামের সেই যাত্রার সময়, যিনি শ্রীরামকে দর্শন  
করতে সমর্থ হননি, কিংবা শ্রীরাম দাঁকে দেখতে পাননি,  
তিনি সকল লোকের কাছে নিশ্চিত গর্হিত হলেন এবং তিনি  
নিজেই নিজেকে দ্বিগার জানিয়েছিলেন।

সর্বৈশ্চ স হি ধর্মাঙ্গা বর্ণনাঃ কুরুতে দয়াম্।

চতুর্থাঃ হি বয়ঃক্রমাং তেন তে তমনুরতাঃ॥ ১৫

ধর্মাত্মা রাম বয়ঃক্রমানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের  
সকলের প্রতিই যথাযথ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন, আর  
সেইজন্যই তাঁরা সকলেই তাঁর অনুগত ছিলেন।

চতুষ্পথান্ দৈবপথাংস্ততাংস্তায়তনানি চ।

প্রদক্ষিণং পরিহরাজ্জগাম নৃপতেঃ সূতাঃ॥ ১৬

রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র চতুর্পথ সঙ্কম্ভুল, দেবালয়ের  
পথসকল, দেবালয়গুলি এবং যজ্ঞবেদী সকল নিজের  
দক্ষিণ দিকে (ডান দিকে) রেখে অগ্রসর হতে লাগলেন।

স রাজকুলমাসাদা মেঘসম্ভোশমৈঃ শুভৈঃ।

প্রাসাদশৃঙ্গৈবিবিধৈঃ কৈলাসশিখরোশমৈঃ॥ ১৭

আবারয়ত্তির্গগনং বিমানৈরিব পাণ্ডুরৈঃ।

বর্ষমানগৃহৈশ্চাপি রত্নজালপরিমুতৈঃ॥ ১৮

তৎ পৃথিবাং গৃহবরং মহেন্দ্রসদনোশমম্।

রাজপুত্রঃ পিতৃর্বৈশ্চ প্রবিকেশ প্রিয়া জলন্॥ ১৯

স্থায়ী সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল রাজপুত্র রামচন্দ্র মেঘবাজি  
সদৃশ, পবিত্র কৈলাসপর্বত-তুলা সমুচ্চ অট্টালিকা দ্বারা  
আবৃত, পাণ্ডুর আকাশের মতো রত্নবাজি শোভিত,  
বিশালাকার গৃহবেষ্টিত, মর্ত্যে দেববাজ ইন্দ্রের সুন্দর  
গৃহতুলা সেই রাজবাড়িতে এসে পিতার কক্ষে প্রবেশ  
করলেন।

স কক্ষা ধ্বজিভির্গুণ্ডিক্সোহতিক্রম্য বাজিভিঃ।

পদাতিরপরে কক্ষা বে জগাম নরোত্তমঃ॥ ২০

নরশ্রেষ্ঠ রাম ধনুর্ধারিণ কর্তৃক রক্ষিত তিনটি প্রাসাদ  
অশ্বারোহণে অতিক্রম করে অপর দুটি প্রাসাদ পদত্রেজে  
অতিক্রম করলেন।

স সর্বাঃ সমতিক্রম্য কক্ষা দশরথাস্বজঃ।

সমিবর্তা জনং সর্বং শুদ্ধাঃ পুরমত্যাগাৎ॥ ২১

দশরথনন্দন রামচন্দ্র সব প্রাসাদ অতিক্রম করে  
অনুগামী সকলকে নিবৃত্ত করে স্বয়ং একাকী বাজান্তঃপুরে



প্রবেশ করিলেন।

তন্মিহ প্রবিষ্টে নিতুরজিকং তস্য।

জন্মঃ স সর্বো মুদিতো নৃপাঙ্কজে।

প্রতীক্বে তস্য পুংঃ স্য নিগমঃ

যথোদয়ঃ চক্ৰমসঃ সরিৎপতিঃ ॥ ২২ ॥

রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র পিতার নিকট উপস্থিত হলে, উপস্থিত জনগণ সকলে প্রমুগ্ধিত হল। আবার সমুদ্র যেমন জোয়ারের জন্য চন্দ্রের উদয়ের প্রতীক্ষা করে সেইরকম জনগণ তাঁর পিতার কক্ষ থেকে পুনরায় নির্গমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ইত্যাহে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাঙ্গালীভাষ্যে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

মহার্ষি বাঙ্গালীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

### অষ্টাদশ সর্গ (১৮)

পিতাকে চিন্তিত দেখে বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি শ্রীরামের কারণ জিজ্ঞাসা এবং কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ী কর্তৃক রাজার নিকট নিজের প্রার্থিত বরের বৃত্তান্ত বর্ণন ও শ্রীরামকে বনগমনে প্রেরণা দান

স দর্শ্যাসনে রামো বিষমং পিতরং শুভে।

কৈকেয়া সখিতং দীনং মুখেন পরিশ্রুত্যা ॥ ১

রামচন্দ্র শোকাকর্ষিত পিতাকে শুদ্ধমুখে কৈকেয়ীর সঙ্গে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দেবতে পেলেন।

স পিতৃশ্রুত্বৌ পূর্বমভিবাদ্য বিনীতবৎ।

ততো ববন্দে চরণৌ কৈকেয়াঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ২

তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সমাহিতচিত্তে সবিনয়ে প্রথমে পিতার চরণযুগল বন্দনা করে, তারপর কৈকেয়ীর পাদদ্বয় বন্দনা করলেন।

রামোভূত্বা তু বচনং বাম্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।

শলাক নৃপতির্দীনো নেক্ষিতুং নাভিজাষিতুম্ ॥ ৩

শোকাকর্ষিত রাজা দশরথ 'রাম' এইটুকু মাত্র বলেই কিন্তু বাম্পবারিপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল হয়ে আর কোনও কথা বলতে এবং কিছু দেবতেও সমর্থ হলেন না।

তদনুর্বাঃ নরপতেদৃষ্টা রূপং ভয়াবহম্।

রামোহপি ভয়মাগমঃ পদা নৃপতৌব পন্নগম্ ॥ ৪

রাজার সেই অতৃতপূর্ব ভয়ানক রূপ দেখে রামচন্দ্রও পাদদ্বারা সর্গ নৃপতি হলেন যেমন হয়, সেইরকম আতঙ্কিত হলেন।

ইন্দ্রিয়ৈরপ্রাহুইষ্টং

শোকসন্তাপকর্ষিতম্।

নিঃশ্বসন্তঃ মহারাজঃ

ব্যথিতাকুলচেতসম্ ॥ ৫

উর্মিমালিনমক্ষোভ্যঃ

কৃতান্তমিব

সাগরম্

উপগ্নুতমিবাদিতামুক্তানৃতম্বিং

যথা ॥ ৬

অচিন্ত্যকল্পঃ

নৃপতেভ্যঃ

শোকমুপহারয়ন্।

বভূব

সংরক্ততরঃ

সমুদ্র

ইব

পর্বতি ৭

শোক-সন্তাপক্লিষ্ট, বিষন্ন-ইন্দ্রিয়, ব্যথাতুরচিত্তে

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছেন এইরকম মহারাজকে দেখে এবং

সহসা তরঙ্গক্ষুব্ধ স্থির সমুদ্র বা রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো,

অথবা সহসা মিথ্যাভাষণে হতপ্রভ ঋষির মতো,

মহারাজের অকল্পনীয় শোক উপলব্ধি করে (রাম বিশেষ

বিশেষ) পর্বে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

চিন্ত্যামাস চতুরো রামঃ পিতৃহিতে রতঃ।

কিংবিন্দোব নৃপতির্ন মাং প্রতাজিনন্দতি ॥ ৮

পিতার কল্যাণে (পিতাকে আনন্দদানে সর্বদা) রত

বুদ্ধিমান রামচন্দ্র চিন্তা করলেন — 'মহারাজ কেন হার

আমাকে অভিনন্দিত করছেন না ?'

অন্যদা মাং পিতা দৃষ্টা কুপিতোহপি প্রসীদতি।

তস্য মামদা সন্তোষ্য কিমায়াসঃ প্রবর্ততে ॥ ৯

অনাদিন পিতা ক্রুদ্ধ থাকলেও আমাকে দেখে প্রসন্ন হ'লেন, (কিছু) আর আমাকে দেখে তাঁর কী এমন ক্রোধ হ'ল !

ন দীন ইব শোকাক্তো বিষমবদনদ্যুতিঃ।

কৈকেয়ীমজ্জিবাদৌব রামো বচনমব্রবীৎ॥ ১০

প্রীতবৎ শোককাতর ও দীপ্তিহীন মলিনবদন রাম কৈকেয়ীকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—

কচ্চিহ্মা নাশরাক্ষমজ্ঞানাদ্ যেন মে পিতা।

কুপিতক্ৰমাচ্ছব স্বমেবৈনং প্রসাদয়॥ ১১

‘আমি অজ্ঞানতে (পিতার প্রতি) কোনও অপরাধ করিনি তো, যে জন্য পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আপনিই সেই বিষয়ে আমাকে বলুন এবং ঐকে (পিতাকে) প্রসন্ন করুন।

রূপসমমনাঃ কিং নু সদা মাং প্রতি বৎসলঃ

বিষমবদনো দীনঃ নহি মাং প্রতি ভাষতে॥ ১২

‘আমার প্রতি সর্বদা স্নেহপরায়ণ (পিতা এখন) কেন বিষম বদন ও দীনভাবাপন্ন হয়ে আছেন এবং আমাকে স্তম্ভিত করছেন না ?

শরীরো মানসো বাপি কচ্চিদ্দেনং ন বাধতে।

স্বাপ্নো বাতিতাপো বা দুর্লভং হি সদা সুখম্॥ ১৩

‘(ব্যখিজনিত) কোনও শারীরিক বা কোনওপ্রকার মানসিক সন্তাপ ঐকে পীড়িত করছে না তো ? (কারণ) মানুষের পক্ষে সদা সুখ দুর্লভ !

কচ্চিদ্ কিঞ্চিদ্ ভরতে কুমারে প্রিয়দর্শনে

শঙ্কয়ে বা মহাসত্ত্বো মাতৃশাং বা মমাত্তমম্॥ ১৪

‘সুদর্শন কুমার ভরতের বা মহাবীর শঙ্করের কিংবা আমার মাতৃগণের কোনও অমঙ্গল হয়নি তো।

যতোহয়ন্ মহারাজমকুবর্ন বা পিতৃবচঃ।

মূর্ত্তমপি নেচ্ছেয়ঃ জীবিতং কুপিতে নৃপে॥ ১৫

‘পিতৃবাক্য লঙ্ঘন হেতু মহারাজকে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ করে আমি মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকতে চাই না।

যতোমূলং নরঃ পশ্যাৎ প্রাদুর্ভাবমিহাশ্বনঃ।

কথং ভগ্নিন্ ন বর্তেত প্রত্যক্ষ্যে সতি দৈবতে॥ ১৬

‘মানুষ এই জগতে (নিজ) জগ্নের কারণ বলে যাকে জানে, সেই প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি কেন অনুকূল ভাবাপন্ন হয় না ?

কচ্চিৎ পুরুষং কিঞ্চিদভিমানাং পিতা মম।

ঐকো ভবত্যা রোষেণ যেনাস্য লুলিতং মনঃ॥ ১৭

‘মাতঃ কৈকেয়ি ! আপনি ক্রোধবশত আমার পিতাকে এমন কোনও কঠোর বাক্য বলেছেন কি, মাত্রে, অস্ত্রমানবশত তাঁর মন নির্মলিত (আঘাতপ্রাপ্ত) হয়েছে ?

এতদাচক্ষু মে দেনি ত্বয়েন পরিপূজিতঃ।

কিমিহিহ্মপূর্বোহ্যং নিকারো মনুজমিহে॥ ১৮

‘দেবি ! আমি জানতে চাই, আমায় যথার্থত বলুন কেন মহারাজের ঐক অকৃতপূর্ব মনোবিন্যাস !’

এশমুজ্ঞা কু কৈকেয়ী রাগবেণ মহান্মনা।

উবাচৈদং সুনির্লজ্জা ধৃষ্টমার্বহিতং বচঃ॥ ১৯

মহাশা রঘুনন্দন রাম ঐকভাবে বললে, লজ্জহীনা কৈকেয়ী কিন্তু অপরূপ অবলম্বন করে, ধৃষ্টতার সঙ্গে ঐক কথা বললেন—

ন রাজা কুপিতো রাম বাসনং নাস্য কিঞ্চন।

কিঞ্চিরানোগতং হুসা হৃদয়ান্নানুভাবতে॥ ২০

‘রাম ! রাজা ক্রুদ্ধ হননি, কিংবা ঐর কোনও বিপদও হয়নি ; কিন্তু ঐর মনোগত কোনও অভিপ্রায় তোমাকে ভয়ে বলতে পারছেন না।

প্রিয়ং ক্রামপ্রিয়ং বজ্রং বাণী নাস্য প্রবর্ততে।

তদবশ্যাং ত্বয়া কার্যং যদনেনাপ্রকৃতং মম॥ ২১

‘তুমি ঐর প্রিয় (পুত্র), তাই তোমাকে অপ্রিয় কথা বলতে পারছেন না ; আমাকে ইনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তোমার অবশ্যই পালন করা উচিত।

এষ মহ্যং বরং দত্ত্বা পুরা মামভিপূজ্য চ।

স পশ্চাৎ তপাতে রাজা যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা॥ ২২

‘ইনি পূর্বে আমাকে সংবর্ধিত করে বরদান করেছিলেন, পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে, বরদানে বিরত হয়ে সাধারণ (গ্রাম্য) মানুষের মতো এখনও অনুতাপ করছেন

অতিসূজ্য দদানীতি বরং মম বিশাম্পতিঃ।

স নিরর্থং গতজ্জলে সেতুং বন্ধিতুমিচ্ছতি॥ ২৩

‘রাজা ‘বর দেব’ বলে আমার কাছে প্রতিশ্রুত হয়ে, এখন তা নিবারণের জন্য জল চলে যাওয়ার পর তা অবরুদ্ধ করার জন্য বাঁধ নির্মাণের নিরর্থক চেষ্টা করছেন।

ধর্মমূলমিদং রাম বিদিতং চ সত্যমপি।

তৎ সত্যং ন ত্যজেদ্ রাজা কুপিতস্তৎকৃতে যথা॥ ২৪

‘রাম ! সত্যের মূলে ধর্মই (এই কথা) সজ্জনেরা





'রঘুনন্দন রাম ! রাজার এই (সত্য) বচন পালন  
এবং (তোর) সত্য রক্ষা করে রাজ্যকে পরিচালন করো।'  
হৃদীর তস্যঃ পরমঃ বদজ্ঞাঃ  
ন চৈব রামঃ প্রবিকেশ শোকম্।  
প্রবিধে চাপি মহানুভাবো

রাজা চ পুত্রপালনার্হিতবৎ ॥ ৪১  
(তান (কৈকেয়ী) এইরকম কঠোর বাক্য বললেও  
বাম কিস্ত শোকাক্রান্ত হলেন না ; মহানুভব রাজা  
কিছু পুত্রের আসন্ন বিপদ অশঙ্কায় অনুভব ও ব্যথিত  
হলেন।

ইত্যর্থে প্রীমদ্ব্যমায়ণে বান্দীকীর্মে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টদশ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে বামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

## উনবিংশ সর্গ (১৯)

রামচন্দ্র ও কৈকেয়ীর পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং বনবাস সীকার করে জননী  
কৌশল্যার নিকট রামের গমন ও তাঁর অনুমতি প্রার্থনা

ভগপ্রিয়মমিত্রয়ো বচনং মরণোপমম্  
ক্ৰুদ্বা ন বিবাত্তে রামঃ কৈকেয়ীং চেদমব্রবীৎ ॥ ১

শত্রুসৃদন রামচন্দ্র মৃত্যুতুল্য সেই অপ্রিয় বাক্য শুনে  
(কিন্তু) ব্যথিত হলেন না, (পরন্তু) কৈকেয়ীকে বললেন—  
এবমস্ত গমিষ্যামি বনং বস্ত্রমহং দ্বিতঃ।

জটটীরধরো রাজঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥ ২

'তাই হোক। আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালন করে  
(প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে) জটাবকুল ধারণপূর্বক এখান থেকে  
বনবাসে যাব।

ইদং তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কিমর্থং মাং যদ্বীপতিঃ।

নাভিনন্দতি দুর্ধর্যো যথাপূর্বমরিন্দমঃ ॥ ৩

'(পরন্তু) শত্রুদমনকারী দুর্জয় রাজা কেন পূর্বের  
বক্তা আমাকে অভিনন্দিত করছেন না, এটাই জানতে চাই।

মদ্যং চ দ্বয়া কার্যো দেবি ক্রমি তবগ্রতঃ।

যস্যামি তব সূপ্তীতা বনং চীরজটীরধরঃ ॥ ৪

'দেবি, (আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করলাম সেজন্য)  
আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, সুপ্রসন্না হোন ; আপনার সামনে  
বলছি, (আমি) জটাবকুল ধারণ করে বনে চলে যাব।

হিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেণ চ।

নিযুজ্যমানো বিস্রজঃ কিং ন কুর্যামহং প্রিয়ম্ ॥ ৫

'হিতৈষী, উপকারী রাজা আমার গুরু এবং  
পিতা ; তার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে বিশ্বস্তভাবে আমি (তোর)  
কোন প্রিয়কর্ম করতে না পারি ?

অলীকং মানসং ত্বেকং হৃদয়ং দহতে মম।

স্বয়ং যমাহ মাং রাজা গুরুতস্যাভিবেচনম্ ॥ ৬

'কিন্তু এক অপ্রিয় মানসিক দুঃখ আমার হৃদয়কে যেন  
দহন করছে— গুরুতের রাজ্যাভিষেকের বিষয় রাজা স্বয়ং  
আমাকে বললেন না !

অহং হি সীতাং রাজাং চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।

হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাম্ ভরতায় প্রচোদিতঃ ॥ ৭

'পিতার প্রেরণায় আমি নিজেই হৃষ্টচিত্তে ভরতকে  
রাজ্য, ধনদৌলত, (এমনকি আমার) প্রিয় প্রাণ এবং  
সীতাকেও দিয়ে দিতে পারি।

কিং পুনর্মনুজ্জেষ্যেণ স্বয়ং পিত্রা প্রচোদিতঃ।

তব চ প্রিয়কামার্থং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥ ৮

'অধিক কী ? মহারাজ পিতৃদেবের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে  
প্রেরিত হয়ে আপনার প্রীতির জন্য, আমি নিজেই এই সবই  
করতে পারি।

তথাশ্রাসয় ত্রীমন্তঃ কিং ত্বিদং যদ্বীপতিঃ।

বসুধাসক্তনয়নো মন্দমপ্রাণি মুখতি ॥ ৯

‘অতএব, (আমার) লজ্জিত পিতৃদেবকে আগ্রস্ত করুন; এ কেমন যে মহীপতি মহীর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে ধীরে ধীরে অশ্রুমোচন করছেন !

গচ্ছতঃ চৈবানয়িতুং দূতঃ শীঘ্রজবৈবহৈঃ।

ভরতঃ মাতুলকুলাদদৈব নৃপশাসনাৎ॥ ১০

‘রাজ্যজ্ঞায় দূতগণ ভরতকে মাতুলালয় থেকে নিয়ে আসার জন্য আজই দ্রুতগামী অশ্বে (আরোহণ করে) অবশ্যই গমন করুন।

দণ্ডকারণ্যমোহহঃ গচ্ছামোব হি সত্বরঃ।

অবিচার্য পিতৃবাক্যং সন্মা বস্ত্রং চতুর্দশ॥ ১১

‘এই আমি পিতৃবাক্যকে নির্বিচারে মান্য করে, চৌদ্দ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করার জন্য সত্বর চলে যাচ্ছি।’

সাহস্টা তস্য তদ্ বাক্যং শ্রদ্ধা রামস্য কৈকেয়ী।

প্রস্থানং প্রদধানা সা ত্বরয়ামাস রাঘবম্॥ ১২

শ্রীরামের সেই (প্রতিজ্ঞা) বাক্য শুনে কৈকেয়ী আহ্বাদিত হয়ে হস্তচিহ্নে (তার) প্রস্থানের বিষয়ে আশ্রুত হয়েও, (মনের সন্দেহবশত) রামকে (বনগমনে) দ্বরাধিত করে বললেন—

এবং ভবতু যাস্যস্তি দূতঃ শীঘ্রজবৈবহৈঃ।

ভরতঃ মাতুলকুলাদিহাবর্তয়িতুং নরাঃ॥ ১৩

‘তাই-ই হবে, ভরতকে মাতুলালয় থেকে এখানে নিয়ে আসার জন্য দূতবাহী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে (এখনই) যাবে।

তব হুং ক্ষমং মন্যে নোৎসুকস্য বিলম্বনম্।

রাম তস্মাদিতঃ শীঘ্রং বনং ত্বং গন্তুমহিসি॥ ১৪

‘রাম ! তুমি (যেহেতু বনগমনে) উৎসুক, (তাই) তোমার বিলম্ব করা উচিত বলে (আমি) মনে করি না ; অতএব, এখান থেকেই শীঘ্রই তোমার বনে চলে যাওয়া উচিত।

ব্রীডাঘিতঃ স্বয়ং যচ্চ নৃপত্বাং নাভিভাষতে।

নৈতৎ কিঞ্চিদ্রপ্রেষ্ঠ মন্যুরেবোহগ্নীয়াতাম্॥ ১৫

‘নরপ্রেষ্ঠ (রাম) ! লজ্জিত রাজা (দশরথ) তোমায় (একথা) বলতে পারছেন না ; এ কিছুই না। তুমি মনের দীনতা দূর করে দাও !

যাবত্বং ন বনং যতঃ পুরাদম্মাদতিত্বরম্।

পিতা তব তে রাম সাস্যতে ভোক্তাতেহপি বা॥ ১৬

‘রাম ! যতক্ষণ না অতিশীঘ্র তুমি এই (অযোধ্যা) পুরী থেকে বনে যাচ্ছ, ততক্ষণ তোমার পিতা স্নানও

করবেন না, ভোজনও করবেন না।’

সিক্ষমিতি নিঃশ্বাসা রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।

মূর্ছিতো নাপতৎ তস্মিন্ পর্যভ্রজে হেমভূষিতঃ॥ ১৭

(শ্রীবামের প্রতি কৈকেয়ীর নির্দেশবাক্য শ্রবণ করে)

শোকবিহ্বল রাজা (দশরথ) ‘হা বিষ্, কী কষ্ট!’ এই বলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং সেই সুবর্ণময় পালকের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

রামোহপ্যুত্থা রাজানং কৈকেয়াভিপ্রচোদিতঃ।

কশ্যেব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতম্বরঃ॥ ১৮

রামও রাজাকে উঠিয়ে (পালকের উপর বসিয়ে দিয়ে) কৈকেয়ীর তাড়নায় কশাহত অশ্বের মতো বনগমনে দ্বরাধিত হলেন।

তদপ্রিয়মনার্যায় বচনং দারুণোদয়ম্।

শ্রদ্ধা গতব্যথো রামঃ কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৯

অনার্য কৈকেয়ীর সেই অপ্রিয় নিদারুণ বাক্যবাণে বেদনাভিভূত না হয়ে শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীকে বললেন—

নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।

বিদ্ধি মামৃষিভিজ্জল্যং বিমলং ধর্মমাহিতম্॥ ২০

‘দেবি ! আমি ধনলিপ্সু হয়ে সংসারে বাস করতে উৎসাহী নই। (আপনি) আমাকে বিশুদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী ঋষির মতোই মনে করবেন।

যৎ তদ্রভবতঃ কিঞ্চিচ্ছক্যং কর্তুং প্রিয়ং ময়া।

প্রাণানপি পরিত্যজ্য সর্বথা কৃতমেব তৎ॥ ২১

‘পূজনীয় পিতৃদেবের যা কিছু প্রিয় কর্ম আমার করণীয়, সর্বতোভাবে প্রাণের বিনিময়েও আমি তা করেছি বলে জেনে রাখুন। (পূজনীয় পিতৃদেবের প্রিয় কার্য আমি আমার প্রাণের বিনিময়েও করতে বদ্ধপরিব্রূ।)

ন হ্যতো ধর্মচরণং কিঞ্চিদপ্তি মহত্তরম্।

যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচনক্রিয়া॥ ২২

‘পিতার সেবা এবং তাঁর নির্দেশ পালন অপেক্ষা মহত্তর ধর্মাচরণ আর কিছুই নেই।

অনুজ্ঞোহপাত্রভবতা ভবত্যা বচনাদহম্।

বনে বৎস্যামি বিজ্ঞনে বর্ষাধীহ চতুর্দশ॥ ২৩

‘পূজনীয় পিতৃদেব আদেশ না দিলেও, (কেবল)

আপনার কথানুসারেই এই পৃথিবীতে জনহীন অরণ্যে

(আমি) চতুর্দশ বৎসর বাস করব।

ন নুনং ময়ি কৈকেয়ি কিঞ্চিদাশংসসে ত্তান।

যদ্ রাজানমমোচ্চত্বং মমেশ্বরতরা সতী॥ ২৪

‘আতঃ কৈকেয়ী ! আপানি আনান মমো কি আনান  
 তু যথাস মেধতে পান না ! (সেইজন্য) আপানি বা আন  
 কঃ (আমার বনবাস নিষয়ক নির্দেশ) জানালেন।  
 দাক্ষ্যত্রয়মাপুংকঃ সীতাঃ চানুগম্যাম্রমঃ।  
 মহোদৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মতদ বনম্॥ ১৫  
 ‘আতঃ, ‘আমি জননী (কৌশল্যার) কাছে বিদায়  
 বো সীতাব বনুমাতি নো, তারপর, ‘আতঃ দণ্ডক নামক  
 মহাবনাতে গেলেন।  
 ততঃ পাল্যোদ্ রাজাঃ শুশ্রুষোচ্চ পিতৃপা।  
 তথা ভবতা কঠবাঃ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ১৬  
 ‘তবত যাতে রাজা পালন এবং পিতার সেবার  
 কন, আপানি সেই বিষয়ে যত্ন নেনো, (কারণ) এটি  
 সনাতন ধর্ম।’  
 রামস তু বচঃ শ্রদ্ধা কৃশঃ দুঃখগতঃ পিতা।  
 শোকাদশকুবন্ বকুং প্রকরোদ মহান্নম্॥ ১৭  
 রামের কথা শুনে পিতা (দশরথ) অত্যন্ত দুঃখিত  
 হলেন এবং শোকের আবেগে কিছু বলতে না পেরে  
 উচ্চঃস্বরে কেঁদে উঠলেন।  
 বন্ধি চরণৌ রাজো নিসংজ্ঞস্য পিতৃতদা।  
 কৈকেয়্যাস্তপান্যার্যায় নিষ্পপাত মহাদুতিঃ॥ ১৮  
 অতঃপর মহাতেজস্বী (রামচন্দ্র) সংজ্ঞাহীন পিতা  
 রাজা দশরথের এবং অনার্য্য (বিজাতা) কৈকেয়ীর  
 চরণযুগল বন্দনা করে (প্রাসাদ থেকে) বহির্গত হলেন।  
 স রামঃ পিতরং কৃদ্ধা কৈকেয়ীং চ প্রদক্ষিণম্।  
 নিষ্কম্যাক্ষঃ পুরাৎ তস্মাৎ স্বং দদর্শ সুহৃজ্জনম্॥ ১৯  
 রামচন্দ্র পিতাকে এবং (বিমাতা) কৈকেয়ীকে  
 প্রদক্ষিণ করে সেই রাজাস্তম্ভপুর্ থেকে বহির্গত হয়ে নিজের  
 সুহৃদবর্গকে দেখতে পেলেন।  
 তং বাৎসপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোহনুজগাম হ।  
 লক্ষণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥ ২০  
 সুমিত্রার আনন্দবর্ধন লক্ষণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
 প্রজতরা চোখে তাঁর অনুগমন করলেন।  
 অজিঘেচনিকং জাণঃ কৃদ্ধা রামঃ প্রদক্ষিণম্।  
 শৈবের্জগাম সাপেক্ষো দৃষ্টিং তত্রাবিচালয়ন্॥ ২১  
 বনগমনের অপেক্ষায় কৃতসঙ্কল্প রাম সংগৃহীত  
 অজিঘেচ সামগ্রীসকল প্রদক্ষিণ করে (এবং) সেদিকে  
 দৃষ্টিপাত না করে দীরে দীরে অগ্রসর হলেন।  
 ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোহপকর্ষতি।

লোক-কান্দস্য কান্দদ্বাচ্ছীতরশ্মিরিব ক্রয়ঃ॥ ৩২  
 (গির্জাতে গির্জাতে) শুভ্ররশ্মি চন্দের হাসপ্রাপ্তি  
 যেমন প্রাণ সৌন্দর্যের অপকর্ষণ করে না, তদ্রূপ  
 ঐলোক কমনীয় রামচন্দের রাজ্যনাশ তাঁর মহান  
 সৌন্দর্যের অপকর্ষণ করতে পারে না।  
 ন বনং গম্যকামস্য তাজহচ্চ বসুন্ধরাম্।  
 সর্বলোকান্তিগম্যোব লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়া॥ ৩৩  
 রাজা গাধ করে বনগমনেচ্ছ রামচন্দের, জীবন্ত  
 গাধির মতোই, চিত্তবিক্রম দেখা গেল না।  
 প্রতিগম্য শুভং ভয়ং বজনে চ যদধৃতে।  
 নিসর্জয়িত্বা স্বজনং রথং পৌরাংস্থ্য জানান্॥ ৩৪  
 পারায়ন মনসা দুঃখমিচ্ছিয়াপি নিগৃহ্য চ।  
 প্রবিবেশায়বান বেষ্য মাতুরপ্রিয়শঃসিবান্॥ ৩৫  
 (তাঁর মস্তকে) মঙ্গলময় রাজচ্ছত্র (ধারণ করতে) ও  
 সুসজ্জিত ব্যজনদ্বয় (দোলায়িত করতে) নিষেধ করে,  
 ‘আত্মীয়স্বজন, রথ ও পুরবাসীদের পরিত্যাগপূর্বক  
 ঐন্দ্ৰিয়সমূহকে নিগৃহীত করে মনের দুঃখ মনেই দমন  
 করে স্থিতধী (রামচন্দ্র মাতা কৌশল্যাকে) এই অপ্রিয়  
 সংবাদ জানানোর জন্য উৎসুক হয়ে মাতৃকক্ষে প্রবেশ  
 করলেন।  
 সর্বোহপ্যভিজ্ঞানঃ প্রীমাঞ্ প্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।  
 নালক্ষ্যত রামস্য কচ্ছিনাকারমাননে॥ ৩৬  
 সমবেত সুসজ্জিত (শোভমান) জনগণ সত্যবাদী  
 প্রীমান রামের মুখে কোনওরূপ বিকারই লক্ষ্য করেননি।  
 উচিতং চ মহাবাহর্ন জহৌ হর্বমাস্তবান্।  
 শারদঃ সমুদীর্গাঃশুচল্লস্তেজ ইবাস্তজম্॥ ৩৭  
 উজ্জ্বল কিরণময় শরৎকালীন চন্দ্র যেমন আপন তেজ  
 পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ মহাবীর আত্মসংযমী রাম স্বীয়  
 স্বাভাবিক প্রসন্নতা ত্যাগ করেননি।  
 বাচা মধুরয়া রামঃ সর্বং সম্মানযজ্ঞনম্।  
 মাতুঃ সমীপং ধর্মাত্মা প্রবিবেশ মহাযশাঃ॥ ৩৮  
 মহাযশস্বী ধর্মাত্মা রাম (সমবেত) সকল লোককে  
 মধুর বাক্যে সম্মানিত করে মাতার নিকটে (মাতার কক্ষে)  
 প্রবেশ করলেন।  
 তং গুণৈঃ সমতাং প্রাপ্তো ভ্রাতা বিপুলবিক্রমঃ।  
 সৌমিত্রিরনুব্রাজ ধারয়ন্ দুঃখমাস্তজম্॥ ৩৯  
 প্রীতামের সমান গুণসম্পন্ন, অতীব পরাক্রমী  
 সুমিত্রানন্দন (ভ্রাতা লক্ষণ), নিজের অন্তরজাত দুঃখকে



চেষ্টে বেধে তাঁকে (দাদা রামকে) অনুসরণ করলেন।

প্রবিশ্য বৈশাখীভূষণং মুদা যুতং

সমীক্ষ্য ত্রাং চান্বিপত্রিমাগতাম্

ন চৈব রামোহত্র জগাম বিজিয়াং

সুহৃদজনসাক্ষিপিত্রিশঙ্কয়া

॥ ৪০

অতীত আনন্দাশ্রয় হয়ে রাম (মাতৃ) গৃহে প্রবেশ করলেন। নিজের অভ্যস্ত বিষয়ের বিনাশ সমাপ্ত হওয়া এবং আত্মীয়-বন্ধুজনের আত্মবিশ্বাসের (প্রাণ সম্বন্ধে) আশঙ্কায়, তিনি (মানসিক) বিকাবপ্রাপ্ত হলেন। (বচস্পতিভাষ্য দেখা দেন না)।

ইত্যন্তঃশ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে আদ্যকাণ্ডে উনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

মহাশ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে আদ্যকাণ্ডে উনবিংশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৯ ॥

## বিংশ সর্গ (২০)

রাজা দশরথের অন্তঃপুরিকাদের বিলাপ, রামের মুখ থেকেই তাঁর বনগমনবার্তা শুনে  
আশীর্বাদদানরতা কৌশল্যার ভূতলে পতন ও বিলাপ

তস্মিংস্ত্ব পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্কামতি কৃতাজ্জলৌ।

আর্তশব্দো মহান্ জজ্ঞে স্ত্রীশামন্তঃপুরে তদা ॥ ১

পুরুষসিংহ (রামচন্দ্র) যখন কৃতাজ্জলিপুটে (কৈকেয়ীর কক্ষ থেকে) বেরিয়ে এলেন, তখন, অন্তঃপুরে অন্তঃপুরিকাদের তীব্র আর্তনাদ ধ্বনিত হল (অন্তঃপুরিকারা তীব্র আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন)–

কৃতোধচোদিতঃ পিত্রা সর্বস্বাত্তঃপুরস্য চ।

গতিশ্চ শরণং চাসীৎ স রামোহদ্য প্রবৎসতি ॥ ২

‘পিতা কর্তৃক প্রেরিত না হয়েও (পিতার নির্দেশ ছাড়াই) যিনি কর্তব্যে সকল অন্তঃপুরিকাদের (একমাত্র) আশ্রয় ও রক্ষক ছিলেন, সেই রাম আজ প্রবাসে (বনবাসে) চলে যাচ্ছেন।

কৌশল্যায়াঃ যথা যুক্তো জনন্যাঃ বর্ততে সদা।

ভবৈব বর্ততেহস্মাসু জগপ্রভৃতি রাঘবঃ ॥ ৩

‘রঘুনন্দন রাম জন্ম থেকেই যেমন জননী কৌশল্যার অনুরক্ত, আমাদের প্রতিও সর্বদা সেইরকম (অনুরক্ত)।

ন ক্রুখাতাভিশঙ্কোহপি ক্রোধনীমানি বর্জয়ন্।

ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ স ইতোহদ্য প্রবৎসতি ॥ ৪

‘(যিনি) ক্রোধের বিষয় সমূহকে বর্জন করে, ক্রুদ্ধ-

জনদের প্রসন্ন করেন, (কিন্তু নিজে) অভিশপ্ত হয়েও ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনি (সেই রাম) আজ এখান থেকে (অযোধ্যা থেকে) প্রবাসে (বনবাসে) চলে যাচ্ছেন!

অবুজ্জিবর্ত নো রাজা জীবলোকং চরত্যম্।

যো গতিং সর্বভূতানাং পরিতাজ্জতি রাঘবম্ ॥ ৫

‘হয়! (কী পরিতাপের বিষয়), আমাদের মহারাজ নিবুজ্জিবর্তনত সকল জীবের আশ্রয় রঘুনন্দন রামকে বনবাসিত করে সংসারকে বিনষ্ট করছেন।’

ইতি সর্বা মহিষাজ্ঞা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।

পতিমাতৃকুণ্ডলচাপি সত্বনং চাপি চুক্রুতঃ ॥ ৬

এইভাবে রাজমহিষীরা সকলে বৎসহীনা গাভীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন এবং স্ত্রী পতির উদ্দেশ্যে খেদ প্রকাশ (ভৎসনা) করতে লাগলেন।

স হি চান্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ।

পুত্রশোকভিসম্বৃত্তঃ শ্রদ্ধা ব্যালীয়াতসনে ॥ ৭

অন্তঃপুরে মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনে পুত্রশোকে অত্যন্ত সমুত্তপ্ত রাজা (দশরথ) শয্যার উপরে লুটিয়ে পড়লেন।

রামস্ত ভূশমায়জ্ঞো নিঃস্বসমিব কুঞ্জরঃ।

জগাম সহিতো ভ্রাতা মাতুরন্তঃপুরং বশী ॥ ৮

কিতেদ্রিয় বামচন্দ্র শুকতদ আহত হস্তী সম দীর্ঘশ্বাস  
কেনেতে ফেলতে এতাত লক্ষণ-এর সঙ্গে মাতার  
(কৌশল্যার) অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

সেইপাশে পুরুষঃ তত্র বৃদ্ধঃ পরমপুজিতম্  
কুণ্ডলিষ্টঃ গৃহঘারি তিষ্ঠতচাপরান্ বহুন্ ॥ ৯

তিনি গৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্ট পবন পুজিত এক  
বৃদ্ধকে এবং আরও বহু পুরুষকে উপস্থিত দেখতে  
পেলেন।

দৃষ্ট্ব তু তদা রামঃ তে সর্বে সমুপস্থিতাঃ।  
জ্ঞেন জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ বর্ষয়ন্তি স্ম রায়বন্ ॥ ১০

রামচন্দ্রকে দেখেই, সেখানে উপস্থিত সকলে 'জয়  
হেঁক' বলে বিজয়ীশ্রেষ্ঠ বহুন্দনকে সংবর্ষিত করলেন।  
প্রবিশা প্রথমাং কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।

ব্রাহ্মদান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজ্যভিসংকৃতান্ ॥ ১১

প্রথম কক্ষে প্রবেশ করে (সেখান থেকে) তিনি  
দ্বিতীয় প্রবেশ দ্বারে উপবিষ্ট মহারাজ (দশরথ) কর্তৃক  
সংবর্ষিত বর্ষীয়ান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দেখতে পেলেন।

প্রথমা রামজ্ঞান্ বৃদ্ধাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।  
দ্বিতীয়া বাল্যশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বাররক্ষণতৎপরঃ ॥ ১২

(দ্বিতীয় প্রবেশ দ্বারে) সেই বৃদ্ধগণকে প্রণাম করে  
রাম তৃতীয় দ্বারে দ্বাররক্ষণ তৎপর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে  
দেখতে পেলেন।

বর্ষয়িত্বা প্রহৃষ্টান্তাঃ প্রবিশা চ গৃহং দ্বিয়ঃ  
নাবেদয়ন্ত ভুরিতং রামমাতুঃ প্রিয়ং তদা ॥ ১৩

তখন রমণীগণ প্রহৃষ্ট চিত্তে দ্রুত রামজননীর  
(কৌশল্যার) গৃহে প্রবেশ করে (তার) আনন্দবর্ধক প্রিয়  
সংবাদটি নিবেদন করলেন।

কৌশল্যাণি তদা দেবী রাত্রিঃ স্থিত্ব সমাহিতা।  
প্রজতে চাকরোঃ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিনী ॥ ১৪

সেই সময় পুত্রের (রামের) কল্যাণকামনায় দেবী  
কৌশল্যা সংযতচিত্তে রাত্রি অতিবাহিত করে প্রভাতে  
(জাগরান) বিষ্ণুর পূজা করছিলেন।

সঃ কৌমবসনা হৃষ্টা নিত্যং ব্রতপরায়ণা।  
ইপিঃ জুহোতি স্ম তদা মদ্রবং কৃতমঙ্গলা ॥ ১৫

সেই সময় পটুবস্ত্রপরিহিতা সদা ব্রতধারিণী কৌশল্যা  
পটুচিহ্নে মাদ্রলিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে আহতি  
দিচ্ছিলেন।

প্রবিশা তু তদা রামো মাতুরন্তঃপুরং শুভম্।

দদর্শ মাতরং তত্র হাবয়ন্তীঃ স্তম্ভশনম্ ॥ ১৬  
গাম তখন মাতার পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করে  
দেখলেন, মাতা অগ্নিতে আর্ঘ্য দিচ্ছেন।

দেবকর্ণানিস্তং চ তত্রাপশাৎ সমুদ্যতম্।  
মধ্যাক্ষতদন্তং চৈব মোদকান্ হবিস্বপা ॥ ১৭

জাজান্ মাল্যানি শুক্লানি পান্যসং কুসরং তথা।  
সমিধঃ পূর্ণকুঙ্কমাংশ্চ দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥ ১৮

রঘুনন্দন রাম দেখলেন, সেখানে সংগৃহীত  
হয়েছে—দই, আতপচাল, (পবিত্র)জল, মোয়া, ঘি, খৈ,  
পান্যস, খেচরাম (খিচুড়ি) এবং সাদা মালা; তৎসহ সমিধ  
(যজ্ঞার্থ কাষ্ঠ) এবং পূর্ণকুন্ড।

তাং শুক্লকৌমসংনীতাং ব্রতযোগেন কর্ষিতাম্।  
তপর্ঘমন্তীং দদর্শান্তির্দেবতাং বরমর্ষিনিম্ ॥ ১৯

(বাম) দেখলেন, শুভ্র পটুবস্ত্রপরিহিতা (কিন্ত)  
ব্রতপালনহেতু কৃশতাপ্রাপ্তা, সাদ্বী গৌরবর্ণা (জননী)  
জলদ্বারা দেবতার তর্পণ করছেন।

সা চিরসাম্রাজং দৃষ্ট্বা মাতৃন্দনমাগতম্।  
অভিচক্রম সংহৃষ্টা কিশোরং বডবা যথা ॥ ২০

কিশোর শাবককে দেখে ঘোটকী যেরূপ, সেইরূপ  
উল্লসিতা (কৌশল্যা) মাতা আনন্দদায়ক পুত্রকে বহুক্ষণপর  
আগত দেখে তার দিকে দাবিত হলেন।

সঃ মাতরমুপক্রান্তামুপসংগৃহ্য রায়বঃ।  
পরিষ্কৃতশ্চ বাহুভ্যামবদ্রাতশ্চ মূর্খনি ॥ ২১

রঘুনন্দন রাম নিকটে আগত জননীর চরণদ্বয় স্পর্শ  
করে প্রণাম করলে, জননী তাঁকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে  
(তার) মস্তক আদ্রাণ (চুম্বন) করলেন।

তমুবাচ দুরাধর্বং রাঘবং সুতমাক্ষনঃ।  
কৌশল্যা পুত্রবৎসলাদিদং প্রিয়হিতং বচঃ ॥ ২২

পুত্রবৎসলা কৌশল্যা নিজের দুর্জয় পুত্র রাঘব  
রামচন্দ্রকে হিতকর প্রিয় এই কথাগুলি বললেন—

বৃদ্ধানাং ধর্মশীলানাং রাজর্ষীণাং মহাক্ষনাম্।  
প্রাপুহ্যামুশ্চ কীর্তিঃ চ ধর্মঃ জগুচিৎ কুলে ॥ ২৩

'(বাহ্য ! তুমি) মহাত্মা ধর্মশীল বৃদ্ধদের এবং  
রাজর্ষিগণের কুলোচিত আশু, ধর্ম ও যশ লাভ করো !

সত্যপ্রতিজ্ঞঃ পিতরং রাজানং পশ্য রাঘব।  
অদৈব ভ্রাতঃ স ধর্মাত্মা দৌবরাজোহভিবেক্ষতি ॥ ২৪

'বৎস রঘুনন্দন ! (তুমি ভোনার) সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা  
রাজার (দশরথের) সঙ্গে দেখা করো ; আজই সেই ধর্মাত্মা

তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।'

দত্তমাসনমাল্য ভোজনে নিমন্ত্রিতঃ।

মাতরং রাঘবঃ কিঞ্চিৎ প্রসারাজ্জলিমব্রবীৎ॥ ২৫

মাতৃপ্রদত্ত আসন স্পর্শ করে এবং ভোজনের নিমিত্ত  
আমন্ত্রিত হয়ে বন্ধাগলি রঘুনন্দন রাম মাতাকে বললেন—

স স্বভাববিনীতশ্চ গৌরবাচ্চ তথানতঃ।

প্রহিতো দণ্ডকারণামাপ্রমুগচক্ষমে॥ ২৬

স্বভাবত বিনয়ী এবং মাতৃগৌরবে নতমস্তক রাম  
দণ্ডকারণ্যে প্রহানোদাত হয়ে মাতার অনুমতির জন্য বলতে  
লাগলেন—

দেবি নুনং ন জানীষে মহদ ভয়মুপস্থিতম্।

ইদং তব চ দুঃখায় বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ॥ ২৭

'দেবি ! আপনি নিশ্চয়ই জানতে পারেননি,  
আপনার, সীতার এবং লক্ষ্মণের পক্ষে দুঃখজনক  
মহভয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছে !

গমিষ্যে দণ্ডকারণ্যঃ কিমেনাসনেন মে।

বিষ্টরাসনযোগ্যো হি কালোহয়ং মামুপস্থিতঃ॥ ২৮

'আমাকে এখন দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে। (অতএব)

এই (বহুমূল্য) আসনে আমার কী প্রয়োজন ? আমার তো  
এখন কুশাসনে উপবেশনের সময় উপস্থিত (আমাকে তো  
এখন থেকে কুশাসনেই বসতে হবে)।

চতুর্দশ হি বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।

কন্দমূলফলৈর্জীবন্ হিত্বা মূনিবদামিষম্॥ ২৯

'মুনিদের মতো আমিও আহাৰ ত্যাগ করে কন্দমূল ও  
ফলাহার দ্বারা জীবনধারণপূর্বক চৌদ্দ বৎসর জনহীন  
অরণ্যে বাস করব।

ভরতায় মহারাজো যৌবরাজ্যং প্রযচ্ছতি।

মাং পূনর্দণ্ডকারণ্যং বিবাসয়তি তাপসম্॥ ৩০

'মহারাজ (পিতা দশরথ) ভরতকে যৌবরাজ্য দান  
করে আমাকে তপস্বীরূপে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করছেন।

স যট্ট চাট্টো চ বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।

আসেবমানো বন্যানি ফলমূলৈশ্চ বর্তমান্॥ ৩১

(আমি) সেই চৌদ্দ বৎসর কাল নির্জন বনে (বিচরণ  
এবং) ফলমূল আহাৰ করে অবস্থান করব।

সা নিকৃষ্টেব সালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।

পশাত সহস্রা দেবী দেবতেশ্চ দিবচ্ছাতা॥ ৩২

(শ্রীরামের নির্বাসনবার্তা শ্রবণ করে) দেবী  
(কৌশল্যা) অরণ্যে কুঠার দ্বারা কর্তৃত শালবৃক্ষের কাণ্ডের

মতো (তথা) স্বর্গচ্যুতা দেবীসম সহস্রা ভুলুপ্তিতা হলেন

তামদুঃখোচ্চিতাঃ দুষ্টা পতিভ্যাং কদলীমিব

রামকুখাপয়ামাস মাতরং গতচেতসম্॥ ৩৩

যাঁর দুঃখ পাওয়া উচিত নয়, সেই মাতাকে চেতনা-  
হারা হয়ে কদলীবৃক্ষের ন্যায় পতিত হতে দেখে রাম তাঁকে

ওঠালেন।

উপাবৃত্তোচ্চিতাঃ দীনাঃ বডবামিব বাহিতাম্।

পাংসুগুপ্তিতসর্বাঙ্গীঃ বিমর্মশ চ পাণিনা॥ ৩৪

ভারবহনহেতু পরিশ্রান্ত হয়ে ভূপতিতা ও পরে (ভূমি  
থেকে) উত্থিতা, সর্বদেহে ধূলি মলিনা ঘোটকীর ন্যায়

শোকাক্তা মাতাকে (ভূমিতে পতিতা জননী কৌশল্যাকে ভূমি  
থেকে তুলে রাম) হাত দিয়ে (ধূলি) পরিষ্কার করে দিলেন

সা রাঘবমুপাসীনমসুখার্থা সুখোচ্চিতা।

উবাচ পুরুষবান্ধবমুপশৃণুতি লক্ষ্মণে॥ ৩৫

সুখভোগে অভাস্তা হয়েও অসুখিনী কৌশল্যা

লক্ষ্মণকে শুনিয়েই (লক্ষ্মণের সামনেই) নিকটে উপস্থিত

পুরুষসিংহ রঘুনন্দন রামকে বললেন—

যদি পুত্র ন জায়েথা মম শোকায় রাঘব।

ন স্ম দুঃখমতো ভুয়ঃ পশ্যেয়মহমপ্রজা॥ ৩৬

'পুত্র রাম ! তুমি যদি না জন্মাতে, আমি সম্ভবনহীন

(বন্ধ্যা), এই শোকই আমার হত ; কিন্তু, এর অধিক দুঃখ

(তোমার বনবাস) দেখতে হত না !

এম এম হি বন্ধ্যায়্যঃ শোকো ভবতি মানসঃ।

অপ্রজ্ঞাস্মীতি সন্তাপো ন হ্যান্যঃ পুত্র বিদাতে॥ ৩৭

'পুত্র ! বন্ধ্যা নারীর "আমি বন্ধ্যা (সম্ভবনহীন)"

এই একটিই মাত্র শোক থাকে ; অপর কোনও দুঃখ থাকে

না।

ন দৃষ্টপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।

অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাহ্বিতঃ ময়া॥ ৩৮

'(সপত্নী কৈকেয়ীর প্রতি পতি দশরথের অতি

প্রীতিবশত) পতিপৌরুষের সুখ (গর্ব) বা কল্যাণ আমি

দেখিনি (দেখতে পাইনি)। (পতির প্রতিনিধি) পুত্র রাম

আমি পতিপৌরুষ দেখতে চেয়েছিলাম।

সা বহুন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়হ্রিদাম্।

অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামবরাণাং পরা সতী॥ ৩৯

'(রাম যদি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না হয়, তবে)

পাটরাণী হয়েও ছোট সতীনদের বহু অপরিচয় বাক্য

শুনতে হবে।



করে দ্বাখতঃ কিং নু গ্রামদামাং ভবিষ্যতি।  
 ৪০ শোকো বিলাপশ্চ যাদৃশোহমমনস্তকঃ ॥ ৪০  
 'এই শোক বেশি দুঃখ বশীভূতের আর কী হতে  
 পারে! আমার এই যে শোক ও বিলাপ, তার তো শেষ হবে  
 না।'  
 ৪১ নগ্নহিতেশোবমহমাসং নিরাকৃতা।  
 ৪১ পুনঃ প্রোষিতে জাত ক্রবঃ মরণমেব হি ॥ ৪১  
 'বৎস (রাম)! তুমি (আমার) কাছে থাকতেই, আমি  
 এইভাবে জনাবৃত্তা হয়ে আছি। (তুমি) নির্বাসিত হলে,  
 কষ্টকর কী, মৃত্যু আমার সুনিশ্চিত।  
 ৪২ নিগৃহীতামি তুহুনিতামসম্মতা।  
 ৪২ নির্যেবেণ কৈকেয়াঃ সমা বাপাধবাবরা ॥ ৪২  
 'আমি পতির অপ্রিয়া ও (সর্বদা) অত্যন্ত নিগৃহীতা,  
 ক্ষত্রবীর্যবাসীর সমান বা আরও নিকৃষ্টা।  
 ৪৩ হি মাং দেবভে কশ্চিদপি বাপানুবর্ততে।  
 ৪৩ কৈকেয়াঃ পুত্রমধীক্ষা স জনো নাভিজ্যবতে ॥ ৪৩  
 'যে কেউ আমার সেবা করে বা অনুসরণ করে  
 (আমার কথা মেনে চলে), সেই ব্যক্তিই কৈকেয়ীর পুত্র  
 (হবে)-কে দেখে আর আমার সঙ্গে কথা বলে না।  
 ৪৪ দিজ্ঞেয়তয়া তস্যাঃ কথং নু ধরবাদি তৎ।  
 ৪৪ কৈকেয়া বদনং দ্রষ্টুং পুত্র শক্যামি দুর্গতা ॥ ৪৪  
 'পুত্র! আমি দুর্দশাগ্রস্তা; নিত্যক্রোধনা কৈকেয়ীর  
 কৃপাক বলা মুখ আমি কী করে দেখব!  
 ৪৫ সপ্ত চ বর্ষানি জাতস্যা তব রাজব।  
 ৪৫ ব্রীতানি প্রকাম্যন্ত্যা ময়া দুঃখপরিষ্করম্ ॥ ৪৫  
 'রঘুনন্দন! (আমার) দুঃখের পরিসমাপ্তির আশায়  
 আশায়, তোমার দ্বিজ্ঞ প্রাপ্তির সতেরো বছর চলে গেল।  
 ৪৬ তস্যঃ মহমদুঃখং নোৎসাহে সহিতুং চিরাৎ।  
 ৪৬ বিপ্রকারঃ সপত্নীনামেবং জীর্ণাপি রাজব ॥ ৪৬  
 'রঘুনন্দন! জরাজীর্ণ হয়ে সতীনদের দেওয়া  
 মহাদুঃখের এই অক্ষয় তিরস্কার আর সহিতে পারছি না।  
 ৪৭ অশান্তী তব মুখং পরিপূর্ণশিশিপ্রভম্।  
 ৪৭ কণা বর্তয়িষ্যামি কথং কৃপণজীবিকা ॥ ৪৭  
 'পূর্ণচন্দ্রের মতো তোমার মুখখানি না দেখে, দুঃখিনী  
 (মা) আমি কীভাবে (আমার) এই শোচনীয় জীবন ধারণ  
 করব!  
 ৪৮ উপবাসৈচ্চ যোগৈচ্চ বহুভিচ্চ পরিশ্রমৈঃ।  
 ৪৮ দুঃখসংঘর্ষিতো মোঘঃ হুং হি দুর্গতয়া ময়া ॥ ৪৮

'বহু ধ্যান, উপবাস ও পবিত্রায়ন করে, অনেক কষ্টে  
 তোমার ভরণপোষণ করেছি, সেসবই (আমার) ব্যর্থ  
 হল।  
 ৪৯ হিরং নু হৃদয়ং মনো মমেদং যত দীর্ঘতে।  
 ৪৯ গ্রাধীদীম মহানদ্যাঃ স্পৃষ্টং কুলং নবান্বিতা ॥ ৪৯  
 'মনে হচ্ছে, আমার হৃদয় নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন;  
 কাবণ, বর্ষায় মহানদীর নব জলধারার প্রাবল্যে নদীকূল  
 যেমন বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ (তোমার নির্বাসন সংবাদে  
 আমার) এই হৃদয় তো বিদীর্ণ হচ্ছে না।  
 ৫০ মমৈব নুনং মরণং ন বিদ্যাতে  
 ৫০ ন চাবকাশোহস্মি যমকরো মম।  
 ৫০ যদন্তকোহমৌব ন মাং জিহীষতি  
 ৫০ প্রসহ্য সিংহো রুদ্রতীঃ মৃগীমিব ॥ ৫০  
 'আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু নেই; যমালয়ে আমার স্থান  
 নেই, সিংহ যেমন রোক্তদামানা হরিণীকে জোর করে ধরে  
 নিয়ে যায়, তদ্রূপ, মৃত্যুর দেবতা কিন্তু আজও আমাকে  
 বলপূর্বক হরণ করতে চাইছেন না।  
 ৫১ হিরং হি নুনং হৃদয়ং মমায়সং  
 ৫১ ন ভিদ্মাতে যদ্ ভুবি নো বিদীর্ঘতে।  
 ৫১ অনেন দুঃখেন চ দেহমর্পিতং  
 ৫১ ক্রবং হ্যকালে মরণং ন বিদ্যাতে ॥ ৫১  
 'আমার হৃদয় নিশ্চয়ই কঠিন ধৌহনির্মিত, তাই এই  
 ঘোর সঙ্কটকালেও মাটিতে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো  
 হচ্ছে না, (বুঝলাম) মরণকাল বাতীত অকালে কখনোই  
 মৃত্যু হয় না।  
 ৫২ ইদং ত্ব দুঃখং যদনর্থকানি মে  
 ৫২ ব্রতানি দানানি চ সংয়মাস্ত হি।  
 ৫২ তপস্চ তপ্তং যদপত্যকামায়া  
 ৫২ সুনিশ্ফলং বীজবিমোগুম্বরে ॥ ৫২  
 'খুবই দুঃখের বিষয় যে, পুত্রকামনায় (আমি)  
 যে ব্রত, দান করেছি, সবই নিবর্থক হয়েছে; সংযম,  
 তপস্যা সবই উষর ভূমিতে উত্তর বীজের মতোই  
 নিশ্ফল হয়েছে।  
 ৫৩ যদি হ্যকালে মরণং যদুচ্চয়া  
 ৫৩ লভেত কশ্চিদ্ গুরুদুঃখকর্ষিতঃ।  
 ৫৩ গতাহমমৌব পরেতসংসদং  
 ৫৩ বিনা ত্বয়া বেনুরিবাস্ত্রজেন বৈ ॥ ৫৩  
 'গুরুতর দুঃখপীড়িত হয়ে কেউ যদি অকালে

ইচ্ছামুত্তা লাভ কবতে পারত, (তবে) বহুসতীনা মেনু  
মতো তোমাকে ছাড়াই আমি আজই মৃত্যুব্রতের সত্য  
(হমালয়ে) ছেলে যেতাম (মৃত্যু এবং কন্যাম)  
অথপি কিং জীবিতমদা মে যথা  
ত্বয়া বিনা সত্যনিজাননপাত  
অনুরজিয়ামি বনং হৃদয়েষ ধৌঃ  
সুদূর্বলা বহুসমিবার্জিকাঙ্কয়া । ৫৪  
‘চন্দ্রবদন বাম ! এখন তোমা ব্যতীত আমার জীবন  
বার্য। এই জীবনের কী প্রয়োজন ! দুর্বলা মেনু যেমন

‘...এব বশবৎসন কটরং দেহিনকম মাংসং বনো দেহাৎ  
অনুগমনং করণং’  
কৃশমসুখমমর্গিতা তদা লঘ  
বিললাপা সমীক্ষা নাদনম্  
নাসনমুখমিলাসা সা মতঃ  
সুতমিগ লক্ষ্মণেয়া কিমগী ॥ ৫৫  
ভগ্না সত্যমর্গ পুত্রা বাসবকে ভাতপু অসুখম  
মহাপুরে ও মহাসকটে নদা দেশে অসতিসু (কৌশল্য)  
কিমারীণ মতো পুত্র বিলাপ কবতে লাগলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাবো অযোগ্যাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকব্যা রামায়ণের অযোগ্যাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

## একবিংশ সর্গ (২১)

লক্ষ্মণের রোধ, কৌশল্যার শোক এবং যুক্তিসহ উভয়কে রামের সাক্ষ্যাদান ও  
স্বকর্তব্যে হির থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

তথা তু বিলপন্তীং তাত্ কৌশল্যাং রামমাতরম্।  
উবাচ লক্ষ্মণো দীনহংকালসদৃশং বচঃ ॥ ১  
রামের মাতা কৌশল্যা সেইভাবে বিলাপ করতে  
থাকলে দুঃখিত লক্ষ্মণ তাঁকে সময়োচিত বাক্যে বললেন—  
ন রোচতে মামপোতদার্ষে যদ্ রাঘবো বনম্।  
তাক্স রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ ত্রিয়া বাক্যবশংগতঃ ॥ ২  
বিপরীতস্ত বৃদ্ধস্ত বিগম্যেস্ত প্রধর্ষিতঃ।  
নৃপঃ কিমিব ন ক্রয়াচ্যোদ্যমানঃ সমন্যতঃ ॥ ৩  
‘আর্ষে ! রঘুনন্দন যে রাজ্যপ্রীতি পরিত্যাগ করে বনে  
যাবেন, আমিও এটা মানতে পারছি না (আমারও ভালো  
লাগছে না)। স্ত্রীর কথায় বশীভূত হয়ে তাঁর প্রেরণায় কামার্ত  
ও বিষয়বিস্রান্ত বৃদ্ধ রাজা (কল্যাণের) বিরুদ্ধ কথা কি  
বলতে পারেন না ?  
নাস্যাপরাধঃ পশ্যামি নাপি দোষঃ তথাবিধম্।  
যেন নির্বাস্যতে রাষ্ট্রাদ বনবাসায় রাঘবঃ ॥ ৪  
‘(আমি তো) এর (রামের) (এমন কোনও)

অপরাধ বা তেমন কোনও দোষ দেখছি না, যে জন্য রাঘব  
(রাম) বনবাসের জন্য রাজা থেকে নির্বাসিত হবেন !  
ন তং পশ্যাম্যহং লোকে পরোক্ষমপি যো নরঃ।  
সমিত্রোহপি নিরন্ত্রোহপি যোহস্যা দোষমুদাহরেৎ ॥ ৫  
‘এই জগতে (তঁর) অতি শত্রু বা (তঁর বন্ধু  
থেকে) প্রত্যাখ্যাত এমন কোনও লোক দেখি না, যে  
পরোক্ষেও তঁর দোষকীর্তন করে।  
দেবকল্পমৃজুঃ দাত্তঃ নিপুণামপি বহুসলম্  
অবেক্ষমাণঃ কো বর্মঃ তাজেৎ পুত্রমকারশাৎ ॥ ৬  
‘ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপরায়ণ এমন কে (কোন রাজা,  
আছেন, যিনি দেবতুলা, সরলস্বভাব, ক্ষিত্তেদ্রিয়, শত্রু  
প্রতিও স্নেহপরায়ণ পুত্রকে অকারণে ত্যাগ করেন !  
তদিদং বচনং রাজঃ পুনর্বাল্যমুপেয়ম্।  
পুত্রঃ কো হৃদয়ে কুর্বাদ রাজবৃত্তমনুশ্রয়ম্ ॥ ৭  
‘অতএব, রাজধর্ম চিত্তাপরায়ণ কোন পুত্র, রাজক  
স্বভাবপ্রাপ্ত রাজার এই কথা (আদেশ) হৃদয়ে স্থান নে

(শাসন করে) ?

যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদধর্মিমং নরঃ।  
জাবদেব ময়া সার্থমাস্বহং কুরু শাসনম্॥ ৮

‘তাত, যাবৎ (যতক্ষণ) কোনও ব্যক্তি এই (আপনার  
হনবাসের আদেশ বৃত্তান্ত) বিষয়ে জানতে না পারে  
তার মতোই (পূর্বেই) (আপনি) আমার সহায়তায়  
রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করুন।

ময়া পার্শ্বে সমনুষা তব শুণুস্মা রাখব।  
ক। সমর্থোহধিকং কর্তুং কৃতান্তসোব তিষ্ঠতঃ। ৯

‘হে রঘুকুলতিলক ! আপনার পাশে ধনুর্ধারী হয়ে  
আমি বক্ষকরূপে দণ্ডায়মান থাকলে, (মৃত্যুর দেবতা) যম  
সম-আপনার সামনে পৌরুষ দেখাতে (বাড়াবাড়ি করতে)  
কে সমর্থ হবে ?

নির্মনুষ্যমিমাং সর্বাময়োধ্যাং মনুজর্ষভ।  
করিষ্যামি শরৈস্তীক্লেয়াদি হ্রাসাতি বিপ্রিয়ে॥ ১০

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! যদি কেউ (অযোধ্যাবাসী) বিরোধিতা  
করে, (তবে) তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা এই সমগ্র অযোধ্যাকে  
মনুহীন করে দেব।

জরতস্যাথ পক্ষ্যা বা যো বাস্য হিতমচ্ছতি।  
সর্বাংস্তাং চ বধিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে॥ ১১

‘ভবতের পক্ষে, অথবা, যে বা যারা তাঁর  
হিতাকাঙ্ক্ষী, তাদের সকলকেই হত্যা করব ; (কারণ),  
কোমল স্বভাবের ব্যক্তিই পরাজিত হয়।

শ্রেংসাহিতোহয়ং কৈকেয়া সম্ভ্রষ্টো যদি নঃ পিতা।  
অনিভৃত্তো নিঃসঙ্গঃ বধ্যতাং বধ্যতামপি॥ ১২

‘আমাদের পিতা যদি কৈকেয়ীর দ্বারা উৎসাহিত ও  
সম্ভ্রষ্ট হয়ে (আমাদের) শত্রু হয়ে যান, (তবে) তাঁকে বন্দি  
করা হবে (অথবা প্রয়োজনে) হত্যা করা হবে।

শ্রোয়শ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজ্ঞানতঃ।  
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্যং ভবতি শাসনম্॥ ১৩

‘পর্বিত ও কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানরহিত গুরুও যদি  
কৃপণগামী হন, (তবে) তাঁকে (অবশ্যই) শাসন করা  
উচিত।

বলমেঘ কিমাপ্রিত্য হেতুং বা পুরুষোত্তম।  
বাহুর্মিচ্ছতি কৈকেয়া উপহৃতিমিদং তব॥ ১৪

‘পুরুষোত্তম ! ইনি (আমাদের পিতা রাজা দশরথ)  
কোন শক্তি বা কী কারণ অবলম্বনে আপনার (ন্যায্যত)  
প্রাপ্ত বিষয় কৈকেয়ীকে দান করতে চাইছেন ?

কুমা চৈব ময়া চৈব কুমা বৈগমনুত্তমম্।  
কাসা শক্তিঃ প্রিয়াং দাতুং জরজারিণীশন। ১৫

‘হে শত্রুদর্শন (রাম) ! আপনার এবং আমার মঙ্গল  
প্রবল শক্তিতে উন্নতকে রাজশ্রী (রাজা) দানের হীন  
কি গুরুত্ব আছে ?

অনুরক্তোহস্মি জাভেন মাতরং দেবি হবত্যা।  
সতোন ধনুষা চৈব দস্তেনেঠেন মে শপেণ। ১৬

‘দেবি (জ্যোতিষ্মতঃ) ! সত্য, ধনু, দান এবং ঊষ  
যেবতার নামে শপথ করে বলছি (আমি) মথার  
আন্তরিকভাবে (জ্যোতিষ্মতঃ) জাতের অনুরক্ত।

দীপ্তমগ্নিমত্যাং বা যদি নাম। প্রবেশ্যতি।  
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি জ্বং পূর্বমবধারয়। ১৭

‘যদি (জ্যোতিষ্মতঃ) রাম প্রদীপ্ত আগ্নিতে বা অনরণ্যে  
প্রবেশ করেন, তবে, দেবি (জ্যোতিষ্মতঃ) ! জেনে রাখুন,  
আমি সেখানে পূর্বেই প্রবেশ করেছি।

হরামি বীর্যাদ্ দুঃখং তে তম। সূর্য ইনোদিতঃ।  
দেবী পশাতু মে বীর্যং রাঘবৈকচ পশাতু। ১৮

‘দেবী দেখুন, রঘুকুলশিরোমণি (রামচন্দ্র) ও লক্ষ্মণ  
করুন আমার বীর্য ; উদিত সূর্য যেমন অন্ধকার  
হরণ করে, তদ্রূপ আমি বীর্যবতীর দ্বারা আপনার দুঃখ  
দূর করব।

হনিষ্যো পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয়াসক্তমানসম্।  
কৃপণং চ হিতং বাগে বৃদ্ধজাভেন গর্হিতম্॥ ১৯

‘কৈকেয়ীর প্রতি আসক্তমনা, বার্ষক্যহেতু বালকবৎ,  
অবিবেকোচিত নিন্দনীয় নীচ প্রবৃত্তিসম্পন্ন বৃদ্ধ পিতাকে  
হত্যা করব।’

এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাননঃ।  
উবাচ রামঃ কৌসল্যা নন্দতী শোকলালস। ২০

মহাত্মা লক্ষ্মণের এই কথা শুনে শোকমগ্না কৌশল্যা  
কাদতে কাদতে রামকে বললেন—

জাতুন্তে বদন্তঃ পুত্র লক্ষ্মণস্য শ্রুতং কুমা।  
যদজ্ঞানজরং তথ্যং কুসম্ব যদি রোচতে॥ ২১

‘পুত্র (রাম) ! তোমার জই লক্ষ্মণের কথা তুমি  
শুনলে ; যদি এন বিপর্ষিত কিছু করতে চচ্ছা করো (তবে)  
তুমি তাই করো।

ন চাখর্মা বচঃ শ্রুত্বা সপত্ন্যা মম জামিতম্।  
বিহার্য শোকসঙ্কপ্তাং গম্ভীরসি মামিতঃ॥ ২২

‘আমার সতীনের ধর্মবিরোধী কথা শুনে,



শোকসন্তপ্ত আমাকে ছেড়ে তুমি এবান থেকে যেতে পারো না।

ধর্মঃ ইতি ধর্মিষ্ঠ ধর্মঃ চরিতুমিচ্ছসি  
তত্ত্বং মামিহহং চর ধর্মমুত্তমম্॥ ২৩

‘ধর্মিকশ্রেষ্ঠ! ধর্ম কী তা তুমি জানো; যদি ধর্মচরণ করতে চাও, (তবে) এবানেই (অযোধ্যাতেই) থেকে আমাকে সেবা করে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম পালন করো।

তত্ত্ববুর্জননীঃ পুত্র স্বগৃহে নিয়তো বসন্।  
পরেশ তপসা যুক্তঃ কাশ্যপস্নিদিবং গতঃ॥ ২৪

‘পুত্র! কৃষি কস্যপ নিজগৃহে বাস করে সর্বদা মাতৃসেবাক্রপ পরম তপস্যা দ্বারা স্বর্গে গমন করেছিলেন। যৈশব রাজা পূজ্যস্তে গৌরবেণ তথা হাহম্।

স্বাং সাহং নানুজানামি ন গন্তব্যমিতো বনম্॥ ২৫

‘যেমন রাজা (দশরথ) তোমার পূজনীয়, গৌরবের দিক থেকে আমিও তজ্রপ; সেই আমি তোমায় (বনগমনে) অনুমতি দিচ্ছি না; তাই এবান থেকে তুমি বনে (নির্বাসনে) যেতে পারো না।

হৃদবিশোগাঙ্গ মে কার্যং জীবিতেন সুবেন চ।  
স্বয়া সহ মম শ্রেয়স্থানামপি তক্ষণম্॥ ২৬

‘তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার জীবনের (বঁচে থাকার) এবং সুখের প্রয়োজন নেই; তোমার সঙ্গে থেকে তৃণ তক্ষণও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

যদি স্বং যাসাসি বনং তত্কা মাং শোকলালসাম্।  
অহং প্রায়মিহসিষ্যো ন চ শঙ্কামি জীবিতুম্॥ ২৭

‘আমাকে শোকাক্ত অবস্থায় ত্যাগ করে যদি তুমি বনে যাও তবে আমি বাঁচব না; এখানে প্রায়োপবেশন (মৃত্যু কামনায় উপবাস) করব।

ততত্বং প্রাশ্যসে পুত্র নিরয়ং লোকবিশ্রুতম্।  
ব্রহ্মহত্যামিবাধর্ম্যং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ॥ ২৮

‘পুত্র! ব্রহ্মহত্যাহেতু অধর্মের ফলে নদীসমূহের স্থানী সমুদ্রের মতো তুমি লোকখ্যাত নরকপ্রাপ্ত হবে।’  
বিলপন্তীঃ তথা দীনাং কৌশল্যাং জননীং ততঃ।

উবাচ রামো ধর্মাত্মা বচনং ধর্মসংহিতম্॥ ২৯

সেইভাবে করুণ বিলাপরতা জননী কৌশল্যাকে ধর্মাত্মা রাম তখন ধর্মসঙ্গত কথায় বললেন—

নাশ্তি শক্তিঃ পিতৃবাক্যং সমতিক্রমিতুং মম।

প্রসাদয়ে স্বাং শিরসা গম্বমিচ্ছাম্যহং বনম্॥ ৩০

‘(মা!) পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করার শক্তি আমার

নেই। আপনার চরণে অবনতমস্তক দিনই আমি বনে যেতে চাই।

কষিণা চ পিতৃবাক্যং কুব্জতা বনচক্ষি  
গৌরীভা জানতধর্মঃ কতুনা চ বিস্মিতাঃ॥

‘বনচারী পণ্ডিত কৃষি কতু পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করত অধর্ম জেনেও গোহত্যা করেছিলেন।

অম্মাকং তু কুলে পূর্বং সগরসাজ্ঞয়া সিংহ  
ধনন্তিঃ সাগরৈর্ভূমিমবাপ্তঃ সুমহান্ বনঃ॥

‘পূর্বে আমাদের বংশেই পিতা সগরের নিকট তুমি বনন করে সগরের পুত্রগণ মহতী বনইচ্ছা হয়েছিলেন।

জামদগ্ন্যোন রামেশ রেণুকা জননী স্বগৃহ।  
কৃত্বা পরশুনারশো পিতৃবর্চনকারসাম্॥

‘জামদগ্নিপুত্র রাম (পরশুরাম) পিতার আদেশ পূরণ করার জন্য অবশ্যে নিজেই কুঠার দ্বারা জননী রেণুকা কে কটন করেছিলেন (কেটে ফেলেছিলেন)।

এতৈরন্যৈশ্চ বহুতির্দেবি দেবসমৈঃ কৃতম্।  
পিতৃবর্চনমক্ৰীড়ং করিষ্যামি পিতৃর্হিহম্॥

‘দেবি! এঁরা এবং অন্য দেবতারা আমার পিতৃবাক্য (পিতার আদেশ) সার্থক করেছিলেন; আমি পিতার হিতসাধন (তৃপ্তি বিধান) করব।

ন স্বধেতন্যৈকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনম্।  
এতৈরপি কৃতং দেবি যে ময়া পরিকীর্তিতাঃ॥

‘দেবি! একা আমার দ্বারাই এই পিত্রাদেশ পালিত হচ্ছে না (কেবল আমি একাই এই পিতৃ-আদেশ পূরণ করছি না); যাঁদের নাম আমি কীর্তন করলাম, তাঁদের সকলের দ্বারাই (এইরকম পিত্রাদেশ) পালিত হয়েছে।

নাহং ধর্মমপূর্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্তয়ে।  
পূর্বৈরয়মভিপ্রেতো গতো মার্গোহনুদম্যতে॥

‘আমি আপনার বিরুদ্ধে পূর্বে অননুষ্ঠিত (অনুষ্ঠিত হয়নি এমন) বিপরীত ধর্ম প্রবর্তন করছি না; পূর্বে (মহাপুরুষদের) অভিপ্রেত ও অনুষ্ঠিত পথই অনুসরণ করছি।

তদেতৎ তু ময়া কার্যং ক্রিয়তে ত্বি নানাশা।  
পিতৃর্হি বচনং কুব্জন্ ন কচ্চিহ্যাম ইহতে॥

‘পৃথিবীতে পিতৃবাক্য (পিত্রাদেশ) পালন করে কেউই ইন (ধর্মচ্যুত) হয় না; তাই আমি সেই পথই অনুসরণ করছি, এর বিপরীত হো নহে।’

জন্মবধূতা জননীঃ লক্ষণঃ পুনরবধীঃ।  
বাক্যং বাক্যবিদ্যং শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বদনুশ্রয়ঃ॥ ৩৮  
সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্যবিদ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দনুশ্রয়  
(বিশ্বমুখ) জননীকে এতবকর বলে আমার লক্ষণকে  
বলেন—

তব লক্ষণ জানামি নদি ত্রেহমনুভবম।  
কিঞ্চিৎ চৈব সত্ত্বং চ তেজস্ব সুদুরাসদম॥ ৩৯  
'লক্ষণ ! জানি, আমার প্রতি তোমার অতুলনীয়  
কৃতি ; এবং আবও জানি তোমার পরাক্রম, ধৈর্য ও দুর্দর্শ  
জেড।

মম মাতৃমহদ্ দুঃখমতুলং শুভলক্ষণ।  
কল্পিত্যং ন বিজ্ঞায় সভস্য চ শমস্য চ॥ ৪০  
'শুভলক্ষণ (কল্যাণ বিধায়ক, ভ্রাতা লক্ষণ) ! আমার  
মম ও কল্যাণ বিষয়ক মনোভাব না-বুকে (আমার) মাতার  
এই অতুলনীয় মহৎ দুঃখ।

ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সভ্যঃ প্রতিষ্ঠিতম।  
ধর্মশ্রিতমপোতৎ পিতৃর্নচননুত্তমম॥ ৪১  
'পৃথিবীতে ধর্মই শ্রেষ্ঠ, (আর) সভ্য ধর্মেতেই  
প্রতিষ্ঠিত ; পিতার এই বাক্য (নির্দেশ) ধর্মশ্রিত, অতি  
উত্তম।

সংক্রান্ত চ পিতৃর্নাক্যং মাতৃর্বা ব্রাহ্মণস্য বা।  
ন কর্তব্যং বৃথা বীর ধর্মশ্রিত্য তিষ্ঠতা॥ ৪২  
'বীর লক্ষণ ! পিতা, মাতা বা ব্রাহ্মণের বাক্য  
পালনের অঙ্গীকার করে, ধর্মশ্রিতী পুরুষের তা লক্ষণ করা  
উচিত নয়।

সোহহং ন শঙ্কামি পুনর্নিবোধমভিসর্তিতুম্।  
পিতৃর্হি বচনাদ্ বীর কৈকেয়াহং প্রচোদিতঃ॥ ৪৩  
'হে বীর ! পিতার নির্দেশেই আমি কৈকেয়ী কর্তৃক  
(বনবাসে) প্রেরিত হয়েছি ; অতএব সেই আমি আর এই  
নির্দেশ লক্ষণ করতে পারব না।

তস্যস্যাং বিস্ময়ানাবীঃ ক্ষত্রধর্মপ্রিতাঃ মতিম্।  
ধর্মশ্রয় মা তৈক্সঃ মদ্বুদ্ধিরনুগম্যতাম্॥ ৪৪  
'অতএব, ক্ষত্রিয়ের ধর্মের আশ্রিত (ক্ষত্রিয় ধর্মের  
বিরোধী) এই অনার্য বুদ্ধিকে ত্যাগ করো ; উগ্রতা অবলম্বন  
করো না ; ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করো এবং আমার বুদ্ধি  
অনুসারে চলো।'

তস্যবধূতা সৌহার্দ্যম্ ভ্রাতরঃ লক্ষণপ্রজঃ।  
ঈদং কুর্যঃ কৌশল্যাঃ প্রাজলিঃ শিরসা নতঃ॥ ৪৫  
লক্ষণের ভ্রাতৃভাণ্ড (কন্যা) লক্ষণকে প্রেরিত করে  
এই কথা বলে, পুনরায় কৃতজ্ঞতা করে অসন্ত  
ভ্রাতৃ (জননী) কৌশল্যাকে বললেন—

লক্ষণের ভ্রাতৃভাণ্ড (কন্যা) লক্ষণকে প্রেরিত করে  
এই কথা বলে, পুনরায় কৃতজ্ঞতা করে অসন্ত  
ভ্রাতৃ (জননী) কৌশল্যাকে বললেন—

অনুনয় মাঃ মেমি কামিষ্যমিহো বনম্।  
শাপিতানি মম শ্রীমঃ কৃত্য কহ্যেতানি মে ৪৬  
'মেমি' অর্থাৎ এসব (অনুগ্রহ), সেত বন  
বাগ্যের অনুমতি দিন ; আমার জন্য শপথ, ক্ষমতা করুন ;  
নচেৎ আমার প্রাণের অর্পণ করুন (আমর মৃত্যু হবে)।

ঈর্ষপ্রতিজ্ঞস্ব বন্যঃ পুনরেক্যামহঃ পুত্রম্।  
বয়াতিরিব রাজর্ষিঃ পুত্রা দিয়া পুনর্জিবন ৪৭  
'পুনরেক্যামহঃ পুত্রম্' (পুনঃ) পুত্র ত্যাগ করে  
(স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে) পুনরায় পুত্রের দ্বারা পুনর্জন্ম, অতএব,  
প্রতিজ্ঞা (-কর) উদ্ভীর্ণ করে অর্থাৎ অসন্ত বন থেকে  
অন্যথাপুত্রিতে দ্বিগুণ অসন্ত।

শোকঃ সফার্বতঃ মাতৃর্নরে দাদু না শুভঃ।  
বনবাসানিহন্যামি পুনঃ কৃতা পিতৃর্নচঃ ৪৮  
'না ! শোক করবেন না, জননে শোক ভেদ করে  
(ভালোভাবে) ধরে রাখুন (চেপে রাখুন) ; পিতৃকে রক্ষা  
করে বনবাস থেকে আমার এখানে (অন্যথা) দ্বিগুণ  
আসব।

করা ময়া চ কৈকেয়া লক্ষণেন সুবিক্রিয়া।  
পিতৃর্নিবোধে হাতবামেধ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ৪৯  
'আপনাকে, আমাকে, (বিনেহ রক্তজননী)  
সীতাকে, লক্ষণকে এবং (বৃদ্ধা মাতা) সুবিক্রাকে পিতার  
আজ্ঞানুসারে (অধীনে) থাকতে হবে। এটাই সনাতন ধর্ম।  
অব সচ্ছতা সঙ্করান্ দুঃখঃ কদি নিমৃশ্য চ।  
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্মম ধর্মানুবর্তিতাম্॥ ৫০  
'না ! (অভিষেকের জন্য অঙ্কত) লব্যাগুলি রেখে  
দিয়ে (আর) দুঃখকে জনয়ে চেপে রেখে, বনবাস যাত্রার  
জন্য আমার ধর্মসঙ্কত বুদ্ধিকে অনুমোদন করুন।'

এতদ্ বচনস্য নিশম্য মাতা  
সুধর্মামবগ্রমবিত্তবঃ ৫১  
মৃত্যব সংজ্ঞাঃ প্রতিলভ্য দেবী  
সমীক্ষ্য রামঃ পুনরিভ্যবাচ ৫২

মাতা (দেবী কৌশল্যা) তাঁর (রামের) এই কথা শুনে  
(কৃত্য যেন পুনরায় জ্ঞান করে পেয়েছেন এই অবস্থায়)  
ধর্মনিষ্ঠ, অসঙ্কটীন ও ব্যাকুলভাটীন রামকে দেখে আমার  
বললেন—

সমীক্ষ্য রামঃ পুনরিভ্যবাচ ৫২  
মাতা (দেবী কৌশল্যা) তাঁর (রামের) এই কথা শুনে  
(কৃত্য যেন পুনরায় জ্ঞান করে পেয়েছেন এই অবস্থায়)  
ধর্মনিষ্ঠ, অসঙ্কটীন ও ব্যাকুলভাটীন রামকে দেখে আমার  
বললেন—

মাতা (দেবী কৌশল্যা) তাঁর (রামের) এই কথা শুনে  
(কৃত্য যেন পুনরায় জ্ঞান করে পেয়েছেন এই অবস্থায়)  
ধর্মনিষ্ঠ, অসঙ্কটীন ও ব্যাকুলভাটীন রামকে দেখে আমার  
বললেন—

যথৈব তে পুত্র পিতা তথাহঃ

গুরুঃ স্বধর্মেণ সুহৃৎপ্রা চ।

ন ভ্রানুজানামি ন মাং বিদ্ধ্য

সুদুঃখিতামহসি পুত্র গঙ্গম ॥ ৫৩

‘পুত্র ! যেমন ভোমার পিতা, ত্যাপ আমিত্ত পুত্রমে (মাতৃধর্মে) এবং সৌহার্দ্য (সুদুঃখিতাম) ভোমার গুণ। শোকাত্ত আমাকে ভাঙ্গ করে তুমি যেতে পারো না ; আমি অনুমতি দেব না।

কিং জীবিতেনেহ বিনা হুয়া মে

লোকেন বা কিং বধ্যামুত্তেন।

শ্রেয়ো মুহুতঃ তব সমিধানঃ

মমৈব কুৎসাদপি জীবলোকাৎ ॥ ৫৩

‘তোমাকে ছাড়া এই জগতে আমার জীবনের কী প্রয়োজন ? লোকজনের (আত্মীয় কুটুম্বের) সেবা, স্বধা (পিতৃপুরুষের পূজামন্ত্রের) অথবা অমৃতের কী প্রয়োজন ? সমস্ত জীবলোক অপেক্ষা মুহূর্তকাল ভোমার সান্নিধ্য আমার কাছে বেশি আদরনীয়।’

নরৈরিবোদ্ধাতিরশোহ্যমানো

মহাগজো স্বাস্ত্রমভিপ্রবিষ্টঃ।

ভূয় প্রজ্ঞাশাল বিলাপমেবঃ

নিশমা রামঃ করুণঃ জনন্যাঃ ॥ ৫৪

জননীর এই করুণ বিলাপ শুনে রাম, জনগণ দ্বারা মশালের উজ্জ্বল আলোয় তড়িত হয়ে অন্ধকারে প্রবিষ্ট মহাগজের মতো (বনগমনের জন্য মোহবিষ্ট হয়ে) খলে উঠলেন (মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে উঠল)।

স মাতরং চৈব বিসংজ্ঞক্সা-

মর্তঃ চ সৌমিত্রিমভিপ্রতপ্তম্।

ধর্মে হিতো ধর্মামুবাচ বাক্যঃ

যথা স এবার্থতি তত্র বজ্রম্ ॥ ৫৫

(শোকে) সংজ্ঞাহীনের ন্যায় মাতাকে এবং আর্ত ও ক্রোধে উত্তপ্ত লক্ষ্মণকে ধর্মেহিত রাম যে ধর্মসঙ্গত কথা বললেন, সেই বিষয়ে (সেই সময়ে) একমাত্র রামই (এইরকম) বলতে সমর্থ—

অহং হি তে লক্ষ্মণ মিডামেব

জানামি ভক্তিঃ চ পরাক্রমঃ চ।

মম ভূতিপ্রায়মসমিরীক্সা

মাত্রা সহজাদপি মা সুদুঃখম্ ॥ ৫৬

‘লক্ষ্মণ ! আমি সর্বদা ভোমার প্রাণের পূর্ণাঙ্গ নিয়মে অবগত আছি ; কিন্তু (জ্ঞাত) । আমার অধিষ্ঠান অজ্ঞানতাবেন না বুঝে (তুমি) মায়েন মতো (ভারত মতে, আমাকে দীড়া দিচ্ছে।

ধর্মার্থকামাঃ খলু জীবলোকে

সমীক্ষিতা

ধর্মসংলোপয়ো

যে তত্র সর্ব স্যুরসংশয়ঃ মে

ভার্যেণ বশ্যাভিমতা

সপুত্রা ॥ ৫৭

এই জীবজগতে ধর্ম, অর্থ ও কাম (পূর্বজন্মকৃত, ধর্মকর্মের ফলে দৃষ্ট হয় ; আমার কাছে সেই ধর্ম নিঃসংশয়ে সপুত্রা ভার্যার মতো এসে উপস্থিত হয়েছে।

যস্মিন্ত্ব সর্ব স্যুরসমিনিষ্টা

ধর্মো যতঃ স্যাৎ তদুপক্রমেত।

যেথো ভবত্যর্থপরো হি লোকে

কামাশ্রতা খলপি ন প্রশস্তা। ৫৮

‘যার থেকে (যে কর্ম থেকে) সব (কর্ম) অসংলু হয়ে পড়ে, সেই কর্ম করা উচিত নয় ; যেখানে (যে কর্ম) ধর্ম আছে, তাই (সেই কর্মই) আরম্ভ করা উচিত

গুরুশ্চ রাজা চ পিতা চ বৃদ্ধ

ক্রোধাৎ প্রহর্যাদম্বাপি কামাৎ।

যদ্ ব্যাদিশেৎ কার্যমবেক্ষ্য ধর্মঃ

কস্তং ন কুর্যাদনৃশংসবৃত্তিঃ। ৫৯

‘বৃদ্ধ হলেও গুরু এবং রাজা (আমাদের পিতা) ক্রোধবশত বা আনন্দে অথবা কামহেতু যে কর্মেরই নির্দেশ দেবেন তাই-ই আমাদের পালনীয় কার্য, কোন্ সদাচারী ধর্মাবলম্বী সেই কাজ করবে না।

ন তেন শক্নোমি পিতৃঃ প্রতিজ্ঞা-

মিমাং ন কর্তুং সকলাং যথাবৎ।

স হ্যাবয়োস্তাত গুরুনিয়োগে

দেবাশ্চ ভর্তা স গতিশ্চ ধর্মঃ ॥ ৬০

‘বৎস (লক্ষ্মণ) ! তিনি (রাজা দশরথ) আমাদের দুজনেরই নির্দেশদাতা গুরু ; দেবীর (মাতা কৌশল্যার)-ও তিনি স্বামী, ধর্ম এবং গতি (আশ্রয়স্থল)। তাই আমি পিতার এই প্রতিজ্ঞাকে যথাযথ পালন না-করে পারব না।

তস্মিন্ পুনর্জীবতি ধর্মরাজে

বিশেষতঃ যে পথি বর্তমানে।



দেবী ময়া সার্থমিতোহভিগচ্ছত  
কথং ত্বিদন্যা বিষবেব নারী ॥ ৬১  
'সেই ধর্মরাজ জীবিত, বিশেষত, স্বীয় ধর্মপথে  
জবাহিত ; (এই অবস্থায়) অন্য (সাধারণ) বিধবা নারীর  
নাথ দেবী (মাতা কৌশল্যা) কীরূপে এখন থেকে আমার  
সঙ্গ (বনে) যাবেন !  
স মানুমনাস্ত বনং ব্রজস্থঃ  
কুরুষ নঃ স্বস্ত্যয়নানি দেবি।

যথা সমাপ্তে পুনরব্রজেয়ঃ  
যথা হি সত্যেন পুনর্যযাতিঃ ॥ ৬২  
'দেবি (মাতঃ) ! (সেই আপনি) আমাকে বনগমনে  
অনুমতি দান করুন এবং আমার জন্য স্বস্তিবাচন  
(হাত্রামঙ্গল) অনুষ্ঠান করুন ; যাতে বনবাসান্তে আমি  
আবার এখানে (অযোধ্যায়) ফিরে আসতে পারি, যেমন  
(রাজা) যযাতি (সত্যরক্ষা করে পুনরায়) স্বর্গে প্রতিগমন  
করেছিলেন।

যশো হাহং কেবলরাজ্যাকরণা-  
ম পৃষ্ঠতঃ কর্তৃমলং মহোদয়ম্।  
অদীর্ঘকালেন তু দেবি জীবিতো  
বৃণেহবনামদ্য মহীমধর্মতঃ ॥ ৬৩  
'দেবি (মাতঃ) ! কেবলমাত্র রাজ্যের কারণে আমি  
মহান যশস্বত্ব ধর্মকার্য থেকে পশ্চাদপসরণ করতে চাই না,  
(তুচ্ছ) ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমি অধর্মপ্রাপ্য নিকট রাজ্য চাই  
না।'  
প্রসাদয়্যারবৃণতঃ স মাতরং  
পরাক্রম্যজিগমিগুরেব দণ্ডকান্।  
অথানুজং ভৃশমনুশাস্য দর্শনং  
চকার তাং হৃদি জননীং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৬৪  
সেই নরশ্রেষ্ঠ (রামচন্দ্র) মনের জোরে (ধৈর্য সহ)  
দণ্ডকারণে যাওয়ার জন্য মা-কে প্রসন্ন করলেন ; অনন্তর  
ছোট ভাই (লক্ষ্মণ) কে ভালোভাবে বুঝিয়ে (ধর্মানুসারে  
উপদেশ দিয়ে) মনে মনে মা-কে প্রদক্ষিণ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

## দ্বাবিংশ সর্গ (২২)

রাম কর্তৃক লক্ষ্মণের প্রতি অভিষেক নিবারণের আদেশ এবং দৈবপ্রভাব বর্ণন

অথ তং ব্যথয়া দীঃ সবিশেষমমর্ষিতম্।  
সরোষমিব নাগেন্দ্রঃ রৌষবিস্ফারিতেক্ষণম্ ॥ ১  
জালাদ্য রামঃ সৌমিত্রিং সুহৃদং জাতরং প্রিয়ম্।  
উবাচেনং স ধৈর্যেণ ধারয়ন্ সত্ত্বমাত্মবান্ ॥ ২  
অনন্তর, ক্রোধে বিস্ফারিত-নেত্র ক্রুদ্ধ হস্তীর ন্যায়  
ব্যথায় কাঁড় এবং অত্যন্ত ক্রোধাক্রান্ত সুহৃদ্-তুলা ভাই  
লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে আত্মসংযমী শ্রীরাম ধৈর্যের সঙ্গে  
মনকে সংযত করে বললেন—  
নিগৃহ্য রৌষং শোকং চ ধৈর্যমাপ্রিত্য কেবলম্।

অবমানং নিরসোনং গৃহীত্বা হর্বমুক্তমম্ ॥ ৩  
উপকৃপ্তং যদৈতন্মে অভিষেকার্থমুক্তমম্।  
সর্বং নিবর্তয় দ্বিপ্রং কুরু কার্যং নিরবায়ম্ ॥ ৪  
'ভাই লক্ষ্মণ ! ধৈর্য ধরো, ক্রোধ এবং শোক  
সংবরণ করে অপমান ভুলে যাও এবং নির্মল আনন্দ  
অবলম্বন করো, আমার অভিষেকের জন্য আহত উত্তম  
সামগ্রী সকল সরিয়ে দিয়ে সত্তর আমার বনগমনের নিখুঁত  
ব্যবস্থা করো।  
সৌমিত্রে যোহভিষেকার্থে মম সত্ত্বরসত্ত্বমঃ।

অভিষেকনিবৃত্তার্থে সোহস্ত সম্ভবসম্মতঃ ॥ ৫  
(৫) 'সুহৃৎসম্মতঃ' ! জাম্বাব অভিষেকসামগ্রী  
সংগ্রহে (৫ম অঃ) ১ম পংক্তি (৫ম) তত্রাপ প্রয়াস (সেই)  
অভিষেক নিবৃত্তি বলা হইল।

তস্যা মনসিকৈকর্ষে মানসঃ পরিতপাতে।  
মাতা নঃ সা যথা ন স্যাৎ সবিপজ্ঞা তথা কৃক ॥ ৬  
'সম্মতঃ' (সুহৃৎসম্মতঃ) অভিষেকের কারণে গীর মন  
কিন্তি (৫ম অঃ), জাম্বাবের সেই মাতা (কৈকেয়ী) যাতে  
অভিষেক না হইল, তাহা বলা হইল।

তস্যা সত্যময়ঃ দুঃখঃ মুহূর্তমপি নোৎসরে।  
মনসি প্রতিপত্তাৎ সৌমিত্রেহমুপেক্ষিতুম্ ॥ ৭  
'সুহৃৎসম্মতঃ' (৫ম অঃ) ! তাঁর (কৈকেয়ীমাতার)  
মনে উপেক্ষা সঙ্কল্পিত দুঃখ আমি মুহূর্তকালও উপেক্ষা  
করিতে পারি না।

ন বুদ্ধিশ্চ নাবুদ্ধঃ স্মরামীহ কস্মাচন।  
মাতৃগাং বা পিতৃগাং কৃতময়ঃ চ বিপ্রিয়ম্ ॥ ৮  
'আমি বুকে বা না-বুকে (জ্ঞানে বা অজ্ঞানে) কখনও  
মাতৃগণের বা পিতৃগণের সামান্যতমও অপ্রিয় কাজ করেছি  
বলে মনে করতে পারছি না।

সত্যঃ সত্যাতিসংঘত নিত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ।  
পরলোকভয়ান্ ভীতো নির্ভয়োহস্ত পিতা মম ॥ ৯  
'সত্যবদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বদা সত্যরক্ষায় নিতীক  
(তৎপরি) পরলোকভয়ে ভীত আমার পিতা নির্ভয় (ভয়শূন্য)  
হোন।

তস্যাপি হি অবদম্মিন্ কর্মণ্যপ্রতিসংহতে।  
সত্যঃ নেতি মনস্তাপস্তস্য তাপস্তপেচ্চ মাম্ ॥ ১০  
'এই (অভিষেক-কর্ম) প্রতিরুদ্ধ (বন্ধ) না হলে,  
তাঁর সত্য রক্ষিত হইল না, এই ভেবে তাঁর মনস্তাপ হবে  
এবং সেই তাপ আমাকেও (সর্বদা) সন্তপ্ত করবে।

অভিষেকনিধানং তু তস্মাৎ সংহতঃ লক্ষণ।  
অন্যগোবাহমিচ্ছামি বনঃ গন্তমিতঃ পুরঃ ॥ ১১  
'তাই, লক্ষণ ! অভিষেক-কার্য নিবৃত্ত করে, আমি  
এই (অযোধ্যা) পুরী থেকে এখনই বনে যেতে ইচ্ছা করি  
(বনে যেতে চাই)।

মম প্ররাজনাদদ্য কৃতকৃত্য নৃপাঙ্গজা।  
সূতঃ ভরতমবাস্তমভিষেকয়তঃ ততঃ ॥ ১২  
'তাহলে আজই আমি বনে চলে গেলে কেন্দ্র-  
রাজতনয়া (আমাদের মধ্যমা মাতা কৈকেয়ী) কৃতকৃত্য হয়ে

নিশ্চিন্তে ভরতকে অভিষিক্ত করতে পারবেন।

ময়ি চীরাজিনধরে জটামণ্ডলধারিণি।  
গতেহরণাং চ কৈকেয়া ভবিনাতি মনঃ সুখম্ ॥ ১৩  
'জটাবল্লব ধারণ করে আমি বনবাসে গেলে, মাতা

কৈকেয়ীর মনে আনন্দ হবে।  
বুদ্ধিঃ প্রদীতা যেনোঃ মনস্ত সুসমাহিতম্।  
তং নু নার্যামি সংক্লেষ্টং প্রতজিগ্যামি মা চিরম্ ॥ ১৪  
'যাঁর দ্বারা (কৈকেয়ীর) এই বুদ্ধি প্রভাবিত হইল  
মনও দৃঢ় সঙ্কল্পাগিত হয়েছে, তাঁকে আমি কষ্ট দিতে পারি  
না ; (তাই) আমি অবিলম্বে বনে যাব।

কৃতান্ত এব সৌমিত্রে স্তম্ভনো মৎপ্রবাসনে।  
রাজস্যা চ নিতীর্ণস্য পুনরেন নিবর্তনে ॥ ১৫  
'সৌমিত্রে (ভাই লক্ষণ) ! (আমাকে) রাজ্য-প্রদান  
আবার সেই রাজ্য-প্রাপ্তি থেকে নিবারণ করে আমার  
(বনবাসে) প্রেরণ, (সর্বত্রই) দৈবের নির্বন্ধই মানতে  
হবে।

কৈকেয়াঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মম বেদনে।  
যদি তস্যা ন ভাবোহয়ং কৃতান্তবিহিতো জবেহ ॥ ১৬  
'কৈকেয়ীর এই চিন্তা যদি দৈবকৃত না হত, (অর্থাৎ)  
আমার দুঃখ ব্যাপারে তাঁর এই সঙ্কল্প কী করে হইল !

জ্ঞানসি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমাত্তরম্।  
ভূতপূর্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সূতেশপি বা ॥ ১৭

'সৌম্য ! তুমি তো জানো যে, মাতৃগণের মধ্যে আমি  
কোনও পার্থক্য করি না। তাঁরও (মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীরও)  
আমাতে এবং তার পুত্রের (ভরতের) মধ্যে কোনও  
(পৃথক) বিশেষভাব ছিল না।

সোহভিষেকনিবৃত্ত্যর্থঃ প্রবাসার্থেচ দুর্বচেঃ।  
উগ্রৈর্বািকোরহঃ তস্যা নান্যদ্ দৈবাৎ সমর্থয়ে ॥ ১৮

'(আমার) রাজ্যাভিষেক বন্ধ করে প্রবাসে  
(বনবাসে) প্রেরণের জন্য তাঁর (মাতা কৈকেয়ীর) যে  
কঠোর দুর্বচন, (তাকে) আমি দৈব ছাড়া আর অন্য কিছু  
বলে মনে করি না।

কথং প্রকৃতিসম্পন্ন্য রাজপুত্রী তথাগণা।  
ক্রমাৎ সা প্রাকৃতেব স্ত্রী মংলীভ্যাং ভর্তৃসরিধৌ ॥ ১৯

'(তা না হলে) নারীর উপযুক্ত সুন্দর স্ত্রীতাবশিষ্টা,  
শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন্য (কৈকেয়) রাজপুত্রী কীরূপে পতির সম্মুখে  
নীচস্বভাবা সাধারণ নারীর মতো আমার উদ্দেশ্যে এমন  
দুঃখদায়ক কথা বলতে পারেন !

কনকিঃ তু তদ্ দৈবং ভূতেশপি ন হনাত্তে।  
 বকঃ ময়ি চ তস্যাং চ পতিভো হি বিপর্যয়ঃ ॥ ২০  
 'হা চিত্তার অতীত এবং প্রাণিগণ যার প্রতিবিধান  
 করতে পারে না, তাই-ই দৈব নামে অভিহিত এবং তা-ই  
 (সেই অদৃশ্য দৈবই) আমার ও তাঁর (মেজো-মা  
 কৈকীর) উপর নেমে এসেছে।  
 কনক দৈবেন সৌমিত্রে যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্।  
 কস নু গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্মগোহনায় দৃশ্যতে ॥ ২১  
 'প্রাতঃ' সৌমিত্র ! ফলভোগ ব্যতীত যে (দৈব)  
 কর্মর কিছুই দৃষ্ট হয় না, সেই দৈবের সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে  
 উৎসাহী হবে ?

নৃশূন্যে ভয়ক্রোধৌ লাতালাভৌ ভবান্তবৌ।  
 কস কিঞ্চিৎ তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম তৎ ॥ ২২  
 'নৃশূন্য', ভয়-ক্রোধ, লাত-ক্ষতি, উৎপত্তি-  
 বিনাশ—হা কিছুই এইরকম (অদৃশ্য কর্মের ফল) তা সবই  
 ছবশাই দৈব কর্মের প্রভাবজাত।

বয়োহি পুত্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ।  
 উৎসৃজ্য নিয়মাংস্ত্রিভান শ্রম্যন্তে কামমন্যুভিঃ ॥ ২৩  
 'কঠোরতপা ঋষিরাও দৈবপ্রেরিত হয়ে কাম ও  
 ক্রোধের বশীভূত হন এবং কঠোর তপস্যা ত্যাগ করে  
 (পথ) ভ্রষ্ট হন।

অসংকল্পিতমেবেহ যদকস্মাৎ প্রবর্ততে।  
 নিবর্ত্যরক্ষমারস্তৈর্ননু দৈবস্য কর্ম তৎ ॥ ২৪  
 'আরও কর্ম শুক থেকেই পবিত্যাগ করে অসংকল্পিত  
 (অজবনীয়) কর্ম হঠাৎ আরম্ভ করা নিশ্চয়ই দৈবেরই কাজ।  
 এতদ্বা তদ্বয়া বুদ্ধ্যা সংস্ফভ্যাস্তানমান্বনা।  
 ব্যাধতেহপ্যভিষেকে যে পরিভাষো ন বিদ্যতে ॥ ২৫

'এই তাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা (আমি) নিজেকে নিজেই  
 সংযত করেছি ; তাই, (আমার) অভিষেক-ক্রিয়া ব্যাহত

হলেও আমার কোনও দুঃখ নেই।  
 তস্মাদশ্রিতাপঃ সংস্কমপানুবিধায় মাম্।  
 প্রতिसংহারয় কিপ্রমতিমেচনিকীং ক্রিয়াম্ ॥ ২৬  
 'অতএব তুমিও সন্তাপশূন্য হয়ে আমার বিচারের  
 অনুসরণ করে অভিষেক-ক্রিয়াকে শীঘ্র বন্ধ করো।  
 এভিন্নেব ঘটঃ সর্বৈরভিসেচনসঙ্কটঃ।  
 মম লক্ষণ ভাগসো ব্রতরানং ভবিষ্যতি ॥ ২৭  
 'লক্ষণ ! অভিষেকবারিসঙ্কট (অভিষেকের জন্য  
 আনীত জলপূর্ণ) এই সকল ঘটাই আমার তপোব্রতের স্নান  
 হবে।

অথবা কিং ময়েভেন রাজ্যপ্রব্যময়েন হু।  
 উদ্ধৃতং মে স্বয়ং ভোগং ব্রতাদেশং করিষ্যতি ॥ ২৮  
 'অথবা, রাজ্যাভিষেকার্থে আনীত এই সকল  
 সামগ্রীতে আমার প্রয়োজন নেই ; নিজহাতে জল তুলে তা  
 দিয়েই আমার ব্রত পালিত হবে।

মা চ লক্ষণ সন্তাপং কাষীংলক্ষ্ম্যা বিপর্যয়ে।  
 রাজ্যং বা বনবাসো বা বনবাসো মহোদয়ঃ ॥ ২৯  
 '(ভাই) লক্ষণ ! রাজলক্ষ্মীলাভে বিপর্যয় হওয়ায়  
 (তুমি) শোক কোরো না ; (কারণ), রাজ্য অথবা  
 বনবাস—এই দুইয়ের মধ্যে আমার কাছে বনবাসই  
 অভ্যুদয়দায়ক।

ন লক্ষণাশ্মিন্ মম রাজ্যবিদ্যে  
 মাতা যদীয়সাত্তিশক্তিব্যা।  
 দৈবাজিপমা ন পিতা কথঞ্চি-  
 জ্ঞানাসি দৈবং হি তথাপ্রভাবম্ ॥ ৩০  
 'লক্ষণ ! আমার এই রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নপ্রাপ্তি  
 বিষয়ে মেজো-মাকে কারণ বলে আশঙ্কা কোরো না,  
 যেহেতু, তিনি দৈবাধীনা—তদ্রূপ পিতাকেও (কোনও  
 ভাবেই) না। তুমি তো দৈবের বিষয়ে জানো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গঃ ॥ ২২ ॥  
 মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥



## ত্রয়োবিংশ সর্গ (২৩)

শ্রীমান লক্ষ্মণ কর্তৃক শ্রীরামের দৈবযুক্তির বিরোধিতা করে পুরুষকারের প্রতিপাদনের  
দ্বারা শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রতিজ্ঞা

ইতি ক্রবতি রামে তু লক্ষ্মণোহবাকুশিরা ইব।  
ধাত্বা মধ্যঃ অগমাত্ত সহসা দৈন্যহর্ষয়োঃ॥ ১  
রামচন্দ্র দৈবকে প্রতিপাদিত করে এইরকম বললে,  
লক্ষ্মণ যন্তুক অবনত করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এবং  
শীঘ্রই দুঃখ ও আনন্দের মধ্যবর্তী অবস্থায় উপনীত হলেন।  
তদা তু বজ্রা কুকুটীং ক্রবোর্মধো নরর্ষভঃ।  
নিশ্বাস মহাসর্পো বিলহ ইব রোষিতঃ॥ ২  
তখন নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ক্রাকুটি করে ভূগর্ভমধ্যস্থ  
কুকুট বিধবর মহাসর্পের মতো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে  
লাগলেন।

তস্য দুস্ত্রতিবীক্ষ্যঃ তদ্ কুকুটীসহিতঃ তদা।  
বজৌ কুকস্য সিংহস্য মুখস্য সদৃশং মুখম্॥ ৩  
তখন তাঁর সেই ক্রাকুটি সমন্বিত মুখটি দেখতে  
হয়েছিল কুকুট সিংহের মুখের মতো ভয়ঙ্কর।  
অগ্রহস্তঃ বিশ্বধ্বংস্ব হস্তী হস্তমিবাম্বনঃ  
তির্যগূর্ম্বঃ শরীরে চ পাতয়িত্বা শিরোধরাম্॥ ৪  
অগ্রাঙ্গা বীক্ষমাণস্ত তির্যগ্জাতরম্রবীৎ  
হস্তী যেমন শুঁড়কে, তদ্রূপ লক্ষ্মণ নিজের দক্ষিণ-  
হস্তকে সঞ্চালিত করে, শরীরের উপরে ঘাড় বক্রভাবে  
রেখে এবং চোখের অগ্রভাগ দ্বারা তির্যক দৃষ্টিপাত করে  
জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামকে বললেন—

অহ্মানে সম্রামো যস্য জাতো বৈ সুমহানয়ম্। ৫  
ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকসানতিশঙ্কয়া।  
কথং হ্যেতদসম্ভ্রান্তবুদ্ধিধো বজ্রমহতি। ৬  
যথা হ্যেবমশৌণ্ডীরঃ শৌণ্ডীরঃ কত্রিগর্ষভঃ।  
কিং নাম কৃপণঃ দৈবমশঙ্কমভিশংসসি। ৭

‘পূজনীয় দাদা ! অযোগ্যহ্মানেই আপনার এই  
সুগভীর ভাবাবেগ জন্মেছে ; ধর্ম-অপালনজনিত-দোষ  
হেতু লোকমর্যাদা-লঙ্ঘনশঙ্কায় আপনার নায্য জানী,  
নিঃশঙ্ক ব্যক্তি এই কথা বলতে পারছেন ! দক্ষ কত্রিয়শ্রেষ্ঠ  
আপনি এইরকম দুর্বল নিন্দনীয় দৈবের প্রশংসা করছেন !  
পাপয়োস্তে কথং নাম তয়োঃ শঙ্কা ন বিদ্যতে।

সত্ত্বি ধর্মোপধাসক্তা ধর্মাত্মনু কিং ন বুধ্যসে॥ ৮  
‘সেই পাপদ্বয়, কৈকেয়ী ও দশরথ থেকে আপনাব

মনে কোনো সন্দেহ হচ্ছে না কেন ? ধর্মাত্মনু ! আপনি  
কি জানেন না, এই জগতে ধর্মের ভেদকারী অনেকে  
আছেন !

তয়োঃ সুচরিতঃ স্বার্থঃ শাঠ্যঃ পরিজিহীর্ষতোঃ।  
যদি নৈবঃ ব্যবসিতঃ স্যাদি প্রাগেব রাঘব।  
তয়োঃ প্রাগেব দত্তশ্চ স্যাদ বরঃপ্রকৃতশ্চ সঃ॥ ৯  
‘শঠতা দ্বারা আপনার রাজ্য অপরগেজু তাঁর  
দুজনের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছেন, যদি তাই না হয়,  
তবে পূর্বেই এই কাজ করা উচিত ছিল, (এবং) পূর্বেই এ  
বর প্রদান সম্ভব হত।

লোকবিষিষ্টমারদ্ধঃ তদনাসাভিষেচনম্।  
নোৎসহে সহিতুঃ বীর তত্র মে ক্ষমমহিসি॥ ১০  
‘হে বীর ! আপনার পরিবর্তে অন্যের অভিষেক  
হলে, লোকসমাজে প্রজ্যাবিদ্রোহের পরম্পরা হয়ে যাবে,  
তা আমি সহ্য করতে পারব না, এবং এই বিষয়ে আমার  
আপনি ক্ষমা করবেন।

যেনৈবমাগতা বৈষং তব বুদ্ধির্মহমতো।  
সোহপি ধর্মো মম ঘেষ্যো যৎপ্রসঙ্গাদ্ বিমূহাসি॥ ১১  
‘হে মহামতি ! যার প্রভাবে আপনার বুদ্ধি বিব্রত  
এবং যার প্রভাবে আপনি মোহগ্রস্ত হয়েছেন, সেই য  
দৃশনীয়।

কথং ত্বং কর্মণা শত্রুঃ কৈকেয়ীবশবর্তিনঃ।  
করিষ্যামি পিতৃবাক্যমধর্মিষ্ঠং বিগর্হিতম্॥ ১২  
‘সংকর্ম সাধনে সক্ষম আপনি কী করে কৈকেয়ী  
বাক্যবাণে বশীভূত-পিতার অধর্মীয় ও নিন্দনীয় আশ্রয়  
পালন করবেন ?

যদয়ং কিঞ্চিৎ ভেদঃ কৃতোহপ্যেবং ন গৃহ্যতে।  
জায়তে তত্র মে দুঃখঃ ধর্মসঙ্কট গর্হিতাঃ॥ ১৩  
‘ধর্মের দ্বারা নিন্দিত এই যে ভেদকরণ, তা পাপে  
বশীভূত হয়ে করা হলেও আপনি এই বিষয় স্বীকার করছেন  
না, এখানেই আমার দুঃখ।

তবায়ং ধর্মসংযোগো লোকসাম্যো বিগর্হিতাঃ।  
মনসাপি কথং কামঃ কুর্য্যৎ ত্বাং কামবৃত্তয়োঃ।  
তয়োত্ত্বহিতমোর্নিতাং শত্রবোঃ পিত্রিভিষানয়োঃ॥ ১৪

‘আপনার প্রতি সর্বদা অহিতকারী শত্রুসকল  
দেবগণী পিতা-মাতা নামধারী দুজনের কথা মনে মনেও  
কেন মনে করেন? আপনার এই অধর্মে ধর্মারোপ এই  
কিভাবে নিদ্রনীয়!

‘তদপি প্রতিপত্তিতে দৈবী চাপি তয়োর্মতম্।  
‘আপনার পুত্রসকলীঃ তে ন মে তদপি রোচতে॥ ১৫

‘যদিও তাঁদের দুজনের উদ্ধৃত্য দৈবের ফল বলে  
আপনার মনে হয়ে থাকে, তথাপি তা আপনার উপেক্ষা  
নাহিত, কারণ, তা-ও আমার ভালো লাগছে না  
কিছুটা স্বার্থহীনো যঃ স দৈবমনুমর্ততে।  
‘স্বার্থবিভাবানো ন দৈবঃ পর্যুপাসতে॥ ১৬

‘যে স্বার্থহীন ক্লীব, সে-ই দৈবকে অনুসরণ করে,  
কিন্তু তারা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, বীর, তারা দৈবের  
উপেক্ষা করে না।

‘মে পুরুষকারণে যঃ সমর্থঃ প্রবাসিতুম্।  
‘দৈবক বিপদার্থঃ পুরুষঃ সোহবসীদতি॥ ১৭

‘যিনি স্বীয় পৌরুষ দ্বারা দৈবকে প্রতিহত করতে  
সমর্থ সেই দৈব কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হলেও তিনি নিরুদ্যম হন

‘কিঞ্চিৎ কদা দৈবস্য পৌরুষঃ পুরুষস্য চ।  
‘সমানুষ্যোরদ্য ব্যক্তা ব্যক্তির্ভবিষ্যতি॥ ১৮

‘আজ দেব-মানুষ্যাদি সকলে দেবতা এবং মানুষের  
বৈষম্য দেখবে। আজ দেব-মানবের শক্তির প্রভাব-  
ফল প্রদর্শিত হবে।

‘জ মে পৌরুষহতঃ দৈবঃ দ্রুতান্তি বৈ জনাঃ।  
‘নির্বাহহতঃ তেহদ্য দৃষ্টঃ রাজ্যভিষেচনম্॥ ১৯

‘যাঁরা আজ আপনার রাজ্যভিষেককে দৈব কর্তৃক  
প্রহৃত হতে দেখেছেন, সেই মানুষেরাই আজ দৈবকেই  
স্বয়ং বিক্রমে পরাস্ত হতে দেখবেন।

‘গজশমিবোদ্ধামঃ গজঃ মদজলোদ্ধতম্।  
‘নবিত্যহঃ দৈবঃ পৌরুষেণ নিবর্তয়ে॥ ২০

‘নবপ্রতিভাবে উদ্ধত, অকুশাঘাতেও অপ্রতিরোধ্য  
গজ হস্তির মতো দুর্বীর দৈবকে পৌরুষ দ্বারা আমি  
নিবর্ত করবই।

‘সকল্যঃ সমগ্রান্তে নাদ্য রামাভিষেচনম্।  
‘কুংসারয়ো লোকা বিহন্যঃ কিং পুনঃ পিতা॥ ২১

‘পিতার কথা কী? ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সকলে  
একত্র হিষ্টবনের সকল অধিবাসী মিলিতভাবে আজ

রামের অভিষেক রুপতে পারবে না।

‘যৈর্বিবাসত্তবারণো মিথো রাজন্ সমর্থিতঃ।  
‘অরণ্যে তে নিবৎস্যস্তি চতুর্দশ সমাত্রথা॥ ২২

‘রাজন্! যাঁরা একসঙ্গে গোপনে আপনার বনবাস  
সমর্থন করেছেন, তাঁরাই চৌদ্দ বছর সেইরকম অরণ্যে  
বাস করবেন।

‘অহং তদাশাং ধন্যামি পিতৃব্রহ্মাণ্ড য়া ভব।  
‘অবিষেকবিষাতেন পুত্ররাজ্যায় বর্ততে॥ ২৩

‘আপনার অভিষেকে বাধা দিয়ে পিতার এবং  
কৈকেয়ীর পুত্রের (ভরতের) রাজ্যলাভের জন্য যে আশা  
বর্তমান, সেই আশাকে আমি দ্বন্দ্ব করে দেব।

‘মঘলেন বিরুদ্ধায় ন স্যাদ্ দৈববলং তথা।  
‘প্রভবিষ্যতি দুঃখায় যথোগ্রং পৌরুষং মম॥ ২৪

‘দৈবশক্তি আমার শক্তির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হবে  
না, কারণ, আমার তীর পৌরুষ দৈববলের দুঃখের কারণ  
হবে।

‘উর্ধ্বঃ বর্ষসহস্রান্তে প্রজাপাল্যমনন্তরম্।  
‘আর্যপুত্রাঃ করিষ্যন্তি বনবাসং গতে জয়ি॥ ২৫

‘সহস্র বৎসরের অধিককাল প্রজাপালন করে আপনি  
বানপ্রস্থে গমন করলে, আর্যপুত্রগণ (আপনার পুত্রেরা)  
প্রজাপালন করবে।

‘পূর্বরাজর্ষিবৃত্ত্যা হি বনবাসোহভিধীয়তে।  
‘প্রজা নিষ্কিন্য পুত্রেষু পুত্রবৎ পরিপালনে॥ ২৬

‘পূর্ববর্তী রাজর্ষিগণের আচরণ অনুসরণে, পুত্রদের  
প্রতি পুত্রবৎ প্রজাপালনকার্য সম্পন্ন করে বৃদ্ধ রাজাদের  
বনবাসের বিধি নির্দিষ্ট আছে।

‘স চেদ্ রাজন্যনেকাগ্রে রাজ্যবিস্রমশঙ্কয়া।  
‘নৈবমিচ্ছসি ধর্মাস্তন্ রাজ্যং রাম জ্ঞামস্মনি॥ ২৭

‘প্রতিজ্ঞানে চ তে বীর য়া ভুবঃ বীরলোকভাক্।  
‘রাজ্যং চ তব রক্ষ্যামহং বেলেব সাগরম্॥ ২৮

‘ধর্মপ্রাণ রাম! রাজা যদি আপনাকে রাজ্যদানে  
একচিন্ত না হয়ে ভরতকে রাজ্যদানে স্থিরচিন্ত হয়ে থাকেন,  
এবং রাষ্ট্রবিপ্লব-আশঙ্কায় আপনি নিজে রাজ্য লাভের ইচ্ছা

না করেন, তবে, হে বীর! আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা  
করছি, বেলাতুমি যেমন সাগরকে, সেইরকমভাবে, আমি  
আপনার রাজ্য রক্ষা করবো, তা না পারলে, মৃত্যুর পর

আমার বীরলোক-প্রাপ্তি হবে না।  
‘মরলৈরভিধিক্ষ্য তত্র স্বঃ ব্যাপ্তো ভব।

অহমেকো মহীপালানলং বারয়িতুং বলাৎ ॥ ২৯

‘দাদা ! আপনি সংগৃহীত মাল্যদ্রব্যের দ্বারা অভিষেককার্যে ব্যাপৃত থেকে এই কার্য সম্পন্ন করুন ; আমি একাই নিজের ক্ষমতায় বিরোধী রাজন্যপন্যকে প্রতিরুদ্ধ করতে সমর্থ।

ন শোভার্ষাবিমৌ বাহু ন ধনুর্ভূষণায় মে।

নাসিরাবক্ষনার্থায় ন শরাঃ জয়হেতবঃ ॥ ৩০

‘আমার এই বাহুদ্বয় কেবল শত্রীরের শোভাবর্ণনের জন্য নয়, ধনু অস্ত্রের অলঙ্কারের জন্য নয়, তরবারি কেবল কটিদেশে বেঁধে রাখার জন্য নয় এবং বাণগুলি তুণে রেখে দেওয়ার জন্য নয়।

অমিত্রমথনার্থায় সর্বমেতচ্চতুষ্টয়ম্।

ন চাহং কাময়েহতার্থং যঃ স্যাচ্ছত্রমতো মম ॥ ৩১

‘আমার এই বাহুদ্বয়, ধনু, অসি, শর শত্রু-দমনের জন্য ; অতএব, যাকে আমি শত্রু মনে করি, তাকে হত্যা করাকে বেশি কিছু বলে মনে করি না।

অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসা।

প্রগৃহীতেন বৈ শত্রুং বজ্রিণং বা ন কল্পয়ে ॥ ৩২

‘বিদ্যুৎ-ঝলকানো তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রহণ করলে আমি শত্রুকে এমনকী বজ্রধারী ইন্দ্রকেও গ্রাহ্য করি না।

ঋদ্ধনিষ্পেষনিষ্পিষ্টৈর্গহনা দুশ্চরা চ মে।

হনতাপ্তরথিহস্তোরুশিরোভির্ভবিতা মহী ॥ ৩৩

‘আমার ঋজুগাঘাতে নিষ্পিষ্ট হস্তী, অশ্ব এবং রথীদের হস্ত, উরু ও মস্তকে সমাকীর্ণ পৃথ্বীতল চলাচলের পক্ষে দুর্গম হয়ে পড়বে।

খলধারাহতা মেহদ্য দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ।

পতিষ্যন্তি ষিষো ভূমৌ মেঘা ইব সবিন্দুতঃ ॥ ৩৪

‘আজ আমার ঋজুগাঘাতে হত শোণিতাপ্ত শত্রুরা প্রদীপ্ত অগ্নির মতো রক্তিম হয়ে বিদ্যুৎযুক্ত মেঘের মতো ভূতলে পতিত হবে।

বক্ষগোধানুলিগ্রাণে প্রগৃহীতশরাসনে।

কথং পুরুষমানী স্যাৎ পুরুষাণাং ময়ি হ্রিতে ॥ ৩৫

‘গোধা নামক অঙ্গুলিগ্রাণ পরিহিত হয়ে ধনুর্ধারণ করে আমি দাঁড়ালে পুরুষদের মধ্যে কোন্ পৌরুষাতিমানী

আমার সামনে দাঁড়াতে সমর্থ হবে ?

বহুভিষ্টকমতাসামেকেন চ বহুভয়ান।

বিনিয়োক্যামাহং

‘আমি মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তীর নব্বইসং নিষ্ফল করে বহু বাণদ্বারা একত্রে এবং একটি বাণ দ্বা অনেককে শরাশয়ী করব।

অদা মেহতুপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রচবিসক্তি।

রাজ্ঞাপ্রভুতাং কর্তুং প্রভুত্বং চ তব প্রভো ॥ ৩৬

‘প্রভু রামচন্দ্র ! রাজ্যকে প্রভুত্বহীন করার জন্য আপনি প্রভু প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আমার অস্ত্রের প্রভু প্রকটিত হবে।

অদা চন্দনদারস্য কেয়ূরানোক্ষস্যা চ।

বসূনাং চ বিমোক্ষস্য সুহৃদাং শালনস্য চ ॥ ৩৭

অনুরূপানিমৌ বাহু রাম কর্ম করিষ্যতঃ।

অভিষেচনবিদ্যস্য কর্তৃণাং তে নিবারণে ॥ ৩৮

‘দাদা ! চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত, কেয়ূরধারী, ধনু এবং সমজ্ঞানপালনে রত আমার এই বাহুদ্বয় আজ আপনার অভিষেক-বিদ্বাকরীদের নিবারণে ব্যাপৃত হবে।

ত্রবীহি কোহদৈব ময়া বিযুক্তাভাঃ

তবাসুহং প্রাণবশঃসুহৃজ্ঞানৈঃ।

যথা তবেয়ং বসুধা বশা ভবেৎ

তথৈব মাং শাশ্বি তবান্মি কিম্বরঃ ॥ ৩৯

‘আপনার কোন্ শত্রুকে আজ আমি প্রাণ, বশ এবং বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করব, তা বলুন। (আমি) আপনার দাস, (অতএব) আমাকে সেই নির্দেশ করুন, যাতে এই পৃথিবী আপনার হয়।’

বিমুক্ত্য বাস্পং পরিসাহস্র চাসকং

স লক্ষণং রামববৎশবর্কন।

উবাচ শিক্তোর্বচনে ব্যবহিতং

নিবোধ মামেষ হি সৌমা সংপথঃ ॥ ৪০

রঘুবংশের গৌরববর্নন রাম তাঁর বাস্পধারি মুক্তি লক্ষণকে বারবার সাক্ষ্য দিয়ে বললেন—‘সৌম্য ! জেনে বাবো, আমি পিতা-মাতার আত্মপালনে দৃঢ়চিত্ত ; কর সেটাই জীবনের যথার্থ পথ।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাস্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাস্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ড রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥



## চতুর্বিংশ সর্গ (১৪)

ক্রন্দনরতা কৌশল্যা বনগমনোদাত পুত্র রামের সঙ্গে বনে যাত্রার অবিচ্ছেদ্য প্রকাশ করায় 'সমীক্ষা বহিঃ  
নারীধর্ম' বলে রামের ঠাঁকে নিবৃত্ত করা, রামের বনগমনে কৌশল্যার অনুর্ভাব প্রকাশ

তঃ সমীক্ষা বাবসিতঃ পিতৃনির্দেশপালনে।  
কৌশল্যা বাস্পসংগেহা বচো ধর্মিষ্ঠমগ্রবীঃ॥ ১  
ধর্মিষ্ঠা নামক পিতৃদেব আদেশ পালনে দ্বিবাচন  
জেনে কৌশল্যা বাস্পসংগেহা কঠে তাঁকে বললেন  
অদৃষ্টদুঃখো ধর্মিষ্ঠা সর্বকৃতপ্রিয়বদ।  
ময়ি জাতো দশরথঃ কথমুজ্জ্বল বর্তয়েৎ॥ ২  
'মহাবাজ দশরথ জাত ধর্মিষ্ঠা ও সকলের প্রতি  
প্রিয়ভাষী রাম দুঃখ কী তা কখনও দেখেনি ; সে কীভাবে  
উজ্জ্বলি দ্বারা জীবনধারণ করবে !  
যস্য ভূত্যাশ্চ দাস্যাশ্চ নৃষ্টানামানি ভুঞ্জতে।  
কথং স ভোক্তাতে রানো বনে মূলফলান্যায়ম্॥ ৩  
'যাঁর ভূত্যাগণ এবং কর্মচারীরা উৎকৃষ্ট খাদ্য আহরণ  
করে, সেই রাম কী করে বনে থেকে ফলমূল আহরণ করে  
থাকবে ?  
ক এতচ্ছদ্মধোহুত্বা কস্য বা ন ভবেদ্ ভয়ম্,  
গুণবান্ দয়িতো রাজঃ কাকুৎস্থো যদ্ নিবাসাতে॥ ৪  
'রাজা দশরথের গুণবান পুত্র কাকুৎস্থ-কুল-সম্ভূত  
শ্রীবাম বনে নির্বাসিত হচ্ছেন, এই কথা শুনে কে বিশ্বাস  
করবে ? কারই বা ভয় না হবে ?  
নুনং তু বলবান্মোকে কৃতান্তঃ সর্বমাদিশন্।  
লোকে রামাভিরামস্তং বনং যত্র গমিষ্যসি॥ ৫  
'রাম ! জগতে নিশ্চিতরূপে দৈবই বলবান ও সব-  
কিছুরই নিয়ন্তা ; যেহেতু, সংসারে সর্বজনপ্রিয় হয়েও  
তোমাকে বনে যেতে হচ্ছে।  
অয়ং তু মামাস্তবদ্বন্দ্বাদর্শনমারুতঃ।  
বিলাপদুঃখসমিখো ক্রুদিতাপ্রবৃত্তাছতিঃ॥ ৬  
চিন্নাবাস্পমহাপ্রমত্তবাবগমনচিহ্নজঃ  
কর্ণগির্দ্বারিকং পুত্র নিঃশ্বাসয়াসসম্ভবঃ॥ ৭  
স্বা নিহীনামিহ মাং শোকাগ্নিরভুলো মহান্।  
প্রধক্ষতি যথা কক্ষাং চিত্রডানুর্হিমাতায়ে॥ ৮  
'পুত্র ! তোমার অদর্শন আমার আত্মভূত বায়ু হয়ে  
এবং বিরহদুঃখ সমিখ হয়ে সেই শোকাগ্নিকে প্রধক্ষিত  
করবে ; তাতে রোদনাশ্রু হবে ছুতাছতি এবং তোমার

প্রত্যাগমনচিহ্ন দ্বিবাচন বাস্প চরে কৌশল্যার প্রিয়তম  
আগমনে সূর্য্যগমনে বনভূত্যাগে দক্ষ ক্রুর, চিত্রবক্ষ,  
তোমার বিদগ্ধ শোকাগ্নি যন্ত্রণা করে দক্ষ ক্রুর।  
কথং হি ধেনুঃ কঃ বৎসঃ পশুভেদেনুপার্বিঃ।  
অয়ং হানুর্গামিষ্যামি দহ বৎস পশুভেদসি॥ ৯  
'ধেনু যেমন অগ্রে ধাবমান বৎসকে অনুসরণ করে,  
সেইরকম বৎস ! তুমি যেখানে যাবে, আমি তোমাকে  
অনুসরণ করব।'  
যথা নিগদিতং মাতা তদ বাক্যং পুরুষর্বভঃ।  
শ্রদ্ধা রামোহুত্বসীদ বাক্যং মাতরং কৃশবৃষিতাম্॥ ১০  
মা যা বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সেই কথা শুনে  
অতীব শোকাগ্রা নাকে ঐভাবে বললেন—  
কৈকেয়া বক্ষিতো রাজা ময়ি চরশামস্রিষ্ঠে।  
ভবত্যা চ পরিত্যক্তো ন মুনঃ বর্তিষ্যতি॥ ১১  
'মহারাজ কৈকেয়ীর দ্বারা বক্ষিত হয়েছেন ; আমার  
আমি বনে চলে গেলে, আর আপনার দ্বারা পরিত্যক্ত হলে  
পিতা নিশ্চয়ই আর বাঁচবেন না।  
ভর্তৃঃ কিম পরিত্যাগো নৃশংসঃ কেবলং শ্রিয়াঃ।  
স ভবত্যা ন কঠব্যো মনসাপি বিসর্জিতঃ॥ ১২  
'স্বামী-পরিত্যাগ স্ত্রীগণের পক্ষে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কর্ম,  
সেই নিন্দনীয় কর্ম আপনার মনোমধ্যে ভাবনাও স্থান  
দেওয়া উচিত নয়।  
যাবজ্জীবতি কাকুৎস্থঃ পিতা মে জলতীপতিঃ।  
শুক্রশা ক্রি়াতাঃ তাবৎ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ১৩  
'কাকুৎস্থকুলসম্ভূত আমার পিতা মহারাজ দশরথ  
যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁর সেবা করুন ; তাই-ই  
চিরন্তন ধর্ম।'  
এবমুক্তা তু রামেশ কৌশল্যা শুভদর্শনা।  
তথেষ্টাবাচ সুপ্রীতা রামমক্ৰিষ্টকারণম্॥ ১৪  
শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে বললে, শুভদর্শনা কৌশল্যা  
অত্যন্ত প্রীতিভরে নিরলস শুভকর্মা রামকে বললেন, 'তাই  
হোক'।  
এবমুক্তস্ত বচনং রামো ধর্মকৃত্যং বরঃ।

ভূয়সামব্রবীন্ বাকাং মাতরং ভূশদুঃখিতাম্॥ ১৫

দেবী কৌশল্যা এইরকম বললে, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র শোকাতুরা মাতাকে আবার বললেন—

ময়া চৈব ভবত্যা চ কর্তব্যং বচনং পিতৃঃ।  
রাজা ভর্তা গুরু শ্রেষ্ঠঃ সর্বধামীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ১৬

‘মা ! পিতার আজ্ঞা পালন করা আপনার এবং আমার উভয়েবই কর্তব্য ; কারণ তিনি সকলেরই (এবং আমাদের তো বটেই) রাজা, পালক, শ্রেষ্ঠগুরু, অধীশ্বর এবং প্রভু।

ইমানি তু মহারণ্যে বিহত্যা নব পঞ্চ চ।  
বর্ষাশি পরমপ্রীত্যা হাস্যামি বচনে তব॥ ১৭

‘মহারণ্যে এই চৌদ্দ বছর অতিবাহিত করে পরে ফিরে এসে পরমানন্দে আপনারই নির্দেশ পালন করব।’

এবমুক্তা প্রিয়ং পুত্রং বাৎসপূর্ণালনা তদা  
উবাচ পরমার্থা তু কৌশল্যা সুতবৎসলা। ১৮

তখন, পুত্রবৎসলা পরম শোকাক্তা কৌশল্যাকে রাম এইরকমভাবে বললে, অশ্রুপূর্ণবদনে প্রিয় পুত্র রামকে বললেন—

আসাং রাম সপত্নীনাং বস্তুং মধ্যে ন মে ক্ষমম্।  
নয় মামপি কাকুৎস্থ বনং বন্যাং মৃগীমিব॥ ১৯

যদি তে গমনে বুদ্ধিঃ কৃত্য পিতরপেক্ষয়া।  
‘রাম ! এই সপত্নীদের সঙ্গে আমি থাকতে পারব না। যদি পিতৃ-আজ্ঞায় তুমি বনে যাওয়া-ই স্থির করে থাকো, তবে হে কাকুৎস্থ-কুলগৌরব ! আমাকেও বন্যমৃগীর মতো বনে নিয়ে চলো।’

তাং তথা রুদতীং রামো রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥ ২০

জীবন্ত্যা হি স্ত্রিয়া ভর্তা দৈবতং প্রভুরেব চ।  
ভবত্যা মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ॥ ২১

মাকে এইভাবে কাঁদতে দেখে, রাম কাঁদতে কাঁদতে বললেন—‘স্ত্রীর জীবৎকালে পতিই তাঁর একমাত্র দেবতা এবং প্রভু ; বর্তমানে তিনি আপনার এবং আমারও প্রভু।

ন হ্যনাখা বয়ং রাজা লোকনাথেন ধীমতা।  
ভরতচাপি ধর্মাস্তা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ॥ ২২

ভবতীমনুর্ভেত স হি ধর্মরতঃ সদা।  
‘বুদ্ধিমান জগৎপতি রাজা দশরথের বর্তমানে আমরা অন্যায় নই। ধার্মিক ভরতও সকল প্রাণীর প্রতি প্রিয়তমী। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত সে সর্বদা আপনার সেবা করবে।

যথা ময়ি তু নিষ্টান্তে পুত্রশোকেন পার্শ্বিৎঃ॥ ২৩

শ্রমং নাবাপুয়াৎ কিঞ্চিদপ্রমত্তা তথা কুঙ্গ।  
‘আমি বনে চলে গেলে, রাজা পুত্রশোকে মেনে কিছুমাত্র কষ্ট না পান, অচঞ্চলচিত্তে তাই করুন।

দারুণশ্চাপায়ং শোকো যথৈনং ন বিনাশয়েৎ॥ ২৪

রাজো বৃদ্ধস্য সততং হিতং চর সমাহিতা  
‘এই নিদারুণ শোক যাতে রাজা দশরথের মৃত্যুর কারণ না হয় সেইজন্য আপনি সর্বদা একান্তচিত্তে বৃদ্ধ রাজার প্রতি কল্যাণকারী আচরণ করুন।

ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা। ২৫

ভর্তারং নানুর্ভেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ।  
‘ব্রত-উপবাসরতা নারী যদি পতির অনুগতা না হন, তবে তিনি পাপগতিপ্রাপ্তা হবেন।

ভর্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে স্বর্গমুত্তমম্॥ ২৬

অপি যা নির্মজ্জারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।  
‘নমস্কারহীনা এবং দেবপূজানিবৃত্তা নারী পতিসেবা দ্বারা উত্তম স্বর্গ লাভ করেন।

শুশ্রূষামেব কুর্বীত ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥ ২৭

এষ ধর্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যোবেদেলোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।  
‘পতির প্রিয় এবং হিতকর কর্মে রত হয়ে সেবা করা উচিত ; স্ত্রীর এই বৈদিক এবং লৌকিক আচার বেদে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

অগ্নিকার্যেষু চ সদা সুমনোভিচ্চ দেবতাঃ॥ ২৮

পূজ্যাস্তে মৎকৃতে দেবি ব্রাহ্মণাশ্চৈব সংকৃতাঃ।  
এবং কালং প্রতীক্ষ্য মমাগমনকালিকী॥ ২৯

নিয়তা নিয়তাহারা ভর্তৃশুশ্রূষণে রতা।  
‘দেবি ! আমার মঙ্গলের জন্য সর্বদা অগ্নিহোত্র এবং পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করুন, ব্রাহ্মণদের অর্চনা করুন এবং সংযত আহ্বার করে পতি সেবায় নিরত থেকে আমার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণ্যে পরমং কামং ময়ি পর্যাগতে সতি॥ ৩০

যদি ধর্মভূতাং শ্রেষ্ঠো ধারয়িষ্যতি জীবিতম্।  
‘যদি ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ জীবিত থাকেন, তবে আমার প্রত্যাগমনে আপনার শুভকামনা পূর্ণ হবে।’

এবমুক্তা তু রামেশ বাৎসপর্যাকুলেক্ষণা॥ ৩১

কৌশল্যা পুত্রশোকাক্তা রামং বচনমব্রবীৎ।  
রামচন্দ্র এইরকম বললে, পুত্রশোকাক্তা কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণ লোচনে রামচন্দ্রকে এই কথা বললেন—  
গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিঃ ন তে শক্যামি পুত্রক॥ ৩২

বিনিবর্তয়িতুং বীর নুনং কালো দূরতায়ঃ।

‘পুত্র ! বনগমনে তোমার নিশ্চিত সিদ্ধান্তকে আমি  
পরিবর্তিত কবতে পাবব না : যেহেতু তে বীর ! “কাল”  
যে নিশ্চিত-ই দুবৃত্তিক্রম্য !

৩৩ পুত্র ক্রমেকাগ্রো ভ্রমঃ তেহস্ত সদা বিজ্ঞো॥ ৩৩  
পুনরুসি নিবৃত্তে তু অবিস্যামি গতক্রম্য।

‘দূরচেতা পুত্র ! তুমি একপ্রাচিন্তে বনে যাও : তোমার  
সর্বতঃ কল্যাণ হোক ! তুমি বন থেকে অযোধ্যায় পুনরায়  
প্রত্যাবৃত্ত হলে আমি সন্তোষশূন্য হব।

প্রত্যাগতে মহাভাগে কৃতার্থে চরিত্রবতে।

নিভূতান্ধতাং প্রাপ্তে স্বশিষ্যে পরমং সুখম্। ৩৪

‘পিতৃ-ঋণমুক্তি-রূপ মহারত সমাপন করে কৃতার্ণ ও  
ক্লেশগ্যাবান হয়ে তুমি বন থেকে প্রত্যাবৃত্ত হলে আমি  
পরমসুখে নিদ্রা যাব।

কৃতান্তস্য গতিঃ পুত্র দুর্বিভাব্যা সদা ভুবি  
জ্ঞাং সংচোদয়তি মে বচ আবিধ্য রাঘব॥ ৩৫

‘বৎস রঘুনন্দন ! যে দৈব আমার নির্দেশ অমান্য  
করেও তোমাকে বনে প্রেরণ করছে, পৃথিবীতে সেই

দৈবের কার্য সর্বদাষ্ট অভ্রান্তনীয়।

গচ্ছেদানীং মহাবাহো কেমেশ পুনরাগতঃ।

গন্দর্গিণ্যসি মাং পুত্র সান্না প্রক্লেব চাক্ষুশা॥ ৩৬

‘বীর পুত্র ! এখন তবে যাও। সতৃপ্ত ফিরে এসে  
প্রাণের আমাকে মনোহর প্রিয়বচনে আনন্দ দান  
কোনো।

অগীর্ষাদীং স কালঃ স্যাদ বলাং প্রত্যাগতঃ পুনঃ।

গং জ্ঞাং পুত্রক পশোম্য জটাবল্লভাবিশম্॥ ৩৭

‘মাজা ! জটাবল্লভাবিশী তোমাকে যে আমার বন  
থেকে প্রত্যাগত দেখব, সে দিন কি আমার কি হবে  
আসনে।’

তথা হি রামঃ বনবাসনিশ্চিতঃ

দদর্শ দেবী পরমেশ চেতসা।

উবাচ রামঃ শুভলক্ষণঃ বচো

বভূব চ স্বহৃদয়নাটিকালঙ্কী ॥ ৩৮

দেবী কৌশল্যা রামকে বনবাসযাত্রায় নিশ্চিত দেখে  
এবং সাদর অন্তঃকরণে তাঁর মঙ্গলাকাক্ষিকী হয়ে ক্রমেব  
উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণসূচক বাক্য বললেন—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

## পঞ্চবিংশ সর্গ (২৫)

শ্রীরামের বনবাসযাত্রায় জননী কৌশল্যা কর্তৃক মঙ্গলাচরণ এবং শ্রীসীতার সঙ্গে সাক্ষাতের  
জন্য মাতাকে প্রণামপূর্বক রামের সীতাভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা

স। বিনীয় তমায়াসমুপস্পৃশ্য জলং শুচি।  
চকার মাতা রামস্য মঙ্গলানি মনস্বিনী॥ ১

উদরচরিত্রা মাতা কৌশল্যা সেই শোককে সংযত  
এবং পবিত্র জল স্পর্শ করে রামের যাত্রার উদ্দেশ্যে  
বাসলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন।

২ শকাসে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘুস্বম।

শীঘ্রং চ বিনিবর্তস্ব বর্তস্ব চ সত্যং ক্রমে॥ ২

মাসলিক অনুষ্ঠানাদির শেষে মা তাঁকে আশীর্বাদ করে

বললেন—‘হে রঘুকুলজিতিক ! আমি তোমাকে নিবারণ  
করতে অক্ষম, অতএব, তুমি এখন যাও এবং শীঘ্রই ফিরে  
এসো ; বনবাসকালে সাধুদের পথই অবলম্বন করো।

যং পালয়সি ধর্মং জ্বং শ্রীত্যা চ নিয়মেন চ।

স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মত্বামস্তিরক্ষতু॥ ৩

‘হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ! তুমি আনন্দ এবং সংযমের সঙ্গে  
যে ধর্মপালন করবে, সেই ধর্মই তোমাকে সর্বতোভাবে  
রক্ষা করুক



যেভাঃ প্রথমসে পুত্র সেনেবায়তনেষু চ।

তে চ দ্ব্যমভিরক্ষত্ব বনে সহ মহর্ষিভিঃ ॥ ৪

‘পুত্র ! দেবমূর্তিতে এবং দেবালয়ে যাঁদের তুমি প্রণাম করো, তাঁরা বনে মহর্ষিদের সঙ্গে তোমাকে রক্ষা করুন।

যানি দত্তানি তেহুগ্ৰাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।

তানি দ্ব্যমভিরক্ষত্ব গুণৈঃ সমুদিতং সদা ॥ ৫

‘প্রজ্ঞাবান মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমাকে যে অস্ত্রগুলি দিয়েছেন, সর্বগুণসম্পন্ন তোমাকে সেইগুলি সর্বদা রক্ষা করুক।

শিত্ততপ্রযয়া পুত্র মাতৃতপ্রযয়া তথা।

সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাত্তিরক্ষিতঃ ॥ ৬

‘হে বীর পুত্র ! পিতৃসেবা, মাতৃসেবা তথা সত্যাপালন দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে চিরজীবী হও।

সমিহ কুশপবিত্রাণি বেদ্যশায়তনানি চ।

হুতিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাঃ ক্ষুপা হ্রদাঃ।

পতঙ্গাঃ পশুগাঃ সিংহাস্তাঃ রক্ষত্ব নরোত্তমা ॥ ৭

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! হোমের কাষ্ঠ, কুশ, কুশাপুরীয়, যজ্ঞভূমিসমূহ এবং মন্দিরসমূহ, ব্রাহ্মণদের দেবপূজাহীন-সমূহ, পর্বতসমূহ, বিশাল বৃক্ষসমূহ, ক্ষুদ্র বৃক্ষসকল, বিশাল জলাশয়সমূহ, পক্ষীরা, সর্পসকল এবং পশুরাজ সিংহেরা—সকলেই তোমাকে অরণ্যমধ্যে রক্ষা করুক।

ঋত্বি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।

ঋত্বি ধাতা বিধাতা চ ঋত্বি পৃষা ভগোহর্যমা ॥ ৮

‘সাধ্যাগণ, বিশ্বদেবগণ, মহর্ষিগণসহ মরুৎগণ তোমার মঙ্গলপ্রদ হোন ; সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং বিধাতা পরব্রহ্ম বিশ্ব মঙ্গলপ্রদ হোন ; পৃষা (সূর্যদেব), ভগ (পূর্ব-যাজ্ঞানী নক্ষত্র), অর্যমা (উত্তরযাজ্ঞানী নক্ষত্র) সকলেই তোমার মঙ্গল করুন।

লোকপালাশ্চ তে সর্বে বাসবপ্রমুখাত্মা।

ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ কলাঃ ॥ ৯

দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ ঋত্বি কুব্জ তে সদা।

শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্মশ্চ পাত্ত্ব দ্বাং পুত্র সর্বতঃ ॥ ১০

‘ইন্দ্র-প্রমুখ লোকপালগণ, ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস, সংবৎসর, দিবা এবং রাত্রিসকল এবং মুহূর্তগুলি তদ্রূপ সর্বদাই তোমার কল্যাণপ্রদ হোন। পুত্র ! বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র-সকল এবং ধর্মশাস্ত্রসকল সর্বতোভাবে তোমায় রক্ষা করুক।

কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চ সবৃহস্পতিঃ।

সপ্তর্গয়ো নারদশ্চ তে দ্বাং রক্ষত্ব সর্বতঃ ॥ ১১

‘ভগবান্ কার্তিকেয়, দেবশুক্র বৃহস্পতিসহ চন্দ্রদেব, সপ্তর্ষিগণ এবং দেবর্ষি নারদ—এঁরা সকলেই সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন।

তে চাপি সর্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।

মৃত্যু ময়া বনে তস্মিন্ পাত্ত্ব দ্বাং পুত্র নিত্যশঃ ॥ ১২

‘পুত্র ! আমার দ্বারা দত্ত সিদ্ধগণ, দিকসমূহ এবং সকল দিকের অধিপতি দেবগণ সবদিকে তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন।

শৈলাঃ সর্পে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ।

দৌরভরিকং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ ॥ ১৩

নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ।

অহোরাত্রৈ তথা সঙ্কো পাত্ত্ব দ্বাং বনমাত্রিতম্ ॥ ১৪

‘পর্বতসমূহ, সমুদ্র, তদ্রূপ জলের অধিপতি বরুণদেব, দুর্লোক, অন্তরীক্ষলোক, তদ্রূপ ধরিত্রীমাত্র (ভূলোক), বায়ুদেবতা, চরাচর প্রাণীসকল, নক্ষত্রসকল, দেবগণসহ গ্রহগণ, দিন ও রাত্রি, তদ্রূপ সম্রাট (প্রাতঃসন্ধি ও সায়াং সন্ধিক্ষণ) সকলেই বনে অগ্নির তোমাকে রক্ষা করুন।

ঋতবশ্চাপি ষট্ চান্যো মাসাঃ সংবৎসরাত্মা কলাশ্চ কাষ্ঠাশ্চ তথা তব শর্ম দিশস্ত তে ॥ ১৫

‘ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস তথা সংবৎসর এবং কলা কাষ্ঠাদি (কাল পরিমাণ) তোমার মঙ্গলবিধান করুক

মহাবনেহপি চরতো মুনিবেষস্য ধীমতাঃ।

তথা দেবাশ্চ দৈত্যশ্চ ভবন্ত সুখদাঃ সদা ॥ ১৬

‘মুনির বেশধারী মহাজ্ঞানী তুমি যখন মহাবনে বিচরণ করতে থাকবে, তখন দেবগণ এবং দৈত্যগণ সবসময় তোমার প্রতি সুখপ্রদ হোন।

রাক্ষসানাং শিশাচানাং রৌদ্রাণাং ক্রুরকর্মণাম্ ক্রব্যাদানাং চ সর্বেষাং মা ভুং পুত্র তে ভয়ম্ ॥ ১৭

‘বৎস ! ভয়ঙ্কর রাক্ষস, নৃশংস শিশাচ এবং মাংসাশী পশুরা যেন তোমার ভয়ের কারণ না হয়।

প্রবগা বৃশ্চিকা দংশা মশকশ্চৈব কাননৈঃ।

সরীসৃপাশ্চ কীটশ্চ মা ভুবন্ গহনে তব ॥ ১৮

‘গভীর বনে বানরাদি পশুরা, বৃশ্চিক, ভাঁস, মশা তদ্রূপ সরীসৃপ এবং কীটেরা তোমার প্রতি যেন হিংসাপরায়ণ না হয়।

মহাধিপাশ্চ সিংহাশ্চ ব্যাস্ত্রা ঋক্ষাশ্চ দংষ্ট্রিণাঃ।

মহিষাঃ শূলিনো রৌদ্রা ন তে ক্রহন্ত পুত্রক ॥ ১৯

‘পুত্র ! মহাহস্তিগণ, তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত সিংহ, বাঘ ও ভল্লুকেরা এবং শৃঙ্গধারী ভয়ঙ্কর মহিষেরাও যেন তোমার প্রতি হিংসাপরায়ণ না হয়।

নৃমাংসভোজনা রৌদ্রা যে চানো সর্বজাত্যঃ।

যা চ জ্বাং হিংষিষুঃ পুত্র ময়া সম্পূজিতাঃ ॥ ২০

‘পুত্র ! নরমাংসভোজী অন্য সবজাতীয় যে প্রাণীরা আমা-কর্তৃক পূজিত হয়েছে, তারা যেন তোমার প্রতি হিংসাপরায়ণ না হয়।

আগমাস্তে শিবাঃ সন্তঃ সিংহা চ পরাক্রমাঃ।

সর্বসম্পদয়ো রাম স্বস্তিমান্ গচ্ছ পুত্রক ॥ ২১

‘বৎস রাম ! তোমার যাত্রা মঙ্গলময় হোক, পরাক্রম সার্থক হোক, বনে ফলমূলাদি আহার্যসমূহ সুলভ হোক, তুমি কল্যাণমণ্ডিত হও।

স্বস্তি তেহস্তান্তারিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ পুনঃ পুনঃ।

সর্বোভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো যে চ তে পরিপছিনঃ ॥ ২২

‘অন্তরীক্ষবাসী, পৃথিবীবাসী তথা দেবতাদের মধ্যে যারা তোমার প্রতিকূলাচারী, তাদের সকলের কাছ থেকেই তোমার কল্যাণ হোক।

তক্রঃ সোমশ্চ সূর্যশ্চ ধনদোহথ যমস্তথা।

পাশ্চ ভ্রামর্চিতা রাম দণ্ডকারণ্যবাসিনম্ ॥ ২৩

‘রাম ! তোমার দণ্ডকারণ্যে বাসের সময়, আমার দ্বারা পূজিত শুক্র, চন্দ্র, সূর্য, কুবের তথা যম তোমাকে রক্ষা করুন।

অগ্নির্বাযুস্তথা ত ধূমো মদ্রাস্তর্বিমুখচ্যুতাঃ।

উপস্পর্শনকালে তু পাশ্চ জ্বাং রঘুনন্দন ॥ ২৪

‘রঘুকুলনন্দন রাম ! অস্পৃশ্য বস্তুর (হঠাৎ) স্পর্শকালে অগ্নিদেব, বায়ুদেব, ধূম তথা ঋষিমুখনিঃসৃত যন্ত্রসকল তোমায় রক্ষা করুন।

সর্বলোকপ্রভূর্ভ্রামা ভূতকর্তৃ তদধ্বয়ঃ।

যে চ শেষাঃ সুরাস্তে তু রক্ষস্ব বনবাসিনম্ ॥ ২৫

‘ত্রিলোকের অধীশ্বর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তথা ঋষিগণ এবং অন্য দেবগণ বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন।’

ইতি মাতৈয়াঃ সুরগশান্ গন্ধৈশ্চাপি যশস্বিনী।

স্বতিভিচ্চানুরূপাভিরানর্চয়তলোচনা ॥ ২৬

জগর আঁধি যশস্বিনী মা কৌশল্যা এই কথা বলে মালা, গন্ধদ্রব্য এবং যথাযোগ্য স্বতি দ্বারা দেবগণের অর্চনা করলেন।

জলনং সমুপাদায় ব্রাহ্মণেন মহামনা।

দ্যবয়ামাস বিধিনা রামমঙ্গলকরণাৎ ॥ ২৭

শ্রীরামের মঙ্গলকামনায় মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের দ্বারা পূতাগ্নি আহরণ করে বিধিপূর্বক হোম করলেন।

ঘৃতং শ্বেতানি মালানি সমিধশ্চৈব সর্বপান্।

উপসম্পাদয়ামাস কৌশল্যা শরমাজনা ॥ ২৮

রমণীশ্রেষ্ঠা কৌশল্যা যজ্ঞের জন্য ঘৃত, শ্বেত মালা, সমিধ এবং শ্বেতসরিষা সংগ্রহ করলেন।

উপাধ্যায়ঃ স বিধিনা হুত্বা শাস্ত্রিনাময়ম্।

হুতহব্যাবশেষেণ বাহ্যং বলিমকল্পয়ৎ ॥ ২৯

শাস্ত্রি ও নিরাময় কামনায় পুরোহিত পূতাগ্নিতে বিধিপূর্বক আহুতি দিয়ে, অবশিষ্ট হবনীয় দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞবেদির বাহিরে দশদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করলেন।

মধুদধাক্তবৃত্তৈঃ স্বস্তিবাচ্যং দ্বিজাংকৃতঃ।

বাচয়ামাস রামস্য বনে স্বস্ত্যয়নক্রিয়াম্ ॥ ৩০

অনন্তর, বনে রামের স্বস্ত্যয়নক্রিয়া করানোর জন্য ব্রাহ্মণদের দিয়ে মধু-দধি আতপতগুল-ঘৃত দ্বারা স্বস্তিবাচন করালেন।

ততস্তস্মৈ দ্বিজেন্দ্রায় রামমাতা যশস্বিনী।

দক্ষিণাং প্রদদৌ কাম্যাং রাঘবং চেদমব্রবীৎ ॥ ৩১

অতঃপর রামজননী যশোমতী কৌশল্যা বিপ্রবর পুরোহিতকে অভিলষিত দক্ষিণা দান করে রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বললেন—

যন্নজলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতৈ।

বৃদ্ধনাশে সমভবৎ তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৩২

‘বৃদ্ধাসুরের বিনাশসাধন করে সর্বদেবপূজা সহস্রলোচন ইন্দ্রের যে মঙ্গল হয়েছিল, তোমারও তদ্রূপ মঙ্গল হোক।

যন্নজলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।

অমৃতং প্রার্থয়ানসা তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৩৩

‘পূর্বে অমৃত আহরণে ইচ্ছুক স্বপুত্র গরুড়ের জন্য মাতা বিনতা যে মঙ্গলকৃত্য করেছিলেন, বৎস রাম ! তোমার তদ্রূপ মঙ্গল হোক।

অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ ঘ্রতো বজ্রধরস্য যৎ।

অদितिর্মঙ্গলং প্রাদাৎ তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৩৪

‘অমৃত সংগ্রহের সময় দৈত্যহস্তা বজ্রধরের মাতা অদिति যে মঙ্গলময় আশীর্বাদ করেছিলেন, তোমার তদ্রূপ মঙ্গল হোক।

ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।

যদাসীন্নজলং রাম তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৩৫

‘তিন গমে ত্রিভুজন আক্রমণকারী অমিত তেজস্বী  
বিস্ময় যে কল্যাণ হয়েছিল, বাম ! তোমার সেইবকম  
কল্যাণ হোক।

কথয়ঃ সাগরা ধীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তে।  
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্ত শুভমঙ্গলম্ ৩৬

‘হে মহাবীর ! ঋষিগণ, সমুদ্রসমূহ, দ্বীপসকল,  
চতুর্বেদ, ত্রিলোক এবং দিক্‌সমূহ তোমার মঙ্গলবিধান  
করুন। তোমার সবকিছুই মঙ্গলময় হোক।’

ইতি পুত্রস্য শেষাশ্চ কৃত্বা শিরসি ভামিনী।  
গন্ধৈশ্চাপি সমাশ্ৰভ্য রামমায়তলোচনা ৩৭

ঔষধীঃ চ সুসিদ্ধার্থাঃ বিশল্যাকরনীঃ শুভাম্।  
চকার রক্ষাঃ কৌশল্যা মদ্রৈরভিজ্জাপ চ ৩৮

এইভাবে বিশাললোচনা দেবী কৌশল্যা পুত্র রামকে  
আশীর্বাদ করলেন এবং নিজবক্ষে টেনে নিয়ে চন্দনলিপ্ত  
করলেন, আর মঙ্গলসূচক ঔষধি, আতপচাল, বিশলাকরনী  
মন্তকোপরি রক্ষা করে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

উবাচাপি প্রহস্টেব সা দুঃখবশবর্তিনী।  
বাক্ষ্যত্রেণ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া ৩৯

দুঃখিনী কৌশল্যা যেন আনন্দিত হয়ে সুসজ্জিত  
বাক্যে ভাবহীন ভাষায় বললেন—

আনম্য মূর্খি চাত্রায় পরিহৃত্য যশস্বিনী।  
অবদৎ পুত্রমিষ্টার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখম্ ৪০

অরোগং সর্বসিদ্ধার্থময়োধ্যাং পুনরাগতম্  
পশ্যামি হ্রাং সুখং বৎস সন্ধিতং রাজবর্ষসু ৪১

যশস্বিনী মাতা কৌশল্যা পুত্রকে আলিঙ্গন করে, তাঁর  
মাথা ঝুঁকিয়ে এনে আশ্রয় করলেন এবং বললেন—‘বৎস  
রাম ! অভিলষ পূরণের জন্য যথাসুখে গমন করো। আবার  
রোগহীন ও সিদ্ধকাম তোমাকে অযোধ্যায় ফিরে এসে সুখে  
রাজকর্মে যুক্ত দেখতে চাই।

প্রপুটদুঃখসংকল্পা হর্ষবিদ্যোতিতাননা।  
দ্রক্ষ্যামি হ্রাং বনাৎ প্রাপ্তং পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ৪২

‘আর সকল দুঃখের সঙ্কল্পকাল শেষ করে, বন  
থেকে প্রত্যাবৃত্ত তোমাকে আনন্দোজ্জ্বল-বদনে উদিত  
পূর্ণচন্দ্রের মতো আমি দেখব।

ভদ্রাসনগতং রাম বনবাসাদিহাগতম্।  
দ্রক্ষ্যামি চ পুনহ্রাং ত্ব তীর্ণবস্ত্রং পিতৃবচঃ ৪৩

‘নাম ! পিতৃপ্রতিজ্ঞাপালনে উত্তীর্ণ হয়ে, বনবাসান্তে  
অযোধ্যায় ফিরে এসে আবার তুমি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট  
হয়েছ (আমি) দেখব।

মঙ্গলৈরুপসম্পন্নো বনবাসাদিহাগতঃ।  
বধ্যশ্চ মম নিত্যাং হ্রাং কামান্ সংবর্ষ যাহি জ্যে ৪৪

‘বৎস ! বনবাসান্তে অযোধ্যায় ফিরে এসে,  
কল্যাণমণ্ডিত হয়ে বধ্যমাতা সীতার এবং আমার ইচ্ছাগুলি  
নিত্য পূর্ণ করে যেয়ো

ময়ার্চিতা দেবগণাঃ শিবাদয়ো  
মহর্ষয়ো ভূতগণাঃ সুরোরগাঃ।

অভিপ্রয়াতসা বনং চিরায় তে  
হিতানি কাক্ষস্তু দিশশ্চ রাঘব ৪৫

‘রঘুকুলনন্দন ! তুমি দীর্ঘকালের জন্য বনবাসে  
যাচ্ছ, এই সময় আমার দ্বারা পূজিত শিবাদি দেবগণ,  
মহর্ষিগণ, প্রাণিগণ, দিব্য নাগগণ এবং পূর্বাদি দিক্‌সমূহ  
সকলে তোমার মঙ্গল করুন।’

অতীব চাক্ষুপ্রতিপূর্ণচোলনা  
সমাপ্য চ স্বস্তায়নং যথাবিধি।

প্রদক্ষিণং চাপি চকার রাঘবঃ  
পুনঃ পুনশ্চাপি নিরীক্ষা সম্বজে ৪৬

অশ্রুপূর্ণ লোচনে জননী কৌশল্যা যথাবিধি  
মঙ্গলাচরণ সমাপন করে রঘুনন্দন রামকে প্রদক্ষিণ  
করলেন ; তারপর তাঁকে বারবার নিরীক্ষণ করে গায়  
আলিঙ্গন করলেন।

তয়া হি দেব্যা চ কৃতপ্রদক্ষিণো  
নিপত্য মাতৃচরণৌ পুনঃ পুনঃ।

জগাম সীতানিলয়ং মহাযশাঃ  
স রাঘবঃ প্রজ্জলিতস্তয়া শ্রিয়া ৪৭

দেবী কৌশল্যা তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পর, মহাযশস্বী  
রঘুনন্দন রাম মাতৃচরণে বারবার মস্তক লুপ্তিত করে প্রণাম  
জানিয়ে উজ্জ্বল শোভাসম্পন্ন হয়ে সীতার ভবনের দিকে  
প্রস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ২৫॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ২৫॥



## ষড়বিংশ সর্গ (২৬)

রামকে চিত্তাক্রান্তি দেখে সীতা কর্তৃক কারণ জিজ্ঞাসা এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিজের বনগমন বার্তা জ্ঞাপন করে, গৃহে অবস্থানপূর্বক শ্বশুর-শাশুড়িকে সেবা করার জন্য সীতার প্রতি শ্রীরামের উপদেশ প্রদান

অভিবাদ্য তু কৌসল্যাং রামঃ সত্প্রহিতো বনম্।  
কৃতদ্বায়ানো মাতা ধর্মিষ্ঠে বর্জনি হিতঃ॥ ১

মাতা মঙ্গলাচরণ করার পর ধর্মনিষ্ঠ রাম জননী কৌসল্যাকে প্রণাম করে বনের পথে যাত্রার প্রস্তুতি করলেন।

বিরাজন্ রাজসূতো রাজমার্গং নরৈবৃত্তম্।  
হৃদয়ান্যামমহেব জনসা গুণবস্ত্রয়াঃ॥ ২

রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র জনগণবেষ্টিত হয়ে রাজপথে বিরাজ করার সময় নিজ গুণে মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করলেন।

য়েদেহী চাপি তং সর্বং ন শুশ্রাব তপস্বিনী  
হৃদেব হৃদি তস্যাস্ত যৌবরাজ্যাভিষেচনম্॥ ৩

বিদেহরাজতনয়া তপস্বিনী সীতা কিন্তু সেই পতির বনগমন বৃত্তান্তসকল শোনেননি ; তাঁর হৃদয়জুড়ে কেবল রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের কথাই বিরাজ করছে।

দেবকার্যং স্ম সা কৃদ্ধা কৃতজ্ঞা হৃষ্টচেতনা।  
অজিজ্ঞা রাজধর্মাণাং রাজপুত্রী প্রতীক্ষতি। ৪

রাজধর্মোত্তীর্ণতা সম্পন্ন রাজপুত্রী সীতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নিজেই দেবকার্য সমাপন করে, হৃষ্টচিত্তে পতি রামের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন

প্রবিবেশাথ রামস্ত স্ববেশ্য সুবিভূষিতম্।  
প্রকটজনসম্পূর্ণং হিমা কিঞ্চিদবাহুমুখঃ॥ ৫

এমন সময় রাম, কিঞ্চিৎ লজ্জাবনত মুখে, জনসদ্যোচ্চাসিত জনগণ পরিপূর্ণ নিজের সুশোভিত গৃহে প্রবেশ করলেন।

সীতা সমুৎপত্তা বেপমানা চ তং পতিম্।  
অশস্যশ্রোকসংতপ্তঃ চিত্তাব্যাকুলিতেদ্রিয়ম্॥ ৬

তখন সীতা দাঁড়িয়ে চিত্তাব্যাকুল শোকসন্তপ্ত পতিকে দেহ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

জং দৃষ্টা স হি ধর্মাত্মা ন শশাক মনোগতম্।  
স শোকঃ রাঘবঃ সোদুঃ ততো বিবৃততাং গতাঃ॥ ৭

সীতাকে দেখে ধর্মাত্মা রঘুনন্দন হৃদয়ের শোক সহ্য করতে পারলেন না, তা প্রকাশ হয়ে পড়ল

বিবর্ণবদনং দৃষ্টা তং প্রস্থিরমমর্ষণম্।  
আহ দুঃখাভিসত্তপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো॥ ৮

রামকে বিবর্ণমুখ, ঘর্মাক্ত কলেবর দেখে দুঃখাভি-সত্তপ্তা সীতা দুঃখিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন— ‘প্রভু ! কী হয়েছে ?

অদ্য বাহস্পতঃ শ্রীমান্ যুক্তঃ পুষোণ রাঘব।  
প্রোচাতে ব্রাহ্মণৈঃ প্রাইজঃ কেন হুমসি দুর্মনাঃ॥ ৯

‘হে রঘুনন্দন ! জ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা বলেছেন— আজ ঐশ্বর্যসম্পন্ন বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, এই শুভ সময়ে আপনি বিষন্ন কেন ?

ন তে শতশলাকেন জলফেননিভেন চ।  
আবৃতং বদনং বহু চত্রেণাভিবিরাজতে॥ ১০

‘আপনার মনোহর বদনমণ্ডল শত শলাকায়ুক্ত ও জলফেনার ন্যায় শুভ্র ছত্রাবৃত হয়ে শোভা পাচ্ছে না কেন ! ব্যজনাভ্যাং চ মুখ্যাভ্যাং শতশত্রুনিভেষণম্।

চন্দ্রহঃসপ্রকাশাভ্যাং বীজাতে ন তবাননম্॥ ১১

‘পদ্মপলাশ নেত্রযুক্ত আপনার মুখমণ্ডলকে চন্দ্র এবং হংসপক্ষের ন্যায় শুভ্র চামর দিয়ে ছাওয়া করা হচ্ছে না !

বাঘ্যানো বদনিন্চাপি প্রহৃষ্টাঙ্কঃ নরবর্ষ।  
স্তবস্তো নাদ্য দৃশ্যস্তে মঙ্গলৈঃ সূতমাগধাঃ॥ ১২

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! বাক্‌নিপুণ বদনাগায়ক সূত ও মাগধগণকে আজ সানন্দে মঙ্গলগীতি দ্বারা আপনার স্তুতিগান করতে দেখা যাচ্ছে না !

ন তে কৌদ্রং চ দধি চ ব্রাহ্মণা বেদশারঙ্গাঃ।  
মূর্খি মূর্খাভিষিক্তস্য দদতি স্ম বিধানতঃ॥ ১৩

‘বিধিপূর্বক অভিশিক্ত আপনার মস্তকে বেদজ ব্রাহ্মণেরা মধু ও দধি দান করেননি !

ন দ্বাং প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শ্রেণীমুখ্যাস্ত ভূষিতাঃ।

অনুরক্তিমিহতি

শৌর্যজ্ঞানপদাভ্যাং ॥ ১৪

‘সমাজেব বিপিত্ত বাজি-বর্গ, পুরবাসী ও  
জনপদবাসী প্রজাবংশ সুসাজিত হয়ে আপনার অনুগমন  
করতে ইচ্ছা করেছেন না কেন?’

চতুর্ভুজবেগমসম্মতঃ

কাকনভূষণৈঃ।

মুখ্যঃ পুষ্পরথো যুক্তঃ কিং ন গচ্ছতি তেহগ্রতঃ ॥ ১৫

‘সুপুষ্করিত বেগবান চর ঘোড়ায় টানা প্রধান  
পুষ্পক-বথ আপনার আগে আগে চলছে না কেন?’

ন হস্তী চগ্রতঃ শ্রীমান্ সর্বলক্ষণপূজিতঃ।

প্রয়াণে লক্ষ্যতে বীর কৃষ্ণমেঘগিরিপ্রভঃ ॥ ১৬

‘হে বীর! আপনার যাত্রাকালে সর্বসুলক্ষণযুক্ত,  
কৃষ্ণমেঘ বর্ণময় পর্বতের মতো শ্রীসমর্ষিত হস্তীকে আগে  
আগে চলতে দেখা যাচ্ছে না কেন?’

ন চ কাকনচিহ্নঃ তে পশ্যামি প্রিয়দর্শন।

ভ্রাসনং পুরহুতা যাজ্ঞঃ বীর পুরঃসরম্ ॥ ১৭

‘প্রিয়দর্শন হে বীর! সূর্যখলিত আপনার ভ্রাসনটি  
(বসার আসনটি) নিয়ে কোনও সেবককে আগে আগে  
যেতে দেখছি না কেন?’

অভিষেকো যদা সজ্জঃ কিমিদানীমিদং তব।

অপূর্বো মুখবর্ণস্ত ন প্রহর্ষস্ত লক্ষ্যতে ॥ ১৮

‘এ কী! আপনার অভিষেকের সামগ্রী সংগৃহীত  
হয়েছে, অথচ, আপনার অপূর্ব মুখবর্ণ ও আনন্দ দেবা  
যাচ্ছে না!’

ইতীব বিলপন্তীঃ তাং প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ।

সীতে তত্রভবাংস্তাতঃ প্রব্রাজয়তি মাং বনম্ ॥ ১৯

সীতা এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে, রঘুনন্দন রাম  
তাকে বললেন—‘সীতে, পূজনীয় পিতৃদেব আমাকে বনে  
নির্বাসিত করেছেন।

কুলে মহতি সমুতে ধর্মজ্ঞে ধর্মচারিণি।

শুশ্রূ জ্ঞানকি যেনেদং জনমোদাদাগতং মম ॥ ২০

‘মহৎশে জাতা, ধর্মজ্ঞা, ধর্ম আচরণকারিণি, অগ্নি  
জনকনদিনী সীতে! যে কারণে আজ আমার এই অবস্থা,  
তা শোনো।

রাজা সত্যপ্রতিজ্ঞেন শিখা দশরথেন বৈ।

কৈকেয়ীয়া মম মারে তু পুরা দত্তৌ মহাবরৌ ॥ ২১

‘পূর্বে সত্যপ্রতিজ্ঞ আমার পিতা রাজা দশরথ,  
আমার মাতা কৈকেয়ীকে দুটি বিশেষ বর দিয়েছিলেন।

তন্মাদ্য মম সজ্জহস্মিন্নভিষেকে নৃপোদ্যতে।

প্রচোদিতঃ স সময়ে ধর্মেন প্রতিনির্জিতঃ ॥ ২২

‘রাজা দশরথ আজ আমার এই অভিষেকের উদ্যোগ  
করলে, মাতা কৈকেয়ী ধর্মের উল্লেখে রাজাকে বঞ্চিত  
করে সেই শপথ পালনে প্রচোদিত করেন।

চতুর্দশ হি বর্ষাশি বস্ত্রবাং দণ্ডকে ময়া।

শিখা মে ভরশচাপি যৌবরাজ্যে নিয়োজিতঃ ॥ ২৩

‘প্রথম বর অনুসারে আমার পিতা ভরতকে  
যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করলেন, এবং দ্বিতীয় বরানুসারে  
আমাকে চৌদ্দ বছর দণ্ডকারণ্যে বাস করতে হবে।

সোহহং ভ্রাম্যসতো দ্রষ্টুং প্রহিতো বিজনং বনম্।

ভরতস্য সমীপ্যে তে নাহং কথাঃ কদাচন ॥ ২৪

‘কিন্তু যুক্ত হি পুরুষা ন সহজে পরত্বম্,

তন্মায় তে গুণাঃ কথাঃ ভরতস্যগ্রতো মম ॥ ২৫

‘আমি বিজন বনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করে তোমাকে

দেখতে এসেছি। গমনের প্রাক্কালে তোমাকে বলছি,

ভরতের কাছে তুমি আমার প্রশংসাসূচক কথা কখনও

বলবে না; কারণ ঐশ্বর্যশালী পুরুষেরা পরের প্রশংসা সহ্য

করতে পারে না। তাই বলছি, ভরতের সামনে আমার

গুণের প্রশংসা কোরো না।

অহং তে নানুবক্তব্যো বিশেষণ কদাচন।

অনুকূলতয়া শক্যং সমীপে তস্য বর্তিতুম্ ॥ ২৬

‘কারণও কাছেই আমার সম্বন্ধে কখনও বিশেষভাবে

কিছু আলোচনা করবে না; কারণ তাঁর প্রতি অনুপূর্ণ

আচরণ দ্বারাই তার কাছে থাকতে হবে।

তন্মৈ দত্তং নৃপতিনা যৌবরাজ্যং সনাতনম্।

স প্রসাদ্যক্তয়া সীতে নৃপতিষ্ঠ বিশেষতঃ ॥ ২৭

‘সীতে! রাজা দশরথ ভরতকে পঞ্চম্পদ-প্রদান

যৌবরাজ্য দান করেছেন; অতএব বিশেষত, সে-ই হচ্ছে

তাকে তোমায় প্রসন্ন রাখতেই হবে।

অহং চাপি প্রতিজ্ঞাং তাং ওরোঃ সমনুপালনম্।





## সপ্তনিঃশসর্গ

বনবাসে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীরামের প্রতি সীতার প্রার্থনা

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিয়ার্ধা প্রিয়াদিনি।  
প্রণয়াদৈব সংক্রুত্বা ভর্তানমিদমব্রবীৎ ॥ ১

শ্রীরামের প্রণয়যোগ্য প্রিয়বাদিনী বিদেহরাজতনয়া  
সীতা কিন্তু শ্রীরাম কর্তৃক এইভাবে কথিত হয়ে প্রণয়কুপিত-  
স্বরে স্বামীকে বললেন—

কিমিদং ভাষসে রাম বাক্যং লঘুতয়া ব্রুবম্।  
ভয়া যদপহাস্যং মে শ্রুত্বা ননবরোত্তম। ২

‘নরশ্রেষ্ঠ রাম ! আপনি গুরুতর কথাকে লঘুভাবে  
কেমন করে বলছেন ? আপনি যা বললেন, শুনে আমার  
হাসি পাচ্ছে !

বীরানাং রাজপুত্রানাং শস্ত্রাস্ত্রবিদুষাং নৃপ।  
অনর্হমযশস্যং চ ন শ্রোতবাং ভুয়েরিতম্ ॥ ৩

‘রাজন্ ! আপনি যা বললেন, তা অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ বীর  
রাজপুত্রের বলাব অযোগ্য ও অত্যাধিকার, তাই শ্রবণের  
অযোগ্য

অর্ষপুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা মুখা।  
হানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে ॥ ৪

‘স্বামিন্ ! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ভ্রাতৃপুত্রবধূ  
সকলেই নিজ নিজ পুণ্য ভোগ করে নিজ নিজ ভাগ্য  
অনুসারে চলে অর্থাৎ জীবন নির্বাহ করে।

ভর্তৃভাগ্যং তু নার্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।  
অতশ্চৈবাহমাদিত্য বনে বস্তবামিতাপি ॥ ৫

‘পুরুষপ্রবর ! নারী একাই কেবল স্বামীর ভাগ্য লাভ  
করে, অতএব আপনার সঙ্গে আমিও বনে বাস করার  
আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি।

ন পিতা নাস্তজো বাহ্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।  
ইহ প্রেতা চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥ ৬

‘পিতা, মাতা, পুত্র, সখী বা শরীরও (নিজের)  
না—ইহলোকে ও পরলোকে পতিই নারীর একমাত্র গতি  
(আশ্রয়স্থল)।

যদি ভ্রং প্রহ্নিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।  
অত্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদনস্তী কুশকন্টকান্ ॥ ৭

‘হে রঘুনন্দন ! যদি আপনি আজই দুর্গম বনে প্রস্থান  
করেন, তবে আমিও পথের কুশ ও কাঁটা দলিত করে

আপনার আগে আগে চলব।

দর্যাং রোহং বহিস্কৃত্য চূড়শেমমিবোধকম্।  
নর মাং বীর নিশ্রবঃ পাশং নয়ি ন বিদ্যতে ॥ ৮

‘বীর ! আমার পাত্তিত্রতোর প্রতি বিশ্বাস রেখে, চূড়া  
ও ক্রোশ পরিভ্যাগ করে ভোজন শেষে পানীয় ভঙ্গের মতো  
আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন ; আমার মধ্যে কোনও কণা  
নেই।

প্রাসাদাগ্রে নিমানৈর্বা বৈহায়সগন্তেন বা।  
সর্বাবহাগত্যা ভর্তৃঃ পাদচ্ছায়া বিশিলাতে ॥ ৯

‘অট্টালিকায় অবস্থিতি অথবা আকাশখানে অঙ্গুল-  
ভ্রমণ অপেক্ষা পতির পদচ্ছায়ায় অবস্থিতি সতীনীরীর কায়  
অধিক মহত্ত্বের বিষয়।

অনুশিষ্টান্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাগ্রয়ম্।  
নাম্মি সম্প্রতি বজ্রব্যা বর্তিতবাং যথা ময়া ॥ ১০

‘নানান অবস্থায় কীভাবে থাকতে হয়, সেই বিষয়ে  
আমার মা এবং বাবা যথেষ্ট উপদেশ দিয়েছেন ; অতএব,  
আপনার অবর্তমানে আমায় কীভাবে থাকতে হবে, সে  
বিষয়ে আর বলতে হবে না।

অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জিতম্।  
নানামৃগশাকীর্ণং শাদৃঙ্গগনসেবিতম্ ॥ ১১

‘আপনার সঙ্গে আমি মনুষ্যবর্জিত, নানান  
পশুপরিপূর্ণ ব্যাঘ্রসম্মূল দুর্গম বনে যাব।

সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতৃঃ।...  
অচ্ছিন্নস্তী ত্রীংলোকাংশ্চিহ্নয়স্তী পত্নিতম্ ॥ ১২

‘ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যের কথা চিন্তা না করে কেবল  
পাত্তিত্রতোর কথা চিন্তা করে পিত্রালয়ে বাসের মতো স্থান  
সুখে বাস করব।

শুশ্রূষমাণা তে নিভাং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।  
সহ রংস্যো ভয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু ॥ ১৩

‘হে বীর ! ব্রহ্মচারিণী হয়ে ব্রতপালন এবং সর্বদা  
আপনার সেবা করে মধুগন্ধী বনসমূহে আপনার মতো  
বিহার করব।

ভ্রং হি কর্তুং বনে শঙ্কো রাম সম্পরিপালনম্।  
অনাস্যপি জনসোহ কিং পুনর্মম মানস ॥ ১৪

‘সকলকে সম্মানদাতা, তে রাম ! অরণ্যে অপর  
সকলকে রক্ষা করবে তু পাপান সমর্প, আমার কথা আর কা  
বলব ! অর্থাৎ আমাকেও আপনি রক্ষা করবে সমর্প !

সহঃ দ্বয়া গমিষ্যামি বনমদা ন সংশয়ঃ।  
নহঃ শক্তা মহাভাগ নিবর্তয়িতুমদাতা ॥ ১৫

‘ত্রে মহাভাগ ! আজ আমি আপনার সঙ্গে বনে  
যাবই, কোনও সন্দেহ নেই ! বনগমনে উদাতা আমাকে  
নিবৃত্ত করতে কেউই সমর্থ হবে না।

ফলমূল্যশনা নিতাং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।

ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী দ্বয়া সদা ॥ ১৬

‘নিঃসন্দেহে, আপনার সঙ্গে বনে বাসের সময়  
আপনার দুঃখের কারণ না-হয়ে প্রত্যহ ফলমূল আহার  
করে থাকব।

অত্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি দ্বয়ি।

ইচ্ছামি পরতঃ শৈলান্ পঙ্কজানি সরাংসি চ ॥ ১৭

দ্রষ্টুং সর্বত্র নির্ভীতা দ্বয়া নাথেন ধীমতা।

‘আমি আপনার আগে আগে যাব, আপনার  
আহারের পরে আহার করব। আপনি বুদ্ধিমান আমার  
প্রাণনাথ, আপনার সঙ্গে নির্ভয়ে অরণ্যের সর্বত্র  
নদী, পর্বত, ক্ষুদ্র জলাশয় এবং সরোবর সকল দেখতে  
থাকব।

হংসকারণবাকীর্ণাঃ পশ্বিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ ॥ ১৮

ইচ্ছেয়ঃ সুখিনী দ্রষ্টুং দ্বয়া বীরেশ সজতা।

অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিতামনুরতা ॥ ১৯

‘বীর আপনি, আপনার সঙ্গে অনুগতা আমি সানন্দে  
রাজহাঁস ও পাতিহাঁস এবং প্রস্মৃতিত পদ্ম-সমাকীর্ণ  
মনোরম জলাশয় সকল দেখে বেড়াব এবং আপনার সঙ্গে  
সেই সকল সরোবরে অবগাহন করব।

সহ দ্বয়া বিশালান্ রংস্যো পরমনন্দিনী।

এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি দ্বয়া সহ ॥ ২০

ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোহপি হি ন মে মতঃ।

‘ত্রে বিশাল নদী ! এইভাবে, আপনার সঙ্গে শত-  
সংখ্য বর্ষব্যাপী পরমানন্দে বিহার করব ; ঐতর্য্যহিত  
পূর্ণবাসও আমার অভীষ্ট নয়।

স্বর্গোহপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাদব।

দ্বয়া বিনা নরন্যায় মাঃ তদপি রোচয়ে ॥ ২১

‘নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন ! আপনারকে ছাড়া যদি আমার  
পূর্ণবাসও হয়, তা-ও আমার অভীষ্টমত নয়।

অহং গমিষ্যামি বনং সুদূরমঃ

মুগায়তং বানরশারপৈশ্চ।

বনে নিবৎস্যামি যথা পিতৃর্গৃহে

তবৈব পাদবৃপগৃহ্য সম্মতা ॥ ২২

‘বানর, ভগ্নী এবং ভ্রমণ-পরিবৃত্ত দুর্গম বনে আমি  
যাব এবং আপনার অনুমতিক্রমে আপনার চরণবৃক্ষের  
সেবা করে, পিতৃগৃহের মতোই, বনে বাসের সুখ অনুভব  
করব।

অনন্যভাবানুরক্তচেতসঃ

দ্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্।

নয়ত্ব মাং সাধু কুরুষ যাচনাং

নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি ॥ ২৩

‘আপনার থেকে বিযুক্তা হলে আমার মরণ  
সুনিশ্চিত। আমি অনন্যমনে আপনার প্রতি অনুরক্তা,  
অতএব আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, আমার প্রার্থনা  
পূরণ করুন। আমি আপনার গুরুতার হব না।’

তথা ক্রবাণামপি ধর্মবৎসলাং

ন চ স্ম সীতাং নুবরো নিবীষতি।

উবাচ চৈনাং বহু সন্নিবর্তনে

বনে নিবাসস্য চ দুঃখিতাং প্রতি ॥ ২৪

ধর্মপরায়ণা সীতা এইভাবে বললেও নরশ্রেষ্ঠ রাম  
তাকে নিজের সঙ্গে বনে নিয়ে যেতে চাইলেন না। তাঁকে  
নিবৃত্ত করার জন্য বনবাসের দুঃখের বিষয়ে বহুভাবে  
বলতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বাঙ্গীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

## অষ্টাবিংশ সর্গ (২৮)

বনবাসের দুঃখ বর্ণনা করে, সীতাদেনীকে নিবৃত্ত করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের প্রয়াস

স এবং ক্রন্দন্তীঃ সীতাঃ ধর্মহ্যাং ধর্মবৎসলঃ।  
ন নেতুং কৃচ্ছতে বুদ্ধিঃ বনে দুঃখানি চিন্তয়ন্ ॥ ১  
ধর্মপরায়ণা সীতা এইরকমভাবে বলতে থাকলেও,  
বনবাসের দুঃখসকল চিন্তা করে, ধর্মবৎসল রাম তাঁকে বনে  
নিয়ে যেতে ইচ্ছা করতেন না।

সাম্ব্যমিত্রা ততস্তাঃ তু বাস্পদগ্নিতলোচনাম্।  
নিবর্তনার্থে ধর্মাত্মা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২  
তখন, চোখের জলে সীতার চোখদুটি ঝাপসা হয়ে  
গেলে, তাঁকে সাম্ব্যনা দিয়ে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করার  
জন্য ধর্মাত্মা বাম বললেন—

সীতে মহাকুশীনাসি ধর্মে চ নিরতা সদা।  
ইচ্ছাস্বয়ং ধর্মং ত্বং যথা মে মনসঃ সুখম্ ॥ ৩  
'অয়ি, সীতে ! তুমি উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করেছ ;  
সর্বদাই ধর্মকর্মে ব্যাপ্তা থাকো। এখানে অযোধ্যার  
রাজপ্রাসাদে থেকেই তুমি ধর্ম আচরণ করো, তাতেই  
আমার মনে সুখ হবে।

সীতে যথা ত্বাং বক্ষ্যামি তথা কার্যং জ্ঞানতঃ।  
বনে দোষা হি বহবো বসতব্রহ্ম নিবোধ মে ॥ ৪  
'সীতে ! তুমি লজ্জাশীলা নারী, তোমাকে যা বলি  
তোমার তাই করা উচিত। বনবাসে বহু দোষ দৃষ্ট হয়।  
সীতে বিমুচ্যতামেবা বনবাসকৃতা মতিঃ।  
বহুদোষাঃ হি কাঙ্ক্ষারং মনমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫  
'অয়ি সীতে ! বনবাসের এই ইচ্ছা তুমি ত্যাগ করো,  
কারণ বনের পথ অতি দুর্গম, এঁই কথা সকলে বলে  
থাকেন।

হিতব্রহ্মা খলু বচো মনৈস্তদভিধীয়তে।  
সদা সুখং ন জানামি দুঃখমেব সদা বনম্ ॥ ৬  
'তোমার প্রতি কল্যাণ বুদ্ধিতেই আমি এই কথা  
বলছি ; আমি জানি বনে সুখ কিছুই নেই বরং সব সময়ই  
দুঃখ।

গিরিনির্বাসকৃতা গিরিনির্বাসিনাম্।  
সিংহানাং নিদনা দুঃখাঃ শ্রোতুং দুঃখমতো বনম্ ॥ ৭  
'পার্বত্য বর্ণার পতনের শব্দের দুঃখ অপেক্ষা অধিক  
দুঃখজনক পার্বত্য গুহাবাসী সিংহের গর্জন। তাই বন হল

দুঃখপূর্ণ।

ক্রীড়মানাস্ত বিশ্রামা মত্তাঃ শূন্যো তথা যুগাঃ।  
দষ্ট্বা সমভিবর্ত্তয়ে সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥ ৮  
'সেইরকম, মনুষ্যশূন্য বনে ত্রিতারাত নিতীক বদ  
পশুরা মানুষ দেখে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। তাই,  
সীতে ! বন অতীব দুঃখপূর্ণ।

সম্রাট্যঃ সরিতশ্চৈব পঙ্কবত্যস্ত দুঃখরাঃ।  
মন্দেরপি গজৈর্নিভামতো দুঃখতরং বনম্ ॥ ৯  
'সেই বনে নদীগুলি কুমীরে পূর্ণ এবং অগ্নি  
পঙ্কজ ; তাই পার হওয়াও কঠিন। অধিকন্তু মত্ত ঘটি-  
সমাকুল সেই বন অতীব দুঃখপূর্ণ।

লতাকন্টকসংকীর্ণাঃ কৃকবাকৃশনাদিতাঃ।  
নিরশাস্ত সুদুঃখাস্ত মার্গা দুঃখমতো বনম্ ॥ ১০  
'বনপথ লতা-কন্টক সমাকীর্ণ, সেইখানে বন  
কুকুটগণ নিনাদ করছে, পথে জলাভাব ; তাই দুঃখরা  
সেইজনাই বলছি অরণ্য দুঃখে পূর্ণ।

সুপাত্তে পর্শয্যাসু স্বয়ংভয়াসু ভূতলে।  
রাক্ষসু প্রমথিষ্মেন তস্মাদ্ দুঃখমতো বনম্ ॥ ১১  
'সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাক্ষসে মাটিতে আপন  
থেকে খসে পড়া পাতার বিছানায় শুতে হবে ! তাই বন  
বনবাস দুঃখময়।

অহোরাত্রং চ সন্তোষঃ কর্তব্যো নিয়তান্না।  
ফলৈর্লব্ধবপতিভৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥ ১২  
'ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে স্বয়ং বৃক্ষ  
ফলাহারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাই সীতে ! বন দুঃখরা।  
উপবাসস্ত কর্তব্যো যথা প্রাপেন মৈথিলি।  
জটাজালস্ত কর্তব্যো বহুলাধরধারণম্ ॥ ১৩

'সেই বনে অয়ি বিধিলেশনন্দিনি ! কোনওভাবে  
প্রাণধারণ করে উপবাস দ্বারা দিনরাত বহুলাধর ও জটাজ  
ধারণ করতে হবে।

দেবতানাং পিতৃনাং চ কর্তব্যং বিধিपूर्वকम्।  
ব্রাহ্মণানামভিধীনাং চ নিত্যশঃ প্রতিপূজনম্ ॥ ১৪  
'সেই বনে দেবতাদের, পিতৃপুরুষদের এবং ব্রাহ্মণ  
অভিধীদের শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিত্য পূজা কর্তব্য।



কার্যপ্রতিষেক্ষক কালে কালে চ নিত্যশঃ।

চরতাং নিয়মেনৈব তস্মাদ্ দুঃখতরং বনম্॥ ১৫

‘নিয়মানুসারে বিচরণ এবং প্রতিদিন ঠিক সময়ে  
তিনবার স্নান করতে হবে। তাই বনবাসে খুবই কষ্ট।

উপহারকর্তব্যঃ কুসুমৈঃ সযমাহুতৈঃ।

আর্ষণে বিধিনা বেদ্যাং সীতে দুঃখমতো বনম্॥ ১৬

‘নিজে পুষ্প চয়ন করে ঋষিদের নিয়মে বেদিতে  
পূজা করতে হবে। তাই বলছি, অগ্নি সীতে ! বন দুঃখময়।

যথালঙ্ঘন কর্তব্যঃ সঙ্কোষস্তেন মৈথিলি।

যথাহারৈর্বনচরৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্॥ ১৭

‘অগ্নি, মিথিলেশনদিনী সীতে ! সংযত আহারে  
বনবাসীদের মতো যা জুটবে, তাতেই সম্বল থাকবে হবে।

তাই বলছি বনবাস দুঃখময়।

অতীব বাতস্তিমিরং বৃদ্ধশ্চ চাতি নিত্যশঃ।

ভয়ানি চ মহান্ত্যজ্ঞ ততো দুঃখতরং বনম্॥ ১৮

‘বনে প্রচণ্ড আঁধি ঝড় প্রবাহিত হয়, অনাহারে  
থাকার কষ্ট — এইসব অত্যন্ত ভয়ের কারণ বর্তমান ; তাই  
বলছি অরণ্য দুঃখময়।

সরীসৃশাশ্চ বহুবো বহুরুশাশ্চ ভামিনি।

চরন্তি পথি তে দর্পাৎ ততো দুঃখতরং বনম্॥ ১৯

‘অগ্নি অভিমানিনী ! নানান কপের অনেক ভয়ানক  
সর্প পথে বিচরণ করে ; তাই বলি বনে দুঃখ-ই বেশি।

নদীনীলগ্ননাঃ সর্পা নদীকুটিলগামিনঃ।

তিষ্ঠন্ত্যাবৃত্ত্য পহানমতো দুঃখতরং বনম্॥ ২০

‘নদীর মতো কুটিলগতি সর্পেরা নদীতে বাস করে  
এবং তারা বনপথকেও অবরোধ করে পড়ে থাকে। তাই  
বলছি বনে বাস দুঃখদায়ক।

পতঙ্গা বৃচ্চিকাঃ কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।

যাযজ্ঞে নিতামবলে সর্বং দুঃখমতো বনম্॥ ২১

‘বনে পতঙ্গ, বিছা, পোকা, বোলতা এবং মশা  
— এরা সব মিলিত হয়ে নিত্য কষ্টদায়ক হয়, তাই অগ্নি  
দুর্বলে ! বন সর্বদাই দুঃখদায়ক।

জন্মাঃ কষ্টকিনশৈব কুশাঃ কাশাশ্চ ভামিনি।

বনে ব্যাকুলশাখাগ্রাভেন দুঃখমতো বনম্॥ ২২

‘অগ্নি অভিমানিনী ! বনে কষ্টকাকীর্ণ বৃক্ষসকল এবং  
ধারালো অগ্রভাগযুক্ত কুশ ও কাশগুলি ব্যাকুলভাবে শাখাগ্র  
আন্দোলিত করে, তাই অরণ্য দুঃখময়।

কায়ক্রেশাশ্চ বহুবো ভয়ানি বিবিধানি চ।

অরণ্যবাসে বসতো দুঃখমেব সদা বনম্॥ ২৩

‘বনবাসে বহু শারীরিক কষ্ট এবং নানারকম ভয়  
থাকে। তাই বন সদা দুঃখময়।

ক্রোধলোভৌ বিমোক্তবৌ কর্তব্য তপসে মতিঃ।

ন ভেতবাং চ ভেতব্যে দুঃখং নিতামতো বনম্॥ ২৪

‘অরণ্যে ক্রোধ এবং লোভ ত্যাগ করতে হয়,  
তপস্যায় মন দিতে হয় এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হলেও  
ভীত হলে চলে না। তাই বন নিতাই দুঃখদায়ক।

তদলং তে বনং গতা ক্ষেমং নহি বনং তব।

বিমৃশমিব পশ্যামি বহুদোষকরং বনম্॥ ২৫

‘তাই অগ্নি বিশেষ বিবেচনা করে দেখেই বলছি  
— বন বহু দোষের আকর ; অতএব তোমার বনে যাওয়ার  
প্রয়োজন নেই। বনবাসে তোমার মঙ্গল হবে না।’

বনং তু নেতুং ন কৃতা মতির্বিদা

বভূব রামেণ তদা মহাস্বনা।

ন তস্য সীতা বচনং চকার তং

ততোহব্রবীদ্ রামমিদং সুদুঃখিতা ॥ ২৬

মহাত্মা রাম যখন সীতাকে বনে নিয়ে যেতে অসম্মত  
হলেন, তখন সীতা কিন্তু রামের কথা মেনে নিলেন না,  
দুঃখিত হয়ে রামকে বললেন—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

## উনত্রিংশ সর্গ (২৯)

শ্রীর অধিকারে শ্রীরামের সঙ্গে বনগমনের উচিত্য প্রদর্শন করে রামের প্রতি সীতার উক্তি

এতৎ তু বচনং শ্রদ্ধা সীতা রামস্য দুঃখিতা।  
প্রসক্তাপ্রমুখী মন্দমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীরামের এইসকল কথা শুনে দুঃখিতা প্রেমাপ্রমুখী  
সীতা ধীরে ধীরে এই কথা বললেন—

যে ভ্রুয়া কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি।  
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরুষতা॥ ২

‘বনবাসের যেসব দোষের কথা আপনি বললেন,  
সেগুলিকে আমার ক্ষেত্রে গুণ বলে ধরে নেবেন, কারণ,  
আমি আপনার স্নেহে কৃতকৃতার্থা

মৃগাঃ সিংহা গজাশ্চৈব শার্দূলাঃ শরভাস্থতা  
চমরাঃ সূমরাশ্চৈব যে চানো বনচারিণঃ॥ ৩

অদৃষ্টপূর্বরূপত্বাৎ সর্বৈ তে তব রাশ্বব  
রূপং দৃষ্টাপসর্পেযুস্তব সর্বৈ হি বিভ্রাতি। ৪

‘রঘুনন্দন ! আপনার অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখে হরিণ,  
সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, শরভ (পশুবিশেষ), চমর এবং তদ্রূপ  
সূমর (গবয় জাতীয় পশুবিশেষ) এবং অন্য যেসব বনচারী  
প্রাণী—সকলেই পালিয়ে যাবে, কারণ, সকলেই আপনাকে  
ভয় পায়।

ভ্রুয়া চ সহ গন্তব্যং ময়া গুরুজনাজ্ঞয়া।  
ত্বষিযোগেন মে রাম ত্যজ্যামিহ জীবিতম্॥ ৫

‘রাম ! গুরুজনদের অনুমতিক্রমেই আমি আপনার  
সঙ্গে যাব ; নতুবা আপনার বিচ্ছেদে আমি প্রাণ ত্যাগ  
করব।

নহি মাং ত্বৎসমীপস্থামপি শত্রোহপি রাঘব।  
সুরাণামীশ্বরঃ শক্তঃ প্রথগ্নিতুমোজসা॥ ৬

‘রঘুনন্দন রাম ! আমি আপনার কাছে থাকলে  
দেবরাজ ইন্দ্রও (বলপূর্বক) আমার উপর অত্যাচার করতে  
সমর্থ হবেন না।

পতিহীনা তু যা নারী ন সা শক্ষ্যতি জীবিতম্।  
কামমেবংবিধঃ রাম ভ্রুয়া মম নিদর্শিতম্॥ ৭

‘পতি থেকে বিচ্ছিন্না পতিব্রতা নারী জীবিত থাকতে

পারে না’, ‘রাম ! আপনিই তো আমাকে এইরকম  
উপদেশ দিয়েছেন।

অথাপি চ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং ময়া শ্রুতম্।  
পুরা পিতৃগৃহে সত্যং বস্তব্যং কিল মে বনে। ৮

‘হে মহাজ্ঞানী ! বিবাহের পূর্বে আমি পিতৃগৃহে  
ব্রাহ্মণদের থেকে এই সত্য শুনেছি, “আমাকে বনে বাস  
করতে হবে।”

লক্ষণবিভো দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রদ্ধাহং বচনং গৃহে।  
বনবাসকৃতোৎসাহা নিত্যমেব মহাবল। ৯

‘হে মহাবীর ! পিতৃগৃহে লক্ষণরেখাবিদ ব্রাহ্মণদের  
ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তখন থেকেই সর্বদাই বনবাসের জন্য  
উৎসাহী, উদগ্রীব হয়ে আছি।

আদেশো বনবাসস্য প্রাপ্তব্যঃ স ময়া কিল।  
সা ভ্রুয়া সহ ভর্ত্রাহং যাস্যামি প্রিয় নানাথা॥ ১০

‘বনবাসের সেই আদেশ আপনার কাছ থেকে  
আমাকে পেতেই হবে ; আমি পতির সঙ্গে বনে যাব, হে  
প্রিয় ! এর অন্যথা না হোক !

কৃতাদেশা ভবিষ্যামি গমিষ্যামি ভ্রুয়া সহ।  
কালশায়ঃ সমুৎপন্নঃ সত্যবান্ ভবতু দ্বিজঃ॥ ১১

‘সেই সময় এখন উপস্থিত, ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী  
সত্য হোক। আপনার আদেশ পেলেই আমি আপনার সঙ্গে  
বনবাসে যাব।

বনবাসে হি জানামি দুঃখানি বহুধা কিল।  
প্রাপ্যস্তে নিয়তাং বীর পুরুষৈরকৃতান্ডিঃ॥ ১২

‘বনবাসে যে অনেক দুঃখ তা আমি জানি ; কিন্তু  
হে বীর ! যারা আত্মজয়ী নয় এমন পুরুষেরাই দুঃখ পেয়ে  
থাকে।

কন্যায়া চ পিতৃর্গৃহে বনবাসঃ শ্রুতো ময়া।  
ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহগ্রতঃ॥ ১৩

‘আমার কন্যাকালে (বিবাহের পূর্বে) পিত্রালয়ে  
থাকাকালীন মাতার নিকটেই শান্তচরিত্রা এক ত্রাপসী

বনবাস-বৃত্তান্ত শুনেছি।

প্রসাদিতক বৈ পূর্বঃ ত্বং মে বহুতিক্ষং প্রভো।

গমনং বনবাসস্য কালিকৃতং হি সহ ত্বয়া॥ ১৪

‘দেব ! পূর্বে আমি আপনাকে অনেক সেবা দ্বারা প্রসন্ন করে, আপনার সঙ্গে প্রয়োজনে বনবাস-গমনের প্রার্থনা করেছি।

কৃতকৃপাহং ভদ্রং তে গমনং প্রতি ব্রাহ্মণ।

বনবাসস্য শূরস্য মম চর্যা হি রোচতে॥ ১৫

‘হে রঘুনন্দন ! বনে গমনের জন্য আমি অনুমতি-প্রাপ্ত হয়েছি, আপনার মঙ্গল হোক, বনবাসী বীর আপনার পরিচর্যাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কর্ম।

শুদ্ধাঙ্গন প্রেমভাবাক্ষি ভবিষ্যামি বিকল্পমা।

ভর্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্তা হি পরদৈবতম্॥ ১৬

‘হে পবিত্রাঙ্গন ! প্রেমভাবে ভাবিতা হয়ে পতির অনুগমন করে, আমি পাপমুক্ত হব। কারণ পতিই নারীর পরম দেবতা।

প্রেতভাবে হি কল্যাণঃ সংগমো মে সদা ত্বয়া।

শ্রুতির্হি শ্রয়তে পুণ্য ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাম্॥ ১৭

‘যশস্বী ব্রাহ্মণদের মুখে পবিত্র বেদবাক্য শুনেছি—মৃত্যুর পরে আমার পুণ্যবলে পরলোকে আপনার সঙ্গে আমার সর্বদা মিলন হবে।

ইহলোকে চ পিতৃভির্ঘা স্ত্রী যস্য মহাবল।

অস্তির্দত্তা স্বধর্মেন প্রেতাভাবেহপি তস্য সা॥ ১৮

‘মহাবীর ! ইহলোকে পিতৃগণ জল নিয়ে আচমনাদি সঙ্কর করে যাকে যার স্ত্রীরূপে সম্প্রদান করেছেন, মৃত্যুর পরে ঋতাস্তুরেও ধর্মানুসারে সে তারই থাকে।

এবমস্ম্যং স্বকাং নারীং সুবৃত্তাং হি পত্নিতাম্।

নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা॥ ১৯

‘এইরকম পত্নিতা ধর্মচারিণী আপনার স্নায় পত্নী, আমাকে এখান থেকে কী কারণে নিয়ে যেতে চাইছেন না ?

ভক্তাং পত্নিতাং দীনাং মাং সমাং সুখদুঃখয়োঃ।

নেতুমহঁসি কাকুৎস্থ সমানসুখদুঃখিনীম্॥ ২০

‘কাকুৎস্থকুলভূষণ রাম ! আপনার ভক্ত, পত্নিতা, আর্তা এবং তদ্রূপ সুখদুঃখভাগিনী আমাকে আপনার সুখদুঃখভাগিনী করে বনে নিয়ে যেতেই হবে।

যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেষ্টসি।

বিষমগ্নিঃ জলং বাহমাঙ্ঘ্র্যস্যো মৃত্যুকারণাৎ॥ ২১

‘আমাকে এইরকম দুঃখিতা দেখেও যদি বনে নিয়ে যেতে ইচ্ছা না করেন, তাহলে আমি মৃত্যুকামনায় বিষপান করব, অথবা অগ্নি বা জলে প্রবেশ করব।’

এবং বহুবিধং তং সা যাচতে গমনং প্রতি।

নানুমেনে মহাবাহুস্তাং নেতুং বিজনং বনম্॥ ২২

সীতাদেবী, বনে যাওয়ার জন্য এইরকম বহুভাবে শ্রীরামের কাছে প্রার্থনা করলেন, তথাপি মহাবীর তাঁকে বিজন অরণ্যে নিয়ে যেতে রাজি হলেন না।

এবমুক্তা তু সা চিন্তাং মৈথিলী সমুপাগতা।

স্নাপয়ন্তীবা গামুষ্কৈরশ্রজির্নয়নচ্যুতৈঃ॥ ২৩

মিথিলেশনন্দিনী সীতা শ্রীরাম কর্তৃক এইভাবে কথিতা হয়ে, নেত্র-নিঃসৃত উষ্ণ জলে ধরিত্রীকে যেন স্নান করিয়ে চিন্তিতা হয়ে পড়লেন।

চিন্তয়ন্তীং তদা তাং তু নিবর্তয়িতুমাস্তবান্।

ক্রোধাবিষ্টাং তু বৈদেহীং কাকুৎস্থো বহুসাম্বয়ৎ॥ ২৪

তখন চিন্তিতা ও ক্রুদ্ধা বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে বনগমনে নিবৃত্ত করার জন্য কাকুৎস্থকুলনন্দন হিতপ্রজ্ঞ রাম বহু সাধনা দিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীরে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে উনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥



## ত্রিংশ সর্গ (৩০)

সীতার বনগমনে শ্রীরামের অনুমতিদান এবং সীতা কর্তৃক সানন্দে সকলকে  
নিজের অলঙ্কারাদি বিভিন্ন বস্তুদান

সাহস্বামানা তু রামেণ মৈথিলী জনকরাজা।  
বনবাসনিমিত্তার্থঃ ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১

রামচন্দ্র সাধুনা দিতে থাকলেও জনকনন্দিনী মৈথিলী  
সীতা বনবাসের অনুমতি লাভের জন্য পতি শ্রীরামচন্দ্রকে  
বললেন—

সা তমুত্তমসংবিগ্না সীতা নিপুলবক্ষসম্।  
প্রশয়াচ্ছাভিমানাচ্চ পরিচিক্ষেপ রাঘবম্ ॥ ২

অত্যন্ত উদ্বিগ্না সীতা প্রেম ও অভিমানবশত  
বিশালবক্ষ রঘুনন্দন রামকে ঝিকার দিয়ে বললেন—

কিং হ্যামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।  
রাম জামাতরং প্রাপ্য দ্বিগ্নঃ পুরুষবিগ্রহম্ ॥ ৩

‘রাম ! আমার পিতা মিথিলাধিপতি বৈদেহরাজ  
জনক কি পুরুষের দেহধারী আপনার মতো স্ত্রীলোককে  
জামাতা রূপে মনোনীত করেছিলেন ?

অনৃতঃ বত লোকোহয়মজ্ঞানাদ্ যদি বক্ষতি।  
তেজো নাস্তি পরঃ রামে তপতীৰ্ দিবাকরে ॥ ৪

‘অজ্ঞানতাবশত লোকে যদি বলে, সূর্যের মতো  
দীপ্তিমান হলেও রামের মধ্যে তেজ নেই, সেই মিথ্যা  
বটনা খুবই দুঃখের হবে।

কিং হি কৃষা বিষমস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।  
যৎ পরিত্যক্তকামস্ত্বং মমননাপরায়ণাম্ ॥ ৫

‘আপনি বিষন্ন হচ্ছেন কেন ? কীসের থেকেই বা  
আপনার ভয় যে, আপনার প্রতি অনন্য অনুরাগিনী আমাকে  
ছেড়ে যেতে চাইছেন।

দ্যুমৎসেনসূতঃ বীরঃ সত্যবন্তমনুরতাম্।  
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি হুমান্ববশবর্তিনীম্ ॥ ৬

‘দ্যুমৎসেনপুত্র বীর সত্যবানের অনুগামিনী  
সাবিত্রীর মতো আমাকে আপনি আপনার বশবর্তিনী  
জানবেন।

ন হুহং মনসা হন্যঃ স্রষ্টশ্চি হৃদতেহনঘ।  
হুয়া রাঘব গচ্ছেয়ঃ যথান্যা কুলপাংসনী ॥ ৭

‘হে পুণ্যচরিত্র রঘুনন্দন ! কুলকলঙ্কিনী অন্য নারীর  
মতো আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকেই মনে

মনেও দেসি না ; তাই আমি আপনার সঙ্গে বনে যেতে  
চাই।

যয়ঃ তু ভাৰ্য্যঃ কৌমারীঃ চিরমশ্যুগিতাঃ সতীম্।  
শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি ॥ ৮

‘রাম ! আমাকে কুমারী অবস্থা থেকেই সতী জর্জ  
রূপে গ্রহণ করে দীর্ঘকাল ভাৰ্য্যাজীবীর মতো আমাকে পরের  
(ভরতের) হাতে দিতে চান ?

যস্য পথ্যঃ চরামাখ যস্য চার্ণেহবক্ষ্যাসে।  
হুং তস্য ভব বশ্যস্ত বিধেয়স্ত সদানঘ ॥ ৯

‘নিষ্পান রাম ! যার জন্য আপনার অভিধেয়  
বাধ্যপ্রাপ্ত হল, তাঁকে আপনি হিতকারী বলে মনে করে,  
তার বশ্যতা স্বীকার করে তার আজ্ঞাবহ ভূতা হোন, (আমি  
হব না)।

স মামনাদায় বনং ন হুং প্রহিতুমর্হসি।  
তশো বা যদি বারধ্যঃ স্বর্গো বা স্যাৎ হুয়া সহ ॥ ১০

‘আমাকে সঙ্গে না নিয়ে আপনি বনে যেতে পারেন  
না ; আমার তপস্যা বা অরণ্যবাস বা স্বর্গবাস সবই  
আপনার সঙ্গেই হবে !

ন চ মে ভবিতা তত্র কচ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ।  
গৃষ্ঠতত্ত্বব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষিব ॥ ১১

‘আপনার পশ্চাৎ অরণ্যে গমনকালে বিলাসব্যায়  
শায়িত্বের মতো পথে আমার কোনও পরিশ্রমই হবে না  
(পথগমনের পরিশ্রমকেও বিহারশয়নীয় শয়নের মতো  
সুবকর মনে হবে)।

কুশকাশশরেষীকা যে চ কষ্টকিনো হুমাঃ।  
তুলাজিনসম্পর্শা মার্গে মম সহ হুয়া ॥ ১২

‘আপনার সঙ্গে বনপথে যেতে যেতে কুশ, কশ,  
শরৎগ, ঈষিকা এবং কষ্টকময় বৃক্ষসকল আমার কাছে  
তুলা বা মৃগচর্মের মতো সুবস্পর্শ হয়ে উঠবে।

মহাবাতসমুদুতঃ যস্যামবকরিষ্যতি।  
রজো রমণ তস্যন্যে পরার্থমিব চন্দনম্ ॥ ১৩

‘প্রাপবল্লভ ! প্রচণ্ড কড়ে উদ্ভূত মূলি যদি আমার  
আচ্ছাদিত করে, তা-ও শ্রেষ্ঠ চন্দনের অনুলেশম রূপে

হনে কবব।

শাশ্বতেষু যদা নিশ্য বনান্তর্বনগোচরা।

কৃষ্ণকবচযুক্তেষু কিং সাধ সূচ্যতবং ততঃ॥ ১৪

‘বনমধ্যে তুলোপরি আপনার সঙ্গে যখন শয়ন করব, তদপেক্ষা রঙিন বস্ত্রাচ্ছাদিত কোমল শয্যায় শয়ন কি জটিল সুখকর হবে?’

পত্রং মূলং ফলং যত্ন অন্নং বা যদি বা বহু।

দ্বাপসে স্বয়মাহুতা তন্মোহমৃতরসোপমম্॥ ১৫

‘(আপনি) নিজে ফল-মূল-পত্র, অন্ন বা বহু গ্রহণ করে যা আশ্রয় দেবেন, তাই আমার কাছে অমৃতত্বলা হবে।

ন মাতুল পিতৃভ্রাতৃ স্মরিষ্যামি ন বৈশ্বনরঃ।

জ্ঞাতবানুপভুজানা পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ ১৬

‘অবশ্যে স্বত্বতে স্বত্বতে জ্ঞাত ফল ও পুষ্প উপভোগ করব, পিতা-মাতা এবং গৃহের কথা কখনোই স্মরণে আনব না।

ন চ ভ্রাতৃ ততঃ কিঞ্চিদ্ স্রষ্টুমর্হসি বিপ্রিয়ম্।

মংকতে ন চ তে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা॥ ১৭

‘এতদ্ব্যতীত বনে আমার কোনও অপ্রিয় ব্যবহার দেখবেন না, আমার জন্য কষ্ট ভোগ করতে হবে না আর আমিও আপনার ভার হব না।

যত্নয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যত্নয়া বিনা।

ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ॥ ১৮

‘হে রমণীয়! যে স্থানে আপনার সঙ্গে থাকব সেই স্থানই আমার কাছে স্বর্গ আর আপনাকে ছাড়া যে স্থান তা-ই আমার কাছে নরক; এই কথা বুঝে প্রসন্ন মনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

অথ মামেবমবগ্ৰাং বনং নৈব নয়িশ্যসে।

বিষমদৈব পাস্যামি মা বশং বিষতাং গমম্॥ ১৯

‘এরপরেও উদ্বিগ্না আমাকে যদি বনবাসে নিয়ে না যান তাহলে আজই আমি বিষপান করব, কিন্তু শত্রুর কাছে যাব না।

পশ্যদপি হি দুঃখেন মম নৈবাতি জীবিতম্।

উজ্জ্বায়াত্বগ্না নাথ তদৈব মরণং বরম্॥ ২০

‘আপনি আমার পরিত্যাগ করলে, দুঃখে আমার মৃত্যু যেহেতু অবধারিত, তবে হে নাথ! এখন আমার মরণ প্রের।

ইমং হি সহিতুং শোকঃ মুহূর্তমপি নোৎসহে।

কিং পুনর্দশ বর্ষাণি ত্রীণি চৈকং চ দুঃখিতা॥ ২১

‘এই বিবর্তনশোক মুহূর্তকালও সহ্য করতে অসমর্থ। আমি চৌদ্দ বছরের দুঃখের কথা আর কী বলব (চৌদ্দ বছর কী করে সহ্য করব)?’

ইতি সা শোকসমুদ্রা বিলপা করুণং বহু।

চুক্রোশ পতিমায়দ্বা কৃশমালিনয় সশ্বরম্॥ ২২

শোকসমুদ্রা মানসিকভাবে আহতা সীতা এইভাবে ককণশব্দে বহু বিলাপ করতে করতে স্নানীকে জড়িয়ে গলে আতশয্য রোদন করতে লাগলেন।

সা নিকা বহুভির্বাটকৈর্দীর্ঘৈরিব গজ্ঞাননা।

চিরসম্মিতং বাত্পং মুমোচাগ্নিমিবারিণি॥ ২৩

বিষাক্ত বাণবিদ্ধা হস্তিনীর ন্যায়, বহু রুদ্র শব্দে আহতা সীতা অরনিকাষ্ঠ-মহুন্নজাত অগ্নির মতো দীর্ঘকালসঞ্চিত শোকাক্রম্ভ মোচন করতে লাগলেন।

তস্যাঃ স্ফটিকসংকাশং বারি সন্তাপসম্ভবম্।

নেত্রাভ্যাং পরিসূত্রাব পদ্মজ্ঞান্যামিবোদকম্॥ ২৪

পদ্ম থেকে ঝরে পড়া জলের মতো তাঁর নেত্রদ্বয় থেকে স্ফটিকসদৃশ উজ্জ্বলধারা নেমে এল।

তৎসিতামলচক্ৰাভ্যং মুখমায়তলোচনম্।

পর্যপ্তমাত বাত্পপণ জলোদ্ধতমিবাবুজম্॥ ২৫

জল থেকে তুলে আনা কমলের মতো, ভাগর-নয়না শ্বেতশুভ্র চন্দ্রাননা সীতার নির্মল মুখমণ্ডল সন্তাপজনিত বাত্প যেন শুকিয়ে গেল।

তাং পরিহজ্য বাহুভ্যাং বিসংজ্ঞামিবা দুঃখিতাম্।

উবাচ বচনং রামঃ পরিবিশ্বাসযংতদা॥ ২৬

প্রায় অচেতন শোকাক্তা সীতাকে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করে রাম তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করে বললেন—

ন দেবি বক্ত দুঃখেন স্বর্গমশাতিরোচয়ে।

নহি মেহস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ স্বয়চ্ছোরিব সর্বতঃ॥ ২৭

‘দেবি! তোমার দুঃখের কারণ হয়ে আমি স্বর্গও কামনা করি না। স্বয়চ্ছুরিত্রস্তার মতো, আমার কোথা থেকেও, কারও কাছেই ভয় নেই।

তব সর্বমভিপ্রায়মবিজ্ঞায় শুভাননে।

বাসং ন রোচয়েহরণ্যো শক্তিমানপি রক্ষণে॥ ২৮

‘সুখী সুন্দরি! তোমার মনোগত সকল অভিপ্রায় না জেনে, শত্রু থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েও তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভালো মনে করিনি।

যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্থং বনবাসায় মৈথিলি।

ন বিহাতুং ময়া শক্য প্রীতিরাস্বত্যা যথা ॥ ২৯

‘অয়ি মিথিলেশনন্দিনি ! আমার সঙ্গে বনবাসের জন্যই তুমি জগোছ ; অতএব সর্বভূতে প্রীতিমান আত্মজ্ঞানীর হতোই আমি তোমায় ত্যাগ করতে পারি না ধর্মন্ত গজনাগুরু সন্তিরাচরিতঃ পুরা।

তং চাহমনুবর্তিষ্যে যথা সূর্যঃ সুবর্তলা ॥ ৩০

‘হস্তিশুওসদৃশ উরুযুক্ত অয়ি সুন্দরি ! পূর্বে সজ্জনগণ যেমন সপত্নীক ধর্মাচরণ করতেন, আমিও তাই অনুসরণ করব। সূর্যকে যেমন সুবর্তলা (সংজ্ঞা) অনুসরণ করেন সেইরকম তুমিও আমাকে অনুসরণ করো।

ন খম্বহং ন গচ্ছ্যং বনং জনকনন্দিনি।

বচনং তন্নয়তি মাং পিতুঃ সত্যোপবৃংহিতম্ ॥ ৩১

‘অয়ি জনকনন্দিনি ! আমি বনে যাব না, তা হতে পারে না ; কারণ, পিতার দৃঢ় সত্যবচনই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।

এষ ধর্মশ্চ সুশ্রোশি পিতৃমাতৃশ্চ বশ্যতা।

আজ্ঞাং চাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ৩২

‘অয়ি সুন্দরি ! পিতা-মাতার বশ্যতাই পুত্রের ধর্ম ; তাই আমি তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন করে বাঁচতে ইচ্ছা করি না।

অস্বাধীনঃ কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধাতে।

স্বাধীনঃ সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম্ ॥ ৩৩

‘সাক্ষাৎ গুরু পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করে, অপ্রত্যক্ষ দৈবকে কী করে আরাধনা করা যায় ?

যত্র ত্রয়ং ত্রয়ো লোকাঃ পবিত্রং তৎসমং ভূবি।

নান্যদস্তি শুভাপাদে তেনেদমভিরাধাতে ॥ ৩৪

‘অয়ি পবিত্রনয়নে ! যেখানে পিতা, মাতা এবং গুরু তিনজন পূজিত হন, সেখানে পবিত্র লোকত্রয়—দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যালোক বিরাজ করে। এতদপেক্ষা আর কিছুই নেই, সেইজন্যই পিতৃ-আজ্ঞা পালন-রূপ আমার এই আরাধনা।

স সত্যং দানমানৌ বা যজ্ঞো বাপ্যাপ্তদক্ষিণাঃ।

তথা বলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতৃমতা ॥ ৩৫

‘সীতে ! পিতৃসেবা যেমন মানসিক বলবর্ধক—সত্য, দান, সম্মান বা প্রভূত সদক্ষিণ যজ্ঞ সেইরকম নয়। যর্গো ধনঃ বা ধান্যং বা বিদ্যা পুত্রাঃ সুখানি চ।

গুরুবৃত্তানুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥ ৩৬

‘গুরুজনের (পিতৃ-মাতা-গুরু) নির্দেশ অনুসরণে

স্বর্গ ও ঐশ্বর্য, ধান্য ও বিদ্যা, পুত্র বা সুখ কোনও কিছু দুর্লভ নয়।

দেবগন্ধর্বগোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথাপরান্।

প্রাপুবতি মহাত্মানো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ ॥ ৩৭

‘মাতা-পিতার সেবাপরায়ণ মহাত্মাগণ দেবলোক, গন্ধর্বলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক তদ্রূপ অন্যান্য সুবক্স লোকসকল প্রাপ্ত হন।

স মা পিতা যথা শাস্তি সত্যধর্মপথে হিতঃ।

তথা বর্তিতুমিচ্ছামি স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮

‘সত্য এবং ধর্মপথে অবস্থিত পিতা আমাকে যা আদেশ করেন, আমি তদনুসারেই চলতে চাই ; কারণ, এটাই সনাতন ধর্ম।

মম সন্না মতিঃ সীতে নেতুং ত্বাং দণ্ডকাবনম্।

বসিষ্যামিতি সা ত্বং মামনুষাতুং সুনিশ্চিতা ॥ ৩৯

‘সীতে ! “বনে বাস করব”, এই বলে, তুমি আমাকে অনুসরণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছ ; সেইজন্য তোমাকে দণ্ডকবনে না-নিয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা আমি ত্যাগ করলাম।

সা হি দিষ্টানবদ্যাস্তি বনায় যদিরেক্ষণে।

অনুগচ্ছস্ব মাং ভীকু সহধর্মচরী ভব ॥ ৪০

‘অয়ি সুলোচনে সুন্দরি ! তুমি আমার অনুমতিক্রমে বনে আমায় অনুগমন করো। অয়ি কোমলস্বভাব ! আমার সহধর্মচারিণী হও।

সর্বথা সদৃশং সীতে মম স্বস্যা কুলস্য চ।

ব্যবসায়মনুক্রান্তা কাস্তে ত্বমতিশোভনম্ ॥ ৪১

‘প্রাণবল্লভে সীতে ! তুমি তোমার নিজের বংশের এবং আমার বংশের (তোমার পিতৃকুলের এবং স্বশুরকুলের) অনুরূপ অতি শোভন কাজ সর্বতোভাবে অনুসরণ করতে চলেছ !

আরভস্ব শুভশ্রোশি বনবাসক্ষমাঃ ক্রিয়াঃ।

নেদানীং বদতে সীতে স্বর্গোহপি মম রোচতে ॥ ৪২

‘অয়ি সুন্দরি ! তাহলে বনবাসের যোগ্য দানকি কাজগুলি আরম্ভ করে দাও। সীতে ! এখন তোমাকে স্বর্গবাসেও আমার রুচি নেই।

ব্রাহ্মণেষ্যশ্চ ব্রহ্মানি ভিক্ষুকেষ্যশ্চ ভোজনম্।

দেহি চাশংসমানেভ্যঃ সংস্করস্ব চ মা চিরম্ ॥ ৪৩

‘ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মসমূহ এবং প্রার্থী ভিক্ষুকদিগকে অন্ন দান করো ; অভিলষিত কার্যগুলি দীর্ঘ সমাধা করে,



বিলস্ব কোরো না।

ভূষণানি মহার্হাণি বরবজ্রাণি যানি চ।

রমণীয়াস্ত যে কেচিৎ ক্রীড়ার্থাশ্চাপ্যপঙ্করাঃ ॥ ৪৪

শরীরানি দানানি মম চান্যানি দানি চ।

মেহি স্বভূতাবর্গসা ব্রাহ্মণানামনন্তরম্ ॥ ৪৫

‘তোমরা এবং আমার যেসব মহামূল্যবান বস্তু ও

জলজাব আছে, যেসব মনোরম ক্রীড়াসামগ্রী আছে, অন্য

কোন প্রবাস্যামগ্রী, শয্যাভূষা ও যানবাহন আছে, সেগুলি

সবগুলি ব্রাহ্মণদের দান করে অবশেষ আমাদের

ভূতাবর্গকে দান করে দাও।’

অনুকূলং তু সা ভর্তৃজ্যৈষা গমনমাস্থনঃ।

কিপ্রঃ প্রমুদিতা দেবী দাতৃমেব প্রচক্রমে ॥ ৪৬

নিজের বনগমন পতির মনের অনুকূল হয়েছিলে

জানতে পেরে সীতাদেবী প্রসন্ন চিত্তে শীঘ্র সবকিছু দান

করতে উদাত হলেন।

ততঃ প্রজ্ঞয়া প্রতিপূর্ণমানসা

গলদ্বিনী তর্জুরবেশ্য ভাসিতম্।

দনানি রত্নানি চ দাতৃমজনা

প্রচক্রমে ধর্মকৃতাঃ মনস্বিনী ॥ ৪৭

তখন প্রসন্নচিত্তা গলদ্বিনী সুন্দরী সীতা পতির নির্দেশ

পর্যালোচনা করে আত্মাদিত্য হয়ে ধার্মিকদের ধনবস্ত্র সব দান

কবার উপক্রম করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্প্রীকীয়ে আদিকাবো অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীকি বিরচিত আদিকাবা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩০ ॥

### একত্রিংশ সর্গ (৩১)

শ্রীরাম-সীতার সঙ্গে বনগমনের জন্য শ্রীলক্ষ্মণের অনুমতি প্রার্থনা, শ্রীরামের নিষেধ,

উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং শ্রীরামের অনুমতিদান

এবং প্রজ্ঞা স সংবাদঃ লক্ষ্মণঃ পূর্বমগতঃ।

বাল্লশর্ধ্যাকুলমুখঃ শোকং সোদুমশকুবন্ ॥ ১

রাম-সীতার বনগমনের দুঃসংবাদ শুনে তা সহ্য

করতে অসমর্থ লক্ষ্মণ, চোখের জলে মুখ প্রাবিত হচ্ছে

এমন অবস্থায়, পূর্বেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ন ভ্রাতৃশ্চরণৌ গাঢ়ং নিপীড়্য রঘুনন্দনঃ।

সীতামুবাচাতিশাং রাঘবং চ মহারতম্ ॥ ২

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠভ্রাতার চরণযুগল গাঢ়ভাবে

জড়িয়ে ধরে মহাশশ্বিনী সীতাদেবীকে এবং মহারতধারী

গণকুলভিলক রামচন্দ্রকে বললেন—

যদি পশুং কৃত্য বুদ্ধির্বনং মৃগগজায়ুতম্।

জহং জ্ঞানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ ॥ ৩

‘যেহেতু, সহস্রাদিক গজ-আদি পশুসমাকুল

অরণ্যে যেতে মতি স্থির করে ফেলেছেন, তাই আমি

ধনুর্বাণ ধারণ করে আপনাদের সঙ্গে আগে আগে যাব।

ময়া সমেতোহরণ্যানি রম্যানি বিচরিষ্যামি।

পশ্চিভির্মৃগযুথৈশ্চ সংঘৃষ্টানি সমজ্ঞতঃ ॥ ৪

‘পক্ষীর কুজন ও ভৃঙ্গের গুঞ্জনের মধুর শব্দে

মুখরিত রমণীয় অরণ্যের সর্বত্র আমার সঙ্গে বিচরণ

করবেন।

ন দেবলোকাক্রমণং নামরত্নমহং বৃশে।

ঐশ্বর্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্রয়া বিনা ॥ ৫

‘আপনাকে ছাড়া আমি দেবলোকে যেতে চাই না,

অমরজ্ঞপ্ত প্রার্থনা করি না ; এমনকি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যও

কামনা করি না।’

এবং ব্রূবাণঃ সৌমিত্রির্বনবাসাং নিশ্চিতঃ।

রামেণ বহুভিঃ সাঙ্কৈর্নিবদ্ধঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৬

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বনবাসে ধাওয়াব জন্য সঙ্কল্প

করে এইরকম বললে, রাম তাঁকে নানাভাবে সাধুনা দিয়ে  
নিষেধ করলেও, লক্ষণ আবার বললেন—

অনুজাতস্ত ভবতা পূর্বমেব যদস্ম্যহম্।  
কিমিদানীং পুনরপি ক্রিয়তে মে নিবারণম্॥ ৭

‘দাদা ! আপনার সঙ্গে সঙ্গে সবসময় থাকার যে  
অনুমতি পূর্বেই আপনি আমায় দিয়েছিলেন, এখন আবার  
তার থেকে আমায় নিবারণ করছেন কেন ?

যদর্থাং প্রতিষেধো মে ক্রিয়তে গম্ভমিচ্ছতঃ।  
এতদিত্যমি বিজ্ঞাতং সংশয়ো হি মমানঘা॥ ৮

‘হে নিষ্পাপ ! আপনার সঙ্গে বনে যেতে ইচ্ছুক  
আমাকে যেজন্য বাধা দিচ্ছেন, তার কারণ আমি জানতে  
চাই, কারণ আমার মনে সংশয় হচ্ছে।’

ততোহরবীৰ্যহাতেজা রামো লক্ষণমগ্রতঃ।  
হিতং প্রাণামিনং ধীরং যাচমানং কৃতাজ্জলিম্॥ ৯

তখন, আগে আগে যাওয়ার জন্য প্রার্থনারত,  
কৃতাজ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থিত, ধীর লক্ষণকে মহাতেজস্বী  
রামচন্দ্র বললেন—

নিষ্কো ধর্মরতো ধীরঃ সততং সংশয়ে হিতঃ।  
প্রিয়ঃ প্রাণসমো বশ্যো বিজ্ঞেয়শ্চ সখা চ মে॥ ১০

‘ভাই লক্ষণ ! তুমি আমার প্রতি সতত শ্রদ্ধাবনত,  
অধিকন্তু, ধর্মে স্থিত ও ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন। সত্যেই তোমার  
অবস্থিতি। তুমি আমার প্রাণসম সখা, অনুগত ও সংযমী  
ময়াদ্য সহ সৌমিত্রে জয়ি গচ্ছতি তখনম্।

কো ভজিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাং বা যশস্বিনীম্॥ ১১

‘সুমিত্রানন্দন ! আজ যদি তুমি আমার সঙ্গে বনে  
যাও, তবে যশস্বিনী মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে  
দেখবে ?

অভিবর্ষতি কামৈর্ঘ্যঃ পর্জনাঃ পৃথিবীমিব।

স কামপাশপর্যন্তো মহাতেজা মহীগতিঃ॥ ১২

‘পৃথিবীকে মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, সেইরকম  
যে মহাতেজস্বী রাজা দশরথ প্রজাদের কামনা পূরণ করেন,  
তিনি কৈকেয়ীর প্রেমের ছলনায় কামপাশে আবদ্ধ  
হয়েছেন।

সা হি রাজ্যমিদং প্রাপ্য নৃপসাম্প্রপতেঃ সুতা।

দুঃখিতানাং সপত্নীনাং ন করিষ্যতি শোভনম্॥ ১৩

‘রাজা অশ্বপতির কন্যা (কৈকেয়ী, পুত্রের নামান্নে)  
এই রাজ্য লাভ কবে শোককাতরা সপত্নীদের প্রতি ভালো  
ব্যবহার করবেন না।

ন করিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাং চ সুদুঃখিতাম্।  
ভরতো রাজ্যমাসাদ্য কৈকেয়াং পর্ষবস্থিতঃ॥ ১৪

‘ভরত রাজ্য লাভ করে কৈকেয়ীর অধীনে থেকে  
অতীব দুঃখিতা কৌশল্যা ও সুমিত্রার ভরণপোষণ করবে  
না।

তামার্যাং জয়মেবেহ রাজানুগ্রহণেন বা।  
সৌমিত্রে ভর কৌসল্যামুক্তমর্মমমুঃ চর। ১৫

‘ভাই সুমিত্রানন্দন ! এখানে অবস্থান করে, তুমি  
নিজেই অথবা রাজার অনুগ্রহ নিয়ে আর্য্য কৌশল্যার এবং  
মাতা সুমিত্রারও ভরণ-পোষণ করো ; এই কথা রাখো।

এবং ময়ি চ তে ভক্তির্ভবিষ্যতি সুদর্শিতা।  
ধর্মজগুরুপূজায়াং ধর্মচাপাতুলো মহান্॥ ১৬

‘এইভাবেই আমার প্রতি তোমার ভক্তি ভালোভাবেই  
প্রদর্শিত হবে। হে ধর্মজ ! মাতাই পরমগুরু, সেই  
গুরুপূজায় অতুলনীয় মহান ধর্ম পালিত হবে।

এবং কুরুষ সৌমিত্রে মৎকৃতে রথুনন্দন।  
অস্মাভিবিপ্রহীণায়া মাতুর্নো ন ভবেৎ সুখম্॥ ১৭

‘রঘুকুলতিলক হে সুমিত্রানন্দন ! আমার জনই  
এইরকম করো। কারণ, আমরা সবাই ছেড়ে চলে গেলে,  
আমাদের মা-এর সুখ থাকবে না।’

এবমুক্তস্ত রামেশ লক্ষণঃ শ্রদ্ধয়া গিরা।  
প্রভুবাচ তদা রামং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্॥ ১৮

রামচন্দ্র এইসব কথা বললে, বাক্যের মর্মজ্ঞ (বাক্য  
ব্যবহারে নিপুণ) লক্ষণ তখন মধুর ভাষায় বাগ্মী রামচন্দ্রকে  
বললেন—

তবৈব তেজসা বীর ভরতঃ পূজয়িষ্যতি।  
কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ প্রয়তো নান্তি সংশয়ঃ॥ ১৯

‘বীর ! আপনার তেজঃ-প্রভাবেই ভরত সংকতভাবে  
মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে সেবা করবে, এতে কোনও  
সন্দেহ নেই।

যদি দুঃছো ন রঞ্জেত ভরতো রাজানুগ্রহম্।  
প্রাপ্য দুর্মনসা বীর পর্বেণ চ বিশেষতঃ॥ ২০

অমর্যঃ কুর্জি কুবঃ বহিষ্করি ন সংশয়ঃ।

বৈশ্বকর্মণী কনু সর্বাংস্থৈলোক্যমপি কিং তু সা॥ ২১

কৌশল্য বিদ্বৎকন্যা সহস্রং মহিমাননি।

হস্তা সহস্রং প্রমথং সন্তোষমুপভীষিনাম্॥ ২২

‘হে হি’ ‘কু’ ‘বহ’ ‘করি’ ও ‘ন’ উত্তম বাহ্য লাত কবেও  
হই নুহিত। ‘বৈশ্বক’ ‘কনু’ ‘সর্বাং’ ‘স্থৈলোক্য’ ‘মপি’ ‘কিং’ ‘তু’ ‘সা’  
‘কৌশল্য’ ‘বিদ্বৎ’ ‘কন্যা’ ‘সহস্রং’ ‘মহিমাননি’  
‘হস্তা’ ‘সহস্রং’ ‘প্রমথং’ ‘সন্তোষমুপভীষিনাম্’  
‘হে হি’ ‘কু’ ‘বহ’ ‘করি’ ও ‘ন’ উত্তম বাহ্য লাত কবেও  
হই নুহিত। ‘বৈশ্বক’ ‘কনু’ ‘সর্বাং’ ‘স্থৈলোক্য’ ‘মপি’ ‘কিং’ ‘তু’ ‘সা’  
‘কৌশল্য’ ‘বিদ্বৎ’ ‘কন্যা’ ‘সহস্রং’ ‘মহিমাননি’  
‘হস্তা’ ‘সহস্রং’ ‘প্রমথং’ ‘সন্তোষমুপভীষিনাম্’  
‘হে হি’ ‘কু’ ‘বহ’ ‘করি’ ও ‘ন’ উত্তম বাহ্য লাত কবেও  
হই নুহিত। ‘বৈশ্বক’ ‘কনু’ ‘সর্বাং’ ‘স্থৈলোক্য’ ‘মপি’ ‘কিং’ ‘তু’ ‘সা’  
‘কৌশল্য’ ‘বিদ্বৎ’ ‘কন্যা’ ‘সহস্রং’ ‘মহিমাননি’  
‘হস্তা’ ‘সহস্রং’ ‘প্রমথং’ ‘সন্তোষমুপভীষিনাম্’

তদ্বৎসরশে চৈব মম মাতৃকুর্জিব চ।

পদাঙ্ক্য মহিমানাং চ ভরণায় মনস্বিনী॥ ২৩

‘তই সেই মনস্বিনী জননী কৌশল্যা নিজের ভরণ-  
কোষে। তথা আমার মাতার এবং আমাদের মতো  
বহুজনের ভরণ-পোষণে সমর্থ।

কুরূষামনুচরং বৈবর্মাং নেহ বিদ্যাতে।

কৃতার্থোহহং ভবিষ্যামি তব চার্ঘ্যং প্রকল্পতে॥ ২৪

‘অতএব আদাকে আপনার অনুচর করে নিন ; এতে  
কোনও অধর্ম হবে না। আমিও কৃতার্থ হব এবং আপনারও  
প্রয়োজন সাধিত হবে।

ধনুরাশয় সপ্তং খনিত্রপিটকাধরঃ।

অত্রতয়ে পমিষ্যামি পহানং তব দর্শয়ন্॥ ২৫

‘সপ্তযুক্ত ধনু এবং বুড়ি-কোদাল নিয়ে, আমি  
আপনার পঞ্চ প্রদর্শন করে, আগে আগে চলতে থাকব।

আহরিষ্যামি তে নিতাং মূলানি চ ফলানি চ।

কন্যানি চ তথান্যানি স্বাহার্যাপি তপস্বিনাম্॥ ২৬

‘প্রতিনি আপনার জন্য নানাবিধ বনা ফলমূল তথা  
তপস্বীদের জন্য যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ আহরণ করব।

জ্বাংস্ত্ব সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুধু রংস্য সে।

অহং সর্বং করিষ্যামি জগ্নতঃ স্বপতন্ত তে॥ ২৭

‘আপনি বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে পর্বতের  
সানুদেশে বিহার করে বেড়াবেন আর আমি আপনাদের

জগ্নত বা নিদ্রিতাবস্থায় সব কাজ করব।’

রামকুনেন বাকেন সুপ্ৰীতঃ প্রভাবাচ তম্।

ব্রজাণুজয় সৌমিত্রে সর্বমেব সুহজ্জনম্॥ ২৮

(লক্ষণেব) এই কথায় রাম প্রসন্ন হয়ে তাঁকে  
বললেন, ‘ভাই, সুমিত্রানন্দন ! যাও। সকল বন্ধুজনের  
অনুমতি নিয়ে এসো।

যে চ রাজ্যো দদৌ দিবো মহাত্মা বরুণঃ স্বয়ম্।

জনকস্য মহাযজ্ঞে ধনুধী রৌদ্রদর্শনে॥ ২৯

অজ্ঞেদো কবচে দিবো তৃণী চাক্ষ্যাসায়কৌ।

অসিতাবিমলাভৌ বৌ খলৌ হেমপরিধৃতৌ॥ ৩০

সংকৃত্য নিহিতং সর্বমেতদাচার্যসগ্ননি।

সর্বামাযুধমাদায় কিপ্রমাত্রজ লক্ষণং॥ ৩১

‘মহারাজ জনকের মহাযজ্ঞে মহাত্মা বরুণদেব নিজের  
মহারাজকে যে দুটি দিব্য তরুর ধনুক, অতেনা দুটি দিব্য  
কবচ, অক্ষয় বাণসহ দুটি তৃণীর এবং সূর্যকিরণের মতো  
সমুজ্জ্বল স্বর্ণখচিত দুটি তীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়েছিলেন, (যেগুলি  
আমাদের বিবাহবাসবে শ্বশুরমহাশয় যৌতুকরূপে আমাকে  
দিয়েছিলেন),—সেসবগুলিই অর্চনা করে আমি আচার্যদেব  
বশিষ্ঠের গৃহে রক্ষিত রেখেছি ; লক্ষণ ! তুমি সেই  
অস্ত্রগুলি নিয়ে শীঘ্র চলে এসো।’

স সুহজ্জনমামমদ্য বনবাসায় নিশ্চিতঃ।

ইক্ষাকুশুমারগম্য জগ্নাহাযুধমুত্তমম্॥ ৩২

শ্রীরামের আদেশানুসারে লক্ষণ বন্ধুজনদের  
অনুমতিক্রমে বনবাসের জন্য নিশ্চিত হয়ে ইক্ষাকুকুলের  
গুরু বশিষ্ঠদেবের কাছে এসে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুলি নিয়ে  
নিলেন।

তদ্ দিবাং রাজশার্দূলঃ সংকৃতং মালাভূষিতম্।

রামায় দর্শয়ামাস সৌমিত্রিঃ সর্বমাযুধম্॥ ৩৩

ক্ষত্রিয় শিরোমণি সুমিত্রানন্দন লক্ষণ সংকারপূর্বক  
রক্ষিত মালাভূষিত সেই দিব্য অস্ত্রগুলি রামচন্দ্রকে এনে  
দেবালেন।

তম্বাচাশ্ববান্ রামঃ প্রীত্যা লক্ষণমাগতম্।

কালে দ্বমাগতঃ সৌমা কাক্ষিকতে মম লক্ষণং॥ ৩৪

মনস্বী রামচন্দ্র সমাগত লক্ষণকে সন্নেহে বললেন  
— ‘সৌমা লক্ষণ ! আমার আকাঙ্ক্ষিত সময়েই তুমি



এসে গেছ।

অহং প্রদাতুমিচ্ছামি যদিং মামকং ধনম্।

ব্রাহ্মণেশ্যভ্যশ্চবিভ্যস্তস্মৈ সহ পরত্পন ॥ ৩৫

‘শত্রুজয়ী বীর লক্ষ্মণ ! তোমার সঙ্গেই আমি  
একসঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং তপস্বীদের আমাব এই ধন দান  
করতে চাই।

বসন্তীহ দৃঢ়ং ভক্ত্যা গুরুষু বিজ্ঞসত্তমাঃ।

ভেষামপি চ মে ভূয়ঃ সর্বেষাং চোপজীবিনাম্। ৩৬

‘গুরুজনদের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও

এখানে আছেন ; তাঁদের সকলকে এবং অন্যান্য আশ্রিত-  
জনদেরও আমার ধন দান করতে চাই।

বশিষ্ঠপুত্রং হু সুযজ্ঞমার্যঃ

ভ্রমানশাস্ত প্রবরং বিজ্ঞানাম্।

অপি প্রয়াসামি বনং সমস্তা

নভাচা শিষ্টামপয়ান্ বিজাতীন ॥ ৩৭

‘বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠপুত্র আর্য সুযজ্ঞকে তুমি শীঘ্র নিয়ে  
এসো সকল শিষ্টজন এবং অন্যান্য বিজ্ঞশ্রেষ্ঠদের অর্চনা  
করে আমি বনবাসে প্রস্থান করব।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

### দ্বাত্রিংশ সর্গ (৩২)

সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সপত্নীক বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী- সেবকগণকে  
এবং ত্রিজট-নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ও সুহৃদ্বর্গকে অলঙ্কার-গাভী-ধনরত্নদান

ভতঃ শাসনমাজ্জায় ভ্রাতুঃ প্রিয়করং হিতম্।

গত্বা স প্রবিবেশান্ত সুযজ্ঞস্য নিবেশনম্ ॥ ১

তখন, দাদার প্রীতিকর এবং মঙ্গলজনক নির্দেশ  
পেয়ে লক্ষ্মণ শীঘ্র গিয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের গৃহে  
প্রবেশ করলেন।

তং বিপ্রমগ্নাগারহঃ বন্ধিত্বা লক্ষ্মণোহব্রবীৎ।

সখ্যেহভ্যাগচ্ছ পশ্য স্বং বেষ্ম দুষ্করকারিণঃ ॥ ২

যজ্ঞগৃহে অবস্থিত সেই ব্রাহ্মণকে বন্দনা করে লক্ষ্মণ  
বললেন—‘বন্ধু ! দুষ্কর কর্মকারী আমার দাদার গৃহে  
শুভাগমন করুন এবং দেখুন।’

ভতঃ সঙ্কামুশাহায় গত্বা সৌমিত্রিণা সহ।

ঋদ্ধং স প্রাবিশন্নম্ভ্যা রম্যং রামনিবেশনম্ ॥ ৩

তখন সঙ্কোপাসনা সাক্ষ করে সুযজ্ঞ সৌমিত্রির সঙ্গে  
গিয়ে ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ রমণীয় রামভবনে প্রবেশ করলেন।

তমাগতঃ বেদবিদং প্রাঞ্জলিঃ সীতয়া সহ।

সুযজ্ঞমভিচক্রাম রাঘবোহগ্নিমিবার্চিতম্ ॥ ৪

যজ্ঞে অর্চিত অগ্নির মতো বেদজ্ঞ সুযজ্ঞকে আস্ত  
দেখে রামচন্দ্র সীতাসহ একসঙ্গে তাঁকে কৃতান্তলিপুটে  
অভ্যর্থনা জানানলেন।

জাতক্ৰমময়ৈর্মুখৈরঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈঃ তটৈঃ।

সহেমসূত্রৈর্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরিণি ॥ ৫

অনৈশ্চ রত্নৈর্বহভিঃ কাকুৎস্থঃ প্রতাপজয়ৎ।

অতঃপর ককুৎস্থ রাম স্বর্ণনির্মিত শ্রেষ্ঠ বাহুবল,  
সুন্দর কর্ণভূষণ, স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মণিমালা, কেয়ূর, বল  
এমনকি বহুরত্ন দিয়ে তাঁকে অর্চনা করলেন।

সুযজ্ঞং স তদোবাচ রামঃ সীতাপ্রচোদিতা ॥ ৬

হরং চ হেমসূত্রং চ ভার্য্যায়ৈ সৌম্য হারয়।

রশনাং চাথ সা সীতা দাতুমিচ্ছতি তে সখী ॥ ৭

অঙ্গদানি চ চিত্রাণি কেয়ূরাণি শুভানি চ।

প্রয়াচ্ছতি সখী তুভ্যং ভার্য্যায়ৈ গচ্ছতী বনম্ ॥ ৮

সীতা কর্তৃক প্রণোদিত রামচন্দ্র সুযজ্ঞকে বললেন  
—সৌম্য ! আপনার স্ত্রীর সখী সীতা বনবাসে যাচ্ছেন, তুমি

পুত্রি ইব কৃত্যবঃ (স্বর্গদূত) সেনার কাজী আপনাকে দান  
করে দান ; সেদিক আপনাব দ্বিভ জনা পতিতে নি।  
কিন্তু আপনাকে এবং আপনাব দ্বিভে সুবর্তিত অনন্ত (বাহুর  
চন্দ্রের বিশেষ) এবং মঙ্গলপ্রদ কেন্দ্র দান করতে চান।

পূর্বকৃত্যবঃ নানারত্নবিভূষিতম্।  
কেন্দ্রিষ্টি বৈদেহী প্রতিষ্ঠাপয়িতুং ইতি॥ ৯

‘বৈদেহী’ নাম বহুবর্তিত শ্রেষ্ঠ আভরণ (চন্দ্র)-  
বর্তিত পদত্ব ও আপনাব গুণে স্থাপন করতে চাইছেন।

নামঃ শত্রুজয়ো নাম নাভুলোহরং নদৌ মম।

তঃ তে নিতনহস্তে দানমি দ্বিজপুত্রবঃ॥ ১০

‘শত্রুজয়’ নামক যে হস্তিটি অন্যর নাভুল অমায়  
কিছুইলেন, তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সতস্র স্বর্গদূত দানলজ্জিগাহ  
সেই হস্তিটি আপনাকে আমি প্রদান করব।’

ইয়ুক্তঃ স তু ব্রাহ্মণে সুবজ্রঃ প্রতিগৃহ্য তৎ।

রত্নলক্ষ্যসীতানাং প্রযুজ্যোজাশিবঃ শিবাঃ॥ ১১

রত্ন এইরকমভাবে বললে, সুবজ্র সেই দান  
পুত্রিগন করে রত্ন, লক্ষ্য ও সীতাকে মঙ্গলকিস দান  
করলেন।

তৎ বাহুরনবগ্রং প্রিয়ং দ্বানঃ প্রিয়ংকম্।

সৌমিত্রঃ তমুবাচেনং ব্রহ্মেব দ্বিশেষ্বরম্॥ ১২

অনন্তর, ব্রহ্মা যেমন দেববজ্র উদ্ভূত বলেছিলেন,  
তেনিতাবে ব্রহ্মচর প্রিভবী, অচঞ্চল প্রিয় ব্রহ্ম  
সৌমিত্রকে বললেন—

লক্ষ্যঃ কৌশিকঃ চৈব তাবুভৌ ব্রাহ্মণোত্তমৌ।

তর্জয় সৌমিত্রে রত্নৈঃ সত্যনিবাহুভিঃ॥ ১৩

তর্জয় মহাবাহো গোসহস্রেশ্ব ব্রাহ্মণ।

স্বর্গকর্তৃশ্চৈব মণিভিচ্চ মহাধনৈঃ॥ ১৪

‘সুমনস্কন ! অসম্ভব এবং কৌশিক এই উভয়  
ব্রহ্মশ্রেষ্ঠকে অতুলন করে রত্নলেন তাঁদের অর্চনা  
কর : মহাবীর রত্নকন ! জলের দ্বারা শস্য যেমন  
উঃ তঃ সেইরকমভাবে গো-সহস্র, স্বর্গ-ব্রৌপা এবং  
মণিভিচ্চৈব মহাবাহুনে তাঁদের দুজনের ইপ্তিবিলন  
কর।’

কৌশিকঃ চ ব অশীতিভক্তঃ পূর্বপতিষ্ঠতি।

কৌশিকীকালমভিহৃৎকম্ বৈদেহিঃ॥ ১৫

সঃ কনঃ চ মণিচ্চ সৌমিত্রে সম্ভ্রনপয়।

কৌশিকি চ কুশি কবঃ কুশাতি স দ্বিজঃ॥ ১৬

‘সুমনস্কন ! রত্নকন ! কৌশিকীকালমভিহৃৎকম্ অর্চন

বেদর যে উক্ত অশীতিভক্তনে জননী কৌশিকাকে সম্ভট  
করেন। তাঁকে রত্ন, দাসী এবং কৌশিক বস্ত্র দান করে  
সম্ভট করো।

সুতচ্চিত্ররথচার্যঃ সচিবঃ সুচিরোদিতঃ।

ভোবরেনং মহার্ষৈশ্চ রত্নৈর্বৈশ্বৈর্বৈনৈতথা॥ ১৭

পশুকাভিচ্চ সর্বাভির্গবাং দশশতেন চ।

আর্যসূত্র চিত্ররথ দীর্ঘকালব্যাপী আমাদের সচিব ও  
মাননীয় সচিব। তাঁকে মহামূল্য রত্ন, বস্ত্র ও ধন এবং  
সবরকম পশু ও একহাজার গর্ক দান করে সম্ভট করো।

যে চেম কট্কালাপা বহুবো দশমাপবাঃ॥ ১৮

নিভাধাধারশীলদ্বাভানাং কুবন্তি কিঞ্চন।

জলসাঃ স্বানুকামাশ্চ মহতঃ চাপি সম্ভতাঃ॥ ১৯

তেনামশীতিধানানি রত্নপূর্ণানি দাপয়।

শালিবাহসহস্রং চ যে শতে ভদ্রকাংস্তথা॥ ২০

বাজ্ঞনার্থং চ সৌমিত্রে গোসহস্রমুপাকুরু।

‘ব্রাতঃ সৌমিত্রি ! বেদের কঠ শাখায় বিদগ্ন দণ্ডী  
ব্রহ্মচরীগন নিভা বেনাধ্যয়নরত থাকায় অন্যকর্মে অক্ষম,  
কিন্তু সুদ্বাদু ভোজনাভিলাষী। মহাভাগ্য গন্ধ তাদেব সম্মান  
করেন ; তাঁদের জন্য রত্নপূর্ণ আশিটি বাহন এবং  
শালিধানাবহনকারী দুইশত বৃষ দিয়ে দাও, দধি-ঘৃতাতি  
বাধন ত্রৈবিব জন্য একহাজার গাভীও দিয়ে দাও।

মেখলীনাং মহাসম্বঃ কৌসল্যাং সমুপহিতঃ।

ভোয়াঃ সহস্রং সৌমিত্রে প্রত্যেকং সম্ভ্রদাপয়॥ ২১

‘ব্রাতঃ সৌমিত্রি ! মেখলাধারী ব্রহ্মচারীদের একটা  
বড় লন মাতা কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের  
প্রত্যেককে এক সতস্র করে স্বর্গদূত দান করো।

অহা বধা নো নন্দেচ্চ কৌসল্যা যম দক্ষিণাম্।

তথা দ্বিজাভীংস্তান্ সর্বাষ্টম্পার্চয় সর্বশঃ॥ ২২

‘লক্ষ্য ! আমাদের মাতা কৌশল্যা যাতে আনন্দিত  
হন। সেইজন্য দ্বিজগণকে সর্বপ্রকার দক্ষিণাদানে অর্চনা  
করো।’

ততঃ পুরুষশার্দূলদ্ব ধনং লক্ষ্যঃ স্বয়ম্।

বহোভ্যং ব্রাহ্মণেভ্যামদদাদ্ ধনদো যথা॥ ২৩

তখন পুরুষসিংহ লক্ষ্য কুবেরের মতো নিজেই  
ঈশানের নির্দেশানুরূপ ধন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ  
করলেন।

অথারবীন্ বাম্পদল্যাং দ্বিষ্টভ্যোপকীর্ণিনঃ।

স প্রদায় বহুব্রহ্মণৈকৈকসোপকীর্ণিনঃ॥ ২৪

লক্ষণস্য চ যদ্ বেষ্য গৃহং চ যদিদং মম।

অশূন্যঃ কার্যমেকৈকং যাবদাগমনং মম॥ ২৫

অতঃপর রামচন্দ্র, বাস্পবিগলিত কণ্ঠে অর্থাভূত প্রত্যেক ভৃত্যকে বহু দ্রব্য প্রদান করে, সেই ভৃত্যদের বললেন—‘লক্ষণের যে গৃহ, আমার এই যে গৃহ, আমার বনবাসের সময় শেষে ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা অশূন্য রাখবে অর্থাৎ এই স্থান ছেড়ে অন্যত্র যাবে না।’

ইত্যুক্ত্য মুঃখিতং সর্বং জনং তমুপজীবিনম্।

উবাচেমং ধনাধ্যক্ষঃ ধনমানীয়াতাং মম॥ ২৬

শোকাকর্ষিত সেই সকল সেবককে এই কথা বলে, রাম ধনাধ্যক্ষকে বললেন—‘আমার সব ধন নিয়ে আসা হোক।’ ততোহস্যা ধনমাজহুঃ সর্ব এবোপজীবিনঃ।

স রাশিঃ সুমহ্যংস্তত্র দর্শনীয়ো হৃদ্যশ্যত॥ ২৭

তখন শ্রীরামের সেবকেরা সকলে ধন নিয়ে এসে জড়ো করল। দর্শনীয় ছিল সেই মহান ধনরাশি।

ততঃ স পুরুষব্যগ্রোদ্ধং ধনং সহলক্ষণম্।

বিজেভ্যো বালবৃক্ষেভ্যঃ কৃপণেভ্যো হ্যদাপবৎ॥ ২৮

তখন লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষসিংহ রাম ব্রাহ্মণদের, বালকদের, বৃদ্ধদের এবং শরণাগত দিনজনদের সেই ধন দান করলেন।

তত্রাসীৎ পিজলো গার্গ্যত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।

কতবৃতির্বনে নিতাং ফালকুন্দাললাঙ্গলী॥ ২৯

অযোধ্যায় ত্রিজট নামে গর্গবংশীয় এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর দেহের বর্ণ ছিল পিজল ; তিনি বনে মৃত্তিকা খনন করে (আহার সংগ্রহের জন্য সর্বদা) কুড়ুল, কোদাল ও লাঙল নিয়ে থাকতেন।

তং বৃদ্ধং তরুণী ভার্যা বালানাদায় দারকান্।

অত্রবীদ্ ব্রাহ্মণঃ বাক্যং স্ত্রীশাং ভর্তা হি দেবতা॥ ৩০

অপাস্য ফালং কুন্দালং কুরুষ বচনং মম।

রামঃ দর্শয় ধর্মজ্ঞঃ যদি কিঞ্চিদবাক্যাসি॥ ৩১

সেই ব্রাহ্মণের তরুণ পত্নী শিশুপুত্রদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ স্বামীকে বললেন—‘পতিই স্ত্রীর (একমাত্র) দেবতা ; আমার অনুরোধ শুনুন, কুড়ুল-কোদাল ফেলে দিয়ে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা করুন ; যদি কিছু প্রাপ্তি হয়।’

স ভার্যয়া বচঃ শ্রদ্ধা শাটীমাচ্ছদা দুঃখদাম্।

স প্রাতিষ্ঠিত পছানং যত্র রাননিবেশনম্॥ ৩২

সেই ব্রাহ্মণ স্ত্রীর কথা শুনে সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা পড়ে

না, এমন একটি ছিন্ন পুত্রি গায়ে জা হয়ে, ঘোড়াকে প্রাণসম মহল, সেই পথে প্রস্থান করলেন।

ভৃগুজিরঃসমঃ দীপ্ত্যা ত্রিজটঃ জনসংসদি।

আপক্ষমায়াঃ কক্ষায়া নৈতং কশ্চিদনারয়ৎ॥ ৩৩

জনসভায় শাবীবিধ ও মানসিক দীপ্তিতে ভৃগু ও অগ্নিবার সহান ত্রিজটকে (মহলের) পাঁচটি কক্ষপথ পর্যন্ত কেউ যাচা দিল না।

স রামমাসাদ্য তদা ত্রিজটো বাক্যমব্রবীৎ।

নির্বনো বহুপুত্রোহশ্মি রাজপুত্র মহাবল॥ ৩৪

কতবৃতির্বনে নিতাং প্রত্যাবেক্ষ্য মাযিত্তি।

তবন ত্রিজট রামের কাছে এসে এই কথা বললেন—‘মহাবলবান রাজপুত্র ! আমার অনেক সন্তান (কিছু

ধনহীন, তাই) ; বনে খননকার্য (কন্দমূলাদি আহরণ) দ্বারা তাদের পালন করি ! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ককন।’

তমুবাচ ততো রামঃ পরিহাসমমিতম্। ৩৫

গবাং সহস্রমপোকং ন চ বিশ্রাণিতং যম্ম।

পরিষ্কিপসি দণ্ডেন যাবত্তাবদবাক্যাসে॥ ৩৬

তখন রামচন্দ্র পরিহাস করে তাঁকে বললেন—‘ক সহস্র গরুর মধ্যে আমি এখনও একহাজার গরু দান করতে পারিনি ; (আপনি আপনার) লাঠিটা বন্ধ হুড়তে পারবেন, তাঁর অন্তর্গত সমস্ত গরু আপনি পাবেন।’

স শাটীঃ পরিতঃ কট্যাং সম্ভ্রান্তঃ পরিনেষ্ট্য তাম্।

আবিধা দণ্ডং চিক্ষেপ সর্বপ্রাণেন বেগতঃ॥ ৩৭

সেই কথা শুনে ব্রাহ্মণ ত্রিজট সেই পবিধান বস্ত্রী তাদ্রাজ্যি কোমরে জড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে লাঠিটা ঘুরি জোরে ছুড়ে দিলেন।

স ভীর্জা সরযুপারং দণ্ডস্তস্য করাচ্ছতঃ।

গোত্রজ্ঞে বহুসাহস্রে পপাতোক্ষণসদ্রিঘৌ ৩৮

ব্রাহ্মণের হস্তচ্যুত সেই দণ্ডটি সরযুদীর তীর পর হয়ে বহুসহস্র গোপূর্ণ গোষ্ঠে একটি বৃষের নিকট পতিত হল।

তং পরিব্রজ্য ধর্মাস্তা আ তস্ম্যং সরযুতটং।

আনয়ামাস তা গাবস্ত্রিজটস্যাশ্রমঃ প্রতি॥ ৩৯

ধর্মাস্তা বাম তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, সেই সর্বত্র থেকে গাবীগুলিকে আনিয়ে ত্রিজটের আশ্রমে পঠিয়ে দিলেন।

উবাচ চ তদা রামঃ পার্শ্বমজিহবান্।



মুনীঃ খলু কর্তব্যঃ পরিহাসো হ্যয়ং মম ॥ ৪০  
তখন রামচন্দ্র গর্গ-বংশীয় সেই ব্রাহ্মণকে সাহুনা  
করে বললেন, 'এটা আমার পরিহাসমাত্র, অতএব রাস  
করেন না।  
নঃ হি তেজস্বব যদ্ দুরতায়ঃ  
তদেব জিজ্ঞাসিতুমিচ্ছতা ময়া।  
তবানর্থমভিপ্রচোদিতো  
বৃদীঃ কিঞ্চিদপরং ব্যবসাসি ॥ ৪১  
'আপনার এই যে দুর্লভতা তেজ, তা জানতে ইচ্ছা  
করে আমি আপনাকে এই লণ্ডু নিষ্কেপকার্যে প্রেরিত  
করেছি। আপনি যদি আবণ্ড কিছু পেতে ইচ্ছা করে থাকেন,  
করে নি।  
সীমি সত্যেন ন তে স্ম যত্নপাঃ  
ধনং হি যদাশ্রম বিপ্রকারণাৎ।  
মমু সমাক্ প্রতিপাদনেন  
ময়র্জিতং চৈব যশস্করং ভবেৎ ॥ ৪২  
'সত্য করে বলছি, আমার যা কিছু সম্পদ সবই  
জ্ঞানদের জন্য; অতএব ধন-প্রার্থনায় আপনার মানসিক  
ক্লার বা সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। আমার অর্জিত  
সম্পদই আপনাদের দান করতে পারলে, আমার  
হৃদয় বৃদ্ধি হবে।'

ততঃ সভাগঞ্জিজটো মহামুনি-  
র্গবামনীকঃ প্রতিপৃষ্ঠা মোদিতঃ।  
যশোবলপ্রীতিসুখোপবৃংহিতী-  
জদাশিবঃ প্রভাবদয়াহাক্ষনঃ ॥ ৪৩  
তখন সঙ্গীক মহামুনি ত্রিজট প্রভূত গরু প্রতিগ্রহণ  
করে, আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে মহাত্মা শ্রীরামের যশ-শক্তি-  
আনন্দ-সুখবৃদ্ধির আশীর্বাদ দান করলেন।  
স চাপি রামঃ প্রতিপূর্ণপৌরুষো  
মহাধনঃ ধর্মবলৈরুপার্জিতম্।  
নিয়োজয়ামাস সুহৃদজনে চিরাদ্  
যথার্থসম্মানবচঃ প্রচোদিতঃ ॥ ৪৪  
প্রবল বীর্যবতায় পরিপূর্ণ রামও ধর্মবলে উপার্জিত  
প্রভূত ধনরাশি সুহৃদবর্গের মধ্যে বিনিয়োগ দিয়ে শীঘ্রই  
যথাযোগ্য সম্মানজনক বাক্যে তাঁদের আপ্যায়িত করলেন।  
বিজ্ঞঃ সুহৃদ্ ভূতাজ্ঞনোহথবা তদা  
দরিদ্রভিক্ষাচরণশ্চ যো ভবেৎ।  
ন তত্র কচ্ছির বভূব তর্পিতো  
যথার্থসম্মাননদানসম্ভ্রমৈঃ ॥ ৪৫  
সেই সময় সেখানে এমন কোনও ব্রাহ্মণ, বন্ধু, ভৃত্য  
অথবা দরিদ্র ভিক্ষুক ছিলেন না, যিনি যথাযথ সম্মান-  
সম্ভ্রমসহ দানে তৃপ্ত হননি।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়ত্রিংশ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

### ত্রয়ত্রিংশ সর্গ (৩৩)

দুঃখিত পুরবাসীদের বাক্যালাপ শুনতে শুনতে পিতার দর্শন কামনায়

সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরামের কৈকেয়ী-ভবনে গমন

নঃ ই সহ বৈদেহ্যা ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু।  
সমুঃ পিতরং মমুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ১  
বৈদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে মিলিতভাবে  
বহুধন দান করে, বনগমনে উদ্যত  
সহ-ব্রাহ্মণ সীতার সঙ্গে একত্র হয়ে পিতাকে দর্শনের

জন্য গেলেন।  
ততো গৃহীতে প্রেষাভ্যামশোভেতাঃ তদায়ুধে।  
মালাদামভিরাসক্তে সীতয়া সমলংকৃতে ॥ ২  
সেই সময় সীতা কর্তৃক সূত্রগণ্ডিত পুষ্পমালাদ্বারা  
সুসজ্জিত ধনুকদ্বয় দুটি হাতের হাতে শোভা পাচ্ছিল।

ততঃ প্রসঙ্গমর্শি বিনানশিবরশি চ।

অভিহুয়া জনঃ শ্রীমানুসীমো ব্যাকোহরঃ। ৩

তখন ঐশ্বর্যশ্রী জনগণ দেবদেবের, মনোবর  
কিছুতে এবং সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ অবহেলা করে উলসভাবে  
কাম-সিঁহ-লক্ষ্যের বন্যমনুষ্য সেখানে লাগল।

ন চি রথ্যাঃ সুশক্রে গন্তুঃ বহুজনাঙ্কলাঃ।

অনুহা তস্যাঃ প্রাসাদাং দীনাঃ পশসি রাঘবম্॥ ৪

বহুজনের ভিত্তি বহুপথের দিগন্ত ছিল না, তাই  
কোন্ট জনগণ প্রসাদে অবহেলা করে সেখানে থেকে  
বহুজন রথকে সেখানে লাগল।

পশসিঃ সানুভঃ নৃপী সীতাঃ চ জনাতলা।

উচুর্ভক্তনা বাচঃ শোকোপহতচেতনঃ॥ ৫

সেইদিন শ্রীরামকে ছেঁতচিঁত লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতার  
সহ পন্থেতে যেতে দেখে জনসাধারণ শোকাকুল হয়ে  
বলতে লাগল -

নঃ বাহুবনুযাতি স্ম চতুরঙ্গবলঃ মহৎ।

তনেকঃ সীতায়া সার্বমনুযাতি স্ম লক্ষ্মণঃ॥ ৬

‘পথে যাওয়ার সময় যাকে চতু-অশ্ব-রথ পন্থা-  
সহ বিশাল চতুরঙ্গবাহিনী অনুসরণ করত, হায় ! আজ  
একটু তাঁকে অনুসরণ করছেন সীতাবত লক্ষ্মণ !

ঐশ্বর্যস্য বনজঃ সন্ কামানাং চাকরো মহান্।

নেচ্ছ্যেবানুভঃ কতুঃ বচনঃ ধর্মগৌরবাৎ॥ ৭

‘ঐশ্বর্যভোগের আনন্দ অনুভব করে জনগণকে  
কাম্য-বস্ত্র-দানের মহান ভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীরাম ধর্মের  
গৌরব রক্ষার্থে পিতার বচন মিথ্যা হতে দিতে চাইলেন না।

নাম শক্যা পুরা হুঃ হুতরাকানগৈরপি।

তামসী সীতাঃ পশসি রাজমার্গগতা জনাঃ॥ ৮

‘পূর্বে গগনচারী প্রাণীরাও যাকে দেবদেব সমর্পণ করত  
না, হায় ! আজ সেই সীতাকে পদচলতি মানুষেরাও  
দেখছে।

অঙ্গরাগোচিভাঃ সীতাঃ রক্তচন্দসেনিনীম্।

বর্ষনুসং চ সীতাঃ চ নেযাত্যাত্ত বিবর্ণতাম্॥ ৯

‘অঙ্গরাগ অনুলোপনের যোগ্য, রক্তচন্দন  
অনুলোপনকারিণী সীতার সরদেহের কাপ্তি গ্রীষ্ম, বর্ষা ও  
শীতের আবহাওয়ায় শীর্ণ বিবর্ণ হয়ে যাবে।

অদ্য নুনঃ দশরথঃ সত্তমানিশ্য তামতে।

নহি রাজা প্রিয়ঃ পুত্রঃ নিবাসগ্রহমহতি॥ ১০

‘আজ নিশ্চয়ই রাজা দশরথ প্রত্যাশিত হয়ে কথা  
বলছেন, তা না হলে রাজা প্রিয় পুত্রকে নির্বাসিত করতে

পারেন কি ?

নির্ভয়সাপি পুত্রনা কথঃ সন্ বিনিসমম  
তিঃ পুত্রব্যা লোকোহরঃ ভিত্তো বৃকেন কোকঃ ১১

‘ভুক্তি পুত্রকেও নির্বাসিত করা হবে কি ? হায় !  
সং চিহ্নবলে এই দাবী জাঃ বিজিত হতে, হায় !  
কথা কী !

আনুশংসামনুজোশঃ ক্রুতঃ শীলাঃ নমঃ স্মঃ

রাঘবঃ শোভরম্বোতে বহুতপাঃ পুত্রবর্তনঃ ১২

‘অহিংস, সত্য, বিন্যাস, মহত্ব, ইতিহাস  
এবং প্রস্তুতি - এই ছয়টি গুণ পুত্রবর্তন বহুতপ  
সুন্দর করেছে।

তস্যাঃ তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমর্শিতাঃ

ঔদকানীব সদ্ধানি গ্রীষ্মে সলিলসংকরাঃ ১৩

‘তই, গ্রীষ্মকালে জলাশয়ের জল শুকিয়ে গেল  
জলচর প্রাণীরা যেমন, সেইরকম শ্রীমন্দের পুত্র হায় !  
হানলে, প্রজার সকলে অত্যন্ত কষ্ট পাবে।

সীতা সীতিতঃ সর্বঃ জগদন্য জগৎপতেঃ

মূলস্যোবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পকলোক্ষঃ ১৪

‘মূলদেশে আঘাত করলে, পুষ্প-কলসও শুক  
যেমন, সেইরকমভাবে এই জগৎপতিব সীতার সহিত জগৎ  
পীড়িত হবে।

মূলঃ হোব মনুযাণাঃ ধর্মসারো মহানুভিঃ।

পুষ্পং কলং চ পত্রং চ শাখাশ্যাস্যতরে জনাঃ ১৫

‘মহাতেজ শ্রীরামচন্দ্রই মনুয্যরূপ বৃক্ষের সর্বত্র  
ধর্মরূপ মূল আর জনসাধারণই এই ধর্মবৃক্ষের পুষ্প, কল,  
পত্র এবং শাখাপ্রশাখা।

তে লক্ষ্মণ ইব কিপ্রঃ সগত্যাঃ সহযাত্রীয়া

গচ্ছন্তনুগচ্ছামো বেন গচ্ছতি রাঘবঃ ১৬

‘রঘুনন্দন রাম যেপথে যাচ্ছেন, লক্ষ্মণের হস্তে  
আমরাও পত্নী ও বন্ধুগণসহ তাঁকে সেই পথে ক্র  
অনুসরণ করব।

উদ্যানানি পরিত্যজ্য ক্ষেত্রানি চ বৃহদি চ।

একদুঃখসুখা রামনুগচ্ছাম বারিকম্ ১৭

‘কল-কুলের বগান, সেতবানব এমনকি গ  
পরিভ্রাণ করে, শ্রীবানের সুখে দুঃখে সমস্তকি ছ  
আমরা ধারিক রামকে অনুসরণ করব।

সমুদ্রভ্রমণানানি পরিত্যজ্যজিহ্বাশি চ

উপাভ্রমণানানি কতসারাদি সর্বম্ ১৮

রজসাত্যবকীর্ণানি পরিত্যজ্যানি সৈন্যম্ ১৯

পরিধাবন্তিরুচ্ছিন্নৈরাবৃত্তানি  
পশ্যেদেবকমুমানি হীনসম্মার্জনানি  
পূর্ববলিকর্মজামগ্নহোমজপানি  
কুশলেনেব তপ্তানি জিহ্বাজননস্থি  
কুম্ভাকানি কৈকেয়ী বেষ্মানি প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ২১

‘আমাদের পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহগুলির বিনষ্ট উঠান,  
দগ্ধত জমানো-মনধানো, দেবপরিত্যক্ত হওয়ায় গুলিতে  
চরমিত চতুর্দিকে গর্তে ইঁদুরেব দৌড়াদৌড়নশত (বদান,  
নহওয়ায়) জল ও ধূমহীন গৃহকোণ, সম্মার্জিত না হওয়ায়  
চরিত্রার এবং বলিকর্ম-হোম-মন্ত্র জপ নষ্ট হওয়ায়  
জ্বলন্ত কর্তৃক ভগ্ন গৃহসকল এবং পাত্রাদি কৈকেয়ী গ্রহণ  
করে ভোগ করুন।

কসং নগরমেবাশ্র যেন গচ্ছতি রাঘবঃ  
কস্মাচ্চিৎ পরিত্যক্তং পুরং সম্পদ্যতাং বনম্ ॥ ২২

‘রঘুনন্দন রাম যেখানে যাচ্ছেন সেই বন হবে  
নগর, আর আমাদের পরিত্যক্ত নগর পরিণত হবে  
বনগে

কিস্মিৎ বংশীণঃ সর্বৈ সানুনি মৃগপক্ষিণঃ।  
জলকম্পদ্যস্তীতা গজাঃ সিংহা বনানাপি ॥ ২৩

‘আমাদের ভয়ে ভীত হয়ে সর্পেরা গর্ত, পশু-  
পক্ষীর পর্বতের সানুদেশ এবং হাতি ও সিংহেরা  
অবগাহুনি ত্যাগ করে চলে যাবে।

কস্মাচ্চিৎ প্রপদ্যন্ত সেব্যমানং ত্যজন্ত চ।  
তুণ্যংসফলাদানাং দেশং ব্যালমৃগপক্ষিণম্ ॥ ২৪

প্রপদ্যতাং হি কৈকেয়ী সপুত্রা সহ বান্ধবৈঃ।  
রাঘবেণ বয়ং সর্বৈ বনে বৎস্যাম নির্বৃতাঃ ॥ ২৫

‘সেই সর্পাদি-পশুরা আমাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট  
বনাঞ্চল পরিত্যাগ করে, আমাদের পরিত্যক্ত দেশে চলে  
যাবে; আর তুণ-মাংস-ফলভোজী মৃগ-সর্পাদি-পরিবৃত্ত  
সেই সপুত্রা কৈকেয়ী বান্ধবদের নিয়ে একসঙ্গে ভোগ  
করুন; এবং আমরা (অযোধ্যাবাসীরা) সকলে সুখে  
রঘুনন্দন রামের সঙ্গে বনে বাস করব।’

কস্মিন্ বিবিধা বাচো নানাজনসমীরিতাঃ।  
কসং রাঘবঃ শ্রদ্ধা ন বিচক্রেহস্যা মানসম্ ॥ ২৬

রঘুনন্দন রাম নানাজনের কণিত এইরকম নানা কণা  
শুনালেন, তাঁর মনে কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

স তু বেষ্মা পুনর্মাতুঃ কৈলাসশিখরপ্রভম্।  
অভিচ্ছিন্নাম ধর্মাত্মা মন্ত্রমাতঙ্গনিক্রমঃ ॥ ২৭

মন্ত্রহস্তীক মন্ত্রো নিক্রমশালী ধর্মাত্মা রাম কিন্তু মাতা  
কৈকেয়ীর কৈলাসশিখর সদৃশ উজ্জ্বল গৃহের দিকে যেতে  
লাগলেন।

বিনীতপীরপুরুষঃ প্রবিশ্য তু নৃপালয়ম্।  
দদর্শাবহিতঃ দীনঃ সুমদ্রমনিদূরতঃ ॥ ২৮

বিনয়শীল পীরপুরুষ সমন্বিত রাজভবনে প্রবেশ করে  
রাম অদূরে বিনীত সুমদ্রকে দেখতে পেলে।

প্রতীক্ষমাণোহভিজানঃ তদার্ত-  
মনার্তরূপঃ প্রহসন্নিবান্ধ।

জগাম রামঃ পিতরং দিদৃক্ষুঃ  
পিতুর্নিদেশং বিধিবচ্ছিকীর্ষুঃ ॥ ২৯

অনন্তর সেই সময় প্রতি লোককে শোকার্ত  
দেখেও প্রসন্ন রামচন্দ্র স্বয়ং পিতাকে দেখতে এবং পিতার  
আদেশ বিধিমতো পালন করতে ইচ্ছুক হয়ে পিতার কাছে  
গেলেন

তৎ পূর্বমৈক্ষাকসূতো মহাত্মা  
রামো গমিষ্যান্ নৃপমার্তরূপম্।

ব্যতিষ্ঠত প্রেক্ষ্য তদা সুমদ্রং  
পিতুর্মহাত্মা প্রতিহারণার্থম্ ॥ ৩০

ইক্ষাকুকুলনন্দন মহাত্মা রাম শোকার্ত পিতার কাছে  
যেতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু সুমদ্রকে দেখে, পূর্বে পিতার  
নির্দেশ আনয়নের জন্য মহাত্মা রাম অপেক্ষা করতে  
লাগলেন।

পিতুর্নিদেশেন তু ধর্মবৎসলো  
বনপ্রবেশে কৃতবুদ্ধিনিশ্চয়ঃ।

স রাঘবঃ প্রেক্ষ্য সুমদ্রমব্রবী-  
মিবেদয়স্বাগমনং নৃপায় মে ॥ ৩১

ধর্মবৎসল রঘুনন্দন রাম পিতার নির্দেশে বনগমনে  
কৃতসঙ্কল্প হয়ে সুমদ্রকে দেখে বললেন—‘রাজার নিকট  
আমার আগমনবার্তা বিবেদন করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্বিংশ সর্গঃ ॥ ৩৩॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩॥



## চতুস্ত্রিংশ সর্গ (৩৪)

মহিষীগণ-পরিবৃত রাজা দশরথের কাছে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের বনগমনের  
জন্য বিদায় প্রার্থনা, শোকসন্তপ্ত রাজার মূর্ছা, রাম কর্তৃক তাঁকে সান্ত্বনাদান  
এবং প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করে রাজার পুনরায় মূর্ছা

ততঃ কমলপত্রাঙ্কঃ শ্যামো নিকৃশমো মহান।  
উবাচ রামস্তং সূতং পিতুরাখ্যাহি মামিতি ॥ ১

তখন, পদ্মপলাশনয়ন শ্যামল অতুলনীয় রাম সারথি  
সুমন্ত্রকে বললেন—‘পিতার কাছে আমার বার্তা জানান।’  
স রামশ্রেষিষ্ঠঃ ক্রিপ্রং সজ্ঞাপকলুবেচ্ছিয়ম্।  
প্রবিশ্য নৃপতিং সূতো নিঃশ্বসন্তং দর্শনং হ ॥ ২

রামের প্রেরণায় সূত সুমন্ত্র দ্রুত রাজকক্ষে প্রবেশ  
করে শোকাবল রাজাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে দেখলেন।  
উপরক্রমিবাঙ্গিতাং ভ্রমচ্ছিন্নমিবানলম্।  
তটাকমিব নিঃশ্বাসমপশ্যাজ্জগতীপতিম্ ॥ ৩

সুমন্ত্র জগদীশ্বর দশরথকে দেখলেন, যেন রাহুগ্রস্ত  
সূর্য, কিংবা ভ্রমচ্ছিন্ন অগ্নি, বা জলহীন সরোবর।  
আবোধ্য চ মহাপ্রাজঃ পরমাকুলচেতনম্।  
রামমেবানুশোচন্তং সূতঃ প্রাজ্ঞলিরবীৎ ॥ ৪

মহাজ্ঞানী সুমন্ত্র পরম আকুলিত চিত্তে রামের জন্য  
অনুশোচনারত রাজাকে সন্তোষন করে কয়জোড়ে  
বললেন—

তং বর্ষয়িত্বা রাজানং পূর্বং সূতো জয়াশিষা।  
ভয়বিক্রময়া বাচা মন্দয়া শ্লব্ধয়াত্রবীৎ ॥ ৫

প্রথমে সূত সুমন্ত্র রাজাকে জয়সূচক আশীর্বাদদানে  
তাঁর অভ্যুদয় কামনা করলেন, তারপর ভয়বিহ্বল হয়ে ধীরে  
ধীরে মধুর বাক্যে বললেন—

অয়ং স পুরুষবাক্ষো হারি তিষ্ঠতি তে সূতঃ।  
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সর্বং চৈবোপজীবিনাম্ ॥ ৬

স ত্বাং পশ্যতু ভদ্রং তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ  
সর্বান্ সুহৃদ আশুচ্যে ত্বাং হীদানীং দিদ্মতে ॥ ৭

গমিষ্যতি মহারণাং তং পশ্য জগতীপতে।  
বৃতং রাজপুংগৈঃ সর্বৈরাদিত্যমিব রশ্মিভিঃ ॥ ৮

‘হে জগৎপতি! আপনার মঙ্গল হোক, আপনার পুত্র  
পুরুষসিংহ সত্যসঙ্গ রাম ব্রাহ্মণদের এবং অধীন কর্মীদের  
সকলকে ধনদান করে এসে গৃহস্থারে অবস্থান করছেন।  
তিনি আপনার দর্শনাকাজক্ষী। সুহৃদজনদের নিকট বিদায়

নিয়ে এসে এখন তিনি আপনার দর্শনপ্রার্থী, তারপর তিনি  
মহারণ্যে চলে যাবেন। তাই কিরণরাজি দ্বারা উজ্জ্বল সূর্যের  
মতো সকল রজোশুণে প্রোজ্জ্বল শ্রীরামকে আপনি  
প্রাণভরে দেখে নিন।’

স সত্যবাক্যো ধর্মাত্মা গান্ধীর্ষ্যং সাগরোপমম্।  
আকাশ ইব নিম্পঙ্কো নরেন্দ্রঃ প্রভূবাচ তম্ ॥ ৯

সূত সুমন্ত্রের নিবেদন শুনে, সাগরতুল্য গান্ধীর এবং  
আকাশের মতো নির্মল, সত্যবাদী ধর্মাত্মা রাজা দশরথ  
তাঁকে প্রভূভরে বললেন—

সুমন্ত্রানয় মে দারান্ যে কেচিদিহ মামকাঃ।  
দারৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবম্ ॥ ১০

‘সুমন্ত্র! আমার যে পত্নীরা এই প্রাসাদে আছেন,  
তাঁদের সকলকে এখানে নিয়ে এসো। পত্নীগণ দ্বারা পরিবৃত  
হয়ে আমি রঘুনন্দন রামকে দেখতে চাই।’

সোহস্তঃপূরমতীভাব জিয়ন্তা বাক্যমত্রবীৎ।  
আর্বো হুয়তি বো রাজা গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥ ১১

সুমন্ত্র দ্রুত অন্তঃপুরে গিয়ে রাজপত্নীদের বললেন  
—‘পূজনীয় মহারাজ আপনাদের আহ্বান করেছেন,  
রাজসমীপে আসুন, বিলম্ব করবেন না।’

এবমুক্তাঃ জিয়ঃ সর্বাঃ সুমন্ত্রেণ নৃপাঙ্কয়া।  
প্রচক্রমুত্তম্ ভবনং তত্পরাজ্যায় শাসনম্ ॥ ১২

রাজার আদেশে সুমন্ত্র কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে  
রাজপত্নীগণ সকলে স্বামীর নির্দেশ মেনে নিয়ে তাঁর  
ভবনের দিকে চললেন।

অর্ধসপ্তশতান্ত্র প্রমদান্তপ্রলোচনাঃ।  
কৌসল্যাং পরিবার্যধ শনৈর্জঘৃষুতরজাঃ ॥ ১৩

তখন সেখানে অবস্থিত ব্রতচারিণী সাড়ে তিনশো  
আরজন্যনা যুবতী স্ত্রী কৌসল্যাকে পরিবেষ্টিত করে ধীরে  
ধীরে রাজার ভবনে গেলেন।

আগতেষু চ দারেষু সমবেক্ষ্য মহীপতিঃ।  
উবাচ রাজা তং সূতং সুমন্ত্রানয় মে সূতম্ ॥ ১৪

পত্নীগণ এসেছেন দেখে, পৃথিবীপতি রাজা দশরথ

সূতকে বললেন - 'সুমনস্ক ! আমার পুত্রকে নিয়ে এসো।'

ন সূতো রামমাদায় লক্ষ্মণং মৈথিলীং তথা।

কামাভিমুখত্বং সকাশং জগতীপতেঃ ॥ ১৫

রাজার সম্মুখে অবস্থিত সূত রাম, লক্ষ্মণ ও মিথিলা-

রাজতনয়া সীতাকে দ্রুত রাজার কাছে নিয়ে এলেন।

ন রাজা পুত্রমায়াজং দৃষ্টা চরাৎ কৃতাজ্জলিম্।

সংগতাসনাং তূর্ণমার্তঃ ক্রীজনসংবৃতঃ ॥ ১৬

পত্নীগণপরিবেষ্টিত শোকাক্ত রাজা দূর থেকে পুত্রকে

করজোড়ে আসতে দেখে আসন থেকে দ্রুত উঠে

বসলেন।

সোহৃদমুদ্রাব বেগেন রামং দৃষ্টা বিলম্পতিঃ।

তমসম্প্রাপ্য দুঃখার্তঃ শশাত ভুবি মূর্ছিতঃ ॥ ১৭

রামকে দেখে প্রজাপালক দশরথ দ্রুত ছুটে গেলেন,

কিন্তু শোকাক্ত রাজা চোখে অন্ধকার দেখে মূর্ছিত হয়ে

মর্জিত পড়ে গেলেন।

তু রামোহভ্যপতৎ কিপ্রং লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।

কিংজমিব দুঃখেন সশোকং নৃপতিং তথা ॥ ১৮

দুঃখ-শোকে প্রায় সংজ্ঞাহীন রাজার দিকে রাম দ্রুত

অসর হলেন, মহাবীর লক্ষ্মণও শ্রীরামের সঙ্গে গেলেন।

ক্লিশস্তম্বিনাদশ্চ সংজ্ঞে রাজবেশানি

য য় রামেতি সহসা ভূষণধ্বনিমিশ্রিতঃ ॥ ১৯

রাজবাড়িতে সহসা অলঙ্কারের ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত

হয়ে, 'হা রাম, হা রাম' এই বলে সহস্র নারীকণ্ঠের

ধ্বনধ্বনি উত্থিত হল।

তঃ পরিধজ্য বাহুভ্যাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।

পার্শ্বে সীতয়া সার্থং রুদন্তঃ সমবেশয়ন্ ॥ ২০

রাম এবং লক্ষ্মণ দুজনে সীতার সঙ্গে রোদন করতে

করতে রাজা দশরথকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে পালকে

বসিয়ে দিলেন।

অথ রামো মুহূর্তস্য লক্ষসংজ্ঞং মহীপতিম্।

উবাচ প্রাজ্জলির্বাৎপলোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ॥ ২১

অতঃপর শোকসাগরে প্রাবিত মহারাজ দশরথ

মুহূর্তের জন্য সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে করজোড়ে

বললেন—

অশ্রুচ্ছ মাং মহারাজ সর্বেষামীশ্বরোহসি নঃ।

মহিচ্ছ দণ্ডকারণ্যং পশ্য ত্বং কুশলেন মাম্ ॥ ২২

'মহারাজ ! আপনি আমাদের সকলের প্রভু ;

আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যে

প্রস্থিত আমার এবং লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি কল্যাণময়ী

দৃষ্টিপাত করুন।

লক্ষ্মণং চানুজানীহি সীতা চাঘেতু মাং বনম্।

কারশৈবহভিষ্টৈর্ধার্বার্যমাণৌ ন চেচ্ছতঃ ॥ ২৩

অনুজানীহি সর্বান্ নঃ শোকমুৎসৃজ্য মানদ।

লক্ষ্মণং মাং চ সীতাং চ প্রজ্ঞাপতিনিবাক্তজান্ ॥ ২৪

'লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে বনে যাওয়ার অনুমতি দিন ;

সীতাও আমার সঙ্গে বনে চলুক। অনেক যুক্তি ও কারণ

দেখিয়ে নিষেধ করলেও তারা এখানে থাকতে ইচ্ছুক নয়।

অতএব, অপরকে সন্মানদাতা হে মহারাজ ! শোক

পরিহার করে লক্ষ্মণকে, আমাকে ও সীতাকে বনগমনের

অনুমতি দিন, যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মা সনকাদি নিজ

পুত্রগণকে তপস্যার জন্য বনে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন।'

প্রতীক্ষমাণমবাশ্রমনুজাং জগতীপতেঃ।

উবাচ রাজা সম্শ্রেক্ষ্য বনবাসায় রাঘবম্ ॥ ২৫

বনবাসে যাওয়ার জন্য রাজার অনুমতি কামনায়

শান্তভাবে প্রতীক্ষারত রঘুনন্দনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রাজা

বললেন—

অহং রাঘব কৈকেয়া বরদানেন মোহিতঃ।

অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদা ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্ ॥ ২৬

'রঘুনন্দন ! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করে

সম্মোহিত হয়েছি, অতএব তুমি আজ আমাকে নিগৃহীত

করে অযোধ্যায় রাজা হও।'

এবমুক্তো নৃপতিনা রামো ধর্মভূতাং বরঃ।

প্রত্নাবাজ্জলিং কৃত্বা পিতরং বাক্যকোবিদঃ ॥ ২৭

রাজা দশরথ এই কথা বললে, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ সুবাস্থী

রাম কৃতাজ্জলিপুটে পিতাকে প্রত্নাতুরে বললেন—

ভবান্ বর্ষসহস্রায় পৃথিব্যা নৃপতে পতিঃ।

অহং ত্বরশো বৎস্যামি ন মে রাজাস্য কাম্বিজতা ॥ ২৮

'রাজন্ ! আপনি সহস্র বৎসর পৃথিবীর রাজা হয়ে

বিরাজ করুন, আমি অরণ্যেই বাস করব ; আমার

রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই

নব পঞ্চ চ বর্ষাণি বনবাসে বিদ্বাত্তা তে।

পুনঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞায়া নরাধিপ ॥ ২৯

'রাজন্ ! বনবাসে চৌদ্দ বৎসর বিচরণ করে

প্রতিজ্ঞার অবসানে আবার আপনার চরণদুটি গ্রহণ করব।'

রুদমার্তঃ প্রিয়ং পুত্রং সতাপাশেন সংযুতঃ।

কৈকেয়া চোদ্যমানস্ত মিথো রাজা তমত্রবীৎ ॥ ৩০

সত্যবন্ধনে বদ্ধ, উপরন্ত, একান্তে কৈকেয়ীর ইঙ্গিত,  
শোককাতর রাজা দশরথ কঁদতে কঁদতে প্রিয় পুত্র রামকে  
বললেন -

শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ।  
গচ্ছস্বারিষ্টমবাশ্রমঃ পছানমকুতোভয়ম্॥ ৩১

‘কল্যাণ এবং অভাদয় লাভ করে আবার অযোধ্যায়  
ফিরে আসার জন্যই, বৎস ! অব্যাকুলচিত্তে বনবাসের  
অন্তত পথে যাত্রা করো।

ন হি সত্যাত্মনস্তাত ধর্মাভিমনস্তব।  
সমিবর্তয়িতুং বুদ্ধিঃ শক্যতে রঘুনন্দন॥ ৩২  
অদ্য ত্বিদানীং রজনীং পুত্র মা গচ্ছ সর্বথা।  
একাহং দর্শনেনাপি সাধু তাবচরামাহম্॥ ৩৩

‘বৎস রঘুনন্দন ! তুমি ধর্মাশ্রম সত্যস্বরূপ ; তোমার  
বিচারবুদ্ধিকে পরিবর্তিত করা যাবে না। আজ এখন রাত্রি  
হয়েছে ; পুত্র ! কোনওভাবেই আজ যেয়ো না। অন্তত  
একটা দিনের জন্যও তোমাকে দেখে সুখ লাভ করি।

মাতরং মাং চ সম্পশ্যন্ বসেমামদ্যা শবরীম্।  
তর্পিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং শ্বঃ কালো সাধয়িষ্যসি॥ ৩৪

‘তোমার মা-কে এবং আমাকে এই শোককাতর  
অবস্থায় দেখে, তুমি আজ রাতটা এখানে থেকে যাও।  
আমাদের দেওয়া সকল কাম্যবস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে, কাল  
সকালে তোমার ইচ্ছানুসারে কাজ করো।

দুষ্করং ত্রিষ্মতে পুত্র সর্বথা রাঘব প্রিয়।  
ত্বয়া হি মৎপ্রিয়ার্থং তু বনমেবমুপাশ্রিতম্॥ ৩৫

‘প্রিয় পুত্র, রাঘব ! তুমি সর্বপ্রকারে দুষ্কর কর্ম করতে  
চলেছ। আমার প্রিয় কর্ম করার জন্যই তুমি এই বনবাস  
স্বীকার করেছ।

ন চৈতন্মে প্রিয়ং পুত্র শপে সত্যেন রাঘব।  
হময়া চলিত্ত্বস্ত্রি ত্রিয়া ভস্মাগ্নিকল্পয়া॥ ৩৬

বঞ্চনা যা তু লজ্জা মে তাং ত্বং নিস্তর্তুমিচ্ছসি।  
অনয়া বৃত্তসাদিন্যা কৈকেয়াভিপ্রচোদিতঃ॥ ৩৭

‘বৎস রঘুনন্দন ! সত্যের নামে শপথ করে বলছি,  
তোমার বনবাস আমার আকাঙ্ক্ষিত নয়। কুলাচর-নাশিনী,  
ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিতুল্য স্ত্রী কৈকেয়ীর দ্বারা আমি বিভ্রান্ত  
হয়েছি। আমি যে বঞ্চিত হয়েছি, তার থেকেই তুমি  
আমাকে নিস্তার করতে চাইছ।

ন চৈতদাশ্চর্য্যতমং যৎ ত্বং জ্যোষ্ঠঃ সুতো মম।  
অপানুতকথং পুত্র পিতরং কর্তুমিচ্ছসি॥ ৩৮

‘পুত্র ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ; অতএব, পিতার  
যে সত্যতত্ত্ব থেকে রক্ষা করতে চাইছ, এতে অশঙ্কে  
কিছুই নেই।’

অথ রামস্তদা শ্রদ্ধা পিতুরার্তস্য ভসিতম্,  
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা দীনো বচনমব্রवी॥ ৩৯

তখন, আর্ত পিতার কথা শুনে রাম বিনম্র হয়ে  
লক্ষ্মণের সঙ্গে একসঙ্গে বললেন—

প্রাজ্ঞামি যানদ্য গুণান্ কো মে শ্রুতান্ প্রদাস্যতি।  
অপজ্জমণমেবাতঃ সর্বকামৈরহং বৃণে॥ ৪০

‘পিতঃ ! আজ পিতৃসত্যারক্ষার্থে রাজ্যভ্রাস্ত্র  
কর্মের যে উত্তম ফল লাভ করব, আগামীকাল সময় চলে  
গেলে কে আমাকে তা দেবে ? তাই আমি রাজ্যসুখ-  
সকল কামনা থেকে দূরে সরে যেতে চাই।

ইয়ং সরাষ্ট্রা সজনা ধনধান্যসমাকুলা।  
ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্॥ ৪১

‘জনগণ ও ধনধান্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবহাসহ এই বৃক্ষ  
অযোধ্যারাজ্য আমি পরিত্যাগ করছি, আপনি তা ভরতকে  
প্রদান করুন।

বনবাসকৃতা বুদ্ধির্ন চ মেহদা চলিষ্যতি।  
যন্ত যুদ্ধে বরো দত্তঃ কৈকেয়ৌ বরদ ত্বয়া॥ ৪২  
দীয়তাং নিখিলেনৈব সত্যাত্মং ভব পার্শ্বিণ।

‘বনবাসের জন্য আমার মতি আজ বিচলিত হবে  
না ! রাজন ! আপনি সত্য রক্ষা করুন ! দেবাসুর যুদ্ধে  
কৈকেয়ীকে যে বর প্রদানের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা পূর্ণ  
করুন।

অহং নির্দেশং ভবতো যথোক্তমনুপালয়ন॥ ৪৩  
চতুর্দশ সমা বৎসো বনে বনচরৈঃ সহ।

মা বিমর্শো বসুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্॥ ৪৪

‘আপনার নির্দেশ যথাযথ পালন করে আমি  
বনচারীদের সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনে বাস করব। নিঃ  
কববেন না, রাজ্য ভরতকে দান করুন।

নহি মে কাল্কিতং রাজ্যং সুখমাস্তানি বা প্রিয়ম্।  
যথানির্দেশং কর্তুং বৈ তবৈব রঘুনন্দন॥ ৪৫

‘আমার আনন্দ বা আশ্রয়জনের হিতৈচ্ছার জন্য  
রাজ্য কামনা করি না। রঘুবংশের আনন্দদায়ক হে রাজন !

আপনার নির্দেশ যথাযথ পালন করার জন্যই রাজ্য  
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম।

অপগচ্ছতু তে দুঃখং মা ভূবান্পপরিপ্লুতঃ।



নহি কুভাতি দুর্ভবঃ সমুদ্রঃ সলিভাঃ পতিঃ ॥ ৪৬

‘আপনার শোক অগণ্য হোক, চোখের জল ফেলবেন না। নদীপতি দুর্ভব সমুদ্র বিচলিত হয় না।

নৈবাহং রাজামিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদির্দীপ।

নৈব সর্বানিমান্ কামান্ ন স্বর্গং ন চ জীবিতম ॥ ৪৭

‘আমি রাজা চাই না, সুখ চাই না, পৃথিবী চাই না ;  
না কামা ভোগের বিষয়সমূহ, না স্বর্গ, এমনকি জীবনও চাই না।

ত্বাহং সত্যামিচ্ছামি নাতুতং পুত্রসর্গজ।

প্রত্যক্ষং তব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে ॥ ৪৮

‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই, মিথ্যাত্তে নয়—আপনার সামনে সত্যের নামে এবং সংকর্মের নামে এই শপথ করছি।

ন চ শকাং ময়া তাত হাতুং ক্ষণমপি প্রভো।

স শোকং ধারয়স্বেমং নহি মেহস্তি বিপর্যয়ঃ ॥ ৪৯

‘পিতঃ ! প্রভো ! আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারব না। আপনি এই শোক সংবরণ করুন, আমার সঙ্কল্পের ব্যতিক্রম হবে না।

অর্থিতো হ্যস্মি কৈকেয়্যা বনং গচ্ছেতি রাঘব।

ময়া চোক্তং ব্রজামীতি তৎসত্যমনুপালয়ে ॥ ৫০

‘কৈকেয়ী অনুরোধ করে আমাকে বলেছিলেন,  
“রঘুনন্দন ! বনে যাও।” আমিও বলেছিলাম, “অবশ্যই যাব।” সেই সত্যকেই অনুসরণ করছি।

মা চোৎকষ্ঠাং কৃত্বা দৈব বনে রংস্যামহে বয়ম্।

প্রশান্তহরিশাকীর্ণে নানাশকুনিদিতো ॥ ৫১

‘দেব পিতঃ ! উৎকণ্ঠিত হবেন না ; শান্তস্থতাব  
মৃগপরিবৃত ও নানান পক্ষীর কলরবে মুখরিত বনে আমরা  
আনন্দেই থাকব।

পিতা হি দৈবতং তাত দেবতানামপি ন্যূতম।

তন্মাদ্ দৈবতমিতোব করিষ্যামি পিতৃবচঃ ॥ ৫২

‘পিতঃ ! পিতা দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে মান্য। অতএব পিতৃবাক্যকে দেববাক্য বলে পালন করব।

চতুর্দশসু বর্ষেষু গতেষু নৃপসত্তম।

পুনর্দ্রক্ষসি মাং প্রাপ্তং সন্তাপোহয়ং বিমুচ্যতাম্ ॥ ৫৩

‘রাজশ্রেষ্ঠ ! চৌদ্দ বছর অতীত হলে আমাকে আবার দেখতে পাবেন। অতএব, সন্তাপ দূর করুন।  
যেন সংজ্ঞহীনয়োহয়ং সর্বো বাস্পকলো জনঃ।

স ত্বং পুত্রসশার্ণব কিমর্থং নিক্রিয়াং গতঃ ॥ ৫৪

‘পুত্রসংগত ত্রে পিতঃ ! ক্রন্দনবস্ত্র সকলজনকে মিনি  
ক্রন্দন থেকে নিবারণ করবেন, সেই আপনি কেন ভেঙে  
পড়ছেন ?

গরং চ রাষ্ট্রং চ মর্দী চ কেবলা

ময়া নিসৃষ্টা ভরতায় দীযতাম্।

অহং নিদেশং ‘ভবতোভনুপালয়ে

বনং গমিষ্যামি চিরায় সেবিতুম্ ॥ ৫৫

‘আমি এই নগরী, রাজ্য এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ  
করতাম্ ; আপনি সব ভরতকে দিয়ে দিন। আপনার নির্দেশ  
পালনে আমি দীর্ঘকালের জন্য বনবাসে যাব।

ময়া নিসৃষ্টাঃ ভরতো মর্দীমিমাং

সশৈলখণ্ডাং সপুত্রোপকাননাম্।

শিবাসু মীমাংসনুশাস্ত্র কেবলং

ত্বয়া যদুক্তং নৃপতে তপাস্ত তৎ ॥ ৫৬

‘পর্বত-নগর-উপবনসহ এই যে ভূখণ্ড, যাকে আমি  
পরিত্যাগ করে যাচ্ছি, কল্যাণকর মর্যাদাসহ ভরত তাকে  
শাসন করুক। হে রাজন্ ! আপনি যা বলেছেন, তাই হোক।

ন মে তথা পার্থিব দীযতে মনো

মহৎসু কামেষু ন চাস্তনঃ প্রিয়ে।

যথা নিদেশে তব শিষ্টসম্মতে

বাটপত্ন দুঃখং তব মৎকৃতেহনঘ ॥ ৫৭

‘মহারাজ ! শিষ্টসম্মত আপনার নির্দেশ-পালনে  
আমার মন যেমন ছুটে যাচ্ছে, নিজের প্রিয় কামা বিষয়ের  
প্রতি মনকে সেইভাবে দিতে পারছি না। হে নিষ্পাপ  
পিতঃ ! মৎকৃত আপনার দুঃখ দূরীভূত হোক।

তদদা নৈবানঘ রাজমবায়ং

ন সর্বকামান্ বসুধাং ন মৈথিলীম্।

ন চিত্তিতং ত্বামনুতেন যোজয়ান্

বৃণীয় সত্যং ব্রতমস্ত তে তথা ॥ ৫৮

‘অতএব, হে নিষ্পাপ রাজন্ ! আপনাকে  
মিথ্যাবাদী করে আমি পৃথিবীর অথগু রাজত্ব, সকল প্রকার  
কাম্যবস্ত্র এমনকী সীতাকেও চিত্তা করতে পারছি না, কিন্তু,  
কামনা করি আপনার ব্রত সত্য হোক।

ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ান্ বনে

গিরীংশ্চ পশ্যান্ সরিতঃ সরাংসি চ।

বনং প্রবিশ্যেব বিচিত্রপাদপং

সুখী ভবিষ্যামি ত্বাস্ত নিবৃতিঃ ॥ ৫৯

‘বনে প্রবেশ করে ফলমূল ভক্ষণ করব ; বনের  
পর্বত, নদী, সরোবর এবং বিচিত্র সব বৃক্ষ দেখে সুখে  
থাকব। আপনার মনে শান্তি বিবাজ করুক।’

এবং স রাজা বাসনাভিপন্ন-

জ্ঞাপেন দুঃখেন চ পীডমানঃ।

আলিঙ্গ্য পুত্রং সুবিনষ্টসংজ্ঞা

ভুমিং গতো নৈব চিচ্ছেৎ কিঞ্চিৎ ॥ ৬০

শ্রীরামচন্দ্রের এইসব কথা শুনে রাজা দশরথ ইষ্ট-  
বিয়োগের জন্য দুঃখ-তাপে পীড়িত হয়ে পুত্র রামকে

আলিঙ্গন করে সংস্কারহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন,  
কিছুই জানতে পারলেন না।

দেব্যঃ সমস্তা রুরদুঃ সমেতা-

জ্ঞাঃ বজ্রয়িত্বা নরদেবপত্নীম্।

রুদন্ সুমগ্নোহপি জগাম মুচ্ছা

হাহাকৃতং তত্র বভূব সর্বম্ ॥ ৬১

রাজরাণী কৈকেয়ী ব্যতীত সেখানে সমবেত অন্যসব  
রাণীরা কাঁদতে লাগলেন। সুমন্ত্রও কাঁদতে কাঁদতে মুচ্ছ  
গেলেন। সর্বত্র হাহাকার রব উঠল।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অথোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য বান্দীকীয়ে অথোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

### পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৩৫)

সুমন্ত্রের তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্য শ্রবণেও কৈকেয়ীর অপরিবর্তনীয় মনোভাব

ভতো নিযুয় সহসা শিরো নিঃসূয়া চাসকৃৎ।

পানিং পানৌ বিনিষ্পিষা দন্তান্ কটকটাম্য চ ॥ ১

লোচনে কোপসংরক্তে বর্ণং পূর্বোচিতং জহৎ।

কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপমশুভং গতঃ ॥ ২

তখন সুমন্ত্র সহসা মন্তক সঞ্চালিত ও বারবার  
দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে হস্তদ্বয় পরস্পর  
নিষ্পিষিত ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে আরক্ত নেত্রে সহসা  
ক্রোধাভিভূত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন ; তখন তাঁর স্নাতাবিক  
গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত হল।

মনঃ সমীক্ষমাশ্রুত সুতো দশরথসা চ।

কম্পয়দ্যিব কৈকেয়া হৃদয়ং বাক্শরৈঃ শিতৈঃ ॥ ৩

বাক্যবৈজ্ঞান্যনুপমৈর্নির্ভীতদ্যিব

কৈকেয়াঃ সর্বমর্মানি সুমন্ত্রঃ প্রত্যভাষত ॥ ৪

সূত সুমন্ত্র দশরথের মনকে সম্যক্ভাবে সমীক্ষা করে  
শানিত বাক্যবাহে কৈকেয়ীর হৃৎকম্প সৃষ্টি করলেন ;  
বজ্রতুল্য অতুলনীয় কঠোর বাক্যে কৈকেয়ীর মর্মমূল বিদ্ধ  
করে বলতে লাগলেন—

যস্যাস্তব পতিস্ত্যক্তো রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।

ভর্তা সর্বম্ জগতঃ হাবরসা চরসা চ ॥ ৫

নহ্যকার্যতমং কিঞ্চিৎ তব দেবীহ বিদ্যতে।

পতিয়ীঃ স্বামহং মনো কুলগ্রীমপি চাক্ততঃ ॥ ৬

‘দেবি ! আপনার স্বামী হাবর-জন্ম সমগ্র জগতের  
পতি, স্বয়ং রাজা দশরথ, তাঁকে আপনি পরিত্যাগ  
করেছেন ; এই জগতে আপনার অকার্য কিছুই নেই ! আমি  
আপনাকে পতিঘাতিনী, অন্তত কুলঘাতিনী বলেই মনে  
করি।

যন্যাহেতুমিবাশ্রয়ঃ

দুষ্প্রকম্প্যামিবাচলম্।

মহোদধিমিবাক্ষোভাঃ

সন্তাপয়সি কর্মভিঃ ॥ ৭

‘দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অজ্ঞেয়, পর্বতের মতো  
অকম্পনীয় এবং মহাসমুদ্রের মতো ক্ষোভশূন্য মহরাজ  
দশরথকে আপনি নিজ দুষ্কর্মের দ্বারা সন্তপ্ত করেছেন।

মানমংহা দশরথঃ ভর্তারং বরদং পতিম্।

ভর্তৃনিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিখ্যতে ॥ ৮

‘যেহেতু নারীদের নিকট কোটি সংখ্যক পুত্র  
অপেক্ষা পতির ইচ্ছাই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, অতএব  
আপনার পালক, বরদাতা, পতি দশরথের অবমাননা

করবেন না।

যাবো হি রাজ্যানি প্রাপ্নবসি নৃপক্ষয়ে।

দ্রাক্ষকুলনাথেহস্মিংস্তং লোপয়িতুমিচ্ছসি ॥ ৯

‘রাজ্য অবর্তমানে বয়সের জ্যেষ্ঠানুক্রমেই পুত্রের  
কেন্দ্রাণ্ডি হয় ; ইক্ষ্বাকুবংশের রাজার বর্তমানেই সেই  
কেন্দ্রাণ্ডি আপনি লোপ করতে চাইছেন।

কো জবহু তে পুত্রো ভরতঃ শাস্ত্র মেদিনীম্।

কো জবহু গমিষ্যামো যত্র রামো গমিষ্যতি ॥ ১০

‘আপনার পুত্র ভবত রাজা হোক এবং পৃথিবীকে  
ককক : আমরা কিন্তু সেখানেই যাব, যেখানে রাম

হবে  
তে বিষয়ে কচ্চিদ ব্রাহ্মণো বস্তমহতি।

কৃষ্ণঃ কুমর্যাদমদা কর্ম করিষ্যসি ॥ ১১

‘আজ আপনি সেই অমর্যাদাকর কর্ম করবেন, যাতে  
কেন্দ্রাণ্ডি বাজ্য কোনও ব্রাহ্মণ বাস করতে চাইবেন না।

কুঃ সর্বে গমিষ্যামো মার্গঃ রামনিষেবিতম্।

কো বা বাজ্যবৈঃ সর্বৈব্রাহ্মণৈঃ সানুভিঃ সদা ॥ ১২

‘নিশ্চিতভাবে, আমরা সকলে রামের আচরিত  
পথেই চলব ; আর আপনি সর্বদা বহুজন, সকল ব্রাহ্মণ  
এবং সানুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হবেন।

ক প্রীতী রাজ্যলাভেন তব দেবি ভবিষ্যতি।

কৃষ্ণঃ কুমর্যাদঃ কর্ম কর্তুং চিকীর্ষসি ॥ ১৩

‘দেবি ! এই রাজ্যলাভে আপনার কী আনন্দলাভ  
হবে যে এইভাবে আপনি অমর্যাদাকর কার্য করতে  
চাইছেন !

কাক্ষ্যমিব পশ্যামি যস্যাস্তে বৃত্তমীদৃশম্।

কাক্ষ্য ন বিদ্বতা সদ্যো ভবতি মেদিনী ॥ ১৪

‘আপনার এইরকম অন্যান্য কর্মের আচরণে মেদিনী  
যে সঙ্গে সঙ্গে বিদীর্ণ হল না, তা দেখে, আমি আশ্চর্যাব্বিত  
হচ্ছি।

কত্রাক্ষিস্টো বা জলন্তো জীমদর্শনাঃ।

কিমাশ্রিত্য ন হিংসন্তি রামপ্রব্রাজনে হিতাম্ ॥ ১৫

‘প্রীগামের নির্বাসনে স্থিরসকল আপনাকে মহর্ষি ও  
কত্রাক্ষিগণের দ্বলন্ত বাগদণ্ড (অভিশাপ) ধ্বংস করছে না  
কেন ?

কথং হিত্বা কুঠারেণ নিম্নঃ পরিচরেৎ তু কঃ।

কথং পয়সা সিঞ্চ্যৈবাস্য মধুরো ভবেৎ ॥ ১৬

‘কুঠার দ্বারা আশ্রয় ছেদন করে, কে সেখানে  
নিম্নবৃক্ষের পরিচর্যা করে ? নিম্নবৃক্ষমূলে দুগ্ধ সেচন

করলেও তার ফল মধুর হয় না।

আভিজাত্যঃ হি তে মনো যথা মাতৃকুপৈব চ।

ন হি নিদ্রাঃ প্রবেৎ কৌদ্রঃ লোকে নিগদিতঃ বচঃ ॥ ১৭

‘আমাব মনে হচ্ছে, আপনার মাতার যে  
আভিজাত্য, আপনারও তাই। “নীমবৃক্ষ থেকে মধু  
ক্ষরিত হয় না”, এই প্রবাদবাক্য লোকসমাজে কথিত  
আছে।

তব মাতৃরসদগ্ৰাহঃ সিদ্ধ পূর্বঃ যথা দ্রুতম্।

গিতুর্বে বরদঃ কচ্চিদ বদৌ বরমনুস্তমম্ ॥ ১৮

‘আপনার মাতার দুগ্ধগ্রাহের বিষয়ে পূর্বে যেমন  
শুনেছি তথা জানি তা হল — জনৈক বরদাতা (সাদু)  
আপনার পিতা কৈকয়রাজকে এক উত্তম বর দান  
করেছিলেন।

সর্বভূতকৃতং তস্মাৎ সংজ্ঞয়ে নৃপাধিপঃ।

তেন তির্বগাতানাং চ ভূতানাং বিদিতং বচঃ ॥ ১৯

‘মহাবাজ কেকয়্যধিপতি সেই বরপ্রভাবে সকল  
প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারতেন ; তার প্রভাবেই তিনি  
পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যক প্রাণীদের কথাও বুঝতে পারতেন।  
ততো জম্বস্য শয়নে বিরক্তাদ্ ভূরিবর্চসঃ।

পিতৃশ্চে বিদিতো ভাবঃ স তত্র বহুধাহসৎ ॥ ২০

‘একদিন আপনার মহাবীর পিতা শায়িত অবস্থায় জম্ব  
নামক এক পক্ষীর ডাক শুনে, এবং তার অর্থ বুঝতে  
পেরে খুব হাসছিলেন।

তত্র তে জননী ক্রুদ্ধা মৃত্যুশাশমভীকৃতী।

হাসং তে নৃপতে সৌম্য জিজ্ঞাসামীতি চত্রবীৎ ॥ ২১

‘সেই শয্যায় অবস্থিতা আপনার জননী এইরূপ  
হাস্যে নিজেকে কারণ মনে করে ক্রুদ্ধা হয়ে মৃত্যুশাশে  
আবদ্ধ হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, “সৌম্য ! রাজন্ !  
আপনার হাসির কারণ জানতে চাই”।

নৃপশ্চোবাচ তাং দেবীং হাসং শংসামি তে যদি।

ততো মে মরণং সদ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২২

‘রাজা আপনার মাতাকে বললেন, “যদি তোমাকে  
হাসির কারণ বলি, তবে আমার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে, এতে  
কোনও সন্দেহ নেই”।

মাতা তে পিতরং দেবি পুনঃ কেকয়মব্রবীৎ।

শংস মে জীব বা মা বা ন মাং স্বং প্রহসিষ্যসি ॥ ২৩

‘দেবি ! আপনার মাতা পুনরায় আপনার পিতা  
কেকয়রাজকে বললেন, “আপনি জীবিত থাকুন বা না  
থাকুন, আমাকে হাসির কারণ বলুন, বলতেই হবে, যাতে



ভবিষ্যতে আপনি আমাকে আর উপহাস করতে না  
পাবেন”।

প্রিয়তা চ তথোক্তঃ স কেকয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।

তস্মৈ তং বরদামার্থং কথয়ামাস তদ্বৃতঃ॥ ২৪

‘প্রিয়সী রাণী সেই কথা বললে, কেকয়রাজ বরদাতা  
সামুকে সবকিছু যথাযথ জানালেন।

ততঃ স বরদঃ সাধু রাজানং প্রত্যভাষত।

প্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীত্বং মহীপতে॥ ২৫

‘তখন সেই বরদাতা সাধু রাজাকে বললেন—“রাজন!  
আপনার প্রিয়া মহিষী যারা যান বা ধ্বংসপ্রাপ্তা হোন,  
একথা তাঁকে কখনেই জানাবেন না।”

স তচ্ছ্রদ্ধা বচসস্য প্রসন্নমনসো নৃপঃ।

মাতরং তে নিরস্যান্ত বিজহার কুবেরবৎ॥ ২৬

‘প্রসন্নমনা বরদাতার সেই কথা শুনে, রাজা  
আপনার মাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে স্বয়ং কুবেরের  
মতো বিচরণ করতে লাগলেন।

তথা ভূমপি রাজানং দুর্জনাচরিতে পথি।

অসদ্ব্যাহমিমং মোহাৎ কুরুষে পাপদর্শিনী॥ ২৭

‘সেইরকম, পাপদর্শিনী আপনিও আপনার মায়ের  
মতো রাজাকে মোহপ্রস্তু করে অসজ্জনের আচরিত পথে  
টেনে নিয়ে চলেছেন।

সত্যচাত্র প্রবাদোহয়ং লৌকিকঃ প্রতিজ্ঞতি মা।

পিতৃন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ॥ ২৮

‘এখন এই লৌকিক প্রবাদটি আমার কাছে সত্য বলে  
প্রতিভাত হচ্ছে যে, পুত্রেরা পিতার স্বভাব এবং কন্যারা  
মাতার স্বভাব অনুসরণ করে জন্মায়।

নৈবঃ ভব গৃহাণেদং যদাহ বসুধাধিপঃ।

ভূর্ভুবিচ্ছাদ্যমুপাস্থে জনস্যাস্য গতির্ভবঃ॥ ২৯

‘এইরকম মায়ের মতো হবেন না ; মহারাজা যা  
বলছেন তাই করুন, রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত হতে দিন।  
পতির ইচ্ছাকে অনুসরণ করে জনগণের আশ্রয় হোন।

মা স্বং প্রোৎসাহিতা পাপৈর্দেবরাজসমপ্রভম্।

ভর্তারং লোকভর্তারমসকর্মমুপাদয॥ ৩০

‘পাপপূর্ণ বিচারে উৎসাহিতা হয়ে, আপনি,  
দেবরাজতুল্য তেজঃসম্পন্ন লোকপ্রতিপালক আপনার

নিজের স্বামীকে অসৎকর্মে পরিচালিত করবেন না।

নহি মিথ্যা প্রতিজ্ঞাতং করিষ্যতি তবানঘঃ।

শ্রীমান্ দশরথো রাজা দেবি রাজীবলোচনঃ॥ ৩১

‘দেবি ! পদ্মপলাশলোচন নিম্পাপ শ্রীমান রাজা  
দশরথ সর্বদাই পাপ থেকে দূরে থাকেন, তিনি একবার  
প্রতিজ্ঞা করে দ্বিতীয়বার তা থেকে সরে আসবেন না।

জ্যেষ্ঠো বদন্যঃ কর্মণ্যঃ স্বধর্মস্যাপি রক্ষিতা।

রক্ষিতা জীবলোকস্য বলী রামোহভিষিচ্যতাম্॥ ৩২

‘স্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, দানশীল (প্রিয়বাদীও  
বটে), কর্মিষ্ঠ, স্বধর্মের রক্ষক এবং জীবজগতেরও রক্ষক  
বলবান রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হোক।

পরিবাদো হি তে দেবি মহীমল্লোকে চরিত্যতি।

যদি রামো বনং যাতি বিহার্য পিতরং নৃপম্॥ ৩৩

‘রাম যদি পিতৃদেব রাজা দশরথকে পরিত্যাগ করে  
বনে চলে যান, তাহলে দেবি ! সংসারে আপনার মহতী  
নিন্দা ছড়িয়ে পড়বে।

স্বরাজ্যং রাঘবঃ পাতু ভব স্বং বিগতজ্বরঃ।

নহি তে রাঘবাদনাঃ ক্ষমঃ পুরবরে বসন্॥ ৩৪

‘রঘুনন্দন রাম নিজরাজ্য রক্ষা করুন, আপনিও  
নিশ্চিন্ত হোন, রামচন্দ্র বাতীত অন্য কেউই এই শ্রেষ্ঠ  
অযোধ্যাপুরীর রাজপদের যোগ্য নয়।

রামে হি যৌবরাজ্যে রাজা দশরথো বনম্।

প্রবেশ্যতি মহেবাসঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্॥ ৩৫

‘রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলে, মহাধনুর্ধর  
রাজা দশরথ, পূর্বপুরুষদের পারম্পর্য স্মরণ করে বনে  
প্রবেশ করবেন।’

ইতি সাত্ত্বৈক তীক্ষ্ণৈক কৈকেয়ীঃ রাজসংসদি।

ভূয়ঃ সংকোভয়ামাস সুমন্ত্রস্ত কৃতাজলিঃ॥ ৩৬

নৈব সা কুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিদুয়তে।

ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা॥ ৩৭

এইভাবে সেই রাজত্ববনে সুমন্ত্র কৃতাজলিপুটে  
বারবার সান্দ্রনাপূর্ণ অথচ তীক্ষ্ণ ভাষায় কৈকেয়ীকে তাঁর  
মনোভাব থেকে বিচলিত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দেবী  
কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ হলেন না, ব্যথিত হলেন না, এমনকী তাঁর  
মুখবর্ণের কোন ওরূপ পরিবর্তনও লক্ষিত হল না।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৫॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে বান্দীকীয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ॥ ৩৫॥

## ষট্টিত্রিশ সর্গ (৩৬)

বনগমনোদ্যত রামের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও ধনরত্নাদি প্রেরণের জন্য রাজা দশরথের নির্দেশ,  
কৈকেয়ীর বিরোধিতা, রামের সঙ্গে বনগমনে রাজার ইচ্ছাপ্রকাশ

ততঃ সুমন্ত্রমৈষ্কাকঃ পীড়িতোহত্র প্রতিজ্ঞা।  
সবাস্পমতিনিঃশ্বস্য জগাদেনং পুনর্বচঃ। ১

তখন ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ নিজকৃত প্রতিজ্ঞার  
জন্য শোকার্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে অশ্রু বিসর্জন  
করতে করতে সুমন্ত্রকে আবার বললেন—

সূত রত্নসুসম্পূর্ণা চতুর্বিধবলা চমুঃ  
রাঘবস্যানুযাত্রার্থং কিপ্রং প্রতিবিধীযতাম্॥ ২

‘সূত ! মণিমানিক্যাদি বহুরত্নসমৃদ্ধ চতুরঙ্গ (হস্তি-  
অশ্ব-রথ-পদাতি) সেনা রামের অনুসরণে যাওয়ার জন্য  
শীঘ্র ব্যবস্থা করো।

রূপাজীবাস্ত বাদিন্যো বণিজস্তু মহাধনাঃ।  
শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ সুগ্রসাবিতাঃ॥ ৩

‘রূপজীবিনী ও মিষ্টভাষিনী রমণীরা এবং  
মহাধনশালী বণিকগণ রাজকুমারের সৈন্যবাহিনীকে  
সুশোভিত করুক।

যে চৈনমুপজীবন্তি রমতে যৈশ্চ বীর্যতঃ  
তেষাং বহুবিধং দত্ত্বা তানপ্যত্র নিয়োজয়। ৪

‘যে মল্লবীরেরা রামের প্রীতি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ  
করে, যাদের বীরত্ব-দর্শনে রাম আনন্দ লাভ করে,  
তাদের বহুধন দান করে রামের সঙ্গে বনগমনে নিযুক্ত  
করো।

জায়ুধানি চ মুখ্যানি নাগরাঃ শকটানি চ  
অনুগচ্ছন্ত কাকুৎস্থং ব্যাধাশ্চারণ্যাকোবিদাঃ। ৫

‘নগরবাসীরা এবং অরণ্যের রহস্যজ্ঞ ব্যাধেরা  
প্রধান প্রধান অস্ত্র ও ভারবাহী শকটসহ কাকুৎস্থকুলনন্দন  
রামকে অনুসরণ করুক।

নিহ্নন্ মৃগান্ কুঞ্জরাংশ্চ পিবংশ্চারণ্যকং মধু।  
নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যান্ ন রাজ্যং সংস্মরিষ্যতি॥ ৬

‘শ্রীমান রাম হরিণ এবং হস্তীদের বধ (মৃগয়া),  
অরণ্যে-জাত মধু পান এবং বিভিন্ন নদীতে শোভা দর্শন  
করে, এই অযোধ্যা রাজ্যের কথা আর মনে করবে না।

ধানাকোশশ্চ যঃ কশ্চিদ্ ধনকোশশ্চ মামকঃ।  
তৌ রামমনুগচ্ছতাং বসন্তং নির্জনে বনে॥ ৭

‘নাম নির্জন অরণ্যে বাস করবে ; অতএব আমার  
যে ধানভান্ডার ও ধনভান্ডার আছে, সেই দুটি ভান্ডারই তার  
সঙ্গে বনে নিয়ে যাওয়া হোক।

গজন্ পুণ্যেণু দেশেণু বিসজংস্তাপ্তদক্ষিণাঃ।  
ঋষিভিষ্চাপি সংগম্য প্রবৎসতি সুখং বনে॥ ৮

‘রাম বিভিন্ন পুণ্যস্থানে যজ্ঞ করে, সম্বৃষ্ট  
ব্রাহ্মণগণকে উপযুক্ত দক্ষিণা দানান্তে বিদায় দিয়ে এবং  
ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বনে সুখেই বাস করবেন।

ভরতশ্চ মহাবাহুরগোধ্যাং পালয়িস্যতি।  
সর্বকামৈঃ পুনঃ শ্রীমান্ রামঃ সংসাধ্যতামিতি॥ ৯

‘মহাবীর ভরত অযোধ্যাকে পালন করুক ; আর  
শ্রীমান রামকে সকল ভোগ্যবস্তুসহ বনে প্রেরণ করা  
হোক।’

এবং ক্রবতি কাকুৎস্থে কৈকেয়া জয়মাগতম্  
মুখং চাপাগমচ্ছোষং স্বরশ্চাপি ব্যাক্ষ্যত॥ ১০

কাকুৎস্থকুলনন্দন দশরথ এই কথা বললে, কৈকেয়ী  
ভীতা হয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ শুষ্ক এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে  
গেল।

সাঁ বিষয়া চ সংব্রজ্য মুখেন পরিশ্রুযাত।  
রাজানমেবাভিমুখী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ॥ ১১

বিষয়া ও সমুদ্রতা কৈকেয়ী শুষ্ক মুখে রাজার অভিমুখী  
হয়ে বললেন—

রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্যং সুরামিব।  
নিরাশ্বাদাতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যাৎ৷ ১২

‘হে সাধুচরিত্র মহারাজ ! সারবস্ত্র পান করা হয়েছে  
এমন স্বাদহীন সুরার মতো রিক্তধন, শূন্য ধনভান্ডার-রাজ্য  
ভরত গ্রহণ করবে না।’

কৈকেয়াঃ মুক্তলজ্জায়াঃ বদন্ত্যামতিদারুণম্।  
রাজা দশরথো বাক্যমুবাচায়তলোচনাম্॥ ১৩

লজ্জাহীনা কৈকেয়ী সেই নিদারুণ কথা বললে, রাজা  
দশরথ আয়তলোচনা কৈকেয়ীকে বললেন—

বহন্তঃ কিং তুদসি মাং নিযুক্তা ধুরি মাহিতে।  
অনার্থে কৃত্যমারদ্ধং কিং ন পূর্বমুপারুদ্ধঃ॥ ১৪

‘অনার্য! ভাব বহনে নিযুক্ত কর, আমাকে আবার কেন দুঃখ দিচ্ছ? কার্যবজ্ঞেয় পূর্বে আমার বাধা দাওনি কেন (বর প্রার্থনার সময় কেন বলোনি, রাম সৈন্য-আদি কিছুই সঙ্গে নিতে পারবে না)?’

তসৌতঃ ক্রোধসংযুক্তমুক্তঃ শ্রদ্ধা বরাদনা  
কৈকেয়ী বিগ্ধঃ ক্রুদ্ধা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ১৫

সুদর্শনা কৈকেয়ী রাজার এই ক্রোধযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে, বিগ্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বললেন—

তবৈব বংশে সগরো জ্যেষ্ঠপুত্রমুপারুখৎ।

অসমঞ্জ ইতি খ্যাতঃ তথায়ঃ গল্পমব্রতি ॥ ১৬

‘পূর্বে আপনারই বংশে রাজা সগর তাঁর অসমঞ্জ নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্বাসিত করেছিলেন; সেইভাবে, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকেও নির্বাসনে যেতে হবে।’

এবমুক্তো বিগিত্যেব রাজা দশরথোব্রবীৎ।

ব্রীড়িতস্ত জনঃ সর্বঃ সা চ ত্যাববুধ্যত ॥ ১৭

কৈকেয়ী কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে রাজা দশরথ ‘ধিক্ ধিক্’ বলে উঠলেন, উপস্থিত সকলে লজ্জিত হলেন; কৈকেয়ী কিন্তু সেই ধিকার এবং সমবেত সকলের লজ্জার অর্থ বুঝতে পারলেন না।

তত্র বৃদ্ধো মহামাত্রঃ সিদ্ধার্থো নাম নামতঃ।

সুচির্ব্রহ্মতো রাজঃ কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ১৮

সেখানে উপস্থিত রাজা দশরথের সিদ্ধার্থ নামে পবিত্র চরিত্র এবং সকলের সম্মাননীয় বৃদ্ধ মহামন্ত্রী, কৈকেয়ীকে এই কথা বললেন—

অসমঞ্জো গৃহীত্বা তু ক্রীড়তঃ পথি দারকান্।

সরযবাং প্রক্ষিপন্নু রমতে তেন দুর্মতিঃ ॥ ১৯

‘দুষ্ট অসমঞ্জ পথে ক্রীড়ারত বালকদের ধরে সরযুর জলে নিক্ষেপ করে আনন্দ পেত।

তং দুষ্টা নাগরাঃ সর্বৈ ক্রুদ্ধা রাজানমক্ৰবন্।

অসমঞ্জঃ বৃণীষৈকমাম্মান্ বা রাষ্ট্রবর্ধন ॥ ২০

‘তা (অসমঞ্জের দুষ্ট কর্ম) দেখে নগরবাসীরা সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বললে— “রাষ্ট্রের কল্যাণ বৃদ্ধিকারিন রাজন, হয় একক অসমঞ্জকে অথবা আমাদের সকলকে এই রাজ্যে থাকতে দিন।”

তানুবাচ ততো রাজা কিম্মিমিত্তমিদং ভয়ম্।

তান্চাপি রাজা সম্পৃষ্টা বাক্যং প্রকৃতয়োব্রবন্ ॥ ২১

‘তখন রাজা সগর প্রজাদের জিজ্ঞাসা করলেন— “এই ভয়ের কারণ কী?” রাজা এই কথা জিজ্ঞাসা

করলে, প্রজাবর্গ বলল

ক্রীড়তস্তেন নঃ পুত্রান্ শাল্যাদৃ জ্ঞায়েতসঃ।

সরযবাং প্রক্ষিপণৌর্থাৎ তুলাং শ্রীতিমপুতঃ ॥ ২২

‘মহারাজ! আপনার এই চপলমতি পুত্র মূর্ত্তমান্য আমাদের ক্রীড়ারত শিশুপুত্রদের সরযুর জলে নিক্ষেপ করে অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করে’।

স তাসাং বচনং শ্রদ্ধা প্রকৃতীনাং নরাদিপঃ।

তং তত্যাচ্ছাছিতঃ পুত্রং তাসাং প্রিয়ারিকীর্যমা ॥ ২৩

‘মহারাজ সগর প্রজাবর্গের কথা শুনে তাদের প্রিয়কার্য করার ইচ্ছার অহিতকারী সেই দুষ্ট পুত্রকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

তং যানং শীঘ্রমারোপ্য সভার্যং সপরিচ্ছেদম্।

যাবজ্জীবং বিবাসোহ্যমিতি তানথশাং শিতা ॥ ২৪

‘পিতা সগর সপত্নীক পুত্র অসমঞ্জকে প্রয়োজনীয় বস্ত্র দিয়ে শীঘ্র রথে বসিয়ে, সেবকদের নির্দেশ দিলেন— “একে যাবজ্জীবন নির্বাসন দাও”।

স ফালগুণিকং গৃহ্য গিরিদুর্গাণ্যলোকয়ৎ  
দিশঃ সর্বাঙ্গনুচরন্ স যথা পাপকর্মকৎ ॥ ২৫

‘অসমঞ্জ যেমন পাপকর্ম করেছে, তার ফলস্বরূপ ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে গিরিগুহায় বসবাসের যোগ্য হুন খুঁজতে সকল দিক ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগল

ইতোনমত্যজন্ম রাজা সগরো বৈ সুধার্মিকঃ।

রামঃ কিমকরোৎ পাপং যেনৈবমুপকৃষ্যতে ॥ ২৬

‘সুধার্মিক রাজা সগর, এই কারণেই অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র, কী এমন পাপকাজ করেছে, যার জন্য তাকে রাজ্যলাভে বাধা দেওয়া হচ্ছে? নহি কখন পশ্যামো রাঘবস্যাশুণং বয়ম্।

দুর্লভো হ্যসা নিরয়ঃ শশ্যাকসোব কল্যষম্ ॥ ২৭

‘চন্দ্রের মালিন্যের (কলঙ্কের) মতো, আমরা রঘুনন্দনের কোনও অবগুণ (দোষ) দেখতে পাচ্ছি না। এর মধ্যে পাপ দুর্লভ। (চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, কিন্তু গ্রীষ্মের মধ্যে কোনও কলঙ্ক অর্থাৎ মালিন্য নেই।)

অথবা দেবি ত্বং কচ্ছিন্দ দোষং পশ্যাসি রাঘবে।

তমদ্য ক্রুহি তস্মৈ তদা রামো বিবাস্যতে ॥ ২৮

‘অথবা, দেবি! আপনি যদি রঘুনন্দন গ্রীষ্মের মধ্যে কোনও দোষ দেখে থাকেন, তাহলে ঠিক ঠিক বলুন, তখনই রামকে নির্বাসিত করা যাবে।

অদুষ্টস্য হি সংত্যাগঃ সংশোধে নিরতস্য চ।



নির্দোষেন শত্রুস্য দ্যুতিঃ ধর্মবিরোধবান্ ॥ ২৯  
‘সংপথে বিচরণশীল নির্দোষ ব্যক্তিকে ত্যাগ তথা  
বর্জিত করলে, ধর্মের প্রতি বিরোধ হেতু ইন্দ্রের তেজও  
কিট হয়।

জ্ঞানং দেবি রামস্য শ্রিয়া বিহতয়া ত্বয়া।  
শোকতোষনি হি তে রক্ষাঃ পরিবাদঃ শুভাননে ॥ ৩০  
‘অতএব, দেবি! রামকে রাজ্যশ্রী থেকে প্রতিহত  
করেন না; আর, অগ্নি শুভাননে! জনসাধারণের  
সিদ্ধাবাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।’

ক্বা তু সিদ্ধার্থবচো রাজা শ্রান্ততরশ্বরঃ।  
শোকোপহতয়া বাচা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ৩১  
সিদ্ধার্থের কথা শুনে রাজা ক্ষীণ কণ্ঠে শোকাকুল  
হৃদে কৈকেয়ীকে বললেন—

এতদ্যে নোচ্ছসি পাপরূপে  
হিতং ন জানাসি মমাস্বনোহথবা।

আহ্বায় মার্গং কৃপণং কুচেষ্ঠা  
চেষ্ঠা হি তে সাধুপথাদপেতা ॥ ৩২

‘পাপীয়সি! তুমি মহাত্মা সিদ্ধার্থের এই কথা শুনে  
চাইছ না; আমার অথবা তোমার নিজের মঙ্গল বিষয়েও  
বুঝতে (জানতে) পারছ না। লোভের পথ অবলম্বনে  
তোমার এই চেষ্ঠা (কার্য), সংপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে  
অপচেষ্ঠা মাত্র।

অনুব্রজিযাম্যহমদা রামং  
রাজ্যং পরিত্যজ্য সুখং ধনং চ।

সর্বং চ রাজা ভরতেন চ ত্বং  
যথাসুখং ভুঙ্কু চিরায় রাজ্যাম্ ॥ ৩৩

‘আমি আজই রাজ্যসুখ এবং ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে  
রামকে অনুগমন করব, এবং প্রজারাও তাই করবে। আর  
তুমি রাজা ভরতের সঙ্গে চিরকাল যথাসুখে রাজ্য ভোগ  
করো।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৬ ॥

### সপ্তত্রিংশ সর্গ (৩৭)

বনগমনোদ্যত রামাদির বহুলধারণ, সীতার বহুলধারণ দর্শনে অস্ত্রঃপুরিকাদের অস্ত্রমোচন, কৈকেয়ীর  
প্রতি ক্রুদ্ধ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কর্তৃক সীতার বহুলধারণের অনৌচিত্য প্রদর্শন

অযোধ্যবচঃ শ্রুত্বা রামো দশরথঃ তদা।  
রাজভাষত বাকাং তু বিনয়ম্বো বিনীতবৎ ॥ ১

তখন প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে বিনয়বিদ রামচন্দ্র রাজা  
দশরথকে বিনয়বচনে বললেন—

রাজভাষসা মে রাজন্ বনে বনেন জীবতঃ।  
কিং কার্যমনুয্যায়েণ ভ্যক্তসঙ্গস্য সর্বতঃ ॥ ২

‘রাজন্! আমি সকল ভোগ্য বিষয় ও সকল আসক্তি  
পরিত্যাগ করে বন্যজলমূলাহারে জীবন-ধারণ করব,  
অতএব বনে আমার অনুগামী সেনাবাহিনীর কী  
প্রয়োজন?’

যো হি দ্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং কঙ্কামাং কুরুতে মনঃ।  
রজ্জুগ্নেহেন কিং তস্য ভাজতঃ কুজরোত্তমম্ ॥ ৩

‘কাউকে একটি উত্তম হস্তী সম্প্রদান করেও যে-জন  
ঐ হস্তীর বন্ধনরজ্জুর প্রতি লুব্ধ হয়, তার পক্ষে হস্তী ত্যাগ  
করে রজ্জুর প্রতি আকর্ষণের সার্থকতা কোথায়?’

তথা মম সত্যং শ্রেষ্ঠং কিং স্বজিন্যা জগৎপতে।  
সর্বাণ্যোবানুজ্ঞানামি চীরাণ্যোবানুজ্ঞামি মে ॥ ৪

‘অতএব সজ্জনশ্রেষ্ঠ হে রাজন্! আমার  
পতাকাবাহীর কী প্রয়োজন? আমি তো ভরতকে সবই দিয়ে  
দিয়েছি। আমার জন্য চির (বহুল বসন-ই) আনিয়ে দিন।

অনিষ্টপটিকে চোখে সমানয়ত গচ্ছত।  
চতুর্দশ বনে বাসঃ বর্ষাণি বসতো মম॥ ৫

‘চৌদ্দ বছর আমাকে বনে বাস কবতে হবে, তাই  
আনয়নকারীরা আমার জন্য কোদাল ও বুড়ি আনতে যাক।’

অথ চীরানি কৈকেয়ী স্বয়মাহতা রাঘবম্।  
উবাচ পরিশং খেতি জনৌষে নিরপত্রা॥ ৬

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী নিজেই চীর (বকল) নিয়ে  
এসে জনগণের সামনেই রঘুনন্দন রামকে বললেন  
— ‘পরিধান করো।’

স চীরে পুরুষব্যাঘ্রঃ কৈকেয়াঃ প্রতিগৃহ্য তে  
সূক্ষবস্ত্রমবক্ষিপা মুনিবজ্রাণ্যবস্ত্র হ॥ ৭

পুরুষব্যাঘ্র রাম সূক্ষবস্ত্র পরিচ্যাগ করে, কৈকেয়ীর  
কাছ থেকে দুখানি বকল প্রতিগ্রহণ করলেন এবং মুনিদের  
অনুরূপ বকল পরিধান করলেন।

লক্ষ্মণচাপি তত্রৈব বিহায় বসনে শুভে।  
তাপসাহ্লাদেনৈ চৈব জগ্ৰাহ পিতুরব্রতঃ॥ ৮

লক্ষ্মণও সেখানে পিতার সম্মুখেই সুন্দর বস্ত্র  
পরিচ্যাগ করে, তপস্বীর বসন গ্রহণ করলেন।

অখাঙ্কপরিধানার্থং সীতা কৌশেয়বাসিনী।  
সম্প্রেক্ষ্য চীরং সংব্রজ্য পৃথ্বী বাণ্ডুরামিবা॥ ৯

অতঃপর পট্টবস্ত্রপরিহিতা সীতা পরিধানের জন্য  
বকলবসন দেখে পাশ-দর্শনে হরিণীর মতো ভীতা হয়ে  
পড়লেন।

সাপাশপমাশেষ প্রগৃহ্য চ সুদূরমাঃ।  
কৈকেয়াঃ কুশচীরে তে জানকী শুভলক্ষণা॥ ১০

অশ্রুসম্পূর্ণনেত্রা চ ধর্মজ্ঞা ধর্মদর্শিনী।  
গন্ধর্বরাজপ্রতিমং ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ১১

কথং নু চীরং বয়ন্তি মুনয়ো বনবাসিনঃ।  
ইতি হ্যকুশলা সীতা সা মুমোহ মুহুমুহঃ॥ ১২

কৈকেয়ীর হাত থেকে কুশ ও বকল গ্রহণ করে,  
দুঃখে ও লজ্জায় দুষ্টিভ্রাতৃপুত্র ধর্মজ্ঞা ধর্মদর্শিনী শুভলক্ষণা  
বকলধারণে অপটু জনকনন্দিনী জানকী অশ্রুপূর্ণনেত্রে  
গন্ধর্বরাজসম পতি রামকে ‘বনবাসী মুনীরা কীভাবে বকল  
পরিধান করেন?’, এই কথা জিজ্ঞাসা করে বারবার মুহূর্ত্তা  
হয়ে পড়েন।

কৃত্বা কষ্টে স্ম সা চীরমেকমাদায় পাণিনা।  
তদৌ হ্যকুশলা তত্র ব্রীড়িতা জনকান্বজা॥ ১৩

অপটু লজ্জিতা জনকনন্দিনী সীতা একটি বকল কষ্টে

ধারণ করে এবং অপরটি হাতে ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে  
রইলেন।

তস্যাঙ্কং কিপ্রমাগতা রামো ধর্মভূতাং বরঃ।  
চীরং ববক্ষ সীতায়াঃ কৌশেয়সোপরি স্বয়ম্॥ ১৪

তখন ধার্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র দ্রুত এসে নিজেই  
সীতার কৌশেয় বস্ত্রের উপরেই সেই বকল বেঁধে দিলেন।

রামঃ প্রেক্ষ্য তু সীতায়া বস্ত্রভং চীরমুত্তমম্।  
অস্তঃপুরচরা নার্যো মমুচুর্বারি নেত্রজম্॥ ১৫

রামচন্দ্রকে সীতার উত্তম চীববস্ত্র বকল পরাতে দেখে  
অস্তঃপুরচারিণী নারীগণ চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

উচুশ্চ পরমায়ত্তা রামং জ্বলিততেজসম্।  
বৎস নৈবঃ নিযুক্তেন্যং বনবাসে মনস্বিনী॥ ১৬

অত্যন্ত দুঃখকাতরা সেই অস্তঃপুরিকারা তেজঃপ্রদীপ্ত  
রামকে বললেন, ‘বৎস ! মনস্বিনী সীতা তো বনবাসের  
জন্য নিয়োজিত হননি ! (কৈকেয়ী বরদুটির মধ্যে প্রথম  
বরে ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক এবং দ্বিতীয় বরে রামের  
বনবাস চেয়েছিলেন ; সীতা তো স্বেচ্ছায় পতির অনুগামিনী  
হচ্ছেন, তাই রামের বকল পরিধান আবশ্যিক হলেও,  
সীতার বকল পরিধানের আবশ্যিকতা কোথায় !)

পিতৃর্বা কানুরোথেন গতস্যা বিজনং বনম্।  
তাবদ্ দর্শনমস্যা নঃ সফলং ভবতু প্রভো॥ ১৭

‘প্রভু ! পিতার আদেশ পালনের অনুরোধে তুমি  
জনহীন অরণ্যে গেলে, যতদিন তোমার দর্শন পাব না  
ততদিন সীতার দর্শনেই আমাদের জীবন সফল হোক।

লক্ষ্মণেন সহায়েন বনং গচ্ছস্ব পুত্রক।  
নেয়মহতি কল্যাণি বস্ত্রং তাপসবদ্ বনে॥ ১৮

‘বৎস রাম ! তুমি লক্ষ্মণের সহায়তায় বনে যাও ;  
এই সাধবী কুলবধু তপস্বিনীর মতো বনে বাস করতে  
পারবেন না।

কুরু নো যাচনাং পুত্র সীতা তিষ্ঠতু ভামিনী।  
ধর্মনিতাঃ স্বয়ং হাতুং ন হীদনীং তুমিচ্ছসি॥ ১৯

‘বৎস ! দীপ্তিময়ী কল্যাণী সীতা এখানে  
থাকুন— আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ করো। ধর্মনিষ্ঠ তুমি  
নিজে তো এখানে থাকতে চাইছ না !’

তাসামেবংবিধা বাচঃ শ্রুত্ব দশরথশ্রজঃ।  
ববক্ষৈব তথা চীরং সীতায়া তুল্যনীলগা॥ ২০

চীরে গৃহীতে হু তয়া সবাত্পে নৃপতেওরঃ।  
নিবার্য সীতাং কৈকেয়ীং বসিতো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২১

তাসামেবংবিধা বাচঃ শ্রুত্ব দশরথশ্রজঃ।  
ববক্ষৈব তথা চীরং সীতায়া তুল্যনীলগা॥ ২০

চীরে গৃহীতে হু তয়া সবাত্পে নৃপতেওরঃ।  
নিবার্য সীতাং কৈকেয়ীং বসিতো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২১

তাসামেবংবিধা বাচঃ শ্রুত্ব দশরথশ্রজঃ।  
ববক্ষৈব তথা চীরং সীতায়া তুল্যনীলগা॥ ২০

চীরে গৃহীতে হু তয়া সবাত্পে নৃপতেওরঃ।  
নিবার্য সীতাং কৈকেয়ীং বসিতো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২১

তাসামেবংবিধা বাচঃ শ্রুত্ব দশরথশ্রজঃ।  
ববক্ষৈব তথা চীরং সীতায়া তুল্যনীলগা॥ ২০

‘অন্তঃপূর্ণিকাদের এইসকল কথা শুনেও মনন-  
নন্দন রাম সীতার সঙ্গে বঞ্চল পরিণয়ে দিলেন। শ্রীরামের  
উপযুক্ত সমানপূজনা সীতা চীর প্রতপ করলে, রাজস্বয়ং  
বশিষ্ঠদেব বাস্পরস্ক কণ্ঠে সীতাকে চীবদানপে নিবাসিত  
করে কৈকেয়ীকে বললেন—

অতিপ্রবৃত্তে দুর্মেঘে কৈকেয়ি কুলপাংসনি,  
বক্ষয়িষ্যে তু রাজানং ন প্রমাণেহমতিষ্ঠসি॥ ২২

‘স্বীয় মর্যাদা লঙ্ঘনকারিণী দুর্ভিক্ষি কুলকলঙ্গিনী  
কৈকেয়ি ! তুমি রাজাকে বক্ষনা করে সীতার মধ্যে থাকছ না  
(তোমার সীমা লঙ্ঘন করছ)।

ন গন্তব্যং বনং দেব্যা সীতয়া শীলবর্জিতে।  
অনুষ্ঠাসাতি রামস্য সীতা প্রকৃতমাসনম্॥ ২৩

‘অগ্নি দুঃশীলে ! দেবী সীতাকে বনে যেতে হবে না,  
ইনি রামের জন্য নির্দিষ্ট আসনে (রাজসিংহাসনে)  
অধিষ্ঠান করবেন।

আত্মা হি দারাঃ সর্বেষাং দারসংগ্রহবর্তিনাম্।  
আত্মায়মিতি রামস্য পালয়িষ্যতি মেদিনীম্॥ ২৪

‘পত্নীবান সকল গৃহস্থের পত্নীই আত্মা ; অতএব  
রামের “আত্মা” স্বরূপা সীতাদেবী-ই পৃথিবী (রাজ্য)  
পালন কববেন।

অথ যাস্যতি বৈদেহী বনং রামেণ সংগতা।  
বয়মত্রানুয়াস্যামঃ পুরং চেদং গমিষ্যতি॥ ২৫

অন্তশালাশ্চ যাস্যন্তি সদারো যত্র রাঘবঃ।  
সহোপজীব্যাং রাষ্ট্রং চ পুরং চ সপরিচ্ছেদম্॥ ২৬

‘রামের সঙ্গে যদি বিদেহরাজতনয়া সীতা বনবাসে  
যান, তবে আমরা এবং অযোধ্যাপুরবাসী সকলেই তাঁর  
অনুগমন করব। যেখানে সপত্নীক রঘুনন্দন সেখানেই  
রাজ্যান্তঃপূবরক্ষীগণ, জীবনধারণযোগ্য ধনধান্যাদিসহ  
রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং কর্মচারীগণসহ পুরপ্রশাসন ব্যবস্থাও চল  
যাবে।

ভ্রাতৃশ্চ সশত্রুশ্চীরবসা বনেচরঃ।  
বনে বসন্তং কাকুৎস্থমনুবৎসতি পূর্বজম্॥ ২৭

‘শত্রুদের সঙ্গে ভরতও বঞ্চল ধারণ করে  
জ্যেষ্ঠভ্রাতা বনবাসী কাকুৎস্থনন্দন রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে  
বিচরণ করবেন।

ততঃ শূন্যাং গতজনাং বসুধাং পাদপৈঃ সহ।  
স্বমেকা শাশ্বি দুর্ব্ভা প্রজানামহিতে হিতা॥ ২৮

‘প্রজাদের অহিতকারিণী দুর্ব্ভা, তুমি একাই তখন

বৃক্ষলতাসহ এই জনহীন শূন্য পৃথিবীকে (রাজ্যকে) শাসন  
কববেন

ন হি তদ ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো ন ভূপতিঃ।  
তদ বনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবৎসতি॥ ২৯

‘যেখানে রাম রাজা নয়, সেই স্থান রাষ্ট্রই নয় ; কিন্তু  
রাম যেখানে বাস করেন তা অরণ্য হলেও রাষ্ট্রে পরিণত  
হয়ে যায়।

ন হ্যদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শাস্তুমিচ্ছতি।  
ভৃগি বা পুত্রবদ্ বস্তুং যদি জাতো মহীপতেঃ॥ ৩০

‘ভরত যদি রাজার ঔরসজাত পুত্র হয়, তবে সে  
পিতা কর্তৃক স্বেচ্ছায় না-দেওয়া রাজ্য শাসন করতে চাইবে  
না, তোমার সঙ্গেও সে পুত্রের মতো বাস করতে চাইবে  
না।

যদ্যপি ত্বং ক্ষিতিক্তলাদ্ ধগনং চোৎপতিষ্যসি।  
পিতৃবংশচরিত্রজঃ সোহন্যথা ন করিষ্যতি॥ ৩১

‘যদিও তুমি লাফ দিয়ে ভূতল থেকে আকাশে উড়ে  
যাও, তথাপি পিতৃবংশের আচরণে অভিজ্ঞ ভরত,  
পিতৃবংশের ব্যবহারের অন্যথা করবে না।

তৎ ত্বয়া পুত্রগর্ধিন্যা পুত্রস্য কৃতমগ্রিমম্।  
লোকে নহি স বিদ্যেত যো ন রামমনুরতঃ॥ ৩২

‘অতএব পুত্রের মঙ্গলাভিলাষিণী হয়েও তুমি পুত্রের  
অপ্রিয় কর্মই করেছ, কাবণ পৃথিবীতে এমন কোনও লোক  
নেই, যে রামের অনুরক্ত নয়।

দ্রক্ষ্যসাদ্যেব কৈকেয়ি পশুবাশমৃগদিজান্।  
গচ্ছতঃ সহ রামেণ পাদপাংশ্চ তদুদুখান্॥ ৩৩

‘কৈকেয়ি ! আজই তুমি রামের সঙ্গে পশু, সাপ,  
হরিণ এবং পাখিদের যেতে দেববে ; আরও দেববে  
বৃক্ষসকল তাঁর জন্য উদ্বুধ হয়ে আছে।

অথোত্তমান্যাভরণানি দেবি  
দেহি স্ফুটায়ৈ ব্যপনীয় চীরম্।

ন চীরমস্যাঃ প্রবিধীয়তেতি  
ন্যাবারয়ৎ তদ বসনং বসিষ্ঠঃ॥ ৩৪

‘দেবি ! বঞ্চল খুলে নিয়ে পুত্রবধূকে উত্তম অলঙ্কার-  
সকল দান করো। একে বঞ্চল দান করা উচিত নয়।’  
বশিষ্ঠদেব এই বলে কৈকেয়ীকে চীরদান থেকে নিবারণ  
করলেন।

একস্য রামস্য বনে নিবাস-  
ত্বয়া বৃতঃ কেকয়রাজপুত্রি।



বিকৃতভিত্তঃ প্রতিকর্মিত্যা  
 বসন্তরশো সহ রামবেশ ॥ ৩৫  
 রাজকন্য বাশট খাটও বসলেন 'আমি কেবল  
 রাজকন্য ! তুমি তো কেবল একা নামেরই বনবাস  
 চেয়েছিলে। অতএব, বস্ত্রভূষণে সুসাজ্জাতা সীতা পাতি  
 রামের সঙ্গে বনে বাস করে চৈতন্যিন সংসারকর্ম  
 করুন।'  
 দামৈশ্ব মৃথোঃ পরিচারকৈশ্চ  
 সুসংবৃত্তা গাছতু রাজপুত্রী।  
 যত্রৈশ্ব সর্বৈঃ সহিতৈর্বিধায়ৈ-  
 নৈয়ং বৃত্তা তে বরসম্প্রদানে ॥ ৩৬

'যেহেতু বনপার্শ্বনাগ সময়-এই বান্ধবগণের  
 চর্যায়, তাই তিনি বিভিন্ন উপকরণ ও বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া  
 প্রধান প্রধান লোকদের সহায়তায় উভয় বনে আরোহণ  
 করে বনবাসে যাত্রা করিলেন।'  
 তদ্বিশংখ্যা জগতি নিব্রম্ভো  
 তরৌ নৃপসাপ্রতিমপ্রদানে।  
 নৈব ন্য সীতা বিনিবৃত্ততানা  
 প্রিয়সা তর্জঃ প্রতিকারকামা ॥ ৩৫  
 অতুলনীয় তেজস্বী প্রাণগণশ্রেষ্ঠ বান্ধবগণ বশিষ্ঠদেব  
 এইরকম বললেও প্রিয় পতির অনুকরণে অভিলାষিণী সীতা  
 বঙ্কল দারণে নিবৃত্ত হইলেন না।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতঃ বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিনীতঃ আদিকাণ্ডে ভাগবতঃ অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

### অষ্টত্রিংশ সর্গ (৩৮)

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের বিলাপোক্তি, জননী কৌশল্যার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের  
 জন্য পিতা দশরথের প্রতি রামের অনুরোধ

তস্যাঃ চীরং বসানায়ং নাথবত্যামনাথবৎ।  
 প্রচক্ষোশ জনঃ সর্বো যিক্ হ্যং দশরথঃ স্ত্রিতি ॥ ১  
 সীতা সনাথা হওয়া সম্বন্ধে তাঁকে অনাথের মতো  
 বঙ্কল পরিধান করতে দেখে অযোধ্যাবাসী সকলে 'রাজা  
 দশরথ, আপনাকে যিক্' বলে চিৎকার করতে লাগল।  
 তেন তত্র প্রধাদেন দুঃখিতঃ স মহীপতিঃ।  
 চিচ্ছেদ জীবিতে প্রহ্লাং ধর্ম্যে যশসি চাক্ষনঃ ॥ ২  
 সেখানে সেই তুমুল কোলাহল শুনে দুঃখিত রাজা  
 দশরথ নিজের বাঁচার ইচ্ছা, ধর্ম ও যশের প্রতি প্রহ্লা  
 হারালেন।  
 স নিঃশস্যোক্ষমৈক্ষাক্ষাং ভার্মমিদমব্রবীৎ।  
 কৈকেয়ি কুশচীরেণ ন সীতা গন্তমহতি ॥ ৩  
 ইক্ষাকুবংশীয় রাজা দশরথ উক্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে  
 স্ত্রীকে বললেন—'কৈকেয়ি ! সীতা কুশধারণ ও বঙ্কল  
 পরিধান করে বনে যেতে পারে না।  
 সুকুমারী চ বালা চ সততং চ সুখোচিতা।

নৈয়ং বনস্যা যোগোতি সত্যমাহ গুরুময় ॥  
 'সুকোমলা এবং সর্বদা সুখে থাকতে অভ্যস্ত সীতা  
 বালিকামাত্র, তাই বনবাসের যোগ্য নয়, এই কথা অম  
 গুরু বশিষ্ঠদেব ঠিকই বলেছেন।  
 ইয়ং হি কস্যাপি করোতি কিঞ্চিৎ  
 তপস্বিনী রাজবরস্য পুত্রী।  
 যা চীরমাসাদ্য জনস্য মধ্যে  
 হিতা বিসংজ্ঞা প্রমথীব কটিং ॥  
 'রাজশ্রেষ্ঠ জনকের কন্যা তপস্বিনী সীতা কি কর  
 ক্ষতি করেছেন যে, তিনি বঙ্কল পরিধান কর  
 কিংকর্তব্যবিমূঢ়া ভিক্ষুণীর মতো জনগণের মধ্যে  
 আছেন ?  
 চীরাশাপাশ্চাক্ষনকস্য কন্যা  
 নৈয়ং প্রতিজ্ঞা মম দরপূর্ণ  
 যথাসুখং গচ্ছতু রাজপুত্রী  
 বনং সমস্তা সহ সর্বত্রৈ ॥

‘জনকের কন্যা বঙ্কল পরিত্যাগ করুক। (জনকী বঙ্কল পরিধান করে বনে যাবে)—আমি পূর্বে এই প্রতিজ্ঞা করিনি। অতএব, রাজকন্যা সীতা সকল অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়েই মনের সুখে স্বামীর সঙ্গে বনে যাক।

অজীবনার্ষেণ ময়া নৃশংসা

কৃত্য প্রতিজ্ঞা নিয়মেন তাবৎ।

কুয়া হি বাল্যাং প্রতিগম্যেতৎ

তয়া সহৈদ্ বেণুমিবাস্তপুষ্পম্ ॥ ৭

‘জীবনরক্ষায় অসমর্থ হয়েই আমি নিয়মপূর্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম ; আর তুমিও দুর্বৃত্তিবশত রামের বনগমন স্থির করলে ! বাঁশের ফুল যেমন বাঁশকে দক্ষ করে, সেইরকমভাবে কামনাপুষ্প যেন আমাকে দক্ষ না করে।

রমেশ যদি তে পাপে কিঞ্চিৎ কৃতমশোভনম্।

অপকারঃ ক ইহ তে বৈদেহ্যা দর্শিতোহধমে ॥ ৮

‘অধম পাপীয়সি ! যদি রাম তোমার প্রতি কোনও অশোভন ব্যবহার করেছে থাকে, বিদেহরাজনন্দিনী তোমার কী অপকার করেছে ?

মৃগীবোৎফুল্লনয়না মৃদুশীলা মনস্বিনী।

অপকারঃ কমিব তে করোতি জনকান্নজা ॥ ৯

‘হরিণীর মতো উৎফুল্লনয়না মৃদুস্বভাবা প্রশস্তমনা জনকতনয়া সীতা তোমার কী ক্ষতি করেছে ?

ননু পর্যাশ্রমেবং তে পাপে রামবিবাসনম্।

কিমিতিঃ কৃপণৈর্ভূয়ঃ পাতকৈরপি তে কৃতৈঃ ॥ ১০

‘অয়ি পাপীয়সি ! রামকে নির্বাসিত করে তুমি যথেষ্টই পাপ করেছ, আবার এই সীতা নির্বাসনরূপ কদর্ব পাপকর্মের কী প্রয়োজন ছিল !

প্রতিজ্ঞাতং ময়া তাবৎ ত্বয়োক্তং দেবি শৃণুতা।

রামঃ যদভিষেকায় ত্বমিহাগতমব্রবীঃ ॥ ১১

‘দেবি ! অভিষেকের জন্য এখানে আগত রামের সহস্রকে তুমি যা বলেছিলে, তোমার সেই কথা শুনে বিনা বিচারে আমি তা পালনের প্রতিজ্ঞা করেছি।

তত্ত্বৈতৎ সমতিক্রমা নিরয়ঃ গম্যমিচ্ছসি।

মৈথিলীমপি যা হি ত্বমীকসে চীরবাসিনীম্ ॥ ১২

‘সেই ব্যক্তি উল্লঙ্ঘন করে তুমি নরকে যেতে চাইছ, যেহেতু তুমি মিথিলেশনন্দিনী সীতাকেও বঙ্কল পরাতে চাইছ।’

এবং ব্রহ্মবন্তঃ পিতরং রামঃ সম্প্রহিতো বনম্।

অবাক্শিরসমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৩

অবনতমস্তকে উপবিষ্ট পিতা দশরথ এইসব কথা বলতে থাকলে বনে প্রস্থানোদ্যত রাম তাঁকে বললেন—

ইয়ং ধার্মিক কৌশল্যা মম মাতা যশস্বিনী।

বৃদ্ধা চাক্ষুঃশীলা চ ন চ ত্বাং দেব গর্হতে ॥ ১৪

‘ধর্মপরায়ণ পিতৃদেব ! আমার যশস্বিনী, উন্নতস্বভাবা বৃদ্ধা মাতা কৌশল্যা কিন্তু আপনার কোনও নিন্দা করছেন না।

ময়া বিহীনাং বরদ প্রপাদাং শোকসাগরম্।

অদৃষ্টপূর্ববাসনাং ভূয়ঃ সম্মত্বমব্রবীৎ ॥ ১৫

‘বরদাতা পিতৃদেব ! আমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্না আমার মা পূর্বে কোনও শোক পাননি ; অতএব তাঁকে আরও সম্মান করবেন।

পুত্রশোকং যথা নর্ছেৎ ত্বয়া পূজ্ঞান পূজিতা।

মাং হি সচিন্তয়ন্তী সা ত্বয়ি জীবৎ তপস্বিনী ॥ ১৬

‘আমার তপস্বিনী মাতা আমার চিন্তা করতে করতে যাতে পুত্রশোকে কষ্ট না পান ; পূজনীয় আপনার উপর নির্ভর করে যেন জীবন ধারণ করতে পারেন।

ইমাং মহেন্দ্রোপম জাতগর্ধিনীং

তথা বিধাতুং জ্ঞানীং মমাহসি।

যথা বনহে ময়ি শোককর্ষিতা

ন জীবিতং নাস্য যমক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৭

‘দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য মহান পিতা ! আমি বনবাসে থাকার সময় শোককাতরা আমার মা জীবন ত্যাগ করে যাতে যমালয়ে চলে না যান, যমলাকালিক্রমী আমার সেই মা-এর প্রতি আপনি সেইরকম ব্যবস্থা করবেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

## একোনচত্বারিংশ সর্গ (৩৯)

জটানন্তলখারী বামকে দেখে দশরথের বিলাপ, রামের বনগমনের ক্রেশ নিবারণার্থে রথ আনয়নের জন্য  
সুমন্ত্রের প্রতি এবং সীতাকে বসনভূষণ দানের জন্য কোশালাক্ষেত্রের প্রতি তাঁর নির্দেশ, সীতাকে  
আলিঙ্গন করে তাঁর প্রতি কৌশল্যার উপদেশ দান এবং শ্রীরাম কর্তৃক কৌশল্যাকে  
আশ্বাস দান ও অন্য মাতৃগণের প্রতি বিদায় সম্বাসন

রামস্য তু বচঃ ক্রদ্ধা মুনিবেশধরঃ চ তম।  
সমীক্ষ্য সহ ভাৰ্য্যসী রাধা নিগতচেতনঃ॥ ১

বাহুর কথা শুনে এবং তাঁকে মুনির বেশে দেখে  
পত্নীদেব সঙ্গে অবস্থিত রাজা দশরথ মুহূর্ত হয়ে পড়লেন।

নৈনঃ দুঃশ্চেন সজ্জঃ প্রতাবিক্ত নাদনম্।  
ন নৈনমভিসম্প্রেক্ষ্য প্রজ্ঞাতাসত দুর্মনাঃ॥ ২

শোকপূর্ণ রাজা বামবেশ দিকে তাকাতে পারলেন  
না, শোকাৎ জন্মে কোনওবকমে দেখতে পারলেও কিছুই  
বলতে পারলেন না।

স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো দুঃখিতস্ত মহীপতিঃ।  
বিলাপ মহাবাহু রামমেবানুচিহ্নয়ান্॥ ৩

মহাবীর রাজা দশরথ মুহূর্তকাল সংজ্ঞাহীন হয়ে  
পুনরায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হলেন এবং শ্রীরামের কথা চিন্তা  
করতে করতে আবার শোককাতর হয়ে বিলাপ করে বলতে  
লাগলেন—

মনো খলু ময়া পূৰ্বং বিবৎসা বহবঃ কৃতঃ।  
প্রাপিনো হিংসিতা বাপি তন্মামিদমুপস্থিতম্॥ ৪

‘মনে হচ্ছে, পূর্বে আমি অনেক মা-কে সন্তানহীনা  
করেছি, অথবা অনেক প্রণীর প্রতি হিংসা করেছি ; তাই  
আমার এই দুরবস্থা উপস্থিত হয়েছে।

ন হ্বেবানাগতে কালে দেহাচ্চাবতি জীবিতম্।  
কৈকেয়া ক্রিয়ামানসা মৃত্যুর্মম ন বিদাতে॥ ৫

‘সময় না হলে দেহ থেকে প্রাণ নির্গত হয় না ; তাই  
কৈকেয়ী কর্তৃক অশেষ ক্রেশপ্রাপ্ত হয়েও আমার মৃত্যু হচ্ছে  
না।

যোহহং পাবকসংকাশঃ পশ্যামি পুরতঃ হিতম্।  
বিহায় বসনে সূত্রে তাপসাচ্ছাদমাস্তজম্॥ ৬

‘ফলে, সূক্ষ্মবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিত্যাগ করে তপস্বীর  
বেশধারী অনলসদৃশ দীপামান আমার পুত্রকে সন্মুখে  
অবস্থিত দেখতে হচ্ছে।

একস্যাঃ খলু কৈকেয়াঃ কৃতেহ্মাং বিদাতে জনঃ।

দ্বার্পে প্রাতঃমানায়াঃ সংপ্রিতা নিকৃতিং হিমাম্॥ ৭  
‘দ্বার্পপরায়ণা একমাত্র কৈকেয়ীর শঠতার জন্য  
জনগণ এতটা কষ্ট পাচ্ছে।’

এসমুদ্রা তু বচনং বাত্পপণ বিহতেজিরঃ।  
রামেতি সকদেবোজ্ঞা ব্যাহতুং ন শশাক সঃ॥ ৮

এই কথা বলেই রাজা দশরথ বাত্পপূরিত নয়নে  
একবার মাত্র ‘রাম’ বলেই আর কিছুই বলতে পারলেন  
না।

সংজ্ঞাঃ তু প্রতিলভৈব মুহূর্তাৎ স মহীপতিঃ।  
নেত্রাজামশ্রুপূর্ণাভাং সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ॥ ৯

মুহূর্তকাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করে রাজা অশ্রুপূর্ণ  
নয়নে সুমন্ত্রকে বললেন—

ঔপবাহ্যঃ রথং যুক্ত্বা ত্ৰমায়াহি হয়োত্তমৈঃ।  
প্রাপ্যৈনং মহাভাগমিতো জনপদাৎ পরম্॥ ১০

‘তুমি বাহনোপযোগী উত্তম রথে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া জুড়ে  
নিয়ে এসো এবং মহাপ্রাণ রামকে তাতে বসিয়ে বইয়ে  
জনপদ থেকে দূরে নিয়ে যাও।

এবং মনো গুণবতাং গুণানাং ফলমুচ্যতে।  
পিত্রা মাত্ৰা চ যৎসামুর্বারো নির্বাসাতে বনম্॥ ১১

‘পিতামাতা কর্তৃক সাধু বীরপুত্র যে বনে নির্বাসিত  
হচ্ছে তাতেই মনে হচ্ছে, গুণবানের গুণের এই-ই ফল  
(পরিণাম)।’

রাজ্ঞো বচনমাজ্ঞায় সুমন্ত্রঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।  
গোজয়িত্বা যয়ৌ তত্র রথমশ্বৈরলংকৃতম্॥ ১২

রাজার নির্দেশ শোনামাত্র দ্রুতগতি সুমন্ত্র সুসজ্জিত  
রথে অশ্ব যোজনা করে সেখানে নিয়ে এলেন।

তং রথং রাজপুত্রায় সূতঃ কনকভূষিতম্।  
আচচক্ষেহঞ্জলিং কৃদ্ধা যুক্তং পরমবাজিভিঃ॥ ১৩

সারথি সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন— ‘মহারাজ !  
রাজকুমারের জন্য উত্তম অশ্বে যোজিত সুবর্ণালঙ্কৃত রথ  
আনা হয়েছে।’



কাল সত্ববাহুয় বাণতঃ বিভসন্ধয়ো।

ভুবাচ্ দেশকালয়ো নিশ্চিতঃ সৰ্বতঃ শুচিঃ॥ ১৪

সবতঃ সৰ্বতঃ পৰিহৃতঃ এবং দেশ ও কাল অতিশয় বাজা  
করে বসলেন।

হাস্যং চ বরাহাণি ভৃগুশানি মহান্তি চ।

বরাহোতানি সংখ্যায় বৈদেহ্যাঃ কিপ্রমানয়॥ ১৫

‘এই লৌক্য বৎসরকাল গণনা করে (সেই  
সংখ্যায়) বহুশূন্য বহুসংকল এবং শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার-  
সকল বিদেহবাজতনয়া সীতার জন্য শীঘ্র নিয়ে এসো।’

নরোজ্জৈবমুক্তস্ত গম্বা কোশগৃহং ততঃ।

প্রায়াহং সৰ্বমাজ্ঞতা সীতায়ৈ কিপ্রমেব তৎ॥ ১৬

মহারাজ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়ে কোষাধ্যক্ষ সত্তর  
কোষাগারে গিয়ে মহারাজ নির্দিষ্ট সব কিছু আহরণ করে  
নিয়ে এসে সীতাকে দিলেন।

স্বা সুজাতা সুজাতানি বৈদেহী প্রস্থিতা বনম্।

ভৃগুমাস গাত্ৰাণি তৈর্বিচিট্রৈর্বিভূষণৈঃ॥ ১৭

বনবাসের উদ্দেশ্যে প্রস্থিতা অযোনিজা বিদেহ-  
রাজনন্দিনী সীতা, সেই সকল বিচিত্র অলঙ্কারে স্বীয়  
সুলক্ষণযুক্ত অঙ্গগুলি অলঙ্কৃত করলেন।

বারাজ্যত বৈদেহী বেষ্ম তৎ সুবিভূষিতা।

উদাত্তোঃশুভমতঃ কালে খং প্রভেব বিবস্ততঃ॥ ১৮

প্রাতঃকালে উদীয়মান কিরণমালীর কিরণে আকাশ  
যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেইরকমভাবে সীতার সেইসব  
অলঙ্কারের উজ্জ্বল্যে রাজগৃহ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তাং ভুজাভ্যাং পরিধজ্য শূশ্র্বচনমব্রবীৎ।

অনাচরন্তীঃ কৃপণঃ মূৰ্খপাত্ৰায় মৈথিলীম্॥ ১৯

অনিন্দনীয় আচরণকারিণী মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে  
দুই বাহুপাশে আঙ্গিনন এবং তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে  
শুশ্রুমাতা কৌশল্যা বললেন—

অসত্যঃ সর্বলোকেহস্মিন্ সততং সংকৃতাঃ প্রিয়েঃ।

উত্ভারং নানুমন্যন্তে বিনিপাতগতঃ প্রিয়ঃ॥ ২০

‘পতি কর্তৃক সর্বদা প্রিয় ব্যবহারে সম্মানিত হয়েও  
যে পত্নীগণ সঙ্কটাপন্ন পতিকে সমাদর করে না, তারা ইহ-  
জগতে অসত্যী স্ত্রী বলে কথিত হয়।

এব স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্।

অয়ামপ্যাপদং প্রাপ্য দুযান্তি প্রজ্ঞহতাপি॥ ২১

‘দুঃখী নারীদের স্বভাবই এই যে, প্রথমে সুখানুভব  
করেও পরে সামান্যতম দুঃখ পেলেই স্বামীকে দোষারোপ  
করে পরিত্যাগ করে।

অসত্যশীলা নিকৃতা দুর্গা অহময়াঃ সদা।

অসত্যঃ পাপসংকরাঃ কল্পমাত্রবিরাগিণঃ॥ ২২

‘সেই স্ত্রীগণ সর্বদাই মিথ্যাচারিণী, নিকৃত-  
বুদ্ধিসম্পন্না, হৃদয়হীনা, অসত্যী, পাপকর্মে লিপ্তা,  
ক্ষণিকের জন্য বৈরাগ্যাসম্পন্না এবং অগম্যা (তাদের  
কাছে যাওয়া যায় না)।

ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ।

স্ত্রীণাং গৃহ্যতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়া হি তাঃ॥ ২৩

‘পতির বংশমর্যাদা, সংকর্ম, বিদ্যা, দান এমনকি  
উপার্জনও সেই পত্নীদের হৃদয়কে আকর্ষণ করে না, কারণ  
তারা চঞ্চল-হৃদয়বৃত্তিসম্পন্না।

সাধ্বীনাং তু হিতানাং তু শীলে সত্যে শ্রুতে হিতে।

স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে॥ ২৪

‘অপরপক্ষে, সচ্চরিত্রে, সত্যে এবং প্রজ্ঞায়  
অবস্থিত সাংসারিক সাধ্বী স্ত্রীদের কাছে পতিই একমাত্র  
আশ্রয় হওয়ায় তাঁরা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হন।

স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্ররাজিতো বনম্।

তব দেবসমন্তেষু নির্ধনঃ সধনোহপি বা॥ ২৫

‘বনে প্ররজ্যাপ্রাপ্ত আমার পুত্রকে তুমি অবজ্ঞা  
কোরো না ; ধনী বা নির্ধন যা ই হোক, সে কিন্তু তোমার  
দেবতুল্য।’

বিজ্ঞায় বচনং সীতা তস্যা ধর্মার্থসংহিতম্।

কৃদ্বাঞ্জলিমুবাচেদং শূশ্রমভিমুখে হিতা॥ ২৬

শুশ্রুমাতার সম্মুখে অবস্থিতা সীতা, কৌশল্যার ধর্ম ও  
বিশেষ অর্থসম্বন্ধিত বাক্য বিশেষভাবে অবগত হয়ে,  
কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

করিষ্যে সর্বমেবাহমার্যা যদনুশান্তি মাম্।

অভিজ্ঞাম্মি যথা ভর্তৃবর্তিতব্যং শ্রুতং চ মে॥ ২৭

‘পূজনীয়া শূশ্রুমাতা, আমাকে যে আদেশ দিলেন,  
আমি তা সর্বই পালন করব ; স্বামীর সঙ্গে কীভাবে থাকতে  
হয়, তা আমি গুরুজনদের কাছে শুনেছি এবং আমার সে  
বিষয়ে ভালোভাবেই জানা আছে।

ন মামসজ্জনেনার্যা সমানসিতুমর্থতি।

ধর্মাৎ বিচলিতুং নাহমলং চক্সাদিব প্রজা॥ ২৮

‘পূজনীয় শ্বশ্রুমাতা, আমাকে অসতীৰ সমান মনে করবেন না ; চন্দ্র থেকে তার প্রভা যেমন বিচ্যুত হয় না, সেইরকম আমি ধর্ম থেকে কখনোই বিচলিত হতে পারব না।

নাতন্ত্রী বাদাতে বীণা নাচন্তে বিদাতে রথঃ।  
নাপতিঃ সুখমেশেন বা স্যাদপি শতাব্জাঃ॥ ২৯

‘যেমন বীণার তার না থাকলে বীণা বাজে না, চন্দ্র বাতীত রথ চলে না, তেমনি শত সন্তানের জননী হয়েও সতী স্ত্রী পতিকে ছাড়া সুখ পেতে পারে না।

মিতঃ দদাতি হি পিতা মিতঃ ভ্রাতা মিতঃ সুতঃ।  
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ॥ ৩০

‘পিতা পরিমিত দান করেন, ভ্রাতা এবং পুত্রও পরিমিত দান করে থাকে। পরন্তু অমিত দাতা যে স্বামী, তাঁকে কোন্ স্ত্রী না পূজা করবে!

সাহসেবংগতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্মপরাবরা।  
আর্ষে কিমবমন্যোয়ং স্ত্রিয়া ভর্তা হি দৈবতম্॥ ৩১

‘পূজনীয়া মাতা ! এইভাবে আমি শ্রেষ্ঠ ধর্মবিষয়ে প্রবণ করে বরণীয়া হয়েছি ; কারণ, পতিই পত্নীর দেবতা জেনে পতিকে কি অবমাননা করতে পারি !’

সীতায়্যা বচনং শ্রুত্বা কৌসল্যা হৃদয়ঙ্গমম্।  
শুদ্ধসত্ত্বা মুমোচাশ্রু সহসা দুঃখহর্ষজম্॥ ৩২

সীতার এই হৃদয়গ্রাহী কথা শুনে শুদ্ধপ্রাণা কৌসল্যা সহসা দুঃখমিশ্রিত আনন্দাশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

তাং প্রাঞ্জলিরভিপ্রেক্ষ্য মাতৃমখোহতিসংকৃতাম্।  
রামঃ পরমধর্মাঙ্গা মাতরং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩৩

মাতৃগণের মধ্যে পূজ্যতমা মাতা, কৌসল্যাকে নিরীক্ষণ করে পরম ধার্মিক রাম কৃতাজ্জলিপুটে বললেন—

অথ মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যন্তুঃ পিতরং মম।  
ক্লোহপি বনবাসস্য কিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥ ৩৪

‘মাতা ! আপনি শোকাক্তা হয়ে আমার পিতাকে অনাদরণীয় চক্ষে দেখবেন না ; শীঘ্রই বনবাসের কাল শেষ হয়ে যাবে।

সূপ্ত্যাপ্তো গমিষ্যতি নব বর্ষাশি পঞ্চ চ।  
সমগ্রমিহ সম্প্রাপ্তং মাং দ্রষ্টাসি সুহৃদবৃতম্॥ ৩৫

‘আপনার নিদ্রাকালের মধ্যেই চৌদ্দ বছর কেটে যাবে ! নিদ্রান্তে জাগ্রত হয়ে সুহৃদগণ পরিবৃত্ত আনন্দে দেখতে পাবেন।’

এতাবদভিনীতার্থমুক্তা স জননীঃ বচঃ।  
ত্রয়ঃ শতশতার্থা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরং॥ ৩৬

তাস্যাপি স তথৈবর্তা মাতৃদর্শনপ্রার্থকঃ।  
ধর্মগুক্তমিদং বাক্যং নিজগাদ কৃতাজ্জলিঃ॥ ৩৭

জননী কৌশল্যাকে এই পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রিয় কথা বলে, দশরথনন্দন রাম অন্যান্য সার্থ তিনশত (সাত্বে তিনশো) মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেই শোকাক্তা মাতৃগণকে কৃতাজ্জলিপুটে ধর্মসঙ্গত বাক্যে বললেন—

সংবাসাৎ পরমং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যৎ কৃতম্।  
তন্মে সমুপজানীত সর্বান্যামন্ত্রয়ামি বঃ॥ ৩৮

‘একসঙ্গে বসবাসকালে অজ্ঞানতাবশত আপনাদের প্রতি যা কিছু রূঢ় ব্যবহার করেছি, তার জন্য ক্ষমা করবেন ; আপনাদের সকলকে বিদায় জানাচ্ছি।’

বচনং রাঘবসৌতদ্ ধর্মগুক্তং সমাহিতম্।  
শুশ্রবুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ শোকোপহতচেতসঃ॥ ৩৯

রাজা দশরথের সেই পত্নীরা রঘুনন্দন রামের সেই-সব প্রশান্ত ধর্মীয় কথা শুনলেন, এবং সকলে শোকে হতচেতন হয়ে পড়লেন।

জল্পেহথ তাসাং সন্নাদঃ ক্রৌঞ্চীনামিব নিঃশ্বনঃ।  
মানবেন্দস্য ভাষ্যণামেবং বদতি রাঘবে॥ ৪০

বধুনন্দন রাম এইরকম বললে, মহারাজ দশরথ-এর পত্নীমণ্ডলীর বিলাপধ্বনি ক্রৌঞ্চবিরহিনী ক্রৌঞ্চীদের বিলাপধ্বনির মতো শোনাচ্ছিল।

মুরজপলবমেঘঘোষবদ্  
দশরথমেঘবভূব যৎ পুরা।

বিলপিতপরিদেবনাকুলং  
ব্যসনগতং তদভূৎ সুদুঃখিতম্॥ ৪১

পূর্বে রাজা দশরথের যে গৃহ মৃদঙ্গ-পটহ-মেঘ-বাণ ধ্বনিতে মুখরিত থাকত আজ তা বিলাপের কারুণ্যে বিপন্ন ও দুঃখপূর্ণ হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাস্তুকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥





সীতা 'অনুগামিনী' যীনা, ক' অশ্বশূল মহাশয় বনবাসের  
কালে অশ্বশীল পশুনা ক'ন, তদনুসারে যথোচিত সংখ্যক বজ্র  
এ বজ্রকাল খ'ল দি'ম দিলেন।

কৌশল্যায়শালানি সাত্ত্বিয়াং কবচানি চ।

বান্ধাশঙ্ক প্রসিনাসা সতর্ক করিমঃ চ যৎ ॥ ১৫

সেইজাতের দুই ভাইয়ের জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং সুদৃঢ়  
কবচবস্ত্র চর্মনির্মিত সুদৃঢ় পেটিকামণ্ডপ করে, রথের  
উপর বেঁচে দিলেন।

অশ্বাঃ অশ্বশূলসংকালঃ চামীকরভিভূষিতম্।

তমাকরকম্বুতর্কঃ স্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৬

তারপর রামলক্ষ্মণ-দুই ভাই অনলোচ্ছ্বল (অগ্নির  
মতো উজ্জ্বল) অশ্ব বিভূষিত সেই রথে দ্রুত আরোহণ  
করলেন।

সীতাকৃত্তীমানারাদান্ দৃষ্ট্বা রথমচোদয়ৎ।

সুমন্ত্রঃ সম্মতানস্থান্ বায়ুবেগসমাপ্তবে ॥ ১৭

রাম লক্ষ্মণ-সীতাকে রথে আরোহ দেখে সুমন্ত্র  
বায়ুবেগ সদৃশ অশ্বগুলিকে তাড়না করে রথ চালিয়ে  
দিলেন।

প্রয়াতে তু মহারথঃ চিরন্তাত্মা রাঘবে।

বজ্রব নগরে মূর্ছো বলমূর্ছো জনস্য চ ॥ ১৮

বহুদন্দন রাম দীর্ঘকালের জন্য বনবাসে যাত্রা করলে  
নগরবাসীরা এবং সৈনিকেরা মুর্ছিত হয়ে পড়ল।

তৎ সমাকুলসম্রাজঃ মত্তসংকুপিতম্বিপম্।

হরাসিক্তনির্ধোষঃ পুরমাসীনাছানন্দম্ ॥ ১৯

বাকুলেত জনগণের কোলাহলে, হস্তীদের সক্রোধ  
বৃহৎ এবং অশ্বের হেঁসারবে সেই অযোধ্যা নগরী  
কোলাহল মুখরিত হয়ে উঠল।

ততঃ সবাশব্কা সা পুরী পরমশীভিতা।

রামমেবাভিদুস্তাব ধর্মার্থঃ সলিলং যথা ॥ ২০

তখন, বৌদ্ধতত্ত্ব ধর্মাত্ম ব্যক্তি যেমন জলের দিকে  
হাঁকিত হয়, সেইরকম শ্রীরাম-বিয়োগে অতিশয় পীড়িত  
বালক বৃদ্ধ যেন শ্রীবামের প্রতি ধাবিত হতে লাগল।

পান্ডুর্তঃ পৃষ্ঠতচ্চাপি লক্ষ্যমানাঙ্গদুঃখাঃ।

বান্ধপূর্ণমুখাঃ সর্বে তমুচুর্জশনিঃস্বনাঃ ॥ ২১

তখন কেউ কেউ রথের পাশে, কেউ-বা পিছন দিকে  
লক্ষ্যমান অবস্থায় উন্মুখ হয়ে ঝুলতে ঝুলতে বান্ধপূর্ণ মুখে  
সুহৃদকে উদ্বেগেরে বলতে লাগল—

সংগচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।

মুখং ব্রহ্ম্যাম রামস্য দুর্দর্শং নো ভবিষ্যতি ॥ ২২

‘সারথি! অশ্বের রশ্মি সংযত করো, ধীরে ধীরে  
চলে। শ্রীরামের মুখটি আমরা দেখে নিই; কারণ, পরে তা  
আমরা দেখতে পাব না।

আয়সঃ হৃদয়ঃ নুনঃ রামমাতুরসংশয়ম্।

যদ্ দেবগর্ভপ্রতিমে বনং যাতি ন জিদান্তে ॥ ২৩

‘নিঃসংশয়ে রামজননীর হৃদয় অবশ্যই সৌহ-  
নির্মিত; কারণ দেবসন্তানতুল্য পুত্র রাম বনে যাচ্ছেন  
দেখেও তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে না।

কৃতকৃত্যা হি নৈদেহী ছায়েনানুগতা পতিম্।

ন জহাতি রতা ধর্মে মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥ ২৪

‘বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবীই কৃতার্থা কারণ সূর্যের  
দীপ্তি যেমন মেরুপর্বতকে ত্যাগ করে না, সেইরকম  
সীতাদেবী ছায়ার মতো পতির অনুগতা হয়েছেন, পাত্রিত্য  
ধর্ম ত্যাগ করেননি।

অহো লক্ষ্মণ লিঙ্কার্থঃ সত্ততঃ প্রিয়বাদিনম্।

স্রাতরং দেবসংকালং যদ্বং পরিচরিস্বাসি ॥ ২৫

‘অহো লক্ষ্মণ! তুমি-ই কৃতার্থ, যেহেতু তুমি সর্বদা  
প্রিয়ভাষী দেবতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করতে পারবে।

মহতোষা হি তে বুদ্ধিরেব চাহাদমো মহান্।

এব স্বর্গসা মার্গশ্চ যদেনমনুগচ্ছসি ॥ ২৬

‘যেহেতু তুমি শ্রীবামচন্দ্রের অনুসরণ করছ অতএব  
এটাই তোমার মহতী বুদ্ধি, এই-ই তোমার মহান অভ্যুদয়  
এবং এটাই স্বর্গের পথ।’

এবং বদন্তস্তে সোঢ়ং ন শেকুর্বাশ্পমাগতম্।

নরাত্মমনুগচ্ছন্তি প্রিয়মিত্ত্বাকুনন্দনম্ ॥ ২৭

এই বলতে বলতে অযোধ্যাবাসী জনগণ আমৃত-  
অশ্রুরোধ করতে পারল না, তাদের প্রিয় ইন্দ্রাকু-কুলদন্দন  
রামের অনুগমন করতে লাগল।

অথ রাজা কৃতঃ স্ত্রীভির্দীনভির্দীনচেতনঃ।

নির্জগাম প্রিয়ং পুত্রং ব্রহ্ম্যমীতি ক্রবন্ গৃহাৎ ॥ ২৮

সেই সময় বিচাবমুঢ় রাজা দশরথ শোকসত্তপ্ত  
পত্নীগণ-পরিবৃত হয়ে, ‘প্রিয় পুত্রকে দেখব’ বলতে বলতে  
মহল থেকে বহির্গত হলেন।

সুপ্রভে চ্যাতঃ স্ত্রীনাং রুদতীনাং মহান্ননঃ।

যথা নাদঃ করেশুনাং বন্ধে মহতি কুঞ্জরো ॥ ২৯

যখন নাদঃ করেশুনাং বন্ধে মহতি কুঞ্জরো ২৯

দলপতি মহাগজকে বেঁধে ফেললে যেমন হাণ্ডিনীদের  
 ধন আত্মনাম শোনা যায়, সেইরকম রাজা দশবৎস  
 সমনে শুনতে পেলেন রাজমাংসীদের মহাক্ষমদক্ষিণি।  
 পিতা হি রাজা কাকুৎস্থঃ শ্রীমান্ সমস্তদা বজৌ।  
 পরিপূর্ণঃ শশী কালে গ্রহেণোগ্রুতো যথা॥ ৩০

গ্রহণকালে রাহুগ্রস্ত হয়ে পূর্ণচন্দ্র যেমন পীড়িত হয়ে  
 পড়ে তদ্রূপ পিতা রাজা শ্রীমান কাকুৎস্থকুলনন্দন দশবৎস  
 সেই সময় অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

স চ শ্রীমানচিহ্নায়া রামো দশরথাস্বজঃ।  
 সূতঃ সঙ্কোদয়ামাস হ্রিতঃ বাহ্যতামিতি॥ ৩১

অস্তিত্ব পরমাত্ম-স্বরূপ দশরথনন্দন শ্রীমান রাম সূত  
 সূত্রকে 'তাত্ত্বাত্তি রথ চলাও' বলে নির্দেশ দিলেন।

রামো যাহীতি তঃ সূতঃ তিষ্ঠতি চ জনস্তথা।  
 উক্তঃ নাশকঃ সূতঃ কর্তৃমক্ষনি চোদিতঃ॥ ৩২

সাবধি সূত্রকে রাম বলছেন, 'তাত্ত্বাত্তি চলা',  
 জনগণ বলছে, 'ধামো'—এই দুই বিরুদ্ধ প্রেরণায় তাত্ত্বিত  
 হয়ে সূত পক্ষে এই দুই নির্দেশের কোনোটাই করতে  
 পারছেন না।

নির্গচ্ছতি মহাবাহৌ রামে পৌরজনাস্রজিঃ।  
 গতিতৈরভাবহিতঃ প্রণনাশ মহীরজঃ॥ ৩৩

মহাবীর রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকে নির্গত হলে,  
 পূর্ববাসীদের নয়ননিঃসৃত অশ্রুধারায় ধরণীর ধূলিবাশি  
 বিনষ্ট হয়ে গেল।

রুদিতপ্রপরিদ্বানঃ হাহাকৃতমচেতনম্।  
 প্রমাণে রাঘবসাসীৎ পুরং পরমপীড়িতম্॥ ৩৪

রঘুনন্দন শ্রীরামের বনের উদ্দেশ্যে প্রস্থানকালে  
 অযোধ্যাপূর্ববাসী সকলে হাহাকার করতে করতে নয়নাশ্রু-  
 ধারায় ক্ষীণ ও অত্যন্ত পীড়িত হয়ে অচেতন হয়ে পড়ল।

সুগ্রাব নন্দনৈঃ স্ত্রীণামশ্রুমায়াসসম্ভবম্।  
 ধীনসংকোভলিতৈঃ সলিলং পঙ্কজৈরিব॥ ৩৫

পদ্মবনে মৎস্যের চাকলাজনিত সংক্ষুব্ধ পদ্ম থেকে  
 ক্ষরিত জলবিন্দুর মতো অযোধ্যাবাসিনী রমণীদের  
 শোকজনিত নয়নাশ্রু ক্ষরিত হতে লাগল।

দৃষ্টা তু নৃপতিঃ শ্রীমানেকচিহ্নগতঃ পুরম্।  
 নিপণাতিব দুঃখেন কৃত্তমূল ইব ক্রমঃ॥ ৩৬

শ্রীমান রাজা দশরথ পূর্ববাসিগণকে রামের প্রতি  
 এইরকম একপ্রচিন্তে শোকাকুল দেখে শোকে ছিন্নমূল  
 উক্সর মতো ভূতলে নিপতিত হলেন।

ততো হলহলাশম্মো জজ্ঞে রামসা পূকতঃ।  
 নরাণাং শ্রেষ্ঠা রাজানঃ সীদন্তঃ মৃশযুক্তিম্॥ ৩৭

তখন বাজা দশবৎসকে নিদাক্ষণ শোকে অবসন্ন দেখে  
 শ্রীরামের পশ্চাদগত জনগণের মধ্যে 'হায় হায়' রথ  
 উত্তপ্ত হল।

হা রামেতি জনাঃ কেচিদ্ রামমাত্তি চাপরে।  
 অন্তঃপুরসম্বন্ধঃ চ ক্রোশন্তঃ পৰ্যবেশয়ন্॥ ৩৮

অন্তঃপুরিকা যুদ্ধাদের কেউ কেউ 'হায় রাম' এবং  
 অপর কেউ বা 'হায় রামজননী' চিৎকার করে বিলাপ  
 করতে লাগলেন।

অধীক্ষমাণো রামস্ত বিষমঃ ব্রাহ্মচেতসম্।  
 রাজানং মাতরং চৈব দদর্শানুগতৌ পথি॥ ৩৯

রাম রথ থেকে পশ্চাৎ অবলোকন করে, বিষন্ন তথা  
 হতচেতন পিতা দশরথ এবং মাতাকে তাঁকে অনুসরণ  
 করতে দেবলেন।

স বদ্ধ ইব পাশেন কিশোরো মাতরং যথা।  
 ধর্মপাশেন সংযুক্তঃ প্রকাশঃ নাজদৈক্ষত॥ ৪০

পাশবদ্ধ পশুশাবক যেমন মাকে দেবতে পায় না,  
 সেইরকম ধর্মপাশে আবদ্ধ হয়ে শ্রীরামচন্দ্রও মাতা-পিতাকে  
 স্পষ্টভাবে দেবতে পারছিলেন না।

পদাতিনৌ চ যানার্বাবদুঃখাহৌ সুখোচিতৌ।  
 দৃষ্টা সঙ্কোদয়ামাস শীঘ্রং যাহীতি সারথিম্॥ ৪১

বথাদি যানারোহণে এবং সুখভোগে অভ্যস্ত কিন্তু  
 দুঃখভোগে অনভ্যস্ত পিতা-মাতাকে পায়ে হেঁটে আসতে  
 দেখে সারথিকে 'শীঘ্র চলো' বলে নির্দেশ দিলেন।

নহি তৎ পুরুষব্যগ্রো দুঃখজং দর্শনং পিতুঃ।  
 মাতৃশ্চ সহিতুং শক্তজ্ঞোঃ ত্রৈনুম ইব ষিঃ॥ ৪২

অকুশাঘাতে ক্ষিপ্ত হস্তীর ন্যায় পুরুষব্যগ্র রামচন্দ্র  
 পিতা-মাতার সেই দুঃখজনক দৃশ্য সহ্য করতে সমর্থ হলেন  
 না।

প্রত্যাগারমিবায়াস্তী সবৎসা বৎসকরপাৎ।  
 বদ্ধবৎসা যতা খেনু রামমাতাভাবত॥ ৪৩

গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনকালে সবৎসা খেনু যেমন  
 স্নেহবশত রজ্জুবদ্ধ বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরকম  
 রামজননী কৌশল্যা রামের দিকে ধাবিত হলেন।

তথা ক্রদন্তীঃ কৌসম্যাং রথং তমনুধাবতীম্।  
 ক্রোশন্তীঃ রাম রামেতি হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ॥ ৪৪

রামলক্ষ্মণসীতার্থং প্রবন্তীঃ বারি নেত্রজম্।

অসকৃৎ প্রৈক্ষত স তাং নৃত্যদ্বিমিব মাতরম্ ॥ ৪৫

শ্রীরামচন্দ্র বারবার চোখ গিনিয়ে দেখতে লাগলেন,  
না কৌশল্যা 'হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' বলে তাদের  
জনা চোখের জল ফেলতে ফেলতে রথের পশ্চাতে ধাবিত  
হচ্ছেন।

তিষ্ঠেতি রাজা চক্ৰোশ যাহি যাহীতি রাঘবঃ।

সুমহাসা বভূবাহা চক্রযোরিব চাকরা ॥ ৪৬

রাজা চিংকার করে বলতে লাগলেন, 'দাঁড়াও';  
আর রঘুনন্দন রাম বলতে লাগলেন, 'চলো চলো';  
সুনন্দ্রের নিজেই দুই চাকার মাঝখানে পড়ে যাওয়া মানুষের  
মতো মনে হল।

নাশ্রৌষমিতি রাজানমুপালক্লোহপি বক্ষসি।

চিরং দুঃখস্য পাশিষ্ঠমিতি রামস্তমব্রবীৎ ॥ ৪৭

রামচন্দ্র সুমহাকে বললেন—'মহারাজ তিরস্কার  
করলেও তুমি বলবে "শুনতে পাইনি", কারণ, এখানে  
আমার অবস্থান তাঁদের অতীব দুঃখের কারণ হবে (যতক্ষণ  
আমি এখানে থাকব ততক্ষণ সকলে বিলাপ করবে)।'

স রামস্য বচঃ কুব্জমুজ্জাপা চ তং জনম্।

ব্রজতোহপি হয়াঙ্ক শীঘ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ ॥ ৪৮

রামের আদেশ পালন করে, সারথি জনগণকে ফিরে

যাওয়ার কথা জানিয়ে স্বতঃ চলমান অশ্বগুলিকে আরও দাঁড়  
চালনা করলেন।

ন্যবর্তত জনো রাজো রামঃ কৃদ্বা প্রদক্ষিণম্।

মনসাপ্যাস্তবেগেন ন ন্যবর্তত মানুসম্ ॥ ৪৯

রাজার সঙ্গে আগত জনগণ মনে মনে শ্রীরামকে  
প্রদক্ষিণ করে প্রত্যাবর্তন করলেন; অন্যেরা কিন্তু  
প্রত্যাবর্তন না করে রথের পশ্চাতে দ্রুত ধাবিত হলেন।

যমিচ্ছেৎ পুনরায়াতঃ নৈনঃ পূরমনুরজ্জং

ইতামাত্যা মহারাজমুচুর্দশরথঃ বচঃ ॥ ৫০

'যাঁর পুনরাগমন আকাঙ্ক্ষা করা হয়, (গমনকালে)  
বেশিদূর তাঁর অনুগমন করা উচিত নয়' — অমাত্যবর্গ  
মহারাজ দশরথকে এই কথা বললেন।

তেষাং বচঃ সর্বস্তণোপপন্নঃ

প্রথমগাতঃ প্রবিষদ্রুগণঃ।

নিশম্য রাজা কৃপণঃ সভার্যো

ব্যবহিতস্তং সুতমীকমাণঃ ॥ ৫১

মন্ত্রীদের এই কথা শুনে সর্বগুণসম্পন্ন অশ্ব  
পুত্রশোকে বিষন্ন রাজা দশরথ ঘর্মাক্ত কলেবরে  
মন্ত্রীদের সঙ্গে সেখানেই অবস্থান করে পুত্রকে দেখতে  
লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

## একচত্বারিংশ সর্গ (৪১)

সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের বনগমনে অন্তঃপুরিকা তথা নাগরিকদের শোক এবং অরজনপালন;

প্রাণীকূলের শোকাচ্ছন্নতা এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও শোকের ছায়া

অস্মিন্ধ পুরুষব্যাসে নিষ্কামতি কৃতাজলৌ।

আর্তশব্দো হি সংজ্ঞয়ে শ্রীশামস্তঃপুরে মহান্ ॥ ১

পুরুষব্যাস শ্রীরামচন্দ্র, পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে  
কৃতাজলিপুটে অন্তঃপুর থেকে নিষ্কান্ত হলে, অন্তঃপুরে  
নারীদের উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ শোনা গেল।

অনাথস্য জনস্যান্য দুর্বলস্য তপস্বিনঃ।

যো গতিঃ শরণঃ চাসীৎ স নাথঃ ক বু গচ্ছতি ॥ ২

সেই অন্তঃপুরচারিণীরা রোদন করতে করতে বলতে  
লাগলেন—'যিনি এই অনাথ, দুর্বল ও দরিদ্রজনের একমাত্র  
গতি এবং আশ্রয় ছিলেন আমাদের সেই প্রভু কোথায়  
যাচ্ছেন!

ন ক্রুদ্ব্যভিশ্রোহপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্।



কুলায় প্রসাদয়ন সর্বান্ সমদুঃখঃ ক গচ্ছতি ॥ ৩  
জ্ঞানোহ দ্বারা মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হয়েও যিনি ক্রুদ্ধ  
মনে ক্রোধের বিষয় বর্জন করে যিনি ক্রুদ্ধজনকে প্রসন্ন  
করেন এবং দুঃখীজনের প্রতি সমদুঃখী, তিনি কোথায়  
হবেন!

কৌশল্যায়ঃ মহাতেজা যথা মাতরি বর্ততে।  
জ্ঞা যো বর্ততেহ'মাসু মহাত্মা ক নু গচ্ছতি ॥ ৪

'মহাতেজস্বী হয়েও যিনি মাতা কৌশল্যার প্রতি  
যেন যত্ন ব্যবহার করেন, আমাদের প্রতিও সেইরকমই  
যত্ন ব্যবহার করেন, সেই মহাত্মা রাম কোথায় চলেছেন!  
কেকয়া ক্রিশ্যামানেন রাজা সংচোদিতো বনম্  
ব্রহ্মজ্ঞা জনসাম্যে জগতঃ ক নু গচ্ছতি ॥ ৫

'কেকয়ী কর্তৃক নিপীড়িত রাজা দশরথ যাকে  
কনসীও করেছেন, জগজ্জনের পবিত্রাতা সেই রাম  
কোথায় চলেছেন!

জহা নিশ্চেতনো রাজা জীবলোকস্য সংক্ষয়ম্।  
জ্যঃ সত্যতঃ রামং বনবাসে প্রবৎসতি ॥ ৬

'হয়! বুদ্ধিহীন রাজা দশরথ জীবলোকের আশ্রয়,  
হারিক, সত্যসন্ধ রামকে বনে নির্বাসিত করেছেন!'

ইতি সর্বা মহিষাজ্ঞা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।  
ক্লমদুঃখৈব দুঃখার্তাঃ সম্বরং চ বিচক্ৰুঃ ॥ ৭

এইভাবে মহিষীরা সকলে বৎসহীনা গাভীর মতো  
দুঃখার্তা হয়ে উঠেঃস্বরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

ন তমন্তঃপূরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ।  
পুত্রশোকতিসম্বৃত্তঃ শ্রদ্ধা চাসীৎ সুদুঃখিতঃ ॥ ৮

পুত্রশোকে সম্বৃত্ত রাজা দশরথ অন্তঃপুরের সেই  
ঘোর আর্তশব্দ শুনে আরও অধিক দুঃখিত হলেন।

নগ্নিহোত্রাণ্যহুয়ন্ত নাপচন্ গৃহমেধিনঃ  
অকুর্বন্ ন প্রজাঃ কার্যং সূর্যচাতুরধীযত ॥ ৯

অযোধ্যায় কোথাও-ই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল  
না; গৃহহেঁরা রন্ধন করলেন না, প্রজারা কোনও কাজ  
করল না এবং সূর্যদেবও অসময়েই অস্ত্যচলে গমন  
করলেন,

বসন্তকালং নানা গাবো নৎসান্ ন পায়য়ন্।  
পুত্রঃ প্রথমজঃ লজ্জা জননী নাত্যনন্দতঃ ॥ ১০

হস্তীরা আহার ভোগ করল, খেচুগণ নিজেদের  
বৎসগুলিকে দুধ পান করাল না এবং প্রথম-পুত্রসন্তান লাভ

করেও জননী আনন্দিত হলেন না।

ত্রিশঙ্কর্ষোহিহাজ্জন্ম বৃহস্পতিনুদাবপি।  
দাক্ষণ্যঃ সোমমভোতা গ্রহাঃ সর্বৈ বাবহিতাঃ ॥ ১১

ত্রিশঙ্ক, মঙ্গল, বৃশ ও বৃহস্পতি গ্রহগণ এবং  
অপবাণব চয়ানক গ্রহেরা সকলে মিলিতভাবে চন্দ্রের  
নিকটে অবস্থান করছে।

নক্ষত্রাণি গতাচ্যি গ্রহাশ্চ গততেজসঃ।  
নিশাখাশ্চ সধূমাশ্চ নভসি প্রচক্শিরে ॥ ১২

আকাশে নক্ষত্রগুলি দীপ্তহীন, গ্রহগণ তেজেহীন  
এবং নিশাখানক্ষত্র পূর্বাচ্ছন্ন প্রতীত হচ্ছে।

কালিকানিলবেগেন মহোদগিরিবোধিতঃ।  
রামে বনং প্রব্রজিতে নগরং প্রবচাল তৎ ॥ ১৩

রাম বনে চলে গেলে, মহাসমুদ্রের মতো  
ঝটিকাবেগে আঁধার নেমে এল, আর নগর হল কম্পিত।

দিশঃ পর্যাকুলাঃ সর্বাভিমিরেণেব সংবৃত্তাঃ।  
ন গ্রহো নাপি নক্ষত্রং প্রচকাশে ন কিঞ্চন ॥ ১৪

তমসচ্ছন্ন বিহুল সকল দিক; গ্রহ-নক্ষত্রাদি কিছুই  
দেখা যাচ্ছে না।

অকস্মাদাগরঃ সর্বো জনো দৈন্যমুপাগমৎ।  
আহারে বা বিহারে বা ন কচ্চিদকরোদয়নঃ ॥ ১৫

সহসা অযোধ্যার সকল নাগরিক দীনতাপ্রাপ্ত হল;  
আহার-বিহারে কারও মন নেই।

শোকপর্যায়সত্তপ্তঃ সত্যতঃ দীর্ঘমুচ্ছবসন্।  
অযোধ্যায়ঃ জনঃ সর্বকুলোশ জগতীপতিম্ ॥ ১৬

ক্রমাগত শোকসত্তপ্ত অযোধ্যার জনগণ নিরন্তর  
দীর্ঘশ্বাস ভাগ করে রাজা দশরথের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

বাত্পপর্যাকুলমুখো রাজমার্গগতো জনঃ।  
ন হস্তৌ লভ্যতে কচ্চিৎ সর্বঃ শোকপরায়ণঃ ॥ ১৭

রাজপথে চলতি জনগণের মুখ বাত্পবাবিপরিশ্রুত,  
সকলেই শোকাকুল; কাউকেই প্রসন্ন দেখা যাচ্ছে না।

ন বাতি পবনঃ শীতো ন শশী সৌম্যদর্শনঃ।  
ন সূর্যস্তপতে লোকঃ সর্বঃ পর্যাকুলঃ জগৎ ॥ ১৮

শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে না, চন্দ্র নয় সৌম্যদর্শন,  
সূর্য পৃথিবীকে তাপ দিচ্ছে না; সমগ্র জগৎ হয়ে উঠেছে  
বিপর্যস্ত।

অনর্ধিনঃ সূতাঃ স্ত্রীণাং ভর্তারো ভাতরত্বপা।  
সর্বৈ সর্বং পরিত্যজ্য রামমেবাশ্চিন্তয়ন্ ॥ ১৯

দ্বাদশের কাছে গিয়া, পুত্র, ভ্রাতা সকলেই অর্পিত হইল।  
সর্বকিছু পরিভ্রাণ করে সকলে শ্রীরামেরই চিত্র করিতে  
পাঠিল।

সে তু রামস্য সুভদ্রা সর্বে তে মৃদেচেসমঃ।  
শোকভারেন চাক্রাণাঃ শয়নং নৈব ভেজিরে॥ ১৭

যারা ছিলেন শ্রীরামের মিত্র, তারা সকলেই বোকা  
বনে গিয়ে শোকভারে অক্রান্ত হয়ে দুশিখারেতে শয়ন  
করিতে পারিলেন না।

তত্বেনোদয়া রচিতা মহাশূল  
পুরুষরেশেব মতী সপরিজা।  
চোপ গোরং ভয়শোকনিপিতা  
সনাগয়োশাশুগণা নন্য  
দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বর্জিতা পর্বতসদৃশ পুষ্করিণীভূত,  
সেই সময় প্রিয়ান-বিরচিতা অযোধ্যা হয়ে ও গেল  
রক্তবর্ণী হয়ে অত্যন্ত চকুপা হয়ে উঠেছে; তবু ও গেল  
যোদ্ধাবর্গ উদ্বিগ্ন হয়ে আতনাদ করছে।

উভার্বে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

## দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (৪২)

পুত্র শ্রীরামের নিরোগনাথায় বিলাপ করতে করতে রাজা দশরথের পৃথ্বীতলে পতন, শোকের কারণ,  
কৈকেয়ীকে পরিভ্রাণ এবং ভৃত্যদের সহায়তায় কৌশল্যাভবনে গমন ও শোকপ্রকাশ

যাবৎ তু নির্ভতন্ত্য রজোকপমদম্যত।  
নৈবক্ষ্যাকুবরস্তাবৎ সংজহারাকটকুম্ভী॥ ১

বনগমনকালে শ্রীরামের রথের উৎকৃষ্ট ধূলা  
যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ উল্লুককুলশ্রেষ্ঠ রাজা  
দশরথ নিজের চোখদুটি ফেরাতে পারেননি।

যাবদ্ রাজা প্রিয়ঃ পুত্রঃ পশ্যত্যত্যন্তধার্মিকম্।  
তাবদ্ বাবর্ষতেবাস্য ধরণ্যাং পুত্রদর্শনে॥ ২

যতক্ষণ রাজা পরম ধার্মিক প্রিয় পুত্রকে দর্শনলেন,  
ততক্ষণই পুত্রদর্শনকালে তাঁর দেহটি ভূমির উপরে যেন  
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল (পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে সামনের  
দিকে নুঁকে পড়ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল দেহটা যেন লম্বা  
হয়ে বেড়ে যাচ্ছিল)।

ন পশ্যতি রজোহুপাস্য যদা রামস্য ভূমিপঃ।  
তদর্ভচ নিমগ্নচ পশ্যত ধরণীতলে॥ ৩

যখন রাজা রথচক্রজাত ধূলি ও আর দেখতে পেলে  
না, তখন অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে  
গেলেন।

তস্য দক্ষিণমধ্যাগং কৌশল্যা বাহুমঙ্গলা।

পরং চান্যায়গাং পার্শ্বং কৈকেয়ী সা সুবধ্যা॥

মাটিতে পড়ে যেতে দেখে তাঁকে ওঁৎপাড়  
কল্যাণী স্ত্রী কৌশল্যা তাঁর ডান হাত ধরলেন, আর দক্ষিণ  
কৈকেয়ী তাঁর বাম পার্শ্বে গেলেন।

তাং নয়েন চ সম্পন্নো ধর্মেন বিনয়েন চ।  
উবাচ রাজা কৈকেয়ীঃ সমীক্ষ্য বাধিতেরিষা॥

ন্যায়পরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ ও বিনয়ী রাজা দশরথ  
কৈকেয়ীকে দেখে বাধিতচিত্তে বললেন—

কৈকেয়ি নামকাজানি মা স্প্রাক্ষীঃ গাপনিক্য  
নহি স্বাং ব্রহ্মিচ্ছামি ন ভাবী ন চ বক্রী॥

‘পানীয়সি কৈকেয়ি! তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ কো  
না। আমি তোমাকে দেখতে চাই না; তুমি আমার বক্র  
বাক্যবীণ নও।

যে চ স্বামনুজীবন্তি নাহং তেমাং ন তে মা।  
কেবলার্থপরঃ হি স্বাং তাক্ষধর্মঃ সজ্জবান্।

‘যারা তোমার উপর নির্ভরশীল আমি তাদের  
নই, তারাও আমার কেউ নয়। কেবল স্বার্থপর

ধর্মভ্যাগিনী তোমাকে আমি ভাষা কবলার।

কালং বা যদি বাধ্যানমুণ্ডায় শয়িষ্যতে ॥ ১৬  
 'আমার যে শ্রেষ্ঠ পুত্রটি চন্দনচর্চিত হয়ে উপাধানে  
 (মাথা রেখে) সুখে শয়ন করে, আর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নারীরা  
 থাকে ব্যাকুল পাখার বাতাস করে, আজ সে কোনও তরুণ  
 আশ্রয় এবং কাঠ বা প্রস্তরবস্ত্র উপাধান করে শয়ন করবে!  
 উত্থাস্তি চ মেদিন্যাঃ কৃপণঃ পাংসুগুপ্তিতঃ।  
 বিনিঃস্রসন্ প্রস্রবণাৎ করেণুনিমিবর্ষভঃ ॥ ১৭  
 'নারীর জলে স্নানান্তে মূলিধূসরিত গজরাজের মতো  
 দীন রাম নিজান্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভূমি থেকে  
 মূলিধূসরিত দেহে উঠে দাঁড়াবে।  
 দ্রক্ষ্যন্তি নুনং পুরুষা দীর্ঘবাহুঃ বনেচরাঃ।  
 রামমুখায় গচ্ছন্তঃ লোকনাথমনাথবৎ ॥ ১৮  
 'বনবাসীজনেরা নিশ্চয়ই দেখবে, জগতের  
 অধিপতি দীর্ঘবাহু রাম ভূমিশয়া থেকে উঠে অনাথের মতো  
 যাচ্ছে।  
 সা নুনং জনকসোষ্টা সুতা সুখসদোচिता।  
 কণ্টকাক্রমণক্রান্তা বনমদ্য গমিষ্যতি ॥ ১৯  
 'সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্তা, জনকের আদর্শী কন্যা  
 সীতা আজ নিশ্চয়ই কণ্টকাঘাতে ব্যথাক্রিষ্ট হয়ে বনপথে  
 চলবেন।  
 অনভিজ্ঞা বনানাং সা নুনং ভয়মুপৈষ্যতি।  
 শূপদানর্দিতং প্রান্ত্রা গস্তীরং রোমহর্ষণম্ ॥ ২০  
 'বনপথে চলতে অনভিজ্ঞা সীতা বন্য পশুদের গস্তীর  
 ও রোমহর্ষক গর্জন শুনে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে যাবেন।  
 সকামা ভব কৈকেয়ি বিষবা রাজ্যমাবস।  
 নহি তং পুরুষবান্ধবং বিনা জীবিতুমুৎসহে ॥ ২১  
 'কৈকেয়ি! তোমার কামনা পূর্ণ হোক। তুমি বিষবা  
 হয়ে রাজ্যে বাস করো। কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে ছাড়া  
 আমি বাঁচতে চাই না।'  
 ইতোবং বিলপন্ রাজা জনৌঘেনাভিসংবৃতঃ।  
 অপন্নাত ইবারিষ্টং প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥ ২২  
 রাজা এইভাবে বিলাপ করতে করতে, জনগণ দ্বারা  
 পরিবৃত হয়ে যেন, অশৌচান্তে (মৃতদেহ দাহের পর) স্নান  
 করে উত্তম অথচ অশুভ গৃহে প্রবেশ করলেন।  
 শূন্যচক্ষুরবেগাভ্যাং সংবৃতাপনবেদিকাম্।  
 ক্রান্তদুর্বলদুঃখার্থাং নাত্যাকীর্ণমহাপথাম্ ॥ ২৩  
 তামবেক্ষ্য পুরীং সর্বাং রামমেবানুচিহ্নয়ন্।  
 বিলপন্ প্রাবিশদ্ রাজা গৃহং সূর্য ইবাবুদম্ ॥ ২৪

কালং বা যদি বাধ্যানমুণ্ডায় শয়িষ্যতে ॥ ১৬  
 'আমার যে শ্রেষ্ঠ পুত্রটি চন্দনচর্চিত হয়ে উপাধানে  
 (মাথা রেখে) সুখে শয়ন করে, আর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নারীরা  
 থাকে ব্যাকুল পাখার বাতাস করে, আজ সে কোনও তরুণ  
 আশ্রয় এবং কাঠ বা প্রস্তরবস্ত্র উপাধান করে শয়ন করবে!  
 উত্থাস্তি চ মেদিন্যাঃ কৃপণঃ পাংসুগুপ্তিতঃ।  
 বিনিঃস্রসন্ প্রস্রবণাৎ করেণুনিমিবর্ষভঃ ॥ ১৭  
 'নারীর জলে স্নানান্তে মূলিধূসরিত গজরাজের মতো  
 দীন রাম নিজান্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভূমি থেকে  
 মূলিধূসরিত দেহে উঠে দাঁড়াবে।  
 দ্রক্ষ্যন্তি নুনং পুরুষা দীর্ঘবাহুঃ বনেচরাঃ।  
 রামমুখায় গচ্ছন্তঃ লোকনাথমনাথবৎ ॥ ১৮  
 'বনবাসীজনেরা নিশ্চয়ই দেখবে, জগতের  
 অধিপতি দীর্ঘবাহু রাম ভূমিশয়া থেকে উঠে অনাথের মতো  
 যাচ্ছে।  
 সা নুনং জনকসোষ্টা সুতা সুখসদোচिता।  
 কণ্টকাক্রমণক্রান্তা বনমদ্য গমিষ্যতি ॥ ১৯  
 'সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্তা, জনকের আদর্শী কন্যা  
 সীতা আজ নিশ্চয়ই কণ্টকাঘাতে ব্যথাক্রিষ্ট হয়ে বনপথে  
 চলবেন।  
 অনভিজ্ঞা বনানাং সা নুনং ভয়মুপৈষ্যতি।  
 শূপদানর্দিতং প্রান্ত্রা গস্তীরং রোমহর্ষণম্ ॥ ২০  
 'বনপথে চলতে অনভিজ্ঞা সীতা বন্য পশুদের গস্তীর  
 ও রোমহর্ষক গর্জন শুনে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে যাবেন।  
 সকামা ভব কৈকেয়ি বিষবা রাজ্যমাবস।  
 নহি তং পুরুষবান্ধবং বিনা জীবিতুমুৎসহে ॥ ২১  
 'কৈকেয়ি! তোমার কামনা পূর্ণ হোক। তুমি বিষবা  
 হয়ে রাজ্যে বাস করো। কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে ছাড়া  
 আমি বাঁচতে চাই না।'  
 ইতোবং বিলপন্ রাজা জনৌঘেনাভিসংবৃতঃ।  
 অপন্নাত ইবারিষ্টং প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥ ২২  
 রাজা এইভাবে বিলাপ করতে করতে, জনগণ দ্বারা  
 পরিবৃত হয়ে যেন, অশৌচান্তে (মৃতদেহ দাহের পর) স্নান  
 করে উত্তম অথচ অশুভ গৃহে প্রবেশ করলেন।  
 শূন্যচক্ষুরবেগাভ্যাং সংবৃতাপনবেদিকাম্।  
 ক্রান্তদুর্বলদুঃখার্থাং নাত্যাকীর্ণমহাপথাম্ ॥ ২৩  
 তামবেক্ষ্য পুরীং সর্বাং রামমেবানুচিহ্নয়ন্।  
 বিলপন্ প্রাবিশদ্ রাজা গৃহং সূর্য ইবাবুদম্ ॥ ২৪



সারা অযোধ্যা নগরীর প্রতি গৃহচর জনশূন্য,  
দোকানপাট সব বন্ধ এবং বসার বেদিগুলি সব শূন্য,  
নগরবাসীরা সকলে দুঃখে ক্লান্ত ও দুর্বল এবং রাজপল  
জনহীন। এইবকম অযোধ্যা নগরীকে দেখতে দেখতে  
এবং বামনে কণা চিন্তা করে বিলাপ করতে করতে মেঘের  
আড়ালে সূর্যের মতো রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ  
করলেন।

মহাভ্রমমিবাক্ষোভঃ সুশর্ণেন হতোরগম্।  
রামেন রহিতঃ বেশ্য বৈদেহ্যা লক্ষণেন চ॥ ২৫  
রাম-সীতা-লক্ষণশূন্য সেই রাজপুরী, গরুড় কর্তৃক  
অপসৃত সর্পশূন্য অচঞ্চল মহাহ্রদের মতো অচঞ্চল গভীর-  
ভাবপ্রাপ্ত হয়েছে।

অথ গদগদশব্দস্ত বিলপন্ বসুধাষিঃ।  
উবাচ মৃদু মন্দার্থঃ বচনং দীনমধ্বরম্॥ ২৬  
অনন্তর গদগদ স্বরে বিলাপ করতে করতে রাজা নন্দ্র  
স্বরে মৃদু কণ্ঠে দীনভাবে ভৃত্যদের বললেন—

কৌসল্যায় গৃহং শীঘ্রং রামমাতুর্নয়ন্তু মাম্।  
নহন্যত্র মমাস্বাসো হৃদয়স্য ভবিষ্যতি॥ ২৭  
‘আমাকে শীঘ্র রামজননী কৌশল্যার কক্ষে নিয়ে  
চলো, কারণ অন্যত্র আমার হৃদয় আশ্রয় হবে না।’

ইতি ক্রমশঃ রাজানমনয়ন্ দ্বারদর্শিনঃ।  
কৌসল্যায় গৃহং তত্র ন্যবেসাত বিনীতবৎ॥ ২৮

রাজা এই কথা বললে, দ্বারপালেরা বিনীতভাবে  
রাজাকে কৌশল্যার ঘরে নিয়ে আসনে বসিয়ে দিলেন।  
ততস্তত্র প্রবিষ্টস্য কৌসল্যায় নিবেশনম্।  
অধিরূঢ়্যাপি শয়নং বভূব লুলিতং মনঃ॥ ২৯

কৌশল্যার কক্ষে প্রবেশ করে এবং শয্যার উপরে  
উপবেশন করেও রাজা দশরথের মন চঞ্চল হয়েই রইল।  
পুত্রহয়বিহীনঃ চ যুযুয়া চ বিবর্জিতম্।  
অপশ্যাদ্ ভবনং রাজা নষ্টচন্দ্রমিবান্বরম্॥ ৩০

পুত্রহয় এবং পুত্রবধুবিহীন কৌশল্যার সেই জননে  
রাজা চন্দ্রবিহীন আকাশের মতো শ্রীতীন দেখলেন।

তচ্চ দৃষ্টা মহারাজো ভুজমুদামা কীর্তন্য।  
উচ্চেঃস্বরেণ প্রাক্বেশক্য রাম বিজ্ঞহাসি সৌ॥ ৩১  
পরাক্রমশালী মহারাজ তা দেখে বাহু হুলে  
উচ্চেঃস্বরে চিৎকার করে বললেন—‘হায় রাম! আমার  
দুজনকে (পিতা-মাতাকে) তুমি পরিত্যাগ করলে।’

সুখিতা বত তং কালং জীবিত্যস্তি নরোত্তমঃ।  
পরিদৃষ্ট্বো যে রামং দ্রষ্টাস্তি শূন্যরাজতম্॥ ৩২

‘যে নরশ্রেষ্ঠগণ সেই চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্ত জীবিত থেকে  
বনবাসান্তে প্রত্যাবৃত্ত রামকে দেখতে পাবেন এবং  
আজিঙ্জন করতে পারবেন, তাঁরাই নিশ্চয়ই অমৃত্যু  
হবেন।’

অথ রাজ্যায় প্রপন্নায়ঃ কালরাত্র্যমিবান্বনঃ।  
অর্ধরাত্রৌ দশরথঃ কৌসল্যামিদমব্রবীৎ॥ ৩৩

অনন্তর কালরাত্রির মতো তাঁদের রাত্রি এসে গেলে  
অর্ধরাত্রিতে রাজা দশরথ কৌশল্যাকে বললেন—

ন জ্বাং পশ্যামি কৌসল্যে সাধু মাং পাপিনা স্পৃশ্।  
রামং মেহনুগতা দৃষ্টিরদ্যপি ন নিবর্ততে॥ ৩৪

‘কৌশল্যে! তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না;  
রামের পশ্চাদ্গত আমার দৃষ্টি এখনও ফিরে আসেনি।  
অতএব হাত দিয়ে আমাকে ভালো করে স্পর্শ করো।’

তং রামমেবানুবিচিহ্নয়ন্তঃ  
সমীক্ষ্য দেবী শয়নে নরেন্দ্রম্।

উপোপবিষ্টাধিকমার্তরূপা  
বিনিশ্বসন্তঃ বিললাপ কৃত্বম্॥ ৩৫

শয্যায় উপবিষ্ট রাজাকে রামের চিত্তের (হৃদয়)  
দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেখে, সমধিক অর্থাৎ কৌ  
কৌশল্যা রাজার নিকটে বসে দুঃখে সমধিক বিলাপ করতে  
লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

## ত্রিচছারিংশ সর্গ (৪৩)

শোকাক্ত দশরথের নিকটে শোকাক্তা কৌশল্যার বিলাপ

কৌশল্য শয়নে সমঃ শোকেন পার্শ্ববিন্দু।  
কৌশল্য পুত্রশোকাক্তা তমুবাচ যদীপতিম্॥ ১  
শয়্যার উপরে শোকমগ্ন রাজাকে দেখে পুত্রশোকাক্তা  
কৌশল্য রাজাকে বললেন—

রামবে নরশার্দূলে বিষং মুক্তাহিজিহ্বা।  
বিবিধ্যতি কৈকেয়ী নির্মুক্তেন্ব হি পদগী॥ ২

‘নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামের উপর বিষ উদ্গিরণ করে  
মূর্খের ন্যায় কুটিল কৈকেয়ী নির্মোহ (সাপের খোলস)-  
হীন সর্পিণীর মতো বিচরণ করবে।

বিলাপ্য রামং সুভগা লক্ষ্মণমা সমাহিতা।  
ব্রহ্মবিষ্যতি মাং ভূয়ো দুষ্টাহিরিব বেষ্মনি॥ ৩

‘রামকে নির্বাসনে পাঠিয়ে স্বীয়কামনা পূর্ণকারিণী  
দৌত্যব্যবহী কৈকেয়ী গৃহে অবস্থিতা দুষ্টা সর্পিণীর মতো  
জামাকে বারবার ভয় দেখাবে।

ব্রহ্মস্মিন্ নগরে রামশচরন্ ভৈক্ষ্যং গৃহে বসেৎ।  
কামকারো বরং দাতুমপি দাসং মমাস্বজম্॥ ৪

‘রাম এই নগরে স্বগৃহে অবস্থান করে ভিক্ষাবৃত্তি-  
আচরণ ও কৈকেয়ীর দাস হয়ে থাকলেও, সেই বরদান  
বরং ভালো ছিল (কারণ সেই অবস্থায়ও রাম সর্বদা আমার  
কাছেই থাকত)।

পাতয়িত্বা তু কৈকেয়্যা রামং স্থানাদ্ যথেষ্টতঃ।  
প্রবিষ্টো রক্ষসাং ভাগঃ পর্বদীবাহিতাগ্নিনা॥ ৫

‘পর্বের দিনে অগ্নিহোতা যেমন দেবতাদের ভাগ  
থেকে বঞ্চিত করে রাক্ষসদের ভাগ দান করেছিল,  
সেইরকম কৈকেয়ী রামকে স্ব-বাসস্থান থেকে বঞ্চিত করে  
বিতাড়িত করল।

দাপরাজসতিবীরো মহাবাহুবনুর্ধরঃ।  
কমাবিশতে নূনঃ সত্যঃ সহলক্ষণঃ॥ ৬

‘গজরাজের ন্যায় বীরগতি, মহাবীর, বনুর্ধর রাম স্ত্রী  
(সীতা) ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে নিশ্চয়ই বনে প্রবেশ  
করছে।

বনে বৃষ্টদুঃখানাং কৈকেয়ানুমতে ভ্রম্য।  
অকানাং বনবাসায় কান্যাবহা ভবিষ্যতি॥ ৭

‘যারা কোনও দিনই দুঃখ দেখেনি, কৈকেয়ীর

প্রয়োচনায় আপনি তাদের বনবাসে পাঠালেন ; বনে তাদের  
কী দুঃখহা হবে !

তে রত্নহীনানুরূপাঃ ফলকালে বিবাসিতাঃ।  
কথং বৎসান্তি কৃপণাঃ ফলমূলৈঃ কৃতশনাঃ॥ ৮

‘তাদের তিনজনের বয়স অল্প, ভোগের সময়,  
ঘনহীন অবস্থায় নির্বাসিত হয়ে, ফল-মূল আহার করে,  
কীভাবে তারা দিনভাবে বনে থাকবে।

অশীদানীং স কালঃ সান্ন্যম শোকক্ষয়ঃ শিবঃ।  
সহভার্যঃ সহ ভ্রাতা পশোরমিহ রাঘবম্॥ ৯

‘আমার কি এখনই শোকক্ষয়কারী মঙ্গলময় সেই  
সময় আসবে যে, ডার্মা সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ  
রঘুনন্দনকে শীঘ্রই এখানে দেখতে পাব !

শ্রুত্বৈবোপস্থিতৌ বীরৌ কন্দাযোধ্যা ভবিষ্যতি।  
যশস্বিনী হৃষ্টজনা সুচ্ছিতং ধ্বজমালিনী॥ ১০

‘“বীর দুজন ফিরে এসেছেন”—এই সংবাদ শুনে  
কবে-বা যশস্বিনী অযোধ্যার জনগণ উল্লসিত হবে এবং  
ঘরে ঘরে উত্তোলিত হবে মালাসুশোভিত পতাকা !

কদা প্রেক্ষ্য নরব্যাক্রাবরণাং পুনরাগতৌ।  
ভবিষ্যতি পুরী হৃষ্টা সমুদ্র ইব পর্বণি॥ ১১

‘নরশ্রেষ্ঠ দুজন বনবাস থেকে ফিরে এসেছেন  
দেখে পর্বদিনে (পূর্ণিমা তিথিতে) উদ্বেলিত সমুদ্রের মতো,  
আবার কবে অযোধ্যাপুরী আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে !

কন্দাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং বীরঃ প্রবেক্ষ্যতি।  
পুরুষত্বা রথে সীতাং বৃষভো গোবধুমিব॥ ১২

‘বৃষ যেমন গাড়ীকে (সামনে নিয়ে গোষ্ঠে প্রবেশ  
করে), সেইরকমভাবে দীর্ঘবাহু বীর রাম রথে সীতাকে  
সামনে বসিয়ে কবে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করবে ?

কদা প্রাপিসহপ্রাণি রাজমার্গে মমাস্বজৌ।  
শাজৈরবকরিষ্যন্তি প্রবিশজাবরিন্দমৌ॥ ১৩

‘কবে অযোধ্যানগরীতে প্রবেশকালে শত্রুজয়ী  
আমার পুত্রদ্বয়কে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে লাজাঞ্জলি  
দ্বারা সম্বর্ধনা জানাবে ?

প্রবিশন্তৌ কন্দাযোধ্যাং ব্রহ্মস্মি শুভকৃতৌ।  
উপ্রাযুখনিব্রিংশৌ সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ॥ ১৪

‘তীক্ষ্ণ শানিত বজাধারী আমার পুত্রদ্বয় রাম-  
লক্ষণ পবিত্র কুণ্ডলে অলঙ্কৃত হয়ে, শিবরবিশিষ্ট পর্বতেব  
মতো উন্নত মন্তকে অযোধ্যায় প্রবেশ করছে তা কবে  
দেখব ?

কদা সুমনসঃকন্যা বিজ্ঞাতীনাং ফলানি চ।  
প্রদিশ্যতাঃ পুরীঃ কুট্যঃ করিষ্যন্তি প্রদক্ষিণম্॥ ১৫

‘কবে রাম লক্ষণ সীতার প্রত্যাগমনে ব্রাহ্মণ-  
কন্যারা ফল-পুষ্প দান করে সানন্দে অযোধ্যাপুরী প্রদক্ষিণ  
করবে ?

কদা শরিনতো বুক্যা বয়সা চামরপ্রভাঃ।  
অভূতৈষ্যতি ধর্মজ্ঞা সুবর্ষ ইব লালয়ন্ ॥ ১৬

‘পরিণত বয়স ও বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে বর্ষণ দ্বারা  
পৃথিবীকে শান্তিদাতা মেঘের মতো কবে রাম ফিরে এসে  
শান্তিদান করবে ?

নিঃসংশয়ং ময়া মন্যে পুরা বীর কদর্যা,  
পাত্ৰকামেষু বৎসেবু মাতৃণাং শাতিতাঃ স্তনাঃ ॥ ১৭

‘হে বীর (রাজন্ দশরথ) ! মনে হচ্ছে, পূর্বে (পূর্ব  
জন্মে) আমি নিশ্চয়ই নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে দুধপানেচ্ছু  
শিশুদের বিমুখ করে তাদের মাতৃগণের স্তন ছেদন  
করেছিলাম।

সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃত।

কৈকেয়া পুরুষবাত্তে সালবৎসেন গৌরীনাং ॥ ১৮  
‘পুরুষসিংহ রাজন্ ! সিংহ যেমন সবৎসা গৌরীকে  
(তার বৎসকে হত্যা করে) বৎসহীনা করে, সেভাবে  
কৈকেয়ী বলপূর্বক আমাকে সন্তানহারা করল।

নহি তাবদুণৈর্জুস্তং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।  
একপুত্রা বিনা পুত্রমহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৯  
‘সর্বশাস্ত্রাধিত ও সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার  
একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না।

ন হি মে জীবিতে কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমিহ কল্পতে  
অপশ্যন্তাঃ প্রিয়ং পুত্রং লক্ষণং চ মহাবলম্ ॥ ২০  
‘প্রিয় পুত্র রাম এবং মহাবলবান লক্ষণকে না দেখে,  
আমার বেঁচে থাকার কিঞ্চিৎ সামর্থ্যও আমি কল্পনা  
করতে পারি না।

অয়ং হি মাং দীপয়তেহদ্য বহি-

স্তনুজশোকপ্রভবো মহাহিতঃ।

মহীমিমাং রশ্মিভিরুত্তমপ্রভো

যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ ॥ ২১

‘গ্রীষ্মকালে উৎকৃষ্ট অথচ প্রখর কিরণমালী ভগবান  
সূর্যদেব যেমন স্বীয় কিরণদ্বারা এই পৃথিবীকে দীপ্ত করে  
সেইরকম পুত্রশোকজনিত মহা অহিতকারী হতাশন আঁচ  
আমাকে দীপ্ত করছে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

## চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (৪৪)

কৌশল্যা দেবীর প্রতি সুমিত্রা দেবীর আশ্বাস

বিলপন্তীঃ তথা ভাং তু কৌসল্যাং প্রমদোত্তমাম্।

ইদং ধর্মে হিতা ধর্মাং সুমিত্রা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

ধর্মপরায়ণা দেবী সুমিত্রা রমণীশ্রেষ্ঠা বিলাপরতা দেবী  
কৌশল্যাকে এইসকল ধর্মীয় কথা বললেন—

তবার্ষে সদ্গুণৈর্যুক্তঃ স পুত্রঃ পুরুষোত্তমঃ।

কিং তে বিলপিতে নৈবঃ কৃপণঃ ক্রুদিতেন বা ॥ ২

‘আর্যে ! আপনার পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্র রাম সদ্গুণবান,  
অতএব তার জন্য এইভাবে বিলাপ করবেন না।

যত্ববার্ষে গতঃ পুত্রস্তাত্ত্বা রাজ্যং মহাবল্য  
সাধু কুবন্ মহাবল্যং পিতরং সত্যবদিন্ ॥ ৩

শিষ্টৈরাচরিতে সম্যক্ শশুং শ্রেষ্ঠা ফলদায়কঃ।  
রামো ধর্মে হিতঃ শ্রেষ্ঠো ন স শোভঃ কল্যাণকরঃ ॥ ৪



তারে 'সেই বীরশ্রেষ্ঠ রাম বড় ভাগ করে এবং  
 কবলে তা দেবে ব্রহ্মা যে মহাবীরকে দিব্যাসুন্দর দান  
 করেছিলেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ রাম নিজ বাহুবলে  
 নিতীকভাবে অবগো স্বর্গে যেন—সেইরকমভাবে বাস  
 করবে।  
 যসৌপখমাসাদ্য বিনাশঃ যাদ্বি শত্রবঃ।  
 কথং ন পৃথিবী তস্য শাসনে হাহুমহতি॥ ১৩  
 'যার বাণের সম্মুখে পড়ে শত্রুরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়,  
 সমগ্রা পৃথিবী তার শাসনে কী করে না থাকবে?  
 যা শ্রীঃ শৌর্যঃ চ রামস্য যা চ কল্যাণসদৃতা।  
 নিবৃত্তারণ্যবাসঃ স্বঃ কিপ্রঃ রাজ্যমবাস্যতি॥ ১৪  
 'রামের যে সৌন্দর্য, বীর্য এবং কল্যাণকর যে  
 যোগ্যতা আছে, অরণ্যবাসের অবসানে তার দ্বারাই সে  
 দ্রুত স্বরাজ্য (পুনঃ) লাভ করবে।  
 সূর্যস্যপি ভবেৎ সূর্যো হ্যগ্নেরগ্নিঃ প্রভোঃ প্রভুঃ।  
 শ্রিয়াঃ শ্রীশ্চ ভবেদ্রায়া কীর্ত্যাঃ কীর্তিঃ ক্ষমাক্ষমা॥ ১৫  
 'সূর্যেরও ভবেৎ সূর্যো হ্যগ্নেরগ্নিঃ প্রভোঃ প্রভুঃ।  
 শ্রিয়াঃ শ্রীশ্চ ভবেদ্রায়া কীর্ত্যাঃ কীর্তিঃ ক্ষমাক্ষমা॥ ১৫  
 দৈবতং দেবতানাং চ ভূতানাং ভূতসত্তমঃ।  
 তস্য কে হ্যগ্না দেবি বনে বাপ্যথবা পুরে॥ ১৬  
 'সেই রাম সূর্যেরও প্রকাশ (জ্যোতিঃ), অগ্নিরও  
 দাহিকা শক্তি, প্রভুরও প্রভু, লক্ষীরও ঐশ্বর্যদায়িনী শ্রেষ্ঠা  
 শক্তি, যশের কীর্তিদায়িনী শক্তি, ক্ষমারও ক্ষমাবিদায়িনী  
 শক্তি, দেবতাদের দেবতা, প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী ;  
 অতএব দেবি ! অরণ্যে অথবা নগরে যেখানেই বাস করুক  
 তার পক্ষে কোনটি দোষবশ (অর্থাৎ তার দুঃখের কিছুই  
 নেই, সকলই সুখের)?  
 পৃথিব্যা সহ বৈদেহ্যা শ্রিয়া চ পুরুষর্ষভঃ।  
 কিপ্রঃ তিস্তিভিরেতাভিঃ সহ রামোহভিষেক্যতে॥ ১৭  
 'পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম পৃথিবী, সীতা এবং রাজ্যলক্ষ্মী  
 — এই তিনের সঙ্গে (তিনকে সঙ্গে নিয়ে) শীঘ্রই রাজ্যে  
 অভিষিক্ত হবে।  
 দুঃখজং বিসৃজ্যতাক্ষ নিষ্কামমুদীক্ষ্য যম্।  
 অযোধ্যায়াঃ জনঃ সর্বঃ শোকবেগসমাহতঃ॥ ১৮  
 কুশটীরধরং বীরং গচ্ছন্তমপরাভিতম্।  
 সীতেবানুগতা লক্ষ্মীস্তস্য কিং নাম দুর্লভম্॥ ১৯  
 'যাকে অযোধ্যা থেকে বহিষ্কৃত হতে দেখে  
 অযোধ্যাবাসী সকলে শোকাবেগে আহত হয়ে, অশ্রু  
 বিসর্জন করছে এবং কুশ-বঙ্কলধারী সেই অপরাভিত  
 অপরাভয়ে বীরকে সীতার ন্যায় লক্ষ্মী অনুগমন করছেন,

উত্তর কহে দুলভ কী (অর্থাৎ, কিছুই দুলভ নয়) ?

ধনুর্হবরো যস্য বাণখণ্ডাভুৎ ক্রমঃ।

লক্ষণো ব্রজতি হ্যত্র তস্য কিং নাম দুলভম্॥ ২০

‘শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী লক্ষণ সূর্যঃ বজ্র ও বাণ ধারণ করে  
যাব সমানে সমানে যাচ্ছে, তার কহে কী-ই বা দুলভ।

নিবৃত্তবনবাসঃ তং দ্রষ্টাসি পুনরাগতম্।

অহি শোকঃ চ মোহঃ চ দেবি সত্যং ব্রীষি তে॥ ২১

‘দেবি ! আপনাকে সত্য করে বলছি, বনবাস অত্র  
রাক্ষকে আবার অযোধ্যায় ফিরে আসতে দেবেন :  
অতএব, শোক ও মোহ পরিত্যাগ করুন।

শিরসা চরণাবেভৌ বন্দমানমনিমিত্তে।

পুনর্হকসি কল্যাণি পুত্রঃ চক্ৰমিবোদিতম্॥ ২২

‘অনিমিত্তে, কল্যাণি ! আপনি আবার দেবতে  
পাবেন, উদিত চক্ৰের মতো আপনার পুত্র ফিরে এসে স্বীয়  
মস্তক দ্বারা আপনার এই চরণ দুটি বন্দনা করছে।

পুনঃ প্রবিষ্টঃ দৃষ্টা তমভিষিক্তঃ মহাশ্রমম্।

সমুৎস্রকসি নেত্রাভ্যাং শীত্ৰমানন্দজং জনম্॥ ২৩

‘বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত্ত এবং রাজত্ববনে পুনরায়  
প্রবিষ্ট রামকে রাজ্যভিষিক্ত ও মহাঐশ্বর্যশালী দেবে আপনি  
শীত্ৰই নেত্রদ্বয় থেকে আনন্দজ বর্ষণ করবেন।

মা শোকো দেবি দুঃখঃ বা ন রামে দৃষ্যতেহশিবম্।

কিপ্রং দ্রকসি পুত্রঃ স্বঃ সসীতঃ সহলক্ষণম্॥ ২৪

‘দেবি ! শোক বা দুঃখ করবেন না, কারণ রামের  
কোনও অমঙ্গল দেখা যাচ্ছে না, আপনি শীত্ৰই সীতা ও  
লক্ষণসহ পুত্র রামকে দেবতে পাবেন।

কৃত্যশেষো জনচায়ঃ সমাস্বাসো বভেহিন্ষে।

কিনিকানীমিসং দেবি করোষি হৃদি বিক্রমম্॥ ২৫

‘অয়ি, পুণ্যশীলে, দেবি ! যেহেতু আপনাকে এই  
অঙ্গণিত জনগণকে আশ্বাস দান করতে হবে, অতএব,  
আপনি এইরকম দুঃখে তেতে পড়ছেন কেন ?

নার্যঃ স্বঃ শোচিৎ দেবি বস্যাঙ্কে রাঘবঃ সূতঃ।

নহি রাবাং পরো লোকে বিদ্যতে সৎপথে হিতঃ॥ ২৬

‘দেবি ! হাঁও বহুদক্ষন বামেব মতো পুত্র বিদ্যমান,

শীত্ৰই আপনার শোক কথা ভাবতে নয়, কারণ, বামেব মতো  
সৎপথে অবস্থিত শোক পৃথিবীতে বিদ্যমান।

অভিবাদম্যানঃ তং দৃষ্টা সসুহৃদং সূতম্।

মুদাশ্র মোক্ষসে কিপ্রং মেঘরেশেব কাঞ্চী॥ ২৭

‘আবুজনসহ পুত্র রাম আপনাকে প্রণাম করে  
দেব বধাকালীন মেঘের মতো শীত্ৰই আপনি আনন্দজ  
মোক্ষ দেবেন।

পুত্রস্তে বরদঃ কিপ্রমমোখাং পুনরাগতঃ।

করাভ্যাং মৃদুদীনাভ্যাং চরণৌ শীত্ৰমিযাতি॥ ২৮

‘আপনার প্রসন্ন পুত্র শীত্ৰই অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হই  
কোনও পুষ্টি হস্তদ্বয় দ্বারা আপনার চরণদ্বয় স্পর্শ করে  
অভিবাদন করবে।

অভিবাদ নমসাত্মং শূরং সসুহৃদং সূতম্।

মুদাশ্রৈঃ শ্রোক্ষসে পুত্রং মেঘরাজিরিবাচলম্॥ ২৯

‘মেঘমালা যেমন পর্বতকে, সেইরকম আপনি  
সবাক্ষরে অভিবাদন করে প্রণত আত্মজ বীর পুত্রের হস্তে  
আনন্দজ বর্ষণ করবেন।’

আশ্বাসয়ন্তী বিবিধৈশ্চ বাকৈ-

বাক্যোপচারে কুশলানবদা।

রামস্য তাং মাতরমেবমুক্তা

দেবী সুমিত্রা বিররাম রামা॥ ৩০

কথাবার্তায় সকুশলা, লেখবহিতা, অনবদ-রূপবতী  
দেবী সুমিত্রা এইভাবে বিবিধ বাক্যে শ্রীরামের জন্ম  
কৌশলকে আশ্বাস দান করে বিরতা হলেন।

নিশমা তল্লক্ষণমাতৃবাক্যং

রামস্য মাতূর্নরদেবশ্রুতঃ।

সদাঃ শরীরে বিননাশ শোকঃ

শরদ্পাতো মেঘ ইবারুভেয়া॥ ৩১

লক্ষণ-জননী এই সকল আশ্বাসবাক্য শ্রবণ কর্তে  
রামজননী রাজরাজী কৌশল্য শবীরের সনোজ্ঞাত শ্রবণ  
শরৎকালীন অল্পতোষ মেঘের মতো তেজে দেন।

ইত্যার্বশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বাল্মীকীয়ে অন্তিকাব্যে ত্রয়োদশোঃ চতুস্তমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিদ্বাংস্তে অন্তিকাব্যে বনবাসের অন্তিম অধ্যায়ঃ চতুস্তমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

## পঞ্চচত্বরিংশ সর্গ (৪৫)

শ্রীরামের অনুগমনকারীদের নিবৃত্ত করার জন্য তাঁর উপদেশ এবং শ্রীভরতের গুণবর্ণন ; রামের বনগমন নিবৃত্তির জন্য বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণদের অনুরোধ আর পদচারী ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য শ্রীরামের রথ থেকে অবতরণ ও তমসাধীর পর্গস্ত পদক্ষেপে গমন

অনুরক্ত মহাশয়ঃ রামঃ সত্যপরাক্রমম্।

তনুভুঃ প্রযাতঃ তং বনবাসায় মানবাঃ ॥ ১

বনবাসে গমনরত সত্যসজ্জ পরাক্রান্ত মহাশয় রামের প্রতি অনুরক্ত অযোধ্যাবাসী জনগণ বনপর্গস্ত তাঁকে অনুগমন করতে লাগলেন।

নিবর্তিতৈঃ সত্যঃ সুহৃদ্বর্ষেণ রাজনি।

নৈঃ তে সমাবর্তন্ত রামস্যানুগতা রথম্ ॥ ২

সুহৃদ্বর্ষ অনুসারে রাজা দশরথকে রামের অনুগমন থেকে নিবৃত্ত করলেও, রথের অনুসরণকারী অযোধ্যাবাসী জনগণ কিন্তু নিবৃত্ত হল না (সুহৃদ্বর্ষ মতে দূরদেশে গমনরত কাউকে অধিক দূর অনুসরণ করলে সে আর শীঘ্র ফিরে আসে না ; তাই তাকে বেশি দূর অনুসরণ করা উচিত নয়)।

অযোধ্যানিলয়ানাঃ হি পুরুষাণাঃ মহাযশাঃ।

বহুৰ্গুণসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্র ইব প্রিয়ঃ ॥ ৩

অযোধ্যাবাসী জনগণের কাছে মহাযশস্বী গুণবান রাম পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রিয় ছিলেন।

ন যাচমানঃ কাকুৎস্থতাভিঃ প্রকৃতিভিত্তদা।

কূর্ণাণঃ পিতরং সত্যং বনমেবাধিপত্যত্ ॥ ৪

বনগমন থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রজাগণ কাতর প্রার্থনা জানালেও পিতার সত্যরক্ষার জন্য কাকুৎস্থ রাম বনেই চললেন।

অবেক্ষমাণঃ সন্তোহং চক্ষুনা প্রণিবসিব।

উবাচ রামঃ সন্তোহং তাঃ প্রজাঃ স্বাঃ প্রজা ইব ॥ ৫

রাম নিজ সন্তানের মতো অযোধ্যাবাসী প্রজাগণকে সন্তোহে অবলোকন করে নেত্র দ্বারা তাঁদের যেন পান করে সহস্রদয়ে প্রহল করলেন এবং সন্তোহে বললেন—

ন্য প্রীতির্বহমানচ মন্যযোধ্যানিবাসিনাম্।

মহাপ্রিয়ার্থঃ বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্ ॥ ৬

‘হে অযোধ্যাবাসিগণ ! আমার প্রতি আপনাদের যে প্রীতি ও সমাদর বর্তমান, আমারই আনন্দের জন্য তা

সবিশেষে ভরতেই প্রতি প্রদর্শন করুন।

স হি কল্যাণচারিণঃ কৈকেয়ানন্দবর্ধনঃ।

করিষ্যতি যথাবৎ নঃ প্রিয়শ্চি চ তিত্যমি চ ॥ ৭

‘কৈকেয়ীর আনন্দবর্ধন এসং কল্যাণমণ্ডিত চরিত্র ভরত আপনাদের যথাযথ চিত্তকর প্রিয়কর্ষসকল করবে।

জানবৃদ্ধো বয়োবালো মৃদুশীর্ষভগাবিত্যঃ।

অনুরূপঃ স বো ভর্তা ভবিষ্যতি তথাপতঃ ॥ ৮

‘বয়সে বালক হলেও জানে প্রবীণ, শীর্ষবান হয়েও কোমল স্বভাবের, ভরত আপনাদের ভর অশঙ্কনকলি উপযুক্ত প্রতিপালক হবে।

স হি রাজগুণৈর্যুক্তো যুবরাজঃ সত্রীকৃতঃ।

অপি চাপি মদ্য শিষ্টৈঃ কার্যং বো ভর্তৃশাসনম্ ॥ ৯

‘সে আমার চেয়েও বেশি রাজগুণযুক্ত, সেইজন্যই মহারাজ তাকে যুবরাজপদে নিযুক্ত করেছেন ; রাজভক্তি-গুণাবিত আপনাদের তার শাসন স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

ন সম্বপোদ্ যথা চাসৌ বনবাসঃ পতে মরি।

মহারাজস্তথা কার্যো মম প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১০

‘আপনারা যদি আমার প্রিয় কার্য করতে ইচ্ছুক হন তবে, আমি বনবাসে চলে গেলে, মহারাজ যাতে শোকসন্তপ্ত না হন সেইরকম কাজ করুন।’

যথা যথা দশরথিধর্মমেবাপ্রিতো ভবেৎ।

তথা তথা প্রকৃতয়ো রামঃ পত্তিমকামনম্ ॥ ১১

দশরথনন্দন রাম যেমন যেমনভাবে ধর্মকে আশ্রয় করতে চাইছিলেন, প্রজারাও সেই সেইভাবেই রামকে রাজ্যরূপে পেতে চাইছিলেন।

বাল্পেণ শিহিতঃ দীনঃ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।

চকর্ষেব ভূশৈর্ষকঃ জনং পুরনিবাসিনম্ ॥ ১২

সকল পুরবাসিগণ অতিশয় দুঃখে কাতর হয়ে অশ্রু-বিসর্জন করছিল এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র যেন নিজগুণে আবদ্ধ করে তাদের আকর্ষিত করছিলেন।



তে বিজ্ঞানিবিধঃ বৃদ্ধা জানেন বয়সৌজসা।  
বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদুচরিতঃ বচঃ ॥ ১৩

জ্ঞান, বয়স ও তপস্যা — এই ত্রিবিধ বৃদ্ধ অথচ  
বয়ঃভাবে কম্পিতশির ব্রাহ্মণগণ দূর থেকেই বলতে  
লাগলেন—

বহত্তো জবনা রামঃ ভো ভো জাত্যাস্তরজমাঃ।  
নিবর্তকঃ ন গন্তব্যঃ হিতা ভবত তত্ৱরি ॥ ১৪

‘বামকে বহনকারী দ্রুতগামী হে উচ্চজাতীয় অশ্বগণ,  
যেয়ো না, নিবৃত্ত হও ; প্রভুর হিতকারী হও।  
কর্ণবহি হি তুতানি বিশেষণ তুরজমাঃ।

যুগ্মঃ তস্মান্নিবর্তকঃ যাচনাঃ প্রতিবেদিতাঃ ॥ ১৫

‘সকল প্রাণীরই কান আছে, বিশেষত দ্রুতগতি-  
সম্পন্ন তোমরা (কান বড় হলে প্রবণশক্তি বেশি হওয়ায়)

আমাদের প্রার্থনার গুরুত্ব বুঝে বনগমন থেকে নিবৃত্ত হও।  
ধর্মতঃ স বিত্তদাত্তা বীরঃ শুভদূরতঃ।

উপবাহ্যস্ত বো তর্ভা নাশবাহ্যঃ পুরাদ বনম্ ॥ ১৬

‘তোমাদের প্রভু রাম ধর্মানুসারে বিত্তদাত্তা, বীর  
এবং শুভকর্মসাধনে দূরতঃ ; অতএব তিনি পুরীর মধ্যে ও  
নিকটেই বহনযোগ্য, তাঁকে পুরী থেকে বাইরে দূরে বনে  
বহন করে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।’

একমর্তপ্রলাপাংস্তান্ বৃদ্ধান্ প্রলপতো বিজান্।  
অবেক্ষা সহসা রামো রথাদবততার হ ॥ ১৭

ক্রন্দনরত সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের এইভাবে কাতরস্বরে  
বিলাপ করতে দেখে রামচন্দ্র সহসা রথ থেকে নেমে  
এলেন।

পদ্যামেব জগামাথ সসীতঃ সহলক্ষণঃ।  
সন্নিষ্ঠপদন্যাসো রামো বনপরায়ণঃ ॥ ১৮

তখন বনের উদ্দেশ্যে গমনরত রাম, সীতা ও  
লক্ষ্মণসহ ধীর পদবিন্যাসে চলতে লাগলেন।

বিজাতীন্ হি পদাতীংস্তান্ রামশ্চারিত্রবৎসলঃ।  
ন লশাক ঘৃণাচক্ষুঃ পরিমোক্ষুং রথেন সঃ ॥ ১৯

বাৎসল্যচরিত্র করুণাচক্ষু রাম সেই ব্রাহ্মণদের পায়ে  
হেঁটে যেতে দেখে, নিজে রথে আরোহ হয়ে তাঁদের  
অতিক্রম করে যেতে পারলেন না।

গচ্ছন্তমেব তং দৃষ্টা রামঃ সজ্জহমানসঃ।  
উচুঃ পরমসন্তপ্তা রামঃ বাক্যমিদং বিজ্ঞাঃ ॥ ২০

রামকে পায়ে হেঁটে যেতে দেখে ব্যাকুলচিত্ত  
ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে রামকে এই কথাগুলি

বললেন —  
ব্রাহ্মণঃ কৃৎসমেতৎ ভ্রাং ব্রাহ্মণামনুগচ্ছতি,  
বিজ্ঞান্যসিদ্ধান্তান্নানুগোহপানুগাম্মী ॥ ২১

‘হে গদ্যনন্দন ! তুমি ব্রাহ্মণদের হিতকারী, তাই এই  
ব্রাহ্মণগণ সকলে তোমার অনুগমন করছেন ! ব্রাহ্মণদের  
স্বক্ষাতি অগ্নিদেবও তোমার অনুগামী হয়েছেন।

বাজপেয়সমুপানি ছত্রাণোতানি পশ্য নঃ।  
গৃষ্ঠতোহনুপ্রসাতানি মেধানিব জলাতায় ॥ ২২

‘দেগো, বাজপেয় যজ্ঞে-প্রাপ্ত এই ছত্রগুলি,  
বর্ষাশেষে মেঘের অনুগামীর ন্যায়, আমাদের স্বক্ষাতি হয়ে  
তোমার অনুগমন করছে।

অনবাগ্নাতপত্রস্য রশ্মিসম্ভাপিতস্য তে।  
এভিস্থায়াং করিষ্যামঃ দৈশ্চত্রৈর্বাজপেয়কৈঃ ॥ ২৩

‘বাজ্য থেকে বিচ্যুতি হেতু তোমার রাজচ্ছত্র প্রাপ্ত  
না-হওয়ায় সূর্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত তোমাকে, বাজপেয় যজ্ঞে-  
প্রাপ্ত আমাদের এই ছত্র দ্বারা ছায়া প্রদান করব।

যা হি নঃ সততঃ বুদ্ধির্বেদমন্ত্রানুসারিণী।  
জ্বংকতে সা কৃতা বৎস বনবাসানুসারিণী ॥ ২৪

‘বৎস ! সর্বদা বেদমন্ত্রের অনুসারিণী আমাদের যে  
বুদ্ধি (চিন্তা), তা তোমাকেই বনবাসে অনুসরণ করছে  
হৃদয়েষবতিষ্ঠন্তে বেদা যে নঃ পরং ধনম্।

বৎসন্ত্য বিগৃহেষেব দারাস্চারিত্ররক্ষিতাঃ ॥ ২৫

‘আমাদের পরমধন শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে বেদসমূহ,  
তারা আমাদের হৃদয়েই অবস্থান করে, সেইহেতু তোমার  
সঙ্গে বনবাসে গেলেও আমরা দ্বিচারী হব না,

সেইরকমভাবে আমরা গৃহে না থাকলেও আমাদের  
পত্নীগণ গৃহে থেকেও স্বচরিত্র রক্ষা করেই থাকবে।

পুনর্ন নিশ্চয়ঃ কার্যকৃদাতৌ সুকৃতা মতিঃ।  
হুয়ি ধর্মবাপেক্ষে তু কিং স্যাৎ ধর্মপথে হিতম্ ॥ ২৬

‘তুমি বনবাসে গেলে তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য  
আমাদের মতি স্থির করে নিয়েছি, পুনরায় মতি স্থির করার  
প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি ধর্মনিরপেক্ষ হলে অপরে কি  
ধর্মপথে থাকতে পারে ?

যাচিতো নো নিবর্তন্ব হংসশুক্রশিরোরুহৈঃ।  
শিরোভির্নিভূতাচার মহীপতনপাংসুলৈঃ ॥ ২৭

‘রাম ! হংসশুক্র কেশযুক্ত মস্তক ভূমিতে অবনত  
করে আমরা নির্জনে প্রার্থনা করছি ফিরে এসো (বয়োবৃদ্ধ  
হলেও সেই ব্রাহ্মণগণ জানতেন, শ্রীরাম স্মরণ বিষ্ণু, তাই

সীতাকে প্রণাম করায় তাঁদের কোনও দোষ হয়নি)।  
 বহুনাং বিত্তা যজ্ঞা বিজ্ঞানাং য ইহাগতাঃ।  
 তেষাং সমাপ্তিরায়ত্তা তব বৎস নিবর্তনে॥ ২৮  
 'বৎস রাম! এখানে আগত অনেক ব্রাহ্মণের যজ্ঞ  
 বৈষ্ণবভাবে আরম্ভ হয়েছে, তাদের সেই সকল যজ্ঞের  
 সমাপ্তি তোমার প্রত্যাবর্তনের উপর নির্ভর করছে।  
 নক্তিমস্তীহ তূতানি জঙ্গমাজঙ্গমানি চ।  
 দক্ষিণেন্দ্রে তেষু ত্বং ভক্তিং ভক্তেষু দর্শয়॥ ২৯  
 'এই জগতে স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীই তোমার  
 প্রতি ভক্তিমান, তোমার প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনারত সেই  
 ভক্তদের প্রতি তুমিও প্রীতি প্রদর্শন করো।  
 অনুগন্তমশক্তাঃ মূলৈরক্ষতবেগিনঃ।  
 তজ্জা বায়ুবেগেন বিক্লেশতীব পাদপাঃ॥ ৩০  
 'মাটিতে মূল অবরুদ্ধ হওয়ায় বেগহীন উন্নত  
 বৃক্ষগুলি তোমার অনুসরণে অসামর্থ্য হেতু বায়ুবেগে  
 গুল্লিত হয়ে যেন কাঁদতে কাঁদতে তোমায় নিবেদন করছে  
 নিশ্চেষ্টাছারসঙ্কারা বৃক্ষেক্ছাননিশ্চিন্তাঃ।

পক্ষিপোহপি প্রযাচক্রে সর্বভূতানুকম্পিনম্॥ ৩১  
 'আহার সংগ্রহে নিশ্চেষ্ট পক্ষিরাও বৃক্ষের  
 একস্থানে বসে সকল প্রাণীর প্রতি দয়ালু ভোমাকে ফিবে  
 আসার জন্য প্রার্থনা করছে।'  
 এবং বিক্লেশতাং তেষাং বিজ্ঞাতীনাং নিবর্তনে।  
 দদৃশে তমস্যা তত্র বারয়ন্তীং রামম্॥ ৩২  
 এইভাবে শ্রীরামের বনবাসযাত্রা নিবৃত্ত করার জন্য  
 বিজ্ঞগণ (ব্রাহ্মণগণ এবং পক্ষীগণ) আতনাদ করতে  
 থাকলে, রাম দেখলেন তমসা নদীও যেন তাঁকে নিবেদন  
 করছে।  
 ততঃ সুমদ্রোহপি রথাদ্ বিমুঢ়  
 শ্রাদ্ধান্ হয়ান্ সম্পরিত্তা শীঘ্রম্।  
 শীতোদকাংস্তোয়পরিপ্লুতাসা-  
 নচারয়দ্ বৈ তমসানিদূরে॥ ৩৩  
 তখন সুমদ্রও পরিপ্লুত অশ্বগুলিকে শীঘ্র রথ থেকে  
 বিমুক্ত করে জলপান করালেন এবং জলে স্নান করিয়ে  
 তমসার অনতিদূরে চরাতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বরিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বরিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৪৬ ॥

## ষট্চত্বরিংশ সর্গ (৪৬)

সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরামের এবং সুমদ্রের তমসাতীরে রাত্রিযাপন এবং প্রভাতেই  
 নিদ্রিত পুরবাসীদের অলক্ষ্যে রথারোহণে শ্রীরামাদির বনগমন

কুতঃ তমসাতীরং রম্যাম্প্রিত্য রাশবঃ।  
 শীতামুখীক্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১  
 অনন্তর রমণীয় তমসাতীরে আশ্রয় নিয়ে রঘুনন্দন  
 রম সীতার দিকে তাকিয়ে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে  
 বললেন—  
 ইদমদ্য নিশা পূর্বা সৌমিত্রে প্রহিতা বনম্।  
 বনবাসস্য ভয়ং তে ন চোৎকতিভূমহীনি॥ ২  
 'ভাই সৌমিত্রি! আমরা যে বনে নির্বাসিত হয়েছি,

আজ আমাদের সেই বনবাসের প্রথম রাত্রি। তোমার  
 কল্যাণ হোক! তুমি উদ্বিগ্ন হোয়ো না।  
 পশ্য শূন্যানারণ্যানি রুদ্ধতীব সমস্ততাঃ।  
 যথা নিলয়মায়ত্তির্নিলীনানি মুগাষিভৈঃ॥ ৩  
 'দেখো, বন্য পশু ও পাখিরা নিজ নিজ বাসায় ফিবে  
 আসায় চারিদিকে শূন্য অরণ্য আমাদের এই দুরবস্থা দেখে  
 যেন রোদন করছে।  
 অদ্যযোধ্যা তু নগরী রাজধানী পিতৃর্মম।

সঙ্গীপুংসা পতানশ্চাচ্চ শোচিন্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪

‘আজ আমার পিতার রাজধানী, স্ত্রী পুরুষ সহ সমগ্র  
অযোধ্যানগরী, বনবাসগত আমাদের জন্য শোক করবে,  
তাত্ত কোনও সংশয় নেই।

অনুরক্তা হি মনুজা রাজানং বহুভির্ভূষণৈঃ।

ত্বাং চ মাং চ নরবান্ শত্রুঘ্নভরতৌ তথা ॥ ৫

‘পুরুষসিংহ ভাই লক্ষ্মণ ! বহুবিধ গুণের জন্য  
বাজার প্রতি, তোমার, আমার এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রতি  
অযোধ্যার জনগণ অনুবক্ত।

পিতরং চানুশোচামি মাতরং চ যশস্বিনীম্।

অপি নাকৌ ভবেতাং নৌরুদন্তৌ ভাবজীকৃশঃ ॥ ৬

‘পিতা এবং গর্বিতা মাতার জন্য আমি শোক অনুভব  
কবছি : আমাদের জন্য সর্বক্ষণ কেঁদে কেঁদে তারা দুজন না  
অক হয়ে যান !

ভরতঃ খলু ধর্মাত্মা পিতরং মাতরং চ মে।

ধর্মার্থকামসহিতৈর্বাকৌরাশ্বাসয়িত্বাতি ॥ ৭

‘ধর্মাত্মা ভরত নিশ্চয়ই পিতাকে এবং আমার  
মাতাকে ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত বাক্যে আশ্বাস প্রদান  
করবে।

ভরতস্যানুশংসত্বং সঞ্চিন্ত্যাহং পুনঃ পুনঃ।

নানুশোচামি পিতরং মাতরং চ মহাভূজ ॥ ৮

‘হে মহাবীর ! ভরতের কোমল স্বভাবের কথা  
বারবার স্মরণ করে আমি পিতা ও মাতার জন্য দুশ্চিন্তা  
করছি না !

ত্বয়া কার্যং নরবান্ মামনুরজতা কৃতম্।

অশ্রেষ্টত্যা হি বৈদেহ্যা রক্ষণার্থং সহায়তা ॥ ৯

‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমাকে বনে অনুসরণ করে  
মহৎ কার্য করেছ, তা না হলে বিদেহরাজতনয়া সীতাকে  
রক্ষার জন্য সাহায্যকারী অন্য কাউকে আমার অনুসন্ধান  
করতে হত !

অস্তিরেব হি সৌমিত্রে বৎস্যাম্যাদ্য নিশামিমাম্।

এতচ্চি রোচতে মহ্যং বনোহপি বিবিধে সতি ॥ ১০

‘ভাই সুমিত্রানন্দন ! আজ এখানে এই রাত্রিতে জল  
পান করেই থাকব। বনে নানাবিধ ফলমূলাদি থাকলেও  
আমার এটাই ভালো লাগছে !’

এবমুক্তা তু সৌমিত্রিং সুমন্ত্রমপি রাঘবঃ।

অপ্রমত্তমশেষে ভব সৌম্যোভ্যবাচ ॥ ১১

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথাগুলি বলে, সুমন্ত্রন  
রাম সুমন্ত্রকেও বললেন, ‘সৌম্য ! আপনি অশ্বগুলির প্রতি  
সতর্ক থাকবেন।’

মোহশান্ সুমন্ত্রঃ সংযম্য সূর্যেহত্বং সমুশাগতে।

প্রভৃত্যবশান্ কৃত্বা বভূব প্রতানন্তরঃ ॥ ১২

সূর্য অস্ত গেলে সুমন্ত্র অশ্বগুলিকে বেঁধে এবং  
অনেক ঘাস খাইয়ে শ্রীরামের কাছে ফিরে এলেন।

উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাত্রিমুশাগতাম্।

রামস্য শয়নং চক্রে সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥ ১৩

রাত্রি এসে গেছে দেখে কল্যাণময়ী সন্তোষাপান্না  
সমাপনাতে সুমন্ত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে একসঙ্গে  
শ্রীরামের শয়নের জন্য শয্যা রচনা করলেন।

তাং শয্যাং তমসাতীরে বীক্ষ্য বৃক্ষদলৈর্ভূতাম্।

রামঃ সৌমিত্রিণা সার্বঃ সভার্যঃ সংবিশেষ হ ॥ ১৪

তমসার তীরে গাছের পাতা বিছানো সেই শয্যা  
দেখে সপত্নীক রাম সুমিত্রানন্দনের সঙ্গে সেখানে  
উপবেশন করলেন।

সভার্যং সন্ত্রসুপ্তং তু শ্রান্তং সন্ত্রপ্ৰক্ষ্য লক্ষ্মণঃ।

কথ্যামাস সূতায় রামস্য বিবিধান্ গুণান্ ॥ ১৫

পরিশ্রান্ত রামকে ভার্যাসহ অঘোরে নিদ্রিত দেখে,  
লক্ষ্মণ সূত সুমন্ত্রের কাছে রামের বিবিধ গুণের কথা বলতে  
লাগলেন।

জাগ্রতোরেব তাং রাত্রিং সৌমিত্রে রুদিতো রবিঃ।

সূতস্য তমসাতীরে রামস্য ব্রুবতো গুণান্ ॥ ১৬

সুমন্ত্র এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তমসার তীরে সেই  
রাত্রি জেগে শ্রীরামের গুণাবলী আলোচনা করতে করতে  
সূর্য উদিত হল।

গোকুলাকুলতীরায়াক্তমসায়

বিদূরতঃ।

অবসৎ তত্র তাং রাত্রিং রামঃ প্রকৃতিভিঃ সহ ॥ ১৭

গোসমূহে পরিপূর্ণ তমসার তীরভূমির অদূরে রাম  
প্রজাদের সঙ্গে সেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

উখায় চ মহাতেজাঃ প্রকৃতিজ্ঞা নিশাম্য চ।

অত্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্ ॥ ১৮

মহাতেজস্বী রাম প্রত্যুষে নিদ্রা থেকে উত্তিত হয়ে  
এবং প্রজাদের নিদ্রিত দেখে পুণ্যলক্ষণ ভাই লক্ষ্মণকে  
বললেন—

অশ্বময়পেক্ষান্ সৌমিত্রে নির্বাপেক্ষান্ দৃহেহপি।



কুম্ভকুপে সংসক্তান্ পশ্য লক্ষণ সান্দ্রতম্ ॥ ১৯

কুম্ভকুপে লক্ষণ হই লক্ষণ! দেবে, নিজ নিজ গৃহে  
কুম্ভকুপে, কিন্তু আমদের প্রতি আসক্ত এই

কুম্ভকুপে বন্ধন অশ্রয় করে ঘুমিয়ে আছে।

কুম্ভকুপে নিরমঃ পৌরাঃ কুব্জাস্থিবর্তনে ॥ ২০

কুম্ভকুপে নাসিদ্ধি ন তু ভাস্করি নিশ্চয়ম্ ॥ ২০

কুম্ভকুপে নাসিদ্ধি ন তু ভাস্করি নিশ্চয়ম্ ॥ ২০

কুম্ভকুপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, মনে হচ্ছে এরা প্রাণ বিসর্জন দেবে

কুম্ভকুপে জাগ করবে না।

কুম্ভকুপে তু সংসৃজ্যাবদেব বয়ং লঘু ॥ ২১

কুম্ভকুপে গচ্ছামঃ পহানমকুতোভয়ম্ ॥ ২১

কুম্ভকুপে, এরা যতক্ষণ নিদ্রিত আছে তার মধ্যেই

কুম্ভকুপে শীঘ্র রথে আরোহণ করে নির্ভয়ে বনের পথে চলে

কুম্ভকুপে হই।

কুম্ভকুপে ভূয়োথপি নেদানীমিষ্ণুকুপূরবাসিনঃ ॥ ২২

কুম্ভকুপে মা বৃক্ষমূলেষু সংশ্রিতাঃ ॥ ২২

কুম্ভকুপে, তখন আর ইচ্ছাকুকুলের অনুরক্ত

কুম্ভকুপে বৃক্ষমূল আশ্রয় করে নিদ্রা যাবে না।

কুম্ভকুপে পৌরা হ্যাকৃত্যাদ্ দুঃখাদ্ বিপ্রমোচ্যা নৃপাঙ্কজৈঃ ॥ ২৩

কুম্ভকুপে ন তু খল্বাঙ্কনা যোজ্য দুঃখেন পুরবাসিনঃ ॥ ২৩

কুম্ভকুপে পৌরজনদের স্বকৃত দুঃখ থেকে মুক্ত করা

কুম্ভকুপে কর্তব্য, কিন্তু রাজপুত্রদের স্বকৃত দুঃখে

কুম্ভকুপে পুরবাসীদের মুক্ত করা উচিত নয়।

কুম্ভকুপে অরবীক্ষণো রামঃ সাক্ষাদ্ ধর্মমিব হিতম্ ॥ ২৪

কুম্ভকুপে মে তথা প্রাজ্ঞ কিপ্রমাকহ্যতামিতি ॥ ২৪

কুম্ভকুপে এই কথা শুনে সাক্ষাৎ ধর্মের ন্যায় অবস্থিত

কুম্ভকুপে প্রাজ্ঞকে লক্ষণ বললেন—‘প্রাজ্ঞ! এই কথা আমার

কুম্ভকুপে মতো হয়েছে; অতএব শীঘ্র রথে আরোহণ

কুম্ভকুপে করুন।’

কুম্ভকুপে কথ্য রামোহ্রবীঃ সূতং শীঘ্রং সংযুজ্যতাং রথঃ ॥ ২৫

কুম্ভকুপে পশ্যামি ততোহরণ্যং গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥ ২৫

কুম্ভকুপে তখন রাম সূতকে বললেন, ‘মহাশয়! শীঘ্র এখান

কুম্ভকুপে থেকে চলে চলুন, শীঘ্র রথ সংযোজনা করুন, এখান

কুম্ভকুপে থেকে অন্য অরণ্যে চলে যাব।’

কুম্ভকুপে সূতঃ সংযুজ্যতাং সান্দ্রনং তৈর্হনোত্তমৈঃ ॥ ২৬

কুম্ভকুপে সারথিঃ সূতঃ তখন সারথি উত্তম অশ্ব জুড়ে দিয়ে

কুম্ভকুপে কুম্ভকুপে রামকে বললেন—

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাঃ বর ॥

ততঃ সমাহায় রথঃ মহারথঃ

সুসারথীশরদিবনঃ

যয়ৌ।

উদহুযুখঃ তং তু রথঃ চকার

প্রয়াপমাজ্জানিমিস্তদর্শনাৎ

॥ ৩৪

এবার মহাবীর দশবধনন্দন রাম সারথির সঙ্গে রথ  
আরুঢ় হয়ে বনে যাত্রা করলেন : যাত্রাকালীন দর্শন  
দর্শনের জন্য তিনি রথের অশ্বকে উত্তরদিকে ফেরত  
করালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাস্করীকীর আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বাস্করীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

### সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৪৭)

প্রাতঃকালে নিদ্রোখিত পুরবাসিগণ কর্তৃক রাম-সীতা-লক্ষ্মণের অদর্শনজনিত বিলাপ ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন

প্রভাতায়ঃ তু শর্ব্বাঃ পৌরাণ্ডে রাঘবঃ বিনা।

শোকোপহতনিশ্চেষ্টা বভূবুর্হতচেতসঃ ॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে অযোধ্যা-পুরবাসীরা রঘুনন্দনকে  
না দেখতে পেয়ে হতচেতন হয়ে গেল এবং শোকাহত  
অবস্থায় রামাদির অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট রইল।

শোকজ্ঞানপরিদ্যুনা বীক্ষমাণাক্তততঃ।

আলোকমপি রামস্য ন পশ্যন্তি স্ম দুঃখিতাঃ ॥ ২

দুঃখিত পুরবাসীরা শোকাক্রান্ত-বর্ষণহেতু ক্রীণ দেহে  
এদিক-ওদিক ভালোভাবে খোঁজ করেও শ্রীরামকে  
পাওয়ার আশার আলোও দেখতে পেল না।

তে বিষাদার্তবদনা রহিতাঙ্গেন ধীমতা।

কৃপাঃ ককৃপা বাচো বদন্তি স্ম মনীষিণঃ ॥ ৩

ধীমান রাম কর্তৃক বিচ্ছিন্ন পুরবাসীদের মুখে নেমে  
এল বিষমতা ; বিষাদক্লিষ্ট মনীষিগণ ককৃপামাধা স্বরে  
বলতে লাগলেন—

খিগন্তু খলু নিদ্রাঃ তাং বধ্যাপহতচেতসঃ।

নাদ্য পশ্যামহে রামং পৃথুরস্তঃ মহাতুজম্ ॥ ৪

‘হায় ! যে নিদ্রা হেতু অচেতন হয়ে আমরা আজ  
বিশালবক্ষা মহাবাহু রামকে দেখতে পেলাম না, সেই  
নিদ্রাকে খিৎ।

কথং রামো মহাবাহুঃ স তথাবিতথক্রিয়ঃ।

তক্তং জনমভিত্যজ্ঞা প্রবাসং তাপসো গতঃ ॥ ৫

‘মহাবীর ও সত্যকর্মা তপস্বী রাম তক্তজননে  
পরিত্যাগ করে কীভাবে বনে চলে গেলেন !

যো নঃ সদা পালয়তি পিতা পুত্রানিবৌরসান।  
কথং রঘুনাং স শ্রেষ্ঠস্ত্যক্ত নো বিগিনঃ গতঃ ॥ ৬

‘পিতা আপন ঔরসজাত পুত্রকে যেমন,  
সেইরকমভাবে যিনি সর্বদা আমাদের পালন করেন,  
রঘুশ্রেষ্ঠ সেই রাম কী করে আমাদের ত্যাগ করে বনে চলে  
গেলেন !

ইহৈব নিধনং যাম মহাপ্রহ্লানমেব বা।  
রামেণ রহিতানাং নো কিমর্থঃ জীবিতং হিতম্ ॥ ৭

‘আমরা এখানেই মৃত্যুবরণ অথবা মহাপ্রহ্লান করব,  
রামকে ছাড়া আমাদের জীবনের কল্যাণ কীভাবে সাধিত  
হবে !

সন্তি শুদ্ধাণি কাষ্ঠানি প্রভূতানি মহান্তি চ।  
তৈঃ প্রজ্জাল্য চিতাং সর্বৈ প্রবিশ্যামোহথবা বরম্ ॥ ৮

‘অথবা এখানে অনেক বড় বড় শুকনো কাঠ আছে,  
সেইগুলি দিয়ে চিতা ছেলে আমরা সকলে তাতে প্রবেশ  
কব !

কিং বক্ষ্যামো মহাবাহুরনসূয়ঃ প্রিয়ংবদঃ।  
নীতঃ স রাঘবোহস্মাদিরিতি বকুং কথং কথম্ ॥ ৯

‘যদি অযোধ্যাবাসীরা আমাদের কাছে শ্রীবৎসের  
সংবাদ জিজ্ঞাসা করে, তবে কী করে বলব, আমরা

নুনঃ নগরী দীনা দষ্টাশ্মান রাগবঃ শিনা।  
বিক্রান্তি নিরানন্দা নষ্টীনাগবয়োহধিকা ॥ ১০

‘বদনন্দা বনকে ছাড়া আনাদের দেশে স্থি-বালক-  
কসর সারা অনোধ্যানগম্নী নিশ্চয়ই আনন্দশূন্য হয়ে  
রে

কোঁতাঞ্জন বীরেণ সহ নিত্যঃ মহাক্রিয়া।  
হীনতেন চ পুনঃ কথং দ্রক্ষ্যাম তং পুরীম ॥ ১১

‘সেই মহাছা বীরের সঙ্গে সর্বনা অবদান করব  
জা আমরা অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, এখন  
কিছু ছাড়া কেমন হবে আবার সেই নগরীকে দেখব?’  
জীব বহুধা বাচো বাহুদুদানা তে জনাঃ।

ক্লিপ্তি স্ম দুঃখার্থা হতবৎসা ইবপ্রাণাঃ ॥ ১২

বাছুর হারিয়ে আগে আগে ক্লান্ত দৌড়োচ্ছে এমন  
শকার্ত গাভীর মতো অযোধ্যাবাসী জনগণ হতবৎস  
কিছু দুই ছাত তুলে নানা কথায় বিলাপ করছে লগল।

হতো মার্গানুসারেণ গদ্যা কিঞ্চিৎ ততঃ স্বপ্ন  
মর্গমাশাম্ বিষাদেন মহতা সমভিপ্লুতাঃ ॥ ১৩

তারপর বথের চাকার চিহ্ন ধরে পথ অনুসরণ করে,  
কিছু পথ গিয়ে আর চাকার চিহ্ন না থাকায় পথের শেষ  
দেশ অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে পড়ল।

মর্গানুসারেণ নাবর্তন্ত মনসিনঃ।

কিনং কিং করিষ্যামো দৈবেনোপহতা ইতি ॥ ১৪

তখন সেই দুচিহ্ন জনগণ, ‘এ কি! নৈবততিত  
যদ্যপি কিং?’ এই বলে, বথের চাকার দাগ অনুসরণ  
কর আবার অযোধ্যায় ফিরে গেল।

তদা যথাগতৌনৈল মার্গেণ ক্লাব্ধচেতসাঃ।

অনোধ্যানগম্ন সর্বে পুরীং বাধিতসঙ্কলনাম্ ॥ ১৫

তখন, যে পথে এসেছিল, ক্লান্ত চিত্তে সেই পথেই  
শ্রীবমের জন্য বাধিত জন্য সংপুরুষ-সেবিত-অযোধ্যায়  
ফিরে গেল।

আলোক্য নগরীং তাং চ ক্ষয়বাকুলমানসাঃ।

আবর্তন্ত তেহপ্রপি নমনৈঃ শোকপীড়িতৈঃ ॥ ১৬

শ্রীবমের বিচ্ছেদে ব্যাকুলহৃদয়ে তারা সেই  
অনোধ্যানগরীকে দেখে শোকবাধিত মেত্রে অশ্রু বিসর্জন  
করতে লগল।

এনা রামেণ নগরী রহিতা নাতিশোভতে।

আপগা গরুড়েনৈব হৃদাদুদৃষ্টগমগা ॥ ১৭

তদা বসন্তে লাগল—‘নদীর উৎস বৃহৎ হ্রদ থেকে  
সাপল্লবিত গরুড় তুলে নিলে শোভাহীন সেই নদীর মতো  
শ্রীবমেরই এই অযোধ্যা শোভাহীন হয়ে পড়েছে।’

চক্ৰহীনমিনাকাসঃ ত্রায়হীনমিবাব্যবম্।

অপশ্যন্ নিহতানন্দঃ নগরং তে বিচেতসাঃ ॥ ১৮

চক্ৰহীন আকাশের মতো তদা জলহীন সমুদ্রের মতো  
অনন্দহীন অনোধ্যানগরীকে দেখে তারা ব্যাকুল হয়ে  
পড়ল।

তে তানি বেদমানি মহাধনানি

দুঃখেন দুঃখোপহতা বিশম্ভাঃ।

নৈব প্রজঘুঃ স্বজনং পরং বা

নিগ্রীক্ষমাণাঃ প্রবিনষ্টহর্ষাঃ ॥ ১৯

শোকহত হৃদয়ে তারা নিজেদের মৌহর্ষ্যপূর্ণ গৃহে  
প্রবেশ করে, নিরানন্দ মনে সবকিছু দেবেও  
অনুপরাধবোধহীন হয়ে পড়েছিল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভগবতঃ বাক্যকীর্তনং অম্বিকারো অম্বিকারো সপ্তচত্বিংশ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

মহার্ষি বাস্তুকি বিবচিত্র অম্বিকারো অম্বিকারো অম্বিকারো সপ্তচত্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥



## অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (৪৮)

অযোধ্যাবাসিনী রমণীদের বিলাপ এবং শ্রীরাম বাতীত প্রত্যগত পতিদের প্রতি ভৎসনা

তেষামেবং বিষমানাং দীড়িতানামতীব চ।  
বাল্পবিপ্রুতনেত্রাণাং সশোকানাং মুমূর্ষ্যা ॥ ১  
অভিগম্য নিবৃত্তানাং রামং নগরবাসিনাম্।  
উদ্গতানীষ সজ্জানি বভূবুরমনস্থিনাম্ ॥ ২

এইভাবে বিষন্ন ও অত্যন্ত শীড়িত, রামের অনুসরণে  
নিবৃত্ত বাল্পাকুলিত নয়নে হতভাগ্য শোকাক্ত সেই  
অযোধ্যানগরবাসীদের মুমূর্ষু গ্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।

হং হং নিঃশ্বাসমাগম্য পুত্রদারৈঃ সমাবৃত্তাঃ।  
অশ্রুশি মুমূর্ষুঃ সর্বৈঃ বাল্পপণ পিহিতাননাঃ ॥ ৩

অযোধ্যাবাসী সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরে এসে  
এবং স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাল্পাকুলিত আননে  
অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল।

ন চাক্ষুযান্ ন চামোদন্ বণিজো ন প্রসারয়ন্।  
ন চাশোভন্ত পশ্যানি নাপচন্ গৃহমেধিনঃ ॥ ৪

রাম না-থাকায় অযোধ্যাবাসীদের মনে আনন্দ ছিল  
না, দেহের সুখও ছিল না ; বণিকেরা দোকান সাজিয়ে  
বসেনি, তাই সেখানে পণ্যসামগ্রীও ছিল না। গৃহস্থেরা  
রান্নাও করেনি।

নষ্টঃ দুষ্টা নাভানন্দন্ বিপুলং বা ধনাগমম্।  
পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাপ্যানন্দতঃ ॥ ৫

রামকে ছাড়া অযোধ্যাবাসী কেউই হারিয়ে যাওয়া  
বিষয়ের পুনঃপ্রাপ্তি বা প্রভূত ধনাগম দেখেও আনন্দিত  
হচ্ছে না ; (নবীনা) জননী প্রথম-জাতপুত্র লাভ করেও  
উল্লাসিতা হচ্ছেন না।

গৃহে গৃহে রুদভ্যস্ত ভর্তারং গৃহমাগতম্।  
বাগবৎস্বয়ং দুঃখার্থা বাগ্ভিত্তোত্তরৈব বিপান্ ॥ ৬

প্রতিগৃহে শোকাক্ত ও রোদনকারী পত্নীরা শ্রীরামকে  
ছাড়াই গৃহগত ব্রাহ্মীদের প্রতি, অক্ষুশ দ্বারা হস্তীকে যেমন  
সেইরকম বাক্যবাণ দ্বারা আঘাত করতে লাগল।

কিং নু তেষাং গৃহৈঃ কার্যং কিং দারৈঃ কিং ধনেন বা।  
পুত্রৈর্বাপি সূত্রৈর্বাপি য়ে ন পশ্যন্তি রাঘবম্ ॥ ৭

তাদের পত্নীরা বলতে লাগল—‘যারা রামকে দেখতে

পাচ্ছে না তাদের গৃহ, স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত অথবা সুখে  
কী প্রয়োজন ?

একঃ সংপুরুষো লোকে লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।  
মোহনুগচ্ছতি কাকুৎস্থঃ রামং পরিচরন্ বনে ॥ ৮

‘এই সংসারে লক্ষ্মণই একমাত্র সংপুরুষ, যিনি  
শ্রীরামের পরিচর্যা করার জন্য, সীতার সঙ্গে বনে অনুগমন  
করেছেন।

আপগাঃ কৃতপুণ্যাতাঃ পশ্চিন্যস্ত সরাংসি চ।  
যেষু যাস্যতি কাকুৎস্থো বিপাহ্য সলিলাং তুচি ॥ ৯

‘কাকুৎস্থ রাম যেতে যেতে যাদের জলে স্নান  
করবেন, সেই পুণ্যসলিলা নদী এবং পদ্মসরোবরগুলি  
পবিত্র হয়ে যাবে।

শোভয়িষ্যতি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ।  
আপগাশ্চ মহানুপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্বতাঃ ॥ ১০

‘রমণীয় কাননযুক্ত বনভূমি, প্রভূত জলময় নদীসকল  
এবং সানুদেশযুক্ত পর্বতসমূহ কাকুৎস্থ রামের শোভাবর্ধন  
করবে।

কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোহনুগমিষ্যতি।  
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শঙ্কস্ত্যনর্চিভূম্ ॥ ১১

‘বন অথবা পর্বত, যেখানেই রাম যাবেন, (তার  
সকলে) তাঁকে প্রিয় অতিথির মতো বরণ না-করে থাকতে  
পারবে না।

বিচিত্রকুসুমাপীড়া বহুমঞ্জরিশারিণঃ।  
রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ ॥ ১২

‘মঞ্জরি সমাবৃত্ত বিচিত্র পুষ্পশোভিত ভ্রমরগুঞ্জে  
মুখরিত বৃক্ষগুলি রামচন্দ্রকে শোভাপ্রদর্শন করবে।

অকালে চাপি মুখ্যানি পুষ্পানি চ ফলানি চ।  
দর্শয়িষ্যন্তানুকোশাদ্ গিরয়ো রামমাগতম্ ॥ ১৩

‘পর্বতগুলি বনবাসে আগত রামকে সাদরে  
অকালের শ্রেষ্ঠ ফুল ও ফল উপহার স্বরূপ দান করবে।

প্রশ্রবিশান্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ।  
বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভৃশ্চিক্রাংস্ত নিব্বরান্ ॥ ১৪

পর্বতগুলি বিচিত্র সব বর্ণা প্রদর্শন করিয়ে প্রচুর

দীর্ঘ জন প্রবাহিত করবে।

পদপাঃ পর্বতগ্রামে রময়িষ্যতি রাঘবম্।

১৫ রামো ভয়ং নাত্র নাস্তি তত্র পরাভবঃ॥

পর্বতচূড়ায় বিরাজিত তরুবাজি রঘুনন্দনের আনন্দ-  
বিধান করবে ; যেখানে শ্রীরাম সেখানে না-আছে ভয়, না-  
আছে পরাভব।

১৬ হি শূরো মহাবাহুঃ পুত্রো দশরথস্য চ।

পুত্রা ভবতি নোহদূরাদনুগচ্ছাম রাঘবম্॥ ১৬

রাজা দশরথের বীর পুত্র দৃঢ়বাহু রাম বেশি দূরে  
চলেন, আমাদের নিকটেই আছেন ; অতএব আমরা  
জুড়ে থেকেই সেই রঘুনন্দনকে অনুসরণ করব।

পদপাঃ সুখং ভর্তৃদ্বাদশস্য মহাস্বনঃ।

১৭ হি নাথো জনস্যাসা স গতিঃ স পরায়ণম্॥ ১৭

‘তার সন্তান মহাপ্রাণ প্রভুর চরণের ছায়া-ই সুখকর ;  
এই জনগণের তিনিই প্রভু, তিনিই রক্ষাকর্তা, তিনিই পরম  
আশ্রয়স্থল।’

১৮ রাঃ পরিচরিয়ামঃ সীতাং যুগং চ রাঘবম্।

১৮ ইতি পৌরন্দ্রিয়োভার্তুন দুঃখার্থাত্তত্ত্বদ্রবন্॥ ১৮

শোকর্তা পুরন্দ্রীগণ তাঁদের স্ব স্ব পতিকে  
বললেন—‘আমরা সীতার পরিচর্যা করব, আর তোমরা  
লবে রাঘবের।’

১৯ যুগং রাঘবোহরণ্যো যোগক্ষেমং বিদ্যাস্যতি।

১৯ বীজ নারীজনস্যাসা যোগক্ষেমং করিষ্যতি॥ ১৯

‘অরণ্যে রঘুনন্দন রাম তোমাদের (পুরুষদের)  
যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির এবং প্রাপ্ত বস্তুর  
ক্ষয়)-এর বিধান করবেন, আর সীতা নারীদের  
যোগক্ষেমের বিধান করবেন।

২০ কে যেনোপ্রতীতেন সোৎকণ্ঠিতজনেন চ।

২০ সপ্তীয়োভামনোজেন বাসেন হুতচেতসা॥ ২০

‘কোন ভয় হৃদয় ব্যক্তি এই আনন্দহীন  
অকণ্ঠিত-জনসম্বন্ধিত অসুন্দর রাজ্যে বাস করে প্রীতলাভ  
করে।

২১ কৈক্যঃ যদি চেদ্ রাজ্যং স্যাদধর্মামনাধবৎ।

২১ হি নো জীবিতেনার্থঃ কুতঃ পুত্রঃ কুতো ধনৈঃ॥ ২১

‘কৈকেয়ীর অধীন হলে এই রাজ্য ধর্মহীন অনাথ  
হয়ে যাবে ; তখন এই রাজ্যে আমাদের জীবনেরই কোনও  
মূল্য থাকবে না, পুত্র এবং ধনৈশ্বর্যের আর কথা কী ?

২২ যয়া পুত্রস্ত ভর্তা চ তাজ্ঞানৈশ্বর্যকারণাৎ।

২২ কং সা পরিহরেদনাং কৈকেয়ী কুলশাংসনী॥ ২২

‘যে ঐশ্বর্যের জন্য স্বামী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে,  
সেই কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী আর কারেকই বা না ত্যাগ  
করবে ?

২৩ কৈকেয়্যা ন বয়ঃ রাজ্যো ভূতকা হি নসেমহি।

২৩ জীবন্তা জাতু জীবন্তাঃ শূত্রেরপি শশামহে॥ ২৩

‘আমাদের জীবন এবং পুত্রের নামে শপথ করছি  
—কৈকেয়ীর রাজ্যে আমরা দাসীর মতো জীবনযাপন করে  
বাস করতে পারব না।

২৪ যা পুত্রঃ পার্থিবৈক্স্য প্রবাসয়তি নির্ঘ্ণা।

২৪ কস্তাং প্রাণ্যঃ সুখং জীবদধর্ম্যাং দুষ্টচারিশীম্॥ ২৪

‘যে নিষ্ঠুরা নারী মহারাজের পুত্রকে নির্বাসিত করল,  
সেই ধর্মহীনা দুর্বৃত্তকে পেয়ে কে সুখে জীবনধারণ করতে  
সমর্থ হবে ?

২৫ উপক্রান্তমিদং সর্বমনালস্তমনারকম্।

২৫ কৈকেয়্যাস্ত কুতে সর্বং বিনাশমুপয়াস্যতি॥ ২৫

‘কৈকেয়ীর কারণে সারা রাজ্য অনাথ ও নিরাশ্রয়  
হয়ে যাবে এবং সবকিছুর বিনাশপ্রাপ্তি ঘটবে।  
নহি প্রব্রজিতে রামে জীবিষ্যতি মহীপতিঃ।

২৬ মৃতে দশরথে ব্যক্তং বিলোপস্তদনস্তরম্॥ ২৬

‘রাম নির্বাসিত হলে, রাজা দশবথ বাঁচবেন না,  
দশরথের মৃত্যু হলে তখন প্রকাশমান সবকিছুই বিনাশ  
ঘটবে।

২৭ তে বিষং পিবতোভ্য দীপাপুণ্যঃ সুদুঃখিতাঃ।

২৭ রাঘবঃ বানুগচ্ছমশ্রুতিং বাপি গচ্ছত॥ ২৭

‘তোমাদের পুণ্য ক্রয়প্রাপ্ত হওয়ায় অতীব দুঃখিত।  
তোমরা বিষকে পানিয়ার সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে  
পান করো, অথবা রঘুনন্দন রামের অনুসরণ করো ;  
অথবা যেখানে কৈকেয়ীর নামও শোনা যায় না সেইরকম  
স্থানে চলে যাও।

২৮ মিথ্যাপ্রবাজিতো রামঃ সত্যঃ সহস্রবর্ষঃ।

ভরতে সদিবক্ষ্যঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা ॥ ২৮

‘পত্নী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে বাস কৃথাই নির্বাসিত হয়েছেন ; আব কসাইয়ের কাছে বধা পণ্ডণ মতো আমরাও ভবতের কাছে বাঁধা পড়লাম।

পূর্ণচন্দ্রাননঃ শ্যামো গুড়জ্ঞররিন্দমঃ ।

আজ্ঞানুবাছঃ পদ্মাক্ষো রামো লক্ষ্মণপূর্বজঃ ॥ ২৯

পূর্বাভিজাষী মধুরঃ সত্যবাদী মহাবলঃ ।

সৌম্যক সর্বলোকসা চক্ৰবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩০

নুনঃ পুরুষশার্দূলো মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ ।

শোভয়িতাতারশ্যানি বিচরন্ স মহারথঃ ॥ ৩১

‘পূর্ণচন্দ্রের নায় মুখমণ্ডলবিশিষ্ট, শ্যামল, স্বস্ত ও বক্কের অঙ্কি মাংসল, শত্রুজিৎ, আজ্ঞানুলিখিত বাহু, কমল লোচন, স্বয়ং পূর্বই মধুরভাষী, সত্যবাদী, মহাবলবান, সকলের চক্রে সৌম্যদর্শন ও চন্দ্রের নায় প্রিয়দর্শন, মত্তহস্তীতুলা বিক্রমশালী, নবব্যাঘ্র মহাবীর রাম—লক্ষ্মণের অপ্রজ্ঞ ভ্রাতা ; তিনি যখন বিচরণ করেন, তখন অরণ্যের শোভা বর্ধিত হয়।’

তাত্তথা বিলপজন্তু নগরে নাগরস্রিয়ঃ ।

চুক্ষুতর্দুঃখসত্ত্বা মৃত্যোরিব ভয়াগমে ॥ ৩২

মৃত্যুভয়ে লোকে যেমন বিলাপ করে, সেইরকম অযোধ্যার নাগরিকদের দুঃখসত্ত্বা পত্নীরা কাঁদতে লাগলেন।

ইতোবং বিলপন্তীনাং স্ত্রীণাং বেগসু রাঘবম্ ।

জগামান্তঃ দিনকরো রজনী চাত্তবর্তত ॥ ৩৩

অযোধ্যার প্রতিগৃহে স্ত্রীলোকেরা রঘুনন্দন শ্রীরামের উদ্দেশ্যে এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে যথাসময়ে সূর্য অস্ত গেল এবং রাত্রির আগমন হল।

নষ্টজ্ঞানসম্মাণা

প্রশাস্তাধ্যায়সংকল্পা

তিমিরেশানুলিপ্তেব তদা সা নগরী বভৌ ॥ ৩৪

সেই সময় অগ্নির তাপ বিনষ্ট হল, শত্রুজিৎ হোমায়ী প্রজ্জ্বলিত হল না, বেদাধ্যায়ন ও সংকল্প হোমোচনা হল না ; অযোধ্যানগরী অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল।

ঔপশাস্তবণিকপণ্যা নষ্টহর্ষা নিরাশ্রয়া ।

অযোধ্যা নগরী চাসীমষ্টভারমিবাস্করম্ ॥ ৩৫

বণিকদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ, অযোধ্যানগরী সকলে নিরানন্দ ও নিরাশ্রয় ; নক্ষত্রশূন্য আকাশের মতো (রামশূন্য) অযোধ্যার অবস্থা।

তদা স্রিয়ো রামনিমিত্তমাতুরা

যথা সূতে ভ্রাতরি বা বিবাসিতে ।

বিলপা দীনা রুদুর্দুর্বিচেতসঃ

সুতৈর্হিতাসামধিকোহপি সোঃভবৎ ॥ ৩৬

পুত্র বা ভ্রাতা নির্বাসিত হলে যেমন হু, সেইরকমভাবে অযোধ্যাবাসিনীরা রামের জন্য কাঁদা হয়েছিলেন ; তাঁদের কাছে রাম পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, তাই তাঁরা দীনভাবে অচেতনের মতো বিলাপ করতে লাগলেন।

প্রশান্তগীতোৎ সর্বনৃত্যবাদনা

বিভ্রষ্টহর্ষা বিহিতাপশোদয়া ।

তদা হ্যযোধ্যা নগরী বভূব সা

বহার্ণবঃ সংক্ৰিপিতোদকো যথা ॥ ৩৭

তখন, দোকান-বাজার এবং নৃত্য-গীত-বাদ

উৎসব সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, আনন্দহীন সেই অযোধ্যা-

নগরীর অবস্থা জলহীন মহাসমুদ্রের মতো হয়েছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাবো অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকা বা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥



## একোনপঞ্চাশ সর্গ (৪৯)

গ্রামবাসীদের মুখে রাম-প্রীতিমূলক কথা শুনতে শুনতে শ্রীরাম প্রভৃতির কোশলদেশ অতিক্রম  
এবং বেদশ্রুতি, গোমতী ও সান্দিকা নদী উত্তরণ

রামশি রাত্রিশেষে তেনৈব মহাসত্তরম্।  
পুরুষবায়ঃ পিতৃরাজ্যমনুশ্রবন্ ॥ ১  
পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীবামও পিতার নির্দেশ শ্রবণ করে  
রাত্রির মধ্যেই বহুদূর চলে গেলেন।  
গচ্ছতস্য বাণায়ান্ রজনী শিবা।  
তু শিবাং সজ্জাং বিষয়ানতাগাহত ॥ ২  
তিনি এইভাবে যেতে যেতে মঙ্গলময়ী রাত্রি শেষ হল  
(ত্রি প্রভাত হল) ; তখন কল্যাণকারী প্রাতঃ-সজ্জার  
প্রসঙ্গ করে বিভিন্ন জনপদ অতিক্রম করে চলতে  
লাগলেন।

গ্রামে বিকটসীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানি চ।  
শত্রুতিময়ৌ শীত্ৰং শনৈরিব হরোত্তমৈঃ ॥ ৩  
সীমান্তভূমি কর্ষিত হয়েছে এমন গ্রামসকল এবং  
প্রসূতি পুষ্পময় বনভূমিসকল দেখতে দেখতে শ্রেষ্ঠ  
ক্রম-ইত রথে আরোহণ করে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিলেন,  
কিছু বহিদৃশ্য দর্শনে মোহিত হওয়ায় এবং অশ্বের গতি  
দ্রুত না পায় মনে হচ্ছিল যেন ধীরে সুস্থে চলেছেন।  
শব্দ বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।  
রাজানং বিগ্ দশরথং কামস্য বশমাহিতম্ ॥ ৪  
যা নৃশাসাদ্য কৈকেয়ী পাপা পাপানুবন্ধিনী  
রীক্ষ সঙ্কল্পমর্যাদা তীক্ষ্ণকর্মণি বর্ততে। ৫  
যা পুত্রমীদৃশং রাজ্যং প্রবাসয়তি ধার্মিকম্।  
কন্যাসে মহাপ্রাজঃ সানুক্লেশং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৬  
কং নাম মহাভাগ্য সীতা জনকনন্দিনী।  
কস সুখেষভিরতা দুঃখান্যনুভবিষ্যতি ॥ ৭  
অহে দশরথো রাজা নিঃস্নেহঃ স্বসূতং প্রতি।  
প্রজানামনঘঃ রামং পরিতাপ্তমিহেচ্ছতি ॥ ৮  
কস বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।  
স্ববর্তিবয়ৌ বীরঃ কোসলান্ কোসলেশ্বরঃ ॥ ৯  
‘কাম-বশীকৃত রাজা দশরথকে ধিক্ ! হায় ! নিষ্ঠুরা  
পুত্রসী, পাপকর্মে অনুলিপ্তা, ক্রুরস্বভাবা, মর্যাদালঙ্ঘন-  
কর্ত্তী কৈকেয়ী রাজা দশরথের ধার্মিক, মহাপ্রাজ,  
প্রজাপতি প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে

বনবাসে প্রেবণ করে নিষ্ঠুর কর্মে লিপ্ত হয়েছেন ; সর্বদা  
সুখভোগে অডাঙ্গা মহাভাগ্যবতী জনকনন্দিনী সীতা কেমন  
করে এই বনবাসের দুঃখ ভোগ করবেন ? হায় !  
নিজপুত্রের প্রতি স্নেহহীন রাজা দশরথ প্রজাদের  
কল্যাণকারী রামকে পবিত্রাগ করতে ইচ্ছা করলেন।’  
—গ্রামবাসীদের এইসকল কথা শুনতে শুনতে কোশলপতি  
বীর রামচন্দ্র কোশলদেশ অতিক্রম করে গেলেন।

ততো বেদশ্রুতিং নাম শিববারিবহাং নদীম্।  
উত্তীর্ণাতিমুখঃ প্রায়াদগন্তাধুযিতাং দিশম্ ॥ ১০  
অতঃপর সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র পবিত্রবারিবহা  
‘বেদশ্রুতি’ নামক নদী পার হয়ে মহর্ষি অগস্ত্য-অধুষিত  
দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন।

গতা তু সুচিরং কালং ততঃ শীতবহাং নদীম্।  
গোমতীং গোযুতানুপামতরং সাগরঙ্গমাম্ ॥ ১১

দীর্ঘ সময় গমন করে অতঃপর গোচরভূমিযুক্ত শীতল  
জলপ্রবাহ সাগরগামিনী গোমতী নদী পার হলেন।  
গোমতীং চাপ্যতিক্রম্য রাঘবঃ শীতগৈর্হরৈঃ।  
ময়ূরহংসভিরুতাং ততঃ সান্দিকাং নদীম্ ॥ ১২  
রঘুনন্দন রাম দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে গোমতী  
নদীও অতিক্রম করে (পার হয়ে) ময়ূর এবং হংসের  
কলকূজনে মুখরিত সান্দিকা নদী পার হলেন।

স মহীং মনুনা রাজা দত্তামিষ্টাকবে পুরা।  
স্কীতাং রষ্ট্রবৃতাং রামো বৈদেহীমঘদর্শয়ৎ ॥ ১৩  
প্রাচীনকালে রাজা মনু কর্তৃক ইষ্টাকুকে প্রদত্ত সমৃদ্ধ  
রাষ্ট্রটি রামচন্দ্র বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে দেখাতে  
লাগলেন।

সূত ইত্যেব চাভাষ্য সারথিঃ তমীডক্শম্।  
হংসমস্তবঃ শ্রীমানুবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৪  
মস্ত হংসের স্বরবিশিষ্ট শ্রীমান পুরুষোত্তম রাম  
সারথিকে বারবার ‘সূত’ সম্বোধন করে বলতে  
লাগলেন—

কদাহং পুনরাগম্য সরযবাঃ পুষ্পিতে বনে।  
মৃগয়াং পর্যট্যমি যাত্রা পিত্রা চ সজতঃ ॥ ১৫

‘আমি আবার কবে ফিরে এসে মাতা-পিতার সঙ্গে মিলিত হব, এবং সরযু নদীর পার্শ্ববর্তী তটস্থিত পুষ্টিগত কাননে মৃগয়ার জন্য ভ্রমণ করব ?

নাত্যর্থমভিকাম্বামি মৃগয়াং সরযুবনে।

রতিহোষাতুল্যা লোকে রাজর্ষিগণসম্মতা ॥ ১৬

‘সরযুতীরে বনে বনে মৃগয়া-ক্রীড়াকে আমি পছন্দ করি না, কিন্তু রাজর্ষিগণ একে অতুলনীয় রতিক্রিয়া রূপে স্বীকার করেছেন।

রাজর্ষীশাং হি লোকেহ্মিন্ রত্যাং মৃগয়া বনে

কালে কৃত্যং তাং মনুজৈর্ষয়িনামভিকাম্বিতাম্ ॥ ১৭  
‘এই সংসারে রাজর্ষিদের আনন্দের জন্য বনে বনে মৃগয়াই কালক্রমে ধনুর্ধারীদের আকাঙ্ক্ষিত আনন্দক্রীড়া রূপে কৃত হয়।’

স তমঙ্গানমৈশ্বকঃ সূতং মধুরয়া গিরা।

তং তমর্থমভিপ্রেতা যয়ৌ বাকামুদীরয়ন্ ॥ ১৮

ইক্ষাকু-কুলনন্দন রাম সায়থিকে উদ্দেশ্য করে মধুর ভাষায় এই সকল সার্থক বাক্য বলতে বলতে সেই পথ চলতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাম্বীকীয়ে আদিকাবো অযোধ্যাকাণ্ডে একোনপঞ্চাশ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

### পঞ্চাশ সর্গ (৫০)

কোশলদেশে অতিক্রম করে অযোধ্যাভিমুখী রামের অযোধ্যা থেকে বিদায় প্রার্থনা করে গঙ্গার মনোরম শোভা দেখতে দেখতে শৃঙ্গবেরপুরীতে উপস্থিত হওয়া ; সেখানে মিত্র গুহ কর্তৃক সংকৃত হয়ে সুমহান ইন্দ্রদীবক্ষমূলে সীতাসহ রাত্রিযাপন করা ; লক্ষ্মণ, গুহ এবং সূতের পরস্পর আলাপচারিতা দ্বারা রামের প্রহরায় অদূরে বৃক্ষতলে অবস্থান

বিশালান্ কোসলান্ রম্যান্ স্বাভা লক্ষ্মণপূর্বজঃ।

অযোধ্যামুদ্যুখো ধীমান্ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

লক্ষ্মণপ্রজা ধীমান্ রামচন্দ্র রমণীয় বিস্তীর্ণ কোশলদেশের সীমা অতিক্রম করে, অযোধ্যার দিকে মুখ করে কৃতাজলি হয়ে বললেন—

আপৃচ্ছে জ্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থপরিপালিতে।

দৈবতানি চ যানি জ্বাং পালয়ন্ত্যবসন্তি চ। ২

‘কাকুৎস্থবংশীয় রাজাদের দ্বারা পালিতা অগ্নি নগরীশ্রেষ্ঠা অযোধ্যা, তোমাকে বিদায় ! তোমার মধ্যে বাস করে যে সকল দেবতা তোমায় পালন করেছেন তাঁদেরও জানাই বিদায়।

নিবৃন্তবনবাস্ত্বামন্থো জগতীপতেঃ।

পুনর্ভক্যামি মাত্রা চ পিত্রা চ সহ সংগতঃ ॥ ৩

‘বনবাসান্তে প্রত্যাবৃত হয়ে পিতা দশরথের ঘন থেকে মুক্ত হব এবং মাতা-পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে

তোমাকেও আবার দেখব।’

ততো রুচিরতপ্রাক্ষো ভুজ্জমুদ্যমা দক্ষিণম্।

অশ্রুপূর্ণমুখো দীনোহ্রবীজ্জনপদং জনম্ ॥ ৪

অতঃপর মনোরম তাম্রবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট দুঃখী রাম অশ্রুপূর্ণ মুখে দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করে জনপদবাসী জনগণকে বললেন—

অনুক্রোশো দয়া চৈব যথার্থঃ ময়ি বঃ কৃতঃ।

চিরং দুঃখস্য পাপীযো গমাতামর্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫

‘আমার প্রতি তোমরা যথোচিত দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করেছ ; দীর্ঘকাল দুঃখ-সহনে পাপভাগী হতে হয় অতএব স্বকর্মে গমন করো (রত হও)।’

তেহভিবাৎ মহাত্মানং কৃষ্মা চাপি প্রদক্ষিণম্।

বিলপন্তো নরা ঘোরং ব্যতিষ্ঠন্তঃ কচিৎ কচিৎ ॥ ৬

জনপদবাসী জনগণ মহাত্মা রামকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে করুণ বিলাপ করতে করতে যাওয়ার সময়

তখনো কখনো দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল।

তথা বিলম্বতাং তেষামকৃত্যনাং চ রাশিঃ।  
কাকুবিষয়ঃ প্রায়শ্চ যথাকীঃ কল্যণামুশে ॥ ৭  
সারংকালে অণ্ডাচলগামী সূর্যের মতো, যখনখন রাম  
বিলম্বত অতৃপ্ত জনপদবাসীদের দূরির বাহিরে চলে  
গেলেন।

রজো ধান্যমোশেতান্ দানশীলজনাঃশিবান্।  
ককুতশিখ্যান্ রমাংসৈচ্চতামুপসমাবৃতান্ ॥ ৮  
জ্ঞানপ্রবোধোশেতান্ সম্পন্নসমিলাশয়ান্।  
কুপুটজনাশীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্ ॥ ৯  
রক্ষীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্রহ্মখোষাভিনাদিতান্।  
রঞ্জন পুরুষব্যয়ঃ কোসলানত্যবর্তত ॥ ১০

অতঃপর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম রথারূঢ় হয়ে, শ্রেষ্ঠ  
রাজন্যবর্গ দ্বারা সুরক্ষিত এবং দানশীল অকুতোভয়  
স্বহৃদবান নিভীক জনগণ-সেবিত মঙ্গলময় কোশলদেশ  
অতিক্রম করে গেলেন ; যে কোশলদেশ ধনধান্যে সমৃদ্ধ,  
রমণীয় দেবালয় ও যক্ষীয় যুগ-সমাবৃত, উদ্যান ও আগ্রকুঞ্জ  
সুশোভিত, বারিপূর্ণ জলাশয়সমূহশোভিত গোধান পরিপূর্ণ  
এবং সুমধুর বেদধ্বনি-মুখরিত।

মহোন মুদিতঃ স্ফীতঃ রম্যোদ্যানসমাকুলম্।  
রাজাং ভোজ্যাং নরেন্দ্রাণাং যমৌ ধৃতিমতাং বরঃ ॥ ১১

শ্রেষ্ঠ ধীরমতি রাম নরেন্দ্রোপভোগ্য রমণীয় উদ্যান-  
সমাকুল রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে যেতে লাগলেন।

তত্র ত্রিপথগাং দিব্যাং শীততোয়ামশৈবল্যাম্।  
কর্ণ রাঘবো গঙ্গাং রম্যামৃষিনিষেবিতাম্ ॥ ১২

যেতে যেতে রাম ত্রিবিধগণ-সেবিতা রমণীয়া  
শীতলজলসমৃদ্ধা, শৈবালহীনা ত্রিপথগামিনী (স্বর্গ-মর্ত-  
পাতাল-পথগামিনী) গঙ্গা নদীকে দেখতে পেলেন।

আশ্রমৈরবিদূরহৈঃ শ্রীমতিঃ সমলদৃতাম্।  
কালেহলমোড়ির্জটীভিঃ সেবিতাশ্লোদ্ভুদাং শিবাম্ ॥ ১৩

অনতিদূরস্থ মনোরম আশ্রমশোভিতা এবং সময়ে  
সময়ে ছাট্টা অক্ষরাগণ-সেবিতা পবিত্র জলকুণ্ডযুক্ত  
গঙ্গাকে দেখতে পেলেন।

দেবদানবগজর্ষৈঃ কিমরৈরুপশোভিতাম্।  
নাগজর্ষপত্নীভিঃ সেবিতাঃ সততং শিবাম্ ॥ ১৪

দেবতা, দানব, গজর্ষ ও নিক্যালগণ তাঁকে ভ্রমণ এবং  
জলাকীড়া দ্বারা ধীর শোভাবর্ধন করেন এবং নাগপত্নীগণ ও  
গজর্ষপত্নীগণ সতত ধীর সেবা করেন, সেই মঙ্গলমুর্তি  
গঙ্গাকে দেখতে পেলেন।

দেবাকীডশতাকীর্ণাঃ দেবোদ্যানগুতাং নদীম্।  
দেবার্থমাকলশতাং নিখাতাং দেবপদ্মিনীম্ ॥ ১৫

উভা তটভূমিতে শত শত দেব কীডাঙ্কল-সমাকীর্ণা,  
দেবতাদের ভ্রমণার্থ উদ্যানযুক্ত এবং আকাশে প্রগাঢ়তা  
হয়ে প্রস্ফুটিত দেবপদ্মপূর্ণা নদী গঙ্গাকে দেখতে পেলেন।

জলাধাতোদ্রিহাসোদ্রাঃ ফেননির্মলজাসিনীম্।  
কচিদ্ বেণীকৃতজলাং কচিদানন্তশোভিতাম্ ॥ ১৬

নদীমধ্যস্থ প্রস্তুবে জলের আঘাতজনিত শব্দ  
অদ্রিহাসির মতো, তরঙ্গজনিত ফেনা নির্মল হাসির মতো,  
কখনও জলের গতি বেণীর মতো, কখনও বা জলের  
আবর্তে শোভমানা গঙ্গাকে দেখলেন।

কচিৎ ত্রিমিতগম্ভীরাং কচিদ্ বেগসমাকুলাম্।  
কচিদ্ গম্ভীরনির্ঘোষাং কচিদ্ ভৈরবনিঃস্বনাম্ ॥ ১৭

কোথাও অচঞ্চল এবং গম্ভীর, কোথাও বেগবতী,  
কোথাও বা গতিবেগের শব্দ গম্ভীর আবার কোথাও বা  
উচ্চঃস্বরে ভয়ঙ্কর নিনাদিনী এইরকম গঙ্গাকে দেখতে  
পেলেন।

দেবসংযাপ্তজলাং নির্মলোৎপলসংকুলাম্।  
কচিদাভোগপুলিনাং কচিনির্মলবালুকাম্ ॥ ১৮

কোথাও কোথাও স্বচ্ছ বালুকাময় বিস্তৃত তটভূমি,  
আবার কোথাও মনোরম উৎপল সমাকীর্ণ তার  
জলরাশিমধ্যে দেবগণ সানন্দে স্নানরতা—এইরকম  
গঙ্গানদীকে দেখতে পেলেন।

হংসসারসসংযুট্টাং চক্রবাকোপশোভিতাম্।  
সদামন্তৈশ্চ বিহগৈরতিপদ্মামনিক্তিতাম্ ॥ ১৯

কোথাও হংস এবং সারসদের কুঞ্জে নদীতীর  
মুখরিত, কোথাও বা চক্রবাক এবং মদমত্ত পক্ষিকুল  
নদীতীরের শোভাবর্ধন করছে (এমন গঙ্গানদী দেখতে  
পেলেন)।

কচিৎ তীরকটৈর্বৃক্ষকর্মাভিরিব শোভিতাম্।  
কচিৎ ফুলোৎপলহেমাং কচিৎ পদ্মবনাকুলাম্ ॥ ২০

কচিৎ তীরকটৈর্বৃক্ষকর্মাভিরিব শোভিতাম্।  
কচিৎ ফুলোৎপলহেমাং কচিৎ পদ্মবনাকুলাম্ ॥ ২০



কোথাও ইন্দ্রনীল বৃক্ষাকল মালার মতো শোভা  
পাচ্ছে, কোথাও বা প্রস্রুটি ও নিঃসরণে খাবার কোথাও বা  
বহুপদের সমাবেশ (এইসকল গজানদীকে দেখতে  
পেলেন)।

কচিৎ কুমুদখৈলক কুড়মলৈকশশোভিতম।  
নানাপুষ্পরাজ্যোন্মত্তাঃ সমদামিন চ কচিৎ ॥ ১১  
বাণেশমলসংঘাতাঃ মণিনির্মলমলমাম।

কোথাও কুমুদ এবং অন্যান্য নানা পুষ্পের মূলকে  
সুশোভিত এবং পুষ্পপত্রের সমাচ্ছন্ন মদবিহ্বলা প্রমদাণ  
নায় এবং পাপরাশি বিদূষণকারী ও মণির ন্যায় স্বচ্ছ  
(গজাকে দেখলেন)।

শিশাগজৈবননজৈমৈলৈক বরবারলৈঃ ॥ ১২  
দেবরাজোপবাহৌক সমাসিতবনান্বিতাম্।

মদমত্ত দ্বিহস্তী, বনহস্তী এবং দেবরাজের বাহন  
গজশ্রেণীর নিনাদে মুগ্ধবিত বনভূমিযুক্ত গজাকে  
দেখলেন।

প্রমদামিষ যত্নেন ভূমিতাঃ ভূননোত্তমমৈঃ ॥ ১৩  
ফলশূটৈঃ কিসলয়ৈর্বৃতাঃ ভূমির্বিজৈস্তথা।  
বিকৃপাদচ্যুতাঃ দিব্যামশাপাঃ পাপনাশিনীম্ ॥ ১৪

উত্তম অলঙ্কারে ভূমিতা সুন্দরী রমণীর মতো, তথা  
ফল, পুষ্প, নবপত্রব, গুল্ম এবং পক্ষিকুল সমাবৃতা,  
বিকৃপাদচ্যুতা পাপরহিতা, পাপনাশিনী গজাকে  
দেখলেন।

শিংগমারৈক মৈকৈক ভুজংগৈক সমমিতাম্।  
লংকরস্য জটাজুটাদ্ ভট্টাং সাগরভেজস্য ॥ ১৫  
সমুদ্রমহিষীঃ গজাং সারসক্রৌঞ্চনাদিতাম্।

আসনাদ মহাবাহুঃ শৃঙ্গবেরপূরং প্রতি ॥ ১৬

মহাবীর রামচন্দ্র শৃঙ্গবেরপূরের নিকটে শুশুক,  
কুমির এবং সর্পসঙ্কুল, সগরসম্ভান ভগীরথের তপসাপূত  
ভেজঃসমুদ্র মহাদেবের জটাবিভূতা সমুদ্রপত্নী গজাকে  
দেখতে পেলেন।

ভামূর্কিলিলাবর্তামববেক্ষ্য মহারথঃ।  
সুমহমত্রসীং সূতমিহৈবাদ্য বসামহে ॥ ১৭

তরঙ্গ ও আবর্তসঙ্কুল গজাকে দেখে মহাবীর রাম  
সারণি সুমহাকে বললেন—‘আমরা আজ এখানেই অবস্থান

করব।

অনিদ্রাদয়াঃ নদ্যা বহুপুষ্পপ্রবাহনাম্।  
সুমহানিদ্রাবৃকো বসামহৈলৈন সারসে ॥ ১৮

‘সারণি’ এই গজানদীর নিকটেই বহু পুষ্প ও  
কিশলয় সম্বন্ধিত নিনাদি উদ্ভিদাদি অবস্থিত ; এখানেই  
প্রাণনা বাঁচায়ান করব।

শ্রেণ্যামি সরিতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সন্মান্যসলিলাঃ শিবাম্।  
দেবমানবগন্ধর্বমৃগপক্ষপক্ষিপাম্ ॥ ১৯

দেবতা, মানব, গন্ধর্ব, সর্প, পক্ষ ও পক্ষিকুল  
যার জল সমাদরণীয়, কল্যাণপ্রকপা সেই নদীশ্রেষ্ঠকে  
দেখতে পাব।’

লক্ষ্মণস্ত সুমহন্ত বাচমিত্যেন রাঘবম্।  
উক্চা তমিদ্রাবৃকং তদোপয়নভূমিঃ ॥ ২০

তখন লক্ষ্মণ এবং সুমহন্ত রঘুনন্দন রামকে ‘বেশ ভয়  
হোক’, এই বলে অশুচালনা করে সেই ইন্দ্রাবৃকের নিকট  
উপস্থিত হলেন।

রামোহুভিষায় তং রম্যং বৃক্ষমিকুকুলননঃ।  
রণাদবতরং তস্মা সভার্যঃ সহলক্ষ্যম্ ॥ ২১

ইক্ষাকুকুলনন্দন রাম সেই রমণীয় বৃক্ষের নিকট  
উপস্থিত হয়ে স্ত্রী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে রণ  
থেকে অবতরণ করলেন।

সুমল্লোহপ্যবতীর্ণাথ মোচয়িত্বা হয়োত্তমান্।  
বৃক্ষমূলগতং রামমুপতছে কৃতাজলিঃ ॥ ২২

তারপর সুমহন্তও রথ থেকে অবতরণ করে উত্তম  
অশ্বগুলিকে ছেড়ে দিয়ে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রামের কাছে  
কৃতাজলিপুটে উপস্থিত হলেন।

তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা।  
নিষাদজাতো বলবান্ হৃপতিশ্চেতি বিব্রতঃ ॥ ২৩

শৃঙ্গবেরপূরে রামের প্রাণসম প্রাণপ্রিয় সখা গুহ  
নামে বলবান নিষাদরাজ হৃপতি বলে বিখ্যাত ছিলেন।

স শ্রেষ্ঠা পুরুষনাভ্যং রামং বিষয়মাগতম্।  
বৃকৈঃ পরিবৃতোহমাতোজ্জাতিভিচ্যাপাণগতঃ ॥ ২৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাঁর রাজ্যে এসেছেন শুনে তিনি  
বৃক্ষ মঞ্জিগণ ও আত্মীয়গণ পরিবৃত হয়ে সেখানে এসে  
উপস্থিত হলেন।

জন্মে নিষাদধিপতিঃ দুষ্টা দূরাদুপহিতম্।  
সৌমিত্রিণা রামঃ সমাগচ্ছদ্ গুহেন সঃ॥ ৩৫  
তখন দূর থেকেই নিষাদরাজ গুহকে উপস্থিত দেখে  
রাম সুমিত্রাকুমার লক্ষণের সঙ্গে এসে গুহের সঙ্গে মিলিত  
হলেন

সম্পরিহৃত্য গুহো রামবমব্রবীৎ।  
কথ্যোধ্যা তথৈবং তে রাম কিং কনবাণি তে॥ ৩৬  
কৃষ্ণং হি মহাবাহো কঃ প্রান্যত্যতিথিং প্রিয়াম্।  
বধুনন্দন রামকে আলিঙ্গন করে শোকাক্ত গুহ  
বললেন—‘রাম ! অযোধ্যা যেমন, সেইরকম এই নিষাদ  
রাজ্যও আপনার। বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি ?  
হে মহাবীর ! আপনার সদৃশ এইরকম প্রিয় অতিথি কে  
শেতে পারে ?’

জন্মে গুণবদমাদ্যমুপাদায় পৃথগ্বিষম্॥ ৩৭  
কর্ষাং চোপানয়চ্ছীঘ্রাং বাক্যং চেদমুবাচ হ।  
ক্লান্তং তে মহাবাহো তবেয়মখিলা মহী॥ ৩৮  
কং প্রেষ্যা ভবান্ ভর্তা সাধু রাজ্যং প্রশাখি নঃ।  
জ্ঞানং জোজ্ঞাং চ পেয়ং চ লেহ্যং চৈতদুপহিতম্।  
দাননি চ মুখ্যানি বাজিনাং স্বাদনং চ তে॥ ৩৯

অতঃপর, সহস্র পৃথক পৃথকভাবে উত্তম অন্ন-  
বস্ত্রাদি এবং অর্থ নিয়ে এলেন এবং বললেন—‘হে  
মহাবীর ! আপনাকে স্বাগত ; এই সমগ্র রাজ্য আপনারই ;  
আমরা আপনার ভৃত্য আর আপনিই প্রভু - আপনি  
আমাদের শাসন করুন। আপনার জন্য এই অন্নাদি ভক্ষ্য,  
র্ষ, জোজ্ঞা, অন্নাদি-চাটনি, লেহ্য ও সরবৎ জলাদি  
পানীয়, পেয় এবং উত্তম শয্যাসকল, আর আপনার  
অশ্বের জন্য খাদ্যও অনীত হয়েছে।’

ক্লাম্বং ক্রবাণং তু রামবঃ প্রত্যাচ হ।  
অর্চিতাশ্চৈব হৃষ্টাশ্চ ভবতা সর্বদা বয়ম্॥ ৪০  
পদ্যামস্তিগম্যচৈব স্নেহসংদর্শনেন চ।

গুহ এইভাবে বলায় রঘুনন্দন রাম প্রত্যুত্তরে  
বললেন—‘আপনি পায়ে হেঁটে এসে প্রীতি প্রদর্শন করায়  
আপনার দ্বারা আমরা সর্বদাই অর্চিত ও প্রীত।’

কৃষ্ণাং সাধুবৃত্তাং শীড়য়ন্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪১  
দিত্য ঙ্গাং গুহ পশ্যামি হ্যরোগং সহ বাজবৈঃ।

অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ বনেষু চ॥ ৪২  
মিত্র গুহকে এইসব কথা বলে, রাম সর্বদা সংকর্ষে  
লিপ্ত সুগোপ বাহুদয় দ্বারা গুহকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে  
আবার বললেন, ‘গুহ ! সৌভাগ্যবশত সনাতন আপনারকে  
নিরোগ দেখছি, আপনার রাষ্ট্রের, মিত্রবর্গের এবং  
অরণ্যরাজ্যের কুশল তো !

গৎ দ্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্।  
সর্বং তদমুজ্ঞানামি নহি বর্তে প্রতিব্রজে॥ ৪৩  
আপনি প্রীতিবশত এই যা কিছু এনেছেন তা সব  
আমি স্নীকার করে নিলাম, কিন্তু এখন পিতৃসত্য পালনার্থে  
বনবাসী হয়ে আমি তো প্রতিব্রজ (দানব্রহ্মণ) করতে পারি  
না।

কুশটীরাজিনধরং ফলমূলশনং চ মাম্।  
বিদ্ধি প্রণিহিতং ধর্মে তপসং বনগোচরম্॥ ৪৪  
‘জেনে রাখুন, আমি এখন কুশ-বকুল-মৃগচর্মধারী  
ও ফলমূলহারী বনবাসী তপস্বী।

অশ্বানাং খাদনেনাহমর্ষী নানন্যো কেনচিৎ।  
এতাবতাত্ত ভবতা ভবিষ্যামি সুপূজিতঃ॥ ৪৫  
‘আমি আমার অশ্বদের খাদ্য প্রার্থী, অন্য কিছুই  
নয় ; এতেই আমি আপনার কাছে সংকৃত সম্মানিত হব।  
এতে হি দয়িতা রাজ্যঃ পিতৃদর্শনথসা মে।

এতৈব সুবিহিতৈরশুভবিষ্যামাহমর্চিতঃ॥ ৪৬  
‘এই অশ্বগুলি আমার পিতা রাজা দশরথের অত্যন্ত  
প্রিয়, এই অশ্বগুলির খাদ্যের সুব্যবস্থা হলেই আমি পূজিত  
(সম্মানিত) হব।’

অশ্বানাং প্রতিশানং চ খাদনং চৈব সোহুশাং।  
গুহব্রত্রেব পুরুষাংস্তুরিতং দীপ্তমিতি॥ ৪৭  
গুহ তাঁর লোকজনদের তখনই নির্দেশ দিলেন, ‘শীঘ্র  
এই অশ্বদের খাদ্য ও পানীয় দাও।’

ততশ্চীরোত্তরাসঙ্গঃ সঙ্ক্যামঘাস্য পশ্চিমাম্।  
জলমেবাদমে জোজ্ঞাং লক্ষণেনাহতং বয়ম্॥ ৪৮  
অতঃপর শ্রীরাম বকুল নির্মিত উত্তরীয় ধারণ  
করে সায়াংকালীন সঙ্ক্যাহিক সমাধা করলেন, তারপর  
ভোজনের অনুকল্পরূপে লক্ষণ কর্তৃক অনীত জল পান  
করলেন।

তস্য তুমৌ শয়ানস্য পাদৌ প্রক্ষালা লক্ষণঃ।  
সজার্ঘস্য ভতোহভোতা তমৌ বৃক্ষমুপাশ্রিতঃ। ৪৯  
অতঃপর পত্নী সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র ভূমিশয্যায়  
শয়ন করলে লক্ষণ তাঁর পদদ্বয় ঘেঁষে করে কিছুদূরে একটি  
বৃক্ষের আশ্রয়ে অবস্থান করলেন।  
গুহোহপি সহ সূতেন সৌমিত্রিমনুজাশয়ন।  
অঘজাতং ততো রামমগ্রমজ্ঞো ধনুর্ধরঃ॥ ৫০  
সুমিত্রানন্দন লক্ষণ গুহ ও সূত (সুমন্ত্র)-এর সঙ্গে  
আলাপ করতে করতে সতর্কতার সঙ্গে ধনুর্ধারণ করে

রামের প্রহরায় জেগে রইলেন।  
তথা শয়ানস্য ততো যশস্বিনো  
মনস্বিনো দাশারথের্মহাস্থনঃ।  
অদৃষ্টদুঃখস্য সুখোচিতস্য সা  
তদা ব্যতীতা সুচিরেণ শব্দী॥ ৫১  
অতঃপর, যিনি দুঃখ কী যা কখনও দেখেননি,  
সুখভোগেই অভ্যস্ত, যশস্বী ও প্রশান্তমনা দুর্দৃষ্টি নেই  
মহাশূর্য্য রামচন্দ্র সেইভাবে ভূমিশয্যায় শায়িত থাকায় রাত্রি  
দীর্ঘায়িত হল (রাত্রি বিলম্বে প্রভাত হল)।

ইত্যাদে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫০॥

### একপঞ্চাশ সর্গ (৫১)

নিষাদরাজ গুহের নিকটে লক্ষণের বিলাপ

ভং জাতরথমদন্তেন জাতরথায় লক্ষণম্।  
গুহঃ সন্তাপসন্তপ্তো রাঘবঃ বাক্যমব্রবীৎ॥ ১  
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য রঘুকুলনন্দন লক্ষণকে  
বিনীতভাবে জেগে থাকতে দেখে শোকসন্তপ্ত গুহ তাঁকে  
বললেন—  
ইদং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকরিতা।  
প্রত্যাপসিহি সাক্ষস্যাং রাজপুত্র যথাসুখম্॥ ২  
'বৎস ! এই সুখশয্যা তোমার জন্যই বিছানো  
হয়েছে ; হে রাজকুমার ! এখানে সুখে ভালোভাবে বিশ্রাম  
করো।  
উচিতোহয়ং জনঃ সর্বঃ ক্রেশানাং ত্বং সুখোচিতঃ।  
গুণ্যর্থং জাগরিধ্যামঃ কাকুৎস্থস্য বয়ং নিশাম্॥ ৩  
'বনবাসী এই লোকেরা ক্রেশ সহ্য করতে সমর্থ,  
কিন্তু তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত ; অতএব কাকুৎস্থকুলতিলক  
শ্রীরাম-এর রক্ষার জন্য আমরা রাত্রিতে জেগে থাকব।  
নহি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন।  
ব্রবীম্যেব চ তে সত্যং সত্যেনৈব চ তে শপে॥ ৪  
'সত্যের নামে শপথ করে তোমাকে সত্যিই বলছি

-পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেউ নেই।  
অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেহস্মিন্ সুমহদ্ যশঃ।  
ধর্মাবাপ্তিঃ চ বিপুলামর্থকামো চ পুঙ্খলো॥ ৫  
'শ্রীরামের অনুগ্রহেই এই পৃথিবীতে আমি বিত্তির্ধ  
যশ, মহৎধর্ম এবং প্রভূত অর্থ ও কাম্যবস্তু-প্রাপ্তির আশা  
করি।  
সোহহং প্রিয়সখ্যং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।  
রক্ষিষ্যামি ধনুস্তপানিঃ সর্বথা জ্ঞাতিভিঃ সহ॥ ৬  
'আত্মীয়বর্গের সঙ্গে ধনু হাতে নিয়ে আমি সীতার  
সঙ্গে শয়ান প্রিয়সখা রামকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করব।  
ন মেহস্ত্যাবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেহস্মিন্চরতঃ সদা।  
চতুরঙ্গং হ্যতিবলং সুমহৎ সত্ত্বরেমহি॥ ৭  
'এই বনে সর্বদা বিচরণ করি বলে এখানে আমার  
কিছুই অজানা নেই ; অতি বলবান সুমহান চতুরঙ্গের  
শক্তিকেও আমি অনায়াসে জয় করতে সমর্থ।  
লক্ষণস্ত ততোবাচ রক্ষমাণস্তয়ানম্।  
নাত্র ভীতা বয়ং সর্বৈ ধর্মমেবানুপশ্যতাঃ॥ ৮  
কথং দাশরথৌ তুমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।



দক্ষা নিদ্রা ময়া লক্খং জীবিতং বা সুখানি বা ॥ ৯  
তখন লক্ষণ বললেন—‘হে পুতচরিত্র নিষাদরাজ !  
এম্ব প্রতি লক্ষ্য রেখে আপনি আমাদের রক্ষা করলে,  
জামাদের আর কোনও ভয় নেই ; কিন্তু, দাশরথি রাম পত্নী  
সীতার সঙ্গে ভূমিশযায় শয়ন করলে আমি কী করে নিদ্রা-  
সুখ অনুভব করি, আর কী করেই বা সুখে জীবনধারণ  
করি ?

যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুঃ যুধি।  
তং পশ্য সুখসংসুপ্তঃ তৃণেষু সহ সীতয়া ॥ ১০  
‘দেবতা এবং অসুরেরা মিলিতভাবে যার পরাক্রম  
সহ্য করতে পারে না, তাঁকে দেখুন পত্নী সীতার সঙ্গে তৃণ-  
শয্যায় কেমন সুখে নিদ্রিত আছেন !

যো মন্ত্রতপসা লক্কো বিবিধৈশ্চ পরাক্রমৈঃ।  
একো দশরথসৌধ পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ ॥ ১১  
জম্বিন্ প্রব্রজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি।  
বিধবা মেদিনী নুনং ক্ষিপ্ৰমেব ভবিষ্যতি ॥ ১২

‘রাজা দশরথ মন্ত্রজপ, তপস্যা এবং নানাবিধ  
পরাক্রমে নিজসদৃশ যোগ্য লক্ষণযুক্ত যে পুত্র লাভ  
করেছেন, সেই পুত্র নির্বাসিত হওয়ায় রাজা বেশিদিন  
বাঁচবেন না, পৃথিবীও শীঘ্রই বিধবা হবে।

বিনদ্য সুমহানাদঃ প্রমেশোপরতাঃ ত্রিয়ঃ।  
নির্বোধোপরতঃ তাত মনো রাজনিবেশনম্ ॥ ১৩

‘তাই নিষাদরাজ ! মনে হচ্ছে অযোধ্যার রমণীরা  
ঔচ্চঃসুরে ক্রন্দন করতে করতে ক্লান্তিতে অবশ হয়ে  
গেছেন ; রাজবাড়ির চীৎকার এখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।  
কৌশল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।  
নাশংসে যদি জীবন্তি সর্বৈ তে শর্বরীমিমাং ॥ ১৪

‘রামমাতা কৌশল্যা এবং পিতা রাজা দশরথ, তথা  
আমার জননী সুমিত্রা এঁরা সকলে আজকের এই রাত্রি  
জীবিত থাকবেন, এই আশা আমি করতে পারছি না।  
জীবেনপি হি মে মাতা শত্রুদ্রস্যাঘবেক্ষয়া।

তং দুঃখং যদি কৌশল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি ॥ ১৫  
‘শত্রুদ্রকে দেখার আশায় আমার মা সুমিত্রা যদিও বা  
জীবিত থাকবেন, কিন্তু, বীরপ্রসবিনী মা কৌশল্যা রামের  
বিয়ছে যদি মৃত্যুবরণ করেন, তা অত্যন্ত দুঃখজনক  
ব্যাপার হবে।

অনুরক্তজনাকীর্ণা সুখালোকপ্রিয়াবহা।  
রাক্ষসাসংসৃষ্টা সা পুরী বিনশিষ্যতি ॥ ১৬

‘যে অযোধ্যাপুরী রাজা দশরথের এবং শ্রীরামচন্দ্রের  
অনুরাগী জনগণে সমৃদ্ধা এবং সর্বদা সুখের আলোক-  
বর্তিকাবাহী, রাজার মৃত্যুজনিত বিপদে সেই পুরী ধ্বংস  
হয়ে যাবে।

কথং পুত্রং মহাত্মনং জ্যেষ্ঠপুত্রমশ্রুতঃ।  
শরীরং ধারয়িষ্যতি প্রাণা রাজ্যো মহাত্মনঃ ॥ ১৭

‘মহামনা জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে না দেখতে পেয়ে,  
মহাত্মা রাজা দশরথের প্রাণকে শরীর কী করে ধরে  
রাখবে ?

বিনষ্টে নৃপতৌ পশ্চাৎ কৌশল্যা বিনশিষ্যতি।  
অনন্তরং চ মাতাপি মম নাশমুশিষ্যতি ॥ ১৮

‘রাজা দশরথ মারা গেলে পরে মাতা কৌশল্যা মারা  
যাবেন, তারপর আমার মা-ও মারা যাবেন।

অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।  
রাজ্যে রামমনিষ্পিতা পিতা মে বিনশিষ্যতি ॥ ১৯

‘রামকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারায় মনের  
অতিপ্রায় পূর্ণ হল না, “সব নষ্ট হয়ে গেল, সব নষ্ট হয়ে  
গেল” - এই বলে আমার পিতা প্রাণত্যাগ করবেন।

সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃত্তং তস্মিন্ কালে স্থগহিতে।  
প্রৈতকার্যেণ সর্বেষু সংক্কারিষ্যতি রাঘবম্ ॥ ২০

‘সেই মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, যারা রঘুকুলতিলক  
পিতার সকল সংস্কারস্বরূপ প্রৈতকার্য সম্পন্ন করবেন,  
তঁরাই হবেন সিদ্ধকাম

রমাচন্দ্রসংস্থানাং সংবিতস্তমহাপথাম্।  
হর্যাপ্রাসাদসম্প্রদাং গদিকাবরশোভিতাম্ ॥ ২১

রথাস্থগজসংস্থাং তূর্বনাদনিদিতাম্।  
সর্বকল্যাণসম্পূর্ণা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্ ॥ ২২

আরোমোদ্যানসম্প্রদাং সমাজোঃসবশালিনীম্।  
সুখিতা বিচরষিষ্যতি রাজধানীং পিতৃমম ॥ ২৩

‘(পিতা যদি বেঁচে থাকেন তবে) রমণীয় চন্দ্র  
সংযুক্ত বিভিন্ন বড় বড় রাজপথ, মনোহর প্রাসাদ সমন্বিত  
সুন্দরী গদিকাসুশোভিত, রথ-অশ্ব-হস্তীদের চলাচলে  
বাহ্যমুক্ত রাজপথ, তূর্ববাদ্যধ্বনি-নিদাদিত, সর্বপ্রকার  
কলাগকারী, হৃষ্টপুষ্ট জনগণের ভিড়ে উপবন-উদ্যান-  
শোভিত, সামাজিক উৎসব মুখরিত আমার পিতার  
রাজধানীতে বিচরণকারী সকলেই হবেন অতীব ভাগ্যবান।

অপি জীবদ্ দশরথো বনবাসাৎ পুনর্বরম্।  
প্রত্যগম্য মহাত্মানমপি পশ্যাম সুব্রতম্ ॥ ২৪

‘বনবাস থেকে ফিরে গিয়ে আমরা আবার উত্তম  
ঐতর্য্য মনোহা পিতাকে দেখতে পার কি ? ততদিন কি  
আমাদের পিতা দশরথ জীবিত থাকবেন ?’

অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্থঃ কুশলিনা বয়ম্।  
নিবৃন্তে বনবাসেহুস্মিনাযোধ্যাঃ প্রবিশেমহি ॥ ২৫

‘এই বনবাসকাল শেষ হলে সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের  
সঙ্গে আমরা কি নিরাপদে অযোধ্যায় প্রবেশ করতে  
পারব !’

পরিদেবয়মানস্য দুঃখার্ভস্য মহাশ্বনঃ।  
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শবরী সাতবর্তত ॥ ২৬

দুঃখার্ভ মহাত্মা রাজপুত্র লক্ষ্মণ এইভাবে নিজ-  
কবতে কবতেই সেইরাত্রি অতিবাহিত হল।  
তথা হি সত্যং ক্রবতি প্রজাহিতে  
নরেন্দ্রসুনৌ গুণসৌহৃদাদ্ গুহা।  
মুমোচ বাহুং বাসনাভিপীড়িতো  
জ্বরাতুরো নাগ ইব ব্যাধাতুরঃ ॥ ২৭  
প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষী রাজপুত্র লক্ষ্মণ এইভাবে  
প্রকৃত কথাগুলি বলতে থাকলে, অত্যন্ত সৌগন্দ্যবশত  
বেদনাবিশ্রুত গুহ জ্বরাতুর হস্তীর মতো অশ্রুমোচন করতে  
লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

## দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫২)

শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের গজাপারে যাওয়ার জন্য গুহ কর্তৃক নৌকার ব্যবস্থাকরণ ; সুমন্ত্র রামের সঙ্গে  
বনগমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হয়ে পিতা-মাতার চিন্তা দূর  
করার জন্য রাম কর্তৃক সুমন্ত্রকে নির্দেশ এবং গুহকে উপদেশদান, গজাদেবীর কাছে সীতার প্রার্থনা ;  
নৌকারোহণে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের গজা পার হয়ে বৎসদেশে প্রবেশ এবং তরুমূলে আশ্রয়গ্রহণ

প্রভাতায়াঃ তু শর্ব্বায়াঃ পৃথুবন্ধা মহাশ্বনঃ।

উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণমু ॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে, বিশালবন্ধা মহাশ্বনস্বী রাম  
শুভলক্ষণযুক্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন—

ভক্তরোদয়কালোহসৌ গতা ভগবতী নিশা।

অসৌ সুকৃষ্ণো বিহগঃ কোকিলস্তাত কুজতি ॥ ২

‘ভাই লক্ষ্মণ ! ভগবতী রাত্রিদেবী অতীত হয়েছে,  
সূর্যের উদয়কাল উপস্থিত ; কৃষ্ণবর্ণের কোকিল কুজন  
করছে।

বর্হিপানাঃ চ নির্ঘোষঃ শ্রয়তে নদতাং বনে।

তরাম জাহ্নবীং সৌম্য শীঘ্রগাং সাররজমাম্ ॥ ৩

‘বনে শব্দায়মান ময়ূরের কেকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে,  
দ্রুতগতিসম্পন্ন সাগরাত্মিকগামিনী জাহ্নবী নদী আমরা  
এখন পার হব।’

বিজ্ঞায় রামস্য বচঃ সৌমিত্রিমিত্রানন্দনঃ।

গুহমামন্ত্র্য সূতং চ সোহতিষ্ঠদ্ ভাতুরগ্রতঃ ॥ ৪

মিত্রদের আনন্দবর্ধনকারী, সুমিত্রানন্দন শ্রীরামের  
কথার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, রামমিত্র গুহকে এবং সূত  
(সুমন্ত্রকে) ডেকে নিয়ে এসে ভ্রাতার সম্মুখে দণ্ডায়মান  
হয়ে রইলেন।

স তু রামস্য বচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ।  
স্থপতিত্বর্ণমাহুয় সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫

স্থপতি গুহ রামের কথা শুনে এবং তা শিরোশ্রবণ  
করে, সচিবদের শীঘ্র আহ্বান করে নিয়ে এসে তাঁদের  
নির্দেশ দিলেন—

অসাবাহনসংযুক্তাং কর্ণগ্রাহবতীং শুভাম্।

সুপ্রভারাং দৃঢ়াং তীর্থে শীঘ্রং নাবমুপাহর ॥ ৬

‘সুখে নদীপারযোগ্য সুদৃঢ় হাল এবং সুদক্ষ নাবিক-  
সহ সুন্দর শক্তপোক্ত একটা নৌকা শ্রীরামের জন্য শীঘ্র  
নিয়ে আসুন।’

তঃ নিশা গুহাদেশঃ গুহামাতো পতো মতান।  
 গুহায়া রুচিরাং নানং গুহায়া প্রত্যবেদনং ॥ ৭  
 গুহের মহামন্ত্রী গুহের সেই আদেশ শুনে দ্রুত  
 গিয়ে একটা মনোরম নৌকা বচন করে নিয়ে এসে গুহকে  
 জানালেন।

ততঃ স প্রাজ্ঞলিঙ্গীয়া গুহো রাজবহুব্রীহীঃ।  
 উপস্থিত্যঃ নৌর্বেণ ভূয়াঃ কিং করবাণি তে ॥ ৮  
 তখন গুহ কৃতাজলি হয়ে রঘুনন্দন রামকে  
 বলেন—‘প্রভু! নৌকা উপস্থিত! আপনার জন্য আর কী  
 করতে পারি?’

ভ্রামরসূতপ্রথা ততঃ সাগরগামিনীম্।  
 নৌরিয়ঃ পুরুষবান্ শীঘ্রমারোহ সুব্রত ॥ ৯  
 ‘ব্রতধারিন! দেবকুমারসদৃশ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম!  
 সগরভিমুখগামিনী এই গঙ্গানদী পার হওয়ার জন্য তুমি  
 উপস্থিত, শীঘ্র আরোহণ করুন।’

অথোবাচ মহাতেজা রামো গুহনিদং সচঃ।  
 কৃৎকামোহস্মি শুবতা শীঘ্রমারোপাতামিহি ॥ ১০  
 তখন, মহাতেজস্বী শ্রীরাম মিত্র গুহকে বললেন  
 —‘আমি কৃতকৃতার্থ হয়েছি, এখন শীঘ্র আমার জিনিসপত্র  
 নৌকায় তুলে দিন!’

ততঃ কলাপান্ সন্নহ্য খলৌ বন্ধা চ ধ্বিনৌ।  
 জয়তুর্বেন তাং গঙ্গাং সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ১১  
 তারপর রঘুনন্দন ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ কবচ ধারণ  
 করে এবং কটিদেশে খড়্গা বেঁধে নিয়ে যে পথে সকলে  
 যায়, সেই পথে সীতার সঙ্গে গঙ্গার দিকে যাত্রা করলেন।

রামমেবং তু ধর্মজমুপাগতা বিনীতবৎ।  
 কিমহং করবাণীতি সূতঃ প্রাজ্ঞলিঙ্গব্রীহীঃ ॥ ১২  
 সুমন্ত্র বিনীতভাবে ধর্মজ রামের কাছে এসে  
 কৃতাজলিপুটে বললেন, ‘আমি কী করব?’

অতোব্রীহী দাশরথিঃ সুমন্ত্রঃ  
 স্পৃশন্ করোণোত্তমদক্ষিণেন।  
 বৃদ্ধ শীঘ্রঃ পুনরেব যাহি  
 রাজঃ সকাশে ভব চাপ্রমত্তঃ ॥ ১৩  
 তখন দশরথনন্দন রাম সুমন্ত্রকে উত্তম দক্ষিণহস্ত  
 দ্বারা প্রীতিভরে স্পর্শ করে বললেন, ‘সুমন্ত্র! আপনি  
 আমার শীঘ্র অযোধ্যায় চলে যান এবং রাজার কাছে  
 সবখানে অবস্থান করুন।’

নিবর্তকৈক্যৈঃ সারথিঃ কৃতঃ সন্ন  
 রণঃ বিচাশ পলভ্যাঃ তু সন্নিক্ষেপো মতাক্ষমঃ ॥ ১৪  
 ‘আমি পালন করছি। শিশু এখন রণে হেঁচকি পড়ছে  
 যত্নের বশে যাব। আপনার আদেশের সঙ্গে যাত্রা থেকে  
 নিবৃত্ত হোন।’

আশ্বনাং ব্রহ্মসুজাতমবেক্ষ্যতঃ স সারথিঃ।  
 সুমন্ত্রঃ পুরুষবান্ শীঘ্রমারোহ সুব্রত ॥ ১৫  
 সারথি সুমন্ত্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য নিজেকে  
 আদর্শ জেনে দুঃখার্হ হয়ে ঠাকুরকুণ্ডলীর পুরুষসিংহ  
 রামকে বললেন—

নাতিজ্ঞানমিদং লোকে পুরুষবেদে কেনচিৎ।  
 তব সম্ভ্রাতৃভার্যসা নানং প্রাকৃতবদ বসে ॥ ১৬  
 ‘রঘুবংশের আনন্দবর্ধক রাম! এই সংসারে  
 দৈবকে কোনও ব্যক্তিই অতিক্রম করতে পারেনি; সেই  
 দৈব প্রভাবের ভ্রাতা ও ভাৰ্যার সঙ্গে আপনাকে সাধারণ  
 মানুষের মতো বনে বাস করতে হচ্ছে।

ন মনো ব্রহ্মচর্যে বা ব্রহ্মীতে বা কলোদয়ঃ।  
 মার্দনার্জনয়োর্বাসি জাং চেদ্ বাসনমগতম্ ॥ ১৭  
 ‘ব্রহ্মচর্যপালনে, ব্রাহ্ম্যে (বেদপাঠ), ব্রহ্মতায় বা  
 সরলতায় কোনও ফলপ্রাপ্তি হয় তা আমি মনে করি না;  
 কারণ, আপনার মতো পুরুষকেও বিপদাপন্ন হতে হয়েছে।  
 সহ রাঘব বৈদেহ্যা ভ্রাতা চৈব বনে বসন্।  
 ব্ধঃ গতিং প্রাক্ষ্যানে নীর ক্রীংলোকাস্ত জয়ন্বি ॥ ১৮  
 ‘বীর রঘুনন্দন! পিতৃসত্যরক্ষার জন্য বিদেহরাজ-  
 তনয়া সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে বাস করে  
 আপনি ত্রিভুবন-জয়ের গৌরবপূর্ণ লাভ করবেন।  
 বয়ং খলু হতা রাম যে হুয়া হ্যপবক্ষিতাঃ।  
 কৈকেয়া বশমেধ্যামঃ পাপায়া দুঃখভাগিনঃ ॥ ১৯  
 ‘রাম! আপনার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ও পাপীঘসী  
 কৈকেয়ীর বশীভূত হয়ে আমরা দুঃখভাগী ও মৃতপ্রায় হয়ে  
 যাব।’

ইতি ব্রহ্মসুজাতমঃ সুমন্ত্রঃ সারথিঃ।  
 দৃষ্টা দূরগতঃ রামঃ দুঃখার্হো রুদ্রে চিরম্ ॥ ২০  
 সারথি সুমন্ত্র এই কথা বলতে বলতে প্রাণসম রামকে  
 দূরে চলে যেতে দেখে শোকাবুল হয়ে অনেকক্ষণ ক্রন্দন  
 করলেন।





‘যুবরাজকার্য সৃষ্টভাবে পরিচালনা দ্বারা পিতার প্রিয়  
কার্য সম্পাদন করে তুমি উভয়লোকে (ইহলোকে ও  
পরলোকে) নিত্য সুখলাভে সমর্থ হবে।’

নিবর্তমানো রামেণ সুমন্ত্রঃ প্রতিবোধিতঃ।  
তৎসর্বং বচনং শ্রদ্ধা স্নেহাৎ কাকুৎস্থকুলনন্দন বাক্যে।

শ্রীরামের সেই সকল উপদেশমূলক কথা শুনে এবং  
বনগমন থেকে নিবৃত্ত হয়ে সুমন্ত্র কাকুৎস্থকুলনন্দন বাক্যকে  
স্নেহে বললেন—

কথং নোপচারেণ ক্রম্যাং স্নেহাদবিক্রমম্।  
ভক্তিমানিতি তৎ যাবদ্ বাক্যং ত্বং ক্ষম্যমহসি॥ ৩৮

‘বৎস ! স্নেহবশত আমি বাক্যরীতি অতিক্রম করে,  
সুউতাপূর্ণ যে সকল কথা বলছি, “এ ভক্তিমান” —এই  
মনে করে সেই সকল কথাকে ক্ষমা করে নেবেন  
কথং হি ত্বদ্বিহীনোহহং প্রতিবাস্যামি তাং পুরীম্।

তব তাত বিয়োগেন পুত্রশোকাতুরামিব॥ ৩৯

‘বৎস ! আপনার বিচ্ছেদে পুত্রশোকাতুরা জননীর  
নায় সেই অযোধ্যাপুরীতে আপনাকে ছাড়া আমি কী করে  
যাব ?

সরাসমপি তাবগ্নে রথং দৃষ্টা তদা জনঃ।  
বিনা রামং রথং দৃষ্টা বিদীর্ঘেতাপি সা পুরী॥ ৪০

‘পূর্বে আমার রথে রামকে দেখে, পরে রামকে ছাড়া  
রথ দেখে সেই অযোধ্যাপুরবাসী সকল লোকের হৃদয়  
বিদীর্ণ হয়ে যাবে যে !

দৈন্যং হি নগরী গচ্ছেদ্ দৃষ্টা শূন্যমিমং রথম্।  
সূতবশেষঃ স্বং সৈন্যং হতবীরমিবাহবে॥ ৪১

‘যুদ্ধে সৈন্যগণসহ বীর যোদ্ধা নিহত হলে কেবল  
সারথিসহ রথকে দেখে যেমন, তেমনই রাম-বিহীন এই  
শূন্য রথ দেখে সমগ্র অযোধ্যা নগরীই দৈন্যদশা-প্রাপ্ত  
হবে

কুরেহপি নিবসন্তঃ ত্বাং মানসেনাগ্রতঃ হিতম্।  
চির্যজ্ঞোহদ্য নুনং ত্বাং নিরাহারাঃ কৃতঃ প্রজাঃ। ৪২

‘আপনি না থাকলেও প্রজারা মনোজগতে আপনাকে  
সামনেই দেখতে পায়, কিন্তু আজ আপনাকে ছাড়া রথ  
দেখলে তারা আপনার চিত্তায় নিশ্চয়ই আহার ত্যাগ করবে।

কৃৎ জন্ম বৈ ত্বয়া রাম যাদৃশং ত্বং প্রবাসনে  
প্রজানাং সংকুলং বৃত্তং ত্বচ্ছোকক্লান্তচেতসাম্। ৪৩

‘রাম ! আপনার বনবাসে যাত্রার সময় আপনার  
বিচ্ছেদজনিত শোকে ক্লান্তচিত্ত প্রজাদের যে ব্যাকুলতা সে

তো আপনি দেখেইছিলেন !

আর্তনাদো হি যঃ পৌরৈকস্ম্যুক্তবৎ প্রবাসনে।

সরথঃ মাং নিশাম্যেব কুরুঃ শতশৃণং ততঃ॥ ৪৪

‘আপনার নির্বাসনকালে পুরবাসীরা যেভাবে  
আর্তনাদ করেছিল, আপনাকে ছাড়া রথসহ আমাকে দেখে  
নিশ্চয়ই তার থেকে শতগুণ বেশি আর্তনাদ করবে।

অহং কিং চাপি বক্ষ্যামি দেবীং তব সূতো ময়া।  
নীতোহসৌ মাতুলকুলং সন্তাপং মা কৃপা ইতি॥ ৪৫

অসত্যমপি নৈবাহং ক্রম্যাং বচনমীদৃশম্।

কথমপ্রিয়মেবাহং ক্রম্যাং সত্যমিদং বচঃ॥ ৪৬

‘দেবী কৌশল্যাকে কি আমি বলব যে, আপনার  
পুত্রকে আমি তাঁর মাতুলালয়ে রেখে এসেছি, অতএব  
আপনি শোক করবেন না !—এই অসত্য কথা আমি বলতে  
পারব না ; আবার আপনার পুত্রকে বনে নির্বাসন দিয়ে  
এসেছি, এই অপ্রিয় সত্য কথাই বা আমি কী করে বলব !

মম তাবমিযোগহাস্তবন্ধকুলনবাহিনঃ।

কথং রথং ত্বয়া হীনং প্রবাহ্যন্তি হয়োত্তমাঃ॥ ৪৭

‘আমার আঞ্জাধীন এই উত্তম অশ্বগুলি আপনার  
বন্ধুজনদেরই বহন করে আসছে, এখন তারা আপনাকে  
ছাড়া শূন্য রথ কী করে বহন করবে !

তত্র শক্ষ্যামাহং গচ্ছমযোধ্যাং ত্বদুত্তেহনঘ।

বনবাসানুয়ানায় মামনুজ্যাতুমহসি॥ ৪৮

‘হে পুত্রচরিত্র রঘুনন্দন ! আপনাকে ছেড়ে আমি  
অযোধ্যায় ফিরে যেতে পারব না, অতএব, আমাকে  
বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন।

যদি মে যাচমানস্য ত্যাগমেব করিষ্যামি।

সরথোহগ্নিঃ প্রবেক্ষ্যামি ত্যক্তমাত্র ইহ ত্বয়া॥ ৪৯

‘যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে  
আপনার দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া মাত্রই আমি রথসহ অগ্নিতে  
প্রবেশ করব।

ভবিষ্যন্তি বনে যানি তপোবিয়করাপি তে।

রথেন প্রতিবোধিতো তানি সর্বাণি রাঘব॥ ৫০

‘রঘুনন্দন রাম ! বনে আপনার তপসায় বা কিছু বিদ্র  
উপস্থিত হবে, সেসবই আমি রথের সাহায্যে প্রতিহত  
করব।

ত্বং কৃতেন ময়া প্রাপ্তং রথচর্যাকৃতং সুখম্।

আশংসে ত্বং কৃতেনাহং বনবাসকৃতং সুখম্॥ ৫১

‘আপনার জনাই রথ পরিচালনার সুখ পেয়েছি,

এখন আপনার জনাই বনবাসকৃত সুখলাভের আশা করি  
প্রসীদেহামি তেহরশ্যে ভবিতং প্রতানন্তরঃ।  
শ্রীজ্যোতিহিতমিহামি তব মে প্রতানন্তরঃ॥ ৫২

‘আমার প্রতি প্রসন্ন হোন, অবশ্যে আপনার সঙ্গী  
হতে চাই। আপনার মুখে শুনতে চাই “আমার সঙ্গী  
হও” — এইরকম প্রীতিপূর্ণ কথা।

ইমেহনি চ হয়া বীর যদি তে বনবাসিনঃ।  
পরিচর্যাং করিষ্যামি প্রাণ্যাজি পরমাং গতিম্। ৫৩

‘বীর ! এই অস্ত্রবাণ যদি বনবাসকালে আপনার  
পরিচর্যা করে, তবে, তাবাত পরমগতি প্রাপ্ত হবে।

তব শুশ্রূষাং মূর্ত্তা করিষ্যামি বনে বসন্।  
অযোধ্যাং দেবলোকং বা সর্বথা প্রজহাম্যহম্॥ ৫৪

‘বনে বাস করে আমি যদি মৃত্তক তথা সর্বশরীর দ্বারা  
আপনার সেবা করতে পারি, তবে অযোধ্যা তথা  
দেবলোককেও সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করতে পারি।

নহি শক্যা প্রবেষ্টুং সা ময়াযোধ্যা ত্বয়া বিনা।  
রাজধানী মহেন্দ্রস্যা যথা দুহ্তকর্মণা॥ ৫৫

‘দুহ্তকারী যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানীতে  
(স্বর্গপুরীতে) প্রবেশ করতে পারে না, সেইরকম  
আপনাকে বনবাসে আনয়নজনিত পাপাত্মা আমি,  
স্বর্গপুরীতুল্য অযোধ্যায় প্রবেশ করতে পারব না।

বনবাসে ক্ষয়ং প্রাপ্তে মমৈষ হি মনোরথঃ।  
যদনেন রঞ্জনৈব ত্বাং বহেয়ং পুরীং পুনঃ। ৫৬

‘আমার মনের ইচ্ছা এই যে আপনার বনবাসকাল  
সমাপ্ত হলে, এই রথে করেই আপনাকে আবার  
অযোধ্যাপুরীতে নিয়ে যাব।

চতুর্দশ হি বর্ষাণি সহিতস্য ত্বয়া বনে।  
ক্ষণভূতানি যাস্যন্তি শতসংখ্যানি চান্যথা॥ ৫৭

‘আপনার সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনে বাস মুহূর্ত্তের মতো  
চলে যাবে (চৌদ্দ মুহূর্ত্ত বলে মনে হবে), অন্যথা চৌদ্দশো  
বছর বলে মনে হবে।

ভৃত্যবৎসল তিষ্ঠন্তং ভর্তৃপুত্রগতে পথি।  
ভক্তং ভৃত্যং হিতং হিত্য ন মা ত্বং হাতুমর্হসি॥ ৫৮

‘হে ভৃত্যবৎসল ! আপনি আমার প্রভুপুত্র। আপনার  
চলার পথে ভক্ত ভৃত্যরূপে অবস্থিত ; আমাকে আমার  
অবস্থান থেকে পরিত্যাগ করবেন না।’

এবং বহুবিধং দীং যাচমানং পুনঃ পুনঃ।

রমো ভূত্যানুকম্পী তু সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ॥ ৫৯  
সুমন্ত্র এইভাবে দীনতার সঙ্গে বারবার নানাভাবে  
প্রার্থনা করতে থাকলে, ভৃত্যবৎসল রাম সুমন্ত্রকে

বললেন—  
জানামি পরমাং ভক্তিমহং তে ভর্তৃবৎসল।

শৃণু চাপি যদর্থং ত্বাং প্রেষয়ামি পুরীমিতঃ॥ ৬০  
‘প্রভুভক্ত সুমন্ত্র ! আমি আপনার পরম ভক্তির বিষয়

জানি ; তথাপি, আপনাকে যে জন্য এখান থেকে  
অযোধ্যাপুরীতে পাঠাতে চাইছি তা শুনুন।

নগরীং ত্বাং গতং দৃষ্টা জননী মে যবীয়সী।  
কৈকেয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ॥ ৬১

‘আপনাকে নগরীতে যেতে দেখে আমার মথমা  
মাতা (মেজো মা) কৈকেয়ী বিশ্বাস করবেন যে, রাম বনে  
গেছে।

বিপরীতে ভুষ্টিহীনা বনবাসং গতে ময়ি।  
রাজানং নাতিশঙ্কেত মিথ্যাবাদীতি ধার্মিকম্॥ ৬২

‘অন্যথা অসম্ভবী হবেন, আমি বনবাসে গিয়েছি  
জানলে ধার্মিক পিতাকে মিথ্যাবাদী বলে আশঙ্কা করতে  
পারবেন না।

এষ মে প্রথমঃ কল্পো যদহা মে যবীয়সী।  
ভরতরক্ষিতং স্বকীতং পুত্ররাজ্যমবাস্যতে॥ ৬৩

‘আমার প্রথম কাম্য বিষয় এই যে, আমার মথমা  
মাতা কৈকেয়ী-পুত্র ভরত কর্তৃক আরক্ষিত সমৃদ্ধ রাজ্যভোগ  
করুন।

মম প্রিয়ার্থং রাজ্যশ্চ সুমন্ত্র ত্বং পুরীং ব্রজ।  
সন্দিষ্টচাপি যানর্থাংস্তান্তান্ ক্রায়াত্তথা তথা॥ ৬৪

‘সুমন্ত্র ! আপনি আমার এবং মহারাজের প্রীতির  
জন্য অযোধ্যাপুরীতে ফিরে যান এবং যাকে যাকে যে যে  
কথা বলতে বলছি তাকে তাকে সেই সেই কথাগুলি  
বলবেন।’

ইত্যুত্বা বচনং সূতং সাক্ষয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।  
গুহং বচনমব্রবীতো রামো হেতুমদব্রবীৎ॥ ৬৫

বীর রামচন্দ্র সূত সুমন্ত্রকে এইসকল কথা বলে এবং  
তাকে বারবার সাক্ষ্য দিয়ে গুহকে এই যুক্তিযুক্ত কথাগুলি  
বললেন—

নেদনীং গুহ যোগোহয়ং বাসো মে সজনে বনে।  
অবশ্যমাপ্রমে বাসঃ কর্তব্যমুদগতো বিধিঃ॥ ৬৬



‘নিষাদরাজ গুহ ! এই বনরাজ্যে জনপূর্ণস্থানে  
জামার বাস করা ঠিক নয়। আশ্রমে বাস এবং তদনুযায়ী  
জটাবঙ্কলধারণাদি বিধিপালনই আমার অবশ্য কর্তব্য।  
সোহঃ গৃহীত্বা নিয়মঃ তপস্বিজনভূষণম্।  
হিতকারঃ লিভুভূষঃ সীতায় লক্ষ্মণস্য চ॥ ৬৭  
জটঃ কৃৎস্না গমিষ্যামি নাযোধকীরমানয়।  
তৎকীরঃ রাজপুত্রায় গুহঃ কিপ্রমুপাহরৎ॥ ৬৮

‘সেইজন্য আমি পিতার, সীতার এবং লক্ষ্মণের  
কল্যাণকামনায়, তপস্বীদের অলঙ্কারস্বরূপ ফলমূল্যাহারাদি  
বিধিপালন এবং জটা-ধারণ করব ; অতএব, কেশকে  
জটর রূপ দেওয়ার জন্য বটবৃক্ষের ক্ষীর (দুধের মতো  
গাদা আঠা) নিয়ে আসুন।’ গুহও রাজপুত্র রামচন্দ্র-এর  
জন্য দ্রুত বটবৃক্ষের আঠা নিয়ে এসে রামচন্দ্রকে দিলেন।  
লক্ষ্মণসাক্ষনশ্চৈব রামস্তেনাকরোজ্জটঃ।

দীর্ঘবার্হনরবায়ো জটিলত্বমধারয়ৎ॥ ৬৯  
নরশ্রেষ্ঠ দীর্ঘবাহু রামচন্দ্র সেই বটক্ষীরের দ্বারা  
লক্ষ্মণের এবং নিজের জটা তৈরি করে জটাবাহী হলেন।  
জৈ তদা চীরসম্পন্নো জটামণ্ডলধারিনৌ।  
অশোভেভামৃষিসমৌ স্নাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৭০  
তখন জটাবঙ্কলধারী শ্রীহৃদয় রাম-লক্ষ্মণ খবির নায়  
শোভা পাচ্ছিলেন।

ততো বৈধানসঃ মার্গমাহিতঃ সহলক্ষ্মণঃ।  
ব্রতমদিষ্টবান্ রামঃ সহায়ঃ গুহমব্রবীত॥ ৭১  
অনন্তর ব্রহ্মচার্য অবলম্বী রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে  
একসঙ্গে বানপ্রস্থ ব্রত গ্রহণ কবলেন এবং সাহায্যকারী  
গুহকে বললেন—

অপ্রমত্তো বলে কোশে দুর্গে জনপদে তথা।  
তবেদা গুহ রাজ্যং হি দুরারক্তমঃ মতম্॥ ৭২  
‘গুহ ! সৈন্যবল, রাজকোষ, দুর্গ এবং প্রজাদের  
বিষয়ে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ বলা  
হয় রাজ্যরক্ষা অত্যন্ত কঠিন কর্ম।’

ততঃ সমনুজ্ঞাপ্য গুহমিদ্ধাকুনন্দনঃ।  
জগাম তুর্মমবত্রঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ৭৩  
ইদ্ধাকুনন্দন রাম গুহকে এইভাবে নির্দেশ দিয়ে পরী  
সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে অনাসক্তচিত্তে সেই স্থান  
থেকে শীঘ্র চলে গেলেন।

স হ দুষ্টি নদীতীরে নাবমিদ্ধাকুনন্দনঃ।

তিনীর্ঘঃ শীঘ্রগাং গজামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৭৪  
ইদ্ধাকুনন্দন রাম নদীতীরে নৌকা দেখতে পেয়ে দ্রুত  
স্রোতস্থিনী গঙ্গা পার হওয়ার জন্য লক্ষ্মণকে এই কথা  
বললেন—

আরোহ স্বং নরবান্ধ হিতাং নাবমিমাং শনৈঃ।  
সীতাং চারোপয়াঙ্কং পরিগৃহ্য মনস্থিনীম্॥ ৭৫  
‘পুরুষসিংহ লক্ষ্মণ ! সম্মুখে অবস্থিত এই নৌকায়  
তুমি আরোহণ করে দৃঢ়চেতা মনস্থিনী সীতাকেও ধরে তুলে  
নাও।’

স স্নাতঃ শাসনং শ্রুত্বা সর্বমপ্রতিকূলয়ন।  
আরোপ্য মৈথিলীং পূর্বমাকরোহাঙ্কবাংস্ততঃ॥ ৭৬

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশ শুনে লক্ষ্মণ সকল প্রতিকূলতা  
(দ্বিধা) কাটিয়ে মিথিলেশকুমারী সীতাকে পূর্বে নৌকায়  
আরোহণ করিয়ে তারপর নিজে আরোহণ করলেন (জ্যেষ্ঠ  
ভ্রাতৃবধু তথা পরস্ত্রীকে স্পর্শ করে নৌকায় ওঠানো  
সামাজিক অনিষ্টম, তাই লক্ষ্মণের দ্বিধাভাব)।

অথাকরোহ তেজস্বী স্বয়ং লক্ষ্মণপূর্বজঃ।  
ততো নিষাদাধিপতির্গুহো জ্ঞাতীনচোদয়ৎ॥ ৭৭  
তারপর তেজস্বী লক্ষ্মণপ্রজ রাম নিজে নৌকায়  
আরোহণ করলেন, তখন নিষাদরাজ গুহ নিজজনদের  
নৌবাহনের নির্দেশ দিলেন।

রাঘবোহপি মহাতেজা নাবমাকৃৎস্ব তাং ততঃ।  
ব্রহ্মবৎ ক্ষত্রবচৈব জজ্ঞাপ হিতমাত্মনঃ॥ ৭৮

অতঃপর মহাতেজস্বী রঘুনন্দন রামও সেই নৌকায়  
আরোহণ করে নিজেদের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণের এবং  
ক্ষত্রিয়ের জপ্য (গায়ত্রী) মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

আচমা চ ষধাশাত্রং নদীং তাং সহ সীতয়া।  
প্রথমং প্রীতিসংভূষ্টো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ॥ ৭৯

প্রসম্ভচিত্ত রাম সীতার সঙ্গে শান্তবিশি অনুসারে  
আচমন করে গঙ্গা নদীকে প্রণাম করলেন, মহাবীর লক্ষ্মণও  
তাই করলেন।

অনুজ্ঞায় সুমদ্রং চ সবলং চৈব তং গুহম্।  
আহ্বায় নাবং রামস্ত চোদয়ামাস নাবিকম্॥ ৮০

রামচন্দ্রও নৌকায় বসে সুমদ্রকে এবং সসৈন্য  
গুহকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়ে নাবিকদের  
নৌচালনার নির্দেশ দিলেন।

ততঃসৈন্যজিনা নৌকা কর্ণধারসমাহিতা।

ততঃসেবেপাচ্ছিতা দীপ্তঃ সলিলমগ্নাং ॥ ৮১  
তখন, কর্ণধার একপ্রচ্ছিতে তাল দবে থাকলে এবং  
নাটকেরা সুন্দর শব্দ বৈঠার দ্বারা চালনা করতে থাকলে  
নৌকা ছল কেটে ছুত চলতে লাগল।

মধ্যঃ তু সমনুপ্রাপ্য ভাগীরথানুনিদিতা।  
বৈদেহী প্রাজলির্ভূতা তাং মদীমদমরসীং ॥ ৮২  
ভাগীরথীর মধ্যভাগে গিয়ে অনিদিতা সুন্দরী  
বিদেহরাজনন্দিনী সাধী সীতা কৃতাজলি হয়ে গঙ্গাব কাছে  
প্রার্থনা করলেন—

পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য দীমতঃ।  
নির্দেশঃ পালয়ত্বেনঃ গজে হৃদতিরক্ষিতঃ ॥ ৮৩  
'দেবি গজে ! দীমান মহারাজ দশরথের পুত্র তোমার  
দ্বারা রক্ষিত হয়ে রাজ্যদেশ পালনে সমর্থ হোন !

চতুর্দশ হি বর্ষাণি সমাপ্তানুয়া কাননে।  
মাতা সহ ময়া চৈব পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যতি ॥ ৮৪  
কাননে পুরো চৌদ্দ বছর বাস করে, আবাস যেন  
ভ্রাতার এবং আমার সঙ্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ততঃস্বাং দেবি সূক্তশে ক্ষেশশ পুনরাগতা।  
যক্ষ্যে প্রমুদিতা গজে সর্বকামসমুদ্ভিনী ॥ ৮৫  
'দেবি, সৌভাগ্যদায়িকে গজে ! তারপর বনবাসান্তে  
কুশলতার সঙ্গে ফিরে এসে, সকল কামনাপূরণে সমুদ্বা  
হয়ে সানন্দে তোমার অর্চনা করব।

ত্বং হি ত্রিশংসে দেবি ত্রিলোকং সমক্ষসে।  
ভার্যা দোদধিরাজসা লোকেহুশ্মিন্ সম্প্রদৃশাসে ॥ ৮৬  
'ত্রিলোকপ্রবাহিনী দেবি ! তুমি ত্রিলোকব্যাপিনী  
এবং ইহলোকে সমুদ্রাধিপতির স্বীকৃতিতে পরিচিতি  
(ত্রিলোকপ্রবাহিনী গঙ্গা স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী  
এবং পাতালে ভোগবতী নামে পরিচিতা)।

স্বা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।  
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে ॥ ৮৭  
'শোভাশালিনী দেবি ! পূজ্যসিংহ (রাম) বনবাস  
থেকে ভালোয় ভালোয় ফিরে এসে রাজ্য আবাস ফিরে  
পেলে, এই আমি তোমায় সপ্রশংস প্রণতি জানাব।

গবাং শতসহস্রং চ বস্ত্রাণাম্ চ শেখলম্।  
ব্রাহ্মণৈঃ প্রদাস্যামি ত্ব প্রিয়চিকীর্ষতা ॥ ৮৮  
'মা গঙ্গা ! তোমার প্রীতির ইচ্ছায় ব্রাহ্মণগণকে

শতসহস্র গরু এবং সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও অন্ন দান করব।  
সুরামটসমগ্রেণ মাংসভুতৌদনেন ৮।

যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনঃসামগ্ৰাং ॥ ৮৯  
'দেবি গজে ! প্রসাদা হও। (পতি ও দেব সহ)  
'অযোধ্যাপুরীতে আবাস ফিরে এলে (আমি) সহস্রাটপূর  
দেবদুর্গত বস্ত্র দ্বারা এবং রাজকীয় বস্ত্র ও অন্ন দ্বারা তোমায়  
অর্চনা করব।

যানি স্বতীরবাসিনী মৈবতানি চ সন্ধি হি।  
তানি সর্বাণি যক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি ৮। ৯০  
'দেবি ! তোমার তীরে যে সকল দেবতা বাস করেন  
এবং যে সকল তীর্থক্ষেত্র ও মন্দির আছে, তাদের  
সকলকেই আমি পূজা করব।

পুনরেন মহাবাহুর্ময়া মাতা চ সংগতঃ।  
অযোধ্যাং বনবাসাং তু প্রবিশত্বনবোদনম্ ॥ ৯১  
'অমি পবিত্রে ! পুত্র চরিত্র মহাবীর আমাকে এবং  
তাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত্ত হই  
অযোধ্যায় প্রবেশ করব।'

তথা সন্তানমাণা সা সীতা গজানুনিদিতা।  
দক্ষিণা দক্ষিণঃ তীরং ক্ষিপ্রেমোভূতপাগমং ॥ ৯২  
পতির অনুকূলচারিণী অনিদিতা সীতা গজারে  
এইভাবে প্রার্থনা করতে করতেই গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মন  
উপনীত হলেন।

তীরং তু সমনুপ্রাপ্য নাবং হিত্বা নরধ্বজা।  
প্রাতিষ্ঠত সহ মাতা বৈদেহ্যা চ পরম্পরাং ॥ ৯৩  
তীরে এসে শক্রবর্দন নরশ্রেষ্ঠ রাম তাই লক্ষ্মণ এবং  
পত্নী বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সঙ্গে নৌকা ছেড়ে গিয়ে  
সমুদ্রপানে চলতে লাগলেন।

অখল্লবীষহ্যবাহঃ সুমিহ্রানন্দবর্ধনঃ।  
তব সংরক্ষণার্থং সজনে বিজনেহপি স্বা ॥ ৯৪  
অবশ্যং রক্ষণং কার্যং মমিধৈর্বিজনে বনে।  
অতঃ প্রো গজে সৌমিত্রে সীতা স্বামনুগচ্ছতুঃ ॥ ৯৫  
পৃষ্ঠতোহনুগমিষ্যামি সীতাং স্বাং চানুগলয়ন।  
অন্যোন্যস্য হি নো রক্ষা কর্তব্য পুরুষতঃ ॥ ৯৬

তখন মহাবীর রাম সুমিহ্রানন্দবর্ধক লক্ষ্মণ  
বললেন— 'তাই লক্ষ্মণ ! জনহানে অবলা নির্জনহানে তুমি  
সীতার রক্ষাকার্যে ব্যাপৃত থাকবে ; বিজন অবলা সীতা

বক্ষ্য আমাদেব অবশ্যকর্তব্য কর্ম, হে সুমিত্রানন্দন ! তুমি  
ওগে আগে চলো, সীতা তোমাকে অনুসরণ কবক, আর  
তবে তোমাদের দুজনের পশ্চাৎ অনুসরণ কবন। হে  
সুখপ্রভ ! এখন আমাদের পবম্পব পবম্পবকে বক্ষা  
করতে হবে।

৪ হি ভাবদতিজ্ঞানাসুকারা কাচন ক্রিয়া।  
৫ জন দুঃখং তু বৈদেহী বনবাসসা বেৎসাতি ॥ ৯৭  
'আজ পর্যন্ত কোনও দুঃখের কার্য অতিক্রান্ত হয়নি (করা  
হয়) : বিদেহকুমারী আজ থেকে বনবাসের দুঃখ বুঝতে  
পাবে।

প্রশস্তিসম্বাদঃ ক্ষেত্রারামবিবর্জিতম্।  
বিষয়ঃ চ প্রশান্তঃ চ বনমদ্য প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৯৮  
'আজ সীতা জনসমাগমশূন্য কৃষিভূমি ও  
প্রমোদমিবর্জিত ঈশুনিচু এবং পতনভয়সঙ্কুল গর্তযুক্ত  
রূপে প্রবেশ কববে।'

৯৯ রামস্য বচনং প্রতক্ষে লক্ষ্মণোহগ্রতঃ।  
১০০ জনকরং চ সীতায়্য রাঘবো রঘুনন্দনঃ ॥ ১০১  
শ্রীরামের কথা শুনে লক্ষ্মণ আগে আগে চলতে  
লগলেন, তাবপর সীতা ও তৎপশ্চাৎ বঘুনন্দন রাম।

১০২ তু গঙ্গাপরপারমাশু  
রামঃ সুমন্ত্রঃ সততং নিরীক্ষ্য।  
১০৩ জমপ্রকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তদৃষ্টি-

মুমোচ বাম্পং বাণিতত্ত্বপত্নী ॥ ১০০  
গামচন্দ্র গঙ্গার পরপারে শীঘ্র চলে গেলেও সতত  
তাকে নিরীক্ষণ করতে করতে পশ্চের দূরত্ব হেতু সুমন্ত্রের  
দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হলে, বাণিত চিন্তে তিনি (সমুদ্র)  
অশ্রুগোচন করতে লাগলেন।

৪ লোকপালপ্রতিমপ্রভাব-  
দীর্ঘা মহাক্ষা বরদো মহানদীম্।

৫ সঙ্গদ্যে শতসস্যামালিনঃ  
ক্রমেণ বৎসান্ মুদিতানুপাগমৎ ॥ ১০১

অতঃপর লোকপালের মতো প্রভাবশালী মহাক্ষা  
বদাতা শ্রীরাম সেই মহতী নদী উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশ  
প্রভৃৎশস্যসমৃদ্ধ মঙ্গলময় বৎসদেশে সানন্দে উপস্থিত  
হলেন।

৬ তৌ হস্তা চতুরো মহামৃগান্  
বরাহমৃগাং পৃষতঃ মহারুকম্।

আদায় মেঘাং ভ্রুতং বুভুক্ষিতৌ  
বাসায় কালে যযতুর্বনম্পতিম্ ॥ ১০২

সেখানে তাঁরা মৃগয়া হেতু বরাহ, ঋষা, পৃষত এবং  
মহারুক নামক চারটি বিরাট হরিণকে প্রহাব করলেন।  
তৎপশ্চাৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি হেতু কন্দ-ফল-মূল সংগ্রহ করে  
সায়ংকালে আশ্রয়ের জন্য শীঘ্র একটি বনম্পতির তলে  
গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশদশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

## ২ ত্রিংশদশ সর্গ (৫৩)

রাজা দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর তিরস্কার এবং কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণের অনিষ্টসাধন আশঙ্কা করে  
তাঁদের রক্ষণের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক লক্ষ্মণকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ এবং  
লক্ষ্মণ কর্তৃক রামকে আশ্রাস প্রদানপূর্বক বনবাসে থাকার অনুমতিপ্রাপ্তি

১ তং বৃক্ষং সমাসাদ্য সক্ষ্যামম্বাস্য পশ্চিমাম্।  
২ রাহো ব্রহ্মজাঃ শ্রেষ্ঠ ইতি হোবাচ লক্ষ্মণম্ ॥ ১  
আনন্দদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সেই বৃক্ষতলে  
উপস্থিত হয়ে সায়ংকালীন সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করে

লক্ষ্মণকে বললেন—

অদ্যোয়ং প্রথমা রাত্রির্যাতা জনপদাদ্ বহিঃ।  
৩ যা সুমন্ত্রেণ রহিতা জাঃ নোৎকৃষ্টিতুমর্হসি ॥ ২  
'ভাই লক্ষ্মণ ! জনপদের বাইরে আজই এই প্রথম



বাত্রি সুমন্তকে ছাড়াই কাটাতে হচ্ছে, কিন্তু এজন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হোয়ো না।

জাগর্তবামতস্ত্রিভ্যামঙ্গলপ্রভৃতি  
যোগক্ষেমৌ হি সীতার্য বর্তেতে লক্ষণাবয়োঃ ॥ ৩

‘লক্ষণ ! সীতার যোগক্ষেম রক্ষা আমাদের দুজনের উপর নির্ভর করছে, তাই আজ থেকে আমাদের দুজনের অত্যন্ত বাত্রি জাগরণ কর্তব্য (অপ্রাপ্ত বস্ত্র প্রাপ্তি সোণ, আর প্রাপ্ত বস্ত্র বক্ষণ ক্ষেম। সীতার পতিভক্তিজাত বনবাসের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যোগ এবং তান বক্ষণ হচ্ছে ক্ষেম। সীতার নিবাসস্থানেই তাঁর সেই যোগক্ষেম রক্ষিত হবে)।

রাত্রিঃ কথংচিদেবেমাং সৌমিত্রে বর্ত্যামহে।  
অশবর্ত্যমহে ভূমাবাগীর্থ্য জয়মর্জিতৈঃ ॥ ৪

‘সৌমিত্রে ! আজ রাত্রি কোনও প্রকারে অতিবাহিত করতে হবে। নিজেরা তৃণপত্রাদি আহরণ করে মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়ব।’

ন তু সংবিশ্য মেদিন্যাং মহার্ষয়নোচিতৈঃ।  
ইমাঃ সৌমিত্রয়ে রামো ব্যাজহার কথাঃ শুভাঃ ॥ ৫

বহুলা শয্যায় শয়নের যোগ্য রাম ভূমিতে উপবেশন করেই সুমিত্রানন্দন লক্ষণের উদ্দেশ্যে এইসব মধুর অথচ মূল্যবান কথা বলতে লাগলেন—

ব্রহ্মদত্ত মহারাজো দুঃখং স্থপিতি লক্ষণ।  
কৃতকাম্য তু কৈকেয়ী তুষ্টা ভবিতুমর্হতি ॥ ৬

‘লক্ষণ ! আজ আমাদের পিতা মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই শোকাক্ত হয়ে ঘুমাচ্ছেন, কৈকেয়ী সম্ভার্বসিদ্ধিতে কৃতকার্য হয়ে সন্তুষ্ট।

সাহি দেবী মহারাজঃ কৈকেয়ী রাজ্যাকরণাৎ।  
অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দুষ্টা ভরতমাগতম্ ॥ ৭

‘দেবী কৈকেয়ী ভরতকে মাতুলালয় থেকে ফিরে আসতে দেখে তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য মহারাজকে প্রাণ থেকে বিচ্যুত না করে ফেলেন (মহারাজের প্রাণনাশ না করেন)।

অনাথশ্চ হি বৃদ্ধশ্চ ময়া চৈব বিনা কৃতঃ।  
কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকেয়া বশমাগতঃ ॥ ৮

‘কৈকেয়ীর বশীভূত কামাত্মা বৃদ্ধ রাজা দশরথ, আমি না-থাকায় অনাথ হয়ে পড়েছেন, এখন তিনি কী করবেন ?

ইদং বাসনমালোক্য রাজশ্চ মতিবিস্রমম্।  
কাম এবার্থধর্মাত্যাঃ গরীয়ানিতি মে মতিঃ ॥ ৯

‘বাজার এই বিপত্তি এবং বুদ্ধিবিস্রম দেখে আমার মনে হচ্ছে ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কাম-ই অধিক বলবান।

কো হ্যনিধানপি পূমান্ প্রমদায়াঃ কৃতে ভাজেৎ।  
হৃদ্যানুবর্তিনং পুত্রং তাতো মামিব লক্ষণ ॥ ১০

‘লক্ষণ ! কোন্ পিতা সর্বতোভাবে অঙ্গ হয়েও একজন নারীর জন্য আমার মতো আজ্ঞানুবর্তী পুত্রকে ভাগ করেন।

সুখী বত সুভার্গশ্চ ভরতঃ কেকয়ীসূতঃ।  
মুদিতান্ কোসলানেকো যো ভোক্তাত্যধিরাজবৎ ॥ ১১

‘কৈকেয়ীপুত্র সস্ত্রীক ভরতই সুখী, যে একই আনন্দোৎফুল্ল প্রজাগণসহ কোশলদেশের অধিপতি হয়ে ভোগ করবে।

সাহি রাজ্যস্য সর্বস্য সুখমেকং ভবিষ্যতি।  
তাতে তু বয়সাতীতে ময়ি চারণামশ্রিতে ॥ ১২

‘পিতার অনেক বয়েস হয়ে গেছে, আর আমিও বনবাসী হয়েছি ; অতএব ভরত একাই সমগ্র রাজ্যের সুখ ভোগ করবে।

অর্থধর্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ততে।  
এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা ॥ ১৩

‘যে ব্যক্তি ধর্ম এবং অর্থকে পরিত্যাগ করে কেবল কামের বশীভূত হয় সে শীঘ্রই রাজা দশরথের মতো যের বিপদে পতিত হয়।

মন্যে দশরথাস্ত্রায় মম প্রব্রাজনায় চ।  
কৈকেয়ী সৌম্য সস্ত্রাপ্ত্য রাজ্যায় ভরতস্য চ ॥ ১৪

‘সৌম্য ! আমার মনে হচ্ছে রাজা দশরথের মৃত্যু, আমাকে রাজ্য থেকে বনবাসে প্রেরণ এবং ভরতের রাজ্যলাভ—এই তিন কর্মসাধনের জন্যই এই রাজ্যভবনে কৈকেয়ীর আগমন।

অসীদানীং তু কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদমোহিতা।  
কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ সা প্রবাসেত মৎকৃতে ॥ ১৫

‘সৌভাগ্যগর্বে গর্বিতা কৈকেয়ী আমার কারণেই বর্তমানে জননী কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে দুঃখ দিচ্ছেন।

মাতাস্বৎকারণাদ্ দেবী সুমিত্রা দুঃখমাবসেৎ।  
অযোধ্যামিত এব হুং কালে প্রবিশ লক্ষণ ॥ ১৬

‘আমার কারণেই মাতা দেবী সুমিত্রা কষ্ট পাচ্ছেন, অতএব লক্ষণ ! তুমি যথাসময়ে এখান থেকে ফিরে গিয়ে

অযোধ্যায় প্রবেশ করো।

অহমেকো গমিষ্যামি সীতয়া সহ দণ্ডকান্।

অনাখ্যা হি নাথত্বং কৌসল্যায়া ভবিত্যসি॥ ১৭

‘আমি একাই সীতাকে সঙ্গে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যাব,

তুমি আমার মাতা অনাথা কৌশল্যার সহায় হোয়ো।

কুস্কর্মা হি কৈকেয়ী দেবাদন্যাগমাচরেন্।

পরিসদ্যাকি বর্মজ গরং তে মম মাতরম্॥ ১৮

‘ধর্মজ লক্ষ্মণ ! নিকৃষ্টকর্মা কৈকেয়ী বড়ই অন্যায়

আচরণ করেন। বিশেষবশত তিনি তোমার এবং আমার

নুন জাতান্তরে তাত ত্রিযঃ পুত্রৈর্বিশোজিতাঃ।

জনন্যা মম সৌমিত্রে তদদৌতদুপস্থিতম্॥ ১৯

‘বৎস লক্ষ্মণ ! পূর্বের কোনও জায়ে নিশ্চয়ই আমার

মাতা অন্য স্ত্রীলোকদের সন্তানহারা করেছিলেন, তাই,

এখন এই জন্মে তাঁর এই অবস্থা হয়েছে।

ময়া হি চিরপুটেন দুঃখসংবর্ধিতেন চ।

বিশ্বজাত কৌসল্যা ফলকালে খিগন্তুমাম্॥ ২০

‘মা আমাকে অতি কষ্টে ভরণ-পোষণ ও সংবর্ধিত

করেছেন, আর আমি সেই মা-কে সুফল লাভের সময়

ছেড়ে চলে এলাম। আমাকে ধিক্ !

মা ন্ম সীমন্তিনী কাচিজনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্।

সৌমিত্রে যোহহমম্ময়া দদ্বি শোকমনস্তকম্॥ ২১

‘ভাই সুমিত্রানন্দন ! আমি যে মা-কে অনন্ত শোক

দিয়েছি, তাই কোনও সৌভাগ্যবতী স্ত্রী যেন আমার মতো

পুত্রের জন্ম না দেন।

মনে প্রীতিবিশিষ্টা সা মন্তো লক্ষ্মণ সারিকা।

যন্তয়াঃ শ্রুয়তে বাক্যং শুক পাদমরেন্দশ॥ ২২

‘লক্ষ্মণ ! মায়ের পালিতা সারিকা-ই আমার চেয়েও

অধিক প্রীতিপরায়ণা বলে মনে করি, যেহেতু, তার মুখ

থেকে সর্বদা “শুক, তুমি শত্রুর পাদদেশে দংশন

করো”, এই কথা শোনা যায় (অর্থাৎ আমার পালনকারী মা

কৌশল্যার শত্রুর পাদদেশ তুমি দংশন করো। সে পক্ষিণী

হয়েও মায়ের এত লক্ষ্য রাখে আর আমি তাঁর সন্তান হয়েও

তাঁর জন্য কিছুই করতে পারছি না)।

শোচন্যচ্ছান্নভাগ্যায়া ন কিঞ্চিদুপকুর্বতা।

পুত্রেন কিমপুত্রায়া ময়া কার্যমরিন্দম্॥ ২৩

‘শত্রুদমন লক্ষ্মণ ! দুর্ভাগ্যবতী পুত্রহীনা শোকাক্তা

জননীর আমার মতো অনুপকারী পুত্রের কী প্রয়োজন ?

অন্নভাগ্যা হি মে মাতা কৌসল্যা রহিতা ময়া।

শেতে পরমদুঃখার্থা পতিতা শোকসাগরে॥ ২৪

‘মন্দভাগ্য আমার মা কৌশল্যা আমাকে ছেড়ে

অত্যন্ত দুঃখকাতরা হয়ে শোকসাগরে নিমজ্জিতা হয়ে

আছেন।

একো হ্যহমযোধ্যাঃ চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ।

তরোমিযুভিঃ ক্রুদ্ধো ননু বীর্যমকারণম্॥ ২৫

‘লক্ষ্মণ ! আমি ক্রুদ্ধ হলে একাই বাণ দ্বারা অযোধ্যা

তথা সমগ্র পৃথিবীর সঙ্কটমোচন করে পৃথিবীকে করায়ত্ত

করতে পারি ; কিন্তু পিতৃসত্যপালনরূপ পারলৌকিক হিত

সাধনে বীরত্ব প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।

অধর্মভয়ভীতস্ত পরলোকস্য চানঘ।

তেন লক্ষ্মণ নাদ্যাহমাস্তানমভিষেচয়ে॥ ২৬

‘নিষ্পাপ লক্ষ্মণ ! সেইজন্য অধর্ম ও পরলোকের

ভয়ে ভীত হয়ে আমি আজ অযোধ্যারাজ্যে নিজেকে

অভিষিক্ত করতে পারছি না।’

এতদন্যচ্চ করুণং বিলপ্য বিজনে বহ।

অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তৃষ্ণীমুপাশিতঃ॥ ২৭

নির্জন বনে দুঃখকাতর রাম অশ্রুপূর্ণ মুখে নানাভাবে

বিলাপ করতে করতে রাত্রিকালে দীনভাবে নীরব হয়ে

রইলেন।

বিলাপোপরতঃ রামঃ গতাচিষমিবানলম্।

সমুদ্রমিব নির্বেগমাস্থাসয়ত লক্ষ্মণঃ॥ ২৮

বিলাপ থেকে নিবৃত্ত, শিখাহীন অগ্নি অথবা বেগহীন

সমুদ্রের মতো প্রতীত রামকে লক্ষ্মণ আশ্বাস দিয়ে

বললেন—

ঋষমদ্যা পুরী রাম অযোধ্যাহংযুখিনাং বর।

নিষ্প্রভা ত্বয়ি নিদ্রাশ্বে গতচক্রেব শবরী॥ ২৯

‘শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারিন্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম ! আপনি অযোধ্যা

থেকে চলে আসায় অযোধ্যাপুরী চন্দ্রহীন রাত্রির মতো

নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

নৈতদৌপমিকং রাম যদিদং পরিতপ্যসে।

বিষাদয়সি সীতাং চ মাং ভৈব পুরুষবর্ভঃ॥ ৩০

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ! আপনি এইভাবে পরিতাপ করে

আমাকে ও সীতাকে যে দুঃখ দিচ্ছেন, এটা ঠিক নয়।

ন চ সীতা ত্বয়া হীনা ন চাহমপি রাঘব।

মুহূর্তমপি জীবাবো জলাগাংস্যাবিবোক্তৌ। ৩১  
'রঘুনন্দন ! জল থেকে উদ্ধৃত যৎসময়ের মতো  
আপনাকে ছাড়া সীতা বা আমি কেউই মুহূর্তকালও জীবিত  
থাকতে পারব না।

নহি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরম্পর।  
মষ্টমিচ্ছ্যেমদ্যাহং স্বর্গং চাপি কুয়া নিনা। ৩২  
'শত্রুতাপন ! আপনাকে ছাড়া পিতা, ভাই শত্রুঘ্ন,  
মাতা সুমিত্রা এমনকী স্বর্গও দেখতে চাই না।'

ততস্তত্র সমাসীনৌ নাতিদূরে নিরীক্ষ্য তাম্  
নাঘোষে সুকৃতাং শয্যাং ভেজাতে ধর্মবৎসলৌ। ৩৩  
অনন্তর সেখানে উপবিষ্ট ধর্মবৎসল শ্রীসীতা ও  
শ্রীরাম অনতিদূরে বটবৃক্ষমূলে লক্ষ্মণকর্তৃক সুন্দরভাবে  
বিছানো শয্যা দেখে সেখানে শয়ন করলেন।

ন লক্ষ্মণসোত্তমপুঙ্গলং বচো

নিশমা চৈবং বনবাসমাদরাৎ।

সমাঃ সমস্তা বিদখে পরম্পরঃ  
প্রপদা ধর্মঃ সুচিত্রায় রাঘবঃ ॥ ৩৪  
শত্রুতাপন রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সেই অত্যাশ্রয়  
বচনসমূহ শ্রবণ করে ধর্মের আশ্রয়ে থেকে সেই নির্ধারিত  
কালে সাদরে বনবাসের মনস্থ করলেন।  
ততস্ত তস্মিন্ বিজনে মহাবলৌ  
মহাবনে রাঘববংশবর্ধনৌ।

ন তৌ ভয়ং সত্তমমভ্যুপেষতু-  
যৈথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ ॥ ৩৫  
অতঃপর সেই জনহীন মহারণ্যে রঘুবংশবর্ধক  
মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ পর্বত সানুদেশে নির্ভয়ে অবস্থানকারী  
সিংহদ্বয়ের মতো ভয়বিহীনতাশূন্য হয়ে অবস্থান করতে  
লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

### চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫৪)

সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের ঋষি ভরদ্বাজ আশ্রমে গমন, ঋষি কর্তৃক অভিধি সংকারাঙ্কে  
তাদের চিত্রকূট গমনের নির্দেশ

তে তু তস্মিন্ মহাবৃক্ষে উষিত্বা রজনীং শুভাম্।  
বিমলোহুতাদিত্তে সূর্যে তস্মাদ্ দেশাৎ প্রতস্থিরে ॥ ১

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা সেই মহাবৃক্ষের নীচে শুভরাত্রি  
যাপন করলেন, পরে উজ্জ্বল সূর্য উদিত হলে সেই স্থান  
থেকে প্রস্থান করলেন।

যত্র ভাগীরথীং গঙ্গাং যমুনাভিপ্রবর্ততে।  
জঘুস্তং দেশমুদ্दिश्या বিহায্য সুমহদ্ বনম্ ॥ ২

যেখানে ভাগীরথী গঙ্গার সঙ্গে যমুনা মিলিত হয়েছে,  
গভীর বনভূমির ভিতর দিয়ে, সেই সঙ্গমস্থল প্রয়াগের  
উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তেভূমিভাগান্ বিবিধান্ দেশাংচাপি মনোহরান্।  
অদৃষ্টপূর্বান্ পশ্যন্তস্তত্র তত্র যপবিনঃ ॥ ৩  
যথা ক্লেমণ সম্পশ্যান্ পুচ্চিপতান্ বিবিধান্ ক্রমান্।

নির্বৃত্তমাত্রে দিবসে রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥ ৪

রামাদি যশস্বিগণ যেন মুক্তির আনন্দে চলতে চলতে  
অদৃষ্টপূর্ব নানাবিধ মনোরম অঞ্চল ও দেশসমূহ, তথা,  
নানাবিধ পুচ্চিপত বৃক্ষসমূহ দেখতে দেবতে চলার সময়  
দিনের শেষে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—

প্রয়াগমভিতঃ পশ্য সৌমিত্রে ধূমমুত্তমম্।  
অগ্নৌর্ভগবতঃ কেতুং মনে সন্নিহিতো মুনিঃ ॥ ৫

'ভ্রাতঃ সৌমিত্র ! প্রয়াগের দিকে ভগবান অগ্নির  
ধ্বজারূপ ধূম লক্ষ্য করো ; মনে হচ্ছে নিকটেই কোনও  
মুনি আছেন।

নুনং প্রাপ্তাঃ স্ম সঙ্কেদং গঙ্গাযমুনৌর্ধ্ববরম্।  
তথাহি শ্রমতে শব্দো বারিশৌর্বারিঘর্ষজঃ ॥ ৬

'আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গা-যমুনার সঙ্কমস্থলে এসে



সেই আর সেইজনই দুই নদীর জলেব সংঘর্ষজাত শব্দ  
বলা যাবে।

পরিভ্রাণি বনজৈরুপজীবিত্তিঃ।

শিষ্যপাত্রমে যৈতে দৃশ্যে বিবিধা ক্রমাঃ ॥ ৭

‘বনজাত ফল-মূল-কাষ্ঠ প্রভা দ্বারা জীবিকা

একপাক্ষী ওষিহাসীরা গাছ কেটে নিয়ে গেছে : তাদের

‘বনজাত নানাপ্রকার বৃক্ষ আশ্রমে দেখা যাচ্ছে।’

নিন্দী তৌ সুখং গম্য লক্ষ্যমানে মিথাকরে।

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

লক্ষ্যমুদ্যোঃ সঙ্ঘৌ প্রাপ্তুর্নির্লয়ঃ মুনেঃ ॥ ৮

পিত্রা প্রব্রাজমানঃ মাং সৌমিত্রিরনুজঃ প্রিয়ঃ।

অয়মবগমন্ ভ্রাতা বনমেব শূত্রতঃ ॥ ১৫

‘পিতা কর্তৃক বনবাসে নির্বাসিত আমাকে অনুগমন

করে, বনবাসভরতধারী আমার এই প্রিয় অনুজ ভ্রাতা বনে

এসেছে।

পিত্রা নিযুক্তা ভগবন্ প্রবেক্ষ্যামব্রপোবনম্।

ধর্মমেবাচরিষ্যামব্রত মূলফলাপনাঃ ॥ ১৬

‘ভগবন্ ! পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আমরা

তপোবনে প্রবেশ করব এবং সেখানে ফলমূলাহারী হয়ে

ধর্মচরণ করব।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।

উপানয়ত ধর্মাত্মা গামর্ধ্যমুদকং ততঃ ॥ ১৭

ধীমান রাজপুত্রের কথা শুনে ধর্মাত্মা ঋষি ভরদ্বাজ

তার জন্য ধেনু, অর্ঘ্য ও জল (পাদোদক) আনিয়ে দিলেন।

নানাবিধানম্বরসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্।

ভেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসং চৈবাত্যকল্পয়ৎ ॥ ১৮

তখন উগ্র তপস্যার তাপে উত্তপ্ত সাংসারিক বন্ধন

যাঁর (সেই ঋষি ভরদ্বাজ) তাঁদের জন্য বনজাত নানাবিধ

ফলমূল ও পানীয় আহরণ করলেন এবং উপযুক্ত

বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করলেন।

মৃগপক্ষিভিরাসীনো মুনিভিষ্চ সমস্ততঃ।

রামমাগতমভ্যর্চ্য স্বাগতেনাগতং মুনিঃ ॥ ১৯

প্রতিগৃহ্য তু ভামর্চামুপবিষ্টং স রাঘবম্।

ভরদ্বাজোহ্রবীদ্ বাক্যং ধর্মযুক্তমিদং তদা ॥ ২০

পশুপক্ষী এবং মুনিগণ-পরিবৃত মহর্ষি ভরদ্বাজ

আশ্রমে আগত রামকে ‘স্বাগত’বাক্যে অভ্যর্থনা করলেন

এবং সেই স্বাগতকে প্রতিগ্রহণ করে উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রকে

ধর্মযুক্ত বাক্যে বললেন—

চিরস্যা খলু কাকুৎস্থ পশ্যামাহমুপাগতম্।

শ্রুতং তব ময়া চৈব বিবাসনমকারণম্ ॥ ২১

‘কাকুৎস্থকুলভূষণ রাম ! তোমার প্রতীক্ষায় থেকে

দীর্ঘকাল পরে আজ তোমায় দেখলাম ; অকারণে তোমার

নির্বাসনের কথাও শুনেছি।

অবকাশো বিবিক্তোহয়ং মহানদ্যোঃ সমাগমে।

পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বসন্তিহ ভবান্ সুখম্ ॥ ২২

‘দুই মহানদীর (গঙ্গা-যমুনার) সঙ্গমস্থল এই নির্জন

রমণীয় পুণ্যভূমিতে তুমি সুখে অবস্থান করো।’

এবমুক্তর বচনঃ ভগবাজেন রামনঃ।

প্রভাবাচ শুভঃ বাকাঃ রামঃ সর্বাংসে রতঃ॥ ২৩

যদি ভবদ্বাজ এই কথা বলায়, সকল পাণ্ডব মঙ্গল  
সাধনে নিরত রঘুনন্দন রাম এই মঙ্গলময় কথাগুলি  
বললেন।

ভগবতিত আসন্নঃ পৌরজানপদো জনঃ।

সুদর্শমিহ মাং প্রেক্ষ্য মনোহরমিমাশ্রমমঃ॥ ২৪

আগমিষ্যতি বৈদেহীঃ মাং চাপি প্রেক্ষকো জনঃ।

অনেন করণেনাচ্ছমিহ বাসং ন চোচ্যেৎ॥ ২৫

‘ভগবন্ ! এই স্থান থেকে নিকটেই নগর এবং  
জনবসতিপূর্ণ গ্রাম অবস্থিত। আমার মনে হচ্ছে, এখানে  
আমাদের দর্শন সুগম বলেই, আমার এবং বিদেহরাজ-  
তনয়া বৈদেহী সীতার দর্শনলাভে ইচ্ছুক জনগণ ভিড় করে  
এখানে আসবে ; এই কারণেই এখানে বাস করা আমি  
ভালো মনে করছি না।

একস্মে পশ্য ভগবদ্রামহানমুত্তমম্।

রমতে বর বৈদেহী সুখার্য জনকাম্বজা। ২৬

‘অতএব ভগবন্ ! একান্ত নিভৃতস্থানে আগ্রমের  
যোগ্য এমন এক উত্তম স্থান দেখে দিন, যেখানে  
বিদেহরাজতনয়া জানকী সুখে বিরাজ করবেন।’

এতদ্বুদ্ভা শুভঃ বাকাঃ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।

রাঘবস্য তু তদ্ বাক্যমর্থগ্রাহকমব্রবীৎ। ২৭

মহামুনি ভরদ্বাজ রঘুনন্দন রাম এর এইরকম  
মঙ্গলকর কথা শুনে, অর্ধপূর্ণ বাক্যে বললেন—

দশক্রোশ ইত্যন্ত গিরিগম্বিন্ নিবৎস্যসি।

মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ পর্বতঃ শুভদর্শনঃ॥ ২৮

‘বৎস ! এখান থেকে দশ ক্রোশ-দূরবর্তী স্থানে  
একটি পর্বত আছে, যে পর্বতটি পুণ্য ও শুভদর্শন এবং  
মহর্ষিগণসেবিত।

গোলাঙ্গুলানুচরিতো

বানরর্ক্ষনিবেবিতঃ

চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসমিডঃ॥ ২৯

‘গন্ধমাদনতুল্য চিত্রকূট নামে খ্যাত সেই পর্বতে  
গোলাঙ্গুল নামক বানর এবং ভল্লকেরা বাস করে,

যাবত চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।

কল্যাণানি সমাধন্তে ন পাশে কুরুতে মনঃ॥ ৩০

‘মানুষ যতক্ষণ চিত্রকূটের শৃঙ্গগুলি দর্শন করে,  
ততক্ষণ তার কল্যাণ সাধিত হয় এবং কখনও পাশে  
অগ্নিনিষ্ঠ হয় না।

ঋষয়স্তত্র বহবো নিরুজা শরদাঃ শতম্  
তপসা দিবমাকৃতাঃ কপালশিরসা সহ॥ ৩১

‘সেখানে অনেক পক্ষকেশযুক্ত ঋষি শত-শব্দ (শত  
বৎসর) কাল তপস্যা করে স্বর্গারোহণ করেছেন।  
প্রিনিষ্ঠবহঃ মনো তং বাসং ভবতঃ সুগম্।

ইহ বা বনবাসায় বস রাম ময়া সহ॥ ৩২

‘সেই নির্জন বাস তোমার পক্ষে সুখকর হবে বলে  
মনে করি, অথবা, রাম ! বনবাসের জন্য এখানে আমার  
সঙ্গেও বাস করতে পারো।’

স রামঃ সর্বকামৈস্তং ভরদ্বাজঃ প্রিয়াতিথিম্।

সভার্যং সহ চ জ্ঞাতা প্রতিজ্ঞাহ হর্ষয়ন্॥ ৩৩

মহর্ষি ভরদ্বাজ, প্রিয় অতিথি সন্তীক ও সম্রাট  
বামকে সকল প্রকার কাম্যবস্ত্র দ্বারা আনন্দ দান করে  
আপ্যায়িত করলেন।

তস্য প্রয়াগে রামস্য তং মহর্ষিমুপেষুঃ।

প্রপন্না রজনী পুণ্য চিত্রাঃ কথয়তঃ কথাঃ॥ ৩৪

প্রয়াগে অবস্থানকালে রামচন্দ্র সেই মহর্ষির নিকটে  
উপবিষ্ট হয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে থাকলেন,  
ইত্যবসরে পুণ্যময়ী রাত্রির আগমন ঘটল।

সীতাতৃতীয়ঃ কাকুৎস্থঃ পরিশ্রান্তঃ সুখোচিতঃ।

ভরদ্বাজশ্রমে রম্যে তাং রাত্রিমবসৎ সুখম্॥ ৩৫

সুখের জীবনে অভ্যস্ত কাকুৎস্থবংশীয় ত্রাতৃদ্বয় তৃতীয়া  
সীতাসহ পরিশ্রান্ত হয়ে ভরদ্বাজ মুনির সেই রমণীয় আশ্রমে  
সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করলেন।

প্রভাতায়াং তু শর্বর্য্যঃ ভরদ্বাজমুপাগমৎ।

উবাচ নরশার্দুলো মুনিঃ জ্বলিততেজসম্ ৩৬

রাত্রি প্রভাত হলে, নরশ্রেষ্ঠ রাম তপঃতেজে ভরদ্বাজ  
মুনি ভরদ্বাজের কাছে গিয়ে বললেন—

শর্বরীঃ ভগবদ্দা সত্যশীল তবাপ্রমে।

উষিতাঃ স্মোহহ বসতিমনুজানাতু নো ভবান্॥ ৩৭

সত্যসদ্ধ ভগবন্ ! আজ আমরা আপনার এই  
আশ্রমে সুখপূর্বক রাত্রিবাস করলাম ; এখন আপনি

আমাদের গন্তব্য বাসস্থানে যাওয়ার অনুমতি দিন।  
রাত্র্যঃ কু তস্যাঃ ব্যাঘ্রায়াঃ ভরদ্বাজোহ্রস্বীদিদম্।  
মধুমূলফলোপেতঃ চিত্রকূটঃ ব্রজেতি হ॥ ৩৮  
বাসমৌপয়িকঃ মনো তব রাম মহাবল।

রাত্রি প্রভাত হলে, মহর্ষি ভরদ্বাজ বললেন  
—‘মহাবল রাম ! মধু-ফল-মূলসম্পন্ন চিত্রকূটই তোমার  
বাসোপযোগী স্থান বলে মনে করি ; অতএব সেখানেই  
যাও।

নানানগপোপেতঃ কিমরোরগসেনিতঃ॥ ৩৯  
মধুনাদাভিরতো গজরাজনিষেবিতঃ।  
কমাতাঃ ভবতা শৈলশ্চিত্রকূটঃ স বিশ্রুতঃ॥ ৪০

‘বিভিন্নপ্রকার বৃক্ষপরিপূর্ণ, কিম্বরসেবিত ও  
সর্পসমাকুল, মধুরের কেকানিনাদিত এবং বিশালকায়  
হৃষ্টিপরিবৃত চিত্রকূট পর্বতে তুমি যাও।

পুশ্য রমণীয়স্ত বহুমূলফলায়ুত।  
তত্র কুঞ্জরযুধানি মৃগযুধানি চৈব হি॥ ৪১

নিচরন্তি বনাঙ্কেষু তানি দ্রক্ষসি রায়ব।  
গরিং প্রশবণপ্রস্থান দরীকন্দরনিবারণান্।

চরন্তঃ সীতয়া সার্বং নন্দিত্যতি মনস্তব॥ ৪২

‘পুণ্য এলং মনোরম সেই চিত্রকূট বহু ফল-  
মূলসমৃদ্ধ, বনমধ্যে হস্তীকুল এবং হরিণেরা বিচরণ করে,  
দেগলে মন্দাকিনী নদী, জলপ্রপাত, পর্বতকন্দর  
নির্মিত করে প্রযাচিতা নির্ঝরিত। রত্নকুজানন্দন ! সীতার  
সঙ্গে বিচরণকালে এই সকল দৃশ্য দর্শনে তুমি আনন্দিত  
হবে।

প্রহৃষ্টকোয়াটিভকোকিলদ্বয়ে-

বিনোদযাত্ৰঃ চ সূখং পরং শিবম্।

মৃগৈশ্চ মন্তৈর্বহুভিষ্ঠ কুঞ্জরৈঃ

সুরম্যামাসাদ্য সমাবসাপ্রায়ম্॥ ৪৩

‘আনন্দিত টিট্বিত এবং কোকিলের নিনাদে মুগ্ধবৃত্ত  
বহু মদমত্ত হস্তী ও হরিণের সুখে বিনোদনস্থান, সুন্দর  
মঙ্গলময় সেই আশ্রয় গ্রহণ করে বাস করো।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৪॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥

### পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (৫৫)

শ্রীরামাদির উদ্দেশ্যে ভরদ্বাজমুনির স্বস্তিবাচন, চিত্রকূটে যাওয়ার নির্দেশ দান ও পথের পরিচয় বর্ণন,  
স্বনির্মিত ভেলায় চড়ে রামাদির যমুনাপারে গমন, যমুনাদেবীর ও শ্যাম বটবৃক্ষের নিকট সীতাদেবীর  
প্রার্থনা এবং যমুনাতীরের বনপথে তিনজনের ভ্রমণ ও সমতলস্থানে রাত্রিযাপন

ঔষিহা রজনীঃ তত্র রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।  
মহর্ষিমভিবাদ্যাত্ব জগদ্রুতঃ গিরিং প্রতি॥ ১

ভরদ্বাজপ্রমে রাত্রিযাপন করে, বীর রাজপুত্রদ্বয়  
সীতার সঙ্গে একসঙ্গে মহর্ষিকে অভিবাদন জানিয়ে চিত্রকূট  
পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন।

ভেষাং স্বস্তায়নঃ চৈব মহর্ষিঃ স চকার হ।  
ঐহিতান্ প্রেক্ষ্য তাংশ্চৈব পিতা পুত্রানিবৌরসান্॥ ২  
পিতা যেমন ঔরস-পুত্রদের অন্যত্র যাত্রাকালে

করেন, তদ্রূপ মহর্ষি ভরদ্বাজ রাম-লক্ষ্মণ-সীতার যাত্রা  
করতে দেখে স্বস্তিবাচন করলেন।

ততঃ প্রচক্রমে বজ্জং বচনং স মহামুনিঃ।

ভরদ্বাজো মহাতেজা রামং সতাপরাক্রমম্॥ ৩

অতঃপর মহাতেজস্বী মহর্ষি ভরদ্বাজ সত্যসদ্ধ  
মহাপরাক্রমশালী রামকে বলতে আরম্ভ করলেন—

গঙ্গায়মুনয়োঃ সন্ধিমাসাদ্য মনুজর্ষভৌ।

কালিন্দীমনুগচ্ছতাং নদীং পশ্চানুখাগ্রিতাম্॥ ৪



‘নরশ্রেষ্ঠ ! গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে গিয়ে তোমরা  
পশ্চিমবঙ্গগারিনী যমুনার দিকে পাবে।

অথাসাদ্য তু কালিন্দীঃ প্রহিস্রোতঃসনাগতাম্।  
তস্যাস্তীর্থে প্রচরিতঃ প্রকামঃ প্রেক্ষ্য রামব।  
তত্র সূর্যঃ গ্রনঃ কৃদ্রা ভরতাঃশুনতীঃ নদীম্॥ ৫

‘বলুনন্দন ! অতঃপর প্রতিকূল শ্রোতদ্বয়ী যমুনা তীরে  
গিয়ে পৌঁছে তার লোকাকীর্ণ ঘাট দেখতে পাবে ;  
সেখানে তোমরা ভেলা তৈরি করে সূর্যকন্যা যমুনা নদী পাশ  
হবে।

ততো নাত্রোপমাসাদ্য মহাস্থঃ হরিতাজ্জদম্।  
পরীতঃ বচস্কিরীকঃ শ্যামঃ সিকোপসেবিতম্॥ ৬  
তস্মিন্ সীতাশ্চলিং কৃদ্রা প্রসুজ্জীতালিখাং ক্রিয়াম্।  
সমাসাদ্য চ তং বৃক্ষং বসেদ্ বাতিক্রমেত বা॥ ৭

‘অতঃপর বহু বৃক্ষপরিবৃত্ত সবুজ পত্রাচ্ছাদিত এবং  
সিদ্ধগণ-অর্চিত ‘শ্যাম’ নামে এক মহান বটবৃক্ষ দেখতে  
পাবে ; সীতা সেখানে সেই বৃক্ষের নিকটে গিয়ে  
কৃতান্তলিপুটে আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে। সেই বৃক্ষের  
নিকটে গিয়ে তার নীচে বিশ্রাম নিতে পারো অথবা সেখানে  
থেকে এগিয়ে যেতে পারো।

ক্রোশমাত্রঃ ততো গঙ্গা নীলং প্রেক্ষ্য চ কাননম্।  
শল্পকীবদরীমিশ্রং রমাং বংশৈশ্চ যানুনৈঃ॥ ৮

‘সেখান থেকে এক ক্রোশ পথ গিয়ে নীল বন  
দেখতে পাবে, যা শল্পকী (আমলকীর মতো একপ্রকার ফল)  
এবং বদরীফলের (কুল) বৃক্ষে এবং যমুনার তীরবর্তী  
বাঁশের বনে রমণীয়।

স পছাচ্ছিকৃৎস্যা গতস্য বহুশো ময়া।  
রমো মাদবদুস্ত্য দানৈশ্চৈব বিবর্জিতঃ॥ ৯

‘চিক্রকূট যাওয়ার সেই পথ রমণীয়, কোমল এবং  
দাবানলবর্জিত ; এইপথে আমি অনেকবার গিয়েছি।’

ইতি পছানমাদিশ্য মহর্ষিঃ সম্ভাবর্তত।  
অভিবাদ্য তথৈত্বাক্ষা রামেণ বিনিবর্তিতঃ॥ ১০

মহর্ষি রামকে এইভাবে পথের নির্দেশ দিয়ে নিবৃত্ত  
হলেন ; রামও ‘তাই হবে’ এই বলে মহর্ষিকে অভিবাদন  
জানিয়ে তাকে পুনরায় অগ্রসর হওয়া থেকে নিবৃত্ত  
করলেন।

উপাবৃষ্টে মুনৌ তস্মিন্ রামো লক্ষ্মণব্রতীঃ।

কৃতপূণ্যঃ স্য ভদ্রং তে মুনির্গমোক্তনুকম্পতে॥ ১১

মহর্ষি ভবরাত্ত, রামের অনুবোধে নিজ আশ্রমে  
প্রত্যাবর্তন করলে, রাম-লক্ষ্মণকে বললেন—‘ভাটি লক্ষ্মণ!  
তোমার কল্যাণ হোক ! আমরা পূর্বে নিশ্চয়ই কেম  
পূণ্যকর্ম করেছি, তাই মহর্ষি আমাদের প্রতি অনুকম্প  
করেছেন।’

ইতি তৌ পুরুষব্যাচৌ মন্থয়িত্বা মন্থিনৌ।  
সীতামেবগ্রতঃ কৃদ্রা কালিন্দীং জগ্মদুনদীম্॥ ১২

সেই মন্থী পুরুষসিংহ দুজন এইভাবে আলোচনা  
করে, সীতাকে সামনে নিয়ে কালিন্দী (যমুনা) নদীর দিকে  
চলতে লাগলেন।

অথাসাদ্য তু কালিন্দীঃ শীঘ্রস্রোতস্বিনীঃ নদীম্।  
চিন্তামাপেদিরে সদ্যো নদীজলতিতীর্ববঃ॥ ১৩

অতঃপর তাঁরা তীব্র স্রোতস্বিনী কালিন্দী নদীতীরে  
এসে শীঘ্র সেই নদীজলপ্রবাহ পার হওয়ার জন্য চিন্তা  
করতে লাগলেন।

তৌ কাষ্ঠসংঘাটমথো চক্রতুঃ সুমহাপ্রবম্।  
শুদ্রৈর্বংশৈঃ সমাকীর্ণমুশীরৈশ্চ সমাবৃতম্॥ ১৪

ততো বৈতসশাখাশ্চ জম্বুশাখাশ্চ বীর্ববান্  
চকার লক্ষ্মণশ্চিহ্না সীতায়াঃ সুখমাসনম্॥ ১৫

অতঃপর তাঁরা দুজন আহত শুষ্ক বেনামূল দ্বারা  
আচ্ছাদিত ভাসমান একটি কাঠের ভেলা তৈরি করলেন।  
তারপর লক্ষ্মণ বেতের শাখা এবং জামগাছের শাখা ছেঁদন  
করে তা দিয়ে সীতার জন্য একটা সুখাসন নির্মাণ করলেন।  
তত্র শ্রিয়মিবাচ্ছিয়াং রামো দাশরথিঃ প্রিয়াম্।  
দৈবংস লজ্জমানাং তামধ্যারোপয়ত প্রবম্॥ ১৬

পার্শ্বে তত্র চ বৈদেহ্যা বসনে ভূষণানি চ।  
প্রবে কঠিনকাজ্জং চ রামশ্চক্রে সমাহিতঃ॥ ১৭

দশরথনন্দন রাম দেবী লক্ষ্মীস্বরূপা অচিন্তনীয়, ঈশ  
সলজ্জা প্রিয়া সীতাকে ওই ভেলায় আরোহণ করলেন।  
অতঃপর শ্রীবামচন্দ্র সেই ভেলায় সীতার আসনের পাশে  
সীতার বসন-ভূষণ ও বসিত্রাদি রেখে দিলেন।  
যারোপা সীতাঃ প্রথমঃ সংঘাটঃ পরিশূন্য তৌ।  
ততঃ প্রভেদত্বদ্বৌ শ্রীতৌ দশরথাস্বদ্বৌ॥ ১৮

সেই ভেলায় প্রথমে সীতাকে উঠিয়ে তারপর দাঁড়  
নিয় লক্ষ্মণনন্দন দুজন সানন্দে নদী পার হতে লাগলেন।  
কলিঙ্গীমধ্যমায়াতা সীতা স্বেনামবন্দত।

কি দেবি তরামি হাং পারয়েয়ে পতিব্রতম্ ॥ ১৯

যমুনা নদীর মধ্যভাগে এসে সীতা যমুনার বন্দনা  
কর ফেলেন - 'দেবি ! কল্যাণ করুন, আপনাকে পার  
হয় বাছি। আমার পতি যেন নির্বিঘ্নে ব্রত সমাপন করতে  
পারেন।

কল্য হাং গোসহশ্রেণ সুরাঘটশতেন চ।

কি প্রভাগতে রামে পূরীমিচ্ছাকুপালিতাম্ ॥ ২০

'ইচ্ছাকুবংশীয়দের দ্বারা পালিতা অযোধ্যাপুরীতে  
রাম কল্যাণের সঙ্গে কিরে এলে আমি সহস্র গরু এবং  
হস্ত ঘটে দেবদুল্লভ পদার্থ দান করে আপনার পূজা  
করব।'

কলিঙ্গীমধ্যমায়াতা সীতা তু যাচমানা কৃতাজলিঃ।

কীরমোভিসম্প্রাপ্তা দক্ষিণং বরবর্ণিনী ॥ ২১

সুন্দরী সীতা করজোড়ে যমুনার কাছে (এইভাবে)  
প্রার্থনা করতে করতেই তারা তিনজনে দক্ষিণ তীরে চলে  
এলেন।

চতঃ প্রবেনাং শুভতীঃ শীগ্রগামূর্মিমালিনীম্।

কীরজবর্ষভিবৃক্ষঃ সন্তেরুর্মুনাং নদীম্ ॥ ২২

তারপর তারা নদীতীরজাত বহুবিধ বৃক্ষে সুশোভিতা,  
জলসজ্জা দ্রুতগামিনী সূর্যকন্যা যমুনা নদী ভেলায় চেপে  
পার হয়ে গেলেন।

তে তীর্থাঃ প্রবমুৎসৃজ্য প্রহায় যমুনাবনাৎ।

শ্যামঃ নাত্রোধমাসেদুঃ শীতলং হরিতচ্ছদম্ ॥ ২৩

তারা যমুনা পার হয়ে ডেলা ছেড়ে দিলেন এবং  
যমুনা তীরের বন থেকে প্রস্থান করে শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত  
শীতল ছায়াবিশিষ্ট 'শ্যাম' নামক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয়  
লিলেন।

নাত্রোধঃ সমুপাগম্য বৈদেহী চাভ্যবন্দত।

নমস্তেহস্ত মহাবৃক্ষ পারয়েয়ে পতিব্রতম্ ॥ ২৪

সীতা বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে তাঁকে বন্দনা করে  
ফেলেন - 'হে মহাবৃক্ষ ! আপনাকে প্রণাম। আপনি  
কলিবার্দ করুন, আমার স্বামী যেন বনবাসব্রত সুষ্ঠুভাবে

পালন করতে পারেন।

কৌশল্যাং চৈব পশ্যাম সুমিত্রাং চ যশস্বিনীম্।

ইতি সীতাজলিঃ কৃত্বা পর্বগচ্ছন্নমহিনী ॥ ২৫

'বনবাসের অবসানে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে আমরা  
যেন মাতা কৌশল্যা এবং মহীয়সী সুমিত্রাদেবীকে দেখতে  
পাই' - এই বলে মহানন্দিনী সীতা কৃতাজলিপুটে বৃক্ষকে  
প্রদক্ষিণ করলেন।

অনলোকা ততঃ সীতামায়াচক্রীমনিন্দিতাম্।

দগ্ধিতাং চ বিধেয়াং চ রামো লক্ষ্মণমববীৎ ॥ ২৬

তখন প্রাণপ্রিয়া ও অনুকূলচারিণী আনন্দিতা সীতাকে  
প্রাণনারতা দেখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন -

সীতামাদায় গাচ্ছ দ্বমগ্রতো ভরতানুজ।

পৃষ্ঠতোহনুগমিষ্যামি সায়ুধো দ্বিপদাং বর ॥ ২৭

'নরশ্রেষ্ঠ ভরতানুজ ভাই লক্ষ্মণ ! তুমি সীতাকে নিয়ে  
আগে আগে চলো, আমি অস্ত্র নিয়ে তোমাদের অনুসরণ  
করব।

যদ্ যৎ ফলং প্রার্থয়তে পুষ্পং বা জনকাস্বজা।

তৎ তৎ প্রযচ্ছ বৈদেহ্যা যত্রাস্যা রমতে মনঃ ॥ ২৮

'জনকতনয়া সীতা যে যে ফল বা ফুল চাইবেন, সেই  
সেই ফল-ফুল তাঁকে দেবে, যাতে বিদেহরাজতনয়ার মন  
প্রফুল্ল থাকে।'

একৈকং পাদপং গুপ্তাং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্।

অদৃষ্টরূপাং পশান্তী রামং প্রপচ্ছ সাবলা ॥ ২৯

বলশালী দুই হস্তীর মধ্যে কল্যাণী হস্তিবধূর মতো  
রাম-লক্ষ্মণের মাঝখানে থেকে জনকতনয়া সীতা  
চলেছেন, যেতে যেতে সেই সুন্দরী অদৃষ্টপূর্ব এক-একটি  
বৃক্ষ, গুপ্তা বা পুষ্পিতা লতা দেবে রামকে তাদের পরিচয়  
জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

রমণীয়ান্ বহুবিধান পাদপান্ কুসুমোৎকরান্।

সীতাবচনসংরক্তা আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥ ৩০

সীতার কথানুসারে লক্ষ্মণ দ্রুত নানাবিধ মনোরম  
পুষ্পগুচ্ছ ও তরুশাখা নিয়ে এলেন এবং তাঁকে  
দিলেন।

বিচিত্রবালুকজলাং হংসসারসনাদিতাম্।

রেমে জনকরাজস্যা সূতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্ ॥ ৩১

জনকবান্ধবান্ধবী দীপ্যমান বিচিত্র বাল্যকাল্যে ও  
জলশোভিতা এবং হংস ও শাকসব কলনিমিত্তে মুখবিত্তা  
যমুনা নদী দেখে আনন্দিতা হলেন।  
ক্লেশমাত্রঃ তত্তে পত্নী ভ্রাতরৌ বামলক্ষণৌ।  
বহুন্ মেঘান্ মৃগান্ হস্তা চেনতুর্গমনাননে॥ ৩১  
অতঃপর্ব দুই লাঠি বাম লক্ষণ এক ক্লেশমাত্র পল  
শিখিট, বহু ছিংগ পশু বহু করে যমুনার তীরবর্তী গমন  
বনে বিচরণ করতে লাগলেন।

বিহত্যা তে বহিঃপুণ্যনাদিতে  
স্ততে বনে কারশবানরাযুতে।  
সমঃ নদীবপ্রমুণ্ডতা মন্তরঃ  
নিবাসমাজ্জঘূরদীনদর্শনাঃ  
উদারদৃষ্টিসম্পন্ন রাম-সীতা-লক্ষণ  
কলাফানি নিনাদিত তথা হস্তী ও বানর সমাকুল  
মনোবশ বনে বিচারণ করে, পর্বে শিখি ঘমুনার তীর  
গিয়ে একসঙ্গে অবস্থান করলেন।

ইত্যন্থে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকৃত্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বাম্পীকি বিবর্তিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

### ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

অরুণাশোভা দেখতে দেখতে শ্রীরামাদির চিত্রকূটে প্রবেশ : সেখানে বাম্পীকি নামে এক মুনির (রামায়ণ-  
প্রণেতা নন) দর্শন লাভ, শ্রীরামের নির্দেশে লক্ষণ কর্তৃক পর্ণশালা নির্মাণ এবং গজকন্দ উৎসর্গ  
করে বাস্তব পূজানন্তর তাঁদের পর্ণশালায় প্রবেশ

অথ রাত্র্যাং ব্যাভীতায়ামবসুপ্তমনন্তরম্।  
প্রবোধয়ামাস শনৈর্লক্ষণঃ রঘুপুঙ্গবঃ॥ ১  
তারপর রাত্রিশেষে জেগে উঠে রাঘবশ্রেষ্ঠ  
শ্রীরামচন্দ্র তদ্রাচ্ছন্ন লক্ষণকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে  
তুললেন।  
সৌমিত্রে শৃণু বন্যানাং বহু বাহরতাং স্বনম্।  
সম্প্রতিষ্ঠামহে কালাঃ প্রহানস্যা পরজ্ঞপ॥ ২  
তারপর রাম লক্ষণকে বললেন—‘ভাই সুমিত্রা-  
নন্দন ! বন্য বিহগকুলের মধুর কাকলি শ্রবণ করো। হে  
শত্রুসম্ভাপক! এখনই যাত্রার সময়, চলো আমরা যাত্রা  
করি।’  
প্রসুপ্তস্ত ততো ভ্রাতা সময়ে প্রতিবোধিতঃ।  
জহৌ নিদ্রাং চ ভ্রাতাং চ প্রসজ্ঞং চ পরিশ্রমম্॥ ৩  
তখন নিদ্রিত লক্ষণ যথাসময়ে জোষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক  
জাগরিত হয়ে নিদ্রা, ভ্রাতা এবং দীর্ঘ পথ চলার  
পরিশ্রমজাত-ক্লান্তি ত্যাগ করলেন।

তত উখায় তে সর্বে স্পৃষ্টা নদ্যাঃ শিবং জলম্।  
পহানমৃষিভিজুষ্টিং চিত্রকূটস্য তং যযুঃ॥ ৪  
তারপর তাঁরা সকলে উখিত হয়ে প্রাতঃকৃত্যনি  
সমাপনান্তে নদীর পবিত্র জল স্পর্শ করে ঋষিগণ-প্রদর্শিত  
পথে চিত্রকূটের দিকে চলতে লাগলেন।  
ততঃ সম্প্রহিতঃ কালে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।  
সীতাঃ কমলপত্রাঙ্কিমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫  
সেই সময় লক্ষণের সঙ্গে চলাব পথে রাম  
পদ্মপদ্মশনয়না সীতাকে আলোচ্য কথ্যগুলি বলতে  
লাগলেন—  
আদীপ্তানিব বৈদেহি সর্বতঃ পুষ্পিতান্ নগান্।  
ঐষে পুষ্পৈঃ কিংস্কান্ পশা মালিনঃ শিশিরাতরে॥ ৬  
‘অযি বিদেহরাজনন্দিনি ! শীত চলে যাওয়ায় বন্য  
সমাগমে পুষ্প সুশোভিত, পুষ্পমালাধারী পর্বতগুলির  
সর্বত্র পুষ্পের মনোরম শোভা এবং অগ্নির নাথ প্রদীপ্ত  
পলাশের সমারোহ দেখো।



পশা তল্লাভকান্ বিধান্ নরৈরনুপসেবিতান্,  
ফলপুষ্পপরিবনতান্ নুনং শক্যাম জীবিতুম্॥ ৭  
‘ফল এবং পুষ্পভারে অবনত তল্লাভক এবং  
বিষকুণ্ডলি দেখো ; কোনও মানুষই এদের পরিচর্যা  
করে না, তথাপি এরা জীবিত থাকতে সমর্থ। এদের  
দ্বারা আমরাও ফলমূল আহাৰ করে বেঁচে থাকতে  
নবব।’

পশা দ্রোণপ্রমাণানি লক্ষ্মণানি লক্ষ্মণ।  
মুনি মধুকারীভিঃ সঙ্কতানি নগে নগে॥ ৮  
তারপর লক্ষ্মণকে বললেন—‘লক্ষ্মণ । দেখো,  
মৌমাছির দ্বারা দ্রোণ প্রমাণ মধুসঞ্চিত মৌচাক গাছে  
গাছে ঝুলছে।

এব হ্রেশতি নভ্যহস্তঃ শিখী প্রতিকুজতি।  
রমণীয়ে বনোদ্দেশে পুষ্পসংস্করসংকটে॥ ৯  
‘স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত পুষ্পসম্ভারে রমণীয় বন-  
ভূমিতে ডাহক ডাকছে আর মধুর তার প্রতিধ্বনি করছে।  
স্নাতকযুথানুসৃতঃ পক্ষিসংঘানুদিতম্।

চিত্রকূটমিমং পশ্য প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্॥ ১০  
‘দেখো, উচ্চশিখরসমৃদ্ধ এই চিত্রকূট পর্বতে দলে  
দলে হাতিরা বিচরণ করছে আর পাখিরা মধুর কূজন  
করছে।

সমভূমিতলে রম্যে ক্রমৈর্বহুভিরাবৃত্তে  
পুষ্পো রংস্যামহে তাত চিত্রকূটস্য কানদে॥ ১১

‘বৎস ! বহু বৃক্ষছায়াসমৃদ্ধ পুষ্প চিত্রকূটের  
সমভূমির রমণীয় কাননে আমরা সানন্দে বিচরণ করব।’  
ততস্তৌ পাদচারণে গচ্ছন্তৌ সহ সীতয়া।

রম্যাসেদভূঃ শৈলং চিত্রকূটং মনোরমম্॥ ১২  
অবশেষে তাঁরা দুই ভাই সীতার সঙ্গে পদরজে  
হাঁটতে হাঁটতে রমণীয় ও মনোরম চিত্রকূট পর্বতে চলে  
এলেন।

তং তু পর্বতমাসাদ্য নানাপক্ষিগণায়ুতম্।  
বহুমূলফলঃ রম্যঃ সম্পন্নসরসোদকম্॥ ১৩

নানাপক্ষিসমাকুল, রমণীয় বহু ফলমূলসমৃদ্ধ  
সুবাসু জল-সমন্বিত সেই পর্বতে এসে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে  
বললেন—

মনোজোহয়ং গিরিঃ সৌম্য নানাক্রমলভায়ুতঃ।  
বহুমূলফলো রম্যঃ জাজীবঃ প্রতিষ্ঠতি মে॥ ১৪

‘সৌম্য লক্ষ্মণ ! নানাপ্রকার বৃক্ষলতা-সমন্বিত বহু  
ফলমূল-সমৃদ্ধ রমণীয় এবং মনে আহ্লাদজনক এই পর্বত  
আমাদের সুখে জীবনধারণের অনুকূল স্থান বলে আমার  
মনে চলেছে।

মুনরাস্ত মহানানো বসন্ত্যগ্নিঃ শিলোচ্চয়ে।  
অয়ং বাসো ভবেৎ তাত বয়মত্র বসেমহি॥ ১৫

‘এই প্রস্তরপুঞ্জের অর্থাৎ পর্বতের উপরে অনেক  
মহাত্মা এবং মুনি বাস করেছেন ; অতএব বৎস !  
এখানেই আমাদের বাসস্থান হবে, আমরা এখানেই বাস  
করব।’

ইতি সীতা চ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাজ্জলিঃ।  
অভিগম্যাশ্রমং সর্বৈ বাল্মীকিমন্ডিবাদয়ন্॥ ১৬

শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বললে, সীতা, রাম এবং লক্ষ্মণ  
সকলে আশ্রমে গিয়ে করজোড়ে বাল্মীকি মুনিকে প্রণাম  
জানালেন।

তান্ মহর্ষিঃ প্রমুদিতঃ পূজয়ামাস ধর্মবিৎ।  
জাস্যতামিতি চোবাচ স্বাগতং তং নিবেদ্য চ॥ ১৭

ধর্মজ্ঞ মহর্ষি সানন্দে ও সসম্মানে তাঁদের স্বাগত  
জানিয়ে সমাদরের সঙ্গে বললেন—‘উপবেশন করুন’।

ততোহব্রবীন্মহাবাহুল্লক্ষণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।  
সন্নিবেদ্য যথান্যায়মাস্তানমুখয়ে প্রভুঃ॥ ১৮

অতঃপর লক্ষ্মণাগ্রজ মহাবীর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ঋষির  
কাছে আত্মপরিচয় যথাযথ জানিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—

লক্ষ্মণানয় দারুণি দৃদানি চ বরাণি চ।  
কুরুদাবসথং সৌম্য বাসে মেহভিরতং মনঃ॥ ১৯

‘সৌম্য লক্ষ্মণ ! শক্ত শ্রেষ্ঠ কাঠ নিয়ে এসে কুটির  
নির্মাণ করো। এখানেই বাস করার জন্য আমার মনে  
অভিলাষ হয়েছে।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিবিবিধান্ ক্রমান্।  
আজহার ততশ্চক্রে পর্ণশালামরিন্দমঃ॥ ২০

শত্রুবিজয়ী সুমিত্রানন্দন শ্রীরামের সেই নির্দেশ শুনে  
নানারকম গাছের কাঠ সংগ্রহ করে পর্ণকুটির নির্মাণ  
করলেন।

তাং নিমিত্তাঃ বন্ধকটীঃ দৃষ্টা রামঃ সুদর্শনাম্।

তদ্রূপমাগমেক্রমিৎ বচনমব্রবীৎ॥ ২১

সুন্দর শক্ত কাণ্ড নির্মিত দৃষ্টিগতি পূর্ণকৃষ্ণের দেখে,  
একান্ত নিঃস্বাভা সেবাশ্রয়ণ সুদর্শন লক্ষণকে রাম  
বললেন।

ঐশেয়াঃ মাং সমাজতা হালাং দক্ষ্যামহে বয়ম্।

কর্তব্যঃ ব্যাপ্যমনঃ সৌমিত্রে চিরজীবিতঃ॥ ২২

‘আই সৌমিত্র! গজকন্দে সাবভাগ সংগ্রহ করে’<sup>(১)</sup>  
আমরা বাহ্যশাস্তি করব; কাবণ, দীর্ঘজীবনাকাঙ্ক্ষীদের  
বাহ্যশাস্তি অবশ্য কর্তব্য।

মৃগং হস্তাহনয় কিংবা লক্ষ্যমেহ শুভেক্ষণ।

কর্তব্যঃ শাস্তব্রটো হি বিধির্মমনুষ্মতঃ॥ ২৩

‘শুভদর্শন লক্ষণ! শীঘ্র একটি গজকন্দ’<sup>(২)</sup> তুলে  
এখানে নিয়ে এসো। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসরণ করা উচিত;  
তাই বর্মকে স্মরণ করো।’

হৃদ্বর্চনমাভ্যায় লক্ষণঃ পরবীরহা।

চকার চ যথোক্তঃ হি তং রামঃ পুনরব্রবীৎ॥ ২৪

বীর শত্রুহতা লক্ষণ, বড় তাই-এর (দাদার) আদেশ  
জেনে নিয়ে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে কাজ করলেন; তাঁকে  
রামচন্দ্র আবার বললেন—

ঐশেয়াঃ প্রপদ্যন্তেচ্ছালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্।

ত্বয় সৌমানুহর্ভোহয়ং ক্রবচ্চ দিবসো হুয়ম্॥ ২৫

‘এই গজকন্দ সেদ্ধ করো, আমরা বাস্তবপূজা করব।  
আজকের এই দিনটি “ক্রবচ্চ”-নক্ষত্রযুক্ত শুভ মুহূর্ত;  
অতএব তাড়াতাড়ি করো।’

স লক্ষণঃ কৃষ্ণ মৃগং হস্তা মেধাং প্রতাপবান্।

অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিধে জাতবেদসি॥ ২৬

তখন সুমিত্রানন্দন প্রতাপশালী লক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণ  
গজকন্দ ছলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন।

তৎ তু পক্ষং সমাজায় নিষ্টপ্তং হিরণ্যোশিতম্।

লক্ষণঃ পুরুষন্যায়মথ রাঘবমব্রবীৎ॥ ২৭

অতঃপাৎ, গজকন্দ সেদ্ধ হয়েছে বুঝে, লক্ষণ  
নবসিংহ রঘুনন্দন বামকে বললেন—

অয়ং সর্বঃ সমস্তাঃ শূতঃ কৃষ্ণমৃগো ময়া।

দেনতা দেনসংকাশ যজ্ঞস কুশলো হসি। ২৮

‘সর্বাঙ্গসুন্দর এই কৃষ্ণবর্ণ গজকন্দ আমি সম্পূর্ণ  
সেদ্ধ করেছি; দেবগণের দক্ষ দেবতুল্য আপনি দেবদ্র  
করুন।’

রামঃ স্নাত্ব তু নিয়তো গুণবান্ধবকোবিনঃ।

সংগ্রহণাকরোৎ সর্বান মন্ত্রান সজ্ঞাবসানিকান্॥ ২৯

গুণবান্ধব-প্রাজ্ঞ রাম স্নানান্তে সংযমপালন-  
পূর্বক সংক্ষেপে বাস্তবপূজা সমাপ্তির সকল মন্ত্র পাঠ  
করলেন।

হুত্ব দেবগণান্ সর্বান বিবেশাবসথঃ শুচিঃ।

বভূব চ মনোহ্লাদো রামস্যামিত্তেজসঃ॥ ৩০

অভীষ্ট দেবগণকে পূজা করে পবিত্রচিত্তে সীতা ও  
লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে রাম বাসগৃহে প্রবেশ করলেন; তাতে  
অমিততেজা রামের মন আনন্দে পূর্ণ হল।

বৈশ্বদেববলিং কৃদ্ধা রৌদ্রং বৈষ্ণবমেব চ।

বাস্তবশম্ভনীয়ানি মজ্জলানি প্রবর্তয়ন্॥ ৩১

জপং চ ন্যায়তঃ কৃদ্ধা স্নাত্বা নদ্যাং যথাবিধি।

পাপসংশমনং রামচকার বলিমুক্তম্॥ ৩২

শ্রীরামচন্দ্র নদীতে যথাবিধি স্নান করে  
বৈশ্বদেবগণকে বলিপ্রদানপূর্বক রুদ্রযাগ ও বিষ্ণুযাগ  
সম্পন্ন করলেন; পরে বাস্তবশাস্তির মাস্তুলিক ক্রিয়া এবং  
যথাবিধি গায়ত্র্যাদি জপ সমাপনান্তে পঞ্চসূনা পাপ প্রশমনের  
জন্য উত্তম বলিপ্রদান করলেন।

বেদিহলবিধানানি চৈত্যান্যায়তনানি চ।

আশ্রমস্যানুরূপানি হ্যপয়ামাস রাঘবঃ॥ ৩৩

রঘুনন্দন রাম আশ্রমের যোগ্য বেদিহল (ইন্দ্র, অগ্নি,  
যম, নৈর্ধতি, বরুণ, বায়ু, কুবের এবং মহাদেব—এই ষট্

(১) ‘ঐশেয়া মাংসম্’-এর অর্থ হল গজকন্দ নামক কন্দ-বিশেষের সারভাগ। এই প্রসঙ্গে মাংস সম্পর্কিত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়, কেননা এরাপ অর্থ করা হলে ‘হিরা মুনিবদামিষম্’ (২।২০।২৯), ‘ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে’ (২।৩৪।৪৫) এবং ‘ধর্মমেবাচারিযামস্ত্র মূলফলাশনাঃ’ (২।৫৪।১৬) ইত্যাদি রূপে শ্রীরাম কথিত প্রতিজ্ঞার বিপরীত অর্থ করা হবে। এই সকল বাক্য দ্বারা নিরামিষ জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে ফল-মূল খেয়ে ধর্মচরণের কথা বলা হয়েছে। ‘রামো দ্বির্নাভিভাষতে’ (রামচন্দ্র দু রকমের কথা বলেন না, একবার যা বলেন তাতেই অটল থাকেন) এই কথনানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞার অন্যথা হয় না।

(২) মদনপালন নিঘণ্টনসারে ‘মৃগ’ শব্দের অর্থ হল ‘গজকন্দ’।

দ্বিপালের বলিপ্রদানের আটটি বেদি), চৈত্যা (যজ্ঞগৃহ) এবং দেবমন্দির স্থাপন করলেন।

তাং বৃক্ষশর্চ্ছদনাং মনোজ্ঞাঃ  
যথাপ্রদেশঃ সুকৃতাঃ নিবাতাম্।

যাসাম্ সর্বে বিবিধঃ সমেতাঃ  
সভাঃ যথা দেবগণাঃ সুধর্মাম্ ॥ ৩৪

দেবগণ যেমন দেবসভায় প্রবেশ করেন, সেইরকম ব্রহ্ম-সীতা-লক্ষ্মণ সকলে একসঙ্গে বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত, ঘনোন্নত, বায়ুবেগসহনশীল সুনির্মিত পর্বকুটীরে

প্রবেশ করলেন।

সুবম্যামাসাদা তু চিত্রকূটং  
নদীং চ তাং মাশানতীং সুতীর্থাম্।

নন্দন ছাটো মৃগশক্তিভূতাঃ  
জহৌ চ দুঃখং পুরনিপ্রবাসাৎ ॥ ৩৫

পশু-পক্ষী-সমাকুল, স্নানের জন্য সুন্দর সুন্দর ঘাটসমৃদ্ধ মৃগশক্তি নদীতীরে, রমণীয় চিত্রকূট পর্বতে এসে, জাভা ও পল্লীসহ রামচন্দ্র দৃষ্টচিহ্ন হয়ে অযোধ্যা নগরী থেকে নির্বাসনের দুঃখ ভুলে গেলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে বাম্বায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

### সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (৫৭)

সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, তাঁর মুখে রামাদির সংবাদ শুনে অস্তুঃপুরুষদের ও পুরবাসীদের বিলাপ এবং রাজা দশরথ ও কৌশল্যার মুচ্ছাপ্রাপ্তি

কথয়িত্বা তু দুঃখার্থঃ সুমন্ত্রেণ চিরং সহ।  
রামে দক্ষিণকূলগ্ছে জগাম স্বগৃহং গুহঃ ॥ ১

রামচন্দ্র গঙ্গার দক্ষিণতীরে চলে গেলে, দুঃখার্থ গুহ সুমন্ত্রের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে নিজগৃহে চলে গেলেন।

ভরদ্বাজভিগমনং প্রয়াগে চ সভাজনম্।  
আ গিরেগমনং তেষাং তত্রহৈরভিলক্ষিতম্ ॥ ২

রাম-সীতা-লক্ষ্মণের ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে গমন, প্রয়াগে ঋষিগণ কর্তৃক সংবর্ধনা লাভ এবং চিত্রকূট পর্বতে গমন—এই সকল সংবাদ, গুহ কর্তৃক প্রেরিত শৃঙ্গবের-পুরের মানুষদের কাছ থেকে গুহ এবং সুমন্ত্র জানতে পারলেন।

অনুজ্ঞাতঃ সুমন্ত্রোহুথ যোজয়িত্বা হর্যোত্তমান্।  
অযোধ্যামেব নগরীং প্রযয়ৌ গাঢ়দূর্মনাঃ ॥ ৩

অতঃপর সুমন্ত্র ভারতব্রাহ্ম মনে গুহের অনুমতিক্রমে গুহে উত্তম অশ্বগুলি সংযোজিত করে অযোধ্যা নগরীর প্রতি যাত্রা করলেন।

স বনানি সুগন্ধীনি সরিতচ্চ সরাংসি চ।  
পশান্ যন্তো যয়ৌ শীঘ্রং গ্রামাশি নগরারি চ ॥ ৪

সুমন্ত্র চলার পথে পুষ্পের সুগন্ধে ভরপুর অরণ্য-সকল, নদী, সরোবর, গ্রাম এবং নগরী সব দেখতে দেখতে দ্রুত চলতে লাগলেন।

ততঃ সায়াক্ষসময়ে দ্বিতীয়েহহনি সারথিঃ।  
অযোধ্যাং সমনুপ্রাপ্য নিরানন্দাং দদর্শ হ ॥ ৫

অতঃপর সারথি সুমন্ত্র দ্বিতীয় দিনে সায়ংকালে অযোধ্যায় পৌঁছে দেখলেন, সারা নগরী নিরানন্দে পরিপূর্ণ।

স শূন্যামিব নিঃশব্দাং দৃষ্ট্বা পরমদূর্মনাঃ।  
সুমন্ত্রস্তিত্ত্বয়ামাস শোকবেগসমাহতঃ ॥ ৬

সুমন্ত্র অযোধ্যানগরীকে জনশূন্য এবং শব্দহীন দেখে অত্যন্ত দুঃখিত এবং শোকের আবেগে অভিভূত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—

কচ্চিন্ন সগজা সান্থা সজনা সজনাশিখা।  
রামসত্তাপদুঃখেন দক্ষা শোকায়ি পুরী ॥ ৭



‘শ্রীমদ্রামায়ণে শোকাগ্নিতে চন্দ্রা, অশ্রু,  
জনগণ এবং মহারাজসহ অযোধ্যাপ্রাণী দগ্ধা তদে  
গেহে কি।’

ইতি মিথ্যাপন্য সুতো বার্জিঃ শ্রীমদ্রামায়ণে।

দশরথরামায়ণে ত্রিতঃ প্রবিলেশঃ ১৮

সুতঃ সুমন্ত্রঃ এতং চিত্ত্বা করে ক্রতুগামী অগ্রেণ সাভায়ে  
নগরেন ধাত্রে এসে ক্রতু নগরে প্রবেশ করিলেন।

সুমন্ত্রমভিষাবতঃ শতশোহতঃ সহস্রশঃ।

ক রাম ইতি পুচ্ছতঃ সুতমভ্যাবনু নরাঃ ১৯

তখন শত শত সহস্র সহস্র মানুষ সুমন্ত্রের দিকে  
দৌড়ে গিয়ে ‘কোথায় রাম’, এই কথা জিজ্ঞাসা করতে  
করতে তাঁর গিছনে গিছনে ছুটে লাগল।

তেষাং শশংস গদ্যামহমাপৃচ্ছ রাঘবম্।

অনুজ্ঞাতো নিবৃত্তোহস্মি ধার্মিকেন মহাবান ১০

সুমন্ত্র পশ্চাদ্গামী জনগণকে বললেন, ‘গঙ্গাতীরে  
রামকে বিদায় জানিয়ে, সেই ধার্মিক মহাত্মা রামের নির্দেশে  
আমি ফিরে এসেছি।’

তে তীর্ণা ইতি বিজ্ঞায় বাস্পপূর্ণমুখা নরাঃ।

অহো ধিগিতি নিঃশ্বসা হা রামেতি বিচুক্ষুশঃ ১১

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হয়ে চলে গেছেন  
জেনে, জনগণ অশ্রুপূর্ণ লোচনে ‘হা শিক্’ এই বলে দীর্ঘ-  
নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, ‘হা রাম’ এই বলে কাদতে লাগল।

শুশ্রাব চ বচস্তেষাং বৃন্দং বৃন্দং চ তিষ্ঠতাম্।

হতা শ্ব খলু যে নেহ পশ্যাম ইতি রাঘবম্ ১২

দলে দলে অবস্থিত সেই জনগণের এইরকম কথা  
সুমন্ত্র যেতে যেতে শুনে পাচ্ছিলেন, ‘আমরা, যারা  
রঘুনন্দনকে দেখতে পাচ্ছি না (সেই আমরা) নিশ্চয়ই মৃত।

দানযজ্ঞবিবাহেষু সমাজেষু মহৎসু চ

ন ক্রক্যামঃ পুনর্জাতু ধার্মিকং রামমজ্ঞরা ১৩

‘দান-যজ্ঞ-বিবাহ তথা বড় বড় সামাজিক  
উৎসবানুষ্ঠানে আমরা আর রামকে কাছে দেখতে পাব না।’

কিং সমর্থং জনসাঙ্গা কিং প্রিয়ং কিং সুখাবহম্।

ইতি রামেশ নগরং পিত্রেব পরিপালিতম্ ১৪

অযোধ্যাবাসী জনগণের পক্ষে কোন্ বিষয়  
উপযোগী, কীসে তাদের কল্যাণ হবে, কোন্ বিষয় (তাদের  
পক্ষে) সুখকর হবে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে, রাম  
পিতার মতো এই নগরীকে পালন করতেন।

বাতারামগতানাং

রামমেনাজিতপ্তানাং

চ

শ্রীধামদ্বন্দ্বাপনম্।

শুশ্রাব

পরিদেবনাম্ ১৫

হাটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুমন্ত্র গৃহের জানালার  
পাশে উপবিষ্ট, রামের বিরহে সন্তপ্ত, শ্রীলোকদের  
রত্নদ্বন্দ্বাপন শুনেতে পেলেন।

স রাজমার্গনগোন সুমন্ত্রঃ পিহিতাননঃ।

যত্র রাজা দশরথস্তদেনোপগমৌ গৃহম্ ১৬

সুমন্ত্র মুখ ঢেকে রাজপথের মধ্য দিয়ে গিয়ে যে গৃহে  
রাজা দশরথ অবস্থান করছেন সেই গৃহে চলে গেলেন।

সোহনতীর্ণ রণাচ্ছিন্নঃ রাজবেশ্য প্রবিশ্য চ।

কক্ষাঃ সপ্তাভিচ্ছিন্নম মহাজনসমাকুলঃ ১৭

তিনি রথ থেকে ক্রত অবতরণ করে রাজান্তঃপুরে  
প্রবেশ করলেন এবং বহুজনসমাকীর্ণ সাতটি মহল  
অতিক্রম করে গেলেন।

হমৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্যথ সমাগতম্।

হাহাকারকৃতা নার্যো রামাদর্শনকর্ষিতা ১৮

রাজপ্রাসাদে, সপ্ততলগৃহে এবং ধনিগৃহে অবস্থিত  
রমণীগণ রামকে ছাড়া সুমন্ত্রকে আসতে দেখে রামের  
অদর্শনে লীড়িত হয়ে হাহাকার করতে লাগলেন।

আয়তৈর্বিমলৈর্নৈত্রৈরশ্রবণপরিপুতৈঃ

অন্যোনামভিবীক্ষন্তেহব্যক্তমার্ততরা দ্বিঃ ১৯

আর্ত শ্রীলোকেরা স্বচ্ছ আয়ত অশ্রুপূর্ণ নেত্র  
উদাসভাবে একে অপরকে দেখতে লাগলেন।

ততো দশরথশ্রীনাং প্রাসাদেভ্যস্তত্ততঃ।

রামশোকাভিতপ্তানাং মন্দং শুশ্রাব জলিতম্ ২০

তখন রামের শোকে সন্তপ্ত দশরথ-পত্নীগণের দ্রু  
বিলাপধ্বনি প্রাসাদের এদিক-ওদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল—

সহ রামেশ নির্যাতো বিনা রামমিহাগতঃ।

সূতঃ কিং নাম কৌসল্যাং ক্রোশন্তীং প্রতিবক্ষ্যতি ২১

‘রামের সঙ্গে অযোধ্যা থেকে নির্গত হয়ে রামকে  
ছাড়াই প্রত্যাগত সুমন্ত্র কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে ক্রন্দনরত  
কৌশল্যাকে কী প্রত্যুত্তর দেবেন ?

যথা চ মন্যে দুর্জীবমেবং ন সুকরং ক্রবম্।

আচ্ছিদ্য পুত্রে নির্যাতো কৌসল্যা যত্র জীবতি ২২

‘দুঃখময় জীবনে বেঁচে থাকা সহজ নয়, তথাপি পুত্র  
গেলে কৌশল্যা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও জীবিত  
আছেন।’

রাজ্যং হু তদ্ বাক্যঃ রাজদ্রোণাঃ নিশাময়ন।  
 ১৩ ইব শোকেন বিবেশ সহসা গৃহম্॥ ২৩  
 রাজপুত্রীদেব সেই প্রকৃত বাক্য শুনতে শুনতে সুমন্ত্র  
 কেন শোকবহিতে ঝলতে ঝলতে সহসা রাজভবনে প্রবেশ  
 করলেন।  
 ১৪ প্রবিশ্যষ্টমীঃ কক্ষাঃ রাজানঃ দীনমাতুরম্।  
 পুত্রশোকপরিদূনমপশ্যৎ পাণ্ডুরে গৃহে॥ ২৪  
 তিনি স্নেহ-পীতবর্ণময় গৃহের অষ্টম কক্ষে প্রবেশ  
 কর পুত্রশোকে কাতর, ক্ষীণ ও দৈন্যদশাপ্রাপ্ত রাজাকে  
 দেখতে পেলেন।  
 ২৫ ভ্রূষমা তমাসীনঃ রাজানমভিবাদ্য চ।  
 সুমন্ত্রা রামবচনং যথোক্তং প্রত্যবেদয়ৎ॥ ২৫  
 সুমন্ত্র, উপবিষ্ট রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন  
 জনিয়ে রাম যা বলেছেন তা যথাযথ নিবেদন করলেন।  
 ২৬ তুষ্টিমেব তচ্ছ্রীয়া রাজা বিকৃতমানসঃ।  
 মূর্ছিতো নাপতদ্ ভূমৌ রামশোকভীড়িতঃ॥ ২৬  
 শ্রীরামের শোকে অত্যন্ত পীড়িত বিহ্বলচিত্ত রাজা  
 দশরথ সুমন্ত্রের কথা শুনে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে  
 গেলেন।  
 ২৭ ভ্রূষাঃ পুরমাবিকঃ মূর্ছিতে পৃথিবীপতৌ।  
 উচ্ছিন্ন বাহু চূড়োশ নৃপতৌ পতিতে ক্ষিতৌ॥ ২৭  
 তখন পৃথিবীর অধিপতি রাজা দশরথ মূর্ছিত হয়ে  
 ভূমিতে লুটিয়ে পড়লে দুঃখ-বাখিত অন্তঃপুরবাসীরা দুই  
 বহু শূন্য উৎক্ষিপ্ত করে চিৎকার করে কঁদতে লাগলেন।  
 ২৮ সুমিত্রা হু সহিতা কৌশল্যা পতিতঃ পতিম্।  
 উখাপরামাস তদা বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২৮  
 তখন সুমিত্রার সহায়তায় কৌশল্যা ভূপতিত পতিকে  
 তুলে বসিয়ে বললেন—  
 ২৯ ইমং তস্য মহাভাগ দূতঃ দুষ্টরকারিপঃ।  
 লবাসাদনুপ্রাপ্তঃ কন্মার প্রতিভাষসে॥ ২৯

‘মহারাজ ! অতি কষ্টিন কাজ করে বনবাস থেকে  
 শ্রীমান রামের দূত হয়ে প্রত্যাগত সুমন্ত্রের সঙ্গে কথা  
 বলছেন না কেন ?  
 অদ্যেমনময়ঃ কৃৎযা বাপত্রপসি রাঘব।  
 উত্তিষ্ঠ সুকৃতং তেহস্ত শোকে ন স্যাৎ সহায়তা॥ ৩০  
 ‘রঘুনন্দন ! নীতিবিগর্হিত কাজ করে আজ কেন  
 লজ্জা পাচ্ছেন ! উঠুন, আপনার পুণ্য হোক। সত্যরক্ষারূপ  
 পুণ্যলাভে শোক (আপনার) সহায়ক হবে না।  
 দেব যস্যা ভয়াদ্ রামঃ নানুশৃঙ্গসি সারথিম্।  
 নেহ ভিত্তি কৈকেয়ী বিপ্রকঃ প্রতিভাষ্যতাম্॥ ৩১  
 ‘দেব ! যার ভয়ে আপনি রামের বিষয়ে সারথিকে  
 ভিজ্ঞাসা করতে পারছেন না, সেই কৈকেয়ী এখানে নেই ;  
 অতএব নির্ভয়ে কথা বলতে পারেন।’  
 সা তথোক্তা মহারাজঃ কৌশল্যা শোকলালসা।  
 ধরণ্যাঃ নিপপাতাত্ত বাম্পবিপ্লুতভাষিনী॥ ৩২  
 শোকাভিভূতা কৌশল্যা বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে মহারাজকে  
 এই কথা বলে তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লেন।  
 বিলপন্তীঃ তথা দৃষ্টা কৌশল্যাঃ পতিতাঃ ভূবি।  
 পতিং চাবেক্ষা তাঃ সর্বাঃ সমস্তাদ্ রুরদুঃ স্থিরঃ॥ ৩৩  
 বিলাপরতা কৌশল্যাকে ভূতলে পতিত এবং পতিকে  
 শোকাভিভূত দেবে, রাজার অন্যান্য পত্নীরা চারিদিকে ঘিরে  
 কঁদতে লাগলেন।  
 ততস্তমন্তঃ পুরনাদমুখিতঃ  
 সমীক্ষা বৃদ্ধান্তরূপাশ্চ মানবাঃ।  
 স্থিরশ্চ সর্বা রুরদুঃ সমস্ততঃ  
 পুরং তদাসীৎ পুনরেব সংকুলম্॥ ৩৪  
 তখন রাজান্তঃপুর থেকে উত্থিত সেই ক্রন্দনধ্বনি,  
 আর্তনাদ শুনে চারিদিকে (অযোধ্যাবাসী) বৃদ্ধ, তরুণ এবং  
 রমণীগণ কঁদতে লাগল ; সেই অযোধ্যাপুরী আবার  
 ক্রন্দনধ্বনিতে ভরে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

## অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (৫৮)

রাজা দশরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সুমন্ত্র কর্তৃক রামাদির সংবাদ গণ্যগণ নিবেদন

প্রত্যাহ্বো যদা রাজা মোহাৎ প্রত্যাপত্তমুখিঃ।

তদাজুহাব তং সূতং রামকৃতান্তকারশাৎ॥ ১

যখন রাজা দশরথ মোহ থেকে চেতনাপ্রাপ্ত হয়ে সুমন্ত্র হস্তে উঠলেন, তখন রামের সংবাদ জানার জন্য সুমন্ত্রকে ডেকে পাঠালেন।

তদা সূতো মহারাজঃ কৃতাজ্জলিরূপহিতঃ।

রামমেবানুশোচন্তঃ দুঃখশোকসমমিতম্॥ ২

তখন সুমন্ত্র শোকে বিলাপরত, শোক দুঃখে নিমজ্জিত মহারাজকে কাছে কৃতাজ্জলি হয়ে উপস্থিত হলেন।

বৃদ্ধঃ পরমসন্তপ্তঃ নবগ্রহমিব বিপম্।

বিনিঃসক্তঃ ধায়ত্তমব্রহ্মমিব কুঞ্জরম্॥ ৩

রাজা তু রজস্য সূতং স্বস্ত্রাজং সমুপহিতম্।

অশ্রুপূর্ণমুখঃ দীনমুবাচ পরমার্তবৎ॥ ৪

বৃদ্ধ, অতীব শোকসন্তপ্ত, সদাবন্দীদশাপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে এমন শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত এবং সর্বত্র ধূলিধূসরিত হস্তীর ন্যায়, অশ্রুবদন, দীনতাপ্রাপ্ত সম্মুখে দণ্ডায়মান সুমন্ত্রকে পুত্রশোকে পরম আর্ত রাজা দশরথ জিজ্ঞাসা করলেন—

ক নু বৎস্যতি ধর্মাত্মা বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।

সোহত্যন্তসুখিতঃ সূত কিমশিষ্যতি রাঘবঃ॥ ৫

‘সূত ! ধর্মাত্মা রঘুনন্দন রাম বৃক্ষমূল অবলম্বন করে কীভাবে থাকবে ? অত্যন্ত সুখে লালিত-পালিত সে কী খাবে ?

দুঃখস্যানুচিতো দুঃখং সুমন্ত্র শয়নোচিতঃ।

ভূমিপালান্বজো ভূমৌ শেতে কথমনাথবৎ॥ ৬

‘সুমন্ত্র ! দুঃখভোগের অনুপযুক্ত রাজপুত্র কী করে দুঃখ সহ্য করছে ! রাজশয্যায় শয়নে যে অভ্যস্ত সে কী করে অনাথের মতো ভূমিতে শয়ন করছে !

যং যাত্তমনুযাতি স্ম পদাতিরথকুঞ্জরাঃ।

স বৎস্যতি কথং রামো বিজ্ঞনং বনমাপ্রিতঃ॥ ৭

‘পথে চলার সময় পদাতিরথ, রথারোহী এবং গজারোহী সৈন্যেরা যাকে অনুসরণ করত, সেই রাম বিজ্ঞন বনে কী করে বাস করবে ?

শালৈর্ষীগরাচরিতঃ কৃষ্ণসর্পনিষেকিতম্।

কথং কুমারৌ বৈদেহ্যা সার্থং বনমুপাশ্রিতৌ॥ ৮

‘হিংস্র পশু ও বিষধর সর্পসমাকুল অরণ্যে সীতার সঙ্গে নিয়ে রাজকুমার দুজন কী করে বাস করবে ?

সুকুমারী তপস্বিন্যা সুমন্ত্র সহ সীতয়া।

রাজপুত্রৌ কথং পাদৈরবরুহ্য রথাদ্ গন্তৌ॥ ৯

‘সুমন্ত্র ! কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সীতার সঙ্গে কী রাজপুত্র রথ থেকে নেমে কী করে পায়ে হেঁটে যাবে ?

সিদ্ধার্থঃ খলু সূত ত্বং যেন দৃষ্টৌ মমাত্মজৌ।

বনান্তং প্রবিশন্তৌ ভাবস্বিনাবিব মন্দরম্॥ ১০

‘সারথ্যে ! মন্দর পর্বতে প্রবেশকারী অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের মতো আমার দুই পুত্রকে বনে প্রবেশ করতে দেখে, তুমি সিদ্ধ মনোরথ হয়েছ।

কিমুবাচ বচো রামঃ কিমুবাচ চ লক্ষ্মণঃ।

সুমন্ত্র বনমাসাদ্য কিমুবাচ চ মৈথিলী॥ ১১

‘সুমন্ত্র ! বনে উপস্থিত হয়ে শ্রীরাম কী বলল, লক্ষ্মণ কী বলল, আর মিথিলেশনন্দিনী সীতা-ই বা কী বলল ?

আসিতং শয়িতং ভুক্তং সূত রামস্য কীর্তয়।

জীবিস্যাম্যয়মেতেন যযাতিরিব সাধুশু॥ ১২

‘সূত ! শ্রীরামের উপবেশন, শয়ন এবং ভোজন বিষয়ে বলো ; সাধুসংসর্গে যযাতির মতো আমি তোমার মুখ থেকে শ্রীরামের বার্তা শুনে জীবনধারণে সক্ষম হব।’

ইতি সূতো নরেন্দ্রেশ চোদিতঃ সজ্জমানয়া।

উবাচ বাচা রাজানং স বাত্পপরিবক্ষয়া॥ ১৩

রাজা দশরথ এইরকম বললে, সূত (সুমন্ত্র)

বাত্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদগদস্বরে রাজাকে বললেন—



মহারাজ ধর্মমেবানুপালয়ন।

১৪ দেবীয়ে রাজবঃ কৃত্য নিরসান্তিপ্রশম্য চ॥ ১৪  
১৫ রাজনিঃ সত্য তাতস্য বিদিতাঙ্গনঃ।

১৬ সূত মধচনাং বন্দৌ পাদৌ মহান্মনঃ॥ ১৫

১৭ পদপূবঃ বাচঃ সূত মধচনাং কৃত্য।

১৮ প্রণামবিশেষেণ যথার্মভিবাদনম্॥ ১৬

১৯ ‘মহরাজ ! নিরন্তর ধর্মের পালক রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র

২০ হস্তকপিপুটে, অবনত মস্তকে বললেন, “প্রণম্য আমার

২১ পদপূর্ব পাদপূর্য আমার হয়ে বন্দনা করবেন। অধিকন্তু

২২ আমার অনুরোধে অন্তঃপুরবাসিনী মাতৃগণকে আমার

২৩ সৎসঙ্গ সংবাদ দিয়ে আমার প্রণাম নিবেদন করবেন।

২৪ হস্ত চ মম কৌশল্য কুশলং চাভিবাদনম্।

২৫ প্রমাদঃ চ বক্তব্য্য ক্রম্যষ্টেনামিদং বচঃ॥ ১৭

২৬ মনিতা যথাকালমগ্ন্যগারপরা ভব।

২৭ দেবি দেবস্য পাদৌ চ দেববৎ পরিপালয়॥ ১৮

২৮ ‘রাজ্য কৌশল্যকে আমার কুশল সংবাদ দিয়ে

২৯ এবং আমার প্রণতি জানিয়ে সাবধানে বলবেন—‘দেবি !

৩০ নিতা ধর্মপরায়ণা হয়ে যথাসময়ে যজ্ঞাগারের পরিচর্যা

৩১ করবেন ; দেবজ্ঞানে আপনার পতিদেবতার পদসম্বাহন

৩২ করবেন

৩৩ অভিমানঃ চ মানঃ চ তাক্ষা বর্তস্ব মাতৃষু।

৩৪ অনুরাজনমার্থ্যঃ চ কৈকেয়ীমস্ব কারয়॥ ১৯

৩৫ ‘মাতঃ ! (প্রধানমহিষীস্বের) অভিমান এবং

৩৬ (যশস্বর্বাদার) মান ত্যাগ করে অন্যান্য মাতাদের সঙ্গে

৩৭ আন্তরিকপ্রীতির ব্যবহার করবেন এবং মধ্যমা মাতা

৩৮ কৈকেয়ীর প্রতি রাজ্যের অনুরাগ জেনে তাকে সম্মান

৩৯ করবেন।

৪০ কুমারে ভরতে বৃত্তিবর্তিতব্য্য চ রাজবৎ।

৪১ অপ্যজ্যোষ্ঠ্য হি রাজানো রাজধর্মমনুস্মর॥ ২০

৪২ ‘কুমার ভরতের প্রতি রাজ্যের মতো ব্যবহার

৪৩ করবেন। রাজধর্ম স্মরণ করুন—“ব্যয়ঃজ্যোষ্ঠ্য না হলেও

৪৪ রাজ্য রাজ্যই।’

৪৫ হস্তঃ কুশলং বাচ্যো বাচ্যো মধচনেন চ।

সর্বাস্থেব গথান্যায়ঃ বৃত্তিঃ বর্তস্ব মাতৃষু॥ ২১

২২ ‘ভরতকে আমার কুশলবার্তা জানাবেন। আমার

২৩ হয়ে তাকে আরও জানাবেন, মাতৃগণের সকলের প্রতি

২৪ যথোচিত ব্যবহার করবে।

২৫ বক্তব্য্যষ্ট মহাবাহুরিষ্টাকুকুলনন্দনঃ।

২৬ পিতরঃ যৌবরাজ্যাহো রাজ্যাহমনুপালয়॥ ২২

২৭ ‘ইষ্টাকুবংশের আনন্দবিধায়ক মহাবীর ভরতকে

২৮ আরও বলবেন—‘যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি রাজ-

২৯ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পিতার রক্ষায় ও সেবায় নিরত

৩০ থাকবে’

৩১ অতিক্রান্তবরা রাজা মা মৈনং ব্যপরোরুধঃ।

৩২ কুমাররাজ্যে জীবস্ব তসৌবাজ্যপ্রবর্তনাং॥ ২৩

৩৩ ‘রাজ্য কর্মক্ষমতার বয়স অতিক্রম করেছেন

৩৪ (বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন) ; অতএব কোনোও কার্যেই তাঁর

৩৫ বিরোধিতা কোরো না। যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর

৩৬ নির্দেশপালনপূর্বক জীবন নির্বাহ করবে।

৩৭ অত্রবীচাপি মাং ভূয়ো নৃশমশ্রুপি বর্তয়ন।

৩৮ মাভেব মম মাতা তে দ্রষ্টব্য্য পুত্রগর্ধ্বিনী॥ ২৪

৩৯ ইতোবঃ মাং মহাবাহুর্কুবদ্রেব মহাযশাঃ।

৪০ রামো রাজীবপত্রাক্ষো ভূশমশ্রুপাবর্তয়ৎ॥ ২৫

৪১ ‘প্রভূত অশ্রু বর্ষণ করতে করতে পুনরায় ভরতের

৪২ উদ্দেশ্যে আমাকে আরও বললেন—“আমার পুত্রবৎসলা

৪৩ মা কে তোমার মা-এর মতো দেখবে?” মহাবীর,

৪৪ মহাযশস্বী, পদ্মপলাশনেত্র শ্রীরাম আমাকে এইভাবে বলে

৪৫ প্রভূত অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন।

৪৬ লক্ষ্মণস্তু সুসংক্রমো নিঃশ্বসন্ বাক্যমব্রবীৎ।

৪৭ কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ॥ ২৬

৪৮ ‘লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে

৪৯ বললেন, “আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র কোন্

৫০ অপরাধে নির্বাসিত হলেন ?’

৫১ রাজা তু খলু কৈকেয়্যা লঘু চাপ্রভ্য শাসনম্।

৫২ কৃতং কার্যমকার্যঃ বা বয়ঃ ঘেনাভিপীড়িতাঃ॥ ২৭

৫৩ ‘রাজ্য কিন্তু কৈকেয়ীর ইন আদেশ শুনে উচিত বা

অনুচিত কার্য যাই-ই করুন, তাতে আমরা (সম্মতিক দান)  
এবং আমি) বীড়া ভোগ করাই।

যদি প্ররাজিতো রামো লোভকারণকারিতম্।

বরদানমিমিত্তং বা সর্বথা দৃষ্টং কৃতম্॥ ২৮

“শ্রীরামের বনবাস কৈকেয়ীর লোভের কারণেই  
হোক, বা রাজার বরদানের জন্য, তা কিন্তু সর্বত্রকারে  
অন্যায়ই হয়েছে।

ইদং ভাব্য যমাকামীমমুরসা কৃতে কৃতম্।

রামস্য তু পরিত্যাগে ন হেতুমূলকয়ো ॥ ২৯

“শ্রীরামের বনবাসদান রাজার প্রোৎসাহিতা বা  
ঈশ্বরের ইচ্ছা, যা-ই হোক, রামকে পরিত্যাগ করার  
কোনও কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

অসমীক্ষা সমারদ্ধং বিরুদ্ধং বুদ্ধিলাঘবাৎ।

জনয়িত্বাতি সংজ্ঞেশং রাঘবস্য বিবাসনম্॥ ৩০

“বুদ্ধির অল্পতার কারণে বিবেচনা না-করে রামের  
বনবাসরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে কাজ করেছেন, তা অবশ্যই  
প্রজাদের ক্ষোভ উৎপাদন করবে।

অহং ভাবয়হারাজে পিতৃং নোপলক্ষয়ে।

ভ্রাতা ভর্তা চ বদ্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥ ৩১

“আমি কিন্তু মহারাজের মতো এখন আর পিতৃশ্রদ্ধা  
দেবতে পাচ্ছি না ; রঘুনন্দন শ্রীরামই এখন আমার ভ্রাতা,  
প্রভু, বন্ধু এবং পিতা।

সর্বলোকপ্রিয়ঃ ত্যক্তা সর্বলোকহিতে রতম্।

সর্বলোকোহনুর্য্যোত কথং চানেন কর্মণা॥ ৩২

“সকলের কল্যাণকর্মে রত, সকলের প্রিয় শ্রীরামকে  
পরিত্যাগ করে, রাজা এই ক্রুর কর্মের দ্বারা কী করে  
সকলের মনোরঞ্জন করবেন ?

সর্বপ্রজাতিরামঃ হি রামঃ প্রথমা ধর্মিকম্।

সর্বলোকবিরোধেন কথং রাজা জবিত্যতি॥ ৩৩

“প্রজাদের সকলের মনোরঞ্জনকারী প্রিয় ধর্মিক  
রামকে (নিবাসন দিয়ে, সকলের বিরোধিতার মধ্যে তিনি কী  
করে রাজা হয়ে থাকবেন ?”

জ্ঞানকী তু মহারাজ মিঃশ্বসতী তপস্বিনী।

ভূতাপহতচিত্তেব বিচিতা বিমৃতা হিতা॥ ৩৪

“মহারাজ তপস্বিনী জনকনন্দিনী সীতা দীর্ঘকাল আস  
করে ভূতাবর্টের মতো সব কিছু ভুলে গিয়ে স্থিরভাবে বসে  
ছিলেন।

অদৃষ্টপূর্ববাসনা রাজপুত্রী যশস্বিনী।

তেন দুঃখেন রুদতী নৈব মাং কিঞ্চিদবধীৎ॥ ৩৫

“যশোমতী রাজকন্যা সীতা পূর্বে কোনও দুঃখ  
পাননি, তাই তিনি এই বনবাস-দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে  
আমায় কিছুই বলতে পারলেন না।

উদীকমাণা ভর্তারং মুখেন পরিতুষাতা।

মুমোচ সহসা বাত্পং প্রযাত্মমুপধীক্ষ্য সা॥ ৩৬

“আমাকে ফিরে আসতে দেখে তিনি শুষ্কমুখে স্বাভা  
বিক তাকিয়ে সহসা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

তথৈব রামোহশ্রুমুখঃ কৃতাজলিঃ

হিতোহব্রবীন্নশ্ববাহুপালিতঃ ।

তথৈব সীতা রুদতী তপস্বিনী

নিরীকতে রাজরথং তথৈব মাম্॥ ৩৭

লক্ষণের বাহুপাশে আবদ্ধ রাম সপ্রসবদে  
কৃতাজলিপুটে সেইসব কথা বললেন, তদ্রূপ সীতাও  
কাঁদতে কাঁদতে আপনার রাজরথ এবং আমাকে নিরীক  
করতে লাগলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

## উদ্যানবিহঙ্গম সর্গ (৫৯)

সুমত্ৰ-কর্তৃক শ্রীরামের বিনহে বাবুল অযোধ্যাবাসীদের দূরনহা বর্ণন এবং রাজা দশরথের বিলাপ

র কৃষ্ণা নিবৃত্তসা ন প্রাগর্ভত বজ্রনি  
বিমুক্তো নামে সস্ত্রহিতে বনম্ ॥ ১  
রাজপুত্রাজামথ কৃষ্ণাভমজ্জলিম্।  
রথমাহায় তদদুঃখমপি শারয়াম্ ॥ ২

সূত সুমত্ৰ আরও বললেন—‘অনন্তর গীতা ও  
দশরথের সঙ্গে শ্রীরাম বনে চলে গেলে, আমি উদ্যান  
বাসীদের উদ্দেশ্যে কীতাজলি হয়ে, সেই দুঃখকে ভদ্র  
ভাবে করে রথাকাড় হয়ে প্রস্থান করলাম। প্রস্থানকালে  
ভ্রমর অথবা কিস্তি উচ্চ অশ্রুমোচন করতে লাগল, আর  
দুঃখ করতে চাইছিল না।

গমেন সার্থঃ তত্রৈব হিতোহস্মি দিবসান্ বহুন্।  
দাশরা যদি মাং রামঃ পুনঃ শব্দাপরেদিতি ॥ ৩

‘শ্রীরাম যদি আবার আমাকে ডেকে পাঠান, এই  
হাশর আমি গৃহের সঙ্গে সেখানেই বহুদিন বাস করলাম।  
বিষয়ে তে মহারাজ মহাবাসনকর্ষিতাঃ।

অপি বৃক্ষাঃ পরিপ্লানাঃ সপুষ্পাঙ্গুরকোরকাঃ ॥ ৪  
‘মহারাজ ! শ্রীরামের বিচ্ছেদহেতু আপনার রাজ্যে  
পুষ্প, অঙ্গুর ও কোরকসহ বৃক্ষগুলিও অত্যন্ত শোকাভিভূত  
হয় ঘন হয়ে পড়েছে।

ঈশতপ্তোদকা নদ্যাঃ পঙ্কলানি সরাংসি চ।  
পরিপ্লপলাশানি বনান্যুপবনানি চ ॥ ৫  
‘জলাশয়, সরোবর ও নদীগুলির জল উত্তপ্ত হয়ে  
গেছে এবং বন ও উপবনের গাছের পাতাগুলি সব  
চুকে গেছে।

ন চ সপ্তি সন্তানি বালা ন প্রচরন্তি চ।  
রামশোকাভিভূতঃ তমিহুজমভবদ্ বনম্ ॥ ৬  
‘বনে প্রাণিগণ বিচরণ করছে না, সরীসৃপেরা  
নড়াচড়া করছে না ; শ্রীরামের বিরহশোকে অভিভূত  
বনদ্বীপে পক্ষীদের কলরব নেই।

লীনপুষ্পপত্রাচ্চ নদ্যাচ্চ কলুবোদকাঃ।  
শব্দপুঞ্জাঃ পদ্মিন্যা লীনমীবিহংগমাঃ ॥ ৭

‘নদীসমূহের জল হয়েছে কলুষিত, তাই পদ্মের  
পত্রগুলি পচনহেতু গলিত হয়ে গেছে। পদ্মপুকুরগুলি  
উৎপন্ন ও শুষ্ক হওয়ায় মৎস্য ও সরোবর-কুলজিত

নিহগের সংখ্যা কমে গেছে।

জলজানি চ পুষ্পানি মাল্যানি হুলজানি চ।  
নাতিস্বাস্ত্রায়গদীনি ফলানি চ যথাপুরম্ ॥ ৮  
‘জলজ পুষ্পগুলির এবং হুলজ পুষ্পমালাগুলির  
গন্ধ মলিন হয়ে যাওয়ায় শোভাহীন হয়েছে, আর  
শেঠিরকম ফলও গেছে কমে।

অত্রোদ্যানানি শূন্যানি প্রলীনবিহগানি চ।  
ন চাভিরামানারামান্ পশ্যামি মনুজর্ষভ ॥ ৯  
‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! অযোধ্যায় উদ্যানসমূহ পক্ষীহীন  
হওয়ায় শূন্য হয়ে গেছে ; মনোরম উদ্যানগুলিও দেখছি  
না।

প্রবিশন্তমযোধ্যায়াং ন কশ্চিদভিনন্দতি।  
নবা রামমশ্যস্তো নিঃশ্বসন্তি মুহূর্মহঃ ॥ ১০  
‘অযোধ্যায় প্রবেশের সময় কেউই আমাকে  
অভিনন্দন জানাল না ; শ্রীরামকে দেখতে না পেয়ে  
অযোধ্যাবাসীরা মুহূর্মহ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

দেব রাজরথং দৃষ্টা বিনা রামমিহাগতম্।  
দূরাদশ্রমুখঃ সর্বো রাজমার্গে গতো জনঃ ॥ ১১

‘মহারাজ ! দূর থেকে রামকে ছাড়াই রাজার রথকে  
আসতে দেখে অশ্রুসজলনয়নে অযোধ্যাবাসী সকল লোক  
রাজপথে চলে এল।

ইর্মৌর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্য রথমাগতম্।  
হাহাকারকৃতা নার্যো রামাদর্শনকর্ষিতাঃ ॥ ১২

‘শ্রীরামের দর্শনে আকৃষ্টা নরীরা অযোধ্যার  
অট্টালিকা, সপুতল গৃহ এবং ত্রিতল গৃহের ছাদ থেকে  
শ্রীরামকে ছাড়াই রথ আসতে দেখে হাহাকার করে উঠল।  
আয়তৈর্বিমলৈর্নৈত্রৈরশ্রবেণপরিপ্লুতৈঃ ।

অন্যোন্যমভিবীক্ষ্যন্তেহবাক্তমার্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩  
‘শোকাক্ত স্ত্রীগণ অশ্রুবেগে আপ্ত নির্মল আয়ত  
নেত্র বাক্শূন্য হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

নামিত্রাণাং ন মিত্রাণামুদাসীনজনস্য চ।  
অহমার্ততয়া কক্ষিদ্বি বিশেষঃ নোপলক্ষয়ে ॥ ১৪

‘শোকবিহ্বলতাহেতু বন্ধু, শত্রু বা উদাসীন-এর  
মধ্যে আমি বিশেষ কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারছি না।



অপ্রকটমনুষ্যা চ দীননাগভরজমা।  
 আর্তহরণপরিহানা বিনিঃশ্বসিতনিঃশ্বনা। ১৫  
 নিরানন্দা মহারাজ রামপ্রব্রাজনাত্মনা।  
 কৌশল্যা পুত্রহীনেব অযোগ্যা প্রতিজ্ঞাতি মে॥ ১৬  
 'মহারাজ ! নিবানন্দ মানুষেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে,  
 দৈন্যদশাপ্রাপ্ত হাতি এবং ঘোড়া আর্তস্বরে চিৎকার করে  
 কাতর হয়ে পড়েছে, এমন অযোগ্যাপুত্রীকে রাম বননাশে  
 যাওয়ার দুঃখিনী কৌশল্যার মতো মনে হচ্ছে।'  
 সূতসা বচনং শ্রুয়া বাচা পরমদীনমা।  
 বাৎস্পাশহতয়া সূতমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৭  
 সূতের কথা শুনে রাজা দশরথ বাৎস্পকদ্ধ কঠে অতি  
 দীনভাবে সূতকে বললেন—  
 কৈকেয়া বিনিযুক্তেন পাশাভিজনজাবায়া।  
 ময়া ন মন্ত্রকুললৈব্বৈকৈঃ সহ সমর্থিতম্। ১৮  
 'পাপবংশসম্ভূতা কৈকেয়ী কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে  
 (কৈকেয়ী আমাকে এই পাপকর্মে নিযুক্ত করলে) আমি  
 মন্ত্রশাকুল বৃদ্ধ জানীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের  
 সমর্থন পাইনি।  
 ন সূহৃদীর্ন চামাতৈর্মন্ত্রগিহ্বা সনৈগমৈঃ।  
 ময়ায়মর্থঃ সম্মোহাৎ ক্লিহেতোঃ সহসা কৃতঃ। ১৯  
 'বন্ধুদের, মন্ত্রীদের এমনকী বেদজ্ঞদের সঙ্গে মন্ত্রণা  
 না করে সহসা আমি মোহবশত স্থির এই অনর্থজনক  
 প্রার্থনা পূরণ করেছি।  
 ভবিতব্যাত্মা নুনমিদং বা বাসনং মহৎ।  
 কুলস্যাস্য বিনাশায় প্রাপ্তং সূত যদ্বচ্ছয়া॥ ২০  
 'সারথ্যে ! নিশ্চয়ই এই বংশের ধ্বংসের কারণেই  
 দুর্দৈববশত এই ভয়ানক বিপদ আপনা থেকেই উপস্থিত  
 হয়েছে।  
 সূত যদাভি তে কিঞ্চিদ্যাপি সূক্তং কৃতম্।  
 স্বং প্রাপন্নাত মাং রামং প্রাণাঃ সংহরয়ন্তি মাম্॥ ২১  
 'সূত ! আমি যদি তোমার কিছুমাত্র ভালো করে  
 থাকি, তবে শীঘ্র আমাকে রামকে পাইয়ে দাও, কারণ  
 রামকে দেখার জন্য আমার প্রাণ উৎকর্ষিত হয়েছে।  
 যদ্যদ্যপি মমৈবাজ্ঞা নিবর্তয়তু রাঘবম্।  
 ন শক্যামি বিনা রামং মুহূর্তমপি জীবিতুম্॥ ২২  
 'যদি আজও আমার আদেশ কার্যকর হয়, তবে  
 রঘুনন্দন রামকে বনগমন থেকে নিবৃত্ত করো ; কারণ,

নামকে ভাড়া আমি মুহূর্তকালমাত্রও বাঁচতে পারব না।  
 অথবাগি মতানাতর্গত্যা দুরং ভবিষ্যতি।  
 মামেন নপমারোপা শিখ্রং রামায় দর্শয়। ২৩  
 'অথবা যদি মতবির রাম বনদূরে চলে গিয়ে থাকে  
 তাহলে আমাকে রণে করে শীঘ্র নিয়ে গিয়ে রামকে দর্শন  
 করাত।  
 নৃতদংষ্ট্রো মহেনায়ঃ কাসৌ লক্ষণপূর্বজঃ।  
 যদি জীবামি শাক্ষেনং পশোয়ঃ সীতয়া সহ॥ ২৪  
 'লক্ষণের অগ্রজ, সুন্দর দম্ভযুক্ত গোলাকর মু  
 (তোমার)বিশিষ্ট মতবির রাম কোথায় ? যদি আর  
 সীতাসহ দেখতে পাই তবেই আমি ভালোভাবে বেঁচে  
 থাকতে পারব।  
 লোহিতাঙ্কঃ মহাবাহুসামুজ্জমবিকুণ্ডলম্।  
 রামং যদি ন পশোয়ঃ গমিষ্যামি বনক্শয়ম্॥ ২৫  
 'রক্তলব্ধকুবিশিষ্ট, দীর্ঘবাহু, মহাবীর এবং মণি-  
 কুণ্ডলে ভূষিতাঙ্গ রামকে যদি দেখতে না পাই, অহলে আমি  
 অবশ্যই বনভ্রমে চলে যাব।  
 অতো নু কিং দুঃখতরং যোহহমিক্কাকুলনন্দন।  
 ইমামবহ্নামাপন্নো নেহ পশ্যামি রাঘবম্॥ ২৬  
 'আমি এই মরণাপন্ন অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েও ইক্ষুব-  
 কুলনন্দন রাঘবেন্দ্র রামকে দেখতে পাচ্ছি না, এর চেয়ে  
 অধিক দুঃখের অবস্থা আর কী হতে পারে !  
 হা রাম রামানুজ হা হা বৈদেহি তপস্বিনি।  
 ন মাং জানীত দুঃখেন ত্রিয়মাশমনাধবৎ॥ ২৭  
 'হায় রাম ! হায় রামানুজ লক্ষণ ! হায় বিদেহবাজ-  
 তনয়ে তপস্বিনী সীতে ! তোমরা কেউই জানতে পারছ না,  
 অনাত্থের মতো আমি মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছি।'  
 ন তেন রাজা দুঃখেন কৃশমর্ষিতচেতনঃ।  
 অবগাঢ়ঃ সুদুঃখারং শোকসাগরমব্রবীৎ॥ ২৮  
 অপর শোকসাগরে নিমজ্জিত রাজা গভীর  
 দুঃখে হতচেতন হলেন, এবং পরে চেতনাপ্রাপ্ত হয়ে  
 বললেন—  
 রামশোকমহাবেগঃ সীতাবিরহশারগঃ।  
 শ্বসিতোর্মিমহাবর্তো বাত্বেকেশপমীনোহসৌ  
 প্রকীর্ণকেশশৈবালাঃ কৈকেয়ীবডবামুখঃ। ৩০  
 মমাপ্রবেগপ্রতবঃ কুজাবাক্যমহত্বহঃ।

নৃশংসায়্য রামপ্রবাজনায়তঃ ॥ ৩১  
 নৃশংসে বত নিমগ্নোহং কৌসল্যে রাঘবং বিন্য।  
 জ্বলন্তীবিভা দেবি ময়্যায় শোকসাগরঃ ॥ ৩২  
 'দেবি কৌশল্যা ! রঘুকুলনন্দন রামের বিরহে যে  
 শোকসাগরে আমি নিমগ্ন হয়েছি, শ্রীরামের বিরহে তাব  
 দের বিবাহ তার শেষ সীমা, আমার দীর্ঘশ্বাস  
 এর ফলস্বরূপ আবর্ত, বাষ্পবারি তার দূষিত জল,  
 বিরজমান আমার বাহ্যক্লেপন জলে লক্ষ্যমান মৎসা-  
 কুল, আমার ক্রন্দন সেই শোকসাগরের মহাগর্জন,  
 ক্রিয়াক্ষেপে কেশরাশি শৈবালস্বরূপ, কৈকেয়ী-ই বড়বানল,  
 হৃদয় শোকাক্রান্ত তার গতি, মহাবীর কুবাক্য বিরাট  
 কলঙ্কবিশেষ আর নৃশংসা কৈকেয়ীর প্রার্থিত শ্রীরামের  
 প্রজ্ঞানই তার বেলাভূমি। অতএব দেবি ! আমার পক্ষে  
 বিবাহের সেই শোকসাগর পার হওয়া কঠিন।  
 শোকজনঃ যোহহমিহাদ্য রাঘবং

দীদৃক্ষমাণো ন লভে সলক্ষণম্।  
 ইতীদং রাজা বিপন্ মহাযশাঃ  
 পনাত তূর্ণং শয়নে স মূর্ছিতঃ ॥ ৩৩  
 'আমি যে আজ এখানে লক্ষণের সঙ্গে রামকে  
 দেখতে চেয়েও দেখতে পাচ্ছি না, এটি অমঙ্গলের  
 কথা'—এই বলে বিলাপ করতে করতে মহাযশস্বী রাজা  
 মূর্ছিত হয়ে শয়্যার উপরে পড়ে গেলেন।  
 ইতি বিলপতি পার্শ্বিবে প্রণতৈ  
 করুণতরং দ্বিগুণং চ রামহেতোঃ।  
 বচনমনুনিশম্য তস্যা দেবী  
 ভয়মগমৎ পুনরেষ রামমাতা ॥ ৩৪  
 রাজা দশরথ শ্রীরামের জন্য এইভাবে করুণস্বরে  
 বিলাপ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লে, তাঁর বিলাপ-  
 বাক্য শুনে রামজননী দেবী কৌশল্যা আবার দ্বিগুণ ভয়  
 পেলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অথোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অথোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

## ষষ্টিতম সর্গ (৬০)

সুমন্ত্রসমীপে কৌশল্যার বিলাপ এবং তাঁর প্রতি সুমন্ত্রের আশ্বাসদান

মতো ভূতোপস্টেব বেপমানা পুনঃ পুনঃ।  
 কল্যাণং গতসম্ভব কৌশল্যা সূতমব্রবীৎ ॥ ১  
 তখন কৌশল্যা ভূতাবিষ্টার মতো কাঁপতে কাঁপতে  
 ক্রতঃপ্রয়া হয়ে মাটিতে পড়ে সূতকে বলতে লাগলেন—  
 যঃ শাং যত্র কাকুৎস্থঃ সীতা যত্র চ লক্ষণঃ।  
 তান বিনা কলমপ্যদ্য জীবিতুং নোৎসহে হ্যহম্ ॥ ২  
 'সুমন্ত্র ! যেখানে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম, সীতা এবং  
 লক্ষণ আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো, কারণ তাদের  
 ছাড়া আমি আজ মুহূর্তকালমাত্রও বাঁচতে চাই না।  
 নিকট রথঃ শীঘ্রং দণ্ডকান্ নয় মামপি।  
 যঃ তান্ নানুগচ্ছামি গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্ ॥ ৩

'শীঘ্র রথ ফিরিয়ে নিয়ে এসো, আমাকেও দণ্ডক  
 বনে নিয়ে চলো ; যদি তাদের কাছে যেতে না পারি তবে  
 যমালয়ে তো চলে যাব !'  
 বাষ্পবেগোপহতয়া স বাচা সজ্জমানয়া।  
 ইদমাশ্বাসমন্ দেবীঃ সূতঃ প্রাজ্ঞলিরব্রবীৎ ॥ ৪  
 সারথি সুমন্ত্র তখন কৃতাজ্ঞলিপুটে দেবী কৌশল্যাকে  
 আশ্বাস দিয়ে বাষ্পক্লান্ত কণ্ঠে গদগদ স্বরে বললেন—  
 তাজ শোকঃ চ মোহঃ চ সন্ত্রমঃ দুঃখজঃ তথা।  
 বাবধূয় চ সজ্ঞাপং বনে বৎসতি রাঘবঃ ॥ ৫  
 'দেবি ! শোক, মোহ, তদ্রূপ দুঃখজনিত ব্যাকুলতা  
 ত্যাগ করুন। রঘুনন্দন রাম কিন্তু সকল সজ্ঞাপ ভুলে বনে

বাস করবেন।

লক্ষ্মণশচি রামসা পাদৌ পরিচরন্ বনে।  
আরাধয়তি ধর্মজ্ঞঃ পরলোকং জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ৬

‘বনে থেকে ইন্দ্রিয়জয়ী ধার্মিক লক্ষ্মণও শ্রীরামের  
পদসন্ধান করে পরলোকের আরাধনা কবছেন।

বিজনেহপি বনে সীতা বাসং প্রাপ্য গৃহেদ্বি  
বিস্ক্রঃ লভতেহুভীতা রামেবিনাশ্তমানসা॥ ৭

‘শ্রীরামে চিত্তসমর্পণ করে ভয়হীনা সীতা জনহীন  
অরণ্যে বাস কবেও গৃহে বাসের মতোই শান্তি লাভ  
কবছেন।

নাশ্যা দৈত্যঃ কৃতং কিঞ্চিৎ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষ্যতে।  
উচিতৈব প্রবাসানাং বৈদেহী প্রতিভাতি মে। ৮

‘খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল,  
দারিদ্র্য তাঁর কোনও ক্ষোভ উৎপাদন করতে পারেনি ;  
বিদেহরাজতনয়া সীতা যে প্রবাসবাসে সমর্থ তা আমি  
বুঝতে পারলাম।

নন্দরোপবনং গত্বা যথা স্ম রমতে পুরা।  
তথৈব রমতে সীতা নির্জনেষু বনেহপি। ৯

‘পূর্বে নগরের উপবনে ভ্রমণ করে সীতা যেমন  
আনন্দ পেতেন, সেইরকমই জনহীন বনেও সমান আনন্দ  
পাচ্ছেন।

বালৈব রমতে সীতাবালচন্দ্রনিভাননা।  
রামা রামে হৃদীনাশ্চা বিজনেহপি বনে সতী॥ ১০

‘নির্জন বনে উদারহৃদয়া পূর্ণ চন্দ্রমুখী সুন্দরী সাধবী  
সীতা বালিকার মতো রামে আত্মসমর্পণ করে সানন্দে  
বিরাজ করছেন।

তদুগতং হৃদয়ং যস্যাত্তদধীনং চ জীবিতম্।  
অযোধ্যা হি অবদস্য্য রামহীনা তথা বনম্॥ ১১

‘যাঁর হৃদয় শ্রীরামে তদুগত এবং জীবনও তাঁর  
অধীন, শ্রীরাম ছাড়া অযোধ্যা তাঁর কাছে অরণ্যই।

পরিপূচ্ছতি বৈদেহী গ্রামাংশ্চ নগরাপি চ।  
গতিং দৃষ্ট্বা নদীনাং চ পাদপান্ বিবিধানপি॥ ১২

‘বিদেহরাজনন্দিনী সীতা বনে যাওয়ার পথে মিলিত  
নানা গ্রাম, নগর, বৃক্ষাদি এবং নদীর প্রবাহ দেখে তাদের  
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন।

রামং বা লক্ষ্মণং বাপি দৃষ্ট্বা জানাতি জানকী।  
অযোধ্যা ক্রোশমাত্রে তু বিহারমিব সান্তিতা॥ ১৩

‘শ্রীরাম বা লক্ষ্মণকে দেখে জনকনন্দিনী সীতা হান  
কবছিলেন, তিনি যেন অযোধ্যার নিকটবর্তী স্থানে নিহত  
কবছেন।

ইতমেন স্মরামাস্যাঃ সহসৈবোপজচ্ছিতম্  
কৈকেয়ীসংশ্রিতঃ জঙ্ঘং নেনাদনীঃ প্রতিভাতি মান্॥ ১৪

‘সীতা কথিত এইসব কথা সহসা আমার মনে  
পড়ছে ; এখন কৈকেয়ী সম্বন্ধে সীতা কথিত কোনও কথা  
আমার মনে পড়ছে না।’

ধ্বংসবিদ্যা তু তদ্ বাক্যং প্রমাদাৎ পর্যুপহিতম্।  
দ্বাদশং বচনং সূতো দেব্যা মধুরমব্রবীৎ॥ ১৫

‘ভুলবশত মনে আগত কৈকেয়ী-বিষয়ক সেই কথা  
ইতি টেনে সূত দেবী কৌশল্যার পক্ষে মধুর আনন্দজনক  
কথা বলতে লাগলেন—

অধবনা বাতবেগেন সংশ্রমেণাতপেন চ।  
ন বিগচ্ছতি বৈদেহ্যাশ্চন্দ্রাংশুসদৃশী প্রভা॥ ১৬

‘পঞ্চ চলার ক্রেশে, বায়ুর বেগে (ভয়ানক-  
বিষয়জাত) ভীতিতে এবং রৌদ্রের তাপেও বিজে-  
রাজতনয়ার চন্দ্রকিরণ সদৃশী দীপ্তি নান হয়নি।

সদৃশং শতপত্রস্য পূর্ণচন্দ্রোপমপ্রভম্।  
বচনং তদ্ বদান্যাস্য বৈদেহ্যা ন বিকম্পতে॥ ১৭

‘মধুরভাষিনী ও উদারহৃদয়া সীতার বিকীর্ণ  
কমলসদৃশ এবং পূর্ণচন্দ্রের প্রভাসদৃশ বচনমণ্ডলের শোভা  
কখনও মলিন হয়নি।

অলঙ্করসরস্কাভাবলঙ্করসবর্জিতৌ  
অদ্যাপি চরণৌ তস্যঃ পদ্মকোশসমপ্রভৌ॥ ১৮

‘আলতা না লাগিয়েও তাঁর আলতারাজ্য চরণদুটি  
পদ্মকেশরের মতো প্রভাময় (রাজ্য)।

নৃপুরোঃ কুষ্টলীলৈব খেলং গচ্ছতি ভামিনী।  
ইদানীমপি বৈদেহী তদ্রাগান্যন্তভূষণা॥ ১৯

‘বনবাসকালে শ্রীরামে অনুরক্তা প্রমদা সীতা ভূষণ-  
বিভূষিতা হয়ে নৃপুরের ধ্বনি তুলে লীলাময়ী গতিতে  
চলাফেলা করেন।

গজং বা বীক্ষ্য সিংহং বা বাজ্রং বা বনমাপ্রিতা।  
নাহারয়তি সংশ্রাসং বাহু রামস্য সংপ্রিতা॥ ২০

‘বনবাসকালে শ্রীরামের বাহুর আশ্রয়ে থেকে সীতা  
অরণ্যের হাতি সিংহ বা বাঘ দেখেও সমুত্তা হন না।  
ন শোচাত্তে ন চাত্তা শোচ্যো নাপি জনাবিগা।



হি চরিতং লোকে প্রতিষ্ঠাপতি শাস্ত্রতম্ ২১  
 'শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণের জন্য শোক করবেন না,  
 রিক্সের জন্যও নয়, এমনকী মহাবাহুর জন্যও শোক করা  
 চরিত নয়। শ্রীরামচন্দ্রের এই চরিত কথা পুণিনীতে  
 প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'<sup>(১)</sup>  
 বিধু শোকঃ পরিত্যক্তমানসা  
 মহর্ষিযাতে পশি সুবানহিতাঃ।  
 যমে রুতা বন্যফলাননাঃ নিতুঃ  
 শুভাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিশালয়ন্তি তে ॥ ২২  
 'তাঁরা শোক পরিত্যাগপূর্বক প্রহুষ্টিচিন্তে মহর্ষি-

সেনিত পথে অবস্থিত হয়ে বন্যফল আহার করে পিতার  
 প্রতিজ্ঞা গুল্ফভাবে পালন করে চলেছেন।'  
 তথাপি সূতেন সুমুক্তবাদিনা  
 নিবার্যমাণা সূতশোককর্ষিতা।  
 ন চৈব দেবী শিরসাম কৃষ্ণিতাৎ  
 প্রিয়েতি পুত্রোতি চ রাঘবেতি চ ॥ ২৩  
 তথাপি সুমুক্তবাদী সুমদ্র তাঁকে নিবারণ করতে  
 চাইলেও, পুত্রশোকে কাতরা দেবী কৌশল্যা 'হা প্রিয় পুত্র !  
 হায়, রঘুনন্দন !' এই বলে বিলাপ করা থেকে নিবৃত্ত  
 হলেন না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

### একষষ্টিতম সর্গ (৬১)

শ্রীরামের উদ্দেশ্যে বিলাপ করতে করতে দেবী কৌশল্যার রাজা দশরথের প্রতি পরুষবচন প্রয়োগ

কনং গতে ধর্মরতে রামে রময়তাং বরে।  
 কৌশল্যা রুদন্তী চার্তা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১  
 শ্রেষ্ঠ আনন্দ দাতা, ধর্মে অধিষ্ঠিত রাম বনবাসে  
 গেলে আর্তা কৌশল্যা পতি দশরথ-এর প্রতি কঠোর বাকা-  
 প্রয়োগ করে বললেন—  
 যথাপি ত্রিষু লোকেষু প্রথিতং তে মহদ্ যশঃ।  
 সানুক্ৰোশো বদানাচ্চ প্রিয়বাদী চ রাঘবঃ ॥ ২  
 কথং নরবরশ্রেষ্ঠ পুত্রৌ তৌ সহ সীতয়া।  
 যুধিষ্ঠৌ সুখসংবৃদ্ধৌ বনে দুঃখং সহিয়াতঃ ॥ ৩  
 'হে নরবরশ্রেষ্ঠ ! আপনি দয়ালু, দানশীল,  
 প্রিয়ভাষী, মহাযশস্বী রঘুনন্দন নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত ;  
 তথাপি হে নরশ্রেষ্ঠ ! সুখে বর্ধিত আপনার পুত্রদ্বয় রাম-

লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে বনবাস দুঃখ সহ্য করবে কীভাবে ?  
 সা নুনং তরুণী শ্যামা সুকুমারী সুখোচিতা।  
 কথমুখং চ শীতং চ মৈথিলী বিসহিয়াতে ॥ ৪  
 'মিথিলার রাজকন্যা তরুণী সুন্দরী সীতা সুখভোগে  
 অভ্যস্তা ; সে কেমন করে শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য  
 করবে ?  
 ভুঙ্কশনং বিশালাক্ষী সুপদংশাঘ্রিতং শুভম্।  
 বনাং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোজ্যতে ॥ ৫  
 ডাগর আঁধি সীতা সুস্বাদু ব্যঞ্জনসহ অন্নভোজনে  
 অভ্যস্তা ; এখন বনবাসকালে সে কেমন করে বন্যনি-  
 বারকণার অন্ন ভোজন করবে ?  
 গীতবাদিত্রিনির্ঘোষং ক্রম্বা শুভসমধিতা।

(১) বায়লজাতক ১ম সর্গ ৩৬ সংখ্যক শ্লোকের ৩য় ও ৪র্থ পাদে এবং ৩৭ সংখ্যক শ্লোকে পরমেশ্বর ব্রহ্মার রামচরিত সম্বন্ধে

কথং ক্রবাদসিংহানাং শব্দং শ্রোণ্যত্যশৌভনম্ ॥ ৬

‘রাজ-অন্তঃপুরে মালিক গীতবাদ্য শ্রবণে অভ্যস্তা  
সীতা এখন গভীর অরণ্যে মাংসাশী সিংহাদি জন্তুদের  
অশ্রুত চিংকার কী করে শুনেবে ?

মহেন্দ্রসম্ভবসংকাশঃ ক নু শেতে মহাতৃজঃ ।

তৃজঃ পরিষসংকাশমুপাখ্যায় মহাবলঃ ॥ ৭

‘ইন্ড্রের বিজয়পতাকার দণ্ডস্বরূপ দীর্ঘবাহু  
মহাবলবান শ্রীরাম ঘাবের অর্গল সদৃশ বাহুকে উপাধান  
করে কোথায় শুয়ে আছে ?

জাহ্নবর্ষঃ সুকেশান্তঃ গগনিঃশ্বাসমুত্তমম্ ।

কদা ক্রক্যামি রামস্য বদনং পুষ্পরেক্ষণম্ ॥ ৮

‘পদ্মের ন্যায় গাত্রবর্ণবিশিষ্ট, সুন্দর কেশ-সমস্থিত,  
পদ্মপলাশনয়ন তথা পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ-নিঃশ্বাস  
নিঃসরণকারী শ্রীরামের উত্তম বদন আবার কবে দেখতে  
পাব ?

বজ্রসারময়ঃ নুনঃ হৃদয়ঃ মে ন সংশয়ঃ ।

অশশ্যন্তা ন তং যদ্ বৈ ফলনীদং সহস্রধা ॥ ৯

‘আমার এই হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রকঠিন, কোনও  
সংশয় নেই; যেহেতু শ্রীরামকে না দেখতে পেয়েও আমার  
এই হৃৎপিণ্ড সহস্রভাণ্ডে বিদীর্ণ হচ্ছে না।

যৎ ত্বয়া করুণং কর্ম বাপোহ্য মম বাক্যবাঃ ।

নিরন্তাঃ পরিধাবন্তি সুখার্বাঃ কৃপণা বনে ॥ ১০

‘আপনি আমার আত্মজনদের উপেক্ষা করে  
প্রিয়জন-বিয়োগ-নিবন্ধন যে কর্ম করলেন, চিরসুখে  
অভ্যস্ত তারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে কৃপার পাত্রের  
মতো বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যদি পঞ্চদশে বর্ষে রাখবঃ পুনরেম্মতি ।

জহ্যাদ্ রাজাঃ চ ক্রোশং চ ভরতো নোপলক্ষ্যতে ॥ ১১

‘চৌদ্দ বছর শেষে পঞ্চদশ বর্ষে রাখুনন্দন রাম যদি  
বনবাস থেকে আবার ফিরে আসে, তখন ভরত রাজ্য  
এবং রাজকোশ-এর অধিকার ছেড়ে দেবে বলে মনে  
হচ্ছে না।

ভোজয়ন্তি কিম শ্রাদ্ধে কেচিৎ স্বানেন বান্ধবান্ ।

ততঃ পশ্চাৎ সমীক্রে কৃতকার্গা বিজোত্তমান্ ॥ ১২

তত্র যে গুণবন্তঃ বিধাংসন্ত বিজাতয়ঃ ।

ন পশ্চাৎ তেহভিমন্যন্তে সুখামপি সুরোপমাঃ ॥ ১৩

‘কেউ কেউ শ্রাদ্ধকার্যে নিজ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের

আগে ভোজন করান, তারপর (নিজেকে) কৃতকৃত্য মনে

করে নিমন্ত্রিত বিদ্বান ও ব্রাহ্মণদের ভোজনে আপ্যায়ণ

করেন; তখন নিমন্ত্রিত দেবতুল্য গুণবান বিদ্বান বিজ্ঞান

নিজেদেরকে অপমানিত বোধে পশ্চাৎ পরিবেশিত

ভুক্তাবশেষ—অমৃতও ভোজন করেন না।

ব্রাহ্মণেষপি বৃত্তেষু ভুক্তশেষঃ বিজোত্তমাঃ ।

নাভ্যপেতুমলং প্রাজ্ঞাঃ শৃঙ্গচ্ছেদমিববর্ষজাঃ ॥ ১৪

‘বৃষগণ যেমন নিজেদের শৃঙ্গচ্ছেদন করতে চায়

না, সেইরকম ব্রাহ্মণবৃত্তিধারীদের ভোজনের পরে,

ভুক্তাবশেষ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করতে চান না।

এবং কনীয়সা ভ্রাতা ভুক্তং রাজ্যং বিশাম্পতে ।

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো বরিত্তস্ত কিমর্থং নাবম্নন্যতে ॥ ১৫

‘রাজন্ ! তিক সেইরকমভাবেই, ছোট ভাই-এর

ভোগ করা রাজ্য, গুণীশ্রেষ্ঠ বড় ভাই কেন অবজ্ঞাতরে

পরিভ্যাগ করবে না ?

ন শরোণাহতং ভক্ষ্যং ব্যাত্রঃ স্বাদিতুমিচ্ছতি ।

এবমেব নরব্যাত্রঃ পরলীঢ়ঃ ত মংস্যতে ॥ ১৬

‘ব্যাত্র অন্য জন্তুর আহত খাদ্য ভক্ষণ করতে চায় না,

সেইরকমভাবে নরব্যাত্র রাম অপরের লেহন (ভোগ) করা

রাজ্য স্বীকার করে নেবে না।

হবিরাজাঃ পুরোডাশঃ কুশা যুপাশ্চ ঋদিরাঃ ।

নৈতানি যাতয়ামানি কুবন্তি পুনরক্ষরে ॥ ১৭

‘যজ্ঞীয় ঘৃত, যজ্ঞীয় পিষ্টক, কুশ এবং ঋদিরকাঠ-

নির্মিত (খয়ের কাটের তৈরি) যুপ (যজ্ঞীয় পশুবল্লন

কাঠ)—এই সকল দ্রব্য উচ্ছিষ্ট (একবার ব্যবহৃত) হলে

পুনরায় যজ্ঞে ব্যবহার করা যায় না।

তথা হ্যাত্মমিদং রাজ্যং হতসারাং সুরামিব ।

নাভিমম্বমলং রামো নষ্টসোমমিবাক্ষরম্ ॥ ১৮

‘তরুণ ভরত কর্তৃক গৃহীত এই রাজ্য সাবশূন্য সুগন্ধ

হুতো পবিত্রাঙ্ক তলে, রাম বিনষ্ট-সোমরস গংগার মতো  
প্রতাপ করবে না।

সেবঃ বিমলসংকারঃ রামনো মর্গীয়ম্যতি।  
কলমিষ শার্দুলো সালপেরাভিমর্শনম্ ॥ ১৯

‘শক্তিশালী বাঘ যেমন অপরের দ্বারা নিজের  
দাঁড়ের (লেজের) স্পর্শ সহ্য করতে পারে না,  
সেইরকম শ্রীরাম এটরকম অপমান সহ্য করলে না।

নেত্যা সহিতা লোকা ভয়ং কুর্গুনভামুখে।  
ভর্মঃ স্থিহ বর্মাক্ষা লোকঃ ধর্মেশ গোজয়েৎ ॥ ২০

‘মহাযুদ্ধে সকলে একসাথে মিলিত হয়ে মনে ভয়  
ভুগাঙ্গন করতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু ধর্মাক্ষা ঐতলোকে  
জার্বিক লোকেদের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেন।

নহৌ কাঞ্চনৈর্বাপৈর্মহাসীর্ণো মহাকৃষ্ণঃ।  
বৃদ্ধ ইব কৃতানি সাগরানপি নির্দেহেৎ ॥ ২১

‘মহাবীর আজানুলম্বিত-বাহু রামচন্দ্র সুবর্ণ-নির্মিত  
কপের দ্বারাই প্রলয়কালের মতো প্রাণীদের এবং  
সমুদ্রেরও দখল করতে সমর্থ।

ন ভ্রাম্ভঃ সিংহবলো বৃষভাক্ষো নরবর্তঃ।  
যমেব হতাঃ পিত্রা জলজেনাক্ষজো যথা ॥ ২২

‘যেমন জলজ প্রাণী (মৎস্য প্রভৃতি) নিজ সম্মানদেব  
হত্যা করে, সেইরকম সিংহের মতো বলবান ও বৃষের  
বলে ভাগর চক্ষুদিশিষ্ট নরশ্রেষ্ঠ রাম স্বয়ং পিতা কর্তৃক  
নিহত (পিড়িত) হল।

বিজিতচরিত্তো ধর্মঃ শাস্ত্রে দৃষ্টঃ সনাতনৈঃ।  
যি তে ধর্মনিরতে হুয়া পুত্রে বিবাসিতে ॥ ২৩

‘আপনি যদি মনে করে থাকেন যে ধর্মে নিরত  
আপনার পুত্রকে নির্বাসিত করে সনাতনশাস্ত্র-নির্দিষ্ট  
বিভাগ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) আচরিত ধর্মই পালন

করেছেন, তবে এ বিষয়ে ব্যর্থ কিছুই নেই।  
গতিরেকা নহিনীর্ণা বিতীরা গতিরাক্ষঃ।  
চুতীয়া জাতয়ো রাজং চতুর্গা নৈব বিদ্যতে ॥ ২৪

‘রাজন ! গতিই নারীর প্রথম গতি, দ্বিতীয় গতি  
তার সপ্তান, তৃতীয় গতি জাতিগণ, চতুর্থ গতি কেউই  
নেই।  
তত্র ইং মম নৈবাসি রামচ বনমহিতঃ।  
ন বনং গন্তমিচ্ছামি সর্বথা হ্য হতা স্বরা ॥ ২৫

‘তার মধ্যে আপনি আমার নন, কৈকেয়ীরই ; দ্বিতীয়  
গতি রাম তো বনবাসিত হয়েছে, আপনাকে ছেড়ে আমি  
বনে যেতে চাই না। হায় ! আমি সবারকমেই ব্যর্থ !  
হতাঃ স্বরা রাষ্ট্রমিদং সরাঙ্গ্যং  
হতাঃ শ্ম সর্বাঃ সহ মস্ত্রিভিঃ।  
হতা সপুত্রাম্মি হতাক্ষ গৌরাঃ  
সুতাক্ষ ভাৰ্য্য চ ভব প্রহস্তৌ ॥ ২৬

‘আপনি রাজ্যান্ত্রিসহ এই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছেন,  
মস্ত্রিগণসহ আমরা সকলে আপনার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত  
হয়েছি, পুত্রসহ আমিও হত হলাম এবং পুরবাসী সকলে  
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ; কিন্তু সপুত্রা আপনার ভাৰ্য্য (পুত্র  
ভরতসহ কৈকেয়ী) সুবই উল্লসিতা।’  
ইমাং গিরং দারুণশব্দসংহিতাং  
নিশমা রামেতি মুমোহ দুঃখিতঃ।  
ততঃ স শোকঃ প্রবিবেশ পার্শ্বিঃ  
বদুতঃ চাপি পুনঃপাশ্মরৎ ॥ ২৭

‘মহিষী কৌশল্যার এইরকম মর্মস্থদ বাক্য শ্রবণ করে  
রাজা দশরথ ‘হা রাম !’ বলে শোকে মুহুমান হয়ে  
পড়লেন ; তারপর আবার নিজের পূর্বকৃত দুষ্কৃতির কথা  
স্মরণ করে শোকসাগরে নিমজ্জিত হলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোগ্যকণ্ঠে একমহিষের সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোগ্যকণ্ঠে একমহিষের সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥



## দ্বিযষ্টিতম সর্গ (৬২)

কৌশল্যার কর্কশবাক্য শ্রবণে কৌশল্যার প্রতি রাজা দশরথের এবং  
তাবপর কৌশল্যারও রাজা দশরথের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য প্রদান

এবং তু ক্রুদ্ধা রাজা রামমাতা সশোকয়া।

প্রানিতঃ পরমং বাক্যং চিত্তম্যামাস দুঃখিতঃ॥ ১

এইভাবে শোকবিহুলা ক্রুদ্ধা রামজননী কৌশল্যা  
বাক্য দশবাক্যে কঠোর বাক্য শোনালে, রাজা দুঃখিত হয়ে  
চিন্তা করতে লাগলেন।

চিন্তয়িত্বা স চ নৃশো মোহন্যাকুলিতেজসি॥

অথ দীর্ঘেণ কালেন সংজ্ঞামাপ পরম্পরঃ॥ ২

শত্রুতাপনকারী বাক্য দশরথ চিন্তা করে মোহবশত  
বিকলেজিয় অর্থাৎ তাঁর ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হয়ে উঠল  
এবং বহুক্ষণ পবে তিনি চেতনা ফিরে পেলেন।

স সংজ্ঞামুপলভ্যেব দীর্ঘমুখঃ চ নিঃশ্বসন্।

কৌশল্যঃ পার্শ্বতো দৃষ্টা ততশ্চিন্তামুপাগমৎ॥ ৩

চেতনা লাভ করে তিনি দীর্ঘ উষ নিঃশ্বাস ত্যাগ  
করলেন এবং পাশে উপবিষ্টা কৌশল্যাকে দেখে চিন্তা  
করতে লাগলেন।

তস্যা চিন্তয়মানস্যা প্রত্যভাৎ কর্ম দুহ্ততম্।

যদনেন কৃতং পূর্বমজ্ঞানচ্ছববেষিনা॥ ৪

চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে এক দুঃস্বপ্নের কথা  
ভেসে উঠল—না জেনে তিনি শত্রুভেদী বাণ নিক্ষেপ  
করেছিলেন।

অমনাত্বেন শোকেন রামশোকেন চ প্রভুঃ।

ষাভ্যামপি মহারাজঃ শোকভ্যামভিতপাতে॥ ৫

সেই পূর্বকৃত বাণনিষ্ক্ষেপজনিত শোকে এবং রামের  
জন্য শোকে মহারাজ আনমনা হয়ে পড়লেন এবং এই দুই  
প্রকার শোকে অনুতপ্ত হলেন।

দহমানস্ত শোকভ্যাং কৌশল্যামাহ দুঃখিতঃ।

বেগমানোহঞ্জলিং কৃৎ প্রসাদার্থমবাযুখঃ॥ ৬

দুই শোকে দহ দুঃখিত রাজা কৌশল্যার অনুগ্রহ  
লাভের জন্য কাঁপতে কাঁপতে কৃতাজলিপুটে নতমস্তক হয়ে  
বললেন—

প্রসাদয়ে ত্বাং কৌসলো রচিতোহয়ং ময়াঞ্জলিঃ।

বৎসলা চানুশংসা চ ত্বং হি নিতাং পরেষণি॥ ৭

‘অয়ি কৌশল্যো ! আমি কৃতাজলিপুটে তোমার

প্রসন্নতা কামনা করছি, কাবণ তুমি সর্বদাই পরের প্রতি  
স্নেহময়ী এবং সহনশীল।

ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্ নির্ভণোহপি বা।

ধর্মঃ নিম্শমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্। ৮

‘দেবি ! স্বামী গুণবান অথবা গুণহীন, বাই  
হোন, ধর্মের বিচারনীলা নারীদের কাছে স্বামীই প্রত্যক্ষ  
দেবতা।

সা ত্বং ধর্মপরা নিতাং দৃষ্টলোকপরাবরা।

নার্থসে বিপ্রিয়ং বক্তুং দুঃখিতাপি সুদুঃখিতম্। ৯

‘তুমি নিত্যধর্মপরায়ণা এবং সংসারের ভালোকে  
জানো; অতএব নিজে শোক পেলেও শোকাক্ত আমার প্রতি  
কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে পারো না !’

তদ্ বাক্যং করুণং রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা দীনস্য ভাষিতম্।

কৌশল্যাবাসৃজদ্ বাষ্পং প্রণালীং নবোদকম্॥ ১০

কৌশল্যা, শোকাক্ত রাজার সেই করুণ বাক্য শ্রবণ  
করে পয়ঃপ্রণালী দিয়ে প্রবাহিত (বর্ষার) নব-জলধারা  
মতো অশ্রুধারা বিসর্জন করতে লাগলেন।

সা মূর্খি বদ্ব্যা রুদতী রাজ্ঞঃ পশ্চমিবাঞ্জলিম্।

সম্ভ্রমাদব্রবীৎ ব্রজা তুরমাধাক্ষরং বচঃ॥ ১১

রোক্তমানী কৌশল্যা তত্রব্রজা হয়ে সমস্ত  
তাড়াতাড়ি রাজার অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয় স্বীয় মস্তকে ধারণ করে  
শুদ্ধোচ্ছাবিত বর্ণময় শব্দে বললেন—

প্রসীদ শিরসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাম্মি তে।

যাচিতাম্মি হতা দেব ক্ষম্বব্যাহং নহি ত্বয়া॥ ১২

‘দেব ! মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে আপনার কাছে  
প্রার্থনা করছি—আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনি আমার  
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আমি  
আপনার ক্ষমার যোগ্য, পরিত্যাগের যোগ্য নই।

নৈষা হি সা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন বীমতা।

উভয়লোকে যৌলোকে পত্যা যা সম্প্রসাদতে॥ ১৩

‘উভয়লোকে (স্বর্গে ও মর্ত্যে) প্রশংসনীয় ধীর  
পতি যাকে তোষণ করেন, ইহলোকে সে যথার্থ স্ত্রী হতে  
পারে না।

জানি ধর্মঃ ধর্মজ্ঞাং জানে সত্যবাদিনম্।  
পুত্রশোককঠরা তস্য ময়া কিমপি ভাষিতম্॥ ১৪

‘ধর্মজ্ঞ মহারাজ ! ধর্ম কী, তা আমি জানি,  
কোনকেও সত্যবাদী বলে জানি। কিন্তু, পুত্রশোকে কাতর  
হয়ে আমি কিছু অগ্রিয় কথা বলেছি।

শোক নশয়তে ধৈর্যঃ শোকো নশয়তে প্রকৃতম্।  
শোকো নশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ। ১৫

‘শোক ধৈর্যের বিনাশ ঘটায়, শোক জ্ঞানকে বিনষ্ট  
করে; শোক সবকিছুবই বিনাশ ঘটায়। অতএব শোকের  
খামশক্ত নেই।

কমপতিতঃ সোদুঃ প্রহারো রিপুহন্ততঃ  
সমুপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোহপি ন শকাতে। ১৬

‘শত্রুর হাতের প্রাপ্ত প্রহার বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু  
সুখ অগত সুক্ষ্মতম শোক ও মর্মপিড়াও সহ্য করতে  
পারায় না।

কবাস্য রামস্য পঞ্চরাত্রোহত্র গণ্যতে  
য শোকহতহর্ষায়াঃ পঞ্চবর্ষোপমো মম॥ ১৭

‘গগনায় রামের বনবাসের আজ পাঁচ রাত্রি হল ;  
কিন্তু শোকাক্রান্ত নিরানন্দ আমার কাছে সেই সময় পাঁচ বছর  
বলে মনে মনে হচ্ছে।

তং হি চিত্তমামানয়াঃ শোকোহয়ং হৃদি বর্ধতে।  
নদীনামিব বেগেন সমুদ্রসলিলঃ মহৎ॥ ১৮

‘নদীর জলপ্রবাহের বেগে সমুদ্রের জল যেমন  
বেড়ে যায়, সেইরকম রামের চিন্তায় আমার এই শোক  
হৃদয়ে বর্ধিত হচ্ছে।’

এবং হি কথাশ্রুত্বা কৌশল্যায়াঃ শুভং বচঃ।  
মন্দরশিরস্বৎ সূর্গো রজনী চান্তবর্তত॥ ১৯

অথ প্রভৃদিতো বাটকৌর্দেব্যা কৌশল্যা নৃপঃ।  
শোকেন চ সমাজ্ঞানো নিদ্রায়া বশমেয়িবান্॥ ২০

দেবী কৌশল্যা এইরকম শুভসূচক কথা বলতে  
বলতে সূর্যকিরণ মলিন হয়ে রাত্রি সমাগত হল। তখন  
রামের শোকে পীড়িত হলেও রাজা দশরথ দেবী কৌশল্যার  
কথায় আত্মদিত হলেন এবং ধীরে ধীরে নিদ্রার বশীভূত  
হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

### ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৬৩)

যৌবনে অনবধানতাবশত মুনিকুমারের প্রাণসংহার করেছিলেন এই স্বদোষ-  
কাহিনী কৌশল্যার কাছে বলে রাজা দশরথের শোকপ্রকাশ

প্রতিবৃদ্ধো মুহূর্তেন শোকোপহতচেতনঃ।  
অথ রাজা দশরথঃ স চিত্তমভ্যপদ্যত॥ ১

শোকে হতচেতন রাজা দশরথ মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান  
কিন্দ্রে পেয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

রামলক্ষণয়োশ্চৈব বিবাসাদ্ বাসবোপমম্।  
আশ্রমে উপসর্গন্তঃ তমঃ সূর্যমিবাসুরম্॥ ২

(রাহু নামক অসুরের) আক্রমণ-জ্ঞাত অঙ্ককাররূপ  
ঈশ্বর যেমন সূর্যকে অঙ্ককারাবৃত্ত করে দেয়ে, তদ্রূপ

রাম-লক্ষণের নির্বাসনজাত শোক ইন্দ্রতুলা দশরথকে  
আক্রমণ করল।

সভার্ষে হি গতে রামে কৌশল্যাঃ কোসলেশ্বরঃ।  
বিবসুরসিতাপাকীঃ স্মৃজা দুষ্কৃতমাস্তনঃ॥ ৩

সপত্নীক রাম বনবাসে গেলে, কোশলরাজ দশরথ  
নিজের পূর্বকৃত দুষ্কৃতি স্মরণ করে, কৃষ্ণনেত্রী কৌশল্যাকে  
বলতে চাইলেন।

স রাজা রজনীঃ বচীঃ রামে প্রব্রাজিতে বনম্।

অর্থহারা মনরথঃ সোহমরথঃ দুহৃতঃ কৃতম্ ॥ ৪

রাম বনে যাওয়ায় সব ধর্ম বহুদূরিত অর্থহারা রাজা  
দুহৃতের পূর্ব-কৃত দুহৃতির মনরথ হল

স রাজা পুত্রশোকাতঃ শূন্যঃ দুহৃতমাকনঃ,  
কৌশল্যঃ পুত্রশোকাতমিহঃ বচনমবধীৎ ॥ ৫

পুত্রশোকে কাতর রাজা মনরথ নিজেই দুহৃতির কথা  
মরন করে পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যকে এই কথাবার্তা  
বললেন।

যদাচরতি কল্যাণি শুভং বা যদি বাততম্।

তদেব লভতে তস্মৈ কর্তা কর্মজমাকনঃ ॥ ৬

‘অযি মঙ্গলমযি, কল্যাণি! মানুষ শুভ বা অশুভ, যা  
কিছু কর্ম করে, সেই কর্তা নিজ কর্মজাত সেই ফলই লাভ  
করে।

কল্যাণমবমর্থানামারস্তে কর্মণাং ফলম্।

দোষং বা যো ন জানাতি স বাল ইতি হোচ্যতে ॥ ৭

‘যে ব্যক্তি কর্মের আরম্ভকালে তার ফলের গুরুত্ব বা  
লঘুত্ব বুঝতে পারে না, তাকে বালক-ই (দুর্ব-ই) বলা হয়ে  
থাকে।

কচ্চিৎপ্রবণঃ হিহা পলাশাংস্ত নিষিদ্ধতি।

পুংশঃ দুষ্টা ফলে গৃহুঃ স শোচতি ফলাগমে ॥ ৮

‘যে আমার বাগান কেটে পলাশ বৃক্ষে জলসেচন  
করে, সে অপ্রফল লাভের আশা করে পলাশ ফুল দেখে  
অনুশোচনা করে।

অবিজ্ঞায় ফলং যো হি কর্ম দেবানুধাবতি।

স শোচেৎ ফলবেলায়াং যথা কিংকরসেচকঃ ॥ ৯

‘যে ক্রিয়মাণ কর্মের ফল সম্বন্ধে না জেনে কেবল  
কর্মেরই অনুসরণ করে; ফললাভের সময় সে (আমের  
বন ছেদন করে) পলাশ বৃক্ষে জলসেচকের মতোই  
অনুশোচনা করে।

সোহমপ্রবণঃ হিহা ফলাপাংস্ত নাবেচয়ম্।

রামঃ ফলাগমে তাত্ত্বা পশ্যাম্হেচামি দুর্মতিঃ ॥ ১০

‘সেইরকমভাবে আমিও আমার বাগান কেটে  
পলাশ বনে জলসেচন করেছি। তাই, ফলাগমে দুর্বুদ্ধি আমি  
রামকে বনবাসে প্রেরণ করে অনুতাপ করছি।

লক্ষ্মণেন কৌশল্যো কুমারেন ধনুশ্মতা।

কুমারঃ শব্দবেদীতি ময়া পাণমিদং কৃতম্ ॥ ১১

‘কৌশল্যো! কুমার বয়সেই ধনুশ্মান বলে পরিচিত।

আমি শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা হেতু “কুমার  
শব্দবেদী” বলে খ্যাতিলাভ করেছিলাম এবং সেই  
অহঙ্কারেই আমি পাপ কাজ করেছি।

তদিদং মেহনুগপ্রাপ্তং দেবি দুঃখং যয়ং কৃতম্।

সন্মোহামিহ বালেন যথা স্যাদ্ ভক্তিতং বিদম্ ॥ ১২

‘সম্যক্ অজ্ঞতাবশত বালক যেমন বিষ ভক্ষণ করে,  
সেইরকম দেবি! আমি না-বুঝে নিজকৃত এই দুঃখপ্রাপ্ত  
হয়েছি।

যথানাঃ পুরুষঃ কচ্চিৎ পলাশৈর্মোহিতো ভবেৎ।

এবং মযাপবিজ্ঞাতং শব্দবেদামিদং ফলম্ ॥ ১৩

‘যেমন, কোনও সাধারণ মানুষ পলাশ ফুলের রস-  
মুদ্র হয়, সেইরকম, আমিও ভবিষ্যৎ-ফল না-জেনেই  
শব্দবেদী বিন্যাস আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

দেবানুচ্য ভ্রমতবো যুবরাজো ভবামাহম্।

ততঃ প্রাব্ধনুপ্রাপ্তা মম কামবিবর্ধিনী ॥ ১৪

‘দেবি! তুমি তখন ছিলে অবিবাহিতা, আমিও  
ছিলাম যুবরাজ। সেইসময় এল আমার কামবিবর্ধ  
বর্ষাকাল।

অপাস্য হি রসান্ জৌমাংস্তপ্তা চ জলদংভুজিঃ।

পরেতাচরিতাং জীমাং রবিরচরিতে দিশম্ ॥ ১৫

‘এমন সময় একদিন সূর্য স্রীয় কিরণ দ্বারা জল  
উত্তপ্ত এবং ভূমির রস শোষণ করে যমলোকবর্তী  
প্রত্যদের বিচরণভূমি তয়ানক দক্ষিণ দিকে সঞ্চারিত  
হলেন।

উষামর্জদধে সদাঃ সিন্ধা দম্শিরে ঘনাঃ।

ততো জলধিরে সর্বে ভেকসারঙ্গবর্ধিণঃ ॥ ১৬

‘ফলে সর্বত্র সজল মেঘ দৃষ্টিগোচর হল এবং  
তৎক্ষণাৎ উষ্ণতা অন্তর্হিত হল। তখন ভেক, চাতক ও  
ময়ূরেরা হল উল্লসিত।

ক্রিমপক্ষোত্তরাঃ শ্রাতাঃ কৃচ্ছাদিবি পতংক্রিণঃ।

বৃষ্টিবাতাবধূতদ্রান্ পাদপানভিগেদিরে ॥ ১৭

‘বৃষ্টির জলে স্নান করে পাখিদের পাখাগুলি ভিঙে  
গেল, বৃষ্টির জলের আঘাতে বৃক্ষের অগ্রভাগ আন্দোলিত  
হতে থাকলে তারা অতিকষ্টে সেই বৃক্ষে আশ্রয় নিতে সক্ষম  
হল।’



পতিতঃ পতনানেন চাসকঃ।

মহাসারসম্বোধয়শিখিবাচলঃ ॥ ১৮

‘পতিত’ এবং ‘বাবংবার’ পতনশীল ভুলভাষ্য  
কবীর মত ইতিহাস নিবন্ধ সমুদ্র তথা ভুলভাষ্য পর্বতের  
হতে দেখা গেল।

পত্ন্যকম্ববর্ষানি শ্রোতাংসি বিমলানামি।

সুসুখিরিবাচলঃ সতস্যানি কুজকনঃ ॥ ১৯

‘পত্ন্যক’ ও ‘বক্ত’ বর্ণের ভুলভাষ্য দ্বারা ‘তস্যানি’  
বর্ণের হতা পর্বতভূমি থেকে কুজল গতিতে প্রবাহিত  
হইল।

হিরিকিসুখে কালে ধনুমানিধুমান্ রথী।

হায়মকৃতসংকরঃ সরস্বতীধ্বজাং নদীম্ ॥ ২০

‘নদী’ অতি সুবকর সময়ে ধনুর্বাণে সজ্জিত ও  
বহুতর হস্ত আমি পৌকম প্রদর্শনের সঙ্কল্প নিয়ে সরস্ব  
তীর নিকট চললাম।

নিপুণে মহিষাং রাষ্ট্রৌ গজং বাজাগতং মৃগম্।

কন্য বা বাপদং কিঞ্চিচ্ছিখাংসুরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১

‘অনি’ অভিভেদ্য। তাই রাষ্ট্রিতে জলপানের জন্য  
মহিষ, হস্তী, হরিণ বা অন্য কোনও হিংস্র জন্তু এলে তাকে  
হত্যা করার প্রস্তুতি নিলাম।

কথককারে কুশৌখং জলে কুন্তস্য পূর্বতঃ।

অচ্যুর্বিধয়ে ঘোষণং বারণস্যেব নর্দতঃ ॥ ২২

‘ইত্যবসরে’ অন্ধকারে জলে কপসি ভরার শব্দকে,  
‘চক্রঃ’ চিংকারকারী দৃষ্টির বহির্ভূত হস্তীর নিনাদের  
মতো শব্দ, শুনতে পেলাম।

হস্তোহং শরমুদ্বৃত্তা দীপ্তমাসীবিবোধমম্।

শব্দং প্রতি গজশ্রেণুরভিলক্ষমশাতয়ম্ ॥ ২৩

‘তখন আমি হাতিটাকে ধরার (মারার) জন্য তৃণীর  
থেকে সাপের বিষের মতো দীপ্ত বাণ তুলে নিয়ে ঐ শব্দকে  
লক্ষ করে নিক্ষেপ করলাম।

অমৃকঃ নিশিতং বাণমহামাসীবিবোধমম্।

অর বাজসি ব্যক্তা প্রাদুরাসীদ্ বনৌকসঃ ॥ ২৪

‘যে’ হেতি পততগোরে বাণাদ্ বাধিতমর্মণঃ।

অমৃকশিত্তে কুদৌ বাসকৃৎ তত্র মানুদী ॥ ২৫

‘তখন উমাকাল। আমি সর্পতুল্য শাবিত বাণ নিক্ষেপ

করলাম। সেই বাল্যকালে মর্ষকে ‘বক্ত’ ভাবে ‘বক্ত’ ভাবে  
কোনও বন্দসী জলে বক্তে পততে হইতে (নির্ভীক)।  
পতিত হল। তব নৃপ গোষ্ঠে ‘জ-জ’, ‘ই-জ’, ‘ই-জ’  
হল।

কপমম্ববিধে শব্দং নিপাতক তপস্বিনী।

প্রবিন্ধ্যাং নদীং রাষ্ট্রবৃন্দাংসুহৃদমলঃ ॥ ২৬

‘নদী’ সুব বক্তে ‘কপম’ – ‘কপম’ ‘কপম’  
জনা নির্জন নদীতে ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’  
নির্ভীক হল কেন?

ইদৃশাভিহতঃ কেন কস্য বাপকৃতঃ মরা।

অযোহি নাহনগস্য বনে বলোন জীবতঃ ॥ ২৭

‘কপম’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’  
করে জীবনধারণকারী বন্দসী ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’  
বাণঘাত করল? ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’

কথং নু শব্দেণ বধো নবিশ্য বিধিরতে।

জটাজরধরস্যেব বহুলাজিনবাসসঃ ॥ ২৮

‘জটাজরী’, ‘বহুলা’ ও ‘বহুলা’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’  
‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’

কো বধেন মমার্থী স্যাৎ কিং বাস্যাপকৃতঃ মরা।

এবং নিশ্ফলমারকঃ কেবলানর্বসংহিতম্ ॥ ২৯

‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’  
‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’

ন কচিৎ সাধু মন্যেত বৈধব গুরুতরমম্।

নেনং তথানুশোচামি জীবিতকরমাম্বনঃ ॥ ৩০

মাতরং পিতরং চোতাকনুশোচামি মম্বনঃ।

অমৃতনিধুনং বৃদ্ধং চিরকালভূতং ময়া ॥ ৩১

‘যেমন’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’  
‘সেই’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’  
‘কিন্তু’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’  
‘আমার’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’  
‘অনুশোচনা’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’ ‘অ-অ’

ময়ি পক্ষমামনে কাং বৃত্তিং বর্তয়িমতি।

বৃক্ষৌ চ মাতাপিতরাবহং চৈকেশুনা হতঃ ॥ ৩২

কেন ন্য নিহতঃ সর্ব সুবালেনাকৃতামনা।

“আমি একটি বানের অঘাতে নিহত হলাম। আমার মৃত্যুতে আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা কোন বৃদ্ধি ফলান্বনে জীবন ধারণ করবেন? কোন অমিবকী পুরস্কার চাই আমি। আমার সকলে নিহত হলাম?”

তাঃ শিরঃ করুণাঃ প্রকৃতা মম সর্মানকলিনঃ॥ ৩৩

করাআঃ সশবঃ চাপঃ ব্যথিতব্যাপতন্ ভূবি।

পেলায়ঃ আমার হাত থেকে ধনুর্বাণ খসে পড়ল।

ভব্যাহঃ করুণঃ প্রকৃতা ঋষেবীজপাতো নিলি॥ ৩৪

সস্তম্ভঃ শোকবেগেন ভূশাসঃ বিভেতঃ

“মাত্রিতে ষিলাপত্রও সেই ঋষির করুণ প্রলম্বকানি

ওনে বিশস্ত আমি অত্যন্ত শোকারবেগে হতচেতন হয়ে পড়লাম

ভঃ দেশমহাপম্য দীলকভঃ সুবলোঃ। ৩৫

অশল্যমিথুণা তীরে সরম্বাভ্রাপসঃ হস্তম্।

অবকীর্ণজটায়ঃ প্রবিধকলশোদকম্। ৩৬

শাঃ সুগোপিতবিদ্যাজঃ পন্নানঃ শল্যবেধিতম্।

স মামুদবীকা নেত্রাজানঃ প্রমথপ্রভেতম্॥ ৩৭

ইত্য়াবাচ বচঃ ক্রুরঃ বিধক্লিবিভ ভেজসা।

“দীন ও উদ্ভিন্ন চিত্তে আমি সেখানে এসে সরযুদীর

তীরে শবহত এক তাপসকে দেখলাম, যাঁর জটীরানি

মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে, কলশেব জল গড়িয়ে যাচ্ছে,

বাগবিন্দু ধূলিমাখা বভ্রাজ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে,

অস্ত্রোত্ত ও অস্ত্রবিগুণ্ড আমি; লুই চক্ষু বেলে সেই তাপস

দ্বীয় তেজে আমাকে বেন দক্ষ করণে কবতে কঠোর ব্যকো

বললেন—

কিঃ ভব্যপকৃতঃ রাজন্ বনে নিবসতা মরা॥ ৩৮

জিহীর্ষুরেষা ওর্ধ্বঃ যথঃ তাদিত্তম্বা।

“রাজন্! গুরুজনের (পিতা-মাতার) জন্য জল

সংগ্রহার্থে আগত, বনবাসী আমি আপনার কী দ্রুতি

করেছি যে, আপনি আমাকে বাণ দ্বারা আঘাত করলেন?

একেন খলু বাণেন মর্মণ্যভিহতে যসি॥ ৩৯

দ্যাবকৌ নিহতৌ বৃকৌ মাতা জন্মিতা চ মে।

“একটি যাত্র বাণ দ্বারা আমার মর্মহীন বিদীর্ণ করে

আপনি আমার অক্ষ ও কৃদ্ধ পিতা-মাতাকেও হত্যা করলেন।

তৌ নুনঃ পূর্বকালকৌ মহপ্রতীকৌ পিপাসিতৌ ৪০

চিরমালাঃ কৃতঃ কটাঃ কটাঃ সজারমিশাঃ

“নিকরই পিপাসার্তি পূর্বক অক্ষ দুজন অভিকষ্টে সুদ

সহ্য করে আমার আশায় অনেককাল প্রতীক্ষা কর

আছেন।

ন নুনঃ তপসো ব্যক্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা॥ ৪১

পিতা যথাঃ ন জ্ঞানিতে পন্নানঃ পতিতঃ ভূবি।

“আমার তপস্যার বা শত্রুজ্ঞানের নিশ্চয়ই ফলও

ফলপ্রকাশ ঘটেনি; যেহেতু, আমি যে মৃত্যুশয্যা মাটিতে

পড়ে আছি, তা আমার পিতা জ্ঞানেন না।

জানন্নসি চ কিং কুর্বাণশক্ত্যাপরিক্রমঃ ৪২

জিদমানবিলাশক্ত্যাত্মনো নগো নগমঃ

“ভগ্নপ্রায় বৃক্ষকে রক্ষা করতে অন্য বৃক্ষ যেমন

অসমর্থ, সেইরকম, আমি মাটিতে পড়ে আছি জ্ঞেয়ও

পূর্বক ও চলাচ্ছকিহীন আমার পিতা কী করতে পারেন?”

পিতৃহৃদয়ঃ মে গদ্যা শীঘ্রমাতকৃ যাবন॥ ৪৩

ন হ্যমমুদাহেৎ কৃচ্ছো বনমগ্নিরিবধিতঃ।

“হে রমুনন্দন! আপনি শীঘ্র আমার বাবার দ্বা

গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানান, যাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

(প্রজ্জ্বলিত) অগ্নি যেমন বনকে দক্ষ করে, সেইরকম

আপনাকে ভস্ম করে না দেন।

ইমমেবকপদী রাজন্ যতো মে পিতৃব্রহ্মহঃ ৪৪

ভং প্রসাদয় পদ্যা হং ন ত্বা সংকুপিতঃ শপেৎ

“রাজন্! আমার পিতার আশ্রমে যাওয়ার ঐ

সংকীর্ণ পথ, আপনি সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রস

করুন, যাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাকে অভিলাষ না

দেন

বিলম্বঃ বুরু মাং রাজন্ মর্ম মে নিশিতঃ পরঃ ৪৫

নগদ্বি মূদু সোধসেবঃ জীরমধুরেষা যথা

“রাজন্! আমাকে বাণমুক্ত করুন। জলকেন্দ্র থেকে

উটুনিম্নে ছিন্নভিন্ন করে, সেইরকম, ঐ শণিত বাণ

আমার মর্মস্থলকে যাতনা দিচ্ছে।”

সপল্যাঃ ক্লিশাতে প্রাণৈবিশ্ল্যো নিবলিগতিঃ ৪৬

ইতি মামবিশচিহ্না তন্মা শল্যাপকর্ষণে।

দুঃখিতস্য চ দীনস্য মম শোকোত্তরস্য চ॥ ৪৭

20134 Vaidya Ramayan Part 1 (Bangla) Section 15\_1 Book

সুদ্রামামসি নৈশোন জাতো নরবরাধিপ।  
ইতীব নদতঃ কৃচ্ছাদ বাণাভিহতমর্মণঃ ॥ ৫১  
বিকূর্ণতো বিচষ্টেসা বেগমানসা ভূতলে।  
তস্যা ক্ৰান্তামানসা তং বাণমহমুক্ষরম্।  
স মামুদীক্ষা সংব্রজো জহৌ প্রাণাংস্তপোধনঃ ॥ ৫২  
“রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি বৈশ্যের গুহরসে শূদ্রার  
গর্ভজাত” মর্মস্থলে বাণাহত সেই কুমার অতি কষ্টে এইটুকু  
বলেই মাথা দূরে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলে  
আমি সেই বাণ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলাম। তখন সেই  
তপস্বী সন্তপ্তচিত্তে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রাণত্যাগ  
করলেন।

সমামানঃ স মাং কৃচ্ছাদুবাচ পরমাথনিঃ ॥ ৪৮  
ঈদমানো বিবৃদ্ধাকোহচেটমানো গভঃ ক্ষয়ম্।  
সংজ্ঞা শোকং ধৈর্যেণ হিবিচিন্তো জ্বামাহম্ ॥ ৪৯

“পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ঋষিকুমার আমাকে শোকসন্তপ্ত  
দেব অতি কষ্টে বললেন “আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি,  
বিকৃত হয়ে নিশ্চেষ্ট আমার জীবৎকাল শেষ হয়ে  
এসছে, ধৈর্য ধরে আমি শোক প্রতিবোধ করে হিবিচিন্ত  
কচ্ছি।

বৃদ্ধজাতকৃতঃ তাপঃ হৃদয়াদপনীয়তাম্ ॥  
= বিজ্ঞাতিরহং রাজন্ মা ভূং তে মনসো ব্যথা ॥ ৫০

“রাজন্ ! আপনার হৃদয় থেকে হত্যাঞ্জনিত  
গণচিন্তা ত্যাগ করুন, যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ নই, অতএব  
আপনার মনে কোনও দুঃখ যেন না হয়।

জলাপ্রগাত্রং তু বিলপা কৃচ্ছং  
মর্মরণং সন্ততমুচ্ছবসন্তম্।

ততঃ সরযুবাং তমহং শয়ানং  
সমীক্ষ্য ভদ্রে সুভূশং বিষন্নঃ ॥ ৫৩

‘কৌশল্যো ! তখন জলে-সিদ্ধ দেহ মর্মস্থলে  
আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষতবিক্ষত এবং শোকে বিলাপরত  
তাঁকে সরযুর তীরে পড়ে থাকতে দেখে আমি অত্যন্ত  
বিষাদগ্রস্ত হলাম।’

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

## চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৬৪)

মুনিকুমারের প্রাণনাশের কারণে দশরথের বিলাপ, তাঁর মুখে পুত্রবধের সংবাদ শুনে সপত্নীক  
মুনির বিলাপ এবং মুনী কর্তৃক দশরথকে অভিশাপ প্রদান। কৌশল্যার কাছে নিজের  
কৃতকর্মের বৃত্তান্ত বলতে বলতে পুত্রশোকে অর্ধরাত্রে রাজা দশরথের প্রাণত্যাগ

বধমপ্রতিক্রপং তু মহর্ষেস্তস্যা রাঘবঃ।  
বিলপয়েন ধর্মাক্ষা কৌসল্যামিদমব্রবীৎ ॥ ১

সেই মহর্ষির অন্যায়ভাবে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে,  
ধর্মাক্ষা বধুকুলনন্দন দশরথ নিজপুত্রকে স্মরণ করে বিলাপ  
করতে করতে কৌশল্যাকে বললেন—

উদজ্ঞানাত্মহংপাপং কৃত্বা সংকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।

একত্বচ্ছিন্নয়ং বুদ্ধ্যা কথং নু সূকৃতং ভবেৎ ॥ ২  
‘দেবি ! অজ্ঞানতাবশত মহাপাপ করে আমার  
ইন্দ্রিয় সকল (বিশেষত মন) ব্যাকুল হয়ে উঠল ; কী করে  
কল্যাণ হবে এই কথা নিজের বুদ্ধি দ্বারাই চিন্তা করতে  
লাগলাম।

ততঃ সঃ ঘটমাদায় পূর্ণঃ পরমবারিণা।



আশ্রমঃ তমহং প্রাপ্য মপাখ্যাতপথং গতঃ ॥ ৩

‘জ্বলন সবয়ুর পবিত্র জলে পূর্ণ সেই খুঁটি নিয়ে

মুনিকুমার নির্দেশিত পথে আমি আশ্রমে চলে গেলাম।

তদ্বাহং দুর্বলাবহৌ বৃদ্ধাবপরিণায়কৌ।

অপশাং তস্যা পিতরৌ লুনশঙ্কানিব যিজৌ ॥ ৪

‘সেখানে গিয়ে আমি তাঁর দুর্বল, অন্ধ, বৃদ্ধ পিতা

মাতাকে ডানাকাটা পাখির মতো অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম।

তমিমিত্তাভিরাসীনৌ

কথাভিরপরিশ্রমৌ

তামাশাং মৎকৃতে হীনাবুপাসীনাবনাথবৎ ॥ ৫

‘তাঁরা তাঁদের পুত্রের আগমনের আশায় উপবিষ্ট, অক্লান্তভাবে পুত্রের কথা আলোচনা করে চলেছেন। কিন্তু আমার জনেই তাঁরা অনাথের মতো সেই আশায় বঞ্চিত হলেন।

শোকোপহতচিত্তশ্চ

ভয়সংব্রতচেতনঃ

ততোপ্রমদং গজা ভুয়ঃ শোকমহং গতঃ ॥ ৬

‘শোকাহতচিত্ত ও ভয়সম্ভ্রান্তমনা আমি সেই পবিত্র আশ্রমে গিয়ে আবার শোকগ্রস্ত হয়ে পড়লাম।

পদশব্দং তু মে শ্রদ্ধা মুনির্বাক্যমভাবত।

কিং চিরায়সি মে পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্ৰমানয় ॥ ৭

‘আমার পায়ের শব্দ শুনে মুনি বললেন—“পুত্র!

দেবী করছ কেন? শীঘ্র আমাকে জল দাও।

যন্নিমিত্তমিদং তাত মলিলে ক্রীড়িতং ভুয়া।

উৎকণ্ঠিতা তে মাতেরং প্রবিশ ক্ষিপ্ৰমাত্রমম্ ॥ ৮

‘বৎস! যাঁর জন্য তুমি জল আনতে গিয়ে জলক্ৰীড়া করছিলে, তোমার সেই মাতা তোমার জন্য উৎকণ্ঠিতা হয়ে আছেন; তুমি শীঘ্র আশ্রমে প্রবেশ করো।

যদ্ বালীকং কৃতং পুত্র মাতা তে যদি বা ময়া।

ন তন্মানসি কর্তব্যং ভুয়া তাত তপস্বিনা ॥ ৯

‘পুত্র! তোমার না অথবা আমি যদি তোমার কোনও অপ্রিয় কাজ করে থাকি, তুমি কিছু মনে কোরো না, কারণ তুমি তো তপস্বী।

ঋং গতিত্বগতীনাং চ চক্ষুঃ হীনচক্ষুশাম্।

সমাসক্তাঙ্গি প্রাণাঃ কথং ঋং নাভিভাষসে ॥ ১০

‘অগতির গতি তুমি, চক্ষুহীনের তুমি চক্ষু স্বরূপ, তোমাতেই আমাদের প্রাণ সমাসক্ত; তুমি কথা

বলত না কেন?”

মুনিমবাক্য্যা বাচা তমহং সজ্জনমানয়া।

হীনবাক্যন্যা প্রেক্ষ্য তীতচিত্ত ইবাক্রম ॥ ১১

‘মুনিবলে দেখে ভীত চিত্ত হয়ে আমি অসম্পূর্ণ আঙ্গ

আঙ্গো পরে বললাম—

মনস্য কর্ম চেষ্টাভিরভিসংকল্প্য লামলম।

আচচক্ষে ত্বহং তস্মৈ পুত্রবাসনজং ভয়ম ॥ ১২

‘আমি তাঁর পুত্র নিষেধন দুঃখজনিত ভয়কে মানসিক

শক্তি দ্বারা দমিত করে ভয় ত্যাগ করে বললাম—

ক্ষত্রিয়োহহং দশরথো নামঃ পুত্রো মহাননঃ।

সজ্জনালমতং দুঃখমিদং প্রাপ্তং স্বকর্মজম ॥ ১৩

‘মহানন! আমি আপনার পুত্র-ঠি, আমি দশরথ

নামে জনৈক ক্ষত্রিয়। সজ্জনবাস্তিগণ সর্বদাই যার নিষ্পন্ন করেন, কর্মবশে আমি সেরূপ এক ভয়ানক দুঃখে পড়ছি হয়েছি।

ভগবৎশ্যাপহস্তোহহং সরযুতীরমাগতঃ।

জিঘ্রাসুঃ শ্যাপদং কিঞ্চিদ্মিপানে বাগতং গজম ॥ ১৪

‘ভগবন্! জলপানার্থে আগত কোনও হিংস্র জন্তু

বা হস্তীকে শিকার করার জন্য ধনুর্বাণ হস্তে আমি সরযু তীরে এসেছিলাম।

ততঃ শ্রুতো ময়া শব্দো জলে কুম্ভস্য পূর্ণতঃ।

ষিপোহর্যমিতি মজ্জাহং বাধেনাভিহতো ময়া ॥ ১৫

‘কিছুক্ষণ পরে কুম্ভে জল পূরণের শব্দ শুনে,

কোনও হাতি (জলপান করছে) মনে করে আমি বাণের দ্বারা তাকে হত্যা করলাম।

গজা তস্যান্ততীীরমপশ্যামিযুগা হৃদি।

নির্নির্ভয়াং গতপ্রাণং শয়ানং ভুবি তাপসম্ ॥ ১৬

‘তারপর সবয়ুর তীরে গিয়ে বন্ধে বাণবদ্ধ এই

তাপসকে মৃত অবস্থায় ভূমিতে শায়িত দেখতে পেলাম।

ততস্তসৌব বচনাদুপেত্য পরিতপাতঃ।

স ময়া সহসা বাণ উদ্ভূতো মর্মতস্তদা ॥ ১৭

‘ভগবন্! শব্দ লক্ষ্য করে হাতিটাকে হত্যা করার

জন্য আমি জলের দিকে বাণ নিক্ষেপ করলাম, তাতেই আপনার পুত্র নিহত হয়। নিকটে গিয়ে তাকে পরিতাপ

করতে দেখে, তাঁর কথা অনুসারে তাঁর মর্মস্থান থেকে

বাণটি তুলে নিলাম।

১০ গোপবৃন্দে বানেশ সহসা স্বর্ণমাহিতঃ।  
 ১১ শোচনকাবিত্তি বিলপ্য চ॥ ১৮  
 “বাপটি বন্ধ থেকে তুলে নেওয়া মাত্র ‘আপনারা  
 কেনই অক্ষ’ এই কথা বলে অনুশোচনা ও বিলাপ করতে  
 লাগে তিনি সহসা স্বর্ণে চলে গেলেন।  
 ১২ চক্ষুনাৎ ভবতঃ পুত্রঃ সহসাজিহতো ময়া  
 ১৩ লক্ষমেব গতে যৎ সাং তৎ প্রসীদতু মে মুনিঃ॥ ১৯  
 “আমার অজ্ঞতার জন্যই আপনার পুত্র সহসা  
 মৃত হয়েছেন। এমতাবস্থায় আমাকে অভিশাপ অথবা  
 ক্ষমতা করার প্রার্থনা জানাই ; মহর্ষি আমার প্রতি প্রসন্ন  
 হোন।”  
 ২০ তত্ক্ষণাৎ বচঃ কুরং ময়া তদঘণংসিনা।  
 ২১ মনসঃ তীব্রমায়াসঃ স কর্তুং ভগবানৃষিঃ॥ ২০  
 “আমি স্বকৃত পাপ প্রকাশ করায়, সেই পূজনীয় ঋষি  
 মনস্কটের অন্যান্য কর্মের কথা শুনেও আমাকে কঠিন  
 অভিশাপ দিতে পারলেন না।  
 ২২ বাস্পপূর্ণবদনো নিঃশ্বসৎ শোকমূর্ছিতঃ।  
 ২৩ মম্বাচ মহাতেজাঃ কৃতাজলিমুপহিতম্॥ ২১  
 “আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে  
 দণ্ডায়মান হলে, শোকে মূর্ছিতপ্রায় মহাতেজস্বী ঋষি  
 বাস্পপূর্ণ লোচনে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমাকে  
 বললেন—  
 ২৪ মনোভবতঃ কর্ম ন স্ম মে কথয়েঃ স্বয়ম্।  
 ২৫ স্নেহবৃদ্ধা স্ম তে রাজন্ সদাঃ শতসহস্রাঃ॥ ২২  
 “রাজন্! এই অশুভ কর্মের কথা যদি আপনি নিজের  
 আমাকে না বলতেন, তাহলে আপনার মন্তক শত সহস্র  
 বৎসে বিদীর্ণ হয়ে যেত।  
 ২৬ ক্রিয়োণ বধো রাজন্ বানপ্রহে বিশেষতঃ।  
 ২৭ জ্ঞানপূর্বঃ কৃতঃ স্থানাচ্যাবয়েদপি বজ্রিণম্॥ ২৩  
 “রাজন্! ক্ষত্রিয় জেনেশুনেও যদি বাণপ্রস্থাত্রীকে  
 হত্যা করে তবে তাকে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হতে হয়, সে  
 এমনকী বজ্রধারী ইন্দ্রও যদি হয়।  
 ২৮ সপ্তথা তু ভবেদ্বৃদ্ধা মুনৌ তপসি তিষ্ঠতি।  
 ২৯ জ্ঞানাদ্ বিস্মৃতঃ শত্রুঃ তাদৃশে ব্রহ্মবাদিনি। ২৪  
 “তপস্যা নিবৃত্ত আমার পুত্রের সদৃশ ব্রহ্মবাদী  
 মুনির প্রতি অশ্রু নিষ্ক্ষেপকারী পুরুষের মাথা সাত

টুকরো হয়ে থাকবে।

অজানাকি কৃতং নন্দাদিঃ তে তেন জীবসে।  
 ২৫ জপি হ্যকুশলং ন স্যাদ্ রাখনাণাং কৃতো ভবান্॥ ২৫  
 “যেহেতু অজ্ঞানতাবশত আপনি এই হত্যা  
 করেছেন, তাই আপনি জীবিত আছেন ; জেনেশুনে  
 কখনো লক্ষবংশীয়দেবও অকল্যাণ হত, আপনার আর কথা  
 কী!”  
 ২৬ নর নৌ নৃপঃ তং দেশমিতি মাং চাজাভাষত।  
 ২৭ অদা তং ব্রহ্মমিচ্ছতঃ পুত্রং পশ্চিমদর্শনম্॥ ২৬  
 “মুনি! আমাকে এই কথা বললেন—“রাজন্!  
 আমাদের দুজনকে সেই স্থানে নিয়ে চলুন যেখানে  
 আমাদের পুত্র আছে ; আমরা মৃত পুত্রকে দেখতে ইচ্ছা  
 করি।”  
 ২৮ কথিরেণাবসিন্জাঃ প্রকীর্ণজিনবাসসম্।  
 ২৯ শয়ানঃ ভূবি নিঃসংলঃ ধর্মরাজবশঃ গতম্॥ ২৭  
 অথাহমেবকন্তঃ দেশং নীত্বা তৌ ভৃশদুঃখিতৌ।  
 ৩০ অস্পর্শমমহং পুত্রং তং মুনিং সহ ভার্যয়া॥ ২৮  
 “তখন আমি একাই অত্যন্ত শোকার্ত সস্ত্রীক সেই  
 মুনিকে সেই স্থানে নিয়ে গিয়ে কথিরসিন্জা, বিক্ষিপ্ত বস্ত্র-  
 মগ্ধার্ম, পরলোকগত, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভূতলে শায়িত  
 পুত্রের দেহ স্পর্শ করলাম।  
 ৩১ তৌ পুত্রমাত্মনঃ স্পৃষ্টা তমাসাদা তপস্বিনৌ।  
 ৩২ নিপেতভুঃ শরীরেহস্যা পিতা চৈনমুবাচ হ॥ ২৯  
 “তপস্বি দম্পতি নিজেদের পুত্রকে পেয়ে তার শরীর  
 স্পর্শ করে তার উপরে লুটিয়ে পড়লেন ; আর পিতা তাকে  
 উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—  
 ৩৩ নাভিবাদয়তে মাদা ন চ মামভিভাষসে।  
 ৩৪ কিং চ শেষে তু ভূমৌ ত্বং বৎস কিং কুপিতো হ্যসি॥ ৩০  
 “বৎস! আজ তুমি আমাকে প্রণাম করলে না তো,  
 আমার সঙ্গে কোনও কথাও বলছ না! তুমি ভূমিতে শুয়ে  
 আছ কেন? তুমি কি আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছ?  
 ৩৫ নদ্বহং তেহপ্রিয়ঃ পুত্র মাতরং পশ্য ধার্মিকীম্।  
 ৩৬ কিং চ নালিঙ্গসে পুত্র সুকুমার বচো বদ॥ ৩১  
 “পুত্র! না হয় আমি তোমার অপ্রিয় হয়েছি, তোমার  
 ধর্মপ্রাণা মা-এর দিকে তো একবার চেয়ে দেখো! পুত্র  
 আমাদের আলিঙ্গন করছ না কেন? বৎস! আমাদের কিছু



তো মধুর কথা বলো !

কসা বা পরমাত্মেহং প্রোক্ষ্যামি হৃদয়ঙ্গমম্।

অধীর্য়ানস মধুরং শাস্ত্রং বানাদ্ বিশেষতঃ। ৩২

“শেষ সাত্রে শাস্ত্র ধ্যানরত কার কাছে আমি হৃদয়গ্রাহী মধুর শাস্ত্রপাঠ বা অন্য গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করব ?

কো মাং সঙ্কামুপাসৌব স্নাত্বা হৃতহৃতাশনঃ।

প্রাঘম্মিকায়ুপাসীনঃ পুত্রশোকজ্যাদিতম্॥ ৩৩

“পুত্র ! কে জানাত্তে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দান করে সঙ্কামুপাসিত্রে পাশে বসে শোকভয়কাতর আমাকে আনন্দ দান করবে ?

কন্দমূলফলং ফল্য যো মাং প্রিয়মিবাতিথিম্

ভোজয়িত্বাতাকর্মণামপ্রহমনায়কম্ ॥ ৩৪

“কে-ই বা আছে যে কন্দ-মূল-ফল আহরণ করে নিয়ে এসে অকর্মণ্য, অবলম্বনহীন, অনাথ আমাকে প্রিয় অতিথির মতো ভোজন করাবে ?

ইমামজ্ঞাং চ বৃদ্ধাং চ মাতরং তে তপস্বিনীম্।

কথং পুত্র জরিয়ামি কৃপণাং পুত্রগর্হিণীম্॥ ৩৫

“পুত্র ! আমি অন্ধা। তোমার এই অন্ধা, বৃদ্ধা, তপস্বিনী, পুত্রস্নেহাতুরা, কাতরা মাতার ভরণপোষণ কেমন করে করব ?

ভিষ্ঠ মা মা গমঃ পুত্র বমস্য সদনং প্রতি

শ্রো ময়া সহ গন্তাসি জনন্যা চ সমেধিতঃ॥ ৩৬

“ধাতা ! অপেক্ষা করো। যমালয়ে এখনই যেয়ো না। আগামীকাল তোমার মা-এর এবং আমার সঙ্গে একসঙ্গে যাবে।

উভাবপি চ শোকাকর্ষাবনাথৌ কৃপণৌ বনে।

ক্ৰিপ্ৰমেব গমিষ্যাবস্ত্বয়া হীনৌ বমক্ষমম্॥ ৩৭

“এই বনে আমি ও তোমার মা দুজনেই তোমায় ছাড়া শোককাতর ও অনাথ ; অতএব আমরা শীঘ্রই যমালয়ে চলে যাব।

ততো বৈবস্বতঃ দৃষ্টা তং প্রবক্ষ্যামি ভারতীম্।

কমতাং ধর্মরাজো মে বিভ্জ্যাৎ পিতরাবয়ম্॥ ৩৮

“যমালয়ে গিয়ে তারপর সূর্যপুত্র (যম)-কে দেখে তাঁকে এই কথাই বলব—ধর্মরাজ যেন আমায় ক্ষমা করেন, আর আমার এই পুত্র যেন পিতা-মাতার ভরণপোষণ করতে পারে।

দাতুমহতি ধর্মাত্মা লোকপালো মহাবশাঃ।

দৈদৃশসা মমাক্ষ্যামেকামভয়দক্ষিণাম্। ৩৯

“মহা যশস্বী ধর্মাত্মা ত্রিলোকপালক যমদেবজ এতাদৃশ অক্ষম দরিদ্র আমাকে নিশ্চয়ই এক অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করবেন।

অপাপোহসি যথা পুত্র নিহতঃ পাপকর্মণা।

ভেন সত্যেন গচ্ছাণ্ড যে শোভন্ত্যয়োধিনাম্। ৪০

যাং হি শূরা গতিং যাত্রি সংগ্রামেধনিবর্তিনঃ।

হতাত্তিমুখাঃ পুত্র গতিং তাং পরমাং ব্রজ্জ ॥ ৪১

“পুত্র ! তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু পাপকর্মা কোনও ক্ষত্রিয়ের দ্বারা নিহত হয়েছ অতএব নিষ্পাপজনের মতো তুমি অস্বধারী যোদ্ধার প্রাপ্য সত্যলোকে গমন করো। বৎস ! সম্মুখসমরে অপরাধ্মুখ নিহত বীরের পরমা গতি লাভ করো।

যাং গতিং সগরঃ শৈব্যো দিলীপো জনমেজয়ঃ।

নহবো যুদ্ধুমারশ্চ প্রাপ্তাত্মাং গচ্ছ পুত্রক ॥ ৪২

“মহারাজ সগর, শিবিপুত্র শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহব এবং যুদ্ধুমার যে গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, বাছা ! তুমি সেই গতি লাভ করো।

যা গতিঃ সর্বভূতানাং স্বাধ্যায়াং তপসশ্চ যা।

ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ ॥ ৪৩

গোসহস্রপ্রদাতৃণাং গুরুসেবামভ্যামপি।

দেহন্যাসকৃতাং যা চ তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক ॥ ৪৪

“পুত্র ! বেদাধ্যয়ন ও তপস্যায় মানুষের যে গতিলাভ হয় ভূমিপ্রদান ও যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিদানে মানুষের যে গতি ; তোমার সেই গতিলাভ হোক ; এক পত্নীকের যে গতি এবং সহস্র গো-দানকারীর যে গতি, গুরুসেবার আত্মসমর্পণকারী ও সকল প্রাণীর কল্যাণে আত্মবেদ দানকারীর যে গতি, তুমি সেই পরমা গতি লাভ করো।

নহি স্বম্মিন্ কুলে জাতো গচ্ছতাকুশলাং গতিম্।

স তু যাগতি যেন ত্বং নিহতো মম ব্যাকব ॥ ৪৫

“এই তপস্বীর বংশে-জাত কেউ-ই অশুভ গতিপ্রাপ্ত হয় না। অসহনীয় বিরহহেতু আমার ব্যাকব যে তুমি, তোমাকে যে হত্যা করেছে, তার নিশ্চয়ই অশুভ গতি হবে।”

এবং স কৃপণং তত্র পর্যদেবয়তাসকৃৎ।



অন্যদিকে কৃতমুদকঃ পুত্রঃ সহ ভাষ্যাম্ ॥ ৪৬

এইভাবে তিনি বাণবায় সকাহন বিলাপ করলেন ;  
একদা পুত্রীক ভাব পুত্রের উদ্দেশ্যে জন্মলাভের দায়িত্ব  
হলেন।

সেই দিবসে গণেশ মুনিপুত্রঃ বসমতিঃ ॥

বসমতিঃ কিপ্রঃ শক্রেণ সহ গমিবৎ ॥ ৪৭

‘যমঃ সেই মুনিপুত্র গ্রীষ্ম সাং কর্মের পূর্বে  
বিলাপ বাণ করবে ইত্যেব সঙ্গে গণেশ প্রদে আবেহন  
করেন।

অবশেষে চ তৌ বৃক্ষো শক্রেণ সহ ভাপসঃ ॥

ভাপস চ মুহূর্তঃ হু পিতাঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৮

‘সেই ভাপস বৃক্ষ পিতা-মাতাকে আশ্রয় করে ইত্যেব  
সহ মুহূর্তের জন্য কথা বলে, পিতাকে বললেন—

হনমসি মহৎ প্রাপ্তো ভবতোঃ পরিচারণাৎ ॥

হনাবসি চ কিপ্রঃ মম মূলমুপৈযাথঃ ॥ ৪৯

‘‘আপনার দুজনকে সেবা কবে আমি উত্তমস্থান  
প্রাপ্ত হয়েছি ; আপনার দুজনেও শীঘ্রই আমার কাছে চলে  
আসবেন।’’

এবমুখ্য তু দিবসে বিমানেন বপুষ্যতা ॥

অরুরেহ দিবঃ কিপ্রঃ মুনিপুত্রো জিতেদ্রিয়ঃ ॥ ৫০

‘এই কথা বলে জিতেদ্রিয় মুনিকুমার সুন্দরাকৃতি  
বিমান বিমানে করে শীঘ্র স্বর্গারোহণ করলেন

স কৃদ্ধাখোদকঃ তুর্গঃ ভাপসঃ সহ ভাষ্যাম্ ॥

মমুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপহিতম্ ॥ ৫১

‘অনন্তর সেই মহাতেজস্বী তপস্বী স্ত্রীর সঙ্গে পুত্রের  
উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দান করে (তর্পণ করে) করজোড়ে  
দণ্ডায়মান আমাকে বললেন—

অদৌ জহি মাং রাজন্ মরণে নান্তি মে বাথা ॥

যা শরৈলৈকপুত্রঃ মাং ভ্রমকার্ষীরপুত্রকম্ ॥ ৫২

‘‘রাজন্ ! তুমি একটি মাত্র শরাঘাতে এক-পুত্রক  
আমাকে অপুত্রক করে দিলে ; অতএব এখনই আমাকে  
হত্যা করো ; মরণে আমার আর দুঃখ নেই।

ইদানি চ যদজ্ঞানান্নিহতো মে স বালকঃ ॥

তেন ইদানি শঙ্কোহহং সুদুঃখমতিদারুণম্ ॥ ৫৩

‘‘তুমি না-জেনে আমার বালক পুত্রকে হত্যা  
করেছ ; তাই আমিও তোমাকে দুঃখজনক নিদারুণ  
অভিশাপ দিচ্ছি।

পুত্রবাসনাঃ দুঃখঃ মদেতরম সাংগতম্ ॥

এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিস্যসি ॥ ৫৪

‘‘সংপ্রাপ্ত পুত্র বিয়োগজনিত আমার যে দুঃখ,  
রাজন্ ! তুমিও এইকম পুত্রশোকে কালপ্রাপ্তে পতিত  
হবে।

অজানাতু হতো মম্মাং কত্রিয়েণ ইয়া মনিঃ ॥

তস্মাৎ ত্বাং নানিশিত্যন্ত ব্রহ্মহত্যা নরাদিপ ॥ ৫৫

ত্বামপোতাদৃশো ভাবঃ কিপ্রমেব গমিন্যতি ॥

জীবিত্যকরো গোত্রো দাতারমিব দক্ষিণাম্ ॥ ৫৬

‘‘রাজন্ ! যেহেতু কত্রিয় হয়ে বৈশ্যজাতীয় মুনিকে  
তুমি না বুঝে হত্যা করেছ, তাই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ  
তোমাকে স্পর্শ করবে না, তথাপি দক্ষিণাদাতা যেমন

দানের ফল শীঘ্র লাভ করে, তদ্রূপ তুমিও সত্ত্বরই এই  
হত্যার ফলপ্রাপ্ত হবে।’’

এবং শাপং ময়ি ন্যস্য বিলপ্য করুণং বহু ॥

চিত্তমারোপ্য দেহং তস্মিধুনং স্বর্গমভ্যয়াৎ ॥ ৫৭

‘সেই মূনি দম্পতি আমাকে এই অভিশাপ দিয়ে  
অনেকক্ষণ করুণ বিলাপ করলেন এবং পরে নিজেদের  
দেহ চিত্তায় সমর্পণ করে স্বর্গে চলে গেলেন।

তদেতচ্চিত্তয়ানেন স্মৃতং পাপং ময়া স্বয়ম্ ॥

তদা বালয়াৎ কৃতং দেবি শব্দবেদ্যানুকর্ষণা ॥ ৫৮

‘দেবি ! বাল্যকাল থেকে শব্দভেদী হয়ে আমি নিজে

যে পাপ করেছি ; তাই আজ স্মরণে আসছে।

তস্যায়ঃ কর্মণো দেবি বিপাকঃ সমুপহিতঃ ॥

অপথ্যঃ সহ সমুজ্জো ব্যাধিরমরসে যথা ॥ ৫৯

তস্মাৎমাগতঃ ভদ্রে তস্যোদারস্য তদ্ বচঃ ॥

‘অন্নপানাদির সঙ্গে কুপথ্য ভোজন করলে যেমন  
ব্যাধি হয়, সেইরকম দেবি ! আমার পূর্বকৃত সেই পাপ-  
কর্মের ফলে এই দুর্দৈব উপস্থিত হয়েছে। অয়ি কল্যাণি !

এইভাবে সেই উদার মহাত্মার অভিশাপরূপ-বাক্য আমার  
উপর ফলবান হতে চলেছে।’’

ইত্যাক্ষা স রুদংব্রজো ভাৰ্য্যামাহ তু ভূমিপঃ ॥ ৬০

যদহং পুত্রশোকেন সংতাজ্জিগ্যামি জীবিতম্ ॥

চক্ষুর্ভ্যাং ত্বাং ন পশ্যামি কৌশল্যো ত্বং হি মাং স্পৃশ ॥ ৬১

এই বলে ভীত রাজা কঁদতে কঁদতে স্ত্রীকে  
বললেন—‘কৌশল্যা ! যেহেতু আমি পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ  
করতে চলেছি, তাই তোমাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না ;

তুমি-ই আমাকে স্পর্শ করো।

যমকামনুপ্রাপ্তা দ্রক্ষ্যন্তি নহি মানবাঃ।  
যদি মাং সংস্পৃশেৎ রামঃ সক্ষমভারভেদ বা॥ ৬২  
ধনং বা যৌবরাজ্যং বা জীবেষ্যমিতি মে মতিঃ।

‘মানুষ যমলোককে যাত্রাকালে কিছুই দেখতে পায় না।  
রাম যদি একবার আমাকে স্পর্শ করত, কিংবা ধন বা  
যৌবরাজ্য স্বীকার করে নিত, তাহলে আমার বিশ্বাস, আমি  
বঁচে যেতাম।

ন ভয়ে সদৃশং দেবি যদ্যস্মি স্নাঘবে কৃতম্॥ ৬৩  
সদৃশং ভঙ্কু ভসৈব যদনেন কৃতং যমি

‘দেবি ! রামের প্রতি আমি যা ব্যবহার করেছি, তা  
আমার উচিত হয়নি, পরন্তু সে আমার প্রতি যা করেছে, তা  
তার উপযুক্তই হয়েছে

দুর্ভিক্ষমপি কঃ পুত্রং ভাজেদ্ ভুবি বিচক্ষণঃ॥ ৬৪  
কন্ত প্রজাজ্ঞামানো বা নসুয়েৎ পিতরং সূতঃ।

‘পুত্র দুর্ভিক্ষ হলেও জগতে কোন্ বুদ্ধিমান পিতা  
তাকে ভাগ করেন ? অপরপক্ষে পিতা কর্তৃক  
নির্বাসিত কোন্ পুত্রই বা পিতার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ  
করে না ?

চক্ষুষা জ্ঞাং ন পশ্যামি স্মৃতির্মহ বিলুপ্যতে॥ ৬৫  
দুভা বৈবস্বতসৌতে কৌশল্যো ভ্রময়ন্তি মাম্।

‘কৌশল্যো ! বিবস্বানপুত্র যম-এর দূতেরা আমাকে  
নিয়ে বাওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছে, তাই আমার স্মৃতিশক্তি  
লোপ পাচ্ছে।

অভঙ্কু কিং দুঃখতরং যদহং জীবিতক্লয়ে॥ ৬৬  
নহি পশ্যামি ধর্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্।

‘আমি যে মৃত্যুকালে সত্যসন্ধা, পরাক্রমী, ধর্মজ্ঞ  
রামকে দেখতে পাচ্ছি না, এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর কী  
আছে ?

তস্যাদর্শনজঃ শোকঃ সূতস্যাপ্রতিকর্মণঃ॥ ৬৭  
উচ্ছেদয়তি বৈ প্রাণান্ বারি জ্যোত্মিবাতপঃ।

‘অননুকারণীয় কর্মী আমার সেই পুত্রের  
অদর্শনজনিত শোক আমার প্রাণকে, সূর্যকিরণে জলবিন্দুর  
মতো শুকিয়ে মারছে।

ন তে মনুষ্যা দেবাশ্চে যে চারুতডকুণ্ডলম্॥ ৬৮  
মুখং দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য বর্ষে পঞ্চদশে পুনঃ।

‘যারা, পঞ্চদশ বর্ষে বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত্ত রামের

মঙ্গলময় কুণ্ডলশোভিত মুখখানি দেখতে পাবে, তারা মানুষ  
নয়, দেবতাই।

পদ্মপত্রেক্ষণং সুক্লম সুদংষ্ট্রং চারুনাটিকম্॥ ৬৯  
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য তারাবিপসমং মুখম্।

‘যারা পদ্মপলাশলোচন রামের সুচক্ৰ ভ্রামুণল, সুন্দর  
দন্তপঙ্ক্তি, সুনাসিক ও তারাবিধিপতি চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর  
আনন দেখতে পাবে তারাই ধন্য।

সদৃশং শারদসৌন্দর্যঃ সুক্লম্য কমলস্য চ॥ ৭০  
সুগন্ধি মম রামস্য ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি যে মুখম্।

নিবৃত্তবনবাসং তমযোধ্যাং পুনরাগতম্॥ ৭১  
দ্রক্ষ্যন্তি সুধিনো রামং শুক্রং মার্গগতং যথা।

‘আমার রামের শরদ চন্দ্র ও বিকশিত কমলসদৃশ  
সুवासিত আনন যারা দর্শন করবে তারা ধন্য। আবার নির্দিষ্ট  
পথে সমাগত শুক্রগ্রহের মতো বনবাসান্তে নির্দিষ্ট সময়ে

অযোধ্যায় প্রত্যাগত রামকে যারা দেখবে তারাই সুখী  
হবে।

কৌশল্যো চিত্তমোহেন হৃদয়ং সীদতেতরাম্॥ ৭২  
বেদয়ে ন চ সংযুক্তাঃ শব্দস্পর্শরসাননম্।

‘কৌশল্যো ! চিত্তের মোহবশত আমার হৃদয় বিদীর্ণ  
হচ্ছে। চিত্তের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি সংযুক্ত থাকলেও শব্দ,  
স্পর্শ ও রসাদির বিষয় বুঝতে পারছি না।

চিত্তনাশাদ্ বিপদাচ্ছে সর্বাণ্যেবেচ্ছিয়াশি হি॥ ৭৩  
ক্লীপস্নেহস্য ক্লীপস্য সংরক্তা রশ্ময়ো যথা।

‘যেমন তেল ফুরিয়ে গেলে প্রদীপের আলো ক্লীণ  
হয়ে যায়, সেইরকম চেতনা বিনষ্ট হলে, সকল ইন্দ্রিয়  
বিপন্ন হয়ে পড়ে।

অয়মাত্ত্ববঃ শোকো মামনাথমচেতনম্।  
সংসাধন্যতি বেগেন যথা কূলং নদীরয়ঃ॥ ৭৪

‘যেমন নদীপ্রবাহ কূলকে ভেঙে দেয়, সেইভাবে  
আমার নিজের থেকে উৎপন্ন এই শোক আমাকে অনাথ ও  
অচেতন করে দিচ্ছে।

হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন।  
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা মমাসি গতঃ সূতঃ॥ ৭৫

‘হায় ! মহাবীর রঘুবংশধর ! আমার দুঃখনাশন !  
হায় ! পিতৃপ্রিয়, আমার নাথ ! হায় পুত্র ! তুমি কোথায়  
গেলে !

হা কৌশল্যো ন পশ্যামি হা সুমিত্রে তপস্বিনি।



এ শূন্যে অমিহে কৈকেয়ি কুলশাসনি ॥ ৭৬  
 'হয় ! কৌশল্য ! তায়, তপস্বিনী সুমিহা ! আমি  
 কিছু দেখতে পাচ্ছি না ! তায়, মিষ্টতা কুলকলকিনি  
 কেবলি ! আমায় শুন !'  
 ঐ মাতৃক রামস্য সুমিহাযাশ সনিহো।  
 মনরথঃ শোচজীবিতাহমুপাগমঃ ॥ ৭৭  
 প্রিয়াম্বদনী কৌশল্যঃ এবং মনরথঃ সুমিহা  
 হতে এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে যাক্ষা মনরথ

প্রিয়াম্বদনী উপনীত হলেন।  
 তথা তু দীনঃ কথমান নরাদিপঃ  
 প্রিয়স্য পূজস্য বিবাসনাতুরঃ।  
 গতেচর্য্যারে কৃশদুঃখপীড়িত-  
 হন জটৌ প্রাণমুদারদর্শনঃ ॥ ৭৮  
 অতঃপর প্রিয় পুত্রের নির্বাসনে কাতর উদারদর্শী  
 শোকাবৃত্ত রাজা মনরথ এরূপ দীনভাপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করতঃ  
 মতান্তর দুঃখ-কাতর হয়ে অর্ধ-রাত্রি গতে প্রাণত্যাগ করলেন।

ইত্যৰ্থে শ্রীমদ্বাৰায়েণ বাহ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অমোঘ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বাহ্মীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের অমোঘ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

### পঞ্চাষ্টিতম সর্গ (৬৫)

প্রাতঃকালে রাজা মনরথকে নিজা থেকে আগাবার জন্য সূতাদি কর্তৃক রাজার স্তুতিপাঠ এবং  
 রাজার গাত্রস্পর্শ দ্বারা তাঁকে মৃত বলে জানতে পেরে রাজপত্নীদের বিলাপ

এষ রাজ্যায় বাতীতাম্যঃ প্রাতঃরেবাপরেহহনি।  
 হনিঃ পৃথুপাতিষ্ঠংস্তং পার্শ্ববনিবেশনম্ ॥ ১  
 অনন্তর রাত্রিশেষে পর্বদিন প্রাতঃকালেই  
 মৈত্রিকেরা স্তুতিপাঠকেরা রাজভবনে এসে উপস্থিত হল।  
 কৃতঃ পরমসংজ্ঞার্য্য মাগধাস্চেত্তমশ্রুতাঃ।  
 দ্যাক্যঃ স্তুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২  
 সঙ্গীতাদি সম্বন্ধীয় ব্যাকরণশাস্ত্রে সুনিপুণ সূতগণ,  
 সুশিক্ষিত মাগধেরা এবং সুনিপুণ গায়কেরা পৃথক্ পৃথক্  
 ভাবে রাজার যশোগান করতে লাগল।

রাজানঃ স্তবতাং তেষামুদাত্তাভিহিতাশিষাম্।  
 প্রাসাদভোগবিকীর্ণঃ স্তুতিশব্দো হ্যবর্তত ॥ ৩  
 রাজার স্তুতিকারী সূত-মাগধ-গায়কদের উদাত্ত  
 কণ্ঠ স্তবগান আবর্তিত হয়ে সারা রাজপ্রাসাদকে মুখরিত  
 করে তুলল।  
 ততঃ স্তবতাং তেষাং সূতানাং পানিবাদকাঃ।  
 অশানানুদাহৃত্য পানিবাদান্যবাদয়ন্ ॥ ৪  
 অতঃপর স্তুতিকারী সেই সূতদের মধ্যে  
 হস্তজলবাদকগণ রাজার অবদানের উদাহরণ দিয়ে  
 হস্তজল (হাতজলি বা মুদঙ্গ) বাজাতে লাগল।

তেন শব্দেন বিহগাঃ প্রতিবুদ্ধাশ্চ সম্বনুঃ।  
 শাখাহাঃ পঞ্জরহাশ্চ যে রাজকুলগোচরাঃ ॥ ৫  
 সেই বাদ্যধ্বনিতে রাজাস্তপুরে পিঞ্জরবন্ধ এবং  
 বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পাখিরাজ জেগে উঠে কূজন করতে  
 লাগল।  
 ব্যাহতঃপুষ্পশব্দাশ্চ বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ।  
 আশীর্গম্যং চ গাথানাং পুরম্বাসাস বেষ্ম তং ॥ ৬  
 পবিত্র শব্দসমূহের উচ্চারণে, বীণার মধুর নিক্তনে  
 এবং আশীর্বাদসূচক পবিত্র গানে সেই রাজপুরী মুখরিত  
 হয়ে উঠল।  
 ততঃ শুচিসমাচারঃ পৃথুশহানকোবিদাঃ।  
 শ্রীবর্ষবরভূষিতা উপতত্ব্যুৎপাশুরা ॥ ৭  
 অতঃপর পূর্বের মতোই পবিত্রকর্মা পরিচর্যাকুশল  
 নারী এবং নপুংসক পরিচারকেরা উপস্থিত হল।  
 হরিচন্দনসম্পৃক্তমুদকং কাঞ্চনৈর্ঘট্টৈঃ।  
 আনিযুঃ স্নানশিক্ষাজ্ঞা যথাকালং যথাবিধি ॥ ৮  
 স্নানবিধি পরিচারকেরা যথাসময়ে বিধি অনুসারে  
 সোনার ঘটে করে শ্বেতচন্দন মিশ্রিত জল নিয়ে এল।  
 মঙ্গলালঙ্ঘনীয়ানি প্রাণনীমান্যুপস্ফরান্।



উপানিন্দ্রাখ্য পুণ্যঃ কুমারীবহলাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৯  
পবিত্র মহিলারা কুমারী মেয়েদের নিয়ে মাজল্যদ্রব্য  
(দর্পণ-হরিচন্দনযুক্ত জলাদি) এবং গোপকরণ ভক্ষ্যদ্রব্য-  
সহ উপস্থিত হলেন।

সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্বঃ বিধিবদর্চিতম্।

সর্বঃ সুগুণলক্ষ্মীবৎ তদভূদাভিহারিকম্ ॥ ১০

সকল শুভলক্ষণযুক্ত ও সুগুণামিত প্রাতঃকালে  
ব্যবহার্য মাল্লিক দ্রব্যসমূহ সকল বিধি অনুসারে অর্চিত  
হয়েছিল।

ততঃ সূর্যোদয়ঃ যাবৎ সর্বঃ পরিসমুৎসুকম্।

তদাবনুপসম্প্রাপ্তঃ কিংসিদ্ধিত্যুপশান্তিতম্ ॥ ১১

সূর্যোদয় পর্যন্ত সকলে উৎসুক হয়ে অবস্থান করতে  
লাগল; কিন্তু রাজাকে না দেখতে পেয়ে 'কী হল' এই চিন্তা  
করে শঙ্কিত হল।

অথ যাঃ কোসলেন্দ্রস্য শয়নং প্রতানন্তরাঃ।

তাঃ স্ত্রিয়স্ত সমাগমা তর্জারং প্রত্যবোধয়ন্ ॥ ১২

এদিকে কোশলরাজ দশরথের যেসকল স্ত্রী (রাজার  
শয্যার নিকটে উপস্থিত) ছিলেন, তারা সমাগতা হয়ে  
স্বামীকে জাগাতে লাগলেন।

অথাপ্যুচিতবৃত্তান্তা বিনয়েন নয়েন চ।

নহ্যস্য শয়নং স্পৃষ্টা কিঞ্চিদপ্যুপলভিরে ॥ ১৩

তখন স্পর্শনযোগ্য পত্নীগণও বিনীত ও  
যুক্তিযুক্তভাবে রাজা দশবথের শয্যা এবং শরীর স্পর্শ  
করেও প্রাণের কিছুমাত্র স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারলেন  
না।

তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপুশীলজাশ্চেষ্টাঃ সঞ্চলনাদিষু।

তা বেষখুপরীতাশ্চ রাজঃ প্রাণেষু শঙ্কিতাঃ ॥ ১৪

নিদ্রিত পুরুষের স্বভাবজ্ঞা সেই রাজপত্নীরা বাজার  
অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের চেষ্টা করে রাজার জীবন সম্বন্ধে  
শঙ্কিতা হলেন এবং তাঁকে পরিবৃত্ত হয়ে ভয় কম্পিতা  
হলেন।

প্রতিজ্ঞোত্তরুণগ্রাণাঃ সদৃশাঃ সঞ্চকামিরে।

অথ সন্দেহমানানাঃ স্ত্রীণাং দৃষ্টা চ পার্শ্বিকম্।

যৎ তদাশঙ্কিতং পাপং তদা জজ্ঞে বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৫

সেই রাজপত্নীরা শ্রোতের প্রতিকূলে স্থিত  
তৃণশৃঙ্খের অগ্রভাগের মতো কাঁপতে লাগলেন। রাজাকে  
দেখে সন্দেহব্রিত স্ত্রীগণ যে অশুভ আশঙ্কা কবেছিলেন,  
তাই ঘটে গেছে বলে মনে হির করলেন।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকশরাজিহে

প্রসুপ্তে ন প্রভৃষোতে যথা কালসময়িতৈঃ ॥ ১৬

পুত্রশোকাভিভূতা কৌসল্যা এবং সুমিত্রা সপ  
(মৃত্যু)-কবলিতেব মতো নিদ্রিতা ছিলেন, (উদয়,  
জাগেননি।

নিম্প্রজাসা বিবর্ণা চ সমা শোকেন সঙ্কতা।

ন বারাজতঃ কৌসল্যা তারেব তিস্মিরাবৃত্তাঃ ॥ ১৭

অঙ্গকারাচ্ছয়া তারকার মতো শোকাবনতা  
অনুজ্জ্বল বিবর্ণা ও অবসরা কৌসল্যা শোভাহীন হয়ে  
পড়েছিলেন।

কৌসল্যানন্তরং রাজঃ সুমিত্রা তদনন্তরম্।

ন স্ম বিম্বাজতে দেবী শোকাশ্রমূলিতাননা ॥ ১৮

কৌসল্যার পাশে শোকাশ্রমূলিনবদনা রাজার

(তৃতীয়া) পত্নী সুমিত্রা শোভাহীনা দেখাচ্ছিলেন

তে চ দৃষ্টা তদা সুপ্তে উভে দেব্যো চ তং নৃপম্।

সুপ্তমেবোদগতপ্রাণমন্তঃপূরমমন্যত ॥ ১৯

তখন অন্তঃপুরিকারা সেই দুই দেবী (কৌসল্যা ও  
সুমিত্রা) কে নিদ্রিত দেখে, সুপ্ত অবস্থাতেই রাজা প্রাণত্যাগ  
করেছেন বলে মনে করলেন।

ততঃ প্রচুক্ষুর্দীনাঃ সস্বরং তা বরাজনাঃ।

করেণেব ইবারণো ছানপ্রচাতযুখপাঃ ॥ ২০

তখন, অরণ্যে ফলপতি-হস্তী অন্যত্র চলে গেলে  
হস্তিনীরা যেমন চিৎকার করে, সেইরকমভাবে রাজাশ্র-  
পুরচারিণী শোকাক্তা সুন্দরীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে  
লাগলেন।

তাসামাক্রন্দশব্দেন

সহস্রোদগতচেতনে।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ ত্যক্তনিদ্রে বভূবুঃ ॥ ২১

তাদের ক্রন্দনের শব্দে কৌসল্যা ও সুমিত্রা সহস্র  
চেতনা ফিরে পেয়ে জেগে উঠলেন।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পার্শ্বিকম্।

হা নাথেতি পরিক্রুশ্যা পৈততুর্ধরনীতলে ॥ ২২

কৌসল্যা এবং সুমিত্রা রাজাকে দেখে এবং স্পর্শ  
করে তাঁকে মৃত বুঝতে পেরে 'হায় নাথ' বলে মাটিতে  
লুটিয়ে পড়লেন।

স কোসলেন্দ্রদুহিতা চেষ্টমানা মহীতলে।

ন মাজতে রজোবস্তা তারেব গগনচূতাঃ ॥ ২৩

কোশল রাজকন্যা কৌসল্যা আকাশ থেকে ভূতলে  
পতিত তারকার মতো ভূমিতে পতিত হয়ে ধূলি-ধূসরিত

হয়ে দুটোপুটি বেতে লাগলেন।

নৃপে শাস্ত্রশূন্যে জাতে কৌসল্যাঃ পতিভাঃ ভূবি।

রূপশাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা হতাঃ নাগবধূমিব। ২৪

রাজার শরীর শীতল হয়ে গেলে অপর রাজপত্নীগণ

হৃদি-পতিত কৌশল্যাকে দেখে নিহত নাগবধুর মতো মনে

করছিলেন।

ততঃ সর্বা নরেন্দ্রস্য কৈকেয়ীপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।

রূপাঃ শোকসন্তপ্তা নিশেভুর্গতচেতনাঃ। ২৫

তারপর রাজার কৈকেয়ী প্রমুখ শোকসন্তপ্ত পত্নীরা

কাঁদতে কাঁদতে অচেতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন

ততিঃ স বলবান্ নাদঃ ক্রোশস্তীভিরনুক্রতঃ।

যেন ক্ষীণকৃতে ভয়ঙ্কর গৃহঃ সমনাদয়ৎ॥ ২৬

পূর্বের সেই ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে রোদনপরায়ণা

নরীদের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি মিলিত হয়ে শোকধ্বনিকে আরও

বর্ধিত করে সেই রাজবাড়িকে আরও কোলাহল পূর্ণ করে

তুলল।

তৎ পরিত্রস্তসম্ভ্রান্তপর্শ্বং সুকজনাকুলম্।

সর্বতন্ত্রমুদ্রাক্রন্দং পরিতাপার্তবাক্যবম্॥ ২৭

সন্ধ্যোনিপত্তিতানন্দং দীনং বিরুদ্ধদর্শনম্।

বভূব নরদেবস্যা সজ্জ দিগ্ভ্রম্মীমাষঃ॥ ২৮

সেই রাজতবন ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল ; উৎসুক মানুষ

জনে ভরে গেল। সবদিক থেকে আর্তক্রন্দনধ্বনি শোনা

গেল। বন্ধুজনের আর্ত ক্রন্দনধ্বনিতে মুখবিত হয়ে উঠল।

নিরানন্দপূর্ণ রাজপুরী দীনতাপ্রাপ্ত হল।

অতীতমাজ্জায় তু পার্থিববর্ষভং

যশস্বিনং তং পরিবার্য পত্নয়াঃ।

ভৃশং রুদন্তাঃ কন্ঠণং সুদুঃখিতাঃ

প্রগৃহ্য বাহু বালপদ্মনাথবৎ॥ ২৯

যশস্বী মহারাজের প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে গেছে

বুঝতে পেরে, রাজমহিষীরা তাঁকে ঘিরে অত্যন্ত

শোকাভিভূত হয়ে তাঁর বাহুদ্বয় ধরে অনাত্মের মতো করুণ

স্বরে কাঁদতে লাগলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

## ষট্টিতম সর্গ (৬৬)

রাজাকে মৃত দেখে অত্যন্ত বিলাপরতা কৌশল্যা কর্তৃক কৈকেয়ীর প্রতি ভৎসনাবাকা প্রয়োগ,  
অমাত্যগণ কর্তৃক রাজার প্রাণহীন দেহকে তৈলপূর্ণ পাত্রে সংরক্ষণ এবং পুরবাসীদের বিলাপ

তমগ্নিমিব সংশান্তমধুহীনমিবার্ণবম্।

গতপ্রতমিবাদিতাঃ স্বর্গহুং প্রেক্ষা ভূমিপম্॥ ১

কৌসল্যা বাস্পপূর্ণাক্ষী বিবিধং শোককর্ষিতা।

উপগৃহ্য নিরো রাজ্যঃ কৈকেয়ীং প্রত্যভাষত॥ ২

নির্বাপিত অগ্নির মতো, জলহীন সমুদ্রের মতো এবং

প্রভাহীন সূর্যের মতো স্বর্গত রাজার প্রাণহীন দেহকে দেখে

অত্যন্ত শোকক্লিষ্টা অশ্রুপূর্ণলোচনা কৌশল্যা রাজার মস্তক

নিজের কোলে নিয়ে কৈকেয়ীকে বলতে লাগলেন—

নকামা তব কৈকেয়ী ভুঙ্ক্ষু রাজ্যমকষ্টকম্।

তাজ্জা রাজানমেকাত্মা নৃশংসে দুষ্টচারিণি॥ ৩

‘অয়ি নিষ্ঠুরা, দুষ্টচারিণী কৈকেয়ী ! তোমার কামনা

তো পূর্ণ হয়েছে ! রাজাকে পরিত্যাগ করে এখন

একাত্মচিন্তে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করো !

বিহার মাং গতো রামো ভর্তা চ স্বর্গতো মম।

বিপথে সার্থহীনেব নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ৪

‘রাম আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমার স্বামীও

স্বর্গে চলে গেলেন। এখন আমি সংসারের দুর্গম পথে

অসহায়ার মতো জীবনধারণে উৎসাহিত নই।

ভর্তারঃ তু পরিত্যজ্য কা স্থী দৈবতমাহ্বনঃ।

উচ্চৈর্জীবিতুমনাত্ কৈকেয়্যাত্তদধর্মণঃ॥ ৫

‘দর্শিত্যর্গিনী কৈকেয়্যাব নত্যা আব কেন স্থী নিজেব  
স্বামীদেবতাকে পরিত্যাগ করে জীবন ধারণের চেষ্টা করে’।  
ন যুক্কো বৃথাতে দোধান কিংপাকমিল চক্ষয়ন।

কুস্তানিনিষ্ঠঃ কৈকেয়্য্য রাধবাণাঃ কৃতাঃ চতনু॥ ৬

‘বৃদ্ধ ব্যক্তি দৃষ্ট পক্ষ (বিষ ছাড়া ব্যাধি করা) অগ্নোব  
নোন বৃদ্ধিতে পারে না ; সেইবকমভাবেই কুস্তার কারণেই  
কৈকেয়্য কঠক ব্রহ্মকুল বিনষ্ট হল।

অনিয়োগে নিযুক্তেন রাজা রামঃ বিনাসিতম্।

সভার্বঃ জনকঃ ক্রুদ্বা পরিত্যজ্যতঃ যথা॥ ৭

‘কৈকেয়্য কঠক অনুচিত কার্যে নিযুক্ত হয়ে রাজা  
দশবৎ সন্ত্রীক রামকে নির্বাসিত করেছেন শুনে আমার  
মতোই রাজা জনক পরিতাপ করবেন।

স মামনাথাঃ বিধবাঃ নান্য জানাতি ধার্মিকঃ।

রামঃ কমলপত্রাক্ষো জীবন্ত্যশনিতো গতঃ॥ ৮

‘পদ্মপলাশলোচন ধার্মিক রাম জীবিত থেকে  
এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে (দৃষ্টির বাইরে দূরে চলে গিয়ে),  
আজ আমি যে বিধবা হয়ে অনাথা হলাম তা জানতে  
পারছি না।

বিদেহরাজস্য সূত্রা তথা চক্রতপস্বিনী।

দুঃখস্যানুচিতা দুঃখঃ বনে পর্ষুযিষ্যতি॥ ৯

‘সুন্দরী তথা তপস্বিনী বিদেহরাজতনয়া সীতা, দুঃখ-  
ভোগের অনুপযুক্ত হয়েও বনে বাস করে উদ্বিগ্ন চিত্তে দুঃখ  
অনুভব করবে।

নন্দতাঃ ভীষ্মমোষাণাঃ নিশাসু যুগপক্ষিণাম্।

নিশমামানা সংক্ৰুদ্বা রাধবঃ সংশ্রয়িষ্যতি॥ ১০

‘রাত্রিকালে পশুপক্ষীদের ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে  
সঙ্কুচিত (সীতা) রঘুনন্দন রামকেই অশ্রয় করবে।

বৃক্ষশৈবালপুত্রস্ত বৈদেহীমনুচ্ছিন্নম্।

সোহপি শোকসমাবিষ্টো নুনং ত্যজ্যতি জীবিতম্॥ ১১

‘বৃদ্ধ রাজা জনক, যার শুধু কন্যাসন্তানভূমিই  
জীবিত, তিনি সীতার চিন্তা করতে করতে শোকবিস্ট হয়ে  
নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করবেন।

সাহসদৈব দিষ্টবঃ গমিষ্যামি পতিব্রতা।

ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হৃদয়মনম্॥ ১২

‘আমিও পতিব্রতা, নৃত্যবরণ করে (রাজ্য) ও  
এইবকি অলিঙ্গন করে অগ্নিতে প্রবেশ করব।’

ত্যাং ততঃ সম্পরিষজ্য বিলপতীঃ তপস্বিনী।

রাগমিণ্যঃ সুদুঃখার্থাঃ কৌসল্যাঃ ব্যাবহারিকাঃ॥ ১৩

তখন পতির দেহকে অলিঙ্গনব্রতা, অত্যন্ত শোক-  
তপস্বিনী কৌসল্যাকে কর্মনিপুণা নারী কর্মীরা সরিয়ে নিয়ে  
গেলেন।

তৈলজোধ্যাঃ তদনাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিম্।

রাজঃ সর্বপাখ্যাদিষ্টাশ্চক্রুঃ কর্মপানস্বরম্॥ ১৪

তখন অমাত্যগণ বশিষ্ঠাদি কুলজ্ঞকদের দ্বারা অগ্নি  
হয়ে রাজার দেহকে তৈলপাত্রেরে বেঁধে অন্যান্য মানুষকে  
কর্ম সম্পাদন করলেন।

ন তু সংকালনং রাজো বিনা পুত্রেশ মস্ত্রিণঃ।

সর্বজাঃ কর্তৃমীযুস্তে ততো রক্ষন্তি ভূমিপম্॥ ১৫

সর্বস্ত্র মন্ত্রীরা পুত্র বিনা রাজার দাহাদি সংস্থার করে  
চাইলেন না। তাই তাঁরা রাজার দেহকে তৈলধারে রেখে  
সংরক্ষণ করলেন।

তৈলজোধ্যাঃ শান্তিতং তং সচিবৈস্ত নরাধিপম্।

যা মৃতোহধর্মমিতি জ্ঞাত্বা স্ত্রিযত্যাঃ পর্ষদেবরম্॥ ১৬

মন্ত্রীরা রাজার দেহকে তৈলপাত্রেরে শায়িত রেখে  
নেবে, ‘হয় ! ইনি মারা গেছেন’ বলে রানীরা রিদ্ধ  
করতে লাগলেন।

বাহুনুস্থিত্য কৃপণা নেত্রপ্রসবৈর্মূর্খাঃ।

ক্রন্দতাঃ শোকসন্তপ্তাঃ কৃপণাঃ পর্ষদেবরম্॥ ১৭

শোকসন্তপ্তা সীতা রাজমহিষীরা বাহ উৎক্লেপন করে  
চোখের ভলে মুখ এদিয়ে করুণ বিলাপ করতে লাগলেন  
হা মহারাজ রামেশ সততঃ প্রিয়বান্ধি।

বিহীনাঃ সত্যসঙ্কেন কিমর্থং বিজ্ঞাসি নঃ॥ ১৮

(রাজমহিষীরা বিলাপ করতে করতে রাজকে  
ভিক্ষা করে বললেন) — ‘হায় মহারাজ ! সর্বদা প্রিয়কে,  
সত্যসঙ্ক রাম কর্তৃক আমরা পরিত্যক্ত হয়েছি, তখনও  
আমাদের পরিত্যাগ করছেন কেন ?

কৈকেয়্য্য দুষ্টজবাত্তা রাধবেশ বিবর্জিতা।

কথাঃ সপত্ন্যা বৎস্যামঃ সমীপে বিধবা বয়ম্॥ ১৯



‘আমরা বিধবা ; রঘুনন্দন শ্রীকামকে ছাড়া দুঃ-  
কৃড়া সপত্নী কৈকেয়ীর কাছে কী করে থাকব ?  
‘হি নাথঃ স চাম্মাকং ভব চ প্রভুরাম্বান।  
কন রামো গতঃ শ্রীমান্ বিহায় নৃপতিশ্রিয়ম্। ২০  
‘সেই আব্রাজনী শ্রীমান্ রাম আমাদের এবং  
রামনার আশ্রয় স্বরূপ ; সে রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বনে  
চল গেল !

কৃড়া তেন চ বীরেণ বিনা ব্যসনমোহিতাঃ।  
কথং বয়ং নিবৎস্যামঃ কৈকেয়া চ বিদূষিতাঃ॥ ২১  
‘আপনাকে এবং বীর রামচন্দ্রকে ছেড়ে ; কৈকেয়ীর  
ঘরা ভিরঙ্কৃত হয়ে, দুঃখ বিমোহিত আমরা কীভাবে বাস  
করব ?

কৃড়া চ রাজা রামচ লক্ষ্মণচ মহাবলঃ।  
সীতয়া সহ সংতাজাঃ সা কমনাং ন হাস্যতি॥ ২২  
‘যে রাজা দশরথকে, সীতাসহ মহাবীর রাম ও  
লক্ষ্মণকে ত্যাগ (রাজা থেকে বিতাড়িত) করতে পারে, সে  
আর কারেকই বা না ত্যাগ করতে পারে ?’

জ বাম্পশ চ সংবীতাঃ শোকেন বিপুলেন চ।  
ক্যচেষ্টে নিরানন্দা রাঘবস্য বরদ্বিজঃ॥ ২৩  
রঘুনাথ দশরথ-এর সুন্দরী পত্নীরা গভীর শোকে  
বাম্পরুদ্ধ ও নিরানন্দ হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

নিশা নক্ষত্রহীনৈব স্ত্রীব ভর্তৃবিবর্জিতা।  
পূরী নারাজতাষোম্যা ইনা রাজা মহাম্বনা॥ ২৪  
মহাম্বা রাজা কর্তৃক বর্জিতা অযোধ্যাপুরী,  
নক্ষত্রহীন রাত্রি তথা গতিহীন স্ত্রীর মতো শ্রীহীন  
দেখাচ্ছিল।

বাম্পপর্ধাকুলজনা হাহাভূতকুলাঙ্গনা।  
শূচাক্ষরবেশ্যাস্তা ন বলাজ যথাপুরম্॥ ২৫  
বাম্পাকুললোচন নগরবাসী, হাহাকাররত কুলস্ত্রী  
এবং জনশূন্য গৃহস্তঃপূরের চক্ৰবৰ্ত্তী অযোধ্যাপুরী পূর্বের  
মতো শোভা পাচ্ছিল না।

গতে তু শোকাৎ ত্রিসিৎ নরাধিপে  
মহীতলহাসু নৃপাঙ্গনাসু চ।

নিবৃত্তচারঃ সহসা গতো রবিঃ  
প্রবৃত্তচারা রজনী ছাপছিতা॥ ২৬  
পুত্রশোকে রাজা দশরথ স্বর্গে গমন করলে এবং  
সেইজন্য রাজপত্নীগণ ভূতলশায়িনী হলে সেই শোকে  
সূর্যদেব সহসা অন্ত গেলেন আর ঘোর অন্ধকারময়ী রাত্রি  
উপস্থিত হল

ঋতে তু পুত্রাদ্ দহনং মহীপতে-  
নারোচক্ষংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।

ইতীব তস্মিন্ শয়নে ন্যবেশয়ন্  
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্॥ ২৭

সমাগত সুহৃদগণ পুত্র ব্যতীত (অন্যের দ্বারা) রাজার  
(শবদেহের) দাহকর্ম পছন্দ করলেন না ; আবার  
রাজদেহ-দর্শন অচিন্ত্য হওয়ায় সেই তৈলপূর্ণ কড়াইতেই  
শবদেহ রক্ষা করলেন।

গতপত্না দৌরিব ভাক্ষরং বিনা  
ব্যপেতনক্ষত্রগণৈব শবরী।

পুরী বভাসে রহিতা মহাম্বনা  
কন্টাককন্টাকুলমার্গচক্ৰা ॥ ২৮

সূর্য ছাড়া আকাশের মতো, নক্ষত্রহীন রাত্রির মতো,  
মহাম্বা দশরথ-অবর্তমানে অযোধ্যাপুরী শ্রীহীন হয়ে  
পড়ল। পথ ও গৃহের চক্ৰের সকলেরই নেত্র অশ্রুপূর্ণ, ও  
কষ্ট অবরুদ্ধ।

নরাস্ত নার্ষস্ট সমেতা সংঘশো  
বিগর্হমাণা ভরতস্য মাতরম্।

তদা নগর্যাং নরদেবসংক্ষয়ে  
বভূবুরাতা ন চ শর্ম জেভিরে॥ ২৯

রাজার মৃত্যুতে সকলেই কাতর হয়ে পড়ল, কেউই  
শান্তি পাচ্ছিল না ; পরন্তু নগরীর সর্বত্র দলে দলে নরনারীগণ  
ভরতজননী কৈকেয়ীর নিন্দা করতে লাগল ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্পীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বাম্পীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

## সপ্তমষ্টিতম সর্গ (৬৭)

মার্কণ্ডেয়ানি মুনীগণ এবং অমাত্যগণ কর্তৃক রাজাহীন রাজ্যের দূরবস্থা বর্ণন এবং কুলশত্রু বশিষ্ঠের নিকটে ইক্ষ্বাকুংশীমা কোনও রাজকুমারকে রাজ্যপদে অভিগৃহীত করার জন্য অনুরোধ

আক্রমিতা মিরানন্দা সান্ত্বকর্ণজমানিলা ।  
অযোধ্যায়ামবততা সা বাতীমায় শবনী ॥ ১

অযোধ্যায় অশ্রুসজল কণ্ঠ-আকুল ক্রন্দনরত জনগণ  
মিরানন্দে সেই দীর্ঘ বহনী অতিক্রম করল  
বাতীতায় হু পর্বথ্যামাদিত্যসোদয়ো ততঃ ॥  
সমেতা রাজকর্তারঃ সভামীমুর্ধিজাতয়ঃ ॥ ২

অতঃপর যাত্রাব অবসানে সূর্যোদয় হল, রাজকর্ম-  
সম্পাদক ষিঙ্গগণ রাজদ্বারে সমবেত হলেন।

মার্কণ্ডেয়োহথ মৌদাঙ্গল্য বামদেবশ্চ কশ্যপঃ ।  
কাত্যায়নো গৌতমশ্চ জাবালিশ্চ মহাযশাঃ ॥ ৩  
এতে বিজাঃ সহামাত্যোঃ পৃথগ্ভাচমুদীরয়ন্ ।  
বসিষ্ঠমেবাভিমুখাঃ শ্রেষ্ঠঃ রাজপুরোহিতম্ ॥ ৪

অতঃপর মহাযশস্বী মার্কণ্ডেয়, মৌদাঙ্গল্য, বামদেব,  
কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম এবং জাবালি—এই বিজ-  
শ্রেষ্ঠগণ রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে মুখপাত্র করে  
মহামন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথক পৃথক আলোচনা করলেন  
অতীতা শবরী দুঃখঃ যা নো বর্ষশতোপমা ।  
অশ্বিন্ পঞ্চম্বমাপয়ে পুত্রশোকেন পার্শ্বিবে ॥ ৫

তারা বললেন—‘পুত্রশোকে রাজার পঞ্চম্ব-প্রাপ্তির  
পর দুঃখের এক রাত্রি শতবর্ষের মতো মনে হয়েছে ; সেই  
রাত্রি অতীত হল।

স্বর্গহৃশ্চ মহারাজো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ ।  
লক্ষ্মণশ্চাপি তেজস্বী রামেণৈব গতঃ সহ ॥ ৬

‘মহারাজ স্বর্গত হলেন ; রাম অরণ্যে আশ্রয় নিলেন  
এবং তেজস্বী লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে চলে গেলেন।

উজ্জৈ ভরতশক্রয়ৌ কেকয়েষু পরাজ্যৌ ।  
পুরে রাজগৃহে রম্যো মাতামহনিবেশনে ॥ ৭

‘শত্রুসম্ভাপক ভ্রাতৃদ্বয় ভরত ও শত্রু কেকয়দেশে  
মাতামহের রমণীয় রাজপ্রাসাদে বাস করছেন।

ইক্ষ্বাকুণামিহাদৈব কশিদ্ রাজা বিধীয়তাম্ ।  
অরাজকং হি নো রাষ্ট্রং বিনাশং সমবাপুয়াৎ ॥ ৮

‘আজ্ঞাট উদ্ধাকু-বংশীয় কাউকে রাজা করা হোক,  
কারণ রাজা বিনা আমাদের রাজ্য বিনাশপ্রাপ্ত হবে।’

নারাজকে জনপদে নিদুঃখাঙ্গী মহাযশঃ ॥  
অভিনবগতি পর্জন্যো মহীঃ দিবোন বসিণ্য ॥ ৯

‘রাজাহীন রাজ্যে নিদুঃখের মাল্যধারী ও ক্ষেত্র  
গর্জনকারী মেঘ পৃথিবীতে দিবা জলরাশি বর্ষণ করে না।

নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টি প্রকীর্ত্তেঃ  
নারাজকে পিতৃঃ পুত্রো ভাৰ্য্য বা বর্ততে বশে ॥ ১০

‘অরাজকদেশে (জমিতে) বীজ বপন করা যায় না,  
অরাজক দেশে পুত্র পিতার অথবা স্ত্রী স্বামীর বশে থাকে  
না।

অরাজকে ধনঃ নাস্তি নাস্তি ভাৰ্য্যাপারাজকে ।  
ইদমত্যাহিতং চান্যৎ কুতঃ সত্যমরাজকে ॥ ১১

‘নৃপতিবিহীন রাজ্যে সম্পদ থাকে না ; রাজা বিনা  
রাজ্যে ভাৰ্য্যাও থাকে না (গৃহত্যাগিনী হয়), অধিক কী,  
অরাজক দেশে উক্তরূপ এবং অন্যান্য অমঙ্গলস্বরূপ  
মহাতয়ের কারণ ঘটে, সত্য কোথা থেকে আসবে ?

নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি সভাং নরাঃ ।  
উদ্যানানি চ রম্যানি হৃষ্টাঃ শূনাগৃহাণি চ ॥ ১২

‘নৃপতিহীন জনপদে জনগণ হৃষ্টচিত্তে সভাগৃহ,  
রমণীয় উদ্যান এবং দেবমন্দিরাদি পবিত্র গৃহ নির্মাণ করতে  
পারে না।

নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা বিজাতয়ঃ ।  
সত্রাণাঘাসতে দাক্ষ্য ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১৩

‘নৃপতিবিহীন দেশে যজ্ঞপরায়ণ, ব্রত বিষয়ে যত্নবান  
জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা বহুদিন সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান (সত্র) করেন  
না।

নারাজকে জনপদে মহাযজ্ঞেষু যজ্ঞনঃ ।  
ব্রাহ্মণা বসুসম্পূর্ণা বিসৃজন্ত্যগ্নদক্ষিণাঃ ॥ ১৪

‘অরাজক রাজ্যে যজ্ঞকর্তা ব্রাহ্মণগণ পর্যাণ্ড দক্ষিণ-  
যজ্ঞানুষ্ঠানে দস্যুভয়ে দক্ষিণাপ্রদান করেন না।





যথা হ্যনুদক্য মদ্যো যথা বাণাতৃপঃ ধমম্।

অসোণাল্য যথা পাবকথা রাষ্ট্রমগ্নকম্॥ ২৯

‘কলসূনা নদী যেমন নিমগ্নহোমন, হুণট’ন এর  
যেমন নিমগ্ন ওদ্যাব অ্যাপানক জাত বোক (যমন)  
বিশুদ্ধ হইবে মুখের কথা চয়, সেইরকমট, নৃপাত্তবহান  
বাট (বিনষ্ট হয়ে যায়)।

কাজো হক্স প্রজামঃ বুঝো জামঃ বিতাবসোঃ।

ভেবাঃ ধো নো কজো রাজা স দেবত্মমিতো লভঃ॥ ৩০

‘হকের প্রকাশ্য চিহ্ন নতাকা, আগ্রর প্রকাশক বুঝ,  
আর অমাত্যের কথা’ হীন, সেই রাজা হক্সবথ, হিনে এখান  
যেকে হক্স চিয়ে দেবের প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

মারাজকে জনপথে থকঃ ভবতি কস্যচিৎ।

মৎস্য ইব জনা নিজঃ ভক্ত্যস্তি পরম্পরম্॥ ৩১

‘নৃপাত্তবহান রাজো কোনও কিছুই কাবও নিজস্ব  
থকে না। মৎস্যবা যেমন পরম্পর পরম্পরকে ভক্ত  
করে, সেইরকমভাবে রাজাবাসী সকল ব্যক্তিও দুর্বলের  
সর্বস্ব লুপ্তন করে।

যে হি সচ্ছিন্নমর্বাদা নাত্তিকান্ধিসংশয়াঃ।

তেহপি জাবার কলন্তে রাজদণ্ডনিপীড়িতাঃ। ৩২

‘পূর্বে পাণ্ডিত্যের মর্বাদা লঙ্ঘনকারী যে সকল  
নাত্তিক রাজদণ্ডে নিপীড়িত হয়েছিল, অরাজক জনপদে  
তারাও নিঃসংশয়ে পাণ্ডিত্যের প্রভু প্রকাশ করে।

যথা দৃষ্টিঃ শরীরস্য নিত্যমেব প্রবর্ততে।

তথা নরেন্দ্রো রাষ্ট্রস্য প্রভবঃ সত্যধর্মমোঃ॥ ৩৩

‘দৃষ্টি যেমন শত্রু-মিত্র প্রদর্শন করে, শরীরের  
হিতের জন্য প্রবৃত্ত থাকে, সেইরকমই রাজা রাষ্ট্রের সত্য-  
ধর্মের প্রবর্তক।

রাজা সত্যঃ চ ধর্মন্ত রাজা কুলবতাং কুলম্।

রাজা মাতা পিতা চৈব রাজ্য বিতকরো নৃপম্॥ ৩৪

‘বান্ধাই সত্য ও ধর্ম (সত্যধর্মের প্রবর্তক), রাজা  
কুলীনদের কুল, বান্ধাই মাতা এবং পিতা, বান্ধাই প্রজাদের  
চৈব রাজ্যবিনষ্ট।

গমো নৈশ্রবণঃ লজ্জো বরুশচ মহাবলঃ।

বিশিখায়ে নরেন্দ্রেণ লুপ্তেন মহতা ততঃ॥ ৩৫

‘মহাবলশালী দণ্ডনাতা যমবাক, বনমাতা কুলে,  
পালনকর্তা চিত্র এবং সমাচার নিয়ন্ত্রক বরুশ— রাজা হক্স  
কর্মের দ্বারা এদের সকলকে অতিক্রম করেন।

অহো তম ইবেদং স্যার প্রজায়েত কিম্ব।

রাজা চেষ অবেল্লোকে বিতজ্জন্ সাফসাধুণী॥ ৩৬

‘পৃথিবীতে সাধু-অসাধু বিভেদকারী রাজা যদি না  
থাকতেন, তাহলে সব অসৎকার হয়ে যেত, ভালো-বল  
কিছুই জানা যেত না।

জীবতাপি মহারাজে তবৈব বচনং বরম্।

নাতিক্রমামহে সর্বৈ বেলাং প্রাণোব সাগরঃ॥ ৩৭

‘সাগর যেমন বেলাভূমিপ্রাপ্ত হয়ে তাকে অতিক্রম  
করে না, সেইরকম, মহারাজের জীবৎকালে আমরা  
সকলে আপনার (মহামাতা বশিষ্ঠদেবের) বাস উল্লস  
করিনি।

স নঃ সমীক্ষ্য বিজবর্ষ বৃত্তঃ

নৃপং বিনা রাষ্ট্রমরণ্যভূতম্।

কুমারমিকুকুসুতং তথান্যঃ

তমেব রাজানমিহাভিষেচ ॥ ৩৮

‘রাজা ছাড়া রাষ্ট্র অরণ্য হয়ে যায় ; অতএব,  
বিজশ্রেষ্ঠ ! আমাদের প্রার্থনা উত্তমরূপে বিচার করে আপনি

ইক্ষুকুলজাত কোনও কুমারকে অথবা অন্য কোনও  
রাজবংশীয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

রাজপুরোহিত

কোন তম বচনঃ প্রকৃত  
রামাত্মজান্ন সর্বান্

মার্কণ্ডেয়াদি বিজ্ঞানো

লিখিতেন মিত্র, অমাত্য ও

লসো মাতুলকুলে

মতো বসতি রাজা

কৌরবঃ কুব্জা দূতা

বনেতঃ দ্রাতরৌ বীরৌ

‘যাকে রাজ্য দান ক

কালে তাই শত্রুয়েব স

গ্রন্থকে নিয়ে আসার

এই দীপ্ত সেখানে যাক ;

নবী’

প্রবৃতি ততঃ স

জোঃ তম বচনঃ

তবন সকলে ব

ক’ তাঁদের সেই কথ

এই সিদ্ধার্থ

প্রত্যাশিতকর্তব্যঃ

‘সিদ্ধার্থ, বিজ

রামরা এসো, যা কর

নৃঃ রাজগৃহঃ

রক্তশাকৈরিতঃ বা

‘ফলগামী অশ্বে

দিয়ে রাজার মৃত

নিপানুসাবে ভরত

পুরোহিতঃ কুল

মহাপদ নির্বা

‘পুরোহিত ম

রামার কুলজ

মহাধাম আপনার

কবোধ্যার উদ্দেশ্যে

না চাইম প্রোষিতঃ

কলঃ শংসিষু

## অষ্টমসর্গ (৬৮)

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে পাঁচজন দূতের কেকয়দেশের রাজগৃহ নগরে গমন

তোঃ তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠঃ প্রত্যাচ হ।

ত্রিমাত্যজ্ঞান্ সর্বান্ ব্রাহ্মণাংস্তানিদং বচঃ। ১

মার্কণ্ডেয়াদি দ্বিজগণের সেই কথা শুনে প্রত্যুত্তরে  
বশিষ্ঠদেব মিত্র, অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণকে বললেন -

বন্দ্যো মাতুলকূলে দত্তরাজ্যঃ পরং সুখী।

ভরতো বসতি মাত্রা শত্রুয়েন মুদাচিতঃ॥ ২

জয়ন্তঃ জবনা দূতা গচ্ছন্ত দুরিতং হমৈঃ।

জানন্তুঃ জাতরৌ বীরৌ কিং সমীক্ষামহে বয়ম্॥ ৩

‘যাকে রাজ্য দান করা হয়েছে, পরম সুখী সেই ভরত

যনন্দে তাই শত্রুয়ের সঙ্গে মাতুলালয়ে রয়েছে। সেই বীর

দ্রুতগামী নিয়ে আসার জন্য দ্রুতগামী দূতেরা অশ্বারাঢ়

হুয়ে শীঘ্র সেখানে যাক ; এছাড়া আর কী বিবেচনা করতে

পারি।’

গচ্ছতি ততঃ সর্বৈ বসিষ্ঠঃ বাক্যমব্রবীৎ।

তোঃ তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪

তখন সকলে বশিষ্ঠদেবকে বললেন ‘বেশ, তাই

যাক’ তাঁদের সেই কথা শুনে বশিষ্ঠদেব বললেন

এই সিদ্ধার্থ বিজয় জয়ন্তাশোকনন্দন।

প্রভুগতিমিত্তকর্তব্যঃ সর্বান্বেব ব্রবীমি বঃ॥ ৫

‘সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত, অশোক এবং নন্দন

তোমরা এসো, যা করণীয়, সব তোমাদের বলছি, শোনো।

পূঃ রাজগৃহং গত্বা শীঘ্রঃ শীঘ্রজবৈহয়ৈঃ।

জজ্ঞশোকৈরিদং বাচ্যঃ শাসনাদ্ ভরতো যম। ৬

‘দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে শীঘ্র রাজগৃহ নগরে

গিয়ে রাজ্যের মৃত্যুশোক গোপন রেবে, আমার

নির্দেশানুসারে ভরতকে বলবে -

পুত্রোহিজ্ঞাঃ কুশলং প্রাহ সর্বৈ চ মন্ত্রিণঃ।

ইমামন্ট নির্যাহি কৃতামাতায়িকং ভ্রম্মা॥ ৭

‘পুরোহিত মহোদয় এবং মন্ত্রিমহোদয়গণ সকলে

আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে

তথ্যবাহ্য আপনার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যবশত শীঘ্র

অযোধ্যর উদ্দেশ্যে যাত্রা করুন।’

য চান্দ্রে প্রোষিতঃ রামঃ শা চান্দ্রে পিতরং মৃতম্।

চক্ৰঃ শংসিষুর্গত্বা রাঘবাপামিতঃ ক্ষয়ম্॥ ৮

‘যে চান্দ্রে প্রোষিতঃ রামঃ শা চান্দ্রে পিতরং মৃতম্।

চক্ৰঃ শংসিষুর্গত্বা রাঘবাপামিতঃ ক্ষয়ম্॥ ৮

‘তোমরা রাজগৃহে গিয়ে ভরতকে শ্রীরামের  
বনবাসে প্রেরণ এবং পিতার মৃত্যু - রঘুবংশীয়দের এই  
বিনাশের কথা কখনোই বলবে না।

কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি ভূষণানি বরাণি চ।

ক্ষিপ্ৰমাদায় রাজশ্চ ভরতসা চ গচ্ছতঃ॥ ৯

‘কেকয়বাজ এবং ভরতের জন্য উত্তম পট্টবস্ত্র এবং

উত্তম ভূষণসকল নিয়ে শীঘ্র যাও।’

দত্তপথ্যশনা দূতা জঘ্মঃ স্বং স্বং নিবেশনম্।

কেকয়াংস্তে গমিষ্যন্তো হমানারুহ্য সম্মতান্॥ ১০

কেকয়দেশে যাওয়ার জন্য পাথেয় এবং ভোজ্য

দেওয়া হলে, সেই দূতেরা মনোমতো উত্তম অশ্বে

আরোহণ করে স্বপরিজনদের এই গমন-সংবাদ

জানানোর জন্য স্বগৃহে গেল।

ততঃ প্রাধানিকং কৃৎস্না কার্যশেষমনস্তরম্।

বসিষ্ঠেনাভানুজাতা দূতাঃ সংজ্বরিতং যযুঃ॥ ১১

অনন্তর যাত্রাকালীন কর্মাদি এবং স্বজনদের সংবাদ-

দানাদি কার্যসমাপনান্তে ঋষি বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে সেই

দূতগণ দ্রুত প্রস্থান করল।

নাষ্টেনাপরতালস্য প্রলম্বসোত্তরবং প্রতি।

নিষেবমাণান্তে জঘুনদীং মধোন মালিনীম্॥ ১২

অপরতাল পর্বতের দক্ষিণ এবং প্রলম্ব পর্বতের

উত্তর (এতদুভয়ের) মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা মালিনী নদীকে

অনুসরণ করে সেই দূতেরা অগ্রসর হতে লাগল।

তে হস্তিনপুরে গঙ্গাং তীর্থা প্রত্যমুখা যযুঃ।

পাক্ষালদেশমাসাদ্য মধোন কুরুজাঙ্গলম্॥ ১৩

সরাংসি চ সুফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ।

নিরীক্ষমাণা জঘুস্তে দূতাঃ কার্যবশাদ্ভ্রুতম্॥ ১৪

সেই দূতেরা হস্তিনপুরে গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিম দিকে

চলতে লাগল। অতঃপর পাক্ষাল দেশে এসে কুরুজাঙ্গল

প্রদেশের প্রস্ফুটিত পদ্মযুক্ত সরোবরসকল এবং নির্মল-

জলানদী দেবতে দেবতে কার্যবশে দ্রুত অগ্রসর হতে

লাগল।

তে প্রসমোদকাং দিব্যাং নানাবিহঙ্গসেবিতাম্।

উপাতিজঘুর্বেগেন শরদত্তাং জলাকুলাম্॥ ১৫

‘তে প্রসমোদকাং দিব্যাং নানাবিহঙ্গসেবিতাম্।

উপাতিজঘুর্বেগেন শরদত্তাং জলাকুলাম্॥ ১৫

দূতেরা প্রমথসামিখা নানা পাঙ্কসমাকুল দিবা নদী  
শব্দমাত্রাক্রমে ততঃ প্রাতঃকাল কবে গেল।

নিকূলবৃক্ষমাসাদ্য দিবাঃ সত্যোপযাচনম্।  
অভিগম্যাকিবাং তং কুলিঙ্গাং প্রাবিশন্ পুরীম্॥ ১৬  
সফলতা দানকাবী সত্যোপযাচন নামে এক দিবা  
বৃক্ষপ্রাপ্ত হয়ে তার নিকটবর্তী হয়ে এবং তাকে  
অভিযাচন জানিয়ে তারা কুলিঙ্গা নামে নগরীতে প্রবেশ  
করল।

অভিকালং ততঃ প্রাপ্য ভেজোহভিভবন্যচ্যুতাঃ।  
পিতৃপিতামহীঃ পুণ্যং তেজরিকুমতীঃ নদীম্। ১৭  
তারপর যেতে যেতে তারা ভেজোভিবন নামক গ্রাম  
অতিক্রম করে অভিকাল নামক গ্রামে গেল : সেখান থেকে  
তারা রাজা দশরথের পিতৃ-পিতামহাদি-সেবিতা ইক্ষুমতী  
নদী পার হয়ে গেল।

অবেক্ষ্যাজলিশানান্চ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।  
যযূর্মথোন বাহ্লীকান্ সুদামানং চ পর্বতম্। ১৮  
ওই নদীর জল অঞ্জলি ভরে পান করে তপসসারত  
ব্রাহ্মণদের সেবে দূতেরা বাহ্লীক দেশের মধ্যভাগে সুদামা  
নামক পর্বতে চলে গেল।

বিষ্ণোঃ পদং শ্রেষ্ঠ্যমাণা বিপাশাং চাপি শাল্যসীম্।  
নদীর্বাণীতটাকানি পঞ্চলানি সরাংসি চ॥ ১৯

শস্যাতো বিবিধাঃ শচাপি সিংহান্ বাঘ্যান্ যুগান্ বিশান্।  
যযুঃ পথ্যতিমহত্যা শাসনং ভর্তৃগীকনং॥ ২০

সেই পর্বতের উপরে দূতেরা প্রাবিশুর পনটিহ মরু  
করে বিপাশা নদী এবং তার তীরে শিমূল বৃক্ষ ও অন্যান্য  
আরও নদী, বৃহৎ জলাশয়, পদ্মপুঙ্কবিদী : ক্ষুদ্র জলাশয়  
এবং সরোবরসমূহ : তৎসহ সিংহ, বাঘ, হরিণ, ঈ  
প্রভৃতি পশু দেখতে দেখতে প্রভুর আদেশ পালনে ইচ্ছুক  
হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে লাগল।

তে শ্রাঘবাহনা দূতা বিকৃষ্টেন সত্য পথা।  
গিরিজং পূর্বরং শীত্ৰমাসেদুরজস্য। ২১

বাহন অশ্বগুলি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেও, দূত  
নিরুপদ্রব সেই পূর্ববর্তী পথ দ্রুত অতিক্রম করে গিরিজার  
নামক শ্রেষ্ঠ নগরে উপস্থিত হল।

ভর্তৃঃ প্রিয়ার্থং কুলরক্ষণার্থং  
ভর্তৃশ্চ বংশস্য পরিগ্রহার্থম্।  
অহেভুমানঙ্কুরয়া স্ম দূতা

রাত্র্যাং তু তে ভৎপূরমেব যাতাঃ। ২২

প্রভুর প্রিয়কার্যসাধন এবং প্রজাবর্গের রক্ষণের  
ভরতকে শীঘ্রই রাজ্যভার সমর্পণ হেতু তারা কোনও  
অবহেলা না করে, রাত্রির মধ্যেই সেই নগরীতে উপস্থিত  
হল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাহ্লীকীরে আদিকাব্যো অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বাহ্লীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

### উনসপ্ততিতম সর্গ (৬৯)

ভরতের দুশ্চিন্তা, তাঁর প্রসন্নতার জন্য বন্ধুদের চেষ্টা, বন্ধুদের কাছে ভরতের স্বদৃষ্ট দুঃস্বপ্নের বর্ণনা

যামেব রাত্রিঃ তে দূতাঃ প্রবিশন্তি স্ম তাং পুরীম্।  
ভরতেনাপি তাং রাত্রিঃ স্বপ্নো দৃষ্টোহয়মপ্রিয়ঃ॥ ১

যে রাত্রিতে সেই দূতেরা রাজপুরীতে প্রবেশ করল,  
সেই ব্যক্তিতেই ভরতও একটি দুঃস্বপ্ন দর্শন করলেন।  
বৃষ্টমেব তু তাং রাত্রিঃ দৃষ্টা তং স্বপ্নমপ্রিয়ম্।  
পুত্রো রাজাধিরাজস্য সুভূশং পর্বতশ্যাত॥ ২

সেই রাত্রির অবসান সময়ে অপ্রিয় স্বপ্নদর্শন করে  
রাজাধিরাজ দশবৎ-এর পুত্র ভরত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন।  
তপ্যমানঃ তমাজ্জায় বয়স্যাঃ প্রিয়বান্দি।  
আয়াসঃ বিনিয়ম্যাতঃ সভায়াঃ চক্রিরে কথ্যঃ॥ ৩

ভরতকে অনুতপ্ত জানতে পেরে তাঁর প্রিয়বন্ধু  
মিত্রেরা তাঁর ক্রেশ দূর করার জন্য একত্র বসে নানা কথা



স্বতন্ত্রতা করলেন।

হৃদয়টি তবু শান্তিঃ লাস্যযাত্রাপি চাপরে।

নাটকানাগরে স্মারহস্যানি বিনিস্থানি চ॥ ৪

ভীর শান্তির জন্য কেউ কেউ রাজ্যে রাজ্যে

লাগলেন ; অন্য কেউ বা লাস্যানুভূত করতে লাগলেন।

কেউ-বা নাটক প্রদর্শন করতে লাগলেন, অপর কেউ-বা

হাস্যরস বিতরণ করতে লাগলেন।

৪ তৈর্মহায়া ভরতঃ সখিভিঃ প্রিয়বান্ধিঃ।

গৌতমস্যানি কুব্ধির্ন প্রাক্ষাত্য রাঘবঃ॥ ৫

প্রিয়ভাষী বন্ধুগণ সম্ভবতঃ হয়ে হাস্যরস পবিত্রেশন

করলেও মহাত্মা রঘুনন্দন ভরত আনন্দিত হলেন না।

ভরতঃ প্রিয়সখো ভরতঃ সখিভির্বৃতম্।

সুখিঃ পর্যুগাসীনঃ কিং সখে নানুমোদসে॥ ৬

বন্ধুগণ পবিত্র ভরতকে একজন প্রিয় বয়সা

বললেন—‘ভাই ! বন্ধুবা তোমাকে ঘিরে বসে আছে ; তুমি

তাদের প্রতি মন দিচ্ছ না কেন ?’

এবং ক্রোধঃ সুহৃদঃ ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।

শু শ্বঃ যদিমিতং মে দৈন্যমেতদুপাগতম্॥ ৭

বন্ধু এই কথা বললে, ভরত প্রত্যুত্তরে তাকে

বললেন, ‘যেজন্য আমার মনে এই দীনতা তা শোনো—

স্বপ্নে পিতরমদ্রাক্ষঃ মলিনঃ মুক্তমূর্ধজম্।

পতঙ্গমদ্রিশিখরাৎ কলুষে গোময়ে ব্রুদে॥ ৮

‘আমি স্বপ্নে দেখলাম, মলিন বদন, এলোমেলো চুল

আমর পিতৃদেব পর্বতশিখর থেকে কলুষিত গোময়

(গোবর)পূর্ণ গর্তে পড়ে যাচ্ছেন।

স্বমানসে মে দৃষ্টঃ স তস্মিন্ গোময়ে ব্রুদে।

বিগলজলিনা তৈলং হসরিষ মুহূর্ষঃ॥ ৯

‘আমি দেখলাম সেই গোময়পূর্ণ ব্রুদে হাসতে

হাসতে সাতার কেটে তিনি মুহূর্ষ অঞ্জলিপূর্ণ তৈল পান

করছেন।

ততঃসিদ্ধোদনঃ ভূক্তা পুনঃ পুনরধঃশিরাঃ।

ভেলোভ্যক্তসর্বাস্তৈলমেবাবগাহত ॥ ১০

‘তারপর তিলমিশ্রিত অন্ন (পিণ্ড) ভক্ষণ করে,

সর্বদে তৈল লেপন কবলেন এবং বারবার মস্তক অবনত

করে এই ভেষের মধ্যেই অবগাহন করছেন।

স্বপ্নেপি সাগরঃ শুষ্কঃ চন্দ্রঃ চ পতিতঃ ভূবি।

উপক্কাঃ চ জগতীঃ তমসেব সমাবৃত্তাম্॥ ১১

উপক্কাঃ চ জগতীঃ তমসেব সমাবৃত্তাম্।

সহসা চাপি সংশ্রিতা জলিনা জাতবেদসঃ॥ ১২

অবদীর্ঘাঃ চ পৃথিবীঃ শুষ্কাংচ নিবিধান্ ক্রমান্।

অহং পশ্যামি বিকলান্ সমুদ্রাংষ্টম্ব পর্বতান্॥ ১৩

‘আমি স্বপ্নে দেখলাম সাগর শুকিয়ে গেছে,

চাঁদ পৃথিবীর বুকে পড়ে আছে আর পৃথিবী অন্ধকারে

ডুবে গেছে। আমার পিতার বাহন হাতির দাঁত ভেঙে

টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, প্রহলিত অগ্নি সহসা

নির্বাপিত হয়ে গেছে। আবও দেখলাম, পৃথিবী বিদীর্ণ

এবং শুষ্ক ও ভগ্ন বিবিধ প্রকার কৃষ্ণ মাটিতে পড়ে

আছে আর পাহাড়গুলি বিধ্বস্ত হয়ে ধূমরাশি উদ্গীরণ

করেছে।

নীচে কার্জায়সে চৈবঃ নিব্রণঃ কৃষ্ণবাসসম্।

প্রহরতি স্ম রাজনঃ প্রমদাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ॥ ১৪

কৃষ্ণবর্ণের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ; কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত,

কৃষ্ণপিঙ্গল কামিনীরা রাজাকে প্রহার করছে।

ভ্রমশ্যক ধর্মাত্মা রক্তমালায়াল্পেপনঃ।

রথেন খরযুক্তেন প্রযাতো দক্ষিণামুখঃ॥ ১৫

‘আরও দেখলাম রক্তপুষ্পমালা গলে রক্তচন্দন

অনুলেপিত ধর্মাত্মা রাজা দশরথ গর্দভ চালিত রথে আরোহ

হয়ে দ্রুত দক্ষিণাভিমুখে চলেছেন।

প্রহসন্তীব রাজানঃ প্রমদা রক্তবাসিনী।

প্রকর্ষন্তী ময়া দৃষ্টা রাক্ষসী বিকৃতাননা॥ ১৬

‘আরও দেখলাম, রক্তবস্ত্রপরিহিতা বিকৃতাননা এক

উদ্ভ্রান্তা রাক্ষসী বিকটভাবে হাসতে হাসতে রাজাকে টেনে

নিয়ে যাচ্ছে।

এবমেতদ্যয়া দৃষ্টমিমাং রাত্রিঃ ভয়াবহাম্।

অহং রানোহথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি॥ ১৭

সেই ভয়াবহ সারা রাত্রিব্যাপী আমি এই স্বপ্ন

দেখলাম। এর দ্বারা মনে হচ্ছে আমি, রাম অথবা

আমাদের পিতা রাজা দশরথ কিংবা লক্ষ্মণ—কেউ

একজন মারা যাবে।

নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন যাতি হি।

অচিরাত্তস্য ধূম্রাঃ চিত্রায়াঃ সম্প্রদৃশ্যতে॥ ১৮

এতন্নিমিত্তং দীনোহহং ন বচঃ প্রতিপূজয়ে।

শ্রম্যতীব চ মে কন্তো ন বহুমিব মে মনঃ॥ ১৯

‘স্বপ্নে যাকে গর্দভচালিত রথে চড়ে যেতে দেখা যায়,

অচিরাত্তস্য ধূম্রাঃ চিত্রায়াঃ সম্প্রদৃশ্যতে॥ ১৮

এতন্নিমিত্তং দীনোহহং ন বচঃ প্রতিপূজয়ে।

শ্রম্যতীব চ মে কন্তো ন বহুমিব মে মনঃ॥ ১৯

‘স্বপ্নে যাকে গর্দভচালিত রথে চড়ে যেতে দেখা যায়,

দ্বিগুণি অর (মৃতসহ দাহের) চিত্তার ঘোষা দেখা যায়  
সেইজনাই বিধ্বস্ততা হেতু আমি জোমাদেশ কথার সমাদর  
কমতে পাবছি না ; আমার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসছে এবং  
আমার মনও সুস্থ নয়।

ন পশ্যামি কয়হানং ভয়ং চৈবোপধায়য়ে।

মষ্টচ বরযোগো মে ছামা চাপপতা মম।

জুগলু ইব চান্নানং ন চ পশ্যামি কারণম্ ॥ ২০

‘আমি ভয়ের কারণ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু উভয়  
হয়ে পড়েছি। আমার গলাব খুব বিকৃত হয়ে গেছে এবং

দেহের কাণ্ডি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নিজেকে নিশ্চিন্দ  
হচ্ছে ; কিন্তু, এর কারণ বুজতে পারছি না।

ইমাম চ দুঃখপ্রসক্তিঃ নিশমা হি

ত্বনেকরূপামবিতর্কিতাঃ

ভয়ং মহৎ ত্বং হৃদয়াম য়াতি মে

বিচিহ্না রাজনমসিদ্ধানন্দম্ ॥ ২১

‘পূর্বে চিত্তের অতীত এই দুঃখপ্র দর্শন করে  
মহাশয়ের এই অকল্পনীয় দুঃখবহাণ বিষয় ভিন্ন করে  
আমার মনেন ভয় বিদূষিত হচ্ছে না।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতশে বাগ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে উনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে উনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

### সপ্ততিতম সর্গ (৭০)

দূতগণ কর্তৃক ভরতের মাতামহ-মাতুলের জন্য আনীত উপহারাদি ভরতের হস্তে প্রদান,  
ভরতের উদ্দেশ্যে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নির্দেশ জ্ঞাপন এবং মাতামহ ও মাতুলের  
অনুমতিক্রমে শক্রসহ রথারূঢ় ভরতের অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা

ভরতে ব্রবতি স্বপ্নঃ দূতান্তে ক্লাব্ববাহনাঃ।

প্রবিশ্যাসহ্যপরিখং রমাং রাজগৃহং পুরম্ ॥ ১

সমাগম্য চ রাজ্ঞা তে রাজপুত্রো চাচিভাঃ।

রাজঃ পাদৌ গৃহীত্বা চ তমুর্ভরতঃ বচঃ ॥ ২

ভরত যখন বন্ধুদের কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলছিলেন,  
সেই সময় দূতেরা গভীর পরিখা পরিবৃত্ত পুরীর মধ্যে  
রমণীয় রাজগৃহে প্রবেশ করল এবং তাদের বাহনেরা  
পবিত্রাশু হয়ে পড়ল, সেই সময় প্রবীণ দূতেরা রাজা এবং  
রাজপুত্র কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ রাজা  
ভরতের পাদবন্দনা করে বলল—

পুরোহিতস্তাং কুশলং প্রাহ সর্বৈ চ মন্ত্ৰিণঃ।

ভরমাশুচ নির্বাহি কৃতামাতয়িকং স্বয়া ॥ ৩

‘কুমার ! রাজপুরোহিত এবং মন্ত্রীরা সকলে  
আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করে বলেছেন, যেহেতু বিশেষ  
কর্তব্যকর্ম আছে, তাই শীঘ্র এখান থেকে বেরিয়ে চলুন।

ইমানি চ মহার্ষিনি বস্ত্রাণ্যভরণানি চ।

প্রতিগৃহ্য বিশালাক্ষ মাতুলস্য চ দাসম্ ॥ ৪

‘হে আয়তনেত্র ! এই বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণগুলি

আপনি গ্রহণ করে আপনার মাতুলকে দিন।

অত্র বিংশতিকোটাস্থ নৃপতের্মাতুলস্য তে।

দশকোটাস্থ সম্পূর্ণাঙ্কধৈব চ নৃপাঙ্কম্ ॥ ৫

‘রাজকুমার ! এখানে সম্পূর্ণ বিংশকোটী মুদ্রা মূল্যের  
দ্রব্য রাজার (আপনার মাতামহের) এবং দশকোটী মুদ্রা  
মূল্যের দ্রব্য আপনার মামার জন্য।

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং স্বনুরক্তঃ সুহৃজনে।

দূতানুবাচ ভরতঃ কামৈঃ সম্প্রতিপূজা জনৈঃ ॥ ৬

‘মাতুল-মাতামহাদি সুহৃদ্বর্গের প্রতি অনুরাগবশত  
ভরত সেইসব উপহারবস্তু প্রতিগ্রহণ করে এবং  
দূতগণকে কাম্যবস্ত্রসকল উপহারদানে সংকার করে  
তাদের বললেন—



কিঞ্চিৎ স কুশলী রাজা পিতা দশরথো যম।  
কিঞ্চিদারোগ্যতা রামে লক্ষ্মণে চ মহাক্ষমি। ৭

‘আমাব পিতা রাজা দশরথ কুশলে আছেন তো ?  
হেমা বাম এবং লক্ষ্মণ নীরোগ আছেন তো ?

কথা চ ধর্মনিরতা ধর্মজ্ঞা ধর্মবাদিনী।  
অবেশা চাপি কৌশল্যা মাতা রামস্য ধীমতঃ। ৮

‘ধীমান রামের ধর্মপরায়ণা, ধর্মজ্ঞা, ধর্মলোচনা-  
কৌশলী জননী কৌশল্যা নীরোগ আছেন তো ?

কিঞ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা।  
দশরথস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মহামা। ৯

‘বীর লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের জননী আমার মেজো মা  
ধর্মপরায়ণা সুমিত্রা ভালো আছেন তো ?

হৃদয়কামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।  
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ। ১০

‘হৃদয়পরায়ণা উগ্র ও ক্রোধনস্বভাবা এবং পণ্ডিতস্বননা  
কামা কৈকেয়ী মাতা নীরোগ আছেন তো ? তিনি কী  
বলেন ?’

এবমুক্তান্ত তে দূতা ভরতেন মহাক্ষম।  
উঃ সমশ্রিতঃ বাক্যমিদং তং ভরতঃ তদা। ১১

‘মহাত্মা ভরত এইসকল কথা জিজ্ঞাসা করলে, দূতেরা  
ফিরিয়ে ভরতকে জানাল—

কুশলাস্তে নরব্যগ্রা যেষাং কুশলমিচ্ছসি।  
ব্রীষ্ট হ্যং বৃশ্বে পদ্মা যুজ্যতাং চাপি তে রথঃ। ১২

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! যাঁদের কুশল আপনার অভিপ্রেত ;  
তাঁরা সকলেই কুশলেই আছেন। এখন পদ্মালাভা রাজলক্ষ্মী  
আপনাকে বরণ করবেন, তাই অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য  
অনুমতিক্রমে আপনার রথে অশ্ব যোজনা করা হোক।’

ভরতচাপি তান্ দূতান্বেবমুক্তোহভাষত।  
আশুহেহং মহারাজঃ দূতাঃ সংভ্রময়ন্তি মাম্। ১৩

‘দূতেরা এই কথা বললে, ভরত দূতগণকে  
বললেন—‘আমি আমার মাতামহ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে  
(দূতেরা আমাকে সত্ত্বর অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য বলছে)  
আপনাদের জানাচ্ছি।’

এবমুক্তা হু তান্ দূতান্ ভরতঃ পার্থিবান্ধজঃ।  
দূতৈঃ সংচোদিতো বাক্যং মাতামহমুবাচ হ। ১৪

‘রাজকুমার ভরত দূতগণকে এই কথা বলে এবং  
দূতগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে মাতামহের কাছে গিয়ে  
বললেন—

রাজন্ পিতৃগমিষ্যামি সকাশং দূতচোদিতঃ।  
পুনরপ্যাহমেব্যামি যদা মে হং স্মরিষ্যসি। ১৫

‘রাজন্ ! দূতগণের কথা অনুসারে আমি পিতার  
কাছে যাব। যখন আপনি আমার স্মরণ করবেন তখন  
আবার আসব।’

ভরতেনৈবমুক্তস্ত নৃপো মাতামহকৃদা।  
তমুবাচ শুভং বাক্যং শিরস্যাদ্রায় রাঘবম্। ১৬

‘ভরত এই কথা বললে, মাতামহ কেকয়রাজ  
রঘুকুলভূষণ ভরতের মণ্ডক আশ্রয় করে মঙ্গলময় বাক্যে  
বললেন—

গচ্ছ তাতানুজ্ঞানে হ্যং কৈকেয়ী সুপ্রজ্ঞাত্ময়া।  
মাতরং কুশলং ক্রমাং পিতরং চ পরত্পম। ১৭

‘যাও, বাছ ! তোমাকে অনুমতি দিলাম। তোমার  
দ্বারা কৈকেয়ী সুপুত্রবতী হয়েছে। হে বীর ! তোমার পিতা  
ও মাতাকে আমার কুশলবার্তা জানিয়ো।

পুরোহিতং চ কুশলং যে চানো বিজসন্তমাঃ।  
তৌ চ তাত মহেশ্বাসৌ মাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ। ১৮

‘বৎস ! তোমাদের পুরোহিতকে, অন্যান্য ব্রাহ্মণ  
শ্রেষ্ঠগণকে, বীর ভ্রাতৃত্বদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকেও আমার  
কুশলবার্তা জানিয়ো।’

তস্মৈ হস্ত্যন্তমাংসিচান্ কল্পলানজিনানি চ।  
সংকৃতা কেকয়ো রাজা ভরতায় দদৌ ধনম্। ১৯

‘কেকয়রাজ তারপর ভরতকে উত্তম হস্তিসমূহ, বিচিত্র  
কপাল, অর্জিন এবং প্রভৃত ধন দিয়ে সংকার করলেন।  
অস্ত্রঃপুরেহতিসংবৃদ্ধান্ ব্যাঘ্রবীৰ্যবলোশমান্।  
দংষ্ট্রায়ুক্তান্ মহাকায়ান্ শুনশ্চোপায়ান্ দদৌ। ২০

‘অস্ত্রঃপুরে অতি যত্নে সংবর্ধিত দাঁতাল এবং  
ব্যাঘ্রশক্তিতুল্য বলবান বিশালকায় অনেক কুকুরও উপহার  
দিলেন।

কল্পলান্ধসহস্রে ধৌ ষোড়শাশ্বশতানি চ।  
সংকৃতা কৈকেয়ীপুত্রং কেকয়ো ধনমাদিশং। ২১

‘কেকয়রাজ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা,  
ষোল্লোশো অশ্ব এবং প্রভৃত ধন দিয়ে সংকার করলেন।  
তসামাতানভিপ্রেতান্ বিশ্বাস্যাংস্ত গুণাধিতান্।  
দদাবশ্বশতিঃ শীঘ্রং ভরতায়ানুযায়িনঃ। ২২

‘তদনন্তর কেকয়রাজ অশ্বপতি বিশ্বাসী ও গুণাবিত  
দ্বীয় মনোমতো অমাত্যগণকে শীঘ্র ভরতের অনুগামী  
হওয়ার আদেশ দিলেন।



ঐরানতানৈকশিরান নাগান্ তৈ প্রিয়মর্শনান্ ।  
 শরান্ শ্রীজান্ সুসংযুক্তান্ মাভুলোচ্ছৈশ্ব ধনঃ শরী ॥ ২৩  
 মামা যুধাম্বিনঃ ভরতকে ইত্যাদান্ ও উপশ্রিত নামক  
 জ্ঞানের সুদর্শন অনেক ছাতি, ভাণ্ডবজনগণ ক্রতুগণী  
 অনেক অশ্বতন (পক্ষর) এবং অনেক ধন মিলেন।  
 স দত্তঃ কেকয়ৈশ্চৈব ধনঃ তমাত্তানন্দতঃ ।  
 ভরতঃ কেকয়ীপুত্রো গমনন্বরয়া তদা ॥ ২৪  
 সেই সময় পিতৃদর্শন-কামনায় যাওয়ার ভাড়া  
 কৈকেয়ীপুত্র ভরত কেকয়রাজপ্রদত্ত সেই মনবার্শদে  
 অভিনন্দিত করতে পাবলেন না।  
 বক্রব মাসা হৃদয়ে চিত্তা সুমহতী তদা  
 ধরয়া চাপি কৃতানাং স্বপ্নসানি চ দর্শনাৎ ॥ ২৫  
 শীঘ্র অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য দুতদেব ক্রতুতা  
 (ভাড়া) এবং দুঃস্বপ্ন দর্শন, এই দুই কারণে ভরতের হৃদয়ে  
 গভীর চিন্তা ছিল।  
 স স্ববেশাভ্যতিক্রম্য নরনাগাখলমূলম্ ।  
 প্রপেদে সুমহস্ত্রীমান্ রাজমার্গমনুত্তমম্ ॥ ২৬  
 শ্রীমান ভরত নিজগৃহ থেকে নির্গত হয়ে মনুষ্য ভৃত্য  
 ও অশ্বসমাকুল সুন্দর প্রশান্ত রাজপথে এলেন।  
 অজাতীজ্য ততোহপশ্যদন্তঃপূরননুত্তমম্ ।  
 ততস্তৎ ভরতঃ শ্রীমানাবিবেশানিবারিতঃ ॥ ২৭

অতঃপর শ্রীমান ভরত রাজপথ অতিক্রম করে  
 অত্যাশ্রিত নারায়ণপুত্র দেবতে পেলেন এবং বিনা বাধ  
 সেখানে প্রবেশ করলেন।  
 স মাতামহমাপুজ্য মাভুলং চ যুধাম্বিনম্ ।  
 রথমাক্রম্য ভরতঃ শক্রদ্রুসঙ্ঘিতো গমৌ ॥ ২৮  
 শক্রদ্রুসংঘ ভরত একসঙ্গে মাতামহ অশ্বপতি  
 মাভুল যুধাম্বিনের কাছে বিদায় নিয়ে রথে আরোহণ করে  
 চলে গেলেন।  
 রথান মণ্ডলচক্রাংশ্চ যোজয়িত্ব পরঃ শতম্ ।  
 উল্লুগোহশ্বখদরৈর্ভৃত্য ভরতঃ যাত্রমমমুঃ ॥ ২৯  
 চতুঃপদ শতাবধিক মণ্ডলাকার চক্রবিশিষ্ট রথে উল্লু  
 গো, অশ্ব ও অশ্বতর যোজনা করে গমনরত ভরতের  
 অনুগমন করল।  
 বলেন গুপ্তো ভরতো মহাম্মা  
 সহার্গকসাম্বাসসৈমরমাতোঃ  
 আদায় শক্রদ্রুমপেতশত্রু-  
 গৃহাদ্ গমৌ সিংহ ইবেচ্ছলোকায় ॥ ৩০  
 ইচ্ছলোক থেকে সিংহপুত্রের মতো, নিঃশঙ্ক  
 মহাম্মা ভরত সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে শত্রুদ্রুকে  
 নিয়ে আশ্রয়লা অমাত্যদের সঙ্গে মাতামহের গৃহ থেকে  
 প্রস্থান করলেন।

ইত্যর্থঃ শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততমঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

### একসপ্ততম সর্গ (৭১)

রথ ও পদাতিক সেনাসহ ভরতের অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা ; উজ্জ্বাহানা নগরীর উদ্যানে উপস্থিত  
 হয়ে পদাতিক সৈন্যদের দীর্ঘে চলার অনুমতি দিয়ে অযোধ্যাভিমুখে ভরতের ক্রতু গমন  
 এবং শালবন অতিক্রম করে অযোধ্যার নিকটে এসে অযোধ্যার দূরবস্থা দর্শন করে  
 সারথির কাছে বীণ মনোবেদনা জানিয়ে রাজভবনে ক্রতু প্রবেশ

স প্রাযুখো রাজগৃহাদভিনির্গায় বীর্যবান্ ।  
 ততঃ সূদামাঃ সূতিমান্ সংতীর্ষাবেক্ষ্য তাং নদীম্ ॥ ১  
 ছাদিনীঃ দূরপারাং চ প্রত্যক্ শ্রোতব্রজদ্বীপম্ ।

শতক্রমতরহীমান্ নদীমিকাকুকুনধন ॥ ২  
 অতঃপর ইচ্ছাকুকুনধন শ্রীমান বীর্যবান্ ও  
 দীপ্তিমান ভরত রাজভবন থেকে পশ্চিমমুখে নির্গত হই

কুলিঙ্গ নদী দেখিতে পেলেন। সেই নদী পার হইয়া বাহিনী  
বৃহত্তর হ্রাদসী নদী এবং পশ্চিমগোতা নদী  
সংক্রান্ত করিলেন।

সৈন্যে নদী: তীর্থা প্রাপ্য চাপনপর্বতম্।  
শিলাকুণ্ডী: তীর্থা আয়োগ্য শলাকশযম্॥ ৩  
সরাস্বতী তিষ্ঠিত্বা প্রেক্ষমাণ: শিলাবজ্রম্।  
জ্ঞাত্বাং স মহাশৈল্যম্ বনং চৈররথং প্রতি। ৪

সত্যযুগে ভরত এইখানে গোমে নদী পার হয়ে অন্য সন  
নদীতে পেলেন। জলে পতিত বস্ত্রবাতিকে শিলায় পারিত  
হইবে নদী, তাকে আতিক্রম করে আগ্রহেরে অর্জুনের  
বলকর্ষণ নামক স্থানে উপনীত হলেন। শিলাবজ্র নদী দর্শন  
করে, পবিত্র হয়ে তিন বিঘাট বিঘাট পর্বত সকল অতিক্রম  
করে চৈররথ বনের দিকে গেলেন।

সরযুতীং চ গঙ্গাং চ যুযেন প্রতিপদ্য চ,  
উত্তরম্ বীরমৎসানাং ভারুণং প্রাবিশদ্ বনম্। ৫  
অতঃপর সরযুতী ও গঙ্গা এতদূরত্বের সঙ্গমস্থলে  
এসে বীরমৎসা দেশের উত্তরে ভারুণ বনে প্রবেশ  
করিলেন।

যেনীং চ কুলিঙ্গাখ্যাং হ্রাদিনীং পর্বতাবৃতাম্।  
মনুনাং প্রাপ্য সতীর্ণো বলমাশ্রাসয়ৎ তদা॥ ৬  
অতঃপর পর্বত-পরিবৃত্তা বেগবতী কুলিঙ্গা নদী  
পার হয়ে যমুনা নদী পেলেন এবং ভরত সৈন্যবাহিনীকে  
প্রিয় করতে বললেন।

শীতীকৃত্য তু গাত্রানি ক্রাভানাশ্রাস্য বাজিনঃ।  
তত্র রাভা চ শীত্বা চ প্রায়াদাদায় চোদকম্॥ ৭  
সেখানে ক্রান্ত অশ্বগুলির গাত্র নদীজলে শীতল এবং  
ভগদি বাদ্যাদানে আশ্রিত করে রাজপুত্র ভরত স্নায়ং এবং  
অন্য সকলে সেই জলে স্নান-পানাদি সম্পন্ন করে আবার  
অগ্রসর হলেন।

রাহুপুত্রো মহারথামনভীক্লেপসেবিতম্।  
তত্রো ভ্রমশ যানেন মারুতঃ শ্মিবাভগাৎ॥ ৮  
মহালাচার সম্পন্ন করে সৌমা রাজকুমার ভরত  
যজ্ঞসিক রথে চড়ে গভীর মহারণাকে, বায়ু যেমন  
বাক্যকে সেইরকম মহারণার পর মহারণ্য পার হয়ে  
গতে লাগলেন।

কপীর্ষীঃ দুস্ত্রভরাং সোংহত্থানে মহানদীম্।  
উগায়াৎ রাঘবকূর্ণং প্রাগ্ভটে বিশ্রুতে পুরে॥ ৯  
বহুদমন ভরত অংসুধান নামক দেশে মহানদী

প্রাগ্ভট নদী পার হইয়া কপীর্ষী পুষ্কটে গেলেন এবং  
নামক নদীতে চলে গেলেন।

স গঙ্গাং প্রাগ্ভটে তীর্থা সমায়াং কুটিকোড়িকাম্।  
স বল্লভাং স তীর্থা সমগাম্ ধর্মবর্ধনম্॥ ১০  
[তান প্রাগ্ভট নামক নগরে গঙ্গা পার হয়ে কুটি-  
কোড়িকো নামক নদীর তীরে এলেন। সৈন্য তিনি সেই  
নদীতে পলি হয়ে ধর্মবর্ধন নামক গ্রামে উপস্থিত হলেন।

ভোরণং দক্ষিণার্ধেন অযুপ্রহঃ সমাগমৎ।  
বল্লভং চ যমৌ রমাং গ্রামং দশরথাক্ষজঃ॥ ১১  
দশরথতনয়া ভরত ভোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগে  
অবস্থিত অযুপ্রহ নামক গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন ;  
অতঃপর রমণীয় বল্লভ নামক গ্রামে গেলেন।

তত্র রমো বনে বাসং কৃদ্ধাসৌ প্রাশুখৌ যমৌ।  
উদ্যানমুজ্জিহানায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ॥ ১২

সেখানে এক রমণীয় বনে বাস করে ভরত পরদিন  
প্রাতঃকালে পূর্বদিকে উজ্জিহানা নগরীর উদ্যানে উপস্থিত  
হলেন, দেখলেন সেখানে বিরাজ করছে অনেক  
কাদম্বকৃক্ষ।

স তাংস্ত প্রিয়কাম্ প্রাপ্য শীঘ্রানায়াং বাজিনঃ।  
অনুজ্ঞাপ্যাহ ভরতো বাহিনীং হ্রিত্তো যমৌ॥ ১৩  
তখন সেই কদম্বকৃক্ষগুলির নিকটে গিয়ে ভরত  
দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করে সৈন্যদের তাঁকে অনুসরণ  
কবার নির্দেশ দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন।

বাসং কৃদ্ধা সর্বতীর্ণে তীর্থা চোস্তানিকাং নদীম্।  
অন্যা নদীচ্চ বিবিধৈঃ পার্বতীয়েস্তরজমৈঃ॥ ১৪  
হস্তিপৃষ্ঠকমাসাদা কুটিকামপ্যবর্তত।

ততঃ চ নরব্যাসো লোহিতো চ কপীবতীম্॥ ১৫  
সর্বতীর্ণ নামক গ্রামে বাত্রিবাস করে ভরত নানাপ্রকার  
পার্বতা অশ্বে আরোহণপূর্বক উত্তরবাহিনী একটি নদী এবং  
অন্যান্য নদী পার হয়ে হস্তিপৃষ্ঠক নামক গ্রামে এসে কুটিকা  
নদী পার হলেন। অতঃপর নরব্যাস ভরত লোহিত্য গ্রামে  
এসে কপীবতী নদী পার হলেন।

একসাথে হাপুমতীঃ বিনতে গোমতীঃ নদীম্।  
কলিঙ্গনগরে চাপি প্রাপ্য সালবনং তদা॥ ১৬  
ভরতঃ কিশ্রমাগচ্ছৎ সুপরিশ্রাবাহনঃ।

বনং চ সমতীভ্যস্ত শর্ব্বারামরূপোদরে॥ ১৭  
অযোধ্যাং মনুনা রাজ্য নিষিতাং দদর্শ হ।  
তাং পুরীং পুরুষব্যাঘঃ সপ্তরাষ্ট্রোবিতঃ পথি॥ ১৮



অতঃপর একমাল প্রাচীর পাশবর্তী স্থানমতী নদী  
এবং বিনত প্রাচীর পাশবর্তী গোমতী নদী পার হয়ে  
কলিঙ্গনগরে সালবনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পশ্চিম  
বাহন অশ্ব এবং সারথীরা পাবনাতে এসে এখানে  
সূর্যোদয়কালে সেই পশু শীত পাব হয়ে গেলেন এইভাবে,  
পুরুষসিংহ ভরত সাতবাহু কাটিয়ে এসে রাজা মনু  
প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যাপুরী দেখতে পেলেন

অযোধ্যামধ্যতো দৃষ্টা সারথিঃ চৈদমব্রবীৎ।  
এষা নতিপ্রতীতা মে পুণ্যোদ্যানা যশস্বিনী॥ ১৯

সামনে অযোধ্যা নগরীকে দেখে ভরত সারথীকে  
বললেন—‘সারথি! এই অযোধ্যাকে আমার সেই পবিত্র  
উদ্যানসমষ্টিয়া যশস্বিনী অযোধ্যা বলে তো মনে হচ্ছে না।  
অযোধ্যা দৃশ্যতে দূর্যঃ সারথিঃ পাতুমৃতিকা।  
যজ্ঞিভির্ভগবতঃশ্রীকৃষ্ণৈর্ভগবদংশরৈঃ॥ ২০

ভূমিষ্ঠমুদৈর্যাকীর্ণা রাজর্ষিবরপালিতা

‘হে সারথি! রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ দশরথ কর্তৃক পালিতা,  
ভগবান বেদপারঙ্গম যজ্ঞকর্মে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ সম্মানিত  
অযোধ্যা দূর থেকে মৃতিকার মতো পাতুবর্ণ দেখাচ্ছে।

অযোধ্যায়াঃ পুরা শব্দঃ শ্রমতে তুমুলো মহান্॥ ২১

সমজ্ঞানরনারীণাঃ তমদ্য ন শৃণোমাহম্

উদ্যানানি হি সায়াহে ক্রীড়িত্বোপরতৈর্নরৈঃ॥ ২২

সমজ্ঞান বিপ্রধাবন্তিঃ প্রকাশন্তে মমান্যথা।

তান্যদ্যানুরুদন্তীৰ পরিত্যক্তানি কামিভিঃ॥ ২৩

‘পূর্বে অযোধ্যায় সর্বত্র নরনারীদের তুমুল কোলাহল  
শোনা যেত, আজ আমি তা শুনতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যাকালে  
উদ্যানে চারিদিকে নরনারীর উদ্যানে ক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত  
হয়ে চারিদিকে গৃহাভিমুখে ধাবিত হত। কিন্তু আজ কামীজন  
পরিত্যক্ত উদ্যান যেন কাঁদছে বলে মনে হচ্ছে।

অরণ্যভূতব পুরী সারথিঃ প্রতিজ্ঞাতি মাম্।

নহ্য যানৈর্দৃশ্যন্তে ন গজৈর্ন চ বাজিভিঃ।

নির্ঘাণ্ডো বাভিগাণ্ডো বা নরমুখ্য যথা পুরা॥ ২৪

‘সারথি! অযোধ্যাপুরী আমার কাছে অরণ্য বলে  
মনে হচ্ছে; কারণ পূর্বের মতো নগরীর প্রধান পুরুষদের  
রথে বা হস্তিপৃষ্ঠে বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ হয়ে যাওয়া-আসা  
করতে দেখা যাচ্ছে না।

উদ্যানানি পুরা ভক্তি মত্তপ্রমুদিতানি চ।

জনানাঃ রতিসংযোগেভ্যস্তাণ্ডগণবন্তি চ॥ ২৫

তান্যেতানাদ্য পশ্যামি নিরানন্দানি সর্বশঃ।

প্রস্তপৈর্নরনুশবৎ বিকোশভিরিব ক্রমৈঃ॥ ২৬

‘নগরের উদ্যানগুলি পূর্বে ভ্রমণ ও কোমল  
কৃৎসনে এবং নরনারীর প্রেমমিলনে আনন্দমুগ্ধ ছিল,  
যাও কিন্তু দেখাও সর্বত্র নিরানন্দ, এমনকী পর্বতাদি  
বৃক্ষগুলিও যেন ক্রন্দন করছে।

নাদ্যপি শ্রমতে শব্দো মত্তান্যঃ মগপক্ষিণাম্,  
সরজনাঃ মপুরাঃ বারিঃ কলঃ ব্যাহত্যাঃ কঃ॥ ২৭

‘সানন্দে ক্রীড়ারত মগ ও পক্ষীদের সন্তপ্রকার মগ  
কলহান শোনা যাচ্ছে না তো!

চন্দনাখরসম্পূজ্যে নৃপসমুর্জিতোহমল্যঃ।

প্রসতি পবনঃ শ্রীমান্ কিং নু নাদা গথা পুরা॥ ২৮

‘পূর্বের মতো আজ চন্দন-অপ্তকমিশ্রিত নৃপের গন্ধে  
সুলাসিত মনোরম নির্মল বায়ু কেন প্রবাহিত হচ্ছে না?

ভেরীমৃদঙ্গবীণানাঃ কোণসংঘটিতঃ পুনঃ

কিমদা শব্দো বিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুরা॥ ২৯

‘সর্বদা অনবরতগতি বাদ্যদণ্ডের আঘাতজনিত  
ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণার বাদ্যধ্বনি এখন স্তব্ধ কেন?

অনিষ্টানি চ পাপানি পশ্যামি বিবিধানি চ।

নিমিত্তানামনোজ্ঞানি তেন সীদতি মে মনঃ॥ ৩০

‘নানান অমানবিক দুর্নিমিত্তসমূহ এবং অনিষ্টজনক  
পাপ সংঘটিত হতে দেখতে পাচ্ছি; তাতে আমার মন  
ভেঙে পড়েছে।

সর্বথা কুশলং সূত দুর্লভং মম বন্ধু

তথা হ্যসতি সন্মাহে হৃদয়ঃ সীদতীৰ মে॥ ৩১

‘সারথি! আমার আপনজনদের কল্যাণ  
সর্বপ্রকারেই দুর্লভ। সেইজন্যই অবসাদের কারণ না  
থাকলেও আমার মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।’

বিষয়ঃ শ্রান্তহৃদয়স্তঃ সংলুলিতেজস্বিঃ।

ভরতঃ প্রবিবেশাত পুরীমিষ্টাকুপালিতাম্॥ ৩২

বিষয়, শ্রান্তহৃদয়, সন্তুষ্ট ভরত বিপ্লবিত হৃদয়ে  
ইষ্টাকুবংশীয়দের পালিত অযোধ্যাপুরীতে সত্তর প্রবেশ  
করলেন।

বারেশ বৈজয়ন্তেন প্রাবিশচ্ছায়াবাহনঃ।

বাঃহৈরুখায় বিজয়মুক্তৈঃ সহিতো যগৌ॥ ৩৩

পরিশ্রান্ত বাহন-চালিত রথে করে ভরত, নগরীর  
পশ্চিমে অবস্থিত বৈজয়ন্ত নামক দ্বারদেশ দিয়ে নগরীতে  
প্রবেশ করলেন; দ্বারপালের উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বিজয়  
ঘোষণা করলেন এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে রাজাভঃপুত্রঃ  
দিকে অগ্রসর হলেন।

স ত্বনেকপ্রহরয়ো বাহুঃ প্রত্যাচ তং জনম্।

কাল

সুতপুত্রঃ

উৎকৃষ্ট

স্বর্গিত জনগণকে

স্বর্গতির সন্ত সারথি

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

‘হে নিঃপাপ

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল

স্বর্গীয় হইল



কৃতমঙ্গলপতেঃ ক্রান্তমরবীং তত্র রাঘবঃ ॥ ৩৪

উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে রঘুনন্দন ভরত, নগরদ্বারে  
বহুত জনগনকে প্রতিসম্ভাষণে অর্চনা করে রাজা  
অশ্রুপূর্ণিত রাস্তা সারথিকে বললেন—

কিমহঃ স্বরয়াহ্বনীতঃ কারশেন বিনানঘ।  
অশ্রুশক্তি হৃদয়ঃ শীলঃ চ পততীব মে ॥ ৩৫

‘হে নিষ্পাপ সারথি ! বিনা কারণে কেন আমাকে  
অশ্রুভাঙি নিয়ে আসা হল ? এই চিন্তা করে আমার মন  
অশ্রুত আশঙ্কা করছে এবং আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে  
কৃত্য নু যাদৃশাঃ পূর্বঃ নৃপতীনাং বিনাশনে।  
ভাক্ষাংজানহঃ সর্বানিহ পশ্যামি সারথ্যে ॥ ৩৬

‘সারথি ! রাজাদের মৃত্যুতে যা যা হয় বলে পূর্বে  
জানি, সেই সকল লক্ষণই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি।

গম্যার্জনবিহীনানি পক্ষবাণ্যুপলক্ষ্যে।  
ভ্রসংযতকবাটানি শ্রীবিহীনানি সর্বশঃ ॥ ৩৭  
কলিকর্মবিহীনানি ধূপসম্মোদনেন চ।  
জননিতকুটুমানি প্রভাহীনজনানি চ ॥ ৩৮

‘নগরীর গৃহগুলিতে ঝাঁট না দেওয়ায় গৃহগুলির  
প্রীতীন অবস্থা। গৃহগুলির দ্বার উন্মুক্ত ; সর্বত্রই প্রীতীন  
অবস্থা গৃহপালিত পশুপক্ষীদের খাদ্য দেওয়া হয়নি। গৃহে  
গৃহে ধূপদীপ জ্বলছে না। কুটুম্বেরা অভুক্ত থাকায় গৃহগুলি  
শোভাহীন এবং নগরবাসী সকলেরই একই অবস্থা দেখা  
যাচ্ছে।

জলক্ষীকানি পশ্যামি কুটুম্বভবনান্যহম্।  
অশেতমাল্যশোভানি অসম্মৃষ্টাজিরাণি চ ॥ ৩৯  
বেগারাণি শূন্যানি ন ভাঙ্কীহ যথা পুরা।

‘মনে হচ্ছে এখানে সব অলক্ষীদের বাস। জনশূন্য  
দেওয়ালগুলি পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত নয়। গৃহগুলির  
উঠান অপরিষ্কৃত। গৃহগুলি দেব-অর্চনাদি ও ধূপ-দীপশূন্য।  
নরনারীগণ অনাহারী ও বিষণ্ণ। সবকিছুই যেন স্তান হয়ে  
গিয়েছে, পূর্বের মতো শোভাসম্পন্ন নয়।

দেবভার্গাঃ প্রবিক্রান্ত যজ্ঞগোষ্ঠাভ্যুতৈব চ ॥ ৪০

মাল্যাপণেষু রাজস্তে নান্য পশ্যানি বা তথা।  
দৃশ্যস্তে বনিকোহপ্যদ্য ন যথাপূর্বমত্র বৈ ॥ ৪১  
ধানসংবিগ্নহৃদয়া নষ্টব্যাপারমজ্জিতাঃ।

‘আজ দেবার্চনা বন্ধ হয়ে আছে। যজ্ঞশালাও সেই  
অবস্থা। পুষ্প-মালার দোকান পণ্যশূন্য। পূর্বের মতো  
বিক্রয় আজ বন্ধ হওয়ায় বনিকেরা চিন্তায় উদ্বিগ্ন।  
দেবায়তনটোতাষু দীনঃ পক্ষিমৃগান্তথা ॥ ৪২  
মলিনঃ চাক্রপূর্ণাকং দীনঃ ধ্যানপরং কৃশম্।  
সঙ্গীপুংসং চ পশ্যামি জনমুৎকণ্ঠিতং পুরে ॥ ৪৩

‘তদ্রূপ দেবালয় ও পথিপার্শ্বস্থ উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের  
উপর পক্ষী ও পশুগণ দীনতার সঙ্গে বাস করছে। অযোধ্যা  
নগরীতে মলিন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দীন চিন্তারত স্ত্রী-  
পুরুষদের উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে।’

ইতোবমুন্ধন ভরতঃ সূতং তং দীনমানসঃ।  
তান্যনিষ্টান্যযোধ্যায়াং প্রেক্ষ্য রাজগৃহং যমৌ ॥ ৪৪  
দুঃখিত হৃদয়ে ভরত সূতকে এইরকমভাবে বলে  
এবং অযোধ্যায় সেই দুর্লক্ষণ দর্শন করতে করতে  
রাজভবনে প্রবেশ করলেন।

ভাং শূন্যশৃঙ্গাটিকবেশ্যমরথ্যাং  
রজোরুণধারকবাটীক্সাম্ ।  
দৃষ্টা পুরীমিদ্ৰপুরীপ্রকাশং  
দুঃখেন সম্পূর্ণতরো বভূব ॥ ৪৫  
ইদ্রপুরীসদৃশ সেই অযোধ্যাপুরীর জনশূন্য চতুঃপাথ  
এবং গৃহের কবাট ও অন্যান্যযজ্ঞাদি ধূলিধূসরিত দেখে  
ভরতের মনদুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

বভূব পশ্যান্ মনসোহপ্রিয়াণি  
যানান্যদা নাস্য পুরে বভূবুঃ।  
অবাক্শিরা দীনমনা ন হুঃস্টঃ  
পিতৃমহাত্মা প্রবিবেশ বেশ্য ॥ ৪৬  
পূর্বে এই অযোধ্যা নগরীতে যা কখনও হয়নি, মনের  
অপ্রীতিকর সেইসব বিষয় দেখতে দেখতে দীনচিন্তা,  
নতশির মহাত্মা ভরত পিতার ভবনে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

## বিস্তৃতিতম সর্গ (৭২)

কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করে ভরতের মাতৃশ্রাম, অতঃপর মাতার নিকট পিতার মৃত্যুসংবাদ  
শ্রবণে তাঁর বিলাপ এবং সপ্তরীক ও সপ্তাত্তক নামের লগনামনবার্তা শ্রবণ

অপশ্যন্ত উত্তরঃ পিতরঃ পিতৃশ্রাময়ে।

জগাম ভরতো ব্রহ্মঃ মাতরং মাতৃশ্রাময়ে॥ ১

পিতৃকক্ষে পিতাকে না দেখতে পেয়ে ভরত তখন

মাতৃকক্ষে মাতাকে দেখতে গেলেন।

অনুপ্রাণতঃ হু তং দৃষ্টা কৈকেয়ী প্রেমিতঃ সূতম্।

উৎপতাত তদা কষ্টা তাক্স সৌবর্ণমাসনম্॥ ২

মাতৃশ্রাময়ে প্রেরিত পুত্রকে ফিরে আসতে দেখে  
আনন্দোৎফুল্লা কৈকেয়ী সুবর্ণময় আসন ত্যাগ করে উঠে  
দাঁড়ালেন।

স প্রবিশ্যৈব ধর্মাত্মা স্বগৃহং শ্রীবিবর্জিতম্।

ভরতঃ প্রেক্ষ্য জগ্নাহ জনন্যাস্তরপৌ শুভৌ। ৩

ধর্মপ্রাণ ভরত নিজের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন,  
ঘরটি শ্রীহীন ; তারপর তিনি মাতার শুভ চরণদ্বয় স্পর্শ  
করে প্রণাম করলেন।

তং মূর্খি সমুপদ্রায় পরিষজ্য যশস্বিনম্

অক্কে ভরতমারোপ্যা প্রভুং সমুশচক্রমে॥ ৪

মাতা কৈকেয়ী যশস্বী পুত্র ভরতের মস্তক আশ্রয় করে  
তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর কোলে বসিয়ে  
জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—

অদা তে কতিচিদ্ রাজ্যশূচ্যাতস্যার্যকবেশনঃ।

অপি নান্দ্রশ্রমঃ শীঘ্রং রথেনাপততত্তব॥ ৫

‘বাহা ! মাতামহের গৃহ থেকে নির্গত হয়ে এখানে  
আসতে আজ পর্যন্ত তোমার কত ব্যক্তি লেগেছে ? রথে  
চড়ে তাড়াতাড়ি আসতে পথে তোমার কোনও কষ্ট হয়নি  
তো ?

আর্যকক্ষে সুকুলী যুধাজিগ্নাতুলস্তব।

প্রবাসাচ্চ সুখং পুত্র সর্বঃ মে বক্ষুমহসি। ৬

‘তোমার মাতামহ এবং মাতুল যুধাজিৎ কুলে  
আছেন তো ? পুত্র ! প্রবাসে সুখে ছিলে তো ?— এইসব  
বিষয়ে আমাকে বলো।’

এবং পুটন্ত কৈকেয়া প্রিয়ং পার্থিবনন্দনঃ।

আচষ্ট ভরতঃ সর্বঃ মাত্রে রাজীবলোচনাম্॥ ৭

কৈকেয়া এইভাবে জিজ্ঞাসা করায় কুমলশেখর

বাজকুমার ভরত মাকে সকল প্রিয় সংবাদ জানালেন।

অদ্য মে সপ্তমী রাদিশুভসাগর্যকলম্বনাম্।

অথায়ঃ কুলী তাতো যুধাজিগ্নাতুলস্ত যে। ৮

ভরত বললেন, ‘মাতামহের গৃহ থেকে বহির্গত  
হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার সাতবার্ত্তি অতিবাহিত  
হল। আমার মাতামহ কুলেই আছেন, আমার মাতুল  
যুধাজিৎও কুলে।

যদ্যে ধনং চ রত্নং চ দদৌ রাজা পরমশঃ।

পরিপ্রান্তঃ পথাভবৎ ততোহহং পূর্বমাপত্তা॥ ৯

‘শত্রুজিৎ রাজা (আমার মাতামহ) যেসব ধনর  
আমায় দিয়েছিলেন, তার ভারে বাহকেরা পরিপ্রান্ত হয়ে  
পথেই রয়ে গিয়েছে ; আমি আগেভাগেই চলে এসেছি  
রাজবাক্যহরৈরদূতৈর্যমাণোহহমাপত্তঃ।

যদহং প্রষ্টুমিচ্ছামি তদস্বা বক্ষুমহতি। ১০

‘রাজার বার্ত্তাবহ দূতেরা এখানে আসার জন্য আজ  
দেওয়াম আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, এখন মা ! আমি যা  
জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দাও।

শূন্যোহয়ং শয়নীয়স্তে পর্যঙ্কো হেমভূমিতঃ।

ন চায়মিদ্ধাকুলনঃ প্রহস্টঃ প্রতিভাতি যে। ১১

‘তোমার এই সুবর্ণময় পালঙ্কখ্যা দেখছি শূন্য ;  
ইন্ধাকুবংশীয় কাউকেই আমি খুশি দেখছি না।

রাজ্য ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাশ্রয়া নিবেশনে।

তমহং নাদা পশ্যামি ব্রষ্টুমিচ্ছমিহাস্তঃ॥ ১২

‘আমার পিতা রাজা দশরথ, আমার মাতার এই  
ঘরেই বেশি সময়ই থাকেন ; আজ কিন্তু তাঁকে এখানে  
দেবতে পাচ্ছি না।

পিতৃহৃদীকো পাদৌ চ তং মমাব্যাহি পূজতঃ।

আহোবিন্দ্যাজ্যোষ্ঠায়াঃ কৌসল্যায়া নিবেশনে॥ ১৩

‘আমি পিতার চরণে প্রণাম করব। অতএব আমার

কিছুসার উত্তর দাও (তিনি কোথায় আছেন) ! তিনি কি  
বজ্রার (কৌশল্যার) কক্ষে আছেন ?

তাং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী শ্রিয়বদ্ ঘোরমপ্রিয়ম্।

জ্ঞানহঃ প্রজানন্তী রাজ্যলোভেন মোহিতা॥ ১৪

রাজ্যলোভে মোহপ্রস্তা কৈকেয়ী সবকিছু তালোভাবে  
জেনেও (রাজার মৃত্যুসংবাদ বিষয়ে) অজ্ঞ ভরতকে এই  
ঘোর অপ্রিয় সংবাদটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলতে  
লাগলেন—

যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।

রাজা মহাত্মা তেজস্বী যায়জুকঃ সতাং গতিঃ॥ ১৫

‘সকল প্রাণীর যে অন্তিম গতি, রাজা মহাত্মা তেজস্বী  
যজ্ঞশীল ও সজ্জনদের আগ্রহদাতা তোমার পিতা সেই  
পরমগতিই প্রাপ্ত হয়েছেন।’

তত্স্থিত ভরতো বাক্যং ধর্মাভিজনবাঙ্কুটিঃ।

পপাত সহসা ভূমৌ পিতৃশোকবলাদিতঃ॥ ১৬

মায়ের মুখে সেই কথা শুনে ধার্মিক বংশজাত পবিত্র  
(চরিত্র) ভরত পিতৃশোকে বিমর্দিত হয়ে সহসা মাটিতে  
পড়ে গেলেন।

যা হতোহস্মীতি কৃপণাং দীনাং বাচমুদীরয়ন্।

নিপপাত মহাবাহুবাহু বিক্ষিপ্যা বীর্যবান্॥ ১৭

পরাক্রমী মহাবীর ভরত, ‘হায় ! আমি মারা  
গেলাম’, ‘হায় ! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল’, এই বলে  
বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ করে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ততঃ শোকেন সংবীতঃ পিতৃমরণদুঃখিতঃ।

বিললাপ মহাতেজা ব্রাহ্মাকুলিতচেতনঃ॥ ১৮

পিতার মৃত্যুশোকে অবরুদ্ধচেতন দিগ্ভ্রান্ত  
মহাতেজস্বী ভরত শোকে বিলাপ করে বলতে লাগলেন—

এতং সুরুচিরং ভাতি পিতৃর্মে শয়নং পুরা।

শশিনেবামলং রাত্রৌ গগনং ভোয়দাত্যয়ে॥ ১৯

তদ্বিৎ ন বিভাভ্যদা বিহীনং তেন দীপ্যতা।

যোমেব শশিনা হীনমপ্তশু ইব সাগরঃ॥ ২০

‘পূর্বে আমার পিতার এই শয্যা ছিল চন্দ্রকিরণে  
অমলিন মেঘশূন্য আকাশের মতো অতীব সুন্দর ; কিন্তু  
আজ এই শয্যা যেন চন্দ্রশূন্য আকাশের মতো এবং জল-  
শূন্য সমুদ্রের মতো শীহীন।

বাম্পনুৎসৃজ্য কঠেন স্বাস্তনা পরিশীড়িতঃ।

প্রচ্ছাদ্য বদনং শ্রীমদ্ বস্ত্রেণ জয়তাং বরঃ॥ ২১

বিজয়ীশ্রেষ্ঠ শ্রীমান ভরত বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিত ও কঠে  
বাম্পবারি উদ্গীরণ করে, স্বয়ং অত্যন্ত পীড়িত হলেন।  
তমার্তঃ দেবসংকাশঃ সমীক্ষ্য পতিতঃ ভুবি।

নিকৃন্তমিব সালস্য ক্ষয়ঃ পরশুনা বনে॥ ২২

মাতা মাতঙ্গসংকাশঃ চন্দ্রার্কসদৃশঃ সুতম্।

উত্থাপয়িত্বা শোকার্তঃ বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২৩

কুঠার দ্বারা কর্তৃত শালবৃক্ষের স্বক্ষের মতো ভূপতিত  
দেবতুল্য, চন্দ্র ও সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান ও হস্তীতুল্য বলবান  
পুত্রকে শোকার্ত দেখে ও তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে মাতা  
কৈকেয়ী বললেন—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেবে রাজয়ত্র মহাযশঃ।

ত্ববিধা নহি শোচন্তি সন্তঃ সদসি সম্মতাঃ॥ ২৪

‘ওঠো, ওঠো, মহাযশস্বি রাজন্ ! এখানে শুয়ে  
আছ কেন ? তোমার মতো সমাজে সমাদৃত সজ্জন  
এইভাবে শোক করে না।

দানযজ্ঞাধিকার্যা হি শীলশ্রুতিতপোনুগা।

বুদ্ধিষ্টে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রভেবার্কস্য মন্দিরে॥ ২৫

‘হে বুদ্ধিমান পুত্র ! সূর্যমণ্ডলের নিশ্চলা প্রভা সদৃশ  
দান, যজ্ঞ এবং বেদোক্ত তপস্যার অনুসারিণী তোমার  
বুদ্ধি।’

স রুদিত্বা চিরং কালং ভূমৌ পরিবিবৃত্য চ।

জননীং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতঃ॥ ২৬

ভরত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত  
কাদলেন, পরে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে মাকে বলতে  
লাগলেন—

অভিষেক্যতি রামঃ তু রাজা যজ্ঞং নু যক্ষ্যতে।

ইতাহং কৃতসংকল্পো হৃষ্টো যাত্রামগ্রাসিষম্॥ ২৭

‘আমার পিতা রাজা দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত  
করে যজ্ঞ করবেন, এই স্থির নিশ্চয় বিশ্বাস করে আমি  
হৃষ্টচিত্তে মাতুলালয় থেকে যাত্রা করেছিলাম।

তদ্বিৎ হন্যাখাতঃ ব্যবদীর্ণঃ মনো মম।

পিতরং যো ন পশ্যামি নিত্যং প্রিয়হিতে রতম্॥ ২৮

‘কিন্তু তার অন্যথা হওয়ায় এবং সর্বদা প্রিয়জনদের



হিত ও প্রিয়কর্মে বক্ত পিতাকে দেবত্ব না পেয়ে, আমার মন  
বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

অথ কেনাত্যাগাদ্ রাজা বাখিনা ময়ানাগতে।

ধন্য রামাদয়ঃ সর্বৈ যৈঃ পিতা সংযুতঃ স্বয়ম্ ২৯

‘মাতঃ ! মাতুলালয় থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের  
পূর্বেই পিতা কোন্ রোগে মারা গেলেন ? শ্রীরাম প্রভৃতি  
আমার অন্য ভ্রাতাবা ধনা, তাঁরা স্বয়ং পিতার পারলৌকিক  
সংস্কার করতে পেরেছেন !

ন নুনং মাং মহারাজঃ প্রাপ্তং জ্ঞানতি কীর্তিমান্।

উল্লিখ্যেং তু মাং মৃষ্টিং তাতঃ সরাসা সত্ত্বরম্ ৩০

‘কীর্তিমান্ মহারাজ নিশ্চয়ই আমার মাতুলালয় থেকে  
এখানে আগমনের কথা জানতে পারছেন না ; জানতে  
পারলে পিতা সত্ত্বর আমার মাথা টেনে নিয়ে আত্মপ  
করতেন।

ক স পাশিঃ সুখস্পর্শতাতসাক্রিষ্টকর্মণঃ।

যো হি মাং রজসা ধ্বংসমভীক্ণং পরিমার্জতি ৩১

‘নিরলসকর্ম্ম আমার পিতার যে-হাত ধূলিধূসরিত  
আমার দেহকে সর্বদা পরিমার্জিত করত, সুখস্পর্শদানকারী  
সেই হাত কোথায় ?

যো মে ভ্রাতা পিতা বদ্ধূর্বসা দাসোহশ্মি সম্মতঃ।

তস্য মাং শীঘ্রমাখ্যাহি রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ ৩২

‘যিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা এবং বন্ধু আর  
আমি যাঁর মনোমতো দাস, অক্রিষ্টকর্ম্ম সেই শ্রীরামকে  
আমার কথা শীঘ্র জানান।

পিতা হি ভবতি জ্যেষ্ঠো ধর্ম্মার্থসা জ্ঞাতঃ।

তস্য পাদৌ ব্রহ্মীযামি স হীদনীং গতির্মম ৩৩

‘আর্যধর্ম্মের বিজ্ঞাতা বলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃত্ব।  
অতএব তাঁর চরণদ্বয় বন্দনা করব ; কারণ, তিনিই এখন  
আমার আশ্রয়।

ধর্ম্মবিদ্ ধর্ম্মশীলন্ত মহাজাগো দৃঢ়ততঃ।

আর্যে কিমব্রবীদ্ রাজা পিতা মে সত্যবিক্রমঃ ৩৪

পশ্চিমঃ সাধুসংদেশামিচ্ছামি শ্রোতুমান্বনঃ।

‘আর্যে ! আমার পিতা মহাজাগ রাজা ছিলেন  
ধর্ম্মজ্ঞ, ধার্মিক ও মহান। দৃঢ়সঙ্কল্প ও পরমসত্য-সঙ্কল্প  
পিতা আমার জন্য শেষ কী সাধু সংবাদ রেখে গেছেন,

তা আমি শুনেছি চাই।’

হতি পৃষ্ঠা যথাতথ্যং কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ৩৫

রামেতি রাজা শিলপন্ হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ।

স মহাশ্মা পরং লোকং গত্বো মতিমতাং নরঃ ৩৬

ওরত এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, কৈকেয়ী যখন  
উত্তর দিলেন ‘বৃদ্ধিমান্ মহাশ্মা রাজা দশরথ, তা রাম, তা  
সীতা, তা লক্ষ্মণ—এই সকল বিলাপ করতে করত  
পবলোকে মারা গরলেন।

ইতীযাং পশ্চিমাং শাচং ব্যাজহার পিতা তস।

কালধর্ম্মং পরিক্রিষ্টঃ শাশৈরিন মহাগজঃ ৩৭

‘পাশবদ্ধ মহাগজের মতো কালধর্ম্মে প্রকৃষ্ট

তোমার পিতা এই শেষ কথা উচ্চারণ করেছেন—

সিদ্ধার্থান্ত নরা রামমগতং সহ সীতয়া।

লক্ষ্মণং চ মহাবাহুং দ্রক্ষ্যসি পুনরাগতম্ ৩৮

‘যেসব লোক সীতার সঙ্গে রামকে এবং মহাবীর

লক্ষ্মণকে আবার ফিরে আসতে দেখতে পাবে, তারই

কৃতার্থ হবে”।’

তচ্ছ্রুত্বা বিষসাদৈব দ্বিতীয়াপ্রিয়ং সনাৎ।

বিষম্বদনো ভূত্বা ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মাতরম্ ৩৯

এই দ্বিতীয় অপ্রিয় সংবাদ শুনে ভরত বিদ্রোহ

হলেন এবং বিষম্বদনে আবার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ক চেদনীং স ধর্ম্মাত্মা কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া চ সমাগতঃ ৪০

‘জ্যেষ্ঠ মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধক ধর্ম্মাত্মা রাম ভাই

লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে এখন কোথায় আছেন ?’

তথা পৃষ্ঠা যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রম।

মাতস্য যুগপদ্ধাকাং বিপ্রিয়ং প্রিয়ং সনাৎ ৪১

ওরত এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কৈকেয়ী ভরতের

প্রিয় আশা করেই এককালে অপ্রিয় কথা যথারীতি বলতে

আরম্ভ করলেন—

স হি রাজসূতঃ পুত্র চিরবাসা মহাবনম্।

দণ্ডকান্ সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণানুচরো গতঃ ৪২

‘বাহ্য ! রাজপুত্র (রাম) বঙ্কল ধারণ করে

বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে দণ্ডক নামক মহাবনো চলে

গেছে ; লক্ষ্মণও তার সঙ্গে গেছে।’

এবং তরতরকো লজ্জিতগিরিপদমা।  
 লম্বা বংশস মাধব্যাং প্রট্ট সমুপাত্তমে ॥ ৪৩  
 যা এর মুখে সেই কথা শুনে সন্তুষ্ট ভরত স্বপ্নশেষ  
 বৈষ্ণবের জ্যোতিষাতার চারিদোষ আশঙ্কায় মা-কে  
 চিত্তাধা কবিত্তে ল্যাপন  
 কপিল ব্রাহ্মণধনঃ হাতঃ রামেশ কস্যাচিৎ।  
 কচিদ্রো দরিদ্রো বা তেনাপাণো বিহিংসিতঃ ॥ ৪৪  
 'মা ! বাম কোনও ব্রাহ্মণের ধন হরণ করেননি  
 'কোনও নিষ্পাপ ধনী বা দরিদ্রকে হত্যা করেননি  
 'তো  
 কপিল পরদারান্ বা রাজপুত্রোহভিমনাতে।  
 কথং স দণ্ডকারণো ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ ॥ ৪৫  
 'অথবা রাজপুত্র রাম কোনও পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত  
 হনি তো ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম দণ্ডকারণে কেন নির্বাসিত  
 হলেন ?'  
 কথাসা চশলা মাতা তং স্বকর্ম যথাতথম্।  
 তেনৈব স্ত্রীস্বভাবেন ব্যাহর্জুপচক্রমে ॥ ৪৬  
 তখন তাঁর চপলস্বভাবা মাতা স্ত্রীস্বভাবত স্বকৃত  
 দুর্ভবযথার্থ বলতে লাগলেন।  
 এবমুতা তু কৈকেয়ী ভরতেন মহাক্ষনা।  
 উচ্য বচনঃ হৃষ্টা বৃথাপশ্চিত্তমানিনী ॥ ৪৭  
 মহাক্ষা ভরতের জিজ্ঞাসার উত্তরে বৃথা  
 পশ্চিত্তমানিনী কৈকেয়ী সানন্দে বলতে লাগলেন—  
 ন ব্রাহ্মণধনঃ কিঞ্চিদুতং রামেশ কস্যাচিৎ।  
 কচিদ্রো দরিদ্রো বা তেনাপাণো বিহিংসিতঃ।  
 ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি ॥ ৪৮  
 'রাম কোনও ব্রাহ্মণের সামান্যাত্র ধনও অপহরণ  
 করেনি, কোনও নিরপরাধ ধনী বা দরিদ্রকে হত্যাও  
 করেনি। শ্রীরাম পরস্ত্রীর প্রতি কখনোই দৃষ্টিপাত করে না।

মমা তু পুত্র প্রট্টেভ্যাম্ রামমোহভিবেচনম্।  
 গাঢ়িত্তে পিতা রাজাঃ রামস্য চ বিবাসনম্ ॥ ৪৯  
 'পুত্র ! রামের রাজ্যভিবেকের কথা শুনেই, আমি  
 তোমার পিতার কাছে তোমার জন্য রাজ্য এবং রামের  
 নির্বাসন প্রার্থনা করেছিলেন।  
 ন যদুতিং সমাহার্য পিতা তে তং তথাকরোৎ।  
 রামস্ত সহসৌমিত্রিঃ প্রেষিতঃ সহ সীতয়া ॥ ৫০  
 'তোমার পিতাও যদুর্ধে অবস্থিত হয়ে তাই-ই  
 কললেন—লক্ষ্মণ এবং সীতার সঙ্গে রাম নির্বাসিত হলেন।  
 তমশশান্ প্রিয়ং পুত্রং মহীপালো মহাশশাঃ।  
 পুত্রশোকপরিদূনঃ পঞ্চদ্বমুপদেবান্ ॥ ৫১  
 'মহাশশানী মহীপতি দশবধ প্রিয় পুত্রকে না দেবতে  
 পেয়ে পুত্রশোকে কাতর হয়ে পরলোকগমন করলেন।  
 ত্বয়া ত্বিদানীং ধর্মজ রাজস্বমবলম্ব্যতাম্।  
 ত্বৎকৃতে হি ময়া সর্বমিদমেবংবিধং কৃতম্ ॥ ৫২  
 'ধর্মজ ! তোমার জন্যই আমি এই সব কিছু করেছি ;  
 অতএব এখন তুমি এই রাজ্য গ্রহণ করো।  
 মা শোকং মা চ সঙ্গাপং বৈর্যমাশ্রয় পুত্রক।  
 ত্বদধীনা হি নগরী রাজাঃ চৈতদনাময়ম্ ॥ ৫৩  
 'বাহা ! শোক করো না, সন্তপ্ত হোয়ো না ; বৈর্য  
 ধারণ করো ! এই নিষ্কটক রাজ্য এবং নগরী তো তোমারই  
 অধীন !  
 তং পুত্র শীঘ্রং বিধিনা বিধিভৈ-  
 বসিষ্ঠমুখ্যৈঃ সহিতো বিজ্যেতৈঃ।  
 সংকাল্য রাজানমদীনসহ-  
 মাঞ্চানমুর্ভ্যামভিবেচয়ত ॥ ৫৪  
 'অতএব বৎস ! বশিষ্ঠ প্রমুখ বিধিজ ব্রাহ্মণদের  
 সঙ্গে শীঘ্র বিধিপূর্বক উদারচিত্তে রাজ্যের অস্তোষ্টি-সংস্থার  
 করে নিজেকে রাজ্যে অভিষিক্ত করাও।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে বিস্ময়ভিত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥  
 মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বিস্ময়ভিত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥



## ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (৭৩)

জননী কৈকেয়ীর প্রতি ভবতের তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ

প্রহ্লাদ চ ন পিতৃবৃত্তং দ্বাজনৌ চ বিবাসিতৌ।  
ভবতো দুঃখসত্ত্ব ইদং যচনমব্রবীৎ ॥ ১  
পিতার পরলোকগমন-বৃত্তান্ত এবং দুই ভ্রাতার  
বিবাসন বৃত্তান্ত শুনে দুঃখসত্ত্ব ভবত এইভাবে বলতে  
লগলেন:

কিং নু কাযং হতসোহ যম রাজান শোচতঃ।  
বিহীনস্যাথ পিত্রা চ দ্বাত্রা পিতৃসমেন চ। ২  
‘পিতা এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতার বিহনে শোককাতর  
হতপ্রাণ আমার রাজার কী প্রয়োজন?’

দুঃখে মে দুঃখমকরোজ্ঞে ক্ষারমিবাদনাঃ।  
রাজানং শ্রেতভাবস্থং কৃৎস্না রামং চ তাপসম্। ৩  
‘রাজাকে পরলোকবাসী এবং রামকে তাপসী করে,  
ক্ষতস্থানে লবণ দেবার মতো তুমি আমাকে দুঃখের উপর  
দুঃখ দিলে।

কুলস্য কুম্ভভাবায় কালরাত্রিরিবাগতা।  
অঙ্গারমুপগৃহ্য স্ম পিতা মে নাববুদ্ধবান্ ॥ ৪  
‘তুমি রঘুবংশকে কুম্ভসঙ্গে করার জন্য  
কালরাত্রিরূপে এসেছ; আমার পিতা বুঝতে পারেননি যে,  
তিনি অঙ্গারকে আলিঙ্গন করেছেন।

মৃত্যুমাপদিতো রাজা ত্বয়া মে পাপদর্শিনি।  
সুখং পরিহতং মোহাৎ কুলেহস্মিন্ কুলপাংসনি ॥ ৫  
‘পাপীয়সি! কুলকলঙ্কিনি! তুমি আমার পিতার মৃত্যু  
ঘটিয়েছ, রাজ্যমোহে এই রঘুবংশের সুখ নষ্ট করেছ।  
দ্বাং প্রাপ্য হি পিতা মেহদা সত্যসঙ্কো মহাযশাঃ।  
তীত্রদুঃখাভিসম্বপ্তো বৃত্তো দশরথো নৃপঃ ॥ ৬

‘তোমাকে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়ে, সত্যপ্রতিজ্ঞ  
মহাযশস্বী আমার পিতা রাজা দশরথ তীত্র দুঃখে অভিভূত  
হয় প্রানত্যাগ করলেন।

বিনাশিতো মহারাজঃ পিতা মে ধর্মবৎসলঃ।  
কস্মাৎ প্ররাজিতো রামঃ কস্মাদেব বনং গতঃ ॥ ৭  
‘আমার পিতা ধর্মবৎসল মহারাজ কেন বিনাশপ্রাপ্ত  
হলেন? কেনই বা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম বনবাসে  
নির্বাসিত হলেন?

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ শূরশোকভির্দীড়িতৌ।

দুঃখরং যদি জীবিতাং প্রাপ্য দ্বাং জননীং যম ॥ ৮  
‘আমার জননীকণ্ঠে তোমাকে পেয়ে শূর-  
শোকাভিভূতা কৌশল্যার এবং সুমিত্রার জীবনধারণ দুঃখ  
নদ্যারোহণি চ ধর্মাত্মা ত্বয়ি বৃত্তিমনুরম্য।  
বততে গুরুবৃত্তিজ্ঞো যথা মাতরি বর্ততে ॥ ৯

‘ধর্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম গুরুজনদের প্রতি উপযুক্ত  
ব্যবহার ভালোভাবেই জানেন; অতএব নিজের মাতার  
প্রতি যেমন, সেইরকম তোমার প্রতিও উত্তম ব্যবহারই  
করে থাকেন।

তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌসল্যা দীর্ঘদর্শিনি।  
ত্বয়ি ধর্মং সমাহ্বায় ভগিন্যাশ্চিব বর্ততে ॥ ১০

‘আমার জ্যেষ্ঠা মাতা দূরদর্শিনী কৌশল্যাও ধর্মত  
তোমার প্রতি ভগিনীর মতোই ব্যবহার করে থাকেন।  
তস্যাঃ পুত্রঃ মহাত্মানঃ চীরবল্লবাসসম্।  
প্রহ্লাপ্য বনবাসায় কথং পাশে ন শোচসে ॥ ১১

‘পাপীয়সি! তুমি তাঁর মহাত্মা পুত্রকে বন্ধল পরিয়ে  
বনবাসে পাঠিয়েছ; তোমার কি অনুশোচনা হচ্ছে না?  
অপাপদর্শিনঃ শূরঃ কৃতাস্ত্রানং যশস্বিনম্।  
প্ররাজ্য চীরবসনং কিং নু পশ্যসি কারণম্ ॥ ১২

‘অপাপদর্শী, বীর, অস্ত্রজ্ঞানী, যশস্বী রামকে বন্ধল  
পরিয়ে বনবাস দেওয়ার কী কারণ দেখলে?  
লুপ্তায়া বিদিতো মন্যো ন তেহহং রাঘবং যথা।  
তথা হ্যনর্থো রাজ্যার্থং ত্বয়াহহনীতো মহানয়ম্ ॥ ১৩

‘বামের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধার মনোভাব,  
লোভবশত তুমি তা জ্ঞানতে পারোনি। সেইজন্যই রাজ্যের  
লোভে তুমি এই অনর্থ ঘটালে।  
অহং হি পুরুষব্যাঘ্রাবপশ্যান্ রামলক্ষ্মণৌ।  
কেন শক্তিপ্রভাবে রাজ্যং রক্ষিতুমুৎসহে ॥ ১৪

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখে আমি কেন  
শক্তিতে রাজ্য রক্ষা করতে উৎসাহ পাব?  
তং হি নিত্যং মহারাজো বলবন্তঃ মহৌজসম্।  
উপাশ্রিতোহভূদ্ ধর্মাত্মা মেরুর্মেরুবনং যথা ॥ ১৫

‘মেরুপর্বত যেমন মেরুবনকে অবলম্বন করে  
আত্মরক্ষা করে সেইরকম ধর্মাত্মা মহারাজ দশরথ বনবন



এ মহাপুত্রজয়ী রামকেই সর্বদা আশ্রয় করতেন।

কথময়ঃ তারঃ মহাপুত্রসমুদাতম্।

ধূরমিবাসাদ্য সহৈয়ঃ কেন চৌজস্য। ১৬

‘অপ্রাপ্তবয়স্ক বৃষের ন্যায় আমি কোন্ শক্তিতে

রাজ্যে এই মহাভার বহন করতে সক্ষম হব ?

কথা মে ভবেচ্ছক্তির্যোগৈবুদ্বিবলেন বা।

কথময়ঃ ন করিষ্যামি ত্বামহং পুত্রগর্জিনীম্॥ ১৭

‘অথবা, যোগবলে বা বুদ্ধিবলে যদিও বা সামর্থ্য

থাকে, তথাপি পুত্রের জন্য অন্যায়ভাবে রাজ্যলোভিনী

তোমার মনস্ত্রাঘনা পূর্ণ হতে দেব না।

ন মে বিকালস্য জ্ঞায়েত ত্যক্তং ত্বাং পাপনিশ্চয়াম্।

ঐ রামস্য নাবেক্ষ্য ত্বয়ি সান্নাতৃত্বং সদা॥ ১৮

‘তোমার প্রতি যদি রামের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না থাকত,

তবুও তোমার মতো পাপীয়সী মাকে ত্যাগ করতে আমার

কেনও কুষ্ঠাবোধ হত না।

ইংগা তু কথং বুদ্ধিস্তবেয়ং পাপদর্শিনী।

সুচরিত্রবিশেষ্টে পূর্বেষাং নো বিগর্হিতা॥ ১৯

‘সুচরিত্রব্রষ্টা পাপদর্শিনী ! আমাদের পূর্বপুরুষগণ

কর্তৃক নিশ্চিত এই বুদ্ধি তোমার মধ্যে কী করে উৎপন্ন হল ?

হিন্দু কুলে হি সর্বেষাং জ্যেষ্ঠো রাজ্যেহভিষিচাতে।

ত্বারে ভ্রাতরন্তশ্মিন্ প্রবর্তন্তে সমাহিতাঃ॥ ২০

‘এই রঘুবংশে জ্যেষ্ঠই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে

থাকেন ; অন্য ভ্রাতারা তাঁর অনুগত হয়েই কাজ করে

থাকে।

ন হি মনো নৃশংসে ত্বং রাজধর্মমবেক্ষসে।

গতিং বা ন বিজানাসি রাজবৃত্তস্য শাস্ত্রীম্॥ ২১

‘অগ্নি নিষ্ঠুরে ! মনে হচ্ছে, রাজধর্মের চিহ্নভিনী

গতির ও নীতির প্রতি তোমার দৃষ্টি নেই। তাই রাজবৃত্তির

সিদ্ধি গতিও তুমি জানো না।

সত্যং রাজপুত্রেষু জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচাতে।

রাম্যমেতৎ সমং তৎ স্যাৎসিদ্ধাকুলাং বিশেষতঃ॥ ২২

‘রাজপুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠই সর্বদা রাজ্যরূপে

অভিষিক্ত হবে। এটাই সকল রাজ্যের অভিমত ; বিশেষত

ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের তো বটেই।

তেষাং ধর্মকরক্ষাণাং কুলাচারিশোভিনাম্।

অদ্য চারিত্রশৌচীর্ষং ত্বাং প্রাপ্য বিনিবর্তিতম্॥ ২৩

‘রঘুবংশীয়দের সেই ধর্মবশিত কুলাচার শোভা ও

চারিত্রিক অভিমান তোমার জন্যই খর্ব হল।

তবাপি সুমহাভাগে জনেন্দ্রকুলপূর্বকে।

বুদ্ধিমোহঃ কথময়ঃ সমুত্থয়ি গর্হিতঃ॥ ২৪

‘অগ্নি, সৌভাগ্যবতি ! তুমিও তো শ্রেষ্ঠ রাজবংশে

জন্মেছ ; তথাপি তোমার মধ্যে এই নিন্দনীয় বুদ্ধিবিভ্রম কী

করে এল ?

ন তু কামং করিষ্যামি তবাহং পাপনিশ্চয়ে।

যয়া বাসনমারজ্যং জীবিতান্তকরং মম॥ ২৫

‘পাপীয়সি ! তোমার কামনা আমি পূর্ণ করব না।

আজ থেকে আমার প্রাণান্তকর বিপদ শুরু হল।

এষ হৃদানীমেবাহমপ্রিয়ার্থং তবানধম্।

নিবর্তয়িষ্যামি বনাদ্ ভ্রাতরং স্বজনপ্রিয়ম্॥ ২৬

‘এখন আমি তোমার অপ্রীতি সাধনের জন্যই

স্বজনপ্রিয় নিষ্পাপ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বন থেকে ফিরিয়ে

আনব।

নিবর্তয়িত্বা রামং চ তস্যাহং দীপ্ততেজসঃ।

দাসভূতো ভবিষ্যামি সুহৃতেনাত্তরান্মনা॥ ২৭

‘রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে এনে, আমি

সুহৃতিতে আন্তরিকভাবেই সেই প্রদীপ্ততেজাঃ মহাপুরুষের

সেবক হয়ে থাকব।’

ইত্যেবমুক্তা ভরতো মহাত্মা

প্রিয়তরৈর্বাক্যগণৈশ্চন্দ্রদত্তাম্।

শোকাদিতস্তাপি বনাদ্ ভূয়ঃ

সিংহো যথা মন্দরকন্দরহঃ॥ ২৮

এইরকম বলে মহাত্মা ভরত মাতা কৈকেয়ীকে অপ্রিয়

বাক্যপ্রয়োগে আঘাত দিয়ে শোকাক্ত হয়েও মন্দর পর্বতের

গুহাস্থিত সিংহের মতো আবার গর্জে উঠলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

মহর্ষি বাম্বীকী বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥





‘একদা দেবসম্মানিতা ধর্মজ্ঞা সুরভি (সুর্ভজা  
কন্যা) জেবলেন, তাঁর দুই পুত্র পৃথিবীতে ভারবহন (হল  
জেনা) করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

অর্ধদিবসঃ শ্রাণৌ দৃষ্টা পুত্রৌ মহীতলে,

অরাজ পুত্রশোকেন বাত্পপর্যাকুলেক্ষণম্ ॥ ১৬

‘তৃতলে অর্ধদিবসব্যাপী ভারবহনহেতু পরিগ্রমে শ্রান্ত  
পুত্রদ্বয়কে দেখে সুরভি পুত্রশোকে অশ্রুপূর্ণ নেত্র কঁদতে  
লাগলেন।

অরাজঃ ব্রজতরুণ্যঃ সুররাজো মহাশয়ঃ।

বিম্বঃ পতিতা গাত্রে সূক্ষ্মাঃ সুরভিগন্ধিনঃ ॥ ১৭

‘এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র নীচ দিয়ে গমনকালে  
দুরভির দেহগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেত্রাবিবিব্দু তাঁর শরীরে  
পতিত হল।

নিরীক্ষমাণস্তাং শক্ভো দদর্শ সুরভিঃ হিতাম্।

আকাশে বিস্তীর্ণাঃ দীনাঃ রুদন্তীঃ ভৃশদুঃখিতাম্ ॥ ১৮

‘উর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করে ইন্দ্র আকাশে অবস্থিতা  
শোকর্ভা দীনা রোরুদ্যমানা সুরভিকে দেবতে পেলেন।

জাঃ দৃষ্টা শোকসন্তপ্তাঃ বজ্রপাশির্ষশ্বিনীম্।

ইভ্যঃ প্রাজ্জলিকুণ্ডলিণঃ সুররাজোহুদ্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৯

‘সেই যশস্বিনী সুরভিকে শোকসন্তপ্তা দেখে বজ্রধারী  
দেবরাজ ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে করজোড়ে বললেন -

জাঃ কচ্ছির চাম্ব্যাসু কুতশ্চিদ্ বিদ্যতে মহৎ।

কুতানিমিত্তঃ শোকন্তে ক্রুহি সর্বহিতৈষিণি ॥ ২০

‘সর্বকল্যাণময়ি দেবি ! আমাদের তো এমন কোথা  
থেকেও কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়নি। তবে  
আপনার শোকের কারণ কী ?’

এবমুক্তা হু সুরভিঃ সুররাজেন ধীমতা।

ব্রহ্মবাচ ততো ধীরা বাক্যং বাক্যবিশারদা ॥ ২১

‘ধীমান দেবরাজ সুরভিকে এই কথা বললে,  
বাক্যবিশারদা ধীরস্বভাবা সুরভি প্রত্যুত্তরে বললেন—

শত্রুঃ পাপং ন বঃ কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদমরাধিণি।

অহং হু মদ্যৌ শোচামি স্ব পুত্রৌ বিষমে হিতৌ ॥ ২২

‘পাপ শাস্ত হোক ! আপনাদের কোথা থেকেও  
ভয়ের কারণ নেই ; কিন্তু আমার দুই পুত্র বিষম দুর্নশায়  
শত্রু আমি কষ্ট পাচ্ছি।

কটৌ দৃষ্টা কশৌ দীনৌ সূর্যরশ্মিপ্রতাপিতৌ।

কামানৌ বলবদৌ কর্ষকেষ দুঃখানা ॥ ২৩

মম কায়াঃ প্রসূতৌ হি দুঃখিতৌ জারশীড়িতৌ।

যৌ দৃষ্টা পরিতপোহহং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৪

‘আমার এই কৃশ ও দুর্বল বৃষসন্তানদ্বয় সূর্যতাপে  
উত্তপ্ত, তার উপর দুঃখী কৃষক এদের উপর আঘাত  
করছে। আমার তনুজাত সন্তানদ্বয় ভারবহনে লীড়িত,  
তদুপরি কশাঘাত-জর্জরিত ; তাই এদের জন্য আমি  
শোকসন্তপ্ত। কারণ পুত্রসম প্রিয় আর কেউ নেই।’

যস্যাঃ পুত্রসহস্রৈস্ত কুংসং ব্যাপ্তমিদং জগৎ।

তাং দৃষ্টা রুদন্তীঃ শক্ভো ন সুতান্ মন্যতে পরম্ ॥ ২৫

‘যাঁর হাজার হাজার সন্তানে জগৎ পরিব্যাপ্ত, দুটি-  
মাত্র পুত্রের জন্য তাঁকে কঁদতে দেখে, ইন্দ্রদেব বুঝতে  
পারলেন পুত্রের চেয়ে বেশি আপন কেউ নয়।

ইজ্যো হস্ত্রনিপাতঃ তং স্বগাত্রে পুণ্যগন্ধিনম্।

সুরভিঃ মন্যতে দৃষ্টা ভূয়সীঃ তামিহেশ্বরং ॥ ২৬

‘দেবরাজ ইন্দ্র নিজের দেহে সুগন্ধি অশ্রুবিব্দু পতিত  
দেখে, পুণ্যগন্ধি সুরভিকে শ্রেষ্ঠা (শ্রেহীলা) মনে  
করলেন।

সমাপ্রতিমবৃদ্ধায়া লোকধারণকামায়া।

শ্রীমত্যা গুণমুখ্যায়ঃ স্বভাবপরিচেষ্টয়া ॥ ২৭

যস্যাঃ পুত্রসহস্রাণি সাপি শোচতি কামধুক্।

কিং পুনর্বা বিনা রামং কৌসল্যা বর্তয়িষ্যতি ॥ ২৮

‘জগৎ-রক্ষা-কামনায় স্বভাবসিদ্ধ কার্যধারা সকলের  
প্রতি সমান ব্যবহারে অতিশয় গুণবতী সেই কামধেনু  
সুরভি সহস্র পুত্র থাকা সত্ত্বেও দুটিমাত্র পুত্রের জন্য  
শোকাচ্ছন্ন ; অতএব এক পুত্র রামের বিরহে কৌশল্যা  
কীভাবে জীবিত থাকবেন ?

একপুত্রো চ সাক্ষী চ বিবৎসেয়ং জয়া কৃত।

তস্মাৎ ত্বং সততং দুঃখং প্রেতা চেহ চ লক্ষ্যসে ॥ ২৯

‘একটি মাত্র পুত্রের জননী কৌশল্যা তোমার জনাই  
পুত্রহীনা হলেন ; অতএব তুমি ইহলোকে এবং মৃত্যুর  
পরে পরলোকে অশেষ দুঃখ ভোগ করবে।

অহং স্বপচিতিং ভ্রাতৃঃ পিতৃশ্চ সকল্যামিমাম্।

বর্ষনং যশস্চাপি করিম্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩০

‘আমি কিন্তু সামগ্রিকভাবেই, সমগ্রজাতিতে পিতার  
শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূজা করে  
তাদের যশোবৃদ্ধি করব, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

আনান্য চ মহাবাহুঃ কোসলেন্দ্রঃ মহাবলম্।



বয়সেব প্রবেক্ষামি বনঃ মুনিনিবেশিতম্ ॥ ৩১

দীর্ঘবাহু ও মহান বলশালী কোশলরাজ শ্রীরামকে  
অযোধ্যায় নিজে এসে আমি নিজে মুনিজনসেবিত বনে  
প্রবেশ করব।

নহ্যহং পাপসংকল্পে পাপে পাপঃ দ্বয়া কৃতম্।

শক্ভেন ধারয়িতুং শৌর্যরশ্মিকট্টকৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥ ৩২

‘পাপকর্মের সংকল্প হবে পানীয়সী তুমি যে পাপ  
করেছ, পুণ্যবাসীদের অশ্রুজল কটে আমার প্রতি দৃষ্টিপাতে  
আমি সেই পাপ সহ্য করতে পারছি না।

স্য ত্বমগ্নিঃ প্রবিশ বা হুয়ং বা নিশ দণ্ডকান্।

রক্ষুঃ বুধবাখবা কঠে নহি তেহনাং পরায়ণম্ ॥ ৩৩

‘তুমি অগ্নিতে প্রবেশ করো, অথবা নিজেই দণ্ডক  
বনে বনবাস করো, অথবা গলায় দড়ি দাও —এতগুলি  
তোমার অন্য গতি নেই।

অহমশ্যকনীঃ প্রাপ্তে রামে সত্যশরাক্রমে।

কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি বিপ্রবাসিতকল্যাণঃ ॥ ৩৪

‘সত্যশর পবাক্রমী রাম রাজ্যপ্রাপ্ত হলে আমি  
কলঙ্কমুক্ত হয়ে কৃতকৃত্য হব।’

ইতি নাগ ইবারশো তোমরা কুশভোজিতঃ।

পশাত ভুবি সংজুকো নিঃশ্বসমিব শব্দঃ ॥ ৩৫

এইভাবে বিলাপ করতে করতে ভরত অরণ্যে  
গৌহ দণ্ডাঘাতে ও অকুশাহত হস্তীর মতো চূড়ম্বল  
পতিত হয়ে ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলতে  
লাগলেন।

সংরক্তনেত্রঃ

শিথিলাধরস্তথা

বিধৃতসর্বাভরণঃ

শরবণঃ।

বহুব ভূমৌ পতিতো নৃশাশ্বজঃ

দৃঢ়পতিতঃ

কেতুরিবোৎসবকরে ॥ ৩৬

সেইসময় শত্রুতাপন ভরতের নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, শ্ব  
শিথিল এবং অলঙ্কারসকল দেহচ্যুত হয়ে গেল। এই  
অবস্থায় ইন্দ্রশ্বজ উৎসবান্তে ভূপতিত পতাকার মতো ভরা  
মাটিতে পড়ে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

## পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ (৭৫)

জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার নিকট ভরতের শপথবাক্যোচ্চারণ

দীর্ঘকালং সমুখায় সংজ্ঞাং লঙ্কা স বীর্যবান্।

নেত্রাত্মাক্ষপূর্ণাভ্যাং দীনামুখীক্স মাতরম্ ॥ ১

সোহমাতামথো ভরতো জননীমভ্যকুৎসয়ৎ।

অনেকক্ষণ পরে বীর্যবান ভরত চেতনা লাভ করে  
উঠে বসলেন এবং জলভরা চোখে হতভাগিনী মা-এর প্রতি  
দৃষ্টিপাত করে মন্ত্রীদের সামনেই তাকে ভর্ৎসনা করে  
মন্ত্রীদের বললেন—

রাজাং ন কাময়ে জাতু মন্বরে নাপি মাতরম্ ॥ ২

অভিষেকং ন জানামি যোহভূদ্ রাজা সমীক্ষিতঃ।

বিপ্রকৃষ্টে হ্যহং দেশে শত্রুসহিতোহভবম্ ॥ ৩

‘আমি কখনও রাজ্য চাইনি এবং মা-এর সঙ্গে এই  
বিষয়ে কোনও মন্তব্যও করিনি। রাজা পিতা দশরথ যে  
রামের অভিষেক করতে চেয়েছিলেন, তা আমি জানতাম  
না। সেইসময় আমি ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সঙ্গে আমার  
মাভুল্যলগ্নে ছিলাম।

বনবাসং ন জানামি রামসাহাঃ মহাশন।

বিবাসনং চ সৌমিত্রেঃ সীতারাক্ষ যথাতথঃ ॥ ৪

‘মহাশয় শ্রীরামের বনবাস এবং সীতা ও লক্ষ্মণ-এর

নিবসন কেন হল, সে সম্বন্ধে আমি জানতাম না।

কৌশল্য ক্রোধতরঙ্গা ভরতস্য মহাস্বনঃ।

কৌশল্যা শব্দমাজ্জায় সুমিত্রাঃ চেন্দ্রবীৰ্য্যঃ॥ ৫

ভরত মা-এর প্রতি এইভাবে ক্রোধপ্রকাশ করতে থাকলে, কৌশল্যা সেই শব্দ শুনে সুমিত্রাকে বললেন—

জাগতঃ ক্রুরকার্য্যায়ঃ কৈকেয়্যা ভরতঃ সূতঃ।

তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভরতং দীর্ঘদর্শিনম্॥ ৬

‘ক্রুর কার্য্যকারিণী কৈকেয়ীর পুত্র দুবদনী ভরত এসেছে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।’

এবমুক্তা সুমিত্রাঃ তাং বিবর্ণবদনা কৃশা।

প্রতহে ভরতো যত্র বেপমানা বিচেতনা॥ ৭

সুমিত্রাকে এই কথা বলে দুর্বলা কৌশল্যা বিবর্ণ মুখে কাঁপতে কাঁপতে অচেতনপ্রায় অবস্থায় যেখানে ভরত রয়েছেন সেইদিকে চলতে লাগলেন।

স তু রাজান্বজ্ঞচাপি শক্রদ্বন্দ্বসহিতত্বদা।

প্রতহে ভরতো যেন কৌশল্যায়ান্ন নিবেশনম্॥ ৮

রাজপুত্র ভরতও শক্রদ্বয়ের সঙ্গে কৌশল্যাব প্রসাদের দিকে চলতে লাগলেন।

ততঃ শক্রদ্বভরতৌ কৌশল্যাং প্রেক্ষ্য দুঃখিতৌ।

পৰ্ব্বজ্ঞেতাং দুঃখার্তাং পতিতাং নষ্টচেতনাম্॥ ৯

রুদতৌ রুদতী দুঃখাৎ সমেত্যার্বা মনস্বিনী।

ভরতঃ প্রত্নাবাচেনং কৌশল্যা ভৃশদুঃখিতা॥ ১০

যেতে যেতে পথে ভরত ও শক্রদ্ব শোকাক্তা মাতা কৌশল্যাকে হতচেতন হয়ে পড়ে যেতে দেখে, কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। শোকাক্তরা মনস্বিনী পৃথ্বীয়া মাতা কৌশল্যা কাঁদতে কাঁদতে ভরতকে বলতে লাগলেন—

ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকষ্টকম্।

সম্রাটঃ বত কৈকেয়্যা শীঘ্রং ক্রুরেণ কর্ম্মণা॥ ১১

‘বাংস ভরত! তুমি রাজ্য কামনা করেছিলে, নিষ্কষ্টক রাজ্য পেয়ে গেলে! কিন্তু, কৈকেয়ীর দ্রুততা ও নিষ্ঠুর কর্ম্মের কারণে তা পেলে!’

প্রহাণ্য টারবসনঃ পুত্রঃ মে বনবাসিনম্।

কৈকেয়ী কং ওণং তত্র পশ্যতি ক্রুরদর্শিনী॥ ১২

‘কিন্তু এই রাজ্যলাভের জন্য আমার পুত্র রামকে বঞ্চল-বসন পরিধান করিয়ে বনবাসে পাঠিয়ে নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীর কি বিশেষ লাভ হল!’

কিপ্রং মামপি কৈকেয়ী প্রহাপয়িতুমহতি।

হিরণ্যানাভো যজ্ঞান্তে সূতো মে সুমহাশয়াঃ॥ ১৩

‘সুবর্ণময় নাভিযুক্ত মহাশয়শ্রী আমার পুত্র রাম যেখানে আছে; কৈকেয়ী আমাকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দিক।

অথবা স্বয়মেবাহং সুমিত্রানুচরা সুখম্।

অগ্নিহোত্রঃ পুরহুতা প্রহাস্যো যত্র রাঘবঃ॥ ১৪

‘তা না হলে, অগ্নিহোত্র সঙ্গে নিয়ে আমি সুমিত্রার সাথে রাম যেখানে আছে, সেখানেই চলে যাব।

কামং বা স্বয়মেবাদ্য তত্র মাং নেতুমর্হসি।

যজ্ঞাসৌ পুরুষবায়্রকপ্যতে মে সূতস্তপঃ॥ ১৫

‘অথবা, আমার পুত্র পুরুষসিংহ রাম যেখানে তপস্যা করছে, তুমি নিজেই আমাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দিতে পারো।

ইদং হি তব বিস্তীর্ণং ধনধান্যাসমাচিতম্।

হস্তানুরথসম্পূর্ণং রাজ্যং নির্ঘাতিতং তয়া॥ ১৬

‘ধনধান্য-পরিপূর্ণ, হস্তি-অশ্ব-রথ সমায়ুক্ত এই বিস্তীর্ণ রাজ্য কৈকেয়ী তোমাকে দিয়েছে।’

ইত্যাদিবহুভির্বাকৈঃ ক্রুরৈঃ সঙ্কটসিতোহনঘঃ।

বিব্যাধে ভরতোহতীব ব্রশে তুদ্যোন সূচিনা॥ ১৭

নিষ্পাপ ভরত জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার দ্বারা এইভাবে নানাবিধ রূঢ় বাক্যে তর্কসিত হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন; ক্ষতস্থানে সূচবিদ্ধের নিদারুণ বেদনা অনুভব করলেন।

পাশত চরণৌ তস্যাত্তদা সজ্জস্বেচনঃ।

বিলপ্য বহুধাসংঘো লব্ধসংক্রদাভবৎ॥ ১৮

ভরত তখন উদ্বেগাকুলচিত্তে অগ্নান হয়ে কৌশল্যার চরণে জুটির পড়লেন। নান্যভাবে বিলাপ করতে করতে পরে চেতনা ফিরে পেলেন।

এবং বিলম্বমানঃ তাং প্রাক্কলিভয়ত্তমা।

কৌশল্যাঃ প্রভাবাচমঃ শৌকৈবহুভিরাবৃত্তম্ ॥ ১৩

বহুতঃ বিলম্বমতা শৌকাকুলা কৌশল্যাকে তবত  
কবজেনৈব বসুমন

আৰ্ঘ্যে কস্মাদজানকঃ গইসে মামকথ্যম্।

বিলুলাং চ মম প্রীতিং হিতং জানানি রাঘবে ॥ ২০

‘মা! আমি নিবপরাধ, সব কিছু না-জেনে আমাকে  
আপনি দূষছেন কেন? আপনি তো জানেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা  
শ্রীরামের প্রতি আমার কী প্রসাদ প্রীতি বর্তমান!

কৃতশাস্ত্রানুগা বুধির্মা ভূং তস্য কস্মাচন।

সভাসক্তাঃ সভাং শ্রেষ্ঠো যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ২১

‘যাঁর নির্দেশে সভাপ্রতিজ্ঞ সজ্জনশ্রেষ্ঠ দাদা রাম  
বনবাসে গেছেন, তাঁর বুদ্ধি কখনেই (সত্যানুসারী)  
শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

শ্রেষ্ঠাং পাপীয়াসাং যাতু সূৰ্যং চ প্রতি মেহতু।

হস্ত পাদেন গাঃ সুপ্তা যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ২২

‘যাঁর নির্দেশে দাদা নির্বাসিত হয়েছেন, তিনি  
পাপীদের দাস হবেন, সূর্যের দিকে ঘুৰ করে বলমূত্র  
ত্যাগরূপ পাপকার্য কববেন এবং নিদ্রিতা গাভীকে  
পদাঘাতরূপ পাপকার্যে লিপ্ত হবেন।

করয়িত্বা মহং কর্ম ভর্তা ভূতামনর্থকম্।

অধর্মো যোহস্য সোহস্যাস্ত্র যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ২৩

‘ভৃত্যকে দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে তার উপযুক্ত  
পরিশ্রমিক না দিয়ে কোনও প্রভু যে পাপে লিপ্ত হয়, দাদা  
রামকে নির্বাসিত করার জন্য সে-ও সেইরূপ পাপে লিপ্ত  
হবে।

পরিপালয়মানস্য রাজ্যো ভূতানি পুত্রবৎ।

ভক্তঃ ক্রম্যতাং পাপং যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ২৪

‘পুত্রবৎ-পালিত প্রজারা পিতৃভূলা রাজার বিরুদ্ধে  
বিস্রোহ করে যে পাপে লিপ্ত হয়, রামের নির্বাসনদাত্রী যেন  
সেই পাপে লিপ্ত হয়।

বলিষ্ঠতাগমুদ্ভূতা নৃপসারকিত্বঃ প্রজাঃ।

অধর্মো যোহস্য সোহস্যাস্ত্র যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ২৫

‘প্রজাদের কাছ থেকে তাদের উপার্জনের এক-  
মাংশে রাজ্যকর গ্রহণ করেও যে রাজা সেই  
প্রজাদের রক্ষা কববেন না এবং তাদের তাঁর যে পাপ হয়, যার  
নির্দেশে দাদাকে বনবাসে যেতে হল, সে যেন সেই পাপে  
পাপী হয়।

সংক্রতা চ তপস্বিতাঃ সত্রে বৈ যজ্ঞদক্ষিণাম্।

তাং চাপলপতাং পাপং যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ২৬

‘যজ্ঞের ঋকিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ যজ্ঞ-দক্ষিণার  
প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেই পরিমাণ দক্ষিণা না-দেওয়ায়  
যজ্ঞমানেয় যে পাপ হয়, যাঁর নির্দেশে আৰ্য (দাদা) নির্বাসিত  
হয়েছেন, তার উপর যেন সেই পাপ বর্তায়।

হস্তাপুরণসম্বাধে যুদ্ধে শত্রুসমাকুলে।

মা স্ম কর্ণিঃ সভাং ধর্মঃ যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ২৭

‘যাঁর নির্দেশে আৰ্য নির্বাসনে গেছেন, হস্তি-অশ্ব-  
রথ-সমরিত যুদ্ধে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ হেতু বীরের যে  
সদগতি হয়, তার যেন সেই গতি না হয়।

উপদ্রিষ্টঃ সুসূক্ষ্মার্থঃ শাস্ত্রং যজ্ঞেন ধীমতা।

স নাশয়তু দুষ্টান্মা যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ২৮

‘যে দুষ্টির নির্দেশে শ্রীরাম নির্বাসনে গিয়েছেন,  
ধীমান গুরুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত তার সকল সূক্ষ্মবিষয়ক জ্ঞান  
সে বিস্মৃত হবে।

মা চ তং বৃদ্ধবাহুংসং চক্রভাঙ্করতেজসম্।

দ্রাক্ষীদ্ রাজ্যহমাসীনং যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ২৯

‘যাঁর নির্দেশে শ্রীরামচন্দ্র নির্বাসনে গেছেন, সে যেন  
চন্দ্র ও সূর্যসম রিদ্ধ ও তেজস্বী, বিশাল বাহ ও বিশাল  
স্বক্ষয়ুক্ত শ্রীরামচন্দ্রকে রাজসিংহাসনে সমাসীন দেখতে না  
পায়।

পায়সং কুসরং ছাগং বৃথা সোহশ্রাতু নির্ধঃ।

গুরুংচাপাবজানাতু যস্যার্থোহনুমতে গতঃ ॥ ৩০

‘যাঁর নির্দেশে দাদা শ্রীরামচন্দ্র নির্বাসনে গিয়েছেন,  
সেই নির্দয় পায়স, খিচুড়ি এবং ছাগদুগ্ধ দেবতাকে  
নিবেদন না করে ভোজন হেতু এবং গুরুজনদের অবজা  
হেতু পাপের পাপী হবে।



লক স্পৃহা পাদেন গুরুন পরিবর্তিত চ।

বিহ্বল্যেত সোহতর্পণঃ যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৩১

‘দাদা রামচন্দ্র যার নির্দেশে নির্বাসনে গিয়েছেন, সে লক দ্বারা গোপকে স্পর্শ, গুরু নিন্দা এবং মিত্র দ্রোহ হেতু পাপের ভাগী হবে।

বিদ্রোহ কথিতং কিঞ্চিৎ পরিবাদঃ মিথঃ কচিৎ।

বিদ্রোহাৎ স দুষ্টায়া যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৩২

‘দাদা রাম-এর নির্বাসনের জন্য যে দায়ী, বিশ্বস্ততা-পূর্বক গোপনে আলোচিত কারও নিন্দাবাদ করার জন্য বিদ্রোহাত্মকতা রূপ পাপ তাকে স্পর্শ করুক।

দ্রুত চাকৃতজ্ঞস্ত তাস্মায়া নিরপত্রপঃ।

লোকে ভবতু বিবিষ্টো যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৩৩

‘যার নির্দেশে আমার রামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছেন, সে পবের অনুপকারী, অকৃতজ্ঞ, আত্মজ্ঞানহীন, নির্লজ্জ এবং জগতের সকলের বিদ্বেষের পাত্র।

নৃত্র্যসৈচ্ছ ভূতৌচ্ছ স্বগৃহে পরিবারিতঃ।

স একো মৃষ্টমশ্রাতু যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৩৪

‘স্বগৃহে পুত্র, ভৃত্য ও দাস দ্বারা পরিবৃত্ত ব্যক্তির মৃদু মিষ্টার একাকীই ভোজন করার পাপ তার উপর বর্তাবে, যে আমার দাদার নির্বাসনের কাবণ।

অপ্রাণ্য সদৃশান্ দারাননপতাঃ প্রমীয়তাম্।

অনবাণ্য ত্রিমাং ধর্মাং যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৩৫

‘যার নির্দেশে আর্য রামের নির্বাসন হয়েছে, নিজের অনুরূপ পত্নী না পাওয়ায় নিঃসন্তান অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে নিজের পারলৌকিক ত্রিমা থেকে বঞ্চিত হবে।

মাহংসনঃ সন্ততিং দ্রাক্ষীং হেষু দারেবু দুঃখিতঃ।

অবুঃসমগ্রমপ্রাণা যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৩৬

‘যার নির্দেশে রাম নির্বাসিত হয়েছেন ; সে স্বীয় বর্ষস্ত্রী সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা হেতু সন্তানমুখ-অর্শনের দুঃখে নিজের সমগ্র আয় উপভোগ না করেই মৃত্যুবরণে বাধ্য হবে।

রাক্ষসবালবৃদ্ধানাঃ কথং যং পাপমুচ্যতে।

সিদ্ধান্তে চ যং পাপং তং পাপং প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ৩৭

‘যে আমার দাদা আর্য রামের নির্বাসনের জন্য দায়ী বাচ্চা, ব্রীলোক, বালক এবং বৃদ্ধকে বশভূক্ত পাপ ও অসহায় ভৃত্যকে বিভ্রান্তের পাপ তার উপর বর্তাবে।

লাক্ষ্য্য মধুমাংসেন লোহেন চ বিশেষ চ।

সদৈব বিজ্ঞান্ ভূতান্ যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৩৮

‘দাদা রাম যার নির্দেশে নির্বাসিত হয়েছেন, সে লাচ্চা, মধু, মাংস, লোহা এবং বিষ প্রভৃতি পাতিতাকারক বস্তু বিক্রয় দ্বারা সংসার প্রতিপালনরূপ পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পতিত হোক।

সংগ্রামে সমুপোদে চ শত্রুপক্ষভয়ংকরে।

পলায়মানো বধ্যেত যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৩৯

‘রাম যার নির্দেশে নির্বাসিত হয়েছেন, সমাগত যুদ্ধে পলায়মান অবস্থায় বিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর শত্রুপক্ষের হস্তে সে যেন নিহত হয়।

কপালপাণিঃ পৃথিবীমটতাঃ চীরসংবৃতঃ।

ভিক্ষমাণো যথোদ্যমো যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৪০

‘যার নির্দেশে দাদা রাম নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে নরকপাল (মৃত মানুষের মাথার খুলি) হাতে নিয়ে পাগলের মতো দেশে দেশে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

মদ্যপ্রসক্তো ভবতু দ্বীষক্ষেষু চ নিত্যশঃ।

কামক্লেষাতিভূতস্ত যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৪১

‘যার নির্দেশে রাম নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন সর্বদা অজ্ঞানজনোচিত মদ্যপান, দ্বীষমাগম ও অক্ষত্রীভায় (পাশা বেলায়) আসক্ত হয়ে কাম ক্লেষে অতিভূত হয়।

মাস্য ধর্মে মনো ভূয়াদধর্মঃ স নিবেদ্যতাম্।

অশান্তবর্ষী ভবতু যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৪২

‘যার নির্দেশে আমার রাম বনবাসিত হয়েছেন, তার যেন ধর্মে মতি না হয় এবং সে যেন সর্বদা অসর্বেই সেবা করে এবং অপাত্রে দান করে (তাহলে সে নরকগামী হবে)।

সক্তিগান্যস্য বিত্তানি বিবিধানি সহস্রশঃ।

দস্যুভির্বিপ্রলুপ্তাঃ যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥ ৪৩

'যার নির্দেশে আমার শ্রীরামচন্দ্র বনবাসিত হয়েছেন, তার সাধা বান্ধবের কঠোরপারীক্ষিত সঞ্চিত গনবাণী মনোযোগ বশপূর্বক শ্রুত কণক।

উক্ত সঙ্কো পশ্যানসা যৎ পাপং পবিত্ররতে।

তত পাপং ভবেৎ তস্য যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৪৪

যদগ্নিদায়কে পাপং যৎ পাপং গুরুভরণে।

মিত্রমোহে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্॥ ৪৫

'প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়াংসন্ধ্যা (দিবসের) এই দুই সাক্ষিক্ষেপে নিম্না হেতু যে পাপ হয়, গরগৃহে আগ্নেসংযোগ, গুরুপত্নীগমন এবং মিত্রের প্রতি শত্রুতাচরণ হেতু যে পাপ হয়, সেই পাপ ভাব লাগুক যার নির্দেশে আমার দাদা শ্রীরাম নির্বাসিত হয়েছেন।

দেবতানাং পিতৃণাং চ মাতাপিত্রোস্তথৈব চ।

মা পিতৃকর্ষীং স শুক্রায়াং যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৪৬

'যার নির্দেশে আর্য রাম রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন দেবতাদের, পিতৃপুরুষদের এবং মাতা-পিতার সেবাকার্য থেকে বঞ্চিত হয় (এবং সেই পাপের ভাগী হয়)।

সভাং লোকাং সভাং কীর্ত্যাং সঙ্কট্টাং কর্মণস্তথা।

দ্রশ্যতু কিপ্রমদৈব যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৪৭

'যার নির্দেশে আমার দাদা রাম নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন সাধুসেবিত লোক থেকে, সংকীর্তি থেকে এবং সঙ্কটনসেবিত কর্ম থেকে আজই শীঘ্র ভ্রষ্ট হয়।

অপাস্য মাতৃশুশ্রামনর্থে সোধবতিষ্ঠতাম্।

দীর্ঘবাহুর্মহাবক্ষা যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৪৮

'দীর্ঘবাহু, বিদ্যুতবক্ষ আর্য যার নির্দেশে নির্বাসনে গেছেন, সে যেন মাতৃসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিরর্থক পাপকার্যে রত হয়।

বহুভৃত্যো দরিদ্রশ্চ অরোগসমদ্বিতঃ।

সমায়াং সততঃ ক্রেশং যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৪৯

'যার নির্দেশে আর্য শ্রীরামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন ভরণপোষণযোগ্য স্বজনসমদ্বিত অথচ দারিদ্র্য ও অরোগাক্রান্ত হয়ে সর্বদা ক্রেশ ভোগ করে।

আশামাশং সমানানাং

দীনানামূর্ষচক্ষুশাম্।

অর্ধিনাং নিত্যাং কুর্যাদ্ যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৫০

'যার নির্দেশে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসিত হয়েছেন, সে যেন উপচক্ষু দীন প্রত্যাশীদের আশা ব্যর্থ করে পাপভাগী হয়।

মানয়া রমতাং নিতাং পুরুষাঃ শিশুনোহিত্তি।

রাজো জীতব্রহ্মক্ষা যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৫১

'যার নির্দেশে রামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছেন, সেই কুটিল, অশার্কিক ও অপবিত্র রাজতয়ে জীত পাপায় অপরকে বধনা দ্বারা বিরাজ করুক।

ঋতুয়াতাং সতীং ভাৰ্য্যামুত্থালানুরোধিনীম্।

অতিবর্তেত দুষ্টায়া যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৫২

'যার নির্দেশে আর্য শ্রীরাম নির্বাসিত হয়েছেন, সেই দুষ্টায়া ঋতুয়াতা সতী পত্নীর ঋতু রক্ষার্থে অনুরুদ্ধ হয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করার পাপভাগী হয়।

বিপ্রলুপ্তপ্রজাতস্য দুহৃতং ব্রাহ্মণস্য যৎ।

তদেতৎ প্রতিপদ্যেত যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৫৩

'যার নির্দেশে আর্য নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন সন্তানহীন ব্রাহ্মণের যে পাপ ; সেই পাপের ভাগী হয়।

ব্রাহ্মণাযোদ্যতাং পূজাং বিহন্ত কসুযেক্ষিয়াঃ।

বালবৎসাং চ গাং দোম্বু যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৫৪

'যার নির্দেশে রাম নির্বাসিত হয়েছেন, সে ব্রাহ্মণের আয়োজিত পূজার বিঘ্নসৃষ্টিকারী এবং নব বৎসা (দশ মিক বয়স্ক বৎস বা বাছুরের জননী) গাভীর দোহনকারীর পাপের ভাগী হয়।

ধর্মদারান্ পরিত্যজ্য পরদারান্ বিবেচ্যতাম্।

ত্যান্ধধর্মমতির্মূঢ়ো যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৫৫

'যার নির্দেশে দাদা রামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছেন, সেই মূর্খ যেন নিজের ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করে পরপত্নীতে আসক্তিজনিত এবং ধর্মানুরাগ পরিত্যাগজনিত পাপের ভাগী হয়।

পানীয়দূষকে পাপং তথৈব বিষদায়কে।

যন্তদেকঃ স সততাং যস্যার্থোহনুমতে গতঃ॥ ৫৬

‘পানীয় জলের দূষণ এবং কাউকে বিব-দানের যে  
পাপ, আমার দাদাকে নির্বাসিত করার জন্য সেই পাপের সে  
ফল একাই বহনভাগী হয়।

তুমিও সতি পানীয়ে বিপ্রলঙ্ঘন যোজগন্।

ক পাপং লভতে তৎ স্যাদ্ যস্যার্যোহনুমতে গতঃ॥ ৫৭

‘পানীয় জল থাকা সত্ত্বেও তুমিও তুমিও সেই পানীয়  
থেকে বহনভাগীর পাপ তার প্রতি বর্তাবে, যে আমার  
দাদাকে বনবাসিত করেছে।

তব্বা বিবদমানেষু মার্গমাপ্রিত্য পশ্যতঃ।

তেন পাপেন যুক্তোত যস্যার্যোহনুমতে গতঃ॥ ৫৮

‘পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে একজনের  
পক্ষ নিয়ে বিবাদ উপভোগ করার পাপের ফল তার  
প্রতি বর্ষিত হোক, যে আমার দাদাকে বনবাসিত  
করেছে।’

এবমাস্রমসেব দুঃখার্ভোহনুপপাত হ।

বিহীনাং পতিপুত্রাভ্যাং কৌসল্যাং পার্শ্ববাস্তবঃ॥ ৫৯

পুত্র থেকে দূরে অবস্থিতা পতিহীনা মাতা  
কৌসল্যাকে এইভাবে আশ্বাসদান করতে করতে রাজকুমার  
জরত শোকব্যাকুলিত হৃদয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তস তং শপথৈঃ কষ্টৈঃ শপমানমচেতনম্।

জরতঃ শোকসন্তপ্তঃ কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬০

কষ্টের প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা শপথ নিতে নিতে  
শোকসন্তপ্ত ভরত অচেতন হয়ে পড়লে, মাতা কৌশল্যা  
টাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—

ক দুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সনুপজায়তে।

শপথৈঃ শপমানো হি প্রাপানুপকলংসি মে॥ ৬১

‘বাছা ! তুমি নানাবিধ শপথবাক্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা করে  
আমার প্রাণে যে ব্যথা দিচ্ছ, তাতে আমার শোক আরও  
বর্ধিত হচ্ছে।

দিষ্টা ন চলিতো ধর্মদাতা তে সহলক্ষণঃ।

বৎস সত্যপ্রতিজ্ঞো হি সত্যং লোকানবাস্যসি॥ ৬২

‘বাছা ! সৌভাগ্যবশত শুভলক্ষণাক্রান্ত তোমার চিহ্ন  
ধর্মপথ থেকে বিচলিত হয়নি। তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাই  
সংপুরুষোচিত পুণ্যলোকে তোমার স্থান হবে।’

ইত্যঙ্ক চাক্ষমানীয় ভরতঃ ভ্রাতৃবৎসলম্।

পরিষজ্য মহাবাহুং রুরোদ ভূশদুঃখিতা॥ ৬৩

এই বলে মাতা কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল বীর ভরতকে  
কোলে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে গভীর শোকে কাঁদতে  
লাগলেন।

এবং বিলপমানস্য দুঃখার্তস্য মহান্বনঃ।

মোহাচ্চ শোকসংরম্ভাদ্ বভূব লুলিতং মনঃ॥ ৬৪

শোকাক্ত মহাত্মা ভরত এইভাবে বিলাপ করতে  
থাকলে, শোকাবেগে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

লালপ্যমানস্য বিচেতনস্য

প্রণষ্টবুদ্ধেঃ পতিতস্য ভূমৌ।

মুহূর্মুহূর্নিঃশ্বসতচ্চ দীর্ঘং

সা তস্য শোকেন জগাম রাত্রিঃ॥ ৬৫

অচেতন হয়ে ভূমিতে পতিত, বিলাপরত ভরতের  
বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। মুহূর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে  
করতে তাঁর শোকসন্তপ্তা রাত্রি অতিবাহিত হল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৫ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥



# শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধ

রাজা দশরথের অশ্রোহীকিয়া

তমেবঃ শোকসমুদ্রঃ জরতঃ কৈকেয়ীসুতম।  
 উদ্যত বদন্তঃ শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠবাপুশি ॥ ১  
 পিতৃবিয়োগ ও জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠার বিচ্ছেদ-বেদনায়  
 শোকসমুদ্র কৈকেয়ীপুত্র জরতকে বার্মীশেষ্ঠ আদি বশত  
 মধুর বাক্য বললেন—  
 জলঃ শোকেন জরঃ তে রাজপুত্র মহাশয়।  
 প্রাপ্তকালঃ নরপতেঃ কুরু সংযানমুত্তমম ॥ ২  
 'মহাশয়ী রাজকুমার ! তোমার কল্যাণ হোক,  
 শোক করো না, এখন মহাবাজের সময়োচিত অশ্রোহী  
 যাত্রা ব্যবস্থা করো।'  
 বসিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা জরতো ধরনীঃ গতা।  
 শ্রেতকৃতানি সর্বাণি কারয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ৩  
 বধি বসিষ্ঠের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ জরত ভূ-লুপ্তিত হয়ে  
 পিতৃসেবকে প্রণাম করে পরে পিতার শ্রেতকর্মের ব্যবস্থা  
 করলেন।  
 উদ্ধৃতা তৈলসংসেকাঃ স তু কৃমৌ নিবেশিতম।  
 আদীতবর্ষবদনঃ প্রসুপ্তমিব ভূমিশম ॥ ৪  
 তৈলাধার থেকে রাজ্যের শব্দেহ তুলে নিয়ে ভূমি  
 প'রে রাখা হল। তাঁর মুখমণ্ডল তখন ঘ্রীষৎ-পীতবর্ণ এবং  
 তিনি যেন ভূমি প'রে নিদ্রামগ্ন।  
 সংবেশ্য শয়নে চায়ে নানারত্নপরিবৃত্তে।  
 ততো দশরথঃ পুত্রো বিলাপ সূদুঃখিতঃ ॥ ৫  
 নানা রত্নমণ্ডিত শ্রেষ্ঠ শয্যা রাজা দশরথের দেহ  
 শায়িত করে শোকমগ্ন রাজপুত্র জরত বিলাপ করতে  
 লাগলেন—  
 কিং তে বাবসিতঃ রাজন্ প্রোষিতে মথানাগতে।  
 বিবাসা রামঃ ধর্মজ্ঞঃ লক্ষণঃ চ মহাবলম ॥ ৬  
 'রাজন্ ! আপনি একী করলেন ! আমি প্রবাসে  
 (মাতুলালয়ে) থাকাকালীন, প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই  
 ধর্মজ্ঞ দাদা রামকে এবং মহাবীর লক্ষণকে নির্বাসনে

গোষণ করলেন ?

জ যান্যসি মহারাজ কিংকমা পুত্রিণীঃ  
 শীনাং পুত্রপালিসংকম রাধেশ্বরীকর্মণীঃ  
 'মহারাজ ! অনাদ্যাসেই প্রকটর কর সম্পন্ন  
 নিপুল সেই রাম থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে পুত্র  
 আপনি কোথায় পাচ্ছেন ?  
 যোগকর্মঃ তু তেজশ্রয়ঃ কোকশিন্ কলজিত পুত্র  
 ত্বয়ি প্রমোদে পথাত রামে চ কলমিত্রিম ॥ ৭  
 'পিতঃ ! দাদা রামকে বনবাসিত করে আপনাকে  
 স্বর্গে গমন করছেন ; এখন এই অযোধ্যাপুত্রীর প্রকাশ  
 মঙ্গল ও রক্ষা কে করবে ?  
 বিধবা পৃথিবী রাজপুত্রী শীনা ন রাজ্য  
 শীনচক্রেব রজমী মগরী প্রতিজ্ঞতি মর ॥ ৮  
 'রাজন্ ! আপনাকে চারিয়ে পৃথিবী আত কিসে চ  
 গেল ; চন্দ্রশীন রাণীর মতো এই অযোধ্যা প্রকট প্রকট  
 হচ্ছে'  
 এবং বিলাপমানঃ তং জরতঃ দীনমানস  
 অত্রীদ্ বচনঃ কৃমৌ বসিষ্ঠম্ মহামুনি ॥ ৯  
 দীনচিত্ত জরতকে এইভাবে সকাতির বিলাপ করত  
 দেশে মর্ষি বসিষ্ঠ আবার বললেন—  
 শ্রেতকার্যাদি নান্যস্য কঠন্যানি বিশালপ্রে।  
 তানাব্যয়ঃ মহাবাহো ক্রিয়ত্মবিদারিত ॥ ১০  
 'হে মহাবীর জরত ! মহারাজের যেসকল শ্রেত  
 করতে হবে, সেগুলি দ্বিধাতীন শাস্ত্রজ্ঞে সুসম্পন্ন কর'  
 তখেনি জরতো বাক্যঃ বসিষ্ঠস্যান্তিপূজ জ।  
 ঋত্বিকপুরোহিতাচার্যঃ স্বরয়ামাস সর্বম ॥ ১১  
 জরত তখন 'তাই তোক' বলে মর্ষি বসিষ্ঠকে  
 আজ্ঞা শিনোপার্য করে, ঋত্বিক পুরোহিত এবং  
 সেই কার্যের জন্য ব্রহ্মপিত্ত করলেন।  
 যে ঋত্বয়ো নরেন্দ্রস্য অগ্ন্যারাদ্ ঋত্বিজ ॥

শিবিকারীকৈশিকেন চৈত্বে যুগ্মে নন্দাধিপা ॥ ১৩

রাজ্যে অগ্নিশালা থেকে যে অগ্নি বহিবে নিয়ে আসা  
ল, ষট্‌কগণ এবং মাতৃকগণ তাতে নন্দাধিপা হোম  
করলেন।

শিবিকামানবোপা রাজানঃ পতচেতনম্।  
নন্দকর্তা নিমনসত্মকঃ পরিচারকাঃ ॥ ১৪

তাবপর রাজার প্রাণতান দেহ শিবিকায় তুলে নিয়ে  
প্রচারকেরা কাঁদতে কাঁদতে সেই শিবিকা বহন করে নিয়ে  
গেল।

ত্রিংশঃ চ সুবর্ণঃ চ বাসাংসি বিনিসানি চ।

প্রকিরণো জনা মার্গে নৃপতেরগ্রভো যদুঃ ॥ ১৫

রাজার শিবিকার আগে আগে রাজকীয় জনগণ  
সেনা রূপা এবং বিবিধ বস্তু ছড়াতে ছড়াতে চলতে  
লগল।

চন্দাভরুনির্গাসান্ সরলঃ পদ্মকং তথা।

দেবদারুনি চাক্ষতা কেপয়ন্তি তথাপরে ॥ ১৬

গজানুচাবচাংসান্যাস্তরঃ পদ্মথ ভূমিপম্।

তত্র সংবেশমাসুশ্চিতামখ্যো তদ্বিজঃ ॥ ১৭

অতঃপর শ্মশানভূমিতে পৌঁছে জিতায় কেউ কেউ

চন্দন অশুকের নির্গাস ঢালতে লাগল ; কেউ কেউ নানাবিধ

সুগন্ধি কাঠ ও দেবদারু কাঠ জিতার উপরে সাজিয়ে দিল।

অরপর ষট্‌ককেরা রাজার শবদেহ সেই জিতায় স্থাপন

করলেন।

ত্যা হতাপনঃ হুহা জেশুধস্য তদ্বিজঃ।

জতচে তে যতশাস্ত্রঃ তত্র সামানি সামগাঃ ॥ ১৮

সেইসময় ষট্‌ককগণ যথাশাস্ত্র অগ্নিতে আহুতি দিয়ে

বেদোক্ত মন্ত্র জপ এবং সামগায়কেরা যথাশাস্ত্র সামগান

করতে লাগলেন।

শিবিকান্তি নানেন্দ নন্দাধিপা তস্য দোমিতঃ।

নন্দাধিপায়ুতর নৃপেঃ পরিব্রজত্বা ॥ ১৯

প্রমদাঃ চাপি তঃ চক্ৰকিছোভপ্রিচিতঃ নপম্।

দ্বিগন্ত শোকসন্তপ্তাঃ কৌশল্যাপ্রমুখত্বা ॥ ২০

রাজা মল্লরূপের কৌশল্যাদি পত্নীরা বুক পরিচালকগণ  
পরিব্রজ হয়ে শিবিকা ও অন্যান্য দানে আদরতন করে  
নগরী থেকে নিষ্কান্ত হলেন। অতঃপর শোকসন্তপ্ত  
কৌশল্য প্রমুখ রানীরা চিতায় শায়িত অগ্নিস্থিত রাজার  
শবদেহ প্রদক্ষিণ করলেন।

কৌশল্যাদি নারীণাঃ নিমাদস্তত্র তত্শবে।

আর্তানাঃ কক্লুঃ কালে ক্রোশন্তীনাঃ সহস্রাঃ ॥ ২১

সেইসময় সহস্র সহস্র আর্ত নারীর ককল ক্রন্দনধ্বনি

কৌশল্যদের আর্তধ্বনির মতো শ্রুত হচ্ছিল।

ততো রুদন্ত্যো বিবশা বিলপা চ পুনঃ পুনঃ।

যানেভ্যঃ সরযুতীরমবতেরুপাস্কনাঃ ॥ ২২

অনন্তর দাহকর্ম-শেষে ক্রন্দন হেতু বিবশ রানীরা

যানারোহণে সরযু তীরে এসে অবতরণ করলেন।

কৃদ্বাকং তে ভরতেন সার্বং

নৃপাস্কনা মন্ত্রিপুরোহিতাস্চ।

পুরং প্রিন্শ্যাক্রপরীতেনত্রা

ভূমৌ দশাহং বানরস্ত দুঃখম্ ॥ ২৩

অতঃপর ভরতের সঙ্গে মিলিতভাবেই রানীরা,

মন্ত্রীরা এবং রাজপুরোহিতেরা সরযুজলে তর্পণ (জলাঞ্জলি

দান) সমাপন করে সাক্ষনেয়ে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ

করলেন এবং ভূমি প'রে শয়নোপবেশন দ্বারা দশদিন

অতিবাহিত করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাবো অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাবা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

## সপ্তসপ্ততিতম সর্গ (৭৭)

দ্বাদশ দিবসে পিতৃশ্রাদ্ধে ভরত কর্তৃক ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধনরত্ন দান। অতঃপর ত্রয়োদশ দিবসে পিতার অস্থি সংগ্রহের জন্য চিতাহ্নানে গিয়ে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিলাপ এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক উভয়কে সাহুনা দান

ততো দশাহেতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।  
দ্বাদশেহহনি সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্মপাকারয়ৎ॥ ১

অনন্তর দশদিন অশৌচপালনান্তে একাদশ দিবসে অশৌচ মুক্ত হয়ে দ্বাদশ দিবসে রাজকুমার ভরত পিতার শ্রাদ্ধকর্ম করলেন।

ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং রত্নং দদাবন্ ৮ পুষ্পলম্।  
বাসাংসি ৮ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ।  
বাজিকং বহু শুক্রং ৮ গান্ধাপি বহুশত্বদা॥ ২

পিতৃশ্রাদ্ধে ভরত ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনরত্ন, প্রভূত অন্ন, মহামূল্য বস্ত্র, মহামূল্যবান নানাবিধ রত্নরাজি, ছাগ, গাভী ও প্রভূত রৌপক (টাকা) দান করলেন।

দাসীদাসাংস্ত যানানি বেথ্যানি সুমহাজি চ।  
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুত্রো রাজস্বসৌখ্যদেহিকম্॥ ৩

রাজার পারলৌকিক কার্যে পুত্র ভরত ব্রাহ্মণদের অনেক দাসদাসী, যান-বাহন এবং বড় বড় বাসস্থান দান করলেন।

ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসে ৮ ত্রয়োদশে।  
বিলাপাৎ মহাবাহুভরতঃ শোকমূর্ছিতঃ॥ ৪

অতঃপর ত্রয়োদশ দিবসের প্রভাতবেলায় মহাবীর ভরত বিলাপ করতে করতে শোক মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।  
শব্দাপিহিতকণ্ঠস্ত শোখনার্থমুপাগতঃ।

চিতামূলে পিতৃবাক্যমিদমাহ সুদুঃখিতঃ॥ ৫

অতঃপর স্বর্গত পিতার সংগৃহীত অস্থি শোধনের জন্য চিতার কাছে এসে অতীব শোকার্ত ভরত গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

তাত যন্মিন্ নিস্টোহহং ত্বয়া ভ্রাতরি রাঘবে।  
তন্মিন্ বনং প্রব্রজিতে শূন্যে তাজোহম্যাহং ত্বয়া॥ ৬

‘পিতঃ ! আপনি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রামের উপর আমায় অর্পণ করেছিলেন, সেই দাদা বনবাসিত হওয়ায় আমি শূন্যে নিষ্কিন্তু হলাম।

যস্য গতিরনাথায়ঃ পুত্রঃ প্রব্রজিতো বনম্।  
তামস্যাং তাত কৌসল্যাং ত্যক্ত্ব হং ক গতো নৃপ॥ ৭

‘রাজন্ ! অনাথা মাতা কৌশল্যার একমাত্র গতি পুত্র

রামকে বনে নির্বাসিত করে হে পিতঃ ! আপনি কোথায় চলে গেলেন ?’

দৃষ্ট্বা ভস্মারুণং তচ্চ দন্ধাছি হানমণ্ডলম্।  
পিতৃঃ শরীরনির্বাণং নিষ্টেনন্ বিষাদ

পিতার মরদেহের অস্থিবাশির দহনস্থানকে ইন্দ্র রক্তিমাত ধূসর ভস্মাচ্ছাদিত দেখে ভরত কণ্ঠ বিলাপ করতে লাগলেন।

স তু দৃষ্ট্বা রুদন্ দীনঃ পশাত ধরণীতলে।  
উত্থাপ্যমানঃ শত্রুস্যা যদ্রথবজ্র ইবোচ্ছিতা

সেই চিতাহ্নান দেখে তিনি কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে গেলে, ইন্দের যদ্রথবজ্রকে যেমন সকলে মিলিতভাবে তুলে ধরে, সেইরকমভাবে সকলে তাকে তুলে ধরলেন।

অভিপেতুক্ততঃ সর্বৈ তস্যামাত্যাঃ শুচিত্তম্।  
অন্তকালে নিপতিতঃ যম্যতিমৃষয়ো যথা॥ ১০

যেমন পুণ্যফলের অবসানে রাজা যম্যতির কণ থেকে মর্ত্যে পতনের সময় ঋষিরা সকলে উপস্থিত ছিলেন, তেমনই পিতৃশোকাক্রান্ত পুণ্যরত ভরতের ভূমিতে পতনের সময় অমাতারা সকলে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শত্রুঘ্নশচাপি ভরতং দৃষ্ট্বা শোকপরিপ্লুতম্।  
বিসংজ্ঞো ন্যপতদ্ ভূমৌ ভূমিপালমনুস্মরন্॥ ১১

ভরতকে শোকাপ্লুত দেখে শত্রুঘ্নও রাজাকে শ্রদ্ধা করে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

উদ্যন্ত ইব নিশ্চিন্তো বিলাপাৎ সুদুঃখিতঃ।  
স্মৃষ্ট্বা পিতৃর্গণাকানি তানি তানি তদা তদা॥ ১২

বারবার পিতার গুণরাজি স্মরণ করে অত্যন্ত দুঃখে উদ্যন্তপ্রায় হয়ে ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে— বিলাপ করতে লাগলেন—

মহরাপ্রভববীত্র কৈকেয়ীগ্রাহসংকুলঃ।  
বরদানময়োহক্ষোভ্যোহমজ্জয়চ্ছোকসাগরঃ॥ ১৩

‘হায় ! রাজা দশরথ কর্তৃক রাণী কৈকেয়ীর বরদানরূপ তীব্র শোকহেতু আমরা সকলে কৈকেয়ীর ভয়ঙ্কর জলজন্তু-সমাকীর্ণ, মহরারূপী শোকসাগরে



সিদ্ধি হইল।

সুহৃদঃ চ বালাঃ চ সততঃ লালিতঃ জয়া।  
ততঃ ভরতঃ হিঙ্গা বিলপন্তঃ গতো জনান্॥ ১৪

‘হায়, পিতঃ ! আপনি যাকে সর্বদা সজেহে লালন  
পালন করেছেন, সুকুমারমতি, কোমলদেহ সেই ভরতকে  
বিলপনরত অবস্থায় পরিত্যাগ করে আপনি কোথায়  
গেলেন !

নু ভোজ্যেযু পানেষু বস্ত্রেষাভরণেষু চ।  
প্রায়য়তি সর্বান্ নরেনঃ কোদদা করিষ্যতি॥ ১৫

‘আপনি আমাদের সকলের কচি অনুসারে ভোজন,  
পান, বস্ত্র ও আভরণ বিষয়ে বস্ত্র করতেন। এখন আর কে  
করবে !

জনকরাজকালে তু পৃথিবী নাবদীর্ঘতে।  
বিহীনা বা জয়া রাজা ধর্মজেন মহাশয়ান্॥ ১৬

‘আপনি মহান ধর্মজ রাজা ! আপনার বিহনে পৃথিবী  
বিনীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না ; (এটাই  
অসম্ভব ব্যাপার) !

পিতরি স্বর্গমাপন্নো রামে চরশ্যামশ্রিতে।

কিং মে জীবিতসামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হতশনম্॥ ১৭

‘পিতা স্বর্গত হইলেন, রাম বনবাসী হইলেন ! আমার  
আর বেঁচে থাকার সামর্থ্য কোথায় ? আমি আগ্রহে প্রবেশ  
করব।

হীনো জয়া চ পিত্রা চ শূন্যামিহকুশলিতাম্।

অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবেক্ষ্যামি অপোবনম্॥ ১৮

‘ইহুকুবংশীয়দের পালিতা কিন্তু বর্তমানে দ্রাক্ষহীন  
ও পিতৃহীন শূন্য অযোধ্যাপুরীতে আমি আর প্রবেশ করব  
না—অপোবনেই চলে যাব।’

অযোধ্যাপিতং ব্রহ্ম স্বসনং চাপ্যবেক্ষ্য তং।

হৃদমর্ততরা ভূমঃ সর্ব এবানুগামিনঃ॥ ১৯

ভরত ও শক্রদেব বিলাপবাক্য শ্রবণ করে এবং  
পূর্ণা নর্শন করে অযোধ্যাবাসীরা সকলে আরও বেশি  
কাতর হয়ে উঠল।

অজ্ঞে বিষদৌ শ্রান্তৌ চ শক্রভরতাবুভৌ।

ধরায়াঃ স্ম নাচেট্টেভ্যঃ ভগ্নশৃঙ্গানিবর্ণভৌ। ২০

বিষদ এবং শ্রান্ত দুই ভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।  
শ্রান্ত বৃষের মতো ছটফট করতে লাগলেন।

ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।

বসিষ্ঠো ভরতঃ বাক্যমুখাপ্য তমুবাচ হ॥ ২১

তখন তাঁদের পিতার পুরোহিত সন্তোষপাণিত প্রকৃত  
বিদ্বান বসিষ্ঠদেব ভরতকে ভূমি থেকে উঠিয়ে তাঁকে  
বললেন—

ব্রহ্মোদশোহয়ং দিবসঃ পিতুর্বৃত্তস্য তে বিভো।

সামশেখাংহিচিরে কিমিহ স্ম বিলম্বসে॥ ২২

‘হে মহান ! তোমার স্বর্গত পিতার দাহসংস্কারের  
পর আজ ব্রহ্মোদশ দিবস। তাঁর অবশিষ্ট কাজ—অহি-  
সংগ্রহে বিলম্ব করছ কেন ?

ত্রীপি বনানি ভূতেষু প্রবৃন্তানাবিশেষতঃ।

ভেষু চাপরিহার্যেষু নৈবঃ ভবিতুমর্হসি॥ ২৩

‘প্রণীমাত্রেবই উৎপত্তি, হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিনাশ তিন  
অবস্থা অপরিহার্য ; অতএব এই ব্যাপারে তোমার কাতর  
হওয়া উচিত নয়।’

সুমন্ত্রচাপি শক্রমুখাপ্যভিপ্রসাদ্য চ।

শ্রাবয়ামাস তত্ত্বজঃ সর্বভূতভাবাতৌ॥ ২৪

তত্ত্বজ সুমন্ত্র ও শক্রদেবকে ভূমি থেকে উঠিয়ে বসালেন  
এবং সামুদ্রা দিয়ে সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও বিনাশের কথা  
শোনালেন।

উখিতৌ তৌ নরব্যাতৌ প্রকাশেতে যশস্বিনৌ।

বর্ষাতশপরিগ্রানৌ পৃথগ্নিস্বজ্জাবিব॥ ২৫

নরশ্রেষ্ঠ সেই যশস্বী ভ্রাতৃদ্বয় উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের  
রৌদ্র ও বৃষ্টিতে মলিন দুটি পৃথক পৃথক ইন্দ্রধ্বজার মতো  
দেখাচ্ছিল।

অশ্রুপি পরিমূক্যদৌ রক্তাক্ষৌ দীনভাসিতৌ।

অমাত্যব্রহ্মণি স্ম তনয়ৌ চাপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২৬

অশ্রুচোক্ষু তেতু রক্তচক্ষু রাজকুমারদ্বয় ক্ষীণকণ্ঠে  
কথা বলছিলেন ; অমাত্যগণ তখন তাঁদের অন্যান্য ক্রিয়া  
ব্রত করনের জন্য প্রেরণা দিতে লাগলেন।

ইত্যর্বেশ্রীকৃষ্ণানরপে কলীকীরে অন্তিকব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ৭৭

মহর্ষি কলীকীরে বিবর্তিত অন্তিকব্যে বনবাসের অবস্থা কাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ৭৭

## অষ্টসপ্ততিতম সর্গ (৭৮)

কুন্ড শত্রু কর্তৃক মহারাজকে শাস্তি দানের উপক্রম ও ভরতের কথায় তাকে গ্লানিত্য থেকে নিবৃত্তি করা

অথ যাতাঃ সমীহন্তঃ শত্রুয়ো লক্ষণাযুজাঃ।  
ভরতঃ শোকসজ্জমিদং নচেনমত্রগীৎ ১। ১  
অনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে পিতৃহিন্যা সমাপনান্তে,  
বামনোদর নিফট গমনোন্মাত শোকসজ্জম ভরতকে  
লক্ষণানুজ ভ্রাতা শত্রুয় বললেন

পতির্যঃ সর্বভূতানাং দুঃখে কিং পুনরাশ্রয়ঃ  
স রামঃ সর্বসম্পন্নঃ স্ত্রিয়া প্রব্রাজিতো বনম্ ২। ২  
‘ভ্রাতা ! দুঃখের সময় যিনি সকল প্রাণীর তথা  
আত্মজনের আশ্রয়স্থল, সর্বসম্পত্তিসম্পন্ন সেই রাম  
একজন স্ত্রী কর্তৃক নির্বাসিত হলেন !

বলবান্ বীর্যসম্পন্নো লক্ষণো নাম যোহুপাসৌ।  
কিং ন মোচয়তে রামঃ কুতাপি পিতৃনিগ্রহম্ ৩। ৩  
‘যে বলশালী লক্ষণ বীরবান বলে সুপরিচিত, তিনি  
পিতাকে নিগৃহীত করেও কেন রামকে বনগমন থেকে  
নিবৃত্ত করতে পারলেন না ?

পূর্বমেব তু বিগ্রাহ্যঃ সমবেক্ষা নয়ানরৌ  
উৎপথং যঃ সমাক্রুদৌ নার্যা রাজা বশং গতঃ ৪। ৪  
‘রাজা যে এক নারীর বশীভূত হয়ে বিপথে চালিত  
হয়েছেন, পূর্বেই ন্যায়-অন্যায় সমাক্রমে বিচারপূর্বক  
রাজাকে (বিপথে থেকে সরিয়ে আনার জন্য) নিগৃহীত করা  
উচিত ছিল।’

ইতি সঙ্ঘাষমাণে তু শত্রুয়ে লক্ষণানুজে।  
প্রাগ্ধারেহুভুং তদা কুজা সর্বাভরণভূষিতা ৫। ৫  
লক্ষণানুজ ভ্রাতা শত্রুয় যখন ক্রুদ্ধ হয়ে এই সকল  
কথা বলেছিলেন, সেই সময় কুজা মহারা অলঙ্কার-ভূষিতা  
হয়ে পূর্বদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

লিঙ্গা চন্দনসারেণ রাজবল্লাপি নিদ্রতী।  
বিবিধং বিবিধৈস্তৈস্তৈর্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতা ৬। ৬

উত্তম চন্দনলেপিত অঙ্গে রাজকীয় বস্ত্র ও অলঙ্কার  
ধারণ করে সে দাঁড়িয়ে ছিল।

মেখলাদামভিষ্টিতৈরনৈশ্চ বরভূষণৈঃ।  
বভাসে বহুভির্ভঙ্গা রজ্জুবন্ধেন বানরী ৭। ৭

কোমরে মেখলা এবং অঙ্গে নানাবিধ রাজকীয়  
অলঙ্কারশোভিতা মহারাজকে রজ্জুবন্ধা বানরীর মতো

দেখাচ্ছে।

তাঃ সমীপস্ব তদা বাঃস্তো কুশং পাপসা করিষ্যি।  
গৃহীতাকরণঃ কুশাঃ শত্রুয়ায় ন্যবেদয় ৮। ৮  
সংকটের পাপকারিণী কুজাকে দেখে সাধারণ  
নারীরাও তাকে শত্রুয়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে  
বলল—

যস্যঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ নঃ পিতা।  
সেয়াং পাপা নৃশংসা চ তস্যাঃ কুজা বধামহি ৯। ৯  
‘রাজকুমার ! যার নৃশংসতার জন্য রাম বনগত  
গেছেন এবং আপনার পিতা দেহত্যাগ করেছেন, এ  
সেই পাপিণী ; আপনি এর প্রতি গণ্যাবিশি ব্যবহার করুন।’

শত্রুয়শ্চ ভদ্রাজায় বচনং ভূষদুঃখিতা।  
অন্তঃপুরচরান্ সর্গানিত্যাবাচ ধৃতব্রতঃ ১০। ১০  
অন্যায়ের প্রতিবাদরূপ ব্রতধারী শত্রুয় ও দুঃখকার  
দ্রাবপালদের কথা শুনে অন্তঃপুরবাসীদের বললেন—

তীব্রমুৎপাদিতং দুঃখং ভ্রাতৃশাং মে তথা পিতৃ।  
যথা সেয়াং নৃশংসস্য কর্মণঃ ফলমশ্রুতাম্ ১১। ১১  
‘এই পাপিণী আমার ভ্রাতাদের তথা পিতাকে  
নিদারুণ দুঃখ দিয়েছে ; এখন সে সেই নৃশংস কর্মের ফল  
ভোগ করুক।’

এবমুক্তা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃত্তা।  
গৃহীতা বলবৎ কুজা সা তদ্ গৃহমনাদয়ৎ ১২। ১২  
এই কথা বলেই শত্রুয় সখী পরিবেষ্টিত কুজাকে  
জোর করে দ্রুত ধরে ফেললেন, আর কুজাও ভয়ে চিৎকার  
করে গৃহকে মুখরিত করে তুলল।

ততঃ সুভূষসজ্জপুত্ৰস্যাঃ সর্বঃ সখীজনঃ।  
ক্রুদ্ধমাজায় শত্রুয়ঃ বাপলায়ত সর্বশঃ ১৩। ১৩  
শত্রুয়কে তদ্রূপ কুপিত দেখে, কুজার সখীরা সকলে  
অত্যন্ত ভয়ে ভীত হয়ে ইতস্তত পলায়ন করল।

অমদ্রায়ত ক্লেমশ্চ তস্যাঃ সর্বঃ সখীজনঃ।  
যথায়ঃ সমুপক্রান্তো নিঃশেষঃ নঃ করিষ্যতি ১৪। ১৪  
কুজার সখীরা সকলে একত্রিত হয়ে পরস্পর  
আলোচনা করতে লাগল—‘ইনি যেভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন,  
তাতে মনে হচ্ছে আমাদের সকলকেই শেষ করে দেবেন।’

সুভূষস্যাঃ সখীনাং  
কৌশল্যাঃ শত্রুয়ঃ নামঃ  
‘অতঃপর আমার  
সখীরা কৌশল্যার  
সহিত আগত।’  
ন চ রোষণে সং  
বিক্রম তস্যা কুজা  
শত্রুবিনাশকারিণী  
সুভূষস্যা কুজাকে ভূ  
দিয়ে যেতে লাগলেন  
তস্যাঃ হ্যাকুশ্যামা  
ত্রিঃ বহুবিশং  
মহারাজকে টে  
জনিত কারণে তা  
পততে লাগল।  
সে তাতেন  
অশেষত তদা  
রাজভবনে  
ধাক্কায় গৃহতল  
দেখাছিল।  
ন বকী বহু  
কৈকেয়ীমভিনি  
পুরুষে  
করতে উদ্যত  
জনা আগত  
কঠোর বাক্য  
জৈবাক্যঃ  
শত্রুভূষস্যা  
শত্রু  
ভূষিতা ও  
শরণাপন্ন



সনুক্রোশাং বদানাং চ ধর্মজ্ঞাং চ যশস্বিনীম্।

কৌশল্যাং শরণং যামঃ সা হি নোহস্তি ক্রুণা গতিঃ॥ ১৫

‘অতএব আমরা দয়াবন্তী, উদারহৃদয়া, ধর্মজ্ঞা ও যশস্বিনী কৌশল্যামাতার শরণাগত হব ; তিনিই আমাদের নিশ্চিত আশ্রয়।’

স চ রোষণে সংবীতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুশাসনঃ।

বিকর্ষ তদা কুজাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে॥ ১৬

শত্রুবিনাশকারী শত্রুঘ্ন রোষাবিষ্ট হয়ে চিৎকাররতা কুশলী কুজাকে ভূমি পরে ঘর্ষণ করতে করতেই টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন।

তস্যাং হ্যাক্ষামাশায়াং মহরায়াং ততঃপতঃ।

ক্রিঃ বহুবিধং ভাণ্ডং পৃথিব্যাং তদবশীর্যত॥ ১৭

মহরাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় ; ভূমিতে ঘর্ষণ-জনিত কারণে তার দেহের অলঙ্কারগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ভেন জাণেন বিস্তীর্ণঃ শ্রীমদ্ রাজনিবেশনম্।

অশোভত তদা ভূয়ঃ শারদং গগনং যথা॥ ১৮

রাজভবনে ইতস্তত বিস্তীর্ণ অলঙ্কারের টুকরো পড়ে থাকায় গৃহতল শরৎকালীন আকাশের মতো নক্ষত্রখচিত দেখাচ্ছিল।

স বলী বলবৎ ক্রোশাদ্ গৃহীত্বা পুরুষর্ষভঃ।

কৈকেয়ীমভিনির্ভৎস্য বভাষে পরুষঃ বচঃ॥ ১৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ বলবান শত্রুঘ্ন মহরাকে কঠোর শাসন করতে উদ্যত হলে তাঁকে বাধা দিয়ে মহরাকে উদ্ধারের জন্য আগত্য কৈকেয়ীকে ভৎসনা করে তাঁর প্রতি অত্যন্ত কঠোর বাক্য উচ্চারণ করলেন।

তৈর্বাক্যৈঃ পরুষৈর্দুঃখৈঃ কৈকেয়ী ভূশদুঃখিতা।

শত্রুঘ্নভয়সংক্রান্তা পুত্রং শরণমাগতা॥ ২০

শত্রুঘ্নের সেই কঠোর ও দুঃখজনক বাক্যে অত্যন্ত দুঃখিতা ও শত্রুঘ্নের ভয়ে ভীতা কৈকেয়ী স্নায়ুপূত্র ভরতের শরণাপন্ন হলেন।

তং শ্রোক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধঃ শত্রুঘ্নমিদমব্রवीৎ।

অবধ্যঃ সর্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি॥ ২১

শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখে, ভরত তাঁকে বললেন—‘ভাই! স্রীজাতি সকলেরই অবধ্য ; অতএব, তুমি মহরাকে ক্ষমা করে।’

হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্।

গদি মাং ধার্মিকো রামো নাসুয়েদাতৃঘাতকম্॥ ২২

‘ধার্মিক রাম যদি আমাকে মাতৃহত্যা বলে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হতেন, তবে আমিই পাণ্ডিয়সী দুষ্টা কৈকেয়ীকে হত্যা করতাম।’

ইমামপি হতাং কুজাং যদি জানাতি রাঘবঃ।

জ্ঞাং চ মাং চৈব ধর্মাত্মা নাভিভাবিত্যতে ক্রুবম্॥ ২৩

‘বঘুনন্দন রাম যদি জানতে পারেন যে কুজাকে হত্যা করা হয়েছে, তবে ধর্মাত্মা রাম তোমার এবং আমার সঙ্গে কথাই বলবেন না।’

ভরতস্য বচঃ শ্রদ্ধা শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।

ন্যবর্তত ততো দোষাৎ তাং মুমোচ চ মূর্ছিতাম্॥ ২৪

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন ভরতের কথা শুনে মূর্ছিতা মহরাকে ছেড়ে দিয়ে দোষমুক্ত হলেন।

সা পাদমূলে কৈকেয়া মহরা নিপশাত হ।

নিঃশ্বসন্তী সুদুঃখার্তা কৃপণং বিলম্বাপ হ॥ ২৫

তখন, দুঃখাতুরা মহরা কৈকেয়ীর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ বিলাপ করতে লাগল।

শত্রুঘ্নবিক্ষেপবিমূঢ়সংজ্ঞাঃ

সমীক্ষ্য কুজাং ভরতস্য মাতা।

শনৈঃ সমাশ্বাসয়দারূপাং

ক্রৌঞ্চীং বিলম্বামিব বীক্ষমাশাম্॥ ২৬

ভরতজননী কৈকেয়ী দেখলেন, শত্রুঘ্নের টানাটানিতে মাটির ঘর্ষণজাত অবঘাতে সংজ্ঞাহীনপ্রায় কুজা পাশবজ্ঞা ক্রৌঞ্চীর মতো হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ; তিনি তাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস দিতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥



## উনশীতিতম সর্গ (৭৯)

ভরত কর্তৃক রাজ্য গ্রহণের জন্য মন্ত্রীদ্বারা প্রজ্ঞাপন করা হইয়াছিল এবং রাজ্যের প্রকৃত  
অধিকারী শ্রীরামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প করে সকল ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ দান

ততঃ প্রজ্ঞাপ্তসময়ে দিনসেহপ চতুর্দশে  
সমেতা রাজকণ্ঠারো ভরতঃ বাক্যমব্রবীৎ ১  
অনন্তর পিতৃকৃত্য সমাপনের চতুর্দশ দিনে  
প্রাতঃকালে রাজকর্ম্মাধিকারীরা সমবেত হয়ে ভবতরু  
বললেন—

গতো দশরথঃ স্বর্গং যো নো গুরুতরো গুণাঃ।  
রামঃ প্রব্রাজ্য বৈ জ্যেষ্ঠঃ লক্ষ্মণঃ চ মহাবলম্ ২  
‘আমাদের গুরু অশেষকণ্ড গুরুতর মহাবাজ দশরথ  
জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে এবং তৃতীয় পুত্র মহাবলী লক্ষ্মণকে  
বনবাসে পাঠিয়ে স্বয়ং স্বর্গত হয়েছেন।

ত্বমপ্য ভব নো রাজা রাজপুত্রো মহাবলম্।  
সংগত্যা নাপারায়োতি রাজ্যমেতদনায়কম্ ৩  
‘হে মহাবলশ্রী রাজকুমার ভরত ! সম্প্রতি নায়কহীন  
এইরাজ্যের নায়কসম্মতভাবে আপনিই রাজা হোন, এতে  
কোনও অপরাধ হবে না।

আভিষেচনিকঃ সর্বমিদমাদায় রাঘব।  
প্রতীক্ভে দ্বাং স্বজনঃ শ্রেণয়চ্চ নৃপাখ্যজ ৪

‘রাজকুমার রঘুনন্দন ! আত্মজন এবং সকল শ্রেণীর  
পূরজন অভিষেকদ্রব্যসম্ভার নিয়ে আপনার প্রতীক্ষা করছে।  
রাজ্যঃ গৃহাণ ভরত পিতৃপৈতামহঃ ব্রবম্।  
অভিষেচয় চাক্ষানঃ পাহি চাম্মানু নরবর্ভ ৫

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত ! আপনার পিতৃ-পিতামহের এই  
রাজ্য আপনি নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে রাজপদে অভিষিক্ত হোন  
এবং আমাদের রক্ষা করুন।’

আভিষেচনিকঃ ভাণ্ডঃ কৃদ্বা সর্বঃ প্রদক্ষিণম্।  
ভরতস্তঃ জমঃ সর্বঃ প্রত্নাবাচ ধৃতরতঃ ৬

রাজকর্মচারীদের অনুরোধ শুনে উত্তম ব্রতধারী  
ভরত অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার প্রদক্ষিণ করে উপস্থিত  
জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন—

জ্যেষ্ঠস্য রাজতা নিত্যমুচিতা হি কুলস্য নঃ।  
নৈবং ভবন্তো মাং বহুমহন্তি কুশলা জনাঃ ৭

‘হে সম্ভজনগণ ! রঘুবংশের নীতি অনুসারে জ্যেষ্ঠ  
পুত্রই রাজ্যের অধিকারী সুতরাং আপনাদের মতো অভিষেক

ব্যবস্থার এটাবকম বলা ঠিক নয়।

রামঃ পূর্ণো হি নো জাত্য ভবিষ্যতি যদীপতিঃ  
জ্ঞাতঃ ব্রহ্মণো বৎস্যামি সর্গানি মন পশু চ ৮  
‘রামচন্দ্র আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তিনিই  
রাজ্য হবেন, আর আমি চৌদ্দ বছর বনে বাস করব।  
যুগান্তঃ মহতী সেনা চতুরঙ্গমহাবল্যা  
আনয়িস্যামহে জ্যেষ্ঠঃ ভ্রাতরং রাঘবং বলা ৯  
‘আপনারা বিশাল চতুরঙ্গ (বদ্যগোষ্ঠী, গজগোষ্ঠী,  
অশ্বগোষ্ঠী এবং পদাতিক) সেনাবাহিনী সংজ্ঞিত করুন;  
আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ রামচন্দ্রকে বনবাস থেকে  
ফিরিয়ে আনব।

আভিষেচনিকঃ চৈল সর্বমেতদুপকৃতম্  
পুরকৃত্য গমিষ্যামি রামহেতোর্বনং প্রতি ১০  
তত্রৈব তং নরবাহ্যমভিযিচা পুরকৃতম্।  
আনয়িস্যামি বৈ রামং হবাবাহমিবাক্ষরাং ১১

‘অভিষেকের সকল উপহারসামগ্রী সামনে নিয়ে  
রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে যাব ; সেখানেই  
নরশার্ঙ্গ রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করে, অগ্নিকে ফে  
সম্মুখে রেখে যজ্ঞস্থল থেকে নিয়ে আসা হয়, সেইভাবে  
রামকে সামনে বেধে অযোধ্যায় নিয়ে আসব।

ন সকামাং করিষ্যামি স্বামিমাং মাতৃগর্ভিনীম্।  
বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজ্য ভবিষ্যতি ১২

‘আমার মাতৃনামধারিণী কৈকেয়ীর কামনা আমি  
পূরণ হতে দেব না। আমি দুর্গম বনে বাস করব, আর রাম  
রাজ্য হবেন।

ক্রিয়তাঃ শিথিলিভিঃ পহাঃ সমানি বিলম্বানি চ।  
রক্ষিণচানুসংযাত্ত পশি দুর্গবিচারকা ১৩

‘দুর্গম পথে চলতে পারে এমন রক্ষীদের দ্বারা  
রক্ষিত হয়ে, পথনির্মাণকারী কারিগরদেরা উঁচু নিচু পথগুলি  
সমান করে পথ নির্মাণ করুক।’

এবং সম্ভাষণঃ তং রামহেতোর্নৃপাখ্যজম্।  
প্রত্নাবাচ জনঃ সর্বঃ শ্রীমদ্ বাক্যমনুত্তমম্ ১৪  
রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য

রাজকুমার ভরত এই  
ভরতের উদ্দেশ্যে রাজ্য  
এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রসু  
নঃ ‘হে রাজকুমার  
বনে রাজ্যপ্রাপ্তি  
শ্রীমদেবী আপনাকে  
জয়দায়ক  
প্রভাবিত  
প্রতি  
নিপেছ  
রাজকুমার ভরত

হতা

মহা

বিশেষজ্ঞ শিল্পী

রথ কুমি

কর্ম্মভিত্তিক

কর্ম্মভিত্তিক

কর্ম্ম

কর্ম্ম

কর্ম্ম

কর্ম্ম

কর্ম্ম

কর্ম্ম

কর্ম্ম

কর্ম্ম

কর্ম্ম

কর্ম্ম

রাজকুমার ভরত এই কথা বললে, উপস্থিত জনগণ ভরতের উদ্দেশ্যে অত্যন্তম বাক্যে বললেন—

এক তে ভাবমাশ্রয় পথ্য শ্রীকৃপতিষ্ঠিতাম্।

কোষ্ঠে নৃপসূতে পৃথিবীং দাতুমিচ্ছসি ॥ ১৫

‘হে রাজকুমার ভরত ! আপনি যে ক্ষোষ্ঠ রাজকুমার রামকে রাজ্যপ্রত্যর্পণ করতে চেয়েছেন সেইজন্য কমলালয়া নন্দীদেবী আপনাকে আশ্রয় করুন !’

অনুত্তমঃ তখনঃ নৃপায়জঃ

প্রভাবিতঃ সংব্রবণে নিশম্য চ।

প্রব্রজ্যঃ প্রতি বাম্পবিসম্বো

নিশেতুর্যার্যননেনব্রসম্বাঃ ॥ ১৬

রাজকুমার ভরত জনগণের কথিত অত্যন্তম

আশীর্বচন শ্রবণ করে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করলেন। সেই অশ্রুধারা তাঁর মুখমণ্ডলে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ পতিত হতে লাগল।

উচুস্তে বচনমিদং নিশম্য হস্তাঃ

সামাতাঃ সপরিষদো বিয়াতশোকাঃ।

পছানঃ নরবরভক্তিমান্ জনশ্চ

ব্যাদিষ্টত্ত্বং বচনাচ্চ শিল্পিবর্গঃ ॥ ১৭

শ্রীরামকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের মুখে এই কথা শুনে সপরিষদ অমাত্যবর্গ শোকবিস্মৃত হয়ে সানন্দে ভরতকে বললেন — ‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার নির্দেশে ভরতকে বললেন — ‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার নির্দেশে প্রদ্বাসসম্পন্ন কারিগরদের পথ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বায়ীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে উনশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

মহর্ষি বায়ীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে উনশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

## অনীতিতম সর্গ (৮০)

বিশেষজ্ঞ শিল্পীদের দ্বারা অযোধ্যা থেকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত সুরম্য বাসস্থান এবং কূপাদিযুক্ত রাজপথ নির্মাণ

কথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্মবিশারদাঃ।

বর্ষকর্মজিতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকান্তথা ॥ ১

কর্মজিতাঃ হৃদয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।

তথা বর্ষকর্মজিতাঃ মার্গিনো বৃক্ষতক্ষকাঃ ॥ ২

শূন্যরাঃ সুখাকরা বংশচর্মকৃত্তথা।

পর্বা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতহিরে ॥ ৩

ভরতের নির্দেশে বনবাস থেকে রামকে ফিরিয়ে

আনার জন্য যন্ত্রিকা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সূত্রধর, পথ

অবরোধক বৃক্ষছেদক, রক্ষণকার্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বাড়ি

লোকায় করার লোক, বাঁশের কাজে অভিজ্ঞজন এবং

চর্মকার প্রভৃতি সকলে রামের আগমনের পথ প্রস্তুত

করতে এবং সেই সকল কর্মপরিদর্শকগণ সকলে

আগেই চলে গেল।

স তু হর্ষাৎ ভয়দেহঃ জনৌঘো বিপুলঃ প্রমান্।

অশোভত মহাবেগঃ সাগরস্যেব পর্বতি ॥ ৪

শ্রীরামের প্রত্যাবর্তনের পথ নির্মাণের জন্য

সেইদিকে উল্লসিত জনতা পর্বদিনে সাগরের জলোচ্ছ্বাসের

মতো চলতে লাগল।

তে স্ববারং সমাহার্য বর্ষকর্মণি কোবিদাঃ।

করণৈর্বিবিধোপেতৈঃ পুরজাৎ সম্প্রতহিরে ॥ ৫

পথ নির্মাণে অভিজ্ঞ কারিগরেরা দলবল নিয়ে নানা

যন্ত্রপাতিসহ আগে আগে চলতে লাগল।

লতা বর্মীশ্চ গুণ্যশ্চ হৃদয়শ্চন এব চ।

জনাঙ্কে চক্রিরে মার্গং হিম্মজো বিবিধান্ দ্রুমান্ ॥ ৬

তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা, বড় বড় লতার যোগে।

শাখাশূন্য বৃক্ষ ও পথ অববোধকরী বড় বড় গাছ কেউ  
এবং প্রস্তুতকৃত সকল সবিয়ে শ্রীবামের আগমনের পথ  
হৈব কবতে লাগল।

অবৃক্ষে চ দেশেষু কেচিৎ বৃক্ষানবোপায়ন্।  
কেচিৎ কুঠাবৈষ্টৈষ্ক দাষ্ট্রৈশ্চিন্দন কচিৎ কচিৎ॥ ৭

কেউ কেউ পথপার্শ্বে বৃক্ষবোপন করতে লাগল,  
আবার কেউ কেউ না, কুমূল ও পথেরকাটা যন্ত্র দিয়ে  
পথ অববোধকরী অপ্রমোক্ষনীয় বৃক্ষ তুলানি কাটতে  
লাগল।

অপরে বীরপত্ন্যান্ বলিনো বলবন্তরাঃ।  
বিশমস্তি শ্চ দুর্গাশি হুলাশি চ ততস্ততঃ॥ ৮  
অপরেহপূরয়ন্ কৃপান্ পাংসুভিঃ শূদ্রমায়তম্।  
নিম্নতাগাংস্তথৈবাত সমাংচ্চক্রুঃ সমস্ততঃ॥ ৯

বলবান কেউ কেউ বেনামূল উৎপাটিত করে ইতস্তত  
দুর্গাম উঁচু-নিচু স্থানকে সমতল করতে লাগল, আবার কেউ  
কেউ-বা বড় বড় গর্ত ও পথের নিচু স্থানগুলিকে মাটি দিয়ে  
ভরাট করে সমতল করতে লাগল।

ববদুর্বলনীয়াংশ্চ ক্ষোদ্যান্ সংচুক্ষুদুস্তথা।  
বিভিদুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশান্ নরাস্তদা॥ ১০

সেই কর্মীরা পথের যেখানে যেখানে বাঁধ  
দেওয়া প্রয়োজন, সেখানে সেখানে বাঁধ নির্মাণ করল ;  
যেসকল স্থান খনন করা প্রয়োজন সেই সেই স্থান  
খনন করে পথ সমতল করে দিল আর পথের জল  
নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানসকল বিদীর্ণ করে  
দিল।

অচিরেণ তু কালেন পরিবাহ্যান্ বহুদকান্।  
চক্রুর্হবিধাকারান্ সাগরপ্রতিমান্ বহূন॥ ১১

অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বহুজলপূর্ণ নানা  
আকারের পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করল, তাদের মধ্যে কোনও  
কোনওটি আবার সাগরের মতো বড়।

নির্জলেষু চ দেশেষু খানয়ামাসুক্রম্যান্।  
উদপানান্ বহুবিধান্ বেদিকাশ্রমমিত্তান্॥ ১২

জনতীন স্থানে তারা বেদিকালোভিত বহু সরোবর

খনন করল।

দসুশাকৃষ্টিমচলঃ

মত্তোদগুষ্টিবিজগলঃ

চন্দ্রনোদকসংসিক্তে

বহুশোভিত সেনায়াঃ পদ্মাঃ সুরপাখোপমাঃ॥ ১৪

মধ্যা মধ্যো পাছশালাব জন্য সুধাধনলিত (চন্দ্রক  
কন্যা) ও পতাকাশোভিত কুটীব, তাদের চতুর্দিকে কৃজনব  
পক্ষীকুল-পরিবৃত পুষ্পিত বৃক্ষসকল সুশোভিত, চন্দ্র  
বারিসিক্ত ও নানাপুষ্প-সুশোভিত পতাকাশোভিত সৈন্য  
চলাচলেব পথের মতো সেনা চলাচলের পথসকল নির্মিত  
হল।

আত্মাপাখ যথাভ্রান্তি যুক্তাশ্চৈবিকৃত্য নরাঃ।  
রমণীয়েষু দেশেষু বহুসাদৃশ্যেষু চ॥ ১৫

যে নিবেশভূমিপ্রতো ভরতস্য মহাশ্বনঃ।  
ভূয়স্তং শোভয়ামাসুর্ভূষাভির্ভূষণমম্॥ ১৬

গমনপথ নির্মাণের পর মহাশ্বা ভরতের অতিপ্রিয়-  
শিবির নির্মাণের জন্য আধিকারিকেরা রমণীয় এবং অধিক  
পরিমাণে সুস্বাদু ফলসমৃদ্ধিত বৃক্ষসমাবৃত স্থান নির্মাণ করে  
সেখানে নানা অলংকারভূষিত গৃহ নির্মাণের জন্য কর্মীকে  
আদেশ দিলেন।

নক্ষত্রেষু প্রশস্তেষু মুহূর্তেষু চ তদ্বিদঃ।  
নিবেশান্ হ্যাপয়ামাসুর্ভরতস্য মহাশ্বনঃ॥ ১৭

বাস্তুকর্মবিদ বাস্তুকারগণ শুভ নক্ষত্র মুহূর্তে মহাশ্বা  
ভরতের জন্য শিবির নির্মাণ করলেন।

বহুশাংসূচ্যাস্তাপি পরিখাঃ পরিবারিতাঃ।  
তদ্রেম্ননীলপ্রতিমাঃ প্রত্যোদীবরশোভিতাঃ॥ ১৮

প্রাসাদমালাসংযুক্তাঃ সৌধপ্রাকারসংবৃতাঃ।  
পতাকাশোভিতাঃ সর্বে সুনির্মিতমহাপথাঃ॥ ১৯

বিসপস্তিরিবাকাশে বিটকগ্রবিমানকৈঃ।  
সমুচ্ছিতৈর্নিবেশান্তে বভূঃ শক্রপুরোপমাঃ॥ ২০

শিবিরগুলি সব বালুকারাশি দ্বারা উভয় তীরভূমি  
বাঁধানো ও মরকত মণিনির্মিত প্রতিমালোভিত পরিখাভেদিত

পতাকাশোভিত  
প্রাসাদমালা  
সুশোভিত  
পতাকাশোভিত  
নানা  
সুশোভিত  
পতাকাশোভিত  
নানা  
সুশোভিত  
পতাকাশোভিত  
নানা

জ্ঞান নানী  
ইহা

অনন্তর

যগবেরা মহ  
গইলেন।

দুর্গকোণা  
বহুঃ শ

প্রহ

উত্তম শ

ব ত

ভরতঃ

সে

যে শে  
কবতে  
ভরতঃ



মালা ও পত্রাকশোভিত; পান্যবত আনাসযুক্ত, সুধাধলসিত  
হুগুপ্রাসাদতুল্য প্রাসাদ ও রাজপথ-পারিত ইয়ে শোভা  
পাছিল।

জ্যেষ্ঠীঃ তু সমাসাদ্য বিবিশক্রমকাননাম্।  
দীপ্তমলপানীয়াং মহাদীনসমাকুলাম্ ॥ ১১  
সজ্জতারাজপথমন্তিতং যথা  
মজঃ কপায়ামমলং বিরাজতে।

নরেন্দ্রমার্গঃ স তদা সারাজত  
ক্রমেণ রম্যঃ শুভশিল্পিনির্মিতঃ ॥ ২২  
ক্রীড়ারত বড় বড় মংসাশোভিত বৃক্ষ ও শীতল  
পানীয় জলসমৃদ্ধিত গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত, উজ্জয়তীর বৃক্ষরাজি-  
শোভিত কাননসমরিত, চন্দ্র ও তারকাকশোভিত এই রাজপথ  
দক্ষ শিল্পী কর্তৃক নির্মিত নির্মল আকাশের মতো শোভা  
পাচ্ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অমোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে ব্রাহ্মায়ণের অমোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

### একাশীতিতম সর্গ (৮১)

প্রভাতে মঙ্গলবাদ্যধ্বনি শুনে ভরতের দুঃখ প্রকাশ ও বিলাপ, সভামধ্যে বসিষ্ঠদেবের  
আগমন এবং সভায় ভরত ও মন্ত্রীদের আহ্বান জানিয়ে দূত প্রেরণ

ভজো নাদীমুখীঃ রাত্রিঃ ভরতঃ সূতমাগথাঃ।  
তুহুঃ সবিশেষজ্ঞাঃ ত্বৈবৈর্মঙ্গলসংস্তবৈঃ ॥ ১

অনন্তর নাদীমুখের রাত্রিতে বিশেষজ্ঞ সূতেরা এবং  
মাগধেরা মঙ্গলসূচক স্তবের দ্বারা ভরতকে সম্বোধন করতে  
চাইলেন।

সুবর্ণকোণাভিহতঃ প্রাপদদ্যামদুশুভিঃ।

বহুঃ শঙ্খাংস্ত শতশো বাদ্যাংস্তোচ্চাচচন্দ্রান্ ॥ ২

প্রহরে প্রহরে সুবর্ণ দণ্ডাঘাতে দুশুভি, উচ্চাচচন্দ্রে  
শতশত শঙ্খ এবং অন্যান্য বাদ্য নিনাদিত হতে লাগল।

স তূর্যঘোষঃ সুমহান্ দিবমাপুরয়ামিব।

ভরতঃ শোকসন্তপ্তঃ তুয়ঃ শোকৈররজ্যাত্ ॥ ৩

সেই সুমহান বাদ্যধ্বনি আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত  
হয়ে শোকসন্তপ্ত ভরতকে যেন শোকাগ্নিতে পরিপাক  
করতে লাগল।

ততঃ প্রবৃক্ষো ভরতস্তঃ ঘোষণঃ সমিবর্ত্য চ।

নাহং রাজ্যেতি চোচ্চা তং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ ॥ ৪

সেই বাদ্যধ্বনি শুনে ভরত সচেতন হয়ে ‘আমি  
রাজা নই’ বলে বাজনা নিষিদ্ধ করে দিয়ে শত্রুঘ্নকে  
বললেন—

পশ্য শত্রুঘ্ন কৈকেয়া লোকস্যাপকৃতং মহৎ।

বিসৃজ্য ময়ি দুঃখানি রাজা দশরথো গতঃ ॥ ৫

‘শত্রুঘ্ন! দেখো, কৈকেয়ী জগতের কী ভীষণ ক্ষতি  
করেছেন, আর আমার উপর দুঃখরাশি ঢেলে দিয়ে  
মহারাজ দশরথ স্বর্গে চলে গেলেন!

তসৌখা ধর্মরাজস্য ধর্মমূলা মহান্ননঃ।

পরিভ্রমতি রাজশ্রোনোরিবাকর্ষিকা জলে ॥ ৬

‘মহাত্মা ধর্মরাজের এই রাজ্যের মূলে ছিল ধর্ম।  
এখন ধর্মরাজহীন সেই রাজলক্ষ্মী কর্ণধারহীন নৌকার মতো  
জলে টলমল করছে।

যো হি নঃ সুমহান্ নাথঃ সোহপি প্রব্রাজিতো বনে।

অন্যথা ধর্মমৎসঙ্গা মাতা মে রামবঃ অয়ম্ ॥ ৭

‘পিতৃভীম আমাদেব এই দুঃসময়ে যিনি ছিলেন আমাদেব মহান আধিপতি, মাতা কৈকেয়ী ধর্মকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেই রঘুনন্দন শ্রীরামকে বনবাসিত করেছেন।’

ইতোহং ভরতঃ বীণা বিলপজমচেতম্।

কণ্ঠা কক্ষদুঃ সর্বাঃ সুধরঃ শোণিতভদ্রা ॥ ৮

এইভাবে বিলাপ করতে করতে অচেতনা হয়ে গেলে, রাজপ্রাসাদহিত রমণীরা সকাতরে উঠেঃপরে কঁদতে লাগলেন।

তথা তপ্তম্ বিলপতি বসিষ্ঠো রাজধর্মবিৎ।

শতামিষুকুমাধস্য প্রবিবেশ মহাশাঃ ॥ ৯

ভরত যখন এইভাবে বিলাপ করছিলেন, সেই সময় রাজধর্মবিদ মহাশয় বসিষ্ঠদেব ইক্ষ্বাকুকুলের রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

শাতকুন্তময়ীঃ রম্যাঃ মণিহেমসমাকুলাম্।

সুধর্মামিব ধর্মাত্মা সগণঃ প্রতাপদাত ॥ ১০

স কাঞ্চনময়ঃ দীপ্তঃ স্বস্ত্যাক্তরশসংবৃতম্।

অখ্যাত সর্ববেদজ্ঞো দূতাননুশাশ চ ॥ ১১

সকল বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ধর্মাত্মা বসিষ্ঠদেব সুবর্ণ-নির্মিত মণিময় রমণীয় দেবসভাতুলা সেই রাজসভাগৃহে সশিষ্য প্রবেশ করে ‘স্বস্তিক’ চিহ্নযুক্ত আন্তরঙ্গমণ্ডিত আসনে উপবেশনপূর্বক দূতগণকে আদেশ দিলেন—

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ যোধানমাত্যান্ গণবল্লভান্।

কিত্রমানয়তাবায়াঃ কৃত্যমাত্যয়িকং হি মঃ ॥ ১২

সরাজপুত্রঃ শত্রুঘ্নঃ ভরতঃ চ যশস্বিনম্।

যুধাজিতঃ সুমন্ত্রঃ চ যে চ তত্র বিজ্ঞা কন্যাঃ ॥ ১৩

‘আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম আছে, অতএব, তোমরা প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের, যোদ্ধা তথা সেনাপতিদের, মন্ত্রীদের এবং জনপতি নেতৃবৃন্দকে সত্বর আহ্বান করে নিয়ে এসো। অন্য রাজকুমারদের সঙ্গে যশস্বী ভরত ও শত্রুঘ্নকে আহ্বান করে নিয়ে এসো। সেই সঙ্গে যুধাজিৎ, সুমন্ত্র এবং অপরাপর রাজহিতৈষীদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসবে!’

ততো হলহলাশব্দো মহান্ সমুদগতঃ।

বৈধর্যৈর্গজৈশ্চাপি জনানামুপগজতব্ ॥ ১৪

তখন রথ, হস্তী ও অশ্বের এবং জনগণের জলরোল দশদিক মুখরিত করে তুলল।

ততো ভরতমায়ান্তঃ শতক্রতুমিবামরাঃ।

প্রতানন্দন্ প্রকৃতয়ো যথা দশরথঃ তবাঃ ॥ ১৫

দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতারা যেমনভাবে অভিনয় করেন, ভরতকে আসতে দেবে, প্রজাবৃন্দ রাজা দশরথ যেমন সেইরকমভাবেই অভিনয় করল।

হ্রদ ইব তিমিনাগসংবৃতঃ

ত্মিমিতজলো মণিশম্পকরাঃ।

দশরথসুতশোভিতা সজা

সদশরথের বড়ব সা গুহা ॥ ১৬

রাজা দশরথের উপস্থিতিতে রাজসভাগৃহের রত দশরথপুত্র ভরতের দ্বারা শোভিত, সভাসদগণ-পরিপূর্ণ রাজসভাকে মণি, শম্প ও উপলবণ্ড-সমবিত তিমি নদী পরিপূর্ণ অগাধ হিরজলাশয়ের মতো দেখাছিল।

ইত্যার্দে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাঙ্গালীকীর্মে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮১ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

## দ্বাদশিতম সর্গ (৮২)

রাজ্যভিষিক্ত হওয়ার জন্য ভারতের প্রতি রাজপুত্রোহিত বশিষ্ঠের আদেশের অনৌচিত্য প্রদর্শনপূর্বক  
শ্রীরামকে অশোখাশোক রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করতে তাঁকে গিরিয়ে আনার জন্য  
সম্মে গাত্রা করতে সকলের প্রতি ভারতের নির্দেশ

রামাধিপত্যসম্পূর্ণাঃ ভারতঃ প্রপাং সভাম্।  
দশম বৃদ্ধিসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্রঃ নিশামিন ॥ ১

ব্রাহ্মণ ভবত দেখলেন, পূর্ণচন্দ্রশোভিতা রাত্রির  
মতো পূর্ণনীল সজ্জনবশ পরিবৃত সেই রাজসভা  
পূর্ণাভূত।

আসনানি দধানায়মার্গাণাঃ বিশতাঃ তস্যা  
ব্রাহ্মণপ্রজয়া দ্যোতিতা সা সভোত্তমা ॥ ২

দধাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট জ্ঞানীজনদের উত্তম  
বস্ত্র উজ্জ্বলা ও অঙ্গবাগে সেই উত্তম সভা সমুদ্ভাসিত।

স বিজ্ঞানসম্পূর্ণা সভা সুরূচিরা তথা।  
অশ্বাত ঘনাগায়ে পূর্ণচন্দ্রেব শবরী ॥ ৩

মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্র-সমুদ্ভাসিতা রাত্রির মতো,  
বিজ্ঞান-পরিবৃত সেই সভা বড়ই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

রাজত্ব প্রকৃতিঃ সর্বাঃ স সম্প্রেক্ষ্য চ ধর্মবিৎ।  
ইদং পুরোহিতো বাক্যং ভারতঃ মধু চত্রবীৎ ॥ ৪

ধর্মজ রাজপুত্রোহিত বশিষ্ঠদেব সভায় রাজার সকল  
প্রজাকে উপস্থিত দেখে ভারতকে মধুসূরে বললেন—

জাত রাজা দশরথঃ স্বর্গতো ধর্মমাতরন।  
ধনধান্যবতীঃ শ্রীতাং প্রদায় পৃথিবীং তব ॥ ৫

‘বৎস ! রাজা দশরথ ধনধান্যবতী সমৃদ্ধিশালিনী এই  
পৃথিবী তোমায় প্রদান এবং নিজে ধর্মমাতরণ করে স্বর্গত  
হয়েছেন।

রামত্বা সভাবৃতিঃ সভাঃ ধর্মমনুস্মরন।  
মাজ্জাং পিতুরাদেশং শশী জ্যোৎস্নামিবোদিতঃ ॥ ৬

‘সভাসম্মা শ্রীরামও তদ্রূপ সজ্জনধর্ম স্মরণ করে,  
উদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাকে ত্যাগ করে না, সেইরকম

পিত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন করেননি।

সিদ্ধা রাজা চ তে দত্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।  
কু কু কু সুসিতামাত্যঃ কিপ্রমেবাভিষেচয় ॥ ৭

উদিত্যন্ত প্রতীচ্যন্ত দক্ষিণাত্যন্ত কেবলাঃ।

কোটাগাথাঃ সামুদ্রা রত্নানুপহরন্ত তে ॥ ৮

‘দশরথ এবং শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে নিষ্কণ্টক রাজ্য  
দান করে গেছেন ; তুমিও শীঘ্র রাজ্যভিষিক্ত হয়ে মন্ত্রীদের  
প্রসন্ন করো। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিকের এবং  
সমুদ্রতীরবর্তী রাজারা তোমাকে কর প্রদান করুক।’

তজ্জুহ্বা ভারতো বাক্যং শোকেনাভিপরিপ্লুতঃ।  
জগাম মনসা রামঃ ধর্মজ্ঞো ধর্মকাক্ষয়া ॥ ৯

কুলগুরু বশিষ্ঠের সেই কথা শুনে ধর্মজ ভারত  
শোকাভিভূত হয়ে ধর্মপালনাকাক্ষায় মনে মনে শ্রীরামের  
শরণাগত হলেন।

সবাপকলয়া বাচ্য কলহঃস্বরয়ো যুবা।  
বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম্ ॥ ১০

হংসের কলধ্বনির ন্যায় স্বরবিশিষ্ট যুবক ভারত সেই  
সভামধ্যেই বাস্পগদগদ বাক্যে বিলাপ করতে করতে

কুলপুরোহিতকে অভিযোগ করে বললেন—

চরিতব্রহ্মচর্যস্য বিদ্যাপ্রাতস্য ধীমতঃ।  
ধর্মে প্রয়তমানস্য কো রাজা মদ্বিধো হরেৎ ॥ ১১

‘গুরুদেব ! যিনি ব্রহ্মচর্যপালনজনিত পবিত্র চরিত্র ;  
সর্ববিদ্যায় নিষ্কাত (শ্রেষ্ঠ পারদর্শী), প্রজ্ঞাবান ও ধর্মচরণে

যত্নশীল, তাঁর রাজ্য ; আমার মতে কোন্ পানী হরণ  
করবে ?

কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্ রাজ্যাপহারকঃ।  
রাজ্যং চাহং চ রামস্য ধর্মং বন্ধুমিহাহসি ॥ ১২

‘রাজা দশরথ থেকে জাত দশরথের পুত্র যে, সে কী  
করে পররাজ্যাপহারকারী হবে ? আমি এবং এই রাজ্য

তো রামেরই। এই বুঝে ধর্মসম্বন্ধ কথা বলাই আপনার  
উচিত।

জ্যোষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্মাত্মা দিলীপনবযোশমঃ।  
লজ্জমহতি কাকুৎস্থো রাজ্যং দশরথো যথা ॥ ১৩

‘রাম হচ্ছেন দিলীপ ও নব্বয়ের মতোই ধর্মাত্মা।



রাজা দশবর্ষের মতো কাকুৎস্থ শ্রীরামই রাজ্য লাভের  
অধিকারী।

অনার্যজুটমর্গাং কুর্যাং পাপমহং গদি  
ইত্য়াকুপামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংসনঃ। ১৪

‘আমি যদি হীনজনোচিত অসমীয়া পাপকর্ম করি ;  
তবে পৃথিবীতে আমি ইত্য়াকুপংশের কলঙ্করূপে প্রতিভাত  
হব।

যদি মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদপি রোচয়ে।

ইহহো বনদুর্গহং নমস্যামি কৃতাজলি॥ ১৫

‘আমার যা যে পাপকর্ম করেছেন, আমি তা ভালো  
মনে করি না। তাই আমি এখান থেকেই দুর্গম অরণ্যে  
অবস্থিত শ্রীরামকে কৃতাজলিপুটে প্রণাম জানাই।

রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা বিপদাং বরঃ।

জ্ঞাপ্যামি লোকানাং রাঘবো রাজ্যমহতি॥ ১৬

‘আমি শ্রীরামকেই অনুসরণ করব। নরোত্তম  
শ্রীরামচন্দ্রই এই রাজ্যের রাজা, রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রই  
পৃথিবীর রাজা হওয়ার যোগ্য।’

তথাকং ধর্মসংযুক্তং প্রহ্লা সর্বে সভাসদঃ।

হর্ষাশ্রুশ্রুতপ্রাপি রামে নিহিতচেতসঃ॥ ১৭

ভরতের সেই ধর্মযুক্ত কথা শুনে সভাসদ সকলে  
শ্রীরামে চিত্তার্পণ করে আনন্দাশ্রু মোচন করতে লাগলেন।

যদি দ্বার্যং ন শস্যামি বিনিবর্তয়িতুং বনাং।

বনে ভট্টবৎ বৎস্যামি যথার্যো লক্ষ্মণস্তথা॥ ১৮

ভরত আরও বললেন—‘যদি আমি দাদাকে ফিরিয়ে  
আনতে সক্ষম না হই তবে তাই লক্ষ্মণের মতো বনেই বাস  
করব।

সর্বোপায়ং তু বর্তিষ্যে বিনিবর্তয়িতুং বনাং।

সমক্ষমায়মিপ্রাণাং সাধুনাং গুণবর্তিনাম্॥ ১৯

‘গুণবান পূজনীয় সজ্জনদের সামনে আর্য  
রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার সবরকম চেষ্টাই আমি  
করব।

বিটিকর্মাক্তিকাঃ সর্বে মার্গশোধকদক্ষকাঃ।

প্রহাপিতা ময়া পূর্বং যাত্রা চ মম রোচতে॥ ২০

‘পথনির্মাণ কার্যে দক্ষ, বেতনভোগী ও অবৈতনিক,  
সবরকম কর্মীকেই আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি ; এখন

‘আমিও যেতে চাই।’

এবমুক্তা তু শর্মীক্সা ভরতো কাকুৎস্থসলা।

সমীপস্থমুপাভেদং সুমন্ত্রং মন্ত্রকেনিধম্॥ ২১

প্রাতঃকালং ধর্মীয়া ভরত সভাসদগণের সামনে এই

কথা বলে, নিকটে অবস্থিত মন্ত্রণাকুশল সুমন্ত্র

বললেন—

তুর্গমুখ্যায় গচ্ছে কং সুমন্ত্র মম শাসনায়।

যাত্রামাজ্যপায় কিপ্রং বলং চৈব সমানয়॥ ২২

‘সুমন্ত্রজি ! আপনি শীঘ্র চলুন ; আমার আদেশ

সকলকে যাওয়ার নির্দেশ দিন এবং সমর সৈন্যবাহিনীর

একত্রিত করুন।’

এবমুক্তাঃ সুমন্ত্রস্ত ভরতেন মহাশ্রনা।

প্রহষ্টাঃ সোহদিশং সর্বং যথাসংনির্দ্রষ্টবৎ॥ ২৩

মহাশ্রা ভরতের এই নির্দেশে সুমন্ত্র অত্যন্ত আনন্দিত

হয়ে, সেই আদেশকে নিজের অভীষ্টজ্ঞানে সকলকে

জানিয়ে দিলেন।

তাঃ প্রহষ্টাঃ প্রকৃতম্যো বলাধ্যাক্ষা বলস্য চ।

প্রহ্লা যাত্রাং সমাজ্ঞপ্তাং রাঘবস্য নিবর্তনে॥ ২৪

ভরত যোদ্ধাভ্যঃ সর্বা ভর্তুন সর্বান্ গৃহে গৃহে।

যাত্রাগমনমাজ্ঞায় ত্বরয়ন্তি স্ম হর্ষিতাঃ॥ ২৫

রঘুনন্দন রামকে ফিরিয়ে আনতে যাওয়ার জন্য

আদিষ্ট সকল প্রজাগণ ও সেনাপতিগণ অত্যন্ত আনন্দিত

হল, প্রতি গৃহে সৈনিকদের পত্নীগণও আহুদিষ্ট হু

যাত্রার জন্য স্ব-স্ব পতিকে তড়া দিতে লাগল।

তে হইয়ৈর্গৌরবৈঃ শীঘ্রং স্যন্দনৈশ্চ মনোজবৈঃ।

সহ যোষিষলাধ্যাক্ষা বলং সর্বমচোদয়ন্॥ ২৬

সেনাপতিরা সৈনিকসকলকে দ্রুতগামী অশ্ব, গো-

শকট অথবা মনোগতিসম্পন্ন রথে সশস্ত্র আক্রমণ

যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

সজ্জং তু তদ্ বলং দৃষ্টা ভরতো গুরুসন্নিধৌ।

রথং মে ত্বরয়ন্তেতি সুমন্ত্রঃ পার্শ্বতোহব্রবীৎ॥ ২৭

গুরু বশিষ্ঠের সন্নিকটে উপবিষ্ট ভরত, যাত্রার জন্য

সৈন্যদের সজ্জিত দেখে, সুমন্ত্রকে বললেন—‘শীঘ্র আমার

রথ নিয়ে আসুন।’

ভরতস্য তু তস্যাজ্ঞাং পরিপূহ্য প্রহর্ষিতা।

১৮ঃ গৃহীত্বোপযগৌ যুক্তঃ পরমবাজিতিঃ ॥ ২৮  
ভরতের আদেশ শিরোঘার্ঘ্য করে সুমন্ত্র সহর্ষে দ্রুত  
উত্তম অশ্বযোজিত রথ নিয়ে এলেন।

১৯ঃ রাঘবঃ সত্যবৃতিঃ প্রতাপবান্  
ক্রবন্ সুযুক্তঃ দৃঢ়সত্যবিক্রমঃ ॥  
২০ঃ মহারণ্যগতঃ যশস্বিনঃ

প্রসাদমিষান্ ভরতোহুত্বীং তদা ॥ ২৯  
সত্যসঙ্ক, প্রতাপশালী, দৃঢ়সঙ্কর যশবংশধর ভরত,  
হরণগো গত যশস্বী গুরুজন রামকে ফিরিয়ে আনাই তাঁর  
কুদৃশ্য বলে বললেন—

২১ঃ কুমুদায় সুমন্ত্র গচ্ছ  
বলস যোগায় বলপ্রধানান্ ॥  
২২ঃ জানেহুমিচ্ছামি হি তং বনহং

প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায় ॥ ৩০  
‘মহাশয় সুমন্ত্র ! আপনি উঠুন, শীঘ্র চলে যান,  
সেনাপতিদের সৈন্যসংগ্রহ করতে বলুন জগতের যজ্ঞদের

জনাই বনবাসিত রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করে ফিরিয়ে আনতে চাই।’  
স সূতপুত্রো ভরতেন সম্য-  
গাজ্ঞাপিতঃ সম্প্রসরিপূর্ণকামঃ ॥  
২৩ঃ ললস সর্বান্ প্রকৃতিপ্রধানান্

বলসা মুখ্যাস্ত সূহৃজ্ঞনঃ চ ॥ ৩১  
সুমন্ত্র ভরত কর্তৃক সম্যক নির্দেশিত হয়ে পূর্ণকাম  
হলেন আর প্রজাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের,  
বন্ধুদের এবং সেনাপতিদের সকলকে ভরতের আদেশ  
জানিয়ে দিলেন।

৩২ঃ সমুখায় কুলে কুলে তে  
রাজন্যবৈশ্যা বৃহদাস্ত বিপ্রাঃ ॥  
৩৩ঃ অযুজয়ন্তুস্তথান্ খরাংস্ত

নাগান্ হয়াংশ্চৈব কুলপ্রসূতান্ ॥ ৩২  
তখন ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা  
সকলে উঠে উট, রথ, গর্দভ, হস্তী এবং অশ্বসকলকে  
সজ্জিত করতে লাগলেন।

ইত্যার্বে শ্রীমদ্বামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে বামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

## দ্ব্যশীতিতম সর্গ (৮৩)

ভরতের বনযাত্রা এবং শূঙ্গবেরপুরে রাত্রিবাস

৩৪ঃ সমুখিতঃ কল্যামাহার্য সান্দনোত্তমম্ ॥  
৩৫ঃ প্রয়াগৌ ভরতঃ শীঘ্রঃ রামদর্শনকাম্যয়া ॥ ১  
অনন্তর প্রাতঃকালে উখিত হয়ে ভরত উত্তম সাজে  
সজ্জিত রথে আরোহণ করে শ্রীরামের দর্শনাকাম্যায় শীঘ্র  
যাত্রা করলেন।

৩৬ঃ প্রযযুস্তস্য সর্বে মন্ত্রিপুরোহিতাঃ ॥  
৩৭ঃ অধিকৃষ্টা হৈয়ৈযুজ্ঞান্ রথান্ সূর্যরথোপমান্ ॥ ২  
মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণ সূর্যের রথের তুল্য  
অশ্বচালিত রথে আরোহণ হয়ে আগে আগে চলতে লাগলেন।  
৩৮ঃ নবনাগসহস্রাণি কল্পিতানি যথাবিধি ॥

৩৯ঃ অযযুর্ভরতঃ যাত্তমিহুকুকুলনন্দনম্ ॥ ৩  
যথারীতি সজ্জিত নয় সহস্র হস্তী ইহুকুকুলনন্দন  
ভরতের চলার পথে অনুগমন করল।

৪০ঃ বটী রথসহস্রাণি ধর্মিনো বিবিধায়ুধাঃ ॥  
৪১ঃ অযযুর্ভরতঃ যাত্তঃ রাজপুত্রঃ যশস্বিনম্ ॥ ৪  
কীর্তিমান রাজপুত্র ভরতের যাত্রাকালে নানাবিধ  
অস্ত্রধারী ষাট হাজার রথারোহী যোদ্ধা তাঁর অনুগমন করল।  
৪২ঃ শতঃ সহস্রাণ্যশ্বানাং সমারুঢ়ানি রাঘবম্ ॥  
৪৩ঃ অযযুর্ভরতঃ যাত্তঃ রাজপুত্রঃ যশস্বিনম্ ॥ ৫

শত সহস্র অশ্বারোহী সেনা রথকুলনন্দন কীর্তিমান

রাজপুত্রের অনুসরণ করল।

কৈকেয়ী চ সুমিত্রা চ কৌশল্যা চ যশস্বিনী।

রামানয়নসম্ভটী যযুর্ধনেন জগতাঃ ॥ ৬

যশস্বিনী কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যা সম্ভটীচিহ্নে রামকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রয়াসে সমুজ্জ্বল রথে আকাত হয়ে যাত্রা করলেন।

প্রয়াতাপ্রার্থনং গাতা রামঃ স্টুঃ সলক্ষণম্।

তস্যৈব চ কথাশ্চিত্রাঃ কুর্বাণা হস্তমানসাঃ ॥ ৭

সঙ্কলনমণ্ডলী লক্ষণসহ রামকে দেখার মানসে, হস্তচিহ্নে তাঁদেরই বিষয়ে আলোচনা করতে করতে সানন্দ-চিন্তে ভরতের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

মেঘশ্যামঃ মহাবাহুঃ হিরসখঃ দূত্রেতম্।

কদা ব্রহ্মামহে রামঃ জগতঃ শোকনাশনম্ ॥ ৮

তাঁরা নিজেরা আলোচনা কবছিলেন—‘জগতের শোক বিনাশক, মহাবীর, হিরচিহ্ন, দূতসঙ্কল ঘনশ্যাম রামকে কখন দেখতে পাব?’

দৃষ্ট এব হি নঃ শোকমপনেষ্যতি রাঘবঃ।

তমঃ সর্বসা লোকসা সমুদ্যমিব ভাস্করঃ ॥ ৯

‘সূর্য উদ্ভিত হওয়ামাত্রই যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত করে, তদ্রূপ শ্রীরাম দেখামাত্রই আমাদের শোক দূর করবেন।’

ইভোবং কথয়ন্তস্তে সম্প্রহৃষ্টাঃ কথাঃ শুভাঃ।

পরিব্রজানাচ্চান্যোন্য়ং যযূর্ধনগরিকান্তদা ॥ ১০

অযোধ্যার নাগরিকেরা পরস্পর এইরকম মঙ্গলময় আলোচনা করতে করতে পরস্পর আলিঙ্গন করে ভরতের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

যে চ তত্রাপরে সর্বে সম্মতা যে চ নৈগমাঃ।

রামঃ প্রতিযযুর্হৃষ্টাঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ শুভাঃ ॥ ১১

অযোধ্যাবাসী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সম্মানিত অন্য নাগরিকেরা এবং সমৃদ্ধ বণিকেরা সকলে সানন্দে রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

মণিকারাস্ত যে কেচিৎ কুন্তকারাস্ত শোভনাঃ।

সূত্রকর্মবিশেষজ্ঞা যে চ শত্রোপজীবিনঃ ॥ ১২

মায়ূরকাঃ ক্রাকটিকা বেষকা রোচকাস্থা।

দন্তকারাঃ সুখাকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ ॥ ১৩

সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্থা কবলকারকাঃ।

স্নাপকোঞ্চোদকা বৈদ্যা ধূপকাঃ শৌভিকাস্থা ॥ ১৪

রজকাস্ত্রমবাস্যাস্ত

শৈল্যাস্ত সহ

সমাহিতা

গোরশৈর্ভরতঃ

অযোধ্যাবাসী

সূত্রকারগণ,

কাষ্ঠবিচ্ছেদগণ,

হস্তীদন্ত থেকে সামগ্রী

করার শিল্পীরা,

স্নাপকগণ

ধূপ ব্যবসায়ীরা,

প্রাণের সম্মাননীয় ব্যক্তি,

সমাহিতচিত্তে বেদজ্ঞ

গোকর

করলেন।

সুবেধাঃ

সর্বে

শুভ্র বসনে সুবেশিত

সুবজ্রিত হয়ে সকলে ভিন্ন ভিন্ন

অনুগমন করলেন।

প্রহৃষ্টমুদিতা সেনা

ব্রাহ্মরানয়নে

আনন্দ-প্রফুল্লিতচিত্তে

ফিরিয়ে আনতে প্রস্থিত,

অনুগমন করেছিল।

তে গতা

সমাসেদুস্ততো

তাঁরা সকলে রথ,

অনেক দূরপথ

উপস্থিত হলেন।

যত্র রামসখা

নিবসতাপ্রমাদেন

সাবধানে সেই দেশ

শুভ্র, জ্ঞাতিগণ

উপেতা

ব্যবতিষ্ঠত

ভরতের

সেই সেনাবাহিনী,

চন্দ্রক

গ্রামযোগমহত্তরা।

কৈবর্তকাস্থা

বৃক্সময়জাঃ

সহস্রাঃ

উত্তম কুন্তকার

মণিকারগণ,

অগ্নিনির্মাণ-কুশলীরা,

মণিমুক্তাদি ছিন্ন করতে নিপুণ

শিল্পীরা,

শৌখ রং

করার শিল্পীরা,

গন্ধবণিকগণ,

স্বর্ণকার,

কমলনির্মাতা,

জ্ঞাপকগণ

(যারা স্নান করায়),

জল গরম করার জন্য বাড়ি,

ধূপ ব্যবসায়ীরা,

মদ্য ব্যবসায়ীরা,

রজক, সীকন শিল্পী,

প্রাণের সম্মাননীয় ব্যক্তি,

সঙ্গীক অভিনেতারা,

কৈবর্তগণ,

সমাহিতচিত্তে বেদজ্ঞ

পুত্র চরিত্র ব্রাহ্মণেরা

প্রভৃতি সকলে

গোকর

গাড়িতে আরোহণ করে

ভরতের অনুগমন

করলেন।

শুভ্রবসনাস্ত্রাশ্রমটানুলেপিনঃ

সর্বে

তে

বিবিধৈর্বাণৈঃ

শনৈর্ভরতমঘয়ঃ ॥ ১৭

শুভ্র বসনে সুবেশিত ও

তদ্রবর্ণের অঙ্গরণে

সুবজ্রিত হয়ে সকলে ভিন্ন ভিন্ন

যানারোহণে ভরতের

অনুগমন করলেন।

প্রহৃষ্টমুদিতা সেনা

সাম্রাট কৈকেয়ীসুতঃ।

ব্রাহ্মরানয়নে

যাতং ভরতং

ব্রাহ্মবৎসলম্ ॥ ১৮

আনন্দ-প্রফুল্লিতচিত্তে

সৈনিকগণ

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে

ফিরিয়ে আনতে প্রস্থিত,

ব্রাহ্মবৎসল কৈকেয়ীসুত ভরতের

অনুগমন করেছিল।

তে গতা

দূরমঞ্চানং

রথয়ানাসুকুঞ্জরৈঃ।

সমাসেদুস্ততো

গঙ্গাং

শৃঙ্গবেরপূরং

প্রতি ॥ ১৯

তাঁরা সকলে রথ,

শকট, গজ ও

অশ্বারুঢ় হয়ে

অনেক দূরপথ

গিয়ে শৃঙ্গবেরপূরের

নিকটে গঙ্গাতীরে

উপস্থিত হলেন।

যত্র রামসখা

বীরো

গুহ্যে

জ্ঞাতিগণ

পরিবৃত হয়ে

সেখানে

বাস করছিলেন।

উপেতা

তীরং

গঙ্গায়ান্ধ্রবাকৈরলঙ্কৃতম্।

ব্যবতিষ্ঠত

সা

সেনা

ভরতস্যানুযায়িনী ॥ ২১

ভরতের

অনুগামী

সেই

সেনাবাহিনী,

চন্দ্রক



সুশোভিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে থেমে গেল।  
 রিক্তকানুশিতাং সেনাং তাং চ গঙ্গাং শিবোদকাম্।  
 ভরতঃ সচিবান্ সর্বানব্রবীদ্ বাক্যকোনিদঃ ॥ ২২  
 পবিত্রসলিলা গঙ্গাকে দর্শন করে এবং বিগ্রামরত  
 সেনাবাহিনীকে ক্লান্ত দেখে বাক্কুশলী ভরত মন্ত্রিগণকে  
 বললেন—  
 নিকেশরত মে সৈন্যমভিপ্রায়েণ সর্বতঃ।  
 বিপ্রাভ্যঃ প্রতরিষ্যামঃ শ্ব ইমাং সাগরজমাম্ ॥ ২৩  
 'আমার সৈন্যবাহিনীকে ইচ্ছামতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে  
 বিগ্রাম করতে দিন ; কাল সকালে আমরা সাগরগামিনী এই  
 নদীকে অতিক্রম করে যাব।  
 দাতুং চ তাবদিচ্ছামি স্বর্গতস্য মহীপতেঃ।  
 ঈর্ষদেহনিমিত্তার্থমবতীর্যোদকং নদীম্ ॥ ২৪  
 'আমি এই গঙ্গানদীতে অবতরণ করে স্বর্গত

মহারাজের ঈর্ষদেহ নিমিত্ত অজাঞ্জলি দানের (তর্পণ  
 করার) ইচ্ছা করছি।'  
 তইশাবং ক্রবতোহমাত্যাক্ষেভ্যাক্ষা সমাহিতাঃ।  
 নাবেশয়ঃস্বাঃশ্বদেন যেন সেন পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫  
 ভরত এই কথা বললে, অমাত্যগণ 'তাঁই হোক',  
 এই বলে, তাঁর নির্দেশ স্বীকার করে, সৈনিকদের পৃথক  
 পৃথক স্থানে সমিবেশিত করলেন।  
 নিবেশ্য গঙ্গামনু তাং মহানদীং  
 চমুং বিধানৈঃ পরিনর্হশোভিনীম্।  
 উবাস রামস্য তদা মহান্ননো  
 নিচ্ছিন্নমানো ভরতো নিবর্তনম্ ॥ ২৬  
 মহানদী গঙ্গার তীরে, সাময়িক বেশভূষাশোভিত  
 সেনাবাহিনীকে সমিবেশিত করে, মহান্না রামের কথা চিন্তা  
 করতে করতে ভরত সেই স্থানেই অবস্থান করলেন।

ইত্যর্ধে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্তি আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

### চতুরাশীতিতম সর্গ (৮৪)

ভরতের সেনাবাহিনী দর্শনে, রামের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় নিষাদরাজ গুহ কর্তৃক আতিথের  
 প্রতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে উপচার দ্রব্যাদিসহ ভরতের নিকট  
 গমন ও আতিথ্য গ্রহণের জন্য ভরতের প্রতি গুহের অনুরোধ

ভজো নিবিষ্টাঃ স্বজিনীং গঙ্গামধ্যপ্রিতাং নদীম্।  
 নিষাদরাজো দৃষ্ট্বৈব জ্ঞাতীন্ স পরিতোহব্রবীৎ ॥ ১  
 এদিকে গঙ্গার তীরভূমি আগ্রহ করে সৈন্য-  
 শিবিরের স্বজা দেবে নিষাদরাজ গুহ সমবেত আত্মীয়দের  
 বললেন—  
 মহতীঃসমিতঃ সেনা সাগরভা প্রদৃশাতে।  
 নাস্যাত্তমবগচ্ছামি মনসাপি বিবিচক্ষয়ন্ ॥ ২  
 'বন্ধুগণ ! এখান থেকে অদূরে বিশাল সেনাবাহিনী  
 দেখা যাচ্ছে। মনে মনে অনেক ভেবেও এর কুলকিনারা  
 পাচ্ছি না।  
 যদা নু খলু দুর্ভিক্ষভরতঃ স্বয়মাগতঃ।

স এষ হি মহাকায়ঃ কোবিদারক্ষকো যথো ॥ ৩  
 'রথশীর্ষে রক্তকাঞ্চনের চিহ্নযুক্ত বিশাল স্বজা দেখা  
 যাচ্ছে ; মনে হয় ভরত নিশ্চয়ই কোনও দুর্ভিক্ষ নিয়ে  
 এসেছে।  
 বন্ধুরিষ্যতি বা শাশৈরথ বাস্মানু বধিষ্যতি।  
 অনু দাশরথিঃ রামঃ পিত্তা রাজ্যাদ্ বিবাসিতম্ ॥ ৪  
 'মনে হয় আমাদের পাশবন্ধ অথবা বধ করবে ;  
 তারপর পিতা কর্তৃক নির্বাসিত দাশরথি রামের বিনাশসাধন  
 করবে।  
 সম্পন্নঃ প্রিয়মহিচ্ছঃস্বস্য রাজঃ সুদুর্লভম্।  
 ভরতঃ কৈকেয়ীপুত্রো হস্তঃ সমধিপচ্ছতি ॥ ৫

‘কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজা দশরথ-এর সুদুর্লভ  
রাজলক্ষীকে এবং সকল রাজৈশ্বর্য একটি ভোগ করায়  
মানসে রামকে ত্যাগ করতে আসছে।

ভর্তা চৈব সখা চৈব নামো দাশরথির্মম।  
তস্যার্থকামাঃ সগন্ধা গঙ্গাপুণেহত্র তিষ্ঠত। ৬

‘দাশরাথি রাম আমার প্রভুও বটে, আমার যিও ;  
(অতএব) তাঁর হিতার্থে তোমরা সকলে সজ্ঞবদ্ধ হয়ে  
গঙ্গাতীরে অবস্থান করো।

তিষ্ঠন্তু সর্বদাশান্ত গঙ্গাময়াশ্রিতা নদীম্।  
বলযুক্তা নদীরক্ষা মাংসমূলফলশাখাঃ ॥ ৭

‘ফলমূল আদি আহার করে দাসেরা সকলে গঙ্গাবক্ষে  
(গঙ্গাতীরে) অবস্থানপূর্বক নদীকে রক্ষা করুক।’

নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাং শতং শতম্।  
সমজানাং তথা যুনাং তিষ্ঠন্তিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥ ৮

গুহ আরও নির্দেশ দিলেন—‘আমার পাঁচশত নৌকার  
প্রত্যেকটিতে এক-এক শত করে বলশালী কৈবর্ত যুবক  
আবোহণ করে অবস্থান করুক।’

যদি তুষ্টন্তু ভরতো রামসোহ ভবিষ্যতি।  
ইয়াং বহ্নিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি ॥ ৯

গুহ আরও বললেন—‘রামের প্রতি ভরতের  
মনোভাব যদি সন্তোষজনক হয়, তবে ভরতের কল্যাণকারী  
সেনারা আজ গঙ্গা নদী পার হতে পারবে।’

ইত্যুৎপোষায়নং গৃহ্য মৎস্যমাংসমধুনি চ।  
অভিচ্চক্রাম ভরতঃ নিষাদাধিপতির্গুহঃ ॥ ১০

অনুচরদের এই নির্দেশ দিয়ে নিষাদরাজ গুহ মিছরি,  
ফলের মূল ও মধু উপহার নিয়ে ভরতের কাছে গেলেন।  
তমায়ত্ত্বং তু সন্ত্ৰেক্ষ্য সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।  
ভরতায়্যচচক্ষেৎ সমযজ্ঞো বিনীতবৎ ॥ ১১

গুহকে আসতে দেখে, সমরোচিত কর্তব্যাকর্তবাজ  
প্রতাপশালী সুমন্ত্র ভরতকে বিনীতভাবে বললেন—

এষ জ্ঞাতিসহস্রেশ হুপতিঃ পরিবারিতঃ।  
কুশলো দশকারণো বৃদ্ধো জ্ঞাতৃশ্চ তে সখা ॥ ১২

ভ্রম্মাং শশ্যতু কাকুৎস্থ জ্ঞাং নিষাদাধিপো গুহঃ।

অসংশয়ং বিজানীতে যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ ১৩

‘কাকুৎস্থকুলনন্দন ভরত ! অরণ্যবাসী ও সহস্র  
জ্ঞাতিজন পরিবৃত এই বৃদ্ধ নিষাদরাজ গুহ আপনার জ্যেষ্ঠ  
প্রাজা শ্রীরামের মিত্র। ইনি দশকারণের সকল স্থান ও শত্রু  
সমুদ্রে অভিজ্ঞ। রাম-লক্ষ্মণ কোথায় আছেন, তা ইনি  
নিশ্চয়ই জানেন। অতএব তুমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হও।’

এতৎ তু বচনং শ্রদ্ধা সুমন্ত্রাদ্ ভরতঃ শুভম্।  
উদ্যত বচনং শীঘ্রং গুহঃ শশ্যতু মমিতি ॥ ১৪

সুমন্ত্রের কাছ থেকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে  
ভরত বললেন—‘নিষাদরাজ গুহ শীঘ্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ  
করুন।’

লঙ্কানুজাং সম্প্রহৃষ্টৌ জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ  
আগম্য ভরতঃ প্রহ্লা গুহো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫

ভরতের অনুমতি পেয়ে উল্লসিত গুহ জ্ঞাতিজন-  
পরিবৃত হয়ে এসে ভরতকে বিনম্র বচনে বললেন—

নিষ্কুটৈশ্চৈব দেশোহয়ং বক্ষিতাশ্চাপি তে বহুম্।  
নিবেদয়াম তে সর্বং স্বকে দাশগৃহে বস। ১৬

‘উপবনশোভিত অরণ্যস্থ এই সকল গৃহ, আপনার  
পূর্বে না-জানিয়ে এসে আমাদের বক্ষিত করেছে।  
আমরা নিবেদন করছি, আপনাদের এই দাসের গৃহে  
বাস করুন।

অস্তি মূলফলং চৈতন্নিষাদৈঃ স্বয়মর্জিতম্।  
আদ্রং শুষ্কং তথা মাংসং বন্যং চোচ্চাবচং তথা ॥ ১৭

‘নিষাদদের নিজেদের দ্বারা আহৃত এইসব ভালো-  
মন্দ ফলমূল আছে ; তাদের মধ্যে কিছু ফল টাটকা, কিছু  
শুষ্ক, কিছু বা শাঁসযুক্ত। এই সকল ফল গ্রহণ করুন।  
আশংসে স্বাশিতা সেনা বৎসাতোনাং বিভাবরীম্।  
অর্চিতো বিবিধৈঃ কামৈঃ শ্বঃ সসৈন্যো গমিষ্যসি ॥ ১৮

‘আশা করি, আপনার সৈন্যেরা আজ এখানে  
আহার সমাপন করে রাত্রিযাপন করবে। আপনিও বিবিধ  
কামাদ্রব্য-সকল দ্বারা সংকৃত হয়ে আজ রাত্রিতে এখানে  
অবস্থানপূর্বক আগামীকাল সসৈন্যে অন্যত্র প্রস্থান  
করবেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাম্পীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

মহর্ষি বাম্পীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

## পঞ্চাশীতিতম সর্গ (৮৫)

গৃহের সঙ্গে ভরতের আলাপ এবং ভরতের শোক

এবমুক্ত ভরতো নিষাদাধিপতিঃ গৃহম্।  
প্রত্যাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং হেতুর্ভসংহিতম্॥ ১

নিষাদরাজ গৃহ এই কথা বললে, মহাপ্রাজ্ঞ ভরত  
গৃহকে প্রয়োজনীয় যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বললেন—

উর্জিতা খলু তে কামঃ কৃতো মম গুরোঃ সখ্যে।  
যো মে হৃদীদৃশীং সেনামভ্যর্চয়িতুমিচ্ছসি॥ ২

‘ভ্রাতঃ ! আপনি আমার গুরুর (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার)  
সখা। আপনি যে আমার এই বিশাল সেনাবাহিনীর সৎকার

করতে চেয়েছেন, আপনার এই ইচ্ছা অতীব বলবতী  
(আমি আপনার এই ইচ্ছাকে স্বাগত জানাই)’

ইতুঙ্কা স মহাতেজা গৃহং বচনমুত্তমম্।  
অব্রীদ্ ভরতঃ শ্রীমান্ পহানং দর্শয়ন্ পুনঃ॥ ৩

গৃহকে এই মনোরম কথাগুলি বলে মহাতেজস্বী  
শ্রীমান ভরত অঙ্গুলিসন্ধিতে নিজেই রামের গমনপথ

দেখিয়ে আবার তাঁকে উত্তম বাক্যে বললেন—  
কতরোণ গমিষ্যামি ভরতাজ্ঞাপ্রমং যথা।

গহনোৎসং ভৃশং দেশো গঙ্গানুপো দূরতায়ঃ॥ ৪

‘জলপ্লাবিত গঙ্গাতীরের এই গহন বনপথ অতীব  
দুর্গম কোন পথে আমি ভরতাজ্ঞাপ্রমে যাব?’

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।  
অব্রীৎ প্রাজ্ঞলিভূত্বা গৃহো গহনগোচরঃ॥ ৫

গৃহ গহন অরণ্যের পথঘাট সব কিছু জানেন তাই  
ধীমান রাজপুত্রের কথা শুনে তিনি করজোড়ে বললেন—

দাশকুণ্ডগমিষ্যন্তি দেশজ্ঞাঃ সুসমাহিতাঃ।  
অহং চানুগমিষ্যামি রাজপুত্র মহাবলঃ॥ ৬

‘হে মহাবীর রাজকুমার ! যারা এই বনপথ  
কলোভাবে জানে, সেই দাসেরা সাবধানে আপনার

অনুগমন করবে। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।  
কচ্ছি দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ।

ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে॥ ৭

‘কিন্তু, আপনার এই বিশাল সেনাবাহিনী আমার  
মনে ভীতির সঞ্চার করেছে, অক্রিষ্টকর্মা রামের প্রতি

কোনওরূপ দুর্বুদ্ধি নিয়ে আপনি যাচ্ছেন না তো?’  
তমেবমভিভাষন্তমাকাশ ইব নির্মলঃ।

ভরতঃ শ্রদ্ধয়া বাচা গৃহং বচনমব্রবীৎ॥ ৮

গৃহ ভরতকে এই কথা বললে, আকাশের মতো  
নির্মলমনা ভরত মধুর বাক্যে গৃহকে বললেন—

মা ভূৎ প কালো যৎ কষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি।  
রাঘবঃ স হি মে ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো মতঃ॥ ৯

‘হে নিষাদরাজ ! এমন কাল (দুঃসময়) যেন না-  
আসে ! আমাকে আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই !

কারণ, রঘুনন্দন রাম আমার পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।  
তং নিবর্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্।

বুদ্ধিরন্যা ন মে কার্ষা গৃহ সত্যং ব্রবীমি তে॥ ১০

‘গৃহ ! আমার সম্মুখে আপনি বিরূপ চিন্তা করবেন  
না। আপনাকে সত্য বলছি, কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে

আমি বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি।’  
স তু সংকষ্টবদনঃ শ্রদ্ধা ভরতভাষিতম্।

পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং ভরতঃ প্রতি হর্ষিতঃ॥ ১১

গৃহও ভরতের উত্তর শুনে প্রসন্ন বচনে হৃষ্টচিত্তে  
আবার তাঁকে বললেন—

ধনাত্ত্বং ন হুয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।  
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যত্নং তাক্ষুমিহেচ্ছসি॥ ১২

‘ধন্য আপনি ! আপনার সদৃশ নির্লোভ ব্যক্তি আমি  
এই জগতে দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি ; কারণ, বিনা চেষ্টায়

হস্তগত রাজ্যকে আপনি নির্বিধায় পরিত্যাগ করতে  
চাইছেন !

শাশ্বতী খলু তে কীর্তির্লোকাননু চরিষ্যতি।  
যত্নং কচ্ছুগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি॥ ১৩

‘কষ্টকর বনবাস থেকে রামকে যে আপনি ফিরিয়ে



নিম্নে যেতে চাইছেন, সেই হেতু আপনাব শাস্ত্র কীর্তি  
অগতে চিত্তপ্রসার লাভ করবে।

এবং সন্তোষমায়স্য শুভস্য ভরতঃ তদা।

মহতী নষ্টপ্রভা সূর্যো রাজনী চাক্ষুঃবর্তত ॥ ১৪

ভরতের প্রতি শুভের এইরকম সম্ভাষণ প্রদানকালে  
সূর্যের দ্বাতি দান করে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল।

সমিবেশা ন তাত্ সেনাঃ শুভেন পরিতোষিতঃ।

শত্রুঘ্নেন সমঃ শ্রীমাহুঘ্নমঃ পুনরাগমঃ ॥ ১৫

শুভের আপ্যায়নে পরিতুষ্ট ভরত সেনাবাহিনীকে  
যথাহানে সমিবেশিত করে শত্রুঘ্নের সঙ্গে শয়ন করতে  
গেলেন।

রামচিহ্নময়ঃ শোকো ভরতস্য মহান্বনঃ।

উপহিতো হ্যনর্হস্য ধর্মপ্রেক্ষ্য তাদৃশঃ ॥ ১৬

ভরতের মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি শোকের অযোগ্য কিন্তু  
তিনিও জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের ক্রোশচিত্তায় অবর্ণনীয় শোকে  
নিমগ্ন হলেন।

অন্তর্দাহেন মহনঃ সজাপন্নতি রাঘবম্।

বনদাহাগ্নিসত্ত্বঃ গৃদোছাগ্নিরিব পাদপম্ ॥ ১৭

বৃক্ষের কোটরগত গৃঢ় অগ্নি যেমন দাবানল হয়ে বৃক্ষ  
তথা অরণ্যকে দহ করে, তদ্রূপ (পিড়বিয়োগ হেতু)  
শোকাগ্নিকণা (রাম বিরহানলসদৃশ) শোকানল হয়ে  
রঘুনন্দন ভরতকে অধিক সজ্ঞাপিত করতে লাগল।

প্রসূতঃ সর্বগাত্রেভ্যঃ বেদঃ শোকাগ্নিসম্ভবম্।

যথা সূর্যাস্তসমুত্তো হিমবান্ প্রসূতো হিমম্ ॥ ১৮

সূর্যাকিরণজনিত উত্তাপে হিমালয়ের বরফ যেমন  
বিগলিত হয়ে জলপ্রপাতরূপে পতিত হয়, তদ্রূপ  
শোকাগ্নির উত্তাপে ভরতের দেহ থেকে ধর্ম নির্গত হতে

লাগল।

ধ্যাননির্মেরশৈলেন

দৈবপাদপসংঘেন

প্রমোহানন্তসংঘেন

আক্রান্তো দুঃখশৈলেন

কৈকেয়ীসুত ভরত সেই সময় যেন শোকরূপ  
পর্বত দ্বারা আক্রান্ত হলেন। শ্রীরামের চিত্তই যেন সেই  
শোক-পর্বতের নিশ্চিহ্ন প্রস্তর। পর্বতের খাতুখারার মতো  
শোকাক্রান্ত নির্গত হচ্ছিল। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের বিমুগ্ধ  
বৃক্ষরূপে, শোকোচ্ছ্বাস পর্বতশৃঙ্গরূপে প্রতীত হচ্ছিল।  
পর্বতারণের অসংখ্য প্রাণীরূপে ভরতের মোহ আর  
পর্বত গাত্রস্থ ওষধিবৃক্ষ এবং বেণুবন মনস্তাপরূপে  
বিবাজিত।

বিনিঃশ্বসন্ বৈ ভূশদূর্মনাত্তঃ

প্রমূন্সঃস্তঃ পরমাপদং গতঃ।

শমং ন লেভে হৃদয়ঙ্করার্বিতো

নরর্ষভো যুধমতো যধর্ষভঃ ॥ ২১

মনোদুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চেতনা হারিয়ে  
মানসিক জরাক্রান্ত, দীড়িত নরশ্রেষ্ঠ ভরত যুধমত  
মহাবৃষের ন্যায় ভীষণ বিপদাপন্ন।

শুভেন সার্থঃ ভরতঃ সমাগতো

মহানুভবঃ সজনঃ সমাহিতঃ।

সুদূর্মনাত্তঃ ভরতঃ তদা পুন-

র্ভহঃ সমাশ্বাসয়ম্যজ্ঞং প্রতি ॥ ২২

স্বজন-পরিবৃত মহানুভব ভরত শান্ত মনে শুভে  
সঙ্গে মিলিত হলেন। জ্যেষ্ঠ রামের বিরহে শোকাক্রান্ত  
ভরতকে তখন শুভ আশ্বাস প্রদান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

## মড়শীতিতম সর্গ (৮৬)

নিবাদরাজ গুহ কর্তৃক শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের ভক্তি ও মানসিক দুঃখের বর্ণনা

জানক্যেহম সত্তাবং লক্ষ্মণস্য মহাম্মনঃ।

জরায়ুপ্রমেয়ায় গুহো গহনগোচরঃ। ১

অনন্তর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গুহ অপরিমেয় গুণসম্পন্ন  
রাজের কাছে মহাত্মা লক্ষ্মণের সদগুণাবলীর বর্ণনা করতে  
লাগলেন—

জ্ঞাপ্রভং গুপৈর্গুভং বরচাপেশুধারিণম্।

মাতৃগুণ্যর্মতত্ত্বমহং লক্ষ্মণমব্রুবম্। ২

‘জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রক্ষার জন্য দিবারাত্র জ্ঞাপ্রভ  
শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী, অশেষ গুণসম্পন্ন, লক্ষ্মণকে আমি  
বলেছিলাম—

হং তাত সুখা শয্যা স্বদর্শমুপকল্পিতা।

প্রজ্ঞানিহি শেধাস্যাং সুখং রাঘবনন্দন॥ ৩

উচ্চিতোহয়ং জনঃ সর্বো দুঃখানাং ত্বং সুখোচ্চিতঃ।

ধর্মরাক্ষস্যা গুণার্থং আগরিষ্যামহে বয়ম্॥ ৪

‘বৎস ! এই সুবশ্য্য তোমাবই জন্য রচিত  
হয়েছে হে রঘুনন্দন ! আশ্রয় হয়ে তুমি এখানে শয়ন  
করো আমি এবং বনবাসী এই জনগণ কষ্ট সহ্য করতে  
অত্যন্ত ; কিন্তু তুমি সুবভোগে অত্যন্ত (অতএব কষ্ট সহ্য  
করতে অসমর্থ)। হে ধর্মান্ন ! শ্রীরামের রক্ষার জন্য  
যায্যাই জেগে থাকব।

নহি রামাং প্রিয়তরো মমাস্তি ভূবি কশ্চন।

মেৎসূকো ভূবীমোতদখ্য সত্যং তবাপ্রভঃ॥ ৫

‘আমি তোমায় সত্য বলেছি — এই জগতে রাম  
অপেক্ষা প্রিয়তর আমার আর কেউ নেই ; অতএব, তুমি  
রামের জন্য উদ্বিগ্ন হোয়ো না।

জস প্রসাদাদাশংসে লোকেহস্মিন্ সুমহদ্বশঃ।

ধর্মবান্ধিং চ বিশূলমর্থকামৌ চ কেবলৌ॥ ৬

‘কেবল তাঁরই অনুগ্রহে আমি ইহলোকে ধর্মপথে  
মহত কষ্ট, বিস্তৃত অর্থ ও কাম্যবস্ত্রপ্রাপ্তির আশা করি।

দোহঃ প্রিয়সখ্যং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।

দ্বিধ্যামি ধনুশ্চাপিঃ সর্বৈঃ সৈব্জাতিভিঃ সহ॥ ৭

‘আমি আমার আত্মীয়দের সঙ্গে ধনুর্বাণ নিয়ে

সীতাসহ শয়ান রামচন্দ্রকে রক্ষা করব।

নহি মেহবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেহস্মিন্শরতঃ সদা।

চতুরঙ্গং হ্যপি বলং প্রসহেম বয়ং যুধি॥ ৮

‘আমি এই অরণ্যেই সর্বদা বিচরণ করি, অতএব  
এখানকার কিছুই আমার অবিদিত নয়। এখানে চতুরঙ্গ  
সেনাবাহিনীর শক্তিও আমি সহ্য করতে পারব।’

এবমস্মাভিরুক্তেন লক্ষ্মণেন মহাম্মনা।

অনুনীতা বয়ং সর্বৈঃ ধর্মমেবানুপশ্যতাঃ॥ ৯

‘মহারাজ, আমি এবং আমার অনুচরেরা এইরকম  
বললে, ধর্মপথাবলম্বী লক্ষ্মণ অনুনয় করে আমাদের  
বললেন—

কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।

শক্যা নিদ্রা ময়া লঙ্কুং জীবিতানি সুখানি বা॥ ১০

‘মহারাজ, দশরথনন্দন রাম পত্নী সীতাসহ  
ভূমিশয্যা অবলম্বন করবেন দেখেও আমি কীভাবে  
জীবনধারণ বা সুখ উপভোগ করব ?

যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।

তং পশ্য গুহ সংবিষ্টং তুশেষু সহ সীতয়া॥ ১১

‘মহাশয় ! দেবতা ও অসুরেরা মিলিত হয়েও যার  
বীর্যবত্তা সহ্য করতে অক্ষম, দেখুন, তিনিই সীতাসহ ভূগ-  
শয্যায় শুয়ে আছেন !

মহত তপসা লঙ্কো বিবিধৈশ্চ পরিশ্রমৈঃ।

একো দশরথস্যৈষ পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ॥ ১২

অস্মিন্ প্রব্রাজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি।

বিধবা মেদিনী নুনং কিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥ ১৩

‘রাজা দশরথ কঠোর পরিশ্রম ও তপস্যায় করে  
নিজের মতো সুলক্ষণযুক্ত একটিমাত্র পুত্র (জ্যেষ্ঠরূপে)  
পেয়েছেন। সেই পুত্র বনবাসিত হওয়ায় রাজা আর  
বেশিদিন বাঁচবেন না এবং ধরিত্রীও সন্তান বিধবা হবেন।

বিনদ্য সুমহানাদং প্রমেদোপরতাঃ স্থিরঃ।

নির্বোধো বিরজো নুনমদ্য রাজনিকেশনে॥ ১৪

‘রাজ্যন্তঃপুরবাসিনী মহিষীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন

কবতে কবতে ক্রান্ত হয়ে ক্রন্দন থেকে বিরত হয়েছেন,  
রাজকন্যেও এখন নিশ্চয়ই ক্রন্দনক্ষয়িণী খেমে গেছে।

কৌশল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।

নাশংসে যদি তে সৰ্বে জীবেষুঃ শৰীরািমাম্॥ ১৫

“আমার জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যা, মহারাজ দশরথ  
এবং আমার গর্ভধারিণী মাতা সুমিত্রা আজ রাত্রিতেই  
জীবিত থাকবেন, সেই আশা করতে পারছি না।

জীবেষু চ মে মাতা শত্রুস্যাশ্রয়বেক্ষরা।

সুখিতা যা হি কৌশল্যা বীরসূরিনশিষ্যতি॥ ১৬

“আমার মা শত্রুদ্রকে দেখে বেঁচেও থাকতে  
পারেন ; কিন্তু একমাত্র বীরপুত্রপ্রসবিনী কৌশল্যা  
পুত্রশোকে মৃত্যুবরণই করবেন।

অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।

রাজ্যে রামমনিষ্কিয়া পিতা মে বিনশিষ্যতি॥ ১৭

“মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায়, রাজ্যে রামকে অভিষিক্ত  
করতে না পারায় এবং সেই শুভ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায়  
আমার পিতা শোকাভিভূত হয়ে অবশ্যই মৃত্যুবরণ  
করবেন।

সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃদ্ধং তন্মিন্ কালে হ্যপহ্নিতে।

প্রেতকার্ষেণ সর্বেষু সংজ্ঞরিষ্যতি ভূমিশম্॥ ১৮

“মৃত্যুসময় উপস্থিত হলে, যাঁরা তাঁর প্রেতকার্যসকল  
করবেন তারাই ধনা হবেন।

রমাচক্ষুরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্।

হর্ম্যপ্রাসাদসম্পন্নাং সর্বরত্নবিভূষিতাম্॥ ১৯

গজানুরথসম্বাধাং তূর্ণনাদবিনাদিতাম্।

সর্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্॥ ২০

আরামোদ্যানসম্পূর্ণাং সমাজোৎসবশালিনীম্।

সুখিতা বিচরিষ্যতি রাজধানীং পিতৃমম॥ ২১

“আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যানগরী রমণীয়

চন্দ্রসমমুখিত মনোহর প্রাসাদে সমৃদ্ধিতা ; রাজপথগুলি  
সুখিনান্ত। সেখানে সর্বপ্রকার রত্ন বিভূষিত বাড় বাড় ধর্ম  
রাজপথসকল অশ্ব, গজ ও বশ্চলার শব্দে মুখরিত। স্তম্ভ  
ধ্বনি মুখরিত। যেখানকার জনগণ হৃষ্টপুষ্ট, মনো ভবে  
ভ্রমণবিলাসী জনগণের জন্য রমণীয় সুসজ্জিত উদ্যান  
নানাবিধ সামাজিক উৎসব-মুখরিত সেই রাজধানীতে  
জনগণ আনন্দে বিচরণ করে।

অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্থং কুশলিনা বয়ম্  
নিবৃত্তে সময়ে হ্যস্মিন্ সুখিতাঃ প্রবিশেমহি ॥ ২২

“নির্দিষ্ট সময় শেষে সত্যপ্রতিজ্ঞ রাখের সুর  
আমরা সেই অযোধ্যানগরীতে মঙ্গলভাবে আনন্দে প্রবেশ  
করতে পারব কি ?”

পরিদেবরমানস্য তসৌবং হি মহাক্ষমঃ।

তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শরীরী সাতানবর্ততঃ॥ ২৩

“সেই মহাত্মা লক্ষ্মণ এইভাবে বিলাপ করতে  
করতেই সেইরাত্রি অতিবাহিত হল।

প্রভাতে বিমলে সূর্যে কারয়িত্বা জটা উজ্জৈ  
অস্মিন্ ভাগীরথীতীরে সুখং সম্ভারিতৌ ময়া ॥ ২৪

“পরের দিন নতুন সূর্যোদয়ের পর আমি তাঁদের  
দুজনের কেশে জটা তৈরি করে, তাঁদের ভালোভাবেই গা  
পার করে দিলাম।

জটাধরৌ তৌ ক্রমচীরবাসসৌ

মহাবলৌ কুঞ্জরযুথপোপমৌ।

বরেযুধীচাপধরৌ পরত্তপৌ

ব্যশেক্ষমারৌ সহ সীতয়া গতো॥ ২৫

“জটা এবং বকুল ও চীরধারী সেই মহাবীর দুজনকে  
হস্তিদলপতির মতো মনে হচ্ছিল। উৎকৃষ্ট তৃণ এবং ধূ  
ধারণ করে সেই দুই মহাবীর সীতাকে সঙ্গে নিয়ে চারিদিক  
দেখতে দেখতে বনপথে চলে গেলেন।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥





সব কথা শুহ আমায় বলুক।'

সোহব্রবীদ্ ভরতঃ ক্রটো নিদাদাধিপতির্ভুঃ।

যদ্বিধঃ প্রতিপদে চ রাঘে প্রিয়াহিতৈহতিথৌ ॥ ১৪

ভরতের এই প্রশ্নের উত্তরে নিদাদবাজ শুহ,  
যেভাবে প্রিয় এবং হিতকারী অতিথি রামকে গ্রহণ  
করেছিলেন, প্রসন্নচিত্তে ভরতকে সেইসব কথা বললেন—  
অন্নমুচ্চাবচঃ ভক্ষ্যঃ ফলানি বিবিধানি চ।

রামায়াভাবহার্যঃ বহুশোহপহুতঃ ময়া ॥ ১৫

‘আমি শ্রীরামের আশ্রয়েব জন্ম অন্ন, নান্যবিধ খাদ্য  
এবং বিবিধপ্রকার ফল প্রচুর পরিমাণে দিয়েছিলাম।

তৎ সর্বং প্রতানুজাসীদ্ রামঃ সত্যাপরাক্রমঃ।

ন হি তৎ প্রত্যাগৃহ্যৎ স ক্ষত্রধর্মমনুষ্মরন্ ॥ ১৬

‘সত্যনিষ্ঠ রাম সেসবই অনুমোদন করলেন কিন্তু  
ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসরণ করে তার কিছুই গ্রহণ করলেন না।

নহ্যম্মাভিঃ প্রতিগ্রাহ্যঃ সখে দেয়ঃ তু সর্বদা।

ইতি তেন বয়ং সর্বং অনুনীতা মহাশ্বনা ॥ ১৭

‘সেই মহাত্মা আমাদের সকলকে অনুন্নয় করে  
বললেন - “সখে! যেহেতু আমরা ক্ষত্রিয়, তাই আমরা  
দান গ্রহণ করতে পারি না, কেবল দান করতে পারি (দান  
আমাদের কর্তব্য ধর্ম)।”

লক্ষ্মণেন যদানীতং পীতং বারি মহাশ্বনা।

ঔপবাস্যঃ তদাকাবীদ্ রাঘবঃ সহ সীতয়া ॥ ১৮

‘লক্ষ্মণ যে জল নিয়ে এসেছিলেন, সীতাসহ রাম  
(কেবল) সেইজল পান করে উপবাস করেই রইলেন।

ততস্ত্ব জলশেষেণ লক্ষ্মণোহপ্যকরোৎ তদা।

বাগ্যাতাশ্চে ত্রয়ঃ সক্ষ্যাং সমুপাসক্ত সংহিতাঃ ॥ ১৯

‘রাম ও সীতার জলপানের পর অবশিষ্ট জল লক্ষ্মণ  
গ্রহণ করলেন; অতঃপর তাঁরা তিনজন সংযতবাক্ হইয়া  
সক্কেয়াপাসনা সমাপন করলেন।

সৌমিত্রিষ্ট ততঃ পশ্চাদকরোৎ স্বাত্তরং শুভম্।

স্বয়মানীয় মর্জীংসি কিপ্রং রাঘবকার্ষ্যং ॥ ২০

‘অতঃপর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রতুতার সঙ্গে কুল  
চিত্রাগাছ নিয়ে এসে রঘুনন্দন রামের জন্য সুন্দর পত্র  
বচনা করলেন।

তন্মিন্ সমাবিশদ্ রামঃ স্বাত্তরে সহ সীতয়া।

প্রক্ষালা চ তয়োঃ পাদৌ ব্যাপাক্রানৎ সলক্ষ্মণ ॥ ২১

‘সীতাসহ রাম সেই কুলশয্যায় উপবেশন করিলে,  
লক্ষ্মণ তাঁদের দুজনের পাদপ্রক্ষালন করে সেখান থেকে  
দূরে সরে গেলেন।

এতৎ তদিকুদীমূলমিদমেব চ তৎ ত্বম্।

যন্মিন্ রামশ্চ সীতা চ রাত্রিঃ তাং শয়িতাবুজৌ ॥ ২২

‘এই সেই ইন্দুদীমূল এবং এই সেই কুলশয্যা—  
যেখানে রাম ও সীতা উভয়ে রাত্রিতে শয়ন  
করেছিলেন

নিয়মা পৃষ্ঠে তু তলাঙ্গুলিজবান্-

শরৈঃ সুপূর্ণাবিশুদী পরশ্চ ॥

মহাকনুঃ সঙ্কমুগোহ্য লক্ষ্মণো

নিশামতিষ্ঠৎ পরিতোহসা কেবলম্ ॥ ২৩

‘শত্রুসজ্জাগী লক্ষ্মণ পৃষ্ঠদেশে বাণপূর্ণ দুটি তুণীর, ঠুঁ  
হাতে দশ অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্রাণ লাগিয়ে শূণসজ্জিত বিন্দু  
ধনু নিয়ে সারারাত্রি সীতাসহ রামের চতুর্দিকে পাহারা দিতে  
লাগলেন।

ততঃস্থং চোত্তমবাণচাপভৃৎ

হিতোহভবৎ তত্র স যত্র লক্ষ্মণঃ।

অতদ্বিতৈর্জাতিভিরাঙ্কস্মর্নুর্কৈ-

র্মহেন্দ্রকল্পং পরিপালয়ংস্তদা ॥ ২৪

‘তখন, আনস্যাত্যাগী জিতেদ্রিয় ধনুর্বাণই  
বহুগুণসহ আমিও উত্তম ধনুর্বাণ নিয়ে লক্ষ্মণের পাশে  
পাশে থেকে মহেন্দ্রকল্প শ্রীরামকে পাহারা দিতে  
লাগলাম।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥



## অষ্টাশীতিতম সর্গ (৮৮)

শ্রীরাঘবের কুশলশয্যা দর্শনে ভরতের শোক এবং নিজে জটিলকলপারম্পূর্ণক বনবাসে অবস্থানের উচ্চাপ্রকাশ

বৃদ্ধা নিপুণঃ সর্বঃ ভরতঃ সহ মন্বিতিঃ।  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন  
বৃদ্ধা নিপুণা  
নিবাস্যতি গৃহেহ সেইসব কথা শুনে ভরত মন্বিতেন

মুখ্যমিত—যেক্ষণতনং সৈত সমুচ্চ প্রাসাদে শায়িত, যার  
নিদ্রাভঙ্গ হত যম-ভাঙ্গানো গীতাদ্যদর্শনি ও অদৃষ্টারের  
নিকটে এবং সূত ও মাগধ বন্দীদের সুন্দর বন্দনা ও  
স্তুতিগানে, সেই তিনি কিনা ভূমিশয্যায় শায়িত!—এই  
বাপার আমার সত্য বলে মনে হচ্ছে না। আমার ভাব  
মোহগ্রস্ত এবং এই লিঙ্গ স্বপ্নবৎ প্রতিজ্ঞাত হচ্ছে।

ন মুনঃ দৈবতঃ কিঞ্চিৎ কালেন বলবত্তরম্।  
যত্র দাশরথী রামো ভূমাবেবমশেত সঃ ॥ ১১

‘নিশ্চয়ই কালের শক্তি অপেক্ষা কোনও দৈবশক্তিই  
বলবান নয়, যার প্রভাবে দশরথজন্য রামকে ভূমিশয্যায়  
শয়ন করতে হচ্ছে।

যস্মিন্ বিদেহরাজস্য সূতা চ প্রিয়দর্শনা।  
দয়িতা শয়িতা ভূমৌ সুখা দশরথসা চ ॥ ১২

‘যার প্রভাবে মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ বিদেহ-  
রাজতনয়া সুন্দরী সীতাকেও ভূমিশয্যায় শয়ন করতে  
হয়েছে।

ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতৃরিদমাবর্তিতঃ স্তম্ভম্।  
হৃদিলে কঠিনে সর্বঃ গাত্রৈর্বিম্বিতঃ ত্বম্ ॥ ১৩

‘এই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয্যা, যেখানে তিনি  
শায়িত হয়ে এপাশ-ওপাশ করতেন; আর এই কঠিন  
ভূতলে তার গাত্রপেষণে ত্বনুগুচ্ছ মর্দিত হয়ে পবিত্র হয়ে  
গেছে।

মনো সাতরশা সুপ্তা সীতাম্ভিন্ শয়নে শুভা।  
তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে সন্তাঃ কনকবিন্দবঃ ॥ ১৪

‘মনে হয়, শুভলক্ষণা সীতা অলঙ্কার পরিহিতা  
হয়েই এই ভূমিশয্যায় শায়িতা ছিলেন, কারণ এই শয্যার  
স্থানে স্থানে স্বর্ণকণা লিপ্ত হয়ে আছে।

উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।  
তথা হোতে প্রকাশন্তে সন্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ ॥ ১৫

‘সীতার কৌশেয় উত্তরীয়ের ছিন্ন তন্ত এই শয্যার  
মাঝে মাঝে লেগে আছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার সেই  
উত্তরীয় এই শয্যায় লেগে ছিল।

মনো ভর্জুঃ সুখা শয্যা যেন বালা তপস্বিনী।  
সুকুমারী সতী দুঃখং ন বিজানাতি মৈথিলী ॥ ১৬

‘বুঝতে পারছি, স্বামীর শয্যাই সাধবী স্ত্রীর কাছে  
সুখশয্যা। সেইজন্যই বোধহয়, মিথিলেশ-দুহিতা বালিকা



তপস্বিনী সতী সীতা এই তৃণশয্যায়ও কষ্ট বোধ করেননি।  
হা হতোহস্মি নৃশংসোহস্মি যৎ সত্যঃ কৃতে মম।  
ঈদৃশীং রাজবঃ শয্যামধিশেতে হানাপনৎ॥ ১৭

‘হায়, আমি কী নৃশংস ! আমারই জন্য রঘুনন্দন  
রাম সঙ্গীক অনাথের মতো এইবকম তৃণশয্যায় শয়ন  
করেছেন !—এটা আমার মৃত্যুর মতো।

সার্বভৌমকূলে জাতঃ সর্বলোকসুখানহঃ।  
সর্বপ্রিয়করত্বা রাজাঃ প্রিয়মনুজমম॥ ১৮  
কথমিশীবরশ্যামো রজনকঃ প্রিয়দর্শনঃ।

সুখভাগী ন দুঃখার্থঃ শয়িতো ভূবি রাজবঃ॥ ১৯

‘কী আশ্চর্য ! রাজত্বের স্রষ্টাবংশে জাত,  
সকলের সুখপ্রদ ও প্রিয়কাষী, নীলোৎপলদলশ্যাম রক্ত-  
বাস্তা নয়ন, প্রিয়দর্শন রাম সুখভাগী হয়েও আত্মপ্রীতিজনক  
অত্যাশ্রম রাজ্য ত্যাগ করে ভূমিশয্যায় শয়নেও দুঃখানুভব  
করছেন না !

ধন্যঃ খলু মহাভাগো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।  
ভ্রাতরং বিষমে কালে যো রামমনুবর্ততে॥ ২০

‘শুভলক্ষণ সৌভাগ্যবান লক্ষ্মণ ধন্য, যোর  
দুঃসময়ে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের অনুসরণ করেছে।  
সিদ্ধার্থা খলু বৈদেহী পতিং যানুগতা বনম্।

বয়ঃ সংশয়িতাঃ সর্বৈ হীনাভেন মহাশ্বনা॥ ২১

‘বনবাসে পতির অনুগামিনী বিদেহ রাজনন্দিনী  
সীতা ধন্যা ; আর সংশয়াপন্ন আমরা সেই মহাত্মা শ্রীরাম  
কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে হীনতাপ্রাপ্ত হয়েছি।

অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যে প্রতিভাতি মে।

গতে দশরথে স্বর্গঃ রামে চারণামপ্রিতে॥ ২২

‘মহারাজ দশরথের স্বর্গগমন এবং শ্রীরামের  
বনবাস আশ্রয় হেতু পৃথিবীর দশা কর্ণধারহীন নৌকার  
মতো প্রতিভাত হচ্ছে

ন চ প্রার্থয়তে কশ্চিৎনসাপি বসুন্ধরাম্।

বনে নিবসতস্তস্য বাহুবীর্ষ্যভিরক্ষিতাম্॥ ২৩

‘শ্রীরাম বনবাসী হলেও তাঁরই বাহুবলে সুরক্ষিত  
এই বসুন্ধরার অন্তর্গত রাজ্যকে কোনও শত্রুই মনে মনেও  
জয়ের কামনা করবে না।

শূন্যসংবরণারক্ষাময়ত্রিতহয়দিশাম্

অনাবৃত্তপূরবারাং

অপ্রজটবলাং

শূন্যং

রাজধানীমরক্ষিতাম্॥ ২৪

শত্রবো নাভিমনাথে ভক্ষান্ বিদকৃত্তমিহাং॥ ২৫

‘এখন অযোধ্যার প্রচীর সমূহ রক্ষকহীন ; শত্রু  
অশ্বসকল অনিয়ন্ত্রিত। অযোধ্যাপুরীর প্রবেশদ্বার  
অর্গলহীন মুক্ত, আর রাজধানী অরক্ষিত অসহায় তথা

সৈন্যাবাহিনী নিরানন্দ ; নগরী প্রায় জনশূন্য — কিন্তু  
অবজ্ঞায়ুক্ত ও অরক্ষিত। তথাপি শত্রুরাজ্যে বিজিত  
ভক্ষ্যভবোর ন্যায় এই নগরীকে অধিকার করতে চাইব।

অদাপ্রজ্জতি ভূমৌ তু শয়িবোহহং ভূপে ন।  
ফলমূল্যশনো নিতাং জটটীরানি ধারয়াম্॥ ২৬

‘আজ থেকে আমি জটা বকল ধারণ ও ফলমূল্যশন  
পূর্বক ভূমি’ পরে তৃণশয্যায় শয়ন করব।

তসাহমুত্তরং কালং নিবৎস্যামি সুখং বনে  
তৎ প্রতিশ্রুতমার্যস্য নৈব মিথ্যা ভবিতীতি॥ ২৭

‘রামের অবশিষ্টকাল আমি সুখে বনে বাস করে  
তাহলে আর্যের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবে না।

বসন্তঃ ভ্রাতুরর্থায় শত্রুঘ্নো মানুবৎসরি।  
লক্ষ্মণেন সহায়োধ্যামার্যো মে পালয়িতীতি॥ ২৮

‘জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবর্তে আমি বনে বাস করে  
লক্ষ্মণের সহোদর শত্রুঘ্ন আমার অনুসরণ করবে, আর  
তখন রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে অযোধ্যাকে পালন করবেন

অভিষেকান্তি কাকুৎস্থময়োধ্যায়াং বিজাজ্য।  
অপি মে দেবতাঃ কুশুরিমং সত্যং মনোরথম্॥ ২৯

‘কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীরামকে ব্রাহ্মণদি ঋষি  
(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) অযোধ্যায় অর্পিত  
করবেন ! দেবগণ কি আমার এই অভিলষ সত্য করবেন’

প্রসাদামানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং  
বহুপ্রকারং যদি ন প্রপৎস্যতে।

ততোহনুবৎস্যামি চিরায় রাজবঃ  
বনেচরং নাহিতি মামুপেক্ষিতুম্॥ ৩০

‘আমি নিজে অবনত মস্তকে নানাভাবে বলের দ্বারা  
তাঁকে প্রসন্ন করতে না পারি ; তাহলে আমি রঘুনন্দন  
শ্রীরামের সঙ্গে চিরকালের জন্য বনবাসী হব, তখন তিনি  
আমাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাণ্মীকীয়ে আদিকাবো অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৮॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৮॥

## একোনবতিতম সর্গ (৮৯)

সৈন্য ভরতের গঙ্গাতিক্রমণ ও ঋষিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন

সুখা রাত্রিঃ তু তত্রৈব গঙ্গাকূলে স রাখবঃ।  
শক্রয়মিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

রঘুকুলমনি ভরত গঙ্গাतीरे शक्रवेरपुरे राजीवास  
कर सकाले उठे शक्रयुके बललेन—

शक्रयुक्ति किं शेषे निषादाधिपतिः शुभम्।  
नित्यमनर उद्वः ते तारयिष्यति बाहिनीम्॥ २

‘शक्रय ! आर सुये आह केन ? ठो ! तोमार  
कल्याण होक। निषादराज शुभके शीघ्र डेके নিয়ে এসো ;

শুনি সেনাবাহিনীসহ আমাদের গঙ্গা পার করিয়ে দেবেন।’  
জামি নাহং ঋষিমি তথৈবার্হং বিচিস্তয়ন।

হজ্রবমব্রবীদ্ ভ্রাতা শক্রয়ো বিপ্রচোদিতঃ॥ ৩

ভ্রাতা শক্রয় ভরত কর্তৃক এইভাবে প্রণোদিত হয়ে  
বললেন — ‘আমি আপনার মতোই শ্রীরামচন্দ্রের কথা-

চিন্তারত হয়ে জেগেই আছি, ঘুমাইনি।’  
ইতি সংবদতোরেবমনোনাং নরসিংহয়োঃ।

আগম্য প্রাজ্জলিঃ কালে শুভো বচনমব্রবীৎ॥ ৪

নরসিংহয় ভরত ও শক্রয় যখন পরস্পর এইরকম  
কথাবার্তা বলছিলেন, এমনসময় নিষাদরাজ শুভ এসে

কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—  
কচ্চিৎ সুখং নদীতীরেহবাংসীঃ কাকুৎস্থ শবরীম্।

কচ্চিচ্চ সহসৈন্যস্য তব নিতামনাময়ম্॥ ৫

‘হে কাকুৎস্থকুলনন্দন ! নদীতীরে সপরিবার  
আপনার সৈন্যগণসহ নিরাময়ে সুখে রাত্রি অতিবাহিত

হয়েছে তো ?’  
অস্যা তৎ তু বচনং শ্রদ্ধা স্নেহাদুদীরিতম্।

রামস্যানুবশো বাক্যং ভরতোহপীদমব্রবীৎ॥ ৬

শুভের সেই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে শ্রীরামের  
মনুগত ভরত বললেন—

ইথা নঃ শবরী ধীমন্ পূজিতাশ্চাপি তে বয়ম্।  
কস্যাং তু নৌভির্বিভীর্ভীর্দাশাঃ সঙ্ঘারয়ন্ত নঃ॥ ৭

‘হে ধীমান্ ! আমাদের সকলের রাত্রি খুব সুখেই  
অতিবাহিত হয়েছে। আপনার আন্তরিক আতিথেয়তাও  
আমরা পেয়েছি, এখন আপনার মাঝিদের দিয়ে নৌকায়  
করে আমাদের গঙ্গা পার করিয়ে দিন।’

ততো শুভঃ সত্বরিতঃ শ্রদ্ধা ভরতশাসনম্।  
প্রতিপ্রবিশা নগরং তং জ্ঞাতিজনমব্রবীৎ॥ ৮

শুভ ভরতের নির্দেশ শুনে, দ্রুত অরণ্যনগরে  
প্রবেশ করে জ্ঞাতিদের বললেন—

উত্তীঠত প্রবৃদ্ধাষ্যঃ উদ্রমন্ত হি বঃ সদা।  
নাবঃ সমুপকর্ষষ্যঃ তারয়িষ্যামি বাহিনীম্॥ ৯

‘তোমরা সকলে ওঠো—জাগো ; তোমাদের সকলের  
সর্বদাই কল্যাণ হোক। নৌকাগুলি নদীকূলে টেনে নিয়ে

এসো। ভরতের সেনাবাহিনীকে গঙ্গানদী পার করে দেব।’  
তে তথোক্তাঃ সমুখায় হুরিতা রাজশাসনাৎ।

পঞ্চ নাবাঃ শতান্যেব সমানিন্যুঃ সমন্ততঃ॥ ১০

অন্যাঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়া মহাঘণ্টাখরাবরাঃ।  
শোভমানাঃ পতাকিন্যো যুক্তবাহাঃ সুসংহতাঃ॥ ১১

রাজার নির্দেশে অনুচর মাঝিরা উঠে শীঘ্র চারিদিক  
থেকে পাঁচশো নৌকা এবং দৃঢ়ভাবে নির্মিত, পতাকাসজ্জিত

ও সম্মুখভাগে ঘণ্টাযুক্ত ‘স্বস্তিক’ চিহ্নিত বড় বড় নৌকা বা  
বজরা নিয়ে এল। সেই সব বজরায়ও আছে ‘বাহ’ তথা  
মাঝি-মাল্লা।

ততঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়াঃ পাণ্ডুকম্বলসংবৃতাম্।  
সনন্দিঘোষাঃ কল্যাণীং শুভো নাবমুপাহরৎ॥ ১২

শুভও নিজেই শ্বেতকম্বল বিহীন সুখপ্রদ ‘স্বস্তিক’  
নামক একটা বিশেষ নৌকা নিয়ে এলেন, যাতে মঙ্গলময়

বাদ্যধ্বনি নির্ঘোষিত হচ্ছে এবং তা নিরাপদও বটে।  
তামারুরোহ ভরতঃ শক্রয়শ্চ মহাবলঃ।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাস্তান্যা রাজযোষিতাঃ॥ ১৩

পুরোহিতশ্চ তৎ পূর্বঃ গুরবো ব্রাহ্মণাশ্চ য়ে।

অনন্তরঃ রাজসারথীষঃ শকটাপনাঃ ॥ ১৪

সেইসব নৌকাতে (বজ্রায়) প্রথমেই কুলগুরু, ব্রাহ্মণগণ ও রাজপুরোহিতেরা আরোহণ করলেন। অতঃপর মহাবলশালী ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজপুরস্ত্রীগণ আরোহণ করলেন। তারপর সেইসব বজ্রায় শকট ও পণ্যাদিও তোলা হল।

আবাসমাদীপরতাঃ তীর্থঃ চাপ্যবগাহতাম্।

জাগানি চাদমানানাঃ ঘোষস্ত দিবমস্পৃশং ॥ ১৫

নিজের শিবিরগুলি ছালিয়ে দিয়ে এবং ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে নদীর ঘাটে নেমে নৌকায় আরোহণের সময় সৈনিকদের মধ্যে যে কোলাহল উত্থিত হয়েছিল, তা গগনকেও স্পর্শ করেছিল।

পতাকিন্যস্ত তা নাবঃ স্বয়ং দাশৈরযিচ্ছিতাঃ।

বহন্ত্যো জনমারুহঃ তদা সম্প্পতুরাণ্ডগাঃ ॥ ১৬

নৌকাগুলি ছিল পতাকাশোভিত। মাঝিরা নিজেরাই সেই নৌকা চালিয়ে আরোহীদের দ্রুত নদী পার করে দিল।

নারীশামভিপূর্ণাস্ত কান্দিং কান্দিং তু বাজিনাম্।

কান্দিং তত্র বহন্তি স্ম যানযুগাং মহাধনম্ ॥ ১৭

কোনও কোনও নৌকায় ছিলেন কেবল মহিলারা।

কোনও কোনও নৌকায় ছিল কেবল অশ্বাদি বাহন, আবার কোনও কোনও নৌকায় ছিল মূল্যবান যানবাহন ও রত্ন-সামগ্রী।

তাস্ত গতা পরং তীরমবরোণ্য চ তং জনম্।

নিবৃত্তা কাণ্ডিজ্রাণি ক্রিয়ন্তে দাশবদ্ধুভিঃ ॥ ১৮

নদীর পরপারে পৌঁছে আরোহীদের এবং অন্যান্য অশ্বাদি বাহন ও রত্নসামগ্রী নামিয়ে দিয়ে মাঝিমালাারা বিচিত্র জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হল।

সবৈজয়ন্ত্য গজা গজারোহৈঃ প্রচোদিতাঃ।

ভরতঃ স্ম প্রকাশতে সপত্না ইব পর্বতাঃ ॥ ১৯

বৈজয়ন্ত পতাকাশোভিত হাতিরা গজারোহীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যখন সাতার দিয়ে নদী পার হচ্ছিল, তখন তাদের পক্ষবিশিষ্ট পর্বত বলে মনে হচ্ছিল।

নাবস্তারুণকহস্তনো

প্রবৈন্তেকস্তথাপরে।

অন্যে কুন্তযট্টৈরুন্নরন্যে তেরুন্ট বাহুভিঃ ॥ ২০

মাঝিদের মধ্যে কেউ কেউ নৌকায় আরোহ হয়ে, কেউ-বা ডেপায় চড়ে, অপর কেউ কেউ কলসী বা ষ্টুথায় আবার কেউ-বা হাত দিয়ে সাতার কেটে সেই নদী পার হয়ে গেল।

সাপুণ্য ঋজ্বিনী গঙ্গাং দাশৈঃ সস্তারিতা স্বয়ম্।

মৈত্রে মুহূর্তে প্রযয়ৌ প্রয়াগবনমুত্তমম্ ॥ ২১

পতাকাবাহী পুণ্যবান সৈনিকেরা এইভাবে মাঝিদের সাহায্যে গঙ্গা পার হয়ে অনুরাধা নক্ষত্রযুক্ত সূর্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্তের মধ্যে মনোহর প্রয়াগবনে উপস্থিত হল।

আশ্বাসয়িত্বা চ চমুং মহাত্মা

নিবেশয়িত্বা চ যথোপজোষম্।

দ্রষ্টুং

ভরতামৃষিপ্রবর্য-

মুদ্বিগ্ধদস্যোর্ভরতঃ

প্রত্যহে ॥ ২২

মহাত্মা ভরত সৈন্যগণকে যথাযথ সুখে বিভ্রমে নির্দেশ দিয়ে ঋষিপ্রবর ভরত্বাজের দর্শনলাভের জন্য ঋষি সদস্যদের নিয়ে ভরত্বাজাপ্রমের দিকে যাত্রা করলেন।

স

ব্রাহ্মণস্যাপ্রমভূপেতা

মহাত্মনো

দেবপুরোহিতস্য।

দদর্শ

রমোটিজবৃক্ষদেশং

মহাধনং

বিপ্রবরসা

রমাম্ ॥ ২৩

মহাত্মা ভরত দেবপুরোহিত ব্রাহ্মণ ভরত্বাজের পরি-  
আশ্রমে গিয়ে নানাবিধ বৃক্ষশোভিত বিশাল তপোবনে  
অনেক পর্ণকুটির দেখতে পেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একোনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊননবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥



## নবতিতম সর্গ (৯০)

কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোভাগে নিয়ে ভরতের ভরদ্বাজাশ্রমে গমন এবং উভয়ের পরস্পর সংবর্ধনানন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুরোধে ভরতের ভরদ্বাজাশ্রমে রাত্রিবাস

ভরদ্বাজাশ্রমঃ গহ্বা ক্রোশাদেব মরমর্ষভঃ।  
জনঃ সর্বমবহাণ্য জগাম সহ মন্ত্রিভিঃ॥ ১  
পদ্মজামেব তু ধর্মজো নাত্তশস্ত্রপরিচ্ছদঃ।  
কসানো বাসসী ক্ষৌমে পুরোধায় পুরোহিতম্॥ ২

মহর্ষি ভরদ্বাজাশ্রমে প্রবেশের এককোশ পথ পূর্বেই  
নবশ্রেষ্ঠ ভরত অনুগামীজনদের এবং রাজপরিচ্ছদ ও  
অস্ত্র-শস্ত্রাদি রেখে দিয়ে পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণপূর্বক  
কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে পুরোভাগে নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে  
পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

ভক্তঃ সন্দর্শনে তস্য ভরদ্বাজস্য রাঘবঃ।  
মন্ত্রিপুত্রানবহাণ্য জগামানুপুরোহিতম্॥ ৩

অতঃপর আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে, যেখান থেকে  
ভরদ্বাজ ঋষিকে দেখা যায়, সেখানে রঘুনন্দন ভরত  
মন্ত্রীদের অবস্থান করতে বলে, কেবল কুলপুরোহিত  
বশিষ্ঠদেবের অনুগমন করলেন।

বসিষ্ঠমথ দৃষ্টেব ভরদ্বাজো মহাতপাঃ।  
সঞ্চালাসনাং তূর্ণং শিষ্যানর্ঘ্যমিতি ক্রবন্॥ ৪

মহা তপস্বী ভরদ্বাজ বশিষ্ঠদেবকে দেবান্নাএই আসন  
ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শীঘ্র অর্ঘ্য  
আনয়নের জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন।

সমাগম্য বসিষ্ঠেন ভরতেনাভিবাদিতঃ।  
অবুধ্যত মহাতেজাঃ সূতং দশরথস্য তম্॥ ৫

মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে আগত ভরত ঋষি ভরদ্বাজকে  
সট্টাক অভিবাদন জানালে, মহাতেজস্বী ভরদ্বাজ তাঁকে  
দশরথতনয় বলে বুঝতে পারলেন।

অজামর্ঘ্যং চ পাদাং চ দত্ত্বা পশ্চাৎ ফলানি চ।  
অনুপূর্বাচ্চ ধর্মজাঃ পপ্রচ্ছ কুশলং কুলে॥ ৬

ধর্মজ ঋষি ভরদ্বাজ ঋষি বশিষ্ঠ ও রাজকুমার ভরতকে  
পাদার্ঘ্য এবং পরে ফল দান করে উভয়ের বংশের  
অনুপূর্বা কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

অযোধ্যায়্যঃ বলে কোশে মিত্রেয়পি চ মন্ত্রিভিঃ।

জানন্ দশরথঃ বৃত্তং ন রাজাননুদাহরৎ॥ ৭  
অযোধ্যায় সৈন্যবল, রাজকোষ, মিত্রশক্তি এবং  
মন্ত্রীদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন ; কিন্তু রাজা দশরথের  
বিষয়ে জানতেন বলে, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন  
না।

বসিষ্ঠো ভরতশ্চৈনং পপ্রচ্ছতুরনাময়ম্।  
শরীরেহগ্নিষু শিষ্যেষু বৃক্ষেষু মৃগপক্ষিষু॥ ৮  
মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজকুমার ভরতও মহর্ষি  
ভরদ্বাজের শারীরিক কুশল এবং সেই সঙ্গে মহর্ষির  
অগ্নিহোত্র, তাঁর শিষ্যদের এবং আশ্রমস্থ তরুলতা ও  
মৃগপক্ষীদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

তথ্যেতি তু প্রতিজ্ঞায় ভরদ্বাজো মহাযশাঃ।  
ভরতং প্রত্যাবাচেদং রাঘবেন্নৈবদ্বন্দ্বনাৎ॥ ৯  
‘সব কুশল’—এই বলে, মহাযশস্বী ভরদ্বাজ  
রঘুবংশীয়দের প্রতি প্রীতিবশত ভরতকে প্রত্যুত্তরে  
বললেন—

কিমিহাগমনে কার্যং তব রাজ্যং প্রশাসতঃ।  
এতদাচক্ষু সর্বং মে ন হি মে শুধ্যতে মনঃ॥ ১০  
‘রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হয়ে, সেই কাজ সূচিত রেখে  
তোমার এখানে অরণ্যে আগমনের কারণ কী ? আমার সব  
বলো ; কারণ আমার মন শঙ্কামুক্ত হচ্ছে না।

সুযুবে যমমিত্রদ্বং কৌসল্যাংহনন্দবর্ধনম্।  
ব্রাত্ৰা সহ সভার্যো যচ্চিরং প্রবাজিতো বনম্॥ ১১  
নিবৃত্তঃ স্ত্রীনিমিত্তেন পিত্রা যোহসৌ মহাযশাঃ।  
বনবাসী ভবেতীহ সমাঃ কিম চতুর্দশ॥ ১২  
কচ্চির তস্যাপাপস্যাপাপং কর্তুমিহেচ্ছসি।  
অকষ্টকং ভোক্তমনা রাজ্যং তস্যানুজস্য চ॥ ১৩

‘শত্রুহন্তা আনন্দবর্ধক’ রামকে কৌসল্যা জন্ম  
দিয়েছেন। সভার্য, সভাতৃক, মহাযশস্বী সেই রাম পিতৃ-  
কর্তৃক (স্ত্রীর কারণে) চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে নির্বাসিত  
হয়েছেন। তুমি আবার, নিষ্কষ্টক রাজ্য উপভোগের জন্য অনুজ

শত্রুসহ সেই নিশ্চাপ রামের আশ্রিত কবতে যাচ্ছ না তে ?'

এবমুক্তো ভরদ্বাজঃ ভরতঃ প্রত্যাচা হ।

পর্যশ্রময়নো দুঃখাদ্ বাচা সংসজ্জমানয়া ॥ ১৪

মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বললে, অশ্রমভারাক্রান্ত লোচনে

গদগদ কণ্ঠে ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে বললেন—

হতোহস্মি যদি মামেবং জগবানপি সন্ধ্যতে।

মস্তো ন দোষমাশঙ্কে মৈবং মামনুশাষি হি ॥ ১৫

'ভগবন্ ! আপনিও যদি এই রকম মনে করেন,

তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কারণ, সভাতৃক ও সপত্নীক

রামের এই নির্বাসন ব্যাপারে আমার কোনও দোষ নেই।

অতএব, কৃপা করে আমাকে এইরকম কঠোর বাক্য

বলবেন না।

ন চৈতদিষ্টং মাতা মে যদবোচয়দন্তরে।

নাহমেতেন ভূষ্টং ন তদ্বচনমাদদে ॥ ১৬

'আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা যা বলেছেন, তা

কখনোই আমার অভিলষিত নয়। এই নির্দেশে আমি সন্তুষ্ট

নই এবং এই নির্দেশ স্বীকারও করিনি।

অহং তু তং নরব্যগ্রমুপয়াতঃ প্রসাদক।

প্রতিনেতুময়োধ্যায়ঃ শাদৌ চাস্যাভিবন্দিতুম্ ॥ ১৭

'সেই পুরুষসিংহকে প্রসন্ন করে তাঁর চরণবন্দনা

করার জন্য এবং অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই

আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।

তং মামেবজ্ঞতং মহা প্রসাদং কর্তুমর্হসি।

শংস তে ভগবন্ রামঃ ক সন্ত্রপ্তি মহীপতিঃ ॥ ১৮

'সেই উদ্দেশ্যেই আমি তাঁর অনুসন্ধানে যাচ্ছি।

আপনি আমায় কৃপা করুন। ভগবন্ ! বলুন, মহারাজ শ্রীরাম

এখন কোথায় আছেন ?'

বসিষ্ঠাদিভির্ঋত্বিগৃথিত্যাচিভো ভগবান্ভুতঃ।

উবাচ তং ভরদ্বাজঃ প্রসাদাদ্ ভরতঃ বচঃ ॥ ১৯

অতঃপর বসিষ্ঠাদি ঋত্বিকেরাও ভরত নিরপরাধ এই

বলে একই প্রার্থনা জানালে, ভগবান ভরদ্বাজ ভরতের প্রতি

প্রণাম হয়ে বললেন—

ভ্রমোভৎ পুরুষব্যাজ যুক্তঃ রাখবংশশ্রে।

ভরত্বৃতির্মমৈশ্চব সাধুনাং চানুয়াদিতা ॥ ২০

'বহুবংশজ হে পুরুষসিংহ ! তোমাতেই এইরকম

স্ববংশের সেবা ইচ্ছাসংযম এবং সাধুজনের অনুসরণ

প্রত্যাশিত।

জানে চৈতন্যঃস্থঃ তে দৃঢ়ীকরণমস্মিতি।

অশুভং ত্বাং ভবত্যর্থঃ কীর্তিঃ সমভিবর্ষণ ॥ ২১

'তোমার মনের এই উচ্চভাব সবজ্ঞে আমি জানি;

তথাপি সেইভাব দৃঢ়তর হয়ে বিস্তৃতি লাভ করুক— সেই

জনাই তোমাকে এইসব জিজ্ঞাসা করেছে।

জানে ন রামঃ ধর্মজঃ সসীতঃ সহলক্ষণ।

অয়ং বসতি তে ভ্রাতা চিত্রকূটে মহাদিরৌ ॥ ২২

'পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষণসহ রামকে আমি জানি।

সপত্নীক ও সভাতৃক তোমার সেই দাদা রাম এখন চিত্রকূট

নামক পুণ্যবান মহাপর্বতে বাস করছেন।

শুভ গন্তাসি তং দেশং বসাদ্য সহ মস্তিভি।

এতং মে কুরু সুপ্রাজ্ঞ কামং কামার্থকোবিদ ॥ ২৩

'তুমি আগামিকাল সেখানে যেয়ো। আজ যদি

এবং তোমার সঙ্গে আগত আশ্রীয় ও সৈন্যদের নিয়ে

এখানে থেকে যাও। মহাবুদ্ধিমান তুমি, আমার এই

অভিলাষের অর্থ ভালোভাবেই জানো। অতএব আমার এই

অভিলাষ পূর্ণ করো।'

ততস্তথেষ্টোবমুদারদর্শনঃ

প্রতীতরূপো ভরতোহব্রবীদ্ বচঃ।

চকার বুদ্ধিং তদাপ্রমে তদা

নিশানিবাসায় নরাধিপাঙ্ঘজঃ ॥ ২৪

যাঁর স্বভাব ও স্বরূপের পরিচয় বিশেষভাবে জানা

সেই উদার দৃষ্টিসম্পন্ন রাজকুমার ভরত, 'তাই হোক' বলে

মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য করে সেই আশ্রমে রাগিবাসকে

জন্মা মনঃস্থির করলেন।

ইত্যার্থে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রাণ্মায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥



একনবতিতম সর্গ (৯১)

মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্তৃক অলৌকিকভাবে বহুসেনা সমন্বিত সপরিবার ভরতের দিবা আতিথ্য সংকারসাধন

কৃষ্ণকিঃ নিবাসায় তত্রৈব স মুনিজ্ঞদা,  
ভরতঃ কেকরীপুত্রমাতিথ্যেণ নামদ্রব্যং ॥ ১

কেকরীপুত্র ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজের আগ্রমে  
বহির্ভাসের জন্য মনঃস্থির করলে, ঋষি তাঁকে আতিথ্য  
প্রসঙ্গের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

ভরতঃ ভরতজ্ঞেয়ঃ নদ্বিদঃ ভবতা কৃতম্।  
পাদমর্দ্যমাতিথ্যং বনে যদুশপদ্যতে ॥ ২

তখন ভরত তাঁকে বললেন—‘হে মহর্ষে ! বনে  
প্রাপ্ত পাদ্য, অর্ঘ্য এবং বনজাত ফলমূলাদি দ্বারা আপনি  
তোমার অতিথি সংকার করেছেন।’

অথোবাচ ভরদ্বাজো ভরতঃ প্রহসন্নিব।  
জ্ঞানে দ্বাঃ প্রীতিসংযুক্তঃ তুষোন্তঃ যেন কেনচিৎ ॥ ৩

তখন ঋষি ভরদ্বাজ হাসতে হাসতে ভরতকে  
বললেন—‘জানি, তুমি আমার প্রতি প্রদ্বাপরায়ণ ; তাই,  
তোমাকে যাই দিই না কেন, তাতেই তুমি সন্তুষ্ট হবে।

সেনায়ান্ত তবৈবাস্যাঃ কর্তুমিচ্ছামি ভোজনম্।  
মম প্রীতির্থধারণা ত্বমর্হো মনুজর্ষভ ॥ ৪

‘কিন্তু, তোমার এই সৈন্যদের আমি ভোজন করতে  
চাই। হে নরশ্রেষ্ঠ ! যাতে আমার প্রীতি জন্মে, তাই-ই  
তোমার অবশ্য অনুমত হওয়া উচিত।

কিম্বঃ চাপি নিক্শিপ্য দূরে বলমিহাগতঃ।  
কস্মাৎসোপয়াতোহসি সবলঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৫

‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি সৈন্যদের দূরে রেখে এখানে  
এসে কেন ? কেন, সেনাবাহিনীকে এখানে নিয়ে  
আসোনি ?’

ভরতঃ প্রত্যাচেষদঃ প্রাজ্ঞলিঙঃ তপোধনম্।  
ন সৈন্যোনোপয়াতোহস্মি ভগবন্ ভগবন্তয়াৎ ॥ ৬

ভরত তপোধন ভরদ্বাজকে করজোড়ে বললেন  
—‘ভগবন্ ! সৈন্যদের উপদ্রবে আগ্রমের ক্ষতি, আপনার  
বিরক্তির কারণ হবে মনে করে সেই ভয়ে আমি সৈন্যদের  
আগ্রমে নিয়ে আসিনি।

রাজা হি ভগবন্ নিত্যং রাজপুত্রেশ বা তথা।

যজ্ঞতঃ পরিহর্তব্য বিষয়েষু তপস্বিনঃ ॥ ৭  
‘ভগবন্ ! রাজার এবং রাজপুত্রের সর্বদা ঋষির  
আগ্রম পরিহার করা উচিত।

বাজিমুখ্য্য মনুষ্যাস্ত মস্তাস্ত বরবারণাঃ।  
প্রজ্ঞাদা ভগবন্ ভূমিং মহতীমনুয়াস্তি মাম্ ॥ ৮

‘ভগবন্ ! শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহ, মস্ত গজরাজেরা এবং  
সৈন্যসহ অনেক মানুষ আগ্রমের বিস্তৃত স্থান জুড়ে আমায়  
অনুসরণ করছে।

তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষ্টজাংস্তথা।  
ন হিংসুরিতি তেবাহমেক এবাগতস্ততঃ ॥ ৯

‘তারা যাতে আগ্রমের বৃক্ষলতা-জল মাটি-  
পর্ণশালায় ক্ষতি করতে না পারে, তাই তাদের আগ্রমের  
বাইরে বেঁচে আমি একাই এসেছি।’

অনিয়তামিতঃ সেনেনোজ্ঞপ্তঃ পরমর্ষিণা।  
তথানুচক্রে ভরতঃ সেনায়াঃ সমুপাগমম্ ॥ ১০

‘সেনাবাহিনী এখানে নিয়ে এসো’ — মহর্ষির এই  
আজ্ঞানুসারে ভরত সেনাবাহিনীকে আগ্রমে নিয়ে এলেন।  
অগ্নিশালাং প্রবিশ্যাস্থ পীত্বাশঃ পরিমৃজ্য চ।

আতিথ্যস্য ক্রিয়াহেতোর্বিশ্বকর্মাশমাঙ্কয়ৎ ॥ ১১

অতঃপর ঋষির ভরদ্বাজ অগ্নিশালায় প্রবেশ করে  
জল দ্বারা আচমনমার্জনা দীপ্য করে সপরিজন ভরতের  
আতিথ্য সংকারের জন্য বিশ্বকর্মা আদিদের আহ্বান  
করলেন।

আহুয়ে বিশ্বকর্মাশমহং জ্বষ্টরমেব চ।  
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিদীয়তাম্ ॥ ১২

ঋষি বললেন—‘আমি সপরিজন ভরতের আতিথ্য  
সম্পাদন করতে ইচ্ছা করি। তাই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা  
করার জন্য বিশ্বকর্মা ইষ্টা দেবকে আহ্বান করছি।

আহুয়ে লোকপালাংস্ত্রীন্ দেবান্ শক্রপুরুষগোমান্।  
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিদীয়তাম্ ॥ ১৩

‘ভরতের সৈন্যদের প্রতি আতিথ্য সম্পাদনের জন্য  
দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ (যম, কুবের ও বরুণ) — অপর এই



এন পোকপালকে আহান করছি, তারা আমার কামা  
চরিত্র সেনাদেব প্রতি স্মৃতিয়া সংকারণে বাণজ্ঞান  
করুন।

প্রাকশ্রোতসন্ত যা নদ্যন্তিগ্ধ শ্রোতস এব চ।

পৃথিব্যামবরিত্তে চ সমায়াত্বা সর্বশঃ ॥ ১৪

‘পৃথিবীতে এবং অন্তরীক্ষে যে সকল পূর্ববাহিনী ও  
পশ্চিমবাহিনী নদী আছে তাদের সকলকে আমি আহান  
করছি ; আজ তারা সবদিক থেকে এই আগ্রমে আগমন  
করুক।

অন্যঃ প্রবন্ত মৈরয়ঃ সুরামন্যঃ সূনিষ্ঠিতাম্।

অপরান্দোদকং শীতমিন্দুকান্তরসোণমম্ ॥ ১৫

‘সেই নদীগুলির মধ্যে কোনও নদী মৈবয় প্রবাহিত  
করুক। কোনও নদী সৃষ্টভাবে প্রস্রবত করা সুরা আবার  
অপর নদীগুলি আবেশের রসের মতো সুমিষ্ট শীতল জলধারা  
প্রবাহিত করুক।

আহুয়ে দেবগন্ধর্বান্ বিশ্বাবসুহৃদ্বহুন্।

তৈষবান্দরসো দেবগন্ধর্বৈশ্চাপি সর্বশঃ ॥ ১৬

‘আহান করছি দেবতা, গন্ধর্ব, বিশ্বাবসু, হৃদ্ব এবং  
হৃদগগকে, আর সেই সঙ্গে সর্বতোভাবে আহান জানাই  
অঙ্গরা এবং গন্ধর্বগগকেও।

ঘৃতাচীমথ বিশ্বাচীঃ মিশ্রকেশীমলম্বুধাম্।

নাগদন্তাঃ চ হেমাঃ চ সোমামদ্রিকৃতহলীম্ ॥ ১৭

শক্রং যাস্তোপতিষ্ঠতি ব্রহ্মাণঃ যাস্ত ভামিনীঃ।

সর্বাশ্ববৃক্শা সার্বমাহুয়ে সপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৮

‘আহান জানাই ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী,  
অলম্বুধা, নাগদন্তা, হেমা তথা পর্বতবাসিনী সোমাকে।  
যেসকল অঙ্গরা ইন্দ্রের সভায় এবং যেসকল প্রমদা ব্রহ্মার  
সভায় উপস্থিত থাকেন, তুহুদ্রদের সঙ্গে নৃত্যগীতাদির  
উপকরণসহ সালঙ্করা তাঁদেরও আহান জানাই।

বনঃ কুরুষু যদ্ দিবাঃ বাসোভূষণপত্রবৎ।

দিবানারীক্ষাঃ শশ্বৎ তৎকৌবেরমিহৈব তু ॥ ১৯

‘উত্তর কুরুবর্ষ নামক স্থানে কুবেরের চৈত্ররথ নামক  
যে বনে দিবা পত্রসকল দিবা বস্ত্র ও দিবা ভূষণ স্বরূপ এবং  
দিবা নারীগণ ফলস্বরূপ সেই বন এখানে আবির্ভূত হোক।

ইহ মে ভগবান্ সোমো বিশ্বজ্ঞানমমুত্তমম্।

ভক্ষাঃ ভোজ্যঃ চ চোদ্যঃ চ লেহ্যঃ চ বিবিধঃ কথঃ ॥ ২০  
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপপ্রস্রুতানি চ।  
সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি নিবিধানি চ ॥ ২১

‘আমাব অতিথিদের জন্য ভগবান সোমদেব এখানে  
বিবিধ চর্বা, চূষা, লেহ্য ও পেয় খাদ্যের এবং শাস্ত্রানুসারে  
অনুমোদিত প্রভৃৎ ভোজ্য প্রস্রবত করুন এবং বৃক্ষ থেকে  
স্বয়ং নিচ্যুত মাল্যসকল দান করুন।’

এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাপ্রতিমেন চ।

শিক্ষাস্বরসমায়ুক্তঃ সুরভাচত্রবীণ্যুনিঃ ॥ ২২

অনুপম ব্রতধারী তেজস্বী মহর্ষি ভরদ্বাজ সমাধিত  
চিত্তে শিক্ষাশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বৈদিক স্বর সংযোগে  
দেবতাদের সকলকে আবাহন করলেন।

মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙ্মুখস্য কৃতাজ্জলেঃ।

আজ্ঞাযুতানি সর্বাণি দৈবতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩

মহর্ষি ভরদ্বাজ পূর্বমুখী হয়ে কৃতাজ্জলিপুটে এইভাবে  
ধ্যান করতে থাকলে ধ্যাত সেই দেবতারা সকলে পৃথক  
পৃথকভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

মলয়ঃ দর্দুরঃ চৈব ততঃ স্বেদনুদোহনিলঃ।

উপস্পৃশ্য ববৌ যুক্ত্য সুপ্রিয়ান্না সুখং নিবঃ ॥ ২৪

তখন শরীরের ঘর্ম শুষ্ক করে দেয় এমন সুখদায়ক  
শীতল বায়ু মলয় ও দর্দুর নামক পর্বত দুটিকে স্পর্শ করে  
ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে লাগল।

ততোহভ্যবর্ষন্ত ঘনা দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ।

দেবদুন্দুভিঘোষন্ত দিষ্টু সর্বা সু শুক্রবে ॥ ২৫

মেঘসমূহ স্বর্গীয় কুসুমবর্ষণ করতে লাগল, আর  
দশদিক থেকে দেবদুন্দুভির গগ্নির ধ্বনি শ্রুত হতে লাগল।  
প্রববৃশ্চোত্তমা বাতা ননৃত্তুচ্চান্নরোগণাঃ।

প্রজওর্দেবগন্ধর্বা বীণাঃ প্রমুমুচুঃ স্বরান্ ॥ ২৬

সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হল এবং অঙ্গরাবা নৃত্ত  
করতে লাগল। দেবতা এবং গন্ধর্বদের সুমধুর গীতি-  
ধ্বনি ও বীণার সুস্বর নিক্রম শ্রুত হল।

স শব্দো দ্যাং চ ভূমিঃ চ প্রাণিনাং শ্রবণানি চ।

বিবেশোচ্চাবচঃ শ্রুতঃ সমো লয়ন্ত্যধিতঃ ॥ ২৭

আরোহ-অবরোহসম্বিত সমভাল-লয় গুণাবিত  
সঙ্গীতের সেই সুমধুর স্বরলহরী স্বর্গমর্ত্যের সকল প্রাণীর

শ্রীমদ্ভাগবতীয় রামায়ণ  
অনুপম ব্রতধারী তেজস্বী মহর্ষি ভরদ্বাজ সমাধিত  
চিত্তে শিক্ষাশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বৈদিক স্বর সংযোগে  
দেবতাদের সকলকে আবাহন করলেন।  
মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙ্মুখস্য কৃতাজ্জলেঃ।  
আজ্ঞাযুতানি সর্বাণি দৈবতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩  
মহর্ষি ভরদ্বাজ পূর্বমুখী হয়ে কৃতাজ্জলিপুটে এইভাবে  
ধ্যান করতে থাকলে ধ্যাত সেই দেবতারা সকলে পৃথক  
পৃথকভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন।  
মলয়ঃ দর্দুরঃ চৈব ততঃ স্বেদনুদোহনিলঃ।  
উপস্পৃশ্য ববৌ যুক্ত্য সুপ্রিয়ান্না সুখং নিবঃ ॥ ২৪  
তখন শরীরের ঘর্ম শুষ্ক করে দেয় এমন সুখদায়ক  
শীতল বায়ু মলয় ও দর্দুর নামক পর্বত দুটিকে স্পর্শ করে  
ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে লাগল।  
ততোহভ্যবর্ষন্ত ঘনা দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ।  
দেবদুন্দুভিঘোষন্ত দিষ্টু সর্বা সু শুক্রবে ॥ ২৫  
মেঘসমূহ স্বর্গীয় কুসুমবর্ষণ করতে লাগল, আর  
দশদিক থেকে দেবদুন্দুভির গগ্নির ধ্বনি শ্রুত হতে লাগল।  
প্রববৃশ্চোত্তমা বাতা ননৃত্তুচ্চান্নরোগণাঃ।  
প্রজওর্দেবগন্ধর্বা বীণাঃ প্রমুমুচুঃ স্বরান্ ॥ ২৬  
সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হল এবং অঙ্গরাবা নৃত্ত  
করতে লাগল। দেবতা এবং গন্ধর্বদের সুমধুর গীতি-  
ধ্বনি ও বীণার সুস্বর নিক্রম শ্রুত হল।  
স শব্দো দ্যাং চ ভূমিঃ চ প্রাণিনাং শ্রবণানি চ।  
বিবেশোচ্চাবচঃ শ্রুতঃ সমো লয়ন্ত্যধিতঃ ॥ ২৭  
আরোহ-অবরোহসম্বিত সমভাল-লয় গুণাবিত  
সঙ্গীতের সেই সুমধুর স্বরলহরী স্বর্গমর্ত্যের সকল প্রাণীর

কর্কটহরে যেন মধুবর্ষণ করতে লাগল।

ক্রমিবেগতে শব্দে দিব্যো শ্রোত্রসুখে নৃণাম্।

কর্ণ ভারতঃ সৈন্যঃ বিধানঃ বিশ্বকর্মণঃ ॥ ২৮

মনুষ্য-শ্রোত্র-সুখকর সেই দিব্য গীতধ্বনি সকল  
দিকে প্রসারিত হতে থাকলে ভারতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্মার  
কর্মনিপুণ্য দেখতে পেল। (সেই সঙ্গীত লহরীর মধ্যে  
বিশ্বকর্মার সৃষ্টি লীলা যেন মূর্ত হয়ে উঠল)।

বহু হি সমা ভূমিঃ সমস্তাঃ পঞ্চযোজনম্।

শালৈর্বহুভিঃ নীলবৈদূর্মসমিভেঃ ॥ ২৯

ভরতের সেনার আগমনের কারণে সবদিকে  
পঞ্চযোজন পরিমিত ভূমি সমান করা হয়েছে, তার উপরে  
নীল বৈদূর্মগি সদৃশ তৃণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে।

তস্মিন্ বিধাঃ কপিখ্যচ্চ পনসা বীজপূরকাঃ।

আমলক্যো বহুবৃচ্চ চূতাক্ষ ফলভূষিতাঃ ॥ ৩০

সেই জমি ফলসমৃদ্ধ বেল, কদবেল, কাঁঠাল, লেবু,  
আমলকী এবং আমগাছে সুশোভিত।

উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যচ্চ বনং দিব্যোপভোগবৎ।

আজগাম নদী সৌম্যা তীরজৈর্বহুভিঃ ॥ ৩১

উত্তর কুরুদেশ থেকে চৈত্ররথ নামক উপভোগ্য  
মনোরম দিব্য উদ্যান এবং কূলস্থিত বহুবৃক্ষশোভিত  
রমণীয়া নদী সেখানে আবির্ভূত হল।

চতুঃশালানি শুভ্রাণি শালাচ্চ গজবাজিনাম্।

হর্ষপ্রাসাদসংযুক্ততোরণানি শুভানি চ ॥ ৩২

সিতমেঘনিভঃ চাপি রাজবেশ্য সুতোরণম্।

শুভ্রাশালকৃতাকারং দিব্যগন্ধসমুক্ষিতম্ ॥ ৩৩

শয়নাসনয়ানবৎ।

চতুঃপ্রসঙ্গাঃ দিব্যোভোজনবস্ত্রবৎ ॥ ৩৪

যৌতনির্মলভাজনম্।

ঈশসর্বাসনঃ শ্রীমৎশ্রীপার্শ্বশয়নোত্তমম্ ॥ ৩৫

নির্মিত হয়েছে উজ্জ্বল শুভ্র চতুঃশালা, হাতি, আর  
ঘোড়ার আস্তাবল, সুমঙ্গল তোরণযুক্ত মনোরম  
প্রাসাদসমূহ। নির্মিত হয়েছে শুভ্র মেঘসদৃশ রাজপ্রাসাদ  
যার তার সমুদ্রভাগে সুগন্ধি শুভ পুষ্পশোভিত সুদৃশ্য  
ভোজন। সেই সকল প্রাসাদে রয়েছে সুকোমল শয্যা এবং  
সুযোগ্যবেশনের কোমল আসন এবং সরস আহার্য ও দিব্য

শুভ্র-বসন। আর আছে চতুঃকোণ সমতল কোমল শয্যা ও  
যৌত উজ্জ্বল পাত্রে উত্তম আহার্য।

প্রবিবেশ মহাবাহরনুজাতো মহর্ষিণা।

বেশ্য তন্ রত্নসম্পূর্ণং ভরতঃ কৈকেয়ীসূতঃ ॥ ৩৬

অনুজন্মুচ্চ তে সর্বে মন্ত্ৰিণঃ সপুৰোহিতাঃ।

বহুবৃচ্চ মৃদা যুক্তাঃ দৃষ্টা বেশ্যসংবিধিঃ ॥ ৩৭

মহর্ষির নির্দেশে কৈকেয়ীপুত্র মহাবীর ভারত নানা  
রত্নপূর্ণ সেই গৃহে প্রবেশ করলেন এবং পুরোহিতসহ  
মন্ত্ৰিগণও তাঁকে অনুসরণ করে সেই গৃহের নির্মাণকার্য ও  
ব্যবস্থা দেখে অতীব প্রসন্ন হলেন।

তত্র রাজাসনং দিব্যং বাজনং হস্তমেষ চ।

ভরতো মন্ত্ৰিভিঃ সার্বমভ্যবর্তত রাজবৎ ॥ ৩৮

মন্ত্ৰিগণসহ ভরত সেই গৃহে দিব্য রাজ্যাসন, বাজন  
এবং রাজচ্ছত্রকে রাজার মতোই (সেই সিংহাসনে রাজা  
বামচন্দ্রের অবস্থান কল্পনা করে) প্রদক্ষিণ করলেন।

আসনং পূজ্যামাস রামায়াজিপ্রণম্য চ।

বালবাজনমাদায় নাবীদং সচিবাসনে ॥ ৩৯

(সেই রাজ্যাসনে শ্রীরামের অবস্থিতি কল্পনা করে)

তিনি সেই সিংহাসনকে পূজা করলেন এবং শ্রীরামের  
উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন ; পরে চামর হাতে নিয়ে  
মন্ত্ৰীর আসনে উপবেশন করলেন।

আনুপূর্ব্যামিষেদুচ্চ সর্বে মন্ত্ৰিপুৰোহিতাঃ।

ভতঃ সেনাপতিঃ পশ্যাৎ প্রশস্তা চ নাবীদত ॥ ৪০

তারপর আনুপূর্বিক মন্ত্ৰিগণ, পুরোহিত, অতঃপর  
সেনাপতি ও রক্ষকগণ পরপর নিজ নিজ আসনে  
উপবেশন করলেন।

ভতঃ মুহূর্তেন নদ্যঃ পায়সকর্দমাঃ।

উপাতিষ্ঠত ভরতঃ ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥ ৪১

অতঃপর মহর্ষি ভরদ্বাজের নির্দেশে দাশরথি  
ভরতের সেবায় মুহূর্তের মধ্যে পায়স-কর্দমপূর্ণ নদীগুলি  
সেখানে উপস্থিত হল। (নদীগুলির জলে যে কর্দম সৃষ্টি  
হয়েছে তা আসলে পায়স।)

আসামুভয়তঃ কুলং পাণ্ডুমতিক্লেপনাঃ।

রম্যাস্তবসথা দিব্যা ব্রাহ্মণস্য প্রসাদজাঃ ॥ ৪২

সেই পারসপূর্ণ নদীগুলির উত্তরতীরে ব্রাহ্মণ



ভরদ্বাজের প্রসাদে মনোরম স্বৈতন্ত্য দিবা বাসগৃহগণক  
শোভা পেতে লাগল।

তেনৈব চ মুহূর্তেন দিব্যাজগৎকুশিতাঃ।

আত্মবিশংতিসাহস্রা ব্রহ্মণ্য প্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৩

সেই মুহূর্তে ভগবান রথ্যা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে  
সবাসজ্ঞারভূষিতা বিংশতি সহস্র দিব্যাজনা সেখানে উপস্থিত  
হলেন।

সুবর্ণমণিমুক্তেন প্রবালেদ চ শোভিতাঃ।

আত্মবিশংতিসাহস্রা কুবেরপ্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৪

যাতিগৃহীতাঃ পুরুষাঃ সোমাদ ইব লকাতঃ।

আত্মবিশংতিসাহস্রা নন্দনাদল্লারোগণাঃ॥ ৪৫

নন্দনজানন থেকে কুবের কর্তৃক প্রেরিত, সুবর্ণ-  
মণি-মুক্তা প্রবালাকারে বিভূষিতা বিংশতি সহস্র অঙ্গরা  
সেখানে এলেন, যাদের সংস্পর্শে এলে পুরুষেরা উগ্রাদ  
হয়ে যায়।

নারদস্তম্বকর্গোণঃ প্রভয়া সূর্যবর্চসঃ।

এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতসাম্রাজ্যো অণ্ডঃ॥ ৪৬

সূর্যের দীপ্তির মতো কান্তিমান নারদ (জটনৈক গন্ধর্ব),  
তুস্কু এবং গোপ নামক গন্ধর্বরাজ ভরতের সম্মুখে এসে  
গান গাইতে লাগলেন।

অলঙ্ঘ্যা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাক্ষ বামনা।

উপানৃত্য ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥ ৪৭

মহর্ষি ভরদ্বাজের নির্দেশে অলঙ্ঘ্যা, মিশ্রকেশী,  
পুণ্ডরীক এবং বামনা নামী চারজন অঙ্গরা ভরতের সম্মুখে  
নৃত্য পরিবেশন করতে লাগলেন।

যানি মাঙ্গ্যানি দেবেষু যানি চৈত্ররথে বনে।

প্রয়াগে তান্যদৃশ্য ভরদ্বাজস্য তেজসাঃ॥ ৪৮

যে পুষ্প দেবলোকে এবং চৈত্ররথ নামক অরণ্যে  
দৃষ্ট হয়, সেই পুষ্পগুলি মহর্ষি ভরদ্বাজের তপঃপ্রভাবে  
আশ্রমতীরে দৃষ্ট হচ্ছে।

বিহ্বা মাদঙ্গিকা আসন্ শমাপ্রাহা বিভীতকাঃ।

অশ্বখা নর্তকাস্তাসন্ ভরদ্বাজস্য তেজসাঃ॥ ৪৯

মহর্ষি ভরদ্বাজের তেজঃপ্রভাবে বিহ্বল মদঙ্গবাদক,  
বিভীতক বৃক্ষ তথা বহেড়াগাছগুলি রাজনার তাল এবং  
অশ্বখ বৃক্ষসকল নর্তকের রূপ ধারণ করল।

ভরতঃ পরলতালাপ্তঃ তিলকাঃ সতমালকাঃ।

রাজ্যরাজ্যে সম্পত্তিঃ কুন্ডা কুন্ডাখ বামনাঃ॥ ৫০

অতঃপর সরল দেবদালি, তাল, তমাল এবং তিলক  
পুষ্পসমূহ ভরতের মনোরমজনের জন্য কুন্ডা এবং  
বামনাকার দারণ করে ছাট চিত্রে সেখানে উপস্থিত হল।

শিংশপাহুচমলকী অম্বুগীর্ষাঢ্যায় কানমে লতাঃ।

মালতী মল্লিকা জাতিগীর্ষাঢ্যায় কানমে লতাঃ।

প্রমদানিয়মঃ কুন্ডা ভরদ্বাজপ্রমেহনসুঃ॥ ৫১

কাননচ শিংশপা, আমলকী, জাম প্রভৃতি বৃক্ষসকল  
এবং মালতী, মল্লিকা, জাতি প্রভৃতি লতাসমূহ সুন্দরী  
নারীমূর্তি ধারণ করে ভরদ্বাজ মূর্তির আশ্রমে এসে কান  
করতে লাগল।

সুরাঃ সুরাণাঃ শিবত পায়সঃ চ বৃহক্ষিতাঃ।

মাংসানি চ সুমেখ্যানি ভক্ষ্যতাং যো যদিচ্ছতি॥ ৫২

সেই অঙ্গরাগণ বলতে লাগল—‘মধুপায়ীরা যথেষ্ট  
মধুপান করো, আর পুন্ডার্বেরা যথেষ্ট পবিত্র ফলের মূল  
এবং যথেষ্ট পায়স ভোজন করো।’

উচ্ছোদ্য গ্রাময়ন্তি স্ম নদীতীরেষু বহুদু।

অশোকমেকং পুরুষং প্রমদাঃ সপ্ত চাষ্ট চ। ৫৩

সেই অঙ্গরাগণের মধ্য থেকে সাত-আটজন করে  
সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে এক-একজন সৈনিক পুরুষকে  
উত্তমরূপে তৈলমর্দন করে স্নান করাতে লাগল।

সংবাহিতাঃ সমাপেতুর্নার্যো বিপুললোচনাঃ।

পরিমৃজ্য তদানোনাং পায়য়ন্তি বরাজনাঃ॥ ৫৪

আয়তলোচনা সুন্দরী বরাজনারা সদাশ্রিত সেই  
অতিথিদের গায়ের জল কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে তাদের  
গাত্র সংবাহন করে স্বাদিষ্ট পেষ্য পান করাতে লাগল।

হয়ান্ গজান্ খরানুগ্ধাংস্তথৈব সুরভেঃ সূতান্।

অভোজয়ন্ বাহনপাত্বেমাং ভোজ্যং যথাবিধি॥ ৫৫

অতঃপর বাহন পালকগণ অশ্ব, হস্তী, অশ্বতর ও  
এবং সুরভিসূত বৃষদের যথাবিধি তৃণাদি ভোজ্য করল।

ইকুংচ মধুলাজাংচ ভোজয়ন্তি স্ম বাহনান্।

ইক্বাকুবরয়োথানাং চোদয়ন্তো মহাবলাঃ॥ ৫৬

ইক্বাকুবংশীয় বীর যোদ্ধাদের বাহন-পালকের  
বাহনগুলিকে বজ্রনমুদ্র করে যথেষ্ট ইকু (আখ) এবং



মুমিপ্রিত লাজ (খৈ) ভোজন করাল।

দাম্বকোহুমাজানাম গজং কুজরয়ঃ।

রত্নমতমুদিতা সা চমুত্তর সমুত্তৌ ॥ ৫৭

যেখানে অশ্বেরা এবং হস্তীরা আহার করছিল  
সেখানে অশ্ববন্ধনকারীরা এবং হস্তীবন্ধনকারীরা অশ্বেশ ও  
হস্তীর কাছে যেতে পারল না, কারণ সেখানে মধু পান করে  
সেনাবাহিনী প্রমত্ত অবস্থায় ছিল।

কুপিতা সর্বকামৈক রক্তচন্দনরুঘিডা।

রক্তরোগশংখুস্তাঃ সৈন্যা বাচমুদীরয়ন্ ॥ ৫৮

সবকম কামনায় পরিতৃপ্ত রক্তচন্দনচর্চিত  
সৈনিকেরা অঙ্গরাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বলতে লাগল—  
নৈরাধোধ্যঃ গমিস্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্।

কুলং ভরস্যাঙ্ক রামস্যাঙ্ক তথা সুখম্ ॥ ৫৯

‘আমরা আর অযোধ্যায় ফিরে যাব না, দণ্ডকাতেও  
না, ভরতের কল্যাণ হোক, রামও দণ্ডকারণো সুখে  
থাকুন।’

ইতি পাদাতরোহাশ্চ হস্তাশ্বারোহবন্ধকা।

জনাখ্যাতঃ বিধিঃ লজ্জা বাচমেতামুদীরয়ন্ ॥ ৬০

সম্রাট্য বিনেদুস্তে নরাত্তর সহস্রশঃ।

ভরতস্যানুযাতারঃ স্বর্গোহয়মিতি চাক্রবন্ ॥ ৬১

ভরতের অনুগামী স্বাধীনতা-প্রাপ্ত পদাতিক সৈন্যরা,  
হস্তী ও অশ্বেশ বন্ধনকারী আরোহীরা এবং সহস্র সহস্র  
মনুষ উল্লসিত হয়ে পূর্ব (৫৯ সংখ্যক) শ্লোকোক্ত কথা  
বলে আরও বলতে লাগল, ‘এই তো স্বর্গ।’

নৃজন্তু হসন্ত চ গায়ত্র্যশ্চৈব সৈনিকাঃ।

সম্রাট্য পরিধাবজ্জো মাল্যোপেতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬২

পুষ্পমাল্যে সুশোভিত সহস্রা হাজার হাজার সৈনিক  
নৃত্যগীত করতে করতে চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।  
জজ্ঞে ভুজ্জবতাং তেষাং তদরমমুতোপমম্।

নিবানুধীক্স ভক্ষ্যাংস্তানভবদ্ ভক্ষণে মতিঃ ॥ ৬৩

অমৃতসাদযুক্ত আয় ভোজন করে এবং স্বর্গীয় ভোজ্য  
ধর্ন করে সৈনিকদের আবার ক্ষুধার উদ্রেক হল।  
প্রোষ্যন্তেচ্যাক্ত বধ্যাক্ত বলহ্যাক্তাপি সর্বশঃ।

বহুবুস্তে ভূশঃ প্রীতাঃ সর্বে চাহতবাসসঃ ॥ ৬৪

সেনাবাহিনীর মধ্যে যে সকল দাস-দাসী ও অন্য

শ্রীলোক ছিল তারা সকলেই নতুন বস্ত্র পেয়ে অত্যন্ত  
খুশি হল।

কুঞ্জরাক্ষ পরোষ্টাক্ষ গোহনাক্ষ মৃগপক্ষিঃ।

বভূবুঃ সুভূতাক্ষ নাক্ষো দ্যানামকল্পয়ঃ ॥ ৬৫

হস্তী, গর্দভ, ঈষ্ট, গো, অশ্ব, মৃগ এবং পক্ষীরা  
সেখানে ভোজন করে এত পরিভ্রপ্ত যে প্রতিবিদ্ধ বাদ্য  
আর তানার ঈচ্ছা করল না।

নাশকুপাসারত্রাসীঃ কুধিতো মলিনোহপি বা।

রজসা ক্ষত্বেকেশো বা নরঃ কচ্চিদমূলতঃ ॥ ৬৬

সেই সময় সেখানে ধূলিধূসরিত কেশযুক্ত মলিন  
বস্ত্র পরিহিত ক্ষুধার্ত কুমুদেহী কোনও লোকই দেখা গেল  
না।

আজৈচ্চাপি চ বারাহৈর্নিষ্ঠানবরসক্কেয়ৈঃ।

ফলনির্বৃহসংসিদ্ধৈঃ সুপৈর্গন্ধারসাবিভৈঃ ॥ ৬৭

পুষ্পক্ষজবতীঃ পূর্ণাঃ শুক্লাসামসা চাভিতঃ।

দদুস্তবিন্মিতাক্ষ নরা লৌহীঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৮

ভরতের সঙ্গে আগত সকল অযোধ্যাবাসী ও  
সৈনিকেরা বিস্মিত নেত্রে দেখল— চতুর্দিকে সহস্র সহস্র  
সুবর্ণপাত্রে সজ্জিত আছে জোয়ান-মিশ্রিত বারাহী স্বন্দ  
দ্বারা এবং আম ইত্যাদি ফলের উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন মিশ্রিত সুস্বাদু  
সূপ (ঝোল) ও ফলের রসযুক্ত স্নেহপুষ্পসদৃশ স্নেহশুভ্র  
অন্নরাশি।

বভূবুর্নপার্শ্বেষু কৃপাঃ পায়সকর্কমাঃ।

তাক্ষ কামদুখা গাবো ক্রমাশ্চাসন্ মধুচাতঃ ॥ ৬৯

সেই বনের চতুর্পার্শ্বস্থ কৃপগুলি সব জলের  
পরিবর্তে পায়সকর্কমে পরিপূর্ণ ; গরুগুলি সব কামধেনু  
এবং বৃক্ষসকল মধুধর্মী।

বাণো মৈরয়পূর্ণাক্ষ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বতাঃ।

প্রতগুলিষ্ঠৈরৈচ্চাপি মার্গমাদুরকৌকুটৈঃ ॥ ৭০

পশিপার্শ্বস্থ জলাশয়গুলি ‘মৈরয়’ নামক মদে পূর্ণ  
এবং উত্তম কুণ্ডগুলি পথের ময়ূর ও বন্য কুকুটের রান্না  
করা মাংসে পূর্ণ ছিল।

পাত্রীনাং চ সহস্রাণি হালীনাং নিযুতানি চ।

নার্যুদানি চ পাত্রাণি শাকুন্তলময়ানি চ ॥ ৭১

হাল্যঃ কুন্ডাঃ করজাক্ত দধিপূর্ণাঃ সুসংহতাঃ।

যৌবনহস্য পৌরসা কনিষ্ঠসা সুগন্ধিনঃ ॥ ৭২  
হৃদাঃ পূর্ণা রসালসা দরঃ শ্বেতসা চাপরো।

বহুবুঃ শায়সস্যানো শর্করাপাং চ সঞ্চয়াঃ ॥ ৭৩

সেখানে ছড়িয়ে পড়ে ছিল সহস্র সহস্র নিমুত নিমুত  
(কয়েক লক্ষাধিক) এবং অর্বুদ-অর্বুদ (কয়েক কোটি  
বোনি) স্বর্ণময় অমপাত্র। ছিল থালা, ছোট ছোট কলসি,  
উত্তম পুষ্প, কদবেলের সুগন্ধযুক্ত উত্তম দধিপূর্ণ বড় বড়  
কলস, অন্যান্য হৃদগুলি সুগন্ধিত শুভ্র রসাল স্রবা ধারা  
পরিপূর্ণ। কতকগুলি হৃদ ছিল পায়সায় আর কতকগুলি  
ছিল শর্করায় পরিপূর্ণ।

কঙ্কাস্কর্পকষ্মাংস্ত স্নানানি বিবিধানি চ।

দদৃশুর্ভাজনহানি তীর্থেষু সরিতাং নরাঃ ॥ ৭৪

নদীর ঘাটে গিয়ে লোকেরা দেখতে পেল ভিন্ন ভিন্ন  
পাত্র ময্যে আমলকীচূর্ণ তথা স্নানোপযোগী বিভিন্ন সুগন্ধিত  
চূর্ণ স্রবাসকল সজ্জিত রয়েছে।

স্ত্রানংস্তমতচ্চাপি দন্তধাবনসঞ্চয়ান্।

স্ত্রানংস্তদনকঙ্কাস্ত সমুদ্রেবতিষ্ঠতঃ ॥ ৭৫

দর্শনান্ পরিমৃষ্টাংস্ত বাসসাং চাপি সঞ্চয়ান্।

পাদুকোপানহঃ চৈব যুথান্যত্র সহশ্রশঃ ॥ ৭৬

আজ্ঞনীঃ ককতান্ কৃচ্ছাত্রাপি চ ধনুংবি চ।

মর্মজ্ঞানানি চিত্রানি শয়নান্যাসনানি চ ॥ ৭৭

প্রতিশানহৃদান্ পূর্ণান্ খরোষ্ট্রগজবাজিনাম্।

অবগাহ্যসুতীর্থাংস্ত হৃদান্ সোৎপলপুষ্পরান্।

আকাশবর্ণপ্রতিমান্ বহুতোয়ান্ সুখাপ্রবান্ ॥ ৭৮

নীলবৈদূর্বর্ণাশ্চ নৃদন্য যবসসঞ্চয়ান্।

নির্বাণার্থং পশুনাং তে দদৃশুস্তত্র সর্বশঃ ॥ ৭৯

তারা আরও দেবল স্নেত লোমশাপ্রভাগ দন্তধাবন  
কাষ্ঠ, স্নেত চন্দন অনুলেপনপূর্ণ সম্পুট, পরিমার্জিত দর্পণ,  
বস্ত্ররাশি, কয়েক সহস্র চর্মপাদুকা ও কাষ্ঠ পাদুকা, দেবল  
কত জলপূর্ণ কাজলজাতা, কাঁকন শ্মশ্রু মার্জন (চুল দাড়ি

মার্জন) কুট, ছত্র, মণ্ড, কবচ, সুশরশয্যা এবং আসন;  
আরও দেবল পানীয় জলপূর্ণ এবং স্নেত-নীলস্নেত  
আজ্ঞানীত হৃদ মা গর্ভত, উষ্ট্র, হস্তী এবং অশ্বের  
অবগাহনের উপযোগী, যার জল আকাশের মতো নীল ও  
মুগ্ধ এবং সুশরশোণযোগী। তারা আরও দেবল চতুর্ভুজ  
মার্জিত নীল বৈদূর্বর্ণাশির বর্ণাবিধিষ্ট : পতঙ্গের  
ভরণাশিতে পরিপূর্ণ।

শায়সস্যানো বস্তুকষ্মাংস্ত তদনুতম্।  
দৃষ্ট্বাহুতিথ্যং কৃতং তাদৃশং ভরতস্য মহর্ষিণা ॥ ৮০

ভরতের সঙ্গে আগত সেনা ও অন্যান্য সকলের  
সঙ্গে ভরতের প্রতি মহর্ষির তদাশ্রয় স্বপ্নবৎ অদ্ভুত আভি  
দেখে সকলে বিম্মিত হল।

ইত্যেবং রমমাশানাং দেবানামিব মন্দনে।

ভরতাজ্ঞাপ্রমে রমো সা রাত্রির্বাভবতঃ ॥ ৮১

নন্দনকাননে দেবতাদের আনন্দবিহারের মতো হলে  
মহর্ষি ভরতাজ্ঞের সেই রমণীয় আশ্রমে সকলের রাত্রি  
সুখবিহারে অতিবাহিত হল।

প্রতিজ্ঞাশ্চ তা মদ্যো গজর্বাশ্চ যথাগতম্।

ভরতাজ্ঞমনুজ্ঞাপ্য তাস্চ সর্বা বরাদনা ॥ ৮২

অতঃপর স্বর্গীয় সেই সকল নদী, গজর্বাশ ও  
বরাদনারা মহর্ষি ভরতাজ্ঞের অনুমতিক্রমে, যেখন থেকে  
এসেছিল, সেই স্থানেই চলে গেল।

তথৈব মন্তা মদিরোংকটা নরা-

তথৈব দিব্যাশ্চক্চন্দনোক্ষিতা।

তথৈব দিব্যা বিবিধাঃ প্রভুতমাঃ

পৃথিবীকীর্ণা মনুজৈঃ প্রমর্ষিতা ॥ ৮৩

মণুপানে উদ্রস্ত এবং দিব্য চন্দন ও অশ্রুজল  
ভরতের লোকজন মহর্ষির আশ্রম থেকে চলে গেল,  
চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল শুধু মানুষের পদাঙ্গির  
নিষ্কিষ্ট পুষ্পমালাগুলি।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় সর্গে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাব্যে ভাগবতের অযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

## দ্বিবিভাগ সর্গ (৯২)

শ্রীরামের সঙ্গে মিলনের পর পুনরায় ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জানিয়ে শ্রীরামের আশ্রমে যাওয়ার পথ নির্দেশপ্রাপ্ত ভরত কর্তৃক মুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে মাতৃগণের পরিচয় দান, অতঃপর সেনাবাহিনীসহ ভরতের চিত্রকূটের উদ্দেশ্যে যাত্রা

ভরতঃ রজনীং বুধ্য ভরতঃ সপরিজনঃ ।  
কৃতিতথ্যো ভরদ্বাজঃ কামাদভিজগাম ॥ ১

সপরিজন ভরত ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ  
করে রাত্রিযাপনান্তে পরের দিন শ্রীরামের কাছে যাওয়ার  
অনুমতি প্রার্থনা করে মুনির কাছে উপস্থিত হলেন।

ভরতঃ পুরুষব্যাসঃ শ্রেষ্ঠা প্রাজ্ঞলিমাগতম্ ।  
হৃদয়িত্বোহো ভরতঃ ভরদ্বাজোহভাবত ॥ ২

অগ্নিহোত্রাদি নিত্য প্রাতঃকর্ম সমাপনান্তে ঋষি  
ভরদ্বাজ সম্মুখে আগত করজোড়ে দণ্ডায়মান নরশ্রেষ্ঠ  
ভরতকে দেখে বললেন -

কচ্ছিস্ব সুখা রাত্রিস্তবাস্মধিব্যয়ে গত ॥  
সম্রাট্ জনঃ কচ্ছিদতিথ্যো শংস মেহনষ ॥ ৩

'পূর্ত্যরিত্র ভরত ! বলো, আশ্রমে তোমার রাত্রি  
সুখে অতিবাহিত হয়েছে তো ! তোমার সঙ্গে আগত  
পরিজনেরা সকলে পরিতৃপ্ত তো ?'

ভরতঃ কৃৎস্না ভরতোহতিপ্রণমা চ ॥  
অশ্রমদুপনিহ্নাস্তমুখিমুত্তমতেজসম্ ॥ ৪

আশ্রমগৃহ থেকে বহিরাগত অত্যন্ত তেজস্বী সেই  
ধর্মকে প্রণাম করে ভরত করজোড়ে বললেন -

সুখোষিতোহস্মি ভগবন্ সমগ্রবলবাহনঃ ।  
বলবত্তর্গিত্যাহং বলবান্ ভগবৎসুয়া ॥ ৫

'ভগবন্ ! সৈন্যবাহিনী ও বাহনাদিসহ আমরা সকলে  
বলে বুঝেই বাস করলাম ; আপনি আমাদের সকলকে  
পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করেছেন।

অশ্রমসমুদ্রাপাঃ সুভিক্ষাঃ সুপ্রতিশ্রয়াঃ ।  
অদি প্রেছ্যানুপাদায় সর্বৈ স্ম সুসুখোষিতা ॥ ৬

'সেবকসহ সপরিজন আমাদের সকল ক্লান্তি দূরীভূত  
হয়েছে এবং উত্তম অন্নপানাদি দ্বারা আমরা সকলেই  
সর্বশেষ পরিতৃপ্ত। উত্তম আশ্রমে আমরা সকলেই সুখে  
রাত্রি অতিবাহিত করেছি।

আমন্ত্রয়েহহং ভগবন্ কামং দ্বামুখিসত্তম ।  
সমীপং প্রস্থিতং দ্রাতুমৈত্রেণৈক্ষস্ব চক্ষুষা ॥ ৭

'হে ঋষিবর ভগবন্ ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের  
কাছে যাওয়ার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি ;  
স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আপনি আমায় বিদায় দিন।

আশ্রমং তস্য ধর্মজঃ ধার্মিকস্য মহাস্বনঃ ।  
আচক্ষ্ব কতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংস মে ॥ ৮

'হে ধার্মিক প্রবর মুনিবর ! ধর্মজ্ঞ মহাত্মা শ্রীরামের  
আশ্রম কোন্ দিকে এবং কত দূরে, তা আমায় স্পষ্ট করে  
বলুন।'

ইতি পৃষ্ট্ব ভরতঃ দ্রাতৃদর্শনলালসম্ ।  
প্রত্যাচ মহাতেজা ভরদ্বাজো মহাতপাঃ ॥ ৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদর্শনে সমুৎকণ্ঠিত ভরত কর্তৃক এইভাবে  
জিজ্ঞাসিত হয়ে, মহাতেজা, মহাতপস্বী ঋষি ভরদ্বাজ  
প্রত্যুত্তরে ভরতকে বললেন -

ভরতর্ষভূতীয়েষু যোজনেধজনে বনে ।  
চিত্রকূটগিরিস্তত্র রম্যানির্বরকাননঃ ॥ ১০

'ভরত ! এখান থেকে সাড়ে তিন যোজন (চৌদ্দ  
ক্রোশ) দূরে নির্জন বনমধ্যে রমণীয় বর্ণা ও মনোরম  
কাননসম্বিষ্ট চিত্রকূট পর্বত অবস্থিত।

উত্তরং পার্শ্বমাসাদ্য তস্য মন্দাকিনী নদী ।  
পুষ্টিপতক্রমসংহ্রা রম্যপুষ্টিপতকাননা ॥ ১১

অনন্তরং তৎসরিতস্তচিত্রকূটং চ পর্বতম্ ।  
তয়োঃ পর্ণকূটীং তাত তত্র তৌ বসতো ব্রুবম্ ॥ ১২

'সেই পর্বতের উত্তর পাশ দিয়ে মন্দাকিনী নদী  
প্রবাহিত, যার উভয় তটভূমি ছায়াপ্রদানকারী রমণীয়  
পুষ্টিপত বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। সেই নদীর অপর তীরে

চিত্রকূট পর্বতে নিশ্চয়ই পর্ণকূটীর নির্মাণ করে তাতেই  
দশরথপুত্র ভ্রাতৃদ্বয় সীতাসহ বাস করেছেন।

দক্ষিণেন চ মার্গেণ সবাদক্ষিণমেব চ ।



গজবাজিসমাকীর্ণাঃ বাহিনীঃ বাহিনীপতে॥ ১৩  
বাহুব্যম মহাত্মাং ভূতো ব্রহ্মসি বাবধব।

‘হে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ! হস্তী-অশ্ব-সমায়ুক্ত তোমার বিশাল বাহিনীকে নিয়ে প্রথমে দক্ষিণদিকে কিছুটা গিয়ে পরে বামদিকে যাবে ; তারপর আবার দক্ষিণদিকে গিয়ে রামকে দেখতে পাবে।’

প্রয়াগমিতি চ শ্রুত্বা রাজরাজস্য যোষিতঃ॥ ১৪  
হিষ্টা যানানি যানার্হা ব্রাহ্মণঃ পৰ্যবারয়ন।

যাত্রা করতে হবে শুনে, রথে অবস্থিত রাজমহিষীরা রথ থেকে অবতরণ করে ব্রাহ্মণি ভরদ্বাজকে চতুর্দিকে বেঁটন করে দাঁড়ালেন।

বেশমানা কৃশা দীনা সহ দেব্যা সুমিত্রয়া॥ ১৫  
কৌসল্যা তত্র জগ্ৰাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনৈঃ।

পতিহীনা ও পুত্র থেকে বিচ্ছিন্না দেবী কৌশল্যা কাঁপতে কাঁপতে সুমিত্রার সঙ্গে এসে দুই হাতে মূনির পা জড়িয়ে ধরলেন।

অসমৃদ্ধেন কামেন সর্বলোকস্য গর্হিতা॥ ১৬  
কৈকেয়ী তত্র জগ্ৰাহ চরণৌ সব্যপত্রপা।

তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম্॥ ১৭  
অদূরাদ্ ভরতসৌব তসৌ দীনমনাস্তদা।

অসফলকামা সর্বজননিপিতা কৈকেয়ী সসঙ্কোচে মহামুনির চরণ বন্দনা করলেন এবং তাকে প্রদক্ষিণ করে ভরতের কাছে গিয়ে দীনচিহ্নে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তত্র পপ্রচ্ছ ভরতঃ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ॥ ১৮  
বিশেষঃ জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৃণাং তব রাঘব।

অতঃপর মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে বললেন—‘হে রঘুনন্দন ! তোমার মাতৃগণের প্রত্যেকের (পৃথক পৃথক ভাবে) বিশেষ পরিচয় জানতে চাই।’

এবমুক্ত্ব ভরতো ভরদ্বাজেন ধার্মিকঃ॥ ১৯  
উবাচ প্রাজ্ঞলির্ভূত্বা বাক্যং বচনকোবিদঃ।

মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, বাক্যকথনে সুনিপুণ ধার্মিক ভরত কৃতাজলিপুটে বললেন—

যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্ষিতাম্॥ ২০  
পিতৃর্হি মহিষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি।

এবাং তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্॥ ২১

কৌসল্যা সুবুবে রামঃ যাত্রমদিতির্বিজ্ঞা।

‘ভগবন্ ! শোকে অনশনে ক্লিষ্টা, দেবীর মতো যাকে দেবছেন, ইনি আমার পিতাব প্রধানা মহিষী দেবী কৌসল্যা আমার বড় মা, দেবমাতা অদिति যেমন বিধাতা অদিতিকে জন্ম দিয়েছেন সেইরকম ইনি সিংহগতিসম্পন্ন নরশার্ঙ্গ শ্রীরামের জননী।

অস্যা বামভুজঃ শ্লিষ্টা যা সা তিষ্ঠতি দুর্মনাঃ॥ ২২

ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্থা দেবী রাজ্ঞশ্চ মথামা।

কর্ণিকারস্যা শাখেব শীর্ণপুষ্পা বনাঙ্করে॥ ২৩

এভস্যাষ্টৌ সূতৌ দেব্যাঃ কুমারৌ দেববর্ষিনৌ।

উভৌ লক্ষ্মণশক্রৌ বীরৌ সত্যপরাক্রমৌ॥ ২৪

‘দেবী কৌশল্যার বামবাহু জড়িয়ে ধরে বনমধ্যে খুল

ঝরে যাওয়া কর্ণিকা বৃক্ষের মতো উদাসভাবে ভুগছিল

যিনি দাঁড়িয়ে আছেন ; শোকাক্তা সেই দেবী সুমিত্রা রাজার

তৃতীয়া মহিষী (আমার ছোট মা)। ঐর দেবতুল্য বীর ও

সত্যপরায়ণ দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

বস্যাঃ কৃতে নরব্যাষ্টৌ জীবনানশমিতো গতৌ।

রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতাঃ॥ ২৫

ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাঃ দৃষ্টাং সুভগমানিনীম্।

ঐশ্বর্যকামাঃ কৈকেয়ীমনার্থামার্যক্রণিধীম্॥ ২৬

মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিষ্ঠয়াম্।

যতোমূলং হি পশ্যামি বাসনং মহদাশ্বনং॥ ২৭

‘আর যাঁর জন্য নরশার্ঙ্গুল রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় প্রাণ-

সংশয়তুল্য বনবাসিত হয়েছেন এবং পুত্র বিরহকাতর

রাজা দশরথ স্বর্গত হয়েছেন, সেই পাপীয়াসী নৃশংস

স্বভাব ক্রোধপরায়ণা, উদ্ধতা, সৌভাগ্যভিনাশিনী,

ঐশ্বর্যলুভা, সকল দুঃখের কারণ, আচরণে অন্যায়তুল্য

কৈকেয়ীকে আমার জননী জন্মদাত্রী বলে জানবেন।’

ইত্যুক্তা নরশার্ঙ্গলো বাস্পগদগদয়া দিবা।

বিনিঃশ্বস্য স তপ্রাক্ষঃ ক্রুদ্ধো নাগ ইব হৃসন্॥ ২৮

ক্রোধে-শোকে রক্তনেত্র পুরুষসিংহ ভরতঃ

বাস্পগদাদ কণ্ঠে এই কথাগুলি বলে ক্রুদ্ধ সর্পের মতো

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

ভরদ্বাজো মহর্ষিঃ ক্রবন্তঃ ভরতঃ তদা।

প্রভাবাচ মহাবুকিরিকং বচনমবধিৎ॥ ২৯

শোকে-দুঃখে কাতর ভরত উক্ত কথাগুলি বললে,  
হয়ুজিমান ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা সকল কথার অর্থবিৎ মহর্ষি  
জন্মজ তখন ভরতকে বললেন—

দোষোপবসন্তব্য কৈকেয়ী ভরত ক্রমা।

রামপ্রাজ্ঞনঃ হোতঃ সুখোদর্কঃ ভবিষ্যতি॥ ৩০  
‘ভরত ! কৈকেয়ীর এই দোষের জন্য তাঁকে তুমি  
নিশ্চ কোষো না ; কারণ শ্রীরামের এই বনবাস পরিণামে  
সুখদর্ক হবে।

বোলাঃ দানবানাঃ চ ঋষীনাঃ ভাবিতাম্ভনাম্।

বিজম্ব ভবিষ্যদি রামপ্রাজ্ঞনাদিহ॥ ৩১

‘শ্রীরামের এই বনবাস দেবতা, দানব ও পরমাত্মা  
জিনের ঋষিদের পক্ষে এই জগতে অতীত কল্যাণপ্রদ  
হবে।’

জড়িবাদা হু সংসিদ্ধঃ কৃতা চৈনঃ প্রদক্ষিণম্।

রামজ্ঞ ভরতঃ সৈন্যাঃ যুজ্যতামিতি চত্ৰবীহঃ॥ ৩২

সিদ্ধমনোরথ ভরত তখন শ্রীভরদ্বাজ ঋষিকে  
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে, সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে  
বললেন—‘যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।’

জ্ঞো ঋজিরথান্ যুজ্ঞা দিব্যান্ হেমবিভূষিতান্।

অযারোহঃ প্রয়াণার্থঃ বহুন্ বহুবিধো জনঃ॥ ৩৩

তখন স্বর্ণমণ্ডিত রথে অশ্ব যোজনা করে যাত্রার জন্য  
বহুলোক তাতে আরোহণ করল।

গজকন্যা গজাশ্চৈব হেমকক্ষ্যাঃ পতাকিনঃ।

বীমূতা ইব ঘর্মাশ্চে সযোযাঃ সম্প্রতহিরে॥ ৩৪

বর্ণনির্মিত গলবস্ত্র এবং পতাকা শোভিত হস্তী ও  
ঘট্টনীরা গ্রীষ্ম শেষে বর্ষাকালীন মেঘের মতো গর্জন  
করতে করতে প্রস্থান করল।

বিবাহ্যপি যানানি মহাশ্চি চ লঘুনি চ।

প্রযয়ঃ সুমহার্হাণি শাদৈরপি পদাতয়ঃ॥ ৩৫

যানারোহীরা মহামূল্যবান ছোট বড় নানাপ্রকার যানে  
চড়ে, আর পদাতিকেরা পায়ে হেঁটে চলতে লাগল।

অথ যানপ্রবেকৈস্ত কৌশল্যাপ্রমুখাঃ স্থিরঃ।

রামদর্শনকামিকশাঃ প্রযয়ুমুদিতাজ্ঞাঃ॥ ৩৬

এবার, কৌশল্য প্রমুখ রাজকুলের স্ত্রীগণ, শ্রীরামের  
দর্শনকামিকায় শ্রেষ্ঠ যানে চড়ে সানন্দে চলতে লাগলেন।

চত্ৰাকর্তরুণাভাসাঃ নিযুক্তাঃ শিবিকাঃ শুভাম্।

আহ্বায় প্রযয়ৌ শ্রীমান্ ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ॥ ৩৭

নবোদিত চন্দ্র ও সূর্যের আভাযুক্ত শিবিকায় আরাঢ়  
হয়ে শ্রীমান ভরত সপরিজন যাত্রা কবলেন।

সা প্রযাতা মহাসেনা গজবাজিসমাকূলা।

দক্ষিণাঃ দিশমাবৃত্তা মহামেঘ ইবোশ্বিতঃ॥ ৩৮

বিশাল সেনাবাহিনী দক্ষিণ দিক আবৃত করে যাত্রা করল।

বনানি চ ব্যতিক্রম্য জুষ্টানি যুগপক্ষিভিঃ।

গজায়াঃ পরবেলায়াঃ গিরিধ্ব নদীষপি॥ ৩৯

গজার পরপারে নদী ও পর্বতের নিকটবর্তী  
পশুপক্ষিসেবিত সেই বিশাল বনপথ অতিক্রম করে তারা  
চলতে লাগল।

সা সম্প্রহট্টধিপবাজিযুধা

বিত্রাসয়ন্তী যুগপক্ষিসংস্থান্।

মহঘনঃ তৎ প্রবিগাহমানা

ররাজ সেনা ভরতসা তত্র॥ ৪০

প্রহট্ট হস্তী ও অশ্বসমূহ সমন্বিত ভরতের সেই  
বিশাল সেনাবাহিনী কত যুগপক্ষীদের অন্তরে ত্রাসের  
সঞ্চার করে বনপথ দিয়ে যাওয়ার সময় বেশ শোভা  
উৎপাদন করেছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে দিনবিত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দিনবিত্তমঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥



## তিনবতীতম সর্গ (৯৩)

সেনাবাহিনীসহ ভরতের চিত্রকূট যাত্রার বর্ণনা

তয়া মহত্যা যায়িন্যা ক্ষয়িন্যা বনবাসিনঃ।  
অর্দিভা যুথপা মজাঃ সমুখাঃ সম্প্রদুস্তবুঃ। ১

ধ্বজাধারী সেই বিশাল সেনাবাহিনীর যাত্রাকালে  
বনবাসী হস্তী-দলপতিরা তাদের দলবল সহ ভয়গীড়িত হয়ে  
ইতস্তত পলায়ন করতে লাগল।

বক্ষাঃ পৃথতমুখ্যাস্ত রুরবশ্চ সমজ্ঞতঃ।  
দৃশ্যন্তে বনবাটেষু গিরিষণি নদীষু চ॥ ২

বনপ্রদেশে, পর্বতে এবং নদীতীরে চারিদিকে  
তল্লুকদের, চিত্রিত হরিণদের এবং 'রুর' নামক হরিণদের  
ভয়ে ছুটাছুটি করতে দেখা গেল।

স সম্প্রতক্ষে ধর্মাত্মা প্রীতো দশরথাস্বজঃ।  
বৃত্তো মহত্যা নাদিন্যা সেনয়া চতুরঙ্গয়া॥ ৩

বথারেহী, গজাবোহী, অশ্বারেহী ও পদাতিক এই  
বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনীর কোলাহলের মাধ্যমে ধর্মাত্মা  
দশরথাস্বজ ভরত সানন্দে অগ্রসর হতে লাগলেন।

সাগরৌঘনিভা সেনা ভরতস্য মহাস্থানঃ।  
মহীং সঙ্খাদয়ামাস প্রাবৃষি দ্যামিবাষুদঃ॥ ৪

বর্ষাকালে মেঘ যেমন আকাশকে ছেয়ে ফেলে,  
সেইরকমভাবে মহাত্মা ভরতের সাগরপ্রবাহের মতো  
বিশাল সেনাবাহিনী পৃথিবীকে ঢেকে ফেলল।

ভুরগৌষৈরবততা বারশৈশ্চ মহাবলৈঃ।  
অনালক্ষ্যা চিরং কালং তস্মিন্ কালে বভূব সা॥ ৫

বহু সংখ্যক অশ্ব ও মহাবলশালী হস্তীর শোভাযাত্রায়  
আবৃত হওয়ায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর মাটি দেখা যাচ্ছিল  
না।

স গজা দূরমস্থানং সম্পরিশ্রান্তবাহনঃ।  
উবাচ বচনং শ্রীমান্ বসিষ্ঠঃ মজ্জিগাং বরম্॥ ৬

অনেকদূর পথ যাওয়ার পর বাহনদের পরিশ্রান্ত  
দেখে ভরত মজ্জীশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠদেবকে বললেন—

যাদৃশং লক্ষ্যতে রূপং যথা চৈব ময়া শ্রুতম্।  
বাক্তং প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরতাজ্ঞো যমত্রবীৎ॥ ৭

'ভগবন্! চতুষ্পার্শ্বের যে রূপের কথা শুনেছি  
এবং যেক্ষণ দেখছি তাতে মনে হচ্ছে মহর্ষি ভরতরাজ যে  
দেশের কথা বলেছিলেন, আমরা সেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে  
গিয়েছি।

অয়ং গিরিচ্চিত্রকূটস্থথা মন্দাকিনী নদী।  
এতৎ প্রকাশতে দূরমীলমেঘনিভঃ বনম্॥ ৮

'এই তো চিত্রকূট পর্বত ; এই তো প্রবহমান  
মন্দাকিনী, আর দূর থেকে নীল মেঘের মতো দৃশ্যমান এই  
নীল বনশ্রেণী।

গিরেঃ সানুনি রম্যাণি চিত্রকূটসা সম্প্রতি  
বারশৈশবমুদান্তে মামকৈঃ পর্বতোপশ্নৈঃ॥ ৯

'সম্প্রতি আমার পর্বতোপম হস্তিগণ এই পর্বতে  
সানুদেশকে নিপীড়িত করে বপ্রক্রীড়ারত।

মুখ্যস্তি কুসুম্যান্যেভে নগাঃ পর্বতসানুযু।  
নীলা ইবাতপাপায়ে তোয়ং তোয়ধরা ঘনাঃ॥ ১০

'প্রীত্বের অবসানে নীল মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে,  
সেইভাবে পর্বত সানুদেশস্থিত তরুরাজি পুষ্পবর্ষণ  
করছে।'

কিন্নরাচরিতং দেশং পশ্য শত্রুঘ্ন পর্বতে।  
হয়ৈঃ সমস্তাদাকীর্ণং মকরৈরিব সাগরম্॥ ১১

পরে ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে বললেন—'ভাই শত্রুঘ্ন!  
পর্বতোপত্যকায় কিন্নরদের বাসস্থানগুলি দেখো। আরও  
দেখো, সাগরে যেমন কুমীরেরা সমাকীর্ণ হয়ে থাকে,  
সেইরকম এই স্থানে আমার অশ্বেরা বিচরণ করছে।

এতে মৃগগণা ভাষ্টি শীত্ৰবেগাঃ প্রচোদিতাঃ।  
বায়ুপ্রবিদ্ধাঃ শরদি মেঘজালা ইবানুরাঃ॥ ১২

'আমাদের সৈন্যদের দ্বারা বিতাড়িত হ্রদ  
পলায়নপর মৃগগণকে শরতের আকাশে বায়ুতাড়িত মেঘের  
মতো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।

কুর্বস্তি কুসুমাশীডান্ শিরঃসু সুরভীনমী।  
মেঘপ্রকাশৈঃ ফলকৈর্দাক্ষিণাত্যা নরা যথা॥ ১৩

'শরৎকালীন মেঘসদৃশ পথফলক শোভিত শাখাবৃত  
পর্বতস্থ বৃক্ষগুলি নিজেদের দাক্ষিণাত্যবাসীদের মতো  
সুরভিত পুষ্পসুশোভিত করেছে।

নিম্বজম্বিব ভূত্বেদং বনং ঘোরপ্রদর্শনম্।  
অযোয্যেব জনাকীর্ণাং সম্প্রতি প্রতিভাতি মে॥ ১৪

'জনকলববশূনা নিম্বরূপ এই অরণ্য ছিল ভরতরাজ,  
সম্প্রতি আমার লোকজনে পরিব্যাপ্ত হয়ে জনাকীর্ণ  
অযোধ্যার মতো মনে হচ্ছে।



ধূম্রকীরিতো রেণুর্দিবং প্রচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি।

৩: বহুতানিঃ শীঘ্রং কুব্জিব মম প্রিয়ম্॥ ১৫

‘অশ্ববুরের আঘাতে উদ্ভিত ধূলিজাল আকাশকে  
জাছর করে ফেলেছে ; কিন্তু আমাদের সঙ্গটি বিধানের  
জনাই বায়ু সঙ্কর প্রবাহিত হয়ে সেই ধূলি অপসারিত  
করছে।

শাক্যনাংস্তরগোপেতান্ সূতমুখ্যৈরধিষ্ঠিতান্।

এতান্ সম্পততঃ শীঘ্রং পশ্য শত্রুয় কাননে॥ ১৬

‘শত্রুয় ! দেখো, মুখ্য সারথীদের দ্বারা চালিত  
অশ্বযোজিত রথগুলি কেমন দ্রুতগতিতে এই কাননে এসে  
পড়েছে।

একান্ বিভ্রাসিতান্ পশ্য বর্হিণঃ প্রিয়দর্শনান্।

এবমাপততঃ শৈলমধিবাসঃ পতৎ ত্রিণঃ॥ ১৭

‘দেখো, আমাদের সৈন্যদের ভয়ে ভীত সুন্দরদর্শন  
মধুরেরা পাখিদের আবাসভূমি এই পর্বতেই ছুটে আসছে।  
অতিমাত্রায়ঃ দেশো মনোজঃ প্রতিভাতি মে।

জগলানং নিবাসোহয়ং ব্যক্তং স্বর্গপথোহনঘ॥ ১৮

‘নিষ্পাপ শত্রুয় ! এই দেশ আমার কাছে অতি  
মনোরম, তপস্বীদের নিবাসভূমি ও স্বর্গে যাওয়ার পথ বলে  
প্রতীত হচ্ছে।

বৃশা মৃগীতিঃ সহিতা বহবঃ পৃষতা বনে।

মনোজগপা লক্ষ্যন্তে কুসুমৈরিব চিত্রিতাঃ॥ ১৯

‘চিত্রিত গাত্র হরিণীদের দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন  
কুসুমাজে সজ্জিত। তাদের সঙ্গে হরিণদের বিহার বড়ই  
মনোজ্ঞ।

সন্ সৈন্যাঃ প্রতিষ্ঠন্তাঃ বিচিহ্নন্ত চ কাননম্।

বধা তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ দৃশ্যেতে রামলক্ষ্মণৌ॥ ২০

‘সৈনিকেরা অগ্রসর হয়ে অরণ্যমধ্যে পুরুষসিংহ  
শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে ভালোভাবে অন্বেষণ করুক।’

অরতস্য বচঃ প্রহ্লা পুরুষাঃ শত্রুপালয়ঃ।

নিবিকৃতজনঃ শূরা ধূম্রাঃ দদন্ততঃ॥ ২১

ভরতের নির্দেশ শুনে শত্রুধারী বীরপুরুষেরা সেই  
বনে প্রবেশ করে কিছু দূরে ধূম্রশিখা দেবতে পেল।

তে সমালোকা ধূম্রাধমুর্ভরতমাগতাঃ।

নামনুষো ভবত্যগ্নিবাক্তমত্রৈব রামবৌ॥ ২২

ধূম্রশিখা দেখে তারা ভরতের কাছে এসে বলল  
—‘প্রভো ! যেখানে কোনও মানুষ থাকে না, সেখানে  
গৃহকর্মার্থে অগ্নিশিখা দেখা যেতে পারে না। তাই, মনে  
হচ্ছে এখানে রামব্রাতৃদ্বয় আছেন।

অথ নাত্র নরব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ পরস্তপৌ।

অন্যো রামোপমাঃ সন্তি ব্যাক্তমত্র তপস্বিনঃ॥ ২৩

‘যদিও শত্রুসম্ভাপক নরব্যাঘ্র রাজকুমারদ্বয় না  
থাকেন, তবে শ্রীরামতুল্য অন্য কোনও তপস্বীরা নিশ্চয়ই  
থাকবেন।’

তচ্ছৃষ্টা ভরতস্তেবাং বচনং সাধুসম্মতম্।

সৈন্যানুবাচ সর্বাঙ্গানমিত্রবলমর্দনঃ॥ ২৪

শত্রুশক্তি দমনকারী ভরত তাদের সুসঙ্গত কথা শুনে  
সৈন্যদের সকলকে বললেন—

যস্তা ভবত্যগ্নিঃ নেন্তো গন্তব্যমগ্রতঃ।

অহমেব গমিষ্যামি সুমন্তো ধৃতিরেব চ॥ ২৫

‘তোমরা এখানে অবস্থান করো ; এখান থেকে  
অগ্রসর হেয়ো না ; আমিই যাব, সুমন্ত এবং ধৃতিও আমার  
সঙ্গে যাবে।’

এবমুক্তান্তঃ সৈন্যান্তত্র তহুঃ সমকৃতঃ।

ভরতো যত্র ধূম্রাঃ তত্র দৃষ্টি সমাদধৎ॥ ২৬

এইরূপ আদিষ্ট হয়ে সৈন্যেরা সেখানে চারিদিকে  
ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করতে লাগল ; আর যেকোনো  
ধূম্রের শিখা উঠছিল ভরত সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

বাবহিতা যা ভরতেন সা চমু-

নিরীক্ষমাণাপি চ ভূমিমগ্রতঃ।

বভূব কৃষ্টা নচিরেণ জ্ঞানতী

প্রিয়স্য রামস্য সমাগমঃ তদা॥ ২৭

ভরতের নির্দেশে সেই স্থানে অবস্থিত সেনাবাহিনী  
সম্মুখ বিজুতভূমির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে পুলকিত হৃদয়ে  
চিন্তা করতে লাগল যে, অচিরেই শ্রীরামের সঙ্গে তারা  
মিলিত হতে সমর্থ হবে।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিণবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯০॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিণবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯০॥

## চতুর্নবতিতম সর্গ (৯৪)

দেবদেবীর নিকট শ্রীরাম কর্তৃক চিত্রকূটের শোভা প্রদর্শন

চিত্রকূটেনিচতুর্নবতিতম সর্গে গিরিরাজসিংহঃ।

বৈশ্যঃ প্রদত্তকল্পকল্পং স্বঃ চ চিত্রঃ সিলোভয়ন ॥ ১

তপ নান্যপ্রতিষ্ঠিতঃ চিত্রকূটমদর্শনং।

ভার্যামনসংকাশঃ শচিমিব পুরন্দরঃ ॥ ২

পর্বতপ্রতিকল্পকল্পং বান সেই চিত্রকূট পর্বতে  
চিত্রকূট অবস্থানকালে একদিন বিনেতরাজতনয়া সীতাব  
এং নিজেদ চিত্র বিনোদনেদ জনা সীতাব নিকট  
চিত্রকূটের বর্ণনা প্রদত্ত হইল সৌন্দর্য দেবদেবীসেন : মনে  
হইল কেন দেবরাজ উক্ত দ্বীপ পত্নী শচীদেবীকে সেই  
সৌন্দর্য দেখিয়ে বলছিলেন—

ন রাজাসংশনঃ তদ্রে ন সুকৃষ্টিবিনাভবঃ।

মনো মে বাধতে দৃষ্টা রমণীয়মিমং গিরিম্ ॥ ৩

‘অয়ি কল্যাণি ! এই মনোরম পর্বত দেখার পর  
থেকে আমার রাজ্য হারাবার বা আত্মীয় বিয়োগজনিত  
বেদনা আর নেই।

পশ্যামমচলং তদ্রে নান্যবিজগণাযুতম্।

শিখরৈঃ খমিবোধিধৈর্ষাতুমস্তিবিভূষিতম্ ॥ ৪

‘অয়ি মঙ্গলময়ি ! নানা বিহগ অধুষিত এই পর্বত  
দর্শন করো ; নানাধাতু রঞ্জিত গগনচূড়ী পর্বতচূড়াগুলি কী  
অপরূপ শোভা ধারণ করেছে !

কেচিৎ রক্তসংকাশাঃ কেচিৎ কতজসমিতাঃ।

পীতমঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিৎপিবরপ্রভাঃ ॥ ৫

পুষ্পার্ককেতকাভাশ্চ কেচিৎজ্যোতীরসপ্রভাঃ।

বিরাজন্তেহচলেঙ্গস্য দেশা ধাতুবিভূষিতাঃ ॥ ৬

‘এই পর্বতের চূড়াগুলির বিভিন্ন অক্ষল নানাধাতু  
দ্বারা বিভূষিত। কোনও কোনওটি রূপার মতো হলহল  
করছে, কোনওটি বা রক্তবর্ণবিশিষ্ট। কোনও চূড়া মঞ্জিষ্ঠ  
জাতর মতো পীতবর্ণবিশিষ্ট, আবার কোনও চূড়া মণিব  
প্রভাবিশিষ্ট। কোনওটি কেতক পুষ্পের পরাগের আভা-  
বিশিষ্ট ; কোথাও বা জ্যোতির দীপ্তি !

নানামৃগগণৈষীপিতরক্ষুগণৈর্বৃতঃ।

অদুর্ভেদাত্ম্যং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ ॥ ৭

‘হরিণ এবং বহুবিধ পক্ষিসমাকুল এই পর্বতে আছে  
বড় বড় বাঘ, নেকড়ে বাঘ এবং তরুণ ; কিন্তু তারা

সব অতিংসক।

অশ্রুজবসনৈর্লোষ্ট্রৈঃ শ্রিয়ালৈঃ পনৈসবিতৈঃ।

অশ্রোলৈর্ভবাতিনির্ভবিত্ত্বিন্দুকবেধুতিঃ

কাম্যগারিষ্টবরশৈর্মধুকৈস্তিলকৈরপি

বদ্যামলকৈর্মণৈর্পের্ব্রধনবীজকৈঃ

পুষ্পবতিঃ ফলোপেতৈঃশ্রাব্যবস্ত্রির্মনোরমৈঃ।

এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ঃ পুষ্যাত্ম্যং গিরিঃ ॥ ১০

‘আম, জাম, শালবৃক্ষ, লোষ্ট্র (বৃক্ষবিশেষ),  
পিছাল, কাঁঠাল, ধব, অশ্বোল (দীর্ঘ কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ), জা  
(অতসী), ত্রিনিশ, বেল, তিস্তুক (গাবগাছ) বেণু (বাঁশ)  
কাম্যদী (মধুপর্ণিকা, গুড়ুচী) নিম, বাণ, মধুক, তিলক,  
কুল, আমলকী, কদম্ব, বেত্র (বেত) ধ্বন (ইন্দ্রজব) ও  
দাড়িম্ব বৃক্ষ সমাকীর্ণ এই পর্বতচূড়ায় ফলে ফুলে ভরা  
বৃক্ষগুলি মনোবশ ছায়াবিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। এর  
ফলে পর্বতটি বিশেষ শোভা ধারণ করেছে।

শৈলশ্রেষ্ঠেষু রমোষু পশ্যামান্ কামহর্ষণান্

কিম্বরান্ দ্বন্দ্বশো তদ্রে রমমাণান্ মনস্বিনঃ ॥ ১১

‘অয়ি কল্যাণি ! দেখো, এই মনোরম শৈলসানুদেশে  
কামনুক্ষ মনস্বী কিম্বর-কিম্বরীরা জুটটিতে যুগল বিহার  
করছে।

শাখাবসক্তান্ খল্মন্ত প্রবরাণ্যঘরাপি চ।

পশ্য বিদ্যাধরদ্বীপাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্ ॥ ১২

‘দেবো, এই মনোরম জীলাহুলের বৃক্ষাশ্রয়  
কিম্বরদের বজ্রাগুলি এবং বিদ্যাধরীদের সুন্দর বসনগুলি  
রক্ষিত আছে।

জলপ্রপাতৈরুচ্চৈর্নিম্পনৈশ্চ কচিং কচিং।

প্রবত্তির্ভাত্ম্যং শৈলঃ শ্রবদ ইব বিপঃ ॥ ১৩

‘কোথাও কোথাও পর্বত মুক্তিকা ভেদ করে নীর  
জলধারা বয়ে চলেছে, আবার কোথাও-বা এই জলধারা  
শব্দে পর্বতকে মদমত্ত হস্তীর মতো মনে হচ্ছে।

গুহাসমীরণো গগান্ নানাপুষ্পভবান্ বহু।

প্রাণতর্পণমজ্যোজ্য কং নরং ন প্রহরয়েৎ ॥ ১৪

‘পর্বতগুহা থেকে নির্গত কুসুমগন্ধ সুব্রিত সর্পি  
প্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করে কোন মানুষকে না হান

শরদোহনেকাক্ষয়া সার্থমনিব্ধিতে।  
 'অগ্নি অন্নিতে! তোমার সঙ্গে এবং লক্ষণের সঙ্গে  
 আমি এখানে অনেক বৎসর অতিবাহিত করতে পারি,  
 কোন শোক আমাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না।  
 যত্নপূর্ণ ফলে রম্যো নানাধিজগণাযুতে  
 বিস্তারিত হুশির্নু রতনানশ্মি ভামিনি॥ ১৬  
 'অগ্নি সুন্দরি! রমণীয় নানা ফলপুষ্পশোভিত, নানা  
 ক্রীড়াযুক্ত এই বিচিত্র পর্বতশিখরে আমি পরম আনন্দেই  
 ছি।  
 জনন বনবাসেন মম প্রাপ্তং ফলদায়ম্  
 নিতম্বশাস্ত্রা ধর্মে তরতস্য প্রিয় তথা॥ ১৭  
 'এই বনবাসে আমার দুটি ফল লাভ হয়েছে  
 - প্রথমত, সত্যপালন দ্বারা পিতার ঋণমুক্তি; আর  
 দ্বিতীয়ত, ভগবতের প্রীতির সম্পাদন।  
 হেহি রমসে কচিচ্চিত্রকূটে ময়া সহ।  
 পত্নী বিবিধান্ ভাবান্ মনোবাক্যাসম্মতান্॥ ১৮  
 'অগ্নি, বিদেহরাজনদিনি! আমার সঙ্গে এই চিত্রকূট  
 পর্বতে বিচরণ করে এবং দেহ-বাক্য-মনের অনুকূল  
 জলবিধায়ক দৃশ্যসমূহ দেবে তুমি আনন্দ লাভ করছ  
 তে?  
 নিমেষমুতং প্রাহু রাজ্ঞি রাজর্ষয়ঃ পরে।  
 কন্যাসং ভবার্থায় প্রেত্য মে প্রপিতামহাঃ॥ ১৯  
 'অগ্নি রাজ্ঞি! শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ নিয়মপূর্বক বনবাসকে  
 অত্যন্তরূপ বলেছেন। আমার প্রপিতামহ মনু প্রভৃতি  
 রাজর্ষিগণ বলেছেন, এই বনবাস পরলোকেও কল্যাণপ্রদ।  
 শিলাঃ শৈলসা শোভন্তে বিশালাঃ শতশোভতিঃ।  
 বহলা বহলৈর্নৈর্নালপীতসিতাকশৈঃ॥ ২০  
 'নীল-পীত-শ্বেত-রক্তবর্ণের শতশত বিশাল বিশাল  
 পর্বত শিলা সম্মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শোভা পাচ্ছে।  
 শিবি জাহ্নবীতলেঙ্গস্য হতানশিখা ইব।  
 বন্যাঃ বশভালক্ষ্য্য রাজমানাঃ সহস্রশঃ॥ ২১  
 'পর্বতোপরি সহস্র সহস্র গুণধিবৃক্ষ রাত্রিতে স্নায়

উজ্জ্বলো আশ্রয়শালার মতো জ্বলজ্বল করে।  
 কেচিৎ কল্পনিভা দেশাঃ কেচিদুদ্যানসমিভাঃ।  
 কেচিদেকশিলা ভাষি পর্বতসাস্য ভামিনি॥ ২২  
 'সুন্দরি! এই পর্বতের কোনও স্থান নানা বৃক্ষ-  
 পরিবৃত্ত হয়ে গৃহের ন্যায়, কোথাও পুষ্পতরু সমাবৃত্ত  
 উদ্যানের মতো আবার কোথাও বা একথও বিস্তৃত শিলা  
 দেখা যাচ্ছে।  
 ভিত্তেব বসুধাঃ ভাতি চিত্রকূটঃ সমুখিতঃ।  
 চিত্রকূটস্য কূটোদয়ঃ দৃশ্যতে সর্বতঃ ততঃ॥ ২৩  
 'চিত্রকূট সেন পৃথ্বীতলকে বিদীর্ণ করে উখিত  
 হয়েছে। চিত্রকূটের শিখরদেশ সবদিক থেকেই সুন্দর  
 দেখায়।  
 কুঠহগরপুমাগভূর্জশয়োত্তরচ্ছদান্  
 কামিনাং স্বাস্তরান্ পশ্য কুশেশয়দল্লয়াতান্॥ ২৪  
 'দেখো, বিলাসীদের জন্য নীলোৎপল,  
 শ্বেতোৎপল, টগর এবং ভূর্জপত্র দ্বারা শয্যা বিস্তৃত, তার  
 উপর পদ্মের পাপড়ির আন্তরণ।  
 মৃদিতাশ্চাপবিদ্যাস্ত দৃশ্যন্তে কমলপ্রজাঃ।  
 কামিভির্ভিনিতে পশ্য ফলানি বিবিধানি চ॥ ২৫  
 'দেখো, কামীদের দ্বারা উপভোগান্তে মদিত ও  
 পরিত্যক্ত পদ্মমালাগুলি এবং উপভুক্ত ফলের পরিত্যক্ত  
 অংশগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।  
 বদ্বৌকসারাং নলিনীমতীতৈবোত্তরান্ কুরান্।  
 পর্বতশ্চিত্রকূটোহসৌ বহুমূলফলোদকঃ॥ ২৬  
 'বহু ফলমূল ও জলপরিপূর্ণ এই চিত্রকূট পর্বত  
 কুবেরপুরী (অলকা) তথা ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে সৌন্দর্যে  
 অতিক্রম করেছে।  
 ইমং তু কালঃ বনিতে বিজহ্রিবাঃ-  
 জয়া চ সীতে সহ লক্ষ্মণেন।  
 নতিং প্রপৎস্যো কুলধর্মবধিনীং  
 সতাং পথি স্বৈর্নিয়মৈঃ পটৈঃ স্থিতঃ॥ ২৭  
 'প্রাণপ্রিয়ে সীতে! তোমার এবং প্রিয় লক্ষ্মণের সঙ্গে এই  
 চতুর্দশ বৎসর সময় এই চিত্রকূটে সজ্জনপথে তাঁদের নিয়মে  
 চলে গ্নীয় বংশের গৌরববর্ধন দ্বারা আনন্দ লাভ করব।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৪॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৪॥



## পঞ্চনবতিতম সর্গ (৯৫)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সীতার নিকট মন্দাকিনীর শোভা বর্ণনা

অথ শৈলাদ্ বিনিক্ষেমা মৈথিলীং কোসলেশ্বরঃ।

অদর্শমাহুভঙ্করাঃ রম্যাঃ মন্দাকিনীং নদীম্॥ ১

অতঃপর পর্বত থেকে नीচে নেমে এসে  
কোশলাধিপতি রাম বিখিলেশকন্যা সীতাকে পবিত্র সজিলা  
রমণীয়া মন্দাকিনী নদী দেখাঙ্গেন।

অত্রবীচ্চ বরারোহাঃ চক্ষুচাক্ষুণিভাননাম্।

বিদেহরাজস্য সুভরাং রামো রাজীবলোচনঃ॥ ২

পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র বিদেহরাজতনয়া চন্দ্রবদনা  
সীতাকে বলঙ্গেন—

বিচিত্রপুলিনাঃ রম্যাঃ হংসসারসসেবিতাম্।

কুসুমৈরুপসম্পন্নাঃ পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥ ৩

‘প্রিয়ে ! দেখো, মন্দাকিনী নদী পুলিন ক্রীড়াসক্ত  
হংস ও সারসশোভিত, আর দুই কুল বিকশিত বিচিত্র  
পুষ্পরাশি সুশোভিত।

নানাবিধৈশ্চীরকটৈর্হৃতাঃ পুষ্পফলকুম্ভৈঃ।

রাজহীঃ রাজরাজস্য নগিনীমিব সর্বতঃ॥ ৪

‘দুই কূলে নানাবিধ পুষ্প ফলের তরুরাজি সমাচ্ছন্ন  
মন্দাকিনী, রাজরাজ অর্থাৎ কুবেরের পদ্মসরোবরের মতো  
শোভা পাচ্ছে।

মৃগযুথনিতানি কসুম্বাহ্বাসি সাম্প্রতম্।

তীর্থানি রমণীয়ানি রতিং সঞ্জনয়ন্তি মে॥ ৫

‘হরিণের দল সবেমাত্র জল পান করায় নদীতীরের  
জল পঙ্কিল হলেও এর রমণীয় ঘাটগুলি আমার মনে  
আনন্দের উদ্বেক করছে।

জটাজিনঘরাঃ কালে বহুলোত্তরবাসসঃ।

ঋষয়স্তবগাহস্তে নদীং মন্দাকিনীং প্রিয়ে॥ ৬

‘প্রিয়ে ! দেখো জটাদারী ঋষিরা বহুল ও মৃগচর্মের  
উত্তরীয় ধারণ করে যথাসময়ে মন্দাকিনীর জলে অবগাহন  
করছেন।

আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তে নিয়মাদূর্ধ্ববাহবঃ।

এতে পরে বিশালাক্ষি মনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৭

‘অগ্নি আয়তলোচনে প্রিয়ে ! দেখো, ব্রতপরায়ণ  
মুনিরা শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে উর্ধ্ববাহু হয়ে সূর্যোপস্থান  
করছেন।

মারুতোদধৃতশিখরৈঃ প্রনৃত ইব পর্বতঃ।

পাদপৈঃ পুষ্পপত্রাণি সৃজন্তিরভিত্তো নদীম্॥ ৮

‘নদীর উভয় তীরস্থ এবং পর্বত শিখরস্থ পত্রপুষ্প  
সুশোভিত তরুরাজি বায়ুভরে কম্পিত হচ্ছে— মনে হচ্ছে  
যেন পর্বত আনন্দে নৃত্য করছে।

কচিরগিনিকাশোদাঃ কচিং পুলিনশাগিনীম্।

কচিং সিদ্ধজনাধীর্গাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥ ৯

‘নদীর জল কোথাও মগির মতো সৃচ্ছ দেখাচ্ছে,  
কোথাও-বা তটভূমি উচ্চ (তাই জল দেখা যাচ্ছে না);  
কোথাও কোথাও তটভূমি সিদ্ধ জনসমাকীর্ণ।

নির্ধূতান্ বায়ুনা পশ্য বিততান্ পুষ্পসম্ময়ান্।

গোপ্রয়মানানপরান্ পশ্য স্বঃ তনুমধ্যমে॥ ১০

‘অগ্নি তনুমধ্যমে ! দেখো কোথাও বায়ুজড়িত হয়ে  
পুষ্পরাশি জল মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে; আবার কোথাও-বা  
একত্রিত জলতরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে।

পশ্যাত্তবদ্রুমবচসো রথালাহুরনা যিজাঃ।

অধিরোহন্তি কল্যাণি নিম্নজন্তঃ শুভা গিরঃ॥ ১১

‘অগ্নি কল্যাণি ! দেখো, মধুর নিনাদী চক্রবাক  
পক্ষিকুল মধুর কুজন করতে করতে পর্বতোপরি আরোহণ  
করছে।

দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যান্যচ্চ শোভনে।

অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ॥ ১২

‘অগ্নি সুন্দরি ! চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর দর্শন; অযোধ্যা  
নগরীতে বাস ও তোমাকে দর্শন অপেক্ষা অধিক আনন্দপ্রদ  
বলে মনে করি।

বিধূতকল্মষৈঃ সিকৈত্তপোদমশমাধিতৈঃ।

নিত্যবিকোড়িতজলাং বিগাহস্ব ময়া সহ॥ ১৩

‘তপস্যা ও ইন্দ্రిয়দমন দ্বারা প্রশান্তচিত্ত নিষ্পন্ন  
ঋষিরা নিত্য অবগাহন করে যার জলকে আদোষিত  
করেন, এসো; আমার সঙ্গে তুমিও এর জলে স্নান করো।

সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্।

কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্পরাশি ঃ জামিনী॥ ১৪

‘অগ্নি সুন্দরি ! কমল ও পুষ্পরকে (যেতপরা)  
লীলাচ্ছলে জলে ডুবিয়ে দিয়ে তুমি সখীর মতো মন্দাকিনীর  
জলে অবগাহন করো।

স্বঃ পৌরজনবদ্ ব্যালানযোধ্যামিব পর্বতম্।

১৫  
পত্নীর । তুমি পর্বতবাসী হিংস্র জন্তুদের  
কোষাবাসী, এই পর্বতকে অযোধ্যাপুরী এবং এই  
মহাকিনী নদীকে সরযুনদী বলে মনে করবে।  
লক্ষ্মীচর ধর্মাত্মা মণিদেবে বাবহিতঃ।  
১৬  
‘তুমি বিদেহরাজ্যনাশিনী ! ধর্মপ্রাণ লক্ষ্মণ আমার  
মুখে পালনে সর্বদা তবপর আর তুমিও আমার মনে  
অনুকূলে থেকে প্রীতি উৎপাদন করছ। সেইজন্য আমি  
জড়িৎ আত্মাদিত।  
উপশ্রুতঃ ক্রিয়বশঃ মধুমূলফল্যশনঃ।  
অযোধ্যায় ন রাজ্যায় স্পৃহয়ে চ ত্বয়া সহ॥ ১৭  
‘তোমার সঙ্গে ত্রিকাল-সঙ্ঘা-বন্দনাদি সমাপনান্তে  
মুণ্ডকমূল আহার করে আমি এতই সুখী যে অযোধ্যার  
রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করি না।  
ইহাং হি রমাং গজযুথলোড়িতাং

নিদীতভোয়াং গজসিংহবানরৈঃ।  
সুশৃঙ্গিতাং পুষ্পভরৈরলকৃত্যং  
ন সৌহৃদ্বি যঃ স্যাদ্গতক্রমঃ সুখী॥ ১৮  
‘হস্তীযুথ যার জল আলোড়িত করে ক্রীড়া করে,  
হস্তী সিংহ-বানর যার জল পান করে পরিতৃপ্ত হয় আর  
যার দুট তটভূমি পুষ্পতরু দ্বারা সুসজ্জিত, সেই রমণীয়  
নদীর জলে স্নান কবে ক্লান্তি দূর করে সুখী হয় না এমন  
লোক তো দেখি না !’  
ইতীশ রামো বহুসংগতঃ বচঃ  
প্রিয়াসহায়ঃ সরিতঃ প্রতি ক্রন্দন।  
চচার রমাং নয়নাঙ্গনপ্রভঃ  
স চিত্রকূটং রঘুবংশবর্ধনঃ॥ ১৯  
রঘুবংশের গৌরববর্ধক শ্রীরাম এইভাবে সেই  
মহাকিনী নদী সম্বন্ধে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করতে করতে  
নয়নাঙ্গন সদৃশ শ্যামল সুন্দর চিত্রকূট পর্বতে প্রিয়া সীতার  
সঙ্গে বিচরণ করতে লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবতীতমঃ সর্গঃ॥ ৯৫॥  
মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবতীতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৫॥

### ষষ্ঠবতীতম সর্গ (৯৬)

বন্যজন্তুদের পলায়নের কারণানুসন্ধানের জন্য লক্ষ্মণের বিশাল শালবৃক্ষে আরোহণ এবং ডরতের  
সৈন্যবাহিনী দেখে রামের কাছে নিজের ক্রোধপূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন

১  
২  
৩  
৪  
৫  
৬  
৭  
৮  
৯  
১০  
১১  
১২  
১৩  
১৪  
১৫  
১৬  
১৭  
১৮  
১৯  
২০  
২১  
২২  
২৩  
২৪  
২৫  
২৬  
২৭  
২৮  
২৯  
৩০  
৩১  
৩২  
৩৩  
৩৪  
৩৫  
৩৬  
৩৭  
৩৮  
৩৯  
৪০  
৪১  
৪২  
৪৩  
৪৪  
৪৫  
৪৬  
৪৭  
৪৮  
৪৯  
৫০  
৫১  
৫২  
৫৩  
৫৪  
৫৫  
৫৬  
৫৭  
৫৮  
৫৯  
৬০  
৬১  
৬২  
৬৩  
৬৪  
৬৫  
৬৬  
৬৭  
৬৮  
৬৯  
৭০  
৭১  
৭২  
৭৩  
৭৪  
৭৫  
৭৬  
৭৭  
৭৮  
৭৯  
৮০  
৮১  
৮২  
৮৩  
৮৪  
৮৫  
৮৬  
৮৭  
৮৮  
৮৯  
৯০  
৯১  
৯২  
৯৩  
৯৪  
৯৫  
৯৬  
৯৭  
৯৮  
৯৯  
১০০  
১০১  
১০২  
১০৩  
১০৪  
১০৫  
১০৬  
১০৭  
১০৮  
১০৯  
১১০  
১১১  
১১২  
১১৩  
১১৪  
১১৫  
১১৬  
১১৭  
১১৮  
১১৯  
১২০  
১২১  
১২২  
১২৩  
১২৪  
১২৫  
১২৬  
১২৭  
১২৮  
১২৯  
১৩০  
১৩১  
১৩২  
১৩৩  
১৩৪  
১৩৫  
১৩৬  
১৩৭  
১৩৮  
১৩৯  
১৪০  
১৪১  
১৪২  
১৪৩  
১৪৪  
১৪৫  
১৪৬  
১৪৭  
১৪৮  
১৪৯  
১৫০  
১৫১  
১৫২  
১৫৩  
১৫৪  
১৫৫  
১৫৬  
১৫৭  
১৫৮  
১৫৯  
১৬০  
১৬১  
১৬২  
১৬৩  
১৬৪  
১৬৫  
১৬৬  
১৬৭  
১৬৮  
১৬৯  
১৭০  
১৭১  
১৭২  
১৭৩  
১৭৪  
১৭৫  
১৭৬  
১৭৭  
১৭৮  
১৭৯  
১৮০  
১৮১  
১৮২  
১৮৩  
১৮৪  
১৮৫  
১৮৬  
১৮৭  
১৮৮  
১৮৯  
১৯০  
১৯১  
১৯২  
১৯৩  
১৯৪  
১৯৫  
১৯৬  
১৯৭  
১৯৮  
১৯৯  
২০০  
২০১  
২০২  
২০৩  
২০৪  
২০৫  
২০৬  
২০৭  
২০৮  
২০৯  
২১০  
২১১  
২১২  
২১৩  
২১৪  
২১৫  
২১৬  
২১৭  
২১৮  
২১৯  
২২০  
২২১  
২২২  
২২৩  
২২৪  
২২৫  
২২৬  
২২৭  
২২৮  
২২৯  
২৩০  
২৩১  
২৩২  
২৩৩  
২৩৪  
২৩৫  
২৩৬  
২৩৭  
২৩৮  
২৩৯  
২৪০  
২৪১  
২৪২  
২৪৩  
২৪৪  
২৪৫  
২৪৬  
২৪৭  
২৪৮  
২৪৯  
২৫০  
২৫১  
২৫২  
২৫৩  
২৫৪  
২৫৫  
২৫৬  
২৫৭  
২৫৮  
২৫৯  
২৬০  
২৬১  
২৬২  
২৬৩  
২৬৪  
২৬৫  
২৬৬  
২৬৭  
২৬৮  
২৬৯  
২৭০  
২৭১  
২৭২  
২৭৩  
২৭৪  
২৭৫  
২৭৬  
২৭৭  
২৭৮  
২৭৯  
২৮০  
২৮১  
২৮২  
২৮৩  
২৮৪  
২৮৫  
২৮৬  
২৮৭  
২৮৮  
২৮৯  
২৯০  
২৯১  
২৯২  
২৯৩  
২৯৪  
২৯৫  
২৯৬  
২৯৭  
২৯৮  
২৯৯  
৩০০  
৩০১  
৩০২  
৩০৩  
৩০৪  
৩০৫  
৩০৬  
৩০৭  
৩০৮  
৩০৯  
৩১০  
৩১১  
৩১২  
৩১৩  
৩১৪  
৩১৫  
৩১৬  
৩১৭  
৩১৮  
৩১৯  
৩২০  
৩২১  
৩২২  
৩২৩  
৩২৪  
৩২৫  
৩২৬  
৩২৭  
৩২৮  
৩২৯  
৩৩০  
৩৩১  
৩৩২  
৩৩৩  
৩৩৪  
৩৩৫  
৩৩৬  
৩৩৭  
৩৩৮  
৩৩৯  
৩৪০  
৩৪১  
৩৪২  
৩৪৩  
৩৪৪  
৩৪৫  
৩৪৬  
৩৪৭  
৩৪৮  
৩৪৯  
৩৫০  
৩৫১  
৩৫২  
৩৫৩  
৩৫৪  
৩৫৫  
৩৫৬  
৩৫৭  
৩৫৮  
৩৫৯  
৩৬০  
৩৬১  
৩৬২  
৩৬৩  
৩৬৪  
৩৬৫  
৩৬৬  
৩৬৭  
৩৬৮  
৩৬৯  
৩৭০  
৩৭১  
৩৭২  
৩৭৩  
৩৭৪  
৩৭৫  
৩৭৬  
৩৭৭  
৩৭৮  
৩৭৯  
৩৮০  
৩৮১  
৩৮২  
৩৮৩  
৩৮৪  
৩৮৫  
৩৮৬  
৩৮৭  
৩৮৮  
৩৮৯  
৩৯০  
৩৯১  
৩৯২  
৩৯৩  
৩৯৪  
৩৯৫  
৩৯৬  
৩৯৭  
৩৯৮  
৩৯৯  
৪০০  
৪০১  
৪০২  
৪০৩  
৪০৪  
৪০৫  
৪০৬  
৪০৭  
৪০৮  
৪০৯  
৪১০  
৪১১  
৪১২  
৪১৩  
৪১৪  
৪১৫  
৪১৬  
৪১৭  
৪১৮  
৪১৯  
৪২০  
৪২১  
৪২২  
৪২৩  
৪২৪  
৪২৫  
৪২৬  
৪২৭  
৪২৮  
৪২৯  
৪৩০  
৪৩১  
৪৩২  
৪৩৩  
৪৩৪  
৪৩৫  
৪৩৬  
৪৩৭  
৪৩৮  
৪৩৯  
৪৪০  
৪৪১  
৪৪২  
৪৪৩  
৪৪৪  
৪৪৫  
৪৪৬  
৪৪৭  
৪৪৮  
৪৪৯  
৪৫০  
৪৫১  
৪৫২  
৪৫৩  
৪৫৪  
৪৫৫  
৪৫৬  
৪৫৭  
৪৫৮  
৪৫৯  
৪৬০  
৪৬১  
৪৬২  
৪৬৩  
৪৬৪  
৪৬৫  
৪৬৬  
৪৬৭  
৪৬৮  
৪৬৯  
৪৭০  
৪৭১  
৪৭২  
৪৭৩  
৪৭৪  
৪৭৫  
৪৭৬  
৪৭৭  
৪৭৮  
৪৭৯  
৪৮০  
৪৮১  
৪৮২  
৪৮৩  
৪৮৪  
৪৮৫  
৪৮৬  
৪৮৭  
৪৮৮  
৪৮৯  
৪৯০  
৪৯১  
৪৯২  
৪৯৩  
৪৯৪  
৪৯৫  
৪৯৬  
৪৯৭  
৪৯৮  
৪৯৯  
৫০০  
৫০১  
৫০২  
৫০৩  
৫০৪  
৫০৫  
৫০৬  
৫০৭  
৫০৮  
৫০৯  
৫১০  
৫১১  
৫১২  
৫১৩  
৫১৪  
৫১৫  
৫১৬  
৫১৭  
৫১৮  
৫১৯  
৫২০  
৫২১  
৫২২  
৫২৩  
৫২৪  
৫২৫  
৫২৬  
৫২৭  
৫২৮  
৫২৯  
৫৩০  
৫৩১  
৫৩২  
৫৩৩  
৫৩৪  
৫৩৫  
৫৩৬  
৫৩৭  
৫৩৮  
৫৩৯  
৫৪০  
৫৪১  
৫৪২  
৫৪৩  
৫৪৪  
৫৪৫  
৫৪৬  
৫৪৭  
৫৪৮  
৫৪৯  
৫৫০  
৫৫১  
৫৫২  
৫৫৩  
৫৫৪  
৫৫৫  
৫৫৬  
৫৫৭  
৫৫৮  
৫৫৯  
৫৬০  
৫৬১  
৫৬২  
৫৬৩  
৫৬৪  
৫৬৫  
৫৬৬  
৫৬৭  
৫৬৮  
৫৬৯  
৫৭০  
৫৭১  
৫৭২  
৫৭৩  
৫৭৪  
৫৭৫  
৫৭৬  
৫৭৭  
৫৭৮  
৫৭৯  
৫৮০  
৫৮১  
৫৮২  
৫৮৩  
৫৮৪  
৫৮৫  
৫৮৬  
৫৮৭  
৫৮৮  
৫৮৯  
৫৯০  
৫৯১  
৫৯২  
৫৯৩  
৫৯৪  
৫৯৫  
৫৯৬  
৫৯৭  
৫৯৮  
৫৯৯  
৬০০  
৬০১  
৬০২  
৬০৩  
৬০৪  
৬০৫  
৬০৬  
৬০৭  
৬০৮  
৬০৯  
৬১০  
৬১১  
৬১২  
৬১৩  
৬১৪  
৬১৫  
৬১৬  
৬১৭  
৬১৮  
৬১৯  
৬২০  
৬২১  
৬২২  
৬২৩  
৬২৪  
৬২৫  
৬২৬  
৬২৭  
৬২৮  
৬২৯  
৬৩০  
৬৩১  
৬৩২  
৬৩৩  
৬৩৪  
৬৩৫  
৬৩৬  
৬৩৭  
৬৩৮  
৬৩৯  
৬৪০  
৬৪১  
৬৪২  
৬৪৩  
৬৪৪  
৬৪৫  
৬৪৬  
৬৪৭  
৬৪৮  
৬৪৯  
৬৫০  
৬৫১  
৬৫২  
৬৫৩  
৬৫৪  
৬৫৫  
৬৫৬  
৬৫৭  
৬৫৮  
৬৫৯  
৬৬০  
৬৬১  
৬৬২  
৬৬৩  
৬৬৪  
৬৬৫  
৬৬৬  
৬৬৭  
৬৬৮  
৬৬৯  
৬৭০  
৬৭১  
৬৭২  
৬৭৩  
৬৭৪  
৬৭৫  
৬৭৬  
৬৭৭  
৬৭৮  
৬৭৯  
৬৮০  
৬৮১  
৬৮২  
৬৮৩  
৬৮৪  
৬৮৫  
৬৮৬  
৬৮৭  
৬৮৮  
৬৮৯  
৬৯০  
৬৯১  
৬৯২  
৬৯৩  
৬৯৪  
৬৯৫  
৬৯৬  
৬৯৭  
৬৯৮  
৬৯৯  
৭০০  
৭০১  
৭০২  
৭০৩  
৭০৪  
৭০৫  
৭০৬  
৭০৭  
৭০৮  
৭০৯  
৭১০  
৭১১  
৭১২  
৭১৩  
৭১৪  
৭১৫  
৭১৬  
৭১৭  
৭১৮  
৭১৯  
৭২০  
৭২১  
৭২২  
৭২৩  
৭২৪  
৭২৫  
৭২৬  
৭২৭  
৭২৮  
৭২৯  
৭৩০  
৭৩১  
৭৩২  
৭৩৩  
৭৩৪  
৭৩৫  
৭৩৬  
৭৩৭  
৭৩৮  
৭৩৯  
৭৪০  
৭৪১  
৭৪২  
৭৪৩  
৭৪৪  
৭৪৫  
৭৪৬  
৭৪৭  
৭৪৮  
৭৪৯  
৭৫০  
৭৫১  
৭৫২  
৭৫৩  
৭৫৪  
৭৫৫  
৭৫৬  
৭৫৭  
৭৫৮  
৭৫৯  
৭৬০  
৭৬১  
৭৬২  
৭৬৩  
৭৬৪  
৭৬৫  
৭৬৬  
৭৬৭  
৭৬৮  
৭৬৯  
৭৭০  
৭৭১  
৭৭২  
৭৭৩  
৭৭৪  
৭৭৫  
৭৭৬  
৭৭৭  
৭৭৮  
৭৭৯  
৭৮০  
৭৮১  
৭৮২  
৭৮৩  
৭৮৪  
৭৮৫  
৭৮৬  
৭৮৭  
৭৮৮  
৭৮৯  
৭৯০  
৭৯১  
৭৯২  
৭৯৩  
৭৯৪  
৭৯৫  
৭৯৬  
৭৯৭  
৭৯৮  
৭৯৯  
৮০০  
৮০১  
৮০২  
৮০৩  
৮০৪  
৮০৫  
৮০৬  
৮০৭  
৮০৮  
৮০৯  
৮১০  
৮১১  
৮১২  
৮১৩  
৮১৪  
৮১৫  
৮১৬  
৮১৭  
৮১৮  
৮১৯  
৮২০  
৮২১  
৮২২  
৮২৩  
৮২৪  
৮২৫  
৮২৬  
৮২৭  
৮২৮  
৮২৯  
৮৩০  
৮৩১  
৮৩২  
৮৩৩  
৮৩৪  
৮৩৫  
৮৩৬  
৮৩৭  
৮৩৮  
৮৩৯  
৮৪০  
৮৪১  
৮৪২  
৮৪৩  
৮৪৪  
৮৪৫  
৮৪৬  
৮৪৭  
৮৪৮  
৮৪৯  
৮৫০  
৮৫১  
৮৫২  
৮৫৩  
৮৫৪  
৮৫৫  
৮৫৬  
৮৫৭  
৮৫৮  
৮৫৯  
৮৬০  
৮৬১  
৮৬২  
৮৬৩  
৮৬৪  
৮৬৫  
৮৬৬  
৮৬৭  
৮৬৮  
৮৬৯  
৮৭০  
৮৭১  
৮৭২  
৮৭৩  
৮৭৪  
৮৭৫  
৮৭৬  
৮৭৭  
৮৭৮  
৮৭৯  
৮৮০  
৮৮১  
৮৮২  
৮৮৩  
৮৮৪  
৮৮৫  
৮৮৬  
৮৮৭  
৮৮৮  
৮৮৯  
৮৯০  
৮৯১  
৮৯২  
৮৯৩  
৮৯৪  
৮৯৫  
৮৯৬  
৮৯৭  
৮৯৮  
৮৯৯  
৯০০  
৯০১  
৯০২  
৯০৩  
৯০৪  
৯০৫  
৯০৬  
৯০৭  
৯০৮  
৯০৯  
৯১০  
৯১১  
৯১২  
৯১৩  
৯১৪  
৯১৫  
৯১৬  
৯১৭  
৯১৮  
৯১৯  
৯২০  
৯২১  
৯২২  
৯২৩  
৯২৪  
৯২৫  
৯২৬  
৯২৭  
৯২৮  
৯২৯  
৯৩০  
৯৩১  
৯৩২  
৯৩৩  
৯৩৪  
৯৩৫  
৯৩৬  
৯৩৭  
৯৩৮  
৯৩৯  
৯৪০  
৯৪১  
৯৪২  
৯৪৩  
৯৪৪  
৯৪৫  
৯৪৬  
৯৪৭  
৯৪৮  
৯৪৯  
৯৫০  
৯৫১  
৯৫২  
৯৫৩  
৯৫৪  
৯৫৫  
৯৫৬  
৯৫৭  
৯৫৮  
৯৫৯  
৯৬০  
৯৬১  
৯৬২  
৯৬৩  
৯৬৪  
৯৬৫  
৯৬৬  
৯৬৭  
৯৬৮  
৯৬৯  
৯৭০  
৯৭১  
৯৭২  
৯৭৩  
৯৭৪  
৯৭৫  
৯৭৬  
৯৭৭  
৯৭৮  
৯৭৯  
৯৮০  
৯৮১  
৯৮২  
৯৮৩  
৯৮৪  
৯৮৫  
৯৮৬  
৯৮৭  
৯৮৮  
৯৮৯  
৯৯০  
৯৯১  
৯৯২  
৯৯৩  
৯৯৪  
৯৯৫  
৯৯৬  
৯৯৭  
৯৯৮  
৯৯৯  
১০০০

অগ্নিতে উত্তমভাবে পরিপক।’  
তথা তদ্রাসতত্ত্বস্য ভরতস্যোপশয়ান্নিঃ।  
সৈন্যরেণুশ্চ শঙ্কশ্চ প্রাদুরাত্মাঃ নভঃস্পর্শো॥ ৩  
রাম সীতাসহ শিলোপরি উপবিষ্ট থাকাকালীন,  
ডরতের অনুগামী সৈন্যদের কোলাহল ও পদোচ্ছিত  
ধূলিরাশি আকাশকে স্পর্শ করল।  
এতন্মিহমুদরে ত্রাতাঃ শঙ্কেন মহতা ততঃ।  
অর্দিতা যুথশ্চ মত্তাঃ সঘৃণাদ্ দুঃস্বপ্নিঃ॥ ৪  
সেই ভয়ানক শব্দে ভীত মদমত্ত দলপতি হস্তীরা

দলবলসহ সবকিছু পশ্চাৎ ফেরে। দিগ্বিদিকে ছুটিতে  
লাগল।

স তং সৈন্যসমুদায়ং শব্দং শুভ্রান রাঘবঃ।  
ভাংক বিপ্রকৃতান্ সর্বান যুগপাদবৈবকতঃ॥ ৫  
যখনখন রাম সৈন্যদের সেই তুমুল কোলাহল  
শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পলায়মান চণ্ডীদেব দেখতে  
শেলেন।

ভাংক বিপ্রকৃতান্ বৃষ্টিং তং চ প্রভা মহাবনম্।  
উবাচ রামঃ সৌমিত্রঃ লক্ষ্মণঃ দীপ্তভেজসম্॥ ৬  
হুত পলায়নপর সেই হস্তীদের দেখে এবং তুমুল  
শব্দ শ্রবণ করে শ্রীহামচন্দ্র উদ্দীপ্তভেজা লক্ষ্মণকে  
বললেন—

হত লক্ষ্মণ পশোহ সুমিত্রা সুপ্রজাত্ময়া।  
ভীষ্মনিভগীর্ষঃ তুমুলঃ প্রায়তে বনঃ॥ ৭  
'লক্ষ্মণ! জননী সুমিত্রা তোমার দ্বারা সুপুত্রবতী!  
দেখোতো ডাই! গভীর মেঘ গর্জনের মতো কীসের তুমুল  
ধ্বনি শোনা যাচ্ছে?

গজযুথানি বারশো মহিষা বা মহাবনে।  
বিত্রাসিতা যুগাঃ সিংহঃ সহসা প্রকৃতা দিশঃ॥ ৮  
রাজা বা রাজপুত্রো বা যুগয়ামটে বনে।  
অনাথা শ্রাপদঃ কিঞ্চিৎ সৌমিত্রে জাতুমহসি॥ ৯

'এই মহারণ্যে হাতির দল, মহিষেরা এবং যুগেরা  
সিংহ কর্তৃক ভাঙিত হয়ে চারিদিকে পলায়ন করছে না কি,  
কোনও রাজা বা রাজপুত্র যুগয়া করতে এসেছে? অথবা  
অধিক বলবান অন্য কোনও হিংস্র জন্তুর আবির্ভাব হয়েছে  
কিনা—এ সম্বন্ধে জানো তো!

সুদুশ্চরো গিরিশ্চায়ঃ পক্ষিণামপি লক্ষ্মণ।  
সর্বমেতদ্ যথাতত্ত্বমভিজাতুমিহাহসি॥ ১০

'লক্ষ্মণ! এই পার্বত্য স্থানে পাখিদের পক্ষও উড়ে  
উড়ে বিচরণ করা অসম্ভব। তাই এবিষয়ে যথায়থ জানা  
উচিত।'

স লক্ষ্মণঃ সস্তরিতঃ শালমারুহা পুষ্পিতম্।  
প্রেক্ষমাণো দিশঃ সর্বাঃ পূর্বাঃ দিশমবৈবকতঃ॥ ১১

লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ একটা পুষ্পিত শালবৃক্ষে আরোহণ  
করে সকল দিক দেখতে দেখতে পূর্ব দিকে দৃষ্টিপাত

করলেন।

উদযুগঃ প্রেক্ষমাণো দদর্শ মহতীং চম্ব।  
গজাশ্বরপদসদাশাং গঠৈর্যুক্তাং পদাভিজিৎ॥ ১২  
উদযুগে দৃষ্টি নিষ্কপ করে লক্ষ্মণ দেখলেন,  
গজাবোহী, অশ্বাবোহী, রথারোহী ও পদাভিজিৎ সৈন্য-  
সময়িত প্রগরশীল এক বিশাল সেনাবাহিনী।

ভামশ্বরপদসংগুণাঃ রণদঙ্গবিভূষিতাম্।  
শশংস সেনাঃ রামায় বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১৩  
রামদঙ্গা বিভূষিত রথশাশ্র-সংযুক্ত সেই সেনার কথা  
জানিয়ে শ্রীরামকে বললেন—

অগ্নিঃ সংশময়দ্বার্যঃ সীতা চ ভক্ততাং ত্বাম্।  
সজ্জাং কুরুষ চাপং চ শরাংস্ত কবচং ত্বাম্॥ ১৪  
'আর্ব! অগ্নি নির্বাপিত করুন এবং সীতাদেবী ত্যা  
মধ্যে প্রবেশ করুন। আপনি, আপন ধনুতে জ্যা প্রোথ  
করে তাতে বাণ যোজনা করুন এবং কবচ ধারণ করে  
সুদেহ আচ্ছাদিত করুন।'

তং রামঃ পুরুষব্যাক্রো লক্ষ্মণং প্রভুবাচ হ।  
অঙ্গাবেক্ষ্য সৌমিত্রে কসোমাং মন্যসে চম্ব॥ ১৫  
নরশার্দূল রাম তখন প্রভুগুণে লক্ষ্মণকে বললেন  
—'ভ্রাতঃ সৌমিত্রে! ভালো করে লক্ষ্য করো, এই  
সৈন্যবাহিনী কার?'

এবমুক্তস্ত রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।  
দিধক্ষ্মিব তাং সেনাং রুষিতঃ পাবকো যথা॥ ১৬

রামচন্দ্র এই কথা বলার পর রুষ্ট লক্ষ্মণ, সেই  
সেনাবাহিনীকে যেন দক্ষ করে দেবেন, এইরকমভাবে  
অলম্ব অগ্নির মতো ঝলে উঠে বললেন—

সম্প্রাণঃ রাজামিচ্ছংস্ত বাক্তং প্রাপ্যাভিবেচনম্।  
আবাং হস্তং সমভ্যোতি কৈকেয়া ভরতঃ সুতঃ॥ ১৭

'এ নিশ্চয়ই কৈকেয়ীপুত্র ভরত। রাজ্যে অভিষিক্ত  
হয়েও রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করার জন্য আমাদের দুজনকে  
হত্যা করতে আসছে।

এষ বৈ সুমহান্ শ্রীমান্ বিটঙ্গী সম্প্রকাশতে।  
বিরাজতাজ্জলজলঃ কোবিদারধ্বজো রথে॥ ১৮

'ওই যে সুন্দর বিশাল বৃক্ষটি দেখা যাচ্ছে তার তলে  
কাঞ্চন পুষ্পচিহ্নিত পতাকাযুক্ত রথে উজ্জ্বল স্বস্তা ভরত



প্রবাহন করছেন।

জ্ঞানোতে যথাকামমশ্রানারুহ্য শীঘ্রগান্।

এতে প্রজ্ঞাপ্তি সংকটী গজানারুহ্য সাদিনঃ॥ ১৯

‘ওই যে অশ্বারোহী সৈন্যেরা ক্রতগামী অশ্বে আরুঢ়

হয় এই দিকেই আসছে ; গজারোহীরাও হস্তীপৃষ্ঠে

আরোহণ করে হুটুটিতে বিচরণ করছে।

গৃহতধনুযাবাবাং গিরিং বীর প্রয়াবহে।

ক্রমবোহব তিষ্ঠাবঃ সমদ্যবুদাতাযুধৌ॥ ২০

‘হে বীর ! আসুন, ধনুর্ধারণ করে আমরা

পর্বতোপরি আশ্রয় গ্রহণ করি ; অথবা, অস্ত্রধারণপূর্বক

জমরা এখানেই অবস্থান করি।

জপি নৌ বশমাগচ্ছেৎ কোবিদারক্ষজো রপে।

জপি দ্রুপাপি ভরতঃ যৎকৃতে ব্যসনঃ মহৎ॥ ২১

‘যার জন্য আমাদের এই বিষম দুঃখ, কাঞ্চন পুষ্প-

চিহ্নিত ধ্বজাধারী সেই ভরত নিশ্চয়ই আমাদের বশীভূত

হবে, তখন সেই ভরতকে দেখে নেব।

ময়া রাঘব সম্প্রাপ্তঃ সীতয়া চ ময়া তথা।

বহ্নিমিত্রঃ ভবান্ রাজ্যাচ্যুতো রাঘব শাস্বতাৎ॥ ২২

সম্প্রাপ্তোহয়মরিবীরঃ ভরতো বধ্য এব হি।

জরত্যা বধে দোষঃ নাহং পশ্যামি রাঘব॥ ২৩

‘হে বীর রঘুনন্দন ! যার কারণে আপনি শাস্বত রাজ্য

থেকে বঞ্চিত হয়ে, সীতাদেবী এবং আমাকে নিয়ে

এইরকম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন, সেই শত্রু ভরত আমাদের

সম্মুখে উপস্থিত এবং অবশ্যই বধ্য। ভরতের হত্যায় আমি

কোনও দোষ দেখি না।

পূৰ্বাপকারিণঃ হত্বা ন হ্যধর্মণ যুজ্যতে।

পূৰ্বাপকারী ভরতস্ত্যাগেহধর্মশ্চ রাঘব॥ ২৪

ধর্মস্মিন্ নিহতে কৃৎস্নামনুশাধি বসুকরাম্।

‘রঘুবীর ! পূর্বের অপকারী শত্রুকে হত্যা করায় অধর্ম

হবে না ; পরন্তু পূর্বাপকারী ভরতকে হত্যা না করে ছেড়ে

দিগেই অধর্ম হবে। অতএব, একে হত্যা করে আপনি

সমগ্র বসুকরাকে শাসন করুন।

অদ্য পুত্রঃ হতঃ সংখ্যো কৈকেয়ী রাজ্যাকামুকা॥ ২৫

ময়া পশ্যোৎ সুদুঃখার্ভা হস্তিভিন্নমিব ক্রমম্।

কৈকেয়ীঃ চ বধিষ্যামি সানুবদ্ধাঃ সবাধবাম্॥ ২৬

‘রাজ্য লোভে উৎফুল্লা কৈকেয়ী আজ গভীর

শোকাভিতৃতা হয়ে দেখবেন, হস্তী কর্তৃক উৎপাটিত বৃক্ষের

মতো, ভরতকে আমি যুদ্ধে হত্যা করেছি। আত্মীয়স্বজনসহ

কৈকেয়ীকেও আমি হত্যা করব।

কলুষেণাদা মহতা মেদিনী পরিমুচ্যতাম্।

অদ্যোমঃ সংযতঃ ক্রোধমসংকারঃ চ মানদ॥ ২৭

মোক্ষ্যামি শত্রুসৈন্যেযু কক্ষেষিব হতাশনম্।

‘হে সম্মানদানকারিন্ ! মহাপাপ থেকে পৃথিবীকে

আপনি মুক্ত করুন আর আমি আজ শুদ্ধ তৃণশুষ্কের মধ্যে

দ্বলন্ত অগ্নিক্ষেপণের মতো আমার মধ্যে সঞ্চিত

ক্রোধাগ্নিতে শত্রু সৈন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করব।

অদ্যৈব চিত্রকূটস্য কাননঃ নিশ্চিতৈঃ শরৈঃ॥ ২৮

হিন্দন্ শত্রুশরীরানি করিষ্যে শোপিতোক্ষিতম্।

‘আজই আমি তীক্ষ্ণ শরাঘাতে শত্রুশরীর হিন্নভিন্ন

করে চিত্রকূটের বনভূমিকে রক্তরঞ্জিত করে দেব।

শরৈর্নির্ভিন্নহৃদয়ান্ কুঞ্জরাংস্তুরগাংস্তথা॥ ২৯

শ্বাপদাঃ পরিকর্ষন্তু নরাংশ্চ নিহতান্ ময়া।

‘আমার বাণাঘাতে বিদীর্ণ-হৃদয় হস্তী ও অশ্বগুলির

এবং নিহত মনুষ্যদের দেহগুলিকে নিয়ে বন্যজন্তুরা

এদিক-ওদিক টানাটানি করুক।

শরাণাং ধনুষ্চাহমনৃপোহস্মিন্ মহাবনে।

সসৈন্যঃ ভরতঃ হত্বা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥ ৩০

‘এই মহারণে সসৈন্য ভরতকে হত্যা করে আমি

ধনুর্বাণের কাছে অনুগী হব, এ বিষয়ে কোনও সংশয়

নেই।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠবর্তিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠবর্তিতমঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

Scanned with CamScanner

## সপ্তনবতিতম সর্গ (৯৭)

লক্ষ্মণের ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য রাম কর্তৃক ভরতের সজ্জাবনার ও সদিচ্ছার বর্ণনা,  
তা শুনে লক্ষ্মণের লজ্জাপ্রাপ্তি। ভরতের নির্দেশে পর্বতের নীচে সৈন্যশিবির স্থাপন

সুসংরক্ষিত তু ভরতঃ লক্ষ্মণঃ ক্রোধমুজ্জিতম্।  
রামঃ পরিসংখ্যায় বচনং চেষদব্রবীৎ॥ ১

স্বভাব প্রতি অত্যন্ত ক্রোধাঘাত ও যুদ্ধোদাত্ত  
লক্ষ্মণের ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য রাম তাঁকে সম্বোধনা  
দিয়ে বললেন -

কিমিত্র ধনুষা কার্ঘ্যমসিনা বা সচর্মণা।  
মহাবলে মহোৎসাহে ভরতে স্বয়মাগতে॥ ২

‘মহাবলবন মহা উৎসাহী ভরত যেহেতু নিজেই  
এসেছে, অস্ত্র এবং, ধনুঃ, তরবারি বা চর্মনির্মিত চর্মের কী  
প্রয়োজন ?

পিতৃ সত্য প্রতিভুতা হুয়া ভরতমাহবে।  
কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ॥ ৩

‘লক্ষ্মণ ! পিতৃসত্য পালনে প্রতিশ্রুত হয়ে, আবার  
ভরতকে যুদ্ধ হত্যা করে তার রাজ্য যদি অপহরণ করি,  
তবে সেই কলঙ্কিত রাজ্য নিয়ে আমি কী করব ?

যদ্ দ্রব্যং রাজ্যবান্যং বা মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবেৎ।  
নাহং তৎ প্রতিগৃহীয়াং ভক্ষ্যান্ বিধকৃতানিব॥ ৪

‘যাদের বিরহ অসহ্য সেই বন্ধুদের বা মিত্রদের  
বিনাশসাধন দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তি বিধমিশ্রিত ভোজ্যের  
মতোই আমি গ্রহণ করি না।

ধর্মমর্ষঃ চ কামঃ চ পৃথিবীঃ চাপি লক্ষ্মণ।  
ইচ্ছামি ভবতামর্ষে এতৎ প্রতিশৃণোমি তে॥ ৫

‘তাই লক্ষ্মণ ! আমি প্রতিজ্ঞা করেই বলছি যে, ধর্ম,  
অর্থ এবং কামা বিষয়সমূহ ; এমনকী পৃথিবীর রাজত্বও  
আমি তোমাদের মতো ভ্রাতৃগণের জন্যই কামনা করি।

ভ্রাতৃণাং সংগ্রহার্থঃ চ সুখার্থঃ চাপি লক্ষ্মণ।  
রাজ্যমশাহমিচ্ছামি সন্তোনাযুধমালভে॥ ৬

‘তাই লক্ষ্মণ ! আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করে সত্য বলছি  
যে, ভ্রাতৃগণকে একত্রিত করে তাদের সুখের জন্যই আমি  
রাজ্য পেতে চাই।

নেয়ঃ মম মমী সৌমা দুর্লভা সাগরাধরা।

নহীচ্ছেয়মধর্মেন শক্রত্বমপি লক্ষ্মণ  
‘হে সৌমা ! সসাগরাধরিণী আমার কাম  
দুর্লভা নয় ; কিন্তু আমি অধর্মের দ্বারা ইচ্ছাও পেতে  
চাই না।

যদ্ বিনা ভরতঃ জ্বাং চ শক্রয়ঃ বাপি মানদ।  
ভবেয়ম সুখং কিঞ্চিদ্ ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী

‘সম্মানদাতা ভাই লক্ষ্মণ ! ভরতকে তোমাকে এবং  
শত্রুকে বাদ দিয়ে যদি আমার সামান্যতম সুখও হয়, তা  
যেন অগ্নিদেব দক্ষ করে দেন।

মনোহহমাগতোহযোধ্যাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসল।  
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ কুলধর্মমনুষ্যরন্

শ্রদ্ধা প্রব্রাজিতং মাং হি জটাবন্ধলধারিণম্।  
জানক্যা সহিতং বীর জ্বা চ পুরুষোত্তম। ১০

শ্লেহেনাক্রান্তহৃদয়ঃ শোকেনাকুলিতেজস্বিঃ।  
দ্রষ্টুমভ্যাগতো হোষ ভরতো নানাধাঃসংগতঃ। ১১

‘পুরুষপ্রবরবীর লক্ষ্মণ ! আমার মনে হচ্ছে, আমার  
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, ভ্রাতৃবৎসল ভরত অযোধ্যায় এসে  
যখন শুনেছে যে, তোমায় ও জানকীকে নিয়ে আমি জট  
বন্ধল ধারণ করে বনবাসী হয়েছি, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই  
রাজ্যের অধিকারী, রঘুবংশের এই গৌরব স্মরণ করে  
শ্লেহাকুল হৃদয়ে, শোকবিহ্বল চিত্তে আমাদের দেখতে  
এসেছে, এছাড়া তার এখানে আসার অন্য কোনও কারণ  
নেই।

অস্বাং চ কৈকেয়ীং রুধ্য ভরতচ্যাপ্রিয়ং বদন।  
প্রসাদ্য পিতরং শ্রীমান্ রাজ্যং মে দাতুমাগতঃ॥ ১২

‘মাতা কৈকেয়ীর প্রতি কষ্ট শ্রীমান ভরত মাতাকে কষ্ট  
কথা বলে এবং পিতাকে প্রসন্ন করে, আমাকে রাজ্য  
প্রত্যর্পণের জন্যই এসেছে।

প্রাপ্তকালং যথৈষোহস্মান্ ভরতো দ্রষ্টুমর্থতি।  
অস্মাসু মনসাপোষ নাহিতং কিঞ্চিদাচরেৎ॥ ১৩

‘যে ভরত যথাসময়ে আমাদের দেখতে এসেছে,

নে কখনোই মনে  
করতে পারবে না।  
নিজের কৃতপূর্বঃ  
লক্ষ্য বা ভরতঃ  
‘ভরত কি  
কখনোই মনে  
করতে পারবে না।  
‘ভরতের প্র  
প্রকাশ কোরো না  
আমার প্রতিই প্রযো  
কথঃ নু পুত্রাঃ  
রাজা বা ভ্রাতরঃ  
‘তাই লক্ষ্মণ  
কিংবা ভাই প্রাণস  
যদি রাজ্যস্য  
লক্ষ্যমি ভরতঃ  
‘যদি তুমি  
তবে আমি ভর  
লক্ষ্যকেই দাও’  
উদ্ভমানো হি  
রাজ্যমস্মৈ প্র  
‘লক্ষ্মণ !  
লক্ষ্যকেই দাও  
আমার কথা মে  
অযোজ্যে ধর্ম  
লক্ষ্যঃ প্রবি  
ধর্মপরাধ  
অপর লক্ষ্মণ হি  
ভরত-পা  
অস্বাং চ  
নাঃ মনো  
শ্রীরাবের  
‘যদি ! মনে  
লক্ষ্য হয়



কখনোই মনে মনেও আমাদের আশ্রিত কামনা  
করতে পারে না।

বিপ্রিঃ কৃতপূর্বঃ তে ভরতেন কদা নু কিম্।

লক্ষ্যঃ বা ভরতঃ তেহস্য ভরতঃ যদ্ বিশকসে ॥ ১৪

‘ভরত কি কখনও তোমার প্রতি কোনও অপ্রিয়  
কথার করেছে যে তুমি আশ্রিত তাকে ওয় পাছ?’

স্বি তে নিষ্ঠুরঃ বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ঃ বচঃ।

অঃ হ্যপ্রিয়মুক্তঃ স্যাং ভরতস্যাপ্রিয়ে কৃতো ॥ ১৫

‘ভরতের প্রতি তুমি কোনও অপ্রিয় নিষ্ঠুর বাক্য  
প্রয়োগ করো না, ভরতের প্রতি উচ্চারিত অপ্রিয় বাক্য  
আমার প্রতিই প্রযোজ্য হবে।

কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যাঃ কস্যাংচিদাপদি।

রাজা বা ভ্রাতরং হন্যাং সৌমিত্রে প্রাপমান্বনঃ ॥ ১৬

‘ভাই লক্ষ্মণ ! মহতী বিপদেও কি পুত্র পিতাকে,  
কিংবা ভাই প্রাণসম ভাইতে হত্যা করতে পারে?’

স্বি রাজস্য হেতোবৃমিমাং বাচং প্রভাবসে।

ক্বামি ভরতঃ পুত্রা রাজ্যমশ্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭

‘যদি তুমি রাজ্যের জন্যই এই কথা বলে থাকো,  
তবে আমি ভরতকে দেখেই বলব, “এই রাজ্য তুমি  
লক্ষ্মণকেই দাও”।

উচ্যামানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তবচঃ।

রাজ্যমশ্মৈ প্রযচ্ছতি বাচমিত্যেব মংসাতে ॥ ১৮

‘লক্ষ্মণ ! আমি যদি ভরতকে বলি, “রাজ্য তুমি  
লক্ষ্মণকেই দাও” তবে সে “বেশ তাই হোক” বলে  
আমার কথা মেনে নেবে।’

অথাকো ধর্মশীলেন ভ্রাতা তস্য হিতে রতঃ।

লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্থানি গ্রাজাপি লক্ষ্মণ্য ॥ ১৯

ধর্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের হিতসাধনে সর্বদা

উপর লক্ষ্মণ শ্রীরামের এই কথার অত্যন্ত লজ্জিত হলেন,

উত্ত হত-পা যেন শরীরের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল।

অব্যাকং লক্ষ্মণঃ ক্রম্বা ব্রীড়িতঃ প্রভাবাচ হ।

বাঃ মন্যে ব্রহ্মস্বাতঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্ ॥ ২০

শ্রীরামের সেই কথার লজ্জিত লক্ষ্মণ বললেন,

‘আর্ষ ! মনে হচ্ছে আপনাকে দেখার জন্যই বুকি পিতা

দশরথ স্বয়ং আসছেন।’

ব্রীড়িতঃ লক্ষ্মণঃ পুত্রা দশরথঃ প্রভাবাচ হ।

এম মন্যো মহাপাতিরিহাস্যাম্ পুট্মপতঃ ॥ ২১

লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখে (তাকে সাধু-দেবতার  
জন্য) শ্রীরাম বললেন, ‘আমারও মনে হচ্ছে, আমাদের  
পূজনীয় পিতা আমাদের দেখার জন্যই এসেছেন।

অথবা মৌ ক্রম্বং মন্যো মন্যমানঃ সুখোচিষ্টৌ।

বনবাসমনুধ্যায় গৃহায় প্রতিদেশ্যতি ॥ ২২

‘অথবা, সুখে অভ্যস্ত আমাদের দুঃসময় বনবাসের  
কথা চিন্তা করেই তিনি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে  
এসেছেন।

ইমাং চাপোন বৈদেহীমত্যন্তসুখসেবিনীন্।

পিতা মে রাধবঃ শ্রীমান্ বনাদাদায় যাস্যতি ॥ ২৩

‘অত্যন্ত সুখে অভ্যস্তা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকেও,  
রঘুনন্দন (আমাদের) পিতৃদেব, বন থেকে গৃহে ফিরিয়ে  
নিয়ে যাবেন।

এতৌ তৌ সম্প্রকাশেতে গোত্রবস্তৌ মনোরমৌ।

বায়ুবেগসমৌ ধীরৌ অবনৌ তুরগোত্তমৌ ॥ ২৪

‘উত্তম কুলজাত, বায়ুবেগসম দ্রুতগামী মনোরম  
অশ্বদুটিকে ওই দেবা যাচ্ছে।

স এম সুমহাকারঃ কম্পতে বাহিনীমুখে।

নাগঃ শক্রংজরো নাম বৃদ্ধতাত্সা ধীমতঃ ॥ ২৫

ওই যে আমাদের ধীমান পিতৃদেবের “মৃত্যুঞ্জয়”  
নামে বিশালকার বৃদ্ধ হাতিটা সেনাবাহিনীর আগে আগে  
কাঁপতে কাঁপতে চলেছে।

ন তু পশ্যামি তচ্ছত্রং পাপুরং লোকবিশ্রুতম্।

পিতৃর্দিব্যং মহাভাগ সংশয়ো ভবতীহ মে ॥ ২৬

‘কিন্তু মহাভাগ ! রথের উপরিভাগে পিতৃদেবের  
সেই জগদ্বিখ্যাত দিবা স্বৈতচ্ছত্রটি তো দেখতে পাচ্ছি না !  
সেইজন্যই পিতৃদেবের আগমন সম্বন্ধে আমার সংশয়  
হচ্ছে।

বৃদ্ধপ্রাদবরোহ স্বঃ কুরু লক্ষ্মণ যবচঃ।

ইতীব রামো ধর্মাত্মা সৌমিত্রিং তসুবাচ হ ॥ ২৭

অবতীর্ষ তু সালগ্রাহং তস্যং স সমিতিঙ্করঃ।

লক্ষ্মণঃ প্রাক্তলির্হৃদ্য তসৌ রামস্য পার্বত্যঃ ॥ ২৮

‘লক্ষ্মণ ! আমার কথা শোনো, গাছ থেকে নেমে



এসে—হর্ম্মহা রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বললে, তুমি ইহকাল লক্ষ্মণ শালবৃক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়ে কামরূপ পুত্র এসে কহিলোহে দিওগুন।

ভরতেনাথ সন্নিহিত সম্মুখো ন ভবেদিতি।

সমজ্ঞাং তস্য শৈলস্য সেনা বাসমকরয়ৎ ॥ ২৯

এনিকে 'কোনওরূপ সংঘর্ষ যেন না হয়'—ভরতের এই নির্দেশে সৈন্যগণ পর্বতের নীচে একটু দূরে চারিদিকে নিজ নিজের বাসস্থান নির্মাণ করল।

অধ্যমিক্যাকুচমুখোজনাঃ পর্বতস্য হ।

পার্শ্বে নাশিদাবত্যা গজবাজিনরাকুশা ॥ ৩০

ইক্কাকু (নবশের) গজারোহী ; অশ্বারোহী ও

ব্যতিক্রম সেনা (চিরকুট) পর্বতের চতুঃপার্শ্বে সার্বযোজন (ছয় ফোশ) স্থান পর্বিত কবে অবস্থান করিতে লাগল।

(১ যোজন = ৪ ফোশ। ১/২ যোজনে ২ ফোশ। সার্বযোজনে = অর্ধযোজন সহ একযোজন ৪+২=৬ ফোশ।)

সং চিরকুটে ভরতেন সেনা  
ধর্ম পুরঙ্কতা বিশ্ব দর্শম।

প্রসাদনার্থঃ রঘুনন্দনস্য  
বিরোচতে নীতিমতা প্রীতি ॥ ৩১

রঘুকুলনন্দন শ্রীরামের প্রসন্নতার জন্য নীতি, দর্শন ও ধার্মিক ভরত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী চিরকুট পর্বতের নিকটে অবস্থান করে শোভা পাচ্ছিল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অধ্যায়াকাণ্ডে সপ্তদ্বিতীতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবর্তিত আদিকাব্যে রামায়ণের অধ্যায়াকাণ্ডে সপ্তদ্বিতীতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

## অষ্টদ্বিতীতম সর্গ (৯৮)

ভরতের নির্দেশে শ্রীরামের আশ্রমের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি

নিবেশ্য সেনাং তু বিভূঃ পদভ্যাং পাদবতাং বরঃ।

অভিগম্যঃ স কাকুৎস্থমিষেব গুরুবর্তকম্ ॥ ১

পদ্মজীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুরুসেবাপরায়ণ, প্রভাবশালী ভরত সেনাবাহিনীকে এইভাবে (পূর্ব সর্গোক্তরূপে) সন্নিবেশিত করে পিতৃভূলা কাকুৎস্থ শ্রীরামের কাছে পদ্মজেরই যাওয়ার ইচ্ছা করলেন।

নিবিষ্টমাত্রো সৈন্যো তু যথোদ্দেশং বিনীতবৎ।

ভরতো ভ্রাতরং বাকাং শক্রমুদিতমব্রবীৎ ॥ ২

সৈন্যবাহিনীকে যথাস্থানে সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত করে ভরত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্রমুদিতকে বললেন—

কিপ্রং বনমিদং সৌম্য নরসংঘৈঃ সমজ্ঞতঃ।

শুক্রৈশ্চ সহিতৈরেভিক্রময়েষিতুমহিসি ॥ ৩

'সৌম্য শক্রমুদিত ! তুমি শীঘ্র লোকজন নিয়ে বনবাসী নিষাদদের সহায়তায় এই অরণ্যের চতুর্দিকে শ্রীরামের

খোঁজ করো।

ওহো আতিসহস্রেশু শরচাপাসিপাণিনা।

সমবেষতু কাকুৎস্থাবশ্মিন্ পরিবৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ৪

'নিষাদরাজ হুহুও, স্বয়ং অসি ও ধনুর্বাণধারী সহস্র সছ সজ্জাতি পরিবৃত হয়ে কাকুৎস্থবংশীয় রাম ও লক্ষ্মণের অন্বেষণ করুন।

অমাত্যোঃ সহ পৌরৈশ্চ গুরুভিষ্ঠ বিজাতিভিঃ।

সহ সর্বং চরিত্যামি পদভ্যাং পরিবৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ৫

'অমাত্য, পুরবাসী, ব্রাহ্মণ এবং গুরুজনদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমি নিজে পায়ে হেঁটে সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করার জন্য বিচরণ করব।

বাবর রামঃ স্রক্ষ্যামি লক্ষ্মণং বা মহাবলম্।

বৈদেহীং বা মহাভাগাং ন মে শাস্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৬

'যতক্ষণ শ্রীরাম বা মহাবীর লক্ষ্মণ অবশ্য

সৌভাগ্যবতী বিদেহরাজকন্যা সীতার দেখা না-পাব,  
ততক্ষণ আমার শান্তি হবে না।

যাব চক্ষুসংকাশং তদ্ ব্রক্ষামি স্তজাননম্।  
যাব পদবিশালাকং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৭

‘যতক্ষণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদ্যপলাশলোচন  
দৃষ্ট দেখতে না পাছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।

নিদার্যঃ খলু সৌমিত্রির্গচ্ছব্রবিমলোপমম্।  
যাব পশ্যতি রামস্য রাজীবাকং মহাদূতিম্॥ ৮

‘মহাদূতিময় স্নিগ্ধ চন্দ্রানন প্রতিনিয়ত দেখতে  
দেতে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কৃতকৃতার্থ।

যাব চরলৌ ভ্রাতুঃ পার্থিবাজ্ঞানঘিটৌ।  
যাব প্রহীযামি ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৯

‘যতক্ষণ না আমি দাদার রাজচিহ্ন সমন্বিত চরণযুগল  
মস্তকে ধারণ করতে পারছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।

যাব রাজ্যে রাজ্যার্থঃ পিতৃপৈতামহে হিতঃ।  
কতিবিজ্ঞো জলক্রিমো ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ১০

‘যতক্ষণ না রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী আমার জ্যেষ্ঠ  
ভ্রাতা রাম পিতৃপিতামহের যোগ্য ধারায় রাজ্যভিষেকের

পবিত্র জলে স্নান হচ্ছেন, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।  
কৃতকৃত্য মহাভাগা বৈদেহী জনকাস্বজা।

ভর্তারঃ সাগরান্ধ্রায়াঃ পৃথিব্যা ধানুগচ্ছতি॥ ১১

‘সসাগর্য ধরিত্রীর অধিপতি স্বীয় পতি শ্রীরামচন্দ্রের  
অনুগামিনী বিদেহরাজকন্যাদিনী জনক দুহিতা মহাভাগাবতী

সীতা ধন্যা  
সুতশ্চিহ্নকূটোহসৌ গিরিরাঙ্গসমো গিরিঃ।

যস্মিন্ বসতি কাকুৎস্থঃ কুবের ইব নন্দনে॥ ১২

‘নন্দনকাননে যেমন কুবের বাস করেন, সেইরকম,  
গিরিরাজ হিমালয় সদৃশ অতি পবিত্র এই রমণীয় চিত্রকূট

পর্বতে কাকুৎস্থকুলভূষণ সন্তীক ও সম্রাটক রাম বাস  
করছেন।

কটকার্যমিদং দুর্গবনং ব্যালনিষেবিতম্।

গদদ্বায়ে মহারাজো রামঃ শত্রুকৃত্যং বরঃ॥ ১৩

‘হিংস্রজন্তু-পরিবৃত এই দুর্গম অরণ্য দ্বন্দ্ব, কারণ  
এখানে শ্রেষ্ঠ শত্রুগণ মহারাজ শ্রীরাম বাস করছেন।’

এবমুক্তা মহানর্জরতঃ পুরুষবর্জতঃ।  
পদ্মভ্রামেল মহাতেজাঃ প্রবিবেশ মহদ্ বনম্॥ ১৪

মহাতেজাঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভরত স্বয়ং সেই  
বিশাল বনমধ্যে পদব্রজেই প্রবেশ করলেন।

স তানি ক্রমজালানি জাতানি গিরিসানুসু।  
পুষ্পিতপ্পাণি মধোন জগাম বদন্তাং বরঃ॥ ১৫

পর্বতের সানুদেশে জাত পুষ্পিতপ্রভাগ তরুসাজির  
ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বায়ীশ্রেষ্ঠ ভরত অগ্রসর হতে

লাগলেন।  
স গিরেচ্চিত্রকূটস্য সালমারুহ্য সম্বরম্।

রামাশ্রমগতস্যাগ্নেদর্শনং ধ্বজমুচ্ছিতম্॥ ১৬

ভরত চিত্রকূট পর্বতোপরি একটি শালবৃক্ষে আরোহণ  
করে সেখান থেকে দেখতে পেলেন রামাশ্রম থেকে উদ্গত

অগ্নিজাত ধূমজাল ও রামনামাক্ত পতাকা।  
তং দৃষ্টা ভরতঃ শ্রীমান্ মুমোদ সহবাক্যবঃ।

অত্রত রাম ইতি জাহ্না গতঃ পারমিবাস্তসঃ॥ ১৭

এই দৃশ্য দেখে শ্রীমান ভরত এখানেই শ্রীরাম  
আছেন, এই বুঝে বন্ধুদের সঙ্গে সাগর উল্লসনের উল্লাস

অনুভব করলেন।  
স চিত্রকূটে তু গিরৌ নিশম্য

রামাশ্রমং পূণ্যজনোশপমম্।

গুহেন সার্বং হুরিতো জগাম

পুনর্নিবেশ্যৈব চমুং মহাত্মা॥ ১৮

এইভাবে চিত্রকূট পর্বতে পূণ্যস্থান জনসেবিত  
শ্রীরামের আশ্রমের কথা জানতে পেরে, শ্রীরামের

অনুসন্ধানরত সৈন্যদের যথাস্থানে পুনঃ সন্নিবেশিত করে,  
মহাত্মা ভরত গুহের সঙ্গে সেই রামাশ্রমে দ্রুত গমন

করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অষ্টমবর্তিতমঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমবর্তিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮॥

## নবনবতিতম সর্গ (৯৯)

শক্রস্ব প্রমুখের সঙ্গে ভরতের শ্রীরামচরিত্রের আশ্রমে গমন। পর্বশালায় জটা ও চীরবল্লভধারী রাম-সীতা-  
লক্ষ্মণকে দেখে শোকার্ত ভরত ও শক্রস্বের জোষ্ঠ স্নাত্তরূপে পতন এবং শ্রীরাম কর্তৃক  
উভয়কে আশ্বিনন ; অতঃপর সুমন্ত্র ও গুহের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের মিলন

নিবিন্টায়াঃ হু সেনায়ামুৎসুকো ভরতভক্তঃ।

লক্ষ্যাম ভাতরঃ সইঃ শক্রস্বমনুদর্শনঃ॥ ১

সেনা যথাস্থানে সমিবেশিত করে ; জ্যেষ্ঠ দর্শনে  
উৎসুক ভরত শক্রস্বকে আশ্রমের চিহ্ন সকল দেখাতে  
দেখাতে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন।

ঋষিঃ বসিষ্ঠঃ সন্ধিয়া যাতুর্মে পীত্বমানয়।

ইতি স্থরিতমস্ত্রে স জগাম গুরুবৎসলঃ॥ ২

‘আমার যাতৃগণকে দীপ্ত নিয়ে আসুন’, ঋষি  
বসিষ্ঠকে এই অনুবোধ জানিয়ে গুরুজনের প্রতি উক্তিমান  
ভরত দ্রুত আশ্রমের দিকে চলে গেলেন।

সুমন্ত্রস্বপি শক্রস্বমদূরাদয়পদ্যত।

রামদর্শনজন্তর্যো ভরতসোব তস্য চ॥ ৩

সুমন্ত্রও শক্রস্বের কাছে কাছে থেকে তাঁর অনুসরণ  
করতে লাগলেন ; কারণ, তিনিও ভরতের মতো শ্রীরামের  
দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

গচ্ছসেবাখ ভরতস্তাপসাশ্রয়সংস্থিতাম্।

জ্যেষ্ঠঃ পর্বকুটীং শ্রীমানুটজং চ দদর্শ হ॥ ৪

যেতে যেতে ভরত তপস্বীদের আশ্রমের সম্মুখে  
ভূল-পর্ণনির্মিত কপাটাদি দ্বারা সুরক্ষিত শ্রীরামের বাসস্থান  
পর্বকুটীর দেবতে পেলেন।

শালায়াবুত্রতস্তস্যা দদর্শ ভরতভক্তা।

কাষ্ঠানি চাবভগ্নানি পুষ্পাণাশ্চিহ্নানি চ॥ ৫

ভরত দেখলেন কুটীরের সামনে (যজ্ঞের জন্য কাটা)  
অনেক কাঠের টুকরো এবং (পূজার জন্য চয়ন করা)  
অনেক ফুল রয়েছে।

স লক্ষ্মণস্য রামস্য দদর্শাপ্রমীযুষঃ।

কৃতং বৃক্ষেভিজ্ঞানং কুশটীরৈঃ কচিং কচিং॥ ৬

তিনি আরও দেখলেন, রাম-লক্ষ্মণের আশ্রমে  
যাওয়া-আসার পথ সূচিত করার জন্য কুশ এবং ছিন্ন বস্ত্র  
দ্বারা নির্মিত চিহ্নস্বরূপ পতাকা গাছে গাছে বেঁধে দেওয়া  
হয়েছে।

দদর্শ চ বনে তন্মিন্ মহতঃ সঙ্কমান্ কৃতান্।

মৃগাণাং মহিষাণাং চ করীষৈঃ শীতকারশাং॥ ৭

সেই অরণ্যে ভরত আরও দেখলেন, শীত

নিবারণের জন্য মহিষ ও বনা পশুর শুষ্ক খুঁটে কুশীক  
করা আছে (এই খুঁটে ঝালিয়ে তার ধোঁয়ায় বায়ুতে উত্তপ্ত  
সৃষ্টি হবে)।

গাছেরোব মহাপার্বত্যতিমান ভরতভক্তা।

শক্রস্বঃ চত্বরীদ্ দৃষ্টজ্ঞানমাত্যাস্ত দর্শনঃ॥ ৮

কাক্সিমান মহাবীর ভরত যেতে যেতে সর্বভোজ্যের

দ্রষ্টাচিত্রে শক্রস্ব ও অপর অমাত্যগণকে বললেন—

মনো প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরতাজো যমরবীং।

নাতিদূরে হি মনোহরঃ নদীঃ মন্দাকিনীমিতাঃ॥ ৯

‘মনে হচ্ছে, মহর্ষি ভরতাজ্য নির্দেশিত স্থানে আমার

এসে গেছি ; আমার আরও মনে হচ্ছে, “মন্দাকিনী”

নদী এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

উচ্চৈর্বাদানি চীরানি লক্ষ্মণেন ভবেদরম্।

অভিজ্ঞানকৃতঃ পহা বিকালে গম্বিমিত্রঃ॥ ১০

‘অসময়ে আশ্রমের বাইরে গেলে, পথ চিনে কিয়

আসার জন্য লক্ষ্মণই নিশ্চয়ই বৃক্ষের উচ্চশাখায় (অগ্র

পথের চিহ্ন স্বরূপ) বস্তুবস্ত বেঁধে রেখেছে।

ইতচ্চোদাত্তদন্তানাং কুঞ্জরাণাং ভরতিনাম্।

শৈলপার্শ্বে পরিক্রান্তমনোন্যামভিগর্জতাম্॥ ১১

‘এদিকে আবার দ্রুতগতিসম্পন্ন, বিরাট কিরী

দাঁতালো হাতিরা পরস্পর স্পর্শপূর্বক পর্বতের পাশে সর্ব

ছুটাছুটি করে।

যমেবাষাভূমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সততং বনে।

তস্যাসৌ দৃশ্যতে বৃষঃ সংকুলঃ কৃষ্ণবর্ষম্॥ ১২

‘আরণ্যক তপস্বীরা সর্বদা যে শ্রীতাপ্তি স্থাপন করে

ইচ্ছা করেন, তাঁদের স্থাপিত সেই অগ্নির ধূমরাশি যে

যাচ্ছে।

অত্রাহঃ পুরুষবাহ্রঃ গুরুসংকারকারিশঃ।

আর্যঃ সক্ষ্যামি সংহৃষ্টঃ মহবিম্বিঃ রাঘবম্॥ ১৩

‘এখানেই আমি নিশ্চয়ই গুরুজনসেবী, মহর্ষি

সদৃশ, সদা উৎফুল্ল পুরুষসিংহ শ্রীরামকে দেখতে

পাব।’

অথ গজা মুহূর্তং হু চিত্রকূটং স রাঘব।

মন্দাকিনীমন্ প্রাপ্তভং জনং চেদমববীং॥ ১৪

জবন রথুকুলন  
নষ্ট গিয়ে তার পা  
নী লোকজনকে বল  
জ্যোতি পুরুষবাহ্র  
জনস্রো নির্জনঃ  
‘জনগণামিতি  
সর্বত্র বীরাবনে  
কল্যাণিতপতনত, অ  
মহতে বাসনং  
বিন্ কামান্ পতি  
‘আমাবই জন  
নন্দ শ্রীরাম সকল  
হয়েছেন।  
‘লোকসমা  
‘ইতি লোকসমা  
‘ততএব জন  
‘শ্রীরাম সীতা  
‘সং স বিলম্ব  
‘মহতীঃ  
‘দশরথনন্দন  
‘সেই মহারণ্যে এব  
‘গেলেন।  
‘দলভালাশ্রকর্ণান  
‘বিশাল যজ্ঞ  
‘দেওয়া হয়, সেই  
‘জল ও অশ্বকর্ণ  
‘শ্রীমদ্রথনিকশৈশ  
‘স্বপ্নগৈর্মহাসা  
‘সেই পর্ণ  
‘কার্যসাধন যোগ্য  
‘স্বর্গরথপ্রতীকা  
‘শোভিতাঃ  
‘মহারাজবাসোত  
‘স্বপ্নবিশুচিহ্না  
‘পাতালস্থ  
‘সর্পের উদ্দীপ্ত  
‘ন্যায় উচ্ছল ভি  
‘হাতল যুক্ত ভরত



তখন রঘুকুলনন্দন ভরত মুহূর্তকাল মধ্যে চিত্রকূট  
পর্বতে গিয়ে তার পাশ দিয়ে প্রবাহিতা মন্দাকিনীকে দেখে  
স্বামী লোকজনকে বললেন—

রাজ্যে পুরুষবাহ্যে আছে বীরাসনে নতঃ।

জনেজ্ঞো নির্জনং প্রাপ্য শিঙমে সজীবিতম্ ॥ ১৫

জনগণাধিপতি পুরুষসিংহ শ্রীরাম 'ভূমি' পরে  
নির্জনে বীরাসনে উপবিষ্ট আর তাঁরই ছোট, আমি সুখে  
কলাতিপাতরত, আমার জন্ম ও জীবনকে ধিক্!

মুক্তে বাসনং প্রাপ্তো লোকনাথো মহাদুতিঃ

সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঘবঃ ॥ ১৬

'আমারই জনা জনগণাধিপতি, মহাতেজস্বী রঘুকুল-  
নন্দন শ্রীরাম সকল কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে বনবাসী  
হয়েছেন।

ইতি লোকসমাক্রুষ্টঃ পাদেদ্যদ্য প্রসাদয়ন্।

রামঃ তস্য পতিষ্যামি সীতায় লক্ষ্মণস্য চ ॥ ১৭

'অতএব জনগণনিদ্দিত আমি শ্রীরামকে প্রসন্ন করার  
জন্য শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণের শ্রীচরণে প্রণত হব।'

এবং স বিলপংস্তম্ভিন্ বনে দশরথাস্বজঃ।

দর্শ মহতীং পুণ্যং পর্ণশালাং মনোরমাম্ ॥ ১৮

দশরথনন্দন ভরত এইভাবে বিলাপ করতে করতে  
সেই মহারণ্যে এক মহতী পবিত্র মনোরম পর্ণশালা দেখতে  
পেলেন।

সাজতালান্বকর্ণানাং পঠৈর্বজ্জিহ্বাবৃতাম্।

বিশালাং মৃদুভিত্তীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাবধরৈঃ ॥ ১৯

বিশাল যজ্ঞবেদিতে যেমন কোমল কুশের আন্তরণ  
দেওয়া হয়, সেইরকমভাবে সেই পর্ণকুটীরটি ছিল শাল,  
তাল ও অশ্বকর্ণ পত্র দ্বারা সমাবৃত।

শঙ্কায়ুধনিকশৈশ্চ কার্মুকৈর্ভরসাধনৈঃ।

কম্পষ্টৈর্মহাসারৈঃ শোভিতাং শক্রবান্ধকৈঃ ॥ ২০

সেই পর্ণকুটীর 'ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্রতুলা গুরুতর  
কর্মসামন যোগ্য, শক্রপীড়ক স্বর্ণপৃষ্ঠ ধনু দ্বারা সুশোভিত।  
অর্কশিপ্রভীকশৈর্ঘ্যোরোহণগতৈঃ শরৈঃ।

শোভিতাং দীপ্তবদনৈঃ সর্পৈর্ভোগবতীমিব ॥ ২১

মহারজতবাসোভ্যামসিভ্যাং চ বিরাজিতাম্।

কম্পিনুবিচিত্রাভ্যাং চর্মভ্যাং চাপি শোভিতাম্ ॥ ২২

পাতালস্থ ভোগবতী নারী নাগলোকে অবস্থিত ভয়ঙ্কর  
শর্পের উদ্দীপ্ত মুখের মতো, তৃণের মধ্যে সূর্যকিরণের  
ন্যায় উজ্জ্বল তীক্ষ্ণবাণগুলি দ্বারা শোভিত এবং সোনার  
হাতল যুক্ত তরবারির ধারক স্বর্ণবিপ্লু চিত্রিত চর্ম তথা ঢালের

দ্বারা সজ্জিত সেই আশ্রম কুটীর।

গোদাকুলিভৈরাসন্ধৈশ্চিত্রকাকনভূষিতৈঃ

অরিসংঘেরনাধুণ্যং মৃগৈঃ সিংহস্তহামিব ॥ ২৩

ওই আশ্রমে আছে সুবর্ণমণ্ডিত অনেক হস্তী ও  
অঙ্গুলিভ (দন্তানা) আর পশুগণ যেমন সিংহের গুহায়  
প্রবেশ করতে পারে না, তদ্রূপ ওই আশ্রমও শত্রুগণ কর্তৃক  
দুশ্প্রবেশ্য।

প্রাণ্ডুর্ক প্রবণাং বেদিং বিশালাং দীপ্তপাবকাম্।

দদর্শ ভরতস্তত্র পুণ্যং রামনিবেশনে ॥ ২৪

ভরত শ্রীরামের আশ্রমে ঈশানকোণে প্রজ্জলিত পবিত্র  
এক বিশাল যজ্ঞবেদি দেখতে পেলেন।

নিরীক্ষ্য স মুহূর্তং তু দদর্শ ভরতো গুরুম্।

উটজ্ঞে রামমাসীনং জটামণ্ডলযারিশম্ ॥ ২৫

কৃষ্ণজিন্ময়ঃ তং তু চীরবজ্রলবাসম্।

দদর্শ রামমাসীনমভিতঃ পাবকোপমম্ ॥ ২৬

সেই যজ্ঞবেদি মুহূর্তকালমাত্র দর্শন করেই ভরত  
দেখতে পেলেন সম্মুখে কুটীর মধ্যে কৃষ্ণ জিন চীরবজ্রল ও  
জটামণ্ডলী শ্রীরাম প্রজ্জলিত পাবকের মতো দিবাপ্রভা বিকিরণ  
করে উপবিষ্ট।

সিংহস্তকং মহাবাহুং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।

পৃথিব্যাঃ সাগরাজ্জয়া ভর্তারং ধর্মচারিশম্ ॥ ২৭

উপবিষ্টং মহাবাহুং ব্রহ্মাণমিব শাস্বতম্।

হৃদিলে দর্ভসংস্তীর্ণে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ২৮

আসমুদ্র পৃথিবীর অধিপতি, সিংহস্তক দীর্ঘবাহু  
পদ্মপনাশলোচন স্বধর্মচারী মহাবাহু শ্রীরাম সীতা ও  
লক্ষ্মণকে পাশে নিয়ে সনাতন ব্রহ্মার মতো কুশাস্তীর্ণ বেদির  
উপরে সমাসীন।

তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমাঞ্ছ শোকমোহশরিগুতঃ।

অভাষ্যবত ধর্মাত্মা ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ ॥ ২৯

শ্রীরামকে তদবস্থায় দেখে শোকমোহে আবিষ্ট  
কৈকেয়ীপুত্র ধর্মাত্মা শ্রীমান ভরত রামের প্রতি সবেগে  
ধাবিত হলেন।

দৃষ্ট্বৈব বিললাপার্তো বাত্পসম্বিক্রিয়া গিরা।

অশকুবন্ বারয়িতুং ধৈর্যাদ্ বচনমক্রবন্ ॥ ৩০

দাদা রামকে তদবস্থায় দেখেই ধৈর্যধারণে অসমর্থ  
ভরত বাত্পবারি পরিপূরিত লোচনে গদগদবাক্যে বিলাপ  
করে বলতে লাগলেন—

যঃ সংসদি প্রকৃতিভির্ভবেদ্ যুক্ত উপাসিতুম্।

বনৌর্মৃগৈরুপাসীনঃ সোহয়মাস্তে যমদ্রজঃ ॥ ৩১

‘হয় ! যিনি রাজসভায় উপবিষ্ট করে প্রজাপুত্র এবং  
মন্ত্রিগণ কর্তৃক সম্মান্য, সেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা’ এখানে  
বনাপত্যকুল-পরিবৃত্ত হয়ে আছেন !

বাসোত্তির্বচসাঃশ্রোত্রো মহাত্মা পুরোচিতিঃ।  
মৃগাজিনে সোহয়মিহ প্রবৃত্তে ধর্মমাচরন্ ॥ ৩২

‘যে মহাত্মা বহুমূল্যবান বসন পরিধানে অত্যন্ত,  
এখানে এখন তিনি ধর্মোচরণার্থে মৃগচর্ম ধারণ এবং তদুপরি  
উপবেশন করে আছেন !

অথারয়দ্ যো বিবিধাশ্চিহ্না সূমনসঃ সদা।

সোহয়ঃ জটাকারমিমং সহতে রামবঃ কথম্ ॥ ৩৩

‘যিনি সর্বদা বিবিধ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত থাকতেন,  
সেই রঘুনন্দন রাম এখন কী করে এই জটাকার সহ্য  
করছেন ?

বস্য যজ্ঞৈর্গর্ভানিষ্টৈর্বৃকো ধর্মস্য সক্ষরঃ।

শরীরক্লেশসম্বৃতঃ শ ধর্মঃ পরিমার্গতে ॥ ৩৪

‘শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যজ্ঞ দ্বারা যিনি ধর্মসম্বন্ধ  
করতেন, এখন তিনি দৈহিক কষ্ট দ্বারা প্রাপ্য ধর্মের  
অনুসন্ধান করছেন !

চন্দনে মহার্হেণ বস্যাশ্রয়শ্চৈবিতম্।

মলেন তস্যাশ্রমিদং কথমার্বস্য সেব্যতে ॥ ৩৫

‘মহামূল্য চন্দনে যার অঙ্গ অনুলিপিত হত, তাঁর  
সেই অঙ্গ এখন কী করে ধুলায় ধূসরিত হচ্ছে !

মহিমিতমিদং দুঃখং প্রাপ্তো রামঃ সুখোচিতিঃ।

মিঞ্জীবিতিং নৃশংসস্য মম লোকবিদর্হিতম্ ॥ ৩৬

‘সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্ত শ্রীরাম আমার জন্যই এই  
দুঃখভোগ করছেন ; হয় ! লোকনিন্দিত আমার এই নিচুর  
জীবনকে বিক্ !’

ইতোবং বিলাপন্ দীনঃ প্রহিহমুখশতভঃ।

পাদাবপ্রাপ্য রামস্য পশাত ভরতো রুমন্ ॥ ৩৭

শোকাক্ত ভরত এইভাবে বিলাপ করতে লাগলেন ;  
তাঁর শ্রীমুখে দেখা দিল বিদু বিদু দ্বন্দ্ব। তিনি  
রামের চরণযুগল ধরতে গিয়ে (ধরতে না পেরে হসিত)

পড়ে গেলেন।

দুঃখান্তিতো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ  
উক্সাহুর্বেতি সন্ধু দীনঃ পুনর্বোবাচ কিম্বদা ॥ ৩৮  
রাজপুত্র মহাবল ভরত শোকসম্প্রপ্ত ভরত কোন  
মাত্র ‘আর্ঘ্য’ এই কথা উচ্চারণ করে আর কিছু কথার  
পারলেন না।

বাল্পঃ শিহিতকণ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠা রামঃ দশদিনবঃ।  
আর্ঘ্যোভ্যবতিসংকুশা ব্যাহুঃ নাশকঃ ততঃ ॥ ৩৯

দশদিন রামকে দেখে বাল্পবারি পরিপূর্ণিত ভরত  
কণ্ঠে ভরত চিৎকার করে ‘হা আর্ঘ্য’ এই কথাটুকু বলে  
আর কিছুই বলতে পারলেন না।

শক্রদৃশ্যপি রামস্য ববন্দে চরণৌ রুমন্।  
তাবুভৌ চ সমালিঙ্গ্য রামোহপশ্রবণ্যবর্তম্ ॥ ৪০

রোক্তমান শত্রুও শ্রীরামের চরণযুগল কান  
করলেন ; তখন রাম তাঁদের দুজনকেই বুকে জড়িয়ে ছা  
হস্তমোচন করতে লাগলেন।

ততঃ সূমন্ত্রেণ গৃহেন চৈব  
সমীয়াত রাজসুভাবরণে।

মিবাকরৈশ্চৈব নিশাকরশ্চ  
বখাধরে শুক্রবৃহস্পতিজাম্ ॥ ৪১

অতঃপর আকাশে যেমন সূর্য এবং চন্দ্র বহুভা  
শুক্র ও বৃহস্পতির সঙ্গে মিলিত হয়, তদ্রূপ, সেই অঙ্গ  
শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বহুভাধরে সূমন্ত্র ও গৃহের সঙ্গে মিলি  
হলেন।

জন্ম পার্শ্ববান্ বারশযুগপার্বান্  
সমাগতাংকুরে মহতারণে।

বনৌকসম্বৃত্তিসদীক্ষ্য সর্বে  
হস্তশ্যামুক্ষ্ম প্রবিহার্য হর্ম ॥ ৪২

যুগপতি গজরাজ পৃষ্ঠোপরি আরোহণের কো  
রজন্যবর্গকে গভীর অরণ্যে বিচরণ করতে দে  
অরণ্যবাসীরা সকলেই আনন্দ ভুলে অঙ্গ বিসর্জন করে  
লাগল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভগবতঃ ব্যাকীকৃতঃ অনির্বচ্যে অবেদ্যকাণ্ডে নবনবভিত্তমঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহর্ষি বাসীকি বিরচিতঃ অনির্বচ্যে রজনবন্দে অবেদ্যকাণ্ডে নবনবভিত্তমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১১ ॥



## শততম সর্গ (১০০)

কুশল জিজ্ঞাসাচ্ছেলে শ্রীরাম কর্তৃক ভরতকে রাজনীতির উপদেশ প্রদান

চিরাং চিরবসনঃ প্রাজ্ঞলিং পতিতঃ ভূবি।  
বর্ষ রামো মূর্খশঃ যুগান্তে জন্মরং যথা॥ ১

কৃষ্ণকিৰ্ত্তিবিজ্ঞায় বিবর্ণবদনঃ কুশম্।

রাজতঃ ভরতঃ রামঃ পরিজ্ঞাত্যহ পাণিনা। ২

প্রলয়কালে ভূপতিত সুদর্শ সূর্যের মতো ছটা ও

চিরবসনবাহী করজোড়ে ভূপতিত কুশলীর বিবর্ণবদন

জরজকে দেবে, চিনতে পেরে শ্রীরাম হাত বাড়িয়ে তাকে

জড়িয়ে ধরলেন।

জ্ঞানায় রামঃ মূর্খি পরিজ্ঞাত্য চ রাঘবম্।

জন্মে ভরতমারোপ্য পর্যপূচ্ছত সাদরম্। ৩

শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলনন্দন ভরতকে আলিঙ্গন করে,

ভার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কোলে বসিয়ে সাদরে জিজ্ঞাসা

করলেন—

ক নু তেহৃৎ পিতা তাত যদরণ্যং হুমাগতঃ।

ন হি ত্বং জীবতত্ত্বস্যা বনবাগম্ভবহীসি॥ ৪

‘বৎস ! তুমি যে বনে চলে এলে তোমার তথা

আমাদের পিতৃদেব এখন কোথায় আছেন ? তিনি জীবিত

ধাকতে তো তুমি বনে আসতে পারো না !

চিরাং বত পশ্যামি দূরাদ্ ভরতমাগতম্।

দুশ্শতীকমরণোহশ্মিন্ কিং তাত বনমাগতঃ॥ ৫

‘মাতুলালয়ে দীর্ঘকাল অবস্থানকারী ভরতকে

অনেকদিন পর দূর থেকে আসতে দেবে চিনতেই

পারছিলাম না ! বৎস, কেন তুমি এই অরণ্যে এসেছ ?

কচ্চিৎ ধরতে তাত রাজা যৎ হুমিহাগতঃ।

কচ্চিৎ দীনঃ সহসা রাজা লোকান্তরং গতঃ॥ ৬

‘বৎস ! রাজা জীবিত আছেন তো ? তুমি এখানে

এখন এসেছ ? শোককাতর পিতা সহসা স্বর্গে গমন

করেননি তো !

কচ্চিৎ সৌম্য ন তে রাজ্যং হ্রষ্টং বালস্য শাস্ততম্।

কচ্চিৎক্ৰোধসে তাত পিতৃঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ৭

‘সৌম্য ! তুমি ছেলেমানুষ বলে রাজ্যভ্রষ্ট হওনি

তো ? সত্যসক্ত, বৎস ! তুমি পিতৃদেবকে ঠিক মতো সেবা

করছ তো ?

কচ্চিৎ দশরথো রাজা কুশলী সত্যসঙ্গঃ।

রাজসূয়াশ্রমেখানামাহর্তা

ধর্মনিষ্ঠিতঃ॥ ৮

‘সত্যো প্রতিষ্ঠিত, রাজসূয় ও অগ্নিবেশ যজ্ঞের

অনুষ্ঠাতা, ধর্মনিষ্ঠ মহারাজ দশরথের সর্বের কুশল তো !

স কচ্চিৎ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ধর্মনিষ্ঠো মহাদুর্ভিঃ।

ইক্ষাকুশামুপাখ্যায়ো যথাবৎ তাত পূজাতে॥ ৯

‘বৎস ! ইক্ষাকুবংশের আচার্য ব্রাহ্মণ বিদ্বান ধর্মনিষ্ঠ

মহাতেজস্বী বশিষ্ঠদেব নিতা যথাযথ পূজিত হচ্ছেন তো !

তাত কচ্চিৎ কৌশল্যা সুমিত্রা চ প্রজাবতী।

সুখিনী কচ্চিদার্য্য চ দেবী নন্দতি কৈকেয়ী॥ ১০

‘কল্যাণীয় বৎস ! জননী কৌশল্যা এবং সংপুত্রবতী

মাতা সুমিত্রা মুখে আছেন তো ! পুত্রনীয়া দেবী কৈকেয়ী

আনন্দে আছেন তো !

কচ্চিৎ বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ।

অনসূয়ানুদ্রষ্টা সংকৃতস্তে পুরোহিতঃ॥ ১১

‘সদ্বংশজাত, বিনয়ী, বিদ্বান, অসূয়াশূন্য, সত্যপ্রস্টা

পুরোহিতের উপযুক্ত সংকার করছ তো ?

কচ্চিদগ্নিবু তে যুক্তো বিধিভ্যো যতিমানুজঃ।

হতং চ হোষামাণং চ কালো বেদমন্তে সদা॥ ১২

‘অগ্নিহোত্র কর্মে নিযুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান সরল

স্বভাব পুরোহিত যজ্ঞের পূর্বাগর করণীয় বিষয়ে তোমায়

অবহিত করেন তো ?

কচ্চিৎ দেবান্ পিতৃন ভৃত্যান্ গুরুন পিতৃসমাননি।

বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমনাসে॥ ১৩

‘বৎস ! তুমি দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভৃত্যগণকে,

গুরুজনদেরকে, বৃদ্ধগণকে, বৈদ্য (চিকিৎসক) গণকে

এবং ব্রাহ্মণদিগকে যথাযোগ্য সম্মান দান করছ তো ?

ইহদ্বন্দ্ববরসম্পন্নমর্ষশাস্ত্রবিশারদম্।

সুখদানমুপাখ্যায়ঃ কচ্চিৎ ত্বং তাত মনাসে॥ ১৪

‘ভ্রাতঃ ! বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রপ্রয়োগে সুনিপুণ,

অর্থশাস্ত্রে তথা রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্রে কুশলী আচার্য সুখদার প্রতি

তুমি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করছ তো ?

কচ্চিদাশ্বসমঃ শূরঃ শ্রুতবত্তো জিতেজিয়াঃ।

কুলীনাশ্চেজ্জিতজ্ঞাশ্চ কৃতাশ্চে তাত মস্ত্রিণঃ॥ ১৫

‘বৎস ! বীর, শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেজিয়, সদ্বংশজাত এবং



ইতিমাত্রই যিনি সব বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন,  
এইরকম আত্মসম ব্যক্তির তুমি মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেছ  
তো ? কোনও স্বার্থাশ্রমী গোষ্ঠীর প্রীতিভাজন ব্যক্তিকে মন্ত্রী  
করা উচিত নয়। প্রবৃত্ত, সংঘাতপ্রিয়, নির্ভীক, পরার্থপর  
এবং বিশেষ গোষ্ঠীবাহিত ব্যক্তিই মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য।

মন্ত্রো বিজয়মূলং হি রাজ্যং জবতি রাধব।

সুসংবৃত্তো মন্ত্রিষুর্নৈবমাতোঃ শাস্ত্রকোবিনেঃ॥ ১৬

‘রঘুনন্দন ভবত ! রাজ্যের বিজয়লাভের মূলে  
থাকে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত অমাত্য ও মন্ত্রিপ্ৰধানগণ প্রদত্ত  
মন্ত্রণার গোপনীয়তা রক্ষা।

কচ্চিদ্ভাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালেহববুধাসে।

কচ্চিচ্চাপরমাজেযু চিত্ত্যসার্বনৈপুণম্॥ ১৭

‘তুমি অসময়ে নিদ্রা কামনা করো না তো (নিদ্রার  
বশীভূত হও না তো) ! যথাসময়ে নিদ্রা থেকে উথিত হও  
তো এবং শেষরাত্রে অর্থের চিন্তা করো তো !

কচ্চিৎস্বপ্নসে নৈকঃ কচ্চিৎ বহুভিঃ সহ।

কচ্চিৎ তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাত্রে ন পরিধাবতি॥ ১৮

‘রাজ্য পরিচালনা প্রভৃতি রাজকার্য বিষয়ে তুমি একাই  
বা অনেকের সঙ্গে কোনও গুপ্ত মন্ত্রণা করো না তো !  
তোমার মন্ত্রিত্ব বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে যায়  
না তো ! রাজ্যপরিচালনা বা যে-কোনও গোপনীয় বিষয়ে  
একাকী গৃহীত মন্ত্রণা অনেক সময় ভুল হতে পারে, তাই  
বিশ্বস্ত মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা বিধেয় ; কিন্তু সেই গৃহীত মন্ত্রণা  
চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে না যায়। কারণ, শত্রুপক্ষ সেই মন্ত্রণার  
বিষয়ে জানতে পারলে সেই বিষয়ে বাধা দিয়ে কার্য নষ্ট  
করে দেবে।

কচ্চিদ্বর্ধং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ম্।

ক্লিপ্তমারভসে কর্ম ন দীর্ঘয়সি রাধব॥ ১৯

‘রঘুনন্দন ! কোনও বিষয়ে ছোট করে আরম্ভ করে  
বিরাট পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ  
করে সেই কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করো তো ?

কচ্চিৎ সুকৃতানোব কৃতরূপাণি বা পুনঃ।

বিদুষ্তে সর্বকার্যানি ন কর্তব্যানি পার্ধিবাঃ॥ ২০

‘অন্য রাজারা তোমার কৃতকর্মসকল অথবা  
সুক্রিয়মাণ (যে সব কর্ম আরম্ভ করে শেষ করতে চলেছে)  
কর্মসকল জানেন তো ? পরন্তু যেসকল কর্ম ভবিষ্যতে  
করবে বলে ঠিক করেছ সেগুলি জানেন না তো !

ভবিষ্যতের কর্তব্য কর্ম বিষয়ে পূর্বেই অপরে জানতে  
পারলে, তারা সেইকার্যে বাধা দিয়ে কর্ম পণ্ড করে দেবে,  
তাই সকল বিষয়েই মন্ত্রগুপ্তি একান্ত প্রয়োজন।

কচ্চিৎ তর্কৈর্জ্ঞান্য বা যে চাপাপরিকীর্তিতাঃ,

জ্ঞান্য বা তব বামাতৈর্বুধাতে তাত মন্ত্রিতম্॥ ২১

‘ভাই ! তুমি একাকী বা মন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করে  
যে সিদ্ধান্ত স্থির করো, কার্যসিদ্ধির পূর্বেই তা অন্যের কাছে  
বলো না তো, বা অন্যেরা তা বুঝতে পারে না তো,  
(রাজকার্যে মন্ত্রগুপ্তি একান্ত প্রয়োজন)।

কচ্চিৎ সহস্রমূর্খাণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্।

পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্যামিঃশ্রেয়সং মহৎ॥ ২২

‘তুমি সহস্র মূর্খের পরিবর্তে একজন পণ্ডিত  
ব্যক্তিকেই কামনা করো তো ? পণ্ডিত ব্যক্তি অত্যন্ত অর্থ-  
কষ্টেও (কার্যসিদ্ধির পূর্বেই) মহৎ কল্যাণসাধনে উৎসাহ  
হন। (সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন প্রাজ্ঞ শ্রেয়ঃ)।

সহস্রাণ্যপি মূর্খাণাং যদ্যুপান্তে মহীপতিঃ।

অথবাপামুতানোব নাভি নেষু সহায়তা॥ ২৩

‘রাজা যদি সহস্র সংখ্যক বা অযুত (দশসহস্র)  
সংখ্যক মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তাতে তাঁর কোনও  
সহায়তা (উপকার) হয় না।

(‘শতানামপি মূর্খাণাং প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যত’  
—একশত মূর্খ অপেক্ষা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত  
হন)।

একোহপামাত্যো মেধাবী শূরো দক্ষো বিচক্ষণঃ।

রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপদ্নেহ্মাহতীং শ্রিয়ম্॥ ২৪

‘একজন মাত্র বীর, মেধাবী, দক্ষ ও পণ্ডিত মন্ত্রী  
রাজা বা রাজপুত্রকে মহৎ ঐশ্বর্য লাভ করাতে পারেন।

কচ্চিৎসুখ্যা মহৎস্বৈব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ।

জঘন্যাশ্চ জঘনোষু ভৃত্যাস্তে তাত যোজিতাঃ॥ ২৫

‘বৎস ! তুমি বড়ো (অধিক গুরুত্বপূর্ণ) কাজে  
পারদর্শী কর্মীদের, মধ্যম মানের গুরুত্বপূর্ণ কাজে মধ্যম  
মানের কর্মীদের এবং সাধারণ কাজে সাধারণ কর্মীদের  
নিযুক্ত করেছ তো ?

অমাত্যানুশাতিতান্ পিতৃপৈতামহান্ শুচীন।

শ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিয়োজয়সি কর্মসু॥ ২৬

‘যাঁরা ছলনা করেন না, পিতৃ পিতামহাদিক্রমে  
মন্ত্রিত্ব করছেন, (অন্তরে বাহিরে) পবিত্র, শ্রেষ্ঠের

হৃদয় বাঁধা প্রেত, এইরকম ব্যক্তিদের তুমি মন্ত্রি পদে নিযুক্ত করেছ তো ?

কতিমোক্তে দণ্ডন ভূমিস্থেজিতাঃ প্রজাঃ।

৪৫ তবাজানন্তি মন্ত্রিঃ কৈকেয়ীসুতঃ ॥ ২৭

‘হে কৈকেয়ীপুত্র ! তোমার রাজ্যে মন্ত্রীদের জঙ্গীয়ে উত্তীর্ণ প্রজাগণ মন্ত্রীদের এবং তৎসহ তোমাকে অবজ্ঞা করে না তো ?

কতিং স্বাং নাবজানন্তি যাজ্ঞকাঃ পতিতঃ যথা।

৪৬ প্রতাপহীতারঃ কাময়ানমিব ত্রিমঃ ॥ ২৮

‘নীচ জাতীয়া স্ত্রীর প্রতি কামাৰ্থ পুরুষকে পবিত্র ব্যক্তি যেমন অবজ্ঞা করে থাকেন, সেইরকম কঠোরতা দ্বারা ত্রিক খাজনা গ্রহণ হেতু প্রজারা তোমায় অবজ্ঞা করে না তো !

৪৭ উপরকুলঃ বৈদ্যঃ ভূতাসংদুষ্টে রতম্।

৪৮ ক্রমৈবকামঃ চ যো হস্তি ন স হন্যতে ॥ ২৯

‘যে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড নীতিতে বিশেষ পারদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ, বিশ্বাসী অনুচরদের ডাঙিয়ে দলভারী করতে চেষ্টা, দুঃসাহসী তথা রাজ্য অধিকারলোভী ব্যক্তিকে যে রাজা হত্যা করেন না, পরিণামে তিনি নিজেই নিহত হন।

কতিং বৃষ্ট শুরশ্চ ভূতিমান্ মতিমান্ শুচিঃ।

৪৯ কুলীনচানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ ॥ ৩০

‘শত্রু ধ্বংস করার ব্যাপারে নির্দয় বীর, সত্তত সঙ্কট, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, পবিত্রমনা, কুলীন (সহশজাত), রাজনুরক্ত ও কর্মদক্ষ পুরুষকে তুমি সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেছ তো ?

৫০ বলকশ্চ কতিং তে মুখ্যা যুদ্ধবিশারদাঃ।

৫১ দৃষ্টপদানা বিক্রাজ্ঞানয়া সংকৃত্য মানিতাঃ ॥ ৩১

‘বলবান ও যুদ্ধবিশারদ বিক্রমশালী প্রধানদের কার্য বিচার করে পুরস্কার দ্বারা সম্মান প্রদান করেছ তো ?

কতিং বলস্যা ভক্তং চ বেতনং চ যথোচিতম্।

৫২ সপ্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে ॥ ৩২

‘সৈন্যদের প্রদেয় যথোচিত অন্ন ও বেতন যথাসময়ে দাও তো ? বিলম্ব করো না তো ?

৫৩ কালতিক্রমণে হ্যেব ভক্তবেতনয়োৰ্ভূতাঃ।

৫৪ ভূমিপতিকুশলি সোহনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ ॥ ৩৩

‘বাদ্য ও বেতন দ্বারা প্রতিপালিত ভৃত্য তথা সৈনিকগণ যথাসময়ে খাদ্য ও বেতন না পেলে প্রভুর প্রতি কুপিত হয়ে দোষারোপ করে এবং তার ফলে

ভীষণ বিপত্তি ঘটে।

কতিং সর্বৈহনুরক্তাঃ কুলপূত্রাঃ প্রধানতঃ।

৫৫ কতিং প্রাণাংস্ত্যক্তার্থে সংতাজন্তি সমাহিতাঃ ॥ ৩৪

‘উত্তম বংশজাত মন্ত্রী আমি প্রধান পুরুষদেরা তোমায় প্রতি অনুরক্ত তো ? তাঁরা একচিৎ হয়ে তোমায় অন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত তো ?

কতিং জ্ঞানপদো বিদ্বান্ দক্ষিণঃ প্রতিভানবান্।

৫৬ যথোক্তবাদী দৃষ্টে কৃতো ভরত শণ্ডিতঃ ॥ ৩৫

‘ভরত ! তুমি প্রকৃত বিদ্বান্ ; কার্যকুশল, প্রতিভাবান যথার্থভাবে স্বকৃত্য উত্থাপনকারী ও নিবেদকবান স্বদেশবাসীকে রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করেছ তো ?

কতিমষ্টাদশানোবু দশকে দশ পক্ষ চ।

৫৭ ত্রিভিঃত্রিভিঃবিজ্ঞৈর্ভেবেহি তীর্ণানি চারকৈঃ ॥ ৩৬

‘রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে শত্রুপক্ষের আঠারোটি বিষয়ের সম্বন্ধে এবং স্বপক্ষের পনেরো প্রকার লিখ্য সম্বন্ধে সূষ্ঠি জ্ঞানলাভের জন্য যথাক্রমে আঠারো ও পনেরো জন করে গুপ্তচরের দল, যাদের প্রতিজ্ঞাই একে অপরের অজ্ঞাত, এইভাবে তিন-তিনজনের এক-একটি দল নিযুক্ত করেছ তো ? এই গুপ্তচরেরা ঘুরে ঘুরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানবে এবং তাদের মাধ্যমেই তুমি স্বরাজ্যের ও শত্রুরাজ্যের সব সংবাদ জানতে পারো তো ? (শত্রুপক্ষের আঠারোটি বিষয় হল—মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দ্বারপাল, অন্তঃপুর রক্ষাকারী, কারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, রাজাঙ্গাবহ, বিচারক, ধর্ম্যধিকারী, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ব্যবহার নির্ণেতা, বেতনাধ্যক্ষ, কর্মান্তে বেতন গ্রাহী, নগরাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পালক, দুষ্টের দণ্ডবিধায়ক এবং দুর্গপাল। অপরপক্ষে রাজ্য (যুবরাজ) মন্ত্রী এবং পুরোহিত ছাড়া বাকী পনেরোটি স্বরাজ্য বিষয়ক)।

কতিং বাশাজ্ঞানহিতান্ প্রতিযাতাংচ সর্বদা।

৫৮ দুর্বলানবজ্ঞার বর্তসে রিশুসুদন ॥ ৩৭

‘হে শত্রুবিনাশকারিন্ ! তোমা কর্তৃক বিতাড়িত শত্রু আবার ফিরে আসলে তাদের দুর্বল মনে করে অবজ্ঞা করো না তো ?

কতিম লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।

৫৯ অনবকুশলা হোতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৩৮

‘বৎস ! চার্বাকমতাবলম্বী তার্কিক ব্রাহ্মণদের সেবা করো না তো ? এঁরা পণ্ডিতম্ভা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অনর্থ







Scanned with CamScanner

নিশ্চিতানামনামঃ মন্ত্রস্যাপরিচক্ষণম্ ॥ ৬৬

মঙ্গলদ্যপ্রয়োগঃ চ প্রতাপানঃ চ সর্বতঃ।

কচ্চিৎ স্বঃ বর্ষয়সোতান্ রাজদোষাংচতুর্দশ ॥ ৬৭

‘রাজনীতি বিময়ক চতুর্দশ প্রকার দোষ, যথা— (১)

নাস্তিকতা, (২) অসত্যভাষণ, (৩) জ্ঞেয়া, (৪)

অমনোযোগিতা, (৫) দীর্ঘসূত্রতা—এই পাঁচ প্রকার দোষ ;

আর (৬) জ্ঞানীজনদের সঙ্গে দেখা না করা (জ্ঞানীদের

সঙ্গ না করা), (৭) আলাসা (৮) নেত্রানি পদ্য জ্ঞানেদ্রিয়ের

(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ইক) বশীভূত হওয়া, (৯)

রাজকার্যের বিষয়ে (জ্ঞানীদের সহায়তা ব্যতীতই) নিজে

একাকীই চিন্তা করা, (১০) প্রয়োজনীয় বিষয়ে অস্ত্র

ব্যক্তির সঙ্গে মন্ত্রণা, (১১) কবলীয় নিশ্চিত কার্যের

আরম্ভ না করা, (১২) মন্ত্রণার বিষয়ে গোপনীয়তা বক্ষা না

করা, (১৩) মাস্তুলিক কার্যের অনুষ্ঠান না করা এবং (১৪)

সকল শত্রুর প্রতি একসঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা—এই নয় প্রকার দোষ

তুমি বর্জন করে করে চলো তো ?

দশপঞ্চচতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঃ চ তত্ত্বতঃ।

অষ্টবর্গঃ ত্রিবর্গঃ চ বিদ্যাস্ত্রিংশ রাঘব ॥ ৬৮

ইঞ্জিয়াশাং জয়ং বুদ্ধা স্বাঙ্গাং দৈবমানুষম্।

কৃত্যং বিংশতিবর্গঃ চ তথা প্রকৃতিমণ্ডলম্ ॥ ৬৯

যাত্রাদগুবিধানঃ চ দ্বিয়োনী সন্ধিবিশ্রয়ে।

কচ্চিদেতান্ মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদনুমনাসে ॥ ৭০

মহাপ্রাজ্ঞ ভাই ভরত ! (১) দশবর্গ বা দশটি কামজ

দোষ (মৃগয়া, অশ্রুক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিদ্রা, অবৈধ

স্ট্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য-গীত-বাদ্যে আসক্তি এবং বৃথা

ভ্রমণ), (২) পঞ্চবর্গ (জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, মরুদুর্গ

এবং শীতলদুর্গ, (৩) চতুর্বর্গ (সাম, দান, দণ্ড, ভেদ),

(৪) সপ্তবর্গ (রাজা, অমাত্য, রাজক, সুহৃদ, কোষ, সৈন্য

ও দুর্গ, (৫) অষ্টবর্গ (কুরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা,

অসূয়া, সাধুনিদ্রা, বাগদণ্ড ও পরম্বতা, (৬) ত্রিবর্গ (ধর্ম,

অর্থ, কাম) এবং (৭) ত্রিবিদ্যা (গোরক্ষা, কৃষিবিজ্ঞানাদি,

নীতিশাস্ত্র) এবং জ্ঞানেদ্রিয় জয়ের উপায় যোগাভ্যাস ;

এতদ্ব্যতীত (৮) ছয়গুণ (সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধের জন্য

প্রতীক্ষা, প্রতিপক্ষের মিত্রগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি ও

বলবানের আশ্রয়গ্রহণ, (৯) দৈববিপদ (অগ্ন্যুৎপাত,

জলপ্রাবন, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক), (১০) মানুষী বিপদ

(রাজভয়, রাজপুরুষ থেকে ভয়, চৌরভয়, শত্রুভয় এবং

অন্যকারী তথা বাজার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি থেকে ভয়) ; অতঃ

বাজার নীতিপূর্ণ কার্য হল—দরিদ্র ও অপমানিত ব্যক্তিকে

কৃদ্ধ, কোপিত ও ভীত হওয়ার কারণ স্বরূপ চক্ৰ

বাজকৃত্য—(১) বিংশতি বর্গ (বালক, বৃদ্ধ, চিরদেহী

জ্ঞানীজন কর্তৃক বহিষ্কৃত ; ভীক, ভীত লোকের সঙ্গকরী,

বৃদ্ধ, লোভজনক, প্রজাদের বিরাগভাজন, ইতিমধ্যে

অভ্যাসক, বহুলোকের সঙ্গে মন্ত্রণাকারী, দেবতা ও

গ্রাম্যগণের নিন্দারত, দৈববিভ্রান্ত, দৈবচিত্তক, দুর্ভিক্ষ

পীড়িত, সৈন্যদলে বিপন্ন, দূরদেশস্থ বহুশত্রুসম্মিলিত,

যথাকালে কার্যে অনিযুক্ত ও সত্যদর্শে অনাসক্তি এই

বিংশতি বর্গের সঙ্গে কখনোই সন্ধি করা উচিত নয়

প্রকৃতিমণ্ডল (রাজ্যের মনিব অমাত্য, সুহৃদ, রাষ্ট্র, পুত্র,

সৈন্য), রাজমণ্ডল (শত্রু, মিত্র, শত্রুর মিত্র, শত্রুমিত্রের

মিত্র, বিজিগীষু ইত্যাদি বারো প্রকার রাজ্য), পঞ্চবিধ যাত্রা

(যুদ্ধ যাত্রা, ব্যহরচনা, ভেদরূপ দণ্ডবিধান, সন্ধি বিগ্রহ

প্রভৃতির মাধ্যমে শত্রুদের মধ্যে ভেদ সাধন ও বলবানের

আশ্রয়), দণ্ডবিধান, সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে শত্রুদের

মধ্যে ভেদসৃষ্টি, দ্বিয়োনা (সন্ধি ও বিগ্রহ)—উক্ত বিষয়গুলি

যথার্থ বিচার করে গ্রহণযোগ্য বিষয় গ্রহণ এবং ত্যাগ

বিষয় ত্যাগ করছ তো ?

মন্ত্রিভিঃ যথোদ্দিষ্টং চতুর্ভিঃপ্রভিরেব বা।

কচ্চিৎ সমস্তৈর্ব্যক্তৈশ্চ মন্ত্রঃ মন্ত্রস্যেব বৃষ ॥ ৭১

‘হে বিদ্বান্ ! রাজনীতি ও শাস্ত্রের নিয়মানুসারে তুমি

তিনজন কিংবা চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে

অথবা মিলিতভাবে মন্ত্রণা করো তো ?

কচ্চিৎ তে সফলা বেদাঃ কচ্চিৎ তে সফলাঃ ক্রিয়াঃ।

কচ্চিৎ তে সফলা দারাঃ কচ্চিৎ তে সফলাঃ ক্রতম্ ॥ ৭২

‘রাজ্যশাসন ক্রিয়ার দ্বারা তোমার বেদাধ্যয়ন সফল

প্রতিপাদিত তো ? তোমার কার্যসকল বাস্তব ফলপ্রদ হয়েছে

তো ? তোমার স্ত্রী সার্থক সহধর্মিণী হয়েছে তো ? (আর)

তোমার শাস্ত্রজ্ঞান কর্মে সার্থক রূপায়িত হচ্ছে তো ?

কচ্চিদেবৈব তে বুদ্ধির্যথোক্তা মম রাঘব।

আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্মকামার্থসংহিতা ॥ ৭৩

‘হে রঘুনন্দন ! ধর্ম, অর্থ, কাম, আয়ু ও ধর্মোপকরণ

যে শুভবুদ্ধির বিষয়ে তোমায় বললাম, তা তোমার হারে

তো ?

যাং বৃত্তিং বর্ততে তাতো যাং চ নঃ প্রণিতামহা।

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

সংগঠিত

বৃত্তিং

বর্ততে

‘হে বহুবল

করানা তো ?

জং বৃত্তিং বর্ততে

‘আমাদের

প্রণিতামহা

তাঃ বৃত্তিঃ বর্তসে কচ্চিদ্ যা চ সংশয়গা শুভা ॥ ৭৪  
‘আমাদের পিতা যে বৃত্তি অবলম্বন করেছেন,  
ঐকিতমহ (মহারাজ বশু) যে বৃত্তি অবলম্বন করতেন,  
সংশয়চালিনী সেই শুভ বৃত্তি তুমি অবলম্বন করছ তো ?  
কচ্চিৎ স্বাদুকৃতং ভোজ্যমেকো নাশ্যসি রাখব।  
কচ্চিৎসংসমানেভ্যো মিত্রেভ্যঃ সস্ত্রয়াহসি ॥ ৭৫  
‘হে রঘুকুলনন্দন ! সুসাদু অম তুমি একাই ভোজন  
করোনা তো ? শুভাকাক্ষী মিত্রদের আকাক্ষিত সেই স্বাদু

অম সমানভাবে তাদের দান করো তো ?  
রাজা তু ধর্মেশ হি পাশ্যসি  
মহীপতির্দণ্ডধরঃ প্রজানাম্।  
অবাপা কংনাঃ বসুখাঃ যথাব-  
দিতচুতঃ স্বর্গমুপৈতি বিদ্বান্ ॥ ৭৬  
‘দণ্ডধর বিদ্বান রাজা এইভাবে ধর্মের দ্বারা প্রজাদের  
পালন করলে সমগ্র পৃথিবীকে নিজের রাজ্যরূপে লাভ করেন  
এবং মরদেহ ত্যাগের পর স্বর্গলোকে গমন করেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

## একাধিকশততম সর্গ (১০১)

শ্রীরাম কর্তৃক ভরতের বনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা এবং পারস্পরিক কথাবার্তা

তু তু রামঃ সমাজায় ভ্রাতরং গুরুবৎসলম্।  
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা প্রস্থং সমুপচক্রমে ॥ ১  
গুরুজনদের প্রতি ভরতের ভক্তিপরায়ণতার বিষয়ে  
সম্যক্রূপে জানতে পেরে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে  
জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন—  
কিমেতমিচ্ছেয়মহঃ শ্রোতুং প্রবাহতং ভ্রাতা।  
বশ্যং ভ্রমাগতো দেশমিমং চীরজটাজিনী ॥ ২  
বলিমিত্তমিমং দেশং কৃষ্ণাজিনজটধরঃ।  
হিমা রাজাঃ প্রবিষ্টঃ তৎ সর্বং বক্ষুমহসি ॥ ৩  
‘ভাই ভরত ! কেন তুমি, রাজ্য ত্যাগ করে এবং  
চীরজটা কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্বক এই বনপ্রদেশে এসেছ,  
আমার বনো, সম্যক্রূপে আমি তা শুনে চাই।’  
ইতুক্তঃ কৈকয়ীপুত্রঃ কাকুৎস্থেন মহামনা।  
প্রয্য বালবদ্ ভ্রাতাঃ প্রাজ্ঞলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪  
কাকুৎস্থবংশীয় মহামনা রাম কর্তৃক এইভাবে  
জিজ্ঞাসিত হয়ে কৈকয়ীপুত্র ভরত অতিকষ্টে শোকাবেগ  
সংবরণ করে করজোড়ে বললেন—  
অর্ধ ভাতঃ পরিত্যজ্য কৃদ্ভা কর্ম সুদুষ্করম্।  
পতঃ স্বর্গঃ মহাবাহঃ পুত্রশোকান্ধিপীড়িতঃ ॥ ৫

‘দাদা ! আমাদের মহাবীর পিতা দশরথ দুষ্কর  
কর্মসকল সমাপন করে পুত্রশোকে অভ্যস্ত পীড়িত হয়ে,  
আমাদের ছেড়ে স্বর্গলোকে চলে গেছেন।  
স্ত্রিয়া নিযুক্তঃ কৈকয়্যা মম মাত্রা পরস্তপ।  
চকার সা মহৎ পাপমিদমাশ্রয়শোহরম্ ॥ ৬  
‘হে শত্রুসন্তাপক ! আমার জননী তথা স্ত্রী কৈকয়ীর  
প্রেরণায় পিতা এই ঘোরতর মহাপাপ করেছেন। (আলোচ্য  
শ্লোকে তৃতীয় পাদে সা পাঠ হলে ‘সঃ’ পাঠ হলে শ্লোকটির  
যাথার্থ্য রক্ষিত হয়।)  
সা রাজ্যফলমপ্রাপ্য বিধবা শোককর্ষিতা।  
পতিয্যতি মহাঘোরে নরকে জননী মম ॥ ৭  
‘পতিশোকাকুলা আমার সেই বিধবা জননী রাজ্যফল  
প্রাপ্ত না হয়ে ঘোর নরকে পতিত হবেন।  
তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্তুমহসি।  
অভিষিক্তস্য চান্দৌব রাজ্ঞান মঘবানিবা ॥ ৮  
‘আপনার দাস, এই আমার প্রতি কৃপা করে আজই  
আপনি ভগবান ইন্দ্রের মতো নিজেকে রাজ্যে অভিষিক্ত  
করুন।  
ইমাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বা বিধবা মাতরন্ম যাঃ।



স্বংসকাশমনুপ্রাণাঃ প্রসাদং কর্তুমহসি॥ ৯  
'এই পূজাপুত্র এবং আমার বিশ্বাস যা এঁরা সকলে  
আপনার কাছে এসেছেন : আপনি এঁদের সকলকে কৃপা  
করুন।

তথানুপূৰ্ণা যুক্তং যুক্তং চারুনি মানদ।  
রাজাঃ প্রাপুহি ধর্মেন সকামান্ সুহৃদঃ কৃত॥ ১০

'অপবক যথাযোগ্য সন্মানপ্রদাতা হে রঘুধীর !  
জ্যেষ্ঠত্বের আনুপূর্ণা অনুসারে আপনিই রাজা হওয়ায়  
অধিকারী : অতএব, ধর্ম অনুসারে আপনি রাজ্যভার গ্রহণ  
করে সুহৃদগণের অভিলাষ পূরণ করুন।

ভবত্ববিধবা ভূমিঃ সমগ্ৰা পতিনা হুয়া।  
শশিনা বিমলেনেব শারদী রজনী যথা॥ ১১

'নির্মল চন্দ্রের দ্বারা সূশোভিতা শরৎকালী রাত্রির  
মতো, আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয়ে এই সমগ্রা ধরিত্রী  
সম্বা হোক।

এভিচ্চ সচিবৈঃ সার্থং শিরসা যাচিতো ময়া।  
দ্বাত্তঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তুমহসি॥ ১২

'এই মন্ত্রীদের সকলের সঙ্গে এসে, আপনার ভাই,  
শিষ্য ও দাস আমি, আপনার চরণে মাথা রেখে প্রার্থনা  
করছি, আপনি আমাকে কৃপা করুন।

তদিদং শাস্বতং পিত্রাং সর্বং সচিবমণ্ডলম্।  
পূজিতং পুরুষব্যাহ্র নাতিক্রমিতুমহসি॥ ১৩

'হে পুরুষসিংহ ! আমাদের পিতৃ-পিতামহের কাল  
থেকে পরম্পরাগত পূজনীয় মন্ত্রিমণ্ডলী আপনাকে রাজ্যে  
ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন, আপনি এঁদের  
প্রার্থনা অতিক্রম করবেন না !'

এবমুক্তা মহাবাহঃ সবাস্পঃ কৈকেয়ীসুতঃ।  
রামস্য শিরসা পাদৌ জগ্রাহ ভরতঃ পুনঃ॥ ১৪

এইভাবে বলে, কৈকেয়ীপুত্র মহাবীর ভরত,  
বাস্পপরিপূরিত লোচনে পুনরায় অবনত মস্তকে শ্রীরামের  
চরণযুগল ধারণ করলেন।

তং মন্ত্রিবি মাতঙ্গং নিঃশ্বসন্তঃ পুনঃ পুনঃ।  
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিহজ্যেদমত্রবীৎ॥ ১৫

ভরত উদ্বৃত্ত হাতির মতো সকাতির বাববার দীর্ঘশ্বাস  
ফেলতে লাগলে, রামচন্দ্র ভাইকে তুলে নিয়ে সম্মুখে বৃকে

জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন—

কুলীনঃ সত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিত্রঃ॥  
রাজ্যহেতোঃ কথং পালমাচরেষ্যমিধো জনঃ॥ ১৬

'ভাই ! সত্বশক্ত, সৎস্বগুণসম্পন্ন, তেজস্বী, শ্রেষ্ঠ  
এত পালনবত আমার মতো ব্যক্তি রাজ্যের লোভে পিতৃ-  
আজ্ঞালঙ্ঘনরূপী পাপ কীভাবে করবে ?

ন দোষঃ স্মি পশ্যামি সূক্ষ্মমপ্যরিসূদন।  
ন চাপি জননীঃ বাল্যং স্বং নিগর্হিতুমহসি॥ ১৭

'হে শত্রুদমন ! তোমার মধ্যে আমি সামান্যতঃ  
দোষ দেখি না ; কিন্তু ভাই ! বালকসুলভ চপলতাবশত তুমি  
মাতৃনিন্দা করতে পারো না।

কামকারো মহাপ্রাজ্ঞ গুরুণাং সর্বদানব।  
উপপন্নেষু দারেষু পুত্রেষু চ বিধীয়তে॥ ১৮

'হে নিষ্পাপ মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি জেনে রয়ে,  
গুরুজনেরা স্বীয় ইচ্ছাপূরণের জন্য অনুগত পত্নী ও পুত্র  
প্রতি এইরকম ব্যবহার করতেনই পারেন।

বয়মস্য যথা লোকে সংখ্যাতাঃ সৌম্য সাধুভিঃ।  
ভার্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ ভ্রমপি জাতুমহসি॥ ১৯

'হে সৌম্য ! তোমার জানা উচিত যে, এই সংসারে  
সজ্জনদের দ্বারা আমরা যেমন সমাদৃত, পিতার কাছেও  
আমরা তদ্রূপ সদাচারীপুত্র ও শিষ্যরূপে স্নেহের পাত্র।

বনে বা চীরবসনং সৌম্য কৃষ্ণাজিনাঙ্ঘরম্।  
রাজ্যে বাপি মহারাজো মাং বাসসিতুমীশ্বরঃ॥ ২০

'হে সৌম্য ! আমার পিতা মহারাজ হেচ্ছাক্রমে  
আমাকে বঙ্কল ও মৃগচর্ম পরিয়ে রাজ্যে বা বনে বাস  
করাতেনই পারেন, (দুই-ই সমান)।

যাবৎ পিতরি ধর্মজ্ঞ গৌরবং লোকসংকৃতে।  
তাবদ্ ধর্মকৃতাং শ্রেষ্ঠ জনন্যামপি গৌরবম্॥ ২১

'হে ধর্মজ্ঞ ! শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মান ! সর্বলোক-পূজ্য পিতার  
প্রতি যেমন গৌরবপ্রদর্শন কর্তব্য, মাতার প্রতিও সেইরকম  
করা উচিত।

এতাভ্যাং ধর্মশীলতাভ্যাং বনং গচ্ছতি রাঘব।  
মাতাপিতৃভ্যামুক্তোহহং কথমন্যং সমাচরে॥ ২২

'হে রাঘব ! এই ধর্মশীল পিতা ও মাতা বন  
বলেছেন, "বনে যাও", তখন আমি কীরূপে এই আজ্ঞার

প্রদান করি ৭

হুয়া রাজ্যময়োধ্যায়ঃ প্রাপ্তব্যাং লোকসংকৃতম্।

কব্যাঃ দণ্ডকারণো ময়া বকলবাসসা ॥ ২৩

‘তুমি অযোধ্যায় সর্বলোকসমানুত রাজা পাবে, আর

জানকে বকল পরিধান করে দণ্ডকারণো বাস করতে হবে।

এবুদ্বা মহারাজো বিভাগং লোকসমিধৌ।

কামিা চ মহারাজো দিবং দশরথো গতঃ ॥ ২৪

‘সর্বলোকসমক্ষে মহাবাহু দশরথ আমাদের

দুঃখের জন্য এইরকম পৃথক পৃথক বিভাগ করে দিয়ে স্বর্গে

চলে গেলেন।

ন চ প্রমাণঃ ধর্মাস্তা রাজা লোকগুরুত্বব।

পিরা দত্তং যথাভাগমুপভোকুং স্বমহসি ॥ ২৫

‘লোকগুরু ধর্মাস্তা রাজাষ্ট তোমার কাছে প্রমাণ-

রূপ; অতএব সেই পিতৃপ্রদত্ত রাজ্য যথায়থ ভোগ কবাই

তোমার কর্তব্য।

চতুর্দশ সন্যঃ সৌম্য দণ্ডকারণামপ্রিতঃ।

উপভোক্তো ব্রহ্মং দত্তং ভাগং পিত্রা মহারনা ॥ ২৬

‘হে সৌম্য ! মহাত্মা পিতা আমাকে যে ভাগ

দিয়েছেন, চৌদ্দ বৎসর দণ্ডকারণো বাস করে আমি তা

উপভোগ করব।

যদব্রবীন্মাং নরলোকসংকৃতঃ

পিতা মহাত্মা বিবুধাধিপোপমঃ।

তদেব মন্যে পরমাত্মনো হিতং

ন সর্বলোকেশ্বরভাবমব্যয়ম্ ॥ ২৭

‘নরলোক পূজা দেবরাজ তুল্য মহাত্মা পিতৃদেব

আমাকে যে আদেশ দিয়েছেন, তাই-ই আমি আমার

পরমহিতকর মনে করি ; এতদ্ব্যতীত সর্বলোকের অক্ষয়

আধিপত্যকেও আমি কল্যাণকর মনে করি না।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভারবিশেষে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাদিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

## দ্ব্যধিকশততম সর্গ (১০২)

ভরত কর্তৃক শ্রীরামের নিকট পিতা দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন

রামস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ প্রত্যাচ হ।

কি মে ধর্মাদ্ বিহীনস্য রাজধর্মঃ করিষ্যতি ॥ ১

শ্রীরামের কথা শুনে প্রত্যন্তরে ভরত বললেন

—‘অর্ধ ! কুলধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছে রাজধর্মে আমার কী

প্রয়োজন ?

শরতোহয়ঃ সদা ধর্মঃ হিতোহস্মাসু নরর্ষভ।

কোষ্ঠে শূদ্রে হিতে রাজা ন কনীয়ান্ ভবেদৃশঃ ॥ ২

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমাদের বংশে চিরন্তন ধর্ম হচ্ছে,

কোষ্টপুত্র বর্তমানে কনিষ্ঠ কখনও রাজা হবে না।

ন সৃষ্টাং ময়া সার্বময়োধ্যায়ঃ গচ্ছ রাঘব।

অভিষেক্য চাক্ষানং কুলস্যাস্য ভবায় নঃ ॥ ৩

‘অতএব হে রাঘব ! আপনি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ

অযোধ্যাপুরিতে চলুন এবং আমাদের বংশের অতুল্য

জন্য রাজপদে নিজেকে অভিষিক্ত করুন।

রাজানং মানুষং প্রাহর্ষেবাহ্নে সম্পতো মম।

যস্য ধর্মার্সহিতং বৃদ্ধমাহরমানুবম্ ॥ ৪

‘সাধারণ লোকে রাজাকে মানুষ বলে থাকে ; কিন্তু

আমার মতে, যার ধর্ম ও অর্থযুক্ত চরিত্র অমানুষী ; সে-ই

(রাজা) দেবতা।

কেকয়ছে চ ময়ি তু ঐয়ি চরণামপ্রিতে।

ধীমান্ স্বর্গং গতো রাজা বায়জুকঃ সত্যং মতঃ ॥ ৫

‘যখন আমি ছিলাম কেকয়দেশে (মাড়ুলগায়ে) এবং

আপনি হলেন বনবাসী, সেইসময়, নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী,

সজ্জনপুঞ্জিত ধীমান রাজা দশরথ স্বর্গে চলে গেলেন।

নিষ্কায়মাহ্নে ভবতি সহসীতে সলস্বশে।

দুঃখশোকতিকৃতস্ত রাজা ত্রিবিধমজ্ঞানম্ ॥ ৬

‘আপনি বনবাসের উদ্দেশ্যে সীতা ও লক্ষ্মণসহ  
অযোধ্যা থেকে নিষ্কান্ত হওয়া মাত্রই দুঃখ ও শোকে-  
অভিভূত রাজা স্বর্গে চলে গেলেন।  
উত্তীর্ণ পুরুষবাচ্য ক্রিয়তামুদকং পিতৃঃ  
অহং চায়ং চ শত্রুয়ঃ পূর্বমেব কৃতোদকৌ ॥ ৭  
‘হে পুরুষসিংহ ! উঠুন। পিতার তৃপ্তির জন্য  
উদকাঞ্জলি দান করুন। আমি এবং শত্রুয় পূর্বেই তর্পণ  
করেছি।  
প্রিয়ং কিল মন্তং হি পিতৃলোকেষু রাঘব।  
অক্ষয়ং ভবতীত্যাহর্ডবাংশৈব পিতৃঃ প্রিয়ঃ ॥ ৮

‘হে রঘুকুলনন্দন ! আনিগণ কর্তৃক কথিত যাহা  
প্রিয়জনপ্রদত্ত জলাঞ্জলি পিতৃলোকে অক্ষয় হয় ; অতঃ  
আপনি তো পিতার প্রিয়তম।  
দ্রামেব শোচংস্তব দর্শনেচ্ছ-  
দ্রামেব স্তবোব সন্তাননিবর্ত্য বুদ্ধিঃ  
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরূপ-  
জ্ঞাং সংস্মরয়েব গতঃ পিতা তে ॥ ৭  
‘আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আপনাতেই বুদ্ধি নিবৃত্ত  
বোধে আপনাকেই স্মরণ করে, আপনা থেকে কিছু  
শোকদীর্ণ পিতা পরলোকে চলে গেলেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

মহর্ষি বাস্করীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

### দ্ব্যধিকশততম সর্গ (১০৩)

মন্দাকিনীর জলে পিতৃতর্পণ সমাপনান্তে ভ্রাতৃদিসহ শ্রীরামের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন

তাং শ্রদ্ধা করুণাং বাচং পিতৃর্মরণসংহিতাম্।  
রাঘবো ভরতেনোক্তাং বভূব গতচেতনঃ ॥ ১  
ভাই ভরতের মুখে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে,  
রঘুনন্দন রাম শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।  
তং তু বজ্রমিবোৎসৃষ্টমাহবে দানবারিণা।  
বাশ্চজ্জং ভরতেনোক্তমমনোজ্জং পরজ্ঞপঃ ॥ ২  
প্রগৃহ্য রামো বাহু বৈ পুষ্টিপতাজ ইব ক্রমঃ।  
বনে পরতন্য কৃত্তম্বা ভুবি পপাত হ ॥ ৩  
ভরত কথিত সেই অগ্নি সংবাদ দেবরাজ ইন্দ্র  
নিষ্কিপ্ত বজ্রতুল্য ভয়ংকর। সেই দুঃসংবাদ শ্রবণমাত্র  
রামচন্দ্র শোকে বাহুদ্বয় উর্ধ্বে উৎক্ষেপণ করে কুঠার দ্বারা  
কর্তিত পুষ্টিপত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন।  
তথা হি পতিতঃ রামঃ জগত্যাং জগতীপতিম্।  
কূলঘাতপরিদ্রাষ্টঃ প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্ ॥ ৪  
ভ্রাতৃরন্তে মহেধাসং সর্বতঃ শোককর্ষিতম্।  
রুদন্তঃ সহ বৈদেহ্যা সিবিচুঃ সলিলেন বৈ ॥ ৫

নদীর তটভূমিতে দন্ত দ্বারা বারবার আঘাত করা  
পরিশ্রমহেতু শায়িত হস্তীর মতো, জগৎপতি মহাবল  
শ্লোকক্লিষ্ট শ্রীরামকে ভূতলে পতিত দেখে সীতার  
ক্রন্দনরত ভরতাদি ভ্রাতৃবৃন্দ চতুর্দিকে তাঁকে ঘিরে তাঁর পেরে  
জলসেচন করতে লাগলেন।  
স তু সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধা নেত্রাভ্যামশ্রুৎসূজনা।  
উপাঞ্জামত কাকুৎস্থঃ কৃপণঃ বহু ভাবিতুঃ ॥ ৬  
কাকুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় সংজ্ঞা লাভ  
করে, নেত্রদ্বয় দ্বারা অশ্রুমোচন করতে করতে কলস  
অনেক বিলাপ করতে লাগলেন।  
স রামঃ স্বর্গতঃ শ্রদ্ধা পিতরঃ পৃথিবীপতিম্।  
উবাচ ভরতঃ বাক্যং ধর্মাস্তা ধর্মসংহিতম্ ॥ ৭  
পৃথিবীপতি পিতার স্বর্গতির কথা শুনে, ধর্মাস্তা রাম  
ভরতকে ধর্মসম্মত বাক্যে বললেন—  
কিং করিষ্যাম্যেয়াখ্যায়াং তাতে দিষ্টাঃ গতিঃ পুত্রৈঃ  
কস্তাঃ রাজবরাকীনাং যোধ্যাঃ পালয়িষ্যতি ॥ ৮



Scanned with CamScanner

তখন তাঁদের নিতা অনুগত, আশ্বজ্ঞানী, মহামতি, কোমল স্বভাব, জিতেপ্রিয়, কমলীযকান্তি এবং শ্রীরামের প্রতি ভক্তিমান সুমন্ত রাজপুত্রদের সঙ্গে রামকে আশ্রিত করে, তাঁদের প্রত্যেককে ধরে ধরে পবিত্র মন্দাকিনী তটে অবতরণ করালেন।

তে সূতীর্থাঃ ততঃ কৃচ্ছাদুপগমা যশসিনঃ।  
নদীঃ মন্দাকিনীঃ রম্যাঃ সদা পুষ্পিতকাননাম্। ২৪  
শীঘ্রশ্রোতসমাসাদা তীর্থঃ শিবমকর্মমম্।

সিবিচুদকং বাহ্যে তত এতদ্ ভবতি। ২৫

তখন, কীর্তিমান রাজকুমারেরা অতি কষ্টে সেই বমণীয় পুষ্পিত কানন সমাবৃত কর্মহীন পবিত্র শ্রোতস্বিনী মন্দাকিনীতটে উপস্থিত হয়ে, ‘রাজন্ ! এই জল আপনি গ্রহণ করুন’ বলে সেই সতিলোদক রাজার উদ্দেশ্যে দান করলেন।

প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলাপূরিতমঞ্জলিম্।  
দিশঃ ষাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ। ২৬  
এতৎ ভে রাজশার্দূল বিমলঃ ভোয়মকরম্।  
পিতৃলোকগতস্যাদা মদন্তমুপতিষ্ঠতু। ২৭

মহীপতি শ্রীরাম অঞ্জলিপূর্ণ তিলজল গ্রহণ করে, দক্ষিণমুখী হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন— ‘পিতৃলোকগত হে নরশিবোমণি পিতৃদেব, এই নির্মলজল আপনার কাছে অক্ষয়রূপে পৌঁছে যাক।’

ততো মন্দাকিনীতীরং প্রত্যাতীর্থ্য স রাজবঃ।  
পিতৃশকার তেজস্বী নির্বাণঃ ভ্রাতৃভিঃ সহ। ২৮  
অতঃপর তেজস্বী রঘুনন্দন রাম মন্দাকিনীর জল থেকে তীরে উঠে এসে ভ্রাতৃগণসহ পিতার উদ্দেশ্যে পিতৃদান করলেন।

ঐন্দুদঃ বদরৈর্মিগ্রঃ শিখ্যাকং দর্ভসংজরে।  
নাস্য রামঃ সুদুঃখার্থো রুদন্ বচনমব্রবীৎ। ২৯  
কুশের আশ্রয়গণের উপর বদরী, ইন্দুদি ও তিল-মিশ্রিত পিণ্ড দান করে অত্যন্ত দুঃখ কাতর রাম বললেন—  
ইদং ভুঙ্কু মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।  
যদয়ঃ পুরুষো ভবতি তদম্লান্সা দেবতাঃ। ৩০

‘মহারাজ ! আমরা এখন বনবাসকালে যে অন্ন ভোজন করি আপনিও প্রীত হয়ে সেই অন্নই ভোজন করুন। সাধারণত মানুষ যে অন্ন গ্রহণ করে, তার দেবতা ও পিতৃপুত্রগণও তাই-ই গ্রহণ করেন।’

ততস্তেনৈব মার্গেণ প্রত্যাতীর্থ্য সরিত্তীর্থে।  
আরুরোহ নরব্যগ্রো রম্যাসানুঃ মহীধরম্। ৩১

অতঃপর পৃথিবীপতি নরশার্দূল শ্রীরাম ; যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথেই নদীর তটভূমি থেকে উঠে এসে পর্বতের সানুদেশে আরোহণ করলেন।

ততঃ পর্বকুটীয়ারমাসাদা জগতীপতিঃ।  
পনিজগ্রাহ পাণিজ্যামুভৌ ভরতলক্ষ্মণৌ। ৩২

অতঃপর পৃথ্বীপতি শ্রীরাম পর্বকুটীর দ্বারে এসে ভরত ও লক্ষ্মণকে বাহ্যপাশে জড়িয়ে ধরলেন।

তেষাং তু রুদতাং শব্দাং প্রতিশব্দোহভবদ্ গিরৌ।  
ভ্রাতৃগাং সহ বৈদেহ্যা সিংহানাং নর্পতমিবা। ৩৩

ভ্রাতৃগণের রুদনধ্বনির সঙ্গে বিদেহরাজনিকী সীতার বোদনধ্বনি মিশে পর্বতোপরি সিংহগর্জনের মতো গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

মহাবলানাং রুদতাং কুব্জতামুদকং পিতৃঃ।  
বিজ্ঞায় তুমুলং শব্দং ব্রজা ভরতসৈনিকাঃ। ৩৪

অক্রবৎশপি রামেণ ভরতঃ সংগতো ব্রবম্।  
তেষামেব মহান্ শব্দঃ শোচতাং পিতরং মৃতম্। ৩৫

সেই তুমুল রুদনধ্বনি শুনে ভরতের সৈনিকগণ সন্তুষ্ট হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল— ‘এ নিশ্চই পিতৃতর্পণকারী মিলিত ভ্রাতৃগণের শোকধ্বনি শেন যাচ্ছে।’

অথ বাহান্ পরিত্যজ্য তং সর্বৈহতিমুখাঃ স্বনম্।  
অপোকমনসো জথুর্যথাহানং প্রধাবিতাঃ। ৩৬

তখন তারা বাহন পরিত্যাগ করে, যেদিক থেকে সেই শব্দ আসছিল ; একাত্তিভে সেই দিকে মিলিতভাবে ধাবিত হল।

ইয়ৈরনৌ গজৈরনো রথৈরনো বল্লভুতৈঃ।  
সুকুমারান্তধৈবানো পন্তিরেব নরা বহু। ৩৭

তাদের মধ্যে কোমলাঙ্গবিশিষ্ট লোকদের কেউ কেউ অশ্বরোহণে, কেউ কেউ হস্তীপৃষ্ঠে, আবার কেউ-বা সুসজ্জিত রথে চড়ে অগ্রসর হতে লাগল। কিছু মানুষ আবার পদভরে ছুটে চলল।

অচিরপ্রোধিতং রামং চিরবিশ্রোধিতং যথা।  
ঐষ্টকামো জনঃ সর্বো জগাম সহস্রপ্রমম্। ৩৮

রাম অল্পদিন হল পরবাসী হলেও জনগণ তাঁকে দীর্ঘদিন প্রবাসী মনে করে, তাঁর দর্শনমানসে আগ্রহের

দিকে একসঙ্গে চলতে  
জ্যোত্স্নাঃ কুরিতাত্তে  
পর্বতভির্ঘন্যনৈঃ  
ভ্রাতৃগণের মিশ্র  
বহুভেদে শব্দে চতুঃ  
লোকেরা সকলে আ  
না ভূমিবর্ষতি  
যুগোচ তুমুলঃ  
আকাশে  
গুরুভীর শব্দের  
ভূজলে উত্তিত হল  
জেন বিভ্রাসিতা  
বাসসয়ন্তো  
সেই তুমুল  
চতুর্দিকে মদগঞ্জে  
বরাহকুসিংহাস  
ব্রাহ্মগোকর্পণবয়  
পৃথক ন  
শুকরেরা, অন্য  
(নামক যুগেরা  
এবং চমরী গাই  
ব্রাহ্মসানত্যা  
তথা পুংজোকি  
চক্রবাক  
বলিহাস, পুর  
জগনশূন্য (ভী  
জেন শব্দে  
মুখোরাবৃত্তা  
ভয়ে হ  
করবে আ

দিক একসঙ্গে চলতে লাগল।

স্বপ্নাং ব্রজিতাং তু দ্রষ্টৃকামাঃ সমাগমম্।  
মুখ্যবহির্ভাষ্যনৈঃ খুরনেমিসমাকুলৈঃ ॥ ৩৯

ব্রাহ্মণের মিলনদৃশ্য দেখার মানসে অশ্বখুর ও  
রথচক্রের শব্দে চতুর্দিক মুখরিত করে নানাবিধ যানারোড়  
লোকেরা সকলে আশ্রমে ছুটে গেল।

স গ ভূমিবহির্ভাষ্যনৈঃ রথনেমিসমাহত।

মুমোচ তুমুলঃ শব্দঃ দৌরিবান্ধসমাগমে ॥ ৪০

আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের সমাগমে উথিত  
গুপ্তগীতীর শব্দের মতো বহু যান ও রথচক্রের আঘাতে  
ভূতলে উথিত হল তুমুলধ্বনি।

তেন বিভ্রাসিতা নাগাঃ করোণুশরিবারিতাঃ।

জাবাসয়ন্তো গম্ভোন জখুরনান্বনং ততঃ ॥ ৪১

সেই তুমুল নিনাদে ওয়ভীত হস্তীরা হস্তিনীদের সঙ্গে  
চতুর্দিকে মদগম্ভে সুরভিত করে বনান্তরে পলায়ন করল,  
বরাহবৃকসিংহাশ্চ মহিষাঃ স্মরান্বথা।

ব্যান্মগোকর্ণগবয়া বিত্রেসুঃ পৃষতৈঃ সহ ॥ ৪২

পৃষত নামক চিত্রিত গাএ হরিণগুলির সঙ্গে  
শূকরেরা, অন্য হরিণেরা, সিংহেরা, মহিষেরা, 'স্মর'  
(নামক যুগেরা), ব্যান্মগেরা, গোকর্ণ (নামক হরিণেরা)  
এবং চমরী গাইগুলি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

রথাহংসানভূহাঃ প্রবাঃ কারশুবাঃ পরে।

তথা পুংক্লোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজা ভেজিরে দিশঃ ॥ ৪৩

চক্রবাক, হাঁস, জল কুকুট ; (প্রব নামক) বক,  
বলিহাঁস, পুরুষ কোকিল এবং ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পাখিরা  
জগনশূন্য (ভীত) হয়ে দিগ্বিদিকে উড়ে পালিয়ে গেল।

তেন শব্দেন বিভ্রষ্টেরাকাশঃ পক্ষিভিবৃতম্।

মনুষ্যোরাবৃত্তা ভূমিক্রডয়ঃ প্রবভৌ তদা ॥ ৪৪

ভয়ে ভীত পক্ষীদের কলরবে আকাশ এবং মনুষ্যের  
কলরবে আকাশ ও পৃথিবীর শোভা সমানভাবে বর্ধিত হল।

ততঃ পুরুষব্যান্সঃ যশস্বিনমকল্মষম্।

আসীনঃ হৃষ্টিলে রামঃ দদর্শ সহসা জনঃ ॥ ৪৫

লোকজন এগিয়ে এসে হঠাৎ দেখতে পেল,  
পুরুষশ্রেষ্ঠ, যশস্বী, নিষ্পাপ শ্রীরাম যজ্ঞভূমিতে বসে  
আছেন।

নিগর্হমাণঃ কৈকেয়ীঃ মহরাসহিতামপি।

অভিগম্য জনো রামঃ বাস্পপূর্ণমুখোহভবৎ ॥ ৪৬

কৈকেয়ী এবং মহরাকে তিরস্কার করতে করতে  
জনগণ শ্রীরামের কাছে গেল ; তখন নয়নাগ্রস্তে তাদের  
মুখ ভেসে যাচ্ছিল।

তান্ নরান্ বাস্পপূর্ণাকান্ সমীক্ষ্যথ সুদুঃখিতান্।

পর্যব্রজত ধর্মজ্ঞাঃ শিতুবন্যাত্বচ্চ সঃ ॥ ৪৭

তখন, বাস্পপূর্ণনয়ন অতীব শোকার্ত-সেই  
জনগণকে দেখে ধর্মজ্ঞ শ্রীরাম পিতা মাতার মতো স্নেহে  
তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

স তত্র কাংশ্চিৎ পরিষদ্যজে নরান্

নরাস্ত কেচিচ্ছ তমভ্যবাদয়ন্।

চকার সর্বান্ সবয়স্যবাক্তবান্

যথার্থমাসাদ্য তদা নৃশাস্ত্রজঃ ॥ ৪৮

রাজকুমার শ্রীরাম সেই জনগণের মধ্যে অনেককে  
বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আবার অনেকে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম  
নিবেদন করলেন। শ্রীরাম বয়সীদের ও বন্ধুবান্ধবদের  
যথাযোগ্য সম্মান-সম্ভাষণ জানালেন।

ততঃ স তেষাং ক্রদতাং মহাত্মনাং

ভুবঃ চ খং চানুবিনাদয়ন্ স্বনঃ।

ওহা গিরীশাং চ দিশস্ত সন্ততঃ

মৃদঙ্গঘোষপ্রতিমো বিগুপ্তবো ॥ ৪৯

সেই মহাত্মাদের রোদনধ্বনি পৃথ্বীতল, আকাশ,  
পর্বতগুহা প্রভৃতি সব দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে মৃদঙ্গের  
ধ্বনির মতো শ্রুত হচ্ছিল (শোনা যাচ্ছিল)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥



## চতুর্থাংশিকশততম সর্গ (১০৪)

মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে দশরথ শত্রীর শ্রীরামদর্শনে গমনপথে কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীর  
শরৎশর উক্তি প্রভৃতি এবং রামদর্শনান্তর তাঁর সঙ্গে সকলের কথোপকথন

বশিষ্ঠ পুরঃ কৃত্বা দাতান্ দশরথস্য চ।  
অভিচ্চকাম তং দেশং রামদর্শনত্র্যগিতঃ। ১  
শ্রীরামাশ্রয়ে দর্শনান্নাশ্রয়ী বাণভেদেন মহাবাহু  
দশরথের পরীক্ষণে পুরোভাগে নিম্নে নামভেদেণ আশ্রমেণ  
দিকে চললেন।

রাজশত্রাণ্ড গাছগুলো মন্দঃ মন্দাকিনীঃ প্রতি।  
দমুত্তর্য তৎ তীর্থং রামলক্ষ্মণসেবিতম্॥ ২  
মন্দাকিনীর দিকে দীর্ঘে দীর্ঘে যেতে যেতে  
রামলক্ষ্মণের ব্যবহারের ঘাটটি দেখতে  
পেলেন।

কৌশল্যা বাস্পপূর্ণেন মুখেন পরিশুভ্যতা।  
সুমিত্রামব্রবীদ্ দীনাং বাস্তুনা রাজ্যোষিতঃ। ৩  
সাম্রাটের কৌশল্যা শুষ্ক মুখে দৈন্যদশায় উপনীতা  
সুমিত্রা ও অন্য রাজপত্নীদের বললেন—

ইদং তেষামনাথানাং ক্রিষ্টমক্লিষ্টকর্মণাম্।  
বনে প্রাক্কলনং তীর্থং যে তে নির্বিশয়ীকৃতাঃ॥ ৪  
'যারা রাজ্য-সম্পদ থেকে বঞ্চিত, আমার সেই  
অক্লিষ্টকর্মী অনাথ সন্তানদের এই দুর্গম অরণ্যে তীর্থে  
(নদীর ঘাটে) অবতরণের পথ।

ইতঃ সুমিত্রে পুত্রেষু সদা জলমতক্লিতঃ  
স্বয়ং হরতি সৌমিত্রির্মম পুত্রস্য কারণাৎ॥ ৫  
'অয়ি সুমিত্রে ! তোমার অনলস পুত্র লক্ষ্মণ নিজে  
এসে এখান থেকে (এই ঘাট থেকে) আমার পুত্রের জন্য  
জল নিয়ে যায়।

জঘনামপি তে পুত্রঃ কৃতবান্ ন তু গর্হিতঃ।  
মাতুর্ঘদর্পরহিতঃ সর্বং তদ্ গর্হিতং শুণৈঃ॥ ৬  
'তোমার পুত্র এই ধরণের ছোট সেবাকাজ করলেও  
কিন্তু সে নিন্দনীয় নয় ; কারণ যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রয়োজনে  
লাগবে না, সে সকলই নিষ্ঠুর নিন্দনীয়।

মদ্যায়মপি তে পুত্রঃ ক্রেশানামতথোচিতঃ।  
নিম্ননর্ষসমাচারঃ সঙ্কঃ কর্ম প্রমুঞ্চতু॥ ৭  
'লক্ষ্মণ এই সকল নীচ অনভ্যন্ত ক্রেশকের কার্যে  
কতকালেও শ্রীরাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে, এই

সব ক্রেশকের নীচ জনোচিত কর্ম পরিত্যাগ করবে।

দক্ষিণাত্রেণ দর্ভেষু সা দর্শন মহীতলে।  
পিতুরিঙ্গুদিগিপাণ্যকং ন্যস্তমায়তলোচনা॥ ৮

এই কথা বলতে বলতে আয়তলোচনা কৌশল্যা  
অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন, ভূমিতে দক্ষিণাত্রে কুশোপরি  
পিতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে ইন্দ্রদী ফলরচিত পিণ্ড।  
তং ভূমৌ পিতুরার্তেন নাত্তং রামেশ বীক্ষ স।  
উনাচ দেবী কৌশল্যা সর্বা দশরথদ্বয়ঃ॥ ৯

আর্ত রাম কর্তৃক পিতার উদ্দেশ্যে ভূমিতে প্রদত্ত পিণ্ড  
দর্শন করে দেবী কৌশল্যা রাজ্য দশরথের অপর পরীক্ষণে  
বললেন—

ইদমিঙ্গুকুনাথস্য রাঘবস্য মহান্বনঃ।  
রাঘবেণ পিতুর্দত্তং পশ্যতৈতদ্ যথাবিধি॥ ১০  
'তোমরা দেখো, রাঘবংশধর রাম ইঙ্গুকুনাথ  
রাঘব মহাত্মা পিতা দশরথের উদ্দেশ্যে যথাবিধি এই পিণ্ড  
দান করেছে।

তস্য দেবসমানস্য পার্থিবস্য মহান্বনঃ।  
নৈতদৌপয়িকং মনো ভুক্তভোগস্য ভোজনম্॥ ১১

'দেবতুল্য মহাত্মা রাজা দশরথ অনেক উত্তম খাদ্য  
ভোজন করেছেন, তাই এই পিণ্ড তাঁর ভোজনের যোগ্য  
বলে আমি মনে করি না।

চতুরস্তাং মহীং ভুক্তা মহেন্দ্রসদৃশো ভুবি।  
কথমিঙ্গুদিগিপাণ্যকং স ভুক্তভোগে বসুধাধিপঃ॥ ১২

'পৃথিবীতে যিনি দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য চতুঃসমুদ্রব্যাপী  
বিস্তৃত রাজ্যের উপভোক্তা, সেই তিনি কী করে ইঙ্গুদী  
ফলমিশ্রিত পিণ্ড ভোজন করবেন ?

অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।  
যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাদিঙ্গুদীকোদমুদ্রিয়ান্॥ ১৩

'যেখানে ঐশ্বর্যশালী রাম ইঙ্গুদীচূর্ণের পিণ্ড পিতার  
উদ্দেশ্যে দান করছেন, সেই সংসারে তদপেক্ষা অধিক  
দুঃখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।

রামেণঙ্গুদিগিপাণ্যকং পিতুর্দত্তং সমীক্ষ্য মে।  
কথং দুঃখেন হৃদয়ং ন স্ফোটিতি সহস্রাঃ॥ ১৪

‘রাম নিজেকে ইন্দ্রদীপ্তবর্ণে পিতৃ দিয়াছে দেশে দুঃখ  
রামের হৃদয় সহস্র যন্ত্রে বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন ?

শ্রীমদ্রামঃ সত্য লৌকিকী প্রতিভাতি মে।

পূর্ণাঙ্গা ভবতি তদমাতৃস্যা দেবতাঃ ॥ ১৫

‘যে অন্ন মানুষ নিজে ভোজন করে, তার দেবতাও

সেই অন্নই গ্রহণ করেন, এই লৌকিক প্রবাদ সত্য বলেই

রামকে কাছে প্রতিভাত হচ্ছে।’

এমতাব্যং সপত্নাত্মা জম্বুরাশ্রয়া তাত্ তদা,

লুপ্তকশ্মে রামঃ স্বর্গচাতুর্বিধামরম্ ॥ ১৬

কাতরা কৌশল্যা এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে,

সপ্তমীরা সকলে তাঁকে আশ্বাস দান করে, অগ্রসর হয়ে

অগ্রসর স্বর্গলষ্ট দেবতার মতো শ্রীরামকে দেখতে পেলেন।

তঃ জ্যৈষ্ঠঃ সম্প্রতিভাতঃ রামঃ সম্প্রেক্ষ্য মাতরঃ।

জ্যৈষ্ঠা মুমূর্ষুশ্চাপি সন্তরং শোককর্ষিতাঃ ॥ ১৭

মাতৃগণ সকলে রামকে সর্বপ্রকার ভোগ্য বিষয়

পরিভোগ্যী দেখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে

অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন।

তস্যাঃ রামঃ সমুখায় জগ্রাহ চরণানুজান্।

মাতৃগাঃ মনুজব্যাঘ্রঃ সর্বাসাং সত্যসঙ্করঃ ॥ ১৮

সত্যপ্রতিভা নরশ্রেষ্ঠ রাম তখন আসন থেকে উঠে

এসে মাতৃগণের সকলের চরণকমল স্পর্শ করে প্রণতি

নিবেদন করলেন।

তঃ পাণিভিঃ সুখম্পর্শৈর্মুখজুলিতলৈঃ শুভৈঃ।

প্রমার্জ্য রজঃ পৃষ্ঠাদ্ রামস্যায়তলোচনাঃ ॥ ১৯

আয়তলোচনা মাতৃগণ তাঁদের কল্যাণময় কোমল

সুখস্পর্শ হস্ত দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশ থেকে ধূলিরাশি

অপসারিত করতে লাগলেন।

গৌমিত্রিরপি তাঃ সর্বা মাতৃঃ সম্প্রেক্ষ্য দুঃখিতাঃ।

অস্তাবাদয়দাসঙ্কঃ শনৈঃ রামাদনন্তরম্ ॥ ২০

শ্রীরামের পরে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও মাতৃগণকে

দেখে দুঃখিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন

করলেন।

যা রামে তথা তস্মিন্ সর্বা ববৃতিরে দ্বিয়ঃ।

বৃষ্টিঃ দশরথাজ্ঞাতে লক্ষ্মণে শুভলক্ষণে ॥ ২১

রাজপত্নীরা (মাতৃগণ) যেমন রামের প্রতি সেই

রকমই দশরথানন্দন শুভলক্ষ্মণ লক্ষ্মণের প্রতিও সমান

সমাদর করলেন।

সীতাপি চরণাংগ্রাসামুশংগুস্ত দুঃখিতা।

শ্রুতগামপ্রপূর্ণাক্ষী সমভূবাত্রতঃ হিতা ॥ ২২

অশ্রুপূর্ণনয়না দুঃখিনী সীতাও শ্রুতগামাতাদের চরণ

বন্দনা করে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালেন।

তাত্ পরিহজা দুঃখার্থী মাতা দুহিতরং যথা।

বনবাসকৃত্যঃ দীনায় কৌশল্যা বাকামত্রবীৎ ॥ ২৩

শোকাকর্তা জননী যেমন দুঃখিতা কন্যাকে বক্ষে

জড়িয়ে ধরেন, সেইরকম শোককাতরা কৌশল্যা

বনবাসপ্রেরিতা দীনা সীতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—

বৈদেহরাজনাসূতা সূচ্য দশরথস্য চ।

রামপত্নী কথং দুঃখং সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ২৪

‘বৈদেহরাজ জনকের কন্যা এবং রাজা দশরথের

পুত্রবধূ রাম জায়া সীতা বিজন অরণ্যে কেন দুঃখ পাচ্ছে ?

পশ্যমাতপসজগুং পরিক্রিষ্টমিবোৎপলম্।

কাঞ্চনং রজসা ধ্বস্তং ক্রিষ্টং চন্দ্রমিবানুদৈঃ ॥ ২৫

মুখং তে প্রেক্ষ্য মাং শোকো দহত্যাগ্নিবিবাপ্রয়ম্।

ভৃশং মনসি বৈদেহি ব্যসনারশিসম্ভবঃ ॥ ২৬

‘অরি, বৈদেহরাজনন্দিনি সীতে ! রৌদ্রতপ্ত লান

পত্রের মতো, ধূলিধূসরিত সুবর্ণের মতো এবং মেঘে ঢাকা

চাঁদের মতো তোমার মনিন মুখখানি দেখে, কাষ্ঠসমুত

অগ্নির মতো আমার মনোভূত শোকাগ্নি আমার মনকে দগ্ধ

করছে।’

ক্রমদ্ব্যামেবমর্তায়াঃ জনন্যাং ভরতগ্রজঃ।

পাদাবাসাদ্য জগ্রাহ বসিষ্ঠস্য চ রাঘবঃ ॥ ২৭

শোকাকর্তা জননী কৌশল্যা এইরকমভাবে বলতে

থাকলে, ভরতগ্রজ রঘুনন্দন শ্রীরাম কুলগুরু মহর্ষি

বশিষ্ঠের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে বন্দনা করলেন।

পুরোহিতস্যগ্নিসমস্য তস্যা বৈ

বৃহস্পতেরিচ্ছ ইবামরাধিপঃ।

প্রগৃহ্য পাদৌ সুসমৃদ্ধতেজসঃ

সহৈব তেনোপবিবেশ রাঘবঃ ॥ ২৮

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর অগ্নিসম তেজস্বী পুরোহিত

বৃহস্পতির যেমন পাদবন্দনা করেন সেইরকমই রঘুপতি

রাম সমৃদ্ধতেজাঃ কুল পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের পাদবন্দনা

করে তাঁর সঙ্গেই উপবেশন করলেন।

ততো জঘন্যঃ সহিতৈঃ স্বমদ্বিভিঃ

পুরপ্রধানৈশ্চ তথৈব সৈনিকৈঃ।



জনেন ধর্মজ্ঞতমেন ধর্মবা-

নুশোপবিষ্টো ভরতঃপ্রজ্ঞাম্ ॥ ২৮

অতঃপর ধার্মিক ভবত নিজের সঙ্গে আগত মন্ত্রীদের  
পুত্রপ্রধানদের তথা ধর্মজ্ঞ পুরুষদের ও সৈনিকদের সঙ্গে  
নিম্নে অগ্রজের নিকটে তাঁর গম্ভীর উপবেশন করলেন।

উশোপবিষ্টো তদাতিবীর্যবাঃ-

তপস্বিবেষণ সমীক্ষ্য রাঘবম্।

শ্রিয়া ক্ৰশস্ত্য ভরতঃ কৃতাজ্জলি-

র্যথা মহেন্নঃ প্রযতঃ প্রজ্ঞাপতিম্ ॥ ৩০

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন কৃতাজ্জলি হয়ে প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মার  
নিকট বিনীতভাবে উপবেশন করেন, তদ্রূপ অতীব বীর্যবান  
তপস্বীর বেশে প্রদীপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বীর্যবান ভরত  
উপবেশন কবলেন।

কিমেষ বাকাঃ ভরতোহদ্য রাঘবঃ

প্রণমা সংকৃতা চ সাধু বক্ষতি।

ইতীব তস্যার্যজনস্য তদ্বতো

বভূব কৌতূহলমুত্তমং তদা ॥ ৩১

ভরত এখন রামকে প্রণাম ও সংকার করে ঐ  
যুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তা জানার জন্য প্রদেয় সবচাটী  
সজ্জনমণ্ডলীর বেশ কৌতূহল হল।

স রাঘবঃ সত্যশ্রুতিশ্চ লক্ষ্মণো  
মহানুভাবো ভরতশ্চ ধার্মিকঃ।

বৃত্তাঃ সুহৃদ্বিষ্ণু বিরেজিরেহধ্বরে  
যথা সদস্যোঃ সহিতান্নয়োহধ্বরে ॥ ৩২

সত্যসঙ্গ রাম, মহানুভব লক্ষ্মণ এবং ধার্মিক ভরত  
সুহৃদগণ-পরিবৃত হয়ে যজ্ঞের সদস্য (প্রস্থানিত আহুতী,  
গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি নামক অগ্নিত্রয়) পরিবেষ্টিত যজ্ঞাগ্নির  
মতো বিরাজ করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকী বিবচিত্তি আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

## পঞ্চাধিকশততম সর্গ (১০৫)

রাজগ্রহণের জন্য রামের কাছে ভরতের প্রার্থনা এবং ভরতের প্রতি রামের উপদেশদান

ততঃ পুরুষসিংহানাং বৃত্তানাং তৈঃ সুহৃদগণৈঃ।

শোচতামেব রজনী দুঃখেন ব্যত্যবর্তত ॥ ১

সুহৃদগণ-পরিবৃত সেই পুরুষসিংহদের রাত্রি অতি  
দুঃখে অতিবাহিত হল।

রজন্যাং সুপ্রভাতায়াং ভ্রাতরন্তে সুহৃদবৃত্তাঃ।

মন্দাকিন্যাং হতঃ জপ্যঃ কৃদ্ধা রামমুপাগমন ॥ ২

রাত্রি প্রভাত হলে ভ্রাতৃগণ সুহৃদগণ-পরিবৃত হয়ে  
মন্দাকিনী তটে গিয়ে যজ্ঞ ও তপ সমাপনান্তে রামের কাছে  
ফিরে এলেন।

ভূকীঃ তে সমুপাসীনা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।

ভরতস্ত সুহৃদ্যথো রামঃ বচনমব্রবীৎ ॥ ৩

তাঁরা সকলে নীরবে বসে রইলেন, কেউই কিছুই

বললেন না। সেইসময় সুহৃদমণ্ডলীর মধ্যে ভরত রামকে  
বললেন—

সাক্ষিতা মামিকা মাতা দন্তঃ রাজ্যমিদং মম।

তদ্ সদামি তবৈবাহং ভুঙ্ক্ষু রাজ্যমকটকম্ ॥ ৪

‘পিতা বরদান দিয়ে মাতাকে সম্ভষ্ট করলেন এবং  
পিতা প্রদত্ত রাজ্য মাতা আমাকে দিয়েছেন ; সেই রাজ্যই  
আমি আপনাকে প্রদান করছি। আপনি নিষ্কটক রাজ্য জ্যে  
(ও পালন) করুন।

মহতেবাস্থবেগেন ভিন্নঃ সেতুর্জলধমো।

দুরাবরঃ হৃদনোন রাজ্যখণ্ডমিদং মহৎ ॥ ৫

‘বর্ষার জলের প্রবল বেগে ভগ্ন সেতুর মতো এই  
বিশাল রাজ্যখণ্ড আপনি ছাড়া অন্যের পক্ষে রক্ষা করা



দুঃসখা।  
 গতিঃ ধর ইবাশসা তাক্সসোব পতঙ্গিণা।  
 ভূপতিঃ ন শক্তির্মে গতিঃ তব মহীপতে॥ ৬  
 'হে পৃথ্বীশ ! গর্দভের পক্ষে অশ্বের গতি এবং  
 সাধারণ পক্ষীদের পক্ষে গর্দভের গতি অনুসরণ যেমন  
 সম্ভব, তদ্রূপ আপনার রাজ্যপালন শক্তির অনুসরণ  
 আমার পক্ষে অসম্ভব।  
 দ্বীবাঃ নিত্যশক্তসা যঃ পটৈরুপজীব্যতে।  
 রাম তেন তু দুর্জীবাঃ যঃ পরানুপজীবতি॥ ৭  
 'রাম ! অন্যেরা যাকে উপজীবা করে জীবন-ধারণ  
 করে তার জীবনই সার্থক, কিন্তু যে পরানুজীবী তার জীবন  
 দুঃখময়।  
 যথা তু রোশিতো বৃক্ষঃ পুরুষেণ বিবর্ধিতঃ।  
 তু্যকেন দুরারোহো রূঢ়েষ্ণো মহাক্রমঃ। ৮  
 ন বদা পুষ্টিভতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ।  
 ন তং নানুভবেৎ প্রীতিং বস্যা হেতোঃ প্ররোপিতঃ॥ ৯  
 এষোপমা মহাবাহো তদর্থং বেদুমহসি।  
 যঃ ক্রমস্মান্ বৃষভো ভর্তা ভূত্যান্ ন শাষি হি॥ ১০  
 'যেমন, কেউ একটি বৃক্ষরোপণ করে তাকে  
 পরিবর্ধিত করে ; সেই বিশাল বৃক্ষে ক্ষুদ্রকায় বামন  
 আরোহণ করতে অসমর্থ হয় ; আবার যে ফলপুষ্পের  
 আশ্রয় বৃক্ষটি রোপিত হয়েছিল সে যদি তা না দেয়, তবে  
 রোপকর্তার প্রীতি হয় না। তদ্রূপ, হে মহাবাহো ! এই  
 উপমা আপনার প্রতি প্রযোজ্য ; কারণ, আপনি শ্রেষ্ঠ  
 ভরণপোষণ-কর্তা হয়েও পালনীয় ভূত্যস্বরূপ আমাদের  
 শাসন করছেন না।  
 শ্রেণঃ মহারাজ পশাঙ্কগ্র্যাক্ত সর্বশঃ।  
 ব্রতপত্রমিবাদিত্যঃ রাজ্যাহিতমরিন্দমম্॥ ১১  
 'মহারাজ ! রাজ্যের সর্বশ্রেণীর জনগণ এবং প্রধান  
 প্রধান পুরুষেরা সব দিক থেকে এসে সর্বত্র প্রতাপশালী  
 সূর্যের মতো শত্রুদমনকারী আপনাকে রাজসিংহাসনে  
 প্রতিষ্ঠিত দেখুন।  
 তথানুগানে কাকুৎস্থ মন্তা নর্দন্ত কুঞ্জরাঃ।  
 অস্তাপুরসতা নার্যো নন্দন্ত সুসমাহিতাঃ॥ ১২  
 'হে কাকুৎস্থকুলনন্দন ! আপনার চলার পথে মন্ত

হস্তীরা গর্জন করতে করতে আপনাকে অনুসরণ করছে  
 আর অস্তঃপুরিকারা একাগ্রচিত্তে আনন্দ প্রকাশ করুন।'  
 তসা সাক্ষনুমনস্ত নাগরা বিবিধা জনাঃ।  
 ভরতসা বচঃ শ্রদ্ধা রামঃ প্রতানুযাচতঃ॥ ১৩  
 গীরায়েব প্রতি ভরতের এই প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করে  
 নাগরিকেরা সকলে 'সাধু সাধু' বলে অনুরূপ প্রার্থনা  
 করতে লাগলেন।  
 তমেবং দুঃখিতঃ শ্রেষ্ঠা বিলপন্তঃ যশস্বিনম্।  
 রামঃ কৃতাস্তা ভরতং সমান্বাসযদাস্তবান্॥ ১৪  
 শোকাক্ত যশস্বী ভরতকে এইভাবে বিলাপ করতে  
 দেখে বিগ্নহাস্তা আত্মজ্ঞানী রামচন্দ্র তাঁকে সমাক্রমণে  
 সাহসনা দিয়ে বললেন -  
 নাস্তনঃ কামকারো হি পুরুষোহয়মনীশ্বরঃ।  
 ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি॥ ১৫  
 'ভ্রাতঃ ! অদৃশ্য শক্তির পরধীন মানুষ স্বাধীনভাবে  
 কোনও কাজ করতে পারে না। মহাকাল তাকে এদিক-  
 ওদিকে টানাটানি করছে।  
 সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচরাঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ।  
 সংমোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঃ চ জীবিতম্॥ ১৬  
 'সব কিছুই পরিণামে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সকল উন্নতিরই  
 পরিণামে পতন নিশ্চিত। মিলনান্তে বিচ্ছেদ এবং জীবনের  
 পরিণাম মৃত্যু স্বাভাবিক।  
 যথা কলানাং পক্কানাং নানাত্র পতনাদ্ ভয়ম্।  
 এবং নরস্য জাতস্য নানাত্র মরণাদ্ ভয়ম্॥ ১৭  
 'সুপক্ক ফলের বৃক্ষ থেকে পতন ব্যতীত যেমন অন্য  
 ভয় নেই, তদ্রূপ, জাত মানুষের মরণ ব্যতীত অন্য ভয়  
 নেই।  
 যথাহংগারং দৃঢ়ং জীর্ণং ভূত্বোপসীদতি।  
 তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশংগতাঃ॥ ১৮  
 'দৃঢ়গুণবিশিষ্ট গৃহ যেমন একদিন ভেঙে পড়ে তদ্রূপ  
 মানুষও জরা ও মৃত্যুর বশীভূত।  
 অতোহি রজনী যা তু সা ন প্রতিনিবর্ততে।  
 যাতেব যমুনা পূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্॥ ১৯  
 অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্বথাঃ প্রাণিনামিহ।  
 আয়ুঃশি ক্ষণমজ্যাত গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ॥ ২০

‘যে ব্যক্তি চলে যায়, সে আর ফিরে আসে না ;  
যমুনার পূর্ণজলরাশি সমুদ্রেব পড়েই যায়, প্রজ্যান্ত তম না  
সূর্যকিবল জলশোষণ করে, তদ্রূপ চলিয়া গেল ব্যক্তি সকল  
প্রাণী এই আয়ুষ্কাল ক্রম ক্ষয় করছে।

আজ্ঞানমনশোচ ভঃ কিমনামনশোচসি।  
আয়ুস্ত্ব ইয়াতে যস্য হিতস্যাসা গতস্য চ। ২১

‘বৎস ! এই পৃথিবীতে যে আছে, এবং যে এই  
পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, সকলেরই আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হয়ে  
গেছে ; সুতরাং তুমি নিজেও কথা চিন্তা করো, অপরের  
জনা শোক কবছ কেন ?

সইব মৃত্যুর্জজ্ঞতি সহ মৃত্যুর্নিমীলতি।  
গত্বা সুদীর্ঘমবধানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ততে। ২২

‘মৃত্যু জীবমাত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে চলে, তার সঙ্গে  
উপবেশন করে এবং দীর্ঘ পথ চলে তারই সঙ্গে নিবৃত্ত হয়।  
গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাষ্টচ নিরোরুহাঃ।

জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃষা প্রজাবয়েৎ॥ ২৩

‘বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরাজীর্ণ দেহে চর্ম শিথিল  
হয়ে পড়ে, শরীরে দেখা দেয় বলিরেখা এবং কেশ হয়  
শ্বেতশুভ্র। জীবের এই অবস্থাকে কী করে প্রভাবিত  
করবে ?

নন্দস্ত্যাদিত আদিত্যে নন্দস্ত্যাত্মিতেহহনি।  
আত্মনো নাববুধ্যত্বে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্॥ ২৪

‘প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে মানুষ আনন্দিত  
হয়, কিন্তু তার ফলস্বরূপ নিজের জীবনের ক্ষয় বুঝতে  
পারে না।

হৃষ্যতুমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।  
ঋতুনাং পরিবর্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ॥ ২৫

‘কোনও ঋতুর আরম্ভ দেখে মানুষ তাকে নতুন ঋতু  
মনে করে আনন্দিত হয় ; কিন্তু সে জানে না এই  
ঋতুপরিবর্তনে তার আয়ুষ্কাল ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহার্ঘবে।  
সমেতা ভু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কক্ষনঃ॥ ২৬

এবং ভার্য্যশ্চ পুত্রাশ্চ স্নাতয়শ্চ বসুনি চ।  
সমেতা বাবধাবন্তি ক্রবো হ্যেমাং বিনাভবঃ॥ ২৭

‘মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যেমন একটি কাঠ অপর

কাঠের কাছে চলে আসে, তদ্রূপ, মানুষ, একসময় পরমেশ্বর  
পৃথক হয়ে যাবে, সেহিহকমভাবেন্দ্ৰে স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞানী ও  
মান, মূলই এক সময়ে কাছে এসে আসার পূর্বে মনে পড়ে  
পরমেশ্বর এই বিহোণ স্মরণীয়।

নাস্তি কশিচ্চ যথাভাবঃ প্রাণী সর্গস্তবর্জিতঃ  
জেন তাম্মন ন সামর্থ্যং প্রেতস্যাখ্যানশোচতঃ। ২৮

‘মৃতজগৎ কোনও পণিক গোমন এই  
নিচ্ছেদভাবকে অতিক্রম করতে পারে না, তদ্রূপ, দূর  
বাঈর জন্য অনুশোচনা দ্বারা তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না।  
যথা হি সার্থং যাদৃশ্বং প্রযাৎ কশিচ্চ পশি হিত্য।

অহমপ্যাগমিষ্যামি পৃষ্ঠতো ভবতামিতি॥ ২৯  
এবং পুর্নর্গতো মার্গঃ পৈতৃপিতামহৈর্জনঃ।

তমাপাঃ কথং শোচেদ্ যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥ ৩০

‘পথে যেতে যেতে কোনও পণিক গোমন হওয়া  
অপ্রগামী পথিককে বলে, “আমিও তোমার পশ্চাৎ গচ্ছি” ;  
এইভাবে পিতৃপিতামহাদির পূর্বগ পথে যেতে সে কেন

শোক করবে ? কারণ, এই চলার কোনও ব্যতিক্রম হয় না।  
বয়সঃ পতমানস্য শ্রোতসো বানিবর্তিনঃ।

আত্মা সুখে নিয়োক্তব্যঃ সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩১

‘গতিশীল জলস্রোত নিবর্তিত হয় না ; তদ্রূপ মৃত্যুর  
দিকে গতিশীল আত্মাকে মঙ্গলসাধ্য ধর্মকর্মে নিযুক্ত করা  
উচিত ; কারণ, সকল আত্মাই (জীবই) সুখভোগেচ্ছু।

ধর্মাত্মা সুশুভৈঃ কুৎসৈঃ ক্রতুভিচ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।

মৃতপাপো গতঃ স্বর্গং পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩২

‘ধর্মাত্মা পৃথিবীর আমাদের পিতৃদেব পরাশর  
দক্ষিণাদানে প্রায় সকল প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন ;  
অতএব তাঁর সকল পাপ বিদৌত হওয়ায় তিনি স্বর্গে

গেছেন।  
ভৃতানাং ভরণাৎ সম্যক্ প্রজানাং পরিপালনাৎ।

অর্থাদানাচ্চ ধর্মেণ পিতা নস্ত্রিদিবং গতঃ॥ ৩৩

‘ভরণপোষণযোগ্য প্রজাদের সৃষ্টি পালন ও পোষণ  
এবং ধর্মানুসারে অর্থ দান করে (সৎ কর্ম হেতু ধর্মার্জন  
দ্বারা) আমাদের পিতৃদেব স্বর্গত হয়েছেন।

কর্মভিত্ত্য শুভৈরিতৈঃ ক্রতুভিচ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।

স্বর্গং দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪

‘দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪

‘দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪

‘দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪

‘দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪

‘দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪

‘দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪

‘দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪

‘দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪



পর্বাণ্ড দক্ষিণা, শুভ যজ্ঞানুষ্ঠানহেতু পৃথিবীর

ক্রমদেব পিতৃদেব রাজা দশবৎস স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছেন

বহুবৈশ্বর্ধ্যৈর্ভোগাংস্চাবাপা পুত্রলান্।

চতুঃ চাযুরাসাদা স্বর্গতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩৫

‘বহুবিধ যজ্ঞ সমাপনান্তে পার্থিব বিষয়সমূহ এবং

উত্তম আয়ু প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে মহারাজ স্বর্গে গেছেন।

অনুক্রমমাসাদা ভোগানপি চ রাজবঃ।

ন স শোচঃ পিতা ভাত স্বর্গতঃ সংকৃতঃ সতাম্ ॥ ৩৬

‘বৎস ! রঘুকুলনন্দন আমাদের পিতা অন্য

নৃপতিদের অপেক্ষা উত্তম আয়ু ও শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বিষয়সমূহ

উপভোগ করে এবং সংপুরুষগণ কর্তৃক বহু সম্মানিত হয়ে

স্বর্গে গেছেন, অতএব তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।

ন জীর্ণমানুষঃ দেহঃ পরিত্যজ্য পিতা হি নঃ

দেবীমুদ্রিমনুপ্রাপ্তো ব্রহ্মলোকবিহারীশীম্ ॥ ৩৭

‘আমাদের পিতৃদেব জরাজীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ

করে ব্রহ্মলোকে বিহারযোগ্য দৈবী সমৃদ্ধি তথা দেবদেহ

প্রাপ্ত হয়েছেন।

তু তু নৈবংবিধঃ কশ্চিৎ প্রাজঃ শোচিতুমহসি।

ত্বমিহো মদ্বিধস্যপি শ্রুতবান্ বুদ্ধিমন্তরঃ ॥ ৩৮

‘অতএব কোনও জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তির, বিশেষত

তোমার ও আমার মতো জনের এইরকম শোক করা উচিত

নয়।

এতে বহুবিধাঃ শোকা বিলাপরুদিতো তদা।

বভূবীয়া হি ধীরেণ সর্বাভহাসু ধীমতা ॥ ৩৯

‘ধীর ও ধীমান পুরুষের সকল অবস্থাতেই সর্বপ্রকার

শোক ও তজ্জনিত বিলাপ রোদন ত্যাগ করা উচিত।

ন বহো ভব মা শোকো যাত্ম চাবস তাং পুরীম্।

তথা পিত্রা নিযুক্তোহসি বশিনা বদতাঃ বর ॥ ৪০

‘অতএব, বাণীশ্রেষ্ঠ তুমি, ভরত, শোক করো না,

শান্ত হও। পিতৃদেব কর্তৃক নিযুক্ত তুমি অযোধ্যাপুরীতে বাস

করো। সত্যের বশে হিত পিতৃদেব কর্তৃক তুমি ওই কাজেই

নিযুক্ত হয়েছ।

গত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণাকর্মণা।

তত্রৈবাহং করিম্যামি পিতুরার্যস্য শাসনম্ ॥ ৪১

‘আমিও পুণাকর্ম্য পূজ্য পিতৃদেব কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে,

তাঁর আদিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানে থেকেই তাঁর আদেশ পালন

করব।

ন ময়া শাসনং তস্য তাকুং ন্যায্যমরিন্দম।

স ত্ব্যাপি সদা মানাঃ স বৈ বহুঃ স নঃ পিতা ॥ ৪২

‘শত্রুদমন ভরত ! তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার

উচিত নয়, তোমারও তাঁর আদেশ সর্বদা সসম্মানে পালন

করা উচিত ; তিনি যে আমাদের বহু—আমাদের পিতা।

তদ্ বচঃ পিতুরেবাহং সম্মতঃ ধর্মচারিণাম্।

কর্মণা পালয়িস্যামি বনবাসেন রাজব ॥ ৪৩

‘রঘুনন্দন ভরত ! ধার্মিকদের দ্বারা মান্য পিত্রাদেশ

আমি বনবাসকর্ম্য মান্য করে পালন করব।

ধার্মিকেশানশংসেন নরেণ গুরুবর্তিনা।

ভবিতবাঃ নরবান্ধ পরলোকং জিগীষতা ॥ ৪৪

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! পরলোকজিগীষু ব্যক্তিকে অবশ্যই

ধার্মিক, করুণাঘন এবং গুরুনির্দেশ পালনকারী হতে হবে।

আত্মানমনুতিষ্ঠ স্বং স্বভাবেন নরবর্ষভ।

নিশাপা তু শুভং বৃত্তং পিতৃর্নশরথস্য নঃ ॥ ৪৫

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমাদের পিতৃদেব দশরথের পূজ্য

চরিতকথা শ্রবণ করে তুমি স্বীয় আচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত

করে আত্মোন্নতির প্রতি যত্নবান হও।’

ইত্যেবমুক্তা বচনং মহাত্মা

পিতৃর্নিদেশপ্রতিপালনার্থম্ ।

যযীয়সং হ্রাতরমর্ষবচে

প্রভূর্মুহূর্তাদ্ বিররাম রামঃ ॥ ৪৬

সর্বশক্তিমান মহাত্মা রাম, ছোট ডাই ভরতকে

পিতৃবাক্য পালনের জন্য অর্থপূর্ণ বাক্যে এইরূপ নির্দেশ

দান করে মুহূর্তের জন্য নীরব হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাবিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৫ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাবিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥



## ষড়ধিকশততম সর্গ (১০৬)

অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত হয়ে রাজপ্রহরের জন্য শ্রীরামের নিকট ভরতের পুনঃ প্রার্থনা

এবমুক্তা তু বিরতে রামে বচনমর্থবৎ।

ততো মন্দাকিনীতীরে রামঃ প্রকৃতিবৎসলম্॥ ১

উবাচ ভরতশ্চিহ্নঃ ধার্মিকো ধার্মিকঃ বচঃ।

কো হি সাদীদৃশো লোকে যাদৃশত্বমরিন্দম্॥ ২

শ্রীরাম এইরকম অর্থসম্বিত কথা বলে বিবত হলে, মন্দাকিনী তীরেই ধার্মিক ভরত প্রজাবৎসল শ্রীরামকে ধর্মসম্বিত মধুর বাক্যে বললেন—‘হে শত্রুদমন ! পৃথিবীতে আপনার সদৃশ আর কে আছে ?

ন হ্যং প্রবাসয়েদ্ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্যয়েৎ।

সম্মতস্তাপি বৃজানাং তাম্শ্চ পৃচ্ছসি সংশয়ান্॥ ৩

‘দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করতে পারে না, সুখও আপনাকে হর্ষাৎফুল করতে পারে না। বৃদ্ধপুরুষগণ কর্তৃক সম্মত হয়েও সংশয়হলে আপনি তাঁদের অনুমতি প্রার্থনা করেন !

যথা মৃতস্তথা জীবন্ যথাসতি তথা সতি।

যসৌষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাৎ পরিতপ্যাত কেন সং॥ ৪

‘কি জীবিত, কি মৃত কোনও কিছুই প্রতি রাগ-দ্বেষ্ট শূন্যতা জ্ঞান যার হয়েছে, তাঁর সম্ভাপ কী করে হবে ?

পরাবরজো যশ্চ স্যাদ্ যথা হুং মনুজাধিপ।

স এব বাসনং প্রাপ্য ন বিধীদিতুমহসি॥ ৫

‘হে নরাধিপ ! যিনি আপনার মতো সংসারজ্ঞানী হয়েও আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি বিপদের সম্মুখীন হয়েও বিষন্ন হন না।

অমরোপমসত্ত্বঃ মহাত্মা সত্যসংগরঃ।

সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ বুদ্ধিমাংস্চাসি রাঘব॥ ৬

‘হে রঘুকুলনন্দন ! আপনি দেবতুল্য সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, মহাপ্রাণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী এবং বুদ্ধিমান, তত্ত্বজ্ঞ।

ন ভ্রামেবংগুদৈর্ঘ্যকঃ প্রভাবভবকোবিদম্।

অবিবাহ্যতমং দুঃখমাসাদয়িতুমহতি॥ ৭

‘জন্ম-মৃত্যুর বহুসংখ্য আপনার মতো জীবনের কাছে দুঃখ কখনও আসতে পারে না।

শ্রোষিতে ময়ি যৎ পাপং মাত্ৰা মৎকারণাৎ কৃতম্।

কুপ্ৰম্যা তদনষ্টং মে প্রসীদহু ভবান্ মম॥ ৮

‘আমি প্রবাসে (মাতুলালয়ে) থাকাকালীন আমার যা কুপ্ৰবৃত্তিতে আমার জন্য যে পাপ করেছেন, তা আমার অতিশ্রুত নয়। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

ধর্মবন্ধেন বন্ধোহস্মি তেনেমাং নেহ মাতরম্।

হস্মি তীরেণ দণ্ডেন দণ্ডার্থঃ পাপকারিণীম্॥ ৯

‘ধর্মের বন্ধনে আমি বদ্ধ, তাই পাপকারিণী দণ্ডার্থ মাতাকে কঠিন দণ্ড দিয়ে হত্যা করতে পারলাম না।

কথং দশরথাজ্জাতঃ শুভাভিজনকর্মণঃ।

জানন্ ধর্মমধর্মং চ কুর্যাৎ কর্ম জুগলিতম্॥ ১০

‘কল্যাণকর্মা অভিজাত মহারাজ দশরথ থেকে জন্মগ্রহণ করে, ধর্ম কি আর অধর্মই বা কি তা জেনেও মাতৃহত্যাকাণ ঘণিত কাজ কী করে করব ?

গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজা প্রেতঃ পিভেতি চ।

তাতং ন পরিগর্হেহহং দৈবতং চেতি সংসদি॥ ১১

‘বৃদ্ধ স্মৃতি মহারাজ আমার পিতা ও গুরু। নিতাক্রিয়াবান (ধর্মকর্মানুষ্ঠাতা) দেবস্বরূপ ! সত্যমধ্যে তাঁর নিন্দ্য কবছি না।

কো হি ধর্মার্থমোর্হীনমীদৃশঃ কর্মঃ কিঞ্চিদম্।

দ্বিয়ঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সন্ কুর্বাদ্ ধর্মজ্ঞ ধর্মবিৎ॥ ১২

‘কিন্তু পত্নীর প্রিয়কার্য করার জন্য কোন্ ধর্মবিৎ ধার্মিক ধর্মার্থবর্জিত এমন পাপকাজ করতে পারেন !

অন্তকালে হি ভূতানি মুহ্যন্তীতি পুরা শ্রুতিঃ।

রাষ্ট্রৈবং কুর্বতা লোকে প্রত্যক্ষা সা শ্রুতিঃ কৃত্য॥ ১৩

‘প্রাচীন লোককথা আছে—“অন্তিমকালে মানুষ মোহগ্রস্ত হয় (অন্তকালে বিপবীত বুদ্ধি)” ; মহারাজ দশরথ এইরকম কাজ করায় সেই লোকপ্রবাদই প্রত্যক্ষীভূত

(সজা) হল।

সাক্ষরমস্তিস্কায় ক্রোধোদ্যোহাচ সাহসায়।

ভাষ্যঃ যদতিক্রান্তং প্রত্যাছরতু তদ্ ভবান্ ॥ ১৪

‘ক্রোধোদ্যোহাচ মোহপ্রাপ্ত পিতা অবিশ্রাম্যকমিতানশত  
যে সংপথ অতিক্রম করেছেন, আপনি তার প্রতিকার  
করুন।

নিহুর্হি সমতিক্রান্তঃ পুত্রো যঃ সাধু যনাত্রে।

ভাষ্যঃ মতং লোকে বিপরীতমতোহনাতা ॥ ১৫

‘যে পুত্র পিতার বিপরীত কার্যকে ঠিকপথে চালিত  
করে সেই-ই উত্তম সন্তান; বিপরীতকারী নিদার।

ভাষ্যঃ ভবানস্ত মা ভবান্ দুহৃতং সিহু।

অতি যৎ তৎ কৃতং কর্ম লোকে ধীরবিগর্হিতম্ ॥ ১৬

‘অতএব আপনি পিতার যোগ্য “অপত্য”<sup>(১)</sup>

(সন্তান) হোন; পিতার অন্যায় কর্মকে প্রশ্রয় দেবেন না।

কারণ, আমাদের পিতার কৃতকর্ম অধর্মীয়—লোকনিষিদ্ধ।

কৈকেয়ীঃ মাং চ তাতং চ সুহৃদো বান্ধবাশ্চ নঃ।

শৌর্যজনশদান্ সর্বাংস্ত্রাতুঃ সর্বমিদং ভবান্ ॥ ১৭

‘আমার মাতা কৈকেয়ীকে, আমাকে, আমাদের

পিতাকে, বন্ধুজন, সুহৃদজন এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী

সকলকে আপনিই রক্ষা করতে পারেন।

ক চরণাং ক চ ক্রাভ্রং ক জটাঃ ক চ পালনম্।

ঈশং ব্যাহতং কর্ম ন ভবান্ কর্তুমর্হতি ॥ ১৮

‘কোথায় বনবাস কোথায় বা ক্রাভ্রধর্ম (পালন),

কোথায় জটা-ধারণ আর কোথায়ই বা প্রজাপালন?

এইরকম পরম্পর-বিরুদ্ধ কর্ম আপনি করতে পারেন

না!

এবং হি প্রথমো ধর্মঃ কত্রিয়স্যাভিষেকম্।

যেন শকং মহাপ্রাজ্ঞ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ১৯

‘অতএব, হে মহাপ্রাজ্ঞ! কত্রিয়ের প্রথম এবং

প্রধান ধর্মই হচ্ছে প্রজাপালন, আর তার জন্যই প্রয়োজন

রাজ্যাভিষেক।

কচ প্রতাক্ষমুংসৃজা সংশয়হমলকম্।

কচ প্রতাক্ষমুংসৃজা সংশয়হমলকম্।

কচ প্রতাক্ষমুংসৃজা সংশয়হমলকম্।

কচ প্রতাক্ষমুংসৃজা সংশয়হমলকম্।

কচ প্রতাক্ষমুংসৃজা সংশয়হমলকম্।

কচ প্রতাক্ষমুংসৃজা সংশয়হমলকম্।

কচ প্রতাক্ষমুংসৃজা সংশয়হমলকম্।

আগতিহঃ চরেন্দ ধর্মঃ ক্ষত্রবদ্বুরনিন্দিতম্ ॥ ২০

‘এমন নিন্দিত ক্ষত্রিয় কে আছে, যিনি প্রত্যক্ষ ধর্ম

ভাগ করে সংশয়াজ্ঞ, লক্ষণশূন্য, অনিশ্চিত কর্মফলদাতা

ধর্মপালন করেন?

অথ ক্রেশজমেন ত্বং ধর্মঃ চরিতুমিচ্ছসি।

ধর্মেন চতুরো বর্ণান্ পালয়ন্ ক্রেশমাপুহি ॥ ২১

‘আপনি যদি ক্রেশকর ধর্মপালন করতে চান, তবে,

ধর্মানুসারে চার বর্ণকে পালন করে ক্রেশ ভোগ করুন।

চতুর্গমাপ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যঃ শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।

আহর্ধর্মজ ধর্মজ্ঞাত্বং কথং ত্যকুমিচ্ছসি ॥ ২২

‘হে ধার্মিকপ্রবর! ধর্মজ্ঞেরা চতুরাশ্রমের মধ্যে

গার্হস্থ্যপ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন। অতএব, হে

ধার্মিকপ্রবর! আপনি কেন সেই ধর্মকে ত্যাগ করতে

চাইছেন?

শ্রুতেন বালঃ স্থানেন জয়না ভবতো হ্যহম্।

স কথং পালয়িষ্যামি ভূমিং ভবতি তিষ্ঠতি ॥ ২৩

‘বিদ্যায় এবং বয়সে আমি আপনার অপেক্ষা

বনীয়ান্ (ছোট); অতএব আপনি থাকতে আমি কী করে

রাজ্যপালন করব?

হীনবুদ্ধিগুণো বালো হীনস্থানেন চাপাহম্।

ভবতা চ বিনাভূতো ন বর্তয়িতুমুৎসহে ॥ ২৪

‘আমি আপনার চেয়ে হীনবুদ্ধি এবং গুণে ও

মর্যাদায় বালকমাত্র। অতএব, আপনাকে ছাড়া আমি

জীবনধারণে অক্ষম।

ইদং নিখিলমশত্রুয়ং রাজ্যং পিত্র্যমকন্টকম্।

অনুশাষি স্বধর্মেন ধর্মজ সহ বাধবৈঃ ॥ ২৫

‘হে ধর্মজ! এই নিঃশত্রুক সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত পিতৃরাজ্য

আপনি বন্ধুদের (জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের) সঙ্গে

ধর্মানুসারে শাসন করুন

ইহেব জ্ঞাতিমিত্রস্ত সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ সহ।

ঋত্বিজঃ সবসিষ্ঠাস্ত মন্ত্রবিশ্বকোবিদাঃ ॥ ২৬

‘রাজ্য পরিচালনা কার্যে মন্ত্রজ্ঞ ও মন্ত্রগদানবিষয়ে

(১) অপত্য—যার জন্মের ফলে পিতার নরকে পতন হয় না।

কখনো কখনো চারুকলা এখানে উপস্থিত প্রজন্মের সঙ্গে  
নিয়ে এসে এই এতদূর অতিক্রম সম্পন্ন করুন।

অসিদ্ধিকৃতমস্মাভিব্যোম্যঃ পালনে ব্রজ।  
বিজিতা তবস্যা লোকান্ মকুটবিরঃ বাসব। ২৭

‘বিশুদ্ধ শরীরের পর্যায়ে কবে দেবরাজ ইগা  
হবেন মনঃসংগত ৩৩ স্বর্গে গিয়েছিলেন, তদ্রূপ, আপনি  
অযোধ্যাকে পালন করায় জনা রাজ্যভিত্তিক হয়ে আমাদের  
সঙ্গে অযোধ্যায় চলুন।

কথানি জীব্যাপার্কবন্ দুর্হদঃ সাধু নির্দহন।  
সুহৃদতর্পণমন্ কামৈবমেবাজানুশাধি মাম্ ২৮

‘আপনি অযোধ্যায় গিয়ে দেবরাজ, পিতৃরাজ এবং  
বহির্ভাগ—এই তিন জন পরিশোধ করে, দুর্জনদের  
উত্তমরূপে দমন (দমন) এবং সুহৃদবর্গকে কাম্যবস্ত্র  
প্রদানে সমুপ্ত করে আমাকে ধর্মশিক্ষা দান করুন।

অদ্যার্য যুদিতাঃ সন্ত সুহৃদভেদভিষেচনে।  
অদ্য ভীতাঃ পলায়ন্তঃ দুঃপ্রদায়ে দিশো দশ ২৯

‘আর্য (দাদা) ! আজ আপনার অভিষেক দর্শনে  
সুহৃদগণ অভিনন্দিত হোন এবং দুঃপ্রদানকারী শত্রুগণ  
দশদিকে পলায়ন করুক।

আক্রোশঃ মম মাতুল প্রমুখ্য পুরুষর্ষভ।  
অদ্য তত্রভবন্তঃ চ পিতরঃ রক্ষ কিস্বিধা ৩০

‘হে পুরুষপ্রবর ! আমার জননীর কলঙ্ক বিমোচ  
করে, পুত্রনীয় পিতৃদেবকে পাপমুক্ত করুন।

শিরসা হ্রাভিযাচেহহং কুরুষ করুণাং ময়ি।  
বাক্বেষু চ সর্বেষু ভূতেষু মহেশ্বরঃ ৩১

‘অবনতমস্তকে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা  
কবছি—দেবাদিদের মহাদেব যেমন সকল প্রাণীর প্রতি  
করুণা করেন, তদ্রূপ আপনি আমার এবং সকল  
বহুজনের প্রতি করুণা করুন।

অথবা পৃষ্ঠতঃ কৃদ্বা বনমেষ ভবানিতঃ।

গমিষ্যতি গমিষ্যামি ভবতা সার্বমণ্যম্ ৩২  
‘তা না হলে, আমার প্রতি বিশ্বাস হয়ে আপনি  
বনান্তরে গেলেও আমি আপনাকে অনুসরণ করব।’

তথাভিরামো ভরতেন ভামাতা  
প্রসাদামানঃ শিরসা মহীপতিঃ।

ন চৈব চক্ষে গমনায় সত্ত্বান্  
মতিং নিকৃষ্টবচনে প্রতিষ্ঠিতঃ ৩৩

ভরত ওইভাবে অবনত মস্তকে শ্রীরামের প্রসাদে  
প্রার্থনা করলেও সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহীপতি শ্রীরাম নিকৃষ্ট  
পালনে দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থিত থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে  
অসম্মত হলেন।

তদন্তুতঃ হৈর্যমবেক্ষ্য রাঘবে  
সমঃ জনো হর্যমবাণ দুঃখিতঃ।

ন যাতাযোধ্যামিতিদুঃখিতোহভবৎ  
হিরপ্রতিজ্ঞমবেক্ষ্য হর্ষিতঃ ৩৪

রঘুনন্দন রাঘবের প্রতিজ্ঞাপালনে সেই অসুত হির  
দেখে সমবেত জনগণ একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাদগ্রস্ত  
হল। তিনি অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছেন না জেনে দুঃখিত হল,  
আবার তাঁর পিতৃসতাপালনে হির প্রতিজ্ঞা দেখে আনন্দ  
হল।

তমুদ্বিজো নৈগমযুধবল্লভা-  
জ্ঞা বিসংজ্ঞাকলাশ্চ মাতরাঃ।

তথা ক্রবাণঃ ভরতঃ প্রতুইবুঃ  
প্রণম্য রামং চ যযাচরে সহ ৩৫

ঋষিকেরা, বেদজ্ঞেরা, সমাজপ্রবীণেরা তথা  
অজ্ঞানপ্রায় সাধারণেরা মাতৃগণ ভরতকে সেইভাবে প্রার্থনা  
করতে দেখে তাঁর প্রভূত প্রশংসা করতে লাগলেন এবং  
সেইসঙ্গে শ্রীরামের অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার জন্য, য-  
যোগ্য অনুসারে একসঙ্গে অনুরোধ প্রার্থনাদি করতে  
লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতম বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্বিকশততমঃ সর্গঃ ১০৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে ভাগবতম অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্বিকশততমঃ সর্গ সমাপ্ত ১০৬ ॥



## সপ্তাধিকশততম সর্গ (১০৭)

নিরুসজ-পালনের জন্য ভরতকে বুঝিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য শ্রীরামের উপদেশ

অযোধ্যা-কথাঃ তং ভরতং লক্ষণপ্রভঃ।

ভরতঃ শ্রীমান্ জ্ঞাতিমধ্যে সুসংকৃতঃ॥ ১

ভরত জাবার এইরকম বলতে থাকলে, সকলের

যে সুপুত্র লক্ষণপ্রভ শ্রীরাম জ্ঞাতিদের সামনেই

সকলে বলতে লাগলেন—

শ্রীমহমিঃ বাক্যঃ যত্নমেবভাষথাঃ।

১০৭ পুত্রো দশরথঃ কৈকেয়াঃ রাজসন্তমাং॥ ২

‘রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের ঔরসে কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্র

হে তুমি বা বললে, তা তোমার যোগ্যই বটে।

পুত্র শ্রুতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুৎসহন।

১০৮ সমাপ্রৌষীদ্ রাজ্যস্বত্বমনুত্তমম্॥ ৩

‘তাই! পূর্বে আমাদের পিতৃদেব তোমার মাতাকে

বহু করে উত্তম শুভ হিসাবে রাজ্যদানের প্রতিশ্রুতি

করেছিলেন।

দেবসূরে চ সংগ্রামে জনন্যো তব পার্থিবঃ।

১০৯ সন্তোষো দদৌ রাজা বরমারমিতঃ প্রভুঃ॥ ৪

‘দেবসূর সংগ্রামে আহত রাজা তোমার জননীর

সন্তোষ সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করেছিলেন।

১১০ সা সম্প্রতিশ্রাব্য তব মাতা যশস্বিনী।

১১১ নরশ্রেষ্ঠঃ ধৌ বরৌ বরবর্ধিনী॥ ৫

‘সেইজন্য সম্প্রতি তোমার যশস্বিনী সুন্দরী মাতা

(পিতাকে) সেই কথা স্মরণ করিয়ে দুটি বর চেয়ে নিলেন।

১১২ স রাজাঃ নরব্যাক্র মম প্রব্রাজনং তথা।

১১৩ স রাজা তথা তস্যৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌ বরম্॥ ৬

‘হে নরশ্রেষ্ঠ! এক বরে তোমার জন্য রাজা এবং

আমার আমার নির্বাসন চাইলেন; রাজাও বাধ্য হয়েই

সেই বর দিলেন।

১১৪ জে পিত্রাহমপ্যত্র নিযুক্তঃ পুরুষর্বভ।

১১৫ পুত্র বনে বাসঃ বর্ষাশি বরদানিকম্॥ ৭

‘হে পুরুষপ্রবর! পিতার সেই বরদানের ফলেই

মই তৈল বহুরের জন্য বনবাসে নিযুক্ত হয়েছি।

১১৬ জে কমিদং প্রাপ্তো নির্জনং লক্ষণার্থিতঃ।

১১৭ চিত্রভিক্ষুঃ সত্যবাদে হিতঃ পিতৃঃ॥ ৮

‘পিতৃব্যাক্য সত্য করার জন্যই আমি নির্বিবাদে সীতা

ও লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে এই নির্জন বনে চলে এসেছি।

১১৮ ভবানসি ভবেভোব পিতরং সত্যবাদিনম্।

১১৯ কঠুমহসি রাজেন্দ্র ক্রিপ্রমেবাবিক্ষমাং॥ ৯

‘হে রাজেন্দ্র! তুমিও শীঘ্র রাজ্যান্তিমেকের মাধ্যমে

পিতৃব্যাক্যকে সত্য প্রতিপন্ন করো।

১২০ কণাঘোচয় রাজানং মংকুতে ভরত প্রভুম্।

১২১ পিতরং ত্রাহি ধর্মজ্ঞ মাতরং চাহিনন্দয়॥ ১০

‘ধর্মজ্ঞ ভরত! তুমিও আমার জন্যই আমাদের প্রভু

ও রাজা পিতৃদেবকে খশমুক্ত করো এবং মাতার আনন্দ

বর্ধিত করো।

১২২ শ্রুতং ধীমতা তাত ক্রতির্গীতা যশস্বিনী।

১২৩ গয়েন যজ্ঞমানেন গয়েষেব পিতৃন্ প্রতি॥ ১১

‘বৎস! “গয়” নামে এক যশস্বী ধীমান রাজা

গয়দেশে (গয়ায়) যজ্ঞ করার সময় পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে

গান করে বলেছিলেন—

১২৪ পুত্রান্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সূতঃ।

১২৫ তস্মাৎ পুত্র ইতি শ্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি সর্বতঃ॥ ১২

‘যে সন্তান পিতাকে (পিতৃপুরুষকে) “পুত্র” নামক

নরক থেকে ত্রাণ করে তাকেই “পুত্র” বলে — সে

পিতৃপুরুষগণকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করে।

১২৬ এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা শুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।

১২৭ তেষাং বৈ সমবেতানামপি কচ্চিদ্ গম্যং ব্রজেৎ॥ ১৩

‘এজন্য শুণবান বিদ্বৎ বহু পুত্রের কামনা করতে

হয়; কারণ, তাদের মধ্যে অন্তত একজনও গয়ায়

যাবে এবং পূর্ব পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে গয়ায় পিতৃ দান

করবে।

১২৮ এবং রাজর্ষয়ঃ সর্বে প্রতীতা রঘুনন্দন।

১২৯ তস্মাৎ ত্রাহি নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকাত্ প্রভো॥ ১৪

‘রঘুকুলের আনন্দবিধায়ক হে নরশ্রেষ্ঠ প্রভো!

রাজর্ষিরা সকলে এইরকমই বিশ্বাস করেন। অতএব, তুমি

পিতাকে নরক থেকে উদ্ধার করো।

১৩০ অযোধ্যাঃ গচ্ছ ভরত প্রকৃতিরূপরজঃ।

১৩১ শক্রঘ্নসহিতো বীর সহ সর্বৈর্বিজাতিতিঃ॥ ১৫

‘বীর ভরত! তুমি অযোধ্যায় ফিরে যাও এবং

শত্রুদের সঙ্গে দ্বিজদের (ব্রাহ্মণ, কট্রিয় ও বৈশ্যদের)  
নিম্নে প্রজাপুঞ্জের সম্মুখে পালনপূর্বক আনন্দবিধান করো।  
প্রবেশে দণ্ডকারশ্যমহনপাবিলদ্বান।

আজ্ঞাঃ তু সহিতো বীর বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ॥ ১৬  
'হে বীর ! আমিও সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে  
অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করব।

তুঃ রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং  
বন্যানামহমপি রাজ্যরাগ্যাণাম্।  
গচ্ছ তুঃ পুরবরমদ্য সত্প্রহষ্টঃ

সংহটস্থমহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে ॥ ১৭  
'ভরত ! তুমি স্বয়ং (মানুষের) রাজা হও, আমিও  
হব বন্যপ্রাণীদের রাজার রাজা, সপ্ৰাট। তুমি আজই  
নগরীশ্রেষ্ঠা অযোধ্যায় ফিরে যাও, আমিও প্রহষ্ট মনে  
দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি।

ছায়াঃ তে দিনকরভাঃ প্রবাহমানঃ

সর্বত্রঃ ভরত করোতু মূর্খি শীতল।  
এতেদামহমপি কাননক্রমাণাঃ

ছায়াঃ ভ্রামতিশয়িনীঃ শনৈঃ শ্রয়িষ্যে ॥ ১৮  
'তাই ভরত ! রাজচ্ছত্র তোমার মস্তককে (নিপদন)  
সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করে শীতল ছায়া দান করুন। আমিও  
বনের তন্দ্রাজির নিবিড় ছায়ায় ধীরে ধীরে আশ্রয় গ্রহণ  
করি।

শত্রুঘ্নস্তুল্যমতিস্থ তে সহায়ঃ  
সৌমিত্রির্ম বিদিতঃ প্রধানমিত্রম্।  
চত্বারস্তনয়নরা বয়ঃ নরেন্দ্রঃ

সত্যহঃ ভরত চরাম মা বিদীম ॥ ১৯  
'ভরত ! অতুলনীয় বুদ্ধিমান শত্রুঘ্ন তোমার সহায়  
হবে, আর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ আমার প্রধান সহায়ক  
ব্যত। আমাদের পিতার আমরা এই চার গরীয়ান পুত্র  
পিতার সত্য রক্ষা করব। তুমি বিষন্ন হোয়ো না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত্তি আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

## অষ্টাধিকশততম সর্গ (১০৮)

নাস্তিকমতাবলম্বনে শ্রীরামকে বোঝাবার জন্য জাবালির উদ্যোগ

আশ্বাসয়ন্তঃ ভরতঃ জাবালির্ভ্রামণোত্তমঃ।  
উবাচ রামঃ ধর্মজ্ঞঃ ধর্মাণেতমিদং বচঃ ॥ ১

ধর্মজ্ঞ রাম ভরতকে এইভাবে আশ্বাস দিলে ব্রাহ্মণ-  
প্রবর জাবালি রামকে ধর্মবিরুদ্ধ বাক্যে বললেন—  
সাধু রাঘব মা তুং তে বুদ্ধিরেবঃ নিরর্থিকা।  
প্রাকৃতস্য নরস্যোব হ্যার্যবুদ্ধেস্তপস্বিনঃ ॥ ২

'সাধু রঘুনন্দন রাম ! তুমি সত্ত্বজ্ঞানমান তপস্বী। তাই,  
প্রাকৃত মানুষের মতো তোমার এই অর্ধহীন বুদ্ধি সঠিক নয়।  
কঃ কস্য পুরুষো বদ্ধুঃ কিমাপাঃ কস্য কেনচিৎ।

একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশতি ॥ ৩

'এই সংসারে কে কার বন্ধু ? কার কাছ থেকেই বা  
কে কী পেতে পারে? প্রাণী নিজেই একাই জন্মে, আবার

একাই মৃত্যুবরণ করে।

তস্মায়াতা পিতা চেতি রাম সজ্জৎ যো নয়।

উবাচ ইব স জ্ঞেয়ো নাস্তি কশ্চিদ্ধি কস্যাচিৎ ॥ ৪

'তাই, হে রাম ! যেমন, 'ইনি মাতা, ইনি পিতা'  
এইরকম বিচার করে সে পাগল বলে মনে করতে হবে,  
কারণ, এই সংসারে কেউ কারও নয়।

যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নরঃ কশ্চিদ্ বহির্বসে

উৎসৃজ্য চ তমাবাসং প্রতিষ্ঠেতাপরেহহনি ॥ ৫

এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বন।

আবাসমাত্রং কাকুৎস্থ সজ্জন্তে নাত্র সজ্জনা ॥ ৬

'যেমন, কেউ অন্য গ্রামে যাওয়ার পথে এক রাত্রি

গ্রামের বাইরে কোথাও বাস করে পরের দিন সেই আশ্রয়

করে জনৈক প্রস্থান কবে পৌঁছকর্মট, হে কাশ্মীর  
বুদ্ধন্য বান, মানুষের পিতা মাতা, গৃহ ঐশ্বর্য সর্বই  
করবে, সজ্জন তার প্রতি আসক্ত হয় না,

নিরান রাজ্যঃ সমুৎসৃজ্য স নাইসি নরোত্তম।  
অজ্ঞান কাশ্মীরঃ দুঃখঃ বিষমঃ বহুকটকম্॥ ৭

‘অতএব, হে নরশ্রেষ্ঠ ! পৈত্রিক রাজ্য পরিত্যাগ  
করে, দুঃখময় কটকাধীন কুপথে তোমার চলা ঠিক নয়।

সমুৎসৃজ্যমোহ্যামাশানিমভিষেকম্  
একবীথর্য হি ত্বা নগরী সম্প্রতীকতে॥ ৮

‘সমুৎসৃজ্য অযোধ্যানগরীতে তুমি নিজেকে অভিষিক্ত  
করো ; কারণ, এই নগরী প্রাণিতভর্তৃকার মতো  
একবীথর্য হয়ে তোমার জন্য প্রতীক্য করছে !

রাজভোগাননুভবন্ মহারান্ পার্থিবাক্ষজ।  
বিহর ভ্রময়োধ্যায়ঃ যথা শক্রদ্বিবিষ্টে॥ ৯

‘হে রাজকুমার ! স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্ড্রের মতো,  
তুমি অযোধ্যায় বহুমূল্য রাজৈশ্বর্য ভোগ করে বিহার করো।  
ব তে কশ্মিদ্ দশরথস্ত্বং চ তস্য চ কশ্চন।

জন্যা রাজা ভ্রমনাস্ত তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে॥ ১০

‘রাজা দশবথ তোমার কেউ নয়, তুমিও তাঁর কেউ  
নও। রাজা অন্যপুরুষ, তুমিও অপরজন, তাই যা বলা হচ্ছে  
তাই করো

কিঞ্চদাত্তং পিতা জন্তোঃ স্তত্রঃ শোদিতমেব চ।  
সমুৎসৃজ্যমাত্রা পুরুষস্যোহ জয় তৎ॥ ১১

‘পিতা প্রাণের বীজমাত্র প্রদাতা ; ঋতুমতী মাতৃগর্ভে  
পিতৃদত্ত ওই বীজ মাতৃরজঃ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে  
নবমের জন্ম হয়।

ততঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যঃ যত্র তেন বৈ।  
স্বকিরেক্ষা ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যাসে॥ ১২

‘যেখানে যাওয়ার রাজা সেখানেই গেছেন। সকল  
প্রকারই এই তো গতি ! তুমি বৃথাই মৃত্যু (দুঃখ) বরণ  
কর।

অর্জবরা যে যে ভাংস্তান্ শোচামি নেতরান্।

ত্রে হি দুঃখমিহ প্রাণা বিনাশঃ শ্রেষ্ঠা লোকেষে॥ ১৩

‘যারা অর্জ (ভাগ্যবিশয়) প্রাপ্ত হয়েও তা ত্যাগ  
করে কেবল ধর্মপরায়ণ হয় তাদের জন্য আমার  
অনুশোচনা হয়, অন্যদের (ভোগীদের) জন্য হয় না।  
ভোগীরা জীবনে কেবল দুঃখ ভোগ করে মৃত্যুর পরেও  
দুঃখ পায়।

অষ্টকপিতৃদেবতামিত্যয়ঃ প্রসূতো জনঃ।  
অমসোপশ্রবঃ পশ্য মৃতো হি কিমশিয়াতি॥ ১৪

‘অষ্টকাদি শ্রাদ্ধকর্মে স্বর্গত পিতৃদেবতার উদ্দেশ্যে  
প্রদত্ত শ্রাদ্ধীয় অন্ন কেবল নষ্টই হয়, কারণ, মৃতজন কিছুই  
আহার করতে পারে না,

যদি ভুক্তমিহানেন মেহমনাস্য গচ্ছতি।  
দম্যৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যশনং ভবেৎ॥ ১৫

‘যদি একজনের ভুক্ত অন্ন অন্যের দেহে প্রবেশ  
করে তবে, প্রবাসগামী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গৃহে বসে শ্রাদ্ধ  
করলেই পথে তার অন্য আহার্যের প্রয়োজন হবে না, ওই  
শ্রাদ্ধীয় অন্নই তার উদরপূর্তি হবে।

দানসংবননা ম্যেতে গ্রহা মেঘাবিভিঃ কৃত্যঃ।  
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সম্বাজ্জ॥ ১৬

‘বুদ্ধিমান (দুষ্টবুদ্ধি চতুর) লোকেবাই দানের বিষয়ে  
আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন— তপস্যা করো, দান  
করো, যজ্ঞ করো, ত্যাগ করো, দীক্ষা গ্রহণ করো।

স নান্তি পরমিতোত্তং কুরু বুদ্ধিঃ মহামতে।  
প্রত্যক্ষং যৎ তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু॥ ১৭

‘হে মহামতে ! জেনে রাখো, পরলোক বলে কিছুই  
নেই। প্রত্যক্ষ বিষয়েই অবস্থান করো, পরোক্ষকে পশ্চাতে  
নিষ্ক্ষেপ করো।

সতাং বুদ্ধিঃ পুরুষত্বা সর্বলোকনিদর্শিনীম্।  
রাজ্যং স ত্বং নিগৃহীষ ভরতেন প্রসাদিতঃ॥ ১৮

‘অতএব, সজ্জনদের সর্বলোকসম্মত বুদ্ধি স্বীকার  
করে, ভরতের অনুরোধে প্রসন্ন হয়ে তুমি রাজ্য প্রতিগ্রহণ  
করো।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশোত্তর সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশোত্তর সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥



## নবামিকশততম সর্গ (১৩৯)

জাবলির নাতিক মত খণ্ডন করে শ্রীরাম কর্তৃক আত্মিক মত স্থাপন

জাবলিঃ বচঃ শ্রীরাঃ সত্যপরাধনঃ।  
উবাচ পরমা সুক্ণা বুদ্ধাবিপ্রতিপন্নয়া ॥ ১

জাবলিঃ নাতিক মতের কথা শুনে সত্যপরাধন রাম  
নিঃসংশয় বুদ্ধিতে সমীচীন ভাষায় বললেন

জবান মে প্রিয়কারার্থঃ যচনঃ যদিভোক্তবান।  
জভার্যঃ কার্যসংকাশমলখাঃ শখা সমিহন ॥ ২

‘প্রিয়বর! আপনি আমার মঙ্গলের জন্য যা বললেন  
তা করণীয় মনে হলো ও অকরণীয় এবং কল্যাণজনক মনে  
হলো ও বাস্তবে অকল্যাণকর।

নির্ভয়ানন্ত পুরুষঃ পাপাচারসমব্রিতঃ।  
মমঃ ন লভতে সংসৃ জিরচাশ্রিতদর্শনঃ ॥ ৩

‘অর্জনহীন পাপাচারী শাস্ত্রবিধেয়ী চরিত্রের ব্যক্তি  
সজ্ঞানের দ্বারা সম্মানিত হয় না।

কুলীনকুলীনঃ বা বীরঃ পুরুষমানিনম্।  
চরিত্রম্বেষ ব্যাখ্যাতি শুচিঃ বা যদি বাশুচিন ॥ ৪

‘কেউ কুলীন হোক বা অকুলীন, বীর হোক বা বীর  
না হয়েও নিজেকে বীর মনে করুক, শুচি বা অশুচি—তার  
আচরণই স্বরূপ প্রকাশ করে।

জনার্যদ্ব্যর্থ সংজ্ঞানঃ শৌচাঙ্গীনবুধা শুচিঃ।  
লক্ষণাবনলক্ষণ্যো দুঃশীলঃ শীলবানিব ॥ ৫

জবর্মঃ ধর্মবেষেণ যদ্যহং লোকসংকরম্।  
অভিশপ্যসো শুভঃ তিজ্জা জিয়াঃ বিধিবিকর্জিতান্ ॥ ৬

কশেচত্যানঃ পুরুষঃ কার্যকার্যবিচক্ষণঃ।  
কচ মনোহর মাং লোকে দুর্বৃত্তঃ লোকদূষণম্ ॥ ৭

‘কল্যাণী ব্যক্তি সলাচারীর মতো, শৌচবর্জিত  
শ্রাস্ত্রবানের মতো, দুর্জ্ঞান ব্যক্তি মূলজ্ঞান ব্যক্তির মতো,

দুঃশীল শীলবানের মতো এবং ধর্মের বেশে আগত  
বর্গসমূহকারী অধর্মকে এবং বিধিবিকর্জিত কার্যকে আশ্রয়

করলে কর্তব্যকর্তব্যবিধয়ে বিচক্ষণ কোন্ সচেতন পুরুষ  
দুর্বৃত্ত লোকদূষক আনাকে সম্মান করবে?

কস্য যান্যাম্যহং বৃত্তং কেন বা হর্গমাণুয়াম্।  
কনরা বর্তমানোহহং বৃত্তা ইনপ্রতিজ্ঞয়া ॥ ৮

‘প্রতিজ্ঞা ভুল করে আমি যদি ইন কর্নে প্রবৃত্ত  
হই, তবে কার কর্ম (পদ) অনুসরণ করব? কীভাবেই

বা হর্গে যাব?

কামবৃত্তোৎথয়ঃ লোকঃ কৃৎস্নঃ সমুদয়তঃ।  
যদনুভাঃ সত্তি রাজাননুদনুভাঃ সত্তি হি প্রজা ॥ ৯

‘আমি যদি স্বেচ্ছাচারী হয়ে (কামপথে) গৈ, তবে  
সাধারণ লোকেরাও (প্রজারাও) স্বেচ্ছানুরূপ পথে চলবে;

কারণ, রাজার আচরিত কর্ম পথই প্রজারা অনুসরণ করে।  
সত্যম্বেদানুশংসং চ রাজবৃত্তঃ সনাতনম্।

তস্মাৎ সত্যাকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিত ॥ ১০

‘সত্য এবং দয়াই (নৃশংসহীনতাই) সনাতন  
রাজধর্ম। তাই রাজ্যের আত্মাই (সনাতন রাজচরিত্র)।

সত্যঃ সত্যেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত।  
কষয়শ্চৈব দেবশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে।

সত্যবাদী হি লোকেহুশ্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষরম্ ॥ ১১

‘দেবতা এবং ঋষিরা সত্যকেই মানা করেন। এই  
সংসারে সত্যবাদীই অক্ষয় স্বর্গধামে গমন করেন।

উদ্বিজ্ঞেযে যথা সর্গাদিরাদনৃত্বামিনঃ।  
ধর্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্বস্য চোচ্চতঃ ॥ ১২

‘সর্বকে মানুষ যেমন ভয় পায়, তদ্রূপ, অসত্যবাদী  
ব্যক্তি থেকেও উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। ইহ জগতে সত্যপ্রিয়  
ধর্মকেই সব কিছুই মূল বলা হয়ে থাকে।

সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।  
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নান্তি পরং পদম্ ॥ ১৩

‘ইহলোকে সত্যই ঈশ্বর। সত্যেতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত  
সব কিছুই মূল সত্য। সত্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কিছুই নেই।

দত্তমিষ্টং হতং চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ।  
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাক্ষম্যাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥ ১৪

‘দান, অতীষ্ট বিষয়সমূহ, হোম, কঠোর তপস্যা  
এবং বেদসমূহ—সবই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই সত্যপরা  
হওয়াই উচিত।

একঃ পালয়তে লোকমেকঃ পালয়তে কুলম্।  
মজ্জত্যেকো হি নিরয় একঃ বর্গে মহীয়তে ॥ ১৫

‘কেউ লোকসমূহকে (রাজ্যকে) পালন করে, কেউ  
বা নিজ বংশকে বা নিজ সংসারকে পালন করে। কেউ-ক  
পাপকর্ম করে নরকে নিমজ্জিত হয়, আবার কেউ-ক

পাপকর্ম করে নরকে নিমজ্জিত হয়, আবার কেউ-ক

পাপকর্ম করে নরকে নিমজ্জিত হয়, আবার কেউ-ক

ধর্মবিশ্বস্ত স্বর্গে মহিমাযিত হয়।

লোহঃ পিতৃনির্দেশঃ তু কিমর্থঃ নানুপালয়ে।

সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যং সত্যেন সমীকৃতম্ ॥ ১৬

‘আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং সত্য দ্বারাই সত্য রক্ষিত

হয়; অতএব, পিতার নির্দেশ আমি কেন পালন করব না?

নে লোভার মোহাদ্ বা ন চাঙ্গানাং তমোহমিতঃ।

সত্যং সত্যস্য জেহস্যামি গুরোঃ সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥ ১৭

‘গুরু (পিতার) কাছে সত্যবক্ষার প্রতিজ্ঞা করে

জেহ, মোহ বা অঙ্গানতাবশত তমোযুক্ত হয়ে সত্যের

সেই ভঙ্গ করব না।

সত্যশ্রবঃ সত্যশ্রবস্যাহিরচেতসঃ।

সত্যং ন পিতরঃ প্রতীচ্ছসীতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১৮

‘তুনেছি, অসত্যসন্ধ, সত্যচ্যুত, অস্থির চিত্ত

বিক্রান্ত হবা-কব্য দেবতারা এবং পিতৃপুরুষগণ,

কেই গ্রহণ করেন না।

সত্যশ্রবঃ সত্যং সত্যস্যাহিরচেতসঃ।

সত্যশ্রবঃ সত্যশ্রবস্যাহিরচেতসঃ ॥ ১৯

‘আত্মাভিমুখী হিতকারী এই সত্যকেই আমি ধ্রুব ধর্ম

বলে মনে করি। সত্যবক্ষার ভার বহনের জন্যই

সংপুরুষেরা জটাবল্লাদি ধারণ করেন বলেই তাঁরা

ঘটিনন্দনযোগ্য।

সত্যঃ ধর্মমহঃ তাক্যো হ্যধর্মঃ ধর্মসংহিতম্।

সত্যশ্রবঃ সত্যশ্রবস্যাহিরচেতসঃ ॥ ২০

‘নৃশংস, লুপ্ত, ক্ষুদ্র পাপকর্মযুক্ত অথচ ধর্মের ন্যায়

প্রতীয়মান ক্ষাত্রধর্মকে আমি অবশ্যই পরিত্যাগ করব।

কায়ম কুরুতে শাপং মনসা সম্প্রার্থ্য তৎ।

কন্যং জিহুয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম পাতকম্ ॥ ২১

‘মানুষ প্রথমে মনে মনে পাপ চিন্তা করে, পরে জিহ্বা

দ্বারা সেই পাপ উচ্চারণ করে এবং পরে শরীর দ্বারা সেই

পাপকার্য করে। এইভাবেই কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে

পাপতিন্যপ্রকার।

কর্মিঃ কীর্তির্যশো লক্ষ্মীঃ পুরুষঃ প্রার্থয়ন্তি হি।

সত্যং সমনুবর্তন্তে সত্যমেব ভজ্যেত ততঃ ॥ ২২

‘হুমি (রাজ্য), কীর্তি (খ্যাতি), যশঃ (শৌর্য) এবং

লক্ষী (বুদ্ধিসম্পদ) সত্যানিষ্ঠ ও বীর পুরুষকেই প্রার্থনা

করে; কারণ, এগুলি সত্যকেই অনুসরণ করে। তাই

সত্যকেই ভজনা (সেবা) করা উচিত।

প্রোঃ হানার্থমেব সাদ্ যদ্ ভাবনবর্ষ্য মাম্।

আহ যুক্তিকরৈবাকৈরিসং তদ্রং কুরুষ হ ॥ ২৩

‘আপনি যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আমাকে বললেন, “রাজ্য

পালনরূপ এই উচিত কার্য করো”; এই কাজ উত্তম মনে

হলেও, অন্যায় বলে মনে করি।

কথং হ্যহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ।

ভরতস্য করিষ্যামি বচো হিহা গুরোর্বচঃ ॥ ২৪

‘আমি গুরু (পিতার) কাছে বনবাসের প্রতিজ্ঞা

করে, এখন গুরুবাক্য উল্লঙ্ঘন করে, কীভাবে ভরতের

কথানুসারে এই অন্যায় কাজ করব?

হিরা ময়া প্রতিজ্ঞাত প্রতিজ্ঞা গুরুসমিধৌ।

প্রহস্তমানসা দেবী কৈকেয়ী চাভবৎ তদা ॥ ২৫

‘গুরু (পিতৃদেবের) সমীপে যখন আমি স্থিরচিন্তে

প্রতিজ্ঞা করি, তখন সেখানে উপস্থিত দেবী কৈকেয়ী অত্যন্ত

উল্লসিতা হয়েছিলেন।

বনবাসং বসন্তেব তুচির্নিয়তভোজনঃ।

মূলপুষ্পফলৈঃ পুদৈঃ পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্ ॥ ২৬

সমুদ্রপকবর্গোহহং লোকযাত্রাং প্রবাহয়ে।

অকুহঃ শ্রদ্ধাধানঃ সন্ কার্যকার্যবিচক্ষণঃ ॥ ২৭

‘বনবাসে থেকে নিয়ত পবিত্র ফল-মূল-পুষ্প

আহার ও পিতৃপুরুষদের তৃপ্তি বিধান এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের

তৃপ্তি বিধান করে লোকযাত্রা নির্বাহ করব এবং অকপট

শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যাকর্তব্য বিচক্ষণ হব।

কর্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্তব্যং কর্ম যচ্ছুভম্।

অগ্নির্বাযুশ্চ সোমশ্চ কর্মণাং ফলভাগিনঃ ॥ ২৮

‘(পৃথিবীরূপ) এই কর্মভূমিতে এসে (জন্মগ্রহণ

করে) শুভ কর্ম করা উচিত। কারণ, অগ্নি, বায়ু এবং

সোমদেব শুভ কর্ম করে ফলস্বরূপ স্বর্গে স্ব-স্ব পদ প্রাপ্ত

হয়েছেন।

শতং ক্রতুনামাক্রত্যা দেবরাট্ ত্রিবিধং পতঃ।

তপাঃসুখ্যাণি চাহায় দিবং প্রাপ্তা মহর্ষয়ঃ ॥ ২৯

‘শতযজ্ঞের ফলস্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য এবং

মহর্ষিগণ উগ্র তপস্যার ফলে দেবলোক লাভ করেছেন।’

অমৃষ্যামাং

পুনরুদ্যতেজা

নিশম্য

তদাস্তিকবাক্যাহেতুম্।

অথ্যব্রবীৎ

তং

নৃপতেকনৃজো

বিগর্হমাশো

বচনানি

তস্যা ॥ ৩০

উগ্রতেজাঃ রাজকুমার রাম জাবালির সেই

নাস্তিকতাপূর্ণ কথাগুলি শুনে, সহ্য করতে না পেরে, তাঁর



কথার নিন্দা কবে বললেন -

সত্যং চ ধর্মঃ চ পরাক্রমঃ চ

ভূতানুকম্পাঃ প্রিয়বাদিতাঃ চ।

বিজ্ঞান্দিদেবাতীর্থপূজনঃ চ

পহানমাহুদ্বিদিবসা সন্তঃ ॥ ৩১

‘সামুদ্রা বলে থাকেন - সত্য, ধর্ম, পরাক্রম, জীবদ্ভা (সেবা), প্রিয়বচন, দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথি পূজন - এইগুলিই স্বর্গে গমনের পথ।

তেনৈবমাজ্জায় যথাবদর্থ

মেকোদয়ঃ সন্ততিশদা বিপ্রাঃ।

ধর্মঃ চরন্তঃ সকলং যথাবৎ

কালকল্পি লোকগমমগ্রমস্তাঃ ॥ ৩২

‘তাই, অগ্রমস্ত ব্রাহ্মণগণ এই কথার যথার্থ অনুধাবন করে বিবিধ ধর্মাচরণ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন।

নিন্দামাহঃ কর্ম কৃতং পিতৃভৃদৃ

যন্তামগৃহাদৃ বিষমহুর্বুদ্ধিম্।

বুদ্ধ্যানয়েবংবিষয়া চরন্তঃ

সুনাস্তিকঃ ধর্মপথাদপেতম্ ॥ ৩৩

‘ধর্মভ্রষ্ট, নাস্তিক, বিকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন আপনাকে যে (আমাদের) পিতৃদেব যজ্ঞকর্ম নিযুক্ত করেছেন - তাঁর এই কর্মকে আমি নিন্দা করছি।

যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধ-

তথাগতঃ নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।

তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাঃ

স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ ॥ ৩৪

‘যেমন চোর, সেইরকম বুদ্ধ (বেদবিরোধী বৌদ্ধ-মতাবলম্বী) তথাগতকে নাস্তিক বলে জানবেন। সেইজন্য প্রজাদের মধ্যে যিনি যোগ্যতম, তিনি কখনও নাস্তিকের অভিমুখী হবেন না।

ভক্তো জনাঃ পূর্বতরে বিজান্চ

শুভানি কর্মণি বহুনি চক্রুঃ।

ছিত্রা সদেয়ং চ পরং চ লোকঃ

তস্মাদ্ধি বিজাঃ স্বত্তি কৃতং হতং চ ॥ ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবাবিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবাবিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

‘আপনার পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্যের

ইহলোকে ও পরলোকে সকলের কল্যাণকামনায়

ও কল্যাণকর্ম সম্পাদন করেছেন,

ধর্মে রতাঃ সৎপুরুষৈঃ সমেতা-

ক্লেজগিনো দানশুণপ্রধানাঃ

অহিংসকা দীতমলাশ্চ লোকে

ভবন্তি পূজ্যা মুনয়ঃ প্রশানাঃ ॥ ৩৬

‘ধর্মে রত, সজ্জনদের সঙ্গকর্তা, তেজস্বী, দানশীল, নির্মলচিত্ত, অহিংসক মুনিপ্রধানেরা সকলেরই পূজ্য’

ইতি ব্রহ্মন্তঃ বচনং সরোয়ঃ

রামঃ মহাস্থানমদীনগরম্।

উবাচ পথ্যং পুনরাস্তিকঃ চ

সত্যং বচঃ সানুনয়ঃ চ বিপ্রাঃ ॥ ৩৭

স্বভাবে দীনতারহিত মহাত্মা রাম সরোয়ে এত

কথা বললে, ব্রাহ্মণ জাবালি আবার সবিনয়ে হিতবাক্য

আস্তিক্যপূর্ণ বাক্যে বললেন -

ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রহ্মীমাহঃ

ন নাস্তিকোহহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন।

সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোহভবঃ

ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ ॥ ৩৮

‘হে রঘুবর ! আমি নাস্তিক নই ; পরলোক হয়

নেই ; এইরকম নাস্তিকতাপূর্ণ কথাও বলি

সময়বিশেষে এবং প্রয়োজনবোধে কখনও নাস্তিক হয়

কখনও আস্তিক হই।

স চাপি কালোহয়মুপাগতঃ শনৈঃ

যথা ময়া নাস্তিকবাণ্ডীরিয়া।

নিবর্তনার্থং তব রাম কারণাৎ

প্রসাদনার্থং চ মমৈতদীরিতম্ ॥ ৩৯

‘এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে, আমি

ধীরে নাস্তিকতাপূর্ণ কথা বলতে বাধ্য

তোমাকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করে অযোধ্যায় ফিরিয়ে

নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমি ওইরকম নাস্তিকতাপূর্ণ

বলেছিলাম।’

সৃষ্টির পর

রামঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ

জাবালিঃ  
জাবালিঃ  
জাবালিঃ



## দশাধিকশততম সর্গ (১১০)

সৃষ্টির পরম্পরার সঙ্গে ইক্ষ্বাকুকুলের পরম্পরার মিল আছে বলেই জ্যেষ্ঠের ঘারাই রাজ্য  
গ্রহণীয় প্রতিপাদন করে শ্রীরামের প্রতি বিশিষ্টদেবের উপদেশ

রামঃ তু বসিষ্ঠঃ প্রভাবাচ হ।  
জানিষ্যি জ্ঞানীতে লোকসাম্য গতাগতিম্॥ ১

বসিষ্ঠঃ প্রতি ক্রুদ্ধ শ্রীরামকে বিশিষ্টদেব  
জ্ঞান - 'জ্যোতিঃ এই সংসারের গতাগতির (জন্ম  
মৃত্যু) জ্ঞানেন : অতএব জ্যোতিঃ নাস্তিক নন।

বৈবিক্যমন্ত্র ঙ্গামেতদ্ বাক্যমবধীৎ।  
নো লোকসমুৎপত্তিঃ লোকনাথ নিবোধ মে॥ ২

সেইমতে বনবাস থেকে নিবৃত্ত হবার জন্যই তিনি  
কৃষ্ণ কথ্য বলেছেন। হে লোকনাথ ! জগতের উৎপত্তির  
কারণ আমার কাছে শোনো।

সঃ সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা।

সঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ংভূর্দৈবতৈঃ সহ॥ ৩

পূর্বে সব জলময় ছিল ; তার মধ্যেই পৃথিবীর নির্মাণ  
হল। তারপর দেবগণের সঙ্গে স্বয়ংভূ ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন।

বরাহস্ততো ভূদ্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্।

সুভ্রত জগৎ সর্বং সহ পুত্রৈঃ কৃত্যস্ততিঃ॥ ৪

অতঃপর তিনি "বরাহ" রূপ ধারণ করে  
জলসাগরে নিমজ্জিত বসুন্ধরাকে উদ্ধার করে কর্মকুশল  
পুত্রের সঙ্গে সমগ্র জগৎসৃষ্টি করলেন।

ব্রহ্মশপ্রভবো ব্রহ্মা শাস্বতো নিত্য অবায়ঃ।

ব্রহ্মারীচিঃ সজ্জজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ॥ ৫

'আকাশস্বরূপ (পরব্রহ্ম পরমাত্মা) থেকে সৃষ্টি  
হলেন শাস্বত-নিত্য-অবায় ব্রহ্মা ; ব্রহ্মা থেকে জন্ম নিলেন  
মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ।

বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জক্শে মনুবৈবস্বতঃ স্বয়ম্।

স হু প্রজাপতিঃ পূর্বমিত্বাকুল্য মনোঃ সুতঃ॥ ৬

'কশ্যপ থেকে বিবস্বান এবং বিবস্বান থেকে স্বয়ং  
জন্মালেন। এই বৈবস্বত মনুই হলে প্রথম প্রজাপতি এই  
প্রজাপতি মনুর পুত্র হলেন ইক্ষ্বাকু।

সস্যঃ প্রথমঃ দত্তা সমৃদ্ধা মনুনা মম্বী।

ঐক্ষ্বাকুময়োধ্যায়াঃ রাজানঃ বিজি পূর্বকম্॥ ৭

যাকে মনু প্রথম এই সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী দান  
করেন, সেই ইক্ষ্বাকুকেই অযোধ্যার প্রথম রাজা বলে

জানবে।

ইক্ষ্বাকুকোষ্য সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিতোব নিশ্রুতঃ।

কুক্ষেরথাঙ্গাজো দীরো নিকুক্ষিরদপদ্যত॥ ৮

'ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান "কুক্ষি" নামে ব্যাত। কুক্ষি  
থেকে জন্মালেন "নিকুক্ষি" নামে বীরপুত্র।

নিকুক্ষেষ্ট মহাতেজাঃ বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্।

বাণস্য চ মহাবাহুরনরণ্যো মহাতপাঃ॥ ৯

'নিকুক্ষির পুত্র মহাতেজসী প্রতাপশালী বাণ। বাণের  
পুত্র মহাবীর ও মহাতপসী অনরণ্য।

নানাবৃষ্টির্বভূবাশ্মিন্ ন দুর্ভিক্ষঃ সত্যং বরে।

অনরণ্যো মহারাজে তদ্বরো বাপি কশ্চন॥ ১০

'সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহারাজ অনরণ্যের রাজ্যে ছিল না  
অনাবৃষ্টি, ছিল না দুর্ভিক্ষ। তাঁর রাজ্যে কোনও চোর ছিল  
না।

অনরণ্যায়মহারাজ পৃথু রাজা বভূব হ।

তস্মাৎ পৃথোর্মহাতেজাশ্রিশঙ্কুরদপদ্যত॥ ১১

'অনরণ্য থেকে মহারাজ পৃথু, এবং পৃথু থেকে  
মহাতেজসী শ্রিশঙ্কুর জন্ম।

স সত্যবচনাদ্ বীরঃ সশরীরো দ্বিবং গতঃ।

ত্রিশঙ্কোরভবৎ সুনুর্ধুমারো মহাযশাঃ॥ ১২

'সেই বীর ত্রিশঙ্কু সত্যবাদিতা হেতু সশরীরে স্বর্গে  
গিয়েছিলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশা ধুমুমার।

ধুমুমারায়মহাতেজা যুবনাশ্বো ব্যজ্যয়ন্ত।

যুবনাশ্বসুতঃ শ্রীমান্ মাক্ষাতা সমশদ্যত॥ ১৩

'ধুমুমার থেকে মহাতেজসী যুবনাশ্বের এবং যুবনাশ্ব  
থেকে শ্রীমান মাক্ষাতার জন্ম।

মাক্ষাতুস্ত মহাতেজাঃ সুসন্ধিরদপদ্যত।

সুসংখেরশি পুত্রো বৌ ঋবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ॥ ১৪

'মাক্ষাতা থেকে মহাতেজাঃ সুসন্ধি জন্মগ্রহণ করেন।  
সুসন্ধির দুই পুত্র—ঋবসন্ধি এবং প্রসেনজিৎ।

যশস্বী ঋবসন্ধেষ্ট ভরতো রিশুসুদনঃ।

ভরতাৎ তু মহাবাহোরসিতো নাম জায়ত॥ ১৫

'ঋবসন্ধি থেকে জন্মালেন শত্রুদলন যশস্বী ভরত।

তবত থেকে মহাবীর আসিত অশ্রুস্রবণ করেন। মহাবীর  
যশস্বী এই তরুণের নামানুসারেই এই দেশের নাম হই  
ভাবতবর্ষ।

যজ্ঞোত্তে প্রতিরাজান উদগাদ্য শত্রবঃ।  
হৈহয়াজালজল্যাক্ত শূরাক্ত শশবিন্দবঃ॥ ১৬  
‘যীর (মহাবীর অসিতের) প্রতিপক্ষ রাজা রাণে  
উৎপন্ন হয়েছিলেন বীর হৈহয়, জালজল্য এবং  
শশবিন্দুরা।

জায়ে সর্বান্ প্রতিবৃদ্ধা যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।  
স চ শৈলবরে রমো বভূবাজিরজো মুনিঃ॥ ১৭  
‘ভাঁদের (সেই প্রতিপক্ষ রাজাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে  
যুঁহ রচনা করেন রাজা অসিত পরাজিত হয়ে গিরিশ্রেষ্ঠ  
হিমালয়ে পলায়ন করেন এবং মুনিজবে তপস্যায় নিমগ্ন  
হন।

যে চাসা ভার্ধে গর্ভিনৌ বভূবতুরিতি ক্রতিঃ।  
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবঃ সেববর্চসম্॥ ১৮  
ববদে পদ্মপত্রাকী কালিন্দী পুত্রমুত্তমম্।  
একা গর্ভবিনাশায় সপত্ন্যা গরলং দদৌ॥ ১৯

‘তার (রাজা অসিতের) দুই পত্নী গর্ভবতী ছিলেন।  
ভাঁদের মধ্যে পদ্মপলাশনয়না সৌভাগ্যবতী একজন উত্তম  
পুত্রের কামনায় ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবনের কাছে প্রার্থনা  
করেছিলেন; অপর জন সপত্নীর গর্ভ বিনাশের জন্য তাঁকে  
গরল (বিষ) দিয়েছিলেন।

ভার্গবস্ত্যাবনো নাম হিমবতমুপাশ্রিতঃ।  
তমুখিঃ সাত্ত্বপাশয়া কালিন্দী ত্বভাবদয়ঃ॥ ২০  
‘ভৃগুপুত্র চ্যবন তখন হিমালয়ে বাস করছিলেন।  
কালিন্দী (অসিতের অন্যতম পত্নী) সেই ঋষির কাছে গিয়ে  
প্রণাম করলেন।

স তামভবদং প্রীতো বরেন্জুঃ পুত্রজন্মনি।  
পুত্রস্তে ভবিতা দেবি মহাত্মা লোকবিশ্রুতঃ॥ ২১  
ধার্মিক্ত সুভীমক্ত বংশকর্তারিসূদনঃ।

‘প্রীত হয়ে ঋষি চ্যবন পুত্রজন্ম বিষয়ে বরলাভেচ্ছু  
রাজপত্নী কালিন্দীকে বললেন—‘দেবি! তুমি বংশরক্ষক  
মহাত্মা, লোকবিশ্রুত, ধার্মিক এবং শত্রুদমনকারী বীর পুত্র  
লাভ করবে।’

কৃত্বা প্রদক্ষিণঃ কৃত্বা মুনিং তমনুমান্য চ॥ ২২  
পদ্মপত্রসমানাকং পদ্মগর্ভসমপ্রভম্।

১৩ সা গৃহমাগম্য পত্নী পুত্রমভ্যরক্তঃ॥ ২৩  
‘সেই শান্তিবাণী শ্রবণ করে গাণী কালিন্দী মুখের  
গদাধার ও সন্মান প্রদর্শন করে, গৃহে এসে পদ্মগর্ভের  
বিশিষ্ট গাঢ়বর্ণ ও পদ্মপলাশনয়ন এক পুত্রের জন্ম নিলেন।  
সপত্ন্যা তু গরলসৌ দত্তো গর্ভজিন্যাসো।  
গরেন সহ ভৈমৈব তস্মাৎ স সগরোহভবৎ॥ ২৪  
‘কালিন্দীর গর্ভকে বিনাশের জন্য সপত্নী প্রদত্ত গরল  
(বিষ) সঙ্গে নিয়েই এই সন্তানের জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম হল  
‘সগর’।

স রাজা সগরো নাম যঃ সমুদ্রমথানরঃ।  
ইষ্টা পর্বণি বেগেন ভ্রাসমান ইমাঃ প্রজাঃ॥ ২৫  
‘রাজা সগর যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে প্রজাদের উদ্দেশ্যে  
সৃষ্টিকারী স্রীম পুত্রদের দ্বারা পর্বোপলব্ধো সমুদ্র মন  
করিয়েছিলেন (সগরের নামানুসারেই সমুদ্রকে ‘সাগর’  
বলা হয়)

অসমঞ্জস্ত পুত্রোহভূৎ সগরসোতি নঃ ক্রতম্।  
জীবন্তেব স পিত্রা তু নিরন্তঃ পাপকর্মকৃৎ ২৬  
‘আমরা শুনেছি, সগরের অসমঞ্জ নামে এক পুত্র  
ছিল। পাপকর্ম করার জন্য জীবিত-থাকাকালেই সগর তাকে  
জাগ করেছিলেন।

অংশুমানসি পুত্রোহভূদসমঞ্জস্য বীর্যবান্।  
দিলীপোহংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ২৭

‘অসমঞ্জের পুত্র ছিলেন বীর্যবান অংশুমান।  
অংশুমানের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ।  
ভগীরথঃ ককুৎস্থস্ত কাকুৎস্থা যেন তু শূতাঃ।  
ককুৎস্থস্য তু পুত্রোহভূদ্ রঘুর্যেন তু রাঘবঃ॥ ২৮  
‘ভগীরথ থেকে ককুৎস্থের জন্ম। তাঁর (কাকুৎস্থের)  
বংশধর কাকুৎস্থ নামে খ্যাত। ককুৎস্থের পুত্র রঘু, যেন  
তাঁর বংশধর রাঘব নামে খ্যাত।

রঘোস্ত পুত্রভেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ।  
কশ্যাপাদঃ সৌদাস ইত্যেবং প্রথিতো কুবিঃ॥ ২৯  
‘রঘুর ভেজস্বী পুত্র পৃথিবীতে সৌদাস হয়ে  
পরিচিত। বড় হয়ে তিনি অতিশাপবশত কশ্যাপ  
(পাদোপরি শাপজল পতিত হওয়ায় দক্ষ পাদ বা কশ্যাপন্য)  
এবং নরভোজী রাক্ষস হয়েছিলেন।

কশ্যাপাদপুত্রোহভূচ্ছবদ্বিতি নঃ ক্রতম্।  
যন্ত বীর্যমাসাদ্য সহসৈন্যো বানীনশঃ॥ ৩০



যামরা শুনোই, কন্যাপাশের বীরপুত্র শঙ্কর মুখে  
পাশের প্রদর্শন করেও সৈন্যেরা ধবংসপাত্ত ভয়।

শঙ্কর হু পুরোহিত্যেরা শ্রীমান সুদর্শনঃ।

শঙ্করসাদিবর্গঃ অগ্নিবর্গসঃ শীঘ্রগঃ ॥ ৩১

শঙ্করের পুত্র ছিলেন বীর শ্রীমান সুদর্শনঃ।

শঙ্করের পুত্র আগ্নিবর্গ এবং আগ্নিবর্গের পুত্র শীঘ্রগঃ।

শ্রীমদা মকঃ পুরোহিত্যঃ পুত্রঃ প্রতাপনঃ।

প্রতাপনঃ পুরোহিত্যদ্বন্দ্বীর্যো মহামতিঃ ॥ ৩২

শীঘ্রগ এর পুত্র মকঃ মকর পুত্র প্রতাপনঃ প্রতাপনঃ

এর পুত্র ছিলেন মহামতি অশ্বরীষঃ।

অশ্বরীষা পুরোহিত্যদ্বন্দ্বঃ সত্যব্রজমঃ।

অশ্বরীষ চ নাভাগঃ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ৩৩

অশ্বরীষের পুত্র ছিলেন সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমী নহমঃ।

নহমর পুত্র ছিলেন পরম ধার্মিক নাভাগঃ।

নহম সুব্রতশ্চৈব নাভাগস্য সুতাবুজৌ।

নহম চৈব ধর্মাত্মা রাজা দশরথঃ সুতঃ ॥ ৩৪

নহম জ্যেষ্ঠোহসি দাম্যাদো রাম ইত্যভিবিদ্রুতঃ।

তদ পুত্রান স্বকঃ রাজ্যমবেক্ষ্য জগম্প ॥ ৩৫

নাভাগ-এর দুই পুত্র—অজ্ঞ এবং সুব্রত। অজ্ঞ-এর

পুত্র দর্শন্য দশরথ। তাঁরই (দশরথের) জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি,

“রাম” নামে সর্বত্র প্যাত। তাই, হে বিশ্বপালক, তুমি

নিজের রাজ্যভার গ্রহণ করে পালন করো।

ইত্থাক্ষণং হি সর্বেনাং রাজা ভবতি পূর্বজঃ।

পূর্বজে নানরঃ পুরো জ্যেষ্ঠো রাজাভিযিচ্যতে ॥ ৩৬

‘তথ্যাক্ষণং জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজা হয়ে থাকেন। জ্যেষ্ঠ

বর্তমানে কনিয়ান বা কনিষ্ঠ রাজ্যভার গ্রহণ করেন না।

জ্যেষ্ঠই রাজ্যে অভিযুক্ত হন।

স রাজ্যনাথঃ কুলধর্মমাশ্রয়ঃ

সনাতনঃ নাদ্য বিহস্তমহসি।

প্রভূতরক্ষামনুশাধি মেদিনীঃ

প্রভূতরাষ্ট্রাং পিতৃঃকন্যহাযশঃ ॥ ৩৭

‘সেই রঘুবংশীরদের স্বীয় সনাতন কুলধর্ম তুমি নষ্ট

করতে পারো না। তোমার মহাবংশী পিতার মতো তুমি প্রভূত

রত্নশালিনী বিশাল রাষ্ট্রযুক্ত এই পৃথিবীকে শাসন করো।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

### একাদশাধিকশততম সর্গ (১১১)

রাজ্য গ্রহণের জন্য রামের প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠের আজ্ঞা, পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প রামের

রাজ্য প্রত্যাখ্যান। অনশনব্রতে উদ্যোগী ভরতের শ্রীরামের নির্দেশে প্রতিনিবৃত্তি ও

বনবাসের সংকল্প। ভরতের প্রতি শ্রীরামের উপদেশ

বশিষ্ঠঃ স তদা রামমুখ্য রাজপুরোহিতঃ।

অত্রীদ ধর্মসংযুক্তঃ পুনরেনাপরং বচঃ ॥ ১

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে এইভাবে

পুরোক্ত কথা বলে, পুনরায় ধর্মসংযুক্ত অন্য কথা বলতে

লাগলেন।

পুণ্যসোহ জাতস্য ভবতি গুরবঃ সদা।

জ্যেষ্ঠশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ রাজব ॥ ২

‘হে রঘুনন্দন! এই পৃথিবীতে জন্মাবার পর মানুষের

তিনজন গুরু হন। হে কাকুৎস্থকুলনন্দন! তাঁরা

হলেন—আচার্য, পিতা এবং মাতা।

পিতা ছেনঃ জনয়তি পুরুষঃ পুরুষর্ষভ।

প্রজ্ঞাঃ দদাতি চাচার্যদ্বন্দ্বাৎ স গুরুকচ্যতে ॥ ৩

‘হে পুরুষপ্রবর! পিতা মানুষের দৈহিক জন্মদান

করেন তাই তিনি গুরু; আর আচার্য জ্ঞানদান করেন,

সেইজন্য তিনিও গুরু বলে কথিত হন।

স তেহহঃ পিতৃরাচার্যশ্চৈব পরম্পর।



মম হুং বচনং কুব্জং মাতিবর্তেঃ সত্যং গতিম্ ॥ ৪  
 'হে শ্রদ্ধাপকারিণ! আমি তোমার পিতার আচার্য,  
 এবং তোমারও, অতএব আমার কথানুসারে কাজ করলে,  
 তুমি সংপথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

ইমা হি ত্রে পরিষদো জাতয়ন্ত মনাজ্ঞা।  
 এহু তাত চরন্ বর্মং মাতিবর্তেঃ সত্যং গতিম্ ॥ ৫  
 'বৎস! এখানে ঘোড়া উপাঙ্কিত আছেন, তাঁদের মধ্যে  
 কেউ কেউ তোমার সভাসদ, কেউ কেউ তোমার জ্ঞাত বা  
 কেউ কেউ তোমার সামন্ত রাজা। এঁদের অনুবোধ অনুসারে  
 বর্মাক্রমণ করলে তুমি সংপথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

বৃদ্ধায়া বর্মশীলার্যা মাতৃমার্ষসাবতিতুম্।  
 অস্যা হি বচনং কুব্জং মাতিবর্তেঃ সত্যং গতিম্ ॥ ৬  
 'বর্মশীলা বৃদ্ধা মাতার বাক্য উল্লঙ্ঘন করা তোমার  
 উচিত হবে না। এঁর আজ্ঞা শালন করলে সংপুরুষের পথ  
 থেকে তুমি বিচ্যুতও হবে না।

ভরতস্যা বচঃ কুব্জং যাতমানস্য রাঘব।  
 আস্থানং মাতিবর্তেঃ সত্যবর্মশরাক্রম ॥ ৭

'সত্যবর্ম পরাক্রমিণ! ভরতের প্রার্থনা  
 পূরণ করলে তুমি সত্যপ্রসিদ্ধ হবে না।'

এবং মধুরমুক্তঃ স গুরুশা রাঘবঃ স্বয়ম্।  
 প্রত্নাচ সমাসীনঃ বসিষ্ঠঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৮

গুরু বশিষ্ঠদেব এইসকল মধুর বাক্য বলে উপবেশন  
 করলে, রঘুকুলনন্দন, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম নিজেই তাঁকে  
 প্রত্যন্তরে বললেন—

যদ্যতাপিতরৌ বৃত্তং তনয়ে কুরুতঃ সদা।  
 ন সুপ্রতিকরং তৎ তু মাতা পিতা চ যৎ কৃতম্ ॥ ৯  
 যথাশক্তিপ্রদানেন স্বাশনোচ্ছাদনে চ।  
 নিত্যং চ প্রিয়বাদেন তথা সংবর্ষনে চ ॥ ১০

'যথাশক্তি খাদ্য-পানীয় দিয়ে, উত্তম শয্যায় শয়ন  
 করিয়ে, সর্বদা মিষ্টবাক্য বলে পিতা-মাতা সন্তানকে  
 পরিবর্ষিত করে যে উপকার করেন, তাঁদের সেই ঋণ  
 কোনও ভাবেই পরিশোধ করা যায় না।

স হি রাজা দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম।  
 আজ্ঞাপয়ন্ত্যঃ যৎ তস্য ন তদ্বিধ্যা ভবিষ্যতি ॥ ১১

'অতএব আমার জনক রাজা দশরথ আমাকে যে  
 আদেশ করেছেন, তা কখনও মিথ্যা হবে না।'

এবমুক্ত্বা রামেন ভরতঃ প্রতানন্তরম্।

উবাচ বিপুলোত্তরঃ সূক্তঃ শ্রীমদ্ভাগবতঃ ॥ ১২  
 রাম এই কথা বললে, বিশালবাক্য 'ভাগবত' শ্রী  
 ভগবানের শ্রীমদ্ভাগবত কাণ্ডের সপ্তম বললেন।

ইহ তু হৃদিশে শীঘ্রং কুশানারির সারথে।  
 অর্থাৎ প্রত্নাশবেক্যামি দানন্তো সংসীদীদ্রিঃ ॥ ১৩  
 বিন্যাসারো বিন্যাসোকে গলহীনো মলা বিজা  
 শয়ো পুরজ্ঞানালার্যঃ যারগ্যঃ প্রতিধাসক্তিঃ ॥ ১৪

'সারথে! এই যজ্ঞস্থলে আপনি কুশ বিদ্রিষ্টে দি  
 আর্ষ (দান্য) গতশ্রম না আমান পাতি প্রমা তয়ে অতো  
 পত্যাগুত হতোন, ততশ্রম আমি তাঁর সামনে অতঃপ  
 মুদিত নমনে ঘনতীন-একশের মতো যজ্ঞশালান পুরোজ  
 পায়োপবেশন করে আত্মীর্ষ কুশোপরি শাযিত থাকব।'  
 স তু রামমবেক্ষ্যঃ সূতরঃ শ্রেষ্ঠা দুর্মদাঃ।  
 কুশোত্তরমুশাহায়া তুমাণেনাহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫

সূতরকে শ্রীরামের ইন্দ্রিতের অপেক্ষায় বাক্য  
 দেখে, দুঃখিত ভরত নিজেই ভূমিতে কুশ আত্মীর্ষ করে  
 উপরে অবস্থান করতে লাগলেন।

তমুবাচ মহাতেজা রামো রাজর্ষিসবমঃ।

কিং মাং ভরত কুর্বাণঃ তাত প্রত্নাশবেক্যসো ॥ ১৬

তখন, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাতেজাঃ রাম, ভরত  
 বললেন, 'বৎস ভরত! আমি এমন কী কবেছি যে, তুমি  
 প্রায়োপবেশন করছ?'

ব্রাহ্মশো হোতপার্শ্বেন নরান্ রোক্ষুমিহাতি  
 ন তু মূর্খাভিষিক্তানাং বিবিধঃ প্রত্নাশবেশনে ॥ ১৭

'ব্রাহ্মণই মানুষের অন্যায় রোধ করার জন্য এই  
 পার্শ্ব শয়ন করে (এক কাতে শুয়ে) প্রায়োপবেশন করে  
 পারেন; কিন্তু রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের জন্য এই  
 বিধান নেই।

উত্তিষ্ঠ নরশার্পূল হিহৈতন্ দারুণং ব্রতম্।  
 পুরবর্ষামিতঃ ক্ষিপ্ৰমযোধ্যাঃ যাহি রাঘব ॥ ১৮

'অতএব, হে নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! এই কঠোর ব্রত  
 ত্যাগ করে উঠে পড়ো এবং শীঘ্র পুরীশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় ফের  
 করো।'

আসীনস্তেব ভরতঃ পৌরজানপদং জনম্।

উবাচ সর্বতঃ শ্রেষ্ঠা কিমার্যঃ নানুশাসন ॥ ১৯

আত্মীর্ষ কুশোপরি উপবিষ্ট অবস্থাতেই ভরত  
 চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলের

জানেন, 'তোমরাও কেন দাদাকে বোঝাচ্ছ না ?'  
তবে জন্মদুর্মহাশয়ঃ শৌরজানপদা জনাঃ।

কুব্জমজ্জিমীমঃ সমাপ্ বদতি রাঘবঃ॥ ২০

নগরবাসী ও জনপদবাসী জনমণ্ডলী মহাত্মা ভরতের

স্বদেশে বললেন — 'আমরা জানি, রঘুকুলজিতক ভরত

কুব্জ রামচন্দ্রকে যথার্থই বলেছেন।

এযেহি হি মহাভাগঃ পিতৃবচসি তিষ্ঠতি।

এত এব ন শক্তাঃ স্মো ব্যাবর্তয়িতুমঙ্গসা॥ ২১

'অপরপক্ষে মহাত্মা রামচন্দ্রও পিতৃ-আজ্ঞা পালনে

কুহু হয় আছেন, তাই তাঁকে আমরা নিবৃত্ত করতে পারছি

না।'

তেনামায় বচনঃ রামো বচনমব্রবীৎ।

এব নিবোধ বচনঃ সুহৃদাঃ ধর্মচক্ষুষাম্॥ ২২

জনপদবাসীদের কথা অনুমোদন করে রাম ভরতকে

জ্ঞানেন, 'ধর্মদর্শী সুহৃদবর্গের কথা শোনো।

এইচবোভয়ঃ শ্রদ্ধা সমাক্ সম্পশ্য রাঘব।

ইতি হুঃ মহাবাহো মাং চ স্পৃশ তথোদকম্॥ ২৩

'হে রঘুনন্দন ! এঁদের ও আমার উভয়ের কথা শুনে

জাগ্রতবে বিচার করো। হে বীর ! ওঠো, এবং আমাকে

ওজলকে স্পর্শ করো। (রাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাই গুরুজন

এবং জল সব কিছু পবিত্র করে। তাই এতদুভয়ের স্পর্শে

মনসিক ও শারীরিক পবিত্রতা সূচিত হয়।)'

অথোথায় জলং স্পৃষ্টা ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।

যুগ্ম মে পরিষদো মন্ত্রিণঃ শৃণুযুগ্মথা॥ ২৪

যাচে পিতরং রাজ্যং নানুশাসামি মাতরম্।

এবঃ পরমধর্মজ্ঞং নানুজানামি রাঘবম্॥ ২৫

ভরত তখন উঠে জল (এবং রামচন্দ্রকে) স্পর্শ করে

বললেন — 'হে সভাসদগণ, মন্ত্রিগণ (তথা সর্বশ্রেণীর

জনগণ) শুনুন, আমি রাজ্যের জন্য পিতার নিকট প্রার্থনা

করিনি, মাকেও অনুরোধ কিনি এবং ধর্মজ্ঞ (আর্য দাদা)

রামচন্দ্রেরও বনবাসে সম্মতি দিইনি।

যদি স্বপন্যঃ বদন্ত্যঃ কর্তব্যং চ পিতৃবচঃ।

অন্যেষ নিবৎস্যামি চতুর্দশ বনে সমাঃ॥ ২৬

'কিন্তু যদি পিতৃবাক্যবক্ষার্থে বনে বাস করতাই হয়,

তবে আমিই চৌদ্দ বছর বনে বাস করব।'

সর্গাক্ষা তস্য সন্তোন ভ্রাতৃর্নাকোন বিম্বিতঃ।

উবাচ রামঃ সন্তোক্তা শৌরজানপদঃ জনম্॥ ২৭

ধর্মাত্মা রাম ভ্রাতার এই সত্যবাক্যে বিম্বিত হয়ে

পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলের দিকে তাকিয়ে

বললেন:

বিক্রীতমাবিতং ক্রীতং নং পিত্রা জীবতা মম।

ন তল্লোপায়িতুং শক্যং ময়া বা ভরতেন বা॥ ২৮

'পিতা তাঁর জীবিতাবস্থায় যা কিছু বিক্রয় করে গেছেন

বা যা কিছু ক্রয় করেছেন বা রক্ষা করে গেছেন, তা ভরত

বা আমি কেউই লোপ করতে বা পরিবর্তন করতে পারব

না।

উপাধিন ময়া কার্যো বনবাসে জুগলিতঃ।

যুক্তমুস্তং চ কৈকেয়া পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্॥ ২৯

'আমার এই বনবাস ব্যাপারে আমি কাউকে

প্রতিনিধি করে নিন্দাভাজন হতে চাই না। কৈকেয়ী যথার্থই

বলেছেন এবং পিতাও যথার্থ কাজই করেছেন।

জানামি ভরতং দ্বাষ্টং গুরুসংকারকরিণম্।

সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসঙ্কে মহাত্মনি॥ ৩০

'আমি জানি, ভরত ক্ষমশীল এবং গুরুজনে

সংকার প্রবণ। সত্যসঙ্গ মহাত্মা ভরতের দ্বারা সবই

কল্যাণময় হবে।

অনেন ধর্মশীলেন বনাৎ প্রত্যাগতঃ পুনঃ।

ভ্রাতা সহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পরিরুদ্ধমঃ॥ ৩১

'নির্দিষ্টকাল শেষে বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত হয়ে,

ধর্মশীল ভ্রাতার (তথা ভ্রাতাদের) সাহায্যে আমি পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ রাজা হব।

বৃত্তো রাজ্য হি কৈকেয়া ময়া তবচনং কৃতম্।

অনৃত্যোচয়ামেন পিতরং তং মহীপতিম্॥ ৩২

'কৈকেয়ী রাজার কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন আর

আমি তাঁর (সত্য) বচন রক্ষা করছি। আমাদের পিতা

রাজাকে তুমিও অসত্য থেকে মুক্ত করো।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১১ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥



## ষাদশাধিকশততম সর্গ (১১২)

রাবণবধকামী ঋষিদের শ্রীরামের নির্দেশ পালানের জন্য ভরতের প্রতি উপদেশ, রাজপ্রহরের জন্য  
রামের প্রতি ভরতের পুনরায় প্রার্থনা। ভরতের প্রতি শ্রীরামের আশ্রাস ও  
তার প্রাৰ্থনানুসারে নিজ পাদুকাপ্রদান

তমপ্রতিমভোজ্যভ্যাং ভ্রাতৃত্বভ্যাং রোমহর্ষণম্।

বিস্মিতাঃ সঙ্গমঃ প্রেক্ষা সমুপেতা মহর্ষণাঃ ॥ ১

অপ্রতিম তেজস্বী ভ্রাতৃত্বভয়ের (রাম ভবতের) সেই  
মিলনদৃশ্য দেখে সমাগত মহর্ষিরা আনন্দে বোমঝাঙিত ও  
বিস্মিত হলেন।

অন্তহিতা মুনিগণাঃ হিতাক্ষ পরমর্ষণাঃ।

তৌ ভ্রাতরৌ মহাত্মৌ কাকুৎস্থৌ প্রশংসিতৌ ॥ ২

অন্তবীক্ষে অদৃশ্যভাবে অবাহিত মুনিগণ এবং  
অবহিত ঋষিগণ মহাজ্ঞানবান কাকুৎস্থবংশীয় ভ্রাতৃত্বভয়ের  
প্রশংসা করে বলতে লাগলেন—

সদাযৌ রাজপুত্রৌ যৌ ধর্মজৌ ধর্মবিক্রমৌ।

শ্রদ্ধা বরং হি সন্ধ্যামুভয়োঃ স্পৃহ্যামহে ॥ ৩

‘এই রাজপুত্র দুজন শ্রেষ্ঠ ধর্মজ ও ধর্মপথগামী।  
এঁদের দুজনের ধার্মিকতাপূর্ণ কথাবার্তা শ্রবণ করে বারবার  
শুনতে ইচ্ছা করছি।’

ভক্তবৃন্দাঃ কিপ্রং দশদ্রীববৈশিষ্যঃ।

ভরতঃ রাজশার্দূলমিত্যুচুঃ সঙ্গতা বচঃ ॥ ৪

অতঃপর দশানন রাবণের বধের অভিলষী ঋষিগণ  
সঙ্গর মিলিত হয়ে রাজশ্রেষ্ঠ ভরতকে এই সমুচিত কথাগুলি  
বললেন—

কুলে জাত মহাপ্রাজ মহাবৃত্ত মহাযশঃ।

গ্রাহ্যঃ রামস্য বাক্যং তে পিতরং যদাবেক্ষসে ॥ ৫

‘হে মহাচরিত্র, মহাযশস্বিন ভরত ! তুমি  
সদ্বংশজাত ও মহাপ্রাজ। যদি তুমি পিতার স্বর্গাতি কামনা  
করে থাকো, তবে শ্রীরামের নির্দেশ তোমার স্বীকার করে  
নেওয়াই উচিত।

সদানুপমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতৃঃ।

অনুশ্রদ্ধাচ্চ কৈকেয়াঃ স্বর্গং দশরথো গতাঃ ॥ ৬

‘যেমন কৈকেয়ীর কাছে ঋণমুক্ত হয়ে রাজা দশরথ  
স্বর্গে গেছেন, তদ্রূপ রামও পিতার কাছে অঞ্চলী হোন

আমরা সর্বদাই তা কামনা করি।’

এতাবদুত্থা বচনং গঙ্গাবীঃ সমর্ষণাঃ।

রাজর্গম্যৈশ্চন তথা সর্বৈ স্বাং স্বাং গতিং গতাঃ ॥ ৭

এই পর্গস্ত বলে মহর্ষিদের সঙ্গে গঙ্গাবর্তীরা  
যাত্রাচার্য ও সকলে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

দ্ব্যমিতত্ত্বেন বাকেন শুশ্রুতে শুভদর্শন।

রামঃ সংজটবদনস্তানুদীনভাপুংসঃ ॥ ৮

পূণ্যদর্শন রাম ঋষিদের সেই কথায় আনন্দিত হয়ে  
এবং প্রফুল্ল চিত্তে সেই ঋষিদের পূজা করলেন।

ত্রস্তগাত্রস্ত ভরতঃ স বাচা সঙ্কমান্য।

কৃতাজ্জলিরিদং বাক্যং রাঘবঃ পুনরবী ॥ ৯

তখন কম্পিতকলেবর ভরত কৃতাজ্জলিপুটে স্বলি  
বাক্যে রাঘবদন রামকে আবার বললেন—

রাম ধর্মমিমং প্রেক্ষা কুলধর্মনিঃসঙ্গম্।

কর্তুমহিসি কাকুৎস্থ মম মাতৃশ্চ যাচনাম্ ॥ ১০

‘কাকুৎস্থকুলভূষণ রাম ! আমাদের চিরকুল কুল  
এবং আমার জননীর প্রার্থনা সম্যক বিচার করে আলি  
কাজ করুন।

রক্ষিতুং সুমহদ্ রাজ্যমহমেকস্ত নোৎসহে।

পৌরজানপদাংচাপি রক্তান্ রঞ্জমিতুং তস্য ॥ ১১

‘এই সুমহান রাজ্য এবং রাজানুরক্ত পুরবাসী ও  
জনপদবাসীদের আমি একাকী অনুরঞ্জিত (সম্ভষ্ট) করে  
সাহস পাচ্ছি না।

জাতয়শ্চাপি যোযাশ্চ মিত্রাণি সুহৃদশ্চ নঃ।

স্বামেব হি প্রতীক্ষন্তে পর্যন্যামিব কর্বকাঃ ॥ ১২

‘কৃষকেরা যেমন কৃষিকার্যের জন্য বৃষ্টির অধিনেত্র  
“পর্জনাদেব”—এর প্রতীক্ষায় থাকে, সেইরকম আমরা  
জ্ঞাতিরা, যোদ্ধারা, মিত্রেরা এবং সুহৃদবর্গ আপনাকে  
প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন।’

ইদং রাজাঃ মহাপ্রাজ হৃদয় প্রতিপদ্য হি।

(১) যাদের দিগহ অসহ্য তাঁরা বক্স, যাঁরা সর্বদা পাশে পাশে থাকেন তাঁরা সুহৃৎ, যাঁরা একমত পোষণ করেন তাঁরা পরস্পর মিত্র এবং তাঁরা  
পরস্পর সমপ্রাপ্ততা পোষণ করেন তাঁরা পরস্পর সখা।



কিন্তু ন হি কাবুংহ লোকসা পরিপালনে॥ ১৩  
‘হে মহাপ্রাণ! আপনি এই রাজ্য সীকার করে নিয়ে  
জা কারও হাতে প্রত্যাগণ করুন। হে কাবুংহ! যার হাতে  
যেন, তিনিই এর প্রতিপালনে সমর্থ হবেন।’

মধুসূদনঃ শ্রীঃ পাদয়োঃরততদা।  
সম্প্রার্থ্যমামাস রাধবেহতিপ্রিয়াং বদন্ ॥ ১৪  
এইরকম বলে ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন  
প্রিয়মত্রেয় চরণতলে পতিত হয়ে অত্যন্ত মধুর বাক্যে  
জ্যেষ্ঠের প্রার্থনা করতে লাগলেন।

ভরতঃ কৃত্বা স্যামো বচনমব্রবীৎ।  
শ্রীঃ নলিনপত্রাকং মন্তহঃসম্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫

তখন কমলপত্রাক শ্যামলবরণ ভরতকে কোলে  
তুলে নিয়ে, মন্ত হংসের মধুর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট রাম বলতে  
লাগলেন—

রাজ্য হিমায়ঃ বুদ্ধিঃ স্বজ্ঞা বৈনয়িকী চ যা।  
সুসংহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি ॥ ১৬

‘ভাই! তোমার মধ্যে আগত এই সহজাত বিনীত  
বুদ্ধি দ্বারা তুমি সারা পৃথিবীকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে  
সমর্থ।

মহাশৈবঃ সুহৃদ্বিষ্ণুঃ বুদ্ধিমন্তিষ্ণুঃ মন্ত্রিভিঃ।  
সর্বকার্যসি সমস্ত্য মহাজ্যপি হি কারয় ॥ ১৭

‘সদ্বুদ্ধিদাতা সহচর, সুহৃদ এবং বুদ্ধিমান মন্ত্রীদের  
সহ মন্ত্রণা করে সকল প্রকার মহৎ কার্যও সুসম্পন্ন  
করবে।

সদীক্ষাদ্রাশেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং তাজেৎ।  
জয়ীন্স সাগরো বেলাং ন প্রতিজামহঃ পিতৃঃ ॥ ১৮

‘চন্দ্র থেকে যদি জ্যোৎস্না চলে যায়, হিমালয় যদি হিম  
(বরফ) বা শীতলতা ত্যাগ করে কিংবা সাগর যদি বেলাতুমি  
অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতৃ-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব  
না।

সাম্যং বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা ভুজামিদং কৃতম্।  
ন ত্যমসি কর্তব্যং বর্তিতব্যং চ মাতৃবৎ ॥ ১৯

‘ভাই! তোমার যা স্বেচ্ছায় হোক বা লোভের বশেই  
হোক, তোমাকে যা দিয়েছেন, তার জন্য মনে কিছু  
ভাববে না। মা-এর মতোই মা-এর নির্দেশকে মান্য করা  
হিত।’

কং ক্রবাণঃ ভরতঃ কৌসল্যাসুতমব্রবীৎ।  
তেন্দ্রাহংহিতাসংকাশং প্রতিপচ্ছন্নমর্শনম্ ॥ ২০

শ্রীমা প্রতিপদের চন্দ্রের মতো প্রসন্ন ‘অথচ ম.এ.এ.  
মতো তেজস্বী কৌসল্যাসুত রাম এইরকম বলায় ভরত  
তাঁকে বললেন—

অধিরোধার্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূজিতে।  
এতে হি সর্বলোকসা যোগক্কেমং নিদাস্যতঃ ॥ ২১

‘আর্য (দাদা)! এই স্বর্ণময় পাদুকার উপরে আপনি  
আরোহণ করুন। এই পাদুকা দুটিই সম্পূর্ণ জগতের  
“যোগ” (অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি) এবং “ক্ষেম”  
(প্রাপ্ত বিষয়ের সংরক্ষণ) সম্পাদন করবে।’

সোহধিরহা নরব্যাঘঃ পাদুকে ব্যবমুচ্য চ।  
প্রায়হুঃ সুমহাতেজা ভরতায় মহাঙ্গনে ॥ ২২

নরশ্রেষ্ঠ মহাতেজাঃ রাম সেই পাদুকাধরোপরি  
আরোহণ করে পরে আবার পদমুক্ত করে সেই পাদুকাধর  
মহাত্মা ভরতকে সমর্পণ করলেন।

স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।  
চতুর্দশ হি বর্ষানি জটীচিরধরো হ্যহম্ ॥ ২৩

ফলমূল্যশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।  
তবাগমনমাকালঙ্কনং বসন্ বৈ নগরাদ্ বহিঃ ॥ ২৪

তব পাদুকয়োর্নাস্য রাজ্যতন্ত্রং পরম্পর।  
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেহহনি রঘুন্তম ॥ ২৫

ন ব্রহ্মামি যদি জ্ঞাং তু প্রবেক্ষ্যামি হস্তাশনম্।

ভরত পাদুকাযুগলকে প্রণাম করে রামকে  
বললেন—‘হে শত্রুপীড়ক বীর রঘুনন্দন! আমি চৌদ্দ বছর  
জটাবচ্ছল ধারণ এবং ফলমূল্যাহার করে আপনার  
প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় নগরীর বাইরে বাস করব এবং  
তারপর আপনাকে যদি দেখতে না পাই, তবে, অগ্নিতে  
প্রবেশ করব।’

তথেন্তি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিষজ্যা সাদরম্ ॥ ২৬  
শত্রুগ্নং চ পরিষজ্যা বচনং চেদমব্রবীৎ।

মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু ভাং প্রতি ॥ ২৭  
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোহসি রঘুনন্দন।

ইত্য়াহাশ্রপন্নীতাক্ষো ভ্রাতরং বিসমর্জ হ ॥ ২৮

‘তাই হবে’ বলে প্রতিজ্ঞা করে রাম ভরতকে এবং  
শত্রুগ্নকে সাদরে আলিঙ্গন করে বললেন—‘জননী  
কৈকেয়ীকে রক্ষা করবে, তাঁর প্রতি রুষ্ট হবে না।  
হে রঘুনন্দন! এই বিষয়ে আমার ও সীতার শপথ  
রইল’—এই বলে চোখের জলে ভাই ভরত ও শত্রুগ্নকে  
বিদায় দিলেন।

স পাদুকে ত্রে ভরতঃ অলঙ্কৃতঃ  
মহোজ্জ্বলে সম্পূর্ণগৃহা ধর্মবিৎ।  
প্রদক্ষিণঃ চৈব চকার রাঘবঃ  
চকার চৈবোত্তমনাগমুখনি ॥ ২৯  
ধর্মবিদ্ ভবত অলঙ্কৃত সেই পাদুকা দুটি স্রীয মন্তকে  
গ্রহণ কবে বশুনন্দন বামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং  
উত্তম হস্তীয মন্তকোপরি সেই পাদুকা দুই স্থাপন করলেন।  
অখানুশূর্যা প্রতিপূজ্য তং জনঃ  
গুরুংক মন্ত্রীন্ প্রকৃতীজ্ঞানুজৌ।  
বাসর্জয়দ্ বাঘবংশবর্ধনঃ  
হিতঃ বধমে হিমবানিবাচলঃ ॥ ৩০

তদনন্তরং বহুবংশের গৌরববর্ধক  
ক্রমানুসারে গুরু, মন্ত্রী, প্রজাবর্গ এবং ছোট দুই ভাইকে  
গণাযণ সংবর্ধনা জানিয়ে বিদায় দিলেন।  
তং মাতরো বাত্পগৃহীতকণ্ঠো  
দুঃশ্বেন নামস্তম্বিতুং হি শেকু।  
স চৈব মাতুরভিবাদ্য সর্বা  
রূদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ ॥ ৩১  
মাতৃবন্দ শোকে বাত্পরুদ্ধ কণ্ঠে রামকে সম্বোধন  
করে কোনও কথাই বলতে পারলেন না ; আর রাম  
মাতৃবন্দকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে নিজের কুটীরে  
প্রবেশ কবলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥

মহর্ষি বাম্পীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

### ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ (১১৩)

শ্রীরামের পাদুকা দুই নিজ মন্তকে ধারণ করে শত্রুঘ্নাদি সকলের সঙ্গে অযোধ্যাভিমুখে  
যাত্রাপথে ভরতের মহর্ষি ভরদ্বাজশ্রমে ঋষিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা

ততঃ শিরসি কৃতা তু পাদুকে ভরতস্তদা।  
আরুরোহ রথঃ হস্তঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥ ১  
তখন শ্রীরামের পাদুকা দুই নিজ মন্তকে ধারণ করে  
ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে সানন্দে রথে আরোহণ করলেন।  
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিচ দ্বিজতঃ।  
অগ্রতঃ প্রযয়ুঃ সর্বে মন্ত্রিণো মন্ত্রপূজিতাঃ ॥ ২  
ব্রতপালনে দৃঢ়চিত্ত এবং উত্তম মন্ত্রগাদানহেতু  
সর্বজনপূজিত বসিষ্ঠ, বামদেব এবং জাবালি আগে আগে  
চলতে লাগলেন।  
মন্দাকিনীং নদীং রম্যাং প্রাঙ্মুখাঙ্কে যযুস্তদা।  
প্রদক্ষিণঃ চ কুর্বাণাশ্চিহ্নকূটং মহাগিরিম্ ॥ ৩  
মহান চিত্রকূট পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে তাঁরা পূর্বমুখ  
হয়ে রমণীয়া মন্দাকিনীর দিকে চলতে লাগলেন।  
পশ্যান্ ধাতুসহস্রাণি রম্যাণি বিবিধানি চ।  
প্রযয়ৌ তস্য পার্শ্বেন সসৈন্যো ভরতস্তদা ॥ ৪  
মনোহর হাজার হাজার ধাতু দেখতে দেখতে ভরত  
তঁার সৈন্যগণসহ চিত্রকূট পর্বতের পাশ দিয়ে চলতে

লাগলেন।  
অদূরাচ্ছিত্রকূটস্য দমর্শ ভরতস্তদা।  
আশ্রমং যত্র স মুনির্ভরদ্বাজঃ কৃতালয়ঃ ॥ ৫  
যেতে যেতে ভরত চিত্রকূটের অদূরে একটি আশ্রম  
দেখতে পেলেন, যেখানে ঋষি ভরদ্বাজ সাময়িকভাবে বাস  
করছিলেন।  
স তমাশ্রমমাগম্য ভরদ্বাজস্য বীর্যবান্।  
অবতীর্ষ রথাং পাদৌ ববন্দে কুলনন্দনঃ ॥ ৬  
রঘুকুলনন্দন বীর ভরত ভরদ্বাজমুনির সেই আশ্রমে  
এসে, রথ থেকে অবতরণ করে ভরদ্বাজ ঋষির পাদবন্দনা  
করলেন।  
ততো হ্যষ্টো ভরদ্বাজো ভরতঃ বাক্যমব্রবীৎ  
অপি কৃত্যং কৃতং তাত রামেশ চ সমাগতম্ ॥ ৭  
তখন হঠাৎ ঋষি ভরদ্বাজ ভরতকে বললেন  
—‘বৎস ! রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার কার্য সুসম্পন্ন  
হয়েছে তো ?’  
এবমুক্তঃ স তু ততো ভরদ্বাজেন ধীমতা।



ভরদ্বাজঃ ভরতো ধর্মবৎসলঃ ॥ ৮  
হীমান ভরদ্বাজ এই কথা বললে, ধর্মবৎসল ভরত

পুনঃ প্রত্যুত্তরে বললেন—  
\* বাসমানো গুরুশা ময়া চ মৃতদিক্রমঃ ।

গুরুশা পরমপ্রীতো বসিষ্ঠঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯  
পবিত্র পরাক্রমে মৃতপ্রত্যাগী বধুনন্দন রাম গুরুজন

(এই বশিষ্ঠ) এবং আমার দ্বারা নানাভাবে অনুকম্পিত হয়েও  
প্রবৃত্তি বশিষ্ঠদেবকে বললেন—

নিভ্য প্রতিজ্ঞাঃ তামেব শালয়িষ্যামি ভক্ততঃ ।  
নিভ্য হি বর্ধশি যা প্রতিজ্ঞা শিতুর্মম ॥ ১০

“আমাব চৌদ বছরের জন্য বনবাস” — “আমার  
ভক্ত এই প্রতিজ্ঞা, আমি যথায়থ পালন করব।”

এমুন্ডো মহাপ্রাজ্ঞো বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ ।  
বাক্যো বাক্যকুশলঃ রাঘবঃ বচনং মহৎ ॥ ১১

“মহাজ্ঞানী বসিষ্ঠ মহত্বপূর্ণ বাক্যে বাক্য-নিপুণ  
রামকে এই কথা বললেন—

এতে প্রয়চ্ছ সংহৃষ্টঃ পাদুকে হেমভূষিতে ।  
অযোধ্যায়াঃ মহাপ্রাজ্ঞ যোগক্ষেমকরো ভব ॥ ১২

“হে মহাপ্রাজ্ঞ ! অযোধ্যাবাসীদের যোগক্ষেম  
(অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণ)

নির্বাহের জন্য সুবর্ণমণ্ডিত তোমার এই পাদুকাঙ্ঘ্র ভরতকে  
প্রদান করো।”

এমুন্ডো বসিষ্ঠেন রাঘবঃ প্রামুখঃ হিতঃ ।  
পাদুকে হেমবিকৃতে মম রাজ্যায় তে দদৌ ॥ ১৩

‘কুলগুরু বশিষ্ঠ এই কথা বললে, রঘুনন্দন রাম  
সামনে পূর্বমুখে দণ্ডায়মান হয়ে রাজ্যের সুরক্ষা ও

গুণরিচালনার জন্য সুবর্ণমণ্ডিত পাদুকাঙ্ঘ্র আমাকে দান  
করলেন।

নিবৃত্তোহমনুজাতো রামেশ সুমহাশ্বনা ।  
অযোধ্যামেব গচ্ছামি গৃহীত্বা পাদুকে ভূতে ॥ ১৪

‘মহাত্মা রামের নির্দেশে নিবৃত্ত ও আদিষ্ট হয়ে তাঁর  
মঙ্গলময় পাদুকাযুগল মন্তকে ধারণপূর্বক আমি অযোধ্যায়

যাই।’

এতদ্ভূত্বা ভূতঃ বাক্যঃ ভরতস্য মহাশ্বনাঃ ।  
ভরতঃ ভূততরং মুনির্বাণামুদাহরৎ ॥ ১৫

মহাত্মা ভরতের এই মঙ্গলময় কথা শুনে ঋষি  
ভরদ্বাজ পরম কল্যাণজনক কথা বললেন—

নৈতচ্চিত্রঃ নরন্যাস্রে শীলবৃত্তিবিদাঃ বরে ।  
যদার্থঃ ত্বয়ি তিষ্ঠেতু নিম্নোঃ সূর্যমিবোদকম ॥ ১৬

‘হে নরন্যাস্রে ! তোমার মতো চরিত্রবান ও পবিত্রকর্মী  
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মতো সদাচার থাকবে, এতে আর আশ্চর্য

কী ! নির্দগ্ধ জল যেমন নীচুহানেই স্বমে, সেইরকম  
সদৃশগুণসকল তোমার মতো ধর্মপ্রাণ বিনয়ী ব্যক্তিতেই

অবস্থান করবে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে ?  
অনুগঃ স মহাবাহঃ পিতা দশরথশ্চ ব ।

যস্য স্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্মাশ্বা ধর্মবৎসলঃ ॥ ১৭  
‘তোমার মতো ধর্মাত্মা ও ধর্মবৎসল পুত্র যার, সেই

পিতা দশরথ তো সকল গুণ থেকে মুক্ত হবেনই !’

ভুম্বিঃ তু মহাপ্রাজ্ঞমুক্তবাক্যঃ কৃতান্তলিঃ ।  
আমন্ত্রয়িতুমারেভে চরণাবুপগৃহ্য চ ॥ ১৮

মহাজ্ঞানী ভরদ্বাজ ঋষি এই কথা বললে ভরত তাঁর  
চরণ বন্দনা করে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বিদায়

প্রার্থনা করলেন।  
ভতঃ প্রদক্ষিণঃ কৃত্বা ভরদ্বাজঃ পুনঃ পুনঃ ।

ভরতঃ যমৌ শ্রীমানযোধ্যাঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ১৯  
অতঃপর শ্রীমান ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে বারবার

প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রিগণ সহ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন।  
যানৈচ্চ শকটৈশ্চৈব হইর্নৈর্গাংস্চ সা চমুঃ ।

পুনর্নিবৃত্তা বিস্তীর্ণা ভরতস্যানুযায়িনী ॥ ২০  
ভরতের অনুগামী বথারোহী, শকটারোহী,

অথারোহী এবং গজারোহীযুক্ত বিস্তীর্ণ সেনাবাহিনী যাত্রা  
শুরু করল।

ততস্তে যমুনাঃ দিব্যাঃ নদীঃ তীর্থের্মিমালিনীম্ ।  
দদৃশুস্তাং পুনঃ সর্বে গঙ্গাঃ শিবজ্ঞাঃ নদীম্ ॥ ২১

অনন্তর ভরতমালিনী দিব্য যমুনা নদী পার হয়ে  
পুনরায় সকলে পবিত্রসলিলা গঙ্গা নদীকে দেখতে পেল।

তাং রম্যজলসম্পূর্ণাঃ সংতীর্থ্য সহবাক্তবঃ ।  
শৃঙ্গবেরপুরং রম্যং প্রবিবেশ সসৈনিকঃ ॥ ২২

বহুজনসহ ভরত রমণীয় জলপূর্ণা সেই গঙ্গা নদী  
পার হয়ে সেনাবাহিনীসহ রমণীয় শৃঙ্গবেরপুরে প্রবেশ

করলেন।  
শৃঙ্গবেরপুরাদ্ ভূম্য অযোধ্যাং সংদর্শ্য হ ।

অযোধ্যাঃ তু তদা পৃষ্টা পিত্রা মাত্রা বিবর্জিতাম্ ॥ ২৩  
ভরতো দুঃখসঙ্কপ্তঃ সারথিঃ চেদমব্রবীৎ ।



পারবে লক্ষ্য বিলম্বিতা অগোচর্য্য ন প্রকাশিত। ২৪  
নিবাসিনী নিবাসিনী দীনা প্রতিভাশ্রয়ী ২৫  
শব্দবলম্ব্য থেকে পড়ান ক'ব ভবত পানান  
অমোঘ্য ন পদ, ২ পদে। পতা এবং জাহাঙ্গীর কর্তক

নিবাসিনী প্রাণাধার্য্য দেবে শোককরত  
সার্বভৌম সমুদ্রকে বললেন 'সাবধি! দেবো—কপটিন  
নিবাসিনী, কলকোলাহলবিশিষ্টা দীনা অমোঘ্য ভব  
প্রাণীনা।'

উপাধি বান্ধবদ্বন্দ্ব, ৭ বাণী, ১০৫৫ অমোঘ্যাকাণ্ডে এয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ৥ ১১৩ ॥

মতর্গৎ ন দীপ্তিকাবিনা ২ অমোঘ্যাকাণ্ডে এয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

### চতুর্দশাধিকশততম সর্গ (১১৪)

অমোঘ্যার দুঃখহা এবং রাজা দশরথহীন রাজ্যঃপুর দর্শনে ভরতের শোক

শিখামণ্ডীরোগোষণ সাম্প্রদায়িকপায়ান্ প্রভুঃ।

অমোঘ্যার ভরতঃ কিপ্রঃ প্রবিশেষ মহামায়াঃ ॥ ১

মতর্গৎপ্রা প্রভু ভবত গভীর অচিৎ প্রকৃত শব্দকারী বসে  
চড়ে অমোঘ্যায় প্রভু প্রবেশ করলেন।

বিভালালুকচরিতামাধীননরবারণাম্

তিমিরাজ্যহতাঃ কালীমপ্রকাশাঃ নিশামিস ॥ ২

সেই সময় সাবা অমোঘ্যায় যেন বাহির কালো  
অজকার নেমে এসেছিল, কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।  
নগরী ছিল নিভাল ও পেচকে বিচরণক্ষেত্র। মানুষের  
আবাসগৃহ সকল ছিল অর্গলাবদ্ধ (এইবকম অমোঘ্যায়  
ভরত প্রবেশ করলেন)।

রাহস্যজোঃ প্রিয়াঃ পত্নীঃ প্রিয়া প্রজ্জলিতপ্রভাম্।

গ্রহেশাভ্রাদিতেনৈকাঃ রোহিণীমিব পীড়িতাম্ ॥ ৩

গগনে উদিত চন্দ্র রাহু কবলিত হলে স্ব-বলন্ত প্রভায়  
শ্রীসম্পন্ন চন্দ্রপত্নী রোহিণী পতিবিসীনা হয়ে যেমন হান  
হয়ে পড়েন— তদনুরূপ অমোঘ্যায়গবীর সৌন্দর্য হান হয়ে  
পড়েছিল (এইরূপ অমোঘ্যায় ভরত প্রবেশ করলেন)।

অমোঘ্যাকুলসলিলাঃ বর্মতগুণবিক্রমাম্

লীনহীনকমপ্রাধাঃ কৃশাঃ গিরিনদীমিব ॥ ৪

গ্রীষ্মকালে পার্বত্য নদী কৃশা (সম্বোধন) হয়ে  
সূর্যকিরণে উজ্জ্বলপ্রাপ্ত হলে জলচর পক্ষী, কুন্তীবাণি প্রাণী  
ও মৎস্য সকলেব প্রাণসংশয় হয় (তদ্রূপ জলটিন-

নদীসুদন জনহীন অমোঘ্যায় ভরত প্রবেশ করলেন)

নিম্মমিব হেমাভাঃ শিখামণ্ডেঃ সমুখিতাম্  
হবিরভ্রাক্ষিতাঃ পশ্চাচ্ছিখাঃ বিপ্রলম্বাঃ গভাম্ ৫

যজ্ঞায়িতে দৃতাশ্রিত্তির দ্বারা স্বর্ণবর্ণাভ অগ্নির উজ্জ  
শিখা, জলসিঞ্চনের ফলে যেমন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়,  
শ্রীরাম বিহনে অমোঘ্যাপুরীর সেই অবস্থা হয়েছে।

বিস্তম্বকবচাঃ রুগণগজবাজিরথবজ্রাম্।

হতপ্রবীরামাপমাঃ চন্মিব মহাহবে ॥ ৬

মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের বর্ম এবং গজ-অশ্ব-গণ  
সমূহ ইতস্তত পড়ে পাকলে যেমন দেবায়, অমোঘ্যায়  
অবস্থাও সেইবকম।

সফেনাঃ সন্মনাঃ তুহা সাগরসা সন্মুখিতাম্।

প্রশান্তমারুতোদ্ধৃতাঃ জলোর্মিমিব নিঃস্বনাম্ ৭

প্রবল বায়ুবেগে উদ্ভাল গর্জনলীল সফেন সবুজ,  
বায়ুবেগ প্রশান্ত হলে যেমন তরঙ্গহীন নিস্তব্ধ হয়ে যায়,  
নৃপতিহীন অমোঘ্যায় অবস্থা তদ্রূপ কোলাহলশূন্য নির  
হয়ে গেছে।

তাজাঃ যজ্ঞায়ুধৈঃ সর্বেরভিক্রটৈশ্চ যাজ্ঞৈঃ।

সূতাকালে সুনির্ব্বাষে বেদিং গভরবানিব ৮

যজ্ঞশেষে যাজ্ঞক ও যজ্ঞীয় পাত্রাদি-পরিহৃত  
যজ্ঞহলীর নিঃশব্দতার মতো নৃপতিহীন জনশূন্য অমোঘ্য  
নিঃশব্দতা প্রাপ্ত হয়েছে।

হিতামর্ত্যমচরন্তীঃ নবঃ তপন।  
 পরিভ্রাজঃ গবাঃ পত্নীমিবোৎসুকাম্ ॥ ৯  
 গোষ্ঠমধ্যে সঙ্গমেচ্ছু আতী গাভী বৃষ-পরিভ্রাজা হয়ে  
 নবপণ পরিভ্রাজ করে যেমন নৃষের জন্য উৎসুক হয়ে  
 থাকে, নৃপতিহীন অযোধ্যার অবস্থাও সেইরকম।  
 প্রজাকরাদৌঃ সুদ্রিষ্টৈঃ প্রজ্বলন্তিরিবোত্তমৈঃ  
 বিবৃক্তাঃ মণিভিজ্জাতৈর্নবাঃ মুক্তাবলীমিব ॥ ১০  
 স্নিগ্ধ-সমুচ্ছল-প্রভাসম্পন্ন মণিবিহীন মুক্তার মালার  
 মতো নৃপতিহীন অযোধ্যা শোভাহীন হয়ে পড়েছে।  
 রহস্যচরিতাঃ স্থানায়হীঃ পূণ্যক্ষয়াদ্ গতাম্।  
 সংহতদ্যুতিবিভ্ভারাং তারামিব দিবচ্চ্যুতাম্ ॥ ১১  
 পূণ্যক্ষয়হেতু আকাশ থেকে বিচ্যুত হয়ে তূতলে  
 পতিত দীপ্তিহীন তারকার মতো নৃপতিহীন অযোধ্যার অবস্থা  
 শোচনীয়।

পুষ্পনবাঃ বসন্তাঙ্কে মন্ত্রমরশালিনীম্।  
 হৃতদাবাগ্রিবিপ্রুষ্ঠাং ক্লান্তাং বনলতামিব ॥ ১২  
 বসন্তে প্রস্ফুটিতা ও মন্ত্র ভ্রমরের গুনগুন রবে  
 উন্নত লতা প্রীতমের দাবানলে দগ্ধ হয়ে যেমন লান হয়ে  
 যায়, নৃপতিহীন অযোধ্যার অবস্থাও সেইরকম।  
 কম্পুনিগমাঃ সর্বাঃ সংক্লিপ্তবিপশ্যাপণাম্।  
 প্রহরশশিনকট্রাঃ দ্যামিবানুধ্বরৈর্যুতাম্ ॥ ১৩  
 পথঘাট জনহীন এবং হাটে দোকাটপাট বন্ধ থাকায়,  
 মেঘে ঢাকা চন্দ্র ও নক্ষত্রযুক্ত আকাশের মতো অবস্থা  
 নৃপতিহীন অযোধ্যায়।

ঈদপানোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরবৈরতিসংবৃতাম্।  
 হতশৌণ্ডামিব ক্ষত্বাং পানভূমিমসংবৃতাম্ ॥ ১৪  
 মদাপানের পর শৌণ্ডালয়ে বিক্ষিপ্ত ভগ্ন পানপাত্র  
 এবং মদাপানান্তে মত্ত মানুষের যত্রতত্র পতন যেমন  
 শৌণ্ডালয়কে অপরিষ্কার করে অযোধ্যার অবস্থা সেইরকম।  
 বৃকপভূমিতলাঃ নিম্নাঃ বৃকপপাত্রৈঃ সমাবৃতাম্।  
 উপযুক্তোদকাং ভগ্নাং প্রপাং নিপতিতামিব ॥ ১৫  
 ঘরের মেঝে ভেঙে যাওয়ায় উঁচুনিচু, ছড়িয়ে ছিটিয়ে  
 পড়ে থাকা ভাঙা পানপাত্র, ভাঙা মেঝে, যেখানে-সেখানে  
 জল জমে আছে—এইরকম বিধবস্ত পানশালার মতো হতশ্রী  
 নৃপতিহীন অযোধ্যা।

বিশূলাঃ বিততাং চৈব যুক্তপাশাং তরুণিনাম্।  
 হৃদৌ বাণৈর্বিনিহুতাং পতিতাং জ্যামিবানুধ্বাৎ ॥ ১৬  
 তেজস্বী যনুর্ধরের বিশাল বাণের গুণ অন্য বাণের  
 আঘাতে ভূমিতে পতিত হয়ে যে শোচনীয় অবস্থা হয়  
 রাজধানী অযোধ্যার সেই অবস্থা হয়েছে।  
 সহসা যুদ্ধশৌণ্ডেন হর্যারোহেণ বাহিতাম্।  
 নিহতাং প্রতিসৈন্যোন বড়বামিব পতিতাম্ ॥ ১৭  
 যুদ্ধকালে বীর যোদ্ধাকে পৃষ্ঠে বহনকারী ঘোটকীর  
 সহসা শত্রুপক্ষের বাণাঘাতে পতনের ফলে যে দুরবস্থা  
 হয়, বর্তমানে রাজহীন অযোধ্যার সেই অবস্থা হয়েছে।  
 ভরতস্ত রথস্থঃ সন্ শ্রীমান্ দশরথাস্বজঃ।  
 বাহয়স্থঃ রথশ্রেষ্ঠঃ সারথিঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮  
 রথে উপবিষ্ট, দশরথনন্দন শ্রীমান ভবত, শ্রেষ্ঠ  
 রথচালক সারথি সুমন্ত্রকে বললেন -  
 কিং নু খলদ্য গন্তীরো মূর্ছিতো ন নিশামাতে।  
 যথাপুরময়োধ্যায়াং গীতবাদিত্রিনিঃস্বনঃ ॥ ১৯  
 ‘হায় ! অযোধ্যায় পূর্বের মতো গানবাজনার মধুর  
 গন্তীর ধ্বনি আজ শোনা যাচ্ছে না।  
 বাক্রদীমদগন্ধশ্চ মালাগন্ধশ্চ মূর্ছিতঃ।  
 চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমজ্জতঃ ॥ ২০  
 ‘বাক্রদীমর মাদকগন্ধ, পুষ্পমাল্যের সুগন্ধ এবং  
 চন্দন ও অগুরুর মধুর গন্ধ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।  
 মানপ্রবরঘোষশ্চ সুস্নিগ্ধহয়নিঃস্বনঃ।  
 প্রমত্তগজ্ঞানাদশ্চ মহাশ্চ রথনিঃস্বনঃ ॥ ২১  
 নেদানীং ভ্রমতে পূর্য়ামসাং রামে বিবাসিতে।  
 ‘শ্রীরাম নির্বাসিত হওয়ায়, এখন এই অযোধ্যা-  
 পুরীতে কোথাও শোনা যাচ্ছে না উত্তম যানের ঘর্ঘর  
 আওয়াজ, সুস্নিগ্ধ অশ্বের হেঁচাধ্বনি, প্রমত্ত হস্তীর উচ্চ-  
 নিনাদ এবং বিশাল রথের মহান শব্দ।  
 চন্দনাগুরুগন্ধাশ্চ মহার্হশ্চ বনশ্রবঃ ॥ ২২  
 গতে রামে হি তরুণাঃ সন্তপ্তা নোপভৃঞ্জতে।  
 বহির্ঘাতাঃ ন গচ্ছন্তি চিত্রমালাধরা নরাঃ ॥ ২৩  
 ‘রাম বনে চলে যাওয়ায়, আন্তরিক সন্তপ্ত তরুণেরা  
 চন্দন ও অগুরুলিপ্ত মূল্যবান বনমালা কণ্ঠে ধারণ করেনি,  
 বিচিত্র মালা ধারণ করে বহির্ভ্রমণেও যায়নি।  
 নোৎসবাঃ সম্প্রবর্তন্তে রামশোকাদ্বিতে পুরে।  
 সা হি নুনং মম ভাতা পুরস্যাস্য দূর্তির্গতা ॥ ২৪  
 ‘শ্রীরামের শোকে আর্ট অযোধ্যাপুরীতে কোনও  
 উৎসব হচ্ছে না। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে নন্দিত

2004年12月25日

श्री ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

[illegible]

‘‘ଅନ୍ଧାର ଭେଦେଇବ ନିର୍ମଳମାନସ । ଅନ୍ଧକାରଦେବର ମାୟା ମାତ୍ର  
 ଦେଖିବି ଏହା ମହିମା । ତଥା, ମୋହିନୀକନ୍ୟା ନାମଧାରୀ ଅବତାରୀ ବିଭବ  
 ପଣେ ଆସିବ । କହେ ‘ଅ ନାମ । ତୁମ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତ ଭୀମ ଦେବେଇ ନଢ଼େ ।  
 ଅବତାରୀମାୟା ‘ସ୍ବାନନ୍ଦେଇବ ମାୟା ଏହେ, କହେ ‘ଆସନେନ ?

[illegible]

‘উদ্দেশ্যনা মনোরম গীতিকা বেশে বিজ্ঞান করে  
অমোঘ্যবল বড় বড় পথকে আর শোভিত করছে না।’

ପଞ୍ଚି ଶ୍ରୀମନ୍ ମାତାମିନା ନୁହନ୍ତିତା ଉତ୍ତତଦମା । ୨୭

अध्यापकः अग्रनिर्देशान् विवेकं वक्तुं शक्नु।

ଦେବ ଦୀନାଃ ନରୋଦ୍ଧେନ ମିତ୍ରହୀନାଃ ଅଭାସିନଃ ॥ ୨୪

এইরকম বসন্তে বসন্তে শৌকান্ত ভরত সারথি  
সঙ্গে অযোগ্যায় গিয়ে সিংহীন গুহর মতো রাজ্য  
বাস্যহাভে প্রবেশ করলেন।

उपमा उमरुः पूरमु एभिउप्रउः  
मदेतदिनोः कृष्टमडाभरः पिनम्।

নিরীক্ষা      সর্বত্র      নিভৃত্তমাস্তবান  
 মনোমোচ      বাঞ্ছন      ভরতঃ      সুদূরধিতঃ ॥ ২৯

রাজান্তঃপুত্র প্রভাভীন। রাষ্ট্রপ্রস্ত সূর্যধীন দিবস বেনম  
শোভাভীন হয়ে দেবতাদেরও দুঃখদায়ক হয়, সেইরকম,  
সকলের দুঃখের কারণ রামধীন অযোধ্যা দেখে আশ্রয়  
ভরত শোকে অশ্রুচোচন করতে লাগলেন।

ইত্যর্থশ্রীমদ্ভগবদ্গেণ বাসীকীয়ে আদিকাণ্ডে অষ্টোদশকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

অর্থঃ নান্যাকি বিবচিত্ত আদিকাৰা নামায়েণৈৰ অযোগ্যাকাণ্ডে চতুৰ্দশাধিকশততম সৰ্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ (১১৫)

নন্দিত্রামে গিয়ে শ্রীরামের পাদুকা সিংহাসনে অভিষিক্ত করে এবং তাঁকে সব নিবেদন করে ভগ্নতের রাজ্য পরিচালনা

ততো নিক্শিপা মাতৃজ্ঞা অশোভায়াং দুঃস্রভঃ ।  
 ভবতঃ শোকসন্তপ্তো গুরুনিদমথাত্রবীং ॥ ১

অতঃপর স্ব-ব্রতপালনে দৃঢ়চিত্ত ভরত মাতৃগণকে  
অযোধ্যায় বেঁধে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে গুরুজনদের  
বদলে—

नमिष्यामः नमिष्यामि सर्वानामद्भ्येक्ष्य बः ।

तत्र दुःखमिदं सर्वं स हिष्येत् रागवत् विना ॥ २

‘আমি নন্দিত্রামে যাব। আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা  
করছি। শ্রীবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যে-দুঃখ, তা সবই  
আমি নন্দিত্রামে থেকে সহ্য করব।

গতঃ দিবঃ রাজা বনহঃ স শুক্রময়।

ਰਾਮਃ ਪ੍ਰਤੀਕੇ ਰਾਜਯਾਯ ਨ ਹਿ ਰਾਜਾ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ॥ ੭

‘হায় ! রাজা পৃথ্বীয়ার পিতা দশরথ স্বর্গে গেছেন।  
আমার শুক পৃথ্বীয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম বনবাসে আছেন।  
শ্রীরামের জন্য আমি প্রতীক্ষা করব, কারণ, সেই  
মহাশয়ই প্রকৃত রাজা।’

এতদ্ভূত্বা শুভং বাক্যং ভবতস্য মহাবনঃ।

অক্লান্ত মন্ত্ৰিণঃ সৰ্বେ বসিষ্ঠাচ পুরোহিতঃ । ৪

মহাত্মা ডব্লিউ এই কল্যাণময় কথা  
সকলে এবং পরোক্ষিত বশিষ্ঠদেব বললেন—

ਸੂਤਰ: ਪ੍ਰਾਚੀਨ: ੮ ਯੁਗ: ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ।

বচনঃ      আত্মবাৎসল্যাদনক্লেশঃ      ভূবব      ৩৫ ৥ ৫



ভরত ! ভ্রাতৃবৎসল্যবশত তুমি যা বললে তা  
সুসংসদীয় ও তোমার পক্ষেই বলার যোগ্য।

বিজাঃ তে বহুলুপস্যা তিষ্ঠতো ভ্রাতৃসৌহৃদে।

গর্গমার্থঃ প্রপন্নস্য নানুমোদত কঃ পুমান্ ॥ ৬

‘বন্ধুর প্রতি প্রীতিমান তুমি ; ভ্রাতার প্রতি  
সৌহার্দবশত যে কথা তুমি বললে, তা সদাচারীর

জনসরগীয়। কে তোমার এই যুক্তি অনুমোদন করবে না ?

জ্যোৎস্নহসনো বন্ধুঃ ! যার বিরহ অসহনীয় সে ই বন্ধু।

তাই তই-ও বন্ধু।’

মন্ত্রিণাঃ বচনং শ্রুত্বা যথাভিলষিতং প্রিয়ম্।

অবীং সারথিং বাক্যং রথো মে যুজ্ঞাতামিতি ॥ ৭

মন্ত্রীদের কাছে নিজের অভিলষিত প্রিয়বাক্য শ্রবণ

কর ভরত সারথিকে বললেন — ‘আমার রথ যোজনা

করো।’

প্রহ্লাদনঃ সর্বা মাতৃঃ সমভিভাষা চ।

জাকরোহ রথং শ্রীমান্শক্রয়েন সমন্বিতঃ ॥ ৮

অতঃপর শ্রীমান ভরত প্রসন্নবদনে মাতৃগণকে

সম্বোধন ও প্রণাম জানিয়ে শত্রুদ্বকে সঙ্গে নিয়ে রথে

আরোহণ করলেন।

জাকর্য তু রথং ক্ষিপ্ৰং শক্রদ্বভরতাবুভৌ।

মতুঃ পরমপ্রীতো বৃত্তৌ মন্ত্রিপূরোহিতৈঃ ॥ ৯

পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ-পরিবৃত হয়ে ভরত এবং

শক্রদ্ব রথে আরোহণ করে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

মন্ত্ৰতো গুরবঃ সর্বৈ বশিষ্ঠপ্রমুখা বিজাঃ।

প্রমুখঃ প্রামুখাঃ সর্বৈ নন্দিগ্রামো যতো ভবেৎ ॥ ১০

বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য গুরুজনেরা

সকলে, অযোধ্যা থেকে পূর্বাভিমুখে যেদিকে নন্দিগ্রাম,

সেইদিকে চলতে লাগলেন।

বলং চ তদন্যাহুতং গজাশুরথসংকুলম্।

প্রচরৌ ভরতে যাতে সর্বৈ চ পুরবাসিনঃ ॥ ১১

ভরত প্রস্থান করলে তাঁর পিছনে অন্যাহুত হয়েই

অশ্ব-গজ-রথ সমন্বিত সেনাবাহিনী এবং পুরবাসীরা

সকলে চলতে লাগল।

বন্ধুঃ স তু ধর্মাশ্রা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।

নন্দিগ্রামং যত্রৌ তূর্ণং শিরস্যা দায় পাদুকে ॥ ১২

ভ্রাতৃবৎসল ধর্মাশ্রা ভরত শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় স্বীয়  
মস্তকে ধারণ করে রথে চড়ে দ্রুত নন্দিগ্রামের দিকে  
চললেন

ভরতস্ত ততঃ ক্ষিপ্ৰং নন্দিগ্রামং প্রবিশ্য সঃ।

অবতীর্ণ রথাং তূর্ণং গুরুনিদমভাবত ॥ ১৩

নন্দিগ্রামে শীঘ্র প্রবেশ করে ভরত রথ থেকে

অবতীর্ণ হয়ে গুরুজনদের বললেন -

এতদ্ রাজ্যং মম ভ্রাতা দত্তং সন্ন্যাসমুত্তমম্।

যোগক্ষেমবহে চেমে পাদুকে হেমভূষিতে ॥ ১৪

‘আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম এই রাজ্য ন্যাস

(গচ্ছিত) রূপে (যা পরে ফেরত দিতে হবে) আমাকে

দিয়েছেন। তাঁর এই সুবর্ণমণ্ডিত পাদুকা দুটি রাজ্যের যোগ

(অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি) এবং ক্ষেম (প্রাপ্ত বিষয়ের

রক্ষণ) বহন করবো।’

ভরতঃ শিরসা কৃত্বা সন্ন্যাসং পাদুকে ততঃ।

অব্রবীদ্ দুঃখসমুপ্তঃ সর্বং প্রকৃতিমশূলম্ ॥ ১৫

ভরত সংন্যস্ত (ন্যাসরূপে প্রদত্ত) পাদুকাদ্বয় স্বীয়

মস্তকে ধারণ করে, অতঃপর শোকসমুপ্ত হৃদয়ে মন্ত্রী,

সেনাপতিসহ প্রজাপুঞ্জকে বললেন

হত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্ৰমার্বপাদাবিমৌ মতৌ।

ভ্রাত্যং রাজ্যে হিতৌ ধর্মঃ পাদুকাভ্যাং গুরোর্মম ॥ ১৬

‘আপনারা সকলে আমার পূজনীয় দাদার চরণস্বরূপ

এই পাদুকাদ্বয়ের উপরে শীঘ্র রাজচ্ছত্র ধারণ করুন। আমার

গুরুর এই পাদুকাদ্বয়েই রাজ্যের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

ভ্রাতা তু ময়ি সন্ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ সৌহৃদাদয়ম্।

তমিমাং পালয়িষ্যামি রাঘবাগমনং প্রতি ॥ ১৭

‘আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পবন প্রীতিবশতই এই রাজ্যের

ভার আমার প্রতি ন্যস্ত করেছেন। রঘুনন্দনের বনবাসের

কালশেষে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সেই ভার আমি বহন

করব।

ক্ষিপ্ৰং সংযোজয়িত্বা তু রাঘবস্য পুনঃ স্বয়ম্।

চরশৌ তৌ তু রামস্য দ্রক্ষ্যামি সহপাদুকৌ ॥ ১৮

‘বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত্ত শ্রীরামের চরণদ্বয়ে

পাদুকাদ্বয় পরিয়ে দিয়ে আমি সপাদুক শ্রীরামের চরণদ্বয়

পুনর্দর্শন করব।

ততো নিক্ষিপ্তভাবোহহঃ রামবেশ সমাগতঃ।

নিবেদ্য গুরবে রাজ্যং ভজিবো গুরুনতিতাম্॥ ১৯

‘নিবেদন থেকে প্রত্যাবৃত্ত বহুদশন যামের হস্তে তাঁর  
রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করে আমি গুরুর আদেশ পালন করে  
শ্রব।

রামায় চ সম্যাসং দত্তে বরণাদুকে।

রাজ্যং চেদমযোধ্যাং চ ধৃতপাশো ভবামাহম্॥ ২০

‘বহুদশন বামকে এই বরণাদুকা এবং অযোধ্যা  
রাজ্য প্রত্যর্পণ করে আমি পাণমুক্ত হব।

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে প্রমথমুদিতো জনে।

প্রীতির্মম যশশ্চৈব ভবেদ্ রাজ্যোচ্চতুর্গম্॥ ২১

‘কাকুৎস্থ বামের অযোধ্যায় অভিষেক এবং তুচ্ছনা  
প্রজা সাধারণের উদ্বাস, আমার আনন্দ ও যশকে  
(রাজ্যপ্রাপ্তি অপেক্ষা) চতুর্গম বর্ধিত করবে।’

এবং তু বিলপন্ দীনো ভরতঃ স মহাযশাঃ।

নন্দিত্রামেহকরোদ্ রাজ্যং দুঃখিতো মদ্রিভিঃ সহ॥ ২২

এইভাবে বিলাপ করতে করতে মহাযশসী অথচ  
শোকাক্ত দীন ভরত মন্ত্রীদের সঙ্গে নন্দিত্রামে থেকে রাজ্য  
পালন করতে লাগলেন।

স বহুলজটধারী মুনিবেশ্বরঃ প্রভুঃ।

নন্দিত্রামেহবসদ্ ধীরঃ সসৈন্যো ভরতত্তদা॥ ২৩

এইভাবে জটাবল ধারণ করে মুনির বেশধারী বীর  
প্রভু ভরত সসৈন্য নন্দিত্রামে বাস করতে লাগলেন।

রামাগমনমাকাম্ষন্ ভরতো স্নাতৃবৎসলঃ।

স্নাতৃবচনকারী চ প্রতিজ্ঞাপারগম্ভদা।

পাদুকে দ্বিতিশিচ্যাপ নন্দিত্রামেহবসৎ তদা। ২৪

জোড় ভ্রাতার আদেশ-পালনে দুঃপ্রতিজ্ঞ,  
ভ্রাতৃবৎসল ভরত, শ্রীরামের আগমন প্রতিজ্ঞায় তাঁর  
পাদুকে রাজ্যভিষিক্ত করে নন্দিত্রামেই বাস করতে  
লাগলেন।

সবালবাজনঃ ছত্রং ধারয়ামাস স স্বরম্,

ভরতঃ শাসনং সর্বং পাদুকাভ্যাং নিবেদয়ন্॥ ২৪

ভরত, রাজ্যশাসনের সকল কার্য ও ফল পাদুকার  
নিবেদন করে (শ্রীরামের পাদুকার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য  
শাসন এবং তার ফল সেই পাদুকাতেই নিবেদন করে)  
সময় সেই পাদুকার উপরে রাজ্যছত্র ধারণ এবং চমক  
বাজন করতে লাগলেন।

ভরতঃ শ্রীমানভিষিচ্যাপাদুকে।

তদধীনস্তদা রাজ্যং কারয়ামাস সর্বদা॥ ২৫

শ্রীমান ভরত দাদার পাদুকাদ্বয়কে অতিষিক্ত করে  
তার অধীনস্থ হয়ে মন্ত্রীদের দ্বারা রাজ্য শাসন করতে  
লাগলেন।

তদা হি যৎ কার্যমুপৈতি কিঞ্চি-

দুপায়নং চোপহতং মহারহম্।

স পাদুকাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য

চক্ষর পশ্চাদ্ ভরতো যথাবৎ॥ ২৬

যদি কোনও রাজ্যকার্য বা মূল্যবান কোনও উপহার  
(নজদানা) আসত, তা প্রথমে (রাজ্য শ্রীরামের প্রতিনিধি)  
সেই পাদুকার নিবেদন করে, তারপর তার যথাযথ ব্যবস্থা  
করতেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতের বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৫ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

### ষোড়শাধিকশততম সর্গ (১১৬)

বৃদ্ধ কুলপতিদের সঙ্গে, বহু ঋষির চিত্রকূট-পরিভ্রমণপূর্বক, অন্য আশ্রমে গমন

প্রতিবাত্তে তু ভরতে বসন্ রামস্তদা বনে।

লক্ষ্যগ্রামাস সোষণমথৌৎসুকাঃ তপস্বিনাম্॥ ১

সকলের সঙ্গে চিত্রকূট আশ্রম ত্যাগ করে ভরত চলে

গেলে শ্রীরাম সেই আশ্রমস্থ ঋষিদের মধ্যে ভয় ও উত্তেজনা  
লক্ষ্য করলেন।

যে তত্র চিত্রকূটস্য পুরস্তাৎ তাপসাত্মকো

রামমহিমা নিরতাস্তানলক্ষ্যদুঃসুকান্ ॥ ২

চিত্রকূটের সম্মুখস্থ তাপসাগ্রমে শ্রীরামকে অবলম্বন করে ষেষকল ঋষিরা ছিলেন, শ্রীরাম সতসা তাঁদের হৃৎকণ্ঠিত দেখলেন।

নয়নৈর্ককুটীভিষ্ট রামঃ নির্দিষ্টা শক্তিঃ ॥

জনোন্মানুষজয়ন্তঃ শচৈচ্চতুর্মিথঃ কথাঃ ॥ ৩

শ্রীরামকে লক্ষ্য করে আশ্রমস্থ ঋষিরা শক্তিত চিত্তে জোলের ইঙ্গিতে আকৃতি করে পরস্পর গোপনে আলাপ করতে লাগলেন।

জ্যেষ্ঠৌঃসুখামালক্ষ্য রামত্বাঙ্গনি শক্তিঃ ॥

কৃতজ্ঞলিঙ্গব্যাচেষদমৃষিঃ কুলপতিং ততঃ ॥ ৪

ঋষিদের ঔৎসুক্য (উৎকণ্ঠা) লক্ষ্য করে শ্রীরামচন্দ্র (নিজের অজ্ঞাতে কৃত কোনও অপরাধ) ভয়ে ভীত হয়ে দ্রুতমের কুলপতি<sup>(১)</sup> ঋষিকে বললেন -

ন কচ্চিৎ ভগবন্ কিঞ্চিৎ পূর্ববৃত্তমিদং ময়ি।

দ্রুতে বিকৃতং যেন বিক্রিয়ন্তে তপস্বিনঃ ॥ ৫

‘ভগবন্ ! আমাতে বা আমার পূর্ববর্তীদের মধ্যে কোনও বিকৃতভাব লক্ষ্যিত হয়নি তো, যার জন্য এই তপস্বীরা বিকারভাবপ্রাপ্ত হচ্ছেন ?

প্রমাদাচ্চরিতং কিঞ্চিৎ কচ্চিন্নাবরজসা মে।

লক্ষ্যস্যার্থিভির্দৃষ্টং নানুরূপং মহাত্মনঃ ॥ ৬

‘আমার ছোট ভাই মহাত্মা লক্ষ্মণের পক্ষে অনুরূপ নয়, তার এমন কোনও প্রমাদযুক্ত আচরণ ঋষিরা লক্ষ্য করেছেন কি ?

কচ্চিচ্ছ্রবণমাণা বঃ শুশ্রবণপরা ময়ি।

প্রমাদভূচিভাং বৃত্তিং সীতা যুক্তাং ন বর্ততে ॥ ৭

‘গৃহস্থের কর্তব্যকর্ম ঋষিদের সেবায় নিরত থাকাকালীন, সীতা আমার (স্বামীর) সেবায় নিরত হয়ে আপনাদের প্রতি কোনও অন্যায় আচরণ করেছেন কি ?’

অথর্ষির্জরয়া বৃদ্ধতপসা চ জরাং গতঃ ॥

বেগমান ইবোবাচ রামঃ ভূতদয়াপরম্ ॥ ৮

তখন, জরাজীর্ণ তপোবৃদ্ধ কুলপতি ঋষি কাঁপতে কাঁপতে সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল রামকে বললেন—

কৃতঃ কল্যাণসঙ্ঘায়াঃ কল্যাণাভিরতোঃ সদা।

চলনঃ তাত বৈদেহ্যস্তপস্বিণু বিশেষতঃ ॥ ৯

‘তাত ! কল্যাণময়ী, সর্বদা সকল প্রাণীর প্রতি কল্যাণকর্মে নিরতা বিদেহ রাজনন্দিনী সতী, তাঁর দ্বারা বিশেষত তপস্বীদের প্রতি বিসদৃশ আচরণ কীকপে সম্ভব ?

দ্বিমিত্তমিদং ভাবৎ তাপসান্ প্রতি বর্ততে।

রক্ষোভ্যন্তেন সংনিগ্নাঃ কথয়ন্তি মিথঃ কথাঃ ॥ ১০

‘বৎস ! তাপসেরা তোমার জন্যই উদ্বিগ্ন। তাই বাক্ষসদের ভয়ে ভীত হয়ে তারা পরস্পর আলোচনা করে থাকে

রাবণাবরজঃ কচ্চিৎ স্বরো নামেহ ব্রাহ্মসঃ ॥

উৎপাটা তাপসান্ সর্বাঙ্গনহাননিবাসিনঃ ॥ ১১

ধ্বংস জিতকালী চ নৃশংসঃ পুরুষাদকঃ ॥

অবলিপ্তশ্চ পাপশ্চ ত্বাং চ তাত ন মৃষাতে ॥ ১২

‘‘খর’’ নামে অন্যতম রাবণানুজ এখানে থাকে।

গর্বোদ্ধত নিষ্ঠুর নরখাদক খর জনহানবাসী তপস্বীদের প্রতি উৎপীড়ন করে। সে তোমাকেও গণ্য করে না।

ত্বং যদাপ্রভৃতি হান্মিন্নাগ্রমে তাত বর্তসে।

তদাপ্রভৃতি রক্ষাংসি বিপ্রকুব্ধি তাপসান্ ॥ ১৩

‘বৎস ! যেদিন থেকে তুমি এই আশ্রমে আছ,

সেইদিন থেকেই রাক্ষসেরা তপস্বীদের ক্ষতি করছে।

দর্শয়ন্তি হি বীভৎসৈঃ ত্রুণৈর্জীষণকৈরপি।

নানারূপৈর্বিক্রান্তৈশ্চ রূপৈরসুখদর্শনৈঃ ॥ ১৪

অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সম্প্রযুক্তা চ তাপসান্।

প্রতিযজ্ঞাপরান্ ক্ষিপ্ৰমনার্থাঃ পুরতঃ স্থিতান্ ॥ ১৫

এই অনার্য রাক্ষসেরা নানান বীভৎস ও ত্রুণ বিকৃত জীষণদর্শনরূপ ধারণ করে সম্মুখস্থ ঋষিদের ভয় দেখায়, আবার কখনো-কখনো সুদর্শনরূপে দর্শন দিয়ে পাপজনক অশুচি দ্রব্যাদি তপস্বীদের সম্মুখে নিক্ষেপ ও স্পর্শ করিয়ে তাঁদের পীড়া দেয়।

(১) ঋষীণাং দশসাহস্রাং যোহরদানাং পোষণাৎ।

অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ ॥

—যে বিপ্র ঋষি দশহাজার মুনিকে অন্নদান ও ভরণ পোষণ করে অধ্যাপনা করেন তিনি—ই কুলপতি।



ভেষু তেষাশ্রমহানেষবুদ্ধমবলীয চ।  
 রমন্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়ন্তোহহর্যচেষতঃ ॥ ১৬  
 'এই ক্ষুদ্রচেতা রাক্ষসেরা সেইসব আগ্রমে গোপনে  
 লুকিয়ে থেকে অল্পজ্ঞ বা অসাবধানী তপস্বীদের হত্যা করে  
 উন্নত হই।  
 অবক্ষিপন্তি ক্রম্ভাণানসীন্ সিকন্তি বারিণা।  
 কলশাংস্ত প্রমদন্তি হবনে সমুপস্থিতে ॥ ১৭  
 'যজ্ঞ আরম্ভ হলে শ্রক্, শ্রব (যজ্ঞার্থ পাত্র বিশেষ)  
 এবং অন্যান্য যজ্ঞপাত্রাদি দূবে নিক্ষেপ কবে যজ্ঞাগ্নিতে জল  
 ঢেলে দেয় এবং যজ্ঞার্থ জল-আনয়নের পাত্র (কলসাদি)  
 ভেঙে দেয়।  
 তৈর্দুরাশ্রিতিরিষ্টানাপ্রমন্ প্রজিহাসবঃ।  
 গমনায়ানাদেশস্য চোদয়ত্বাষয়োহদ্য মাম্ ॥ ১৮  
 'সেই দুরাশ্রদের দ্বারা উৎপীড়িত ঋষিরা আমাকে  
 আজই এই আশ্রম পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ায় জন্য  
 অনুপ্রেরিত করছে।  
 তৎ পুরা রাম শারীরীমুপহিংসাং তপস্বিণু।  
 দর্শয়ন্তি হি দুষ্টান্তে তাক্ষ্যাম ইমমাশ্রমম্ ॥ ১৯  
 'তাই, রাম! সেই দুষ্টেরা তপস্বীদের প্রতি শারীরিক  
 অত্যাচার করার পূর্বেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করে  
 অন্যত্র চলে যেতে চাই।  
 বহুমূলফলং চিত্রমবিদুরাদিতো বনম্।  
 অশস্যশ্রমমেবাহং শ্রয়িষ্যে সগণঃ পুনঃ ॥ ২০  
 'এখান থেকে অদূরেই অশ্বমুনির আশ্রম। খুব সুন্দর  
 এবং সেখানে অপরিপূর্ণ ফলমূল পাওয়া যায়। ঋষিদের  
 সকলকে নিয়ে আমরা সেখানেই আশ্রম নেব।  
 ঋরত্ব্যপি চাযুক্তং পুরা রাম প্রবর্ততে।  
 সহস্রাভিরিতো গচ্ছ যদি বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ ২১  
 'রাম! ঋর তোমার প্রতিও অনুচিত আচরণ করতে  
 পারে। তাই, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো, তুমিও আমাদের  
 সঙ্গে যেতে পারো।

সকলস্য সন্দেহো নিতাং যুক্তস্য রাঘব,  
 সমর্থস্যপি হি সত্যো বাসো দুঃখমিহাভ্য স্তে ॥ ২২  
 'হে রাঘব! যদিও তুমি সাবধানে আই এবং  
 রাক্ষস-দমনে সমর্থ, তথাপি পত্নীর সঙ্গে এখানে প্রেমের  
 বাস দুঃখের কারণ হবে।'  
 ইত্যুক্তবক্তঃ রামস্তঃ রাজপুত্রস্তপস্বিনম্।  
 ন শশাকোত্তরৈর্বাক্যৈরববদ্ধঃ সমুৎসুকম্ ॥ ২৩  
 অন্যান্য ঋষিদের নিয়ে অন্যত্র গমনে সমুৎসুক সেই  
 তপস্বীকে রাজকুমার রাম আশ্বাসবাক্যের দ্বারাও সেই  
 তপোবনে ধরে রাখতে পারলেন না।  
 অভিনন্দ্য সমাপৃচ্ছ্য সমাধায় চ রাঘবম্।  
 স জগামাশ্রমং তাক্ষ্য কুলৈঃ কুলপতিঃ সহ ॥ ২৪  
 সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই কুলপতি ঋষি  
 শ্রীরামকে অভিনন্দন ও বিদায় জানিয়ে সেই আশ্রম ত্যাগ  
 করে চলে গেলেন।  
 রামঃ সঙ্কাম্য ঋষিগণমনুগমনাদ্  
 দেশাৎ তস্মাৎ কুলপতিমভিবাদ্য ঋষিম্।  
 সমাক্ প্রীতৈত্তৈরনুমত উপদিষ্টার্থঃ  
 পুণ্যং বাসায় স্বনিলয়মুপসম্পদে ॥ ২৫  
 ঋষিগণ সেই আশ্রম থেকে চলে যাচ্ছেন দেখে, রাম  
 ঋষিগণকে অনুগমন করে তাঁদের উপদেশ ও অনুমতি  
 নিলেন এবং কুলপতিকে অভিবাদন জানিয়ে নিজের  
 পুণ্যশ্রমে বাস করার জন্য ফিরে এলেন।  
 আশ্রমমৃষিবিরহিতঃ প্রভুঃ  
 ক্ষণমপি ন জহৌ স রাঘব।  
 রাঘবঃ হি সততমনুগতা-  
 জ্ঞাপসান্চার্চচরিতে বৃত্তশাঃ ॥ ২৬  
 রঘুনন্দন রাম, ঋষি-বিরহিত সেই আশ্রমের  
 ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করলেন না। সর্বদাই রামের  
 অনুগত, ঋষি চরিত্রের গুণে বিধৃত চরিত্র কিছু তপস্বী সেই  
 আশ্রমেই থেকে গেলেন।

ইত্যর্বেশ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অথোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অথোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

## সপ্তদশাধিকশততম সর্গ (১১৭)

শ্রীরামাদির অগ্রিমুনির আশ্রমে গমন, মুনি কর্তৃক তাঁদের আতিথা বিধান  
এবং অগ্রিণী অনসূয়া কর্তৃক সীতার সংবর্ধনা

রাঘবকণ্ঠমাত্রেণ

সর্বমুনিচিহ্নায়।

ন তত্রারোচয়দ্ বাসঃ কারণৈর্বহুভিহিতা ॥ ১

রাঘব সকলে আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলে, রাঘব  
রামচন্দ্র সেখানে তাঁদের আর বাস করা ঠিক কিনা এই  
বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। নানা কারণে তাঁর আর  
সেখানে বাস করা উচিত বলে মনে হল না।

ইহ মে ভরতো দৃষ্টো মাতরশ্চ সনাগরাঃ।

স চ মে স্মৃতিরঘেতি তান্ নিভ্যমনুশোচতঃ ॥ ২

রামচন্দ্র চিন্তা করতে লাগলেন—‘এইখানে আমি  
অযোধ্যাবাসীদের সঙ্গে ভরতের এবং আমার মায়েরদের  
সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁদের সকলের কথা চিন্তা করে আমার  
অনুশোচনা হচ্ছে।

জ্ঞানাবারনিবেশেন তেন তস্য মহাস্বনঃ।

হয়হস্তিকরীষৈশ্চ উপমর্দঃ কৃতো ভূশম্ ॥ ৩

‘এখানে মহাত্মা ভরতের শিবির স্থাপিত হওয়ায়,  
অশ্ব এবং হস্তীর পুরীষে (মলে) এইস্থান অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও  
আবর্জনাময় হয়ে গেছে।

তস্মাদন্যত্র গচ্ছাম ইতি সঙ্কিত্য রাঘবঃ।

প্রাতিষ্ঠিত স বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ সঙ্গতঃ ॥ ৪

‘অতএব অন্যত্র চলে যাব’, এই চিন্তা করে বহুদূর  
রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা  
করলেন।

সোহজৈরাশ্রমমাসাদা তং ববন্দে মহাযশাঃ।

তং চাপি ভগবানত্রিঃ পুত্রবৎ প্রতাপদাতা ॥ ৫

অগ্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে মহাযশসী শ্রীরাম  
তাঁকে বন্দনা করলেন, ভগবান অগ্রিণী তাঁকে পুত্রবৎ  
প্রতিগ্রহণ করলেন।

বরমতিথ্যামাদিত্য সর্বমসা সুসংকৃতম্।

সৌমিত্রিঃ চ মহাভাগঃ সীতাঃ চ সমসাপ্তমঃ ॥ ৬

স্বয়ং শ্রীরামের সৃষ্ট আতিথ্য সংস্কারের ব্যবস্থা  
করে, মহাভাগ লক্ষ্মণ ও মহাভাগা সীতাকে সমভাবে

সাহস্রাবাকো আশ্রয় করলেন।

পত্নীঃ চ তমনুপ্রাপ্তাঃ বৃদ্ধামামত্যা সংকৃতাম্।

সাহস্রব্রাহ্মণাঃ ধর্মজঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৭

অনসূয়াঃ মহাভাগাঃ তাপসীঃ ধর্মচারিণীম্।

প্রতিগৃহীত বৈদেহীমত্রবীদৃষিসম্মতঃ ॥ ৮

সকল প্রাণীর কল্যাণপ্রীতি ধর্মজ্ঞ খনিশ্রেষ্ঠ ‘অগ্রি’,  
তাঁর (আহানে) নিকটে আগত সহধর্মচারিণী তাপসী বৃদ্ধা  
পত্নী মহাভাগা অনসূয়াকে সাহস্রা বাক্যে বললেন—‘বৈদেহ-  
রাজনন্দিনী সীতাকে হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ  
করো।’

রামায় চাচচক্ষে তাং তাপসীঃ ধর্মচারিণীম্।

দশ বর্ষাণানাবৃষ্টা দন্ধে লোকে নিরন্তরম্ ॥ ৯

যয়া মূলফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্তিতা।

উত্ত্রেণ তপসা যুক্তা নিয়মৈশ্চাশালিতা ॥ ১০

দশ বর্ষসহস্রাণি যয়া তপ্তং মহৎ তপঃ।

অনসূয়াত্রৈজ্ঞাত প্রত্যাশ্চ নিবর্তিতাঃ ॥ ১১

অতঃপর রামের কাছে তাপসী ধর্মচারিণী  
‘অনসূয়ার’ পরিচয় দিয়ে বললেন—‘একসময় দশবর্ষব্যাপী  
অনাবৃষ্টি হওয়ায় জগৎ পুড়ে ছারবার হয়ে যাচ্ছিল। সেই  
সময় সংযম পালন করে উন্নত তপস্যা-প্রভাবে ইনি  
(অনসূয়া) ফলমূল উৎপাদন করলেন এবং গঙ্গা নদীকে  
এবান দিয়ে প্রবাহিত করালেন। বৎস ! জন্ম-জন্মান্তর  
অনুসরণে দশসহস্র বৎসরব্যাপী এঁর মহতী তপস্যার ফলে  
দুর্গতি দূরীভূত হল।

দেবকার্যনিমিত্তঃ চ যয়া সঙ্করমাণয়া।

দশরাত্রঃ কৃত্য রাত্রিঃ সেমঃ মাতেব তেহনঘা ॥ ১২

‘হে নিষ্পাপ রাম ! দেবকার্য সিদ্ধির জন্য যিনি  
অত্যন্ত স্মরণীয় হয়ে দশ রাত্রিকে দ্রুত একরাত্রিতে  
রূপান্তরিত করেছিলেন, সেই অনসূয়া তোমার মাতার  
মতো সম্মুখে উপস্থিত।

তামিমাং সর্বভূতানাং নমস্কার্য তপস্বিনীম্।

অভিগচ্ছতু বৈদেহী বৃদ্ধামক্ৰোধনাং সদা ॥ ১৩

‘সর্বজনের প্রণামা, ক্রোধবহিতা এত বৃদ্ধা  
তপস্বিনীর কাছে বিদেহরাজতনয়া সীতা যাক্’

এবং ক্রবাণঃ তম্বিঃ তথেষ্টাঙ্গা স রামবঃ।  
সীতামালোকা ধর্মজামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪

যদি এই কথা বললে, বধুনন্দন রাম ‘তাঁই হোণ’  
বলে ধর্মজা সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন -

রাজপুত্রী শ্রুতঃ স্বেতশূন্যেরস্য সমীরিতম্।  
শ্রেয়োহর্ষমাক্ষণঃ শীঘ্রমভিগচ্ছ তপস্বিনীম্ ॥ ১৫

‘অয়ি, রাজকুমারি! এই পূজনীয় মূর্খির কথা শুনে  
তো! অতবে নিজের কল্যাণের জন্য সহর এই তপস্বিনীর  
কাছে যাও।

অনসূয়তি যা লোকে কর্মভিঃ খ্যাতিমাগতা।  
তাং শীঘ্রমভিগচ্ছ তুমভিগমাং তপস্বিনীম্ ॥ ১৬

‘যিনি নিজ আচরণ হেতু জগতে অনসূয়া (দোষদৃষ্টি  
রহিতা) বলে খ্যাতা, সেই অনুসরণীয়া তপস্বিনীর কাছে  
শীঘ্র যাও।’

সীতা স্বেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা রাঘবস্য যশস্বিনী।  
তামত্রিপত্নীং ধর্মজামভিচক্রম মৈথিলী ॥ ১৭

বধুনন্দন রামের এই কথা শুনে মিথিলেশ-  
নন্দিনী যশস্বিনী সীতা অত্রিপত্নী ধর্মজা অনসূয়ার কাছে  
গেলেন।

শিথিলাং বলিতাং বৃদ্ধাং জরাপাতুরমূর্খজাম্।  
সততং বেপমানাঙ্গীং প্রবতে কদলীমিব ॥ ১৮

তাং তু সীতা মহাভাগামনসূয়াং পত্রিতাম্।  
অভাবাদয়দবত্রা যং ননাম সমুদাহরৎ ॥ ১৯

বার্ধক্যহেতু শিথিলদেহা, লোলচর্ম, শুভ্রকেশ,  
বায়ুবেগে কম্পিত কদলীবৃক্ষের মতো সর্বদা কম্পমানদেহা  
পত্রিতা মহাভাগা অনসূয়ার নিকটে গিয়ে সীতা নিজ নাম  
উল্লেখপূর্বক তাঁকে প্রণাম করলেন।<sup>(১)</sup>

অভিবাদ্য চ বৈদেহী তাপসীং তাং দমায়িতাম্।  
বন্ধাজ্জলিপুটা হুষ্টা পর্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥ ২০

বিদেহরাজতনয়া সীতা সংযমশীলা সেই তাপসীকে  
প্রণাম করে কৃতাজ্জলিপুটে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

(১) নিজ নাম উল্লেখ করে পূজাব্যক্তিকে প্রণাম করা ভারতীয় শিষ্টাচার।

ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বা তাং ধর্মচরিতাং,  
সাত্ত্বিকাত্মসীদ বৃদ্ধা দিষ্ট্যা ধর্মমানেসসে ॥ ২১

তখন, ধর্মপত্নী বৃদ্ধা অনসূয়া ভাগবতী দলিত  
সীতাকে সাক্ষাৎ দিষ্টা পেলেন - ‘সৌভাগ্যবশত তুমি ধর্ম  
তা জানো।

তান্ধা জ্ঞাতিক্রমঃ সীতে মানস্কিং চ মানসি।  
অবরুদ্ধং বনে রামং দিষ্ট্যা হৃদয়গুপ্তমি ॥ ২২

‘অয়ি সম্মানসচেতনে সীতে! আমার-বধন,  
সম্মান সৌভাগ্য সব ত্যাগ করে, পত্নি রামকে  
অনুসরণক্রমে তুমি দুঃপজনক বনবাসব্রত গ্রহণ করে  
নগরছো বনছো বা শুভো বা যদি বাতছা।

যাসাং ক্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়ার ॥ ২৩

‘পতি নগরেই থাকুন বা বনে, ভালো জেন  
মন্দ - সেই পতিই যে বনগীদের প্রিয় - মহাদৌত্যের  
সুর্গদ্বার তাঁদের জন্য উন্মুক্ত।

দুঃশীলঃ কামবৃন্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ।  
ক্রীণামার্ষ্যভাবানাং পরমং দৈবভং পত্নী ॥ ২৪

‘পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা নির্ধন - যা-ই হোক, পত্নী  
প্তীর কাছে তিনি পবন দেবতা!

নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিন্শ্বাহম্।  
সর্বত্র যোগ্যং বৈদেহি তপঃকৃতমিবাহারম্ ॥ ২৫

‘অয়ি, বিদেহরাজনন্দিনী সীতে! অনেক বিচার  
করেও আমি এঁর (পতির) অপেক্ষা বিশিষ্ট (বড়) কাঁই  
দেখছি না। পত্নীর কাছে পতি তপস্যার মতো অল্প  
উপযোগী।

ন স্বেবমনুগচ্ছতি গুণদোষমৎস্রিম্।  
কামবন্ধব্যাহদয়া ভর্তৃনাথান্দরম্ ॥ ২৬

‘কামাধীনা অসতী পত্নীরা পতিকে অনুসরণ করে  
এবং গুণ-দোষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সেই পত্নীরা স্বেচ্ছাক্রমে  
হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে মরে।

প্রাপুনস্ত্যযশশ্চৈব ধর্মদ্রংশং চ মৈথিলি।  
অকার্যবশমাপমাঃ শ্রিয়ো যাঃ খলু তবিধা ॥ ২৭

‘অয়ি, মৈথিলি! এইরকম অন্যায়কর্মে  
কামাধীন স্ত্রীগণ ধর্মভ্রষ্ট হয়ে অপযশ-প্রাপ্ত হয়।

কবিবার্ত্তা  
কিন্তু, হোমান মত  
দশ বোলে, পুণ্যকর্মে  
গুণে বিচরণ করে।  
তদেবমেতং

ইত্যর্থে শ্রী  
মহর্ষি বাস্কী

সীতা

মা স্বেবমনুজা  
প্রতিপূজা ব

দোষদৃষ্টির  
কথাকে অভিনি

নাগলেন -  
নৈশ্চল্যার্ঘ্যমার্ঘ্য

বিদিতং তু  
‘পূজনীয়

আপনার পক্ষে  
নরীর একমাত্র

যদ্যশেষ  
অধেষমত্র

‘পতি  
হন, তপাদি,

সম্মানহার ক  
কিং পুনঃ

হিরানুরাগে  
‘আ

দয়ান  
অচল,

বিদ্যাজিন



বিবাহ্য শূন্যমুক্তা দৃষ্টলোকপরাধরাঃ।  
 স্ত্রিয়া স্বর্গে চরিত্যস্তি যথা পুণ্যকৃততপা ॥ ২৮  
 ‘কিন্তু, তোমার মতো গুণবতী সান্নী, যাবা ভালো  
 মন্দ যোঝে, পুণ্যকর্মে লিপ্ত হয়ে তারা পুণ্যস্বাদের মতো  
 স্বর্গে বিচরণ করে।  
 তদেবমেতং ত্বমনুরতা সতী

পতিপ্রধানা সমমানুবর্তিনী।  
 ভবন দ্বর্ভুঃ সহধর্মচারিণী  
 যশস্ব ধর্মঃ চ ভতঃ সমান্যাসি ॥ ২৯  
 ‘অতএব, তুমি পতির অনুগতা ও পতিপ্রধানা হয়ে  
 তাঁর কার্যের অনুবর্তিনী হও। পতির সহধর্মচারিণী হলে ধর্ম  
 ও যশ দুই ই লাভ করবে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

### অষ্টদশাধিকশততম সর্গ (১১৮)

সীতা-অনসূয়া সংলাপ। সীতাকে অনসূয়ার স্নেহোপহার দান। অনসূয়ার জিজ্ঞাসার  
 উত্তরে সীতা কর্তৃক স্ব-স্বয়ংবর বর্ণন

স ত্বেবমুক্তা বৈদেহী ত্বনসূয়ানসূয়া।  
 প্রতিপূজ্য বচো মন্দং প্রবক্ষ্যমুপচক্রমে ॥ ১  
 দোষদৃষ্টিরহিতা সীতা, ঋষিপত্নী অনসূয়ার এই  
 কথাকে অভিনন্দিত করে, তাঁকে ধীরে ধীরে বলতে  
 লাগলেন—  
 নৈতদাশ্চর্যমার্বায়াং যন্মাং ত্বমনুভাষসে।  
 বিদিতং তু মমাপ্যেতদ্ যথা নার্বাঃ পতির্ভরুঃ ॥ ২  
 ‘পূজনীয়া দেবি ! আপনি আমাকে যা যা বললেন,  
 আপনার পক্ষে তা আশ্চর্য নয়। আমিও জানি যে, পতিই  
 নারীর একমাত্র গুরু।  
 যদ্যপ্যেব ভবেদ্ ভর্তা অনার্বো বৃত্তিবর্জিতঃ।  
 অধৈবমত্র বর্তব্যং যথাপোষ ময়া ভবেৎ ॥ ৩  
 ‘পতি যদিও অনাচারী ও বৃত্তিহীন (উপার্জনহীন)  
 হন, তথাপি, আমার মতো নারীর দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর সঙ্গে  
 সহাবহার করা উচিত।  
 কিং শুনর্বো গুণপ্রাঘাঃ সানুক্ৰোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।  
 হিরানুরাগো ধর্মাত্মা মাতৃবৎ পিতৃবৎ প্রিয়ঃ ॥ ৪  
 ‘আর যিনি সকলের প্রশংসনীয়, স্নানীয়, গুণবান,  
 দয়াবান এবং জিতেন্দ্রিয়, অপরের প্রতি ভালোবাসায়  
 অচঞ্চল, ধর্মাত্মা, মাতা-পিতার ন্যায় স্নেহশীল—তাঁর প্রতি  
 বিশ্বাসীন ব্যবহারের কথা আর কী বলব ?

যাং বৃত্তিং বর্ততে রামঃ কৌসল্যায়াম্ মহাবলঃ।  
 তামেব নৃশনারীণামন্যাসামপি বর্ততে ॥ ৫  
 ‘মহাবলী শ্রীরাম নিজমাতা কৌশল্যার প্রতি যেকপ  
 ব্যবহার করেন, মহারাজের অন্য মহিষীদের প্রতিও সেই  
 একই রকম ব্যবহার করে থাকেন।  
 স্কদ্ দৃষ্টাস্তপি স্ত্রীষু নৃপেণ নৃপবৎসলঃ।  
 মাতৃবদ্ বর্ততে বীরো মানমুৎসজা ধর্মবিৎ ॥ ৬  
 ‘রাজা দশরথ একবারও যে সুন্দরী নারীর প্রতি  
 (প্রেম) দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, নৃপবৎসল (পিতৃবৎসল)  
 ধার্মিক বীর রামচন্দ্র অভিমানশূন্য হয়ে তাঁকেই মাতৃবৎ  
 সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন।  
 আগচ্ছন্ত্যস্ট বিজনং বনমেবং ভয়াবহম্।  
 সমাহিতং হি মে শূশ্র্বা হৃদয়ে যৎ স্থিরং মম ॥ ৭  
 ‘পতির সঙ্গে ভয়াবহ জনহীন অরণ্যে আসার সময়  
 আমার শূশ্রূ মাতা (শাশুড়ি) কৌশল্যাদেবী আমাকে যা  
 বলে দিয়েছেন, তা আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে।  
 পানিপ্রদানকালে চ যৎ পুরা স্বগ্নিসমিধৌ।  
 অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদপি মে শৃতম্ ॥ ৮  
 ‘আমার বিবাহের সময়, অগ্নি-সমক্ষে আমার  
 মাতৃদেবী আমায় যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাও আমার  
 হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে।



বিস্তারিত ও যথাযথ শুনে চাই : তুমি বলো।

এবমুক্তা তু সা সীতা তাপসীঃ ধর্মচারিণীম্।

জয়তামিতি চোক্ত্বা বৈ কথ্যামাস ভাং কথাম্॥ ২৬

তাপসীকর্তৃক এইরকম জিজ্ঞাসিত হয়ে, সীতা ধর্মচারিণী তাপসীকে ‘শুনুন’ বলে নিজের স্মরণবরকাহিনী যথাযথা বলতে শুরু করলেন—

মিথিলাধিপতিবীরো জনকো নাম ধর্মনিৎ।

করকর্মশাভিরতো ন্যায়তঃ শাস্তি মেদিনীম্॥ ২৭

বীর ও ধর্মবিদ মিথিলাধিপতি জনক ক্ষত্রোচিত কর্মে ভূপের থেকে ন্যায় ও ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করতেন তস্যা লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমশুলম্।

অহং কিলোশ্বিতা ভিত্তা অগতীঃ নৃপতেঃ সূতা॥ ২৮

‘একদিন তিনি যজ্ঞার্থে ক্ষেত্রে হলচালনা করছিলেন।

সেই সময় আমি লাঙ্গলবোঝা ভেদ করে উত্থিত হয়ে জনক-কন্যা সীতা নামে পরিচিতা হই।

স মাং দৃষ্টা নরপতিমুষ্টিবিক্ষেপতঃ পরঃ।

পাংসুভৃষ্টিতসর্বাসীঃ বিস্মিতো জনকোহভবৎ॥ ২৯

‘রাজা মুষ্টিবদ্ধ বীজ জমিতে ছড়াতে (বপন করতে) বাস্ত ছিলেন। সেই সময় সর্বাপ ধূলিধূসরিতা আমাকে দেখে রাজা জনক বিস্মিত হলেন।

অনপতোন চ স্নেহাদক্ষমারোপ্য চ স্বয়ম্।

মমেয়ং তনয়েত্বাক্ষা স্নেহো ময়ি নিপাতিতঃ॥ ৩০

‘জনক ছিলেন নিঃসন্তান ; তাই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে “এই আমার কন্যা”, বলে আমার উপর (সমস্ত) স্নেহ ঢেলে দিলেন।

অন্তরিক্ষে চ বাণ্ডক্তা প্রতিমামানুষী কিল।

এবমেতন্নরপতে ধর্মেণ তনয়া তব॥ ৩১

‘এমন সময় অন্তরীক্ষে মনুষ্যকণ্ঠে দৈববাণী হল, “হে নরেশ্বর এই-ই তোমার ধর্মসঙ্গতা দুহিতা”।

ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্মাত্মা পিতা মে মিথিলাধিপঃ।

অবাণ্ডো বিপুলামৃদ্ধিঃ মামবাপা নরাধিপঃ॥ ৩২

‘তখন আমার ধর্মাত্মা পিতা মিথিলাধিপতি জনক আমাকে কন্যারূপে পেয়ে অত্যন্ত প্রহৃষ্ট হলেন এবং বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করলেন।

দত্তা চান্দ্রীটবদ্ভৈবঃ জ্যেষ্ঠায়ৈ পুণ্যকর্মণে।

তস্যা সম্ভাবিতা চান্মি স্নিগ্ধ্যা মাতৃসৌহৃদাৎ॥ ৩৩

‘রাজা জনক পুণাশীলা জ্যেষ্ঠা মহিষীর কাছে তাঁর বাঞ্ছিত স্রব্যের মতো আমাকে দিয়ে দিলেন। রাজমহিষী

সিদ্ধ মাতৃস্নেহে আমাকে প্রতিপালন করতে লাগলেন।

পতিসংযোগমূলভঃ বয়ো দৃষ্টা তু মে পিতা।

চিহ্নামভাগমদ্ দীনো বিত্তনাশাদিবাদনঃ॥ ৩৪

‘কিছুকাল পরে পিতা আমার বিবাহের বয়স হয়েছে লক্ষণ করে, দরিদ্রের ধননাশ হলে যেমন চিত্তা হয় সেইরকম চিন্তিত হলেন।

সদৃশাঢ্যাপকৃষ্টাচ্চ লোকো কন্যাপিতা জনাৎ।

প্রথর্ষণমবাণ্ডোতি শত্রুণাপি সমো ভূবি॥ ৩৫

‘সংসারে ইন্দ্রতুল্য হলেও কন্যার পিতা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বা তাঁর সমান ব্যক্তির (বিশেষত বরপক্ষের) কাছে অসম্মানের পাত্রই হয়ে থাকেন।

ভাং ধর্মণামদূরহাং সংদৃশ্যাম্মনি পার্শ্বিণঃ।

চিহ্নার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্রবো যথা॥ ৩৬

‘নিজের সেই অসম্মানের কাল অদূরগত বুঝতে পেরে অর্থাৎ আমার বিবাহের কাল সমীপাগত দেখে রাজা জনক চিন্তাসমূদ্রে ডুবে গেলেন ; নৌকা না পেয়ে যেন (চিন্তাসমূদ্রের) তীরে যেতে অসমর্থ হলেন।

অযোনিজাং হি মাং জ্ঞাত্বা নাধ্যগচ্ছৎ স চিত্তয়ন্।

সদৃশং চাভিরূপং চ মহীপালঃ পতিং মম॥ ৩৭

‘আমি অযোনিজা। রাজা তাই অনেক চিন্তা করেও আমার যোগ্য পতির সন্ধান পেলেন না।

তস্যা বুদ্ধিরিয়ং জাতা চিত্তয়ানসা সত্ততম্।

স্বয়ংবরং তনুজায়াঃ করিষ্যামীতি ধর্মতঃ॥ ৩৮

‘সব সময় আমার বিবাহের বিষয়ে চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে হল, “আমি ধর্মানুসারে কন্যার স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করব।”

মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাস্বনা।

দত্তং ধনুর্বরং প্রীত্যা তুধী চাক্ষ্যাসায়কৌ॥ ৩৯

‘কোনও এক মহাযজ্ঞে প্রীত হয়ে মহাত্মা বরুণদেব (জনকের পূর্ববর্তী রাজা দেবরাতকে) একটি উত্তম ধনু এবং অক্ষয় বানপূর্ণ তুণীর দান করেছিলেন।

অসঙ্খ্যালাং মনুষ্যৈশ্চ যজ্ঞেনাপি চ গৌরবাৎ।

তন্ন শক্তা নময়িতুং স্বপ্রেমপি নরাধিপাঃ॥ ৪০

‘ধনুকটা এত ভারী ছিল যে, কোনও বীরপুরুষই সম্পূর্ণ শারীরিক শক্তি দিয়েও সেটি সঞ্চালিত করতে (নড়াতে) সমর্থ ছিল না ; কোনও রাজাই স্বপ্নেও বাকাতে (নোয়াতে) পারত না।

তদ্বনুঃ প্রাপ্য মে পিতা ব্যাহতঃ সত্যবাদিনা।



সমবাসো ননেন্জাশাং পূর্বমামদ্রা পার্থিবান্ ॥ ৪১

‘আমার সত্যনাগি পিতা সেই ধনুকটি পুনশ্চানুক্রেমে প্রাপ্ত হয়ে প্রথমেই বাজনাশব্দেতে রাজাদের আহ্বান জানিয়ে বললেন -

ইদং চ ধনুকদাম্য সজাং যঃ কুরুতে নরঃ।

তস্য মে দুহিতা জায়া ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২

“যে সজ্জন এই ধনু তুলে তাতে ‘জ্যা’ আনোপ কবতে সমর্থ হবে, আমার কন্যা সীতা তাঁরই পত্নী হবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।”

তচ্চ দৃষ্টা ধনুঃশ্রেষ্ঠঃ গৌরবান্ গিরিসাগিতম্।

অভিবাধা নৃপা জয়বশন্তনুতস্য তোলনে ॥ ৪৩

‘রাজারা পর্বতসদৃশ গুরুভার সেই ধনুকটি তুলতেই অসমর্থ হয়ে, তাকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

সুদীর্ঘস্য তু কালস্য রাঘবোহয়ং মহাদ্যুতিঃ।

বিশ্বামিত্রেণ সহিতৈ যজ্ঞঃ স্টুং সমাগতঃ ॥ ৪৪

লক্ষ্মণেন সহ স্রাজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।

বিশ্বামিত্রস্ত ধর্মাত্মা মম পিত্রা সুপুজিতঃ ॥ ৪৫

‘সুদীর্ঘকাল পরে মহাদীপ্তিমান রামচন্দ্র সেই ধনুতে জ্যা-রোপণ যজ্ঞ দর্শনের জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে মিথিলায় এলেন। লক্ষ্মণ সত্যপরাক্রম শ্রীরামকে এবং ধর্মাত্মা মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে আমার পিতা সাদর আপ্যায়ন করলেন।

প্রোবাচ পিতরং তত্র রাঘবৌ রামলক্ষ্মণৌ।

সুতো দশরথস্যোমৌ ধনুর্দর্শনকাক্ষিকৌ।

ধনুর্দর্শয় রামায় রাজপুত্রায় দৈবিকম্ ॥ ৪৬

‘মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার পিতাকে বললেন — “রঘুকুলনন্দন এই ভ্রাতৃত্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) রাজা দশরথের পুত্র। এঁরা দৈব ধনুটির দর্শনাকাক্ষী। রাজপুত্র শ্রীরামকে ধনুটি দেখান।”

ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ তদ্ ধনুঃ সমুপানয়ৎ

তদ্ ধনুর্দর্শয়ামাস রাজপুত্রায় দৈবিকম্ ॥ ৪৭

‘বিপ্রবর বিশ্বামিত্র এই কথা বললে, সেই দৈব ধনুটি সেখানে গিয়ে আসা হল এবং রাজপুত্র শ্রীরামকে দেখানো হল।

নিমেষান্তরমাত্রাণ তদানম্মা মহাবলঃ।

জ্যাং সমারোপ্য ঋতিতি পুরয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ৪৮

‘মহাবলী শ্রীরাম নিমেষের মধ্যে সেই ধনুতে জ্যা আনোপ (রোপণ যোজন) করে আকর্ষণ করলেন।

তেনাপুরয়তা বেগান্মগো ভগ্নং দিগ্বা ধনুঃ।

তস্য শব্দোহভবদ্ ভীমঃ পতিতশাশনোর্বলঃ ॥ ৪৯

‘সর্বদা আকর্ষণ করায় বজ্রপাতের মতো ভীম শব্দে সেই ধনু দশাভাগ থেকে দিশস্তিত হয়ে ভেঙে গেল ততোহহঃ তত্র রামায় পিত্রা সত্য্যভিসজিনা।

উদ্যতা দাতুমদাম্য জলভাজনানুভবম্ ॥ ৫০

‘তখন আমার সত্যসঙ্গ পিতা উত্তম জলপায় শ্রীরামের হাতে আমাকে সনর্পণ করার জন্য উদ্যত হলেন।

দীপ্যমানাং ন তু তদা প্রতিজ্জ্বাহ রাঘবঃ।

অবিজ্ঞায় গিতুশ্চন্দমযোধ্যাধিপতেঃ প্রভোঃ ॥ ৫১

‘(তখন, আমার পিতা রামের হাতে আমাকে দান করতে চাইলেও) অযোধ্যাধিপতি পিতা দশরথ-এ অভিপ্ৰায় না-জেনে রঘুনন্দন বাম আমাকে পত্নীকণে দান করতে সম্মত হলেন না।

ততঃ শ্বশুরমামদ্র্য বৃদ্ধঃ দশরথঃ নৃপম্।

মম পিত্রা ত্বহং দত্তা রামায় বিদিতাশ্বনে ॥ ৫২

‘তখন আমার বৃদ্ধ শ্বশুর রাজা দশরথকে আহ্বান জানিয়ে আমার পিতা আশ্রয়জানী শ্রীরামচন্দ্রের হয়ে আমাকে সমর্পণ করলেন।

মম চৈবানুজা সাধ্বী উর্মিলা স্তনুদর্শনা।

ভার্যার্থে লক্ষ্মণস্যাপি দত্তা পিত্রা মম বয়ম্ ॥ ৫৩

‘অতঃপর পিতা নিজের আমার অনুজা স্তনুদর্শন সচ্চরিত্রা উর্মিলাকে লক্ষ্মণের হাতে তাঁর পত্নীকণে সম্প্রদান করলেন।

এবং দত্তাস্মি রামায় তথা তস্মিন্ স্বয়ংবরে।

অনুরক্তাস্মি ধর্মেণ পতিং বীর্যবতাং বরম্ ॥ ৫৪

‘এইভাবে স্বয়ংবরে আমি পিতা কর্তৃক শ্রীরামের হস্তে সমর্পিতা হলাম। তাই বীরশ্রেষ্ঠ পতির প্রতি ধর্মানুসারে আমি অনুরক্তা হয়ে আছি।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

## উনবিংশতীতম সর্গ (১১৯)

অনসূয়ার নির্দেশানুসারে তৎপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি ধারণপূর্বক সুসজ্জিতা সীতার শ্রীরামসমীপে গমন এবং  
আশ্রম রাত্রিবাসান্ত্রে প্রাতঃকালে অন্যত্র গমনের জন্য শ্রীরামাদির ঋষিদের নিকট বিদায়গ্রহণ

অনসূয়া তু ধর্মজ্ঞা শ্রদ্ধা ভাং মহতীং কথাম্।  
নৃষজ্জত বাহুভ্যাং শিরস্যাম্রায় মৈথিলীম্॥ ১  
ধর্মপরায়ণা অনসূয়া সীতার সেই মহতী বিবাহকাহিনী  
শ্রবণ করে স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গনপূর্বক তাঁর  
মস্তক আশ্রয় করলেন এবং বললেন—  
বাজস্করপদং চিত্রং ভাষিতং মধুরং ত্বয়া।  
যথা স্বয়ংবরং বৃত্তং তৎ সর্বং চ শ্রুতং ময়া॥ ২  
'বৎসে ! তুমি মধুরভাবে সুস্পষ্ট অঙ্কর ও  
পদবিন্যাসে তোমার স্বয়ংবরকাহিনী যেভাবে বললে, তা  
সবই আমি শুনলাম।  
রনৈয়ং কথয়া তে তু দৃঢ়ং মধুরভাষিনি।  
রবিরস্তং গতঃ শ্রীমানুপোহ্য রজনীং শুভাম্। ৩  
দ্বিসং পরিকীর্ণানামাহারার্থং পতন্ত্রিণাম্।  
সজ্জাকালে নিলীনানাং নিদ্রার্থং শ্রমতে স্বনিঃ। ৪  
'অয়ি মধুরভাষিনি ! তোমার এই স্বয়ংবরকাহিনী  
অতীব রমণীয়া। দেখো, শ্রীমান সূর্যদেব অন্তাচলে গেছেন।  
শুভ রজনী সমাগতা। দিনের বেলা যে পাখিরা আহার  
সংগ্রহের জন্য উড়ে গিয়েছিল, তারা নিদ্রার জন্য  
সজ্জাবেলা নীড়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে— তাদের কলকাকলি  
শোনা যাচ্ছে।  
এতে চাপ্যভিষেকার্জা মুনয়ঃ কলশোদাতাঃ।  
সহিতা উপবর্তন্তে সলিলাপ্লুতবঙ্কলাঃ॥ ৫  
'সায়ংকালে স্নানান্তে আশ্রবস্তপরিহিত মুনীরা  
জলপূর্ণ কলস কাঁধে নিয়ে আশ্রমে ফিরে আসছেন।  
অগ্নিহোত্রে চ ঋষিণা ছতে চ বিধিপূর্বকম্।  
কপোতাক্ষরূপো ধূমো দৃশ্যতে পবনোদ্ধতঃ॥ ৬  
'ঋষি অত্রি কর্তৃক যথাবিধি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সমাপ্ত  
হওয়ায় পারাবতের অঙ্গ বিশেষের তথা গলদেশের মতো  
ধূম ধূম বাতাসে উড়তে দেখা যাচ্ছে।  
অল্পবর্ণা হি তরবো ঘনীভূতাঃ সমন্ততঃ।  
বিশৃঙ্খলৈঃ দেশে ন প্রকাশন্তি বৈ দিশঃ॥ ৭  
'চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় অল্পপত্রবিশিষ্ট  
বৃক্ষগুলি ঘনীভূত দেখাচ্ছে। যেখানে দৃষ্টি যায় না অন্ধকার

হেতু সেইদিক বোঝা যাচ্ছে না।  
রজনীচরসঙ্ঘানি প্রচরন্তি সমন্ততঃ।  
তপোবনমৃগা হ্যেতে বেদিতীর্থেষু শেরতে॥ ৮  
'নিশাচর প্রাণীরা চতুর্দিকে বিচরণ করছে।  
তপোবনমৃগেরা পুণ্যস্থান বেদিতীর্থে শুয়ে পড়েছে।  
সম্প্রবৃত্তা নিশা সীতে নক্ষত্রসমলঙ্কতা।  
জ্যোৎস্নাপ্রাবরণশচন্দ্রো দৃশ্যতেহভ্যুদিতোহম্বরঃ॥ ৯  
'সীতে ! নক্ষত্রমালার সাজে সজ্জিতা রাত্রি সমাগতা।  
জ্যোৎস্নার উত্তরীয় গায়ে দিয়ে চন্দ্র আকাশে উদ্ভিত হয়েছে।  
গম্যতামনুজ্ঞানামি রামস্যানুচরী ভব।  
কথয়ন্ত্যা হি মধুরং ত্বয়াহমপি তোষিতা॥ ১০  
'হ্যাও ! আমি অনুমতি দিচ্ছি। রামের অনুচারণী  
হও। তোমার মধুর কথায় আমি তৃপ্ত হয়েছি।  
অলঙ্কর চ তাবৎ ত্বং প্রত্যক্ষং মম মৈথিলি।  
প্ৰীতিং জনয় মে বৎসে দিব্যালঙ্কারশোভিনী॥ ১১  
'অয়ি, মিথিলেশনন্দিনি ! আমার সামনে এই  
অলঙ্কারগুলি ধারণ করো। দিব্যালঙ্কারে সুশোভিতা হয়ে  
আমায় আনন্দ দান করো।'  
স তদা সমলঙ্কতা সীতা সুরসুতোপমা।  
প্রণম্য শিরসা পাদৌ রামং হৃভিমুখী যযৌ॥ ১২  
দেবকন্যাসদৃশী সীতা অলঙ্কারসজ্জিতা হয়ে  
অনসূয়ার চরণে অবনতমস্তকে প্রণাম করে শ্রীরামের কাছে  
গেলেন।  
তথা তু ভূষিতাং সীতাং দদর্শ বদতাং বরঃ।  
রাঘবঃ প্ৰীতিদানেন তপস্বিন্যা জহর্ষ চ॥ ১৩  
তপস্বিনী অনসূয়ার মেহপ্রদত্ত অলঙ্কারে বিভূষিতা  
সীতাকে দেখে বাম্বীশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রাম অত্যন্ত প্রসন্ন  
হলেন।  
নাবেদয়ং ততঃ সর্বং সীতা রামায় মৈথিলী।  
প্ৰীতিদানং তপস্বিন্যা বসনান্ধরণপ্রজাম্॥ ১৪  
তপস্বিনী অনসূয়ার প্ৰীতির দান বসন-  
অলঙ্কার-মালার কথা সবই মৈথিলী সীতা রামকে নিবেদন  
করলেন।

প্রহৃষ্টকৃত্তবদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ ।  
মৈথিল্যাঃ সংজিহ্নাঃ দৃষ্টা মানুষোশ্চ সুদুর্লভাম ॥ ১৫  
মনুষ্যসমাজে একান্ত দুর্লভ (নাথিপত্নী কর্তৃক) সীতার  
প্রতি এই সংকার দেখে মহানন্দী শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত  
আনন্দিত হলেন।

ততঃ স শবরীং প্রীতঃ পুশ্যাং শশিনিজ্ঞাননাম্ ।  
অর্চিতক্লাপসৈঃ সর্বেক্লপাস রঘুনন্দনঃ ॥ ১৬

অনন্তর তপস্বীদের দ্বারা অর্চিত পরম প্রীত রঘুনন্দন  
রাম এবং মহাবীর লক্ষ্মণ চন্দ্রাননা পবিত্রা সীতাকে দেখেই  
সেই আশ্রমেই যাত্রী অতিবাহিত করলেন।

তস্যাং রাজ্যাং বাতীভ্যামভিষিচা হত্যায়িকান্  
আপৃচ্ছেতাং নরব্যাঘ্রৌ তাপসান্ বনগোচরান্ ॥ ১৭

যাত্রিশেষে বনবাসী তপস্বীরা স্নানান্তে যজ্ঞাগ্নিতে  
আহুতি দান করলে নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ তাঁদের কাছে  
বিদায় প্রার্থনা করলেন।

তাবুচুস্তে বনচরাস্তাপসা ধর্মচারিণঃ ।

বনস্য তস্য সঞ্চারং রাক্ষসৈঃ সমভিপ্লুতম্ ॥ ১৮

রক্ষাসি পুরুষাদানি নানারূপাণি রাঘব ।

বসন্ত্যস্মিন্ মহারণো ব্যালাশ্চ কুধিরানশাঃ ॥ ১৯

বনবাসী ধর্মচারী তপস্বীরা তাঁদের বললেন—‘হে

রঘুনন্দন ! এই বনে নানারূপদারী নরমাংসভোজী  
রাক্ষসেরা এবং রাক্ষসীরা প্রিংশু জন্তুরা শাস করে।  
উচ্ছ্রষ্টঃ বা প্রমত্তঃ বা তাপসাং ব্রহ্মচরিনম্ ।

অদন্ত্যস্মিন্ মহারণো তান্ নিশারয় রাঘব ॥ ১৯

‘হে রঘুনন্দন ! এই মহারণে অশাসন বা অশু  
এগারীদের সেইসব রাক্ষস ও প্রিংশু জন্তুরা দেখে ভেত  
আপনি তাদের নিবৃত্ত করুন।

এন পছা মর্জ্যপাং সলান্যহরতাং যম,  
অনেন তু কনং দুর্গং গম্যং রাঘব তে ক্ষম ॥ ২০

‘মর্জ্যপা এই পথে বনে ফলমূলদি আত্মপে  
তে রঘুনন্দন ! আপনারা এই পথে দুর্গম বনে প্রবেশ করে  
পারবেন।’

ইতীরিতঃ প্রাজ্জলিভিঃপরিভিঃ-

বীজৈঃ কৃতব্রহ্মদানঃ পরমশঃ ।

বনং সমার্যঃ প্রনিবেশ রাঘবঃ

সলক্ষণঃ সূর্য ইবাক্রমতলম্ ॥ ২১

তপস্বী দ্বিজগণ কৃতাজ্জলিপুটে বসন্তাচরণ ক  
শত্রুতাপন রামকে এই কথা বললে, সীতা ও লক্ষ্মণসহ  
মেঘমণ্ডলে প্রবেশকারী সূর্যের মতো গভীর অরণ্যে প্রবে  
করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশতাদিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশতাদিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত



# শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ

## অরণ্যাকাণ্ড

### প্রথম সর্গ (১)

গভীর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করে তপস্বীদের আশ্রমে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সংকার-লাভ

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাস্রবান্।  
সম্মো দর্শনং দুর্ধর্ষজ্ঞাপসাপ্রমমণ্ডলম্॥ ১

(অত্রিমুনির আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে) দুর্জয় বীর ও  
জাম্বজানী রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে (ঋষিপ্রদর্শিত  
পথে গিয়ে) বিশাল দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন এবং  
সেখানে তপস্বীদের আশ্রমসকল দেখতে পেলেন।

কুশটীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্মণ্য লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।  
কথা প্রদীপ্তং দুর্দর্শং গগনে সূর্যমণ্ডলম্॥ ২

(আশ্রম-সমাবৃত সেই দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র) কুশ এবং  
হ্রি বনুসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে এবং ব্রাহ্মী শ্রী  
(ঋষিদের ব্রহ্মবিদ্যার উজ্জ্বল আলোকের স্নিগ্ধচ্ছটা) সর্বত্র  
আবৃত করে রেখেছে। আকাশে উজ্জ্বল ভাস্বর সূর্যমণ্ডল  
যেমন দুনিরীক্ষ্য (তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না)  
(সেইরকমই, ঋষিদের তপস্যার প্রভাবে আশ্রম-সমাবৃত  
সেই অরণ্য ব্রহ্মতেজে দুনিরীক্ষ্য হয়ে উঠেছে)।

শরণ্যং সর্বভূতানাং সুসম্পৃষ্টাজিরং সদা।  
ঋগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসংঘৈঃ সমাবৃতম্॥ ৩

সেই আশ্রমগুলির অঙ্গন (উঠান) সম্মার্জিত (ঝাঁট  
দেওয়া হয়েছে)। এই আশ্রমসমুদায় সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থল  
এবং বহুবিধ পশু-পক্ষী-সমাকীর্ণ।

পূজিতং চোপনৃতং চ নিত্যমঙ্গরসাং গণৈঃ।  
বিশালৈরগ্নিশরশৈঃ ক্রগুভাটৈরজিনৈঃ কুশৈঃ॥ ৪

নবিস্তিত্তোয়কলশৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্।  
আর্যশ্য মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্বৃতম্॥ ৫

সেই পবিত্র আশ্রমগুলিতে অঙ্গরাগণ সর্বদা নৃত্য  
এবং পূজা করেন ; আবার, বিশাল বিশাল অগ্নিশালা  
(যজ্ঞশালা) ক্রক্ (অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার পাত্র  
বিশেষ), ঘৃতপাত্র, মৃগচর্ম, কুশ, সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ),  
জলপূর্ণ কলশ ও ফলমূল-পরিশোভিত। (এই আশ্রম) পবিত্র  
সুস্বাদু ফলপূর্ণ বিরাট বিরাট বন্যবৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত (হয়ে  
শোভা পাচ্ছে)।

বলিহোমার্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনির্নাদিতম্।  
পুষ্পপ্চান্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপল্লয়া॥ ৬

ভূতবলি (পশুপক্ষীদের উদ্দেশ্যে আহার দান) ও  
হোম (দেবোদ্দেশ্যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি) দ্বারা পূজাহেতু  
পবিত্র, বেদধ্বনি দ্বারা যুগ্মিত এবং চারিদিকে প্রস্ফুটিত  
পদ্মে সুশোভিত পদ্মসরোবর ও নানাবিধ পুষ্পসমূহ  
ইত্যন্ত বিকীর্ণ (বিক্ষিপ্ত) থাকায় সেই আশ্রমগুলি সুন্দর  
দেখাচ্ছে।

ফলমূলাশনৈর্দাক্ষৈকীরকৃষ্ণাজিনাঘরৈঃ  
সূর্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্মুনিভির্ভূতম্॥ ৭

সেই আশ্রমসমূহে ফলমূলাহারী, জিতেন্দ্রিয় এবং  
সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজোদীপ্ত বর্ষাঘান মুনিগণ বাস  
করেন ; কৃষ্ণসার মৃগচর্ম নির্মিত তাঁদের বসন।

পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমধিভিঃ।  
তদ্ ব্রহ্মডবনপ্রশাং ব্রহ্মঘোষনির্নাদিতম্॥ ৮

সংযতাহারী (আহারে সংযমী) পুণ্যবান ঋষিশ্রেষ্ঠগণ  
কর্তৃক সুশোভিত এবং ব্রহ্মসূচক বেদমন্ত্রধ্বনিত আশ্রমসমূহ

ব্রহ্মব্রহ্মের ন্যায় (ব্রহ্মাব্রহ্ম বা গৃহসদৃশ) প্রতিভাত।

ব্রহ্মব্রহ্মমহাতাগৈরোক্ষৈরুপশোভিতম্ ।

তদ্ দৃষ্টা রাঘবঃ শ্রীমাংস্তাপসাম্ভ্রমমণ্ডলম্ ॥ ৯

অভাগজ্ঞহাহাতেজা বিজ্ঞাং কৃষা মহদ্ ধনুঃ ।

ব্রহ্মবৈ পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সুশোভিত সেই

অশ্রমগুলি দেখে মহাতেজস্বী শ্রীমান রামচন্দ্র (নিজের)

মহৎ ধনুটিকে জামুক্ত করে (ধনুকের ছিলা খুলে নিয়ে)

অশ্রমে প্রবেশ করলেন।

দিবাজ্ঞানোপমায়ে রাগঃ দৃষ্টা মহর্ষয়ঃ ॥ ১০

অভিজ্ঞানুদা প্রীতা বৈদেহীঃ চ যশস্বিনীম্ ।

তখন, দিবাজ্ঞানী সেই মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্র এবং

যশস্বিনী সীতাদেবীকে দেখে প্রসন্নচিত্তে (তাদের অত্যাচার

করার জন্য) অশ্রসর হলেন (তাদের কাছে গেলেন)।

তে তু সোমমিবোদ্যন্তঃ দৃষ্টা বৈ ধর্মচারিণম্ ॥ ১১

লক্ষ্মণঃ চৈব দৃষ্টা তু বৈদেহীঃ চ যশস্বিনীম্ ।

মঙ্গলানি প্রযুক্তানাঃ প্রতাপহুন্ দ্বৈততাঃ ॥ ১২

কঠোর ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ উদয়কালীন চন্দ্রমা-সদৃশ

ধর্মাত্মা রামচন্দ্রকে, লক্ষ্মণ এবং বিদেহরাজতনয়া যশস্বিনী

সীতাকে দেখতে পেয়ে মাদুলিক আশীর্বাদ দানের জন্য

তাদের প্রত্যাঙ্গমন করলেন।

রূপসংহননঃ লক্ষ্মীং সৌকুমার্যং সুবেষতাম্ ।

দদৃশুর্বিম্বিতাকারা রামস্য বনবাসিনঃ ॥ ১৩

বনবাসী ঋষিগণ সুন্দর বেশবাসসহ শ্রীরামচন্দ্রের

কোমল দেহের কমলীয়তা ও রূপের সংহতি (অপবিম্বিত

রূপ) দর্শন করে বিম্বিত হলেন।

বৈদেহীঃ লক্ষ্মণঃ রামঃ নেত্রৈরনিমিষৈরিব ।

আশ্চর্যভূতান্ দদৃশুঃ সর্বৈ তে বনবাসিনঃ ॥ ১৪

বনবাসী মুনিগণ সকলে অনিমেষ নেত্রে রাম, লক্ষ্মণ

এবং বিদেহরাজতনয়া সীতাকে দেখতে লাগলেন। তাঁদের

(রাম-লক্ষ্মণ-সীতার) স্বরূপ (মুনিদের কাছে) আশ্চর্যময়

বোধ হচ্ছিল।

অত্রৈনং হি মহাতাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ।

অতিথিঃ পর্ণশালায়াঃ রাঘবঃ সম্ভাবেশয়ন ॥ ১৫

সকল প্রাণীর কল্যাণসাধনে রত পূজনীয় মহান

ঋষিগণ সেখানে (আশ্রমে) পর্ণকুটীরে (তাঁদের প্রিয়)

অতিথি রামচন্দ্রকে সমিবেশিত করলেন (বসতে স্থান

দিলেন)।

ততো রামস্য সংকৃত্য বিধিনা পাবকোপমাঃ ।

আজহুস্তে মহাতাগাঃ সজ্জিতঃ ধর্মচারিণঃ ॥ ১৬

অতঃপব, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, ধর্মপরায়ণ, পূজনীয়

সেই মহান ঋষিগণ (সীতা ও লক্ষ্মণসহ) শ্রীরামচন্দ্রের

বিধিপূর্বক সংকার করলেন এবং (তাঁদের) জল দান

করলেন।

মঙ্গলানি প্রযুক্তানা মুদা পরময়া যুতাঃ ।

মূলং পুষ্পং ফলং সর্বমাশ্রমং চ মহাশ্বনঃ ॥ ১৭

ঋষিগণ মঙ্গলসূচক আশীর্বাদ প্রদানান্তে অতীত

আনন্দের সঙ্গে মহাত্মা রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ফল-মূল-

পুষ্প সহ যেন সমগ্র আশ্রমই দান করলেন।

নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞান্তে তু প্রাজ্ঞলয়োহুবন

ধর্মপালো জনসায়া শরণ্যচ্চ মহাযশাঃ ॥ ১৮

পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ ।

ইন্দ্রসৈব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব ॥ ১৯

রাজা তস্মাদ্ বরান্ ভোগান্ রমান্ ভুঙ্ক্তে নমজ্জ্যঃ ।

ধর্মজ্ঞ ঋষিগণ (পূর্বোক্ত ফলমূলাদিসহ আশ্রম-নর

কিছু, শ্রীরামচন্দ্রকে) নিবেদন করে, কৃতাজ্ঞনিপটে

বললেন—‘হে রঘুনন্দন রাম ! ন্যায়দণ্ডধারী রাজধর্মের

পালক, জনগণের আশ্রয়দাতা মহাকীর্তিমান, (সকলের)

পূজনীয় ও মান্যবর গুরু! যেহেতু রাজা ইন্দের

চতুর্ভাগশরূপে প্রজাদের রক্ষক, সেইজন্য তিনি বরগীয় ও

রমণীয় ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করেন এবং সকলের

প্রণমা হন। (ইন্দ্র অর্থ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

শূদ্র—এই চারবর্ণের মধ্যে প্রজারঞ্জক ক্ষত্রিয় রাজা নরেশ্বর

বা নবশ্রেষ্ঠ; দেবরাজ ইন্দের ন্যায় পূজ্য।)

তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবধিয়বাসিনঃ ।

নগরহো বনহো বা স্বঃ নো রাজা জনেশ্বরঃ ॥ ২০

‘সেই আমরা (বনবাসী ঋষিরা) আপনার রাজ্যে

বাস করি, অতএব আপনার দ্বারা রক্ষণীয় (আমাদের রক্ষা

করা আপনার কাজ)। আপনি নগরেই থাকুন বা বনেই

থাকুন, জনগণের রাজা আপনি আমাদের রাজা।

নান্দদণ্ডা বয়ং রাজজিতক্রোধা জিতেজিয়াঃ ।

রক্ষণীয়াস্তুয়া শশ্বদ্ গর্ভভূতান্তপোষনাঃ ॥ ২১

‘রাজন! ক্রোধজয়ী এবং ইন্দ্রিয়জয়ী আমরা

(কোনও দেবীর প্রতি) দণ্ডবিধান ত্যাগ করেছি। (তাই

রক্ষসেরা আমাদের উপর অত্যাচার করে যজ্ঞাদি ধর্মীয় কার্য

নষ্ট কবলেও আমরা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিযান দিই

বা কোনওরূপ শান্তি দিতে পারি না)। আমরা তপস্বী :

(অতএব, দুর্বল ও অসহায়) গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় আমাদের

রক্ষা করা আপনার কর্তব্য।’

একদিন ফলমূলঃ পুষ্পপত্রমাক্ত রাসনম্।  
বিবিধাচারৈঃ সলক্ষণমপূজয়ান্ ॥ ২১ ॥  
এইকথা বলে (অথিরা সকলে) ফল মূল, পুষ্প  
এবং বনজাত অন্যান্য বিবিধ আহার্য দ্রব্য দ্বারা লক্ষণ (এ  
লক্ষ্য)সহ রাখব শ্রীরামচন্দ্রের পূজা (সেবা) করবেন।

তথ্যনো জ্ঞাপস্যাঃ সিন্ধা রামঃ বৈশ্বনরোপমাঃ।  
ন্যায়ানুগাঃ মণ্ডান্যায়ঃ তপসামাসীদুত্তমঃ ॥ ২২ ॥  
তদন্তঃ, অগ্নির নাম তেজস্বী ও সাত্বিকপ্রায়ণ অপর  
সিদ্ধ, আপসগণও মণ্ডান্যায় প্রভৃ শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা  
করবেন।

ইত্যর্থে শ্রীমৎ-ব্রাহ্মণে বান্দ্যাকীর্মে আদিকাব্যে অন্যাকার্যে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

মহর্ষি বান্দ্যাকী বিদ্যাত্ত আদিকাব্যে ব্রাহ্মণে প্রথমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয় সর্গ (২)

বনমধ্যে শ্রীরাম-লক্ষণ-সীতার প্রতি বিরাম নামক রাক্ষসের আক্রমণ

কুন্তিরোধোহথ রামস্ত সূর্যসোদয়নঃ প্রতি।  
জম্ব্বা স মুনীন্ সর্বান বনমেবাদ্ভগাহত ॥ ১ ॥  
শ্রীরামচন্দ্র (সীতা ও লক্ষণসহ) পূর্বরাত্রিতে মুনিদের  
অতিথ্য গ্রহণ করে অতঃপর (রাত্রিশেষে) সূর্যোদয় হলে,  
মুনিদের কাছে বিদায় নিয়ে (আরও গভীর) অরণ্যে প্রবেশ  
করলেন।

নানামৃগগণাকীর্ণমৃক্ষশার্দূলসেবিতম্।  
কটুবৃক্ষভাণ্ডাঃ দুর্দর্শনলিঙ্গাশয়ম্ ॥ ২ ॥  
নিম্নজমানশকুনি ঝিল্লিকাগণনাদিতম্।

লক্ষণানুচরো রামো বনমধ্যং দদর্শ হ ॥ ৩ ॥  
রামচন্দ্র লক্ষণের সঙ্গে (বনপথে) যেতে যেতে  
কমধ্যে একস্থানে দেখলেন—নানাজাতীয় হরিণ, ভল্লুক ও  
বাঘ পরিবৃত (চারিদিকে বিচরণ করছে) ; সেখানে বৃক্ষ-  
লতা-শুভ্র সকল দলিত-বিধ্বস্ত হয়ে আছে। পক্ষিকুল  
কুজন করছে (জ্বাকছে) আর শ্রুত হচ্ছে ঝিল্লির রব ; কিন্তু  
একটিও জলাশয় দৃষ্ট হচ্ছে না।

সীতা সহ কাকুৎস্থতশ্মিন্ ঘোরমৃগাবুতে।  
দর্শ গিরিশৃঙ্গামঃ পুরুষাদঃ মহাস্বনম্ ॥ ৪ ॥

রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে হিংস্র পশু সমাকীর্ণ সেই বনে  
বিসরণ করতে করতে) দেখতে পেলেন পর্বতশৃঙ্গসদৃশ  
(বিশালকায়) ঘোরগর্জনকারী নরভক্ষক এক রাক্ষসকে।  
গভীরাক্ষঃ মহাবক্রঃ বিকটঃ বিকটোদরম্।

নীভংসঃ বিগমঃ দীর্ঘঃ নিকৃতঃ ঘোরদর্শনম্ ॥ ৫ ॥  
রামচন্দ্র কোটরগত গভীর চক্ষুর্ধ্যায়ুত, বিকটমুগ,  
বিকৃতাক্ষ, গভীর উদরসহ, হিংস্র, বিভৎস দীর্ঘদেহী,  
কুৎসিত এবং ভয়ানক দর্শন সেই রাক্ষসকে দেখতে  
পেলেন।

বসানঃ চর্ম বৈদ্যায়ঃ বসার্দং রুধিরোক্ষিতম্।  
ত্রাসনঃ সর্বভূতানাঃ ব্যাদিতাসামিবাস্তকম্ ॥ ৬ ॥  
চর্বি ও রক্তসিক্ত ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, সকল প্রাণীর  
ত্রাস-সঞ্চারক, মুখ-ব্যাদান করা (মুখ হাঁ করা) যমসদৃশ  
সেই রাক্ষসকে রাম দেখতে পেলেন।

ত্রীন্ সিংহাশতভুরো ব্যাঘ্রান্ ঘৌ বৃকৌ শ্বতান্ দশ।  
সবিষাণং বসাদিধং গজসা চ শিরো মহৎ ॥ ৭ ॥  
অবসজ্যায়াসে শূলে বিনদন্তঃ মহাস্বনম্।

লৌহনির্মিত শূলে তিনটি সিংহ, চারটি ব্যাঘ্র, দুটি  
নেকড়ে বাঘ, দশটি চিত্রিত হরিণ এবং একটি হাতির  
চর্বিমাংসলিপ্ত গজদন্তসহ বিশাল মস্তক গ্রথিত করে সে  
উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছে, (এমন রাক্ষসটিকে রাম  
দেখতে পেলেন)।

স রামঃ লক্ষণঃ চৈব সীতাঃ দৃষ্টা চ মৈথিলীম্।  
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ প্রজাঃ কাল ইবাস্তকঃ ॥ ৮ ॥  
সেই রাক্ষস রাম, লক্ষণ এবং মৈথিলাতনয়া সীতাকে  
দেখতে পেয়ে জীবের প্রতি মহাকালের (মৃত্যুরাজ যমের)



১০. এই প্রকৃত দাবিও তল।

ন কৃষ্ণা কৈরবঃ নামঃ চোদয়িতব মেদিনীম ॥ ১০

অমরকান্ত বৈদেহীমপরাধা হৃদয়সীম ॥

মুখাঃ জটিলারমণী সজায়ে কীলকবিভৌ ॥ ১০

প্রিয়মৌ দণ্ডকারণাঃ পরচাপাসিপাণিনৌ।

কথং ভাপসমোর্গাঃ চ বাসঃ প্রমদয়া সভা ॥ ১১

অধর্মচারিণৌ পাশৌ কৌ মুখাঃ মুনিদমকৌ।

তখন সেটি রাক্ষস অরক্ষণ শব্দে পৃথিবীকে কম্পিত করে এবং বিদেহরাজ তনয়া সীতাকে (যার সম্মুখে নিকট থেকে) ভীনেয়ে নিয়ে (নিজের) ঘোড়ার তুলে নিয়ে বলল—‘তোমরা দুজন কে ? তোমরা জটাবলম্বারী, (অথচ) স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দণ্ডবীণ ও তরবারভূষিত দণ্ডকারণো প্রবেশ করবে ? তপস্বীর বেশধারী তোমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক কেন ? মুনিসমাজের দূষণকারী, অধর্মচারী, পাণী ! তোমাদের আয়ু কীল হয়ে এসেছে।

অহং বনমিদং দুর্গং বিরামো নাম রাক্ষসঃ ॥ ১২

চরামি সামুদ্রো নিত্যমুগ্মিমাংসানি ভক্ষয়ন।

‘আমি হলাম বিরাম নামক রাক্ষস। প্রত্যন্ত বর্মিদের মাংস ভক্ষণ করে অস্ত্রভূষিত এই দুর্গম বনে বিচরণ করি।

ইয়ং নারী বরারোহা মম ভার্য্য ভবিষ্যতি ॥ ১৩

যুবরোহঃ পাপমোচ্যাহং পাস্যামি কথিরং মুখে।

‘প্রশস্ত নিত্যব্রতী এই সুন্দরী নারী আমার স্ত্রী হবে।

(আর) যুদ্ধে আমি তোমাদের দুই পাপাচারীর রক্ত পান করব।’

তসৌবঃ ব্রুবতো দুষ্টং বিরামস্য দুরাখনঃ ॥ ১৪

প্রহ্লা সগর্বিতঃ বাকাঃ সঙ্গ্রাস্তা জনকাহুজা।

সীতা প্রবেশিতোষণাঃ প্রবাতো কদলী মধ্যা ॥ ১৫

সেই দুরাক্তা বিরাম এইরকম বলতে থাকলে, তার

গর্বোদ্ধত বাকা শ্রবণ করে জনকদুহিতা সীতা ভয়ে এবং

উদ্বেগে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হতে

লাগলেন।

তাং দুষ্টা রাঘবঃ সীতাং বিরামাঙ্গতাং শুভাম্।

অত্রবীক্ষ্মণঃ বাকাঃ মুখেন পরিতম্বতা ॥ ১৬

রাঘব রামচন্দ্র শুভলক্ষণা সীতাকে বিবাহের

ক্রোড়গতা মেখে বিশুদ্ধ মুখে লক্ষণকে বললেন—

শশা সৌম্য নরেন্দ্রস্য জনকস্যাসম্ভবান্।

মম ভার্য্যঃ শুভাচারাঃ বিরামাঙ্গে প্রবেশিতাম্ ॥ ১৭

অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধাঃ রাজপুত্রীঃ যশস্বিনীম্।

‘প্রিয়দর্শন লক্ষণ ! দেখ, যিনি রাজা জনকের কন্যা,

দুঃখ দুঃখ পরিবর্তিত যশস্বিনী এবং আমার সন্তান

সম্মান প্রা. সেই সীতাকে (বলপূর্বক) বিবাহের ক্রোড়

বসন্তো হৃদয়ে।

নদিত্তপ্রভমস্মাদ্ প্রিয়ঃ বরবৃত্তঃ চ ॥ ১৮

কৈকেয়াস্তৃ সুসংবৃত্তঃ কিপ্রমদৈব লক্ষণ।

যা ন তুয়াতি রাজোজন পূজার্থে দীর্ঘদর্শিনী ॥ ১৯

‘লক্ষণ ! আমাদের দিক থেকে কৈকেয়ীর

প্রাকাল্লিহিত ছিল, যার জন্য তিনি বর প্রার্থনা করেছিলেন,

তা অর্জিত হতে ঘটে গেল। সেই দূরদর্শিনী কিন্তু পুত্রের জন্য

বজা লাভ করবেও সম্মত হননি।

মমাহং সর্বভূতানাঃ প্রিয়ঃ প্রহাপিতো বনম্।

অদোদানীং সকামা সা যা মাতা মম্যমা মম ॥ ২০

‘আমি সকলের প্রিয় হওয়া সম্ভব আমার যে মেয়ে

না আমাকে বনে পাঠিয়েছেন (বনে নির্বাসিত করেছেন),

আজ তাঁর মনঃকামনা পূর্ণ হল।

পরম্পর্শাৎ তু বৈদেহ্যা ন দুঃখতরমমি মে।

পিহুর্বিনাশাৎ সৌমিত্রে স্বরাজ্য হরণাৎ তথা ॥ ২১

‘ভাই সৌমিত্রি ! বৈদেহী সীতাকে পরপুরুষ

করায় আমার যে দুঃখ হয়েছে, পিতার মৃত্যুতে এবং

(মাতা কৈকেয়ী কর্তৃক) রাজ্যহরণেও তত দুঃখ আমার

হয়নি।’

ইতি ব্রুবতি কাকুৎস্থে বাত্পশোকপরিপ্লুত।

অত্রবীক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো ক্রুদ্ধো নাগ ইব শূন ॥ ২২

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই কথা বললে, অবরুদ্ধ ক্র

সর্পের ন্যায় লক্ষণ তত্ত্ব নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শেষে

বাত্পকক্ককৃষ্ণে বললেন—

অনাথ ইব ভূতানাঃ নাপত্নঃ বাসবোণম।

ময়া প্রেমোণ কাকুৎস্থে কিমর্থঃ পরিতাপসে ॥ ২৩

‘হে কাকুৎস্থ রাম ! আপনি ইন্দ্রের মতো সর্ব

প্রাণীর প্রভু। আমার মতো ভৃত্য বর্তমান থাকতে, আপনি

অনাথের মতো পরিতাপ করছেন কেন ?

শরৎ নিহতস্যান্না ময়া ক্রুদ্ধেন রাক্ষসঃ।

বিরামস্য গভাসৌর্ধি মদী পাস্যতি শোণিতম্ ॥ ২৪

‘আজ আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বাণ দ্বারা বিরাম রাক্ষসকে

হত্যা করব, আর এই নিহত রাক্ষসের রক্ত পৃথিবী

করবে।

রাজ্যকামে মম ক্রোধো ভরতে যো বহু ॥

তঃ বিরামে বিনোদ্যামি বহু বহুবিধাৎ ॥ ২৫

‘বহুবলী ইন্দ্র পরিত্রাণ উপর যেমন বহু

কিছু

হইলেন, সেইসকল আমিও রাজ্যকামী ভরতের  
আমার জাত ক্রোধ বিরোধের প্রতি নিক্ষেপ  
কর।

ভরতের প্রবোধনাতেই কৈকেয়ী রামকে বনবাস  
কর ভরতের জন্য রাজ্য কামনা করেছিলেন, এই মনে  
এই ভরতের প্রতি লক্ষ্যণের যে ক্রোধ জন্মেছিল, ভরত  
স্বকীয় এসে রামকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করে নিজে বনবাসী  
হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে গবে ব্রাহ্মণই নিরাশে তাঁর পাদুকায  
করে সমর্পণান্তে নিজে জটাবল্লভধারী হয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি  
রূপে রাজ্যশাসন এবং বনবাসান্তে রামের হস্তে  
ক্ষেত্রত্যাগের প্রতিজ্ঞা করায় লক্ষ্যণের সেই ক্রোধ

প্রশমিত হয়। এখন বিনাশ বাক্সের প্রতি সেই ক্রোধ  
পুনর্জাগ্রিত হল।

মম ভুজবলনেগালেগিতঃ।

পততুশরোহস্য মহান্ মহোরসি।

বাণম্যাকু তনোশ্চ জীবিতঃ।

পততু ততশ্চ মধীং বিদূর্ষিতঃ॥ ২৬

‘আমার বাহুবলে বলবান, নিক্ষিপ্ত এই ভ্রাতার শর  
বিনাশের বিশাল বক্ষ্যোপরি পতিত হয়ে এবং দেহ থেকে প্রাণ  
বিচ্যুত করুক (বিনাশকে হত্যা করুক) ; অতঃপর সে  
(বিনাশ) দূর্গত হয়ে (দূরপাক পেতে পেতে) হৃতলে  
(মাটিতে) পতিত হোক’।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভারতমুখে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

### তৃতীয় সর্গ (৩)

শ্রীরাম ও বিরোধের মধ্যে বাকা-বিনিময় ; বিরোধের উপর রাম-লক্ষ্যণের অস্ত্রাঘাত,  
দুই-ভাইকে কাঁধে নিয়ে বিরোধের অন্য বনে গমন

অথবাচ পুনর্বাচাং বিরোধঃ পূরয়ন্ বনম্।

পৃচ্ছতো মম হি ব্রূতং কৌ যুবাং ক গমিষাথঃ॥ ১

অতঃপর বিরোধ (রাক্ষস) অরণ্যে কম্পিত করে  
উচ্চৈঃস্বরে) ‘আমি জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দাও—তোমরা  
কেন কে ? কোথায় যাবে ?’

অথবাচ ততো রামো রাক্ষসং জ্বলিতাননম্।

পৃচ্ছতঃ সুমহাতেজা ইক্ষাকুকুলমাক্ষনঃ॥ ২

কত্রিণৌ বৃন্তসম্পন্নৌ বিদ্ধি নৌ বনগোচরৌ।

কঃ তু বেদিতুমিচ্ছাবঃ কবুং চরসি দণ্ডকান্॥ ৩

তখন প্রজ্বলিতবদন রাক্ষস উক্ত (পূর্ব প্রথম  
ক্রোকে) বিষয় জিজ্ঞাসা করলে, মহান তেজস্বী রাম  
বললেন—‘আমার পরিচয় ইক্ষাকু বংশ (আমরা দুই ভাই  
ইক্ষাকু বংশ জাত)। (বর্তমানে দৈববশত) আমরা দুজন  
অরণ্যচারী হলেও আমাদের সদাচারী (আর্যবৃত্তিসম্পন্ন)  
কর্তব্য বলে জানবে। (এখন) তোমার সম্বন্ধে জানতে  
চাই—কে তুমি দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করছ ?’

তথুবাচ বিরোধন্তু রামং সত্যপরাক্রমম্।

হস্ত বক্ষ্যামি তে রাজন্ নিবোধ মম রাঘব॥ ৪

(শ্রীরামের জিজ্ঞাসার উত্তরে, রাক্ষস) বিরোধ  
সত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমী রামচন্দ্রকে বলল—‘হে রাজন্  
রঘুনন্দন ! আমার বিষয় শোনো, আমি তোমাকে বলছি।

পুত্রঃ কিম্ জবস্যাহং মাতা মম শতব্রুদা।

বিরোধ ইতি মামাছঃ পৃথিব্যাং সর্বরাক্ষসাঃ॥ ৫

‘আমি জবের (জব নামক রাক্ষসের) পুত্র ; আমার  
মা, শতব্রুদা। পৃথিবীর সকল রাক্ষস আমাকে বিরোধ নামে  
ডাকে (জানে)।

তপসা চাক্তিসম্প্রাপ্তা ব্রহ্মণো হি প্রসাদজা।

শস্ত্রেণাবধ্যতা লোকেহজেদ্যাত্তেদ্যাহমেব চ॥ ৬

‘তপস্যা করে, আমি ব্রহ্মার অনুগ্রহে অবধ্য এবং  
জগতে অস্ত্রের দ্বারা অজেদ্যাত্ত (অস্ত্রের দ্বারা আমার দেহ  
ছিঁয়-ভিন্ন করা যাবে না, এই বর) প্রাপ্ত হয়েছি (পেয়েছি)।

উৎসৃজ্য প্রমদামেনামনপেকৌ যথাগতম্।



হুগমারো পলায়েষাং ন বাং জীবিতমাদদে ॥ ৭  
 'এই সুপারীষ অপেক্ষা না করে, (একে) পারিত্যাগ  
 করে, যেখান থেকে এসেছে, সমুদ্র (সেখানে) চলে যায়।  
 (আমি) তোমাদের প্রাণ নেব না (তোমাদের হত্যা করতে  
 চাই না)।' (কপটসীতাশাস্ত্রানন্ত মদয়ুজা স্ত্রী প্রমদা : যে  
 নারীকে দেখলে পুরুষের উদ্যাদনা বৃদ্ধি পায় সেই স্ত্রীকে  
 প্রমদা বলে।)

তঃ রামঃ প্রতুবাচেষং কোপসংরক্তশোচনঃ।  
 রাক্ষসঃ বিকৃতাকারঃ বিরোধঃ পাপচেতসম্ ॥ ৮

কোষে আরক্তমনন (রক্তচক্ষু) রামচন্দ্র। নিকটিকার ও  
 পাপী বিরোধ নামক রাক্ষসকে প্রতুবাচের বললেন।  
 হুগম বিকৃতাকারঃ হু ইনাখঃ মৃত্যুমদেষসেক্ষবম্।  
 রণে প্রাক্ষাসি সংতিষ্ঠ ন মে জীবন বিমোক্ষসে ॥ ৯

'ওহে ক্ষুদ্রবৃদ্ধি! তুমি হীনচেতা, তোমাকে হুক! তুমি  
 নিশ্চয়ই নিজের মৃত্যুর অন্বেষণ করছ! অপেক্ষা  
 করো। যুদ্ধে তুমি মৃত্যুকে লাভ করবে। আমার কাছ থেকে  
 জীবিত অবস্থায় তোমার মুক্তি নেই।'

ততঃ সজ্ঞাং ধনুঃ কৃদ্বা রামঃ সুনিশিতাংশরান্।  
 সুশীঘ্রমভিসংধায় রাক্ষসং নিজ্ঞান হ ॥ ১০

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র দ্রুত ধনুতে জ্যা-রোপণ ও  
 (তাতে) সুতীক্ষ্ণ শর-সজ্জান করে রাক্ষসকে আঘাত  
 করলেন।

ধনুশা জ্যাশুণবতা সপ্ত বাণান্ মুমোচ হ।  
 রুদ্রপুঙ্খান্ মহাবেগান্ সুপর্ণানিলতুলাগান্ ॥ ১১

(শ্রীরামচন্দ্র) ধনুতে গুণারোপ করে, মূলভাগ  
 সোনায়ে মোড়া এবং গরুড় ও বায়ুর সমান দ্রুতগতিসম্পন্ন  
 সাতটি (তীক্ষ্ণ) বাণ (বিরোধের প্রতি) নিক্ষেপ করলেন।

তে শরীরঃ বিরোধস্য ভিত্ত্বা বর্হিণবাসসঃ।  
 নিপেতুঃ শোণিতাদিক্কা ধরণ্যাং পাবকোপমাঃ ॥ ১২

ময়ূরপুচ্ছযুক্ত আগুনের মতো সেই বাণগুলি  
 বিরোধের দেহ বিদীর্ণ করে রক্তসিক্ত হয়ে ভূতলে পতিত  
 হল।

স বিক্ষো নাস্য বৈদেহীঃ শূলমুদাম্য রাক্ষসঃ।

অভ্যুদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধতদা রামঃ সলক্ষণম্ ॥ ১৩

শরবিদ্ধ সেই রাক্ষস (বিরোধ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
 তৎক্ষণাৎ সীতাকে (কোল থেকে) নামিয়ে রেখে শূল  
 উর্চিয়ে (উত্তোলন করে) রাম-লক্ষণের প্রতি দ্রুত ধাবিত  
 হল।

স বিনদ্য মহানাদঃ শূলং শক্রবজোপমম্।

প্রাণহ্যশোভত তদা স্যাক্ষান্নন ইনাখকঃ ॥ ১৪  
 তখন সে উর্চিয়েগুণে চিত্তকার করে উত্তোষ লক্ষণ  
 মূর্ত্তা শূল তাতে নিয়ে নিকট তাঁ করা মৃত্যুর দেবতা যুগের  
 মতো শোভা পাচ্ছিল (দেখতে ভয়োভয়)।

অথ তৌ জাতরৌ দীপ্তং শরবর্গং বর্নবৃত্তম্।  
 বিরোধে রাক্ষসে তন্মিন্ কালান্বকরমোপমে ॥ ১৫

তখন প্রাতঃসর (রাম-লক্ষণ) সর্বভাগক (বৃত্তের  
 নৈনত্র) সমসদৃশ সেই বিরোধ নামক রাক্ষসের উপর অগ্নি-  
 সম প্রজ্বলিত বাণসমূহ বর্ষণ করতে লাগলেন।

স প্রহস্যা মহারৌদ্রঃ হিমাভূত রাক্ষসঃ।  
 জম্বমাণস্য তে বাণাঃ কায়ামিস্পেতুরাশুগাঃ ॥ ১৬

তখন সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস (বিরোধ) হির হয়ে দাঁড়িয়ে  
 উচ্চহাস্য করে মূল তাঁ করল। সে তাঁ করলে তার (মুখ দিয়ে)  
 শরীরের মধ্য থেকে সমস্ত শীঘ্রগতি বাণগুলি (মাটিতে)  
 পড়ে গেল।

স্পর্শাৎ তু বরদানেন প্রাণান্ সংরোধা রাক্ষসঃ।  
 বিরোধঃ শূলমুদাম্য রাঘবাবভাষাক্তঃ ॥ ১৭

(পিতামহ ব্রহ্মার) বরের প্রভাবে বিরোধ-রাক্ষস  
 (নিজের) প্রাণের বহির্গমন রোধ করল (প্রাণে বেঁচে  
 গেল); তারপর শূল উর্চিয়ে রাঘবভ্রাতৃদ্বয়ের (রাম-  
 লক্ষণের) দিকে দ্রুত ধাবিত হল।

তচ্ছূলং বজ্রসংকাশং গগনে জ্বলনোপমম্।  
 ষাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ রামঃ শত্রুভূতাং বরঃ ॥ ১৮

(বিরোধ নামক রাক্ষস কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) সেই শূলটি  
 আকাশে বজ্র এবং অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।  
 (কিন্তু), সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী (ধনুর্ধর) শ্রীরামচন্দ্র দুটি  
 বাণের দ্বারা সেই শূলটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।

তদ্ রামবিশিষ্টৈশ্চিন্নং শূলং তস্যাপতদ্ ভূবি।  
 পপাতাশনিনা হিন্নং মেরোরিব শিলাভলম্ ॥ ১৯

যেমনভাবে (ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) বজ্রের আঘাতে  
 বিদীর্ণ হয়ে মেরুপর্বতের প্রস্তরখণ্ডসমূহ পতিত হয়েছিল,  
 সেইবকমভাবেই, বিরোধের সেই শূলটি রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত  
 তীক্ষ্ণ বাণে ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তৌ খলৌ ক্ষিপ্ৰমুদাম্য কৃষ্ণসর্পাবিবোধৌ।  
 তূর্ণমাপেততুষ্ণস্য তদা প্রহরতাং বলাৎ ॥ ২০

তারা দুজন (ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষণ) উদ্যত কৃষ্ণসর্পের  
 ফণার ন্যায় দুটি বজ্রা ক্ষিপ্ৰতার সঙ্গে উত্তোলন করে  
 (উর্চিয়ে) তার (বিরোধের) উপর দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্ত  
 প্রহার করতে লাগলেন।



ন বধ্যমানঃ সুভূষণং ভূজাভ্যাং পরিগৃহ্য তৌ।  
 প্রকম্প্যৌ নরজ্যাম্বৌ বৌদ্ধঃ প্রহাতুমৈচ্ছতঃ ॥ ২১  
 সেই ভয়ঙ্কর (রাক্ষস) অত্যন্ত আখ্যাতপ্রাপ্ত হয়ে  
 একম্পিত হৃদয় নবশার্ঙ্গল (বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ)কে  
 নিজের খুই বাহুতে তুলে নিয়ে (অন্যত্র) চলে যেতে উদ্যত  
 হন।  
 তস্যাপ্তপ্রায়মাজ্জায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।  
 বহুসমলং তবৎ পথানেন তু রাক্ষসঃ ॥ ২২  
 কথা চেছতি সৌমিত্রে তথা বহুতু রাক্ষসঃ।  
 জরমেষ হি নঃ পছা যেন যাতি নিশাচরঃ ॥ ২৩  
 সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় জানতে পেরে, রাম  
 লক্ষ্মণকে বললেন—‘(ভাই) লক্ষ্মণ! এই রাক্ষস (বিরাধ)  
 তার (নিজের সামর্থ্যানুসারে আমাদের বহন করে নিয়ে  
 হক। এই পথে যতদূর ইচ্ছা, রাক্ষস ততদূর (আমাদের)  
 নিয়ে হক। (কারণ), যে পথে এই রাক্ষস যাচ্ছে সেইটাই  
 আমাদের (বনগমনের) পথ।’  
 স তু স্ববলবীর্যেণ সমুৎক্ষিপ্য নিশাচরঃ।

বাল্যাবিন দ্বন্দ্বগতো চকারাতিবলোকিতঃ ॥ ২৪  
 শক্রিনদোদগা ত সেট নিশাচর (রাক্ষস) গায়ের জোরে  
 তাদের দুজনকে যেন বালকের মতো (অনায়াসে) কাঁধে  
 তুলে নিল।  
 তানানোপা ততঃ দ্বন্দ্বং রাখবৌ রজনীচরঃ।  
 নিরাশো বিনদন্ ঘোরঃ জগামাভিমুখো বনম্ ॥ ২৫  
 তাবপর সেই নিশাচর বিরাধ রামব ভ্রাতৃদ্বয়কে কাঁধে  
 তুলে নিয়ে ভীষণ-গর্জন করতে কবতে বনের দিকে যেতে  
 লাগল।  
 বনং মহামেষনিভং  
 দ্রুমৈর্মহস্ত্রির্বিবিধৈরুপেতম্  
 নানাবিধৈঃ পক্ষিকুলৈর্বিচিত্রং  
 শিবাযুতং ব্যালমৃগৈর্বিকীর্ণম্ ॥ ২৬  
 বিরাট বিরাট বৃক্ষের সমাবেশে মহান মেঘের মতো  
 কৃষ্ণবর্ণ, নানাবিধ পক্ষীর সমাবেশে বিচিত্র আর শৃগাল  
 ও বিবিধ হিংস্রজন্তু পরিবৃত্ত বনে (বিরাধ) প্রবেশ  
 করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

## চতুর্থ সর্গ (৪)

রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বিরাধ-বধ

দ্রিমদ্রাণৌ তু কাকুৎস্থৌ দৃষ্টৌ সীতা রঘুস্তমৌ।  
 উচৈঃ স্বরণ চুক্রোশ প্রগৃহ্য সুমহাভুজৌ ॥ ১  
 রঘুবংশতিলক কাকুৎস্থকুলনন্দনদ্বয়কে (রাম-  
 লক্ষ্মণকে বিরাধ) নিয়ে যাচ্ছে দেখে (রামপ্রিয়া) সীতা সুন্দর  
 বাহুদ্বয় উত্তোলন করে (হাত তুলে) উচৈঃস্বরে কাঁদতে  
 কাঁদতে বলতে লাগলেন।  
 এষ দাশরথী রামঃ সত্যবাহ্লীলবাঞ্ছশুচিঃ।  
 রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ দ্রিয়তে সহলক্ষ্মণঃ ॥ ২  
 ‘সত্যরক্ষক, সুন্দরস্বভাব ও পবিত্র দশরথনন্দন  
 রাম-লক্ষ্মণকে এই ভয়ঙ্কর রাক্ষস অপহরণ করে নিয়ে  
 যাচ্ছে।

মামৃক্ষা ভক্ষয়িষ্যন্তি শার্দূলধীপিনস্তথা।  
 মাং হরোৎসৃজ কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম ॥ ৩  
 ‘হে রাক্ষসশিরোমণি! তোমাকে নমস্কার। (তুমি দয়া  
 করে) আমাকে নিয়ে যাও। (তা না হলে) বাঘ, চিতাবাঘ  
 এবং ভালুক আমাকে খেয়ে ফেলবে। (কিন্তু) রাম-লক্ষ্মণ  
 দুজনকে ছেড়ে দাও।’  
 তস্যাত্তদ্ বচনং শ্রুত্বা বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ।  
 বেগং প্রচক্রতুর্বীরৌ বধে তস্য দুরাক্ষনঃ ॥ ৪  
 বিদেহরাজতনয়া সীতার সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করে  
 বীর রাম-লক্ষ্মণ দুগাছা বিরাধের বধে হরাস্থিত হলেন।  
 তস্য রৌদ্রস্যা সৌমিত্রিঃ সবাং বাহুং বভূবু হ।

রামঃ দক্ষিণঃ বাহুঃ তরসা তসা রক্ষসঃ ॥ ৫  
সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বাম বাহু  
এবং রাম তার দক্ষিণ বাহু দ্রুত ভেঙে দিলেন।

স ভগ্নবাহুঃ সংবিগ্নঃ পশাত্ত নিমূর্ছিতঃ।  
ধরণ্যাঃ মেঘসংকাশো বজ্রভিঃ ইবাচলঃ ॥ ৬

মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ভগ্নবাহু সেই রাক্ষস অত্যন্ত উদ্বেগ  
বোধ করল এবং বজ্রপাত হেতু বঞ্চিত পর্বতের মতো,  
মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মুষ্টিভির্বাঘভিঃ পশ্চিঃ সুদয়ন্তৌ তু রাক্ষসম্।  
উদ্যমোদ্যমা চাপোনঃ হস্তিলে নিম্পিপেষতুঃ ॥ ৭

(রাম-লক্ষ্মণ দুজনে) রাক্ষসটিকে মুষ্টির (ঘুসির)  
আঘাতে, বাহুর আঘাতে এবং পদাঘাতে (আহত করে)  
আবার উপরুপরি (বারবার) উপরে তুলে আছাড় মেরে  
মাটিতে ফেলে পেষণ করতে (পিষতে) লাগলেন।

স বিকৌ বহুভির্বাণৈঃ খলভ্যাং চ পরিক্ষতঃ।  
নিম্পিপেষৌ বহুশা ভূমৌ ন মমার স রাক্ষসঃ ॥ ৮

শরবিদ্ধ হয়ে, খড়গাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে (এমন  
কি) ভূমিতে নানাতাবে নিষ্পেষিত হয়েও কিন্তু, সেই  
রাক্ষস মরল না।

তং প্রেক্ষ্য রামঃ সুভৃশমবধামচলোপমম্।  
ভয়েষ্ভয়দঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯

পর্বততুল্য অবধা সেই রাক্ষসকে বারবার দেখতে  
দেখতে (ভীতজনকে) অভয়দাতা শ্রীমান রাম (লক্ষ্মণকে)  
বললেন—

তপসা পুরুষব্যাঘ্র রাক্ষসোহয়ং ন শক্যতে।  
শস্ত্রেণ যুধি নির্জেতুং রাক্ষসং নিখনাবহে ॥ ১০

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ (লক্ষ্মণ) ! তপস্যার প্রভাবে এই রাক্ষস  
যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অবধা (অজয়)। অতএব, ভূমি খনন করে  
আমরা একে প্রোথিত করে রাখব (মাটি খুঁড়ে পুতে রাখব)।  
কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ।

বনেহস্মিন্ সুমহচ্ছবলং খন্যতাং রৌদ্রবর্চসঃ ॥ ১১

‘(ভাই) লক্ষ্মণ ! ভয়ঙ্কর হাতির মতো অতীব তেজস্বী  
এই রাক্ষসের জন্য এই বনে একটা বিশাল গর্ত খনন  
করো।’

ইতাক্ষা লক্ষ্মণঃ রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি।

তদৌ বিরামাক্রমা কঠে পাদেন বীৰ্যবান্ ॥ ১২

‘গর্ত খনন করো’—লক্ষ্মণকে এই কথা বলে বীর  
রামচন্দ্র পা দিয়ে বিরামের কঠদেশ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে  
রইলেন।

তচ্ছ্রুত্বা রামবিশোকঃ রাক্ষসঃ প্রমিতঃ নচ।  
ইদং প্রোবাচ কাকুৎস্থঃ নিরাধঃ পুরন্দরভৃৎ ॥ ১৩  
রাঘব রামচন্দ্রের সেই কথা শুনে বিদ্যাবান রাক্ষস  
পুরুষশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে বিনীতভাবে (বিনতভাবে)  
বলল—

হতোহয়ং পুরুষব্যাঘ্রে শক্রতুল্যবলেন নৈ।  
ময়া তু পূর্বং ত্বং মোহান জাতঃ পুরুষবর্জ ॥ ১৪

‘হে পুরুষসিংহ ! আপনি ইন্দ্রতুল্য বলবান ;  
আপনার হাতে আমার মৃত্যু হয়েই আছে (আপনার হাতে  
আমার মৃত্যু নিশ্চিন্দিত)। তে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! মোহবশত আমি  
আপনাকে পূর্বে জানতে (চিনতে) পারিনি।

কৌসল্যা সুপ্রজাতাত রামস্তঃ বিদিতো ময়া  
বৈদেহী চ মহাভাগা লক্ষ্মণশ্চ মহাশা ॥ ১৫

‘হে পূজনীয় ! আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার  
আপনার দ্বারা কৌশল্যা সুপুত্রবতী হয়েছেন। ঈশ্বর  
মহাভাগ্যবতী বিদেহরাজতনয়া সীতা এবং ঈশ্বর  
লক্ষ্মণ।

অভিশাপাদহং ঘোরাং প্রবিষ্টো রাক্ষসীঃ তনু  
তুধুর্ণাম গন্ধর্বঃ শপ্তো বৈশ্রবণেন হি ॥ ১৬

‘আমি কুবের কর্তৃক অভিশপ্ত তুধুক নামক গন্ধর্ব,  
অভিশাপ হেতু ভয়ঙ্কর রাক্ষস শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছি।

প্রসাদামানশ্চ ময়া সোহব্রবীন্মাং মহাশা ॥

যদা দাশরথী রামস্তাং বধিষ্যতি সংযুগে ॥ ১৭

তদা প্রকৃতিমাপমো ভবান্ স্বর্গং গমিষ্যতি।

‘আমি তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলে, সেই  
মহাযশস্বী আমাকে বললেন—‘যেদিন দশরথতনয় রাম  
যুদ্ধে তোমাকে বধ করবেন, সেইদিন তুমি স্বীয় প্রকৃতি  
প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে যাবে।’

অনুপহীয়মানো মাং স ক্রুদ্ধো ব্যাজহার হ ॥ ১৮  
ইতি বৈশ্রবণো রাজা রম্যাসক্তমুবাচ হ।

‘রম্যার প্রতি আসক্তিহেতু, যাঁর কাছে (যথাসময়ে)  
উপস্থিত হতে পারিনি, এমন রাজা বৈশ্রবণ (কুবের) ক্রুদ্ধ  
হয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং (পরে) এইকথা  
(আমার প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে শাপমুক্তির উপায়) বলেছিলেন।

তব প্রসাদানুজ্ঞোহহমভিশাপাৎ সুদারুণাৎ ॥ ১৯

ভুবনং স্বয়ং গমিষ্যামি স্বস্তি বোহস্ত পরমশ।

‘হে শক্রসম্ভাপক ! আপনার অনুগ্রহে আমি নিরঙ্কর  
(ভয়ঙ্কর) অভিশাপ থেকে মুক্ত হলাম ; এখন আমি স্বর্গে  
(স্বহানে) চলে যাব। আপনাদের (সীতা ও লক্ষ্মণ)

আপনার) মঙ্গল হোক !

হতো বসতি ধর্মাত্মা শরভঙ্গঃ প্রভাপবান্ ॥ ২০

অর্থায়োজনে তাত মহর্ষিঃ সূর্যসিদ্ধিঃ ।

তঃ ক্রিপ্ৰমভিগচ্ছ স্বং স তে প্রেমোহভিধাসতি ॥ ২১

‘পূজনীয় মহাশয় ! এখন থেকে কিঞ্চিদমিক  
জর্যয়োজন দূরে, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, প্রভাপশালী, ধার্মিক

মহর্ষি শরভঙ্গ বাস করেন। আপনি শীঘ্র তাঁর কাছে যান ;  
তিনি আপনার মঙ্গলজনক বিষয়ে উপদেশ দেবেন।

অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ ।

রক্ষাং গতসস্থানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ২২

‘রাম ! আমাকে গর্তে সমাহিত করে (সমাধি দিয়ে)  
দ্রিক্ষতে চলে যান। গতপ্রাণ (মৃত) রাক্ষসদের এটাই

(সমাধি দেওয়াই) সনাতন (পরম্পরাগত) ধর্ম।

অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ।

এবমুক্ত তু কাকুৎস্থঃ বিরোধঃ শরপীড়িতঃ ॥ ২৩

বহুব স্বর্গসম্প্রাপ্তো নাস্তদেহো মহাবলঃ ।

‘যারা গর্তে সমাহিত হয়, তাদের চিরন্তন আনন্দময়  
লোকপ্রাপ্তি হয়।’ (গর্তে প্রোথিত) শরাঘাতে জর্জরিত

মহাবলী বিরোধ কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে এই কথা বলে দেহত্যাগ  
করে স্বর্গে চলে গেল।’

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং লক্ষ্মণং ব্যাদিদেশ হ ॥ ২৪

কুন্তরস্যেব রৌদ্রস্যা রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ ।

বনেহস্মিন্মহাশ্বেতঃ খন্যতাং রৌদ্রকর্মণঃ ॥ ২৫

বিরোধের সেই কথা শুনে রাঘব রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে  
আদেশ দিলেন— ‘ভাই লক্ষ্মণ ! এই বনে ভীষণ কর্ম এই

রাক্ষসের জন্য বিরাট হাতির (দেহের) সমপরিমাণ একটা  
বিরাট গর্ত খনন করো।’

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি ।

তসৌ বিরোধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেম বীর্যবান্ ॥ ২৬

বীর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ‘গর্ত খনন করো’, এই  
নির্দেশ দিয়ে (নিজে) বিরোধকে আক্রমণ করে, এক পা

দিয়ে (তার) কণ্ঠদেশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ততঃ খনিত্রমাদায় লক্ষ্মণঃ শূলমুগ্ধমম্ ।

অখনং পার্শ্বতস্তস্য বিরোধস্য মহাশ্বনঃ ॥ ২৭

তখন লক্ষ্মণ একটা খল্লা নিয়ে সেই বিশালকায়  
বিরোধের পাশেই একটা বিরাট গর্ত খনন করলেন।

তং মুক্তকণ্ঠমুৎক্ষিপ্য শঙ্ককর্ণং মহাশ্বনম্ ।

বিরোধং প্রাক্ষিপচ্ছব্রে নদন্তং ভৈরবশ্বনম্ ॥ ২৮

বিরোধের কান দুটো ছিল শঙ্কু বা গোঁজের মতো। সে

ভীষণ টিংকার করছিল। রামচন্দ্র তার কণ্ঠ (গলা) থেকে পা  
তুলে নিয়ে তাকে উৎক্ষেপণ করে (উপরে তুলে) গর্তের  
মধ্যে নিক্ষেপ করলেন ; তখন সে আরও জোরে ভয়ানক  
গর্জন করতে লাগল।

তমাহবে দারুণমাত্মবিক্রমৌ

হিরানুজৌ সংযতি রামলক্ষ্মণৌ ।

মুদাধিতৌ চিহ্নিপতুর্ভয়াবহঃ

নদন্তমুৎক্ষিপ্য নলেন রাক্ষসম্ ॥ ২৯

রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই গুদ্ধক্ষেত্রে হির অণচ ক্ষিপ্ত ও  
বিক্রমশালী। (তাঁরা উভয়ে) ভয়ঙ্কর যোদ্ধা ও উৎকট

নিদাদকারী সেই রাক্ষসকে সবলে উৎক্ষেপণ করে সানন্দে  
(গর্তে) নিক্ষেপ করলেন।

অবধ্যতাং প্রেক্ষ্য মহাসুরস্য তৌ

শিতেন শস্ত্রেণ তদা নরনরজৌ ।

সমর্থ্য চতুর্থবিংশাদানুজৌ

বিল বিরোধস্য বধং প্রচক্রতঃ ॥ ৩০

তখন নরশাব্দুল দুজন (রাম-লক্ষ্মণ), তীক্ষ্ণ অস্ত্রেও  
সেই ভয়ঙ্কর মহান অসুর অবধ্য দেখে, গর্তে প্রোথিত করে

সেই বিরোধের বধের উচিত্য সমর্থন করে, অত্যন্ত  
কুশলতার সঙ্গে তাকে বধ করলেন।

স্বয়ং বিরোধেন হি মৃত্যুমাক্ষনঃ

প্রসহ্য রামেণ যথার্থমীক্ষিতঃ ।

নিবেদিতঃ কাননচারিণা স্বয়ং

ন মে বধঃ শস্ত্রকৃতো ভবেদিতি ॥ ৩১

স্বয়ং বিরোধের রাম কর্তৃক বলপূর্বক (রামের  
শক্তিতেই) নিজের মৃত্যু কাঙ্ক্ষিত ছিল। সেইজন্য সেই

বনচর রাক্ষস নিজেই নিবেদন করল (জানালো)— ‘অস্ত্রের  
দ্বারা আমার মৃত্যু হবে না।’

তদেব রামেণ নিশম্য ভাষিতঃ

কৃত্য মতিস্তস্য বিলপ্রবেশনে ।

বিলং চ তেনাতিবলেন রক্ষস্য

প্রবেশমানেন বনং বিনাদিতম্ ॥ ৩২

রাক্ষস বিরোধের সেই কথা শুনে রাম তাকে গর্তে  
ফেলে চাপা দেওয়াই স্থির করলেন। গর্তে ফেলে দেওয়ার

সময় সেই মহাবলবান রাক্ষসের প্রবল গর্জনে বনভূমি  
প্রতিধ্বনিত হল।

প্রহুটরূপাবিব রামলক্ষ্মণৌ

বিরোধমুর্খ্যাং প্রদরে নিপাত্য তম্ ।

ননন্দতুর্ভীতভয়ৌ মহাবনে

শিলাভিরন্তর্দধতুচ্চ রাক্ষসম্ ॥ ৩৩



রাম লক্ষণ সেই রাক্ষস বিরাধকে মাটিতে গর্তে ফেলে দিয়ে অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত হলেন এবং পাণের দ্বয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে সেই মহাবনে সানন্দে বিচরণ করিতে লাগলেন।

ততস্ত তৌ কাঞ্চনচিত্রকর্মুকৌ  
নিহত্য রক্ষঃ পরিগৃহ্য মৈথিলীম্।

বিজন্তুতৌ মুদিতৌ মহাবনে  
দিনি ছিতৌ চন্দ্রদিশাক্রান্বিব ॥ ৩৪ ॥  
তখন সুবর্ণবচিত্ত ধনুর্ধরী তাঁরা দুজন (দুই ভাই রাম-লক্ষণ) রাক্ষসকে হত্যা করে এবং দ্বিদিগারাজনিনী সীতাকে নিয়ে, আকাশস্থিত চন্দ্রসূর্যের ন্যায়, সেই মহাবনে সানন্দে বিচারণা করিতে লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় রামায়ণে আদিকাণ্ডে অবগাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিবচিত্ত আদিকান্য রামায়ণে অবগাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

### পঞ্চম সর্গ (৫)

সীতা ও লক্ষণসহ রামচন্দ্রের শরভঙ্গমুনির আশ্রমে গমন, সেখানে দেবতাদের দর্শনলাভ এবং মুনি কর্তৃক শ্রীরামাদির অভ্যর্থনান্তে মুনির ব্রহ্মলোকে গমন

হত্বা তু তং ভীমবলং বিরাধং রাক্ষসং বনে।  
ততঃ সীতাং পরিষ্রজ্য সমাশ্রাস্য চ বীর্যবান্ ॥ ১ ॥  
অত্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষণং দীপ্তভেজসম্।  
কষ্টং বনমিদ্ দুর্গং ন চ স্মো বনগোচরাঃ ॥ ২ ॥  
অভিগচ্ছামহে শীঘ্রং শরভঙ্গং তপোধনম্।  
আশ্রমং শরভঙ্গস্য রাঘবোহভিজগাম হ। ৩ ॥

মহাপরাক্রমী রামচন্দ্র সেই মহারণ্যে ভয়ঙ্কর বলশালী রাক্ষস বিরাধকে হত্যা করে, অতঃপর সীতাকে আলিঙ্গন ও সাঙ্ঘনা প্রদানান্তে উদ্দীপ্ত তেজস্বী ভাই লক্ষণকে বললেন — ‘এই বন অত্যন্ত দুর্গম এবং কষ্টদায়ক ; আমরাও এই বনের কিছুই জানি না (এবং এইরকম বন আগে দেখিও নি)। চলো, আমরা শীঘ্র তপস্বিশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ মুনির কাছে (তাঁর আশ্রমে) যাই।’ এই বলে (সীতা ও লক্ষণসহ) রঘুনন্দন রামচন্দ্র শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে চলে গেলেন।

তস্য দেবপ্রভাবস্য তপসা ভাবিতাশ্বনঃ।  
সমীপে শরভঙ্গস্য দদর্শ মহদভূতম্ ॥ ৪ ॥

দেবতুলা প্রভাবশালী এবং তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ সেই (মহর্ষি) শরভঙ্গের নিকটে (রাম) এক অতি অভূত দৃশ্য দেখতে পেলেন।

বিশ্রাজমানং বপুষা সূর্যবৈশ্বারপ্রভম্।  
রথপ্রবরমাক্রুতমাকাশে বিবুধানুগম্ ॥ ১ ॥  
অসংস্পৃশ্যত্বং বসুধাং দদর্শ বিবুধেশ্বরম্।  
সম্প্রভাভরণং দেবং বিরজোহম্বরধারিনম্ ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র দেখলেন—আকাশে অবস্থিত এবং পৃথিবীর মাটিকে স্পর্শ করছে না এমন দিব্য রথে দেবরাজ ইন্দ্র আরোহণ করেছেন। তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সূর্য ও অগ্নির তেজঃ। তাঁর অঙ্গে উজ্জ্বল অলঙ্কার এবং পরিধানে অমলিন নির্মল বস্ত্র। আর, দেবতারা তাঁকে অনুসরণ করছেন।

তদ্বিধৈরেব বহুভিঃ পূজ্যমান্ মহাশক্তিঃ।  
হরিতৈর্বাঞ্জিভির্ভূজমস্তরিক্ষগতঃ রথম্ ॥ ১ ॥  
দদর্শাদূরতস্তস্য তরুণাদিত্যসন্নিভম্।

রামচন্দ্র নিকটেই দেখতে পেলেন, ইন্দ্রেরই সদৃশ অনেক মহাত্মাই তাঁরই (ইন্দ্রেরই) বন্দনা করছেন, আর আকাশে অবস্থিত আছে শ্যামবর্ণের অশ্রযুক্ত নবোদিত সূর্যসদৃশ তাঁর রথ।

পাণ্ডুরাশ্রয়নপ্রস্থং চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভম্ ॥ ৪ ॥  
অপশাদ্ বিমলং হ্রদং চিত্রমালোপশোভিতম্।

(রামচন্দ্র আরও) দেখলেন, (ইন্দ্রের মাথার উপরে  
শোভা পাচ্ছে) শুভ্র ঘন মেঘপুঞ্জের মতো, চন্দ্রবলয়সদৃশ  
বিচিত্র গুণ্ণমালাশোভিত নির্মল ছত্র।

চন্দ্রবাক্সনে চন্দ্রে রক্ষসদণ্ডে মহাধনে ৯  
দৃষ্টে বননারীড্যাং ধুমমানে ৮ মৃধনি।

(রামচন্দ্র আরও দেখলেন) দুজন সুন্দরী নারী  
পূর্ণদন্তযুগ্মিত বহুমুলা চামর ও বাজান (পাখা) (ইন্দ্রের)  
মাথার উপরে দোলাচ্ছেন।

লক্ষ্যমরসিকাস্ত বহবঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ১০  
জ্ঞরিকগতং দেবঃ গীর্তিরয়্যাদিরৈড়য়ান্।

সহ সজ্জমাশে তু শরভদেন বাসবে ১১  
পূ। শতক্রতুং তত্র রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।

রামোহথ রথমুদ্दिश्या ভ্রাতৃদর্শয়তাত্ত্বতম্ ॥ ১২

শরভস্ক মূনির সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র আলাপ  
করছিলেন ; আর গজর্বগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও  
মহর্ষিগণ উভয় বাক্যে আকাশস্থ সেই দেবরাজের স্তব  
করছিলেন। রাম সেখানে ঐক্যপে শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্রকে  
দেখলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের দৃষ্টি সেই অভূত রথের প্রতি  
আকৃষ্ট করে তাঁর (লক্ষ্মণের) উদ্দেশ্যে বললেন— (ক্রতু  
অর্থ যজ্ঞ। তাই শতক্রতু অর্থ একশত যজ্ঞকারী। একশত যজ্ঞ  
করে দেবরাজের আসন অর্থাৎ ইন্দ্র প্রাপ্তি হয়। ইন্দ্র কারও  
নাম নয়। ইন্দ্র হচ্ছে দেবরাজের পদ। তাই ইন্দ্র বলতে  
দেবরাজকেই বুঝায়)।

অচিন্ত্যঃ শ্রিয়া জুষ্টমজুতং পশা লক্ষ্মণ।

প্রতপস্ববিমাদিত্যমহরিকগতং রথম্ ॥ ১৩

‘লক্ষ্মণ ! অভূত সুন্দর রথটা দেখ, যেটা দীপ্তিমান  
সূর্যের মতো আকাশে আলফল করেছে।

যে হয়ঃ পুরুহৃতস্য পুরা শক্রসা নঃ শ্রুতাঃ।

অজরিকগতা দিব্যাস্ত ইমে হরয়ো ঋণম্ ॥ ১৪

‘পুরাকালে বহু যুদ্ধে আহূত ইন্দ্রের যে অশ্বগুলির  
সহকে আমরা শুনেছি (জানি), নিশ্চয়ই আকাশে অবস্থিত  
এই সেই স্বর্গীয় অশ্বসকল।

(পুরুহৃতস্য — পুরু অর্থ অনেক। হৃত অর্থ যাকে  
আহ্বান করা হয়েছে। অতএব, পুরুহৃত অর্থ — যিনি  
অনেকবার যজ্ঞে আহূত হয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অনেক  
যুদ্ধে আহূত হয়ে দৈত্য নিধন করায় তাঁর নাম পুরুহৃত এবং

বহু যজ্ঞে আহূত হয়ে গজাদিপতি হওয়ায় তাঁর আর এক  
নাম শতক্রতু। হরি পদের অনেক অর্থ ; যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু,  
শিব, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র (দেবরাজ), বায়ু, যম, অগ্নি, কিরণ।  
আবার, পশু, সিংহ, অশ্ব, বানর, সর্প, ভেক (বাঙ)  
হংস, কোকিল, ময়ূর। আলোচ্য শ্লোকে ইন্দ্রের অশ্ব অর্থে  
হরি—হরয়ঃ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে)।

ইমে ৮ পুরুষল্যায় যে তিষ্ঠন্ত্যভিতো দিশম্।

শতং শতং কুণ্ডলিনো যুবানঃ স্বপাণয়ঃ ॥ ১৫  
নিষ্ঠীর্ণনিপুলোরমাঃ পরিধায়তবাহবঃ।

শোণাংসুবসনাঃ সর্বে ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ ॥ ১৬  
উরোদেশেষু সর্বৈয়াং হারা জ্বলনসমিভাঃ।

রূপং বিদ্রুতি সৌমিত্রে পঞ্চবিংশতিবার্ষিকম্ ॥ ১৭  
এতন্নি কিল দেবানাং বয়ো ভবতি নিত্যদা।

যথেষ্টে পুরুষব্যাঘ্রা দৃশ্যন্তে প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ১৮

‘হে নরশার্দূল সুমিত্রানন্দন ! কুণ্ডলধারী, বড়াহস্ত,  
বিশাল বক্ষোবিশিষ্ট এবং অর্গল (হুড়কা) সদৃশ দীর্ঘ ও  
বলিষ্ঠ বাহুবিশিষ্ট এই যে শত শত যুবা পুরুষ রক্তবর্ণবসন  
পরিহিত হয়ে সম্মুখভাগে অবস্থান করছেন, এঁরা সকলেই  
ব্যাঘ্রসদৃশ দুর্দর্শ, এঁদের সকলের বক্ষঃস্থলে অনলসদৃশ  
উজ্জ্বল হার শোভা পাচ্ছে। এই পুরুষসিংহগণ সকলেই  
পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় রূপবান ও প্রিয়দর্শন ; কারণ,  
দেবতাদের বয়স সবসময় একই রকম থাকে (বলে  
শোনা যায়)।

ইহৈব সহ বৈদেহ্যা মুহূর্তং তিষ্ঠ লক্ষ্মণ।

যাবজ্জানামাহং বাক্তং ক এষ দ্যুতিমান্ রথঃ ॥ ১৯

‘লক্ষ্মণ ! তুমি বিদেহতনয়া সীতার সঙ্গে মুহূর্তকাল  
(কিছু সময়) এখানেই অবস্থান (অপেক্ষা) করো। ততক্ষণে  
আমি, রথে (অবস্থিত) এই দীপ্তিমান পুরুষ কে, তা আমি  
স্পষ্টত জেনে আসি।’

তমেবমুদ্বগ্ন সৌমিত্রিমিহৈব হীয়তামিতি।

অভিচক্রাম কাকুৎস্থঃ শরভদ্রাপ্রমং প্রতি ॥ ২০

কাকুৎস্থ রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে ‘এখানেই  
অবস্থান করো’, এই কথা বলে শরভঙ্গের আশ্রমের দিকে  
হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন।

ততঃ সমভিগচ্ছন্তঃ প্রেক্ষা রামং শচীপতিঃ।

শরভঙ্গমনুজাপ্য বিবুধানিদমব্রবীৎ ॥ ২১

তখন শচীপাতি দেবরাজ ইন্দ্র নামকে (তার দিকে)  
আসতে দেখে, শরভঙ্গের অনুমতি অনুসারে তাঁকে বিদায়  
জানিয়ে দেবতাদের বললেন

ইছোপমাতাসৌ রামো যাবত্যাং যাজিভাশতে।  
নিষ্ঠাং নয়ত তাবৎ তু ততো মামষ্টুমহতি॥ ২২

‘রামচন্দ্র এইদিকে আসছেন। যাতে (তিনি) আমার  
সঙ্গে কথা বলতে না পারেন, সেইজন্য (হে দেবগণ,  
আপনারা) আমাকে (অমাত্র) নিয়ে চলুন ; তাহলে তিনি  
(আমাকে আর) দেখতে সমর্থ হবেন না।

(যাবণবধরূপ কার্যসাধনের জন্য শ্রীরামের  
আবির্ভাব। যাবণবধের পরে ইন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামের সাক্ষাৎ  
হবে বলে এখানে ইঙ্গিত দিলেন। এ বিষয়ে পরবর্তী ২৩  
সংখ্যক শ্লোক প্রত্যাশা।)

জিতবন্তঃ কৃতার্থ হি তদাহমচিনাদিমম্।  
কর্ম হানেন কর্তব্যং মহদন্যৈঃ সুদুষ্করম্॥ ২৩

‘অন্যের পক্ষে অতীব দুষ্কর (যাবণবধ রূপ) মহৎ  
কর্ম একেই (রামকেই সম্পন্ন) করতে হবে। বিজয়ী ও  
কৃতার্থ হওয়ার পরে আমি অচিরেই তাঁকে দর্শন করব।’

অথ বক্সী তমামন্ত্র্য মানয়িত্বা চ তাপসম্।  
রথেন হরয়ুস্তেন যযৌ দিবমরিন্দমঃ॥ ২৪

অনন্তর শত্রুদমনকারী বজ্রপানি (ইন্দ্র) সেই তপস্বী  
(শরভঙ্গ)কে সম্মান এবং বিদায় জানিয়ে অশ্বযুক্ত রথে  
আরোহণ করে স্বর্গে চলে গেলেন।

প্রযাতে তু সহস্রাক্ষে রাখবঃ সপরিচ্ছেদঃ।  
অগ্নিহোত্রমুপাসীনঃ শরভঙ্গমুপাগমৎ॥ ২৫

সহস্রলোচন ইন্দ্র (স্বর্গে) চলে গেলে সপরিজন  
(সীতা ও লক্ষণসহ) রঘুনন্দন রাম, অগ্নিহোত্র যজ্ঞের জন্য  
উপবিষ্ট খনি শরভঙ্গের নিকট এলেন।

তস্য পাদৌ চ সংগৃহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষণঃ।  
নিবেদুদ্বন্দনুজাতা লক্ষসাসা নিমল্লিতাঃ॥ ২৬

রাম, সীতা এবং লক্ষণ তাঁর (খনি শরভঙ্গের) চরণ  
বন্দনা করলেন ; (পরে খনি কর্তৃক) বাসস্থানের বাগছা ও  
নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর (খনির) অনুমতিক্রমে উপবেশন  
করলেন।

ততঃ শক্লেপয়ানং তু পর্ণশুভ্রত রাখবঃ।

শরভঙ্গঃ তৎ সর্বং রাখবায় মাধেদমহঃ॥ ২৭

তখন রঘুনন্দন রাম খনি শরভঙ্গের কাছে আসার  
আগমন বিষয়ে (আগমনের কারণ) বিজ্ঞাপনা করলেন—  
শরভঙ্গের নামকে সবারকু আশাভেদ—

মামেষ নরদো রাম ব্রহ্মলোকং নিদীপতি।

জিতমুশ্রোণ তপসা নৃপস্যাপমকৃত্যজিগীষা ২৮

‘রাম ! বরদাতা ঈশ্বর আমাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যেতে  
চাইছেন। তারোতালিকে তারা বশীভূত করলে পূর্বের  
আমের পক্ষে দুর্ভাগ (অজ্ঞেয়) ব্রহ্মলোক আমি তপস্যার  
দ্বারা (চিরন্তন সংগ্রহ দ্বারা) লাভ করোঁ।

অহং জাহ্না নরবায়্য বর্তমানমদুরতঃ।

ব্রহ্মলোকং ন গচ্ছামি ভ্রামদ্বী প্রিয়াঠিথিম্॥ ২৯

‘হে পুরুষবায়্য ! (আশ্রমের) নিকটে তুমি এসেছ  
(এই বিষয়) জানতে পেরে, (তোমার মতো) আমি  
অতিথিকে না দেখে আমি ব্রহ্মলোকে যাব না।

ভ্রাম্যহং পুরুষবায়্য ধার্মিকেন মহাশ্বনাঃ।

সমাগমা গমিয্যামি ত্রিদিবং চাপরং পরম্॥ ৩০

‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তাদৃশ (তোমার মতো) মহাশ্ব  
ধার্মিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে (তারপর) আমি পূর্বের  
উর্ধ্বলোকে বা নিম্নলোকে (ব্রহ্মলোকে না পূর্বলোকে)  
যাব।

অক্ষয়া নরশার্দূল জিতা লোকা ময়া শুভাঃ।

ব্রাহ্ময়াশ্চ নাকপৃষ্ঠ্যাশ্চ প্রতিগৃহীত মামকান্॥ ৩১

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! (তপস্যার প্রভাবে) আমি যে সকল  
অক্ষয় ব্রহ্মলোক ও পূর্বলোক জয় করোঁ, আমার সেই  
(মঙ্গলময়) লোকসমূহ আপনি গ্রহণ করুন।’

এবমুক্তো নরবায়্যঃ সর্বশ্যাক্তিনিশারদঃ।

ঋণিণা শরভঙ্গেন রাখবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩২

খনি শরভঙ্গ এই কথা বললে, সর্বশ্যাক্তিনিশার

পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রাম বললেন—

অহমেলাহরিয্যামি সর্বারল্লোকান্ মহামুনে।

আবাসং ব্রহ্মমিচ্ছামি প্রদীষ্টমিহ কামনৈঃ॥ ৩৩

‘হে মহর্ষে ! আমি-ই (নিজ ক্ষমতায়, আপনার দ্বিগুণ  
সকল লোক সংগ্রহ করব (জয় করব)। (কিন্তু এখন), যদি  
এই কাননে (আপনার দ্বারা) নির্দিষ্ট বাসস্থানটি চাই।’



শত্রুতুল্যপলেন  
মহাপ্রাজ্ঞাঃ পুনরেন্দ্রবীধ  
বচঃ ৩৪  
শত্রুতুল্য বলশালী রামচন্দ্র এই কথা বলিলে,  
মহাত্মানি শরভঃ আবার বললেন—  
হে রাম মহাতেজাঃ সুতীক্ষ্ণ নাম ধার্মিকঃ  
বলবান্যে নিমন্তঃ স তে প্রেমো বিধাসতি ॥ ৩৫  
'রাম ! এই অরণ্যে সুতীক্ষ্ণ নামে মহাতেজস্বী,  
পৃথকী ও ধার্মিক এক ঋষি বাস করেন ; তিনিই আপনার  
কল বিধান করবেন (বাসস্থানের সুব্যবস্থা করে দেবেন)।  
সুতীক্ষ্ণভিগছে স্বঃ শুচৌ সেশো তপস্বিনম্  
মদীয়ে বনোদ্দেশে স ত্রে বাসঃ বিধাসতি ॥ ৩৬  
'আপনি এই পবিত্র স্থানে (তপোবনে) তপস্বী  
বুড়ক ঋষির কাছে যান। তিনি-ই এই মনোরম বনপ্রদেশে  
আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবেন।  
হুঃ মন্দাকিনীঃ রাম প্রতিশ্রোতামনুরজ।  
নীঃ পুষ্পাতুপবহাং ততস্তত্র গমিষ্যসি ॥ ৩৭  
'রাম ! (আপনি) পুষ্পশোভিত ভেলায় (চড়ে)  
হৃদযোগ্য (উত্তরগযোগ্য) এই মন্দাকিনী নদীর স্রোতের  
দ্বিপীত পথে (নদীর কিনার বা কূল ধরে) চলে যান।  
অতঃপর সেখানে (সুতীক্ষ্ণগ্রামে) পৌঁছে যাবেন।  
এ শহা নরব্যগ্র মুহূর্তঃ পশা তাত মাম্।  
যবজ্জহামি গাত্রাপি জীর্ণাং ব্রুচমিবোরগঃ ॥ ৩৮  
'হে নরশ্রেষ্ঠ ! (সুতীক্ষ্ণ ঋষির আগ্রমে যাওয়ার)  
টোই পথ। পরন্তু, হে তাত ! মুহূর্তকালের জন্য আমার  
নখুন ; সর্পের জীর্ণ চর্ম (খোলস) ত্যাগের মতো আমি  
যামর এই (জীর্ণ) শরীর ত্যাগ করব।'

ততোহহিং স সমাপ্যামি বহু চাজান মঙ্গলং।  
শরভজো মহাতেজাঃ প্রবিলেপ হৃদাশনম্ ॥ ৩৯  
তখন সেই মহাতেজস্বী (পৃথকী) শরভজ নিমিত্ত অগ্নি  
সংস্থাপন করে এবং (আত্ম) দ্যুতাপ্রতি দিয়ে সেই অগ্নিতে  
প্রবেশ করলেন।  
তস্মা রোমানি কেশাংশ্চ তদা নন্নির্মহাক্ষমঃ।  
জীর্ণাং ক্রুঃ তদটানি যচ্চ মাংসং চ শোণিচম্ ॥ ৪০  
তখন তপ্ত সেই মহাত্মা শরভজের রোম, কেশ, জীর্ণ  
চর্ম, অঙ্গুষ্ঠলি এবং মাংস ও শোণিত সব দগ্ধ করে  
ভস্মীভূত করে দিল।  
স চ পাবকসংকশঃ কুমারঃ সমপসাত।  
ঊখামাগ্নিস্যাৎ তস্মাচেনভজো ব্যরোচ্চত ॥ ৪১  
তখন ঋষি শরভজ সেই অগ্নিপুঞ্জ থেকে উদ্ভিত হয়ে  
অনঙ্গসদৃশ সমুদ্ভূত এক কুমারের রূপ ধারণ করলেন।  
স লোকানাহিতাগ্নীনামৃগীপাং চ মহাক্ষনাম্।  
দেবানাং চ ব্যতিক্রম্য ব্রহ্মলোকঃ ব্যরোহত ॥ ৪২  
ঋষি শরভজ আহিতাগ্নিদের (অগ্নিহোত্রে ঋষিদের),  
মহাত্মা ঋষিদের এবং দেবতাদের লোকসমূহ অতিক্রম করে  
ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হলেন।  
স পুণ্যকর্মা ভুবনে বিজয়ভঃ  
পিতামহঃ সানুচরঃ দদর্শ হ।  
পিতামহশ্চাপি সমীক্ষা তং বিজঃ  
নন্দং সুব্রাহ্মণ্যমিত্যবাচ হ ॥ ৪৩  
ইহলোকে পুণ্যকর্মা সেই বিজোত্তম (ঋষি শরভজ)  
সপার্বদ পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করলেন ; পিতামহও সেই  
দ্বিজশ্রেষ্ঠকে দেখে সানন্দে তাঁকে শুভাগমন জানালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চম সর্গঃ ॥ ৫ ॥  
মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

যষ্ঠ সর্গ (৬)

রাক্ষসদের দীড়ম থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য বানপ্রস্থী মুনিদের শ্রীরামচন্দ্রের  
নিকট প্রার্থনা এবং তাঁদের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের আশ্বাস দান

শরভদেব নিবং প্রাপ্তে মুনিসংঘাঃ সমাগতাঃ।  
অজগদাক্ষয় কাকুৎস্থঃ নামঃ জলিতভেজসমুঃ ১

কারি শরভদেব সুপণ্ডিত হলে, মুনিসংঘ পৃথক পৃথক  
ভায়ে সঙ্কটবদ্ধ হয়ে, তত্ক্ষণাত্তে কাকুৎস্থ বামচন্দ্রের কাছে  
চলে গেলেন (বামচন্দ্রকে অনুসরণ করলেন)

বৈখানসা বালখিলাঃ সস্ত্রক্ষালা যন্ত্রীটিপাঃ।

অশ্বকুট্টাশ্চ বহনঃ পত্রাহারাশ্চ তাপসাঃ ২

দত্তোজ্জ্বলিনশ্চৈব তথৈবোজ্জ্বলাঃ পরে।

গাত্রশয্যা অশয্যাশ্চ তথৈবানবকাশিকাঃ ৩

মুনয়ঃ সলিলহারা বায়ুভক্ষাত্মাপরে।

আকাশনিলমাস্চৈব তথা হৃদিশশায়িনঃ ৪

তথোর্বাসিনো দাক্ষ্যস্তপাহর্ষপটবাসসঃ।

সজশাশ্চ তপোনিষ্ঠাত্মা পঞ্চতপোহুতিভাঃ ৫

সর্বৈ ব্রাহ্মণা প্রিয়া যুক্তা দৃঢ়যোগসমাহিতাঃ।

শরভদ্রাশ্রমে রামমতিজঘৃচ্চ তাপসাঃ ৬

একভেজঃসম্পন্ন এবং যোগসাধনায় সমাহিতচিত্ত—

বৈখানস নামক ঋষিগণ, বালখিলা, সস্ত্রক্ষালা, চন্দ্র-  
সূর্যের কিরণসেবী (ঋষিগণ), অশ্বকুট্ট নামক ঋষিগণ,  
ওষ পত্রাহারী, দত্তোজ্জ্বলী, উজ্জ্বলক, গাত্রশয্যা অশয্যা  
(নিদ্রাগীন) এবং অনবকাশিক (ঋষিগণ), কেবল  
জলপায়ী, বায়ুভক্ষণকারী, আকাশনিলয় (ঋষিগণ), তদ্রূপ  
হৃদিশশায়ী, পর্বতবাসী, উদ্রিয়দমনকারী ও আর্দ্রবস্ত্র  
পরিধায়ী, নিবস্ত্র জপশীল, তপোনিষ্ঠ এবং পঞ্চতপাঃ  
তপস্বীগণ, সকলেই শরভদ্রাশ্রমে শ্রীরামের নিকট উপস্থিত  
হলেন।

অভিগম্য চ ধর্মজ্ঞা রামঃ ধর্মভূতাঃ বরম্।

উচুঃ পরমধর্মজ্ঞমুনিসংঘাঃ সমাগতাঃ ৭

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও পরম ধর্মজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে  
সমাগত ধর্মজ্ঞ ঋষিসংঘ (ঋষিগণ) বললেন—

কুমিল্লকুলস্যাস্য পৃথিব্যাশ্চ মহারথঃ।

প্রধানশচাপি নাথশ্চ দেবানাঃ মহাবানিব ৮

‘দেবতাদের মতো উদ্ভের ন্যায় মহাবীর আপনি এই

চক্রাকৃৎশেষের এমন কি এই পৃথিবীরও প্রধানপুরুষ ও  
আশ্রয়স্থল।

বিক্রমতপ্তি লোকেষু যশসা বিক্রমেশ চ।

পিতৃভ্রাতৃভ্যং সত্যং চ হৃদি ধর্মশ্চ পুঙ্খলঃ ৯

‘যশ এবং শৌর্বে আপনি ত্রিভুবনে বিখ্যাতঃ  
আপনাতে পিতৃভ্রাতৃ (পিতৃসত্যরক্ষাকরূপে ব্রত), সত্য এবং  
ধর্মের প্রাচুর্য বিদ্যমান।

জামাসাদা মহাত্মানঃ ধর্মজ্ঞাঃ ধর্মবৎসলম্।

অর্ধিহ্মাশ্চ বক্ষ্যামহ্যচে নঃ ক্ষমহসি ১০

‘হে প্রভু ! আপনি মহাত্মা, ধর্মজ্ঞ এবং ধর্মের  
রক্ষক ; (এই রকম) আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে (আমরা)  
কিছু বলব, আমাদের (এই স্বার্থপরতা) ক্ষমা করবেন।

অধর্মঃ সুমহান্ নাথ ভবেৎ তস্য তু হৃপতেঃ।

যো হরেদ্ বলিষত্বভাগং ন চ রক্ষতি পুঙ্খবৎ ১১

‘প্রভো ! যে রাজা প্রজাদের উপার্জনের ষষ্ঠভাগ (ছয়  
ভাগের একভাগ) (কবরূপে) গ্রহণ করেন, অথচ তাদের  
পুত্রের মতো রক্ষা করেন না, সেই রাজার অভ্যন্ত অর্থ  
হয়।

যুজ্ঞানঃ বানিব প্রাণান্ প্রাণৈরিষ্টান্ সুতানিব।

নিত্যযুক্তঃ সদা রক্ষন্ সর্বান বিষয়বাসিনঃ ১২

প্রাপ্নোতি শাস্তীঃ রাম কীর্তিঃ স বহুবর্ষিকীম্।

ব্রহ্মণঃ হানমাসাদা তত্র চাপি মহীমতে ১৩

রাম ! যে রাজা রাজ্যবাসী সকল প্রজাকে নিজের  
প্রাণের মতো, এমনকি, নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের মতো  
যত্ন করে সর্বদা তাদের সঙ্গে মিলিত থেকে তাদের রক্ষা  
করেন, তিনি বহুবর্ষবাসী শাস্তী কীর্তি লাভ করেন এবং  
অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে সেখানে মহাসম্মানে ভূষিত হন।

যৎ করোতি পরঃ ধর্মঃ মুনির্মূলকশাশনঃ।

তত্র রাজশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্মেশ রক্ষতঃ ১৪

‘কলমূলাহারী মুনি যে পরম (শ্রেষ্ঠ) ধর্মের অনুষ্ঠান  
করেন, ধর্মানুসারে প্রজাপালক রাজা তার এক-চতুর্ভাগ  
প্রাপ্ত হন।



সোহয়ঃ ব্রাহ্মণকৃষিষ্ঠো বানপ্রস্থগণো মহান।  
দ্ব্যর্থোহন্যাপবদ্ রাম রাক্ষসৈর্হন্যতে কৃশম্॥ ১৫

‘এই অরণ্যে অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণসহ বানপ্রস্তু  
আছেন। ত্রে রাম ! আপনি প্রভু বর্তমান থাকে সত্ত্বেও তাঁরা  
রাক্ষসগণ কর্তৃক অনাথের মতো নিহত হচ্ছেন।

এই পশ্য শরীরানি মুনীনাং ভবিতাঙ্গনাম্।

হতনাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বহুনাং বহুধা বনে॥ ১৬

‘আসুন, বনে ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ কর্তৃক বারংবার  
অনেক প্রকারে নিহত বহু পবিত্রাত্মা মুনির শবদেহ দর্শন  
করুন।

গম্পানদীনিবাসানামনুমন্দ্যকিনীমপি ।

চিত্রকূটালয়ানাং চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ॥ ১৭

‘গম্পা সরোবর ও তৎসমীপবর্তী নদীতীরের  
অধিবাসীদের প্রতি এবং মন্দ্যকিনী নদীতীরবর্তী স্থানে ও  
চিত্রকূটে বসবাসকারী মুনিদের প্রতি অত্যন্ত পীড়ন করা  
হচ্ছে।

এবং বরং ন মৃষ্যামো বিপ্রকারঃ তপস্বিনাম্।

ক্রিয়মাণং বনে ঘোরং রক্ষোভির্জনকমভিঃ॥ ১৮

‘অরণ্যে তপস্বীদের প্রতি ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের  
এইকম ভয়ানক উপদ্রব আমরা সহ্য করতে পারছি না।

তত্বাং শরণার্থ চ শরণাং সমুপস্থিতাঃ।

পরিপালয় নো রাম বধ্যমানান্ নিশাচরৈঃ॥ ১৯

‘অতএব, রাম ! আপনিই শরণীয় (শ্রেষ্ঠ  
আশ্রয়দাতা), আমরা আপনার শরণাগত ! রাক্ষসেরা  
আমাদের হত্যা করতে উদ্যত ; আপনি আমাদের রক্ষা  
করুন।

পরা স্বস্তো গতিবীর পৃথিব্যাং নোপদ্যতে।

পরিপালয় নঃ সর্বান্ রাক্ষসেভ্যো নৃপাঙ্কজ॥ ২০

‘পৃথিবীতে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিরাপদ আশ্রয় আর  
নেই (পাওয়া যাবে না)। অতএব, হে বীর রাজকুমার !  
(আপনি) আমাদের সকলকে রাক্ষসদের থেকে রক্ষা  
করুন।’

এতচ্ছূয়া ত্ব কাকুৎস্থরাশানাং তপস্বিনাম্।

ইদং প্রোবাচ ধর্মাত্মা সর্গানেব তপস্বিনঃ॥ ২১

‘তপস্যারত তপস্বীদের কথা শুনে কাকুৎস্থকুলজ  
ধর্মাত্মা রামচন্দ্র তপস্বীদের বললেন—

নৈবমর্হণ মাং বন্ধুমাঞ্জাপ্যোহহং তপস্বিনাম্।

কেবলেন স্বকার্ষ্যেণ প্রবেষ্টবাং বনং ময়া॥ ২২

‘(হে তপসগণ ! ) আমাকে এইভাবে বলা ঠিক

হচ্ছে না (আমাকে এইভাবে বলা আপনাদের সাজে না)।

আনি তপস্বীদের আগ্রাবহ ; কেবল স্বকার্য সাধনের জন্যই

আমাকে বনে প্রবেশ করতে হবে।

বিপ্রকারমশাক্রষ্টং রাক্ষসৈর্ভবতামিমন্।

পিতৃষ নির্দেশকরঃ প্রবিশ্টোহহমিদং বনম্॥ ২৩

‘রাক্ষসগণ কর্তৃক আপনাদের উপর এই উপদ্রব দূর  
করার জন্যই পিতার আগ্রাবহ হয়ে (পিতার আদেশে)  
আমি এই বনে প্রবেশ করেছি।

ভবভ্রামর্থসিদ্ধার্থমাগতোহং যদৃচ্ছয়া।

তসা মেহয়ং বনে বাসো ভবিষ্যতি মহাফলঃ॥ ২৪

‘আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই দৈবক্রমে আমি  
এখানে (এই বনে) এসেছি। আমার এই বনবাস  
মহাফলপ্রদ হবে।

তপস্বিনাং রপে শক্রন্ হস্তমিচ্ছামি রাক্ষসান্।

পশ্যাম্ব বীর্যমৃষয়ঃ সম্রাভূর্মে তপোধনাঃ॥ ২৫

‘তপস্বীদের শত্রু রাক্ষসদের (আমি) যুদ্ধে হত্যা  
করতে চাই। তপোখন ধ্বিগণ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ আমার  
বীরত্ব দর্শন করুন।’

দত্তা বরং চাপি তপোধনানাং

ধর্মে ধৃতাত্মা সহ লক্ষ্মণেন।

তপোধনৈশ্চাপি মহাবীৰ্যদন্তঃ

সুতীক্লেমেবাভিজগাম বীরঃ॥ ২৬

‘পবনধারিক দানীশ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্র তপঃশ্রেষ্ঠ

ধ্বিদের (এই ভাবে) বর (আস্থাস) দান করে লক্ষ্মণ ও

অন্যান্য তপস্বীদের সঙ্গে সুতীক্লে মুনির কাছে গেলেন।

ইত্যার্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬॥



## সপ্তম সর্গ (৭)

সীতা ও লক্ষ্মণ সহ ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ মূর্তির আশ্রমে গমন, মূর্তি কর্তৃক সংকৃত হয়ে তাঁর সঙ্গে কপোপকণন এবং ঐ আশ্রমেই রাজিযাপন

রামঃ সহিতো জাতা সীতয়া চ পরক্ৰপাঃ।  
সুতীক্ষ্ণসাপ্রমপদঃ লক্ষ্মণ সহ তৈর্বিষ্টৈঃ॥ ১  
শত্রুপক্ষপত বাহ্যস্ত (হি) সীতা, ভাই (লক্ষ্মণ) এবং  
ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে নিয়ে সুতীক্ষ্ণমূর্তির পবিত্র আশ্রমে  
গেলেন।

স যয়া দুঃসম্ভবানঃ নদীদ্বীপা বহুমকাঃ।  
কর্ণ বিমলঃ শৈলঃ মহামেকমিবোরতম॥ ২  
তিনি (বাহ্যস্ত) দীর্ঘ পথ অতিক্রম, প্রভূত জলপূর্ণ  
নদীসকল উত্তীর্ণ (পার) হয়ে, মহামেক পর্বতের ন্যায় উন্নত  
একটি পর্বত পর্বত দেখতে পেলেন।

ততঃস্বিন্ধুকুবরৌ সততঃ বিবিধৈর্কর্মৈঃ।  
কাননঃ ভৌ বিবিশতঃ সীতয়া সহ রামবৌ॥ ৩  
অতঃপর ইচ্ছাকুল শিরোমণি রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় (রাম-  
লক্ষ্মণ) সীতার সঙ্গে নানাবিধ বৃক্ষসমাকুল সেই বনে  
প্রবেশ করলেন।

প্রবিষ্ট কনঃ ঘোরঃ বহুপুষ্পফলক্রমম্।  
লক্ষ্যপ্রমেকাদ্রে চীরমালাপরিষ্কৃতম্॥ ৪

গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে রাম অরণ্যের একপ্রান্তে  
বহু পুষ্প-ফল-বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং (কৌপীনের)  
ছিন্নবস্ত্রাবলী দ্বারা সুশোভিত একটি আশ্রম দেখতে  
পেলেন।

তত্র তাপসমাসীনঃ মলগন্ধজগারিণম্।  
রামঃ সুতীক্ষ্ণঃ বিধিবৎ তপোধনমভ্যত॥ ৫

সেখানে (সেই আশ্রমে) পদ্মমালা সুশোভিত সুতীক্ষ্ণ  
নামক তপোধনকে সমাসীন দেখে রাম তাঁকে বিধি অনুসারে  
বললেন—

রামোহমমস্মি ভগবন্ ভবন্তঃ দ্রষ্টুমাগতঃ।  
ভয়াভিবদ ধর্মজ মহর্ষে সত্যবিক্রম॥ ৬

‘ভগবন্! আমি রাম, আপনাকে দেখতে এসেছি।  
অতএব, হে সত্যবিক্রম ধর্মজ মহর্ষে! আমাকে আশীর্বাদ  
করে কিছু বলুন।’

স নিরীক্ষ্য ততো ধীরো রামঃ ধর্মভূতাং বরম্।  
সমাল্লিখ্য চ বাহুভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৭

তখন দীর্ঘচিহ্নিত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ ধর্মিকপ্রবর রামচন্দ্রকে  
নিরীক্ষণ এবং বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করে বললেন—

সাগতঃ তে রমুশ্রেষ্ঠ রাম সত্যভূতাং বর।  
আশ্রমোহয়ঃ ক্র্যাহতক্রাভঃ সনাথ ইব সান্ততম্॥ ৮

‘শ্রেষ্ঠ সত্যপ্রিয় হে রমুকুলভিতক রাম! তোমার  
সাগত। তোমার পদার্পণে এই আশ্রম সম্প্রতি প্রভূত  
(রক্ষাকর্তা পেল)।

প্রতীক্ষ্যামস্ত্র্যামেব নারোহেহহঃ মহাক্ষয়ঃ।  
দেবলোকমিতো বীর দেহঃ ভক্ত মধীতলে॥ ৯

‘মহাযশস্বিন হে বীর! তোমারই প্রতীক্ষায় (আমি)  
এই পৃথিবীতে (এখনও) আছি; ইহলোক ত্যাগ করে  
দেবলোকে আরোহণ করিনি।

চিত্রকূটমুপাদায় রাজ্যকট্টোহসি মে কৃতঃ।  
ইহোপগাতঃ কাকুৎস্থ দেবরাজঃ শতক্রুঃ॥ ১০

‘হে কাকুৎস্থকুলভূষণ! আমি শুনেছি, আপনি  
রাজ্যকট্ট হয়ে চিত্রকূটে এসে আছেন। (শুনুন), শতক্রু  
দেবরাজ ইন্দ্র এখানে এসেছিলেন।

উপাগম্য চ মে দেবো মহাদেবঃ সুরেশ্বরঃ।  
সর্বাংল্লোকাজ্জিতানাং মম পুণ্যেন কর্মণা॥ ১১

‘মহান দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র আমার কাছে এসে  
বললেন, “আমি (সুতীক্ষ্ণ ঋষি) আমার পুণ্যকর্ম দ্বারা  
সকল (শুভ)-লোক জয় করেছি।

তেষু দেবর্ষিজুষ্টেষু জিতেষু তপসা ময়া।  
মৎপ্রসাদাৎ সভার্ষিঃ বিহরন্ত সলক্ষণঃ॥ ১২

‘আমার তপস্যা দ্বারা জিত ও দেবর্ষিগণসেবিত  
সেই লোকসমূহে আপনি আমার প্রসন্নতার জন্য গুণী  
(সীতা) এবং (ভ্রাতা) লক্ষ্মণের সঙ্গে বিহার করুন।’

তমুগ্রতপসঃ দীপ্তঃ মহর্ষিঃ সত্যবাসিনম্।  
প্রভাবাচক্ষবান্ রামো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ॥ ১৩

ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে সেইরকম, উগ্র তপসী  
তপসোজ্জ্বল সত্যসঙ্গ মহর্ষিকে আশ্বনিষ্ঠ (মনসী) রাম  
প্রভাবেরে বললেন—

অহমেবাহরিষ্যামি স্বয়ং লোকান্ মহামুনে।

ব্রহ্মমিচ্ছামি প্রদীপ্তমিহ কাননে ॥ ১৪

‘হে মহর্ষে! আমি নিজেই (আপনার তপস্যার্জিত)

ব্রহ্মলোকসকল অর্জন করতে পারব। কিন্তু, আমি এখন

এই অবশ্যে একটা নির্দিষ্ট বাসস্থান চাইছি।

‘সর্বত্র কুশলঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।

শরভসেন গৌতমেন মহাশ্বনা ॥ ১৫

‘গৌতম গৌত্ৰীয় মহাত্মা শরভঃ (আমাকে)

হবেছেন, আপনি (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক) সকল

বিষয়ে জ্ঞানী এবং সকল প্রাণীর কল্যাণরতী।’

এবমুক্ত রামেণ মহর্ষির্লোকবিশ্রুতঃ।

অবশীষ্যুরঃ বাক্যং হর্ষেণ মহতা যুতঃ ॥ ১৬

রামচন্দ্র এই কথা বললে, জগদ্বিখ্যাত মহর্ষি (সুতীক্ষ্ণ)

প্রত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মধুর বাক্যে বললেন—

মহেমবাস্রমো রাম শুণবান্ রম্যতামিতি।

ঋষিঃ শানুচরিতঃ সদা মূলকলৈর্ঘূতঃ ॥ ১৭

‘রাম! এই আশ্রম ফলমূলে পরিপূর্ণ এবং ঋষিগণ

সর্বদা এখানে বাতায়িত করেন। বহুগুণযুক্ত এই আশ্রমে

আপনি স্নানশ্বে অবস্থান ও বিচরণ করুন।

ইমমপ্রমমগম্য মৃগসংঘা মহীমসঃ।

অহত্যা প্রতিগচ্ছন্তি লোভয়িত্বাকুতোভয়াঃ ॥ ১৮

‘হরিণেরা দলে দলে এই আশ্রমে এসে, কাউকে

হত্যাত না করে নির্ভয়ে বিচরণ করে এবং (নিজেদের রূপ

ও মূললিত গতি দ্বারা) অপরকে প্রলুব্ধ (ও আনন্দ দান)

করে (আবার) ফিরে যায় (অন্যত্র চলে যায়)।

নান্যো দোষো ভবেদত্র মৃগোভ্যোহনাত্ৰ বিকি বৈ।

তচ্ছৃণ্বা বচনং তস্য মহর্ষেৰ্লক্ষণপ্রভঃ ॥ ১৯

উচ্চা বচনং ধীরো বিগৃহ্য শশরং ধনুঃ।

‘এখানে (এই আশ্রমারণ্যে) হরিণদের উপদ্রব

কর্তৃত্ব অনা কোনও দোষ (উপদ্রবের ভয়) নেই— এটাই

নিশ্চিত জেনে রাখুন।’ মহর্ষির এই কথা শুনে লক্ষণপ্রভ

ধীর রামচন্দ্র ধনুর্বাণ নতভাবে (নামিয়ে) গ্রহণ করে

বসলেন—

ভানহঃ সুমহাভাগ মৃগসংঘান্ সমাগতান্ ॥ ২০

হন্যাং নিশিতধারেন শরেশানতপর্বণা।

ভবাংস্ত্রাতিমজ্জোত কিং স্যাৎ কৃষ্ণতরং ততঃ ॥ ২১

‘হে সুমহান! সমাগত সেই হরিণের দলগুলিকে

যদি আমি নিম্নধূমী পর্বযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণ দ্বারা হত্যা করি,

তাহলে আপনার অপমান হবে; তদপেক্ষা অধিক কষ্টের

বিষয় আর কী হবে? (আশ্রমের হরিণেরা উপদ্রব করলেও

তারা নিরীহ এবং ঋষিদের কক্কাব পাত্র, সুতরাং তাদের

হত্যা কবলে ঋষিরা ব্যথিত ও অপমানিত হন।)

এতন্মিমাশ্রমে বাসং চিরম্ ন সমর্থয়ে।

তমেবমুক্তোপরমঃ রামঃ সঙ্ক্যামুপাগমৎ ॥ ২২

‘এইরকম আশ্রমে দীর্ঘকাল বাস (করা) সমর্থন করি

না।’ রাম তাঁকে (সেই ঋষিকে) এই কথা বলে (এবং)

কথায় বিরতি টেনে সন্ধ্যা (সন্ধ্যাকালীন উপাসনা) করতে

চলে গেলেন।

অধাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ।

সুতীক্ষ্ণস্যশ্রমে রম্যো সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ২৩

সায়ংসন্ধ্যা অনুষ্ঠান করে (রামচন্দ্র) সীতা ও

লক্ষ্মণের সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ ঋষির সেই রমণীয় আশ্রমে বাস

করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ততঃ শুভং তাপসযোগ্যমমঃ

স্বয়ং সতীক্ষ্ণঃ পুরুষর্ষভাজাম্।

তাজ্যং সুসংকৃতা দদৌ মহাত্মা

সঙ্ক্যানিবৃত্তৌ রজনীং সমীক্ষ্য ॥ ২৪

অতঃপর সন্ধ্যা সমাপনান্তে রাত্রি সমাগত দেখে

মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ স্বয়ং সেই পুরুষপ্রধান (রাম-লক্ষ্মণ)

ব্রাতৃদ্বয়কে তপস্বীদের সেবা পবিত্র অন্ন সমাদরের সঙ্গে দান

করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥



## অষ্টম সর্গ (৮)

প্রভাতে ঋগি সূতীক্কেত্র নিকট সিদায় নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অন্যত্র প্রধান

রামস্ত সহসৌমিত্রিঃ সূতীক্কেত্রাভিপূজিতঃ।  
পরিণামা নিশাঃ তত্র প্রভাতে প্রভাবুধাতঃ ১

রাম সূতীক্কেত্র কর্তৃক সংসারিত হয়ে, রাম মেই যাত্রায়  
স্বাম হানন্দন অক্ষয় সত বাই যাত্রায় করে (পর্বদিন) প্রভাতে  
জনগণিত হইলেন (কৈঃ ১৫ 'উ' লেন)।

উদায় চ যথাকালং রামবঃ সহ সীতয়া।

উপলক্ষ্য সূতীক্কেত্র ভোগোৎ পলগাফ্রনা ২

অথ তেহগিঃ সুরাষ্টকব বৈদেহী রামলক্ষ্মণৌ।

কালং বিধিবদভ্যা তপস্বিশরণে বনো ৩

উদয়ঃ দিনকরঃ দুষ্টা বিগতকাময়াঃ।

সূতীক্কেত্রাভিমোদঃ প্রকঃ বচনমব্রুবন্ ৪

(পর্বদিন প্রভাতে) সীতার সঙ্গে রামচন্দ্র যথাসময়ে

নিঃস্রব্ধ হইয়া পশুপাক সূতীক্কেত্র জল স্নানাদি সমাপন

করিলেন অতঃপর নিঃস্রব্ধ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অগ্নিদেব ও

অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে যথাবিধি প্রাতঃকালীন

পূজাচর্য্য করিলেন পরে তপস্বীদের আশ্রয়স্থল সেই অরণ্যে

উদীয়মান সূর্যকে দেখে তাঁরা সূতীক্কেত্র মুনির কাছে গিয়ে মধুর

বচনে বলিলেন

সুখোধিতাঃ শ্রম ভগবৎকৃত্য পূজেন পূজিতাঃ।

আপুচ্ছামঃ প্রয়াসামো মনয়ত্ত্বরয়ন্তি নঃ ৫

'ভগবন্' আপনি পূজনীয়, (কিস্তি) আমরা (আপনার

কাছে) সম্মানিত হয়ে সুবেই (রাত্রিতে) বাস করলাম।

এখন আমরা চলে যাব ; তাই (আপনার) অনুমতি প্রার্থনা

করছি ; (কারণ) নুনিরা (শীঘ্র যাওয়ার জন্য) চাপ (তাড়া)

দিয়েছেন।

হরামহে বয়ঃ শ্রবঃ কংসমাশ্রমমণ্ডলম্

ঋদীনাং পুণ্যশীলানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ৬

'দণ্ডকারণ্যবাসী পূতচরিত্র ঋষিদের আগ্রমগুলি সব

দর্শন করার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি করছি।

অভানুজাতুমিচ্ছামঃ সইহিতমুনিপূজনৈঃ।

ধর্ম্মনিতোত্তপোদাত্তৈর্বিশিষ্টৈরিব পারকৈঃ ৭

'নিত্য ধর্মপরায়ণ, তপস্যা দ্বারা সংযতেন্দ্রিয় এবং

জালহীন অপ্রভুনা এই মুনিশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য

(আপনার) অনুমতি প্রার্থনা করছি।

অবিমহ্যাতপো যাবৎ সূর্যো নাতিবিরাজতে।

অমার্গেণাগতাঃ লক্ষ্মীঃ প্রাপ্যোবাধ্যবর্জিতাঃ ৮

অবিমহ্যাতপো যাবৎ সূর্যো নাতিবিরাজতে।

অমার্গেণাগতাঃ লক্ষ্মীঃ প্রাপ্যোবাধ্যবর্জিতাঃ ৮

ভাবদিত্যামহে গম্ভমিচ্ছাকা চরলৌ মুনেঃ।

বনশ্বে সহসৌমিত্রিঃ সীতয়া সহ রামবঃ ৯

'এসৎপথে আগত সম্পদ লাভ করে যখন

যেমন উদ্ধত হয় (এবং তার উদ্ধতা যেমন অসহ,

ত্যাগ) অসহ্য গ্রন্থময় সূর্য অতিপ্রকাশিত হইয়া

পূর্ণি আমরা চলে যেতে চাই।' এই কথা বলে লক্ষ্মণ

ও সীতার সঙ্গে রঘুনন্দন রাম মুনির চরণদ্বয় কক্ষ

করিলেন।

তৌ সংস্পৃশ্যন্তৌ চরণাবুধায়া মুনিপুত্রবঃ।

গাঢ়মাশ্রিয়া সগ্নেহমিদং বচনমব্রবীৎ ১০

তাঁরা দুজন (রাম-লক্ষ্মণ) মুনির চরণদ্বয় স্পর্শ

করলে, তাঁদেরকে উঠিয়ে নিয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ (সূতীক্কেত্র) কক্ষ

আলিঙ্গন করে স্নেহে বলিলেন—

অরিষ্টং গচ্ছ পছানং রাম সৌমিত্রিয়া সহ।

সীতয়া চানয়া সার্থং ছায়যেবানুবৃন্তয়া ১১

'রাম ! ছায়ার মতো (তোমার) অনুগামিনী সীতা

এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে তুমি নির্বিঘ্নে পথে যাত্রা

করো।

পশ্যাশ্রমপদং রমাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।

এযাং তপস্বিনাং বীর তপসা ভাবিতাক্ষনাম্ ১২

'হে বীর ! তপস্যায় পবিত্রাত্মা দণ্ডকারণ্যবাসী এই

তপস্বীদের রমণীয় ও পবিত্র আশ্রমগুলি দর্শন করো।

সুপ্রাজ্যক্ষলমূলানি পুষ্পিতানি বনানি চ।

প্রশস্তমৃগযুধানি শাস্ত্রপক্ষিগণানি চ ১৩

ফুলপত্রজঙ্ঘনানি প্রসন্নসলিলানি চ।

কারণবিকীর্ণানি তটাকানি সরাংসি চ ১৪

ব্রহ্মসে দৃষ্টিরম্যানি গিরিপ্রশ্রবণানি চ।

রমণীয়ানারণ্যানি ময়ূরাভিরূতানি চ ১৫

'(রাম ! পরিভ্রমণকালে তুমি) দেখতে পাবে, সুপ্রভ

ফলমূল এবং পুষ্পসম্মাকুল (কুসুমিত) বনসমূহ, সুন্দর

সুন্দর হরিণের দল এবং শান্ত বিহগকুল ; (দেখবে)

প্রস্তুটিত পদ্মপরিপূর্ণ ও জলচর কারণ্ডব (হংস বিশেষ),

সম্মাকুল স্বচ্ছসলিল তড়াগ ও সরোবরসমূহ, (আরও

দেখবে) রমণীয়-দর্শন পার্বত্য প্রশ্রবণ এবং ময়ূর

কেকাধ্বনি-ধ্বনিত রমণীয় অরণ্যসমূহ।

গমতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

গমতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

গমতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

গমতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

গমতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

গমতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

গমতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

গমতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

গমতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

আগন্তব্যঃ চ  
বৎস সৌমিত্রে

সমূহ দর্শন করে

এই আগ্রমে দি

এবমুক্তপেৎ

শ্রদ্ধাং

মুনি (স

'তাই হবে',

করতে উদাত

তঃ শুভ

দদৌ সীতা

তখন

নির

সূতীক্কেত্রাভ

হৃদয়া

ঋষি

প্রস্থিত স্বামি

বললেন—

অর্থম্ তু

নিবৃত্তেন

'সুস্ব

জগতে কাম

গ্রীণ্যেব

মিথ্যাবাক্য

পরদারাভি

মিথ্যাবাক্য

'এই

ব্যসন) হ

পরকীর্ত্তন



কামস্বৰ্ণাং চ তে দৃষ্টা পুনরেবাশ্রমঃ প্রতি॥ ১৬  
বৎস সৌমিত্রি ! যাও। (রাম ! ) তুমিও যাও। আশ্রম-  
সুহৃৎসর্জন কবে (সপত্নীক এবং সম্রাটক) তোমাকে আবার  
এই আশ্রমে ফিরে আসতে হবে।’  
বসুন্তর্যেৎযুক্তা কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ।  
প্রদক্ষিণঃ মুনিঃ কথ্য প্রহ্লাতমুপচক্রমে॥ ১৭  
মুনি (সুতীক্ষ্ণ) এই কথা বললে, লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র  
‘তাই হবে’, বলে এবং মুনিকে প্রদক্ষিণ করে প্রহ্লাদ  
হাতে উদাত হলেন।  
তঃ শুভতরে ভূমী ধনুধী চায়তেক্ষণ।  
দৌ সীতা তয়োর্ভাত্রোঃ খলৌ চ বিমলৌ ততঃ॥ ১৮  
তখন আয়তলোচনা সীতা (রাম-লক্ষ্মণ) ভাতৃদ্বয়ের

হাতে শুভকরী দুটি ধনু ও দুটি তৃণ এবং দুটি উজ্জ্বল  
থারালো বজ্রা দিলেন।

আনথা চ শুভে ভূমী চাপে চাদার সন্মানে।  
নিজোদ্ধাবাশ্রমাদ্ গন্তুমুভৌ ভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৯  
শুভকরী ভূমীর দুটি (পিঠে) বেঁধে এবং টঙ্কারধ্বনি  
যুক্ত ধনু দুটি (হাতে) নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে বা ওয়ার জন্য  
আশ্রম থেকে নিষ্কান্ত (বাহির হলেন)।  
শীঘ্রং ভৌ রূপসম্পন্নাবনুজাতৌ মহর্ষিণা।  
প্রহিতৌ শূচাপাসী সীতয়া সহ রাঘবৌ॥ ২০  
মহর্ষির অনুমতি নিয়ে রূপবান রাঘবভাতৃদ্বয় (রাম-  
লক্ষ্মণ) ধনু ও অসি ধারণ করে এবং সীতাকে সঙ্গে নিয়ে  
শীঘ্র প্রস্থান করলেন

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামাযণে বাল্মীকীয়ে আদিকাবো অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত্তি আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

## নবম সর্গ (৯)

নিরপরাধ প্রাণিহত্যা থেকে নিবৃত্তি এবং অহিংস ধর্মপালনের জন্য রামের প্রতি সীতার অনুরোধ

মৃতীক্শেনাভ্যানুজাতং প্রহিতং রঘুনন্দনম্।  
হস্তয়া ত্রিফয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ১  
ঋষি সুতীক্ষ্ণের অনুমতিক্রমে (দণ্ডকারণ্যের দিকে)  
প্রহিত স্বামী রঘুনন্দনকে (সীতা) মনোহর মধুর বাক্যে  
বললেন—  
অর্থ তু সুসূক্ষ্মেণ বিধিনা প্রাপ্যতে মহান্।  
নিব্রহ্মেণ চ শক্যোহয়ং বাসনাং কামজাদিহ্॥ ২  
‘সূক্ষ্মবিচারে মহান ব্যক্তিও অর্থপ্রাপ্ত হন। এই  
জগতে কামজ বাসন থেকে নিবৃত্ত হলেই ধর্মরক্ষা সম্ভব।  
ইন্দ্রিয় বাসনানাত্র কামজানি ভবন্ত্যত।  
মিথ্যাবাক্যং তু পরমং তস্মাদ্ গুরুতরাবুভৌ॥ ৩  
পরনারীভিঃপমনং বিনা বৈরং চ রৌদ্রতা।  
মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘব॥ ৪  
‘এই জগতে কামজ বাসন তিনপ্রকার। প্রধান (কামজ  
বাসন) হচ্ছে মিথ্যাকথন। তদপেক্ষা গুরুতর বাসন হচ্ছে  
পরনারীপমন এবং শত্রুতা বাতীতই ক্রুর ব্যবহার। যে

রঘুনন্দন ! আপনি মিথ্যা কথা (কখনও) বলেননি, আর  
বলবেনও না।  
কুতোহভিলষণ স্ত্রীণাং পরেবাং ধর্মনাশনম্।  
তব নাস্তি মনুষ্যোজ্জ ন চাত্তং তে কদাচন॥ ৫  
মনস্যপি তথা রাম ন চৈতদ্ বিদ্যতে কচিৎ।  
যদারনিততশ্চৈব নিত্যমেব নৃপাক্ষজঃ॥ ৬  
ধর্মিষ্ঠঃ সত্যসঙ্ঘশ্চ পিতুর্নির্দেশকারকঃ।  
ত্বয়ি ধর্মশ্চ সত্যং চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৭  
‘হে নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার রাম ! পবিত্রীর প্রতি কামনা  
আপনার কী করে হবে ? পরের ধর্মনাশের অভিলাষই  
আপনার নেই, আর কখনও ছিলও না। এইরূপ কুচিন্তা  
আপনার নেই। আপনি নিজ ধর্মপত্নীতেই অনুরক্ত।  
ধার্মিকশ্রেষ্ঠ সত্যপরায়ণ আপনি পিতার নির্দেশপালক। ধর্ম  
এবং সত্য আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত।  
তচ্চ সর্বং মহাবাহো শক্যং বোদুং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।  
তব বশোজ্জিয়ত্বং চ জানামি শুভদর্শন॥ ৮

‘হে বীরশ্রেষ্ঠ ! জিতেদ্রিয় গুরুধেরা সব কিছুই  
(ধর্ম ও সত্য) বহন করতে (ধারণ করতে) সমর্থ। হে  
শুভদর্শিন ! আপনার জিতেদ্রিয় বিষয়ে সব কিছুই  
আমি জানি (আপনি যে সর্বপ্রকারে জিতেদ্রিয় তা আমি  
জানি)।

তৃতীয়ঃ যদিং বৌদ্ধঃ পরপ্রাণাভিহিংসনম্।  
নির্বৈরং ক্রিয়তে মোহাৎ তচ্চ তে সমুপহিতম্॥ ৯

‘শত্রুতা ব্যতীতই মোহবশত অপর প্রাণীর প্রতি  
হিংসাকাপ তৃতীয় ভয়ঙ্কর দোষটি আপনার সম্মুখে উপস্থিত।  
প্রতিজ্ঞাতদ্বারা বীর দণ্ডকারণাবাসিনাম্।

ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধ্যঃ সংযতি রক্ষসাম্॥ ১০

‘হে বীর ! আপনি ঋষিদের রক্ষা করার জন্য  
দণ্ডকারণাবাসীদের কাছে যুদ্ধে রাক্ষসবন্দের প্রতিজ্ঞা  
করেছেন।

এতদ্বিমিত্রং চ বনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্।

প্রহিতঙ্কঃ সহ স্রাত্বা ধৃতবাণশরাসনঃ॥ ১১

‘এইজনাই এই অরণ্য দণ্ডবন (দণ্ডকারণ্য) নামে  
খ্যাত, (আর) আপনি ভ্রাতার সঙ্গে ধনুর্বাণ নিয়ে সেখানে  
চলেছেন।

ততস্ত্যাং প্রহিতং দৃষ্ট্বা মম চিত্তাকুলং মনঃ।

ঋদ্বন্তঃ চিত্তয়জ্ঞা বৈ ভবেমিঃশ্রেয়সং হিতম্॥ ১২

‘তাই আপনাকে এইরকমভাবে (রাক্ষসদের প্রতি  
শত্রুতা করার জন্য) প্রস্থান করতে দেখে আমার মন  
চিত্তাকুল হয়েছে। আপনার এই বৈরকর্মের কথা চিন্তা করে,  
কী প্রকারে সর্ববিধ কল্যাণ হবে, তাই ভেবে আমি ব্যাকুল  
হয়েছি।

নহি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্ প্রতি।

কারণং তত্র বক্ষ্যামি বদন্ত্যাঃ শ্রুত্যাং মম॥ ১৩

‘হে বীর ! আপনার দণ্ডকারণো যাওয়া আমার  
ভালো লাগছে না। তার কারণ বলছি ; আমার (মুখের)  
কথা শুনুন।

ইং হি বাণধনুশ্মাণির্ভাতা সহ বনং গতঃ।

দৃষ্ট্বা বনচরান্ সর্বান কচ্চিৎ কুর্য্যঃ শরবায়াম্॥ ১৪

‘আপনি ধনুর্বাণ হাতে ভ্রাতার সঙ্গে অরণ্যে  
(দণ্ডকারণ্যে) প্রবেশ করলেন ; বনচরদের দেখে হস্তে  
শরনিক্ষেপ করে ফেললেন।

কদ্রিয়ানামিহ ধনুর্ভাশস্যোদ্ধনানি

চ।

সমীপতঃ হিতং তেজোবলমুজ্জয়াতে ভূশম্॥ ১৫

‘অগ্নিব নিকটে ইক্ষন (জ্বালানি কাঠ) থাকলে তার  
(অগ্নির) বল (শক্তি) এবং তেজ (প্রতাপ) যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত  
হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের হাতে ধনুর্বাণ থাকলে তার  
(ক্ষত্রিয়ের) বল ও তেজ বৃদ্ধি পায়।

পুরা কিল মহাবাহো তপস্বী সত্যবাহুচিঃ।

কশ্মিন্শ্চিদভবৎ পুণ্যো বনে রতমৃগখিজ্জে॥ ১৬

‘হে বীরশ্রেষ্ঠ ! পুরাকালে সানন্দে বিচরণরত  
পশুপক্ষী সমাকুল এক পবিত্র অরণ্যে সত্যবাদী পবিত্রাত্মা  
জনৈক তপস্বী বাস করতেন।

তস্যৈব তপসো বিদ্যং কর্তুমিচ্ছঃ শচীপতিঃ।

খঙ্গপাণিরথাগচ্ছদাশ্রমং ভটরূপধ্বজঃ॥ ১৭

‘অনন্তর একদিন শচীপতি ইন্দ্র তাঁর (সেই তপস্বীর)  
তপস্যায় বিদ্যুৎসৃষ্টির জন্য (বাধা দেওয়ার জন্য) যোদ্ধার  
বেশে খজ্র হাতে নিয়ে সেই আশ্রমে এলেন।

তস্মিন্শ্চদাশ্রমপদে নিহিতঃ খঙ্গ উত্তমঃ।

স ন্যাসবিধিনা দত্তঃ পুণ্যো তপসি তিষ্ঠতঃ॥ ১৮

‘একদিন সেই তপস্বী যখন পবিত্র তপস্যায় মগ্ন,  
সেইসময় তিনি (শচীপতি ইন্দ্র) একটি গুপ্ত উত্তম খজ্র  
সেই পবিত্র আশ্রমে গচ্ছিত রাখার বিধি অনুসারে দিয়ে  
গেলেন।

স তচ্ছত্রমনুপ্রাপ্য ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ।

বনে তু বিচরত্যেব রক্ষন্ প্রত্যয়মান্বনঃ॥ ১৯

‘সেই তপস্বী শস্ত্রটি (খজ্রটি) পেয়ে নিজের  
বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য গচ্ছিত বস্ত্র রক্ষায় সতর্ক হয়ে সেই  
খজ্রটি সঙ্গে সঙ্গে নিয়েই বনে বিচরণ করতেন।

যত্র গচ্ছত্বাপাদাতুং মূলানি চ ফলানি চ।

ন বিনা যাতি তং খঙ্গ ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ॥ ২০

‘(সেই তপস্বী) ফলমূল আহরণের জন্য যেখানে  
যেখানে যেতেন ন্যাস-রক্ষায় (গচ্ছিত বিষয় রক্ষায়)  
তৎপর হয়ে সেই খজ্রটি ছাড়া (কোথাও) যেতেন না।

নিভাং শস্ত্রং পরিবহন্ ক্রমেণ স তপোযনঃ।

চকার রৌদ্রীঃ স্বাং বুদ্ধিং তাক্সা তপসি নিচ্চয়ম্॥ ২১

‘সেই তপস্বীশ্রেষ্ঠ সর্বদা শস্ত্র বহন করতে করতে  
ক্রমশ তপস্যা ত্যাগ করে নিজ বুদ্ধিকে হিংস্র করে  
তুললেন। (শস্ত্রের সঙ্গপ্রভাবে তপস্বী ক্রমশ হিংস্র হয়ে  
উঠলেন)।

স রৌদ্রাভিরতঃ প্রহস্তোহধর্মকর্ষিতঃ।  
শত্রুসা সংবাসাঙ্গগাম নরকং মুনিঃ॥ ২২  
শত্রুর সারিধাহেতু অধর্মাকৃষ্ট, উদ্বৃত্ত ও হিংসাপ্রবী  
হেতু সেই মুনি নরকে গমন করেন।

শত্রুসংযোগকারণম্।  
শত্রুসংযোগ উচ্যতে॥ ২৩  
এইভাবে, শত্রুর সঙ্গে সংযোগহেতু পুরাকালে  
একম অনর্থ ঘটে।

প্রহাস্ত বহমানাচ্চ স্মরণে দ্বাং তু শিক্ষয়ে।  
ন কথঞ্চন সা কার্যা গৃহীতমুখা দ্বয়া॥ ২৪  
কথঞ্চন বিনা হস্তং রাখসান্ দণ্ডকপ্রিতান্।

হস্তাং বিনা হস্তং লোকো বীর ন মংসাভে॥ ২৫  
‘আপনার প্রতি প্রীতি ও সম্মানবশত এই প্রচীন  
কুহিনীটি স্মরণ করিয়ে দিলাম এবং শিক্ষার জন্য  
হস্তমাকে জানাচ্ছি যে, ধনু গ্রহণ করেও শত্রুতা ব্যতীত  
কোনব্যবাসী বাক্ষসদেব হত্যা করার চিন্তা কোনরকম-  
ভাবেই করবেন না। (কারণ) অপরাধ ব্যতীত কাউকে হত্যা  
করলে লোকেরা তাকে বীর বলে মনে করে না।  
কহিরাণাং তু বীরানাং বনেষু নিয়তাস্থনাম্।

কার্যমেতাবদার্তানামভিরক্ষণম্॥ ২৬  
‘সংযতচিত্ত বীর ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য, ধনু ধারণ করে  
হন বনে আর্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা।  
হ চ শত্রুং ক চ বনং ক চ ক্ষাত্রং তপঃ ক চ।  
অবিদ্বিমদমস্মাভির্দেশধর্মস্তু

পূজ্যাতাম্॥ ২৭  
‘কোথায় অস্ত্রশস্ত্র আর কোথায়ই বা তপোবন !  
কোথায় ক্ষাত্রধর্ম আর কোথায়ই বা তপস্যা ! এগুলি সব  
বিকল্পভাবযুক্ত। তাই আমাদের দেশধর্ম পালন করা উচিত।  
(বর্তমানে এই তপোবনই আমাদের বাসস্থান বা দেশ,  
অতএব এই তপোবনের শান্তিরক্ষাই আমাদের ধর্ম, তাই  
পালনীয়)।

বুদ্ধির্জায়তে শত্রুসেবনাং।  
সর্বদা স্বয়োধায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি॥ ২৮

‘(সর্বদা) অস্ত্রের ব্যবহার করলে বুদ্ধি কুৎসিতভাবে  
ইত্যার্ব্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ১ ॥  
মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

পাল্যুক্ত হয়, (আপনি) অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে আবার  
ক্ষত্রিয়ধর্মের আচরণ করবেন।

অক্ষয়া তু ভবেন প্রীতিঃ শূদ্রশূত্ররয়োর্মম।  
যদি রাজাঃ হি সরাসা জবেতঃ নিরতো মুনিঃ॥ ২৯  
‘আপনি রাজ্য ত্যাগ করেছেন ; এখন যদি আপনি  
মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহলে আমার দ্বন্দ্বমাতা  
(শান্তি) এবং দ্বন্দ্বলিখিতা (দ্বন্দ্ব) নিরতিশয় প্রসন্নতা  
লাভ করবেন।

ধর্মাদর্শঃ প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতে সুখম্।  
ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ॥ ৩০  
‘ধর্মের দ্বারাই (সুখপ্রদ) অর্থ বা ধনসম্পদ লাভ করা  
যায়। ধর্মের দ্বারাই (মানুষ) সুখ লাভ করে। ধর্মের দ্বারাই  
(ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক) সব কিছুই লাভ করা যায়।  
এই জগতে ধর্মই (একমাত্র) সারবস্তু।

আস্থানং নিয়মৈশ্চৈষ্টৈঃ কথমিদ্ভা প্রযুক্ততঃ।  
প্রাপ্তয়ে নিপুণৈর্ধর্মো ন সুখান্নভতে সুখম্॥ ৩১  
‘জ্ঞানিগণ শাস্ত্রীয় বিধি অনুশীলন দ্বারা নিজেদের  
অনুশীলিত করে (কঠোর কর্ম করে) ধর্ম লাভ করে থাকেন,  
বিনা কষ্টে (চেষ্টায়) সুখ লাভ হয় না।

নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।  
সর্বং তু বিদিতং তুভ্যং ত্রৈলোক্যামপি তত্ত্বতঃ॥ ৩২  
‘সৌম্য ! ত্রিভুবনের সব কিছুই আপনি যথার্থ  
জানেন ; (অতএব) তপোবনে শুদ্ধচিত্তে নিত্য ধর্মাচরণ  
করুন।

শ্রীচাপলাদেতদুপাখ্যাতং মে  
ধর্মং চ বক্ষুঃ তব কঃ সমর্থঃ।

বিচার্য বুক্ষ্য তু সহানুজেন  
যদ্ রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ॥ ৩৩  
‘নারীসুলভ চপলতাবশত এই সকল (পূর্বোক্ত)  
কথাগুলি বললাম ; আপনাকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার সামর্থ্য  
আমার কোথায় ? অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে বিচার করে নিজের  
বুদ্ধিতে যা ভালো বলে মনে করেন তাই করুন ; বিলম্ব  
করবেন না।’



## দশম সর্গ (১০)

ঋষিদের বন্ধার জন্য রাক্ষসবর্মে শ্রীরামের দৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন

বাক্যমেতৎ তু বৈদেহ্যা বাহতং ভর্তৃভক্ত্যা  
শ্রদ্ধা ধর্মে হিতো রামঃ প্রত্নবোচথ জ্ঞানকীম্ ॥ ১  
পতিচক্রিণবায়ণা বিদেহবাক্তনয়া সীতার এই  
(পূর্বোক্ত) কথা শুনে ধর্ম হিববুজি বাম জ্ঞানকী সীতাকে  
বললেন

হিতমুক্তং ত্বয়া দেবি শিঙ্কয়া সদৃশং বচঃ।  
কুলং ব্যবশিষ্টা চ ধর্ম্যে জনকান্নজে ॥ ২

‘অয়ি ধর্মজ্ঞা দেবি জনকান্নজা ! (আমার) কুলধর্মের  
প্রতি প্রীতিবশত তুমি যে হিতকর কথা বললে, তা তোমার  
যোগ্যই বটে’

কিং নু বন্ধ্যামাহং দেবি ত্বয়ৈবোক্তমিদং বচঃ।  
ক্ষত্রিয়ধর্ম্যতে চাপো নার্তশঙ্কো ভবেদিতি ॥ ৩

‘দেবি ! আমি আব কী বলব ? তুমিই বললে,  
কোনও আত্মনাদ যাতে না হয় (কেউ যেন অপর কর্তৃক  
বিপন্ন হয়ে আত্মনাদ না করে), সেইজন্যই ক্ষত্রিয় ধনুর্বাণ  
ধারণ করবে।

তে চার্তা দণ্ডকারণো মুনয়ঃ সংশিত্তরতাঃ।  
মাং সীতে স্বয়মাগমা শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥ ৪

‘অয়ি সীতে ! দণ্ডকারণ্যবাসী ব্রতধারী (ব্রহ্মচর্য ব্রত  
আচরণকারী) মুনিগণ আর্ত হয়ে নিজেরাই এসে আমাকে  
শরণাগতবৎসল মনে করে আমার শরণাগত হয়েছেন।

বসন্তঃ কালকালেবু বনে মূলফলাশনাঃ।  
ন লপন্ত সুখং ভীকু রাক্ষসৈঃ ক্রুরকর্মভিঃ ॥ ৫  
ভক্ষ্যন্তে রাক্ষসৈর্ভীমৈরমাংসোপজীবিতিঃ।

‘অয়ি ভীকু (ভয়শীলে সীতে) ! বহুকাল ধরে  
বনবাসী ফলমূলাহারী মুনিরা ক্রুরকর্ম রাক্ষসদের জন্য  
সুখলাভ করতে পারছেন না ; নরমাংসে জীবনধারণকারী  
ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা তাঁদের ভক্ষণ করছে।

তে ভক্ষ্যমাণা মুনয়ো দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ॥ ৬  
অশ্মানভাবপদোতি মামুচুর্জিহ্বাসত্তমাঃ।

‘দণ্ডকারণ্যবাসী বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণকে রাক্ষসেরা  
ভক্ষণ করতে থাকলে, তাঁরা আমাকে বললেন  
— “আমাদের অনুগ্রহ করুন।”

ময়া তু বচনং শ্রদ্ধা তেষামেবং মুখাচ্ছ্যতম্ ॥ ৭  
কুহা বচনতপ্রমাং বাক্যমেতদুদাহৃতম্।

‘তাঁদের মুখের কথা (পূর্বশ্লোকোক্ত—অশ্মান

অভাবপদ্য—আমাদের অনুগ্রহ করুন) শুনে, আমি তাঁদের  
আদেশ পালন করে (পরবর্তী শ্লোকোক্ত) কথাকে  
বললাম।

প্রসীদন্তু ভবন্তো মে হীরেবা তু মমাত্মন্য ॥ ৮  
যদীদৃশৈরাহং বিপ্ররূপহেয়ৈরুপহিতঃ।

নিং করোমীতি চ ময়া ব্যাহতং বিজস্মিধৌ ॥ ৯  
‘আমি ব্রাহ্মণদের বললাম— “যেহেতু আপনারা  
মতো পূজনীয় ব্রাহ্মণেবা আমার কাছে এসেছেন, কেউ  
আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার (কারণ, আমরা  
আপনাদের কাছে যাওয়া উচিত ছিল)। আপনারা আমার  
প্রতি প্রসন্ন হোন (আমাকে ক্ষমা করুন)। আমি আপনাদের  
জন্য কী করতে পারি, বলুন।”

সবৈব সমাগমা ব্যাগিয়ং সমুদাহতা  
রাক্ষসৈর্দণ্ডকারণো বহুভিঃ কামরূপিভিঃ ॥ ১০  
অর্দিতাঃ স্ম ভৃশং রাম ভবান্ নমস্তত্র রক্ষভূ।

‘তাঁরা (মুনিরা) সকলে মিলিত হয়ে বললেন  
— “রাম ! দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসেরা ইচ্ছানুসারে নানান  
রূপ ধারণ করে আমাদের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন করছে।  
আপনি তাদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

হোমকালে তু সম্প্রাপ্তে পর্বকালেবু চানঘা ॥ ১১  
ধর্মযন্তি সুদুর্ধ্বা রাক্ষসাঃ শিশিতাশনাঃ।

“হে নিষ্পাপ রঘুনন্দন ! অগ্নিহোত্রের সম  
উপস্থিত হলে এবং বিশেষ উৎসবকালগুলিতে  
অপকর্মাংসালী (কাঁচামাংসভোজী) দুর্ধ্ব রাক্ষসেরা  
(আমাদের উপর) অত্যাচার করে।

রাক্ষসৈর্ধর্মিতানাং চ তাপসানাং তপস্বিনাম্ ॥ ১২  
গতিং মৃগয়মাণানাং ভবান্ নঃ পরমঃ গতিঃ।

“রাক্ষসদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে আমরা  
অনুসন্ধানরত আমাদের মতো সাধক তপস্বীদের আপন  
পরম আশ্রয়।

কামং তপঃপ্রভাবেণ শক্তা হস্তং নিশাচরান্ ॥ ১৩  
চিরার্জিতং ন চেচ্ছামস্তপঃ ঋণিতুং বরম্।

বহুবির্যং তপো নিত্যং দূশ্রং চৈব রাধব ॥ ১৪  
“হে রঘুনন্দন ! তপস্যার প্রভাবে নিশাচর  
রাক্ষসদের হত্যা করতে আমরা যথেষ্ট সমর্থ ; কিন্তু  
দীর্ঘদিনের চেষ্টায় উপার্জিত তপস্যাকে ঋণিত করতে পারি

১৫৫) তাই না। কাবণ, তপস্যা কবা অভাব কানি  
(১৫৬) এবং তাতে বহু বিষ লেগেই থাকে।

(একশ্রেণীর তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণের লাভের যে  
সুখ তাঁরই হয়, ক্রোধানের প্রভাবে সেই শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত  
হয়, কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি তপস্যার পথে  
রক্তির বিয়কারী শত্রু। গীতাত্তে (১৬।২১) শ্রীভগবান  
কেন্দ্রন '.....নরকসোদঃ ধারং নাপনমাস্তমঃ।  
হমঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ...এতৎ ত্রয়ং তাজেহুঃ।' অর্থাৎ,  
নরকের ধার ও আহার (আত্মশক্তির) বিনাশের কারণ  
কাম, ক্রোধ ও লোভকে ত্যাগ করা উচিত। তাই এখানে  
বুঝা জানাচ্ছেন— ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে  
তপস্যার শক্তিতে তাদের হত্যা করলে, তাঁদের নিজস্বের  
তপঃশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, যা তাঁরা চান না)।

তেন শাশং ন মুখ্যমো ভক্ষ্যমাণাস্ত ব্রাহ্মসৈঃ।  
ভক্ষ্যমানান্ রক্ষোভির্দগুকারণ্যবাসিতিঃ॥ ১৫

১৬ নবং সহ ভ্রাতা ভ্রাতৃথা হি বয়ং বনে।  
“সেইজন্য ব্রাহ্মসৈরা আমাদের খেয়ে ফেললেও  
জমরা অভিধাপ বাণী উচ্চারণ করি না। তাই, তুমি ভাইকে  
সঙ্গে নিয়ে দগুকারণ্যবাসী ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের উৎপীড়ন থেকে  
জামাদের রক্ষা করো, এই অরণ্যে তুমিই আমাদের নাথ  
(প্রভু)।”

১৭ চৈতবচঃ শ্রদ্ধা কাৎস্বর্ঘ্যেন পরিপালনম্॥ ১৬  
ঋণীনাং দগুকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাস্বজ্ঞে।

“অগ্নি জনকনন্দিনি ! দগুকারণ্যে ঋষিদের এই কথা  
বনে আমি (তাঁদের) সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি  
দিয়েছি।

১৮ সংশ্রুতঃ চ ন শক্যামি জীবমানঃ প্রতিশ্রবম্। ১৭  
দুর্নিয়মান্যথা কর্তুং সত্যমিটং হি মে সদা।

“ঋষিদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি জীবন থাকতে  
সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারব না ; কারণ, সত্যই আমার  
ই

অশাহর জীবিতঃ জহ্যং স্বাং বা সীতে সলক্ষ্যম্॥ ১৮  
ন তু প্রতিজ্ঞা সংশ্রুতা প্রাণপণেভ্যো বিশেষতঃ।

সীতে ! আমি নিজের জীবন, এমনকি লক্ষ্যসহ  
তোমাকেও ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা, বিশেষত  
ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবহেলা করতে পারি না।  
তদবশাং ময়া কাম্যমুদীনাং পরিপালনম্॥ ১৯  
অনুজ্ঞেয়ানি বৈদহি প্রতিজ্ঞায় কথং পুনঃ।

ঋষিদের রক্ষণ ও পালন আমার অবশ্য কর্তব্য। অগ্নি  
জনকনন্দিনি ! অনুজ্ঞা না হয়েও তাঁদের রক্ষা করা আমার  
কর্তব্য। তাহলে প্রতিজ্ঞা করে বিমুখ হই কী করে ?

২০ মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দ্যাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ॥ ২০  
পরিভূটৌহস্মাহং সীতে ন হ্যানিটৌহনুশাসাতে।

সীতে ! আমার প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ্যবশত তুমি এই  
(পূর্ব নবম সর্গে) কথাগুলি বলেছ। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।  
অবাহিত জনকে কেউ উপদেশ দেয় না।

(নাপটঃ কস্যাচিৎ ব্রূয়াৎ—মনুষ্মতি। কেউ উপদেশ  
না চাইলে সেই অবাহিত জনকে যেতে উপদেশ দিতে  
নেই ; অবাহিতজনকে উপদেশ দিলে উলুবনে মুক্তে  
ছড়ানো হয়, এবং অনেক সময় অপমানিতও হতে পারে।)

২১ সদৃশং চানুরূপং চ কুলস্য তব শোভনে।  
সম্বর্চয়িষী মে ত্বং প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী॥ ২১

“অগ্নি শোভাময়ি ! (এই প্রীতিপূর্ণ বচনসকল)  
তোমার উপযুক্ত এবং তোমার বংশেরও অনুরূপ। তুমি  
আমার সম্বর্চয়িণী এবং প্রাণপণে প্রিয়তম।”

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা  
সীতাং প্রিয়াং মৈথিলরাজপুত্রীম্।

২২ রাঘো ধনুশ্চান্ সহ লক্ষ্মণেন  
জগাম রম্যাসি তপোবনানি॥ ২২

ধনুর্ধারী মহাত্মা রামচন্দ্র মৈথিলরাজতনয়া  
প্রাণপ্রিয়া সীতাকে এইরকম কথা বলে লক্ষ্মণের সঙ্গে  
তপোবনগুলিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাবো অরণ্যাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য বামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥



## একাদশ সর্গ (১১)

পঞ্চাঙ্গর তীর্থ এবং মাণ্ডকর্ণি মূনির বৃত্তান্ত, বিভিন্ন আশ্রম ঘুরে শ্রীরামাদির সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে পুনরাগমন, ঐ আশ্রমে কিছুকাল অবস্থানান্তে মূনির অনুমতিক্রমে প্রথমে মহর্ষি অগস্ত্যের স্নাতা ও পরে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গমন, মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্যকীর্তন

অতঃ প্রযয়ৌ রামঃ সীতা মথো সুশোভনা।

পৃষ্ঠতন্তু ধনুঃপানির্লক্ষ্মণোহনুজগাম হ॥ ১

রাম চলছেন আগে আগে, মথো পরমা সুন্দরী  
সীতা : আর ধনু হাতে লক্ষ্মণ (তাদের) পশ্চাৎ চলতে  
লাগলেন।

তৌ পশ্যামানৌ বিবিধাশ্শৈলপ্রস্থান বনানি চ।

নদীশ্চ বিবিধা রম্যা জঘাতুঃ সহ সীতয়া॥ ২

নানান শৈলসানু, বনাঞ্চল এবং নানাপ্রকার রমণীয়  
নদীসমূহ দেখতে দেখতে তাঁরা দু'ভাই (রাম-লক্ষ্মণ)  
সীতাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলেন।

সারসাস্ত্রকবাকাংক নদীপুলিনচারিণঃ।

সরাসি চ সপশ্যানি যুতানি জলৈঃ খগৈঃ॥ ৩

(সীতাসহ রাম-লক্ষ্মণ স্নাতৃদ্বয়) দেখলেন নদীতীরে  
বিচরণ করছে সারস ও চক্রবাকের (চবাচবীর) দল। আরও  
দেখলেন, জলচর বিহগ ও পদ্মসুশোভিত সরোবরসমূহ।  
বৃধবদ্যাংক পুংস্তান্ মদোন্নয়নান্ বিধাশিণঃ।

মহিষাংক বরাহাংক গজাংক ক্রমবৈরিণঃ॥ ৪

(তাঁরা দেখলেন) দলবদ্ধ চিত্রিত হরিণের দল,  
বিশাল শৃঙ্গযুক্ত মদোন্নয়ন মহিষ, শূকর এবং বৃক্ষশত্রু হস্তীর  
দল (বিচরণ করছে)।

তে গজা দূরমস্থানং লব্ধমানে দিবাকরে।

দদুঃ সহিতা রমাঃ তটাকং গোলায়ুতম্॥ ৫

সূর্য অস্তাচলগামী হলে, তাঁরা (রাম-সীতা-লক্ষ্মণ)  
একসঙ্গে অনেক দূর পথ অতিক্রম করে যোজন বিস্তৃত  
একটি রমণীয় সরোবর দেখতে পেলেন।

পদ্মপুত্রসম্বাং গজবৃধৈরলংকৃতম্।

সারসৈহংসকাদ্যৈঃ সংকুলং জলজাতিভিঃ॥ ৬

(সেই সরোবরটি) রক্ত ও শ্বেতপদ্মে পূর্ণ, ক্রীড়ারত  
হস্তীসমূহে সুশোভিত, সারস ও হংসসমাকুল এবং  
মৎস্যাদি জলচর প্রাণীতে পরিপূর্ণ।

প্রসঙ্গলিলে রমো তন্মিন্ সরসি তপসবে।

গীতবাদিনির্ঘোষো ন তু কশ্চন দৃশতে॥ ৭

সেই মনোরম স্বচ্ছসলিল সরোবরে গীতবাদ্যাদি  
ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল, কিন্তু (সেখানে) কাউকেই দেখা যাচ্ছিল  
না।

ততঃ কৌতূহলাদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।

মুনিং ধর্মভূতং নাম প্রভুঃ সমুপচক্রম্॥ ৮

তখন রাম এবং মহাবীর লক্ষ্মণ কৌতূহলবশত  
(তাদের সঙ্গে আগত) ধর্মভূত নামক মুনিকে সোৎসাহে  
জিজ্ঞাসা করলেন।

ইদমত্যভুতং শ্রুত্বা সর্বেষাং নো মহামুনে।

কৌতূহলং মহজাতং কিমিদং সাধু কথ্যতাং॥ ৯

‘হে মহর্ষে ! এই অতীব অভূত (গীতবাদ্যাদি)  
ধ্বনি শুনে আমাদের সকলের মনে মহা কৌতূহল  
জন্মেছে। এটা কী, তা ভালোভাবে বলুন।’

তেনৈবমুক্তো ধর্মাত্মা রাঘবেণ মুনিজ্ঞদা।

প্রভাবঃ সরসঃ ক্ষিপ্ৰমাখ্যাতুমুপচক্রম্॥ ১০

রঘুনন্দন রামচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, ধর্মপ্রাণ  
মুনি (ধর্মভূত) তখন সরোবরের প্রভাব সম্বন্ধে শীঘ্র বলতে  
শুরু করলেন।

ইদং পঞ্চাঙ্গরো নাম তটাকং সার্বকালিকম্।

নির্মিতং তপসা রাম মুনিনা মাণ্ডকর্ণিনা॥ ১১

‘রাম ! মাণ্ডকর্ণি নামক মুনি (স্বীয়) তপস্যাপ্রভাবে  
চিবছায়ী জলপূর্ণ পঞ্চাঙ্গর নামে তড়াগটি (সরোবরটি)  
নির্মাণ করেছেন।

স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণির্মহামুনিঃ।

দশবর্ষসহস্রাণি বায়ুডঙ্কো জলাশয়ে॥ ১২

‘সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি এই জলাশয়ে দশ হাজার  
বছর ধরে কেবল বায়ু ডঙ্কন করে তীর তপস্যা  
করেছিলেন।

ততঃ প্রবাধিতাঃ সর্বে দেবাঃ সাগ্নিপুরুগমাঃ।

অব্রুবন্ বচনং সর্বৈ পুরুষসমাগতাঃ॥ ১৩



তখন তাঁরা সমুখ দেবতারা আস্তিত্ত ব্যক্তি হইলেন।  
 এবং পবিত্র মন্দির হইতে আলোচনা করলেন।  
 পশ্চাৎ কসারিৎ হামমেত প্রাচীরে মুনিঃ।  
 হইত সংবিমলময়ঃ সর্ব তত্র বিবৌকসঃ॥ ১৪  
 "এই মুনী আমাদের কোনও একজনদের ছান (পুত্র)  
 কখন কবেছেন" এই আলোচনা করে দেবতারা সকলে  
 চমকিত হইলেন।  
 তত্র কতুঃ তপোবিষয়ঃ সর্বসেইবনিযোজিতাঃ।  
 প্রমাণময়ঃ পঞ্চ বিদ্যুচ্চলিতবর্ষসঃ॥ ১৫  
 'তখন (মাতৃকাই মুনীর) উপসাগর বিদ্যুৎপ্লবিত জনা  
 পুত্রদের সকলে (মিলিত হয়ে) বিদ্যুৎপ্লব নায় উজ্জ্বল রণা  
 ঈশ্বর প্রদান অঙ্গবাকে নিযুক্ত করলেন।  
 মল্লকোত্তিত্ততত্তমুনীপুষ্টিপরাবরঃ।  
 হইতে মদনবশাৎ দেবানাং কাষসিদ্ধয়ে॥ ১৬  
 'তখন দেবতাদের কাষসিদ্ধির জন্য, এইক ও  
 নবদিক সকল বিষয়ের স্থাপনপ্রাপ্তা মুনি (মাতৃকাই) সেই  
 মল্লকদের দ্বারা (প্ররোচনা হেতু) কামের বশীভূত হয়ে  
 পড়লেন।  
 হইবাম্বলসঃ পঞ্চ মুনৈঃ পত্নীত্বমাগতাঃ।  
 জীবে নিমিত্তঃ তাসাং তন্মিমহত্ত্বিহিতঃ গৃহম্॥ ১৭  
 'সেই পাঁচজন অঙ্গবাই মুনীর পত্নীকে বৃত্ত হলেন।  
 তাঁদের জন্য এই সরোবরের অভ্যন্তরে গৃহ নির্মিত হল।  
 হইবাম্বলসঃ পঞ্চ নিবসন্তো যথাসুখম্।  
 ময়সি তপোযোগামুনিঃ যৌবনমাহিতম্॥ ১৮  
 'সেখানেই পাঁচজন অঙ্গরা সুখে বাস করছেন আর  
 তপস্যার প্রভাবে যৌবনপ্রাপ্ত (দীর্ঘকাল যৌবনে অবস্থিত)  
 মুনির আনন্দ দান করছেন।  
 তস্যাং সংক্ৰীড়মানানামেষ বাসিত্রিঃখনঃ।  
 ত্রয়তে ভূষণোয়িশ্রো গীতশব্দো মনোহরঃ॥ ১৯  
 'ক্ৰীড়ারতা তাদের (অঙ্গরাদের) মনোহর  
 গীতমন্দির সঙ্গে মিশ্রিত অলঙ্কারের শিল্পন এবং বাদ্যধ্বনি  
 শ্রবণ হইছে (শোনা যাচ্ছে)।'  
 তদ্ব্যবহিত তসৈতদ্ বচনং ভাবিতাশ্বনঃ।  
 যথা প্রতিজ্ঞাহ সহ ভ্রাতা মহাযশাঃ॥ ২০  
 'সত্যক মহাযশস্বী রঘুনন্দন রাম ব্রহ্মধানী অধির  
 সেই কথা আশ্চর্য বলে গ্রহণ করলেন (যেনে নিলেন)।  
 তৎ কথয়মানঃ স দর্শনপ্রমত্তম্।  
 পিঙ্গলপরিধিপুং ব্রাহ্মণ্য লক্ষ্যা সমাবৃতম্॥ ২১

এই বকম বলতে বলতে তিনি (সত্যক পত্নীক-  
 যামতঃ) বিকৃত কুল ও বিম ব্রহ্মবত পবিত্র এবং  
 প্রমত্তমন্দিরিত্ত সৌন্দর্যমহিত প্রমত্তমন্দির দেবত  
 লাগলেন।  
 প্রাচীনা সহ বৈদেহ্যা লক্ষণেন চ রাঘবঃ।  
 তদা তন্মিদং স কাবুৎসু গ্রীমজ্ঞানমত্তম্॥ ২২  
 'তিনিই স সুখঃ তত্র পূজ্যমানো মনসিকিঃ।  
 জ্ঞান্য চ্যামাংস্তেভ্যাং পর্যায়েণ তপস্বিনাম্॥ ২৩  
 যেহামুখিতবান্ পূর্বে সকালে স মহাপুনিঃ।  
 সেই সময় মহাযশস্বী কাবুৎসুলনন্দন রঘুকুল-  
 মৌরব পূজ্যীয় রাম বিদেহরাজতনয়া সীতা এবং  
 (সৌমিত্রি) লক্ষণের সঙ্গে সেই শোভাময়ী আশ্রমসমূহে  
 প্রবেশ করে মুনীদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। সেখানে  
 বাস করে, মহাবিগল কটক পূজিত মহান অস্ত্রবিৎ (রাম)  
 পর্যাযক্রমে সেই তপস্বীদের আশ্রমে গেলেন, যাঁদের সঙ্গে  
 তিনি পূর্বে বাস করেছিলেন।  
 কচিৎ পরিদশান্ মাসানেকসংবৎসরং কচিৎ॥ ২৪  
 কচিচ্চ চতুরো মাসান্ পঞ্চ ষট্ চ পরান্ কচিৎ।  
 অপরিদ্রাঘিকান্ মাসানদ্বার্ষমধিকং কচিৎ॥ ২৫  
 গ্রীন্ মাসানষ্টমাসাংক রাঘবো ন্যবসৎ সুখম্।  
 (সীতা ও লক্ষণসহ) রঘুকুলভিতক রাম কোথাও  
 (কোনও আশ্রমে) পূর্ণ দশমাস, কোথাও পূর্ণ এক বছর,  
 কোথাও বা চারমাস, কোথাও আবার পাঁচ-ছয় মাস পর্যন্ত,  
 অন্যত্র আরও বেশি মাস, কোথাও অর্ধমাস (গতরো দিন)  
 বেশি, (আবার কোনও আশ্রমে) তিন মাস এবং কোথাও  
 আট মাস সুখে বাস করেছিলেন।  
 তত্র সংবসত্ত্বস্যা মুনীনামাশ্রমেষু বৈ॥ ২৬  
 রমতচ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ।  
 মুনীদের আনুকূল্যে সেই আশ্রমগুলিতে (ঘুরে  
 ফিরে) বাস করতে করতে আনন্দে তাঁর পূর্ণ দশ বৎসর  
 অতিবাহিত হল।  
 পরিসূতা চ ধর্মজ্ঞো রাঘবঃ সহ সীতয়া॥ ২৭  
 তুতীক্স্যাপ্রমত্তমঃ পুনরেবাজগাম হ।  
 ধর্মজ্ঞ রাঘব সীতার সঙ্গে (বিভিন্ন আশ্রমে) ঘুরে  
 ঘুরে আবার (কিষ্ণ) সুতীক্সের আশ্রমে এসে উপস্থিত  
 হলেন।  
 স তদাপ্রমত্তমগমা মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ॥ ২৮  
 তদ্যপি ন্যবসৎ রামঃ কিঞ্চিৎ কালমবিস্রবঃ।

শক্রদমন রাম সেই আশ্রমে এসে মুনিগণ কর্তৃক  
সম্মানিত হয়ে সেখানেও কিছুকাল থেকে গেলেন।  
অশ্রমমহাবিনয়াং কদাচিৎ তং মহামুনিম্। ২৯  
উপাসীনঃ স কাকুৎস্থঃ সুতীক্ষ্ণমিদমব্রবীৎ।

আশ্রমে অবস্থানকালে অনন্তর একদিন মহামুনি  
সুতীক্ষ্ণের নিকট উপবিষ্ট কাকুৎস্থ রাম সবিনয়ে (তাকে)  
বললেন—

অশ্রমরপো ভগবত্তগতো মুনিসত্তমঃ॥ ৩০  
বসতীতি ময়া নিত্যং কথাঃ কথয়তাং শ্রুতম্।  
ন তু জানামি তং দেশং বনস্যাস্য মহত্তয়া। ৩১

‘ভগবন্! এই অরণ্যে মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বাস করেন,  
এই কথা আমি কথোপকথনরত লোকের মুখে শুনেছি;  
কিন্তু এই বনের বিশালতার জন্য সেই স্থানটির সন্ধান আমি  
জানি না।

কুস্ত্রাশ্রমপদং রমাং মহর্ষেত্তস্য ধীমতঃ।  
প্রসাদার্থং ভগবতঃ সানুজঃ সহ সীতয়া। ৩২  
অগস্ত্যমধিগচ্ছ্যমভিবাদয়িতুং মুনিম্।  
মনোরথো মহানেষ হৃদি সম্পরিবর্ততে॥ ৩৩

‘সেই ধীমান মহর্ষির রমণীয় পবিত্র আশ্রমটি  
কোথায়? সীতা এবং অনুজ ভ্রাতার (লক্ষ্মণের) সঙ্গে আমি  
ভগবান (অগস্ত্য) এর অনুগ্রহ লাভের জন্য সেই অগস্ত্য-  
ধর্মিকে প্রণাম করতে যেতে চাই—এই মহতী ইচ্ছা (আমার)  
হৃদয়ে (মনে) সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে।

যদহং তং মুনিবরং শুশ্রুষ্যেমপি স্বয়ম্।  
ইতি রামস্য স মুনিঃ শ্রদ্ধা ধর্মাস্তনো বচঃ॥ ৩৪  
সুতীক্ষ্ণঃ প্রভাবাচৈদং প্রীতো দশরথায়জম্।

‘আমিও যে নিজেই মুনিবরকে সেবা করতে চাই!’  
ধর্মাত্মা রামের এই কথা শুনে ঋষি সুতীক্ষ্ণ প্রীত হয়ে দশরথ  
তনয় রামকে বললেন—

অহমপোতদেব ত্বাং বক্তুকামঃ সলক্ষণম্॥ ৩৫  
অগস্ত্যমভিগচ্ছতি সীতয়া সহ রাঘব।  
দীপ্ত্যা ত্বিদানীমর্থোহস্মিন্ স্বয়মেব ব্রবীষি মাম্॥ ৩৬

‘হে রঘুনন্দন! আমিও লক্ষণসহ তোমাকে এই  
কথাই বলতে চেয়েছি যে, তুমি সীতার সঙ্গে অগস্ত্যের  
কাছে যাও। সৌভাগ্যবশত তুমিই আমাকে এই বিষয়ে  
বললে।

অয়মাখ্যামি তে রাম যত্রাগস্ত্যো মহামুনিঃ।

যোজনান্যাশ্রমাৎ তাত যাহি চত্বারি বৈ ততঃ।

দক্ষিণেন মহাধীমানগস্ত্যো ভাভুরাশ্রমঃ॥ ৩৭  
“বৎস রাম! যেখানে মহামুনি অগস্ত্য থাকেন, জ  
তোমাকে বলছি—এই আশ্রম থেকে চার যোজন দক্ষিণ  
দিকে যাও, তাতলেই দেখতে পাবে অগস্ত্যের ভ্রাতার  
রমণীয় মহান আশ্রম।”

হৃদীপ্রায়বনোদেশে পিপ্ললীবনশোভিতে,  
বহুপুষ্পফলেরম্যে নানাবিহগনাদিতে। ৩৮  
পশ্বিন্যো বিবিধাস্তত্র প্রসঙ্গসলিলাশয়াঃ।  
হংসকাকবাকীর্ণাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ॥ ৩৯

“সেই আশ্রমটি প্রাকৃতিক বনপ্রদেশ অশ্বখবৃক্ষরাশি  
ও নানাবিধ রমণীয় পুষ্প ও ফলবৃক্ষে পরিশোভিত,  
বিহগকুলের কলরবে মুখরিত; সেই স্থানটি নানাবিধ  
পক্ষ্মশোভিত সরোবরসমূহ হংস ও অন্যান্য জলচর পক্ষী  
এবং চক্রবাকের কলরবে মুখরিত।

তত্রৈকাং রজনীং বাবা প্রভাতে রাম গম্যতাম্।  
দক্ষিণাং দিশমাহ্বায় বনখণ্ডস্য পার্শ্বতঃ॥ ৪০  
তত্রাগস্ত্যশ্রমপদং গস্ত্যো যোজনমন্তরম্।  
রমণীয়ে বনোদেশে বহুপাদপশোভিতে॥ ৪১

“রাম! সেখানে (অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রমে) এক  
রাত্রি বাস করে, প্রভাতে সেই বনখণ্ডের (আশ্রমারণের)  
পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিক ধরে চলে যাবে; এক যোজন পথ  
যাওয়ার পর বহুবৃক্ষশোভিত রমণীয় অরণ্যপ্রদেশে  
অগস্ত্যের পবিত্র আশ্রম দেখতে পাবে।

রংস্যাতে তত্র বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চ ত্বয়া সহ।  
স হি রম্যো বনোদেশো বহুপাদসংযুতঃ॥ ৪২

“সেই আশ্রমটি রমণীয় বনভূমি ও বহুবৃক্ষসম্বৃত;  
অতএব সীতা সেখানে তোমার সঙ্গে সানন্দে বিহার  
করবে, লক্ষ্মণও (করবে)।

যদি বুদ্ধিঃ কৃতা দ্রষ্টুমগস্ত্যং তং মহামুনিম্।  
অদ্যৈব গমনে বুদ্ধিঃ রোচয়ন্ত মহামতে॥ ৪৩

“হে মহামতে! যদি মহামুনি অগস্ত্যকে দেখার  
আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, তবে আজই যাওয়ার জন্য মতি  
হির করুন।

ইতি রামো মুনোঃ শ্রদ্ধা সহ ভ্রাতৃত্বান্য চ।  
প্রতচ্ছংগস্ত্যমুদ্গীষা সানুজঃ সহ সীতয়া॥ ৪৪  
মুনির (সুতীক্ষ্ণের) এই কথা শুনে সন্তোষিত রাম



দুটিকে অতিবাসন করে সীতা ও জাতায় সঙ্গ জগজ্যোত  
প্রকাশে প্রস্থান কবলেন।

পশান বনানি চিত্রাণি পর্বতাংস্তাঙ্গসমিধান।  
সরাণি সরিতাশ্চ পথি মার্গবশানুমান। ৪৫

সুদীক্ষমোপদিষ্টেন গতা তেন পথা সুখম্  
৪৬ পরমসংহৃষ্টো বাকাং লক্ষণমবধীঃ ॥ ৪৬

এই সুদীক্ষের উপদিষ্ট পথে অক্লেশে যেতে যেতে  
রুনি (বাম) পথিপার্শ্বস্থ বিচিত্র বনরাজি, মেঘসদৃশ  
পর্বতশ্রেণী, সরোবর ও নদীসমূহ দেখে অভ্যস্ত আনন্দিত  
হয়ে লক্ষণকে বললেন—

এতদেবাপ্রমপদং নুনং তসা মহাক্ষনঃ।  
ব্রাহ্মণস্য মূনেভ্যতুর্দৃশ্যতে পুণাকর্মণঃ ॥ ৪৭

‘ঐ যে পবিত্র আশ্রমটি দেখা যাচ্ছে, এটি নিশ্চয়ই  
সেই পুণাকর্ম মহাত্মা অগস্ত্যমুনির ভ্রাতার (আশ্রম)।

হা হীমে বনস্যাস্য ভ্রাতাঃ পথি সহস্রশঃ।  
৪৮ ফলভারেন পুষ্পভারেন চ ক্রমাঃ ॥ ৪৮

‘(সুদীক্ষ মুনির কাছ থেকে) আমি যা জেনেছি—এই  
বনের পথে সহস্র সহস্র বৃক্ষ ফলভারে এবং পুষ্পভারে

(জড়মি) নত হয়ে আছে।  
৪৯ পিঙ্গলীনাং চ পক্ষানাং বনাদম্যাদুপাগতঃ।

গন্ধোহয়ং পর্বনোৎকৃষ্টঃ সহসা কটুকোদরঃ ॥ ৪৯

‘সহসা বায়ুতড়িত হয়ে উত্থিত পাকা বটফলের কটু  
গন্ধ এই বন থেকে বেরিয়ে আসছে।

৫০ তত্র চ দৃশ্যন্তে সংকিশ্ণাঃ কাষ্ঠসঙ্কয়াঃ।  
দৃশ্যং পরিদৃশ্যন্তে দর্ভা বৈদূর্যবর্চসাঃ ॥ ৫০

‘কোথাও কোথাও সমীপত কাষ্ঠভূপ দেখা যাচ্ছে ;  
(আবার) বৈদূর্যমণির দীপ্তিযুক্ত ছিন্ন কুশরাণি দৃষ্টিগোচর

হচ্ছে  
৫১ এতচ্চ বনমধ্যাহ্নঃ কৃষ্ণাঙ্গশিখরোপমম্।

পাকস্যান্নমহস্য ধূমাগ্রঃ সম্প্রদৃশ্যতে ॥ ৫১

‘বনমধ্যাহ্নে আশ্রমের যজ্ঞাগ্নির ধূমের অগ্রভাগ  
কৃষ্ণবর্ণ মেঘের চূড়ার মতো দেখাচ্ছে।

৫২ বিনিক্তেষু চ তীর্থেষু কৃতস্নানা বিজাতয়ঃ।  
পুষ্পোপহারঃ কুব্জি কুসুমৈঃ স্বয়মর্জিতৈঃ ॥ ৫২

‘(জলাশয়ে অবতরণের) নির্জন ঘাটগুলিতে স্নান  
(সমাপন) করে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের চয়ন করা পুষ্প

(দেবোদ্দেশে) উপহার প্রদান করছেন।

ততঃ সুদীক্ষনানং গতা সৌম্য যয়া প্রকৃতম্,  
অগস্ত্যস্যপ্রমো ভ্যাক্তব্রহ্মণ্যেভ্যে জনিদ্যতি ॥ ৫৩

‘তঃ সৌম্য! (মহাত্মনি) সুদীক্ষেন কল্যাণ থেকে আমি  
যেমন শুনাচ্ছি, এটা নিশ্চয়ই (মহর্ষি) অগস্ত্যের ভ্রাতার

আশ্রম চলে।  
৫৪ নিগৃহ্য ভরসা মৃত্যুং লোকানাং কিতকামায়া।

৫৫ গতা ভ্রাতা কৃত্যোঃ দিক্শরথা পুণাকর্মণা ॥ ৫৪

‘গীর পুণাকর্মা ভ্রাতা (মহর্ষি অগস্ত্য) জগজ্যোতের কল্যাণ  
কামনায় মৃত্যুরূপ দৈত্যদ্বয়কে দ্রুত নিগৃহীত করে এটি

(দক্ষিণ) দিককে (মানুষের) আশ্রয়যোগ্য করেছেন।  
৫৬ ইহৈকদা কিল জুরো বাতগিরিণি চেষলঃ।

৫৭ ভ্রাতরৌ সহিতানাদ্বাঃ ব্রাহ্মণয়ো মহাগুরৌ ॥ ৫৬

‘এক সময় এখানে (এই দক্ষিণ দেশে) নিষ্ঠুর বাতপি  
এবং ইন্দ্রলনামে ব্রাহ্মণ হত্যাকারী ভয়ঙ্কর অসুর ভ্রাতৃদ্বয়

একসঙ্গে বাস করত।  
৫৮ ভায়য়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিচ্ছলঃ সংস্কৃতঃ বদন্।

৫৯ আমদ্বয়তি বিপ্রান্ স ব্রাহ্মমুদ্दिशा निर्धुपः ॥ ৫৮

ভ্রাতরং সংস্কৃতঃ কৃদ্বা ততঃ মেঘরূপিনম্।  
৬০ তান্ বিজান্ ভোজ্যামাস ব্রাহ্মদুষ্টেন কর্মণা ॥ ৫৯

‘নৃশংস সেই ইন্দ্রল ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে  
(মিথ্যা) প্রত্নাপূর্বক দান-কর্ম উপলক্ষ্যে ভ্রাতৃগণিত মার্জিত

(সংস্কৃত) ভাষায় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করত। অতঃপর  
মেঘরূপধারী ভাই বাতপিকে (মহাদি দ্বারা) শোধিত করে

প্রাক্কর্মানুসারে ব্রাহ্মণদের (সেই মেঘের মাংস) ভোজন  
করাত।

৬১ ততো ভুক্তবভাং তেষাং বিশ্রাণামিচ্ছলোহরবীঃ।  
৬২ বাতাপে নিরুদমবেতি স্বরেন মহতা বদন্ ॥ ৬১

‘তারপর ব্রাহ্মণদের ভোজনশেষে ইন্দ্রল গভীর  
স্বরধ্বনিতে বলত, “বাতাপি! বেরিয়ে এসো।”

৬৩ ততো ভ্রাতুর্ভচঃ প্রত্না বাতাপির্মেষবদদন্।  
৬৪ ভিদ্ভা ভিদ্ভা শরীরানি ব্রাহ্মণানাং বিনিম্পতৎ ॥ ৬২

‘তখন ভাই-এর ডাক শুনে বাতাপি ভেড়ার মতো  
ডাকতে ডাকতে ব্রাহ্মণদের শরীর (উদর) ভেদ করে

বেরিয়ে আসত।  
৬৫ ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি তৈরেবং কামরূপিভিঃ।

৬৬ বিনাশিতানি সংহতা নিভাশাঃ পিশিতানৈঃ ॥ ৬০

‘স্বৈচ্ছায় নানারূপধারী অপকৃ মাংসাদী সেই



রাক্ষসেরা মিলিত হয়ে এইভাবে প্রতিদিন সহস্র সহস্র  
ব্রাহ্মণকে হত্যা করত।

অগস্ত্যের তদা দেবীঃ প্রার্থিতেন মহর্ষিণা।

অনুভূত কিল শ্রদ্ধা ভক্তিতঃ স মহাসুরাঃ ॥ ৬১

‘সেই সময় দেবগণের প্রাৰ্থনানুসারে মহর্ষি অগস্ত্য  
জেনেতেনই শ্রদ্ধা সেই ভয়ঙ্কর অসুরকে ভক্ষণ করিলেন।

ততঃ সম্প্রদিত্যাহা দম্বা হস্তেহবনৈজমম।

জাতরং নিঃসংস্রুতি চেতলঃ সমভাসত ॥ ৬২

‘তাবশব ইতল (ঋষি অগস্ত্যের) হাতে প্রক্ষালনের  
(হাত মুখ গোঁড়ায়) জনা জল দিয়ে এবং “শাক সম্প্রদিত্যাহা  
হয়েছে তো” এই কথা জিজ্ঞাসা করে ভাই এর উদ্দেশ্যে  
বলল — “যেই যে এসে”।

স তদা জাঘমাণঃ তু জাতরং বিপ্রঘাতিনম্।

অত্রবীৎ প্রহসন্ ধীমানগস্তো মুনিসত্তমঃ ॥ ৬৩

‘তখন, ব্রাহ্মণহত্যা ভাইকে ডাকতে দেখে, মুনিশ্রেষ্ঠ  
ধীমান অগস্ত্য হেসে (ইতলকে) বললেন—

কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তির্ময়া জীর্ণস্য রক্ষসঃ।

জাতুস্ত মেঘরূপস্য গত্য যমসাদনম্ ॥ ৬৪

“আমি হজম করে ফেলেছি ; (তাই) যমালয়ে গত  
মেঘরূপধারী রাক্ষস (তোমার) ভাই-এর (আমার উদর  
থেকে) বেরিয়ে আসার শক্তি কোথায় ?”

অথ তস্য বচঃ শ্রদ্ধা জাতুর্নিধনসংপ্রিতম্।

প্রথয়িতুত্বাৱেভে মুনিঃ ক্রোধাশ্লিষাচরঃ ॥ ৬৫

‘তখন রাক্ষস (ইতল) ভাতার (বাতাপির) মৃত্যু  
বিষয়ে তাঁর (মুনির) মন্তব্য শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে মুনিকে  
(অগস্ত্যকে) আক্রমণ করতে উদ্যত হল।

সোহভ্যস্তবদ্ বিজেক্তঃ তং মুনির্দীপ্ততেজসা।

চক্ষুশানলকল্লেন নির্দগ্ধো নিধনঃ গতঃ ॥ ৬৬

‘সে (ইতল) সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ (অগস্ত্য)কে আক্রমণ  
করতে ধাবিত হলে (তৎক্ষণাৎ) উদ্দীপ্ত তেজস্বী মুনির  
চক্ষুর অনলসদৃশ দৃষ্টিতে দগ্ধ হয়ে নিহত হল।

তস্যায়মাপ্রমো জাতুস্তটাকবনশোভিতঃ।

বিপ্রানুকম্পয়া যেন কর্মেদং দুষ্করং কৃতম্ ॥ ৬৭

‘ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুকম্পাবশত যিনি এই দুষ্কর কর্ম  
করেছিলেন, সরোবর (তড়াগ) এবং বনসুশোভিত এই  
আশ্রমটি তাঁরই ভাতার।’

এবং কথয়মানস্য তস্য সৌমিত্রিণা সহ।

রামস্যান্তঃ গতঃ সূর্যঃ সন্ধ্যাকালোহজবর্ততা ॥ ৬৮

সুমিত্রানন্দন লঙ্কণের সঙ্গে রামচন্দ্রের এইরকম  
কথোপকথনকালে সূর্য অস্ত গেল ; সন্ধ্যা মেয়ে এস।

উপাস্য পশ্চিমাং সদ্যঃ সহ জাতা গণানিবি।

প্রনিবেশ্যপ্রমপদঃ তমুনিঃ চাভ্যনাময়ঃ ॥ ৬৯

ভক্তি লঙ্কণের সঙ্গে গণাবিধি সাধঃ সন্ধ্যা সন্ধ্যা  
করে (রাম) সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করলেন এবং

(অগস্ত্যের ভাতা) সেই ঋষিকে প্রণাম জানালেন।

সন্ধ্যাক প্রতিগৃহীতস্ত মুনির্দা তেন রাক্ষস।

ন্যবসৎ ত্বাং নিশামেকাঃ প্রাণ্য মূলফলানি চ ॥ ৭০

সেই মুনি (তাঁদের) সন্ধ্যাক্রমে অভ্যর্থনা জানিয়ে

রঘুনন্দন রাম (সীতা ও লঙ্কণ সহ) সেই আশ্রম

ফলমূল্যাহার করে সেই এক রাত্রি বাস করলেন।

তস্যাং রাত্নাং বাতীভাগ্যমুদিতো রবিরমণ্ডলে।

জাতরং তমগস্ত্যস্য আমন্ত্রয়ত রাক্ষসঃ ॥ ৭১

সেই রাত্রি অতীত হয়ে সূর্য উদিত হলে রঘুনন্দন রাম

(ঋষি) অগস্ত্যের সেই ভাইকে বিদায় জানালেন।

অভিবাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সুখমশ্রুযিতো নিশাম্।

আমন্ত্রয়ে ত্বাং গচ্ছামি গুরুং তে দ্রষ্টুমাত্রম্ ॥ ৭২

‘ভগবন্ ! আপনাকে প্রণাম জানাই। রাত্রির

(এখানে) আনন্দেই কাটিয়েছি (অবস্থান করেছি)। এক

আপনার গুরু অগ্রজ ভাতা (অগস্ত্য)-কে দর্শন করতে

যাচ্ছি ; (তাই) আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি)।

গম্যামিতি তেনোক্তো জগাম রঘুনন্দনঃ।

যথোদ্দিষ্টেন মার্গেণ বনং তচ্চাবলোকয়ন্ ॥ ৭৩

‘বেশ যাও’, (অগস্ত্যের ভাতা ঋষি) এই বলে

অনুমতি দিলে, রঘুনন্দন রাম সেই বনাঞ্চল দেখতে দেখতে

(ঋষি সুতীক্ষ্ণের) নির্দেশিত পথে চলতে লাগলেন।

নীবারান্ পনসান্ সালান্ বজ্রুলাংস্তিনিশাংস্তথা।

চিরিবিজ্ঞান্ মধুকাংশ্চ বিজ্ঞানথ চ তিস্কান্ ॥ ৭৪

পুষ্পিতান্ পুষ্পিতগ্র্যভির্গতভিরুপশোভিতান্।

দদর্শ রামঃ শতশস্ত্র কান্তারপাদপান্ ॥ ৭৫

হস্তিহস্তৈর্বিমুদিতান্ বানরৈরুপশোভিতান্।

মঠৈঃ শকুনিসংঘৈশ্চ শতশঃ প্রতিনাদিতান্ ॥ ৭৬

চলার পথে রাম দেখলেন— শতশত নীবার ধানের

বৃক্ষ, পনসবৃক্ষ (কাঁঠাল গাছ), সালবৃক্ষ, অশোকবৃক্ষ,

(বন্য) ধবতরু, চিরবিস্তারক (করমচাগাছ) মহুয়াপাদপ ;

হস্তিহস্তৈর্বিমুদিতান্ বানরৈরুপশোভিতান্।

মঠৈঃ শকুনিসংঘৈশ্চ শতশঃ প্রতিনাদিতান্ ॥ ৭৬

চলার পথে রাম দেখলেন— শতশত নীবার ধানের

বৃক্ষ, পনসবৃক্ষ (কাঁঠাল গাছ), সালবৃক্ষ, অশোকবৃক্ষ,

(বন্য) ধবতরু, চিরবিস্তারক (করমচাগাছ) মহুয়াপাদপ ;

তদ্রূপ, বিজ্ঞবৃক্ষ

আরও দেখলেন

উপবিষ্ট ও ক্রীড়ার

নিবাহিত, পুষ্পিত

যেহেঁ এমনি ও

ততোহত্রবীৎ

পুষ্টতোহনুগতঃ

তবন

অনুগমনরত

বললেন।

স্বিক্ষিপত্রা

আশ্রমো

‘এখানে

যেমন স্বিক্ষিপত্রা

যেন হচ্ছে)

(আর) বেশি

অগস্ত্য ইতি

আশ্রমো

‘নিভে

অগস্ত্য নামে

তাঁর এই আশ্রম

প্রাক্তম্বাকু

প্রশান্তমৃগশূ

‘এই

সর্বত্র (কৈ

এখানকার

বিহগকুলে

নিগৃহ্য ত

দক্ষিণা

তস্যোদমা

দিগিয়ঃ

‘যে

মৃত্যুশ্রবণ

(দক্ষিণ

করেছেন

দক্ষিণ

না, তাঁর

যদাপ্রভূ

জ্ঞান, বিশ্বব্রহ্ম (বৈশ্বাত্ম) এবং তিস্রলোক (গাণ্ডার্ব)।  
এবং সোমেন্দ্র, হস্তিগণ্ডে বিদগ্ধ, (শাল্য শাল্য  
সুপরিষ্কৃত ও ক্রীড়ারত) বানরশোভিত এবং প্রমত্ত (নিভগকৃত)  
ক্রীড়ারত, পুষ্কিত লতার অগ্রভাগবিক্রিষ্ট (ভ্রূত)  
হয়েছে এমন) ও সুশোভিত পুষ্কিত বনবৃক্ষাভি।

অগস্ত্যের বীঃ সমীপঃ নামো রাজীবলোচনঃ।  
পূর্বোহনুগতঃ বীরঃ লক্ষ্মণঃ লক্ষ্মণবর্নম॥ ৭৭

জবন (চলার পথে) পদ্মপলাশলোচন নাম  
চন্দ্রমণবত নিকটস্থ শোভাবর্ধক বীর লক্ষ্মণকে  
বলেন।

রিক্ষত্বা যথা বৃক্ষা ক্ষত্বা মৃগবিজ্ঞাঃ।  
অগ্রমো নাতিদূরহো মহর্ষির্ভাবিতাশ্বনঃ॥ ৭৮

‘এখানে (এই পথের পাশে) তরুগুলির পত্রসমূহ  
যেমন সিক্ত এবং পশু-পক্ষীবা যেমন দীর স্বভাবের (তাতে  
মনে হচ্ছে) শুদ্ধান্তঃকরণ মহর্ষির (অগস্ত্যের) আশ্রম  
(ভার) বেশি দূরে নয়।

জগত্বা ইতি বিখ্যাতো লোকে বৈনৈব কর্মণা  
অগ্রমো দৃশ্যতে তস্য পরিশ্রান্তশ্রমাপহঃ॥ ৭৯

‘নিজের কর্মের দ্বারা যিনি পৃথিবীতে (ত্রিলোকে)  
অগস্ত্য নামে বিখ্যাত, পরিশ্রান্ত জনের শ্রম অপমোদনকারী  
ভীরু ঐ আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

প্রাজ্জ্বল্যাকুলবনশ্চীর মালাপরিষ্কৃতঃ।  
প্রশস্তমৃগযুগলং নানাশকুনিদিতঃ॥ ৮০

‘এই আশ্রমের বনভূমি যজ্ঞীয় ধূমে পরিব্যাপ্ত এবং  
সর্বত্র (কৌপিনের) ছিন্নবস্ত্র ও পুষ্পমাল্য সুশোভিত  
এখনকার হরিণের দল সুশান্ত এবং সর্বত্র নানা  
বিহঙ্গকুলের কলকাকলিমুখরিত।

মিগৃহ্য তরসা মৃত্যুঃ লোকানাং হিতকাময়া।  
দক্ষিণ দিক্ কৃত্বা যেন শরণ্যা পুণ্যকর্মণা॥ ৮১

জসোদমাশ্রমপদং প্রভাবাদ্ যস্য রাক্ষসৈঃ।  
দিগিযং দক্ষিণা ত্রাসাদ্ দৃশ্যতে নোপভুজ্যতে॥ ৮২

‘যে পুণ্যকর্মা মুনি, ত্রিলোকের কল্যাণ কামনায়  
মৃত্যুকরণ রাক্ষসদের দ্রুত নিগৃহীত করে দক্ষিণ দিককে  
(দক্ষিণ দেশকে) আশ্রয়যোগ্য (সকলের বাসযোগ্য)  
করেছেন, যার প্রভাবে ভয়ভীত রাক্ষসেরা দূর থেকেই এই  
দক্ষিণ দেশে মর্শন করে, (কিন্তু) উপভোগ করতে সমর্থ হয়  
না, তাঁরই (সেই মহর্ষি অগস্ত্যেরই) এই পবিত্র আশ্রম।

অগ্রভূতি চাক্ষুস্তা দিগিযং পুণ্যকর্মণা।

অগ্রভূতি মিষ্টবরাঃ প্রশান্তা রাক্ষসীচরঃ॥ ৮৩

যেদিন লোককে এই পুণ্যকর্মা মুনি (অগস্ত্য) এই দক্ষিণ  
দেশে পদার্থ দান করেন, সেদিন লোকেরই নিশাচর  
রাক্ষসেরা শান্ততা অর্জন করে শান্ত হয়ে থাকে।

নাম্য চেয়ং জগত্বো দক্ষিণা দিকপ্রবক্ষিণা।

প্রদিত্বা ত্রিণ লোকেণ্য দুর্গায়া জুরকর্মজিঃ॥ ৮৪

‘তৎপরা অগস্ত্যের হস্তমাত্র এই দক্ষিণদেশ  
মঙ্গলযুক্ত (মাণুদের বসবাসের অনুকূল) হয়েছে। কুরকর্মী  
রাধাসুদের দুর্ভাগ্যবশত (আক্রমণের সাধ্যাভীত) বলে  
ত্রিভুজনে গাত হতেছে।

মর্শ নিরোদ্ধঃ সততং ভাস্করস্যাচলোত্তমঃ।

সদেদংশঃ পালয়ংস্তস্য বিদ্রষ্টশেলো ন বর্ষতে॥ ৮৫

‘সূর্যের (উদয়ের) পথ সর্বদা অনরোধ করতে প্রবৃত্ত  
পর্বতোত্তম বিদ্রষ্টশেল, তাঁর (মহর্ষি অগস্ত্যের) আদেশ  
পালন করে আর বর্ষিত হচ্ছে না।

অয়ং দীর্ঘায়ুস্তস্য লোকে বিশেষকর্মণঃ।

অগস্ত্যশ্রমঃ শ্রীমান্ বিনীতমৃগসেবিতঃ॥ ৮৬

‘শান্তস্বভাব মৃগ অধ্যুষিত শোভাময় এই আশ্রমটি  
দীর্ঘায়ুস্তম্ভ ও ত্রিলোকপ্রশংসিতকর্মী মহর্ষি অগস্ত্যের।

এষ লোকার্চিতঃ সাধুর্হিতো নিত্যং রতঃ সতাম্।

অস্ত্রানযিগতানেষ শ্রেয়সা যোজয়িষ্যতি॥ ৮৭

‘সম্ভজনসেবিত এই মহাত্মা সর্বদা সম্ভজনদের মঙ্গল  
কর্মে রত থাকেন। এখানে (মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে)  
আগত আমাদের তিনি নিশ্চয়ই কল্যাণ করবেন।

আরাধয়িষ্যামাহমগস্ত্যঃ তং মহামুনিম্।

শেষং চ বনবাসস্য সৌমা বৎস্যামাহঃ প্রভেঃ॥ ৮৮

‘সেবা করতে সমর্থ হে সৌমা (লক্ষ্মণ) ! আমি সেই

অগস্ত্যকে এখানেই সেবা করব এবং বনবাসের অবশিষ্ট  
কালও এখানেই অতিবাহিত করব।

অত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধান্ত পরমর্ষণঃ।

অগস্ত্যঃ নিয়তাহারাঃ সততং পূর্যুপাসতে॥ ৮৯

‘এখানে (এই আশ্রমে) গন্ধর্বগণসহ দেবগণ,  
সিদ্ধগণ এবং মহর্ষিগণ সংযতাহার হয়ে সর্বদা অগস্ত্যের  
আরাধনা করছেন।

নাত্র জীবন্তম্ভাবাদী জুরো বা যদি বা শঠঃ।

নশংসঃ পাপবৃন্তো বা মুনিরেষ তথাবিধঃ॥ ৯০

‘কি (অগস্ত্য) এতই প্রভাবযুক্ত যে, (তাঁর) এই  
আশ্রমে মিথ্যাবাদী, নির্দয় ব্যক্তি, মূর্ত, নিষ্ঠুর অথবা পাপীরা

নাশ হতে পারে।

‘কি (অগস্ত্য) এতই প্রভাবযুক্ত যে, (তাঁর) এই

আশ্রমে মিথ্যাবাদী, নির্দয় ব্যক্তি, মূর্ত, নিষ্ঠুর অথবা পাপীরা



জীবিত থাকতে পারে না।

অত্র দেবাক যক্ষাক নাপাক পতঙ্গঃ সহ।

বসন্তি নিমতাংরা ধর্মমার্যায়িধবঃ ॥ ১১

‘ধর্ম আবাদনায় বসন্ত দেবগণ, যক্ষগণ এবং নাপগণ  
পাঙ্কগণ সহ সংযতাহারী হয়ে এখানে (এই আগ্রামে) বাস  
করেন।

অত্র সিদ্ধা মহাঙ্কানো বিমাতৈঃ সুখসন্নিভৈঃ

ভাব্য দেহান্ নবৈদেহৈঃ স্বর্ঘ্যতাঃ পরমযগাঃ ॥ ১২

‘এখানে (এই আগ্রামে) সিদ্ধ মহাত্মা মহর্ষীগণ  
(নব নব) ১২ ভোগ করে নতুন (জ্যোতির্ময়) দেহে  
সুখভুলা (উজ্জ্বল) বিমানে আবেহণ করে স্বর্গলোকে

গমন করেছেন।

যক্ষমমরয়ঃ চ রাজ্যানি বিনিধানি চ।

অত্র দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি ভূভোগানিভাঃ ভূভোগাঃ ॥ ১৩

‘এখানে শুভকর্মা প্রাণীদের দ্বারা আরাধিত দেবগণ  
(ভীদের) যক্ষ, অমরক এবং বিবিধ রাজ্য প্রদান করে  
থাকেন।

আগতাঃ শ্রামশ্রমদং সৌমিত্রে প্রবিশ্যন্তাঃ।

নিবেদয়েহ মাং প্রাপ্তমুদয়ে সহ সীতয়া ॥ ১৪

‘আমরা পবিত্র আগ্রামে এসে গেছি। হে সৌমিত্রে।

তুমি আগে (আগ্রামে) প্রবেশ করো। সীতাসহ আমার  
আগমন সংবাদ মহর্ষিকে নিবেদন করো।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতশে বাস্তুকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

## দ্বাদশ সর্গ (১২)

শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের অগস্ত্যাগ্রামে প্রবেশ, আতিথ্যগ্রহণ এবং মহর্ষি অগস্ত্যের  
নিকট থেকে শ্রীরামের দিব্যাস্ত্রলাভ

স প্রবিশ্যাগ্রামপদং লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ।  
অগস্ত্যশিষ্যমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ ॥ ১

রামানুজ লক্ষ্মণ সেই পবিত্র আগ্রামে প্রবেশ করে  
(মহর্ষি) অগস্ত্যের এক শিষ্যকে সামনে পেয়ে (তাকে)  
বললেন—

রাজা দশরথো নাম জ্যেষ্ঠস্তস্য সুতো বলী।

রামঃ প্রাপ্তো মুনিঃ দ্রষ্টুঃ ভার্যয়া সহ সীতয়া ॥ ২

‘রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাম স্ত্রী সীতাকে সঙ্গে  
নিযে ঋষি (অগস্ত্য) কে দর্শন করার জন্য (এখানে)  
উপস্থিত হয়েছেন।

লক্ষ্মণো নাম তস্যাহং ভ্রাতা ভুবরজো হিতঃ।

অনুকূলক ভক্তক যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥ ৩

‘আর, আমি তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী, ভক্ত ও সহচর ছোট

ডাই লক্ষ্মণ; হয়তো আপনারা (এই বিষয়ে) শুনে থাকবেন।

তে বয়ঃ বনমভূতঃ প্রবিত্তাঃ পিতৃশাসনাৎ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামহে সর্বং ভগবন্তং নিবেদ্যতাম্ ॥ ৪

‘সেই আমরা পিতার নির্দেশে অতি ভয়ঙ্কর অরণ্যে  
প্রবেশ করেছি (বনবাসে এসেছি)। আমরা সকলে  
(আমাদের পথপ্রদর্শক ঋষিসহ আমরা তিনজন) ভগবান  
অগস্ত্যের দর্শন কামনা করছি; (আপনি তাঁকে আমাদের  
অনুরোধ) নিবেদন করুন।’

তসা তদ্ বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য তপোজনঃ।

তথেষ্টাঙ্গাগ্নিশরণং প্রবিবেশ নিবেদিতুম্ ॥ ৫

লক্ষ্মণের কথা শুনে, ‘তাই হবে’ বলে সেই তপসী  
(মহর্ষি অগস্ত্যের কাছে তাঁদের আগমন সংবাদ) নিবেদন  
করার জন্য অগ্নিশালায় (যজ্ঞশালায়) প্রবেশ করলেন।

স প্রবিশ্য মুনিশ্রেষ্ঠং তপসা দুস্ত্রযবধম্।

কৃতাজ্জলিক্রবাচেষৎ রামাগমনমন্তসাম্ ॥ ৬

যথোক্তং লক্ষ্মণেনৈব শিষ্যোহগস্ত্যস্য সমতঃ।

অগস্ত্যের সেই প্রিয় শিষ্য (যজ্ঞশালায়) প্রবেশ করে



কৃত্যলিপিতে দুর্ধর্ষ (অগস্ত্য) তপস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ  
(অগস্ত্য)-কে লক্ষণ কর্তৃক কথিত রামের আগমনবার্তা  
স্বয়ং নিবেদন করলেন।

পুত্রী দশরথস্যেবমৌ রামো লক্ষণ এব চ॥ ৭  
প্রব্রজ্যব্রজশপদং সীতয়া সহ ভার্গবা।

ইহা ভক্তমায়াতৌ শুশ্রূষার্থমরিন্দমৌ॥ ৮  
সেতানবরং ততঃ স্বমাজাপয়িতুমর্হসি।

রাজা দশরথের রাম ও লক্ষণ নামে শত্রুজয়ী দুই পুত্র  
(রাম-) ভাৰ্য্যা সীতাকে সঙ্গে নিয়ে এই পবিত্র আশ্রমে  
প্রবেশ করেছেন। তাঁরা আপনাকে দর্শন ও সেবা করার  
জন্য এসেছেন। এখন (আমাদের) কার্যকার্য নির্দেশ  
করুন।

ততঃ শিষ্যাদুপশ্রুত্যা প্রাপ্তঃ রামঃ সলক্ষণম্॥ ৯  
বৈদেহীঃ চ মহাভাগামিদং বচনমব্রবীৎ

তখন শিষ্যের মুখে লক্ষণসহ শ্রীরামের এবং  
মহাভাগবতী বিদেহরাজতনয়া সীতার আগমন সংবাদ  
শ্রুতি (মহর্ষি অগস্ত্য) বললেন—

কিঞ্চিৎ রামশ্চিরসাদ্য দ্রষ্টুং মাং সমুপাগতঃ॥ ১০

মনসা কল্কিতং হাস্য ময়াপ্যাগমনং প্রতি

গম্যতাং সংকৃতো রামঃ সত্যঃ সহলক্ষণঃ॥ ১১

প্রবেশ্যতাং সমীপং যে কিমসৌ ন প্রবেশিতঃ।

‘(আমার) সৌভাগ্যবশত শ্রীরাম দীর্ঘকাল পরে আজ  
আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন; আমিও তাঁর আগমন মনে  
হয়ে আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। যাও (বৎস!) লক্ষণসহ সস্ত্রীক  
শ্রীরামচন্দ্রকে আতিথ্য সংকারপূর্বক আমার কাছে নিয়ে  
এসো। আগেই নিয়ে এসো। আগেই নিয়ে আসা হয়নি  
কেন?’

ঐযুক্তঃ মুনিনা ধর্মজ্ঞেন মহাস্বনা॥ ১২

ঐতিবাদ্যব্রবীচ্ছিষ্যত্বথেতি নিয়তাজ্জলিঃ।

মহাত্মা ধর্মজ্ঞ মুনি (অগস্ত্য) এই কথা বললে, শিষ্য  
স্রদ্ধোড়ে (মুনিকে) প্রণাম করে বললেন, ‘তাই হবে।’

কন নিষ্কম্য সম্ভ্রান্তঃ শিষ্যো লক্ষণমব্রবীৎ॥ ১৩

কোহসৌ রামো মুনিঃ দ্রষ্টুমেতু প্রবিশতু স্বয়ম্।

তখন শিষ্য ব্যস্ততাপূর্বক বেরিয়ে এসে লক্ষণকে  
বলে, ‘কে শ্রীরাম? মুনিকে দর্শন করতে তিনি নিজেই  
এসে (আশ্রমে) প্রবেশ করুন।’

ইতো গম্যাহঃশ্রমপদং শিষ্যো সহ লক্ষণঃ॥ ১৪

পার্বত্যাস কাকুৎস্থঃ সীতাং চ জনকান্বজাম্।

তখন লক্ষণ শিষ্যের সঙ্গে পবিত্র আশ্রমে গিয়ে

শিষ্যকে কাকুৎস্থ নামের এবং জনকান্বদী সীতার দর্শন  
করালেন।

তঃ শিষ্যঃ প্রস্তুতঃ বাক্যমগস্ত্যবচনং ব্রুবন্॥ ১৫  
প্রবেশ্যাদ যথান্যায়ং সংকারার্থং সুসংকৃতম্।

শিষ্য, সমাদরলীল্য শ্রীরামের নিকট বসি অগস্ত্যের  
কথা (শিষ্যের প্রতি নির্দেশ) বিনীতবাক্যে নিবেদন করে  
যথানিধি সমাদরের সঙ্গে তাঁকে (সীতা ও লক্ষণসহ  
রামকে) আশ্রমে প্রবেশ করালেন।

প্রবিবেশ ততো রামঃ সীতয়া সহ লক্ষণঃ॥ ১৬  
প্রশান্তহরিশাকীর্ণমাশ্রমং হৃদলোকায়নং।

তখন শান্ত হরণ-সমাকুল আশ্রম দেখতে দেখতে  
সীতার সঙ্গে সলক্ষণ রাম আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্রেঃ স্থানং তথৈব চ॥ ১৭

বিষ্ণোঃ স্থানং মহেচ্ছস্য স্থানং চৈব বিবকতঃ।

সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ॥ ১৮

যাতুর্বিধাতুঃ স্থানং চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ।

স্থানং চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাস্থানং॥ ১৯

স্থানং তথৈব গায়ত্রী বসূনাং স্থানমেব চ।

স্থানং চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ॥ ২০

কার্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্মস্থানং চ পশ্যতি।

রামচন্দ্র সেই যজ্ঞশালায় বিভিন্ন দেবতার, যথা—  
ব্রহ্মার, অগ্নির, বিষ্ণুর, দেবরাজ ইন্দ্রের, বিবস্ত্রানের  
(সূর্যদেবতার), চন্দ্রদেবতার, (বিবাহের অধিষ্ঠাতা)  
ভগদেবতার, ধনদেবতা কুবেরের, ব্রহ্মার পুত্র দাতার  
এবং বিধাতার (প্রজাপতির), বায়ুদেবতার, পাশঘারী  
মহাত্মা বরুণদেবের, গায়ত্রী দেবীর, বসুগণের (অষ্টদিক-  
পালগণের), নাগরাজের, গরুড়ের, কার্তিকেয়ের এবং  
ধর্মরাজের আসন দেখতে পেলেন।

ততঃ শিষ্যোঃ পরিবৃত্তো মুনিরপাভিনিম্পতৎ॥ ২১

তং দদর্শাপ্রত্যো রামো মুনীনাং দীপ্ততেজসাম্।

অব্রবীদ্ বচনং বীরো লক্ষণঃ লক্ষ্মিবর্ধনম্॥ ২২

ইত্যবসরে অগস্ত্যমুনি শিষ্যপরিবৃত্ত হয়ে (যজ্ঞশালা  
থেকে) বেরিয়ে এলেন। বীর রামচন্দ্র মুনিদের সম্মুখভাগে  
দীপ্ততেজাঃ তাঁকে (অগস্ত্য মুনিকে) দেখে শোভাবর্ধক  
লক্ষণকে বললেন।

বহির্লক্ষণ নিষ্কামভাগ্যো ভগবানৃষিঃ।

ঔদার্যেণাবগচ্ছামি নিধানং তপসামিমম্॥ ২৩

‘(তাই) লক্ষণ! ভগবান ঋষি অগস্ত্য ঔদার্যবশত  
(যজ্ঞশালার) বাইরে বেরিয়ে আসছেন। আমি এঁকে

তপস্যায় আধার বলে মনে করি।

এবমুখ্য মহাবাহরগজাঃ সূর্যবর্চসম্।  
অগস্ত্যোপভুক্তস্য শাস্ত্রী চ রঘুনন্দনঃ ॥ ২৪

মহাবীর রঘুনন্দন রাম, সূর্যতুলা ভেজস্বী (মহর্ষি)  
অগস্ত্য সমুজ্জ্বল এইরকম বলে, সমুখাগত (অগস্ত্যের)  
পাদদ্বয় জড়িয়ে ধরে (বন্দনা কবলেন)।

অজিবান ভু হমাক্ষা তহৌ রামঃ কৃতাজলিঃ।  
সীতয়া সহ বৈসেহা তদা রামঃ সলক্ষণঃ ॥ ২৫

হৃৎকণ্ঠে বহুধরিত ও শিরের আনন্দদাতা ধর্মাত্মা  
রাম ওতপন্ন লক্ষণসহ বিদেহবাসিনীসিনী সীতার সঙ্গে  
হৃৎকণ্ঠে প্রথম কবে কৃতাজলিপুটে দাঁড়িয়ে বসিলেন।

প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থমচয়িত্বাহংসনোদকৈঃ।  
কুশলপ্রসমুখ্য চ আসাতামিতি সোহব্রবীৎ ॥ ২৬

‘হে মহর্ষি অগস্ত্য! ও কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে বক্ষে  
অঙ্গুলে এবং পদ ও আসন দান দ্বারা অর্চনাতে কুশল  
জিজ্ঞাসা করে বললেন—‘বোসো’।

অগ্নিঃ হুত্ব প্রদয়ার্ধমতিথীন্ প্রতিপূজ্য চ।  
বানপ্রস্থেন ধর্মেন স তেষাং ভোজনং দদৌ ॥ ২৭

তিনি (মহর্ষি) বাণপ্রস্থ ধর্মানুসারে অগ্নিতে আহুতি  
প্রদানান্তে অতিথিদের (রাম-সীতা-লক্ষণের) অর্ঘ্যপ্রদান  
দ্বারা পূজা করে তাঁদের ভোজন (আহার্য) দান করলেন।

প্রথমঃ চোপবিশাখ ধর্মজ্ঞো মুনিপুত্রবঃ।  
উবাচ রামমাসীনঃ প্রাজলিঃ ধর্মকোবিদম্ ॥ ২৮

অগ্নিঃ হুত্ব প্রদয়ার্ধমতিথিঃ প্রতিপূজয়েৎ।  
অন্যথা খলু কাকুৎস্থ তপস্বী সমুদাচরন্।

দুঃসাক্ষীর পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ ॥ ২৯

ধর্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ (অগস্ত্য) প্রথমে আসনে উপবেশন  
করলেন, অতঃপর ধর্মজ্ঞ রাম কৃতাজলিপুটে আসনে  
উপবেশন করলে তাঁকে বললেন—‘হে কাকুৎস্থকুলনন্দন  
রাম! প্রথমে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তারপর অর্ঘ্যপ্রদান দ্বারা  
অতিথির পূজা কবতে হয়। এর অন্যথা করলে তপস্বীকে  
মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার ন্যায় পরলোকে নিজমাংস নিজেকেই  
ভক্ষণ করতে হবে।’

রাজা সর্বস্য লোকস্য ধর্মচারী মহারথঃ।  
পূজনীয়ন্ত মানান্ত ভবান্ প্রাপ্তঃ প্রিয়াতিথিঃ ॥ ৩০

‘সকল মানুষের পূজনীয় পরমধার্মিক মহাবীর রাজা  
আপনি, প্রিয় অতিথিরূপে আমার কাছে এসেছেন।’  
এবমুখ্য ফলমূলৈঃ পুষ্পশচানৈশ্চ রাঘবম্।  
পূজয়িত্বা যথাকামং ততোহগস্ত্যমব্রবীৎ ॥ ৩১

মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা বলে, ফল-মূল-পুষ্প এবং  
অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে ইচ্ছামতো অর্চনা  
করলেন এবং পরে তাঁকে বললেন—

ইদং দিবাং মহাচ্চাপং হেমবজ্রকির্ভূমিতম্।  
নৈমল্যং পুরুষাব্যয়ে নির্মিতং বিশ্বকর্মণাম্ ॥ ৩২

অমোঘঃ সূর্যসংকাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোস্তমঃ।  
দত্তৌ মম মহেন্দ্রেন তুণী চাক্ষ্যাসায়কৌ ॥ ৩৩

সম্পূর্ণৌ নিশিতৈর্নগৈর্জলধিরিণ পানকৈঃ।  
মহারাজতকোশোহমমসির্হেমভিভূমিতঃ ॥ ৩৪

‘হে নরশাধূল! বিশ্বকর্মা নির্মিত স্বর্ণ ও হীরকমণ্ডিত  
দিব্য এই মহান ধনুকটি বিষ্ণুপ্রদত্ত (ভগবান বিষ্ণু আমার  
দিয়েছেন); সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল অব্যর্থ এই শ্রেষ্ঠ বাণটি  
ব্রহ্মপ্রদত্ত (ভগবান ব্রহ্মা আমায় দিয়েছেন); আর মহেন্দ্র  
(দেবরাজ ইন্দ্র) আমাকে দিয়েছেন, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল,  
শানিত অক্ষয় বাণপূর্ণ এই তুণীর এবং রজতকোশে (রূপার  
খাপে) ভরা সুবর্ণমণ্ডিত এই তরবারি।  
আনেন ধনুষা রাম হুত্বা সংখ্যো মহাসূরান্।  
আজহার প্রিয়ং দীপ্তাং পুরা বিষ্ণুর্দিবৌকসাম্ ॥ ৩৫

তদ্বনুস্তৌ চ তুণী চ শরং ধ্বজং চ মানদ।  
জয়ায় প্রতিগৃহীষ বজ্রং বজ্রধরো যথা ॥ ৩৬

‘রাম! পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু এই ধনু দ্বারা যুদ্ধে  
বড় বড় অসুরদের হত্যা করে দেবতাদের জন্য দীপ্তিমতী  
লক্ষ্মীকে আহরণ (জয়) করেছিলেন। হে মানদাতা রাম!  
দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রধারণের মতো তুমিও (সর্বত্র) জয়ের  
জন্য এই ধনু, তুণীর, বাণ এবং শঙ্খ (প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র  
সকল) প্রতিগ্রহণ করো।’

এবমুখ্য মহাতেজাঃ সমস্তং তথায়ুধম্।  
দত্ত্বা রামায় ভগবানগস্ত্যঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৩৭

মহাতেজস্বী ভগবান অগস্ত্য এইরকম বলে, রামকে  
শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-শস্ত্র সকল দান করে আবার বলতে শুরু  
করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাম্পীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥  
মহর্ষি বাম্পীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥



## ত্রয়োদশ সর্গ (১৩)

মহর্ষি অগস্ত্যের শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রসন্নতা এবং সীতার প্রশংসা, তৎপদের পক্ষপাতীতে আশ্রম  
নির্মাণের জন্য ঋষির নির্দেশ এবং সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের পক্ষপাতীর প্রতি প্রহান

রাম প্রীতৌহস্মি তত্রঃ তে পরিত্রৌহস্মি লক্ষ্মণ।

অতিবাসিতুং যন্মাং প্রাপ্তৌ হঃ সহ সীতয়া ॥ ১

মহর্ষি অগস্ত্য বললেন — ‘যেহেতু, আমাকে প্রণাম  
করে জনা তোমরা দুই তাই সীতাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ,  
সেইজন্য, রাম! আমি প্রীত হয়েছি; তোমার কল্যাণ হোক,  
লক্ষ্মণ! তোমার প্রতিও আমি অত্যন্ত প্রীত।

কল্যাণে বাৎ খেদো বাধতে প্রচুরশ্রমঃ।

কক্করুৎকণ্ঠে বাপি মৈথিলী জনকাস্বজা ॥ ২

‘তোমাদের দুজনের পথশ্রমের কষ্ট অতিরিক্ত  
প্রদীপ্ত করেছে। জনকনন্দিনী সীতাও উৎকণ্ঠিতা, এটা  
স্পষ্ট ব্যক্ত হচ্ছে।

এবা চ সুকুমারী চ খেদৈশ্চ ন বিমানিতা।

প্রাকদোষঃ বনং প্রাপ্তা ভর্তৃস্নেহপ্রচোদিতা ॥ ৩

‘সুকুমলা সীতা ইতঃপূর্বে এইরকম কষ্টে ক্লিষ্ট  
হুনি পতিপ্রেমে প্রেরিতা হয়েই তিনি নানা দোষে দুষ্ট এই  
জরণো এসেছেন।

ঈধবা রমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু।

দুঃখং কৃতবতোষা বনে স্বামভিগচ্ছতী ॥ ৪

‘রাম! সীতা (যেহেতু) বনে তোমাকে অনুগমন  
করে দুঃখ কর্ম করেছেন, অতএব, ইনি এখানে (বনে)  
যাতে আনন্দে থাকেন তাই করবে।

এবা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামা সৃষ্টে রঘুনন্দন।

সমহমনুরজ্ঞাষ্টে বিষমহং ত্যজন্তি চ ॥ ৫

‘হে রঘুনন্দন রাম! সৃষ্টির আদিকাল থেকেই  
স্ত্রীণের স্বভাব এই যে, (পতির) সম্পদের দিনে (তার  
প্রতি) অনুরক্ত হয়, কিন্তু বিপদের দিনে (তাকে) পরিত্যাগ  
করে।

শত্ৰুঘানাং লোলহঃ শত্ৰুপাং তীক্ষ্ণতাং তথা।

শক্চানিলয়োঃ শৈল্যামনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ ॥ ৬

(সাধারণ) স্ত্রীগণ বিদ্যুতের চঞ্চলতা, শত্রুর তীক্ষ্ণতা  
এবং গরুড় ও বায়ুর শীঘ্রগতিকে অনুসরণ করে। (আলোচা  
আকে শতহুদ অর্থাৎ শতগুণ গভীর নিনাদী বিদ্যুতের সঙ্গে,  
শত্রুর তীক্ষ্ণতার সঙ্গে এবং গরুড় ও বায়ুর গতির সঙ্গে

তুলনায় সাধারণ নারীর মধ্যাক্রমে কলহ-পরামলতা,  
বাক্যের কাটতা এবং মনের চঞ্চলতার কথা বলা হয়েছে।  
উাতমনা অসামান্য সান্দ্রী দ্বীপাৎ কিম্ব এট সকল দোষ  
বার্জিতা।)

ইয়াং তু জনতো ভার্গা দোহৈরেতৈর্বিনর্জিতা।

প্রাখ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবীরক্কতী ॥ ৭

‘তোমার স্ত্রী (সীতা) কিম্ব এট সকল (উপরিউক্ত)  
দোষ রহিত (দোষ থেকে মুক্ত)। দেবীদের মতো অরুহুতীর  
ন্যায় তিনি স্পৃহীয়া (প্রশংসনীয়) এবং অপ্রগল্যা  
(পত্নিতা)।

অলঙ্কৃতোহয়ং দেশঃ যত্র সৌমিত্রিণা সহ।

বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎসাসি স্বমরিন্দম ॥ ৮

‘হে শত্রুদমন রাম! যে দেশে তুমি সুমিত্রানন্দন  
লক্ষ্মণ এবং বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে বাস করবে,  
সেই (যন্য) দেশ শোভাসম্পন্ন হল।’

এবমুক্তস্ত মুনিরা রাঘবঃ সংযতাজলিঃ।

উবাচ প্রশ্নিতঃ বাক্যমুখিং দীপ্তবিমানলম ॥ ৯

(অগস্ত্য) মুনি এইরকম বলার পরে রাঘব রামচন্দ্র  
কৃতাজলিপুটে অনলসদৃশ প্রদীপ্ত ঋষিকে বিনীতবাক্যে  
বললেন।

ধনোহস্মানুগৃহীতৌহস্মি যসা মে মুনিপুঙ্গবঃ।

শুশ্রুঃ সম্ভ্রাতৃভার্যসা গুরুর্মহঃ পরিতুষাতি ॥ ১০

‘সম্ভ্রাতৃক ও সপত্নীক যে আমার গুণে আমাদের  
গুরুস্থানীয় মুনিশ্রেষ্ঠ (অগস্ত্য) সম্ভ্রষ্ট হয়েছেন, সেই আমি  
অনুগৃহীত ও ধন্য হলাম।

(তাড়কা বধের জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে  
‘বলা-অতিবলা’ মন্ত্রদানে অনুগৃহীত করে গুরু পদাধিত  
হন। তাই মহর্ষি অগস্ত্য তাঁদের গুরু নন, গুরুস্থানীয়  
গুরুজন)।

কিং তু ব্যাদিশ মে দেশঃ সৌদকং বহুকাননম্।

যত্রাপ্রমপদং কৃভা বসেয়ং নিরতঃ সুখম ॥ ১১

‘পরন্তু, হে মুনিবর! জল যেখানে সুলভ এবং  
বহুবৃক্ষশোভিত এমন স্থান (আপনি) আমায় নির্দেশ করুন,



যেখানে পবিত্র আশ্রম নির্মাণ করব (সহস্রতৃক ও সভর্ষ)  
আমি সানন্দে সুখ বাস করতে পাবি।

ততোঃ প্রবীণমুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রদ্ধা নামস্যা ভাসিতম্।  
ধ্যান্য মুহূর্তঃ ধর্মাত্মা ততোবাচ বচঃ শুভম্। ১২

তখন বামদেবে (অনুবোধ সম্বন্ধিত) কদা শুনি  
মুনিশ্রেষ্ঠ (উঁকে) বলতে লাগলেন : মুহূর্তকাল চিন্তা  
করে সেই ধর্মাত্মা মঙ্গলময় বাক্যে বিম্বিতভাবে বললেন—  
ইতো বিযোজনে তাত বহুমূলফলোদকঃ।

দেশো বহুধাঃ শ্রীমান্ পঞ্চবটীতিবিশ্রুতঃ॥ ১৩

‘বৎস ! এখান থেকে দুই যোজন (অর্থাৎ ক্রোশ) পথ  
দূরে বিবেকবত অনেক ইবিগ এবং বহু ফল-মূল ও জল  
সম্বিত বিখ্যাত পঞ্চবটী নামে শোভমান একটা স্থান  
বর্তমান।

তত্র গঙ্ঘাইশ্রমপদং কৃৎস্না সৌমিত্রিণা সহ।

রম্যং ত্বং পিতৃবক্যং যথোক্তমনুপালয়ন॥ ১৪

‘সুহৃদনন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে সেখানে গিয়ে তুমি  
পবিত্র আশ্রম নির্মাণ করে পিতৃবাক্য যথাযথ পালনপূর্বক  
অনন্দে থাক।

বিনিতো হ্যেব বৃদ্ধাঙ্কো মম সর্বদ্বন্দ্বনিঘ।

তপসচ্চ প্রভাবেণ হ্রেহান্ দশরথস্য চ॥ ১৫

‘হে পুত্রবিত্র ! আমার তপস্যার প্রভাবে এবং রাজ  
দশরথের প্রতি প্রীতিবশত তোমার সকল বৃদ্ধাঙ্কই আমি  
জ্ঞাত অছি।

জনয়ন্তঃ চ তে জ্ঞানো বিজ্ঞাতঃ তপসা ময়া।

ইহ বাসঃ প্রতিজ্ঞায় ময়া সহ তপোবনে॥ ১৬

‘আমর সঙ্গে এই তপোবনে বসবাসের ইচ্ছা করে  
তোমার জন্মের যে অভিপ্রায়, তা আমি তপস্যার প্রভাবে  
জানতে পেরেছি।

অতচ্চ স্বামহং ব্রূমি গাং পঞ্চবটীমিতি।

স হি রম্যো বনোদ্দেশো মৈথিলী তত্র রংসাতে॥ ১৭

‘সেইজনাই আমি তোমাকে বলছি, পঞ্চবটীতে  
বাও ; কারণ, সেই বনপ্রদেশ অতিব রমণীয়, এবং  
জনকানন্দিনী সীতাও সেখানে সানন্দে অবস্থান করবেন।

স দেশঃ শ্রাঘনীরক্ত নাতিদূরে চ রামবা।

গোদাবরীঃ সমীপে চ মৈথিলী তত্র রংসাতে॥ ১৮

‘হে রঘুনন্দন ! গোদাবরী উপত্যকায় রমণীয় সেই  
স্থান (এখান থেকে) বেশি দূরে নয় ; মৈথিলীর জনকিনী

সীতা সেখানে আনন্দেই পাবেন।

প্রাজ্ঞমূলফলৈশ্চৈব নানাদিকগণৈর্দূতঃ।

নিবিকল মহাবাহো পুণ্যো রম্যত্বৈব চ। ১৯

‘ও বীর ! প্রভূত ফলমূলসম্পন্ন এবং নান  
পণ্ডিতসকল নির্ভুলে সেইস্থান পবিত্র এবং রমণীয়  
হবে।

ভবানপি সদাচারঃ শঙ্কচ্চ পরিরক্ষণে।

অপি চাত্র বসন্ রাম ভাগমান্ পালয়িষ্যসি॥ ২০

‘রাম ! তুমি সদাচারী এবং (সকলকে) রক্ষা করতে  
সমর্থ। এখানে (চিত্রকূটে) অবস্থান করেই তুমি (রাক্ষসদের  
অত্যাচার থেকে) তপস্বীদের (ঋষিদের) রক্ষা করতে  
পাবে।

(রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে ঋষিদের রক্ষা

করবেই বাম ঋষিদের আশ্রমে বাস করতে অগ্রহী, এক

মহর্ষি অগস্ত্য তপঃ প্রভাবে জানতে পেরেছেন। কিন্তু মহর্ষি

অগস্ত্য তাপোবলে ইন্ডল ও বাতাপি এবং অন্যান্য

রাক্ষসদের হত্যা করায় রাক্ষসেরা তাকে তাঁর আশ্রমে

নিকটেই আসে না ; সুতরাং অগস্ত্যপ্রমে অবস্থান করে

রাক্ষস বধ অসম্ভব বুঝতে পেরেই রাম আশ্রমান্তরে যেতে

অগ্রহী, একথা মহর্ষি অগস্ত্য তাপোবলে জানতে পেরেই

সহস্রতৃক সভর্ষা রামকে চিত্রকূট তাপোবনে যাওয়ার নির্দেশ

দিলেন।)

এতদাল্পমতে বীর মধুকানাঃ মহাবনম্।

উত্তরোদাস্য গঙ্ঘবাং ন্যাশ্রোষমপি গাংগা॥ ২১

ততঃ হ্রলমুপারুহ্য পর্বতস্যাবিদুরতঃ।

স্বাতঃ পঞ্চবটীভোব নিত্যপুষ্পিতকাননঃ॥ ২২

‘হে বীর ! ঐ যে মহা বৃক্ষের মহাবন দেখা যাচ্ছে,  
এর উত্তরেব পথ ধরে বটবৃক্ষ পর্যন্ত গিয়ে উঁচু জমিতে উঠে  
পর্বতের কাছেই (দেবতে পাবে) নিত্যপুষ্পিতকানন  
পঞ্চবটী।’

অগস্ত্যো নৈবদুঃস্থ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।

সংকৃত্যামদ্রুমাশাস তমুষ্ণিং সত্যবাদিনম্॥ ২৩

মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা বললে, লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম  
সেই সত্যবাদী ঋষিকে সম্মান জানিয়ে তাঁর কাছে বিদায়ের  
অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

তৌ তু তেনাজনুজাতৌ কৃতপানভিবন্দনৌ।

তদাশ্রমং পঞ্চবটীং জয়াতুঃ সহ সীতয়া॥ ২৪

তাবা দু'ভাই (বাম লক্ষণ) তাব (মহর্ষি অগস্ত্যের)  
একটি নিয়ে এবং তাঁর পাদবন্দনা করে সীতার সঙ্গে  
অবশিষ্ট আশ্রমের দিকে চলে গেলেন।  
পুত্রিকাপৌ তু নরাধিপারাজৌ  
বিদ্যাকৃতী সময়বোধকাতৌ।

গণোপদিষ্টম পদা মর্শিপা  
প্রজাপতিঃ পঞ্চবীঃ সর্গাভিঃ ॥ ৩৩  
শুকে অগস্ত্যের বাক্যপুত্রস্বয় (বাম লক্ষণ) পুত্রমেলে  
‘তুণ বৈদে’ এবং তাহে বস্তু নিয়ে মহর্ষি নিম্নোক্ত পদে  
একলক্ষ্য হয়ে পঞ্চবীণ দিগন্তে লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে অন্যান্যকালে এযোদশ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥  
মহর্ষি বাণীকি বিনাচিত্ত আদিকাব্যে নামায়ণেও অবশ্যকালে এযোদশ সর্গ সমাপ্তঃ ॥ ১৩ ॥

### চতুর্দশ সর্গ (১৪)

পঞ্চবটীর পথে শ্রীরামাদির জটায়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রামসমীপে জটায়ুর আত্মপরিচয় দান

১ পঞ্চবটীঃ গচ্ছমন্তরা রঘুনন্দনঃ।  
কসাদ মহাকায়ঃ গৃধঃ ভীমপরাক্রমম্ ॥ ১  
রঘুনন্দন রাম পঞ্চবটীর পথে যেতে যেতে পথিমধ্যে  
কাল দেহী ভয়ানক পরাক্রমশালী এক শকুনের সঙ্গে  
দুর্লভ হলেন।  
২ গৃধী ভৌ মহাজাগৌ বনহঃ রামলক্ষ্মণৌ।  
যেনাতে রাক্ষসঃ পক্ষিঃ ব্রুবাপৌ কো ভবানিতি ॥ ২  
মহাজাগ রাম লক্ষ্মণ বনে উপবিষ্ট পক্ষীটিকে দেখে  
বোঁ তাকে রাক্ষস মনে করে, জিজ্ঞাসা করলেন—‘আপনি  
ক?’  
৩ গতা মধুরয়া বাচা সৌম্যয়া প্রীণয়মিব।  
ব্রাহ বংশ মাং বিদ্ধি বয়সাং পিতুরাশ্বনঃ ॥ ৩  
তখন সেই শকুন রামকে প্রসন্ন করার জন্যই যেন  
স্নেহ এবং মধুর বাক্যে বললেন—‘বংশ! আমাকে তোমার  
পিতার বন্ধু বলেই জানবে।’  
৪ তং পিতৃসখঃ মদ্বা পূজ্যামাস রাঘবঃ।  
৫ তস্য কুলমব্যাগ্রমখ পপ্রচ্ছ নাম চ ॥ ৪  
তখন রঘুনন্দন রাম তাঁকে (শকুনকে) পিতৃবন্ধু  
কিষ্ণ সন্মানপ্রদর্শনপূর্বক ধীরে সুস্থে তাঁর নাম ও বংশ-  
পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।  
৬ রামস্য বচনং শ্রুত্বা কুলমাত্তানমেব চ।  
জটাকৈ বিজ্ঞস্ত্যৈ সর্বভূতসমুদ্ভবম্ ॥ ৫

রামের কথা শুনে সেই পক্ষী নিজের এবং  
নিজবংশের পরিচয় দিয়ে প্রাণিকুলের উৎপত্তির বিবরণ  
দিতে লাগলেন।  
পূর্বকালে মহাবাহো যে প্রজাপতিয়োহভবন্।  
তান্ মে নিগদতঃ সর্দানাদিতঃ শৃণু রাঘব ॥ ৬  
‘হে মহাবীর রঘুনন্দন! পূর্বকালে যারা প্রজাপতি  
হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের সমুদয়ে আমি প্রথম (আদি)  
থেকে বলছি, শ্রবণ করো।  
কর্মমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তনন্তরম্।  
শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহুপুত্রশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৭  
হাপুমরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবলঃ।  
পুলস্ত্যশ্চান্নিরাশ্চৈব প্রচেতাঃ পুলহঃ ৮  
দক্ষো বিবশ্বানপরোহরিষ্টনেমিচ্চ রাঘব।  
কশ্যাপশ্চ মহাতেজাস্তেষামাসীচ্চ পশ্চিমঃ ॥ ৯  
‘প্রথম প্রজাপতি কর্মম; অনন্তর যথাক্রমে বিকৃত,  
শেষ, সংশ্রয়, মহাবীর বহুপুত্র, হাপু, মরীচি, অত্রি,  
মহাবলবান ক্রতু, (অতঃপর) পুলস্ত্য, অন্নিরাঃ, তদ্রূপ  
তদনন্তর প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবশ্বান এবং অতঃপর  
অরিষ্টনেমি। হে রাঘব! অতঃপর শেষ (প্রজাপতি)  
মহাতেজস্বী কশ্যাপ।  
প্রজাপতেষু দক্ষস্য বহুবুরিতি বিক্রতাঃ।  
যষ্টিদুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাবলঃ ॥ ১০



‘মহাযশস্বী রাম ! দক্ষ প্রজাপতির ষাটজন কন্যা  
হয়েছিল (জন্মেছিল), যারা যশস্বিনী রূপে বিখ্যাত ছিলেন।  
কশ্যপঃ পতিজ্যোহ তাসামসৌ সুমধামাঃ।  
অদিতিঃ চ দিতিঃ চৈব দনুমি চ কালকাম্॥ ১১  
তত্রাঃ ক্রোধবশাঃ চৈব মনুঃ চাপানলামপি।

‘(প্রজাপতি) কশ্যপ তাঁদের (দক্ষকন্যাদের) মধ্যে  
অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাত্রা, ক্রোধবশা, মনু এবং  
অনলা (নাগী)—এই আটজন সুন্দরীকে প্রতিগ্রহণ (বিবাহ)  
করেছিলেন।

তাস্ত কন্যাততঃ প্রীতাঃ কশ্যপঃ পুনরব্রবীৎ॥ ১২  
পুত্রাঃ প্রৈলোক্যভর্কু বৈ জনয়িষ্যথ মহসমান।

অনন্তর কশ্যপ প্রসন্ন হয়ে সেই কন্যাদের  
বললেন—“তোমরা এমন পুত্রদের জন্ম দেবে, যারা হবে  
ত্রিলোক্য প্রতিপালক এবং আমার মতো (তেজস্বী)।”

অদিতিকল্পনা রাম দিতিশ্চ দনুরেব চ॥ ১৩  
কালকা চ মহাবাহো শেষাভ্রমনসোহভবন্।

‘হে রাম ! অদিতি, দিতি, দনু এবং কালকা—(এঁরা  
প্রত্যেকেই) এই বিষয়ে (পুত্রজন্মদানে) মনঃসংযোগ  
করেন : হে মহাবীর ! অনোরা (তাত্রা, ক্রোধবশা, মনু এবং  
অনলা) কিন্তু অমনোযোগী হয়েছিলেন।

অদিত্যাঃ জজিরে দেবাত্ময়স্ত্রিংশদরিদম্॥ ১৪  
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরশ্বপ।

‘হে শক্রসমন ! অদিতির গর্ভে তেত্রিশজন দেবতা  
জন্মগ্রহণ করেন। হে শক্রসম্ভাপক ! তাঁরা হলেন (দ্বাদশ)  
আদিত্যগণ, (অষ্ট) বসুগণ, (একাদশ) রুদ্রগণ এবং  
(স্বর্গবৈদ্যদ্বয়) অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

(দ্বাদশ আদিত্য—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ,  
সূর্য, ভগ, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, ইষ্টা এবং বিষ্ণু।  
অষ্টবসু—ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রতাপ  
এবং প্রভাস। একাদশ রুদ্র—অজ, একপাদ, অহিরণ্য,  
পিণাকী, অপরাজিত, ত্রাস্ক, মহেশ্বর, শমু, ব্যাকপি, হর  
এবং ঈশ্বর।)

দিতিকল্পনয়ং পুত্রান্ দৈত্যাংস্তাত যশস্বিনঃ॥ ১৫  
ভেমামিষ্যঃ বসুমতী পুরাহসীং সবার্ণবা।

‘হে বৎস (রাম) ! দিতি জন্ম দিয়েছিলেন যশস্বী পুত্র  
দৈত্যদের ; পুরাকালে অবনা ও সাগরসহ এই পৃথিবী কিন্তু  
তাদেরই (দৈত্যদেরই) অধিকারে ছিল।

দনুজ্জন্ময়ং পুত্রমশ্বশ্রীবমরিদম্॥ ১৬  
নরকং কালকং চৈব কালকপি বাজায়ত।

‘হে অরিদম ! অশ্বশ্রীব নামে (এক) পুত্র জন্ম  
দিয়েছেন দনু ; আর কালকা জন্ম দিয়েছেন নরক  
কালক নামক পুত্রদ্বয়ের।

ক্রৌঞ্চীঃ মাসীঃ তথা শোণীঃ ধৃতরাষ্ট্রীঃ তথা শুকীঃ॥ ১৭  
তত্রা তু সুধুবে কন্যাঃ পঞ্চৈতা লোকবিশ্রুতাঃ।

‘কিন্তু তাত্রা জন্ম দিয়েছেন—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শোণী,  
ধৃতরাষ্ট্রী এবং শুকী নামী বিশ্ববিখ্যাত পাঁচ কন্যার।

উলূকাঙ্জনয়ং ক্রৌঞ্চী ভাসী ভাসান্ বাজায়ত॥ ১৮  
ধৃতরাষ্ট্রী তু হংসাংশ্চ কলহংসাশ্চ সর্কশাঃ॥ ১৯

‘ক্রৌঞ্চী জন্ম দিলেন পেচকদের ; ভাসী ভাসপক্ষীর  
শকুন্ত পক্ষীদের জন্মদান করলেন। শোণী জন্ম দিলেন  
তেজস্বী শোন পক্ষীদের (বাজপাখিদের) এবং পুংস  
(শকুনদের)। ধৃতরাষ্ট্রী কিন্তু জন্ম দিলেন সর্বপ্রকার পাখির  
এবং রাজহংসদের।

চক্রবাক্যংশ্চ তত্রা তে বিজজ্ঞে স্যপি ভাসিনী।  
শুকী নতাং বিজজ্ঞে তু নতায়্যঃ বিনতা সূত্রাঃ॥ ২০

‘রাম ! তোমার কল্যাণ হোক। সেই কক্ষি  
(ধৃতরাষ্ট্রী) চক্রবাক পক্ষীদের জন্ম দিলেন। (তাত্রার কক্ষি  
কন্যা) শুকী জন্ম দিলেন নতাকে আর নতার গর্ভে জন্ম  
বিনতার।

দশ ক্রোধবশা রাম বিজজ্ঞেহপ্যাসম্ভবাঃ।  
মৃগীঃ চ মৃগমন্দাঃ চ হরীঃ ভদ্রমদামপি॥ ২১

মাতঙ্গীমথ শাদুলীঃ শ্বেতাঃ চ সুরভীঃ তথা।  
সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সুরসাঃ কল্ককামপি॥ ২২

‘রাম ! ক্রোধবশা দশজন আশ্বজার (কল্ক)  
জন্মদান করেন ; তাঁরা হলেন—মৃগী, মৃগমন্দা, হরী,  
ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শাদুলী, শ্বেতা, সুরভী, সর্বলক্ষণসম্পূর্ণ  
সুরসা এবং কল্ককা।

অপতাং তু মৃগাঃ সর্বে মৃগা নরবরোত্তম।  
ঋক্ষাশ্চ মৃগমন্দায়াঃ সুরাস্চমরাত্মকাঃ॥ ২৩

‘হে নরবরশ্রেষ্ঠ রাম ! মৃগীর সন্তান মৃগমদ, ভদ্র  
মৃগমন্দার (গর্ভে জাত) ঋক্ষগণ (ভল্লুকগণ), সুরস  
(মৃগবিশেষ) এবং চমরগণ (চমর গোক)।

ততস্তিরাবতীঃ নাম জজ্ঞে ভদ্রমদা সূত্রাঃ।  
তস্যাত্তৈরাবতঃ পুত্রো লোকনাথো মহাশক্তিঃ॥ ২৪

‘অতঃপর ভদ্রমদা ইবাবতী নামী কন্যার জন্ম দিলেন ;  
তাব (ইবাবতী) পুত্র জন্মান্তর মহান ইন্দ্রী ইবাবতী।  
হর্যাক্ষ হরয়োহপতাং বানরাস্ত তপস্বিনাঃ।



পালকপালক পাপুলী পাচাংস্কাঙ্গময়ঃ সুতান্ ॥ ২৫  
 'কলীর গঙ্গান সিংহগণ, তপস্বী বানরেনা এবং  
 পাকুল মামক বামনগণ। (কোশলবার কন্যা) পাপুলী  
 নামে এক সন্তানদের জন্মদান করেন।

মহাশয়ঃ মাভল্যঃ অশুভাঃ মনুজর্জতঃ  
 ক্রিয়াজঃ তু কাকুৎস্থঃ শ্বেতা ন্যাকময়ঃ সুতম্ ॥ ২৬  
 'তু নরশেষ্ঠ ! মাভল্যঃ সন্তান হল মাভল্যঃ হে  
 'কাকুৎস্থ ! শ্বেতা (কক) দিব্যাক্ষ নামক সন্তানের জন্মদাতা।  
 'শ্বেতা পুত্রতরৌ রাম সুজতির্থে ন্যাকময়ঃ  
 'শ্বেতাঃ নাম করঃ তে গন্ধর্বাঃ চ দশব্রীহী ॥ ২৭  
 'হে রাম, তোমার কন্যাশ হোক ! (আরও বলছি),  
 'শ্বেতা গাভী এবং যশোবতী গন্ধর্বা নামে কন্যাশয়ের  
 জন্মদাতা।

কোভ্যাকনয়ঃ গাবো গন্ধর্বা বাজিনঃ সুতান্ ॥  
 সুরসজন্মদাতান্ রাম কক্লন্ত পামগান্ ॥ ২৮  
 'রাম ! গোভী গোবদেব জন্ম দিয়েছেন ; গন্ধর্বা  
 নামক সন্তানদের এবং সুরসা নাগেদের (হস্তীদের)  
 জন্ম দেন, আর কক্ল সর্পদের (জন্ম দান করেন)।

মনুশয়ঃ কশাপস্য মহাক্ষনঃ ॥  
 ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়ান্ বৈশ্যাঃ শূদ্রাংস্ত মনুজর্জতঃ ॥ ২৯  
 'হে নরশেষ্ঠ ! মহাত্মা কশাপের ঔরসে (তার  
 স্নেহে) মনু ব্রাহ্মণ-ক্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র (বর্ণ-  
 'বর্ণগানুসারে) জন্মদানের করেন।

মুখজো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্রিয়ামত্থা ॥  
 উরসঃ জতিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৩০  
 'যে উরসে আছে—(পরমেশ্বরের) মুখ থেকে  
 ব্রাহ্মণেরা উদ্ভূত হয়েছে, তদ্রূপ (যথাক্রমে), বক্ষ থেকে  
 বৈশ্যদের উৎপত্তি, উরস থেকে বৈশ্যেরা এবং পদব্রু  
 থেকে শূদ্রেরা উদ্ভূত হয়েছে।

সর্বান পুণ্যফলান্ বৃক্ষানন্যাপি বাজ্যাত  
 পিত্ত চ শুক্লীপৌত্রী কক্লন্ত সুরসাবসা ॥ ৩১  
 'অন্য পুণ্যফলবান বৃক্ষসকলের জন্মদান করেন ;  
 শুক্লী পৌত্রী (মতীর পুত্রী) বিনতা এবং কক্ল হলেন  
 ইন্দ্রবার্ত্তা (কোশলবার কন্যা)।

কল্মণিসকলঃ তু বিজ্ঞে বরদীহরান্ ॥  
 যৌ পুত্রৌ বিনতায়াম গলভোজকপ এব চ ॥ ৩২  
 'পুত্রবীর গাভক সন্তঃ সর্পেব জন্ম দিলেন কক্ল, আর  
 বিনতায় দুই হলেন পুত্র গলভ ও অকপ।

তস্যাজাতোহমকপাঃ সম্পাতিষ্ট মময়াজঃ ॥  
 জটায়ুরিতি মাং নিকি শোণীপুত্রমরিশম্ ॥ ৩৩  
 'হে শত্রুঘ্ন ! আমি । আমাকে সেই অকপের  
 ঔরসে জাত শোণীপুত্র জটায়ু বলে জানবে, আমার অগ্রজ  
 হলেন সাতোদর সম্পাতি।

সোহহং বাসসহায়স্বৈ ভবিয়ামি যদীকসি ॥  
 ইদং দুর্গং হি কাশ্যরঃ যুগলক্ষসংবিতম্ ॥  
 সীতাং চ তাত রক্ষিণ্যে হুয়ি শাতে সলক্ষণে ॥ ৩৪

'বৎস (রাম) ! যদি তুমি চাও তবে, আমি তোমার  
 এই বনবাসে সহায়ক হতে পারি ; কারণ, পশু ও  
 লক্ষস-পরিপূর্ণ এই অরণ্য অতীব দুর্গম। (তাই) লক্ষণের  
 সঙ্গে তুমি কোথাও গেলে (আমি) সীতাকে রক্ষা  
 করব।'

জটায়ুযঃ তু প্রতিপূজ্য রাঘবো  
 মুদা পরিব্রজা চ সন্ততোহুভবৎ ॥

পিতৃর্হি শুশ্রাব সখিহৃদ্যাম্ববা-  
 জটায়ুস্যা সংকথিতং পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫  
 'রাঘব রামচন্দ্র জটায়ুকে সম্মান প্রদর্শন এবং সানন্দে  
 (তাকে) আলিঙ্গন করে (তার চরণে) প্রণত হলেন। মনস্বী  
 রাম জটায়ুর সঙ্গে পিতার (দশরথের) বন্ধুত্বের কাহিনী  
 বারংবার শুনতে লাগলেন।

স তত্র সীতাং পরিদায় মৈথিলীঃ  
 সহৈব তেনাতিবলেন পক্ষিণা ॥

জগাম তাং পক্ষবতীং সলক্ষণো  
 রিশুনু দিব্যকৃষ্ণলজানিবানলঃ ॥ ৩৬

জটায়ুর নিকট মৈথিলী সীতাকে রক্ষার ভার দিয়ে  
 অগ্নিসদৃশ (তেজস্বী) রাম-লক্ষণ এবং সেই বলবান পক্ষী  
 (জটায়ুর) সঙ্গে (লক্ষস) শত্রুদের পতনের যতো দক্ষ  
 করার জন্য (পাঠান্তরে — লক্ষস শত্রুদের দক্ষ করে  
 অরণ্যকে রক্ষা করার জন্য) পক্ষবতীতে প্রবেশ করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাব্যে অরশাকান্তে চতুর্দশ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষি শাস্ত্রীকি নিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরশাকান্তে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

## পঞ্চদশ সর্গ (১৫)

শ্রীরামেণ অনুমতিত্বমে পঞ্চবটীর মনোরম স্থানে লক্ষ্মণ কর্তৃক পৰ্শপালা নির্মাণ  
এবং সেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের সুখে বাস করা

ততঃ পঞ্চবটীং গচ্ছা নানাব্যালম্গাগুতাম্।  
উবাচ লক্ষ্মণঃ রামো হ্যাতরঃ দীপ্ততেজসমঃ ১  
অনন্তর নানাবিধ ত্রিংশ পশু ও ত্রিংশ সমান্তারিণ  
পঞ্চবটী বনে গিয়ে রাম উদ্ভীষ্ট তেজঃসম্পন্ন ডাই লক্ষ্মণকে  
বললেন।

আগতাঃ স্ম যথোচ্চিষ্টঃ যং দেশং মূনিরব্রবীৎ।  
অয়ং পঞ্চবটীদেশঃ সৌমা পুষ্টিপতকাননঃ ২  
'সৌমা লক্ষ্মণ ! মহর্ষি (অগস্তা) যে স্থানের কথা  
বলেছিলেন, সেই যথানির্দিষ্ট পুষ্টিপতকানন পঞ্চবটীপ্রদেশে  
আমরা এসে গেছি

সর্বতর্ঘ্যতাং দৃষ্টিঃ কাননে নিপুণো হ্যসি।  
আশ্রমঃ কতরশ্মিন্ নো দেশে ভবতি সম্মতঃ ৩  
'এই কাননে সবদিকে দৃষ্টি চারিয়ে দেখ, কোন্  
স্থানে আমাদের আশ্রম মনের মতো হবে ; (কারণ, এই  
ব্যাপারে) তুমি-ই দক্ষ।

রমতে যত্র বৈদেহী ভ্রমহঃ চৈব লক্ষ্মণ।  
তাদৃশো দৃশ্যতাং দেশঃ সমিকৃষ্টজলাশয়ঃ ৪  
বনরামণ্যকং যত্র জলরামণ্যকং তথা।  
সমিকৃষ্টং চ যশ্চিৎস্ব সমিৎপুষ্পকুশোদকম্ ৫

'লক্ষ্মণ ! যেখানে বিদেহরাজতনয়া সীতা আনন্দ লাভ  
করবেন, তুমি এবং আমিও আনন্দ পাব, জলাশয়ের  
নিকটবর্তী সেইরকম স্থানের অন্বেষণ করো ; (এমন স্থান  
অন্বেষণ করো) যেখানে বৃক্ষাদি শোভিত বনভূমি, তরুণ  
অরণ্যবেষ্টিত জলাশয় আছে এবং যার নিকটবর্তী স্থানে  
বজ্রকাষ্ঠ, পুষ্প, কুশ এবং জল সুলভ।'

এবমুক্তস্ত রামেণ লক্ষ্মণঃ সংযতাজ্জলিঃ।  
সীতাসমকং কাকুৎস্থমিদং বচনমব্রবীৎ ৬

শ্রীরাম এই কথা বললে, সীতার সামনেই লক্ষ্মণ  
কৃতাজলিপুটে কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে বললেন।  
পরবানশি কাকুৎস্থ ইদ্রি বর্ষশতং হ্রিতে।  
যয়ঃ তু রুচিরে দেশে ক্রিয়তামিতি ভাঃ বদ ৭

'কাকুৎস্থকুল শিরোমণি হে রাম ! আপনি  
শতবর্ষব্যাপী থাকলেও (আমি) আপনাব পরাধীন

(আজ্ঞাবদ দাস) আপনি যথঃ নির্বাচন করে কলক  
স্থানে আমাকে আশ্রম নির্মাণ করতে আদেশ করেন।

সুপ্রীতস্তেন নাকোন লক্ষ্মণস্য মহাগুচিঃ।  
নিমৃশন্ রোচয়ামাস দেশং সর্বগুণাধিতম্ ৮  
স তং রুচিরমাক্রম্য দেশমাত্মকমসি।  
হস্তে গৃহীত্বা হস্তেন রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ৯

মহাতেজস্বী রাম লক্ষ্মণের সেই কথায় প্রসন্ন হয়ে  
বিচারপূর্বক সকল প্রকার গুণযুক্ত একটি স্থান দৃষ্টি  
করলেন এবং সেই স্থানটিকে আশ্রম নির্মাণের জন্য  
মনোরম বিবেচনা করে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে হাতে ধরে  
বললেন—

অয়ং দেশঃ সমঃ শ্রীমান্ পুষ্টিপতকভির্ভূতঃ।  
ইহাশ্রমপদং রম্যং যথাবৎ কর্তব্যমসি ১০

'এই স্থানটি সমতল এবং কুসুমিত তরুরাজি পরিষ্কৃত  
হয়ে শোভামণ্ডিত ; এই স্থানেই যথাযথ রমণীয় পরি  
আশ্রমটি নির্মাণ করতে পারো।

ইয়মাদিত্যসংকাশঃ পদ্মঃ সুরভিগন্ধিভিঃ।  
অদূরে দৃশ্যতে রম্যা পশ্চিমী পদ্মশোভিতা ১১

'সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল কাগ্নিবিম্বিষ্ট রমণীয় সুগন্ধি  
পদ্মশোভিত সরোবর অদূরেই দেখা যাচ্ছে।

যথাব্যতমগন্ত্যেন মূনিনা ভাবিতাশ্রনা।  
ইয়ং গোদাবরী রম্যা পুষ্টিপতকভির্ভূতা ১২

'শুদ্ধাশ্রমঃ করণবিশিষ্ট, আত্মধ্যানপরায়ণ মহর্ষি  
অগস্তা যেমন বলেছেন, এই সেই কুসুমিত পাদপ পরিষ্কৃত  
রমণীয় গোদাবরী নদী।

হংসকারণবাকীর্ণা চক্রবাকোপশোভিতা।  
নাতিদূরে ন চাস্মৈ মৃগযুধনিপীড়িতা ১৩

(যে গোদাবরী নদীর তীরে) হাঁস, বালিহাঁস এবং  
চক্রবাক শোভা পাচ্ছে, হরিণের দল (যার তীরে) বিচরণ  
করছে, সেই নদী বেশি দূরে নয়, বুঝ কাছের নয়।

ময়ূরনাদিতা রম্যাঃ প্রাংশবো বহুকন্দরাঃ।  
দৃশ্যন্তে সিরয়ঃ সৌমা কুন্ডলকুন্ডলভির্ভূতাঃ ১৪

'সৌমা ! ময়ূর-নিবাসিত, প্রফুল্লিত কুন্ডলকুন্ডল  
বহুকন্দর

এসং বহু স্তম্ভসম  
(দেখা যাচ্ছে)।

সৌবর্ণ রাজৈভ  
গন্ধাক্তা ইনা  
'পর্বতগাত্রে

ধাতব রেখাচিত্র  
সদৃশ গবাক্ষের (

সালৈল্লোলৈশ্রমা  
নীবারৈস্তিনিশৈ  
চুতৈরশোকৈস্তি

পুষ্পপুঞ্জমালতো  
সাদনৈশ্চন্দনৈ  
বহাশ্বকর্ণবদিতৈ

'সাল,  
ধানাবৃক্ষ, তরুণ  
তিলবৃক্ষ, কেম  
(পাছপাদপ),

বৃক্ষ) এবং ধ  
কানের মতো

এবং বন্য গে  
পর্বতগুলি) প  
ইদং পুণ

ইহ বৎস্যা  
'এই

সমাকীর্ণ।

(জটায়ুর) স  
এবমুক্তস্ত

অচিরেণাশ্রম  
শ্রীরা

মহাবলবান  
নির্মাণ করত

পর্শপালাঃ  
সুসজ্জাঃ

শরীশাখা  
কুশকাশ

সমীকৃত  
নিবাসঃ



এই বহু প্রভাসময়িত রমণীয় সুউচ্চ পর্বতসকল দৃষ্ট হইতে  
(কেনা যাচ্ছে)।

সৌন্দর্য্য রাজভৈরবপ্রমুখেন দেশে তথা শুভৈঃ।

বাক্ষিঃ উবাচ। গজাঃ পরমভক্তিভিঃ॥ ১৭

‘পর্বতগাংগেব ভাণে ভাণে সূর্য্য সৌখ্যং ত্র্যম্বকপূর্ণ

দেব বেদাচারি দ্বারা শোভিত (না-না গাংগ) সূর্য্যভ্যন্তরস্থান

সদৃশ গবাক্ষের (জানাখান) মতো শোভা পাচ্ছে।

সালিলময়মালৈশ্চ শর্ভুরৈঃ পনসৈশ্চৈমৈঃ।

গীবারৈশ্চিনৈশ্চৈব পুমাগৈশ্চোপশোভিতাঃ। ১৬

চৈতরশৌক্যৈবলৈকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ।

পুষ্পশুভ্রলতোপেইতৈবৈশ্বেদৈকভিরানুভাঃ। ১৭

সাম্পলশ্চন্দনৈর্নাইশ্চ পর্ণ্যসৈর্লকুটৈরপি।

বানুকর্ণধারিতৈঃ শমীকিংশুকপাটৈঃ। ১৮

‘সাল, তাল, তামাল, খেজুর, কাঁটাল, নীবার

হানাবৃক্ষ, তরুণ তিনিশ বৃক্ষ, পুষ্কাগ বৃক্ষ, আম, অশোক,

ত্রিলব্ব, কেশ্যাবৃক্ষ, চম্পক বৃক্ষ (চাঁপা গাছ), স্যন্দন বৃক্ষ

(পাটপাদপ), চন্দন, কদম্ব, পলাশ, জকুচ (ডাছকলের

বৃক্ষ) এবং ধব (ধলা আকুড়া গাছ) অশ্বকর্ণ (ঘোড়ার

কানের মতো পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ), খয়ের গাছ, শমী, পলাশ

এবং বনা গোলাপ গাছগুলি দ্বারা সৃষ্ট অরণ্য পরিবেষ্টিত

পর্বতগুলি পুষ্প-শ্রব্ণ-লতা বেষ্টিত হয়ে সুশোভিত।

ইদং পুণ্যমিদং রম্যমিদং বহুমৃগবিজম্।

ইহ বৎস্যম সৌমিত্রে সার্বমেতেন পক্ষিণা॥ ১৯

‘এই স্থানটি পবিত্র, রমণীয় এবং বহু পশুপক্ষী-

সমাকীর্ণ। হে সৌমিত্র ! এখানেই আমরা এই পক্ষীর

(জটায়ুর) সঙ্গে বাস করব।’

এবমুক্ত্ব রামেণ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা

অচিরেণাপ্রমং ভ্রাতৃশ্চকার সুমহাবলঃ॥ ২০

শ্রীরামচন্দ্র এইরকম বললে, বীরশত্রুনিধনকারী

মহাবলবান লক্ষ্মণ শীঘ্রই (জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতার জন্য আশ্রম

নির্মাণ করলেন।

পর্ণশালাঃ সুবিপুলাঃ তত্র সংঘাতমৃত্তিকাম্।

বৃক্ষাঃ মল্লরৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাঃ সুশোভনাম্॥ ২১

শমীশাখাভিরাঙ্গীর্ণ দৃঢ়পাশাবপাশিতাম্।

কৃশকাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাঃ তথা। ২২

সমীকৃতভাঙ্গাঃ রম্যাঃ চকার সুমহাবলঃ।

নিবাসঃ রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুশ্রমম্॥ ২৩

পর্ণশালাঃ সুবিপুলাঃ তত্র সংঘাতমৃত্তিকাম্।

বৃক্ষাঃ মল্লরৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাঃ সুশোভনাম্॥ ২১

শমীশাখাভিরাঙ্গীর্ণ দৃঢ়পাশাবপাশিতাম্।

কৃশকাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাঃ তথা। ২২

সমীকৃতভাঙ্গাঃ রম্যাঃ চকার সুমহাবলঃ।

নিবাসঃ রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুশ্রমম্॥ ২৩

মহাবলশালী লক্ষ্মণ রাঘব রামচন্দ্রের জন্য নির্মাণ

করলেন একটি সুবিপুল পর্ণকুটার। সেই কুটারের

প্রাচীরের মৃত্তিকা আঘাতে আঘাতে সদৃশ করে

চাঁপাদিকে শব্দ শ্রুত দিলেন ; জাদে লম্বা লম্বা বাঁশের উপর

শমীশাখা বিস্তৃত করে কাশের দাঁতি দিয়ে দৃঢ়কর করলেন।

কৃশ কাশ-শরের লতা বিস্তৃত করে গুচ্ছল সুন্দরভাবে

সমান করে আশ্রমের দর্শনার একটি বাসগৃহ নির্মাণ

করলেন।

স গতা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ নদীং গোদাবরীং তদা।

যাত্রা পশ্যানি তদায় সফলঃ পুনরাগতঃ॥ ২৪

অতঃপর শ্রীমান লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীর তীরে গিয়ে

(নদীকূলে) স্নানান্তে পদ্মপুষ্প ও ফল সংগ্রহ করে পুনরায়

প্রত্যাবর্তন করলেন।

ততঃ পুষ্পনলিং কৃদ্ধা শাব্বিং চ স যথানিধি।

দর্শয়ামাস রামায় তদাপ্রমপদং কৃতম্॥ ২৫

অতঃপর তিনি (লক্ষ্মণ) যথানিধি (দেবোদ্দেশে)

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং বাহুশান্তিক্রিয়া (সমাপন) করে

স্বয়ংকৃত পুণ্যশ্রমটি রামকে দেখালেন।

স তং দৃষ্ট্বা কৃতং সৌম্যমাশ্রমং সহ সীতয়া।

রাঘবঃ পর্ণশালায়াং হর্বমাহারয়ৎ পরম্॥ ২৬

যদুকুলতিলক রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণ-

কৃত সেই মনোরম আশ্রমটি দেখে অত্যন্ত হুগু হইলেন এবং

সেই পর্ণশালায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করলেন।

সুসংহৃষ্টঃ পরিব্রজ্য বাহুভ্যাং লক্ষ্মণং তদা।

অভিনিমগ্নঃ চ গাঢ়ং চ বচনং চৈদমব্রবীৎ॥ ২৭

তখন (রাম) আনন্দাতিশয্যে লক্ষ্মণকে বাহুপাশে গাঢ়

আলিঙ্গন করে সন্তোষ মধুর বচনে বললেন—

প্ৰীতোহস্মি তে মহৎ কর্ম ত্বয়া কৃতমিদং প্রভো।

প্রদেয়ো যম্মিমিত্তং তে পরিব্রজো ময়া কৃতঃ॥ ২৮

‘কর্মের উপর প্রভাবশালী (লক্ষ্মণ) ! তুমি যে মহৎ

কর্মটি করেছ, সেইজন্য আমি প্ৰীত হয়ে তোমাকে প্রদেয়

এই আলিঙ্গন দিলাম।

ভাবজেন কৃতজেন ধর্মজেন চ লক্ষ্মণ।

ত্বয়া পুত্রেন ধর্মাত্মা ন সংবৃত্তঃ পিতা মম॥ ২৯

‘লক্ষ্মণ ! তোমার মতো পরের মনোভাবজ্ঞাতা,

করণীয় কর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং ধর্মজ্ঞ পুত্রের দ্বারা (পুত্রের

জনক) আমার ধর্মাত্মা পিতৃদেব দ্বারা যাননি (তোমার



মহোই ত্রিভি জীবিত আছেন)।  
এবং লক্ষ্মণমুখা তু রাঘবো লক্ষ্মণবর্ষনঃ।  
তন্মিন দেশে বহুফলে নাবসৎ স সুখং সুখী॥ ৩০  
শোভাবর্ষন সুখী রাঘব লক্ষ্মণকে এই রকম বলে  
সেই বহুফলপূর্ণ দেশে সুখে বাস করতে লাগলেন।

কনিঃ কালঃ স ধর্মীনা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।  
অদ্যসামানো নানসৎ স্বর্গলোকে যথামরঃ॥ ৩১  
স্বর্গলোকে দেবতারা যেমন বাস করেন (সেইরকম)  
ধর্মীরা রাম সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে (সেই পক্ষপাতের  
আশ্রমে) কিছুকাল বাস করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতে বাগ্মীকীরে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥  
মহর্ষি বাগ্মীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে বামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫॥

### ষোড়শ সর্গ (১৬)

লক্ষ্মণ কর্তৃক হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা ও ভরতের প্রশংসা এবং সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের গোদাবরীতে স্নান

বসতক্ষ্মা তু সুখং রাঘবস্য মহাস্থনঃ।  
শরৎকালো হেমন্তঋতুরিষ্ট প্রবর্তত॥ ১

লক্ষ্মণ নির্মিত সেই আশ্রম-কুটীরে রঘুনন্দন শ্রীরাম  
সুখে বাস করতে থাকলে, শরৎ ঋতুর অবসানে প্রিয় হেমন্ত  
ঋতুর আগমন হল।

স কদাচিৎ প্রভাতায়াঃ শর্বর্যাং রঘুনন্দনঃ।  
প্রঘরাবভিষেকার্থং রম্যাং গোদাবরীং নদীম্॥ ২

একদিন রাত্রি প্রভাতে রঘুনন্দন শ্রীরাম স্নান করতে  
গোদাবরী নদীতে গেলেন।

প্রয়ঃ কলশহস্তস্ত সীতয়া সহ বীর্ষবান্।  
গৃষ্ঠতোহনুত্রজন্ ভ্রাতা সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ॥ ৩

বিনয়ী অথচ বীর্ষবান ভ্রাতা লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে  
রামচন্দ্রকে অনুসরণ করে যেতে যেতে বলতে লাগলেন।

অরং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ প্রিয়ো যন্তে প্রিয়ংবদ।  
অলংকৃত ইবাজতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ॥ ৪

‘আমার প্রিয়ভাষী দাদা! যেটি আপনার প্রিয় ঋতু,  
যার দ্বারা সমগ্র বৎসরটা মঙ্গলময় ও অলঙ্কৃত মনে হয়,  
সেই ঋতুটি এসে গেছে।

নীহারপঙ্কযো লোকঃ পৃথিবী সসামালিনী।  
জলানানুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ॥ ৫

‘এই ঋতুতে ঘনীভূত শিশিরে মানুষের শরীর হয়  
রুদ্ধ (বসবসে); ধরিত্রী হয় শস্যমালায় সুসজ্জিত।

শীতলতা হেতু জল উপভোগের অনুপযুক্ত, কিন্তু ঋতু  
সুখভোগ্য।

নবায়ণপূজাভির্ভাচ্য পিতৃদেবতাঃ।  
কৃত্যগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্যাণাঃ॥ ৬

‘নতুন শস্যের দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে এবং  
দেবগণকে অর্চনা করে, এই নবায়ণ যজ্ঞকারী সাধুব্যক্তিগণ  
কালক্রমে পাপমুক্ত হন।

প্রাজাকামা জনপদাঃ সম্পন্নতরগোরসাঃ।  
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ॥ ৭

‘এই ঋতুতে জনপদবাসীদের প্রচুর পরিমাণে বাস  
প্রাপ্তির কামনা পূরণ হয় এবং গোদুগ্ধও প্রচুর পরিমাণে  
পাওয়া যায়। বিজয়েচ্ছু রাজারা যুদ্ধযাত্রা বা যুগয়া যাত্রার  
জন্য বিচরণ করেন।

সেবমানে দৃঢ়ং সূর্যে দিশমন্তকসেবিতাম্।  
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোস্তরা দিক্ প্রকাশতে॥ ৮

‘সূর্য এখন যমসেবিতা দিক্ অর্থাৎ দক্ষিণায়নে  
যাওয়ায় উত্তর দিক্ সিন্দূরাদি তিলকহীনা স্ত্রীর ন্যায় (প্রিহীন  
হয়ে) প্রকাশিত হচ্ছে না।

প্রকৃত্যা হিমকোশাঢ্যো দূরসূর্যচ্চ সাম্প্রতম্।  
যথার্থনামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবান্ গিরিঃ॥ ৯

‘হিমালয় পর্বত স্বভাবতই হিমের (বরফের) সমৃদ্ধ  
ভাণ্ডার; সাম্প্রতি সূর্যও দূরে (দক্ষিণায়নে) সরে গেছে।

কতএব হিমালয়ের হিমবান নাম সার্পক।  
 কতএব সুবসংচারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ।  
 দিবসঃ। সুভগাদিত্যাস্থায়ালিলসুভগাঃ। ১০  
 'এই হেমন্ত দিবসে সূর্যকিরণস্পর্শ সুখকর, মধ্যাহ্নে  
 ত্রয়ণ অমন্দায়ক ; কিন্তু জায়া ও জলস্পর্শ ক্রেশকর।  
 দুসুখাঃ সুখীভারাঃ পটুশীভাঃ সমারুভাঃ।  
 কুমারশা হিমক্ষতঃ দিবসঃ জাতি সান্দ্রতম্। ১১  
 'বর্তমানে দিনে সূর্যকিরণ (তেজতীনতাতেতু)  
 দুঃসুখী, চারদিকে ঘন কুমারশা, বায়ু শীতলস্পর্শী, হিমে  
 নত্রি বিক্ষত হওয়ায় অরণ্যসমূহ শূন্য মনে হচ্ছে।  
 দিব্যাকালশয়নাঃ শুমালীভাঃ হিমারুণাঃ।  
 দীপ্তবস্তরারাম্যত্রিয়ামা যান্তি সান্দ্রতম্। ১২  
 'মুক্ত আকাশের নীচে শয়ন নিবারিত হয়েছে। পুষ্যা-  
 নক্ষত্রযুক্ত পৌষ মাসে অরুণমণ্ডল সূর্যকিরণ হিমেজভাব-  
 যুক্ত, সম্প্রতি শীতের রাত্রিগুলি নির্ধরতা।  
 রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্বারাক্ষমণ্ডলঃ।  
 নিশ্বাসাঙ্ক ইবাদর্শচন্দ্রমা ন প্রকাশতে। ১৩  
 'নিঃশ্বাসমলিন দর্পণের মতো হিমাক্ষয় আকাশে চন্দ্র  
 প্রকাশিত হতে না পারায় চন্দ্রের সৌভাগ্য ভূবারমণ্ডিত সূর্যে  
 সংক্রমিত হয়েছে।  
 জ্যেষ্ঠা ভূবারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।  
 শীতব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে। ১৪  
 'পূর্ণিমা তিথিতে ভূবারমলিনা জ্যেষ্ঠা বিরাজ করে  
 কিন্তু শোভা পায় না, (যেমন) রৌদ্রতপ্তা সীতা শ্যামবর্ণা  
 হয়ে দৃষ্ট হন, কিন্তু শোভা পান না।  
 প্রকভা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্বচ্চ সান্দ্রতম্।  
 প্রবতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে বিশৃণুশীতঃ। ১৫  
 'বায়ু স্বভাবত শীতলস্পর্শী, কিন্তু সম্প্রতি হিমযুক্ত  
 পশ্চিম বায়ু বিশৃণু শীতল হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।  
 বাষ্পচ্ছন্নানারণ্যানি বনগোপূমবন্তি চ।  
 শোভন্তেভূদিত্যে সূর্যে নদন্তিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ। ১৬  
 'সূর্যোদয় ক্রৌঞ্চ ও সারসের নিনাদে মুখরিত,  
 (পক্ষ) যব ও গমের ক্ষেত্রপূর্ণ, বাষ্পচ্ছন্ন অরণ্যগুলি  
 বৃন্দ দেখাচ্ছে।  
 শরৎপূর্ণাকৃতিভিঃ নিরোত্তিঃ পূর্ণতুলৈঃ।  
 শোভন্তে কিচ্ছিদালয়াঃ শালয়াঃ কনকপ্রভাঃ। ১৭  
 '(অরণ্যমধ্যস্থ কৃষিজমিতে) খেজুর পুষ্পগুচ্ছের  
 কৃতিবিশিষ্ট শিমুযুক্ত লম্বিত (এবং বায়ু ভারে দোদুল্যমান)  
 ষ্ট চাঁউলপূর্ণ সূর্যবর্ণের শালিধান শোভা পাচ্ছে।

ময়ূষ্মকপসপরিধিমনীহারসংনুতৈঃ।  
 পুরমভূমিতঃ সূর্যঃ শশাঙ্ক ইন লক্ষ্যতে। ১৮  
 'হিম এবং কুমারশা ঢাকা কিরণ নির্গত করে দূরে  
 উদিত সূর্য চন্দ্রের ন্যায় মৃদু আলোকময় দেখাচ্ছে।  
 আশ্রাভাবীর্ষঃ পূর্ণাহ্নে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ।  
 সংরক্তঃ কিচ্ছিদাশাত্তরাতপঃ শোভতে কিচ্ছৌঃ। ১৯  
 'পূর্ণাহ্নে হিমং তেজোময় তেজোতীনপ্রায় কিন্তু  
 মধ্যাহ্নে সূর্যস্পর্শ রক্তিম সূর্যকিরণ মহীতলে ইমং পাণ্ডুর  
 হয়ে শোভা পাচ্ছে।  
 অবশ্যায়নিশ্যাতেন কিচ্ছিৎ প্রক্টিরাপদল্য।  
 বনানাং শোভতে ভূমিনিবিশ্রুতশাতলাঃ। ২০  
 'নিপতিত শিশির বিস্মৃ সিক্ত তৃণাচ্ছাদিত অরণ্যভূমি  
 নবোদিত রবিকিরণে সমুজ্জ্বল সুশোভিত।  
 স্পৃশন্ সুবিশৃণুঃ শীতমুদকঃ বিরদঃ সুখম্।  
 অত্যন্তভূমিতো বনাঃ প্রতিসংহরতে করম্। ২১  
 'অত্যন্ত পিপাসার্ত বন্য হস্তী (পিপাসা নিবারণের  
 আশায়) শীতল জল সানন্দে স্পর্শ করবেই (শীতকাতর হয়ে  
 জল পান না করবেই) বিশাল শৃগু প্রতিসংহরণ করে নেয়।  
 এতে হি সমুশাসীনা বিহগা জলচরিশঃ।  
 নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্ভা ইবাহবম্। ২২  
 'জলচর পক্ষীরা তীরপ্রান্তে উপবিষ্ট থেকেও শীতের  
 ভয়ে জলে অবগাহন (ডুব দিয়ে স্নান) করেছে না, যেমন  
 তীতজনেরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে না।  
 অবশ্যায়তমোনজা নীহারতমসাবৃত্যঃ।  
 প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যতে বিপুল্পা বনরাজয়াঃ। ২৩  
 'রাত্রির অন্ধকারে শিশিরপাত হেতু কুমারশার আঁধারে  
 আচ্ছন্ন পুষ্পহীন বনরাজি নিদ্রিতের ন্যায় দৃষ্ট হচ্ছে।  
 বাষ্পসংহমসলিলা রুতবিজ্ঞেয়সারসাঃ।  
 হিমার্জবালুকৈষ্টীরৈঃ সরিতো জাতি সান্দ্রতম্। ২৪  
 সম্প্রতি বাষ্পচ্ছন্ন জলরাশি সমন্বিত, সারসের  
 চিৎকারে মুখরিত ও শিশিরসিক্ত বালুকাময় তটভূমিযুক্ত  
 নদীগুলি শোভা পাচ্ছে।  
 ভূবারপতন্যৈচৈব মৃদুৎবাদ ভাস্করসা চ।  
 শৈত্যাদগাত্রাহমনি প্রায়েণ রসবজ্জলম্। ২৫  
 'ভূবারপাত এবং সূর্যকিরণের মৃদুতাবশত শীতল  
 হয়েও পর্বত শিখরস্থ জল আশ্রাদনীয়।  
 জরাজজরিতৈঃ পটৈঃ শীর্ণকেশরকর্ষিকৈঃ।  
 নালশেবা হিমক্ষতঃ ন জাতি কমলাকরাঃ। ২৬  
 'হিমে বিক্ষত পদ্মপত্রগুলি পরিপক্বতাহেতু জীর্ণ



এবং পঞ্চব্রহ্ম ও পঞ্চকোষ শুদ্ধ হওয়ায় যুগল (পদ্মের  
ভাটা) মাত্র অবশিষ্ট পদ্মসংবোধগুলি শোভাযুক্ত হয়ে  
পড়েছে।

অস্মিংশে পুরুষবাগ্নে কালে দুঃখসমমিতঃ।  
তপস্কলতি ধর্মাস্তা হৃদন্তা ভরতঃ। পূর্বে। ২৭  
'কহ, হে নবশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে, আপনার প্রতি  
প্রজ্ঞান অতীত দুঃখী পবন স্মরক ভরত নগবীত  
তপস্যাগত

অন্তা রাজাঃ চ মাঃ চ ভোগাংশে বিবিধান বহু  
তপস্বী নিয়তাহারঃ শোভে শীতে মধীতলে। ২৮  
'বটমানে তিনি রাজা, সম্মান এবং নানাপ্রকার বহু  
সংখ্যক ভোগ্যবিষয় পরিত্যাগ করে এবং সংযতাহারী ও  
তপস্যাবত হয়ে শীতল ভূমিতে শয়ন করেন।

সেহপি বেলামিমাং নৃনমভিষেকার্থমুদাতঃ।  
কৃত্য প্রকৃতিজিনিতাং প্রযাতি সরযুং নদীম্। ২৯  
'তিনিও নিশ্চয়ই প্রতিদিন এই নির্দিষ্ট সময়ে স্নানের  
জন্য প্রস্তুত ও প্রজ্ঞানের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে সরযু নদীতে  
যান

অভ্যাসুখসংবৃকঃ সুকুমারো হিমাদিতঃ।  
কথং তপসরাত্রেশু সরযুবগাহতে। ৩০  
'অভ্যাসু সুখে সংবর্তিত কোমল দেহ রাজকুমার  
ভরত কী করে রাত্রিশেষে শীতলীভূত হয়েও সরযুর জলে  
অবগাহন ডুব দিয়ে স্নান করেছেন?

পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্ নিরুদরো মহান্  
ধর্মজ্ঞঃ সভাবাদী চ হ্রীনিষেধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ৩১  
প্রিয়ভাষী মধুরো দীর্ঘবাহুররিন্দমঃ।  
সংতাজা বিবিধান সৌখ্যনার্থং সর্বাঙ্গনাশ্রিতঃ। ৩২

'পদ্মপলাশলোচন, শ্যামল, শ্রীমান, কৃশোদর,  
মহান, ধর্মজ্ঞ, সভাবাদী, লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়ভাষী,  
মধুর-স্বভাব, দীর্ঘবাহু, শত্রুজয়ী ভরত নানাবিধ সুখের  
বিষয় পরিত্যাগ করে সর্বাঙ্গকরণে জ্যোষ্ঠভ্রাতারই আশ্রয়  
গ্রহণ করেছেন।

জিতঃ স্বর্গস্তব ভ্রাতা ভরতেন মহাস্থনা।  
বনজমপি তাপসো যজ্ঞামনুবিধীয়তে। ৩৩  
'আপনার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত স্বর্গকে জয় করেছেন;  
তপস্যায় দ্বিত হয়ে তিনি আপনার বনবাস-জীবনের  
অনুসরণ করছেন।

ন পিতৃমনুবর্ত্তে মাতৃকং দ্বিপদা ইতি।  
খ্যাতো লোকপ্রবাদোহয়ং ভরতেনান্যথা কৃতঃ। ৩৪

'লোকপ্রবাদ খ্যাত আছে—মানুষ (প্রায়শই) পিতার  
(গুণদোষাদির) অনুসরণ না করে মাতাকে অনুসরণ করে;  
ভরত কিন্তু এই প্রবাদ অন্যকণ পরিবর্তিত করেছেন,  
ভর্তা দশরথো যস্যঃ সাধুশ্চ ভরতঃ সুতঃ।  
কথং নু সাধ্বা কৈকেয়ী তাদৃশী কুরদধিনী। ৩৫  
'যাঁর স্বামী সাধুচরিত্র রাজা দশরথ এবং পুত্র তাঁর  
সচরিত্র ভরত, সেই মাতা কৈকেয়ী কীভাবে এইরকম  
কুরদধিনী হবেন'

ইতোবং লক্ষণে বাক্যং মেহাদ্ বদতি ধর্মিকে।  
পরিবাদং জনন্যাত্মমসহন রাঘবোধব্রবীৎ। ৩৬  
'ধার্মিক লক্ষণ ভরতের প্রতি প্রীতিবশত এই রকম  
কথা বললে, মাতা কৈকেয়ীর প্রতি সেই নিন্দাবাক্য শু  
করতে না পেলে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম বলতে লাগলেন—  
ন তেহহা মমামা তাত গর্হিতব্যা কদাচন।

তামেবেক্ষাকুনাথস্য ভরতস্য কথং কুরু। ৩৭  
'বৎস লক্ষণ! তুমি কখনই মেজো মা-র নিদ  
করতে পার না (কারণ তা শোভা পায় না); তুমি বরা  
ইক্ষাকু-কুলপতি ভরতের সেই সব কথা বলো।

নিশ্চিতৈব হি মে বুদ্ধিবর্নবাসে দূরতঃ।  
ভরতমেহসংতপ্তা বালিশীক্রিয়তে পুনঃ। ৩৮  
'বনবাসের জন্য দূরচিহ্ন হয়ে আমি বুদ্ধি হ্রি  
করেছি; তথাপি ভরতের প্রতি মেহবশত আমার ম  
আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সংস্মরামাস্য বাক্যানি প্রিয়াণি মধুরাণি চ।  
হৃদ্যান্যমৃতকল্পানি মনঃপ্রসাদনানি চ। ৩৯  
'ভরতের সেই প্রিয়, মধুর, হৃদয়ের প্রীতিকর,  
অমৃত-কল্প এবং আহ্লাদজনক কথাগুলি আমার স্মরণ  
আসছে।

কদা হ্যহং সমেষ্যামি ভরতেন মহাস্থনা।  
শত্রুহ্মেন চ বীরেণ ত্বয়া চ রঘুনন্দন। ৪০  
'হে রঘুকুলনন্দন লক্ষণ! আবার কবে তোমার  
সঙ্গে নিয়ে আমি মহাত্মা ভরত এবং বীর শত্রুহ্মের ম  
মিলিত হব!'

ইতোবং বিলপংস্তত্র প্রাপ্য গোদাবরীং নদীম্।  
চক্রেহভিষেকং কাকুৎস্থঃ সানুজঃ সহ সীতয়া। ৪১  
এইভাবে বিলাপ করতে করতে কাকুৎস্থকুলনন্দন  
শ্রীরাম অনুজ ভ্রাতা লক্ষণ ও সীতাদেবীর সঙ্গে গোদাবরী  
নদীতীরে উপস্থিত হয়ে, নদীতে স্নান করলেন।

তপয়িত্বাথ সলিলৈস্তৈঃ পিতৃন্ দৈবতানপি।

শ্রবতি স্মোদিতঃ  
অনন্তর  
গোদাবরীর  
দেবতাদের  
করলেন।  
কৃত্যভিষেকঃ

কৃত্যভিষেকো  
তস্মাদ্ গোদা  
তারপর  
গোদাবরীর তী  
আশ্রমঃ  
কৃত্য পৌ-  
লক্ষণস  
করণীয় হোম-  
করলেন।  
উবাস স  
স রামঃ  
বিররাজ  
লক্ষণেন  
মহাবী  
অবস্থানকালে  
করছিলেন।  
অবস্থানকালে  
করতেন।  
তদাসীনস্য  
তং দেশঃ  
সাহু





তরুণঃ দারুণা বৃক্ষা বক্ষিণঃ কামভাষিণী  
মাতৃবৃত্তঃ সুদুর্ভা প্রিয়মপ্রিয়বর্ণনা ॥ ১১  
শরীরজনমাবিষ্টা রাক্ষসী রামমব্রবীৎ।  
জটী জাপসবেশেণ সস্তাৰ্হঃ শরচাপশূক। ১২  
আপতভুমিমঃ দেশঃ কথং রাক্ষসসেবিতম্।  
কিমাগমনকৃত্যঃ তে তবুমাখ্যাতুমহসি ॥ ১৩

তখন সেই কুৎসিতবদনা, বিশালোদনা, ভাঙ্কবাগী,  
তপস্কেলী, কুৎসিতরূপা, কর্ণশস্রবা, ভীষণা, বৃক্ষা, কটু  
ভাষিণী, দুযাচাৰ্যবী, কুরুপা, শ্রীবামের দৈহিক রূপে  
আকৃষ্টা রাক্ষসী শূর্ণগথা—সুন্দরানন, ক্লিষ্টকটি (কোমর),  
আয়তনেত্র, চিকনকলাকশ, প্রিয়াকর্শন, মধুরমুখ, তরুণ,  
সবল স্বভাব, ন্যায়বান, সুকণ্ঠ রামচন্দ্রকে বলল—‘তপস্বীর  
বেশে জটী ও ধনুর্বাণধারী সস্ত্রীক তুমি এই রাক্ষসদের  
দেশে কেন এসেছ ? তোমার আগমনের কারণ আমায়  
বিশদভাব বলো।’

এবমুক্ত্বা রাক্ষস্যা শূর্ণগথ্যা পরস্তপঃ।  
ঋকুবুদ্ধিতয়া সর্বমাখ্যাতুমুচক্রমঃ ॥ ১৪

রাক্ষসী শূর্ণগথা কর্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে,  
শত্রুতাপন রাম সরল-বুদ্ধিতে সবকিছু বলতে আরম্ভ  
করলেন।

আসীদ্ দশরথো নাম রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ।  
তস্যাহমব্রজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ॥ ১৫  
‘দেবতাদের ন্যায় পরাক্রমশালী “দশরথ” নামে  
এক রাজা ছিলেন ; জনগণের কাছে “রাম” নামে খ্যাত  
আনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জাতায়ঃ লক্ষ্মণো নাম যবীমান্ মামনুজতঃ।  
ইয়ং ভার্গা চ বৈদেহী মম সীতেতি বিপ্রজ্ঞা ॥ ১৬  
‘ইনি আমার অনুগত ছোট ভাই লক্ষ্মণ এবং ইনি  
বিদেহরাজকন্যা, আমার স্ত্রী সীতা নামে পরিচিতা।  
নিয়োগ্যে তু নরেন্দ্রস্য পিতৃমাতৃশুচ যদ্রিতঃ।  
ধর্মার্থঃ ধর্মকাঙ্ক্ষী চ বনং বন্তুমিচ্ছাগতঃ ॥ ১৭

‘পিতা মহারাজ দশরথ এবং মাতার আদেশে  
প্রেমিত হয়ে ধর্মরক্ষার্থ ধর্মপালনের ইচ্ছায় বন বাস করার  
জন্য এখানে এসেছি।’

জ্ঞাং তু বেদিভূমিচ্ছামি কস্য ভুং কাসি কস্য বা।  
ভুং হি ভাময়নোজ্যাকী রাক্ষসী প্রতিভাসি মে ॥ ১৮  
ইহ বা কিং নিমিষ্টং হুমাগতা ব্রূহি তত্ত্বতঃ।

এবার, রাম সেই শূর্ণগথার পরিচয় জানার  
জন্য বললেন—‘এখন আমি তোমার বিষয়ে জানতে চাই ;

তুমি কার কন্যা, কী নাম তোমার, কারই বা তুমি স্ত্রী ?  
তোমাকে কোনও সুন্দরকাণ্ডি সেধধারিণী রাক্ষসী বলে বলে  
হচ্ছে। এখানে কেন এসেছ ? এই সব বিষয়ে আমারে  
সবিশেষ বলো।’

সত্রেবীদ্ বচনং শ্রদ্ধা রাক্ষসী মদনানিভা ॥ ১৯  
শ্রবতাং রাম তদ্বার্থঃ বক্ষ্যামি বচনং মম  
অহং শূর্ণগথা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ॥ ২০

শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে কামপীড়িতা সেই রাক্ষসী  
বলল—‘রাম ! সত্য কথা বলব, আমার কথা শোনো। আমি  
স্নেহাকরুণপাবিনী শূর্ণগথা নামে রাক্ষসী।

অরণ্যঃ বিচরামীদমেকা সর্বভয়ংকরা  
রাবণো নাম মে ভ্রাতা যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥ ২১

‘সকল প্রাণীর অন্তরে ভয় উৎপাদনকারিণী আমি  
একাকিনীই এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। রাবণ আমার ক  
ভাই ; হয়তো তার নাম তোমার শোনা আছে।

বীরো বিপ্রবসঃ পুত্রো যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ।  
প্রবন্ধনিদ্রচ্চ সদা কুস্তকর্ণো মহাবলঃ ॥ ২২

‘তোমার হয় তো শোনা আছে যে, বিশ্ববার বীর পুত্র  
রাবণ এবং সর্বদা দীর্ঘনিদ্রাকারী মহাবীর কুস্তকর্ণ আমার  
ভাই।

বিভীষণস্ত ধর্মাত্মা ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ।  
প্রখ্যাতবীর্যো চ রণে ভ্রাতরৌ খরদুষণৌ ॥ ২৩

‘আমার তৃতীয় ভ্রাতা ধর্মপ্রাণ বিভীষণ কিং  
রাক্ষসাচারী (রাক্ষসের আচরণকারী) নয়। অপর দুই ভাই  
খর ও দুষণ যুদ্ধে মহাবীর বলে খ্যাত।

তানহং সমতিক্রাজাং রাম ভ্রাতা পূর্বদর্শনাৎ।  
সমুপেতাশ্মি ভাবেন ভ্রতারণং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৪

‘রাম ! প্রথম দর্শনেই পুরুষোত্তম তোমাকে মনে  
মনে পতিত্রে বরণ করে তাদের (ভাইদের) উল্লঙ্ঘন করে  
(না জানিয়েই, তোমার কাছে) আমি এসেছি।

অহং প্রভাবসম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী।  
চিরায় ভব ভর্তা মে সীতয়া কিং করিষাসি ॥ ২৫

‘আমি অমিত প্রভাবশালিনী এবং স্নেহোবিরণ-  
কারিণী। তুমি চিরকালেব জন্য আমার পতি হও ; সীতাকে  
দিয়ে কী করবে ?

বিকৃতা চ বিরূপা চ ন সোয়ং সদৃশী তব।  
অহমেবানুরূপা তে ভাষ্যরূপেণ পশ্যাম ॥ ২৬

‘সীতা বিকারযুক্তা এবং কুরুপা, (অতএব) তোমার  
যোগ্য নয়। আমি-ই তোমার উপযুক্ত ; অতএব আমারে

স্ত্রী কপে দেব (প্রভা  
হমাং বিরূপামস  
জনৈঃ সহ তে  
\*(আমি) তে  
সসতী, ভয়ঙ্করী এ  
ফেলব।  
ততঃ পর্বতশৃঙ্গা  
পশান্ সহ ময়া

শ্রীরাম

জাং তু শূর্ণ  
স্নেহমা শ্রব  
তখন কা  
শিতহাসো মধু  
কৃতদারোহস্মি  
ইবিধানাং তু  
‘দেবি !

আপনার ন্যায়  
করা অতীব দুঃ  
অনুজ্ঞেয়  
শ্রীমানকৃতদার  
অপূর্বী জা  
অনুরূপশচ

‘লক্ষ্মণ  
স্বভাবসম্পন্ন,  
অপূর্ব স্ত্রী-প্রা  
অনুরূপ পতি  
এনং তজ্জ

‘তব পদে গমন করো’।

বিরামসতীঃ করালং নিশতোদরীম্।

সহ তে স্রাতা ভক্ষয়িষ্যামি মানুধীম্॥ ২৭

‘অম’ তোমার জই (লক্ষণ) এর সঙ্গে কুকণা,

ওষধী এবং কুশোদরী এই মাইলাকে দেখে

পবিত্রস্থানি বনানি বিবিধানি চ।

সহ ময়া কামী দণ্ডকান্ বিচরিস্যামি॥ ২৮

‘তবপদে (তুমি) পবিত্রস্থানমূহ এবং নানান বন  
দেখতে আমার সঙ্গে কামমুখ হয়ে দণ্ডকারণ্যে  
বিহার করবে।’

ইতোনমুজঃ কাকুৎস্থঃ প্রহসা মদিরেক্ষণাম্।

ইমং পানমারেজে বক্ষুঃ বাকবিশারদঃ॥ ২৯

এইরকম কথিত হলে, বাকপটু কাকুৎস্থ নাম উক্ত

সাহা করে মদ্যপানে আবক্ত নয়না (চুলুচুলু নেত্রা)

শূর্ণপাণ্ডে এই কথা বলতে শুরু করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামাংসে বাণীকৃত্যে আদিকাবে অবশ্যাকান্তে সপ্তদশ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

মহাঐ বাণীকি বিবচিত্ত আদিকাং বামায়নের অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

### অষ্টাদশ সর্গ (১৮)

শ্রীরাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শূর্ণপাণ্ডার লক্ষণের কাছে প্রণয়ভিক্ষা, সেখানেও প্রত্যাখ্যাতা হয়ে  
সীতাকে আক্রমণ করায় লক্ষণ কর্তৃক তার নাসাকর্ণচ্ছেদন

জা তু শূর্ণপাণ্ডা রামঃ কামপাশাবপাশিতাম্।  
বেঙ্কয়া শুল্কয়া বাচা স্মিতপূর্বমথারবীৎ॥ ১

তখন কামপাশে আবদ্ধা শূর্ণপাণ্ডাকে শ্রীরাম বেঙ্কয়া  
স্মিতহাস্যে মধুর বাক্যে বললেন -

কৃপারোহস্মি ভবতি ভার্য্যেয়ং দয়িতা মম।

বিধানাং তু নারীনাং সুদুঃখা সসপত্নতা। ২

‘দেবি ! আমি বিবাহিত, ইনি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী।

অপনার ন্যায় বিশিষ্টা স্ত্রীগণের সপত্নীর সতীনের সঙ্গে বাস  
করা অতীব দুঃখদায়ক।

অনুজ্ঞেষ মে স্রাতা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।

শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষণো নাম বীর্যবান্॥ ৩

শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষণো নাম বীর্যবান্॥ ৩

অপূর্বী ভার্য্যা চার্থী তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ।

অনুরূপস্ত তে ভর্তা রূপস্যাসা ভবিষ্যতি॥ ৪

‘লক্ষণ নামে আমার এই অনুজ স্রাতা বীর্যবান, সৎ

ইতিবসম্পন্ন, প্রিয়দর্শন শ্রীমান। এব সঙ্গে স্ত্রী নেই। যদি এ

অপূর্ব স্ত্রী-প্রার্থী হয়, তবে তরুণ, প্রিয়দর্শী তোমার রূপের

অনুরূপ পতি হবে (হতে পারে)।

এং উক্ত বিশালাক্ষি ভর্তারং স্রাতরং মম।

অসপত্না বরারোহে মেকমকপ্রভা যথা॥ ৫

‘অয়ি বিশালাক্ষি সুন্দরি ! সূর্যকিরণ যেমন মেক  
পর্বতকে, সেই রকম তুমি আমার এই ভাইকে পতিরূপে  
ভজনা করো এবং সপত্নীতীতিরহিতা হও।’

ইতি রামেণ সা প্রোক্তা রাক্ষসী কামমোহিতা।

বিসৃজ্য রামং সহসা ততো লক্ষণমববীৎ॥ ৬

রাম এই কথা বললে, কামমুখা রাক্ষসী সহসা

রামকে ছেড়ে লক্ষণকে বলল -

অস্যা রূপসা তে যুক্তা ভার্য্যাং বরবর্ধিনী।

ময়া সহ সুখং সর্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিস্যামি॥ ৭

‘লক্ষণ ! আমি তোমার এই সুন্দর রূপের সুন্দরী স্ত্রী

হওয়ার উপযুক্ত। আমার সঙ্গে তুমি আনন্দে সারা

দণ্ডকারণ্যে আনন্দে বিচরণ করতে পারবে।’

এবমুক্তস্ত সৌমিত্রী রাক্ষস্যা বাক্যকোবিদা।

ততঃ শূর্ণনখীং স্মিত্বা লক্ষণো যুক্তমববীৎ॥ ৮

রাক্ষসী এইরকম বললে, সুমিত্রানন্দন বাকপটু

লক্ষণ স্মিতহাস্যে কুলার ন্যায় নখ বিশিষ্টা শূর্ণপাণ্ডাকে

যুক্তিযুক্ত কথা বললেন -



ককঃ দাসলা মে দাসী ভাড়া জনিভুমিভসি।  
সোভহমার্গেণ পরবান ভাড়া ককঃবর্ণিন ॥ ৩

সেইসময়কারেও শরবান ভাড়া কখনোই  
 "অতি বক্রপদসম্মান সুকবি। অমি-ও যোগ্য ভাষার  
 অধীন। অতএব কেন অমাব নতুন লাসব হু হুয় দলী  
 হতে চাইছ?"

कट्टर लोडिंग "      मुनिशामलनवर्णिनी ।  
 सन्तुष्टार्थसा      सिद्धार्थी  
 आर्थसा इदं      निष्ठाभाषि      धर्मार्थ      उच्च मनोमयी ॥ १०

‘অন্য বিদ্যালয়’ : অষ্টাষ্ট-প্রমতা প্রাচীন জ্যোতি  
প্রাচীন যোগ সূত্রী কৃষ্ণ : অষ্টাষ্ট-প্রমতা প্রাচীন জ্যোতি

এবার বিরামমস্তীঃ কতলাঃ নির্ভ্রোদরীন্।

‘এই কুকথা, অসতী, বিকৃতঙ্গী, কুশোদরী, বৃদ্ধা

‘এই কুকাপা, অসতী, নিকৃষ্টাঙ্গী, কনোপমা, শুষ্ক  
পরিভাষা করে ইনি তোমাকেই স্ট্রীকপে উজ্জন  
করবেন।’

করবেন।  
কো হি রূপমিদং শ্রেষ্ঠং সংতাজা বরবর্ষিনি।  
মহাদেবীঃ কন্যারোহে কর্ণাদ ভাবং বিচক্ষণঃ ॥ ১২

‘অগ্নি প্রশস্ত্য নিতম্বিনি সুন্দরি ! কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি  
মানুষের মন এই স্তোত্র রূপ পরিচয় করে মানুষের প্রতি

তাহার মতো এই শ্রেষ্ঠ রূপ পরিত্যাগ করে মানুষীর প্রতি  
প্রশ্ন নিবেদন করবে ?

যতি সা লক্ষ্মণেনোক্তা করালা নির্ণতোদয়ী।  
ন্যতে তদ্বচঃ সত্যং পরিহাসাষিচ্ছলা ॥ ১৩

সেই ভয়ঙ্করী লম্বোয়ারী পৰিহাস বুঝতে অক্ষম  
পূর্ণবা লম্বোয়ারী কথা সভ্য বলেই মনে করল।

পূর্ণাঙ্গা সম্ভবের কথা সত্য বলেই মনে করল।  
 ১। ব্রাহ্মঃ পূর্ণাঙ্গায়ামুপবিষ্টঃ পরম্ভগম্।  
 ২। ক্রিয়া সহ দর্শনমতবীঃ কামমোহিতা ॥ ১৪

সহ দুর্ঘনম্রবীং কামমোহিতা ॥ ১৪  
কামমুগ্ধা শূর্ণদবা পর্ণকুটারে সীতাসহ উপবি

मातुः विक्रमाम्नीतः कपालाः निर्णतोदरीम् ।

‘তমি এই করুণা অসতী ভয়ঙ্করী কুশোদরী বদ

‘তুমি এই কুরুপা অসতী ভয়ঙ্করী কৃশোদরী বৃদ্ধ  
কে পেয়ে আমাকে সম্মান করছ না।

॥ सद्यः चरित्राणि निःसपत्न्या यथासूचम् ॥ १ ॥

সহ চরিত্রাশ্রম নিঃসপত্তা যথাসুখম্ ॥ ১০ ॥

<sup>১০</sup> অসৌখ্যে প্রত্যেক ভীষিতার বিশেষণ রূপে লক্ষণ যে পদ

‘একনষ্ট হোমার সামনেই আমি এঁই নারিকে পেয়ে  
সতীন থেকে মুক্ত হয়ে হোমার সঙ্গে যথেষ্ট আনন্দে ব্যর্থ  
নেতাব।’

ইত্যাদি  
অভাগজ্ঞে  
১৩ বঙ্গো, নোভিগীর প্রতি ধানবান দি

এই বসে, দোতলার প্রতি বারদান বি  
উদ্ধাব নতুন, স্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ চকুবিদিত  
এই অঙ্গার চকু হয়ে নগনরনা সীতার প্রতি

বাক্যসী, অত্যন্ত সুন্দর হয়ে মৃগনয়না সীতার প্রতি  
ধাবিত হল।

তাঃ মৃত্যুপাশপ্রতিমামাপত্ত্বীঃ মহাবলঃ।  
 বিগৃহ্য রামঃ কুপিতভূতো লক্ষ্মণমবনীহ।।

মৃত্যুপাশতুল্য ভয়ঙ্করী সেই বান্দসীকে নীতার চিত্র  
 প্রাসতে দেখে মহাবলী রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নিগ

করলেন এবং লক্ষ্যগকে বললেন—  
 ফাইব্রনার্বে: সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথংচন।

কৃষ্ণেরনার্থে সৌমিত্রে পারহাসঃ কথংচন।  
ন কার্যঃ পশ্য বেদেদ্বীং কথংচিৎ সৌম্য জীবতীহ॥  
কৈশিকব্রজ । নিষ্ঠুর অনার্যদের সঙ্গে বে

‘সৌম্যলক্ষণ ! নিষ্ঠুর অনার্যদের সঙ্গে যে  
প্রকার পরিহাস করা উচিত না ; দেখ, বিদেহরাজ

ইমাম বিজ্ঞপ্যামনতীমতিমস্তাং মহোদয়ীন্

ইমার বিরূপামসতানাতমস্তাঃ নহেদরান্  
 ব্রাহ্মসীঃ পুরুষব্যাদ্র বিরূপমিতুমহসি  
 'হে নরশার্দন লক্ষ্মণ ! এই কুরুগা ব্যাতি

‘হে নরশার্দূল লক্ষ্মণ ! এই কুরুগা ব্যাতি  
অত্যন্ত উগ্রতা লম্বোদরী রাক্ষসীকে বিরূপা অঙ্গহীন

দাও।  
ইত্যাকো লক্ষ্যপুস্তকঃ ক্রুখো রামস্য পশাতঃ

উদ্ভূত বসং চিচ্ছেদ কর্ণনাসে মহাবল  
রামচন্দ এই কথা বললে, মহাবলী লক্ষ্মণ

রামচন্দ্র এই কথা বললে, মহাবলী লক্ষ্মণ  
সামনেই সজোরে খড়্গ উত্তোলন করে শূর্ণবার

নিকৃৎকর্ণনামা তু বিশ্বরং সা বিনদ্য

নিকৃষ্টকৰ্মীনাশা তু বিশ্বরং সা বিনদ্য  
যথাগতং প্রদুহাব ঘোরা শূৰ্পশা ক  
নাকুলানকোটা ঘেঁই কালকী বিকর মূৰে গড়া

নাককানকাটা সেই ভয়ঙ্করী বিকৃত স্বরে গর্জ  
করতে যেদিক থেকে এসেছিল সেই বনে ছুটে

করতে যৌনক থেকে এসেছিল সেই বনে ছু-  
গেল।

১৩ অসংখ্য শ্রোতৃবর্গের বিশেষণ রূপে লক্ষণ যে পদগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলি প্রত্যেকটিই স্বার্থক; শূর্ণগন্ধার কাছে একটি অতিবা না শব্দার্থ প্রকাশক; কিন্তু লক্ষণ শ্রেষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। যেমন 'বিকাপা (শ্লিষ্ট অর্থে—বিশিষ্ট কণবতী), অসতী (নাই সতীতা অর্থে—সতীশ্রুতা), কবলা (বিকৃতঙ্গী—বিশেষভাবে গণিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যৌব, অর্থাৎ সংহতিতঙ্গী), কেশান্দী (নিম্নানভিবিষ্টা সুন্দরী) এবং বৃক (অন্নবৃক, অন্নিশ্রুতা)—এইরকম শ্রেষ্ঠা সুন্দরী সতীকে ত্যাগ করে রাম (কি) তোমাকে ভজনা করবেন?'—এখানে শ্রেষ অঙ্গবর্তক ব্যবহৃত।

স বিক্রপা মহাঘোরা রাক্ষসী শোণিতোক্ষিতা,  
 নন্দ বিবিধান্ নাদান্ যথা প্রাণি ভোয়দঃ ॥ ২৩  
 সেই মহাভয়ঙ্করী বিকৃতকপা রাক্ষসী শোণিতসিঞ্চা  
 হয়ে বর্ষাকালীন মেঘের মতো নানাভাবে গর্জন করতে  
 লাগল।  
 স বিক্রমন্তী রুধিরং বহুধা ঘোরদর্শনা  
 প্রণয় বাহু গজস্ত্রী প্রবিবেশ মহাবনম্ ॥ ২৪  
 ক্ষতস্থান থেকে রক্তঝরা অবস্থায় সেই ভয়ঙ্করী  
 রাক্ষসী দু'হাত উপরে তুলে গর্জন করতে করতে গভীর  
 বনে প্রবেশ করল।  
 হস্ত সা রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতঃ  
 খরঃ জনহানগতঃ বিক্রপিতা।  
 উপত্য তং ভ্রাতরমুগ্রতেজসঃ

পশাত্ত ক্রৌঞ্চী গগনাদ্ যথাশনিঃ ॥ ২৫  
 লক্ষ্মণ কর্তৃক বিকৃতকৃতা সেই রাক্ষসী জনহান মথো  
 রাক্ষসগণ পরিত্যক্ত উগ্র ভেজস্বী ভ্রাতা খরের কাছে উপস্থিত  
 হয়ে আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো ভূমিতে লুটিয়ে  
 পড়ল।  
 ততঃ সজ্জাঃ ভয়মোহ মুর্ছিতা  
 সলক্ষ্মণঃ রাঘবমাগতঃ বনম্।  
 বিক্রপণঃ চান্ধানি শাণিতোক্ষিতা  
 শশংস সর্বঃ ভগিনী খরসা সা ॥ ২৬  
 তখন ডয়ে মোহগ্রস্তা হয়ে মুর্ছিতা ও রক্তাক্তদেহা  
 খরের ভগিনী শূর্ণনখা নিজের এই কুরুপকরণ এবং স্ত্রী ও  
 লক্ষ্মণসহ রাঘব রামচন্দ্রের বনে আগমনের বিষয়ে  
 বিস্তারিতভাবে খরকে জানালো।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥  
 মহর্ষি বাম্বীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

### একোনিবিংশ সর্গ (১৯)

ভগিনী শূর্ণনখার মুখে লক্ষ্মণ কর্তৃক তার দুর্দশার বৃত্তান্ত শুনে রামাদিকে  
 হত্যার জন্য ক্রুদ্ধ খর কর্তৃক চৌদ্দজন রাক্ষসসেনা প্রেরণ

তাং তথা পতিতাং দৃষ্ট্বা বিক্রপাঃ শোণিতোক্ষিতাম্  
 ভগিনীং ক্রোধসন্তপ্তাঃ খরঃ পপ্রচ্ছ রাক্ষসঃ ॥ ১  
 সেই বিকৃতা (অঙ্গহীনা) ভগিনীকে সেইভাবে  
 রক্তাক্ত অবস্থায় পতিত হতে দেখে ক্রোধোদ্দীপ্ত রাক্ষস খর  
 জিজ্ঞাসা করল—  
 উদ্ভিষ্ট তাবদাখ্যাহি প্রমোহঃ জহি সত্তমম্।  
 যাক্ষমাখ্যাহি কেন ত্বমেবংরূপা বিক্রপিতা ॥ ২  
 'ওঠো, কথা বলো। মোহ এবং বিহুলতা ত্যাগ  
 করো। স্পষ্ট করে বলো, কে তোমার রূপ এইরকম বিকৃত  
 করে দিয়েছে ?  
 কঃ কৃষ্ণসর্পমাসীনমাসীবিষমনাগসম্।  
 ইত্যভিসমাপন্নমঙ্গুলাগ্রেণ লীলয়া ॥ ৩  
 'সম্মুখে আসীন নিরপরাধ বিষাক্ত কালসাপকে

বেলাচ্ছলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা কে উৎপীড়ন করেছে ?  
 কালপাশঃ সমাসজ্জা কণ্ঠে মোহাদ্ বৃষাতে।  
 যন্ত্রামদ্য সমাসাদ্য পীতবান্ বিষমুক্তমম্ ॥ ৪  
 'যে তোমাকে আজ কষ্ট দিয়েছে, সে যে কণ্ঠে  
 কালপাশ ধারণ করে তীব্র বিষ পান করেছে, মোহবশত তা  
 সে বুঝতে পারছে না।  
 বলবিক্রমসম্পন্ন্য কামগা কামরূপিনী।  
 ইমামবহ্যঃ নীতা যুঃ কেনান্তকসমাগতা ॥ ৫  
 'শক্তি ও পরাক্রমশালিনী, স্বেচ্ছাগতি ও স্বেচ্ছারূপ-  
 ধারিণী মৃত্যুতুল্যা তুমি, তোমার এই অবস্থা কে করল ?  
 দেবগন্ধর্বভূতানামৃষীণাং চ মহাশয়ানাম্।  
 কোহয়মেবং মহাবীর্যন্তাং বিক্রপাং চকার হ ॥ ৬  
 'দেবতা, গন্ধর্ব, অনা প্রাণিসমূহ এবং মহাশয়

কবির মতো কে একজন মহাবীর, যে তোমাকে বিকৃত রূপ  
করে দিল ?

নহি পণ্যামাহং লোকে যঃ কুখ্যায়ম বিপ্রিয়ম্।  
অমরেষু সহস্রকং মহেশ্বং পাকশাসনম্॥ ৭

‘দেবতাদের মতো একমাত্র সহস্রলোকের পাকশাসন  
দেবরাজ ইন্দ্র বাতীত ত্রিভুবনে এমন কাউকেই দেখি না, যে  
আমার অপ্রিয় কাজ করতে পারে।

অসাহং মগশৈঃ প্রাণানামাস্যে জীবিতাঙ্কণৈঃ।  
সলিলে কীরমাসক্তং নিম্পিবয়িষ্য সারসঃ॥ ৮

‘সারস যেমন দুধমিশ্রিত জল থেকে কেবল দুধটুকুই  
পান করে, সেইরকম, আজ আমি প্রাণঘাতী বাণ  
ঘরা তোমার প্রতি অপরাধীর শরীর থেকে প্রাণটুকু  
ছিনিয়ে নেব।

নিহতস্য ময়া সংখ্যে শরসংকৃত্তমর্গণঃ।  
সফেনং রুধিরং কস্য মেদিনী পাতুমিচ্ছতি॥ ৯

‘যুদ্ধে আমার হাতে মর্মহলে বিদীর্ণ হয়ে নিহত কোন  
ব্যক্তির সফেন উক্ত রক্ত খবিত্রী পান করতে ইচ্ছা করছে ?  
কস্য পত্ররথাঃ কায়াম্মাসমুৎকৃত্য সংগতাঃ।

প্রহটা ভঙ্করিষ্যসি নিহতস্য ময়া রণে॥ ১০

‘যুদ্ধে আমার হাতে নিহত কার দেহ থেকে মাংস  
টুকরো টুকরো করে পাবিরা মিলিত হয়ে আনন্দে ভক্ষণ  
করবে ?

তং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।  
ময়াশকুটং কৃপণং শক্তাপ্রাভুং মহাহবে॥ ১১

‘মহাসমরে আমি যাকে আক্রমণ করব, সেই  
হতভাগ্যকে দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ এবং রাক্ষসরাও রক্ষা  
করতে পারবে না।

উপলভ্য শনৈঃ সংজ্ঞাং তং মে শংসিতুমর্হসি  
যেন ত্বং দুর্বিনীতেন বনে বিক্রম্য নির্জিতা। ১২

‘বনে যে দুর্বিনীত তোমায় আক্রমণ করে নির্ধাতন  
করেছে, ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করে, তুমি তার নাম  
আমায় বলো।’

ইতি জাতুর্বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্য চ বিশেষতঃ।  
ততঃ শূর্ণগথা বাক্যং সবাস্পবিদমব্রবীৎ॥ ১৩

বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ ভ্রাতার (খরের) এই কথা শুনে  
শূর্ণগথা বাস্পাকুল নয়নে বলল—

ভরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ।  
পুণ্ডরীকবিশাল্যাক্ষৌ চীরকৃষ্যজিনাঘরৌ॥ ১৪

ফলমূলাশনৌ দাষ্টৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।

পুণ্ড্রৌ দশরথসাত্তাঃ ভ্রাতরৌ রামলক্ষণৌ। ১৫  
গন্ধর্বরাজপ্রতিমৌ পার্শ্ববাক্যনাথিণৌ।

সেবৌ বা দানবাবেতৌ ন তর্কয়িতুমুৎসহে॥ ১৬

‘আমি দশকারণে তক্ষণ, রূপবান, সুললিত দেহ,  
মহাবলশালী, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নেত্রসম্পন্ন, ছিন্নক  
ও মৃগচর্মবসনা (অঘর) ফলমূলাহারী, জিতেপ্রিয়, তপস্বী,  
এখনাবী দুই ভাই রাম ও লক্ষ্মণকে দেখেছি দশরথের  
পুত্র : গন্ধর্বরাজতুল্য, বাজোটিত লক্ষ্যায়িত তারা দেব  
না দানব তা অনুমান করতে পারিনি।

ভরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সর্বাভরণভূষিতা।  
দুষ্টৌ তত্র ময়া নারী তয়োর্মধ্যে সুমধ্যমা। ১৭

‘সেখানে তাদের সঙ্গে এক ভরুণী রূপবতী  
নানালঙ্কার ভূষিতা স্ত্রীকটিতটা নারীকে আমি দেখেছি

তাতামুভাত্যাং সঙ্কয় প্রমদামধিকৃত্য তাম্।  
ইমামবহ্নাং নীতাহং যথানাথাসতী তথা। ১৮

‘সেই নারীর কারণেই তারা দু’জন (রাম-লক্ষণ)  
মিলিত হয়ে অনাথা ও অসতীর মতো আমার এই দুর্বল  
করেছে।

তস্যাস্তানুজুব্জায়াজ্যয়োশ্চ হতয়োরহম্  
সফেনং পাতুমিচ্ছামি রুধিরং রণমুখনি। ১৯

‘যুদ্ধে নিহত সেই কুটিল্য নারীর এবং রাজপু  
দুজনের সফেন (তাজা) রক্ত আমি পান করতে চাই।

এব মে প্রথমঃ কামঃ কৃত্ত্বজ্জ ময়া ভবেৎ।  
তস্যাস্তয়োশ্চ রুধিরং পিবেয়মহমাহবে ২০

‘যুদ্ধে নিহত সেই নারীর এবং পুরুষ দুজনের রক্ত  
আমি পান করতে চাই, এটাই আমার একমাত্র কামনা এ  
যা তোমাকেই করতে হবে।’

ইতি তস্যাং ব্রূবাণাম্মাং চতুর্দশ মহাবলান্।  
বাদিদেশ বরঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসানন্তকোপমান্। ২১

শূর্ণগথা এইকথা বললে, ক্রুদ্ধ বর (মৃত্যুরাজ) ব  
সদৃশ চৌদ্দজন মহাবলবান রাক্ষসকে আদেশ দিল।

মানুষৌ শত্রুসম্পন্নৌ চীরকৃষ্যজিনাঘরৌ।  
প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং ঘোরং প্রমদয়া সহ। ২২

‘শত্রুধারী এবং ছিন্নবস্ত্র ও কৃষ্ণমৃগচর্মবসন-পরিধি  
দুজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে প্রবে  
করেছে।

তৌ হত্বা তাং চ দুর্বৃত্তামুপাবর্তিতুমর্হথ।  
ইয়ং চ ভগিনী তেবাং রুধিরং মম পাসাতি। ২৩

‘সেই পুরুষ দুজনকে এবং দুর্বৃত্তা নারীকে হত্ব  
করে ফিরে এসে  
মনোরমোহরমি  
শ্রীঃ সম্পাদ্য  
‘হে রাক্ষ  
নিজেদের তেজঃ  
ভগিনীর আকাঙ্ক্ষ  
মুম্মাভিনিহতো  
ইয়ং প্রহটা

করে ফিরে এসে  
মনোরমোহরমি  
শ্রীঃ সম্পাদ্য  
‘হে রাক্ষ  
নিজেদের তেজঃ  
ভগিনীর আকাঙ্ক্ষ  
মুম্মাভিনিহতো  
ইয়ং প্রহটা

ততঃ শূর্ণগ  
রাক্ষসানাচচক্ষে  
অতঃপর  
সেই রাক্ষসদের  
লক্ষণের) পরিচয়  
তে রাম  
দণ্ডঃ সীতয়া  
রাক্ষসেরা  
শ্রীরাম সীতার সঙ্গে  
করছেন।  
তাং দুষ্টৌ রাক্ষ  
অববীদ্ ভ্রাতরঃ  
শ্রীমান রঘুন  
সেই রাক্ষসদের  
বললেন—  
মুহূর্তঃ ভব  
ইমানস্যা  
‘ভাই লক্ষ্মণ  
এই রাক্ষসীকে ত



করে ফিরে এসে।

মনোরথোহমিষ্টোহস্য ভগিন্যা মম রাক্ষসঃ।

স্বয়ং সম্পাদ্যতাং গজা ভৌ প্রমথ্য স্বভেজসা। ২৪

‘হে রাক্ষসগণ ! তোমরা সত্ত্বর সেখানে গিয়ে  
লঙ্কেশ্বরের তেজঃপ্রভাবে তাদের হত্যা করে আমার এই  
ভগিনীর আকালিকৃত অভিলାষ পূরণ করো।

দুঃখভিনিহতো দুষ্টা তাবুজৌ জাতরৌ নগে।

ইয়ঃ প্রজ্ঞষ্টা মুদিতা কুধিরঃ মুখি পাস্যতি। ২৫

‘যুদ্ধে জোমাদের দ্বারা সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে নিহত দেখে  
সে প্রক্লিষ্টা হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই পরমানন্দে রক্ত পান  
করবে।’

ইতি প্রতিগমাদিষ্টা রাক্ষসাশ্চে চতুর্দশ।

তত্র জঘৃক্ষ্ময়া সার্বং ঘনা বাতেরিতা ইব। ২৬

এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, সেই চৌদজন রাক্ষস তাদের  
ভগিনী শূর্ণগথার সঙ্গে, বায়ুতড়িত মেঘের মতো দ্রুত  
সেখানে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভারতায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ১৯ ॥

## বিংশ সর্গ (২০)

শ্রীরাম কর্তৃক খরপ্রেরিত চতুর্দশ রাক্ষস বধ

তত্র শূর্ণগথা ঘোরা রাঘবপ্রমথগতা।

রাক্ষসানাচচক্ষে ভৌ জাতরৌ সহ সীতয়া। ১

অতঃপর ভয়ঙ্করী শূর্ণগথা শ্রীরামের আশ্রমে এসে

সেই রাক্ষসদের কাছে সীতাসহ ভ্রাতৃদ্বয়ের (রাম-  
লক্ষণের) পরিচয় দিল (সীতাসহ ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়ে দিল)।

তে রামঃ শূর্ণশালায়ামুপবিষ্টঃ মহাবলম্।

দৃষ্টঃ সীতয়া সার্বং লক্ষ্মণেনাপি সেবিতম্। ২

রাক্ষসেরা দেখতে পেল, শূর্ণকুটীরে মহাবলবান

শ্রীরাম সীতার সঙ্গে বসে আছেন এবং লক্ষ্মণ তাঁদের সেবা

করছেন।

জং দুষ্টা রাঘবঃ শ্রীমানাগতাংস্কাংস্চ রাক্ষসান্

অব্রীদ্ জাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্তভেজসম্। ৩

শ্রীমান রঘুনন্দন রাম, শূর্ণগথাকে এবং সঙ্গে আগত

সেই রাক্ষসদের দেখে, প্রদীপ্তভেজা ভাই লক্ষ্মণকে

বললেন—

যুতঃ ভব সৌমিহ্রে সীতয়াঃ প্রভানন্তরঃ।

ইমানস্যা বধিষ্যামি পদবীমাগতানিহ। ৪

‘তাই লক্ষ্মণ ! তুমি কিছুক্ষণ সীতার কাছে থাকো,

এই রাক্ষসীকে অনুসরণ করে তার সহায়করূপে আগত

রাক্ষসদের আমি বধ করব।’

বাক্যমেষতঃ ততঃ শ্রদ্ধা রামসা বিদিতাশ্বনঃ।

তথেষতি লক্ষ্মণো বাক্যং রাঘবসা প্রণৃজয়ন্। ৫

আশ্রয়গ্গতী রঘুনন্দন রামচন্দ্রের কথা শুনে তাঁর

কথাকে প্রশংসা করে লক্ষ্মণ বললেন—‘তাই হোক’।

রাঘবোহপি মহাচাপং চমীকরবিভূষিতম্।

চকার সজ্যং ধর্মাত্মা তানি রক্ষাসি চত্রবীৎ। ৬

ধর্মাত্মা রঘুনন্দনও স্বর্ণমণ্ডিত মহাধনুতে জ্য

আরোপ করে সেই রাক্ষসদের বললেন—

পুত্রৌ দশরথস্যাবাং জাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

প্রবিষ্টৌ সীতয়া সার্বং দৃশচরং দণ্ডকাবনম্। ৭

ফলমূলাশনৌ দাতৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।

বসন্তৌ দণ্ডকারণৌ কিমর্থমুপহিংসথ। ৮

‘সীতার সঙ্গে দুর্গম দণ্ডকবনে প্রবিষ্ট আমরা দুই

ভাই—রাম-লক্ষ্মণ, রাজা দশরথের দুই পুত্র। দণ্ডকে

বনবাসী ফলমূলাহারী সংযমী ব্রহ্মচারী তাপসদ্বয় আমাদের

কেন তোমরা হিংসা করছ ?

যুদ্যান পাণাঙ্ককান্ হস্তঃ বিপ্রকারান্ মহাহবে।

ঋষীপাং তু নিয়োগেন সন্ত্রাপ্তঃ সশরাসনঃ। ৯

‘তোমরা ঋষি এবং নাগবিকদের অনিষ্টকারী  
পাপাত্মা : তাই তোমাদের যুদ্ধে হত্যা করাও অন্য ঋষিগণ  
কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আমি ধনুর্বাণ ধারণ কবেছি।

ভিত্তৈবাত্র সমুদ্রা নোপবর্তিতুমর্থং  
যদি প্রাণৈরিহার্যো বা নিবর্তনং নিশাচরাঃ ১০

‘হে নিশাচরগণ ! যুদ্ধে যদি সমুদ্র হতে চাও, তবে  
এখানেই থাকো, পালিয়ে যেও না ; আর যদি প্রাণের খায়া  
(বঁচান ইচ্ছা) থাকে, তবে পালিয়ে যাও।’

তসা তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ  
উচুর্বাচঃ সুসংক্রুত্বা ব্রহ্মাঙ্গাঃ শূলপাণয়ঃ ১১

সংরক্তমনয়না ঘোরা রামং সংরক্তলোচনম্।  
পরুবা মধুরাভাষং হৃষ্টা দুষ্টপরাক্রমম্ ১২

শ্রীরামচন্দ্রের সেই কথা শুনে, অত্যন্ত ক্রোধী  
ব্রাহ্মণঘাতক, শূলপাণি, ক্রোধে আরক্তমনয়ন, ভয়ঙ্কর,  
কক্ষস্থভাব সেই চৌদ্দজন রাক্ষস উৎসাহিত হয়ে  
আরক্তমনয়ন পরাক্রমপ্রদর্শক অথচ মধুরভাষী শ্রীরামকে  
বলল—

ক্রোধমুৎপাদ্য নো ভতুঃ খরস্য সুমহাস্বনঃ।  
ত্বমেব হাস্যাসে প্রাণান্ সদোহস্মাভির্হতো বৃধি ১৩

‘আমাদের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধ উৎপাদন করে  
তুমি এখনই যুদ্ধে নিহত হয়ে নিজের প্রাণ হারাবে  
কা হি তে শক্তিরেকস্য বহুনাং রণমূর্খনি।

অস্মাকমগ্রতঃ হাতুং কিং পুনর্যোদ্ধমাহবে ১৪

‘সম্মুখ সমরে আমাদের বহু যোদ্ধার সাহসে  
দাঁড়াবার তোমার একার শক্তি কোথায় ? যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ  
করা তো অনেক দূরের কথা !

এভির্বাছপ্রযুক্তৈশ্চ পরিষেঃ শূলপাট্টিশৈঃ।

প্রাণাংস্ত্যক্ত্যসি বীর্যং চ ধনুষ্ট করণীড়িতম্ ১৫

‘আমাদের হস্ত নিক্ষিপ্ত লোহার মুণ্ডর, বর্শা এবং  
হস্ত প্রমাণ বিষুখ অস্ত্রের আঘাতে তুমি নিজের পরাক্রম  
এবং হস্তধৃত ধনুসহ প্রাণ হারাবে।’

ইতোবমুক্তা সংরক্তা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ

উদাত্তাযুধনিদ্রিংশা রামমেবাভিদুক্রবুঃ ১৬

সেই চৌদ্দজন নির্দয় রাক্ষস এই কথা বলে সক্রোধে  
অস্ত্র উত্তোলন করে রামের দিকে দ্রুত দৌড়ে গেল।

চিকিৎসুস্তানি শূলানি রাঘবঃ প্রতি দুর্জয়ম্  
ভানি শূলানি কাকুৎস্থঃ সমন্তানি চতুর্দশ ১৭

তারস্তিরেব চিচ্ছেদ শরৈঃ কাক্ষনভূষিতৈঃ।  
সেই চৌদ্দজন বাক্ষস দুর্জয় রাঘবচন্দ্রের প্রতি শূলগুলি  
নিষ্ক্ষেপ করলে কাকুৎস্থকুলভূষণ-শ্রীরামচন্দ্রও সেই চৌদ্দটি  
শূল সমসংখ্যক স্বর্ণভূষিত বাণ দ্বারা ছেদন করলেন।

ততঃ পশ্চাৎপ্রহাতেজা নারাতান্ সূর্যসন্নিধান্ ১৮

অগ্রাহ পরমক্রুদ্ধচতুর্দশ শিলাশিতান্।  
গৃহীত্বা ধনুরায়ম্য লক্ষ্ম্যানুদ্ভিয়া রাক্ষসান্ ১৯

মুমোচ রাঘবো বাণান্ বজ্রানি বশতক্রভুঃ।

অতঃপর অতীব ক্রুদ্ধ মহাতেজস্বী রাঘব শ্রীরাম  
শিলাতলে শানিত সূর্যসদৃশ ভাস্কর চৌদ্দটি নারাত (অস্ত্র)  
গ্রহণ করলেন। অস্ত্র গ্রহণ করে রাক্ষসদের উদ্দেশ্যে কু  
আকর্ষণ করে, ইন্দ্র কর্তৃক বজ্র নিষ্ক্ষেপের মতো,  
রাক্ষসদের প্রতি সেই বাণ নিষ্ক্ষেপ করলেন।

তে ভিত্তা রক্ষসাং বেগাদ্ বক্ষাংসি রুধিরপ্লুতাঃ ২০

বিনিষ্পেপতুস্তদা ভূমৌ বশ্মীকাদিব পরগাঃ।

বশ্মীক (উইটিবি) থেকে নিষ্কান্ত হয়ে সর্পেরা বেগে  
ভূমিতে বেগে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই বাণগুলি বেগে  
রাক্ষসদের বক্ষঃস্থল ভেদ করে তাদের রক্তাক্ত করে  
তুলল।

তৈর্ভগ্নহৃদয়া ভূমৌ হিমমূলা ইব ক্রমাঃ ২১

নিপেতুঃ শোণিতপ্লবতা বিকৃতা বিগতাসবঃ।

সেই বাণের আঘাতে বিদীর্ণহৃদয়, রক্তাক্ত ও বিকৃত  
দেহে মৃত রাক্ষসেরা হিমমূল বৃক্ষের মতো মাটিতে লুটিয়ে  
পড়ল।

তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসী ক্রোধমূর্জিতাঃ ২২

উপগম্য খরং সা তু কিক্ষিৎ সংস্কলশোণিতা।

পপাত পুনরবার্তা সনির্ধাসেব বল্লরী ২৩

রাক্ষসদের মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ক্রোধমূর্জিত  
রাক্ষসী শূর্ণগবা খরের কাছে গেল এবং (নাক-কান কাটার  
জন্য) ক্ষুরিত রক্ত কিছুটা শুষ্ক হওয়ায় (আঠার মতো গায়ে  
লেগে আছে এমন অবস্থায়) আঠাযুক্ত কেটে ফেলা লতায়  
মতো মাটিতে আছড়ে পড়ল।

হাতুঃ সমীপে শোকাত্তা সসর্জ নিনদঃ মহং।

সম্বরং মুনুচে  
তখন শোনে

উচ্চনাদে করুণ স  
নিপাতিতান্ প্রে  
প্রধাবিত

স পুনঃ পতি

উবাচ ব্য

অনর্থ

পতিত দেখে

মগ্না দ্বিধানী

স্বপ্রিয়ার্থং

‘তোমরা

মাংসভোজী

আবার কাঁদছ

ভক্তাশ্চিবানুর

হন্যমানা ন

‘সেই

সর্বদা হিতাব

আমার নির্দেশ

কিমেতচ্ছোভু

হা নাথেরি

‘কী এ

বলে নিনাদ

হট্টকট করছ

অনাথবদ্

উত্তীর্ণোত্তীর্ণ

‘আমি

মুখে বাস্পং বিবর্ণবদনা তদা ॥ ২৪ ॥  
তখন শোকাক্তা শূর্ণগথা বিবর্ণমুখে জাতার সম্মুখে  
কক্ষ কক্ষ যব সৃষ্টি করে অশ্রু মোচন করতে লাগল।  
প্রতিতান প্রেক্ষা বশে তু রাক্ষসান্  
প্রধাবিতা শূর্ণগথা পুনঃ ॥

ববং চ তেষাং নিখিলেন রক্ষসাং  
শশংস সর্বং ভগিনী খরসা সা ॥ ২৫ ॥  
তখন খরের সেই ভগিনী শূর্ণগথা যুদ্ধে রাক্ষসদের  
নিহত হতে দেখে পুনরায় ধাবিত হয়ে (আবার দৌড়ে  
গিয়ে) সেই রাক্ষসদের নিধনবার্তা পরকে পুরাপুরি জানাল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥  
মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

### একবিংশ সর্গ (২১)

রাম কর্তৃক খরপ্রেরিত রাক্ষসদের নিধনবৃত্তান্ত বর্ণনাত্মক শূর্ণগথা কর্তৃক রামের সঙ্গে  
যুদ্ধে ভাতা খরকে প্রেরণাদান

ন পুনঃ পতিতাং দৃষ্টা ক্রোধাজ্জ্বলিতাং পুনঃ ॥  
ক্লেচ বাজয়া বাচা ভামনর্থার্থমাগতাম্ ॥ ১ ॥  
অনর্থ হেতু আগত সেই শূর্ণগথাকে আবার মাটিতে  
পতিত দেখে খর পুনরায় ক্রুদ্ধ হয়ে স্পষ্টভাবে বলল—  
মহা বিদানীং শূরাস্ত রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ ॥  
মহাপ্রিয়ার্থঃ বিনির্দিষ্টাঃ কিমর্থং রুদাতে পুনঃ ॥ ২ ॥

‘তোমার প্রীতির জন্য আমি এই সময় অপক (কাঁচা)  
মাসভোজী বীর রাক্ষসদের নিযুক্ত করেছি, তবুও তুমি  
হবার কাঁদছ কেন ?

ক্লান্তবানুরক্তাশ্চ হিতাশ্চ মম নিতাশাঃ ॥  
কামানা ন হনান্তে ন ন কুরুর্বচো মম ॥ ৩ ॥

‘সেই রাক্ষসেরা আমার ভক্ত ও অনুরাগী এবং  
মর্দন হিতাকাঙ্ক্ষী। ‘মারিলে, না মরে তারা’, এবং  
হকার নির্দেশানুসারে কাজ করবে না, এমন নয়।

কিমতচ্ছোভুমিচ্ছামি কারণং যৎকৃতে পুনঃ ॥  
ন নাথেনি বিনদন্তী সর্পবচ্চেষ্টসে ক্ষিতৌ ॥ ৪ ॥

‘কী এমন কারণ ঘটল, যার জন্য আবার ‘হা নাথ’  
কে নিনাদ করতে করতে সাপের মতো মাটিতে পড়ে  
চিৎ করছ ? আমি তা শুনতে চাই।

অন্যথান্ বিলপসি কিং নু নাথে ময়ি স্থিতে ॥  
ইতোহুপ্তি না মৈবং বৈক্রব্যং তাজ্যতামিতি ॥ ৫ ॥

‘আমি রক্ষাকর্তা থাকতে, কেন অন্যথের মতো

বিলপ করছ ? এ রকম কোরো না। ওঠো ওঠো ! ব্যাকুলতা  
ত্যাগ করো’

ইত্যেবমুক্তা দুর্ধর্ষা খরেন পরিসাঙ্খিতা ॥  
বিমুক্তা নয়নে সান্ত্রে খরং ভ্রাতরমত্ৰবীং ॥ ৬ ॥

খর এই বলে সান্ত্বনা দিলে সেই দুর্ধর্ষ রাক্ষসী নয়নাশ্রু  
মার্জিত করে (চোখের জল মুছে) ভাই খরকে বলল—

অশ্রীদানীমহং প্রাপ্তা হতপ্রবণনাসিকা ॥  
শোণিতৌষধিরিক্রিয়া হুয়া চ পরিসাঙ্খিতা ॥ ৭ ॥

‘সম্প্রতি আমি নাক কান-কাটা হয়ে রক্তধারায় সিক্ত  
হয়েছিলাম, (ভিজে গিয়েছিলাম), তখন তুমি ই আমায়  
সান্ত্বনা দিয়েছিলে।

প্রেমিতাশ্চ হুয়া শূরা রাক্ষসান্তে চতুর্দশ ॥  
নিহন্তঃ রাঘবং ঘোরং মহাপ্রিয়ার্থং সলক্ষণম্ ॥ ৮ ॥

তে তু রামেন সামর্ঘ্যঃ শূলপাট্টিশপাণয়ঃ ॥  
সমরে নিহতাঃ সর্বে সায়কৈর্মর্মভেদিভিঃ ॥ ৯ ॥

‘আমার প্রীতির জন্য সলক্ষণ ভয়ঙ্কর রামকে  
হত্যা করতে তুমি চৌদজন বীর রাক্ষসকে পাঠিয়েছিলে ;  
কিন্তু শূল এবং পাট্টিশাখধারী ক্রোধী সেই রাক্ষসেরা যুদ্ধে  
রাম কর্তৃক নিষ্কিপ্ত মর্মভেদী বাণের আঘাতে নিহত  
হয়েছে।

তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্টা কণেনৈব মহাজবান্ ॥  
রামস্য চ মহং কর্ম মহাংস্ত্রাসোহভবনাম্ ॥ ১০ ॥



‘তাই মহাবলবান রাক্ষসদের প্রলম্বকালের মধ্যে  
ভূমিতে পড়েন এবং রামের মহান পরাক্রম দেখে আমি  
অত্যন্ত সন্তোষিত হইলাম।

সান্নিহীতা সমুষ্টিয়া বিষয়া চ নিশাচর।  
শরৎঃ স্থাং পুনঃ প্রাপ্ত্য সর্বতো ভয়দর্শিনী। ১১

‘হে বক্ষসরাজ ! আমি অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন। বিষয় ও ভীত  
হয়ে পড়ছি ; সবিশেষে ভয়ের কারণ দেখতে পাচ্ছি। তাই,  
সর্বতো দৃষ্টব্য শরণ নিয়োছি।

বিষাদনজ্ঞাযুষিতে পরিজ্ঞাসোর্মিমালিনি।  
কিং মাং ন মায়সে ময়াং বিপুলে শোকসাগরে॥ ১২

‘বিষাদ শোকরূপ ভূমীর পরিবৃত্ত এবং ভয়রূপ  
উদ্ভিগ্ননা (উদ্ভিগ্ন) বিশাল শোকসাগরে আমি নিমজ্জিত  
হইছি (ভুবে যাচ্ছি)। তুমি কি আমায় বক্ষা করবে না ?

এতে চ নিহতা ভূমৌ রামেশ নিশিতৈঃ শটৈঃ।  
যে চ মে পদবীং প্রাপ্ত্য রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ॥ ১৩

‘যে মাংসাশী রাক্ষসেরা আমার সঙ্গে গিয়েছিল,  
তারা সকলেই রামের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে নিহত হয়ে  
মাটিতে পড়ছে।

ময়ি তে যদানুক্রোশো যদি রক্ষসু তেষু চ।  
রামেশ যদি শক্তিস্তে তেজো বাত্তি নিশাচর॥ ১৪

দণ্ডকারশানিলয়ঃ জহি রাক্ষসকণ্টকম্।

‘হে রক্ষোরাজ ! যদি আমার প্রতি এবং রাক্ষসদের  
প্রতি তোমার দয়া (স্নেহ ভালোবাসা) থাকে এবং রামের  
সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি ও সাহস যদি তোমার থাকে, তাহলে  
দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদের কণ্টককে (শত্রুকে) তুমি হত্যা  
করে রাক্ষসদের বাসভূমি এই দণ্ডকারণ্যকে কণ্টকশূন্য  
(শত্রুশূন্য) করো।

যদি রামমিত্রঃ ন ত্বমদ্য বধিস্যসি॥ ১৫  
তব চৈবপ্রতঃ প্রাণাংস্তাক্ষ্যামি নিরপত্রা।

‘যদি তুমি আজই শত্রুঘাতী রামকে হত্যা না করো,  
তাহলে তোমার সামনেই আমি প্রাণ ত্যাগ করব, কারণ,  
পর (রাম-লক্ষণ) থেকে আমার লজ্জা নষ্ট হয়েছে। (রাম-  
লক্ষণ আমার নাক-কান কেটে নেওয়ায় আমার লজ্জা নষ্ট

হয়েছে ; অর্থাৎ আমার নাক-কান কেটে দিয়ে তারা আমার  
লজ্জা কেড়ে নিয়েছে।)

বুদ্ধাহমনুশস্যামি ন ত্বং রামস্য সংযুগে॥ ১৬  
হাতুং প্রতিমুখে শত্রুঃ সবলোহপি মহারণে।

শূরমণী ন শূরত্বং মিথ্যারোপিতবিক্রমঃ॥ ১৭

‘আমি মনে করি, তুমি বড় বড় যুদ্ধে বল-প্রকাশে  
সমর্থ হলেও, রামের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অক্ষম। তুমি  
বীরবত্তার মিথ্যাই অভিমান করো, কিন্তু বীর নও ; মিথ্যাই  
নিজের উপর বীরত্বের আরোপ করো।

অপযাহি জনস্থানাং ত্বরিতঃ সহবান্ধবঃ।

জহি ত্বং সমরে মৃদান্যথা তু কুলপাংসন॥ ১৮

‘যুদ্ধে তুমি (শত্রু রাম-লক্ষণকে) হত্যা করো ; তু  
না হলে, হে কুলকলঙ্ক ! মৃত ! বন্ধুগণসহ দ্রুত এই জনস্থান  
থেকে দূর হয়ে যাও।

মানুষৌ তৌ ন শক্লোষি হস্তং বৈ রামলক্ষ্মণৌ।

নিঃসত্বস্যান্ববীর্যস্য বাসস্তে কীদৃশাস্তিহ॥ ১৯

‘সামান্য দুটি মানুষ রাম লক্ষণকে যদি হত্যা করতে  
না পারো, তবে নিষ্প্রাণ ও ক্ষীণবীর্য হয়ে তুমি এখানে  
(এই অরণ্যে) কী করে বাস করবে ?

রামতেজোহভিভূতো হি ত্বং ক্ষিপ্ৰং বিনশিস্যসি।

স হি তেজঃসমাযুক্তো রামো দশরথাস্বজঃ॥ ২০

স্বাতা চাস্য মহাবীর্যো যেন চাম্মি বিরূপিতা

‘দশরথতনয় সেই রাম মহাতেজস্বী ; তাঁর জই  
লক্ষণও মহাবীর, যিনি আমায় কুরূপা (রূপহীন)  
করেছেন। তুমিও শীঘ্রই রামের তেজে পরাভূত হয়ে  
বিনাশপ্রাপ্ত হবে।’

এবং বিলপ্য বহুশো রাক্ষসী প্রদরোদরী॥ ২১

ভ্রাতুঃ সমীপে শোকার্তা নষ্টসংজ্ঞা বভূব হ।

করাভ্যামুদরং হত্বা রুরোদ ভৃশদুঃখিতা॥ ২২

এই বলে সেই বিশাল গহ্বর সদৃশ উদরবতী শোকার্ত  
রাক্ষসী অত্যন্ত দুঃখে দুই হাত দিয়ে উদরে আঘাত করতে  
করতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল এবং ভাই-এর সামনেই  
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্ভাষ্যকীরামায়ণে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ (৩২)

চৌদ্ধ হাজার রাক্ষসসেনাসহ শর ও দুশণের জনহান থেকে পলায়ন ঘটনা

একবার্ষিকিতঃ শুরঃ শূর্ণগথা খণ্ডিতঃ ।

৫৪৮ রাক্ষসঃ মধো খরঃ খনতরঃ বচঃ ॥ ১

সেই খর শূর্ণগথার কাছে এঁটভালে ত্রিলম্বত হয়ে

জড়ব বাক্যে রাক্ষসদের মধো পলতে লাগল

উপায়ানপ্রভবঃ ক্রোধোহমমতুলো মম ।

৫৪৯ ন শক্যতে ধারয়িতুং লবণম্ ইবোষণম্ ॥ ২

‘(শূর্ণগথা) তোমার অপমানে আমার অভুলনীয়

ক্রোধ প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন সমুদ্রের জলরাশির মতো

প্রতিবোধ হয়ে উঠেছে (ধরে রাখতে পারছি না) ।

৫৫০ ন রামঃ গণয়ে দীর্ঘায়ানুবঃ ক্ষীণজীবিতম্ ।

অকুসুমিতঃ প্রাণান্ হতো মোহস্য নিমোক্ষতে ॥ ৩

‘বীৰ্যবতায় ক্ষীণজীবী মানুষ রামকে আমি গণ্য কনি

না ; নিজের দুঃস্বপ্নের জন্য সে আমার হাতেই প্রাণে হারা

কবে ।

৫৫১ বশ্পঃ সক্ষার্যতামেষ সত্ত্বমশ্চ নিমুচ্যতাম্ ।

৫৫২ চহং রামঃ সহ স্রাজা ন্যামি যমসাদনম্ ॥ ৪

‘তুমি অশ্রু সংবরণ করো (চোখের জল ফেল না,

ধরে রাখো) ; আবেগ (ব্যাকুলতা) ত্যাগ করো । আজই

আমি সম্রাটকে রামকে (রামের ভাই-এর সঙ্গে) যমালয়ে

গঠিয়ে দেব ।

৫৫৩ পরমুহতস্যাদা মন্দপ্রাণস্য ভূতলে ।

৫৫৪ রামস্য রুধিরঃ রক্তমুগঃ পাস্যসি রাক্ষসি ॥ ৫

‘রাক্ষসি (শূর্ণগথে) ! কুঠার দ্বারা নিহত হয়ে ভূমিতে

পতিত প্রাণহীন রামের উসঃ জাল রক্ত তুমি আজই পান

করবে ।’

৫৫৫ নক্ষত্রটা বচঃ প্রম্ভা খরসা বদনাচ্ছাতম্ ।

৫৫৬ প্রশংস পুনর্মোখ্যাদ্ ভ্রাতরং রাক্ষসঃ বরম্ ॥ ৬

ধরের মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করে, শূর্ণগথা অত্যন্ত

ইমসিত হয়ে পুনরায় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে মূর্খের মতো

প্রশংসা করল ।

৫৫৭ জ্ঞা পরমিতঃ পূর্বঃ পুনরেব প্রশংসিতঃ ।

৫৫৮ অত্রীদ্ দুষণঃ নাম খরঃ সেনাপতিঃ তদা ॥ ৭

শূর্ণগথার কাছে প্রথমে কুঠার বাক্যে নির্দোষ ও

৫৫৯ খর আবার প্রশংসিত হয়ে, পরে তখন সেনাপতি দুশণকে

বলল

৫৬০ চতুর্দশ সহস্রাণি মম চিত্তানুর্গতানাম্ ।

৫৬১ রাক্ষসঃ ঔমবেগম্নাঃ সমরেধমর্নির্দোষম্ ॥ ৮

শীলজীমূতলর্ণানাং লোকভিঃসাবিহারিণাম্ ।

৫৬২ সর্বোদ্যোগমুদ্যোগানাং রাক্ষসঃ সৌম্য কারয় ॥ ৯

‘হে প্রিয়মর্শন (দুষণ) ! আমার মনোবাঞ্ছার

অনুগামী, ক্ষত্রভাসম্পন্ন, যুদ্ধে অপরাজয়, পোকাভংস

হাদের শীলবিকার, উৎসাহে উদ্ভূত এবং কক্ষ নেতের

ন্যায় যাত্রাপূর্ণাংশিষ্ট এমন চৌদ্ধ হাজার ত্রিংশ রাক্ষসকে

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করো ।

৫৬৩ উপহাস্য মে ক্ষিত্রং রথং সৌম্য সনুং চি ।

৫৬৪ শরাংশ্চ চিত্রান্ খজাংশ্চ শক্টিশ্চ লিখিঃ শিতাঃ ॥ ১০

‘হে সৌম্য ! শিত্র আমার রথ নিয়ে এসো, আর

লিখো এসো আমার ধনু, বিচিত্র বাণ, পতঙ্গ এবং শক্তি

নামক বিবিধ শাণিত অস্ত্র ।

৫৬৫ অগ্রে নির্গাটমিচ্ছামি শৌলভ্যানাং মহাস্থনাম্ ।

৫৬৬ বধার্থং দুর্নিবীতস্য রামস্য রণকোলিণ ॥ ১১

‘হে যুদ্ধবিশারদ (দুষণ) ! দুর্নিবীত রামকে বধ করার

জন্য আমি মহাশূর পুংস্ব-বংশীয় রাক্ষসদের সর্বাগ্রে নিয়ে

যেতে চাই ।’

৫৬৭ ইতি তস্য ব্রূবাণস্য সূর্ণবর্ণঃ মহারথম্ ।

৫৬৮ সদশ্বৈঃ শবলৈর্গুজমাচচক্কেহথ দুষণ ॥ ১২

খর এই কথা বললে, দুষণ তখন বলল—‘বিচিত্রবর্ণ

উত্তম অশ্বসহ সূর্যের ন্যায় ভাস্কর মহান রথ আনিত

হবে ।’

৫৬৯ তং মেরুশিখরাকারং তন্তুকাকনকমণম্ ।

৫৭০ ছেমচক্রমসদ্বাষং বৈদূর্গময়কুবরম্ ॥ ১৩

৫৭১ মংসোঃ পুষ্পৈর্দ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রসূর্যৈশ্চ কাকনৈঃ ।

৫৭২ মাজলৈঃ পক্ষিসলৈশ্চ তারাজিষ্ট সমাবৃতম্ ॥ ১৪

৫৭৩ লজনিগ্নিশসম্পন্নঃ কিঞ্চিদীঘরভূষিতম্ ।

সদ্যুজ্জ্বলং সৌম্যমর্ষাদাকরোহ খরস্তদা ॥ ১৫

১৫ তখন তেজস্বালু হয়ে, মেক পর্বতের আকার  
হিসেবে, তত্ত্ব কামনেন্দ্রিও, স্বর্ণনির্মিত নির্বাণ গতিময়  
চতুস্তম্ভ, বৈদ্যুতবিভূষিত জ্যোতুস্তম্ভ, মংসা-পুষ্প-বৃক্ষ-  
পত্র-চন্দ্র-সূর্য-সুবর্ণ-পঙ্কিকুল-তাবকা প্রভৃতি মাঙ্গল্য  
সিঁই-স্কৃত, অতুস্তম্ভ ও খড়গাদি অস্ত্র-পরিপূর্ণ, ক্ষুদ্র ঘণ্টার  
মধুর ধ্বনি মুখাবিত, উত্তম অগ্নয়োজিত সেই রথে  
আবেশন করল।

খরস্ত তদ্রহস্যসৈন্যঃ রথচর্মায়ুধক্ষজম্।  
নিখাতেতত্রবীং প্রেক্ষ্য দূষণঃ সর্বরাক্ষসান্ ॥ ১৬

১৬ রথ-চর্মময় ঢাল-অস্ত্র-ধ্বজা সমন্বিত সেই বিশাল  
সৈন্যবাহিনী দেখে খর এবং দূষণ রাক্ষসদের বলল  
—“বেরিয়ে পড়ো—এগিয়ে চলো।”

ততস্তদ্রাক্ষসঃ সৈন্যঃ ঘোরচর্মায়ুধক্ষজম্  
নির্জগাম জনহান্যাহানাদঃ মহাজবম্ ॥ ১৭

১৭ তখন আদেশ পেয়ে দ্রুতগতি সেই বিশাল রাক্ষস-  
বাহিনী জয়ঙ্কর ঢাল, অস্ত্র ও পতাকা নিয়ে জনহান্য থেকে  
বেরিয়ে পড়ল।

মুদগরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ সূতীকৈশ্চ পরশুধৈঃ।  
ঋকৈশ্চকৈশ্চ হস্তধৈর্ভ্রাজমানৈঃ সতোমরৈঃ ॥ ১৮

১৮ শক্তিভিঃ পরিঘৈর্ঘোরৈরতিমাত্রৈশ্চ কামুকৈঃ।  
গদাসিমুসলৈর্বজ্রৈর্গৃহীতৈর্ভীমদর্শনৈঃ ॥ ১৯

১৯ রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ।  
নির্ঘতানি জনহানাং খরচিহ্নানুবর্তিনাম্ ॥ ২০

২০ ভীষণদর্শন রাক্ষসদের হাতে চকচকে ধাবালো এবং  
উজ্জ্বল মুণ্ডব, পাট্রিশ, শূল, তীক্ষ্ণ কুঠার, খড়্গা, চক্র,

তোমর নামক অস্ত্র, শক্তি নামক অস্ত্র, পরিঘ নামক ভ্রাম্যন  
অস্ত্র, বিশাল ধনু, গদা, তরবারি, মুসল এবং বজ্র—এই  
সকল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে খরের চিত্তের অনুবর্তী চৌদ্দ হাজার  
জয়ঙ্কর রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধ করার জন্য জনহান্য নামক প্রদেশ  
থেকে নির্গত হয়ে চলতে লাগল।

তাংস্ত নিখালতো দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ ভীমদর্শনান্।  
খরসাথ রথঃ কিঞ্চিজ্জগাম তদনন্তরম্ ॥ ২১

২১ সেই ভীমদর্শন ভ্রাম্যনক দেখতে এমন রাক্ষসদের  
যুদ্ধার্থে ধাবিত হতে দেখে, কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ ব্যবধান  
রেখে খরের রথ চলতে লাগল।

ততস্তাঙ্ঘ্রবলানশ্রাংস্তপ্তকাক্ষনভূমিতান্।  
খরস্য মতমাজ্জায় পর্যচোদয় ॥ ২২

২২ সারথি খরের অনুমতি নিয়ে তপ্তকাক্ষনভূমিত সেই  
বিচিত্রবর্ণের অশ্বগুলিকে চালনা করতে লাগল  
সংচোদিতো রথঃ শীঘ্রং খরস্য রিপুঘাতিনঃ।

শব্দেনাপূরয়ামাস দিশঃ সপ্রদিশস্তথা ॥ ২৩

২৩ শত্রুঘাতী খরের রথ দ্রুত চালিত হয়ে ঘরঘর শব্দে  
দিগবিদিক মুখরিত করে তুলল।

প্রবৃক্ষমনুষ্ট্র খরঃ খরস্তরো  
নিগোর্বধার্বং দ্রুততো যথাত্তকঃ।

অচূদৎ সারথিনুদদন্ পুন-  
র্মহানলো মেঘ ইবান্মবর্ষবান্ ॥ ২৪

২৪ তীক্ষ্ণস্তর মহাবলবান খরের ক্রোধ বর্ধিত হল,  
নৃত্যরাজ যমের মতো দ্রুত শত্রুবলের জন্য শিলাবর্ষণকারী  
মেঘসদৃশ গম্ভীর স্বরে সে সারথিকে তাড়াতাড়ি রণ চালনার  
জন্য তাড়া দিতে লাগল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাবো অবগ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিবচিত্র আদিকাবা বামায়ণেব অবগ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥



## ত্রয়োবিংশ সর্গ (২৩)

ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখেও নির্ভয় স্বরের, রাক্ষসসৈন্যসহ শ্রীশ্রীরামের আশ্রমের নিকটে গমন

তৎপ্রয়াতঃ বলঃ ঘোর মণিবঃ শোণিতোদকম্।

ব্রজবর্ষস্বাহাঘোরস্তনুলো

গর্জজালম্ ॥ ১

সেই রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধযাত্রা করলে, গর্জনের ন্যায়  
সুসবর্ণ মেঘ ঘোর গর্জন করে ভয়ঙ্কর অমঙ্গল সূচক  
কুমিল্পিত জলধারা বর্ষণ করতে লাগল।

নিশেতুস্তরগাঙ্গাসা

রথশূক্তা

মহাজবাঃ

মমে পুষ্পচিতে দেশে রাজমার্গে যদুহুয়া ॥ ২

বরের বথের যোজিত দ্রুতগতি অশ্বগুলি রাজপথে  
ফুল-বিছানো সমতল স্থানেই এলোমেলোভাবে পড়ে  
থেকে লাগল।

শ্যামঃ রুধিরশর্পভঃ বভূব পরিবেষণম্।

জলাতক্রান্তিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরম্ ॥ ৩

জলন্ত অঙ্গারসদৃশ-সূর্য কুম্ভবর্ণ ধারণ করল এবং  
তার পরিধি হল রক্তবর্ণ।

ততো স্বজমুপাগম্য হেমদণ্ডঃ সমুদ্রিতম্।

সমাক্রম্য মহাকায়জহৌ গুপ্তঃ সুদারুণঃ ॥ ৪

অতঃপর এক ভয়ঙ্কর বিশালকায় শকুন এসে বরের  
পতাকাতে আক্রমণ করে, সমুদ্রত সুবর্ণদণ্ডের উপরে বসে  
পড়ল।

জনহানসমীপে চ সমাক্রম্য স্বরবনাঃ।

বিহ্বলান্ বিবিধান্ নাদান্ মাংসাদা মৃগপক্ষিণঃ ॥ ৫

বাজহুরভিভীষ্টায়াঃ দিশি বৈ ভৈরববনম্।

মণিবং যাতুখানানাং শিবা ঘোরা মহাশ্বনাঃ ॥ ৬

জনহানের নিকটে ভীক প্রতিকটু স্বরে শব্দকারী  
মাংসাদী পশুপক্ষীরা এসে বিকৃত স্বরে নানারকম  
আওয়াজ, এবং উজ্জ্বল দিবাভাগে উৎকট স্বনিকারী  
জহরী শৃগালীরাও রাক্ষসদের পক্ষে অমঙ্গলসূচক ভয়ঙ্কর  
চিংকার করতে লাগল।

প্রভিন্নজসংকাশ্যোযশোণিতধারিণঃ

মাকশঃ তদনাকশঃ চক্রুর্ভীমাদুবাহকাঃ ॥ ৭

মদবর্ষী হস্তীর ন্যায় শোণিতধারাবর্ষী ভীষণ মেঘগুলি  
মাকশ ছেয়ে ফেলে।

বহু ভিম্বিঃ ঘোরমুক্ততঃ রোমহর্ষণম্।

নিশো বা প্রদিশো বাপি সুবাক্তং ন চকাশিরে ॥ ৮

রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর অক্ষকার চতুর্দিক আচ্ছন্নিত

চক্রোহনঃ । দীর্ঘাদিক স্পষ্ট দৃষ্ট হইছিল না।

অতঃপ্রায়সবর্ণাভা সন্ধ্যা কালঃ বিনা বভৌ।

স্বরঃ চাভিমুখঃ নেন্দুজসা ঘোরা মৃগাঃ স্বগাঃ ॥ ৯

অসময়েই শোণিতের আভাযুক্ত আর্দ্র সমুদ্র সন্ধ্যা  
নেমে এল ; তখন ভয়ঙ্কর সব পশুপক্ষীরা বরের সম্মুখেই  
চিংকার করতে লাগল।

কঙ্কগোমায়ুগৃহ্মশ্চ

চক্রুর্ভূতঃ শ্যামঃ সিনঃ।

নিভাশিবকরা যুদ্ধে শিবা ঘোরনিদর্শনাঃ ॥ ১০

নেদুর্বলস্যাভিমুখঃ জ্বালোদগারিভিরাননৈঃ।

ভয় (উৎপাত) জ্বাপক কাকপক্ষী (হাড়গিলা),  
শৃগাল ও শকুনেরা চিংকার করতে লাগল ; যুদ্ধে সর্বদা  
অমঙ্গলকর ভীষণ দর্শন শৃগালেরা সৈন্যদের সামনেই মুখ  
থেকে অগ্নি উদ্গীরণ করে চিংকার করতে লাগল।

কবজঃ পরিঘাভাসো দৃশ্যতে ভাস্করাভিকে ॥ ১১

জগ্রাহ সূর্যঃ স্বর্ভানুরপর্ষণি মহাশ্বহঃ।

প্রবতি মাক্তঃ শীঘ্রঃ নিম্প্রভোহভূদ দিবাকরঃ ॥ ১২

সূর্যের নিকটে এক কবজকে (মুণ্ডহীন দেহ) দেখা  
যাচ্ছে। মহান গ্রহ রাহু পর্বহীন দিনে (অমাবস্যা বাতীত অন্য  
ত্রিখিতে) সূর্যকে গ্রাস করেছে। বায়ু দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে।  
সূর্য নিম্প্রভ হয়ে গেছে।

উৎপেতুশ্চ বিনা রাত্রিঃ তারাঃ স্বদ্যোতসপ্রভাঃ।

সংলীনমীনবিহগা নলিনাঃ শুভপক্ষজাঃ ॥ ১৩

রাত্রিকাল ছাড়াই (দিনের বেলাতেই) জোনাকীর  
মতো (স্বল্প) প্রভাময় আলোকময় নক্ষত্রবাজি উদ্ভিত  
হয়েছে ; পক্ষসরোবরগুলির পদ্মবাজি বিস্তৃত এবং মৎস্য ও  
জলজ পক্ষীগুলি সন্ধ্যাকালে লয় প্রাপ্ত হয়েছে।

তস্মিন্ কণে বভূবুশ্চ বিনা পুষ্পফলৈর্জমাঃ।

উদ্বৃত্তশ্চ বিনা বাতঃ রেণুর্ভলম্বরাক্রমঃ ॥ ১৪

সেইসময় বৃক্ষসমূহ ফলপুষ্পহীন হয়ে গিয়েছিল।  
বায়ু বাতীতই মেঘের মতো ধূসর বর্ণের ধূলিকণ্ড উৎক্ষিপ্ত  
হল।

চীচীকূচীতি বাশ্যন্তো বভূবুশ্চ সারিকাঃ।

উজ্জ্বলশপি সনির্ঘোষা নিশেতুর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ১৫

সেখানে সারিকা পাখিবা চী চী কূচী—এইরকম অশ্রুত  
শব্দ করছিল। আর, ভয়ঙ্কর দর্শন উজ্জ্বলশপি সমস্ত পতিত

হতে লাগল।

প্রচাল ময়ী চাপি সশৈলবনকাননা।

খরসা চ রথস্থল্য মর্দমানসা দীমতঃ।। ১৬

প্রাকম্পত ভূজঃ সবাঃ হ্যাস্যাস্যাবজসজ্জত

সন্তা সম্পদ্যতে দৃষ্টিঃ পশ্যামানসা সর্বতঃ।। ১৭

পর্বত, অরণ্য ও কানন (সাজানো বাগান) সমস্ত পরিভ্রমী প্রকম্পিত হল। রথে অবস্থিত মীমান (বুদ্ধিমান) পর উচ্চৈঃশ্বরে চিৎকার করতে থাকলে তার নাম হস্ত প্রকম্পিত হল, কণ্ঠস্বর হল বন্ধ এবং চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করায় তার চক্ষুস্থ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল।

ললাটে চ ক্রজো জাত ন চ মোহামানবর্ত।

তান্ সমীক্ষ্য মহোৎপাতানুজিতান্ রোমহর্ষণান্।। ১৮

অত্রবীন্ রাক্ষসান্ সর্বান্ প্রহসন্ স স্বরস্তদা।

বরের ললাটে পীড়া (বাথা) হতে লাগল ; তথাপি মোহাচ্ছন্ন সে কিন্তু যুদ্ধযাত্রা থেকে নিবৃত্ত হল না। রোমহর্ষক সেই মহা উৎপাত (প্রাকৃতিক বিপত্তি) উদ্ভিত হতে দেখেও বর কিন্তু তখন উপহাসের হাসি হেসে রাক্ষসদের সকলকে বলতে লাগল—

মহোৎপাতানিমান্ সর্বানুজিতান্ ঘোরদর্শনান্।। ১৯

ন চিত্তগ্রামাহঃ বীর্যাদ্ বলবান্ দুর্বলানিব।

তারা অপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাতয়োঃ নভস্তলাং।। ২০

‘বলবান ব্যক্তি যেমন দুর্বলকে গণ্য করে না, সেইরকম আমি আমার বীর্য হেতু এই সকল সমুদ্ভিত ভয়ঙ্কর মহা উৎপাতগুলির বিষয়ে চিন্তা করি না। তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আমি আকাশ থেকে নক্ষত্রগুলিকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনতে পারি।

মৃত্যুঃ মরণধর্মণ সংক্রুজো যোজ্যগ্রামাহম্।

রাঘবঃ তং বলোৎসিদ্ধং জাতরং চাপি লক্ষ্মণম্।। ২১

অহঙ্কা সাম্যকৈস্তীক্ষ্ণৈর্নোপাবর্তিতুমুৎসহে।

‘আমি ক্রুদ্ধ হলে মৃত্যুকেও (মৃত্যুর অধিকর্তা যমকেও) মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করি অর্থাৎ যমেরও মৃত্যু ঘটাই। তাই বলগর্বিত সেই রামকে এবং তার ভাই লক্ষ্মণকেও তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নিবৃত্ত হতে পারছি না।

যরিমিত্তং তু রামস্য লক্ষ্মণস্য বিপর্যয়ঃ।। ২২

সকামা ভগিনীমেহেতু পীড়া তু ক্রবিরং তয়োঃ।

‘যার (কামনা পূরণের) জন্য রাম ও লক্ষ্মণের এই বিপর্যয় আমার সেই ভগিনী তাদের শোণিত পান করে সফলকাম হোক।

ন কচিৎ প্রাপ্তপূর্বো মে সংমুণেযু পরাজয়ঃ।। ২৩

সুপ্রাকমেতৎ প্রত্যক্ষং নানুভবং কপয়ামহেম।

‘তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ যে, পূর্বে কোনোও যুদ্ধে আমার পরাজয় প্রাপ্তি ঘটেনি। একদা আমি নিদ্রা বর্জিত না,

দেবরাজমপি ক্রুদ্ধো মনৈস্তানবতর্গ্যামিমম্।। ২৪

বজ্রহস্তং রণে হন্যাং কিং পুনস্তৌ চ মানবৌ।

‘আমি ক্রুদ্ধ হলে, মদমগ্ন এরাবতে আক্রমণ করত দেবরাজকেও যুদ্ধে হত্যা করতে সক্ষম, এই দুটি ক্ষত্র মানুষ্যের কথা আর কি বলব?’

স্বা তস্য গর্জিতং শ্রদ্ধা রাক্ষসানাং মহামুঃ।। ২৫

প্রহর্ষমভুলং লেভে মৃত্যুপাশাবপাশিতা।

বনের ভয়ঙ্কর গুনে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়েও যখন যুদ্ধ করতে এসেছে তখন মৃত্যু নিশ্চিত ভেনেও সেই মস্তী রাক্ষসসেনা অনুপম আনন্দ লাভ করল অর্থাৎ যুদ্ধার্থে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

সমেযুচ মহোৎপাতানো যুদ্ধদর্শনকালিকঃ।। ২৬

ঋগয়ো দেবগজর্নাঃ সিদ্ধান্ত সহ চারুণৈঃ।

সমেতা চোচুঃ সহিতাত্তেহনোনাং পুণ্যকর্মণঃ।। ২৭

যুদ্ধদর্শনভিলষী মহাত্মা ঋষিগণ, দেবগণ, গর্জর এবং সিদ্ধগণ চারুগদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরা পরস্পর মিলিত হয়ে পুণ্যকর্মনিমিত্তে আলোচনা করতে লাগলেন।

বহি গোত্রাক্ষণেভ্যস্ত্র লোকানাং যে চ সম্পতাঃ।

জ্যাতাঃ রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজনীচরান্।। ২৮

চক্রহস্তো যথা নিকুঃ সর্বানসুরসন্তমান

ধরিত্রী মাতার, ব্রাহ্মণগণের এবং সকল লোকে সম্মানিত মহাত্মাদের মঙ্গল হোক। চক্রধারী নারায়ণ যেমন যুদ্ধে অসুরশ্রেষ্ঠদের জয় করেছিলেন ; সেইরকম, রঘুকুল-ভিলক শ্রীরামচন্দ্র পুণ্ড্রবংশীয় নিশাচর রাক্ষসদের যুদ্ধে জয় করুন।

এতচ্চান্যচ্চ বহুশো ব্রুবামাঃ পরমর্ষয়ঃ।। ২৯

জাতকৌতুহলাস্তত্র বিমানহাস্ত দেবতঃ।

দদুর্ভাবহীনঃ তেবাং রাক্ষসানাং গতায়ুধাম্।। ৩০

সেই বিমানে বসে কৌতুহলী দেবতারা এবং মহর্ষিগণ মঙ্গলকামনাসূচক অনেক কথা বলতে বলতে আসন্নমৃত্যু সেই রাক্ষসবাহিনীকে দেখতে লাগলেন।

রথেন তু ঋরো বেগাং সৈন্যস্যাহাদ্ বিনিঃসূতাঃ।

শোন্যগামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশক্রবিরহঃপমঃ।। ৩১

দুর্জয়ঃ করবীরাক্ষঃ পরমঃ কালকার্যুকঃ।

হেমমালী মহামালী সর্পাসো রুধিরাননঃ ॥ ৩২  
হৃদশেতে মহাবীৰ্য্যঃ প্রতহুরজিতঃ খরম্।

খর বথে চড়ে দ্রুত সেনাবাহিনীর সামনে বেরিয়ে  
এলো। তখন, শোনগামী, পুণ্ড্রীষ, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম,  
দুর্জয়, করবীৰ্য্য, পরুষ, কালকার্মুক, হেমশালী,  
মহামালী, সর্পাসা এবং রুধিরানন — এই বারোজন মহা-  
বীরবান সৈনিকপুরুষ খরের চারিদিকে ঘিরে চলতে লাগল  
মহাকপালঃ হুলাক্ষঃ প্রমাথত্রিশিরাস্থা  
চত্বর এতে সেনায়ে দুষণঃ পৃষ্ঠভোহয়য়ুঃ ॥ ৩৩  
মহাকপাল, হুলাক্ষ, প্রমাথ এবং ত্রিশিরা — এই

চারজন রাক্ষস সৈন্য সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে কিঙ্গ  
সেনাপতি দুষণেব পশ্চাৎ চলতে লাগল।  
সা ভীমবেগা সমরাত্তিকাক্ষিকী  
সুদারুণা রাক্ষসবীরসেনা।

তৌ রাজপুত্রৌ সহসাত্তাপেতা  
মালা গ্রহাণামিব চন্দ্রসূর্যো ॥ ৩৪  
মালাকারে সজ্জিত গ্রহপুঞ্জ যেমন চন্দ্র-সূর্যের নিকট  
উপস্থিত হয়, তদ্রূপ যুদ্ধাভিলাষী ভীষণ গতিসম্পন্ন বীর  
রাক্ষসসেনা সহসা সেই দুজন রাজপুত্র রাম-লক্ষ্মণের নিকট  
উপস্থিত হল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভারবিশেষে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

## চতুর্বিংশ সর্গ (২৪)

মহা-উৎপাত লক্ষ্য করে রাক্ষসদের বিনাশ এবং নিজের বিজয় নিশ্চিত জেনে শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণকে  
সীতার সঙ্গে পর্বতগুহায় প্রবেশ করার আদেশ এবং নিজে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করা

আশ্রমঃ প্রতিঘাতে তু খরে খরপরাক্রমে।  
তানেবৌৎপাতিকান্ রামঃ সহ ভ্রাতা দদর্শ হ ॥ ১  
প্রচণ্ড পরাক্রমী খর শ্রীবামের আশ্রমভিমুখে গমন  
করলে, শ্রীরাম ভাই লক্ষ্মণ-এর সঙ্গে সেই সকল উৎপাত  
দর্শন করতে লাগলেন।

তনুৎপাতান্ মহাঘোরান্ রামো দৃষ্টাতামর্ষণঃ।  
প্রজানামহিতান্ দৃষ্টা বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ২

সেই মহাভয়ঙ্কর উৎপাত এবং সেই উৎপাত হেতু  
প্রজাদের মহা-অমঙ্গল লক্ষ্য করে রাম অসহিষ্ণু হয়ে  
লক্ষ্মণকে বললেন—

ইমান্ পশা মহাবাহো সর্বভূতাপহারিণঃ।  
সমুখিতান্ মহোৎপাতান্ সংহতুং সর্বরাক্ষসান্ ॥ ৩

‘মহাবীর লক্ষ্মণ ! রাক্ষসদের সংহার (ধ্বংস)  
করার জন্য, সকল প্রাণিবিনাশক সমুখিত এই মহা  
উৎপাতগুলি দেখো।

অমী রুধিরধারাস্ত্র বিসৃজন্তে খরস্বনাঃ।

ব্যোমি মেঘা নিবর্তন্তে পরুষা গর্দভারুণাঃ ॥ ৪

‘আকাশে গর্দভের ধূসর গাত্রবর্ণবিশিষ্ট মেঘগুলি  
কর্কশ এবং বিকট গর্জন করে শোণিতধারা বর্ষণ করছে।

সধূমান্চ শরাঃ সর্বে মম যুদ্ধাভিনন্দিতাঃ।

রুদ্রপুষ্ঠানি চাপানি বিচেষ্টন্তে বিচক্ষণাঃ ॥ ৫

‘রণকুশল লক্ষ্মণ ! উৎপাতজনিত ধূমাচ্ছন্ন বাণগুলি  
যেন যুদ্ধের জন্য উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, আর পৃষ্ঠভাগ  
হেমমণ্ডিত ধনুগুলি যুদ্ধের জন্য সচেতন হয়েছে।

যাদৃশা ইহ কৃজন্তি পক্ষিণো বনচারিণাঃ।

অগ্রতো নোহভয়ং প্রাপ্তং সংশয়ো জীবিতস্য চ ॥ ৬

‘অরণ্যচারী বিহগেরা এখানে যেমন কৃজন করছে,  
তাতে আমাদের অভয় (ভয়হীনতা) এবং যুদ্ধার্থে অগ্রগামী  
রাক্ষসদের জীবন-সংশয় সূচিত হচ্ছে।

সম্প্রহারস্ত্র সমহান্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।



অয়মাখ্যাতি মে বাহুঃ শূরমাণো মুহুর্মুহঃ ॥ ৭  
 ‘আমার দক্ষিণ বাহু নারবার কক্ষিপত হয়ে এই  
 বিষয়ই জানাচ্ছে যে, ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ হবে, সে বিষয়ে  
 কোনও সন্দেহ নেই।  
 সমীকর্ষে তু নঃ শূর জয়ঃ শত্রোঃ পরাজয়ম্  
 সুপ্রভঃ চ প্রসন্নঃ চ তব বজ্রং হি লক্ষ্মণে ৮  
 ‘হে বীর লক্ষ্মণ ! তোমার মুখের সুন্দর প্রভা ও  
 প্রসন্নতা সূচনা করছে যে, নিকট ভবিষ্যতে আমাদের জয়  
 আর শত্রুর পরাজয় অবশ্যজ্ঞাবী।  
 উদ্যতানাঃ হি যুদ্ধার্থঃ যেষাং ভবতি লক্ষ্মণ  
 নিম্প্রভঃ বদনং তেষাং ভবতায়ুঃ পরিক্ষয়াঃ ৯  
 ‘লক্ষ্মণ ! যুদ্ধ করতে উদাত হয়ে যাদের মুখ  
 প্রভহীন (ফ্যাকাসে) হয়ে যায়, তাদের আয়ুষ্কাল ক্ষয়প্রাপ্ত  
 হয়।  
 রক্ষসাঃ নর্দতাঃ ঘোরঃ প্রায়তেহয়ং মহাধ্বনিঃ  
 আহতানাঃ চ ভেরীণাঃ রাক্ষসৈঃ ক্রুরকর্মভিঃ ১০  
 ‘নিষ্ঠুরকর্মী রাক্ষসদের বাজানো ভেরীব ধ্বনি এবং  
 গর্জনরত রাক্ষসদের ঘোর হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।  
 অনাগতবিধানং তু কর্তব্যং শুভমিচ্ছতা  
 আপদং শঙ্কমানেন পুরুষেণ বিপশ্চিতা ১১  
 ‘বিপদের আশঙ্কা বুঝলে, কল্যাণকামী জ্ঞানী ব্যক্তির  
 কর্তব্য হল, বিপদ আসার পূর্বেই তার প্রতিবিধান করা।  
 তস্মাদ্ গৃহীত্বা বৈদেহীং শরপাণির্ধনুর্ধরঃ  
 গুহ্যমশ্রয় শৈলস্য দুর্গাং পাদপসঙ্কুলাম্ ১২  
 ‘অতএব তুমি ধনুর্বাণ ধারণ করে সীতাকে নিয়ে  
 বৃক্ষাচ্ছাদিত দুর্গম গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো।  
 প্রতিকূলিতুমিচ্ছামি ন হি বাক্যমিদং ভুয়া  
 শাপিতো মম পাদাভ্যাং গম্যতাং বৎস মা চিরম্ ১৩  
 ‘তুমি আমার কথার প্রতিকার করো, এটা আমি চাই  
 না। আমার চরণের শপথ রইল, বৎস ! যাও, বিলম্ব  
 করো না। (আধুনিক ভাষায় ‘মাথার দিবা’ দেওয়ার মতো  
 প্রাচীন রীতি অনুসারে গুরুজনেরা ছোটদের ‘চরণের  
 দিবা’ দিতেন)।  
 ত্বং হি শূরশ্চ বলবান্ হন্যা এতান্ ন সংশয়ঃ  
 স্বয়ং নিহন্তুমিচ্ছামি সর্বান্বেব নিশাচরান্ ১৪  
 ‘ভাই ! তুমি বীর এবং বলবান, এদের সকলকেই  
 একাই হত্যা করতে সমর্থ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।  
 কিন্তু আমি এই রাক্ষসদের সকলকে নিজেই হত্যা করতে

চাই।’

এবমুক্তস্ত রামেণ লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।  
 শবানাদায় চাপং চ গুহ্যং দুর্গাং সমাশ্রয়ৎ ১৫  
 রাম এই কথা বললে, লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ নিয়ে সীতার  
 সঙ্গে দুর্গম গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন।  
 তস্মিন্ প্রনিষ্টে তু গুহ্যং লক্ষ্মণে সহ সীতয়া।  
 হস্ত নির্মুক্তমিত্যুক্তা নামঃ কনচমবিশৎ ১৬  
 লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করলে,  
 শ্রীরামচন্দ্র, ‘অহো কার্য সিদ্ধ হয়েছে’ এই বলে কনচ ধবন  
 করলেন।  
 স তেনাগ্নিনিকাগ্নেন কবচেন বিজুসিতঃ  
 বভূব নামস্তিমিত্রে মহানগিরিবোধিতঃ ১৭  
 শ্রীরামচন্দ্র অনলসদৃশ বর্মে ভূষিত হয়ে অন্ধকারে  
 বর্জিত উজ্জ্বল অগ্নির ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।  
 স চাপমুদাম্য মহচ্ছরানাদায় বীর্যবান্।  
 সহভূবাহ্নিতস্তত্র জ্যায়মানঃ পুরয়ন্ দিশঃ ১৮  
 বীর্যবান রাম ধনুর্বাণ উত্তোলন করে ধনুকের টক্করে  
 দশদিক মুখরিত করে অবস্থান করতে লাগলেন।  
 ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারুণঃ  
 সমেযুশ্চ মহাত্মানো যুদ্ধদর্শনকালক্ষয়া ১৯  
 তখন সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণসহ দেবানি মহাত্মা  
 যুদ্ধ দর্শনের ইচ্ছায় সেখানে সমবেত হলেন।  
 ঋষয়শ্চ মহাত্মানো লোকে ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ।  
 সমেত্য চোচুঃ সহিতাস্তেহন্যোন্যং পুণ্যকর্মণঃ ২০  
 হস্তি গোব্রাহ্মণানাং চ লোকানাং চেতি সংস্থিতাঃ  
 জয়তাং রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজ্ঞীচরান্ ২১  
 চক্রহস্তো যথা যুদ্ধে সর্বানসুরপুঞ্জবান্।  
 ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ পুণ্যকর্মী মহাত্মাগণ, ঋষিগণ এবং  
 ব্রহ্মর্ষি শ্রেষ্ঠগণ একত্র মিলিত হয়ে পরস্পর বলতে  
 লাগলেন—‘ভুলোকের, অন্যান্য লোকের (চতুর্দশ  
 লোকের) এবং ব্রহ্মজগদের মঙ্গল হোক। চক্রধর নারায়ণ  
 যেমন যুদ্ধে অসুর বীরশ্রেষ্ঠদের পরাজিত করেছিলেন,  
 তদ্রূপ রাঘব রামচন্দ্রও যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় নিশাচরদের জয়  
 করুন।’  
 এবমুক্তা পুনঃ প্রোচুরালোকা চ পরম্পরম্ ২২  
 চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাঃ ভীমকর্মণাম্।  
 একশ্চ রামো ধর্মাত্মা কথং যুদ্ধং ভবিষ্যতি ২৩  
 মহাত্মাগণ এই কথা বলে পুনরায় পরস্পরের দিকে

জকিয়ে বলাবলি করতে লাগলেন, ভয়ঙ্কর কর্মপরায়ণ  
রাক্ষসেরা সংখ্যায় চৌদ্দ হাজার, অপরপক্ষে ধর্মাত্মা রাম  
এক, পরস্পর যুদ্ধ কী করে হবে (কী করে সম্ভব ?)  
ইতি রাজর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সগণাশ্চ বিজয়ভাঃ।

জাতকৌতুহলাস্ত্রুর্বিমানহাশ্চ দেবতাঃ। ২৪  
রাজর্ষি, বিজপ্রেষ্ঠ এবং সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি  
গণদেবতাগণসহ দেবগণ এই কথা বলে কৌতুহলাক্রান্ত  
হয় বিমানে অবস্থান করতে লাগলেন

আবিষ্টং তেজসা রামং সংগ্রামশিরসি হিতম্  
দৃষ্টা সর্বাণি জুতানি ভয়াদ্ বিবাত্বিরে তদা। ২৫  
সংগ্রামের পূর্বোক্তাঙ্গে তেজোময় জ্যোতিষ্কারা আবৃত  
রামকে অবস্থিত দেখে সকল প্রাণী ভয়ে বাথিত হল

রূপমপ্রতিমং তস্য রামসাক্ষিষ্টকর্মণঃ।  
বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ। ২৬  
অক্লিষ্টকর্ম্য শ্রীরামচন্দ্রের অতুলনীয় রূপ তখন ক্রুদ্ধ  
মহাত্মা রুদ্রের মতো প্রতীত হল।

ইতি সম্ভাষ্যমাণে হু দেবগন্ধর্বচারণৈঃ।  
ভূতো গন্তীরনির্হাদং ঘোরচর্মামুখধ্বজম্। ২৭  
জনীকং যাতুখানানাং সমস্তাং প্রত্যপদ্যত।

দেবতা, গন্ধর্ব ও চারণেরা যখন পরস্পর এইরকম  
আলাপ করছিলেন, তখন গুরুগন্তীর গর্জন করতে করতে  
ভয়ঙ্কর ঢাল তলোয়ার ও ধ্বজায় সুসজ্জিত রাক্ষস  
সেনাবাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল অর্থাৎ রামচন্দ্রকে  
চারদিক থেকে ঘিরে ধরল।

বীরালাপান্ বিসৃজ্যামনো নামভিগচ্ছতাম্। ২৮  
চাপানি বিস্ফারয়তাং জুহুতাং চাপাভীক্ষণঃ।  
বিপ্রমুটস্থানাং চ দুন্দুর্ভীষ্মাপি নিয়তাম্। ২৯  
জৈবাং সুতুমুলঃ শব্দঃ পূরমামাস তদ্ বনম্

সেই রাক্ষসদের একে অপরের কাছে গিয়ে পরস্পর  
বীরোচিত আলাপ, ধনুকের টঙ্কার, বারবার হাই তোলার  
শব্দ, উচ্চ চিৎকার, দুন্দুভির ধ্বনি প্রভৃতির তুমুল শব্দে সেই  
বনভূমি পরিপূরিত (মুখরিত) হল।

ভেন শব্দেন বিব্রজ্জাঃ শ্বাপদা বনচারিণঃ। ৩০

দুন্দুর্ভীষ্ম নিঃশব্দং পৃষ্ঠতো নাবলোকমান।  
সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে বনচর ভীষণ ভয়গ্রস্ত হয়ে  
পিছন দিকে না তাকিয়ে যেখানে এইরকম শব্দ নেই এমন  
অঞ্চলে পালিয়ে গেল।

ভাট্টানীকং মহাবেগং রামং সমনুবর্তত। ৩১  
ধৃতনানাপ্রহরণং গন্তীরং সাগরোপমম।

নানা অস্ত্রধারী, গন্তীর সাগরের মতো সেই  
সেনাবাহিনী মহাবেগে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে গাথিত হল।  
রামোহপি চাবয়ং শঙ্কুঃ সর্বতো রণপতিভ্যঃ। ৩২  
দদর্শ খরসৈন্যং তদ্ যুজ্যাজিমুখো গতঃ।

যুদ্ধবিশারদ শ্রীরামচন্দ্রও চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে  
খরের সেই সেনাবাহিনী দেখে যুদ্ধের জন্য তাদের  
সামনাসামনি হলেন।

বিতত্য চ ধনুর্ভীষ্মং ভূগ্যাশ্চোদ্ধৃত্য সায়কান্। ৩৩  
ক্রোধমাহারয়ং তীব্রং বখার্থং সর্বরক্ষসাম্।  
দুস্ত্রেঞ্চাশ্চাভবৎ ক্রুদ্ধো যুগাজাগিরিব জ্বলন্। ৩৪

রামচন্দ্র ভয়ঙ্কর ধনু প্রসারিত করে এবং ভূগ থেকে  
বাণগুলি তুলে নিয়ে রাক্ষসদের বধ করার জন্য ভয়ঙ্কর  
ক্রোধ ধারণ করলেন (ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হলেন)। তখন যুগান্ত-  
কালীন অগ্নির ন্যায় তাঁর দিকে তাকানো দুঃসাধ্য ছিল।

তং দৃষ্টা তেজসাহবীষ্টং প্রাব্যধন্ বনদেবতাঃ।  
তস্য রুটস্য রূপং তু রামস্য দদৃশে তদা।  
দক্ষস্যেব ক্রতুং হস্তমুদ্যতস্য পিনাকিনঃ। ৩৫

শ্রীরামকে তেজে অভিভূত দেখে বনদেবতাগণ  
বাথিত হলেন। তখন ক্রুদ্ধ রামের রূপ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসে  
উদ্যত পিনাকপাণি শিবের মতো দেখাচ্ছিল।

তৎকামুকৈরাভরৈণ রথৈশ্চ  
তথর্মভিষ্ঠাগ্নিসমানবর্ধৈঃ।

বভূব সৈন্যং পিশিতাশনানাং  
সূর্যোদয়ে নীলমিনাস্রজালম্। ৩৬

অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট ধনু, আভরণ, রথ ও  
বর্মের সজ্জিত সেই রাক্ষস সেনাবাহিনী সূর্যোদয়কালে নীল  
মেঘমালার মতো শোভা পাচ্ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরশাকান্তে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ। ২৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরশাকান্তে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৪ ॥



পঞ্চবিংশ সর্গ (২৫)

রাক্ষসগণ কর্তৃক আক্রান্ত রামের দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ

অবতীর্ণবনু রামঃ ক্রুদ্ধঃ তং রিপুঘাতিনম্।

দশপ্রমাণমা খরঃ সহ পুরঃসরৈঃ ॥ ১

খর অগ্রগামী সেনাসহ আগ্রমে এসে শত্রুহস্তা,  
ধনুধারী, ক্রুদ্ধ রামচন্দ্রকে দেখতে পেল।

তং দৃষ্টা সত্তপঃ চাপমুদামা খরনিঃস্বনম্।

রামস্যাভিমুখঃ সূতঃ চোদ্যামিত্যচোদয়ৎ ॥ ২

শ্রীরামকে দেখে খর তীক্ষ্ণশব্দকারী সত্তপ ধনু হাতে  
তুলে নিয়ে 'রামের সামনে রথ নিয়ে চলো', এই বলে  
সারথীকে প্রেরিত করল (আদেশ দিল)।

স খরসাজ্জয়া সূতস্তুরগান্ সমচোদয়ৎ।

যত্র রামো মহাবাহুরেকো গুহ্যং ধনুঃ হ্রিতঃ ॥ ৩

মহাবীর শ্রীরাম ধনুকে টকার দিয়ে খেচান একাই  
অবহন কবাইলেন, খরের নির্দেশে সারথি রথের  
অগ্গণ্টিকে সেই দিকেই চালনা করল।

তং তু নিশ্চতিতং দৃষ্টা সর্বতো রজনীচরাঃ।

মুক্ষমানা মহানাদং সচিবাঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ৪

খরকে রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে রাক্ষস  
পার্শ্বচরেরা সিংহনাদ করতে করতে খরকে চারিদিকে ঘিরে  
নাড়াল।

স তেষাং যাতুধানানাং মধ্যে রথগতঃ খরঃ।

বভূব মধ্যে তারাণাং লোহিতাজ্জ ইবোদিতঃ ॥ ৫

রাক্ষসদের মাঝখানে তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রথে  
অবস্থিত খর, তারকাদের মধ্যে উদ্ভিত মঙ্গলগ্রহের মতো  
দেখতে হয়েছিল (শোভা পাচ্ছিল)।

ততঃ শরসহস্রেন রামপ্রতিমীজসম্।

অদয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ ॥ ৬

তখন যুদ্ধে অতুলনীয় বলবান শ্রীরামকে সহস্র বাণ  
দ্বারা পীড়ন (আঘাত) করে রাক্ষসরাজ খর উচ্চৈঃস্বরে  
গর্জন করতে লাগল।

ততঃ তীমথদ্বানঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্বে নিশাচরাঃ।

রামঃ নানাবিধৈঃ শস্ত্রৈরভাববর্ষত দুর্জয়ম্ ॥ ৭

সেই ভয়ঙ্কর ধনুধারী দুর্জয় রামের প্রতি ক্রুদ্ধ  
রাক্ষসেরা সকলে নানারূপ অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল।

মুদগরৈরায়সৈঃ শূলৈঃ প্রাসৈঃ বদৈঃ পরশুধৈঃ।

রাক্ষসাঃ সমরে শূরং নিজস্ব রোষতৎপরঃ ॥ ৮

যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রোধাধিত রাক্ষসেরা বীর রামচন্দ্রকে  
লৌহমুদগর, শূল, প্রাস, বদা এবং পরশু (চিহ্ন) নিয়ে  
আঘাত করতে লাগল।

তে বলাহকসংকাশা মহাকায়্য মহাকায়ঃ।

অভাববর্ষ কাকুৎস্থঃ রথৈর্বাভিজিহ্নিরেব ॥ ৯

গজৈঃ পর্বতকুটাই রামঃ যুদ্ধে জিহাসেব।

যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে হত্যা করার জন্য তেঁদের  
কৃষ্ণবর্ণ বিশালকায় মহাবলবান সেই রাক্ষসেরা গজ, গজ  
এবং পর্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশাল বিশাল হস্তীপুষ্ঠে আরোহণ  
শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।

তে রামে শরবর্ষাণি বাসুজন্ রক্ষসাঃ পশ্যাৎ ॥ ১০

শৈলেন্দ্রমিব ধারাভির্বর্ষমাণা মহাধনাঃ

বিশালাকার মেঘসমূহ যেমন গিবিরাজের উপর  
ধারায় বারিবর্ষণ করে, সেইরকম দলে দলে রাক্ষস  
শ্রীরামচন্দ্রের উপর বাণবর্ষণ সৃষ্টি করল।

সর্বৈঃ পরিবৃত্তো রামো রাক্ষসৈঃ ক্রুরদশিনৈঃ ॥ ১১

তিথিধিব মহাদেবো বৃত্তঃ পারিধদাং গমৈঃ।

(বিশেষ বিশেষ) তিথিগুলিতে পারিধর্ষণ কর্তৃক  
পরিবৃত্ত মহাদেবের মতো শ্রীরামচন্দ্র তীক্ষ্ণ-  
রাক্ষসগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হলেন।

তানি মুক্তানি শস্ত্রাণি যাতুধানৈঃ স রাক্ষসঃ ॥ ১২

প্রতিজগ্ৰাহ বিশিখৈর্নদোঘানিব সাগরাঃ।

সাগরে পতিত নদীর জলধারার ন্যায় (সাগর তেঁদের  
নদীর জলধারাকে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে, সেইরকম  
শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসগণ কর্তৃক নিষ্কিণ্ত সেই অস্ত্রগুলিকে  
অস্ত্র দ্বারা প্রতিগ্রহণ করলেন।

স তৈঃ প্রহরশৈর্ঘ্যোরৈর্ভিন্নগাত্রো ন বিবদে ॥ ১৩

রামঃ প্রদীপ্তৈর্বহুভিবীজৈরিব মহাধনাঃ।

দীপ্তিমান বহু বজ্রের আঘাতে অকিসিদ্ধ হতে  
পর্বতের মতো, শ্রীরামচন্দ্র ভয়ঙ্কর বহু অস্ত্রের  
শরীর বিদীর্ণ হলেও ব্যাধিত (বিচলিত) হলেন না।

স বিদ্ধঃ কতজাদিদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাঘবাঃ ॥ ১৪

বভূব রামঃ সজ্জ্যশ্চৈদিবাকর ইষাবৃত্তঃ

রঘুনন্দন রামচন্দ্র অস্ত্রবিদ্ধ হয়ে  
শোণিত লিপ্ত অবস্থায় সজ্জ্যকালীন মেঘাবৃত্ত হন।



মতো দেখতে হলেন।

বিশ্বদুর্বেষদর্শীঃ শিক্ষাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৫  
একঃ সহস্রৈর্বহুভিদ্ভবা দৃষ্টা সনাতনম্।

তখন একা শ্রীরামকে বহু সহস্র রাক্ষস কর্তৃক  
পরিবেষ্টিত দেখে দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও মর্ত্যগণ  
বিহ্বল হইলেন।

ভ্রাতা রামস্ত সংক্ৰুদ্ধো মণ্ডলীকৃতকার্কসঃ ॥ ১৬  
নসর্গ নিশিতান্ বাণাঙ্ঘ্রতশোভথ মহশশঃ।

দূরানারান্ দুর্বিষহান্ কালপাশোপমান্ রণে ॥ ১৭

অতঃপর ক্রোধাগ্নিত শ্রীরামচন্দ্র ধনুকটি ধাক্কাগণ করে  
ধোলাকার করলেন এবং যুদ্ধে মৃত্যুপাশ সম শতশত, সহস্র  
সহস্র দুর্বিষহণীয় ও দুর্বিষহ শাণিত বাণ নিষ্ক্ষেপ করিতে  
লাগলেন।

মুমোচ লীলয়া কক্ষপত্রান্ কাঞ্চনকুমপান্।

তে শরাঃ শত্রুসৈন্যেযু মুক্তা রামেণ লীলয়া ॥ ১৮

আনন্দ রক্ষসাঃ প্রাণান্ শাশাঃ কালকৃত্য ইব।

শ্রীরামচন্দ্র সূর্যভূষিত বাণগুলি অবলীলাক্রমে নিষ্ক্ষেপ  
করলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক শত্রুসৈন্যের প্রতি অবলীলাক্রমে  
নিষ্ক্ষিপ্ত বাণগুলি কালপাশের মতো রাক্ষসদের প্রাণ কেড়ে  
নিতে লাগল। (কক্ষপত্র—কৌক্য ভাঙ্গিগলে পাখির পালকযুক্ত  
বাণ। নিষ্ক্ষিপ্ত বাণের গতি সবল রাখার জন্য বাণের মূল  
অংশে বাণপুঙ্খ কক্ষপত্র লাগানো থাকে।

ভিদ্ভা রাক্ষসদেহাংস্ত্রাংস্ত্রে শরা কুশিরাপ্তভাঃ ॥ ১৯

অস্ত্রবিক্ষণতা রেভুর্দীপ্তাগ্নিসমভেদসঃ।

রাক্ষসদের দেহ ভেদ করে তাদের শোণিতলিপ্ত  
সেই বাণগুলি আকাশে উঠে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায়  
উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছিল (বজ্রসাদৃশ্যে)।

অসংখ্যোয়াস্ত্র রামস্য সায়কাস্ত্রাপমণ্ডলাং ॥ ২০

বিনিষ্ক্ষেপতুরতীবোজা রক্ষঃপ্রাণাপহারিণঃ।

শ্রীরামের মণ্ডলাকার ধনু (ধনুকের ছিলা ধরে টানলে  
চাপে বেকে অর্ধগোলাকার হয়) থেকে রাক্ষসদের  
প্রাণঘাতী অত্যন্ত উগ্র অসংখ্য বাণ নির্গত হতে লাগল।

তৈর্ধনুংষি ধ্বজগ্রাণি চর্মপি কবচানি চ ॥ ২১

বান্ধু সহস্রাতরপানুজান্ করিকরোপমান্।

চিচ্ছেদ রামঃ সমরে শতশোভথ মহশশঃ ॥ ২২

শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে সেই সকল বাণদ্বারা শতশত এবং  
সহস্র সহস্র রাক্ষসদের ধনু, (রণের) ধ্বজার অগ্রভাগ,  
ঢাল, কবচ, অলঙ্কারসহ বাহ এবং হস্তিশৃঙ্গ সদৃশ উরু

সকল ছিঁড়ি ছিঁড়ি করে দিলেন।

হরান্ কাঞ্চনসমভাণ্ বহুশূভান্ সমাহরণান্।

লজাশ্চ সগভারোতান্ মহয়ান্ সাদিনবজ্রাং ॥ ২৩

চিঞ্চির্দুর্বিষদৃশ্যব রামবাণা শুশ্রুতবাহঃ।

পদাটন সমরে ভদ্রা চানয়ান্ যমসাক্ষমাং ॥ ২৪

সেই যুদ্ধে শ্রীরামের গুণ দেখতে বিস্মিত রাক্ষস

সোনাল বর্ম সজ্জিত সার্বভদ্র বাদ্য বাদ্য

দ্রুমগুলিকে, যতাবৈভবিত ও হস্তাভিহিত এবং সহস্রবহু

দ্রুমগুলিকে ভিয়া ভিয়া করে দিল, এবং পদাটন যমসাক্ষ

হত্যা করে যমালয়ে প্রেরণ করল।

ভ্রাতা নালীকনারাট্টেদ্বীকাতপশ্চ বিকর্পিণঃ।

ভীমমর্দয়ঃ চক্ৰশ্চিদমানা নিশাচরাং ॥ ২৫

তখন নালীক, নারীচ এবং চক্ৰশ্চিদমান

অস্ত্রের আঘাতে ছিঁড়ি ছিঁড়ি রাক্ষসেরা ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত

লাগল।

তৎ সৈন্যঃ বিনিসৈবীপেরদিতঃ মর্মভেদিভিঃ।

ন রামেণ সুখং লেভে শুভং কনিবাহিনা ॥ ২৬

শ্রীরাম কর্তৃক নিষ্ক্ষিপ্ত মর্মভেদী নানাবিধ বাদ্য

নির্মিত সেই রাক্ষস সৈন্য অগ্নিদগ্ন অরণ্যের মতো বিস্তৃত

(দক্ষিণ) হয়ে গেল।

কেদে ভীমবলাঃ শুরাঃ প্রাসাঃ শূলান্ পরশুধান্।

চিঞ্চিপুঃ পরমজুহা রামায় রত্ননীচরাং ॥ ২৭

অত্যন্ত ক্রোধী, বজ্রশালী, দীর কোনো কোনো

নিশাচর রাক্ষস রামের প্রতি প্রাণ (কৌচ ভীতীয় অস্ত্র), শূল

এবং পরশু (টান্ধি) নিষ্ক্ষেপ করতে লাগল।

ত্রেমাঃ বাঈর্মজাবাঃ শত্ৰুপ্যাবার্য বীরবান্।

গ্রাহার সমরে প্রাণাংশিচ্ছেদ চ নিরোধরান ॥ ২৮

পরাক্রমী দীর রামচন্দ্র সমরভূমে নিষ্ক্ষেপ বাণ দ্বারা

রাক্ষসদের অস্ত্রগুলি নিবারিত করে তাদের শিরশ্ছেদ করে

প্রাণ হরণ (সংহার) করলেন।

তে হিরণিরসঃ পেতুশ্চিচ্চর্মশরাসমাং ॥

সুপর্ণনাতবিক্ষিপ্তা জগত্যাঃ পাদপা যথা ॥ ২৯

অবশিষ্টাশ্চ নে তত্র বিসম্রাষ্টে নিশাচরাঃ।

ধরনোভাশাস্ত্র শরণার্থঃ শরণত্যাং ॥ ৩০

যারা হিরণিরস (বালের মাথা কাটা গেছে) এবং

যানের ঢাল-বাণ এবং অন্যান্য অস্ত্র ত্যাগ করেছে এমন

রাক্ষসেরা গন্ধর্বের পাশের (কাপড়ের) কাপড়সে দিক্ষিপ্ত

বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত (লুপ্ত) হল। সেখানে অসংখ্য

যে বাক্যসেবা শ্রীরাধার নামে আত্ম-চর্য্যাক্রম, তাহা বিদ্য।  
তবে আশ্রয়ন শ্রীরাধা বলেন কাকে দৌড়িও গেল।

তান সর্বাণ পুনরাবায় সমাশ্রাসা চ দৃশ্যঃ।

মহাভাবঃ সসংক্ৰোধঃ ক্রোধঃ ক্রোধ ইত্যাক্রমঃ ॥ ৩১

পাশ্চাত্যে দৃশ্য অত্যন্ত ক্রোধ হয়ে পুনরুপায়ন করে  
শ্রীরাধা সকলক আশ্রয় নিয়ে ক্রোধাদি বাক্যের প্রতি  
ক্রোধপূর্ণাধন মুদ্রাভাষ্যে মনে মনে ক্রোধ মানিত হল

নিবৃত্ততায় পুনঃ সর্বৈ দৃশ্যশ্রয়ানির্ভয়াঃ।

নামমেবাদভাবন্ত মালতালশিলাগুণাঃ ॥ ৩২

দৃশ্যের আশ্রয় (আশ্রয়) বাক্যেবাক্য সকলে নির্ভয়  
তবে পক্ষ্যের থেকে নিবৃত্ত হল এবং মালগুণ, তালগুণ,  
মৃৎ-শিলা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে পুনরায় নামের দিকে ধাবিত  
হল।

শূলমুদগরহস্তাশ্চ পাশহস্তা মহাবলাঃ।

সৃজন্তঃ শরবর্ষাণি শস্ত্রবর্ষাণি সংযুগে ॥ ৩৩

যুদ্ধক্ষেত্রে শূল, মুদগর ও পাশ (বন্ধন রজ্জু) হাতে  
নিয়ে সেই মহাবলবান রাক্ষসেরা বাণ এবং অন্যান্য অস্ত্র  
বর্ষণ করতে লাগল।

ক্রমবর্ষাণি মুখস্তঃ শিলবর্ষাণি রাক্ষসাঃ।

তদ্ বভূবাহুতঃ যুদ্ধঃ তুমুলঃ রোমহর্ষণম্ ॥ ৩৪

রামসাসা মহাঘোরঃ পুনস্তেষাং চ রক্ষসাম্।

তে সমস্তাদভিক্রুদ্ভা রাঘবঃ পুনরার্দয়ন্ ॥ ৩৫

রাক্ষসেরা আবার বিরাট বিরাট বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ  
করতে থাকলে সেই রাক্ষসদের সঙ্গে শ্রীরাধার রোমহর্ষক  
তুমুল ওমানক যুদ্ধ আবস্ত হল। রাক্ষসেরা পুনরায় অত্যন্ত  
ক্রোধ হয়ে রাঘব রামচন্দ্রকে চারিদিকে ঘিরে ফেলে তাঁকে  
আঘাত করতে লাগল।

ততঃ সর্বা দিশো দৃষ্টা প্রদিশন্ত সমানুভাঃ।

রাক্ষসৈঃ সর্বতঃ প্রাপ্তৈঃ শরবর্ষাভিরানুভাঃ ॥ ৩৬

স কৃদ্ভা ভৈরবঃ নাদমন্তঃ পরমভাষরম্।

সময়োজয়দ্ গান্ধার্বঃ রাক্ষসেধু মহাবলাঃ ॥ ৩৭

তখন মহাবলবান শ্রীরাধাচন্দ্র দেখলেন রাক্ষসেরা  
দিগ্দিগন্তরালে তাঁকে ঘিরে বাণবর্ষণে আচ্ছন্ন করে  
ফেলেছে। তখন তিনি ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে গান্ধার্ব নামক  
অভ্রাঙ্কুল মহাস্ত্র রাক্ষসদের প্রতি প্রয়োগ করলেন।

ততঃ শরসহস্রাণি নির্গমুশ্চাপমণ্ডলাৎ।

সর্বা দশ দিশো বাটপরাপর্যন্ত সমাগতৈঃ ॥ ৩৮

তখন শ্রীরাধার মণ্ডলাকার ধনু থেকে হাজার হাজার

বাণ নির্গত হয়ে সেই সম্মিলিত বাণে দর্শনিত করিয়ে  
হয়ে গেল।

নামদানঃ শরান মোরান বিশুদ্ধঃ শরোত্তমান।

বিকর্মমাণঃ পশ্যন্তি রাক্ষসাস্তে শরবর্ষাঃ ॥ ৩৯

বাণ-নির্মিত সেই রাক্ষসেরা শ্রীরাম কর্তৃক  
থেকে ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ (আকর্ষণ), (ধনুকের) ভাঙ্গন  
এবং বাণ বিমোচন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। (শ্রীরাধা)  
এত দ্রুততার সঙ্গে তৃণ থেকে বাণ নিয়ে ক্রম  
আকর্ষণ করে সেই বাণ নিক্ষেপ করছিলেন যে, তাঁর  
বাণাঘাতে জর্জরিত রাক্ষসেরা কিছুই দেখতে ও বুঝে  
পাচ্ছিল না।

শরাক্ষকারমাক্ষামানুগোঃ সন্ধিসাক্ষরম্।

বভূবাহুতো রামঃ প্রক্ষিপন্নিব তক্ষরাম ॥ ৪০

রামচন্দ্র একই স্থানে অবস্থান করে শরবর্ষণ  
করছিলেন; তাঁর নিক্ষিপ্ত সেই শরজালে সর্বসত গগনরক্ত  
যেন বাণাক্ষকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

যুগপৎ পতমানৈশ্চ যুগপচ্চ হতৈর্ভুজৈঃ।

যুগপৎ পতিতৈশ্চৈব বিকীর্ণা বসুধাক্ষয় ॥ ৪১

একই সঙ্গে পতনোদত, পতিত এবং ভিন্ন  
রাক্ষসদের বিক্ষিপ্ত দেহগুলি দ্বারা ধরণী সম্পূর্ণ আবৃত হয়  
(ডেকে) গেল।

নিহতাঃ পতিতাঃ ক্ষীণাশ্চিন্না ভিন্না বিদারিতাঃ।

তত্র তত্র স্ম দৃশ্যন্তে রাক্ষসাস্তে সহস্রাঃ ॥ ৪২

যেখানে সেখানে হাজারে হাজারে নিহত, ধরষী,  
ক্ষীণ, ছিন্ন ভিন্ন, বিদীর্ণ দেহ রাক্ষস দেখা যাচ্ছিল।

সোক্ষীমৈরুত্তমাসৈশ্চ সাক্ষদৈর্বাণভিহতৈঃ।

উরুভির্বাণভিশ্চিহ্নৈর্নানাক্ষপৈর্বিভূষিতৈঃ ॥ ৪৩

হয়ৈশ্চ দ্বিপমুখৈশ্চ রৈবৈর্ভিন্নৈরনেকশঃ।

চামরবাজনৈশ্চৈকৈশ্চৈর্নানাদিভৈরপি ॥ ৪৪

রামেণ বাণাভিহতৈর্বিচ্ছিন্নৈঃ শূলপাতিশৈঃ।

খট্বেঃ খণ্ডীকৃতৈঃ প্রাসৈর্বিকীর্ণৈশ্চ পরশুধৈঃ ॥ ৪৫

চূর্ণিতাভিঃ শিলাভিঃ শট্টৈশ্চৈবৈরনেকশঃ।

বিচ্ছিন্নৈঃ সমরে ভূমির্বিদীর্ণাভূদ্ ভয়ংকরা ॥ ৪৬

রণক্ষেত্রে শ্রীরাধার শরাঘাতে রাক্ষস সৈন্যদের বে  
থেকে বিচ্ছিন্ন (নানাস্থানে) ছড়িয়ে থাকা উক্ষীষসহ কাট  
মাথা, অঙ্গদ (বাজুবদ্ধ) সহ কাটা হাত, নানা অঙ্গকারে  
ভূষিত কাটা উরু ও বাহু, (মৃত) অস্থ ও প্রধান হস্তীসহ ভা  
রথ, নানাবিধ চামর, বাজন (পাখা), ছাতা, ধ্বজা, খণ্ডিত



শূল, পট্টিশ (নামক অস্ত্র), খড়্গ, প্রাস (নামক অস্ত্র), টাঙ্গি  
প্রভৃতি অস্ত্রে, চূর্ণ-বিচূর্ণ শিলাখণ্ড এবং বহুতর শস্ত্র শস্ত্র  
চিহ্নিত বাণে বিস্তারিত সেই ভূমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।  
এবং দৃষ্টা নিহতান্ সৰ্বে রাক্ষসঃ পরমাতুরাঃ।

ন তত্র চলিতুং শস্ত্রাণাং পরপূরজয়ম্ ॥ ৪৭  
সেই রাক্ষসদের সকলকে মারা যেতে দেখে, অত্যন্ত  
কাতর (ভীত অবশিষ্ট) রাক্ষসেরা শত্রুদেশজয়ী রামচন্দ্রের  
দিকে আর যেতে (অগ্রসর হতে) পারলো না।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাহ্যাকাণ্ডে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি-মার্কণ্ডিঃ কবিত্বাৎ আদিকাণ্ডে বামায়ণে অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

## ষড়বিংশ সর্গ (২৬)

শ্রীরাম কর্তৃক চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং দূষণের বিনাশ

দূষণঃ স্বকং সৈন্যং হনামানং বিলোকা চ।  
সন্ধিক্ষেপং মহাবাহুর্ভীমবেগান্ দুরাসদান্ ১  
রাক্ষসান্ পঞ্চসাহস্রান্ সমরেষুনিবর্তিনঃ।

মহাবীর দূষণ নিজের সৈন্যদের এইভাবে নিহত হতে  
দেখে, যুদ্ধে অপরাধবৃত্ত, দুর্ধর্ষ এবং ক্রতগতিসম্পন্ন পাঁচ  
হাজার রাক্ষসকে নির্দেশ দিল।

তে শূলৈঃ পট্টিশৈঃ খড়্গৈঃ শিলাবর্ষৈর্দুর্মৈরপি ২  
শরবর্ষৈরবিচ্ছিন্নং ববর্ষন্তঃ সমন্ততঃ।

সেই রাক্ষস সৈন্যরা চারদিক থেকে শ্রীরামের প্রতি  
শূল, পট্টিশ, খড়্গ, শিলা, বৃক্ষ এবং বাণ অবিচ্ছিন্নভাবে  
বর্ষণ করতে লাগল।

তদ্ ক্রমাণাং শিলানাং চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ ৩  
প্রতিজগ্ৰাহ ধর্মাত্মা রাঘবস্তীক্ষ্ণসায়কৈঃ।

ধর্মাত্মা রামচন্দ্র প্রাণঘাতী সেই তীর বৃক্ষবর্ষণ ও  
প্রস্তরবর্ষণকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা প্রতিহত করলেন।

প্রতিবৃহা চ তদ্ বর্ষং নিমীলিত ইবর্ষডঃ ৪  
রামঃ ক্রোধঃ পরং লেভে বধার্থং সর্বরাক্ষসাম্।

বৃষের ন্যায় নিমীলিত নেত্রের রামচন্দ্র সেই অস্ত্রবর্ষণ  
প্রতিগ্রহণ করে, সকল রাক্ষস বধের জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
উঠলেন। (আকাশ থেকে বারিবর্ষণকালে ঋষভ বৃষ নেত্র  
বৃত্তিত করে সেই বারিবর্ষণ সহ্য করে। বীরর্ষভ রামচন্দ্রও  
তদ্রূপ অস্ত্রবর্ষণ গ্রহণ করলেন)।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ প্রদীপ্ত ইব তেজসা ৫

শরৈরজাকিরং সৈন্যং সর্বতঃ সহদূষণম্।

অন্তঃপর তেজোদগ্ধ রামচন্দ্র ক্রোধাধ্বিত হয়ে  
চারিদিক থেকে দূষণসহ অন্যান্য রাক্ষস সৈন্যের প্রতি বাণ  
বর্ষণ করতে লাগলেন।

ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো দূষণঃ শত্রুদূষণঃ ৬  
শরৈরশনিকল্লৈস্তং রাঘবং সমবারয়ৎ।

তখন শত্রুহিংসক ক্রোধপরায়ণ সেনাপতি দূষণ  
বজ্রতুলা বাণের আঘাতে রাঘব রামচন্দ্রকে বাধা দিতে  
লাগল।

ততো রামঃ সুসংক্রুদ্ধঃ ক্ষুরেণাস্য মহদ ধনুঃ ৭  
চিচ্ছেদ সমরে বীরশ্চতুর্ভিচ্চতুরো হয়ান্।

হস্তা চাশ্বাঞ্ শরৈস্তীক্ষ্ণরর্ষচক্রেণ সারথৈঃ ৮  
শিরো জহার তদ্রক্ষত্ৰিভির্বিব্যাধ বক্ষসি।

শ্রীরামচন্দ্র তখন ক্রোধাধ্বিত হয়ে ক্ষুর নামক অস্ত্রে  
(দূষণের) বিরাট ধনু ভেঙে দিলেন। যুদ্ধে বীর রামচন্দ্র  
চারটি বাণ দ্বারা চারটি অশ্বকে হত্যা করলেন। তীক্ষ্ণ বাণে  
অশ্বগুলিকে হত্যা করে শ্রীরামচন্দ্র অর্ষচন্দ্র নামক অস্ত্র দ্বারা  
সারথির মাথা কেটে তিনটি বাণ দিয়ে সেই রাক্ষসের বক্ষ  
বিদ্ধ করলেন।

স চ্ছিন্নধ্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ৯  
জগ্ৰাহ গিরিশৃঙ্খাভং পরিঘং রোমহর্ষণম্।

বেষ্টিতঃ কাঞ্চনৈঃ পট্টটৈর্বেবসৈন্যাভিমর্দনম্ ১০  
দূষণের ধনু ও রথ ভেঙে গেলো এবং অশ্ব ও সারথি



নিহত হল : তখন সে পর্বতশৃঙ্গ সদৃশ সুবর্ণপাত বেষ্টিত  
এবং দেবসৈন্য নিগ্রহকারী পবিত্র নামক অস্ত্র হাতে তুলে  
বিল।

আয়সৈঃ শঙ্কুভিত্তীকৈঃ কীর্ণং পরবসোকিতম্।

বজ্রাশনিসম্পর্শং পরগোপুরদারণম্॥ ১১

তং মহোরগসংকাশং প্রগৃহ্য পরিঘং রণে।

দুষণোহভ্যপতদ্ রামং কুরকর্মী নিশাচরঃ॥ ১২

নিষ্ঠুর নিশাচর দুষণ লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত,  
শত্রুর শোণিত মেদ-লিপ্ত, বজ্র কঠিন, শত্রুর (পুর)-দ্বার-  
বিদারী, বিষমর মহাসর্প সদৃশ সেই পরিধান প্রহরণ করে  
যুদ্ধক্ষেত্রে রামের প্রতি দ্রুত ধাবিত হল (ঝাঁপিয়ে পড়ল)।

তস্যাভিপতমানস্য দুষণস্য চ রাঘবঃ।

ঘাত্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ সহস্রাভরণৌ ভুজৌ॥ ১৩

দুষণ রামের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লে তার হস্তাভরণ  
সহ বাহুদ্বয় রাঘব রামচন্দ্র দুটি বাণের দ্বারা ছেদন করলেন।

ঋষ্টস্তস্য মহাকায়ঃ পপাত রণমূষনি।

পরিঘস্থিরহস্তস্য শত্রুস্বজ ইবাগ্রতঃ। ১৪

হিমবাহু দুষণের হস্তস্রষ্ট পরিঘ নামক অস্ত্রটি  
যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল ইন্দ্রধ্বজের মতো সামনে পড়ে গেল।

করাভ্যাং চ বিকীর্ণাভ্যাং পপাত ভূবি দুষণঃ।

বিষাণাভ্যাং বিনীর্ণাভ্যাং মনস্বীব মহাগজঃ॥ ১৫

উৎপাটিত দৃঢ়চেতা মহান হস্তীর মতো কর্তিত হস্ত  
দুষণ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

দুষ্টা তং পতিতং ভূমৌ দুষণং নিহতং রণে।

সামু সাধ্বিতি কাকুৎস্থঃ সর্বভূতানাপূজয়ন্॥ ১৬

যুদ্ধে নিহত দুষণকে ভুলুপ্তিত দেবে, (দেব-  
মনুষ্যাদি) সকল প্রাণী কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে 'সামু  
সামু' বলে প্রশংসা করতে লাগল।

এতস্মিন্নস্তরে ক্রুদ্ধাত্মঃ সেনাগ্রচাষিনঃ।

সংহত্যাভ্রবন্ রামং মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ॥ ১৭

মহাকপালঃ হুলাক্ষঃ প্রমাথী চ মহাবলঃ।

ইতাবসরে মহাকপাল, হুলাক্ষ এবং মহাবলবান  
প্রমাথী নামে তিনজন ক্রুদ্ধ সেনাগ্রগণ্য মৃত্যুপাশে আবদ্ধ  
হয়েই যেন সন্মিলিতভাবে শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।

মহাকপালো বিপুলঃ শূলমুদাম্য রাক্ষসঃ॥ ১৮

হুলাক্ষঃ পট্টিশং গৃহ্য প্রমাথী চ পরমশুভম্।  
দৃষ্টেবাপততভ্যাংস্ব রাঘবঃ সামকৈঃ পিভেৎ॥ ১৯

তীক্ষ্ণাশ্রৈঃ প্রতিজগ্ৰাহ সস্ত্রাশ্রানতিধীনিব।

রাক্ষস মহাকপাল বিশাল শূল উত্তোলন করে,  
হুলাক্ষ নামক রাক্ষস পট্টিশ নামক অস্ত্র নিয়ে এবং প্রমাথী  
নামে রাক্ষস পরশু বা টাঙ্গি নিয়ে রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত  
হল। রাঘব রামচন্দ্র ও তাদের অগ্রসর হতে দেখে, সমাগত  
অভিধির মতো, তীক্ষ্ণাশ্র শানিত বাণ দ্বারা তাদের প্রতিজগ্ৰাহ  
(অভ্যর্থনা) করলেন।

মহাকপালস্য শিরশ্চিচ্ছেদ রঘুনন্দনঃ। ২০

অসংখ্যেযস্ব বাণৌঘৈঃ প্রমাথ্য প্রমাথিনম্।

হুলাক্ষস্যাকিণী হুলে পূরয়ামাস সামকৈঃ॥ ২১

রঘুনন্দন রাম মহাকপালের মস্তক ছেদন করে,  
অসংখ্য বাণশৃঙ্খ দ্বারা প্রমাথীকে নিপীড়িত করে হত্যা  
করলেন এবং বাণসমূহ দ্বারা হুলাক্ষের হুল চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ  
করে বাণে বাণে পূর্ণ করে দিলেন।

স পপাত হতো ভূমৌ বিটপীব মহাক্রমঃ।

দুষণস্যানুগান্ পঞ্চসাহস্রান্ কুপিতঃ ক্ষপাৎ॥ ২২

হত্বা তু পঞ্চসাহস্রৈরনয়দ্ যমসাদনম্।

মহাকপাল, প্রমাথী ও অন্যান্য রাক্ষস সৈন্যসহ  
হুলাক্ষ নিহত হয়ে শাখা-প্রশাখাসহ বিরাট বৃক্ষের মতো  
মাটিতে পড়ে গেল। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে  
ক্ষণকালের মধ্যে পাঁচ হাজার বাণ দ্বারা দুষণের পাঁচ হাজার  
অনুচরকে হত্যা করে যমালয়ে প্রেরণ করলেন।

দুষণং নিহতং ক্রুদ্ধা তস্য চৈব পদানুগান্॥ ২৩

ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধঃ সেনাধ্যক্ষান্ মহাবলান্।

অয়ং বিনিহতঃ সংখ্যে দুষণঃ সপদানুগঃ॥ ২৪

মহত্যা সেনয়া সার্ধং যুদ্ধা রামং কুমানুবম্।

শত্রৈর্নানাবিধাকারৈর্হনন্যং সর্বরাক্ষসঃ॥ ২৫

দুষণ নিহত হয়েছে শুনে বর ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবলবান  
সেনাপতিদের এবং তার অনুগামী রাক্ষসদের আদেশ  
দিল—'অনুচরসহ দুষণ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তোমরা সকল  
রাক্ষস বিরাট সেনাবাহিনীসহ নানাপ্রকার অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ  
করে নরোধম রামকে হত্যা করো।'

এবমুক্তা খরঃ ক্রুদ্ধো রামমেবাভিমুদ্রবে।

শোনামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশক্রবিহংগমঃ ॥ ২৬  
করবীরাকঃ পরুষঃ কালকার্মুকঃ।  
হেমমালী মহামালী সর্পাসো কুধিরাশনঃ ॥ ২৭  
হস্তপতে মহাবীৰ্য্য বলাঘাতকঃ সৈনিকঃ।  
হমসকাজঘাৎকঃ বিসৃজন্তঃ শরোস্তমান্ ॥ ২৮

কুক্ক খর এই কথা বলে রামচন্দ্রের দিকে দ্রুত ঘাবিত  
হল। আর, শোনামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশক্র, বিহঙ্গম, দুর্জয়,  
করবীরাক, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী,  
সর্পাসা এবং কুধিরাশন নামে বারোজন মহাবীর সেনাধ্যক্ষ  
হইলেন। উত্তম শাসিত বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে  
ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি ঘাবিত হল।

ততঃ পাবকসং কাশৈর্হেমবজ্রভ্রুযিতৈঃ।  
জ্ঞান শেখঃ তেজস্বী তস্য সৈন্যস্য সাগরৈঃ ॥ ২৯

তখন তেজস্বী রামচন্দ্র স্বর্ণ ও হীরকমণ্ডিত অনলসদৃশ  
হল। তবু অবশিষ্ট (রাক্ষস) সৈন্যদের বধ করলেন।

তে রক্ষসুধা বিশিখাঃ সধূমা ইব পাবকাঃ।  
নিজুদ্যানি রক্ষাংসি বজ্রা ইব মহাক্রমান্ ॥ ৩০

বজ্র যেমন বিশাল বৃক্ষগুলিকে ধ্বংস করে, সেই  
রকমভাবে সধুম অনলসদৃশ স্বর্ণমূল (মূলভাগে স্বর্ণমণ্ডিত)  
বসন্তসি সেই রাক্ষসদের বিনাশ করল।

রক্ষাং তু শতং রামঃ শতেনৈকেন কর্ণিনা।  
সহস্রং তু সহশ্ৰেণ জ্ঞান রণমুখনি ॥ ৩১

সেই মহাযুদ্ধে রামচন্দ্র কর্ণি নামক শত বাণ দ্বারা  
একশত রাক্ষসকে এবং সহস্র বাণ দ্বারা সহস্র রাক্ষসকে  
হত্যা করলেন।

তৈর্ভিন্নবর্ষাকরণাঙ্গিহ্নিভিন্নশরাসনাঃ।  
নিশেভুঃ শোণিতাদিহ্না ধরণ্যাং রজনীচরাঃ ॥ ৩২

শ্রীরামচন্দ্রের শরাঘাতে নিশাচর রাক্ষসদের বর্ম  
(কবচ) আভরণাদি এবং বাণাদি অস্ত্র-শস্ত্র ছিন্নভিন্ন  
হয়ে গেল এবং তারা রক্তাশ্রুত অবস্থায় ভূমিতে লুটিয়ে  
পড়ল।

তৈর্মুক্তকেশঃ সমরে পতিতৈঃ শোণিতোজ্বিতৈঃ।  
বিশ্রীর্ণা বসুধা কুংসা মহাবেদিঃ কুইশরিব ॥ ৩৩

যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কেশ এবং  
রক্তে আর্দ্র দেহ ভূমিতে পড়ে থাকায় পৃথিবীকে কুশান্ত্রীর্ণ  
যজ্ঞবেদির মতো দেখাচ্ছিল।

তৎকালে তু মহাঘোরঃ বনঃ নিহতরাক্ষসম্।  
বভূব নিরয়প্রথাং মাংসেশোণিতকর্দমম্ ॥ ৩৪

সেই সময় সেই মহাভয়ঙ্কর অরণ্যভূমি নিহত  
রাক্ষসদের রক্তমাংসে কর্দমাক্ত হয়ে নরকের ন্যায় প্রতীত  
হচ্ছিল।

চতুর্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।  
হতান্যেকেন রামেণ মানুষেণ পদাতিনা ॥ ৩৫

(মাটিতে) পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মানুষ (মনুষ্য-  
দেহধারী) রামচন্দ্র একাই চৌদ্দ হাজার ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে  
হত্যা করলেন।

তস্য সৈন্যস্য সর্বস্য খরঃ শেখো মহারথঃ।  
রাক্ষসপ্রিশিরাষ্টব রামশ্চ রিপুসূদনঃ ॥ ৩৬

সেই রাক্ষসসৈন্যের মধ্যে অবশিষ্ট রইল শুধু  
মহাবীর খর এবং ত্রিশিরা নামে রাক্ষস ; আর রইলেন  
অপরপক্ষে শত্রুহস্তা রাম।

শেখা হতা মহাবীৰ্য্য রাক্ষসা রণমুখনি।  
ঘোরা দুর্বিষহাঃ সর্বে লক্ষ্মণস্যাশ্রয়েন তে ॥ ৩৭

ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ মহাবীর অবশিষ্ট সকল রাক্ষস সম্মুখ  
সমরে লক্ষ্মণাশ্রয় (শ্রীরামচন্দ্র) কর্তৃক নিহত হয়েছে।

ততস্ত তস্তীমবলং মহাহবে  
সমীক্ষ্য রামেণ হতং বলীয়সা।

রথেন রামঃ মহতা খরস্ততঃ  
সমাসসাদেন্দ্র ইবোদ্যাতাশনিঃ ॥ ৩৮

তখন মহাযুদ্ধে বলবান শ্রীরাম কর্তৃক নিজেদের  
মহাবল সৈন্যবাহিনীকে নিহত দেখে খর বজ্রধারী ইন্দ্রের  
মতো মহারথে আরোহণ করে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত  
হল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামাঙ্গণে বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাণ্ডে ষড়বিংশ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥



## সপ্তবিংশ সর্গ (২৭)

ত্রিশিরা রাক্ষস বধ

ধরং তু রামাভিমুখং প্রযাতঃ বাহিনীপতিঃ।  
রাক্ষসত্রিশিরা নাম সন্নিপত্যোদমব্রতীং॥ ১

ধরকে রামের দিকে যেতে দেখে সেনাপতি ত্রিশিরা  
নামে রাক্ষস (বরের) কাছে এসে বলল।

মাং নিয়োজয় বিক্রান্তঃ হুং নিবর্তয় সাহসাহঃ।  
পশা রামঃ মহাবাহুঃ সংযুগে বিনিপাতিতম্॥ ২

পরাক্রান্ত আমাকে রামের হত্যা কার্যে নিযুক্ত  
করুন ; (আপনি রামকে আক্রমণ করার) দুঃসাহস থেকে  
নিবৃত্ত হোন। দেখুন, যুদ্ধে মহাবীর রাম নিহত হয়েই  
আছে।

প্রতিজ্ঞানামি তে সত্যমামুখং চাহমালভে।  
যথা রামঃ বধিষ্যামি বধার্হং সর্বরাক্ষসাম্॥ ৩

আমি অস্ত্র স্পর্শ করে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা  
করছি যে, রাক্ষসদের বধ্য (বধযোগ্য) রামকে আমি বধ  
করব-ই।

অহং বাস্য রণে মৃত্যুরেষ বা সমরে মম।  
বিনিবর্ত্য রণোৎসাহঃ মুহূতং প্রাপ্নিকো ভব॥ ৪

এই যুদ্ধে আমি রামচন্দ্রের মৃত্যুর কারণ, অথবা  
রামচন্দ্র আমার মৃত্যু (মৃত্যুবাহক), মুহূর্তের জন্য যুদ্ধের  
উৎসাহ ত্যাগ করে আপনি আমাদের এই যুদ্ধে জয়  
পরাজয়ের সাক্ষী হোন।

প্রহটো বা হতে রামে জনহানং প্রযাসসি।  
মরি বা নিহতে রামঃ সংযুগায় প্রযাসসি॥ ৫

এই যুদ্ধে রাম নিহত হলে, আপনারা প্রসন্নচিত্তে  
জনহানে প্রত্যাবর্তন করবেন, আর আমি নিহত হলে  
(তখন) রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন।

ধরত্রিশিরসা তেন মৃত্যালোভাৎ প্রসাদিতঃ।  
গচ্ছ যুদ্ধোতানুজ্ঞাতো রাঘবাভিমুখো যয়ৌ॥ ৬

শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মৃত্যুর লোভে ত্রিশিরার  
অবচেতন মনে, শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ‘ভগবান’ এই চিন্তা উদ্ভিত  
হওয়ায়, শ্রীরামের হাতে মৃত্যুমুক্তির উপায় বুঝে ত্রিশিরার  
রামের হাতে মৃত্যালোভ হয়েছিল। ত্রিশিরা বরকে প্রসন্ন  
করলে, (প্রসন্ন) বর, ‘যাও যুদ্ধ করো’ এই বলে  
অনুমোদন করল, এবং তখন ত্রিশিরা যুদ্ধের জন্য রামের  
অভিমুখে যাত্রা করল।

ত্রিশিরাস্ত রথেনৈব বাজিমুক্তেন  
অজাস্রবদ্ রণে রামঃ ত্রিশূ ইম পর্বতঃ॥ ৭

তখন ত্রিশিরা অশ্রুযুক্ত উজ্জ্বল রণে আরোহণ করত  
তিন শৃঙ্গযুক্ত (ত্রিশিরার তিনটি মাথা থাকায়, এখানে তাকে  
ত্রিশূঙ্গযুক্ত পর্বতের মতো বলা হয়েছে) পর্বতের মতো  
যুদ্ধক্ষেত্রে রামের প্রতি ধাবিত হল।

শরধারাসমূহান্ স মহামেঘ ইবোৎসৃজন্  
বাসৃজং সদৃশং নাদং জলার্দ্রসোল দুশুভো॥ ৮

বারিধারা বর্ষণকারী মহান মেঘের মতো শরধারা  
বর্ষণ করতে করতে ত্রিশিরা জলসিক্ত দুশুভি হতে  
উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগল।

আগচ্ছন্তঃ ত্রিশিরসং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।  
ধনুষা প্রতিজ্ঞগ্রাহ বিধূঘন্ সায়কাজ্জিশিন্॥ ৯

ত্রিশিরা নামক রাক্ষসকে আসতে দেখে রাম  
রামচন্দ্র ধনুতে টঙ্কার দিয়ে তীক্ষ্ণ বাণ প্রতিগ্রহণ করলেন।

স সম্প্রহারস্তমুলো রামত্রিশিরসোদহা।  
সম্ভূতবতিবলিনোঃ সিংহকুঞ্জরয়োরিবঃ॥ ১০

তখন রাম ও ত্রিশিরার সেই তুমুল যুদ্ধ সিংহ ও  
হাতির মধ্যে যুদ্ধের মতো মনে হচ্ছিল।

ততত্রিশিরসা বাণৈর্ললাটে ভাঙিত্ত্রিভিঃ।  
অমর্ষী কুপিতো রামঃ সংরক্ত ইদমব্রবীৎ॥ ১১

এমন সময়, ত্রিশিরা রামকে তিনটি বাণ ছাড়ে  
ললাটে আঘাত করলে, অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হতে  
বললেন—

অহো বিক্রমশূরসা রাক্ষসস্যোদৃশং বলম্।  
পুষ্টিপরিব শরৈর্যোহহং ললাটেহুশ্মি পরিকৃতঃ॥ ১২

মমপি প্রতিগৃহীষ শরাংশ্চাপশ্চাচ্ছাতন।  
‘অহো ! বীরবিক্রম রাক্ষসের এমনই শক্তি যে

আমি তার নিক্ষিপ্ত কুসুমসদৃশ বাণাঘাতে ললাটে সামান্য  
আঘাত পেলাম ; এখন, ওহে রাক্ষস ! তুমিও আমার  
ধনুকের ছিলা থেকে বিচ্যুত বাণের আঘাত প্রতিগ্রহণ করে  
তো দেখি !’

এবমুক্তা সুসংরক্তঃ শরান্যশীবিষোপমান্॥ ১৩  
ত্রিশিরোবকসি ক্রুদ্ধে নিজঘান চতুর্পদ।

এবমুক্তা সুসংরক্তঃ শরান্যশীবিষোপমান্॥ ১৩

ত্রিশিরোবকসি ক্রুদ্ধে নিজঘান চতুর্পদ।

ত্রিশিরোবকসি ক্রুদ্ধে নিজঘান চতুর্পদ।

ত্রিশিরোবকসি ক্রুদ্ধে নিজঘান চতুর্পদ।



এই কলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাম ত্রিশিরার বক্ষে বিষধর  
সর্পদংশ ভয়ঙ্কর চৌদ্দটি বাণ দ্বারা সক্রোধে আঘাত  
করলেন।

চতুর্ভুজরগানস্যা শরৈঃ সত্ততপর্বতিঃ ॥ ১৪  
ন্যাপাতমত তেজস্বী চতুরস্তস্য বাজিনঃ।  
জড়তিঃ সায়কৈঃ সূতং রথোপস্থে ন্যাপাতয়ৎ ॥ ১৫

তদনন্তর তেজস্বী রামচন্দ্র চারটি অনুন্নত পর্বযুক্ত  
শর দ্বারা ত্রিশিরার চারটি ক্রতগামী অস্থকে নিপাতিত করে,  
পরে আটটি বাণ দ্বারা সারথিকে বথের উপরেই নিপাতিত  
করলেন।

রামশিচ্ছেদ বাণেন ধ্বজং চাস্য সমুছিতম্।  
জভো হতরথ্যং তস্মাদুৎ পতন্তঃ নিশাচরম্ ॥ ১৬  
শিচ্ছেদ রামস্তং বাণৈর্হৃদয়ে সোহভবজ্জড়ঃ।

সেই বথের সমুন্নত ধ্বজাকে রাম বাণাঘাতে ছিন্ন  
করে দিলেন। অনন্তর সেই ভগ্ন রথ থেকে যখন  
ত্রিশিরা লাফিয়ে পড়তে গেল, তখন শ্রীরামচন্দ্র তার  
হৃৎপিণ্ড বাণে বাণে ছিন্ন করলেন এবং সে জড়পদার্থের  
মতো হয়ে গেল (মারা গেল)।

সায়কৈশ্চাপ্রমেয়াস্তা সামর্থ্যস্তস্য রক্ষসঃ ॥ ১৭

শিরাঃসাপাতয়ৎ দ্রীণি বেগবত্তিগ্নিভিঃ শরৈঃ।

স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষস  
ত্রিশিরার তিনটি মাথা বেগবান ও ধ্বংসকারী তিনটি বাণের  
আঘাতে কেটে ফেললেন।

স ধুমশোণিতোদগারী রামবাণাভিপীড়িতঃ ॥ ১৮  
ন্যাপতৎ পতিতৈঃ পূর্বং সমরহো নিশাচরঃ।

সেই নিশাচর (ত্রিশিরা) শ্রীরামের বাণে তীব্রভাবে  
দীড়িত হয়ে উষ্ণ বাষ্পসহ রক্তবমন করতে করতেই সেই  
যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্বপাতিত মস্তকত্রয়সহ ভূপতিত হল।

হতশেষান্ততো ভগ্না রাক্ষসাঃ খরসংগ্রয়াঃ ॥ ১৯  
দ্রবন্তি স্ম ন ভিত্তি ব্যায়ত্রস্তা মৃগা ইব।

তখন খরের আশ্রিত অবশিষ্ট রাক্ষসেরা বিপর্যস্ত হয়ে  
যুদ্ধে দাঁড়াতে না পেরে ব্যায়তয়ে ভীত হরিণের মতো  
পলায়ন করল।

তান্ খরো দ্রবতো দৃষ্টা নিবর্তা রুষিতস্তরন্।

রামমেবাভিদুদ্রাব রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা ॥ ২০

রাক্ষসদের পালিয়ে যেতে দেখে ক্রুদ্ধ খর তাদের  
ক্রত নিবৃত্ত করে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করার জন্য ধাবিত  
হয়, তদ্রূপ শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

## অষ্টাবিংশ সর্গ (২৮)

খরের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ

নিহতঃ দূষণং দৃষ্টা রণে ত্রিশিরসা সহ।  
ধরসাপ্যভবৎ ত্রাসো দৃষ্টা রামসা বিক্রমম্ ॥ ১

যুদ্ধে ত্রিশিরার সহ দূষণকে নিহত দেখে এবং  
শ্রীরামের পরাক্রম বুঝতে পেরে খরের খুব ভয় হল।

স দৃষ্টা রাক্ষসং সৈন্যমবিষয়ং মহাবলম্।  
হতমেকেন রামেন দূষণাঃশিরা অপি ॥ ২

তদবলং হতভূগ্নিষ্ঠং বিমনাঃ প্রেক্ষা রাক্ষসঃ।

আসাদ খরো রামং নমুর্চিবাসবং যথা ॥ ৩

দুর্বিষত মহাবলশালী রাক্ষসসৈন্য, এমনকি দূষণ ও

ত্রিশিরা এবং (চৌদ্দহাজারের মধ্যে) বেশিরভাগ সৈন্যকে  
একা রাম কর্তৃক নিহত দেখে বিমনা খর, নমুচি নামে দৈত্য  
যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়েছিল তদ্রূপ  
শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।

বিক্ষা বলবচ্চাপং নারাচান্ রক্তভোজনান্।  
খরশ্চিক্বেপ রামায় ক্রুদ্যানশীবিষানিব ॥ ৪

খর প্রবল ধনু আকর্ষণ করে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়  
শোণিতপায়ী বহু নারাচ (বাণ) ঝাঁকে ঝাঁকে রামের প্রতি  
নিক্ষেপ করতে লাগল।

জ্যাং বিশ্বম্ সুবহুঃ শিক্ষয়ান্নি দর্শয়ন্।

চচর সমরে মার্গাংশৈরৈ রথগতঃ খরঃ॥ ৫

রথারোহে খর বাণ সমূহ ধনুকের ছিলায় গভীর ধ্বনি  
তুলে বহুপ্রকারে নিজ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করতে করতে  
সমরক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগল।

স সর্বাশ্চ দিশো বাণৈঃ প্রদিশচ্চ মহারথঃ।

পূরয়ামাস তং দৃষ্টা রামোহপি সুমহদ্ ধনুঃ। ৬

স সায়কৈর্দুর্বিষহৈর্বিষ্মুলিঙ্গৈরিবাগ্নিভিঃ।

নভস্কারাবিবরঃ পর্জনা ইব বৃষ্টিভিঃ। ৭

সেই মহারথী খর বাণে বাণে দিগ্বিদিক্ ছেয়ে  
ফেলল, তাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্রও সুমহৎ ধনু গ্রহণ করে,  
জলদেবতা ইন্দ্র যেমন অবিচ্ছিন্ন বারি বর্ষণ করেন,  
সেইরকমভাবে দুর্বিষহ অগ্নিশূলিঙ্গ বিচ্ছুরণকাণ্ডী বাণ দ্বারা  
আকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে ছেয়ে ফেললেন।

তদ্ বভূব শিতৈর্বাণৈঃ খররামবিসর্জিতৈঃ।

পর্যাকাশমনাকাশং সর্বতঃ শরসংকুলম্॥ ৮

খর ও রামচন্দ্র কর্তৃক নিষ্কিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণ আকাশের  
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে শরসমাচ্ছন্ন (বাণে-আকীর্ণ) সেই  
আকাশ অনাকাশ হয়ে গেল (আর আকাশ বলেই মনে  
হচ্ছিল না)।

শরজ্বালাবৃত্তঃ সূর্যো ন তদা স্ম প্রকাশতে।

অন্যোন্যবধসংসরন্তাদুভয়োঃ সম্প্রযুধ্যতোঃ॥ ৯

পরস্পর আক্রোশ হেতু একে অপরকে বধ করার  
জন্য, উভয়ের পরস্পর যুদ্ধের সময় তাঁদের নিষ্কিপ্ত  
শরজালে আবৃত সূর্যকে দেবা যাচ্ছিল না।

ততো নালীকনারাচেষ্টীক্কাশ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ।

আজঘান রণে রামঃ তোট্রৈরিব মহাধিপম্॥ ১০

তখন মহান হস্তীকে যেমন অজুশ দ্বারা আঘাত করা  
হয়, সেইরকম মহারাক্ষস খর যুদ্ধক্ষেত্রে শলয় (বরশা),  
নারাচ এবং ধারাল অগ্রভাগ বিকর্ণি নামক ভয়ানক অস্ত্র  
দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে আঘাত করতে লাগল।

তং রথহং ধনুস্পানিঃ রাক্ষসং পর্যবহিতম্।

দদুতঃ সর্বভূতানি পাশহস্তমিবাশ্বকম্॥ ১১

প্রাণীরা সকলেই দেবতে পেল, রথোপরি ধনু হাতে  
সেই রাক্ষস বসে আছে, যেন পাশহস্ত (রজ্জুহস্তে)  
যমরাজের মতো।

হস্তারং সর্বসৈনাস্য পৌরুষে পর্যবহিতম্।

পরিপ্রাণঃ মহাসত্ত্বঃ মেনে রামঃ খরস্তদা॥ ১২

তখন খর, সকল সৈন্যের হত্যাকাণ্ডী, নির্ভীক,

অবহিত, মহাবলী শ্রীরামকে পরিপ্রাণ মনে করল।

তং সিংহমিল বিক্রান্তঃ সিংহবিক্রান্তমিলম্।

দৃষ্টা নোষিজতে রামঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগঃ যথা॥ ১৩

সিংহ ক্ষুদ্র পশুকে দেখে যেমন উন্মত্ত হয় না তদ্রূপ  
সিংহের ন্যায় বিক্রমী এবং সিংহের মতো সর্বদা  
গমনরত খরকে দেখেও রামচন্দ্র ক্ষুদ্র পশু মনে করে উঠে  
হলেন না।

ততঃ সূর্যনিকাশেন রথেন মহতা খরঃ।

আসাদাথ তং রামঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্॥ ১৪

অনন্তর, অগ্নির প্রতি পতঙ্গের মতো, খর সূর্যকল  
উজ্জ্বল মহান রথে আরোহ হয়ে, শ্রীরামের প্রতি ঝাবিত হল।  
ততোহস্য সশরঃ চাপং মুষ্টিদেশে মহারথঃ।

খরশ্চিচ্ছেদ রামস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্॥ ১৫

তখন খর হাতের ক্ষিপ্ততা প্রদর্শন করে, মহারথ  
রামচন্দ্রের মুষ্টিবদ্ধ বাণসহ ধনু ছেদন করল।

স পুনস্তপরান্ সপ্ত শরানাদায় মমদি।

নিজঘান রণে ক্রুদ্ধঃ শত্রুশনিসমপ্রভম্॥ ১৬

সেই যুদ্ধে ক্রুদ্ধ খর পুনরায় ইন্দ্রের বজ্রসম সাতটি  
উজ্জ্বল বাণ নিয়ে তদ্বারা শ্রীরামের বক্ষোদেশে আঘাত  
করল।

ততঃ শরসহস্রৈশ্চ রামমপ্রতিমৌজসম্।

অর্দয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ॥ ১৭

অনন্তর খর রণক্ষেত্রে অপ্রতিম ওজস্বী শ্রীরামকে  
সহস্র বাণ দ্বারা মর্দিত করে তীষণ গর্জন করে উঠল।

ততস্তং প্রহতং বাণৈঃ খরমুন্মৈঃ সুপর্বিভিঃ।

পপাত কবচং ভূমৌ রামস্যাদিত্যবর্চসম্॥ ১৮

তখন খর কর্তৃক নিষ্কিপ্ত উত্তম পর্যুষ্ট বাণের  
আঘাতে শ্রীরামের রবিতোজঃ ভাস্বর কবচটি মাটিতে পড়ে  
গেল।

স শরৈরপিতঃ ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাঘবঃ।

ররাজ সমরে রামো বিশ্বমোহগ্নিরিব জ্বলন্॥ ১৯

সর্বশরীরে বাণবিদ্ধ হয়ে রঘুনন্দন রাম ক্রোধে ঘুমকিন  
প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় রণভূমিতে বিরাজ কবতে লাগলেন।

ততো গভীরনির্ভাদং রামঃ শত্রুনিবর্হম্।

চকাগস্তায় স রিপোঃ সজ্যমন্যহনম্॥ ২০

তখন শত্রুহস্তা রামচন্দ্র শত্রুবিনাশের জন্য গভীরনির্ভাদ  
অপর একটি বিশাল ধনুতে জ্যা আরোপ করলেন।



বৈষ্ণবঃ যৎ তদতিসৃষ্টঃ মহর্ষিণা  
তন্ ধনুর্দাম্য খরঃ সমভিধাবত ॥ ২১

মহর্ষি অগস্ত্য প্রদত্ত সেই সুমহৎ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ধনুকটি

জ্ঞান করবে শ্রীরামচন্দ্র খরের প্রতি দাবিত হলেন

কনকপুষ্পে শরৈঃ সন্ততশর্ভিঃ  
শিচ্ছেদ রামঃ সংক্রুদ্ধঃ খরসা সমরে ধ্বজম্ ॥ ২২

তখন ক্রুদ্ধ রাম সুবর্ণমূল ও নতপর্ব বাণ দ্বারা

যুদ্ধক্ষেত্রে খরের রথের ধ্বজা ছিন্ন করলেন।

স দর্শনীয়ো বহুধা বিচ্ছিন্নঃ কাঞ্চনো ধ্বজঃ।  
জগাম ধরণীং সূর্যো দেবতানামিবাভয়া ॥ ২৩

দেবতাদের নির্দেশে সূর্যের মতো, দর্শনী সুন্দর

সেই স্বর্ণধ্বজাটি টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে

পড়ল।  
তং চতুর্ভিঃ খরঃ ক্রুদ্ধো রামঃ গাজেষু মার্গণৈঃ।  
বিব্যাধ হৃদি মর্মজ্ঞো মাণ্ডলমিব তোমরৈঃ ॥ ২৪

উপযুক্ত স্থানবেত্তা মাহত যেমন মন্ত্র হস্তীকে মস্তকে

অক্লুশ দ্বারা আঘাত করে তাকে ধনীভূত করে, তদ্রূপ ক্রুদ্ধ

খর রামের শবীরের হাং-স্থান (বক্ষোদেশ) চারটি বাণ

দ্বারা বিদ্ধ করল।  
স রামো বহুভির্বাণৈঃ খরকার্মুকনিঃসৃতৈঃ।  
বিক্ষো কুখিরসিক্তাঙ্গো বভূব ক্লমিতো জ্জ্বলম্ ॥ ২৫

খরের ধনু থেকে বহু বাণ নির্গত হয়ে রামচন্দ্রের

সর্বত্র বিদ্ধ করলে তাঁর দেহ শোণিত সিদ্ধ হওয়ায় রামচন্দ্র

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।  
স ধনুর্ধ্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ সংগৃহ্য পরমাহবে।  
মুমোচ পরমেধাসঃ ষট্ শরানভিজক্ষিতান্ ॥ ২৬

ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর রাম সেই

মহাযুদ্ধে ধনু গ্রহণ করে খরের প্রতি লক্ষ্য স্থির করে ছয়টি

বাণ নিক্ষেপ করলেন।  
শিরস্যোকেন বাণেন দ্বাভ্যাং বাহোরথার্পণং।  
ত্রিভিচ্ছত্রার্ধবৈক্রেণ বক্ষস্যভিজঘান হ ॥ ২৭

শিরস্যোকেন বাণেন দ্বাভ্যাং বাহোরথার্পণং।

ত্রিভিচ্ছত্রার্ধবৈক্রেণ বক্ষস্যভিজঘান হ ॥ ২৭

শ্রীরামচন্দ্র খরের মস্তকে একটি বাণ, দুই বাহুতে দুটি

বাণ মারলেন এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুখবিশিষ্ট তিনটি বাণ দ্বারা

তার বক্ষে আঘাত করলেন।

ততঃ পশ্চাত্ত্যাহাতেজা নারাতান্ ভাস্করোপমান।  
জঘান রাক্ষসং ক্রুদ্ধোজ্জয়োদশ শিলাশিতান্ ॥ ২৮

অতঃপর মহাতেজস্বী রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে পাথরে শান

দেওয়া, সূর্যের ন্যায় তেজ বিকিরণকারী তেরটি নারাত

নামক অস্ত্র রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।  
নখস্য যুগ্মমেকেন চতুর্ভিঃ শবলান্ হমান।  
যতেন চ শিরঃ সংখ্যে চিচ্ছেদ খরসারথৈঃ ॥ ২৯

যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রাম খরের উদ্দেশ্যে যে তেরটি বাণ

নিিক্ষেপ করলেন তার মধ্যে একটি বাণ দ্বারা রথের

জোয়াল, চারটি দ্বারা নানা বর্ণে চিত্রিত অশ্বগুলি এবং ষষ্ঠ

বাণ দ্বারা খরের সারথির শিরশ্ছেদ করলেন।  
ত্রিভিঙ্গিবর্ণান্ বলবান্ দ্বাভ্যামক্ষঃ মহাবলঃ।  
বাদশেন তু বাণেন খরস্য সশরং ধনুঃ ॥ ৩০

ত্রিভিঙ্গিবর্ণান্ বলবান্ দ্বাভ্যামক্ষঃ মহাবলঃ।

বাদশেন তু বাণেন খরস্য সশরং ধনুঃ ॥ ৩০

ত্রিভিঃ বজ্রনিকাশেন রাঘবঃ প্রহসমিব।  
ত্রয়োদশেনৈকসমো বিভেদ সমরে খরম্ ॥ ৩১

অতঃপর বলবান ইন্দ্রসদৃশ মহাবলী রঘুনন্দন

রাম তিনটি বাণ দ্বারা খরের রথস্থিত তিনটি ধ্বজদণ্ড,

দুটি বাণ দ্বারা রথচক্র এবং দ্বাদশ সংখ্যক বাণ দ্বারা

খরের বাণসহ ধনু ভঙ্গ করে অতঃপর বজ্রসদৃশ ত্রয়োদশ

সংখ্যক বাণ দ্বারা হাসতে হাসতে খরকে বাণ বিদ্ধ

করলেন।  
প্রভগ্নধ্বা বিরথো হতাশো হতসারথিঃ।  
গদাশাশিরবগ্নুতা তহৌ ভূমৌ খরজদা ॥ ৩২

প্রভগ্নধ্বা বিরথো হতাশো হতসারথিঃ।

গদাশাশিরবগ্নুতা তহৌ ভূমৌ খরজদা ॥ ৩২

তখন, ভগ্নধনু ও রথহীন খর, অশ্ব ও সারথি নিহত

হওয়ায় গদাহস্তে, রথ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে

রইল।  
তৎ কর্ম রামস্য মহারথস্য  
সমেতা দেবাস্ত মহর্ষয়স্ত।  
অপূজয়ন্ প্রাঞ্চলয়ঃ প্রহৃষ্টা-  
স্তদা বিমানাগ্রগতাঃ সমেতা ॥ ৩৩

তৎ কর্ম রামস্য মহারথস্য

সমেতা দেবাস্ত মহর্ষয়স্ত।

অপূজয়ন্ প্রাঞ্চলয়ঃ প্রহৃষ্টা-

স্তদা বিমানাগ্রগতাঃ সমেতা ॥ ৩৩

তখন মহারথী রামচন্দ্রের সেই (সৈন্য খরের

পরাতব) কর্ম দেখে দেবগণ ও মহর্ষিগণ মিলিত হয়ে

বিমানের পুরোতাগে এসে কৃতাজলিপুটে প্রহৃষ্টচিত্তে রামের

অর্চনা করতে লাগলেন।

ইত্যার্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥



## একোনবিংশ সর্গ (২৯)

কঠোর ভাষায় শ্রীরাম ও শরীর উক্তি প্রকৃষ্টি এবং পরে শ্রীরাম কর্তৃক শর নির্দিষ্ট গদ্যের স্বপ্ন

ধ্বংসং তু বিধ্বংসং বামো পদপাণিমবহিতম্।  
মুদুপুং মহাতেজাঃ শকুণঃ বাক্যমবধীৎ ॥ ১

বহুতঃ পদহস্তঃ কুশলঃ পদাযমানঃ স্বপ্নকঃ।

মহাতেজঃ ইতি শ্রীমদ্ মুদুপুং কঠোরঃ বাক্যং বসুন্ধরঃ।

পদপাণিমবহিতম্ বসে মহতি তিষ্ঠতা।

কতং তে দাতব্যং কং সবলোকজুগলিতম্ ॥ ২

‘হুতী, অশ্ব ও বশ সমাধিত বিশাল সৈন্যবাহিনী

পরিবৃত হইয়া তুমি ‘ইন্দ্রকানী’র দ্যাবহ কং করবে।

উজ্জলীমো ভূতানাং নৃশংসঃ পাপকর্মকং।

ত্রয়শামসি লোকনামীশ্বরোহসি ন তিষ্ঠতি ॥ ৩

‘সকল প্রাণীর উদ্দেশ্য সৃষ্টিকারী, নিষ্ঠুর পাপাচারী

ব্যক্তি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হলেও নিকৈ থাকতে পারে না (বঁচতে পারে না)।

কর্ম লোকবিরুদ্ধং তু কুর্বাণঃ কশদাচর।

ভীকঃ সর্বজনো হস্তি সর্পঃ দুষ্টমিবাগতম্ ॥ ৪

‘ওহে নিশাচর রাক্ষস ! জনবিরোধী কঠোর দুষ্ট

কর্মকরীকে, লোকালয়ে আগত বিষধর দুষ্ট সর্পের মতো লোকে হত্যা করে।

লোভাৎ পাপানি কুর্বাণঃ কামাদ্ বায়ো ন বুধাতে।

হুটঃ পশ্যতি তস্যাস্তঃ ব্রাহ্মণী করকাদিব ॥ ৫

‘যে লোভ বা কামবশত পরিণামের চিন্তা না করে

সানন্দে পাপকর্ম করে সে শিলাবণ্ড ভক্ষক বোলতার মতো

মৃত্যু দর্শন করে। (লোক-প্রসিদ্ধি আছে যে, বোলতা মেঘ

ধেকে বর্ষণ জাত শিলাবণ্ড বরফ লোভবশত ভক্ষণ করে

মৃত্যুবরণ করে ; নিজের পাপজনিত মৃত্যু জেনেও লোভের

ও কামের বশীভূত হয়ে যে ব্যক্তি কোনও কাজ করে, তার

অবস্থা বোঝাতে এই বোলতার তুলনা দেওয়া হয়েছে।)

(অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছাকে কাম এবং প্রাপ্তবস্তুর আরও

অধিক সংখ্যায় প্রাপ্তির ইচ্ছাকে লোভ বলে।)

বসতো দণ্ডকারণো তাপসান্ ধর্মচারিণঃ।

কিং নু হুয়া মহাভাগান্ ফলং প্রাপ্যসি রাক্ষস ॥ ৬

‘ওরে রাক্ষস ! দণ্ডকারণবাসী ধর্মচারী মহাভাগ

তাপসদের হত্যা করে তুমি কী ফল পাবে ?

ন চিরং পাপকর্মণঃ কুরা লোকজুগলিতাঃ।

ঐশ্বর্যং প্রাপ্য তিষ্ঠতি শীর্ণমুলা ইব কশদাচর ॥ ৭

‘পাপকর্ম কৃতিত্ব গাফিলতা পূর্বজন্মের ক্রোধান্য সুপ

পদায়ে এতদর্প লাভ করেও লোকের নিন্দাজনিত হইয়া

শীর্ণমুলা তখন মতো নিরাকাল থাকে না অর্থাৎ চিরকাল

প্রাকৃতি পায় না।

অবশ্যং লাভতে কঠা ফলং পাপসা কর্মণ্য

ঘোরং পরাগতে কালে ক্রমঃ পুণ্যমিহাশ্রম ॥ ৮

‘উপযুক্ত ঋতুর আগমনে তরু যেমন সেট পাতৃকাজি

পুষ্প প্রস্ফুটিত করে, তদ্রূপ সেটি পাপকঠা কালে

পাপকর্মের ফল অবশ্যই লাভ করে।

নচিরাৎ প্রাপ্যতে লোকে পাপানাং কর্মণাং ফলম্।

সবিষাণামিবামানাং ভুজানাং কশদাচর ॥ ৯

হে নিশাচর ! বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজনের মতো, ইহ

জগতে পাপকর্মের ফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় না (নি

মিশ্রিত অন্নভোজনে অবিলম্বে যেমন বিষক্রিয়ার ফল

ভুগতে হয়, তদ্রূপ পাপকর্মের ফলও শীঘ্রই ফলে)

পাপমাচরতাং ঘোরং লোকস্যাপ্রিয়মিচ্ছতাম্।

অহমাসাদিতো রাজা প্রাণান্ হস্তঃ নিশাচর ॥ ১০

‘হে নিশাচর ! বিশ্বের অপ্রিয়কামী পাপাচারীকে প্রশ

সংহারের জন্যই আমি রাজা দশরথ কর্তৃক বনে প্রেরিত

হয়েছি।

অদ্য ভিদ্ভা ময়া মুক্তনঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণা।

বিদার্য্যতিপতিষ্যন্তি বশ্মীকমিব পন্নগা ॥ ১১

‘সর্প যেমন বশ্মীক (উইটিবি) ডেদ করে বর্ধিত

হয়, তদ্রূপ আমার নির্ক্ষিপ্ত সূর্যমণ্ডিত বাণ তোমার দেহ

বিদীর্ণ করে পৃথ্বীতল অতিক্রম করে পতিত হবে।

যে জ্বা দণ্ডকারণো ভক্ষিতা ধর্মচারিণঃ।

তানদ্য নিহতঃ সংখ্যো সসৈন্যোহনুগমিষ্যসি ॥ ১২

‘দণ্ডকারণো যে ধর্মপরায়ণ ঋষিদের তুমি হত্যা করে

ভক্ষণ করেছ, আজ যুদ্ধে সসৈন্যে নিহত হয়ে তুমি তাঁদের

অনুগমন করবে।

অদ্য জ্বাং নিহতঃ বাণৈঃ পশ্যন্ত পরমর্ষয়ঃ।

নিরয়হং বিমানহা যে জ্বা নিহতাঃ পুরা ॥ ১৩

‘পূর্বে যে মহর্ষিদের তুমি হত্যা করেছ, আজ তাঁরা

বিষয়ে (ব্যোমযানে) আকৃষ্ট হয়ে সেখান, তুমি বাণ্যস্ত  
হয়ে নরকে অবস্থান করছ।

এরপর যথাকামঃ কুলঃ যত্রঃ কুলাধমঃ।

অন্য তে পাতন্যামি শিরস্তাঙ্গফলঃ যথা॥ ১৪

‘এরে জীবকুলের অধম ! যথেষ্ট প্রহার করে  
আমাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করো ; আজ আমি তোমার  
মস্তক তালফলের মতো ভূমিতে পাতিত করবই।’

এবমুক্ত্য রামেশ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।

প্রভূবাচ ততো রামঃ প্রহসন্ ক্রোধমুচ্ছিতঃ॥ ১৫

রামচন্দ্র এইরকম বললে, ক্রোধাঘিত আবক্তনয়ন  
ধর ক্রোধে মুচ্ছিতপ্রায় হয়ে উপহাসের সঙ্গে রামকে  
প্রভূত্তরে বলল—

প্রাক্তান্ রাক্ষসান্ হত্বা যুদ্ধে দশরথাস্বজ।

জ্ঞান্য কথমাশ্রমপ্রশসাং প্রশংসসি॥ ১৬

‘রে দশরথকুমার ! যুদ্ধে সাধারণ রাক্ষসদের হত্যা  
করে, প্রশংসার অযোগ্য হয়েও কেমন করে নিজের  
প্রশংসা নিজেই করছ ?

বিক্রান্ত বলবত্তো বা যে ভবন্তি নরর্ষভাঃ।

কথন্তি ন তে কিঞ্চিৎ তেজসা চাতিগর্বিতাঃ॥ ১৭

‘প্রকৃত পরাক্রমী বা বলবান নরশ্রেষ্ঠগণ তেজে  
গর্বিত হয়েও কিছুই বলেন না (চুপ করে থাকেন)।

প্রাক্তাত্ত্বকৃত্যানো লোকে ক্ষত্রিয়পাংসনাঃ।

নিরর্থকং বিকথন্তে যথা রাম বিকথসে॥ ১৮

‘আত্মপ্রতিষ্ঠায় বার্থ সাধারণ ক্ষত্রিয়াধম ব্যক্তির বার্থ  
বড়াই করে থাকে ; যেমন, হে রাম ! তুমি বার্থ বড়াই  
করছ।

কুলং ব্যাপদিশন্ বীরঃ সমরে কোহভিধাস্যতি।

মৃত্যুকালে তু সম্প্রাপ্তে স্বয়মপ্রস্তবে স্ববম্॥ ১৯

‘যুদ্ধক্ষেত্রে কোন্ বীর নিজের বংশের প্রশংসা  
ঘোষণা করে ? মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে লোকে নিজের  
অপ্রশংসনীয় বিষয়েও প্রশংসা করে থাকে।

সর্বথা তু লঘুত্বং তে কথনে বিদর্শিতম্।

সুবর্ণপ্রতিরূপেণ তপ্তেনেব কুশাগিনা॥ ২০

‘কুশের আগুনে উত্তপ্ত করলেও পিতলের লঘুত্বের  
মতোই আত্মপ্রশংসা কখনে তোমার অধমত্ব প্রকাশ পাচ্ছে।  
(কুশের আগুনে পোড়ালেও পিতল যেমন সোনা হয় না,  
তদ্রূপ তোমার আত্মপ্রশংসা কখনেও তোমার অধমত্ব  
নিবারিত হবে না)।

ন তু মামিহ তিষ্ঠন্তঃ লশাসি স্বং গদাধরম্।

ধন্যধন্যবিব্যাকল্যাং পর্বতঃ শাত্তিক্তিতম্॥ ২১

‘গদা ধারণ করে এখানে অবস্থিত আমাকে বিভিন্ন  
যাত্ৰ দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবীর নিম্নতম পর্বতের মতো দেখতে  
পাচ্ছে না কি ?

পর্বাণ্ডোহহং পদাপাণির্হস্তঃ প্রাণান্ রপে তব।

ত্র্যাণামপি লোকানাং পাশহস্ত ইবান্তকঃ॥ ২২

‘যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে আমি তোমার এমনকি  
ত্রিলোকেরও প্রাণ হনন করতে যথেষ্ট সক্ষম।

কামং বহুপি বক্তব্যঃ স্থমি বক্ষ্যামি ন দ্বম্।

অস্তং প্রাপোতি সবিভা যুদ্ধবিয়ত্ততো ভবেৎ॥ ২৩

‘যদিও তোমাকে আমার আরও অনেক কিছু বলার  
আছে, কিন্তু আমি আর বলব না ; কারণ সূর্য অস্ত যাচ্ছে,  
এবং তাতে যুদ্ধে বিয়সৃষ্টি হবে। (প্রাচীন ভারতে যুদ্ধস্থান  
দুই পক্ষকেই যুদ্ধের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত ; একটি  
বিধি হচ্ছে সূর্যাস্তের পর আর যুদ্ধ করা চলবে না, পরদিন  
সূর্যোদয়ের পর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হবে।)

চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং হতানি তে।

তদ্বিনাশাৎ করোমাদ্য তেধামহপ্রমার্জনম্॥ ২৪

‘তুমি চৌদহাজার রাক্ষস হত্যা করেছ। আজ  
তোমাকে হত্যা করে তাদের আত্মীয়দের চোখের জল আমি  
মুছিয়ে দেব।’

ইত্যুক্তা পরমক্রুদ্ধঃ স গদাং পরমাসদাম্।

ধরশিক্ষেপ রামায় প্রদীপ্তাশনিং যথা॥ ২৫

এই কথা বলে অতীব ক্রুদ্ধ ধর শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি  
প্রস্থলিত বজ্রতুল্য উত্তম-বলয় বিভূষিত গদা নিক্ষেপ  
করল।

ধরবাহুপ্রমুক্তা সা প্রদীপ্তা মহতী গদা।

ভস্ম বৃক্ষাংস্ত গুমাংস্ত কৃষ্ণাগাং তং সমীপতঃ॥ ২৬

ধরের হস্তচ্যুত প্রস্থলিত সেই বিশাল গদা, বৃক্ষ এবং  
লতা-গুল্ম সকল ঝালিয়ে ভস্ম করে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের  
প্রতি ধাবিত হল।

তামাপতন্তীঃ মহতীঃ মৃত্যুপাশোপমাং গদাম্।

অন্তরিক্ষগতাং রামশিচ্ছেদ বহুধা শরৈঃ॥ ২৭

মৃত্যুপাশ সদৃশ সেই বিশাল গদাকে তাঁর নিজের  
উপর পতনশীল দেখে শ্রীরামচন্দ্র আকাশপথেই বাণ দ্বারা  
তাকে বহু বণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

সা বিশীর্ণা শরৈর্ভিন্না পপাত ধরবীতলে।



গদা মন্ত্রোচ্চারণবালীক্যে বিনিলাতিতা ॥ ২৮ ॥  
মন্ত্র এবং ওষধির প্রভাবে ভুলুঠিতা সর্পিণীর মতো

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণাঘাতে বিলিঙ্গ ও কলিঙ্গ  
গদা ভূতলে পতিত হল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

### ত্রিংশ সর্গ (৩০)

শ্রীরামের প্রতি খরের বাদ্যোক্তি এবং শালবৃক্ষ নিক্ষেপণ ; তখন শ্রীরামের বাণাঘাতে শালবৃক্ষ ক্ষেদ্র  
এবং খরের পতন ও মৃত্যু, অতঃপর দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক শ্রীরামের সংবর্ধনা

ভিক্তা তু ত্বং গদাং বাটৈ রাঘবো ধর্মবৎসলঃ ।  
স্মরমান ইদং বাক্যং সংরক্ষমিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

ধর্মবৎসল রঘুনন্দন রাম বাণাঘাতে সেই গদাকে  
বিদীর্ণ করে স্মিতহাস্যে সন্তোষে বললেন—

এতৎ তে বলসর্বস্বং দর্শিতং রাক্ষসাত্মকম্ ।  
শক্তিহীনতরো মন্তো বৃথা ত্রমুপগজসি ॥ ২ ॥

‘ওরে রাক্ষসাত্মক ! এই তো তোমার সমুদয় ক্ষমতা  
দেখালে ; তুমি তো আমার থেকে শক্তিহীন ! অতএব,  
বৃথাই তর্জন-গর্জন করছ।

এষা বাণবিনির্ভীয়া গদা ভূমিতলং গত্वा ।  
অভিধানপ্রসূতস্য তব প্রত্যয়ঘাতিনী ॥ ৩ ॥

‘তুমি যার গর্বে সগর্ব বাকপটু, সেই তোমার গদা  
তোমার প্রতি বিশ্বাসহীনা হয়ে আমার নিক্ষিপ্ত বাণে ছিন্ন-  
ভিন্ন হয়ে ভূমিতলে পতিত।

যৎ ক্লোভং বিনষ্টানামিদমগ্রপ্রমার্জনম্ ।  
রাক্ষসানাং করোমীতি মিথ্যা তদপি তে বচঃ ॥ ৪ ॥

‘যুদ্ধে নিহত রাক্ষসদের স্বজনদের চোখের জল  
মুছিয়ে দেব’ বলে তুমি এই যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তোমার  
সেই কথাও মিথ্যা হল।

নীচস্য ক্ষুদ্রশীলস্য মিথ্যাবৃত্তস্য রক্ষসঃ ।  
প্রাণানপহরিষ্যামি গরুত্মানমৃতং যথা ॥ ৫ ॥

‘গরুত্বে যেমন দেবতাদের নিকট থেকে অমৃত হরণ  
করেছিলেন, তদ্রূপ আমিও নীচাশয়, ক্ষুদ্রস্বভাব,  
মিথ্যাচারী তোমার মতো রাক্ষসের প্রাণ হরণ করব।

অদা ত্তে ভিন্নকণ্ঠস্য ফেনবুদ্বুদ্বুদ্বিভ্র  
বিদারিতস্য মদ্বানৈর্মহী পাস্যতি শোণিতম্ ॥

‘আজ আমার নিক্ষিপ্ত বাণে তোমার সেই কণ্ঠ  
হবে আর তোমার ছিন্নকণ্ঠের ফেনবুদ্বুদ্বুদ্ব সন্নিবিষ্ট  
শোণিত ধরিত্রী পান করবে।

পাংসুক্ষ্মযিতসর্বাঙ্গঃ প্রত্যন্যকুলক্ষয়ঃ ।  
স্বল্যসে গাং সমাপ্রিষ্যা দুর্লভাং প্রমদমিষ্য ॥

‘আমার নিক্ষিপ্ত বাণাঘাতে ভূপতিত তুমি সন্নিবিষ্ট  
ধূলিধূসরিত হয়ে, শরীর থেকে আগলি বিক্ষিপ্ত বহন  
দ্বারা সুদুর্লভা সুন্দরী রমণীয় ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে  
চিরকালের জন্য শুয়ে থাকবে।

প্রবৃক্ষনিদ্রে শয়িতে ত্বয়ি রাক্ষসশাংসনে ।  
ভবিষ্যত্তি শরণ্যানাং শরণ্যা দণ্ডকা ইষ্যে ॥

‘তোমার মতো রাক্ষসাত্মক চিরনিদ্রায় শয়িত হও  
এই দণ্ডকারণের সকল স্থানই শরণার্থীদের প্রণয়  
আশ্রয়স্থান হবে।

জনস্থানে হতস্থানে তব রাক্ষস মজ্জয়ৈ ।  
নির্ভয়া বিচরিস্যন্তি সর্বতো মুনয়ো বনে ॥

‘ওরে রাক্ষস ! জনস্থানে দণ্ডকারণ করে  
লোকালয়ে আমার শরাঘাতে তোমার নিবাসস্থান ক্ষয়  
হলে, সকল রাক্ষসসহ তুমি নিহত হলে যেনে বনে  
মুনিরা নির্ভয়ে বিচরণ করবেন।

অদা বিপ্রসরিষ্যন্তি রাক্ষসো হতবাক্যয়া ।  
বাম্পার্ধবদনা দীনা ভয়ানকভয়বধা ॥ ৬ ॥



‘অপরের ভয় উপাদনকারিণী রাক্ষসীরা বহুদীনা  
এই শোকে বাত্পাকুল বদনে ভয়ে অন্যত্র পলায়ন  
করবে

করা শোকরসজ্জাতা ভবিষ্যতি নিরর্থিকাঃ।  
অনুরূপকলাঃ পদ্মো যাসাং স্বঃ পতিরীদৃশঃ॥ ১১

‘তুমি যাদের পতি, তোমার অনুরূপ বংশে জাতা  
সেই পল্লীগণ শূদ্রাদি আনন্দদায়ক রসে বঞ্চিত হয়ে আজ  
থেকে শোকরূপ ককণ রস স্থায়ীভাবে অনুভব করবে।

দৃশ্যসঙ্গীল কুদ্রাঙ্কন নিত্যঃ ব্রাহ্মণকণ্টক।  
কৃতে শঙ্কিতেরগৌ মুনিত্তিঃ পাত্যতে হবিঃ॥ ১২

‘ওরে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ শত্রু ! তোমার জন্যই শঙ্কিত  
মুনীগণ তোমার থেকে মুক্তি পাবার আশায় সর্বদা অগ্নিতে  
দুতাহতি দিয়ে থাকেন।’

চন্দ্রবমভিসংরক্তঃ ভ্রূবাণঃ রাঘবঃ বনে।  
খরো নির্ভৎসয়ামাস রোষাৎ খরতরস্বরঃ॥ ১৩

বনমধ্যে রাম খরকে এইরকম ক্রোধপূর্ণ কথা বলতে  
থাকলে, ক্রুদ্ধ খর অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে রঘুনন্দন রামকে  
ভৎসনা করে বলল।

কুঃ খল্বলিপ্তোহসি ভয়েষপি চ নির্ভয়ঃ।  
বাচ্যাবাচ্যঃ ততো হি স্বঃ মৃত্যোর্বশ্যো ন বুধাসে॥ ১৪

‘তুমি অত্যন্ত গর্বিত, তাই ভীতিজনক বিষয়েও  
নির্ভীক ! সেইজন্য মৃত্যুর বশীভূত হয়েও তুমি কী বলা  
উচিত আর কী বলা উচিত নয়, তা বুঝতে পারছ না।

কালপাশপরিষ্কিপ্তা ভবন্তি পুরুষা হি যে।  
কার্যকার্যং ন জানন্তি তে নিরন্তরভিজিয়াঃ॥ ১৫

‘মৃত্যুপাশে আবদ্ধ পুরুষদের ছয়টি ইন্দ্রিয় শক্তিহীন  
হয়ে পড়ায়, তারা কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে বুঝতে অক্ষম  
হয়।’

এবমুক্তা ততো রামঃ সংরম্য ভূকুটিং ততঃ।  
স দদর্শ মহাসালমবিদূরে নিশাচরঃ॥ ১৬

রণে প্রহরণস্যার্থে সর্বতো হাবলোকয়ন্।  
স তমুৎপাটয়ামাস সংদষ্টদশনচ্ছদম্॥ ১৭

নিশাচর খর এই কথা বলে শ্রীরামচন্দ্রকে আকুটি  
করল এবং নিকটেই একটা বিশাল শালবৃক্ষ দেখে যুদ্ধে  
প্রৱণ রূপে ব্যবহারের জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং

দন্ত দ্বারা ঠষ্ঠ দংশন করে সেটিকে উৎপাটিত করল।  
তং সমুৎকিপ্য বাহুভ্যাং বিনর্দিরা মহাবলঃ।

রামমুদিশ্য চিক্কেপ হতস্বমিতি চাত্রবীৎ॥ ১৮

মহাবীর খর বাহুদ্বয় দ্বারা সেই শালবৃক্ষ উৎক্ষেপণ  
করে ‘তুমি মরলে’ এই কথা বলে ভীষণ গর্জন করতে  
করতে রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল।

তমাপতন্তঃ বাধৌঘৈশ্চিহ্না রামঃ প্রতাপবান্।  
রোষমাহারম্যঃ তীব্রঃ নিহন্তঃ সমরে খরম্॥ ১৯

নিজের প্রতি পতনোদ্যত সেই শাল বৃক্ষটিকে প্রতাপী  
রাম বাণরাশির দ্বারা ছেদন করলেন এবং যুদ্ধে খরকে হত্যা  
করার জন্য অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন।

জাতশ্বেদন্ততো রামো রোষরক্তাক্তলোচনঃ।  
নির্বিভেদ সহস্রৈশ্চ বাণানাং সমরে খরম্॥ ২০

তখন ঘর্মাক্তকলেবর ও রোষে রক্তাক্তনেত্র রাম যুদ্ধে  
খরকে সহস্র বাণে বিদ্ধ করলেন।

তস্য বাণান্তরাদ্ রক্তং বহু সূত্রাব ফেনিলম্।  
গিরেঃ প্রস্রবণস্যেব ধারাণাং চ পরিস্রবঃ॥ ২১

পার্বত্য প্রস্রবণের জলধারার প্রবাহের মতো,  
বাণাঘাতে খরের শরীর থেকে ফেনময় শোণিতধারা ক্ষরিত  
হতে লাগল।

বিকলঃ স কৃতো বাণৈঃ খরো রামেণ সংযুগে।  
মস্ত্রো রুধিরগঞ্জন তমেবাভ্যদ্রবদ্ দ্রুতম্॥ ২২

যুদ্ধে শ্রীরামের বাণাঘাতে খর বিহুল এবং শোণিত  
গঞ্জে উন্মত্ত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দ্রুত ধাবিত হল।

তমাপতন্তঃ সংক্রুদ্ধঃ কৃতান্ত্রো রুধিরাপ্লুতম্।  
অপাসর্পদ্ বিত্রিপদং কিঞ্চিৎস্বরিতবিক্রমঃ॥ ২৩

অস্ত্র নিপুণ রাম, রক্তাপ্লুত দেহ ক্রুদ্ধ খরকে তাঁর প্রতি  
লাফিয়ে পড়তে দেখে, সবিক্রমে স্বরিদগতিতে দু’ তিন পা’  
পিছিয়ে গেলেন।

ততঃ পাবকসংকাশং বধায় সমরে শরম্।  
খরস্য রামো জগ্রাহ ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্॥ ২৪

তখন যুদ্ধে খরকে বধ করার জন্য রামচন্দ্র দ্বিতীয় ব্রহ্ম  
দণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর অনলসদৃশ একটি বাণ গ্রহণ করলেন।

স তদ্ দত্তং মঘবতা সুররাজেন ধীমতা।  
সন্দেধে চ স ধর্মাক্তা মুমোচ চ খরঃ প্রতি॥ ২৫

হর্মাঙ্ক্য রাম কীমন লেবাক ইন্দ্র প্রভৃৎ সেই বাণ  
বদন্তে ধারণ কবে ধরের প্রতি নিষ্কণ কবলেন।

স বিমুক্তেন মহাবাহো নিখাতসমনিঃস্বনঃ।

রামেশ বনুরামমা ধরনোয়সি চাপতঃ॥ ২৬

প্রীরামেন্দ্র বনু আনত কবে সেই মহাবাহু নিষ্কণ  
কবলে, বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জন কবে সেই বাণ ঘনব  
বলে পড়িত হল।

স পশাত ধরো ভূমৌ মহামানঃ শরাগিনা।

রুদ্রেণেব বিনির্দম্যঃ শ্বেতারশো যথাক্রকঃ॥ ২৭

শ্বেতারশো ভগবান রুদ্র কর্তৃক দক্ষীভূত অশ্বকাসুবের  
মতো দণ্ডকারণো ধর নামক অসুর প্রীরামের বাণাগ্নিতে  
দক্ষীভূত হয়ে ভূমিতে পড়িত হল।

স বৃত্র ইব বজ্রেশ ফেনেন নমুচির্ঘা।

বলো কেন্দ্রাশনিহতো নিপপাত হতঃ ধরঃ॥ ২৮

বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুরের মতো, জলের ফেনায় নমুচি  
দানব অথবা বজ্রাঘাতে বলাসুরের মতো, ধর নামের বাণে  
নিহত হয়ে ধরাশয়ী হল।

এতস্মিন্নস্তরে দেবান্চরশৈ সহ সংগতাঃ।

দুন্দুভীংচাভিনিয়ন্তঃ পুষ্পবর্ষঃ সমস্ততঃ॥ ২৯

রামসোপরি সংকুটা ববর্ষুর্বিম্বিতাজদা।

অর্ধাধিকমুহূর্তেন রামেশ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩০

চতুর্দশ সহস্রাশি রক্ষসাং কামরূপিণাম্।

ধরদূষণমুখ্যানাং নিহতানি মহামুখে॥ ৩১

মহাসমরে রাম দেড় মুহূর্তের মধ্যেই শাণিত শরে  
ধর-দূষণের নেতৃত্বাধীন কামরূপী চৌদহাজার রাক্ষস নিধন  
করেছেন, এই দেখে চারণদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিস্মিত  
দেবগণ অতীব আনন্দিত হয়ে দুন্দুভি-ধ্বনিতে চতুর্দিক  
মুখরিত করে রামের উপর চতুর্দিক থেকে পুষ্পবর্ষণ করতে  
লাগলেন।

অহো বত মহৎ কর্ম রামস্য বিদিতাঙ্গনঃ।

অহো বীর্যমহো দার্ঢ্যং বিষ্ণোরিব হি দৃশ্যতে॥ ৩২

দেবতারা বলতে লাগলেন—‘অহো প্রকৃত স্বরূপস্ত

রামচন্দ্রের কী মহৎ কর্ম! অহো! ভগবান বিষ্ণু-সদৃশ তাঁর  
কীরূপ বীরত্ব ও দৃঢ়তা!’

ইতোবমুক্তা তে সর্বে যযুর্দেবা যথাগতম্।

ততো রাজর্ষয়ঃ সর্বে সংগতাঃ।

সভাজ্ঞা মুদিতা রামঃ সাগজ্য্য ইন্দ্রমবুধম্।

দেবতারা সকলে এই কথা বলে, যেন

এতাইলেন সেখানে চলে গেলেন। অতঃপর রাজর্ষি ও

মহর্ষিরা সকলে মহর্ষি অগস্ত্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে রামকে

রামকে অভিনন্দিত কবে বললেন—

এতদর্থঃ মহাতেজা মহেজঃ পাকশাসনঃ॥ ৩৩

শরভঙ্গ্যশ্রমঃ পুণ্যমাঙ্গ্যাম সুকর্মঃ।

আনীতভূমিমঃ দেশমুপায়েন মহর্ষিভিঃ॥ ৩৪

‘এইজনাই মহাতেজস্বী পাকশাসন পুরুষের নেতৃত্বে

ইন্দ্র শরভঙ্গ্য শরির পুণ্যপ্রমে এসেছিলেন। মহর্ষিগণ

বিশেষ উপায়ে তোমাকে এই স্থানে পঞ্চবটীতে

(দণ্ডকারণ্যে) নিয়ে এসেছেন।

এথাং বর্ষাং শক্রাণাং রক্ষসাং পাপকর্মণাং।

ভদিদং নঃ কৃতং কার্যং ত্বয়া দশরথাজ্যঃ॥ ৩৫

স্বধর্মঃ প্রচরিত্যস্তি দণ্ডকেশু মহর্ষয়ঃ।

‘হে দশরথনন্দন! যুনিদের শত্রু পাপকর্মী ও

রাক্ষসদের বধ করে তুমি আমাদের অতীষ্ট কার্য সিদ্ধ

করেছ। এখন মহর্ষিগণ দণ্ডকারণ্যে সানন্দে স্বধর্ম

অনুষ্ঠান করবেন।’

এতস্মিন্নস্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।

গিরিদুর্গাদ্ বিনিষ্ক্রম্য সংবিবেশাশ্রমে সূদীঃ॥ ৩৬

ইত্যবসরে বীর লক্ষ্মণ সীতাকে সঙ্গে নিয়ে গিরিকন্

থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সানন্দে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

ততো রামস্ত বিজয়ী পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ॥ ৩৭

প্রবিবেশাশ্রমঃ বীরো লক্ষ্মণেনাভিপূজিতা।

অতঃপর মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও লক্ষ্মণ কর্তৃক

অভিপূজিত বিজয়ী বীর রামচন্দ্র আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

তং দৃষ্টা শত্রুহস্তারং মহর্ষীণাং সুখাবহম্॥ ৩৮

বড়ব ছাড়া বৈদেহী ভর্তারং পরিবশজে।

মুদা পরময়া যুক্তা দৃষ্টা রক্ষোগণান্ হতান্।

রামং চৈবাব্যয়ং দৃষ্টা ততোষ জনকাজ্যঃ॥ ৩৯

মহর্ষিদের সুখ আনয়নকারী শত্রুহস্তা স্বামীকে দেখে

বিদেহরাজনন্দিনী সীতা উল্লসিতা হয়ে তাঁকে অভিনন্দন

করলেন। রাক্ষসদের নিহত ও রামকে অক্ষত-দেহ দেখে

জনক জননী পরম আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করলেন।  
তৎ রাক্ষসসঙ্ঘমর্দনঃ

সম্পূজ্যমানঃ মুদিতৈর্মহাবলিঃ

পরিহর্যা মুদাষিতাননা

বহুব কষ্টা জনকাক্ষজা তদা ॥ ৪১ ॥

নাগসকুল ধ্বংসক এবং তজ্জন্য আনন্দিত মহাত্মা  
শশিদেব দ্বারা পূজিত পতি রামকে প্রমুদিতাননা জনক-  
জননী সীতা বারবার আলিঙ্গন করে অতীব আনন্দ লাভ  
করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামাখ্যে বাম্প্রীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে বাম্প্রীকীয়ে অরণ্যাকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

### একত্রিংশ সর্গ (৩১)

অকম্পন কর্তৃক রাবণকে ঋদাদির মৃত্যুসংবাদ দান ও ক্রুদ্ধ রাবণকে সীতাহরণের পরামর্শ দান। রাবণের  
মারীচাশ্রমে গমন ও মারীচের সঙ্গে সীতাহরণের পরামর্শ, কিন্তু মারীচের অনুরোধে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন

সুমাণস্ততো গঙ্গা জনহানাদকম্পনঃ।  
প্রবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাবণঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর অকম্পন নামক রাক্ষস সবাকুলটিতে লঙ্কায়  
গিয়ে দ্রুত রাজপুরীতে প্রবেশ করে রাবণকে বলল—

জনহানাহিতা রাজন্ রাক্ষসা বহবো হতাঃ।

ধ্বংস নিহতঃ সংখ্যো কথং চিদহমাগতঃ ॥ ২ ॥

‘হে রাজন্! জনহানের বহু রাক্ষস নিহত হয়েছে।

ধ্বংস যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আমি কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে

এসেছি।’

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।

অকম্পনমুবাচেনং নির্দহমিব তেজসা ॥ ৩ ॥

দশানন রাবণ এইরূপ কথিত হয়ে ক্রোধে

আরক্তলোচনে স্থীয় তেজে সবদিক যেন দন্ধ করবে,

এইরকমভাবে অকম্পনকে বলল—

কেন ভীমঃ জনহানঃ হতঃ মম পরাসুনা

কো হি সর্বেষু লোকেষু গতিং নাধিগমিষ্যতি ॥ ৪ ॥

‘কে মৃত্যুকে বরণ করতে চায় যে, জনহান ধ্বংস

করেছে? কে ত্রিভুবনের কোথাও গতিলাভ করতে পারবে

না (স্থান পাবে না)? (অর্থাৎ যে আমার ভয়ঙ্কর জনহান

ধ্বংস করেছে, সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, ত্রিভুবনে

কোথাও সে স্থান পাবে না।

ন হি মে বিপ্রিয়ঃ কৃত্বা লকাং মঘবতা সুখম্।

প্রাপ্তুং বৈশ্রবণেনাপি ন যমেন চ বিষ্ণুনা ॥ ৫ ॥

‘আমার অপ্রিয় কাজ করে ইন্দ্র, কুবের, যম এমনকি

বিষ্ণুও সুখ পেতে পারবে না।

কালস্য চাপাহং কালো দহেয়মপি পাবকম্।

মৃত্যুং মরণধর্মেন সংযোজয়িতুমুংসহে ॥ ৬ ॥

‘আমি যমেরও যম; অগ্নিকেও দন্ধ করতে সক্ষম।

মৃত্যুকেও মরণধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি।

বাতস্য তরসা বেগং নিহন্তুমপি চোৎসহে।

দহেয়মপি সংক্রুদ্ধস্তেজসাহহৃদিতাপাবকৌ ॥ ৭ ॥

‘আমি ক্রুদ্ধ হলে, দ্রুততায় বায়ুর বেগকে রোধ

করতে সমর্থ, স্বতেজে সূর্য ও অগ্নিকেও দন্ধ করতে

সক্ষম।’

তথা ক্রুদ্ধঃ দশগ্রীবঃ কৃতাজলিরকম্পনঃ।

ভয়াং সন্ধিদ্ধয়া বাচ্য রাবণঃ যাচতেহভয়ম্ ॥ ৮ ॥

দশানন রাবণকে তদ্রূপ ক্রোধান্বিত দেখে অকম্পন

ভয়ে করজোড়ে অশ্রুট স্বরে রাবণের কাছে অভয় প্রার্থনা

করল।

দশগ্রীবোহভয়ঃ তস্মৈ প্রদদৌ রাক্ষসাং বরঃ।



৯ বিপ্রকোথব্রীন্ বাক্যসন্ধিমকম্পনঃ ॥ ৯

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন তাকে অভয় দান করলে,  
অকম্পন নির্ভয়ে নিশ্চিতভাবে সব বলতে লাগল—

পুত্রো দশরথস্যাত্রে সিংহসংহননো যুবা।

রামো নাম মহাক্ষো বৃত্তায়তমহাভুজঃ ॥ ১০

শ্যামঃ পৃথুশাঃ শ্রীমানভূলাবলবিক্রমঃ।

হতস্তেন জনহানে খরশ্চ সহদৃশঃ ॥ ১১

‘হে রাক্ষসরাজ ! রাজা দশবর্ষের তরুণ বয়স,  
শ্যামবর্ণ শ্রীমান রাম নামে এক পুত্র আছেন, যিনি সিংহের  
ন্যায় দৃঢ়াঙ্গবিশিষ্ট, প্রশস্ত স্বভাবান, বৃত্তাকার দীর্ঘ মহাবাহু  
বিশিষ্ট, বিস্তৃত কীর্তিমান এবং অতুলনীয় বল-বিক্রমশালী।  
জনহানে তিনিই দৃশ্য-সহ খরকে হত্যা করেছেন।’

অকম্পনবচঃ শ্রদ্ধা রাবণো রাক্ষসপিপঃ।

নাগেজ ইব নিঃশ্বস্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২

রাক্ষসরাজ রাবণ অকম্পনের কথা শুনে নাগরাজের  
ন্যায় ভয়ঙ্কর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল—

স সুরেন্দ্রেণ সংযুক্তো রামঃ সর্বামরৈঃ সহ।

উপঘাতো জনহানং ব্রুহি কচ্চিদকম্পনঃ ॥ ১৩

‘অকম্পন ! বলো তো দেখি, রাম কি দেবরাজ  
ইন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেবতাদের নিয়ে জনহানে  
এসেছিল।’

রাবণস্য পুনর্বাধ্যং নিশম্য তদকম্পনঃ।

আচচক্ষে বলং তস্য বিক্রমং চ মহান্ননঃ ॥ ১৪

রাবণের সেই কথা শুনে অকম্পন সেই মহাত্মা  
রামচন্দ্রের বল-বিক্রমের কথা আবার বলতে লাগল।

রামো নাম মহাতেজাঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুশ্চতাম্।

দিব্যাস্ত্রাণ্ডগনসম্পন্নঃ পরং ধর্মং গতো যুধিঃ ॥ ১৫

‘মহাতেজস্বী রাম শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, দিব্যাস্ত্র ব্যবহারে  
সুনিপুণ এবং ধর্মযোদ্ধা।

তস্মানুরুপো বলবান্ রক্তাক্ষো দুন্দুভিস্বনঃ।

কনীয়াঁলক্ষ্মণো ভ্রাতা রাক্ষশিনিভাননঃ ॥ ১৬

‘তঁরই মতো সমান বলবান তাঁর ছোট ভাই লক্ষ্মণ ;  
নেত্রদ্বয় ঘাঁর রক্তবর্ণ, দুন্দুভির ন্যায় কণ্ঠস্বর এবং মুখমণ্ডল  
যেন পূর্ণিমার পূর্ণশলী।

স তেন সহ সংযুক্তঃ পাবকেনানিলো যথা।

শ্রীমান্ রাজবরস্তেন জনহানং নিপাতিতম্ ॥ ১৭

‘অনলের সঙ্গে যেমন পবন, তদ্রূপ সেই শ্রীমান  
রাজশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে জনহানকে ধ্বংস

কবেছে।

নৈব দেবা মহাত্মানো নাত্র কার্ণা নিজরশা।

শরা রামেণ তুং সৃষ্টা কল্মষাঃ পতং যিবাঃ ॥ ১৮

‘দেবতা বা মহাত্মা ধর্মীরা (রামের সঙ্গে মিলিত  
হয়েছেন কি না), এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নেই। তার  
কর্তৃক নিষ্কিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ (পুচ্ছদেশে স্বর্ণমণ্ডিত) বণশক্তি  
পঞ্চমুখ বিশিষ্ট সর্প হয়ে রাক্ষসদের তক্ষণ করেছে (হত্যা  
কবেছে)।

যেন যেন চ গচ্ছন্তি রাক্ষসা ভয়কর্ষিতাঃ ॥ ১৯

তেন তেন শ্ম পশ্যন্তি রামেনাগ্রতঃ হিতম্

ইখং বিনাশিতং তেন জনহানং তবানম্ ॥ ২০

‘ভয়কাতর রাক্ষসেরা যে যে পথে যাচ্ছিল, সেই  
সেই পথেই তারা শ্রীরামকেই সম্মুখে অবহিত দেখতে  
পাচ্ছিল। হে নিম্পাপ ! এইভাবেই সেই রাম আপন  
জনহানকে ধ্বংস করেছে।’

অকম্পনবচঃ শ্রদ্ধা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২১

গমিষ্যামি জনহানং রামং হস্তং মলক্ষণম্ ॥ ২২

অকম্পনের কথা শুনে রাবণ বলল—‘লক্ষ্মণসহ

রামকে হত্যা করার জন্য আমি জনহানে যাব।’

অথৈবমুক্তে বচনে প্রোবাচেদমকম্পনঃ।

শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং রামস্য বলপৌরুষম্ ॥ ২৩

রাবণ এই কথা বললে, অকম্পন বলল, ‘মহারাজ!

রামের বলবীর্যের কথা যথাযথ শ্রবণ করুন—

অসাধ্যঃ কুপিতো রামো বিক্রমেণ মহাযশাঃ।

আপগায়ান্ত্র পূর্ণায় বেগং পরিহরেচ্ছরৈঃ ॥ ২৪

সতরাগ্রহনক্ষত্রং নভশ্চাপ্যবসাদয়েৎ

‘মহাযশস্বী দুর্দম রাম ক্রুদ্ধ হলে, স্বীয় বিক্রমে

শরাঘাতে পূর্ণসলিলা নদীর গতিকে পরিবর্তিত, এবং গ্রহ-  
তারা-নক্ষত্রসহ আকাশকে বিনষ্ট করতে সক্ষম।

অসৌ রামস্ত সীদন্তীঃ শ্রীমানভূকরেহীম্ ॥ ২৫

ভিত্তা বেলাং সমুদ্রস্য লোকানাপ্রাবরেদ্ বিতুঃ।

বেগং বাপি সমুদ্রস্য বায়ুং বা বিধমেচ্ছরৈঃ ॥ ২৬

‘বিত্ত শ্রীমান রামচন্দ্র প্রলয়কালীন জলে নিমজ্জন

পৃথিবীকে উদ্ধার করতে আবার বিপরীতক্রমে বেলারূপে  
অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রসলিলে লোকালয় প্রাবিত করতে  
পারেন। অধিকন্তু, শরাঘাতে সমুদ্রের বা বায়ুর গতিও

রোধ করতে সক্ষম।

সংহতা বা পুনর্লোকান্ বিজ্ঞমেণ মহামশাঃ।  
শক্য শ্রেষ্ঠঃ স পুরুষঃ শ্রুত্ব পুনরপি প্রজাঃ॥ ২৬

‘অধিকন্তু, সেই মহামশয়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ লোকত্রয়কে  
ধ্বংস করে, পুনরায় নতুন জীব-জগৎ সৃষ্টি করতে সমর্থ।  
নহি রামো দশদ্রীষ শক্যো জ্ঞেতুং রণে জয়া।

রক্ষসঃ বাপি লোকেন যুগ্মঃ পাপজ্ঞৈরবিব॥ ২৭  
‘হে দশানন ! পাপীদের দ্বারা যুগ্ম যেমন অজ্ঞেয়,  
তদ্রূপে আপনি বা সমগ্র বাক্ষসকুলও যুদ্ধে রামকে জয়  
করতে অসমর্থ।

ন তং বধ্যামহং মনো সর্বৈর্দেবাসু বৈবসি।  
জয়ং তস্যা বধোণায়জ্ঞমমৈকমনাঃ শৃণু॥ ২৮

‘আমি মনে করি, দেবতারা এবং অসুবেরা  
ক্লিষ্টভাবেও তাঁকে হত্যা করতে অসমর্থ। তাঁকে বধের  
উপায় আমার নিকট শ্রবণ করুন।

জর্বা তস্যোত্তমা লোকে সীতা নাম সুখামা।  
শ্যামা সমবিত্তভঙ্গী স্ত্রীরত্নং রত্নভূষিতা॥ ২৯

‘জগতে স্ত্রীরত্ন বলে পরিচিতা, সীতা নামী উত্তমা স্ত্রী  
কৃশাদরা (ক্ষীণকটি), নানা রত্ন বিভূষিতা, শ্যামা এবং তাঁর  
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত।

নৈব দেবী ন গন্ধর্বী নাক্সরা ন চ পদ্মগী।  
তুলা সীমন্তিনী তস্য মানুষী তু কুতো ভবেৎ॥ ৩০

‘দেবকন্যা, গন্ধর্বকন্যা, অক্সরা বা নাগকন্যা  
কোনও পতিব্রতা রমণীই তাঁর তুল্য সুন্দরী নয়, মনুষ্যকন্যা  
তাঁর তুল্য কী করে হবে ?

তস্যাপহর ভাৰ্য্যং ত্বং তং প্রমথ্য মহাবনে।  
সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব হি ভবিষ্যতি॥ ৩১

‘সেই মহারণ্যে আপনি রামকে কোনও উপায়ে  
অনাত্র সরিয়ে দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করুন ; কারণ  
সীতা বাতীত রাম থাকতে (বাঁচতে) পারবে না।’

অরোচয়ত তদ্বাক্যং রাবণো রাক্ষসাস্থিপঃ।  
চিহ্নয়িত্বা মহাবাহুরকম্পনমুবাচ হ॥ ৩২

সেই পরামর্শ রাবণের মনে ধরল। তখন রাক্ষসরাজ  
মহাবীর রাবণ চিন্তা করে অকম্পনকে বলল—  
বাঢ়ং কল্যাং গমিষ্যামি হ্যেকঃ সারথিনা সহ।

আনেষ্যামি চ বৈদেহীমিমাং হস্তো মহাপুরীম্॥ ৩৩  
‘বেশ, কালই আমি সারথিব সঙ্গে সঙ্গে একাই যাব  
এবং প্রসন্নচিত্তে বৈদেহীকে এই মহানগরীতে নিয়ে  
‘আসব।’

তদেনমুজ্ঞা প্রযায়ৌ খরযুক্তেন রাবণঃ।  
রণেনাদিত্যনর্ঘেন দিশঃ সর্বাঃ প্রকাশয়ন্॥ ৩৪

এই কথা বলে রাবণ, সকল দিক উজ্জ্বল করে  
গর্দভচালিত সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল রথে আরোহ হয়ে যাত্রা করল।  
স রণো রাক্ষসেন্দ্রস্য নক্ষত্রপথগো মহান্।

চতুর্গমাণঃ শুশুভে জলদে চন্দ্রমা ইব॥ ৩৫  
নক্ষত্রপথে চলমান বক্ষোবাজের সেই মহান রথটি  
মেঘের আড়ালে চন্দ্রের মতো কুৎসিতগামী রূপে শোভা  
পাচ্ছিল।

স দূরে চাপ্রমং গচ্ছা তাটকেয়মুপাগমৎ।  
মারীচেনাচিভো রাজা ভঙ্ক্যভৌজ্যৈরমানুষৈঃ॥ ৩৬

রাবণ অনেক দূরে গিয়ে তাড়কাতনয় মারীচের  
আশ্রমে উপনিত হল এবং মারীচও তাকে অলৌকিক  
ভক্ষণীয় খাদ্যদ্বারা আপ্যায়ন করল।

তং স্বয়ং পূজয়িত্বা তু আসনেনোদকেন চ।  
অর্ধোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩৭

মারীচ নিজে রাবণকে জল ও আসন-দানে অর্চনা  
করে অর্ধযুক্ত বাক্যে বলল—  
কচ্চিৎ স কুশলং রাজ্ঞৈলোকানাং রাক্ষসাস্থিপ।

আশঙ্কে নাথিজানে ত্বং যতদ্বৃষ্মুপাগতঃ॥ ৩৮  
‘হে রাক্ষসাস্থিপতি রাজন্ ! আপনার রাজ্যবাসী  
প্রজাদের কুশল তো ? যেহেতু আপনি দ্রুততার সঙ্গে  
এসেছেন, বুঝতে পারছি না, আমার আশঙ্কা হচ্ছে (হয়তো  
কোনও অন্তত ঘটছে) !’

এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ।  
ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ॥ ৩৯

মারীচ এই কথা বললে, মহাতেজস্বী বাকপটু রাবণ  
তখন বলল—  
আরঙ্কো মে হতস্তাত রামেশাক্রিষ্টকারিণা।

জনহানমবধ্যং তৎ সর্বং যুধি নিপাতিতম্॥ ৪০  
‘বৎস মারীচ ! অক্লান্তকর্মী রাম যুদ্ধে আমার রক্ষী  
(খর ও দূষণ) সহ জনহানের অবধ্য সকলকে ধ্বংস  
করেছে।

তস্য মে কুরু সাচিবাং তস্য ভাৰ্য্যাপহারণে।  
রাক্ষসেন্দ্রবচঃ শ্রদ্ধা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪১

‘তার প্রতি প্রতিহিংসার জন্য তার স্ত্রীকে অপহরণ  
করতে তুমি আমাকে সাহায্য করো।’ রাক্ষসরাজের এই  
কথা শুনে মারীচ বলল—



আঘাত কেন বা সীতা মিত্ররূপেণ শত্রুণা।

ত্বয়া রাক্ষসশার্দূল কো ন মন্দতি নন্দিতঃ ॥ ৪২

‘হে রাক্ষসশত্রু! মিত্ররূপী কোন্ শত্রু আপনাকে সীতার হরণের পরামর্শ দিয়েছে? আপনার কাছে আদৃত হয়েও কে আপনার মঙ্গল চাইছে না?

সীতামিহানয়ন্যেতি কো ব্রবীতি ব্রবীহি মে।

রক্ষোলোকসা সর্বসা কঃ শূদ্রঃ ছেতুমিহতি ॥ ৪৩

‘সীতাকে এখানে নিয়ে আসুন—এই কথা কে বলেছে? কে ই বা রাক্ষসকুলের মন্তকচ্ছেদন করতে চাইছে, আমাকে বলুন।

শ্রোতৃসাহসতি বশ্চ ত্বাং সঃ চ শত্রুরসংশয়ম্।

আশীবিষমুখাদ্ দংষ্ট্রামুক্তর্ভুং চেষ্টতি ত্বয়া ॥ ৪৪

‘যে আপনাকে এই সীতাহরণ কার্যে উৎসাহিত করেছে, সে নিঃসংশয়ে আপনার শত্রু। সে আপনাকে দিয়ে বিষধর সর্পের মুখ থেকে বিষদন্ত উৎপাটিত করাতে চাইছে।

কর্মণানেন কেনাসি কাপথং প্রতিপাদিতঃ।

সুখসুপ্তস্য তে রাজন্ প্রহৃতং কেন মূর্খনি ॥ ৪৫

‘এইরূপ কর্মের দ্বারা আপনাকে কে কুপথে চালিত করেছে? রাজন্! সুখনিদ্রিত আপনার মন্তকে কে আঘাত করেছে?

বিশুদ্ধবংশাভিজ্ঞানগ্রহস্ত-

তেজোমদঃ সংহিতদোর্বিষাণঃ।

উদীক্ষিতুং রাবণ নেহ যুক্তঃ

স সংযুগে রাঘবগজহস্তী ॥ ৪৬

‘যুদ্ধক্ষেত্রে রাঘব রামচন্দ্র গজহস্তীর সদৃশ (উগ্রগক্ষী মদবারী ক্ষরণকালীন মন্ত গজসদৃশ)। তাঁর জন্মের বিশুদ্ধ বংশ শুশুগ্রভাগ সদৃশ; তাঁর তেজ যেন মদবারী, আর হস্তদ্বয় বিশাল দন্তদুটি। হে রাবণ! তাঁর প্রতি শত্রুভাবে দৃষ্টিপাতই যুক্তিযুক্ত নয় (যুদ্ধ তো দূরের কথা)।

অসৌ

নশাঙ্কঃস্থিতিসংখিনালো

বিদম্বরক্ষোমৃগহা

নৃসিংহঃ।

সুপ্তত্বয়া বোধমিতুং ন শকাঃ

শরাজপূর্ণো

নিশিতাসিঃ ॥ ৪৭

‘যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতির কৌশলজ্ঞ এবং চন্দ্র

বাহুসংগৃহীত মৃগ তত্কারী শানিত-তরবারিরূপ দক্ষকৃৎ

বাণপূর্ণ দেহধারী নরসিংহ রাম এখন সুপ্ত আছেন, তাঁর জাগানো ঠিক হবে না।

চাপাংহারে

ভূজবেগপক্ষে

শরোর্মিমালে

সুমহাহনৌঘে।

ন

রামপাতালমুখেহতিঘোরে

প্রহুদিতুং রাক্ষসরাজ

যুক্তম্ ॥ ৪৮

‘হে রাক্ষসরাজ! পাতাল পর্যন্ত গভীর রাক্ষস মহাসাগরের অতি ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধরূপ অগাধ জলরাশি মধ্যে লক্ষ্যপ্রদান যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ সেই সাগরে শ্রীবল্লভ ধনুরুপী কুমীর, রামের শক্তিশালী বাহুরূপ মহাপদ্ম এবং ভয়ঙ্কর বাণরূপ ঢেউ বর্তমান।

প্রসীদ

লঙ্কেশ্বর

রাক্ষসেন্দ্র

লঙ্কাং

প্রসন্নো ভব সাধু গচ্ছ।

ত্বং শ্বেষু দারেষু রমস্ব নিতাং

রামঃ

সভার্যো রমতাং বনেষু ॥ ৪৯

‘হে লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ! প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন মনে সমঙ্গল লঙ্কায় ফিরে যান; সেখানে নিজ পত্নীদের সঙ্গে সানন্দে বিহার করুন আর রামও নিজ পত্নীর সঙ্গে বনে বনে সানন্দে বিহার করুক।’

এবমুক্তো দশগ্রীবো মারীচেন স রাবণঃ।

নাবর্তত পুরীং লঙ্কাং বিবেশ চ গৃহোত্তমম্ ॥ ৫০

মারীচ দশানন রাবণকে এইরকম বললে রাবণ লঙ্কাপুরীতে ফিরে গিয়ে নিজের উত্তম গৃহে প্রবেশ করল

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে ভাগবতের অরণ্যাকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥



## ষাট্ৰিংশ সর্গ (৩২)

শূর্ণপখার লঙ্কাপুরীতে রাবণের নিকট গমন

ততঃ শূর্ণপখা দৃষ্টা সহস্রানি চতুর্দশ।  
হতানেকেন রামেন রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্॥ ১

দূষণঃ চ খরঃ চৈব হতঃ ত্রিশিরসং রণে।  
পুনর্বহানাদান্ ননাদ জলদোপমা॥ ২

রামচন্দ্র একাই, ভয়ঙ্কর ক্রুরকর্মা চৌদ্দ হাজার  
রাক্ষসকে এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে যুদ্ধে হত্যা  
করেছেন দেবে শূর্ণপখা আবার জলদগম্ভীর স্বরে তরুণ  
গর্জন করে উঠল।

স। দৃষ্টা কর্ম রামসা কৃতমনোঃ সুদুষ্করম্।  
জগাম পরমোদ্বিগ্না লঙ্কাং রাবণপালিতাম্॥ ৩

অন্যের পক্ষে দুষ্কর যে কর্ম, তা রাম একাই  
করেছেন দেবে, শূর্ণপখা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রাবণ কর্তৃক  
সুরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে গেল।

স। দদর্শ বিমানাগ্রে রাবণং দীপ্ততেজসম্।  
উশোপবিষ্টং সচিবৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবম্॥ ৪

শূর্ণপখা সপুতল প্রাসাদোপরি মন্দিগণ পরিবেষ্টিত  
দীপ্ততেজা রাবণকে, দেবগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের  
ন্যায় উপবিষ্ট দেখতে পেল।

অসীনঃ সূর্যসংকাশে কাঞ্চনে পরমাসনে।  
রুম্ববেদিগতঃ প্রাজ্ঞাং জলজমিব পাবকম্॥ ৫

সূর্যসদৃশ সমুজ্জ্বল স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন  
রুম্ববেদিতে ঘৃতাহৃত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় রাবণকে সেই  
রাক্ষসী শূর্ণপখা দেখতে পেল।

দেবগন্ধর্বভূতানামৃষীণাং চ মহাম্বনাম্।  
অজ্ঞেয়ঃ সমরে ঘোরঃ ব্যাভ্রাননমিবাত্মকম্॥ ৬

দেবাসুরবিমর্দেষু বজ্রাশনিকৃতপ্রণম্।  
ঐরাবতবিমাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্॥ ৭

যুদ্ধে দেবতা, গন্ধার্ব, অন্যান্য প্রাণিকুলের ও মহাত্মা  
ঐরাবতের অজ্ঞেয় এবং বজ্র, অশনি ও ঐরাবতের  
দস্তাশ্রের আঘাতজনিত ক্ষতচিহ্ন বক্ষে বহন করছে এমন  
রাবণকে সেই রাক্ষসী দেখতে পেল।

বিংশদুজ্জং দশগ্রীবং দশনীয়পরিচ্ছদম্।  
বিশালবক্ষসং বীরং রাজলক্ষণলক্ষিতম্॥ ৮

নন্দবৈদূর্যসংকাশং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।

সুভূজঃ গুরুদশনঃ মহাসাং পর্বতোপমম্॥ ৯

কুড়িটি বাহু, দশ আনন, বিস্তৃত বক্ষ, সুডোল বাহু,  
শুভ্র দন্তপঙ্ক্তি ও বিশাল বদনবিশিষ্ট সুদৃশ্য পরিচ্ছদে  
আবৃত দেহ, বৈদূর্যমণির কান্তির ন্যায় কান্তিময়, তপ্ত  
স্বর্ণালঙ্কার শোভিত, রাজলক্ষণাঙ্কিত এবং পর্বতসদৃশ  
সমুদ্রত দেহ, বীর রাবণকে সে দেখতে পেল।

বিশুচক্রনিপাতৈশ্চ শতশো দেবসংযুগে।  
অন্যৈঃ শস্ত্রৈঃ প্রহরৈশ্চ মহাযুদ্ধেষু তাদৃশম্॥ ১০

দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন  
চক্রের শতশতবার আঘাতের এবং অন্যান্য মহাযুদ্ধে  
নানান শস্ত্রের তাড়নায় ক্ষতচিহ্ন সমন্বিত রাবণকে সে  
দেখল।

অহতাসৈঃ সমজৈস্ত্রৈঃ দেবপ্রহরশৈস্তদা।  
অক্ষোভাণাং সমুদ্রাণাং ক্ষোভণং ক্ষিপ্ৰকারিশম্॥ ১১

দেবাসুর যুদ্ধে সকলপ্রকার দৈবাস্ত্রের আঘাতেও  
অক্ষত অঙ্গ এবং অবিচল সমুদ্রকে ক্ষিপ্ততার সঙ্গে  
চঞ্চলকারী রাবণকে সে দেখল।

ক্ষেপ্তারং পর্বতান্নাণাং সুরাণাং চ প্রমর্দনম্।  
উচ্ছেতারং চ ধর্মাণাং পরদারাদিমর্শনম্॥ ১২

পর্বতের অগ্রভাগকে বিদীর্ণ করে, দূরে  
নিক্ষেপকারী, দেবতাদের উৎপীড়ক, ধর্মবিনাশক এবং  
পরস্পরী-প্রমর্দক সতীহ নষ্টকারী তাই রাবণকে সেই রাক্ষসী  
দেখতে পেল।

সর্বদিব্যাস্ত্রয়োদ্ধারং যজ্ঞবিঘ্নকরং সদা।  
পূরীং ভোগবতীং গতা পরাজিতা চ বাসুকিম্॥ ১৩

তক্ষকস্য প্রিয়াং ভার্যাং পরাজিতা জহর যঃ।

সকলপ্রকার দিবা-অস্ত্রের প্রয়োগকুশল, সর্বদা  
যজ্ঞের বিঘ্নসৃষ্টিকারী এবং পাতালে ভোগবতী নামক  
নাগলোকে গিয়ে বাসুকি নামক নাগরাজকে পরাজিত  
করেছে এমন এবং তক্ষক নামক সর্পকে পরাজিত করে  
তার প্রিয়া ভার্যাকে যে হরণ করেছে, এমন রাবণকে সে  
দেখল।

কৈলাসং পর্বতং গতা বিজিতা নরবাহনম্॥ ১৪

বিমানং পুষ্পকং তস্য কামগং বৈ জহর যঃ।

যে কৈলাশ পর্বতে গিয়ে দেবনাথিপতি কুবেরকে  
জর করে তাঁর হস্তগতি পুষ্পক বিমানটি হরণ করেছিল।  
সেই রাবণকে শূর্ণগবা দেখল।

বনং চৈত্ররথং দ্বিবারং নলিনীং নন্দনং বনম্ ॥ ১৫  
বিনাশয়তি যঃ ক্রোধাদ্ দেবোদ্যানানি বীর্যবান্।

যে বীর্যবান রাবণ ক্রোধবশত চৈত্ররথ নামক স্বর্গীয়  
কানন, কমল-সরোবর, নন্দনকানন এবং অন্যান্য স্বর্গীয়  
উদ্যানসমূহ ধ্বংস করেছিল, সেই রাবণকে দেখল।

চক্রসূর্যো মহাভাগাবুত্তিষ্ঠৌ পরন্তপৌ ॥ ১৬  
নিবারয়তি বাহুভ্যাং যঃ শৈলশিখরোপমঃ।

পর্বতশিখর সদৃশ সমুন্নত যে রাবণ নিজ প্রসারিত  
বাহুর দ্বারা শক্রপীড়ক মহান চক্র ও সূর্যের উদয়কে বাধা  
দিচ্ছিল, সেই রাবণকে দেখতে পেল।

দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে ॥ ১৭  
পুরা হরং ভবে ধীরঃ শিরঃস্পৃগজহার যঃ।

মহারণ্যে দশ হাজার বছর কঠোর তপস্যা করে যে  
হয়স্তু ব্রহ্মাকে অচঞ্চলচিত্তে নিজের মন্তকগুলি উপহার  
দিচ্ছিল, সেই রাবণকে দেখতে পেল।

দেবদানবগন্ধর্বপিশাচপতঙ্গোরগৈঃ ॥ ১৮  
অভয়ং যস্য সংগ্রামে মৃত্যুতো মানুষাদৃতে।

ব্রহ্মার বরে যুদ্ধে মনুষ্য ব্যতীত দেবতা, দানব,  
গন্ধর্ব, পিশাচ, পক্ষী এবং সর্প থেকে যার মৃত্যুও নেই,  
যে অভয় প্রাপ্ত হয়েছে, সেই রাবণকে দেখল।

মদৈরভিহুতং পুণ্যমধারেষু দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৯  
হবির্ধানেষু যঃ সোমমুপহস্তি মহাবলঃ।

যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে সোমদ্রব্যাদ্বারা  
মস্তপূত পবিত্র সোমরস দান করলে যে মহাবলী তা নষ্ট  
করে দেয়, সেই রাবণকে সে দেখল।

প্রাপ্তযজ্ঞহরং দুটং ব্রহ্মহ্মং ক্রুরকারিশম্ ॥ ২০  
কর্কশং নিরনুক্রোশং প্রজ্ঞানামহিতে রতম্।

সেই রাক্ষসী শূর্ণগবা যজ্ঞসমাপ্তিকালে সেই যজ্ঞ-  
নষ্টকারী, দুট, ব্রাহ্মণহত্যা, নিষ্ঠুরকর্মা, রুক্ষ, নির্ভয় এবং  
প্রজ্ঞাদের অহিতকারী রাবণকে দেখতে পেল।

রাবণং সর্বভূতানাং সর্বলোকভয়াবহম্ ॥ ২১  
রাক্ষসী ভ্রাতরং ক্রুরং সা দদর্শ মহাবলম্।

তং দিব্যবস্ত্রাভরণং দিব্যমাল্যোপশোভিতম্ ॥ ২২  
আসনে সুপবিষ্টং তং কালে কালমিবোদাতম্।

রাক্ষসেন্দ্রং মহাভাগং শৌলভ্যকুলনন্দনম্ ॥ ২৩

সেই রাক্ষসী শূর্ণগবা স্বর্গীয় বস্ত্র ও অভরণে  
সুশোভিত পুলভ্যকুলনন্দন মহাভাগ ও মহাবলশালী  
রাক্ষসরাজ ক্রুর ভ্রাতা রাবণকে সুন্দর আসনে উপবিষ্ট  
দেখতে পেল, যে রাবণ ছিল সকল প্রাণীর তথা ত্রিভুবনের

কাহ্নে ভয়ঙ্কর এবং প্রলয়কালে সংহারকর্তার মতো ধ্বংস  
সাধনে উদ্যত।

উপগম্যত্রবীদ্ বাক্যং রাক্ষসী ভয়বিহুলা।

রাবণং শত্রুহস্তারং মদ্বিভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ২৪

মদ্বিগণ-পরিবেষ্টিত শত্রুহস্তা রাবণের নিকট  
উপস্থিত হয়ে ভয়বিহুলা রাক্ষসী বলতে লাগল।

তমত্রবীদ্ দীপ্তবিশাললোচনং

প্রদর্শয়িত্বা ভয়লোভমোহিতা।

সুদারুণং বাক্যমভীতচারিণী

মহাক্রনা শূর্ণগবা বিরূপিতা ॥ ২৫

নির্ভয়ে বিচরণকারিণী, লোভমুগ্ধা অথচ ভীতা  
শূর্ণগবা মহাক্রনা লক্ষ্মণ-কর্তৃক কৃত স্থায়ী বিকৃত রূপ বিশাল ও

উজ্জ্বলনেত্র রাবণকে দেখিয়ে সেই নিদারুণ কাহ্নী  
নিবেদন করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

## ত্রয়স্বিংশ সর্গ (৩৩)

রাবণের প্রতি শূর্ণপথার তিরস্কার

ততঃ শূর্ণপথা দীনা রাবণং লোকরাবণম্।  
জমাতমথো সংক্রুদ্ধা পুরুষঃ বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

তখন দুঃখিনী শূর্ণপথা মস্ত্রিপরিবৃত লোকহিংসক  
রাবণকে কঠোর বাক্যে বলতে লাগল—

প্রমত্তঃ কামভোগেষু স্বৈরবৃত্তো নিরঙ্কুশঃ।  
সমুৎপন্নঃ ভয়ং ঘোরং বোধবাং নাববুধ্যসে॥ ২

‘হে রাক্ষসরাজ ! স্বৈচ্ছাচারিতাহেতু অবোধে  
কামভোগাসক্ত হয়ে জ্ঞাতব্য আসন্ন ভয়ঙ্কর বিপদ তুমি  
বুঝতে পারছ না।

মত্তঃ গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্।  
দুঃখং ন বহু মনান্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজ্ঞাঃ॥ ৩

‘নিম্নশ্রেণীর ভোগাসক্ত, স্বৈচ্ছাচারী, লোভী,  
রাজাকে প্রজারা শ্মশানাগ্নির ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করে সমাদর  
করে না।

দ্বয়ং কার্য্যপি যঃ কালে নানুতিষ্ঠতি পার্থিবঃ।  
স তু বৈ সহ রাজ্যেন তৈশ্চ কাৰ্ষেবিনশ্যতি॥ ৪

‘যে রাজা যথাকালে স্বকার্যসমূহের অনুষ্ঠান করেন  
না, তিনি কিন্তু বিনাশপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর রাজ্য  
এবং কর্মসমূহও বিনষ্ট হয়।

অযুক্তচারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্।  
বর্জয়ন্তি নরা দুরাশয়ান্ধমিব দ্বিপাঃ॥ ৫

‘হাতি যেমন দূর থেকেই নদীর পাঁককে এড়িয়ে  
চলে, সেইরকম, যে রাজা গুপ্তচর নিযুক্ত করেননি  
(সেইজন্য রাজ্যের বিভিন্নস্থানের প্রজাদের সুখ দুঃখের  
সংবাদ জানতে পারেন না) এবং (কামিনী-আদি ভোগ্য  
বিষয়ের) অধীন হওয়ায় যাঁর দর্শন দুর্লভ, সেই রাজাকে  
প্রজারা ত্যাগ করে।

যে ন রক্ষন্তি বিষয়মস্বাধীনং নরাধিপাঃ।  
তে ন বুধ্যা প্রকাশন্তে গিরয়ঃ সাগরে যথা॥ ৬

‘যে রাজা নিজের অধীন প্রজাদের রক্ষা করতে  
অসমর্থ, সেই রাজা সাগর বেষ্টিত পর্বতের ন্যায় অভ্যুদয়  
প্রাপ্ত হন না।

আত্মবন্তিবিগৃহ্য ভুং দেবগজর্জবদানবৈঃ।  
অদুক্তচারশ্চপলঃ কথং রাজা ভবিষ্যসি॥ ৭

‘চর নিযুক্ত না করে কাম-লোভাদি বিষয় লোলুপতা  
হেতু চঞ্চল-স্বভাব তুমি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দেব-দানব-  
গন্ধার্বদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে কী করে রাজ্য পরিচালনা  
করবে ?

ভুং তু বালহৃদ্যবশ্চ বুদ্ধিহীনশ্চ রাক্ষস।  
জ্ঞাতবাং তন্ন জানীষে কথং রাজা ভবিষ্যসি॥ ৮

‘হে রাক্ষস ! তুমি বালকের ন্যায় চঞ্চল স্বভাবসম্পন্ন  
ও বুদ্ধিহীন ; যা জানা উচিত তা জান না। তুমি কী করে রাজ্য  
হয়ে টিকে থাকবে ?

যেষাং চারাক্ষ কোশশ্চ নয়শ্চ জয়তাং বর।  
অস্বাধীনা নরেন্দ্রাণাং প্রাকৃতৈস্তে জনৈঃ সমাঃ॥ ৯

‘হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ ! যে রাজাদের চর, রাজকোষ এবং  
রাষ্ট্র পরিচালন নীতি অপরের অধীন, সেই রাজারা  
প্রাকৃতজনের (সাধারণ মানুষের) সমান।

যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান্ সর্বানর্থান্ নরাধিপাঃ।  
চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানো দীর্ঘচক্ষুষাঃ॥ ১০

‘রাজার যেহেতু গুপ্তচরের সাহায্যে দূরস্থিত সকল  
বিষয় ঘটনা দেখে থাকেন, সেইজন্য রাজাদের দীর্ঘচক্ষু  
(দূরদর্শী) বলা হয়।

অযুক্তচারং মন্যে ভ্রাং প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্যুতঃ।  
স্বজনং চ জনহানং নিহতং নাববুধ্যসে॥ ১১

‘তোমাকে গুপ্তচরহীন মনে হচ্ছে ; তাই, তুমি  
সাধারণ মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আত্মীয়দের মৃত্যুর  
এবং জনহানের ধ্বংসের সংবাদ জানো না।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীষকর্মণাম্।  
হতান্যেকেন রামেণ খরশ্চ সহদৃষণঃ॥ ১২

ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতশ্চমাশ্চ দণ্ডকাঃ।  
ধর্মিতং চ জনহানং রামেণাক্রিষ্টকারিণা॥ ১৩

‘আক্রিষ্টকর্মা রাম একাই দৃষণ সহ খরকে এবং  
চৌদ্দ-হাজার ভীষকর্মা রাক্ষসকে হত্যা করে জনহানকে  
বিপর্যস্ত করে দিয়েছে এবং দণ্ডকাবণের বিঘ্ন বিদূরিত  
করে ঋষিদের অভয় দান করেছে।

ভুং তু লুপ্তঃ প্রমত্তশ্চ পরাধীনশ্চ রাক্ষস।  
বিষয়ে ধো সমুৎপন্নঃ যদ্ ভয়ং নাববুধ্যসে॥ ১৪



‘হে বান্ধব ! তুমি লোভী, ইয়াও ও কাম লোভাদি  
পরাধীন, তাই নিজের ব্যক্তি উৎপন্ন ভয়েব বিষয়ে গুণে  
পারহ না।

তীক্ষ্ণমহাপ্রদাতারং প্রমত্তং গবিতং শঠম্  
বাসনে সর্বভূতানি নাভিহাবন্তি পার্থিবম্ ॥ ১৫

‘যে রাজা রক্ষসভাবসম্পন্ন, দানকুণ্ড, ধাসনাসক্ত,  
অহঙ্কারী ও প্রবলক—তার বিপদকালে প্রজাবর্গ ছুটে আসে  
না।

অতিমানিনমহামাহাত্মসজ্জাবিতং মনম্।

ক্রোধনঃ বাসনে হন্তি স্বজনোহপি মরাধিপম্ ॥ ১৬

‘আত্মপূজক, বৃথা আত্মগুণাউমানী, ক্রোধপরায়ণ,  
পরিভ্রাণের যোগ্য এমন রাজাকে আত্মীয়জনও  
বিপদকালে হত্যা করে।

নানুভিষ্ঠতি কার্যানি ভয়েষু ন বিভেতি চ।

কিপ্রং রাজ্যাকুতো দীনকুণ্ডলো ভবেদিহ ॥ ১৭

‘যে রাজা করণীয় কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে না,  
ভীতিজনক বিষয় থেকে ভীত হয় না এবং তার থেকে  
আত্মবক্ষারও চেষ্টা করে না, সেই রাজা দ্রুত রাজ্যচ্যুত হয়ে  
এই পৃথিবীতে দরিদ্র ও তৃণের ন্যায় উপেক্ষণীয় হয়ে  
থাকে।

শুষ্ককাষ্ঠৈর্ভবেৎ কার্যং লোঠৈরপি চ পাংসুভিঃ।

ন তু হানাৎ পরিভ্রষ্টঃ কার্যং স্যাৎ বসুধাখিপৈঃ ॥ ১৮

‘শুষ্ক কাষ্ঠ, মৃৎপিণ্ড এমনকি খুলি দ্বারাও কাজ হয়  
কিন্তু রাজ্যচ্যুত রাজার দ্বারা কোনও কাজ হয় না।

উপভুক্তং যথা বাসঃ স্রজো বা মৃদিতা যথা।

এবং রাজ্যং পরিভ্রষ্টঃ সমর্থোহপি নিরর্থকঃ ॥ ১৯

‘রাজ্যভ্রষ্ট রাজা সমর্থ, শক্তিমান হলেও পরিধান  
করার পর পরিভ্রান্ত বস্ত্র এবং মর্দিত মালার মতোই  
নিরর্থক।

অপ্রমত্তস্ত যো রাজা সর্বজো বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।

কৃতজো ধর্মশীলস্ত স রাজা তিষ্ঠতে চিরম্ ॥ ২০

‘অপরপক্ষে যে রাজা রাজকার্যে সদা সতর্ক, রাজস  
নিয়মে সর্বত্র, উদ্রিয়জয়ী, কৃতজ্ঞ এবং ধর্মপরায়ণ, সেই  
রাজা চিরস্থায়ী রাজ্যশাসন করেন।

নানাজ্যাং প্রসুপ্তো বা জাগর্তি নয়চক্ষুশা।

সাক্তক্রোধপ্রসাদস্ত স রাজা পূজাতে জনৈঃ ॥ ২১

‘যে রাজা স্থূল চক্ষুদ্বয় দ্বারা নিদ্রিত কিন্তু নীতিগত  
চক্ষু সদা জাগ্রত, যার ক্রোধ এবং প্রসন্নতার মল সদা  
প্রকটিত, সেই রাজাই জনগণ দ্বারা পূজিত হন।

ঋং তু রাবণ দুর্বুদ্ধির্গণৈরৈতৈর্বিজিতঃ।

যস্য তেহনিদিতশ্চাটৈ রক্ষসাঃ সুমহান্ বধঃ ॥ ২২

‘রাবণ ! তুমি কিন্তু দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, এই সকল  
পূর্বকথিত গুণবিবর্জিত ; কারণ, রাক্ষসদের এতবড়  
হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তোমার চরদের দ্বারা অজ্ঞাতই রয়ে  
গেছে (তুমি জানতে পারনি)।

পরাবমস্তা বিষয়েষু সঙ্গবান্

ন দেশকালপ্রবিভাগতত্ত্ববিৎ।

অযুক্তবুদ্ধির্গণদোষনিশ্চয়ে

বিপন্নরাজ্যো ন চিরাদ্ বিশংসাসে ॥ ২৩

‘তুমি অপরের অবমাননাকারী, বিষয়াসক্ত, স্থান-  
কাল বিভাগ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং অপরের গুণদোষ-  
বিচারে বুদ্ধি প্রয়োগ করো না ; তাই শীঘ্রই তোমার  
রাজ্যসহ তুমি বিপদে পড়বে।’

ইতি স্বদোষান্ পরিকীর্তিতাংস্তথা

সমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা ক্ষণদাচরেশ্বরঃ।

যনেন দর্পেণ বলেন চাঘিতো

বিচিন্তয়ামাস চিরং স রাবণঃ ॥ ২৪

শূর্ণগথা কর্তৃক এইরূপে কীর্তিত নিজের দোষ সমূহ  
বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করে ধনবলদর্পী নিশাচরপতি রাবণ  
দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাবো অরণ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

## চতুস্ত্রিংশ সর্গ (৩৪)

রাবণের প্রার্থের উত্তরে শূর্ণপথা কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পরিচয় প্রদানের পর

সীতা হরণের জন্য রাবণকে উৎসাহিত করা

৩৩। শূর্ণপথাঃ দৃষ্টাঃ কুবলীঃ পরমঃ স্বচঃ  
অমাত্যমথো সংক্রোধঃ পরিপ্রচ্ছ রাবণঃ ১

তখন শূর্ণপথাকে কঠোর বাক্য বলতে দেখে মস্তিগণ  
পবিত্র বাণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করল

কঃ রামঃ কথং বীর্যঃ কিং রূপঃ কিং পরাক্রমঃ  
কিমর্থঃ দণ্ডকারণাঃ প্রবিশিষ্ট সুদুহনম্ ২

‘কে রাম’ সে কেমন বীর’ কেবল রূপবান’  
‘কেমনই বা পরাক্রমী’ কেনই বা সে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে

প্রবেশ করেছে’

জবুঃ কিং চ রামস্য যেন তে রাক্ষস হতাঃ ৩

৩৪। নিহতঃ সংখ্যে দুষণাশ্লিষিরাশ্বতাঃ ৩

‘হরের কী এমন অস্ত্র আছে, যার দ্বারা রাক্ষসেরা

নিহত হল? কোন্ অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে খর এবং দুষণ তথা

ত্রিশিরা নিহত হল?’

ততঃ ব্রুহি মনোজ্ঞাঙ্গি কেন হুং চ বিকলিতা।  
ইতুজা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসী ক্রোধমুর্ছিতা ৪

‘অগ্নি সুন্দরি! ঠিক ঠিক বলো তো, কে তোমায়

বিকল করেছিল?’ রাক্ষসরাজ এই কথা বললে, রাক্ষসী

শূর্ণপথা ক্রোধে মুর্ছা গেল।

ততো রামঃ যথান্যামমাখ্যাতু নুপচক্রমে।  
দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষসীচীরকৃষ্ণাজিনাশ্বরঃ ৫

কন্দর্পসমরূপশ্চ রামো দশরথাস্বজঃ ৬

অতঃপর, মুর্ছাভাব প্রশমিত হওয়ার পর শূর্ণপথা

শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে যথার্থ বলতে শুরু করল ‘ভ্রাতঃ!

দশরথ তুমি রাম দীর্ঘবাহু ও বিশাল নয়নবিশিষ্ট, কন্দর্পসম

রূপ; কিন্তু ছিন্নবস্ত্র ও কৃষ্ণসারচর্ম তাঁর পরিধানে।

শত্রুচাপনিভঃ চাপং বিকৃষ্য কনকাস্তদম্ ৭

দীপ্তান্ ফিগতি নারাচান্ সর্পানিবি মহাবিশান্।

‘সেই রাম ইন্দ্রের ধনুর সদৃশ সুবর্ণমণ্ডিত মহাধনু

আকর্ষণ করে মহাবিশ্বের সর্পের ন্যায় প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ষী বাণ

নিষ্ক্ষেপ করেন।

নান্দানঃ শরান্ ঘোরান্ বিমুঞ্চন্তঃ মহাবলম্ ৮

ন কার্যকঃ বিকর্ষন্তঃ রামঃ পশ্যামি সংযুগে।

হন্যমানঃ তু তৎসৈন্যঃ পশ্যামি শরবৃষ্টিভিঃ ৮

‘আমি মহাবলবান রামকে ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করতে,

নিষ্ক্ষেপ করতে এবং ধনু আকর্ষণ করতে দেখতে পাইনি,

কেবল দেখেছি রণক্ষেত্রে বাণবৃষ্টিতে নিহত সৈনিকদের।

ইক্ষেণেবোত্তমঃ সমামাহতঃ ক্রমবৃষ্টিভিঃ।  
রক্ষসাঃ ভীমবীরাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ ৯

নিহতানি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তেনৈকেন পদাতিনা।

অর্ধাধিকমুহূর্তেন খরশ্চ সহদৃষণঃ ১০

ঋষীণামভয়াং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ ১১

‘দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা উত্তম

শস্যসমূহ নষ্ট করেন, তদ্রূপ মাত্র দেড় মুহূর্তের মধ্যেই

সেই পদাতিক রাম একাই তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা দুষণসহ খর

এবং চতুর্দশ সহস্র ভয়ঙ্কর বীর্যবান রাক্ষসদের হত্যা করে

ঋষিদের অভয়দান এবং দণ্ডকবনে শান্তিস্থাপন করেছেন।

একা কথং চিন্মুক্তাহঃ পরিভূয় মহাস্থনা।  
স্ত্রীবধঃ শঙ্কমানেন রামেণ বিদিতাশ্বনা ১২

‘আত্মজ্ঞানী মহাত্মা রাম, স্ত্রীবধজনিত পাপের ভয়ে

একা আমাকে কোনও ক্রমে অপমান করে ছেড়ে

দিয়েছেন।

ভ্রাতা চালা মহাতেজা গুণতন্তুল্যবিক্রমঃ।  
অনুরক্তশ্চ ভক্তশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্ ১৩

অমরী দুর্জয়ো জেতা বিক্রান্তো বুদ্ধিমান্ বলী।

রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিভাঃ প্রাপো বহিষ্চরঃ ১৪

‘শ্রীরামের গুণ ও শৌর্যের সমান, বীর্যবান ভ্রাতা

লক্ষ্মণ তাঁরই অনুরাগী ভক্ত, মহাতেজস্বী, ক্রোধী, রণজয়ী,

পরাক্রমী, বলবান ও বুদ্ধিমান সেই লক্ষ্মণ যেন শ্রীরামের

দক্ষিণ বাহু ও সর্বদা বাহিরে বিচরণরত তাঁরই প্রাণ।

রামস্য তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।  
ধর্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্তুঃ প্রিগহিতে রতা ১৫

‘আরও, রামের প্রিয়া ধর্মপত্নী আয়তলোচনা ও

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন-বিশিষ্টা; সে সর্বদাই স্বামীর প্রিয় ও

হিতকর কার্যে নিরতা।

স্বা সুকেশী সুনাসোরঃ সুরূপা চ যশস্বিনী।

দেবতেশ্বর বনসাসা রাজ্যে শ্রীবিবাসরা ॥ ১৬  
তত্ত্বকামবনশাখা রত্নতুলনখী শুভা।

সীতা নাম বনরোহা বৈদেহী তনুমখামা ॥ ১৭

‘সুন্দর কেশবতী, সু নাসা ও সুউক সমাধিতা,  
রূপবতী, যশস্বিনী, প্রশস্ত বিভাষিনী, তত্ত্বকামবনশাখা  
প্রভাময়ী, ব্যক্তিগত ও উন্নত মন সমাধিতা, শ্রীশকাটিঙা,  
মঙ্গলময়ী সীতা নামী বৈদেহরাজকন্যা বিদ্যাময়ী নাম  
বনদেহীকণে বিবাজিতা।

নৈব দেবী ন গন্ধবী ন যক্ষী ন চ কিমরী।

তথাকুপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মমীতলে ॥ ১৮

‘পৃথিবীতে দেবী, গন্ধবী, যক্ষী বা কিমরীদের  
মহাও আমি সেইরূপ রূপবতী নারী পূর্বে দেখিনি।

যসা সীতা অবদ্ জাযা যং চ হৃষ্টা পরিধজেৎ।

অভিজীবেৎ ন সর্বেষু লোকেষু পুরন্দরাৎ ॥ ১৯

‘সীতা যার স্ত্রী হবে এবং যাকে সানন্দে আলিঙ্গন  
করবে, ত্রিভুবনে সে দেবরাজ ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক সুখে  
জীবন বাপন করবে।

সা সুশীলা বশুঃপ্রাচ্যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।

তবানুরূপা ভাষা সা হুং চ তস্যাঃ শতিবরঃ ॥ ২০

‘সীতা সংস্কারতা, প্রশংসনীয় দেহসৌষ্ঠব সমাধিতা,  
ভূতলে অতুলনীয় রূপবতী। সে তোমার যোগা স্ত্রী, তুমিও  
তার পতি হওয়ার উপযুক্ত।

তাং তু বিস্তীর্ণজঘনাঃ পীনোত্তপয়োধরাম্।

ভাষ্যার্থে তু তবানেতুমুদাতাহং বরাননাম্ ॥ ২১

বিরূপিতাম্মি ক্রুরেণ লঙ্কপেন মহাভুজ।

‘সেই বিস্তৃতজঘনা, পীনোত্তপয়োধরা, রমণীয়  
বদনা সীতাকে তোমার স্ত্রী করার জন্য চেষ্টা

করবেছিলাম; কিন্তু তে মতাবাত! নিষ্ঠুর লঙ্কপ আমাকে বন  
কান কেটে দিয়ে কুরূপা করে দিয়েছে।

তাং তু দৃষ্ট্বাদা বৈদেহীঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ২২

মগ্নাশা শবাপাং চ হুং নিদেহ্যো জনিগামি।

‘আজ পূর্ণচন্দ্রসদৃশাননা বিদেহরাজকন্যা সীতাকে  
দেখলে তুমি অবশ্যই কামদায়ে পিক হবে।

গমি তস্যামজিত্রায়ো ভাষ্যার্থে তন জাগত্বে।

শীতামুদ্রিয়াতাং পাদো জম্যাবমিত দক্ষিণা ॥ ২৩

‘যদি সীতাকে পত্নীকপে লাভের ইচ্ছা জাগে, তবে  
নিজয়লাভের জন্য এগনই দক্ষিণ পদ চেষ্টা করো।

নোচতে যদি তে বাক্যঃ মমৈতদ্ রাক্ষসেশ্বর।

ক্রিয়তাং নির্বিশঙ্কেন বচনং মম রবণা ॥ ২৪

‘হে রাক্ষসরাজ রবণ! আমার এই পরামর্শ যদি  
তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে, নির্ভয়ে আমার

কথানুসারে কাজ করো।

বিজ্ঞায়ৈষামশক্তিং চ ক্রিয়তাং চ মহাবল।

সীতা তবানবদ্যাকী ভাষ্যার্থে রাক্ষসেশ্বর ॥ ২৫

‘হে মহাবলবান রাক্ষসরাজ! রাম-লঙ্কাদি  
দুর্বলতা বুঝে সর্বদ্রুতসুন্দরী সীতাকে তোমার পত্নীকে বরণ

করো!’

নিশমা রামেণ শরীরজিহ্বাগৈ-

ইভাজ্ঞানহানগতান্ নিশাচরান্।

খরং চ দুষ্টা নিহতং চ দুষণং

ভ্রমদ্য কৃত্যং প্রতিগমুর্মহসি ॥ ২৬

‘রাম কর্তৃক দ্রুতগতি বাণধারা জনহানের নিশাচরদের  
হত্যার বিষয় এবং খর ও দুষণের হত্যার কথা শুনে এবং

দেখে তুমি এখন তোমার করণীয় বিষয় ঠিক করো।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥



### পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৩৫)

শূর্ণপথার উপদেশ শ্রবণান্তর কামার্ত ও ক্রুদ্ধ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের উদ্দেশ্যে  
মারীচের নিকট গমনকালে সাগর সৈকতের শোভাদর্শন

৩৩ঃ শূর্ণপথাবাকাঃ তচ্ছ্রুত্বা রোমহর্ষণম্।  
মর্চিবানভানুজায় কার্যং বুধা জগাম হ॥ ১

রাবণ তখন শূর্ণপথার সেই রোমহর্ষক কথা শুনে  
মর্চীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং পরবর্তী কর্তব্য  
নির্ধারণ করতে চলে গেলেন।

৩৪ঃ কার্যমনুগম্যাস্ত্যধাবদুপলভ্য চ।  
দোষাণাং চ গুণানাং চ সম্প্রচার্য বলাবলম্॥ ২  
ইতি কর্তব্যমিত্যেব কৃত্বা নিশ্চয়ামানঃ।

দ্বিরবুদ্ধিত্বতো রম্যাঃ যানশালাং জগাম হ॥ ৩  
মনে মনে সেই সীতাহরণ কাজকেই ছিব করে তার  
দোষগুণ বিষয়ে যথাযথ বিচার করলেন, অতঃপর ঐ কাজে  
নিজের শক্তি ও দুর্বলতার বিচার করে ছিব সিদ্ধান্ত নিয়ে  
রাবণ রমণীয় রথশালায় রথের জন্য গমন করলেন।

যানশালাং ততো গত্বা প্রচেষ্মঃ রাক্ষস্যাধিপঃ।  
সূতং সংচোদয়ামাস রথঃ সংযুজ্যতামিতি॥ ৪

অতঃপর রাক্ষসরাজ গুপ্তভাবে রথশালায় গিয়ে  
'রথ যোজনা করো' বলে, সারথিকে নির্দেশ দিলেন।

এবমুক্তঃ কপেনৈব সারথির্লঘুবিক্রমঃ।  
রথং সংযোজয়ামাস তস্যাত্তিমতমুত্তমম্॥ ৫

রাবণের নির্দেশে ধীর অথচ দ্রুততাসম্পন্ন সারথি  
কণকালের মধ্যেই তাঁর মনোমতো উত্তম রথ প্রস্তুত কবল।

কামগং রথমাহ্বায় কাঞ্চনং রত্নভূষিতম্।  
শিশাচবদনৈর্বুজং খরৈঃ কনকভূষণৈঃ॥ ৬

মেঘপ্রতিমনাদেন স তেন যনদানুজঃ।  
রাক্ষস্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ যয়ৌ নদনদীপতিম্॥ ৭

স্বর্গের ধনাধ্যক্ষ কুবেরের অনুজ ভ্রাতা সেই শ্রীমান  
রাক্ষসরাজ রাবণ স্বর্ণালঙ্কারভূষিত শিশাচের যুববিশিষ্ট  
গর্দভবাহিত নানা রত্নমণ্ডিত স্বেচ্ছাগামী সুবর্ণরথে  
আস্রোহণ করে মেঘগম্ভীরনাদী সেই রথে চড়ে নদ-নদীর  
অধিপতি সাগরকুলে গমন করলেন।

ন শ্বেতবালবাক্তনঃ শ্বেতচ্ছত্রো দশাননঃ।

স্নিগ্ধবৈদূর্যসংকাশস্তপ্তকাশ্চনভূষণঃ ॥ ৮

দশগ্রীবো বিংশতিভূজো দশনীয়পরিচ্ছেদঃ।

ত্রিদশারিমুনিভ্রয়ো দশশীর্ষ ইবান্দিরাট্ ॥ ৯

কামগং রথমাহ্বায় স্তম্ভে রাক্ষস্যাধিপঃ।

বিদ্যুত্তলবান্ মেঘঃ সবলাক ইবান্বরে ॥ ১০

দেবারি, মুনিভ্রহ্মা দশমুখ ও বিংশতিভূজ রাক্ষস-  
বাজের দেহকান্তি স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণিসদৃশ নীলাভ, অনলদগ্ধ  
উজ্জ্বল স্বর্ণলঙ্কার তাঁর ভূষণ এবং তাঁর পরিধানে সুদৃশ্য  
বস্ত্রাদি, শ্বেতচ্ছত্রে আচ্ছাদিত ও শ্বেত চামরের  
বাজনসেবিত হয়ে দশচূড় পর্বতরাজ সদৃশ দশানন  
স্বেচ্ছাগতিসম্পন্ন রথে আরুঢ় হয়ে আকাশস্থ বিদ্যুৎমালা ও  
বলাকাশোভিত মেঘের ন্যায় শোভামান হলেন।

সশৈলসাগরানুপং বীর্যবানবলোকয়ন্।

নানাপুত্ৰপুত্রলৈবুর্জৈরনুকীর্ণঃ সহস্রশঃ ॥ ১১

শীতলজলতোয়াভিঃ পদ্মিনীভিঃ সমন্ততঃ।

বিশালৈরাশ্রমশদৈর্বেদিমস্তিরলংকৃতম্ ॥ ১২

বীর্যবান রাবণ পর্বতের পার্শ্বদেশে চতুর্দিকে সহস্র-  
সহস্র নানাপ্রকার ফলপুত্রেপুত্র বৃক্ষসমাকীর্ণ, বহু যন্ত্রবেদি-  
সমলঙ্কৃত বিস্তৃত বিশাল পুণ্ড্রাশ্রম এবং শীতল জলপূর্ণ ও  
পদ্মসুশোভিত সরোবর যুক্ত সাগর সৈকতের সৌন্দর্য দর্শন  
করলেন।

কদল্যাটবিসংশোভং নারিকেলোপশোভিতম্।

সালৈস্তালৈস্তমালৈস্ত তরুমিচ্চ সুপুষ্ণিতৈঃ ॥ ১৩

রাবণ কদলীবন সুশোভিত এবং নারিকেল, শাল,  
তাল, তমাল ও সুপুত্পশোভিত বৃক্ষরাজি সমন্বিত সুন্দর  
সাগরতট দ্বেষতে পেলেন।

অত্যন্তগ্নিতাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ।

নাগৈঃ সুপুষ্ণৈর্গজবৈঃ কিমরৈচ্চ সহস্রশঃ ॥ ১৪

রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত সংযতাহারী মহর্ষিগণ,  
সহস্র সহস্র নাগ, শোভনপক্ষ পক্ষিগণ, গজাব এবং  
কিম্বরগণ পরিশোভিত সাগর সৈকত দেখতে পেলেন।

জিতকামৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ চারুশৈশ্চোপশোভিতম্।

আজৈবৈখানসৈর্মাইবৈখালখিলোর্মীচিণৈঃ ॥ ১৫

রাক্ষসরাজ রাবণ কামজয়ী সিদ্ধ ও চারুগগন,  
পিডামহ ব্রহ্মার পুত্রগণ, বানপ্রস্থী ঋষিগণ, মাঘ গোত্রীয়  
মুনিগণ, বালবিল্য ঋষিকুল এবং সূর্যকিরণপায়ী মুনিগণ  
কর্তৃক সুশোভিত সমুদ্রসৈকত দেখতে লাগলেন।

দিব্যোভরণমালাভির্দিব্যরূপাভিরাবৃত্তম্।

ক্রীডারতবিধিভ্যতিরক্তারোভিঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬

সেবিতঃ দেবপত্নীভিঃ শ্রীমতীভিরুপাসিতম্

দেবদানবসংযৈশ্চ চরিতঃ স্বমুতাশিভিঃ ॥ ১৭

স্বর্গীয় অলঙ্কার ও মালাসজ্জিতা, দিব্যরূপবতী এবং  
কামক্রীড়াবিধিঞ্জ সহস্র সহস্র অঙ্গরা-পরিবৃত্ত, রূপবতী  
দেবললনা-সেবিত এবং অমৃতসেবী দেব ও দানবগণ  
যেখানে বিচরণরত সেই সৈকতভূমি দর্শন করলেন।

হংসকৌণ্ডপ্লাবাকীর্ণঃ সারসৈঃ সম্প্রসাদিতম্।

বৈদূর্যপ্রস্তরঃ স্নিগ্ধঃ সাদ্রঃ সাগরতেজসা ॥ ১৮

রাক্ষসরাজ রাবণ হংস, কৌণ্ড ও ভেক পরিবৃত্ত,  
সারস-সমাকীর্ণ, সাগরজলের স্পর্শতাহেতু শীতল বৈদূর্য  
প্রস্তরে স্নিগ্ধ সাগর সৈকত দেখলেন।

পাণ্ডুরাণি বিশালানি দিব্যমালাযুতানি চ।

তূর্যগীতাভিজ্ঞুণানি বিমানানি সমস্ততঃ ॥ ১৯

তপসা জিতলোকানাং কামগান্যভিসম্পত্তম্।

গন্ধর্ব্বাঙ্গরসশৈশ্চব দদর্শ ধনদানুজঃ ॥ ২০

কুবেরানুজ রাবণ চতুর্দিকে মনোরম স্বর্গীয়  
মালাশোভিত এবং গীতবাদ্যাদিধ্বনিত শুভবর্ণের বিশাল  
বিশাল সপ্ততল গৃহসকল, তপসাপ্রভাবে বিভিন্ন  
লোকজয়ীদের স্বেচ্ছাগামী উড্ডীয়মান বিমান এবং গন্ধর্ব্ব ও  
অঙ্গরাদের দেবতে পেলেন।

নির্যাসরসমূলানাং চন্দনানাং সহস্রশঃ।

বনানি পশ্যন্ সৌম্যানি ঘ্রাণতৃপ্তিকরাণি চ ॥ ২১

যাদের মূলের নির্যাস রস ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক,  
এমন হাজার হাজার রমণীয় চন্দন বৃক্ষের বন রাবণ দেখতে  
দেখতে যাচ্ছিলেন।

অশুরূপাঃ চ মুখানাং বনানুপবনানি চ।

তজ্জালানাং চ জাত্যানাং ফলিনাং চ সুগন্ধিনাম্ ॥ ২২

পুষ্পাণি চ তমালসা গুণ্মানি মরীচসা চ

মুক্তানাং চ সমূহানি শুধ্যমাণানি ত্রীভিঃ ২৩

শৈলানি প্রবরাংশ্চৈব প্রবালনিচরাংশ্চ

কাঞ্চনানি চ শৃঙ্গাণি রাজতানি তথৈব ২৪

প্রস্রবাণি মনোজ্ঞানি প্রসমানাঙ্কুতানি

ধনধান্যোপপন্নানি স্ত্রীরত্নৈরাবৃত্তানি ২৫

হস্ত্যশ্বরথগাভ্যানি নগরাণি বিলোকয়ন্।

রথস্থ রাবণ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন অশুর  
মহৎ বনসমূহ, সুগন্ধি কক্কোল ফল (বনকর্ণ) জড়িত  
বৃক্ষের উপবন সমূহ, তমাল পুষ্পের বৃক্ষরাজি, মরীচের  
গুচ্ছ; সাগরতীরে শুষ্ক হচ্ছে মুক্তারাজি তরঙ্গ প্রবালরাজি,  
(দেখলেন) বড় বড় পর্বতমালার স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত শৃঙ্গ  
সমূহ, মনোরম সুচ্ছ পানীয় জলের প্রসবণ, ধনধান্য সমূহ  
তথা স্ত্রীরত্ন পরিপূর্ণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমাকীর্ণ নগর  
সমূহ।

তং সমং সর্বতঃ স্নিগ্ধং মৃদুসংস্পর্শমাকৃতম্ ২৬

অনূপে সিন্ধুরাজস্য দদর্শ ত্রিদিবোপমম্

মহাসাগরের জলময় স্থানে সকল দিক থেকে হিঙ্গ  
মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এমন স্বর্ণ সদৃশ সমস্ত স্থান  
রাবণ দেখতে পেলেন।

তত্রাপশ্যৎ স মেঘাভং ন্যত্রোধঃ মুনিভির্বৃতম্ ২৭

সমস্তাদ্ যস্য তাঃ শাখাঃ শতযোজনমায়তাঃ।

রাবণ সেই স্বর্গীয় স্থানে মুনিগণ-পরিবৃত্ত শত  
যোজন বিস্তৃত শাখাপ্রধান মেঘসদৃশ শ্যামল একটি বটবৃক্ষ  
দেখলেন।

যস্য হস্তিনমাদায় মহাকায়ঃ চ কচ্ছপম্ ২৮

তৎকার্থং গরুড়ঃ শাখামাজগাম মহাবলঃ।

যার শাখায় মহাবলী গরুড় বাওয়ার জন্য একটি হস্তী  
এবং একটি বিশালদেহী কচ্ছপ নিয়ে এসে বসেছিলেন।

তস্য তাং সহসা শাখাং ভারেণ পতগোকমঃ ২৯

সুপর্ণঃ পর্ণবহুলাং বতজ্জাথ মহাবলঃ।

অতঃপর মহাবলী পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় নিজদেহের ও  
হস্তি কচ্ছপের ভারে সহসা সেই বৃক্ষের পত্রবহুল শাখাটি  
ভেঙে ফেললেন।

তত্র বৈখানসা মায়া বালবিল্য মরীচিপাঃ ৩০

রাজা বহুবর্ষান্ত সংগতাঃ পরমর্ষয়ঃ।  
 লোহা দয়ার্থং গরুড়ায় শাখাং শতযোজনাম্ ॥ ৩১  
 চ্যামাণ্য বেগেন তৌ চৌভৌ গজকচ্ছপৌ  
 একপাদেন ধর্মায়্য ভক্ষয়িত্বা পদমিমম্ ॥ ৩২  
 নিহাদবিষয়ং হস্তা শাখয়া পতগোন্তমঃ।  
 গ্রহর্বমূলং লেভে মোক্ষয়িত্বা মহামুনিম্ ॥ ৩৩

সেই ভয় শাখার নীচে বৈখানস, মাষ, বালসিলা,  
 ঈশিপ, আজ এবং ধূশ নামক মহর্ষিরা মিলিতভাবে বাস  
 করছিলেন। তাঁদের প্রতি দয়াবশত ধর্মায়্য পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়  
 বতযোজন বিস্তৃত সেই ভয় শাখাটিকে এবং গজ ও কচ্ছপ  
 উভকে হৃত একপায়ে ধরে গজ কচ্ছপের মাংস ভক্ষণ  
 করলেন এবং সেই শাখাটিকে দূরে নিক্ষেপ করলেন।  
 সেই নিক্ষিপ্ত শাখার আঘাতে নিষাদদের দেশ ধ্বংস করে  
 এবং মহামুনিদের নৃত্য থেকে রক্ষা করে তিনি পরম প্রীতি  
 প্ৰকাশ করলেন।

স তু তেন গ্রহর্বেণ দ্বিগুণীকৃতবিক্রমঃ।  
 অমৃতানয়নার্থং বৈ চকার মতিমান্ মতিম্ ॥ ৩৪  
 সেই আনন্দে বুদ্ধিমান গরুড় দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে  
 অমৃত আনয়নের জন্য মতি হির করলেন।

অযোজালানি নির্মথ্য ভিত্ত্বা রত্নগৃহং বরম্।  
 মহেন্দ্রভবনাদ্ গুপ্তমাজহারামৃতং ততঃ ॥ ৩৫  
 অতঃপর গরুড় লৌহজাল মথিত ও বরগীয়া বস্ত্রগৃহ  
 তৈ করে মহেন্দ্রভবন থেকে গোপনে রক্ষিত অমৃত হরণ  
 কর নিয়ে এলেন।

হঃ মহর্ষিগণৈর্ভূষ্টং সুপর্ণকৃতলক্ষণম্।  
 নারী সুভদ্রং ন্যাগ্রোধং দদর্শ ধনদানুজঃ ॥ ৩৬  
 কুদেবানুজ রাবণ, মহর্ষিগণ সেবিত এবং  
 গরুড়-ভগ্নশাপা চিহ্নিত সুভদ্রবট নামক সেই বটবৃক্ষটি  
 দেখতে পেলেন।

তং তু গঙ্গা পরং পারং সমুদ্রস্য নদীপতেঃ।  
 দদর্শাশ্রমমেকাঙ্কে পুণ্যে রম্যে বনান্তরে ॥ ৩৭  
 নদীপতি সমুদ্রের পরপারে গিয়ে রাবণ এক রমণীয়  
 বনের ভিতর একাঙ্কে পবিত্রস্থানে একটি আশ্রম দেখতে  
 পেলেন।

তত্র কৃষ্ণাজিনধরং জটামণ্ডলধারিণম্।  
 দদর্শ নিয়তাহারং মারীচং নাম রাক্ষসম্ ॥ ৩৮  
 কৃষ্ণরাজ রাবণ সেখানে কৃষ্ণমৃগচর্ম-পরিহিত,  
 মণ্ডলাকারে জটাবধী এবং সংযতাহারী মারীচ নামে  
 রাক্ষসকে দেখলেন।

স রাবণঃ সমাগম্য বিধিবৎ তেন রক্ষসা।  
 মারীচেনার্চিতো রাজা সর্বকামৈরমানুষৈঃ ॥ ৩৯  
 রাজা রাবণ মারীচের আশ্রমে আগমন করায় রাক্ষস  
 মারীচ অলৌকিক কাম্যবস্ত্রসকল দ্বারা তাঁকে বিধিपूर्ক  
 অভ্যর্থনা করল।

তং স্বয়ং পূজয়িত্বা চ ভোজনেনোদকেন চ।  
 অর্ধোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪০  
 মারীচ নিজে রাবণকে বাদ্য ও পানীয় দ্বারা সংকার  
 করে অর্ধপূর্ণ বাক্যে বলল—

কচিহ্নে কুশলং রাজলক্ষ্মণায়ং রাক্ষসেশ্বর।  
 কেনার্থেন পুনত্রং বৈ তূর্ণমেব ইহাগতঃ ॥ ৪১  
 ‘হে রাক্ষসরাজ! লক্ষ্মণের কুশল তো? হে  
 রাজন! কী প্রয়োজনেই বা আপনি আবার দ্রুত এখানে  
 এলেন?’

এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ।  
 ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ ॥ ৪২  
 মারীচ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে  
 বাক্যবিশারদ মহাতেজস্বী রাবণ অতঃপর এই কথা  
 বললেন।

ইত্যর্বেশ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্র আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥



## ষট্টিংশ সর্গ (৩৬)

মারীচের নিকট শ্রীরামের অপরাধ বর্ণনা করে নানবর্ণ কর্তৃক সীতাহরণের জন্য মারীচের সাহায্য প্রার্থনা

মারীচ প্রমত্ততাং তাত নচনং মম ভাষতঃ।  
আর্তোছস্মি মম চার্তস্য ভবান্ হি পরমা গতিঃ॥ ১

‘বৎস মারীচ ! বলছি, আমার কথা শোনো। আমি  
দুঃখার্থ। আমার মতো দুঃখীর তুমিই একমাত্র পরম আশ্রয়।  
জানিবে ত্বং জনহানং ভ্রাতা যত্র খরো মম।  
দুষ্পশ্চ মহাবাহুঃ স্বসা শূর্ণশখা চ মে॥ ২  
ত্রিশিরাশ্চ মহাবাহু রাক্ষসঃ নিশিতাশনঃ।  
অন্যো চ বহবঃ শূরা লক্শলক্ষা নিশাচরাঃ। ৩  
বসন্তি মন্নিমোগেন অধিবাসং চ রাক্ষসাঃ।  
বাসমানা মহারণো মুনীন্ য়ে ধর্মচারিণঃ॥ ৪

‘তুমি জনহান চেনো ; সেখানে আমার ভাই খর,  
মহাবীর দুষণ, আমার ভগিনী শূর্ণশখা এবং মাংসভোজী  
মহাবীর রাক্ষস ত্রিশিরা বাস করত। আমার নির্দেশে স্থি  
লক্ষ্য বীর নিশাচর অন্যান্য রাক্ষসেরাও সেই মহারণে  
বাসস্থান নির্মাণ করে বাস করত এবং সেখানকার ধার্মিক  
মুনিদের পীড়ন করত।

চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসাঃ ভীমকর্মণাম্।  
শূরাণাং লক্শলক্ষাণাং খরচিহ্নানুবর্তিনাম্॥ ৫  
তে ত্বিদানীং জনস্থানে বসমানা মহাবলাঃ।

সঙ্গতাঃ পরমায়ত্তা রামেণ সহ সংযুগে॥ ৬

‘খরের ইচ্ছাপূরণকারী ভয়ঙ্করকর্মী অব্যর্থ লক্ষ্য  
মহাবলী চৌদ্দহাজার রাক্ষস জনস্থানে বাস করত। সেই  
মহাবীরেরা ইদানীং মিলিতভাবে রামের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত  
হয়েছিল।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ খরপ্রমুখরাক্ষসাঃ।

তেন সংযাতরোষণে রামেণ রণমূর্খনি॥ ৭

অনুজ্ঞা পরুধঃ কিঞ্চিচ্ছরৈর্ব্যাপারিতং ধনুঃ।

‘খর প্রমুখ রাক্ষসেরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত  
ছিল। কিন্তু, জাতক্ৰোধ রাম কোনও কঠোর বাক্য না বলেই  
ধনুর্বাণ ব্যবহার করেছিল।

চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসামুগ্রতেজসাম্॥ ৮

নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈর্মানুষেণ পদাতিনা।

খরশ্চ নিহতঃ সংখো দুষ্পশ্চ নিপাতিতঃ॥ ৯

হস্তা ত্রিশিরসং চাপি নির্ভয়া দণ্ডকাঃ কৃতাঃ।

‘পদচারী মানুষ রাম অগ্নিবর্ষী ভয়ঙ্কর বাণ ধারা  
হাজার উগ্রতেজস্বী রাক্ষসকে তত্যা করেছে। যুদ্ধে খর  
নিহত হয়েছে, দুষণও মারা পড়েছে ; সেই মানুষ রাম  
ত্রিশিরাকেও হত্যা করে দণ্ডকারণকে ভয়শূন্য করেছে।  
পিত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন সভার্গঃ নীপজীবিতঃ॥ ১০  
স হস্তা তস্য সৈন্যস্য রামঃ কত্রিয়শাংসম।

‘ক্রুদ্ধ পিতা সপত্নীক থাকে গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে  
দিয়েছেন, কত্রিয়কুলকলঙ্ক ক্ষীণজীবী সেই রাম বিশেষ  
সৈন্যবাহিনীর নিধনকর্তা।

অশীলঃ কর্ণশস্ত্রীক্ষো মূর্খো লুব্ধোহজিতৈজিরিঃ॥ ১১

ভাক্ষধর্মা ত্বধর্মাস্তা ভূতানানহিতে রতঃ।

যেন বৈরং বিনারণ্যে সশ্বমাছাশ্র কেবলম্॥ ১২

কর্ণনাসাপহারেণ ভগিনী মে বিক্রপিতা।

অস্যা ভাৰ্গাঃ জনস্থানাং সীতাং সুদস্তুতোপমাম্॥ ১৩

আনয়িষ্যামি বিক্রম্য সহায়ত্বত মে ভবঃ।

‘সেই রাম দুঃশীল, ক্রুর, উগ্রস্বভাব, মূর্খ, লোভী,  
ইন্দ্রিয়পরবশ এবং অধার্মিক ; সে ধর্মহীন সকল প্রকার  
অমঙ্গলকারী। দণ্ডকারণ্যে শত্রুতা ব্যতীতই কোন

বলপ্রয়োগে সে আমার ভগিনীর নাসাকর্ণ ছেদন করে তাকে  
রূপহীনা করেছে। অতএব জনস্থান থেকে বলপূর্বক তাকে  
দেবকন্যাসদৃশী তার পত্নী সীতাকে নিয়ে আসব ; এই  
ব্যাপারে তুমি আমার সহায় হও।

হুয়া হ্যহং সহায়েন পার্শ্বস্থেন মহাবলঃ॥ ১৪

ভ্রাতৃভিষ্চ সুরান্ সর্বান্ নাহমভ্রাভিচিরে।

তৎসহায়ো ভব ত্বং মে সমর্থো হ্যসি রাক্ষসঃ॥ ১৫

‘হে মহাবলবান রাক্ষস ! তুমি এবং আমার ভ্রাতৃগণ

আমার পাশে থেকে সাহায্য করলে, আমি যুদ্ধে

দেবতাদেরও ভয় করি না। অতএব তুমি আমার সহায়

হও ; কারণ তুমিই উপযুক্ত।

বীৰ্য্যে যুদ্ধে চ দর্পে চ ন হস্তি সদৃশত্বা।

উপায়তো মহান্ শূরো মহামায়াবিশারদঃ॥ ১৬

‘বীরত্বে, যুদ্ধে এবং বীরোচিত উৎসাহে তোমার

সদৃশ কেউই নেই, তুমি কৌশলাভিজ্ঞ, মহাবীর এবং

হলনা বিশারদ।

এতদ্ব্যবহঃ প্রাপ্তবৎ সমীপং নিশাচর।  
 পুত্রে কৰ্ম সাহায্যে যৎ কার্যং বচনাগম॥ ১৭  
 'হে নিশাচর ! এইজনাই আমি তোমার কাছে  
 এসেছি। আমার কাজে সাহায্য করার জন্য আমার নির্দেশে  
 তোমার যা কৰণীয়, তা শোনো।  
 সৌবর্ষিকঃ শূন্যো ভৃগু চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।  
 জাগ্রমে তস্য রামস্য সীতায়ঃ প্রমুখে চর॥ ১৮  
 'ভূমি বৌধ্যবিন্দু চিত্রিত স্বর্ণমৃগ হয়ে রামের আগ্রমে  
 সীতার সম্মুখে বিচরণ করবে।  
 জঃ তু নিঃসংশয়ঃ সীতা দৃষ্টা তু মৃগকপিণম্।  
 দৃষ্টামিতি ভর্তারঃ লক্ষণঃ চাভিধাস্যতি॥ ১৯  
 'মৃগকপী তোমাকে দেখে সীতা নিশ্চয়ই নিজের  
 স্বামীকে এবং লক্ষণকে বলবে, এটাকে ধরে আনো তো !  
 ভক্তমোরশাস্ত্রে তু শূন্যো সীতাঃ যথাসুখম্।  
 নিরাবাহো হরিধ্যামি রাহুচন্দ্রপ্রভামিব। ২০  
 'তখন তারা দুজন চলে যাওয়ায় আগ্রম শূন্য হলে  
 রাহু-কর্তৃক চন্দ্রপ্রভার মতো, বিনা বাধায় সানন্দে আমি  
 সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাব।  
 ভক্তঃ পশ্চাৎ সুখং রামে ভাৰ্য্যাহরণকর্ণিতে।  
 বিব্রতঃ প্রহরিধ্যামি কৃতার্ধেনাঙ্করাঙ্কনা॥ ২১

'তাপনয় স্ত্রী অগজত তওয়ায় শোকে দুর্বল  
 নামকে কৃতার্ণাচিত্তে নির্ভয়ে মনের সুখে প্রভায় করে  
 হত্যা কবন।'  
 তস্য রামকথাঃ শ্রদ্ধা মরীচস্য মহান্বনঃ।  
 শ্রুতঃ সমভবদ্ বক্তৃঃ পরিত্রস্তো বভূব চ॥ ২২  
 রাবণের গুণে শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে এইসকল কথা  
 শুনে, মহাশয় মরীচের মুখ শুকিয়ে গেল এবং সে ভয়ত্রস্ত  
 হয়ে পড়ল।  
 ওষ্ঠৌ পরিলিহৎ ওষ্ঠৌ নেত্রৈরনিমিষৈরিব।  
 মৃতকৃত ইনর্তন্য রানপঃ সমুদৈকতঃ॥ ২৩  
 ভয়ে মৃতবৎ মরীচ ব্যথিত-চিত্তে শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় লেহন  
 করতে করতে অনিমেঘ নেত্রে রাবণকে দেখতে লাগল।  
 স রানপঃ ব্রহ্মনিষমচেতা  
 মহাবনে রামপরাক্রমজঃ।  
 কৃতাজলিতব্রহ্মমুবাচ বাক্যঃ  
 হিতং চ তস্মৈ হিতমাত্মনশ্চ॥ ২৪  
 ভীত ও বিষমচিত্ত মরীচ মহান দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামের  
 পরাক্রম জানতে পেরে এবং অতীতে নিজের প্রতি  
 শ্রীরামের পরাক্রম স্মরণ করে রাবণের এবং নিজের  
 মঙ্গলার্থে করজোড়ে রাবণকে হিতকর কথা বলল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

### সপ্তত্রিংশ সর্গ (৩৭)

রাবণের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের গুণ ও প্রভাব বর্ণনা করে সীতাহরণরূপ  
 দুষ্কর্ম থেকে রাবণকে প্রতি-নিবৃত্ত করার জন্য মরীচের উপদেশ

তচ্ছৃষ্টা রাক্ষসেন্দ্রস্য বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।  
 প্রহ্লাঘা মহাতেজা মরীচো রাক্ষসেশ্বরম্॥ ১  
 রক্ষোবাজ রাবণের সেই কথা শুনে, মহাতেজস্বী  
 বাক্যপট্ট মরীচ রাক্ষসেশ্বরকে প্রত্যুত্তরে বলল—  
 পূজ্যঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।  
 অপ্রিয়সা চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ ২  
 'রাজন্ ! মিষ্টভাষী ব্যক্তি সহজেই পাওয়া যায় ; কিন্তু  
 সঠি অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।

ন নুনং বুধ্যসে রামঃ মহাবীর্যগুণোদ্রতম্।  
 অযুক্তচারশ্চপলো মহেন্দ্রবরুণোপমম্॥ ৩  
 'আপনি চঞ্চল স্বভাব এবং গুপ্তচর নিযুক্ত  
 করেননি ; তাই মহেন্দ্রের এবং বরুণদেবের তুল্য  
 মহাবীর্যবান এবং উন্নত গুণসম্পন্ন রামকে বুঝতে  
 পারছেন না।  
 অপি স্তি ভবেৎ তাত সর্বেষামপি রক্ষসাম্।  
 অপি রামো ন সংক্রুদ্যঃ কুর্য্যলোকানরাক্ষসান্॥ ৪



‘হে পূজনীয় ! রাক্ষসদের সকলের মঙ্গল হোক, এই কামনা করি, রামচন্দ্রও ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিলোককে রাক্ষসশূন্য না করুন !

অপি তে জীবিতাজায় নোংপরা জনকাম্বজা।

অপি সীতানিমিত্তং চ ন ভবেদ্ বাসনং মহত্ ॥ ৫

‘আপনার জীবননাশের জন্য জনকানন্দিনী ‘নোংপরা’ হননি তো অর্থাৎ জয়গ্রহণ করেননি তো ? সীতাব কারণে মহতী বিনষ্ট না হোক !

অপি জ্বামীশ্বরঃ প্রাপ্য কামবৃত্তং নিবন্ধুশম।

ন বিনশোং পুরী লক্ষ্য জয়া সহ সত্যাকসা ॥ ৬

‘কামুক ও স্বৈচ্ছায়ারী আপনাকে দেশের আশপাতি কণ্ঠে পেয়ে রাক্ষসগণসহ লক্ষ্যপুরী না ধ্বংস হয়ে যায় !

জ্বমিঃ কামবৃত্তো হি দুঃশীলঃ পাপমঞ্জিতঃ।

আজ্ঞানং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হস্তি দুর্মতিঃ ॥ ৭

‘আপনার সদৃশ কামুক, দুঃচরিত্র, পাপী ও দুর্বুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা নিজের সঙ্গে আত্মীয়গণকে এবং রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে।

ন চ পিত্রা পরিত্যজো নামর্যাদঃ কথংচনঃ।

ন লুক্কো ন চ দুঃশীলো ন চ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ ॥ ৮

ন চ ধর্মশূন্যইহীনঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ।

ন চ তীক্ষ্ণো হি ভূতানাং সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৯

বঞ্চিতং পিতরং দুষ্টা কৈকেয়া সত্যবাদিনম্।

করিষ্যামিতি ধর্মাত্মা ততঃ প্রব্রজিতো বনম্ ॥ ১০

‘রাম পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হননি, নিজের মর্যাদাও লঙ্ঘন করেননি ; তিনি লোভী বা দুরাচার নন এবং ক্ষত্রিয় কুল কলঙ্কও নন। কৌশল্যার আনন্দবর্ধক রাম ধর্মহীন নন, শুণ্ধীনও নন। সকল প্রাণীর প্রতি ব্যবহারে তিনি রক্ষা তো ননই, বরং সকল প্রাণীর কল্যাণরতী। সত্যবাদী পিতাকে কৈকেয়ী কর্তৃক প্রতারিত হতে দেখে, (পিতৃসত্য রক্ষা করব), প্রতিজ্ঞা করে সেই ধর্মাত্মা রাম বনগমন করেন।

কৈকেয়াঃ প্রিয়কামার্থং পিতৃদশরথস্য চ

হিঙ্গা রাজ্যং চ ভোগ্যাংচ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ॥ ১১

‘মাতা কৈকেয়ীর এবং পিতা দশরথের প্রিয়কার্য সাধনের জন্য রাম রাজ্য এবং অন্যান্য ভোগ্য বিষয় সকল ত্যাগ করে দণ্ডকাবনে প্রবেশ করেছেন।

ন রামঃ কর্কশপাত নাবিধান্ নাজিতেন্দ্রিয়ঃ।

অনৃতং ন শ্রুতং চৈব নৈব হং বন্ধুমহর্ষি ॥ ১২

‘তাত ! শ্রীরামচন্দ্রের স্বভাব উগ্র নয়, তিনি বিদ্যাভীনও নন এবং ইন্দ্রিয় পরবশও নন ; তাঁর সত্য মিথ্যাদেব দোষ শোনা যায় না। অতএব, আপনি এই রাম (তাঁর সমস্ত দোষ সমূহ) বলতে পারেন না।

বামো বিগ্রহবান্ ধর্মঃ সাদৃ সত্যপরাঙ্কনঃ।

রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবানামিষ বাসনঃ ॥ ১৩

‘শ্রীরামচন্দ্র বর্তমান ধর্ম, সংস্কার এবং সত্যকে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো তিনি সকলের (ত্রিলোকের) রাজ্য কণ্ঠে নু তস্য বৈদেহীঃ রক্ষিতাঃ দেন হেতুসা।

ইচ্ছাসে প্রমত্তঃ হর্ষঃ প্রভমিষ নিকরঃ ॥ ১৪

‘তাঁর পত্নী বিদেহরাজসূতা সীতা দ্বীপ পরিত্যাগ তেজে সুশিক্ষিতা ; সূর্য থেকে তাঁর কিরণকে অপলব্ধ নায়ে দুঃসাগাতুলা (শ্রীরামচন্দ্র থেকে অবিচ্ছেদ্য) সীতাকে কেন আপনি বলপূর্ণক অপহরণ করতে চাইছেন ?

শরাচিষমনাধ্বাং চাপখস্কেদনং বদে।

রামাগ্নিং সহসা দীপ্তং ন প্রবেষ্টুঃ কুমর্ষি ॥ ১৫

‘যুদ্ধে যাঁর বাণ অনতিভবনীয় অজেয় অগ্নিশিখাতুল্য এবং ধনু ও খড়্গ ইন্দ্রন, এমন রামরূপ অগ্নিতে প্রবেশ করবেন না।

ধনুর্বাদ্যাদিতীপ্তাস্য শরাচিষমমর্ষম্

চাপবাণধরং তীক্ষ্ণং শত্রুসেনাশহারিণম্ ॥ ১৬

রাজ্যং সুখং চ সংত্যজ্য জীবিতং চেষ্টামবন।

নাভ্যাসাদয়িতুং তাত রামাত্মকমিহাযসি ॥ ১৭

‘তাত ! ইহ জগতের রাজ্য, সুখ এবং নিজেদের জীবন ত্যাগ করে, প্রসারিত ধনুর নায়ে প্রদীপ্ত অগ্নি (মুখ), অগ্নিশিখাতুল্য অসহনীয় তেজঃ, তীক্ষ্ণ বাণ ও ধনুর্ধরী এবং শত্রুসেনার প্রাণ অপহারক যমসদৃশ রামের নিকট আপনার যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

অপ্রমেয়ং হি তত্ত্বজো যস্য সা জনকাম্বজা।

ন হং সমর্থস্তাং হর্ষঃ রামচাপাশ্রয়াঃ বদে ॥ ১৮

‘সেই জনকদুহিতা যাঁর স্ত্রী, তাঁর তেজ অপ্রমেয়। দণ্ডকবনে রামের ধনু যাঁর আশ্রয়, তাঁকে আপনি হরণ করতে সমর্থ হবেন না।

তস্য বৈ নরসিংহস্য সিংহোরঙ্কস্য ভামিনী।

প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়তরা ভাৰ্য্য নিতামনুরতা ॥ ১৯

‘সিংহের ন্যায় উন্নত বক্ষ নরসিংহ রামের কামিনী

তাঁর নিত্য অনুগতা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভাৰ্য্য হলেন সীতা



ম সা স্বরিত্তঃ শক্যা মৈথিলোজস্বিনঃ প্রিয়া।  
 তিস্রৈবেব হতাশসা শিখা সীতা সুমধামা ॥ ২৩  
 'মিথিলাবাস্তনয়া সীতা ওজঃগুণ সম্পন্ন  
 প্রিয়ামত্রেয় প্রিয়া স্ত্রী। প্রদীপ্ত বক্শিশিবার নায় সুন্দরী  
 স্তব প্রতি বলাৎকার সম্ভব নয়।  
 ক্ষিপ্ৰমঃ বাখমিমঃ কৃতা তে রাক্ষসাদিপি।  
 হৃৎকঃ হুং রশে তেন তদন্তমুপজীবিতম্ ॥ ২১  
 'হে রাক্ষসরাজ ! এই কথা চোটা করে আপনার কী  
 সত ? যুদ্ধক্ষেত্রে প্রিয়ামত্রেয় দৃষ্টিপাতমাত্রই আপনি  
 স্তবনের অস্তিমকালে উপস্থিত হবেন।  
 জীবিতঃ চ সুখং চৈব রাজাঃ চৈব সুদূর্লভম্।  
 জীবাসি চিরং ভোক্তুং মা কৃতা রামনিপ্রিয়ম্ ॥ ২২  
 'যদি জীবন, সুখ এবং সুদূর্লভ রাজ্য চিরকাল ভোগ  
 করতে ইচ্ছা করেন, তবে রামের অপ্রিয় কাজ করবেন না।  
 স সর্বৈঃ সচিবৈঃ সার্বৈঃ বিভীষণপুরহুতৈঃ।  
 স্তরিত্বা স বর্মিষ্ঠৈঃ কৃতা নিশ্চয়মাশ্বনঃ।

দোদাপাং চ গুণানাং চ সম্প্রদার্য বলাৎসলম্ ॥ ২৩  
 আশ্বনন্ত বলঃ ভ্রাতা রামনসা চ তদন্তঃ।  
 চিত্তং চি হ নিশ্চিত্য ক্রমঃ হুং কর্তুমর্হসি ॥ ২৪  
 'বিভীষণ প্রদুপ ধর্মাত্মা মহীশূরেন সঙ্গ মনুষ্য  
 কবে, আপনি স্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। নিজে ও  
 রামচন্দ্রের দোষ, গুণ, বল ও দুর্বলত দিব্যভাবে  
 জানুন। নিজের ও রামচন্দ্রের বজ মণ্ডপ্ত অবগত হয়ে,  
 নিজের হিত নিশ্চিতরূপে ভেবে, উচিত কার্য করতে  
 পাবেন।  
 যহং তু মন্যো তব ন ক্রমঃ রশে  
 সমাগমঃ কোশলরাজনুনুনা।  
 ইদং হি ভূয়ঃ শূণ্য বাক্যমুত্তমং  
 ক্রমঃ চ যুক্তঃ চ নিশ্চাচরাখিপি ॥ ২৫  
 'হে রাক্ষসাদিপতি ! আমি মনে করি, কোশলরাজ-  
 কুমারের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া আপনার ঠিক হবে না। আরও  
 সামর্থ্যানুরূপ যুক্তিবুদ্ধ উত্তম বাক্য শ্রবণ করুন।'

ইত্যার্ষে প্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরন্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরন্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

## অষ্টাত্রিংশ সর্গ (৩৮)

প্রিয়ামত্রেয় বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়ে মারীচ কর্তৃক রাবণকে সীতাহরণ কার্ণে নিষেধ করণ

কলচিহ্নাঃ বীর্যং পর্যটন্ পৃথিবীমিমাম্।  
 বলঃ নাগসহস্রসা ধারয়ন্ পর্বতভোপমঃ ॥ ১  
 'একসময় বিরাট পর্বতের নায় দেহধারী আমিও  
 নগ্ন হস্তীর বলে বলীয়ান হয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ  
 করতাম।  
 নীলজীনুতসং কাশতপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ  
 জাঃ লোকসা জনয়ন্ কিরীটী পরিষাযুধঃ ॥ ২  
 ধারয়ন্ দণ্ডকারণ্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্।  
 'বেশসুন্দর দেহে, কর্ণে উজ্জ্বল কাঞ্চনের কুণ্ডল  
 এবং নগ্নকে কিরীট ধারণ করে, পরিষ নামক অস্ত্র দিয়ে  
 মানুষের অস্ত্রে ভয় উৎপাদন, আর ষমি মাংস ভক্ষণ করে

দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতাম।  
 বিশ্বামিত্রোহথ ধর্মাত্মা মহিব্রহ্মো মহামুনিঃ ॥ ৩  
 স্বয়ং গহ্বা দশরথঃ নরেন্দ্রমিদমব্রবীৎ।  
 'অনন্তর একদিন আমার ভয়ে ভীত ধর্মাত্মা মহামুনি  
 বিশ্বামিত্র স্বয়ং রাজা দশরথের কাছে গিয়ে বললেন—  
 অয়ং রক্ষতু মাং রামঃ পর্বকালে সমাহিতঃ ॥ ৪  
 মারীচায়ে ভয়ং ঘোরং সমুৎপন্নং নরেন্দ্রব।  
 "হে নরনাথ ! মারীচের ভয়ে আমি (আমরা)  
 অত্যন্ত উদ্বেগিত ; অতএব, একপ্রতিভ রাম আমার সঙ্গে  
 গিয়ে যজ্ঞের সময় আমাকে (এবং যজ্ঞকে) রক্ষা করুক।"  
 ইতোবমুক্তো ধর্মাত্মা রাজা দশরথশুন্য ॥ ৫

প্রভাবাচ মহাজগৎ বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্।  
‘তবন ধর্ম্মায়া রাজা দশবথ এইকপ কথিত হয়ে

মহাজাগ মহামুনি বিশ্বামিত্রকে প্রভাত্তরে বললেন—

উনষাৎশনবর্ষোহয়মকৃত্যজ্ঞত রাঘবঃ ॥ ৬

কামং তু মম তৎ সৈন্যং ময়া সহ গমিষ্যতি

বলেন চতুরঙ্গেন স্বয়মেতা নিশাচরম্ ॥ ৭

বশিষ্ঠামি মুনিশ্রেষ্ঠ শত্রুং তব যথেন্দিভম্

“হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! রঘুনন্দন রামের বয়স বারো

বছরবেও কম এবং এর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাও হয়নি, কিন্তু

আমার এই সৈন্যদল আমার সঙ্গে যাবে ; চতুরঙ্গ

(বখাবোহী, গজাবোহী, অশ্বাবোহী এবং পদাতিক)

সৈন্যদলসহ আমি নিজে গিয়ে আপনার ইঙ্গিত শত্রু রাক্ষস

মারীচকে বধ করব।”

এবমুক্তঃ স তু মুনী রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ৮

রামাদান্যদ্ বলং লোকে পর্যাপ্তং তস্য রক্ষসঃ।

‘একপ কথিত হয়ে সেই মুনি বিশ্বামিত্র রাজাকে

বললেন— “পৃথিবীতে রাম ব্যতীত অন্য কোনও শক্তিই

সেই রাক্ষসের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

দেবতানামপি ভবান্ সমরেষুভিপালকঃ ॥ ৯

আসীত তব কৃতং কর্ম ত্রিলোকবিদিতং নৃপ।

“হে রাজন্ ! আপনি রণক্ষেত্রে দেবতাদেবও

রক্ষাকর্তা। আপনার কৃত কর্ম ত্রিভুবনবিদিত।

কামমস্তি মহৎ সৈন্যং তিষ্ঠত্বিহ পরন্তপ ॥ ১০

বালোহপোষ মহাতেজাঃ সমর্ষন্তস্য নিগ্রহে।

গমিষ্যে রামমাদায় স্বস্তি তেহস্ত পরন্তপ ॥ ১১

“হে শত্রুসন্তাপক ! স্বীকার করছি, আপনার বিশাল

সৈন্যবাহিনী আছে ; তা অযোধ্যাতেই থাকুক। এই রাম

বালক হলেও মহাতেজস্বী এবং রাক্ষস-নিগ্রহে সমর্থ।

অতএব আমি রামকেই নিয়ে যাব। হে শত্রুপীড়ক !

আপনার মঙ্গল হোক !”

ইতোবমুক্তা স মুনিম্বমাদায় নৃপাক্ষজম্।

জগাম পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রঃ স্বমাশ্রমম্ ॥ ১২

‘মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই কথা বলে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে

সেই রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে পরম আনন্দে নিজের

আশ্রমে চলে গেলেন।

তং তথা দণ্ডকারণো যজ্ঞমুচ্চিস্য দীক্ষিতম্।

বহুবোপহো রামশ্চিত্রঃ বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ ॥ ১৩

‘যজ্ঞের উদ্দেশ্যে দীক্ষিত সেই মুনি বিশ্বামিত্রকে

রক্ষা করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাঁর চিত্রিত ধনুতে টিকান দিয়ে

দণ্ডকারণো উপস্থিত হলেন।

অজাতকুল্যেনঃ শ্রীমান্ বালঃ শ্যামঃ শুভেকশম্।

একবস্ত্রধরো ধর্ম্মী শিকী কনকমালা ॥ ১৪

শোভয়ন্ দণ্ডকারণাং দীপ্তেন ধ্বেন ভেজসা।

অদৃশাত তদা রামো বালচন্দ্র ইবোদিতঃ ॥ ১৫

‘তখন অজাতকুল্য (গৌক জন্মায়নি এমন),

শ্যামল, শুভ দর্শন, ধৃতৈকবস্ত্র (এক বস্ত্র পরিহিত),

ধনুর্ধারী, শিখাবান, সুবর্ণমালা শোভিত, স্বীয় ভেজে প্রসিদ্ধ

বালক শ্রীমান রাম দণ্ডকারণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

নবোদিত তরুণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

ততোহহং মেঘসংকাশস্তপ্তকাক্ষনকুণ্ডলঃ।

বলী দন্তবরো দর্পাদাজগামাশ্রমস্তরম্ ॥ ১৬

‘অতঃপর, ব্রহ্মার বলে বলীয়ান মেঘসদৃশ

নীলবর্ণবান, উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলে বিভূষিত আমি সদর্পে

আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করলাম।

তেন দৃষ্টঃ প্রবিষ্টোহহং সহসৈবোদাতাযুধঃ।

মাং তু দৃষ্টা ধনুঃ সজ্যমসম্ভ্রান্তকর হ ॥ ১৭

‘তিনি দেখলেন আমি (মারীচ) প্রবেশ করেছি,

আমাকে দেখেই সহসা অস্ত্র উঁচিয়ে নির্ভীকভাবে ধনুতে জ্য

আরোপ করলেন।

অবজানমহং মোহাদ্ বালোহয়মিতি রাঘবম্।

বিশ্বামিত্রস্য তাং বেদিমভ্যধাবৎ কৃতদ্বরঃ ॥ ১৮

‘মোহবশতঃ আমি রাঘব রামচন্দ্রকে “এ বালক”

এই বলে অবজ্ঞা করে সহস্র বিশ্বামিত্রের সেই যজ্ঞবেদির

প্রতি ধাবিত হলাম।

তেন মুক্তস্ততো বাণঃ শিতঃ শত্রুনিবর্হণঃ।

তেনাহং তাড়িতঃ ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে শতযোজনঃ ॥ ১৯

‘তখন তিনি শত্রুঘাতী একটি শাণিত বাণ নিক্ষেপ

করলেন ; সেই বাণাঘাতে আমি আহত হয়ে শত যোজন

দূরে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলাম।

নেচ্ছতা তাত মাং হস্তঃ তদা বীরেশ রক্ষিতঃ।

রামস্য শরবেগেন নিরস্তো ব্রাহ্মচেরনঃ ॥ ২০

পাতিতোহহং তদা তেন গম্ভীরে সাগরাস্তসি।

প্রাপ্য সংজ্ঞাং চিরাৎ তাত লব্ধাং প্রতি নতঃ পুরীম্ ॥ ২১

‘হে পূজ্যপাদ ! তখন বীর রাম আমাকে হত্যা করতে

ইচ্ছা না করায় আমি রক্ষা পেলাম। রামের শরঘাতে বহু

নিবারিত হলেও হতচেতন হয়ে গেলাম। তিনি আমার



সাম্রাজ্যে গভীরে জলে নিজেপ কবলেন হে পুণ্ডরীক !  
জলেক্ষণ পবে সংজ্ঞা ফিবে পেয়ে আমি লক্ষ্যপূরীর দিকে  
হলে গেলাম।

একমুখি তদা মুক্তঃ সহায়াক্তে নিপাতিতাঃ।

জ্ঞাতব্রহ্মেণ রামেন বালেনাক্রিষ্টকর্মণা ॥ ২২

‘তখন, আমি তো এইভাবে বেঁচে গেলাম ; কিন্তু,  
আমার সেই সহায়কেরা অস্ত্রচালনায় অনভিজ্ঞ অথচ  
অনলসকর্মী বালক রামের হাতে নিহত হয়েছে।

তদ্বদা বার্যমাণস্ত যদি রামেন বিপ্রহম্।

করিবাসাপদং ঘোরাং ক্রিপ্রং প্রাপ্য ন শিম্যসি ॥ ২৩

‘আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি আপনি (বাবণ)  
রামের সঙ্গে বিবোধ করেন, তাহলে শীঘ্রই ঘোর বিপদে  
পড়ে মাঝ পড়বেন।

নীভারতিবিধিজ্ঞানাং সমাজোৎসবদর্শিনাম্।

রক্ষাং চৈব সস্তাপমনর্থং চাহরিয়সি ॥ ২৪

‘যে সব রাক্ষসেরা খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের  
নিয়ম জানে, যারা সামাজিক উৎসবাদি দেখেছে, তাদের  
জনা আপনি নিয়ে আসবেন হৃদয়ের জ্বালা ও অনর্থ।

হর্ম্যপ্রাসাদসহস্রাং নানারত্নবিভূষিতাম্।

লক্ষ্যসি হুং পুরীং লক্ষ্যং বিনষ্টাং মৈথিলীকৃতৈঃ ॥ ২৫

‘আপনি মিথিলারাজতনয়া সীতার জন্যই রাজপ্রাসাদ  
ও মনোরম অট্টালিকা সম্বন্ধীর্ণ লক্ষ্যপূরীকে স্বচক্ষে ধ্বংস  
হতে দেখবেন।

অতুর্ভ্রোহণি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।

পরগাটপর্বিনশান্তি মৎস্যা নাগহুদে যথা ॥ ২৬

‘শুদ্ধাচারী সাধু ব্যক্তিগণ পাপকর্ম না করেও  
পাপীদের সঙ্গে সংসর্গহেতু বিনাশপ্রাপ্ত হন ; যেমন, সর্প  
অধুষিত হুদে মৎস্যরা সর্পগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে  
বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

দিবাচন্দনদিকাকান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।

লক্ষ্যস্যাভিহতান্ ভূমৌ তব দোষাৎ তু রাক্ষসান্ ॥ ২৭

‘আপনার দোষেই দিবাচন্দনে অনুলিপ্ত ও দিব্য-  
অলঙ্কারে ভূষিতা রাক্ষসদের নিহত হয়ে ভূমিতে শায়িত

দেখবেন।

হতদারান্ সদার্যশ্চ দশ বিদ্রবতো দিশঃ।  
হতশেখানশরণান্ ব্রহ্মসি হুং নিশাচরান্ ॥ ২৮

‘আপনি দেখবেন, হতাবশেষ নিরাশ্রয় রাক্ষসদের  
কেহ কেহ স্ত্রী বিরহিত হয়ে কেহ কেহ বা স্ত্রীসহ চতুর্দিকে  
পলায়ন করছে।

শরজালপরিকল্পিতাশ্রয়ালসমাকৃতান্  
প্রদগ্ধভবনাং লক্ষ্যং ব্রহ্মসি হুংসংশয়ম্ ॥ ২৯

‘আপনি নিঃসন্দেহে দেখতে পাবেন, স্ত্রীরানের  
বাণজালে পরিবেষ্টিত এবং বহিঃস্থালয় আবৃত লঙ্কার  
গৃহগুলি দক্ষীভূত হয়েছে।

শরদার্যভিমর্শাৎ তু নান্যৎ পাপতরং মহৎ।  
প্রমদানাং সহস্রাণি তব রাজন্ পরিগ্রহে ॥ ৩০

তব স্বদারনিরতঃ স্বকুলং ব্রহ্ম রাক্ষসান্।  
মানং বৃদ্ধিং চ রাজ্যং চ জীবিতং চেষ্টমানসঃ ॥ ৩১

‘পবিত্রী-সংস্পর্শ (সন্তোষ) অপেক্ষা অন্য  
অধিকতর গুরুতর পাপ আর নেই। হে রাজন্ ! আপনার  
অধীনে সহস্র পত্নী বর্তমান ; নিজের পত্নীদের প্রতি অনুরক্ত  
থাকুন। রক্ষা করুন রাক্ষসদের, নিজের বংশ,  
আত্মসম্মান, উন্নতি, রাজ্য, জীবন এবং মঙ্গল।

কলত্রাণি চ সৌম্যানি মিত্রবর্গং তথৈব চ।

যদীচ্ছসি চিরং ভোক্তুং মা কৃথা রামবিপ্রিয়ম্ ॥ ৩২

‘সুন্দরী স্ত্রীদের তথা মিত্রদের সঙ্গে যদি দীর্ঘকাল  
আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে রামের  
অপ্রিয় কিছুই করবেন না।

নিবার্যমাণঃ সুহৃদা ময়া ভূশঃ  
প্রসহ্য সীতাং যদি ধর্ময়িম্যসি।

গমিম্যসি ক্ষীণবলঃ সবাক্তবো  
যমক্ষয়ঃ রামশরাস্ত্রজীবিতঃ ॥ ৩৩

‘আমি, আপনার সুহৃৎ, বারংবার নিষেধ করা  
সত্ত্বেও যদি আপনি সীতাকে বলপূর্বক হরণ করে লাক্ষিত  
করেন, তাহলে রামের বাণে বহুসহ নিঃশক্তি ও প্রাণহীন  
হয়ে যমালয়ে গমন করবেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥



একোন্টাব্বিংশ সর্গ (৩৯)

মানুষকে লোনাতে মাদীচের প্রচেষ্টা

এবমনি ভাষা শ্রুতঃ কথংচিৎ তেন সংযুগে ।  
ইদামীমান যদ্ বৃত্তঃ তাৎপৰ্য্য যদুত্তমম্ । ১

ଏହି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧ କାଳର ଥିବାର  
କାରଣ ଏହି ସମୟ ସମୟରେ । ସମସ୍ତ କାରଣ ଯା ଯାହା  
ଏହି ସମୟ ।

বাক্যসাত্যাহর                      দ্ব্যত্মাননিবিদ্যাপ্রকৃত্য  
 শব্দভেদে                      মূলাঙ্গশাভাং                      প্রবিষ্টো                      দশকাবেদে। ২

শ্রীযাম কর্তৃক দুগ্ধভাঙ্গ হয়ে বিয়ল হয়ে  
 গড়ে হইলাম। একদিন, আমি গুপ্তস্বাধ্যায়ী দুগ্ধন রাখসের  
 সঙ্গে দত্তকারণে প্রবেশ করলাম।

দীপ্তজিহ্বা মহামানব্রতীকল্পে মহাবলঃ ।  
বামরনু দণ্ডকরণং মাংসভঞ্জে মহামুগ্ধঃ ॥ ৩

‘আমি অশ্রিয়ম্ ভঙ্গন্ত জিহ্বায়ুক্ত, বিরাট দাঁতালো,  
 শীত সূচনো শিংগুয়ালো মাংসভোজী মহাবলবান বিরাট  
 পশুর বাপ ধরে দণ্ডকারণো বিচরণ করতে লাগলাম।

অগ্নিহোত্রেষু তীর্থেষু চৈতাব্ধেযু স্নানং ।  
অভ্যঙ্গমোরো ব্যাচরণ্ডাপসংস্তান্ প্রথৰ্ষয়ন্ ॥ ৪

‘রাবণ ! আমি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, যজ্ঞশালা  
 গুলিতে, তীর্থে তীর্থে এবং পবিত্র দেববৃক্ষগুলিতে বিচরণ  
 করতে করতে তপস্বীদের উপর অত্যাচার করতে লাগলাম।  
 নিহতা দণ্ডকারণ্যে তাপসান্ ধর্মচারিণঃ।

কুশিবাণি পিবন্তেষ্মাঃ তন্মাতানি চ ভক্ষয়ন্ । ৫  
 ঋষিমাংসাশনঃ ক্রুরপ্লাসয়ন্ বনগোচরান্ ।

তদা কুধিরমস্তোহহং বাচরং দণ্ডকাবনম্ ॥ ৬

‘দণ্ডকারণো ধর্মচারী তপস্বীদের হত্যা করে, তাদের  
রক্তপান এবং মাংস ভক্ষণ করতে লাগলাম। নিষ্ঠুরভাবে  
খনিমাংস ভক্ষণ এবং বনবাসীদের মনে ভ্রাসের সঞ্চার  
করে আমি কৃষিরমন্ত হয়ে দণ্ডকবনে বিচরণ করতে  
লাগলাম।

তদাহং      দণ্ডকারণো      বিচরন্      শর্মদৃশকঃ ।

আসাদয়ঃ তদা রামঃ ভাপসঃ ধর্মমাপ্রিতম্ ॥ ৭

বৈদেশীঃ চ মহাভাগাঃ লক্ষণঃ চ মহারথম্।

ভাষ্যসং      নিম্নতাহারং      সর্বকৃতহিতৈ

করতে করতে সর্মাশ্রমী তপস্বী রামচন্দ্রকে, মহালৌভ্যগণকে  
সীতাকে এবং ময়ূরীন্দ্র, সকল প্রাণীর কল্যাণার্থে  
সংগতাহারী তপস্বী লক্ষ্মণকে দেখতে পেলাম।

সোহহঃ বনবভঃ নামঃ পনিভূয় মহাবলম  
তাপসোহমিতি জ্ঞাতা পূর্ববৈশ্বনাথকঃ

अभाषानः सुमः कुवडी कशुका भुगाकुडि।

জিঘাঃ স্নানকৃতপ্রজ্ঞতঃ

‘সূচালো শিংওয়ালা পশুর আকৃতিবিশিষ্ট নিদ্রিত  
সেই আমি মহাবলবান বনবাসী রামকে তপস্বী মনে করত  
তার প্রতি অবজ্ঞাপূর্বক পূর্বপ্রহার ও পূর্বশত্রুতা স্বরূপ করে  
হননেচ্ছাপরায়ণ হয়ে তার প্রতি ধাবিত হলাম।

তেন ভাস্করাস্ত্রয়ো বাণাঃ শিতাঃ শক্রনিবহাঃ।

বিকৃষ্য      সুমহচ্চাপঃ      সুপৰ্ণানিলভূলাগাঃ ॥ ১ ॥

‘শ্রীরামচন্দ্র বিশাল ধনু আকর্ষণ করে গরুড় ও বায়ু  
ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন শত্রুবিনাশক তিনটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ  
করলেন।

তে বাণী বজসংকশাঃ সম্ভোরা বক্রভাঙ্গনাঃ।

আজন্মঃ সহিতঃ সৰ্বେ ক্রয়ঃ সমভগবৎ ॥ ১

‘বজ্রতুলা শোণিতপায়ী অতি ভয়ঙ্কর অপ্রভাঙ্গ ব  
তিনটি বাণ একসঙ্গে ছুটে এসেছিল।

পরাক্রমজ্ঞো রামস্যা শঠো দষ্টভয়ঃ পরা।

সমুৎক্রান্তস্ততো মজ্জমাবভৌ ব্রাহ্মসৌ হভৌ ॥

‘পূর্বে একবার রামের বীরত্বে ভীত হয়েই চতুর  
রামের পরাক্রম জানতাম বলেই সেখান থেকে পাল  
বঁচে গেলাম ; কিন্তু সেই রাক্ষস দজন নিহত হল।

**শ্রেণী** মুক্তো রামস কথংচিঃ প্রাণ্য জীবিতম

ইহ প্রব্রাজিতো যজ্ঞরূপাসোহহঃ সমাহিতঃ॥

‘শ্রীরামের বাণ থেকে কোনও প্রকারে জীবন  
পায়েছি এবং পালিয়ে এখানে এসে আমি হির  
চপসায় যুক্ত হয়েছি।

কৃষ্ণ বৃক্ষে হি পশ্যামি চীরকৃষ্ণাজিনাঙ্ঘরম্।

বামঃ পাশহস্তমিবাস্তকম্ ॥ ১৫

‘প্রাণি বৃক্ষে আশ্রিত হস্তে পাশধারী (বৃক্ষানবল্লভে) হস্তদ্বন্দ্ব কৃষ্ণমৃগচর্মের দ্বিগুণ পবিহিত (চৌবদ্বন্দ্ব পাশহিত) ধনুর্ধারধারী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে পাই।

কপি রামসহস্রাণি জীতঃ পশ্যামি বাবণ

হস্তদ্বন্দ্বঃ সর্বমুখাঃ প্রতিজাতি মে ॥ ১৬

‘বাবণ ! রামভয়ে জীত আমি সর্বত্র সহস্র সহস্র বৃককে দেখতে পাই। এই সমস্ত অবগাই রামময় হয়ে গেছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

হস্তেষু হি পশ্যামি রহিতে রাক্ষসেশ্বর।

কৃষ্ণ বৃক্ষগতঃ রামমুদ্ভ্রমামি বিচেতনঃ ॥ ১৭

‘হে রাক্ষসবাজ ! রামশূন্য স্থানেও রামকেই দেখতে পাই ! যখন শ্রীরামকে দেখে অচেতন হয়ে ইতস্ততঃ স্তম্ভেব মতো ঘুরে বেড়াই।

রাক্ষসাদিনি নামানি রামব্রহ্মসা বাবণ।

রয়নি চ রথাস্ট্রৈব বিদ্রাসং জনয়ন্তি মে ॥ ১৮

‘হে রক্ষসরাজ বাবণ ! রামভয়ে ভীত আমার মনে হয়, রথ প্রভৃতি ‘র’-কারাদি নামগুলিও ত্রাসের সঞ্চার করছে।

অহং তস্যা প্রভাবজ্ঞো ন যুদ্ধং তেন তে ক্ষমম্।

বলিং বা নমুচিং বাপি হন্যাচ্ছি রঘুনন্দনঃ ॥ ১৯

‘আমি শ্রীরামের প্রভাব জানি ; তাই আমি বলছি তাঁর সঙ্গে আপনার যুদ্ধ করা উচিত হবে না। সেই রঘুনন্দন রাম বলিরাজ বা নমুচিকেও হত্যা করতে সমর্থ।

রমে রামেশ যুদ্ধাব ক্ষমাং বা কুরু বাবণ।

ন তে রামকথা কার্ঘ্য যদি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ২০

‘হে বাবণ ! যুদ্ধক্ষেত্রে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করুন অথবা তাঁকে ক্ষমা করুন (আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন) ;

কিন্তু যদি আমাকে দেখতে চান, তাহলে আমার সামনে রামের কথা বলবেন না।

বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তা ধর্মমনুজিতাঃ।

পরোয়ামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছেদাঃ ॥ ২১

‘জগতে গর্মানুষ্ঠানরত অনেক মানুষ ব্যক্তি অপরের অপরাধে সন্ধ্যাবে বিনষ্ট হয়েছেন।

সোহহং পরাপরাধেন বিনশ্যামি নিশাচর।

কুরু যৎ তে ক্ষমং তদ্রমহং জ্ঞাং নানুস্মি বৈ ॥ ২২

‘হে রাক্ষসরাজ ! এই আমিও পরের অপরাধে বিনষ্ট হতে চলেছি, আপনার যা উচিত বলে মনে হয়, তাই করুন। আমি কিন্তু আপনার অনুগামী হব না।

রামশ্চ হি মহাতেজা মহাসত্ত্বো মহাবলঃ।

অপি রাক্ষসলোকস্য ভবেদন্তকরোহপি হি ॥ ২৩

‘শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন মহাতেজস্বী, মহাপ্রাণ ও মহাবলশালী কিন্তু তিনিই হবেন রাক্ষসকুলের ধ্বংসকারী।

যদি শূর্ণপথাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ।

অতিব্রহ্মো হতঃ পূর্বং রামেশাক্রিষ্টকর্মণা।

অত্র ব্রুহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ ॥ ২৪

‘শূর্ণপথের প্রতিশোধ নিতে জনস্থান থেকে আগত যুদ্ধোদ্ভূত খরকে শ্রীরাম যদি অনায়াসে হত্যা করেন, তাহলে সত্য করে বলুন তো, এ ব্যাপারে রামের কী অপরাধ ?

ইদং বচো বহুহিতার্থিনা ময়া

যথোচ্যমানং যদি নাতিপৎস্যসে।

সবান্ধবস্ত্যক্তাসি জীবিতং রমে

হতোহদ্য রামেশ শরৈরজিহুগৈঃ ॥ ২৫

আমি আপনার বহু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার এই যথাযথ হিতকর কথা যদি আপনি মান্য না করেন তবে, আজ যুদ্ধে রামের নিক্ষিপ্ত সরলগতি বাণে সবান্ধব আপনি প্রাণ হারাবেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে উনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥



## চত্বারিংশ সর্গ (৪০)

সীতাহরণ কার্যে সাহায্যের জন্য মারীচের প্রতি রানপের অনুরোধ ও পরে ভয় প্রদর্শন

মারীচস্য তু তদ্ বাক্যং ক্ষমঃ যুক্তঃ চ রাবণঃ।  
উক্তো ন প্রতিজ্ঞাহ মর্ত্যকাম ইবৌশধনুঃ॥ ১

মরণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন ঔষধ পান করতে চায় না,  
তদ্রূপ মারীচের সেই হিতকর ও যুক্তিযুক্ত কথা রাবণ গ্রহণ  
করল না।

তং পথ্যহিতবক্তারং মারীচং রাক্ষসাবিণঃ।  
অত্রবীৎ পরুষং বাক্যমযুক্তং কালচোদিতঃ॥ ২

মৃত্যুর দেবতা দ্বারা প্রেরিত হয়েই যেন রাক্ষসবাজ  
রাবণ শাস্ত্রসম্মত ও কল্যাণকর বাক্যের বক্তা মারীচকে  
অযৌক্তিক কঠোর বাক্যে বলল—

দুহুলৈতদযুক্তার্থঃ মারীচ ময়ি কথ্যতে।  
বাক্যং নিষ্ফলমত্যাঃ বীজমুপ্তমিবোষরে॥ ৩

‘হীন বংশজাত মারীচ ! তুমি আমাকে এই যে  
অযৌক্তিক নিরর্থক কথা বলছ, এগুলি উষর ভূমিতে বপন  
করা বীজের মতোই নিষ্ফল।

ত্বম্বাকৈর্ন তু মাং শক্যং তেভ্যং রামস্য সংযুগে।  
মূর্খস্য পাপশীলস্য মানুষস্য বিশেষতঃ॥ ৪

‘তোমার এই সকল উপদেশ বাক্য মূর্খ, পাপাচারী,  
বিশেষত মানুষ রামের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে আমাকে বিচলিত  
করতে পারবে না।

যস্যাক্তা সূহৃদো রাজ্যং মাতরং পিতরং তথা।  
স্ত্রীবাক্যং প্রাকৃতং শ্রদ্ধা বনমেকপদে গতঃ॥ ৫

অবশ্যঃ তু ময়া তস্য সংযুগে খরঘাতিনঃ।  
প্রাণৈঃ প্রিয়তরা সীতা হর্তব্য্য তব সম্বোধো॥ ৬

‘যে রাম স্ত্রীলোকের বিবেকহীন কথায়  
আত্মীয়স্বজন, রাজ্য এমনকি পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে  
একপায়ে (দ্বিধাহীন চিত্তে) বনে চলে গেল, যুদ্ধে সেই  
বরের হত্যাকারীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে  
তোমার সামনেই আমি অবশ্যই হরণ করব।

এবং মে নিশ্চিতা বুদ্ধিহীন মারীচ বিদ্যতে।  
ন বাবর্তয়িতুং শক্য্য সৌন্দর্যপি সুরাসুরৈঃ॥ ৭

‘মারীচ ! আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত, যা ইন্দ্রসহ  
দেবগণ এবং অসুরগণও পরিবর্তন করতে সমর্থ হবে না।

দোষঃ গুণঃ বা সম্পৃষ্টত্বমেবং বন্ধুমর্হসি।

অপারং বা উপারং বা কার্গস্যাস্য বিশিষ্টত্বমেব॥ ৮

‘এই কাজের দোষ বা গুণ, লাভ বা ক্ষতির বিষয়ে  
নির্ণয় ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলেই তুমি এট বন্ধন বলতে  
পারতে।

সম্পৃষ্টেন তু বক্তব্যং সচিবেন বিশিষ্টত্বমেব॥ ৯

উদাত্তাঞ্জলিনা রাজ্ঞো য ইচ্ছেৎ কৃত্তিমাক্ষনঃ॥ ১০

‘উদাত্তাকামী বুদ্ধিমান নগ্নী রাজার দ্বারা জিজ্ঞাসিত  
হলেই কেবল বক্তাঞ্জলি হয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে।

বাক্যমপ্রতিকূলং তু মূঢ়পূর্ণং শুভং চিত্তম।  
উপচারণে বক্তব্যো যুক্তঃ চ বসুধাবিণঃ॥ ১১

‘রাজার নিকট অনুকূল, বিন্দ্র, উত্তম, চিত্ত,  
যুক্তিযুক্ত এবং রাজনীতিসম্মত বাক্য বলা উচিত।

সাবমর্দং তু যদ্বাক্যমথবা হিতমুচ্চতে।  
নাভিনন্দেত তদ্ রাজা মানার্ধী মানবর্জিতঃ॥ ১২

‘যে কথা হিতকর, কিন্তু মনঃ-পীড়ালয়ক অথবা  
অপমানজনক, সেই কথা সম্মানার্ধী রাজা সানন্দে গ্রহণ  
করেন না।

পঞ্চ ক্রপানি রাজানো ধারয়ন্ত্যনিতৌজসঃ।  
অগ্নেরিজস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ॥ ১৩

ঐক্যং তথা বিক্রমং চ সৌম্যং দত্তং প্রসহজং।  
ধারয়ন্তি মহাত্মানো রাজানঃ ক্ষমদায়ঃ॥ ১৪

‘হে নিশাচর রাক্ষস ! অমিত-বিক্রমশালী অথবা  
রাজার অগ্নিদেবের, দেবরাজ ইন্দ্রের, চন্দ্রের, বরুণের  
যমের এবং জলাধিপতি বরুণদেবের রূপ এবং তাঁদের  
গুণগুলি যথাক্রমে উষ্ণতা-তেজ, পরাক্রম, সৌম্যতা-  
স্নিহতা, দত্তনীতি-শান্তিপ্রদাননীতি এবং প্রসহজ-  
আনুকূল্য-সন্তোষ (গুণ) ধারণ করে থাকে।

তস্মাৎ সর্বাধ্ববহাসু মান্যঃ পূজ্যাস্চ নিজজা।  
দ্বং তু ধর্মমবিজ্ঞায় কেবলং মোহমাত্রিভ্যঃ॥ ১৫

অভ্যাগতং তু দৌরাত্ম্যং পরুষং বদসীদুশমঃ।  
গুণদোষৌ ন পূজ্যমি ক্ষেমং চারুনি রাক্ষসঃ॥ ১৬

‘অতএব রাজারা সকল অবস্থাতেই মান্য এবং  
পূজনীয়। তুমি কিন্তু নিজের কর্তব্য বিষয়ে না জেনেই কেবল  
মোহপ্রাপ্ত হয়ে অহঙ্কারবশত (মহ-সদৃশ) ভ্রান্তির

‘অতএব রাজারা সকল অবস্থাতেই মান্য এবং  
পূজনীয়। তুমি কিন্তু নিজের কর্তব্য বিষয়ে না জেনেই কেবল  
মোহপ্রাপ্ত হয়ে অহঙ্কারবশত (মহ-সদৃশ) ভ্রান্তির



এইরকম কঠোর বাক্য বলছ। ওহে রাক্ষস ! আমি আমার  
কর্মের গুণদোষ এবং হিত সম্বন্ধে জানতে চাইছি না।

ময়োক্তমপি চৈতাবৎ দ্বাং প্রতামিতবিক্রম।  
কথিত্ব স ভবান্ কৃত্যে সাহায্যং কর্তুমহসি॥ ১৬

‘হে অপরিমিত পরাক্রমি ! তোমার প্রতি আমার  
এইমাত্র বক্তব্য যে, এই কার্যে তুমি আমায় সাহায্য করবে  
কি?

শুণ তৎকর্ম সাহায্যো যৎকার্যং বচনান্মম।  
সৌবর্ণ্যঃ মৃগো ভৃগ্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ॥ ১৭  
অশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়ঃ প্রমুখে চর।  
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমহসি॥ ১৮

‘আমার কথানুসারে, এই কাজে সাহায্যের জন্য  
জোয়ায় যা করতে হবে তা শোনো, তুমি রজতবিন্দু দ্বারা  
চিত্রিত সুবর্ণময় হরিণ হয়ে রামের আশ্রমে সীতার সামনে  
চর বেড়াবে ; বিদেহ রাজতনয়াকে প্রলুব্ধ করে যথেষ্ট  
হানে যেতে পারো।

দ্বাং হি মায়াময়ং দুষ্টা কাঞ্চনং জাতবিন্ময়া।  
জানয়ৈনমিতি ক্টিপ্রং রামং বন্ধ্যতি মৈথিলী॥ ১৯

তোমাকে মায়াময় সোনার হরিণ রূপে দেখে,  
বিন্মিতা সীতা রামকে বলবে, ‘শীঘ্র একে নিয়ে এসো’।  
অপজ্ঞাতো চ কাকুৎস্থে দূরং গত্বাপাদাহর।

যা সীতে লক্ষ্মণেন্তোবং রামবাক্যানুরূপকম্॥ ২০

‘কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম হরিণরূপী তোমাকে ধরার  
জন্য আশ্রম থেকে নির্গত হলে, তাঁকে আকর্ষণ করে দূরে  
নিয়ে গিয়ে রামের গলার স্বরে কথার অনুকরণে ‘হায়  
সীতা, হায় লক্ষ্মণ’ বলে উঠেঃস্বরে চিৎকার করবে।

তচ্ছৃদ্বা রামপদবীং সীতয়া চ প্রচেদিতঃ।

জ্ঞানুগচ্ছতি সম্ভ্রান্তঃ সৌমিত্রিরপি সৌহৃদাৎ॥ ২১

‘শ্রীরামচন্দ্রের সেই ডাক শুনে সীতার প্রেরণায়  
এবং ভ্রাতৃস্নেহবশতও লক্ষ্মণ সভয়ে শীঘ্র শ্রীরামের পথ  
অনুসরণ করবে।

অপজ্ঞাতো চ কাকুৎস্থে লক্ষ্মণে চ যথাসুখম্।

আহরিয়ামি বৈদেহীং সহস্রাঞ্চ শচীমিবা॥ ২২

‘কাকুৎস্থ লক্ষ্মণ আশ্রম থেকে চলে গেলে, সমগ্র  
লোচন ইন্দ্র যেমন শচীদেবীকে অপহরণ করেছিলেন  
সেইরকমভাবে আমি সীতাকে হরণ করে নিয়ে আসব।

এবং কৃত্বা দ্বিদং কার্যং যথেষ্টং গচ্ছ রাক্ষস।  
রাজাসার্যং প্রদাস্যামি মারীচ তব সুত্রত॥ ২৩

‘হে রাক্ষস ! এইভাবে আমার কাজটা করে দিয়ে  
তুমি স্বেচ্ছায় চলে যেও। সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনকারী হে মারীচ !  
আমি তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব দান করব।

গচ্ছ সৌম্য শিবং মার্গং কার্যসাসা বিবৃদ্ধয়ে।  
অহং জ্ঞানুগমিষ্যামি সরথো দণ্ডকাবনম্॥ ২৪

‘হে প্রিয়দর্শন ! এই কার্যের সুষ্ঠু পরিণতির জন্য  
তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক। আমিও রথারোহ হয়ে  
দণ্ডকবন পর্যন্ত তোমাকে অনুগমন করব।

প্রাপ্য সীতামযুজেন বন্ধয়িত্বা তু রাঘবম্।  
লক্ষ্যং প্রতি গমিষ্যামি কৃতকার্যঃ সহ ত্বয়া॥ ২৫

‘রাঘব শ্রীরামচন্দ্রকে ছলনা করে বিনা যুদ্ধেই  
সীতাকে লাভ করে সফলকাম হয়ে তোমার সঙ্গে লক্ষ্যে চলে  
যাব।

নো চেৎ করোষি মারীচ হস্মি ত্বামহমদ্য বৈ।  
এতৎ কার্যমবশ্যং মে বলাদপি করিষ্যসি।

রাজ্ঞো বিপ্রতিকূলহো ন জাতু সুখমেধতে॥ ২৬

‘মারীচ ! আমি এই কাজ তোমাকে দিয়ে জোর করে  
করাব ; যদি না করো, তবে আজই তোমাকে হত্যা করব।  
রাজার প্রতিকূলতাচারী কখনই সুখ পায় না।

আসাদ্য তং জীবিতসংশয়ন্তে

মৃত্যুর্ধ্ববো হৃদা ময়া বিরূধ্যাতঃ।

এতদ্ যথাবৎ পরিগণ্য বুধ্য

যদত্র পথ্যং কুরু তত্তথা ত্বম্॥ ২৭

‘শ্রীরামের কাছে গেলে, তোমার জীবনসংশয় হতে  
পারে (সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু নাও হতে পারে), কিন্তু আমার  
বিরুদ্ধাচরণ করলে আজই, এখনই তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।  
অতএব চিন্তা করে এ বিষয়ে যথাযথ স্থির করে যা হিতকর  
মনে করবে, তাই-ই করো।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

## একচত্বারিংশ সর্গ (৪১)

বিনাশের ভয় দেখিয়ে রাবণের প্রতি মারীচের পুনরায় সান্বধানবাধী

আজ্ঞাপ্তো রাবণেনৈবঃ প্রতিকূলঃ চ রাজবৎ।  
অত্রবীৎ পরুষঃ বাক্যঃ নিঃশঙ্কো রাক্ষসাদিপমু॥ ১

রাবণ কর্তৃক রাজার মতো এইবকম বিপজ্জনক  
আদেশ প্রাপ্ত হয়ে মারীচ নিঃশঙ্ক চিত্তে রাক্ষসরাজকে  
কঠোর বাক্যে বলল—

কেনাদমুপদিষ্টো বিনাশঃ পাপকর্মণা।  
সপুত্রস্য স রাজস্য সামাত্যস্য নিশাচরঃ॥ ২

‘হে রাক্ষসরাজ! পুত্র, রাজা ও অমাত্যসহ তোমার  
বিনাশের জন্য কোন্ পাপাময়ী তোমায় এই উপদেশ  
দিয়েছে?’

কন্তুয়া সুখিনা রাজন্ নাজিনন্দনি পাপকং।  
কেনাদমুপদিষ্টঃ তে মৃত্যুদ্বারমুপায়তঃ॥ ৩

‘রাজন্! তোমায় সুখী দেখে কে অভিনন্দিত হচ্ছে না  
(তোমার সুখে কার নিরানন্দ হয়েছে)? কে তোমাকে  
মৃত্যুদ্বারে যাওয়ার এই উপদেশ দিয়েছে?’

শত্রবস্তব সুবাক্তঃ হীনবীৰ্য্য নিশাচরঃ।  
ইচ্ছন্তি ত্বাং বিনশান্তমুপরুদ্ধং বলীয়সাম্॥ ৪

‘হে নিশাচর! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তোমার  
দুর্বল শত্রুরা বলবান কর্তৃক তোমাকে বন্দি করে বিনাশ  
করতে চাইছে।

কেনাদমুপদিষ্টঃ তে ক্ষুদ্রেণাহিতবুদ্ধিনা।  
যজ্ঞামিচ্ছতি নশ্যন্তঃ স্বকৃতেন নিশাচরঃ॥ ৫

‘হে নিশাচর রাক্ষস! তোমার স্বকর্মদোষে তোমার  
বিনাশ চায়, এমন কোন্ অশুভবুদ্ধি হীন ব্যক্তি তোমাকে  
এই উপদেশ দিয়েছে?’

বধ্যাঃ খলু ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ।  
যে ত্বামুৎপথমারুঢ়ং ন নিগূহন্তি সর্বশঃ॥ ৬

‘রাবণ! তোমার যে মন্ত্রীরা বিপথগামী তোমাকে  
সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত করছে না, তারা বধ্য হলেও তাদের বধ  
করা হচ্ছে না।

অমাত্যোঃ কামবৃত্তো হি রাজা কাপথমাপ্রিতঃ।  
নিগ্রাহ্যঃ সর্বথা সন্তিঃ স নিগ্রাহ্যো ন গৃহ্যসে॥ ৭

‘স্বেচ্ছাচারী কুপথগামী রাজা সৎ মন্ত্রীগণ কর্তৃক  
সর্বপ্রকারেই নিবারণীয়। সেই তুমি কিম্ব (আমি কর্তৃক)

নিবারণীয় হয়েও নিরাবৃত্ত হচ্ছে না।

ধর্মমর্থঃ চ কামঃ চ যশস্চ জয়তঃ স  
স্মিতপ্রসাদাৎ সচিবঃ প্রাপ্নুবন্তি নিশাচরঃ॥ ৮

‘হে বিজয়ীশ্রেষ্ঠ নিশাচর! রাজানুগ্রহেই ধর্ম, মর্থ, কামা নিয়ম এবং যশ লাভ করে থাকেন।

নিশর্গয়ে তু তৎসর্বং বার্থঃ ভবতি কল  
ন্যসনঃ স্মিতবৈত্তপ্যঃ প্রাপ্নুবন্তিহরে কল

‘হে রাজা বাণ! অন্যথায় (রাজানুগ্রহ ছাড়া)  
সেই সব কিছু বার্থ হয়ে যায়। প্রভু বৈত্তপ্য (ঈশ্বর) স  
সাধারণ জনেরা বিপন্ন হয় (কষ্ট পায়)।

রাজমূলো হি ধর্মস্চ যশস্চ জয়তঃ স  
তস্মাৎ সর্বাপ্রবহাসু রক্ষিতব্যা নরবিশা

‘হে বিজয়ীশ্রেষ্ঠ! রাজাই প্রজাদের ধর্মরক্ষক।  
যশোরক্ষার মূল। অতএব সর্ববিদ্যায় বাক্যকে কেন  
উচিত।

রাজাঃ পালয়িতুং শকাঃ ন তীক্ষ্ণেন নিশাচর  
ন চাতিপ্রতিকূলেন নাবিনীতেন রাক্ষসঃ॥ ৯

‘হে নিশাচর রাক্ষস! রক্ষ, প্রজাদের  
আচরণকারী এবং উদ্ধৃত রাজা রাজ্যপালনে অক্ষম  
যে তীক্ষ্ণমস্ত্রাঃ সচিবো ভূজান্তে সহ তেন বৈ

বিষমেধু রথঃ শীঘ্রং মন্দসারথয়ো বধ্যমঃ॥ ১০

‘মন্দসারথিযুক্ত রথ যেমন (উচ্চ-নীচ-অসমতল  
পথে সঙ্কটাপন্ন হয়, তদ্রূপ যে মন্ত্রীরা উগ্র মনুষ্য

তাদের সেই রাজার সঙ্গে শীঘ্রই ক্রোধ ভোগ করতে  
বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তধর্মমুণ্ডিতাঃ

পরেধামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ ১১

‘পৃথিবীতে উপযুক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করেও অসম  
ব্যক্তি অপরের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হয়েছেন।

স্মিমা প্রতিকূলেন প্রজাভীক্ষেন রাবণঃ  
রক্ষ্যমাণা ন বর্ষন্তে মেধা গোমায়ুনা যজ্ঞাঃ॥ ১২

‘রাবণ! বিরুদ্ধাচারীর প্রভু কর্তৃক উগ্রতায়  
পালিত প্রজাবর্গ, শৃগাল কর্তৃক রক্ষিত মেঘের (পক্ষি

মৃগের) মতো (ভয় হেতু) শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।  
অবশ্যঃ বিনশিষ্যন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ॥ ১৩



কোন্ কক্কশ্যে রাজা দুর্ব্বিক্ষিতজিহ্বেয়িমাঃ ॥ ১৫  
‘রাবণ ! তোমার মতো ক্রুর, দুর্ব্বিক্ষিসম্পন্ন ও  
হৃদয়হীন ব্যক্তি যাকোন, সেই ব্যক্তিসেবা অনিবার্যভাবেই  
কলসপ্রাপ্ত হবে।

তমিহ কাকতালীযং গোতমাসাদিতং ময়া  
অর ধ্বং শোচনীয়োহসি সসৈন্যো বিনশিয়াসি ॥ ১৬  
‘আমি কাকতালীযের ন্যায় সহসা বিপদাপন্ন হয়েছি  
এবং জনা তোমার শোক কণা উচিত : নতুবা সসৈন্যে তুমি  
বিনশপ্রাপ্ত হবে।

যাঃ নিহতা তু রামোহসাবচিরাং জ্বাং বধিয়াসি  
জনেন কৃতকৃত্যোহস্মি প্রিমে চাপ্যরিণা হতঃ ॥ ১৭  
‘সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাকে হত্যা করে শীঘ্রই তোমাকে  
বধ করবেন। এই মৃত্যু দ্বারা আমি কৃতার্থ হব, কারণ যুদ্ধে  
শত্রুর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করব।

কর্ণনাদেব রামসা হতঃ শামবধারয়।  
জ্ঞানানং চ হতঃ বিকি হত্বা সীতাং সবাক্ষবন্ ॥ ১৮

‘শ্রীরামের দর্শনমাত্রই আমার মৃত্যু অবধারিত বলে  
জানবে। সীতাকে হরণ করে তুমিও সবাক্ষব নিজের মৃত্যু  
নিশ্চিত জেনো

আনগিয়াসি চেং সীতামাশ্রমাং সহিতো ময়া।  
নৈব ক্রমপি নাহং বৈ সৈব লক্ষ্য ন বাক্ষসাঃ ॥ ১৯

‘আমাকে সঙ্গে নিয়ে যদি তুমি আগ্রম থেকে সীতাকে  
নিয়ে আসো, তা হলে না তুমি, না আমি, না লক্ষ্য, না  
বাক্ষসেবা, — কেউই জীবিত থাকবে না।

নিবার্গমাণস্ত ময়া হিতৈষিণা  
ন মৃশাসে বাক্যমিদং নিশাচর।

পরেতকল্পা হি গতায়ুষো নরা  
হিতং ন গুরুতি সুহৃদ্ভিরীরিতম্ ॥ ২০

‘নিশাচর রাবণ ! তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী আমি  
তোমাকে সীতাহরণরূপ দুষ্কার্য থেকে নিবারণ করলেও তুমি  
এই হিতকর বাক্য গ্রহণ করছ না, যেমন মৃতকল্প হীনায়ু  
ব্যক্তির বন্ধুগণ কথিত হিতকর উপদেশ গ্রহণ করে না।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে বামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

## দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (৪২)

মাতা-স্বর্ণমৃগরূপধারী মারীচের শ্রীরামের আশ্রমে আগমন এবং সীতা কর্তৃক তাকে দর্শন

এবমুক্তা তু পুরুষঃ মারীচো রাবণং ততঃ।  
গচ্ছাবেতদ্রবীদ্ দীনো ভয়াদ্ রাত্রিঃচরপ্রভোঃ ॥ ১

মারীচ রাবণকে এইরকম কঠোর বাক্য বলে,  
অতঃপর বাক্ষসরাজের ভয়ে দুঃখী সেই মারীচ বলল,  
‘চলুন, আমরা দু’জনেই যাই।’

পৃষ্ঠগাহঃ পুনন্তেন শরচাপাসিধারিণা।  
মথোদ্যতশস্ত্রেণ নিহতং জীবিতং চ মে ॥ ২

‘ধনুর্বাণ ও অসিধারী (খড়্গধারী) শ্রীরাম আমাকে  
হত্যা করার জন্য অস্ত্র উদ্যত করে যদি পুনরায় আমার  
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহলে তখনই আমার প্রাণের  
অন্ত হয়ে যাবে।

নহি রামং পরাক্রমা জীবন্ প্রতিনিবর্ততে।

বর্ততে প্রতিক্রপোহসৌ যমদণ্ডহতসা তে ॥ ৩

‘শ্রীরামচন্দ্রকে পরাক্রম দেখিয়ে কেউই প্রাণ নিয়ে  
ফিরে আসে না। যমের দণ্ডে নিহত তোমার কাছে শ্রীরামই  
যমের প্রতিক্রপ (মৃত্যুরাজ যমের প্রতিক্রপ শ্রীরামচন্দ্র  
তোমায় অবশ্যই হত্যা করবেন)।

কিং নু কর্তুং ময়া শক্যমেবং স্বয়ি দুরাক্ষনি।

এম গচ্ছামাহঃ তাত স্বস্তি তেহস্ত্র নিশাচর ॥ ৪

‘পূজাপাদ হে নিশাচর ! আপনি এরূপ দুর্ব্বিক্ষিসম্পন্ন  
হলে আমি আব কী করতে পারি ! এই আমি যাচ্ছি,  
আপনার কল্যাণ হোক।’

প্রহৃষ্টস্তম্ভবং তেন বচনেন স বাক্ষসাঃ।  
পরিহজা সুসংল্লিষ্টমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫



সেই রাক্ষস রাবণ মারীচের কথায় আহ্বাদিত হয়ে  
তাকে আলিঙ্গন করে প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলল—

এতদ্বৈষ্ণবযুগ্মং তে মছেন্দবশবর্তিনঃ।

ইদানীমসি মারীচঃ পূর্বমন্যো হি রাক্ষসঃ॥ ৬

‘তোমার এই বীরত্বপূর্ণ কথা আমার জীবন হৃদয়ের  
অনুযতী। এখন তুমি প্রকৃতই মারীচ হয়েছ, পূর্বে অন্য  
সাধারণ রাক্ষস ছিলে।

আরুহ্যভাময়ঃ শীঘ্রং খণ্ডো যজ্ঞবিভূষিতঃ।

ময়া সহ রথো যুক্তঃ শিশাচবদনৈঃ খট্টৈঃ॥ ৭

‘আমার সঙ্গে, শিশাচের মুখের মতো গাঢ় দ্বারা  
চালিত আকাশগামী এবং নানা রত্নদ্বারা সজ্জিত এই রথে  
শীঘ্র আরোহণ করো।

প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গম্ভমহসি।

তাং শূন্যে প্রসভং সীতামনয়িষ্যামি মৈথিলীম্॥ ৮

‘বিদেহরাজতনয়াকে প্রলোভিত করে তুমি যেখানে  
বুধী চলে যেতে পারো। আশ্রম (রাম-লক্ষণ দ্বারা) শূন্য  
হয়ে গেলে আমি সেই মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে  
বলপূর্বক জোর করে নিয়ে আসব।’

ততস্তথৈত্বাচৈনং রাবণং তটিকাসূতঃ।

ততো রাবণমারীচৌ বিমানমিব তং রথম্॥ ৯

আরুহ্যায়তনং শীঘ্রং তস্মাদাশ্রমমণ্ডলাৎ।

তখন তাড়কার পুত্র মারীচ রাবণকে বলল, ‘তাই  
হবে’। অতঃপর রাবণ এবং মারীচ ব্যোমযান সদৃশ রথে  
আরোহণ করে সেই আশ্রমস্থান থেকে দ্রুত যাত্রা করল।

তথৈব তত্র পশ্যাষ্টৌ পত্নানি বনানি চ॥ ১০

গিরীং চ সরিতঃ সর্বা রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ।

সমেত্য দণ্ডকারণ্যং রাঘবস্যশ্রমং ততঃ॥ ১১

দর্শনং সহমারীচো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ মারীচের সঙ্গে পূর্বের মতোই  
জনপদ, অরণ্য, পর্বত, নদীসকল, রাষ্ট্র ও নগরসমূহ  
দেখতে দেখতে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হয়ে সেখানে  
শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম দেখতে পেলেন।

অবতীর্ষ রথাৎ তস্মাৎ ততঃ কাঞ্চনভূষণাৎ॥ ১২

হস্তে গৃহীত্বা মারীচং রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।

অতঃপর সুবর্ণমণ্ডিত সেই রথ থেকে অবতরণ করে  
রাবণ মারীচের হাত ধরে এই কথা বললেন—

এতদ্ রামাশ্রমপদং দৃশ্যতে কদলীবৃতম্॥ ১৩

ক্রিয়তাং তং সখে শীঘ্রং যদর্থং বয়মাগতাঃ।

‘বন্ধু মারীচ! কদলী বৃক্ষ-পরিবৃত রামাশ্রম  
আশ্রম দেখা যাচ্ছে; এখন যে জন্য আমরা এখানে এসেছি  
তা সম্পন্ন করো।’

স রাবণবচঃ শ্রুত্বা মারীচো রাক্ষসঃ  
মৃগো ভৃগুহৃৎপ্রমথারি রামস্য বিচরণঃ।

রাবণের কথা শুনে তখন রাক্ষস মারীচ  
রূপ ধারণ করে, রামচন্দ্রের আশ্রমের সন্ধান  
করতে লাগল।

স তু রূপং সমাহায় মহদবুতসর্পকং  
মণিপ্রবরশৃঙ্গাঃ সিতসিতমুখাবলিঃ।

রক্তপদ্মোৎপলমুখ ইন্দ্রনীলোৎপলপ্রভাঃ  
কিঞ্চিদভ্যুন্নতগ্রীব ইন্দ্রনীলনিভেন্দ্রঃ।

মধুকনিডপার্শ্বচ কঙ্ককিঙ্করশ্রীঃ  
বৈদূর্বসংকাশখুরন্তনুজঙ্ঘাঃ সুবাহুঃ।

ইন্দ্ৰায়ুধসবর্ণেন পুচ্ছেনোর্ব্বাঃ বিপ্রতিভাঃ  
মারীচ অস্ত্রতদর্শন হরিণের রূপ ধারণ করল।

হরিণের শৃঙ্গদ্বয়ের অগ্রভাগ শ্রেষ্ঠ বনি-কোঁকি  
বদনমণ্ডল শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত, দুইদিকের  
কর্ণদ্বয় শ্রেষ্ঠ নীল পদ্মের মতো, গ্রীবা কিঞ্চিৎ  
উদরের রঙ নীলকান্ত মণির মতো, পার্শ্বদ্বয় বহু  
ন্যায় শুভ্র, দেহ স্বর্ণকমলের ন্যায় স্নিগ্ধ, পায়ে  
মণির মতো, কটিদেশ ক্ষীণ এবং উর্ধ্বে উন্নত  
রামধনুর মতো বহুবর্ণময়।

মনোহরশ্রীকবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈর্বৃন্  
ক্ষণেন রাক্ষসো জাতো মৃগঃ পরমশোভনঃ।

মারীচ ক্ষণকালের মধ্যেই মনোরম, চিত্র  
নানারঙ্গে আবৃত অতীব সুন্দর হরিণে রূপান্তরিত  
গেল।

বনং প্রজ্জলয়ন্ রম্যং রামাশ্রমপদং চ তৎ।

মনোহরং দর্শনীয়ং রূপং কৃত্বা স রাক্ষসঃ  
প্রলোভনার্থং বৈদেহ্যা নানাধাতুবিচিত্রিম্।

বিচরন্ গচ্ছতে সমাক্ শাখানি সমস্তাঃ  
মারীচ সীতাকে প্রলোভিত করার জন্য সুন্দর  
নানারূপ ধাতুদ্বারা চিত্রিত দর্শনীয় মনোরম রূপ  
অরণ্যে শ্রীরামের আশ্রমকে উজ্জ্বল করে  
তৃণভক্ষণহলে বিচরণ করতে লাগল।

রৌপ্যৈর্বিদ্যুদৈশ্চিত্রং ভূত্বা চ প্রিয়দর্শনঃ।

বিটপীনাং কিসলয়ান্ ভক্ষয়ন্ বিচরণঃ

নত নত যৌগা বিন্দু চিত্রিত সেই মায়া হরিণ বৃক্ষের

কোমল পত্র ভঙ্গন কবচত কবচত বিচরণ করছিল

কমলীপুহকঃ গদা কর্ণিকারানিতত্ততঃ।

সমাপ্রায়ন্ মদগতিং সীতাসন্দর্শনং ততঃ। ২৩

সেই মায়ামৃগ কলাবাগানে ও পরে স্বর্ণটিপাবনে  
গিয়ে সীতার দৃষ্টিগোচর হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ধীরগতি আশ্রয়  
করে এদিক ওদিক বিচরণ করছিল।

রাজীবচিত্রপৃষ্ঠঃ স বিররাজ মহামৃগঃ।

রামপ্রমথদাভ্যাশে বিচচার যথাসুখম্। ২৪

কমল-চিত্রিত-পৃষ্ঠ সেই মহান হরিণ প্রীরামের  
আশ্রয়ের নিকটে আপনসুখে বিচরণ করে শোভা পাচ্ছিল।

পুনর্গদা নিবৃত্তশ্চ বিচচার মৃগোত্তমঃ

গদা মুহূর্তঃ দ্বরয়া পুনঃ প্রতিনিবর্ততে। ২৫

সেই মৃগশ্রেষ্ঠ একবার কতদূর গিয়ে ফিরে এসে  
বিচরণ করছে : আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য গিয়ে শীঘ্রই  
প্রত্যাবৃত্ত হচ্ছে।

বিক্রীডশ্চ কচিদ্ ভ্রমৌ পুনরেব নিষীদতি।

অশ্রমধারমাগম্য মৃগযুথানি গচ্ছতি। ২৬

কখন কখনও খেলতে খেলতে আবার মাটিতে বসে  
পড়ছে। আবার কখনও আশ্রমদ্বারের সামনে এসে অন্য  
হরিণের দলের অনুসরণ করছে।

মৃগযুথৈরনুগতঃ পুনরেব নিবর্ততে।

সীতাসন্দর্শনমাকাঙ্ক্ষন্ রাক্ষসো মৃগতাং গতঃ। ২৭

সীতা যাতে দেখতে পান এই আকাঙ্ক্ষায় হরিণের  
রূপধারী রাক্ষস মারীচ হরিণের দলের অনুসরণ করে কিছু  
দূর গিয়ে আবার ফিরে আসছে।

পরিভ্রমতি চিত্রাণি মণ্ডলানি বিনিষ্পতন্।

সমুদীক্ষ্য চ সর্বৈ তং মৃগা যেহলো বনেচরাঃ। ২৮

উপগম্য সমাভ্রায় বিদ্রবন্তি দিশো দশ।

(সেই মৃগ) মণ্ডলাকারে বিচিত্র ভঙ্গীতে লক্ষদান-  
পূর্বক পরিভ্রমণ করতে লাগল। অরণ্যচারী অন্য হরিণেরা  
সকলে তাকে দেখে এবং তার কাছে এসে তার দেহ আঘাণ  
করল এবং ভীত হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করল। (তার  
শবীরের গর্দেই তারা সেই হরিণরূপীকে রাক্ষস বলে

বুঝতে পারল)

রাক্ষসঃ সোধপি তান্ বন্যান্ মৃগান্ মৃগবধে রতঃ। ২৯

প্রাছাদনার্থং জাবল্য ন ভক্ষয়তি সংস্পৃশন্।

সর্বদা পশুবধে নিরত মৃগরূপধারী সেই রাক্ষস  
মারীচও স্বভাব গোপন করার জন্য সেই বনা পশুগুলিকে  
স্পর্শ করেও ভক্ষণ করছে না।

তন্মিমেষ ততঃ কালে বৈদেহী শুভলোচনা। ৩০

কুসুমাপচয়ে ব্যগ্রা পাদপানত্যবর্তত।

কর্ণিকারানশোকাংশ্চ চূতাংশ্চ মদিরেক্ষণা। ৩১

ঠিক সেই সময়ে আকর্ষণীয়-নয়না কন্যাগনেন্দ্রা  
বিদেহরাজনন্দিনী সীতা কুসুমচয়নে আগ্রহাঘ্রিতা হয়ে  
কনকচাঁপা, অশোক ও অশ্র বৃক্ষের পাশে উপস্থিত হলেন।

কুসুমাপচিঘ্ণন্তী চচার রুচিরাননা।

অনর্হা বনবাসিন্য সা তং রত্নময়ং মৃগম্। ৩২

মুক্তামণিবিচিত্রাঙ্গং দদর্শ পরমাক্ষণা।

যখন বনবাসের অযোগ্যা সেই চারুনেত্রা পরমা  
সুন্দরী সীতা কুসুম চয়ন করতে করতে বিচরণ করছিলেন,  
সেই সময় মণিমুক্তাখচিত বিচিত্রতনু রত্নময় সেই মৃগটিকে  
দেখতে পেলেন।

তং বৈ রুচিরদত্তোষ্ঠং রূপাখাতুতনুর্নহম্। ৩৩

বিস্ময়োৎফুল্লনয়না সনেহং সমুদৈক্ষত।

মনোরম দন্তপঙ্ক্তি ও অঘরোষ্ঠ এবং রৌপ্যাদি  
মণিময় ধাতুখচিত দেহকান্তি বিশিষ্ট সেই হরিণকে,  
আশ্চর্য্যাম্বিতা ও উৎফুল্ললোচনা সীতা স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে  
দেখতে লাগলেন।

স চ তাং রামদয়িতাং শশান্ মায়াময়ো মৃগঃ। ৩৪

বিচচার ততস্তত্র দীপয়ন্নিব তদ্ বনম্।

তখন সেই মায়ামৃগ রামপ্রিয়া সীতাকে দেখে তাঁকে  
যেন দেখিয়ে দেখিয়ে সেই বনভূমিকে আলোকিত করে  
বিচরণ করতে লাগল।

অদৃষ্টপূর্বং দৃষ্ট্বা তং নানারত্নময়ং মৃগম্।

বিস্ময়ং পরমং সীতা জগাম জনকান্নজা। ৩৫

জনকতনয়া সীতা নানা রত্ন সমন্বিত অদৃষ্টপূর্ব সেই  
হরিণটিকে দেখে অতীব বিস্ময়াঘ্রিতা হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে বিচারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে বিচারিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥



## ত্রিচত্বারিংশ সর্গ (৪৩)

কপট-মৃগ দর্শনে লক্ষণের সন্দেহ, জীবিত বা মৃত যে কোনও অবস্থায় হরিণটিকে ধরে আনার  
জন্য শ্রীরামের নিকট সীতার অনুরোধ, লক্ষণের প্রতি সীতারক্ষার ভার দিয়ে সেই  
হরিণটিকে আনয়নের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক হরিণের পশ্চাদ্ধাবন

সা তং সন্তোষ্য সুশ্রোণী কুসুমানি বিচিন্তী।  
হেমরাজতবর্ণাভ্যাং পার্শ্বাভ্যামুপশোভিতম্॥ ১  
প্রহৃষ্টা চানবদ্যাকী মৃষ্টহাটকবর্ণিনী।  
ভর্তারমণি চক্রন্দ লক্ষণং চৈব সামুদ্রম্॥ ২

অনবদ্য অঙ্গবিশিষ্টা, গলিত স্বর্ণবর্ণা, সর্বাঙ্গ সুন্দরী  
সীতা কুসুমচয়নকালে সুবর্ণ ও রজত বর্ণাভ পার্শ্বদ্বয়বিশিষ্ট  
হরিণটিকে দেখে উল্লসিতা হয়ে স্বামী শ্রীরামচন্দ্র এবং  
দেবর লক্ষণকে অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান  
করলেন।

আহুয়াহুয় চ পুনস্তং মৃগং সাধু বীক্ষতে।  
আগচ্ছাগচ্ছ শীঘ্রং বৈ আৰ্যপুত্র সহানুজ॥ ৩

‘আৰ্যপুত্র ! ভাই-এর সঙ্গে শীঘ্র আসুন ! আসুন !’  
এই বলে সীতা তাঁদের বারবার আহ্বান করে, সেই  
হরিণটিকে আবার ভালো করে দেখতে লাগলেন।

তাবাহুতৌ নরব্যাঘ্রৌ বৈদেহ্যা রামলক্ষণৌ।  
বীক্ষমাণৌ তু তং দেশং তদা দদৃশুর্মৃগম্॥ ৪

বিদেহরাজতনয়া কর্তৃক আহৃত নরশার্দ্দূল রাম লক্ষণ  
সেখানে এসে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে সেই  
হরিণটিকে দেখতে পেলেন।

শঙ্কমানস্ত তং দৃষ্টৌ লক্ষণো বাক্যমব্রবীৎ।  
তমেবৈনমহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্॥ ৫

কিন্তু হরিণটিকে দেখে সন্দেহাঘ্রিত লক্ষণ বললেন  
—‘এই হরিণটিকে আমি সেই রাক্ষস মারীচ বলেই মনে  
করি।

চরন্তো মৃগয়াং হৃষ্টাঃ পাণেনোপাখিনা বনে।  
অনেন নিহতা রাম রাজানঃ কামরূপিণা॥ ৬

‘শ্রীরাম ! স্বেচ্ছাক্রপধারী, কপটচরী এই পাপী,  
অরণ্যে মৃগয়ার জন্য আগত অনেক হৃষ্টচিত্ত রাজাকে হত্যা  
করেছে।

অস্যা মায়াবিদো মায়া মৃগরূপমিদং কৃতম্।  
ভানুমৎ পুরুষবাত্স গন্ধর্বপুংসমিভম্॥ ৭

‘হে পুরুষসিংহ ! এই মায়াবী, গন্ধর্বনগর তুল্য

দীপ্তিমান অসীক মায়ামৃগের রূপ ধারণ করেছে।

মৃগো হ্যোবাংবিধো রত্নবিচিত্রো নাস্তি স্বয়ং।  
জগত্যাং জগতীনাথ মারৈম্মা হি ন সংশয়ঃ॥ ৮

‘হে জগৎপতি বহুদমন ! জগতে এরূপ রত্ন  
বিচিত্র মৃগ হয় না। এ হলনা, তাতে কোনও সংশয় নেই।  
এবং ক্রবাণঃ কাকুৎস্থঃ প্রতিবার্ষ্য চচিহ্নিতা।  
উবাচ সীতা সংকষ্টা হৃদনা হতচেতনঃ॥ ৯

কাকুৎস্থকুলনন্দন লক্ষণ এই কথা বললে, বহীষ্ণু  
হলনায় আনাত্মিকা বুদ্ধি হারিয়ে পবিত্র হৃদয়ই বীত  
সানন্দে বললেন—

আৰ্যপুত্রাভিরামোহসৌ মৃগো হরতি মে মনঃ।  
আনয়ৈনং মহাবাহো ক্রীড়ার্থং নো তবিস্যতি॥ ১০

‘আৰ্যপুত্র ! ঐ মনোরম হরিণটি আমার মন ধর  
করেছে। হে মহাবাহু ! ওকে নিয়ে আসুন ; ও আমার  
বেলার সাথী হবে।

ইহাশ্রমপদেহস্মাকং বহবঃ পূণ্যদর্শনাঃ।  
মৃগাশ্চরন্তি সহিতাস্তমরাঃ স্মরাস্বথা॥ ১১

ঋক্ষাঃ পৃষতসন্ত্যাস্ত বানরাঃ কিম্বাস্বথা।  
বিহরন্তি মহাবাহো রূপশ্রেষ্ঠা মহাবলঃ॥ ১২

ন চান্যঃ সদৃশো রাজন্ দৃষ্টঃ পূর্বং মৃগো ময়া।  
তেজসা ক্ষময়া দীপ্ত্যা যথাধং মৃগসহমঃ॥ ১৩

‘রাজন্ ! আমাদের এই পবিত্র আশ্রমে অজস্র  
স্মর (কৃষ্ণসার মৃগ) এবং তাদের সঙ্গে অনেক পুরুষ  
মৃগ পশু বিচরণ করে। হে বীরশ্রেষ্ঠ ! এখানে মহাবল  
শ্রেষ্ঠ রূপবান ভল্লুক, চিত্রিত হরিণ, বানর এবং কিম্বার  
বিহার (আনন্দে বিচরণ) করে। কিন্তু তেজ এবং সমর্থ  
এই মৃগশ্রেষ্ঠটি যেমন, তদ্রূপ এর সমান অন্য মৃগ তার  
পূর্বে দেখিনি।

নানাবর্ণবিচিত্রাসো রত্নভূতো মমভ্রাতা।  
হ্যোতয়ন্ বনমবত্ৰাং শোভতে শশিসরিজঃ॥ ১৪

‘নানা বর্ণে চিত্রিত রত্নময় শাস্ত্র মৃগটি কল্লুর  
উজ্জল করে আমার সম্মুখে চন্দ্রের ন্যায় শোভমান।



আহো রূপমহো লক্ষীঃ স্বরসম্পন্ন শোভনা।

মৃগোহুতো বিচিত্রাসো হৃদয়ঃ হরতিব মে। ১৫

‘আহা কী রূপ ! কী সৌন্দর্য ! কী মধুর স্বরসহরী !

বিচিত্র অদ্ভুত মৃগটি আমার হৃদয় হরণ করে নিয়েছে

যদি গ্রহণমভোতি জীবয়েন মৃগজন

জাকর্ষভূতঃ ভবতি বিস্ময়ঃ জনয়িষ্যতি। ১৬

‘যদি এই হরিণটিকে আপনি জীবিত পরতে পারেন,

তাহলে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হবে এবং জনসাধারণের

বিস্ময় উৎপাদন করবে।

সমাপ্তবনবাসনাঃ রাজ্যস্থানাঃ চ নঃ পুনঃ।

জন্তুপূরে বিভূষার্থো মৃগ এষ ভবিষ্যতি। ১৭

‘আমাদের বনবাসের অবসানে পুনরায় রাজ্যে

অবস্থানকালে এই হরিণটি রাজ্যজন্তুপূরের শোভা বৃদ্ধি

করবে।

জরতসার্যপুত্রস্য শ্বশ্রুণাঃ মম চ প্রভো।

মৃগরূপমিদং দিব্যং বিস্ময়ঃ জনয়িষ্যতি। ১৮

‘প্রভু ! এই মৃগটির দিব্যরূপ ভবতের, আর্যপুত্রের

(আপনার), শ্বশ্রুমাত্যাদের এবং আমার বিস্ময় উৎপাদন

করবে।

জীবন্ত যদি তেহভোতি গ্রহণং মৃগসত্তমঃ।

অজিনং নরশার্দ্দল রুচিরং তু ভবিষ্যতি। ১৯

‘হে পুরুষসিংহ ! এই অত্যুত্তম হরিণটি যদি

জীবিতাবস্থায় আপনার অধিকারে না আসে, তবে এর চর্মটি

খুব সুন্দর (অজিনাসন) হবে।

নিহতস্যাস্য সত্ত্বস্য জাহ্ননদময়প্রভিঃ।

লক্ষণবস্যাঃ বিনীতায়ামিচ্ছামাহমুপাসিতুম্। ২০

‘কুশাসনের উপরে বিছানো এই নিহত প্রাণীটির

স্বর্ণময় চর্মাসনে আমি উপবেশন করতে বাসনা করি।

কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং ক্রীণামসদৃশং মতম্।

বশুয়া ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম। ২১

‘এই উগ্র কামনা ক্রীজাতির পক্ষে অনুচিত বলে মনে

করা হয় ; তথাপি এই হরিণটির দেহ আমার বিস্ময়

উৎপাদন করছে।’

ভেন কাক্কনরোম্ণা তু মণিপ্রবরশৃঙ্গিণা।

তরুণাদিত্যবর্ণে নক্ষত্রপথবর্চসা। ২২

বহুব রাঘবস্যপি মনো বিস্ময়মগতম্।

ইতি সীতাবচঃ শ্রদ্ধা দৃষ্টা চ মৃগমন্তৃতম্। ২৩

শোভিতস্তেন রূপেণ সীতয়া চ প্রচোদিতঃ।

উবাচ রাজশো হস্তো জাতরং লক্ষণং বচঃ। ২৪

হরিণের সেই স্বর্ণবর্ণময় রোমরাজি, শ্রেষ্ঠ মণিময়

শৃঙ্গদ্বয়, নবোদিত সূর্যের ন্যায় বর্ণ এবং নক্ষত্রপথের

(ছায়াপথের) মতো প্রসন্ন-দীপ্তিতে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের

মনও বিস্ময়াপন্ন হল। সীতার কথানুসারে সেই অদ্ভুত

মৃগের রূপে মোহিত এবং সীতা কর্তৃক প্রেরিত হৃষ্টচিত্ত

রামচন্দ্র তখন ডাই লক্ষণকে বললেন -

পশ্য লক্ষণ বৈদেহ্যঃ স্পৃহামুন্নসিতামিহাম্।

রূপশ্রেষ্ঠতয়া হ্যেব মৃগোহদা ন ভবিষ্যতি। ২৫

‘লক্ষণ ! দেখ, বিদেহরাজনন্দিনীর এ কি উল্লাসময়ী

স্পৃহা। রূপের শ্রেষ্ঠতা হেতু এই মৃগটি আজ আর জীবিত

থাকবে না।

ন বনে নন্দনোদ্দেশে ন চৈত্ররথসংশ্রয়ে।

কুতঃ পৃথিব্যাং সৌমিত্রে যোহস্য কশ্চিৎ সনো মৃগঃ। ২৬

‘হে সুমিত্রানন্দন ! স্বর্গের নন্দন কাননে বা

কুবেরের চৈত্ররথ নামক কাননে এমন কোনও হরিণ নেই,

যে সৌন্দর্য্যের সমান, অতএব পৃথিবীতে কি করে হবে !

প্রতিলোমানুলোমাস্ত রুচির্য্য রোমরাজয়ঃ।

শোভন্তে মৃগমণ্ডিত্য চিত্রাঃ কনকবিন্দুভিঃ। ২৭

‘মৃগটিকে আশ্রয় করে অনুলোম প্রতিলোম ক্রমে

মনোহরী রোমরাজি স্বর্ণময় বিন্দুসমূহ দ্বারা চিত্রিত হয়ে

শোভা পাচ্ছে।

পশ্যাস্য জুস্তমাণস্য দীপ্তামগ্নিশিখোণমাম্।

জিহ্বাং মুখাঘ্নিঃসরসীং মেঘাদিব শতব্রুদাম্। ২৮

‘দেখ, মেঘ থেকে নিঃসৃত বিদ্যুতালার ন্যায়,

জুস্তমকালে এর মুখ থেকে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাতুলা জিহ্বা

নিঃসৃত হচ্ছে।

মসারগজ্বর্কমুখঃ শঙ্খমুজ্জনিভোদয়ঃ।

কস্য নামানিরুপোহসৌ ন মনো লোভয়েমৃগঃ। ২৯

নীলকান্তমণিময় পানপাত্রতুল্য মুখ এবং শঙ্খ ও

মুক্তাসদৃশ শুভ্র উদরবিশিষ্ট ঐ অতুলনীয় মৃগটি কার মনকে

না লোভাতুর করে।

কস্য রূপমিদং দৃষ্টা জাহ্ননদময়প্রভম্।

নানারত্নময়ং দিব্যং ন মনো বিস্ময়ং ব্রজেৎ। ৩০

‘সুবর্ণপ্রভাবিশিষ্ট নানারত্নময় এই দিব্য রূপ দেখে

কার মন না বিস্ময়াহ্বিত হয় !

মাংসহেতোরপি মৃগান্ বিহারার্থং চ যতিনঃ।

য়ন্তি লক্ষণ রাজানো মৃগয়ায়াং মহাবনে। ৩১

‘লক্ষণ ! মনুর্গণী রাজারা মাংসের (মৃগচর্ম) নিষিদ্ধ  
আর মৃগয়া-বিভাবের জন্যও আনন্দের কারণে মহারণো  
মৃগদের হত্যা করেন।

ধনানি ব্যবসায়েন বিচীয়ে মহাবনে।  
ধাতবো বিবিধচাপি মণিরসুবর্ণিনঃ॥ ৩২

‘মহারণো রাজারা সমস্তে ধন এবং মণি-রত্ন-  
সুবর্ণাদি নানাবিধ ধাতুও সংগ্রহ করে থাকেন।

তৎ সারমখিলং নৃপাং ধনং নিচয়বর্ধনম্।

মনসা চিন্তিতং সর্বং যথা শুক্রসা লক্ষণ॥ ৩৩

‘ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত পুরুষের নিকট চিন্তামাত্রই যেমন  
উত্তম বস্তু প্রাপ্ত হয় তদনুরূপ রাজ্যের কোষাগারে সম্পদ  
বৃদ্ধির জন্য বনা-সম্পদ উৎকটকারী হয়।

অর্ধা যেনার্থকৃতোন সংব্রজতবিচারয়ন।

তমর্মমর্থশাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রাহরথ্যাঃ সূক্তলক্ষণ॥ ৩৪

‘শুভ লক্ষণযুক্ত ভাই লক্ষণ ! প্রার্থী যে প্রয়োজন  
সাধনের জন্য নির্বিচারে ভ্রমণ করে, অর্থশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ  
জনেরা সেই প্রয়োজনকেই প্রার্থনীয় বলে থাকেন।

এতস্যা মৃগরত্নস্য পরার্থো কাকনহুচি।

উপবেক্ষতি বৈদেহী ময়া সহ সূনধ্যমা॥ ৩৫

‘সুন্দরী বিদেহরাজতনয়া সীতা এই মৃগরত্নের  
সুবর্ণময় চর্মাসনের অপরাধের উপরে আমার পার্শ্বে  
উপবেশন করবে।

ন কাদলী ন প্রিয়কী ন প্রবেদী ন চাবিকী।

ভবেদেতস্য সদৃশী স্পর্শেহেনেনেতি মে মতিঃ॥ ৩৬

‘কদল (মৃগবিশেষ), প্রিয়ক (মৃগবিশেষ), প্রবেণ  
(ছাগবিশেষ) এবং মেঘের স্পর্শ কখনই এই স্বর্ণমৃগের  
স্পর্শের মতো সুখকর হবে না, এই আমার অভিমত।

এষ চৈব মৃগঃ প্রীমান্ যত্ দিব্যো নভচরঃ।

উভাবেতৌ মৃগৌ দিব্যৌ তারামৃগমহীমৃগৌ॥ ৩৭

‘এই মৃগটি অতিশয় সুন্দর, গগনচারী মৃগও  
(মৃগশিরা নক্ষত্রও) সুন্দর। তারামৃগ (মৃগশিরা  
নক্ষত্র) এবং এই পার্শ্বিক মৃগ (স্বর্ণমৃগ) উভয়ই স্বর্গীয় স্ত্রী-  
সম্পন্ন।

যদি বায়ং তথা যথা ভবেদ্ বদসি লক্ষণ।

মায়ৈষা রাক্ষসসোতি কর্তব্যোহস্মা বধো ময়া॥ ৩৮

‘লক্ষণ ! আমাকে যা বললে, যদিও বা এ তরুণ  
রাক্ষসের মায়া (ছলনা) হয়, তবে একে হত্যা করা আমার  
কর্তব্য।

এতেন হি নৃপংসেন মরীচেনাক্ষয়ম্।

বনে বিচরতা পূর্বং ত্রিঃশিতা মুনিসংকলঃ॥ ৩৯

‘এই নৃপংস মরীচ পূর্বে এই মনুর্গণের সঙ্গে  
বিচরণকালে অনেককালেক মুনিসংকলের চর্চা করত।

উদায় বহবোচনেন মৃগয়ায়াঃ কলম্বিনঃ।

নিহতাঃ পরমেধাসাষ্ট্রাদ্য বহুবুধঃ মৃগঃ ৪০

‘মৃগয়ায় আগত অনেক মহাদানুর্ঘন নৃপংস ও  
মৃগরূপী মরীচ প্রকটিত হয়ে হত্যা করেছে, সেজন্য ও  
মৃগ আমার বধ্য।

পূরত্বাদিহ বাতাপিঃ শত্রিভ্য উপকিন্।

উদরহো বিজ্ঞান্ হসি যদর্জোশ্বর্জেনিঃ ৪১

‘অশ্বতীর (বক্ষর ভাতিত পশু) নিজের গর্ভ (গর্ভ  
শাবক) যেমন নিজেই হত্যা করে, সেইরকম, পূর্বে ও  
অরণ্যে বাতাপি নামক রাক্ষস উপস্থিতের পরেই বক্ষর  
রাক্ষসদের উদরস্থ হয়ে তাদের হত্যা করত।

স কদাচিচ্চিরাজ্ঞোভাদাসনাদ মহাবনিঃ।

অগস্ত্যঃ তেজসা যুক্তঃ তম্বস্য বহুং ৪২

‘একদিন সেই বাতাপি নামক রাক্ষস তেজস্বী  
মহানুনি অগস্ত্যকে পেয়ে দীর্ঘকালের সোচসেই যে  
মুনিকে হত্যা করার মানসে শ্রাদ্ধকালে মূনির সংকল্প  
ছলনায় তাঁর খাদ্যে পরিণত হল।

সমুদানে চ তরুণঃ কর্তৃকামং সমীক্ষ্য ত্।

উৎস্ময়িত্বা তু ভগবান্ বাতাপিমিদমব্রী ৪৩

‘বাতাপিকে (মহর্ষি অগস্ত্যের) উদর দিক্কা হয়ে  
বহির্গমনকালে পূর্বের রাক্ষসরূপ প্রভঞ্জন্য বৃত্তে গেল  
ভগবান অগস্ত্য এবং উপহাসসহ তাকে বললেন।

হৃদ্যবিপণা বাতাপে পরিকৃতান্ত হেতসঃ।

জীবলোকে বিজ্ঞপ্রোক্তাস্যাদসি জরাং যজঃ ৪৪

‘‘বাতাপি ! তুমি স্বীর হেত্রে বিজয়-বিজ্ঞান  
করে এই জীবজগতে প্রাক্কল শ্রেষ্ঠত্বের হত্যা করেছ; তুমি  
আমার উদরন্থে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছ।’’

তদ্ রক্ষো ন ভবেদেব বাতাপিরিব লক্ষণ।

মধিযং যোহতিমনোত ধর্মনিভাঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ ৪৫

‘লক্ষণ ! আমার মতো নিভা ধর্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়  
পুরুষকে যে অতিক্রম করতে চক, সেই রক্ষস জীব  
বাতাপির মতো জীবিত থাকবে না।

ভবেদেতাহং বাতাপিরাক্ষসেনেব স যজ  
ইহ হং ভব সযক্ষো যদ্বিতো বক্ষ হেজিহিঃ ৪৬



‘অগস্ত্য কর্তৃক বাতাপির ন্যায় এই মরীচ আমার  
সামনে এসে নিহত হবে। তুমি যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত হয়ে  
এখানে অবস্থান করে মিথিলা রাজনন্দিনী সীতাকে রক্ষা  
করো।

জগন্মানসম্মতঃ যৎ কৃত্যং রঘুনন্দন।  
জহ্মেনঃ বধিষ্যামি গ্রহীষ্যামাধবা মৃগম্ ॥ ৪৭

‘রঘুনন্দন লক্ষ্মণ ! এখন সীতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা  
কর। আমি এই মৃগটিকে বধ করব,  
নতুবা ধরে নিয়ে আসব।

হাবৎ গচ্ছামি সৌমিত্রে মৃগমানয়িতুং ক্রতম্।  
পশা লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা মৃগদ্বিগতিং গতাং স্পৃহাম্ ॥ ৪৮

‘সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ! এই মৃগচর্মের প্রতি বিদেহ  
রাজনন্দিনীর অতীব আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করো ; ততক্ষণে  
আমি মৃগটিকে নিয়ে আসতে ক্রত গমন করছি।

ইদা প্রধানয়া হ্যেব মৃগোহদ্য ন ভবিষ্যতি।  
অপ্রমত্তেন তে ভাবামাশ্রমহেন সীতয়া ॥ ৪৯

যাবৎ পৃথতমেকেন সাম্যেকেন নিহন্যাহম্।  
হইতুচ্চর্ম চাদার শীঘ্রমেধামি লক্ষ্মণ ॥ ৫০

‘প্রধানত চর্মের কাবর্ণেই এই মৃগটি আজ আর  
জীবিত থাকবে না। লক্ষ্মণ ! যতক্ষণে আমি একটিমাত্র  
বাণের দ্বারাই চিত্রিত হরিণটিকে হত্যা করি, এবং হত্যা  
করে এর চর্ম নিয়ে প্রত্যাবর্তন করি, ততক্ষণ তুমি আশ্রমে  
সীতার সঙ্গে সাবধানে থাকবে।

প্রদক্ষিণেনাতিবলেন পক্ষিণা  
জটায়ুবা বুদ্ধিমতা চ লক্ষ্মণ।

ভাবপ্রমত্তঃ প্রতিগৃহ্য মৈথিলীং  
প্রতিক্ষণং সর্বত এব শঙ্কিতঃ ॥ ৫১

‘লক্ষ্মণ ! এখানে প্রতিমুহূর্তেই সকল দিক থেকেই  
ভয়ের কারণ আছে, এ বিষয়ে অবহিত থেকেই উদারচরিত্র  
মহাবলী বুদ্ধিমান পক্ষিরাজ জটায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এক  
সঙ্গে মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে নিয়ে সাবধানে অবস্থান  
করো।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিচছারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে বামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিচছারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

## চতুশ্চরিত্ত্ব সর্গ (৪৪)

শ্রীরাম কর্তৃক মরীচ বধ এবং মরীচ কর্তৃক সীতা ও লক্ষ্মণের নাম করে  
সকলকে আহ্বান শুনে শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টান্ত

তথা হু তং সমাদিশ্য ভ্রাতরং রঘুনন্দনঃ।  
বব্ধাসিং মহাতেজা জাঘূনদময়ৎসরম্ ॥ ১

তাই লক্ষ্মণকে সেইরকম নির্দেশ দিয়ে মহাতেজা  
শ্রীরামচন্দ্র কোমরে স্বর্ণময় হাতলযুক্ত তরবারি বেঁধে  
নিলেন।

ততঃপ্রবিনতঃ চাপমাদান্যাবিভৃষণম্।  
আবধা চ কপালৌ বৌ জগ্যামোদ্যবিক্রমঃ ॥ ২

অতঃপর মহাবিক্রমী শ্রীরামচন্দ্র নিজের অলঙ্কার-  
ধরাপ তিনটি আনত ধনু এবং দুটি শরপূর্ণ তৃণ কটিদেশে

বেঁধে নিয়ে চললেন।

তং বন্যরাজো রাজেন্দ্রমাপত্তং নিরীক্ষ্য বৈ।  
বভূবাজ্জিহ্বিতস্ত্রাসাৎ পুনঃ সন্দর্শনেহভবৎ ॥ ৩

রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে নিকটে আসতে দেবে সেই  
অরণ্যের রাজা স্বর্ণমৃগ ডয়ে অন্তর্হিত হয়ে, পুনরায়  
দৃষ্টিগোচর হল।

বব্ধাসির্নূরাদায় প্রদূহাব যতো মৃগঃ।  
তং স্ম পশ্যতি রূপেণ দ্যোতয়ন্তমিবাত্ততঃ ॥ ৪

অবেক্ষ্যাবেক্ষ্য বাবস্তঃ ধনুঃশাসির্মহাবনে।



অতিবৃন্তনিমোৎপাতায়োভয়ানঃ কদাচন ॥ ৫  
 শক্তিঃ তু সমুদ্ভাস্তমুৎপত্তবিশাখানম্  
 দৃশ্যমানমদৃশ্যং চ বনোদদেশেষু কেয়ুচিৎ ॥ ৬  
 হিলাইরৈব সংবীতঃ শারদং চন্দ্রমণ্ডলম্  
 মুহূর্তাদেব দদৃশে মুহূর্তরাৎ প্রকাশতে ॥ ৭

মৃগ যেদিকে দৌড়োচ্ছিল, কোমরে তরবারি এবং  
 হাতে ধনু নিয়ে রাম সেই দিকে ধাবিত হলেন। ধনুধারী  
 শ্রীরামচন্দ্র সেই মহাবলো দেখলেন — স্ত্রী রূপসৌন্দর্যে  
 সমুৎপন্ন বনভাগ সমুজ্জ্বল করে সেই মৃগ তাকে দেখাছিল ;  
 কখনও পিছন দিকে দেখতে দেখতে দৌড়াচ্ছিল, বারবার  
 উল্লস্ফন দ্বারা যেন তাঁকে প্রলোভিত করতে লাগল। যেমন  
 শরৎকালীন ছিন্ন মেঘের আড়ালে চন্দ্রমণ্ডল একবার অদৃশ্য  
 হয়ে আবার মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্য হয়, তদ্রূপ সেই মৃগ ভয়  
 বিহীন হয়ে শূন্য লাফাতে লাফাতে জঙ্গলের মধ্যে একবার  
 অদৃশ্য হয়ে আবার দৃষ্টিগোচর হতে লাগল।

দর্শনাদর্শনেনৈব সোহপাকর্ষত রাঘবম্  
 স দূরমাশ্রমসাস্য মারীচো মৃগতাং গতঃ ॥ ৮

মৃগরূপধারী সেই মারীচ এইভাবে একবার দেখা  
 দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে আশ্রম থেকে  
 দূরে আকর্ষণ করে (টেনে) নিয়ে গেল।

আসীৎ ক্রুদ্ধস্ত কাকুৎস্থো বিবশস্তেন মোহিতঃ ।

অথাবতহে সুশ্রান্তস্থায়ামপ্রিত্য শাদ্বলে ॥ ৯

কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম সেই মৃগ কর্তৃক মোহিত ও  
 বিবশ হয়ে পড়লেন। তখন অতিশয় পরিশ্রান্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে  
 তিনি কোনও এক বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তৃণের উপরে  
 বসে পড়লেন।

স তমুদ্ভাদয়ামাস মৃগরূপো নিশাচরঃ ।

মৃগৈঃ পরিবৃতোহস্থানৈরদূরাৎ প্রতাদৃশ্যত ॥ ১০

মৃগরূপধারী সেই নিশাচর রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্রকে যেন  
 উদ্ভাদ করে দিয়েছিল, অন্য মৃগদের দ্বারা পরিবৃত হলেও  
 তাকে অদূরেই দেখা যাচ্ছিল।

গ্রহীতুকামঃ দৃষ্টা তং পুনরেবাভ্যাবত ।

তৎক্ষণাদেব সংগ্রাসাৎ পুনরহর্ষিতোহভবৎ ॥ ১১

মৃগকে ধরার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে উৎসুক দেখে তাঁকে  
 আশ্রম থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই মৃগ তাঁর  
 দৃষ্টিপথেই দৌড়োতে লাগল, আবার, পরক্ষণেই ভয়  
 পেয়ে লুকিয়ে পড়ল।

পুনরেব ততো দূরাৎ বৃক্ষখণ্ডাদ্ বিনিঃসৃতঃ ।

দৃষ্টা রামো মহাতেজস্বঃ যতঃ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১২  
 তাবপন আসাব সেট মৃগ দূরপর্ন্তী বৃক্ষসমূহে  
 বিনির্গত হলে তাকে দেখে মহাতেজস্বী রাম তাকে জলা  
 করিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

ভূয়াস্ত শরমুদ্রাত্য কুপিতস্ত রাঘবঃ ।

সূর্যরশ্মিপ্রতীকাশঃ অলঙ্ঘনরিমরনম্ ॥ ১৩

সম্ভায় সুদৃঢ়ে চাপে বিকৃদ্য বলবদবলী ।

তমেব মৃগমুদিশ্য শ্বসন্তমিব পশমম্ ॥ ১৪

মুমোট জ্বলিতঃ দীপ্তমদ্রঃ ব্রহ্মনির্নির্মিতম্ ।

অতঃপর পুনরায় ক্রুদ্ধ বলবান রামচন্দ্র সূর্যরশ্মি  
 ন্যায় প্রোজ্জ্বল, শত্রুসংহারক একটি বাণ তুলে নিয়ে সুদৃঢ়  
 ধনুতে স্থাপন করলেন এবং ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধভাবে  
 গর্জনকারী, ব্রহ্মনির্মিত, প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত বলবান অশ্রুটি  
 আকর্ষণ করে সেই মৃগের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন।

শরীরং মৃগরূপস্য বিনির্ভিদ্য শরোত্তমঃ ॥ ১৫

মারীচসৌব হৃদয়ং বিভেদাশনিসমিভঃ ।

বজ্রতুলা তেজস্বী সেই উত্তম ভয়ঙ্কর বাণটি মৃগের  
 রূপধারী মারীচের শরীর ভেদ করে হৃৎপিণ্ডকেই বিধি  
 করল।

তালমাত্রমথোৎপ্লুতা ন্যপতৎ স ভূশাতুরঃ ॥ ১৬

বাননদ্ ভৈরবং নাদং ধরণ্যামলজীবিতঃ ।

ক্ষণজীবী, মৃত্যুপথযাত্রী সেই মারীচ অত্যন্ত কাজ  
 হয়ে তালবৃক্ষের সমান উচ্চ লক্ষ্যন দিয়ে ভূমিতলে পতিত  
 হল এবং ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল ; অতঃপর কৃত্রিম হে  
 তাগ করল (মৃত্যু বরণ করল)।

প্রিয়মাণস্ত মারীচো জহৌ তাং কৃত্রিমাং তনুম্ ॥ ১৭

স্বমৃদ্বা তদ্বচনং রক্ষো দর্যৌ কেন তু লক্ষ্মণম্ ।

ইহ প্রহ্লাপয়েৎ সীতা তাং শূন্যো রাবণো হরেৎ ॥ ১৮

রাবণের পূর্বনির্দেশ শ্রবণ করে রাক্ষস মারীচ হি  
 করলে লাগল — কোন্ উপায়ে সীতা লক্ষ্মণকে এখানে  
 পাঠাবেন এবং শূন্য আশ্রমে রাবণ সীতাকে হরণ করবে  
 স প্রাপ্তকালমাজ্জায় চকার চ ততঃ কনম্ ।

সদৃশং রাঘবস্যেব হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ ॥ ১৯

মারীচ উপযুক্ত সময় বুঝে, তখনই রাঘব রামচন্দ্রের  
 মতো কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে বলল — ‘হায় সীতা, তুমি  
 লক্ষ্মণ’।

তেন মর্ম্মপি নির্বিদ্ধঃ শরণানুশমনে হি ।

মৃগরূপং তু তৎ তাক্সা রাক্ষসং রূপমাহিতম্ ॥ ২০

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিক্রিষ্ট সেই অনুপম বাণে  
মহলে বিদ্ধ হয়ে মারীচ মৃগরূপ পরিভাগ করে স্বীয় প্রকৃত  
রাক্ষসের রূপ ধারণ করল।

রাক্ষস সূমহাকাশে মারীচো জীবিতঃ ভজন্।

তং পুষ্টি পতিতঃ ভূমৌ রাক্ষসঃ ভীমদর্শনম্ ॥ ২১

রামো রুধিরসিক্তাঙ্গঃ চেষ্টমানঃ মধীতলে।

জগাম মনসা সীতাং লক্ষ্মণস্য বচঃ স্মরন্ ॥ ২২

সেই মারীচ প্রাণত্যাগ করার সময় বিরাট দেহ  
ধারণ করল। রামচন্দ্র সেই ভীষণ দর্শন রাক্ষসকে  
পৃথিবীপৃষ্ঠে ভূমিতে পতিত হয়ে রক্তাপ্ত অবস্থায় ছটফট  
করতে দেখে মনে মনে সীতাকে এবং লক্ষ্মণের উক্তি  
স্মরণ করলেন।

মারীচসা তু মায়ৈষা পূর্বোক্তং লক্ষ্মণেন হু।

তং তথা হৃদযচ্ছাদ্য মারীচোহয়ং ময়া হতঃ ॥ ২৩

লক্ষ্মণ আগেই বলেছিল যে, এটি মারীচেরই ছিলনা ;  
জাহ্নবী সত্য প্রমাণিত হল। এই মারীচই আমার হাতে  
মরা পড়ল।

হা সীতে লক্ষ্মণেভ্যেবমাক্রুশ্যা তু মহাশ্বনম্।

মমার রাক্ষসঃ সোহয়ং ক্রুশ্যা সীতা কথং ভবেৎ ॥ ২৪

লক্ষ্মণশ্চ মহাবাহঃ কামবহাঃ গমিষ্যতি।

ইতি সংচিন্ত্য ধর্মাত্মা রামো হৃষ্টতনুরুহঃ ॥ ২৫

পরন্তু এই রাক্ষস, 'হা সীতা, হা লক্ষ্মণ' এই বলে  
শোকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে মারা গেল। এই  
শোকধ্বনি শুনে, সীতার কী অবস্থা হবে, আর মহাবীর  
লক্ষ্মণেরই বা কী হবে !—এইরকম চিন্তা করে ধর্মাত্মা  
রামচন্দ্রের শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

তত্র রামঃ ভয়ং তীব্রমাবিবেশ বিষাদজন্ম।

রাক্ষসং মৃগরূপং তং হত্বা ক্রুশ্যা চ তৎশ্বনম্ ॥ ২৬

মৃগরূপী সেই রাক্ষসকে হত্যা করে এবং তৎকৃত  
সেই করুণধ্বনি শ্রবণ করে, শ্রীরামচন্দ্র তীব্র ভয়জনিত  
বিষাদে আবিষ্ট হলেন।

নিহতা পৃথতঃ চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ।

ত্বরমাণো জনস্থানং সসারাদিমুখং তদা ॥ ২৭

তখন রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্র অপর একটি চিত্রিত হরিণ  
হত্যা করে এবং উপযুক্ত সামগ্রী নিয়ে জনস্থানের দিকে  
দ্রুত চলতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে বামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

## পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৪৫)

মারীচ কর্তৃক শ্রীরামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে কৃত অলীক করুণ স্বর শ্রবণে শঙ্কাকুশা সীতার  
মর্মস্থদ বাক্যে ক্ষুভিত লক্ষ্মণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীরাম সমীপে গমন

আর্তস্বরং তু তং ভর্তৃবিজ্ঞায় সদৃশং বনে।

ইচ্ছা লক্ষ্মণঃ সীতা গচ্ছ জানীহি রাঘবম্ ॥ ১

সীতা অরণ্যমধ্যে সেই আর্তস্বরকে পতির

আর্তস্বরের সদৃশ বুঝতে পেরে লক্ষ্মণকে বললেন—'যাও,

রাক্ষস শ্রীরামের সংবাদ জেনে এসো।

কহি যে জীবিতঃ স্থানে হৃদয়ঃ বাবতিষ্ঠতে।

কোপতঃ পরমার্থস্য শ্রুতঃ শব্দো ময়া ভূশম্ ॥ ২

'পরম বিপদাপন্নের করুণস্বরের ভয়ঙ্কর চিৎকার  
আমি শুনেছি, তাই আমার প্রাণ এবং হৃদয় স্ব স্ব স্থানে  
একেবারেই থাকছে না।

আক্রন্দমানঃ তু বনে ভ্রাতরং ভ্রাতৃমহর্ষি।

তং কিপ্রমত্তিধাব ত্বং ভ্রাতরং পরশৈষিণম্ ॥ ৩

রাক্ষসঃ বশমাগমঃ সিংহনামিব গোবৃষম্।

'সিংহগণ কর্তৃক আক্রান্ত বৃষের ন্যায়, রাক্ষসদের



দ্বারা আক্রান্ত বিপদাপন্ন শরণার্থী দাদার কাছে শীঘ্র যাও ;  
অরণ্যে আত্মদানকারী দাদাকে রক্ষা করো।'

ন জগাম তথোক্তস্তু শ্রীভরাজায় শাসনম্॥ ৪

সীতা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়েও লক্ষ্মণ কিন্তু দাদার  
নির্দেশ বিবেচনা করেই, তাঁর অঘেষণে গেলেন না।

তমুবাচ ততস্তত্র ক্ষুভিতা জনকান্বজা

সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ শ্রীভরজমসি শত্রুবৎ॥ ৫

যত্নমস্যামবহায়াং ভ্রাতরং নাভিগম্যসে।

ইচ্ছসি হুং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে॥ ৬

তখন জনকনন্দিনী সীতা রুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণকে  
বললেন, 'হে সুমিত্রানন্দন ! তুমি যে তোমার ভ্রাতার এই  
দূরবহার সময়, দাদার কাছে সাহায্যের জন্য যাচ্ছ না, তাই  
মনে হচ্ছে তুমি দাদার সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করছ।  
লক্ষ্মণ ! তুমি আমার জনাই, আমাকে কামনা করেই  
শ্রীরামের বিনাশ চাইছ।

লোভাস্তু মৎকৃতে নুনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্।

বাসনং তে প্রিয়ং মন্যে শ্বেহো ভ্রাতরি নাশ্তি তে॥ ৭

'নিশ্চয়ই আমার প্রতি লোভবশত তুমি রঘুনন্দনের  
অনুসরণ করছ না ; মনে হয় ভ্রাতার বিপদই তোমার কাম্য,  
তাঁর প্রতি তোমার লেশমাত্রও প্রীতি নেই।

ভেন তিষ্ঠসি বিপ্রকং তমপশান্ মহাদুতিম্।

কিং হি সংশয়মাপদে তস্মিমিহ ময়া ভবেৎ॥ ৮

কর্তব্যমিহ তিষ্ঠন্ত্যা যৎপ্রধানত্বমাগতঃ।

'সেইজনাই সেই মহাদুতিমান (শ্রীরামচন্দ্র)কে  
দেখতে না গিয়ে, নিঃশঙ্কচিত্তে এখানে অবস্থান করছ। তুমি  
যে শ্রীরামের রক্ষারূপ প্রধান কর্তব্য সাধনের জন্য এখানে  
এসেছ, তিনি বিপন্ন হলে, আমি কী করে জীবিত থাকব ?'  
এবং ক্রবাণাং বৈদেহীং বাত্পশোকসমম্বিতাম্॥ ৯

অত্রবীলক্ষ্মণস্তজ্ঞাং সীতাং মৃগবধুমিব।

শোকাকুলা, বাত্পবারিপরিপূরিতা মৃগবধুর ন্যায়  
সজ্জতা বিদেহরাজনন্দিনী সীতা এইরকম বলতে থাকলে,  
লক্ষ্মণ তাঁকে বললেন—

পল্লাসুরগন্ধর্বদেবদানবরাক্ষসৈঃ ॥ ১০

অশক্যস্তব বৈদেহি ভর্তা জ্ঞেতুং ন সংশয়ঃ।

'অয়ি, বিদেহরাজনন্দিনি ! নিঃসন্দেহে আপনার  
স্বামী দেব, দানব, গন্ধর্ব, নাগ, অসুর ও রাক্ষসদের  
অপরাধেয়।

দেবি দেবমনুষ্যেষু গন্ধর্বেষু পতত্রিধু॥ ১১

রাক্ষসেষু পিশাচেযু কিম্বরেযু মৃগেষু চ।

দানবেষু চ ঘোরেযু ন স বিদোত শোভনে॥ ১২

যো রামঃ প্রতিগৃহ্যাত সমরে বাসবোপনম্।

অবধাঃ সমরে রামো নৈবং হুং বকুমর্দনি॥ ১৩

'দেবি ! দেবতা-মনুষ্য-গন্ধর্ব, পক্ষী-রাক্ষস-

পিশাচ, কিম্বার, পশু এবং ভয়ঙ্কর দানবদের মধ্যে এমন

কেউ নেই, যে দেবেন্দ্রসম শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে রণে সমর্থ ;

কারণ শ্রীরামচন্দ্র সকলের অবধ্য। অতএব, অয়ি শোভনে।

আপনি এরকমভাবে বলতে পারেন না।

ন হ্যামস্মিন্ খনে হাতুপুংসহে রাঘবং বিনা।

অনিবার্যং বলং তস্য নৈর্লবলবতামপি॥ ১৪

ত্রিভির্লোকৈঃ সমুদিতৈঃ সেন্ধুরৈঃ সামরৈরপি।

হৃদয়ং নির্বৃতং তেহস্ত সত্তাপত্তাজাতাং ভব॥ ১৫

'রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র ব্যতীত আপনাকে

একাকী এই ভয়ঙ্কর অবশ্যে ছেড়ে যেতে পারি না। অয়ি

দেবি ! ত্রিভুবনের সকল বলবান রাজারা এবং দেবগণ

মিলিত হয়েও বলপ্রয়োগে শ্রীরামের শক্তিকে অতিক্রম

করতে পারবে না। অতএব হৃদয়ের সন্তাপ ত্যাগ করে শান্ত

হোন !

আগমিষ্যতি তে ভর্তা শীঘ্রং হস্তা মৃগোত্তমম্।

ন স তস্য স্বরো ব্যক্তং ন কশ্চিদপি দৈবতঃ॥ ১৬

গন্ধর্বনগরপ্রখ্যা ময়া তস্য চ রক্ষসঃ।

'আপনার পতি শ্রীরামচন্দ্র উত্তম মৃগটিকে হত্যা করে

শীঘ্রই ফিরে আসবেন। শ্রুত স্বরটি তাঁর নয়, এমনকি

কোনও দৈবস্বরও নয়। সেই স্বর গন্ধর্বনগর নামক ময়া,

যা সেই রাক্ষসের সৃষ্ট।

ন্যাসভূতাসি বৈদেহি নাক্ষা ময়ি মহাক্ষনা॥ ১৭

রামেশ হুং বরারোহে ন ত্বাং ত্যকুমিহোৎসহে।

'বিদেহরাজনন্দিনী অয়ি সুন্দরি ! আপনি মহারা

শ্রীরাম কর্তৃক আমার নিকট গচ্ছিতা। (যেহেতু আপনাকে

রক্ষা করার জন্য) আপনি গচ্ছিতা, তাই আপনাকে

একাকিনী এখানে রেখে যেতে সাহস পাচ্ছি না।

কৃতবৈরাট কল্যাণি বয়মেতৈর্নিশাচরৈঃ॥ ১৮

খরসা নিখনে দেবি জনহানবধঃ প্রতি।

'অয়ি কল্যাণময়ি দেবি ! বরকে হত্যা করায়, এবং

তচ্ছন্য জনহানের অন্যান্য রাক্ষসদের মৃত্যু হওয়ায়,

আমাদের সঙ্গে নিশাচর রাক্ষসদের শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে।

রাক্ষসা বিবিধা বাচো ব্যাহরন্তি মহাবনে॥ ১৯



হিসাবিহারা বৈদেহি ন স্মিতিকুম্বহসি।

‘হিসাই বনের অনন্তইলস, একপ থাকসেও  
এই মহাবদা নানকপ কথা আলোচনা করে। তাই  
জ্ঞানকে এখানে একা বেবে যাওয়া আমার উচিত হবে  
না। অগ্নি বিদেহবাজনদিনি! আপনি চিত্তিত হবেন না।’  
লক্ষণেবমুক্তা তু কুক্ষা সংরক্তলোচনা॥ ২০  
অতীত পরুষং বাক্যং লক্ষণং সত্যবাসিনম্।

লক্ষণ উক্ত কথাগুলি বললে, ত্রোমে আবক্তনয়না  
ইতা সত্যবাদী লক্ষণকে কঠোর বাক্যে (ভাষায়)  
বলেন—

ক্লমার্ধকরুণারস্ত নৃশংস কুলশাংসন॥ ২১  
ত্বং তব প্রিয়ং মন্যো রামসা ব্যসনং মহৎ।  
রামসা ব্যসনং দুষ্টা তেনৈতানি প্রভাষসে॥ ২২

‘অধম! নিষ্করণ! নিষ্ঠুর! কুলদ্বার! আমার মনে  
হচ্ছে, শ্রীরামের মহাবিপদই তোমার আকাক্ষিত ;  
সেইজনাই শ্রীরামচন্দ্রের বিপদ দেখেও এত সব কথা  
বলছ।

নৈব চিত্রং সপক্ষেষু পাপং লক্ষণ যদ্ ভবেৎ।  
কুবিশেষু নৃশংসেষু নিতাং প্রচ্ছন্নচারিষু॥ ২৩

‘লক্ষণ! তোমার মতো সর্বদা গোপনচারী নিষ্ঠুর  
শত্রুর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন পাপ থাকবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই  
নেই।

সুদুষ্টিং বনে রামমেকমেকোহনুগচ্ছসি।  
নম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥ ২৪

‘তুমি অতি দুষ্টি (দোষযুক্ত মনঃসম্পন্ন)। আমাকে  
পাত করার জন্যই একাকী (শ্বেচ্ছায়) অথবা, ভরত কর্তৃক  
নিযুক্ত হয়ে তার প্রতিনিধিরূপে শ্রীরামকে একা আসতে  
দেখে বনে অনুসরণ করেছ।

তাং সিদ্ধান্তি সৌমিত্রে ভবাপি ভরতস্য বা।  
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥ ২৫  
উপসংপ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্জনম্।

‘সুমিত্রানন্দন! তোমার বা ভরতের সেই ইচ্ছা সফল  
হবে না ; কারণ নীলকমল সদৃশ শ্যামল বরণ কমলাক্ষ  
যিনি শ্রীরামকে আশ্রয় করে আবার অন্যজনকে কী করে  
কামনা করতে পারি ?

শব্দং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ত্যামাসংশয়ম্॥ ২৬  
রামং বিনা ক্ষণমপি নৈব জীবামি ভূতলে।

‘এই সুমিত্রানন্দন! নিঃসংশয়ে আমি তোমার  
সম্মুখেই প্রাণ বিতর্জন দেব, কারণ শ্রীরাম ব্যতীত আমি  
কোনকালেও জীবিত থাকতে পারব না।’

ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং সীতয়া রোমহর্ষণম্॥ ২৭  
অত্রবীরশ্রবণং সীতাং প্রাক্কলিঃ স জিতেজিয়ঃ।

উত্তরঃ নোৎসর্হে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম॥ ২৮

দেবি সীতা এইরকম রোমহর্ষক কঠোর বাক্য  
বললে, জিতেজিয় লক্ষণ কবজোড়ে দেবি সীতাকে  
বললেন—‘দেবি! আপনি আমার কাছে দেবিশ্রুত্যা, তাই  
আমি আপনার এই সকল কঠোর বাক্যের উত্তর দিতে  
উৎসাহিত (আগ্রহী) নই।

বাক্যমপ্রতিকরণং তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি।  
স্বভাবজ্ঞেয় নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে॥ ২৯

‘অগ্নি মিথিলেশনদিনি! অনুচিত বাক্যপ্রয়োগ  
স্ত্রীলোকের পক্ষে বিচিত্র নয়। কারণ এই সংসারে  
স্ত্রীলোকের এইরকমই স্বভাব দেখা যায়।

বিমুক্তম্বর্ষাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ।  
ন সর্হে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকান্নজ্ঞে॥ ৩০  
শ্রোত্রয়োকুভয়োর্মধ্যে তপ্তনারাচসম্ভিতম্।

‘স্ত্রীলোকেরা প্রায়শঃই ধর্মত্যাগিনী, চঞ্চলা,  
উগ্রস্বভাবা এবং সংসারে বিভেদ সৃষ্টিকারিণী হয়।  
বিদেহবাজনয়ে অগ্নি জনকনদিনি! উভয় কর্ণের মধ্যে  
প্রবিষ্ট তপ্ত লৌহশলাকাসদৃশ আপনার এরকম কঠোর  
বাক্য আমি সহ্য করতে পারছি না।

উপশৃঙ্খল মে সর্বে সাক্ষিপো হি বনেচরাঃ॥ ৩১  
নায়বাদী যথা বাক্যমুক্তোহহং পরুষং ত্বয়া।  
ধিক্ দ্বামদা বিনশ্যন্তীঃ যন্মামেবং বিশঙ্কসে॥ ৩২  
স্ত্রীদ্বাদ্ দুষ্টস্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবহিতম্।

গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্থষ্টি তেহস্ত বরাননে॥ ৩৩

‘বনবাসিগণ সকলে সাক্ষী আছেন ; আমার কথা  
শুনছেন। নান্যথা কথা বলেও আমি আপনার কাছে কঠোর  
বাক্যে তিরস্কৃত হলাম। আত্মবিনাশেচ্ছা আপনাকে ধিক্ !  
গুরুজনের নির্দেশে আপনার রক্ষার্থে এখানে অবস্থিত  
আমাকে ভয় পাচ্ছেন! অগ্নি সুমুখি! আপনার কল্যাণ  
হোক! যেখানে কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীরাম আছেন, আমি  
সেখানে যাচ্ছি।

রক্ষন্ত ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ।

নিমিত্তানি হি ঘোরানি যানি প্রাদুর্ভবন্তি মে।

অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্যামঃ পুনরাগতঃ॥ ৩৪

‘অয়ি আয়তলোচনে ! বনদেবতারা সকলে  
আপনাকে রক্ষা করুন ! যে ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ সকল দেখছি,  
তাতে আমি ভীত হয়ে প্রার্থনা করছি শ্রীবামেব সঙ্গে  
প্রত্যাবৃত হয়ে যেন আপনাকে দেখতে পাই।’

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু রুদতী জনকাসজা।

প্রত্যাচাচ ততো বাকাং তীব্রবাষ্পপরিপ্লুতা॥ ৩৫

লক্ষ্মণ এইরকম বললে, প্রবল বাষ্পবায়ু-  
পরিপূরিত লোচনে রোদন করতে করতে জনক তনয়া  
প্রত্যন্তরে বললেন—

গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামের লক্ষ্মণ।

আবক্ষিষ্যেহথবা তাক্ষো বিষমে দেহমায়নঃ॥ ৩৬

পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণং প্রবেক্ষ্যামি হৃতশনম্।

ন ত্বহং রাঘবাদন্যং কদাপি পুরুষং স্পৃশে॥ ৩৭

‘লক্ষ্মণ ! শ্রীরাম বিরহিতা হলে আমি গোদাবরীর  
জলে প্রবেশ করব অথবা উদ্বলনে আত্মহত্যা করব। উন্নত  
স্থান থেকে নীচে লাফ দিয়ে দেহত্যাগ করব। বিষ পান করব  
অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করব। কিন্তু শ্রীরাম-ব্যতীত অন্য

কোনও পুরুষকে কখনও স্পর্শ করব না।’

ইতি লক্ষ্মণমাত্রেভ্য সীতা শোকসমহিতা।

পাণিভ্যাং রুদতী দুঃখাদুদরং প্রজধান ৬ ৩৭

শোকাভূবা সীতা লক্ষ্মণকে এত কথা শুনিয়া রোদন  
রোদন করতে করতে উদর কবদ্যাত করতে করতে

তামার্তরূপাং বিমনা রুদতীঃ

সৌমিত্রিরালোকা শিলালেন্দ্রব।

আশ্বাসয়ামাস ন চৈল চতু-

ত্বং জাতরং কিঞ্চিদুবাচ সীতা ৬ ৩৮

সেই আয়তলোচনা অর্থাৎ বোকসনর সীতার  
দেখে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাকে সমুদ্রা দিতে লক্ষ্মণ;

বিমনা সীতা কিন্তু দেবকে কিছুই বলতে পারলেন না

ততস্ত সীতামভিবাদ্য লক্ষ্মণঃ

কৃতান্তলিঃ কিঞ্চিদভিপ্রশ্না।

অবেক্ষমাণো বহুশঃ স মৈথিলীঃ

জগাম রামস্য সমীপমাববনঃ ৬ ৩৯

তখন মনস্বী আশ্বনিষ্ঠ লক্ষ্মণ কহিলেন মৈথিলী

রাজনন্দিনী সীতাকে প্রণাম ও অভিবাদন জনিয়ে বহুবার

তাকে দেখতে দেখতে শ্রীরামের উদ্দেশ্যে চললেন

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

## ষট্চত্বারিংশ সর্গ (৪৬)

সম্যাসীকরূপ ধারণ করে সীতার নিকট রাবণের আগমন ও আতিথ্য প্রার্থনা, সীতা কর্তৃক রাবণের অভ্যর্থনা

তয়া পুরুষমুক্তস্ত কুপিতো রাঘবানুজঃ।

স বিকালক্ষন্ ভূশং রামং প্রতক্ষে নচিরাদিব॥ ১

সীতাদেবীর ঐরূপ কর্কশ বাক্যে রুদ্ধ রাঘবানুজ লক্ষ্মণ  
শ্রীরামের সঙ্গে মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় শীঘ্র প্রস্থান  
করলেন।

তদাসাদ্য দশগ্রীবঃ ক্ষিপ্ৰমন্তরমাহিতঃ।

অভিচক্রাম বৈদেহীঃ পরিব্রাজকরূপধৃক্॥ ২

তখন সুযোগ পেয়ে সম্যাসীবেশধারী দশানন দ্রুত  
গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে সীতাদেবীর নিকট গেল।

শঙ্ককাষায়সংবীতঃ শিখী হস্তী উপানহী।

বামে চাংসেহবসজাথ শুভে যষ্টিকমণ্ডলুঃ ৬ ৪৩

পরিব্রাজকরূপেণ বৈদেহীমধবর্তত।

তামাসাদাতিবলো জাতভ্যাং রহিতাং বনঃ ৬ ৪৪

সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্রে আবৃত দেহ, শিখারী, হস্তবর্তী,

কাষ্ঠ পাদুকাপরিহিত এবং বামস্তম্ভে শুভ লক্ষ্মণমুখ হইতে

কমণ্ডলুধারী পরিব্রাজকরূপী অতিবনশালী রূপে বন

উপস্থিত হয়ে রাম-লক্ষ্মণ জাতভ্য বিবাহিত বিনে

রাজনন্দিনীর অনুসরণ করতে লাগল।



সূর্যচক্রাভ্যাং সংখ্যামিব মহত্তমঃ  
ততো বানাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্ ॥ ৫  
শশিনা হীনাং গ্রহবদ্ ভূশাদারুণঃ ।

যেমন সূর্য ও চন্দ্র কর্তৃক বিবহিতা সন্ধ্যার নিকট আগত  
একর চক্রেবের মতো রাবণ উপস্থিত হল ; তদনন্তর চন্দ্র  
বৈদেহী বনস্থির নিকট আগত ভয়ঙ্কর দুষ্ট গ্রহের মতো  
সেই বনিকা রাজপুত্রীকে বাবণ কুদৃষ্টিতে দেখতে

গাপকর্মাণং জনহানগতা ক্রমাঃ ৬  
ন প্রকম্পস্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ ।  
কিপ্রাভ্যাক তং দুষ্টা বীক্ষন্তঃ রক্তলোচনম্ ॥ ৭  
কুহিতঃ পশুমারেতে ভয়াদ গোদাবরী নদী ।

হৃৎস্বতর পাণী রাবণকে দেখে জনহানস্থ বৃক্ষসকল  
হুই প্রকম্পিত হইল না, বায়ু ভয়ে প্রবাহিত হইল না ।  
হৃৎস্বতর রাবণের দৃষ্টিপাতে দ্রুতপ্রবাহিনী গোদাবরী  
হুই হুই প্রবাহিত হতে লাগল ।

রক্তা কুহিতঃ প্রেক্ষদুর্দশীবজ্রদন্তরে ॥ ৮  
কুহিত চ বৈদেহীং ভিক্ষুরূপেণ রাবণঃ ।

শ্রীবামের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের অবসর প্রাপ্তির  
ক্ষুণ্ণ শানন রাবণ সেই অবসর প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষুরূপে  
বৈদেহীজনপিনীর নিকট উপস্থিত হল ।

কুহিতা ভব্যরূপেণ ভর্তারমনুশোচতীম্ ॥ ৯  
কুহিতত বৈদেহীং চিত্রামিব শনৈশ্চরঃ ।

শনৈশ্চর (গ্রহ) যেমন চিত্রার নিকট গিয়েছিলেন,  
সেইরকম অসাধু রাবণ সাধুর বেশে স্বামীর বিপদাশঙ্কায়  
মনুশোচনরতা বিদেহবাজননয়া সীতার কাছে গিয়েছিল ।

কুহিতা ভব্যরূপেণ তুণৈঃ কূপ ইবাবৃতঃ ॥ ১০  
কুহিতঃ প্রেক্ষ্য বৈদেহীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্ ।

মহসা যশোময়ী শ্রীরামপত্নী বিদেহরাজনপিনী  
সীতাকে দেখে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় সাধুবেশী দুষ্ট রাবণ  
বিস্ময়ে পড়ল ।

কুহিতঃ সপ্রেক্ষ্য চ তদা পত্নীং রামস্য রাবণঃ ॥ ১১  
কুহিতঃ কুচিরদম্বোষ্ঠীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ।

কুহিতা পূর্ণশালায়াং বাত্পশোকভিগীড়িতাম্ ॥ ১২  
তখন পূর্ণশালায় কল্যাণময়ী, মনোরম দম্ব ও ঐষ্ট  
এবং পূর্ণচন্দ্রসদৃশানন, বাত্পবারিমোচনরতা শ্রীরামপত্নী  
সীতাকে উপবিষ্টা দেখে রাবণ দাঁড়িয়ে পড়ল ।

১৩ আঃ পদ্মশলাশাকীঃ পীতকৌশেয়বাসিনীম্ ।

অভাগচ্ছত বৈদেহীং হট্টচতো নিশাচরঃ ॥ ১৩  
সেই নিশাচর রাক্ষস রাবণ হট্টচিতে পদ্মপত্রনয়না  
এবং পীতকৌশেয়বসনা বিদেহরাজনপিনী সীতার কাছে  
গেল ।

দুষ্টা কামশরাবিক্ষো ব্রহ্মসোমমুদীরমান্ ।  
অত্রনীঃ প্রপ্রিতঃ স্বাকারঃ রহিতে রাক্ষসাস্থিপঃ ॥ ১৪  
সীতাকে দেখে কামবানবিক্ষ রাক্ষসরাজ রাবণ  
বেদমন্ত্র উচ্চারণ করল এবং একান্তে তাঁকে বিনয় নম্র বচনে  
বলল ।

তামুত্তমাং ত্রিলোকানাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্ ।  
বিভ্রাজমানাং বপুষা রাবণঃ প্রশংসং হ ॥ ১৫  
ভাস্বরদেহা পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় সেই ত্রিলোক  
সুন্দরী সীতাকে রাবণ প্রশংসা করে বলল—

রৌপ্যাকাঙ্ক্ষনবর্ণাভে পীতকৌশেয়বাসিনি ।  
কমলানাং শুভাং মালাং পদ্মিনীং চ বিব্রতী ॥ ১৬  
'অয়ি, স্বর্ণরৌপ্যমিশ্রিত আভাসয়ি ! অয়ি, পীতকাষায়  
বস্ত্রপরিহিতে ! পদ্মের পবিত্র মালা কণ্ঠে ধারণ করে তুমি  
পদ্মালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা ।

হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরঙ্গরা বা শুভাননে ।  
ভূতির্বা হুং বরারোহে ভূতির্বা স্বৈরচারিণী ॥ ১৭  
অয়ি সুবদনে ! তুমি কি মূর্তিমতী হ্রী (লজ্জা), শ্রী  
(সৌন্দর্য), কল্যাণময়ী যশস্বিনী দেবী লক্ষ্মী বা অঙ্গরা ! অয়ি  
প্রশস্তনিতম্বে ! তুমি কি মূর্তিমতী ঐশ্বর্য বা স্বৈচ্ছাচারিণী  
কামপত্নী রতি !

সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনান্তব ।  
বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে ॥ ১৮  
'তোমার দস্তপঙ্ক্তি সমানসজ্জিত, পর্বতশিখরসদৃশ  
শুভ্র, স্নিগ্ধ এবং পাণ্ডুর (শ্বেতপীতবর্ণময়) ; আর ভাগব  
আঁবি দুটি কৃষ্ণতারকা সমন্বিত, বিশাল ও উজ্জ্বল এবং  
চোখের অন্তভাগ রক্তবর্ণ ।

বিশালঃ অঘনঃ পীনমূক্য করিকরোপমৌ ।  
এতাবুপচিতৌ বৃন্তৌ সংহতৌ সম্প্রগল্ধিতৌ ॥ ১৯  
পীনোন্নতমুখৌ কাষ্ঠৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ ।  
মণিপ্রবেকাভরণৌ কুচিরৌ তে পদ্মোদরৌ ॥ ২০

'অয়ি সুন্দরি ! তোমার জঘন (নিতম্ব) বিশাল ও  
পুষ্ট ; উরুবয় হস্তিশৃণ্ডের ন্যায় (সুপুষ্ট ও গোলাকৃতি) ।  
স্তনদ্বয় বৃন্তাকার চক্চকে তালফলের ন্যায় বড় এবং  
ঘনসন্নিবিষ্ট, কুচগ্র সম্যক্ উন্নত ও সুপুষ্ট এবং



কাশ্মির, উত্তম মণিময় অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ায় তা আরও  
মনোরম।

চাক্ষুণ্যে চাক্ষুণ্যে চাক্ষুণ্যে বিলাসিনি।

মনো হরসি মে রামে নদীকূলমিবাস্তা ॥ ২১

‘অয়ি শুচিশ্মিতে, সুদতি, সুনয়নে, বিলাসিনি,  
রমণীয়ে! নদী যেমন জলপ্রোতে কূলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়,  
তুমি সেইরকম আমার মনকে হরণ করেছ।

করাধমিতমধ্যাসি সুকেশে সংহতব্রনি।

নৈব দেবী ন গন্ধর্বা ন যক্ষী ন চ কিমরী ॥ ২২

‘অয়ি চিক্ষুণ্যকেশে, ঘনসন্নিবিষ্ট স্তনযুগলে! তোমার  
কটিদেশ হস্তমুষ্টিমধ্যগতযোগ্যা। তুমি না দেবী, না গন্ধর্বা,  
না যক্ষী, এমনকি কিমরীও নও।

নৈবংরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে।

রূপমত্য়ং চ লোকেষু সৌকুমার্যং বয়স্চ তে ॥ ২৩

ইহ বাসচ্চ কাঙ্ক্ষারে চিত্তমুদ্রাথরস্তি মে।

সা প্রতিক্রাম ভদ্রং তে ন ত্বং বস্ত্রমিহাংসি ॥ ২৪

‘পৃথিবীতে এইরকম অপরূপা নারী আমি পূর্বে  
দেখিনি। ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠ রূপ ও কমণীয়তা নিয়ে এই  
নবীন বয়সে তোমার এই অরণ্যে বাস আমার চিত্তকে  
উদ্বিগ্নিত (ব্যথিত) করেছে। এই স্থান তোমার বাসের  
যোগ্য নয়। তোমার কল্যাণ হোক। তুমি এখান থেকে  
চলে যাও।

রাক্ষসানাময়ং বাসো ঘোরাণাং কামরূপিণাম্।

প্রাসাদগ্রাণি রম্যাণি নগরোপবনানি চ ॥ ২৫

সম্পন্নানি সুগন্ধীনি যুক্তান্যাচরিত্বং জয়া।

‘এই স্থান স্বেচ্ছাক্রমধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের  
বাসভূমি; কিন্তু রমণীয় সুগন্ধি উপবন পরিবৃত্ত নগরস্থিত  
উত্তম প্রাসাদেই তোমার বাস করা উচিত।

বরং মাণ্যং বরং গন্ধং বরং বস্ত্রং চ শোভনে ॥ ২৬

ভর্তারং চ বরং মন্যে হৃদ্যুক্তমসিতেক্ষণে।

‘অয়ি কাজল নয়না সুন্দরি! শ্রেষ্ঠমালা, শ্রেষ্ঠ  
গন্ধদ্রব্য এবং শ্রেষ্ঠ বস্ত্র দিতে সমর্থজনকেই তোমার  
উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ স্বামী বলে মনে করি।

কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা শুচিশ্মিতে ॥ ২৭

বসুনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে।

‘অয়ি পবিত্রহাস্যময়ী সুন্দরি! তুমি কার? রুদ্রগণের  
বা মরুদগণের বা বসুগণের? তুমি তো আমার কাছে  
দেবতারূপে প্রতিভাত।

নেহ গচ্ছতি গন্ধর্বা ন দেবা ন চ কিমরী ॥ ২৮

রাক্ষসানাময়ং বাসঃ কথং তু বসিহাস্যময়ী

‘এখানে গন্ধর্বগণ, দেবগণ কিংবা কিমরী

(কেহই) যাতায়াত করে না। এইস্থান রাক্ষসদের বাসভূমি

কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?

ইহ শাখামৃগাঃ সিংহা ঘীণিবাশ্রমৃগা বৃক্ষাঃ ॥ ২৯

বৃক্ষান্তরক্ষবঃ কক্ষাঃ কথং তেভ্যো ন বিজ্ঞসে।

‘এখানে বানর, সিংহ, চিতাবাঘ, হরিণ, সেকড়,

বাঘ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র এবং হাড়গিলে প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তু

বাস করে; তাদের থেকে তোমার ভয় হয় না।

মদাঘিতানাং ঘোরাণাং কুঞ্জরাণাং ভরুণানাম্ ॥ ৩০

কথমেকা মহারণ্যো ন বিভেষি বরানমে।

‘অয়ি সুমুখি! এই বিশাল অরণ্যমধ্যে মদমরু ভয়ঙ্কর

ক্রতগামী হাতিরা সব বিচরণ করছে, তাদের সাথে

একাকিনী তোমার ভয় করে না!

কাসি কস্য কুতচ্চ ত্বং কিং নিমিত্তং চ দণ্ডকান্ ॥ ৩১

একা চরসি কল্যাণি ঘোরান্ রাক্ষসসেবিতান্।

‘অয়ি কল্যাণময়ী! তুমি কে? কার স্ত্রী? কোথেকেই বা এসেছে, আর কেনই বা রাক্ষস অধুষিত এই

ভয়ঙ্কর দণ্ডকাবণ্যে একাকিনী বিচরণ করছ?’

ইতি প্রশস্তা বৈদেহী রাবণেন মহাঙ্কন ॥ ৩২

বিজ্ঞাতিবেষণে হি তং দৃষ্টা রাবণমাগতম্।

সর্বৈরতিথিসংকারৈঃ পূজ্যমাস মৈথিলী ॥ ৩৩

সামুদ্র বেশধারী রাবণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতার

এইভাবে প্রশংসা করলে, সীতা ব্রাহ্মণবেশী সেই রাক্ষসকে

সর্বপ্রকারে অতিথিসংকার দ্বারা অর্চনা করলেন।

উপানীয়াসনং পূর্বং পাদোনাভিনিমন্ত্য চ।

অব্রবীৎ সিদ্ধমিত্যেব তদা তং সৌম্যদর্শনম্ ॥ ৩৪

সীতা তখন সেই সৌম্যদর্শন অতিথিকে প্রথমে পদ

দ্বারা আমন্ত্রিত করে তারপর উপবেশনের জন্য আসন নি

এসে বললেন, ‘সব ঠিক হয়েছে তো!’

বিজ্ঞাতিবেষণে সমীক্ষ্য মৈথিলী

সমাগতং পাত্রকুসুমধারিণম্।

অশক্যমুদযেইমুপায়দর্শনা-

রামস্ত্যয়দ্ ব্রাহ্মণবৎ তদাত্তম্ ॥ ৩৫

কমণ্ডলু ও গৈরিকধারী রাবণকে সমাগত দেবের

তার ব্রাহ্মণস্ব সন্দেহে নিশ্চিত হলেন। উপেক্ষা করা

বিধায় সেই ব্রাহ্মণকে (সীতা) নিমন্ত্রণ করলেন।

৪৭ বৃন্দী ব্রাহ্মণ কামমাসাতা-  
মিদং চ পাদাং প্রতিগৃহাতামিতি।

৪৮ চ নিম্নঃ বনজাতমুত্তমঃ  
ত্বদধর্মব্যগ্রমিহোপভুক্তাতাম্ ॥ ৩৬

সীতা বললেন—ব্রাহ্মণ ! আপনার নিমিত্ত এই  
কৃপাসনে যথেষ্ট উপবেশন করুন, এবং এই পাদা  
প্রতিগ্রহণ করুন ; আর উত্তমরূপে প্রস্তুতকৃত বনজাত  
কমলমূলদি স্বচ্ছন্দে ভোজন করুন।

নিমন্ত্রণাঃ প্রতিপূর্ণভাষিণীঃ  
নরেন্দ্রপত্নীঃ প্রসমীক্ষা মৈথিলীম্।

প্রমদ্য তস্যা হরণে দৃঢ়ঃ মনঃ  
সমর্পয়ামাস বধায় রাবণঃ ॥ ৩৭

সীতা কর্তৃক সমাদৃত বাক্যে নিমন্ত্রিত হয়ে রাবণ  
আত্ম হননের নিমিত্তই যেন রাজরানী মিথিলারাজতনয়া  
সীতাকে ভালোভাবে দেখে নিয়ে বলপূর্বক তাঁকে হরণ  
করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করল।

ততঃ সুবেশঃ মৃগয়াগতঃ পতিঃ  
প্রতীক্ষমাণা সহলক্ষণং তদা।

নিরীক্ষমাণা হরিতং দদর্শ ত  
বহদৃ বনং নৈব তু রামলক্ষণৌ ॥ ৩৮

সেই সময় মৃগয়ায় গত লক্ষণসহ সুন্দর বেশধারী  
পতি শ্রীরাবণের জন্য প্রতীক্ষারতা সীতা চতুর্দিকে উৎকণ্ঠিত  
হয়ে দেখতে থাকলে হরিদ্বর্ণ বিশাল অরণ্যই দেখতে  
পেলেন, কিন্তু রাম লক্ষণকে দেখতে পেলেন না।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

### সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৪৭)

রাবণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা সীতার নিজের ও শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় প্রদান এবং বনবাসের  
কারণ বর্ণন ; সীতাকে প্রধান মহিষী করার জন্য রাবণের প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন

রাবণেন তু বৈদেহী তদা পুষ্টা জিহীৰ্ব্বা।  
পরিব্রাজকরূপেণ

শশংসামানমাক্ষনা ॥ ১

তখন সীতাকে হরণ করতে ইচ্ছুক রাবণ সীতার  
পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সীতা নিজেই আত্মপরিচয় দিতে  
শুরু করলেন।

ব্রাহ্মণ্যভিধিষ্টৈষ অনুক্লেহি শপেত মাম্।  
ইতি ধাত্বা মুহূর্তং তু সীতা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

ইনি ব্রাহ্মণ এবং অতিথি ; ঐরূপে আত্মপরিচয় না  
কলে আমাকে অভিষাপ দেবেন, সীতা মুহূর্তকাল এই  
কথা চিন্তা করে আত্মপরিচয় বলতে শুরু করলেন—

পুহিত জনকস্যাহং মৈথিলস্যা মহাক্ষনঃ।  
সীতা নামাশ্মি ভদ্রং তে রামস্য মহিষী প্রিয়া ॥ ৩

‘হে ব্রাহ্মণ ! আপনার কল্যাণ হোক। আমি  
মৈথিল্যধিপতি মহাত্মা জনকের কন্যা এবং অযোধ্যানাথ  
শ্রীরাবণের প্রিয়া মহিষী ; নাম আমার সীতা।

উষিত্বা ষাদশ সমা ইক্ষ্বাকুণাং নিবেশনে।  
ভুক্তানা মানুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী ॥ ৪

তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যহমন্ত্রয়ত প্রভুঃ।  
অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমঞ্জিভিঃ ॥ ৫

‘ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের রাজত্ববনে বাবো বছর বাস করে  
মনুষ্যোচিত মনোবাঞ্ছিত ভোগ্যবিষয়সমূহ ভোগ করলাম ;  
অতঃপর ত্রয়োদশবর্ষে সামর্থ্যবান মহারাজ দশরথ  
রাজমন্ত্রীসহ সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত  
করার জন্য মন্ত্রণা করলেন।

তস্মিন্ সজ্জিগমাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে।  
কৈকেয়ী নাম ভর্তারং মমার্থা যাচতে বরম্ ॥ ৬

‘রাঘব শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যভিষেকের দ্রব্যসামগ্রী  
সংগ্রহকালে আমার স্বশ্রমাতা কৈকেয়ী স্বামীর নিকট বর  
প্রার্থনা করলেন।

পরিগৃহ্য তু কৈকেয়ী স্বতরং সুকৃন্তেন মে।



মম প্রজাজনঃ ভর্তৃভরতস্যাভিষেচনম্ ॥ ৭

বাব্যচ্যুত ভর্তারঃ সত্ৰাসক্তঃ নৃশোভনম্

‘কৈকেয়ী তাঁর স্বামীকে ওমা আমার সত্ৰপ্রতিষ্ঠা  
নৃশোভন শ্রুতবেব পুণ্যেব শ্রুত দিমে তাঁর কাছে আমার  
স্বামী শ্রীরামের নির্বাসন এবং ভবভেব নাভ্যাভিষেক, এই  
দুটি বস প্রার্থনা করলেন।

নাম ভোক্ষ্যে ন চ স্বক্ষ্যে ন পাস্যে ন কদাচন ॥ ৮  
এব মে জীবিতস্যাঙ্কো নামো যদভিষিচ্যতে।

‘কৈকেয়ী প্রতিজ্ঞা করলেন ‘বাম যদি রাজ্যে  
অভিষিক্ত হয়, তবে আমি আর থেকে কখনই ভোজন  
করব না, পান্য করব না, নিদ্রা যাব না ; আমি এই প্রাণ  
ত্যাগ করব (আত্মহত্যা করব)।

ইতি ক্রমাণাং কৈকেয়ীঃ শ্বশুরো মে স পার্শ্বিণঃ ॥ ৯  
অয়াচতাত্মৈরহর্ষৈর্ন চ যাক্ষাং চকার সা।

‘কৈকেয়ী এইরকম বললে, আমার শ্বশুরমশাই  
রাজ্য দশরথ তাঁকে বন এবং অলঙ্কারাদি বস্ত্রসকল দান  
করে তাঁর কাছে শ্রীরামের বনবাস নিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা  
করতে লাগলেন, কৈকেয়ী কিন্তু শ্রীরামের বনবাস ও  
ভরতের রাজ্যাভিষেক বাতীত অন্য কিছুই চাইলেন না।

মম ভর্তা মহাতেজা বয়স্য পঞ্চবিংশকঃ ॥ ১০  
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে।

‘বনবাস গমনকালে আমার মহাতেজস্বী পতির বয়স  
পঁচিশ বৎসর আর জন্মের সময় থেকে গণনা করলে আমার  
বয়স আঠারো।

রামেতি প্রথিতো লোকে সত্যবান্ শীলবান্ শুচিঃ ॥ ১১  
বিশালাঙ্কো মহাবাহুঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।

‘শ্রীরাম সত্যবাদী, সচ্চরিত্রবান এবং পবিত্রচেতা  
বলে জগতে বিদিত। তাঁর নেত্রদ্বয় বিশাল, দীর্ঘবাহু  
(মহাবীর) তিনি এবং সকল প্রাণীর কল্যাণসাধনে নিরত।  
কামার্তশ্চ মহারাজঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্ ॥ ১২  
কৈকেয়াঃ প্রিয়কামার্থঃ তং রামং নাভ্যাভেচয়ৎ।

‘পিতা মহারাজ দশরথ স্বয়ং কামার্ত, তাই কৈকেয়ীর  
প্রিয় কামনা পূরণের জন্য রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত  
করলেন না।

অভিষেকায় তু পিতৃঃ সমীপং রামমাগতম্ ॥ ১৩  
কৈকেয়ী মম ভর্তারমিত্র্যবাচ দ্রুতং বচঃ।

‘অভিষেকের জন্য আমার স্বামী শ্রীরাম পিতার নিকট  
উপস্থিত হলে, কৈকেয়ী বিলম্ব না করেই তাঁকে বললেন—

তব পিতা সমাজপুং মমেনং শূণ্য রাঘব ॥ ১৪  
ভনতায় প্রদাতবামিদং রাজ্যমকষ্টকম্।

কুয়া তু বলু নষ্টবাং নন বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ১৫  
বনে প্রব্রজ্য কাকুৎস্থ পিতরং মোচয়ানুতম্।

‘‘হে বশুনন্দন বাব ! তোমার পিতা যে নির্ধন  
দিবেচেন তা আমার কাছে শোনে, এই নিরুপস্থিত রাজ্য  
এবং তাকে দিতে হবে আব তোমাকে চৌদ্র বৎসর বনে জল  
করতে হবে। অতএব, হে কাকুৎস্থকুলনন্দন বাব ! তুমি  
বনে প্রস্থান করে—পিতাকে মিথ্যা থেকে মুক্ত করো।’’

তপেভাবাচ তাং রামঃ কৈকেয়ীমকুতোজম্ ॥ ১৬  
চকার তথচঃ প্রহ্লা ভর্তা মন দ্রুততঃ।

‘নির্ভীক এবং দৃঢ়সঙ্কল্প আমার পতি শ্রীরাম  
কৈকেয়ীর সেই কথা শুনে কৈকেয়ীকে বললেন, ‘‘তাই  
হবে’’ এবং তাই করলেনও।

দদাম প্রতীগ্রীয়াৎ সত্যং ক্রমাৎ চানুতম্ ॥ ১৭  
এতদ্ ব্রাহ্মণ রামস্য ব্রতং ধৃতমনুরমম্।

‘দিয়ে যাও, প্রতিদানে কিছু চাইবে না ; সত্য বলবে,  
মিথ্যা কখনই না’—হে ব্রাহ্মণ ! শ্রীরাম এই ব্রতভঙ্গ ব্রত  
গ্রহণ করলেন।

তস্য ভ্রাতা তু বৈমাত্রে লক্ষ্মণো নাম বীৰ্যবান্ ॥ ১৮  
রামস্য পুরুষবান্ সহায় সমরৈরহরিষ্য।

স ভ্রাতা লক্ষ্মণো নাম ব্রহ্মচারী দ্রুততঃ ॥ ১৯  
অম্বগচ্ছদ্ ধনুস্পাণিঃ প্রব্রজন্তঃ ময়া সহ।

‘সেই রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্রহ্মচারী, কষ্ট  
ব্রতপরায়ণ, পুরুষসিংহ লক্ষ্মণ বীর, যুদ্ধ সহায় ও  
শত্রুহস্তা। সেই তাই লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করে আমার সহ  
রামকে বনে অনুগমন করেছেন।

জটী তাপসরূপেণ ময়া সহ সহানুজঃ ॥ ২০  
প্রবিষ্টো দণ্ডকারণাং ধর্মনিভো দ্রুততঃ।

‘নিভা ধর্মপরায়ণ ও দ্রুতত জটীধারী রাম অনু  
ভ্রাতার সঙ্গে তপস্বীর বেশে আমাকে সঙ্গে নিয়ে  
দণ্ডকারণে প্রবেশ করলেন।

তে বয়ঃ প্রচাতা রাজ্যাৎ কৈকেয়াস্ত কৃতে ত্রয়ঃ ॥ ২১  
বিচরাম বিজশ্রেষ্ঠ বনং গম্ভীরমোজসা।

‘হে বিজশ্রেষ্ঠ ! আমরা এই তিনজন কৈকেয়ীর  
কারণেই রাজ্যচ্যুত হয়ে এই গভীর অরণ্যে সাহসের সঙ্গে  
বিচরণ করছি।

সমাশ্বস মুহূর্তং তু শক্যং বহুমিহ কুয়া ॥ ২২



আগমিষ্যতি মে ভর্তা বন্যাদায় পুষ্পলম্।

কনু গোধান বরাহাংষ্ট হৃদ্যহৃদয়ামিবঃ বহু॥ ২৩

‘কয়েক মুহূর্তকাল আশ্রয় হয়ে বিশ্রাম করন ;

আগনি এখানে থাকতে (চাইলে) পারবেন। আমার স্বামী

পুষ্পকোণের উপযোগী প্রভুত ফল মূল্যাদি নিয়ে আসবেন।

৪ ৫ নাম চ গোত্রং চ কুলমাচক্ষু তত্ত্বতঃ।

একট দণ্ডকারণো কিমর্থঃ চরসি যিঞ্জ॥ ২৪

‘হে ব্রাহ্মণ ! আপনি আপনার নাম, গোত্র এবং

বংশধরিত্ব যথাযথ বলুন তো ! কেনই বা আপনি একাকী

এই ন্তক বনে বিচরণ করছেন ?’

এবঃ ক্রবতাঃ সীতায়্যঃ রামপত্ন্যঃ মহাবলঃ।

প্রজ্বাঘোষরং তীব্রং রাবণো রাক্ষসধিপঃ॥ ২৫

রামপত্নী সীতা এইরকম বললে, রাক্ষসরাজ মহাবলী

বরণ তীব্রভাবে প্রত্যন্তর দিল—

কেন বিভ্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।

অহঃ স রাবণো নাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃ॥ ২৬

‘দেবতা, অসুর ও মানুষসহ ত্রিভুবন যার ভয়ে ভীত,

ভক্তি সীতে ! আমি সেই রাক্ষসধিপতি রাবণ।

হ্যঃ তু কাঞ্চনবর্ণাভাং দৃষ্ট্বা কৌশেয়বাসিনীম্।

রতিঃ স্বকেষু দারেষু নাথিগচ্ছামানিন্দিতঃ॥ ২৭

‘অগ্নি অনিন্দ্যসুন্দরি ! তোমার গাত্রবর্ণ সুবর্ণময়,

পরিধানে তোমার কৌশেয় বসন। তোমাকে দেখে আমার

নিজের পত্নীদের প্রতি আর প্রীতি অনুভব করতে পারছি না।

বহীনাশুভমত্বীণামাহতানামিতত্ত্বতঃ।

সর্বসামেব ভদ্রং তে মমাপ্রমহিষী ভব॥ ২৮

‘নানাদেশ থেকে অপহৃত অনেক উত্তম স্ত্রীদের

যথো তুমি-ই আমার প্রধানা মহিষী হও ; তোমার কল্যাণ

হোক।

লক্ষ্য নাম সমুদ্রস্য মধ্যে মম মহাপুরী।

সাগরেণ পরিক্ষিপ্তা নিবিষ্টা গিরিমূখনি॥ ২৯

‘সমুদ্রমধ্যে সাগর পরিবেষ্টিত পর্বত শিবরে লক্ষ্য

নামে আমার বিশাল পুরী অবস্থিত।

তত্র সীতে ময়া সার্থঃ বনেষু বিচরিস্যসি।

ন চাস্য বনবাসস্য অপ্হয়িস্যসি ভামিনি॥ ৩০

‘সীতে ! সেখানে তুমি আমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে

বেড়াবে ; অগ্নি সুন্দরি ! তখন আর তোমার এই বনে বাস

করার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না।

শক্য দাস্যঃ সহস্রাণি সর্বাভরণভূষিতাঃ।

সীতে পরিচরিস্যতি ভাৰ্য্যা ভবসি মে যদি॥ ৩১

‘অগ্নি সীতে ! তুমি যদি আমার স্ত্রী হও তবে

সর্বাবলম্বিতা পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্যা করবে।’

রাবণেনৈবমুক্তা তু কুপিতা জনকায়জা।

প্রত্নাবাচনবদ্যাকী তমনাদৃতা রাক্ষসম্॥ ৩২

রাবণ এইরকম বললে, অনন্যাসুন্দরতনু জনক-

নন্দিনী সীতা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই রাক্ষস রাবণকে অবজ্ঞা করে

প্রত্যন্তবে বললেন—

মহাগিরিমিতাক্ষোভামহঃ মহেজ্জসদৃশঃ পতিম্।

মহোদধিবিমাক্ষোভামহঃ রামমনুরতা॥ ৩৩

‘মহান পর্বতের মতো অকম্পনীয়, মহাসমুদ্রের

মতো প্রশান্ত এবং দেবরাজ ইন্দ্রতুলা (মহান আমার) পতি

শ্রীরামেরই আমি অনুগতা।

সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ ন্যাত্রোষপরিমণ্ডলম্।

সত্যসজ্জঃ মহাভাগমহঃ রামমনুরতা॥ ৩৪

‘সর্বপ্রকার শুভলক্ষণ সমন্বিত, সকলের আশ্রয় ও

ছায়াদানকারী বটবৃক্ষের মতো উদার এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ

মহাত্মা শ্রীরামেরই আমি অনুগতা (পত্নী)।

মহাবাহুঃ মহোরফঃ সিংহবিক্রান্তগামিনম্।

নৃসিংহঃ সিংহসংকাশমহঃ রামমনুরতা॥ ৩৫

‘দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষ, সিংহতুল্য (বীর) ও

সিংহের ন্যায় মর্যাদায় পদবিক্ষেপকারী নরশার্দূল

শ্রীরামচন্দ্রেরই একান্ত অনুগতা স্ত্রী আমি।

পূর্ণচন্দ্রাননঃ রামঃ রাজবৎসং জিতেন্দ্রিয়ম্।

পৃথুকীর্তিঃ মহাবাহুমহঃ রামমনুরতা॥ ৩৬

‘পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় যার মুখমণ্ডল, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী ও

মহাকীর্তিমান, সেই দীর্ঘবাহু বীর রমণীয় রাজপুত্র

শ্রীরামচন্দ্রেরই অনুগতা স্ত্রী আমি।

হুং পুনর্জন্মকঃ সিংহীঃ মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।

নাহং শক্য ত্বয়া স্পষ্টমাদিত্যস্য প্রভা যথা॥ ৩৭

‘তুমি শৃগাল সদৃশ হয়ে, দুর্লভা সিংহী (সদৃশী)

আমাকে পেতে চাও ! সূর্যের প্রভা সদৃশী আমাকে তুমি

স্পর্শ করতেই সমর্থ হবে না।

পাদপান্ কাঞ্চনান্ নুনং বহুন্ পশ্যসি মন্দভাক্।

রাঘবস্য প্রিয়াঃ ভাৰ্য্যাঃ যন্তুমিচ্ছসি রাক্ষস॥ ৩৮

‘বে হতভাগা রাক্ষস ! তুমি যে, রাঘব রামচন্দ্রের

প্রিয়া ভাৰ্য্যাকে পেতে ইচ্ছা করছ, মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই তুমি

অনেক স্বর্ণবৃক্ষ দেখেছ ! (সুরাসক্ত যেমন দৃষ্টিবিভ্রমহেতু

চোখে ধাঁধা দেবে অপার্থিব অসম্ভবকে সত্য বলে মনে করে, অরুপ রাবণ কামসুরা পান করে অপার্থিবকে সত্য বলে দেখে।)

কুণ্ডিতস্য চ সিংহস্য মৃগশত্রোত্তরখিনঃ।  
আশীবিষস্য বদনাদ্ দংষ্ট্রামাদ্যতুমিচ্ছসি॥ ৩৯  
মন্দরং পর্বতশ্রেষ্ঠং পাশিনা হতুমিচ্ছসি।  
কালকূটং বিষং শীত্ৰা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি॥ ৪০  
অক্ষি সূচ্যা প্রমুজসি জিহ্বা লেটি চ ক্ষুরম্।  
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি॥ ৪১

‘তুমি রঘুনাথ রামচন্দ্রের প্রিয়া ভার্যাকে লাভ করতে চাইছ, তাতে মনে হচ্ছে মূর্খ তুমি পশুদেব শত্রু ক্ষুধার্ত দ্রুতগামী সিংহের এবং সর্পের মুখ থেকে দন্ত উৎপাটন করতে চাইছ ; অথবা পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দারকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাইছ। কিন্তা কালকূট বিষ পান করে স্বস্তির সঙ্গে হেঁটে চলে যেতে চাইছ। মনে হচ্ছে তুমি সূচ দিয়ে চক্ষু মার্জন কিন্তা জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করতে ইচ্ছা করছ।

অবসজ্য শিলাং কণ্ঠে সমুদ্রং ততুমিচ্ছসি।  
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাশিভ্যাং হতুমিচ্ছসি॥ ৪২  
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্য্যং প্রধরষিতুমিচ্ছসি।

‘তুমি যে রামের প্রিয় পত্নীকে বলাৎকার করতে চাইছ, (মনে হচ্ছে) তুমি কণ্ঠে শিলা বেঁধে সমুদ্র উত্তরণ করতে, অথবা সূর্য ও চন্দ্র উভয়কেই দুই হাতে হরণ করতে চাইছ।

অগ্নিঃ প্রজ্জ্বলিতং দুষ্টা বস্ত্রোপাহতুমিচ্ছসি॥ ৪৩  
কল্যাণবৃত্তাং যো ভার্য্যং রামস্যাহতুমিচ্ছসি।

‘তুমি যে শ্রীরামের কল্যাণরূপিনী পত্নীকে অপহরণের কামনা করেছ, এতে মনে করি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে নিশ্চয়ই বস্ত্রাচ্ছাদিত করে নিয়ে যেতে চাইছ।

অয়োমুখানাং শূলানামগ্রে চরিতুমিচ্ছসি।  
রামস্য সদৃশীং ভার্য্যং যোহধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি॥ ৪৪

‘তুমি যে শ্রীরামের যোগ্য স্ত্রীকে অধিকার করতে চাইছ, মনে হচ্ছে তুমি সূচিমুখ লৌহশূলের অগ্রভাগে বিচরণ করতে অভিলাষী হয়েছ।

যদন্তরং সিংহসৃগালযোর্বনে  
যদন্তরং সান্দনিকাসমুদ্রয়োঃ।

সুরাপ্রমসৌবীরকয়োর্বদন্তরং

তদন্তরং দাশরথেষ্টবৈব চ॥ ৪৫

‘অরণ্যে সিংহ এবং শৃগালের মধ্যে যে পার্থক্য, ক্ষুদ্র নদী এবং সমুদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য, (দ্রাক্ষাজাত) শ্রেষ্ঠ সুরা এবং কুলফলজাত অন্নরসে যে পার্থক্য, দাশরথী শ্রীরামের এবং তোমার মধ্যে সেই পার্থক্য বর্তমান।

যদন্তরং কাঞ্চনসীসলোহয়ো-  
যদন্তরং চন্দনবারিগন্ধয়োঃ।

যদন্তরং হস্তিবিড়ালযোর্বনে  
তদন্তরং দাশরথেষ্টবৈব চ॥ ৪৬

‘সোনার সঙ্গে সীসা লোহার যে পার্থক্য, চন্দনবারির সঙ্গে পক্ষের যে পার্থক্য এবং হস্তী ও কলু বিড়ালের মধ্যে যে প্রভেদ, দাশরথীনয় শ্রীরামের সঙ্গে তোমার সেই পার্থক্য বর্তমান।

যদন্তরং বায়সবৈনতেয়য়ো-  
যদন্তরং মদুময়ূরয়োঃ।

যদন্তরং হংসকগূরুযোর্বনে  
তদন্তরং দাশরথেষ্টবৈব চ॥ ৪৭

‘বিনতানন্দন গরুড়ের সঙ্গে কাকের যে পার্থক্য, ময়ূর এবং পানকৌড়ির মধ্যে যে পার্থক্য এবং কলু হংসের সঙ্গে শকুনির যে প্রভেদ, দাশরথীনয় শ্রীরামচন্দ্রের থেকে তোমারও সেই প্রভেদ।

তস্মিন্ সহস্রাক্ষসমপ্রভাবে  
রামে হিতে কার্যক্বাপগাধৌ।

হুতাপি তেহহং ন জরাং গমিষ্যে

আজ্ঞাং যথা মক্ষিকয়াবসীর্ণম্॥ ৪৮

‘সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবান্বিত রাম ধনুর্বাণ হস্তে ধারণ করলে, তুমি আমাকে হরণ করে হজম (উপভোগ) করতে পারবে না ; যেমন, মক্ষিকা ঘৃত পান করে হজম করতে পারে না।’

ইতীব তদ্বাক্যমদুষ্টভাবা  
সুদুষ্টমুস্তা রজনীচরং তম্।

গাত্রপ্রকম্পাদ্ বাথিতা বহুব  
বাতোদ্ধতা সা কদলীব তরী॥ ৪৯

সম্ভাবসম্পন্না সুন্দরী সীতা দুষ্ট স্বভাব সেই নিশাচর রাবণকে এই সকল কথা বলে ব্যথিতচিত্তে বায়ু প্রকম্পিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপতে লাগলেন।

তাং বেশমানামুপলক্ষ্য সীতাং  
স রাবণো মৃত্যুসমপ্রভাব।

কুলং বলং নাম চ কর্ম চাক্ষনঃ



সমাচরণে ভয়কারপার্থম্ ॥ ৫০ ॥ সীতাকে ভয় দেবার জন্য নিজের নাম, বংশ পবিত্র, কীতাকে কাপতে দেবে মৃত্যুদশ প্রভাবসম্পন্ন রাবণ।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভগবতঃ বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে অবদ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বরিংশ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে বান্দয়ণের অবদ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বরিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

### অষ্টচত্বরিংশ সর্গ (৪৮)

রাবণ কর্তৃক নিজ পরাক্রম বর্ণন এবং তা শুনে ক্রুদ্ধ সীতা কর্তৃক তাকে ভয় প্রদর্শন

এবং ক্রবত্যাং সীতায়াং সংরক্তঃ পরস্যং ৪৮ঃ।  
ন্যটে ককুটিং কৃদ্বা রাবণঃ প্রত্যাচ হ ॥ ১

সীতা এইরকম বললে, ক্রুদ্ধ রাবণ একুটি কুটিল  
ন্যটে কটোর বাক্যে বলল—

ক্রম বৈশ্রবশস্যাহং সাপত্তো বরবর্ষিনি।  
হ্রমো মাম ভয়ং তে দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥ ২

‘অগ্নি সুন্দরি ! তোমার কল্যাণ হোক। আমি  
হ্রতাপশালী দশানন রাবণ নামে কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

জা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিশাচপতঙ্গোরগাঃ।  
ব্রহ্মসি সদা ভীতা মৃত্যোরিব সদা প্রজাঃ ॥ ৩

যেন বৈশ্রবশো ভ্রাতা বৈমাত্রেয়ঃ কারণান্তরে।  
লম্বাসন্ধিতঃ ক্রোধাদ্ রণে বিক্রম্য নির্জিতঃ ॥ ৪

‘মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষের মতো, যার ভয়ে ভীত  
দেবগণ, গন্ধর্বগণ, পিশাচগণ, পক্ষীগণ এবং সর্পগণ

সর্বদা পলায়ন করে, কোনও কারণবশত ক্রুদ্ধ হয়ে যে  
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে, আমি

সেই রাবণ।  
মহর্ষতঃ পরিত্যজ্য হমখিষ্ঠানমৃক্ষিমৎ।  
কৈলাসঃ পর্বতশ্রেষ্ঠমধ্যান্তে নরবাহনঃ ॥ ৫

‘কুবের আমার ভয়ে ভীত হয়ে সমৃদ্ধিশালী স্বীয়  
বাসস্থান পরিত্যাগ করে পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে বাস করতে

থাকে।  
কস্য তং পুষ্পকং নাম বিমানং কামগং শুভম্।  
বীর্বাণবর্জিতং ভদ্রে যেন যামি বিহায়সম্ ॥ ৬

‘অগ্নি কল্যাণময়ি ! তার সুন্দর মেঘাশ্রমী পুষ্পক  
নামক আকাশযানটি আমি স্বীয় শক্তিবলে কেড়ে নিয়েছি ;

যার সাহায্যেই আমি আকাশপথে গমনাগমন করি।

মম সজ্জাতরোষস্য মুখং দৃষ্টেব মৈথিলি।  
ব্রহ্মবন্তি পরিক্রান্তাঃ সুরাঃ শক্রপুরুগনাঃ ॥ ৭

‘অগ্নি মিথিলারাজনপ্দিনি ! আমার ক্রোধ উৎপন্ন  
হলে আমার মুখ দেখেই ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ভ্রস্ত হয়ে

পলায়ন করে।  
যত্র তিষ্ঠামাহং তত্র মারুতো বাতি শক্তিভঃ।  
ভীরাংশুঃ শিশিরাংশুশ্চ ভয়াৎ সম্পদ্যতে দিবি ॥ ৮

‘আমি যেখানে অবস্থান করি সেখানে বায়ু ধীরে  
প্রবাহিত হয় এবং সূর্য ও চন্দ্র (সমশীতলতা প্রাপ্ত হয়ে)

আকাশে একত্র অবস্থান করে।  
নিষ্কম্পপত্রান্তরবো নদ্যন্ত ত্রিমিতোদকাঃ।  
ভবন্তি যত্র তত্রাহং তিষ্ঠামি চ চরামি চ ॥ ৯

‘আমি যেখানে অবস্থান করি এবং যেখানে বিচরণ  
করি সেখানে সেখানে বৃক্ষগুলির পত্রসকল নিষ্কম্প

(কম্পনহীন) এবং নদীগুলির জলপ্রবাহ ত্রিমিত হয়ে যায়।  
মম পারে সমুদ্রস্য লঙ্কা নাম পুরী শুভা।  
সম্পূর্ণা রাক্ষসৈর্যোরৈর্যথৈর্যস্যামরাবতী ॥ ১০

‘সমুদ্রের পরপারে, ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ পরিবৃত্ত,  
ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য, লঙ্কা নামে আমার মনোরম পুরী

অবস্থিত।  
প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তা পাতুরেশ বিরাজিতা।  
হেমকক্ষা পুরী রম্যা বৈদূর্যময়তোরণা ॥ ১১

‘সেই রমণীয় লঙ্কাপুরী হেতপীত-বর্ণশোভিত  
প্রাচীরবোষ্টিত, তার তোরণগুলি বৈদূর্যমণিশোভিত এবং

কক্ষগুলি সুবর্ণমণ্ডিত।



হস্ত্যশ্বরথসম্বাধা তুর্নামদবিনাদিতা।  
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ সংকলোদ্যানভূগিতা। ১২  
‘সেই লক্ষ্যপূরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ;  
তুর্নামনি মুখবিত্ত এবং সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষিত ফলপুঞ্জে পূর্ণ  
উদ্যান দ্বারা সুশোভিত।

তত্র ত্বং বস হে সীতে রাজপুত্রি ময়া সহ।  
ন অরিষাসি মারীপাং মানুষীপাং মনস্বিনী। ১৩  
‘অগ্নি রাজপুত্রি, মানিনি সীতে ! সেখানে তুমি  
আমার সঙ্গে বাস কবলে মানুষী নারীদের কথা তোমার  
মনেই আসবে না।

ভূজানা মানুষান্ ভোগান্ দিব্যাংশ্চ বরবর্ষিনি।  
ন অরিষাসি রামস্য মানুষস্য গত্যায়নঃ। ১৪  
‘অগ্নি সুন্দরি ! মানুষ্য সম্ভবীয় এবং দেব সম্ভবীয়  
ভোগা বিষয় ভোগ করে, আর ক্ষীণজীবী মানুষ রামের কথা  
মনেই করবে না।

হাপয়িত্বা প্রিয়ং পুত্রং রাজো দশরথো নৃপঃ  
মন্দবীর্যজ্ঞতো জ্যেষ্ঠঃ সূতঃ প্রহাপিতো বনম্। ১৫  
ভেন কিং ক্ষত্রাজ্ঞান রামেণ গতচেতসা।  
করিষ্যসি বিশালাক্ষি ভাপসেন তপস্বিনী। ১৬

‘অগ্নি আয়তনোচনে ! রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র  
ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবে, শীনবীর্য জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে  
বনে পাঠিয়েছেন। সেই রাজ্যভ্রষ্ট, বুদ্ধিহীন এবং  
তপস্যারত রামকে নিয়ে কী করবে ?

রক্ষ রাক্ষসভর্তারং কাময় স্বয়মাগতম্।  
ন মন্যথশরবিষ্টং প্রত্যাখ্যাতুং ত্বমহঁসি। ১৭  
‘কামবাগাহত রাক্ষসধিপতি তোমার দ্বারে নিজেই  
এসেছে ; তাকে রক্ষা করো, কামনা করো, প্রত্যাখ্যান  
কোরো না।

প্রত্যাখ্যায় হি মাং ভীকৃ পশ্চাত্তাপং গমিষ্যসি।  
চরণেনাভিহতোব পুরুষবসমুর্বশী। ১৮  
‘পুরুষবাকে পদাঘাত করে উর্বশী যেমন, তদ্রূপ,  
অগ্নি ভীকৃ ! আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে পরে তোমাকে  
অনুতাপ করতে হবে।

অজুলা ম সমো রামো মম যুদ্ধে ন মানুসঃ  
ভূন ভাগোন সম্প্রাপ্তঃ তজ্জ্ব বরবর্ষিনি। ১৯  
‘ভোগো সুন্দরি ! মানুষ রাম যুদ্ধে আমার আত্মার  
সামান্য নয়। গতএব তোমার সৌভাগ্যবশত আমার  
‘আমাকে পতিরূপে ভজনা করো।’

এবমুক্তা ত্ব নৈদেহী কৃষ্ণা সংকলোদো  
অত্রসীং পরম্যং বাক্যং রতিতে রাক্ষসধিপম্। ২০  
রামণ বিজনে ঐষ্টরক্ষম বললে, কোণে আরও  
বিদেহরাজনন্দিনী সীতা রাক্ষসরাজকে কঠোর ভাষায়  
বললেন—

কথং নৈপ্রবণং দেবং সর্বদেবনমমৃতম্।  
ভ্রাতরং ব্যপদিশ্য ত্বমমৃতং কর্হমিহসি। ২১  
‘দেবতাদের সকলের প্রণমা কুবেদেবকে নিয়ে  
ভাই বলে পরিচয় দিয়ে কী করে তুমি অমৃত (অনাম্য) কাম  
করতে চাইছ ?

অবশ্যং বিনশিষ্যসি সর্বে রাবণ রাক্ষসঃ।  
যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ। ২২  
‘ওরে রাবণ ! দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়পরবশ ও তুমি  
তুমি যাদের রাজা, সেই রাক্ষসেরা সকলেই অকস্মাৎ  
বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

অপহৃত্য শচীং ভার্গাং শকামিন্দ্রস্য জীবিতুম্।  
নহি রামস্য ভার্গাং মামানীয় স্বস্তিমান্ ভবেৎ। ২৩  
‘দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবীকে অপহরণ কর  
জীবিত থাকা সম্ভব হলেও, কেউই কিন্তু রামভার্গা আনতে  
হরণ করে নিয়ে জীবিত থাকতে পাবে না।

জীবেচ্চিরং বজ্রধরস্য পশ্চা-  
চ্ছবীং প্রধ্ব্যাপ্তিরূপরূপাম্।  
ন মাদৃশীং রাক্ষস স্বয়য়িত্বা

নীতামৃতস্যাপি তবাস্তি মোক্ষঃ। ২৪  
‘বজ্রধর দেবরাজ ইন্দ্রের অনুপম রূপবতী পত্নী  
শচীদেবীর শ্রীলতাহানি করে কেউ হয়তো দীর্ঘজীবী হতে  
পারে ; কিন্তু, ওরে রাক্ষস ! আমার মতো শ্রীরামের রূপ  
শ্রীল নষ্ট করে অমৃত পান করেও তুমি রক্ষা পাবে না।’

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অষ্টচত্বরিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অষ্টচত্বরিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

## একোনপঞ্চাশ সর্গ (৪৯)

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সীতার বিলাপ এবং জটায়ুর দর্শনলাভ

রাজারা বচনঃ প্রজ্ঞা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।

হতে হস্তঃ সমাহতা চকর সমুদ্র বপুঃ। ১

সীতার কথা শুনে প্রতাপশালী দশানন হাতে হাত

ধরন করে বিশাল দেহ ধারণ করল।

স মৈথিলীঃ পুনর্বাচ্য বডাষে বাক্যকোবিদঃ।

নৈমিত্ত্য প্রস্তুতী মনো মম বীর্যপরাক্রমো॥ ২

বাক্যবিশারদ রাবণ মৈথিলীরাজনন্দিনীকে আবার

বলল—‘পাগল! মনে হয় তুমি আমার বীর্য ও পরাক্রমের

কথা শোননি।

অহেয়ঃ ভুজাভ্যাং তু মেদিনীময়রে হ্রিতঃ

জপিবেয়ঃ সমুদ্রঃ চ মৃত্যুং হন্যাং রণে হ্রিতঃ॥ ৩

‘আমি আকাশে (শূন্যে) দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে তুলে

হতে পারি, সমুদ্রকে পান (শোষণ) করতে পারি এবং

চুড়াক্ষে দাঁড়িয়ে মৃত্যুরাজ যমকে হত্যা করতে পারি।

অকং তুলাং শরৈঃস্রীকৈবিন্দ্যং হি মহীতলম্

কামরূপেণ উন্নত্রে পশ্য মাং কামরূপিণম্॥ ৪

‘রামের প্রতি কামনা ও রূপে মুগ্ধ অয়ি উন্নত্রে!

স্বেচ্ছারূপধারী আমাকে দেখো। আমি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা

সূর্যকে নিস্পীড়িত এবং ভূতলকে বিদীর্ণ করতে পারি।’

এবমুক্তবস্ত্রস্য রাবণস্য শিখিপ্রভে।

ক্লৃপস্য হরিপর্যন্তে রক্তে নেত্রে বভূবতুঃ॥ ৫

ক্লৃপ রাবণ এইরূপ বলতে বলতে তার কৃষ্ণবর্ণ

প্রান্তভাগ বিশিষ্ট দক্ষুদ্রয় অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

সদাঃ সৌম্যং পরিত্যজ্য তীক্ষ্ণরূপং স রাবণঃ।

সং রূপং কালরূপাভং ভেজে বৈশ্রবণানুজঃ॥ ৬

কুবেরানুজ রাবণ তৎক্ষণাৎ সৌম্য সন্ন্যাসীর রূপ

তাগ করে মৃত্যুরাজ যমসদৃশ নিজের আসল উগ্ররূপ ধারণ

করল।

সংরজনয়নঃ শ্রীমাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ।

ক্লোথেন মহতাবিষ্টো নীলজীমূতসমিভঃ॥ ৭

তপ্ত সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত, মহাক্রোধাখিত রক্তচক্ষু

শ্রীমান রাবণকে বহুগর্ভ কৃষ্ণমেঘের মতো দেখাচ্ছিল।

দশাস্যো বিংশতিভূজো বভূব ক্ষণদাচরঃ।

স পরিব্রাজকচ্ছন্ন মহাকাযো বিহায় তৎ॥ ৮

সেই নিশাচর মুহূর্তের মধ্যেই পরিব্রাজকের

ছদ্মবেশ ত্যাগ করে, দশানন বিংশতিবাহু বিশাল দেহ

ধারণ করল।

প্রতিপেদে দ্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাবিণঃ।

রাক্ষসরাজ রাবণ নিজের স্বাভাবিক রূপ ধারণ করল

এবং রক্তবস্ত্র পরিধান করে মৈথিলী রাজনন্দিনী স্ত্রীর

সীতার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

স রামসিতকেশান্তাং ভাস্করস্য প্রভামিব।

বসনাভরণোপেতাং মৈথিলীং রাবণোহব্রবীৎ॥ ১০

বস্ত্রালঙ্কার পরিহিতা, কৃষ্ণকেশরাশিসমম্বিতা,

সূর্যপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা মৈথিলী রাজনন্দিনী সীতাকে

রাবণ বলল—

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যদি ভর্তারমিচ্ছসি।

মামাশ্রয় বরারোহে তবাহং সদৃশঃ পতিঃ॥ ১১

‘অয়ি সুন্দরি! যদি তুমি ত্রিলোকের মধ্যে বিখ্যাত

পতি কামনা করো, তবে আমাকে আশ্রয় করো; আমি ই

তোমার যোগ্য পতি।

মাং ভজস্ব চিরায় জ্বমহং শ্লাঘাঃ পতিস্তব।

নৈব চাহং কচিৎ ভদ্রে করিষ্যে তব বিপ্রিয়ম্॥ ১২

‘অয়ি ভদ্রে! তুমি আমাকে চিরকালের জন্য পতিত্বে

বরণ করো; আমিই তোমার প্রশংসনীয় পতি। আমি

কখনই তোমার অপ্রিয় কিছু করব না।

তজ্যাতাং মানুষো ভাবো ময়ি ভাবঃ প্রণীয়তাম্।

রাজ্যাচ্ছ্যতমসিদ্ধার্থং রামং পরিমিতায়ুষ্মৎ॥ ১৩

কৈওগৈরনুরক্তাসি মৃঢ়ে পণ্ডিতমানিনি।

যঃ শ্রিয়ো বচনাদ্ রাজ্যং বিহায় সসুহজ্জনম্॥ ১৪

অস্মিন্ বালানুচরিতে বনে বসতি দূর্মতিঃ।

মানবের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে তুমি আমার ন্যায়

রক্ষঃপতির অনুরক্ত হও। মূর্খে! পাণ্ডিত্যাতিমানিনি! যে

অবোধ ব্যক্তি স্ত্রীলোকের কথায় বহুজন-পরিবৃত রাজ্য

ত্যাগ করে হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্যে বাস করছে, রাজ্য

থেকে বিতাড়িত হওয়ায় যার মনোবাহু অপূর্ণ থেকে

গেছে, যার আয়ুষ্কাল সীমিত, কোন্ গুণের জন্য তুমি সেই



রামের অনুবৃত্তা ৩\*

ইত্যন্ত মৈথিলীঃ বাক্যঃ প্রিয়ার্থঃ প্রিয়বাদিনীম্ ॥ ১৫

অভিগম্য সুদৃষ্টায়া রাক্ষসঃ কামমোহিতঃ।

অগ্রাহ্য রাবণঃ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব ॥ ১৬

আকাশে বুধ যেমন রোহিণীকে, সেইবকমভাবে, কামমুগ্ধ অত্যন্ত দুর্লবুজি রাক্ষস রাবণ অগ্রসর হয়ে প্রিয় বচনযোগ্য ও মধুবলবিশী মিবিলারাজতনয়া সীতাকে জড়িয়ে ধরল ৩।

রামেন সীতাং পদ্মাকীঃ মূৰ্খজেষু কণেশ সঃ।

উর্বোন্ত দক্ষিণেনৈব পরিজ্ঞাহ্য পাপিনী ॥ ১৭

রাবণ বামহস্ত দ্বারা কেশবাশি এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা উরুদ্বয় ধারণ করে কামলনয়না সীতাকে তুলে নিল।

তং দৃষ্টা গিরিশূভাঃ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ মহাভুজম্।

প্রাক্ৰবন্ মৃত্যুসংকাশং ভয়ান্তা বনদেবতাঃ ॥ ১৮

পর্বতচূড়ার মতো বিশালদেহী, তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত, দীর্ঘ ও পুষ্ট বাহুবিশিষ্ট মৃত্যুরাজ যমসদৃশ রাবণকে দেখে ভয়ভীত বনদেবতারা পলায়ন করলেন।

স চ মায়াময়ো দিব্যঃ ধরযুক্তঃ ধরস্বনঃ।

প্রতাদুশ্যত হেমালো রাবণস্য মহারথঃ ॥ ১৯

ইত্যবসরে রাবণের সেই মায়াময় স্বর্ণনির্মিত অঙ্গযুক্ত কর্ণশব্দর গর্দভবাহন দিবা মহারথ দৃষ্ট হল।

ততস্তাঃ পরমৈর্বা কৈরতিতর্জ্য মহাস্বনঃ।

অকেনাদায় বৈদেহীঃ রথমারোপয়ৎ তদা ॥ ২০

অতঃপর রক্ষস্বরে গর্জনকারী রাবণ বিদেহ রাজতনয়া সীতাকে তখন কঠোর বাক্যে তর্জন করে কোলে তুলে নিয়ে রথে বসিয়ে দিল।

সা গৃহীতাতীচক্রোশ রাবণেন যশস্বিনী।

রামেতি সীতা দুঃখার্থা রামং দূরং গতং বনে ॥ ২১

রাবণ কর্তৃক বলপূর্বক ধৃত যশস্বিনী সীতা দুঃখার্থা হয়ে, দূর বনে গত শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে 'হা রাম' বলে (উচ্চৈঃস্বরে) চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

তামকামাঃ স কামার্থঃ পন্নগেন্দ্রবধুমিব।

বিচেষ্টমানামাদায়

উৎপলাতাপ

রামঃ ২২

তখন কামার্থ রাবণ, সর্পরাজবধূর নাম মুক্খিলাতো জনা আপ্রাণ চেষ্টমানা কামরহিতা সীতাকে নিয়ে আকাশপথে উঠে গেল।

ততঃ সা রাক্ষসেন্দ্রেণ দ্বিগমাণা নিষায়ণ।

ভৃশং চক্রোশ মন্ত্ৰেন জাতিচিন্তা যথাক্রম ॥ ২৩

রাক্ষসবাজ সীতাদেবীকে আকাশপথে বলপূর্বক নিয়ে যেতে থাকলে, সীতাদেবী শোকে পাগলপারা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো চীৎকার করে বিলাপ করতে লাগলেন—

হা লঙ্কণ মহাবাহো গুরুচিন্তপ্রসাদক।

দ্বিগমাণাং ন জানীয়ে রক্ষসা কামরূপিনী ॥ ২৪

'গুরুজনের চিন্তে প্রসন্নতাবিধাতা, হায় নহীল লঙ্কণ! তুমি জানতেও পারলে না তোমার আর্থা সীতাকে স্বেচ্ছাক্রপধারী রাক্ষস হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

জীবিতং সুখমর্থং চ ধর্মহেতোঃ পরিত্যজন্।

দ্বিগমাণামধর্মেন মাং রাঘব ন পশ্যসি ॥ ২৫

'হে রঘুনন্দন! ধর্মরক্ষার জন্য তুমি নিজের জীবনের মোহ, সুখ ও সম্পদ সব ত্যাগ করেছ, অর্থাৎ অধর্মানুসারে আমি নিজে অপহৃত হচ্ছি, তুমি কেন পাচ্ছ না!

ননু নামাবিনীতানাং বিনেতাসি পরম্পর।

কথমেবংবিধং পাপং ন ত্বং শাসি হি রাবণম্ ॥ ২৬

'হে শত্রুতাপন আর্ষপুত্র! আপনি দুর্বিনীজের শাসনকর্তা হয়েও এইরকম পাপী রাবণকে শাসন করছেন না কেন?

ন তু সদোহবিনীতাস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।

কালোহপ্যঙ্গীভবত্যত্র সস্যানামিব পক্তয়ে ॥ ২৭

'অশিষ্ট কর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না; এই বিষয়ে (উদাহরণ) যেমন, শস্যের পরিপক্বতার জন্য কাল (সময়) তার সঙ্গী হয় (সময়াপেক্ষার প্রয়োজন হয়)।

ত্বং কর্ম কৃত্বানন্তং কালোপহতচেতনঃ।

(১) বুধ হল চন্দ্র এবং রোহিণীর পুত্র। কামভাবে বুধ কখনই জননী রোহিণীকে জড়িয়ে ধরতে পারেন না, ধরলে বুধের ধ্বংস অনিবার্য হয়। রাবণ মাতৃবৎ আদরশীয়া সীতাকে কামভাবে জড়িয়ে ধরায় তার ধ্বংস অনিবার্য ছিল। বুধ যা করেননি, রাবণ তাই করায় উভয়ের তুলনায় অতুল্যোপমা অলঙ্কার হয়েছে। যা হয়নি (নতুত অভূত) তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনায় উপমা; তাই অতুল্যোপমালঙ্কার।



ক্রিবিভাজকরং ঘোরং রামাদ্ বাসনমাপুহি ॥ ২৮

‘রে দুরাত্মন ! মহাকাশের ইচ্ছিতে তোমার চেতনা  
দূরিত হওয়ায়, তুমি এই দুষ্কর্ম করছ ; কিন্তু শ্রীরামের হাতে  
তোমার মৃত্যুরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ সমাসন্ন।

হস্তেনানীং সকামা তু কৈকেয়ী বাজবৈঃ সহ  
ত্রিরেয়ং ধর্মকামস্য ধর্মপত্নী যশস্বিনী ॥ ২৯

‘হায় ! সবাক্ষবা কৈকেয়ীর মনস্কামনা এখন পূর্ণ  
হল ; কিন্তু আমি, ধার্মিক যশস্বী শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী,  
রাক্ষস রাবণ কর্তৃক অপহৃত হচ্ছি।

স্বামন্ত্রয়ে জনহানে কর্ণিকারাম্শ্চ পুষ্পিতান্।

কিপ্রং রামায় শংসম্বং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥ ৩০

‘জনহানের পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষদের কাছে আমি  
আবেদন জানাচ্ছি - তোমরা শীঘ্র শ্রীরামচন্দ্রকে জানাও,  
রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

হংসসারসংঘুষ্ঠাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।

কিপ্রং রামায় শংস স্বং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥ ৩১

‘হংস ও সারসের কলধ্বনিতে মুখরিত গোদাবরী  
নদীকে বন্দনা করি এবং প্রার্থনা করছি, মাতঃ গোদাবরী !  
তুমি শীঘ্র শ্রীরামচন্দ্রকে জানাও - ‘রাবণ সীতাকে হরণ করে  
নিয়ে যাচ্ছে।’

সৈবতানি চ যান্যশ্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।

নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্তৃঃ শংসত মাং হতাম্ ॥ ৩২

‘এই অরণ্যে বিভিন্ন বৃক্ষে যে সকল বনদেবতা  
আছেন, আমি তাঁদের সকলকে নমস্কার জানাই ! হে  
বনদেবতাগণ ! আপনারা অপহৃত আমার কথা আমার  
স্বামীকে জানিয়ে দিন।

যানি কানিচিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ।

সর্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ ॥ ৩৩

দ্বিযমাণাং প্রিয়াং ভর্তৃঃ প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সীম্।

বিবশা তে হতা সীতা রাবণেনেতি শংসত ॥ ৩৪

‘এই অরণ্যে পশু-পক্ষী আদি যে সকল বিবিধ প্রাণী  
আছে, আমি তোমাদের সকলের শরণাগত হলাম ;

তোমরা সকলে দেখ স্বামীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা স্ত্রী  
অ প হ ত

হচ্ছে ; শ্রীরামকে বলো, অসহায়া তোমার সীতা রাবণ  
কর্তৃক অপহৃত হইছে।

বিদিত্বা তু মহাবাহুরমুদ্রাপি মহাবলঃ।

আনেন্যতি পরাক্রম্য বৈবস্বতহতামপি ॥ ৩৫

‘সেই মহাবীর শ্রীরামচন্দ্র আমাকে মৃত্যুরাজ যম  
কর্তৃক অপহৃত হয়ে পরলোকে অবস্থিতা জেনেও স্বীয়  
পরাক্রম বলে আমাকে সেই পরলোক থেকে উদ্ধার করে  
নিয়ে আসবেন।’

স তদা করুণা বাচো বিলপতী সুদুঃখিতা।

বনম্পত্তিগতং গৃধ্রং দদর্শায়তলোচনা ॥ ৩৬

‘ইত্যবসরে অতিকাতরা ভাগর-নয়না (সীতা)  
করুণস্বরে বিলাপ করতে করতে বিশাল বৃক্ষোপরি গৃধ্ররাজ  
(জটায়ুকে) দেখতে পেলেন।

স তমুদীক্ষ্য সুশ্রোণী রাবণস্য বশংগতা।

সমাক্রন্দন্ ভয়পরা দুঃখোপহতয়া গিরা ॥ ৩৭

রাবণ কবলিতা ভয়ভীতা সুন্দরী সীতা সেই গৃধ্ররাজ  
জটায়ুকে দেখে শোককাতর স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন -  
জটায়ো পশ্য মামায্য দ্বিযমাণামনাথবৎ।

অনেন রাক্ষসেন্দ্রেণাকরুণং পাপকর্মণা ॥ ৩৮

‘পূজনীয় জটায়ো ! দেখুন, এই পাপাচারী রাক্ষসরাজ  
অনাথার ন্যায় আমাকে করুণভাবে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।  
নৈষ বারয়িতুং শক্যস্তয়া তুরো নিশাচরঃ।

সঙ্কবাজিতকাশী চ সাযুধশ্চৈব দুর্মতিঃ ॥ ৩৯

‘এই সশস্ত্র দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হিংস্র রাক্ষস বলবান  
এবং সর্বত্রজয়ী ; আপনি একে নিবারণ করতে অক্ষম !

রামায় তু যথাতত্ত্বং জটায়ো হরণং মম।

লক্ষ্মণায় চ তৎ সর্বমাখ্যাতবামশেষতঃ ॥ ৪০

‘মাননীয় জটায়ো ! শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের কাছে  
আমার এই অপহরণবৃত্তান্ত যথাযথ নিঃশেষে সব  
জানাবেন।’

ইত্যর্ধে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

## পঞ্চাশ সর্গ (৫০)

সীতাহরণরূপ দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্তির জন্য রাবণের প্রতি জটায়ুর সাবধাননাগী, তা না হলে যুদ্ধের জন্য আদ্যম

তঃ শকমবসুপ্ত জটায়ুরথঃ শুপ্রভবে  
নিরৈকদ্ রাবণঃ ক্ষিপ্ৰঃ বৈদেহীঃ চ দমর্শ সঃ ১  
নিজোখিত জটায়ু তখন সেই শব্দ শুনতে পেলেন,  
তৎক্ষণাৎ তিনি রাবণকে এবং বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে  
দেখতে পেলেন।

ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভঙ্গীকৃতঃ স্বগোত্তমঃ।  
বনস্পতিগতঃ শ্রীমান্ ব্যাজহার শুভাঃ গিরম্ ২  
তখন বৃক্ষান্তরালে উপবিষ্ট, পর্বতশৃঙ্গ সদৃশ বিরাট  
এবং তীক্ষ্ণ চক্ষুঃবিশিষ্ট পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু রাবণকে লক্ষ্য করে  
মঙ্গলময় বাক্যে বললেন—

দশগ্রীব হিতো ধর্মে পুরাণে সত্যসংশ্রয়ঃ।  
ভ্রাতৃত্বং নিক্তিতঃ কর্ম কর্তুং নার্সি সাম্প্রতম্ ৩  
জটায়ুর্নাম নাম্নাহং গুহ্যরাজো মহাবলঃ

‘হে দশানন ! প্রাচীন সনাতন ধর্মে অবজ্ঞিত সত্যপ্রণী  
আমি হল্যম মহাবলবান পক্ষিরাজ জটায়ু। তাই ! তুমি  
সম্প্রতি কোনও গর্হিত কর্ম করতে পার না।

রাজা সর্বস্য লোকস্য মহেন্দ্রবরুণোপমঃ ৪  
লোকানাং চ হিতে যুক্তো রামো দশরথাস্বজঃ।  
তসৈব লোকনাথস্য ধর্মপত্নী যশস্বিনী ৫  
সীতা নাম বরারোহা যাং ত্বং হর্তুমিচ্ছেসি

‘দেবরাজ মহেন্দ্রের ও বরুণদেবের তুল্য  
দশরথতনয় শ্রীরাম লোকসমূহের ত্রিভুবনের অধিবাসীদের  
কল্যাণে নিরত, তাই এই লোকসমূহের রাজা ; আর যাকে  
তুমি হরণ করতে উদ্যত, সীতা নামী এই সুন্দরী সেই  
জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্রের মহীয়সী ধর্মপত্নী।

কথং রাজা হিতো ধর্মে পরদারান্ পরামুশেৎ ৬  
রক্ষণীয়া বিশেষণ রাজদারা মহাবল।  
নিবর্তয় গতিং নীচাং পরদারাভিমর্শনাৎ ৭

‘স্বধর্মে নিরত রাজা পরপত্নীকে স্পর্শ করে কীকপে ?  
হে মহাবীর ! রাজপত্নী বিশেষভাবে রক্ষণীয়া। হে রাবণ !  
পরপত্নী স্পর্শ হেতু নীচ গতিকৈ নিবৃত্ত করো।

ন তৎ সমাচরেদ্ ধীরো যৎ পরোহস্য বিগর্হয়েৎ।  
যথাহুশ্বনস্তথানোম্যঃ দারা রক্ষা বিমর্শনাৎ ৮

‘অপরে যে কার্যের নিন্দা করেন, ধীর ব্যক্তি সেরূপ  
আচরণ কখনই করেন না। পুনরায় নিজের পত্নীকে যেমন  
তদ্রূপ অন্যের পত্নীকেও, পরপুরুষের স্পর্শ বা  
পরপুরুষের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা উচিত।

অর্থঃ বা যদি বা কামঃ শিষ্টাঃ শাস্ত্রেহনাগতঃ।  
ন্যবসাত্তানুরাজানঃ ধর্মঃ গৌলবানন্দনঃ ৯  
‘হে পুলস্তিকুলনন্দন রাবণ ! শাস্ত্রে অনুমোদিত ধর্ম,  
অর্থ বা কাম বিষয়ে ধীর ব্যক্তিগণ রাজাকেই অনুসরণ করে  
থাকেন।

রাজা ধর্মচ কামচ দ্রব্যাণাং চোত্তমো নিধিঃ।  
ধর্মঃ শুভঃ বা পাপং বা রাজমূলং প্রবর্ততঃ ১০  
‘পার্থিব বিষয়সমূহের উত্তম আধার হল রাজা, ধর্ম  
এবং কাম ; শুভ বা অশুভ ধর্ম প্রবর্তনের মূল হল রাজা।  
পাপস্বভাবচপলঃ কথং ত্বং রক্ষসঃ বর।

ঐশ্বর্যমভিসম্প্রাপ্তো বিমানমিব দুষ্কীঃ ১১  
‘রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! দুষ্কর্মকারী পাপস্বভাব চঞ্চল তুমি,  
দেববিমান রূপ ঐশ্বর্য কীরাপে প্রাপ্ত হলে ?

কামস্বভাবো যঃসোহসৌ ন শক্যন্তঃ প্রমার্জিতুম্।  
নহি দুষ্টাশ্চানামার্যমাবসতালয়ে চিরম্ ১২

‘কামস্বভাবের ব্যক্তি কামকে মার্জিত করতে পারে  
না ; দুষ্টাচার গৃহে আর্যভাব (ধর্মভাব) দীর্ঘকাল অবস্থান  
করে না।

বিষয়ো বা পুরে বা তে যদা রামো মহাবলঃ।  
নাপরাধ্যতি ধর্মাত্মা কথং সত্যাপরাধসি ১৩

‘মহাবলী ধর্মাত্মা রাম তোমার রাজ্যে যখন কোনও  
অপরাধ করেননি, তুমি কেন তার প্রতি অপরাধ করছ ?

যদি শূর্ণগথাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ।  
অতিবৃত্তো হতঃ পূর্বং রামেশাক্ষিকর্মণা ১৪

অত্র ব্রহ্মি যথাতত্ত্বং কো রামস্য বাতিক্রমঃ।  
যস্য ত্বং লোকনাথস্য হত্বা ভায়াং গমিষ্যসি ১৫

‘যদিও জনস্থানে এসে শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘনকারী  
অত্যাচারী খর শূর্ণগথার প্রতি শাস্তির প্রতিশোধ লওয়ার  
জন্য অক্লান্তকর্ম শ্রীরামের হাতে নিহত হয়েছে, এক্ষেত্রে

যথার্থত বলো তো, রামচন্দ্রের কী অপরাধ, যার জন্য তুমি  
নরনাথ রামচন্দ্র এবং স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছ ?

ক্ষিপ্ৰং বিসৃজ বৈদেহীং মা ত্বা ঘোরেষ চক্ষুষা।  
দহেদ্ দহনভূতেন বৃক্ষমিজ্ঞাননির্ধ্বজা ১৬

‘বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে শীঘ্র মুক্তি দাও, যাতে  
শ্রীরামচন্দ্র তাঁর দাহনোপযোগী তরুণের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে  
দক্ষ না করে দেন, যেমন ইন্দ্রের অশনি বৃক্ষাসুরকে  
করেছিল।



নশাশীবিষঃ স্বপ্না বজ্রাচ্চ নাববুধাসে।

শ্রীমদ্রাঃ প্রতিমুক্তং চ কাশপাশং ন পশ্যসি॥ ১৭

‘তুমি বস্ত্রের প্রান্তভাগে বিষধর সর্প বেঁধে নিয়েও  
এর তরঙ্গবহু বুকেতে পারছ না ; গলদেশে নিষ্কিপ্ত  
দুষ্টপাশ উত্তরান বজ্র দেখতে পাচ্ছ না।

ন জরঃ সৌমা জর্জরো যো নরঃ নাবসাদয়োঃ

জরমপি জোক্তব্যঃ জীর্ণতে যদনাময়ম্॥ ১৮

‘সৌমা ! যে ভার (বোঝা) মানুষকে অবসন্ন করে  
না, সেই ভারই বহন করা এবং যে অন্ন সহজে জীর্ণ হয় ও  
যদুতে নীরোগ করে সেই অন্নই ভোজন করা উচিত।

ন কৃদ্য ন ভবেৎ ধর্মো ন কীর্তিন যশো ব্রহ্মণ্ণ।

শরীরসা ভবেৎ ধেমঃ কস্তং কর্ম সমাচরেৎ॥ ১৯

যে কর্ম করলে ধর্মলাভ হবে না, হবে না যশঃ, খ্যাতি  
ও কীর্তিলাভ, উপবস্ত্র শরীর হবে অবসন্ন, সেই কর্মের  
জন্মান কে করে ?’

যদ্বির্বপহুশপি জাতস্য মম রাবণ

পিতৃপতামহঃ রাজ্যং যথাবদনুতিষ্ঠতঃ॥ ২০

‘রাবণ ! পিতৃপিতামহ থেকে প্রাপ্ত রাজ্য যথাযথ  
পালন করতে করতে আমার জীবনের ষাট হাজার বছর গত  
হয়েছে !

বৃদ্ধোহহং ত্বং যুবা ধর্মী সরথঃ কবচী শরী।

ন চাপাদায় কুশলী বৈদেহীং মে গমিষ্যসি॥ ২১

‘আমি নিবস্ত্র বৃদ্ধ, আর তুমি কবচ ও ধনুর্বাণধারী  
রথাকার যুবক ; তথাপি আমার সামনে থেকে বিদেহ  
রাজনন্দিনী সীতাকে অপহরণ করে নির্বিঘ্নে নিয়ে যেতে  
পারবে না।

ন শঙ্করঃ বলাদর্ভঃ বৈদেহীং মম পশ্যতঃ।

হেতুর্নিয়মসংযুক্তৈর্জ্ঞানং বেদপ্রকৃতিমিব॥ ২২

‘ন্যায়দর্শনের হেতুবাদ দ্বারা যেমন বেদ-প্রতিক্রিয়া  
পৃথক করা যায় না তদ্রূপ, আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে  
বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে বলপূর্বক হরণ করতে তুমি সমর্থ  
হবে না।

ইদম যদি শূরোহসি মুহূর্তং তিষ্ঠ রাবণ।

শানিদ্যসে হতো ভূমৌ মম পূর্বঃ স্বরক্তথা॥ ২৩

‘রাবণ ! যদি বীর হও তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো ;  
মুহূর্তকাল অপেক্ষা করো, খরের মতো ভূমিও ভূমিতে  
চিরকালের জন্য শায়িত হবে।

অসকৃৎ সংযুগে যেন নিহতা দৈতাদানবাঃ।

ন চিরাক্ষীরবাসাঃ রামো যুধি বধিষ্যতি॥ ২৪

‘যে রামচন্দ্র বহুবীর যুদ্ধে দৈত্য দানবদের হত্যা  
করেছেন, সেই চিরবক্ষসধারী শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে শীঘ্রই  
যুদ্ধে হত্যা কববেন।

কিং নু শকাঃ ময়া কর্তুং গতো দূরং নৃপাঙ্গজৌ।

কিপ্রং ত্বং নশ্যসে নীচ তয়োর্জীতো ন সংশয়ঃ॥ ২৫

‘রাজকুমার দুজন দূরে চলে গেছেন, আমি একা কী  
করতে পারি ! ওরে নীচাশয় ! তুমি তাঁদের দুজনের তুলে  
ভীত হয়ে শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হবে, এ বিষয়ে কোনও  
সন্দেহ নেই।

নহি মে জীবমানস্য নয়িষ্যসি শুভামিমাম্।

সীতাং কমলপত্রাঙ্কীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্॥ ২৬

‘আমি জীবিত থাকতে তুমি শ্রীরামের প্রিয়া মহিষী  
পদ্মপলানশয়না এই কল্যাণমূর্তি সীতাকে নিয়ে যেতে  
পারবে না।

অবশ্যং তু ময়া কার্যং প্রিয়ং তস্য মহাত্মনঃ।

জীবিতেনাপি রামসা তথা দশরথসা চ॥ ২৭

‘আমি জীবনের বিনিময়েও মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের  
এবং রাজা দশরথের প্রিয় কার্য অবশ্যই করব।

তিষ্ঠ তিষ্ঠ দশগ্রীব মুহূর্তং পশ্য রাবণ।

বৃদ্ধাদিব ফলং ত্বাং তু পাতয়েয়ং রথোত্তমাং।

যুদ্ধাতিথ্যং প্রদাস্যামি যথাপ্রাপং নিশাচর॥ ২৮

‘রে দশানন রাবণ ! মুহূর্তকাল অপেক্ষা করো।

দেখো তোমাকে আমি বৃদ্ধ থেকে ফলের মতো উত্তম রথ  
থেকে পাতিত করব (টেনে নামিয়ে আনব)। ওরে,  
নিশাচর রাক্ষস ! প্রাণের বিনিময়েও যথাশক্তি আমি

তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আতিথ্যপ্রদান করব (প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ  
করব)।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

(১) জীবিতাবস্থায় লক্ষ ব্যতিক্রম বলে যশঃ আর মৃত্যুর পরে লক্ষ ব্যতিক্রম বলে কীর্তি।



## একপঞ্চাশ সর্গ (৫১)

জটায়ু ও রাবণের মহাযুদ্ধ এবং রাবণ কর্তৃক জটায়ু বধ

ইত্যুক্তঃ ক্রোধতপস্কস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।

রাক্ষসেন্দ্রোহিত্তিদ্রাব পতগেহমমর্ষণঃ ॥ ১

পক্ষিরাজ জটায়ু এই কথা বললে, তপ্ত স্বর্ণাত উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী অসহিষ্ণু রাক্ষসরাজ ক্রোধে তাপ্রবর্ণ-চকু হয়ে পক্ষিরাজ জটায়ুর প্রতি ধাবিত হল।

স সম্প্রহারপ্রমূলত্তয়োত্তমিন্ মহামুখে।

বভূব বাতোদ্ধতয়োর্মৈঘয়োর্মগনে যথা ॥ ২

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবল বায়ুতড়িত দুই বিশাল মেঘখণ্ডের মতো তারা দুজনে পরস্পর প্রবল আঘাত করতে লাগল।

তদ্ বভূবাহুতঃ যুদ্ধঃ গৃধ্ররাক্ষসয়োদ্ধদা।

সপক্ষয়োর্মাল্যবতোর্মহাপর্বতয়োর্মিব ॥ ৩

তখন জটায়ু এবং রাবণের মধ্যে সেই অভূত যুদ্ধ যেন পক্ষবান (ডানায়ুক্ত) মালাবান নামক দুই মহাপর্বতের পরস্পর মহাযুদ্ধের মতো মনে হচ্ছিল।

ততো নালীকনারাটেষ্টীক্কাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিতঃ।

অভ্যবর্ষণহাঘোরৈর্গৃধ্ররাজঃ মহাবলম্ ॥ ৪

তখন রাবণ মহাবলী জটায়ুর প্রতি ভয়ঙ্কর নালীক নারাট এবং তীক্ষ্ণ অপ্রভাগ যুক্ত বিকর্ণ নামক মহাস্ত্রসকল বর্ষণ করতে লাগল।

স তানি শরজ্বালানি গৃধ্রঃ পত্ররথেশ্বরঃ।

জটায়ুঃ প্রতিজগ্ৰাহ রামধাত্বানি সংযুগে ॥ ৫

যুদ্ধে পক্ষিরাজ গৃধ্র জটায়ু রাবণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল এবং জালের মতো বিস্তীর্ণ প্রচুর বাণ প্রতিগ্রহণ করতে লাগল।

তস্য তীক্ষ্ণনখাজ্যাং তু চরণাজ্যাং মহাবলঃ।

চকার বহুখা গাজে ত্রপান্ পতঙ্গসত্তমঃ ॥ ৬

মহাবলী পক্ষিরাজ জটায়ু তার তীক্ষ্ণ ধারাল নখদ্বয় এবং পদদ্বয় দ্বারা রাবণের শরীরে বহুপ্রকারে ক্ষতবিক্ষত করে এমন (ঘা-এর) সৃষ্টি করল।

অথ ক্রোধাদ্ দশগ্রীবো জগ্ৰাহ দশ মার্গপান্।

মৃত্যুদণ্ডনিধান্ ঘোরাঞ্ শত্রোনিধনকাল্কয়া ॥ ৭

তখন দশানন রাবণ শত্রুর ধ্বংস কামনায় সক্রোধে মৃত্যুদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর দশটি লক্ষ্যগামী বাণ গ্রহণ করল।

স তৈর্বাপৈর্মহাবীৰ্যঃ পূর্ণমুজৈরজিহ্বাগৈঃ।

বিভেদ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণগৃধ্রঃ ঘোরৈঃ শিখীর্ষ্যৈঃ ॥ ৮

মহাবীৰ্য রাবণ শাবিত তীক্ষ্ণ সরল ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ

অস্ত্রগুলি পূর্ণবেগে নিক্ষেপ করে গৃধ্রকে বিদ্ধ করল।

স রাক্ষসরথে পশ্যজ্ঞানকীঃ বাস্পলোচনঃ।

অচিরয়িত্বা পাপাংস্তান্ রাক্ষসঃ সমভিত্তবৎ ॥ ৯

জটায়ু অশ্রমোচনরতা জনকনন্দিনী সীতাকে

রাক্ষসের রথে উপবিষ্টা দেখে সেই তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর

বাণগুলিকে উপেক্ষা করেই রাবণ-এর প্রতি ক্রুদ্ধ হইল।

ততোহস্য সশরঃ চাপঃ মুক্তামণিবিভূষিতম্।

চরণাজ্যাং মহাতেজা বভূব পতঙ্গোদ্ধদা ॥ ১০

তখন মহাতেজস্বী পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু রাবণের

মণিমুক্তাখচিত ধনুর্বাণ দুই পা দিয়ে ভেঙে ফেলল।

ততোহন্যদ্ ধনুরাদায় রাবণঃ ক্রোধমুজ্জিতঃ।

ববর্ষ শরবর্ষানি শতশোহৃদ্য সহস্রশঃ ॥ ১১

তখন ক্রোধান্বিত রাবণ অপর একটি ধনু নিয়ে শত-

শত সহস্র-সহস্র বাণ বর্ষণ করতে লাগল।

শরৈরাবারিতস্তস্য সংযুগে পতঙ্গেশ্বরঃ।

কুলায়মডিসম্প্রাপ্তঃ পক্ষিবচ্চ বজৌ তপা ॥ ১২

যুদ্ধক্ষেত্রে তখন পক্ষিরাজ জটায়ু বাণজলে

আচ্ছাদিত হয়ে নীড়ে অবস্থিত সাধারণ পাখির মতো প্রতীত

হচ্ছিল।

স তানি শরজ্বালানি পক্ষাজ্যাং তু বিধূয় হ।

চরণাজ্যাং মহাতেজা বভূবাস্য মহদ্ ধনুঃ ॥ ১৩

মহাতেজস্বী পক্ষিরাজ দুই পক্ষদ্বারা সেই শরজ্বাল

কম্পিত করে উড়িয়ে দিয়ে পদদ্বয় দ্বারা রাবণের মদন

ধনুটি ভেঙে ফেলল।

তচ্চাপ্লিসদৃশং দীপ্তং রাবণস্য শরাবরম্।

পক্ষাজ্যাং চ মহাতেজা বাযুনোঃ পতঙ্গেশ্বরঃ ॥ ১৪

মহাতেজস্বী জটায়ু রাবণের অগ্নিসদৃশ সমুজ্জ্বল বহু

পক্ষবয়ের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হবে দিল।

কাঙ্ক্ষনোরহদান্ দিব্যান্ শিশাচবদনান্ ধরান্।

তাংস্তাস্য জবসম্প্রাপ্তাঙ্ঘ্রান সমরে বধী ॥ ১৫

বলবান জটায়ু রাবণের সুবর্ণবর্মাজ্জাদিত-বস্ত্রকে

বিশিষ্ট, ক্রান্তগতিসম্পন্ন শিশাচমুখী স্বর্গীয় (রথবর্মক)

অশ্রুতরক্তলিকে যুদ্ধে হত্যা করল।

ব্রহ্ম ত্রিবেণুসংশ্রমঃ কামগঃ পাবকার্টিয়ম্  
মণিসোপানচিত্রাঙ্গঃ বভূব চ মহারথম্ ॥ ১৬

তারপর তিনটি কাষ্ঠনির্মিত জোয়ালযুক্ত, স্নেহহাদ্যমী,  
অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান, মণিময় সোপানযুক্ত ও চিত্রশোভিত  
হস্তরখটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশঃ হস্তঃ চ বাজনৈঃ সহ।  
পাতঙ্গামাস বেগেন গ্রাহিজী রাক্ষসৈঃ সহ ॥ ১৭

সারথ্যেচ্চাস্য বেগেন ভূগুণ চ মহশিরঃ।  
পুনর্বাহনজীমান্ পক্ষিরাজো মহাবলঃ ॥ ১৮

পুনরায়, মহাবলী শ্রীমান পক্ষিরাজ জটায়ু ব্যজন  
(চামর পাখা) এবং পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছত্রের ধারক রাক্ষসদের  
সবলে হত্যা করল ; রথের সারথির বিরাট মস্তক চক্ষুর  
আঘাতে চূর্ণ করে তাকে হত্যা করল।

ন ভগ্নবহ্না বিরোধো হতাপ্তো হতসারথিঃ।  
অকেনাদায় বৈদেহীঃ গপাত ভূবি রাবণঃ ॥ ১৯

ধনু ও রথ ভেঙে যাওয়ায় এবং অশ্ব ও সারথি নিহত  
হওয়ায় দুর্বল রাবণ সীতাকে কোলে নিয়েই মাটিতে পড়ে  
গেল।

পুষ্টা নিপতিতঃ ভূমৌ রাবণঃ ভগ্নবাহনম্।  
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি গৃধ্ররাজমগৃজয়ন ॥ ২০

রথ ভগ্ন হওয়ায় রাবণকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে  
সকল প্রাণী পক্ষিরাজ জটায়ুকে 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা  
করতে লাগল।

পরিশ্রাভঃ ভু ভং দৃষ্টা জরয়া পক্ষিযুধপম্।  
উৎপাত পুনর্ভট্টো মৈথিলীঃ গৃহ্য রাবণঃ ॥ ২১

পক্ষিদলপতি জটায়ুকে বার্ষিক্যহেতু পরিশ্রান্ত দেখে  
প্রফুল্লিতচিত্ত রাবণ সীতাকে নিয়ে পুনর্বীর আকাশে উঠে  
গেল।

ভং প্রহষ্টঃ নিখায়াক্ষে রাবণঃ জনকান্বজাম্।  
গচ্ছন্তঃ খঙ্গশেবঃ চ প্রপষ্টহতসাননম্ ॥ ২২

গৃধ্ররাজঃ সমুৎপত্য রাবণঃ সমভিস্রবৎ।  
সমাবার্ষ মহাতেজা জটায়ুরিদমব্রবীৎ ॥ ২৩

রাবণের অবশিষ্ট একটিমাত্র তরবারি ব্যতীত আর  
সব ঘাতক অস্ত্র নষ্ট হয়ে গেলেও রাবণ জনকনন্দিনী

সীতাকে দ্রীয ক্রোড়ে স্থাপন করে প্রসঙ্গটিতে আকাশপথে  
যেতে লাগল ; তখন মহাতেজস্বী পক্ষিরাজ জটায়ু  
আকাশে উড়ে রাবণের প্রতি দাবিত হল এবং তাকে বাসা  
দিয়ে বলল—

বজ্রসংশ্পর্শবানস্য ত্যর্থাঃ রামস্য রাবণ।  
অল্পবুদ্ধে হরসোনাং বধায় খলু রক্ষসাম্ ॥ ২৪

'রে মন্দবুদ্ধি রাবণ ! রাক্ষসবংশের ধ্বংসের  
জন্যই তুমি বজ্রসংশ্পর্শতুল্য ভয়ানক বাণধারী প্রীরানের এই  
দ্রীকে হরণ করছিস।

সমিজনবদুঃ সামাত্যঃ সবলঃ সপরিচ্ছদঃ।  
বিষপানঃ পিবসোতৎ পিপানিত ইবোদকম্ ॥ ২৫

'পিপাসিত হয়ে জল মনে করে মিত্র, বন্ধু, অমাত্য,  
সৈন্য এবং পরিজনসহ বিষ পান করছিস।

অনুবজ্রমজ্ঞানন্তঃ কর্মদামবিচক্ষণাঃ।  
শীঘ্রমেব বিনশান্তি যথা ত্বং বিনশিষ্যসি ॥ ২৬

'পরিণাম না জেনে অকুশল ব্যক্তিগণ (কোনও কর্ম  
করে) যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তুমি শীঘ্রই  
বিনাশপ্রাপ্ত হবি।

বধন্তঃ কালপাশেন ক গত্যস্যা মোক্ষসে।  
বধায় বভিশঃ গৃহ্য সামিষং জলজো যথা ॥ ২৭

'যেমন, মৎস্য লোভবশত না জেনে অমিষ  
(কেঁচোর মাংস) যুক্ত বভিশ গ্রহণ করে (গিলে নিয়ে,  
মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয় তদ্রূপ) তুমি কালপাশে বদ্ধ হয়ে কোথায়  
গিয়ে তার থেকে মুক্তি পাবি ?

নহি জাতু দুরাধর্ষো কাকুৎস্থো তব রাবণ।  
ধর্ষণঃ চাশ্রমস্যাস্য ক্ষমিষোতে তু রাঘবৌ ॥ ২৮

'ওরে রাবণ ! কাকুৎস্থকুলনন্দন দুর্ধর্ষ রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়  
এই আশ্রমে তোমার এই অত্যাচার কিছুতেই ক্ষমা করবেন  
না।

যথা ত্বয়া কৃতং কর্ম ভীরুণা লোকগর্হিতম্।  
তত্ত্বরাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিবেষিতঃ ॥ ২৯

'ভীরু তুমি, যে লোকনিন্দিত কাজ করেছিস, এটি  
চোরদের আচরিত পথ, বীরজনসেবিত নয় !

যুদ্ধায় যদি শূরোহসি মুহূর্তং তিষ্ঠ রাবণ।  
শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ যথা জাতা বরত্থা ॥ ৩০

যুদ্ধায় যদি শূরোহসি মুহূর্তং তিষ্ঠ রাবণ।  
শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ যথা জাতা বরত্থা ॥ ৩০



‘বে রাবণ ! যদি বীর হবি, তবে যুদ্ধ কর। মুহূর্তকাল  
অশেষ কর। (তোমার) ভাই খবের মতো নিহত হয়ে  
তুইও ভূমিশযায় শায়িত হবি।

পরেতকালে পুরুষো যৎ কর্ম প্রতিপদ্যতে  
বিনাশাযান্ননোহম্যং প্রতিপদ্যেহসি কর্ম তৎ ॥ ৩১

‘পরলোকগমনকালে মানুষ যে কর্ম করে থাকে,  
নিজের বিনাশের হেতু তুইও সেই অদর্শীয় কর্মই করহিস।  
পাপানুবদ্ধো বৈ যস্য কর্মণঃ কো নু তৎ পুমান্।

কুর্বাতি লোকাধিপতিঃ স্বয়ংভূর্ভগবানপি ॥ ৩২

‘পাপের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কর্ম কোন পুরুষ করবে ?  
লোকপাল দেবরাজ ইন্দ্র এবং স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মাও তা  
করবেন না।’

এবমুক্তা শুভং বাক্যং জটায়ুস্য রক্ষসঃ।

নিপতাত ভূশং পৃষ্ঠে দশদ্রীবস্য বীর্যবান্ ॥ ৩৩

তং গৃহীত্বা নৈধেজীকৈর্বিদদার সমঞ্জতঃ।

অধিক্রান্তে গজারোহো যথা স্যাদ্ দুষ্টবারণম্ ॥ ৩৪

বীর্যবান জটায়ু এইসকল কল্যাণজনক কথা বলে,  
সেই রাক্ষস দশাননের পৃষ্ঠোপরি নিদারুণভাবে পতিত হল  
এবং মাহত যেমন দুষ্ট হাতির পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাকে  
অক্লুশ দ্বারা আঘাত করে তদ্রূপ সেই রাক্ষস রাবণকে  
সর্বতোভাবে আকর্ষণ করে তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা বিদারিত করতে  
লাগল।

বিদদার নৈধেরস্য তুণ্ডং পৃষ্ঠে সমর্পয়ন্।

কেশাংশ্চোৎপাটয়ামাস নখপক্ষ্মখানুধঃ ॥ ৩৫

জটায়ু রাবণের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে নখ  
দ্বারা তার দেহ বিদারণ এবং কেশ উৎপাটিত করতে  
লাগল।

স তথা গৃধ্ররাজেন ক্রিশ্যমানো মুহূর্মহঃ।

অমর্ষক্ষুরিতোষ্ঠঃ সন্ প্রাকম্পত চ রাক্ষসঃ ॥ ৩৬

পক্ষিরাজের বারবার আক্রমণে রাবণ পীড়িত হয়ে  
পড়ল ; ক্রোধে তার অধর-ওষ্ঠ এবং শরীর কম্পিত হতে  
লাগল।

সম্পরিষজ্য বৈদেহীং বামনোদ্ধেন রাবণঃ।

তলেনাভিজ্ঞানার্থো জটায়ুঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥ ৩৭

জটায়ুর আক্রমণে পীড়িত রাবণ ক্রোধাক্ত হয়ে

সীতাকে বামকোড়ে ধরে জটায়ুকে চপেটামাত্র করতে  
লাগল।

জটায়ুস্তমতিক্রম্য তুণ্ডেনাস্য ঋণমিহ ॥ ৩৮

বামবাহুন্ দশ তদা বাপাহরদবিন্দনঃ ॥ ৩৯  
তখন শত্রুহস্তা ঋণপতি জটায়ু রাবণকে অতিক্রম  
করে চক্ষুদ্বারা তার বামদিকের দশটি বাহু ছেদন করল।  
সংহ্রিয়বাহোঃ সদ্যো বৈ বাহবঃ সহসাস্তবন্।

বিষজ্জালাবলীযুক্তা বশ্মীকাদিব পদ্মায়ঃ ॥ ৪০

যেমন জমে যাওয়া বিষের ছালায় সর্পগণ বশ্মিক  
(উইটিবি) থেকে সহসা নির্গত হয়, তদ্রূপ হিরণ্যবাহু  
থেকে তৎক্ষণাৎ নূতন বাহুসকল উৎপন্ন হতে লাগল।

ততঃ ক্রোধাদ্ দশদ্রীবঃ সীতামুৎসৃজ্য বীর্যবান্।

মুষ্টিভ্যাং চরণভ্যাং চ গৃধ্ররাজমশোষণম্ ॥ ৪১

তখন পরাক্রমী দশানন সীতাকে ছেড়ে ক্রোধোদ্র  
হয়ে পক্ষিরাজ জটায়ুকে মুষ্টিাঘাতে পদদলিত করতে  
লাগল।

ততো মুহূর্তং সংগ্রামো বভূবাতুলবীর্যয়োঃ।

রাক্ষসানাং চ মুখস্য পক্ষিণাং প্রবরস্য চ ॥ ৪২

তখন মুহূর্তের মধ্যেই দুই অতুলনীয় পরাক্রমী  
রাক্ষসরাজ ও পক্ষিরাজের প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তস্য ব্যায়চ্ছমানস্য রামস্যার্থে স রাবণঃ।

পক্ষী পাদৌ চ পার্শ্বৌ চ ঋণমুদধৃত্য সোহচ্ছিনৎ ॥ ৪৩

রাবণ তরবারি উত্তোলন করে রামের জন্য (রামের  
পরিবর্তে) পরাক্রমদাতা পক্ষিরাজ জটায়ুর পক্ষদ্বয়, পদদ্বয়  
এবং পার্শ্বদ্বয় ছেদন করল।

স হ্রিয়পক্ষঃ সহসা রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা।

নিপতাত মহাগৃধ্রো ধরণ্যামল্লজীবিতঃ ॥ ৪৪

সহসা সেই ভয়ঙ্করকর্মা রাক্ষস কর্তৃক তরবারি  
আঘাতে হ্রিয়পক্ষ পক্ষিরাজ জটায়ু মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে  
লুটিয়ে পড়ল।

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ ক্ষতজ্বারং জটায়ুধম্।

অভাষাবত বৈদেহী যবক্ষুমিব দুঃখিতা ॥ ৪৫

রক্তসিক্ত জটায়ুকে মাটিতে পড়ে যেতে দেবে  
শোককাতরা বিদেহরাজতনয়া সীতা পরমাত্মীজের মতো  
দ্রুত তার প্রতি ধাবিত হলেন।



নীলজীমূতনিকাশকঃ  
সপাণুরোরজ্জ্বলদারবীর্ঘম্ ।  
লক্ষ্যং লক্ষ্যমিতিঃ পৃথিব্যাং  
জটায়ুঃ শাস্ত্রমিবাগ্নিদাবন্ ॥ ৪৫  
লক্ষ্যমিতি বাবণ নীলমেঘবর্ণসদৃশ দেহবান,  
শুভকীর্তিবর্ন শ্যাকশে নক্ষত্রবান এবং পরাক্রমী সেই  
জটায়ুতে শাস্ত্র দাবাগ্নির মতো ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখল।

ততঃ তাং পত্ররথং মহীতলে  
নিপাতিতং রাবণবেগমর্দিতম্ ।  
শূন্যং সংগৃহ্য শশিপ্রভাননা  
ক্রবোধ সীতা জনকায়জ্ঞা তদা ॥ ৪৬  
তখন, বাবণ কর্তৃক ভীষণভাবে নির্ধতিত ও ভূমিতে  
পতিত সেই পক্ষিরাজ জটায়ুকে জোড়ে তুলে ধরে চন্দ্রবদনা  
জনকতনয়া সীতা রোদন করতে লাগলেন।

ঐত্যর্থে শ্রীমদ্বাণাথেন বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥  
মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

### দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫২)

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ

গা তু ভরাধিপমুখী রাবণেন নিরীক্ষ্য তম্ ।  
গুরাজং বিনিহতং বিললাপ সুদুঃখিতা ॥ ১  
শশিবদনা সীতা রাবণ কর্তৃক নিহত পক্ষিবাজ  
জটায়ুকে দেখে অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করতে লাগলেন—  
নিমিত্তং লক্ষ্যং স্বপ্নং শকুনিদ্বন্দ্বদর্শনম্ ।  
অশ্যং সুখদুঃখেষু নরাশাং পরিদৃশাতে ॥ ২  
‘স্বপ্নদর্শন, শকুনিদর্শন, শকুনির স্বর শ্রবণ আদি  
লক্ষণ মানুষের সুখদুঃখের নিমিত্তকারণরূপে অবশ্যই  
পরিদর্শিত হয়।

ন নুনং রাম জানাসি মহদ্বাসনমান্বনঃ ।  
ধাবন্তি নুনং কাকুৎস্থ মদর্ঘং যুগশ্চক্ষিণাঃ ॥ ৩  
‘কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাম ! আমার জন্য (আমার  
অপহরণবার্তা জানাবার জন্য) পশুপক্ষীরা সকলে ধাবিত  
হচ্ছে। কিন্তু আমার এই মহাসম্ভট সম্বন্ধে তুমি জানতে  
পারছ না।

অহং হি কৃপয়া রাম মাং ত্রাতুমিহ সংগতঃ ।  
শেতে বিনিহতো ভূমৌ মমাজগাদ্ বিহংগমঃ ॥ ৪  
‘হে রাম ! আমাকে রাবণের হাত থেকে রক্ষার  
ক্ষার জন্য এই পক্ষিরাজ জটায়ু কৃপা করে এখানে  
এসেছিলেন ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত রাবণ কর্তৃক নিহত

হয়ে ভূমিতে শুয়ে আছেন।  
ত্রাহি মামদ্য কাকুৎস্থ লক্ষ্মণেতি বরাসনা ।  
সুসংক্রজ্ঞা সমাক্রন্দজ্জ্বতাং তু যথাস্মিকৈঃ ॥ ৫  
‘কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাম ! হে লক্ষ্মণ ! আজ  
আমাকে রক্ষা করো’—এই বলে ভীতা সুন্দরী সীতা, যাতে  
নিকটস্থ সকলে শুনতে পায়, সেইভাবে ক্রন্দন করতে  
লাগলেন।

তাং ক্রিষ্টমাল্যভরণাং বিলপন্তীমনাথবৎ ।  
অভাব্যবত বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাস্থিঃ ॥ ৬  
হিমভিন্নি মালা ও অলঙ্কার-পরিহিতা এবং অনাথার  
মতো বিলাপরতা বৈদেহীর প্রতি রাক্ষসরাজ রাবণ ধাবিত  
হল।

তাং শতমিব বেষ্টনীমালিনস্বতীং মহাক্রমান্ ।  
মুঞ্চ মুঞ্চতি বহুশঃ প্রাপ তাং রাক্ষসাস্থিঃ ॥ ৭  
সীতা বড় বড় বৃক্ষকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে  
‘ছাড়ো ছাড়ো’ বলে বিলাপ করতে থাকলেও রাক্ষসরাজ  
রাবণ তাঁকে ধরে থাকল।

ক্রোশন্তীং রাম রামেতি রামেণ রহিতাং বনে ।  
জীবিতস্তায় কেশেষু জগ্ৰাহ্যত্বকস্মিতঃ ॥ ৮  
প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং বভূব সচরাচরম্ ।

জলং সর্বমর্ষাদং তমসাক্ষেপ সংবৃতম্ ॥ ৯  
 শ্রীরাঘ-বিবাহতঃ ননৈ সীতা 'রাম রাম' বলে বিলাপ  
 করতে থাকলেও, নিজ জীবননাশের জন্যই যেন যমসদৃশ  
 রাবণ সীতার কেশ আকর্ষণ করল। বিদেহরাজনন্দিনী সীতা  
 এভাবে লালিত হওয়ায় চরাচর সকল জগৎ মর্যাদাহীন ও  
 যোর অঙ্ককারে আবৃত হল।

ন বাতি মারুতস্তয় নিশ্চমতোহভূদ্ দিবাকরঃ।  
 দৃষ্টা সীতাং পরামৃষ্টাং দেবো দিব্যে চক্ষুযা ॥ ১০  
 কৃতং কার্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিতামহঃ।

সেখানে বায়ুপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গেল, সূর্য হয়ে গেল  
 উজ্জ্বলাহীন; সীতাকে লালিতা হতে দেখে পবন দেবতা  
 শ্রীমান পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যদৃষ্টিতে (রাবণের ভবিষ্যৎ দর্শন  
 করে) বললেন, 'কার্য সিদ্ধ হয়ে গেল'।

প্রহৃষ্টা ব্যথিতাশাসন্ সর্বে তে পরমর্ষয়ঃ ॥ ১১  
 দৃষ্টা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণাবাসিনঃ  
 রাবণস্য বিনাশং চ প্রাপ্তং বুক্ষা যদৃচ্ছয়া ॥ ১২

সীতাকে লালিতা হতে দেখে দণ্ডকারণাবাসী মহর্ষিরা  
 ব্যথিত হলেন ও দৈবেচ্ছায় রাবণের বিনাশ বুঝতে পেরে  
 উৎফুল্ল হলেন।

স তু ত্বাং রাম রামেতি ক্রন্দতীং লক্ষ্মণেতি চ।  
 জগামাদায় চাক্ষুঃ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৩

রাক্ষসরাজ রাবণ কিস্ত, 'হা রাম হা রাম, হা লক্ষ্মণ'  
 বলে ক্রন্দনরতা সীতাকে নিয়ে আকাশপথে চলে গেল।

তপ্তাভরণবর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়বাসিনী।

ররাজ রাজপুত্রী তু বিদ্যাং সৌদামনী যথা ॥ ১৪

তপ্তস্বর্ণাভাদেহা, পীত-কৌশেয়-বসনা রাজনন্দিনী  
 সীতা সুদাম নামক স্ফটিক পর্বতস্থ বিদ্যুৎবৎ বিরাজমানা  
 ছিলেন।

উদ্ভূতেন চ বস্ত্রেণ তস্যাঃ পীতেন রাবণঃ।

অধিকং পরিবহাজ গিরিদিগু ইবাগ্নিনা ॥ ১৫

বায়ুপ্রবাহে সঞ্চালিত সীতার পীতবস্ত্রের স্বর্ণাভায়  
 রাবণকে অগ্নিদিগু পর্বতবৎ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

তস্যাঃ পরমকল্যাণ্যাত্মপ্রাপি সুরভীষি চ।

পদ্মপ্রাপি বৈদেহ্যা অভ্যাকীর্ষ্য রাবণম্ ॥ ১৬

পরমকল্যাণময়ী বিদেহরাজনন্দিনীর অঙ্গভিত্ত  
 সুখভিত্ত তপ্তবর্ণের পদ্মপাপড়িগুলি রাবণের দেহে ছড়িয়ে  
 পড়ল।

তস্যাঃ কৌশেয়মুদ্ভূতমাকাশে কনকপ্রভম্।

বজ্রী চান্দিভ্যারাগেণ তপ্তমর্ম্মিষাক্ষে ॥ ১৭  
 আকাশে উজ্জীন সীতার সুবর্ণপ্রভ কৌশেয়ব  
 গ্রীষ্মকালীন সূর্যকিরণে তপ্তবর্ণ মেঘের মতো শোভা  
 পাচ্ছিল।

তস্যাভূদ্ বিমলং বক্রমাকাশে রাবণাক্ষম্।  
 ন ররাজ বিনা রামং বিনালমিব পঙ্কজম্ ॥ ১৮

রাবণের ক্রোড়ে অবস্থিত, শ্রীরাঘচন্দ্র বিনা সীতার  
 সেই নির্মল মুখমণ্ডল, নালবিহীন পদ্মের মতো আকাশে  
 শোভা পাচ্ছিল না।

বভূব জলদং নীলং তিভ্রা চক্ষু ইবোদিতঃ।

সুললাটঃ সুকেশাভঃ পদ্মগর্ভাভমব্রবম্ ॥ ১৯

শুক্রৈঃ সুবিলম্বৈর্দণ্ডৈঃ প্রভাবতিরঙ্গং কৃতম্।

তস্যাঃ সুনয়নং বক্রমাকাশে রাবণাক্ষম্ ॥ ২০

সুন্দর ললাট ও মনোহর কেশরাশি সমন্বিত, পদ্মগর্ভ  
 সদৃশ গভীর ও রক্তাভ সুন্দর নয়নযুক্ত এবং উজ্জ্বল প্রভাব  
 শুভ্র দন্তপুঞ্জ দ্বারা অলঙ্কৃত সীতার ব্রণহীন অক্ষত  
 মুখমণ্ডল আকাশে নীল মেঘ ভেদ করে উদ্ভিত উজ্জ্বল

চন্দ্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ রাবণের ক্রোড়ে শোভা পাচ্ছিল।  
 ক্রমিতং বাপমৃষ্টপ্রং চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনম্।

সুনাং চারুতাপ্রোষ্ঠমাকাশে হাটকপ্রভম্ ॥ ২১

রাক্ষসেজ্রসমাযুতং তস্যাভূদ্ বদনং শুভম্।

শুভতে ন বিনা রামং দিবা চক্ষু ইবোদিতঃ ॥ ২২

রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক আকৃষ্ট এবং শ্রীরাঘচন্দ্র  
 থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁর সুবর্ণপ্রভ সুন্দর নাসিকা ও মনোরম  
 তপ্তাভ অধোরষ্ঠযুক্ত, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও কল্যাপক  
 কিস্ত রোদনহেতু অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল দিবাভাগে অবশ্য  
 উদ্ভিত চন্দ্রের ন্যায় স্নান দেখাচ্ছিল।

সা হেমবর্ণা নীলাঙ্গং মৈথিলী রাক্ষসধিপম্।

শুভতে কাঙ্ক্ষনী কাঙ্ক্ষী নীলং গজমিবাপ্রিতা ॥ ২৩

কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোড়ে উজ্জ্বল সূর্যবর্ণ  
 মৈথিলী সীতা, ঠিক যেন কৃষ্ণবর্ণ হস্তীর অঙ্গে সূর্যবর্ণ কটি  
 (কটিভূষণ) শোভমান।

সা পদ্মপীতা হেমাতা রাবণং জনকরজা।

বিদ্যুদ্ ঘনমিবাবিশ্য শুভতে তপ্তকৃষ্ণা ॥ ২৪

বিদ্যুৎ যেমন (কৃষ্ণবর্ণ) মেঘের মধ্যে, (তপ্তাভ)  
 পদ্মের হলুদ আভাময়ী তপ্ত কাকনভূষণা জনকনন্দিনী সীতা  
 কৃষ্ণবর্ণ রাবণের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হয়ে শোভা পাচ্ছিল।

তস্য ভূষণমোষণ বৈদেহ্যা রাক্ষসেশ্বরঃ।



বক্স বিমলো গীলঃ মধোম উপ ভোমলঃ ৥ ২৫  
বিদেহরাজনন্দিনী সীতার অলঙ্কারের শিখরে  
রাক্ষসরাজ রাবণকে অর্জনকারী নির্মল গীল মেঘের মতো  
মনে হাজিল।

তুতমাল্যভা তস্যঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ সমস্ততঃ ৥  
সীতার হ্রিয়মাণাঃ পশাত পরণীতলে ৥ ২৬  
অপহ্রিয়মাণা (অপহৃত্য তচ্ছেন এমন) সীতার  
মুতকল্প পুষ্পরাশি বৃষ্টির মতো পরণীতলে চতুর্দিকে ভাঙিয়ে  
পড়েছিল।

না তু রাবণবেশেন পুষ্পবৃষ্টিঃ সমস্ততঃ ৥  
সমাকৃতা দম্ভীবাং পুনরেবাত্যবর্তত ৥ ২৭  
রাবণের গতির ক্ষততা হেতু সেটি পুষ্পবৃষ্টি  
বিস্পীণত হয়ে পুনরায় সেই কশানন রাবণেরই চারিদিকে  
আবর্তিত হতে লাগল।

অভাবত পুষ্পাণাং হারা বৈশ্রবশানুজম্ ৥  
নক্ষত্রমালা বিমলা মেরুং নগমিনোন্নতম্ ৥ ২৮  
নির্মল নক্ষত্রমালা ডাঙ মেরুপর্বতের উপর যেমন,  
তরুণ, কুবেরানুজ রাবণ-এর উপর পুষ্পধারা বর্ষিত হয়ে  
আবর্তিত হতে লাগল।

চরণানুপুরং জট্টং বৈদেহ্যা রত্নভূমিতম্ ৥  
বিদ্যাগুণলংকাশং পশাত পরণীতলে ৥ ২৯  
বিদেহরাজনন্দিনী সীতার শ্রীচরণ থেকে ঝলিত  
মণিরত্ন-বিমণ্ডিত একটি নুপুর বিদ্যাআলার মতো পরণীতলে  
পতিত হল।

উরুপ্রবালরক্তা সা নীলাজঃ রাক্ষসেশ্বরম্ ৥  
প্রশোভ্যত বৈদেহী গজং কক্ষোব কাঞ্চনী ৥ ৩০  
কক্ষাজ হস্তীর সুবর্ণমণ্ডিত মধাবন্ধন রত্নরূর নায়  
বক্ষের নবপল্লবের রক্তাভময়ী সেই বিদেহরাজনন্দিনী  
সীতা কক্ষাজ রাক্ষসরাজকে সুশোভিত করেছিলেন।  
তাং মহোচ্চামিলাকাশে দীপ্যমানাং স্বতেজসা ৥

অহারাকাশমাবিশা সীতাং বৈশ্রবশানুজঃ ৥ ৩১  
কুবেরানুজ রাবণ আকাশপথে প্রবেশ করে,  
আকাশে স্বতেজে দীপ্যমান উষ্ণার মতো সীতাকে অপহরণ  
করে নিয়ে গেল।

তস্যাত্মনাগ্নিবর্ণানি তৃণানি মহীতলে ৥  
মধোবাশ্যবশীর্ষস্ত কীণান্তরা ইবান্বরাং ৥ ৩২  
সীতার উজ্জ্বল অলঙ্কারগুলি জীর্ণ তারার মতো  
আকাশ থেকে সলসল ভূতলে পতিত হচ্ছিল।

তস্যঃ ক্রান্তিরানু জট্টো হারহারাশিপদ্যুতিঃ ৥  
বৈদেহ্যা বিশতল জাতি গজেন পগনচ্যুতা ৥ ৩৩  
বিদেহরাজনন্দিনী সীতার পদোপর অস্ত্রালবস্ত্রী স্থান  
থেকে ঝলিত পতনশীল, হারকাশিপতি চন্দ্রের দ্যুতিসম্পন্ন  
চরণটি, আকাশচ্যুত গলাধারার মতো শোভা পাচ্ছিল।

তুংপাতবাত্যস্তিরতা নানাবিজগপ্যভাঃ ৥  
মা চৈরিতি বিকৃতগ্রা ব্যাজহুরিল পাদশাঃ ৥ ৩৪  
রাবণের গতিবেগে তাড়িত প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ হেতু  
নানাবিধ পার্শ্বসমাকুল বৃক্ষগুলি অগ্রভাগ কম্পিত করে  
(যেন মাথা নেড়ে) বলছিল—‘তয় পেয়ো না’।

মলিনো মন্বকমলাগুর্মীনজলেচরাঃ ৥  
সধীমিব গতোঃসাধাং শোচন্তীব স্ম মৈথিলীম্ ৥ ৩৫  
গার পদ্মসকল দগিত-বিধ্বস্ত এবং মৎস্য ও অন্যান্য  
জলচর প্রাণিকুল ভয়ত্রস্ত, এখন বিধ্বস্ত পদ্মসরোবরগুলি  
যেন মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে সঙ্গীর মতো সান্দ্রনা দিচ্ছে  
(সীতার শোকে অনুশোচনা করছে)।

সমস্তাদতিসম্পত্তা সিংহবায়ুমৃগবিজাঃ ৥  
অদ্যদ্যবংস্তদা রোশাং সীতাছোয়ানুগামিনঃ ৥ ৩৬  
সেই সময় সিংহ, ব্যাঘ্র, অন্যান্য পশুগণ এবং  
বিভগকুল রাবণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, চারিদিক থেকে ছুটে  
এসে সীতার ভায়ায় অনুসরণ করে ধানিত হতে লাগল।  
জলপ্রপাতাশ্রমুখাঃ শৃঙ্গৈরুচ্ছ্রিতৈবাহতিঃ ৥

সীতায়াং হ্রিয়মাণাঃ বিক্রোশন্তীব পর্বতাঃ ৥ ৩৭  
রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত্য হতে থাকলে,  
পর্বতসকল জলপ্রপাতরূপ নেত্রবারি বিসর্জন করতে করতে  
উচ্চ গিরিশৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করে যেন রাবণকে সীতা  
হরণ থেকে নিবারিত করছিল।

হ্রিয়মাণাং তু বৈদেহীং দৃষ্টা মীনো দিবাকরঃ ৥  
প্রবিশ্বস্তপ্রভঃ শ্রীমানাসীং পাতুরমণ্ডলঃ ৥ ৩৮  
শ্রীমান দিবাকর (সূর্যদেব) বিদেহরাজনন্দিনীকে  
অপহৃত্য হতে দেবে প্রভাহীন হয়ে গেলেন, তাঁর  
মুখমণ্ডলও পাতুর হয়ে গেল (অর্থাৎ, শ্রীমান সূর্যদেবও  
তাঁর উজ্জ্বলতারূপ সম্পদ হারিয়ে দীন অনুজ্জ্বল পাতুর হয়ে  
গেলেন)।

নাতি ধর্মঃ কৃতঃ সত্যং নার্কবং নানুশংসতা ৥  
যত্র রামস্য বৈদেহীং সীতাং হরতি রাবণঃ ৥ ৩৯  
ইতি ভূতানি সর্বাণি গণাঃ পর্বদেবয়ন্ ৥  
বিভ্রস্তকা দীনমুখা রুকুর্দুর্গপোতকাঃ ৥ ৪০



যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের সীতা বিদেহরাজনন্দিনীকে  
রাবণ হরণ করে, সেখানে ধর্ম নেই, সত্য কোথায়,  
সরলতা নেই, করুণাও অনুপস্থিত। এইরকম বলতে  
বলতে সকল প্রাণী বিলাপ কবতে লাগল, আর ভয়ত্রস্ত  
করুণমুখ মৃগশিশুগণ রোদন করতে লাগল।

উদীকোদীক্য নয়নৈর্ভয়াদিধ বিলক্ষ্যৈঃ।  
সূত্রবেণিতগাজাশ্চ বভূবুর্জনদেবতাঃ। ৪১

বিজ্ঞেশজীং দুঢ়ং সীতাং দৃষ্টা দুঃখং তথা গতাম্

অত্যাশ্চ শোককাতরা তথা উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দনবতা  
সীতাকে দেখে বনদেবতীগণ ভয়বিহ্বল নেত্রে উর্ধ্বপানে  
বারংবার তাকিয়ে ভয়ে কম্পিত কলেবর হলেন।

তাং তু লক্ষ্মণ রামেতি জ্ঞেশজীং মধুরধরাম্। ৪২

অবেক্ষমাণাঃ বহুশো বৈদেহীঃ ধরণীতলম্

ন ভ্রামাকুলকেশজাঃ বিপ্রমুষ্ঠবিশেষকাম্।

জহান্নাস্তবিনাশায়

দশগ্রীবো

মনধিনীম্। ৪৩

‘হা লক্ষ্মণ, হা রাম’ বলে ক্রন্দন করতে করতে  
বারবার পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে  
অবলোকন করতে লাগলেন। এ হেন বিদেহরাজ-  
নন্দিনীকে সেই দশানন রাবণ আত্মবিনাশের জন্যই  
হরণ করল।

ততস্ত সা চারুদত্তী শুচিশ্রিতা  
বিনাকৃতা বহুজনেন মৈথিলী।

অগশাতী রাঘবলক্ষ্মণানুভৌ

বিবর্ণবস্ত্রা ভয়ভারপীড়িতা। ৪৪

তখন সেই সুদত্তী (সুন্দর দত্তযুক্তা) ও পবিত্র  
হাসাময়ী মিথিলেশনন্দিনী সীতা বহুজন থেকে পৃথককৃত  
এবং রাম-লক্ষ্মণ দুজনকে না দেখতে পেয়ে ভয়ভীত ও  
বিবর্ণমুখী হয়ে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫২।

## ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (৫৩)

রাবণের প্রতি সীতার ষিকার

খমুংগতস্তঃ তং দৃষ্টা মৈথিলী জনকাস্বজা।

দুঃখিতা পরমোদ্বিগ্না ভয়ে মহতি বর্তিনী॥ ১

মিথিলেশনন্দিনী জানকী রাবণকে আকাশপথে

উঠতে দেখে মহাভয়ে উদ্বিগ্না ও শোকাতুরা হয়ে পড়লেন

রোষরোদনতাপ্রাঙ্গী ভীমাশ্বং রাক্ষসাধিপম্।

ক্রদতী করুণং সীতা হ্রিয়মাণা তমব্রবীৎ॥ ২

ক্রোধ ও ক্রন্দনহেতু তাপ্রবর্ণাঙ্গী অপহ্রিয়মাণা সীতা

করুণস্বরে রোদন করতে করতে ভয়ঙ্কর নেত্রবিশিষ্ট

রাক্ষসরাজ রাবণকে বলতে লাগলেন—

ন ব্যপত্রপসে নীচ কর্মণানেন রাবণ।

জাহ্না বিরহিতাং যো মাং চোরয়িত্বা পলায়সে॥ ৩

‘রে নীচাশয় রাবণ! পতি কর্তৃক বিরহিতা জেনেও

তুমি যে আমাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ, এই

পাপকর্মের জন্য তোমার কি লজ্জা হচ্ছে না?

ত্বয়ৈব নুনং দুষ্টাঙ্কন ভীষণা হর্তুমিচ্ছত।

মমাপবাহিতো ভর্তা মৃগরূপেণ মায়রা॥ ৪

‘বে দুর্ভাগ্য! আমাকে অপহরণ করার ইচ্ছাটাই

নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে তুমি, ছলনায় মৃগরূপ ধারণ করে আমার

স্বামীকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছ।

যো হি মামুদাতত্ত্বাতুং সোহপায়ং বিনিপাতিতঃ

গৃধ্ররাজঃ পুরাণোহসৌ শ্বশুরস্য সখা যম। ৫

‘আমার শ্বশুরমহাশয়ের পুরাতন বন্ধু এ পক্ষিরাজ,

যিনি আমাকে রক্ষা করতে উদাত হয়েছিলেন, সেই তিনিও

তোমার হাতে নিহত হয়েছেন।

পরমং খলু তে বীর্যং দৃশ্যতে রাক্ষসাধর।

বিশ্রাবা নামধেয়ং হি যুদ্ধে নান্মি জিতা যয়া॥ ৬

‘তুমি যে আমাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ, এই

পূর্ণঃ গার্হিতঃ কর্ম কথং  
প্রাক্ষরপঃ  
‘ওরে অশম ব্যক্তস! তুমি  
‘বোঝা’ গেল! কারণ, তুমি  
‘দুঃখ’ বোধেই বিনা যুদ্ধে  
‘সুখ’! সুখী অবর্তমানে প  
‘সুখী’ কর্ম করে তুমি লজ্জা  
‘সুখী’ লোকেষু পু  
‘সুখী’ সমর্থমিষ্টঃ  
‘তুমি নৌবাতিমানী;  
‘সুখী’ কর্মের কথা মানুষ তি  
‘সুখী’ চৈব চ সত্ত্বঃ  
‘সুখী’ লোকে  
‘সুখী’ যে তে  
‘সুখী’ ষিকার জ  
‘সুখী’ তোমার চরিত্র  
‘সুখী’ কর্তৃমেবং  
‘সুখী’ তিষ্ঠং  
‘সুখী’ তুমি দ্রুত  
‘সুখী’ যদি মুহূ  
‘সুখী’ নিয়ে লক্ষ্য  
‘সুখী’ প্রাপ্য  
‘সুখী’ সমর্থ  
‘সুখী’ দুই রাজ  
‘সুখী’ ক্ষণকালও  
‘সুখী’ শত্রুসম্পর্ক  
‘সুখী’ প্রস্থলিতসো  
‘সুখী’ পক্ষী  
‘সুখী’ করতে পা  
‘সুখী’ ‘রাম-লক্ষ্মণের’ বাণের  
‘সুখী’ পক্ষী  
‘সুখী’ প্রবর্ণসংক্রমে  
‘সুখী’ বিনাশায়  
‘সুখী’ দুই রাবণ  
‘সুখী’ আমার প্রতি  
‘সুখী’ সঙ্কে মিলিত  
‘সুখী’ ‘অতএব  
‘সুখী’ ভাষায় আম

নৃপঃ গহিতঃ কর্ণ কথং কৃত্বা ন লঙ্ঘসে।

ক্রীড়াক্ষয়ঃ নীচ রহিসে চ পরস্য চ॥ ৭

‘ওরে অযম রাক্ষস ! তোমার বীরত্ব বেশ দেখা

(বোকা) গেল ! কারণ, তুমি নিজের নাম না শুনিয়েই

(গোপন রেখেই) বিনা যুদ্ধে আনাকে জয় করেছ। ওরে

রাক্ষস ! স্বামী অবর্তমানে পরের ক্রীকে অপহরণ, এইকণ

নির্দীয় কর্ম করে তুমি লঙ্কা পাচ্ছ না কেন ?

কথরিষাতি লোকেষু পুরুষাঃ কর্ম কুৎসিতম্।

মুশংসমধর্মিষ্ঠঃ তব শৌর্য্যমানিনঃ॥ ৮

‘তুমি শৌর্য্যভিমानी ; কিন্তু তোমার নিষ্ঠুর অধর্মীয় ও

নিপিত কর্মের কথা মানুষ ত্রিলোকে রটনা করবে।

কি তে শৌর্য্য চ সত্ত্বং চ যজ্ঞা কথিতং তদা।

কুলাক্রোশকরং লোকে ষিক্ তে চারিত্রমীদৃশম্॥ ৯

‘পূর্বে তুমি যে তোমার বীরত্ব ও প্রভাবের কথা

বলেছ, তাকে দিকার জানাই ; এই সংসারে কুলের

কলঙ্কস্বরূপ তোমার চরিত্রকে ষিক্।

কিং শকাং কর্তুমিবং হি যজ্ঞবেনৈব ধাবসি।

মূহূর্তমপি তিষ্ঠ স্বং ন জীবন্ প্রতিবাস্যসি॥ ১০

যেহেতু তুমি দ্রুত ধাবিত হচ্ছ, অতএব কী করা

যেতে পারে ? যদি মূহূর্তকালও অপেক্ষা করো, তাহলে

তুমি জীবন নিয়ে লঙ্কায় ফিরে যেতে পারবে না।

নহি চক্ষুঃপথং প্রাপ্য তয়োঃ পার্শ্ববপুত্রয়োঃ।

সসৈন্যোহপি সমর্থস্ত্বং মূহূর্তমপি জীবিতুম্॥ ১১

‘সেই দুই রাজকুমারের দৃষ্টিপথে এসে তুমি

সসৈন্যেও ক্ষণকালও জীবনধারণে সমর্থ হবে না।

ন স্বং তয়ো শরম্পর্শং সোদুং শক্তঃ কথংচনঃ।

বনে প্রজ্জলিতস্যেব স্পর্শমগ্নেবহিংগমঃ॥ ১২

‘গগনচরী পক্ষী যেমন অরণ্যে প্রজ্জলিত দাবানলের

স্পর্শ সহ্য করতে পারে না, তদ্রূপ তুমি তাঁদের দুজনের

‘রাম-লক্ষণের’ বাণের স্পর্শ সহ্য করতে সমর্থ হবে না।

সাধু কৃত্বাহংসনঃ পথ্যং সাধু মাং মুঞ্চ রাবণ।

মং প্রথর্বণসংক্রুদ্ধো ভ্রাত্রা সহ পতির্মম॥ ১৩

বিধাস্যতি বিনাশায় স্বং মাং যদি ন মুঞ্চসি।

‘রে দুষ্ট রাবণ ! তুমি যদি আমাকে ছেড়ে না দাও,

তাহলে আমার প্রতি অত্যাচার করার জন্য, আমার স্বামী

লক্ষণের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে তোমার বিনাশসাধন

করবেন ; অতএব তুমি নিজের মঙ্গলবিধান নির্ণয় করে

চালোয় ভালোয় আমাকে ছেড়ে দাও।

যেন স্বং ব্যবসায়েন মলান্যং হর্তুমিচ্ছসি॥ ১৪

ব্যবসায়স্ত তে নীচ ভবিষ্যতি নিরর্থকঃ।

‘যে উদ্যম নিয়ে তুমি আমায় হরণ করতে উদ্যত

হয়েছ, রে নীচ ! তোমার সেই প্রয়াস কিন্তু ব্যর্থ হবে।

নহ্যহং তদ্রূপশাস্ত্রী ভর্তারং বিবৃষোপমম্॥ ১৫

উৎসর্গে শত্রুবশগা প্রাণান্ ধারয়িতুং চিরম্।

‘আমার দেবতুল্য স্বামীকে না দেবে, আমি, শত্রুর

বশীভূত হয়ে দীর্ঘকাল প্রাণধারণে অক্ষম।

ন নুনং চাক্ষনঃ শ্রেয়ঃ পথ্যং বা সমবেক্ষসে॥ ১৬

মৃত্যুকালে যথা মৎস্যো বিপরীতানি সেবতে।

মুমূর্ষুণাং তু সর্বেষাং যৎ পথ্যং তদ্র রোচতে॥ ১৭

‘মানুষ যেমন মৃত্যু আসন্ন হলে বিপরীত আচরণ

করে, মৃত্যুপথযাত্রীর যেমন পথ্যে রুচি হয় না ; তদ্রূপ, রে

দুর্ভিক্ষি রাবণ ! তুমিও নিজের কল্যাণ ও হিতকর বিষয়

দেখতে (বুঝতে) পারছ না।

পশ্যামীহ হি কণ্ঠে স্বাং কালপাশাবপাশিতম্।

যথা চান্দ্রিন্ ভয়স্থানে ন বিতেষি নিশাচরঃ॥ ১৮

‘রে নিশাচর ! দেখতে পাচ্ছি, তোমার কণ্ঠদেশে

মৃত্যুপাশ জড়িয়ে ধরেছে, তাই তুমি ভয়স্থানেও ভয়

পাচ্ছ না।

ব্যক্তঃ হিরণ্যময়ঃস্বং হি সম্প্রপ্যসি মহীকুহান্।

নদীং বৈতরণীং ঘোরাং ক্রধিরৌঘবিবাহিনীম্॥ ১৯

বজ্রাপত্রবনং চৈব ভীমং পশ্যসি রাবণ।

তপ্তকাক্ষনপুষ্পাং চ বৈদূর্যপ্রবরচ্ছদাম্॥ ২০

দ্রক্ষ্যসে শাল্মলীং তীক্ষ্ণমায়সৈঃ কন্টকৈশ্চিত্তাম্।

‘রাবণ ! তুমি নিশ্চয়ই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ সুবর্ণময়

বিশাল বৃক্ষসকল এবং শোণিত স্রোতঃবাহিনী ভয়ঙ্করী

বৈতরণী নদী, এবং দেখতে পাচ্ছ ভয়ঙ্কর বজ্রাপত্রের

বনরাজি। তপ্তসুর্ণময় পুষ্প, বৈদূর্যমণিময় পত্রবিশিষ্ট এবং

লৌহময় তীক্ষ্ণ কন্টকাকীর্ণ শাল্মলী (শিমূল) বৃক্ষও দেখতে

পাবে।

নহি ভ্রমীদৃশং কৃত্বা তস্যালীকং মহাস্বনঃ॥ ২১

ধারিতুং শঙ্কাসি চিরং বিবং পীড়্যেব নির্ধ্বং।

বহুত্বং কালপাশেন দুর্নিবারেণ রাবণ॥ ২২

‘রে নির্দয় ! সেই মহাধ্বার (শ্রীরামচন্দ্রের) প্রতি

এইরকম অপ্রিয় কর্ম করে, বিধবায়ী ন্যায়, তুমি দীর্ঘকাল

প্রাণধারণে সক্ষম হবে না। রাবণ ! তুমি দুর্নিবার মৃত্যুপাশে

আবদ্ধ হয়েছ।



ক গতো লক্ষ্যসে পর্ম মম ভর্তৃমহান্নমঃ।  
নিমেবস্ত্রমাত্রাণে বিনা ভ্রাতরমাহবে ॥ ২৩  
রাক্ষসা নিহতা যেন সহস্রাণি চতুর্দশ।  
কথং ন রাঘবো বীরঃ সর্বাত্মকুশলো বলী ॥ ২৪  
ন ত্বাং হন্যাচ্ছবৈরন্তকৈরিত্যর্থাপহারিণম্।

‘যিনি ভ্রাতার সহায়তা ব্যতীতই যুদ্ধে নিমেবের মধ্যে  
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে হত্যা করেছেন, আমার সেই  
মহাত্মা পতির ক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে কোথায় গিয়ে তুমি  
শান্তি পাবে? সর্বপ্রকার অস্ত্রক্ষেপণে পারদর্শী বলবান বীর  
রঘুনাথ তাঁর প্রিয়ভার্যাপহারণকারী তোমাকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা  
কেন হত্যা করবেন না?’  
এতচান্যচ্চ পরুষঃ বৈদেহী রাবণাঙ্গণা।  
ভয়শোকসমাবিষ্টা করুণং বিলম্বাণ হ ॥ ২৫

রাবণের ফোড়লগ্না ভয়ভীতা ও শোকভিহ্বা  
বিদেহরাজনন্দিনী সীতা রাবণকে পূর্বোক্ত এবং ভয়  
অনেক কঠোর বাক্য বলে, করুণ হয়ে বিলম্ব করতে  
লাগলেন।

তদা ভ্রাতার্তাঃ বহু চৈব ভাবিনীঃ  
বিলাপূর্বং করুণং চ ভাবিনীম্।  
জহার পাপস্তরুণীঃ বিচেষ্টতীঃ  
নৃপাঙ্গজামাগতপাত্রবেশধুঃ

ভীতা ও করুণ-বিলাপরতা রাজকন্যা সীতা রাবণকে  
অনেক কথা বলতে বলতে রাবণের হাত থেকে মুক্তি  
পাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তথাপি সেই সুন্দরী  
তরুণীকে পানী রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল; তখন তার  
অবচেতন মনে পাগভয়ে শরীর কম্পিত হচ্ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

### চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫৪)

পাঁচজন বানরের মধ্যে সীতা কর্তৃক সবস্ত্রালঙ্কার নিষ্ক্ষেপণ; লঙ্কায় প্রবেশ করে রাবণ কর্তৃক সীতাকে  
অস্তঃপুরে হাপন এবং জনস্থানে শ্রীরামসমীপে আটজন রাক্ষসকে গুপ্তচররূপে প্রেরণ

হ্রিয়মাণা তু বৈদেহী কঞ্চিক্ষাধমপশ্যতী।

দর্শ গিরিশৃঙ্গস্থান পঞ্চ বানরপুঞ্জবান্ ॥ ১

অপহৃতা বিদেহরাজনন্দিনী সীতা পথে কোনও  
রাক্ষসকে না দেখতে পেয়েও পর্বতশৃঙ্গোপরি পাঁচজন শ্রেষ্ঠ  
বানরকে দেখতে পেলেন।

তেষাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌশেয়ঃ কনকপ্রভম্।

উত্তরীয়ঃ বরারোহা শুভান্যাভরণানি চ ॥ ২

মুমোচ যদি রামায় শংসেয়ুরিতি ভামিনী।

বস্ত্রমুৎসৃজ্য তদ্যথো নিক্ষিপ্তং সহভূষণম্ ॥ ৩

সেই বানরেরা, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত যদি  
শ্রীরামচন্দ্রকে জানায়, এই আশায় আয়তলোচনা সুন্দরী  
তেজস্বিনী সীতা সুবর্ণমণ্ডিত কৌশেয় উত্তরীয়, সুন্দর  
অলঙ্কারসকল এবং রমণীয় বস্ত্রগুলি উন্মোচিত করে

বানরদের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন।

সম্রমাৎ তু দশগ্রীবস্তৎকর্ম চ ন বুঝবান্।

গিঙ্গাক্ষাঙ্কঃ বিশালাক্ষীঃ নৈত্রৈনিমিষৈরিব ॥ ৪

বিক্রোশন্তীঃ তদা সীতাঃ দদৃশুর্বানরোত্তমাঃ।

উদ্বেগবশত দশানন রাবণ কিন্তু সীতার এই  
কার্যকলাপ বুঝতে পারল না। পিঙ্গলবর্ণের চক্ষুবিধি উত্তর  
বানরেরা তখন ক্রন্দনরতা বিশালাক্ষী সীতাকে অক্লিমে  
নয়নে দেখছিল।

স চ পম্পামতিক্রম্য লঙ্কামতিমুখঃ পুরীম্ ॥ ৫

জগাম মৈথিলীঃ গৃহ্য রুদতীঃ রাক্ষসেশ্বরী।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ ক্রন্দনরতা মৈথিলেশনন্দিনী  
সীতাকে নিয়ে পম্পাসরোবর অতিক্রম করে লঙ্কাপুরী  
দিকে এগোতে লাগল।



তত্র জহায় সুসংহতৌ দ্যাবশো মৃত্যুমাশ্রয় ॥ ৬  
তুংগলেনৈব ভুজগীঃ কীল্বদংষ্ট্রাঃ মহাবিদ্যাম্।

আশ্রয় আশ্রয়িত রাবণ, নিজের মৃত্যুতুলা সীতাকে  
কোলে তুলে নিয়ে, দ্বারাণো দন্তবিশিষ্ট মহাবীৰ্যপূর্ণ  
সাপিণীকেই যেন হরণ করে নিয়ে এল।

হমামি সরিতঃ শৈলান্ সরাংশি চ বিছাদ্যাম ॥ ৭  
স কিম্ভ্যঃ সমভীয়ায় শব্দ্যাপ্যসিবি চ্যুত ॥

রাবণ হনু যেহে চ্যুত বাণের মতো আকাশপথে বহু  
হন, নদী, পর্বত এবং সরোবর ক্ষুদ্র অতিক্রম করতে  
হলেন।

ত্রিহিনক্রমিকৈতঃ তু বরুণালয়মক্ষয়ম্ ॥ ৮  
সরিতঃ শরশঃ গজা সমভীয়ায় সাগরম্।

রাবণ তিমি ও কুমীরের আবাসস্থল, নদীসমূহের  
জল এবং বরুণদেবের অক্ষয় বাসস্থান সাগরতীরে গিয়ে  
(সেই সাগর) পার হয়ে গেল।

সম্মাৎ পরিবৃত্তোর্মী রুদ্রমীনমহোরগঃ ॥ ৯  
কৈদেহাঃ ত্রিমমাণায়াঃ বভূব বরুণালয়ঃ।

বিদেহরাজনন্দিনী সীতা অপহৃত হওয়ায়  
বরুণদেবের আবাসস্থল সমুদ্রের উর্মিমাল্য (চৌকি)  
আবেগে শুক্ন হয়ে গেল, মৎস্য এবং বিশাল বিশাল সর্প  
নিশ্চল হয়ে পড়ল।

অবরিক্ষত্যা বাচঃ সসৃজুচারপাশ্রমা ॥ ১০  
এতদন্তো দশদ্রীব ইতি সিদ্ধান্তথাক্রবন্।

সেইসময় আকাশচরী চারণেরা বললেন,  
'দশাননের এই অন্তিম দশা'; সিদ্ধগণও তাই বললেন।

স তু সীতাং বিচেষ্ট্রীমঙ্কেনাদায় রাবণ ॥ ১১  
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রূপিণীং মৃত্যুমাশ্রয় ॥

সেই রাবণ কিন্তু, নিজের মৃত্যুশ্রুতি (রাবণের  
হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আপ্রাণ) চেষ্টারত সীতাকে  
কোলে করে নিয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করল।

সোহভিগম্য পুরীং লঙ্কাং সুবিভক্তমহাপথাম্ ॥ ১২  
সংরাক্ষক্যং বহলাং স্বমন্তঃপুরমাবিশ ॥

সে বহুদূর বিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথ সমূহ দ্বারা সুবিন্যস্ত  
লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হয়ে দৃঢ়সংলগ্ন বহুকক্ষযুক্ত স্বীয়  
অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

তত্র ত্র্যমসিতাপাসীং শোক মোহসমযিতাম্ ॥ ১৩  
নিদখে রাবণঃ সীতাং ময়ো মায়ামিসাসুরীম্।

'ময়' দানব যেমন অসুর নির্মিত মায়াপুরী ছাপন  
করেছিল সেইরকম, রাবণ সেখানে সেই সীতাকে ধরে  
দাপল, শোকমোহে অভিভূত হয়ে তাঁর অপাক (চোখের  
কোণ) কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে।

অত্রৈবীচ্চ দশদ্রীবঃ শিশাচীর্যোরদর্শনাম্ ॥ ১৪  
যথা নৈনাং পুমান্ স্ত্রী বা সীতাং পশাতাসম্মতঃ।

দশানন ত্রীমণ দর্শনা শিশাচীদেব ডেকে বলল,  
'আমার অনুমতি কিনা কোনও পুরুষ বা স্ত্রী কেউই যেন  
সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে।

মুক্তামণিসুবর্ণানি বদ্রাপ্যাক্ষরপানি চ ॥ ১৫  
যদ যদিচ্ছেৎ তদৈবাস্যা দেয়ং মচ্ছন্দতো যথা।

'আমার নির্দেশ বইল, যেমন যেমন, মণিযুক্ত  
সোনা বস্ত্র-অলঙ্কার— যা যা ইচ্ছা করবে (চাইবে) সঙ্গে  
সঙ্গে তাকে দেবে।

যা চ বক্ষতি বৈদেহীঃ বচনং কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥ ১৬  
অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানায় তস্যা জীবিতং প্রিয়ম্।

'যে কেউ জেনে বা না জেনে যদি বিদেহরাজ-  
নন্দিনীকে কোনও অপ্রিয় কথা বলে, (তবে) তার কাছে  
তা অপ্রিয় বলে জানবে (তার প্রাণ তাকে ছেড়ে চলে  
যাবে)।'

তথোক্তা রাক্ষসীভাজ রাক্ষসেভ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৭  
নিষ্ট্রমাত্তঃপুরাৎ তস্মাৎ কিং কৃত্যমিতি চিন্তয়ন্।

দমর্শ্যষ্টৌ মহাবীর্যান্ রাক্ষসান্ শিশিতাশনান্ ॥ ১৮  
মহাপ্রতাপী রাক্ষসরাজ রাক্ষসীদের সেইরকম

নির্দেশ দিয়ে, অন্তঃপুর থেকে নির্গত হয়ে 'এখন কী  
কর্তব্য', এই কথা যখন চিন্তা করছিল, এমন সময়  
অপকম্যাসাশী (কাঁচা মাংসভোজী) আটজন মহাবীর  
রাক্ষসকে দেখতে পেল।

স তান্ দৃষ্টা মহাবীর্যো বরদানেন মোহিতঃ।  
উবাচ তানিদং বাক্যং প্রশস্য বলবীর্যতঃ ॥ ১৯

ব্রহ্মার বরে অভিভূত সেই মহাবীর রাবণ তাদের  
দেখে, তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রশংসা করে এই কথা  
বলল—

নানাপ্রহরণাঃ কিপ্রমিতো গচ্ছত সঙ্করাঃ।

জনহানঃ হতহানঃ ক্ষুতং পূর্বং খরাল্যাম্॥ ২০

‘তোমরা শীঘ্র নানা অপ্রশস্তে সংজ্ঞিত হয়ে এখান থেকে দ্রুত জনহানে যাও, যে জনহান পূর্বে খরেন্দ্র বাসহান ছিল, (বর্তমানে রাম কর্তৃক রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায়) হতহানে পরিণত হয়েছে।

তত্রাসত্যং জনহানে শূন্যো নিহতরাক্ষসে,

পৌরুষং বলমাপ্রিত্য ত্রাসমুৎসৃজ্য দূরতঃ॥ ২১

‘রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায় সেই শূন্য জনহানে পুরুষকার এবং শক্তি অবলম্বনে, দূর থেকে সকলের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে সেখানে অবস্থান করো।

বহুসৈন্যং মহাবীৰ্যং জনহানে নিবেশিতম্

সদৃশশব্দং যুদ্ধে নিহতং রামসায়কৈঃ॥ ২২

‘আমি জনহানে দৃশ্য ও শব্দ-সহ মহাবীৰ্যবান বহু সৈন্য সমিবেশিত করেছিলাম ; কিন্তু যুদ্ধে রামের বাণে তারা নিহত হয়েছে।

ততঃ ক্রোধো মমাপূর্বো বৈর্যস্যোপরি বর্ধতে।

বৈরং চ সূমহজ্জাতং রামং প্রতি সুদারুণম্॥ ২৩

‘তখন থেকে আমার বৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করে অভূতপূর্ব ক্রোধ বর্ধিত হয়েছে এবং রামের প্রতি অতি ভয়ঙ্কর অসীম শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে।

নির্যাতয়িতুমিচ্ছামি তচ্চ বৈরং মহারিপোঃ।

নহি লঙ্ঘ্যাম্যহং নিদ্রামহত্বা সংযুগে রিপুম্॥ ২৪

‘মহাশত্রুর শত্রুতার প্রতিশোধ চাই। যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পাবব না।

তং হ্রিদানীমহং হত্বা খরদূষণ ঘাতিনম্।

রামং শর্মোপলক্ষ্যামি ধনং লঙ্ঘনব নির্ধনঃ॥ ২৫

‘ধন ও দূষণের হত্যাকারী সেই রামকে হত্যা করে দরিদ্রের ধনপ্রাপ্তিজনিত আনন্দের মতো আমি এখন অন্তঃকণ্ঠে জনিত সুখ লাভ করব।

জনহানে বসন্তিষ্য ভবন্তী রামমপ্রিত্য।

প্রবৃত্তিরূপনেতব্যা কিং করোতীতি তদ্ব্যতঃ॥ ২৬

‘জনহানে অবস্থান করে তোমরা, রাম কী করছে, এই বিষয়ে নিঃসংশয়িতভাবে রামের ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত সংবাদ আমাকে এনে দেবে।

অপ্রমাদাচ্চ গন্তব্যং সর্বৈরেব নিশাচরৈঃ।

কর্তব্যম্চ সদা যত্রো রাঘবস্য বধঃ প্রতি॥ ২৭

‘তোমরা আটজন রাক্ষস সাবধানে সেখানে দাঁড়া এবং রাঘব রামের হত্যার প্রতি সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

যুস্মাকং তু বলং জাতং বহুশো বশমূষনি।

অতশ্চাস্মিজনহানে ময়া যুয়ং নিবেশিতাঃ॥ ২৮

‘সম্মুখসমরে তোমাদের শক্তির পরিচয় অনেকবার পেয়েছি ; তাই এই জনহানে আমি তোমাদের নিযুক্ত করলাম।’

ততঃ প্রিয়ং বাক্যমুপেতা রাক্ষসা

মহাৰ্থমষ্টাবভিবাদ্য রাবণম্।

বিহার লঙ্কাং সহিতাঃ প্রতস্থিরে

যতো জনহানমলক্ষ্যদর্শনাঃ॥ ২৯

তখন আটজন রাক্ষস মিলিত হয়ে মহৎকার্যের জন্য সেই মনোমত নির্দেশ স্বীকার করে নিয়ে, রাবণকে অভিবাদন জানিয়ে অদৃশ্যভাবে লঙ্কা ত্যাগ করে জনহানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ততস্ত সীতামুপলভ্য রাবণঃ

সুসম্প্রহৃষ্টঃ পরিগৃহ্যমৈথিলীম্।

প্রসজ্য রামেণ চ বৈরমুত্তমং

বভূব মোহানুদিতঃ স রাবণঃ॥ ৩০

সীতাকে পেয়ে রাবণ অত্যন্ত আহুদিত হল। মিথিলেশনন্দিনীকে অপহরণ করায় শ্রীরামের সঙ্গে তার যে মহাশত্রুতার সৃষ্টি হল, তাতে মোহগ্রস্ত রাবণ অত্যন্ত আনন্দলাভ করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥



## পঞ্চপদ্যশ সর্গ (৫৫)

রাবণ কর্তৃক সীতাকে স্বীয়া অন্তঃপুর প্রদর্শন এবং পত্নীত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন

সংসিদ্ধা রাক্ষসান্ যোরান্ রাবণোহুটৌ মহাবলান্  
জ্ঞানান্ বুদ্ধিবৈক্রব্যাং কৃতকৃত্যমমনাত ১

রাবণ আটজন ডয়ঙ্কর মহাবলী রাক্ষসকে আদেশ  
দিয়ে, বুদ্ধিবিশ্রমবশত নিজেকে কৃতার্থ মনে করল।

স চিত্রিয়ানো বৈদেহীঃ কামবাণৈঃ প্রণীড়িতঃ।  
প্রবেশ গৃহং রম্যং সীতাং দ্রষ্টুমভিচ্ছরন্ ২

সে সীতাকে চিত্রা করতে করতে কামবাণে পীড়িত  
হয়ে তাঁকে দেববার জন্য রমণীয় গৃহে দ্রুতভাবে প্রবেশ  
করল।

স প্রবিশ্য তু তত্বেশ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।  
অশশাদ্ রাক্ষসীমধ্যে সীতাং দুঃখপরায়ণাম্ ৩

অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং শোকভারাবগীড়িতাম্।  
বাহুবৈগৈরিবাক্রান্তাং মজ্জন্তীং নাবমর্গবে ৪

দুঃখপরিষ্রষ্টাং মৃগীং শূভিরিবাবৃত্তাম্  
রাক্ষসরাজ রাবণ গৃহে প্রবেশ করে রাক্ষসী পরিবৃত্তা

দুঃখিনী, অশ্রুপূর্ণী, কাতরা সীতাকে দেখল। শোকভার  
গীড়িতা সীতাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্রের ঝড়ে

অক্রান্তা নিমজ্জমানা নৌকার মতো, অথবা দলশ্রষ্টা ও  
কুকুর পরিবৃত্তা কাতরা হরিণীর মতো।

অখোগতমুখীং সীতাং রামভ্যেতা নিশাচরঃ ৫  
তাং তু শোকবশাদ্ দীনামবশাং রাক্ষসাধিপঃ।

সবলাদ্ দর্শয়ামাস গৃহং দেবগৃহোপমম্ ৬  
শোকে কৃশ ও অখোমুখী সীতার কাছে এসে

রাক্ষসরাজ রাবণ জোর করে তাঁকে দেবগৃহসদৃশ সুন্দর  
নিজের অন্তঃপুর দেখাল।

হর্ষাপ্রাসাদসম্বাং ক্লীসহশ্রনিষেবিতম্।  
নানাপক্ষিগণৈর্জুষ্টং নানারত্নসমম্বিতম্ ৭

দাষ্টকৈশ্বাপনীয়েশ্চ স্ফটিকে রাজতৈত্তথা।  
বজ্রবৈদ্যুচিট্রৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টিমনোরমৈঃ ৮

দ্বিবাৎসুভিনির্ঘোষঃ তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।  
সোপানং কাঞ্চনং চিত্রমাকরোহ তয়া সহ ৯

রাবণের সেই অন্তঃপুর ছিল মনোহর প্রাসাদসমূহ  
দ্বারা পরিবেষ্টিত, সহস্র সহস্র নারী অধ্যুষিত, নানা পক্ষীর

কলরবে মুখরিত এবং নানা রত্ন দ্বারা পরিপূর্ণ। (সেই  
প্রাসাদগুলি ছিল গজদন্তমণ্ডিত, স্বর্ণ, স্ফটিক, রৌপ্য তথা

বজ্রমণি ও বৈদ্যুতমণি দ্বারা সজ্জিত দৃষ্টিমনোরম স্তম্ভ দ্বারা  
সুশোভিত)। সেই প্রাসাদে রাবণ সীতার সঙ্গে স্বর্গীয়

দুন্দুভিনির্ঘোষে জড়িত হয়ে তপ্ত সুবর্ণরঞ্জিত চিত্রিত  
স্বর্ণসোপানে আরোহণ করল।

দাম্বকা রাজতশৈল্যে গবাক্ষাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।  
হেমজলাবৃত্তাশ্চাসংস্কৃত্য প্রাসাদপঙ্ক্তয়ঃ ১০

অট্টালিকাগুলিতে গজদন্ত ও রৌপ্যনির্মিত  
গবাক্ষগুলি অতীব মনোরম এবং প্রাসাদশ্রেণী ছিল

সুবর্ণজালে আচ্ছাদিত।  
সুখামণিবিচিত্রাণি ভূমিতাগানি সর্বশঃ।

দশগ্রীবঃ স্বভবনে প্রাদর্শয়ত মৈথিলীম্ ১১  
রাবণ নিজভবনের সর্বত্র সুখাখবলিত মণিখচিত

বিচিত্র গৃহতলগুলি মিথিলেশতনয়াকে দেখাতে লাগল।  
দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণাশ্চ নানাপুষ্পসমাবৃত্তাঃ।

রাবণো দর্শয়ামাস সীতাং শোকপরায়ণাম্ ১২  
রাবণ শোকাক্তা সীতাকে নানাবিধ কুসুমসমাকীর্ণ

দীঘি পুষ্করিণী সকল দেখাতে লাগল।  
দশয়িত্বা তু বৈদেহীং কংসং তত্ত্বনোত্তমম্।

উবাচ বাক্যং পাশাত্মা সীতাং লোভিতুমিচ্ছয়া ১৩  
পাশাত্মা রাবণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে সেই

উত্তম প্রাসাদের সবটা দেখিয়ে তাঁকে প্রলোভিত করার  
ইচ্ছায় বলল -

দশ রাক্ষসকোট্যশ্চ দ্বাবিংশতিরথাপরাঃ।  
বজ্রয়িত্বা জরাবৃদ্ধান্ বালান্শ্চ রজনীচরান্ ১৪

তেষাং প্রভুরহং সীতে সর্বেষাং ভীমকর্মণাম্।  
সহস্রমেকমেকস্য মম কার্ষপুঃসরম্ ১৫

‘অয়ি সীতে! জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ এবং বালক রাক্ষস বাদে  
দশ কোটি এবং আরও বাইশকোটি (মোট বত্রিশ কোটি)

রাক্ষস এখানে আছে। সেই ভীষণকর্মা সকল রাক্ষসের  
আমি-ই প্রভু। এতদ্ব্যতীত আমার একার সেবাকারী এক

সহস্র ভৃত্য আছে।  
যদিদং রাজ্যতত্ত্বং মে হুয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

জীবিতং চ বিশালাক্ষি হং মে প্রাণৈর্গরীয়সী ১৬  
‘অয়ি ভাগবনয়না! আমার এই সমগ্র রাজ্য এবং

আমার জীবন, সবই তোমাকে সমর্পিত হল। তুমিই আমার



প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়

বহীনামুত্তমস্ত্রীণাং মম যোহসৌ পরিগ্রহঃ।

তাসাং তুমীশ্বরী সীতে মম ভার্যা ভব প্রিয়ে॥ ১৭

‘সীতে ! আমার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ অনেক

সুন্দরী স্ত্রীর তুমি-ই কর্ত্রী। প্রিয়ে ! তুমি আমার স্ত্রী হও।

সাবু কিং তেহন্যথাবুজ্যা রোচয়স্ব বচো মম

ভজস্ব মাভিতপ্তস্য প্রসাদং কর্তুমহসি। ১৮

‘রামের চিত্তায় তোমার কি কল্যাণ হবে ? সানন্দে

আমার কথা মেনে নাও ; আমি কামার্ত, আমার প্রতি প্রসন্ন

হও, আমাকে পতিরূপে ভজনা করো।

পরিকল্পিতা সমুদ্রেশ লঙ্কায় শতযোজনা।

নেয়ং ধ্বংসিতং শকা সৈজেরপি সুরাসুরৈঃ॥ ১৯

‘শতযোজন বিস্তৃত এই লঙ্কাপুরী সমুদ্রদ্বারা

পরিবেষ্টিত। ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতা এবং অসুরগণও এই

লঙ্কাপুরীকে পরাভূত করতে অক্ষম।

ন দেবেষু ন যক্ষেষু ন গন্ধর্বেষু নর্ষিষু।

অহং পশ্যামি লোকেষু যো মে বীর্যসমো ভবেৎ॥ ২০

‘ত্রিভুবনে দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং ঋষিদের মধ্যে

এমন কাউকেই দেখছি না, যে বীর্যবত্তায় আমার সমান।

রাজ্যভ্রষ্টেন দীনেন তাপসেন পদাভিনা।

কিং করিষ্যসি রামেশ মানুষ্যেণাত্তজস্যা॥ ২১

‘রাজ্যচ্যুত, দরিদ্র, পদাচারী তাপস ক্ষীণতেজা মানুষ

রামকে নিয়ে তুমি কী করবে।

ভজস্ব সীতে মামেব ভর্তাহং সদৃশস্তব।

যৌবনং ত্বৎস্বং তীরু রমস্বেহ ময়া সহ॥ ২২

‘অগ্নি সীতে ! আমাকেই পতিরূপে ভজনা করো,

আমি-ই তোমার যোগ্য স্বামী। অগ্নি তীরু ! যৌবন তো

ক্ষণস্থায়ী। অতএব আমার সঙ্গে এই লঙ্কাপুরীতেই বিহার

করো।

দর্শনে মা কৃথা বুদ্ধিং রাঘবস্য বরাননে।

কাস্য শক্তিরিহাগস্তমপি সীতে মনোরথৈঃ॥ ২৩

‘অগ্নি রুচিরাননে সীতে ! রামচন্দ্রের দর্শনের চিত্তাও

কোরো না ; কারণ, মনে মনেও কারও এই দুর্ভেদ্য

লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করার ক্ষমতা নেই।

ন শক্যো বায়ুরাকাশে পাশৈর্বন্ধুঃ মহাজবঃ।

দীপ্যমানস্য বাপায়েগ্রহীতুঃ বিমলাঃ শিখাঃ॥ ২৪

‘আকাশের বেগবান বায়ুকে যেমন রজ্জু দ্বারা বাঁধা

সম্ভব নয়, অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাকেও হাতে ধরা যায় না,

(তদ্রূপ এই লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্রের আগমন সম্ভব নয়)

ত্রয়াণামপি লোকানাং ন তং পশ্যামি শোভনে।

বিক্রমেশ নয়েদু যন্তাং মহাহুগরিপালিজাম্ ২৫

‘অগ্নি সুন্দরি ! ত্রিভুবনে এমন কোনও পিতৃ

দেখছি না, যে আমার বাহুবলানে আশ্রিতাকে জের করে

আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে।

লঙ্কায়ঃ সুমহদ্রাজ্যমিদং হুমনুপালয়।

ত্বৎপ্রিয়া মবিধাশ্চৈব দেবশাচাপি চরাচরম্॥ ২৬

‘তুমি লঙ্কার এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করো ;

আমার মতো অন্যান্য রাক্ষসেরা সকলে, দেবতারা এবং

বিশ্বচরাচরও তোমার সেবক হয়ে থাকবে।

অভিষেকজলক্রিয়া তুষ্টা চ রময়স্ব চ।

দুহৃতং যৎপুরা কর্ম বনবাসেন তদাতম্॥ ২৭

যচ্চ তে সুকৃতং কর্ম তসোহ কলমাপুহি।

‘অভিষেক বারিতে স্নানসিদ্ধি হয়ে সম্ভব হলে

আমার সঙ্গে বিহার করো। তোমার পূর্বকৃত দুঃস্বপ্নের ফল

বনবাস দুঃখভোগ দ্বারা সমাপ্ত হয়ে গেছে ; এখন তোমার

পুণ্যকর্মের সুফল ভোগ করো।

ইহ সর্বাণি মাল্যানি দিবাগজানি মৈথিলি। ২৮

ভূষণানি চ মুখ্যানি তানি সেব ময়া সহ।

‘অগ্নি মিথিলেশনন্দিনি ! মাল্য, স্বর্গীয় গজদন্ড এবং

যে সকল প্রধান প্রধান অলঙ্কার আছে, সেইগুলি ম

এখানে আমার সঙ্গে ভোগ করো।

পুষ্পকং নাম সুপ্রোদি ভ্রাতৃর্বেশ্ববশস্য যো ২৯

বিমানং সূর্যসংকাশং তরসা নির্জিতং রশে।

বিশালং রমণীয়ং চ তদ্বিমানং মনোজবম্॥ ৩০

তত্র সীতে ময়া সার্বং বিহরস্ব যথাসুখম্।

‘অগ্নি সুন্দরি নিত্যহিনি ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ

কুবেরের সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল পুষ্পক নামক বিমানটি অগ্নি

যুদ্ধে সবলে জয় করে নিয়েছি। বিমানটি বিশাল, মনোরম

এবং মনের গতির মতো গতিসম্পন্ন। অগ্নি সীতে ! সেই

বিমানে আবোহণ করে আমার সঙ্গে তুমি সুখে বিহার

করবে।

বদনং পদ্মসংকাশং বিমলং চাক্ষুর্দর্শনম্ ৩১

শোকাক্তং তু বরারোহ ন ভ্রাজতি বরাননে।

‘অগ্নি প্রশান্তনিতহিনি ! রুচিরাননে ! তোমার

কমলসদৃশ উজ্জ্বল সুদর্শন মুখখানি শোকাক্তরক্ত হয়ে

শোভাহীন দেখাচ্ছে।’

এবং বদন্তি তস্মিন্ সা বজ্রাঙ্ঘ্রেন বনালনা। ৩২  
নিবাসেন্দুনিভঃ সীতা মন্দমন্ত্রণাবর্তয়ৎ।

রাবণ এই সকল কথা বললে, সুন্দরী সীতা চন্দ্রাব-  
লম্ব সুন্দর সুন্দর মুখখানি বজ্রাঙ্ঘ্রেন আবৃত কবে  
জঙ্গমোচন কবতে লাগলেন।

গারজীঃ তমিবাঙ্ঘ্রাঃ সীতাঃ চিত্রাহতপ্রভাম্॥ ৩৩  
উবাচ বচনং বীরো রাবণো রজনীচরঃ।

তখন দুঃস্থিতাহেতু ঔজ্জ্বলাহীনা, উদ্ভিগ্না এবং  
প্রিয়ামচন্দ্রের ধানমগ্না সীতাকে নিশাচর বীর রাবণ বলল—  
জলং ব্রীডেন বৈদেহি ধর্মলোপকৃভেন তে॥ ৩৪

অর্ঘ্যেহরং দেবি নিষ্পন্দো যন্তামভিভবিস্যতি।

‘অয়ি দেবি বিদেহরাজনন্দিনি! পতি পরিত্যাগ করে  
পরশুকম্ব মিলনহেতু ধর্মলোপজনিত কর্মের জন্য তোমার  
দণ্ডার কারণ নেই, কারণ আমার সঙ্গে তোমার রাক্ষস-  
বিবাহ যা তোমাকে ব্যাকুলিত করবে, তা আমি কর্তৃক  
স্থিতিকৃত।

এতৌ পাদৌ ময়া গ্রিহ্যৌ শিরোভিঃ পরিশীভিতৌ॥ ৩৫  
প্রসাদং কুরু মে দ্বিপ্রং বশ্যো দাসোহহমস্মি তে।

‘তোমার এই কোমল চরণযুগলে আমি আমার দশ-  
মস্তকে স্থাপন করলাম; দেবি! দ্বিপ্র আমার প্রতি প্রসন্ন  
হও। আমি তোমার বশীভূত দাস।

ইমাঃ শূন্যা ময়া বাচঃ শুশ্রামাণেন ভাদিতাঃ॥ ৩৬  
ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিন্মুখা স্ত্রীং প্রণয়েত হ।

‘কামাগ্রিতে সন্তপ্ত আমি এই সব অকপট কথা  
বললাম, তা বৃথা কবো না। রাবণ কোনও নারীকে মস্তক  
অবনত করে প্রণাম করে না, শুধু তোমার সম্মুখেই মাথা  
নোয়ালাম।’

এবমুক্তা দশগ্রীবো মৈথিলীং জনকান্বজাম্।  
কৃতান্তবশমাপমো মমেয়মিতি মন্যতে॥ ৩৭

দশানন মিথিলেশনন্দিনী জানকীকে এই সব কথা  
বলে, যেন মহাকাল কবলিত মৃত্যুরাজ যমের বশীভূত  
হয়েই ‘এ আমার-ই’ এই বকম মনে করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

### ষটপঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

শ্রীরামের প্রতি সীতার অনন্যানুরাগ জেনে রাবণ কর্তৃক সীতাকে ভীতিপ্রদর্শন, অতঃপর  
অশোকবনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য রাক্ষসীদের প্রতি রাবণের নির্দেশ

স তথোক্তা তু বৈদেহী নির্ভয়া শোককশির্ভা।

তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণঃ প্রত্যভাষত॥ ১

রাবণ সেইরকম বললে, শোককাতরা সীতা নির্ভয়  
হয়ে, তাঁদের দুজনের মাঝখানে একটি তৃণ স্থাপন করে  
(একটি ঘাস রেখে) (১) রাবণকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

রাজা দশরথো নাম ধর্মসেতুরিবাচলঃ।

সত্তসজ্জঃ পরিজ্ঞাতো যস্য পুত্রঃ স রাঘবঃ॥ ২

রামো নাম স ধর্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিপ্রতঃ।

দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম॥ ৩

‘সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্মের অচল সেতু বলে  
পরিচিত; যাঁর পুত্র রঘুনন্দন শ্রীরাম। আজানুলব্ধিত  
দীর্ঘবাহু, বিশালাক্ষ রাম ধর্মাত্মা বলে ত্রিভুবনে পরিচিত।  
তিনিই আমার পতিদেবতা।

ইক্ষ্বাকুণাং কুলে জাতঃ সিংহস্ত্রকো মহানুভিঃ।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্ৰা যন্তে প্রাণান্ বদিস্যতি॥ ৪

‘যিনি ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সিংহসদৃশ

(১) সীতাদেবী ধর্মীকী থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তৃণও ভূমিতে উৎপন্ন হয়। সেই সূত্রে তৃণ সীতার আত্মহানির। একান্তে পরশুকম্বের সঙ্গে  
যথাস্থানে আপনজন উপস্থিত থাকার শাস্ত্রীয় মর্যাদা রয়েছে। সীতাদেবী কর্তৃক তৃণ স্থাপনের এই তল তাৎপর্য।



হৃদয় ও মনঃস্থিত হইল এই লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিত  
হয়ে তৈর প্রবৃত্তি করবেন।

প্রজ্ঞাং বনাং তস্য হুয়া বৈ ধর্মিতা বলাৎ।

শক্তিঃ হুং হতঃ সংখ্যে জনহানে যথা খরঃ॥ ৫

‘তব সামান্য যদি তুমি অন্যকে জোর করে  
মপহরণ করো, তাহলে, জনহানে যথেষ্ট খর  
নিহত হয়ে ভূমিস্বাধ্য শাস্তি হতে।

য এতে রাক্ষসঃ প্রোক্তা ঘোররূপা মহাবলাঃ।

রাঘবে নির্বিঘ্নাঃ সর্বে সুপর্ণে পক্ষগা যথা॥ ৬

‘তুমি এই যে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী রাক্ষসদের কথা  
বললে, তারা সকলেই, গরুড়ের সমুখে সর্পেরা যেমন  
বিষহীন হয় পড়ে, তদ্রূপ রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের সামনে  
নিপুঞ্জ হয়ে পড়বে।

তস্য জাবিপ্রমুক্তান্তে শরাঃ কাশনভূষণাঃ।

শরীরঃ বিষমিষাতি গঙ্গাকূলমিবোর্ময়ঃ॥ ৭

‘ডেউগুলি যেমন গঙ্গার তীরভূমিকে বিক্ষত করে,  
সেইরকমভাবে শ্রীরামচন্দ্রের জ্যামুক্ত সুবর্ণভূষিত বাণগুলি  
তোমার শরীরকে ছিন্ন-ভিন্ন করবে।

অসুরৈর্বা সুরৈর্বা হুং যদ্যবধোহসি রাবণ।

উৎপাদ্য সুমহদ্ বৈরং জীবন্তস্য ন মোক্ষসে॥ ৮

‘রে রাবণ ! দেবতা বা অসুরদের কাছে যদিও তুমি  
অবধ্য হও, তথাপি শ্রীরামের সঙ্গে মহাশত্রুতা সৃষ্টি করে  
তুমি জীবিতাবস্থায় মুক্তি পাবে না।

স তে জীবিতশেষস্য রাঘবোহত্করো বলী।

পশোর্যুপগতস্যোব জীবিতং তব দুর্লভম্॥ ৯

‘বীর রঘুনন্দন রাম তোমার অবশিষ্ট জীবনের  
বিনাশকারী। যুপকাণ্ডবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী পশুর মতোই  
তোমার জীবন হবে দুর্লভ।

যদি পশোং স রামস্তাং রোষদীপ্তেন চক্ষুযা।

রক্ষস্বন্দ্য নির্দোষা যথা রুদ্রেন মন্যথঃ॥ ১০

‘ওরে রাক্ষস ! যদি শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়নে  
একবার তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে ভগবান  
রুদ্রদেব কর্তৃক মন্যথ-এর মতো তুমি নিঃশেষে দগ্ন হয়ে  
যাবে।

যশস্ত্বং নভসো ভূমৌ পাতয়েন্মাশয়েৎ বা।

সাগরং শোষয়েদ্ বাপি স সীতাং মোচয়েদিহ॥ ১১

‘যিনি আকাশ থেকে চন্দ্রকে টেনে পৃথিবীর মাটিতে  
পাতিত করতে অথবা তাকে বিনষ্ট করতে সমর্থ, যিনি

সাগরকে শোষিত করতে পারেন, তিনি সীতাকে হন  
থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতেও সমর্থ হবেন।

গতাসুত্বং গতশ্রীকো গতসর্বো গতেক্ষিতঃ।

লব্ধা বৈধব্যসংযুক্তা কুংকুভেন ভবিষ্যতি॥ ১২

‘জেনে রাখো তুমি মৃত, লব্ধিহীন, কলঙ্কিত এবং  
বিকলেদ্রিয় হয়ে গেছ। তোমার দুঃখের জন্যই লজ্জা  
পতিহীন হয়ে যাবে।

ন তে পাপমিদং কর্ম সুখোদকং ভবিষ্যতি।

যাহং নীতা বিনাভাং পতিপার্শ্বাং হুয়া বলাৎ॥ ১৩

‘আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে জোর করে  
স্বামীব কাছ থেকে নিয়ে এসেছ। অতএব তোমার এই  
পাপকর্মের ভবিষ্যৎ ফল সুখকর হবে না।

স হি দেবরসংযুক্তো মম তর্জা মহাদুষ্টিঃ।

নির্ভয়ো বীর্যমাপ্রিতা শূন্যো বসতি যশ্চকঃ॥ ১৪

‘মহাতেজস্বী আমার স্বামী দেবর লক্ষ্মণসহ একই  
বীরত্বের সঙ্গে নির্ভয়ে শূন্য দণ্ডকারণ্যে বাস করছেন।

স তে বীর্যং বলং দর্পমুৎসেকং চ তথাবিধম্।

অপনেষ্যতি গাঙ্গেভ্যঃ শরবর্ষণ সংযুগে॥ ১৫

‘তিনি যুদ্ধে বাণবর্ষণ দ্বারা তোমার শরীর থেকে  
বুদ্ধিপ্রাপ্ত বল বীর্য-অহঙ্কারকে দূর করে দেবেন।

যদা বিনাশো ভূতানাং দৃশ্যতে কালচোদ্দিতঃ।

তদা কার্যে প্রমাদান্তি নরাঃ কালবশং গতঃ॥ ১৬

‘কালের প্রেরণায় যখন জীবের বিনাশ দেখা দেয়,  
তখন তার কার্যে প্রমাদ (ভুল) হয় ; কারণ মানুষ (জীব)  
কালের বশীভূত।

মাং প্রধ্বা স তে কালঃপ্রাতোহয়ং রাক্ষসাধম।

আত্মনো রাক্ষসানাং চ বধ্যমানঃ পুরস্য চ॥ ১৭

‘রে নিশাচরাধম ! আমার উপর অজ্ঞাতরূপে  
তোমার নিজের, রাক্ষসকুলের এবং তোমার অন্তঃপুরের  
বধের জন্য সেই মহাকাল এসে উপস্থিত।

ন শক্যা যজ্ঞমথাহা বেদিঃ ক্রপ্তাওমতিত।

যিজাতিমন্ত্রসম্পূতা চতালেনাবমর্দিভূম্॥ ১৮

‘শ্রুত প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র দ্বারা শোভিত এবং রাক্ষস  
কর্তৃক মন্ত্রপাঠ দ্বারা পবিত্রীকৃত যজ্ঞস্থান মথাবতী যজ্ঞবেদি  
চতাল পদদলিত করতে পারে না।

তথাহং ধর্মনিভাস্য ধর্মগতী দুস্তেজা।

দুয়া স্পষ্টং ন শক্যাহং রাক্ষসাধম পাশিনা॥ ১৯

‘রে রাক্ষসাধম ! ধর্মে নিভা প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্রের



ধর্মপত্নী আমি, তাই পবিত্র যজ্ঞবেদিস্থকথা আমি সুদৃঢ়ভাবে  
পাণ্ডিত্য ধর্ম পালন করে থাকি, অতএব পাণ্ডী চণ্ডালের  
মতো তুমি আমাকে (কামজাবে) স্পর্শ করতে সমর্থ  
হবে না।

কীটী রাজহংসেন পদ্মযগ্ধে নিত্যশঃ।

হংসী সা তৃণমধ্যস্থঃ কথং দ্রক্ষ্যত মনুকম্ ॥ ২০

‘পদ্মসমূহে পদ্মবনে রাজহংসের সঙ্গে সর্বদা  
কীডারতা সেই হংসী তৃণমধ্যে অবস্থিত পর্নমৃগকে  
(জলকাককে, পানকৌড়িকে) কেমন করে দেখবে ?

ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং বদ্ধ বা ঘাতয়ত্ব বা।

নেষং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতং বাপি রাক্ষস ॥ ২১

ন তু শকামপক্ৰোশং পৃথিব্যাং দাতুমাস্তনঃ।

‘রে নিশাচর ! আমার এই অচেতন শরীরকে বেঁধে  
রাখো বা হত্যা করো আমার এই দেহ বা প্রাণ রক্ষণীয় নয়  
(আমি রক্ষা করতে চাই না) ; কারণ জগতে নিজের নিন্দা  
ছড়িয়ে দিতে আমি পারব না।’

এবমুক্তা তু বৈদেহীঃ ক্রোধাৎ সুপুরুষং বচঃ ॥ ২২

রাবণঃ জ্ঞানকী তত্র পুনর্নোবাচ কিঞ্চন

বিদেহরাজনন্দিনী জ্ঞানকী (সীতা) রাবণকে এইভাবে

ক্রোধপূর্ণ কঠোর কথা বলে, আর কিন্তু কিছুই বললেন না

সীতায় বচনং ব্রহ্মা পরুষং রোমহর্ষণম্ ॥ ২৩

প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাঃ ভয়সংদর্শনং বচঃ।

সীতার সেই রোমহর্ষক কঠোর বাক্য শ্রবণ করে

রাবণ সীতাকে ভয় প্রদর্শন করে প্রত্যুত্তরে বলল—

শু মৈথিলি মদ্যাক্যং মাসান্ ষাদশ ভূমিনি ॥ ২৪

কালেনানেন নাভোষি যদি মাং চারুহাসিনি।

তত্বাং প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎসান্তি লেশশঃ ॥ ২৫

‘অগ্নি সুহাসিনি মিথিলেশনন্দিনি ! আমার শেষ কথা

শোনো। বারো মাস সময় দিলাম, এই সময়ের মধ্যে যদি

তুমি আমার কাছে না আসো, তাহলে অগ্নি কোপনশিলে !

আমার প্রাতঃরাশের জন্য পাচকেরা তোমার দেহকে টুকরো

টুকরো করে কেটে ফেলবে।’

ইত্যুক্তা পরুষং বাক্যং রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।

রাক্ষসীচ ততঃ ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬

শত্রুর মনে ভীতি উৎপাদক ক্রুদ্ধ রাবণ সীতার প্রতি

এইরকম কর্কশ কথা বলে, তারপর রাক্ষীদের এই কথা

বলল—

শিত্রমেব হি রাক্ষস্যা বিরূপা ঘোরদর্শনাঃ।

দর্শনসাপনেনাস্ত্র

‘কুৎসিতরূপা, ভয়ঙ্করদর্শনা, রক্তমাংসভোজন-  
কারিণী হে রাক্ষসীবৃন্দ ! তোমরা শীঘ্রই সীতার অহংকার চূর্ণ  
করো।’

নচনাদেব তাস্য সুঘোরা ঘোরদর্শনাঃ।

কৃতপ্রাজ্জলয়ো ভৃম্মা মৈথিলীঃ পূর্ববারয়ন্ ॥ ২৮

রাবণের আদেশানুসারেই সেই ভীষণদর্শনা ভয়ঙ্করী  
রাক্ষসীরা হাতছোড় করে মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে  
চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল।

স তাঃ প্রোবাচ রাজাসৌ রাবণো ঘোরদর্শনাঃ।

প্রচল্য চরণোৎকর্ষেদারমিষ মেদিনীম্ ॥ ২৯

রাজা রাবণ পাদাস্থ্যালনে পৃথ্বীতলকে যেন বিদীর্ণ  
কবে পদচারণা করতে করতে সেই বিকটদর্শনা ভয়ঙ্করী  
রাক্ষসীদের বলল—

অশোকবনিকামধ্যে মৈথিলী নীয়তামিতি।

তদ্রৈয়ং রক্ষ্যতাং গুঢ়ং যুস্মাভিঃ পরিবারিতা ॥ ৩০

‘তোমরা মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে অশোকবনে  
নিয়ে গিয়ে, সেখানে তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে গোপনে  
রাখবে।

তত্রৈনাং তর্জনেঘোরৈঃ পুনঃ সাত্ত্বৈশ্চ মৈথিলীম্।

আনয়ধ্বং বশং সর্বা বন্যাঃ গজবধূমিব ॥ ৩১

‘সেই অশোকবনে তোমরা সকলে মিলে  
মিথিলেশনন্দিনীকে কখন কখনও ভীষণ তর্জন-গর্জন  
করে, আবার কখনও সাত্ত্বনাবাক্য-প্রয়োগে বন্যহস্তিবধূর  
(হস্তিনীর) মতো বশে আনবে।’

ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষস্যা রাবণেন তাঃ।

অশোকবনিকাং জঘুমৈথিলীং পরিগৃহ্য তু ॥ ৩২

সেই রাক্ষসীরা রাবণ কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাদৃষ্টা হয়ে  
মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে নিয়ে অশোকবনে চলে গেল।  
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈর্নানাপুত্ৰপফলৈর্বৃতাম্

সর্বকালমদৈচ্চাপি ঘিঞ্জৈঃ সমুপসেবিতাম্ ॥ ৩৩

সর্বপ্রকার কামাফল প্রদানকারী নানাপ্রকার ফল-  
পুত্ৰপূর্ণ বৃক্ষ পরিবৃত এবং সকল ক্ষতুতেই আনন্দমদমত্ত  
পক্ষিকুলসেবিত অশোকবনে সীতাকে রাক্ষসীরা নিয়ে  
গেল।

স তু শোকশরীতাক্ষী মৈথিলী জনকান্বজা।

রাক্ষসীবশামাপম্বা ব্যাদ্রীণাং হরিলী যথা ॥ ৩৪

সর্ব অঙ্গে শোক যেন ছেয়ে ফেলেছে এমন সেই

জনকভনয়া মিথিলাবাসিনী সীতা, ত্রিংশ ব্যাঘ্রদেব  
আগা পরিবৃত্তা চারণাব মতো রাক্ষসীদেব বশীভূতা হয়ে  
বসিলেন।

শোকেন মহতা গ্রন্থা মৈথিলী জনকান্নজা।  
ন শর্ম লভতে তীরঃ পাশবক্ষা মৃগী যথা॥ ৩৫  
পাশবক্ষা ভয়ভ্রস্তা হবিধীর মতো, অতীব  
শোকাভিভূতা মিথিলেশনন্দিনী জানকী সীতা, শান্তি লাভ  
করতে পারলেন না।

ন বিস্মতে তত্র হু শর্ম মৈথিলী  
নিরুপনেত্র্যস্তিরহীম  
পতিঃ স্মরন্তী দগিভঃ চ দেবরঃ  
নিচেতনাত্মা ভয়াশোকপীড়িতা॥ ৩৬

অশোকবনে বিকটনয়না রাক্ষসীরা অত্যন্ত ভয়ানক  
করায় মিথিলেশনন্দিনী সীতা শান্তি পেলে না। অর্থাৎ  
শোকে পীড়িতা তিনি প্রিয় পতি ও দেবরকে স্মরণ করে  
হতচেতন হয়ে পড়লেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতে বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত্তি আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

### প্রক্ষিপ্ত সর্গ

পিতামহ ব্রহ্মার নির্দেশে নিদ্রাদেবীসহ দেবরাজ ইন্দ্রের লঙ্কায় গমন ও সীতাদেবীকে  
দিব্যহবিঃ প্রদানান্তে বিদায় নিয়ে স্বর্গে প্রত্যাগমন

(এই সর্গটি সব টীকাকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি, কিন্তু কোন কোনও পাণ্ডুলিপিতে দৃষ্ট হয়।

ঘটনার আনুকূল্য বিবেচনায় এই সর্গটি প্রক্ষিপ্ত সর্গ হিসাবে গৃহীত হল।

প্রবেশিতায়াঃ সীতায়াঃ লঙ্কাঃ প্রতি পিতামহঃ।

তদা প্রোবাচ দেবেন্দ্রঃ পরিতুষ্টঃ শতক্রতুম্॥ ১

সীতাদেবী লঙ্কায় প্রবেশ করলে, দেবরাজ শতক্রতু  
ইন্দ্র সন্তুষ্ট হলেন ; পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—

ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় রক্ষসামহিতায় চ।

লঙ্কাঃ প্রবেশিতা সীতা রাবণেন দুরাক্ষনা॥ ২

‘দেবরাজ ! ত্রিভুবনের কল্যাণ এবং রাক্ষসদের  
ধ্বংসের জন্য দুরাত্মা রাবণ সীতাদেবীকে লঙ্কায় নিয়ে  
এসেছে।

পত্নিত্বা মহাভাগা নিত্যং চৈব সুখিষিতা।

অপশ্যন্তী চ ভর্তারঃ পশ্যন্তী রাক্ষসীজনম্॥ ৩

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃত্তাঃ ভর্তৃদর্শনলালসা।

‘সর্বদা সুখে পরিবর্তিতা, মহাভাগ্যবতী, পতিনিষ্ঠা  
পরায়ণা সীতা পতিদর্শনে বঞ্চিতা, অথচ রাক্ষসীপরিবৃত্তা  
হয়ে কেবল রাক্ষসীদের দেবতে দেবতে তাঁর পতিদর্শনের  
আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে।

নিবিষ্টা হি পুরী লঙ্কা তীরে নন্দনদীপতেঃ॥ ৪

কথং জাস্যতি তাং রামস্তত্রহাং তামনিদিতাম্।

দুঃখং সংচিন্তয়ন্তী সা বহুশঃ পরিদূর্জা॥ ৫

‘লঙ্কাপুরী নদ-নদীর অধিপতি সমুদ্রের তীরে  
অবস্থিত। অতএব শ্রীরামচন্দ্র কেমন করে লঙ্কাপুরীতে  
অবস্থিত অনিন্দনীয় সীতাকে খুঁজে পাবেন ? তাই শ্রীরা  
কর্তৃক দুর্লভা সীতা (শ্রীরাম তাঁকে খুঁজে পাবেন না বলে)  
দুশ্চিন্তাগ্রস্তা হয়ে পড়েছেন।

প্রাণয়াত্রামকুর্বাণা প্রাণাংস্ত্যক্ত্যত্যসংশয়ঃ

স ভূয়ঃ সংশয়ো জাতঃ সীতায়াঃ প্রাণসংকরো॥ ৬

‘সীতাদেবী প্রাণধারণযোগ্য আহারাদি না করায়  
নিঃসন্দেহে প্রাণত্যাগ করবেন। শ্রীসীতার প্রাণনাশ হলে  
দেবতাদের উদ্দেশ্য সাধনে আবার সংশয় সৃষ্টি হবে।  
স ত্বং শীঘ্রমিতো গচ্ছা সীতাং পশ্য স্ততননাম্।  
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং প্রয়চ্ছ হবিকৃতম্॥ ৭

‘দেবরাজ ! আপনি শীঘ্র এখানে থেকে গিয়ে লঙ্কা



নগরিতে প্রবেশ করিল এবং সুবসনা সীতাকে দর্শন দিয়ে  
একে উত্তম (সুগায়) তবঃ (পায়স) প্রদান করিল।

এবমুক্তোৎসে দেবরাজঃ পুরীঃ রাবণশালিগ্রাম।

ভাগ্যমিস্রয়া সার্থঃ ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥ ৮

পাক নামক দৈত্যনিধনকর্তা ভগবান্ দেবরাজ উদ্ভবে  
নিগ্রাম প্রকা এই কথা বললে, ‘উদ্ভবে নিগ্রাদেবীকে সঙ্গে  
নিচে রাবণ-দক্ষিত লক্ষ্মীপুরীতে এলেন।

নিগ্রাং চোবাচ গাছঃ স্বঃ রাক্ষসান্ সন্ত্রমোহয়।

সঃ ভগোক্তা মঘবতা দেবী পরমভবিতা ॥ ৯

দেবকার্যসিদ্ধার্থঃ প্রামোহয়ত রাক্ষসান্।

ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্য এসে নিগ্রাদেবীকে  
বললেন, ‘যাও তুমি, রাক্ষসদের সম্মোহিত করো।’  
নিগ্রাদেবী দেবেশ্ব কট্টক তরুণ আদিষ্ট হয়ে জটিলিবে  
দেবকার্য-সম্পাদনের জন্য রাক্ষসদের সম্মোহিত করে  
ফেললেন।

এতশিক্ষিত্রে দেবঃ সহস্রাকঃ শচীপতিঃ ॥ ১০

জাসাদ বনহাঃ তাং বচনঃ চেদমব্রবীৎ।

ইতাবসরে শচীপতি সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র,  
অশোকবনে অবস্থিতা সীতার কাছে এসে বললেন—

দেবরাজোহস্মি ভদ্রঃ তে ইহ চান্মি শুচিস্মিতে ॥ ১১

সহঃ স্বাঃ কার্যসিদ্ধার্থঃ রাঘবস্য মহাস্বনঃ।

নাথ্যাং কল্পয়িস্যামি মা শুচো জনকাস্বজে ॥ ১২

‘অয়ি, পনিগ্রহস্যবদনে ! আমি দেবরাজ ইন্দ্র,

আপনার কল্যাণ হোক ! আপনাকে এবং মহাত্মা

রঘুনন্দনের কার্যসিদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য এসেছি।

অয়ি, জনকাস্বজে ! শোক করবেন না।

মৎপ্রসাদাং সমুদ্রঃ স তরিশাতি বৈলৈঃ সহ।

ইদেবেহ চ রাক্ষসো মায়ায়া মোহিতাঃ শুভে ॥ ১৩

‘অয়ি কল্যাণময়ি ! আমার অনুগ্রহে শ্রীরামচন্দ্র

সৈন্যবলসহ সমুদ্র অতিক্রম করবেন ; রাক্ষসীরাও আমার

বায়র প্রভাবেই সম্মোহিত হয়ে আছে।

উদ্ভাদমনিদং সীতে হবিষ্যামহঃ স্বয়ম্।

স স্বাঃ সংগৃহ্য বৈদেহি আগতঃ সহ নিগ্রয়া ॥ ১৪

‘সেইজনাই, অয়ি বিদেহরাজনন্দিনি সীতে ! আমি

নিজে আপনার জন্য এই ভোজ্য-হবিষ্যাম দধি-দুগ্ধ-ঘৃত

মিশ্রিত আতপায় (পায়স) সংগ্রহ করে, নিগ্রাদেবীকে

সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

এতৎস্যসি মহাত্মা স্বাঃ বাধিব্যতে শুভে।

কৃপা কৃপা চ রক্তাক বর্ণাশামনুষ্ঠেরপি ॥ ১৫

‘অয়ি সুদর্শন কল্যাণ ! যদি আপনি আমার তত  
দেখে এই গুণিয়ার গ্রহণ করে ভোজন করেন, তাহলে  
কৃপা-কৃপা আপনাকে অসুভবব্যাপীও কাতর করতে  
পারবে না।’

এবমুক্তা হু দেবেশ্বনুবাচ পরিশুদ্ধিতা।

কথং জানামি দেবেশ্বঃ স্বামিছঃ শচীপতিম্ ॥ ১৬

দেবরাজ ইন্দ্র এইরকম বললে, ভয়ভীতা সীতা

দেবরাজকে বললেন—‘এখানে উপস্থিত আপনাকে

দেবরাজ শচীপতি বলে কী করে জানব ?’

দেবলিঙ্গানি দৃষ্টানি রামলক্ষ্মণসমীচৌ।

তানি দর্শয় দেবেশ্ব যদি স্বঃ দেবরাই স্বয়ম্ ॥ ১৭

‘শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে আমি দেবতাদের

লক্ষণসমূহ জেনেছি। হে দেবেশ্ব ! আপনি যদি সত্যই

দেবরাজ হয়ে থাকেন, তাহলে সেই লক্ষণ সকল আমাকে

দেখান।’

সীতায়া বচনঃ শ্রদ্ধা তথা চক্রে শচীপতিঃ।

পৃথিবীঃ নাস্পৃশৎ পদ্ভ্যামনিমেঘেক্ষণানি চ ॥ ১৮

অরজোহস্বরধারী চ নগ্নানকুসুমজ্ঞা।

তং জাহ্না লক্ষ্যৈঃ সীতা বাসবং পরিহর্ষিতা ॥ ১৯

সীতার কথা শুনে শচীপতি ইন্দ্র দেবলক্ষণ সমূহ

প্রদর্শন করলেন—(তিনি) পাদদ্বয় দ্বারা পৃথিবী (ভূমি) স্পর্শ

করলেন না এবং (তার) নেত্রগুলি (সহস্রলোচন)

নিমেঘহীন। আবার, তিনি ধূলিহীন বস্ত্র পরিহিত (পার্শ্ব

ধূলি তার বস্ত্র স্পর্শ করেছে না) এবং তার কণ্ঠমালার

পুষ্পগুলি অগ্নান হয়ে আছে। এই সকল লক্ষণ (চিহ্ন)

দ্বারা তাঁকে বাসব (দেবরাজ ইন্দ্র) বলে জানতে পেরে সীতা

অতীব উৎকুল্লা হলেন।

উবাচ বাক্যঃ রুদ্রতী ভগবন্ রাঘবঃ প্রতি।

সহ স্ত্রা মহাবাহুর্দিষ্টা মে শ্রুতিমাপতঃ ॥ ২০

রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে রোদন করতে

করতে সীতাদেবী বললেন—‘ভগবন্ ! সৌভাগ্যবশত

মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের নাম ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে আমার

কর্ণে প্রবেশ করেছে’।

যথা মে শৃণুরো রাজা যথা চ মিথিলাষিণঃ।

তথা স্বামদ্য পশ্যামি সনাথো মে পতিস্বয়া ॥ ২১

‘যেমন আমার শৃণুর স্নেহপরায়ণ রাজা দশরথ,

এবং যেমন আমার স্নেহশীল পিতা মিথিলাষিপতি জনক,



সেইরকম, হে দেবরাজ ! আপনাকে আজ স্নেহশীল পিতার  
মতো দেখছি। আপনাকে পেয়ে আমাব স্বামী  
অভিভবকদুঃস্থ হলেন (একজন স্নেহবান অভিভাবক  
পেলেন)।

ওষাধ্যা চ দেবেশ পয়োভূতমিদং হবিঃ।

অশিষ্যামি ত্বয়া দত্তং রম্যং কুলবর্ধনম্॥ ২২

‘হে দেবরাজ ! রম্যবংশের উন্নতিবিধায়ক, আপনার  
দেওয়া পায়সে পবিত্র এই হবিষ্য আপনার নির্দেশে  
আমি নিশ্চয়ই আহব কববা।’

ইত্ৰহুত্ৰা গৃহীত্বা তং পায়সং সা শুচিস্মিতা।

নাবেদয়ত ভর্ষে সা লক্ষ্মণায় চ মৈথিলী॥ ২৩

মিথিলেশনন্দিনী শুচিস্মিতা সীতা ইন্দের হাত থেকে  
সেই পায়স গ্রহণ করলেন এবং তিনি প্রথমেই তা স্বামী  
শ্রীরামচন্দ্রের এবং দেবরাজ শ্রীলক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে নিবেদন  
করলেন।

যদি জীবিত মে ভর্তা সহ ভাতা মহাবলঃ।

ইদমস্তু তয়োর্ভক্তা ভদ্রাত্মা পায়সং স্বয়ম্॥ ২৪

‘যদি আমার মহাবলী স্বামী শ্রীরামচন্দ্র তাই লক্ষ্মণসহ  
জীবিত থাকেন, তবে ওক্তিসহ নিবেদিত এই পায়স তাঁরা

দুজন গ্রহণ করুন।’ অতঃপর সীতা নিজে সেই পায়স  
পায়স ভোজন করলেন।

ইতীব তং প্রাশ্য হবির্বরাননা

জহৌ ক্ষুধা দুঃখসমুত্ত্বয়ং চ তম্।

ইত্ৰাং প্রবৃত্তিমুপলভ্য জনকী

কাকুৎস্থহমোঃ প্রীতমনা বহু ॥ ২৫

সুখী সীতা এইভাবে সেই হবিষ্য ভোজন করে  
রাবণের অত্যাচারে উদ্ভূত ক্ষুধাতৃষ্ণার দুঃখ পরিত্যক্ত  
করলেন। জনকনন্দিনী সীতা দেবরাজ ইন্দের নিকট  
কাকুৎস্থকুলনন্দনদ্বয় (রাম লক্ষ্মণ)এর সংবাদ এবং সীতা  
উদ্ধারের জন্য তাঁদের উদ্যম সম্বন্ধে জেনে মনে মনে  
আনন্দলাভ করলেন।

স চাপি শকুন্তিদিবালয়ং তদা

প্রীতো যয়ো রাঘবকাযসিকরে।

অমন্ত্য সীতাং স ততো মহাত্মা

জগাম নিদ্রাসহিতঃ স্বমালয়ম্॥ ২৬

অতঃপর মহাত্মা ইন্দ্র বনুবার শ্রীরামচন্দ্রের কাষিকী  
বিষয়ে প্রীত হলেন এবং সীতাদেবীর নিকট বিদায় নিয়ে  
নিদ্রাদেবীসহ নিজ আবাসস্থলে (স্বর্গে) চলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাস্করীকীরে আদিকাণ্ডে অরন্যকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গঃ॥

মহর্ষি বাস্করীকীরে বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অবশ্যাকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত॥

### সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (৫৭)

রাক্ষসবধান্তে প্রত্যাবর্তন কালে পথে অন্তত সূচক শৃগালরব শ্রবণে শ্রীরামের দুঃখিতা  
এবং পশ্চিমধ্যে লক্ষ্মণকে দেখে সীতা সম্বন্ধে নানা শঙ্কা

রাক্ষসং মৃগরূপেণ চরন্তঃ কামরূপিণম্।

নিহন্ত্য রামো মারীচং তূর্ণং পশি ন্যবর্তত॥ ১

স্নেহায় মৃগরূপ ধরে বিচরণকারী রাক্ষস মারীচকে  
হত্যা করে শ্রীরাম দ্রুত অশ্রমের পথে প্রত্যাবর্তন করতে  
লাগলেন।

তস্য সংকরমাশস্য দ্রষ্টুকামস্য মৈথিলীম্।

কুরখনোহং গোমাহুর্বিদ্যনাদাস্য পৃষ্ঠতঃ॥ ২

তখন মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে দেবার জন্য শ্রীরাম

দ্রুত গতিতে হাঁটতে থাকলে তাঁর পশ্চাতে একটি শৃগাল  
বিকৃত স্বরে ডেকে উঠল।

স তস্য স্বরমাত্মায় দারুণং রোমহর্ষকম্।

চিহ্নয়ামাস গোমাহোঃ স্বরেশ পরিশ্রিতঃ॥ ৩

শৃগালের রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর চিৎকার বুঝতে পারে।

তার চিৎকারে ভীত শ্রীরামচন্দ্র চিহ্ন করতে লাগলেন।

অন্ততঃ বত মনোহং গোমাহুর্বাশতে কাম।

যন্তি স্যাদপি বৈদেহ্যা রাক্ষসৈর্ভক্তঃ॥ ৪

যদি স্যাদপি বৈদেহ্যা রাক্ষসৈর্ভক্তঃ

শুগল যেভাবে চিংকার কনাচে, হায়! আমি অমঙ্গল  
ক্রমণ করছি। রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিত না হয়ে নিদেহ  
জানন্দিনী সীতার যেন কল্যাণ হয়!

হরীচেন তু নিজায় দরমালক্ষ্য মামকম।  
হিকুট মৃগরূপেণ লক্ষণঃ শৃণুয়াদ যদি। ৫  
স সৌমিত্রিঃ স্বরং শ্রদ্ধা তাত্ চ দ্বিভাষ মৈথিলীম্।  
ঔষব প্রহিতা। স্প্রিঃ মৎসকালমিহৈয়াতি॥ ৬

মৃগরূপধারী মাবীচ জেনেশুনে আমান কষ্টপন  
জনকবণ কবে যে নিকট চিংকার কবেছে, লক্ষণ যদি তা  
শুনে থাকে তাহলে সুমিত্রানন্দন সেই স্বর শুনে  
হরিলেশনন্দিনী সীতাকে একলা ছেড়ে দিয়ে, অথবা  
সীতার দ্বারা প্রেরিত হয়ে দ্রুত এখানে আমার কাছে চলে  
হাসবে।

রাক্ষসৈঃ সহিতৈর্নুনং সীতায়্য ইন্দিভো বধঃ।  
লক্ষনচ মৃগো ভৃদ্ধা বাপনীয়াশ্রমাত্ত্ব মাম্॥ ৭  
দ্বঃ নীভাষ মারীচো রাক্ষসোহুচ্ছরাহতঃ।  
হ লক্ষণ হতোহস্মীতি যথাক্যং বাজহার হ॥ ৮

রাক্ষসেরা মিলিত হয়ে নিশ্চয়ই সীতাকে হত্যা করতে  
চাইছে : তাই মাবীচ স্বর্ণমৃগ হয়ে আমাকে আশ্রম থেকে  
বের করে বহুদূরে নিয়ে এসে আমার বাণে আহত হয়ে  
'হায় লক্ষণ, আমি মারা পড়লাম', এই কথা উচ্চারণ  
করল।

অপি স্বপ্তি ভবেদ্ বাভ্যাং রহিতাভ্যাং ময়া বনে।  
জনহাননিমিত্তং হি কৃতবিরোহস্মি রাক্ষসৈঃ॥ ৯

আমি বনে না থাকায় দু'জনের (সীতা ও লক্ষণের)  
মঙ্গল তো! কারণ, জনহানে বাস করার জন্য আমি  
রাক্ষসদের সঙ্গে শত্রুতা করেছি।

নিমিত্তানি চ ঘোরানি দৃশ্যন্তেহুদ্য বহুনি চ।  
ইত্যেবং চিন্তয়ানু রামঃ শ্রদ্ধা গোমায়ুনিঃস্বনম্॥ ১০  
নিবর্তমানদুরিতো জগামাপ্রমমায়ান্।

আজ ভয়ানক অমঙ্গলের লক্ষণ সকল দেখা যাচ্ছে,  
শুগলের ধ্বনি শুনে আশ্রম রাম এইরকম চিন্তা করতে  
করতে দ্রুত প্রত্যাবৃত্ত হয়ে আশ্রমের দিকে যেতে লাগলেন।

আজ্ঞানশ্যাপনয়নং মৃগরূপেণ রাক্ষসা॥ ১১  
আজ্ঞাম জনহানং রাঘবঃ পরিশঙ্কিতঃ।

মৃগরূপধারী রাক্ষস কর্তৃক তাঁকে আশ্রম থেকে দূরে  
অপসারণের বিষয়ে চিন্তা করে, সীতা সম্বন্ধে শঙ্কায়িত  
রঘুনন্দন শ্রীরাম জনহানে এলেন।

তঃ দীনমানসঃ দীনমাসেদুর্বগপক্ষিঃ॥ ১২  
সখ্যঃ কৃদ্ধা মহ্যন্তানং ঘোরান্চ সসৃজুঃ স্বরান্।

মৃগ ও পক্ষীবা সেই দুঃসিহমনা শ্রীরামকে দেখে খুব  
কষ্ট পেলে, এবং তাঁর বাক্যকে অমঙ্গলসূচক ভয়ঙ্কর স্বরে  
চিংকার করতে লাগল।

অনি দৃষ্টা নিমিত্তানি মহামোরশি রাঘবঃ।  
নাবর্ত্ততাণ দুরিতো জপেনাপ্রমমায়ান্॥ ১৩

তখন রঘুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র মহাভয়ঙ্কর চিত্রসকল  
মেলে সঙ্গর সবেগে নিজের আশ্রমের দিকে ফিরে  
চললেন।

ততো লক্ষণমায়ান্ দদর্শ বিগতপ্রভম্।  
ততোহনিদুরে রামেণ সমীয়ায় স লক্ষণঃ॥ ১৪

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চিন্ত লক্ষণকে আসতে  
দেখলেন। লক্ষণও অতি লীলাই এসে শ্রীরামের সঙ্গে  
মিলিত হলেন।

বিষয়ঃ সন্ বিষমেন দুঃখিতো দুঃখভাগিন্য।  
স জগর্হেহৎ তং ভাতা দৃষ্টা লক্ষণমাসক্তম্॥ ১৫  
বিহায় সীতাং বিজনে বনে রাক্ষসসেবিতো।

তখন, রাক্ষসপূর্ণ মনুষ্যহীন অরণ্যে সীতাকে একলা  
ফেলে রেখে আসতে দেখে লক্ষণের সঙ্গে সমদুঃখভাগী  
বিষয় ভাই দুঃখিত ও বিষয়চিন্তে লক্ষণকে নিন্দা করলেন।  
গৃহীত্বা চ করং সবাং লক্ষণং রঘুনন্দনঃ॥ ১৬  
উবাচ মধুরোদর্কমিদং পরুষমার্তবৎ।

বাঘব বামচন্দ্র সকাতরে লক্ষণের বামহস্ত ধারণ করে  
মধুর পরিণামসূচক কর্কশ বাক্যে বললেন—

অহো লক্ষণ গর্হ্যং তে কৃতং যৎ ত্বং বিহার তাম্॥ ১৭  
সীতামিহাগতঃ সৌম্য কচ্চিৎ স্বপ্তি ভবেদিতি।

'ওঃ সৌম্য লক্ষণ! তুমি সীতাকে একা রেখে  
এখানে এসে খুব গর্হিত (নিন্দনীয়) কাজই করেছ। জানি  
না, সীতা ভালো আছে কি না!

ন মেহুতি সংশয়ো বীর সর্বথা জনকাস্বজা॥ ১৮  
বিনষ্টা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্বনচারিভিঃ।

অশুভানোব ভূমিষ্ঠং যথা প্রাদুভবতি মে॥ ১৯

'হে বীর লক্ষণ! জনকনন্দিনী সীতা সর্বতোভাবেই  
বনচারী রাক্ষসগণ কর্তৃক নিহত বা ভক্ষিত হয়েছে, এ  
বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই; যেহেতু, আমার  
চতুর্দিকে প্রভূত অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হচ্ছে।

অপি লক্ষণ সীতায়্য সামগ্র্যং প্রাপুয়ামহে।



জীবন্ত্য। পুরুষব্যাঘ্র সূতায়্য জনকসা বৈ। ২০

‘হে পুরুষব্যাঘ্র লক্ষণ ! জনকদুর্ভিত্তা সীতাকে কি  
আমরা সম্পূর্ণ জীবন্ত অবস্থায় ফিবে পার ?

যথা বৈ মৃগসংঘাৎ গোমায়ুশ্চৈব ভৈরবম্।

বান্ধতে শকুনান্ধাপি প্রদীপ্তামভিত্তো দিশম্।

অপি হস্তি ভবেৎ তস্য রাজপুত্রা মহাবলঃ ॥ ২১

‘ভাই মহাবলী লক্ষণ ! যেভাবে মৃগকুল, শৃগালের  
দল এবং শকুনেরা উচ্চেষ্টারে চিৎকার করে, আর  
আলোয়ার আলো সমুদ্র দিক্কে প্রদীপ্ত করেছে, এই সকল  
দৃষ্টিনায় রাজকুমারী সীতার কি মঙ্গল হবে !

ইদং হি রক্ষো মৃগসংনিকাগ্নঃ

প্রলোভা মাং দূরমনুপ্রয়াতম্।

হতং কথং চিহ্নহতা শ্রমেন

স রাক্ষসোহকৃত্তিয়্যমান

‘মৃগের রূপ ধরে এই রাক্ষস আমাকে প্রলোভিত  
করে টেনে নিয়ে এসেছে। অনেক পরিশ্রমের দ্বারা কোন  
প্রকারে একে হত্যা করার পর, সে মরতে মরতে আমার  
বাক্সের কপ ধরল এবং মারা গেল।

মনস্ক মে দীনমিহাপ্রহষ্টঃ

চক্ষুশ্চ সনাং কুরুতে বিকারম্

অসংশয়ঃ লক্ষণ নান্তি সীতা

হতা মৃত্যু বা পথি বর্ততে বা ॥ ২২

‘লক্ষণ ! আমার মন ভীত ও আন্দোলিত হয়ে  
পড়ছে ; বামচক্ষু নিকৃত হয়েও কন্দিপত হচ্ছে। নিঃশঙ্ক  
সীতা আর নেই—তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ কর্তৃক বধপ্রাপ্ত  
বা অপহৃত হয়ে রাক্ষসালয়ে যাওয়ার পথে আছেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় গায়ত্রীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

### অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৮)

লক্ষণের সঙ্গে শ্রীরামের আশ্রমে আগমন, পথে নানা আশঙ্কা প্রকাশ এবং  
আশ্রমে সীতাকে দেখতে না পেয়ে দুঃখ প্রকাশ

স দৃষ্টা লক্ষণঃ দীং শূন্যং দশরথান্নজঃ।

পর্যপুচ্ছত ধর্মাত্মা বৈদেহীমাগতঃ বিনা ॥ ১

ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র বিদেহরাজতনয়া সীতাকে ছাড়াই  
বিষম ও শূন্য মনে লক্ষণকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা  
করলেন—

প্রহিতঃ দণ্ডকারণাং যা মামনুজগাম হ।

ক সা লক্ষণ বৈদেহী যাং হিহা ভ্রমিহাগতঃ ॥ ২

‘লক্ষণ ! দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান সময়ে যিনি আমাকে  
অনুগমন করেছিলেন, যাকে একলা ছেড়ে তুমি এখানে  
এসেছ, সেই বিদেহরাজকন্যা সীতা কোথায় ?

রাজ্যপ্রাপ্তস্য দীনস্য দণ্ডকান্ পরিধাবতঃ।

ক সা দুঃখসহায়্য মে বৈদেহী তনুমধ্যমা ॥ ৩

‘রাজ্যপ্রাপ্ত, দীনভাবে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণরত

আমার দুঃখসহায়্য সেই ক্লীণকটি বিদেহরাজকন্যা  
কোথায় ?

যাং বিনা নোৎসহে বীর মুহূর্তমপি জীবিতুঃ  
ক সা প্রাণসহায়্য মে সীতা সুরসূভাগমা ॥ ৪

‘হে বীর লক্ষণ ! যাকে ছাড়া আমি মুহূর্তকালও  
জীবনধারণে উৎসাহিত নই, আমার জীবনসহায়্য  
দেবকন্যাসদৃশা সেই সীতা কোথায় ?

পতিভ্রমমরাণাং হি পৃথিব্যান্ধাপি লক্ষণ  
বিনা তাং তপনীয়াভাং নেচ্ছেয়ঃ জনকান্নজঃ ॥ ৫

‘লক্ষণ ! তপ্তসুবর্ণকান্তিময়ী জনকতনয়াকে ছাড়া  
আমি দেবতাদের এবং পৃথিবীরও প্রভু চাই না।

কচ্চিৎজীবতি বৈদেহী প্রাণৈঃ প্রিয়তরা মম।  
কচ্চিৎ প্রব্রাজনং বীর ন মে মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥ ৬

‘হে বীর লক্ষণ !

বিদেহরাজতনয়া সীতাকে

নির্বাসন বার্থ হবে ন

সীতানিমিত্তঃ সৌ

কচ্চিৎ সাক্ষাৎ

‘হে সুমিত্রান

এবং তারপর তুমি

কৈকেয়ী সফল মনে

সমুদ্ররাজ্যঃ

উপহাস্যতি কৌস

‘আমার মাতা

আমি মাঝে গেলে

বিনিতভাবে সেবা

কি জীবতি

সংবৃত্তা যদি ব

‘লক্ষণ ! বি

হবেই আমি আ

সীতা মারা গিয়ে

কি মামাশ্রমগ

পুঃ প্রহসিতা

‘লক্ষণ ! ত

বন্ধনদিনী সীতা

আমি আমার প্রাণ

কি লক্ষণ বৈ

কি প্রমত্তে

‘লক্ষণ ! ব

নেই ! তুমি অন

রাক্ষসগণ কর্তৃক

সুকুমারী চ বা

মণিযোগেন বৈ

‘অতিশয়

দুঃখভোগ করেন

বাধিতচিত্তে শোক

সর্বথা রক্ষসা

কত্যা লক্ষণে

‘অতীব কু

লক্ষণ এই কথা

সর্বপ্রকারে ভয় উ



‘হে বীর লক্ষণ ! আমার প্রাণাশ্রয় প্রিয়তমা  
বিদেহরাজকন্যা সীতা জীবিত আছেন তো ! আমার  
নির্ধারন বার্থ হবে না তো ?’

সীতানিমিত্তঃ সৌমিত্রে মৃত্যে ময়ি গতে স্মি।  
কৃষ্টিং সত্বা কৈকেয়ী সুখিতা সা ভবিষ্যতি॥ ৭

‘হে সুমিত্রানন্দন ! সীতার জন্য আমার মৃত্যু হলে  
এবং তারপর তুমি অযোধ্যায় ফিরে গেলে, বিমাতা  
কৈকেয়ী সফল মনোবঞ্চ হয়ে সুখী হবেন কি ?

সপুত্ররাজ্যাং সিদ্ধার্থাং মৃতপুত্রা তপস্বিনী।  
উপহাস্যতি কৌশল্যা কচ্চিৎ সৌমোন কৈকেয়ীম্॥ ৮

‘আমার মাতা তপস্বিনী কৌশল্যা তাঁর একমাত্র পুত্র  
আমি মারা গেলেও, সপুত্রা আপ্তকামা কৈকেয়ীকে  
বিনিতভাবে সেবা করবেন কি ?

যদি জীবতি বৈদেহী গমিষ্যামাপ্রমং পুনঃ।  
দংষ্ট্রা যদি বৃতা সা প্রাণাংজ্ঞাকামি লক্ষ্মণ॥ ৯

‘লক্ষ্মণ ! বিদেহরাজকন্যা সীতা যদি জীবিত থাকেন  
তবেই আমি আবার আশ্রমে যাব। যদি সদাচারপরায়ণা  
সীতা মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে আমি প্রাণ ত্যাগ করব।

যদি মামাপ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে।  
পূরঃ প্রহসিতা সীতা বিনশিষ্যামি লক্ষ্মণ॥ ১০

‘লক্ষ্মণ ! আশ্রমে উপস্থিত আমাকে যদি বিদেহ-  
রাজকন্যা সীতা হাসিমুখে অভ্যর্থনা না করেন, তাহলে  
আমি আমার প্রাণনাশ করব।

ক্ৰহি লক্ষ্মণ বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা।  
স্মি প্রমত্তে রক্ষাভির্ভক্তিতা বা তপস্বিনী॥ ১১

‘লক্ষ্মণ ! বলো, বিদেহরাজকন্যা জীবিত আছেন বা  
নেই ! তুমি অনবহিত হলে, সেই তপঃপরায়ণা সীতা  
রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিত হননি তো !

সুকুমারী চ বালা চ নিত্যং চাদুঃখভাগিনী।  
মহিষোদেন বৈদেহী ব্যক্তং লোচতি দুর্মনাঃ॥ ১২

‘অতিশয় মৃদুস্বভাবা বালিকা বৈদেহী কখনো  
দুঃখভোগ করেননি ; আমার বিচ্ছেদবেদনার নিশ্চয়ই  
বাখিতচিত্তে শোক প্রকাশ করছেন।

সর্বথা রক্ষসা ভেন জিহোন সুদুরাঙ্গনা।  
বক্তা লক্ষ্মণেভ্যুচ্চৈত্বাপি জনিতং ভয়ম্॥ ১৩

‘অতীব কুটিল স্বভাব দুরাত্মা সেই রাক্ষস ‘হ  
লক্ষণ’ এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বললে, ভোমারও নিশ্চয়ই  
সর্বপ্রকারে ভয় উৎপাদিত হয়েছিল।

ক্লেশত মনো বৈদেহ্যা স স্বরঃ সদৃশো মম।  
ভয়্যা প্রেথিতবুঃ চ দ্রষ্টুং মাং শীঘ্রমাগতঃ॥ ১৪

‘আমার মনে হয়, আমার কণ্ঠস্বরের সদৃশ সেই স্বর  
বৈদেহী শুনেছেন এবং ভয়ত্রস্ত হয়ে তোমাকে  
পাঠিয়েছেন ; সেইজন্যই তুমি আমাকে দেখার জন্য দ্রুত  
এখানে এসেছ।

সর্বথা তু কৃতং কষ্টং সীতামুৎসৃজতা বনে।  
প্রতিকর্ষুঃ নৃশংসানাং রক্ষসাং দত্তমন্তরম্॥ ১৫

‘সীতাকে বনে একাকী রেখে এসে তুমি সর্বপ্রকারে  
দুঃখকর কার্যই করেছ ; নৃশংস রাক্ষসদের প্রতিশোধ  
গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছ।

দুঃখিতাঃ ধরমাতেন রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।  
তৈঃ সীতা নিহতা ঘোরৈর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৬

‘রাক্ষস বর আমার হাতে নিহত হওয়ায় মাংসাপী  
অন্যান্য রাক্ষসেরা দুঃখ পেয়েছে ; সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা  
সীতাকে হত্যা করেছে, সন্দেহ নেই।

অহোহস্মি বাসনে মগ্নঃ সর্বথা রিপুনামন।  
কিং হ্রিমানীং করিষ্যামি শঙ্কে প্রাপ্তবাহীদৃশম্॥ ১৭

‘হয়, শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ ! আমি সবরকমভাবেই  
বিপদে পড়লাম। ভয় হয়, এইরকম শোক আমাকে পেতেই  
হবে ; এখন আমি কী করি !’

ইতি সীতাঃ বরারোহাঃ চিত্তয়ম্বেব রাঘবঃ।  
আজগাম জনহানং ত্বরয়া সহলক্ষ্মণঃ॥ ১৮

রাঘব রামচন্দ্র সুন্দরী সীতার বিষয়ে এইরকম চিন্তা  
করতে করতে লক্ষ্মণের সঙ্গে শীঘ্রই জনহানে এসে  
উপস্থিত হলেন।

বিগর্হমাণোহনুজমার্তরূপঃ  
ক্ষুধাশ্রমেণৈব পিপাসয়া চ।

বিনিঃশ্বসৎক্লমুখো বিষগ্নঃ  
প্রতিশ্রয়ং প্রাপ্য সমীক্ষ্য শূন্যম্॥ ১৯

শোকাক্ত অনুজভ্রাতা লক্ষ্মণকে তিরস্কার করতে  
করতে, পরিশ্রম এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার কাতর শুষ্কমুখ  
শ্রীরামচন্দ্র আশ্রমে এসে এবং আশ্রম সীতালুনা দেখে  
দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন।

যমাপ্রমং স প্রবিগাহ্য বীরো  
বিহারদেশাননুভূতা কাংশ্চিৎ।

এতত্তদিত্যেব নিবাসভূমৌ  
প্রহৃষ্টরোমো ব্যথিতো বহুব্ ॥ ২০

যদি বসন্তে স্থায়ী আশ্রমে প্রবেশ কবলেন,  
সেই নিবাসস্থলে কেন কোনও প্রমোদস্থানভাগেও  
প্রবেশ কবে, এই সেই (সীতার সঙ্গে প্রমোদ)

স্থানগুলি, এইরূপ চিন্তা করে আনন্দে প্রোদগিত হই  
আবার পরক্ষণেই সীতার বিরহ চিন্তা করে ব্যথিত হই  
ছিলেন।

ইত্যেব প্রমোদময়ং বনুর্ভূজিত্য আদিকাবো অবগ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥  
মহর্ষি বাণদীঃ ৩ বিবাহিত আদিকাব্য রামায়ণের অবগ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

### একোনষষ্টিতম সর্গ (৫৯)

আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে, এই সর্গে রাম-লক্ষণের পূর্ব-সর্গান্তর্গত কথোপকথনের বিস্তার

অখাশ্রমাদুপাবৃত্তমন্তরা

রঘুনন্দনঃ।

পরিণাম্রাচ্চ সৌমিত্রিং রামো দুঃখাদিদং বচঃ ॥ ১

তখন, রঘুনন্দন রাম, আশ্রম থেকে তাঁর কাছে  
আগত সৌমিত্রি লক্ষণকে ক্ষোভের সঙ্গে এই কথা  
জিজ্ঞাসা করলেন—

তমুবাচ কিমর্থঃ হুমাগতোহপাস্য মৈথিলীম্।

যদা সা তব বিশ্বাসাদ্ বনে বিরহিতা ময়া ॥ ২

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে বললেন—‘লক্ষণ! যখন আমি  
তোমার উপর বিশ্বাস করে মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে  
বনে রেখে এসেছিলাম, অতএব কেন তুমি তাঁকে ছেড়ে  
এসেছ?

দুষ্টবাজাগতং ত্বাং মে মৈথিলীং তাজ্জ লক্ষণ।

শকমানং মহৎ পাপং যৎসত্যং ব্যথিতং মনঃ ॥ ৩

‘লক্ষণ! মৈথিলীকে একা ছেড়ে রেখে তোমাকে  
এখানে আসতে দেবেই মহাপাপের আশঙ্কা আমার মনকে  
সত্যি ব্যথিত করেছে।

স্মরতে নয়নং সবাং বাহুশ হৃদয়ং চ মে।

দুষ্টী লক্ষণ দূরে ত্বাং সীতাবিরহিতং পথি ॥ ৪

‘লক্ষণ! সঙ্গে সীতা-ছাড়া তোমাকে দূরে দেবতে  
পেয়ে আমার বামচক্ষুঃ, বাহু এবং হৃদয়ও ভয়ে কম্পিত  
হচ্ছে।’

এবমুক্তস্ত সৌমিত্রির্লক্ষণঃ শুভলক্ষণঃ।

তুয়ো দুঃখসমাবিষ্টো দুঃখিতঃ রামমব্রবীৎ ॥ ৫

শ্রীরামচন্দ্র এইরকমভাবে বললে, উত্তম লক্ষণযুক্ত

সুমিত্রানন্দন লক্ষণ পুনরায় শোকাকুল চিত্তে শোকার  
রামকে বললেন—

ন স্বয়ং কামকারেণ তাং তাক্ষাহমিহাগতঃ।

প্রচোদিতমুয়েবোপ্রেত্বৎসকাসমিহাগতঃ ॥ ৬

‘দাদা! আমি স্বেচ্ছায় তাঁকে (সীতাকে) আশ্রমে  
ফেলে রেখে আসিনি; তিনি আমাকে রাত ডাওয়া (জোর  
করে) পাঠিয়েছেন বলেই, আমি এখানে আপনার কাছে  
এসেছি।

আর্যেণেব পরিক্রুষ্টং লক্ষণেতি সুবিশ্বম্।

পরিব্রাহীতি যথাকং মৈথিল্যাত্তত্বুতি গভঃ ॥ ৭

‘আপনার কঠোর অনুকরণে “লক্ষণ বাঁচও”,  
উচ্চৈঃস্বরে এই আর্ত আহ্বানধ্বনি মিথিলেশনন্দিনীর  
কর্ণগোচর হয়েছিল।

সা তমার্তস্বরং শ্রুত্বা তব স্নেহেন মৈথিলী।

গচ্ছ গচ্ছেতি মামাতু রুদতী ভ্রমবিক্রবা ॥ ৮

‘সেই আর্তনাদ শ্রবণ করে ভয়বিহ্বল মিথিলেশ-  
নন্দিনী আপনার প্রতি অত্যধিক প্রেমবশত কান্ডে কান্ডে  
আমাকে বললেন—“দীর্ঘ যাও, যাও”।

প্রচোদ্যামানেন ময়া গচ্ছেতি বহুশঙ্কয়া।

প্রত্যাভ্যাত্ত মৈথিলী বাক্যমিদং তৎ প্রত্যগাখিভম্ ॥ ৯

‘তিনি বারবার “যাও”, “যাও” বলে আমার  
প্রেরিত করতে থাকলে, আমি মৈথিলীর বিরহ  
উৎপাদনের জন্য বললাম—

ন তং পশ্যামাহং রক্ষ্যে বদস্য তয়মাবহেৎ।



বিন্দু ভব নাহোতঃ কেন্দ্রোপাতদুদাহতম ॥ ১০

‘অগ্নি এমন কোনও রাক্ষস দেখি না, যে শ্রীবামের  
জু উপদান করতে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। এ কিছুই  
না। অন্য কেউ এইরকম শব্দ করে থাকবে।

বিরহিতঃ চ নীচঃ চ কথমার্যোহভিষাস্যতি।

ব্রাহ্মীতি বচনঃ সীতে যজ্ঞায়েৎ ত্রিদশানপি ॥ ১১

‘অগ্নি সীতে ! যিনি দেবতাদেরও পরিত্রাতা, সেই  
জাম্ববদা রামচন্দ্র, “রক্ষা করো”, এই নিন্দনীয় ও হীন  
কথা কেমন করে বলবেন ?

কিহিমিত্তঃ তু কেন্যপি ভাতৃশালস্য মে স্বরম্।

বিস্বঃ ব্যাহতঃ বাক্যঃ লক্ষণ ব্রাহ্মী মামিতি ॥ ১২

‘কোনো রাক্ষস কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে আমার  
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কণ্ঠস্বর অবলম্বন কবে, “লক্ষণ, আমাকে  
বাঁচাও” এই বলে বিকৃত স্বরে চিৎকার করেছে।

রাক্ষসেনরিতঃ বাক্যঃ ত্রাসাৎ ব্রাহ্মীতি শোভনে।

ন ভবত্যা ব্যাথা কার্যা কুনারীজনসেবিতা ॥ ১৩

‘অগ্নি কল্যাণময়ি ! কোনো রাক্ষস ভয় পেয়ে “রক্ষা  
করো” বলে চিৎকার করেছে। আপনি সাধারণ নারীর  
মতো ব্যথিত হবেন না।

অলং বিরূপতাঃ গম্ভঃ বহা ভব নিকংসুকা।

ন চান্তি ত্রিষু লোকেষু পূমান্ ঘো রাঘবঃ রণে ॥ ১৪

জাতো বা জায়মানো বা সংযুগে যঃ পরাজয়েৎ।

অজ্ঞেয়ো রাঘবো যুদ্ধে দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ॥ ১৫

‘দেবি ! কাতর হবেন না ; প্রশান্ত চিত্তে উৎকণ্ঠা তাগ  
করুন। ত্রিভুবনে এমন কোনও পুরুষ নেই, জন্মায়নি বা  
জন্মাবে না, যে সামান্য বা ভয়ঙ্কর যুদ্ধে বঘুনন্দন রামকে  
পরাজিত করতে পারে, রাঘব রামচন্দ্র ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ  
কর্তৃক যুদ্ধে অজ্ঞেয়।

এবমুক্তা তু বৈদেহী পরিমোহিতচেতনা।

উষাচন্দ্রাণি মুখস্তী দারুণঃ মামিদং বচঃ ॥ ১৬

‘বিদেহ রাজনন্দিনী সীতাকে এই কথা বলা সত্ত্বেও,  
তার চেতনা অত্যন্ত মোহাবিষ্ট থাকায়, অশ্রুমোচন করতে  
করতে তিনি আমাকে এইরকম মর্মান্তিক কথা বললেন—

ভাবো ময়ি তবাত্যর্থপাণ এব নিবেশিতঃ।

বিনষ্টে ভ্রাতরি প্রাপ্তুং ন চ যৎ মামবাক্যাসে ॥ ১৭

‘লক্ষণ ! আমার প্রতি তোমার মনে পাপভাব  
অভিমানসংক্রমিত হয়েছে। মনে রেখো, তোমার  
ভ্রাতার মৃত্যু হলে তুমি আমাকে লাভ করার যে আশা মনে

পোষণ করেছ, তা পূর্ণ করতে পাবে না।

সংকেতান্ ভরতেন যুঃ রামঃ সমনুগচ্ছসি।

ক্রোশন্তঃ হি যথাত্যর্থং নৈনমভাবপদাসে ॥ ১৮

‘তুমি ভরতের ইচ্ছাতেই রামের অনুসরণ করবে :  
সেইজন্যই তিনি আর্ত চিৎকার করা সত্ত্বেও তাঁকে সাহায্য  
করতে যাচ্ছে না।

রিপুঃ প্রচ্ছন্নচারী যুঃ মদর্শমনুগচ্ছসি।

রাঘবসাম্প্ররং প্রেতুর্হুতেনং নাতিপদাসে ॥ ১৯

‘ছদ্মবেশী শত্রু তুমি, আমার জন্যই রামের  
অনুগমন করবে। রামের থেকে আমার দূরই কামনা করেই  
তার সাহায্যের জন্য যাচ্ছে না।”

এবমুক্তস্ত বৈদেহ্যা সংরক্তো রক্তলোচনঃ।

ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাশোষ্ঠ আশ্রমাদভিনির্গতঃ ॥ ২০

‘বিদেহরাজনন্দিনী এইরকম বললে, ক্রোধে আমার  
চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ এবং অধরোষ্ঠ কম্পিত হতে লাগল ; তাই  
আমি আশ্রম থেকে বেরিয়ে আপনার কাছে এখানে  
এলাম।’

এবং ক্রুপাং সৌমিত্রিং রামঃ সন্তাপমোহিতঃ।

অত্রবীদ্ দুহৃতং সৌম্য তাং বিনা হুমিহাগতঃ ॥ ২১

সুমিত্রানন্দন লক্ষণ এইরকম বললে, শোকানুতাপে  
অভিভূত রাম তাঁকে বললেন—‘সৌম্য ! তথাপি তুমি  
সীতাকে রেখে এখানে এসে অনায়াসই করেছে।

জানমসি সমর্থঃ মাং রক্ষসামপবারণে।

অনেন ক্রোধবাকেন মৈথিল্যা নির্গতো ভবান্ ॥ ২২

‘আমাকে রাক্ষসদের বীরত্বকে নিবারণ করতে সমর্থ  
জেনেও তুমি মৈথিলী সীতার এই ক্রোধপূর্ণ বাক্য শুনে  
আশ্রম থেকে বেরিয়ে চলে এলে !

নহি তে পরিতুষ্যামি তান্বা যদিহ মৈথিলীম্।

ক্রুদ্ধায়াঃ পরুষং শ্রদ্ধা ত্রিষা যৎ হুমিহাগতঃ ॥ ২৩

‘যেহেতু তুমি ক্রুদ্ধা ত্রিলোকের (মৈথিলীব) কঠোর  
বাক্য শ্রবণ করে, মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে একলা ছেড়ে  
রেখে এখানে এসেছ তাই আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নই।

সর্বথা হৃদ্যনীতং তে সীতয়া যৎ প্রচোদিতঃ।

ক্রোধস্য বশমাগম্য নাকরোঃ শাসনং মম ॥ ২৪

‘তার কথায় উত্তেজিত হয়ে ক্রোধাভিভূত তুমি আমার  
আদেশ অমান্য করে সর্বপ্রকারে অনায়াস করবে।

অসৌ হি রাক্ষসঃ শেতে শরেশাভিহতো মম্বা।

মৃগরূপেণ যেনাঃশ্রমাদপবাহিতঃ ॥ ২৫



‘মৃগরূপ ধারণ করে যে আমাকে আগ্রহ থেকে  
বাইরে নিয়ে এসেছে, ঐ সেই রাক্ষস আমার বাপে নিহত  
হয়ে শাসিত আছে।

বিক্রম্য চাপঃ পরিধায় স্যাকঃ

সলীলবাণেন চ তাড়িতো ময়া।

মার্গী তনুঃ ভাজ্য চ বিক্রমধরো

বভূব কেমুদধরঃ স রাক্ষসঃ ॥ ২৬

‘আমি ধনু আকর্ষণ করে বাণ সন্ধান করলাম এবং  
অবসীলাক্রমে সেই বাণে তাকে আঘাত করলাম ; তখন  
সেই রাক্ষস মৃগরূপ ত্যাগ করে ভয়ঙ্কর চিংকার করতে

করতে আবার কেমুদধরী রাক্ষসের রূপ গ্রহণ করল।

শরাহতেনৈব তদার্তয়া সিতা

ধরঃ মমালম্বা সুদূরদূরতঃ।

উদাহতঃ তদ্ বচনঃ সুদারুণঃ

স্মরণতো যেন বিহার মৈথিলী ॥ ২৭

‘বাণাহত সেই রাক্ষস আর্তবরে আমার কণ্ঠস্বর

অনুকরণ করে সেই নিদারুণ কথা, দূর থেকে প্রবলমতো

উচ্চৈঃস্বরে চিংকার করে বলেছিল, যা শুনে ছবি

মিথিলারাজকুমারী সীতাকে ফেলে রেখে এখানে

এসেছে।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়েণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে একোনষষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্তি আদিকাব্যে বামায়েণে অরণ্যাকাণ্ডে উনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

### ষষ্টিতম সর্গ (৬০)

বিলাপরত শ্রীরাম কর্তৃক পশুবৃক্ষাদির নিকট সীতার বার্তা জিজ্ঞাসা এবং

উদ্ভ্রান্তের মতো কাঁদতে কাঁদতে সীতার অন্বেষণ

ভৃশমাত্রজ্ঞমানস্য তস্যাত্মো বামলোচনম্।

প্রাস্ফুরচ্চাঞ্চলদ রামো বেষথুচ্চাস্য জায়তে ॥ ১

দ্রুতবেগে চলতে চলতে শ্রীরামের পদাঞ্চলন এবং  
বামনেত্রের অধঃভাগ কম্পিত হতে লাগল এবং তাঁর  
শরীরও কাঁপতে লাগল।

উপালক্ষ্য নিমিত্তানি সৌহৃদভানি মুহর্মুহঃ।

অপি কেমঃ তু সীতয়া ইতি বৈ ব্যাজহার হ ॥ ২

শ্রীরাম বারবার অশুভ লক্ষণ সকল দেখে, ‘সীতার  
মঙ্গল তো!’—এই কথা বার বার বলতে লাগলেন।

ধ্বরমাশো জগামাথ সীতাদর্শনলালসঃ।

শূন্যমাবসথঃ দৃষ্ট্বা বভূবোদ্বিগ্নমানসঃ ॥ ৩

অনন্তর সীতাকে দর্শন কবার জন্য লালসিত রাম দ্রুত  
যেতে লাগলেন, কিন্তু কুটির শূন্য দেখে তাঁর মন উদ্বিগ্ন  
হল।

উদ্বিগ্নমিহ বেগেন বিক্শিপন্ রঘুনন্দনঃ।

তত্র তত্রোজ্জ্বলানমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ ॥ ৪

দদর্শ পর্শালাং চ সীতয়া রহিতাং তদা।

প্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে শিশ্নিবিব ॥ ৫

রঘুনন্দন শ্রীরাম উদ্ভ্রান্তের মতো সবেগে হাত-পা

ছুড়তে ছুড়তে পর্শালালার সবদিকে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু

হেমন্ত ঋতুতে শিশ্নিবিবপাতে বিধ্বস্ত শ্রীহীন পক্ষের মতো

পর্শালাকে সীতাবিরহিতা দেখলেন।

রুদন্তমিহ বৃক্ষৈশ্চ গ্রানপুষ্পমৃগবিজম্।

প্রিয়া বিহীনং বিধ্বস্তং সংত্যক্তং বনদৈবতঃ ॥ ৬

সীতার বিরহে সেই আগ্রহহীন, বনদৈবতের দ্বারা

পরিভ্রান্ত বৃক্ষগণ যেন রোদনবত এবং পুষ্পসকল শুষ্ক ও

পশুপক্ষিগণ হীন হওয়ায়, শ্রীহীন ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

বিপ্রকীর্ত্তাজিনকুশং বিপ্রবিধ্ববৃক্ষকটম্।

দৃষ্ট্বা শূন্যোজ্জ্বলানং বিলাপ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭

শূন্য পর্শকুটিরে মৃগচর্মাশন ও কুশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে

এবং কুশাশন ও মাদুর এলোমেলো হয়ে আছে দেখে

শ্রীরামচন্দ্র বারবার বিলাপ করে বলতে লাগলেন—

হতা মৃতা বা নষ্টা বা ভকিতা বা ভবিষ্যতি।

নিশীনাপ্যথবা ভীকরথবা বনমাত্রিভা ॥ ৮





মুখবিশেষকী কাছা মুখীতিঃ সহিতা ভবেৎ॥ ২৩

‘হামাং পশুপে অবস্থিত হবিগকে জিহ্বাসা  
করছেন ‘ওহ হবিগ ! মৃগাশিশুর অক্ষির ন্যায় অক্ষি-  
‘ইনিই হবিগবাক্ষনক্ষিনী সীতাকে দেখেছ কি ? (অথবা,  
হৃদয়মনা প্রিয়া সীতা কি হবিগীদের সঙ্গে বিহার করছেন !)

গল্প সা গজনাগোবর্ধন দৃষ্টি দ্বয়া ভবেৎ॥

তাং মনো বিসিতাং ভুভামাখ্যাহি বরবারণ॥ ২৪

‘হে হস্তিন ! হস্তিশুভের ন্যায় উরুবিশিষ্টা সীতাকে  
তুমি হৃদতো দেখেছ ! হে গজরাজ ! মনে হয়, তুমি তাঁর  
সম্বন্ধে জানো, অতএব আমায় বলো।

শার্দূল যদি সা দৃষ্টা প্রিয়া চন্দ্রনিভাননা।

মৈথিলী মম বিপ্রকঃ কথয়ত্ব ন তে ভয়ম্॥ ২৫

‘ওহ বাঘ ! আমার প্রিয়া চন্দ্রবদনী মিথিলেশনন্দিনী  
সীতাকে যদি তুমি দেখে থাকো, নির্ভয়ে বলো ; তোমার  
কোনও ভয় নেই।

কিং খাবসি প্রিয়ে নুনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে।

বৃক্ষরাচ্ছাদ চাঞ্চানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে॥ ২৬

(সহসা তাঁর ভ্রম হল যে সীতা দৌড়ে নিজেকে  
আড়াল করে রেখেছে) তখন তিনি বললেন – ‘প্রিয়ে !  
দৌড়ে পালাচ্ছ কেন ? অগ্নি পদ্ম-পলাশলোচনে ! আমি  
তোমায় ঠিকই দেখে ফেলেছি। নিজেকে গাছ দিয়ে আড়াল  
করে রেখে, আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন ?

তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেহস্তি করুণা ময়ি।

নাতার্থং হাসাশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে॥ ২৭

‘অগ্নি সুন্দরি ! দাঁড়াও দাঁড়াও ! আমার প্রতি তোমার  
কি করুণা হয় না ! তুমি তো হাস্যপরিহাসসম্ভাব্য নও ! তবে  
কেন আমায় উপেক্ষা করছ !

সীতকৌশেয়কেনাসি সূচিতা বরবর্গিনি।

খাবজ্যপি ময়া দৃষ্টা তিষ্ঠ যদ্যস্তি সৌহৃদম্॥ ২৮

‘অগ্নি সুন্দরি ! হলুদ রঙের রেশমী বস্ত্রেই তোমাকে  
চেনা যাচ্ছে। তুমি দৌড়োতে থাকলেও আমি তোমায় দেখে  
ফেলেছি। আমার প্রতি যদি তোমার প্রেম থাকে, তবে  
দাঁড়াও।’

নৈব সা নুনমথবা হিংসিতা চারুহাসিনী।

কৃচ্ছং প্রাপ্তং ন মাং নুনং যথোপেক্ষিতুমর্থতি॥ ২৯

অথবা, ‘ইনি সেই মধুরহাসিনী সীতা নন। তিনি  
নিশ্চয়ই রাক্ষসদের দ্বারা নিহত হয়েছেন ; কারণ, আমাকে  
কষ্ট পেতে দেখেও (তিনি) নিশ্চয়ই আমায় উপেক্ষা করতে

পারতেন না।

যাক্তং সা ভক্ষিতা বালা রাক্ষসৈঃ শিশিতাশনৈঃ।

বিভজ্যাজানি সর্বানি ময়া বিরহিতা প্রিয়া॥ ৩০

‘স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমার অনুপস্থিতিতে অন্য  
থেকে বিচ্ছিন্না আমায় প্রিয়া সেই বালিকাকে মাংসপি  
রাক্ষসেরা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে, খেয়ে  
ফেলেছে।

নুনং তচ্ছুভদ্রোষ্ঠঃ সুনাসং শুভকৃৎসনম্।

পূর্ণচন্দ্রনিভং গ্রন্থং মুখং নিম্প্রভতাং গতম্॥ ৩১

‘সুন্দর দন্ত ও ওষ্ঠ, সুন্দর নাসিকা ও শুভ কৃৎসন  
পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সীতার মুখখানি নিশ্চয়ই তখন রাসুলো  
রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে প্রভাহীন ম্লান হয়ে গিয়েছিল।  
সেই চম্পকবর্ণাভা গ্রীবা ঐক্যেবাকোচিত।

কোমলা বিলপ্ত্যস্ত কাষ্ঠায়া ভক্ষিতা শুভা॥ ৩২

‘বিলপরতা আমার কমলীয়া দয়িতার কষ্টক্লম  
পরিহিতা শুভ কোমল চম্পকবর্ণতা সেই গ্রীবায়  
রাক্ষসগণ ভক্ষণ করেছে।

নুনং বিক্ষিপাম্যশৌ ভৌ বাহু পদ্মবকোমলৌ।

ভক্ষিতৌ বেপমানাত্রৌ সহস্রভরশাকলৌ॥ ৩৩

‘নিশ্চয়ই পদ্মবের ন্যায় কোমল, আভরণ ও অঙ্গ-  
পরিহিত, বিক্ষিপ্ত ও কম্পমান বাহুদ্বয় রাক্ষসেরা ভক্ষণ  
করছিল।

ময়া বিরহিতা বালা রাক্ষসাং ভক্ষণায় বৈ।

সার্থেনেব পরিত্যক্তা ভক্ষিতা বহুবাক্ষবা॥ ৩৪

‘বহু বন্ধু পরিবৃত্তা বালিকা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হন  
যেমন রাক্ষসেরা বা পশুরা তাকে ভোজন করে ভক্ষণ।  
রাক্ষসদের ভোজনের জন্যই আমি বালিকা সীতাকে রে  
একাকিনী পরিত্যাগ করে গিয়েছিলাম।

হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসে ত্বং প্রিয়াঃ কচিং।

হা প্রিয়ে ক গতা ভদ্রে হা সীতেতি পুনঃ পুনঃ॥ ৩৫

ইতোবং বিলপন্ রামঃ পরিধাবন্ বনাদ্ বনম্।

কচিদুদ্ভ্রমতে বেগাৎ কচিং বিভ্রমতে বলাৎ॥ ৩৬

‘হায় মহাবীর লক্ষ্মণ ! তুমি কি কোথাও আমার প্রিয়া  
সীতাকে দেখতে পাচ্ছ ? হায় প্রিয়ে, হায় ভদ্রে সীতে ! তুমি  
কোথায় গেলে ?’ শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে বিলাপ করতে  
করতে বন থেকে বনান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগলেন।  
কোথাও উদ্ভ্রান্তের মতো জোরে লাফাচ্ছেন, আবার  
কোথাও বা বিভ্রান্তের মতো ছুটছেন।



কিছুই ইন্দ্রাজিৎ কান্দায়েবলতঃ পরঃ ।  
 ন বনানি মদীঃ শৈলান্ গিরিপ্রবেশণনি চ ।  
 কান্দনানি চ বেগেন লমতাপবিসংহিতঃ ॥ ৩৭  
 কাশ্মিনী জীব অমেষ্যেণ তৎসংগা বাহ্যলক্ষণে নতুন  
 কখনও উদ্ভবের মতো দেখাচ্ছে ; আত্মন হুঃখিতান বন, নদী,  
 পর্বত, পাহাড়ি বর্ণা ও কান্দনাসমূহে ছুটে ছুটে যাচ্ছিল  
 তল স গদা বিশূলঃ মহতঃ বনঃ

পত্নীতা সর্বং বৃন্দ মৈথিলীঃ প্রতিঃ ।  
 অনিচ্ছিতাঃ স চকার মার্গণে  
 পুনঃ প্রিয়ায়াঃ পরমং পরিশ্রমম্ ॥ ৩৮  
 জনকুল বানচন্দ্র বিশাল বনের গভীরে গিয়ে  
 মৈথিলীকে সর্বম অনুসন্ধান করে ততাল হলেন ; আবার  
 নবোদ্যানে প্রিয়াল অনুসন্ধানে যত্নবান হলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দ্যাকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বাম্প্রাকি বিবচিত্ত আদিকাব্য বামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

### একষষ্টিতম সর্গ (৬১)

শ্রীরাম-লক্ষণ কর্তৃক সীতার অন্বেষণ, তাঁকে না পেয়ে শ্রীরামের ব্যাকুলতা

কৃত্যঃ প্রমদঃ শূন্যঃ রামো দশরথাস্তজঃ ।  
 হরিতাঃ পর্ণশালাঃ চ প্রবিধান্যাসনানি চ ॥ ১  
 কদম্বী তত্র বৈদেহীঃ সন্নিরীক্ষা চ সর্বশঃ ।  
 উবাচ রামঃ প্রাক্ষুণ্য প্রগৃহ্য রুচিরৌ ভুজৌ ॥ ২  
 দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র শূন্য আশ্রম, সীতারহিত  
 পর্ণশালা এবং উপবেশনের আসনগুলি বিক্ষিপ্তভাবে  
 ছড়ানো দেখে এবং চারিদিক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করেও  
 সেখানে বিদেহরাজতনয়া সীতাকে দেখতে না পেয়ে,  
 নিজের সুন্দর বাহুদ্বয় উর্ধ্বে উত্তোলন করে উত্তেজিত হয়ে  
 লক্ষণকে বললেন—

ক নু লক্ষণ বৈদেহী কং বা দেশমিত্তে গত  
 কেনাফতা বা সৌমিত্তে ভক্ষিতা কেন বা প্রিয়া ॥ ৩

‘লক্ষণ ! বিদেহরাজনন্দিনী কোথায় ? এখান থেকে  
 তিনি কোথায় গেলেন ? হে সুমিত্রানন্দন ! আমার প্রিয়াকে  
 কে-ই বা হরণ করল, অথবা, কে তাঁকে খেয়ে ফেলল ?  
 বৃক্ষশাখা যদি মাং সীতে হসিতুমিচ্ছসি।  
 অলং তে হসিতেনাদ্য মাং তজ্জহ সুদুঃখিতম্ ॥ ৪

‘অগ্নি সীতে ! বৃক্ষ দ্বারা নিজেকে লুকিয়ে রেখে না।  
 যদি আমাকে উপহাস করতে চাও, এভাবে উপহাস কোরো  
 না ; আমি শোকার্ত, আমার কাছে এসো।

যে পরিভ্রীড়সে সীতে বিশ্বস্তৈর্মগপোতকৈঃ ।

এতে হীনাক্ষয়া সৌম্যে ধ্যায়ন্ত্যাবিলেক্ষণাঃ ॥ ৫

‘অগ্নি সুভগে সীতে ! যে বিশ্বস্ত হরিণ-শিশুদের  
 সঙ্গে তুমি খেলা করো, তারা তোমাকে ছাড়া অশ্রুসজল  
 নেত্রে তোমার চিত্তা (ধ্যান) করছে।

সীতয়া রহিতোহহং বৈ নহি জীবামি লক্ষণ।  
 বৃতং শোকেন মহতা সীতাহরণজেন মাম্ ॥ ৬  
 পরলোকে মহারাজো মূনঃ দ্রক্ষ্যতি মে পিতা।

‘লক্ষণ ! সীতাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। সীতাহরণ-  
 জনিত গভীর শোকমগ্ন হয়ে মৃত আমাকে, পরলোকে গত  
 আমার পিতা মহারাজা দশরথ, নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

কথং প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্যা ময়া তুমভিযোজিতঃ ॥ ৭  
 অপূরয়িত্বা তং কালং মৎসকাশমিহাগতঃ ।

‘পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন—‘আমি তোমাকে  
 বনবাসে প্রেরণ করেছিলাম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করে, সেই  
 কাল বনবাসের সময় পূরণ না করে, কেন তুমি আমার  
 কাছে এখানে এসেছ ?

কামবৃত্তমনার্যঃ বা মৃধাবাদিনমেব চ ॥ ৮  
 ষিক্ ষ্মামিতি পরে লোকে ব্যক্তং বক্ষ্যতি মে পিতা।

‘তুমি স্বেচ্ছাচারী, অনার্য (অধম, পাপী) এবং  
 মিথ্যাবাদী ; তোমাকে ষিক্’—এই কথা স্বর্গলোকে আমার  
 পিতা আমাকে স্পষ্টই বলবেন।

বিবশঃ শোকসন্তপ্তঃ দীনঃ ভগ্নমনোরথম্ ॥ ৯  
মামিহোৎসৃজ্য করুণঃ কীর্তিনরমিবান্জলম্ ।

ক পছসি বরারোহে মা শোৎসৃজ্য সুমধ্যমে ॥ ১০

‘কুটিল ব্যক্তিকে যশোলক্ষী যেমন পরিত্যাগ করেন,  
সেইরকম, অগ্নি সুন্দরি ! শোকহেতু অবশ, সন্তপ্ত, দীন,  
হতাশ্রয় আমাকে করুণ অবস্থায় ত্যাগ করে কোথায়  
যাচ্ছে ? অগ্নি সুন্দরি ! আমাকে ত্যাগ কোরো না !

তুমি বিরহিতস্তাহঃ তাম্বে জীবিতমানসঃ ।

ইতীব বিলপন্ রামঃ সীতাদর্শনলালসঃ ॥ ১১

ন দন্দর্শ পুনঃখার্তো রাঘবো জনকান্বজাম্ ।

‘তোমার বিরহে আমি নিজের জীবন ত্যাগ করব’  
—সীতাদর্শনকামী শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে বিলাপ করতে  
থাকলেন : কিন্তু দুঃখকাতর রঘুনন্দন জনকান্বজাকে দেখতে  
পেলেন না।

অনাসাদয়মানঃ তং সীতাং শোকপরায়ণম্ ॥ ১২

পক্ষমাসাদ্য বিপুলং সীদন্তবিস্ম কুঞ্জরম্ ।

লক্ষ্মণো রামমত্যাখ্যমুবাচ হিতকামায়াম্ ॥ ১৩

পক্ষে পতিত বিরাটকায় হস্তী যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে,  
তদ্রূপ সীতাকে না পেয়ে শ্রীরাম অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে  
পড়লেন। তখন, পক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কল্যাণ কামনায় গভীর  
অর্থবৃদ্ধ বাক্যে তাঁকে বললেন -

মা বিষাদং মহাবুদ্ধে কুরু যত্নঃ ময়া সহ ।

ইদং গিরিবরং বীর বহুকন্দরশোভিতম্ ॥ ১৪

প্রিয়কাননসংচারা বনোত্তরা চ মৈথিলী ।

সা বনং বা প্রবিষ্টা স্যাগ্নিনিঃ বা সুশুষ্টিপতাম্ ॥ ১৫

সরিতং বাপি সম্ভ্রাণ্ডা মীনবজ্রুলসেবিতাম্ ।

বিভ্রাসয়িতুকামা বা সীনা স্যাৎ কাননে রুচিৎ ॥ ১৬

জিহ্বাসমানা বৈদেহী দ্বাং মাং চ পুরুষবর্ড ।

‘হে মহামতিমান্ ! বিষম হবেন না, পরন্তু আমার  
সঙ্গে সীতার অন্বেষণে যত্নবান হোন। হে বীর ! এই  
পর্বতটি বহু গহুর দ্বারা সুশোভিত, মৈথিলীও বনপ্রিয়া (বন  
ভালোবাসেন) এবং কাননে ভ্রমণ প্রিয়া ; তিনি কোনও  
বনে প্রবেশ করে থাকতে পারেন, অথবা মৎস্য ও  
বেতসবন দ্বারা সুশোভিত পুষ্পিত কোনও পদ্মসরোবরের  
তীরে গেছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তাঁর প্রতি আমাদের কতটুকু  
প্রীতি জানবার জন্যই বৈদেহী আপনাকে ও আমাকে ভয়  
দেখাতেই কাননে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারেন।

তস্যা হ্যন্বেষণে শ্রীমান্ কিপ্রমেব যতাবহে ॥ ১৭

বনঃ সর্বং বিচিন্বো যত্র সা জনকান্বজা ।

‘শ্রীমান্ ! সীতার অন্বেষণে আমরা দ্রুত চেষ্টা করব ;  
যেখানে যেখানে জনকনন্দিনী থাকতে পারেন অন্বেষণ  
সেইসকল স্থান আমরা দুজনে তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ  
করব !

মন্যসে যদি কাকুৎস্থ মা স্ম শোকে মনঃ কৃধা ॥ ১৮

এবমুক্তঃ স সৌহার্দ্যলক্ষণেন সমাহিতঃ ।

সহ সৌমিত্রিণা রামো বিচেতুমুপচক্রে ॥ ১৯

‘হে কাকুৎস্থকুলনন্দন ! যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ  
করেন তবে আর শোক করবেন না’—লক্ষ্মণের এই  
সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রস্তাবে রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দনের সঙ্গে সহ  
সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন।

তৌ বনানি গিরীশৈব সরিতশ্চ সরাসি চ ।

নিখিলেন বিচিন্নস্তৌ সীতাং দশরথান্বজৌ ॥ ২০

তস্য শৈলস্য সানুনি শিলাঞ্চ শিখরাদি চ ।

নিখিলেন বিচিন্নস্তৌ নৈব তামভিজ্ঞান্বজৌ ॥ ২১

দশরথপুত্রদ্বয় বনসমূহে, পর্বত সকলে, নদীগুলি  
এবং সরোবরগুলিতে, সকল স্থানে তন্ন তন্ন করে সীতার  
অনুসন্ধান করলেন, সেই পর্বতোপরিভূত স্বর  
ভূমিসকলে, শিলাতলে এবং শিখরদেশসমূহে সর্বত্র  
তন্ন করে অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু সীতার সন্ধান পেলেন  
না।

বিচিভ্য সর্বতঃ শৈলং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।

নেহ পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীং পর্বতে তজ্যম্ ॥ ২২

পর্বতের সর্বত্র অনুসন্ধান করে রাম লক্ষ্মণ  
বললেন—‘হে সুমিত্রানন্দন ! এই পর্বতে কল্যাণপূর্ণ  
বৈদেহীকে দেখতে পাচ্ছি না।’

ততো দুঃখাভিসত্তপ্তো লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ।

বিচরন্ দণ্ডকারণ্যং ভ্রাতরং দীপ্তভেজসম্ ॥ ২৩

তখন দুঃখ তাপে জর্জরিত লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে সীতার  
অনুসন্ধান বিচরণ করতে করতে উদ্দীপ্ত ভ্রাতা রামচন্দ্রকে  
বললেন—

প্রাক্ষ্যসে ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ মৈথিলীং জনকান্বজাম্ ।

যথা বিষ্ণুর্মহাবাহবলিঃ বন্ধা মহীমিমাম্ ॥ ২৪

‘মহামতে ! মহাবলী ভগবান বিষ্ণু যেমন বৈদেহীকে  
বলিকে বন্ধন করে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন,  
সেইরকম আপনিও জনকনন্দিনী মিত্রলেশনন্দিনী সীতার  
পাবেন।’



এবমুক্তঃ বীরেণ লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ।  
 উবাচ দীনয়া বাচা দুঃখাতিহতচেতনঃ। ২৫  
 বীর লক্ষ্মণের এই কথায়, দুঃখে হতচেতন রঘুনন্দন  
 রাম কাতর বাক্যে বললেন—  
 বনং সুবিচিৎ সর্বং পশিনাঃ ফুল্পপঙ্কজাঃ।  
 নিরিস্তায়ঃ মহাপ্রাজ্ঞ বহুকন্দরনির্বরঃ।  
 নহি পশ্যামি বৈদেহীং প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সীম্। ২৬  
 ‘মহামতি লক্ষ্মণ ! আমি সমস্ত বন তন্ন তন্ন করে  
 অন্বেষণ করেছি, প্রস্ফুটিত কমল সুশোভিত সরোবর সকল  
 এবং বহু গহ্বর ও নির্বর সমন্বিত এই পর্বতও তন্ন তন্ন করে  
 খুঁজেছি, কিন্তু আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা বিদেহ  
 রাজনন্দিনীকে তো দেখতে পেলাম না !’  
 এবং স বিলপন্ রামঃ সীতাহরণকর্ষিতঃ।  
 দীনঃ শোকসমাবিষ্টো মুহূর্তং বিহুলোহভবৎ॥ ২৭  
 সীতাহরণহেতু ব্যথিত ও শোক বিমোহিত বিষন্ন  
 গীরামচন্দ্র এইভাবে বিলাপ করতে করতে কয়েক মুহূর্তের  
 জন্য বিহুল হয়ে পড়লেন।  
 স বিহুলিতসর্বাক্সো গতবুদ্ধির্বিচেতনঃ।

নিষসাদাতুরো দীনো নিঃশ্বাসাশীতমায়তম্॥ ২৮  
 গীরামচন্দ্রের সর্বাক্স শিথিল হয়ে পড়ল। তিনি  
 সাধারণ বুদ্ধি ও চেতনা হারিয়ে শোকবিহুল ও কাতর হয়ে  
 দীর্ঘ উচ্চ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অবসন্ন দেহ হয়ে পড়লেন।  
 বহুশঃ স তু নিঃশ্বস্য রামো রাজীবলোচনঃ।  
 হা প্রিয়েতি বিচুক্ৰোশ বহুশো বাত্পগদগদঃ॥ ২৯  
 পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র কিন্তু বাত্পগদগদ স্বরে  
 বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ‘হা প্রিয়ে’ বলে দীর্ঘকাল  
 কাঁদতে লাগলেন।  
 তং সাক্ষ্যামাস ভতো লক্ষ্মণঃ প্রিয়বাক্তবম্।  
 বহুপ্রকারং শোকাক্তঃ প্রথিতঃ প্রপ্রিতাজ্জলিঃ॥ ৩০  
 তখন শোকাক্ত লক্ষ্মণও বিনীতভাবে বদ্ধাজলি হয়ে  
 গীরামকে বহুভাবে সাক্ষ্য দিতে লাগলেন।  
 অনাদ্য তু তদ্ বাক্যং লক্ষ্মণোষ্ঠপুটচ্যুতম্।  
 অপশ্যংস্তাং প্রিয়াং সীতাং প্রাক্রোশং স পুনঃ পুনঃ॥ ৩১  
 প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে না দেখতে পেয়ে গীরামচন্দ্র  
 লক্ষ্মণের মুখনিঃসৃত সেই আশ্বাসবাণীকে অনাদর করে  
 বারবার উচ্চঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

## দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৬২)

### গীরামচন্দ্রের বিলাপ

সীতামশ্যন্ ধর্মাস্তা শোকোপহতচেতনঃ।  
 বিলাপ মহাবাহু রামঃ কমললোচনঃ॥ ১  
 সীতাকে দেখতে না পেয়ে, মহাবীর ধর্মাস্তা  
 কমললোচন গীরাম শোকে বিচেতন হয়ে বিলাপ করতে  
 লাগলেন।  
 পশ্যসি চ তাং সীতামশ্যন্ত্যনুধারিতঃ।  
 উবাচ রাঘবো বাক্যং বিলাপশ্রয়দুর্ভচম্॥ ২  
 সীতার প্রতি অতীব প্রেমবশত মনোদহনপীড়িত  
 রঘুনন্দন রামচন্দ্র সীতাকে দেখতে না পেলেও যেন

তাকে দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে, কাতর কণ্ঠে বিলাপ  
 করতে করতে বলতে লাগলেন -  
 স্বমশোকস্য শাখাতিঃ পুষ্পপ্রিয়তরা প্রিয়ে।  
 আবৃণোষি শরীরং তে মম শোকবিবর্ধনী॥ ৩  
 ‘প্রিয়ে ! তুমি পুষ্পপ্রিয়া (ফুল ভালোবাস) ; তাই  
 অশোকবৃক্ষের শাখায় তোমার শরীর আবৃত করে, আমার  
 শোক বাড়িয়ে তুলছ।  
 কদলীকাণ্ডসদৃশো কদল্যা সংবৃতাবুজৌ।  
 উক্তা পশ্যামি তে দেবি নাসি শক্তা নিগৃহীতুম্॥ ৪



‘দেবি ! কল্যাণ কাম্যসমূহ আমার উদ্দেশ্য  
কল্যাণের দ্বারা আমি পাপের পথ ত্যাগ করি, তুমি  
লুকিয়ে থাক তুমি জান না।

কল্যাণের নাম : অমৃত চন্দ্রী দেবি যোগেশ্বর।

অন্য : তে পবিত্রাসেন মম কাগ্যবহনং বৈ। ৪

‘দেবি ! তুমি আমার পাপের পথ ত্যাগ করি, তুমি  
কল্যাণের দ্বারা আমি পাপের পথ ত্যাগ করি, তুমি  
লুকিয়ে থাক তুমি জান না।

বিশদেবপ্রমোদনে হাস্যোৎসাহঃ ন প্রশসাহত।

অবশ্যমর্থমি হে শীলঃ পবিত্রাসেনঃ প্রিয়ো ৬

আগাছ হুঃ বিশাল্যকি শুনোহমুদিতবন।

‘দেবি ! পবিত্রাসেন তোমার স্বভাব, তা আমি  
জানি। বিশদেব : আশ্রমস্থানে এইকম পবিত্রাস প্রশংসনীয়  
নয়। অর্থ অবশ্যমর্থমি হে শীলঃ পবিত্রাসেনঃ প্রিয়ো ৬  
আগাছ হুঃ বিশাল্যকি শুনোহমুদিতবন।’

সুভাক্তঃ দাক্ষসিঃ সীতা ভক্তিভা বা হতাপি বা ৭  
ন হি সা বিলম্বঃ মামুপসংশ্রুতি লক্ষণ।

(আবার, ভ্রম দূরীভূত হলে, তিনি লক্ষণকে  
বললেন) — ‘লক্ষণ ! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দাক্ষসেরা  
সীতাকে বেয়ে ফেলেছে বা হরণ করেছে ; কারণ, আমি  
বিলম্ব করতে পারলেও তিনি আমার কাছে আসছেন না।  
এতানি মুগমুখানি শাস্ত্রেনেত্রানি লক্ষণ ৮  
শংসহীত্ব হি মে দেবীঃ ভক্তিভাঃ রজনীচরৈঃ।

‘লক্ষণ ! মুগমুখেরা বিচরণ করতে করতে অশ্রুপূর্ণ  
নয়নে আমাকে যেন বলতে চাইছে যে, দাক্ষসেরা দেবী  
সীতাকে বেয়ে ফেলেছে।

হা মমার্শে ক যাতাসি হা সান্ধি বরবর্ধিনি ৯  
হা সকাশাদা কৈকেয়ী দেবি মেহদ্য ভবিষ্যতি।

‘হায় ! রমণীশ্রেষ্ঠা আমার ! হা সান্ধি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা !  
হায় বরবর্ধিনি ! তুমি কোথায় গিয়েছ ! আজ কৈকেয়ীর  
মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। হায় দেবি ! আজ আমার কী হবে ?  
সীতায়্য সহ নির্গতো বিনা সীতামুপাগতঃ ১০  
কথং নাম প্রবেক্ষ্যামি শূন্যমন্তঃপুরং মম।

সীতার সঙ্গে অযোধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম,  
এখন সীতা ব্যতীত প্রত্যাবৃত হয়ে কেমন করে আমার শূন্য  
অন্তঃপুরে প্রবেশ করব ?

নির্বীৰ্য ইতি লোকো মাং নির্দগ্ধচেতি বক্ষ্যতি ১১  
কাতরঃ প্রকাশঃ হি সীতাপনয়নেন মে।

‘সীতান প্রপতনেন আমার দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে  
অতএব, লোককে সকলেই আমাকে নির্বীৰ্য ও নির্দগ্ধ  
বলবে।

নিরুত্তরবাসস্ক জনকঃ মিসিলাবিশম ১২  
কৃশলঃ পরিশূচঃ কথং শক্যে নিরীকৃতম্।

‘বনবাস থেকে ফিরে যাওয়ার পর মিসিলাবিশম  
জনক যখন আমার কৃশল জিজ্ঞাসা করবেন, তখন তর্কিত  
করে তাঁর দিকে তাকাব ?

নিদেচন্যো নুনং মাং দৃষ্টা বিরহিতঃ তস্য ১৩  
সুভাবিনাশসম্বৃত্তো মোহস্য বশমেবতি।

‘নিদেচন্যো জনক সীতা-বিরহিত আমারে লে,  
কল্যাণ বিনাশে শোকসম্বৃত্ত হয়ে নিশ্চয়ই বৃদ্ধি  
পড়বেন।

অথবা ন গমিষ্যামি পুরীং ভরতপালিত্ব ১৪  
বর্গোহপি হি তয়া হীনঃ শূন্য এব মন্তে নব।

অথবা, “ভরতের পালিত অযোধ্যাপুরীতে  
যাব না ; সীতাকে ছাড়া স্বর্গও আমার কাছে শূন্য  
হবে।”

তন্মামুৎসৃজ্য হি বনে গচ্ছাম্যোধ্যাপুরীং ততঃ ১৫  
ন ত্বহং তাং বিনা সীতাং জীবেষ্যং হি কথনম্।

‘অতএব, লক্ষণ, তুমি আমাকে একাকী বনে  
রেখেই মঙ্গলময়ী অযোধ্যাপুরীতে ফিরে যাও ; সীতা  
ব্যতীত কিষ্ট আমি কিছুতেই বাঁচব না।

গাঢ়মশ্রিত্য ভরতো বাচ্যো মদ্বচনাং ত্বয়া ১৬  
অনুজ্ঞাতোহসি রামেণ পালয়েতি বসুন্ধরম্।

‘তুমি ভরতকে গাঢ় আশ্রয় করে, আমার মিত্র  
জানাবে, “বামের অনুমতি অনুসারে তুমি রামকে  
করো।”

অতঃ চ মম কৈকেয়ী সুমিত্রা চ ত্বয়া বিজে ১৭  
কৌশল্যা চ যথানায়মভিবাদ্যা মমাজ্ঞয়া।

রক্ষণীয়া প্রযত্নেন ভবতা সূক্তচরিত্রা ১৮

‘আরও বলবে হে জিতেন্দ্রিয় ! আমার নির্দগ্ধ  
মাতা কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে যথাবিধি প্রণাম করে  
শোভন বচনে মমত্রে তাঁদের বক্ষা করবে।

সীতায়্যাক্ষ বিনাশোহমং মম চামিঙ্গমুন ১৯  
বিস্তরেণ জনন্যা মে বিনিবেদ্যন্তরা ভবেৎ ২০

‘হে শত্রুহন্তা (লক্ষণ) ! আমার সীতার  
বিনাশের সংবাদ তুমি বিস্তৃতভাবে আমার মাতার নির্দগ্ধ

স্বপ্ন করবে।

ইতি বিলপতি রাখবে তু দীনে  
বনমুগম্য তমা বিদ্যা সুকেশ্যা।  
অবিকলমুগম্য লক্ষ্মণোহপি

দ্বিগীতমগা কলমাতুরো বভূব ॥ ৩০  
বিশ্বা বসুনাশ্রয়ীণাম, সুকেশী সীতাতারা হয়ে বনে  
গিয়ে ঐতদাণে বিলাপ করছে আনন্দে, 'জয়বিদ্যাবদন  
দ্বিগীতমগা কলমাতুরো বভূব হয়ে পড়লেন।

ইত্যর্থে প্রীমদ্ব্যামাশ্রয়ে বান্দীকীয়ে আনন্দমগা অগ্ন্যাকাণ্ডে দ্বিগীতম সর্গঃ ॥ ৩২ ॥  
মহার্ষি বান্দীকী বরচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অগ্ন্যাকাণ্ডে দ্বিগীতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

### ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৬৩)

#### শ্রীরামের বিলাপ

১ রাজপুত্রঃ প্রিয়মা বিধীনঃ

শোকেন মোহেন চ পীডামানঃ  
বিদারন্ হাতরমার্তরূপো  
ভূয়ো বিদারং প্রবিবেশ তীরম্ ॥ ১

প্রিয়বিচ্ছেদহেতু শোকে মোহগ্রস্ত, পীড়িত ও কাতর  
রাজপুত্র রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে বিদারিত করে পুনরায় তীর  
বিষমতায় নিমগ্ন হলেন।

২ লক্ষ্মণঃ শোকবশাতিপন্নঃ

শোকে নিমগ্নো বিপুলে তু রামঃ।  
উচ্চ বাক্যঃ বাসনানুরূপ-  
মুখং বিনিঃশ্বস্য রুদন্ সলোকম্ ॥ ২

গভীর শোকে নিমগ্ন রামচন্দ্র উচ্চ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে  
কঁদতে কঁদতে শোকাভিভূত লক্ষ্মণকে বিপদজ্ঞাপক বাক্যে  
বললেন—

৩ মধিষো দুষ্কৃতকর্মকারী

মনো দ্বিতীয়োহস্তি বসুন্ধরায়াম্।

শোকানুশোকো হি পরম্পরায়াম্

মামেতি ভিন্দন্ হৃদয়ং মনস্ত ॥ ৩

'(আমার) মনে হয়, পৃথিবীতে আমার মতো দুষ্কর্মী  
দ্বিতীয় কেউ নেই, কারণ শোকের পর শোক এসে আমার  
হৃদয়-মনকে বিদীর্ণ করছে!

৪ মমা নুনমভীক্ষিতানি

পাশানি কর্মপাসকংকৃতানি।

তজ্জায়মদ্যাপত্তিতো

নিপাকো

দুঃখেন দুঃখং যদহং বিশামি ॥ ৪

'পূর্বজন্মে আমি নিশ্চয়ই যথেষ্ট পাপকর্মসকল  
অনেকবার করেছি; তাই তার ফলস্বরূপ আজ আমার  
এই দুর্গতি। যার জন্য আমি দুঃখের পর দুঃখে প্রবেশ  
করছি।

রাজ্যপ্রণাশঃ

হৃজনৈর্বিয়োগঃ

পিতৃর্বিনাশো জননীবিয়োগঃ।

সর্বানি মে লক্ষ্মণ শোকবেগ-

মাপূরয়ন্তি প্রবিচিন্তিতানি ॥ ৫

'লক্ষ্মণ! রাজ্য থেকে বঞ্চিত, প্রিয়জন বিচ্ছেদ,  
পিতার মৃত্যু, মাতৃবিচ্ছেদ—এই সব বিষয়ে চিন্তা করে  
আমার শোকাবেগ উদ্বেল হয়ে উঠছে।

সর্বং তু দুঃখং মম লক্ষ্মণেদং

শাস্তং শরীরে বনমেতা ক্লেশম্।

সীতাবিয়োগাৎ

পুনরপুদীর্ণং

কাষ্ঠৈরিবাগ্নিঃ সহসোপদীপ্তঃ ॥ ৬

'লক্ষ্মণ! বনে এসে আমার শরীরে (ও মনে) যে  
কষ্ট হয়েছিল, সীতা সঙ্গে থাকায়, সেই সব দুঃখ প্রশমিত  
হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এখন সীতার বিরহে সেই দুঃখ শুষ্ক  
কাঠে অগ্নিসংযোগের ন্যায় পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

সা নুনমার্য্য মম রাক্ষসেন

হৃজ্যাহততা খং সমুপেতা ভীকঃ।

অপস্বরঃ সুস্বরবিপ্রলাপা

ভয়েন বিক্ৰুদিতবত্যাভীকৃতম্ ॥ ৭

‘সুস্বর স্বরে বিলাপকাবিনী আমার সেই ভীকৃ সীতা  
নিশ্চয়ই রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত ও আকাশপথে নীতা হয়ে  
ভয়ে বিকৃত স্বরে অতিশয় ক্রন্দন করেছিলেন।

তৌ লোহিতস্য প্রিয়দর্শনস্য

সদোচ্চিভাবুত্তমচন্দনস্য

বৃত্তৌ জনৌ শোণিতপদ্মদিক্ষৌ

নুনং প্রিয়ায়া মম নাভিপাতা ॥ ৮

‘প্রিয়ার পরিচিত সেই গোলাকার শুভদ্রব্য সর্বদা  
প্রিয়দর্শন বজ্রচন্দনে লিপ্ত থাকত; তা নিশ্চয় শোণিতপদ্মে  
লিপ্ত হয়েছে; হয় এর পরেও আমার মৃত্যু হল না!

তাহ্মলক্ষসুবাক্তমুদ্রলাপঃ

তস্যা মুখঃ কুক্ষিতকেশভারম্।

রক্ষোবশঃ নুনমুপাগতায়

ন সাজতে রাহুमुखে যথেন্দুঃ ॥ ৯

‘কুক্ষিত কেশভার এবং মৃদু মধুর বাক্যলাপে  
মনোহর সীতার মুখ, রাক্ষসের বশীভূত হয়ে রাহুमुखে  
চন্দ্রের ন্যায় নিশ্চয়ই শোভা পাচ্ছে না।

তাঃ হারশাশস্য সদোচ্চিভাভাঃ

গ্রীবাঃ প্রিয়ায়া মম সুত্রতায়ঃ।

রক্ষাংসি নুনং পরিপীতবস্ত্রি

শুনো হি ভিহ্না রুধিরশনানি ॥ ১০

‘উত্তম ব্রতধারিণী আমার প্রিয়ার গ্রীবাদেশ সর্বদা  
উত্তম হারবন্ধনশোভিত। শোণিতপায়ী রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই  
আকাশপথে (শূন্য অরণ্যে) সীতার সেই গ্রীবা ভেঙে রুধির  
পান করেছে।

ময়া বিহীনা বিজনে বনে সা

রক্ষোভিরাহুতা বিকৃমমাণা।

নুনং বিনাদং কুরবীর দীনা

সা মুক্তবত্যাযতকান্তনেত্রা ॥ ১১

‘জনহীন অরণ্যে আমি না থাকায়, রাক্ষসগণ  
মিলিত হয়ে তাঁকে আকর্ষণ করলে, সেই মনোরমা  
বিশালনয়না বিপন্ন (সীতা) মুক্তি কামনায় কুরবীর (চিল  
জাতীয় পক্ষীর) ন্যায় নিশ্চয়ই চিৎকার করে বিলাপ  
করেছিলেন।

অস্মিন্ ময়া সার্বমুদারশীলা

শিলাতলে পূর্বমুপোপবিষ্টা।

কান্তস্মিতা লক্ষণ জাতহাসা

হাসাহ সীতা বহুবাক্যজাতম্ ॥ ১২

‘লক্ষণ! পূর্বে এই শিলার উপরে আমার সঙ্গে  
চলিতভাবে বসে, উদারস্বভাব শুচিস্মিতা সীতা হাসতে  
হাসতে তোমাকে কত কথাই না বলতেন।

গোদাবরীয়াঃ সরিতাঃ সরিতা

প্রিয়া প্রিয়ায়া মম নিভাকালম্।

অপ্যত্র গচ্ছেদিত্তি চিত্তয়ামি

নৈকাকিনী যতি হি সা কদাচিৎ ॥ ১৩

‘দীপ্ৰেষ্ঠা এই গোদাবরী আমার প্রিয়া সীতার  
সবসময়ই অত্যন্ত প্রিয়; সেখানে তিনি যাননি কোথা।  
তিনি তো কখনই একাকিনী যান না!

পদ্মাননা

পদ্মপলাশনেত্রা

পদ্মানি বানেভুমতিপ্রয়াগ।

তদপ্যযুক্তং নহি সা কদাচিৎ-

ময়া বিনা গচ্ছতি পদ্মানি ॥ ১৪

‘পদ্মমুখী কমলনয়না সীতা পদ্ম আনতে নদীতট  
যান নি তো! কিন্তু তা তো ঠিক না; কারণ তিনি তো কখন  
আমাকে ছাড়া পদ্মজকাননে যান না।

কামঃ হৃদং পুষ্পিতবৃক্ষমণ্ডঃ

নানাবিধৈঃ পক্ষিপৈরুপেক্ষতম্।

বনং প্রয়াতা নু তদপ্যযুক্ত-

মেকাকিনী সাত্তিবিভেতি ভীকৃঃ ॥ ১৫

‘মনে হয় তিনি কুসুমিতপাদপসমূহ ও নানাবিধ  
পক্ষিকুল সেবিত বনে ভ্রমণে গিয়েছেন; কিন্তু তা তো ঠিক  
না, কারণ তিনি ভীকৃ, তাই একাকিনী কোথাও বেতে অত্যন্ত  
ভয় পান।

আদিত্য ভো লোককৃতাকৃতজ্ঞ

লোকস্য সত্যানুতকর্মসাক্ষিন্।

মম প্রিয়া সা ক গতা হতা বা

শংসহ মে শোকহতস্য সর্বম্ ॥ ১৬

‘মানুষের কৃতকর্মের ও অকৃতকর্মের জ্ঞাত,  
ত্রিলোকের সত্য ও অসত্য কর্মের সাক্ষিস্বরূপ, যে  
অদিতিনন্দন সূর্যদেব! প্রিয়া বিরহে আমি শোকাহত;  
আমার প্রিয়া সীতা কোথায় গেছেন, অথবা কেউ তাঁকে  
হরণ করেছে কি না, আমায় সব বলুন।

লোকেষু সর্বেষু ন নাস্তি কিঞ্চিদ্

যৎ তে ন নিত্যং বিদিতং ভবেৎ তৎ।



নঃবক বারো কুলপালিনীঃ তাং

মৃত্যু জ্ঞাতা বা পথি বর্ততে বা ॥ ১৭

‘হে পবনদেব ! ত্রিভুবনে অনিত্য এবং আপনাব  
জবিদিত কিছুই নেই আমার কুলধর্মপালিনী সীতা যারা  
গেছেন, না অপহৃত হয়েছেন, বা পথে কোথাও আছেন,  
সে সম্বন্ধে আমায় বলুন।’

ইতীষ তঃ শোকবিষেয়দেহং

রামঃ বিসংজঃ বিলপজ্জমেব।

উবাচ সৌমিত্রিরদীনসজ্ঞো

ন্যায়ো হিতঃ কালযুতঃ চ বাক্যম্ ॥ ১৮

এইভাবে শোকে দেহজ্ঞানহীন হয়ে বিলাপরত  
সংজ্ঞাহীন শ্রীরামকে মহাপ্রাণ ন্যায়পরায়ণ সুমিত্রানন্দন  
দক্ষণ তৎকালোচিত বাক্যে বললেন—

শোকঃ বিসৃজ্যাদা ধৃতিঃ ভজ্যস্ব

সোৎসাহতা চক্ষু বিমার্গবেহস্যঃ।

উৎসাহবয়ো হি নরা ন লোকে

সীমন্তি কর্মহৃতিদুঃস্বপ্নেষু ॥ ১৯

‘(আর্য দাদা) ! এখন শোক পরিহার করে ঐর্ষ্য  
ধরুন। তাঁর অশেষে উৎসাহিত হোন। সংসারে  
উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তিরাই অতি দুঃস্বপ্নের কর্মেও অবসর হন  
না।’

ইতীষ সৌমিত্রিমুদগ্রপৌরুষঃ

ব্রবন্তমার্তো রঘুবংশবর্ধনঃ।

ন চিন্তয়ামাস ধৃতিং বিমুক্তবান্

পুনশ্চ দুঃখং মহদভ্যুপাগমৎ ॥ ২০

মহাবীর্যবান সৌমিত্রি এই কথা বললেও সীতা বিরহে  
কাতর রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা চিন্তা না করে  
ঐর্ষ্যহারা হয়ে আবার অত্যন্ত দুঃখাতিভূত হয়ে পড়লেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত। ৬৩ ॥

### চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৬৪)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতাস্থেষণ, শ্রীরামের শোকাবেগবৃদ্ধি, মৃগসঙ্কেত অনুসরণে  
ভ্রাতৃষয়ের দক্ষিণ দেশাভিমুখে গমন, পর্বত এবং সীতার কুসুমালঙ্কার ও যুদ্ধচিহ্ন  
সকল দর্শনে দেবতা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের জ্ঞেধ

স দীনো দীনয়া বাচা লক্ষ্মণঃ বাক্যমব্রবীৎ।

শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গজা গোদাবরীং নদীম্ ॥ ১

অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যান্মিতুং গতা।

পত্নীবিরহশোকে বিহ্বল হয়ে শ্রীরামচন্দ্র কাতরকণ্ঠে  
লক্ষ্মণকে বললেন—‘লক্ষ্মণ ! শীঘ্র গোদাবরী নদীতে গিয়ে  
জেনে এসো, সীতা পদ্ম আহরণের জন্য গোদাবরীতে  
গেছেন কি না।’

ঐবমুক্তস্ত রামেণ লক্ষ্মণঃ পুনরেব হি ॥ ২

নদীং গোদাবরীং রম্যাং জগাম লঘুবিক্রমঃ।

শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়ে, লক্ষ্মণ পুনরায়  
দ্রুতগতিতে গোদাবরী নদীর তীরে গেলেন।

জাং লক্ষ্মণদীর্ঘবতীং বিচিন্তা রামমব্রবীৎ ॥ ৩

ননাং পশ্যামি তীর্থেষু ক্রোশতো ন শৃণোতি মে।

কং নু সা দেশমাপন্যা বৈদেহী ক্রেশনাশিনী ॥ ৪

নহি তং বেদ্বি বৈ রাম যত্র সা তনুমধ্যমা।

লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীর ঘাটে ঘাটে অন্বেষণ করে  
এসে রামচন্দ্রকে বললেন—‘নদীর ঘাটগুলিতে সীতাকে  
দেখতে পেলাম না। শ্রীরাম ! আমি চিৎকার করে ডাকা  
সত্ত্বেও যেখানে সেই ক্ষীণকটি সুন্দরী আর্ধ্য অবস্থান  
করছেন, সেখান থেকে আমার আহ্বান শুনতে পাননি।  
ক্রোশাপনোদনকারিণী বৈদেহী কোথায় আছেন, সেই স্থান  
আমি জানি না।’

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রব্ধা দীনঃ সন্ধ্যাপমোহিতঃ ॥ ৫

রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্।

লক্ষ্মণের কথা শুনে শোকসন্তপ্ত আর্ত বাম স্বয়ং  
গোদাবরী নদীর তীরে গেলেন।

স তামুপস্থিতো রামঃ ক সীতেভবমব্রবীৎ ॥ ৬  
ভূতানি রাক্ষসেজ্জেল বধার্হেণ হতামপি।

ন তাং শশংসু রামায় তথা গোদাবরী নদী ॥ ৭

রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে 'কোথায় সীতা' এই  
কথা চিৎকার করে বললেন। কিন্তু তথাকার সকল প্রাণী তথা  
গোদাবরী নদীও, রাম কর্তৃক বধযোগ্য রাক্ষসরাজ রাবণ  
সীতাকে হরণ করেছে, - এই কথা শ্রীরামচন্দ্রকে জানালো  
না।

ততঃ প্রচোদিতা ভূতৈঃ শংস চান্ম প্রিয়ামিতি।

ন চ সা হ্যবদৎ সীতাং পৃষ্ঠা রামেণ শোচত্যা ॥ ৮

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা এবং অন্য প্রাণিগণ  
কর্তৃক 'এঁকে প্রিয়ার বার্তা জানাও' এই বলে প্রেরিতা হয়েও  
কিন্তু গোদাবরী সীতার খবর বলল না।

রাবণস্য চ তক্রপং কর্মাপি চ দুরাস্তনঃ।

ধ্যাত্বা ভয়াৎ তু বৈদেহীং সা নদী ন শশংস হ ॥ ৯

দুরাত্মা রাবণের চেহারা এবং কার্যাবলীর কথা চিন্তা  
করে গোদাবরী নদী ভয়ে বিদেহরাজনন্দিনী সীতার কথা  
কিছুই বলল না।

নিরাশস্ত তয়া নদ্যা সীতায় দর্শনে কৃতঃ।

উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং সীতাদর্শনকর্ষিতঃ ॥ ১০

সেই নদী সীতার দর্শন বিষয়ে নিরাশ কবলে, সীতার  
দর্শনে উৎসুক রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন-

এষা গোদাবরী সৌম্য কিঞ্চিৎ প্রতিভাবতে।

কিং নু লক্ষ্মণ বক্ষ্যামি সমেত্যা জনকং বচঃ ॥ ১১

মাতরং চৈব বৈদেহ্যা বিনা তামহমপ্রিয়ম্।

'সৌম্য লক্ষ্মণ! গোদাবরী তো কিছুই প্রভাবের দিচ্ছে

না! আমি সীতাকে ছাড়া রাজর্ষি জনক এবং জনকনন্দিনীর

মাতার কাছে গিয়ে এই অপ্রিয় কথা কী করে বলব?

যা মে রাজ্যবিহীনসা বনে বনোন জীবতঃ ॥ ১২

সর্বং ব্যাপানয়চ্ছোকং বৈদেহী ক নু সা গত।

'রাজ্যহীন হয়ে বনে বনে বন্য ফলমূলদি দ্বারা

জীবন ধারণ করার সময় যিনি সঙ্গে থেকে আমার সকল

শোক-দুঃখ দূর করেছিলেন, সেই বৈদেহী কোথায়

গেলেন?

জ্ঞাতিবর্গবিহীনসা বৈদেহীমপ্যপশাতঃ ॥ ১৩

মনো দীর্ঘা ভবিষ্যন্তি রাক্ষসো মম জগতঃ।

'আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে থেকে রবং বৈদেহীমপ্যপশাতঃ

দেপতে না পেয়ে দুশ্চিন্তায় আমার রাত নির্দ্র ঘুমের সর্বনাশ

হবে বলে মনে করি।

মন্দাকিনীঃ জনস্থানমিমং প্রশবৎ পিতৃম্ ॥ ১৪

সর্বগানুচরিন্যামি যদি সীতা হি লভ্যতঃ।

'যদি সীতাকে পাওয়া যায়, এই আশা করি

মন্দাকিনী নদীর তীরে, জনস্থান প্রসবণ, পর্বত-সর্ব

অনুসন্ধান করে বিচরণ করব।

এতে মহামুগা বীর মামীকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫

বক্ষ্যামা ইহ হি মে ইঙ্গিতান্যুলক্ষ্যতঃ।

'হে বীর লক্ষ্মণ! এই বড় বড় ইঙ্গিতগুলি আমার

বারবার দেখছে, তাদের ইঙ্গিতে বুঝতে পারছি, তব

আমাকে কিছু বলতে চাইছে।

তাংস্ত দৃষ্ট্বা নরব্যাগ্রো রাঘবঃ প্রভৃবাচ হ ॥ ১৬

ক সীতেতি নিরীক্ষন্ বৈ বাত্পসংক্রম্যা পিরা।

এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ ভে মুগাঃ সহসেপথিতাঃ ॥ ১৭

দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বৈ দর্শয়ন্তো নবঃস্থলম্।

'মৃগদের দেখে নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন তাদের ব্যস্ত

নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় সীতা?"

নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বাত্পকরু কণ্ঠে এই কথা জিজ্ঞাসা করে,

হরিণেরা সকলে সহসা উঠে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে দৃক্য

আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

মৈথিলী ত্রিয়ম্বা সা দিশঃ যানজগতঃ ॥ ১৮

তেন মার্গেণ গচ্ছন্তো নিরীক্ষন্তে নরাশিপম্।

অপহতা সেই নিখিলেশনন্দিনী সীতা যেদিক

গিয়েছিলেন (রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে যে পথে নিয়ে

গিয়েছিল), সেই পথে যেতে যেতে মৃগেরা রাম

চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করছিল (যেন শ্রীরামকে প

দেখাচ্ছিল)।

যেন মার্গঃ চ ভূমিং চ নিরীক্ষন্তে স্য তে মুগাঃ ॥ ১৯

পুনর্নদন্তো গচ্ছন্তি লক্ষ্মণেনোপলক্ষিতঃ।

তেষাং বচনসর্বথঃ লক্ষ্যমাস চেষ্টিতম্ ॥ ২০

সেই মৃগগণ যেভাবে (আকাশ) পথ ও ভূমি (পথ)

নিরীক্ষণ করে শব্দ করতে করতে যাচ্ছিল, লক্ষ্মণ তাঁর

করলেন, মৃগদের ইঙ্গিতেই বাক্য সর্বস্ব (মনের কথা) রাম

লক্ষ্য করলেন।

উবাচ লক্ষ্মণো ধীমাজ্জ্যেষ্ঠঃ শ্রাতব্যমর্থাৎ ॥ ২১

ক সীতেতি ইয়া পৃষ্ঠা যথেষ্টে সহ সৌমিত্রিয়া ॥ ২২



লক্ষ্মি ক্রিতিঃ চৈব দক্ষিণাঃ চ দিশঃ মৃগাঃ।  
স্বাঃ পশ্চ্যবহে দেব দিশমেতাঃ চ নৈর্বর্তীম্॥ ২২

এই তস্যাগমঃ কচ্চিদার্য বা সাধ লক্ষ্যতে।  
জানী লক্ষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে আর্তস্বরে  
বললেন—‘দাদা ! আপনি ‘সীতা কোথায়’, এই কথা  
জিজ্ঞাসা করা মাত্রই এই হবিণেরা যেমন সহসা উঠে পড়ে  
মাটির দিকে তাকিয়ে দক্ষিণ দিক নির্দেশ করছে, অতএব  
আমরা দুজন এই দক্ষিণ দিক বরাবর গেলে ভালো হয়,  
কারণ যদি তাঁর কোনও সন্ধান বা তাঁর দেখা পাওয়া যায়!’  
বাহুমিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রহিতো দক্ষিণাঃ দিশম্॥ ২৩

লক্ষ্মণানুগতঃ শ্রীমান্ বীক্ষমাণো বসুন্ধরাম্।  
কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীমান রামচন্দ্র ‘হ্যাঁ, তাই হোক’,  
এই বলে মাটির দিকে লক্ষ্য রেখে লক্ষ্মণের পশ্চাৎ দক্ষিণ  
দিক অভিযুখে প্রস্থান করলেন।

এবং সন্ধ্যামাণৌ ভাবন্যোনাং ভ্রাতরাবুভৌ॥ ২৪  
বসুন্ধরায়ঃ পতিতপুষ্পমার্গমশাতাম্।

এইভাবে তাঁরা দুইভাই পরস্পর কথা বলতে বলতে  
যাওয়ার সময় পৃথিবীতলে পতিত পুষ্প সমাকীর্ণ পথ  
দেখেতে পেলেন।

পুষ্পবৃষ্টিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা রামো মহীতলে॥ ২৫  
উবাচ লক্ষ্মণঃ বীরো দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ।

বীর রামচন্দ্র ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি দেখে সন্মুখের  
লক্ষণকে খেদপূর্ণ বাক্যে বললেন—

অভিজ্ঞানামি পুষ্পানি তানীমানীহ লক্ষ্মণ॥ ২৬  
অগ্নিকানি বৈদেহ্যা ময়া দত্তানি কাননে।

‘লক্ষ্মণ ! কাননে বৈদেহীকে আমি যে পুষ্পগুলি  
দিয়েছিলাম এবং বৈদেহী যেগুলি নিজ কেশগুচ্ছে ধারণ  
করেছিলেন, পথে সেই পুষ্পগুলি আমি চিনতে পেরেছি।  
মতো সূর্য্যক বায়ুশ্চ মেদিনী চ যশস্বিনী॥ ২৭  
অভিরক্ষতি পুষ্পানি প্রকুব্ধো মম প্রিয়ম্।

‘মনে হচ্ছে, আমার প্রিয়কার্য করার জন্যই সূর্য্যদেব,  
পবনদেব এবং যশস্বিনী ধরিত্রীদেবী এই পুষ্পগুলিকে  
রক্ষা করেছেন, সেই জন্যই পুষ্পগুলি এখনও শুষ্ক  
হয়নি।’

এবমুক্তা মহাবাহুলক্ষ্মণঃ পুরুষর্বভম্॥ ২৮  
উবাচ রামো ধর্মান্না গিরিঃ প্রস্রবণাকুলম্।

বহুবীর ধর্মান্না শ্রীরামচন্দ্র পুরুষপ্রবর লক্ষ্মণকে এই  
কথা বলে, প্রস্রবণ সমূহে সমৃদ্ধ (কর্ণাসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ)

পর্বতকে বললেন—

কচ্চিৎ ক্রিতিভূতাঃ নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী॥ ২৯  
রামা রম্যো বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা যয়া।

‘ওগো, পর্বতবাজ ! এই রমণীয় অরণ্যে আমার  
বিরহে বিরহিণী কোনও সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে তুমি দেখেছ  
কি ?’

ক্রুদ্ধোহব্রবীদ্ গিরিঃ তত্র সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগঃ যথা॥ ৩০  
তাং হেমবর্ণাং হেমাজীং সীতাং দর্শয় পর্বত।

যাবৎ সানুনি সর্বাণি ন তে বিশ্বঃসন্মান্যহম্॥ ৩১

সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুকে দেখে গর্জন করে,  
সেইরকমভাবে ক্রুদ্ধ শ্রীরামচন্দ্র পর্বতকে বললেন—‘হে  
পর্বতরাজ ! আমি যতক্ষণে তোমার সানুপ্রদেশ ধ্বংস না  
করি, তার পূর্বেই তুমি সেই সর্ববর্ণা সুবর্ণাকী সীতাকে দর্শন  
করাও।’

এবমুক্তস্ত রামেণ পর্বতো মৈথিলীঃ প্রতি।

দর্শয়ন্নিব তাং সীতাং নাদর্শয়ত রাঘবো॥ ৩২

রামচন্দ্র সেই পর্বতকে এইরকম বললে, সেই পর্বত  
কিন্তু রঘুনন্দন রামকে সীতার হরণের চিহ্নসকল দেখিয়েও  
সেই সীতাকে দেখাতে পারল না।

ততো দাশরথী রাম উবাচ চ শিলোচ্চয়ম্।

মম বাণাগ্নিনির্দম্বো ভস্মীভূতো ভবিষ্যসি॥ ৩৩

অসেব্যঃ সর্বতশ্চৈব নিদ্রুণক্রমপল্লবঃ।

তখন দশরথনন্দন রামচন্দ্র সেই শিলাময় পর্বতকে  
বললেন—‘আমার বাণাগ্নিতে দম্ব হয়ে ভস্মীভূত হয়ে  
যাবে ; সর্বতোভাবে বৃক্ষ পল্লব ও তৃণাদিশূন্য হয়ে  
সকলের অনাগ্রয় স্থল হয়ে যাবে।’

ইমাং বা সরিতং চান্দ্য শোষয়িস্যামি লক্ষ্মণ॥ ৩৪  
যদি নাখ্যাতি মে সীতামদ্য চন্দ্রনিভাননাম্।

পর্বতকে পূর্বপ্রোকে উক্ত বাক্যে ভীতি প্রদর্শন করে  
শ্রীরামচন্দ্র আবার লক্ষ্মণকে বললেন—‘লক্ষ্মণ ! আজ যদি  
এই গোদাবরী নদী চন্দ্রমুখী সীতার সংবাদ না বলে, তাহলে  
আমি এই গোদাবরী নদীকেও শুষ্ক করে দেব।’

এবং প্রকৃষিতো রামো দিবক্ষন্নিব চক্ষুশ্চ॥ ৩৫  
দদর্শ ভূমৌ নিদ্রাক্তঃ রাক্ষসস্য পদং মহৎ।

কষ্ট রামচন্দ্র যখন এইভাবে নদী ও পর্বতকে চোখের  
দৃষ্টিতে যেন ঝালিয়ে দিতে যাচ্ছেন, তখনই সহসা ভূমিতে  
ধাবমান রাক্ষসের বিরাট বিরাট পদচিহ্ন সকল দেখতে  
পেলেন।



ব্রহ্মায়া রামকালিকশাঃ প্রধাবন্ত্যা ইতস্ততঃ ॥ ৩৬  
রাক্ষসেনানুসৃষ্টায়া বৈদেহ্যাশ্চ পদানি তু  
স সমীক্ষ্য পরিক্রান্তং সীতায়্য রাক্ষসসা চ ॥ ৩৭  
ভগ্নং ধনুশ্চ তুঙ্গী চ বিকীর্ণং বহুধা রথম্।  
সম্ভ্রান্তহৃদয়ো রামঃ শশংস জাতরং প্রিয়ম্ ॥ ৩৮

রাক্ষস কর্তৃক অনুধাবিতা ও সম্ভ্রান্তা, রামচন্দ্রের কাছে  
যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ইতস্তত ধাবমানা বিদেহরাজনন্দিনী  
সীতার এবং তাঁর পশ্চাদ্ধাবমান রাক্ষসের পদচিহ্ন, আর  
ইতস্তত বিকীর্ণ ভগ্ন রথ, ধনু ও তুঙ্গীর দেখে আবেগান্বিত  
শ্রীরামচন্দ্র প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বললেন—

পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা কীর্ণাঃ কনকবিন্দবঃ।  
ভূষণাঃ হি সৌমিত্রে মাণ্যানি বিবিধানি চ ॥ ৩৯

‘সুমিত্রানন্দন হে লক্ষ্মণ ! দেখ, বিদেহরাজনন্দিনীর  
অলঙ্কার থেকে বিন্দু বিন্দু সোনা এবং তাঁর গলার  
নানাপ্রকার মালা ছড়িয়ে পড়ে আছে

তপ্তবিন্দুনিকশৈশ্চ চিত্রৈঃ ক্ষতজবিন্দুভিঃ।  
আবৃতং পশ্য সৌমিত্রে সর্বতো ধরণীতলম্ ॥ ৪০

‘হে সুমিত্রানন্দন ! দেখ, ক্ষতস্থান থেকে সদা নির্গত  
তপ্ত বিচিত্র রক্তবিন্দু দ্বারা পৃথ্বীতল সর্বত্র আবৃত হয়ে  
আছে।

মনো লক্ষ্মণ বৈদেহী রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ।  
ভিত্তা ভিত্তা ভিত্তস্তা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি ॥ ৪১

‘লক্ষ্মণ ! আমার মনে হচ্ছে, স্বেচ্ছাক্রপধারী  
রাক্ষসেরা বিদেহরাজনন্দিনীকে টুকরো টুকরো করে ভাগ  
করে ভক্ষণ করে থাকবে।

তস্যা নিমিত্তং সীতায়্য হযোর্বিবদমানয়োঃ।  
বভূব যুদ্ধং সৌমিত্রে ধোরং রাক্ষসয়োরিহ ॥ ৪২

‘সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ! সেই সীতার জন্যই এখানে  
পরস্পর বিবদমান দুই রাক্ষসের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে।  
মুক্তামণিচিতং চেনং রমণীয়ং বিভূষিতম্।  
ধরণ্যাং পতিতং সৌম্য কস্য ভগ্নং মহদ্ ধনুঃ ॥ ৪৩

‘হে প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ ! ভূমিতে ভগ্ন অবস্থায় পতিত,  
মণিমুক্তাখচিত এবং মনোরম অলঙ্কারভূষিত এই বিশাল  
ধনুকটি কার ?

রাক্ষসানামিদং বৎস সুরাণামথবাপি বা।  
তরুণাদিত্যসংকাশং বৈদূর্যগুলিকাচিতম্ ॥ ৪৪

‘বৎস লক্ষ্মণ ! নবোদিত সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল ও বৈদূর্য-  
মণির বাটিকা সমন্বিত এই ধনুকটি কার—রাক্ষসদের অথবা

দেবতাদের ?

বিশীর্ণং পতিতং ভূমৌ কবচং কস্য কাঞ্চনম্।  
হ্রতং শতশলাকং চ দিব্যমাণ্যোপশোভিতম্ ॥ ৪৫  
ভগ্নদণ্ডমিদং সৌম্য ভূমৌ কস্য নিপাতিতম্।

‘প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ ! ভূমিতে ভগ্ন অবস্থায় পতিত এই  
সোনার কবচটি কার ? কারই বা এই ভুলুপ্তিত শতশলাকা  
সমন্বিত, স্বর্ণীয় মালা সুশোভিত ভগ্নদণ্ড এই হ্রতটি ?

কাঞ্চনোরশ্বদাশ্চেমৈ পিশাচবদনাঃ ধরাঃ ॥ ৪৬  
ভীমরূপা মহাকায়ঃ কস্য বা নিহতা রণে।

‘যুদ্ধে নিহত ভীষণ রূপধারী, বিশালদেহী, বহু  
সোনার বর্মধারী এবং পিশাচের ন্যায় মুখবিশিষ্ট এই  
গর্দভগুলি কারই বা রথের বাহন ছিল ?

দীপ্তপাবকসংকাশো দুতিমান্ সমরধ্বজঃ ॥ ৪৭  
অপবিদ্ধশ্চ ভগ্নশ্চ কস্য সাঙগ্রামিকো রথঃ।

‘জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, যুদ্ধের পতাকাযুক্ত,  
ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভগ্ন এই যুদ্ধের রথটি কার ?

রথাক্ষমাত্রা বিশিখান্তপনীরবিভূষণাঃ ॥ ৪৮  
কস্যেমে নিহতা বাণাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদর্শনাঃ।

‘রথের চক্রধারকের (ধুর এর) ন্যায় জ্বলন্ত  
অগ্রভাগ বিশিষ্ট তপ্তকাঞ্চনমণ্ডিত ভীষণদর্শন ভগ্ন অবস্থায়  
ছড়িয়ে থাকা বাণগুলি কার ?

শরবরৌ শরৈঃ পূর্ণৌ বিক্ষব্দৌ পশ্য লক্ষ্মণ ॥ ৪৯  
প্রতোদাভীষুহস্তোহয়ং কস্য বা সারথিহতাঃ।

‘লক্ষ্মণ ! দেখ, এখানে বাণপূর্ণ বিক্ষব্দ দুটি তৃণ ছর  
কশা ও লাগাম ধরে এ কারই বা রথের সারথি নিহত হয়ে  
পড়ে আছে !

পদবী পুরুষসৌম্য ব্যক্তং কস্যাপি রক্ষসঃ ॥ ৫০  
বৈরং শতশৃণং পশ্য মম তৈর্জীবিতাক্ষম্।

সুঘোরহৃদয়েঃ সৌম্য রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ ॥ ৫১  
‘প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ ! দেখ, কোনও পুরুষ রাক্ষসের

এই পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে ; অতএব এখন সেই ভয়ঙ্কর  
অস্ত্রযুক্ত কামাচারী রাক্ষসদের সঙ্গে আমার প্রাণভর  
শত্রুতা শতশৃণ প্রকটিত হল।

হতা মৃতা বা বৈদেহী ভক্ষিতা বা তপ্তবিনী।  
ন ধর্মদ্রায়তে সীতাঃ হ্রিয়মাণাঃ মহাবনোঃ ॥ ৫২  
‘তপঃপরায়ণা বিদেহরাজনন্দিনী রাক্ষসগণ কর্তৃক

অপহৃত বা নিহত বা ভক্ষিত হয়েছেন ; ধর্ম কিন্তু অপহৃত  
সীতাকে এই মহারণ্যে রক্ষা করলেন না।

কিছারাং হি বৈদেহ্যাং কতায়ামপি লক্ষণ।

কে হি লোক প্রিয়ঃ কর্তৃং শক্তাঃ সৌমা অমেশ্বরঃ ॥ ৫৩

‘সৌম্য লক্ষণ ! বিনেহ রাজনশ্রী সীতা অপজতা ও  
উকিতা হলে, জগতে কোন্ শক্তিমান পুরুষ আনন্দ  
প্রদ করিতে সমর্থ ?

কতায়ামপি লোকানাং শূরঃ করুণবেদিন্ ॥

রজনানবমনোরন্ সর্বভূতানি লক্ষণ ॥ ৫৪

‘লক্ষণ ! ত্রিভুবনের (সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়) কর্তা বীর  
হুলও করুণাবশত নিষ্ক্রিয় থাকলে অজ্ঞান প্রাণিগণ তাঁর  
ভবমাননা করে।

যুগঃ লোকহিতে যুক্তঃ দায়ঃ করুণবেদিন্ ॥

নির্দীর্ঘ ইতি মন্যন্তে নুনং মাং ত্রিনশেশ্বরঃ ॥ ৫৫

‘কোমল-চরিত্র, লোক-কল্যাণপরায়ণ, সংযতেন্দ্রিয়  
(বিনীত) কাক্যবেত্তা পরম সীতাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ  
আমাকে দেবশ্রেষ্ঠগণ নিশ্চয়ই বীর্যহীন (দুর্বল) মনে  
করেন।

মাং প্রাপ্য হী ওণো দোষঃ সংবৃত্তঃ কশ্য লক্ষণ।

অদৈব সর্বভূতানাং রক্ষসামভবায় চ ॥ ৫৬

সংজ্ঞৈব শশিজ্যোৎস্নাং মহান্ সূর্য ইবোদিতঃ।

সংজ্ঞৈব ওণান্ সর্বান্ মম তেজঃ প্রকাশতে ॥ ৫৭

‘লক্ষণ ! আমাকে প্রাপ্ত হয়ে (আমার মধ্যে) গুণ  
সকল দোষে পরিণত হয়েছে। এখন দেখবে, চন্দের  
জ্যোৎস্নাকে সংহত করে উদ্ভিত মহান সূর্যের মতো, আজই  
সকল প্রাণীর ও রাক্ষসদের বিনাশের জন্য আমার সকল  
গুণ সংহত হয়ে তেজ প্রকাশিত হবে।

নৈব বক্ষা ন গন্ধর্বা ন শিষাচা ন রাক্ষসাঃ।

ক্ষিরা বা মনুষ্যা বা সুখং প্রাপ্যান্তি লক্ষণ ॥ ৫৮

‘লক্ষণ ! যক্ষ, গন্ধর্ব, শিষাচ বা রাক্ষসেরা, কিংবা

ক্ষিরগণ বা মনুষ্যগণ—কেউই সুখ পাবে না।

যমদ্রোণসম্পূর্ণমাকালং পশ্য লক্ষণ।

কালপাতং করিষ্যামি হ্যদ্য ত্রৈলোক্যচারিণাম্ ॥ ৫৯

‘লক্ষণ ! দেখ, আমার অস্ত্র পরিপূর্ণিত বাণসমূহ :  
এ হুঁরা আজই আমি ত্রৈলোক্যচারীদের গমনাগমন রুদ্ধ  
করে নেব।

শত্রুহস্তহরণমাবারিতনিশাকরম্ ।

বিশ্রাটনলমরুতায়রদুতিসংবৃতম্ ॥ ৬০

নিমিষিতশলাঘ্রঃ শুভামাপজলাশয়ম্।

অবলম্ব্যতাস্ত্রাঃ বিশ্রাণিতসাগরম্ ॥ ৬১

ত্রৈলোক্যঃ হু করিষ্যামি সাংসৃজ্যং ককরকর্ম

‘প্রভুত্বং চিত্তং করে অবলম্ব্য চন্দের চৈতন্য

অবলম্ব্য করে নেব। চিত্ত, বদ্য ও সূর্যের তেজ লোক পাত

বিনষ্ট হয়ে যাবে। পরিত্যক্ত করে চৈতন্য জলময় সমুদ্র

বিস্তৃত করে নেব। যক্ষ লতায়ন সঙ্গ করে বিক্ষিপ্ত

সমুদ্রের হৃদে বিনাম। ত্রিভুবনকে মত কালের কর্মের সত্ত

যুক্ত করে নেব। ত্রিভুবনকে ধ্বংস করে নেব।

ম তে কুশলিনীং সীতাং প্রদদাসি মমেশ্বরঃ ৬২

অক্ষিন্ মুহূর্তে সৈনিত্রে মম চক্ষুর্ন দিভম্ ॥

‘ত্রে সুদীর্ঘমপন রক্তম্ ! স্নেহের বর্ষে আমার

কল্যাণময়ী সীতাকে এই মুহূর্তে আমার প্রত্যর্পণ ন

করে, তবে তাঁর আমার পরিত্রাণ দেবে পাবেন।

নাকালমুংপতিমাসি সর্বভূতানি লক্ষণ ॥ ৬৩

মম চাপত্তশোভুর্জৈবীপজালৈর্নিগমিতম্ ॥

‘লক্ষণ ! আমার ধনুকের ছন্দ থেকে উদ্ভূত

শরজালে আকাশ ছেঁতে ফেলবে ; কেনও অকস্মাৎ

প্রাণি আর অকস্মে উভ্যত পড়বে না।

মর্দিতং মম নারাটৈর্কপ্তজাতবৃষিভম্ ॥ ৬৪

সমাকুলমনর্বাদং ভঙ্গং পশ্যাস্য লক্ষণ ॥

‘লক্ষণ ! দেখ, আজ আমার নরাত অস্ত্রে (সেই

নির্মিত বাণসমূহ) অচ্ছদিত হয়ে ভগ্ন বিনশিত হবে,

পশুপক্ষীরা বিপর্যস্ত ও বিত্রস্ত হতে পড়বে, ভগ্নতের সীমা

হবে বিস্তৃত।

আকর্ণপূর্ণৈরিবৃতির্জীবলোকদুরাবরৈঃ ॥ ৬৫

করিষ্যো মৈথিলীহেত্রোঃশিষাচমরাক্ষসম্ ॥

‘মিথিলরাজনশ্রী সীতাব জন্য আমি জীবলোকে

সকলের পক্ষে অনিবার্য, আকর্ণপূর্ণিত বাণ দ্বারা শিষাচ

ও রাক্ষসনা করে নেব।

মম রোষপ্রদুজ্জ্বলাং বিশিখানাং বলং সুরাঃ ॥ ৬৬

ত্রাক্ষতান বিমুক্তানামমর্বাদং দূরগামিনাম্ ॥

‘আমার ক্রোধহেতু নিষ্ক্রিয় দূরগামী কষ্ট বাণভ্রমির

শক্তি দেবতার অস্ত্র দেহতে পাবেন।

নৈব দেবা ন দৈতেয়া ন শিষাচা ন রাক্ষসাঃ ॥ ৬৭

অবিষ্যান্তি মম জ্যোবাং ত্রৈলোক্যে বিশ্রাণিতে ॥

‘আমার ক্রোধহেতু ত্রিভুবন ধ্বংস হতে গেলে,

দেব, দৈত্য, শিষাচ ও রাক্ষসরা কেউ থাকবে না।

দেবদানববক্ষাণাং লোকা বে ত্রক্ষসানি ॥ ৬৮

বহবা নিশ্রিষ্যন্তি বাবৌধেঃ শকলীকৃত্যঃ ॥



‘দেবতা, দানব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের যারা যাবা আছে, তারা সকলে আমার বাণাধাতে বধ্যবাধিত হয়ে ভূতলে পতিত হবে।

নির্মখানিখান্নোয়ান্ করিষ্যাম্য সায়কৈঃ॥ ৬৯  
হত্যাং মৃত্যং বা সৌমিত্রে ন দাসাশ্চি মমেশ্বরঃ।

‘সুমিত্রানন্দন ! দেবেশ্বরগণ যদি আমার সীতাকে অপহৃত্য অথবা মৃত্য অবস্থাতেই প্রত্যর্পণ না করেন, তাহলে আজই বাণ দ্বারা এই লোকসমূহকে গৌরবহীন করে দেব।

তথাক্রপাং হি বৈদেহীং ন দাসাশ্চি যদি প্রিয়াম্॥ ৭০  
নাশয়ামি জগৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।

যাবদ্ দর্শনমস্যা বৈ তাপয়ামি চ সায়কৈঃ॥ ৭১

‘দেবগণ যদি আমার প্রিয়া বিদেহরাজনন্দিনীকে যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থাতেই প্রত্যর্পণ না করেন, তাহলে আমি চরাচরসমগ্রজগৎ তথা ত্রিভুবনের বিনাশ ঘটাব ; যতক্ষণ পর্যন্ত না সীতার দর্শন পাই, ততক্ষণ বাণ দ্বারা সমগ্র জগৎ সন্তপ্ত করে ছালিয়ে পুড়িয়ে দেব।’

ইতুঙ্ক ক্রোধতপ্রাক্ষঃ ক্ষুরমাণোষ্ঠসম্পূটঃ।

বঙ্কল্যজিন্মাবদ্যা জটাতারমবক্ষয়ৎ॥ ৭২

এইরকম বলার পর ক্রোধে আরক্ত নেত্র শ্রীরামচন্দ্রের অধরোষ্ঠ কম্পিত হতে লাগল, তিনি বঙ্কল ও অজীন (শক্ত করে) বেঁধে জটাতার বন্ধন করলেন।

তস্যা ক্রুদ্ধস্য রামস্য তথাভূতস্য ধীমতঃ।

ত্রিপুরং জঘ্নুষঃ পূর্বং রুদ্রস্যেব বভৌ তনুঃ॥ ৭৩

সেইরকম ক্রুদ্ধ ধীমান শ্রীরামচন্দ্রের শরীর, পূর্বে ত্রিপুর হত্যাকারী ভগবান রুদ্রদেবের মতো হয়েছিল।

(পুরাকালে, যুদ্ধে দেবগণ কর্তৃক পরাজিত অসুরগণ ‘ময়’ নামক দানবের শরণাপন্ন হলে, ময় আকাশে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় তিনটি পুর

নগর নির্মাণ করে অসুরদের দান করে। এই পুণ্যদেয়ে নির্মিত হাশ কবে মদমত্ত অসুরগণ ত্রিলোক ধ্বংস করতে উদ্যত হলে, দেবগণ ভগবান শিবের শরণাপন্ন হন। শিব ত্রিপুরের অধিপতিত্ব ত্যক্তকক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদুমহাশিব অন্যান্য অসুরদের হত্যা এবং উক্ত তিনটি পুর ধ্বংস করে ‘ত্রিপুরারী’ নামে প্রসিদ্ধ হন।)

লক্ষ্মণাদম্ চাদায় রামো নিস্পীড়্য কার্বকম্।  
শরমাদায় সন্দীপ্তং ঘোরমালীনিষোপমম্॥ ৭৪  
সন্দম্বে ধনুৰি শ্রীমান্ রামঃ পরপূরজয়া।  
যুগাজ্জগিরিব ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৭৫

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের কাছ থেকে ধনুক নিয়ে তাতে টঙ্কার দিলেন। তারপর সেই ধনুকে বিধাক্ত সর্পসমুজ্জ্বল বাণ সংযোজন করে শত্রুপুরী বিক্ষী শ্রীরাম প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

যথা জরা যথা মৃত্যুযত্যা কালো যথা বিধিঃ।  
নিতাং ন প্রতিহনাশ্চে সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ।  
তথাহং ক্রোধসংযুক্তো ন নিবার্যোহস্মাসংশরম্॥ ৭৬

‘লক্ষ্মণ ! যেমন জরা, মৃত্যু, মহাকাল (মৃত্যুর কেতু যম) এবং বিধাতা (নিয়তি) সকল প্রাণীর উপর (প্রভা) বিস্তার করে, কিন্তু), তাদের প্রতিরোধ করা যায় না, সেইরকম, ক্রুদ্ধ আমিও নিঃসংশয়ে অনিবার্য।

পুরেব মে চারুদত্তীমনিন্দিতাং

দিশস্তি সীতাং যদি নাদ্য মৈথিলীম্।

সদেবগন্ধর্বমনুষাপন্নগঃ

জগৎ সশৈলং পরিবর্তয়াম্যহম্॥ ৭৭

‘দেবাদি সকলে পূর্বের মতো যদি আমার সুন্দরী, অনিন্দিত-সুন্দরী মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে আজই এনে না দেন, তাহলে আমি দেব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-নাগগণসহ সর্বত্র জগৎকে বিমর্দিত করে দেব।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গঃ॥ ৬৪॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে ভাগবতের অরণ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥



পঞ্চদশোত্তম সর্গ (৬৫)

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শ্রীলক্ষ্মণের সাক্ষ্য দান

তপামাসং তদা রামঃ সীতাহরণকর্ষিতম্  
লোকানামভনে যুক্তঃ সাংসর্ভকমিনানলম্ ১  
শীকমাণঃ ধনুঃ সজাঃ নিঃশ্বসন্তঃ পুনঃ পুনঃ।  
দক্ষকামঃ জগৎ সর্বং যুগাশ্চে চ যথা হরম্ ২  
অদৃষ্টপূর্বঃ সংক্রুদ্ধঃ দৃষ্টা রামঃ স লক্ষ্মণঃ।  
অবীথ্য প্রাজ্ঞলিনীকাঃ মুখেন পরিশ্রুত্যা ৩

তখন, সীতাহরণহতু পীড়িত, ত্রিভুবন ধ্বংস  
করতে উদ্যত প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায়, কল্লাহুতকালে সমগ্র  
জগৎ ধ্বংস করতে উদ্যত মহাদেবের মতো শ্রীরামচন্দ্র  
জ্বালিত ধনুর্দর্শনে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে  
থাকলে তাঁকে অদৃষ্টপূর্ব অতীব ক্রুদ্ধ দেখে, বিশুদ্ধ মুখে  
শ্রীলক্ষ্মণ করজোড়ে তাঁকে বললেন—

পুরা তু ভাষা মদুর্দাঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।  
ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমর্হসি ৪

‘দাদা! আপনি পূর্বে কোমলস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে  
সকল প্রাণীর কল্যাণকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। অতএব, এখন  
ক্রোধের বশীভূত হয়ে স্বভাব ত্যাগ করা আপনার উচিত  
হবে না।

চক্রে লক্ষ্মীঃ প্রভা সূর্যে গতির্বাযৌ ভুবি কমা।  
এতচ্চ নিয়তং নিত্যং জ্বয়ি চানুত্তমং যশঃ ৫

‘চক্রে শোভা, সূর্যে দীপ্তি, বায়ুতে গতিবেগ আর  
ধরিত্রীতে ক্ষমাগুণ—এগুলি স্বাভাবিক নিত্য বর্তমান; আর  
আপনাতে কিন্তু নিত্য বর্তমান, অনুত্তম (অত্যুত্তম) কীর্তি  
(যশ)।

একস্য নাপরাধেন লোকান্ হস্তং ত্বমর্হসি।  
দনু জানামি কস্যায়ং ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ ৬  
‘একের অপরাধে আপনি ত্রিভুবনকে (ত্রিভুবনের  
সকল প্রাণীকে) ধ্বংস করতে পারেন না; এই ভগ্ন  
যুদ্ধরথটি কার, তা আমি নিশ্চয়ই জানাচ্ছি।

কেন বা কস্য বা হেতোঃ সযুগঃ সপরিচ্ছদঃ।  
যুগেনমিক্তচ্চায়ং সিক্তো কুধিরবিন্দুভিঃ ৭

দোশো নির্বৃত্তসংগ্রামঃ সুমোরঃ পার্থিবান্বজ।  
একস্য তু বিমর্দোহন্নঃ ন ধ্বয়োর্বদতাঃ বরঃ ৮  
যদি বৃত্তং হি পশ্যামি বলসা মহতঃ পদম্।

নৈকস্য তু কৃষ্টে লোকান্ নিনাশয়িতুমর্হসি ৯

‘কার সঙ্গে আর কেনই বা যুদ্ধের ফলে এই  
সুসজ্জিত রথের অঙ্গসকল ভগ্ন হয়ে পড়ে আছে! এই ছান  
অগ্নের পুরে এবং রথের ভগ্নাংশসকল দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত  
ও বিন্দু বিন্দু শোণিতে সিক্ত হয়ে আছে। হে রাজকুমার!  
এখানে এক ঘোরতর যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ত্রে বাহ্যিঃশ্রেষ্ঠ!  
এই যুদ্ধ একজনকেই, দুজনের নয় (একজন কর্তৃক  
অনাজন নিগৃহীত)। কারণ, এখানে বিশাল সৈন্যবাহিনীর  
সংঘটিত পদচিহ্ন তো দেখছি না! অতএব একজনের  
অপরাধের জন্য বহুজনের বিনাশ আপনি করতে পারেন  
না!

যুক্তদণ্ডা হি মৃদবঃ প্রশান্তা বসুধাধিপাঃ।  
সদা হুং সর্বভূতানাং শরণ্যঃ পরমা গতিঃ ১০

‘রাজারা হবেন কোমল স্বভাবের ও প্রশান্ত চিত্ত,  
তাঁরা অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব বিচারে যথোপযুক্ত দণ্ড  
বিধান করবেন; আর আপনি তো সর্বদাই সকল প্রাণীর  
আশ্রয়স্থল এবং তাদের পরমগতি।

কো নু দারপ্রণাশং তে সাধু মনোত রাধব।  
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা দেবগন্ধর্বদানবাঃ ১১  
নাশং তে বিপ্রিয়ং কর্তুং দীক্ষিতসোব সাধবঃ।

‘হে রঘুনন্দন! আপনার স্ত্রীর বিনাশকে কে ভালো  
মনে করছে? সাধুব্যক্তিগণ যেমন যজ্ঞে দীক্ষিতজনের  
অপ্রিয় করতে পারেন না, তদ্রূপ নদী, সাগর, পর্বত,  
দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানবেরা আপনার অপ্রিয় করতে  
পারে না।

যেন রাজন্ হতা সীতা তমঘেবিতুমর্হসি ১২  
মদ্বিতীয়ো ধনুঃপাণিঃ সহায়ৈঃ পরমর্ষিভিঃ।

‘রাজন্! যে সীতাকে অপহরণ করেছে, মহর্ষিদের  
সহায়তায়, আমাকে দ্বিতীয় ধনুঃপাণি (ধনুর্ধারী) করে  
আপনি অপহরণকারীর অব্ধেষণ করুন।

সমুদ্রং বা বিচেষ্যামঃ পর্বতাংশ্চ বনানি চ ১৩  
গুহ্যশ্চ বিবিধা ঘোরাঃ পশ্বিন্যো বিবিধান্বজা।

দেবগন্ধর্বলোকাংশ্চ বিচেষ্যামঃ সমাহিতাঃ ১৪  
যাবদাধিগমিষ্যামস্তব তার্থাপহারিণম্।

ন চেৎ সান্না প্রদাসাতি পত্নীঃ তে শ্রিদশেশ্বরঃ।

কোসলেন্ন ততঃ পশ্যৎ প্রাণকালঃ করিস্যসি ॥ ১৫

'আমবা সমুদ্র, পর্বত এবং অবশ্যসমুদ্রে তথা  
অতি উচ্চের লগ্নাঙ্কলিতে ও পদ্মসর্বোবব সমুদ্রে  
অভিষেক করিব ! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনান পত্নী  
অপহরণকারীকে সন্ধান না পাই, ততক্ষণ একথোঁটের  
দেবলোকে ও দক্ষিণলোকে অন্বেষণ চালাইবে যাব।  
হে কোসলরাজ ! দেবদেবত্ব যদি লাভপূর্ণ হইবে আপনান  
পত্নীকে পূজার্পণ না করিব, তখন আপনান করণীয় না

তাই করবেন।

শীলেন সান্না বিনয়েন সীতাঃ

নয়েন ন প্রান্সানি চেরয়েতঃ।

ততঃ সমুৎসাদয় হেমপুংখ-

মহেশ্বরনন্দপ্রতিমঃ শরীরে ॥ ১৬

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! স্বীয় সচ্চরিত্র, সামনীতি (শ্রদ্ধাভাজন),

বিনয় ও ন্যায়ানুসারে চেষ্টা করবে ও যদি সীতাকে বিরোধ

পান, তখন দেবেশ্বরের বজ্রতুলা সুবর্ণপুঞ্জ দ্বারা

দিলোকের সংহার সাধন করবেন।'

ইত্যাহে শ্রীমদ্ভাগবতঃ বাহ্যীকৃত্যে আদিকাণ্ডে অবশ্যাকাণ্ডে পঞ্চাষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

মহাশ্রী বাহ্যীকৃত্যে বিবাহত আদিকাণ্ডে নামাখণ্ডের অবশ্যাকাণ্ডে পঞ্চাষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

## ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (৬৬)

শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের সাধুনাবাক্য

তঃ তথা শোকসন্তপ্তঃ বিলপদমনাথবৎ।

মোহেন মহতা যুক্তঃ পরিদূনমচেতসম্ ॥ ১

ততঃ সৌমিত্রিরাশুপা মুহূর্তাদিব লক্ষ্মণঃ।

রামঃ সযোধ্যদ্যামাস চরণৌ চাভিপীড়য়ন্ ॥ ২

পত্নীবিচ্ছেদহেতু শোকসন্তপ্ত রামচন্দ্র মোহগ্রস্ত হয়ে  
অসহায়ের মতো বিলাপ করতে করতে দুর্বল এবং অচেতন  
প্রায় হয়ে পড়লে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁর পদসংবাহন  
করতে করতে কয়েক মুহূর্তের জন্য আশ্রয় করে তাঁকে  
বোঝাতে লাগলেন—

মহতা তপসা চাপি মহতা চাপি কর্মণা।

রাজা দশরথেনাসীল্লকোহমৃতমিবামরৈঃ ॥ ৩

'দেবগণ যেমনভাবে অমৃত লাভ করেছিলেন,  
সেইরকমভাবেই রাজা দশরথ মহতী তপস্যা ও মহৎ কর্ম  
দ্বারা আপনাকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

তব চৈব গুণৈর্বদ্ধদ্বিযোগাবহীপতিঃ।

রাজা দেবদ্ব্যমগমো ভরতসা যথা শ্রুতম্ ॥ ৪

'ভরতের কাছে যেমন শুনেছি যে, মহারাজ দশরথ  
আপনারই গুণে আবদ্ধ ছিলেন, আর বনবাসহেতু

আপনারই বিচ্ছেদে দেবলোক প্রাপ্ত হয়েছেন।

যদি দুঃখমিদং প্রাপ্তং কাকুৎস্থ ন সহ্যাসে।

প্রাকৃতশাস্ত্রসত্ত্ব ইতরং কঃ সহ্যসি ॥ ৫

কাকুৎস্থকুলভূষণ হে রাম ! আপনি যদি দুঃখ অসহ্য  
এই দুঃখকে সহ্য করতে না পারেন, তখন  
অল্পশক্তিসম্পন্ন অন্য সাধারণজনেরা কী করে দুঃখ  
সহ্য করবে ?

আশুসিহি নরশ্রেষ্ঠ প্রাচীনঃ কসা নাপদঃ।

সংস্পৃশ্যাস্মিভদ্ রাজন্ ক্ষণেন ব্যপয়াতি চ ॥ ৬

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আশ্রয় হোন ! কোন্ প্রাণীর না বিপদ  
আসে ? হে রাজন্ ! বিপদসমূহ অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করে  
আবার ক্ষণকালের মধ্যেই চলে যায়।

দুঃখিতো হি ভবান্নোকাংস্তেজসা যদি বজ্রাতো।

আর্তাঃ প্রজা নরবান্ধব ক নু যাস্যান্তি নির্বৃতিম্ ॥ ৭

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি শোকার্ত হয়ে পড়েন  
ত্রিভুবনকে দক্ষ করে দেন, তবে দীড়িত প্রজারা কোথায়  
কার আগ্রয়ে গিয়ে শান্তি লাভ করবে ?

লোকস্বভাব এবৈষ যযাতির্নহ্যবজ্রম্ ॥

১০৪ শব্দেণ্ড শালোকামমুখঃ সমস্তশুভা ৮

‘পুণ্ড্রেশ্বর! আমি, আত্মা এবং দেহ মায়া নবলোকের  
মুমূর্ষুরূপে কবে প্রাণীভূত হইয়া পাপী হইয়া নতমপুত্র হইয়া  
হরণসমান লোকস্থান পাপ তলে (উপরে পাপ তলে)  
অন্যায়মূলক দুঃখ ভীষণ পাপ করিছি।

মহাবিশ্বো বসিষ্ঠ! গরু শিশুনা পুণ্ড্রেশ্বর।

এরা পুণ্ড্রেশ্বর জেতা উল্লাসে পুণ্ড্রেশ্বর। ৯

যিনি আমাদেব পিতার পুণ্ড্রেশ্বর, সেই মর্ত্য  
বসিষ্ঠের একদিনে নতমপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, আমার  
একদিনেই বিশ্বামিত্রেণ হাতে নিহত হন।

যা চেয়ে জগতো মাতা সর্বলোকনামমুখা।

অস্মাচ্ চলনং ক্রমেদৃশাতে কোসলেশ্বর। ১০

‘হে কোশলেশ্বর! যিনি বিশ্বামিত্রতা জগত্বেতা  
ধরিত্রী, তাঁরও চলন (কম্পন) দেখা যায়।

কৌ ধর্মো জগতো নেত্রী যত্র সর্বঃ প্রতিষ্ঠিতম্।

অদিভ্যচক্রে গ্রহণমভ্যশেভৌ মহাবলৌ। ১১

‘যে সূর্য ও চন্দ্র জগতের চক্ষুদ্বয় এবং দারক,  
যেখানে সবকিছুই অবস্থিত, সেই মহাবলী দুজনও গ্রহণ  
প্রাপ্ত হন (রাহুর গ্রাসে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়)।

সুমহাস্তাপি ভূতানি দেবাস্চ পুরুষবর্ষভ।

ন দৈবস্য প্রমুখস্তি সর্বভূতানি দেহিনঃ। ১২

‘হে পুরুষপ্রবর! মহান প্রাণীরা, দেবতারা এবং  
দেহধারী সাধারণ প্রাণীরাও দৈবের শাসন থেকে মুক্ত হতে  
পারেন না।

শক্রাদিষপি দেবেষু বর্তমানৌ নয়ানয়ো।

ক্রয়োতে নরশার্দ্দুল ন হুঃ শোচিভূমহসি। ১৩

‘হে পুরুষসিংহ! শোনা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণের  
মধ্যেও ন্যায় এবং অন্যায় (দুই-ই) বর্তমান; অতএব  
আপনি শোক করবেন না।

বতায়ামপি বৈদেহ্যঃ নষ্টায়ামপি রাঘব।

শোচিভুঃ নার্সে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা। ১৪

‘বীর রঘুনন্দন! যদিও বিদেহরাজনন্দিনী মৃত্যু  
বা অপজ্ঞতা হয়ে থাকেন, তথাপি অন্য প্রাকৃত  
(সাধারণ) জনের মতো শোক করা আপনার উচিত

নয় (সাধারণ)।

‘হৃদয়িনা বীজ শোচ্যে সততঃ সর্বদর্শনাঃ।

সুমহাশ্রুণি কৃষ্ণেণ রামানির্দয়দর্শনাঃ। ১৫

‘শ্রীরাম! আপনার নায় সর্বদর্শী ও মনোবিনোদিত  
বীজ হৃদয় পুণ্ড্রেশ্বর শোক করবেন না।

ভবতো হি নরশেষ্ঠে পুত্রা সমর্গ্যেষম।

পুত্রা পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞা বিজ্ঞানিণ্ড তদাত্মকঃ। ১৬

‘হে নরশেষ্ঠ! পুত্র ছাড়া সকল জন্মের (বিশেষের)  
সমাক্ষিপ্তর কখন; মহাপ্রাজ্ঞা পুত্র ছাড়াই তাপো-মল  
বিষয়ে জানতে পারেন।

অদৃষ্টপদোদগামক্ষণাৎ চ কর্মণাম্।

নাশ্বরেণ ক্রিয়াং চেয়াং ফলমিষ্টং চ বর্ততে। ১৭

‘জগদোদগামে যিনি এমন অনিশ্চিত কর্মসমূহের  
অনুষ্ঠান করতেন তাদের ফল এবং (তজ্জনা) মঙ্গলামঙ্গল  
জানা যায় না।

মামেবং হি পুরা বীর ক্রমেব বচশোক্তবান্।

অনুশিষ্যাদি কো নু হ্যমপি সাক্ষাদ্ বৃহস্পতিঃ। ১৮

‘হে বীর! আপনিই পূর্বে আমাকে এইরূপ উপদেশ  
বক্তব্য দিয়েছেন। আপনাকে কে শিক্ষা দিতে সমর্থ?  
সাক্ষাত বৃহস্পতিও সমর্থ নয়।

বুদ্ধিচ্চ তে মহাপ্রাজ্ঞ দেবৈরপি দুর্নদয়া।

শোকেনাভিপ্রসুপ্তঃ তে জ্ঞানং সম্বোধয়াম্যহম্। ১৯

‘হে মহাপ্রাজ্ঞ! দেবতারাও আপনার বুদ্ধির  
পরিমাপ করতে অসমর্থ। শোকে নিদ্রিত আপনার জ্ঞানকে  
আমি জাগরিত (উদ্বোধিত) করছি।

দিব্যং চ মানুষং চৈবমাক্ষনশ্চ পরাক্রমম্।

ইক্ষুকুবুজভালেক্য দত্তবঃ শিখতাং বধে। ২০

‘হে ইক্ষুকুবুজশ্রেষ্ঠ! (আপনি) নিজের দৈবী ও  
মানুষী পরাক্রম অবলোকন করে শত্রুবধে যত্নবান হোন।

কিং তে সর্ববিনাশেন কৃতেন পুরুষবর্ষভ।

তমেব হু রিশুং পাপং বিজ্ঞায়োহুর্মহসি। ২১

‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সমগ্র জগতের বিনাশ করে কী  
হবে? পরন্তু সেই পাপী শত্রুকে জেনে নিয়ে তাকেই হত্যা  
করে জানকীকে উদ্ধার করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে ষট্টিতম সর্গঃ ৬৬॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্টিতম সর্গ সমাপ্ত ৬৬॥



## সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬৭)

শ্রীরাম-লক্ষণ কর্তৃক জটায়ুর দর্শনলাভ, তাঁর কষ্টপারশপূর্বক শ্রীরামের ক্রন্দন

পূর্বজ্ঞানপূক্তমাত্ত্ব লক্ষণেন সূত্রযিতম্।  
সংগ্রাহী মহাসারঃ প্রতিজ্ঞাহ রামবঃ ॥ ১

লক্ষণের সংগ্রহ হবেও সকল বিষয়েই সাবভাগ  
গ্রহণকারী যমুনন্দন রাম লক্ষণের সূত্রযিত কথার সারভাগ  
গ্রহণ করলেন।

স নিগৃহ্য মহাবাহুঃ প্রবৃদ্ধঃ বোধমাত্ত্বনঃ।  
অবষ্টজ্ঞ ধনুর্বিঃ রামো লক্ষণমব্রবীৎ ॥ ২

মহাবীর রামকে নিজের বুদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রোধকে  
অবশিত করে, চিত্রিত ধনুর্বাটিক ধরে লক্ষণকে  
বললেন—

কিং করিষ্যস্বহে বৎস ক বা গচ্ছ্যস্ব লক্ষণ।  
কেনোশাশ্বেন পশ্যাস্য সীতামিহ বিচিহ্নয় ॥ ৩

‘তাই লক্ষণ! আমরা দুজন কী করব, কোথায়-ই বা  
যাব? কী উপায়ে এখানে সীতাকে দেখতে পার, এই বিষয়ে  
তালোড়াবে চিন্তা করো।’

তং তথা পরিতাপার্তঃ লক্ষণো বাক্যমব্রবীৎ।  
ইদমেব জনহানং ক্রমেষেষিতুমহসি ॥ ৪

তখন পরিতাপক্লিষ্ট রামচন্দ্রকে লক্ষণ বললেন  
—‘এই তো সেই জনহান, এখানেই আপনি অন্বেষণ  
করতে পাবেন।

রাক্ষসৈর্বহতিঃ কীর্ত্তং নানাক্রমলতায়ুতম্।  
সমীহ গিরিদুর্গাণি নির্দরাঃ কন্দরাণি চ ॥ ৫

‘এখানে আছে বহু রাক্ষস-পরিপূর্ণ ও নানা বৃক্ষলতা  
সম্বিহিত অরণ্যানী এবং গিরিদুর্গ, বড় বড় গর্ত ও গুহা  
সকল।

গুহ্যস্ত বিবিধা ঘোরা নানামৃগগণাকুলাঃ।  
আবাসাঃ কিমরাণাং চ গজবর্ডবনানি চ ॥ ৬

‘এই জনহানে নানাবিধ পশুগণসম্বিহিত ভয়ঙ্কর গুহা  
সকল এবং পর্বতের উপরে কিম্বদেবের বাসস্থান ও  
গজবর্ডদের গৃহসকল বর্তমান।

তানি যুক্তো ময়া সার্থঃ সমেষেষিতুমহসি।  
কুব্জিবা বুদ্ধিসম্পন্নো মহাস্থানো নরর্ষভাঃ ॥ ৭

আপংসু ন প্রকম্পন্তে বায়ুবেগৈরিবাচলাঃ।

‘আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই সকল স্থানে অন্বেষণ

করতে পাবেন। আমরা দুজন মিলিত হয়ে সেই সকল স্থান  
অন্বেষণ করতে পাবি। বায়ুবেগে পর্বত যেমন কম্পিত হ  
না, সেইবকম আপনার মতো বুদ্ধিমান মহাত্মা নরর্ষভের  
বিপদে বিচলিত হন না।’

ইত্যাক্তম্বদ্ বনং সর্বং নিচচার সলক্ষণঃ ॥ ৮  
কুন্দো রামঃ শরং ঘোরং সজ্জায় ধনুর্বি কুরম্।

লক্ষণ কর্তৃক এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রোক্ষিত  
রামচন্দ্র ধনুতে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণ সংযোজিত করে লক্ষণের  
সঙ্গে সীতার অন্বেষণে সেই বনের সর্বত্র বিচরণ করে  
লাগলেন।

ততঃ পর্বতকূটাভঃ মহাভাগঃ যিজ্যোত্তমম্ ॥ ৯  
দদর্শ পতিতঃ ভূমৌ ক্ষতজ্বারঃ জটায়ুমম্।

তং দৃষ্ট্বা গিরিশূভাভঃ রামো লক্ষণমব্রবীৎ ॥ ১০

তারপর কিছুদূর গিয়ে পর্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশালকৌ  
পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ জটায়ুকে ক্ষতবিক্ষত দেহে ভূমিতে  
পতিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। পর্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশাল  
দেহধারী তাঁকে দেখে রামচন্দ্র লক্ষণকে বললেন—

অনেন সীতা বৈদেহী ভক্ষিতা নাত্র সংশয়ঃ।  
গৃহ্রাক্ষণমিদং ব্যক্তং রক্ষো ভ্রমতি কাননম্ ॥ ১১

‘এই গৃহ্রই বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে ভক্ষণ  
করেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নই। এ রাক্ষস, গৃহ্রের  
রূপ ধরে বনে বনে ভ্রমণ করছে।

ভক্ষয়িত্বা বিশালাক্ষীমাত্তে সীতাং যথাসুখম্।

এনং বধিষ্যো দীপ্তাগ্নৈঃ শরৈর্ঘোরৈরজিহ্বাগৈঃ ॥ ১২

‘এই গৃহ্র ভাগর আঁবি সীতাকে ভক্ষণ করে আরামে  
বসে আছে। প্রজ্বলিত অগ্নিভাগ দ্রুতগতি ভয়ঙ্কর বাণে একে  
আগ্নি হত্যা করব।’

ইত্যাক্তম্বদ্ প্রবৃৎ সজ্জায় ধনুর্বি কুরম্।

কুন্দো রামঃ সমুদ্রাভাঃ চালয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ১৩

এই কথা বলে, কুন্দ রামচন্দ্র ধনুকে তীক্ষ্ণ বাণ-সজ্জা  
করে এবং আসমুদ্র মেদিনীকে প্রকম্পিত করে সেই গৃহ্রকে  
দেখার জন্য অগ্রসর হলেন।

তং দীনদীনয়া বাচা সফেনং ক্রধিরং বমন্।

অভাভাষত পক্ষী স রামঃ দশরথাস্বজম্ ॥ ১৪

‘সেই পক্ষী ফেনাযুক্ত বস্ত্র বমন করিতে করিতে

হস্তান্তর করণ ভাষায় দম্বরথতনয় রামকে বলল—

মহোদধীমিবায়ুস্মদগ্ধেবসি

মহাবনে।

রা দেবী মম চ প্রাণা রাবশেনোভয়ং হতম্॥ ১৫

‘আয়ুস্মন্ ! এই মহারণো প্রাণদাত্রী ওষধীর মতো  
যাঁকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, সেই দেবী এবং আমার প্রাণ  
এই উভয়কেই রাবণ হরণ করেছে।

করা বিরহিতা দেবী লক্ষ্মণেন চ রাঘব।

ত্রিমাশা ময়া দুষ্টা রাবণেন বলীয়সা॥ ১৬

‘বধুনন্দন রাম ! আমি দেখেছি, তুমি এবং লক্ষ্মণ  
কাছে না থাকার, বলবান রাবণ দেবী সীতাকে হরণ করে  
নিয়ে গেল।

গীতামভবপমোহঃ রাবণন্ত রণে প্রভো।

বিষাসিতরথচ্ছত্রঃ পতিতো হরণীতলে॥ ১৭

‘প্রভো ! সীতাকে রক্ষা করার জন্য আমি তাঁর সামনে  
দাঁড়িয়ে পড়লাম ; আমার সঙ্গে যুদ্ধে রাবণ রথহীন ও  
হতহীন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল।

এতস্য ধনুর্ভগ্নমেতে চাস্য শরাস্থখা।

অযমলা রণে রাম ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ॥ ১৮

‘রাম ! এইটি তাঁর ভগ্ন ধনু এবং তদ্রূপ এইগুলি তার  
বাণ আর যুদ্ধে ভগ্ন এইটি তার যুদ্ধরথ।

অয়ং তু সারথিস্য মৎপক্ষনিহতো ভুবি।

পরিশ্রাস্তস্য মে পক্ষৌ ছিত্বা বভ্রোন রাবণঃ॥ ১৯

গীতামাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিহাঙ্গসম্।

রক্ষা নিহতঃ পূর্বং মাং ন হস্তং ভ্রমর্হসি॥ ২০

‘আমার জানার আঘাতে নিহত হয়ে রাবণের সারথি  
ভূমিতে পড়ে আছে। আমি পরিশ্রান্ত হওয়ায় রাবণ  
যজ্ঞাঘাতে আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করে বিদেহরাজনন্দিনী  
সীতাকে নিয়ে আকাশপথে উড়ে চলে গেল। রাক্ষস কর্তৃক  
পূর্বেই নিহত আমাকে আবার মারবেন না।’

রামস্য তু বিজ্ঞায় সীতাসক্তাঃ প্রিয়াঃ কথাম্।

গুপ্তরাজঃ পরিব্রজ্য পরিত্যজ্য মহদ্ ধনুঃ॥ ২১

নিপাতাবশো ভূমৌ রুরোদ সহলক্ষণঃ।

বিকীর্ণতাপার্ভো রানো ধীরতরোহপি সন্॥ ২২

বাস্পাকুল মুখে শ্রীরামচন্দ্র গুপ্তরাজের মুখে সীতার  
বিষয়ে জানতে পেয়ে শোকার্ত হয়ে নিজের বিরাট ধনুকটা  
নাড়িতে কেলে দিলেন এবং গুপ্তরাজকে জড়িয়ে ধরলেন ;

পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, অতীব ধীর স্বভাবের হয়েও  
তিনি দ্বিগুনীকৃত শোকতাপে অভিভূত হয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে  
কাঁদতে লাগলেন।

একমেকায়নে কৃষ্ণে নিঃশ্বসন্তঃ মুহমুহঃ।

সমীক্ষ্য দুঃখিতো রামঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ॥ ২৩

একাকী অসহায় গুপ্তকে একমনে বহুকষ্টে বারবার  
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে দেবে, দুঃখিত রাম সুমিত্রানন্দন  
লক্ষ্মণকে বললেন—

রাজ্যং ভ্রষ্টং বনে বাসঃ সীতা নষ্টা মৃতো দ্বিজঃ।

ঈদৃশীম্যং মমালক্ষ্মীর্দহেদপি হি পানকম্॥ ২৪

‘আমি রাজ্যচ্যুত হয়েছি, বনেও বাস করলাম, সীতা  
হলেন অপহৃতা, আর আমার জন্যই এই পক্ষিরাজ মারা  
গেলেন। আমার এইরকম দুর্ভাগ্য অগ্নিকেও দহন করতে  
সমর্থ !

সম্পূর্ণমপি চেদহ্য প্রতরেষ্যং মহোদধিম্।

সোহপি নুনং মমালক্ষ্ম্যা বিত্তম্যেৎ সরিতাং পতিঃ॥ ২৫

‘আজ যদি আমি মহাসাগর উত্তরণ করতে চাই,  
তাহলে আমার দুর্ভাগ্যবশত সেই জনাধিপতিও নিশ্চয়ই  
সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে যাবে।

নাক্সাভাগাতরো লোকে মন্তোহস্মিন্ স চরাচরে।

যেনেয়ং মহতী প্রাপ্তা ময়া বাসনবাণুরা॥ ২৬

‘এই বিশ্ব চরাচরে আমাপেক্ষা বেশি অভাগা আর  
নেই, যেহেতু আমি এই মহৎ বিপজ্জালে আবদ্ধ।

অয়ং পিতৃর্বয়স্যো মে গুপ্তরাজো মহাবলঃ।

শেতে বিনিহতো ভূমৌ মম ভাগ্যবিপর্যয়াৎ॥ ২৭

‘আমার পিতার মিত্র, মহাবলী এই গুপ্তরাজ, আমার  
ভাগ্যবিপর্যয়হেতু নিহত হয়ে ভূমিতে শায়িত হয়ে  
আছেন।’

ইত্যেবমুক্তা বহশো রাঘবঃ সহলক্ষণঃ।

জটায়ুঃ চ পম্পর্শ পিতৃন্মহৎ নিদর্শয়ন্॥ ২৮

এইভাবে বহুপ্রকারে বিলাপ করে, লক্ষ্মণসহ রাঘব  
শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর প্রতি পিতৃন্মহের নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে  
স্পর্শ করলেন।

নিকৃন্তপক্ষঃ

কুধিরাবসিক্তঃ

তং গুপ্তরাজঃ পরিগৃহ্য রাঘবঃ।

ক মৈথিলী প্রাপসমা গতেতি

বিমূঢ়া বাচঃ নিপপাত ভূমৌ॥ ২৯



বশুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ছিন্নপক্ষ শোণিতজিহ্বা সেই নন্দিনী সীতা কোথায় গেলেন? এই কথা বলে ভূমিহীন  
গৃধ্ররাজকে জিজ্ঞাসে ধরে 'আমার জীবনসদৃশা মিথিলেশ- লুটিয়ে পড়লেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বাণ্যকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

## অষ্টষষ্টিতম সর্গ (৬৮)

জটায়ুর প্রাণত্যাগ এবং শ্রীরামের দ্বারা তাঁর অস্তিম-সংস্কার

রামঃ শ্রেষ্ঠা তু তং গৃহং ভূবি রৌদ্রেণ পাতিতম্।  
সৌমিত্রিং মিত্রসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্তৃক মাটিতে নিপাতিত সেই গৃহকে  
দেখে শ্রীরামচন্দ্র মৈত্রীভাবাপন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই  
কথা বললেন—

মমায়ং নূনমর্থেষু যতমানো বিহঙ্গমঃ।  
রাক্ষসেন হতঃ সংখ্যো প্রাণাঃ স্ত্যজ্যতি মৎকৃতে। ২

'এই পক্ষিরাজ নিশ্চয়ই আমারই প্রয়োজনে প্রচেষ্টা  
হয়ে যুদ্ধে রাক্ষসের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং  
আমারই কারণে প্রাণত্যাগ করছেন।

অতিথিঃ শরীরেহস্মিন্ প্রাণো লক্ষ্মণ বিদ্যাতে।

তথা স্বরবিহীনোহয়ং বিক্রবং সমুদীকৃত্যে ॥ ৩

'লক্ষ্মণ! ঐর দেহে প্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে  
এসেছে, তাই ঐর গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে এবং ইনি  
বিবশ বিহূল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন।'

জটায়ো যদি শক্লোষি বাকাং ব্যাহরিত্বং পুনঃ।

সীতামাখ্যাহি ভক্তং তে বধমাখ্যাহি চান্বনঃ ॥ ৪

লক্ষ্মণের প্রতি গৃধ্ররাজ জটায়ুর বিষয়ে পূর্বোক্ত  
কথাগুলি বলে, শ্রীরাম এবার গৃধ্ররাজকে বললেন— 'হে  
পূজনীয় জটায়ু! আপনার মঙ্গল হোক! আপনি যদি কথা  
বলতে সমর্থ হন, তাহলে সীতার সম্বন্ধে বলুন আর  
আপনার নিজের বধের ব্যাপারেও বলুন।

কিদ্ভিমিত্তো জহরার্থাং রাবণস্তস্য কিং ময়া।

অপরাধং তু যং দৃষ্টা রাবণেন হত্যা প্রিয়া ॥ ৫

'রাবণ কেন সীতাকে হরণ করল? আমি তার কাছে

কী অপরাধ করেছে, যা দেখে রাবণ আমার প্রিয়াকে হরণ  
করল?

কথং তচ্চন্দ্রসংকাশং মুখমাসীনোহয়ম্।  
সীতয়া কানি চোক্তানি তস্মিন্ কালে বিজ্ঞোহয়ম্ ॥ ৬

'হে পক্ষিপ্রবর! সেই সময় সীতার চন্দ্রসদৃশ  
মনোহর সেই মুখটি কেমন হয়েছিল এবং সীতা কী  
বলেছিলেন?

কথংবীৰ্য্যঃ কথংরূপঃ কিংকর্মা স চ রাক্ষসঃ।  
ক চাস্য ভবনং তাত ক্রুহি মে পরিনৃক্ততাম্ ॥ ৭

'হে পূজ্যপাদ! সেই রাক্ষস কীরকম বীর, কীরকম  
তার রূপ, কী-ই বা সে কী করে এবং কোথায় তার  
গৃহ—আমার এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিন।'

তমুদীক্য স ধর্মাত্মা বিলপন্তমানাথবৎ।  
বাচা বিক্রবয়া রামমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮

তখন সেই ধর্মাত্মা জটায়ু রামকে অনাথের মতো  
বিলাপ করতে দেখে, ক্ষীণস্বরে এই কথা বললেন—

সা হত্যা রাক্ষসেজ্ঞেণ রাবণেন দুরাশ্রমা।  
মায়ামাহ্বায় বিপুলাং বাতদুর্দিনসংকুলাম্ ॥ ৯

'রঘুনন্দন! রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ রাক্ষসী রাক্ষস  
ভয়ঙ্কর ঝড়সদৃশ দুর্দিন সৃষ্টি করে সীতাকে হরণ করেছে।  
পরিক্রান্তসা যে তাত পক্ষৌ ছিত্বা নিশাচরম্ ॥ ১০

সীতামাদায় বৈদেহীং প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ ॥ ১০

'বৎস রাম! রাবণকে বাধা দিতে গিয়ে আমি  
পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে, নিশাচর রাক্ষস রাবণ আমার  
পক্ষদ্বয় ছেদন করে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে নিয়ে দক্ষিণ



কৃত্তিমুখে প্রহান করল।

গুপ্তস্বাস্তি মে প্রাণা দুষ্টির্মতি রাঘব।  
পশ্যামি বৃক্ষান সৌবর্ণানুশীরকৃতমূৰ্খজান॥ ১১

‘হে রাঘব ! আমার প্রাণের গতি অবরুদ্ধ হয়ে  
জাসছে, চোখের দৃষ্টি ভ্রমিত হচ্ছে, আমি সুবর্ণময়  
বৃক্ষমূলের কেশরযুক্ত বৃক্ষসকল যেন দেখতে পাচ্ছি।

যে যতি মুহূর্তেই সীতামাদায় রাবণঃ।  
বিশ্বশক্তিঃ ধনঃ ক্ষিপ্ৰঃ তৎস্বামী প্রতিপদাতে॥ ১২

কিনো নাম মুহূর্তোহসৌ ন চ কাকুৎস্থঃ সৌহবুধঃ।  
কুপ্ৰিয়াঃ জানকীঃ হস্তা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

বহুব্ধঃ বড়িশঃ গৃহ্য ক্ষিপ্ৰমেব বিনশ্যতি॥ ১৩

‘যে মুহূর্তে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে  
গেছে, সেই মুহূর্তের নাম ‘বিশ্ব’। হে কাকুৎস্থ ! রাবণ তা’  
বুঝতে পারেনি। সেই মুহূর্তে হত ধন ধনস্বামী শীঘ্রই ফিরে  
পান, রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার প্রেমসী জনকনন্দিনী  
সীতাকে হরণ করে যাচ্ছে বড়শি গেলার মতো শীঘ্রই  
বিনষ্ট হবে।

ন চ হস্তা ব্যথা কাৰ্ঘ্য জনকস্য সূতাং প্রতি।  
বৈদেহ্যা রংস্যাসে ক্ষিপ্ৰঃ হস্তা তং ব্ৰণমূৰ্খনি॥ ১৪

‘অতএব তুমি জানকীর জন্য দুঃখ কোরো না। যুদ্ধে  
রাবণকে হত্যা করে শীঘ্রই তুমি বৈদেহীর সঙ্গে আনন্দে  
বিশ্রাম করবে।’

অসমুচ্য গৃহস্য রামঃ প্রত্যানুভাষতঃ।  
অস্যাং সূত্রাব রুধিরং শ্রিয়মাণস্য সামিষম্॥ ১৫

মুর্মু গৃহ জ্ঞান না হারিয়ে রামকে সবকিছু বলতে  
থাকলে, তাঁর মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে মাংসযুক্ত রক্ত  
ফরিত হতে লাগল।

গুহো বিশ্ববসঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ।  
ইত্যঙ্ক দুর্লভান্ প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ॥ ১৬

‘রাবণ বিশ্ববা ঋষির পুত্র এবং কুবেরের সহোদর  
ভ্রাতা’ এই পর্যন্ত বলেই পক্ষিরাজ জটায়ু তাঁর দুর্লভ প্রাণ  
ত্যাগ করলেন।

ক্ৰহি ক্ৰহীতি রামস্য ক্রবাণস্য কৃতাজ্জলেঃ।  
অঙ্ক শরীরং গৃহস্য প্রাণা জঘ্মুর্বিহায়সম্॥ ১৭

রামচন্দ্র কৃতাজ্জলিপুটে ‘বলুন বলুন’ এই কথা বলতে  
থাকলেও জটায়ুর প্রাণ শরীর ত্যাগ করে আকাশপথে চলে  
গেল।

ন নিষ্কিপ্য শিরো ভূমৌ প্রসার্য চরণৌ তথা।

বিকিপ্য চ শরীরং স্বং পলাত ধরণীতলে॥ ১৮

জটায়ু মাথাটি ভূমিতে লে নিক্ষেপ করে, পা দুটি  
ছড়িয়ে দিয়ে এবং দেহ মাটিতে ছেড়ে দিয়ে ধরাশায়ী  
হলেন।

তং গৃহং প্রেক্ষ্য ভ্রাতৃক্ষং গতাসুমচলোপমম্।  
রামঃ সুবহুভির্দুঃখৈর্দীনঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ॥ ১৯

সেই গৃহের নেত্রদ্বয় ভ্রাতৃবর্ণ এবং দেহ প্রাণহীন  
পর্বতের মতো দেখে রামচন্দ্র দীনভাবে দুঃখ প্রকাশ করে  
সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন—

বহুনি রক্ষসাং বাসে বর্ষাণি বসতা সুখম্।  
অনেন দণ্ডকারণো বিশীর্ণমিহ পক্ষিণা॥ ২০

‘লক্ষ্মণ ! রাক্ষসদের বাসভূমি এই দণ্ডকারণো এই  
পক্ষিরাজ বহু বৎসর সুখে বাস করে আজ প্রাণত্যাগ  
করলেন।

অনেকবার্ষিকো যন্ত চিরকালসমুখিতঃ।  
সৌহৃদ্যমল্য হতঃ শেতে কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ ২১

‘যিনি বহুবর্ষব্যাপী এই পৃথিবীতে অবস্থিত থেকে  
দীর্ঘকাল উন্নতির শিখরে আরুঢ় ছিলেন, আজ সেই তিনি  
নিহত হয়ে ভূমিতে শায়িত আছেন। তাই বলা হয়  
“মহাকালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না”।

পশ্য লক্ষ্মণ গৃহোহয়মুপকারী হতশ্চ মে।  
সীতামভ্যবপদো হি রাবণেন বলীয়সা॥ ২২

‘দেখ, লক্ষ্মণ ! এই গৃহ আমার উপকারী। সীতাকে  
রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বলবান রাবণের হাতে  
নিহত হলেন।

গৃহরাজ্যং পরিত্যজ্য পিতৃপিতামহং মহৎ।  
মম হেতোরয়ং প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ॥ ২৩

‘এই পক্ষিরাজ পিতৃপিতামহের বিশাল গৃহরাজ্য  
পরিত্যাগ করে, আমার কারণেই প্রাণ আহুতি দিলেন।

সর্বত্র খলু দৃশ্যন্তে সাধবো ধর্মচারিণঃ।  
শূরাঃ শরণ্যাঃ সৌমিত্রে তির্থগোনিগতেষুপি॥ ২৪

‘সুমিত্রানন্দন ! ধর্মচারী সাধু, সকলের আশ্রয়স্থল  
এবং বীরপুরুষ সর্বত্র (এমনকি) পশু-পক্ষী আদি তির্থক  
প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়।

সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌমা তথাগতম্।  
যথা বিনাশো গৃহস্য মৎকৃতে চ পরজ্ঞম্॥ ২৫

‘সৌমা, শত্রু সন্তাপক লক্ষ্মণ ! আমার কারণে  
গৃহের হৃত্যুতে আমার যত দুঃখ, সীতাহরণ জনিত দুঃখ

তার সমকক্ষ নয়।

রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ যথা মম মহাযশাঃ।

পূজনীয়ন্ত মানান্ত তথায়ঃ পতগেশ্বরঃ॥ ২৬

‘মহান যশস্বী শ্রীমান রাজা দশরথ যেমন আমার  
পূজনীয় ও সম্মানীয়, সেই রকম এই পক্ষিরাজও।

সৌমিত্রে হর কাঠানি নির্মথিষ্যামি পাবকম্।

গৃধ্ররাজং দিধক্ষ্যামি মৎকৃতে নিধনং গতম্॥ ২৭

‘সৌমিত্রে! আমার কারণে নিহত পক্ষিরাজের দাহ-  
সংকার আমি করব। অতএব, তুমি কাঠসংগ্রহ করো,  
আমি মছন করে অগ্নি প্রদান করব।

নাথঃ পতগলোকস্য চিতিমারোপম্যামহম্।

ইমং ধক্ষ্যামি সৌমিত্রে হতং রৌদ্রেণ রক্ষসা॥ ২৮

‘সুমিত্রানন্দন হে লক্ষ্মণ! ভয়ঙ্কর রাক্ষসের দ্বারা  
নিহত এই বিহগকুলপতি জটায়ুকে চিতায় আরোপিত করে  
(চড়িয়ে আমি তাঁর) দাহ-সংকার করব।’

যা গতির্বজ্রশীলানামাহিতাগ্লেস্ত যা গতিঃ।

অপর্যাবর্তিনাং যা চ যা চ ভূমিপ্রদায়িনাম্॥ ২৯

ময়া হুং সমনুজ্জাতো গচ্ছ লোকাননুত্তমান্।

গৃধ্ররাজ মহাসত্ত্ব সংকৃতস্ত ময়া ব্রজঃ॥ ৩০

জটায়ুকে চিতায় আরোপিত করে, শ্রীরামচন্দ্র তাঁর  
উদ্দেশ্যে বললেন—‘হে মহাপ্রাণ গৃধ্ররাজ! যজ্ঞপরায়ণদের  
যে গতি, অগ্নিহোত্রীদের, যুদ্ধে অপরাধীদের এবং ভূমি  
প্রদানকারীদের যে গতি, আমার অনুজ্জাত আপনি সেই  
অনুত্তম লোকে গমন করুন। আমার দ্বারা অগ্নিসংস্কৃত হয়ে  
আপনি সদৃগতি প্রাপ্ত হোন।’

এবমুক্তা চিতাঃ দীপ্ত্যারোপ্যা পতগেশ্বরম্।

দদাহ রামো ধর্মান্মা হবক্ষুমিব দুঃখিতঃ॥ ৩১

এইরকম বলে, ধর্মমূর্তি শোকার্ত রামচন্দ্র আত্মীয়-  
বন্ধুবৎ পক্ষিরাজকে প্রদীপ্ত চিতায় তুলে তাঁর দাহ সংকার  
করলেন।

রামোহথ সহসৌমিত্রির্বনং গচ্ছা স বীৰ্যবান্।

হুলান্ হুতা মহারোহীননুত্তমার তং বিজম্॥ ৩২

রোহিমাংসানি চোদ্ভূতা পেশীকৃদ্বা মহাযশাঃ।

শকুনায় দদৌ রামো রম্যে হরিতশাখলে॥ ৩৩

অনন্তর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে বীৰ্যবান

শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যে গিয়ে ‘মহারোহী’ (কন্দ-মূল আদি)  
নিয়ে এসে সেই পক্ষিরাজের উদ্দেশ্যে ভূমিতে কুশ নিছিয়ে  
রাখলেন; অতঃপর মহাযশস্বী রাম পিতৃকৃতি করে সেগুলি  
গৃধ্রের উদ্দেশ্যে সেই বিস্তৃত মনোরম সবুজ কুশতুলের  
উপরে রাখলেন।

যৎ তৎ প্রেতসা মর্ত্যস্য কথয়ন্তি বিজাতয়ঃ।

তৎ স্বর্গগমনং পিত্রাং তস্য রামো জজ্ঞাপ হ॥ ৩৪

পুরোহিতগণ স্বর্গত মর্ত্যবাসীর স্বর্গ গমনের জন্য যে  
মন্ত্র জপ করেন, রামচন্দ্র গৃধ্রের উদ্দেশ্যে সেই পিতৃসম্বন্ধী  
মন্ত্রই জপ করলেন।

ততো গোদাবরীং গচ্ছা নদীং নরবরাহকৌ।

উদকং চক্রতুণ্ডৈশ্চ গৃধ্ররাজায় ভাবুজৌ॥ ৩৫

অতঃপর উভয় রাজকুমার গোদাবরী নদীতে গিয়ে  
পক্ষিরাজের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দান করলেন (তর্পণ  
করলেন)।

শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধ্রায় রাঘবৌ।

স্রাস্তা তৌ গৃধ্ররাজায় উদকং চক্রতুণ্ডদা॥ ৩৬

অতঃপর রঘুনন্দনদ্বয় গোদাবরীতে স্নান করে  
শাস্ত্রবিধি অনুসারে জল গ্রহণ করে গৃধ্ররাজের উদ্দেশ্যে  
তর্পণ করলেন।

স গৃধ্ররাজঃ কৃতবান্ যশঙ্করং

সুদুষ্করং কর্ম রমে নিপাতিতঃ।

মহর্ষিকল্পেন চ সংকৃততদা

জগাম পুণ্যং গতিমাক্ষনঃ শুভাম্॥ ৩৭

পক্ষিরাজ জটায়ু যশঙ্কর অথচ দুষ্কর কর্ম করে যুদ্ধে  
রাবণের হাতে নিহত হয়ে মহর্ষিতুলা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অগ্নি  
সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে শুভ পুণ্যগতি প্রাপ্ত হলেন।

কৃতোদকৌ তাবপি পক্ষিসত্তমে

হিরাং চ বুদ্ধিং প্রণিধায় জঘতুঃ।

প্রবেশ্য সীতাবিগমে ততো মনো

বনং সুরেন্দ্রাবিব বিষ্ণুবাসবৌ॥ ৩৮

রাম-লক্ষ্মণ পক্ষিরাজের প্রতি পিতৃবুদ্ধিতে  
তর্পণ করে, অতঃপর সীতার অন্বেষণে মনঃস্থির  
করলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের মতো বনে প্রবেশ  
করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গঃ॥ ৬৮॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৮॥



একোনসপ্ততিতম সর্গ (৬৯)

লক্ষণ কর্তৃক অয়োমুখী নাম্নী রাক্ষসীকে দণ্ডনান, অতঃপর কবচের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ রাম-লক্ষণের চিত্রা

কবচমুদকং তস্মৈ প্রহিতৌ রাঘবৌ তদা।  
অবেক্তৌ বনে সীতাং জঘতুঃ পশ্চিমাং দিশম্ ॥ ১

সেই পক্ষিরাজের উদ্দেশ্যে এইভাবে উদক তর্পণ  
করে রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় প্রহান করে বনে সীতার অধেষণে  
দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

তাং দিশং দক্ষিণাং গচ্ছা শরচাপাসিধারিণৌ।  
অবিশ্রুতমৈকাকৌ পহানং প্রতিপেদতুঃ ॥ ২

ইক্ষুকুলজাত রাজকুমারদ্বয় গনুর্বাণ ও তববাবি  
ধারণ করে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে লোকচলাচলশূন্য পথ  
গাত্র হলেন।

ঐশ্বর্যৈশ্চ বহুভিলভাভিচ্চ প্রবেষ্টিতম্।  
জ্যতং সর্বতো দুর্গং গহনং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৩

যা বহু লতা-গুল্ম-বৃক্ষে পরিবেষ্টিত এবং চারিদিকে  
জীরতাবে ঢাকা পড়ে ভীষণ দর্শন ও চলাচলের অযোগ্য।  
অতিক্রমা হু বেগেন গৃহীত্বা দক্ষিণাং দিশম্।

দূতীমঃ জগদ্বাহরণ্যং বাতিয়াতৌ মহাবলৌ ॥ ৪

মহাবলবান ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম লক্ষণ দক্ষিণ দিক্ ধরে  
রুত চলল সেই ভয়ঙ্কর বিরাট অরণ্য অতিক্রম করে  
গেলেন।

ততঃ পরং জনহানাং ত্রিকোশং গম্য রাঘবৌ।  
কৌঞ্চরপাং বিবিশতুর্গহনং তৌ মহৌজসৌ ॥ ৫

অতঃপর মহাতেজস্বী রাঘব-ভ্রাতৃদ্বয় জনহান থেকে  
তিন কোশ দূরে গিয়ে গভীর কৌঞ্চরপাং প্রবেশ করলেন,  
নানামেঘঘনপ্রাং প্রহটমিব সর্বতঃ।

নানাবর্ণৈঃ শুভৈঃ পুষ্পমৃগপক্ষিগণৈর্যুতম্ ॥ ৬

সেই কৌঞ্চরপাং পুঞ্জীভূত মেঘের মতো ঘন নীল  
ননা প্রকার মনোরম পুষ্প এবং মৃগ ও পক্ষিকুলের  
সম্মিলনে চারিদিক উৎফুল্লের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল।

দ্বিচ্ছমালৌ বৈদেহীঃ তদ্ বনং তৌ বিচিকীতুঃ।  
তত্র তত্রাবতিষ্ঠতৌ সীতাহরণদুঃখিতৌ ॥ ৭

সীতাহারা হয়ে শোকার্ত তাঁরা দুজন বৈদেহী সীতার  
অধেষণে সেই অরণ্যে স্থানে স্থানে অবস্থান করে সীতার  
অধেষণ করতে লাগলেন।

ততঃ পূর্ণৈঃ তৌ গচ্ছা ত্রিকোশং জাতরৌ তদা।

কৌঞ্চরপাং ত্রিকোশং মতঙ্গপ্রমমন্তে ॥ ৮

সেই স্থান থেকে পূর্ণদিকে তিন কোশ পথ গিয়ে  
ভ্রাতৃদ্বয় কৌঞ্চরপাং অতিক্রম করে মতঙ্গপ্রমের ভিতরে  
প্রবেশ করলেন।

পুষ্টা হু তদ্ বনং ঘোরং বহুভীমমৃগবিজম্।  
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং সর্বং গহনশাদপম্ ॥ ৯

দৃশ্যতে গিরৌ তত্র দরীং দশরথাস্বজৌ।  
পাতালসমগম্ভীরং তমসা নিত্যসংবৃতম্ ॥ ১০

দশরথতনয়দ্বয় ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষী এবং ঘন-  
সম্মিলিত নানাবিধ বৃক্ষসমাকীর্ণ সেই দুর্গম অরণ্য দেখে  
সেখানে পর্বতোপরি পাতাল সদৃশ গভীর এবং সর্বদা  
অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি গুহা দেখতে পেলেন।

আসাদ্য চ নরক্যাটৌ দর্শ্যস্তস্যাবিদূরতঃ।  
দদর্শতুর্মহাকুপাং রাক্ষসীং বিকৃতাননাম্ ॥ ১১

সেই গুহার কাছে এসে তাঁরা বিকৃত মুখবিশিষ্টা  
ভয়ঙ্করী এক রাক্ষসীকে দেখতে পেলেন।

জাদামহাসবানাং বীভৎসাং রৌদ্ৰদর্শনাম্।  
শয্যোদরীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং করাণীং পরমহৃদম্ ॥ ১২

ভয়ঙ্করীং মৃগান্ তীমান্ বিকটাং মুক্তমূৰ্ছজাম্।  
অবৈকতাং হু তৌ তত্র জাতরৌ রামলক্ষণৌ ॥ ১৩

পর্বতগুহার সামনে রাম-লক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয় দেখলেন,  
সেই রাক্ষসী দুর্বল প্রাণীদের কাছে ভীতিপ্রদা, তাকে দেখলে  
মৃগের উদ্বেক হয় ; সে ভীষণদর্শনা ; তার উদর লম্বা,  
দন্তগুলি তীক্ষ্ণ ; সে ভয়ঙ্করী (করালবদনা) ; তার গাত্রার্চ  
কক্ষ, চুলগুলি এলোমেলো ; ভয়ানকী সেই রাক্ষসী বড়  
বড় প্রাণীদের ধরে ভক্ষণ করছে।

সা সমাসাদ্য তৌ বীরৌ ব্রজন্তঃ ভ্রাতৃপ্রভতঃ।  
এহি রংসাবহেভ্রাক্ষা সমালম্বত লক্ষণম্ ॥ ১৪

সে রাক্ষসী দুই বীরের কাছে এসে, দাদার  
(শ্রীরামচন্দ্রের) সম্মুখে (আগে) লক্ষণকে চমকে দেবে,  
'এসো, আমবা দুজন বিহার করি', এই বলে লক্ষণের দুই  
হাত ধরল।

উবাচ চৈনঃ বচনং সৌমিত্রিমুগম্ভয় চ।  
অহং হুয়োমুখী নাম লাজন্তে হুমসি প্রিয়ঃ ॥ ১৫



সেই রাক্ষসী সৌমিত্রি লক্ষ্মণকে বাহুযুগলে আবদ্ধ করে বলল, 'আমার নাম অয়োমুখী, তুমি আমার প্রিয় পতি হবে ; এতে তোমার লাভই হল।

নাথ পর্বতদুর্গেশু নদীনাং পুঞ্জিনেষু চ।  
আয়ুষ্টিরমিদং বীর স্বঃ ময়া সহ রংসাসে ॥ ১৬

'হে বীর প্রাণনাথ ! তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করে পর্বতগুহায় এবং নদীপুলিনে আমার সঙ্গে বিহার করবে।'  
এবমুক্তম্ব কুপিতঃ খঙ্গমুদযুতা লক্ষ্মণঃ।

কর্ণনাসন্তনঃ তস্যা নিচকর্তারিসূদনঃ ॥ ১৭

রাক্ষসী অয়োমুখী এই কথা বললে, শত্রুহস্তা ত্রুঙ্গ লক্ষ্মণ তরবারি উত্তোলন করে সেই রাক্ষসীর নাক, কান ও স্তন কেটে দিলেন।

কর্ণনাসে নিকৃষ্টে তু বিশ্বরং বিনাদ সা।  
যথাগতং প্রদুদ্রাব রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ১৮

নাক কান কাটা গেলে, সেই ভীষণদর্শনা রাক্ষসী বিকৃত স্বরে চিৎকার করতে করতে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই দ্রুত পালিয়ে গেল।

তস্যাং গতয়াং গহনং ব্রজন্তৌ বনমোজসা।  
আসেদভূরমিগ্রয়ো ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৯

রাক্ষসী চলে গেলে, শত্রুহস্তা দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ দ্রুতগতিতে গিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

লক্ষ্মণস্ত মহাতেজাঃ সত্ত্ববাহ্লীলবাকুচিঃ।  
অত্রবীৎ প্রাজলির্বাফাং ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥ ২০

ধৃতিমান সদাচারী নিষ্কলঙ্ক মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হয়ে প্রদীপ্ততেজা দাদা রামকে এই কথা বললেন—

স্পন্দতে মে দৃঢ়ং বাহুরুদ্বিগ্রামিব মে মনঃ।  
প্রায়শ্চাপানিষ্টানি নিমিত্তান্যাপলক্ষ্যে ॥ ২১

তস্যাং সজ্জীভবার্য স্বঃ কুরুষ্ব বচনং মম।  
যদিব হি নিমিত্তানি সদ্যঃ শংসন্তি সত্ত্বমম্ ॥ ২২

'দাদা ! আমার বাম বাহু দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে, মন আমার উদ্বিগ্ন ; প্রায়ই অনিষ্টসূচক দূর্লক্ষণ সমূহ দেখছি ! অতএব, আপনি আমার কথা শুনুন, যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হোন, বিপদসূচক অশুভ চিহ্নসকল আমার মনে আশু ভীতির সূচনা করছে।

এব বঞ্জুলকো নাম পক্ষী পরমদারুণঃ।  
আবয়োর্বিজয়ং যুদ্ধে শংসন্তি বিনদতি ॥ ২৩

বঞ্জুলক নামে এই অতি ভয়ঙ্কর পক্ষী, যুদ্ধে

আমাদের দুজনের ভাবী বিজয় ঘোষণা করে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করছে।

তমোরধেষবতোরেবং সর্বং তদ্ বনমোজসা।  
সংজজে বিপুলঃ শব্দঃ প্রভঞ্জমিব তদ্ বনম্ ॥ ২৪

এইভাবে তাঁরা দুজন সেই অরণ্যে যথাশক্তি সীতার অন্বেষণ করতে থাকলে, হঠাৎ মনে হল সেই অরণ্যকে ধ্বংস করে দেবে এমন এক বিকট শব্দ উদ্ভূত হল  
সংবেষ্টিতমিবার্যঃ গহনং মাতরিযুনা।  
বনসা তস্য শব্দোহভূদ্ বনমাপূরয়মিব ॥ ২৫

পবনদেব সেই অরণ্যের নিবিড়তাকে ঘিটে ফেললেন ; সমগ্র বনভূমি যেন বিকট শব্দে পরিপূর্ণিত হল।  
তং শব্দং কাল্কমাগন্ত রামঃ খলী সহানুজঃ।  
দর্শ সূমহাকায়ং রাক্ষসং বিপুলোরসম্ ॥ ২৬

অনুজ ভ্রাতার সঙ্গে খজাধারী শ্রীরামচন্দ্র সেই শব্দের অনুসন্ধান করতে করতে মহাকায় বিশালবক্ষ এক রাক্ষসকে দেখতে পেলেন।

আসেদভূচ্চ তদ্রক্ষসাবুভৌ প্রমুখে হিতম্।  
নিবৃদ্ধমশিরোগ্রীবং কবন্ধমুদরেমুখম্ ॥ ২৭

তাঁরা দুজনে সামনে বিশালদেহী রাক্ষসকে পেলেন, যে মস্তক ও গ্রীবাহীন (যার মাথা ও ঘাড় নেই) এবং তার মুখটি উদরে অবস্থিত।

রোমভিনিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাগিরিমিবোচ্ছিতম্  
নীলমেঘনিভং রৌদ্রং মেঘত্ননিতনিঃস্বনম্ ॥ ২৮

দু'ভাই তীক্ষ্ণ ও উন্নত রোমযুক্ত, মহাপর্বতের মতো সমুন্নত, নীল মেঘের মতো উগ্র ও গভীর গর্জনকারী সেই রাক্ষসকে দেখতে পেলেন।

অগ্নিজ্বালানিকেশেন ললাটচ্চেন দীপাতা।  
মহাপক্ষেণ পিঙ্গেন বিপুলেনায়তেন চ ॥ ২৯

একেনোরসি ঘোরেন নয়নেন সুদর্শিনা।  
মহাদংষ্ট্রোপপন্নং তং লেলিহানং মহামুখম্ ॥ ৩০

সেই রাক্ষসের বক্ষে কপাল অবস্থিত, সেই কপালে অত্যাঙ্কুল অগ্নি-নিঃসরণকারী পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুরোমবিশিষ্ট দূরদর্শী (বহু দূরের জিনিষ দর্শনক্ষম) গভীর ডাগর একটি চক্ষু ; আর সেই বক্ষের উপরেই লেলিহান অগ্নি-নিঃসরণকারী মুখে বিশাল বিশাল দাঁত।

ভক্ষয়ন্তঃ মহাঘোরানৃক্ষসিংহমৃগবিজান্।  
ঘোরৌ ভূজৌ বিকূর্বাণমুভৌ যোজনমায়তৌ ॥ ৩১

করাভ্যাং বিবিধান্ গৃহ্য ঋক্ষান্ পক্ষিণান্ যুগ্মান্।

জাকর্ষণঃ বিকর্ষণমনেকান্ যুগযুগপান্॥ ৩২  
হিতমাবৃত্য পহানঃ তয়োজ্যায়োঃ প্রপন্নয়োঃ।

সেই রাক্ষস মহাত্ম্যের ভয়ুক, সিংহ, যুগ ও  
পক্ষীদিগকে ভক্ষণ কবতে করতঃ দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর দুই বাহু  
যেমনবিস্তৃত করে, সেই বাহুদ্বয় দ্বারা ভয়ুক, বিবিধ পক্ষী,  
অনেক পশু ও যুগযুগকে আকর্ষণ আবার দূরে নিক্ষেপ  
করতে করতঃ এসে পরস্পর শরণাগত প্রতি নির্ভরশীল  
কম-লক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের পথ অবরোধ করে দাঁড়াল।

অথ তং সমতিক্রম্য ক্রোশমাত্রঃ দদর্শতুঃ। ৩৩  
মহাভঃ দারুণঃ ভীমঃ কবজঃ ভুজসংবৃত্তম্।

কবজমিব সংস্থানাদতিঘোরপ্রদর্শনম্॥ ৩৪

তাকে অতিক্রম করে দূর থেকে ভালোভাবে দেখতে  
লাগলেন। তার মস্তকহীন দেহ, অতি ভয়ঙ্কর ক্রোশব্যাপী  
হস্তযুক্ত বিরাট ও দারুণ বলশালী কবজ—সেই ভয়ানক  
রাক্ষসকে লক্ষ্য করলেন।

ন মহাবাহুরভ্যর্থঃ প্রসার্য বিপুলৌ ভুজৌ।

প্রহ্লাহ সহিতাবেব রাঘবৌ পীড়য়ন্ বলাৎ॥ ৩৫

সেই মহাবীর কবজ বিশাল বাহুদ্বয় অত্যন্ত প্রসারিত  
করে রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়কে একসঙ্গে বলপূর্বক ধরে পীড়ন  
করতে লাগল।

খঞ্জিনৌ দৃশ্যম্মানৌ তিথ্যতেজৌ মহাভুজৌ।

ভাতরৌ বিবশং প্রাপ্তৌ কৃষ্ণমালৌ মহাবলৌ॥ ৩৬

মহাবলবান খজ্জাহন্ত দৃশ্যধনুর্ধারী তীক্ষ্ণতেজস্বী ও  
দুর্লাভ হয়েও ভ্রাতৃদ্বয় কবজের পীড়নে বিবশতা প্রাপ্ত  
হলেন (অবশ হতে পড়লেন)।

অথ ধৈর্য্যচ্চ শূরস্ব রাঘবৌ নৈব বিবাধে।

বাল্যাদনাশ্রয়াম্ভৈব লক্ষ্মণস্ত্রিবিবাধে॥ ৩৭

সেই সময় রঘুনন্দন বীর বামচন্দ্র কিম্ব ধৈর্যশক্তিহেতু  
কবজ রাক্ষসের পীড়নে ব্যথিত হলেন না ; অপরপক্ষে  
বাল্যবুদ্ধিবশত লক্ষ্মণ কিম্ব ধৈর্যহীন হওয়ায় অতিশয় ব্যথিত  
হলেন (রাক্ষসের পীড়নে ব্যথা পেলেন)।

উবাচ চ বিবশঃ সন্ রাঘবঃ রাঘবানুজঃ।

শশা মাং বিবশং বীর রাক্ষসস্য বশংগতম্॥ ৩৮

রামানুজ লক্ষ্মণ বিষাদগ্রস্ত হয়ে রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে  
বললেন—‘হে বীর ! দেখুন, রাক্ষসের বশীভূত আমি অবশ  
হয়ে পড়েছি।

অথৈকেন হু নির্ভুক্তঃ পরিমুচ্যস্ব রাঘব।

মাং হি ভূতবলিং দত্তা পলায়স্ব যথাসুখম্॥ ৩৯

‘হে রঘুনন্দন ! একা আমার সঙ্গে যোগদ্বিগ্ন করে  
(আমাকে পরিত্যাগ করে) আপনি নিজেই মুক্ত করুন।  
আমাকে ভূতবলিরূপে (প্রাণীর খাদ্যরূপে) দান করে  
আপনি স্নানদে (স্বচ্ছন্দে) পলায়ন করুন।

অধিগন্তাসি বৈদেহীমচিরেণেতি মে মতিঃ।  
প্রতিলভ্য চ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহীঃ মহীম্॥ ৪০

তত্র মাং রাম রাজ্যাহঃ শ্মশ্রুর্মহীসি সর্বদা।

‘হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! আমার মন বলছে,  
শীঘ্রই আপনি বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে ফিরে পাবেন। হে  
রাম ! পিতৃপিতামহের রাজ্য এবং সেখানে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত  
হয়ে, আমাকে সর্বদা শ্মরণ করবেন।’

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্ত রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ॥ ৪১

মা স্ম ত্রাসং বৃথা বীর নহি দ্বাদগ্ বিধীদতি।

লক্ষ্মণ এইরকম বললে, রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন  
লক্ষ্মণকে বললেন, ‘হে বীর ! বৃথা ভয় পেয়ো না ; তোমার  
মতো বীরপুরুষ বিষাদগ্রস্ত হন না।’

এতশ্লিষ্মন্তরে ক্রুরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪২

তাবুবাচ মহাবাহুঃ কবজৌ দানবোত্তমঃ।

এমন সময় সেই নিষ্ঠুর দানবশ্রেষ্ঠ মহাবীর কবজ,  
সেই দুই ডাই রাম ও লক্ষ্মণকে বলল—

কৌ যুবাঃ বৃষডঙ্করৌ মহাখলধনুর্ধরৌ॥ ৪৩

ঘোরং দেশমিমং প্রাপ্তৌ সৈবেন মম চাক্ষুযৌ।

বদন্তঃ কার্যমিহ বাং কিমর্থং চাগতো যুবাং॥ ৪৪

‘বৃষডঙ্ক মহাধনুর্ধারী খজ্জাহন্ত তোমরা দুজন কারা ?  
বলো, এখানে কী প্রয়োজন ? কেনই বা এই ভয়ঙ্কর স্থানে  
তোমরা এসেছ ? দৈববশেই তোমরা দুজন আমার চোখে  
পড়েছ !

ইম দেশমনুপ্রাপ্তৌ ক্ষুধার্তসোহ তিষ্ঠতঃ।

সবাশচাপখলৌ চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গাবিবর্ভজৌ॥ ৪৫

মাং তূর্ণমনুসম্প্রাপ্তৌ দুর্লভং জীবিতং হি বাম্।

‘আমি ক্ষুধার্ত হয়ে এখানে অবস্থান করছি, এমন  
সময় তোমরা দুজন ধনুর্ধার ও বজ্র হস্তে নিয়ে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ  
বৃষের ন্যায় আমার কাছে এসেছ ; এখন তোমরা আমার  
খাদ্য হবে।’

তস্যা তদ্ বচনং শ্রুত্বা কবজস্য দুরাত্তনঃ॥ ৪৬

উবাচ লক্ষ্মণঃ রামো মুখেন পরিত্যজ্যত।

দুরাত্মা কবজোর সেই কথা শুনে রাম ভয়ে শুষ্ক মুখে

লক্ষ্মণকে বললেন—



কৃষ্ণাং কৃষ্ণতরং প্রাপ্য দানবঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৪৭  
বাসনাং জীবিতাভ্যাম প্রাপ্তমপ্রাণ্য ত্বং প্রিয়াম  
কালসা সমুদয় দীর্ঘঃ সর্বভূতেষু লক্ষণা ॥ ৪৮

‘তো সত্যপরাধমন্ । প্রিয়াকে পেলাম না, ‘অণ্ড  
কঠিন থেকে কঠিনতর দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুরূপ  
বিশ্রমে পড়লাম। লক্ষণ ! সকল জীবের উপরেই মৃত্যুর  
প্রাধান্য।

ত্বাং চ মাং চ নরনায়া বাসনৈঃ পশা মোহিতৌ ।  
নহি জারোহতি দৈবসা সর্বভূতেষু লক্ষণা ॥ ৪৯  
‘তো নবশ্রেষ্ঠ ! দেখো, তোমাকে এবং আমাকে  
বিশ্রমমুহ মতিভূত করেছে ; লক্ষণ ! সকল প্রাণীর  
প্রতি আঘাত প্রদানকারী মতাকালের কাছে কঠিন কিছুই  
নেই।

শূন্যস্ত বলবন্তস্ত কৃতান্তস্ত রণাভিরে ।  
কালান্তিময়াঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ ॥ ৫০

‘বালুকানির্মিত সেতুর মতো, কালের বশে রণাভিরে  
বীণদণ, বলবানেরা এবং অস্ত্রধারীরা অবসর হয়ে  
পড়েন।’

ঋতি ক্রনাথো দৃঢ়তানিক্রমো  
মহাশা দাশরথিঃ প্রতাপবান ।

অনেকক্ষণ সৌমিত্রিমুদ্রানিক্রমঃ

হিরাং তদা স্বাং মতিমান্বনাকরোঃ ॥ ৫১  
এইসকল কথা বলে, দৃঢ়চেতা, সজো হিরণ্য  
পরাক্রমশালী, মহাশয়ী ও অত্যন্ত বিক্রমশালী দশরথ-  
নন্দন শ্রীরামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষণকে দেখে, আশ্চর্যকৃত  
নিজেই সুহ্ম করলেন।

ইত্যর্থঃ শ্রীমদ্ভাগবতঃ বাম্প্রীকীয়ে আদিকাবো অরণ্যাকাণ্ডে একোনসপ্ততিতম সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

## সপ্ততিতম সর্গ (৭০)

শ্রীরাম-লক্ষণ কর্তৃক পরস্পর মন্ত্রণা করে কবক্ষের হস্তদ্বয় ছেদন, তখন কবক্ষ  
কর্তৃক তাঁদের দুজনের প্রতি স্বাগত সম্বাষণ

তৌ তু তত্র হিতো দৃষ্টা স্নাতরৌ রামলক্ষণৌ ।  
বাহুপাশপরিফ্রিক্তৌ কবক্ষো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

কবক্ষ রাম-লক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয়কে নিজের বাহুপাশে  
বেষ্টিত হয়ে আবদ্ধ থাকতে দেখে তাঁদের উদ্দেশ্যে এই  
কথা বলল—

তিষ্ঠতঃ কিং নু মাং দৃষ্টা দ্বুধার্তঃ ক্ষত্রিয়গর্ভৌ ।  
আহ্বারার্থং তু সন্দ্বিষ্টৌ দৈবেন হতচেতনৌ ॥ ২

‘তো ক্ষত্রিয় শিরোমণি রাজকুমারদ্বয় ! আমাকে  
দ্বুধার্ত দেখেও তোমরা দুজন বসে আছ কেন ? আমার  
আহারের জন্য দৈব কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে তোমরা দুজন  
হতচেতন হয়ে অনীত হয়েছে।’

তজ্জুহা লক্ষণো বাক্যং প্রাপ্তকালঃ হিতং তদা ।  
উবাচাতিসমাপদো বিক্রমে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩

কবক্ষের সেই কথা শুনে পীড়িত লক্ষণ তখন দীর্ঘ  
প্রকাশে কৃতসঙ্কর হয়ে তৎকালোচিত হিতকর কথা

বললেন—

ত্বাং চ মাং চ পুরা তুর্গমাদন্তে রাক্ষসাবহঃ  
তস্মাদসিভ্যামস্যাশু বাহু দ্বিন্দাবহে গুরা ॥ ৪

‘এই অধম রাক্ষস আপনাকে এবং আমাকে শীঘ্রই  
পেয়ে ফেলবে ; অতএব, আগেই এর বড় বড় হাত দুটি  
শীঘ্রই তরবারি দিয়ে ছেদন করব।

ভীষণোৎসঃ মহাকাযো রাক্ষসো ভুজবিক্রমঃ ।  
লোকঃ হ্যতিজিতঃ কৃষ্ণা হ্যাবাঃ হস্তমিষোজতি ॥ ৫

‘ভয়ঙ্কর, বিশালদেহী বাহুবলে বলীয়ান এই রাক্ষস  
ভুবন বিজয় করে, এখন আমাদের দুজনকে হত্যা করতে  
চায়।

নিশ্চেষ্টানাং বথো রাজন্ কুৎসিতো জগতীপভোঃ ।  
ক্রতুমথোপনীতানাং পশুনামিব ॥ ৬

‘রাজন্ রঘুকুলনন্দন ! যজ্ঞস্থলে অনীত নিশ্চেষ্ট  
পশুদের মতো রাজার মৃত্যুবরণ নিন্দনীয়।’



৭০২ সজ্জিতঃ শ্রম্বা তয়োঃ ক্রুদ্ধস্ত রাক্ষসঃ।

বিদ্যাসাং ততো যৌদ্ধঃ তৌ ভক্ষয়িতুমারভৎ ॥ ৭

তাদের দুজনের এইরকম কথোপকথন শুনে, ক্রুদ্ধ

রাক্ষস কবন্ধ তখন ভয়ঙ্কর মুখ-বিস্তার করে, তাঁদের

দুজনকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হল।

৭০৩ সেশকালজৌ খল্যাত্যামেব রাঘবৌ।

অশ্লিষজ্জাং সুসংজ্ঞ্যৌ বাহু তস্যাংসদেশতঃ ॥ ৮

তখন যথোচিত স্থান ও কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাঘব-

প্রভু তারবারি দ্বারাই সানন্দে কবন্ধের স্বন্ধ থেকে

হস্ত ছেদন করলেন।

৭০৪ দক্ষিণঃ বাহুমসক্তমসিনা ততঃ।

বিচ্ছিন্ন রামো বেগেন সব্যং বীরস্ত লক্ষ্মণঃ ॥ ৯

কবন্ধের দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধৃত

হস্তে বিনা বাধায় তারবারি দ্বারা কবন্ধের দক্ষিণ বাহু

ছেদন করলেন এবং বীর লক্ষ্মণ বাম বাহু (ছেদন

করলেন)।

৭০৫ পশাভ মহাবাহুঃ শিখ্রবাহুর্মহাস্বনঃ।

৭০৬ চ পাং চ দিশশ্চৈব নাদয়ন্তলদো যথা ॥ ১০

মহাবীর কবন্ধ ছিন্নবাহু হয়ে ভীষণ গর্জন করতে

করতে মেঘের মতো আকাশ, পৃথিবী এবং দিকসমূহকে

নিদ্রিত করে মাটিতে পড়ে গেল।

৭০৭ নিকৃতৌ ভুজৌ দৃষ্টা শোণিতৌষপরিপ্লুতঃ।

৭০৮ দীনঃ পশ্চাদ্ভৌ বীরৌ কৌ যুবামিতি দানবঃ ॥ ১১

ভীষণভাবে রক্তাপ্লুত সেই দানব নিজের বাহুদুটি ছিন্ন

দেখে দীনভাবে সেই বীর দুজনকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কে

তোমরা দুজন?’

৭০৯ ইতি তসা ক্রবাণস্য লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষ্মণঃ।

৭১০ শংস তস্য কাকুৎস্থঃ কবন্ধস্য মহাবলঃ ॥ ১২

কবন্ধ এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, শুভ লক্ষ্মণক্রান্ত

মহাবীর লক্ষ্মণ তার কাছে কাকুৎস্থকুলভূষণ রামচন্দ্র সম্বন্ধে

বললেন—

৭১১ অমিহাকুদায়াদো রামো নাম জনৈঃ প্রুতঃ।

৭১২ ঔসাবরজঃ বিদ্ধি জ্ঞাতরং মাং চ লক্ষ্মণম্ ॥ ১৩

‘ইনি ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান, জনগণের কাছে ‘রাম’ নামে বিখ্যাত; আর আমাকে ঐরই ছোট ভাই ‘লক্ষ্মণ’ বলে জানবে।

মাতা প্রতিহতে রাজো রামঃ প্রস্রাবিতো বনম্।

ময়া সহ চরতোষ জার্যা চ মহদ্ বনম্ ॥ ১৪

অস্য দেবপ্রভাবস্য বসতো বিজ্ঞানে বনে।

৭১৩ রাক্ষসাপহতা জার্যা যামিহেহানিহাগতৌ ॥ ১৫

‘মাতা কর্তৃক রাজ্যপ্রাপ্তিতে বাধ্যপ্রাপ্ত হয়ে রাম

বনে প্রেরিত হলেন এবং আমার সঙ্গে ও নিজের

স্ত্রীর সঙ্গে মহারণ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। দেবতুল্য

ইনি জনহীন অরণ্যে বাস করতে থাকলে, রাক্ষস কর্তৃক

ঐর স্ত্রী অপহৃত হন, যাঁর অধেষ্মণে আমরা দুজন এখানে এসেছি।

৭১৪ হুং তু কো বা কিমর্থঃ বা কবন্ধসদৃশো বনে।

আসোনোরসি দীপ্তেন ভগ্নজ্ঞানো বিচেষ্টসে ॥ ১৬

‘তুমিই বা কে? কেনই বা কবন্ধ (মস্তকহীন দেহ)

হয়ে, বক্ষোদেশে প্রদীপ্ত মুখ এবং জলধাদেশ ভগ্ন অবস্থায়

বনে বিচরণ করছ?’

৭১৫ এবমুক্তঃ কবন্ধস্ত লক্ষ্মণেনোত্তরং বচঃ।

৭১৬ উবাচ বচনং প্রীতস্তদ্বিদ্ভবচনং শ্রবণম্ ॥ ১৭

লক্ষ্মণ এইরকম বললে, প্রীত কবন্ধ ইজের পূর্বকথা

শ্রবণ করে উত্তরে বলল—

৭১৭ স্বাগতং বাং নরব্যাত্তৌ দিষ্টা পশ্যামি বামহম্।

৭১৮ দিষ্টা চেমৌ নিকৃতৌ মে যুবাত্যং বাহুবন্ধনৌ ॥ ১৮

‘হে নরশ্রেষ্ঠ (ভ্রাতৃদ্বয়)! আপনাদের দুজনকে

স্বাগত জানাই! সৌভাগ্যবশত আমি আপনাদের দুজনকে

দেখতে পেলাম। আমার আরও সৌভাগ্য যে, আপনারা

দুজনে আমার বন্ধনস্বরূপ বাহু দুটি কেটে দিলেন।

৭১৯ বিরূপং যচ্চ মে রূপং প্রাপ্তং হ্যবিনয়াদ্ যথা।

৭২০ তদ্যে শশু নরভ্যাজ তদ্বতঃ শংসতস্তব ॥ ১৯

‘হে নরশ্রেষ্ঠ! যে ঐক্যবশত আমি এই বিকৃতরূপ

প্রাপ্ত হয়েছি, তা’ আমি আপনার কাছে যথার্থ বলছি,

শ্রবণ করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

## একসপ্ততিতম সর্গ (৭১)

কবচ কর্তৃক আবৃতশঙ্করূপন এবং নিম্নশরীর দক্ষ হলে সীতাস্থলপে  
সহায়তাদানে শ্রীরামের প্রতি তার আশ্বাসদান

পুরা রাম মহাবাহো মহাবলপরাক্রমম্।  
রূপমাসীদমাসিত্যং ত্রিশ লোকেশু বিশ্রুতম্॥ ১  
কবচ বলতঃ লাগল 'হে মহাবীৰ নামচন্দ্র ! পূর্বে  
আমার আশ্বিনায় কাশ এবং মহান বল ও পুরুষকাল  
ত্রিভুবনে বিখ্যাত ছিল।

যথা সূর্যসা সোমস্য শক্রস্য চ যথা বপুঃ।  
সোহহং রূপমিদং কৃৎস্না লোকবিত্রাসনঃ মহতঃ॥ ২  
যদীন্ বনগতান্ রাম ত্রাসাম্যামি তত্তত্ততঃ।

'রাম ! আমি সূর্য, চন্দ্র এবং ইন্দ্রের মতো সুন্দর ও  
বলবান ছিলাম। কিন্তু দুর্বুদ্ধিবশত ভয়ঙ্কর রাক্ষস রূপ ধারণ  
করে ত্রিলোকবাসীদের এবং বনবাসী ঋষিদের মনে  
ত্রাসেব সঞ্চার কবতাম।

ততঃ কুলশিরা নাম মহর্ষিঃ কোপিতো ময়া॥ ৩  
স চিহ্নং বিবিধং বনাং রূপেণানেন ধর্ষিতঃ।  
তেনাহমুক্তঃ প্রেক্ষ্যাবং দোরশাপাতিধামিনা॥ ৪

'একদিন কুলশিরা নামে এক মহর্ষি যখন নানা বন্য  
ফলমূলাদি চ্যবন করছিলেন, সেই সময় আমি এই  
রাক্ষসরূপ ধারণ করে তাঁকে ভয় দেখিয়ে অবমাননা করায়  
তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে দারুণ অভিশাপ দিয়ে বললেন—  
এতদেবং নৃশংসং তে রূপমস্ত্র বিগর্হিতম্।

স ময়া যাচিতঃ ক্রুদ্ধঃ শাপস্যাস্তো ভবেদিতি॥ ৫  
অভিশাপকৃতসোতি তেনেদং ভাষিতং বচঃ।

"তোমার এইরকম নিন্দনীয় ভয়ঙ্কর রূপই  
হোক"। তখন সেই ক্রুদ্ধ মহর্ষির কাছে আমি প্রার্থনা  
করলাম—'ভগবন্ ! তিরস্কার জনিত এই শাপের অন্ত  
(শেষ) হবে কি করে ?' তখন তিনি এই কথা বললেন—  
যদা হিহা ভূজৌ রামস্তাং দহেদ্ নিজনে বনে॥ ৬  
তদা হুং প্রাণ্যাসে রূপং স্বমেব বিপুলং শুভম্।

প্রিয়া বিরাজিতং পুত্রং দনোত্তমং বিদ্ধি লক্ষণ॥ ৭

"যখন রামচন্দ্র তোমার বাহুদ্বয়া ছেদন করে  
তোমাকে জনহীন অরণ্যে দাহ করবেন, তখনই তুমি  
নিজের কল্যাণময় মহৎরূপ ফিরে পাবে।" লক্ষণ !  
আপনি আমাকে দনুতনয় বলে জেনে রাখুন। পূর্বে আমি

দেখতে পুণ্ড্র সুন্দর ছিলাম।

ইন্দ্রকোণামিতং রূপং প্রাপ্তমেবং রশ্মিরে।  
অহং হি তপসোশ্রেণ পিতামহমাতোবরম্॥ ৮  
দীর্ঘমায়ুঃ স মে প্রাণাৎ ততো মাং নিভ্রমোহম্মশুৎ।  
দীর্ঘমায়ুর্যমা প্রাপ্তং কিং মাং শক্রঃ করিষ্যতি॥ ৯

'যুদ্ধক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের কোপে আমি এই বিকৃত  
রূপ প্রাপ্ত হয়েছি। কারণ, পূর্বে আমি কঠোর তপস্যার বজ্র  
পিতামহ ব্রহ্মাকে সম্ভট করায়, তিনি আনাকে দীর্ঘ আয়ুস  
করেছিলেন ; তখন আমার চিন্তাবিক্ষেপ হল— আমি কি  
আয়ু পেয়েছি, অতএব ইন্দ্র আমার কী করবে ?

ইতোবং বুদ্ধিমাহায় রশে শক্রমধ্বয়ম্।  
তসা বাহুপ্রযুক্তেন বজ্রেণ শতপর্বণা॥ ১০  
সক্থিনী চ শিরশ্চিব শরীরে সম্ভবেশিতম্।

'এইরকম চিন্তা করে আমি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে  
আক্রমণ করে পীড়া দিয়েছিলাম, তখন ইন্দ্র বাহুভূত শত  
গ্রহি বা বজ্রের আঘাতে আমার উরুদ্বয় এবং মস্তক বেগে  
মধ্যে প্রবেশ করিয়ে (চুকিয়ে) দিয়েছিলেন।

স ময়া যাচ্যমানঃ সন্ নানয়দ্ স্বমঙ্গলম্॥ ১১  
পিতামহবচঃ সত্যং তদস্তিতি মমাত্রবীৎ।

'আমি প্রার্থনা করলেও, তিনি আমাকে হত্যা  
করলেন না, পরন্তু আমাকে বললেন— "পিতামহ ব্রহ্মার  
বাক্যই সত্য হোক"।

অনাহারঃ কথং শক্নো ভগ্নসকৃবিশিরোমুখঃ॥ ১২  
বজ্রেণাভিহতঃ কালং সুদীর্ঘমপি জীবিতুম্।

'তখন আমি বললাম, "দেবরাজ, বজ্রাঘাতে  
আমার উরুদেশ, মস্তক এবং মুখ ভগ্ন হওয়ায় আমি  
অনাহারে সুদীর্ঘকাল কীভাবে জীবিত থাকব ?"

স এবমুক্তঃ শক্নো মে বাহু যোজনদ্বয়তৌ॥ ১৩  
তদা চাসাং চ মে কুক্ষৌ তীক্ষ্ণদণ্ডমকরম্।

'দেবরাজ ইন্দ্রকে এই কথা বললে, তিনি আমার  
যোজন বিস্তৃত বাহুদ্বয় এবং উদর মধ্যে তীক্ষ্ণদণ্ড মুখ  
করে দিলেন।

সোহহং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং সংকিপ্যামিন্ বনেচরান্। ১৪



নিঃস্বপ্নমুগ্ধবান্ ভঙ্কয়ামি সমস্ততঃ।

‘আমি এই অবশ্যে চারিদিক থেকে বনচর চিতাবাঘ, গিঁহ, হরিণ ও ব্যাঘ্রদের আমার দীর্ঘ বাহুদ্বারা আকর্ষণ করে তরুণ করি।

স তু মামব্রবীদিদ্রো যদা রামঃ সলক্ষণঃ॥ ১৫  
হেসোন্তে সমরে বাহু তদা স্বর্গং গমিষ্যসি।

‘হৃদ্রদেব! কিন্তু আমায় বলেছিলেন—“যখন গ্রীষ্মচন্দ্র লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে তোমার বাহুদুটি ছেদন করবেন, তখনই তুমি স্বর্গে যাবে।”

জনে বশুযা তাত বনেহস্মিন্ রাজসম্ভবম্। ১৬  
যৎ যৎ পশ্যামি সর্বস্য গ্রহণং সাধু রোচয়ে।

‘বৎস, রাজশিরোমণে! তবন থেকেই এই অরণ্যে আমি যা দেখি, সেই সকলই এই দেহে গ্রহণ করা উচিত মনে করি

অবশ্যঃ গ্রহণং রামো মনোহরং সমুপৈষ্যতি। ১৭  
ইমাং বুদ্ধিং পুরঙ্কতা দেহন্যাসকৃতপ্রমঃ।

‘আমার বিশ্বাস হয়েছে, রাম অবশ্যই আসবেন এবং আমাকে গ্রহণ করবেন; এই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই দেহত্যাগের জন্য যত্নশীল ছিলাম।

স ত্বং রামোহসি ভদং তে নাহমন্যেন রাঘব। ১৮  
সক্যো হস্তং যথা তত্ত্বমেবমুক্তং মহর্ষিণা।

‘হে রঘুনন্দন! তুমিই সেই রাম! তোমার কল্যাণ হোক। মহর্ষি যথার্থই বলেছিলেন যে, আমি অন্য কারও দ্বারাই নিহত হব না।

অহং হি মতিস্যাচিধ্যং করিষ্যামি নরর্ষভ। ১৯  
মিত্রং চৈবোপদেক্ষ্যামি যুবাভ্যাং সংস্কৃতোহগ্নিনা।

‘হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনারা দুজনে আমার অগ্নিসংস্কার করলে, আমি আপনাদের বৌদ্ধিক সহায়তা করব এবং আপনাদের একজন মিত্রের সন্ধান জানাব।’

এবমুক্তস্ত ধর্মাত্মা দনুনা তেন রাঘবঃ॥ ২০  
ইদং জগাদ বচনং লক্ষ্মণস্য চ পশাতঃ।

দনু-কবছ এই কথা বললে, ধর্মাত্মা রঘুনন্দন রাম লক্ষণের সামনেই দনু কবছকে বললেন—

রাঘবেন হতা ভার্যা সীতা মম যশস্বিনী॥ ২১  
নিজোহস্য জনহ্যনাৎ সহ স্নাত্বা যথাসুখম্।

নামমাত্রং তু জানামি ন রূপং তস্য রক্ষসঃ॥ ২২  
‘আমি তাই লক্ষ্মণ-এর সঙ্গে জনহান থেকে বাইরে গেলে, আমার যশোমতী স্ত্রী সীতাকে রাবণ অনায়াসে হরণ

করে নিয়ে যায়। সেই রাক্ষসের নামমাত্র জানি, কিন্তু তার রূপ জানি না।

নিবাসং বা প্রভবং বা বয়ং তস্য ন বিদ্যহে।  
শোকাত্তানামনাথানামেবং বিপরিস্রবতাম্॥ ২৩

কারুণ্যং সদৃশং কর্তৃমুপকারেণ বর্ততাম্।  
‘আমরা রাবণের নিবাস এবং প্রভাব সম্বন্ধে কিছুই জানি না; এইভাবে অন্ধের মতো বিপরীত দিকে (এদিক ওদিক) ধাবমান শোকাত্ত অসহায় আমাদের প্রতি করুণা পরায়ণ হয়ে তুমি উপকার করো।

কাষ্ঠান্যানীয ভগ্নানি কালে শুষ্কানি কুঞ্জরৈঃ। ২৪  
ধক্ষ্যামস্তাং বয়ং বীর শূদ্রে মহতি কল্লিতে।

‘হে বীর! হস্তিগণ কর্তৃক ভগ্ন এবং যথাকালে শুষ্ক কাষ্ঠগুলি নিয়ে এসে বিরাট গর্ত তৈরি করে আমরা তোমায় দাহ করব।

স ত্বং সীতাং সমাচক্ষু যেন বা যত্র বা হতা॥ ২৫  
কুরু কল্যাণমতর্থং যদি জানাসি তত্ত্বতঃ।

‘যে সীতাকে হরণ করেছে বা যেখানে রেখেছে, যদি তুমি ঠিকঠিক জান, তাহলে সেই সীতার সম্বন্ধে বলে আমাদের পবন কল্যাণসাধন করো।’

এবমুক্তস্ত রামেশ বাকাং দনুরনুভবম্॥ ২৬  
প্রোবাচ কুশলো বক্তা বক্তারমপি রাঘবম্।

রামচন্দ্র এই কথা বললে, দক্ষবক্তা দনু-কবছ রঘুনন্দন রামকে এই অভূতম কথা বলল—

দিবামস্তি ন মে জ্ঞানং নাভিজ্ঞানামি মৈথিলীম্॥ ২৭  
যস্তাং বক্ষ্যতি তং বক্ষ্যে দক্ষঃ স্বং রূপমাহ্বিতং।

যোহভিজ্ঞানতি তদ্রক্ষত্বং বক্ষ্যে রাম তৎপরম্॥ ২৮  
‘রাম! এখন আমার পূর্বের দিব্যজ্ঞান (স্মৃতি) নেই, তাই মিথিলেশনন্দিনীর বিষয় জানি না, অগ্নিদগ্ধ হয়ে স্বরূপে স্থিত হলে পূর্ব স্মৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারবে, তার কথা জানাব এবং যে সেই রাক্ষসকে জানে সাগ্রহে তার সম্বন্ধেও বলব।

অদক্ষস্য হি বিজ্ঞাতুং শক্তিরস্তি ন মে প্রভো।  
রাক্ষসং তু মহাবীর্যং সীতা যেন হতা তব॥ ২৯

‘প্রভো! দক্ষ না হওয়া পর্যন্ত, আপনার সীতাকে যে হরণ করেছে সেই মহাবীর রাক্ষস সম্বন্ধে জানার ক্ষমতা আমার হবে না।

বিজ্ঞানং হি মহদ্ অয়ং শাপদোষণে রাঘব।  
স্বকৃতেন ময়া প্রাপ্তং রূপং লোকবিগর্হিতম্॥ ৩০



'হে রঘুনন্দন ! অভিশাপের ফলেই আমার মহাজ্ঞান নষ্ট হয়েছে ; আমার কর্মদোষেই আমি এই লোকনিপতি রূপ প্রাপ্ত হয়েছি।

কিং তু যাবন্ন যাত্যন্তঃ সবিতা প্রাপ্তবাহনঃ।

তাবধ্যামবটে ক্ষিপ্তা দহ রাম যথাবিধি॥ ৩১

'হে রামচন্দ্র ! যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের বাহনেবা শাস্ত না হচ্ছে এবং সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন, তার মধ্যে (সূর্যাস্তের পূর্বেই) আমাকে (চিতার) গর্ভে নিক্ষেপ হবে যথাবিধি (শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে) দাহসংস্কার সম্পন্ন করুন।

দক্ষদ্বয়ামবটে ন্যায়েন রঘুনন্দন।

বক্ষ্যামি তং মহাবীর যন্তঃ বেৎসতি রাক্ষসম্॥ ৩২

'হে মহাবীর রঘুনন্দন ! আপনার হাতে (চিতা) গর্ভে

আমার দেহ বিধিপূর্বক দগ্ধ হলে, যে সেই কাকস্বরে করে তার পরিচয় আপনাকে জানাতে পারব।

তেন সখ্যং চ কর্তব্যং ন্যায়বৃত্তেন জবঃ।

করমিধাতি তে বীর সাহায্যঃ লঘুবিজ্ঞম্॥ ৩৩

'সহজেই দ্রুত পরাক্রম প্রকাশে সম্মত যে বি বাচব । যিনি আপনাকে সীতাস্থেয়ন বাচবে সহজে করবেন, সেই ন্যায়োচিত আচরণকরী সহজের দ্রুত আপনাকে মিত্রতা করতে হবে।

নহি তস্যাক্ষবিজ্ঞাতঃ ত্রিষু লোকেষু জবঃ।

সর্বান্ পরিবৃত্তো লোকান্ পুরা বৈ করণ্যম্॥ ৩৪

'হে রঘুনন্দন ! ত্রিভুবনে তাঁর অপরাজিত বিদ্যুৎ নেই। পূর্বে তিনি অন্য (কোনও) কারণে সকল লোক (ত্রিভুবন) পরিভ্রমণ করেছেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গঃ ॥ ৭১।

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

## দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (৭২)

রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক চিতাগর্ভে কবন্ধের দেহের দাহকার্যহেতু কবন্ধের দিবাকরূপ লাভ এবং সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা বিধানের জন্য কবন্ধ কর্তৃক শ্রীরামকে পরামর্শ দান

এবমুস্তৌ তু তৌ বীরৌ কবন্ধেন নরেশ্বরৌ।

গিরিপ্রদরমাসাদ্য পাবকং বিসসর্জতুঃ॥ ১

কবন্ধ এই কথা বললে, বীর নরশ্রেষ্ঠদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ এক গিরি-গহ্বরের কাছে এসে কবন্ধের দেহ অগ্নিতে উৎসর্গ করলেন।

লক্ষ্মণস্ত মহোজ্জ্বলিতাভিঃ সমমুতঃ।

চিতামাদীপয়ামাস সা প্রজ্জ্বাল সর্বতঃ॥ ২

লক্ষ্মণ প্রজ্বলিত মশাল সমূহ দ্বারা চিতাকে চতুর্দিক থেকে জ্বালিয়ে দিলেন ; চিতা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল।

তচ্ছরীরং কবন্ধস্য ঘৃতপিণ্ডোপমং মহৎ।

মেদসা পচ্যমানস্য মন্দং দহত পাবকঃ॥ ৩

চর্বিদ্বারা পরিপুষ্ট কবন্ধের সেই বিরাট শরীরকে অগ্নি ঘৃতপিণ্ডের মতো ধীরে ধীরে দগ্ধ করতে লাগল।

সবিশ্বয় চিতামাণ্ডে বিশ্বমোহিতিরিবেষিভ্যঃ।

অরজে বাসসী বিশ্বম্ভালাং দিব্যং মহাবল্যঃ॥ ৪

মহাবলবান কবন্ধ চিতাকে প্রকম্পিত করে ধূম্রী অগ্নির ন্যায় ধূলিহীন বসন পরিহিত হয়ে এবং কপী বসন ধারণ করে দ্রুত উঠে দাঁড়াল।

ততশ্চিতায়া বেগেন ভাষরৌ বিব্রাক্ষতঃ।

উৎপশাতাণ্ড সংকটঃ সবপ্রভাক্ষুণ্ডম্॥ ৫

বিমানে ভাষরে তিষ্ঠন্ হংসযুক্তে কবন্ধঃ।

প্রভয়া চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজতঃ॥ ৬

সোহঙ্করিকগতো বাকাঃ কবন্ধো রামমুখী।

তখন সকল অঙ্গে অলঙ্কার ও গুহ্যবসন পরিহিত

উজ্জ্বল মূর্তি সেই কবন্ধ প্রকটমনে দ্রুত চিতা থেকে উঠে

দাঁড়াল এবং হংসযুক্ত কবন্ধের উজ্জ্বল বিমানে

হয়ে সেই মহাতেজস্বী স্বীয় প্রভাষ দশমিক আলোকিত করে  
কৃত্তিক থেকে শ্রীরামচন্দ্রকে বলল—

পুত্র রাঘব তব্ধেন যথা সীতামবজাসি । ৭  
রাম বহু যুক্তযো লোকে যান্তিঃ সর্বং বিম্শাতে  
পরিমৃষ্টো দশান্তেন দশাভাগেন সেবান্তে । ৮

‘হে বধুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ! যেভাবে সীতাকে ফিরে  
পাবেন, তা যথামত শ্রবণ করুন ; পৃথিবীতে যার দ্বারা মানুষ  
সবকিছু বিচার করে, সেগুলি হল— ছয়টি যুক্তি বা উপায়  
দুর্শা দ্বারা বিমর্দিত ব্যক্তি দুর্দশাপ্রস্তু ব্যক্তি দ্বারাই সেবা  
প্রাপ্ত হয় (দুর্দশাপ্রস্তু ব্যক্তিকে দুর্দশাপ্রস্তু ব্যক্তিই সাহায্য  
করে)। (ছয়টি উপায় যথা সন্ধি, বিগ্রহ, যান (অভিযান),  
দ্রোণ (ভয়েচ্ছু ব্যক্তির ও শত্রুর পরস্পর সময়ে প্রতিদ্বন্দ্ব  
জ্ঞান), দ্বৈবীভাব (প্রবল শত্রুর প্রতি মৌখিক  
আত্মসমর্পণ) ও সমাপ্রায় (আশ্রয়)।

দশাভাগগতো হীনস্তং হি রাম সলক্ষণঃ ।  
যৎকৃতে ব্যসনঃ প্রাপ্তং ত্বয়া দারপ্রবর্ষণম্ ॥ ৯

‘রাম ! লক্ষণসহ আপনি মন্দভাগ্য ; যার জন্য  
আপনি পত্নীর অপহরণ হেতু বিপদগ্রস্ত হয়েছেন  
তমবশ্যং ত্বয়া কার্যঃ স সুহৃৎ সুহৃদাং বর  
অকৃত্বা নহি তে সিদ্ধিমহং পশ্যামি চিত্ত্বন ॥ ১০

‘তাই হে বন্ধুশ্রেষ্ঠ ! আমি চিন্তা করে দেখলাম,  
আপনাকে অবশ্যই একজন বন্ধু করতে হবে ; বন্ধু না  
করলে আপনার কার্যসিদ্ধি হবে না।

ক্রয়ভং রাম বক্ষ্যামি সুগ্রীবো নাম বানরঃ ।  
ভ্রাতা নিরন্তঃ ক্রুদ্ধেন বালিনা শক্রসূনুনা ॥ ১১

‘রাম ! আমি বলছি, শুনুন সুগ্রীব নামে একজন  
বানর আছেন, যিনি ক্রুদ্ধ ভ্রাতা (দাদা) ইন্দ্রপুত্র বালি কর্তৃক  
রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।

ঋষামূকে গিরিবরে পম্পাপার্ষদশোভিতে ।  
নিবসত্যাম্বান্ বীরশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ ॥ ১২

‘পম্পা-সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত, শোভাসম্পন্ন  
গিরিশ্রেষ্ঠ ঋষামুক পর্বতে সেই মনস্কী বীর সুগ্রীব চারজন  
বানরের সঙ্গে বাস কবছেন।

বানরেন্দ্রো মহাবীর্যভ্রোজোবানমিতপ্রভঃ ।  
নভাসকো বিনীতশ্চ ভূতিমান্ মতিমান্ মহান্ ॥ ১৩

দক্ষঃ প্রগল্ভো দুর্ভিমান্ মহাবলপরাক্রমঃ ।  
ভ্রাতা বিবাসিতো বীর রাজ্যহেতোর্মহাশ্বনা ॥ ১৪

‘হে বীর শ্রীরামচন্দ্র ! সেই বানরশ্রেষ্ঠ, মহাবীর্যবান,  
ভ্রোজস্বী, অতুলনীয় কান্তিমান, সধ্যপ্রতিজ্ঞ, বিনয়ী,  
ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, কর্মপটু, নির্ভীক, দীপ্তিমান তথা  
মহাশক্তি ও পরাক্রমশালী মহান সুগ্রীব রাজ্যের কারণে স্বীয়  
মহান ভ্রাতা বালি কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছেন।

স তে সহায়ো মিত্রঃ চ সীতায়ঃ পরিমার্গণে  
ভনিয্যতি হি তে রাম মা চ শোকে মনঃ কথ্যঃ ॥ ১৫

‘রাম ! সীতার অনুসন্ধানে তিনিই আপনার সহায়ক  
বন্ধু হবেন ; অতএব আপনি মনে কোনও শোক করবেন  
না।

ভবিতব্যং হি তচ্চাপি ন তচ্ছকামিহান্যথা ।  
কর্তুমিচ্ছাকুশার্দূল কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ১৬

‘ইচ্ছাকুকুলভিলক রাম ! এই জগতে যা ভবিতব্য,  
তার অন্যথা করা যায় না ; কারণ দৈব দুরতিক্রমণীয়।  
গচ্ছ শীঘ্রমিতো বীর সুগ্রীবঃ তং মহাবলম্ ।

বয়সাং তং কুরু ক্ষিপ্রমিতো গত্বান্য রাঘব ॥ ১৭

‘বীর রাঘব ! এখান থেকে দ্রুত সেই মহাবলশালী  
সুগ্রীবের কাছে যান, এবং এখান থেকে গিয়ে আজই শীঘ্র  
তাকে বন্ধু করে নিন।

অদ্রোহায় সমাগম্য দীপ্যমানে বিভাবসৌ ।  
ন চ তে সোহবমন্তব্যঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ॥ ১৮

‘প্রচলিত অগ্নির নিকটে এসে পরস্পর দ্রোহ বা  
হিংসা না করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে একত্রিত হোন। সেই  
বানরবাজ সুগ্রীবকে কখনই অবজ্ঞা করবেন না।

কৃতজ্ঞঃ কামরূপী চ সহায়ার্থী চ বীর্যবান্ ।  
শকৌ হ্যদা যুবাং কর্তুং কার্যং তস্য চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৯

‘কৃতজ্ঞ, স্নেহাকপধ্যবী এবং বীর সুগ্রীব স্বকার্য  
উদ্ধারের জন্য অপরের সাহায্যপ্রার্থী, এবং আপনারা  
দুজনেই তাঁর অতিশ্রেষ্ঠ কার্য সম্পন্ন করতে সমর্থ।

কৃতার্থো বাকৃতার্থো বা তব কৃত্যং করিষ্যতি ।  
স ঋক্ষরজসঃ পুত্রঃ পম্পামটতি শঙ্কিতঃ ॥ ২০

‘তিনি ঋক্ষের ক্ষেত্রজ পুত্র ; তাঁর কাজ সম্পন্ন হোক  
বা না হোক, আপনার কাজ তিনি করবেনই। বর্তমানে  
বালীর ভয়ে ভীত হয়ে তিনি পম্পা সরোবরতীরে ভ্রমণ  
করছেন।

ভাক্সরসৌরসঃ পুত্রো বালিনা কৃতকিঞ্চিৎ ।  
সমিধায়াদুঃ ক্ষিপ্রম্বামৃকালয়ং কপি ॥ ২১



কুলে রামের সন্তান ব্রাহ্মণে জনচারিতম।

‘সুগ্ৰীব সূর্যদেবের (অক্ষয়জীব রাত্রে) জীবসমুদ্র, বাল্যে তার লাভ অলপ কবেছেন। তে রত্ননন্দন। আপনি শায়িত হয়ে সূর্যদেবের দিগে অমৃতক পর্বতনবাসী বনচারী বানর সুগ্ৰীব এর সঙ্গে সন্তান শপথ নিয়ে বৃক্ষ কলন। স হি হনামি কাহরোম সর্গাণি কলিকুলগঃ ॥ ২২ নরমাংসাশিনাং লোকে নৈশুলাদধিগচ্ছতি।

‘সেই বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্ৰীব জগতে নরমাংসভোজী ব্যাকসমের বাসস্থান সকল ভাঙোভাঙেই সম্পূর্ণ আনেন। ন ভস্যানিহিতং লোকে কিমিগচ্ছতি হি রাঘব। ২৩ যাবৎ সূর্যঃ প্রতপতি সহস্রাংশুঃ পরন্তপ।

‘হে শত্রুতাপন রমুকুলনন্দন! জগতে যতদূর পর্যন্ত সহস্রাকিরণমালী রবি আলোক বিকিরণ করেন, ততদূর পর্যন্ত সুগ্ৰীবের কিছুই অজ্ঞাত নয়।

স নদীর্ষিপুলান্ শৈলান্ গিরিদুর্গাণি কন্দরান্ ॥ ২৪ অঘিয়া বানরৈঃ সার্ধং পত্নীং তেহধিগমিষ্যতি।

‘সুগ্ৰীব বানরদের সঙ্গে নদীসকলে, বিশাল বিশাল পর্বতসকলে, দুর্গম পার্বতাহ্বান সমূহে এবং পার্বত্য

গুহ্যস্থলিতে অন্বেষণ করে আপনার পত্নীর সংবাদ দিয়ে আসবেন।

বনরাষ্ট্র মহাকায়ান্ প্রেয়সিগতি রামঃ ॥ ২৫ যিশো বিচেতুং ত্বাং সীতাং ত্বমিগোগেন শোচতীম্। অমেগতি বনরোচ্চাং মৈথিলীং রাবণালয়ে ২৬

‘হে রত্ননন্দন! আপনার বিরহে শোকাক্তর সীতার সন্ধানের জন্য বিশালকায় বানরদের চতুর্দিকে প্রেরণ করবেন; এমনকি রাবণের গৃহেও সুন্দরী সীতার অন্বেষণ করবেন।

স মেরুশৃঙ্গগ্রগভামনিহিতাং প্রথিয়া পাতালতলেহপি বাসিতাম্। প্লবঙ্গমানামুযজ্ঞব প্রিয়াং

নিহতা রক্ষাংসি পুনঃ প্রযাস্যতি ॥ ২৭ ‘মেরু-শিখরের অগ্রভাগে অথবা পাতালতলে যেখানেই রাক্ষসেরা আপনার অনিন্দ্যসুন্দরী প্রিয়া সীতাকে লুকিয়ে রাখুক, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্ৰীব রাক্ষসদের হৃদয় করে সেখান থেকেই তাঁকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দেবেন।’

ইত্যর্বেশ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে বিসপ্ততিতম সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭২ ॥

### ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (৭৩)

দিবাক্রপধারী কবন্ধ কর্তৃক শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নিকট ঋষামুক পর্বত, পম্পা সরোবর এবং মতঙ্গ মুনির বন ও আশ্রমের পরিচয় প্রদানান্তর প্রহান

দর্শয়িত্বা হু রামায় সীতায়ঃ পরিমার্গণে। বাক্যমধ্বর্মমর্থজঃ কবন্ধঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ১

বাক্যের অর্থবোঝা কবন্ধ শ্রীরামের নিকট সীতার সন্ধানের উপায় প্রদর্শন করে, পুনরায় প্রয়োজনীয় এই কথা বললেন—

এষ রাম শিবঃ পছা যত্রৈতে পুষ্টিপতা ক্রমাঃ।

প্রতীচীং দিশমাস্রিতা প্রকাশন্তে মনোরমাঃ ২

‘রাম! যেখানে এই মনোরম বৃক্ষসকল পশ্চিম দিকে আশ্রয় করে শোভা পাচ্ছে সেইটিই পম্পা সরোবরের দিকে যাওয়ার কল্যাণকর পথ।

অনুপ্রিয়ালপনসা নায়ে্যপ্রকল্পিতুয়াঃ।

অশ্বখাঃ কর্ণিকারান্ত চূতাকান্যো চ পম্পা ৩



ধন্য নাগবৃক্ষাশ্চ তিলকা নক্তমালকাঃ।  
 স্নিগ্ধাশোকাঃ কদম্বাশ্চ করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ। ৪  
 ব্রহ্মযুগ্মা অশোকাশ্চ সুরজাঃ পারিতন্ত্রকাঃ।  
 তানাক্ষাখ্যাবা ভূমৌ পাতয়িত্বা চ তান্ বলাৎ। ৫  
 কলানামৃতকলানি ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যথঃ।

‘সেই বৃক্ষগুলি হল - জাম, পিয়াল, কাঁঠাল, বাট, বঁকিট, গাব, অশ্বখ, কর্ণিকার, আম, ধনন, নাগকেশর, তিল, নক্তমাল (করজ), নীল অশোক, লাল অশোক, কুম্ব, প্রস্ফুটিত পুষ্পযুক্ত করবী, লাল চন্দন, দেবদারু। এছাড়া আরও অন্যান্য ফলবান ও পুষ্পবান বৃক্ষসকল গায়ে দেবতে পাবেন। সেই সকল বৃক্ষে আরোহণ করে অথবা গায়েব জোরে সেগুলির শাখা ভূপাতিত করে তাদের অমৃততুল্য ফল খেতে খেতে আপনারা দুজন পথে অগ্রসর হবেন।

ভবিত্রম্য কাকুৎস্থ বনং পুষ্পিতপাদপম্। ৬  
 নন্দপ্রতিমং ত্বান্যৎ কুরবত্বত্তরা ইব,  
 সর্বকালফলা যত্র পাদপা মধুরপ্রবাঃ। ৭  
 সর্বে চ ঋতবত্তত্র বনে চৈত্ররথে যথা  
 ফলভরনতাত্তত্র মহাবিটপধারিণঃ। ৮  
 শোভন্তে সর্বতত্তত্র মেঘপর্বতসন্নিভাঃ।  
 তানাক্ষাখ্যাবা ভূমৌ পাতয়িত্বাখবা সুখম্। ৯  
 কলানামৃতকলানি লক্ষ্মণন্তে প্রদাসাতি।

‘হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! পুষ্পিত বৃক্ষ পরিপূর্ণ অরণ্য অতিক্রম করে, নন্দনকানন তথা উত্তর কুরুদেশের মতোই সকল ঋতুতে মধুস্রাবী ফল সমাকুল বৃক্ষশোভিত অন্য একটি অরণ্য পাবেন ; চৈত্ররথ বনের মতোই সেখানে সকল ঋতুই একসঙ্গে বিরাজমান, সেখানে সর্বত্রই ফলভরনত এবং পর্বতসদৃশ বিরাট বিরাট বৃক্ষসকল শোভা পাচ্ছে। তাই লক্ষ্মণ সেই বৃক্ষে আরোহণ করে অথবা অন্যরাসে সেগুলি ভূতলে পাতিত করে অমৃততুল্য ফলসকল আপনাকে পেড়ে দেবেন।

সমস্তৌবরান্শৈলান্শৈলাচ্ছৈলং বনাদ্ বনম্। ১০  
 তত্রঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিষ্যথঃ।  
 ভ্রমরকরমবিশ্রংশাং সমতীর্থানশৈবলাম্। ১১  
 রাম সজ্জাতবালুকাং কমলোৎপলশোভিতাম্।

‘হে বীর ভ্রাতৃদয় ! বড় বড় পর্বত, পর্বতের পর পর্বত, অবগের পর অরণ্য অতিক্রম করে আপনারা দুজন পম্পা নামক সরোবর তীরে উপস্থিত হবেন। হে রাম ! সেই সরোবরে অবতরণের ঘটগুলি সব সমান, কাঁকরশূন্য, অপচিহ্ন, শৈবালহীন, বালুকাময় তলভাগ এবং প্রস্ফুটিত কমল ও উৎপল দ্বারা সুশোভিত।

তত্র হংসাঃ শ্রব্যাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কুরন্যটৈশ্চ রাঘব। ১২  
 বহুমুখরা নিকৃজন্তি পম্পাসলিলগোচরাঃ।

নোষিজন্তে নরান্ দৃষ্টা বধস্যাকোবিদাঃ শুভাঃ। ১৩

‘হে রঘুনন্দন ! সেই পম্পা সরোবরের জলে আশ্রয়প্রাপ্ত মধুর কৃজনরত সুন্দর সুন্দর হংস, কারণ্ডব পক্ষিগণ, ক্রৌঞ্চ এবং কুরর পক্ষীরা কলরব করছে। (তাদের কেউ হত্যা করে না বলে) হত্যা বিষয়ে অজ্ঞ (অনুভবহীন) এই বিহগকুল মানুষ দেখেও উদ্ভিন্ন হয় না। ঘৃতপিণ্ডোপমান হুলাস্তান্ দ্বিজান্ ভক্ষয়িষ্যথঃ।

রোহিতান্ বক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব। ১৪

পম্পায়ামিষুতির্মৎস্যাস্তত্র রাম বরান্ হতান্।

নিবৃত্তকপক্ষানয়ন্তস্তানকৃশানৈককণ্টকান্ ১৫

তব তন্ত্রা সমায়ুক্তো লক্ষ্মণঃ সম্প্রদাসাতি।

‘হে রঘুনন্দন ! সেই পম্পা সরোবরের তীরে বাণ দ্বারা খোসা ছাড়িয়ে ঘৃতপিণ্ডের ন্যায় এবং লৌহ শলাকায় গ্রথিত ও তপ্ত করে (সেঁকে) অশুদ্ধ ও কণ্টকহীন অবস্থায় খাদ্য পদার্থ আপনাকে (লক্ষ্মণকে) ভক্ষণহেতু ভক্তি সহকারে পরিবেশন করবেন ; হে রাম ! আপনারা দুজনে সেই বস্তুগুলিকে হুলদেহ সুন্দর সেই পক্ষীদিগকে এবং কঁইমাছ, বক্রতুণ্ড, নীলমণি আদি মৎস্যকুলকে বাইয়ে আনন্দ উপভোগ করবেন।

ভৃশং তান্ খাদতো মৎস্যান্ পম্পায়াঃ পুষ্পসংচয়ে। ১৬

পদ্মগন্ধি শিবাং বারি সুখশীতমনাময়ম্।

উদ্ভূতা স তদাক্রিষ্টং রূপ্যম্ফটিকসন্নিভম্। ১৭

অথ পুষ্করপর্ণেন লক্ষ্মণঃ পায়য়িষ্যতি।

‘এইভাবে পুষ্পসমৃদ্ধ পম্পাতীরে বসে মৎস্যকুল সান্নিধ্যে উপভোগান্তে লক্ষ্মণ পদ্মের গন্ধযুক্ত কল্যাণকর সুশীতল রোগ নিবারক ও ক্রেশ নিবারক স্ফটিক স্বচ্ছ জল পদ্মপত্র করে তুলে এনে আপনাকে পান করাবেন।

স্থলান্ গিরিগুহাশয়ান্ বানরান্ বনচারিণঃ। ১৮  
সায়াক্ষে বিচরন্ রাম দর্শয়িষ্যতি লক্ষ্মণঃ।

‘রাম ! সায়ংকালে আপনার সঙ্গে বিচরণকালে  
লক্ষ্মণ পর্বতগুহাবাসী অরণ্যচারী স্থলকায় বানরদের দর্শন  
করাবেন।

অপাং লোভাদুপাবৃত্তান্ বৃষজনিব নর্দতঃ॥ ১৯  
স্থলান্ পীতাংশ্চ পম্পায়াং দ্রক্ষ্যসি ত্বং নরোত্তম।

‘হে নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্র ! জলপানের লোভে  
পম্পাভীরে আগত, বৃষের ন্যায় গর্জনকারী স্থলকায়  
পীতবর্ণের বানরদের আপনি দেখতে পাবেন  
সায়াক্ষে বিচরন্ রাম বিটনী মালাধারিণঃ॥ ২০  
শিবোদকং চ পম্পায়াং দৃষ্টা শোকং বিহাস্যসি।

‘শ্রীরাম ! সায়ংকালে ভ্রমণ করতে করতে পুষ্প  
সমাবৃত্ত বৃক্ষসকল এবং পম্পার স্বচ্ছ শীতল জল দেখে  
আপনি সব শোক ভুলে যাবেন।

সুমনোভিস্টিতান্ত্র তিলকা নক্তমালকাঃ॥ ২১  
উৎপলানি চ ফুল্লানি পঙ্কজানি চ রাঘব

‘রঘুনন্দন ! সেই পম্পা তীরবর্তী স্থানে পুষ্প  
সমাবৃত্ত তিল এবং নক্তমাল (করমচা) বৃক্ষসকল এবং  
(সরোবরে) প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম ও শ্বেতপদ্মসকল পরিব্যাপ্ত  
হয়ে আছে।

ন তানি কচ্ছিন্নাণ্যানি তত্রারোণয়িতা নরঃ॥ ২২  
ন চ বৈ হ্রানতাং যান্তি ন চ শীর্ষন্তি রাঘব।

‘হে রঘুনন্দন ! কেউই সেই পুষ্পমালাগুলি গলায়  
ধারণ করে না ; সেগুলি হ্রানও হয় না বা শুষ্কও হয় না।  
মতঙ্গশিষ্যাত্ত্রাসমৃষয়ঃ সুসমাহিতঃ॥ ২৩

তেষাং ভারাভিতপ্তানাং বন্যমাহরতাং গুরোঃ  
যে প্রপেতুমহীং তূর্ণং শরীরাত্বেদবিন্দবঃ॥ ২৪  
তানি মালায়ানি জাতানি মুনীনাং তপসা তদা।

বেদবিন্দুসমুৎথানি ন বিনশ্যন্তি রাঘব॥ ২৫

‘সেই পম্পাভীরস্থ অরণ্যে মতঙ্গমুনির শিষ্য ঋষিগণ  
একাগ্র ও শান্তসমাহিত চিত্তে অবস্থান করতেন। গুরুর জন্য  
বন্য ফলমূল আহরণ করার সময় পরিশ্রম হেতু তাঁদের  
উত্তপ্ত শরীর থেকে নির্গত ঘর্মবিন্দুসকল দ্রুত পৃথ্বীতলে  
পতিত হয়ে সেই মুনিদেরই তপসাপ্রভাবে পুষ্পমালায়

পরিণত হয়েছিল। হে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ! মুনিদের  
বেদবিন্দুজাত সেই মালাগুলি বিনষ্ট হয়নি।

তেষাং গতানামদ্যপি দৃশ্যতে পরিচািরিণী।  
শ্রমণী শবরী নাম কাকুৎস্থ চিরজীবিনী॥ ২৬  
ত্বাং তু ধর্ম্যে হিতা নিতাঃ সর্বভূতনামৃতম্।  
দৃষ্টা দেবোপমং রাম স্বর্গলোকং গমিষ্যতি॥ ২৭

‘কাকুৎস্থকুলনন্দন, হে রাম ! তাঁরা (বতঙ্গবৃন্দ  
শিষ্য মুনি ঋষিগণ) স্বর্গত হয়েছেন, কিন্তু আত্ম ও নির  
ধর্মপরায়াণা পূর্ব ঋষিদের পরিচারিকা চিরজীবিনী ভগ্ন  
শবরী জীবিতা আছেন, যিনি সকলের প্রণাম সৎকৃত  
আপনাকে দর্শন করে স্বর্গলোকে চলে যাবেন।

ততস্তত্রাম পম্পায়াস্তীরমাশ্রিত্য পশ্চিম্।  
আশ্রমস্থানমতুলং গুহাং কাকুৎস্থ পশ্যসি॥ ২৮

‘কাকুৎস্থকুলভূষণ হে রাম ! অতঃপর পম্পা  
পশ্চিমতট বরাবর গুপ্তস্থানে একটা অনুপম স্থান  
দেখবেন।

ন তত্রাক্রমিতুং নাগাঃ শকুবন্তি তদাশ্রমে।  
ঋষেস্তস্য মতঙ্গস্য বিধানাৎ তচ্চ কননম্॥ ২৯

‘মতঙ্গঋষির প্রভাবে সেই আশ্রম এবং কনকবৃক্ষ  
হাতিরাও আক্রমণ করতে সমর্থ হয় না।

মতঙ্গবনমিতোষ বিস্তৃতং রঘুনন্দন।  
তস্মিন্ নন্দনসংকাশে দেবারণ্যোপমে বনে॥ ৩০  
নানাবিহগসংকীর্ণে রংসাসে রাম নির্বৃত্তঃ।

‘রঘুনন্দন হে রাম ! সেই অরণ্য ‘মতঙ্গবন’ নামে  
বিখ্যাত। নানাবিধ পক্ষিসমাকীর্ণ নন্দনকনন সদৃশ  
দেবারণ্যতুল্য সেই বনে আপনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহ  
সানন্দে বিচরণ করবেন।

ঋষ্যমুকুন্ড পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্টিপত্রম্॥ ৩১  
সুদুঃখারোহণশ্চৈব শিশুনাপ্তভিরিক্তি।

উদারো ব্রহ্মণা চৈব পূর্বকালেহতিনির্মিতাঃ॥ ৩২

‘পম্পা সরোবরের সামনেই, পুরাকালে ব্রহ্ম  
তৈরী, পুষ্পিত বৃক্ষসমাকুল, দূরারোহ ঋষ্যমুকু নামে এক  
বিরাট পর্বত বর্তমান, শিশু হস্তীরা যাকে রক্ষা করে।  
শয়ানঃ পুরুষো রাম তস্য শৈলস্য মূর্ধনি।  
যৎ স্বপ্নং লভতে বিস্তং তৎ প্রবুদ্ধোহবিশিষ্টঃ॥ ৩৩



বহুলাং বিষমচারঃ পাশকর্ম্মধিরোহতি।

৩৫৪ প্রহরন্তেনং সুপ্তমাদায় রাক্ষসাঃ। ৩৪

‘হে শ্রীবাম ! সেই পর্বতশিখরে শয়ন করে কোনও  
হস্তি যুগ্মে যে সম্পদ লাভ করে, জাগরিত হয়ে তাই-ই  
দায় : কিন্তু যে বিকটচরী পানী সেখানে আহরণ করে  
ব্রহ্মা যার, রাক্ষসেরা তাকে ধরে সেখানেই প্রহার করে।  
ক্রোধে শিশুনাগানামাক্রন্দঃ শ্রয়তে মহান্।

ক্রীড়াং রাম পম্পায়াং মতঙ্গপ্রমবাসিনাম্॥ ৩৫

‘শ্রীবাম ! পম্পা সরোবরে ক্রীড়ারত মতঙ্গপ্রমবাসী  
হস্তিবাকদের তুমুল চিংকার ধ্বনি সেখানেও শোনা যায়।  
সকল রুধিরধারাভিঃ সংহতা পরমধিপাঃ।

প্রচরন্তি পৃথক্কীর্ণা মেঘবর্ণজরস্বিনঃ॥ ৩৬

তে তত্র পীত্বা পানীয়ং বিমলং চারু শোভনম্।

অতঃসুখসংস্পর্শং সর্বগন্ধসমমিতম্॥ ৩৭

নির্বৃত্তাঃ সংবিগাহন্তে বনানি বনগোচরাঃ।

‘রক্তবর্ণ মদবারিধারায় সিদ্ধ গণ্ডস্থল, মেঘের মতো  
কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট দ্রুতগতিসম্পন্ন বড় বড় হাতিরা একসাথে  
অথবা পৃথক্ পৃথকভাবে বিচরণ করে। তারা সেই  
সরোবরের নির্মল, মনোরম, সুবাসিত পানীয় পান করে  
এবং অতীব সুখস্পর্শী সেই জলে অবগাহন স্নানান্তে  
সম্মুখস্থ অরণ্যে প্রবেশ করে।

ঋকংষ্ট দীপিনশ্চৈব নীলকোমলকপ্রভান্॥ ৩৮

রক্তানপেতানজয়ান্ দৃষ্টা শোকং প্রহাস্যসি।

‘আপনি তল্লুক, নীলপ্রভাবিশিষ্ট কোমল দেহ  
চিত্রাঘদিগকে এবং পলায়নপর অজের রক্ত নামক  
যুগসকল দেখে শোক ভুলে যাবেন।

রাম তস্য তু শৈলস্যা মহতী শোভতে গুহা॥ ৩৯

শিলাপিধানা কাকুৎস্থ দুঃখং চাস্যাঃ প্রবেশনম্।

‘কাকুৎস্থ রাম ! সেই পর্বতে সাচ্ছাদন দুঃপ্রবেশ এক  
বিরাট গুহা শোভা পাচ্ছে।

তস্যা গুহারঃ প্রাগ্গ্বারে মহান্ শীতোদকো হ্রদঃ॥ ৪০

বহুমূলফলো রম্যো নানানগসমাকুলঃ।

‘সেই গুহার পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে  
রমণীয় ফলমূল সমৃদ্ধিত নানাবৃক্ষসমাক্ষাদিত এবং শীতল  
বারি পরিপূর্ণ বিশাল এক হ্রদ বর্তমান।

তস্যাং বসতি ধর্ম্মাত্মা সুগ্ৰীবঃ সহ বানরৈঃ। ৪১

কদাচিচ্ছিখরে তস্য পর্বতস্যাপি তিষ্ঠতি।

‘ধর্ম্মাত্মা সুগ্ৰীব, বানরগণসহ সেখানে বাস করেন,  
কখন-কখনও সেই পর্বতের শিখরদেশেও বাস করেন।’

কবক্ষত্বনুশাসৈবং তাবুতৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪২

শ্রী দাক্ষরবর্ণাভঃ খে বারোচত বীৰ্যবান্।

ব্রাহ্মণ্য রাম লক্ষ্মণকে এইরকম অনুশাসন বা  
নির্দেশ দিয়ে বীৰ্যবান, সূর্যের মতো উজ্জ্বল বর্ণময় ও  
মালাবান কবক্ষ আকাশে শোভা পাচ্ছিল।

তং তু খহং মহাতাগং তাবুতৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪৩

প্রস্থিতৌ ত্বং ব্রজস্বেতি বাকামৃচতুরন্তিকে।

প্রস্থানকালে উভয় ভ্রাতা আকাশস্থ সেই মহাভাগের  
(দয়াদি অষ্টগুণযুক্ত মহাপুরুষের) নিকটে গিয়ে বললেন,  
‘তুমি এখন পরমধারে গমন করো।’

গমাতাং কার্ধসিদ্ধ্যর্থমিতি তাব্রবীৎ স চ॥ ৪৪

সুগ্ৰীতৌ তাবনুজ্ঞাপ্য কবক্ষঃ প্রস্থিতস্তদা॥ ৪৫

তখন কবক্ষ তাঁদের দুজনকে বলল—‘আপনারা দুজন  
কার্ধসিদ্ধির জন্য গমন করুন।’ অতঃপর পরম প্রীত তাঁদের  
দুজনের অনুমতি নিয়ে কবক্ষ প্রস্থান করল।

স তৎ কবক্ষঃ প্রতিপদ্য রূপং

বৃত্তঃ শ্রিয়া ভায়রসর্বদেহঃ।

নিদর্শয়ন্ রামমবেক্ষ্য খহঃ

সখ্যং কুরুষেতি তদাভ্যবাচ॥ ৪৬

সেই কবক্ষ নিজের পূর্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে, সৌন্দর্য-  
মণ্ডিত উজ্জ্বল দেহ ধারণ করল ; আকাশে অবস্থিত হয়ে  
শ্রীবামচন্দ্রকে ভালোভাবে দেখে পম্পা সরোবরের পথ  
নির্দেশ করে বলল, ‘সুগ্ৰীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীরে আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গঃ ॥ ৭৩॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩॥



## চতুঃসপ্ততিতম সর্গ (৭৪)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের পম্পা সরোবতটে মতঙ্গমুনির আশ্রমে শবরীর আবাসে গমন, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ,  
তাঁর সঙ্গে মতঙ্গবন দর্শন, অতঃপর শবরীর আত্মহতি ও স্বর্গে গমন

তৌ কবজেন তং মার্গং পম্পায়া দর্শিতং বনে।  
আতঙ্কহর্ষিণঃ গৃহ্য প্রতীচাং নৃবরাক্ষরৌ॥ ১

সেই রাজপুত্রদ্বয় অরণ্যে কবজ-প্রদর্শিত পম্পা  
সরোবরের পথ ধরে পশ্চিমদিকে চলতে লাগলেন।

তৌ শৈলেশাচিতানেকান্ কৌত্রপুষ্কপক্ষলক্রমান্।  
বীক্শ্বৌ জঘতুপ্রস্থং সুগ্রীবং রামলক্ষ্মণৌ॥ ২

তারা সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতে যেতে  
পর্বতোপরি সম্বিত মধুময় ফলপুষ্প সমন্বিত বৃক্ষসকল  
দেখতে দেখতে যেতে লাগলেন।

কৃশা তু শৈলপৃষ্ঠে তু তৌ বাসং রঘুনন্দনৌ।  
পম্পায়াঃ পশ্চিমং তীরং রাঘবাবুপতঙ্কতুঃ॥ ৩

সেই রঘুকুলনন্দনদ্বয় পর্বতের সানুদেশে একরাত্রি  
বাস করে, পরের দিন আবার যেতে যেতে সেই রাঘব-  
ভ্রাতৃদ্বয় পম্পা সরোবরের পশ্চিমতীরে উপস্থিত হলেন।

তৌ পুষ্করিণ্যাঃ পম্পায়াস্তীরমাসাদ্য পশ্চিমম্।  
অপশ্যতাং ততস্তত্র শবরী রম্যাম্ভ্রমম্॥ ৪

তারপর, তারা দুজন পম্পা সরোবরের পশ্চিমতীরে  
এসে সেখানে শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখতে পেলেন।

তৌ তমাপ্রমমাসাদ্য দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতম্।  
সুরম্যমভিবীক্শ্বৌ শবরীমভ্রুশেমতুঃ॥ ৫

তারা দুজন বহু বৃক্ষশোভিত পম্পা সরোবর দেখতে  
দেখতে সেই রমণীয় আশ্রমে এসে শবরীর নিকট উপস্থিত  
হলেন।

তৌ দৃষ্ট্বা তু তদা সিদ্ধা সমুখায় কৃতাজ্জলিঃ।  
পাদৌ জগ্রাহ রামস্য লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ॥ ৬

তখন তাঁদের দুজনকে দেখে সিদ্ধা তপস্বিনী শবরী  
কৃতাজ্জলিপুটে উঠে দাঁড়ালেন এবং রাম-লক্ষ্মণের চরণ  
বন্দনা করলেন।

পাদ্যম্যচমমীয়ং চ সর্বং প্রাদাদ্ যথাবিধি।  
তামুবাচ ততো রামঃ শ্রমণীং ধর্মসংহিতাম্॥ ৭

শবরী শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে শাস্ত্রীয় বিধিমতো  
পদপ্রক্ষালনের জল, ফল পুষ্পাদি, অর্ঘ্য আচমনীয় ইত্যাদি  
সব কিছুই দিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র ধর্মপরায়ণা সেই

তপস্বিনীকে বললেন—

কচ্চিস্তে নির্জিতা বিয়াঃ কচ্চিস্তে বর্ধস্তে তপা।  
কচ্চিস্তে নিয়তঃ কোপ আহারশ্চ তপোবনে চ

‘অগ্নি তপস্বিশ্রেষ্ঠ ! তোমার তপস্যার নিয়মকল  
নিবাহিত হয়েছে তো ? তোমার তপস্যা বর্ধিত হচ্ছে তো ?  
তোমার ক্রোধ এবং আহার সংযত আছে তো ?

কচ্চিস্তে নিয়মাঃ প্রাপ্তাঃ কচ্চিস্তে মনসঃ সুধম্।  
কচ্চিস্তে গুরুশ্রাব্য সফলা চাক্ষুভাষিণি॥ ৯

‘অগ্নি মধুরভাষিণি ! তোমার তপস্যার নিয়ম সব  
পালিত হচ্ছে তো ? তোমার মনে আনন্দ বিরাজ করছে  
তো ? তোমার গুরুশ্রাব্য সার্থক হয়েছে তো !’

রামেণ তপসী পৃষ্টা সা সিদ্ধা সিদ্ধসম্মতা।  
শশংস শবরী বৃদ্ধা রামায় প্রত্যবহিতা॥ ১০

সিদ্ধ-সাধকগণ কর্তৃক সম্মানিতা, স্বয়ং তপঃসিদ্ধা  
বৃদ্ধা তপস্বিনী শবরী শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁর  
সম্মুখে দণ্ডায়মানা হয়ে বললেন—

অদ্য প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধিত্বং সন্দর্শনায়া।  
অদ্য মে সফলং জগ্য গুরুবশ্চ সুপূজিতাঃ॥ ১১

‘আপনার দর্শনলাভ করে আজ আমার তপস্যা সিদ্ধ  
হল ; আজ সার্থক হল আমার জগ্য এবং আমার  
গুরুজনেরাও হলেন উত্তমরূপে পূজিত।

অদ্য মে সফলং তপ্তং স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি।  
অগ্নি দেববরে রাম পূজিতে পুরুষর্ষভ॥ ১২

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ হে রাম ! আপনি দেবশ্রেষ্ঠ ; আপনার  
আমি পূজো করতে পারায়, আমার তপস্যা আজ সফল  
হল, স্বর্গলাভও হবে।

তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌমোন মানস।  
গমিষ্যামাক্ষ্যাংলোকাংস্ত্বং প্রসাদাদরিন্দম্॥ ১৩

‘হে সুন্দর ! হে মানরক্ষক ! আপনার শব্দ দ্বারা  
আমি পবিত্র হলাম। হে শত্রুমর্দন ! আপনার অনুগ্রহে আমি  
অক্ষয়ধামে চলে যাব।

চিত্রকূটং অগ্নি প্রাপ্তে বিমানৈরকুলপ্রভৈঃ।  
ইতস্তে দিবমাক্রান্ত যানহং পর্বচারিবম্॥ ১৪

‘আপনি যখন চিত্রকূটে এসেছিলেন, সেই সময় আমি যাদের পরিচর্যা কবিতাম, তারা সকলে অভুলনীর স্তোত্রসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করে স্বর্গে চলে গেছেন।

কৈশিকমুক্তা ধর্মজৈর্মহাভাগৈর্মহিমিত্তিঃ।  
প্রাণমিষাতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমমাত্রমম্॥ ১৪  
ন তে প্রতিগ্রহীতবাঃ সৌমিত্রিসিহিতোহতিশিঃ।

হং চ দৃষ্টা বরাংলোকানক্ষয়াংস্ত্বং গমিষ্যসি॥ ১৬

‘সেই মহান ধর্মজ মহর্ষিরা আমার বলেছিলেন, “এই মহাপবিত্র আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র তোমার কাছে ভ্রাসবেন ; লক্ষণসহ সেই মহান অতিথিকে তুমি সামর্যে প্রতিষ্ঠা সংকার করবে। তাঁকে দেখে তুমি অক্ষয় শ্রেষ্ঠ লোকসমূহে চলে যাবে।”

কৈমুক্তা মহাভাগৈর্মহাদাহং পুরুষবর্ভ।  
মহা তু সক্ষিতং বনাং বিবিধং পুরুষবর্ভ। ১৭  
ত্বার্থে পুরুষব্যগ্র পম্পায়ান্তীরসম্ভবম্।

‘হে পুরুষপ্রবর ! সেই মহাত্মাগণ এইরকম বললে, হে নরশার্দূল ! আপনার পম্পাতীরস্থ বৃক্ষসমূহ সজ্ঞাত নানাবিধ বনা ফলমূল, আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি।

কৈমুক্তা স ধর্মাত্মা শবর্যা শবরীমিদম্॥ ১৮  
রমবঃ প্রাহ বিজ্ঞানে তাং নিত্যমবহিষ্টতাম্।

শবরী এইরকম বললে, ধর্মাত্মা রঘুনন্দন শ্রীরাম, অস্বজ্ঞানস্বরূপে অবহিষ্টতা (অনার্থা হয়েও আর্ষসমাজে স্বীকৃতা) শবরীকে বললেন—

ননোঃ সকাশাৎ তন্ত্বেন প্রভাবং তে মহাশ্বনাম্। ১৯  
কৃতঃ প্রত্যক্ষমিচ্ছামি সংদ্রষ্টুং যদি মন্যসে।

‘দনুর (কবক্ষের) কাছে তোমার (গুরু সেই) মহাত্মাদের যথার্থ প্রভাব আমি শুনেছি। যদি তুমি স্বীকার করো, তবে আমি প্রত্যক্ষ তাঁদের প্রভাব দেখতে ইচ্ছা করি।’

কতক্ বচনং শ্রদ্ধা রামবজ্রবিনিঃসৃতম্॥ ২০  
শবরী দর্শয়ামাস তাবুভৌ তখনং মহৎ।

শ্রীরামচন্দ্রের মুখনিঃসৃত সেই কথা শুনেই শবরী তাঁদের উভয়কেই সেই মহৎ অরণ্যটি দেখালেন।

পশা মেঘঘনপ্রথাং মৃগপক্ষিসমাকুলম্॥ ২১  
মতঙ্গবনমিত্যেব বিপ্রকৃতং রঘুনন্দন।

‘হে রঘুকুলনন্দন ! মেঘের মতো ঘন কৃষ্ণবর্ণ, পশু-পক্ষি সমাকীর্ণ মতঙ্গ নামে খ্যাত এই মহারণ্য দর্শন

করুন।

ইহ তে ভাবিতাকানো গুরনো মে মতাদ্যুতে।

জুহবাংচক্রিরে নীভং মন্ত্রবদ্যন্ত্রপুঞ্জিতম্॥ ২২

‘হে মতদিগ! পুমান রামচন্দ্র ! এখানে ব্রহ্মভাসে ভবিত চিত্ত পূতমনাঃ আমার সেই গুরুগণ কুটির করেছিলেন এবং মন্ত্রপুত দেহকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক এখানেই অগ্নিতে আত্মহুতি দিয়েছিলেন।

ইয়াং প্রত্যক্ষ হ্রদী পেনী যত্র তে মে বৃনংকৃতাঃ।

পুষ্পোপহাঃ কুবদ্বি শ্রমাদুবেপিভিঃ কঠৈঃ॥ ২৩

‘এই সেই প্রত্যক্ষহ্রদী পূজাবেদী যেখানে আমার গুরুগণ পরিশ্রমভেদে কাম্পিতচন্দ্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতেন।

তেবাং তপঃপ্রজ্ঞাবেণ পশ্যাদ্যপি রঘুন্তম।

দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্বাঃ প্রিয়া বেনাতুলপ্রভা॥ ২৪

‘রঘুকুলতিলক রাম ! দেবুন, তাঁদের তপস্যার প্রভাবে আজও অভুলনীর দ্যুতিময় পূজাবেদী (স্বীয়) জ্যোতিতে সকল দিক উজ্জ্বল করে রেখেছে।

অশকুবন্তিষ্টৈর্গম্ভমুপবাসপ্রমালসৈঃ।

চিহ্নিতেনাগতান্ পশা সমেতান্ সপ্ত সাগরান্॥ ২৫

‘উপবাসক্রিষ্ট, চলতে অসমর্থ সপ্তসাগরে স্নানেচ্ছু ঋষিগণের চিত্তমাত্রই এখানে আগত সাত সাগরকে দেবুন। কৃতাভিষেকৈষ্টৈর্নান্দ্রা বজ্রলাঃ পাদপেবিহ।

অদ্যপি ন বিশৃঙ্খলি প্রদেশে রঘুনন্দন॥ ২৬

‘রঘুনন্দন রাম ! স্নানাগ্রে তারা বৃক্ষের উপরে যে সিন্ধু বস্ত্রগুলি রেখেছিলেন, সেগুলি সেইখানে আজও শুষ্ক হয়নি।

দেবকার্যাপি কুবন্তির্য়ানীমানি কৃতানি বৈ।

পুষ্পঃ কুবল্যৈঃ সার্থং দ্ধান্ডং ন তু যাতি বৈ॥ ২৭

‘সেই পূজনীয় ঋষিগণ দেবকার্য করার সময় পদ্ম ও অন্যান্য পুষ্প দ্বারা যে মালাদি অলঙ্কার সকল নির্মাণ করেছিলেন, সেগুলি এখনও দ্ধান্ড হয়ে যায়নি।

কুংসং বনমিদং দৃষ্টং শ্রোতবাং চ শ্রুতং ত্বয়া।

তদিচ্ছামাভ্যনুজ্ঞাতা তাক্যামোতং কলেবরম্॥ ২৮

‘আপনি এই অরণ্য পুরোপুরি দেখলেন, যা শোনার তা সবই শুনলেন। এখন আমি আপনার অনুমতিক্রমে এই দেহ ত্যাগ করতে চাই।

ত্বেবামিচ্ছামাহং গম্ভং সমীপং ভাবিতাকানাম্।



মুখীনামপ্রমো যোগামতা চ পরিচালিনী ॥ ১৯  
 'আমি যোগের সোদিকা, যোগের এই আশ্রম,  
 প্রকৃতভাবে 'জাগতিক' সেই মুখীনের কাছে আমি যোগে  
 'উচিত'।'  
 ধর্মীঃ তু বচঃ প্রজ্ঞা রাঘবঃ সহস্রবাহুঃ।  
 প্রবর্তমতুলং লোভে আস্তবর্মিষ্টি চারবীং। ২০  
 শবদীপ সেই ধর্মীকে কথা শুনে, লক্ষ্মণের সঙ্গে  
 রঘুনন্দন রাম 'মতুলনাথ' আনন্দ লাভ করলেন এবং  
 বললেন— 'আশ্চর্য'।'  
 তাম্বাচ ততো রামঃ শবদীং সংশিতব্রজম্।  
 অধিতোহহং ত্বয়া তস্মৈ পদে কামঃ যথাসুখম্ ॥ ২১  
 তখন শ্রীরামচন্দ্র ব্রতচারিণী শবদীকে বললেন— 'আমি  
 কল্যাণময়ী! তোমার কাছে আমি সম্মানিত হলাম, এখন  
 তুমি সানন্দে যথোচ্ছ্রদ্ধানে যাত্রা করো।'  
 ইত্যেবমুবা জটীলা চীরকৃষ্ণাজিনাসরা।  
 অনুজাতা তু রামেন যদ্বাহুজ্ঞানং হতশনে ॥ ২২

ফলং পানকসংকাশা বর্গমেন জগাম হ।  
 দিব্যাহরণসংযুক্তা দিব্যামাল্যানুশোভনা ॥ ২৩  
 দিব্যাহরণরা ততঃ বহুব প্রিয়দর্শনা।  
 নিরাজ্যাস্তী তঃ দেশঃ বিদ্যাং সৌদামনী যথা ॥ ২৪  
 শ্রীরাম কর্তৃক এইভাবে কথিত ও সম্বোধিত হওয়া  
 জটাসানিবা, কৃষ্ণমৃগচর্মপরিহিতা, অগ্নিতে আত্মার্থটি দিয়ে  
 পরিহিত অনলসদৃশা শবরী স্বর্গেই প্রস্থান করলে  
 মোক্ষানে সর্গীয় অলঙ্কারে এবং সর্গীয় মাল্য ও সজ্জা  
 অনুশোভনে সুসজ্জিত হয়ে দিব্যাবল্লু পরিহিতা প্রিয়দর্শিনী  
 শবরী সুদামপর্বতজাত উজ্জ্বল বিদ্যুতের মতো স্বর্গে বিহত  
 করিতে লাগলেন।  
 গত্র তে সুকৃতামানো বিহরন্তি মহর্ষয়ঃ।  
 তৎ পুণ্যং শবরী হানং জগামাঙ্গনমখিনা ॥ ২৫  
 সংকরানুষ্ঠানহেতু পুণ্যাত্মা মহর্ষিরা দেখেন যে  
 করছিলেন, শবরী স্বীয় চিত্তের একান্ততার প্রভাবে যে  
 পুণ্যস্থানে গমন করলেন।

৪৩তম শ্রীমদ্ভাগবতীয় নামাষ্টক আদিকাব্যে অরণ্যাকাণ্ডে চতুসপ্ততীতম সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥  
 মহর্ষি বাগ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে চতুসপ্ততীতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

### পঞ্চসপ্ততীতম সর্গ (৭৫)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পরস্পরের কথোপকথন এবং উভয় ভ্রাতার পম্পা সরোবর তীরে গমন

দিবঃ তু তস্যঃ যাতায়াঃ শবরাং স্নেন তেজসা।  
 লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা চিত্তগামাস রাঘবঃ ॥ ১  
 স্বীয় তপস্যার তেজঃ-প্রভাবে শবরী স্বর্গে গমন  
 করলে, রঘুনন্দন রাম ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে চিত্তা করতে  
 লাগলেন।  
 চিত্তিগিহ্বা তু ধর্মীয়া প্রভাবঃ তঃ মহাক্রনাম্।  
 হিতকারিণমেকাত্রঃ লক্ষ্মণঃ রাঘবোহুদ্রবীং ॥ ২  
 ধর্মীয়া রঘুনন্দন রাম মহাত্মা ঋষিদের সেই প্রভাবের  
 কথা চিন্তা করে একান্ত কল্যাণকামী লক্ষ্মণকে বললেন—  
 দুটো মহাহুঃপ্রমঃ সৌম্য বহুশর্গঃ কৃতান্নাম্।  
 বিশ্বমৃগশার্ঙ্গলো নানাবিহগসেবিতঃ ॥ ৩  
 'সৌম্য! পুণ্যাত্মা ঋষিদের অতীত আশ্চর্য আশ্রম  
 আমি দেখলাম, যে আশ্রম পরস্পর বিশ্বমৃগচিত্ত বহুভাবাপন্ন

হরিণ ও ব্যাঘ্র এবং নানাপ্রকার পক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত  
 সপ্তান্যঃ চ সমুদ্রাণাং তেষাং তীর্থেষু লক্ষণ  
 উপস্পৃষ্টঃ চ বিধিবৎ পিতরচ্চানি তর্পিজা ॥ ৪  
 প্রণটমশুভঃ যমঃ কল্যাণঃ সমুপস্থিতম্।  
 তেন দ্বৈতঃ প্রকটঃ মে মনো লক্ষ্মণ সপ্ততি ॥ ৫  
 'ভাই লক্ষ্মণ! পম্পা তীর্থে তাঁদের অনীত গুণ  
 সমুদ্রের জলে (৭৪ সর্গের ২৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)  
 আমরা দু'ভাই স্নান করে সেই জলেই পিতৃপুত্রের  
 উদ্দেশ্যে গথাবিধি তর্পণ করেছি। এর দ্বারা আমাদের যা  
 কিছু অশুভ তা দূরীভূত হয়ে শুভ সময় উপস্থিত  
 সেইহেতু, লক্ষ্মণ! এখন আমার মন বেশ প্রসন্ন।  
 কদমে মে নরব্যাঘ্র শুভমাবির্ভবিত।  
 তদাগচ্ছ গমিষ্যাবঃ পম্পাঃ তাং প্রিয়দর্শনাম্ ॥ ৬



‘নরশ্রেষ্ঠ ! আমার হৃদয়ে কোনও শুভ সঙ্গের  
সম্ভাবনা ঘটেবে। অতএব এসো আমরা সেই শুভসঙ্গ  
লক্ষ্যে চলে যাই।

‘স্বামুকো গিরিযত্র নাভিদূরে প্রকাশভে  
হসিনু বসতি ধর্মাত্মা সুগ্রীবোহুশমতঃ সূতঃ ৭  
‘স্বামুক পর্বতের অবস্থিতি বেশি দূরে নয়, সেখানে  
সুন্দরের পুত্র ধর্মাত্মা সুগ্রীব বাস করছেন।

‘নিঃ বালিতয়াঃ ব্রহ্মচতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ।  
কঃ কুরে চ তং ব্রহ্মঃ সুগ্রীবঃ বানরব্রহ্ম ৮  
জনীনঃ হি মে কার্যঃ সীতয়াঃ পরিমার্গবৎ।

‘সেই সুগ্রীব বালির ভয়ে ভীত হয়ে চারজন বানরকে  
গঙ্গা নিয়ে সেই পর্বতে বাস করছেন। আমি সেই  
নরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করার জন্য উতলা হয়ে  
ছি; কারণ আমার সীতার অন্বেষণ কার্য তাঁরই অধীন।’  
‘হৃদি ক্রবাণঃ তং বীরং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ৯  
গম্ববস্তুরিতং তত্র মমগি হুরতে মনঃ।

বীর রামচন্দ্র এই কথা বললে, সুমিত্রানন্দন লক্ষণ  
তাঁকে বললেন—‘আমরা দুজন শীঘ্রই সেখানে যাব, কারণ  
আমরাও মন সেখানে যাওয়ার জন্য উতলা হয়েছি।’

‘অশ্রমাস্ত ততস্তম্মামিহ্ময়া স বিশাম্পতিঃ ১০  
আজগাম ততঃ পম্পাঃ লক্ষ্মণেন সহ প্রভুঃ।  
সমীকমাণঃ পুষ্পাঢ্যঃ সর্বতো বিপুলক্রমম্ ১১

তখন প্রভু রামচন্দ্র লক্ষণের সঙ্গে সেই আশ্রম থেকে  
বহির্গত হয়ে চতুর্দিকে পুষ্পের সমারোহ এবং বিশাল  
বৃক্ষকল দেবতে দেখতে পম্পা সরোবর তীরে এসে  
উপস্থিত হলেন।

‘কোয়টিভিচ্চার্জুনকৈঃ শতপত্রৈশ্চ কীরকৈঃ।  
ঐশ্চান্যৈশ্চ বহুভিনাদিতং তদ্ বনং মহৎ ১২  
‘সিদ্ধি, মধুর, সাবস ও শুকপক্ষী এবং অন্যান্য বহু  
পক্ষীর কলকাকলিতে মুখরিত সেই মহারণ্য।

‘স রামো বিবিধান্ বৃক্ষান্ সরাংসি বিবিধানি চ।  
শব্দ কামাভিসম্বপ্তো জগাম পরমং ব্রহ্ম ১৩

‘রাম ভ্রাতৃত্ব অনাসক্ত ও শান্তচিত্তে সেখানে  
হলেন। শ্রীরাম নানান বৃক্ষ ও বিবিধ সরোবর দেখতে  
দেতে কামসম্বপ্ত হয়ে সেই পম্পা সরোবরের তীরে

উপস্থিত হলেন।

‘স ভামানাদ্যৈ রামো দূরাৎ পানীয়বাহিনীম্।  
মতঙ্গসরসং নাম ব্রহ্ম সমবগাহত ১৪

‘শ্রীরামচন্দ্র দূর থেকে সেই পানীয় প্রবাহিনী পম্পা  
সরোবর এর তীরে এসে মতঙ্গ নামক সরোবরের হ্রদে  
অবগাহন রান করলেন।

‘তত্র জম্বাতুরবাগ্রী রাঘবৌ হি সমাহিতৌ।  
স তু শোকসমাবিষ্টৌ রামৌ দশরথাস্তজঃ ১৫  
বিশেষ নলিনীং রম্যাং পদ্মজৈশ্চ সমানুভাম্  
তিলকশোকপুমাগবকুলোদালকানিনীম্ ১৬

‘রম্যোপবনসম্বাধাঃ পদ্মসঙ্গীভিত্তোদকাম্।  
‘লপটিকোপমভোয়াঃ তাং শ্লক্কবালুকসজ্জতাম্ ১৭  
‘মৎস্যকচ্ছপসম্বাধাঃ তীরহৃদ্রমশোভিতাম্।  
‘সখীভিরিব সংযুক্তাঃ লতাভিরনুবেষ্টিতাম্ ১৮  
‘কিম্বরোরগগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসসেবিতাম্  
‘নানাক্রমলতাকীর্ণাঃ শীতবারিনিধিঃ শুভাম্ ১৯

‘রাঘব ভ্রাতৃত্ব অনাসক্ত ও শান্তচিত্ত হয়ে সেখানে  
গেলেন। শোকাভিত্ত দশরথ-তনয় শ্রীরাম তিল-অশোক-  
পুমাগ-বকুল উদাল ও কাশ (পুষ্প) সমাবৃত, রমণীয়  
উপবন-সংযুক্ত, বিস্তৃত সূক্ষ্ম বালুকাবাশি সুশোভিত,  
স্মৃষ্টিক সদৃশ সূক্ষ্ম জলে মনোরম উর্মিমাল্য যুক্ত, মৎসা ও  
কচ্ছপ সমাকুল, সখীসদৃশ লতা পরিবেষ্টিত তীরবর্তী বৃক্ষ  
সুশোভিত, কিম্বর নাগ গন্ধর্ব-যক্ষ রাক্ষস সেবিত, মঙ্গল  
সূচক নানা বৃক্ষ লতা সমাকীর্ণ, শীতল জলপরিপূর্ণ ও পদ্ম-  
সমাবৃত রমণীয় সেই পম্পা সরোবরে অবগাহন করার  
জন্য প্রবেশ করলেন।

‘পদ্মসৌগন্ধিকৈস্ত্রাঃ শুক্রাঃ কুমুদমণ্ডলৈঃ।  
‘নীলাঃ কুবলয়োদ্যট্টবর্ষাঃ কুখামিবা ২০

‘অরবিন্দোপলবতীঃ পদ্মসৌগন্ধিকাবৃতাম্।  
‘পুষ্পিতপ্রবণোপেতাঃ বহিঃপোদ্ঘট্টনাদিতাম্ ২১  
‘স তাং দৃষ্ট্বা ততঃ পম্পাং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।  
‘বিললাপ চ তেজস্বী রামো দশরথাস্তজঃ ২২

‘তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষণের সঙ্গে শ্রীরাম, সুগন্ধি  
পদ্মযোগে তপ্তবর্ণা, স্নেহপদ্মের বর্ণযোগে শুভবর্ণা,  
প্রশুটিত নীলপদ্মের দ্বারা নীলবর্ণা পম্পা সরোবরকে

বহুবর্ণময় অজস্রমণ্ডিত নভো, বহুপদ্ম ও নীলপদ্ম সমষ্টিত  
পদ্মবৎ সুপদ্ম সমষ্টিত, মুকুটলিত অশ্রুধারা পবিত্রৈষ্টিত এবং  
নদুপেব কেশ্যাপমি নিলাক্টিত সেই পদ্মপাক্ষে দেখলেন ;  
নেপে কশরকতনয় তেজস্বী রাম বিদ্যাপ করতে লাগলেন।  
তিলকৈর্বাঁজপুটৈশ্চ বটৈঃ শুক্লকুম্ভৈস্তথা।  
পুষ্পিণ্ডৈঃ করবীরৈশ্চ শুমারৈশ্চ সুপুষ্পিণ্ডৈঃ ॥ ২৩  
মালতীকুম্ভশৈলৈশ্চ ভগীরৈর্নিচুটৈস্তথা।  
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কঠকৈরতিমুক্তকৈঃ ॥ ২৪  
অনৈশ্চ বিনিবৈবৃকৈশ্চ প্রমদামিব শোভিতাম্।  
অসাদৃশ্যৈঃ তু পূর্বোক্তঃ পর্বতো বাতুমণ্ডিতঃ ॥ ২৫  
কসাম্বক ইতি স্মাতশ্চিত্রপুষ্পিপতপাদপঃ।

শ্রীমদ্রামায়ণে দেবলেন— তিল, সেবু, বটবৃক্ষ, তরুণ  
দেহলত বৃক্ষে, পুষ্পবিভূষিত করবী বৃক্ষে এবং পুষ্প  
বিভূষিত শুমার বৃক্ষে, মালতী ও কুম্ভপুষ্পে এবং নানা  
কুম্ভকতন, তরুণ শিরীষ ও ছল বেতস বৃক্ষে, অশোক  
সপ্তপর্ণ কেশ্যাপমণ্ডিত ও অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষশোভিত,  
মুকুটলিত রমণীয় নভো পদ্মপা এবং তার তীরে বিচিত্র  
পুষ্পবৃক্ষশোভিত কসাম্বক নামে পূর্বকথিত বাতুমণ্ডিত  
বিদ্যাপ পর্বত।

চরিত্রকরভোজনাঃ পুত্রঃস্যা মহাশ্বনঃ ॥ ২৬  
অস্বায়ৈ তু মহাবীরঃ সুগ্রীব ইতি বিদ্রুতঃ।

মহাশ্বা পঞ্চরাজ্যর মহাবীরবান সুগ্রীব নামে খ্যাত

এক বানব পুত্র সেখানে বসবাস করছিলেন।

সুগ্রীবমভিগচ্ছ স্বঃ বানরেভ্যঃ নরবর্জঃ ॥ ২৭  
ইত্যন্যচ পুনরীক্যং লক্ষণং সত্যবিক্রমঃ।  
কথং ময়া বিন্য সীতাং শকাং লক্ষণ জীবিতম্ ॥ ২৮  
সত্যনিষ্ঠ রাম লক্ষণকে আবার বললেন—  
নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ! তুমি বানররাজ সুগ্রীবের কাছে যা  
কারণ, সীতা বাতীত আমি কীকপে জীবনধারণে সক্ষম  
ইত্যেবমুক্তা মদনাভিপীড়িতঃ

স লক্ষণং বাক্যমননাচেতনঃ।  
বিবেশ পদ্মাং নলিনীমনোরমাং  
তমুত্তমং শোকমুদীপরাশঃ ॥ ২৯  
কামপীড়িত বাহ্যজ্ঞানহাবা রামচন্দ্র লক্ষণ  
এইরকম বলে, গভীর শোক প্রকাশ করতে করতে গল্প  
মনোরম পদ্মা সরোবরে অবতরণ করলেন।  
ক্রমেণ গজা প্রবিলোকয়ন্ বনঃ  
দদর্শ পদ্মাং শুভদর্শকাননাম্।  
অনেকনানাবিধপক্ষিসংকূলাং

বিবেশ রামঃ সহ লক্ষণেন ॥ ৩০  
শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণের সঙ্গে অরণ্য দেবতে দেখে  
ক্রমশ অগ্রসর হয়ে, নানাপ্রকার বহু পক্ষিপরিপূর্ণ, সুব  
কানন শোভিত শুভ পদ্মার জল দেখলেন এবং সেখানে  
অবতরণ করলেন।

ইত্যর্গে শ্রীমদ্ভাগবতীয় রামায়ণে আদিকাণ্ডে অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

মর্ত্যর্গে দাদীর্গকি বিরাচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

## অরণ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যং নমঃ ॥

## শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

প্রথম সর্গ (১)

পম্পা সরোবর দর্শন করে শ্রীরামের ব্যাকুল হওয়া, লক্ষ্মণের নিকট তার শোভা বর্ণনা, লক্ষ্মণ কর্তৃক সাধুনা হান তথা দুই ভ্রাতাকে ঋষামুক পর্বতের দিকে আসতে দেখে সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণের ভয়ভীত হওয়া

স তং পুষ্পরিণীং গম্বা পদ্মোৎপলম্বাকুলাম্।

সোমিত্রিসহিতো বিলম্বাপাকুলেচ্ছিন্নঃ ॥ ১

সেই কমল উৎপলশোভিত ও মৎস্যাদি পরিপূর্ণ

পম্পা সরোবরের তীরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে উপস্থিত

হয়ে সীতার জন্য ব্যাকুলচিত্তে বিলাপ করতে লাগলেন

আ দুই ব ভ্রাতা হর্ষাদিচ্ছিয়াশি চক্ৰস্পিরে।

কামবশমাপন্নঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ ॥ ২

পম্পা সরোবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে শ্রীরামের

ইচ্ছাসমূহ উল্লাসে (সরোবরের সৌন্দর্যের মধ্যে সীতার

সৌন্দর্য অনুভব করে) প্রকম্পিত হল। তিনি কামনায় অধীর

হয়ে (সীতা দর্শনের ইচ্ছায়) সুমিত্রানন্দনকে বললেন

সৌমিত্রে শোভতে পম্পা বৈদূর্যবিমলোদকা।

বৃক্ষপদ্মোৎপলবতী শোভিতা বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ ॥ ৩

'হে সুমিত্রানন্দন! এই পম্পা সরোবর কী সুন্দর

শোভিত হচ্ছে! এর জল বৈদূর্যমণিসদৃশ স্বচ্ছ এবং

শায়কবিশিষ্ট এবং নানাবিধ পদ্মরাজি সুশোভিত,

ঊর্ধ্বে বহুবিধ বৃক্ষসমূহ এই শোভা অধিকতর বৃদ্ধি

করেছে।

সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনম্

য রাজস্বি শৈলা বা ক্রমাঃ সশিখরা ইব ॥ ৪

'সৌমিত্রে! পম্পার তীরবর্তী এই কাননের সৌন্দর্য

অবশ্যেই দেখা যাবে। যেখানে সুবিস্তৃত বৃক্ষরাজিকে অনেক

শৈবের সঙ্গে যুক্ত পর্বতের তুল্য মনে হচ্ছে।

যা হ শোকাভিসম্প্রসঙ্গমাধরঃ শীড়য়ন্তি বৈ।

ভরতস্য চ দুঃখেন বৈদেহ্যা হরণেন চ ॥ ৫

'কিন্তু এই সময়ে আমি ভরতের কষ্ট এবং

সীতারহরণের চিন্তায় শোকসম্প্রসঙ্গ হৃদয়ে সীতা অনুভব

করছি।

শোকার্তসাপি মে পম্পা শোভতে চিত্রকাননা।

বানরীর্গাঃ বহুবৈধৈঃ পুষ্পৈঃ শীতোদকা শিবা ॥ ৬

'যদিও আমি শোকাবশত তথাপি চিত্রতুল্য

কাননবিশিষ্ট পম্পা সরোবর আমার কাছে সুন্দর বলে মনে

হচ্ছে। এই স্থান নানাবিধ পুষ্পের দ্বারা ব্যাপ্ত রয়েছে

এবং এর জল শীতল এবং সুন্দর (সুস্বাদু)।

নগ্নিনেরপি সঙ্কমা হ্যত্যর্থশুভদর্শনা।

সর্পব্যালানুচরিতা মৃগবিজসমাকুল্যা ॥ ৭

'পদ্মকুলের দ্বারা সমগ্র জলরাশি সমাচ্ছন্ন হয়ে অতি

সুন্দর দৃশ্য হয়ে উঠেছে। এর নিকটে সর্প এবং হিংস্র

জন্তুরা বিচরণ করছে। মৃগ প্রভৃতি পশু এবং পক্ষীকুল দ্বারা

এই বনাঞ্চল পরিপূর্ণ।

অধিকং প্রবিভাজ্যেতদীলপীতং তু শাঘলম্।

ক্রমাণাং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ পরিচ্ছোমৈরিবার্পিতম্ ॥ ৮

'নব দুর্বাদল দ্বারা সমাচ্ছাদিত এই স্থান নীলবর্ণ এবং

সীতবর্ণবিশিষ্ট আভার কারণে অধিকতর শোভা পাচ্ছে।

তদুপরি বৃক্ষচূড় নানাবিধ পুষ্প বিস্তৃত হয়ে আছে। দেখে

মনে হচ্ছে যেন গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুষ্পভারসমৃদ্ধানি শিখরাণি সমস্ততঃ।

লতাভিঃ পুষ্পিতপ্রাভিরূপমূঢ়ানি সর্বতঃ ॥ ৯



‘চাৰাচক্ৰ বৃক্ষক অগ্রভাগগুলি ফুলভারে ভারাক্রান্ত  
ওওয়ায় সমুদ্রশালী মনে হচ্ছে। উপবিহ্বিত লাতার অগ্রভাগ  
সমূহ পুষ্পভাবে অবনমিত হয়েছে।

সুখানিলোহয়ঃ সৌমিহে কালঃ প্রান্নময়ঃ।

গন্ধবান্ সুরভির্মাসো জাতপুষ্পফলদ্রবঃ॥ ১০

‘সৌমিহে ! এই সময়ে শীত সুন্দরায়ক বায়ু বয়ে  
চলেছে, ফলে কামনাব উদ্দীপন হচ্ছে (সীতা দর্শনের উচ্চা  
স্বাগবিত হচ্ছে)। এই চৈত্র মাসে গাছগুলি ফুল ও ফলে  
পরিপূর্ণ হয়ে সুগন্ধে আন্দোলিত করছে।

পশা রূপাশি সৌমিহে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।

সুজতাং পুষ্পবর্ষাশি বর্ষং ভোয়ামুচামিহ। ১১

‘লক্ষণ ! পুষ্পশোভিত এই বনের সৌন্দর্য তুমি  
দেখো। বর্ষার মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তেমনভাবে  
এই বনের বৃক্ষগুলি পুষ্পধারা বর্ষণ করে চলেছে।

প্রহরেষু চ রম্যেণু বিবিধাঃ কাননক্রমাঃ।

বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈশ্বরবকিরজি গাম্। ১২

‘বনের মধ্যে বায়ুর বেগে বিভিন্ন গাছ থেকে পুষ্প  
বর্ষিত হয়ে প্রস্তরগুলিকে এবং ভূমিকে আচ্ছাদিত করে  
তুলেছে।

পতিতৈঃ পদমানৈশ্চ পাদপৈশ্চ মারুতঃ।

কুসুমৈঃ পশা সৌমিহে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ॥ ১৩

‘হে সুমিত্রানন্দন ! বৃক্ষ থেকে পতিত, পতনশীল  
এবং বৃক্ষস্থিত পুষ্পগুলির সঙ্গে বাতাসের এই খেলা তুমি  
দেখো।

বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখাং নগানাং কুমুমোৎকটাঃ।

মারুতশ্চলিতহানৈঃ যটপদৈরনুগীয়তে। ১৪

‘পুষ্পিত বৃক্ষশাখাগুলি বায়ুবেগে আন্দোলিত  
হচ্ছে। ভ্রমরগণ বাতাসের পশ্চাদানুসরণ করে গুঞ্জনধ্বনি  
সৃষ্টি করছে।

মন্তকোকিলসমাদৈর্নর্তয়ামি পাদপান্।

শৈলকন্দর নিষ্কান্তঃ প্রগীত ইব চানিলঃ॥ ১৫

‘পর্বতের শুভ্র থেকে নিষ্কান্ত বায়ুর উচ্চস্বনি যেন  
মনে হয় সঙ্গীতের সুর। আর মন্ত কোকিলের কলনাদ যেন  
সেই সঙ্গীতের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের কাজ করছে এই  
সীতাবাদ্যের সঙ্গে প্রবাহিত বায়ু আন্দোলিত বৃক্ষগুলিকে  
যেন নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছে।

ভেন বিক্ষিপতাতার্বঃ শবনেন সমন্ততঃ।

অমী সংসক্তশাখাতা গ্রথিতা ইব পাদপাঃ॥ ১৬

‘বায়ুবেগে আন্দোলিত বৃক্ষশাখার অগ্রভাগগুলি  
পৰস্পরকে আলিঙ্গন করছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন একটি  
অপারটির সঙ্গে গ্রথিত রয়েছে।

স এষ সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ।

গন্ধমন্ডলহন পুখাঃ স্রমাপনয়নোহনিলঃ॥ ১৭

‘চন্দনের ন্যায় শীতল, সুগন্ধপর্ণায়ক,  
সুগন্ধবিতরণকারী, পবিত্র, শ্রমঅপনোদনকারক সেই বায়ু  
প্রবাহিত হচ্ছে।

অমী পবনবিক্ষিপ্তা দিনদন্তীব শাদিপাঃ।

যটপদৈরনুকুজভির্বনেনু মধুকক্ষিণুঃ॥ ১৮

‘পুষ্পপরেণু এবং সুগন্ধে পরিপূর্ণ এই বনে বায়ু দ্বারা  
আন্দোলিত বৃক্ষগুলিকে যেমন নৃত্যরত বলে মনে হয়,  
তেমনি ভ্রমরের গুঞ্জন যেন তৎসহ সঙ্গীততুল্য।

গিরিপ্রহেষু রম্যেণু পুষ্পবর্ষির্মনোরমৈঃ।

সংসক্তশিখরা শৈলা বিরাজন্তি মহাক্রমৈঃ॥ ১৯

‘পর্বতের সানুদেশে উৎপন্ন রমণীয় পুষ্পরাশি ও  
মনোরম সুবিশাল বৃক্ষ দ্বারা শোভিত পর্বতশিখরগুলি অতি  
সুন্দর

পুষ্পসঙ্কুশিখরা মারুতোঃ ক্ষেপচক্ষুলাঃ।

অমী মধুকরোত্তমাং প্রগীতা ইব পাদপাঃ॥ ২০

‘পুষ্পধারা সমাচ্ছাদিত বৃক্ষশাখার অগ্রভাগগুলি  
বায়ু দ্বারা হিল্লোলিত হচ্ছে। ভ্রমরের দল যেন তাদের  
শিরোভূষণরূপে শোভা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বৃক্ষের  
নৃত্য-গীতানুষ্ঠান আরম্ভ করেছে।

সুপুষ্পিতাংস্ত পশৈতান্ কর্ণিকারান্ সমন্ততঃ

হাটকপ্রতিসঙ্কমান্ নরান্ পীতাম্বরানিব॥ ২১

‘দেখো ! নরনাভিরাম ফুলে সজ্জিত বৃক্ষগুলিকে,  
মনে হচ্ছে যেন মানুষের মতো পীতবসন পরিধান করে  
অলংকারে সজ্জিত হয়েছে।

অয়ং বসন্তঃ সৌমিহে নানাবিহগনাক্তিঃ।

সীতয়া বিপ্রহীণসা শোকসন্দীপনো মম॥ ২২

‘হে সৌমিহে ! নানাবিধ পাখির কুজন-মুখরিত এই  
বসন্তে সীতা-বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার মনোবেদনা অধিকতর  
গভীর হয়েছে।

মাং হি শোকসমাক্রান্তঃ সজ্জপয়তি ময়মঃ।

হাটঃ প্রবদমানশ্চ সমাহুতি কোকিলাঃ॥ ২৩

‘কোকিল বড় আনন্দের সঙ্গে কুজন করে চলেছে।  
এমনিতেই এখন আমি সীতার বিরহে কাঁদব ; তদুপরি

কোকিলের এই কুহনাদ যেন আমাকে আহ্বান করছে।  
কুহনাদের যেন আমাকে অধিক পীড়া দিচ্ছেন।

এই কাড়াহকো জ্যোতি রমো মাং বননির্ভরে।

প্রশংসার্থ্যাবিষ্টঃ শোচয়িত্যভিঃ লক্ষণ ॥ ২৪

‘হে লক্ষণ ! রমণীয় এই বনের বর্ণার নিকটে এই  
ডাহক পাখি আনন্দে ডেকে চলেছে তা সীতার সঙ্গে  
হিন্দোমুখ আমাকে অধিক শোকময়্য করছে।

কৌতুহলস্য পূন্য শম্মপ্রমহা মম প্রিয়া।

মহাভূত প্রমুদিতাঃ পরমং প্রতানন্দতঃ ॥ ২৫

‘এই ডাক শুনে মনে হচ্ছে পূর্বে আশ্রমবাসী  
একদায় আমার প্রিয়ার এইরূপ আহ্বান শুনে আমরা  
ইতোই আনন্দিত হতাম।

এবঃ বিচিত্রাঃ পতঙ্গা নানারাববিরাবিণঃ।

বৃক্ষগুলিতাঃ পশ্যা সম্পত্তি সমস্ততঃ ॥ ২৬

‘দেখো ! এইভাবে বিভিন্ন পাখিরা নানাবিধ রব  
করতে করতে চারিদিকে বৃক্ষলতাদিতে বিচরণ করছে এবং  
আমাকে সন্তপ্ত করছে।

বিচিত্রা বিহঙ্গাঃ পুষ্টিরাশ্বব্যুহাভিনন্দিতাঃ।

জরাজপ্রমুদিতাঃ সৌমিত্রে মধুরস্বরাঃ ॥ ২৭

‘হে সৌমিত্র ! দেখো, ভ্রমরের গুঞ্জরণে আমোদিত  
হয়ে পাখিরা মধুর কলতান করছে। নানাজাতের ক্রীপাখি  
পুরুষপাখির সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিনন্দিত (আনন্দিত)  
হচ্ছে।

অস্যাঃ কূলে প্রমুদিতাঃ সজ্জশঃ শকুনাস্তিহ।

গড়াহরতিবিক্রন্দৈঃ পুংস্কোকিলরুতৈরপি ॥ ২৮

‘এই পশুপা সরোবরের তীরে পাখির দল আনন্দিত  
হয়ে কলরব করছে। ডাহক পাখিরা এবং পুরুষ কোকিলেরা  
বিসম্বন্ধীয় কলনাদ করছে।

যনন্তি পাদপাশ্চেম মমানজপ্রদীপকাঃ।

অশোকস্তবকাদারঃ ষট্পদহননিঃস্বনঃ ॥ ২৯

‘বৃক্ষরাজি মধুর শব্দ করছে, আমার কামভাবকে  
এরা উদ্দীপ্ত করছে। রক্তবর্ণের অশোক পুষ্পস্তবক  
অঙ্গারতুল্য (কামাগ্নির অঙ্গারতুল্য), ভ্রমরের গুঞ্জন যেন  
তার ধনি।

মাং হি পল্লবতগ্রার্চিবসজ্জাগ্নিঃ প্রথক্যতি।

নহি তাং সূক্ষ্মপক্ষ্মাঙ্কীং সুকেশীং মৃদুভাষিণীম্ ॥ ৩০

অপশ্যাতো মে সৌমিত্রে জীনিতেহস্তি প্রয়োজনম্।

‘নব পল্লবের রক্তিম আভাবিশিষ্ট বসন্তরূপ অগ্নি

যেন আমার কামানলে দগ্ধ করছে। ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনি হল  
সেই অগ্নি দহনের শব্দ। হে সুমিত্রানন্দন ! সূক্ষ্ম  
‘আক্ষিপক্ষ্মবিনিমিত্তা, সুকেশী, মৃদুভাষিণী সীতাকে না দেখে  
আমার জীবনধাবণের কী প্রয়োজন ?

অয়াং হি রুচিরন্তস্যাঃ কাশো রুচিরকাননঃ ॥ ৩১

কোকিলকুলসীমারো দমিতায়া মমানষ।

‘নিঃপাপ লক্ষণ ! এই তার (আমার প্রিয়া সীতার)  
কণ্টকের কাজ (প্রিয় স্বভূ বসন্ত), মনোরম বনভূমিতে  
কোকিলদের মধুর কুহতান শোনা যায়

মহাথ্যাসাসমুত্তো বসন্তগুণবর্ষিতঃ ॥ ৩২

অয়াং মাং ধক্যতি ক্ষিপ্রং শোকায়িন্চিরাদিব।

‘অনঙ্গদেবের সৃষ্টি এই শোকানল বসন্ত স্বভূর গুণে  
অধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শোকায়িন্ অচিরেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে  
আমাকে ধ্বংস করবে

অপশ্যাত্তাং বনিতাং পশ্যাতো রুচিরান্ ক্রমান্ ॥ ৩৩

মমায়মায়প্রভবো ভূয়স্বমুপায়াসতি।

‘প্রিয় বৃক্ষগুলিকে দর্শন কবে এবং প্রিয়া সীতার  
অদর্শনে আমার এই অনঙ্গদেব এখন বর্ধিত হচ্ছে।

অদৃশ্যমানা বৈদেহী শোকং বর্ষয়তীহ মে ॥ ৩৪

দৃশ্যমানো বসন্তস্ত স্বৈদসংসর্গদূষকঃ।

‘বৈদেহী সীতা এখন অদৃশ্যমানা হয়ে এবং স্বর্ষ  
নিবারণকারী দৃশ্যমান বসন্তের মলয়ানিল আমার শোক  
বর্ধিত করছে।

মাং হি সা মৃগশাবাকী চিত্রাশোকবলাৎ কৃতম্ ॥ ৩৫

সজ্জাপয়তি সৌমিত্রে ক্রুরশ্চৈত্রবনানিলঃ।

‘হে সৌমিত্রে ! মৃগনয়না সীতার চিত্রা এবং শোক  
আমাকে বঙ্গপূর্বক পীড়িত করছে। বনে প্রবাহিত চৈত্রের  
নিষ্ঠুর বাতাস আমাকে সন্তপ্ত করছে।

অমী মমূরা শোভন্তে প্রনৃত্যন্ততন্ততঃ ॥ ৩৬

স্বৈঃ পক্ষৈঃ পবনোদ্ধূতৈর্গবাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈরিব।

‘এই ময়ূরেরা স্ফটিক দ্বারা নির্মিত বাতায়নতুল্য  
প্রতীতি হচ্ছে। এদের বিস্তৃত পক্ষগুলি বায়ু দ্বারা  
কম্পিত হয়ে এবং ইতস্তত নৃত্যের মাধ্যমে শোভা বর্ধন  
করছে।

শিখিনীভিঃ পরিবৃত্তা এতে মদমূর্ছিতাঃ ॥ ৩৭

মহাথাভিপারিতস্য মম মহাধবর্ণনাঃ।

‘মদমত্ত ময়ূরেরা ময়ূরীদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে

কামবেদনায় মূর্ছিত হয়েছে। ফলে, আমার কামপীড়া



‘অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছো।

পশা লক্ষণ নৃত্যঃ মধুরমুগনভাতি॥ ৩৮  
শিখিনী মন্মথাইয়া চর্চাঃ গিরিসানুনি।

‘ও লক্ষণ ! ওই দেখো, পর্বতশিখরে নৃত্যরত  
মধুর-মধুবিদের। তারা আপন সঙ্গীদের সঙ্গে কামদীপ্তিত  
হয়ে নৃত্য করছে।

তামেব মনসা রামাঃ মধুরোহপানুদ্যতি॥ ৩৯  
বিততা কুচিরৌ পক্ষৌ কুটিলকপহস্মিব।

‘মধুরেরা তাদের সুন্দর পক্ষ্মগুলি বিস্তৃত করে নিজ  
নিজ প্রিয়ানুসরণরত এবং তাদের আপন মধুর স্বর দ্বারা  
আমাকে যেন উপহাস করছে।

মধুরস্য বনে নুনং রক্ষসা ন হতা প্রিয়া॥ ৪০  
তন্মাদৃতাতি রমোমু বনেষু সহ কান্তয়া।

‘এখানে কোনো রাক্ষস নিশ্চয়ই কোনো মধুরের  
প্রিয়াকে অপহরণ করেনি। সেইজন্যই তারা এই রমণীয়  
বনে কান্ত্যসহ নৃত্যরত।

মম হৃদয়ং বিনা বাসঃ পুষ্পমাসে সুদুঃসহঃ॥ ৪১  
পশা লক্ষণ সংরাগস্তির্ঘোনিগভেষুপি।

যদেয়া শিখিনী কামাচ্ চর্চাঃ মন্মথভিবর্ততে॥ ৪২

‘পুষ্পাকীর্ণ এই চৈত্রমাসে সীতাকে হারিয়ে  
জীবনধারণ করা আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে পড়েছে।

‘ওহে লক্ষণ ! দেখো, মনুষ্যোত্তর প্রাণীদের মধ্যেও  
কেমন পারস্পরিক অনুরাগ। যেমন কার্মাতা মধুবিদল নিজ  
নিজ স্বামীর সমুপস্থিত হয়েছে।

মমাপ্যেবং বিলালাক্ষী জানকী জাতসম্ভবা।

মদনেনাভিবর্তেত যদি নাপহতা ভবেৎ॥ ৪৩

‘যদি আয়ত্তলোচনা সীতার এইরূপ অপহরণ না  
হত ; তাহলে তিনিও এইরকম প্রেমাকুল হয়ে, সবেগে  
আমার পাশে পাশে আগমন করতেন।

পশ্য লক্ষণ পুষ্পাধি নিম্ফলানি ভবন্তি মে।

পুষ্পভারসমৃদ্ধানাং বনানাং শিশিরাতায়ে॥ ৪৪

‘হে লক্ষণ ! বসন্ত ঋতুর পুষ্পসমৃদ্ধ এই বনের  
সমস্ত ফুল সীতাবিবহী আমার নিকট নিম্ফল হয়েছে।

কুচিরাপ্যপি পুষ্পাধি পাদশানামতিপ্রিয়া।

নিম্ফলানি মহীং যান্তি সমং মধুকরোৎকরৈঃ॥ ৪৫

‘বৃক্ষরাজির অতি সৌন্দর্যবর্ধক সুন্দর ফুলগুলি  
আমারই মতো ব্যর্থ হয়ে মধুকরদের সঙ্গে ভূপতিত হচ্ছে।

নদন্তি কামঃ শকুনা মুদিতাঃ সম্বলঃ কলাম।

আহুয়ন্ত ইবানোনাঃ কামোখাদকরা মম॥ ৪৬

‘আমাকে প্রেমোখাদ করে দিয়ে ; আনন্দিত জিহ্বে  
পাখিরা ইচ্ছামতো কলরব করছে এবং একে অপরের  
আহ্বান করছে।

বসন্তো যদি তত্রাপি যত্র মে বসতি প্রিয়া।

নুনং পরবশা সীতা সাপি শোচতাহং বধা॥ ৪৭

‘আমার প্রিয়া যেখানে অবস্থান করছেন, বসন্ত ছি  
সেখানেও উপস্থিত হয় ; তাহলে পরাধীনা সীতাও  
নিশ্চিতরূপে আমার মতো দুঃখবোধ করছেন।

নুনং ন তু বসন্তঃ দেশং স্পৃশতি যত্র সা।

কথং হ্যসিতপদ্মাক্ষী বর্তয়েৎ সা ময়া বিনা॥ ৪৮

‘তিনি যেখানে অবস্থিতা সেই দেশে অবশ্যই কল  
প্রবেশ করেনি ; কারণ, আমার বিহনে সেই  
নীলপদ্মলোচনা সীতা তাহলে সেখানে কেমন করে  
আছেন ?

অথবা বর্ততে তত্র বসন্তো যত্র মে প্রিয়া।

কিং করিষ্যতি সুশ্রোণী সা তু নির্ভৎসিতা পরৈঃ॥ ৪৯

‘অথবা, যেখানে আমার প্রিয়া বর্তমানা সেখানেও  
এইরূপ বসন্তাগম ঘটেছে ; কিন্তু সুন্দরী সীতা অপরের দ্বারা  
নিরন্তর ভৎসিতা হয়ে কিছুই করতে পারছেন না।

শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী মৃদুভাষা চ মে প্রিয়া।

নুনং বসন্তমাসাদ্য পরিত্যক্ততি জীবিতম্॥ ৫০

‘পদ্মপলাশলোচনা, শ্যামাক্ষী, মৃদুভাষিনী আমার  
প্রিয়া এই বসন্তে নিশ্চয়ই স্থায়ী প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

দৃঢ়ং হি হৃদয়ে বুদ্ধির্মম সম্পরিবর্ততে।

নাগং বর্তয়িতুং সীতা সাক্ষী মধিরহং গতা॥ ৫১

‘আমার হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, সাক্ষী সীতা  
আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশিদিন জীবনধারণ করতে  
পারবেন না।

ময়ি ভাবো হি বৈদেহ্যাক্ততো বিনিবেশিতা।

মমাপি ভাবঃ সীতায়্যঃ সর্বথা বিনিবেশিতঃ॥ ৫২

‘প্রকৃতপক্ষে, বৈদেহীর আন্তরিক প্রেম আমার মধ্যে  
এবং আমার সম্পূর্ণ প্রেম তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এষ পুষ্পবহো বায়ুঃ সুখম্পর্শো হিমাবহঃ।

তাং বিচিন্তয়তঃ কাত্রাং পাবকপ্রতিমো মম॥ ৫৩

‘ফুলের সুরভি বহনকারী এই সুখম্পর্শী শীতল বায়ু



আমার কান্নার চিত্তকে জাগরিত করে, আমাকে অগ্নির ন্যায়  
করছে।

সদা সুখমহং মনো যং পুরা সহ সীতয়া।  
রক্তঃ স বিনা সীতাং শোকসঞ্জননো মম। ৫৪

‘পূর্বে জানকীর সঙ্গে অবস্থানকালে এই বায়ু ছিল  
মমের নিকট সদা সুখপ্রদ ; কিন্তু আজ সীতার বিরহে তাব  
লক্ষ আমার পক্ষে শোকজনক হয়ে উঠেছে।

জ্ঞাং বিনাথ বিহকোহসৌ পক্ষী প্রণকিতস্তম।  
বায়সঃ পাদপগতঃ প্রহট্টমভিকুজতি। ৫৫

‘আমাকে সীতা-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখে কাক গাছে  
কয়ে আনন্দিত চিত্তে শব্দ করছে কিন্তু এই পাখি আমাকে  
সীতার সঙ্গে দেখে উঠেঃস্বরে কলরব করত।

এব বৈ তত্র বৈদেহ্যা বিহগঃ প্রতিহারকঃ।  
পক্ষী মাং তু বিশালাক্ষ্যঃ সমীপমুপনেষতি। ৫৬

‘এই সেই পাখি যে ছিল সেইখানে বৈদেহীর  
প্রতিহারক (সীতার অপহরণকালে প্রতিহার করেছিল) ;  
কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সেই পাখি আমাকে আয়তলোচনা  
সীতার কাছে নিয়ে যাবে।

পশ্যঃ লক্ষ্মণঃ সমাদং বনে মদবিবর্ণম্।  
পুষ্পিতাগ্রেষু বৃক্ষেষু দ্বিজানামবকুজতাম্। ৫৭

‘হে লক্ষ্মণ ! দেখো, এই বনে পুষ্পিত লতাবিশিষ্ট  
বৃক্ষগুলিতে কলরবরত পাখিদের মধুর কুজন বিরহীজনের  
মদগম্ভতা বৃদ্ধি করছে।

বিক্টিপ্তাঃ পবনেনৈতামসৌ তিলকমঞ্জরীম্।  
বটপদঃ সহসাজোতি মদোদ্বীতমিব প্রিয়াম্। ৫৮

‘বায়ুতড়িত তিলবৃক্ষের মঞ্জরীর ওপর সহসা ভ্রমর  
বসেছে, মনে হচ্ছে কোনো প্রেমিক কামোদ্রাভ হয়ে  
কম্পিতা প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

কমিনাময়মতান্তমশোকঃ শোকবর্ণনঃ।  
বটকৈঃ পবনোৎ ক্রিষ্টেত্তজ্জয়মিব মাং হিতঃ। ৫৯

‘প্রিয়াবিরহী কামার্তজ্বনের নিকট এই অশোকফুল  
অত্যন্ত শোকবর্ণক, বায়ুকম্পিত শাব্যচ্যুত পুষ্পস্তবক যেন  
আমায় তর্জন করছে।

জলী লক্ষ্মণ দৃশ্যন্তে চূতাঃ কুসুমশালিনঃ।  
বিহ্বমোৎসিক্তমনসঃ সাক্ষরাগা নরা ইব। ৬০

‘লক্ষ্মণ ! এই মঞ্জরীসজ্জিত আশ্রয়বৃক্ষগুলিকে শূঙ্গার  
কিলাসে আসক্ত হয়ে চন্দন প্রভৃতি অঙ্গরাগধারণকারী মনুষ্য

বিভ্রম হচ্ছে।

সৌমিত্রে পশ্য পল্ল্যায়ান্তিরাসু বনরাজিষু।  
কিন্নরা নরশ্যাদূল বিচরন্তি যতন্তঃ। ৬১

‘সৌমিত্র ! দেখো, এই পল্ল্যায়ান্তিরাসু বনরাজিষু  
বনরাজির মধ্যে এদিকে ওদিকে বিচরণরত কিন্নরদের  
দেখা যাচ্ছে।

ইমানি শুভদক্ষীনি পশ্য লক্ষ্মণ সর্বশঃ।  
নলিনানি প্রকাশন্তে জলে তরুণসূর্যবৎ। ৬২

‘লক্ষ্মণ ! দেখো, পল্ল্যায়ান্তিরাসু বনরাজিষু  
সুগন্ধী পদ্মফুল যেন প্রভাতসূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।  
এথা প্রসন্নসলিলা পদ্মলীলোৎ পদ্যযুতা।

হংসকারণবাকীর্ণা পশ্য সৌগন্ধিকায়ুতা। ৬৩

‘পল্ল্যায়ান্তিরাসু বনরাজিষু  
পদ্মফুলের জল অতি স্বচ্ছ। এই জলে লালকমল,  
নীলকমল তথা প্রস্ফুটিত সুগন্ধীযুক্ত পদ্মরাজিষু সঙ্গে হাঁস,  
কারণব (বালিহাঁস)-এর দল এই সরোবরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি  
করেছে।

জলে তরুণসূর্য্যভৈঃ ষট্পদাহতকেসরৈঃ।  
পঙ্কজৈঃ শোভন্তে পশ্য সমস্তাদতিসংবৃত্য। ৬৪

‘তরুণ অরুণ বর্ণবিশিষ্ট পদ্মফুলের দ্বারা পল্ল্যায়ান্তিরাসু  
চতুর্দিক সুশোভিত, পদ্মের কেশরগুলি ভ্রমরদের দ্বারা  
বিমর্দিত।

চক্রবাকযুতা নিত্যং চিত্রপ্রহবনান্তরা।  
মাতঙ্গমুগযুথৈশ্চ শোভন্তে সলিলাধিভিঃ। ৬৫

‘এই সরোবরের তীরে চক্রবাক পাখির বাস। বনের  
বিভিন্ন স্থানে স্থানে জলপানার্থী হস্তীমুগযুথ এর শোভা বৃদ্ধি  
করেছে।

পবনাহতবেগাভিক্রমিভির্বিমলৈঃ।  
পঙ্কজানি বিরাজন্তে তাত্যমানানি লক্ষ্মণ। ৬৬

‘লক্ষ্মণ ! বায়ুর আঘাতে সৃষ্ট তরঙ্গে হিরোলিত হয়ে  
পদ্মফুলগুলি জলাশয়ের শোভা অধিক সুন্দর করেছে।

পদ্মপত্রবিশালাক্ষীং সততং প্রিয়পঙ্কজাম্।  
অগশাতো মে বৈদেহীং জীবিতং নাভিরোচতে। ৬৭

‘পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তলোচনা সীতার সদা প্রিয় এই  
পদ্মফুল ; তাকে না দেখতে পেয়ে আমার জীবনধারণে আর  
কি নেই।

অহো কামস্য বামহং বো গতামপি দুর্লভাম্।  
স্মারয়িষ্যতি কল্যাণীং কল্যাণতরবাদিনীম্। ৬৮

‘অহো কামস্য বামহং বো গতামপি দুর্লভাম্।  
স্মারয়িষ্যতি কল্যাণীং কল্যাণতরবাদিনীম্। ৬৮

‘হায় ! মদনদেব আমার প্রতি কতই না বিরূপ, যে  
অনাগততা এবং দুর্লভতা হয়েও কল্যাণময়ী বাক্যবাদিনী সেই  
কল্যাণস্বরূপা সীতাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

শক্যো ধারয়িতুং কামো জবেদভ্যাগতো ময়া।

যদি ক্রমো বসন্তো মাং ন হন্যত পুষ্টিপতক্রমঃ ॥ ৬৯

‘পুষ্পদ্বারা সজ্জিত এই বৃক্ষবাজি, এই বসন্ত ঋতু  
যদি আমার পুনঃপ্রহার না করে তাহলে, আগত এই  
কামবেদনাকে আমি হারণ কবতে (সহ্য করতে) পারব।

যানি স্ম রমণীয়ানি তয়া সহ জবন্তি মে।

তানোষারমণীয়ানি জায়ন্তে মে তয়া বিনা ॥ ৭০

‘সীতা পাতল থাকায় যে সমস্ত বস্তু আমার কাছে  
রমণীয় বলে মনে হত, আজ সীতার বিরহে সেগুলিকেই  
অসুন্দর বলে মনে হচ্ছে।

পদ্মকোশলশানি দ্রুং দৃষ্টির্হি মন্যতে।

সীতায়্য নেত্রকোশভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষণ ॥ ৭১

‘লক্ষণ ! এই পদ্মফুল সীতার নয়নসদৃশ সুন্দর বলে  
মনে হচ্ছে ; সেইজন্য আমার চোখ এই সৌন্দর্য দেখতে  
চাইছে।

পদ্মকেশরসংসৃষ্টো বৃক্ষাজরবিনিসৃতঃ।

নিঃশ্বাস ইব সীতায়্য বাতি বায়ূর্মনোহরঃ ॥ ৭২

‘পদ্মকেশর স্পর্শ করে, অন্য বৃক্ষের মধ্য দিয়ে  
নির্গত সুগন্ধযুক্ত মনোরম বায়ু যেন সীতার নিশ্বাসের মতো  
বয়ে চলেছে।

সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়্য দক্ষিণে গিরিসানুবু।

পুষ্টিপতাং কর্ণিকারসা বষ্টিং পরমশোভিতাম্ ॥ ৭৩

‘সৌমিত্রে ! দেখো পম্পার দক্ষিণে পর্বতের  
সানুদেশে পুষ্টিপতা কনকচাপার শাখা অধিক সৌন্দর্য লাভ  
করেছে।

অধিকং শৈলরাজোহরঃ বাতুভিস্ত নিভৃষিতঃ।

বিচিহ্নং সৃজতে রেণুং বায়ুবেগবিঘটিতম্ ॥ ৭৪

‘বিভিন্ন বাতুর সংমিশ্রণে বিভূষিত হয়ে এই  
পর্বতশ্রেষ্ঠ স্বয়ামুক, বায়ু সবেগে সেখানে বিচিহ্ন ধুলোর  
সৃষ্টি করেছে।

গিরিপ্রহাঙ্গ সৌমিত্রে সর্বতঃ সম্প্রপুষ্টিপতৈঃ।

নিম্পত্ভৈঃ সর্বতো রম্যৈঃ প্রদীপ্তা ইব কিংওকৈঃ ॥ ৭৫

‘সুমিত্রানন্দন ! পর্বতের পৃষ্ঠদেশের চারিদিকে  
পুষ্টিপত এবং নিম্পত পলাশ বৃক্ষগুলি দেখে মনে হচ্ছে,

যেন পর্বতে অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত হয়েছে।

পম্পাভীরবরূপশেচমে সংসিক্তা মধুগন্ধিনী।

মালতীময়িকাপদকরবীরাস্ত পুষ্টিপতাঃ ॥ ৭৬

‘পম্পাভীরে সৃষ্ট বৃক্ষরাজি পম্পাব জলে সিঁক্ত এবং  
মধুগন্ধী : পুষ্টিপশোভিত এই বৃক্ষগুলি হল মালতী, মঞ্জিষ্ঠা,  
পদ্ম এবং করবী।

কেতক্য সিদ্ধবারাস্ত বাসন্ত্যে সুপুষ্টিপতাঃ।

মাদন্যো গন্ধপূর্ণাস্ত কুন্দপুষ্টিপতাঃ সর্বত্র ॥ ৭৭

‘কেতকী (কেয়া), সিদ্ধবার (নিসিন্দা) তথা কলি  
লতাগুলি সুন্দর পুষ্প দ্বারা শোভিত ; মাদনীলতা সবার  
পরিপূর্ণ তথা কুন্দপুষ্পের ঝোপ সর্বত্র শোভিত।

চিরিবদ্ধা মধুকাস্ত বজ্রুলা বকুলাস্তথা

চম্পকান্তিলকাস্টেব নাগবৃক্ষাস্ত পুষ্টিপতাঃ ॥ ৭৮

‘চিরিবদ্ধ (করঞ্জ), মধুক (মহুয়া) বকুল (কোহা)  
বকুল, চাঁপা, তিলক (তিল) নাগকেশর প্রভৃতি বৃক্ষ  
পুষ্পরাজি দ্বারা শোভিত।

পদ্মকাস্টেব শোভন্তে নীলাশোকাস্ত পুষ্টিপতাঃ

লোম্বাস্ত গিরিপৃষ্ঠেষু সিংহকেশরপিত্তরাঃ ॥ ৭৯

‘জলে পদ্মফুলরাজি শোভা বিস্তার করেছে,  
পর্বতপৃষ্ঠে নীল অশোক ফুলের সমাবরেহে সুশোভিত।  
লোম্বফুলগুলি সিংহের সিঁদলবর্ণ কেশরের ন্যায় দৃশ্যমান।

অঙ্কোলাস্ত কুরন্টাস্ত চূর্ণকাঃ পারিত্তক্যঃ।

চূতাঃ পাটলয়্যচাপি কোবিদারাস্ত পুষ্টিপতাঃ ॥ ৮০

মুচুকুন্দার্জুনাস্টেব দৃশ্যন্তে গিরিসানুবু।

‘অঙ্কোল, কুরন্ট, চূর্ণক, (শিমুল) পরিত্তক, (মি.  
মাদার) আম, পাটলি (পারুল, গোলাপ), কোবিলর,  
মুচুকুন্দ, (স্বর্ণচাঁপা) অর্জুন প্রভৃতি বৃক্ষরাজি পর্বতগারে  
পুষ্পশোভিত হয়ে দৃশ্যমান।

কেতকোদালকাস্টেব শিরীষাঃ শিংশপা ধবাঃ ॥ ৮১

শাল্যায়্য কিংওকাস্টেব রক্তাঃ কুরবকারাঃ।

তিনিয়া নক্তমাল্যাস্ত চন্দনাঃ স্যন্দনারাঃ ॥ ৮২

হিত্তলাস্তিলকাস্টেব নাগবৃক্ষাস্ত পুষ্টিপতাঃ।

‘কেতকী, উদালক, শিরীষ, শিশু, ধব, শিমুল,  
পলাশ, রক্তবর্ণের কুরবক (বিস্টি বা ঝাঁট ফুল), তিনিশ,  
নক্তমাল, চন্দন, স্যন্দন, হেস্তাল, তিলক ও  
নাগকেশরের বৃক্ষগুলি ফুলে ফুলে ডরে উঠেছে।

পুষ্টিপতান পুষ্টিতপ্রাভির্ভাভির্ভাভিঃ পরিবেষ্টিতান্ ॥ ৮৩

‘পুষ্টিপতান পুষ্টিতপ্রাভির্ভাভির্ভাভিঃ পরিবেষ্টিতান্ ॥ ৮৩

‘পুষ্টিপতান পুষ্টিতপ্রাভির্ভাভির্ভাভিঃ পরিবেষ্টিতান্ ॥ ৮৩

‘পুষ্টিপতান পুষ্টিতপ্রাভির্ভাভির্ভাভিঃ পরিবেষ্টিতান্ ॥ ৮৩

‘পুষ্টিপতান পুষ্টিতপ্রাভির্ভাভির্ভাভিঃ পরিবেষ্টিতান্ ॥ ৮৩

‘পুষ্টিপতান পুষ্টিতপ্রাভির্ভাভির্ভাভিঃ পরিবেষ্টিতান্ ॥ ৮৩

‘পুষ্টিপতান পুষ্টিতপ্রাভির্ভাভির্ভাভিঃ পরিবেষ্টিতান্ ॥ ৮৩

‘পুষ্টিপতান পুষ্টিতপ্রাভির্ভাভির্ভাভিঃ পরিবেষ্টিতান্ ॥ ৮৩

‘সৌমিত্রে !

কত-না পুষ্টিপতল

তৎকাজি বায়ুভারে

সুমান্ পশ্যেহ সৌ

বাতনিষ্টিগুবিটপান

নতঃ সমনুবর্ত

‘বায়ুভাভিত

বৃক্ষগুলির অনুবর্ত

সুন্দরীরা দয়িতের

পাদপাৎ পাদপং

বতি নৈকর

‘এক বৃক্ষ

পর্বতে, বন থেকে

গ্রাস্যদ গ্রহণ করে

গ্রাস্যদ গ্রহণ করাই

কেচিং পর্যাগুব

কেচিনুকুলসংবীত

‘কোনো কে

মধুগন্ধবিতরণকারী

গ্রাস্যদিত হয়ে যে

ইদং মুষ্টমিদং

রাগরক্তো মধু

‘প্রস্তুত

সুখাদ, এটি অধিক

মধুকব ফুলগুলিতে

নির্জীয় পুনরুৎ

বহুলুজো মধু

‘পুষ্পমযো

হয়ে সহসা অন্য

ব্রমরেরা পম্পা ভী

ইদং কুসুম

বরং নিশি

‘পুষ্পগুলি

এখন আচ্ছাদিত ক

শয্যা রচিত হয়েছে

বিবিধা বিবিধে

বিভীর্ণা সীতরক্ত



‘সৌমিত্রে ! এই বৃক্ষরাজিকে বেঁধেন করে আছে  
কত-না পুষ্পপতনতা ! পম্পার তীব্রবর্তী এই সুন্দর  
বৃক্ষরাজি বায়ুভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।

কোন পশ্যেহ সৌমিত্রে পম্পায়া কুচিরান্ বহু।  
বাতবিক্শিত্বিটপান্ যথাসম্মান্ ক্রমানিমান্ ॥ ৮৪  
মতাঃ সমনুবর্তন্তে মতা ইব বরদ্রিয়ঃ।

‘বায়ুতড়িত বৃক্ষশাখা এবং লতাপুলি নিকটবর্তী  
বৃক্ষগুলির অনুবর্তন করেছে ; যেন মনে হচ্ছে, মদমত্ত  
সুন্দরীরা দয়িতের অনুসরণ করেছে।

পাদপাং পাদপাং গচ্ছন্ত্যশৈলাচ্ছৈলং বনাদ্ বনম্ ॥ ৮৫  
যতি নৈকরসাত্মদসম্মোদিত ইবানিলঃ।

‘এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে, এক পর্বত থেকে অন্য  
পর্বতে, বন থেকে বনান্তরে প্রবাহিত বায়ু যেন এক রসের  
স্রাব প্রবাহ করে তৃপ্ত হচ্ছে না অর্থাৎ নানাবিধ রসের  
স্রাব প্রবাহ করাই তার বাসনা।

কেচিৎ পর্যাপ্তকুসুমাঃ পাদপা মধুগন্ধিনঃ ॥ ৮৬  
কেচিমুগ্ধলসংবীতাঃ শ্যামবর্ণাঃ ইবাবভুঃ।

‘কোনো কোনো বৃক্ষ অসংখ্য পুষ্প পরিপূর্ণ এবং  
মধুগন্ধবিতরণকারী ; আবার কোনো কোনো বৃক্ষ মুকুলে  
আচ্ছাদিত হচ্ছে যেন শ্যামবর্ণ ধারণ করেছে।

ইদং মৃষ্টমিদং স্বাদু প্রফুল্লমিদমিতাপি ॥ ৮৭  
রাগরক্তো মধুকরঃ কুসুমেষু লীয়তে।

‘প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলির মধ্যে এটি সুমিষ্ট, এটি  
স্বাদু, এটি অধিক বিকশিত—এইরূপ চিন্তা করে রাগরঞ্জিত  
মধুকর ফুলগুলিতে প্রবেশ করেছে।

নিলীয় পুনরুৎপেতা সহসান্যত্র গচ্ছতি।  
মধুলোভো মধুকরঃ পম্পাতীরক্রমেষৌ ॥ ৮৮

‘পুষ্পমধ্যে নিলীয়মান মধুকরের দল পুনরুৎপিত  
হয়ে সহস্র অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এইভাবে মধুলোভী  
হররেরা পম্পা তীব্রবর্তী বৃক্ষগুলিতে বিচরণ করেছে।

ইদং কুসুমসংগাভৈরুপদ্বীর্ণা সুবাক্তা।  
বয়ঃ নিপতিতৈর্ভূমিঃ শয়নপ্রত্নৈরিব ॥ ৮৯

‘পুষ্পগুলি স্রবৎ বৃক্ষচ্যুত হয়ে সুন্দরভাবে ভূমিকে  
ধনন আচ্ছাদিত করেছে ; যেন মনে হয় শয়ন করার জন্য  
যথা রচিত হয়েছে।

বিবিধা বিবিধৈঃ পুষ্পপত্রৈরেব নগসানুধু।  
বিকীর্ণাঃ শীতরক্তাভাঃ সৌমিত্রে প্রকরাঃ কৃতাঃ ॥ ৯০

‘সুমিত্রানন্দন ! পর্বতের সানুদেশে বিবিধ বর্ণের  
পুষ্পবাণি ভূপতিত হয়ে, লাল হলুদ বর্ণের চাদরের মতো  
মনে হচ্ছে।

হিমাশ্বে নগা সৌমিত্রে বৃক্ষাণাং পুষ্পসম্ভবম্।  
পুষ্পমাসে হি তরবঃ সঙ্ঘর্ষাদিব পুষ্পিতাঃ ॥ ৯১

‘লক্ষ্মণ ! দেখো, বসন্ত ঋতুতে বৃক্ষরাজির এই  
সৌন্দর্য। পুষ্পবিকাশের প্রতিযোগিতা করে তরুদল যেন  
পুষ্প প্রস্ফুটিত করে চলেছে।

আহুয়ন্ত ইবানোনাং নগাঃ ঘটপদনাদিতাঃ।  
কুসুমোত্তংসবিটপাঃ শোভন্তে বহু লক্ষ্মণ ॥ ৯২

‘তাই লক্ষ্মণ ! বৃক্ষরাজির উপরিভাগে সুন্দর  
পুষ্পবাণি মুকুলের ন্যায় শোভা ধারণ করেছে ; সেইসঙ্গে  
হররের গুঞ্জরণে মুগ্ধরিত এই স্থানে একে অপরকে আহ্বান  
করছে।

এব কারশ্চবঃ পক্ষী বিগাহ্য সলিলং শুভম্।  
রমভে কান্তয়া সার্থং কামমুদীপয়স্বি ॥ ৯৩

‘এই কারশ্চব পাখিটি পম্পার স্বচ্ছ সলিলে  
অবগাহন করে নিজ প্রিয়তমার সঙ্গে রমণ করতে করতে  
কাম উদ্দীপন করছে।

মন্দাকিন্যস্ত যদিহঃ রূপমেতন্নোরমম্।  
স্থানে জগতি বিশ্বাতা গুণাস্তল্যা মনোরমাঃ ॥ ৯৪

‘পৃথিবীতে মন্দাকিনীর মনোরম গুণ (অপরাধ  
সৌন্দর্য) সুবিখ্যাত ; কিন্তু এইখানে পম্পা সরোবরের  
মনোরম রূপ সেই মন্দাকিনীর রূপের সমান মনে হচ্ছে।

যদি দৃশ্যেত সা সাধ্বী যদি চেহ বসেমহি।  
স্পৃহয়েমঃ ন শত্রায় নাযোধ্যায়ৈ রঘুভ্রম ॥ ৯৫

‘হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! যদি সেই সাধ্বী সীতার দর্শন আমি  
এখানে লাভ করি এবং যদি তাঁর সঙ্গে এখানে বাস করি ;  
তাহলে আমার ইন্দ্রলোকে বাবারও ইচ্ছা হবে না,  
অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছাও হবে না।

ন হোবঃ রমণীয়েষু শাখলেষু তয়া সহ।  
রমতো মে ভবেচ্ছিত্রা ন স্পৃহান্যে বা ভবেৎ ॥ ৯৬

‘এই শ্যামল কোমল ভূগভূমিতে যদি সীতার সঙ্গে  
বিচরণ করতে পারতাম ; তাহলে আমার অন্য কোনো চিন্তা  
থাকত না, অন্য কোনো ভোগ্যবস্তুর প্রতি স্পৃহাও থাকত  
না।

অমী হি বিবিধৈঃ পুষ্পপত্রৈরেব বিবিধেদাঃ।



কাননেহস্মিন্ বিনা কাঙ্ক্ষাং চিত্তামুৎপাদয়ন্তি মে । ৯৭  
‘নানা পুষ্পে পল্লবে আজ্ঞাদিত এই বনস্থিত  
বৃক্ষরাজি, সীতাবিবহিত-আমার চিত্তে চিত্ত উৎপাদন  
করছে।

পশ্য শীতলজাঃ চেমাং সৌমিত্রে পুষ্পায়ুতাম্ ।  
চক্রবাকানুচরিতাঃ কারণবনিসেবিতাম্ । ৯৮  
প্রবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সম্পূর্ণাঃ মহামৃগনিষেবিতাম্ ।

‘সুমিত্রানন্দন ! দেখো ! এই পম্পার জল কত  
শীতল, এখানে অগণিত পক্ষের সমাবোধ, এখানে চক্রবাক  
বিচরণ করছে, কাবণবের বাসভূমি। প্লবদ এবং  
ক্রৌঞ্চপক্ষীতে পরিপূর্ণ এই স্থানে বড় বড় মৃগদের নিবাস।  
অধিকঃ শোভতে পম্পা বিকৃজ্জিবিহংগমৈঃ ॥ ৯৯  
দীপয়ন্তীব মে কামঃ বিবিধা মুদিতা বিজাঃ ।

শ্যামাঃ চক্রমুখীঃ শূভ্রা প্রিয়াঃ পদ্মনিভেক্ষণাম্ ॥ ১০০  
‘পাখির কৃজন মুখরিত এই পম্পার তীর বড়  
মনোরম। আমন্দ নিমগ্ন নানাবিধ পাখি আমার কামনাকে  
উদ্দীপ্ত করছে ; শ্যামাকী, চন্দ্রমুখী, কমলনয়না আমার  
প্রিয়াকে মনে পড়ছে।

পশ্য সানুযু চিত্রেষু মৃগীভিঃ সহিতান্ মৃগান্ ।  
মাং পুনর্মৃগশাবাক্ষ্য বৈদেহ্যা বিরহীকৃতম্ ।  
বাথয়ন্তীব মে চিত্তং সঞ্চরন্ততন্ততঃ । ১০১

‘লক্ষ্মণ ! দেখো, পর্বতের বিচিত্র সানুদেশে  
হরিণগুলি হরিণীদের সঙ্গে বিচরণ করছে ; আমি আমার  
মৃগনয়নী সীতার থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছি। এদিকে-ওদিকে  
বিচরণরত হরিণের দল আমার মনকে ব্যথিত করছে।

অস্মিন্ সানুনি রম্যো হি মন্তথিজগণাকুলে ।  
পশ্যায়ং যদি ভাং কাঙ্ক্ষাং ততঃ স্তি ভবেয়ম্ ॥ ১০২

‘মদমন্ত পক্ষীপরিপূর্ণ এই পর্বতের রমণীয়  
সানুদেশে যদি আমার কাঙ্ক্ষার দর্শন লাভ করি, তাহলে  
কল্যাণ হয়।

জীবৈয়ং ঋণু সৌমিত্রে ময়া সহ সুমধ্যমা ।  
সেবেত যদি বৈদেহী পম্পায়াঃ পবনঃ শুভম্ ॥ ১০৩

‘সৌমিত্রে ! যদি সুমধ্যমা সীতা আমার সঙ্গে পম্পা  
সরোবর তীরস্থ সুখদায়ক বায়ু সেবন করেন, তাহলে আমি  
নিশ্চয়ই জীবিত থাকতে পারব।

পদ্মসৌগন্ধিকবহঃ শিবঃ শোকবিনাশনম্ ।

ধন্যা লক্ষ্মণ সেবন্তে পম্পায়া বনমাকৃতম্ ॥ ১০৪

‘পম্পাতীরের এই পদ্মগন্ধবাহী, কল্যাণজনক,

শোকবিনাশক এই বনা বাতাস যারা সেবন করেন,  
লক্ষ্মণ ! তারা ধন্য।

শ্যামা পদ্মপলাশাকী প্রিয়া বিরহিতা ময়া ।  
কথং ধারয়তি প্রাণান্ বিবশা জনকায় ॥ ১০৫

‘সেই শ্যামা, পদ্মপলাশগোচনা আমার দি  
জনকায়াজা আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিবশ  
না জানি কেমন করে প্রাণধারণ করে আছেন ?

কিং নু বক্ষ্যামি ধর্মজং রাজানং সত্যবাসিনম্ ।  
জনকং পৃষ্টসীতং তং কুশলং জনকায় ॥ ১০৬

‘ধর্মজ, সত্যবাদী রাজা জনক সীতার কুশল  
জিজ্ঞাসা করলে ; আমি জনসমক্ষে তাঁকে কী ক  
যা মামনুগতা মন্দঃ শিরা প্রহাপিতঃ কনু ।  
সীতা ধর্মঃ সমাহার্য ক নু সা বর্ততে প্রিয় ॥ ১০৭

‘পিতার আদেশে আমি বনবাসে প্রেরিত হই  
ধর্মপ্রয়ী হয়ে আমাকে অনুসরণ করে এখানে  
সেই সীতা, আমার প্রিয়া এখন কোথায় অবস্থান করছে

তয়া বিহীনঃ কুপনঃ কথং লক্ষ্মণ ধারয় ।  
যা মামনুগতা রাজ্যাদ্ ব্রষ্টঃ বিহতচেতসাম্ ॥ ১০৮

‘লক্ষ্মণ ! যখন আমি রাজ্যব্রষ্ট হই  
হয়েছিলাম, তখনও তিনি আমার অনুগমন করত  
তাঁর বিহনে এই দীন অবস্থায় আমি কেমন করে  
ধারণ করব ?

তচ্চার্য্যমিতপম্পাক্ষং সুগন্ধি চতুঃপদম্ ।  
অপশাতো মুখং তস্যাঃ সীতীভ মর্জিতম্ ॥ ১০৯

‘সুগন্ধি, কমলাক্ষি, সুন্দর, চতুঃপদ  
মুখমণ্ডল দর্শন না করে আমার বুদ্ধিবিশ্রম বটে।

শ্মিতহাস্যাক্তরমুতং গুণবশমধুরং হিতম্ ।  
বৈদেহ্যা বাক্যমতুলং কদা শ্রোষ্যামি লক্ষ্মণ ॥ ১১০

‘লক্ষ্মণ ! শ্মিতহাস্যযুক্ত, গুণবিশিষ্ট, ক  
কল্যাণকর বৈদেহীর অতুলনীয় বাক্য আমি কখন  
শ্রবণ করব ?

প্রাপ্য দুঃখং বনে শ্যামা মাং মন্যথবিকর্ষিতম্ ।  
নষ্টদুঃখেব হৃষ্টেব সাক্ষী সাক্ষ্যভ্যজক ॥ ১১১

‘বনে এসে সাক্ষী সীতা বহু দুঃখ পেয়েছেন, ত  
তিনি আমার মনোবেদনা বা মানসিক কষ্ট তাঁর মন  
দ্বারা দূরীভূত করেছেন।

কিং নু বক্ষ্যামাযোষ্যায়ঃ কৌসল্যাঃ হি নৃপায় ॥  
ক সা মুবেতি পৃচ্ছন্তীঃ কথং চাপি মনস্বিনী ॥ ১১২

‘কিছু না বক্ষ্যামাযোষ্যায়ঃ কৌসল্যাঃ হি নৃপায়  
ক সা মুবেতি পৃচ্ছন্তীঃ কথং চাপি মনস্বিনী

‘হে রাজপুত্র ! অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার পরে,  
হরস্বিনী মাতা কৌশল্যা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, “আমার  
হঠাৎ কোথায় ?”—তখন আমি কী বলব ?

গর্হ লক্ষণ পশ্যৎ ত্বং ভরতঃ স্রাক্ষবৎসলম্।  
মহাহং জীবিতুং শক্তস্ত্যামৃতে জনকাস্ত্যজাম্। ১১৩

‘লক্ষণ ! তুমি যাও, স্রাক্ষবৎসল ভরতকে দেখো,  
তিনি জনকনন্দিনী সীতাকে ছেড়ে জীবন ধারণ করতে  
গরব না।’

হৃতি রামঃ মহাত্মনঃ বিলপস্তম্নাথবৎ।  
ভ্রূচ লক্ষণো ভ্রাতা বচনং যুক্তমব্যয়ম্। ১১৪

এইভাবে মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে অনাথের ন্যায় বিলাপ  
করতে দেখে, ভাই লক্ষণ তাঁকে যুক্তিপূর্ণ এবং অক্ষয় বাক্য  
বললেন—

সংজ্ঞা রাম ভ্রতঃ তে মা শুচঃ পুরুষোত্তম।  
নেদৃশানাং মতির্মন্দা ভবতাকলুষাত্মনাম্। ১১৫

‘পুরুষোত্তম শ্রীরাম ! আপনার মঙ্গল হোক। মন শান্ত  
করুন। শোক করবেন না। আপনার মতো পুণ্যাত্মা মানুষের  
বুদ্ধি কখনো এরূপ উৎসাহশূন্য হয় না।

শৃঙ্খা বিরোগজং দুঃখং তাজ স্নেহং প্রিয়ে জনে।  
অতিস্নেহপরিষদাদ্ বর্তিরদ্রোপি দহতে। ১১৬

‘প্রিয়জনের বিরোগজাত দুঃখ সকলকেই সহ্য  
করতে হয় ; এই কথা স্মরণ করে আপনি প্রিয়জনের প্রতি  
অধিক স্নেহ (আসক্তি) ত্যাগ করুন। কারণ জলসিক্ত  
পলতেও অধিক তেলে নিমজ্জিত হলে পুড়ে যায়।

যদি গচ্ছতি পাতালং ততোহভ্যধিকমেব বা।  
সর্বথা রামপঙ্খাত ন ভবিষ্যতি রাঘব। ১১৭

‘হে রাঘব ! রাবণ যদি সীতাকে নিয়ে পাতালে কিংবা  
ততোধিক গভীরতর স্থানে প্রবেশ করে তাহলেও তার  
বিনাশ অবশ্যপ্রাপ্ত।

প্রবৃতির্জাতাং তাবৎ তস্য পাপস্য রক্ষসঃ।  
ততো হাস্যতি বা সীতাং নিখনং বা গমিস্যতি। ১১৮

‘এখন সেই পাপী রাক্ষসের বাসস্থান অনুসন্ধান  
করি ; তারপর সে সীতাকে ফিরিয়ে দেবে, অন্যথায় সে  
পাংস হবে।

যদি যাতি দিতের্গর্ভং রাবণং সহ সীতয়া।  
ভ্রাপোনং হনিস্যামি ন চেদ্ দাস্যতি মৈথিলীম্। ১১৯

‘রাবণ যদি সীতাকে নিয়ে অসুরজননী দিতির গর্ভেও  
প্রবেশ করে থাকে, তাহলেও মিথিলার রাজকুমারীকে

ফিরিয়ে না দিলে, সেই স্থানই তাকে হত্যা করব।

স্বাহ্যঃ ভ্রতঃ ভজস্বার্থ ভজ্যতাং কৃশা মতিঃ।  
অর্থো হি নষ্টকার্যার্থৈরয়ত্নেনাধিগমাতে। ১২০

‘হে আর্য ! আপনি সুস্থ হোন। আপনার কল্যাণ  
হোক, স্বীনবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। যার উদ্যম নষ্ট হয়ে  
গেছে ; সে যদি উৎসাহপূর্বক চেষ্টা না করে ; তাহলে  
কখনোই তার অভিষ্ট পূর্ণ হয় না।

উৎসাহো বলবানার্থ নাম্বাৎসাহাৎ পরং বলম্।  
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্। ১২১

‘আর্য ! উৎসাহই বলবান ; উৎসাহ অপেক্ষা অধিক  
বল আর নেই। উৎসাহী পুরুষের নিকট সংসারের কোনও  
কিছুই দুর্লভ নয়।

উৎসাহবত্তঃ পুরুষা নাবসীদস্তি কর্মসু।  
উৎসাহমাত্রমাত্রিত্য প্রতিলক্ষ্যাম জানকীম্। ১২২

‘উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কর্মে অবসন্ন হন না।  
উৎসাহকে আশ্রয় করেই আমরা জানকীকে লাভ করব।

ভজ্যতাং কামবৃত্তত্বং শোকং সমাস্য পৃষ্ঠতঃ।  
মহাত্মনং কৃতজ্ঞানমাত্মনং নাববুধ্যসে। ১২৩

‘কামীর ন্যায় আচরণসহ শোক ত্যাগ করুন ; মহাত্মা  
এবং বিস্তৃত অন্তঃকরণবিশিষ্ট হয়েও আপনি এইসময়ে  
নিজেকে বুঝতে পারছেন না।’

এবং সম্বোধিতস্তেন শোকোপহতচেতনঃ।  
তাজ্য শোকং চ মোহং চ রামো ধৈর্যমুপাগমৎ। ১২৪

এইভাবে লক্ষণ বোঝানোর পরে শোকাহত-চিত্ত  
রাম তাঁর শোক এবং মোহ ত্যাগ করে ধৈর্য অবলম্বন  
করলেন।

সোহভ্যতিজ্ঞামদবদ্রোহমচিন্ত্যপরাক্রমঃ।  
রামঃ পম্পাং সুরুচিরাং রম্যাং পারিগ্রবক্রমাম্। ১২৫

তদনন্তর বাত্ৰতারহিত হয়ে অচিন্ত্যপরাক্রমী  
শ্রীরামচন্দ্র বায়ুতাড়িত বৃক্ষসমম্বিতা রমণীয়া পম্পা অতিক্রম  
করলেন।

নিরীক্ষমাণঃ সহসা মহাত্মা  
সর্বং বনং নির্ধরকন্দর চ।

উদ্বিগ্নচেতাঃ সহ লক্ষ্মণেন  
বিচার্য দুঃখোপহতঃ প্রভছে। ১২৬

উদ্বিগ্নচিত্ত, দুঃখাহত মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা  
বিবেচনা করে ধর্মা, গুহ্য এবং বনসমূহ নিরীক্ষণ করতে  
করতে প্রস্থান করলেন।



তং মন্তমাতলবিলাসগামী  
গচ্ছন্তমব্যগ্রমনা মহাস্তা।  
স লক্ষণো রাঘবমিষ্টচেষ্ঠো  
ররক্ষ ধর্মেন বলেন চৈব ॥ ১২৭  
মদমন্ত হাতির মতো বিলাসপূর্ণ গতিতে চলনশীল  
অব্যগ্রমনস্ক মহাস্তা লক্ষণ অগ্রগামী রামচন্দ্রের  
কল্যাণসাধনে নিরত হয়ে ধর্ম এবং শক্তির দ্বারা তাঁকে রক্ষা  
করলেন।  
ভাব্যামুকস্য সমীপচারী  
চরন্ দদর্শানুতদশনীয়ো।  
শাখামৃগাণামধিপত্তরস্বী  
বিতব্রসে নৈব বিচেষ্ট চেষ্ঠাম্ ॥ ১২৮  
ঋষ্যমুক পর্বতের নিকট বিচরণরত, বানরদের  
অধিপতি বেগশালী সূগ্রীব অদ্ভুতদর্শনধারী রাম-লক্ষণকে  
দেখে ভীত হয়ে, আহরাদির ন্যায় অভীষ্ট কর্মও ত্যাগ  
করলেন।

স তৌ মহাস্তা গজমন্দগামী  
শাখামৃগস্তত্র চরংশ্চরতৌ।  
দৃষ্টা বিম্বাদং পরমং জগাম  
চিহ্নাপরীতো তম্ভারতপুং ॥ ১২৯  
গজের মতো দ্রুতবেগে বিচরণশীল রাম-লক্ষণকে  
দেখে সেখানে বিচরণরত বানরাধিপতি সূগ্রীবও চিহ্নবিহীন  
হয়ে অত্যন্ত ভীত এবং বিম্বল হইলেন।  
তম্ভারতপুং পুণ্যসুখং শরণ্যং  
সদৈব শাখামৃগসেবিতাম্।  
অস্তান্চ দৃষ্টা হনয়োহভিজিহ্মু-  
র্মহৌজসৌ রাঘবলক্ষণৌ তৌ ॥ ১৩০  
মতঙ্গ মুনির সেই আশ্রমকে পুণ্যদায়ক এবং  
সুখকর মনে করে বহুসংখ্যক বানর দীর্ঘদিন ধরে  
সেখানে বাস করছিল। কিন্তু মহাতেজস্বী রামচন্দ্র  
এবং লক্ষণকে দেখে বানরেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আশ্রমের  
ভিতরে চলে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীর্তন আদিকাণ্ডে কিস্কিন্ধাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

মহর্ষি বাণীকীর্তন বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিস্কিন্ধাকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয় সর্গ (২)

সূগ্রীব তথা অন্যান্য বানরদের ভয়, হনুমানের দ্বারা সেই ভয় নিবারণ তথা রাম-লক্ষণের  
পরিচয় জানার জন্য সূগ্রীব দ্বারা তাঁদের নিকট হনুমানকে পাঠানো

তৌ তু দৃষ্টা মহাস্তানৌ স্নাতরৌ রামলক্ষণৌ।  
বরাযুধবরৌ বীরৌ সূগ্রীবঃ শঙ্কিতোহভবৎ ॥ ১  
মহাস্তা শ্রীরাম এবং লক্ষণ এই দুই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী  
বীর ভাইদের দেখে, সূগ্রীব শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।  
উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সর্বা দিশঃ সমবলোকয়ন্।  
ন ব্যতিষ্ঠত কস্মিন্চ্চিদ দেশে বানরপুঙ্গবঃ ॥ ২  
উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বানরবীর সূগ্রীব চারিদিক তালো করে  
দেখতে লাগলেন, সেইসময় তিনি কোনো এক স্থানে স্থির  
থাকতে পারছিলেন না।  
নৈব চক্রে মনঃ স্থাতুং বীক্ষমানৌ মহাবলৌ।  
কশেঃ পরমভীতস্য চিত্তং ব্যবসসাদ হ ॥ ৩  
মহাবলী শ্রীরাম এবং লক্ষণকে দেখে সূগ্রীব তাঁর

মনকে স্থির রাখতে পারছিলেন না। ভয়ে ভীতচিত্ত হয়ে  
বানররাজের হৃদয় তখন অবসন্ন হয়ে গেল।  
চিহ্নয়িত্বা স ধর্মাস্তা বিমূঢ়া গুরুলাঘবম্।  
সূগ্রীবঃ পরমোদ্বিগ্নঃ সর্বৈস্তের্বানরৈঃ সহ ॥ ৪  
ধর্মাস্তা সূগ্রীব অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ভালোমন্দ বিষয়ে  
চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর অন্যান্য বানরদের সঙ্গে  
তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।  
ততঃ স সচিবৈভ্যস্ত সূগ্রীবঃ গুবপাধিপঃ।  
শশংস পরমোদ্বিগ্নঃ শশংস্তৌ রামলক্ষণৌ ॥ ৫  
বানররাজ সূগ্রীবের হৃদয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।  
তিনি শ্রীরাম এবং লক্ষণকে দেখতে দেবতে তাঁর  
অমাত্যদের বললেন—



এতৌ বনমিসং দুর্গং বালিশ্রনিহিতৌ ঐবম্।  
তখন চীরবসনৌ প্রচরতাবিহাগতৌ ॥ ৬

‘এরা নিশ্চিতভাবেই বালীর ঘাষা প্রেবিত হয়ে এই দুর্গম বনে বিচরণ করতে করতে এই স্থানে উপস্থিত হয়েছে। আত্মপরিচয় গোপন করার জন্য ছদ্মবেশীদ্বয় বিরবাস ধারণ করেছে।’

ততঃ সুগ্রীবসচিবা দুষ্টা পরমশষিনৌ।  
হৃদুগিরিতীতঃ তস্মাদনাছিখরমুত্তমম্ ॥ ৭

তখন সুগ্রীবের সহায়ক অন্যান্য বানরেরা মহামুর্খারী সেই দুই বীরকে দেখলেন এবং ওই পর্বতের সন্দেশ ত্যাগ করে অন্য পর্বতের সুউচ্চ শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

তে কিপ্রমভিগম্যাথ যুথপা যুথপর্বভম্।  
হরয়ো বানরশ্রেষ্ঠং পরিবার্যোপতস্থিরে ॥ ৮

যুথপতি বানরগণ তাঁদের দলনায়ক বানররাজ সুগ্রীবের চতুর্দিক বেষ্টন করে দাঁড়ালেন।

এবমেকাননগতা প্রবমানা গিরেগিরিম্।  
প্রকম্পয়ন্তো বেগেন গিরীপাং শিখরাশি চ ॥ ৯

এইভাবে তাঁরা সমাবেগে পর্বতশিখর প্রকম্পিত করে এক পর্বত থেকে অন্য পর্বতে লাফিয়ে যেতে লাগলেন।

ততঃ শাখামৃগাঃ সর্বৈ প্রবমানা মহাবলাঃ।  
বভুক্ষু নগাংস্তত্র পুষ্টিপতান্ দুর্গমাপ্রিতান্ ॥ ১০

অনন্তর মহাবলশালী লক্ষ্যমান সমস্ত বানরেরা সেই পর্বতের দুর্গম স্থানে অবস্থিত সুন্দর পুষ্টিপত বৃক্ষশাখাগুলি ভেঙে তছনছ করে দিলেন।

আপ্রবন্তো হরিবরাঃ সর্বতন্তঃ মহাগিরিম্।  
মৃগমার্জারশার্দূলাং প্রাসয়ন্তো যদুস্তদা ॥ ১১

সেই পর্বতের চতুর্দিকে অবস্থিত হরিণ, বিড়াল, বাঘ প্রভৃতি প্রাণীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে শ্রেষ্ঠ বানরেরা অগ্রসর হলেন।

ততঃ সুগ্রীবসচিবাঃ পর্বতেন্দ্রে সমাহিতাঃ।  
দংগমা কপিমুখোন সর্বৈ প্রাজ্ঞলয়ঃ হিতাঃ ॥ ১২

এইভাবে সুগ্রীবের সমস্ত সচিবেরা পর্বতরাজ কদম্বক-এ আশ্রয় নিল এবং একাগ্রচিত্ত হয়ে বানররাজের

সম্মুখে কবজোত্তে দণ্ডায়মান হলেন।

ততস্ত্ব ভয়সংক্রমঃ বালিকিষ্কিন্ধ্যভিত্তম্।

উবাচ হনুমান্ বাক্যং সুগ্রীবং বানক্কেদিনঃ ॥ ১৩

অনন্তর বালীর শাপের আশঙ্কা করে সুগ্রীবকে ভয়ভীত দেখে বাকপটু হনুমান বললেন—

সম্রমজ্জাতামেধ সর্বৈর্বালিকৃতে মহান্।

মলয়োহ্যং গিরিবরো ভয়ং নেহাস্তি বালিনঃ ॥ ১৪

‘বালীব কাবণে আপনার দে ভয় তা আপনারা ত্যাগ করুন, এখানে মলয় নামক যে শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে, সেখানে বালীর কারণে কোনো ভয় নেই।

যস্মাদুদ্বিগুচেতাঃ বিজ্ঞতো হরিপুঙ্গব।

তং ক্রুরদর্শনং ক্রুরং নেহ পশ্যামি বালিনম্ ॥ ১৫

‘হে বানরশ্রেষ্ঠ ! যার আশঙ্কায় ভীত হয়ে আপনি পলায়নে উদাত সেই নিষ্ঠুরদর্শন নির্ময় বালীকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

যস্মাৎ তব ভয়ং সৌম্য পূর্বজাৎ পাপকর্মণঃ।

স নেহ বালী দুষ্টাত্মা ন তে পশ্যামহং ভয়ম্ ॥ ১৬

‘হে সৌম্য ! আপনি যার ভয়ে ভীত, আপনার সেই পাপকর্মা বড়তাই দুষ্টাত্মা বালীকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না, আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

অহো শাখামৃগাঃ তে ব্যক্তমেব প্রবক্ষ্যম্।

লঘুচিহ্নতয়াহংস্থানং ন হ্যাপন্নসি যো মতৌ ॥ ১৭

‘আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে, আপনি ওই সময় ভীত হয়ে বানরোচিত চপলতা প্রকাশ করেছেন। আপনার মন চঞ্চল। সেইজন্য আপনি সন্দেহভিতে স্থির থাকতে পারছেন না।

বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন ইঙ্গিতৈঃ সর্বমাত্র।

নহ্যবুদ্ধিঃ যতো রাজা সর্বভূতানি শাস্তি হি ॥ ১৮

‘আপনি বুদ্ধিমান এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন, অপরের ইঙ্গিতের দ্বারা অর্থাৎ অন্যের আচরণ এবং কর্মপদ্ধতি থেকে তার মনোভাব বুঝে আপনার কার্য সম্পন্ন করুন ; কারণ যে রাজা বুদ্ধিবলকে আশ্রয় না করেন তিনি সকল প্রজাদের শাসন করতে সক্ষম হন না।’

সুগ্রীবস্ত্ব ভয়ং বাক্যং প্রজ্ঞা সর্বং হনুমতঃ।

ততঃ শুভতরং বাক্যং হনুমন্তুবাচ হ ॥ ১৯

হনুমানের মুখ থেকে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু শুনে  
সুখের তরঙ্গে তরিতর তপস্বী হনুমান  
দীর্ঘবাহু বিশালাক্ষৌ শরচাপসিঁধ্যাদিমৌ।

কসো ন সাদ্ ভয়াঃ দুষ্টা হোতৌ পুনঃসুহোপমৌ ॥ ২১ ॥

‘এই দুই বীর চিরকাল এবং অক্ষয়কালকালীনই,  
তঁরা হনুর্বন ও হনুঃফলদাতা এবং পুনঃসুহোপমৌ নাম  
তঁদের শোভা : তঁদের প্রেম কব মনে ভয়ব সঙ্কপ না  
হয়।

বালিশিহিতাবেব শঙ্কহঃ পুরুষোত্তমৌ।

রাজানো বহুমিত্রাশ্চ বিশ্বাসো নাত্ৰ হি ক্রমঃ ॥ ২২ ॥

‘আমি আশঙ্ক্য করছি যে, এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বালি  
প্রেরণ করেছেন, রাজাদের বহু বন্ধু থাকেন, অতএব  
এঁদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

অরহস্ত মনুষ্যেণ বিজ্ঞেয়াশ্চর্যচারিণঃ।

বিশ্বজ্ঞানামবিশ্বজ্ঞানিহ্রেষু প্রহরন্তাপি ॥ ২২ ॥

‘ছদ্মবেশে বিচরণকারী শত্রুদের বিশেষরূপে জানার  
চেষ্টা প্রাণীমাত্রই করে থাকে ; কারণ তারা নিজেকে  
অপরের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করে তুললেও নিজে  
সবাইকে বিশ্বাস করে না। সুযোগ পেলেই কোনো ছিদ্র  
অনুসন্ধান করে ঐ বিশ্বাসভাজনকে প্রহার করে।

কৃতোষু বাণী মেধাবী রাজানো বহুদর্শিনঃ।

ভবন্তি পরহস্তারস্তে জ্ঞেয়াঃ প্রাকৃতৈর্নরৈঃ ॥ ২৩ ॥

‘মেধাবী বাণী এই সমস্ত কাজে দক্ষ। রাজারা বহুদর্শী  
হন অর্থাৎ অনেক বিষয়ে জানেন। এইজন্য তাঁরা মানুষের  
প্রকৃত অভিপ্রায় জেনে (গোপনে) শত্রুদের হত্যা করেন।

তৌ দ্বয়া প্রাকৃতেনেব গম্য জ্ঞেয়ো প্রবঙ্গম।

ইজিতানাং প্রকারৈশ্চ রূপব্যাভাষণেন চ ॥ ২৪ ॥

‘অতএব, হে কপিশ্রেষ্ঠ ! আপনি একজন সাধারণ  
মানুষের মতো সেখানে যান এবং তাঁদের ইজিত, আচরণ,  
রূপ এবং কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রকৃত পরিচয়

জানুন।

লক্ষ্যায় চর্যোচনঃ প্রকটয়ন্তৌ

বিশ্বাসযন্ প্রশংসাদিরিচ্ছিতক পুনঃ পুনঃ

‘তঁদের মনোভাব জানুন। যদি তাই হয় তবে  
তঁদের দাব দাব অতঃপর প্রশংসা করে ইচ্ছিতক  
আত্মার প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করুন।

মমৈবাক্ষিমুখঃ হিহা গৃহ্য হঃ চরিত্র

প্রয়োজনঃ প্রবেশসা বনস্যাসা কুর্চয়ন্তৌ

‘হে বানবালিবোমনি ! অন্যর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর  
এই দুই হনুর্বন বীরকে জিজ্ঞাসা করুন তাঁদের এই  
প্রবেশের প্রয়োজন কি ?

শত্রুজ্ঞানৌ যদি হেতৌ জানিহি হঃ প্রক

ব্যাভাষিতৈর্বা রূপৈর্বা বিজ্ঞেয়া নৃপজ্ঞেয়া ॥ ২৫ ॥

‘বানরবর ! যদি আপনি দেখেন যে তাঁরা কখন

তাহলে তাঁদের ভাষণের দ্বারা বা রূপের দ্বারা তাহলে

জানতে চেষ্টা করবেন যে তাঁদের কোনো কুঁকসা কি

কিনা ?’

ইতোবাঃ কপিরাজেন সন্ধিতৌ মন্ত্রতরঙ্গা

চকার গমনে বুদ্ধিঃ যত্র তৌ রামলক্ষ্মণ ॥ ২৬ ॥

এইভাবে বানররাজের দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি হয়ে

হনুমান, যেখানে রাম লক্ষ্মণ রয়েছেন সেখানে

ইচ্ছা করলেন।

তথ্যেতি সম্পূজা বচন্ত তস্য

কশেঃ সুভীতস্য দুরাসনক

মহানুভাবো হনুমান্ যদৌ তস্য

স যত্র রামোহতিবলী সলক্ষ্য ॥ ২৭ ॥

অতঃপর ভীত বানররাজ সুগ্রীবের এই বাক্যে

জানিয়ে, ‘তাই হোক’ এই বলে মহানুভাব

যেখানে অতিবলশালীদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান

সেইস্থানে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঙ্কিকাকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গসমাপ্ত ॥ ২ ॥



তৃতীয় সর্গ (৩)

হনুমান দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের বনে আসার কারণ জিজ্ঞাসা এবং শ্রীম পতিচর্যাসহ সূত্রেবের পরিচয় প্রদান ;  
শ্রীরাম কর্তৃক তাঁর বাক্যের প্রশংসা ও তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের জন্য লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ, রামের আদেশে  
হনুমানের সঙ্গে লক্ষ্মণের আলাপ এবং তাঁর ফলে হনুমানের আনন্দলাভ

যতো বিজায় হনুমান সূত্রেবসা মহামনঃ।  
নবজম্যমুকাং তু পুত্রবে যত্র রাঘবৌ। ১

মহাত্মা সূত্রেবের বাক্যের তাৎপর্য অনুধাবন করে বীর  
হনুমান যম্যমুকপর্বত থেকে যেখানে দুই রঘুবংশীয় (রাম-  
লক্ষ্মণ) বিরাজমান সেইখানে লাফিয়ে চলে গেলেন।

কপিরূপঃ শরিত্যজা হনুমান্ মারুতাস্বজঃ।  
ভিক্ষুরূপঃ ভতো ভেজে হঠবুদ্ধিতয়া কনিঃ। ২

পবনপুত্র হনুমান কপটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে ; তাঁর  
বানররূপ পরিত্যাগ কবে, ভিক্ষুকরূপ (সাধারণ ভপস্বী)  
ধারণ করলেন।

ততশ্চ হনুমান্ বাচা শ্লক্ষ্ময়া সুমনোজয়া।  
বিনীতবদুপাগম্যা রাঘবৌ প্রশিপত্য চ। ৩

অনন্তর হনুমান সেই রাঘব ভ্রাতৃত্বয়কে বিনীতভাবে  
প্রণাম করে, মধুর এবং মনোরম বাক্যসহযোগে আলাপ  
করতে লাগলেন।

রাঘভাষে চ তৌ বীরৌ যথাবৎ প্রশংস চ।  
সম্পূজা বিবিধদ্ বীরৌ হনুমান্ বানরোত্তমঃ। ৪

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই দুই বীরকে যথাবিধি  
অনুসারে পূজা করলেন এবং যথোচিত প্রশংসা করলেন।

উবাচ কামতো বাকাং মৃদু সত্যপরাক্রমৌ।  
রাজর্ষিদেবপ্রতিমৌ তাপসৌ সংশিত্রতৌ। ৫

তিনি মৃদু বাক্যে বললেন, ‘আপনারা সত্যিই  
পরাক্রমশালী, রাজর্ষি, দেবতুল্য, কঠোরব্রতী এবং  
তেজস্বী।

সেং কথমিমং প্রাপ্তৌ ভবন্তৌ বরবর্ষিনৌ।  
মাসয়ন্তৌ মৃগগণানন্যাংস্চ বনচারিণঃ। ৬

‘আপনারা দুজনেই রূপবান। এই অরণ্যপ্রদেশে  
কেন এসেছেন ? বনের হরিণসহ অন্যান্য পশুদের কেন  
সম্ভ্রম করেছেন ?

পম্পাভীরক্কাহনু বৃক্ষান্ বীক্ষমাণৌ সমজ্ঞতঃ।  
নৈং নদীং শুভজলাং শোভয়ন্তৌ তরষিনৌ। ৭

‘আপনারা উভয়েই পম্পা সরোবরের তীরস্থ  
বৃক্ষরাশি দেখেছেন। এদের মধ্যে সবেশে থাকমান  
আপনাদের বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

দৈর্ঘ্যবন্তৌ সুনর্ভাজৌ কৌ যুবাং চীরবাসসৌ।  
নিঃশ্বসন্তৌ বরভুজৌ শীতলদ্বিবিম্বাঃ প্রজাঃ। ৮

‘বৈবশীল, সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট, জীর্ণবসনধারী  
আপনাদের পরিচয় কী ? দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট আপনারা, গভীর  
নিঃশ্বাস মোচন করে, এই বনের সমস্ত পশুদের অত্যন্ত  
পীড়া দিচ্ছেন।

সিংহবিপ্রেক্ষিতৌ বীরৌ মহাবলপরাক্রমৌ।  
শত্রুচাপনিভে চাপে গৃহীত্বা শক্রনাশানৌ। ৯

‘আপনারা দুজনেই মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী,  
সিংহের ন্যায় আপনাদের দৃষ্টি, ইন্দ্রের ধনুকের ন্যায়  
বনুর্ধারণ করে আপনারা শত্রু বিনাশে সক্ষম।

শ্রীমন্তৌ রূপসম্পন্নৌ বৃষভশ্রেষ্ঠবিক্রমৌ।  
হস্তিহস্তোপমভুজৌ দ্যুতিমন্তৌ নরবর্তৌ। ১০

‘অপরূপ রূপবিশিষ্ট আপনারা, আপনাদের বিক্রম  
শ্রেষ্ঠ বশুর তুল্য, হস্তীশুণ্ডতুল্য আপনাদের বাহুযুগল,  
দীপ্তিমান আপনারা মনুষ্যকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বী।

প্রভয়া পর্বতেন্দ্রোহসৌ যুবমোরবভাসিতাঃ।  
রাজ্যার্হাবমরপ্রখ্যৌ কথং দেশমিহাগতৌ। ১১

‘আপনাদের দুজনের প্রভাব পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমুক  
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেবতুল্য পরাক্রমশালী আপনারা  
রাজ্য শাসনের যোগ্য, এই দেশে আপনারা কেন  
এসেছেন ?

পদ্মপত্রেক্ষণৌ বীরৌ জটামণ্ডলধারিণৌ।  
অন্যোন্যাদৃশৌ বীরৌ দেবলোকাদিহাগতৌ। ১২

‘আপনাদের নয়ন পদ্মকুলের ন্যায় সুন্দর,  
জটামণ্ডলধারী হে বীরদ্বয় ! বীরহে আপনারা একে  
অপরের সমতুল্য, আপনারা কি দেবলোক থেকে এখানে  
এসেছেন ?

যদৃচ্ছয়েব সম্প্রাপ্তৌ চন্দ্রসূর্যৌ বসুন্ধরাম্।  
বিশালবক্ষসৌ বীরৌ মানুযৌ দেবরূপিনৌ। ১৩

যদৃচ্ছয়েব সম্প্রাপ্তৌ চন্দ্রসূর্যৌ বসুন্ধরাম্।  
বিশালবক্ষসৌ বীরৌ মানুযৌ দেবরূপিনৌ। ১৩



‘আপনাদের দুজনকে ঘেঁষে মনে হচ্ছে চন্দ্র সূর্য  
একত্রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুবিশাল বক্রবিশিষ্ট  
দুই মনুষ্যবীরকে দেবতুল্যরূপে প্রতীত হচ্ছে।

সিংহরাজ্যে মহোৎসাহে সমদাবিব গোবৃন্দে।

আয়তাক্ত সুবৃত্তাক্ত বাহবঃ পরিঘোষণাঃ॥ ১৪

‘আপনারা আশিষ্য উৎসাহী, আপনাদের তুচ্ছ  
সিংহের ন্যায়, উন্নত যশস্বী ন্যায় মদমত্ত আপনগা,  
আপনাদের সুবৃত্তাক্ত আয়ত বাহ্যুগল পবিত্রতুল্য  
(সৌন্দর্যতুল্য) শক্তিশালী।

সর্বভূষণভূষণাঃ কিমর্থঃ ন বিভূষিতাঃ।

উজ্জী যোগ্যাবহঃ মন্যে রক্তিতুং পৃথিবীমিহাম্॥ ১৫

‘আপনারা সমস্ত প্রকার আভরণে সুসজ্জিত হওয়াব  
যোগ্য হয়েও কেন সম্পূর্ণরূপে নিরাতরণ? আমার মনে  
হয় আপনারা উভয়েই এই পৃথিবীকে রক্তা করতে সমর্থ।

সসাগরবনাং কংজাং বিজ্ঞামেকুবিভূষিতাম্।

ইমে চ ধনুর্ধী চিত্রে শ্রক্ষে চিত্রানুলেপনে॥ ১৬

প্রকাশেতে যথেক্রিয়া বজ্রে হেমবিভূষিতে।

‘সমুদ্র, বনভূমি, বিজ্ঞাপর্বত এবং মেরু প্রভৃতি  
পর্বত দ্বারা বিভূষিত এই ধরিত্রী। আপনাদের ধনুক দুটি  
সুন্দরভাবে অনুলেপিত এবং সুচিত্রিত। ইন্দের বজ্রের ন্যায়  
প্রকাশমান আপনাদের ধনুক দুটি সুবর্ণমণ্ডিত।

সম্পূর্ণাক্ত শিতৈর্বাশৈবদ্যাক্ত শুভদর্শনাঃ॥ ১৭

জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈর্জলজিহ্বিব পরগৈঃ।

‘তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পরিপূর্ণ আপনাদের তৃণীরগুলি  
অতি সুন্দর। প্রাণান্তকর ভয়ানক সর্পের ন্যায় সেই তিরগুলি  
প্রকাশিত হচ্ছে।

মহাপ্রমাদৌ বিপুলৌ তপ্তহাটকভূষণৌ॥ ১৮

খঙ্গাবেতৌ বিরাজেতে নির্মুক্তভুজগাবিব।

‘মহাপ্রমাদবিশিষ্ট বিপুল, তপ্তকাক্ষনমণ্ডিত এই  
খঙ্গাদ্বয় খোলসমুক্ত সর্পের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান।

এবং মাং পরিভাষকঃ কন্দাদ্ বৈ নাভিভাষতঃ॥ ১৯

সুগ্রীবো নাম ধর্মাত্মা কশ্চিদ্ বানরপুংসবঃ।

বীরো বিনিকৃতো দ্রাজ্যে জগদ্রমতি দুঃখিতঃ॥ ২০

‘আমি এইভাবে আপনাদের বলছি, কিন্তু আপনারা  
কেন আমার কথার কোনো উত্তর দিচ্ছেন না? কোনো এক  
ধর্মাত্মা বানরশ্রেষ্ঠের নাম সুগ্রীব। সেই বীর তাঁর ভাই কর্তৃক  
বিতাড়িত হয়ে দুঃখে জগৎ ভ্রমণ করছেন।

প্রাক্তোহহঃ প্রেনিতকেন সুগ্রীবে

বাজা বানরমুখানাং হনুমান্ নাম কন্যে।

‘আমি হনুমান নামক বানর : সেই বানরকে

বাজা বানর সুগ্রীব কর্তৃক আমি আপনাদের নিকট

হয়েছি।

গুবাভ্যাং স হি ধর্মাত্মা সুগ্রীবা সত্যজিহ্বা

তস্য মাং সচিবং বিদ্বাং বানরঃ পদমব্রজ্য

‘সেই ধর্মাত্মা সুগ্রীব আপনাদের দপ্তর

আগ্রহী। আপনারা আমাকে তাঁর সচিব হয়ে সুগ্রীব

জনাবেন। আমি বানর, পদমব্রজ্যের পুত্র

ভিক্তরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ সুগ্রীবিকল্পনা

কথামুকাহি প্রাপ্তং কামস্য কাকতল্য

‘সুগ্রীবের কল্যাণস্বপনের জন্যই আমি মূর্খ

হনুবেশ ধারণ করেছি, ধনুক পর্বত হতে এসেছি।

আমার যেখানে ইচ্ছা আমি সেখানে গিয়ে

পারি এবং ইচ্ছামতো রূপ ধারণে সক্ষম।

এবমুহুরা তু হনুমান্তৌ বীরৌ রক্তকর্ণা

বাকাজ্যো বাককুশলঃ পুনর্নৈব চ জিহ্বা

সেই দুই বীর ভাই রক্ত-লব্ধকে একত্রে

বাক্যাকুশল, বাক্যের মর্মার্থজনী হনুমান্তৌ

এতদ্ব্যুহা বচস্যা রামো লক্ষ্মণকৌ

প্রহৃষ্টবদনঃ শ্রীমান্ দ্রাজ্যে গমতঃ বিজ্ঞ

তাঁর এইরূপ কথা শুনে শ্রীহনুমান্তৌ দুজনে

ভাঁজ। তিনি তাঁর পশ্চুহিত ভাই লক্ষ্মণকে এইভাবে

নাগজেন

সচিবোহহঃ কপীক্সয়া সুগ্রীক্সয়া মহাক্স

তমেব কাক্ষমামসা মহাক্সমিহগো

‘ইনি বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুগ্রীবের সচিব

হিতকামন্য ইনি আমার নিকট এসেছেন।

তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবঃ কপী

বাকাজ্যঃ মধুরবাক্যৈঃ সৌমিত্রমক্সিমঃ

‘সৌমিত্রে’ এই সুগ্রীবসচিব, কপী

সমুহ দুই বাক্যাক্ষপ করে। ইনি বাক্যক্সম, সৌমিত্র

সৌমিত্র এবং শত্রুদমনকর্তা।

নান্দ্রোষবিনীতসা

নাসামবেদবিভূষঃ শক্যমেব

‘ইনি যশস্বী প্রকৃত হনুমান্তৌ, যাকে

করেননি, সামবেদে যিনি বিদ্বান নন তিনি কীভাবে এইরূপ  
সুন্দর বাক্যলাপে সক্ষম হন ?

দূতঃ বাকরণং কৃৎস্মনেন বহুধা শ্রুতম্,  
বহু বাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশ্যিতম্ ॥ ২৯

‘হুনি নিশ্চয়ই সমগ্র বাকরণশাস্ত্র বহুবার সাধ্যায়  
কবেছেন অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুশীলন করেছেন ; কারণ  
বহুধা বললেও ইনি কোনো অপশব্দের প্রয়োগ  
করেননি।

ন মুখে নেত্রয়োস্তাপি ললাটে চ জ্ববোস্তথা  
জ্ঞানোপি চ সর্বেষু দোষঃ সন্নিহিতঃ কচিৎ ॥ ৩০

‘বাক্যস্মরণকালে এর মুখমণ্ডলে, নয়নযুগলে,  
ললাটে বা ভ্রমধ্যে কোনো দোষ লক্ষিত হয়নি।

অবিজ্ঞমসন্দ্বিগ্ধমবিলম্বিতমব্যয়ম্

উঃঃঃ কঠগং বাক্যং বর্ততে মধ্যমশ্বরম্ ॥ ৩১

‘ইনি প্রয়োজনের অতিবিক্ত কোনো কথা বলেননি,  
বাক্য বা অর্থে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করেননি, শব্দ  
উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোনো আড়ম্বৃত্য বা বিলম্বিতভাব (টেনে  
টেনে কথা বলা) লক্ষ্য করা যায়নি বক্ষ ও কঠ থেকে  
উৎসারিত মধ্যমশ্বরে ইনি সমস্ত বাক্যসমূহ উপস্থাপিত  
করেছেন।

সংস্কারক্রমসম্প্রদায়মতামবিলম্বিতাম্

উচ্চারয়তি কল্যাণীঃ বাচং হৃদয়হর্ষিণীম্ ॥ ৩২

‘এর উচ্চারিত কল্যাণময় বাণীতে রয়েছে  
বাকরণের সংস্কার, যথাযথ পদবিন্যাসের ক্রম এবং  
অদ্বুত অবিলম্বিততা (টেনে টেনে কথা বলার প্রবণতা  
নেই), যা সমগ্ররূপে হৃদয়ে আনন্দদানকারী।

অনয়া চিত্রয়া বাচা ত্রিহানব্যঞ্জনহয়া।

কস্য নারাধাতে চিত্তমুদ্যাতাসেররেরপি ॥ ৩৩

‘হৃদয়, কঠ এবং মূর্ধা—এই তিন স্থান দ্বারা স্পষ্ট  
রূপে অভিযুক্ত এই বিচিত্র বাণী শুনে কার-ই বা চিত্ত  
অপ্রসন্ন থাকে ? তরবারি দ্বারা হত্যা করতে উদ্যত শত্রুর  
হৃদয়ও এই মঙ্গলকারী বাণীতে প্রসন্ন হবে।

এবং নিম্নো যস্য দূতো ন ভবেৎ পার্থিবস্য তু।

সিদ্ধান্তি হি কথং তস্য কার্যগাং গতয়োহনয ॥ ৩৪

‘হে নিম্পাপ লক্ষ্মণ ! এইরূপ দূত যে রাজার না-  
থাকে ; তাঁর কার্যসিদ্ধি কেমন করেই বা হতে পারে !

এলং গুণগণৈর্গুজা যস্য সূঃ কার্যসাধকাঃ।

তস্য সিদ্ধান্তি সর্বৈর্হণা দূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ ॥ ৩৫

‘এইরকম গুণসংযুক্ত এবং কার্যসাধক দূত যে  
রাজার আছে তাঁর সকল কার্যই দূতের এইপ্রকার  
বাক্যলাপের দ্বারা সিদ্ধ হয়।’

এবমুক্ত্ব সৌমিত্রিঃ সুগ্ৰীবসচিবঃ কপিম্।

অভ্যভাষত বাক্যজ্ঞো বাক্যজ্ঞঃ পবনাস্তজম্ ॥ ৩৬

এইভাবে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললে, বাক্যপারদর্শী  
লক্ষ্মণ সুগ্ৰীব-সচিব, পবনপুত্র, বাক্যপটু কপিবরকে  
বললেন—

বিদিতা নৌ গুণা বিদ্বন্ সুগ্ৰীবস্য মহাত্মনঃ।

তমেব চাবাং মার্গাবঃ সুগ্ৰীবঃ প্রবণেশ্বরম্ ॥ ৩৭

‘হে বিদ্বন্ ! মহাত্মা সুগ্ৰীবের গুণ সম্পর্কে আমরা  
জ্ঞাত হয়েছি। আমরা দুজন সেই বানররাজ সুগ্ৰীবকেই  
অনুসন্ধান করছি।

যথা ব্রবীষি হনুমন্ সুগ্ৰীববচনাদিহ।

তৎ তথা হি করিষ্যামো বচনাৎ তব সন্তম ॥ ৩৮

‘হে হনুমান ! সুগ্ৰীবের বচনানুসারে যা আপনি  
বললেন ; আপনার কথায় আমরা সেইবকমই করব।’

তৎ তস্য বাক্যং নিপুণং নিশমা

প্রহস্টরূপঃ পবনাস্তজঃ কপিঃ।

মনঃ সমাধায় জয়োপপত্তৌ

সখ্যং তদা কর্তুমিষেব তাজাম্ ॥ ৩৯

লক্ষ্মণের এই স্বীকৃতিসূচক সুনিপুণ বাক্য শুনে  
পবনপুত্র কপিবর হনুমান অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি  
সুগ্ৰীবের বিজয়সিদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করলেন  
এবং তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপনের ইচ্ছাপ্রকাশ  
করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঙ্কিকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥



## চতুর্থ সর্গ (৪)

লক্ষ্মণের দ্বারা হনুমানের নিকট শ্রীরামের বনে আগমনের এবং সীতাহরণের বৃত্তান্ত-বর্ণনা, সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সহযোগিতা লাভের ইচ্ছাপ্রকাশ, এই কাজে সহায়তার জন্য হনুমান কর্তৃক আশ্বাসদান : রাম, লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে হনুমানের সুগ্রীবের নিকট গমন

ততঃ প্রহৃষ্টো হনুমান্ কৃত্যবানিতি তবচঃ।

শ্রুত্বা মধুরভাষং স সুগ্রীবং মনসা গতঃ॥ ১

তখন শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে হনুমান আনন্দিত হয়ে সুগ্রীবের প্রতি তাঁদের মধুরভাব লক্ষ করে কার্যসিদ্ধির কথা ভাবলেন।

জাবো রাজ্যাগমস্তস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।

যদয়ং কৃত্যবান্ প্রাপ্তঃ কৃত্যং চৈতদুপাগতম্॥ ২

মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যলাভ অবশ্যজ্ঞাবী ; যেহেতু তিনি এই কার্যে সহায়ককে পেলেন এবং করণীয় কার্যও এসে উপস্থিত হয়েছে।

ততঃ পরমসংহৃষ্টো হনুমান্ প্রবগোস্তমঃ

প্রত্যাচ ততো বাক্যং রামং বাক্যবিশারদঃ॥ ৩

তখন বাক্যবিশারদ, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রামকে বললেন -

কিমর্থং হি বনং ঘোরং পম্পাকাননমশ্রিতম্।

আগতঃ সানুজো দুর্গং নানাব্যালম্গায়ুতম্॥ ৪

‘পম্পা সরোবরের তীরবর্তী উদ্যানবেষ্টিত ভয়ঙ্কর দুর্গম্ এই বনদেশ নানাবিধ হিংস্র জীবজন্তুপূর্ণ ; কী প্রয়োজনে আপনি এই ভয়ানকস্থানে আপনার ভাইকে নিয়ে এসেছেন ?’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণো রামচেদিতঃ।

আচচক্ষে মহাত্মনং রামং দশরথাস্বজম্॥ ৫

তাঁর এই কথা শুনে লক্ষ্মণ অগ্রজ রামচন্দ্রের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে দশরথনন্দন মহাত্মা রামচন্দ্রের সম্পর্কে বলতে লাগলেন—

রাজা দশরথো নাম দ্যুতিমান্ ধর্মবৎসলঃ।

চাতুর্বর্গ্যং স্বধর্মো নিত্যমেবাভিপালয়ন্॥ ৬

‘ধর্মপরায়ণ, দীপ্তিমান দশরথ নামে রাজা, স্বধর্মের দ্বারা চাতুর্বর্ণের (তাঁর রাজ্যস্থ সকল সম্প্রদায়ের প্রজাদের) নিত্য পালন করতেন।

ন খেষ্টা বিদ্যাতে তস্য স হি খেষ্টি ন কঙ্কন।

স হি সর্বেষু ভূতেষু পিতামহ ইবাপরঃ॥ ৭

‘তাঁর প্রতি যেমন কোনো প্রজা বিদ্রোহ পোষণ করতেন না ; তিনিও তেমনি কারও বিদ্রোহী ছিলেন না। সমস্ত প্রাণীর নিকট তিনি ছিলেন পিতামহ ব্রহ্মাত্মল। অগ্নিষ্টোমাদিভির্বাঐরিত্তিবানাপ্তদক্ষিণঃ

তস্যায়ং পূর্বজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ॥ ৮

‘তিনি পর্যাণ্ড দক্ষিণ দ্বারা অগ্নিষ্টোম প্রকৃতি যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন ; ইনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, জনসমাজে যিনি রাম নামে পরিচিত।

শরণাঃ সর্বভূতানাং শিতুর্নির্দেশপারশঃ।

জ্যেষ্ঠো দশরথস্যায়ং পুত্রাণাং জগদ্বন্দরঃ॥ ৯

‘সকল প্রাণীদের আশ্রয়দাতা ইনি পিতার আশ্রয় পালনকারী, মহারাজ দশরথের সকল পুত্রদের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ, অধিকতর গুণবান।

রাজলক্ষণসংযুক্তঃ সংযুক্তো রাজ্যাসম্পদা

রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টো ময়া বস্তং বনে সার্থমিহায়তঃ॥ ১০

‘ইনি রাজলক্ষণবিশিষ্ট এবং রাজ্যাসম্পদ-সংযুক্ত হয়েও, রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে আমার সঙ্গে এই বনে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ভার্যয়া চ মহাভাগ সীতয়ানুগতো বশী।

দিনকরে মহাতেজাঃ প্রভয়েব দিবাকরঃ॥ ১১

‘হে মহাভাগ ! এই জিতেদ্রিয় রামচন্দ্রের অনুগত হয়ে তাঁর ভার্য্যা সীতাও এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। যেমন দিনের অবসানে অর্থাৎ সায়ংকালে মহাতেজস্বী দিবাকর অস্তাচলগামী হন।

অহমস্যাবরো ভ্রাতা ঔনৈর্দাস্যমুপাগতঃ।

কৃতজস্য বহুজস্য লক্ষ্মণো নাম নামতঃ॥ ১২

‘আমি এঁর অনুজ। আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি স্বীয় কৃতজ্ঞতাবশত বহুজ্ঞানী অগ্রজের বিবিধগুণের বশীভূত হয়ে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

সুখার্হস্য মহার্হস্য সর্বভূতহিতায়নঃ।

ঐশ্বর্যেণ বিহীনস্য বনবাসে রতস্য চ॥ ১৩

‘সকল সুখভোগের যোগ্য, মহাজ্ঞানের সম্মাননীয়,

বহুভাব প্রার্থ্য সকল প্রাণী  
সর্ববিধীন হয়ে বনবাসবৎ  
লক্ষ্মণদাতা ভার্য্যা  
এক ন জামতে নক্ষঃ  
হুজানুসারে কপলা  
পুত্র অগ্রহরণ করেছে।  
জানো জানি না।  
দুর্গম দিতে পুত্রঃ  
জামতেই সুগ্রীবঃ  
‘দনু নামক দিত  
রাক্ষস-প্রাপ্ত হয়েছেন  
সুগ্রীবের বিষয়ে আমাদের  
স জামতি মহা  
যেহেতু দনুঃ স্বর্গঃ  
‘মহাবীর সুগ্রী  
অগ্রহরণকারীর সম্মান  
নিকমূর্তি ধারণ করে স্বর্গ  
এত যে সর্বমাতা  
এই চৈব চ রাম  
‘আপনি যা জিজ্ঞ  
করেছি। আমি এবং রা  
এই দ্বারা চ বিস্তারি  
সোকাখঃ পুরা  
‘ইনি (শ্রীরামচন্দ্র)  
লাভ করেছিলেন পুরা  
হয়েও ; বর্তমানে সু  
অগ্রহী।  
সীতা যস্য সুখা  
তস্য পুত্রঃ শরণা  
‘সীতা যার  
লক্ষ্মণের পালক রা  
সুগ্রীবের নিকট আশ্রয়  
সর্বসোকাখা ধর্মাত্ম  
লক্ষ্মণে রামনঃ সে  
‘আমার গুরু  
অগ্রহণাতা ; তিনিই  
স প্রসাদে ন  
স রামো বান



সর্বকৃতে অর্থাৎ সকল প্রাণীর হিতকামী এই রামচন্দ্র আজ  
ঐশ্বর্যবিশীন হয়ে বনবাসরত।

রক্ষসগণতা ভাষা রহিতে কামরূপিণী।

ততঃ স জায়তে রক্ষঃ পত্নী যেনাস্য বা হতাঃ ॥ ১৪

‘হুহানুসারে রূপধারণে সক্ষম এক রাক্ষস তাঁর  
দুকে অপহরণ করেছে। সেই রাক্ষসের নিবাস কোথায় তা  
জামবা জানি না।

দনুর্নাম দিতেঃ পুত্রঃ শাপাদ্ রাক্ষসজাং গতঃ।

আখ্যাতস্তেন সুগ্রীবঃ সমর্থো বানরাধিপঃ ॥ ১৫

‘দনু নামক দিতির পুত্র, যিনি অভিষাপনশত  
রাক্ষস-প্রাপ্ত হয়েছেন ; তিনিই সামর্থ্যশালী বানররাজ  
সুগ্রীবের বিষয়ে আমাদের বলেছেন যে—

স জাস্যতি মহাবীর্যন্তব ভাষ্যপহারিবম্।

এবমুক্তা দনুঃ স্বর্গং ভ্রাজমানো দিবং গতঃ ॥ ১৬

‘মহাবীর সুগ্রীব নিশ্চয়ই সেই পরক্ৰী  
অপহরণকারীর সন্ধান দিতে পারবেন’,—এই বলে দনু  
দিব্যমূর্তি ধারণ করে স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যাত্নাতথোন শৃন্ততঃ

অহং চৈব চ রামশ্চ সুগ্রীবং শরণং গভৌ ॥ ১৭

‘আপনি যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা যথার্থ রূপে বর্ণনা  
করেছি। আমি এবং রামচন্দ্র সেই সুগ্রীবের শরণাগত।

এব দ্বা চ বিস্তানি প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।

লোকনাথঃ পুরা হুত্বা সুগ্রীবং নাথমিচ্ছতি ॥ ১৮

‘ইনি (শ্রীরামচন্দ্র) বহু সম্পদ দান করে, উত্তম যশ  
লাভ করেছিলেন পুরাকালে। তিনি সমগ্র জগতের রক্ষক  
হয়েও ; বর্তমানে সুগ্রীবকে নিজের রক্ষকরূপে পেতে  
আগ্রহী

সীতা যস্য স্ত্রুবা চাসীচ্ছরণো ধর্মবৎসলঃ।

তস্য পুত্রঃ শরণ্যশ্চ সুগ্রীবং শরণং গতঃ ॥ ১৯

‘সীতা যাঁর পুত্রবধূ, সেই ধর্মবৎসল, সকল  
শরণাগতের পালক রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র আগ্রহদাতা  
সুগ্রীবের নিকট আশ্রয়প্রার্থী।

সর্বলোকস্য ধর্মাত্মা শরণ্যঃ শরণং পুরা।

চক্ৰমে রাঘবঃ সোহুয়ং সুগ্রীবং শরণং গতঃ ॥ ২০

‘আমার গুরুজন ধর্মাত্মা রাঘব, যিনি সর্বলোকের  
আশ্রয়দাতা ; তিনিই এখন সুগ্রীবের নিকট শরণাগত।

যস্য প্রসাদে সততং প্রসীদেদুগুরিমাঃ প্রজাঃ।

স রামো বানরেন্দ্রস্য প্রসাদমভিকামকতে ॥ ২১

‘যিনি প্রসাদে সততঃ তাঁর সমস্ত প্রজাব্যাপ্ত প্রসন্ন হন ; সেই  
রামচন্দ্র বানররাজের প্রসন্নতা প্রার্থনা করছেন।

যেন সর্বজ্ঞোপেতাঃ পুণিণাঃ সর্বপার্বিবাঃ।

মানিতাঃ সততং রাজা সদা দশরথেন বৈ ॥ ২২

‘পৃথিবীর মধ্যে সকল পার্বিণ গুণসম্পন্ন, রাজা  
দশরথ সর্বদা অন্যান্য মাননীয় রাজন্যবর্গকে প্রতিনিয়ত  
সম্মানিত করেছেন।

তস্যামং পূর্বজঃ পুত্রস্তিসু লোকেষু বিশ্রুতঃ।

সুগ্রীবং বানরেন্দ্রং তু রামঃ শরণমাগতঃ ॥ ২৩

‘তাঁর এই ত্রিলোকবিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অধুনা  
বানররাজ সুগ্রীবের শরণে এসেছেন।

শোকাভিভূতে রামে তু শোকার্তে শরণং গতে।

কর্তুমহতি সুগ্রীবঃ প্রসাদং সহ যুথপৈঃ ॥ ২৪

‘শোকে অভিভূত হয়ে, শোকার্ত হয়ে রামচন্দ্র  
শরণাগত হয়েছেন ; যুথপতিদের সঙ্গে নিয়ে সুগ্রীব তাঁকে  
প্রসন্ন করুন।’

এবং ক্রবাণং সৌমিত্রিং করুণং সাশ্রুপাতনম্।

হনুমান্ প্রভুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ২৫

এইরূপ করুণভাবে সাশ্রুলোচনে লগ্নগণকে বলতে  
দেখে, বাক্যবিশারদ হনুমান প্রত্যুত্তরে বললেন—

ঈদৃশা বুদ্ধিসম্পন্না জিতক্রোধা জিতেদ্ভ্রিয়াঃ।

দ্রষ্টব্য বানরেন্দ্রেণ দিষ্টা দর্শনমাগতাঃ ॥ ২৬

‘আপনাদের মতো বুদ্ধিমান, ক্রোধজয়ী, জিতেদ্ভ্রিয়  
পুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বানররাজের কর্তব্য ;  
সৌভাগ্যবশত আপনারাই দর্শন দিতে এসেছেন।

স হি রাজ্যশ্চ বিদ্রষ্টঃ কৃতবৈরশ্চ বাসিনা।

হতদারো বনে ত্রপ্তো ভ্রাতা বিনিক্তো ভৃশম্ ॥ ২৭

‘বালীর শত্রুতার কারণে তিনিও রাজ্যভ্রষ্ট এবং  
হতদার (বালী কর্তৃক সুগ্রীবের স্ত্রী অপহৃত) হয়ে, অত্যন্ত  
ভীত অবস্থায় এই বনে বাস করছেন।

করিষ্যতি স সাহায্যং যুবয়োর্ভাষ্করাস্তজঃ।

সুগ্রীবঃ সহ চাম্মাভিঃ সীতারঃ পরিমার্গণে ॥ ২৮

‘সুগ্রীব সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানের জন্য আমাদের  
সঙ্গে নিয়ে আপনাদের দুজনকে সাহায্য করবেন।’

ইতোবমুক্তা হনুমাঞ্ছ প্রক্ৰঃ মধুরয়া গিরা।

বভাষে সাধু গচ্ছামঃ সুগ্রীবমিতি রাঘবম্ ॥ ২৯

এই বলে হনুমান বিনম্র মধুর স্বরে রামচন্দ্রকে  
বললেন—‘বেশ ! আসুন আমরা সুগ্রীবসকাশে গমন করি।’

এবং ক্রবন্তঃ ধর্মাত্মা হনুমন্তঃ স লক্ষ্মণঃ।  
 প্রতিপূজা যথান্যায়মিদং প্রোবাচ রামবনং ॥ ৩০  
 এইকণ কখনবত হনুমানকে যথোপযুক্ত সম্মান  
 জ্ঞাপন করে ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ শ্রীরামকে বললেন  
 কপিঃ কথ্যতে হ্যষ্টৌ যথায়ঃ মারুতাস্বজঃ।  
 কৃত্যবান্ সোহপি সম্প্রাপ্তঃ কৃতকৃত্যোহসি রামবনং ॥ ৩১  
 'হে রামবন ! এই পবনপুত্র হনুমান যেকণ  
 হষ্টভাবে কথা বলছেন, তাতে মনে হয় তাঁরও কিছু  
 কৃত্যের প্রয়োজন আছে। অতএব, আপনার কার্যও সিদ্ধ  
 হবে।  
 প্রসন্নমুখবর্ণশ্চ বাজঃ হারীশ্চ ভাগতে।  
 নানৃত্যং বক্যতে হীরো হনুমান্ মারুতাস্বজঃ ॥ ৩২  
 'এব মুখের সৌন্দর্য অতি প্রসন্ন, 'ইনি অত্যন্ত  
 হষ্টভাবে অর্থাৎ আনন্দিতভাবে কথা বলছেন। সেইজন্য  
 আমার মনে হয় পবনপুত্র এই বীর হনুমান মিথ্যা কথা  
 বলছেন না।'  
 ততঃ স সুমহাপ্রাজ্ঞো হনুমান্ মারুতাস্বজঃ।

জগামাদায় তৌ বীরৌ হরিরাজায় রামবো ॥ ৩৩  
 অনন্তর সেই পরমজ্ঞানী পবননন্দন হনুমান  
 রঘুবংশীয় দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সুগ্রীবমন্ডলে গমন  
 করলেন।  
 ভিক্ষুরূপঃ পরিত্যজ্য বানরঃ রূপমস্থিতঃ।  
 পৃষ্ঠমারোপা তৌ বীরৌ জগাম কপিস্বজঃ ॥ ৩৪  
 কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান ভিক্ষুরূপ পরিগ্রহণ করে  
 নিশ্চলভাবে গমন করলেন এবং ওই দুই বীরকে পিঠে করে  
 প্রধান করলেন।  
 স তু নিপুলশশাঃ কপিপ্রবীরঃ  
 পবনসূতঃ কৃতকৃত্যবৎ প্রজ্ঞাঃ।  
 গিরিবরমূকনিব্রজঃ প্রগাতঃ  
 স শ্রুতমতিঃ সহ রামলক্ষ্মণজাভ্য ॥ ৩৫  
 বিপুলকীর্তির অধিকারী, পবনসূত, বনকেশ,  
 শ্রুতবুদ্ধিসম্পন্ন সেই হনুমান অত্যন্ত পরাক্রমশালী  
 কার্যসিদ্ধিহেতু অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে গিরিবর স্বরূপ  
 এসে উপস্থিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঙ্কিকাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

## পঞ্চম সর্গ (৫)

শ্রীরাম এবং সুগ্রীবের মৈত্রী তথা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বালীবধের প্রতিজ্ঞা

ঋষামৃকাং তু হনুমান্ গম্বা তং মলয়ং গিরিম্।  
 আচচক্ষে তদা বীরৌ কপিরাজায় রামবৌ ॥ ১  
 শ্রীহনুমান ঋষামৃক পর্বত থেকে মলয়পর্বতে গিয়ে  
 বানররাজকে দুই রঘুবংশীয় বীর সম্পর্কে বললেন—  
 অন্নং রামো মহাপ্রাজ্ঞ সম্প্রাপ্তো দৃঢ়বিক্রমঃ।  
 লক্ষ্মণেন সহ স্রাজ্য রামোহন্নয়ং সত্যবিক্রমঃ ॥ ২  
 'হে মহাপ্রাজ্ঞ ! 'ইনি অত্যন্ত দৃঢ় পরাক্রমশালী  
 শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে এখানে উপস্থিত  
 হয়েছেন।  
 ইক্ষাকুণাং কুলে জাতো রামো দশরথাস্বজঃ।  
 ধর্মে নিগদিতশ্চৈব পিতৃনির্দেশকারকঃ ॥ ৩

'ইক্ষাকুকুলসমুত দশরথের পুত্র এই রাম  
 ধর্মপালনে সুবিখ্যাত এবং পিতৃআজ্ঞা পালনকারী।  
 রাজসূয়াশ্রমেবৈশ্চ বহির্বেশভিত্তিপিতৃ।  
 দক্ষিণাশ্চ তথোং সৃষ্টা গাবঃ শতসহস্রশাঃ ॥ ৪  
 'যিনি বহু রাজসূয় এবং বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা  
 অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছেন, শত সহস্র (এক লক্ষ) গোক  
 সেইসব যজ্ঞকর্মে দক্ষিণারূপে উৎসর্গ করেছেন।  
 তপসা সত্যবাকোন বসুধা যেন পালিতা।  
 স্ত্রীহেতোস্তস্য পুত্রোহন্নয়ঃ রামোহন্নয়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫  
 'তপস্যার দ্বারা সত্যবাকের দ্বারা যিনি পৃথিবী পালন  
 করেন সেই দশরথের পুত্র রাম পিতার দ্বারা নিজ স্ত্রী



কারণে (কৈকেয়ীর পবামর্শে) এই অরণ্যে উপস্থিত  
হইলেন।

ভ্রাসা বসতোহরণ্যে নিয়তস্য মহাশ্বনঃ।

রাবণেন হতা ভাৰ্য্য স জ্ঞাঃ শরণমাগতঃ॥ ৬

‘তপশ্চরণের মাধ্যমে এই অরণ্যে বসবাসকালে এই  
হস্তাকার স্ত্রীকে রাবণ অপহরণ করেছেন, সেইজন্য তিনি  
এখন আপনার শরণাগত।

ভবতা সখাকামৌ তৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

প্রমুখ চার্ষমস্বৈতৌ পূজনীয়তমাবুভৌ॥ ৭

‘সভাকামী এই দুই ভাই হলেন রাম এবং লক্ষ্মণ।  
রৌ আপনার পূজনীয়, আপনি এঁদের যথাযথ অর্চনার  
মাধ্যমে গ্রহণ করুন।’

ক্ৰমা হনুমতো বাক্যং সুগ্ৰীবো বানরাধিপঃ।

দশনীরতমো ভূত্বা প্রীত্যোবাচ চ রাঘবম্॥ ৮

বানরাধিপতি সুগ্ৰীব হনুমানের এইরূপ কথা শুনে  
জতি সুন্দর দশনীয় রূপ ধারণ করে শ্রীরামকে প্রীতি  
সহকারে বললেন—

ভবান্ ধর্মাবনীতম্ সুতপাঃ সর্ববৎসলঃ।

জাখাতা বায়ুপুত্রেন তত্ত্বতো মে ভবদগুণাঃ॥ ৯

‘আপনি ধর্মনিষ্ঠ তথা ধর্মজ্ঞ, পরম তপস্বী, সকলের  
প্রতি স্নেহপরায়ণ, পবনপুত্র হনুমান আমাকে আপনার  
গুণবিষয়ের যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন।

ভরমৈবেষ সংকারো লাভশ্চৈবোত্তমঃ প্রভো।

যদ্বিমিচ্ছসি সৌহার্দং বানরেন যয়া সহ॥ ১০

‘হে প্রভু! আমার মতো বানরের সঙ্গে আপনি যে  
বন্ধু ইচ্ছা করছেন তাতে আমারই উত্তম লাভের আশা  
দেখছি এবং সমাদৃত হচ্ছি।

রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ।

গৃহ্যতাং পাণিনা পাদির্মর্য়াদা বধ্যতাং ধ্রুবা॥ ১১

‘যদি আমার মৈত্রী আপনার কাম্য হয়, তাহলে  
আমার এই প্রসারিত হস্ত স্বহস্তে গ্রহণ করে পারস্পরিক  
অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রচনা করুন।’

এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্ৰীবস্য সুভাষিতম্।

সম্প্রদষ্টমনা হস্তং গীড়য়ামাস পাণিনা ১২

কষ্টে। সৌহৃদমালম্ব্য পর্যঙ্কজত গীড়িতম্।

সুগ্ৰীবের এমন সুন্দর কথা শুনে শ্রীরাম প্রসন্ন চিত্তে  
ঈদৃক স্বহস্তে ধারণপূর্বক মর্দন করলেন এবং হস্তভাবে  
সৌহার্দ্য অবলম্বন করে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

ততো হনুমান্ সজ্জাজা তিস্কুরগমরিন্দমঃ॥ ১৩

কাষ্ঠঘোঃ স্নেন রূপেণ জনয়ামাস পাবকম্।

তখন হনুমান তিস্কুরের বেশ ত্যাগ করে সমৃতি  
ধারণ করে (সুগ্ৰীবের সম্মুখবর্তী হওয়ার পূর্বে হনুমান  
থুনগায় তিস্কুরের ছদ্মনেশা ধারণ করেছিলেন)

কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন করলেন।

দীপ্যমানং ততো বহিঃ পুষ্পপরভাষা সংকৃতম্॥ ১৪

তদ্যোর্মণো তু সুগ্ৰীতো নিদমৌ সুসমাহিতঃ।

প্রদীপ্ত অগ্নিকে পুষ্পদ্বারা অর্চনা করে সমাদর  
করলেন। রাম এবং সুগ্ৰীবের মধ্যে সান্নিধ্যরূপে সেই  
অগ্নিকে স্থাপন করলেন।

ততোহপিং দীপ্যমানং তৌ চক্রতুচ্চ প্রদক্ষিণম্॥ ১৫

সুগ্ৰীবো রাঘবশ্চৈব বয়স্যৎবমুপাগতৌ।

সেই প্রস্থলিত অগ্নিকে রাম এবং সুগ্ৰীব চক্রাকারে  
প্রদক্ষিণ করে একে অপরের মিত্র হলেন।

ততঃ সুগ্ৰীতমনসৌ তাবুভৌ হরিরাঘবৌ॥ ১৬

অন্যোনামভিবীক্ষন্তৌ ন ভূস্তিমভিজগতুঃ।

এর ফলে তাঁদের দুজনের মন অতি প্রসন্ন হল।

এইরূপ প্রসন্নভাবে তাঁরা পরস্পর একে অপরকে নিরীক্ষণ  
করেও তৃপ্ত হচ্ছিলেন না।

ত্বং বয়স্যোহপি হৃদ্যো মে হোকং দুঃখং সুখং চ নৌ॥ ১৭

সুগ্ৰীবো রাঘবং বাক্যমিত্যুবাচ প্রহৃষ্টবৎ।

এই সময় সুগ্ৰীব রামচন্দ্রকে প্রহৃষ্ট চিত্তে বললেন ;

‘আপনি আমার বন্ধু হয়েছেন, এখন থেকে আমাদের  
দুজনেরই সুখ এবং দুঃখ সমান।’

ততঃ সুপর্ণবহলাং ভঙ্ক্তা শাখাং সুপুষ্পিভাম্॥ ১৮

সালসাক্ষীর্ষ্য সুগ্ৰীবো নিষসাদ সরাগবঃ।

তখন সুগ্ৰীব শালগাছের একটি পত্রপুষ্পবহুল শাখা

ভেঙে ভূমিতে বিছিয়ে দিয়ে রাঘবকে সঙ্গে নিয়ে তদুপরি

আসন গ্রহণ করলেন।

লক্ষণায়াত্ সংহ্রষ্টো হনুমান্ মারুতান্বজঃ॥ ১৯

শাখাং চন্দনবৃক্ষস্য দদৌ পরমপুষ্টিভাম্।

মরুতান্বজ হনুমান পরম প্রসন্ন চিত্তে লক্ষণকে

আসন গ্রহণের জন্য একটি সুপুষ্টিপত চন্দনবৃক্ষের শাখা

দিলেন।

ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্ৰীবঃ শ্রবঃ মধুরয়া গিরা॥ ২০

প্রত্যুবাচ তদা রামঃ হর্ষব্যাকুললোচনঃ।

অনন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে



বিনয় মধুর ভাষায় সুগ্ৰীব রামচন্দ্রকে বললেন

অহং বিনিকৃতো রাম চরামীহ ত্যার্কিতঃ ॥ ২১  
হতভার্যো বনে ত্রয়ো দুর্গমেতদুপাগতঃ।

‘হে রাম ! আমি বিভাঙিত হয়ে, তীত চলে এখানে  
বিচরণ করছি। আমার ভার্য্য অপজতা হয়েছেন। আমি রণ  
হয়ে এই দুর্গম বনে আশ্রয় নিয়েছি।

সোহং ত্রয়ো মনে তীতো বসাম্যদ্ব্যজ্ঞচেতনঃ ॥ ২২  
বালিনা নিকৃতো জাত্য কৃতবৈরশ্চ রাঘব।

‘হে বসুন্ধর ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কর্তৃক আমি  
বিভাঙিত হয়েছি। সেই ভ্রাতা, আত্মকে উদ্ভ্রান্ত চেতন হয়ে  
আমি এই বনে বাস করছি।

বালিনো মে মহাভাগ ভ্যার্তস্যাভয়ঃ কুর ॥ ২৩  
কর্তুমহসি কাকুৎস্থ ভয়ঃ মে ন ভবেদ্ গণা।

‘হে মহাভাগ ! বালীর ভয়ে আমি আতঙ্কিত, আমাকে  
অভয় দান করুন। হে কাকুৎস্থ ! আপনি এমন কিছু করুন  
যাতে আমার কোনো ভয় না থাকে।’

এবমুক্তস্ত তেজস্বী ধর্মজ্ঞো ধর্মবৎসলঃ ॥ ২৪  
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থঃ সুগ্ৰীবঃ প্রহসমিব

সুগ্ৰীব এইকপ বলার পর তেজস্বী, ধর্মবৎসল, ধর্মজ্ঞ  
কাকুৎস্থ বৃন্দ হাঙ্গো সুগ্ৰীবকে উত্তরে বললেন—

উপকারকলঃ মিত্রঃ বিদিতঃ মে মহাকপে। ২৫  
বালিনঃ তং বধিষ্যামি তব ভার্গ্যপহারিণম্।

‘হে মহাকপি ! আমি জানি বন্ধু উপকারীকপী  
ফলদায়ক হয়ে থাকে, আপনার পত্নী হরণকারী সেই  
বালীকে আমি বধ করব।

অমোঘাঃ সূর্যসংক্কাশা মমেমে নিশিতাঃ শরাঃ ॥ ২৬  
তন্মিন্ বালিনি দুর্ব্বে নিপতিষ্যন্তি বেগিতাঃ।

কঙ্কপত্রপতিচ্ছমা মহেন্দ্রাশনিসমিভাঃ ॥ ২৭  
তীক্ষ্ণাশ্চ ঋজুপর্বাণঃ সরোষা ভুজগা ইব।

‘আমার এই তীক্ষ্ণ শরগুলি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বাণ

‘অমোঘা (কপলেন লক্ষ্যকরী ভয় না), অর্থাৎ সূর্যের ন্যায়  
এই বাণগুলি কঙ্কপর্বাণ পালক খারা আচ্ছাদিত, উপর  
বজ্রতুলা, অমোঘা অর্থাৎ তীক্ষ্ণ এবং পর্বতগুলি সূর্য  
মর্দনের ন্যায় সূর্য্যাক এই শর দুগুণ বালীর দেহে  
হবে।

চন্দা বালিনাঃ পশ্য তীক্ষ্ণবালীকানোপমাঃ ২৮  
শট্ঠগণিততঃ কৃমৌ প্রকীর্ত্তমিব পর্বতম্।

‘আচ্ছা দেখুন, বিষমত সর্বতুলা তীক্ষ্ণ শর  
বালীকে নিহত করে; উদ্ভ্রান্ত পরে প্রকীর্ত্ত (উদ্ভ্রান্ত  
হয়ে যাওয়া) পর্বতের ন্যায় তাকে কৃপাভিত্ত করবে।

স তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যভ্যনো দিষ্টম্।  
সুগ্ৰীবঃ পরমশ্রীতঃ পরমঃ বাক্যমবধি ২৯

নিজের পক্ষে ভিত্তিক রাঘবের সেই কথা  
সুগ্ৰীব পরমশ্রীত হয়ে উত্তম বাক্যে বললেন—  
তব প্রসাদেন নসিংহ বীর

প্রিয়াং চ রাজ্যং চ সমাপুত্রবধম্  
তথা কুর ভুং নরদেব বৈরিণঃ

যথা ন হিংস্যাৎ স পুনর্মমাত্রম্ ৩০  
‘হে বীর ! নরসিংহ আপনার কৃপায় আমি বৃদ্ধ  
আমার প্রিয়াকে এবং রাজ্য লাভ করব। সে নর  
আমার শত্রুস্বরূপ বড় ভাই যাতে আমাকে আর ভয়  
করতে না পারেন, আপনি তাই করুন।’

সীতাকপীন্দ্রকণদাচরণাং  
রাজীবহেমজ্বলনোপমানি

সুগ্ৰীবরামপ্রণয়প্রসঙ্গে  
বামানি নেত্রাণি সমঃ সুরবি ৩১

বানররাজ সুগ্ৰীব এবং শ্রীরামের প্রীতিপূর্ণ এই প্রীতি  
প্রসঙ্গে সীতার পদ্মপলাশতুলা, সুগ্ৰীবের স্বর্ণতুলা  
নিশাচরদের প্রজ্বলিত অগ্নিতুলা বামনের একত্রে সুরবি  
হয়ে উঠল।

ইত্যার্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিঙ্কিকাকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

## ষষ্ঠ সর্গ (৬)

সুগ্রীবের শ্রীরামকে সীতার অলঙ্কার দেখানো এবং তা দেখে শ্রীরামের শোক এবং রোষপূর্ণ উক্তি

পুনর্ববরীকঃ প্রীতো রাঘবঃ রঘুনন্দনম্।  
জরমাশ্রিত্য তে রাম সচিবো মন্ত্ৰিসত্তমঃ॥ ১

সুগ্রীব পুনরায় প্রসন্নচিত্তে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রকে  
বলেন—‘হে রাম ! আমার মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সচিব  
হুম্যান আমাকে আপনার বিষয়ে সব বলেছেন, যে কারণে  
জানি এই নির্জন বনে এসেছেন।

লক্ষ্মণ সহ দ্বাভ্যা বসন্ত বনে ভবঃ ২

রক্ষাশঙ্কতা ভাৰ্য্য মৈথিলী জনকাস্বজা।

কৃয়া বিযুক্তা রুদতী লক্ষ্মণেন চ ধীমতা ৩

জরঃ শ্ৰেণুনা তেন হত্যা গৃহং জটায়ুশ্চ।

জরবিয়োগজঃ দুঃখঃ প্রাপ্তিস্তেন রক্ষসা ৪

‘ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে যখন আপনি বনে বাস করছেন

জানার স্ত্রী মিথিলানন্দিনী জনকতনয়া সীতা রাক্ষস কর্তৃক

ব্রশঙ্কতা হয়েছেন। আপনার এবং ধীমান লক্ষ্মণের নিকট

থেকে বিজ্ঞিয়া অবস্থায় সুযোগ বুঝে তাকে পেতে ইচ্ছুক

সেই রাক্ষস তার রোদনাবস্থায় গৃহ জটায়ুকে হত্যা করে,

তাকে অপহরণ করেছেন। তিনি আপনাকে ভাৰ্য্যার

বিচ্ছেদজনিত দুঃখ দিয়েছেন।

জরবিয়োগজঃ দুঃখঃ নচিরাৎ ত্বং বিমোক্ষাসে।

মহঃ তামানয়িষ্যামি নষ্টাং বেদশ্রুতীমিবা ৫

‘কিন্তু স্ত্রীবিরহজনিত এই দুঃখ থেকে আপনি শীঘ্রই

মুক্ত হবেন। অপহৃত্য বেদবাণীর মতো আমি তাঁকে

অচিরেই ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

সাজলে বা বর্ত্তীঃ বর্ত্তীঃ বা নভস্তলে।

অহমানীয় দাস্যামি তব ভাৰ্য্যামরিন্দম ৬

‘হে শত্রুমর্দনকারী রাম ! তিনি পাতালেই থাকুন বা

আকাশেই অবস্থান করুন, আমি আপনার স্ত্রীকে আপনার

কাছে এনে দেব।

ইদং তথাঃ মম বচস্তুমবেহি চ রাঘব।

ন শকা সা জরয়িতুমপি সৈম্ভৈঃ সুরাসুরৈঃ ৭

তব ভাৰ্য্য মহাবাহো ভঙ্কঃ বিযুক্তং যথা।

কি শোকঃ মহাবাহো তাং কাম্যামানয়ামি তে ৮

‘হে রঘুনন্দন ! আপনি আমার এই তথ্যকে

গতাজ্ঞান করুন। হে মহাবাহু ! বিষমিগ্নিত বাদ্যবস্তুর ন্যায়

আপনার স্ত্রীকে ইন্দ্রসহ অপরাপর দেবতারা কিংবা

অসুরেরা কেহই পরিপাক করতে অর্থাৎ তাঁর কোনো ক্ষতি

করতে পারবে না। হে মহাবীর ! আপনি শোক ত্যাগ

করুন। আমি আপনার স্ত্রীকে আপনার কাছে এনে দেব।

অনুমানাৎ তু জানামি মৈথিলী সা ন সংশয়ঃ।

দ্বিগম্যাপা ময়া দৃষ্টা রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা ৯

কোনস্ত্রী রামরামেতি লক্ষ্মণেতি চ বিশ্বম্।

সুন্দরী রাবণস্যাচ্ছ পন্নগেন্দ্রবধূর্থথা ১০

‘একদিন আমি এক ভীষণকর্মা রাক্ষসকে নারীহরণ-

কর্মে লিপ্ত থাকতে দেখেছি। অনুমান দ্বারা বুঝতে পারছি,

তিনিই মৈথিলী সীতা ; এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ

নেই। রোদনামানা তিনি “হায় রাম” ! “হায় রাম” !

“হায় লক্ষ্মণ” ! বলে বিকৃতস্বরে চিৎকার করছিলেন ;

রাবণের ক্রোড়ে নাগরাজবধূর ন্যায় ছটফট করছিলেন।

আত্মনা পঞ্চমঃ মাং হি দৃষ্টা শৈলতলে স্থিতম্।

উত্তরীয়ঃ তয়া ত্যক্তঃ শুভান্যাত্তরণানি চ ১১

‘চারজন মন্ত্রীসহ আমাদের পাঁচজনকে পর্বততলে

উপবিষ্ট দেখে তিনি তাঁর উত্তরীয়সহ সুন্দর অলঙ্কারগুলি

ত্যাগ করেছিলেন (ওপর থেকে নীচে ফেলে দিলেন)।

ভান্যাম্যভিগৃহীতানি নিহিতানি চ রাঘব।

আনয়িষ্যামাহং তানি প্রতাপিজ্জাতুমহিসি ১২

‘হে রাঘব ! আমরা সেইসকল বস্তু গ্রহণ করে রক্ষা

করেছি ; আমি সেগুলি আনছি, আপনি চিনতে

পারবেন।’

তমব্রবীৎ ততো রামঃ সুগ্রীবঃ প্রিয়বাদিনম্।

আনয়ন্ত সখে শীঘ্রং কিমর্থং প্রবিলম্বসে ১৩

তখন শ্রীরামচন্দ্র সেই প্রিয়ভাষী সুগ্রীবকে

বললেন—‘হে বন্ধু ! শীঘ্র সেগুলি নিয়ে এসো, কেনই বা

বিলম্ব করছ ?’

এবমুক্তস্ত সুগ্রীবঃ শৈলস্যা গহনাং গুহাম্।

প্রবিবেশ ততঃ শীঘ্রং রাঘবপ্রিয়কাময়া ১৪

উত্তরীয়ঃ গৃহীত্বা তু স তান্যাত্তরণানি চ।

ইদং পশ্যতি রামার দর্শয়ামাস বানরঃ ১৫



এই কথা শুনে সূতীর শিষ্য বশ্যবৎ প্রীতিকামনায়  
পর্বতের এক উপত্যকায় প্রবেশ করলেন। তিনি উদ্ভীষ  
এবং সেই অলঙ্কারগুলি নিয়ে শ্রীরামকে দেখিয়ে বললেন,  
'এই দেখুন'।

ততো গৃহীত্বা বাসস্ত শুভান্যাতরগানি চ।  
অভবদ্ বাস্পসংকল্লো নীহারেনেব চক্ষুর্মাঃ॥ ১৬  
তখন সেই বস্তু এবং অলঙ্কারগুলি নিয়ে শ্রীরামের  
কণ্ঠে কুহ্মবৎ চক্ষুর্মাং নাম বাস্পসংকল্ল হইল।

সীতাস্নেহপ্রবৃত্তেন স তু বাস্পেণ দৃষিতঃ।  
হা প্রিয়েতি রুদন্ বৈষম্যং সূজা নাপতং কিতৌ॥ ১৭  
সীতার প্রতি স্নেহবশত তিনি অশ্রুবিগলিত হলেন,  
বৈষ্য ত্যাগ করে ভূপতিত হয়ে 'হা প্রিয়া' বলে রোদন  
করতে লাগলেন।

হৃদি কৃদ্বা স বহুশতমলঙ্কারমুত্তমম্।  
নিশ্বাস ভৃশং সর্পো বিলহু ইব রোষিতঃ॥ ১৮  
সুন্দর অলঙ্কারগুলি বারংবার বক্ষলগ্ন করে গহ্বরস্থ  
কৃদ্বা সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে লাগলেন।  
অবিচ্ছিন্নাশ্রুবেগে সৌমিত্রিং প্রেক্ষ্য পার্শ্বতঃ।  
পরিদেবয়িত্বং দীনং রামঃ সমুপচক্রেম॥ ১৯

নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অশ্রুবর্ষণ করতে করতে তাঁর পাশে  
সুমিত্রাকুমারকে দেখে রামচন্দ্র দীনভাবে বিলাপ করে  
বললেন—

পশা লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা সংভাক্তং ত্রিয়মাণয়া।  
উত্তরীয়মিদং ভূমৌ শরীরাদ্ ভূষণানি চ॥ ২০  
'হে লক্ষ্মণ! দেখো, অপহৃত্য বৈদেহীর ভক্ত  
এই উত্তরীয় এবং আভরণগুলি শরীর থেকে ভূপতিত  
হয়েছে।

শাখলিন্যাং ক্রবং ভূম্যাং সীতয়া ত্রিয়মাণয়া।  
উৎস্টং ভূষমিদং তথা রূপং হি দৃশ্যতে॥ ২১  
'অপহৃত্যমাণা সীতা নিশ্চয়ই তাঁর এই উৎকৃষ্ট  
আভরণগুলি এই ভূশাখাদিত ভূমিতে নিক্ষেপ করেছিলেন,  
কারণ এগুলি সম্পূর্ণ অক্ষত আছে।'

এবমুক্তস্ত রামেন লক্ষ্মণো বাক্যব্রবীৎ।  
নাহং জানামি কেয়ুরে নাহং জানামি কুতসে।  
নূপুরে হস্তিজানামি নিত্যং পার্শ্বাভিকলম্ব্য।

রামচন্দ্র এইরূপ বললে লক্ষ্মণ বললেন— 'ও সূত  
(বাহুবল্ল) কুণ্ডল (কর্ণাভরণ) দ্বারা আমি তাঁর কণ্ঠে  
অর্ধাং তাঁর এই অলঙ্কারগুলি আমি চিনতে পারছি না।  
চরণবন্দনাহেতু তাঁর এই নূপুর আমার চোখ।'

ততস্ত রাঘবো বাক্যং সূতীব্রবীৎ।  
ক্রুহি সূতীব কং দেশং ত্রিয়সী লক্ষিতা হু।  
রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ মম প্রাপপ্রিয়া কতঃ।  
তখন শ্রীরাম সূতীবকে বললেন— 'ও সূত  
আমাকে বলো, আমার প্রাপপ্রিয়াকে অপহরণ  
সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে তুমি কোন দেশে নিয়ে যে  
দেখেছ?

ক বা বসতি তদ্ রনো মহদ্ বাসনং মম।  
যন্নিমিত্তমহং সর্বান্ নাশদিধ্যামি রাক্ষসং॥ ২২  
'যে আমাকে এই নিদারুণ কষ্ট দিচ্ছে, যার  
আমি সমস্ত রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করব, সেই রাক্ষস  
কোথায় বাস করে?

হরতা মৈথিলীং যেন মাং চ রোষন্তা ক্রব।  
আত্মনো জীবিতান্তায় মৃত্যুধারমশ্যম্॥ ২৩  
'যে মৈথিলীকে অপহরণ করে আমার স্নেহ  
নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি করেছে, সে তার জীবনবল্লভকে  
নিজেই আপন মৃত্যুদ্বার উদ্ঘাটিত করেছে।

মম দম্বিততমা হতা বনাৎ  
ব্রজনিচরণে বিমধ্যা যেন শা।  
কথয় মম রিপুং তমদা বৈ  
প্রবগপতে যমসন্নিধিঃ নহরিঃ॥ ২৪  
'আমার দম্বিতা সীতাকে যে নিশাচর রাক্ষস  
বলপূর্বক অপহরণ করেছে, হে বানরপতি! তুমি আমার  
বলো আমার সেই শত্রু কোথায় অবস্থান করছে? তার  
আজই তাকে যমসন্নিধানে উপনীত করি।'

ইত্যর্বে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে বামায়ণের কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥



## সপ্তম সর্গ

সুগ্ৰীবের শ্রীরামকে প্রবোধদান এবং শ্রীরামদ্বারা সুগ্ৰীবকে তাঁর কার্যসিদ্ধির আশ্বাস প্রদান

এবমুখ্য সুগ্ৰীবো রামেনার্ভেন বানরঃ  
অবীথ্য প্রাজ্ঞলির্বাধ্যঃ সবাঙ্গং বাঙ্গলঙ্গদগদঃ। ১

এইভাবে শোকে কাতর হয়ে শ্রীরাম কথা বলার পরে  
হৃদয়বাক্য সুগ্ৰীব করজোড়ে বাঙ্গলঙ্গদ কণ্ঠে গদগদভাবে  
বললেন—

ন জনে নিলয়ঃ তস্য সর্বথা পাপরক্ষসঃ।  
সমর্থঃ বিক্রমঃ বাপি দৌল্লভ্যস্য বা কুলম্। ২

‘হে প্রভু ! নীচকুলোদ্ভব পাপাত্মা সেই রাক্ষসের  
প্রবাস কোথায় ? তার শক্তি কী ? পরাক্রমই বা কী ? কোন  
বংশেই বা তার জন্ম ? তা আমার জানা নেই।

সত্যং তু প্রতিজ্ঞানামি তাজ শোকমরিন্দম।  
করিষ্যামি তথা যত্নং যথা প্রাজ্ঞাসি মৈথিলীম্। ৩  
‘হে অবিন্দম ! আপনি শোক ত্যাগ করুন, সত্যই  
যদি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি যে আপনার জন্য  
সেইরূপ চেষ্টা করব, যাতে আপনি মৈথিলী সীতাকে পেতে  
সক্ষম হন।

রবণং সগণং হত্বা পরিতোষ্যামপৌরুষম্।  
তথাস্মি কর্তা নচিরাদ্ যথা প্রীতো ভবিষ্যসি। ৪

‘আপনার পরিতুষ্টির জন্য সৈনিকাদিসহ রবণকে  
হত্যা করে আমি এমনভাবে আত্মপৌরুষ প্রকাশ করব,  
যাতে আপনি অচিরেই প্রসন্নতা লাভ করবেন।

অনং বৈক্রব্যামলম্ব্য ধৈর্যমাত্মগতং স্মর  
জ্ঞ বিধানাং ন সদৃশমীদৃশং বুদ্ধিলাঘবম্। ৫

‘আপনি বিষাদাপন্ন হবেন না, আপনার আত্মগত  
ধৈর্য স্মরণ করুন। আপনার মতো মহাপুরুষের পক্ষে  
এইরূপ বুদ্ধি (ধৈর্য) হারানো সমীচীন নয়।

মমাপি বাসনং প্রাপ্তং ডার্মাবিরহজং মহৎ।  
নাহমেবং হি শোচামি ধৈর্যং ন চ পরিত্যজে। ৬

‘আমাকেও পত্নীবিরহজনিত মহাকষ্ট পেতে  
হয়েছে, কিন্তু আমিও এইরূপ শোক প্রকাশ করিনি এবং  
ধৈর্যচ্যুতও হইনি।

নাহং তামনুশোচামি প্রাকৃতো বানরোহপি সনু।  
মহাত্মা চ বিনীতশ্চ কিং পুনর্ধৃতিমান্ মহান্। ৭

‘আমি সাধারণ বানর হয়েও পত্নীবিরহে এইরকম

শোকাহত হইনি আপনি তো মহাত্মা, বিনীত, ধৃতিমান  
এবং মহান।

নাচ্পম্যাপত্তিতং ধৈর্যমিগ্রহীতুঃ তুমহসি।  
মর্যাদাং সত্বযুক্তানাং ধৃতিং নোৎশ্রুতুমহসি। ৮

‘পতিতমানা অগ্রদ্বারা আপনি ধৈর্যের সাথে সংবরণ  
করুন। সত্বগুণসম্পন্ন পুরুষের ধৈর্য এবং মর্যাদা ত্যাগ করা  
উচিত নয়।

বাসনে বার্থক্যে বা ভয়ে বা জীবিতান্তগে।  
বিমূশংচ হুয়াবুদ্ধ্যা ধৃতিমান্ নাবসীদতি। ৯

‘বিপদে, অর্থসংকটে, ভয়ে বা প্রাণসংশয়ে যিনি  
স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক সংকটমোচন করেন,  
তিনি কখনো কষ্ট পান না।

বালিশস্ত নরো নিত্যং বৈক্রব্যং যোহনুবর্ততে।  
স মজ্জতাবশঃ শোকে ভারাক্রান্তেব নৌর্জলে। ১০

‘যে মূর্খ মানুষ নিতাই শোকানুবর্তন করেন অর্থাৎ  
শোকাবুল থাকেন তিনি জলরাশি মধ্যে অধিক ভারবাহী  
নৌকার মতো শোকসাগরে নিমজ্জিত হন।

এবোহজ্জলিময়া বদ্ধঃ প্রণয়াৎ জ্বাং প্রসাদয়ে।  
পৌরুষং শ্রয় শোকস্য নান্তরং দাতুমহসি। ১১

‘আমি করজোড়ে আপনার নিকট অনুরোধ করছি,  
আপনি প্রসন্ন হোন ; পৌরুষ অবলম্বন করুন, মনে  
শোককে আশ্রয় দেবেন না।

যে শোকমনুবর্তন্তে ন তেষাং বিদাতে সুখম্।  
তেজশ্চ ক্ষীয়তে তেষাং ন ত্বং শোচিতুমহসি। ১২

‘যিনি শোকের অনুগামী তিনি সুখলাভ করেন  
না, তাঁর তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; অতএব আপনি দুঃখী  
হবেন না।

শোকেনাভিপ্রপন্নস্য জীবিতে চাপি সংশয়ঃ।  
স শোকং তাজ রাজেন্দ্র ধৈর্যমাশ্রয় কেবলম্। ১৩

‘হে রাজেন্দ্র ! শোকাক্রান্ত মানুষের জীবনসংশয়  
উপস্থিত হয়। এইজন্য আপনি শোক ত্যাগ করে ধৈর্য  
অবলম্বন করুন।

হিতং বয়স্যভাবেন ক্রহি নোপদিশামি তে।  
বয়স্যাতাং পূজ্যয়ে ন ত্বং শোচিতুমহসি। ১৪

‘বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আপনার পক্ষে হিতকর বাক্যই আমি  
আপনাকে বলছি, উপদেশ দিচ্ছি না। আপনি আমাদের  
মৈত্রীকে সম্মানিত করে শোক পরিহার করুন।’

মধুরং সাক্ষিত্বেন সুগ্ৰীবেন স রাঘবঃ।  
মুখমশ্রুশরিক্রিয়ং বস্ত্রাঙ্কেন প্রমার্জয়ৎ॥ ১৫

সুগ্ৰীবের এইরূপ মধুর সাক্ষ্যপূর্ণ বাক্য শুনে  
রঘুনন্দন তাঁর বসনগ্রাস্ত দ্বারা অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল পরিষ্কার  
করলেন।

প্রকৃতিহস্ত কাকুৎস্থঃ সুগ্ৰীবচনাৎ প্রভুঃ।  
সম্পরিব্রজ্য সুগ্ৰীবমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৬

সুগ্ৰীবের এইরূপ কথা শুনে প্রভু রামচন্দ্র প্রকৃতিহ  
হলেন (অর্থাৎ শোক ত্যাগ করে কিছুটা শান্ত হলেন) এবং  
সুগ্ৰীবকে আলিঙ্গন করে বললেন—

কর্তব্যং যদ্ বয়স্যোন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।  
অনুরূপং চ যুক্তং চ কৃতং সুগ্ৰীব তৎ ত্বয়া॥ ১৭

‘হে সুগ্ৰীব! একজন স্নেহপরায়ণ হিতৈষী বন্ধুর যা  
কর্তব্য আপনি তদনুরূপ উপযুক্ত কার্যই করেছেন।

এব চ প্রকৃতিহোহমুনীতস্তয়া সখে।  
দুর্লভো হীদৃশো বন্ধুরগ্নিন্ কালে বিশেষতঃ॥ ১৮

‘হে সখা! আপনার এই বাক্যের দ্বারা আমি প্রকৃতিহ  
হয়েছি। আপনার মতো বন্ধু, বিশেষত এই সময়ে অত্যন্ত  
দুর্লভ।

কিং তু যত্নস্তয়া কার্যো মৈথিলায়াঃ পরিমার্গেণ।  
রাক্ষসস্য চ রৌদ্রস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ১৯

‘কিন্তু মিথিলাকুমারী সীতা উদ্ধার তথা ভয়ানক  
দুরাত্মা রাক্ষস রাবণের অনুসন্ধানের জন্য আপনাকে যত্ন  
শীল হতে হবে।

ময়া চ যদনুষ্ঠেয়ং বিশ্রব্ধেন তদুচ্যতাম্।  
বর্ষাশ্বি চ সুক্ষেত্রে সর্বং সম্পদাতে তব॥ ২০

‘এখন আমাকে কী করতে হবে তা আমার  
নিঃসংকোচে বলুন, বর্ষাকালে উর্বর ভূমিতে উপযুক্ত নিম  
বপন করলেই ফললাভ হয়।

ময়া চ যদিদং বাক্যমভিমানাঃ সমীকৃতম্।  
তত্বয়া হরিশার্দূল তত্বমিত্যুপদ্যতাম্॥ ২১

‘হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমি অভিমানভরে যে কথা  
বলেছি তার তাৎপৰ্য্য আপনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করুন  
অনুতং নোক্ষপূর্বং মে ন চ বগ্ধে কমাচন।  
এতন্তে প্রতিজানামি সত্যেনৈব শপ্যামাহম্॥ ২২

‘আমি পূর্বে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, ভবিষ্যতেও  
বলব না। সত্যের নামে শপথ করে আমি আপনার নিকট  
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি।’

ততঃ প্রহষ্টঃ সুগ্ৰীবো বানরৈঃ সচিবৈঃ সহ।  
রাঘবস্য বচঃ শ্রদ্ধা প্রতিজ্ঞাতঃ বিশেষতঃ॥ ২৩

শ্রীরামের কথা শুনে বিশেষত, তাঁর প্রতিজ্ঞায় সূগ্ৰীব  
অন্যান্য বানর এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত  
হলেন।

এমমেকাল্বসম্পূর্ণৌ ততাত্তৌ নরবানরৌ।  
উভাবনোন্যাসদৃশঃ সুখং দুঃখমভ্যবতাম্॥ ২৪

এইভাবে একান্তে নর এবং বানর (শ্রীরাম এক  
সুগ্ৰীব) মিলিত হয়ে একে অপরের সুখ দুঃখের কথা কহে  
লাগলেন।

মহানুভাবস্য বচো নিশম্য  
হরিনৃপাপামধিপস্য তস্য।

কৃতং স মেনে হরীবীরমুখ্য-  
স্তদা চ কার্যং হৃদয়েন বিধান্॥ ২৫

মহানুভব রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের কথা শুনে  
বানরবীরশ্রেষ্ঠ বিদ্বান সুগ্ৰীব তখন মনে করলেন যে, তাঁর  
কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিস্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত্ত আদিকাব্য রামায়ণের কিস্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥



## অষ্টম সর্গ (৮)

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সুগ্রীবের শ্রীয দুঃখ নিবেদন, রাম কর্তৃক সুগ্রীবকে আশ্বাসদান এবং  
দুই ভাইয়ের শত্রুতার কারণ জিজ্ঞাসা

সুগ্রীবঃ সুগ্রীবস্তেন বাকোন হর্থিতঃ।  
লক্ষ্মণস্যগ্রজঃ শুরমিদং বচনমব্রবীৎ। ১

রামচন্দ্রের এই বাক্যে সুগ্রীব পরিতুষ্ট হয়ে আনন্দিত  
হইল লক্ষ্মণের অগ্রজ শুরবীর শ্রীরামকে বললেন -

স্বর্ধ্বমমুদ্রাহো দেবতানাং ন সংশয়ঃ।  
লক্ষ্মণো জ্ঞাপোষতঃ সখা যস্য ভবান্ মম। ২

‘আমি সর্বদাই দেবতাদের অনুগ্রহের পাত্র কারণ  
লক্ষ্মণের মতো গুণবান ব্যক্তিকে মিত্ররূপে লাভ করেছি,  
এই বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই।

ককঃ খলু ভবেদ্ রাম সহায়েন ত্য়ানঘ।  
সুরাজ্ঞমপি প্রাপ্তুং স্বরাজ্যং কিমুত প্রভো। ৩

‘হে প্রভু রামচন্দ্র ! আপনার মতো নিষ্পাপ ব্যক্তির  
সহায়তায় আমি সুররাজ্য (দেবতাদের রাজ্য)ও অধিকার  
করতে সক্ষম, আমার রাজ্যলাভ আর এমনকী !

সোহয়ং সভাজ্যো বহুনাং সুহৃদাং চৈব রাঘব।  
স্মাগ্নিসাঙ্কিকং মিত্রং লক্খং রাঘববংশজম্। ৪

‘হে রঘুনন্দন ! আমি এখন আমার বন্ধুদের এবং  
সুহৃদদের নিকট সম্মাননীয়। কারণ, রঘুবংশজাত  
আপনাকে আমি অগ্নিসাঙ্কী করে মিত্ররূপে পেয়েছি।

অহমণ্যনুরূপস্তে বয়স্যো জ্ঞাস্যসে শনৈঃ।  
ন তু বহুং সমর্থোহহং ত্য়ি আক্ৰগতান্ গুণান্। ৫

‘আমি আপনাকে আমার গুণবিষয়ে কিছু বলতে  
সক্ষম নই, তবে আমি যে আপনার যোগ্য সখা একথা  
আপনি ধীরে ধীরে জানতে পারবেন

মহাত্মনাং তু ভূয়িষ্ঠং ত্য়িধানাং কৃতান্নাম্।  
নিচলা ভবতি প্রীতির্ধৈর্যমাস্রবতাং বরঃ। ৬

‘হে আত্মনিষ্ঠ প্রধান ! আপনার মতো মহাত্মাদের  
প্রীতি এবং ভক্তি দৃঢ়রূপে অবিচল থাকে।

রজতং বা সুবর্ণং বা শুভান্যাতরণানি চ।  
অবিতক্তানি সাধুনামবগচ্ছতি সাধবঃ। ৭

‘সজ্জন ব্যক্তি নিজের স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা উত্তম  
অলঙ্কারনিকে সেই বন্ধু থেকে অবিভক্ত মনে  
করেন - অর্থাৎ নিজ সম্পদে নিজের বন্ধুদের সমান

অধিকার বলে মনে করেন

আঢ্যোনাপি দরিদ্রো বা দুঃখিতঃ সুখিতোহপি বা।  
নির্দোষশ্চ সদোষশ্চ বয়স্যঃ পরমা গতিঃ। ৮

‘ধনী হোন বা দরিদ্র, সুখী কিংবা দুঃখী হোন,  
নির্দোষ অথবা দোষযুক্ত যা-ই হোন না কেন বহুই বন্ধুর  
পরম আশ্রয়।

ধনভাগঃ সুখভাগো দেশভাগোহপি বানঘ।  
বয়স্যার্থে প্রবর্তন্তে মেহং দৃষ্টা তথাবিধম্। ৯

‘হে নিষ্পাপ ! এইরূপ উৎকৃষ্ট প্রীতি দেবে  
সজ্জনেরা মিত্রের জন্য সম্পদ, সুখ, দেশ - এই সমস্তই  
ভাগ করেন।’

তৎ তথৈতন্নবীদ্ রামঃ সুগ্রীবঃ প্রিয়বাদিনম্।  
লক্ষ্মণস্যগ্রতো লক্ষ্ম্যা বাসবস্যোব ধীমতঃ। ১০

এই শুনে রঘুনন্দন শ্রীরাম ইন্দ্রতুলা ধীমান রূপবান  
লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রিয়ভাষী সুগ্রীবকে বললেন - ‘আপনি  
যথার্থই বলেছেন।’

ততো রামঃ স্থিতঃ দৃষ্টা লক্ষ্মণং চ মহাবলম্।  
সুগ্রীবঃ সর্বতশ্চক্ষুর্বনে লোলমপাতয়ৎ। ১১

তদনন্তর (তারপরে অন্য একদিন) মহাবলশালী  
শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দণ্ডায়মান দেখে সুগ্রীব বনের  
চতুর্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলেন।

স দদর্শ ততঃ সালমবিদুরে হরীশ্চরঃ।  
সুপুষ্ণমীষৎ পত্রাভ্যং ভ্রমরৈরুপশোভিতম্। ১২

তখন বানররাজ দেখলেন নিকটস্থ একটি শালগাছ।  
বৃক্ষটি সুন্দর পত্র-পুষ্প বৃক্ষটি ছিল এবং ভ্রমরেরা ঘুরে  
ঘুরে মধুর গুঞ্জন করছিল।

তসৌকাং গর্ণবহুলাং শাখাং তত্ত্বজ্ঞা সুশোভিতাম্।  
রামস্যাতীর্থ্য সুগ্রীবো নিষসাদ সরাঘবঃ। ১৩

বৃক্ষটির পত্র-পুষ্প-সুসজ্জিত একটি শাখা ভগ্ন করে  
সুগ্রীব রামের জন্য ভূমিতে বিস্তারিত করলেন, অনন্তর  
তাকে সঙ্গে নিয়ে তদুপরি উপবেশন করলেন।

তাবাসীনৌ ততো দৃষ্টা হনুমানপি লক্ষ্মণম্।  
শালশাখাং সমুৎপাট্য বিনিতমুপবেশয়ৎ। ১৪



ভীষ্মের দুজনকে আসন গ্রহণ করিতে দেখে অনুমানও একটি শালশাখা উৎপাটন করে বিনয়ী লক্ষণকে তাতে বসালে।

সুখোপনিষ্টঃ রামঃ তু প্রসন্নমুদনিঃ যথা।

শালশূন্যাবসংকীর্ণে তন্মিন লিখিবনোরমে॥ ১৫

ততঃ প্রহরীঃ সুগ্রীবঃ শকুনা শুভয়া গিরা।

উবাচ প্রশমাদ্ রামঃ হর্ষন্যাকুলিতাক্ষনম্॥ ১৬

শালশূন্য সমাকীর্ণ সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতভাগে গুণে উপনিষ্ট বামভ্রাতৃকে শান্ত সমুদয় মতো মনে চাচ্ছিল। তখন প্রহরী সুগ্রীব সুন্দর মধুর ভাষায় প্রীতিপূর্ণভাবে বললেন — আনন্দে আত্মশয়ো বাক্যের অক্ষরগুলিও অস্পষ্ট হয়ে গেল।

অহঃ বিনিকৃতো জাত্ৰা চরামোষ ভয়াদিতঃ।

ঋষামৃকং গিরিবরং হতভার্যঃ সুদুঃখিতঃ॥ ১৭

‘আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক বিভাঙিত, আমার স্ত্রী তাঁর দ্বারা অপহৃত, আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ভীত চিন্তে এই পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষামৃকে বিচরণ করছি।

সোহহং ত্রাতো ভয়ে মগ্নো বনে সম্ভ্রান্তচেতনঃ।

বালিনা নিকৃতো জাত্ৰা কৃতবৈরশ্চ রাঘব॥ ১৮

‘আমি ভীত, সম্ভ্রান্ত, বিভ্রান্তচিন্তে, ভগ্নহৃদয়ে বনে বিচরণ করছি। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কর্তৃক গৃহ থেকে বহিস্কৃত হয়েছি। হে রাঘব ! তিনি আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছেন।

বালিনো মে ভয়র্তস্য সর্বলোকোত্তমশ্চর।

মমাপি হৃমনাথস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ১৯

‘হে প্রভু ! আপনি সকল লোককে অভয় দান করেন ; আমি বালীর ভয়ে ভীত, এই অনাথ আমার প্রতি আপনি কৃপা করুন।’

এবমুক্তস্ত তেজস্বী ধর্মজ্ঞো ধর্মবৎসলঃ।

প্রভুবাচ স কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবঃ প্রহসন্নিব॥ ২০

সুগ্রীবের এইরূপ উক্তি পূর্বে তেজস্বী, ধর্মজ্ঞ এবং ধর্মবৎসল ভগবান শ্রীরাম তাঁকে প্রভাত্তরে হাসতে হাসতে বললেন—

উপকারফলং মিত্রমপকারোহরিলক্ষণম্।

অদৌব তং বধিষ্যামি ত্ব ভার্গ্যপহারিণম্॥ ২১

‘হে বন্ধু ! উপকারের ফল হল মিত্রতা আর অপকার হল শত্রুতার লক্ষণ। আজই আমি আপনার পত্নী

সপত্নবনকলি সেই বালীকে বধ করব।

ইমে তি মে মহাভাগ পরিত্রাণকরোহসি।

কার্তিকেয়বনোদ্ধাতাঃ শরা ভেদযিচ্ছামি।

‘হে মহাভাগ ! আমার এই দুর্বলপুত্র বন ভাঙ

হে কামাখ্যা, কার্তিকেয়ের জগদ্বন শবন হেতু এই

কল্পপত্রপরিচয়।

সুপর্ণাঃ সুগ্রীকামাঃ সরোদা কৃত্য ইন।

‘কল্পপত্রের পত্র অর্থাৎ পালকগৃহ এই বন ইত্য

একটুকু অমোদাঃ এত পর্বতগুলি সুন্দর, যতদূর দৃষ্টি

এবং সর্পভূমি এত বোম।

বালিসংজ্ঞামিত্রাঃ তে ভ্রাতরঃ কুহকিহিম।

শরৈর্বিনিহতঃ শস্য নিরীক্ষ্যমিব পর্বতঃ।

‘বালী নামক আপনার অনিষ্ট সাধনকরী শত্রু

এই বাণ দ্বারা হত্যা করব, বিনীর্ণ পর্বতের ন্যায়

আপনি তাঁর ভূপতিত হওয়া প্রত্যক্ষ করবেন।’

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বহিনীপত্নিঃ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে সাসু সান্নিতি চত্রবীঃ॥ ২২

রঘুনন্দনের এই কথা শুনে বানর সেনাপতি

অনুপম আনন্দ লাভ করলেন এবং তাঁকে কামা

সাধুবাদ জানিয়ে বললেন—

রাম শোকাভিভূতোহহং শোকাত্তানঃ ভবান্ গতিঃ।

বয়স্য ইতি কৃত্বা হি ত্বয়াহং পরিত্রাণকরঃ॥ ২৩

‘হে রাম ! আমি শোকে অভিভূত, ক

শোকাত্তদের আশ্রয়দাতা আপনি। আপনাকে বন্ধু ব

জানি, সেইজন্য আপনার নিকটেই আমি অবশ্য

প্রকাশ করছি।

ত্বং হি পাণি প্রদানেন বয়স্যো মেহুগিসাক্ষিকম্।

কৃতঃ প্রাণৈর্বহ্মতঃ সত্যেন চ শপাম্যহম্॥ ২৪

‘হাতে হাত ধরে অগ্নিসাক্ষী করে আমরা পরস্প

মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। সত্যের নামে শপথ করে

বলছি আপনি আমার প্রাণাধিক।

বয়স্য ইতি কৃত্বা চ বিপ্রকঃ প্রবদাম্যহম্।

দুঃখমন্তর্গতং তন্মে মনো হরতি নিত্যাঃ॥ ২৫

‘আপনি আমার মিত্র, সেইজন্য আপনাকে সম্পূ

বিশ্বাস করে বলছি, আমার অন্তর্গত দুঃখ আমার মন

নিত্য হরণ করছে।’

বচনঃ

ভগবদু

কল্পপত্রিতা বাচা নো

এই পর্বত বনেই সু

সে বাতুলদামাত কষ্ট

যেতে তিনি অক্ষম হলো

স

বসন্তবেশে তু

যেমন

সহসা নীলবেগের

সে, তিনি সেই তীব্র

গুরুত্ব ধারণ করলেন

১ দৃষ্টি হু তং বা

বিনীতস্য চ তে

অশ্রুদ্বারা রুদ্ধ ব

নয়ন, নির্ভীকঃ প্রাস

কলেন—

বুঝে বালিনা র

কলানি চ সংশ্র

‘হে রাম ! পু

হৃদয় করে এব

অর্থাৎ যুবরাজ পদ

হস্ত অর্থাৎ চ মে

সুন্দর মদীয়া

‘আমার প্রাণ

আবার সুহৃদজনদের

দ্বাংস স

কল্পপ্রযুক্তাশ্চ

‘হে রাঘব

জনা আজও সচে

করেছি।

শক্য জেতয়াহ

শোণসর্গামাহং

‘হে রঘুনাথ

হয়ে আপনার সা

পরিকল্পিত ভীতপ্রদ

কবলং হি স

যথোহহং ধারয়

‘কেবল এ

এতাবস্থায় বচনঃ বাস্পদৃষিতলোচনঃ।

বাস্পদৃষিতয়া বাচ্য নোচেৎ শক্লোতি জাষিতুম্। ২৯

এই পর্যন্ত বলেই সুগ্রীবের নয়নযুগল অশ্রুসজ্জল হয়ে উঠল। বাস্পদৃষিত কঠিনবরে বাক্য সম্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে তিনি অক্ষম হলেন।

বাস্পবেগঃ তু সহসা নদীবেগমিবাগতম্।

ধারামাস বৈষেণ সুগ্রীবো রামসমীপে। ৩০

সহসা নদীবেগের ন্যায় তাঁর অশ্রুধারা প্রবল হয়ে উঠল। তিনি সেই তীর অশ্রুবেগ রামচন্দ্রের নিকটে ধৈর্য সহকারে ধারণ করলেন।

ন নিগূহ্য তু তং বাস্পং প্রমুখ্য নয়নে শুভে

বিনিঃশ্বাস চ তেজস্বী রাঘবঃ পুনরুচিবান্। ৩১

অশ্রুধারা রুদ্ধ করে তিনি তাঁর সুন্দর নয়নযুগল মুছে নিলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে সেই তেজস্বী রামচন্দ্রকে হলেন—

পুরাঃ বালিনা রাম রাজ্যং স্বাদবরোপিতঃ।

পুরুষাণি চ সংশ্রাব্য নির্ধৃতোহস্মি বলীয়াস। ৩২

‘হে রাম ! পূর্বে বালী আমাকে দুর্বারা সহযোগে তিরস্কার করে এবং বলপূর্বক অবরোপিত করেছেন, অর্থাৎ যুবরাজ পদ থেকে চ্যুত করেছেন।

হতা ভার্য্য চ মে তেন প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী।

নৃদমশ্চ মদীয়া যে সংযতা বন্ধনেষু তে। ৩৩

‘আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া পত্নীকে অপহরণ করে, আমার সুহৃদজনদের কারাগারে বন্দি করেছেন

যযাংশ্চ স দুষ্টাস্তা মঘিনাশায় রাঘব।

বহশস্ত্রযুক্তাশ্চ বানরা নিহতা ময়া। ৩৪

‘হে রাঘব ! সেই দুষ্টাস্তা বালি আমার বিনাশের জন্য আজও সচেতন। তাঁর প্রেরিত বহু বানরকে আমি হত্যা করেছি।

শক্যা হেতয়াহং চ দুষ্টা হ্যামপি রাঘব।

মোপসর্গাম্যহং ভীতো ভয়ে সর্ব্বে হি বিভ্রাতি। ৩৫

‘হে রঘুনাথ আমি আপনাকে দেখেও প্রথমে ভীত হয়ে আপনার সামনে আসিনি ; কারণ ভয়ভ্রান্তি হলে সবকিছুই ভীতপ্রদ মনে হয়।

কেষলং হি সহায়্য মে হনুমৎ প্রমুখান্তিমৈ।

অহোহং ধারয়াম্যদ্য প্রাণান্ কৃষ্ণগতোহপি সন্। ৩৬

‘কেবল এই হনুমান প্রভৃতি বানরেরা আমার সহায়,

সেইজন্য সংকটাপন্ন হয়েও আমি এখনও পর্যন্ত প্রাণ ধারণ করে আছি।

এতে হি কপয়ঃ স্নিগ্ধা মাং রক্ষন্তি সমন্ততঃ।

সহ গচ্ছন্তি গন্তব্যো নিতাং তিষ্ঠন্তি চাহ্মিতে। ৩৭

‘এইসমস্ত মেহপরায়ণ বানরেরা আমাকে সর্বদা রক্ষা করে, আমি যেখানে যাই এরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আমি যেখানে অবস্থান করি এরাও আমার সঙ্গে স্থান গ্রহণ করে

সংক্ষেপস্তেষ মে রাম কিমুক্তবা বিস্তরং হি তে।

স মে জোষ্ঠো রিপুবর্তা বালী বিস্রুতপৌরুষঃ। ৩৮

‘হে রাম ! সংক্ষেপে এই হল আমার বৃত্তান্ত। আপনার নিকট এর বেশি আর কী বলব ? তিনি আমার বড় ভাই, আমার শত্রুও ; মহাপরাক্রমশালীরাপে তিনি খ্যাত।

তদ্দিনাশেষপি মে দুঃখং প্রমুখং স্যাদনন্তরম্।

সুখং মে জীবিতং চৈব তদ্দিনাশনিবন্ধনম্। ৩৯

‘এই সময় আমার যে দুঃখ কষ্ট তা বালীর বিনাশের মাধ্যমেই দূর হওয়া সম্ভব। আমার সুখ এবং জীবন তাঁর বিনাশের উপরেই নির্ভরশীল।

এব মে রাম শোকান্তঃ শোকার্তেন নিবেদিতঃ।

দুঃখিতঃ সুখিতো বাপি সখ্যুর্নিত্যং সখ্য গতিঃ। ৪০

‘হে রাম ! আমি শোকপীড়িত হয়েই আমার শোকমুক্তির উপায় আপনাকে বললাম। কারণ দুঃখী বা সুখী সব অবস্থাতেই বন্ধুর আশ্রয় বন্ধু।’

শ্রুত্বৈতচ্চ বচো রামঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।

কিং নিমিত্তমভূদ্ বৈরং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। ৪১

এই কথা শুনে রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বললেন—‘কী কারণে আপনাদের এই বৈরীতার তা আমি যথায়থভাবে শুনতে চাই।

সুখং হি কারণং শ্রুত্বা বৈরস্য তব বানর।

আনন্তর্যাদ্ বিধাস্যামি সম্প্রথার্থ্য বলাবলম্। ৪২

‘হে বানররাজ ! আপনাদের দুজনের শত্রুতার কারণ জেনে, আপনাদের মধ্যে প্রাবল্য এবং দৌর্বল্য বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আপনার সুখের বিধান করব।

বলবান্ হি মমামর্ষঃ শ্রুত্বা হ্যামবমানিতম্।

বর্ধতে হৃদয়োৎ কম্পী প্রাবৃৎবেগ ইবামসঃ। ৪৩

‘আপনার অবমাননার কথা শুনে আমার ক্রোধ



বর্ষাকালের নদীবেগের ন্যায় প্রবল হয়ে আমার স্তন্যকে প্রকম্পিত করেছে।

ছোটঃ কথয় বিব্রজ্ঞো যাবদারোপাতে ধনুঃ।

সূচ্য হি ময়া বাণো নিরঙ্করঃ রিপুত্ববঃ॥ ৪৪

যতক্ষণ আমি ধনুকে গুণ আরোপ করছি, ততক্ষণ আপনি নির্ভয়ে প্রসন্নচিত্তে আপনার সব কথা বলুন। কারণ আমি বাণ নিক্ষেপ করা মাত্রই আপনার শত্রু বিনষ্ট হবে।’  
এবমুক্তঃ সূচীবঃ কাকুৎস্থেন মহাশ্বনা।

প্রবর্ষমতুলঃ লেভে চকুর্ভিঃ সহ বান্ধিতঃ॥ ৪৫

মহাশ্বা রামচন্দ্রের এই কথা শুনে সূচীব তাঁর ভ্রাতৃ বানরসঙ্গীসহ অতুল আনন্দ লাভ করলেন।

ততঃ প্রকটবদনঃ সূচীবো লক্ষ্মণভ্রাতঃ।

বৈরস্যা কারণঃ তত্ত্বমাখ্যাহুঃশুভকরঃ॥ ৪৬

তদনন্তরঃ সূচীব আনন্দিত নুশে লক্ষ্মণের সহঃ শ্রীরামকে তাঁদের বৈবিত্যের কারণসমূহ বর্ণনাক্রমে জানিয়ে আরম্ভ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিঙ্কিকাকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

## নবম সর্গ (৯)

সূচীবের শ্রীরামচন্দ্রকে বান্দীর সঙ্গে নিজের শত্রুতার কারণ বর্ণনা

বান্দী নাম মম ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ শক্রনিবৃন্দনঃ।

শিতূর্বহমতো নিত্যং মম চাপি তথা পুরা॥ ১

‘শত্রুসংহারকারী বান্দী আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। আমার পিতা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, পূর্বে আমিও তাঁকে ভালোবাসতাম।

শিতূর্বপরতে তস্মিন্জ্যেষ্ঠোহরমিতি মদ্বিভিঃ।

কপীনামিশুরো রাজ্যে কৃতঃ পরমসম্মতঃ॥ ২

‘পিতার মৃত্যুর পরে মদ্বিগণ তাঁকে জ্যেষ্ঠ জেনে বানররাজ্যের রাজা করতে সম্মত হয়েছিলেন।

রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য শিতূপৈতামহং মহং।

অহং সর্বেষু কালেষু প্রণতঃ প্রেম্যাবৎ হিতঃ॥ ৩

‘পিতা-পিতামহের সুবিশাল রাজ্য তিনি শাসন করতে লাগলেন। আমি সর্বদা দাসের ন্যায় বিনীতভাবে তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকতাম।

মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্বজ্ঞো দুন্দুভেঃ সূতঃ।

তেন তস্য মহাধৈর্যঃ বালিনঃ দ্বীকৃতঃ পুরা॥ ৪

‘দানব দুন্দুভির মায়াবী নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে দ্বীপ কারণে বান্দীর ভীষণ শত্রুতা হল।

স তু সুপ্তে জনে রাত্রেই কিঙ্কিকাধারমাগতঃ।

নর্দতি স্ম সুসংরক্তো বালিনঃ চতুর্দ্বয়ঃ॥ ৫

‘একদিন গভীর নিশীথে পুরজনের মিত্রকর্তা সেই দানব কিঙ্কিকাপুরীর দ্বারে উপস্থিত হয়ে বজ্র ক্রোধে গর্জন করতে লাগল এবং বান্দীকে ঘৃণে ঘৃণে জানালো।

প্রসুপ্তঃ মম ভ্রাতা নর্দতো ভৈরবকন্য।

শ্রদ্ধা ন মমুবে বান্দী নিম্পলাত জনাৎ জ্ঞাৎ॥ ৬

‘ওই সময়ে প্রচণ্ড গর্জনে আমার প্রসুপ্ত ভ্রাতা নিদ্রাভঙ্গ হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সবেগে কক্ষ থেকে নিষ্কৃত হলেন।

স তু বৈ নিঃসৃতঃ ক্রোধাৎ তং হস্তমসুরোত্তম।

বার্ধমাণতঃ দ্বীভির্ময়া চ প্রণতঃ॥ ৭

‘সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে হত্যা করতে উদ্যত ক্রোধের হয়ে তিনি বাইরে এলেন ; তখন অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীদের সহঃ আমিও তাঁর চরণ ধারণপূর্বক গতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

স তু নির্ভয় সর্বান্ নো নির্ভগাম মায়াদা।

ততোহহমপি সৌহার্দ্যমিঃসূতো বালিনা সহ॥ ৮

‘কিন্তু মহাবলবান বান্দী আমাদের সকলকে বন্দী



গরিয়ে দিয়ে সবেগে নিষ্কান্ত হলেন। সৌহার্দবশত তখন  
আমিও তাঁর সঙ্গে নিষ্কান্ত হলাম।

স হু মে জাতরং দুষ্টা মাং চ দূরাদনহিতম্।  
অসুরো জাতসন্ধানঃ প্রদূষাব তদা ভূশম্॥ ৯

‘সেই অসুর আমার ভাইকে এবং কিছুদূরে  
অবস্থানকারী আমাকে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর গতিতে  
পলায়ন করল।

তন্মিন্ হ্রবতি সত্বেষু দ্বাবাং ক্রান্তরং গতো।  
প্রকাশ্যপি কৃতো মার্গচ্ছেষোদগচ্ছতা তদা॥ ১০

‘ভীত সেই অসুবকে পলায়নপর দেখে আমরা  
দুজনে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। গগনে উদিত চন্দ্র তখন  
আমাদের পথকে প্রকাশিত করেছিল।

স কৃশরাবৃতঃ দুর্গং ধর্যা বিবরং মহং।  
প্রবিশ্যাসুরো বেগাদাবামাসাদ্য বিষ্ঠিতৌ॥ ১১

‘সেই অসুর তখন ভূগাবৃত দুর্গম, গভীর ভূমিগহ্বরে  
প্রবেশ করল, আমরা দুজন সবেগে সেখানে উপস্থিত হয়ে  
জর হয়ে গিয়েছিলাম।

জং প্রবিষ্টঃ রিশুং দুষ্টা বিলং রোমবশং গতঃ।  
মামুবাচ ততো বালী বচনং কুভিতেক্রিয়ঃ॥ ১২

‘সেই শত্রুকে ভূমিগহ্বরে প্রবেশ করতে দেখে  
বালী অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আমাকে  
বললেন—

ইহ তিষ্ঠাদ্য সুগ্রীব বিলধারি সমাহিতঃ।  
যাবদত্র প্রবিশ্যাহং নিহগ্নি সমরে রিপুম্॥ ১৩

‘সুগ্রীব ! যতক্ষণ আমি এই গহ্বরে প্রবেশ করে  
সমরে শত্রু সংহার না করি ততক্ষণ তুমি এই গহ্বর মুখে  
অবস্থান করো।”

বদ্য দ্বৈতদ্ বচঃ শ্রদ্ধা যাচিতঃ স পরস্তপঃ।  
শাপয়িত্বা চ মাং পদ্ভ্যাং প্রবিবেশ বিলং ততঃ॥ ১৪

‘বালীর কথা শুনে আমিও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার  
অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু পরস্তপ (শত্রুদমনকারী)  
বালী নিজ চরণের দিবি দিয়ে যেতে বারণ করলেন।

তদা প্রবিষ্টস্য বিলং সাত্ৰঃ সংবৎসরো গতঃ।  
হিস্য চ বিলধারি স কালো বাতাবর্তত॥ ১৫

‘বিবরাভ্যন্তরে প্রবেশের পরে একবৎসর কাল  
অতিক্রান্ত হল, আমিও সেইস্থানে সেইসময় যাবৎ অবস্থান  
করলাম।

অহং তু নষ্টঃ তং জ্ঞাত্বা স্নেহাদাপতসত্তমঃ।

সাতরং স প্রশস্যামি পাশপাতি চ মে মনঃ॥ ১৬  
‘দীর্ঘকাল ভাটিকে ঘিরে না-আসতে দেখে তাঁর প্রতি  
প্রীতি এবং স্নেহবশত আমার মনে তাঁর অনিষ্ট আশঙ্কা  
আগ্রত হল; তিনি হয়তো নিহত হয়েছেন এইরূপ অনুমান  
হল।

অথ দীর্ঘসা কালস্য বিলাং তদ্যাদ্ বিনিঃসৃতম্।  
সফেনং রুধিরং দুষ্টা ততোহহং ভূশদুঃখিতঃ॥ ১৭

‘তদনন্তর দীর্ঘকাল পরে সেই গহ্বর থেকে ফেনামুক্ত  
রক্ত নির্গত হতে দেখো আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।

মর্দতামসুরাণাং চ ধ্বনির্মৈ শ্রোত্রমাগতঃ।  
ন রতস্য চ সংগ্রামে ক্রোশতোহপি বনো গুরোঃ॥ ১৮

‘গর্জনরত অসুরদের ধ্বনি আমার কর্ণগোচর হল,  
যুদ্ধরত আমার বড় ভাইয়ের কোনো সাড়াশব্দ আমি পেলাম  
না।

অহং দ্ববগতো বুদ্ধা চিহ্নৈস্তৈজাতরং হতম্।  
শিখায় চ বিলধার শিলয়া গিরিমাগ্নয়া॥ ১৯

শোকাক্তশ্চোদকং কৃদ্বা কিঙ্কিধ্যামাগতঃ সখে।  
গৃহমানস্য মে তৎ স্ত্বং যত্নতো মস্ত্রিভিঃ শ্রুতম্॥ ২০

‘সেই চিহ্ন দেখে আমার মনে হল আমার ভাইয়ের  
মৃত্যু হয়েছে। তখন পর্বতপ্রমাণ এক শিলাখণ্ডের দ্বারা  
গর্তের দ্বার আমি রুদ্ধ করে দিই। হে বন্ধু ! আমি শোকাক্ত  
চিহ্নে তাঁর তর্পণাদি ক্রিয়া করে কিঙ্কিধ্যায় প্রত্যাবর্তন করি।  
আমি সময়ে আত্মগোপন করে থাকলেও সেই বার্তা  
মস্ত্রিদের কর্ণগোচর হয়।

ততোহহং তৈঃ সমাগম্য সমেতৈরভিষেচিতঃ।  
রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য ন্যায়তো মম রাঘব॥ ২১

আজগাম রিপুং হত্বা দানবং স তু বানরঃ।  
অভিষিক্তং তু মাং দুষ্টা ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ২২

‘অনন্তর তাঁরা সম্মিলিতভাবে আমার নিকট এসে  
আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। হে রঘুবীর ! আমি  
ন্যায় পথেই রাজ্য শাসন করে আসছিলাম। দানবরূপী সেই  
শত্রুকে হত্যা করে বানররাজ বালী প্রত্যাগমন করলেন।  
আমাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখে ক্রোধে তাঁর লোচনদ্বয়  
রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

মদীমান্ মস্ত্রিশো বদ্ধা পরুষঃ বাক্যমব্রবীৎ।  
নিয়ম্বে চ সমর্থস্য তং পাশং প্রতি রাঘব॥ ২৩

ন প্রাবর্তত মে বুদ্ধির্ভাতৃগৌরবমস্ত্রিতা।  
‘আমার মস্ত্রিদের তিনি কারাগারে রুদ্ধ করে আমাকে

কঠোর ভাষায় ভৎসনা করলেন। হে রাজব ! সেই পালীকে আমি বন্দি করতে সক্ষম হলেও বড়ভাই গুরুজন এই জ্ঞানবশত আমি সেই কাজে প্রবৃত্ত হইনি।

হত্যা শত্রুং স মে ভ্রাতা প্রবিবেশ পুরং তদা ॥ ২৪  
মানসংস্তং মহামানং যথাবচ্ছাভিনাদয়ম্।

উজ্জাস্ত নাশিষজ্ঞেন প্রহৃষ্টেনান্তরাত্ননা ॥ ২৫

‘শত্রুকে হত্যা করে আমার সেই ভাই তখন রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। সেই মহাত্মাকে সম্মান

জ্ঞাপন করে আমি তাঁকে যথোচিত উপায়ে অভিসান করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে প্রসন্ন চিত্তে অশীর্ষক করলেন না।

নত্বা পাদাবহং তস্য মুকুটেনাম্পূশং প্রজো,  
অপি বালী মম ক্রোধাম প্রসাদং চকার সঃ ॥ ২৬

‘হে প্রভু ! আমি তখন আমার মুকুট তাঁর চরণে ন্যস্ত করলাম, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই ক্রুদ্ধ বালী আমার প্রতি প্রসন্ন হলেন না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাষ্যে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে ভাষ্যে নবমঃ সর্গঃ সমাপ্ত। ৯

## দশম সর্গ (১০)

ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সুগ্ৰীবের বালীকে সম্মান জ্ঞাপনের কথা  
এবং বালী কর্তৃক সুগ্ৰীবের বিভাটনবস্ত্রান্ত জ্ঞাপন

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টং সংরক্তং তমুপাগতম্  
অহং প্রসাদয়াম্যচক্রে ভ্রাতরং হিতকামায়াম্ ॥ ১

‘অনন্তর ক্রোধবিষ্ট এবং অতি ক্ষুব্ধ হয়ে আগত ;  
তাঁর হিতকামনায় আমি তাঁকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট হলাম।  
দিষ্ট্যাসি কুশলী প্রাপ্তো নিহতশ্চ ত্বয়া রিপুঃ।  
অনাথস্য হি মে নাথত্বমেকোহনাথনন্দন। ২

‘‘হে অনাথের নাথ ! আমি অনাথ, আপনিই আমার আশ্রয়। আপনার শত্রুকে আপনি বধ করে এসেছেন, এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

ইদং বহুশলাকং তে পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।  
হত্রং সবাণবাজনং প্রতীচ্ছস্ব ময়া ধৃতম্ ॥ ৩

‘‘বহুশলাকাবিশিষ্ট, পূর্ণচন্দ্রতুল্য এই ছত্র, চামর, পাখা আমি আপনার প্রতিনিধিরূপেই ধারণ করেছিলাম।

আর্তন্তত্র বিলম্বারি হিতঃ সংবৎসরং নৃপ।  
দৃষ্টা চ শোণিতং ঘারি বিলাচ্চাপি সমুখিতম্ ॥ ৪  
শোকসংবিগ্নহৃদয়ো ভৃশং ব্যাকুলিতেজস্বিঃ।

‘‘হে রাজন্ ! সেই গহুরদ্বারে আমি অত্যন্ত কাতর

হয়ে এক বৎসরকাল যাবৎ অবস্থান করেছিল। অতঃ থেকে শোণিতধারা নির্গত হতে দেখে আমার চিত্ত শোক হ্রল এবং ইন্দ্রিয়সকল অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

অপিধায় বিলম্বারং শৈলশৃঙ্গেন তৎ জগা ॥ ৫  
তস্মাদ্ দেশদাপাঙ্গম্য কিস্কিন্ধ্যাং প্রাবিশং পুনঃ।

‘‘তখন পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা গহুরমুখ রুদ্ধ করে আমি সেই স্থান থেকে পালিয়ে পুনরায় কিস্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম।  
বিষাদভ্রিহ মাং দৃষ্টা পৌরোহিত্যভিরেব চ ॥ ৬  
অভিষিক্তো ন কামেন তন্মে ক্ষমঃ কুমহসি।

‘‘বিষাদমগ্ন আমাকে দেখে পৌরজনেরা এবং মন্ত্রিরা এই রাজপদে আমাকে অভিষিক্ত করলেন। আমি স্বেচ্ছায় সিংহাসনে আরোহণ করিনি। আপনি আমার মার্জনা করুন।

ভ্রমেব রাজা মানার্বঃ সদা চাহং যথা পুরা ॥ ৭  
রাজ্যভাবে নিয়োগোহয়ং মম ত্বধিরহাং কৃত্য।

‘‘আপনি সম্মাননীয় রাজা, আমি পূর্ববৎ জ্ঞানসেবক ; আপনার অনুপস্থিতিতে আমি এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম।



সামাজ্যপৌরনগরঃ হিতঃ নিহতকণ্টকম্ । ৮  
মাসকৃতমিদং রাজ্যং তব নির্যাতনাম্যহম্ ।

“অমাত্য, পুরবাসী এবং নগরসহ এই রাজ্য আমি  
নিষ্কটকরূপে শাসন করেছি। গচ্ছিত বস্তুর মতো এই রাজ্য  
আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি।

মা চ রোষঃ কৃথাঃ সৌম্য মম শত্রুনিষূদন। ৯  
গাচে স্বাং শিরসা রাজন্ ময়া বদ্ধোহ্যমঞ্জলিঃ ।

“হে সৌম্য ! শত্রুসূদন ! আমি করজোড়ে,  
নতমস্তকে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি ; আপনি আমার  
প্রতি রোষণরায়ণ হবেন না।

বলাদমিন্ সমাগম্য মন্ত্রিভিঃ পুরবাসিভিঃ ॥ ১০  
রাজ্যভাবে নিযুক্তোহহং শূন্যদেশাজিগীষয়া ।

“পুরবাসীরা এবং মন্ত্রীরা আমাকে জোর করে  
রজসদে নিযুক্ত করেছেন, কারণ রাজার অভাবে শত্রুদের  
হারা দেশ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রিকমেবং ক্রবাণং মাং স বিনির্ভূর্সা বানরঃ । ১১  
বিক্রমিতি চ মামুক্তা বহু তন্তদুবাচ হ

“আমি তাঁকে (বালীকে) সবিনয়ে এই কথাগুলি  
বলেও সেই বানর আমাকে খিকার জানিয়ে, বিশেষভাবে  
ভৎসনা করে অতি কঠোর দুর্বাক্য শোনাতে লাগলেন  
প্রকৃতিষ্ঠ সমানীয় মন্ত্রিগণৈশ্চব সম্মতান্ । ১২  
মামাহ সুহৃদাং মধ্যে বাক্যং পরমগর্হিতম্

“অনন্তর পুরজনদের এবং মাননীয় মন্ত্রীদের আহ্বান  
করে আমার সুহৃদদের মধ্যে আমাকে অত্যন্ত নিন্দনীয়  
বাক্যে বললেন—

বিদিতং বো ময়া রাত্রৌ মায়াবী স মহাসুরঃ ॥ ১৩  
মাং সমাহুয়ত কুক্ষো যুদ্ধাকাক্ষী তদা পুরা ।

“আপনারা জানেন মায়াবী নামে এক মহা ভয়ানক  
অসুর একদিন রাত্রে এই পুরীতে এসে যুদ্ধ-আকাঙ্ক্ষায়  
কৃন্দ-গর্জন করে আমাকে সমরে আহ্বান জানায়।

তস্যা তদ্ ভবিতং শ্রদ্ধা নিঃসৃতোহহং নৃপালয়াৎ ॥ ১৪  
অনুগতস্ত মাং তূর্ণময়ং ভ্রাতা সুদারুণঃ

“তার সেই আহ্বান শুনে আমি রাজপুরী থেকে  
বেরিয়ে আসি। তখন আমার এই ভাইও সহর আমাকে  
অনুসরণ করে।

স তু দৃষ্টেব মাং রাত্রৌ সন্ধিতীয়ঃ মহাবলঃ ॥ ১৫  
প্রাক্ষবদ্ ভয়সম্মত্তো বীক্ষাবাং সমুপাগতো ।

অভিজ্ঞতস্ত বেগেন বিবেশ স মহাবিলম্ ॥ ১৬

“মহাবলশালী সেই অসুর রাত্রিকালে আমাকে  
সহায়সম্পন্ন দেখে ভীতসম্প্রস্তু হয়ে পড়ল। আমাদের  
দুজনকে একত্রে আসতে দেখে সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে এক  
গভীর গহ্বরে প্রবেশ করে।

তং প্রনিষ্টং বিদিত্বা তু সুঘোরঃ সুমহাবিলম্ ।  
অগামুক্তোহথ মে ভ্রাতা ময়া তু ক্রুরদর্শনঃ ॥ ১৭

“এক ভয়ংকর সুবিশাল গহ্বরে সেই অসুর প্রবেশ  
করেছে জেনে আমি আমার এই ক্রুরদর্শন ভাইকে  
বলেছিলাম—

অহত্বা নাপ্তি মে শক্তিঃ প্রতিগম্মমিতঃ পুরীম্ ।  
বিলম্বারি প্রতীক্ষ স্বং যাবদেনং নিহন্যাহম্ ॥ ১৮

“একে হত্যা না করে রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তনের  
সাধ্য আমার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে হত্যা করে  
ফিরে না আসি ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা  
করো।”

হিতোহ্যমিতি মত্বাহং প্রবিষ্টস্ত দুরাসদম্ ।  
তং মে মার্গয়তস্তত্র গতঃ সংবৎসরস্তদা ॥ ১৯

“সে এইখানেই অপেক্ষা করবে, এই বিশ্বাস নিয়ে  
সেই সুগভীর গহ্বরে আমি প্রবেশ করলাম।

স তু দৃষ্টো ময়া শত্রুরনির্বোদাৎ ভয়াবহঃ ।  
নিহতস্ত ময়া সদাঃ স সর্বৈঃ সহ বদ্ধুভিঃ ॥ ২০

“নিরন্তর অনুসন্ধান করতে করতে আমি সেই  
ভয়াবহ শত্রুকে একদিন দেখতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ  
বদ্ধুবর্গসহ সেই মহাসুরকে বিনষ্ট করলাম।

তসাস্যাত্ত প্রবৃন্তেন রুধিরৌঘেণ তধিলম্ ।  
পূর্ণমাসীদন্ দুরাক্রমং জনতন্তস্য ভূতলে ॥ ২১

“তার মুখনিঃসৃত রক্তধারায় সেই গহ্বর পরিপূর্ণ  
হয়ে উঠল। বিবরস্থ পথ হয়ে গেল দুর্গম।

সূদয়িত্বা তু তং শত্রুং বিক্রান্তং তমহং সুখম্ ।  
নিষ্ক্রামং নৈব পশ্যামি বিলসা বিহিতং মুখম্ ॥ ২২

“সেই পরাক্রমশালী শত্রুকে হত্যা করে যখন আমি  
আনন্দিতভাবে বেরিয়ে আসছি, তখন আমি নিষ্ক্রমণের  
পথ দেখতে পেলাম না, কারণ গর্তের মুখ ছিল রুদ্ধ।

বিক্রোশমানস্য তু মে সুগ্ৰীবেতি পুনঃ পুনঃ ।  
যতঃ প্রতিবচো নাপ্তি ততোহহং ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ২৩

“আমি ‘সুগ্ৰীব ! সুগ্ৰীব !’ বলে বার বার ডাকতে



লাগলাম, কিন্তু কোনো প্রত্যাপ্তর না পেয়ে আমি তখন  
অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।

পাদপ্রহারেষু ময়া বহুভিঃ পরিপাতিতম্।  
ততোহহং ভেন নিহুমা পথা পুরমুপাগতঃ॥ ২৪

“বহুবার পদাঘাত করে আমি সেই পাথর সরিয়ে  
দিয়ে, সেই পথে গহুর থেকে বেরিয়ে এসে রাজপুত্রীতে  
উপস্থিত হয়েছি।

তত্রানেনাস্মি সংরক্ষো রাজাঃ যুগয়তাহংকনঃ।  
সুগ্রীবো নৃশংসেন বিস্মৃতা জ্ঞাতসৌহৃদম্॥ ২৫

“জ্ঞাতপ্রেম বিস্মৃত হয়ে নিহুর সুগ্রীব রাজালাভের  
বাসনায় নিজে আমাকে সেইখানে অবরুদ্ধ করেছিল।”

এবমুক্তা তু মাং তত্র বন্ধৈগে কেন বানরঃ।  
তদা নির্বাসয়ামাস বালী বিগতসাধ্বসঃ॥ ২৬

‘এই বলে বানর বালী আমাকে নিহুরকভাবে  
একবন্ধে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন।

ভেনাহমপবিন্ধ্যস্ত হতদারশ্চ রাঘব।  
তত্সাচ্চ মহীং সর্বাং ক্রান্তবান্ সবনার্ণবাম্॥ ২৭

ঋষামৃকং গিরিবরং ভার্যাহরণদুঃখিতঃ।  
প্রবিশ্বোহস্মি দুরাধ্বং বালিনঃ কারণান্তরে। ২৮

‘হে রঘুনন্দন ! সেই থেকেই আমি প্রত্যাখ্যাত এবং  
হতদার হয়ে, সেই বালীর ভয়ে বন-সমুদ্রসহ সমগ্র  
পৃথিবীতে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। স্ত্রী অপহরণের দুঃখে ব্যথিত  
হয়ে আমি এই পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষামৃকে আশ্রয় নিয়েছি। বিশেষ  
কারণে বালী এখানে প্রবেশ করতে অক্ষম।

এতন্তে সর্বমাখ্যাতং বৈরানুকণনং মহৎ।  
অনাগসা ময়া প্রাপ্তং ব্যসনং পশ্য রাঘব॥ ২৯

‘হে রাঘব ! বালীর সাথে আমার শত্রুতার সর্ববৃদ্ধান্ত  
আপনাকে বললাম। আপনি দেখুন, বিনা অপরাধে আমি  
কত কষ্ট পাচ্ছি !

বালিনশ্চ ভয়াৎ তস্য সর্বলোকভয়ানহং।  
কর্তুমর্হসি মে বীর প্রসাদং তস্য নিজ্ঞানং॥ ৩০

‘হে বীর ! জগতের সকল ভয়হরণকারী ! আমার  
আমাব প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে এই বালীর জ্ঞান থেকে মুক্ত  
করুন।’

এবমুক্তঃ স তেজস্বী ধর্মহো ধর্মসংহিতন  
বচনং বক্রমানেভে সুগ্রীনাঃ প্রহসন্তি॥ ৩১

সুগ্রীবো এইরূপ উক্তির পরে ধর্মতত্ত্ব  
হাসতে হাসতে তাঁকে ধর্মানুসারী বাক্য বলতে আরম্ভ  
করলেন।

অমোঘাঃ সূর্যসংকাশা নিশিতা মে শরা ইমে।  
তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে পতিসন্তি ক্রনন্বিতাঃ॥ ৩২

‘আমার এই বাণ সূর্যের মতো তেজস্বী, তীব্র ও  
অমোঘ, যা দুরাচারী বালীর ওপর সরোষে পতিত হবে।  
যাবৎ তং নহি পশ্যায়ং তব ভার্যাহরণিন্

তাবৎ স জীবৎ পাপাত্মা বালী চারিব্রহ্মকঃ॥ ৩৩

‘আপনার ভার্য্যা অপহরণকারী, দুচরিত্র, পাপাত্ম  
বালী যতক্ষণ আমার চোখের সামনে না আসে, ততক্ষণ  
সে জীবনধারণে সক্ষম হবে।

আত্মানুমানাৎ পশ্যামি মথন্তুং শোকসাগরে।  
ত্বামহং তারয়িষ্যামি বাঢ়ং প্রাঙ্গাসি পুষ্পম্॥ ৩৪

‘আমি আমার অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করছি যে,  
আপনি শোকসাগরে নিমগ্ন। আমি আপনাকে উদ্ধার করে  
আপনি অবশ্যই প্রভূত সুখ লাভ করবেন।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা হর্ষপৌরুষবর্ধনম্।  
সুগ্রীবঃ পরমপ্ৰীতঃ সুমহৎকামব্রবীৎ॥ ৩৫

তাঁর এইরূপ হর্ষ এবং পৌরুষবর্ধনকারী বাক্য  
শুনে সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে অত্যন্ত মহৎপূর্ণ বাক্য  
বললেন—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাশ্লোকে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঙ্কিকাশ্লোকে দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

## একাদশ সর্গ

সুগ্ৰীবের দ্বারা বালীর পরাক্রম বর্ণনা। বালী কর্তৃক দুন্দুভি নামক দৈত্যের নিধন ও তার মৃতদেহ মতঙ্গমুনির  
আশ্রমে নিক্ষেপ। মতঙ্গমুনির বালীকে অভিশাপ দান, শ্রীরাম কর্তৃক দুন্দুভির অস্তিসমূহ দূরে নিক্ষেপ,  
সুগ্ৰীবের দ্বারা শ্রীরামকে শালবৃক্ষ ভেদ করার জন্য উৎসাহ প্রদান

রামস্য বচনং শ্রদ্ধা হর্ষপৌরুষবর্ণনম্।  
সুগ্ৰীষা পূজয়াচ্চক্রে রাঘবং প্রশংসং চ॥ ১  
শ্রীরামের হর্ষ ও পৌরুষবর্ণক বচন শুনে সুগ্ৰীব তাঁর  
প্রশংসা করে তাঁকে পূজা করলেন।

ভ্রমঃশয়ঃ প্রস্থলিতৈষ্টীকৈর্মম্মতিগৈঃ শরৈঃ।  
তুং দহেঃ কুপিতো লোকান্ যুগান্ত ইব ভাকরঃ॥ ২  
'আপনি কুপিত হলে আপনার এই জলন্ত, তীক্ষ্ণ,  
হর্ষভেদী শর দ্বারা প্রলয়কালীন সূর্যের ন্যায় সমগ্র জগৎকে  
দহ করতে সক্ষম।

কালিনঃ পৌরুষঃ যন্তদ্ যচ্চ বীর্যং ধৃতিশ্চ যা।  
তদমৈকমনাঃ শ্রদ্ধা বিধৎস্ব যদনন্তরম্॥ ৩

'বালীর যেমন পৌরুষ, ধৈর্য এবং বীর্য তা আমার  
কাছে একমনে শুনুন, অনন্তর যা করণীয় তা করুন।

সমুদ্রাৎ পশ্চিমাৎ পূর্বং দক্ষিণাদপি চোত্তরম্।  
ক্রামত্যানুদিতো সূর্যে বালী বাপগতক্রমঃ॥ ৪

'বালী সূর্যোদয়ের পূর্বেই পশ্চিম সমুদ্র থেকে পূর্ব  
সমুদ্র এবং দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত  
অক্রান্তভাবে পরিক্রমা করে।

অগ্রাণ্যারুহ্য শৈলানাং শিখরাপি মহান্তপি।  
উর্ধ্বমুৎপাতা তরসা প্রতিগৃহ্ণাতি বীর্যবান্॥ ৫

'বীর্যবান বালী পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে বড়  
বড় পর্বতশিখরগুলি উত্তোলনপূর্বক উর্ধ্ব নিক্ষেপ করে  
পুনরায় হস্তে ধারণ করে।

বহবঃ সারবস্ত্রচ বনেষু বিবিধা ক্রমাঃ।  
বালিনা তরসা ভগ্না বলং প্রথ্যতাঃস্বনঃ॥ ৬

'দ্বীয় বল প্রদর্শনের নিমিত্ত বালী বনভূমিতে  
নানাজাতীয় সারবান বৃক্ষসমূহ সবেগে ভগ্ন করে।

মহিষো দুন্দুভিনাম কৈলাসশিখরপ্রভঃ।  
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ামাস বীর্যবান্॥ ৭

'এককালের কথা। কৈলাসপর্বতের ন্যায় সুউচ্চ  
মহিষকণী দুন্দুভি নামক এক দৈত্য ছিল ; যার শক্তি ছিল  
হাজার হাতের সমতুল্য।

স দীর্ঘোৎসেকদুষ্টিয়া সরদানেন মোহিতঃ।  
জগাম স মহাকায়াঃ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্॥ ৮  
'দীর্ঘগর্বে গর্বিত সেই বিশালকায় দুষ্টিয়া নিজলক  
বরের প্রভাবে মোহিত হয়ে সারৎপাতি সমুদ্রের নিকট  
উপাধৃত হল।

উর্মিমত্তমতিক্রমা সাগরং রত্নসংখ্যাম্।  
মম যুদ্ধং প্রাগ্ভেতি তম্বাট মহার্ঘবম্॥ ৯  
'একদা তরঙ্গসমূল, রত্নাকর সমুদ্রকে অতিক্রম করে  
সে মহাসমুদ্রকে যুদ্ধে আহ্বান জানাল।

ততঃ সমুদ্রো ধর্মাত্মা সমুখায় মহাবলঃ।  
অব্রবীদ্ বচনং রাজমসুরং কালচোদিতম্॥ ১০

'হে রাজন্ ! মহাবলশালী ধর্মাত্মা সমুদ্র উদ্ভিত হয়ে  
কালপ্রেবিত সেই অসুরকে বললেন—

সমর্থো নাস্মি তে দাতুং যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ।  
প্রয়তাং ক্লামিভাষাসামি যন্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি॥ ১১

"হে যুদ্ধবিশারদ ! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে  
সক্ষম নই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যে সমর্থ আমি তার  
কথা বলব, তুমি শোনো।

শৈলরাজো মহারণ্যে তপশ্শিখরণং পরম্।  
শংকরশ্বশুরো নান্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ॥ ১২

মহাপ্রশ্রবণোপেতো বহুকন্দরনির্বরঃ।  
স সমর্থস্তব প্রীতিমতুলাং কর্তুমহতি॥ ১৩

"পর্বতসমূহের রাজা, মহাঅরণ্যে তিনি তপস্বীদের  
পরম আশ্রয়, ভগবান শঙ্করের শ্বশুর জগতে তিনি হিমালয়  
নামে পরিচিত। বহু প্রশ্রবণের সৃষ্টিজল, বহু কন্দর এবং  
ঋণ্যবিশিষ্ট সেই গিরিরাজই তোমার অতুলনীয় প্রীতি-  
সম্পাদনে সক্ষম।"

তং ভীতমিতি বিজায় সমুদ্রমসুরোত্তমঃ।  
হিমবধনমাগম্য শরশ্চাপাদিব চ্যুতঃ॥ ১৪

ততস্তস্য গিরে শ্বেতা গজেন্দ্রপ্রতিমাঃ শিলাঃ।  
চিক্বেপ বহুধা ভূমৌ দুন্দুভির্বিননাদ চ॥ ১৫

'অসুরোত্তম তখন সমুদ্রকে ভীত জেনে, ধনুক



থেকে বিচ্যুত শব্দে নাম ভাবে গণে হিমালয়ের অবগো  
প্রবেশ কবল এবং গজবাহুর নাম সেই পর্বতের গুহ  
শিলাগুলি পুনঃপুনঃ হামতে মেলন কবতে কবতে গর্জন  
করতে লাগল।

ততঃ শ্বেতাশ্বদাকারঃ সৌমা প্রীতিকরকৃতিঃ।

হিমবানরবীদ্ বাকাং স্ব এব শিখরে দ্বিতঃ॥ ১৬

‘ততঃ মেঘের আকাশবিশিষ্ট সৌমা প্রীতিদায়ক  
হিমালয় সেখানেই প্রকট হলেন এবং এক উচ্চ শিখরে দ্বিত  
হয়ে বললেন—

ক্রেতুমহসি মাং ন ত্বং দুন্দুভে ধর্মবৎসল।

রথকর্মকুশলতপশিশরণো হাহম্ ॥ ১৭

‘‘হে ধর্মবৎসল দুন্দুভি ! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে  
না। আমি যুদ্ধকর্মে কুশল নই। আমি তপস্বীদের আশ্রয়।’’

তসা তদ্ বচনং শ্রুত্বা গিরিরাজস্য ধীমতঃ।

উবাচ দুন্দুভিবাকাং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ১৮

‘বুদ্ধিমান গিরিরাজের সেই কথা শুনে দুন্দুভি  
ক্রোধে আরক্ত লোচন হয়ে বলল—

যদি যুদ্ধেহসমর্থত্বং মত্তয়াদ্ যা নিরুদ্যমঃ

তমাচক্ষু প্রদদ্যাম্যে যো হি যুদ্ধং যুযুৎসতঃ॥ ১৯

‘‘যদি তুমি যুদ্ধ করতে অক্ষম হও অথবা যুদ্ধে  
হতোদ্যম হও তাহলে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে কে ইচ্ছুক  
তা বলো।’’

হিমবানরবীদ্ বাকাং শ্রুত্বা বাকাবিশারদঃ।

অনুজ্ঞপূর্বং ধর্মাত্মা ক্রোধাৎ তমসুরোত্তমম্॥ ২০

‘তার এই কথা শুনে বাক্যকুশল, ধর্মাত্মা হিমালয়  
যেন কথা পূর্বে কখনো বলেননি, সক্রোধে অসুরশ্রেষ্ঠকে  
সেই কথা বললেন—

বালী নাম মহাপ্রাজ্ঞ শত্রুপুত্রঃ প্রতাপবান্।

অখ্যাঙ্কে বানরঃ শ্রীমান্ কিঙ্কিদ্ধামতুলপ্রভাম্॥ ২১

‘ইন্দ্রের পুত্র, মহাপ্রাজ্ঞ, প্রতাপশালী— তিনি বালী  
নামে সুপরিচিত। সেই বানররাজ অতুলনীয় প্রভাসম্পন্ন  
কিঙ্কিদ্ধাপুরীতে বাসরত।

স সমর্থো মহাপ্রাজ্ঞস্তব যুদ্ধবিশারদঃ।

ঈশ্বযুদ্ধং স দাতুং তে নমুচেরিব বাসবঃ॥ ২২

‘‘সেই মহাজ্ঞানী, যুদ্ধবিশারদ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ  
করতে সক্ষম। ইন্দ্র যেমন নমুচেরি সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন,  
ইনিও তেমনি তোমার সঙ্গে ঈশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

তঃ শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বং যদি যুদ্ধমিহোচ্ছসি  
স হি দুর্মর্গণো নিত্যং শূরঃ সমরকর্মণি॥ ২৩

‘‘যদি তুমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও তখন  
শীঘ্র সেখানে চলে যাও। তিনি যুদ্ধকর্মে সর্বদা  
প্রকাশ করেন, তিনি অপরাধেয়।’’

শ্রুত্বা হিমবতো বাকাং কোপান্বিতঃ স দুন্দুভিঃ

জগাম তাং পুরীং তসা কিঙ্কিদ্ধাং বানিনবদ্যাম্॥ ২৪

‘হিমালয়ের এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ দুন্দুভি  
বালীর কিঙ্কিদ্ধাপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হল।

থারয়ান্ মাহিমং রূপং তীক্ষ্ণশঙ্কো ভরানবঃ।

প্রানুগীব মহামেঘভোর্যপূর্ণো নভস্কলোহবৎ

‘সে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মহিমবর্ত্তি বানর  
তাকে বর্ষার আকাশে জলডরা মেঘের ন্যায় দেখিয়ে  
ততস্ত্বা হারমাগমা কিঙ্কিদ্ধায়া মহাবলঃ

ননর্দ কম্পয়ন্ ভূমিং দুন্দুভির্দুর্ভির্দগাং॥ ২৫

‘মহাবলশালী দুন্দুভি তখন কিঙ্কিদ্ধাব বানরের  
প্রকম্পিত করে দুন্দুভির ন্যায় গর্জন করতে লাগল।

সমীপজান্ ক্রমান্ ভগ্নান্ বসুধাং দারয়ন্ যুরাঃ।

বিষাণেনোল্লিখন্ দর্পাৎ তদ্বারং বিরলে বধ্যৎ

‘নিকটস্থ বৃক্ষরাজি ভঙ্গ করে, বুঁদ দ্বারা পৃথিবী  
করে সদর্পে কিঙ্কিদ্ধাপুরীর দরজা শৃঙ্গ দ্বারা ভগ্ন করে  
অস্তঃপুরগতো বালী শ্রুত্বা শব্দমমর্ষণঃ

নিষ্পপাত সহ স্ত্রীভিঃস্বারাভিরিব চন্দ্রমাঃ॥ ২৬

‘তখন অস্তঃপুরস্থিত বালী দানবের সেই গর্জন শুনে  
বাইরে এলেন ; সেই সময়ে তিনি চন্দ্রমার ন্যায় তার  
পত্নীদের দ্বারা পরিবৃত হয়েছিলেন।

মিতং বাজ্রাক্ষরপদং তমুবাচ স দুন্দুভিঃ

হরীণামীশ্বরো বালী সপেৰ্ষাং বনচারিণাম্॥ ২৭

‘বনচারী বানরদের প্রভু বালী দুন্দুভিকে পরিত  
ভাষায় সুস্পষ্টভাবে অক্ষর এবং পদ উচ্চারণপূর্বক  
বললেন—

কিমর্থং নগরদ্বারমিদং রক্ষা বিনর্দসে।

দুন্দুভে বিদিতো মেহসি রক্ষ প্রাণান্ মহাবলঃ॥ ২৮

‘‘হে দুন্দুভি ! আমি তোমাকে উত্তমরূপে জানি।  
মহাবলী ! তুমি কীজনা নগরদ্বার রক্ষ করে গর্জন কর  
নিজ প্রাণ রক্ষা করো।’’

তসা তদ্ বচনং শ্রুত্বা বানরেজস্য ধীমতঃ।



উবাচ দুন্দুভির্বালাং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ ॥ ৩১

‘বুদ্ধিমান বানররাজ বালীর এই কথা শুনে দুন্দুভি  
ক্রোধিগল ক্রোধে আরক্তিম হয়ে উঠল। সে বলল—

ন ত্বং স্ত্রীসমিধৌ বীর বচনং বজ্রমহসি  
মম যুদ্ধং প্রযচ্ছাস্য ততো জ্ঞাসামি তে বলম্ ॥ ৩২

“হে বীর ! স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে তুমি এইকপ  
হাফা (বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য) বোলো না, তুমি আমার সঙ্গে  
যুদ্ধ করো তাহলেই তোমার শক্তির পরিচয় পাব।

অথবা ধারয়িষ্যামি ক্রোধমদ্য নিশামিমাম্  
গৃহতামুদয়ঃ স্বৈরঃ কামভোগেশু বানরঃ ॥ ৩৩

“অথবা ওহে বানর ! আমি আমার ক্রোধ আজ এই  
রাত্রির জন্য সংবরণ করছি। সূর্যোদয় পর্যন্ত তুমি যথেষ্ট  
কামভোগে লিপ্ত থাকো।

দীপ্যতাং সম্প্রদানং চ পরিষজ্যা চ বানরান্  
সর্বশাখামুগোচ্ছন্তঃ সংসাদয় সুহৃজ্জনম্ ॥ ৩৪

“সকল বানরদের তুমি রাজা ; তোমার  
সুহৃদজনদের সম্মানিত করো। বানরদের আলিঙ্গন করে যা  
দান করতে চাও তা দান করো।

সদুষ্ঠাঃ কুরু কিষ্কিন্ধ্যাং কুরুষাশ্বসমং পুরে।  
ক্ৰীড়ন্ত চ সমং স্ত্রীভিরহং তে দর্পশাসনঃ ॥ ৩৫

“কিষ্কিন্ধ্যাপুরীকে উত্তমরূপে অবলোকন করো,  
নিজের মতো করে পুরবাসীদের প্রীত করো, স্ত্রীদের সঙ্গে  
ইচ্ছামতো আনন্দ করো। অনন্তর আমি তোমার দর্প চূর্ণ  
করব।

যো হি মন্তঃ প্রমত্তঃ বা ভগ্নঃ বা রহিতঃ কৃশম্।  
হন্যাৎ স জ্ঞানহা লোকে ভ্রূষিঃ মদমোহিতম্ ॥ ৩৬

“যে তোমার মতো মত্ত, প্রমত্ত, যুদ্ধে  
পলায়নোদ্যত, অস্ত্ররহিত, দুর্বল, স্ত্রীসন্তোগে মদমোহিত  
পুরুষকে বধ করে, জগতে সে জ্ঞানহত্যাকারীরূপে খ্যাত  
হয়।”

ন প্রহস্যাবীরান্দং ক্রোধাৎ তমসুরেশ্বরম্।  
বিসৃজ্য তাঃ স্রিয়ঃ সর্বাঙ্গারাপ্রভৃতিকান্তদা ॥ ৩৭

‘এই কথা শুনে তিনি (বালী) তারা প্রভৃতি স্ত্রীদেরকে  
সরিয়ে দিয়ে ক্রোধে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে সেই  
অসুরেশ্বরকে বললেন—

মত্তোহ্যমিতি মা মংহা যদ্যভীতোহসি সংযুগে  
মদোহয়ঃ সম্প্রহারেহস্মিন্ বীরপানং সমর্থাতাম্ ॥ ৩৮

“যদি তুমি যুদ্ধে অকুতোভয় হও তাহলে আমাকে  
সুরাপানে উদ্যত মনে কোরো না। আমার এই মদ্যপানকে  
যুদ্ধে বীরোচিত উৎসাহব্যঞ্জক পান মনে করো।”

তমেবমুক্তা সংক্রোধো মালামুৎক্ষিপা কাঞ্চনীম্।  
শিত্রা দত্তাঃ মহেচ্চৈশ্বর্য যুদ্ধায় ব্যবতিষ্ঠত ॥ ৩৯

‘তাকে এই বলে তিনি সংক্রোধে পিতা ইন্দ্র-প্রদত্ত  
যুদ্ধে বিজয়া প্রদানকারী সুবর্ণময় কণ্ঠহার গলায় পরে যুদ্ধের  
জন্য উদ্যত হলেন।

বিশাখশোগৃহীত্বা তং দুন্দুভিঃ গিরিসম্ভিতম্।  
আনিধ্যাত তথা বালী বিনদন্ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৪০

‘কপিরাজ বালী পর্বততুল্য সেই দুন্দুভির শিং দুটো  
ধরে গর্জন করতে করতে তাকে আদ্যাত করলেন।

বলাদ্ ব্যাপাদয়াচ্চক্রে নন্দ চ মহাবনম্।  
শ্রোত্রাভ্যামথ রক্তং তু তস্য সুশ্রাব পাত্যতঃ ॥ ৪১

‘প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে বালী যখন সেই  
মহাসুরকে ভয়ানক আঘাত করল তখন তার কান থেকে  
শোণিতধারা প্রবাহিত হল।

তযোস্ত্র ক্রোধসংরম্ভাৎ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ।  
যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোরং দুন্দুভের্বালিনস্তথা ॥ ৪২

‘বালী এবং দুন্দুভি একে অপরকে জয় করার ইচ্ছায়  
দুজনেই ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল।

অযুধ্যাত তদা বালী শত্রুতুলাপরাক্রমঃ।  
মুষ্টিভির্জানুভিঃ পশ্চিঃ শিলাভিঃ পাদপৈস্তথা ॥ ৪৩

‘তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালী মুষ্টি, জানু, পদ,  
শিলা তথা বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল।

পরস্পরং যতোস্তত্র বানরাসুরয়োস্তদা।  
আসীদ্বীনোহসুরো যুদ্ধে শক্রসূন্যবর্ষত ॥ ৪৪

‘যুদ্ধরত বানর এবং অসুরের মধ্যে অসুর ক্রমে  
হীনবল হতে লাগল এবং ইন্দ্রপুত্র বালীর বল বৃদ্ধি পেল।

তং তু দুন্দুভিমুদামা ধরণ্যামভ্যপাতয়ৎ।  
যুদ্ধে প্রাণহরে তন্মিমিষ্পিপষ্টৌ দুন্দুভিস্তদা ॥ ৪৫

‘তখন বালী দুন্দুভিকে ভূমি থেকে উত্তোলনপূর্বক  
মাটিতে নিক্ষেপ করলেন, দুন্দুভি যুদ্ধে প্রাণ হারিয়ে ভূমিতে  
নিষ্পিষ্ট হয়ে পড়ে রইল

শ্রোতোভ্যো বহু রক্তং তু তস্য সুশ্রাব পাত্যতঃ।  
পপাত চ মহাবাহুঃ ক্রিতৌ পঞ্চত্মাগতঃ ॥ ৪৬

‘তার ভূপতিত দেহ থেকে শোণিতধারা শ্রোতের





মহাবিশ্বনাথস্য প্রবিশেষাশ্রমঃ প্রতি।  
শাপশাস্ত্রভীতস্য বালী বিহ্বলতাঃ গতঃ॥ ৬৩

‘মহাবিশ্বনাথ প্রতী অনাদর প্রকাশ করে আশ্রমে প্রবেশ  
করলেন। শাপপ্রাপ্ত বালী ভীত হয়ে বিহ্বল হয়ে উঠলেন।

৬৩ শাপশাস্ত্রাদ্ ভীতো ঋষামুকঃ মহাগিরির্ম।

প্রবেশঃ নৈমিত্তিঃ হবির্মহিঃ বাপি নরেশ্বরঃ॥ ৬৪

‘হে নরেশ্বর ! তখন থেকে শাপের ভয়ে ভীত বালি  
মহাগিরি ঋষামুকে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন না ; এমনকী  
এই পর্বতকে দেখতেও ইচ্ছা করেন না।

৬৪ ভ্রমোপবেশঃ জাহ্নবীমিতঃ রাম মহাবনম্।

কিরামি সহামাত্যো বিষাদেন বিবর্জিতঃ॥ ৬৫

‘হে রাম ! তাঁর পক্ষে এই বনে প্রবেশ অসম্ভব  
কেনে আমি এই মহাবনে আমার অমাতাদের সঙ্গে  
বিদায়না হয়ে বিচরণ করি।

৬৫ যোহহিনিচয়তস্য দুন্দুভেঃ সম্প্রকাশতে।

বীর্যসেকস্মিরতস্য গিরিকূটনিভো মহান্॥ ৬৬

‘বালীর বীর্যবস্ত্রের দ্বারা নিহত দুন্দুভির অস্থিসমূহ  
এই স্থানে দৃশ্যমান। সেগুলি পর্বতভূলা রূপে প্রতীতি  
হচ্ছে।

৬৬ ইমে চ বিশূলাঃ সাল্যঃ সপ্ত শাখাবলম্বিনঃ।

৬৭ গত্রকং ঘটতে বালী নিম্পত্রয়িতুমোজসা॥ ৬৭

‘এই যে, সাতটি শাখাবিশ্তারকারী সুবিশাল  
কণ্ডবিশিষ্ট শালগাছ। বালী এদের এক-একটিকে তাঁর  
শক্তি প্রয়োগে অর্থাৎ ঝাঁকিয়ে পত্রহীন করতে সক্ষম।

৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

বালিনঃ নিহতঃ মনো দুষ্টা রামস্য বিক্রমম্॥ ৭১

তখন সুগ্ৰীব তাঁকে বললেন—‘বালী পূর্বে এই সাতটি  
শালগাছকে একটি একটি করে বিদ্ধ করেছিলেন। যদি  
রামচন্দ্রও এগুলির মধ্যে কোনো একটি শালবৃক্ষকে একটি  
মাত্র বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতে সক্ষম হন তাহলে শ্রীরামের  
পরাক্রম দেখে আমি নিশ্চয় করব যে, তিনি বালী বধে  
সক্ষম

৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

৯৮ ৯৯ ১০০

৯৯ ১০০

১০০



উপলব্ধঃ চ মে প্রাচ্যঃ সখিতঃ মিত্রবৎসল।  
স্বামহঃ পুরুষবান্ধবঃ হিমবত্মিবাপ্রিতঃ ॥ ৭৮

‘হে মিত্রবৎসল পুরুষপ্রেষ্ঠ, আপনার মতো  
গৌরবজনক সং-বন্ধু লাভ করে মনে হচ্ছে আমি যেন  
হিমালয়ের নিকট আশ্রয় লাভ করেছি।

কিং তু তস্য বলজোহহং দুর্জাতবলশালিনঃ।  
অপ্রভাকঃ তু মে বীর্যঃ সমরে তব রাঘব ॥ ৭৯

‘কিন্তু আমার সেই দুর্জন বলশালী ভাইয়ের  
শক্তিমত্তার কথা আমি জানি। হে রাঘব ! যুদ্ধে আপনার  
বীর্য কিন্তু আমি প্রত্যাক কবিনি।

ন খল্বহং হ্যং তুল্যে নাবমনো ন ভীষয়ে।  
কর্মভিত্তস্য ভীমৈক কাতর্যঃ জনিতঃ মম ॥ ৮০

‘আমি আপনাকে তাঁর সঙ্গে তুলনা করছি না,  
আপনার অবমাননাও করছি না বা আপনাকে ভীতি  
প্রদর্শনও করছি না, তাঁর ভয়ানক কর্মসমূহই আমার  
হৃদয়কে কাতর করেছে।

কামঃ রাঘব তে বাণী প্রমাণং ধৈর্যমাকৃতিঃ।  
সূচয়ন্তি পরং ভেজো ভস্মাচ্ছবিবানলম্ ॥ ৮১

‘হে রঘুনন্দন ! আপনার বাক্যই আমার কাছে  
প্রমাণ। আপনার ধৈর্য এবং আকৃতিই সূচিত করেছে যে  
আপনি পরম তেজস্বী। কিন্তু আপনার সেই তেজ  
ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সুগ্ৰীবস্য মহান্মনঃ।  
স্মিতপূর্বমথো রামঃ প্রভাবাচ হরিং প্রতি ॥ ৮২

মহাত্মা সুগ্ৰীবের এই কথা শুনে শ্রীরাম  
স্মিতহাস্যপূর্বক তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

যদি ন প্রত্যয়োহস্মানু বিক্রমে তব বানর।  
প্রত্যয়ঃ সমরে প্রাচ্যামহমুৎপাদয়ামি তে ॥ ৮৩

‘হে বানর ! আমার পরাক্রমের প্রতি যদি আপনার  
বিশ্বাস না জন্মে থাকে, তাহলে যুদ্ধেই আমি আপনার  
প্রশংসনীয় বিশ্বাস উৎপাদন করব।’

এবমুক্তা তু সুগ্ৰীবঃ সাক্ষ্যৈল্লক্ষণপ্রজঃ।  
রাঘবো দুন্দুভেঃ কায়ঃ পাদাঙ্গুষ্ঠেন লীলয়া ॥ ৮৪

তোলগিত্বা মহাবাহুচিক্কেপ দশযোজনম্।  
অসুরস্য তনুঃ শুদ্ধাঃ পাদাঙ্গুষ্ঠেন বীর্যবান্ ॥ ৮৫

এই বলে সুগ্ৰীবকে সাক্ষ্যনা দিয়ে লক্ষণের অগ্রজ  
রামচন্দ্র দুন্দুভির শরীর পাদাঙ্গুষ্ঠ (পায়ের বুড়ো আঙুল) দ্বারা

অবলীলাক্রমে উত্তোলন করলেন, অন্যতর পৌরুষ  
দশযোজন দূরে সেটিকে নিক্ষেপ করলেন।

কিঞ্চ দৃষ্টা ততঃ কায়ঃ সুগ্ৰীবঃ পুনরুদীর্ঘঃ।  
লক্ষণস্যাগ্রতো রামঃ তপস্বিনঃ হারিঃ ॥ ৮৬

সেই শরীরটিকে নিক্ষেপ করতে যেন  
লক্ষণের সম্মুখে তথা অন্যান্য বানবৃন্দের সম্মুখে  
সূর্যের ন্যায় দীপ্ত নীর রামচন্দ্রকে বঙ্গলেন—

আর্জঃ সমাংসঃ প্রত্যয়ঃ কিঞ্চঃ কায়ঃ পূরা সখ্যে।  
পরিশ্রান্তেন মন্থেন জাত্বা মে শালিন্য তম ॥ ৮৭

‘হে সখা ! আমার বড় ভাতি বাণী যখন যুদ্ধে পরিত্যক্ত  
মদমত্ত অবস্থায় পূর্বে এই দেহটিকে নিক্ষেপ করত  
তখন এটি ছিল মাংসযুক্ত এবং আর্জ।

লঘুঃ সম্প্রতি নির্মাঃসখ্যকৃত্তক রামঃ  
কিঞ্চ এবং প্রহর্ষণে ভবতা রঘুনন্দন ॥ ৮৮

‘হে রঘুনন্দন ! এখন এটি মাংসহীন হয়ে  
তৃণবৎ হয়েছে। আপনি তো সুস্থতার সঙ্গে সান্নিধ্য  
নিক্ষেপ করলেন।

নান্ন শকাং বলং জাতুং তব বা তস্য বাকিম্  
আর্জঃ শুদ্ধমিতি হ্যেতৎ সুমহদ্ রাঘবাক্ষরম্ ॥ ৮৯

‘হে রাম ! শুদ্ধ এবং আর্জের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য  
তাই বলছি, আপনাদের দুজনের মধ্যে কে অধিক  
শক্তিশালী তা বুঝতে পারছি না।

স এব সংশয়স্তাত তব তস্য চ বলাৎ।  
সালমেকং বিনির্ভিধ্য ভবেদ্ ব্যক্তির্বলাবলে ॥ ৯০

‘হে ভাত ! তাঁর এবং আপনার মধ্যে কে অধিক  
শক্তিশালী সেই সংশয় এখনো বিদ্যমান। একটি শাল  
বিদীর্ণ করে উভয়ের মধ্যে বলাবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুন।

কৃষ্ণতৎ কার্মুকং সজ্যং হস্তিহস্তমিবাততম্।  
আকর্ণপূর্ণমায়ম্য বিসৃজ্য মহাশরম্ ॥ ৯১

‘আপনার এই হস্তীশুণ্ডতুল্য ধনুকটিকে জা-  
করে কর্ণ অবধি আকর্ষণ করে মহাশর নিক্ষেপ করুন।

ইমং হি সালং প্রহিতস্তয়া শরো  
ন সংশয়োহত্রাশ্চি বিদারয়িষ্যতি ॥ ৯২

অলং বিমর্শেন মম প্রিয়ং ক্রবঃ  
কুরুষ রাজন্ প্রতিশাপিতো ময়া ॥ ৯৩

‘কোনো সংশয় নেই যে, আপনার শরপ্রহারে এই  
শালবৃক্ষ অবশ্যই বিদীর্ণ হবে। হে রাজন ! অধিক

সত্যক আদেশাক্রমে নেই, আমি  
কিন্তু নিশ্চয়ই আমার প্রিয় এই  
কি তেজঃসু বরঃ সদা  
গণ্য হি শৈলো  
ক চতুষ্পাৎসু চ কেসরী

ইত্যর্থে শ্রীমদ্  
মহর্ষি বাস্করাবি

শ্রীরাম কর্তৃক সাতটি  
যুদ্ধে পরাসক্ত হ

এক বচনঃ শ্রুত্বা  
প্রত্যয়ঃ মহাতেজা র  
সুগ্ৰীবের এইরূপ সু  
বাক্যে তাঁর বিশ্বাস উ  
নষ্টম।

১ গৃহীত্বা ধনুর্ঘোরং  
সালমুদিশ্য চিক্কেপ

অপরকে সম্মান প্র  
দত্ত গ্রহণপূর্বক চতুর্দিক প্র  
দর্শন।

২ বিস্টো বলবত  
চিহ্ন সালান্ গিরিপ্র

বলবান রাম কর্তৃক  
সবকে একত্রিতভা

দত্ত পাতালকে বিদ্ধ কর  
দায়ক মুহূর্তে

নিমগ্ন চ পুনঃ

মহাবেগশালী

উলিকে বিদীর্ণ করে  
ইদং প্রবেশ করন।

হেমনাথ আবশ্যকতা নেই, আমি পাইবো করে বলাও  
কিন্তু নিকমই আমার প্রিয় এই কাজ কখনো  
যা হি তেজসু বরঃ সদাননি  
যথা হি শৈলো হিমবান্ মহাগ্নিগু।  
হুঃ চতুষ্পাংসু চ কেসরী বন-

কথা নরাণামসি বিক্রমে বরঃ ॥ ৯৩  
‘তেজস্বিগণের মতো যোদ্ধা সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ, পর্বত-  
সমূহের মতো যেমন ত্রিভাঙ্গা, চতুষ্পদ প্রাণীদের মতো  
যেমন সিংহ তেজস্বি অনুগায়েদের মতো পরাক্রমী আপনিই  
শ্রেষ্ঠ।’

ইত্যেবে শ্রীমদ্রামায়ণে বায়ীকাণ্ডে, অষ্টাদশোক্ত একাদশ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহাবী বায়ীকি বিরাচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

### দ্বাদশ সর্গ (১২)

শ্রীরাম কর্তৃক সাতটি শালবৃক্ষ ভেদ। তাঁর আদেশে সুগ্ৰীবের কিষ্কিন্ধ্যা গমন এবং বায়ীর সঙ্গে যুদ্ধ।  
যুদ্ধে পরাসক্ত হয়ে পুনরায় মতঙ্গ মুনির আশ্রমে পলায়ন। শ্রীরামের পুনরায় আশ্বাসদান।  
গজপুষ্পের মালা পরিয়ে তাঁকে পুনরায় যুদ্ধে প্রেরণ

এতচ্চ বচনঃ শ্রদ্ধা সুগ্ৰীবস্য সূভাষিতম্  
প্রত্যাহঃ মহাতেজা রামো জগ্ৰাহ কার্মুকম্ ॥ ১  
সুগ্ৰীবের এইরূপ সুন্দর বাক্য শুনে মহাতেজস্বী  
রামচন্দ্র তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ধনুক তুলে  
নিলেন।

১ গৃহীত্বা ধনুর্ঘোরঃ শরমেকং চ মানদঃ  
নালমুদ্রিত্য চিক্বেপ পূরয়ন্ স রবৈর্দিশঃ ॥ ২  
অপরকে সম্মান প্রদানকারী শ্রীরাম তাঁর ভয়ানক  
ধনুক গ্রহণপূর্বক চতুর্দিক প্রকম্পিত করে একটি শর নিক্ষেপ  
করলেন।

৩ বিস্টো বলবতা বাণঃ স্বর্ণপরিম্বৃতঃ।  
ভিত্তা সালান্ গিরিপ্রহঃ সন্তভূমিং নিবেশ হ ॥ ৩  
বলবান রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণমণ্ডিত তির সাতটি  
শালবৃক্ষকে একত্রিতভাবে ভেদ করে ভূস্তর বিদীর্ণ করে  
সপ্ত পাতালকে বিদ্ধ করল।

৪ সয়কল্প মুহূর্তেন সালান্ ভিত্তা মহাজবঃ।  
নিম্পতা চ পুনরূপঃ তমেব প্রবিবেশ হ ॥ ৪

মহাবেগশালী শরটিও ক্ষণকালমধ্যে শালগাছ-  
গুলিকে বিদীর্ণ করে সেখান থেকে নিষ্কাশিত হয়ে পুনরায়  
ভূপে প্রবেশ করল।

তান্ দৃষ্ট্বা সপ্ত নির্ভয়ান্ সালান্ বানরপুংসবঃ।  
রামস্য শরবেগেন বিস্ময়ঃ পরমঃ গতঃ ॥ ৫  
শ্রীরামের তিরের বেগে সেই সাতটি নির্ভয়  
শালগাছকে দেখে সুগ্ৰীব পরম বিস্ময়াপন্ন হলেন।  
স মূর্গা নাপতদ্ ভূমৌ প্রলম্বীকৃতভৃষণঃ।  
সুগ্ৰীবঃ পরমশ্রীতো রাঘবায় কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৬  
সেই বানরপ্রধান সুগ্ৰীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে রাঘবের  
নিকট কৃতাজ্জলিবদ্ধ হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ; তখন  
তাঁর সঙ্গে তাঁর অঙ্গাভরণগুলিও ভূপতিত হল।

ইদং চোবাচ ধর্মজ্ঞঃ কর্মণা তেন হর্ষিতঃ।  
নামঃ সর্বাত্তবিদুষাঃ শ্রেষ্ঠঃ শূরমবহ্নিতম্ ॥ ৭  
শ্রীরামের এই কর্মে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সমস্ত  
অস্ত্রবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্মজ্ঞ, শূরবীরকে তিনি  
বললেন—

সেজ্ঞানপি সুরান্ সর্বাংস্ত্বং বাপৈঃ পুরুষর্বভ।  
সমর্থঃ সমরে হস্তঃ কিং পুনর্বালিনঃ প্রভো ॥ ৮

‘হে মহাপুরুষ ! আপনার তির দ্বারা আপনি তো  
যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও বধ করতে সক্ষম। হে  
প্রভু ! বালী বধ আর এমন বিশেষ কী ?

যেন সপ্ত মহাসালা গিরিভূমিষ্ট দারিত্যঃ।







রামচন্দ্রও তাই লক্ষণ এবং হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে,  
যেখানে বানর সূগ্রীব অবস্থান করছিলেন সেখানে এসে  
তুষ্ট হইলেন।

৫৫ সমীক্ষাগতঃ রামঃ সূগ্রীবঃ সহলক্ষণম্।

হুমান্ দীনমুবাচেষং বসুমামবলোকমান্ ॥ ৫৫

সূগ্রীবও লক্ষণসহ রামকে আসতে দেখে লজ্জায়  
হৃদি দিকে তাকিয়ে দীনভাবে বললেন—

আহুযেতি মামুকা দশমিত্বা চ বিক্রমম্।

বৈরিণা হ্যতয়িত্বা চ কিমিদানীং হুয়া কৃতম্ ॥ ৫৬

জন্মেব বেলাং বক্তব্যং হুয়া রাঘব তত্বতঃ।

হসিনঃ ন নিহরীতি ততো নাহমিতো ব্রজে ॥ ৫৭

‘আপনি বিক্রম দেখিয়ে বালীকে ডাকতে বলে, শত্রু  
বলীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়ে এ আপনি কী  
করেন ? হে রাম ! আপনার একথা পূর্বেই স্পষ্ট করে  
হল উচিত ছিল যে বালীকে আপনি মারবেন না, তাহলে  
চমি এখন থেকে যেতাম না।’

তস্য চৈবঃ ক্রবাসস্য সূগ্রীবস্য মহাস্বনঃ।

করণঃ দীনয়া বাচা রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৫৮

মহাশ্বা সূগ্রীব এইরূপ করণ দীনতাপূর্ণ বাক্য দ্বারা  
এই কথা বললে, রামচন্দ্র পুনরায় বললেন—

সূগ্রীব প্রমত্তাঃ তাত জনাশ্চ ব্যপনীয়তাম্।

করণঃ যেন বাণোহয়ঃ স ময়া ন বিশর্জিতঃ ॥ ৫৯

‘তাত সূগ্রীব ! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, আপনি  
ওনুন, কেন আমি বাণ নিক্ষেপ করিনি তা বলছি।

অলংকারেণ বেবেশ প্রমাপেন গতেন চ

হঃ চ সূগ্রীব বালী চ সদৃশৌ হঃ পরম্পরম্ ॥ ৬০

‘হে সূগ্রীব ! অলংকার, পোশাক, দৈহিক আকৃতি  
এবং চলাফেরায় আপনি এবং বালী ছিলেন পরস্পর  
সদৃশ।

হরণে বচসা চৈব প্রেক্ষিতেন চ বানর।

বিক্রমেণ চ বাট্যৈশ্চ বাক্তিঃ বাঃ নোপলক্ষয়ে ॥ ৬১

‘হে বানর ! কণ্ঠস্বর, তেজ, দৃষ্টি, পরাক্রম এবং  
বাক্যের দ্বারাও আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য  
দেখা যায়নি।

অভোহঃ ক্রপসাদৃশ্যোহ্যহিতো বানরোত্তম।

নোহসৃজামি মহাবেশঃ শরং শক্রনিবর্হণম্ ॥ ৬২

‘অতএব, হে বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনাদের রূপসাদৃশ্যে

মোহিত হয়ে, আমি শত্রুনিধনকারী মহাশক্তিশালী বাণ  
নিক্ষেপ করিনি

জীবিতাস্থকরং ঘোরং সাদৃশ্যং তু বিশক্তিঃ।

মূলঘাতো ন নৌ স্যাকি ঘোরোহিতি কৃতো ময়া ॥ ৬৩

‘আপনাদের উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্যে দেখে আমি  
বিশক্তি হয়েছিলাম। আমাদের দুজনের সম্মুখের মূল  
উদ্দেশ্যই বিদ্বিত হয়ে যেতে পারে, এই কারণেই আমি  
আমার প্রাণদ্যাতী শর নিক্ষেপ করিনি।

হুয়া বীর বিপদে হি অজ্ঞানান্যাদনাময়া।

মৌজঃ চ মম বালাং চ ষাপিতং সাং কপীশ্বর ॥ ৬৪

‘হে বীর কপীশ্বর ! যদি আমার অজ্ঞতাবশত  
লঘুতার জন্য আপনার জীবন বিপন্ন হত তাহলে জগতে  
আমার মৃত্যু এবং বালকসুলভ অজ্ঞানতার কথাই  
প্রচারিত হত

দগ্ধাভয়বধো নাম পাতকং মহদমৃতম্।

অহং চ লক্ষ্মণশ্চৈব সীতা চ বরবর্ষিনী ॥ ৬৫

তদধীনা বয়ং সর্বং বনেহস্মিঞ্জ শরণং ভবান্।

তস্মাদ্ যুষ্মদ্ব্য ভূয়ত্বং মা মাশঙ্কীচ বানর ॥ ৬৬

‘পূর্বে অভয় দান করে পরে তাকেই বধ করার  
মহাপাপ আমাকে স্পর্শ করত। এখন আমি, লক্ষণ এবং  
সুন্দরী সীতা আমরা সকলেই আপনার অধীন। এই বনে  
আপনিই আমাদের আশ্রয়। অতএব হে বানর ! আপনি  
ভীত হবেন না, আবার যুদ্ধ করুন।

এতনুহুর্তে তু ময়া পশ্য বালিনমাহবে।

নিরস্তমিষুগৈকেন চেষ্টমানঃ মহীতলে ॥ ৬৭

‘এই ক্ষণেই আপনি দেখবেন আমার একটি তিরের  
আঘাতেই বালী যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপতিত হয়েছেন।

অভিজ্ঞানঃ কুরুষ হুমাননো বানরেশ্বর।

যেন ভ্রামভিজানীয়াঃ স্বযযুদ্ধমুপাগতম্ ॥ ৬৮

‘হে বানরেশ্বর ! এই স্বযযুদ্ধে যাতে আমি  
আপনাকে চিনতে পারি সেইজন্য আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত  
হওয়ার পূর্বে অভিজ্ঞান ধারণ করুন।

রাজপুঙ্গবীমিমাং ফুন্ডামুংগাট্য শুভলক্ষণাম্।

কুরু লক্ষণ কণ্ঠেহস্য সূগ্রীবস্য মহাস্বনঃ ॥ ৬৯

‘লক্ষণ ! এই শুভলক্ষণবিশিষ্ট গজপুঙ্গবী ফুলের  
লতা তুলে মহাশ্বা সূগ্রীবের গলায় পরিবে দাও।’

ততো গিরিতটে জাতামুংগাট্য কুসুমামৃতাম্।





উদ্যানেবিশিষ্টাশি  
কোরেনেকচরান্ বনান্ বিরদান্ কল্যাণিনঃ। ১০  
মরান্ গিরিতটোঃ কুটান্ পর্বতানিব জঙ্গমান্।  
বনরান্ বিরপ্রখান্ মধীরেণুসমুক্ষিতান্। ১১  
বনে বনচরাংস্তানান্ খেচরাংস্ত বিহঙ্গমান্।  
পশ্যন্তুরিতা জয়ঃ সুগীৰ্ণবনবর্তিনঃ। ১২

পশুসম্বোধেরেব শত্রুস্বরূপ শুভ্রদন্তবিশিষ্ট উদ্যানক  
র্জনধারী একাকী বিচরণকারী বন্যচরী দণ্ডাধাতে  
হ্রদাশয়ের তীরভূমিকে আঘাত করছে। জঙ্গমপর্বতসদৃশ  
করিতটবিনীর্ণকারী মস্ত হস্তীকুল তাঁরা দেখতে পেলেন।  
হস্তীকুল বড় বড় বানরদের গদভারে পৃথিবী ধূলায় আচ্ছন্ন  
হয়ে উঠল। সেই বনের অন্যান্য বনচররা, আকাশচরী  
পক্ষীকুল দেখতে দেখতে তাঁরা সুগীর্বের বশবর্তী হয়ে দ্রুত  
পদক্ষেপে গমন করছেন।

ভোঃ তু গচ্ছতাং তত্র ছরিতং রঘুনন্দনঃ।

ক্রমবৎবনং দৃষ্টা রামঃ সুগীৰ্ণবনবীৎ। ১৩

তাঁদের সঙ্গে দ্রুতগতিতে সেইখানে যেতে যেতে  
রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম বৃক্ষরাজিসমৃদ্ধ একটি ঘন বন দেখে  
সুগীর্বকে জিজ্ঞাসা করলেন—

এব মেঘ ইবাকাশে বৃক্ষমণ্ডঃ প্রকাশতে।

মেঘসংঘাতবিশূলঃ পর্যন্তকদলীবৃৎ। ১৪

‘আকাশের ঘনমেঘের ন্যায় ঘন বৃক্ষসমূহ শোভা  
পাচ্ছে মেঘপুঞ্জসদৃশ এই বিশাল বনের প্রান্তভাগে আছে  
কদলীবৃক্ষ।

কিমেতজ্জ জাতুমিচ্ছামি সখে কৌতূহলং মম।

কৌতূহলাশনয়নং কর্তুমিচ্ছামাহঃ ত্বয়া। ১৫

‘হে সখা! এটি কী তা জানার জন্য আমার কৌতূহল  
হচ্ছে। আমি চাইছি যে আপনি আমার কৌতূহল দূর  
করুন।’

তস্য তথচনং শ্রদ্ধা রাঘবস্য মহামনঃ।

গচ্ছসেবাচচক্ষেৎ সুগীৰ্ণবনমহদ বনম্। ১৬

মহাত্মা রাঘবের সেই কথা শুনে সুগীর্ব সেই  
মহাবনের বিষয়ে যেতে যেতে বললেন—

এতদ্ রাঘব বিস্তীর্ণমাশ্রমং শ্রমনাশনম্।

উদ্যানবনসম্পন্নং ব্রাদুমূলফলোদকম্। ১৭

‘হে রাঘব! এটি হল এক শ্রম-বিনাশক বিস্তীর্ণ  
আশ্রম। এই উদ্যান এবং উপবনসমৃদ্ধ স্থানে সুস্বাদু ফলমূল

পাওয়া যায়।

অত্র সপ্তজনা নাম ধুময়ঃ সংশিতব্রতাঃ।

সপ্তেনাসমুদয়ঃ শীর্গা নিয়তঃ জলশায়িনঃ। ১৮

‘এখানে সপ্তজন নামে সাতজন কঠোর তপস্বী মুনি  
বাস করতেন। গীর্গা সততই জলে অলঙ্ঘনপূর্বক শীর্ষদেশ  
অধোভাগে রেখে তপস্যা করতেন।

সপ্তরাত্রে কৃতহার্য বায়ুনাচলবাসিনঃ।

মিলঃ নর্দনশৈলগীতাঃ সপ্তচিঃ সকলেশ্বরঃ। ১৯

‘সপ্তরাত্র অতিবাহিত হলে তাঁরা কেবল বায়ু তক্ষণ  
করে একস্থানে নিশ্চল হয়ে বসবাস করতেন। এইভাবে  
শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলে তাঁরা সপ্তরীরে স্বর্গে গমন করলেন।

তেষামেতৎ প্রভাবেণ ক্রমপ্রাকারাসংবৃতম্।

আশ্রমঃ সুদূরধর্মমণি সৈলৈঃ সুরানুরৈঃ। ২০

‘তাঁদের সেই তপস্যার প্রভাবে বৃক্ষপ্রাচীর দ্বারা  
সংবৃত এই আশ্রম ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতা এবং অসুরদের  
নিকটও দুর্গম।

পক্ষিপো বর্জয়ন্তোত্রং তথানে বনচারিণঃ।

বিশস্তি মোহাদ্ যেহপ্যত্র ন নিবর্তন্তি তে পুনঃ। ২১

‘পক্ষীকুল তথা অন্য বনবাসীরা এই স্থান বর্জন  
করেছে। আর মোহবশত যারা এখানে প্রবেশ করে তারা  
আর প্রত্যাবর্তন করে না।

বিভূষণরবাশ্চাত্র শ্রময়ন্তে সকলাক্ষরাঃ।

তুর্যগীতবনশচাপি গজো দিব্যশ্চ রাঘবঃ। ২২

‘হে রাম! এইখানে সকল অক্ষরবিশিষ্ট বাণীর ধ্বনি  
অলঙ্কারধ্বনির ন্যায় শ্রুত হয়। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে  
কণ্ঠসংগীতও শ্রুতিগোচর হয়, এমনকী দিব্যগন্ধাও অনুভূত  
হয়।

ত্রেতাগুরোহপি দীপ্যন্তে ধূমো হোষ প্রদৃশ্যতে।

বেষ্টয়ামিব বৃক্ষগ্রান্ কপোতাক্ষরূপো ঘনঃ। ২৩

‘এখানে ত্রিবিধ যজ্ঞীয় অগ্নি (আহবনীয, গার্হপত্য  
এবং দক্ষিণাগ্নি) প্রজ্বলিত। অগ্নিসমূহের ধূমরাজিও  
দৃশ্যমান। কপোতের অঙ্গতুল্য ধূসর ধূশজাল বৃক্ষের  
শীর্ষদেশকে ঘনাকারে বেষ্টন করেছে।

এতে বৃক্ষাঃ প্রকাশন্তে ধূমসংসঙ্গমস্তকাঃ।

মেঘজালপ্রতিচ্ছয়া বৈভূর্য়গিরয়ো যথা। ২৪

‘এই বৃক্ষসমূহের মস্তকগুলিও ধূমাচ্ছন্ন অবস্থায়  
প্রকাশিত হচ্ছে। মেঘজালে আচ্ছন্ন হয়ে সেগুলি



বৈদুৰ্ভমনির পর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

কুরু প্রণামঃ ধৰ্মাশ্রয়ঃ ধৰ্মাশ্রয়ঃ ধৰ্মাশ্রয়ঃ।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা প্রমত্তঃ সংহতাজ্জলিঃ॥ ২৫

‘হে ধৰ্মাশ্রয়! আপনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে  
কৃতাজ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই মূনিদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করুন।

প্রথমটি ছি যে তেভ্যামুদীপাং জাবিতান্নাম।

ন তেভ্যামত্ততঃ কিঞ্চিচ্ছরীয়ে রাম বিদ্যতে॥ ২৬

‘হে রাম! যারা সেই আত্মজ্ঞানী ঋষিদের প্রণাম  
করেন, তাঁদের শরীরে কিছুমাত্র অশুভ থাকে না।’

ততো রামঃ সহ ভ্রাতা লক্ষ্মণেন কৃতাজ্জলিঃ।

সমুদ্ভিষ্য মহান্নানজ্ঞানুদীনভাবদয়ঃ॥ ২৭

তখন শ্রীরাম ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে কৃতাজ্জলিবদ্ধ  
হয়ে সেই মহাত্মা ঋষিদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জ্ঞাপন  
করলেন।

অভিবাদ্য চ ধৰ্মাশ্রয়ঃ রামো ভ্রাতা চ লক্ষ্মণঃ।

সুগ্ৰীবো বানরাস্টেব জথুঃ সংহটমানসাঃ॥ ২৮

ধৰ্মাশ্রয়ঃ রাম, ভাই লক্ষ্মণ, সুগ্ৰীব তার  
বানরেরা সেই ঋষিদের অভিবাদন জানিয়ে আনন্দিত হইল।  
পথ চলিতে লাগলেন।

তে গচ্ছা দুৰ্ভমবানঃ তন্মহা সন্তুজনপ্রমঃ।

মদন্তজাঃ পুরাশ্রয়ঃ কিঞ্চিচ্ছাঃ বালিপালিতঃ।

সেই সন্তুজন নামক আশ্রয় থেকে তাঁরা দুই জন  
বালী দ্বারা প্রতিপালিত, শত্রুদের অপরাধের দ্বিগুণ  
নগরীকে দেখতে পেলেন।

ততস্ত রামানুজরামবানরাঃ

প্রগৃহ্য শত্রুশূন্যিতোভ্যেভ্যঃ।

পুরীঃ সুরেশাঙ্কজবীৰ্যপালিতাঃ

বধায় শত্রোঃ পুনরাগতঃ।

শত্রু উদ্যত করে রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্ৰীব

সকলোই স্থির তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে শত্রু বালীকে কলক

জন্য ইন্দ্রপুত্র বালীর তেজে প্রতিপালিত কিঞ্চিচ্ছা

উপনীত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিঞ্চিচ্ছাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঞ্চিচ্ছাকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥

## চতুর্দশ সর্গ (১৪)

বালিবধের নিমিত্ত শ্রীরামের আশ্বাসপ্রাপ্ত হয়ে সুগ্ৰীবের উৎকট গর্জন

সর্বো তে দ্বরিতং গচ্ছা কিঞ্চিচ্ছাঃ বালিনঃ পুরীম্।

বৃক্ষৈরাশ্রয়ানমাবৃত্য ব্যতিষ্ঠন্ গহনে বনে॥ ১

তাঁরা সকলে সত্তর বালীর বাসস্থান কিঞ্চিচ্ছাপুরীতে  
উপস্থিত হয়ে গভীর বনে বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান করতে  
লাগলেন।

বিসাৰ্ধ সর্বতো দৃষ্টিং কাননে কাননপ্রিয়ঃ।

সুগ্ৰীবো বিপুলগ্রীবঃ ক্রোধমাহারয়দ্ ভৃশম্॥ ২

উন্নত গ্রীবাবিশিষ্ট বনভূমিপ্রেমিক সুগ্ৰীব বনের সর্বত্র  
দৃষ্টি প্রসারিত করে, মনে মনে অত্যন্ত ক্রোধাবিত হয়ে  
উঠলেন।

ততস্ত নিনদং ঘোরং কৃদ্ভা যুদ্ধায় চাহয়ৎ।

পরিবারৈঃ পরিবৃত্তো নানৈর্ভিক্ষারিবানরাঃ

স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে গগনবিদারী জনক গর্জ

করে তিনি বালীকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন।

গর্জমিব মহামেঘো বায়ুবেগপূরঃ।

অথ বালার্কসদৃশো দৃপ্তসিংহধরিকায়ঃ।

বায়ুর বেগের সঙ্গে মহামেঘের তুল্য গর্জ

নবোদিত সূর্যের ন্যায় তাঁর তেজ প্রকাশিত হত

তাঁর গতি যেন দৃপ্ত সিংহের তুল্য।

দৃপ্তা রামঃ ক্রিয়াদক্ষঃ সুগ্ৰীবো বাক্যদ্রবী।

হিরবাণুরয়া ব্যাণ্ডাঃ তন্তুকাশনভোজনাঃ।

প্রাপ্তাঃ স্ম ধ্বজয়ন্ত্রাঢ্যঃ কিঞ্চিচ্ছাঃ বালিনঃ পুরীম্।

প্রতিজ্ঞা যা কৃত্য বীর ভ্রম্য বালিবধে পুরা। ৬  
সকলং কুরু তাং কিপ্রং লতাং কাল ইবাগতঃ।

ক্রিয়াকুশল রামচন্দ্রকে দেখে সুগ্রীব বললেন—‘এই  
কিষ্কিন্ধ্যাবীর তোরণ তপ্তকাকন তুল্য, বানরেরা জালের  
মত বিকৃতভাবে দণ্ডায়মান। ধনজ্ঞা এবং যশের প্রার্থ-  
বিশিষ্ট বালীর কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে আমরা উপস্থিত হয়েছি। হে  
বীর! বালীবধের জন্য পূর্বই যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা  
কিপ্ৰভার সঙ্গে সকল ককন। লতায় পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ায়  
নায় প্রতিজ্ঞাপূরণের অনুকূল সময় উপস্থিত হয়েছে।’

এবমুক্তঃ ধর্মাত্মা সুগ্রীবো ন রাঘবঃ॥ ৭  
জমবোবাচ বচনং সুগ্রীবঃ শত্রুসূদনঃ।

সুগ্রীব ধর্মাত্মা রাঘবকে এইরূপ বললে শত্রুসূদন  
ক্রিয়ামুগ্রীবকে বললেন—

কৃত্যজ্ঞানচিহ্নমনয়া গজসাহুয়া॥ ৮  
লক্ষ্যেন সমুৎপাটা এষা কণ্ঠে কৃত্য তবা।  
শোভসেহপাধিকং বীর লতয়া কণ্ঠসজ্জয়া॥ ৯  
বিনরীত ইবাকাশে সূর্যো নক্ষত্রমালয়া।

‘অভিজ্ঞান চিহ্নস্বরূপ গজপুষ্পীলতা আপনি ধারণ  
করেছেন। লক্ষ্য এই লতা উৎপাটন করে আপনার কণ্ঠে  
পরিষে দিয়েছেন। হে বীর এই লতা আপনার কণ্ঠলগ্ন  
হওয়ায় আপনাকে আরও সুন্দর দেবচ্ছে যেন আকাশে  
নক্ষত্র মাল্যাবেষ্টিত সূর্য—এইরূপ বিপরীত দৃশ্যের ন্যায়  
আপনার কণ্ঠে মালা শোভমান।

জল বালিসমুখং তে ভয়ং বৈরং চ বানরঃ॥ ১০  
একোহং প্রমোক্ষ্যামি বাণমোক্ষেন সংযুগে।

‘হে বানর! বালী থেকে জ্ঞাত আপনার সকল ভয়  
এবং শত্রুতা; আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আমার দ্বারা নিষ্কিপ্ত একটি  
প্রি়েই প্রশমিত হবে।

মম দর্শয় সুগ্রীব বৈরিণং ভাতৃরূপিণম্॥ ১১  
বালী বিনিহতো যাবদ্বনে পাংসু চেষ্টতে।

‘হে সুগ্রীব! ভাতৃরূপী সেই শত্রুকে দেখান। অন্তর  
বালী নিহত হয়ে বনের ধূলায় লুপ্তিত হবে।

যদি দৃষ্টিপথং প্রাপ্তো জীবন্ স বিনিবর্ততে॥ ১২  
ভজো দোষেণ মাগচ্ছেৎ সদ্যো গর্হেচ্চ মাং ভবান্।

‘যদি আমার দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবও বালী  
জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ  
আমাকে দেখী সাব্যস্ত করে কঠোর তাণ্ডায় নিন্দা করবেন।

প্রত্যকং সপ্ত তে মালা মতা বাশেন দারিত্যঃ।  
তেনোনেহি বলেনাপা বালিনং নিহতং রণে।

‘আপনি প্রত্যক করেছেন যে, আমার একটি মাত্র  
বাণের দ্বারা সাতটি শালগাছ বিদারণ হয়েছে। সেই শক্তি  
দ্বারা আমি আজ যুদ্ধে বালীকে বধ করব।

অনন্তঃ নোক্তশূরং মে দিবাং কচ্ছেহপি তিষ্ঠতঃ॥ ১৪  
ধর্মলোভপরীভেন ন চ বন্ধে কথংচন।

সকলং চ করিষ্যামি প্রতিজ্ঞাং জহি সংগ্রামম্॥ ১৫  
‘অনেক সংকটকাল উপস্থিত হলেও আমি পূর্বে

মিথ্যা কথা বলিনি, ধর্মের লোভেও আমি কখনো এইরূপ  
বলি না। আমি আমার পরাক্রম দ্বারা প্রতিজ্ঞা পূরণ করব।  
প্রসূতঃ কলমক্ষেত্রং বর্ধেদেব শতক্রতুঃ।

তদাহ্বাননিমিত্তং চ বালিনো হেমমালিনঃ॥ ১৬  
সুগ্রীব কুরু তং শব্দং নিষ্পতেন্ যেন বানরঃ।

‘যেমন ইন্দ্র বর্ষনদ্বারা ধানক্ষেত্রে শস্যপূর্ণ করেন।  
স্বর্ণমাল্যে ভূষিত বালীকে আহ্বানের জন্য হে সুগ্রীব! যাতে  
তিনি পুরী থেকে নির্গত হন সেইরূপ শব্দ ককন।

জিতকালী জয়গ্ধাধী কুয়া চাষর্ষিতঃ পুরাৎ॥ ১৭  
নিষ্পতিষ্যত্যঙ্গেন বালী স প্রিয়সংযুগঃ।

‘তিনি যুদ্ধে বিজয়কারী, জয়গর্ভী, আপনার দ্বারা  
অপরাজিত—যুদ্ধপ্রেমী সেই বালী কোনো কিছুতেই আসক্ত  
না হয়ে নগর থেকে নিষ্কান্ত হবেন।

রিপূনাং ধর্ষিতং ক্রুদ্বা মর্ষয়ন্তি ন সংবুধেঃ॥ ১৮  
জানক্যন্ত স্বকং বীর্ষং ক্লীষমকং বিশেষতঃ।

‘বীরেরা শত্রুর আহ্বান শুনে বিশেষত ক্লীলোকের  
সম্মুখে নিজের বীর্য প্রকাশের জন্য অবিচলিত থাকতে  
পারে না।’

স তু রামবচঃ ক্রুদ্বা সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ॥ ১৯  
নবর্ষ ক্রুরনাদেন বিনির্ভিদ্দরিবাহরম্।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে স্বর্ণতুল্য পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট  
সুগ্রীব ক্রুরস্বরে ভয়ংকর গগনবিদারী গর্জন করতে  
লাগলেন।

তত্র শব্দেন বিজ্ঞা গাবো বাস্তি হতপ্রভাঃ॥ ২০  
রাজদোষপরামৃষ্টঃ কুলদ্বিঘ্ন ইবাকুলাঃ।

সেই ভয়ানক শব্দে বড় বড় গোকুলশি শক্তিহীন  
হয়ে রাজদোষে পরপুরুষের দ্বারা নিপীড়িত কুলদ্বীনের  
ন্যায় ভীতচিন্তে পলায়নোদ্যত হল।



শ্রবস্তি চ মুগাঃ শীঘ্রং তথা ইব রশে হরাঃ।  
শতস্তি চ খগা ভূমৌ কীলপুণ্যা ইব গ্রহাঃ॥ ১১  
বনকৃষ্মিতে অতত অস্তেব ন্যায় পশুভলি ভীত তয়ে  
লগ্নাত্ত লাগল। পুণ্যাব প্রভাব ফল তলে প্রাপ্তি গেমন  
চূড়াত্ত হঃ, গগনচরী বহুশকৃৎ ও উন্নতভাবে মাটিতে  
পড়তে লাগল।  
ততঃ স জীমূতকৃতপ্রবাদো

শব্দং অমুখং স্বরয়া প্রতীহাঃ।  
শৌর্গবিশুদ্ধভেজাঃ।  
সরিংপতির্বাণিলচন্দ্রলোহিঃ।  
সূর্যপুত্র সূর্যীব মেঘের মতো গস্তীর গর্জন করে  
লাগলেন এবং শৌর্গের দ্বারা তাঁর ভেজ বৃদ্ধি পেয়ে  
লাগল। বাত্যাভত, বহু পীড়িত উদ্ভাল তরঙ্গে সবুজ গেল  
গর্জন করে, সূর্যীবের এই গর্জন ছিল তদনুগত।

ইত্যনুশ্রীমদ্ভাগবতম বাহীকায়ো আদিকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

মতর্ষি বাহীকি বিবর্তিত আদিকাণ্ডে বায়ানগের কিস্কিন্দাকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

### পঞ্চদশ সর্গ (১৫)

সূর্যীবের গর্জন শুনে যুদ্ধের জন্য বালীর বেরিয়ে আসার উদ্যোগ। তাঁকে নিবারণের জন্য  
তথা শ্রীরাম ও সূর্যীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য পত্নী তারার অনুরোধ

অথ তস্য নিনাদং তং সূর্যীবস্য মহাশ্বনঃ।  
শুশ্রাবাহঃ পুরগতো বালী ভ্রাতৃমর্ষণঃ॥ ১  
অসহিস্কৃ বালী অস্তঃপুর থেকেই তাঁর ভাই মহাশ্বা  
সূর্যীবের সেই ভয়ংকর গর্জন শুনেতে পেলেন।  
শ্রদ্ধা তু তস্য নিনদং সর্বভূতপ্রকম্পনম্  
মদশ্চকপদে নষ্টঃ ক্রোধশ্চাপাদিতো মহান্॥ ২  
সকল প্রাণীকে ভীত প্রকম্পিতকারী সেই গর্জন শুনে  
তাঁর সমস্ত মন্তো বিনষ্ট হল এবং তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ উৎপন্ন  
হল।  
ততো রোষপরীভাক্তো বালী স কনকপ্রভঃ।  
উপরক্ত ইবাদিতাঃ সদ্যো নিম্প্রভতাং গতঃ॥ ৩  
হেমবর্ণবিশিষ্ট বালীর সমগ্র অঙ্গ ক্রোধে উদ্দীপ্ত  
হয়ে উঠল, রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় তাঁর সৌন্দর্য বিনষ্ট হল।  
বালী দংষ্ট্রাকরালম্ব ক্রোধাদ্ দীপ্তাগ্নিলোচনঃ।  
ভাত্বাং পতিতপদ্মভঃ সম্ভাল ইব হৃদঃ॥ ৪  
বালীর দাঁতগুলি ভীষণাকৃতি সম্পন্ন, ক্রোধে উদ্দীপ্ত  
নেত্রদ্বয় অগ্নির ন্যায় জ্বলন্তমান। পদ্মফলসমূহ উৎপাটিত  
হওয়ার পরে কেবল মৃগালবিশিষ্ট হৃদের ন্যায় তাকে শ্রীহীন  
দেখাচ্ছে।

শব্দং দুর্মর্ষণং শ্রদ্ধা নিম্পপাং ততো হরিঃ।  
বেগেন চ পদন্যাসৈর্দারয়দ্বিব মেদিনীহঃ॥ ১  
এই অসহনীয় শব্দ শুনে ক্রুদ্ধ বানর বালী ক্ষেত্র  
বিদীর্ণকারী পদক্ষেপে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন।  
তং তু তারা পরিষজ্যা হ্রেহাদ্ দর্শিতসৌহম্য।  
উবাচ ব্রহ্মসম্ভ্রাত্তা হিতোদর্কমিদং বচঃ॥ ২  
পত্নী তারা তখন বালীকে আলিঙ্গন করে সৌন্দর্য  
প্রকাশ করে তাঁর ভবিষ্যতের হিতকামনায় ভীতস্বপ্ন স্থা  
বললেন—  
সাধুঃ ক্রোধমিমং বীর নদীবোগমিবাগতম্।  
শয়নাদুখিতঃ কালাং তাজ্জ ভুক্তামিব ব্রজম্॥ ৩  
'হে বীর ! শয্যা থেকে উত্থান করে ফের  
উপভোগের ভুক্ত মালাটি আপনি পরিত্যাগ করেন; জেদ  
নদীর বেগের মতো আগত এই ক্রোধ আপনি পরিত্যাগ  
করুন।  
কাল্যামেতেন সংগ্রামং করিষ্যসি চ বানর।  
বীর তে শত্রুবাহুলাং যন্তুতা বা ন বিদ্যতে॥ ৪  
সহসা তব নিম্নামো মম তবর যোচতে।  
শ্রয়তামভিখ্যাসামি যরিমিত্তং নিবারতে॥ ৫

‘ও বানর ! কাল আপনি  
বলে (আজকের জন্য ক্ষান্ত  
করুন) এক আপনার থেকে  
এর কারণ থেকে কম নয়, ত  
কিন্তু আমার উচিত মনে হচ্ছে  
সব করতে চাই তা বলছি আপ  
নিরপত্তি। ক্রোধে স  
নিম্পত্তি। নিরস্ত্রে অন্য  
‘পূর্বে সূর্যীব ক্রোধোন্ম  
বলে কবেছিলেন, আপনার  
কিন্তু তিনি পলায়ন করেছিলে  
তাঁর নিরস্ত্রতা স  
পূনরাহ্বানং শত্রু  
‘আপনি যাকে নিরস্ত  
করছিলেন, তার এই পুনরাহ  
করছে (অর্থাৎ আমি ভীত হ  
লক বাবসায়শ্চ  
জিন্স চ সংরক্ষো নৈ  
সূর্যীবের গর্জনে  
কিন্তু হচ্ছে তাতে তার  
চলেন হচ্ছে না।  
ততঃমহঃ মন্যে  
মহাশ্বয়শ্চ যম  
‘তাঁর এই আগমন শু  
নে করি, কোনো বল  
গমন, যাকে আশ্রয় ক  
কৃত্য নিপুণশ্চৈব  
কপীকিতবীর্যেণ  
‘বানর সূর্যীব স্বতা  
বীর পরীক্ষা না করে সু  
পূর্বম্ মহা বীর  
কনসা কুমারস্য  
‘হে বীর ! কুমার  
পুত্র শুনেই তা আ  
কহি।  
কনসা  
কহিলেন কুমারো  
কপিত



‘হে বানর ! কাল আপনি শত্রুর সঙ্গে এই সংগ্রাম করবেন (আজকের জন্য ক্ষান্ত হোন)। হে বীর ! যদিও আপনার শত্রু আপনার থেকে বড় নয় কিংবা আপনার হার কারও থেকে কম নয়, তথাপি আপনার এই মহাৎ নিষ্ঠুর আমার উচিত মনে হচ্ছে না। যে কাবণে আপনাকে দিব্য করতে চাই তা বলছি আপনি শুনুন।

পূর্বাপত্তিঃ জেনাথঃ স জামাহুয়তে যুদি।  
নিপ্পত্তা চ নিরন্তরে হন্যমানো দিলো গতাঃ ॥ ১০

‘পূর্বে সুগ্রীব ক্রোধোদয়িত হয়ে আপনাকে যুদ্ধে প্ররোচনা করেছিলেন, আপনার প্রহারে নিরন্তর হয়ে দিশাহারা অবস্থায় তিনি পলায়ন করেছিলেন।

করা তস্য নিরন্তর্য পীড়িতস্য বিশেষতঃ।

হৈতয় পুনরাহ্বানঃ শঙ্কঃ জনয়তীব মে ॥ ১১

‘আপনি যাকে নিরন্তর এবং বিশেষরূপে পীড়িত করেছিলেন, তার এই পুনরায় আহ্বান শুনে আমার আশঙ্কা জন্মেছে (অর্থাৎ আমি ভীত হয়েছি)।

লক্ষ্য ব্যবসায়শ্চ যাদৃশস্তস্য নর্দতঃ।

নিদ্রাস্য চ সংরক্তো নৈতদগ্নঃ হি কারণম্ ॥ ১২

‘সুগ্রীবের গর্জনে যেরকম গর্ভ এবং উৎসাহ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে তার এই উদ্যোগের কারণ সামান্য বলে মনে হচ্ছে না।

নাসহায়মহঃ মন্যে সুগ্রীবঃ তমিহাগতম্।

অবষ্টঙ্গসহায়শ্চ যমাপ্রিত্যৈষ গর্জতি ॥ ১৩

‘তার এই আগমন অসহায় অবস্থায় নয় বলেই আমি মনে করি, কোনো বলশালীর সহায়তা নিয়েই তার আগমন, যাকে আশ্রয় করে তার এই গর্জন।

প্রকৃত্য নিপুণশ্চৈব বুদ্ধিমাংশ্চৈব বানরঃ।

নাশরীক্ষিতবীর্যেণ সুগ্রীবঃ সখ্যামেষ্যতি ॥ ১৪

‘বানর সুগ্রীব স্বভাবতঃই নিপুণ এবং বুদ্ধিমানও।

বীর্য পরীক্ষা না করে সুগ্রীব তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনি।

পূর্বমেব ময়া বীর শ্রুতঃ কথ্যাতো বচঃ।

অদ্যস্য কুমারস্য বন্ধ্যাম্যদ্য হিতং বচঃ ॥ ১৫

‘হে বীর ! কুমার অঙ্গদের মুখ থেকে যে কথা আমি পূর্বেই শুনেছি তা আজ আমি আপনার কল্যাণের জন্য বলছি।

অদ্যন্ত কুমারোহ্যং বনান্তমুপনির্গতঃ।

প্রবৃতিস্তেন কথিতা চারৈরাসীমিবেদিতা ॥ ১৬

‘বনের সীমান্ত থেকে বেবিয়ে গিয়ে কুমার অঙ্গদদের নিকট যে বার্তা পেয়েছে তা আমাকেও জানিয়েছে।

অযোগ্যাদিশতেঃ পুত্রো শূরো সমরদুর্জয়ো।

ইত্যাকুণাং কুলে জাতৌ প্রণিতৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৭

‘ইত্যাকুণবংশে জন্ম অযোধ্যারাজের দুই পুত্র রাম এবং লক্ষ্মণ, তাঁরা মহাবীর এবং যুদ্ধে দুর্জয়।

সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যর্থঃ প্রাপ্তৌ তত্র দুরাসদৌ।

স তে জাহুরি নিশাত্তঃ সহায়ো রশকর্মণি ॥ ১৮

রামঃ পরনন্দ্যর্দী যুগান্তাগিরিবোধিতঃ।

নিলাসবৃক্ষঃ সাধুনামাপমান্যঃ পরা গতিঃ ॥ ১৯

‘দুর্ভেদ সেই দুই ভাইকে সুগ্রীব তার চিত্তকামনায় লাভ করেছে। সেই বিপ্যাত ভ্রাতৃত্ব যুদ্ধকর্মে আপনার ডাইয়েরই সহায়। শরণাগতদের পরম আশ্রয় এবং সাধুদের নিবাসস্থল বৃক্ষতুল্য এবং শত্রুসংহারকারী শ্রীরাম যুগান্তকারী অগ্নির ন্যায় উখিত হয়েছেন।

অর্ভানাং সংপ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনম্।

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো নিদেশে নিরতঃ পিতৃঃ ॥ ২০

‘আর্তদের তিনি আশ্রয়, যশেরই একমাত্র ভাজন, জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন, পিতৃনির্দেশ পালনে সদাই নিরত।

ধাতুনামিব শৈলেন্দ্রো গুণানামাকরো মহান্।

তং ক্ষমো ন বিরোধস্তে সহ তেন মহাশ্বনা ॥ ২১

দুর্জয়েনাপ্রমেয়েণ রামেণ রশকর্মসু।

‘শৈলেন্দ্র যেমন ধাতুসমূহের আধার, তেমনি সকল গুণাবলীর আকর মহাত্মা শ্রীরাম। অতএব সেই মহাত্মা রামের সঙ্গে বিরোধ উচিত নয়। যুদ্ধে দুর্জয় অপ্রমেয় রামের সঙ্গে যুদ্ধকর্মে উদাত্ত হবেন না।

শুর বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিদ চেচ্ছাম্যভ্যসূয়িতুম্ ॥ ২২

প্রয়তঃ ক্রিয়তাং চৈব তব বক্ষ্যামি যদ্বিতম্।

‘হে শুরবীর ! আমি আপনার দোষ অনুসন্ধানের কথাই ইচ্ছা করি না। আপনার পক্ষে যা হিতকর তাই বলছি ; আপনি তাই শুনুন এবং করুন।

যৌবরাজেন সুগ্রীবঃ তুণঃ সাক্ষ্যভিষেচয় ॥ ২৩

বিগ্রহং মা কৃথা বীর স্নাত্তা রাজন্ যযীয়সা।

‘আপনি শীঘ্র সুগ্রীবকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করুন। হে বীর বানররাজ ! ছোটভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না।

অহং হি তে ক্রমঃ মনো তেন রামেন সৌহৃদম্ ॥ ১৪  
সুগ্রীবেন চ সম্প্রীতিঃ বৈরমুৎসজা দূরতঃ ।

‘আমি আপনার জন্য এটাই উচিত মনে করি যে,  
আপনি বৈবীভাব ত্যাগ করুন এবং বামেব সঙ্গে সৌহার্দ্য  
তথা সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করুন।

লালনীরো হি তে জ্ঞাতা যদীয়ানেশ বানরঃ ॥ ১৫  
তত্র বা সমিহহো বা সর্বথা বদ্ধুরেব তে ।

নহি তেন সমঃ বদ্ধুঃ ভুবি পশ্যামি কখনঃ ॥ ১৬

‘হে বানবর্গ ! সুগ্রীব আপনার ছোট ভাই,  
আপনার লালনীর। সে আপনার নিকটেই থাক বা দূরেই  
থাক অর্থাৎ কিছিকাপুত্রেই থাক বা স্বাম্যক পর্বতেই থাক  
তার তুল্য বদ্ধু আমি এই পৃথিবীতে আর দেখছি না।

দানমানাদিসংকারৈঃ কুরুষ প্রত্যনন্তরম্ ।

বৈরমেতৎ সমুৎসজা তব পার্শ্বে স তিষ্ঠতু ॥ ১৭

‘দান, মান প্রভৃতি সংকারের দ্বারা আপনি তার সঙ্গে  
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করুন। যার ফলে শত্রুতা ত্যাগ করে  
সে-ও আপনার পাশে অবস্থান করে।

সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবো মহাবদুর্মতস্তব ।

জাতৃসৌহৃদমালাদ্য নান্যা গতিরিহাস্তি তে ॥ ১৮

‘আমার মতে বিপুলগ্রীবাবিশিষ্ট সুগ্রীব আপনার  
অজান্তে প্রেমী বন্ধু। জাতৃপীতি অবলম্বন ব্যতীত আপনার

অন্য কোনো পথ নেই।

যদি তে মৎপ্রিয়ঃ কার্যং যদি চাটবলি মাং দিম্বম্,  
যাচ্যমানঃ প্রিয়ত্বেন সাশু বাক্যঃ কুরুষ মে ॥ ১৯

‘যদি আপনি আমার মজল করতে চান পণ্যাদি  
আপনার হিতকারী মনে করেন তাহলে আমি পণ্যাদি  
আপনাকে যে পরামর্শ দিচ্ছি তা আপনি মেনে নিন।  
প্রসীদ পথাং শৃণু জজ্ঞাতঃ তি মে

ন রোগমেবাণ্যুগিষ্যামহীম্,  
কমো হি তে কোশলরাজসুত্বা

ন বিগ্রহঃ পুরুষমানভেক্সা ॥ ২০

‘আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমার কল্যাণের  
আপনার হিতের জন্য ক্রোধ প্রকাশ অনুচিত। ইহেরূপ  
তেজস্বী কোশলরাজ্যের রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত  
হবেন না।’

তদা হি তারা হিতমেন বাক্যং

তং বালিনঃ পথ্যমিদং বতসে,

ন রোচতে তদ্ বচনং হি তস্য

কালান্তিপন্নসা বিনাশকালে ॥ ২১

বালীর পক্ষে হিতকর পথ্যতুল্য বাক্য পড়া হয়  
বললেন, কিন্তু বিনাশকালে কালের বশীভূত হওয়ায় সে  
সমস্ত বক্তব্য বালীর পক্ষেই হল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিছিকাকান্তে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের কিছিকাকান্তে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১৫ ॥

## ষোড়শ সর্গ (১৬)

বালী কর্তৃক তারার প্রস্তাব সগর্বে প্রত্যাখ্যান, সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ, শ্রীরামের বাণে বালীর ক্রুদ্ধতা পূর্ণ

তামেবঃ ক্রুবতীঃ তারাঃ তারাধিপনিভাননাম্ ।

বালী নির্ভৎসর্যমাস বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১

তারকাগণের অধিপতি চন্দ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট তারার  
এইরূপ কথা শুনে বালী তাঁকে ভৎসনা করে বললেন—

গর্জতোহস্যা সুসংরক্তঃ জাতুঃ শম্ভোর্বিশেষতঃ ।

মর্ষয়িষ্যামি কেনাপি কারণেন বরাননে ॥ ২

‘হে সুন্দরমুখি ! ক্রুদ্ধ ছোটভাই গর্জন করছে  
বিশেষতঃ যে আমার শত্রু ; আমি কী কারণে তাকে ভয়  
করবো ?

অমর্ষিতানাং শূরাণাং সমরেধনিবর্তিনাম্ ।

ধর্মলামর্ষণঃ ভীক্স মরশাদিত্রিভাতো ॥ ৩

‘ওহে ভীক্স ! অপরাধের দীপেরা, যাঁরা যুদ্ধে করেন



পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি তাঁদের পক্ষে শত্রুর গর্জন সহ্য করা  
যুগ্ম অপেক্ষাও দুঃসহ্যকর।

সৌহৃৎ ন চ সমর্থোহহং যুদ্ধকামস্য সংযুগে।

সুগ্ৰীবস্য চ সংরক্তং হীনগ্রীবস্য গর্জিতম্ ॥ ৪

‘যুদ্ধক্ষেত্রে হীনগ্রীবাবিশিষ্ট সুগ্ৰীবের এই রোষপূর্ণ  
গর্জন আমি সহ্য করতে অক্ষম।

ন চ কার্যো বিষাদস্তে রাঘবঃ প্রতি মৎকৃতে।

ধর্মজ্ঞস্ত কৃতজ্ঞস্ত কথং পাপং করিষ্যতি ॥ ৫

‘আমার জন্য তুমি শ্রীরামচন্দ্রের কথা ভেবেও  
আশঙ্কিত হোয়ো না। কারণ ধর্মজ্ঞ এবং কর্তব্যপরায়ণ হয়ে  
তিনি কেন পাপ করবেন ?

নির্বর্তক সহ স্ত্রীতিঃ কথং ভূয়োহনুগচ্ছসি।

সৌহৃদং দর্শিতং তাবন্যায়ি ভক্তিত্বয়া কৃত্য ॥ ৬

প্রতিষাৎসামাহং গদ্য সুগ্ৰীবঃ জহি সত্ত্বমম্।

দর্পঃ চাস্য বিনেয্যামি ন চ প্রাণৈর্বিয়োক্ষ্যতে ॥ ৭

‘সঙ্গী স্ত্রীদের নিয়ে তুমি ফিরে যাও, কেন তুমি বার  
বার আমার অনুগমন করছো ? আমার প্রতি তোমার

সৌহার্দ্য এবং ভক্তি তুমি দেবিয়েছ। এখন আমি গিয়ে  
সুগ্ৰীবের সঙ্গে যুদ্ধ কবে শীঘ্রই পরাস্ত করব। আমি তার দর্প

চূর্ণ করব কিন্তু প্রাণ নেব না।

অহং হ্যাজিহিতস্যাস্য করিষ্যামি যদীক্ষিতম্।

বৃক্ষমুষ্টিপ্রহারৈশ্চ পীড়িতঃ প্রতিয়াসতি ॥ ৮

‘আমি যুদ্ধক্ষেত্রে তার যা ইচ্ছা তা পূর্ণ করব (অর্থাৎ  
যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার যুদ্ধের সাধ পূর্ণ করব)। বৃক্ষাঘাত এবং

মুষ্টিপ্রহার দ্বারা তাকে এমনই পীড়িত করব যাতে সে সেই  
স্থান থেকে পলায়ন করে।

ন মে গর্বিতমায়ত্ত্বং সহিষ্যতি দুরাস্তবান্।

কৃতং তারে সহায়ত্বং দর্শিতং সৌহৃদং ময়ি ॥ ৯

‘হে তারা ! দুরাত্মা সুগ্ৰীব যুদ্ধে আমার সদর্প

উপহিতি সহ্য করতে পারবে না। তুমি আমার যথেষ্ট  
সহায়তা করেছ এবং আমার প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ করেছ।

শাপিতাসি মম প্রাণৈর্নির্বর্তস্ব জনেন চ।

অলং জিহ্বা নিবর্তিষ্যে তমহং শ্রাতরং রমে ॥ ১০

‘আমি আমার প্রাণের দিবা দিয়ে বলছি যে তুমি এই  
শোকজনদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করো, আমি যুদ্ধে আমার

চাইক পরাস্ত করে তোমার নিকট ফিরে আসব।’

তং তু তারা পরিত্যজ্য বালিনং প্রিয়বাদিনী।

চকার রক্তভী মনঃ দক্ষিণা সা প্রদক্ষিণম্ ॥ ১১

প্রিয়ভাষিণী সেই তারা বালীকে আলিঙ্গন করে  
বৃদুস্বরে বোদন করতে করতে দক্ষিণ দিক থেকে প্রদক্ষিণ

করলেন।

ততঃ স্বস্ত্র্যানং কৃৎস্না মন্ত্রবিদ্ বিজয়ৈষিণী।

অস্ত্রঃপুরং সহ স্ত্রীতিঃ প্রবিষ্টা শোকমোহিতা ॥ ১২

মন্ত্রজ্ঞা তাবা স্বাধীর বিজয় কামনায় স্বস্ত্র্যয়ন করে,  
শোকমোহিত হয়ে অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে অস্ত্রঃপুরে প্রবেশ

করলেন।

প্রবিষ্টায়াঃ তু ভায়ায়াঃ সহ স্ত্রীতিঃ স্বমালয়ম্।

নগর্যা নির্যয়ৌ ক্রুদ্ধৌ মহাসর্প ইব শ্বসন্ ॥ ১৩

পূর্বস্ত্রীদের সঙ্গে তারা নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করলে,  
বালী ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে করতে নগর

থেকে নির্গত হলেন।

স নিঃশ্বস্য মহারোষো বালী পরমবেগবান্।

সর্বভ্কারয়ন্ দৃষ্টিং শত্রুদর্শনকালক্ষয়া ॥ ১৪

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং পরমবেগবান বালী দীর্ঘশ্বাস  
মোচন করে শত্রুদের দেখার ইচ্ছায় সকল দিকে

দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করলেন।

স দমর্শ ততঃ শ্রীমান্ সুগ্ৰীবঃ হেমপিঙ্গলম্।

সুসংবীতমবষ্টকঃ দীপ্যমানমিবানলম্ ॥ ১৫

তখন তিনি স্বর্ণতুল্য পিঙ্গলবর্ণের শ্রীমান সুগ্ৰীবকে  
দেখতে পেলেন, দৃঢ়বদ্ধ কৌপিন পোশাক পরিহিত তিনি

ছিলেন অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান।

তং স দৃষ্ট্বা মহাবাহঃ সুগ্ৰীবঃ পর্ববহ্নিতম্।

গাঢ়ং পরিদধে বাসো বালী পরমকোপনঃ ॥ ১৬

সুগ্ৰীবকে তখন সেই অবস্থায় দেখে অত্যন্ত কোপন  
স্বভাববিশিষ্ট বালী তাঁর বস্ত্র দৃঢ়সম্বন্ধ করলেন।

স বালী গাঢ়সংবীতো মুষ্টিমুদ্যমা বীর্ঘবান্।

সুগ্ৰীবমেবাভিমুখো যয়ৌ যোদধুঃ কৃতক্ৰপঃ ॥ ১৭

দৃঢ়বদ্ধ পোশাক পরিহিত বীর বালী সময় বুকে মুষ্টি  
উদ্যত করে সুগ্ৰীবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন।

শ্রিষ্টঃ মুষ্টিং সমুদ্যমা সংরক্ততরমাগতঃ।

সুগ্ৰীবোহপি সমুদ্যমা বালিনঃ হেমমালিনম্ ॥ ১৮

সুগ্ৰীবও বদ্ধমুষ্টি উদ্যত হয়ে স্বর্ণমালা বিভূষিত  
বালীর উদ্দেশে আবিষ্ট চিত্তে অগ্রসর হলেন।

তং বালী শ্রেণ্যতাপ্রাকঃ সুগ্ৰীবঃ রশকোবিধম্।



আপত্তঃ মহাবেগমিমঃ বচনমবনীঃ ॥ ১৯

বপপাতিত সূগ্রীবকে মহাবেগে তাঁর প্রতি দাবমান  
দেখে ক্রোধে বক্রবর্ণ অন্ধ বালী তাকে বললেন—

এষ মুষ্টির্মহান্ বজ্রো গাঢ়ঃ সুনীয়তাবলিঃ।

ময়া বেগবিমুক্তস্তে প্রাপ্যনাম্যাম্য দাম্যতি ॥ ২০

‘সুনীযত’ অর্থ ‘জয়লাভ’। আমি দুঃখভাবে বদ্ধ করে  
বিষাট মুষ্টি প্রস্তুত করছি। তাই শব্দে তোমার ওপরে আমি  
প্রহরণ করলে তোমার প্রাণ যাবে।’

এবমুক্তস্ত সূগ্রীবঃ ক্রুদ্ধো বালিনমবনীঃ।

তব চৈষ হবন্ প্রাণান্ মুষ্টিঃ পততু মুখনি ॥ ২১

বালীর এইকণ উক্তব পদে সূগ্রীব ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে  
বললেন—‘তোমার প্রাণ হরণের জন্য আমার এই মুষ্টি  
তোমার মস্তকে পতিত হোক।’

তাতিততেন তং ক্রুদ্ধঃ সমভিক্রম্য বেগতঃ।

অভবহোষিতোদগারী সাপীড় ইব পর্বতঃ ॥ ২২

ক্রুদ্ধ বালী সবগে সূগ্রীবকে আক্রমণ করে আঘাত  
করলে, কুপিত সূগ্রীব রক্ত উদগীরণ করতে লাগলেন।  
তিনি বর্ণার মুকুটসমূহ পর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

সূগ্রীবেন তু নিঃশঙ্কঃ সালমুৎপাটা তেজসা।

গাঢ়েভিহতো বালী বজ্রেণেব মহাগিরিঃ ॥ ২৩

তিনি তখন নির্ভীকভাবে সতেজে শালবৃক্ষ  
উৎপাটনপূর্বক বালীর শরীরে আঘাত করলেন যা মহান  
পর্বতে বজ্রাঘাতের সমতুল্য।

স তু বৃক্ষেণ নির্ভগ্নঃ সালতাডনবিহ্বলঃ।

গুরুভারভরাক্রান্তা নৌঃ সসার্থেব সাগরে ॥ ২৪

শালগাছের প্রথমে জর্জরিত বালী সমুদ্রমধ্যে  
গুরুভারে ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় দুর্দশাপ্রাপ্ত হলেন

তৌ ভীমবলবিজ্ঞাতৌ সুপর্ণসমনেগিতৌ।

প্রবৃদ্ধৌ ঘোরবপুর্ষৌ চন্দ্রচূর্ণবিবান্বরে ॥ ২৫

তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত বলবান, পরাক্রমশালী এবং  
গরুড়ের ন্যায় বেগবান। তাঁরা তাঁদের ভীষণ দেহ নিয়ে  
আকাশের চন্দ্র সূর্যের ন্যায় তেজে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

পরম্পরমমিহ্রয়ো হিদ্ভাঘেমগতংপরৌ।

ততোহবধত বালী তু বলবীৰ্যসমমিতঃ ॥ ২৬

সূর্যপুত্রো মহাবীৰ্যঃ সূগ্রীবঃ পরিহীযত।

পরম্পর শত্রুঘাতী হয়ে তাঁরা একে অপরের দুর্বলতা  
অন্বেষণ করতে লাগলেন। ক্রমশ বলবীৰ্যসমমিত বালীর

পরাক্রম বৃদ্ধি পেল এবং মহাপরাক্রমশালী  
সূগ্রীবের তেজ ক্ষীণ হয়ে এল।

বালিনা তদ্যদপ্যসু সূগ্রীবো মনসিক্রমঃ।

বালিনং প্রতি সামর্পো দর্শয়ামাস দামনঃ।

বিক্রম মন্দীভূত হওয়ায় বালী সূগ্রীবের দর্শন

করলেন। বালীর প্রতি ক্রোধবশত তিনি দামন্যের

অবস্থা দেখালেন।

নৃশংকঃ সশাটৈঃ শিখরৈর্বজ্রকোটিনিচৈশ্চৈঃ।

মুষ্টিভিজ্ঞানুভিঃ পশ্চির্দাক্ষিণ্য পুনঃ পুনঃ।

তয়োর্গৃহ্মমুদুদ্যোগঃ বৃদ্ধবালবসেরিঃ ॥ ২৭

অনন্তর শাপাসমেত বৃক্ষ, পর্বতের চূড়া, কোট

বজ্রের তুলা ভাংকর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ইত্যাদি

তাঁদের ভয়ানক যুদ্ধ চলতে থাকল, যেন উদ্ভূত ও

মধ্যে মহাসমর পুনরায় সমুপস্থিত।

তৌ শোণিতান্তৌ যুধ্যতাং বানরৌ বনচারিণৌ

মেঘাবিব মহাশব্দৈস্তর্জমানৌ পরম্পরম্ ॥ ২৮

মেঘের মতো মহাশব্দ সহকারে গর্জন করতে করে

দুই বনচারী বানর রক্তাক্ত অবস্থায় যুদ্ধ করতে লাগলেন

হ্রীয়মানপথাপশ্যৎ সূগ্রীবঃ বানরেশ্বরম্

প্রেক্ষমাণঃ দিশষ্টৈব রাঘবঃ স মুদম্বহঃ ॥ ২৯

বানরেশ্বর সূগ্রীবকে হ্রীয়মান অবস্থায় দেখে রক্ত

পুনঃপুনঃ চতুর্দিকে অবলোকন করতে লাগলেন।

ততো রামো মহাতেজা আর্তঃ দৃষ্টা হরীদ্রম্।

স শরং বীক্ষতে বীরো বালিনো বধকালমাঃ ॥ ৩০

বানরাধিপতিকে ক্লান্ত দেখে তখন মহাতেজস্বী রাম

বীর বালীকে বধ করার জন্য তাঁর বাণের প্রতি দৃষ্টি

করলেন।

ততো ধনুৰি সংখ্যায় শরমাশীবিষোপমম্।

পূরয়ামাস তচোপঃ কালচক্রমিবাশ্রমম্ ॥ ৩১

তখন তিনি ধনুকে সর্পের ন্যায় বিষাক্ত শরযোগে

করলেন, যমরাজের কালচক্র নামক ধনুকের ন্যায় তিনি

ধনুক আকর্ষণ করলেন।

তসা জ্যাতলঘোষেণ ব্রহ্মাঃ শত্রুংখেশ্বরঃ।

প্রদুর্ভবুর্মগাশ্চৈব যুগান্ত ইব মোহিতাঃ ॥ ৩২

তাঁর ধনুকের টঙ্কারশব্দে প্রলয়কালে মোহিত হওয়া

মতো বনের পশুপাখিরা এবং বৃক্ষসমূহ ভীত স্তম্ভ হয়ে

পড়ল।

মুক্ত বজ্রনির্ঘোষঃ প্রদীপ্তাশনিমিহঃ ।  
 রামবৎ মহাবাহো বালিবক্ষসি পাতিতঃ । ৩৫  
 রাম কর্তৃক নিষ্কিপ্ত মহান তিরটি জ্যা-মুক্ত হয়ে  
 রেব ন্যায় গর্জন করে অলস্ত বিদ্যুৎ শিখা সম বালীর বক্ষে  
 পড়ি হল  
 ততঃ মহাতেজা বীর্যযুক্তঃ কশীশ্বরঃ ।  
 বেগেনাভিহতো বালী নিপপাত মহীতলে । ৩৬  
 তখন সেই মহাতেজস্বী বীর্যবান কশীশ্বর বালী  
 শরঘাতে সবেগে ভূমিতে পতিত হলেন ।  
 ইন্দ্রবজ্র ইবোদ্ভূতঃ পৌর্ণমাসাং মহীতলে ।  
 ব্রাহ্মবৃদ্ধজময়ে মাসি গতগ্রীকো বিচেতনঃ ।  
 ব্রাহ্মসংক্কককষ্টস্ত বালী চার্ত্ত্বরঃ শটনঃ । ৩৭  
 অগ্নিমাসের পূর্ণিমা তিথিতে উজ্জ্বলিত ইন্দ্রবজ্র  
 গজনের ন্যায় হতচেতন বালী ভূপতিত অবস্থায়  
 ব্রহ্মসংক্কক কণ্ঠে ধীরে ধীরে আর্তনাদ করতে লাগলেন ।

নরোত্তমঃ কাশ যুগান্তকোপমঃ  
 শরোত্তমঃ কাঞ্চনকপাভূষিতম্ ।  
 সসর্গ দীপ্তঃ তমমিত্রমর্দনঃ  
 সর্বমমগ্নিঃ মুখতো দধা হরঃ ॥ ৩৮  
 কন্দর্প বিনাশের জন্য মহালবের ললাট থেকে  
 নিঃসৃত ধূমাগ্নির ন্যায় নরোত্তম রামচন্দ্রের স্বর্ণ-রৌপ্য-  
 সুসজ্জিত বাণ নিষ্কিপ্ত হয়েছিল ।  
 অথোক্ষিতঃ শোণিততোয়বিশ্রবৈঃ  
 সুপুষ্টিতালোক ইবানিলোকতঃ ।  
 বিচেতনো বাসবসূনুরাহবে  
 প্রভংশিতেজস্বজবৎ ক্রিতিং গতঃ ॥ ৩৯  
 ইন্দ্রপুত্র বালীর শরীর থেকে জলধারার ন্যায়  
 রক্তস্রোত নির্গত হতে লাগল । অচেতন তাঁর শরীর ভূমিতে  
 শায়িত যেন ঝটিকাবিধবস্ত অশোকবৃক্ষের তপ্তশাখা তথা  
 ইন্দ্রবজ্রের ন্যায় ভুলুপ্তি ।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

## সপ্তদশ সর্গ (১৭)

### শ্রীরামচন্দ্রকে বালীর তিরস্কার

ততঃ শরোণাভিহতো রামেণ রণকর্কশঃ ।  
 পপাত সহসা বালী নিকৃষ্ট ইব পাদপঃ ॥ ১  
 রণদূর্দম বালী রামের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে আহত হয়ে  
 কতিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হলেন ।  
 ন ভূমৌ ন্যস্তসর্বাঙ্গস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ ।  
 জপতদ্ দেবরাজস্য মুক্তরশ্মিরিব স্বজঃ ॥ ২  
 বজ্রজ্বলিত ইন্দ্রের উজ্জ্বল ধ্বজার ন্যায় সর্বাঙ্গ  
 বর্ণালঙ্কারে ভূষিত বালীর শরীর ধূলায় লুপ্তিত হল ।  
 যস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ হর্যৃক্ষাণাং গণেশ্বরে ।  
 নটচক্রমিব ধোম ন ব্যরাজত মেদিনী ॥ ৩  
 বানর এবং ভল্লুকদের অধিপতি বালী ভূপতিত  
 হওয়ায় পৃথিবী চন্দ্রহীন আকাশের ন্যায় সৌন্দর্য হারাণ ।

ভূমৌ নিপতিতস্যাপি তস্য দেহঃ মহাশ্বনঃ ।  
 ন শ্রীর্জহতি ন প্রাণা ন তেজো ন পরাক্রমঃ ॥ ৪  
 সেই মহাত্মার শরীর ভুলুপ্তিত হলেও তাঁর সৌন্দর্য,  
 প্রাণ, তেজ, শৌর্য শরীরচ্যুত হয়নি ।  
 শক্রদন্তা বরা মালা কাঞ্চনী রত্নভূষিতা ।  
 দধার হরিমুখাস্য প্রাণাংজ্জ্বলঃ শ্রিয়ং চ সা ॥ ৫  
 ইন্দ্র প্রদত্ত কনকনির্মিত রত্নবচিত বরমালা তাঁর কণ্ঠে  
 শোভিত হচ্ছিল, যা তাঁর প্রাণ তেজ এবং সৌন্দর্যকে  
 তখনও ধারণ করেছিল ।  
 ন তয়া মালায়া বীরো হৈময়া হরিশূষণঃ ।  
 সংখ্যানুগতপর্যন্তঃ পমোখর ইবাববৎ ॥ ৬  
 বানরাধিপতি বীর বালী সেই হৈমালয়ের দ্বারা



সজ্জার রক্তরাগ মিশ্রিত আকাশে একখণ্ড মেঘের ন্যায়  
শোভিত হইছিলেন।

তস্য মালা চ দেহস্ত মর্মঘাতী চ যঃ শরঃ।  
দ্বিধেব রচিতা লক্ষ্মীঃ পতিতস্যাপি শোভতে॥ ৭

ভূমিতে পতিত হলেও তাঁর স্বর্ণমালা, হৃদয়বিদারী  
শর এবং দেহ এই তিনটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে  
অঙ্গলক্ষীর ন্যায় সৌন্দর্য বিস্তার করেছিল।

তদন্তঃ তস্য বীরস্য স্বর্গমার্গপ্রভাবনম্।  
রামবালাসনকিপ্তমাবহং পরমাং গতিম্॥ ৮

শ্রীরামচন্দ্র যে খনুক থেকে শরসম্মান করেছিলেন তা  
বালীর স্বর্গগমনের পথ প্রশস্ত করায় তা পরমগতি লাভ  
করল।

তং তথা পতিতঃ সংখ্যো গতার্চিমিবানলম্।  
যয়াতিমিব শূন্যাত্মে দেবলোকাদিহ চ্যুতম্॥ ৯  
আদিত্যমিব কালেন যুগান্তে ভুবি পাতিতম্।  
মহেন্দ্রমিব দুর্ধ্বমুপেক্ষমিব দুঃসহম্॥ ১০  
মহেন্দ্রপুত্রঃ পতিতঃ বালিনঃ হেমমালিনম্।  
বৃন্দোরঙ্কঃ মহাবাহুঃ দীপ্তাসাং হরিলোচনম্॥ ১১

এইরূপ যুদ্ধস্থলে নিপতিত বালীকে শিখাহীন অগ্নির  
ন্যায় এবং ক্ষীণগুণ্য সুরলোকচ্যুত যযাতির তুল্য তথা  
প্রলয়কালে যুগান্তে গগনবিচ্যুত ভূপতিত সূর্যের মতো মনে  
হইছিল। ভূপতিত ইন্দ্রপুত্র বালীর কণ্ঠে কনকমালা  
সুশোভিত। তিনি মহেন্দ্রের ন্যায় দুর্ধ্ব এবং উপেক্ষ বিষ্ণুর  
ন্যায় দুঃসহ। তাঁর বক্ষ বিশাল, মহাবাহু, প্রদীপ্ত আনন  
এবং নেত্র সিংহতুল্য।

লক্ষ্মণানুচরো রামো দদর্শোপসসর্প চ।  
তং তথা পতিতঃ বীরঃ গতার্চিমিবানলম্॥ ১২  
বহমান্য চ তং বীরং বীক্ষমাণঃ শনৈরিব।  
উপঘাতৌ মহাবীৰ্যৌ দ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৩

দীপ্তিহীন অগ্নিশিখার ন্যায় ভূতলশায়িত বালীকে  
দেবতে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত  
হলেন। বহুজননান্য বীর বালীকে দুই মহাবীর রাম এবং  
লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে দেবতে লাগলেন।

তং দৃষ্টা রাঘবঃ বালী লক্ষ্মণঃ চ মহাবলম্।  
অরবীং শরুধঃ বাকাং প্রস্রিতঃ ধর্মসংহিতম্॥ ১৪

শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাবলশালী লক্ষ্মণকে দেখে বালী  
ধর্মপ্রস্তু এবং বিনয়ান্বিত কণ্ঠের বাক্য বলতে লাগলেন।

স ভূমাবল্লভেজোহসুর্নিহতো  
অর্থসংহিতয়া বাচা গর্বিতঃ নটচেনম্।

তিনি তখন ভূতলশায়ী, স্বল্পভেজবিশিষ্ট, মনোহর  
এবং হতচেতন। তথাপি যুদ্ধগর্বিত অভিমানী বালী রামকে  
বললেন—

হং নরাধিপতেঃ পুত্রঃ প্রথিতঃ প্রিয়কর্ণম্।  
পরামুখ বধঃ কৃত্বা কোহত্র প্রাপ্তবুধ্যা শুণা।

যদহং যুদ্ধসংরুদ্ধংকৃত্যে নিযনঃ গতাঃ ১৬  
‘আপনি রাজপুত্র, সুখ্যাত, সুদর্শন, যুদ্ধে পরামুখ  
ব্যক্তিকে বধ করে আপনি কোন যশ লাভ করলেন ?  
বিশেষত আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলাম, তদপি  
আপনার জন্যই আমার মৃত্যু আসন্ন।

কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নভেজস্বী চরিত্রভ্রাতঃ।  
রামঃ করুণবেদী চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ ১৭

সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দূরভ্রাতঃ।  
ইতোতৎ সর্বভূতানি কথয়ন্তি যশো ভুবি ১৮

‘আপনি সংকুলজাত, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ভেজস্বী,  
চরিত্রপরায়ণ। হে রামচন্দ্র ! আপনি দয়ালু এবং প্রজাদের  
কল্যাণে নিরত। আপনি সদয়, মহা উৎসাহী, যজ্ঞ প্রভৃতি  
ব্রতপরায়ণ ; জগতের সকল প্রাণী আপনার যশসীর্জ  
করে।’ এইরূপ বর্ণন করে পুনরায় বললেন—

দমঃ শমঃ কমা ধর্মো বৃত্তিঃ সত্যং পরাক্রমঃ।  
পার্শ্ববানাং শুণা রাজন্ দশুশচাপাংকরিবু ১৯

‘শম, দম, কমা, ধৈর্য, ধর্ম, সত্য, পরাক্রম এবং  
অপরাধীর প্রতি যথাযথ দণ্ডদান এই হল রাজাদের গুণ।  
তান্ শুণান্ সম্প্রদর্শ্যাহমত্রাং চাভিজনং ভব।  
তারয়া প্রতিবিদ্ধঃ সন্ সূগ্রীবেশ সমাপ্তঃ ২০

‘আপনার মধ্যে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান এবং  
আপনি উচ্চবংশজাত—এই কথা জেনে পূর্বেই তারা কর্তৃক  
নিষিদ্ধ হয়েও কেবল সূগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমি  
এসেছি।

ন মামন্যোন সংরুদ্ধঃ প্রমত্তঃ বেদবুম্বহসি।  
ইতি মে বুদ্ধিরূপমা বজ্রবাদর্শনে ভব ২১

‘আপনাকে দর্শনের পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল  
ক্রোধবশত অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় আপনি আমার  
তিরবিদ্ধ করবেন না।

স হ্যং বিনিহতাত্মানং ধর্মবজ্রমধর্মিকম্।

‘আপনি হতচেতন, অর্থাৎ  
আপনি শান্ত বিনীত ক  
আম পনঃ কমা  
পার্শ্ববানাং শুণা  
‘হে রাজন্ !

‘আপনি হতচেতন, অর্থাৎ  
আপনি শান্ত বিনীত ক  
আম পনঃ কমা  
পার্শ্ববানাং শুণা  
‘হে রাজন্ !

‘আপনি হতচেতন, অর্থাৎ  
আপনি শান্ত বিনীত ক  
আম পনঃ কমা  
পার্শ্ববানাং শুণা  
‘হে রাজন্ !

‘আপনি হতচেতন, অর্থাৎ  
আপনি শান্ত বিনীত ক  
আম পনঃ কমা  
পার্শ্ববানাং শুণা  
‘হে রাজন্ !

‘আপনি হতচেতন, অর্থাৎ  
আপনি শান্ত বিনীত ক  
আম পনঃ কমা  
পার্শ্ববানাং শুণা  
‘হে রাজন্ !

‘আপনি হতচেতন, অর্থাৎ  
আপনি শান্ত বিনীত ক  
আম পনঃ কমা  
পার্শ্ববানাং শুণা  
‘হে রাজন্ !

‘আপনি হতচেতন, অর্থাৎ  
আপনি শান্ত বিনীত ক  
আম পনঃ কমা  
পার্শ্ববানাং শুণা  
‘হে রাজন্ !

‘আপনি হতচেতন, অর্থাৎ  
আপনি শান্ত বিনীত ক  
আম পনঃ কমা  
পার্শ্ববানাং শুণা  
‘হে রাজন্ !

‘আপনি হতচেতন, অর্থাৎ  
আপনি শান্ত বিনীত ক  
আম পনঃ কমা  
পার্শ্ববানাং শুণা  
‘হে রাজন্ !



১২২ পাপসমাচারঃ তুযৈঃ কৃশমিবাবৃতম্ ॥ ২২

আপনি হর্মের বেশবাহী অবস্থিক : আমার আত্মার  
কলঙ্কিত, পাপসমাচারী। আপনি কলঙ্কিত কুপের  
মতোই ভাব কর।

১২৩ বেষবরঃ পাপঃ প্রজেরমিব পাবকম্।

১২৪ কামভিজানামি ধর্মজ্যোতিঃসংবৃতম্ ॥ ২৩

‘অজ্ঞানিত অগ্নির নাম আপনি সাধুর বেশবাহী  
হর্মের হরবেশবাহী আপনারকে তো আমি এভাবে  
কহি।

১২৫ কহে বা পুরে বা তে যদা পাপং করোমাহম্।

১২৬ কামবজানেহহং কস্মাৎ তং হংসাকিঞ্চিদম্ ॥ ২৪

‘জামি তো আপনার দেশে বা নগরে কোনো  
পুণ্য করিনি, আমি আপনাকে কোনো অসন্মান করিনি  
কেনি কেন আপনি আমাকে হত্যা করলেন ?

১২৭ কামদ্যুপনং নিত্যং বানরং বনগোচরম্।

১২৮ হৃদ্যপ্রতিষুখমনোন চ সমাসতম্ ॥ ২৫

‘আমি নিত্য ফলমূলভোজনকারী, বনে বিচরণকারী  
এক বানর। এবনে এসে তো আমি অন্যের সঙ্গেই যুক্ত  
করছিলাম।

১২৯ নরাম্বিতঃ পুত্রঃ প্রতীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।

১৩০ কিস্মণ্ডি তে রাজন্ দৃশাতে ধর্মসংহিতম্ ॥ ২৬

‘আপনি রাজপুত্র, সকলের বিশ্বাসভাজন,  
প্রিয়দর্শন। হে রাজন্ ! আপনি যে ধার্মিক, তার চিহ্নও  
আপনার মধ্যে বিরাজমান।

১৩১ কত্রিয়কুলে জাতঃ ক্রতবান্ নটসংশয়ঃ।

১৩২ মলিকপ্রতিজ্ঞঃ কুরং কর্ম সমাচরেৎ ॥ ২৭

‘কত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে, শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা  
সংশয়হীন হয়ে, ধার্মিকের বেশ ধারণ করে কোনো  
মনুষ্য কি এইরূপ নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে ?

১৩৩ রঘুবকুলে জাতো ধর্মবানিতি বিজ্ঞতঃ।

১৩৪ মনব্যো ভব্যরূপেণ কিমর্থঃ পরিধাবসে ॥ ২৮

‘আপনি তো রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ধার্মিক  
রূপে বিখ্যাত। অথচ নিষ্ঠুর স্বভাববিশিষ্ট হয়েও কেন  
আপনি শাস্ত্র বিনীত রূপধারণ করে বিরাজ করছেন ?

১৩৫ দানং কমা ধর্মঃ সত্যং ধৃতিপরাক্রমৌ।

১৩৬ পৃথিব্যানাং শুণা রাজন্ দণ্ডচাপ্যাপকারিষু ॥ ২৯

‘হে রাজন্ ! সাম, দান, কমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য,

পরাক্রম এবং অপবিত্রীর দণ্ডবিধান — এই হল রাজাদের  
গুণ।

১৩৭ বরং বনচরা রাম মৃগা মূলফলানিঃ।

১৩৮ এষা প্রকৃতিরশ্মাকঃ পুরুষত্বং নরেশ্বর ॥ ৩০

‘হে রাম ! আমরা বনবাসী, ফলমূল ভোজনকারী  
প্রাণী মাত্র। এই আমাদের স্বভাব ; কিন্তু হে নরেশ্বরের আপনি  
তো মানুষ।

১৩৯ ভূমিধিরশ্মাঃ রূপং চ বিদ্রোহে কারদামি চ।

১৪০ তত্র কস্তে বনে লোভো মদীয়েসু কলেষু বা ॥ ৩১

‘ভূমি, সোনা এবং রূপ এই সমস্তই তো ফুলের  
কারণ। তাহলে বনভূমিতে আমাদের আহার্য ফলমূলে  
আপনার লোভ কী কারণে হবে ?

১৪১ নয়শচ বিনয়শ্চোভৌ নিগ্রহানুগ্রহাবপি।

১৪২ রাজাবৃত্তিরসংকীর্ণা ন নৃপাঃ কামবৃত্তয়ঃ ॥ ৩২

‘নীতি, বিনয়, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ — এই  
রাজধর্মগুলি অসংকীর্ণভাবে পালন করাই উচিত। রাজাদের  
হেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়।

১৪৩ যং তু কামপ্রধানশ্চ কোপনশ্চানবহিতঃ।

১৪৪ রাজবৃত্তেষু সংকীর্ণঃ শরাসনপরায়ণঃ ॥ ৩৩

‘কিন্তু আপনি হেচ্ছাচারী, কোপন স্বভাবযুক্ত,  
অনবহিত চিত্তসম্পন্ন। রাজধর্মপালনে সংকীর্ণমনস্ক,  
ধনুর্বানই আপনার একমাত্র আগ্রহ।

১৪৫ ন তেহত্যাগচিতির্মৈ নার্থে বুদ্ধিরবহিতা।

১৪৬ ইন্দ্রিয়ারঃ কামবৃত্তঃ সন্ কৃধ্যসে মনুজেশ্বর ॥ ৩৪

‘ধর্মের প্রতি আপনার কোনো শ্রদ্ধা নেই,  
অর্থসাধনেও আপনার বুদ্ধি অস্থির। হে মনুবংশজাত-  
প্রধান ! আপনি কামাচারী, সেইজন্য আপনার ইন্দ্রিয়-  
সকল আপনাকে আকর্ষণ করছে অর্থাৎ আপনি  
সংযতেন্দ্రిয় নন।

১৪৭ যদা বাশেন কাকুৎস্থঃ মামিহানপরামিহম্।

১৪৮ কিং বন্ধসি সত্যং যদ্যে কর্ম কৃদ্য জুগুপ্সিতম্ ॥ ৩৫

‘হে কাকুৎস্থ ! আমি নিরপরাধ, তথাপি আপনি  
শরাঘাতে আমার প্রাণ নিলেন। এই দৃশ্য কাজ করে আপনি  
সজ্জনদের মাঝে কী বলবেন ?

১৪৯ রাজহা ব্রহ্মহা পোয়শ্চোরঃ প্রাণিবধে রতাঃ।

১৫০ নাতিকঃ পরিবেত্তা চ সর্বে নিরয়গামিনঃ ॥ ৩৬

‘রাজহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যা, গোবধকারী, মের,

ন্যাসক এবং সান্নিধ্যং (অর্থঃ সনাতন্যাদি ন্যাসকৃত্যে পূর্ণ  
যে, তেজোময়ি বিন চ কং) এবং সনাতন্যাদি ন্যাসকৃত্যাদি  
সুচক্য কদম্বক মিত্রয়ো গুণগুণগঃ।

শোকঃ পাশাশ্রম্যমেতে গাজে মাতঃ সংশয়া। ৩৭  
'মল, লোভী, মিত্রাভী, গুণগুণগাদি এইসব  
পাশাশ্রম্য যে নরকে গমন করেন এই বিষয়ে কোনে  
সংশয়া নেই।

অর্থঃ চর্ম মে সত্তা রোমাণাহি চ সর্জিতম্  
অভক্ষ্যপি চ মাংসানি ত্রিধৈশ্বর্যচরিত্রিঃ॥ ৩৮

'আপনার মতো সহ পুরুষের পক্ষে আমার চর্ম  
ধারণযোগ্য নয়, বোম এবং অস্ত্রও নজনীয়, আপনার  
নাম বর্মাচরণকারীর নিকট আমার মাংসও অভক্ষ্য।  
তাহলে আপনি আমায় কেন হত্যা করলেন!

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষা ব্রহ্মক্ষয়েণ রাধব।

শল্যকঃ শ্রাবিষো গোধা শশঃ কূর্মশ্চ পঞ্চমঃ॥ ৩৯

'হে রাধব! পাঁচটি পাঁচনখবিশিষ্ট প্রাণীই ব্রাহ্মণ  
ক্ষত্রিয়েরা ভোজন করতে পারেন। সেই পাঁচটি প্রাণী হল  
গণ্ডার, শজার, গোসাপ, খবগোশ এবং কচ্ছপ।

চর্ম চাহি চ মে রাম ন স্পৃশস্তি মনীষিণঃ

অভক্ষ্যপি চ মাংসানি সোহহং পঞ্চনখো হতঃ॥ ৪০

'হে রাম! মনীষীরা আমার (বানরের) চর্ম এবং  
অস্ত্র স্পর্শও করবেন না। মাংসও অভক্ষ্য, তথাপি সেই  
পাঁচনখবিশিষ্ট আমাকে আপনি হত্যা করলেন।

তারয়া বাকামুক্তোহহং সত্যং সর্বজ্ঞা হিতম্।

তদতিক্রম্য মোহেন কালসা বশমাগতঃ॥ ৪১

'আমার পত্নী তারা সর্বজ্ঞা, আমার হিতকামনায় তিনি  
যা বলেছিলেন তা সত্য, মোহবশত আমি তা লঙ্ঘন করে  
মৃত্যুর বশীভূত হলাম।

ত্বয়া নাথেন কাকুৎস্থ ন সনাথা বসুন্ধরা।

প্রমদা শীলসম্পূর্ণা পত্যেব চ বিশ্বমণা॥ ৪২

'হে কাকুৎস্থ! আপনার মতো নাথ অর্থাৎ রাজার  
দ্বারা পৃথিবীও সনাথা হবে না। কারণ, সুশীলা নারী বিশ্বমণী  
অর্থাৎ পাপাত্মা স্বামীর দ্বারা সুরক্ষিত হন না।

শঠো নৈকৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যাপ্রশ্রিতমানসঃ।

কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাক্ষনা॥ ৪৩

'আপনার মতো শঠ, স্বার্থপর, নীচ এবং প্রতারক  
পাপী পুত্রকে কী করে দশরথের মতো মহাত্মা জন্ম দিলেন?

ভিন্নসারিত্রাক্ষকেশান

ভাক্তশর্মাক্ষশেখারঃ

সত্যং

নিহতো

সর্বভিলষিতা।

রামহৃদয়ঃ॥ ৪৪

'গানি সদাচাররূপ বস্তুবদান ভিন্ন করেছেন  
শর্মাক্ষ অঙ্গুলকে ত্যাগ করে অশর্মাক্ষ পথে চলছেন, সে  
বামরূপ হস্তার দ্বারা ভয়। আমি আজ নিহত।

অশুভং চাপ্যশুভং চ সত্যং চৈব নিগর্হিতম্।

বক্ষাসে চৈদৃশং কৃত্বা সন্তিঃ সহ সমাগতঃ॥ ৪৫

'অশুভ, অনুচিত এবং সজজনদের দ্বারা নিহত  
এই কাজ করে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ  
বলছেন?

উদাসীনেষু মোহম্যাসু বিক্রমোহয়ং প্রকাশিতা।

অপকারিণু ত্তে রাম নৈবঃ পশ্যামি বিক্রমঃ॥ ৪৬

'আমি আপনার প্রতি উদাসীন তথাপি আপনি আমার  
প্রতি যে বিক্রম দেখিয়েছেন আপনার অপকারীদের প্রতি  
সেই বিক্রমের প্রকাশ দেখছি না।

দৃশ্যমানস্ত যুধ্যোথা ময়া যুধি নৃশাস্ত্র

অদ্য বৈবস্বতং দেবং পশ্যোস্তুঃ নিহতো ময়া ৪৭

'হে রাজকুমার! যদি আপনি দৃশ্যমান থেকে অস্ত্র  
সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, তাহলে আমার দ্বারা নিহত  
হয়ে আপনি আজই বমদেবকে দেখতে পেতেন।

ত্বয়াদৃশ্যেন তু রূপে নিহতোহহং দুরাসম।

প্রসুপ্তঃ পমগেনৈব নরঃ পাপবশং গতঃ॥ ৪৮

'ঘুমন্ত মানুষকে যেমন সাপ দংশন করে, তেমনি  
আপনি অদৃশ্য থেকে যুদ্ধে দুর্জয়-আমাকে হত্যা করে  
পাপের বশীভূত হয়েছেন।

সুগ্ৰীবপ্রিয়কামেন যদহং নিহতক্বা।

মামেব যদি পূর্বং ত্বমেতদধর্মচোদয়।

মৈথিলীমহমেকাহ্না তব চানীতবান্ ভবেঃ॥ ৪৯

'সুগ্ৰীবের প্রিয়কামনায় আপনি আমাকে হত্যা  
করলেন, যদি আপনার উদ্দেশ্য আমাকে পূর্বই বলতে  
তাহলে আমি একদিনেই মৈথিলীকে আপনার কাছে এসে  
দিতাম।

রাক্ষসং চ দুরাক্ষানং তব ভার্গ্যপহারিণম্।

কণ্ঠে বদ্ধা প্রদদ্যঃ তেহনিহতং রাবণে রণে ৫০

'আপনার ভার্গ্য অপহরণকারী দুরাত্মা রাক্ষস  
রাবণকে যুদ্ধে হত্যা না করে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে  
আপনার নিকট উপস্থিত কবতাম।



রাজাঃ সগরভোয়ে বা পাতালে বাপি মৈথিলীম্।

ক্রমেণঃ তবাদেশাজ্জৈতমশ্বতরীমিব ॥ ৫১

‘সাগরের জলে বা পাতালে যেখানেই মৈথিলীকে  
স্বপ্নায়ক না কেন, আপনার আদেশে আমি তাকে স্নেহা-  
বৃত্তীর মতো নিয়েই আসতাম।

যুজঃ যৎপ্রাপুন্মাদ্ রাজাঃ সুগ্রীবঃ স্বর্গতে ময়ি।

জুজঃ যদধর্মেন হুয়াহং নিহতো রশে ॥ ৫২

‘আমার স্বর্গলাভ হলে সুগ্রীব রাজ্যলাভ করবে, তা  
যুক্তিযুক্তও বটে। তবু অধর্মপূর্বক আপনি আমাকে যুদ্ধে  
হতা করলেন, এটি অন্যায় করা হল।

কামমেবঃবিধো লোকঃ কালেন বিনিযুজ্যতে।

কমঃ বেত্তবতা প্রাপ্তমুত্তরং সাধু চিন্ত্যতাম্ ॥ ৫৩

‘জাগতিক নিয়মে সকলেই কালের বশীভূত হয়। যদি  
আপনি এই কর্মকে উচিত বলে মনে করেন, তাহলে  
ভালোভাবে চিন্তা করে এই প্রশ্নের সদুত্তর দিন।’

ইতোবমুক্তা

পরিশুদ্ধবক্তঃ

শরাভিঘাতাদ্ ব্যথিতো মহাত্মা।

সমীক্ষ্য

রামঃ

রবিসমীকাশঃ

তৃপ্তীঃ

বভৌ

বানবরাজসূনুঃ ॥ ৫৪

শব্দঘাতে আহত মহাত্মা বালী এত কথা বলার পর  
তার মুখ ক্রমে শুষ্ক হয়ে গেল। সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট  
রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বানররাজ নীরব হলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীরে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

### অষ্টাদশ সর্গ (১৮)

শ্রীরাম কর্তৃক বালীর প্রশ্নের উত্তর দান তাঁকে দণ্ডদানের উচিতা জ্ঞাপন। তা শুনে

বালীর রামচন্দ্রের নিকট স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। অঙ্গদকে রক্ষা করার

ইচ্ছা প্রকাশ। বালীর প্রতি শ্রীরামের আশ্বাস দান

ইত্যুক্তঃ প্রশ্নিতঃ বাকাঃ ধর্মার্থসহিতঃ হিতম্  
পরুষঃ বালিনা রামো নিহতেন বিচেতসা ॥ ১

জঃ নিম্প্রভবিমাদিতাঃ মুক্তভোয়মিবানুদম্।

উক্তবাক্যঃ হরিশ্রেষ্ঠমুপশান্তমিবানলম্ ॥ ২

ধর্মার্থগুণসম্পন্নঃ হরীশ্বরমনুত্তমম্।

অধিকপ্তস্তদা রামঃ পশ্চাদ্ বালিনমব্রবীৎ ॥ ৩

অচেতন, মৃতপ্রায় বালী এইরূপে ধর্ম এবং অর্থপূর্ণ,

কল্যাণকর, মধুরবাক্য কঠোরভাবে শ্রীরামকে বললেন।

বানরশ্রেষ্ঠ যখন এইরূপ বললেন তখন তাঁকে জ্যোতিহীন

সূর্যের ন্যায়, জলমুক্ত মেঘতুলা শান্ত অগ্নির মতো

দেখাচ্ছিল। ধর্মার্থ গুণসম্পন্ন বানরাধিপতি কর্তৃক নিন্দিত

শ্রীরাম অতঃপর বালীকে বললেন—

ধর্মমর্থঃ চ কামঃ চ সমগ্রঃ চাপি লৌকিকম্।

অবিজ্ঞায় কথং বাল্যাত্মমিহাদা বিগর্হসে ॥ ৪

‘ধর্ম, অর্থ, কাম এবং লৌকিক আচার বিষয়ে না-  
জেনে বালকের ন্যায় আমার নিন্দা করছেন কেন ?

অপটু বুদ্ধিসম্পন্নান্ বৃদ্ধানাচার্যসম্মতান্।

সৌম্য বানরচাপল্যাং হুং মাং বজুমিহেচ্ছসি ॥ ৫

‘হে সৌম্য ! আপনি আচার্য, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানবান  
বয়োবৃদ্ধদের জিজ্ঞাসা না করে বানরের চাপল্যবশত  
আমাকে এইরূপ বলছেন।

ইত্বাকৃণামিঃ ভূমিঃ সশৈলবনকাননা।

মৃগশক্ষিমনুষ্যাণাং নিগ্রহানুগ্রহেবপি ॥ ৬

‘পর্বত, বন, উদ্যানসহ এই সমগ্র পৃথিবী  
ইত্বাকুবংশীয়দের শাসনাধীন। অতএব এখানকার সমগ্র  
পশু, পাখি এবং মনুষ্যদের অনুগ্রহ করার তথা নিগ্রহ  
অর্থাৎ দণ্ডদানের অধিকারী তারা।

তাং পালয়তি ধর্মান্না ভরতঃ সত্যবান্জুঃ।



ধর্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহে রতঃ । ৭  
‘সত্যপরাধম, ঋজুচরিত্র, ধর্মাত্মা ভরত তাকে পালন  
করছে। ধর্ম, অর্থ, কাম বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ তিনি যথোপযুক্ত  
অনুগ্রহ এবং নিগ্রহে রত।

নর্যশ্চ বিনয়শ্চোক্তৌ যস্মিন্ সত্যং চ সুহিতম্ ।  
বিক্রমশ্চ যথা দৃষ্টঃ স রাজা দেশকালবিৎ ॥ ৮

‘নীতি এবং বিনয়ের সঙ্গে সত্যধর্মও যাঁর মধ্যে  
সুচারুরূপে অবস্থিত। যাঁর পরাক্রমও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়  
সেই রাজা দেশ-কাল বিষয়েও অবহিত (সেই রাজা ভরত  
এখন দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করছেন)।

তস্য ধর্মকৃতাদেশা বয়মনো চ পার্থিবঃ ।  
চরামো বসুধাং কৃৎস্নাং ধর্মসজ্জানমিচ্ছবঃ ॥ ৯

‘ধর্মানুসারে তাঁর আদেশ নিয়ে আমরা এবং অন্যান্য  
রাজারাও সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মপ্রসারের জন্য বিচরণ করছি।  
তস্মিন্ নৃপতিশার্ণবে ভরতে ধর্মবৎসলে।  
পালয়তাখিলাং পৃথ্বীং কশ্চরেদ্ ধর্মবিপ্রিয়ম্ ॥ ১০  
‘সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ, ধর্মবৎসল ভরত যখন সমগ্র  
বসুধাকে পালন করছেন তখন কে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ  
করবে ?

তে বয়ং মার্গবিশিষ্টং স্বধর্মে পরমে হিতাঃ ।  
ভরতাজ্ঞাং পুরজ্ঞতা নিগৃহীমো যথাবিধি ॥ ১১

‘আমরা স্বধর্মে পরমস্থিত হয়ে ভরতের আদেশ  
সামনে রেখে ধর্মপথভ্রষ্টদের যথাবিধি অনুসারে শাস্তি দিয়ে  
থাকি।

ত্বং তু সংক্ৰিষ্টধর্মশ্চ কর্মণা চ বিগর্হিতঃ ।  
কামতত্ত্বপ্রধানশ্চ ন হিতো রাজবর্জনি ॥ ১২

‘আপনি ধর্মের পথ কলুষিত করে নিন্দিত কর্ম  
করেছেন। কামাসক্তদের প্রধান হয়ে আপনি রাজোচিত  
পথে অবস্থান করেননি।

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি ।  
অগ্রস্তে পিতরো জ্যেয়া ধর্মে চ পশ্বি বর্তিনঃ ॥ ১৩

‘জ্যেষ্ঠ ভাই, পিতা এবং বিদ্যাদাতা গুরু  
— ধর্মপথগামীরা এই তিনজনকে পিতৃতুল্য বলে জানেন।  
যবীয়ানাস্তনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি শুণোদিতঃ ।  
পুত্রবস্ত্রে অগ্রশ্চিহ্না ধর্মশ্চেবাত্র কারণম্ ॥ ১৪

‘ছোট ভাই, আপন পুত্র এবং শূন্যশিষ্য এই  
তিনজনকে ধার্মিকরা আপন পুত্রতুল্য বলে মনে করেন।

সুপ্তঃ পরমদুর্জয়ে সত্যং ধর্মঃ সর্বকম  
হদিহঃ সর্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাভ্যুতম্ ॥ ১৫

‘হে বানর, সজ্জনদের ধর্ম অতি সুপ্ত এবং পরম  
দুর্জয়ে। হৃদয়ে অবস্থিত সকল ভূতের আত্মাই কেবল শুভ-  
অশুভ বিষয়ে অবহিত।

চপলশ্চপলৈঃ সার্থং বানরৈরকৃত্যভিঃ ।  
জাত্যাক্ত ইন জাত্যৈকৈর্মদ্রয়ন্ প্রেক্ষসে নু কিম্ ॥ ১৬

‘আপনি স্বভাবচপল, আপনার জন্য চঞ্চল এবং  
ইন্দ্রিয় অসংযত। একজন জন্মাত্মা যেমন আর একজন  
জন্মাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করে পথের সন্ধান পায় না,  
আপনিও তেমনি আপনার মন্ত্রণাদাতাদের পরামর্শে  
ধর্মপথের সন্ধান পাননি।

অহং তু ব্যক্ততামস্য বচনস্য ব্রবীমি তে।  
নহি মাং কেবলং রোষাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি ॥ ১৭

‘আমি আপনাকে যা বলছি তার অভিপ্রায় হল,  
কেবল রোষবশত আপনি আমার নিন্দা করবেন না  
তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ ।  
স্নাতুর্বর্তসি ভাষ্যায়াং ত্যক্তা ধর্মং সনাতনম্ ॥ ১৮

‘আপনাকে আমি কী কারণে হত্যা করেছি তা শুনুন।  
আপনি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীতে  
অনুগমন করেছেন।

অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ।  
কৃম্যায়াং বর্তসে কামাৎ সুব্যায়াং পাপকর্মকৃৎ ॥ ১৯

‘এই আপনার ভাই মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত।  
পাপকর্মকারী আপনি কামবশত তাঁর স্ত্রী (আপনার)  
পুত্রবধৃতুল্য কৃমাকে, আপনি উপভোগ করেছেন।

তদ্ ব্যতীতস্য তে ধর্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর।  
স্নাতুভাষ্যাত্মিশর্ষেহস্মিন্ দণ্ডোহয়ং প্রতিপাদিতঃ ॥ ২০

‘হে বানর ! ধর্মে পথভ্রষ্ট হয়ে আপনি কামে প্রবৃত্ত  
হয়েছেন। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীতে কামাসক্ত হয়ে অত্যাচার  
করায় আপনাকে এই দণ্ড দেওয়া হল।

নহি লোকবিরুদ্ধস্য লোকবৃন্দাদপেক্ষঃ ।  
দণ্ডাদন্যত্র পশ্যামি নিগ্রহং হরিষৃষা ॥ ২১

‘ওহে বানরাধিপতি ! লোকাচার ভ্রষ্ট হয়ে যে  
লোকবিরুদ্ধ আচরণ করে, তার এই দণ্ড ব্যতীত অন্য  
কোনো শাস্তি আমি দেখি না।

ন চ তে মর্ষয়ে পাপং কত্রিয়োহহং কুলোদগতঃ ।

ভরসীঃ ভগিনীঃ বাপি জর্গাঃ নাপানুজস্য যঃ ॥ ২২  
প্রচরত নরঃ কামাঃ তস্য দত্তো বধঃ স্মৃতঃ ॥

‘আমি কত্রিয়কুলজাত, আপনাদ এটি পাপকে ক্ষমা  
করতে পারি না। কন্যা, ভগিনী বা ছোট ভাইয়ের দ্বীতে যে  
কামাসক্ত হয়ে মিলিত হয় তার জন্য মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত  
শাস্তি।

ভরতঃ মহীপালো বয়ঃ আদেশনর্তিনঃ ॥ ২৩  
কুঃ চ ধর্মদত্তিক্রান্তঃ কথং শক্যমুপেক্ষিতুম্ ॥

‘আমরা রাজা ভরতের আদেশপালনকারী, আপনি  
ধর্মের পথ লঙ্ঘন করেছেন ; কী করে আপনার অপরাধকে  
উপেক্ষা করা যায় !

ভরতঃ ধর্মব্যতিক্রান্তঃ প্রাজ্ঞো ধর্মপ পালয়ন্ ॥ ২৪  
ভরতঃ কামযুক্তানাং নিগ্রহে পর্যবহিতঃ ॥

‘বিদ্বানরাজ ভরত ধর্মদ্রষ্ট ব্যক্তিকে দণ্ডবিধান করেন  
এবং ধর্মিককে পালন করেন। কামাসক্ত পুরুষকে তিনি  
নিগ্রহীত করেন।

বয়ঃ তু ভরতাদেশাবধিঃ কৃদ্বা হরীশ্চর ॥  
ভুবিহান্ ভিন্নমর্যাদান্ নিগ্রহীতুং ব্যবহিতাঃ ॥ ২৫

‘হরীশ্চর ! আমরা তো ভরতের আদেশই পালন  
করি। ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘনকারীকে সেই বিধি অনুসারে  
দণ্ড-বিধান কবি।

সূগ্রীবো চ মে সখ্যঃ লক্ষ্মণেন যথা তথা ॥  
দররাজ্যনিমিত্তং চ নিঃশ্রেয়স্করঃ স মে ॥ ২৬

প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা তদা বানরসমিধৌ  
প্রতিজ্ঞা চ কথং শক্যা মধিধেনানবেক্ষিতুম্ ॥ ২৭

‘লক্ষ্মণের সঙ্গে আমার যে সখ্যতা, সূগ্রীবের সঙ্গেও  
তদনুরূপ ; স্ত্রী এবং রাজ্যলাভের জন্য তিনি আমার পরম  
কল্যাণকারী। বানর সূগ্রীবকে সহায়তা দানের জন্য আমিও  
প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমার মতো ব্যক্তি কেমন করে সেই  
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারে ?

তদেভিঃ কারণৈঃ সর্বৈর্মহদুভির্মমসংশ্রিতৈঃ ॥  
শাসনং তব যদ যুক্তং তদ ভবাননুম্নাতাম্ ॥ ২৮

‘এই সমস্ত ধর্মানুকূল মহান কারণে আপনার উপযুক্ত

দণ্ডবিধান করা হয়েছে। আপনিও একে অনুমোদন করুন।  
সর্বথা ধর্ম ইচ্ছোব দ্রষ্টব্যস্তব নিগ্রহঃ ॥

ব্যাস্যস্যোগ্যকর্তব্যঃ ধর্মবোধানুপশান্তাঃ ॥ ২৯

‘আপনার এটি নিগ্রহকে ধর্মসম্মত বলেই মনে  
করুন। ধর্ম পালনকারীর অনশা কর্তব্য হল বন্ধন উপকার  
করা।

শকাং ত্বয়াপি তৎকার্যঃ ধর্মবোধানুপবর্ততা ॥

শ্রমতে মনুনা গীতো শ্লোকৌ চরিত্রবৎসলৌ ॥

গৃহীতৌ ধর্মকুশলৈস্তথা তচরিতং ময়া ॥ ৩০

‘ধর্মের পথ অনুসরণ করলে আপনিও সেইরূপ  
কার্যসম্পাদনে সক্ষম হবেন। শোনা যায়, আচার্য মনুও  
চরিত্রবৎসল দুটি শ্লোকের<sup>(১)</sup> উল্লেখ করেছিলেন। ধর্মকুশল  
বাজারা তা মেনে নিয়েছেন। আমিও তা মেনেছি।

রাজভির্ভূতদণ্ডা কৃদ্বা পাপানি মানবাঃ ॥

নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥ ৩১

শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাঃ প্রমুচ্যতে ॥

রাজা ভ্রশাসন্ পাপস্য তদবাপ্রোতি কিঞ্চিদম্ ॥ ৩২

‘মানুষেরা পাপ করলে রাজারাও দণ্ডবিধান করেন,  
তার ফলে তারা সুকৃতীকারী সন্ন্যাসীদের ন্যায় নির্মল স্বর্গে  
গমন করেন। অপরাধী যদি অপরাধ করেও শাস্তি থেকে  
মুক্তি লাভ করে সেক্ষেত্রে রাজাও পাপের ফলভাগী হন।

আর্যেণ মম মাক্ষাত্রা ব্যাসনং ঘোরমীক্ষিতম্ ॥

শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া ॥ ৩৩

‘প্রাচীনকালে আপনার ন্যায় অপরাধ করেছিলেন  
জনৈক শ্রমণ। আমার পূর্বপুরুষ মাক্ষাত্রাও তাঁর প্রতি কঠোর  
শাস্তিবিধান করেছিলেন।

অন্যৈরপি কৃতং পাপং প্রমত্তৈর্বসুধাধিপৈঃ ॥

প্রায়শ্চিত্তং চ কুবন্তি তেন তচ্ছাম্যতে রজঃ ॥ ৩৪

‘অন্যান্য রাজারাও উদ্বাস্ত হয়ে পাপকর্মে রত হলে  
প্রায়শ্চিত্ত করেন। তার দ্বারা তাঁদের পাপ লাঘব হয়।

তদলং পরিতাপেন ধর্মতঃ পরিকল্পিতঃ ॥

বধো বানরশার্দূল ন বয়ঃ স্বনশে হিতাঃ ॥ ৩৫

‘অতএব হে বানরশ্রেষ্ঠ ! দুঃখ করবেন না। ধর্মের

<sup>(১)</sup> মনুস্মৃতিতে যৎকিঞ্চিৎ পাঠভেদসহ নিম্নোক্ত শ্লোক দুটি রয়েছে—

‘রাজভিঃ কৃতদণ্ডা কৃদ্বা পাপানি মানবাঃ। নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥

‘শাসনাদ্ বা বিমোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ স্তেন্যাদ্ বিমুচ্যতে। অশাসিতা তু তং রাজা স্তেনস্যাপ্রোতি কিঞ্চিদম্ ॥



নিযন্তই আপনাকে বধ করা হয়েছে। আমরা কেউই নিজেই অধীন নই।

শুণ চাপাণরঃ ভুয়াঃ কারণঃ হরিগুণব।  
হুজুয়া হি মহদ্ বীর ন মনুঃ কর্তৃমহসি। ৩৬

‘বানবশ্রেষ্ঠ ! আপনার বধের নিমিত্ত অপর কখনটিও শুনুন। তা শুনে মহাবীর আপনিও রাগ করতে পারবেন না।

ন মে তত্র মনস্তাপো ন মন্যহরিগুণব।  
যাভ্যভিষ্টি পাশৈষ্টি কৃটৈষ্টি নিবিশৈষ্টিরাঃ॥ ৩৭

প্রতিচ্ছিন্নাশ্চ দৃশ্যাশ্চ গৃহ্যন্তি সুদৃশ্ণ মৃগান।  
প্রসাবিতান বা বিজ্ঞানান বিপ্রজ্ঞানতিবিস্তিতান। ৩৮

‘হে বানবশ্রেষ্ঠ ! এই কাজের জন্য আমার কোনো অনুতাপ নেই, কোনো দুঃখও নেই ; মানুষ (রাজা আদি) ভাল, ফাঁদ, কটকৌশল ইত্যাদির দ্বারা লুকিয়ে থেকে বা সম্মুখীন হয়ে বহু পশুকে ধরে যারা সন্তুষ্ট, পলায়নমুখ অথবা অতিবিস্তৃত হয়ে নিকটেই অবস্থান করে।

প্রমত্তানপ্রমত্তান বা নরা মাংসানিনো ভুশম।  
বিশস্তি বিমুখ্যাংস্কাপি ন চ দোষোহত্র বিদাতে॥ ৩৯

‘মাংসশী মানুষেরা প্রমত্ত বা অপ্রমত্ত অথবা বিমুখ পশুদের বিদ্ধ করে ; কিন্তু এই কাজে (মৃগয়ার) তাদের কোনো দোষ নেই।

যান্তি রাজর্ষয়শ্চাত্র মৃগয়াঃ ধর্মকোবিনাঃ।  
তন্মাত্রং ভুং নিহতো যুদ্ধে ময়া বাণেন বানর।

অযুধান্ প্রতিযুধান বা যন্মাচ্ছাখামৃগো হুসি॥ ৪০

‘এই মৃগয়ায় ধর্মজ্ঞ বা রাজর্ষিরাও যান। অতএব, ওতে বানর, আপনি যুদ্ধে আমার বাণে নিহত হয়েছেন। যুদ্ধ করেই হোক বা না-করে—আমি তো একটি শাখামৃগকে বধ করেছি।

দুর্লভসা চ ধর্মস্য জীবিতসা ততস্য চ।  
রাজানো বানরশ্রেষ্ঠ প্রদাতারো ন সংশয়ঃ॥ ৪১

‘হে বানবশ্রেষ্ঠ ! রাজারা দুর্লভধর্ম, জীবন এবং জাগতিক কল্যাণ দান করে থাকেন, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

জান ন হিংসায় চাক্রোশোদ্যাক্ষিপেদ্যপ্রিয়ং বদেৎ।  
দেবা মানুষরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে॥ ৪২

‘সেইজন্য তাঁদের প্রতি হিংসা বা রাগ কববেন না, তাঁদের নিন্দা করবেন না বা তাঁদের অপ্রিয় কথাও বলবেন না। কেননা বাস্তবে তাঁরা দেবভূত, মানুষরূপে এই

পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

ভুং হু ধর্মবিত্তায় কেবলঃ সোমভিঃ  
বিদুময়সি মাং ধর্মে পিতৃপিতৃমহাতে  
‘ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে অল্প আপনি জেনে  
ক্রোধের বশীভূত। সেইজন্য পিতৃ-পিতৃমহাত্মের  
আমার ধর্মকে আপনি নিন্দা করেছেন।’

এনমুক্তস্ত রামেণ বালী প্রযাধিতো ক্রম।  
ন দোষঃ রাঘবে দধৌ ধর্মেবিশিষ্টমিত্যাহ।

রামচন্দ্র এইরূপ বললে বালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।  
তিনি নিশ্চিতরূপে ধর্মে অধিগত হলেন (অর্থাৎ উপর  
মতি উৎপন্ন হল) এবং শ্রীরামের প্রতি সেনাপতির  
বিবত হলেন।

প্রভুবাচ ততো রামঃ প্রাজ্ঞলির্বানবশ্রেষ্ঠঃ।  
যৎ ক্রমাৎ নরশ্রেষ্ঠ তৎ তথৈব ন শাস্ত্রমহিঃ॥

বানররাজ বালী তখন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি  
কৃতাজ্ঞলির্বদ্ধ হয়ে বললেন, ‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি  
বলেছেন তা যথার্থ ; এতে কোনো সংশয় নেই।

প্রতিবন্ধুং প্রকৃষ্টে হি নাপকৃষ্টস্ত শকুনা।  
যদযুক্তং ময়া পূর্বং প্রমাদাদ্ বাক্যমিত্যাহঃ॥

তত্রাপি খলু মাং দোষং কর্তুং নাইসি ক্রম।  
ভুং হি দৃষ্টার্থতত্ত্বজঃ প্রজানাং চ হিতে ক্রম।

কার্যকারণসিকৌ চ প্রসম্মা বুদ্ধিরযাহঃ॥  
‘আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথাই উল্লেখ  
আমার মতো অধম প্রাণী অক্ষম। আমি পূর্বে ভুলক্রমে  
অপ্রিয়বাক্য আপনাকে বলেছি, হে রাঘব ! ভুল  
সেইজন্য আমাকে দোষী কববেন না। আপনি পরমর্ষী  
যথার্থ জ্ঞাতা, প্রজাকল্যাণে সদা নিরত। কার্যকর নীতি  
আপনার বুদ্ধি অভ্যন্ত এবং সূক্ষ্ম।

মামপাবগতঃ ধর্মাৎ ব্যতিক্রান্তশৃঙ্খলঃ।  
ধর্মসংহিতয়া বাচা ধর্মজ্ঞ পরিপালনঃ॥

‘হে ধর্মজ্ঞ ! আমাকে ধর্মভ্রষ্টপ্রাণীকে বধের আদেশ  
বলে জানুন। ধর্মসম্মতবাক্যের দ্বারা আপনি আমার  
পরিপালন করুন।’

বাস্পসংক্রমককৃষ্ট বালী সার্তবঃ শব্দ  
উবাচ রামঃ সম্প্রেক্ষ্য পঞ্চলপ্ত ইব স্তিঃ॥

বাস্পপুরুষকৃষ্ট বালী পড়ে নিম্ন হইল  
আর্তমূরে শ্রীরামকে দেখতে দেখতে হইল হইল  
ন চাক্ষানমহং শোচে ন তত্রাং নাপি বধবঃ



যথা পুত্রঃ গুণজ্যোতির্মজদঃ কন্যাকামমঃ ॥ ৫৩  
‘আমি নিজের জন্য শোক করছি না, তাহান জন্য বা

জনানা বধূদেব জনাও আমি তেমন দুঃখিত নই। কিন্তু  
পূর্ণালঙ্কারে ভূষিত শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন পুত্র অঙ্গদের জন্য  
আমি শোকে কাতর হয়েছি।

ন মমামর্শনাদ্ দীনো বালাৎ প্রভৃতি লালিতঃ।

ভটাক ইব দীতানুরূপশোভঃ গমিয়াতি। ৫১

‘আশিশব আমার দ্বারা লালিত, আমাকে না

দেখে পেয়ে সে অত্যন্ত দুঃখী হবে। পাপের দ্বারা জলশূন্য

গুহ সর্বোবরের ন্যায় সে-ও ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে।

বাল্যকৃতবুদ্ধিষ্ক একপুত্রস্ত মে প্রিয়ঃ।

জারয়ো রাম ভবতা রক্ষণীয়ো মহাবলঃ ॥ ৫২

‘হে রাম ! আমার এবং তাহাব একমাত্র প্রিয়পুত্র

এখনও বালক, তার বুদ্ধি অপরিণত। মহাবলশালী আমার

সেই পুত্রকে আপনি রক্ষা করুন।

সুগ্ৰীবে চাঙ্গদে চৈব বিষংস্ব মতিমুত্তমাম্।

যঃ হি গোপ্তা চ শাস্তা চ কার্যাকারবিধৌ হিতঃ ॥ ৫৩

‘সুগ্ৰীব এবং অঙ্গদ উভয়ের প্রতি আপনি

স্মৃতিপরিচয় হবেন। আপনিই হবেন তাদের রক্ষক,

শাসক এবং কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারক।

যা তে নরপতে বৃষ্টির্ভরতে লক্ষ্মণে চ যা।

সুগ্ৰীবে চাঙ্গদে রাজ্যংস্তাং চিত্তমিতুমর্হসি ॥ ৫৪

‘হে নরপতি ! লক্ষ্মণ এবং ভরতের প্রতি আপনার

যে রূপ দৃষ্টিভঙ্গি, সুগ্ৰীব এবং অঙ্গদের প্রতিও সেইরূপ

দৃষ্টি যেন আপনার থাকে।

মদোষকৃতদোষাঃ তাং যথা তারাং তপস্বিনীম্।

সুগ্ৰীবো নাবমনোত তথাবহ্নাতুমর্হসি ॥ ৫৫

‘আমার অপরাধে অপরাধী করে তপস্বিনী তাবকে

যেন সুগ্ৰীব অবমাননা না করে, তা আপনাকে সুনিশ্চিত

করতে হবে।

যদ্য হানুগৃহীতেন শকাং রাজ্যমুপাসিতুম্।

কখনে বর্তমানেন তব চিত্তানুবর্তিনা ॥ ৫৬

‘যদি দিবঃ চার্জয়িতুং বসুধা চাপি শাসিতুম্।

‘আপনার দ্বারা যে অনুগৃহীত হবে, সে-ই

রাজ্যশাসন করতে সক্ষম হবে। আপনার বশীভূত হয়ে

এবং আপনার মনোভাব অনুসরণ করে স্বর্গলাভ করতে

তথা পৃথিবীকে শাসন করতে সক্ষম হওয়া যায়।

হতোহতঃ লক্ষ্মণাক্ষকন্ বার্মাণোহপি তারয়া ॥ ৫৭  
সুগ্ৰীবেণ সহ জাতা বহুবুদ্ধমুপাগতঃ।

‘আমি আপনার হাতেই আমার মৃত্যু চেয়েছিলাম।

এইজন্য তারার নিষেধ সত্ত্বেও তাই সুগ্ৰীবের সঙ্গে বহুবুদ্ধি

করতে এসেছিলাম।’

ইতুঙ্কা বানরো রামঃ বিরাম হরীশ্বরঃ ॥ ৫৮

স তমাশ্বাসয়দ্ রামো বালিনঃ বাক্তদর্শনম্।

সামুসম্মত্যা বাচা ধর্মতত্ত্বার্থযুক্তয়া ॥ ৫৯

ন সন্তাপত্তয়া কার্যং এতদর্থং প্রবলম্।

ন বয়ং ভবতা চিত্তা নাপাক্ষা হরিসত্তম।

বয়ং ভবতশ্চেষেণ ধর্মতঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৬০

শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ বলে বানররাজ বালী চুপ

করলেন। দার্শনিক সত্য যার কাছে ব্যক্ত হয়েছে সেই

বালীকে শ্রীরাম আশ্বস্ত করে সামুসম্মত বাক্যের দ্বারা ধর্মের

তত্ত্বকথা অর্থপূর্ণভাবে বলতে লাগলেন— ‘হে বানরশ্রেষ্ঠ,

আপনি এই কার্যের জন্য সন্তুষ্ট হবেন না। আপনি আপনার

নিজের জন্য বা আমাদের জন্য চিন্তিত হবেন না। আমরা

আপনার অপেক্ষাও ধর্মবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সেইজন্য আমরা

ধর্মরক্ষায় কৃতসম্মত।

দণ্ডো যঃ পাতয়েদ্ দণ্ডঃ দণ্ডো যশ্চাপি দণ্ডাতে।

কার্যকারণসিদ্ধার্থানুভৌ তৌ নাবসীদতঃ ॥ ৬১

‘দণ্ডনীয় পুরুষের যিনি দণ্ডবিধান করেন এবং যিনি

দণ্ডিত হন, কার্যকারণ সিদ্ধির জন্য তাঁরা কখনোই অবসন্ন

অর্থাৎ দুঃখিত হন না।

তদ্ ভবান্ দণ্ডসংযোগাদস্মাদ্ বিগতকল্পমঃ।

গতঃ স্বাং প্রকৃতিং ধর্মাং দণ্ডদিষ্টেন বর্ধনা ॥ ৬২

‘সেইজন্য আপনি আমাদের কাছ থেকে দণ্ড লাভ

কবে এখন পাপবৃত্ত হয়েছেন। ধর্মানুসারে নির্দিষ্ট বিধি

অনুসারে দণ্ডিত হয়ে নির্মল প্রকৃতি আপনি লাভ

করেছেন।

ইজ শোকঃ চ মোহঃ চ ভয়ঃ চ হৃদয়ে হিতম্।

ইয়া বিধানঃ হর্যগ্র্য ন শক্যমতিবর্তিতুম্ ॥ ৬৩

‘হৃদয়ে যে শোক, মোহ, ভয় অবস্থানরত ছিল তা

ত্যাগ করুন। হে বানরপ্রধান, বিধাতার বিধানকে অতিক্রম

করতে আপনি পারবেন না।

যথা স্বয়াক্ষরো নিভ্যঃ বর্ততে বানরেশ্বর।

তথা বর্তেত সুগ্ৰীবে নদ্রি চাপি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪

‘হে বানবেশ্বর ! আপনি যেভাবে সর্বদা অঙ্গদকে  
দেখতেন ; আমি এবং সুগ্ৰীব তাকে সেইভাবেই দেখব ;  
এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।’

স তস্য বাকাঃ মধুরঃ মহাক্ষনঃ

সমাহিতঃ ধর্মপথানুবর্তিতম্।

নিশমা রামস্য রণাবমর্দিনো

বচঃ সুযুক্তঃ নিজগাদ বানরঃ ॥ ৬৫

রণদূর্মদ, মহাত্মা শ্রীরামের ধর্মপথানুসারী সেই শান্ত,

মধুর বাক্য শুনে, বানররাজ যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা

বললেন—

শরাভিতপ্তেন বিচেষ্টসা ময়া

প্রভাষিতব্যং যদজ্ঞানতা বিজে

ইদং মহেচ্ছোশমভীমবিক্রম

প্রসাদিতব্যং ক্রম মে নরেশ্বর ॥ ৬৬

‘হে প্রভু ! মহেচ্ছের মতো আপনার বিরুদ্ধে  
শরাঘাতে হতচেতন হয়ে আমি না-জেনে যা বসেছি যে  
নরশ্রেষ্ঠ ! সেইজন্য আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে মার্জনা  
করুন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঙ্কিকাকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

## উনবিংশ সর্গ (১৯)

পতি বালীর নিকট অঙ্গদসহ তারার আগমন, পলায়নপর বানরদের

সঙ্গে কথোপকথন। বালীর দূর্দশা দেখে তারার ক্রন্দন

স বানরমহারাজঃ শয়ানঃ শরশীড়িতঃ।

প্রভুজ্ঞো হেতুমঘাকৈর্নোত্তরং প্রত্যপদাত ॥ ১

বানররাজ বালী শরাঘাতে শীড়িত হয়ে ভূমিতে  
শায়িত। শ্রীরামের যুক্তিযুক্ত উপদেশদানের পরে, তিনি  
আর কোনো প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না।

অশ্রুভিঃ পরিভিন্নাঙ্গঃ পাদপৈরাহতো ভূশম্।

রামবাণেন চক্রান্তো জীবিতান্তে মুমোহ সঃ ॥ ২

বৃক্ষপ্রহারে তিনি নিদারুণভাবে আহত এবং  
প্রস্তরাঘাতে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভঙ্গ হয়েছে, শ্রীরামের  
শরাঘাতে আহত হয়ে তাঁর জীবনের অন্তিমকাল আসন্ন।  
তিনি মূর্ছিত।

তং ভাষ্য বাণমোক্ষৈশ্চ রামদন্তেন সংযুগে।

হতঃ প্রবগশাদূলং তারা শুশ্রাব বালিনম্ ॥ ৩

তাঁর স্ত্রী তারা শুনেছেন বানরশ্রেষ্ঠ বালী যুদ্ধক্ষেত্রে  
রামচন্দ্রের শরাঘাতে নিহত হয়েছেন।

সাপুত্রাপ্রিয়ঃ ক্রভা বধঃ ভর্তুঃ সুদারুণম্।

নিষ্পশাত ভূশঃ তন্মাদুষ্টিয়া গিরিকন্দরাৎ ॥ ৪

স্বামীবধের সেই ভয়ংকর অপ্রিয় বার্তা শুনে ভ্রী  
পুত্র অঙ্গদের সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে গিরিকন্দের থেকে নির্গত  
হলেন।

যে ভ্রুঙ্গদপরীবারা বানরা হি মহাবল্যঃ।

তে সকার্মুকমালোকা রামঃ ব্রহ্মাঃ প্রদুশ্বঃ ॥ ৫

অঙ্গদকে বেষ্টন করে যে মহাবলশালী বানরেরা  
ছিল, তারা সকলে ধনুর্ধারী শ্রীরামকে দেখে ভয়ে পালিয়ে  
গেল।

সাদর্শ ততস্তত্ত্বান্ হরীমাপততো দ্রুতম্।

যুথাদেব পরিভ্রষ্টান্ মৃগান্ নিহতযুথপান্ ॥ ৬

সবেগে পলায়মান ভীত বানরদের তারা দেখলেন।

দলপতির মৃত্যুতে দলভ্রষ্ট পশুদের মতোই তারা আতঙ্কিত।

তানুবাচ সমাসাদ্য দুঃখিতান্ দুঃখিতা সতী।

রামবিত্রাসিতান্ সর্বাননুবন্ধানিবেদুতি ॥ ৭

রামের বাণ যেন তাদের ভাঙা করেছে এইরূপ ভীত

পলায়নোদ্ভূত দুঃখিত বানরদের দেখে পতিব্রতা দুঃখিতা

তারা তাদের বললেন—



বানরা রাজসিংহস্য যস্য যুগ্মং পুংঃসরাঃ।

৩৮ বিহায় সুবিক্রান্তাঃ কস্মাদ্ ক্রবত দুর্গতাঃ॥ ৩৮

‘ওহে বানরেরা ! তোমরা জে সেই রাজসিংহ  
বলীর পুত্রোত্তাগে অবস্থান করিতে। এখন তাঁকে ত্যাগ করে  
কতক্ৰ জীত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে কেন পলায়ন করছ ?

রাজ্যহেতোঃ স চেদ্ ভাতা ভাতা কুরেণ পাতিতঃ।

৩৯ প্রহিতৈর্দূরাগাগৈর্দূরপাতিভিঃ॥ ৩৯

‘রাজ্যের জন্য বড় ভাই বালীকে নিষ্ঠুর সুগ্রীব  
দূরহিত রামের দূরগামী বাণ দ্বারা ভূপতিত করেছে।’

কপিগ্ৰা বচঃ শ্রদ্ধা কপয়ঃ কামরূপিণঃ।

৪০ প্রাক্কালমবিশ্রিষ্টমুর্চনমঙ্গনাম্ ॥ ৪০

ইচ্ছামতো রূপধারণকারী বানরেরা বানররাজ-পত্নী  
দুন্দরী তারাকে সম্মিলিতভাবে সময়োচিত বাক্যে বলঙ্গ -

জীবপুত্রে নিবর্তস্ব পুত্রং রক্ষস্ব চাক্ষদম্।

৪১ জ্ঞকো রামরূপেণ হত্বা নয়তি বালিনম্॥ ৪১

‘হে পুত্রবতী ! পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা করো, ফিরে  
চলো। কালদেব যম রামের রূপধারণ করে এসে বালীকে  
নিষে যাচ্ছেন।

কিণ্ডান্ বৃক্ষান্ সমাবিধ্য বিপুলান্চ তথা শিলাঃ।

৪২ বালী বজ্রসমৈর্বাণৈর্বজ্রেণেব নিপাতিতঃ॥ ৪২

‘বালী বড় বড় গাছ এবং সুবিশাল শিলাসমূহ  
নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন। তথাপি বজ্রতুল্য বাণ দ্বারা সেগুলি  
বিদীর্ণ করে তিনি বালীকে ভূপতিত করেছেন।

অভিভূতমিদং সর্বং বিক্রতং বানরং বলম্।

৪৩ অশ্মিন্ প্রবগশাদূলে হতে শক্রসমপ্রভে॥ ৪৩

‘ইদ্রতুল্য তেজস্বী বানরশ্রেষ্ঠ বালী নিহত হওয়ায়  
এই সমস্ত পরাজিত বানরেরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পলায়ন  
করছে।

রক্ষতাং নগরী শূরৈরঙ্গদচ্চাভিষিচাতাম্।

৪৪ পদহং বালিনঃ পুত্রং ভজিষ্যতি প্রবঙ্গমাঃ॥ ৪৪

‘অঙ্গদকে রাজপদে অভিষিক্ত করে বানর বীরদের  
দ্বারা এই নগরীকে রক্ষা করো। বালীর পদে অভিষিক্ত তাঁর  
পুত্রকে সকল বানরেরা ভজনা করবে।

অথবাকুচিতং হানমিহ তে কুটিরাননে।

৪৫ অবিশন্তি চ দুর্গাপি ক্রিশ্রমদৈব বানরাঃ॥ ৪৫

অভ্যর্থাঃ সহভাষাশ্চ সঙ্ঘাত্র বনচারিণঃ।

৪৬ শৃঙ্খলো বিপ্রলঙ্ঘ্যেভ্যেভ্যো নঃ সুমহত্তয়ম্॥ ৪৬

অথবা ‘হে সুন্দরমুখি ! এই স্থান তোমার পক্ষে আর  
উপযুক্ত নয়। সুগ্রীবপক্ষীয় বানরেরা আজকেই কিষ্কিন্ধ্যার  
সব দুর্গগুলি অধিকার করবে। যে সমস্ত বনচারী বানরেরা  
ভার্যাহীন বা ভার্যাসহ অবস্থায় সুগ্রীবের পক্ষে আছে, সেই  
বানরদের থেকেই আমাদের মহাত্ম্য, কারণ পূর্বে তারা  
আমাদের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছিল।’

অল্লারগতানাং তু শ্রদ্ধা বচনমঙ্গনা।

৪৭ আশ্রনঃ প্রতিকূপঃ সা বভাষে চারুহাসিনী॥ ৪৭

কিছু দূরে আগত বানরদের কথা শুনে মধুর  
হাস্যময়ী কল্যাণী তারা নিজেব অনুকূপ উত্তর দিলেন।

পুত্রোপ মম কিং কার্যং রাজ্যেনাপি কিমান্বনা।

৪৮ কপিসিংহে মহাভাগে তস্মিন্ ভর্তরি নশ্যতি॥ ৪৮

‘বানরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ আমার পতি বালীর বিনাশকাল  
আসন্ন, এখন আমার পুত্র, রাজ্য বা এই জীবনের কী  
প্রয়োজন ?

পাদমূলং গমিষ্যামি তস্যৈবাহং মহাশ্বনঃ।

৪৯ যোহসৌ রামপ্রযুক্তেন শরেণ বিনিপাতিতঃ॥ ৪৯

‘শ্রীরামের নিষ্কিপ্ত শরে যিনি ভূপতিত হয়েছেন,  
সেই মহাত্মা বালীর চরণতলেই আমি চলে যাব।’

এবমুক্তা প্রদুদ্ভাব রুদতী শোকমূর্ছিতা।

৫০ শিরশ্চোরশ্চ বাহুভ্যাং দুঃখেন সমভিঘৃতী॥ ৫০

এই বলে শোকে ব্যাকুল হয়ে তিনি দুই হাত দিয়ে  
মাথায় এবং বক্ষে দুঃখের সঙ্গে সজোরে আঘাত করতে  
করতে দৌড়ে চলে গেলেন।

সা ব্রজস্বী দদর্শাথ পতিং নিপতিতং ভূবি।

৫১ হস্তারং দানবেদ্রাণাং সমরেধনিবর্তিনাম্॥ ৫১

তারপর তিনি যেতে যেতে দেখতে পেলেন তাঁর  
পতিদেবতা, যিনি কখনো যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি,  
দানবরাজকে বধ করতে যিনি সক্ষম হয়েছিলেন - তিনি  
ভূমিশয্যায় শায়িত রয়েছেন।

ক্ষেপ্তারং পর্বতেদ্রাণাং ব্রজাণামিষ বাসবম্।

৫২ মহাবাতসমাবিষ্টং মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্॥ ৫২

শক্রতুল্যশরাফ্রাণ্ডং বৃষ্টৈবোপরতং ঘনম্।

৫৩ নর্দন্তং নর্দতাং ভীমং শূরং শূরেণ পাতিতম্।

শার্দূলেনামিবস্যার্থে মৃগরাজমিবাহতম্॥ ৫৩

ইন্দ্রের বজ্রনিষ্ক্ষেপের মতো যিনি সুবিশাল পর্বত  
নিষ্ক্ষেপ করতেন, যিনি প্রবলবাটিকা তুল্য বেগবান,



মহামেঘপুঞ্জব ন্যায় গর্জনকারী, পবাক্রমে ইন্দ্রতুলা,  
[তিনিই এখন বর্ষাগান্ত মেঘতুলা শান্ত। একজন গর্জনকারী  
বীর অসংখ্য গর্জনকারী বীরের দ্বারা ভূপতিত।

অচিহ্নঃ সর্বলোকস্য সপতাকং সবেদিকম্।  
নাগহেতোঃ সুপর্ণেন চৈতামুখ্যমিতং যথা ॥ ২৪

যেন সর্পের কারণে গরুড় সর্বলোকের পূজিত  
বৃক্ষকে বোদি, পতাকাসহ বিপর্যস্ত করেছে।

অবষ্ট্যাবতিষ্ঠতঃ দমর্শ ধনুর্জর্জিতম্।

রামঃ রামানুজঃ চৈব ভর্তৃশ্চৈব তথানুজম্ ॥ ২৫

তিনি দেখলেন, স্বামীর ছোটভাইকে বেটন করে  
শ্রীরাম এবং তাঁর ভাই লক্ষ্মণ ধনুক তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

তানত্রীত্য সমাসাদ্য ভর্তারং নিহতং রণে।

সমীক্ষ্য বাধিতা ভূমৌ সজ্জাজা নিপপাত হ ॥ ২৬

তাদের অতিক্রম করে যুদ্ধে নিহত স্বামীর সিন্ধু  
গিয়ে, তাঁর দুর্দশা দেখে তারা শোকাবুলা হয়ে ভূপতিত  
হলেন।

সুপ্তেব পুনরুত্থায় আর্যপুত্রোত্তি বামিনী।  
রুরোদ সা পতিং দৃষ্টা সংবীতঃ মহাদামজিৎ ॥ ২৭

যেন সুপ্ত অবস্থা থেকে পুনরায় উখিত হয়ে পতিত  
মৃত্যুপাশে আবদ্ধ দেখে 'আর্যপুত্র' এই বলে কান্না  
লাগলেন।

তামবেক্ষ্য তু সুগ্রীণঃ ক্রোশন্তীং কুবরীমিহ।  
বিধাদমগমৎ কষ্টং দৃষ্টা চান্দদমাগতম্ ॥ ২৮

তাকে কুবরী অর্থাৎ চিলের মতো রোদন করে  
এবং অঙ্গদকে তাঁর সঙ্গে আসতে দেখে সুগ্রীব বিধাত্ত  
হলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাব্যে কিস্কিন্দাকাণ্ডে উনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের কিস্কিন্দাকাণ্ডে উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

## বিংশ সর্গ (২০)

### তারার বিলাপ

রামচাপবিস্টেন শরণালুককরণে তম্।

দৃষ্টা বিনিহতং ভূমৌ তারা তারাবিশপাননা ॥ ১

সা সমাসাদ্য ভর্তারং পর্যদ্বজত ভামিনী।

ইষুণাভিত্তং দৃষ্টা বালিনং কুঞ্জরোপমম্ ॥ ২

বানরং পর্বতেভ্রাতং শোকসন্তপ্তমানসা।

তারা তরুমিবোন্মূলং পর্যদেবয়তাতুরা ॥ ৩

চন্দ্রমুখী তারা রামচন্দ্রের প্রাণঘাতী শরে নিহত  
ভূপতিত বালীকে দেখলেন। স্বামীর নিকটে গিয়ে ভামিনী  
(অতিকোপনা) শরাহত বৃহৎ হস্তীর মতো বালীকে  
আলিঙ্গন করলেন। পর্বতরাজতুলা বানররাজকে  
উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় হুলস্থূলিত দেখে তারা বিলাপ করতে  
লাগলেন।

রণে দারুণবিক্রান্ত প্রবীর প্রবতাং বর।

কিমিদানীং পুরোভাগামদ্য জ্বং নাভিতাষসে ॥ ৪

'হে বানরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে মহা-পরাক্রান্ত মহাবীর অজ,  
এখন আমাকে সামনে পেয়েও আপনি কমা বলছেন  
কেন?

উত্তীর্ণ হরিশাদূল ভঙ্কস্ব শয়নোত্তমম্।

নৈবংবিধাঃ শেরতে হি ভূমৌ নৃপতিসঙ্কমা ॥ ৫

'হে বানররাজ! আপনি উঠুন এবং উত্তমর  
শয়ন করুন। আপনার মতো শ্রেষ্ঠ রাজারা এইক  
ভূমিশয্যায় শয়ন করেন না।

অতীব স্বলু তে কান্তা বসুধা বসুধাধিপ।  
গতাসুরপি তাং গাত্রৈর্মাং বিহায় বিবেকসে ॥ ৬

'হে বসুধাধিপতি! নিশ্চয় এই বসুধাই এক  
আপনার প্রিয়ামধ্যে অধিকতম। এই মৃত্যুকালে আর  
ছেড়ে আপনি তাকেই আলিঙ্গন করেছেন।

ব্যক্তমদ্য জ্বয়া বীর ধর্মতঃ সম্প্রবর্তয়।

কিস্কিন্দাকাণ্ডে পুরী রম  
'হে বীর! বৃক্ষের  
যুক্ত করেছেন, কিস্কিন্দাকা  
কিস্কিন্দাকাণ্ডে নির্মিত  
কিস্কিন্দাকে ছেড়ে চলে গে  
বানাস্যজিহ্মা সার  
বিক্রান্তি জ্বয়া কা  
'আপনার সঙ্গে  
বিস্ময় করেছিলাম, আপ  
স্ব হয়ে গেল।  
নিরানন্দা নিরাশাহ  
জ্বরি পঞ্চভুমা  
'আপনি মহা  
হজাদেরও রাজা, আ  
নিবান্দ হয়ে শোকসা  
জন্য সুস্থিতঃ মহ  
দর শোকাভিসম্প্র  
'আপনাকে ভূ  
বস্ত্র এখনো বিদীর্ণ  
হতান্ত কঠিন।  
সুগ্রীবা জ্বয়া ভা  
২৭ তং তস্য জ্বয়া  
'হে বানরাধিপ  
অপহরণ করে সুগ্রীব  
আপনি আজ এইভা  
নিগ্রহসপরা মে  
বৈষ্ণবঃ হিতঃ  
'বানরেন্দ্র!  
কলাগের জন্য যা  
উত্তরে আমার নিন্দ  
কপৌবনদুস্তানাং  
দুনন্দনামার্য  
'মাননীয়  
কপৌবনদর্পিত ক  
আপনার রূপ এবং  
কালো নিঃসং  
কালো বেনাবশ

কিষ্কিন্ধ্য পুরী রম্যা স্বর্ণমার্গে বিনির্মিতা ॥ ৭

‘হে বীর! বুকেছি, আপনি ধর্মের পথ আশ্রয় করিতে  
চল করছেন, কিষ্কিন্ধ্যার মতো রমণীয় পুরী স্বর্ণের পথে  
বিশেষভাবে নির্মিত করিয়েছেন (অন্যথা আপনি  
কিষ্কিন্ধ্যাকে ছেড়ে চলে যেতেন না)।

যানাম্যভিহুয়া সার্থং বনেষু মধুগন্ধিনু।

বিহতানি হুয়া কালে তেযামুশরমঃ কৃতঃ ॥ ৮

‘আপনার সঙ্গে একদা যেমন আমরা মধুগন্ধি বনে  
বিহার করেছিলাম, আপনি কালক্রমে হওয়ায় সে সবই আজ  
শেষ হয়ে গেল।

নিরানন্দ নিরাশাহং নিমগ্না শোকসাগরে।

হুয়ি পঞ্চত্বনাপন্নো মহামুখপমুখপে ॥ ৯

‘আপনি মহামুখপতিদেরও মুখপতি অর্থাৎ  
রাজাদেরও রাজা, আজ আপনার মৃত্যুতে আমি নিরাশ,  
নিরানন্দ হয়ে শোকসাগরে নিমজ্জিত ছিলাম।

হৃদয়ং সুহিতং মহ্যং দুষ্টা নিপতিতং ভুবি।

কর শোকাভিসম্প্রসৃতং স্মৃতেহৈব সহস্রা ॥ ১০

‘আপনাকে ভূতলশায়ী দেখেও আমার হৃদয় সহস্র  
বারেও এখনো বিদীর্ণ হয়নি, তাই মনে হয় আমার হৃদয়  
অত্যন্ত কঠিন।

সুগ্রীবস্য হুয়া ভাৰ্য্যা হুতা স চ বিনাসিতঃ।

কং তং তস্য হুয়া ব্যুষ্টিঃ প্রাপ্তেয়ং শ্রবণাধিপ ॥ ১১

‘হে বানরাধিপতি! আপনি একদা সুগ্রীবের পত্নীকে  
অপহরণ করে সুগ্রীবকে নির্বাসিত করেছিলেন; তার ফল  
আপনি আজ এইভাবে পেলেন।

নিঃশ্রেয়সপরা মোহাৎ হুয়া চাহং বিগর্হিতা।

যৌক্রবং হিতং বাক্যং বানরেজ্জ হিতৈষিনী ॥ ১২

‘বানরেজ্জ! আপনার হিতৈষিনী আমি আপনার  
কল্যাণের জন্য যা বলেছিলাম, মোহবশত আপনি তার  
উত্তরে আমার নিন্দা করেছিলেন।

রূপযৌবনদুস্তানাং দক্ষিণানাং চ মানদ।

কনকরসামার্য চিত্তানি প্রমথিষ্যসি ॥ ১৩

‘মাননীয়! আপনি অপরকে মানদানকারী,  
রূপযৌবনদর্পিত স্বর্গীয় অঙ্গরাদের চিত্তকে আপনি অবশ্যই  
আপনার রূপ এবং আচরণ দ্বারা মথিত করবেন।

কালো সিংসং শরো নুনং জীবিতাকরস্তব।

কালো দেবদণ্ডমোহসি সুগ্রীবসাবশো বশম্ ॥ ১৪

‘আপনার জীবনের অন্তিম কাল আর উপস্থিত  
হয়েছে, সেই কালান্তক যম নিশ্চয়ই সুগ্রীবের মাধ্যমে  
আপনাকে বলপূর্বক বশীভূত করবে।’

অহ্মানে বালিনঃ হুয়া যুধামানঃ পরেণ চ।

ন সন্তপ্যতি কাকুৎস্থঃ কৃদ্বা কর্মসুগর্হিতম্ ॥ ১৫

(রামকে শুনিতে বললেন) ‘অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত  
বালীকে অহ্মানে হত্যা করেছেন শ্রীরাম। এইরকম নিন্দনীয়  
কর্ম করেও তিনি সন্তপ্ত নন।’

বৈধবাং শোকসম্রাপং কৃপাকৃপা সতী।

অদুঃখোপচিতা পূর্বং বর্তয়িষ্যাম্যনাথবৎ ॥ ১৬

(বালীকে লক্ষ্য করে বললেন) ‘পূর্বে কখনো  
দুঃখের দ্বারা দগ্ধ হইনি। কিন্তু এখন বৈধব্যদশায় অন্যথের  
মতো শোকসম্রপ্তিভে জীবনধারণ করব।

লালিতচ্চাক্ষদো বীরঃ সুকুমারঃ সুখোচিতঃ।

বৎস্যাতে কামবহ্নাং মে পিতৃব্যো ক্রোধমুর্চ্ছিতে ॥ ১৭

‘সুকুমার এবং সুখে লালিত হয়েছে পুত্র অঙ্গদ। তার  
পিতৃব্য (সুগ্রীব) ক্রোধোন্মত্ত হলে আমার সন্তানের কী  
হবে, আমি জানি না!

কুরুষ পিতরং পুত্র সুদৃষ্টং ধর্মবৎসলম্।

দুর্লভং দর্শনং তস্য তব বৎস ভবিষ্যতি ॥ ১৮

‘ওহে পুত্র! তোমার ধর্মবৎসল পিতাকে তুমি ভালো  
করে দেখো, তাঁর দর্শনলাভ তো ভবিষ্যতে দুর্লভ হয়ে  
যাবে।

সমাশ্বাসয় পুত্রং হুং সন্দেশং সন্দিশয় মে।

মূর্খি চৈনং সমজ্ঞায় প্রবাসং প্রদ্বিতো হ্যসি ॥ ১৯

‘প্রাণনাথ! আপনি প্রবাসে যাত্রা করছেন, এখন  
পুত্রের মন্তক অস্ত্রাণ করে তাকে আশ্বস্ত করুন। তাকে কিছু  
উপদেশ দিন। আমাকেও কিছু উপদেশ দান করুন।

রামেণ হি মহৎ কর্ম কৃতং হ্যমভিনিম্নতা।

আনুপ্যং তু গতং তস্য সুগ্রীবস্য প্রতিশ্রবে ॥ ২০

‘আপনাকে হত্যা করে রামচন্দ্র মহৎ কর্ম  
করেছেন। সুগ্রীবের নিকট তাঁর প্রতিশ্রুতির স্বপ্ন থেকে তিনি  
মুক্ত হলেন।’

সকামো ভব সুগ্রীব ক্রমাং হুং প্রতিপৎস্যসে।

তুংহু রাজামনুষিগঃ শব্দো হ্যাত্য ত্রিপুংসব ॥ ২১

(সুগ্রীবকে উপদেশ করে বললেন) ‘তুংহু। তুমি  
সকলকর্ম হলে, কামকে তুমি আবদ কিংব পাবে। তুংহু



নির্বিয়ে রাজসুত্র ভোগ করো। তোমার শত্রুস্বরূপ ভাই  
আজ নিহত।

কিং মামেবং প্রলপতীঃ প্রিয়াং ত্বং মাভিভাষসে।

ইমাঃ পশ্য বরা বাহুয়ো ভার্গাশ্চে বানরেশ্বর। ২২

(পুনরায় বালীকে লক্ষ্য করে বললেন) 'ও  
বানরেশ্বর ! আপনার প্রিয়া আমি এত নিলাপ করছি ;  
আপনি আমাকে কিছু বলছেন না কেন ? আপনাকে  
বহুসংখ্যক সুন্দরী গল্পী এখানে এসেছেন, তাঁদের দেখুন'  
তস্যা বিলপিতঃ শ্রদ্ধা বানর্যঃ সর্বতশ্চ তাঃ।

পরিগৃহ্যজ্ঞানং দীনা দুঃখার্থাঃ প্রতিচক্ষুস্তাঃ ২৩

তারাও এই বিলাপ শুনে অন্যান্য বানরপত্নীরা  
অঙ্গদকে ঘিরে ধরে দুঃখে ব্যাকুল হয়ে দীনতার সঙ্গে  
চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

কিমঙ্গং সাজদবীরবাহো

বিহায় যাতোহসি চিরং প্রবাসম্।

ন যুক্তমেবং গুণসমিকৃষ্টং

বিহায় পুত্রং প্রিয়াচারুবেষম্ ২৪

(তদন্তর তারা পুনরায় বললেন) 'হে বীরবাহু !

অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত, পুত্র অঙ্গদকে রেখে চিরকালের

জনা আপনি প্রবাসে চলে যাচ্ছেন। সুন্দর পোশাকে  
সুসজ্জিত এবং গুণসম্বিত পুত্রকে রেখে বিদায় গ্রহণ  
করুন।

যদাপ্রিয়াঃ

কিঞ্চিদসম্প্রদর্শ্য

কৃতং ময়া স্যাৎ জন দীর্ঘকালো

কমদ মে তদ্বিনিবংশনাথ

ব্রজামি মূর্খা তব দীর পাশে ২৫

'হে মহাবাহু ! যদি অল্পকালব্যতীত আপনার পুত্র  
কোনো অপরাধ করে থাকি তাহলে আপনি আমাকে ক্ষমা  
করুন। হে বানরবংশের অধিপতি বীর ! আমি আপনার  
চরণে মস্তক স্থাপন করে এই প্রার্থনাটি করছি।'

তথা তু তারা করুণং রুদন্তী

ভর্তৃঃ সমীপে সহ বানরীজি

বাবসাত প্রায়মনিম্মলবর্ণা

উপোপবেষ্টুং ভুবি যত্র বালী ২৬

তারা সমীর কাছে অন্যান্য বানরীন্দের সঙ্গে মিলে  
করণসুরে রোদন করতে লাগলেন। বালী সেই মূর্খ  
পতিত হয়ে আছেন, রূপবতী তারা সেইখানে উপবেষ্ট  
করে অনশনে প্রাণত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাণীকীর বাণীকীরে আদিকাণ্ডে কিঙ্কিকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ২০ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিঙ্কিকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত ২০ ॥

## একবিংশ সর্গ (২১)

হনুমান কর্তৃক তারাকে সান্ত্বনাদান, পতির সাথে তারার সহমরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ততো নিশতিতরাং তারাং চ্যুতাং তারামিবানরাং।

শনৈরাশ্বাসঘামাস হনুমান্ হরিযুগপঃ ১

গগনচ্যুত তারকার ন্যায় তারাকে ভূপতিত অবস্থায়  
দেখে, বানরদের দলপতি হনুমান ধীরে ধীরে তাঁকে আশ্রয়  
করতে লাগলেন।

গুণদোষকৃতং জন্তুঃ স্বকর্ম ফলহেতুকম্।

অবপ্রদদবাপ্রোতি সর্বং শ্রেভ্য শুভাশুভম্ ২

'দেবী ! জীব তার দোষ-গুণ অনুসারে কর্ম করে  
এবং তার ফলভোগ করে। সকল জীবই অব্যাহত চিন্তে  
শুভাশুভ ফল গ্রহণ করে।

শোচ্য শোচসি কং শোচ্যঃ দীনঃ দীনানুকম্পসে।

কশ্চ কস্যানুশোচ্যোহস্তি দেহেহস্মিন্ বদবুদোশমোঃ ৩

'তুমি নিজেই এখন শোকগস্তা, তাহলে দ্বিগুণ  
কোনো জনকে শোচনীয় ভাবে তার জন্য শোক প্রকাশ  
করছ ? নিজে দরিদ্র হয়ে অপর কোন্ দরিদ্রকে দয়া করছ ?

আমাদের এই দেহ হল ক্ষণস্থায়ী বদবুদের মতো।

অঙ্গদন্ত কুমারোহয়ং দ্রষ্টব্যো জীবপুত্রয়োঃ ৪

আয়ত্যাং চ বিষ্ময়ানি সর্মধানাসা চিরং ৫

'তোমার পুত্র কুমার অঙ্গদ এখন জীবিত, তোমার  
এখন তার দেখাশোনা করতে হবে। এইসময় আস্ত বিচার



জিজ্ঞাস্যে।

জ্ঞানাসানিগতামেবং ভূতানামাগতিং গতিম্।

তস্মাচ্ছুভং হি কর্তব্যং পণ্ডিতে নেহ লৌকিকম্॥ ৫

‘তুমি জানো যে প্রাণীদের আগমন এবং গমন  
নিশ্চিত, অতএব জ্ঞানিগণ পরলোকের পক্ষে যা  
ক্ষমজনক তাই করেন।

হুস্মিন্ হরিসহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ  
কর্তব্যং কৃতশানি সোহয়ং দিষ্টাত্ত্বমাগতঃ॥ ৬

‘যাঁকে অবলম্বন করে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ  
লক্ষ বানর জীবনধারণ করত, সেই বানররাজের জীবন-  
কাল সমাপ্তপ্রায়।

হুয়ং ন্যায়দৃষ্টার্থঃ সামদানক্ষমাপরঃ।

কৃতো ধর্মজিতাং ভূমিং নৈনং শোচিতুমহিসি॥ ৭

‘যে বালী ন্যায় অনুসারী, ক্ষমাপরায়ণ সেই তিনিই  
সম, দান এবং ধর্মার্জিত লোকেই গমন করেছেন, তাঁর  
জন্ম এইরূপ শোক করা উচিত নয়।

সর্বং চ হরিশাদৃলাঃ পুত্রশচায়ং তবাজদঃ।

হর্ষপতিরাজ্যং চ ত্বৎসনাথমনিন্দিতং॥ ৮

‘এই বানরবীরেরা, তোমার পুত্র অঙ্গদ, বানর,  
ভরুকপতি এবং তোমার এই রাজ্য, হে অনিন্দিতে! তুমিই  
এখন এই সবেব অধিশ্বরী।

তবিমৌ শোকসন্তপ্তৌ শনৈঃ প্রেরয় ভামিনি।

হুয়া পরিগৃহীতোহয়মঙ্গদঃ শাস্ত্র মেদিনীম্॥ ৯

‘হে ভামিনী! তুমি এই শোকসন্তপ্ত দুজনকে (সুগ্ৰীব  
এবং অঙ্গদকে) আস্তে আস্তে প্রেরণ করো। তোমার স্বীকৃতি  
নিয়ে অঙ্গদ এই রাজ্য শাসন করুক।

সন্তুষ্টি যথা দৃষ্টা কৃত্যং যচ্চাপি সাম্প্রতম্।

রাজত্বং জিন্যতাং সর্বমেষ কালস্য নিশ্চয়ঃ॥ ১০

‘শাস্ত্রানুসারে রাজ্যের পারলৌকিক ক্রিয়ার যা বিধান,  
পুত্রের যা কর্তব্য তা অনুষ্ঠিত হোক। কারণ, এটাই কালের  
বিধান।

সংজ্ঞার্থে হরিরাজস্ব অঙ্গদচাভিষিচাতাম্।

সিংহাসনগতং পুত্রং পশ্যন্তী শান্তিমেষ্যসি॥ ১১

‘বানররাজ বালীর অভ্যন্তি সংস্কার এবং কুমার  
অঙ্গদের অতিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হোক। পুত্রকে সিংহাসন  
লাভ করতে দেখে তুমিও শান্তি লাভ করো।’

সা তস্য বচনং শ্রুত্বা ভর্তৃবাসনপীড়িতা।

অত্রবীদুস্তরং তারা হনুমন্তমবহিতম্॥ ১২

স্বামীর বিয়োগব্যথায় পীড়িতা তারা সামনে  
উপস্থিত হনুমানের এই সমস্ত কথা শুনে, উত্তরে  
বললেন—

অঙ্গদপ্রতিক্রপাণাং পুত্রাণামেকতঃ শতম্।

শতস্যাপ্যস্য বীরস্য গাত্রসংশ্লেষণং বরম্॥ ১৩

‘অঙ্গদের মতো একশত পুত্র অপেক্ষাও নিহত এই  
বীর পতির শরীরকে আলিঙ্গন (সহমরণ তথা সতী হওয়া)  
করা অধিকতর প্রিয়।

ন চাহং হরিরাজ্যস্য প্রভবামাঙ্গদস্য বা।

পিতৃবাস্তস্য সুগ্ৰীবঃ সর্বকার্যেপুনস্তরঃ॥ ১৪

‘এই বানররাজ্য তথা অঙ্গদের উপর আমি প্রভুত্ব  
করতে পারি না। তার পিতৃব্য (কাকা) সুগ্ৰীবই সকল কার্যে  
সক্ষম।

নহোষা বুদ্ধিরাহুয়া হনুমন্তদং প্রতি।

পিতা হি বন্ধুঃ পুত্রস্য ন মাতা হরিসন্তম্॥ ১৫

‘হে হনুমান! অঙ্গদের প্রতি আপনার এই পরামর্শ  
গ্রহণযোগ্য নয়। হে বানরশ্রেষ্ঠ! পিতাই হচ্ছেন পুত্রের  
বন্ধু, মাতা নয়।

নহি মম হরিরাজসংশ্রয়াং

ক্ষমতরমস্তি পরত্র চেহ বা।

অভিমুখহতবীরসেবিতঃ

শয়নমিদং মম সেবিতুং ক্ষমম্॥ ১৬

‘এখন আমার ইহলোকে বা পরলোকে বানররাজ  
বালীর সহগমন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাজ আর কিছুই নেই।  
সম্মুখে বীর স্বামীর মৃতদেহ অস্তিমশয়্যায় শায়িত, তাঁকে  
সেবা করার জন্য এখানে শয়নই আমার কর্তব্য।’

ইত্যার্ষে ব্রীমদ্রামায়ণে বাম্পীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্দাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাম্পীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিষ্কিন্দাকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২১ ॥

## দ্বাবিংশ সর্গ (২২)

সুগ্ৰীব এবং অঙ্গদের উদ্দেশ্যে মনের কথা বলে বালীর প্রাণভাগ

বীক্ষমাশ্রয় মন্যাসুঃ সর্বতো মন্দমুহুরসন্।  
আদাবেব হু সুগ্ৰীবঃ দদর্শানুজমগ্রতঃ ॥ ১

সর্বতোভাবে প্রাণশক্তি নির্গত হয়ে যাচ্ছে। স্বাসক্রিয়া  
মন্দকারী। এমন বস্তু যা বালী প্রথমই সামনে প্রত্যক্ষমান  
অনুজ সুগ্ৰীবকে দেখতে পেলেন।

তং প্রাপ্তবিজয়ং বালী সুগ্ৰীবঃ প্রবগেশ্বরম্।  
আভাষা ব্যক্তয়া যথা সন্তোষমিদমব্রবীৎ ॥ ২

সেই বিজয়ী বানরাধিপতি সুগ্ৰীবকে সন্তোষন করে  
স্পষ্টভাবে সন্তোষে বালী বললেন—

সুগ্ৰীব দোষেণ ন মাং গন্তুমহসি কিঞ্চিৎ ৷  
কক্ষমাশ্রয় ভবিষ্যেণ বুদ্ধিমোহেন মাং বলাৎ ॥ ৩

‘সুগ্ৰীব ! পূর্বকৃত পাপ এবং অবশ্যজ্ঞাবী  
বুদ্ধিনাশজনিত মোহবশত আমি তোমার প্রতি যা করেছি,  
তর জন্য তুমি আমাকে দোষী কোবো না।

যুগপদ্বিহিতং তাত ন মন্যে সুখমাবয়োঃ।  
সৌহার্দং জ্ঞাত্ব যুক্তং হি তদিদং জাতমন্যথা ॥ ৪

‘হে তাত ! মনে হয় রাজাসুখ এবং সৌভ্রাতৃত্ব  
একসঙ্গে আমাদের ভোগ্য নয়, তাই সবকিছুই অন্যবকম  
হয়ে গেল।

প্রতিশদা হুমদৌব রাজ্যমেবাং বনৌকসাম্।  
নামপাদৌব গচ্ছন্তঃ বিদ্ধি বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৫

‘আমি আজই যমালয়ে যাত্রা করছি। তুমি এখনই এই  
বনবাসীদের রাজ্যভার গ্রহণ করো।

জীবিতং চ হি রাজ্যং চ শ্রিয়ং চ নিপুলাং তথা  
প্রজহামোম বৈ তুর্গমহং চাগর্হিতং যশঃ ॥ ৬

‘আমি আমার প্রাণ, রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য, অনিদ্দিত  
যশ এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে শীঘ্রই প্রস্থান করছি।

অস্যাং হুমবহায়াং বীর বক্ষ্যামি যদ্বচঃ।  
যদ্যপ্যসুকরং রাজন্ কর্তুম্বেব হুমহসি ॥ ৭

‘হে বীর ! রাজন্ ! আমি আমার এই অবস্থায় যা  
বলছি তা পালন করা তোমার পক্ষে কষ্টকর হলেও তা  
তোমার অবশ্য পালনীয়।

সুখার্হঃ সুখসংবৃদ্ধঃ বালমেনববালিশম্।  
বাণপূর্ণমুখঃ পশ্য ভূমৌ পতিতমজদম্ ॥ ৮

‘দেখো ! সুখে বর্ধিত, সুখেই থাকার যোগ্য বালক  
আমার পুত্র অঙ্গদের মুখমণ্ডল অশ্রুশ্রিত। বালক সন্তোষে  
মূর্ণ নয়। শোকে সে ভুলুপ্তিত।

মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরং পুত্রং পুত্রমিঙ্গেরনম্  
ময়া হীনমহীনার্থং সর্বতঃ পরিশালয় ॥ ৯

‘আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকে আমার  
অবর্তমানে আপন ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় তুমি  
সর্বতোভাবে পালন করবে।

হুমপ্যস্য পিতা দাতা পরিত্রাতা চ সর্বতঃ।  
ভয়েহভয়দশৈচব যথাহং প্রবগেশ্বর ॥ ১০

‘বানররাজ ! আমার মতোই তুমিও এর পিতা, দাতা,  
সর্বতোভাবে পরিত্রাতা এবং সকল ভয়ে অভয়বাজ হয়ে  
থাকো।

এষ তারাক্ষজঃ শ্রীমাংস্ত্রয়া তুলাপরাক্রমঃ  
রক্ষসাং চ বশে তেষামগ্রতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১১

‘তারার এই শ্রীমণ্ডিত পুত্র তোমার তুলা  
পরাক্রমশালী হোক রাক্ষস বধের সময় সে তোমার  
অগ্রবর্তী হোক।

অনুরূপাশি কর্ম্মাশি বিক্রম্য বলবান্ রবে।  
করিস্যতোষ তারেয়ন্তেজস্বী তরুণোহঙ্গমঃ ॥ ১২

‘এই বলবান তরুণ, তেজস্বী তারাপুত্র অঙ্গ যুগে  
বিক্রমের দ্বারা তার অনুরূপ কার্যই সাধন করবে।

সুবেণদুহিতা চেয়মর্থসুস্থবিনিশ্চয়ে।  
ঔৎপাত্তিকে চ বিবিধে সর্বতঃ পরিনিষ্ঠিতা ॥ ১৩

‘সুবেণপুত্রী এই তারা সূক্ষ্ম বিষয়ের নির্ণয় করতে  
সক্ষম। নানাবিধ ঔৎপাত্তের বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণে  
সুনিপুণ।

যদেমা সাক্ষিভি জয়াৎ কার্যং তনুজসংশয়ম্।  
নহি তারামতঃ কিঞ্চিদনাথা পরিবর্ততে ॥ ১৪

‘সে যে কাজ উচিত বলে গণ্য করবে তুমি  
নিঃসংশয়ে সেই কর্ম অনুষ্ঠান করবে। তারার কোনো  
মতামতেরই বিপরীত পরিণাম হয় না।

রাঘবস্য চ তে কার্যং কর্তব্যমবিশঙ্কম্।  
সাদধর্মো হ্যকরণে জ্বাং চ হিংসাদমানিতঃ ॥ ১৫

‘শ্রীবানচন্দ্রের ক  
না করে তাইলে অধর্ম  
হুং চ মালান্যবহ  
পুত্রা শ্রীঃ ছিতা  
‘তাই সুগ্ৰীব !  
জুনি ধারণ করো,  
সুগ্ৰীব। আমার মৃত্যু  
সুগ্ৰীবের সুগ্ৰীব  
জ্যেষ্ঠমুখঃ সুগ্ৰীব  
ঃ তজ্জা পুন  
বালী সুগ্ৰীবকে  
সুগ্ৰীবের যুদ্ধজয়ের ত  
নয় তিনি মলিন হ  
হালিচনাচ্ছাত্রঃ  
জ্যাহ সোহভানুজা  
বালীব এইর  
হয় গেল। তিনি শ  
জ্যেষ্ঠর আত্মনাসা  
হা মাল্যঃ কাঞ্চ  
হাসিকঃ প্রে  
সুগ্ৰীবকে  
যেইখানে অবস্থিত  
হয়ে স্নেহপূর্বক বা  
দেশকালো ভ  
সুখদুঃখসহঃ  
‘বৎস !  
প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ  
হও,  
যা হি হুং ম  
ন তথা বর্তমা  
‘ওহে মহা  
যেছে, আর  
সুগ্ৰীবের নিকট  
ন্যাস্যমিঙ্গেরতঃ  
তুর্গমহং  
‘এই শত্রু  
‘বালী বে  
করতে বলে



না করলে তাহলে অর্থ হয়বে।  
সংসারভোগ্য দিন

শ্রী: হিতা হান্যা: সম্প্রজহ্যামুতে নমি। ১৬

সূত্রী বো বাজিনা প্রাতঃসৌহনাং।

বালী সূত্ৰাবলীকে এইরূপ সাতভিন্নশ্রেণীমিশ্রিত কথ্য বসননে

হাসিবাচনাছাণ্ডঃ      কুৰ্বন্      যুদ্ধমতজিতঃ ।

বালীর এইরূপ বাক্য শুনে সুগ্রীবের বৈরাভাব শাস্ত

আজ্ঞানুসারে তিনি সেই সুবর্ণমালা গ্রহণ করলেন।

মলাং কাঞ্চনাং দত্তা দুদ্বা চেবাস্তজঃ হিতম্।  
সিদ্ধঃ প্রেতাভাবায় শ্রেয়াদকন্দমতীং ॥ ১২

সুগ্ৰীবকে সেই স্বর্ণমালা দেবার পর, নিজ পুত্রকে

মোহনপুত্রক বাল্যে ব্রহ্মদেবে বসন্তেন—  
 কালৌ ভক্তস্বাদা কুমার্যঃ প্রিন্সাশ্রিতঃ ।

১৮৮৬ কালে সুপ্রীবিবরণে ডব ২০  
 ১৮৮৭ ১৮৮৮ ১৮৮৯ ১৮৯০ ১৮৯১

অপ্রিয়, সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করে সৃষ্টিবের অনুবর্তী

हि द्वः महाबाहो लालितः सततं मया ।

‘৪৭ হুজুরীদ । তুমি আমায় বর্তমানে যে পরিবেশে

আর তা হবে না। এমন আশা করলে দুনি

ঐগতঃ      গচ্ছের্মা      শত্রুভিরবিন্দম ।

[illegible]

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট

ইন্দ্রিয় সংযত কবর সূত্রীভের অনুসারী হও।

উভয়ঃ হি মহানোমঃ তস্মাদনুসঙ্গদৃশ্ চব ॥ ২৩

কারও প্রতি অপ্রীতিপরায়ণও হবে না। কাষণ ডেভই

ইত্যুক্তাথ বিবতান্বঃ শরসঙ্গীড়িতো ভূশম্

এইরূপ বলার পর শরীহত বালীর অক্ষিগুণল ঘূর্ণিত

হল। তাঁর ঐমানবিক দৃষ্টান্তগুলি হল এবং তাঁর প্রাণের

ততো বিচুক্ৰমস্তত্র বানরা ইত্যম্বপাঃ।  
 চিত্তবিন্দুস্তত্র মার্ব প্রবগসস্তমাঃ।

যুগপতির প্রানবিয়োগে তখন সেখানে উপস্থিত

मार्गः ।

उद्मानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च॥ २

কিছুক্ষণ শন্য হয়ে গেলে, উদ্যানসমূহ, বনরাজি এ

পর্বতমালাও শূন্য হয়ে গেল।'

যস্য বেগেন বহতা কাননানি বনানি চ॥

পল্লব। যাঁর মস্তপ্রত্যয়ে বনভূমি এবং উদ্যানম

পূর্বদিকের পূর্বদিক থাকত, তার অবর্তমানে  
অস্ট্রেলিয়ার দিকে কব দ্বারা সফল ?

পুষ্পৌষেমানুবন্ধান্তে করিম্যতি তদন্য কঃ।

গোলভঙ্গা মহাবাহোদল বর্ষাপি পঞ্চ চ।

নেব রাশ্ৰো ন নিবসে তদ্ সুকম্পশান্যতি।।

গোল্ড নামক এক মহাসিঁপের সঙ্গে যিনি একটান পর

१२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



বিবাহ করিল।

ততঃ পোতশমে সর্পে পোতশমে নিমিষাতিতঃ।

এঃ ততঃ পুৰিমাঃ তু বালী মঃষ্টাকমালবান।

সর্বাভয়াংকরোঃশ্যাকঃ কণমেল নিপাতিতঃ ॥ ৩০

‘আরও পোতশমে পোতশমে নিমিষাতিতঃ। কণমেল  
নিপাতিতঃ বালী মঃষ্টাকমালবান। ততঃ পুৰিমাঃ  
সর্বাভয়াংকরোঃশ্যাকঃ কণমেল নিপাতিতঃ। আরও  
কণমেল নিপাতিতঃ?’

ততঃ তু দীর্ঘে প্রবলগণিণে তদা

প্রবলমাত্তর ন শর্ম লেভিরে।

বনেচরাঃ সিংহগুহে মহাবনে

গথা হি পাবো নিহতে গবাং পটৌ ॥ ৩১

বানরাদিগণিণী বীর বালীরা মৃত্যু করে, বনে  
শান্তিলভ্য কবলেন না। সিংহগুহে মহাবনে  
বনেচরাঃ অন্যান্য গোরুর মতো বনচররা হন, গুহা  
পটল।

ততঃ তারা বাননার্ণবগুহা  
মৃতস্য ভূর্নবনঃ সর্গাঙ্গ ন।

জগাম ভূমিঃ পরিব্রজ্য বালিনঃ

মহাক্রমঃ হিরমিবপ্রিত্য লয়ঃ ॥

অনন্তর শোকসাগরে নির্ভঙ্জিত তারা গুহা  
মৃত্যুবলোকনপূর্বক বালীকে আলিঙ্গন করে ভূপতিতঃ হয়,  
যেমন বৃক্ষঃ বৃক্ষে অপ্রিত্য ক্রমশঃ বৃক্ষের  
বিচ্ছিন্না ভূপতিতঃ হয়।

উত্থার্যে শ্রীমদ্ভাগবতে বালীকীয়ে আদিকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

মর্ত্যবালীকীয়ে বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে ভাগবতের দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

## ত্রয়োবিংশ সর্গ (২৩)

### তারার বিলাপ

ততঃ সমুপজিহ্বা কপিরাজস্য তদুখম্।

পতিঃ লোকপ্রভা তারা মৃতং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

তখন জগৎবিখ্যাত তারা বানররাজের মুখ আঘ্রাণ  
করে মৃত পতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

শেষে ত্বং বিগমে দুঃখমকৃদ্বা বচনং মম।

উপলোপচিত্তে বীর সুদুঃখে বসুধাতলে ॥ ২

‘হে বীর ! দুঃখের কথা যে, আপনি আমার কথা না  
শুনে প্রপ্ত্যর্কীর্ণ অসমতল ভূমিতে শায়িত হয়েছেন।

মতঃ প্রিয়তরা নুনঃ বানরেজ্ঞ মহী তব।

শেষে হি তাং পরিব্রজ্য মাং চ ন প্রতিভাষসে ॥ ৩

‘হে বানরশ্রেষ্ঠ ! নিশ্চয়ই এই পৃথিবী আপনার নিকট  
আমার অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়া। তাই আজ তাকেই  
আলিঙ্গন করে শায়িত হয়েছেন, আমাকে কোনো কথার  
উত্তরও দিচ্ছেন না।

সুগ্রীবস্য বশং প্রাপ্তো বিধিরেষ ভবত্যমো।

সুগ্রীব এব বিজ্ঞাতো বীর সাহসিকপ্রিয় ॥

‘হে বীর ! সাহসিক কর্মপ্রিয় নাথ আমার ! কি  
আজ সুগ্রীবেরই বশীভূত, সুগ্রীবই এখন পরাক্রমশালী  
বীর।

ঋক্ষবানরমুখ্যাত্মাং বালিনং পর্ষগামভো।

তেষাং বিলপিতং কৃচ্ছ্রমঙ্গদস্য চ শোচতাঃ ॥

মম চেমা গিরঃ শ্রদ্ধা কিং ত্বং ন প্রতিবৃথসে।

‘ভল্লুক এবং বানরপ্রধানরা আপনার মতো  
বলশালীকে যারা উপাসনা করত তারা বিলাপিত। পুত্র  
অঙ্গদ কষ্টে শোকাহত। আমার এই কথা শুনেও আপনি  
জগত হচ্চেন না কেন ?

ইদং তদ্ বীরশয়নং তত্র শেষে যতো বৃষিঃ ॥  
শায়িতা নিহতা যত্র হৃদৈব রিপবঃ পুরা।

‘এই সেই বীরশয্যা যেখানে পূর্বে আপনি বহু  
বীরক মৃত্যুশয্যা শায়িত করেছেন, কিন্তু আজ যুদ্ধে নিহত  
হবে নিজেই শায়িত আছেন।

বিকল্পভাতিজন প্রিয়যুদ্ধ মম প্রিয়॥ ৭  
সমনাথঃ বিধায়কঃ গভস্তমসি মানদ।

‘বিশুদ্ধ, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, অভিজাত, যুদ্ধপ্রিয়  
জাম্বব প্রিয় মানদ (মানপ্রদানকারী), আপনি আমাকে  
জনন্য অবস্থায় পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

কুলা ন প্রদাতব্যা কন্যা খলু বিপশিতা॥ ৮  
সুভাষাঃ হতাঃ পশ্য সদ্যো মাং বিষবাঃ কৃতাম্।

‘শ্ববীরদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করা  
কুলবিক্রমের কর্তব্য নয়। দেখো বীরপত্নী হয়েও আমি  
সদবিষবা হয়ে মরণাপন্ন হলাম।

দ্রবতপ্ত মে মানো ভগ্না মে শাশ্বতী গতিঃ॥ ৯  
জগাধে চ বিমদ্যাম্মি বিপুলে শোকসাগরে।

‘রাজরাণী তথা বীরপত্নীরূপে আমার মর্যাদা বিনষ্ট  
হল, নষ্ট হল আমার চিরঅভ্যন্তর জীবনযাত্রা। বিপুল এবং  
জগাধ শোকসাগরে আমি নিমগ্ন হলাম।

অসারময়ঃ নুনমিদং মে হৃদয়ং দৃঢ়ম্॥ ১০  
ভর্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা যম্মাদ্য শতথা কৃতাম্।

‘নিশ্চয়ই আমার কঠিন হৃদয়টি লোহার তৈরি,  
যেহেতু নিহত স্বামীকে দেখে আজ তা শতথা-বিদীর্ণ  
হচ্ছে না?

সূচীচৈব চ ভর্তা চ প্রকৃত্যা চ মম প্রিয়ঃ॥ ১১  
প্রহারে চ পরাক্রান্তঃ শূরঃ পঞ্চভ্রমাগতঃ।

‘যিনি ছিলেন আমার সুহৃদ, স্বামী এবং স্বভাবত  
আমার প্রিয়। শত্রু প্রহারে যিনি ছিলেন মহাপরাক্রমী, সেই  
বীর আজ পঞ্চভ্রাপ্রাপ্ত হলেন।

পতিহীনা হু যা নারী কামঃ ভবতু পুত্রিণী॥ ১২  
ধনধান্যসমৃদ্ধাপি বিধবেত্যাচাতে জনৈঃ।

‘পতিহীনা নারী সুপুত্রের জননী হলেও, এমনকী  
ধনধান্য সমৃদ্ধ হলেও জনসমক্ষে বিধবা বলেই পরিচিতা  
হন।

ক্লান্তপ্রভবে বীর শেষে ক্লান্তিরমণ্ডলে॥ ১৩  
কুমিরাসপরিভ্রোমে স্বকীয়ে শয়নে যথা।

‘হে বীর ! নিজদেহ ক্ষরিত শোণিতধারায় আপনি  
শায়িত। মনে হচ্ছে যেন রক্তকীট বর্ণবিশিষ্ট (ইন্দ্রগোপ

নামক কীটের বর্ণবিশিষ্ট) আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত স্বশয্যায়  
আপনি শয়ন করেছেন।

নেপুণোপাধিতসংবীতঃ গাত্রঃ তব সমস্ততঃ॥ ১৪  
পরিবদ্ধঃ ন শক্কেমি ভুজাভ্যাং প্রবণবর্ত্ত।

‘হে বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনার সমস্ত শরীর মূলিশূসরিত  
ও রক্তরঞ্জিত সেইজন্য আমি আপনাকে বাহুদ্বারা  
আলিঙ্গন করতে পারছি না।

কৃতকৃত্যোহদ্য সূগ্রীবো বৈরেহুশ্মিতিদারুণে॥ ১৫  
যস্য রামবিমুক্তেন্ন দ্রুতমেকেযুগা ভয়ম্।

‘এই ভয়ংকর শত্রুতার মধ্যে আজ সূগ্রীবই  
কৃতকৃত্য। শ্রীরামের নিকৃষ্ট একটি শরাদ্বারাও তার সব  
ভয় বিনষ্ট হয়েছে।

শরণে যদি লগ্নেন গাত্রসংস্পর্শনে তব॥ ১৬  
বার্যামি দ্বাং নিরীক্ষন্তী হুয়ি পঞ্চভ্রমাগতে।

‘বাণটি আপনার বক্ষলগ্ন থাকায় আমি আপনার  
শরীর আলিঙ্গন করতে পারছি না। আপনার মৃত্যু হলেও  
আমি কেবল নীরবে আপনাকে নিরীক্ষণ করছি।’

উষবর্হ শরং নীলস্তস্য গাত্রগতং তদা॥ ১৭  
গিরিগহ্বরসংলীনঃ দীপ্তমাশীবিষং যথা।

তখনই নীল বালীর বক্ষে বিদ্ধ বাণটি উত্তোলন  
করলেন, যেন পর্বতের গুহায় লুকায়িত বিষযুক্ত ভয়ানক  
সর্পকে বার করা হল।

তস্য নিষ্কামাধস্য বাণস্যাপি বভৌ দ্যুতিঃ॥ ১৮  
অস্তমস্তকসংরুদ্ধরঞ্জেদিনকরাদিব

বাণটি নিষ্কাশনের সময় তা অত্যন্ত দীপ্তিমান  
দেখাচ্ছিল। সেই দীপ্তি ছিল অস্তগামী সূর্যের মৃদু রক্তিম  
কিরণতুল্য।

পেতুঃ ক্ষতজঘারান্ত্র ব্রণেভাস্তস্য সর্বশঃ॥ ১৯  
তাপগৈরিকসম্পৃক্তা ধারা ইব ধরাধরাৎ।

বালীর শরীরের সমস্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্তধারা  
প্রবাহিত হচ্ছিল। পর্বত থেকে যেন রক্তবর্ণ ও  
গৈরিকবর্ণের মিশ্রিত ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল।

অবকীর্ণঃ বিমাজন্তী ভর্তারং রণরেখুনা॥ ২০  
অত্নৈর্নয়নজৈঃ শূরং সিংহচাত্তসমাহতম্।

তখন তারা বণভূমি-ধূসরিত স্বামীর দেহ পরিষ্কার  
করে দিচ্ছিলেন। অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত বীর স্বামীর দেহ  
তিনি নয়নজলে মার্জনা করছিলেন।

কুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গঃ পুষ্টাঃ বিনিহতঃ পতিম্ ॥ ২১  
উবাচ তারা শিলাকং পুত্রমঙ্গদমঙ্গনা।

নিহত পতির সর্বাঙ্গ কুধিরসিক্ত দেখে তারা ধূসর  
নেত্রবিশিষ্ট পুত্র অঙ্গদকে বললেন—

অবহাঃ পশ্চিমাং শশা পিতৃঃ পুত্র সুদারুণাম্ ॥ ২২  
সম্ভ্রাসক্তস্য বৈরস্য গতৌহস্তঃ পাণকর্মণা।

‘ওহে পুত্র ! তোমার পিতার নিদারুণ অস্তিম অবস্থা  
দেখো, পূর্বকৃত পাণকর্মের দ্বারা আগত শত্রুতার অবসান  
হল।

বালসূর্যোজ্জ্বলতনুঃ প্রমাতঃ যমসাদনম্ ॥ ২৩  
অভিবাদয় রাজানং পিতরং পুত্র মানদম্।

‘নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলদেহধারী তোমার পিতা  
বহালয়ে যাত্রা করেছেন। অপরকে সম্মানদানকারী রাজা  
তোমার সেই পিতাকে প্রণাম করো।’

এবমুক্তঃ সমুখায় জগ্ৰাহ চরণৌ পিতৃঃ ॥ ২৪  
ভুজাভ্যাং শীনবৃত্তাভ্যামঙ্গদোহমিতি ব্রবন্।

এইরূপ বললে অঙ্গদ ভূমি থেকে উত্থিত হয়ে, স্থীয়  
ক্ষীত গোলাকার বাহুদ্বয় দ্বারা পিতার চরণ স্পর্শ করে  
বললেন—‘হে পিতা ! আমি অঙ্গদ’।

অভিবাদয়মানং ত্বামঙ্গদং ত্বং যথা পুরা ॥ ২৫  
দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্রোতি কিমর্থং নাভিভাষণে।

তারা পুনরায় বললেন—‘আপনাকে অঙ্গদ প্রণাম  
জানাচ্ছে। আপনি পূর্বে যেমন ‘দীর্ঘায়ু হও পুত্র’—এইরূপ  
বলতেন এখন কেন সেইরকম বলছেন না ?

অহং পুত্রসহায়্য ত্বানুপাসে গতচেতনম্।  
সিংহেন পাতিতং সদ্যো গৌঃ সবৎসেব গোবৃষম্ ॥ ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে কিঙ্কিকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিঙ্কিকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

১/গৃহস্থের যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বী ব্যতীত অসম্ভব। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ও তদনন্তর অবতৃপ্তমানানুষ্ঠান যজমান তাঁর স্বীকৃতি দিয়ে  
করে থাকেন।

‘আমি পুত্রসহ প্রাদহীন-আপনার উপাসনা করি  
যেমন, সিংহ কর্তৃক নিহত বৃষের নিকট গাভী তার কপাল  
নিয়ে যায়।

ইষ্টাঃ সংগ্রামযজেন রামপ্রহরণাঙ্গনা,  
তন্নিয়মমুখে দাতঃ কথং শশা ময়া দিনা ॥ ২৭

‘যুদ্ধরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করে রামচন্দ্রের কপাল  
জল দ্বারা আপনি পত্নী ব্যতীত অবতৃপ্তমান কী করে সম্ভব  
করলেন ?(১)

যা দত্তা দেবরাজেন তব তুষ্টেন সংবৃণে।  
শতকৌষ্ঠীং প্রিয়াং মালাং তাং তে পশ্যামি মে কিম্ ॥ ২৮

‘যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে  
কাঞ্চনমালা দান করেছিলেন, তা এখন কেন দেখতে পাই  
না ?

রাজ্যশ্রীর্ন জহতি ত্বাং গতাসুমপি মানদ।  
সূর্যস্যাবর্তমানস্য শৈলরাজমিব প্রজা ॥ ২৯

‘হে মানদানকারী ! আপনি প্রাণত্যাগ করলে  
রাজলক্ষ্মী আপনাকে ত্যাগ করেননি। যেমন সূর্য অস্তিত  
হলেও শৈলরাজশৃঙ্গে তার আভা বর্তমান থাকে।

ন মে বচঃ পথ্যমিদং ত্বয়া কৃতং  
ন চাশ্মি শক্তা হি নিবারণে তব।

হতা সপুত্রাশ্মি হতেন সংযুগে  
সহ ত্বয়া শ্রীর্বিজহতি মামপি ॥ ৩০

‘পূর্বে আপনি আমার হিতকরবাক্য গ্রহণ করেননি  
আমিও আপনাকে নিবারণ করতে সক্ষম হইনি যুদ্ধে  
আপনার সঙ্গে আমিও সপুত্র হত হলাম। আপনার সঙ্গে  
আমিও রাজলক্ষ্মীহীন হলাম।’

শোকমগ্ন

বেগেন  
ভুক্তিপূমতা

জাত

স্বাতুর্বধেন

অত্যন্ত বেগসম্পন্ন

কিন্তু হতে দেখে বালী

গ্রন্থ প্রত্নতার কারণে

ম বাস্পপূর্ণেন

ক্ষণেন

শ্রাম রামস্য

ভূতৌর্ব

সেই মনসী অগ্র

পুষ্টি দৃষ্টপাত করে, ভূ

করতে করতে ধীর পদ

ম তং সমাসাদ

মুদাত্ত

বহিনঃ

মবহি

ধনুর্ধর, বিষধ

ইহম লক্ষণযুক্ত অঙ্গ

যথা প্রতিজ্ঞাত

কৃত

মমান

ভোগে

মনে

‘হে নরশ্রেষ্ঠ

আপনি সম্পন্ন

হয়েছে। হে রাজ

রাজ্যভোগে নিবৃত্ত

মদ্যঃ মহিষাং

হতে পু

নুপে

ন

‘হে রাম !



## চতুর্বিংশ সর্গ (২৪)

শোকমগ্ন সুগ্ৰীবের প্রাণত্যাগের জন্য শ্রীরামের অনুমতি প্রার্থনা, তারার শ্রীরামের  
নিকট আত্মবধের প্রার্থনা, শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষ্য দান

অমাত বেগেন দুঃসাদেন  
হৃদিশুমভাং শোকমহার্ণবেন  
পশ্যন্তদা বালানুজ্ঞরস্বী  
স্রাতুর্বধেনাপ্রতিমেন তেষে । ১

অত্যন্ত বেগসম্পন্ন গভীর শোকসমুদ্রে তারাকে  
নিমগ্ন হতে দেখে বালীর ছোট ভাই বেগবান সুগ্ৰীবের  
জন্তব্রাতৃহত্যার কারণে অনুতপ্ত হল।

২ বাস্পপূর্ণেন মুখেন পশ্যান্  
ক্ষণেন নির্বিগমনা মনস্বী।

জগাম রামস্য শনৈঃ সমীপং  
ভূতৌর্বতঃ সম্পরিদুয়মানঃ । ২

সেই মনস্বী অশ্রুধারায় সিক্ত মুখে বিষন্ন মনে তারার  
প্রতি দৃষ্টিপাত করে, ভূতা-পরিবৃত হয়ে অন্তরে কষ্ট অনুভব  
করতে করতে ধীর পদক্ষেপে রামচন্দ্রের নিকট গেলেন।

৩ তং সমাসাদ্য গৃহীতচাপ  
মুদান্তমশীবিষতুলাবাণম্

যশস্বিনং লক্ষণলক্ষিতাঙ্গ-  
মবহিতং রাঘবমিতুবাচ । ৩

ধনুর্ধর, বিষধর সর্পতুলা যাঁর বাণ, সেই যশস্বী,  
উত্তম লক্ষণযুক্ত অঙ্গসম্পন্ন রামচন্দ্রকে সুগ্ৰীব বললেন—

যথা প্রতিজ্ঞাতমিদং নরেন্দ্র  
কৃতং হুয়া দৃষ্টফলং চ কর্ম।

যমাদ্য ভোগেষু নরেন্দ্রসুনো  
মনো নিবৃত্তং হতজীবিতেন ॥ ৪

‘হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা  
আপনি সম্পন্ন করেছেন। তার ফলও প্রত্যক্ষগোচর  
হয়েছে। হে রাজপুত্র! হতভাগ্য আমার মন আজ  
রাজ্যভোগে নিবৃত্ত হয়েছে।

অস্যাং মহিষ্যাং তু ভৃশং রুদত্যাং  
পুৱেহতিবিক্রোশতি দুঃখতপ্তে ।

যতে নৃপে সংশয়িতেহজদে চ  
ন রাম রাজ্যে রমতে মনো মে ॥ ৫

‘হে রাম! রাজা বালীর মৃত্যুতে তাঁর মহিষী তারা

ভীষণভাবে রোদন করছেন। পুরবাসীরাও শোকসন্তপ্ত  
চিত্তে ক্রন্দন করছেন কুমার অঙ্গদের জীবনও সংশয়াপন্ন।  
এই কারণে আমার চিত্ত রাজ্য লাভে আনন্দিত হচ্ছে না।  
ক্লেদাদম্বাদতিনিগ্রহাৎ

স্রাতুর্বধো মেহনুমতঃ পুরজাং ।

হতে ত্বিদনীং হরিবৃথপেহস্মিন্

সুতীক্ষ্মমিদ্ধাকুবর প্রভল্যো ॥ ৬

‘পূর্বে অত্যাচারিত হওয়ায় ক্রোধে অসহিষ্ণু হয়ে  
আমি ভ্রাতৃবধের অনুমতি দিয়েছিলাম। এই বানরদলপতি  
নিহত হওয়ায় হে ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ! আমি অত্যন্ত কষ্ট  
অনুভব করছি।

শ্রেয়োহদ্য মন্যো মম শৈলমুখো  
তস্মিন্ হি বাসস্তিরম্ভাম্মকে।

যথা তথা বর্তমতঃ স্ববৃত্ত্যা  
নেমং নিহত্য ত্রিদিবস্য লাভঃ ॥ ৭

‘আজ আমি মনে করছি পর্বতশ্রেষ্ঠ সেই স্বাম্যমূকে  
আমার চিরকাল বাস করাই ভালো হত। যেমন তেমনভাবে  
জন্মানুসারে জীবনযাপনও ভালো ছিল কিন্তু এঁকে (অগ্রজ)  
হত্যা করে আমার স্বর্গলাভও কাম্য নয়।

ন হ্যা জিঘাংসামি চরেতি যন্মা-

ময়ং মহাত্মা মতিমানুবাচ ।

তসৌব তদ্ রাম বচোহনুরূপ-

মিদং বচঃ কর্ম চ মেহনুরূপম্ ॥ ৮

‘এই মহাত্মা যুদ্ধিমান আমাকে বলেছিলেন,  
“তোমার প্রাণহরণ করব না, তুমি ইচ্ছামতো এখান থেকে  
পালিয়ে যাও।” তার সেই সমুচিত আদেশ পালন করাই  
আমার পক্ষে ভালো হত। কিন্তু আপনাকে প্ররোচিত করে  
আমি তাকে হত্যা করলাম। এরূপ কাজ আমার মতো  
অধমের পক্ষেই সম্ভব।

স্রাতা কথং নাম মহাশুণস্য

স্রাতুর্বধং রাম বিরোচয়েৎ ।

রাজ্যস্য দুঃখস্য চ বীর সারং

বিচিন্তয়ন্ কামপুরম্বতোহপি ॥ ৯

'হে বাম ! ভাই কী করে মহাপ্রাণবান অশ্বর ভাইয়ের  
বিনাশ পছন্দ করে ? হে বীর ! রাজাসুখ এবং ভ্রাতৃবধ  
জনিত দুঃখ এই দুয়ের মধ্যে কোনটি সার, ভোগকামনা  
প্রবল হওয়া সত্ত্বেও তা কি বিচার্য নয় ?

বলো হি মে মতো নাসীৎ সমাহার্যাবাতিক্রমাৎ।

মমসীদ্ বুদ্ধিদৌরাত্ম্যং প্রাণহারী বাতিক্রমঃ ॥ ১০

'তিনি আমাকে বধ করতে চাননি, কারণ তাতে তাঁর  
মহাকাহানি ঘটত। আমার বুদ্ধির দোষেই তাঁর প্রাণহারণের  
মতো বাতিক্রমী ঘটনা সংঘটিত হল।

হুম্মশাখ্যবজ্রোহং মুহূর্তং পরিমিষ্টন।

সমুদ্রিহা হুনেনোক্তো ন পুনঃ কর্তুমহসি ॥ ১১

'বৃক্ষশাখা দ্বারা তিনি আমাকে আঘাত করলে  
আমি মুহূর্তের জন্য যখন কাতর হয়েছি, তখন তিনি  
সমুদ্র দিগে বলতেন "পুনরায় এমন কর্ম আর কোরো  
না"।

ভ্রাতৃবধার্ঘ্যভাবচ্চ ধর্মচানেন রক্ষিতঃ।

ময়া ক্রোধচ্চ কামচ্চ কপিহং চ প্রদর্শিতম্ ॥ ১২

'ভ্রাতৃত্ব, অর্ঘ্যভাব এবং ধর্মকে তিনি রক্ষা করেছেন।  
আমি কাম, ক্রোধ এবং বানবোচিত স্বভাবই প্রদর্শন  
করলাম।

অচিন্তনীয়ঃ পরিবর্তনীয়ঃ-

মনীষনীয়ঃ বনবেশ্যীয়ম্।

প্রাপ্তোহস্মি পাপ্শ্রুমানমিদং বয়স্য

ভ্রাতৃবধাৎ স্বাষ্টবধাদিবেদ্রঃ ॥ ১৩

'হে বন্ধু ! বৃত্রাসুরকে বধ করে ইন্দ্র যেমন পাপের  
ভাগী হয়েছিলেন, আমিও তেমনি অনুতপ্তকারী, কল্পনা  
করারও অযোগ্য সদা বর্জনীয় অনীপ্তিত ভ্রাতৃবধজনিত  
পাপের ভাগী হলাম।

পাপ্শ্রুমানমিহস্য মহী জলং চ

বৃক্ষচ্চ কামং জগৃহঃ স্ত্রিয়চ্চ।

কো নাম পাপ্শ্রুমানমিদং সহেত

শাখামৃগস্য প্রতিপত্তুমিচ্ছৎ ॥ ১৪

'ইন্দ্রের পাপ পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীলোকেরা  
গ্রহণ করেছেন। আমার মতো বানরের পাপ কে-ই বা

গ্রহণ করবেন ?

নার্হামি সম্মানমিদং প্রজানাং

ন যৌবরাজ্যং কৃত্ত্বং রাঘব

অধর্মযুক্তং কুলনাশযুক্ত-

মেবংনিধঃ রাঘব কর্ম কৃৎ ॥ ১৫

'হে রাঘব ! অধর্মযুক্ত নিজকুলবিনাশক কর্ম কর  
আমি প্রজাদের নিকট অসম্মাননীয় হয়েছি। আমার যুগ্ম  
পদে অভিগিহিত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। রাজ্যলভ্য  
অসম্ভব।

পাপস্য কর্তাস্মি নিগর্হিতস্য

দুঃস্যা লোকাপকৃতস্য লোকে।

শোকো মহান্ মামভিবর্ততেহয়ং

বৃষ্টের্থা নিয়মিবাসুনেঃ ॥ ১৬

'নিদনীয় পাপকর্মের কর্তা আমি, জগতে বর্হী  
এবং লোকাপকারী রূপে চিহ্নিত। বৃষ্টির জলদ্বারা তেমনি  
নিয়মগামী হয়, ভ্রাতৃহত্যাজনিত মহাশোকে আমার  
তদনুরূপ অবস্থা হয়েছে।

সৌদর্ঘ্যাতাপরগাত্রাবালঃ

সজ্ঞাপহস্তাঙ্কিশিরোবিধাঃ

এনোময়ো মামভিহস্তি হস্তী

দৃষ্টো নদীকূলমিব প্রবৃক্ষঃ ॥ ১৭

'ভ্রাতৃবধ যার শরীরের পশ্চাৎভাগ এবং উজ্জ্বল  
সজ্ঞাপ যার শুণ্ড, নেত্র, মস্তক, দন্ত প্রভৃতি তুল্য-সেই  
মহামদমত্ত গজরাজ নদীতটের ন্যায় আমার চিত্তে আঘাত  
করছে।

অংহো বতেদং নৃবরাবিষহ্যং

নিবর্ততে মে হৃদি সাধুবৃত্তম্।

অগ্নৌ বিবর্ণং পরিতপ্যমানং

কিটুং যথা রাঘব জাতরূপম্ ॥ ১৮

'হে রাঘব ! হে নরবর ! নৃশংস অসহনীয় গুণের  
ফলে আমার হৃদয়ের সাধুবৃত্তি নিষ্কাশিত হচ্ছে-যেন,  
আগুনের তাপে বিবর্ণ সোনার মধ্যে থেকে বাদ ধৌত  
যায় তেমনি আমার হৃদয় থেকে পাপের প্রভাবে সাধুবৃত্তি  
নিষ্কাশনও তদনুরূপ।

হনিস্থপানানা-  
মিদং কুপং রামব মমিমিত্তম্।

অসাদমসাপি চ শোকভাপা-  
দধহিতপ্রাপমিত্তিব মনো ॥ ১৯

‘হে বধুবীর ! মনে হচ্ছে যেন আমার জন্যই এই  
বংশের মহাবলশালী বানরদলপতিবা এমনকী কুমার  
জঙ্গমও শোকে কষ্টে অর্ধমৃত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে।

মুগ্ধ সুলভাঃ সুজনঃ সুবশাঃ  
কুন্তস্ত পুত্রাঃ সদৃশোহঙ্গদেন।

ন চাপি বিদ্যেত স বীর দেশো  
যস্মিন্ ভবেৎ সোদরসমিকর্ষঃ ॥ ২০

‘সুজন এবং অনুগত পুত্র সুলভ কিন্তু অঙ্গদের মতো  
পুত্র কোথায় পাওয়া যায় ? হে বীর ! সহোদর ভাইয়ের  
সান্নিধ্য লাভ করা যায় এমন দেশই কোথায় বা আছে ?  
অদ্যঙ্গদো বীরবরো ন জীবে-

জীবিত মাতা পরিপালনার্থম্।  
বিনা তু পুত্রাঃ পরিতাপদীনা

সা নৈব জীবদিত্তি নিশ্চিতং মে ॥ ২১

‘বীরবর অঙ্গদও আর বাঁচবে না, মা বেঁচে থাকেন  
সন্তানকে পালন করার জন্য ; পরিতাপদীনা তার মা তারা  
তাকে হারিয়ে আর জীবিত থাকবেন না এ বিষয়ে আমার  
কোনো সন্দেহ নেই

সোহং প্রবেক্ষ্যাম্যতিদীপ্তমগ্নিঃ  
ভ্রাতা চ পুত্রো চ সখ্যমিচ্ছন্।

ইমে বিচেষাতি হরিপ্রবীরাঃ  
সীতাং নিদেশে পরিবর্তমানাঃ ॥ ২২

‘অতএব আমি ভাই এবং পুত্রকে সঙ্গ দেবার জন্য  
প্রবলিত অগ্নিতে প্রবেশ করব। এই বানরবীরেরা আপনার  
নির্দেশে সীতাকে অনুসন্ধান করবে।

কুংরং তু তে সেৎসান্তি কার্যমেত-  
ন্যাপ্যাতীতে মনুজেন্দ্রপুত্র।

কুস্যা হস্তারমজীবনার্থঃ  
রামানুজানীহি কৃতাগসং মাম্ ॥ ২৩

‘হে রাজকুমার ! আমার মৃত্যু হলেও আপনার কাজ  
ব্যবস্থাবে সিদ্ধ হবে। কিন্তু কুলহত্যার অপরাধে অপরাধী  
অনি জীবনধারণের যোগ্য নই। আমাকে আপনি অগ্নি-

প্রবেশের অনুমতি করুন।’

ইতোনমার্তস্য রমুপ্রবীরঃ  
প্রজ্ঞা বচো বালিজঘনাজস্য।

সংজ্ঞিতবাস্পাঃ পরবীরহস্তা  
রামো মুহূর্তং বিমনা বভূব ॥ ২৪

বালীর ছোট ভাই সুগ্রীবের এইরূপ কাতবাক্য শুনে  
শত্রুসংহারকাবী বধুকুলবীর শ্রীরামের নয়ন বাস্পাকুল  
এবং হৃদয় মুহূর্তের জন্য অনামনস্ত হল।

তস্মিন্ ক্ষণেহভীক্সমবেক্ষমাণঃ  
কিত্তিক্সমাবান্ ভুবনস্য গোপ্তা।

রামো রুদ্ধাঃ বাসনে নিমগ্নাঃ  
সমুৎসুকঃ সোহং দদর্শ তারাম্ ॥ ২৫

সেই ক্ষণে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল ভুবনের রক্ষক  
রামচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে শোকমগ্না রোদনরতা তারাকে  
বারবার দেখতে লাগলেন।

তাং চারুনেত্রাং কপিসিংহনাথাং  
পতিং সমান্ধিষ্য তদা শয়ানাম্।  
উত্থাপরামাসুরদীনসভাঃ  
মস্ত্রিপ্রধানাঃ কপিরাজপত্নীম্ ॥ ২৬

সিংহতুলা বীর বালীর পত্নী সুনয়না তারা তখন  
পতিকেকে আলিঙ্গন করে ভূতলশায়িনী ছিলেন। উদার  
চিত্তসম্পন্ন বানররাজের সেই রানীকে প্রধান প্রধান মন্ত্রিরা  
তুলে ধরলেন।

সা বিস্মুরজী পরিরভামাণা  
ভর্তৃঃ সমীপাদপনীয়মানা।

দদর্শ রামং শরচাপপাণিং  
স্বতেজসা সূর্যমিব জ্বলন্তম্ ॥ ২৭

পতির নিকট থেকে তাঁকে সরিয়ে নিতে চাইলে তিনি  
সবেগে নিজেকে তাঁদের থেকে মুক্ত করতে উদ্যত হলে  
সম্মুখে স্বতেজে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ধনুর্বাণধারী  
শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে পেলেন।

সুসংবৃতঃ পার্শ্ববলক্ষণৈশ্চ  
তং চারুনেত্রাং মৃগশাবনেত্রা।

অদৃষ্টপূর্বঃ পুরুষপ্রধান-  
ময়ং স কাকুৎস্থ ইতি প্রজজ্ঞে ॥ ২৮

রাজোচিত সুলক্ষণযুক্ত সুনয়নবিশিষ্ট পুরুষপ্রধান



শ্রীরাম, যাকে সেই যুগশাবকনয়না তারা পূর্বে কখনো  
দেখেননি, তাকে রামচন্দ্র বলে জানতে পারলেন।

তসোজ্ঞকল্পস্য দুরাসদস্য

মহানুভাবস্য

সমীপমার্য্য

জ্ঞাত্যতিতূর্ণং বাসনং প্রপন্ন

জগাম তারা পরিবিচুলন্তী ॥ ২৯

অত্যন্ত শোকাকুলা আর্য্য তারা বিহুল অবস্থায়  
আনুখানুভাবে সেই ইন্দ্রতুলা, সুদর্লভ মহানুভব রামচন্দ্রের  
নিকট গেলেন।

তং সা সমাসাদ্য বিমুক্তসত্ত্বঃ

শোকেন

সম্ভ্রান্তশরীরভাবা

মনস্বিনী বাকামুবাচ তারা

রামঃ

রণোৎকর্ষণলক্ষলক্ষ্যম্ ॥ ৩০

সেই বিমুক্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট শ্রীরাম, যিনি  
যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণতাবশত লক্ষ্যভেদে শ্রেষ্ঠ তাঁর নিকটে  
গিয়ে সম্ভ্রান্ত আকৃতিবিশিষ্ট মনস্বিনী তারা বললেন—

ত্বমপ্রমেয়শ্চ

দুরাসদশ্চ

জিতেন্দ্রিয়শ্চোত্তমধর্মকশ্চ

অক্ষীণকীর্তিশ্চ

বিচক্ষণশ্চ

ক্ষিতিক্রমাবান্

কৃতজ্ঞোশমশ্চ ॥ ৩১

‘হে রঘুনন্দন ! আপনি অপ্রমেয় (দেশ, কাল  
প্রভৃতির অতীত) দুর্লভ, জিতেন্দ্রিয়, উত্তম ধর্মের পালক,  
আপনার কীর্তি কখনো ক্ষীণ হয় না, আপনি বিচক্ষণ এবং  
পৃথিবীতুলা ক্ষমাশীল। আপনার অক্ষিযুগল ঈষৎ রক্তবর্ণ।  
ত্বমাস্তবাপাসনবাণপাণি-

মহাবলঃ

সংহননোপপন্নঃ।

মনুষ্যদেহভূদয়ঃ

বিহঙ্গ

দিব্যেন

দেহভূদয়েন

যুক্তঃ ॥ ৩২

‘আপনার হস্তে ধনুর্বাণ, আপনি মহাবলশালী,  
দৃঢ়াসম্পন্ন। মনুষ্যদেহধারী হয়েও আপনি লৌকিক সুখ  
ত্যাগ করে দিব্য ঐশ্বর্যবিশিষ্ট দেহী।

যেনৈব বাপেন হতঃ প্রিয়ো মে

ভেনৈব বাপেন হি মাং জহীহি।

হতা গমিষ্যামি সমীপমস্য

ন মাং বিনা বীর রমেত বালী ॥ ৩৩

‘আপনি যে বাণ দ্বারা আমার প্রিয়তমকে হত্যা

করেছেন, সেই বাণ দ্বারা আমাকেও হত্যা করুন। নতুন  
পরে আমি তাঁর নিকট যাব কারণ, বীর বালী আমাকে  
হাড়া সুখী হবেন না।

স্বর্গেহপি

পশ্যামলপন্নেনত্র

সমেত্যা

সম্প্রেক্ষ্য চ

মামপশ্যন্

ন

হ্যেয

উচ্চাষচতাস্রচূড়া

বিচিত্রবেশাঙ্গরসোহভজিনাং

‘কমললোচন হে রাম ! তিনি স্বর্গে গিয়ে, সর্বা

দৃষ্টিপাত করেও আমাকে দেখতে পাবেন না। এমনকি  
বিচিত্র বেশধারিণী রক্তবর্ণের কুসুমশোভিতা উচ্চ-নীচরসে  
কেশচূড়াবন্ধিতা অঙ্গরাদেবও তিনি ভজনা করবেন না।

স্বর্গেহপি শোকং চ বিবর্ণতাং চ

ময়া

বিনা প্রাস্ম্যতি বীর বালী।

রম্যে

নগেন্দ্রস্য

তটাবকাশে

বিদেহকন্যারহিতো যথা

বসু ॥ ৩৪

‘হে বীর ! বালী আমাকে ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও শোক  
বিবর্ণ হয়ে গেছেন, যেমন বৈদেহী সীতার বিরহে যবন  
পর্বতের সানুদেশে আপনি মনোকষ্ট অনুভব করেছিলেন।

ত্বং বেথ তাবদ্ বনিতাবিহীনঃ

প্রাপ্যোতি

দুঃখং পুরুষঃ কুমারঃ।

তৎ ত্বং প্রজানজ্জহি মাং ন বালী

দুঃখং

মমাদর্শনজং

তজ্জহ ॥ ৩৫

‘স্বীবিহীন যুবাপুরুষেরা যে কষ্ট পেয়ে থাকেন ত  
আপনি জানেন। সেইজন্য আমাকে বধ করুন, যেন বালী  
আমার বিরহে কোনো কষ্ট না পান।

যচ্চাপি মন্যেত ভবান্ মহাত্মা

স্বীঘাতদোষস্ত

ভবেন্ন মহ্যম্

আবেশমসোতি হি মাং জহি ত্বং

ন

স্বীবধঃ

সান্নানুজ্ঞেপ্তপুত্র ॥ ৩৬

‘হে মানবশ্রেষ্ঠপুত্র ! আপনি মহান, আমাকে হত্যা  
করলেও স্বীবধজনিত পাপ আপনাকে স্পর্শ করবে না।  
আমাকে বালীর আত্মা মনে করেই বধ করুন, এতে স্বীহত্যা  
হবে না।

শাক্তপ্রয়োগাদ্ বিবিধাশ্চ বেদা-

দন্যাক্রপাঃ

পুরষস্য

দারায়।

দারপ্রদানাদ্ধি

ন

দানমনাং

প্রদূষাতে  
‘বেদাদি বিভিন্ন প্র  
পুরুষের অভিন্নরূপ,  
পৃথিবীতে জন্ম  
প্রাপ্ত অর্থাৎ কোনো দান  
হলেও মাং তস্য  
চাপি মাং তস্য  
প্রদাস্যে  
জন্মে দানেন ন  
মধর্মযোগঃ  
‘হে বীর ! আপ  
প্রভৃতির নিকটে দান  
আমার প্রাণহানি ঘটলেও  
জ্ঞানমানসামপনীয়া  
মেবংগতাং  
ত্বং হি মাতঙ্গবিলাসগ  
প্রবঙ্গমানান  
বিনা বরাহোত্তমহেম  
চিরং ন  
‘আমি আর্তা, অ  
আপনি হত্যা করতে  
বহুলা শ্রেষ্ঠ সুব  
বিলাসগামী, বানরশ্রেষ্ঠ  
বধ করতে পারব না  
ইত্যেবমুক্ত

ইত

মহ

প্রদীপ্তে জ্ঞানবতাং হি লোকে । ৩৮

‘বেদাদি বিভিন্ন গ্রন্থে শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োগে স্ত্রীনা  
দুর্ভেদ্য অভিন্নরূপ, যাজ্ঞ যজ্ঞাদিতে তাঁদের সমান  
ভবিকার। পৃথিবীতে জ্ঞানী লোকেরা বলেন পত্নী প্রদান  
অপেক্ষা অন্য কোনো দান মহত্তর নয়।

কঃ চাপি মাং তস্য মম প্রিয়স্য  
প্রদাসাসে ধর্মমবেক্ষা বীর।

জনে দানে ন লজ্যসে হু-  
মধর্মযোগঃ মম বীর যাতাৎ । ৩৯

‘হে বীর ! আপনি ধর্মানুসারেই আমাকে আমার  
প্রিয়তমের নিকটে দান করুন। হে বীর ! এই দানের দ্বারা  
আমার প্রশংসাই ঘটবে ও আপনি অধর্মযুক্ত হবেন না  
মার্তমান্যামপনীয়মানা-

মেবংগতাং নার্সি মামহুতুম্।

হঃ হি মাতঙ্গবিলাসগামিনা

প্রবলমানানমৃষভেণ ধীমতা।

বিনা বরার্হোত্তমহেমমালিনা

চিরং ন শক্ষ্যামি নরেন্দ্র জীবিতুম্ ॥ ৪০

‘আমি আর্তা, অনাথা, পতিসামিধ্যবিহীনা ; আমাকে  
আপনি হত্যা করতে পারেন না ? হে নরেন্দ্র ! আমি  
বহুলা শ্রেষ্ঠ সুবর্ণমান্যভূষিত, গজরাজের ন্যায়  
বিলাসগামী, বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে ছেড়ে অধিককাল জীবন-  
ধারণ করতে পারব না।’

ইত্যেবমুক্তস্ত বিভূর্মহাস্থা

তারাঃ সমাস্থাস্য হিতং বভাষে।

যা বীরভাৰ্ঘ্যে বিমতিং কুরুষ

লোকো হি সর্বো বিহিতো বিধাতা ॥ ৪১

তারা এইরূপ বলার পরে মহাস্থা প্রভু রামচন্দ্র তাঁকে  
আশ্রয় করার জন্য হিতকর উপদেশ দিলেন—‘হে বীরপত্নী !  
এইরূপ নিচলিত হোয়ো না, এই জগতে সবকিছুই বিধাতার  
নিয়মে হয়।

তং টেন সর্বং সুখদুঃখযোগং

লোকেহ্রস্বীৎ তেন কৃতং বিধাতা।

ত্রয়োহপি লোকা বিহিতং বিধানং

নাতিক্রমন্তে বশগা হি তস্য ॥ ৪২

‘বিধাতাই সমস্ত সংসারে সুখ-দুঃখকে যুক্ত  
করেছেন। সাধারণ লোকও বলে থাকেন যে, সেই  
বিধাতাই সবকিছু করেন। ত্রিলোকের প্রাণীগণ তাঁর বিধান  
লঙ্ঘন করতে অক্ষম, কারণ সকলেই তাঁর বশীভূত।

প্ৰীতিং পরাং প্রাক্ষ্যসি তাং তথৈব

পুত্রশ্চ তে প্রাক্ষ্যতি যৌবরাজ্যম্।

যাত্ৰা বিধানং বিহিতং তথৈব

ন শূরপত্ন্যাঃ পরিদেবয়ন্তি ॥ ৪৩

‘তোমার পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে, তুমি  
পূর্ববৎ পরমপ্ৰীতি লাভ করবে। এইসবকিছুই বিধাতার  
বিধান বলে জানো। বীরপত্নীরা এইরূপ রোদন করেন  
না।’

আশ্বাসিতা তেন মহাস্থনা তু

প্রভাবযুক্তেন পরজ্ঞপেন।

সা বীরপত্নী ধ্বনতা মুখেন

সুবেশরূপা বিররাম তারা ॥ ৪৪

শত্রুসন্তাপকারী প্রভাবশালী মহাস্থা শ্রীরামের এইরূপ  
সান্ত্বনা দানের পরে সেই বীরপত্নী, সুবেশা, রূপসি তারা  
বিলাপ বন্ধ করলেন।

ইত্যৰ্বেশ্রীমদ্রামায়ণে বাস্তুকীয়ে আদিকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥





শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায়াং অষ্টমোঃ অধ্যায়ঃ ১৪  
সেবকদেব আত্মা দিন — বালীর দাহকার্ণব জন্য

এক শুকনো কাঠ এবং দিব্যচন্দন সংগ্রহ করে আনুক।

দীনঃ স্বমঙ্গলঃ দীনচেতসম্।

কুবালিশবুদ্ধিঃ স্বদধীনমিদং পুরম্ ১৫

আপনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকবেন না। সুঃখী, শোক হাতের অঙ্গদকে আপনি সাধুনা দিন। এখন রাজপুত্রী রম্যার অধীন।

রাজকন্যামালাঃ বস্ত্রাদি বিবিধানি চ।

কুঃ তৈলমখো গন্ধান্ যাচ্চ সমনন্তরম্ ১৬

অঙ্গদও বিবিধ বস্ত্র, মালা, ঘৃত, তৈল, গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য যা কিছু এখন প্রয়োজনীয় তা নিয়ে আসুন।

হঃ তার শিবিকাঃ শীঘ্রমাদায়াগ্হেসম্প্রমাৎ।

হাঃ গণবতী যুক্তা হ্যস্মিন্ কালে বিশেষতঃ ১৭

‘হে তার’! আপনি অত্যন্ত দ্রুত গিয়ে একটি শিবিকা নিয়ে আসুন। এখন দ্রুততাও এক বিশেষ গুণসম্পন্ন কর্ম।

সঙ্গীতঃ প্রবণাঃ শিবিকাবাহনোচিতাঃ।

সমর্থা বালিনশ্চৈব নিহরিষ্যন্তি বালিনম্ ১৮

‘শিবিকা উত্তোলনপূর্বক ভাববহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম বানরেরা আপনারা তৈরি হন। সক্ষম বানরেরা বালীকে নিয়ে শ্রাশানে চলুন।’

এযমুস্তা তু সুগ্রীবঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।

তসৌ ভ্রাতৃসমীপস্থো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ১৯

সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী সৌমিত্র সুগ্রীবকে এইরূপ বলে শত্রুনিধনকারী লক্ষ্মণ আপন জ্যেষ্ঠের পাশে দণ্ডায়মান হলেন।

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা তারঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ।

প্রবেশে গুহাঃ শীঘ্রং শিবিকাসঙ্কমানসঃ ২০

লক্ষ্মণের কথা শুনে তার বাস্তবচক্ষে শিবিকা আনয়নের জন্য অতিসত্বর গুহায় প্রবেশ করলেন।

আদায় শিবিকাং তারঃ স তু পর্যাপত্তং পুনঃ।

বানরৈক্লেশ্যমানাঃ তাং শূরৈরুদ্বাহনোচিভৈঃ ২১

শিবিকা উত্তোলনে সক্ষম বীর বানরদের সাহায্যে তা তুলে নিয়ে তার পুনরায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

বিব্যাং ভদ্রাসনযুতাঃ শিবিকাঃ সান্দনোপমাম্।

পশ্চিমমভিরাচিভাঃ

ক্রমকর্মবিভূষিতাম্ ২২

দ্বিবা বথতুলা সুন্দর আসনবিশিষ্ট বেগবান অনুপম এই শিবিকাগাত্রে ছিল অপূর্ব কারুকার্য ; পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির কাক শোভামণ্ডিত।

আচিভাঃ চিত্রশশীভিঃ সুনির্নিষ্টাঃ সমন্ততঃ।

নিমানমিষ সিদ্ধানাং জালবাতায়নাত্মাম্ ২৩

চতুর্দিক নানা চিত্রদ্বারা সুন্দরভাবে চিত্রিত শিবিকার বাতায়ন জালিকার আবরণে আচ্ছাদিত। এর সৌন্দর্য দ্বিবা-বিমানতুলা।

সুনিগুপ্তাঃ নিশালাঃ চ সুকৃতাঃ শিল্পিভিঃ কৃতাম্।

দারুশর্বতকোশেভাঃ চারুশর্বপরিস্ফুটাম্ ২৪

যনোরম শিল্পকর্মে সুশোভিত কাষ্ঠনির্মিত এই যানটিতে কাঠের পর্বত প্রস্তুত করা হয়েছে। সুবিশাল এই শিবিকা নির্মাণে শিল্পীরা ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান।

বারাভরণহারৈশ্চ চিত্রমাল্যোপশোভিতাম্।

গুহাগহনসংহরাঃ রক্তচন্দনভূষিতাম্ ২৫

সুন্দর অলঙ্কার দ্বারা একে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। নানাবিধ পুষ্পমালা এর সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেছিল। শিল্পী-সৃষ্ট গুহা ও বনের সংযুক্ত লালচন্দনদ্বারা শিবিকাটি বিভূষিত ছিল।

পুষ্পপৌষৈঃ সমভিচ্ছমাঃ পদ্মমালাভিরেব চ।

তরুশাদিতাবর্ণাভিভ্রাজমানাভিরাবৃত্তাম্ ২৬

নানাবিধ পুষ্পসমূহদ্বারা সমাচ্ছন্ন নবরত্নতুলা বর্ণ ও শোভাবিশিষ্ট পদ্মফুলের মালাদ্বারা শিবিকাটি সমালঙ্কৃত।

ঈদৃশীঃ শিবিকাং দৃষ্ট্বা রামো লক্ষ্মণমববীৎ।

ক্ষিপ্ৰং বিনীয়তাং বালী প্রেতকার্যং বিধীয়তাম্ ২৭

এইরূপ শিবিকা দেখে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন, ‘সত্ত্বর বালীকে শ্রাশানভূমিতে নিয়ে গিয়ে প্রেতকার্য (ঔর্ধ্বদেহিক) সম্পন্ন করো।’

ততো বালিনমুদাম্য সুগ্রীবঃ শিবিকাং তদা।

আরোপয়ত বিক্রোশমঙ্গদেন সইহব তু ২৮

তখন সুগ্রীব অঙ্গদের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বালীর শবদেহ উত্তোলন করে শিবিকায় স্থাপন করলেন।

আরোপ্য শিবিকাং চৈব বালিনং গতজীবিতম্।

অলংকারৈশ্চ বিবিধৈর্মাল্যৈর্বৈশ্চ ভূষিতম্ ২৯

(১) বালীর বানরবাহিনীর একজন অন্যতম সদস্য।

মৃত বালীকে শিবিকায় আরোপিত করে তাঁকে  
নানাবিধ মালা, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত  
করলেন।

অজ্ঞাপনঃ তদা রাজা সুগ্রীবঃ প্রবগেশ্বরঃ।

ঔর্ধ্বদেহিকমার্ষ্যঃ ক্রিয়তামনুকূলতঃ॥ ৩০

তখন বানবাধিপতি রাজা সুগ্রীব আদেশ দিলেন  
— ‘বলী ঔর্ধ্বদেহিক কার্য শাস্ত্রসম্মত বিধি অনুসারে  
সম্পাদিত হোক।

বিশ্রাণয়ন্তো রত্নানি বিবিধানি বহুনি চ  
অত্রতঃ প্রবগা যান্ত শিবিকা তদনন্তরম্। ৩১

‘অত্র বানবো নানাবিধ বহু রত্ন বিতরণ করতে  
করতে অগ্রসর হউক। পরে শিবিকা তাদের অনুসরণ  
করবে।

রাজাম্বুধিশেষা হি দৃশ্যন্তে ভুবি যাদৃশাঃ।  
তাদৃশৈরিহ কুর্বন্ত বানরা ভর্তৃসংক্রিয়াম্॥ ৩২

‘এই পৃথিবীতে রাজাদের অগ্রিমসংস্কার পূর্বে যেমন  
অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি তোমাদের প্রভু বালীর ক্ষেত্রেও  
তেমনি আয়োজন করো।’

তাদৃশং বালিনঃ ক্রিপ্রং প্রাকুর্বৌর্ধ্বদেহিকম্।  
অঙ্গনং পরিরজাশু তারপ্রভৃতয়ন্তথা। ৩৩

ক্রোশন্তঃ প্রযয়ুঃ সর্বে বানরা হতবাক্তবাঃ।  
তখন তার প্রভৃতি বানরেরা ঔর্ধ্বদেহিক বালীর  
মৃতদেহ উত্তোলন করলেন। সকল হতবাক্তব বানরেরা  
অঙ্গদকে আলিঙ্গন করে দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হলেন।

ততঃ প্রণিহিতাঃ সর্বা বানর্যোহস্য বশানুগাঃ॥ ৩৪  
চক্ষুর্বারীরবীরেতি ভূয়ঃ ক্রোশন্তি তাঃ প্রিয়ম্

বালীর অধীনস্থ বানরীরাও সকলে ‘হা বীর ! হা  
বীর !’ শব্দে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে  
লাগলেন।

তারাপ্রভৃতয়ঃ সর্বা বানর্যো হতবাক্তবাঃ॥ ৩৫  
অনুজগ্মুশু তর্তারং ক্রোশন্ত্যঃ করুণস্থনাঃ।

তারা প্রভৃতি হতবাক্তব বানরীরা করুণস্বরে রোদন  
করতে করতে ভর্তার যাত্রাপথের অনুগমন করলেন।

তাসাং ক্রুদ্ধিতশাঙ্কেন বানরীণাং বনান্তরে॥ ৩৬  
বনানি গিরয়শ্চৈব বিক্লোশস্তীব সর্বতঃ।

বনে-বনান্তরে সেই বানরীদের রোদনশব্দে  
মনে হচ্ছিল যেন সকল পর্বত এবং বনভূমিসমূহও

রোদন করছে

পুলিনে গিরিনদ্যান্ত শিবিক্তে জলসংযুগে॥ ৩৭  
চিত্তাং চক্ষুঃ সুদৃশনো বানরা বনচরিশঃ।

পার্বত্য নদীর তীরে নির্জনে জলবেগিষ্ঠ একস্থানে  
বহুসংখ্যক বনচারী বানরেরা একটি চিত্তা রাজ্য করেছেন।  
অন্যোপা্য ততঃ ক্ষুদ্রাচ্ছিবিকাঃ বানরোত্তমাঃ॥ ৩৮  
তত্বুরেকান্তমাপ্রিতা সর্বে শোকপরায়ণাঃ।

বানরপ্রমত্তরা তখন সেইস্থানে কাঁদ থেকে শিবিকার  
অন্যোপাণ করলেন, সেই শোকাক্ত বানরবো একত্রে  
অনুগমন করতে লাগলেন।

ততস্তারা পতিং দৃষ্টা শিবিকাতলশায়িনম্॥ ৩৯  
আরোপাশ্বে শিরস্ত্রয় বিললাপ সুদৃশিভ্যঃ।

অনন্তর তারা শিবিকায় শায়িত পতির (পতি  
শব্দেই) দেখে তার মস্তক গ্রীষ্ম ক্রোড়ে ছাপন করে অঙ্গ  
দুঃখের সঙ্গে বিলাপ করতে লাগলেন—

হা বানরমহারাজ হা নাথ মম বংশঃ॥ ৪০  
হা মহার্ষি মহাবাহো হা মম প্রিয় পশ্যাম্  
জনং ন পশ্যামীং ত্বং কস্মাচ্ছোকান্তিশীভিতম্॥ ৪১

‘হায় বানরমহারাজ ! হায় আমার প্রণয়বান প্রভু !  
হায় আমার পরমপূজনীয় মহাবীর ! হায় আমার প্রিয় !  
আমাকে দেখুন। আপনি কেন এই শোকার্ত আমাকে  
দেখছেন না !

প্রহস্টমিহ তে বক্ত্ব্যং গতাসোরপি মানস।  
অস্তাক্রসমবর্ণং চ দৃশ্যতে জীবতো বধ্যঃ॥ ৪২  
‘হে মানদানকারী ! প্রাণবিয়োগ হলেও আপনার মূহ  
জীবিত অবস্থার মতোই প্রসন্ন এবং অস্তাক্রসগামী মূহের  
মতোই উজ্জ্বল।

এষ ত্বাং রামরূপেণ কালাঃ কষতি বানর।  
যেন স্ম বিধবাঃ সর্বাঃ কৃত্য একেশুণা রণে॥ ৪৩  
‘রামের রূপধারী স্বয়ং কালই আপনাকে সংহার  
করলেন। যুদ্ধে তাঁর একটি বাণেই আমরা সকলে বিধবা  
হলাম।

ইমাত্মান্তব রাজেন্দ্র বানর্যোহপ্রবগান্তব।  
পাদৈর্বিকৃষ্টমধ্বানমাগতাঃ কিং ন বুধ্যসে॥ ৪৪

‘হে রাজেন্দ্র ! এরাই সেই আপনার বানরীরা  
উল্লম্বগামী না হয়ে পদব্রজে অতিদূর পথ অতিক্রম করে  
এসেছেন, আপনি কি বুঝতে পারছেন না ?

একটা নমু চেষ্টমা  
নকসে কস্মাৎ  
‘হে বানররাজ ! ‘আপ  
নকসে উপস্থিত। সুগ্রীবস  
‘হে বানর না ?  
‘হি সচিবা  
‘হে রাজন ! এই তা  
‘এই পূর্ববাসীজনের  
পূর্ববর্তন করে আছেন।  
‘সচিবান  
‘সচিবান  
‘হে শত্রুদমনকারী  
‘শত্রুদে বিদায় জানান। ত  
‘এই বনে খেলা করি।  
‘বিলপতীঃ তার  
‘আপত্তি স্ম তদা  
‘পতিশোকে ব্যাকুল  
‘নব, অন্যান্য বানরীর  
‘উত্তোলন করলেন।  
‘সুগ্রীব ততঃ সার্ধং  
‘চিত্তারোপয়ামাস  
‘অতঃপর অঙ্গদ  
‘কর্তে সুগ্রীবের সহায়ত  
‘আরোপিত করলেন।  
‘অতঃপুঃ বিধিবদ্ দ

ইত্য  
মহর্ষি

ভবেষ্টা ননু চৈবেমা অর্য্যশচ্ছনিজাননাঃ ।  
দৈনীং নেক্সে কস্মাৎ সুগ্রীবং প্রবগেশ্বর ॥ ৪৫

‘হে বানররাজ ! আপনার প্রিয়া চন্দ্রবদনা পত্নীবা  
কলেই উপস্থিত। সুগ্রীবসহ সকলকে আপনি কেন  
দেখছেন না ?

এত হি সচিবা রাজ্ঞস্তারপ্রভৃতয়ন্তব ।  
পুরবাসিনশ্চায়ং পরিবার্ষ বিদীদতি ॥ ৪৬

‘হে রাজন্ ! এই তার প্রভৃতি আপনার সচিবেরা  
এবং এই পুরবাসীজনেরা বিষয় চিন্তে আপনাকে  
পরিবেষ্টন করে আছেন।

দিস্রষ্ট্রয়নান্ সচিবান্ যথাপুরমিরিন্দম ।  
তজা ক্রীড়ামহে সর্বা বনেষু মদনোৎকটাঃ ॥ ৪৭

‘হে শত্রুদমনকারী ! আপনি পূর্বের ন্যায় এই  
সঙ্গদের বিদায় জানান। অনন্তর আমরা সকলে প্রেমোন্মত্ত  
হয়ে এই বনে খেলা করি।’

এবং বিলপতীং তারাং পতিশোকপরীবৃত্তাম্ ।  
উপায়স্তি স্ম তদা বানর্যঃ শোককর্ষিতাঃ ॥ ৪৮

পতিশোকে ব্যাকুলা তারাকে এইরূপ বিলাপ করতে  
দেখে, অন্যান্য বানরীরা তখন শোকাক্ত হয়ে তাকে  
উদ্ভাটন করলেন।

সুগ্রীবো ততঃ সার্বং সোহৃদঃ পিতরং রুদন্ ।  
চিত্তমারোপয়ামাস শোকেনাভিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৯

অতঃপর অঙ্গদ শোকসন্তপ্ত চিন্তে রোদন করতে  
করতে সুগ্রীবের সহায়তায় চিত্তার উপরে পিতার দেহ  
আরোপিত করলেন।

ততোহগ্নিং বিধিবদ্ দত্ত্বা সোহপসব্যং চকার হ ।

পিতরং দীর্ঘমুখানং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫০

তারপরে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে চিত্রায় অগ্নিসংযোগ  
করে পবিত্রতা করলেন। পিতা সুদীর্ঘ যাত্রায় প্রস্থান  
করেছেন এই কথা ভেবে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ শোকে ব্যাকুল  
হয়ে উঠল।

সংস্রুতা বালিনং তং তু বিধিবৎ প্রবগর্ষভাঃ ।  
আজগুরুদকং কর্তুং নদীং শুভজলাং শিবাম্ ॥ ৫১

এইরূপ বিধিসম্মতভাবে বালীর দাহকার্য সম্পন্ন  
করে সকল বানরপ্রধানেরা জল দ্বারা তাঁর তর্পণ করার জন্য  
পবিত্র জলবিশিষ্টা তুঙ্গভদ্রা নদীতে এলেন।

ততস্তে সহিতাত্তত্র হৃদদং হৃদ্য চগ্রতঃ ।  
সুগ্রীবভারাসহিতাঃ সিম্বিচূর্বাদরা জলম্ ॥ ৫২

তখন অঙ্গদকে সম্মুখে রেখে সমস্ত বানরেরা সুগ্রীব  
এবং তারার সঙ্গে বালীর জন্য একত্রে জলাঞ্জলি দিলেন।

সুগ্রীবোণেব দীনেন দীনো ভূত্বা মহাবলঃ ।  
সমানশোকঃ কাকুৎস্থঃ প্রেতকার্য্যণ্যাকারয়ৎ ॥ ৫৩

দুঃখী সুগ্রীবের সঙ্গে মহাবলী শ্রীরামচন্দ্র সমান দুঃখী  
হয়ে বালীর প্রেতকার্য্যাদির ব্যবস্থা করলেন।

ততোহথ তং বালিনমগ্ন্যপৌরুষং  
প্রকাশমিক্ষাকুবরেষুণা হতম্ ।

প্রদীপ্য দীপ্তাগ্নিসমৌজসং তদা  
সলক্ষণং রামমুপেয়িবান্ হরিঃ ॥ ৫৪

এইভাবে ইক্ষাকুবংশের শিরোমণি রাম কর্তৃক নিহত  
অগ্রগণ্য বীর প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বী বালীকে  
দাহসংস্কার করে বানর সুগ্রীব রাম ও লক্ষণের নিকটে  
এলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥



## ষড়বিংশ সর্গ (২৬)

সূত্রীবের অভিষেক নিমিত্ত কিঙ্কিয়ার প্রবেশের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে হনুমানের প্রার্থনা, নগরীতে প্রবেশ না করে কেবল অভিষেকের অনুমতি দান, অতঃপর সূত্রীব এবং অঙ্গদের অভিষেক

ততঃ শোকান্তিসম্পন্নঃ সূত্রীবাঃ ক্রিয়বাসসম্।  
শাখামৃগমহামাত্রাঃ পরিবার্যোপতস্থিরে॥ ১  
অভিগমা মহাবাহুঃ রামমক্টিকারিণম্।  
হিতাঃ প্রাজ্ঞশয়ঃ সর্বে নিজামহমিবর্ষয়ঃ॥ ২

তদনন্তর বানরপ্রধানেরা শোকসম্পূর্ণ সিক্তবসনাবৃত সূত্রীবেকে পরিবেষ্টন করে, মহাবলশালী অক্টিকর্মা (যিনি অন্যায়সে মহান কর্ম সাধন করেন) রামচন্দ্রের নিকট এসে কৃতজ্ঞনিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হলেন : যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট মহাবীরা উপস্থিত হন।

ততঃ কাঞ্চনশৈলাভরুণার্কনিভাননঃ।  
অরবীং প্রাজ্ঞলিবার্কাং হনুমান্ মারুতারজঃ॥ ৩

তখন সুবর্ণময় মেরুপর্বতের তুল্য সুন্দর এবং বিশালদেহী প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আননবিশিষ্ট মরুৎ-পুত্র হনুমান কৃতজ্ঞনিবদ্ধ হয়ে বললেন—

তবঃ প্রসাদাং কাকুৎস্থঃ পিতৃশৈতামহং মহং।  
বানরাণাং সুদংষ্ট্রাণাং সম্পন্নবলশালিনাম্॥ ৪  
মহাক্ষনাং সুদুস্ত্রাণাং প্রাপ্তং রাজমিদং প্রভো।  
তবতা সমনুজাতাঃ প্রবিশ্য নগরং শুভম্॥ ৫  
সংবিধাস্যতি কার্যশি সর্বাশি সসুহৃদগণাঃ।

‘হে কাকুৎস্থ ! আপনার আশীর্বাদে অত্যন্ত বলবান সুন্দর দন্তযুক্ত বানরদের পিতৃপিতামহ কর্তৃক সৃষ্ট মহাত্মাদের সুদুস্ত্রাণ্য বিশাল এই রাজ্য সূত্রীব লাভ করেছেন। হে প্রভু ! আপনার অনুমতি লাভ করলে এই কল্যাণময় নগরে প্রবেশ করে সূত্রীব সুহৃদদের সঙ্গে নিয়ে সকল কার্যভার গ্রহণের দায়িত্ব পালন করুন।

স্নাতোহরঃ বিবিধৈর্গন্ধৈরৌষধৈশ্চ যথাবিধি॥ ৬  
অর্চয়িষ্যতি মালৈশ্চ রত্নৈশ্চ দ্বাং বিশেষতঃ।  
ইমাং গিরিগুহাঃ রম্যামভিগম্যঃ তুমহসি॥ ৭  
কুরুষ্ব যামিসম্বন্ধঃ বানরান্ সম্প্রহর্ষয়।

‘শান্ত্রুবিধি অনুসারে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য এবং ওষধি মিশ্রিত জলে তিনি স্নান করে আপনাকে মালা এবং রত্নদ্বারা বিশেষভাবে অর্চনা করবেন। অতএব রমণীয় এই গিরিগুহায় প্রবেশ কবতে ইচ্ছা করুন, এবং তাঁকে এই

রাজ্যের কর্তৃত্ব অর্পণ করে বানরদের আনন্দবর্ধন করুন।  
এবমুক্তো হনুমতা রাঘবঃ পরীকীর্তনঃ।  
প্রতুবাচ হনুমন্তঃ বুদ্ধিমান্ বাক্যকোবিন্দ।

হনুমান এইরূপ বললে শত্রুমর্দনকর্তা বক্রবাক্য বুদ্ধিমান রঘুবীর তাঁকে প্রত্যাশ্রয়ে বললেন—  
চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য গ্রামঃ বা যদি বা পুত্রঃ।  
ন প্রবেক্ষ্যামি হনুমন্ পিতৃনির্দেশপালক।

‘হে সৌম্য হনুমান ! আমি পিতৃআজ্ঞানুসারে চতুর্দশ বৎসর যাবৎ কোনো গ্রামে বা নগরে প্রবেশ কর না।

সুসমৃদ্ধাঃ গুহাঃ দিব্যাঃ সূত্রীবো বানরবর্জাঃ।  
প্রবিষ্টো বিধিবদ্ বীরঃ ক্ষিপ্ৰং রাজ্যোহভিহিতাম্।

‘বানরশ্রেষ্ঠ সূত্রীব সুসমৃদ্ধ এই দিব্যগুহায় প্রবেশ করুন। দ্রুততার সঙ্গে বিধিসম্মতভাবে অতিষেক করুন তুমি সম্পন্ন করো।’

এবমুক্তা হনুমন্তঃ রামঃ সূত্রীবমুদ্বীকঃ॥ ১১  
বৃদ্ধজ্ঞো বৃদ্ধসম্পন্নমুদারবলবিক্রমঃ।

ইমমপ্যঙ্গদং বীরং যৌবরাজ্যোহভিষমঃ॥ ১২  
হনুমানকে এইরূপ বলে শ্রীরাম সূত্রীবেকে বললেন—

—‘আপনি জ্ঞানী : জ্ঞানসম্পন্ন উদার, কবচ পরাক্রমশালী, বীর এই অঙ্গদকে আপনি যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করুন।

জ্যেষ্ঠস্য হি সুতো জ্যেষ্ঠঃ সদৃশো বিক্রমেশ চ।  
অঙ্গদোহয়মদীনাত্মা যৌবরাজ্যসা ভাষনম্॥ ১৪

‘আপনার জ্যেষ্ঠপ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্র পরাক্রমে পিতৃতুল্য, উদারমনস্ক এই অঙ্গদ যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য।

পূর্বোহয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগম্য।  
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিক সংজিভাঃ॥ ১৬

‘হে সৌম্য ! বর্ষাকাল সংজ্ঞক চার মাস সলিলাগম্য প্রথম মাস শ্রাবণ সমুপস্থিত হয়ে বার্ষিক অঙ্গদ করেছে।

নায়মুদ্যোগসময়ঃ প্রবিশ স্বঃ পুরীং শুভম্।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় রামায়ণ  
সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

গিরিগুহা রম্য  
সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

সৌম্য  
প্রবেশ করুন।

১৫ বিনঃ সহস্রাবাহঃ সৌম্য পর্বতে সহলক্ষণঃ ॥ ১৫  
এখন বনোন্মেষ উপযুক্ত সময় নয়। আপনি এই  
কক্ষপূর্তি পূর্তিতে প্রবেশ করুন। আমি লক্ষণের সঙ্গে এই  
বাক্য বসব।

১৬ বিবিশ্ব রম্যা বিশালা যুক্তমাক্রজা।  
কুসুমিলা সৌম্য প্রভূতকমলোৎপলা ॥ ১৬  
এই পর্বতান্তরা আয়তনে বড়, সুন্দর, পর্যাপ্ত  
হস্তযুক্ত। হে সৌম্য সুগ্রীব! এখানে প্রচুর পদ্মফুলে  
বৈষ্ণব চলাশয় আছে।

১৭ হস্তিক সমনুপ্রাতে হুঃ রাবণবধে যত।  
১৮ নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশ হুঃ সমালয়ম্ ॥ ১৭  
হস্তিকের সমনুপ্রাতে হুঃ রাবণবধে যত।  
১৮ নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশ হুঃ সমালয়ম্ ॥ ১৭  
হস্তিকের সঙ্গে চ সুহৃদঃ সম্প্রহর্ষয়।

হে সুগ্রীব! এখন রাবণবধের উপযুক্ত সময় নয়।  
হস্তিক হাস উপস্থিত হলে এই বিষয়ে যত্নবান হব। এখন  
কক্ষপূর্তি প্রবেশ করুন। রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে  
সুহৃদদের আনন্দবর্ধন করুন।

১৮ রামাভ্যুজাতঃ সুগ্রীবো বানরবর্ষভঃ ॥ ১৮  
প্রবেশ পুরীঃ রম্যাঃ কিষ্কিন্ধ্যাং বালিপালিতাম্।

এইভাবে শ্রীরাম কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে বানরশ্রেষ্ঠ  
সুগ্রীব বনীর দ্বারা পালিত রমণীয়া কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবেশ  
করলেন।

১৯ বানরসহস্রাশি প্রবিষ্টঃ বানরেশ্বরম্ ॥ ১৯  
অসির্ষ্য প্রবিষ্টানি সর্বতঃ প্রবগেশ্বরম্।

হাজার হাজার বানরও বানরেশ্বরের সঙ্গে গুহায়  
প্রবেশ করলেন। তাঁরা সকলে বানরাধিপতিকে চতুর্দিক  
থেকে বেষ্টিত করলেন।

২০ প্রকৃতয়ঃ সর্বা দুষ্টা হরিগণেশ্বরম্ ॥ ২০  
নম্য নৃপা পতিতা বসুধায়ঃ সমাহিতাঃ।

অনন্তর বানররাজকে দর্শন করে সকল প্রজারা  
হৃদিত মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম জানালেন।

২১ প্রকৃতিঃ সর্বাঃ সম্ভাষোৎথাপ্য বীর্যবান্ ॥ ২১  
হৃদয়ঃ পুরঃ সৌম্যঃ প্রবিবেশ মহাবলঃ।

বীর্যবান মহাবলশালী সুগ্রীব প্রজাবৃন্দকে উত্থানের  
হুঁচকি নিয়ে এবং সম্ভাষণ করে অগ্রজের সুরম্য অন্তঃপুরে  
প্রবেশ করলেন।

প্রবিষ্টঃ ভীমবিজ্ঞানঃ সুগ্রীবঃ বানরবর্ষভম্ ॥ ২২  
অভ্যধিষ্ণুঃ সুহৃদঃ সহস্রাক্ষমিবামরাঃ।

ভয়ংকর পরাক্রমশালী বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে প্রবেশ  
করতে দেখে সুহৃদবৃন্দ তাঁকে অভিষিক্ত করলেন, যেমন  
দেবতারা সহস্রলোচন ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন।

২৩ তস্য পাণ্ডুরমাজ্জহুঃ হেমপরিম্বতম্ ॥ ২৩  
শুক্রো চ বালবাজনে হেমদণ্ডে যশস্করে।

তথা রত্নানি সর্বাণি সর্ববীজৌষধানি চ ॥ ২৪  
সকীরাকাং চ বৃক্ষাণাং প্ররোহান্ কুসুমানি চ।

শুক্রানি চৈব বস্ত্রাণি শ্বেতঃ চৈবানুলেপনম্ ॥ ২৫  
সুগন্ধীনি চ আল্যানি হৃলজানামুজানি চ।

চন্দনানি চ দিব্যানি গন্ধাংশ্চ বিবিধান্ বহুন্ ॥ ২৬  
জঙ্ঘতঃ জাতরূপং চ প্রিয়দুঃ মধুসপিধী।

দধি চর্ম চ বৈরাগ্যঃ পরার্থো চাপ্যুপানহৌ ॥ ২৭  
সমালম্বনমাদায় গোরোচনং মনঃশিলাম্।

আজগৃহ্যস্তত্র মুদিতা বরাঃ কন্যাশ্চ ষোড়শ ॥ ২৮  
শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণমণ্ডিত ছাতা, সুবর্ণদণ্ডবিশিষ্ট

দুটি শ্বেতশুভ্র চামর, সকল প্রকারের রত্ন, সকল বীজ,  
ওষধিসমূহ, ক্ষীরবান বৃক্ষবাজির অক্ষুর এবং পুষ্প শুক্ল  
বস্ত্রসমূহ, শ্বেত অনুলেপন, হুলজ এবং জলজ সুগন্ধী  
ফুলের মালা, দিব্যচন্দন, বহুবিধ গন্ধদ্রব্য, অক্ষত  
(আতপ চাল), সোন, অশ্বখ পাতা, মধু, ঘৃত, দধি,  
বায়ুচর্ম, শ্রেষ্ঠ চর্মপাদুকা, অঙ্গুরাগসমূহ, গোরোচনা<sup>(১)</sup>,  
মনঃশিলা<sup>(২)</sup>, ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ে সকলে সেখানে  
উপস্থিত হলেন, তৎসহ এলে আল্লাদিতা ষোলোজন  
সুন্দরী কন্যা।

ততস্তে বানরশ্রেষ্ঠমভিষেকুঃ যথাবিধি।  
রত্নৈর্বৈজ্ঞৈশ্চ ভৈক্ষৈশ্চ তোষয়িত্বা বিজ্ঞর্ষভান্ ॥ ২৯

তদনন্তর তাঁরা সকলে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের  
অভিষেকের জন্য শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি অনুসারে শ্রেষ্ঠ  
ব্রাহ্মণদের বিবিধ রত্ন, বস্ত্র, ভোজ্যদ্রব্যাদি দ্বারা সম্ভটি  
বিধান করলেন।

ততঃ কুশপরিষ্ঠীর্ণঃ সমিদ্ধঃ জাতবেদসম্।  
মন্ত্রপুতেন হবিষা হুত্বা মন্ত্রবিদো জনাঃ ॥ ৩০

মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিতেরা কুশাস্তীর্ণ প্রদীপ্ত অগ্নিতে মন্ত্রপুত

<sup>(১)</sup> গো হস্ত ছাত নিপ্তিমান হুবা বিশেষ।

<sup>(২)</sup> রত্নবর্ণ উপহাতু বিশেষ।



দুত্বারা আত্মপ্রদান করলেন।

ততো হেমপ্রতিষ্ঠানে বন্যভরণসংবৃত্তে।  
প্রাসাদশিখরে রমো চিত্রমালোপশোভিতঃ ॥ ৩১  
প্রাচ্যুৎসবঃ বিবিধশ্রেণীঃ স্থাপয়িত্বা বরাসনে  
পরে চিত্র ও মাল্য দ্বারা শোভিত রমণীয় প্রাসাদ -  
শিখরে অবস্থিত স্বর্ণসিংহাসনে সুন্দর আসন পেতে  
তদুপরি সুগ্রীবকে পূর্বাভিমুখে নানাবিধ মন্ত্রসহযোগে স্থাপন  
করলেন।

নদীনদেভাঃ সংহতা তীর্থেভ্যশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩২  
আহতা চ সমুদ্রেভ্যঃ সর্বেভ্যো বানরর্ষভাঃ  
অপঃ কনককুণ্ডেষু নিধায় নিমলং জলম্ ॥ ৩৩  
শুভৈর্ষষভশৃঙ্গৈশ্চ কলশৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ  
শাস্ত্রদণ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ ॥ ৩৪  
গজো গবাঙ্ক্ষ গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ  
মৈন্দ্রশ্চ বিবিদশ্চৈব হনুমাঞ্জাঘবাংস্তথা ॥ ৩৫  
অভাষিক্ত সুগ্রীবং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।  
সলিলেন সহস্রাঙ্কং বসবো বাসবং যথা ॥ ৩৬

অতঃপর শ্রেষ্ঠ বানরেরা নদ, নদী, সমুদ্র তথা নানা  
দিক থেকে সংগৃহীত তীর্থের নির্মল জল স্বর্ণকলসে  
রাখলেন। শাস্ত্রনির্দিষ্ট এবং মহর্ষিদের দ্বারা কথিত বিধি  
অনুসারে গজ, গবাঙ্ক, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ্র,  
দ্বিবিদ, হনুমান এবং জাম্ববান প্রমুখ স্বর্ণকলসে রক্ষিত  
নির্মল সুগন্ধী জল দ্বারা সুগ্রীবের অভিষেক করলেন  
যেমনভাবে দেবতার সহস্রাঙ্ক ইন্দ্রকে অভিষিক্ত  
করেছিলেন।

অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে সর্বে বানরপূজবাঃ।

প্রচুক্র্তমহামানো হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৩৭

সুগ্রীবের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হলে সমস্ত শ্রেষ্ঠ

বানরদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বানর একত্রিত হয়ে অতঃপর  
চিৎকার<sup>(১)</sup> করিতে লাগল।

রামস্য তু বচঃ কুর্বন্ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ  
অঙ্গদঃ সম্পরিদজ্ঞা যৌবরাজোহভ্যসেচয়েৎ ॥ ৩৮

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে বানরাদিপতি সুগ্রী  
কুমার অঙ্গদকে আলিঙ্গন করে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত  
করলেন।

অঙ্গদে চাভিষিক্তে তু সানুক্ৰোশাঃ প্রবলম্।  
সাধু সাক্ষিভিঃ সুগ্রীবং মহামানো হৃষ্টজয়ম্ ॥ ৩৯

অঙ্গদের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হলে সদয় বানর  
'সাধু সাধু' এই বলে মহাত্মা সুগ্রীবের পূজা করলেন।

রামঃ চৈব মহামানং লক্ষ্মণং চ পুনঃ পুনঃ।  
প্রীতাস্চ তুষ্টিবঃ সর্বে তাদৃশে তত্র বর্তিমা ॥ ৪০

সুগ্রীব এবং অঙ্গদ এইভাবে স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত  
হলে সকল বানরেরা আনন্দিত হয়ে মহাত্মা শ্রীরাম এবং

লক্ষ্মণের বারংবার স্তুতি করতে লাগলেন।

হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা পতাকাধ্বজশোভিতা।  
বভূব নগরী রম্যা কিঙ্কিদ্ধা গিরিগিরে ॥ ৪১

গিরি-কন্দরে অবস্থিত কিঙ্কিদ্ধানগরী হৃষ্টপু  
পুরবাসী এবং ধ্বজা, পতাকা দ্বারা রমণীয় হয়ে উঠল।

নিবেদ্য রামায় তদা মহামানো  
মহাভিষেকং কপিবাহিনীপতিঃ।

রুমাং চ ভার্যামুপলভ্য বীর্যবা-  
নবাপ রাজ্যং ত্রিংশাধিশো যথা ॥ ৪২

বানরবাহিনীর অধিপতিরূপে নিজের অভিষেক  
বার্তা সুগ্রীব মহাত্মা শ্রীরামকে নিবেদন করলেন। তিনি

নিজ পত্নী রুমা এবং বানরসাম্রাজ্য লাভ করলেন,  
যেমন দেবরাজ ইন্দ্র নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

বানরবাহিনীর অধিপতিরূপে নিজের অভিষেক  
বার্তা সুগ্রীব মহাত্মা শ্রীরামকে নিবেদন করলেন। তিনি

নিজ পত্নী রুমা এবং বানরসাম্রাজ্য লাভ করলেন,  
যেমন দেবরাজ ইন্দ্র নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

বানরবাহিনীর অধিপতিরূপে নিজের অভিষেক  
বার্তা সুগ্রীব মহাত্মা শ্রীরামকে নিবেদন করলেন। তিনি

নিজ পত্নী রুমা এবং বানরসাম্রাজ্য লাভ করলেন,  
যেমন দেবরাজ ইন্দ্র নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিদ্ধাকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঙ্কিদ্ধাকাণ্ডে ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥



## সপ্তবিংশ সর্গ (২৭)

প্রশ্রবণ পর্বতের শিখরে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন

কিষ্কিন্ধ্যে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্।  
 লক্ষ্মণস্য সহ ভ্রাতাঃ রামঃ প্রশ্রবণঃ গিরিম্ ॥ ১  
 সুগ্রীবের অভিষেকের পরে বানরেরা গুহায় প্রবেশ  
 করিলে, রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রশ্রবণ গিরির  
 চূড়োশা যাত্রা করলেন।

বহুশব্দসংঘটঃ সিংহৈর্ভীমরবৈবৃতম্।  
 কন্যাপুলভাগুচঃ বহুশব্দপসংকুলম্ ॥ ২

বাঘ এবং অন্যান্য পশুদের গর্জনসহ সিংহের  
 হেমক রবে আবৃত তথা বহু বৃক্ষে পরিপূর্ণ ও নানাবিধ  
 ফলপুষ্পসম্বলিত এই প্রশ্রবণ পর্বত।

কন্যারগোপুত্বের্মার্জারৈশ্চ নিষেবিতম্।  
 মেঘরানিভঃ শৈলঃ নিভাঃ শুচিকরঃ শিবম্ ॥ ৩

ভালুক, বানর, গোপুচ্ছ নামক বিশেষ একধরনের  
 ফল এবং বিভালরা সেখানে বাস করে। মেঘরাশি তুল্য  
 স্নানীয় এই পর্বত নিভাই মঙ্গলময় এবং শুদ্ধ।

তা শৈলসা শিখরে মহতীমায়তাঃ গুহাম্।  
 প্রজাহৃত বাসার্থঃ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥ ৪

সেই পর্বতের শিখরে বিশাল আয়তনবিশিষ্ট একটি  
 গুহা লক্ষ্মণের সঙ্গে বাস করার জন্য রামচন্দ্র সেইস্থানে  
 অশ্রয় নিলেন।

কৃষ্ণা চ সময়ঃ রামঃ সুগ্রীবেন সহানঘঃ।  
 কালযুক্তঃ মহাবাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ৫

বিনীতঃ ভ্রাতরঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণঃ লক্ষ্মিবর্ধনম্।

রঘুকুলনন্দন নিত্পাপ শ্রীরাম লক্ষ্মীবর্ধক বিনীত ভাই  
 লক্ষ্মণকে সমযোচিত সুন্দর বাক্য বলতে লাগলেন—

ইয়ং গিরিশুভা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা ॥ ৬

যস্যঃ বৎস্যাম সৌমিত্রে বর্ষরাত্রমরিন্দম।

‘এই পার্বত্যগুহা সুবিশাল, সুন্দর এবং পর্যাপ্ত  
 বন্যযুক্ত। হে সৌমিত্র ! আমি এখানেই বাস করব। হে  
 অরিন্দম ! বর্ষার রাত্রি আমি এখানেই অতিবাহিত করব।

গিরিশৃঙ্গমিদং রম্যমুত্তমং পার্শ্ববাস্তবম্ ॥ ৭

শ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণতাপ্রাভিঃ শিলাভিরূপশোভিতম্।

‘হে রাজকুমার ! এই গিরিশৃঙ্গ অতি রমণীয় এবং  
 সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ এবং তাম্রবর্ণের শিলাদ্বারা শোভিত।

নানাবাতুসমাকীর্ণঃ

বিনিবৈবর্নক্ষবৈশ্চ

নানাবিহগসংঘটঃ

‘এই স্থান নানাবিধ বাতু দ্বারা সমাকীর্ণ। এখানে নদী

আছে, তাতে ব্যাঙের বসবাস। নানারকম বৃক্ষ, ষণ্ড এবং  
 সুন্দর সুন্দর সত্যযুক্ত এইস্থানে বিভিন্ন পাখির কাকলি ও  
 ময়ূরের কেকাধ্বনি শ্রুত হয়।

মালতীকুন্দশৃঙ্গৈশ্চ সিদ্ধবানৈঃ শিরীষকৈঃ।

কদম্বার্জুনসর্জৈশ্চ পুষ্পিতৈরূপশোভিতম্ ॥ ১০

‘মালতী এবং কুন্দফুলের লতা, নিসিন্দা, শিরীষ,  
 কদম্ব, অর্জুন এবং শালগাছ এবং তাদের পুষ্পদ্বারা  
 সুসজ্জিত এই স্থান

ইয়ং চ নলিনী রম্যা ফুলপঙ্কজমণ্ডিতা।

নাতিদূরে গুহায়া নৌ ভবিষ্যতি নৃপাস্তবজ ॥ ১১

‘হে রাজকুমার ! প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের দ্বারা রমণীয়  
 এই জলাশয় আমাদের গুহা থেকে বেশীদূরে অবস্থিত নয়।

প্রাগুদকপ্রবণে দেশে গুহা সাধু ভবিষ্যতি।

পশ্চাচ্চৈবোন্নতা সৌম্য নিবাত্যেয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১২

‘হে সৌম্য ! ঈশানকোণাভিমুখী এই গুহা বসবাসের  
 পক্ষে উত্তম হবে। এর পশ্চাৎভাগ অর্থাৎ নৈঋতকোণ উচ্চ,

অতএব বর্ষাকালের পক্ষে সুখকর হবে।

গুহাদ্বারে চ সৌমিত্রে শিলা সমতলা শিবা।

কৃষ্ণা চৈবায়তা চৈব ভিন্নাঙ্গনচয়োপমা ॥ ১৩

‘হে সৌমিত্র ! এই গুহার দ্বারদেশে একটি বিদলিত  
 কঙ্কালতুলা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট সমতল এবং সুখক শিলা আছে।

গিরিশৃঙ্গমিদং তাত পশ্যা চোত্তরতঃ শুভম্।

ভিন্নাঙ্গনচয়াকারমস্তোদরমিবোদিতম্ ॥ ১৪

‘হে অনুজ ! দেখো, উত্তরদিকে দলিত কঙ্কালবৎ,

মেঘতুলা কৃষ্ণবর্ণের উদীয়মান গিরিশৃঙ্গ।

দক্ষিণস্যামপি দিদিশি হিতং শ্বেতমিবাস্তবম্।

কৈলাসশিখরপ্রাচ্যঃ নানাবাতুবিরাজিতম্ ॥ ১৫

‘দক্ষিণদিকে অবস্থিত ওই পর্বতশিখর নানাবিধ

বাতুরঞ্জিত। এর সৌন্দর্য শুভবস্ত্র এবং কৈলাসশৃঙ্গের সঙ্গে

তুলনীয়।

প্রাচীনবাহিনীঃ চৈব নদীঃ ভূশমকর্মমাম্  
গুহায়াঃ পরতঃ পশ্যা ত্রিকূটে জাহ্নবীমিব ॥ ১৬

‘গুহার পরে দেখো, পূর্ববাহিনী কর্দমহীন নদীটি  
ত্রিকূট পর্বতগাত্রে মন্দাকিনীর ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

চন্দনৈজিলকৈঃ সাতৈলজমালৈরতিমুক্তকৈঃ।

পদ্মকৈঃ সরলৈশ্চৈব অশোকৈশ্চৈব শোভিতাম্ ॥ ১৭

‘চন্দন, তিলক, শাল, তমাল, মাধবীলতা,  
পদ্মকাষ্ঠ<sup>(১)</sup>, সরল, অশোক প্রভৃতি বৃক্ষের দ্বারা নদীতীর  
সুশোভিত।

বানীরৈস্তিমিতৈশ্চৈব বকুলৈঃ কেতকৈরপি।  
হিতালৈস্তিনিশৈনীরৈবৈতসৈঃ কৃতমালকৈঃ ॥ ১৮

তীরজৈঃ শোভিতা ভ্রাতী নানারূপৈস্ততস্ততঃ।

বসনাভরণশোভেতা প্রমদেবাভালঙ্কৃতা ॥ ১৯

‘জলবেতস, তিমিদ্, বকুল, কেতকী, হিতাল,  
তিনিশ, স্থলবেতস, কৃতমাল প্রভৃতি নদী-তীরবর্তী নানাকণ  
বৃক্ষবাজি ইত্যন্ত শোভিত হচ্ছে। যেন বসন এবং আভরণ  
দ্বারা সুসজ্জিতা এক নারী

শতশঃ পক্ষিস্তৈশ্চৈব নানানাদবিনাদিতা।  
একৈকমনুরৈল্লঙ্কৃত চক্রবাকৈরলঙ্কৃতা ॥ ২০

‘শত শত পাখির কূজনে নদীতীর মুখরিত। পরস্পর  
অনুরক্ত চক্রবাক পক্ষীর আহ্বানে নদীতীর অলঙ্কৃত।

পুলিনৈরতিরমোশ্চ হংসসারসসেবিতা।

প্রহসন্তোব ভাতোবা নানারঙ্গসমম্বিতা ॥ ২১

‘অতি রমণীয় তীরভূমি হংস এবং সারসদের দ্বারা  
সেবিত হচ্ছে। যেন নানাবিধ রঙ্গসমম্বিত হয়ে সুন্দরী নারীর  
ন্যায় নদীটি হাস্যরতা।

কচিদীপোৎপলৈশ্চৈব ভ্রাতিরজ্ঞোৎপলৈঃ কচিৎ।

কচিদাভ্রতি শুক্লৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদকুম্বলৈঃ ॥ ২২

‘কোথাও নীলপদ্মের দ্বারা আচ্ছাদিত, কোথাও বা  
প্রসুটিত রক্তকমল দ্বারা সুশোভিত। আবার কোথাও  
শোভা পাচ্ছে দিবা শ্বেতবর্ণের কুমুদকলি।

পারিপ্রবশতৈর্জুষ্টা বর্হিক্রৌঞ্চবিনাদিতা।

রমণীয়া নদী সৌম্যা মুনিসংঘনিবেষিতা ॥ ২৩

‘শত শত জলচর পাখি দ্বারা সেবিত এবং ময়ূর ও  
ক্রৌঞ্চের নাদে মুখরিত এই শান্ত নদীতীর বড় রমণীয়।

(১) ওষধি

মুনিগণ এই নদীর জল সেবন করেন।

পশ্যা চন্দনবৃক্ষাণাং পঙ্কজীঃ সুকটীরা ইব  
ককুভানাং চ দৃশ্যন্তে মনসৈবেষিতাঃ সমুদ্রাঃ ॥ ১৬

‘ওই দেখো, সুন্দর সারিন্দ্র চন্দনবৃক্ষ এবং  
অর্জুনবৃক্ষসমূহ। মনে হচ্ছে যেন এগুলি আপন ইন্দ্র  
বর্ষিত হয়েছে।

অহো সুরমণীমোহয়ঃ দেশঃ শক্রনিবৃদ্ধ  
দৃঢ় রংসাব সৌমিত্রে সাম্বত্র নিবসামহে ॥ ১৭

‘হে শত্রুদমনকারী লক্ষণ ! আহা ! কী সুন্দর এই  
দেশ ! এখানে আমাদের মন ভালো লাগবে। আমরা  
আমরা এখানেই বাস করব।

ইতচ্চ নাতিদূরে সা কিস্কিন্দা চিত্রকাননা।  
সুগ্রীবস্যা পুরী রম্যা ভবিষ্যতি নৃশাঙ্ক ॥ ১৮

‘হে রাজকুমার ! বিচিত্র কাননে সুশোভিত সুগ্রীবের  
রমণীয় কিস্কিন্দাপুরী এখান থেকে বেশি দূরে হবে না।  
গীতবাদিত্রিনির্ঘোষঃ শ্রম্যতে জয়তাং বর

নন্দতাং বানরাণাং চ মৃদঙ্গাভয়ৈঃ সর্ব ॥ ১৯

‘হে বিজয়শ্রেষ্ঠ ! মৃদঙ্গ ডমরু সহযোগে বানরের  
গীতবাদ্য এবং গম্ভীর নাদ শোনা যাচ্ছে।

লঙ্কা ভাৰ্যাঃ কপিবরঃ প্রাপ্য রাজ্যং সুজয়তঃ।  
ক্রবং নন্দতি সুগ্রীবঃ সন্ত্রাপ্য মহতীঃ শ্রিয়ম্ ॥ ২০

‘বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব নিজ পত্নীকে লাভ করে, রাজ্য  
পেয়ে তথা মহতী রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করে নিশ্চয়  
সুহৃদজনের সঙ্গে আনন্দ করছেন।’

ইতুঙ্কা ন্যবসৎ তত্র রাঘবঃ সহস্রদ্বারঃ।  
বহুদৃশ্যদরীকুঞ্জে তস্মিন্ প্রস্রবণে দিগৌ ॥ ২১

এই বলে রামচন্দ্র ভাই লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে  
গিরিকন্দর ও কুঞ্জশোভিত সেই প্রস্রবণ পর্বতে বাস করত  
লাগলেন।

সুসুখে হি বহুদ্রব্যে তস্মিন্ হি ধরদীপরে।  
বসতস্তস্য রামস্য রতিরম্মাপি নানবৎ ॥ ২২

হতাং হি ভাৰ্যাঃ স্মরতঃ প্রাপ্যেভোহপি গরীয়সীম্  
অপহৃতা, প্রাণাধিকা ভাৰ্যাকে স্মরণ করে সমুদ্র

বহুদ্রব্য সমম্বিত সেই স্থানে বাস করেও রামচন্দ্র বিদুরার  
সুখ অনুভব করলেন না।

উদ্যতাদিতঃ দৃষ্টা নিঃ  
কবিবেশ ন তঃ পর্বতো  
বিশেষতঃ পর্বতো  
ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ  
ন।  
ওষধুবেশ শোকে  
ও শোচমানঃ কাকুৎ  
সুখানুভবোহবীদ্যজ্ঞাতা  
উদ্বিগ্ন শোকাৎ  
তিনি হতচেতন হয়ে  
কতকাল চিন্তারত  
সহকায়ে বললেন—  
রামঃ ধীর ব্যাধাঃ  
শোচতো হ্যবসীদস্তি  
‘হে ধীর !  
করবেন না। আপনি  
সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে  
কোন ক্রিয়াপরো  
কৃতিকো ধর্মশীল  
‘হে বধুনন্দন  
দেবপরাশর। আপ  
উদ্যোগী।  
ন হ্যাবাসিতঃ শ  
সমর্পণঃ রণে  
‘যদি আপনি  
কুটিল কর্মকারী শত্রু  
করতে পারবেন না  
সমুদ্রায় শোক  
ভজ। সপরিবার  
‘আপনি  
উদ্যোগকে সুস্থির  
রাক্ষসকে হত্যা ক  
পৃথিবীমণি  
পবিত্রমিত্রঃ শত্রু  
‘হে কাকুৎ  
সমস্ত পৃথিবীকে

(১) বেদ-বিহি



জগত্ৰাসিতঃ দৃষ্টা শশাঙ্কঃ চ বিশেষতঃ॥ ৩১  
অবিশেষ ন তং নিম্না নিলাসু শয়নঃ পতম।

বিশেষতঃ পর্বতোপরি চন্দ্রোদয় দেখে ও বাটিকালে  
স্বাধ আশ্রয় গ্রহণ করেও তিনি নিম্নাচ্ছিত হ'লেন

সমুদ্রের শোকেন বাস্পোপহতচেতনম্॥ ৩২  
হঃ শোচমানঃ কাকুৎস্থঃ নিত্যঃ শোকপরায়ণম।

কাকুৎস্থোৎসবীদম্ভাতা লক্ষণোহনুনমঃ বচঃ॥ ৩৩

উছিত শোকাবেগে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে  
কুনি হতচেতন হয়ে গেলেন। সেই নিত্য শোকমগ্ন  
কাকুৎস্থকে চিন্তারত দেখে সমান দুঃখী ভাই লক্ষণ বিনয়  
স্বকারে বললেন—

জগৎ বীর বাধ্যঃ গম্ভা ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।

শোচতো হ্যবসীদস্তি সর্বার্থা বিদিতং হি তে॥ ৩৪

‘হে বীর ! আপনি বাধিত হয়ে এইরূপ শোক  
করেন না। আপনি জানেন শোক করতে করতে মানুষ  
সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়ে।

তবান্ ক্রিয়াপরো লোকে ভবান্ দেবপরায়ণঃ।

অস্তিকো ধর্মশীলস্ত বাবসায়ী চ রাঘব॥ ৩৫

‘হে রঘুনন্দন ! জগতে আপনি ক্রিয়াপরায়ণ এবং  
দেবপরায়ণ। আপনি আস্তিক<sup>(১)</sup>, ধর্মপরায়ণ এবং  
উদ্যোগী।

ন হ্যাবাসিতঃ শত্রুং রাক্ষসং তং বিশেষতঃ।

সমর্ধ্বঃ রশে হস্তং বিক্রমে জিন্সকারিশম্॥ ৩৬

‘যদি আপনি উদ্যোগহীন হয়ে পড়েন, তাহলে  
কুটিল কর্মকারী শত্রু রাক্ষসকে যুদ্ধে মহাপরাক্রমে হত্যা  
করতে পারবেন না।

সমুদ্রস্য শোকং ত্বং বাবসায়ং হিরীকুরু।

ততঃ সপরিবারং তং রাক্ষসং হস্তমর্হসি॥ ৩৭

‘আপনি শোককে সম্পূর্ণরূপে দূর করুন।  
উদ্যোগকে সুস্থির করুন। তাহলেই আপনি সপরিবার সেই  
রাক্ষসকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন।

পৃথিবীমপি কাকুৎস্থঃ সসাগরবনাচলাম্।

পরিবর্তয়িত্ব শত্রুং কিং পুনস্ত্বং হি রাঘবম্॥ ৩৮

‘হে কাকুৎস্থ ! আপনি সাগর, বন, পর্বতসহ  
সমগ্র পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে সক্ষম। রাঘববধ আর

অসিতকী ?

শরৎকালঃ প্রতীক্ষ্য প্রাবৃত্তিকালোচয়নপতঃ।

ততঃ সরাষ্ট্রঃ সগদঃ রাঘবঃ তঃ কসিমানি ৩৯

‘শরৎকাল সমাগত। এখন শরৎকালের প্রবৃত্তি

করুন। অনন্তর আপনি সৈন্য ও রাজ্যসহ রাঘবকে বধ

করবেন।

অহং তু খলু তে বীরঃ প্রসুপ্তঃ প্রতিবোধয়ে।

দীপ্তরার্ষার্থতিঃ কালে ভ্রমচ্চেরনিবালনম্॥ ৪০

‘যেমন ভ্রম্যচ্ছান্ধিত অগ্নি চন্দনক্রিয়ের সনর দীপ্ত  
হয়ে ওঠে, আমিও তেমন আপনার প্রসুপ্ত বীরত্বকে জগত  
করছি।’

লক্ষণস্য হি তদ্ বাক্যঃ প্রতিপূজ্য হিতঃ শুভম্।

রাঘবঃ সুহৃদঃ শ্রদ্ধমিদং বচনমবনীতম্॥ ৪১

লক্ষণের এই হিতকর এবং শুভ বাক্যকে  
সম্মানিত করে রানচন্দ্র স্নেহান্বিত শ্রদ্ধবাক্যে  
বললেন—

বাচ্যঃ যদনুরক্তেন শ্রদ্ধেন চ হিতেন চ।

সত্যবিক্রমযুক্তেন তদুক্তং লক্ষণ ইদম্॥ ৪২

‘ভাই লক্ষণ ! তুমি সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমী।  
অনুরাগী, স্নেহশীল এবং হিতকারীর পক্ষে যা বলা উচিত  
তুমি তাই বলেছ।

এষ শোকঃ পরিত্যক্তঃ সর্বকার্যবসাদকঃ।

বিক্রমধেপ্রতিহতঃ তেজঃ প্রোৎসাহয়াম্যহম্॥ ৪৩

‘সর্ব কর্মে অবসাদকারী এই শোক আমি ত্যাগ  
করলাম। বিক্রমকে অপ্রতিহত করে যে তেজ তাকেই আমি  
জাগিয়ে তুলছি।

শরৎকালঃ প্রতীক্ষিষ্যে হিতোহস্মি বচনে তব।

সুগ্ৰীবস্য নদীনাং চ প্রসাদমনুপালনম্॥ ৪৪

‘তোমার বাক্যেই আমি স্থির হলাম। সুগ্ৰীবের এবং  
নদীগুলির জল স্বেচ্ছ হবার আশায় আমি শরৎকাল পর্যন্ত  
প্রতীক্ষা করব।

উপকারেণ বীরস্ত্বে প্রতিকারেণ যুজ্যতে।

অকৃতজ্ঞোহপ্রতিকৃতো হস্তি সত্ত্ববতাং মনঃ॥ ৪৫

‘বীরপুরুষেরা উপকারীর প্রত্যুপকারই করেন।  
অকৃতজ্ঞতা এবং অপ্রত্যুপকারিতা সাত্ত্বিকজনের চিত্তকে  
আঘাত করে।’

(১) বেদ-বিহিত কর্মে বিশ্বাসী।



তদেব যুক্তঃ প্রণিধায় লক্ষ্মণঃ  
কৃতাজ্জলিতঃ প্রতিপূজা ভজিতম্।

উবাচ রামঃ স্বভিরামদর্শনঃ  
প্রদর্শয়ান্ দর্শনমাক্ষনঃ শুভম্ ॥ ৪৬

শ্রীরামের এইরূপ বাক্য প্রণিধান করে লক্ষ্মণ  
কৃতাজ্জলিত হয়ে প্রিয়দর্শন রামচন্দ্রকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করলেন  
এবং নিজেও মঙ্গল কামনা করে বললেন—

যথোক্তমেতৎ তব সর্বমীজিতঃ  
নরেন্দ্র কর্তা নচিরাৎ তু বানরঃ।

শরৎপ্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিমঃ ভবান্  
জলপ্রপাতঃ রিপুনিগ্রহে ঘৃতঃ ॥ ৪৭

‘হে নরেন্দ্র ! আপনার পক্ষে যা দীক্ষিত তাই আপনি

বললেন। বানররাজ সুগ্ৰীব অচিরেই আপনার দাস্য্য পূর্ণ  
করবেন। অতএব শত্রুনিগ্রহ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে  
শরৎকালেই প্রতীক্ষা করুন এবং বর্ষাজনিত নিগ্ৰহের সুযোগ  
করুন।

নিয়মা কোপঃ পরিপাল্যাতাঃ শরৎ  
ক্ষমত্ব মাশাংশ্চতুরো ময়া সহ।  
বমাচলেহুশ্মিন্ মৃগরাজসেনিতে

সংবর্তয়ৎশতবর্ষে  
‘ক্রোধকে সংযত করে শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন  
বর্ষার এই চার মাস আমার সঙ্গে থেকে কষ্ট সহ্য করুন  
সিংহসেনিতে এই পর্বতে বর্ষাকাল অতিবাহিত করুন  
অনন্তর আপনি শত্রুবর্ষে সক্ষম হবেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাস্করীয়ায় আদিকাণ্ডে কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বাস্করীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

## অষ্টাবিংশ সর্গ (২৮)

### শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বর্ষাঋতুর বর্ণনা

স তদা বালিনঃ হস্তা সুগ্রীবমভিষিচা চ।

বসন্ মালাবতঃ পৃষ্ঠে রামো লক্ষ্মণমববীৎ। ১

বালীকে হত্যা করে এবং সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করে  
রামচন্দ্র মালাবান পর্বতের পৃষ্ঠভাগে অবস্থানরত অবস্থায়  
লক্ষ্মণকে বললেন—

অয়ং স কাশঃ সম্প্রাপ্তঃ সমগোহস্য জলাগমঃ।

সম্পশ্য স্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতঃ গিরিসমিভৈঃ ॥ ২

‘এই জলধারা বর্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বর্ষাকাল  
উপস্থিত হয়েছে। তুমি দেখো, পর্বততুল্য মেঘবাজিদ্বারা  
আকাশ সমাবৃত হয়েছে।

নবমাসঘৃতঃ গর্ভঃ ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।

পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দৌঃ প্রসূতে রসায়নম্ ॥ ৩

‘সূর্যের কিরণদ্বারা সমুদ্রের রস পান করে আকাশ  
যেন নবমাস ধরে গর্ভে ধারণ করে এখন বর্ষণের মাধ্যমে

প্রসব করেছে।

শক্যমধ্বরমারুহ্য<sup>(১)</sup>

মেঘসোপানপংক্তিঃ।

কুটজার্জুনমালাভিরলংকর্তুং

দিবাক্ষাঃ ॥

‘মেঘের সোপানশ্রেণী দ্বারা আকাশে আরোহণ  
করে গিবিমল্লিকা এবং অর্জুনবৃক্ষ তাদের পুষ্পদ্বারা  
যেন সূর্যদেবকে অলঙ্কৃত করছে।

সন্ধারাগোখিতৈস্ত্রৈলোক্যৈঃ ৮ পাণ্ডিত্যঃ

স্নিগ্ধৈরলপটচ্ছৈর্দৈবদ্রবণমিবাধরম্ ॥ ৯

‘সন্ধ্যার রাগে আকাশ রক্তবর্ণ, প্রান্তভাগ শুভ্র  
স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষতস্থান যেন শুভ্র মেঘরূপী বসন্ত  
আবৃত হয়েছে।

মন্দমারুতিনিঃশ্বাসং

সন্ধাচন্দনরঞ্জিতম্।

আপাতুজলদং ভাতি

কামাতুরমিবাধরম্ ॥ ১০

‘মন্দ মন্দ বায়ু যেন নিঃশ্বাস মোচন করছে, সন্ধ্যা

<sup>(১)</sup> ‘শক্যো হ্যধ্বরমাসাদ’ ইতি পাঠো যুক্তঃ।

বহুতাপ যেন বহুতপন হয়ে নীলাটি আশ্রিত অঙ্গকে অনুবাহিত  
তবে, মেঘবাপী কল্যাণ পাণ্ডব। আকাশ একগু কামাতুল  
পুষ্পধব ন্যায় প্রসাদ প্রসাদ।

এবা ধর্মপরিভিঃ নববারিগণিত।  
স্বৈতঃ শোকসত্ত্বা মহী বাস্পং বিমুখতি ॥ ৭

‘এই সেই গ্রীষ্মের ধর্মপরিভিঃ গৃহীত। যে বর্ষার নতুন  
নববারিগণিত। সে যেন শোকসত্ত্বা সীতার ন্যায়  
অঙ্গমোচন করেছে।

মেঘদরবিনিমুক্তাঃ করুণদলনীতলাঃ।  
করুণদলনীতলাঃ ॥ ৮

‘মেঘের উদর থেকে বিমুক্ত, করুণদলনের ন্যায়  
করুণদলনের গজবাহী বাতাস যেন অঙ্গলি ভরে  
পদ করার যোগ্য।

এব ফুলার্জুনঃ শৈলঃ কেতকৈরভিবাসিতঃ।  
সুদীর্ঘ ইব শান্তারিষারভিরভিষিচাতে ॥ ৯

‘কেতকীফুলের সুগন্ধে আমোদিত, অর্জুন ফুলে  
সজ্জিত এই পর্বত যেন শত্রুহীন সুদীর্ঘের মতো জলধারায়  
অভিষিক্ত হচ্ছে।

মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারায়জোপবীতিনঃ।  
মাক্তাপুরিতত্বাঃ প্রাধীতা ইব পর্বতাঃ ॥ ১০

‘এই পর্বত ব্রহ্মচারির ন্যায় মেঘরূপ কালো মৃগচর্ম  
এবং বৃষ্টিধারারূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছে। গিরিকন্দরে  
বজ্রাসের শব্দ যেন তার বেদপাঠ।

কশাভিরিব হৈমীভির্বিদুস্তিরভিতাভিতম্।  
অস্তঃস্থনিতনির্ঘোষঃ সবেদনমিবায়রম্ ॥ ১১

‘বিদুৎ যেন সোনার চাবুকের মতো আঘাত করেছে।  
আকাশের গর্জন যেন সেই বেদনার আর্তনাদ।

নীলমেঘাশ্রিতা বিদুৎ ক্ষুণ্ণস্তী প্রতিভাতি মে।  
ক্ষুণ্ণস্তী রামণস্যাক্ষে বৈদেহীব তপস্বিনী ॥ ১২

‘নীল মেঘে আশ্রয় নিয়ে বিদুৎ প্রকাশিত হচ্ছে।  
মনে হচ্ছে যেন, রাবণের অঙ্কে ভীতা চঞ্চলা তপস্বিনী  
সীতা।

ইমাত্মা মন্থবতাঃ হিতাঃ প্রতিহতা দিশঃ।  
অনুলিপ্তা ইব ঘনৈর্নগ্নগ্রহনিশাকরাঃ ॥ ১৩

‘মেঘের ঘনঘটাৎ চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহগুলি অদৃশ্য  
হয়েছে। দিকভ্রম হয়ে যাচ্ছে। মদনভাঙিতদের পক্ষে এই

অনঙ্গা চিত্তকর।

কচিদ বাস্পাভিসংগন্ধান বর্ষাগমসমুৎসুকান্।  
কুটিলান পশা সৌমিত্রে পুষ্পিতান্ গিরিসানুযু।

মম শোলাভিজুতসা কামসন্দীপনান্ হিতান্ ॥ ১৪

‘হে সৌমিত্রে! পর্বতের সানুদেশে পুষ্পিত কুরটি  
ফুলগুলি দেখো। বর্ষার আগমনে প্রকৃতিতে কোথাও  
প্রিয়সুখ, কোথাও বা বাস্পরুদ্ধ অনঙ্গা—শোকাভিজুত  
আমার কামনাকে উদ্দীপ্ত করেছে।

রজাঃ প্রশান্তঃ সহিমোহদ্য বায়ু-  
নিদাঘদোষপ্রসরাঃ প্রশান্তাঃ।

হিতা হি যাত্রা বসুধাধিপানাঃ  
প্রবাসিনো যান্তি নরাঃ স্বদেশান্ ॥ ১৫

‘ধূলিরাজি শান্ত হয়েছে, বাতাস হয়েছে শীতল,  
গ্রীষ্মের দোষ অপসারিত হয়ে ধরিত্রী শান্ত হয়েছে।

রাজাদের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হয়েছে, প্রবাসী মানুষেরা স্বদেশে  
প্রত্যাবর্তন করেছে।

সম্প্রহিতা মানসবাসলুকাঃ  
প্রিয়ান্বিতাঃ সম্প্রতি চক্রবাকাঃ।

অভীক্ষবর্ষোদকভিক্ষতেষু  
যানানি মার্গেষু ন সম্পত্ততি ॥ ১৬

‘মানসসরোবরে বাস করতে আগ্রহী চক্রবাকপাখির  
দল প্রিয়াদের সঙ্গে নিয়ে এখন প্রস্থান করেছে। নিরন্তর বর্ষার  
জলধারাঘাতে পথ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সেইজন্য পথে যান  
চলাচল করছে না।

কচিৎ প্রকাশং কচিদপ্রকাশং  
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।

কচিৎ কচিৎ পর্বতসমিরুদ্ধঃ  
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য ॥ ১৭

‘আকাশ কোথাও প্রকাশিত, কোথাও বা অপ্রকাশিত  
(অর্থাৎ কোথাও মেঘমুক্ত, কোথাও বা মেঘের দ্বারা  
আবৃত) কোথাও কোথাও পর্বতের ন্যায় সমিরুদ্ধ আকাশ,  
কখনো মনে হয় যেন শান্ত মহাসমুদ্র।

ব্যামিশ্রিতং সর্জকদম্বপুষ্প-  
নবং জলং পর্বতখাতুতপ্রম্।

মমূরকেকাভিরনুপ্রয়াতঃ  
শৈলাপগাঃ শীঘ্রতরং বহন্তি ॥ ১৮

‘মমূরকেকাভিরনুপ্রয়াতঃ  
শৈলাপগাঃ শীঘ্রতরং বহন্তি ॥ ১৮

‘শক্যা অঙ্গলিভিঃ’ ইতি স্বচ্ছঃ পাঠঃ।

বাতাবধূতা      বরপৌণ্ডরীকী  
 লঙ্ঘেব      মাঙ্গা      রুচিরাম্বরসা ॥ ২৩

‘নদীগুলি বয়ে চলেছে, মেঘেরা  
উন্মত্ত হাতিরা গর্জন করছে, বনের প্রান্ত  
পাচ্ছে। প্রিয়াবিহীনেরা চিন্তামগ্ন, মমূরেরা নৃত্য  
বানরেরা আশ্বস্ত।

[illegible]



প্রবর্তিতঃ

কেতকিপুষ্পগন্ধ-

মদ্রায় মন্তা বননির্ব্বাণেশু।

প্রাপত্তশঙ্কালিতা

গজেন্দ্রাঃ

সার্থঃ ময়ূরৈঃ সমদা নদন্তি ॥ ২৮

‘বনা ধর্ণাগুলিতে উদ্ভাস্ত হস্তীরা কেতকীফুলের গন্ধে  
জন্মোদিত হয়ে ঝর্ণার জল পতনের শব্দে ময়ূরের  
কেকাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করছে।

ধারানিশাভৈরভিন্যমানাঃ

কদম্বশাখাসু

বিদগ্ধমানাঃ।

কর্জিতঃ

পুষ্পরসাবগাঢ়ঃ

শনৈর্মদঃ

ষট্চরণাস্তাজন্তি ॥ ২৯

‘বারিধারা পতনে আহত কদম্ববৃক্ষের শাখায় আশ্রিত  
ভ্রমেরা গৃহীত পুষ্পরসদ্বারা অর্জিত ক্ষণিকের মাদকতা  
দীর্ঘে ধীরে ত্যাগ করছে।

জঙ্গরচূর্ণোৎকরসমিকাকৈঃ

ফলৈঃ সুপর্যাপ্তরসৈঃ সমৃদ্ধৈঃ।

জঙ্ঘমাণঃ

প্রবিভাজি শাখা

নিপীয়মানা ইব ষট্শদৌঘৈঃ ॥ ৩০

‘অঙ্গারচূর্ণতুল্য কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, পর্যাপ্ত রসপূর্ণ বড়  
বড় জামফলে পূর্ণ গাছের শাখাগুলি দেখে মনে হচ্ছে  
ভ্রমেরা যেন দল বেঁধে গাছের ডাল থেকে রস পান  
করছে।

তচ্ছিন্নপতাকাভিরলজ্বতানা-

মুদীর্ণগম্ভীরমহারবাণাম্

বিভাজি

রূপালি বলাহকানাং

রণোৎসুকানামিব বারণানাম্ ॥ ৩১

‘বিদ্যুৎরূপী পতাকা দ্বারা অলংকৃত উচ্চৈঃস্বরে  
এবং গম্ভীর গর্জনকারী মেঘের রূপ যেন রণোন্মত্ত  
হস্তীতুল্য।

মার্গানুগঃ

শৈলবনানুসারী

সম্প্রছিতো মেঘরবং নিশম্য।

মৃদাভিকামঃ

প্রতিনাদশকী

মন্তো গজেন্দ্রঃ প্রতिसমিবৃন্তঃ ॥ ৩২

‘মেঘের গর্জন শুনে পার্বত্য বনপথে বিচরণকারী  
মৃদুকামী রণোন্মত্ত হস্তী অন্য কোনো হস্তীর গর্জন মনে  
করে যেন যুদ্ধের জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

কচিৎ প্রগীতা ইব ষট্শদৌঘৈঃ

কচিৎ প্রনৃতা ইব নীলকটৈঃ।

কচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রে-

বিভাজ্যনেকাশ্রয়িশো

বনান্তাঃ ॥ ৩৩

‘কোথাও ভ্রমেরা গুপ্তন করছে। কোথাও বা  
ময়ূরেরা নৃত্য করছে। গজরাজ মদমত্ত হয়ে কোথাও  
বিচরণ করছে। বনের প্রান্তভাগ এইভাবে অনেক কিছুকে  
আশ্রয় করে সুন্দর হয়ে উঠেছে।

কদম্বসর্জার্জুনকন্দলাঢ্যা

বনান্তভূমিমধুবিরিপর্যাপ্তা

ময়ূরমন্তাভিরতপ্রনৃষ্ট-

রাপানভূমিপ্রতিমা

বিভাজি ॥ ৩৪

‘কদম্ব, শাল, অর্জুন এবং ছলপয়ে সমৃদ্ধ হয়ে  
বনান্তভূমি মধুবিরি দ্বারা পরিপূর্ণ। ময়ূরের মন্ততা, নৃত্য,  
কেকাধ্বনি দ্বারা উপলক্ষিত হয়ে বনভূমি যেন পানশালার  
রূপ ধারণ করেছে।

মুক্তাসমভঃ সলিলং পতদ্ বৈ

সুনির্মলং পত্রপুটেসু লগ্নম্।

হ্রষ্টা

বিবর্ণচ্ছদনা

বিহঙ্গাঃ

সুরেন্দ্রদত্তং তৃষিতাঃ শিবন্তি ॥ ৩৫

‘সুনির্মল পত্রপুট সংলগ্ন আকাশ থেকে পতিত  
জলবিন্দু মুক্তোর তুল্য। বর্ষগসিদ্ধ বিহঙ্গের পক্ষযুগল  
হয়েছে বিবর্ণ। দেবরাজ ইন্দ্রদত্ত জল তৃষ্ণার্ত পাবিরা পান  
করছে।

ষট্শাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং

প্রবঙ্গমোদীরিতকণ্ঠতালম্

আবিম্বৃতং

মেঘমৃদঙ্গনাদৈ-

বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃন্তম্ ॥ ৩৬

‘ভ্রমের গুপ্তন যেন বীণার মধুর ঝংকার, ব্যাঙের  
মৃকমৃক ধ্বনি যেন কণ্ঠতাল এবং মৃদঙ্গের ধ্বনিতুল্য মেঘের  
গুরুগুরু গর্জনের মধ্য দিয়ে যেন বনে সংগীতের উৎসব  
আরম্ভ হয়েছে।

কচিৎ

প্রনৃষ্টঃ

কচিদুমদন্তিঃ

কচিচ্চ

বৃক্ষপ্রনিবগকায়ৈঃ।

ব্যালম্ববর্হাভরনৈর্ময়ূরৈ-

বনেষু

সঙ্গীতমিব

প্রবৃন্তম্ ॥ ৩৭

‘ময়ূরেরা কোথাও নাচছে, কোথাও উচ্চৈঃস্বরে কৃজন  
করছে, কোথাও বৃক্ষশাখায় নিজের সমস্ত শরীর লুকিয়ে  
রাখছে। বিশাল পুচ্ছের অঙ্গদ্বারে সুসজ্জিত ময়ূরেরা বনে  
এইভাবে সঙ্গীতের আসর বসিয়েছে।

স্থনৈর্ঘনানাং প্রবগাঃ প্রবুধা  
বিহায় নিদ্রাং চিরসমিরদ্ধাম।

অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা

নবানুধারাবিহতা নদন্তি । ৩৮

‘মেঘের গর্জন শুনে ব্যাঙেরা তাদের দীর্ঘদিনের  
নিদ্রা ত্যাগ করে জেগে উঠেছে। অনেকপ্রকার রূপ,  
আকৃতি, বর্ণ এবং কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট ব্যাঙের দল যেন  
নবজলধারায় অভিনন্দিত হয়ে কলনাদ করছে।

নদাঃ সমুদ্রাহিতচক্রবাকা-

কটানি শীর্ণানাপবাহমিহা।

দৃশ্য নবপ্রাবৃতপূর্ণজোগা-

দূতং স্বভর্তারমুশোপয়াস্তি ॥ ৩৯

‘চক্রবাকগুলি যেন নদীসমূহ দ্বারা বাহিত হচ্ছে। শীর্ণ  
তটরাজি প্রাবৃত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, দর্পিতা নারী  
পূর্ণভোগের বাসনায় নব আবরণে সমাবৃত্তা হয়ে (নব  
জলধারায় সমৃদ্ধ হয়ে) তার স্বামীর প্রতি (সমুদ্রের প্রতি)  
সবেগে অগ্রসর হয়েছে।

নীলেষু নীলা নববারিপূর্ণা

মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভাস্তি সত্তাঃ।

দবাগ্নিদম্বেষু দবাগ্নিদম্বাঃ

শৈলেষু শৈলা ইব বদ্ধমূল্যঃ ॥ ৪০

‘নীল মেঘের সঙ্গে নতুন জলধারাপূর্ণ নীল মেঘের  
দল এমনভাবে লিপ্ত হয়েছে, যেন দাবাগ্নিদম্ব পর্বতের  
মধ্যে দাবাগ্নিদম্ব পর্বতরাজি বদ্ধমূল হয়েছে।

প্রমত্তসম্মাদিতবর্হিগানি

সশক্রগোপাকুলশাখলানি

চরন্তি নীপার্জুনবাসিতানি

গজাঃ সুরমাণি বনান্তরাণি ॥ ৪১

‘কোথাও ময়ূরেরা মত্ত হয়ে কলনাদ করছে।  
তৃণরাজি ইন্দ্রগোপ নামক কীট দ্বারা আচ্ছাদিত। কদম্ব এবং  
অর্জুন গাছের ফুলের গন্ধে সুবাসিত বনের প্রান্তদেশে বহু  
হাতি বিচরণ করছে।

নবানুধারাহতকেশরানি

ক্রুতং পরিত্যজ্য সরোরুহাণি।

কদম্বপুষ্পাদি সকেসরাপি

নবানি হৃষ্টাঃ স্রমরাঃ শিবন্তি ॥ ৪২

‘স্রমরের দল নবজলধারায় বিনষ্ট কেশবিশিষ্ট  
পদ্মফুলগুলি ক্রুত ত্যাগ করছে। কেশরযুক্ত নতুন কদম্ব

ফুলগুলির রস সানন্দে পান করছে।

মত্তা গজেভ্যো মুদিতা গবেভ্যো

বনেষু বিক্রান্ততয়া

রম্যা নগাভ্যোঃ নিভৃতা নরেভ্যোঃ যুগেভ্যোঃ

প্রক্রীড়িতো বারিধীরেঃ

‘বড় বড় হাতিরা মত্ত হয়েছে, বৃষগুলি আমগি

সিংহরা বনে বিক্রম প্রকাশ করছে। বড় বড় পর্বতগুলি  
রমণীয়া হয়ে উঠেছে। রাজারা নিভৃতে অবস্থান করছেন।  
সুরেন্দ্র (দেবরাজ ইন্দ্র) মেঘেদের নিয়ে দেখা করছেন।  
মেঘাঃ সমুদ্রতসমুদ্রনাদা

মহাজলৌঘৈর্গগনাবলম্বাঃ

নদীন্তটাকানি সরাংসি বাপী-

মহীঃ চ কুংস্রামশবাহরী ॥ ৪৩

‘সমুদ্রে উদ্ভূত তরঙ্গের ন্যায় মেঘেরা গর্জন করে  
গগনপথে জলপুঞ্জ অবলম্বন করে তারা বিচরণ করে।  
নদীর তীর, জলাশয়, সরোবর এবং পৃথিবীতে  
জলধারায় আপ্লুত করছে।

বর্ষপ্রবেগা বিপুল্যঃ পতন্তি

প্রবাস্তি বাতাঃ সমুদীর্ণবেগাঃ।

প্রণষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রং

নদ্যো জলং বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ ॥ ৪৪

‘অত্যন্ত বেগে বারিধারা পতিত হচ্ছে। বজ্র  
সবেগে বয়ে চলেছে। নদীগুলি পাড় ভেঙ্গে প্রবাহিত হয়  
নদীর জল পথগুলিকে বিপন্ন করছে।

নরৈর্নরেন্দ্রা ইব পর্বতেন্দ্রাঃ

সুরেন্দ্রদৈতৈঃ পবনোপনীতৈঃ।

ঘনানুকুন্ডৈরভিষিচ্যমানা

রূপং শ্রিয়ং স্বামিব দর্শয়ন্তি ॥ ৪৫

‘মানুষ যেমন কলসের জলে রাজাকে অঙ্গিকর  
করে, তেমনি দেবরাজ প্রেরিত বাতাস এবং দেবরাজী  
কলসের জলের স্পর্শে পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গগুলি সিক্ত হয়  
সুন্দর রূপ ধারণ করেছে।

ঘনোপগুঢ়ং গগনং ন তারা

ন ভাস্করো দর্শনমভ্যুপৈতি

নবৈর্জলৌঘৈর্ধরপী

বিতৃপ্তা

তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশ্য ॥ ৪৬

‘মেঘের ঘনঘটায় আকাশে তারাও দেবা ঘন  
সূর্যও দেখা যাচ্ছে না। নবজলধারার স্পর্শে পৃথিবী

সুতং চতুর্দিক্ জলধারাব  
দেহে না। কটানি  
বাবাবিহা

রাসমাণৈর্বিপুলৈঃ  
মুক্তাকলা

‘পর্বতের সুউচ্চ  
সর্বকর্তার শোভা লাভ

ইলাকৃতির স্বর্ণাগুলি  
বৃত্তা পাচ্ছে।

শৈলোপপ্রস্থলমানবে  
শৈলোপপ্র

হাসু হাবা

‘সুউচ্চ পর্বতমা  
জলের গতিকের রুদ্ধ কব

প্রবণ করে কেকাধা  
পর্বতগাত্রে মুক্তোমানার

শীঘ্রবেগা বিপুল  
নির্ব্যোত

মুক্তকলাপপ্রতিমাঃ  
মহাশুভে

‘বিশাল জলপ্রপা  
নিভাগগুলি উত্তমরূপে

অবলম্বন করেছে। বড়  
জলবাহিকে আপন অ

সুতমাবিচ্ছিন্নাঃ  
পতন্তি চাতুলা দি

‘সুবত-ক্রীড়াকাল  
বোঝানাদের বিচ্ছিন্ন

বারিধারা পর্বতগাত্রে ধা  
বিলীযমানৈর্বিহগৈর্নিসী

বিকস্মা চ মালত্যা  
‘আকাশ থেকে

পতন্তি নিম্নলিভা। মান  
সরগেই জানা যায় সূর্য

‘সৌষ্ঠপদ—



তুঙ্গ। চতুর্দিক অঙ্গকাবলিপু হওয়ায় দিক নির্ণয় করা  
যাচ্ছে না।

মহাশক্তি কূটানি মহীধরাণাং  
ধারাবিধৌতান্যাসিকং বিভাতি।

মহাপ্রমাণৈর্বিপুলৈঃ প্রপাতৈ-  
মুক্তাকলাপৈরিব লক্ষ্যমাতৈঃ ॥ ৪৮

‘পর্বতের সুউচ্চ চূড়াগুলি জলধারায় ঘৌত হয়ে  
অবিকতর শোভা লাভ করেছে। বহুসংখ্যক এবং  
বিশালাকৃতির ঝর্ণাগুলি পর্বতগাত্রে মুক্তোমালার ন্যায়  
শোভা পাচ্ছে।

শৈলোপলপ্রস্থলমানবেগাঃ  
শৈলোত্তমানাং বিপুলারঃ প্রপাতাঃ।

মহাসু সমাদিতবর্হিণাসু  
হারা বিকীর্যন্ত ইবাবভাতি ॥ ৪৯

‘সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে প্রস্তরখণ্ড স্থলিত হয়ে  
জলের গতিকে রুদ্ধ করেছে। বহুসংখ্যক জলপ্রপাত গুহায়  
প্রবেশ করে কেকাধ্বনির মতো শোনাচ্ছে এবং এগুলি  
পর্বতগাত্রে মুক্তোমালার ন্যায় শোভা লাভ করেছে।

শীঘ্রপ্রবেগা বিপুলারঃ প্রপাতা  
নিখৌতশৃঙ্গোপতলা গিরীণাম্।

মুক্তাকলাপপ্রতিমাঃ পতন্তো  
মহাশূহোৎসঙ্গতলৈঃপ্রিয়ন্তে ॥ ৫০

‘বিশাল জলপ্রপাত দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে। পর্বতের  
নিম্নভাগগুলি উত্তমরূপে ঘৌত করছে। মুক্তোমালাসম তা  
অবতরণ করছে। বড় বড় গুহাগুলি যেন এই বিপুল  
জলরাশিকে আপন অঙ্কে ধারণ করেছে।

সুরতামদবিচ্ছিন্নাঃ স্বগঙ্গীহারমৌক্তিকাঃ।  
পতন্তি চাতুলা দিম্বু ভোয়ধারাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫১

‘সুরত-ক্রীড়াকালে অঙ্গের মর্দনজনিত কারণে  
স্বেদনাদের বিচ্ছিন্ন মুক্তোমালার মতো জলপ্রপাতের  
ধারিধারা পর্বতগাত্রে খাঙ্কা বেয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।  
বিলীমমানৈর্বিহগৈনিমীলন্তিস্ত পঙ্কজৈঃ।

বিকস্জ্যা চ মালত্যা গতোহস্তং জায়তে রবিঃ ॥ ৫২

‘আকাশ থেকে পক্ষীকুল বিলীমমান। পঙ্কফুলের  
পাপড়ি নিমীলিত। মালতীফুল বিকশিত হচ্ছে : এইসমস্ত  
কারণেই জানা যায় সূর্য অস্ত গেছে।

বৃদ্ধা যাত্রা নরেন্দ্রাণাং সেনা পথোব বর্ততে।  
বৈরাগি চৈব মার্গাশ্চ সলিলেন সমীকৃতঃ ॥ ৫৩

‘রাজাদের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হয়েছে। যুদ্ধে গমনোদ্যত  
সৈন্যবা পথেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। শত্রু এবং পথ  
একইভাবে জল দ্বারা বিপর্যস্ত।

মাসি প্রৌষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষ্যতাম্।  
অন্নমধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ ॥ ৫৪

‘ভাদ্র<sup>(১)</sup> মাস সামবেদীয় ব্রাহ্মণদের স্বাধ্যায়ের  
সময়। সামগানের এই সময় উপস্থিত হয়েছে।

বিবৃত্তকর্মায়তনো নুনং সঙ্কিতসম্ভয়ঃ।  
আষাঢ়িমভূপগতো ভরতঃ কোসলাধিপঃ ॥ ৫৫

‘কোশলদেশের অধিপতি ভরত অবশ্যই চান্দ্র আষাঢ়  
মাস সমাগত হতেই সঞ্চয়ের জন্য আবশ্যিক সমস্ত কিছু  
সংগ্রহ করেছেন।

নুনমাপূর্বমাণায়ঃ সরযুবা বর্ষতে রয়ঃ।  
মাং সমীক্ষ্য সমায়াত্তমযোধ্যায়া ইব স্বনঃ ॥ ৫৬

‘অবশ্যই সরযুদীর বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং  
পরিপূর্ণ হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যেমন আমাকে বনবাসে  
আসতে দেখে অযোধ্যাপুরীর বাসিন্দাদের রোদন বৃদ্ধি  
পেয়েছিল।

ইমাঃ স্ফীতগুণা বর্ষাঃ সুগ্রীবঃ সুখমশ্রুতে।  
বিজিতারিঃ সদারশ্চ রাজ্যে মহতি চ হিতঃ ॥ ৫৭

‘এই বর্ষা বহুগুণসম্পন্ন। এই সময় সুগ্রীব শত্রুকে  
পরাস্ত করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে মহাসুখে অবস্থান  
করছেন।

অহং তু হতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ।  
নদীকূলমিব ক্রিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ ॥ ৫৮

‘কিন্তু আমি আমার মহান রাজ্যচ্যুত, আমার স্ত্রী  
অপহৃত। হে লক্ষ্মণ! আমি বর্ষার নদীকূলের মতো অবসন্ন  
ও ক্রিন্ন হয়ে রয়েছি।

শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমাঃ।  
রাবণশ্চ মহাঙ্কুরপারঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৫৯

‘বর্ষাকাল ভীষণ দুর্গম। আমার শোকও অতি বিস্তৃত।  
আমাব মহাশত্রু রাবণকে অপবাক্যে বল মনে হচ্ছে।

অযাত্রাং বৈ দৃষ্টেমাং মার্গাশ্চ ভৃশদুর্গমান্।  
প্রপতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়া কিঞ্চিদীরিতম্ ॥ ৬০



‘দেখছি পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম, এই সময় যাত্রার  
উপযুক্ত নয়; সেইজন্য নতমস্তক হলেও আমি কিছু বলিনি।  
অপি চাপি পরিক্রিষ্টঃ চিরাদ দারৈঃ সমাগতম্।

আত্মকারণরীমত্বাদ্ বক্ষুঃ নেচ্ছামি বানরম্॥ ৬১

‘দীর্ঘকাল যাবৎ প্রিয়াবিচ্ছিন্ন থেকে সুগ্রীব সদাই  
পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এদিকে আমার কাজও অতি  
কঠিন (স্থল সময়ে সম্পূর্ণ হবে না)। সেইজন্য এইসময়  
বানর সুগ্রীবকে আর কিছু বললাম না।

স্বয়মেব হি বিশ্রামা জাত্বা কালমুপাগতম্।

উপকারং চ সুগ্রীবো বেৎস্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬২

‘কিছুকাল বিশ্রাম করে উপযুক্ত<sup>(১)</sup> সময় উপস্থিত  
হয়েছে এই কথা জেনে, সুগ্রীব স্বয়ং আমার উপকার  
করতে সমুপস্থিত হবেন, এই বিষয়ে আমার কোনো  
সংশয় নেই।

তস্মাৎ কালপ্রতীক্ষোহহং স্থিতোহস্মি শুভলক্ষণ।

সুগ্রীবস্যা নদীনাং চ প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষয়ন্॥ ৬৩

‘অতএব হে শুভলক্ষণ লক্ষণ ! আমি সুগ্রীবের  
এবং নদীগুলির আমার প্রতি প্রসন্নতালাভ পর্যন্ত প্রতীক্ষা  
করি।

উপকারেণ বীরো হি প্রতীকারেণ যুজ্যতে।

অকৃতজ্ঞোহপ্রতিকৃতো হস্তি সত্ববতাং কনঃ॥ ৬৪

‘বীর ব্যক্তি উপকারীর প্রতাপকার করে তাঁর প্রতি  
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু, যিনি অকৃতজ্ঞ প্রতি  
প্রতাপকার না করে সাত্ত্বিক পুরুষদের মনে আঘাত করেন।  
অঐথেবমুক্তঃ প্রণিধায় লক্ষণঃ

কৃতাজ্ঞলিঙ্গং প্রতিপূজ্য ভবিতম্।

উবাচ রামঃ স্বভিরামদর্শনঃ

প্রদর্শয়ন দর্শনমাত্মনঃ

রামচন্দ্র এইরূপ বলার পরে লক্ষণ কৃতাজ্ঞলিঙ্গ হস্ত  
সুদর্শন শ্রীরামকে পূজা করে আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ  
করলেন। নিজের শুভদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন-  
যুক্তমেতৎ তব সর্বমীজিতং

নরেন্দ্র কর্তা নচিরাক্ষরীশ্বরঃ

শরৎ প্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিদং ভবাঞ্ছ

জলপ্রপাতং রিপুনিগ্রহে দৃঢ়ঃ॥ ৬৬

‘হে নরশ্রেষ্ঠ ! যা আপনার সর্বাধিক ঈর্ষিত  
বানররাজ সুগ্রীবের দ্বারা অচিরেই লাভ করবেন। অতএব  
শত্রুসংহার বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে শরৎকালের জন্য  
প্রতীক্ষা করুন এবং বর্ষাকালের এই বিলম্বকে না  
করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গঃ॥ ২৮॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৮॥

## একোনত্রিংশ সর্গ (২৯)

হনুমান কর্তৃক প্রবুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবের নীলকে বানরসৈন্যদের একত্র করার আদেশ দান

সমীক্ষা বিমলঃ ব্যোম গতবিদ্যুৎলাহকম্।

সারসাকুলসংঘুপ্তঃ রম্যজ্যোৎস্নানুলেপনম্॥ ১

সন্মুখার্থঃ চ সুগ্রীবঃ মন্দধর্মার্থসংগ্রহম্।

অতর্থঃ চাসতাঃ মার্গমেকান্তগতমানসম্॥ ২

নিবৃত্তকার্যঃ সিদ্ধার্থঃ প্রমদাভিরতঃ সদা।

প্রাপ্তবস্ত্রমভিপ্রেতান্ সর্বানেব মনোরথান্॥ ৩

স্বাং চ পত্নীমভিপ্রেতাঃ তারাঃ চাপি সমীক্ষিতাম্।

বিহরন্তমহোরাত্রাঃ কৃতার্থঃ বিগতজ্বরম্॥ ৪

ক্রীড়ন্তমিব দেবেশঃ গজবাক্সরসাঃ গণৈঃ।

মস্তিষু নাস্তকার্যং চ মস্তিগামনবেক্ষকম্॥ ৫

উচ্ছিন্নরাজ্যসন্দেহঃ কামবৃত্তমিব হিঃ।

নিশ্চিতার্থোহর্থতত্ত্বজঃ কালধর্মবিশেষবিৎ॥ ৬

প্রসাদা বাট্যৈর্বিবিধৈর্হেতুর্মতির্মমোরমৈঃ।

বাক্যবিদ্ বাক্যতত্ত্বজঃ হরীশঃ মারুতাজ্ঞঃ॥ ৭

হিতং তথাং চ পথাং চ সামধর্মার্থনীতিম্।

প্রশন্নপ্রীতিসংযুক্তঃ বিন্দুসকৃৎনির্যম্॥ ৮

(১) যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত সময়।

হরীশ্চন্দ্রমুপাগম্য হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ।

হনুমান দেখলেন মেঘমালা ও বিদ্যুৎপূঞ্জ আকাশ থেকে দূরীভূত হয়েছে নির্মল আকাশে সর্বত্র সারসের দল জানন্দে বিচরণ করছে। নির্মেষ গগনে জ্যোৎস্না যেন চন্দনের ন্যায় অনুলেপিত হয়েছে। তিনি লক্ষ করলেন জটীষ্ট পূর্ণের পরে সূর্য্যবের অর্ধসংগ্রহ এবং ধর্মসাধন-কর্ম শিথিলতা এসেছে, তিনি অসাধু লোকদের পথই একান্তভাবে আশ্রয় করেছেন। কার্য সিদ্ধ হওয়ার পরেই তিনিই সর্বদা প্রমোদপরায়ণ। তাঁর অভীষ্ট লাভ হয়ে গিয়েছে, সকল মনোবাসনাই তাঁর পূর্ণ হয়েছে। তাঁর অভিপ্রেত নিজ পত্নী কুমাসহ সম্বন্ধিত তারাকে তিনি লাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গেই অহোরাত্র বিহার করে তাঁর শোক বিগত হয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন গন্ধর্বা এবং জম্বুদেবের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, তিনিও তদনুরূপ করছেন। হস্তীদের ওপরেই রাজকার্যের দায়িত্ব দিয়ে কামক্রীড়ায় মগ্ন হয়ে কালতিপাত করছেন ; এমনকী মন্ত্রীদের কাজের প্রতিও কোনো দৃষ্টিপাত করছেন না। রাজকার্য উচ্ছিন্নে দিয়ে তিনি কামভোগেই নিরত। শাস্ত্রবাক্যের অর্থ ও তত্ত্ব যিনি নিশ্চিতরূপে জানেন তথা কালধর্ম সম্পর্কে বিশেষরূপে অবহিত সেই পবনপুত্র শ্রীহনুমান তখন তাঁকে নানাবিধ প্রয়োজনীয় এবং মনোরম বাক্য দ্বারা প্রসন্ন করলেন। তিনি বানররাজের নিকট উপস্থিত হয়ে হিতকর, যথার্থ, লাভজনক, সাম, ধর্ম, অর্থ এবং নীতিযুক্ত তথা দূর্বিশ্বাসযুক্ত ও প্রেমপ্রীতিপূর্ণ বাক্য বললেন—

রাজ্যং প্রাপ্তং যশশ্চৈব কৌলী শ্রীরভিবর্ষিতা ॥ ৯  
মিত্রাণাং সংগ্রহঃ শেষস্তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি।

‘আপনি রাজ্য ও যশ লাভ করেছেন। আপনার কুলমর্যাদাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। বন্ধুদের অভীষ্ট কার্য (মিত্রদের প্রতি কর্তব্য) অবশিষ্ট আছে। আপনি এখন তা সম্পূর্ণ করুন।

যো হি মিত্রেষু কালজঃ সততং সাধু বর্ততে ॥ ১০  
তস্মা রাজ্যং চ কীর্তিচ্চ প্রতাপশ্চাপি বর্ষতে।

‘যিনি বন্ধুদের সময়-অসময় পরিস্থিতি বিষয়ে অতিজ্ঞ এবং সর্বদা তাঁদের প্রতি হিতকর আচরণ করেন তাঁর রাজ্য, যশ এবং প্রতাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যস্মা কোশচ্চ দণ্ডশ্চ মিত্রাণ্যাম্মা চ ভূমিপ।  
সমানোতানি সর্বাণি স রাজ্যং মহদশুভে ॥ ১১

‘হে ভূমিপতি ! যে রাজা কোষ (ভাণ্ডার), দণ্ড (সেনা), বন্ধুদের এবং নিজেকে সমান মনে করেন (অর্থাৎ এই সমস্ত কিছুর প্রতি যিনি সমদর্শী) তিনি মহান রাজ্য ভোগ করেন।

তদ্ ভবান্ বৃত্তসম্পন্নঃ হিতঃপথি নিরতায়ে।  
মিত্রার্থমভিনীতার্থং যথাবৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১২

‘আপনি সদাচারপরায়ণ, স্বাধীন পথে অবস্থানকারী ; বন্ধুর কার্যকে সফল করার পূর্বপ্রতিশ্রুতি আপনি পালন করুন।

সংভাজ্য সর্বকর্মাণি মিত্রার্থে যো ন বর্ততে।  
সম্ভ্রমাদ্ বিকৃতোৎসাহঃ সৌহর্ধেনাবরুধ্যতে ॥ ১৩

‘সমস্ত কার্য ত্যাগ করে যিনি মিত্রের হিতার্থে দ্রুত উৎসাহী হন না, ভ্রমবশত তাঁর ইষ্টকর্মও অনর্থের<sup>(১)</sup> দ্বারা অवरুদ্ধ হয়।

যো হি কালব্যতীতেষু মিত্রকার্যেষু বর্ততে।  
স কৃদ্ভা মহতোহপ্যর্থাম মিত্রার্থেন যুজ্যতে ॥ ১৪

‘উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যিনি মিত্রকর্মে উদ্যোগী হন, তিনি মহৎকর্ম সাধন করলেও তা মিত্রকর্মরূপে গণ্য হয় না।

তদিদং মিত্রকার্যং নঃ কাল্যাতীতমরিদম।  
ক্রিয়তাং রাঘবসৈত্যদ্ বৈদেহ্যঃ পরিমার্গণম্ ॥ ১৫

‘হে শত্রুমর্দনকারী ! ভগবান রামচন্দ্র আমাদের পরম সুহৃদ। আমাদের এই মিত্রকার্যসাধনের কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, অতএব রামচন্দ্রের পত্নী বৈদেহীর এই অনুসন্ধান-কর্ম আরম্ভ করুন।

ন চ কালমতীতং তে নিবেদয়তি কালবিৎ।  
ব্রহ্মাণোহপি স প্রাজ্ঞস্তব রাজন্ বশানুগঃ ॥ ১৬

‘হে রাজন্ ! পরম বুদ্ধিমান শ্রীরাম সময় সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাঁর কার্য সম্পাদনের শীঘ্রতা থাকলেও আপনার বিশ্বাস হেতু তিনি এপর্যন্ত সেটি আপনাকে নিবেদন করেননি।

কুলস্যা হেতুঃ শ্রীতস্যা দীর্ঘবন্ধুশ্চ রাঘবঃ।  
অপ্রমেয়প্রভাবশ্চ স্বয়ং চাপ্রতিমো গুণৈঃ ॥ ১৭

(১) মিত্রহিতকর্মে নিকৃৎসাহ হওয়ার প্রমাদবশেই তিনি নিজের ইষ্টসাধনে ব্যর্থ হন। তিনি অনর্থের ভাগী হন।



তস্য হুং কুরু বৈ কার্যং পূর্বং তেন কৃতং ভব  
হরীশ্বর কপিশ্রেষ্ঠানাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি। ১৮

‘হে বানররাজ ! তগবান শ্রীরাম আপনার বংশের  
জন্মদেয়ের হেতু, তিনি আপনার দীর্ঘদিনের বন্ধু। আপনি  
এখন তাঁর কার্যসিদ্ধি করুন তিনি পূর্বেই আপনার  
কার্যসাধন করেছেন। এখন আপনি বানবীরদের এই  
কাজেই ভরসা করুন।

নহি ভাবদ্ ভবেৎ কালো ব্যতীতশ্চোদনাদৃতে।  
চোদিতস্য হি কার্যস্য ভবেৎ কালব্যতিক্রমঃ। ১৯

‘তাঁর প্রবেশ ব্যতীতই কার্যারম্ভ করলে আমার  
কালক্ষয়জনিত দোষের ভাগী হব না অন্যথায় এই দোষ  
আমাদের স্পর্শ করবে।

অকর্তৃরপি কার্যস্য ভবান্ কর্তা হরীশ্বর।  
কিং পুনঃ প্রতিকর্তৃত্বো রাজেন চ বধেন চ। ২০

‘হে বানরধিপতি ! যিনি আপনার জন্য কিছুই  
করেননি, আপনি তাঁরও কার্য সিদ্ধ করেন। রামচন্দ্র বালীবধ  
করে আপনাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রত্যুপকার  
কার্য বিষয়ে আর অধিক কী বলব ?

শক্তিমানতিবিক্রান্তো বানরর্ক্ষগণেশ্বর।  
কর্তুং দাশরথ্যেঃ প্রীতিমাজ্ঞায়াং কিং নু সজ্জসে। ২১

‘আপনি পরাক্রমশালী, অতিশক্তিমান, বানর এবং  
ভল্লুকদের অধিপতি। আপনি কেন দাশরথি রামচন্দ্রের  
প্রীতিকার্য সম্পাদনের জন্য বানরদের আদেশ দিচ্ছেন না ?  
কামং খলু শরৈঃ শক্তঃ সুরাসুবমহোরগান্।  
বশে দাশরথিঃ কর্তুং হুং প্রতিজ্ঞামবেক্ষতে। ২২

‘দশরথনন্দন শ্রীরাম স্বয়ং বাণদ্বারা দেবতা, অসুর  
ও মহাসর্পদের বশীভূত করতে সক্ষম। তথাপি তিনি  
আপনার প্রতিজ্ঞাপালনের তৎপরতা লক্ষ্য করেছেন।  
প্রাপ্ত্যাগাধিশঙ্কেন কৃতং তেন মহৎ প্রিয়ম্।  
তস্য মার্গাম বৈদেহীঃ পৃথিব্যামপি চাশ্বরে। ২৩

‘তিনি আপনার জন্য বালীবধ কার্যে বিন্দুমাত্র ইতস্তত  
না করে, আপনার যথেষ্ট উপকার করেছেন। এখন  
বৈদেহী সীতাকে পৃথিবীতে বা অন্তরীক্ষে যেখানেই হোক  
অনুসন্ধান করে আনতে হবে।

দেবদানবগন্ধর্বা অসুরাঃ সমরুদগণাঃ।  
ন চ যক্ষা ভয়ং তস্য কুরুঃ কিমিব রাক্ষসাঃ। ২৪

(১) পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট বানরদের প্রধান।

‘দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, অসুর, মরুদগণ, যক্ষ  
যক্ষরা ও তাঁকে ভীত করতে সক্ষম। তাহলে রাক্ষসের ভয়  
আর কী বলার আছে !

তদেবঃ শক্তিযুক্তস্য পূর্বঃ প্রতিকর্তৃত্বা।  
রামসার্থসি পিঙ্গেশ কর্তুং সর্বান্না প্রিয়ম্। ২৫

‘হে পিঙ্গল প্রধান ! এইরূপ শক্তিশালী তুমি  
পূর্বেপকারী শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়কার্যে আমাদের সর্বশক্তি  
নিয়োগ করা উচিত।

নাথস্বাদবনৌ নাস্মু গতির্নোগরি চাশ্বরে।  
কস্যচিৎ সজ্জতেহস্মাকং কপীশ্বর তবাজ্ঞায়াং। ২৬

‘হে বানরপ্রধান ! আপনার আজ্ঞায় আমাদের  
সৈন্যরা প্রস্তুত হবে। তাদের গতি পাতালে, বনে, জলে,  
পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও রুদ্ধ হবে না।

ওদাজ্ঞাপয় কঃ কিং তে কৃতো বাপি ব্যবসায়ঃ।  
হরয়ো হ্যপ্রধ্ব্যাস্তে সন্তি কোট্যন্তোহনরাঃ। ২৭

‘হে নিষ্পাপ ! অতঃপর আপনার অধীনস্থ কোট্যন্ত  
অধিক সংখ্যক অপরাধেয় বানরকে আপনি আজ্ঞা করুন  
তারা কে কোথায় কীভাবে আপনার আদেশ পালন করবে।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কালে সাধু নিরূপিতম্।  
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নশ্চকার মতিমুত্তমাম্। ২৮

তাঁর সেই সম্বোধিত সাধুবাক্য শুনে সত্ত্বগুণসম্পন্ন  
সুগ্রীবের শুভবুদ্ধির উদয় হল।

সন্নিদেশাতিমতিমান্ নীলং নিত্যকৃতোদয়ম্।  
দিক্ষু সর্বাসু সর্বেষাং সৈন্যানামুপসংগ্রহে। ২৯

যথা সেনা সমগ্রা মে যুধপালাশ্চ সর্বশা।  
সমাগচ্ছন্ত্যসজ্জেন সেনাশ্চৈব তথা কুরাৎ। ৩০

‘অত্যন্ত বুদ্ধিমান সুগ্রীব নিত্যউদয়ী নীলকে সর্ব  
দিক থেকে সকল বানরসৈন্যদের সংগ্রহ করার অংশ  
দিলেন। বানরদের সকল দলপতিরা যেন তাঁর  
সেনাপতিদের সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে অনতিবিলম্বে উপস্থিত  
হন তাঁর উদ্যোগ নিতে বললেন।

যে হস্তপালাঃ প্রবগাঃ শীঘ্রগা ব্যবসারিনা।  
সমানমন্ত তে শীঘ্রাঃ হ্রিতাঃ শাসনামহা। ৩১

স্বয়ং চানন্তরং কার্যং ভবানেবানুশস্যতুঃ। ৩২

‘রাজ্যের সীমান্তরক্ষী দ্রুতগামী এবং উদ্যোগী  
বানরদের আমার আদেশে শীঘ্র এখানে উপস্থিত হন।

‘রাজ্যের সীমান্তরক্ষী দ্রুতগামী এবং উদ্যোগী  
বানরদের আমার আদেশে শীঘ্র এখানে উপস্থিত হন।

‘রাজ্যের সীমান্তরক্ষী দ্রুতগামী এবং উদ্যোগী  
বানরদের আমার আদেশে শীঘ্র এখানে উপস্থিত হন।

‘রাজ্যের সীমান্তরক্ষী দ্রুতগামী এবং উদ্যোগী  
বানরদের আমার আদেশে শীঘ্র এখানে উপস্থিত হন।

‘রাজ্যের সীমান্তরক্ষী দ্রুতগামী এবং উদ্যোগী  
বানরদের আমার আদেশে শীঘ্র এখানে উপস্থিত হন।

‘রাজ্যের সীমান্তরক্ষী দ্রুতগামী এবং উদ্যোগী  
বানরদের আমার আদেশে শীঘ্র এখানে উপস্থিত হন।

অন্য জনস্তর যা কিছু কর্তব্য তদুৎ  
যখন  
প্রাপ্ত্যাগাধিশঙ্কঃ  
যঃ  
প্রাণান্তিকো দণ্ডো  
ন  
সে উপস্থিত হবে, সে বা তাঁর  
এই বিষয়ে বিচার বিবেচনা কো  
ইজার্বশ্রীমদ  
মহর্ষি বাল্মীকি  
শরৎকালের  
পূঃ প্রবিষ্টে সুগ্রীবে  
বর্ষান্ত্রে স্থিতো রামঃ  
সুগ্রীব গৃহে প্রবেশ  
রামচন্দ্র সীতার শোকে এবং  
অবস্থান করছেন।  
গাধুরঃ গগনং দৃষ্টা  
শরদীঃ রজনীঃ চৈবঃ  
শুভ্র গগনে নির্ম  
মনুষ্পিত জ্যোৎস্নার সৌ  
কামবৃত্তঃ চ সুগ্রীবঃ  
দ্রষ্টা কালমতীতঃ চ  
সুগ্রীব কামভোগে ম  
সন্ধান নেই। এদিকে স  
এইসব দেবে, শ্রীরাম  
পুলেন।  
স হু সংজ্ঞামুপাগমা  
কমঃ হামপি বৈদেহী  
বৃহত্তর মনোই  
রাজ্য রামচন্দ্র বিনেহন



কখন, অনন্তর যা কিছু কার্য তাতে আপনি নিজেকে যত্নবান  
হবেন।

ত্রিশকরাব্রাদূর্জং যঃ প্রাপ্তমাদিহ বানরঃ  
তস্য প্রাশান্তিকো দণ্ডো নাত্র কার্যবিচারণা ॥ ৩২  
‘ননেরো রাত্রি অতিক্রম করে যে বা যারা এখানে  
এসে উপস্থিত হবে, সে বা তারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবেন ;  
এই বিষয়ে বিচার বিবেচনার কোনো আবশ্যকতা নেই

হরীংশচ বৃদ্ধানুপয়াত্ব সাক্ষসো  
ডলান্ মমাজ্ঞামধিকৃত্য নিশ্চিতম্।

ইতি বাবহাঃ হরিপুত্রবেশুরো  
নিধায় শ্রেষ্ঠ প্রবিশেষ বীরবান্ ॥ ৩৩  
‘আমার এই আজ্ঞানুসারে আপনি অঙ্গদকে সঙ্গে  
নিযে প্রবীণ বানবদেব কাছে যান’ এইরূপ ব্যবস্থা করে  
বানরগীর তথা বানবাদিপতি অঙ্গপুত্র প্রবেশ করলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্ভামাযণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্দাকাণ্ডে উনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিষ্কিন্দাকাণ্ডে উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

### ত্রিংশ সর্গ (৩০)

শরৎকালের বর্ণনা। সুগ্রীবের কাছে যাবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামের আদেশ

গৃহং প্রবিষ্টে সুগ্রীবে বিমুক্তে গগনে ঘনৈঃ।  
বর্ষাত্রে হিতো রামঃ কামশোকভিপীড়িতঃ। ১  
সুগ্রীব গৃহে প্রবেশ করলেন। আকাশ মেঘমুক্ত,  
রামচন্দ্র সীতার শোকে এবং কামনার বর্ষণমুখর রাত্রিতে  
অবস্থান করছেন।

পাতুরং গগনং দৃষ্টা বিমলং চন্দ্রমণ্ডলম্।  
শারদীং রজনীং চৈবং দৃষ্টা জ্যোৎস্নানুলেপনাম্ ॥ ২  
শুভ্র গগনে নির্মল চন্দ্রশোভিত শারদরাত্রে  
অনুলেপিত জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য তিনি দর্শন করলেন।

কামবৃত্তং চ সুগ্রীবং নষ্টাং চ জনকাম্বজাম্  
দৃষ্টা কালমতীতং চ মুমোহ পরমাতুরঃ। ৩  
সুগ্রীব কামভোগে মগ্ন, জনকতনয়া সীতার কোনো  
সন্ধান নেই। এদিকে সময় অতিবাহিত হয়ে চলেছে।  
এইসব দেখে, শ্রীরাম শোকে বিহ্বল ও কাতর হয়ে  
পড়লেন।

স তু সংজ্ঞামুপাগম্য মুহূর্তায়তিমান্ নৃপঃ।  
মনঃ হামপি বৈদেহীং চিন্তয়ামাস রাঘবঃ ॥ ৪  
মুহূর্তের মধ্যেই চৈতন্য লাভ করে সেই বুদ্ধিমান  
রাজা রামচন্দ্র বিদেহনন্দিনী সীতার চিন্তায় মনোনিবেশ

করলেন।

দৃষ্টা চ বিমলং বোম গতবিদ্যুৎলাহকম্।  
সারসারাবসংঘুষ্টং বিললাপার্তয়া গিয়া ॥ ৫

মেঘমুক্ত আকাশ তিনি দেখলেন, যেখানে বিদ্যুতের  
ঝলকানি বা মেঘের ঘনঘটা বিগত হয়েছে। সারসের ধ্বনি  
মুখরিত সেই পরিবেশে রামচন্দ্র সেই পর্বতে আর্তস্বরে  
বিলাপ করতে লাগলেন।

আসীনঃ পর্বতস্যাত্রে হেমখাতুবিভূষিতে।  
শারদং গগনং দৃষ্টা জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥ ৬  
স্বর্ণবর্ণে বিভূষিত পর্বতশিখরে উপবিষ্ট শ্রীরাম  
শরৎকালীন আকাশ দেখে মনে মনে প্রিয়ার কথা চিন্তা  
করতে লাগলেন।

সারসারাবসংনাদৈঃ সারসারাবনাদিনী।  
যাহঃশ্রমে রমতে বালা সাদ্য মে রমতে কথম্ ॥ ৭  
যাঁর কণ্ঠস্বর সারসের ধ্বনির তুল্য সুমধুর (আশ্রমে  
সারসের কণ্ঠনাদ ও তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হত যেন  
পরম্পর বাক্যলাপরত), যে রমণী আমার আশ্রমে রমণ  
করতেন আমার সেই প্রিয়া আজ কোথায়, কেমনভাবে  
রমণ করছেন আমি জানি না।

পুষ্টিভাংসানান্দ দৃষ্টা কাকনানিব নির্মলান।  
কথং সা রমতে বালা পশ্যন্তী মামপশ্যন্তী॥ ৮  
সর্বভূতান্য নির্মল পুষ্টিভাংসানান্দ দৃষ্টা কাকনানিব নির্মলান।  
ভাবলেন আমাকে না দেখে বেচাবি সীতা কেমন অবস্থায়  
আছেন।

যা পুরা কলহংসানাং কলেন কলভাষিণী।  
বৃষাতে চারুসর্বাঙ্গী সাদা মে রমতে কথম্॥ ৯  
সর্বদাসুন্দরী তথা স্বভাবমধুবভাষিণী সীতার একদা  
নিদ্রাভঙ্গ হত কলহংসের সুমধুর ববে, আজ আমার সেই  
প্রিয়া কীভাবে প্রসন্ন হচ্ছেন!

নিঃস্বনঃ চক্রবাকানাং নিশমা সহচারিণাম্।  
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষী কথমেমা ভবিষ্যতি॥ ১০  
যাঁর আয়তলোচনদ্বয় প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ন্যায়  
সুন্দর, আমার সঙ্গে বিচরণকালে যিনি চক্রবাকের স্ত্রী  
শুনতেন, এখন তিনি কেমন আছেন।

সরাংসি সরিতো বাপীঃ কাননানি বনানি চ।  
তাং বিনা যুগশাবাকীঃ চরমাদ্য সুখং লভে॥ ১১  
আমি নদী, সরোবর, জলাশয়, উদ্যান, বনভূমি  
সর্বত্র সেই যুগশাবকনয়না বাতীতই ভ্রমণ করছি, কিন্তু  
হায়! কোথাও সুখ লাভ করছি না।

অপি তাং মধ্বযোগাচ্চ সৌকুমার্যাচ্চ ভামিনীম্।  
সুদূরং পীডয়েৎ কামঃ শরদৃগুণনিরন্তরঃ॥ ১২  
আমার বিরহে সুকুমারী<sup>১১</sup>, অভিমানিনী সীতা  
শরৎঋতুর গুণবৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন।  
একমাত্র নরশ্রেষ্ঠো বিলাপ নৃপাঙ্কজঃ।  
বিহঙ্গ ইব সারঙ্গঃ সলিলং ত্রিদশেশ্বরঃ॥ ১৩

দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট চাতকপাখির জল প্রার্থনার  
মতো কাতর হয়ে নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীরাম এইভাবে  
বিলাপ করতে লাগলেন।

ভতশ্চক্ষুর্ধ্ব রমোষু ফলার্থী গিরিসানুধু।  
দদর্শ পৰ্যুপাবৃত্তো লক্ষ্মীবীক্ষ্মশোহগ্রজম্॥ ১৪  
রমণীয় পর্বতসানুতে ফল অন্বেষণকারী শ্রীসম্পন্ন  
লক্ষ্মণ ফিরে এসে তাঁর অগ্রজকে বিলাপবত অবস্থায়  
দেখলেন।

স চিত্রয়া দুস্‌সহয়া পরীতঃ  
বিসংজ্ঞমেকং বিজ্ঞানে মনসী।

স্রাতুর্বিধাদাং ঝরিতোহভিধীনঃ  
সমীক্য সৌমিত্রিক্রমাচ্চ  
সেই মনসী (শ্রীলক্ষ্মণ) নির্জন বনে দুঃসহ হিয়ায়  
হতচেতন অবস্থায় অগ্রজকে দেখলেন। তখন সুমিত্রিক্রম  
তাকে দেখে অত্যন্ত দুঃখে বিষাদগ্রস্ত হয়ে অতি দীনভাবে  
তাকে বললেন—

কিমার্য কামসা বশংগভেন  
কিমায়শৌর্যমাপরাধবেন  
অয়ং হিয়া সংহ্রিয়তে সমাধিঃ  
কিমত্র যোগেন নিবর্ততে  
'হে আর্য! কেন কামের বশীভূত হয়ে, আপনাকে  
বিস্মৃত হয়েছেন? এই লজ্জা আপনার একপ্রত্যকে রি  
করছে! কেন আপনি যোগের দ্বারা এ থেকে নিবৃত্ত হই  
না?

ক্রিয়াভিযোগঃ মনসঃ প্রসাদঃ  
সমাধিযোগানুগতং চ কালম্।  
সহায়সামর্থ্যমদীনসত্বঃ  
স্বকর্মহেতুং চ কুরুষ্যতাত॥ ১৫

'হে তাত! মনের প্রসন্নতা লাভের জন্য অগ্নি  
ত্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করুন। এই সময়ে মনের একমাত্র  
বৃদ্ধিতে যত্নবান হোন। দীনতা ত্যাগ করে নিজ  
কর্মানুষ্ঠানের জন্য সহায় সামর্থ্য অবলম্বন করুন।

ন জানকী মানববংশনাথ  
দ্বয়া সনাথা সুলভা পরে।  
ন চাগ্রিচূড়াং জলিতামুপেতা  
ন দহাতে বীর বরার্ষ কশিঃ॥ ১৬

'হে বরগীয় বীর, মানবকুলের রক্ষক! আপনি  
স্বামী সেই জানকীর কোনো অনিষ্ট অন্য কেউ করতে  
পারবে না। কারণ, স্বলম্ব অগ্নিশিখাকে স্পর্শ করতে পারে  
কে না দহু হয়?'

সলক্ষণঃ লক্ষ্মণমগ্রধ্বাঃ  
হ্রভাবজঃ বাক্যমুবাচ  
হিতং চ পথ্যং চ নরপ্রসক্তঃ  
সসামর্থ্যমর্থাৎসমাধিতঃ  
নিসংশয়ঃ কার্যমবেক্ষিতব্যঃ  
ক্রিয়াবিশেষোহপানুবর্তিতব্যঃ

<sup>১১</sup> অসনী বৃক্ষ অর্থাৎ শালগাছ।

<sup>১২</sup> সুকুমার মনোবৃত্তি সম্পন্ন।

ন হু প্রবৃক্ষসা দুঃসদসা  
কুমার বীর্যসা ফলং চ চিত্তম্ ॥ ২০  
সুলক্ষণযুক্ত অপরাজেয় লক্ষণকে রামচন্দ্র স্বাভাবিক  
ভাবেই বললেন—‘হে কুমার ! তোমার কথা হিতকর,  
উৎকর্ষী, নীতিশাস্ত্রসম্মত তথা সামান্য ধর্ম ও অর্থ  
সংযুক্ত। নিশ্চিতকাবে আলোচ্য কার্য (সীতার অনুসন্ধান)  
কিহয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু প্রয়াস ত্যাগ  
কর দুর্লভ এবং সুকঠিন কর্মের ফল সম্পর্কে আগে  
থেকেই চিন্তাগ্রস্ত হওয়া অনুচিত।’

অথ পদ্মপলাশাক্ষীং মৈথিলীমনুচিন্ত্যম্  
ইবাচ লক্ষণং রামো মুখেন পরিশুশ্রুত। ২১  
অনন্তর পদ্মপলাশলোচনা মৈথিলীকে চিন্তা করতে  
করতে শ্রীরাম অনুজ লক্ষণকে শুদ্ধ মুখে বললেন—  
তপস্বিত্বা সহস্রাঙ্কঃ সলিলেন বসুন্ধরাম্।  
নির্বর্তয়িত্বা সস্যানি কৃতকর্মা বাবহিতঃ ॥ ২২

‘দেখো ! সহস্রলোচন ইন্দ্র জলদ্বারা (বারিধারা  
দিয়ে) পৃথিবীকে তৃপ্ত করেছেন। শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা  
করে তিনি এখন নিবৃত্ত হয়েছেন।

দীর্ঘগন্তীরনির্ঘোষাঃ শৈলক্রমপুরোগমাঃ।  
বিসৃজ্য সলিলং মেঘাঃ পরিশান্তা নৃপাস্বজঃ ॥ ২৩  
‘হে রাজকুমার ! দেখো, দীর্ঘ গন্তীর গর্জনরত  
মেঘের দল পর্বত ও বৃক্ষবাজিকে আচ্ছন্ন করে জলভার  
বর্ষণ করে এখন পরিশ্রান্ত হয়েছে।

নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শ্যামীকৃত্বা দিশো দশ।  
বিমলা ইব মাতঙ্গাঃ শান্তবেগাঃ পয়োধরাঃ ॥ ২৪  
‘নীলোৎপলদল তুল্য শ্যামবর্ণ মেঘরাজি দশদিকে  
শ্যামবর্ণে আবৃত করেছিল। মদমত্ত হস্তী যেন বেগশূন্য  
হয়ে শান্ত হয়েছে।

জলগর্ভা মহাবেগাঃ কুটজার্জুনগন্ধিনঃ।  
চরিত্বা বিরতাঃ সৌম্য বৃষ্টিবাতাঃ সমুদাতাঃ ॥ ২৫  
‘হে সৌম্য ! জলভারবাহী, মহাবেগসম্পন্ন কুটজ  
এবং অর্জুন ফুলের গন্ধবাহী বর্ষার বায়ু সবেগে বিচরণ  
করে এখন শান্ত হয়েছে।

ঘনানাং বারণানাং চ ময়ূরাণাং চ লক্ষণ।  
নাদঃ প্রশবধানাং চ প্রশান্তঃ সহসানঘা ॥ ২৬  
‘নিষ্পাপ লক্ষণ ! মেঘেদের, হস্তীদের, ময়ূরদের

তথা ঝর্ণাগুলির সমস্ত রব এখন শান্ত হয়ে গিয়েছে।  
অভিবৃষ্টা মহামৈথিলীনির্মলাচ্চিত্রসানবঃ।  
অনুলিপ্তা ইবাত্তি গিরয়শ্চন্দ্ররশ্মিভিঃ ॥ ২৭  
‘মহান মেঘরাজি বৃষ্টিধারা দ্বারা বিচিত্র পর্বতের  
সানুদেশকে নির্মলরূপে দৌত করেছে। ফলে, মনে হচ্ছে  
পর্বতরাজি যেন চন্দ্রকিরণ দ্বারা শুভ্রসমুজ্জ্বল।

শাখাসু সপ্তচ্ছদপাদপানাং  
প্রভাসু তারাকনিশাকরণাম্।  
লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং  
প্রিয়াং বিভজ্যাদ্য শরৎপ্রবৃত্তা ॥ ২৮  
‘সপ্তপর্ণী বৃক্ষের শাখায় শাখায়, সূর্য, চন্দ্র,  
তারকাসমূহের প্রভায়, শ্রেষ্ঠ গজদের আনন্দলীলায়  
শরৎঋতু তার সৌন্দর্যকে আজ সুন্দরভাবে ভাগ করে  
দিচ্ছে।

সম্প্রত্যনেকাশ্রয়চিত্রশোভা  
লক্ষ্মীঃ শরৎকালগুণোপপন্ন।  
সূর্যগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু

পদ্মাকরেষুভাষিকং বিভতি ॥ ২৯  
‘সম্প্রতি শরৎকালের গুণযুক্তা লক্ষ্মী বিবিধ আশ্রয়ে  
বিভক্ত হয়ে বিচিত্র শোভা ধারণ করেছে। তথাপি সূর্যের  
প্রথম কিরণস্পর্শে প্রস্ফুটিত কমলবন সর্বোত্তম শোভা  
ধারণ করেছে।

সপ্তচ্ছদানাং কুসুমোপগন্ধী  
ষট্‌পাদবৃন্দৈরনুগীয়মানঃ।  
মত্তস্থিপানাং পবনানুসারী

দর্পং বিনেষ্যামধিকং বিভতি ॥ ৩০  
‘শরৎকাল সপ্তপর্ণীপুষ্পের (ছাতিয় ফুলের)  
গন্ধবাহী। ভ্রমরবৃন্দ তা অনুসরণ করে গান গেয়ে চলে।  
মত্ত মাতঙ্গদের দর্প<sup>(১)</sup> বৃদ্ধি পেয়ে অধিক শোভা বিস্তার  
করে।

অভ্যাগতৈশ্চারুবিশালপঙ্কৈঃ  
শ্মরপ্রিয়ৈঃ পদ্মরজোহবকীণৈঃ।

মহানদীনাং গুলিনোগয়াতৈঃ  
ক্রীডন্তি হংসাঃ সহ চক্রবাকৈঃ ॥ ৩১  
‘মহানদীর বেলাভূমিতে সমাগত সুন্দর ও বিশাল  
পক্ষযুক্ত, কামকলা প্রিয়, পদ্মপরাগে আকীর্ণ চক্রবাকদের

(১) বর্ষার অবসানে অনুকূল (শুকনো) পথে সদর্পে সানন্দে বিচরণ করে।





মহারবৈভীমকটা

গজেন্দ্রাঃ।

সরসুখবদ্যুজ্জ্বলেশু

বিক্ষোভা বিক্ষোভা জলং পিবন্তি ॥ ৪১

‘কারণব (হংসবিশেষ) এবং চক্রবাক পাখিদের  
জিত করে মহাগর্জন সহকারে মদশ্রাবী গজশ্রেষ্ঠগণ  
পদ্মভূষণ দ্বারা সুসজ্জিত সরোবরে তরঙ্গ সম্ভারিত করে  
জলপান করছে।

হ্যশেতগঙ্গাসু

সবালুকাসু

প্রসমতোয়াসু

সগোকুলাসু।

সসারসারাবিনাদিতাসু

নদীষু হংসা নিপতন্তি হস্তাঃ ॥ ৪২

‘স্বচ্ছ নদীর জলে পক্ষ দূরীভূত হয়েছে, বালুকাসমৃদ্ধ  
সেই জল গোরুগুলি সেবন করছে কলরব সহকারে  
সারসের দল তথা আনন্দিত হংসরাজি সানন্দে নদীজলে  
নিপতিত হচ্ছে।

নদীধনপ্রস্রবণোদকানা-

মতিপ্রবৃদ্ধানিলবর্হিণানাম্

প্রবলমানাং

চ গতোৎসবানাং

ক্রবং রবাঃ সম্প্রতি সম্প্রগতাঃ ॥ ৪৩

‘নদী, মেঘ, ঝর্ণার জল, প্রচণ্ড বাতাস, ময়ূরদের  
তথা আনন্দোৎসবরহিত ব্যাঙদের কষ্টস্বর নিশ্চিতভাবেই  
এখন বিনষ্ট হয়েছে।

অনেকবর্ণাঃ

সবিনষ্টকায়

নবোদিতেশ্বধুধরেষু

নষ্টাঃ।

ক্ষুধারিতা ঘোরবিষা বিলেভা-

শ্চিরোষিতা বিপ্রসরন্তি সর্পাঃ ॥ ৪৪

‘বহুবিধিষ্ট ক্ষুধাতুর বিষধর সর্পের দল যাদের শরীর  
নষ্ট হতে বসেছে, তারা বিলের বাইরে বেরিয়ে আসছে,  
কারণ বর্ষার নবোদিত মেঘের প্রভাবে এরা বিলের মধ্যে  
আত্মগোপন করেছিল।

চক্ষুচক্করস্পর্শহর্ষোদ্বীলিততারকা

অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহতি স্বয়মধরম্ ॥ ৪৫

‘সুন্দর চন্দ্রকিরণের স্পর্শে তারকারাজি আনন্দে  
ঝকঝক করছে। রাগবতী সন্ধ্যা যেন নিজেই আকাশকে  
ত্যাগ করেছে।

[প্রিয়তমের করস্পর্শজনিত আনন্দে নায়িকার

(অনুরাগযুক্ত সন্ধ্যা) নেত্র যেন কিঞ্চিৎ পুলকিত। অনুরাগে  
পরিপূর্ণ সেই নায়িকা (সন্ধ্যাকাল) যেন স্বয়ং অম্বর  
(আকাশ অথবা বস্ত্র) ত্যাগ করেছে।]

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবকঙ্কা

তারাগণোদ্বীলিতচারুনেত্রো

জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা

বিভ্রতি

নারীব

শুক্রাংশুকসংবৃতঙ্গী ॥ ৪৬

‘উদিত চন্দ্র যেন সুন্দর আনন, তারাগুলি যেন  
উদ্বীলিত চারুনেত্র। জ্যোৎস্নার রেশমি আবরণে আবৃত  
রাত্রি যেন স্নেহাঙ্গী শুভ্রবসনা নারীর ন্যায় শোভিত হচ্ছে।  
বিপক্ষশালিপ্রসবানি ভূষা

প্রহর্ষিতা

সারসচারুপঙ্ক্তিঃ।

নভঃ

সমাক্রমতি

শীঘ্রবেগা

বাতাবধূতা

গ্রথিতেব

মালা ॥ ৪৭

‘বিপক্ষ ধান্য ভক্ষণ করে আনন্দিত সারসের দল  
সুন্দরভাবে দ্রুতগতিতে আকাশ অতিক্রম করছে, যেন মনে  
হয় গগনপটে একটি কম্পিত মালা।

সুপ্তৈকহংসং

কুমুদৈরুপেতং

মহাহ্রদহং

সলিলং

বিভ্রতি।

ঘনৈর্বিমুক্তং

নিশি

পূর্ণচন্দ্রং

তারাগণাকীর্ণমিবাল্লরিক্ষম্

॥ ৪৮

‘কুমুদে পরিপূর্ণ এক বৃহৎ জলাশয়ের জলে একটি  
নিদ্রিত হংসের ন্যায় রাত্রির মেঘমুগ্ধ, তারকাখচিত  
আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং

প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্

বাপ্যুত্তমানামধিকাদা

লক্ষ্মী-

বর্জাসনানামিব

ভূষিতানাম্ ॥ ৪৯

‘জলাশয়-মধ্যে প্রকীর্ণ এবং দলবদ্ধ হংসরা  
জলাশয়ের মেখলার মতো শোভা পাচ্ছে। রক্তপদ্ম এবং  
স্নেহপদ্মের প্রাচুর্য দেখে মনে হচ্ছে যেন জলাশয়গুলি  
পদ্মমাল্যে সুশোভিত। উত্তম সাজে সুসজ্জিত এই  
সরোবরগুলি যেন বস্ত্রাভরণে সজ্জিত সুন্দরী রমণীর রূপ  
ধারণ করেছে।

বেণুধরবাজিততূর্ণমিশ্রঃ

প্রত্যাধকালেহনিলসম্প্রবৃত্তঃ



সমুদ্রভিত্তে

গর্গরগোব্ধাশা-

মনোনামাপুরয়তীব

শব্দঃ ১ ৫০

‘ভেদের বাতাসে বংশীধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রিত শব্দ বৃদ্ধি লাভ করে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে। বিস্তারিত হচ্ছে দধিমহুনের বৃহদাকৃতি সম্পন্ন ভাণ্ড এবং ঘাঁড়ের বব ; মনে হচ্ছে যেন একে অপরের পরিপূরক।

নবৈনদীনাং

কুসুমপ্রহাসৈ

ব্যাখ্যমানৈর্মৃদুমারুতেন

যৌতামলকৌমপটপ্রকাশৈঃ

কুলানি

কাশৈরুপশোভিতানি ॥ ৫১

‘মন্দমধুর বায়ুত্যাগিত, কম্পিত, হাস্যরসে নতুন নতুন ফুলের শোভায় সুশোভিত নদীতীর, যৌত নির্মল রেশম বস্ত্রের ন্যায় শুভ্র কাশবনের সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়েছে।

বনপ্রচণ্ডা

মধুপানশৌণ্ডাঃ

প্রিয়াধিতাঃ

ষট্চরণাঃ

প্রহুতাঃ

বনেষু

মত্তাঃ

পবনানুযাত্রাং

কুব্জি

পদ্মাসনরেণুগৌরাঃ ॥ ৫২

‘বনে মধুপানে প্রমত্ত, প্রচণ্ড শক্তিশালী এমরেরা পদ্মফুলে আসন গ্রহণের কারণে গৌরবর্ণ ধারণ করে, মত্ত হয়ে, প্রিয়াদের সঙ্গে নিয়ে বাতাসের অনুগমন করছে।

জলং

প্রসন্নং

কুসুমপ্রহাসং

কৌঞ্চস্বনং

শালিবনং

বিপকম্।

মৃদুচ

বায়ুর্বিমলচ

চন্দ্রঃ

শংসন্তি

বর্ষব্যপনীতকালম্ ॥ ৫৩

‘জল হয়েছে স্বচ্ছ। পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হয়ে যেন হাসছে। কৌঞ্চপক্ষীর শব্দ করছে। শালিধানের খেতে লেগেছে পকতার স্পর্শ। বাতাস মৃদু মধুর। আকাশে নির্মল চন্দ্র। এরা সকলে মিলে যেন বলছে, বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হয়েছে।

মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং

নদীবধূনাং

গত্যোহদ্যমন্দাঃ।

কাঞ্চোপভূজালসগামিনীনাং

প্রভাতকালেধিব

কামিনীনাম্ ॥ ৫৪

‘রাত্রে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রভাতে ক্লান্ত অলসগামী কামিনীর মতো নদীরূপী বধূদের গতি আজ

মন্দীভূত হয়েছে। তাতে সারিবদ্ধ যৎসাম্যশ্রেণী সেনা মনে হচ্ছে নদী যেন মাছের মেখলা ধারণ করেছে।

সচক্রবাকানি

সশৈবলানি

কাশৈর্দুর্কুলৈরিব

সংকুতানি।

সপত্ররেখানি

সরোচনানি

বধূমুখানীব

নদীমুখানি ॥ ৫৫

‘নদীর দুই কূল কাশফুলের দ্বারা সংকুত চক্রবাকপক্ষী, শৈবালদাম, পত্ররেখা, রোচনা (ভক্তির করমচা) প্রভৃতি দ্বারা নববধূর সজ্জিত মুখমণ্ডলের নম নদীমুখ শোভিত হচ্ছে।

প্রফুল্লবাণাসনচিত্রিতেষু

প্রহুটপদানিকৃজিতেষু

গৃহীতচাপোদ্যতদণ্ডচণ্ডঃ

প্রচণ্ডচাপোদ্য বনেষু

কামঃ ॥ ৫৬

‘বনভূমিতে চিত্রিতের ন্যায় শর এবং অসংখ্য বৃক্ষগুলি প্রফুল্ল হয়ে বিচিত্র শোভা ধারণ করেছে। সেই এমরের গুঞ্জে মুখরিত। এমন সুসজ্জিত, মুখরিত বনমধ্যে কন্দর্পদেব তাঁর প্রচণ্ড ধনুক উদ্যত করে আর্কিত হয়েছেন, বিরহীদের দণ্ডানই তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে লোকং সুবৃষ্টা পরিতোষয়িত্বা

নদীকূটকানি

চ

পূরিতানি।

নিষ্পন্নসম্যাং

বসুধাং

চ

কৃষ্ণা

ভাঙ্কা

নভস্তোয়ধরাঃ

প্রশস্তাঃ ॥ ৫৭

‘মেঘরাজি উত্তম বর্ষণদ্বারা জগৎকে ভৃগু করে, নদী এবং জলাশয়গুলিকে পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী শস্যসমৃদ্ধ করে, এখন আকাশ ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়েছে।

দর্শয়ন্তি

শরদ্যঃ

পুলিনানি

শনৈঃ

শনৈঃ

নবসঙ্গমসঙ্গীভা

জঘনানীব

যোষিতাঃ ॥ ৫৮

‘শরৎকালে নদীর জল সরে গিয়ে তটভূমি ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। যেন এক তরুণী প্রথম সঙ্গরূপ লজ্জিতা হয়ে তার জঘনদেশ একটু একটু করে উন্মোচিত করছে।

প্রসন্নসলিলাঃ

সৌম্য

কুররাভিবিনাদিতাঃ।

চক্রবাকগণাকীর্ণা

বিভাষি

সলিলাশব্দাঃ ॥ ৫৯

‘হে সৌম্য ! জলাশয়গুলির জল স্বচ্ছ। কুরর গণি দল কুজন করছে। চক্রবাকের দল বিপ্রকীর্ণ অবস্থা

কুব্জমান। এইভাবে জলাশয় অন্যান্য বদ্বৈরাণাং সৌম্য

উদ্যোগসময়াঃ

‘হে সৌম্য ! বাজ

যজ্ঞায়া যাবা একে অপরা

কুকে উদ্যোগী হওয়াব স

হয়ঃ সা প্রথমা যাত্র

ন চ পশ্যামি সুগ্রীব

‘হে রাজকুমার !

প্রথম অবকাশ। কিন্তু এ

উপস্থিতি কিছুই দেখছি ন

জনাঃ সপ্তপর্ণাচ

দশাষ্ট্রে বধুজীবাস

‘পর্বতের সানুদে

(ছাতিয় গাছ), কোবিদ

এবং শয়ামতমাল বৃক্ষে

হংসসারসচক্রাভিঃ

পুলিনান্যবকীর্ণানি

‘লক্ষণ ! দেখো

এবং কুরর (চিল জাত

বিক্রিপ্তভাবে বিচরণ

জ্বারো বার্ষিকা

ময় শোকাভিতপ্তঃ

‘সীতার অদর্শ

অভ্যন্ত শোকাহত। ম

প্রিয়াবিচ্ছিন্ন।

চক্রবাকীব ভর্তার

বিষমঃ দশব

‘বনের মধ্যে

করে, সীতাও তেম

আমাকে অনুসরণ

প্রিয়াবিহীনে দুঃখ

কৃপাং ন কুরুতে

‘হে লক্ষণ

নির্বাসিত। তাই রা

জনাথো কুতরা

দীনো দুঃখঃ

ইতোইতঃ কার

(১) অসনী বৃক্ষ অর্থাৎ শালগাছ।



বিবাহমান। এইভাবে জলাশয়গুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে।

অন্যান্যবর্জবৈরাগ্যঃ জিগীষুণ্যঃ নৃপাক্ষজ  
উদ্যোগসময়ঃ সৌম্য পার্শ্ববানামুপস্থিতঃ ॥ ৬০

‘হে সৌম্য ! রাজকুমার ! পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন  
রাজার যারা একে অপরকে জয় করতে আগ্রহী, তাদের  
যুদ্ধে উদ্যোগী হওয়ার সময় হয়েছে।

ইহং সা প্রথমা যাত্রা পার্শ্ববান্যঃ নৃপাক্ষজ।  
ন চ পশ্যামি সুগ্রীবমুদ্যোগং চ তথাবিশম্ ॥ ৬১

‘হে রাজকুমার ! রাজাদের বিজয়যাত্রার এই হল  
প্রথম অবকাশ। কিন্তু এখন আমি সুগ্রীবের উদ্যোগ বা  
উপস্থিতি কিছুই দেখছি না।

জসনাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ কোবিদারাক্ষ পুষ্টিপতাঃ।  
বৃক্ষাশ্চ বহুজীবাক্ষ শ্যামাক্ষ গিরিসানুসু ॥ ৬২

‘পর্বতের সানুদেশে অসন (শালগাছ), সপ্তপর্ণী  
(ছাতিম গাছ), কোবিদার (কাঞ্চন ফুলের গাছ), বহুজীব  
এবং শ্যামভমাল বৃক্ষে পুষ্পের সমারোহ দেখা যাচ্ছে।

হংসসারসচক্রাইহুঃ কুরুরৈশ্চ সমস্ততঃ।  
পুলিনান্যবকীর্ণানি নদীনাং পশ্য লক্ষ্মণ ॥ ৬৩

‘লক্ষ্মণ ! দেখো, নদীর তীরে হাঁস, সারস, চক্রবাক  
এবং কুরুর (চিল জাতীয় পক্ষী বিশেষ) পাখির দল ইত্যদ্য  
বিক্রিণ্ডভাবে বিচরণ করছে।

চম্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ।  
মম শোকাভিতপ্তস্য তথা সীতামপশ্যাতঃ ॥ ৬৪

‘সীতার অদর্শনে চার মাস অতিক্রান্ত হল। আমি  
অত্যন্ত শোকাহত। মনে হচ্ছে যেন আমি শতবর্ষ যাবৎ  
প্রিয়াবিচ্ছিন্ন।

চক্রবাকীব ভর্তারং পৃষ্ঠতোহনুগতা বনম্।  
বিষমং দণ্ডকারণ্যমুদ্যানমিব চাঙ্গনা ॥ ৬৫

‘বনের মধ্যে চক্রবাকী যেমন তাঁর স্বামীকে অনুসরণ  
করে, সীতাও তেমনি এই ভয়ংকর দণ্ডকারণ্যের উদ্যানে  
আমাকে অনুসরণ করে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রিয়াবিহীনে দুঃখার্ভে হতরাজ্যে বিবাসিতে।  
কৃপাং ন কুরুতে রাজা সুগ্রীবো ময়ি লক্ষ্মণ ॥ ৬৬

‘হে লক্ষ্মণ ! আমি প্রিয়াবিহীন, হতরাজ্য এবং  
নির্বাসিত। তাই রাজা সুগ্রীব আমাকে কৃপা করছেন না।

অনাথো হতরাজ্যোহহং রাবণেন চ ধর্ষিতঃ।  
দীনো দূরগৃহঃ কামী মাং চৈব শরণং গতঃ ॥ ৬৭

‘হত্যাতেঃ কারণৈঃ সৌম্য সুগ্রীবস্য দুরাক্ষনঃ।

অহং বানররাজস্য পরিহৃতঃ পরম্পরঃ ॥ ৬৮

‘আমি অনাথ, রাজ্যহারা তথা রাবণ কর্তৃক  
অত্যাচারিত। গৃহ থেকে দূরে অবস্থানকারী আমি দীন,  
কামনা নিয়ে আমি সুগ্রীবের শরণাধ্যত। এই সমস্ত কারণেই  
বানররাজ দুরাক্ষ্য সুগ্রীব আমাকে অবজ্ঞা করছে। কিন্তু তিনি  
জানেন না আমি শত্রুদ্বীপে সফল।

স কালং পরিসংখ্যায় সীতায়াঃ পরিমার্গণে।  
কৃতার্থঃ সময়ঃ কৃদ্বা দুর্মতির্নাববুধ্যতে ॥ ৬৯

‘সীতা অনুসন্ধানের জন্য তিনি সময় নির্দিষ্ট  
করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে সফলকাম সেই  
দুর্ভিক্ষপরাগণ তা স্মরণ করছেন না।

স কিষ্কিন্ধ্যাং প্রবিশ্য হং ক্রুহি বানরপুঙ্গবম্।  
মূৰ্খং গ্রামাসুখে সজ্জং সুগ্রীবং বচনামম ॥ ৭০

‘অতএব তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করে বিষয়ভোগে  
আসক্ত মূৰ্খ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে আমার এই কথা বলো—  
অর্থিনামুপগমনাং পূৰ্বং চাপ্যুপকারিণাম্।

আশাং সংশ্রুতা যো হস্তি স লোকে পুরুষাধমঃ ॥ ৭১

‘পূর্বে যার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এমন সমাগত  
অর্থিকে আশাজনক প্রতিশ্রুতি দিয়েও যিনি পালন করেন  
না, তিনি পুরুষাধমরূপে জগতে পরিচিত হন।

শুভং বা যদি বা পাপং যো হি বাক্যমুদীরিতম্।  
সতেন পরিগৃহ্যতি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭২

‘মুখনিঃসৃত প্রতিজ্ঞা তা মঙ্গলজনক বা অমঙ্গলজনক  
যাই হোক না কেন, যিনি তা সত্যরূপে পালন করেন সেই  
বীরই পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হন।

কৃতার্থা হ্যকৃতার্থানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে।  
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতদ্বান্ নোপভুঞ্জতে ॥ ৭৩

‘কৃতার্থ হয়েও যিনি অকৃতার্থ যিহ্নের কার্যসিদ্ধির  
জন্য কোনো চেষ্টা করেন না সেই কৃতদ্বদের মৃত্যুর পরে  
মাংসশী প্রাণীরাও তাদের মাংস ভক্ষণ করে না।

নূনং কাঞ্চনপৃষ্ঠস্য বিকৃষ্টস্য ময়া ব্রজে।  
দ্রষ্টুমিচ্ছসি চাপসা রূপং বিদ্যাদ্গণোপমম ॥ ৭৪

‘তিনি অবশ্যই, যুদ্ধে আমার দ্বারা আকৃষ্ট এই  
সুবর্ণমণ্ডিত ধনুকের বিদ্যুৎতুল্য রূপ দেখতে ইচ্ছা করছেন।  
ঘোরং জ্যাতলনির্ঘোষং ক্রুদ্ধস্য মম সংযুগে।

নির্ঘোষমিব বজ্রস্য পুনঃ সংশ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭৫

‘যুদ্ধে আমি ক্রুদ্ধ হলে আমার ধনুকের জ্যা থেকে  
উৎপন্ন গুরুগভীর বজ্রনির্ঘোষ তুল্য টংকার ধ্বনি তিনি কি

শুনতে চাইছেন ?

কামমেবজতেহপাসা পরিজ্ঞাতে পরাক্রমে।  
ত্বংসহায়স্যা মে বীর ন চিত্তা স্যাম্পাশ্বজঃ ॥ ৭৬

‘হে বীর রাজকুমার ! তোমার সহায়তায় আমার  
পরাক্রমের কথা জানতে পেরেও তাঁর কি চিন্তা হবে না ?

যদর্থময়মারুহঃ কৃতঃ পরপুরুষায়।  
সময়ঃ নাভিজানাতি কৃতার্থঃ প্রবগেশ্বরঃ ॥ ৭৭

‘হে শত্রুঘ্নবীরবিজয়ী লক্ষ্মণ ! যার জন্য এই সমস্ত কার্য  
আরম্ভ হয়েছে (রাম ও সুগ্ৰীবের মিত্রতা, বালীবধ) তিনি  
কৃতার্থ হয়ে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলেও সবকিছু ভুলে  
গেলেন।

বর্ষাঃ সময়কালঃ তু প্রতিজ্ঞায় হরীশ্বরঃ।  
বাণীতাংস্তুরো মাসান্ বিহরন্ নাববুধ্যতে। ৭৮

‘বর্ষার সময় বানরাধিপতি এই প্রতিজ্ঞা করেও,  
আনন্দবিহারে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তা  
বুঝতে পারছেন না।

সামাতাপরিষৎ ক্রীড়ন্ পানমেবোপসেবতে।  
শোকদীনেষু নাশ্বাসু সুগ্ৰীবঃ কুরুতে দয়াম্ ॥ ৭৯

‘তিনি এখন অমাত্য পরিজনদের সঙ্গে আনন্দমগ্ন।  
পান-ভোজনে উন্মত্ত। তাই আমরা শোকে ব্যাকুল হলেও  
তাঁর দয়া হয় না।

উচ্যতাং গচ্ছ সুগ্ৰীবস্তয়া বীর মহাবল।  
মম রোষস্য যদ্রপং ক্রয়াশ্চৈনমিদং বচঃ ॥ ৮০

‘মহাবলী বীর লক্ষ্মণ ! তুমি যাও, সুগ্ৰীবের সঙ্গে  
কথা বলো। আমার ক্রোধের রূপ সম্পর্কে তাঁকে  
জানাও।

ন স সঙ্কুচিতঃ পছা যেন বালী হতো গতঃ।  
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্ৰীব মা বালিপথময়গাঃ ॥ ৮১

‘যে পথে বালী গত হয়েছেন, সেট পথ অতিক্রম  
সঙ্কুচিত হয়নি। হে সুগ্ৰীব ! প্রতিজ্ঞা পালন করো। বালীর  
পথ অনুগমন কোরো না।

এক এব রশে বালী শরশে নিহতো যথা  
দ্বাং তু সত্যাদতিক্রান্তঃ হনিষ্যামি সবাধসম। ৮২  
‘যুদ্ধক্ষেত্রে বালী আমার একটি শরের আঘাতে  
একাই নিহত হয়েছেন। কিন্তু সুগ্ৰীব সত্যদ্রষ্ট হলে তাঁকে  
তাঁকে সবাধসম হত্যা করব।

যদেবং নিহিতে কার্ষে যদ্বিতং পুরুষদ্বয়ং  
তৎ তৎ ক্রহি নরশ্রেষ্ঠ ত্বর কাঙ্গনাতিক্রমঃ ৮৩  
‘হে পুরুষপ্রবর ! নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ! শীঘ্র করো, কাল  
সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। কার্যসিদ্ধির জন্য যা উচিত, যা  
তাঁর পক্ষে হিতকর তাই তাঁকে বলো।

কুরুষ সত্যং মম বানরেশ্বর  
প্রতিশ্রুতং ধর্মমবেক্ষ্য শাস্ত্রতন্  
মা বালিনং প্রেতগতো যমক্ষয়ে  
ভ্রমদ্য পশ্যের্মম চোদিতঃ শরৈঃ ॥ ৮৪

‘বানরেশ্বরকে বলবে, তিনি যেন শাস্ত্রতর্মের ক্ষে  
করে পূর্বপ্রতিশ্রুতিকে সত্যের মর্যাদা দান করেন। ভ্রম  
নিষ্কিপ্ত শরের দ্বারা নিহত হয়ে প্রেতলোকে গিয়ে দে  
যমালয়ে বালীকে দর্শন না করেন।’

স পূর্বজং তীব্রবিবৃদ্ধকোপং  
লালপামানং প্রসমীক্ষ্য দীনম্  
চকার তীব্রাং মতিমুগ্ধতেজা  
হরীশ্বরে মানববংশবর্ধনঃ ॥ ৮৫

মানববংশের বর্ধনকারী উগ্রতেজসম্পন্ন লক্ষ্মণ তাঁর  
পূর্বজের বর্ধনশীল তীব্র ক্রোধ এবং দুঃখপূর্ণ বিলাপ শ্রবণে  
বানররাজ সুগ্ৰীবের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

## একত্রিংশ সর্গ (৩১)

সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রকাশ। কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারদেশে গিয়ে সুগ্রীবের নিকট লক্ষ্মণের  
অঙ্গদকে প্রেরণ বানরদের ভয়। সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের উপদেশ দান

কামিনঃ দীনমদীনসদৃশঃ

শোকাভিপন্নঃ

সমুদীর্ণকোপম্।

নরেন্দ্রসুন্দরদেবপুত্রঃ

রামানুজঃ

পূর্বজমিতাবাচ। ১

স্রীতার কমনায় লীন, শোকগুণ্ড এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র,  
হৃদি হয়েও উদার হৃদয়সম্পন্ন রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর  
হৃদি ভাই নবেদ্রকুমার লক্ষ্মণ এইরূপ বললেন -

১ বানরঃ হাস্যাস্তি সাধুবৃত্তে

ন মনাতে কর্মফলানুষঙ্গান্।

২ ভোক্তাতে বানররাজালক্ষ্মীঃ

তথা হি নাতিক্রমতেহস্য বুদ্ধিঃ। ২

‘বানর সুগ্রীব সদাচারে লিপ্ত থাকবেন না। শ্রীরামের

মৃত মিত্তাক্রম কর্মের ফলস্বরূপ যে রাজ্যলাভ সেকথাও  
তাঁর মনে থাকবে না। তাঁর ক্ষুদ্র বুদ্ধি মহত্তর চিন্তা করতে  
সক্ষম হবে না। ফলে, তিনি রাজ্যালক্ষ্মীকেও যথাযথভাবে  
পূজন এবং উপভোগ করতে পারবেন না

মতিক্রমাদ্ গ্রামাসুখেষু সক্ত-

স্তব প্রসাদাৎ প্রতিকারবুদ্ধিঃ

৩ যতোঃ প্রজঃ পশ্যতু বীরবালিনঃ

ন রাজ্যমেবং বিগুণস্য দেয়ম্। ৩

‘বিষয়সুখে আসক্ত হয়ে সুগ্রীবের বুদ্ধি লোপ  
পেয়েছে। আপনারই প্রসন্নতায় রাজ্য লাভ করেও তাঁর  
প্রত্যপকারের ইচ্ছা নষ্ট হতে বসেছে। অতএব এইরূপ  
গুণহীনদের রাজ্যলাভ না হয়ে মৃত অগ্রজ বীর বালীর  
কর্মলাভই শ্রেয়।

৪ ধারয়ে কোপমুদীর্ণবেগঃ

নিহসি

সুগ্রীবমসত্যমদা।

৫ ব্রিপ্রবীরৈঃ

সহ

বালিপুত্রো

নরেন্দ্রপুত্র্যা

বিচরঃ

করোতু ॥ ৪

‘আমি আমার বর্ধিত ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি  
না আরও আমি অসত্যবাদী সুগ্রীবকে নিধন করব।  
বালীপুত্র অঙ্গদই রাজা হয়ে বানরবীরদের সঙ্গে নিয়ে  
অনুসন্ধানকার্যে রত হবেন।’

তমাস্তবানামনমুৎপত্তঃ

নিবেদিতার্ণঃ

রণচণ্ডকোপম্।

উদাচ

নামঃ

পরবীরহস্তা

দ্বনীকিতঃ

সানুনাং

৮ বাক্যম্ ॥ ৫

এইভাবে নিবেদন করে লক্ষ্মণ প্রচণ্ড ক্রোধে ধনুর্বাণ  
নিষ্ক্ষেপে বুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। তখন শত্রুবীর  
সংহারকে শ্রীরাম উত্তমরূপে বিবেচনা করে তাঁকে শান্ত  
কবার জন্য সানুনায়ে বসলেন -

নহি বৈ তুষ্টিং যো লোকে পাপমেনং সমাচরেৎ।

কোপমার্ষেণ যো হস্তি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬

‘তোমার মতো সদাচারসম্পন্ন মানুষের পক্ষে  
কখনোই এইরকম পাপকর্ম করা উচিত নয়। যিনি উত্তম  
বিবেচনা দ্বারা ক্রোধকে জয় করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ  
পুরুষ

নেদমত্র ত্বয়া গ্রাহ্যঃ সাধুবৃত্তেন লক্ষ্মণ।

তাং প্রীতিমনুবর্তস্ব পূর্ববৃত্তঃ ৮ সঙ্গতম্ ॥ ৭

‘হে লক্ষ্মণ ! তুমি সাধুবৃত্তিপরায়ণ। এইরূপ  
ক্রোধপূর্ণ আচরণ তোমার উচিত নয়। পূর্বকৃত আচরণের  
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তুমি প্রীতিপূর্ণ আচরণই করবে।

সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষানি পরিবর্জয়ন্।

বন্ধুমহসি সুগ্রীবঃ ব্যতীতঃ কালপর্যয়ে ॥ ৮

‘রুক্ষ বাক্য পরিত্যাগ করে শান্তভাবে তুমি সুগ্রীবকে  
বলো, সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।’

সোহগ্রজেনানুশিষ্টার্থো যথাবৎ পুরুষবর্ডঃ।

প্রবিবেশ পুরীং বীরো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ৯

অগ্রজের দ্বারা যথোচিত উপদেষ্ট হয়ে বীর,  
পুরুষশ্রেষ্ঠ, শত্রুবীর সংহারক লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে  
প্রবেশ করলেন।

ততঃ শুভমতিঃ প্রাজ্ঞো ভ্রাতৃঃ প্রিয়হিতে রতঃ।

লক্ষ্মণঃ প্রতिसংরক্তো জগাম ভবনং কপেঃ ॥ ১০

তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ, ভাইয়ের কল্যাণকামী  
লক্ষ্মণ ক্রোধ সংবরণ করে বানররাজ সুগ্রীবের ভবনের  
উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।



শক্রবাপাসনপ্রথাঃ ধনুঃ কালান্তকোপমম্।  
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাঃ মন্দরঃ সানুমানিব॥ ১১

ইদ্রধনুৰ তুলা তেজসী, কালান্তকের ন্যায় ভয়ংকর  
তথা পর্বতশৃঙ্গের মতো বিশাল ধনুর্ধারী লক্ষ্মণকে দেখে  
সানুদেশ সমেত মন্দর পর্বতের মতো মনে হইল।

যথোক্তকারী বানমুত্তরঃ চৈব সোত্তরম্।

বৃহস্পতিসমো বুদ্ধা মত্বা রামানুজসদা॥ ১২

রামানুজ লক্ষ্মণের বুদ্ধি বৃহস্পতির তুলা। সেই বুদ্ধি  
দ্বারা তিনি তখন সুগ্রীবকে কী বলবেন, উত্তরে সুগ্রীব কী  
বললে তিনি কী প্রত্যুত্তর করবেন, সেই কথা চিন্তা করতে  
করতে প্রহান করলেন।

কামক্রোধসমুৎথেন হ্রাত্বঃ ক্রোধায়িনা বৃত্তঃ।

প্রভঙ্কন ইবাশ্রীতঃ প্রযয়ৌ লক্ষ্মণজতঃ॥ ১৩

ক্রোধে ভ্রাতার কাম এবং ক্রোধ থেকে সমুথিত  
রোষানল দ্বারা পরিবৃত হয়ে অসম্ভব ঝঞ্ঝার ন্যায় লক্ষ্মণ  
তীব্র গতিতে চলতে লাগলেন।

সালতালাপ্রকর্ষণে তরসা পাতয়ন্ বলাৎ।

পর্বসান্ গিরিকূটানি ক্রমানন্যাস্ত বেগিতঃ॥ ১৪

সাল, তাল, অশ্বকর্ষ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি তাঁর বলপূর্বক  
বেগে ভূপতিত হতে লাগল এবং পর্বতশিখরে তথা  
অন্যান্য গাছগুলিও বেগে পতিত হতে লাগল।

শিলাস্তু শকলীকূর্বন্ পদভ্যাং গজ ইবাশ্বগঃ।

দূরমেকপদং তাক্সা যয়ৌ কার্যবশাদ্ দ্রুতম্॥ ১৫

কার্যবশত তিনি দ্রুতগতিতে যেতে যেতে এক পা  
একস্থানে রেবে অন্য পা দূরে নিক্ষেপ করছেন। উদ্ভূত  
হস্তীর ন্যায় পদাঘাতে পাহাড়ের প্রস্তর বগুগুলি চূর্ণবিচূর্ণ  
হয়ে যাচ্ছিল।

তামপশ্যাদ্ বলাকীর্ণাঃ হরিরাজমহাপুরীম্।

দুর্গামিচ্ছাকূশাদূলঃ কিষ্কিন্ধ্যাঃ গিরিসংকটে॥ ১৬

ইচ্ছাকুকুলসিংহ লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় দুর্গম গিরিসঙ্কুল  
বানরসেনাদের দ্বারা পরিবৃত বানররাজ সুগ্রীবের মহাপুরী  
দেখতে পেলেন।

রোষাৎ প্রক্ষুরমাণোষ্ঠঃ সুগ্রীবঃ প্রতি লক্ষ্মণঃ।

দদর্শ বানরান্ ভীমান্ কিষ্কিন্ধ্যায়াঃ বহিষ্করান্॥ ১৭

কিষ্কিন্ধ্যার বহির্ভাগে বিচরণরত ভয়ংকর বানরদের  
দেখতে পেলেন। সুগ্রীবের প্রতি ক্রোধে লক্ষ্মণের ওষ্ঠ  
প্রক্ষুরিত হতে লাগল।

তং দৃষ্টা বানরাঃ সর্বে লক্ষ্মণঃ

শৈলশৃঙ্গানি শতশঃ প্রবৃক্ষাশ্চ

জগৎ কুঞ্জরপ্রথা বানরাঃ

পুষ্করশ্রেষ্ঠ সেই লক্ষ্মণকে

বিশালাকৃতিসম্পন্ন বানবেরা পর্বতে

প্রস্তুবণ ও বড় বড় বৃক্ষসমূহ হাতে করে

তান্ গৃহীতপ্রহরশান্ সর্বাণ্ দৃষ্টা

বহুব্ধিগণঃ ক্রুদ্ধো বহিষ্কর

তাদের সকলকে অশ্রুধাবণ করতে করে

অগ্নিতে ইচ্ছান সংযোগেব ন্যায় দিগ্ধ হয়ে

উঠলেন।

তং তে ভয়পরীতাসা ক্রুদ্ধঃ দৃষ্টা

কালমৃত্যুযুগান্তঃ শতশো বিক্রম

ক্রুদ্ধ, মৃত্যুতুলা ভয়ানক লক্ষ্মণকে

বানবেরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শিহরিয়া

করল।

ততঃ সুগ্রীবভবনং প্রবিশ্য হরিষ্ক

ক্রোধমাগমনং চৈব লক্ষ্মণস্য

অনন্তর শ্রেষ্ঠ বানরবীরগণ সুগ্রীবের

করে লক্ষ্মণের আগমন এবং ক্রোধের বার্তা

করলেন।

তারয়া সহিতঃ কামী সজঃ কপিষ্ক

ন তেষাং কপিসিংহানাং স্ত্রাব বানঃ

তখন কামাসক্ত বানররাজ সুগ্রীব তব

সন্তোগে মত্ত ছিলেন। সেইজন্য তিনি বানরবীরগণ

শুনতে পেলেন না।

ততঃ সচিবসন্দিষ্টা হরয়ো রোষবৎ।

গিরিকুঞ্জরমেঘাভা

তখন সচিবের আদেশে পর্বত, হাতি ও

সমান বড় বড় রোমহর্ষণকারী ভয়ানক বানরের

বাইরে বেরিয়ে এল।

নখদংদ্রষ্টাযুগাঃ সর্বে বীরা বিকটদর্শ

সর্বে শাদূলদংষ্ট্রাশ্চ সর্বে বিকটদর্শ

এই সমস্ত বিকটদর্শন বীর বানরদের

এবং দাঁত। তাদের দাঁতগুলি ছিল বাজ্রতুলা

উদ্বুদ্ধ।

দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিৎ দশশোভয়া।

কৈশিগঙ্গাসহস্রা

বভ্রুব্রজলাবচসঃ ॥ ২৫

তাদের শক্তি ছিল কারও দশটি হস্তীতুল্য, কারও বা  
সহস্রংখ্যক হস্তীতুল্য, কোনও কোনও বানর আবার সহস্র  
হস্তীর বলে বলীয়ান।

ভক্তৈঃ কপিভির্বাগ্ভাঃ ক্রমহৈর্মহাবলৈঃ ॥

জগদায়ক্সাঃ ক্রুদাঃ কিষ্কিন্ধ্যাং জাং দুর্ভাসদাম্ ॥ ২৬

বিশালাকৃতিসম্পন্ন সুবিশাল বৃক্ষরাজী হস্তে  
ধ্বংসকারী বানরেরা কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত  
হয়েছিল।

ভক্তৈঃ হরয়ঃ সর্বে প্রাকারপরিখাতরাঃ ॥

নির্যমোদগ্রসত্ত্বাঃ তদুরাবিধৃতং তদা ॥ ২৭

সেই সমস্ত বীর বানরেরা পুরীর বাইরে এসে পরিখা  
অতিক্রম করে বিকটরূপ ধারণ করে অগ্রসর হয়ে অবস্থান  
করতে লাগল।

সুগ্রীবস্য প্রমাদঃ চ পূর্বজস্যার্থমাস্তবান্ ॥

দুঃ ক্রোধবশং বীরঃ পুনরেব জগাম সঃ ॥ ২৮

আত্মসংযমী বীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ এবং  
অগ্রজের কার্যসিদ্ধি বিবেচনা করে পুনরায় ক্রোধের বশীভূত  
হলেন।

স দীর্ঘোক্ষমহোচ্ছ্বাসঃ কোপসংরক্তলোচনঃ ॥

বভ্রুব নরশার্দূলঃ সমূম ইব পাবকঃ ॥ ২৯

তিনি দীর্ঘ এবং উষ্ণ শ্বাস মোচন করতে লাগলেন।  
তার নেত্রদ্বয় ক্রোধে আরক্তিম হয়ে উঠল পুরুষসিংহ  
লক্ষ্মণকে মনে হল ধূমসমন্বিত অগ্নির তুল্য।

বাণশল্যামুগ্রজিহ্বাঃ সায়কাসনভোগবান্ ॥

হতেজোবিসম্ভূতঃ পঞ্চাস্য ইব পন্নগঃ ॥ ৩০

পঞ্চমুখ বিশিষ্ট সর্পের চঞ্চল জিহ্বা যেন তাঁর বাণ  
এবং শল্য<sup>(১)</sup> ধনুক যেন সেই সাপের শরীর এবং সর্পরূপী  
লক্ষ্মণের তেজই হল যেন তার বিষ।

জং দীপ্তমিব কালাগ্নিঃ নাগেন্দ্রমিব কোপিতম্ ॥

সমাসাদ্যাক্ষদ্বাসাদ্ বিষাদমগমৎ পরম্ ॥ ৩১

উদ্দীপ্ত প্রলয়াগ্নির ন্যায় তাঁর ক্রোধ এবং নাগরাজের  
তুলা কুপিত লোচনবিশিষ্ট লক্ষ্মণকে দেখে সন্ত্রস্ত অঙ্গদ  
বিষন্ন হয়ে পড়লেন।

সোহঙ্গদঃ রোষতাপ্রাক্ষঃ সন্দিদেশ মহাযশাঃ ॥

সুগ্রীবঃ কথ্যতাং বৎস যমাগমনমিত্যুত ॥ ৩২

এব রামানুজঃ প্রাপ্তবৎসকালমরিন্দম ॥

স্বাত্ত্ব্যলনসত্ত্বো ধারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণঃ ॥ ৩৩

তস্য বাক্যং যদি রুচিঃ ক্রিয়তাং সাধু বানরঃ ॥

ইত্যানু শীঘ্রমাগচ্ছ বৎস বাক্যমরিন্দম ॥ ৩৪

মহাযশসী লক্ষ্মণ রোষপূর্ণ লোচনে অঙ্গদকে আদেশ  
দিলেন — ‘বৎস ! সুগ্রীবকে আমার আগমনের বার্তা  
জ্ঞানাপ্ত। তাঁকে বলো রামানুজ লক্ষ্মণ, শত্রুমর্দনকারী বীর  
জ্যেষ্ঠভ্রাতার দুঃখে দুঃখী হয়ে তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়ে  
নগরদ্বারে অবস্থান করছেন। বানররাজ ! যদি আপনার  
ইচ্ছা হয় তাহলে তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করুন।  
শত্রুমর্দনকারী বৎস অঙ্গদ ! এই কথা বলে তুমি শীঘ্র আমার  
কাছে ফিরে এসো।’

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রদ্ধা শোকাবিষ্টোহঙ্গদোহরবীৎ ॥

পিতৃঃ সমীপমাগমা সৌমিত্রিরয়মাগতঃ ॥ ৩৫

লক্ষ্মণের কথা শুনে শোকে আকুল অঙ্গদ পিতার<sup>(২)</sup>  
নিকটে এসে বললেন — ‘সুমিত্রানন্দন এখানে উপস্থিত  
হয়েছেন।’

অথাঙ্গদস্তস্য

সুতীত্রবাচা

সম্ভ্রান্তভাবঃ

পরিদীনবক্তাঃ ॥

নির্গতা

পূর্বং

নৃপতেস্তরসী

ততো

কুমায়ান্তরৌ ববন্দে ॥ ৩৬

তারপর অঙ্গদ লক্ষ্মণের এইরূপ সুতীক্ষ্ণ বাক্যে  
অত্যন্ত ভীত হয়ে মলিন মুখে শীঘ্র এসে প্রথমে রাজা  
সুগ্রীবের অনন্তর রুমার চরণযুগল বন্দনা করলেন।

সংগৃহ্য পাদৌ পিতুরুগ্রতেজা

জগ্রাহ

মাতুঃ

পুনরেব

পাদৌ ॥

পাদৌ কুমায়ান্ত

নিপীড়য়িত্বা

নিবেদয়ামাস

ততস্তদর্থম্ ॥ ৩৭

মহাতেজস্বী অঙ্গদ প্রথমে পিতার (পিতা বালীর  
অবর্তমানে পিতৃবা সুগ্রীব) চরণে প্রণাম জানিয়ে পুনরায়  
জননী তারার চরণযুগলে প্রণত হলেন। অনন্তর রুমার  
চরণেও প্রণাম জানিয়ে যেজন্য তিনি এসেছেন তা  
(লক্ষ্মণের বার্তা) নিবেদন করলেন।

স নিদ্রাক্রান্তসংবীতো বানরো ন বিবুদ্ধবান্ ॥

বভ্রুব

মদমত্তচ

মদনেন

চ

মোহিতঃ ॥ ৩৮

বানর সুগ্রীব তখন সুরাপানে উন্মত্ত এবং

(১) বর্ষা জাতীয় অস্ত্র।

(২) পিতার প্রয়াণে পিতৃবাক্যেই পিতা সম্বোধন করা হয়েছে।



কাম্যোচিত অগ্ৰহণ করণে প্রাজ্ঞ তনুমান্য হইলেন। ১১  
সংজ্ঞা হইতে পারিলেন না।

ততঃ কিলকিলাঃ চক্ষুর্লক্ষ্যং প্রেক্ষা পানরাঃ।

প্রসাদমহতঃ ক্রোধঃ জ্যোতির্ভেদঃ ১২

তখন বানরেরা ক্রোধ লক্ষ্যকে দেখে জ্যোতির্ভেদ  
চিহ্নে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য কিল কিলা শব্দ করতে  
লাগল।

তে মহৌষধিভ্যঃ দুষ্টা বজ্রাশিসমম্বনম্।

সিংহমাদং সমং চক্ষুর্লক্ষ্যস্য সমীপতঃ ১৩

এই দেখে বানরেরা লক্ষ্যের সমীপে মতান  
জলপ্রবাহের মতো তথা বজ্রের ন্যায় জোরে সিংহপ্রর্জন  
করতে লাগল।

ভেম শব্দেন মহতা প্রভাবুযুত বানরঃ।

মদবিহ্বলতাপ্রাক্ষো ব্যাকুলঃ প্রমিষ্টমণঃ ১৪

সেই প্রচণ্ড শব্দে বানর সূত্রীনের নিদ্রাভঙ্গ হল তাঁর  
চক্ষু তখন মদ্যপানজনিত কারণে বিহ্বল, ব্যাকুল এবং  
রতিম। কষ্ট পুষ্পমাল্যে ভূষিত।

অখালদবচঃ প্রজ্ঞা ভেদৈব চ সমাগতৌ।

মঞ্জিণৌ বানরেন্দ্রস্য সম্পভোদারদর্শনৌ ১৫

প্রক্ষপ্তৈব প্রভাবচ মঞ্জিণাবর্ধর্ময়োঃ।

বক্ষুশূচ্যবচঃ প্রাপ্তং লক্ষ্যং তৌ শশংসতুঃ ১৬

অঙ্গদের নিবেদিত বার্তা শুনে তাঁর সঙ্গে সমাগত  
বানররাজের দুজন উদারচরিত্রসম্পন্ন সম্মাননীয় মন্ত্রী প্রক্ষ  
এবং প্রভাব—যাঁরা অর্থ ও ধর্মের নিয়মে শুভাশুভ চিন্তার  
জন্য নিযুক্ত, তাঁরা এসে তাঁকে (সূত্রীবকে) লক্ষ্যের  
আগমনবার্তা জানানো।

প্রসাদমিহ্মা সূত্রীবঃ বচনৈঃ সার্থনিশ্চিতৈঃ।

আসীনঃ পর্বুপাসীনৌ যথা শক্রং মরুৎ পতিম্ ১৭

সত্যসঙ্কৌ মহাভাগৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

মনুষ্যভাবঃ সম্প্রাপ্তৌ রাজ্যদেহৌ রাজ্যদাসীনৌ ১৮

মরুৎপতি ইন্দের ন্যায় সিংহাসনে আসীন সূত্রীবকে  
তাঁরা নিশ্চিতরূপে সার্থক বচনের দ্বারা প্রসন্ন করে  
বললেন—‘হে মহাভাগ রাজন্ ! রাম এবং লক্ষ্মণ এই দুই

ভক্তির নিকট আমবা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁরা আসীন  
রাজ্যদাতা, মনুষ্যভাব ধারণকারী তাঁরা রাজ্যদাতার  
যোগ্য।

তয়োঃসংকৌ মনুষ্যভাবিধারি তিষ্ঠতি লক্ষ্যং।

‘তাঁদের মধ্যে একজন লক্ষ্য ধনুক হাতে নিক্ষেপ  
দ্বারা অবস্থান করছেন। যাঁর দ্বয়ে বানরেরা উচ্চৈঃস্বরে  
চিৎকার করছে।

স এষ রাঘবভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যসারথিঃ।

‘তিনিই হলেন রাঘবভ্রাতা লক্ষ্মণ। শ্রীরামের কণ্ঠ  
আদেশেই তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

অয়ং চ তনয়ো রাজস্বরায়্য দরিতোহসদম্।

লক্ষ্মণেন সকাশং তে প্রেমিত্ত্বরয়ানম্ ১৯

‘হে রাজন্ ! তারাদেবীর নিষ্পাপ পুত্র রাজকুমার  
প্রিয়া অঙ্গদকে লক্ষ্মণ অত্যন্ত অধীর হয়ে আপনার নিকট  
প্রবেশ করেছেন।

সোহরাং রোষপরীতাক্ষো দারি তিষ্ঠতি স্বীকৃত্য।

বানরান্ বানরপতে চক্ষুশ্চ নির্দহরিব ২০

‘হে বানরপতি ! সেই বীর লক্ষ্মণ এখনই জ্যেষ্ঠ  
নয়নে নগরদ্বারে অবস্থান করছেন যেন মনে হচ্ছে তিনি  
অগ্নি নির্গত রোষাগ্নিতে বানরদের দহন করবেন।

তস্য মূর্ত্ত্য প্রণামঃ স্বং সপুত্রঃ সহবাক্যঃ।

গচ্ছ শীঘ্রং মহারাজ রোষো হ্যদোপশাম্যতম্ ২১

‘মহারাজ ! আপনি আপনার পুত্র এবং স্ব-  
বান্দবদের নিয়ে সহর গমন করুন, তাঁর চরণে পদ  
স্থাপনপূর্বক প্রণত হয়ে তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করুন।  
যথা হি রামো ধর্মাত্মা তৎ কুরুষ সমাহিতঃ।

রাজস্বস্থিষ্ঠ হসময়ে ভব সত্যপ্রতিবদ ২২

‘রাজন্ ! ধর্মাত্মা শ্রীরাম যা আদেশ করবেন তা  
শান্তভাবে পালন করুন। আপনি আপনার বাক্যে স্থির হবেন  
সত্যপ্রতিবদ হন।’

ইত্যার্বশ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে আদিকানো কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ৩১ ॥

মহর্ষি বাস্মিকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ৩১ ॥



## ষাত্রিশ সর্গ (৩২)

চিন্তাগ্রস্ত সুগ্ৰীবকে হনুমানের উপদেশ দান

জগদস্য বচঃ শ্রদ্ধা সুগ্ৰীবঃ সচিবৈঃ সহ।

লক্ষ্মণঃ কুপিতঃ শ্রদ্ধা মুমোচাসনমাম্ববান্ ॥ ১

জগদের বচন শুনে এবং লক্ষ্মণের ক্রোধের বার্তা  
জেনে আস্ত্রসচেতন সুগ্ৰীব মন্ত্রীদের সঙ্গে আসন পরিত্যাগ  
করে উঠে দাঁড়াইলেন।

ন চ তানম্রবীদ্ বাক্যং নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্

মন্ত্রজান্ মন্ত্রকুশলো মন্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ২

শ্রীরামের মহত্ত্ব এবং নিজের লঘুতা সম্পর্কে  
সচেতন সুগ্ৰীব মন্ত্রজ্ঞ এবং মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীদের মন্ত্রণায়  
পরিনিষ্ঠিত হয়ে বললেন—

ন মে দুর্বাহতং কিঞ্চিদ্ভাষি মে দূরনুষ্ঠিতম্।

লক্ষণো রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে ॥ ৩

‘আমি তো কোনো দুর্বাক্য প্রয়োগ করিনি বা  
দুর্ব্যবহার করিনি, তথাপি শ্রীরামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ আমার  
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন; আমি সেই বিষয়ে চিন্তিত।

অসুহৃদ্ভিন্নমামিহৈর্নিত্যমন্তরদর্শিতঃ

মম দোষানসমুভাঞ্ শ্রাবিতো রাঘবানুজঃ ॥ ৪

‘যারা আমার সুহৃদ নয়, যারা সর্বদা আমার দোষ  
অনুসন্ধান করে এমন শত্রুরাই রামানুজ লক্ষ্মণকে  
আমার সেই দোষের কথা শুনিয়েছে, যে দোষে আমি  
দেখি নই।

অত্র তাবদ্ যথাবুদ্ধিঃ সর্বৈরিব যথাবিধি।

অবশ্য নিশ্চয়স্তাবদ্ বিজ্ঞেরো নিপুণং শনৈঃ ॥ ৫

‘এখন সকলেরই যথাবুদ্ধি অনুসারে ধীরে এবং  
নিপুণভাবে তাঁর এই ক্রোধভাবের কারণ সম্পর্কে  
নিশ্চিতভাবে জানা উচিত।

ন বহুস্তি মম ত্রাসোলক্ষণান্যপি রাঘবাৎ।

মিত্রং যদ্বানকুপিতং জনয়তোব সম্ভবম্ ॥ ৬

‘রামচন্দ্র অথবা লক্ষ্মণের কাছ থেকে অবশ্যই  
আমার কোনো ভয় নেই। তথাপি, মিত্র যদি অকারণে ক্রুদ্ধ

হন তাতলে তা ভয়ের উদ্ভ্রেক করে।

সর্বথা সুকরং মিত্রং দুন্দরং প্রতিপালনম্।

অনিভাঙ্ক্য তু চিন্তানাং প্রীতিরল্লোভিত্যন্তে ॥ ৭

‘সর্বদাই বন্ধুরলাভ করা সহজ কিন্তু তা রক্ষা করা  
কঠিন। বন্ধুদের অমর্যাদা করলে সেটা প্রীতি সামান্য  
কারণেই নষ্ট হয়ে যায়।

অতোনিমিত্তং ত্রস্তোহহং রামেণ তু মহারনা।

যন্মমোপকৃতং শক্যং প্রতিকর্তুং ন তন্ময়া ॥ ৮

‘এই কারণেই আমি অত্যন্ত ভীত। মহাশয় শ্রীরাম  
যেভাবে আমার উপকার করেছেন, আমি তো তার কোনো  
প্রত্যুপকার করতে পারিনি।’

সুগ্ৰীবোপৈবমুক্তো তু হনুমান্ হরিপুঙ্গবঃ।

উবাচ স্মেন তর্কেণ মধ্যো বানরমস্ত্রিণাম্ ॥ ৯

সুগ্ৰীব এইরূপ বললে, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান নিজ যুক্তি  
অনুসারে বানর মন্ত্রীদের সামনে বললেন—

সর্বথা নৈতদাশ্চর্যং যৎ ক্বং হরিগণেশ্বর।

ন বিস্মরসি সুসিদ্ধমুপকারং কৃতং শুভম্ ॥ ১০

‘হে বানবগণাধিপতি! রামচন্দ্র যে আপনার প্রতি  
স্নেহপূর্বক উপকার করেছেন, তা যে আপনি বিস্মৃত হননি,  
এ আর কী আশ্চর্যের বিষয়।

রাঘবেণ তু বীরেণ ভয়মুৎসৃজ্য দূরতঃ।

ক্বং প্রিয়ার্থং হতো বালী শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ১১

সর্বথা প্রণয়াৎ ক্রুদ্ধো রাঘবো নাত্র সংশয়ঃ।

ভ্রাতরং সম্প্রহিতবাল্লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্ ॥ ১২

‘বীর রাঘব ভয় দূর করে আপনার কল্যাণের জন্য  
ইদ্রতুল্য পরাক্রমশালী বীর বালীকে হত্যা করেছিলেন।  
শ্রীরামের শোভা-সৌন্দর্য বর্ধনকারী লক্ষ্মণকে তিনি  
আপনার নিকটে প্রণয় হেতুই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু রাঘব  
যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এ বিষয়েও সংশয় নেই।

ক্বং প্রমত্তো ন জানীষে কালং কালবিদাং বর।

যুগসপ্তাহদশ্যামা প্রবৃত্তা তু শরচ্ছুভা ১৩

‘কালজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েও আপনি প্রমত্ততাবশত কাল সম্পর্কে অবহিত হতে পারেননি। শবৎখতুর আগমনে বিকপিত ছাতিম ফুলের শোভায় চতুর্দিক শাশ্বল হয়ে গেছে।

নির্মলগ্রহনক্ষত্রা দোঃ প্রগটবলাহকা।

প্রসন্নাক্ দিশঃ সর্বাঃ সরিতস্ত সরাংসি চ॥ ১৪

‘আকাশ মেঘমুক্ত হয়েছে। নির্মল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্ররা স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়েছে। সকল দিক হয়েছে প্রসন্ন। নদী ও সরোবরগুলির জল হয়েছে স্বচ্ছ।

প্রাপ্তমুদোগকালং তু নাবৈষি হরিপূজব।

স্বঃ প্রমত্ত ইতি বাক্তং লক্ষণোহয়মিহাগতঃ॥ ১৫

‘বানররাজ ! যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগকাল সমাগত। কিন্তু প্রমত্ততাজনিত কারণে আপনি তা জানতে পারেননি। এই কথা জানাবার জন্যই লক্ষণ এখানে এসেছেন।

অর্তস্য হতদারস্য পরুষং পুরুষাত্তরাৎ।

বচনং মর্ষীয়ং তে রাঘবস্য মহাম্বনঃ॥ ১৬

‘মহাত্মা রাম আর্ত। তাঁর স্ত্রী অপহৃত। সেইজন্য লক্ষণের মূর্খনিঃসৃত কঠোর বাক্য আপনাকে মেনে নিতে হবে।

কৃতাপরাধস্য হি তে নানাৎ পশ্যাম্যহং ক্ষম

অস্তুরেণাঞ্জলিং বন্ধা লক্ষণস্য প্রসাদনাৎ॥ ১৭

‘আপনি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে অপরাধী। লক্ষণের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর প্রসন্নতা লাভ বাতীত অন্য উপায় আমি দেখছি না।

নিযুক্তৈর্মন্ত্রিভির্বাচ্যো হ্যবশ্যং পার্থিবো হিতম্।

ইত এব ভয়ং ভ্যক্ত্ব ব্রবীমাবধূতং বচঃ॥ ১৮

‘রাজ্যের হিতের জন্য নিযুক্ত মন্ত্রীদের সহায়ত উপযুক্ত পরামর্শ দান আমার কর্তব্য। অতএব তা গ্রহণ করে আমি আপনাকে নিশ্চিত বাক্যই বলছি।

অস্তিত্বক্ষঃ সমর্থো হি চাপমুদামা রাঘবঃ।  
সদেবাসুরগচ্ছবঃ বশে হাপসিতুঃ ১৯

‘যদি শ্রীরামচন্দ্রে ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুক তুলে নেন তখন তিনি দেবতা, অসুর, গন্ধর্বসহ সমগ্র জগৎকে কলুষ করতে সক্ষম।

তস্য মূর্খা প্রণম্য স্বঃ সপুত্রঃ সসুজ্ঞানঃ।  
রাজংস্তিষ্ঠ স্বসময়ে ভর্তৃর্ভার্যেব ততশে॥ ২০

‘যাঁকে পরে ক্ষমাভিক্ষা করে প্রসন্ন করতে হয়, তাঁকে কুপিত করা কখনোই উচিত নয়। বিশেষতঃ ক্রীতজ্ঞ, পূর্বোপকার স্মরণ করে তাঁর কখনোই একমুখ উচিত নয়।

তস্য মূর্খা প্রণম্য স্বঃ সপুত্রঃ সসুজ্ঞানঃ।  
রাজংস্তিষ্ঠ স্বসময়ে ভর্তৃর্ভার্যেব ততশে॥ ২১

‘হে রাজন ! আপনি সপুত্র এবং সবাক্ষের চরণে অবনত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে, পত্নী যেমন গর্ভ বশীভূত থাকেন আপনিও তেমনি তাঁর বশে থাকুন।

ন রামরামানুজশাসনং হুয়া  
কপীন্দ্রযুক্তং মনসাপাপেহিতম্।

মনো হি তে জ্ঞাস্যতি মানুষঃ বলং  
সরাঘবস্যাস্য সুরেন্দ্রবর্ষঃ॥ ২২

‘হে বানররাজ ! শ্রীরাম এবং লক্ষণের শাসন উপেক্ষা করার কথা আপনি মনেও আনবেন না। দেখুন ইন্দ্রের মতো তেজস্বী রাম এবং লক্ষণের অসীম শক্তির কথা আপনার অজানা নয়।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাবো কিস্কিন্দাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গঃ ৩২ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিস্কিন্দাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ৩২ ॥

## ত্রয়োবিংশ সর্গ (৩৩)

কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর শোভা দেখতে দেখতে সুগ্রীবের মহলে লক্ষ্মণের প্রবেশ। ফ্রেনশে পন্থকে টংকারদান। ভীত সুগ্রীবের তাঁকে শাস্ত করার জন্য তারাকে প্রেরণ। লক্ষ্মণকে তারার সান্নিধ্যদান এবং অস্ত্রপুণে আনয়ন

প্রতিসমাদিষ্টো লক্ষণঃ পন্থবীরহা।

প্রবিবেশ গুহাং রমাং কিষ্কিন্ধ্যাং রামশাসনাৎ ॥ ১

অনন্তর অনুমতি লাভ করে বীর শত্ৰুদমনকারী লক্ষ্মণ  
হেমচন্দ্রের নির্দেশানুসারে কিষ্কিন্ধ্যানগরীর বর্মণীয় গুহায়  
প্রবেশ করলেন।

হায়া হরয়ত্তর মহাকামা মহাবলাঃ।

বহুবলধ্বজং দুষ্টা সর্বে প্রাজ্ঞনামঃ হিতাঃ ॥ ২

হারদেশে অবস্থিত বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট  
মহাশক্তিমানী বানবেবা সকলে লক্ষ্মণকে দেখে  
কৃতান্তবিক্ত হল।

দ্রিঃসুসং তু ভুং দুষ্টা ক্রুদ্ধাঃ দশরথাজম্।

বহুবলধ্বজা ন চৈনং পর্যবায়ম্ ॥ ৩

দশরথনন্দন লক্ষ্মণকে ক্রোধপূর্বক দীর্ঘশ্বাস মোচন  
করতে দেখে ভীত বানবেবা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারল  
না।

স জাং রত্নময়ীং শিব্যাং শ্রীমান্ পুষ্টিপতকাননাম্।

রমাং রত্নসমাকীর্ণাং দদর্শ মহতীং গুহাম্ ॥ ৪

শ্রীমান লক্ষ্মণ স্বর্গতুলা রত্নময় পুষ্টিপতকাননসহ  
রত্নসমাকীর্ণ রমণীয় মহতী গুহা দর্শন করলেন।

হর্ষপ্রাসাদসম্বাধাং নানারত্নোপশোভিতাম্।

সর্বকামফলৈবৃন্দাং পুষ্টিপতৈরুপশোভিতাম্ ॥ ৫

সুদৃশ্য অট্টালিকা এবং প্রাসাদবিশিষ্ট এই নগরী  
নানাবিধ রত্নের দ্বারা সুসজ্জিত। সকল প্রত্যাশা পূরণকারী  
ফল, ফুল ও বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত এই কানন।

দেবগন্ধর্বপুত্রৈশ্চ বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।

দিব্যমালাস্বরথৈঃ শোভিতাং প্রিয়দর্শনৈঃ ॥ ৬

দেবতা ও গন্ধর্বদের সুদর্শন পুত্রগণ দিব্যমালা এবং  
বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত। তারা তাদের ইচ্ছামতো রূপ ধারণ  
করতেও সক্ষম।

চন্দ্রাণ্ডরূপদ্বানাং গন্ধৈঃ সুরভিগজিতাম্।

মৈরোপাং মধুনাং চ সম্মোদিতমহাপথাম্ ॥ ৭

চন্দন, অগুরু এবং পদ্মফুলের সুমধুর গন্ধে এই  
নগরী আয়োদিত। মৈরোপা<sup>(১)</sup> এবং মধুর সুন্দর গন্ধে  
নগরীতে প্রশস্ত রাস্তাপথসমূহ আয়োদিত।

নিফামেরুগিরিপ্রাণাঃ প্রাসাদৈর্নৈকভূমিভিঃ।

দদর্শ গিরিনদ্যন্ত বিমলাস্তর রাঘবঃ ॥ ৮

বহুবংশের উত্তরসূরী লক্ষ্মণ সেই নগরীতে বিক্ষয়-  
পূর্ণ এবং নৈরূপর্ণত তুল্য সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ এবং  
নির্মলজলে পরিপূর্ণ পার্কতা নদীসমূহ দেখতে পেলেন।

অজদসা গৃহং রমাং মৈন্দসা বিনিদসা চ।

গবয়সা গবাক্ষসা গজসা শরভসা চ ॥ ৯

বিদ্যুদ্বালেষ্ট সম্পাতেঃ সূর্যাক্ষসা হনুমতঃ।

বীরবাহোঃ সুবাহোশ্চ নলসা চ মহাক্ষনঃ ॥ ১০

কুমুদসা সুশেপসা তারজাম্ববতোস্তথা।

দধিবজ্রস্য নীলসা সুপাটলসুনেত্রয়োঃ ॥ ১১

এতেষাং কপিমুখ্যানাং রাজমার্গে মহাক্ষনাম্।

দদর্শ গৃহমুখ্যানি মহাসারথি লক্ষণঃ ॥ ১২

অজদ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদের রমণীয় গৃহগুলি  
দেখলেন। তৎসহ রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত গবয়,  
গবাক্ষ, গজ, শরভ, বিদ্যুদ্বালী, সম্পাতি, সূর্যাক্ষ,  
হনুমান, বীরবাহু, সুবাহু, মহাক্ষা নল, কুমুদ, সুশেপ,  
তার, জাম্ববান, দধিমুখ, নীল, সুপাটল, সুনেত্র—এই সমস্ত  
মহাক্ষা বানরমুখাদের সুদৃঢ় শ্রেষ্ঠ প্রাসাদগুলি লক্ষ্মণ দেখতে  
পেলেন।

পাণ্ডুরাজপ্রকাশানি গন্ধমালাযুতানি চ।

প্রভুতধনধান্যানি স্ত্রীরত্নৈঃ শোভিতানি চ ॥ ১৩

সেই ভবনগুলি ছিল আকাশের ন্যায় শ্বেতবর্ণ-  
বিশিষ্ট, সুগন্ধী পুষ্পের মালা দ্বারা সুসজ্জিত, প্রচুর ধনরত্ন  
এবং পর্যাপ্ত স্ত্রীরত্ন দ্বারা সুশোভিত।

পাণ্ডুরেণ তু শৈলেন পরিকিপ্তং দুরাসদম্।

বানরেজগৃহং রমাং মহেন্দ্রসদনোপমম্ ॥ ১৪

বানররাজ সুগ্রীবের প্রাসাদ দেবরাজ ইন্দ্রের

(১) একপ্রকার মহার্ঘ সুরা।



তবনতুল্য রমণীয়। এই প্রাসাদ ছিল শ্বেতবর্ণের পর্বতদ্বারা  
পরিবেষ্টিত এবং অত্যন্ত দুর্গম।

শ্লোকঃ প্রাসাদলিখরৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ।  
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্টিপতৈরুপশোভিতম্। ১৫

কৈলাস পর্বতের শিখরের ন্যায় প্রাসাদের শিখরগুলি  
ছিল শুভ্র। সকল কাম্য ফলদায়ী বৃক্ষ এবং পুষ্টিপত  
ত্রকরাজি দ্বারা সজ্জিত ছিল সেই প্রাসাদ

মহেন্দ্রদন্তৈঃ শ্রীমন্তিনীলজীমূতসমিভৈঃ।  
দিব্যশূণ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ শীতছায়ের্মনোরমৈঃ। ১৬

ইন্দ্র প্রদত্ত স্বর্গীয় ফুল ও ফলের মনোরম বৃক্ষের  
শীতল ছায়া দ্বারা সুসজ্জিত প্রাসাদের কাননটি নীল মেঘের  
মতো সুশোভিত।

হরিভিঃ সংবৃত্তাঃ বলিভিঃ শত্ৰুপাণিভিঃ।

দিব্যমালাবৃত্তঃ শুভ্রঃ তপ্তকাঞ্চনতোরণম্। ১৭

মহাবলশালী, সশস্ত্র, বানরদের দ্বারা প্রাসাদের  
দ্বারদেশ সুরক্ষিত। উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের প্রাসাদতোরণ শুভ্র  
স্বর্গীয় ফুলের মালা দ্বারা অলংকৃত।

সুগ্রীবস্য গৃহং রম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ।

অবার্যমাণঃ সৌমিত্রির্মহাশ্রমিব ভঙ্করঃ। ১৮

মহাশক্তিশালী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের রমণীয়  
গৃহে প্রবেশ করলেন। যেন অব্যাহতভাবে সূর্যদেব মেঘের  
মধ্যে প্রবেশ করলেন।

স সন্তু কক্ষা ধর্মাত্মা যানাসনসমাবৃত্তাঃ।

দদর্শ সুমহদগুপ্তং দদর্শান্তঃপুরং মহৎ। ১৯

ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ সেই প্রাসাদে বিবিধ ধান এবং  
আসনসমৃদ্ধ সাতটি মহল অতিক্রম করে অত্যন্ত গোপনীয়  
এবং সুবিশাল অন্তঃপুর দর্শন করলেন।

হৈমরাজতপর্ষদৈর্বহুভিঃ বরাসনৈঃ।

মহার্যন্তরণোপেতৈস্তত্র তত্র সমাবৃতম্। ২০

সেখানে ছিল বহুসংখ্যক সোনার ও রূপার পালঙ্ক  
তথা অনেকানেক শ্রেষ্ঠ আসন এবং সেগুলি ছিল বহুমূল্য  
আবরণ দ্বারা আবৃত।

প্রবিশ্যেব সততং শুশ্রাব মধুরস্বনম্।

তদ্বীণীতসমাকীর্ণঃ সমতালপদাঙ্করম্। ২১

প্রবেশমাত্রই তিনি শুনতে পেলেন; সমতাল, পদ ও  
অক্ষয়যুক্ত তথা তারের বাদ্যযন্ত্রসহ সুমধুর ও নিরন্তর

সঙ্গীতধ্বনি

বহীশ্চ বিবিধকারা রূপযৌবনপরিভাঃ।  
দ্বিযঃ সুগ্রীবভবনে দদর্শ স মহাবলঃ। ২২

মহাবলবান লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সেই ভবনে বিবিধ  
আকৃতিসম্পন্ন বহুসংখ্যক রূপ-যৌবন গর্ভে দর্শিত  
রমণীকে দেখতে পেলেন।

দৃষ্টান্তিজনসম্পন্নাত্তত্র মাল্যকৃতপ্রভাঃ।

বরমালাকৃতবাগ্না দৃষ্যপোস্তমভূমিতাঃ। ২৩

নাতৃপ্তান্ নাতি চাবগ্ধান্ নানুদাত্তপরিচ্ছদান্।

সুগ্রীবানুচরাংশাগি লক্ষ্যামাস লক্ষ্মণঃ। ২৪

লক্ষ্মণ দেখলেন; উচ্চ বংশজাতা, পুষ্প সজ্জিত,  
উত্তম অলংকারে অলংকৃত রমণীরা শ্রেষ্ঠ বস্ত্র  
রচনায় বাগ্না। সুগ্রীবের অনুচরেরা কর্ণে অতি ব্যস্ত, কায়  
সকলেই সমুত্তপ্ত। তাদের পোশাক পরিচ্ছদও দীন নয়।

কুজিতং নুপুরাণাং চ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনং তথা  
স নিশম্য ততঃ শ্রীমান্ সৌমিত্রিলজ্জিতোহভবৎ। ২৫

নুপুরের কনুপু নু এবং চন্দ্রহারের ধ্বনি শুনে শ্রীমান  
সুমিত্রাকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন।<sup>(১)</sup>

রৌষবেগপ্রকুপিতঃ শত্রু চাভয়স্বনম্।

চকার জ্যাস্বনং বীরো দিশঃ শব্দেন পূরয়ৎ। ২৬

অলংকাবের ধ্বনি শুনে তৎপশ্চাৎ বীর লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ  
হয়ে সরোষে ও সবেগে ধনুকে টঙ্কার দিলেন। সেই শব্দ  
সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

চারিত্রেশ মহাবাহুরপকৃষ্টঃ স লক্ষ্মণঃ।

তত্বেকোত্তমশ্রিত্য রামকোপসম্বদিতঃ। ২৭

মহাবাহু লক্ষ্মণ সদাচারবশত সেখান থেকে সরে  
এসে একান্তে আশ্রয় নিলেন। সুগ্রীবের শ্রীবামের প্রতি  
কর্তব্যে অবহেলা দেবে অত্যন্ত কুপিত হলেন

তেন চাপস্বনেনাথ সুগ্রীবঃ গুবগাধিগাঃ।

বিজ্ঞায়াগমনং ত্রস্তঃ স চাচল বরাসনাৎ। ২৮

ধনুকের সেই টংকার শুনে বানররাজ সুগ্রীব  
লক্ষ্মণের আগমন বার্তা জানতে পারলেন। তিনি ভয় পেরে  
সিংহাসন থেকে উঠে পড়লেন।

অঙ্গদেন যথা মহ্যং পুরজাৎ প্রতিবেদিতম্।

সুব্যক্তমেঘ সম্প্রাপ্তঃ সৌমিত্রির্ভাবৎসলঃ। ২৯

মনে করলেন, অঙ্গদ পূর্বেই যেমন আমার

(১) অলংকারসমূহের শব্দ শুনে পরস্পর প্রতি দৃষ্টিপাতজনিত কারণে তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন।

জনিয়েছিল তদনুসারে সুমিত্রানন্দন, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ  
তখনই এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

অতঃপর সমাধাতো জ্ঞানেন চ বানরঃ।

সুখে লক্ষণং প্রাপ্তং মুখং চাস্য শান্তম্ ॥ ৩০

অতঃপর দ্বাবা পূর্বই জ্ঞাত হয়েছিলেন, এখন  
মুকের টাকার শুনে লক্ষ্মণের উপস্থিতি সম্পর্কে  
যাককণে অবগত হয়ে বানরবাজের মুখ শ্রুতিগে গেল।

অতঃপর হরিশ্রেষ্ঠঃ সুখীঃ প্রিয়মর্শনাম্  
উবাচ হিতমবগম্যাসমস্তান্মানসঃ ॥ ৩১

তখন ভীত মনে বৈথ্য অবলম্বন করে, বানরবাজ  
সুখী সুন্দরী তারাকে কল্যাণকর বাক্যে বললেন—

কিং নু কষ্টকারণং সূক্ষ্ম প্রকৃত্য মৃদুমানসঃ।

গরোষ ইব সম্প্রাপ্তো যেনায়ং রাঘবানুজঃ ॥ ৩২

‘সুন্দর ভ্রাতৃবিশিষ্টা সুন্দরী ! এর ক্রোধের কারণ কী ?

হুনি তো স্বভাবত কোমল চিত্তসম্পন্ন। শ্রীরামচন্দ্রের ছোট  
ভাই কেন রুষ্ট হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন ?

কিং পশ্যসি কুমারস্য রোষস্থানমনিন্দিতং।

ন খলু কারণে কোপমাহরেমরপূজবঃ ॥ ৩৩

‘হে অনিন্দিতা ! তোমার দৃষ্টি অনুসারে কুমার  
লক্ষ্মণের রোষের আধার কী ? এই নরশ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই  
অকারণে কুপিত হননি ?

যদাস্য কৃতমস্মাভির্বুধ্যসে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।

তবুধ্যস্য সম্প্রার্থ্যাস্ত ক্ষিপ্ৰমেবাভিধীয়তাম্ ॥ ৩৪

‘যদি আমরা তাঁর কাছে অজ্ঞানতাবশত কোনো  
অন্যায় করে থাকি, যদি তা তোমার বুদ্ধির গোচরে থাকে  
তাহলে অতি সঙ্গর তা আমাদের বশ্যে।

অথবা স্বয়ম্ভবেনং ব্রহ্মমর্হসি ভামিনি।

বচনৈঃ সান্ত্বয়ুভৈশ্চ প্রসাদয়িতুমর্হসি ॥ ৩৫

‘অথবা হে ভামিনি ! তুমি স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ  
করো। সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা উৎপাদনের চেষ্টা  
করো।

অর্পণে বিতৃষ্ণাত্মা ন স্য কোপং করিষ্যতি

নহি ক্লীষু মহাত্মানঃ কচিৎ কুর্নস্তি দারুণম্ ॥ ৩৬

‘তিনি বিতৃষ্ণ আত্মা, তোমাকে দেবে তিনি ক্রোধ  
প্রকাশ করবেন না। কারণ, মহাত্মারা কখনো ক্লীলোকদের

প্রতি দুর্দানহার করেন না।

তয়া সাত্ত্বিকপত্রাঙ্কঃ

ততঃ কমলপত্রাঙ্কঃ

‘তোমার স্নানপুর বাক্যে তাঁর চিত্ত শান্ত হলে এবং  
উদ্রিগ প্রসন্ন হলে, আমি শত্রুদমনকারী, কমলনয়ন  
লক্ষ্মণকে দর্শন করব’

সা প্রত্নলক্ষ্মী মদনিতুল্যাক্ষী

প্রলম্বকাঞ্চীপুণ্ড্রহেমসূত্রী

সলক্ষণা লক্ষ্মণ সমিধানং

জগাম তারা নমিতোজয়স্টিঃ ॥ ৩৮

তখন সুলক্ষণা তারা স্থলিত চরণে, লক্ষ্মণের নিকট  
গেলেন। তাঁর লোচন ছিল মদ্যপানে চঞ্চল, শরীর হয়েছিল  
সংকোচে ও বিনয়ে অবনত। কটিদেশে প্রলম্বিত ছিল  
স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত কাঞ্চী নামক অলংকার।

স তাং সমীক্ষ্যেব হরীশপত্নীঃ

তদ্বাবুদাসীনতয়া

অবাস্তুমুখোহভূগ্ননুজেন্দ্রপুত্রঃ

ক্লীসমিকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তকোপঃ ॥ ৩৯

বানরবাজপত্নী তারাকে দেখে মহাত্মা লক্ষ্মণ  
অবনতমুখে উদাসীনভাবে দণ্ডায়মান হলেন। ক্লীলোকের  
সম্মুখে রাজকুমারের ক্রোধ নিবৃত্ত হল।

সা পানযোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা

দৃষ্টি প্রসাদাচ্চ নরেন্দ্রসূনোঃ।

উবাচ তারা প্রণয়প্রগল্ভঃ

বাক্যং মহার্থং পরিসাধুরূপম্ ॥ ৪০

মদ্যপানজনিত কারণে তারার লজ্জা অপগত। তিনি  
রাজকুমার লক্ষ্মণের দৃষ্টিতে প্রসন্নতা লক্ষ্য করলেন।  
এইজন্য তিনি মহৎ অর্থযুক্ত সান্ত্বনাবাক্য স্নেহমিশ্রিত  
প্রীতিভরে উন্মুক্তভাবে বললেন—

কিং কোপমূলং মনুজেন্দ্রপুত্র

কস্মৈ ন সন্তীর্ণতি বাত্বনিদেশে।

কঃ শুদ্ধবৃক্ষঃ বনমাপতন্তঃ

দাবাগ্নিমাসীদতি

নির্বিশঙ্কঃ ॥ ৪১

‘হে রাজকুমার ! আপনার ক্রোধের কারণ কী ? কে  
আপনার আত্মাধীন নয় ? শুকনো বৃক্ষে পূর্ণ বনের সর্বত্র



দাবাগ্রি প্রজ্জলিত দেখে কে নিঃশঙ্ক থাকতে পারে ?\*

স তস্য বাচনং শ্রুত্বা সাক্ষপূর্বমশঙ্কিতঃ।

ভূম্যঃ প্রশংসদ্বারাং লক্ষণো বাক্যমত্রবীৎ॥ ৪২

তাবার এইকণ সাক্ষ্যপূর্বক ভয়হীন এবং গভীর

প্রীতিপূর্ণ বাক্য শুনে লক্ষণ বললেন—

কিময়ং কামবৃত্তো লুপ্তধর্মার্থসংগ্রহঃ।

ভর্তা ভর্তৃহিতে যুক্তো ন চৈনমববুধ্যাসে॥ ৪৩

‘আপনি তো আপনার স্বামীর হিতকামী। কিন্তু আপনার স্বামী যে কামাসক্ত হয়ে ধর্ম-অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে বিমূঢ় হয়েছেন, আপনি কি তাঁকে তা বোঝাতে পারছেন না ?

ন চিত্তয়তি রাজ্যার্থং সৌহৃদ্যশোকপরায়ণান্।

সামাজ্যপরিষৎ তারে কামমেবোপসেবতে॥ ৪৪

‘হে তারে ! তিনি রাজ্যের বিষয়েও চিন্তিত নন, আবার শোকমগ্ন আমাদের কথাও তিনি ভাবছেন না, অমাত্য ও পারিষদদের সঙ্গে নিয়ে বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

স মাশাংচতুরঃ কৃত্বা প্রমাণং প্রবগেশ্বরঃ।

বাভীতান্জান্ মহোদত্তো বিহরন্ নাববুধ্যতে॥ ৪৫

‘বানররাজ সুগ্রীব চার মাস পরে সীতা অনুসন্ধান কার্যে সহায়তার জন্য আমাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। সেই সময় যে অতিক্রান্ত হয়েছে সুরায় প্রমত্ত তিনি তা বুঝতে পারছেন না।

নহি ধর্মার্থসিদ্ধার্থং পানমেবং প্রশস্যতে।

পানাদর্শন্য কামশ্চ ধর্মশ্চ পরিহীয়তে॥ ৪৬

‘ধর্ম ও অর্থ সিদ্ধির জন্য সুরাপান প্রশংসনীয় নয়।

এটির পানে অর্থ, কাম এবং ধর্ম সবকিছুই বিনষ্ট হয়।

ধর্মলোপো মহাংস্তাবৎ কৃত্তে হ্যপ্রতিকূর্বতঃ।

অর্থলোপশ্চ মিত্রস্য নাশে গুণবতো মহান্॥ ৪৭

‘উপকারীর প্রতাপকার না করলে ধর্মের হানি হয়।

গুণবান বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিন্ন করলে অর্থের বিনাশ ঘটে।

মিত্রঃ হ্যর্থগুণশ্রেষ্ঠঃ সত্যধর্মপরায়ণম্।

তদ্বয়ং তু পরিত্যক্তং ন তু ধর্মে ব্যবহিতম্॥ ৪৮

‘অর্থ সাধনে তৎপর এবং সত্যধর্ম পরায়ণ—এই দুই প্রকার বন্ধুত্বের গুণকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। তিনি

এখন আর ধর্মপথেও অবস্থিত নন।

তদেবং প্রকৃত্তে কার্বে কার্যমশ্মতিক্তবদম্।

তৎ কার্যং কার্যতত্ত্বজ্ঞে হুসুদাহর্ভূমসি॥ ৪৯

‘এইরূপ পরিস্থিতিতে কার্যের সিদ্ধির জন্য আমরা কর্তব্য কী হবে ? আমাদের জন্য সমুচিত কার্য কী ? তা আপনি বলুন। কারণ আপনি কার্যতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানী।’

সা তস্য ধর্মার্থসমাধিগুণঃ

নিশম্য বাক্যং মধুরযজ্ঞবদম্।

তার গতার্থে মনুজ্ঞেয়কার্বে

বিশ্বাসযুক্তং তমুবাচ ভূমঃ॥ ৫০

ধর্ম ও অর্থ সমন্বিত তথা লক্ষণের স্বভাববন্ধুর বক্তৃতা শুনে তারা রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের কার্য বিষয়ে অবহিত হইয়া বিশ্বাসযোগ্য বাক্য বললেন—

ন কোপকালঃ ক্রিতিপালপুত্র

ন চাপি কোপঃ স্বজনে বিধেয়ঃ।

ত্বদর্ধকামস্য জনস্যা তস্য

প্রমাদমপার্থসি বীর সৌম্॥ ৫১

‘বীর রাজকুমার ! এখন ক্রোধ প্রকাশের সময় নয়। আপনজনের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়াও উচিত নয়। আপনারই কামাজনের (সুগ্রীবের) যদি কোনও তুল হয়েও থাকে আপনি তা ক্ষমা করুন।

কোপং কথং নাম গুণপ্রকৃষ্টঃ

কুমার কুর্যাদগকৃষ্টসদে।

কন্তুবিধঃ কোপবশং হি গচ্ছেৎ

সত্ত্বাবরুদ্ধস্তপসঃ প্রসূতিঃ॥ ৫২

‘হে রাজকুমার ! গুণশ্রেষ্ঠ পুরুষ কি কখন গুণহীনের প্রতি কুপিত হন ? হে তাপস ! আপনি কেন সত্ত্বগুণ অবরোধকারী সেই ক্রোধের বশীভূত হয়েছেন ?

জানামি কোপং হরিবীরবজ্রো-

জানামি কার্যস্য চ কালসঙ্গম্।

জানামি কার্যং জয়ি যৎ কৃতং ন-

শ্রুচ্চাপি জানামি যদত্র কার্যম্॥ ৫৩

‘বানরবীর সুগ্রীবের প্রতি তাঁর বন্ধু রামরাজ্য ক্রোধের কারণ আমি জানি। আমি জানি তাঁর কার্যের সময় আসন্ন। আপনারা তাঁর জন্য যা করেছেন তা আমার অজান



এখন তাঁকে কী করতে হবে সেটা বিষয়েও আমার  
জানা আছে।

জ্ঞানি জানামি তথানিসহ্যঃ  
বলং নরশ্রেষ্ঠ শরীরজস্য।

জ্ঞানি যস্মিন্শ্চ জনেহববন্ধঃ  
কামেন সুগ্রীবনসক্তমদ্য ॥ ৫৪

‘নরশ্রেষ্ঠ ! শরীরদ্বারা এই কামনার শক্তি যে  
অসহ্যীয় তা আমি জানি। আমি একথাও জানি সুগ্রীব  
কমনীয় আসক্ত হয়ে কোথায় আটকে রয়েছেন। আমি  
এ-ও জানি এর ফলে তার রাজকাৰ্য্যে মন নেই।

কামতপ্তে তব বুদ্ধিরতি  
ক্বং নৈ যথা মনুষ্যশং প্রপন্নঃ।

দেশকালৌ হি যথার্থধর্মা-  
ববেক্ষতে কামরতির্মনুষ্যঃ ॥ ৫৫

‘আপনি যেসকল ক্রোধাধ্বিত হয়েছেন তাতে মনে হয়  
আপনি কামের প্রভাব জানেন না। কামাসক্ত পুরুষের দেশ,  
কাল, ধর্ম, অর্থ প্রভৃতি কোনো কিছুই জ্ঞান থাকে না।

কামবৃত্তং মম সন্নিবৃত্তং  
কামাভিযোগাচ্চ বিমুক্তলজ্জন্ম।

কামব তবৎ পরবীরহস্ত-  
বৃদ্ধভ্রাতরং বানরবংশনাথম্ ॥ ৫৬

‘হে শত্রুদ্রবীরদমনকারী ! বানররাজ সুগ্রীব কামাসক্ত  
হয়ে লজ্জা ত্যাগ করে আমার সন্নিবৃত্ত ছিলেন, তাঁকে  
আপন ভ্রাতৃজ্ঞানে মার্জনা করুন।

ধর্মভোগো ধর্মতপোহভিরামাঃ  
কামানুকামাঃ প্রতিবন্ধমোহাঃ।

কথং ন সজ্জত সুখেণু রাজা ॥ ৫৭

‘ধর্মনিষ্ঠ এবং তপস্যারত মহর্ষিগণও কামাসক্ত হয়ে  
কোনো মোহে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। তাতে ইনি তো  
পুত্রভ্রাতৃপল বানর, কেনই বা সুবভোগে আসক্ত হবেন

বচনং মহাব্যং  
দেবদুঃখ

সা বানরী লক্ষ্মণমপ্রমেরম্।

পুনঃ সবেদং মদবিহ্বলাঙ্গী  
তর্জুর্হিতং বাকমিদং বভাবে ॥ ৫৮

অপ্রমের্য শক্তিশালী লক্ষ্মণকে এইরূপ মহান অর্থযুক্ত  
বাক্য বলে বানরী মদবিহ্বললোচনা তারা পুনরায় সবেদে  
স্বামীর হিতকামনায় এরূপ বললেন—

উদ্যোগস্ত চিরাজ্ঞপ্তঃ সুগ্রীবেন নরোত্তম।  
কামস্যাপি বিধেয়েন তবার্থপ্রতিসাধনে ॥ ৫৯

‘নরোত্তম ! যদিও সুগ্রীব কামাসক্ত ছিলেন, তথাপি  
আপনাদের কার্যসিদ্ধির জন্য বহুপূর্বেই উদ্যোগ গ্রহণের  
জন্ম আদেশ দিয়েছেন।

আগতা হি মহাবীরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ।  
কোটীঃ শতসহস্রাণি নানানগনিবাসিনঃ ॥ ৬০

‘ফলস্বরূপ বিভিন্ন পর্বতে বসবাসকারী ইচ্ছামতো  
রূপধারণে সক্ষম মহাবলশালী লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি  
বানর এখানে উপস্থিত হয়েছে।

উদ্যোগচ্ছ মহাবাহো চারিত্রং রক্ষিতং কুয়া।  
অচ্ছলং মিত্রভাবেন সত্যং দারাবলোকনম্ ॥ ৬১

‘হে মহাবাহ ! আপনি সদাচার রক্ষা করেছেন<sup>(১)</sup>।  
বহুদূরপূর্ণভাবে পরদ্রবীর প্রতি দৃষ্টিপাত সজ্জনদের জন্য  
নিষিদ্ধীয় নয়। অতএব আপনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ  
করুন।’

তারয়া চাতনুজাতদ্বয়য়া বাপি চোদিতঃ।  
প্রবিবেশ মহাবাহুরভ্যন্তরমরিন্দমঃ ॥ ৬২

মহাবীর লক্ষ্মণ তারার আজ্ঞায় এবং প্রেরণায়  
প্রাসাদের অভ্যন্তরে অতি সত্বর প্রবেশ করলেন।

ততঃ সুগ্রীবমাসীনঃ কাক্ষনে পরমাসনে।  
মহার্হাভ্রমোপেতে দর্শাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ৬৩

সেখানে মহানূল্যবান আন্তরঙ্গে সুশোভিত সূর্যতুল্য  
তেজস্বী সুগ্রীবকে সূর্যসিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি  
দেখতে পেলেন।

দিব্যভরণচিহ্নাঙ্গং দিব্যরূপং যশস্বিনম্।  
দিব্যানাল্যাহরবরং মহেজ্জমিব দুর্জয়ম্ ॥ ৬৪

দেখতে পেলেন।  
দেখতে পেলেন।

<sup>(১)</sup>পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত অন্যায় জেনে প্রাসাদের বাইরে অবস্থান করে এই আসক্ত লক্ষ্মণ এখানে পালন করেছেন।

দিবা অভরণের বিচিত্র শোভায় দিব্যাবধারী  
সুগ্রীবকে দিব্যমালা এবং বস্ত্রপরিধান কবে দুর্ভয় মহেন্দ্রের  
মতো দেখাছিল।

দিব্যভরণমালাভিঃ প্রমদাভিঃ সমানুতম্।  
সংরক্তরক্তাক্ষাঃ বভূবাক্ষসমিভঃ ॥ ৬৫

সুগীয় অলঙ্কার এবং মালায় সুসজ্জিতা সুন্দরী  
বমণীন্দ্রের দ্বারা তাঁকে পরিবৃত দেখে লক্ষ্মণের চক্ষু  
রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তাঁকে দেখে যমরাজের মতো।

ভয়াংকর মনে হচ্ছিল।

রক্তমাং তু বীরঃ পরিরজা গাঢ়ঃ  
শনাসনহো বরহেমবৰ্ণঃ।

দদর্শ সৌমিত্রিমদীনসত্বঃ

বিশালনেত্রঃ স বিশালনেত্রঃ ॥ ৬৬

দীর্ঘলোচন, স্বর্ণবর্ণ কাঙ্ক্ষিত সুগ্রীব ইন্দ্র-  
রক্তমাং সত্বে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবজ্ঞায় উদ্বলিত,  
আমতলোচন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে দেখলেন।

ইত্যেবে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঙ্কিকাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৩ ॥

### চতুস্ত্রিংশ সর্গ (৩৪)

সুগ্রীবের লক্ষ্মণের পাশে আগমন। তাঁকে লক্ষ্মণের খিঙ্কার

তমপ্রতিহতঃ ক্রুদ্ধঃ প্রবিষ্টঃ পুরুষর্ষভম্।  
সুগ্রীবো লক্ষ্মণঃ দৃষ্টা বভূব বাখিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১

ক্রোধান্বিত পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে অপ্রতিহত গতিতে  
প্রবেশ করতে দেখে সুগ্রীবের ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যথিত হয়ে  
উঠল।

ক্রুদ্ধঃ নিঃশ্বসমানঃ তং প্রদীপ্তমিব তেজসা।  
স্রাতূর্বাসনসম্পূর্ণঃ দৃষ্টা দশরথাস্বজম্ ২  
উৎপাত হরিশ্রেষ্ঠো হিঙ্গা সৌবর্ণমাসনম্।

মহান্ মহেন্দ্রস্য গথা স্বলঙ্কৃত ইব ধ্বজঃ ॥ ৩

দশরথানন্দন ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করছেন।  
অগ্রজের বেদনায় কাতর তিনি যেন স্বতেজে প্রদীপ্ত। তাঁকে  
দেখে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব উল্লক্ষণপূর্বক স্বর্ণসিংহাসন ত্যাগ  
করলেন, যেন মহান দেবরাজ ইন্দ্রের সুসজ্জিত পতাকা  
সহসা উত্তোলিত হল।

উৎপতন্তমনুৎপেতু রক্তাপ্রভৃতয়ঃ প্রিয়ঃ।

সুগ্রীবঃ গগনে পূর্ণং চন্দ্রঃ ভাষাশা ইব ॥

আকাশে চন্দ্রোদয়ের পরে যেমন তারকা উঠে  
হয়, তেমনি সুগ্রীবের সিংহাসন থেকে উত্থানের পরে  
প্রভৃতি স্ত্রীগণ উত্থিত হলেন।

সংরক্তনয়নঃ শ্রীমান্ সঞ্চচার কৃতাজলিঃ।

বভূবাবহিত্তস্তত্র কল্পবৃক্ষো মহানিব ॥

আরক্তলোচন<sup>(১)</sup> শ্রীমান সুগ্রীব কৃতজ্ঞলিঙ্গ হয়ে  
উপস্থিত মহান কল্পবৃক্ষতুল্য বীর লক্ষ্মণের নিকট এলেন।

রক্তাবিভীয়ঃ সুগ্রীবঃ নারীমধ্যগতঃ হিতম্

অত্রবীক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ সতারণ শশিনঃ যথা ॥ ৬

পত্নী কুমাসহ পুণ্ডরীকদেব মধ্য অবস্থিত সুগ্রীব  
তারকা পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ

তখন বললেন—

সত্বাভিজানসম্পন্নঃ সানুক্ৰোশো জিতেজিয়াঃ

কৃতম্ভঃ সত্যবাদী চ রাজা লোকে মহীমতে ॥

(১) অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁর নয়নযুগল রক্তবর্ণ হয়েছিল।

‘সাত্ত্বিক, অতিজাত গুণসম্পন্ন, জিতেদ্রিয়, কপট, কৃতজ্ঞ এবং সভাবাদী রাজাই জগতে মহান রাজ্যবশে খ্যাত হন।

যত রাজা হিতোৎসর্গে মিত্রাণামুপকারিণাম্।  
বিদ্যা প্রতিজ্ঞাঃ কুরুতে কো নৃশঃসভজনতঃ। ৮

‘যে রাজা অস্বার্থে অবস্থান করেন, যিনি উপকারী পুষ্করের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তাঁর অপেক্ষা চরিত্রের নৃশংস আর কে আছেন?

অশ্বানুভে হস্তি সহস্রং তু গবানুভে।

জ্ঞানং স্বজনং হস্তি পুরুষঃ পুরুষানুভে। ৯

‘অশ্বানুভ ব্যক্তির শত অশ্ববধের পাপ জন্মায়, পুরুষানুভ ব্যক্তির পাপ সহস্র গোবধ তুলা এবং পুরুষানুভ পুরুষ আত্মহত্যা এবং স্বজনবধ পাপে নিমজ্জিত হয়।

অশ্বানুভ (অশ্বদানের প্রতিজ্ঞা করেনও যিনি তা পালন করেন না, তিনি অশ্বানুভ নামক পাপের ভাগী হন এবং এই পাপের দ্বারা তাঁর শত অশ্বহত্যাজনিত যে পাপ তা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শত অশ্ব হত্যার পাপে যে শাস্তি তা তাঁকে ভোগ করতে হয়)। গবানুভ (গো পালের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে একইভাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী পক্ষীর গবানুভ দোষ জন্মায় যা সহস্র সংখ্যক গোবধের সমান পাপ)। পুরুষানুভ (কোনো পুরুষের নিকট প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর স্বজনবধ এবং আত্মহত্যাজনিত পাপ জন্মায়)।

পূর্বঃ কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎ প্রতিকরোতি যঃ।

কৃত্যঃ সর্বজ্ঞানাং স বশ্যঃ প্রবণেশ্বর। ১০

‘হে বানররাজ ! পূর্বোপকারী মিত্রের যিনি প্রত্যুপকার করেন না সেই কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সকল প্রাণীর বশযোগ্য।

পিতৃহিংস্রঃ ব্রহ্মণা শ্লোকঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।

কৃত্যঃ ক্রুদ্ধেন তন্নিবোধ প্রবজম্। ১১

‘কপিরাজ ! কোনো এক কৃতজ্ঞকে দেখে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা সর্জনপ্রণয়া একটি শ্লোক বলেছেন। আপনি তা শ্রবণ করুন—

গোয়ে চৈন সুরাণে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।

নিহ্তিবিহিতা সন্তিঃ কৃত্যে নাস্তি নিহ্তিঃ। ১২

‘‘গো-হত্যাকারী, মদ্যপায়ী, চৌর্যবৃত্তিপারায়ণ এবং ব্রতভঙ্গকারী পুরুষদের পাপমুক্তির বিধান সঙ্কলনেরা করেছেন। কিন্তু কৃতজ্ঞব্যক্তির পাপোদ্ধারের কোনো উপায় নেই।’’

অনার্যত্বং কৃত্যশ্চ মিথ্যানাদী চ বানর।

পূর্বঃ কৃতার্থো রামস্য ন তৎ প্রতিকরোষি যৎ। ১৩

‘ওহে বানর ! আপনি অনার্য, কৃতজ্ঞ এবং মিথ্যানাদি। কারণ পূর্বে শ্রীরাম কর্তৃক কৃতার্থ হয়ে, এখন প্রত্যুপকারের সময় উপস্থিত হলেও আপনি এখনও পর্যন্ত সেই বিষয়ে কিছু করেননি।

ননু নাম কৃতার্থেন দ্বয়া রামস্য বানর।

সীতায়্য মার্গশে যত্নঃ কর্তব্যঃ কৃতমিচ্ছতা। ১৪

‘হে বানর ! শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা আপনি পূর্বেই কৃতার্থ হয়েছেন। এখন সীতা-অনুসন্ধান কার্যে যত্নবান হওয়া আপনার কর্তব্য।

স ত্বং গ্রাম্যেযু ভোগেষু সন্তো মিথ্যা প্রতিশ্রবঃ।

ন ত্বং গ্রাম্যে বিজ্ঞানীভে সর্পং মণ্ডুকেরাণি। ১৫

‘আপন প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা প্রমাণ করে আপনি এখন গ্রাম্যভোগে আসক্ত। ভেকের ন্যায়<sup>(১)</sup> শব্দকারী সর্পতুলা আপনার এই অবস্থার কথা শ্রীরামও জানেন না।

মহাভাগেন রামেণ পাপঃ করুণবেদিনা।

হরীণাং প্রাপিতো রাজ্যং ত্বং দুরাস্তা মহাত্মনা। ১৬

‘মহাভাগ, মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের কারুণ্যবশত আপনার মতো পাপী, দুরাস্তার এই বানররাজ্য লাভ হয়েছে।

কৃত্যঃ চেমতিজ্ঞানীষে রাঘবস্য মহাত্মনঃ।

সদ্যস্ত্বং নিশিতৈর্বানৈহতো ব্রহ্মসি বাগিনম্। ১৭

‘আপনি যদি মহাত্মা রাঘবকে ভালোভাবে না জেনে থাকেন, তাহলে সদাই তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা নিহত হয়ে বালীর দর্শন লাভ করবেন।

ন স সমুচিতঃ পছা যেন বালী হতো গতঃ।

<sup>(১)</sup> সাপের মুখে ব্যাঙ ধরা পড়লে, সাপের মুখনিঃসৃত শব্দ শুনে ব্যাঙের ডাক বলেই মনে হয় কিন্তু আসলে তা সাপের শব্দ।



সময়ে তিষ্ঠ সূতীৰ মা বালিপথমধ্যগাঃ ॥ ১৮  
 'বালী নিহত হয়ে, যে পথে পবলোকে গেছেন সে  
 পথ আজও বহু হয়ে থাকা' এই সূতীৰ ! বালীর পথ  
 অনুসরণ না করে প্রতিজ্ঞাপালন করুন।  
 ন নৃমমিকুকুবরসা কামুকা  
 লভ্যংক তান্ পশাসি যজ্ঞসদিকাম্।

ততঃ সুখং নাম বিমেষনে সুখী  
 ন রামকার্যঃ মনসাপানেকসে ॥ ১৯  
 'ইচ্ছাকুকুলশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্রের অনুকম জামুত  
 একতুলা বাণশুলি আপনি নিশ্চয়ই দেখেননি। সেইজন্য  
 চাঙ্গিয়াসুখে মগ্ন হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাজে মনোযোগ করছেন  
 না।'

ইত্যন্তে প্রসন্নঃ সৰ্বত্র বসন্তঃ কথ্যে আদিকাণ্ডে চতুঃপ্রবংশঃ সৰ্গঃ ॥ ৩৪ ॥

২২ 'ই বসন্ত' ক 'বসন্ত' আদিকাণ্ডে বামায়ণের কিত্তিকাণ্ডে চতুঃপ্রবংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

### পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৩৫)

যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা তারার লক্ষণকে শাস্ত্র করা

তথা ক্রবাণঃ সৌমিত্রিঃ প্রদীপ্তমিব তেজসা।  
 ক্ষতবীরলক্ষণং তারা তারামিধিনিধাননা ॥ ১  
 আপনি তেজ প্রজ্বলিত সুমিত্রানন্দন এইরূপ কঠোর  
 কথা বললে, চন্দ্রবদনা তারা লক্ষণকে বললেন—  
 নৈবঃ লক্ষণ বজ্রবো নায়ঃ পরুমমহতি।  
 হরীশামীশ্বরঃ শ্রোতুঃ তব বজ্রাদ্ বিশেষতঃ ॥ ২  
 'হে লক্ষণ ! বানরামিধিপতি সূতীবের প্রতি এইরূপ  
 কঠোরবাক্য প্রয়োগ আপনার উচিত নয়। আপনার মতো  
 মানুষের মুখে এইরূপ রুঢ় ভাষণ শোভা পায় না।  
 নৈবাকৃতজ্ঞঃ সূতীবো ন শঠো নাপি দারুণঃ।  
 নৈবানুতকথো বীর ন জিহ্মশ্চ কপীশ্বরঃ ॥ ৩  
 'হে বীর ! বানররাজ সূতীব অকৃতজ্ঞ, শঠ বা ক্রুর  
 নন। তিনি মিথ্যাবাদী বা কুটিল স্বভাববিশিষ্টও নন।  
 উপকারঃ কৃতং বীরো নাপায়ঃ বিস্মৃতঃ কপিঃ।  
 রামেশ বীর সূতীবো যদনৈর্দুষ্করঃ রূপে ॥ ৪  
 'বীর লক্ষণ ! রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে এই বীর বানরের  
 যে উপকার সাধন করেছেন অন্যের পক্ষে তা দুষ্কর ; ইনি

সেই কথা বিস্মৃতও হননি।  
 রামপ্রসাদাৎ কীর্তিঃ চ কপিরাজ্যং চ শত্রু  
 প্রাপ্তবানিহ সূতীবো ক্রমাং মাং চ পরম্ ॥  
 'হে পরম্পর ! (১) শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বীর  
 বানরদের এই অক্ষয় রাজ্য, যশ এবং ক্রমকে  
 আমাকে লাভ করেছেন।  
 সুদুঃখশয়িতঃ পূর্বঃ প্রাপ্যদঃ সুখমুখম্।  
 প্রাপ্তকালং ন জানীতে বিশ্বামিত্রো যথা মুনিঃ ॥  
 'পূর্বে ইনি অনেক দুঃখভোগ করেছেন ; এক মুনি  
 উত্তমসুখ লাভ করে, কর্মের উপযুক্ত সময় বিত  
 হয়েছেন। যেমন বিশ্বামিত্র মুনি মেনকাকে লাভ করে  
 সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। (২)  
 ঘটাত্যাং কিল সংসজ্ঞো দশ বর্ষাঙ্গি লক্ষণ  
 অহোহমনাত ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥  
 'হে লক্ষণ ! ধর্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র ঘটাতীর  
 প্রতি আসক্ত হয়ে দশ বৎসর যাবৎ সময়কে একদিন রূপ  
 করেছিলেন।

(১) পরম্পর অর্থাৎ শত্রুকে যিনি তাপিত করেন। (২) এই প্রসঙ্গটি বালকাণ্ডের ৬৩ সর্গে বর্ণিত হয়েছে।

ন হি প্রাপ্তঃ ন জানীতে কালঃ কালবিদাঃ বরঃ।  
বিশ্বমিত্রো মহাতেজাঃ কিং পুনর্যঃ পৃথগ্জনঃ॥ ৮

‘সময়ের জ্ঞানসম্পন্ন মহাতেজস্বী শ্রেষ্ঠ খয়ি  
কিমিত্রও সময়ের জ্ঞান বিস্মৃত হয়েছিলেন, তাহলে  
স্বাভাব প্রাণীর কথা আর কী হবে !

‘স্বধর্মগতস্যাস্য পরিশ্রান্তস্য লক্ষ্মণ।  
হিতুশ্চ কামেবু রামঃ ক্ষম্যমিহাহতি॥ ৯

‘পূর্বে দেহধর্ম অতপ্ত পরিশ্রান্ত সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের  
কৃপায় বা কিছু কামা ও ভোগ্য তা লাভ করেছেন। অতএব  
হে লক্ষ্মণ ! তিনি তাঁকে ক্ষমা করুন।

‘চ রোষবশং তাত গন্তুমহসি লক্ষ্মণ।  
নিকার্যমবিজ্ঞায় সহসা প্রাকৃতো যথা॥ ১০

‘তাত লক্ষ্মণ ! যথাযথভাবে বিষয় না জেনে  
প্রকৃতজনের ন্যায় সহসা রোষের বশবর্তী হওয়া, আপনার  
উচিত নয়।

‘ববুজ্ঞা হি পুরুষাত্ত্ববিধাঃ পুরুষর্ষভ।  
বিশ্বশ্য ন রোষস্য সহসা যান্তি বশ্যতাম্॥ ১১

‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনার মতো সত্ত্বগুণসম্পন্ন  
পুরুষ বিচার-বিবেচনা না করে হঠাৎ রোষের বশীভূত হন  
না

‘প্রসাদয়ে ত্বাং ধর্মজ্ঞ সুগ্রীবার্ঘ্যঃ সমাহিতা।  
মহান্ রোষসমুৎপন্নঃ সংরক্তস্ত্যজ্যাত্ময়ম্॥ ১২

‘হে ধর্মজ্ঞ ! সুগ্রীবের জন্য আমি আপনার নিকট  
একান্তভাবে কৃপা প্রার্থনা করছি। ভীষণ ক্রোধে উৎপন্ন  
আপনার এই ক্ষোভ আপনি ত্যাগ করুন।

‘কমাং মাং চাক্ষদং রাজ্যং ধনধান্যাপশূনি চ।  
রামপ্রিয়ার্ঘ্যঃ সুগ্রীবস্ত্যজ্জেদিতি মতির্মম॥ ১৩

‘আমার মনে হয় শ্রীবামের প্রিয় কার্য সাধনের জন্য  
সুগ্রীব ক্রমাক্রমে, আমাকে, অঙ্গদকে, এই রাজ্য, ধন-ধান্য,  
পশুসম্পদ সমূহ সবকিছুই ত্যাগ করতে পারেন।

‘সমানেষাতি সুগ্রীবঃ সীতয়া সহ রাঘবম্।  
শাশ্বদিব রোহিণ্যা হত্বা তং রাক্ষসামম্॥ ১৪

‘সুগ্রীব সেই অধম রাক্ষসকে হত্যা করে শ্রীরামকে  
সীতাদেবীর সঙ্গে মিলিত করাবেন, যেমন রোহিণী চন্দ্রমার  
সঙ্গে মিলিত হন।

‘শতকোটীসহস্রাণি লঙ্কায়াঃ কিল রাক্ষসাম্।

অগুতানি চ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রাণি শতানি চ॥ ১৫

‘লঙ্কায় রাক্ষসের সংখ্যা হল একশত হাজার কোটি,  
ছত্রিশ অগুত, ছত্রিশ হাজার ছত্রিশ শত-সংখ্যক।

‘অহত্বা তাংশ্চ দুর্ধর্গান্ রাক্ষসান্ কামরূপিণঃ।  
ন শক্যো রানগো হস্তং যেন সা মৈথিলী হত্যা॥ ১৬

‘এই সব মায়াবী<sup>(১)</sup> দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের হত্যা না করে  
মৈথিলী সীতার অপহরণকারী রাবণকে হত্যা করা সম্ভব  
হবে না।

‘তে ন শক্যো রণে হস্তমসহায়েন লক্ষ্মণ।  
রাবণঃ ক্রুরকর্মী চ সুগ্রীবেষ বিশেষতঃ॥ ১৭

‘হে লক্ষ্মণ ! ক্রুরকর্মী রাবণকে অসহায়ভাবে  
(একাকী) যুদ্ধে হত্যা করা অসম্ভব। এই কারণে সুগ্রীবের  
সহায়তা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

‘এবমাখ্যাতবান্ বালী স হ্যভিজ্ঞো হরীশ্চরঃ।  
আগমস্তু ন মে ব্যক্তঃ শ্রবাৎ তস্য ত্রবীম্যহম্॥ ১৮

‘লঙ্কার সৈন্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ বানররাজ বালী  
আমাকে এইরূপ বলেছিলেন। আমি এই সম্পর্কে কিছু  
জানি না, তাঁর মুখ থেকে যা শুনেছি তাই বলছি।

‘ত্বৎসহায়নিমিত্তং হি প্রেষিতা হরিপুংজবাঃ।  
আনেতুং বানরান্ যুদ্ধে সুবহূন্ হরিপুংজবান্॥ ১৯

‘আপনাদের সহায়তার জন্য সুগ্রীব বহুসংখ্যক  
বানরবীরকে যুদ্ধের জন্য আরও অধিক সংখ্যক বীরবানর  
সংগ্রহার্থে প্রেরণ করেছেন।

‘তাংশ্চ প্রতীক্ষমাণোহয়ং বিক্রান্তান্ সুমহাবলান্।  
রাঘবসার্থসিদ্ধার্থং ন নির্যতি হরীশ্চরঃ॥ ২০

‘বানররাজ সুগ্রীব এখন মহাবলশালী, পরাক্রমী বীর  
বানরদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। শ্রীরামের কার্যসিদ্ধির  
জন্য তিনি এখন নগরের বাইরে যাচ্ছেন না।

‘কৃতা সুসংস্থা সৌমিত্রে সুগ্রীবেষ পুরা যথা।  
অদ্য তৈর্বানরৈঃ সর্বৈরাগন্তব্যং মহাবলৈঃ॥ ২১

‘হে সৌমিত্র ! সুগ্রীব তাঁদের সমবেত করার ব্যবস্থা  
পূর্বেই সুনিশ্চিত করেছেন। তদনুসারে সেই মহাবলী বীর  
বানরেরা আজই এখানে উপস্থিত হবেন।

‘ঋষকোটীসহস্রাণি গোলাঙগূলশতানি চ।  
অদ্য তামুপয়াসান্তি জহি কোপমরিন্দম।

‘কোটোহনেকান্ত কাকুৎস্থ কপীনাং দীপ্ততেজসাম্॥ ২২

(১)যারা ইচ্ছা অনুসারে রূপধারণে সক্ষম।





মহাকৃতাঃ কিং তস্যা যেন সপ্ত মহাক্রমাঃ।

কিঞ্চিৎ বসুধা চৈব বাণেনৈকেন দারিত্র্যং॥ ৮

‘দাঁর একটি বাণের দ্বারা সাতটি বড়গাছ, পর্বত,

কিছু বিদারিত হয়, তাঁর আর সহায়তারই বা কী

প্রয়োজন?’

নৃবিশ্বগরমাদসা যসা শব্দেন লক্ষণং।

মৎসলা কল্পিতা ভূমিঃ সহায়ৈঃ কিং নু তস্য বৈ॥ ৯

‘লক্ষণ! যিনি ধনুক উত্তোলন করলে টংকার

হলিতে পর্বতসহ ভূমি প্রকল্পিত হয় তাঁকে কী ই বা

সহায়তা করব?’

জম্বুজাং নরেন্দ্রস্য করিষ্যেহং নরগণ্ড।

গচ্ছতো রাবণঃ হস্তঃ বৈরিণঃ সপুংসসরম্॥ ১০

‘হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি নরেন্দ্র শ্রীরামের অনুসরণ

করব। শত্রু রাবণকে হত্যা করার জন্য যাত্রাপথে তিনিই

পুরোভাগে অবস্থান করবেন।

কি কিঞ্চিদতিক্রান্তং বিশ্বাসাৎ প্রণয়েন বা।

প্রকাস্য ক্ষমিতব্যঃ মে ন কচ্ছিমাপরাধাতি॥ ১১

‘যদি আমার বিশ্বাস অথবা প্রেমবশত কোনো

অপরাধ হয়ে থাকে তাহলেও আমি ক্ষমার যোগ্য; কারণ

এমন কোনো সেবক নেই যিনি কর্মে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।’

ইতি তস্য ক্রবাণস্য সুগ্রীবস্য মহাস্বনঃ।

মহানস্বনঃ শ্রীতঃ প্রেম্ণা চেদমুবাচ হ॥ ১২

মহান্ধা সুগ্রীব তাঁকে এইরূপ বললে লক্ষণ তাঁর প্রতি

শ্রীত হয়ে প্রেমের সঙ্গে বললেন—

সর্বথা হি মম ভ্রাতা সনাথো বানরেশ্বর।

ইদা নাথেন সুগ্রীব প্রপ্তিতেন বিশেষতঃ॥ ১৩

‘হে বানররাজ সুগ্রীব! বিশেষত আপনার মতো

বানরীর সহায়তা লাভ করে আমার অগ্রজ শ্রীরাম সর্বথা

সনাথ হয়েছেন।

যস্মৈ প্রভাবঃ সুগ্রীব যচ্চ তে শৌচমীদৃশম্।

তৎকঃ কপিরাজস্য শ্রিয়াং ভোজুমনুত্তমাম্॥ ১৪

‘সুগ্রীব! আপনার যেমন প্রভাব, যেমন আপনার

চিহ্নের শুদ্ধতা, তাতে বানররাজের অনুপম ঐশ্বর্যলক্ষণকে

ভোগ করার যোগ্য আপনিই।

সহায়োন চ সুগ্রীব জয়া রামঃ প্রতাপবান্।

সদৃশ্যতি রণে শক্রনচিরামাত্র সংশয়াঃ॥ ১৫

‘সুগ্রীব! আপনার সহায়তা লাভ করে প্রতাপবান

রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অনায়াসেই শত্রুদের বধ করতে সক্ষম

হবেন, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

ধর্মজস্য কৃতজস্য সংগ্রামেবনিবর্তিনঃ।

উপপন্নং চ মুক্তং চ সুগ্রীব তল ভাষিতম্॥ ১৬

‘সুগ্রীব! আপনি ধর্মজ, কৃতজ তথা যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠ

প্রদর্শন করেন না। আপনার ভাষণ সর্বদাই সঙ্গত ও

যুক্তিসম্মত।

দোষজ্ঞঃ সতি সামর্থ্যে কোহন্যো ভাষিতুমহতি।

বর্জয়িত্বা মম জ্যেষ্ঠং ভ্রাতৃং চ বানরসত্তম॥ ১৭

‘বানরশ্রেষ্ঠ! আপনি এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

ব্যতীত আর এমন বিদ্বান কে-ই বা আছেন, যিনি সামর্থ্য

থাকা সত্ত্বেও এইরূপ বিনম্র বচনে সক্ষম?’

সদৃশ্যচাসি রামেণ বিক্রমেণ বলেন চ।

সহায়ো দৈবতৈর্দত্তশিরায হরিপুঙ্গব॥ ১৮

‘বানরবীর! আপনি শক্তিতে এবং পরাক্রমে

শ্রীরামের তুল্য। দেবতারা আমাদের সুদীর্ঘকালের জন্য

পরস্পরের সহায়ক করেছেন।

কিং তু শীঘ্রমিতো বীর নিষ্ক্রম স্বং ময়া সহ।

সাক্ষ্যস্ব বয়সাং চ ভাষ্যাহরণদুঃখিতম্॥ ১৯

‘কিন্তু, হে বীর! আপনি শীঘ্রই আমার সঙ্গে এই

পুর্বী থেকে নিষ্ক্রান্ত হন, পত্নী অপহৃত হওয়ার দুঃখে কাতর

আপনার বন্ধুকে সাক্ষ্য দান করুন।

যচ্চ শোকাভিভূতস্য শত্রুদ্বা রামস্য ভাষিতম্।

ময়া স্বং পরমাণুত্তমং ক্ষমস্ব সখে মম॥ ২০

‘শোকার্ত, শ্রীরামের বিলাপ শুনে আমি আপনার

প্রতি যে কঠোর ভাষণ করেছি, হে বন্ধু! তার জন্য আপনি

আমায় ক্ষমা করুন।’

ইত্যর্থ্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যটত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যটত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

# সপ্তদ্বিংশ সর্গ (৩৭)

সূর্যের দ্বারা অনুমানকে বিহীনবরের জন্য বানরদের সপ্তদ্বিংশ অঙ্গাঙ্গন, আশ্রয়স্থল  
 হয়ে সূর্যের নিম্নে বানরদের কিস্তিকার উল্লেখ আছে। সূর্যের সূর্যের নিম্নে  
 প্রত্যাবর্তনপূর্বক বানরদের আশ্রয়স্থল প্রকাশ

এবমুজ্জ্বল সূর্য্যো লক্ষ্যদেন মহাশূন্য।  
 অনুজ্জ্বল দ্বিতঃ পার্শ্বে বাহ্যং চেন্দ্রবদীঃ ১  
 মহাঃ লক্ষ্যদেন সূর্য্যোঃ এইক্ষণ বানরদের উপর  
 সূর্য্যের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত অনুমানকে বানরদের  
 নভোভূমিমবদিকাকৈলাসশিখরেণু চ।  
 মন্ডরে পাণ্ডুশিখরে গজশৈলেনু বে দ্বিতঃ ২  
 তরুশানিত্যবর্ণেনু ভ্রাজমানেনু নিত্যশঃ।  
 পর্বতেনু সনুভায়ে পশ্চিমব্যাং তু বে নিশি ৩  
 অশিত্যভবনে চৈব শিরৌ সঙ্ঘাতনভিত্তে।  
 পদ্মচলবনাঃ ভীমাঃ সংপ্রিতা হরিপুত্রবাঃ ৪  
 অঙ্কনাস্বনং কাশাঃ কৃষ্ণরেস্তমহৌজসঃ।  
 অঙ্কনে পর্বতে চৈব বে বসসি প্রবক্তাঃ ৫  
 মহাশৈলগুহ্যবাসা বানরাঃ কনকপ্রভাঃ।  
 মেরুপার্বত্যতটেন বে চ ধূম্রিহিতঃ প্রিতাঃ ৬  
 তরুশানিত্যবর্ণীক পর্বতে বে মহাক্রমে।  
 শিবস্তো মধু নৈরেষঃ ভীমবেগাঃ প্রবক্তাঃ ৭  
 বনেষু চ সুরনোষু সুগন্ধিসু মহৎসু চ।  
 তাপসপ্রমরনোষু বনাশ্বেষু সনন্তঃ ৮  
 ভাংস্ত্রাংস্বমানন্ত ভিপ্রাঃ পৃথিব্যাং সর্ববানরান্।  
 সামদানাদিভিঃ কষ্টৈর্বাণ্যৈর্বেদগবত্বৈঃ ৯

‘নভোভূমি, হিমালয়, বিষ্ণু, কৈলাস এবং মন্ডর এই  
 পাঁচটি পর্বতের শুভ্র শিখরে যে বানরেরা বস করছে,  
 নবেদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণের এবং নিত্য প্রকাশমান  
 পর্বতসমূহে এবং পশ্চিমদিকে সনুভূতীরে যে বানরেরা  
 অবস্থান করছে, অশিত্যভবনের ভবনতুল্য ওয়া সঙ্ঘাত  
 নেখমালার ন্যায় অঙ্কন বর্ণবিশিষ্ট পদ্মচলবনে  
 ভীমশক্তি সম্পন্ন যে বানরেরা বাসরত, অঙ্কন পর্বতে  
 কঙ্কলতুল্য কুম্ভবর্ণবিশিষ্ট গজবাজতুল্য মহাবলশালী যে  
 বানরবীরদের অবস্থান, মহাশৈলের শুভ্র বাসকরী  
 কাঞ্চনবর্ণের বানরেরা, মেরুপর্বতের পার্শ্ববর্তী ধূম্রিহিতে  
 অশ্রয়বত বানরেরা, মহাক্রম পর্বতে প্রাতঃকালীন সূর্যের  
 ন্যায় উজ্জ্বল অত্যন্ত রক্তচকতিসম্পন্ন নৈরেষ মধুপানরত

বানরবীরগণ, চিত্তি বনবীজ, সুগন্ধক ভাঙ্গা  
 ভবনবীরগণ, বানর প্রভৃতির সমস্ত সূর্য্যের  
 তথা ভূমণ্ডলের সর্বত্র অবস্থানরত সমস্ত বানরদের  
 ক্ষিত্র এখানে নিয়ে আসুন এই কার্যে অর্পিত হইল  
 মহারেণুসম্পন্ন বানরদের প্রেরণ করুন। সম, সম  
 উপরে দ্বারা অর্পিত হইলে এখানে আসুন কর  
 প্রেরিতাঃ প্রথমং বে চ মহাহৈম্রাতা মহাক্রমঃ  
 হরপার্ব্যঃ তু হুজ্জ্বলঃ সপ্তেশ্বর হরীকরণঃ ১১  
 ‘আমর হৈম্রত প্রথমে যে সমস্ত বেগবান বানর  
 প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের উৎসাহমানের জন্য তুমি  
 বানরবীরদের পরিত্রা দিন।

বে প্রসজাত কামেযু দীর্ঘসূত্রাক বানরাঃ  
 ইহানন্তর্য তাক্ষশীত্রঃ সর্বানিব কপীশ্রজঃ ১২  
 ‘যে সমস্ত বানরেরা কামাসক্ত এবং দীর্ঘসূত্র  
 সমস্ত কপীশ্রবীরদের ক্ষিত্র এখানে নিয়ে আসুন।  
 অহোভির্শর্ভির্বে চ নাগচ্ছসি মহাশ্রজঃ  
 হস্তব্যাস্তে দুরাঙ্গানো রাজশাসনবৃকঃ ১৩  
 ‘আমার আশ্রয়ানুসারে বারা মন্দিরের ন্যায় এত  
 এসে উপস্থিত হবে না, রাজাছা লঙ্কনকর্তা বৃক  
 সেইসব বানরদের তত্ত্বা করা উচিত।

শতান্যথ সহস্রাণি কোটীক মম শাসনাঃ।  
 প্রবাস্তু কপিনিঃস্থানাং নিদেশে মম যে দ্বিতঃ ১৪  
 ‘আমার আদেশপালনকারী শত, সহস্র কোটি  
 কোটি সংখ্যক বানরবীরেরা আজই আমার নির্দেশ  
 করুন।

মেঘপর্বতসংকাশাশ্বানরপু  
 ঘোররূপাঃ কপিশ্রেষ্ঠা যাস্তু মহাশূন্যভিত্তাঃ ১৫  
 ‘আমার আদেশ মেনে মেঘ এবং পর্বতের  
 বিশালকৃতি সম্পন্ন ভয়ংকরদর্শন বানরবীরগণ,  
 তাঁদের ভীষণ আকৃতি দ্বারা আকাশ অচ্ছন্ন করত  
 তাঁরা এখান থেকে যাত্রা করুন।

তে গতিয়া গতিং গতা পৃথিব্যাং সর্ববানরাঃ



দানয়ন্ত হরীন্ সর্বাংকুরিতাঃ শাসনাগম্ ॥ ১৫  
‘বানরদের গতিবিধি সম্পর্কে যারা অবহিত,  
পৃথিবীর সর্বত্র বাসকারী বানরদের নিকট তারা সত্ত্বর রক্তা  
যেক, আমার আদেশে তাদের শীঘ্র এখানে নিয়ে উপস্থিত  
করা হোক।’

তস্য বানররাজস্য শ্রদ্ধা বায়ুসূতো বচঃ।  
নিস্ক সর্বাসু বিক্রান্তানু প্রেষয়ামাস বানরান্ ॥ ১৬  
বানররাজের এই বচন শুনে পবনপুত্র হনুমান বহু  
পরাক্রমশালী বানরদের চতুর্দিকে প্রেরণ করলেন।

তে পদং বিষ্ণুবিক্রান্তং পতৎ ত্রিজ্যোতিরধ্বগাঃ।  
প্রযাতাঃ প্রহিতা রাজা হরয়ন্তু ক্ষণেন বৈ ॥ ১৭  
বানররাজের আজ্ঞালাভ করে বানরদল তৎক্ষণাৎ  
আকাশে পাখিদের পথে তথা জ্যোতিষদের পথে যাত্রা  
করল।

তে সমুদ্রেষু গিরিষু বনেষু চ সরসসু চ।  
বনরা বানরান্ সর্বান্ রামহেতোরচোদয়ন্ ॥ ১৮  
সেই বানররাজ সমুদ্রে, পর্বতে, বনে এবং  
জলাশয়ে সকল বানরদের শ্রীবামের কার্যহেতু প্রেরণ  
করলেন।

মৃত্যুকালোপমস্যাজ্ঞাং রাজরাজস্য বানরাঃ।  
সুগ্রীবস্যায়মুঃ শ্রদ্ধা সুগ্রীবভয়শঙ্কিতাঃ ॥ ১৯  
মৃত্যুর অধিপতি কালদেবতুল্য ভয়ংকর বানরসম্রাট  
সুগ্রীবের আদেশ শুনে ভীত শঙ্কিত বানরেরা সত্ত্বর প্রস্থান  
করল।

উত্তরেঃজনসংকাশা গিরেস্তম্মায়াবলাঃ।  
ভিত্ত্ব কোটাঃ প্রবজানাং নির্যযুর্ষত্র রাঘবঃ ॥ ২০  
তখন সেই পর্বত থেকে মহাবলশালী, কাজলকালো  
ভিন্ন কোটি সংখ্যক বানর শ্রীরামের উদ্দেশ্যে যাত্রা  
করল।

অন্তঃ গচ্ছতি যত্রার্কস্তম্ভিন্ গিরিবরে রতাঃ।  
সমুদ্রেহেমবর্ণাভাস্তম্মাং কোটো দশ চ্যুতাঃ ॥ ২১  
সূর্যদেব যেখানে অস্ত যান, সেই মহান পর্বতে  
বাসকারী তপ্তকাক্ষনবর্ণ-বিশিষ্ট দশকোটি বানর নির্গত  
হল।

কৈলাসশিখরেজ্যস্ত সিংহকেশরবর্চসাম্।  
ততঃ কোটিসহস্রাণি বানরাণাং সমাগমন্ ॥ ২২  
কৈলাস পর্বতের শিখরদেশ থেকে সহস্র কোটি

সংখ্যক বানর এস, যাদের গাত্রবর্ণ সিংহের বেশের  
ন্যায় উজ্জ্বল।

ফলমূলেন জীবন্তো হিমবন্তনুপাগ্রিতাঃ।  
তেষাং কোটিসহস্রাণাং সহস্রং সমবর্তত ॥ ২৩  
তিমালয় পর্বতে বাসকারী বানর যারা কেবল  
ফলমূলদ্বারাই জীবন ধারণ করে, তারা সহস্র কোটি  
সংখ্যায় উপস্থিত হল।

অঙ্গারকসমানানাং ভীমানাং ভীমকর্মণাম্।  
বিক্রাদ বানর কোটীনাং সহস্রাণাপত্তন্ দ্রুতন্ ॥ ২৪  
উজ্জ্বল অঙ্গারতুল্য বর্ণাবিশিষ্ট ভয়ানক পরাক্রমশালী  
ভয়ংকর রূপধারী সহস্র কোটি বানর বিক্রাপর্বত থেকে  
দ্রুতগতিতে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হল।

ক্ষীরোদবেলানিলগ্নাত্তমালবনবাসিনঃ।  
নারিকেলশনাশ্চৈব তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ২৫  
ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে তমাল বনে বাসকারী  
নারিকেলভোজী অগণিত বানর সেখানে উপস্থিত হল।

বনেভ্যো গঙ্ঘরেভ্যশ্চ সরিষ্যশ্চ মহাবলাঃ।  
আগচ্ছদ্ বানরী সেনা শিকঙ্কীর দিবাকরন্ ॥ ২৬  
বন থেকে, গুহা থেকে, নদীতীর থেকে  
মহাবলশালী বানরসেনারা সমবেত হয়ে যেন সূর্যদেবকে  
গ্রাস (চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে আসতে থাকার কালে সূর্যও যেন  
অদৃশ্য হয়েছিল, যেমন সূর্যগ্রহণের সময় হয়) করেছিল।

যে তু জ্বারয়িতুং যাতা বানরাঃ সর্ববানরান্।  
তে বীরা হিমবচ্ছৈলে দদৃশুঃ মহাক্রমন্ ॥ ২৭  
যে বানরেরা অন্য সব বানরদের শীঘ্র কিষ্কিন্ধ্যায়  
প্রেরণ করেছিলেন, সেই বানরবীরেরা হিমালয়ের  
পর্বতশৃঙ্গে মহান বৃক্ষরাজি দেখতে পেলেন।

তস্মিন্ গিরিবরে পুষ্যে যজ্ঞো নাহেশ্বরঃ পুরা।  
সর্বদেবমনস্তোমো বভূব সুমনোরমঃ ॥ ২৮  
পুরাকালে সেই পবিত্র পর্বতশ্রেষ্ঠতে ভগবান  
মহাদেব যে যজ্ঞ করেছিলেন, তাতে সকল দেবতারা সন্তুষ্ট  
হয়েছিলেন, সেই যজ্ঞ ছিল অতি মনোরম।

অমনিস্যন্দজাতানি মূলানি চ ফলানি চ।  
অমৃতত্বাদুকল্যানি দদৃশুঃ বানরাঃ ॥ ২৯  
সেই পর্বতে জাত স্বর্গীয় ফলমূলাদি অমৃততুল্য  
সুস্বাদু। বানরবীরেরা সেগুলি দেখলেন।  
তদ্রসমস্তবং দিব্যাং ফলমূলং মনোহরম্।



যঃ কৃষ্টিঃ সৰ্বদশাতি মাসঃ ভবতি তর্পিতঃ ॥ ৩০  
সেই যজ্ঞের ঘটজাত মনোহর দিব্য ফল-মূল যদি  
কেউ একবারও ভোজন করতে পারে তাহলে সে একমাস  
কুশা-তৃষ্ণাশূন্য হয়ে তৃপ্ত হয়ে থাকবে।

জানি মূলানি দিব্যানি ফলানি চ ফলাশনাঃ।  
ঐশ্বর্যানি চ দিব্যানি জগৎহরিপূজবাঃ ॥ ৩১

সেইসব ফলাহারী বানরবীরেরা সেই দিব্য ফল-  
মূলসমূহ এবং দিব্য ঔষধসমূহ সংগ্রহ করলেন।  
তন্ম্যচ্চ যজ্ঞায়তনাৎ পুষ্পাশি সূরভীশি চ।

আনির্নূর্বানরা গভ্ৰা সূগ্রীবপ্রিয়কারণাৎ ॥ ৩২

সেই যজ্ঞায়তনে গিয়ে সূগ্রীবের প্রীতি উৎপাদনের  
জন্য সেই বানরেরা সুগন্ধী পুষ্প আনয়ন করলেন

তে তু সৰ্বে হরিবরাঃ পৃথিব্যাং সর্ববানরান্।

সংচোদয়িত্বা ত্বরিতং যুথানাং জখুরগ্রতঃ ॥ ৩৩

সেই সমস্ত বানরমুখ্যগণ পৃথিবীর সমস্ত বানরদের  
শীঘ্র প্রেরণ করে নিজেরা তাদের পূর্বেই সূগ্রীবের নিকট  
উপস্থিত হলেন।

তে তু তেন মুহূর্তেন কপয়ঃ শীঘ্রচারিণঃ।

কিষ্কিন্ধ্যাঃ স্বরয়া প্রাপ্তাঃ সূগ্রীবো যত্র বানরাঃ ॥ ৩৪

দ্রুতগামী বানরবীরেরা সেই মুহূর্তেই, যেখানে

সূগ্রীব অবস্থানরত ছিলেন সেই কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হলেন

তে গৃহীত্বৈষধীঃ সৰ্বাঃ ফলমূলং চ বানরাঃ।

তং প্রতিগ্রাহয়ামাসুর্বচনং চৈদমব্রবন্ ॥ ৩৫

সেইসব সংগৃহীত ঔষধিসমূহ ফল-মূলসমূহ  
বানরেরা তাঁকে (সূগ্রীবকে) অর্পণ করলেন এবং এইরূপ  
বললেন—

সৰ্বে পরিসূতাঃ শৈলাঃ সরিতশ্চ বনানি চ।

পৃথিব্যাং বানরাঃ সৰ্বে শাসনাদুপায়ান্তি তে ॥ ৩৬

‘পৃথিবীর সকল স্থান, নদী, বন, পর্বত থেকে সব  
বানরেরা আপনার নির্দেশে এখানে সমাগত হয়েছে।’

এবং শ্রদ্ধা ততো হৃষ্টঃ সূগ্রীবঃ প্রবগাধিপঃ।

প্রতিজ্ঞাহ চ প্রীতস্তেবাং সর্বমুপায়ন ॥ ৩৭

এই কথা শুনে বানরাধিপতি সূগ্রীব আনন্দিত হয়ে

প্রীতির সঙ্গে সকল উপহার গ্রহণ করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

### অষ্টাত্রিংশ সর্গ (৩৮)

লক্ষণের সঙ্গে এসে শ্রীরামের চরণে সূগ্রীবের প্রণাম নিবেদন, তাঁকে শ্রীরামের  
উপদেশ দান, সূগ্রীব কর্তৃক সৈন্য সংগ্রহের উদ্যোগ বর্ণনা

প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বমুপায়নমুপাহতম্।

বানরান্ সাত্বয়িত্বা চ সর্বনৈব বাসজয়ৎ ॥ ১

বানরদের দ্বারা আনীত সকল উপহার সূগ্রীব গ্রহণ  
করলেন এবং বানরদের সাত্বনা দিয়ে তাদের সকলকে  
বিদায় জানালেন,

বিসর্জয়িত্বা স হরীন্ সহস্রান্ কৃতকর্মণঃ।

মেনে কৃতার্থমাত্মনঃ রাখবং চ মহাবলম্ ॥ ২

কর্মকুশল হাজার হাজার বানরবীরকে বিদায় জানিয়ে  
নিজেকে কৃতার্থ এবং রামচন্দ্রের কার্য অবশ্যই সিদ্ধ হবে

বলে মনে করলেন।

স লক্ষণো ভীমবলঃ সর্ববানরপত্তমঃ।

অত্রবীৎ প্রপ্রিতং বাক্যং সূগ্রীবঃ সস্ত্রহর্ষম্ ॥ ৩

অনন্তর সমস্ত বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমবল

বলবান সূগ্রীবের আনন্দ বর্ধনের জন্য লক্ষণ বিনীত হয়ে

বললেন—

কিষ্কিন্ধ্যায় বিনিষ্টায় যদি তে সৌম্য রোমতঃ

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা লক্ষণস্য সুজাযিম্ ॥ ৪

সূগ্রীবঃ পরমপ্রীতো বাক্যমেতদুবাচ

‘তে সৌম্য ! যদি আপনার উচিত মনে হয় তাললে  
কিষ্কিন্ধ্যা থেকে নিত্যান্ত গেল।’ লক্ষ্মণের সেই সুন্দর কথা  
শুনে, সুগ্ৰীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে এইকণ বললেন  
এবং অবতু গচ্ছাম চেষ্টাং দ্রাহ্যাসনে মগা ॥ ৫  
হৃষিকেশী সূগ্ৰীবো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণম্।  
বিনাশ্যামাস তস্মা তারাম্যাস্টচর যোগিতা ॥ ৬  
‘বেশ, তাই হোক। তবে আমি যাচ্ছি। আপনার  
জীনে থাকাই এখন আমার কর্তব্য।’ সুলক্ষণযুক্ত  
লক্ষ্মণকে এই কথা বলে, সুগ্ৰীব তাকে প্রভৃতি সকল  
কর্তব্যের দ্বিতীয় জানালেন।

হৃষিকেশীরিবরান্ সূগ্ৰীবঃ সমুদাহরৎ।  
স্বা তন্ বচনং শ্রুত্বা হরয়ঃ শীঘ্রমায়ুঃ ॥ ৭  
কাতালিপুটাঃ সর্বে যে স্যুঃ স্ত্রীদর্শনক্ষমাঃ  
জনস্তব সূগ্ৰীব বানরশ্রেষ্ঠদের উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান  
করলেন। তাঁর কথা শুনে, সকল বানরেরা—যারা  
হুঃপুবে রমণীদের দর্শনের অধিকারী তারাও ;  
কৃতঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সর্বর সেইখানে উপস্থিত হলেন

জনুবাচ ততঃ প্রাপ্তান্ রাজার্কসদৃশপ্রভঃ ॥ ৮  
চপ্লাময়ত কিপ্রং শিবিকাং মম বানরাঃ

সূর্যতুলা তেজস্বী রাজা সূগ্ৰীব অনুচরদের পাশে  
পেয়ে বললেন—‘বানরগণ ! তোমরা শীঘ্র আমার শিবিকা  
আনয়ন করো।’

স্বা তু বচনং তস্য হরয়ঃ শীঘ্রবিক্রমাঃ ॥ ৯  
সমুপহাপয়ামাসুঃ শিবিকাং প্রিয়দর্শনাম্।

তাঁর কথা শুনে দ্রুতগামী বানরেরা একটি সুন্দর  
শিবিকা সেইস্থানে নিয়ে এলেন।

গদুপহাপিতাঃ দৃষ্টা শিবিকাং বানরাধিপঃ ॥ ১০  
লক্ষ্মণরুহ্যত্রাং শীঘ্রমিতি সৌমিত্রিমব্রবীৎ।

উপহাপিত শিবিকাটি দেখে বানরাধিপতি সুমিত্রা-  
নন্দন লক্ষ্মণকে আরোহণের জন্য বললেন।

দ্রাক্ষা কাঞ্চনং যানং সূগ্ৰীবঃ সূর্যসান্দিভম্ ॥ ১১  
বহির্ভরিভির্ভূজমারুরোহ সলক্ষণঃ।

এই কথা বলে সূগ্ৰীব লক্ষ্মণসহ সেই সূর্যতুলা উজ্জ্বল  
বৃগর্ময় যানে আরোহণ করলেন, যাকে বহন করার জন্য  
৭২ং বাক বানর নিযুক্ত ছিল।

শতুরোণাতপত্রোণ প্রিয়মাণেন মুখনি ॥ ১২  
উৎকৃষ্ট বালবাজনৈর্ভূয়মানৈঃ সমস্ততঃ।

শঙ্খভেরীনির্নাদৈশ্চ বন্দিভিচ্চাভিনন্দিতঃ ॥ ১৩  
নির্গতৌ প্রাপ্য সূগ্ৰীবো রাজাশ্রিয়মনুত্তমাম্।

তাঁর মস্তকোপরি শ্বেতবর্ণের ছত্র। চতুর্দিক থেকে  
শ্বেত চামর আন্দোলিত হচ্ছে। শঙ্খ, ভেরীর নিনাদসহ  
বন্দীদের দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হলেন। রাজ্যলক্ষ্মীকে লাভ  
করে সূগ্ৰীব কিষ্কিন্ধ্যাপুরী থেকে নির্গত হলেন।

স বানরশািত্ত্বীকৈর্বহভিঃ শত্ৰুপাণিভিঃ ॥ ১৪  
পরীক্ষীর্ণো যদৌ তত্র যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ।

বহু তীক্ষ্ণ শত্ৰু হাতে নিয়ে শত শত বানর রাজা  
সূগ্ৰীবকে পরিবেষ্টন করে শ্রীরামের নিবাসস্থলের উদ্দেশে  
যাত্রা করলেন।

স তং দেশমনুপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠং রামনিবেষিতম্ ॥ ১৫  
অবতরণ্যহাতেজাঃ শিবিকায়ঃ সলক্ষণঃ।

আসাদ্য চ ততো রামং কৃতাজ্জলিপুটোহভবৎ ॥ ১৬

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা সেবিত সেই শ্রেষ্ঠ দেশে তিনি  
পৌছলেন। মহাতেজস্বী সূগ্ৰীব লক্ষ্মণসহ সেই শিবিকা  
থেকে অবতরণ করলেন। শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গিয়ে  
কৃতাজ্জলিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হলেন।

কৃতাজ্জলৌ হিভে তস্মিন্ বানরাস্তাভবংস্তথা।

তটাকমিব তং দৃষ্টা রামঃ কুড়মলপঙ্কজম্ ॥ ১৭  
বানরাণাং মহৎ সৈন্যং সূগ্ৰীবে প্রীতিমানভূৎ।

বানররাজ কৃতাজ্জলিবদ্ধাবস্থায় দণ্ডায়মান হলে  
অন্যান্য বানরেরাও তদনুকূপ করজোড়ে হিত হলেন।  
প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে পরিপূর্ণ সরোবরের ন্যায় বিশাল  
সংখ্যক বানরসৈন্যদের দেখে রামচন্দ্র সূগ্ৰীবের প্রতি  
অত্যন্ত প্রীত হলেন।

পাদয়োঃ পতিতঃ সূর্য্য তমুখাপ্য হরীশ্বরম্ ॥ ১৮  
প্রেম্ণা চ বহুমানাচ্চ রাঘবঃ পরিষম্বজে।

বানররাজ শ্রীরামের চরণে মস্তক স্থাপিত করে  
ভূপাতিত হলেন। রঘুনাথ আপন উদারতাবশত সপ্রেমে  
তাঁকে উখিত করে বক্ষে ধারণ করলেন।

পরিষজ্য চ ধর্মাশ্চা নিষীদেতি ততোহব্রবীৎ ॥ ১৯  
নিষম্গং তং ততো দৃষ্টা ক্ষিতৌ রামোহব্রবীৎ ততঃ।

ধর্মাশ্চা শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে আলিঙ্গন করে বসতে  
বললেন। তাঁকে ভূম্যাসনে উপবেশন করতে দেখে শ্রীরাম  
বললেন—

ধর্মমর্থং চ কামং চ কালে যন্ত নিষেবতে ॥ ২০



আহুতঃ পব 'নাম ও বাহুগাংম বাবন মৌখলী গীতাক  
কৌশলে অগ্ৰহণ করেছেন।

নচিরাং তাং বধিষামি ভাবনং নিশিতঃ শরৈঃ।  
পৌলোম্যঃ পিতরং পুত্রং শতকুন্তিনাবিহা ॥ ৭

'শত্রু' বিনাশক, 'শতকুন্ত' যেমন শতাব্দে অশংকন  
নিত্যক হরণ করেছেন তেমনি আমেও সুশীল মন দ্বারা  
নীচের বাগকে হত্যা করব'।

এতদ্বিষয় চৈব বজঃ সমভিবর্তত।  
উকতীরাং সহস্রাংশোহুদয়ম্ পগনে প্রভাম্ ॥ ৮

এই সময় (বাম ও সুশীল) মধ্যো বাক্যলোপেণ  
সময়) আকাশে প্রচণ্ডভাবে ধুমের ঝড় উঠল। যা সূর্যের  
দিকে কিরণ এবং উকতাকে আচ্ছাদিত করল।

মিশঃ পথাকুল্যাকাসংকমসা তেন দৃষ্টিতঃ।  
চচাল চ মহী সর্বা মনৈলবনকাননা ॥ ৯

সেই ধূলিবাণি দ্বারা চতুর্দিক কলুষিত হয়ে  
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। বনভূমি, উদ্যানসহ সমস্ত পর্বত  
এবং পৃথিবী কঁপে উঠল।

ততো নগেন্দ্রসংকশৈস্তীকুদংষ্ট্রমহাবলৈঃ  
কুংক্ল সঙ্কাদিতা ভূমিরসংখ্যেয়ৈঃ প্রবলমৈঃ ॥ ১০

অনন্তর পর্বতরাজতুলা বিপুল দেহধারী, তীক্ষ্ণ  
দন্তবিশিষ্ট, মহাবলশালী অসংখ্য বানরদের দ্বারা সেই  
স্থানের সমস্ত ভূমি আচ্ছাদিত হয়ে গেল।

নিমেঘাচ্ছন্নমাত্রৈশ্চ ততঃস্থৈরিরিযুথৈঃ।  
কোটীশতপরীবারৈর্বানরৈরিরিযুথৈঃ ॥ ১১

কোটি কোটি বানর অসংখ্য বানর দলপতিদের সঙ্গে  
নিমেঘের মধ্যে সেখানে চলে এল।

নাদেয়ৈঃ পার্বতেয়ৈশ্চ সামুদ্রৈশ্চ মহাবলৈঃ।  
হরিভির্মেঘনিদ্রাধিরৈশ্চ বনবাসিভিঃ ॥ ১২

নদী, পর্বত, সমুদ্র, বন সমস্ত স্থান থেকে আগত  
মহাবলশালী বানরেরা মেঘের ন্যায় উচ্চ গগণের স্বরে গর্জন  
করতে লাগল।

তরুশাদিতাবর্ণৈশ্চ শশিগৌরৈশ্চ বানরৈঃ।  
পদ্মকেশরবর্ণৈশ্চ শ্বেতৈর্হেমকৃতাঙ্গৈঃ ॥ ১৩

বহু গাত্রবর্ণবিশিষ্ট বানরদের মধ্যে কারও বা বর্ণ  
নবরঞ্জিত, অনেকের বর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্র, আবার  
কারও বা পদ্মকেশরের মতো লীলবর্ণ। হেম পর্বত থেকে  
আগত বানরেরা ছিল শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট।

কোটীসহস্রৈর্দশভিঃ শ্রীমান্ পরিবৃত্তম্  
বীরঃ শতবলিনাম বানরঃ প্রভাদশাং ১৪

এই সময় কাশ্মিরান বীর শতবলি নামক বানর  
কোটি সহস্র সংখ্যক বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া  
দেখা গেল।

ততঃ কাশ্মনশৈলাভস্তারামা বীরবান্ দিতা  
অনেকৈর্কর্ণসাহস্রৈঃ কোটিভিঃ প্রভাদশাং ১৫

অনন্তর মৃগ শৈলতুল্য সুন্দর এবং বিশালভেদে  
তাবান মহাবলশালী পিতা বহু কোটি সহস্র সংখ্যক বানর  
দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে উপস্থিত হলেন।

তথাপনৈশ্চ কোটীনাং সহস্রৈশ্চ সমভিবর্ততঃ।  
পিতা কুমার্যঃ সন্তপ্রাপ্তঃ সুগ্রীণশতরো বিদুঃ ১৬

তদনুরূপভাবে সুগ্রীণের শত্রুর তথা কুমার  
যিনি যথেষ্ট বৈভবসম্পন্ন, তিনিও সহস্র কোটি বানর  
বানর নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন।

পদ্মকেশরসংকাশস্তরুণাকর্ণনিভাননঃ  
বুদ্ধিমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সর্ববানরসংকমঃ ১৭

অনেকৈর্বহুসাপ্রবানরাণাং সমভিবর্ততঃ।  
পিতা হনুমতঃ শ্রীমান্ কেশরী প্রভাদশাং ১৮

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান হনুমানের পিতা কুমার  
কেশরীকেও সেখানে উপস্থিত হতে দেখা গেল। তাঁর  
মুখমণ্ডল নবোদিত সূর্যের ন্যায় অগ্নিবর্ণ। গাত্র  
পদ্মফুলের কেশরতুল্য। বহু সহস্র সংখ্যক বানর তাঁর  
উপস্থিত হয়েছে।

গোলাঙ্গুলমহারাজো গবাক্ষো ভীমবিক্রমঃ।  
বৃতঃ কোটিসহস্রৈশ্চ বানরাণামদ্যত ১৯

গোলাঙ্গুল জাতির বানররাজ ভয়ংকর পরাক্রমী  
গবাক্ষকে কোটি সহস্র বানর পরিবৃত্ত অবস্থায় দেখা গেল  
স্বক্ষাণাং ভীমবেগানাং ধূমঃ শত্রুমিবর্ষণঃ।

বৃতঃ কোটিসহস্রাভ্যাং হাভ্যাং সমভিবর্ততঃ ২০

অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন শত্রুসংহারকারী ভদ্রকর  
দলপতি ধূম দু-হাজার কোটি সেনা নিয়ে উপস্থিত হল।  
মহাচলনিভৈর্ঘোরৈঃ পনসো নাম যুথপা।

আজগাম মহাবীর্যন্তিসূতিঃ কোটিভিবৃতঃ ২১

মহা পরাক্রমশালী বানর দলপতি পনস মহান পর্বত  
তুল্য বিশাল তথা অতি ভয়ংকর তিন কোটি বানর  
নিয়ে এলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় বামাংশ  
নগেন্দ্রসংকশৈস্তীকুদংষ্ট্রমহাবলৈঃ  
কোটিভিবর্ততঃ  
বীরঃ শতবলিনাম বানরঃ  
প্রভাদশাং  
কাশ্মনশৈলাভস্তারামা বীরবান্ দিতা  
অনেকৈর্কর্ণসাহস্রৈঃ কোটিভিঃ  
প্রভাদশাং  
অনন্তর মৃগ শৈলতুল্য সুন্দর এবং বিশালভেদে  
তাবান মহাবলশালী পিতা বহু কোটি সহস্র সংখ্যক বানর  
দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে উপস্থিত হলেন।  
তথাপনৈশ্চ কোটীনাং সহস্রৈশ্চ সমভিবর্ততঃ।  
পিতা কুমার্যঃ সন্তপ্রাপ্তঃ সুগ্রীণশতরো বিদুঃ  
তদনুরূপভাবে সুগ্রীণের শত্রুর তথা কুমার  
যিনি যথেষ্ট বৈভবসম্পন্ন, তিনিও সহস্র কোটি বানর  
বানর নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন।  
পদ্মকেশরসংকাশস্তরুণাকর্ণনিভাননঃ  
বুদ্ধিমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সর্ববানরসংকমঃ  
অনেকৈর্বহুসাপ্রবানরাণাং সমভিবর্ততঃ।  
পিতা হনুমতঃ শ্রীমান্ কেশরী প্রভাদশাং  
অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান হনুমানের পিতা কুমার  
কেশরীকেও সেখানে উপস্থিত হতে দেখা গেল। তাঁর  
মুখমণ্ডল নবোদিত সূর্যের ন্যায় অগ্নিবর্ণ। গাত্র  
পদ্মফুলের কেশরতুল্য। বহু সহস্র সংখ্যক বানর তাঁর  
উপস্থিত হয়েছে।  
গোলাঙ্গুলমহারাজো গবাক্ষো ভীমবিক্রমঃ।  
বৃতঃ কোটিসহস্রৈশ্চ বানরাণামদ্যত  
গোলাঙ্গুল জাতির বানররাজ ভয়ংকর পরাক্রমী  
গবাক্ষকে কোটি সহস্র বানর পরিবৃত্ত অবস্থায় দেখা গেল  
স্বক্ষাণাং ভীমবেগানাং ধূমঃ শত্রুমিবর্ষণঃ।  
বৃতঃ কোটিসহস্রাভ্যাং হাভ্যাং সমভিবর্ততঃ  
অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন শত্রুসংহারকারী ভদ্রকর  
দলপতি ধূম দু-হাজার কোটি সেনা নিয়ে উপস্থিত হল।  
মহাচলনিভৈর্ঘোরৈঃ পনসো নাম যুথপা।  
আজগাম মহাবীর্যন্তিসূতিঃ কোটিভিবৃতঃ  
মহা পরাক্রমশালী বানর দলপতি পনস মহান পর্বত  
তুল্য বিশাল তথা অতি ভয়ংকর তিন কোটি বানর  
নিয়ে এলেন।



নীলাঞ্জনচ্যাকারো নীলো নাইমস যুধপঃ।

অশ্বশত মহাকায়ঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ॥ ২২

বিশাল দেহধারী বানর দলপতি নীলাঞ্জন পর্বততুলা মহাবলশালী নীল দশকোটি বানর সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন।

ততঃ কাঞ্চনশৈলাভো গবয়ো নাম যুধপঃ।

জাজগাম মহাবীৰ্যঃ কোটিভিঃ পঞ্চভির্বৃতঃ॥ ২৩

অনন্তর সুবর্ণময় মেরুপর্বততুলা কান্তিমান মহাপরাক্রমী গবয় নামক বানর দলপতি পাঁচ কোটি সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে উপস্থিত হলেন।

দরীমুখচ বলবান্ যুধপোহভ্যায়ৌ তদা।

বৃতঃ কোটিসহশ্রেণ সূগ্রীবঃ সমবহিতঃ॥ ২৪

এই সময়ে সূগ্রীবের নিকটে দরীমুখ নামক মহাবলবান বানর দলপতি কোটি সহস্র বানর সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে আগমন করলেন।

মৈন্দচ দ্বিবিদশোভাবশ্বিপুত্রৌ মহাবলৌ।

কোটিকোটিসহশ্রেণ বানরাধামদ্যুতাম্॥ ২৫

মহাবলশালী দুই অশ্বিপুত্র মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে কোটি কোটি হাজার হাজার বানর নিয়ে আসতে দেখা গেল।

গজশচ বলবান্ বীরস্তিসৃভিঃ কোটিভির্বৃতঃ।

জাজগাম মহাতেজাঃ সূগ্রীবস্য সমীপতঃ॥ ২৬

তদনন্তর সূগ্রীবের সমীপে মহাতেজস্বী প্রচণ্ড বলবান বীর গজ তিনকোটি সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে উপস্থিত হলেন।

অক্ষরাজো মহাতেজা জাম্ববামাম নামতঃ।

কোটিভির্দশভির্বাণ্ডঃ সূগ্রীবস্য বশে হিতঃ॥ ২৭

সূগ্রীবের অধীন হয়ে দশ কোটি সৈন্য নিয়ে মহাতেজস্বী ভল্লুকবাজ জাম্ববান সেখানে উপস্থিত হলেন।

কুমণো নাম তেজস্বী বিক্রান্তৈর্বানরৈর্বৃতঃ।

আগতো বলবাংকূর্ণঃ কোটীশতসমাবৃতঃ॥ ২৮

কুমণ (কুম্ভকন) নামক মহাতেজস্বী বলবান বানরাধিপতি শত কোটি বীর বানর নিয়ে তীব্র বেগে এসে উপস্থিত হলেন।

ততঃ কোটিসহশ্রাণঃ সহশ্রেণ শতেন চ।

পৃষ্ঠভোহনুগতঃ প্রাপ্তো হরিভির্গন্ধমাদনঃ॥ ২৯

অনন্তর দলপতি গন্ধমাদন উপস্থিত হলেন। তাঁকে

অনুসরণ করে এলেন এক পদ্ম সংখ্যক দাব বানরসেনা।

ততঃ পদ্মসহশ্রেণ বৃতঃ শঙ্কুশতেন চ।

যুবরাজোহঙ্গদঃ প্রাপ্তঃ পিতৃতুলাপরাক্রমঃ॥ ৩০

পিতৃতুলা পরাক্রমী বীর যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম শত শঙ্কু সংখ্যক বানরসৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন।

ততস্তারাদুতিস্তারো হরিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।

পঞ্চভির্হরিকোটীভির্দূরতঃ পর্যদৃশ্যত॥ ৩১

অনন্তর নক্ষত্রের ন্যায় দ্যুতিমান তার নামক বানর দলপতিকে পাঁচ কোটি সংখ্যক ভয়ানক পরাক্রমশালী বানরসেনাকে সঙ্গে নিয়ে দূর থেকে আসতে দেখা গেল।

ইন্দ্রজানুঃ কবির্বারো যুধপঃ প্রত্যদৃশ্যত।

একাদশানাং কোটীনামীশ্বরশ্চৈব সংবৃতঃ॥ ৩২

ইন্দ্রজানু নামক হরিযুধপতি তথা কবি (বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান) এবং বীর এগারো কোটি সৈন্য পরিবৃত হয়ে উপস্থিত হলেন।

ততো রক্তব্রুপ্রাপ্তপুরুণাদিতাসমিভঃ।

অশ্বুভেন বৃতশ্চৈব সহশ্রেণ শতেন চ॥ ৩৩

অতঃপর অযুত এক হাজার এক শত সৈন্য পরিবৃত হয়ে নবাবলতুলা বর্ণবিশিষ্ট রক্ত নামক বানর সেনাপতি সমাগত হলেন।

ততো যুধপতির্বারো দুর্মুখো নাম বানরঃ।

প্রত্যদৃশ্যত কোটীভ্যাং বাভ্যাং পরিবৃত্তো বলী॥ ৩৪

বলশালী বীর বানর দলপতি দুর্মুখকে দু কোটি বানরসৈন্য পরিবৃত্ত অবস্থায় সেখানে দেখা গেল।

কৈলাসশিখরাকারৈর্বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।

বৃতঃ কোটিসহশ্রেণ হনুমান্ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৩৫

কৈলাস শিখরের ন্যায় শুভ্র ও বিশাল দেহধারী ভয়ংকর পরাক্রমশালী কোটি সহস্র বানর পরিবৃত্ত হয়ে হনুমান সেখানে দর্শন দিলেন।

নলশচাপি মহাবীৰ্যঃ সংবৃত্তো দ্রুমবাসিভিঃ।

কোটীশতেন সম্প্রাপ্তঃ সহশ্রেণ শতেন চ॥ ৩৬

মহাবীৰ্যবান নল নিয়ে এলেন বৃক্ষবাসী শত কোটি এক সহস্র একশত বানর সৈন্য।

ততো দমিমুখঃ শ্রীমান্ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।

সম্প্রাপ্তোহভিনদংস্তস্য সূগ্রীবস্য মহাশ্বনঃ॥ ৩৭

মহাত্মা সূগ্রীবের নিকট দশ কোটি সৈন্য নিয়ে গর্জন

করতে করতে উপস্থিত হলেন শ্রীমান দধিমুখ।

শরভঃ কুমুদো বহির্বানরো রংছ এব চ।

এতে চানো চ বহবো বানরাঃ কামরূপিণঃ॥ ৩৮

আবৃত্তা পৃথিবীঃ সর্বাং পর্বতাংস্ত বনানি চ।

বৃক্ষাঃ সমনুপ্রাপ্তা যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে॥ ৩৯

এতদ্ব্যতীত শরভ, কুমুদ, বহি, রঞ্জ ইত্যাদি

বহুসংখ্যক বানরবীরগণ, যারা ইচ্ছামতো রূপধারণে

সক্ষম, এইরূপ অনেক বানরদের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী তথা

পর্বত এবং বনভূমিসমূহ আবৃত হয়ে গেল; যাদের সংখ্যা

গুণে শেষ করা যায় না।

আগতাস্ত নিবিষ্টাস্ত পৃথিব্যাং সর্ববানরাঃ।

আপ্রবৃত্তঃ প্রবৃত্তস্ত গর্জন্তস্ত প্রবজমাঃ।

অভ্যবর্তন্ত সুগ্রীবঃ সূর্যমঙ্গলগা ইব॥ ৪০

আগত সকল বানরেরা ভূম্যাসনে (পৃথিবীর ওপরে)

উপবিষ্ট হল। সূর্যকে যেমন মেঘরাজি আচ্ছাদিত করে,

তেমনি এই বানরেরা সুগ্রীবকে ঘিরে লক্ষ্য দিতে এবং

গর্জন করতে লাগল।

কুর্বাণা বহুশব্দাংস্ত প্রকৃষ্টা বাহুশালিনঃ।

শিরোভির্বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় নাবেদয়ন্॥ ৪১

আপন বাহুদ্বারা সুশোভিত বহুসংখ্যক প্রকৃষ্ট

বানরেরা (যারা ডিঙের কারণে সুগ্রীবের নিকট অবস্থিত

হতে পারেনি) নানাধিগুণ কর্তে কর্তে অবনত মস্তক

বানররাজ সুগ্রীবকে প্রণাম নিবেদন করল।

অপরে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সংগমা চ যথোচিতম্।

সুগ্রীবেন সমাগমা হিতাঃ প্রাজ্ঞলয়ত্নাঃ॥ ৪২

অন্যান্য বানরশ্রেষ্ঠগণ সুগ্রীব এবং অন্যান্য

বানরবীরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃতাজ্ঞলিবদ্ধভাবে

অবস্থিত হলেন।

সুগ্রীবস্তুরিতো রামে সর্বাংস্তান্ বানরর্ষজন্।

নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞাঃ হিতাঃ প্রাজ্ঞলিব্রবীৎ॥ ৪৩

ধর্মজ্ঞ সুগ্রীবও সত্তর সেইসব বানরবীরদের সমাজ

রামচন্দ্রকে নিবেদন করে, কৃতাজ্ঞলিবদ্ধ হয়ে বললেন—

যতাসুখং পর্বতনির্ঝরেষু

বনেষু সবেষু চ বানরেজাঃ।

নিবেশয়িত্বা বিধিবদ্ বলানি

বলং বলজঃ প্রতিপত্তুমীষ্টে॥ ৪৪

‘বানরমুখাগণ পর্বতে, পার্বত্য বর্ণার নিকটে তা

সমগ্র বনভূমিতে যথাবিধি অনুসারে সুখে সৈন্যদল

করেছেন। সৈন্যবল সম্পর্কে অভিজ্ঞজনই এই শক্তির

নিরূপণ করতে সক্ষম।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রাহাযণের কিঙ্কিকাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

## চত্বারিংশ সর্গ (৪০)

শ্রীরামের আদেশে সুগ্রীবের সীতা অনুসন্ধানের জন্য বানরদের পূর্বদিকে প্রেরণ এবং বিভিন্ন স্থানের বর্ণন

অথ রাজা সম্ভার্যঃ সুগ্রীবঃ প্রবগেশ্বরঃ।

উবাচ নরশার্দূলঃ রামঃ পরবলার্দনম্॥ ১

তারপর ঐশ্বর্যশালী বানরেশ্বর রাজা সুগ্রীব

শত্রুসংহারক পুরুষসিংহ শ্রীরামকে বললেন—

আগতা নিবিষ্টাস্ত বলিনঃ কামরূপিণঃ।

বানরেন্দ্রা মহেন্দ্রাভা য়ে মধ্বিময়বাসিনঃ॥ ২

‘আমার রাজ্যবাসী মহেন্দ্রতুল্য বলবান, ইচ্ছানুসারে

দেহ ধারণকারী বানরমুখাগণ এখানে এসে উপস্থিত

হয়েছেন।

ত ইমে বহুবিক্রান্তৈর্বলিভির্জমবিব্রজম।

আগতা বানরা ঘোরা দৈত্যদানবসরিজাঃ॥ ৩

‘আগত সকল বানরেরাই বলবান এবং দূর



বহুবার বিক্রম দেখিয়েছে, ভয়ংকর দৈত্য দানবদের তুলা  
এদের ভয়ানক পরাক্রম।

খ্যাতকর্মপদানাস্ত বহুবলো জিতক্রমাঃ।  
পরাক্রমেণ বিখ্যাতা ব্যবসায়েষু চোত্তমাঃ॥ ৪

‘এই বানরেরা যুদ্ধকর্মে বিখ্যাত, বলবান এবং  
জিতহীন। স্বীয় পরাক্রমে খ্যাতিমান বানরেরা যুদ্ধের  
উদ্যোগেও উত্তম।

পৃথিবীযুচরা রাম নানানগনিবাসিনঃ।  
কোটোষাশ্চ ইমে প্রাপ্তা বানরাস্তব কিমরাঃ॥ ৫

‘হে শ্রীরাম! সমাগত জলচর, স্থলচর, পর্বতবাসী  
কোটি কোটি বানরবৃন্দ সকলেই আপনার আজ্ঞাবাহী  
সেবক।

নিদেশবর্তিনঃ সর্ব সর্ব গুরুহিতে হিতাঃ।  
জতিপ্রতমনুষ্ঠাতুঃ তব শক্ষ্যন্ত্যরিন্দমঃ॥ ৬

‘হে অরিন্দম! আজ্ঞানুযায়ী, গুরুর কল্যাণে তৎপর  
এই বানরেরা আপনার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য সিদ্ধ  
করবে।

ত ইমে বহুসাহস্রৈরনীকৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।  
ভাগতা বানরা ঘোরা দৈত্যদানবসম্ভিতাঃ॥ ৭

‘সমবেত এই বানরবৃন্দ ভয়ংকর দৈত্য দানবদের  
তুলা অত্যন্ত সাহসী এবং যুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্রমশালী।

যদ্যনাসে নরব্যাস্ত্র প্রাপ্তকালং তদুচ্যতাম্।  
ভূতসৈন্যঃ স্বপ্নশে যুক্তমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি॥ ৮

‘হে পুরুষসিংহ! সময় উপস্থিত হয়েছে; আপনি  
যথাকর্তব্য নির্ধারণপূর্বক আদেশ করুন, আপনার এই  
সৈন্যবাহিনী আপনারই বশীভূত।

কামমেধামিদং কার্যং বিদিতং মম তত্ত্বতঃ।  
তথাপি তু যথায়ুক্তমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি॥ ৯

‘এদের বিবিধ কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি অবহিত  
আছি। তথাপি, আপনিই যথোপযুক্তভাবে কার্যসিদ্ধি নিমিত্ত  
আজ্ঞা প্রদান করুন।’

তথা ক্রবাণং সুগ্রীবং রামো দশরথাস্বজঃ।  
বাহুভ্যাং সম্পরিষজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১০

সুগ্রীবের এইরূপ কথনের পর দশরথনন্দন রাম দুই  
বাহুরা তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—

জ্ঞাতাং সৌম্য বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা।  
স চ দেশো মহাপ্রাজ্ঞ যস্মিন্ বসতি রাবণঃ॥ ১১

‘হে সৌম্য! মহাপ্রাজ্ঞ! পূর্বে জানুন বৈদেহী সীতা  
জীবিত আছেন কি না। অনন্তর রাবণ যে দেশে বাস করেন  
সে সম্পর্কে জানুন।

অধিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।  
প্রাপ্তকালং বিপাস্যামি তস্মিন্ কালে সহ ত্বয়া॥ ১২

‘রাবণের নিবাস এবং বৈদেহীর অবস্থা জেনে  
আমি আপনার সাথে সময়োচিত কর্মে উদ্যোগী হব।  
নাহমস্মিন্ প্রভুঃ কার্যে বানরেজ্ঞ ন লক্ষ্মণঃ।

ত্বমস্য হেতুঃ কার্যস্য প্রভুশ্চ প্রবগেশ্বরঃ॥ ১৩

‘বানররাজ! আমি বা লক্ষ্মণ এই কার্যের প্রভু নই।  
হে বানরাধিপতি, আপনিই এই কার্যের হেতু এবং প্রভু।

ত্বমেবাজ্ঞাপয় বিভো মম কার্যবিনিশ্চয়ম্।  
ত্বং হি জানাসি মে কার্যং মম বীর ন সংশয়ঃ॥ ১৪

‘হে বিভু! আমার কার্য নিশ্চিত করে আপনিই এদের  
আজ্ঞা প্রদান করুন। হে বীর! আমার কার্য বিষয়ে যে  
আপনি অবগত আছেন সে সম্পর্কে আমার কোনো সংশয়  
নেই।

সুহৃদ্বিতীয়ো বিক্রান্তঃ প্রাজ্ঞঃ কালবিশেষবিৎ।  
ভবানস্মদ্বিতে যুক্তঃ সুহৃদাপ্তোহর্থবিস্তমঃ॥ ১৫

‘আপনিই আমার দ্বিতীয়<sup>(১)</sup> সুহৃদ। আপনি  
পরাক্রমী, প্রাজ্ঞ এবং কাল বিশেষজ্ঞ। আমার হিতকর্মে  
সংযুক্ত হিতৈষী বন্ধু আপনি আমার প্রয়োজন সম্পর্কেও  
সচেতন।’

এবমুক্তস্ত সুগ্রীবো বিনতং নাম যুষপম্।  
অব্রবীদ্ রামসামিধো লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ॥ ১৬

শৈলাভং মেঘনির্ঘোষমুর্জিতং প্রবগেশ্বরম্।  
সোমসূর্যনিভৈঃ সার্বং বানরৈর্বানরোত্তমঃ॥ ১৭

দেশকালনৈর্যুজ্ঞৈঃ বিজ্ঞঃ কার্যবিনিশ্চয়ে।  
বৃতঃ শতসহস্রৈঃ বানরাণাং তরশ্বিনাম্॥ ১৮

অধিগচ্ছ দিশং পূর্বাং সশৈলবনকাননাম্।  
তত্র সীতাং চ বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ॥ ১৯

মার্গধ্বং গিরিদুর্গেষু বনেষু চ নদীষু চ।  
রামচন্দ্র এইরূপ বললে—সুগ্রীব বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ এবং

(১) প্রথম সুহৃদ লক্ষ্মণ।



শ্রীমদভগবদ্গীতা বানবন্দেব সত্ত্ব আত্ম নামক নান্দ  
দেবগণ। যে পর্বতভূমি সুখিন, মেঘেব নাম গঙ্গা  
গঙ্গানদী। সুখ ও চতুর মতো দীপ্তিমান, সেই  
বানবন্দেব বন্দন। 'তুমি দেশ, কাল এবং নীতি  
বিষয়ে আত্মজ। কার্য সুশাসিত কবিত সগম। একলক্ষ  
দ্রুতগামী বানব পবিত্র হইয়া তুমি নম, পবিত্র, কানন  
সম্মিত পূর্বদিকে যাত্রা করো। ওইদিকে দুর্গম পাহাড়,  
বনে, পটখ এবং নদীতে স্নানপেব নিবাসস্থল এবং  
বৈদেহী সীতার অনুসন্ধান করো।

নদীং ভাগীরথীং রমাং সরযুং কৌশিকীং তথা॥ ২০  
কালিন্দীং যমুনাং রমাং যামুনং চ মহাগিরিম্।  
সরস্বতীং চ সিদ্ধুং চ শোণং মণিনিভোদকম্। ২১  
মহীং কালমহীং চাপি শৈলকাননশোভিতাম্

'ভাগীরথী নদী, রমণীয় সরযু, কৌশিকী, সুরমা  
কালিন্দী যমুনা, যামুন নামক মহাপর্বত, মণিতুলা নির্মল  
জলবিশিষ্ট সরস্বতী নদী, সিদ্ধু এবং শোণ, পাহাড়ে,  
কাননে শোভিত মহী এবং কালমহী নদীতটেও অনুসন্ধান  
করো।

ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোসলান্॥ ২২  
মাগধাংশ্চ মহাপ্রামান্ পুণ্ড্রাংকুজাংশ্চৈব চ।

'ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোসল, মগধ  
প্রভৃতি দেশের বড় বড় গ্রাম এবং পুণ্ড্রদেশ, অঙ্গদেশ—এই  
সমস্ত জনপদেও সন্ধান করো।

ভূমিং চ কোশকারাণাং ভূমিং চ রজতাকরাম্॥ ২৩  
সর্বং চ তদ্ বিচেতব্যং মার্গয়ন্তিস্ততস্ততঃ।

রামস্য দয়িতাং ভাৰ্য্যাং সীতাং দশরথমুখ্যাম্। ২৪

'কোশকারদের দেশে এবং রজতখনিসমৃদ্ধ দেশেও  
তুমি যাবে। পথের এদিকে-ওদিকে সর্বত্রই তুমি সদলবলে  
বিচরণ করে দশরথের পুত্রবধূ তথা শ্রীরামের প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা  
সীতার অন্বেষণ করবে।

সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্বতান্ পত্তনানি চ।

মন্দরস্য চ যে কোটিং সংশ্রিতাঃ কেচিদালয়াঃ॥ ২৫

'সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ পর্বতগুলিতে তথা দ্বীপভূমি বা  
তটভূমিতে অবস্থিত বড় বড় নগরগুলিতে, মন্দর পর্বতের  
চূড়াগুলিতে অবস্থিত গ্রামগুলিতেও তোমরা তোমাদের  
সন্ধান কার্য চালিয়ে যাবে।

কর্ণপ্রাণরপাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্ঠকর্ণকাঃ।

মোহনলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ ২৬  
অঙ্গুষ্ঠা নলপশ্চত তপৈল পুরুষাদকাঃ  
কিরাগ্রস্তীর্ণচূড়াশ্চ হোমভাঃ শ্রিয়াদর্শনাঃ ২৭  
আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাভা দ্বীপবাসিনাঃ  
জহ্বর্জলচো মোরা নরব্যাস্তা ইতি স্মৃতাঃ ২৮  
এতেষামাশ্রয়াঃ সর্বে বিচেয়াঃ কাননৌকসঃ।

'কর্ণপ্রাণরপ (অর্থাৎ যার কান দ্বারা সমস্ত শরীর  
আবৃত), ওষ্ঠকর্ণক (যাদের কর্ণ ওষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত),  
মোহনলোহমুখ (ভয়ানক লোহার মতো কঠিন মুখবিশিষ্ট),  
এক পা বিশিষ্ট দ্রুতগামী, যারা অঙ্গুষ্ঠ (সন্ধান পরম্পরা  
যাদের ক্ষীণ নয়), যারা শক্তিশালী, মরমাংসভোজী,  
কিরাভা যারা, যাদের চূড়া তীক্ষ্ণ, স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট, সুদর্শন,  
দ্বীপবাসী কিরাভা—যারা কাঁচা মাছ খায়, জলে বিচরণকারী  
কিরাভা, ভয়ংকর, নরব্যাস্তা যারা (শরীরের উপরিভাগ  
ব্যাস্তাকৃতি এবং নিম্নভাগ মনুষ্যকৃতি) এদের সকলের  
নিবাসস্থলে গিয়ে তুমি সীতার সন্ধান করবে।

গিরিভির্বে চ গম্যন্তে প্রবনেন প্রবেন চা ২৯

'যেখানে গিরিভির্জন করে যেতে হয় সেখানে  
অথবা যেখানে তেলায় চড়ে পাড়ি দিতে হয় সেখানেও  
সর্বত্রই তুমি যাবে।

যত্নবস্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজোপশোভিতম্  
সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্ ৩০

'সপ্তরাজের দ্বারা সুশোভিত যবদ্বীপ (জাভা),  
সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), রূপ্যকদ্বীপ যা স্বর্ণদ্বারা সুশোভিত  
সেখানেও তোমরা যাবে।

যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্বতঃ।  
দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গে দেবদানবসেবিতঃ ৩১

'যবদ্বীপ অতিক্রম করে তোমরা দেবদেব শিশির  
নামক পর্বত। যার শৃঙ্গ দেব-দানবের নিবাসস্থল, সে  
দিব্যলোককে স্পর্শ করছে।

এতেষাং গিরিদুর্গেষু প্রপাতেষু বনেষু চ।  
মার্গেণ সহিতাঃ সর্বে রামপত্নীঃ যশস্বিনীঃ ৩২

'এইসব দুর্গম পর্বতগুলিতে, জলপ্রপাতে, এবং  
বনে তোমরা সকলে মিলে শ্রীরামচন্দ্রের যশস্বিনী পত্নী  
সঙ্গে দেববে।

ততো রক্তজলং প্রাপ্য শোণাখ্যং শীঘ্রবাহিনম্  
গত্বা পারং সমুদ্রস্য সিদ্ধচারণসেবিতম্ ৩৩

সহ  
সমুদ্র  
পৌরুষ  
জলধা  
এবং  
করবে।  
দরীম  
পর্বত  
অংক  
কদর  
সমুদ্র  
মহা  
অনন্তর  
দেবে  
এই  
মহা  
সমন  
সেই  
যার  
দেবে  
কাল  
অতি  
মহা  
রক্ত  
প্রাণ  
সেই  
মিমা  
ভয়  
মহা  
গো  
কুশ  
চ  
কৈ

জীর্বেষু রম্যেষু বিচিহ্নেষু বনেষু চ।

৪৪। সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যাত্তরতঃ ॥ ৩৪

‘অনন্তর সমুদ্র পার হয়ে সিদ্ধ ও চারুণদের  
নিবাসস্থলে পৌঁছবে। যেখানে শোণ নামক দ্রুতগামী  
হ্রদবর্ধের জলধারা প্রবাহিত। এই শোণ নদের রমণীয়  
উৎপত্তিতে<sup>(১)</sup> এবং বিচিহ্ন বনভূমিতে রাবণসহ সীতার  
অনুসন্ধান করবে।

পর্বতপ্রকৃতা নদাঃ সুভীনবহ্নিনিষ্টাঃ।

মার্গিতব্য দরীমন্তঃ পর্বতাশ্চ বনানি চ ॥ ৩৫

‘পর্বত থেকে জাত বহু নদী এবং তাদের তীরে  
জয়ংকর সব বনভূমি এবং বহুসংখ্যক পর্বত, বন গিরি-  
কন্দর তোমরা পথে দেখতে পাবে।

ততঃ সমুদ্রদীপাংশ্চ সুভীমান্ দ্রষ্টুমর্হথ।

উর্মিমন্তঃ মহারৌদ্রঃ ক্রোশন্তমনিলোকতম ॥ ৩৬

‘অনন্তর সমুদ্র মধ্যবর্তী ভয়ংকর দ্বীপসমূহ দেখবে,  
তার দেখবে উদ্ধত বাতাসঘাতে সমুদ্রের তরঙ্গমালা হয়েছে  
উত্তাল। এই তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের রূপ অতি ভয়ংকর।

জ্যাসুরা মহাকায়াশ্চায়াঃ গৃহুষ্টি নিতালঃ।

ব্রহ্মণা সমনুজাতা দীর্ঘকালঃ বৃহচ্ছিতাঃ ॥ ৩৭

‘সেইখানে বিশালাকৃতিসম্পন্ন অসুরদের নিবাস।  
যারা দীর্ঘকাল যাবৎ ক্ষুধার্ত থেকে ব্রহ্মার নির্দেশে নিতাই  
হয় দেখে প্রাণীদের আক্রমণপূর্বক ভোজন করে।

জঃ কালমেঘপ্রতিমঃ মহোরগনিষেবিতম্।

অতিগম্য মহানাদঃ তীর্থেনৈব মহোদধিম্ ॥ ৩৮

ততো রক্তজলঃ ভীমঃ লোহিতঃ নাম সাগরম্।

গম্য প্রেক্ষথ তাং চৈব বৃহতীং কৃষ্ণাশ্মলীম্ ॥ ৩৯

‘সেই স্থানে কৃষ্ণবর্ণ মেঘতুল্য বড় বড় সাপের  
নিবাস। ভয়ংকর তাদের গর্জন। বিশেষ উপায়ে সেই  
মহাসাগর অতিক্রম করে রক্ততুল্য লালবর্ণবিশিষ্ট ভয়ংকর  
লোহিত নামক সমুদ্রকে দেখতে পাবে। সেখানে দেখবে  
কৃষ্ণাশ্মলী নামক সুবিশাল বৃক্ষ।

গম্য চ বৈনতেয়সা নানারত্নবিভূষিতম্।

৪০। কৈলাসসংকালঃ বিহিতঃ বিশ্বকর্মণা ॥ ৪০

‘তথায় বিশ্বকর্মা নির্মিত কৈলাসপর্বত তুল্যসম নানা

বস্ত্রে বিভূষিত বিনতব পুত্র গন্ধর্ভের গৃহ দেখতে পাবে।

তত্র শৈলনিভা ভীমা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।

শৈলশৃঙ্গেষু লম্বস্তে নানারূপা ভয়াবহাঃ ॥ ৪১

‘সেই দ্বীপে পর্বততুল্য দেহধারী ভয়ংকর মন্দেহ  
নামক রাক্ষসরা বাস করে। পর্বতশৃঙ্গে দোদুল্যমান ভয়ানক  
সেই রাক্ষসেরা নানা রূপধারণে সক্ষম।

তে পতন্তি জলে নিত্যং সূর্যসোদয়নং প্রতি।

অভিতপ্তাঃ স্ম সূর্যেণ লম্বস্তে স্ম পুনঃ পুনঃ ॥ ৪২

নিহতা ব্রহ্মতেজোভিরহন্যাহনি রাক্ষসাঃ।

‘তারা প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের প্রতি ধাবিত  
হয়ে সমুদ্রতট হয়ে এবং জলে পতিত হয়, আবার জল থেকে  
উদ্ধৃত হয়ে পর্বত শিখরে ঝুলতে থাকে। তারা বারংবার  
এইরূপ করে। ব্রহ্মতেজের দ্বারা এই রাক্ষসেরা প্রতিদিন  
এইরূপ সমুদ্রতট অবস্থায় নিহত হয়ে সমুদ্রের জলে পতিত  
হয় আর পুনবার জীবিত হয়ে পর্বত শিখরে ঝুলতে থাকে।

ততঃ পাতুরমেঘাভঃ ক্ষীরোদঃ নাম সাগরম্ ॥ ৪৩

‘অনন্তর পাতুর বর্ণের মেঘতুল্য ক্ষীরোদ নামক  
সাগর দেখতে পাবে।

গম্য ব্রহ্মথ দুর্ধর্ষা মুক্তাহারমিবোর্মিভিঃ।

তসা মধ্যে মহাশ্বেতো কমভো নাম পর্বতঃ ॥ ৪৪

‘সেইখানে গিয়ে, ওহে দুর্ধর্ষ বানরগণ ! তোমরা  
দেখবে মুক্তোমানার তুল্য সমুদ্রের তরঙ্গমালা। এই  
সমুদ্রের মধ্যে শ্বেতবর্ণের সুউচ্চ কমভ নামক পর্বত  
অবস্থিত রয়েছে।

দিব্যগন্ধৈঃ কুমুদৈরাচিতৈশ্চ নগৈর্বৃতঃ।

সরস্ক রাজতৈঃ পদ্মৈর্জলিতৈর্হেনকেসরৈঃ ॥ ৪৫

নান্য সুদর্শনঃ নাম রাজহংসৈঃ সমাকুলম্।

‘এই পর্বত দিবা সুগন্ধে পরিপূর্ণ, সুন্দর  
পুষ্পরাজিয়ারা আচ্ছাদিত এই পর্বতের উপরিভাগে  
অবস্থিত রয়েছে একটি সরোবর। যেখানে প্রচুর উজ্জ্বল  
বর্ণের পদ্মফুল শোভা পাচ্ছে। এই পদ্মরাজিয কেশবসমূহ  
সুপুতলা। রাজহংসে পরিপূর্ণ এই সরোবরের নাম সুদর্শন।



নিমুখাচারণা যক্ষাঃ কিমরাশ্যল্লরোগণাঃ ॥ ৪৬

হস্তাঃ সমধিগচ্ছন্তি নলিনীং তাং রিরংসবঃ।

‘দেবগণ, চারুগণ, যক্ষ, কিমর ও অঙ্গরাবৃন্দ  
আনন্দিত চিত্তে জলবিহার করার জন্য এই পদ্মসরোবরে  
আসেন।

কীরোদঃ সমভিক্রম্য তদা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥ ৪৭

জলোদঃ সাগরং শীঘ্রং সর্বভূতভয়াবহম্।

তত্র তৎ কোণজং তেজঃ কৃতং হয়মুখং মহৎ ॥ ৪৮

‘ওহে বানরগণ ! কীরোদসাগর লঙ্ঘন করে শীঘ্রই  
দেখবে সকল প্রাণীর ভয়াবহ জলদ নামক অন্য একটি  
সাগর। সেই সাগরে ব্রহ্মর্ষি ঔবর কোণ থেকে জাত মহান  
তেজ বিদ্যমান রয়েছে।

অস্মাৎস্বস্ত্যহাভেগমোদনং সচরাচরম্।

তত্র বিক্রোশতাং নাদো ভূতানাং সাগরৌকসাম্।

শ্রয়তে চাসমর্থানাং দৃষ্টাভূদবভামুখম্ ॥ ৪৯

‘এই সমুদ্রে সকল চরাচর প্রাণীসহ মহাবেগশালী  
জলরাশি বিরাজমান। প্রলয়কালে এই প্রবল জলরাশি, এই  
হাবর-জঙ্ঘমসহ সকল প্রাণীকেই বাড়বানল (সমুদ্রজাত  
অগ্নি) উৎক্ষল করে। বাড়বানুখ দেখে ভীত প্রাণীদের  
আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

স্বাদুদস্যোত্তরে ভীরে যোজনানি ত্রয়োদশ।

জাতরূপশিলো নাম সুমহান্ কনকপ্রভঃ ॥ ৫০

‘সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ ওই সমুদ্রভীরুর তেরো  
যোজন উত্তরে সুবিশাল কনকোজ্জল জাতরূপশীল নামক  
পর্বত অবস্থিত।

তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশং পদ্মগং ধরণীধরম্।

পদ্মপত্রবিশালাক্ষং ততো দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥ ৫১

আসীনঃ পর্বতস্যাত্রে সর্বদেবনমস্কৃতম্।

সহস্রশিরসঃ দেবমনন্তঃ নীলবাসসম্ ॥ ৫২

‘হে বানরেরা ! সেইস্থানে চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল একটি  
সর্পকে দেখবে। যে পৃথিবীকে ধারণ করেছে। যার  
নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল। পর্বতের শীর্ষদেশে  
আসীন সেই সর্প সকল দেবতাদের দ্বারা নমস্কৃত<sup>(১)</sup>।  
নীলবস্ত্র পরিহিত, সহস্রশিরস্ক বিশিষ্ট সেই সর্পই হলেন

ভগবান অনন্তদেব।

ত্রিশিরাঃ কাঞ্চনঃ কেতুশালবৃক্ষ মহান্ ॥

স্থাপিতঃ পর্বতস্যাত্রে বিরাজতি সবেদিকা ॥ ৫৩

‘পর্বতশিখরে সেই মহাত্মার চিত্রমূর্য্য ত্রিশি  
শিবিশিষ্ট সুবর্ণময় তালবৃক্ষ বেদির উপর স্থাপিত হয়ে  
বিরাজ করছে।

পূর্বস্যাং দিশি নির্মাণং কৃথং তৎ ত্রিদশেশ্বরৈঃ।

ভতঃ পরং হেমময়ঃ শ্রীমানুদয়পর্বতঃ ॥ ৫৪

‘দেবতারা পূর্বদিকে ওই ধ্বজা নির্মাণ করেছেন।

অনন্তর দেখবে শ্রীসম্পন্ন সুবর্ণময় উদয় পর্বত।

তস্য কোটির্বিং শতশ্চ শতযোজনমায়তম্।

জাতরূপময়ী দিব্যা বিরাজত সবেদিকা ॥ ৫৫

‘শত যোজনব্যাপী এই পর্বতের শিখর গগনস্পর্শী।

বেদিসহ বিরাজমান এই উদয়াচলের সুবর্ণময় শিখর

দিব্যশোভামণ্ডিত।

সালৈল্ল্যলৈল্ল্যমালৈল্ল্য কর্ণিকারৈল্ল্য পুষ্ণিতৈঃ।

জাতরূপময়ৈর্দৈবৈঃ শোভতে সূর্যময়ৈঃ ॥ ৫৬

‘সূর্যের মতো উজ্জ্বল পুষ্পশোভিত শাল, তাল,

তমাল এবং কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষে সমৃদ্ধ এই উদয়গিরি

রূপ অতীব সুন্দর।

তত্র যোজনবিশ্বারমুচ্ছিতং দশযোজনম্।

শৃঙ্গঃ সৌমনসঃ নাম জাতরূপময়ঃ ক্রবম্ ॥ ৫৭

‘দশ যোজনব্যাপী উচ্চতাসম্পন্ন যোজন বিহীন

সৌমনস নামক পর্বতশৃঙ্গ অবশ্যই সুবর্ণময়।

তত্র পূর্বং পদং কৃৎস্না পুরা বিষ্ণুদ্বিক্রমে।

দ্বিতীয়ঃ শিখরে মেরোস্কার পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৮

‘পুরাকালে ভগবান শ্রীবিষ্ণু ত্রিবিক্রমের পদক্ষেপ-  
কালে এই স্থানে প্রথম পদক্ষেপ করে দ্বিতীয় লক্ষ

মেরুপর্বতের শিখরে স্থাপন করেছিলেন।

উত্তরেণ পরিক্রম্য জম্বুদ্বীপং দিবাকরঃ।

দৃশ্যো ভবতি ভূয়িষ্ঠঃ শিখরং তদ্রাহোত্তমম্ ॥ ৫৯

‘উত্তর দিক থেকে পরিক্রমণকালে সূর্যদেব জম্বুদ্বীপ

সুউচ্চ সৌমনস নামক শৃঙ্গে এসে স্থিত হন। তখন চিত্র

অধিকতর সুন্দরভাবে দৃশ্যমান হন।

(১) যাকে সব দেবতারা নমস্কার করেছেন।



এ বৈখানসা নাম বাসখিল্য মহর্ষিঃ।  
প্রকাশমানা দৃশ্যন্তে সূর্যবর্ণাঙ্কপদ্মিনীঃ ॥ ৬০

‘এই শৃঙ্গে বৈখানস নামক মহর্ষি এবং বাসখিল্য নামক তপস্বীদের দর্শনলাভ করা যায়, যাদের গাত্রবর্ণ পূর্ণত্বা।

জয়ঃ সুদর্শনো দ্বীপঃ পুরো যস্য প্রকাশতে।

ত্রিমুখোজ্জ্বল চক্ষুশ্চ সর্বপ্রাণভূতামপি ॥ ৬১

‘এই গিরিশৃঙ্গের পুরোভাগে সুদর্শন নামক দ্বীপ অবস্থিত। সৌম্যনস শৃঙ্গে সূর্যোদয় হলে সকল প্রাণীর তেজ প্রকাশিত হয়, সকলের নেত্র উদ্বীলিত হয়।

শৈলস্য তস্য পৃষ্ঠেষু কন্দরেষু বনেষু চ।

রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতবাস্ততস্ততঃ ॥ ৬২

‘সেই পর্বতের পৃষ্ঠভাগে, গুহাগুলিতে এবং বনভূমিতে তোমরা রাবণসহ বৈদেহী সীতাকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করবে।

কাক্সনস্য চ শৈলস্য সূর্যস্য চ মহাঙ্কনঃ।

জবিষ্টা তেজস্য সক্ষ্যা পূর্বা রক্তা প্রকাশতে ॥ ৬৩

‘পূর্বসক্ষ্যায় অর্থাৎ প্রাতঃকালে সুবর্ণময় উদয়গিরি মহাত্মা সূর্যদেবের তেজে ব্যাপ্ত হয়ে রক্তবর্ণের শোভা ধারণ করে।

পূর্বমেতৎ কৃতং দ্বারং পৃথিব্যা ভুবনস্য চ।

সূর্যসোদয়নং চৈব পূর্বা হোষা দিগুচ্যতে ॥ ৬৪

‘সূর্যোদয়ের এই স্থান সর্বপ্রথম ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। এই কারণেই এটি পৃথিবীর দ্বারস্বরূপ। পূর্বে এই দিকে এই দ্বার নির্মিত হওয়ায় একে পূর্বদিক বলে।

তস্য শৈলস্য পৃষ্ঠেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।

রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতবাস্ততস্ততঃ ॥ ৬৫

‘এই পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত বর্ণা এবং গুহাগুলিতে সীতাসহ রাবণকে বার বার সন্ধান করবে।

ততঃ পরমগম্য স্যাদ্ দিক্ পূর্বা ত্রিদশাবৃত্তা।

কথিতা চক্ষুঃসূর্য্যভ্যামদৃশ্য তমসাবৃত্তা ॥ ৬৬

‘এর পরে পূর্বদিকে আর যাওয়া যায় না। সেখানে দেবতাদের বাস। সূর্য এবং চন্দ্রের প্রকাশ সেখানে না হওয়ায় সেই ভূমি তমসাবৃত্ত।

শৈলেষু তেষু সর্বেষু কন্দরেষু নদীষু চ।

যে চ নোক্তা ময়োদ্দেশ্যো নিচ্যো তেষু জ্ঞানকী ॥ ৬৭

‘উদয়াচলের আশেপাশে অবস্থিত যে সমস্ত নদী পর্বত এবং গুহাসমূহের কথা আমি বলিনি সেই স্থানগুলিতেও তোমরা জ্ঞানকী সীতার অনুসন্ধান করবে।

এতাবদ্ বানরৈঃ শকাং গন্তং বানরপুঙ্গবাঃ।

অভ্যঙ্গরমর্মাদং ন জ্ঞানীমন্ততঃ পরম্ ॥ ৬৮

‘হে বানর দলপতিগণ! এই উদয়গিরি পর্যন্তই বানরেরা যেতে সক্ষম। এরপরে সূর্যের প্রকাশহীন সীমাহীন দেশের কথা আমি জানি না।

অভিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।

মাসে পূর্ণে নিবর্ত্তস্বমুদয়ং প্রাপ্য পর্বতম্ ॥ ৬৯

‘বৈদেহী সীতা এবং রাবণের নিবাস অনুসন্ধানের জন্য তোমরা এখন উদয়াচল অভিমুখে যাত্রা করো। এক মাস পূর্ণ হলেই তোমরা আবার এখানে ফিরে আসবে।

উর্ধ্ব মাশাম বস্তবাং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।

সিদ্ধার্থাঃ সন্নিবর্ত্তস্বমধিগম্য চ মৈথিলীম্ ॥ ৭০

‘এক মাসের অধিক সময় তোমরা গ্রহণ করবে না, যদি তা করো তাহলে আমি তোমাদের হত্যা করব। মিথিলারাজনন্দিনী সীতার সংবাদ জেনে সফলকাম হয়ে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

মল্লেকান্তাঃ বনযশুমন্তিতাঃ

দিশং চরিষ্য নিপুণেন বানরাঃ।

অবাধ্য সীতাং রঘুবংশজপ্রিয়াং

ততো নিবৃত্তাঃ সুখিনো ভবিষ্যথ ॥ ৭১

‘ওহে বানরগণ! পূর্বদিকে রওনা হও, যে দিক-সুন্দর বনশোভিত, মহেন্দ্রপ্রিয় সেই পথে তোমরা উত্তমরূপে বিচরণ করবে। রঘুবংশজাত শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া সীতার সংবাদ তোমরা নিয়ে এসো। তোমরা সুখী হবে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে কিষ্কিন্দাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্দাকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

## একচত্রারিংশ সর্গ (৪১)

সুগ্রীব কর্তৃক দক্ষিণ দিকে হিত স্থানসমূহের পরিচয় প্রদান। সেই সব স্থানে  
সজ্ঞানের জন্য প্রধান বীর বানরদের নিয়োগ।

ততঃ প্রহাপ্য সুগ্রীবজ্ঞানহবানরং বলম্।  
দক্ষিণাং প্রেষয়ামাস বানরানভিলক্ষিতান্। ১  
এইভাবে সুগ্রীব সুবিশাল বানরবাহিনীকে পূর্বদিকে  
রাওনা করিয়ে, দক্ষিণ দিকে অভিলক্ষিত (যাদের দক্ষতা,  
অভিজ্ঞতা পূর্বেই জ্ঞাত হয়েছে) বানরদের প্রেরণ করলেন।  
নীলমগ্নিসূতাং চৈব হনুমন্তং চ বানরম্।  
পিতামহসূতাং চৈব জাম্ববন্তং মহৌজসম্॥ ২  
সুহোত্রং চ শরারিঃ চ শরজ্ঞঃ তথৈব চ।  
গজঃ গবাক্ষঃ গবয়ঃ সুশেণঃ বৃষভঃ তথা॥ ৩  
মৈন্দঃ চ দ্বিবিদঃ চৈব সুশেণঃ গজমাদনম্।  
উদ্ধামুখমনজঃ চ হুতাশনসূতাবৃত্তৌ॥ ৪  
অঙ্গদপ্রমুখান্ বীরান্ বীরঃ কপিগণেশ্বরঃ।  
বেগবিক্রমসম্পন্নান্ সন্নিদেশ বিশেষবিৎ॥ ৫

অগ্নির পুত্র নীল, কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান, পিতামহ ব্রহ্মার  
মহাতেজস্বী পুত্র জাম্ববান, সুহোত্র, শরারি, শরগুণ্ড, গজ,  
গবাক্ষ, গবয়, সুশেণ (প্রথম)<sup>(১)</sup>, বৃষভ, মৈন্দ,  
দ্বিবিদ, সুশেণ (দ্বিতীয়), গজমাদন, হুতাশনের দুই পুত্র  
উদ্ধামুখ এবং অনঙ্গ, অঙ্গদ প্রভৃতি বীর তথা প্রধান  
প্রধান বীর বানর দলপতিগণ—যারা মহাবেগশালী এবং  
পরাক্রমসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ তাঁদের বানররাজ সুগ্রীব দক্ষিণ  
দিকে যাত্রার জন্য নির্দেশ দিলেন।

তেষামগ্রেসরং চৈব বৃহৎসলমথাজ্জদম্।  
বিধায় হরিবীরাপামাদিশদ্ দক্ষিণাং দিশম্॥ ৬  
মহাবলশালী অঙ্গদকে সেই বানরদের মধ্যে অগ্রবর্তী  
করে সমস্ত বানরবীরদের দক্ষিণ দিকে যাত্রার নির্দেশ  
দিলেন।

যে কেচন সমুদেদ্যন্তস্যঃ দিশি সুদূরমাঃ।  
কপীশঃ কপিমুখানাং স তেষাং সমুদাহরঃ। ৭  
এ দিকের যে-কোনো স্থানই অত্যন্ত দূর  
বানররাজ সুগ্রীব বানরমুখ্যদের সেই সম্পর্কে বর্ণনা করতে  
লাগলেন।<sup>(২)</sup>

সহস্রশিরসঃ বিদ্যাং নানাক্রমলতাত্মম্।  
নর্মদাং চ নদীং রম্যাং মহোরগনিবেবিভাম্॥ ৮  
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্  
বরদাং চ মহাভাগাং মহোরগনিবেবিভাম্।  
মেখলানুং কলাংশৈব দর্শার্ননগরানপি। ৯  
অত্রবন্তীমবন্তীং চ সর্বমেবানুপশ্যত।

‘ওহে বানরগণ! দক্ষিণে সহস্রশীর্ষ (শিখর)বিশিষ্ট  
নানা বৃক্ষলতাসমৃদ্ধ বিদ্যা পর্বত। বৃহৎ সর্পসমূহ রম্য  
নর্মদা নদী, গোদাবরী, কৃষ্ণাবেণী, মহানদী প্রভৃতি নদী  
আছে। সুবিশাল সর্ববহুল বরদা ও মহাভাগা নদীর তীরে  
মেখল, উৎকল, দর্শার্ন প্রভৃতি নগরী তথা অত্রবন্তী ও  
অবন্তী নগরী সর্বত্রই তোমরা তোমাদের অনুসন্ধানকার্য  
চালিয়ে যাবে।

বিদর্ভানুষ্ঠিকাংশৈব রম্যান্ মাহিষকানপি। ১০  
তথা বজ্রান্ কলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমজ্ঞতঃ।  
অসীক্ষ্য দণ্ডকারণ্যং সপর্বতনদীগুহম্॥ ১১  
নদীং গোদাবরীং চৈব সর্বমেবানুপশ্যত।

তথৈবানুপশ্যত পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্। ১২  
‘এইরূপ বিদর্ভ, ঋষ্টিক তথা মাহিষক নামক রম্য  
দেশ তথা বঙ্গ<sup>(৩)</sup>, কলিঙ্গ, কৌশিক<sup>(৪)</sup> সর্বত্রই অনুসন্ধান  
করবে। পর্বত, নদী, গুহাসমেত দণ্ডকারণো ও ভালোভাবে

(১) সুশেণ নামক দুজনের একজন হলেন তারার পিতা এবং অপরজন হলেন বানর যুধপতি।

(২) এখানে দক্ষিণ দিকের বর্ণনা কিঙ্কিঙ্কার্যের সঙ্গে না করে আর্ঘ্যবর্তের সঙ্গে করা হয়েছে। সমুদ্রের পূর্ব থেকে পশ্চিমভাগ এবং  
হিমালয়ের বিদ্যভাগকে আর্ঘ্যবর্ত বলা হয়। সুগ্রীব দক্ষিণ দিকের যে সকল স্থানের পরিচয় দিয়েছেন, পূর্বোক্তভাবে আর্ঘ্যবর্তের বিজ্ঞান  
মেনে নিলে তার সঙ্গতি ঘটে।

(৩) পাঠভেদ অনুসারে মৎস্য দেশ।

(৪) নদী বিশেষ।



সুন্দর কবে। সোদরবী নদীতে তথা অঙ্গ, পুত্র, মেল.  
এই সমস্ত দেশেও সজ্ঞান কবে।

গন্তব্যঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ।  
শ্রীমাংচিত্রপুষ্পিভকাননঃ ॥ ১৩

গুণবনোদেশো মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ।

‘অনেক ধাতুমণ্ডিত অয়োমুখ (মলয়) পর্বতও  
সুন্দর গন্তব্য। এর শৃঙ্গ বিচিত্র। নানা বর্ণের ফুলে

ভেঁহু এর কানন সুন্দর শ্রীমণ্ডিত। এই মহাগির্গিতে আছে  
কলচরবন। এখানে ভালোভাবে সীতার সজ্ঞান করবে।

জ্যোত্স্নাং দিব্যাং প্রসন্নসলিলাশয়াম্ ॥ ১৪

এই জলধি কাবেরীং বিজ্ঞাতামঙ্গরোগটং।

‘অনন্তর সুছ জনবাহী দিবা শান্ত কাবেরী নদীকে  
বলে, যেখানে অঙ্গরাগণ বিহার করে।

চন্দ্রবনং নগস্যগ্রো মলয়স্য মহৌজসম্ ॥ ১৫

জলবনিত্যং কাশমগজমৃষিসত্তমম্।

‘এই মহান মলয় পর্বতের চূড়ায় সূর্যদেবের তুল্য  
হেন তেজস্বী ঋষিবর অগস্ত্যকে দর্শন করবে।

চক্ৰেনাভ্যুজাতাঃ প্রসন্নেন মহাক্ষনা ॥ ১৬

চন্দ্রপী গ্রাহজুটাং ভরিষাথ মহানদীম্।

‘তারপর সেই প্রসন্নচিত্ত মহাত্মার অনুমতি নিয়ে  
চন্দ্র (হাতের, কুমীর) পূর্ণ তপস্বী নদী পার করবে।

চন্দ্রবনেন্দিষ্টৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপবারিণী ॥ ১৭

অঙ্গের যুবতী কান্তঃ সমুদ্রমবগাহতে।

‘সেই নদী এবং তাব দ্বীপগুলি চন্দ্রবনের দ্বারা  
হচ্ছদ্ভিত। এই নদী যেন কান্তিময়ী যুবতীর মতো তার

প্রমীল সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

অহো হেমময়ং দিব্যাং মুক্তামণিবিশৃঙ্খিতম্ ॥ ১৮

হুং কবাটং পাণ্ডানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।

‘অতঃপর বানরেরা ! তোমরা মণিবুজামণ্ডিত  
লক্ষপাটবিশিষ্ট পাণ্ডা দেশের দিবা দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত

হবে।

চক্ৰ সমুদ্রমাসাদ্য সম্প্রদার্যর্থনিষ্ঠরম্ ॥ ১৯

অপ্যন্তোদরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।

চিহ্নানুগঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্বতোত্তমঃ ॥ ২০

জ্ঞানেশ্বরঃ শ্রীমানবগাড়ে মহার্ঘবম্।

‘তারপর সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে তা লক্ষ্যন  
কর বিষয়ে চিন্তা করবে। মহর্ষি অগস্ত্য সমুদ্রের মধ্যে

মানুশ্য সমন্বিত ছবির মতো সুন্দর মহেন্দ্র নামক শ্রেষ্ঠ  
পর্বতকে সন্নিবেশিত করেছেন। সমুদ্রের অন্তঃপ্রবিষ্ট এই  
সুবর্ণময় পর্বত অত্যন্ত সুন্দর।

নানাবিধৈর্নগৈঃ ফুলৈর্লতাভিষ্চোপশোভিতম্ ॥ ২১

দেবর্ষিগণপ্রবনৈরঙ্গরোডিশ্চ শোভিতম্।

সিদ্ধচারণসঙ্ঘাচ্চ প্রকীর্ণঃ সুমনোরমম্ ॥ ২২

তমুপৈতি সহস্রাং সদা পর্বসু পর্বসু।

‘নানাবিধ বৃক্ষ এবং কুসুমিত লতায় সুসজ্জিত তথা  
দেবতা, ঋষি, যক্ষশ্রেষ্ঠ এবং অঙ্গরাদেব দ্বারা সুশোভিত

এবং সিদ্ধ ও চারণদের দ্বারা প্রকীর্ণ এই পার্বত্যভূমি  
সুমনোরম। সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রতি পর্ব-দিনে এখানে

পদার্পণ করেন।

দ্বীপস্তসাপারে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ ॥ ২৩

অগম্যো মানুর্ধৈর্দীপুজঃ মার্গধ্বং সমস্ততঃ।

তত্র সর্বান্ননা সীতা মার্গিতব্যো বিশেষতঃ ॥ ২৪

‘সমুদ্রের অপরপারে শত যোজন ব্যাপী একটি দ্বীপ  
রয়েছে। মানুষের অগম্য দীপ্তিমান সেই দ্বীপ। এই দ্বীপের

চতুর্দিকে সর্বতোভাবে তোমরা বিশেষভাবে সীতার  
অনুসন্ধান করবে।

স হি দেশস্ত বখাস্য রাবণস্য দুরাক্ষনঃ।

রাক্ষসাধিপতের্বাসঃ সহস্রাংসমদ্যুতেঃ ॥ ২৫

‘সেই দেশই হল ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী দুরাক্ষা  
রাক্ষসাধিপতি রাবণের দেশ, যে আমাদের বখা।

দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য মধ্যে তস্য তু রাক্ষসী।

অঙ্গারকেতি বিখ্যাতা ছায়ামাক্ষিপ্য ভোজিনী ॥ ২৬

‘সেই দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে অঙ্গারকা নামে পরিচিত  
রাক্ষসীর বাস, যে ছায়া ধরে প্রাণীদের আকর্ষণ করে ভক্ষণ

করতে সক্ষম।

এবং নিঃশংসান্ কৃৎসা সংশয়ামষ্টসংশয়াঃ।

মৃগায়কঃ নরেন্দ্রস্য পত্নীমমিততেজসঃ ॥ ২৭

‘এই সংশয়সম্পন্ন দেশে সংশয় ভাগ করে অমিত  
তেজসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অনুসন্ধান করে

সংশয়হীন হবে।

তমতিক্রম্য লক্ষীবান্ সমুদ্রে শতযোজনে।

গিরিঃ পুষ্টিপতকো নাম সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ২৮

‘লক্ষা অতিক্রম করে শতযোজন ব্যাপী সেই সমুদ্রে  
‘পুষ্টিপতক’ নামে ঐশ্বর্যসম্পন্ন পাহাড় আছে। সেই পাহাড়



হল সিদ্ধ ও চারণদের বাসভূমি।

চন্দ্রসূর্য্যঃ স্তম্ভঃ কাশঃ সাগরাধুসমাশ্রয়ঃ।

ব্রাজতে বিপুলৈঃ শৃঙ্গৈরম্বরং বিলিখতিবঃ॥ ২৯

‘চন্দ্র ও সূর্যের কিরণের মতো ওই গাহাড় সমুদ্রের জলকে আশ্রয় করে শোভিত হচ্ছে। এর সুবিশাল শৃঙ্গ যেন আকাশের গায়ে আঁকা রেখার মতো প্রতীতি হচ্ছে।

তস্যৈকং কাঞ্চনং শৃঙ্গং সেবতে যং দিবাকরঃ।

শ্রেতঃ রাজতমেকং চ সেবতে যমিশাকরঃ।

ন তং কৃত্যঃ পশ্যন্তি ন নৃশংসা ন নাস্তিক্যঃ॥ ৩০

‘ওই পর্বতের একটি হল সুবর্ণময় শিবর যাকে সূর্যদেব প্রতিদিন সেবা করেন। রজতশুভ্র অপর একটি শৃঙ্গের সেবা করেন চন্দ্রদেব ; পাণ্ডী, নিষ্ঠুর এবং নাস্তিক লোকেরা একে দর্শন করতে পারেন না।

প্রপমা শিরসা শৈলঃ তং বিমার্গথ বানরাঃ।

তমতিক্রম্য দুর্ধ্বং সূর্যবাম্বাম পর্বতঃ॥ ৩১

‘বানরগণ ! অবনত মস্তকে তোমরা সেই পর্বতকে প্রণাম জানিয়ে সীতার অনুসন্ধান করবে। ওই দুর্গম পর্বত অতিক্রম করলে পাবে “সূর্যবান” নামক অপর এক পর্বত।

অশ্বনা দুর্বিগাহেন যোজনানি চতুর্দশ।

ততস্তমপ্যতিক্রম্য বৈদ্যুতো নাম পর্বতঃ॥ ৩২

‘পুষ্পিতক পর্বত থেকে চৌদ্দ যোজন দূরে অবস্থিত এই পর্বতের পথ অতি দুর্গম। এই পর্বত অতিক্রম করলে পাবে “বৈদ্যুত” নামক পর্বত।

সর্বকামফলৈর্বৃক্ষেঃ সর্বকালমনোহরৈঃ।

তত্র ভুঞ্জ্য বরাহীণি মূলানি চ ফলানি চ॥ ৩৩

‘এই পর্বতে সকল কাম্যফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষরাজির ফলমূল সর্বদাই মনোহর, বানরগণ ! সেইসব সুস্বাদু ফল-মূল-কন্দসমূহ ভক্ষণ করে সেবনযোগ্য মধু পান করে তোমরা পুনরায় অগ্রসর হবে।

তত্র নেত্রমনঃকাশঃ কুঞ্জরো নাম পর্বতঃ॥ ৩৪

অগস্ত্যভবনং যত্র নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।

‘নেত্র ও চিত্তের পক্ষে সুখপ্রদ কুঞ্জর নামক সুন্দর পর্বত তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। সেই পর্বতের উপরে অবস্থিত রয়েছে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত মহর্ষি অগস্ত্যের ভবন।

তত্র যোজনবিশ্তারমুচ্ছিতং দশযোজনম্॥ ৩৫

শরণং কাঞ্চনং দিব্যং নানারত্নবিভূষিতম্।

‘এক যোজন বিস্তৃত এবং দশ যোজন উচ্চতা সম্পন্ন সেই দিব্য ভবনটি সুবর্ণময় এবং নানাবিধ রত্নে বিভূষিত।

তত্র ভোগবতী নাম সর্পাশামালয়ঃ পুরীঃ ৩৬

বিশালরথ্যা দুর্ধ্বা সর্বতঃ পরিরক্ষিতা।

রক্ষিতা পন্নগৈর্ঘোরৈরস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্মহাবিধৈঃ॥ ৩৭

‘এই পর্বতেই ভোগবতী নামে সাপেদের নিবাসভূমি এক নগরী রয়েছে। দুর্জয় সেই নগরী সবদিক থেকে সুরক্ষিত, পথ সুবিশাল এবং প্রশস্ত। তীক্ষ্ণদংষ্ট্রি ভয়ংকর বিষধর সাপেরা সেই পুরীকে রক্ষা করছে।

সর্পরাজো মহাঘোরো যস্যঃ বসতি বাসুকিঃ।

নির্ধায় মার্গিতব্যা চ সা চ ভোগবতী পুরীঃ ৩৮

‘এই ভোগবতীপুরীতে মহাভয়ংকর সর্পরাজ বাসুকির বাস। এইখানেও তোমরা বিশেষভাবে সীতার অন্বেষণ করবে।

তত্র চানন্তরোদ্যোশা যে কেচন সমাবৃত্তাঃ।

তং চ দেশমতিক্রম্য মহানৃষভসংস্থিতিঃ॥ ৩৯

‘এইখানে যেসব গুপ্ত স্থান আছে সেখানেও সর্ব

অনুসন্ধান করে ওই দেশ অতিক্রম করে তোমরা ঋত

নামক মহান পর্বতে উপস্থিত হবে।

সর্ববজ্রময়ঃ শ্রীমানৃষভো নাম পর্বতঃ।

গোশীর্ষকং পদ্মকং চ হরিশ্যামং চ চন্দনম্॥ ৪০

দিব্যমুৎপদাতে যত্র তচ্চৈবাগ্নিসমপ্রভম্।

ন তু তচ্চন্দনং দৃষ্ট্বা স্পষ্টব্যাং তু কদাচন॥ ৪১

‘সকল রত্নের আকর শ্রীমণ্ডিত হল এই ঋত নামক পর্বত। এখানে গোশীর্ষক, পদ্মক ইত্যাদি দিব্য চন্দন উৎপন্ন হয়। এই সকল চন্দনবৃক্ষ অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল। কখনো কি

ভুলেও সেই চন্দনবৃক্ষগুলিকে স্পর্শ করবে না।

রোহিতা নাম গন্ধর্বা ঘোরং রক্ষতি তখনম্।

তত্র গন্ধর্বপত্যঃ পঞ্চ সূর্যসমপ্রভাঃ ৪২

‘সেই ভয়ংকর চন্দনবনকে রোহিত নামক গন্ধর্ব

রক্ষা করে। সেখানে সূর্যের মতো তেজস্বী পাঁচজন

গন্ধর্বপতি বাস করেন।

শৈলূঘো গ্রামধীঃ শিক্শঃ শুকো বক্রশৃংখল চ।

রবিসোমায়িবপুষাঃ নিবাসঃ পুষ্যকর্মণাম্ ৪৩

অস্ত্রে পৃথিব্যা দুর্ধ্বাশ্রিতঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতাঃ।

‘শৈলূঘো গ্রামধীঃ শিক্শঃ শুকো বক্রশৃংখল চ।

রবিসোমায়িবপুষাঃ নিবাসঃ পুষ্যকর্মণাম্ ৪৩

অস্ত্রে পৃথিব্যা দুর্ধ্বাশ্রিতঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতাঃ।

শৈলশূন্য, গ্রামণী, শিখ, শুক এবং বজ্র নামের  
এই পাঁচজন গন্ধর্ব সেখানে বিরাজমান। পৃথিবীর অগ্নি  
মুখ, চন্দ্র এবং অগ্নিতুলা পুণ্যকর্মা দুর্ধর্ষ তেজস্বী  
পুণ্ড্রবাস। স্বর্গরাজ্য জয় করে তাঁরা সেখানে বসবাস  
করেন।

৪৪ পরং ন বঃ সেবাঃ শিতলোকঃ সুদাক্ষঃ ॥ ৪৪  
হস্তানী হমসৌখ্য কঠীন তমসাহংবতা।

‘তাবও সম্মুখে হল ভয়ংকর শিতলোক, সেই স্থান  
তোমাদের অগম্য। সেই স্থান অত্যন্ত কঠিন এবং  
হস্তকরে আবৃত হস্তবাক্সের বাজধানী।

৪৫ তবদেব হুম্মতিবীরা বানরশূদ্রাঃ।

৪৫ নক্সা বিদেহঃ গন্তঃ বা নাতো গতিমজাঃ গতিঃ ॥ ৪৫

‘হে বীর বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই পর্যন্ত তোমরা যেতে  
পারো। এরপরে আর তোমরা যেতে পারবে না কারণ  
দুর্ভাবাসী প্রাণীরা এরপরে আর যেতে পারে না।

৪৬ সম্মতঃ সমালোক্য যচ্চানাদপি দৃশ্যতে।

৪৬ বতিঃ বিদিত্বা বৈদেহ্যঃ সমিবর্তিতুমর্থং ॥ ৪৬

‘ওই সমস্ত স্থানে ভালো করে দেখে এবং অন্যান্য  
প্রহরণযোগ্য স্থানগুলিতেও উত্তমরূপে বৈদেহী সীতার

অনুসন্ধান করে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

৪৭ নক্ষ মাস্যামিব্রোহ্মে দৃষ্টা সীতেতি বক্ষতি।

৪৭ মন্তুলানিব্রোহ্মে ভোগেঃ সুখং ন নিহরিষ্যতি ॥ ৪৭

‘একমাস পূর্ণ হলে যে সর্বাপ্রাণে এসে বলতে পারবে  
সীতাকে আমি দেখেছি সে আমার মতো ঐশ্বর্য ভোগ করবে  
এবং সুখেই বিহার করবে।

৪৮ ততঃ প্রিয়তরো নাপ্তি মম প্রাণাদ্ নিশেষতঃ।

৪৮ কৃডাপরাধো বহশো মম নকুর্ভনিষ্যতি ॥ ৪৮

‘সে হবে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তার থেকেও  
প্রিয়তর আর কেউ হবে না। সে বহু অপরাধ করেও আবার  
বন্ধু হয়েই থাকবে।

অমিতবলপরাক্রমা ভবন্তো

৪৯ বিপুলগুণেশু কুলেশু চ প্রসূতাঃ।

৪৯ মনুজশতিসূতাঃ যথা লভস্বাঃ

৪৯ তদধিগুণং পুরুষার্থমারভস্বম্ ॥ ৪৯

‘তোমরা অসীম শক্তি এবং পরাক্রমের অধিকারী।

তোমরা বহুগুণসম্পন্ন এবং উচ্চবংশজাত। রাজনন্দিনী  
সীতার অনুসন্ধান করে যাতে তাঁর সংবাদ লাভ করতে  
পারো সেইজন্য উত্তমরূপে প্রয়াস আরম্ভ করো।’

ইত্যর্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

## দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪২)

সুগ্ৰীব কর্তৃক পশ্চিমদিকের স্থানসমূহের বর্ণনা প্রদান। সুশেপাদি বানরদের সেইদিকে প্রেরণ

৪১ প্রহাণা স হরীন্ সুগ্ৰীবো দক্ষিণাং দিশম্।

৪১ অত্রবীক্ষ্যেদসংকাশং সুশেপঃ নাম বানরম্ ॥ ১

৪২ তারায়্য। পিতরং রাজা শ্বশুরং ভীমবিক্রমম্।

৪২ অত্রবীক্ষ্য প্রাজ্ঞলির্বাক্যমভিগম্য প্রণম্য চ ॥ ২

৪৩ মহর্ষিপুত্রঃ মারীচমর্চিস্মতঃ মহাকপিম্।

৪৩ বৃতঃ কপিবরৈঃ শূরৈর্মহেজ্জসদৃশদ্যুতিম্ ॥ ৩

৪৪ পুষ্কিকর্মসম্পন্নঃ বৈনতেয়সমদ্যুতিম্।

৪৪ মারীচিপুত্রান্ মারীচানর্চির্মাল্যান্ মহাবলান্ ॥ ৪

৪৫ কপিপুত্রাশ্চ তান্ সর্বান্ প্রতীচীমাদিশদ্ দিশম্।

৪৫ বাভ্যাং শতসহস্রাভ্যাং কপীনাং কপিসম্ভাঃ ॥ ৫

৪৫ সুশেপপ্রমুখা যুয়ং বৈদেহীং পরিমার্গথ।

সেই বানরদের দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করে বানররাজ  
সুগ্ৰীব তারার পিতা তথা নিজের শ্বশুর মহাপরাক্রমশালী  
মেঘতুলা বানর সুশেপের নিকটে গিয়ে হাতজোড় করে  
প্রণাম নিবেদন করে কিছু বললেন। মহর্ষি মরীচির পুত্র  
মহাকপি অর্চিস্মান দেবরাজ ইন্দের মতো তেজস্বী  
শূরবীরদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন, তিনি বিনতার পুত্র  
গরুড়তুলা দ্যুতিমান বুদ্ধি এবং পরাক্রমসম্পন্ন। এছাড়াও



মরীচির পুত্র মরীচ এবং অর্চিমালা নামক মহাবলশালী  
বানরগণ, স্ববিক্রমাবগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের  
সকলকে তিনি পশ্চিম দিকে যাত্রা করার জন্য আদেশ  
দিলেন। সুবেশকে দলপতি করে দুইশত সহস্র সংখ্যক  
বানরকে সীতার অনুসন্ধানকার্যের নির্দেশ দিয়ে বললেন -  
সৌরস্টান্ মহাবাহীকাঃশ্চক্ষুচিহ্নাঃস্তথৈব চ॥ ৬  
স্বীভাজনপদান্ রমান্ বিশালানি পুরানি চ।  
পুমাগগহনং কুষ্টিং বকুলোদ্দালককুলম্॥ ৭  
তথা কেতকখণ্ডাংক মার্গধ্বং হরিগুজবাঃ

'হে বানরশ্রেণীগণ! সৌরস্টান্, বাহীক তথা চক্ষুচিহ্ন  
প্রভৃতি দেশে তোমরা যাও। সমৃদ্ধশালী জনপদ, বড় বড়  
রমণীয় নগরগুলিতে তথা পুমাগ, বকুল, উদ্দালক ইত্যাদি  
বৃক্ষসমৃদ্ধ কুষ্টি দেশে এবং কেতকী ফুলের বনভূমিতেও  
সীতার অনুসন্ধান করবে।

প্রত্যক্ স্রোভোবহাশ্চৈব নদাঃ শীতজলাঃ শিবাঃ॥ ৮  
ভাপসানামরশ্যানি কাজারগিরয়শ্চ যে।

'পশ্চিমবাহিনী, শীতলজলপূর্ণ এবং কল্যাণময়ী  
নদী, তপস্বীদের নিবাস বনভূমি তথা দুর্গম গিরিপথেও  
তোমরা বৈদেহী সীতার সন্ধান করবে

তত্র হনীরূপপ্রায়া অত্যুচ্চশিখিরাঃ শিলাঃ॥ ৯  
গিরিজালাবতাং দুর্গাং মার্গিহ্মা পশ্চিমাং দিশম্।

ততঃ পশ্চিমমাগম্যা সমুদ্রং দ্রষ্টুমর্থকং॥ ১০  
তিমিনক্রাকুলজলং গজা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।

'পশ্চিম দিক প্রায়শ মরুপ্রধান অঞ্চল। সেই স্থান  
সুউচ্চ শীতল শিলাময় দুর্গম পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। এই  
সমস্ত দুর্গম স্থানগুলিতে জানকী সীতার অনুসন্ধান করবে।  
পশ্চিমে আরও অগ্রবর্তী হয়ে দেখতে পাবে তিমি, কুমির  
প্রভৃতি জলজন্তুপূর্ণ সমুদ্র।

ততঃ কেতকখণ্ডেষু তমালগহনেষু চ॥ ১১  
কশ্যো বিহরিষ্যন্তি নারিকেলবনেষু চ।

তত্র সীতাং চ মার্গধ্বং নিলমং রাবণসা চ। ১২

'সেই সমুদ্রের তীরে অবস্থিত কেতকী ফুলের কুঞ্জে  
এবং তমালবৃক্ষের বনে এবং নারিকেলের বনে তোমার  
বানরেরা বিচরণ করবে, সর্বত্র রাবণের আশ্রয় তথা  
রাজকন্যা সীতার অনুসন্ধান করবে।

বেলাতলনিবিশেষু পর্বতেষু বনেষু চ।

মুনবীপত্তনং চৈব রমাং চৈব জটাপুরম্ ১৩  
অনন্তীমজ্জলেপাং চ তথা চালকিতং বনম্  
বাহ্মণি চ বিশালানি পশ্চানি ততঃ ১৪

'সমুদ্রের তীরে, বনে, পর্বতে, মুগ্ধী নামক  
পত্তনে, বনগীয়া জটাপুরে, অনন্তী, অজ্জলো প্রভৃতি স্থানে  
এমনকী যে সমস্ত বনভূমিতে কাবও পদার্পণ ইচ্ছাপূর্ণ  
গর্ভটনি সেইসব স্থানে এবং বড় বড় নগর ও বাস্তুভূমিতে  
তোমরা তথা তথা করে জানকীর অনুসন্ধান করবে  
সিন্ধুসাগরগোশ্চৈব সমুদ্রে তত্র পর্বতাঃ  
মহান্ সোমগিরির্নাম শতশৃঙ্গো মহাক্রমঃ॥ ১৫

তত্র প্রহ্ষেশু রমোণু সিংহাঃ পক্ষগমাঃ হিহাঃ।  
তিমিমৎসাগজাংশ্চৈব নীতানারোপয়ন্তি ১৬

'সিন্ধুনদ ও সমুদ্রের সম্মুখস্থ শতশৃঙ্গী  
সুউচ্চ, সুবিশাল বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ সোমগিরি নামক পর্বত  
বিরাজমান। তার রমণীয় শানুদেশে "সিংহ" নামক  
পক্ষিগণের বাস। তারা তিমিমাছ এবং হাতিনেরও ক্রমে  
বাসায় তুলে নিয়ে যেতে সক্ষম।

তানি নীতানি সিংহানাং গিরিশৃঙ্গতাক্ষাৎ য়ে  
দৃষ্টান্তপ্তাশ্চ মাতঙ্গোদয়দমননিঃস্রাঃ॥ ১৭

বিচরন্তি বিশালেহস্মিংস্তোয়পূর্ণে সমস্ততঃ।

'সিংহনামক পাখিদের সম্মানিত করার জন্য  
গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত এই হাতিরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করে  
এইজন্য তারা মেঘগর্জন তুল্য গর্জন করতে করতে ও  
পর্বতের জলপূর্ণ বিশাল চূড়ায় বিচরণরত।

তস্য শৃঙ্গং দিবস্পর্শং কাঞ্চনং চিত্রপাদপম্॥ ১৮  
সর্বমাত্ত বিচেতবাং কপিভিঃ কামরূপিভিঃ।

'এই পর্বতের গগনচুম্বী শৃঙ্গ সুবর্ণময়। বিচিত্র  
বৃক্ষরাজি দ্বারা সেইস্থান সুশোভিত। ইচ্ছানুসারী রামধারী  
বানরেরা সেই স্থানের সর্বত্র দ্রুত অনুসন্ধান করবে।

কোটিং তত্র সমুদ্রস্য কাঞ্চনীং শতযোজনাম্॥ ১৯  
দূর্দশাং পারিযাত্রস্যা গজা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।

'সেই স্থান থেকে অগ্রবর্তী হয়ে সমুদ্রের মহাবর্তী  
শতযোজন বিস্তৃত পর্বতের সুবর্ণময় শৃঙ্গ দেখতে পাবে  
বানরগণ। পরিযাত্র নামক এই পর্বতের প্রতি সাধারণতঃ  
দৃষ্টিপাত করাও অত্যন্ত কঠিন।<sup>(১)</sup>

কোটান্তত্র চতুর্বিংশদ্ গজবীণাং তরশিলাম্ ২০

(১) সুবর্ণময় শৃঙ্গে রৌদ্রকিরণ প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধলসে যেতে পারে।



কক্ষ্যগিনিকশানাং ঘোরাণাং কামরূপিণাম্।  
নাবকাঃ প্রতীকশাঃ সমবেতাঃ সমস্ততঃ ॥ ২১

‘এই পর্বতে অগ্নিতুলা তেজসী, তপসী, কামরূপী’, ভয়ঙ্কর চব্বিশকোটি গন্ধার্বের নিবাস। পবিত্র অগ্নির ন্যায় তারা বিভিন্ন দিক থেকে সমবেত হয়েছে।

নান্যাদায়িতব্যাক্তে বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।

নাদেহং চ ফলং তস্মাদ্ দেশাৎ কিঞ্চিৎ প্রবঙ্গমৈঃ ॥ ২২

‘মহাপরাক্রমশালী ভয়ংকর বানরদের ওই গন্ধার্বদের সান্নিধ্যে যাওয়া বা তাদের কাছে কোনো অপরাধ করা উচিত হবে না। ওই স্থান থেকে কোনো ফল গ্রহণ বানরদের পক্ষে সমীচীন হবে না।

দুরাসদা হি তে বীরাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।

কসমৃদানি তে তত্র রক্ষন্তে ভীমবিক্রমৈঃ ২৩

‘মহাবলশালী, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ভীমবিক্রমবিশিষ্ট সেই গন্ধার্ববীরেরা এই সমস্ত ফলমূল রক্ষা করেন,

তত্র যত্নচ কর্তব্যো মার্গিতব্যা চ জানকী।

নহি ভেদো ভয়ং কিঞ্চিৎ কপিভ্রমনুবর্ততাং ॥ ২৪

‘সেই স্থানে বাসকারী গন্ধার্বদের নিকট বানর ধর্মপালনকারী তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমরা সেখানে সযত্নে জানকী সীতার অনুসন্ধান করবে।

অত্র বৈদূর্বর্ণ্যভো বজ্রসংস্থানসংস্থিতঃ।

নানাক্রমলতাকীর্ণো যজ্ঞো নাম মহাগিরিঃ ॥ ২৫

‘ওই পর্বতের নিকটে বৈদূর্বর্ণ্যগিরি বর্ণতুলা নানা বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ বজ্রমণির<sup>(১)</sup> তুল্য কঠোর সুউচ্চ বজ্র নামক পর্বত অবস্থিত।

শ্রীমান্ সমুদিতত্ত্ব যোজনানাং শতং সমম্।

গুহ্যজ্ঞে বিচেতব্যঃ প্রযত্নেন প্রবঙ্গমাঃ ॥ ২৬

‘এই পাহাড়টি অত্যন্ত সুন্দর, দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে সমান শতযোজন বিস্তৃত। এখানে অসংখ্য গুহা। সেইগুলিতে বজ্রসহকারে সীতার নিরীক্ষণ করবে।

চতুর্ভাগে সমুদ্রস্য চক্রবান্ নাম পর্বতঃ।

তত্র চক্রং সহস্রাং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ২৭

‘সমুদ্রের চতুর্ভাগে আছে চক্রবান নামক পর্বত।

সেখানে বিশ্বকর্মা সহস্র সংখ্যক অর (চকমকি পাথর) দ্বারা একটি চক্র নির্মাণ করেছেন।

তত্র পঞ্চজনং হস্তা হয়গ্রীবং চ দানবম্।

আজহার ততশ্চক্রং শব্দং চ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৮

‘পুরুষোত্তম বিষ্ণু সেখানে পঞ্চজন এবং হয়গ্রীব নামক দানবদের বধ করে শব্দ এবং চক্র হরণ করেছিলেন।

তস্মা সানুষু রমোষু বিশালাসু গুহাসু চ।

রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততত্ততঃ ॥ ২৯

‘এই চক্রবান পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত রমণীয় এবং সুবিশাল গুহাগুলিতে রাবণসহ সীতার সন্ধান করবে।

যোজনানি চতুষষ্টিবরাহো নাম পর্বতঃ।

সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে ॥ ৩০

‘সমুদ্রের সুগভীর জলরাশির মধ্যে বরুণদেবের আলয়ে সুবর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট চৌষষ্টি যোজনব্যাপী বরাহ নামক পর্বত অবস্থিত।

তত্র প্রাগ্জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।

যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥ ৩১

‘সেখানে প্রাগ্জ্যোতিষ নামে সুবর্ণময় নগর ;

যেখানে নরক নামে দুরাত্মা দানবের বাস।

তত্র সানুষু রমোষু বিশালাসু গুহাসু চ।

রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততত্ততঃ ॥ ৩২

‘সেই পর্বতের রমণীয় সানুদেশে এবং সুবিশাল গুহাসমূহে সীতাসহ রাবণের অনুসন্ধান করবে।

তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং কাঞ্চনান্নরদর্শনম্।

পর্বতঃ সর্বসৌবর্ণো ধারাপ্রসবপায়ুতঃ ॥ ৩৩

‘মধ্যভাগ সুবর্ণমণ্ডিত, সেই পর্বতশ্রেষ্ঠ বরাহকে অতিক্রম করে দেখবে সম্পূর্ণ সুবর্ণমণ্ডিত এবং দশসহস্র বর্ণাধারাবিশিষ্ট এক পর্বত।

তং গজাশ্চ বরাহাশ্চ সিংহা ব্যাঘ্রাশ্চ সর্বতঃ।

অভিগর্জন্তি সততং তেন শব্দেন দর্পিতাঃ ॥ ৩৪

‘সেখানে দর্পণ হাতী, সিংহ, বাঘ এবং শূকরের গর্জনে চতুর্দিকে সর্বদা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

যস্মিন্ হরিহয়ঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পাক্ষ্যাসনঃ।

অভিযুক্তঃ সুরৈঃ রাজা মেঘো নাম স পর্বতঃ ॥ ৩৫

‘মেঘ নামক সেই পর্বতে দেবতারা হরিং বর্ণের

<sup>(১)</sup> ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম।

<sup>(২)</sup> দীর্ঘক।

অশ্ববিশিষ্ট শ্রীমান পাকশাসন ইত্যাকৈ বাজা পদে প্রতিষ্ঠিত  
করেছিলেন।

তমতিক্ষমা শৈলোজঃ মহেন্দ্রপরিপালিতম্।  
যয়িঃ গিরি সহস্রাণি কাঞ্চনানি গমিশাণা ॥ ৩৬  
ভরুণাদিত্যবর্ণানি স্বাক্ষমানানি সর্বতঃ।  
জাতরূপমযৈর্হকৈঃ শোভিতানি সুবর্ণিতৈঃ ॥ ৩৭

‘দেববাজ ইত্যেব পরিপালিত গিরিবাজ মেঘকে  
অতিক্রম কবে দেখবে ঘাট হাজার সুবর্ণময় পর্বত।  
সমস্ত দিক থেকেই সেখানে নবোদিত সূর্যের ন্যায়  
সৌন্দর্যমান, সুন্দর পুষ্পসমৃদ্ধ সুবর্ণময় বৃক্ষ দ্বারা সেই  
স্থান সুশোভিত।

তেষাং মধ্যে হিতো রাজা মেরুশ্রেষ্ঠমপর্বতঃ।  
জাদিতোন প্রসয়েন শৈলো দত্তবরঃ পুরা ॥ ৩৮  
তেনৈবমুক্তঃ শৈলোজঃ সর্ব বে স্বদাপ্রয়াঃ।  
মহাপ্রসাদাৎ তবিষাণ্ডি দিবা রাত্রৌ চ কাঞ্চনাঃ ॥ ৩৯  
ত্বয়ি যে চানি বৎসান্তি দেবগজ্বর্দনবাঃ।  
তে তবিষাণ্ডি ভক্তান্ত প্রভয়া কাঞ্চনপ্রভাঃ ॥ ৪০

‘তাদের মধ্যে বিরাজমান হলেন পর্বতরাজ  
গিরিশ্রেষ্ঠ মেরু নামক শৈল, যাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে  
প্রাচীনকালে সূর্যদেব বর প্রদান করেছিলেন। তিনি  
গিরিরাজকে বলেছিলেন “আমার আশীর্বাদে  
দিবারাত্র্যাবাপী তোমাকে আশ্রয়-গ্রহণকারী সকলে সুবর্ণময়  
হবে। দেবতা, গন্ধর্ব, দানব যাঁরাই তোমাতে বাস করবেন  
তাঁরাই স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল কান্তিমান হবেন এবং আমার  
ভক্ত হবেন।”

বিশ্বেদেবান্ত বসবো মরুতশ্চ দিবৌকসঃ।  
আগতা পশ্চিমাঃ সক্ষাঃ মেরুমুত্তমপর্বতম্ ॥ ৪১  
আদিত্যমুপতিষ্ঠতি তৈশ্চ সূর্যোহভিপূজিতঃ।  
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানামন্তঃ গচ্ছতি পর্বতম্ ॥ ৪২

‘বিশ্বদেবগণ, বসুগণ, মরুৎগণ এবং অন্যান্য  
দেবতার যাঁরা দিবাবসানে সায়ংকালে সর্বোত্তম এই মেরু  
পর্বতে এসে সূর্যদেবের পূজা করেন তাঁদের দ্বারা  
উত্তমরূপে পূজিত হয়ে তিনি সকল প্রাণীর নিকট অদৃশ্য  
হয়ে এই পর্বতে অন্ত যান।

যোজনানাং সহস্রাণি দশ তানি দিবাকরঃ।  
মুহূর্তার্ধেন তং শীঘ্রমভিগাতি শিলোচ্চয়ম্ ॥ ৪৩  
‘মেরু পর্বত থেকে অন্তাচল পর্বতের দূরত্ব দশ সহস্র

যোজন। কিন্তু সূর্যদেব সেই প্রান্তরাকীর্ণ পর্বতসঙ্কুল  
অর্ধমুহূর্তেই অতিক্রম করেন।

শূদ্রে তস্য মহদিনাং তদনাং সূর্যসন্নিভঃ।  
প্রাসাদগণসম্মাণঃ বিহিতঃ নিম্বকর্ণঃ ॥ ৪৪

‘সেই পর্বতে নিম্বকর্ণা নির্মিত সূর্যতুলা উপক  
সূরিশাল বিদ্য ভবন। এই ভবন বহু প্রাসাদ সমন্বিত,  
শোভিতঃ তরুভির্শিষ্টৈর্নৈনাশকিসমাসুতৈঃ।

নিকতঃ পাশহস্তস্য নরুণস্য মহায়নঃ ॥ ৪৫

‘পাশহস্ত মহায়া নরুণের সেই বাসভূমি নামক  
গন্ধর্বাভি, চিত্র এবং পক্ষিকুল দ্বারা সুসজ্জিত।

অন্তরা মেরুমন্তঃ চ তালো দশশিরা মহান।  
জাতরূপময়াঃ শ্রীমান স্বাক্ষতে চিত্রকেনিকাঃ ॥ ৪৬

‘এই মেরুপর্বত এবং অন্তাচল পর্বতের মধ্যে একটি  
সুদৃশ্য বেদির উপরে একটি সুবর্ণময় সুন্দর সূর্য  
দশমস্তকবিশিষ্ট তালগাছ অবস্থিত।

তেষু সর্বেষু দুর্গেষু সরসু চ পরিংসু চ  
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মর্গিতবাহুসহঃ ॥ ৪৭

‘সেই স্থানের সমস্ত দুর্গ অঞ্চলগুলিতে, সরস  
এবং নদীতে বৈদেহী সীতাসহ রাবণকে তর তর করে  
অনুসন্ধান করবে।

যত্র তিষ্ঠতি ধর্মজন্তুপসা হেন তবিতঃ  
মেরুসাবর্ণিরিতোষ খ্যাতো বৈ ব্রহ্মণা সমঃ ॥ ৪৮

‘সেই মেরু পর্বতে মেরুসাবর্ণি নামে ধর্মজন্তু  
করেন। তিনি তপস্যার দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার স্ত  
শক্তিমান।

প্রষ্টব্যো মেরুসাবর্ণির্মহর্ষিঃ সূর্যসন্নিভঃ।  
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ প্রবৃত্তিঃ মৈথিলীঃ প্রতি ॥ ৪৯

‘ভূমিতে মস্তক স্থাপনপূর্বক সূর্যতুলা ভেঙ্গী হয়ে  
মেরুসাবর্ণিকে প্রণাম জানিয়ে মৈথিলী সীতার সন্ধান  
করবে।

এতাবজ্জীবলোকসা ভাঙ্করো রজনীকরো।  
কৃদ্ধা বিতিমিরং সর্বমন্তঃ গচ্ছতি পর্বতম্ ॥ ৫০

‘রাত্রির অবসানে সূর্যদেব উদিত হয়ে সস্ত  
জীবলোকের অন্ধকার বিনাশ করে এই পর্বতেই অস্ত য  
এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যঃ গম্বঃ বানরগুপ্তাঃ।  
অভাঙ্করমমর্যাদং ন জানীমন্তঃ পরম্ ॥ ৫১

‘হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! বানবেরা এই পর্বতই যে  
যোজনানাং সহস্রাণি দশ তানি দিবাকরঃ।  
মুহূর্তার্ধেন তং শীঘ্রমভিগাতি শিলোচ্চয়ম্ ॥ ৫২

‘মেরু পর্বত থেকে অন্তাচল পর্বতের দূরত্ব দশ সহস্র

যোজন। কিন্তু সূর্যদেব সেই প্রান্তরাকীর্ণ পর্বতসঙ্কুল  
অর্ধমুহূর্তেই অতিক্রম করেন।

শূদ্রে তস্য মহদিনাং তদনাং সূর্যসন্নিভঃ।  
প্রাসাদগণসম্মাণঃ বিহিতঃ নিম্বকর্ণঃ ॥ ৫৩

‘সেই পর্বতে নিম্বকর্ণা নির্মিত সূর্যতুলা উপক  
সূরিশাল বিদ্য ভবন। এই ভবন বহু প্রাসাদ সমন্বিত,  
শোভিতঃ তরুভির্শিষ্টৈর্নৈনাশকিসমাসুতৈঃ।

নিকতঃ পাশহস্তস্য নরুণস্য মহায়নঃ ॥ ৫৪

‘পাশহস্ত মহায়া নরুণের সেই বাসভূমি নামক  
গন্ধর্বাভি, চিত্র এবং পক্ষিকুল দ্বারা সুসজ্জিত।

অন্তরা মেরুমন্তঃ চ তালো দশশিরা মহান।  
জাতরূপময়াঃ শ্রীমান স্বাক্ষতে চিত্রকেনিকাঃ ॥ ৫৫

‘এই মেরুপর্বত এবং অন্তাচল পর্বতের মধ্যে একটি  
সুদৃশ্য বেদির উপরে একটি সুবর্ণময় সুন্দর সূর্য  
দশমস্তকবিশিষ্ট তালগাছ অবস্থিত।

তেষু সর্বেষু দুর্গেষু সরসু চ পরিংসু চ  
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মর্গিতবাহুসহঃ ॥ ৫৬

‘সেই স্থানের সমস্ত দুর্গ অঞ্চলগুলিতে, সরস  
এবং নদীতে বৈদেহী সীতাসহ রাবণকে তর তর করে  
অনুসন্ধান করবে।

যত্র তিষ্ঠতি ধর্মজন্তুপসা হেন তবিতঃ  
মেরুসাবর্ণিরিতোষ খ্যাতো বৈ ব্রহ্মণা সমঃ ॥ ৫৭

‘সেই মেরু পর্বতে মেরুসাবর্ণি নামে ধর্মজন্তু  
করেন। তিনি তপস্যার দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার স্ত  
শক্তিমান।

প্রষ্টব্যো মেরুসাবর্ণির্মহর্ষিঃ সূর্যসন্নিভঃ।  
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ প্রবৃত্তিঃ মৈথিলীঃ প্রতি ॥ ৫৮

‘ভূমিতে মস্তক স্থাপনপূর্বক সূর্যতুলা ভেঙ্গী হয়ে  
মেরুসাবর্ণিকে প্রণাম জানিয়ে মৈথিলী সীতার সন্ধান  
করবে।

এতাবজ্জীবলোকসা ভাঙ্করো রজনীকরো।  
কৃদ্ধা বিতিমিরং সর্বমন্তঃ গচ্ছতি পর্বতম্ ॥ ৫৯

‘রাত্রির অবসানে সূর্যদেব উদিত হয়ে সস্ত  
জীবলোকের অন্ধকার বিনাশ করে এই পর্বতেই অস্ত য  
এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যঃ গম্বঃ বানরগুপ্তাঃ।  
অভাঙ্করমমর্যাদং ন জানীমন্তঃ পরম্ ॥ ৬০

‘হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! বানবেরা এই পর্বতই যে



যতঃ। এরূপে সূর্যের প্রকাশ নেই, কোনো দেশের সীমা  
ওই স্থানের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

৪২। তুমি হু বৈদেহীঃ নিলয়ঃ ব্রাহ্মণস্য চ।

৪৩। পর্বতমালায়া পূর্ণে মাসে নিবর্ততঃ॥ ৫২

‘অত্ৰাচলং গিয়ে তোমরা সীতের সংবাদ এবং  
জন্মের নিবাসস্থল সম্পর্কে জেনে এক মাস পূর্ণ হলেই  
প্রত্যাবর্তন করবে।

৪৪। মাসায় বস্ত্রব্যঃ বসন্ বথো ভবেদম্।

৪৫। শূরো যুস্মাতিঃ শূরো মে গমিষ্যতি॥ ৫৩

‘এক মাসের অধিক কাল তোমরা অতিক্রম করবে  
না। যদি অতিক্রম করা তাহলে আমি তোমাদের বধ করব।  
তোমাদের সত্তাই আমার স্বশুরমশায় বীর সুশেষও  
হবেন।

৪৬। সর্বমেতস্য ভবদ্বির্দিকারিতিঃ।

৪৭। মহাবাহঃ শূরো মে মহাবলঃ॥ ৫৪

‘অমর এই স্বশুরমশায়, আমার গুরুজন। ইনি  
হেবীর এবং মহাশক্তিশালী। তোমরা সকলেই এর কথা  
কনবে। তাঁর আজ্ঞাধীন হয়েই তোমরা চলবে।

৪৮। সর্বত্র বিক্রান্তঃ প্রমাণঃ সর্ব এব হি।

৪৯। ব্রহ্মহনঃ সংস্থাপ্য পশাঙ্কঃ পশ্চিমাং দিশম্॥ ৫৫

‘তোমরা সকলেই মহাপরাক্রমী, তাব প্রমাণও  
আছে ; তথাপি পশ্চিম দিকে অনুসন্ধান করে নিজেদের  
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করো।

৫০। দৃষ্টয়াং তু নরেন্দ্রস্য পশ্চাদ্ভিত্তেভঙ্গঃ।

৫১। কৃতকৃত্য ভবিষ্যামঃ কৃতস্য পতিকর্মণাঃ॥ ৫৬

‘অমিত ভেদনম্পর নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের পত্নীর  
সন্ধানদানের মাধ্যমে আমরা উপকারীর প্রতাপকার করে  
কৃতকৃত্য হব।

৫২। অতোহন্যনপি বৎকার্যঃ কার্যস্যাস্য প্রিয়ঃ ভবেৎ।

৫৩। সম্প্রদার্য ভবতিষ্ঠ দেশকালার্থসংহিতম্॥ ৫৭

‘অতএব এই কার্যের জন্য যা করণীয় এবং যা  
অনুকূল হবে তা দেশকাল বিবেচনাপূর্বক তোমরা  
করবে।’

৫৪। সুশেষপ্রমুখাঃ প্রবলাঃ

৫৫। সুগ্রীববাক্যঃ নিপুণঃ দিশব্য।

৫৬। আমন্ত্র্য সর্বে প্রবগাদিপি তে

৫৭। জঘৃদিশং তাং বরুণাতিগুপ্তাম্॥ ৫৮

সুগ্রীবের এই কথাগুলি ভালোভাবে শুনে সুশেষ  
প্রভৃতি বানবীরগণ বানররাজের অনুমতি নিয়ে বরুণ  
শাসিত পশ্চিম দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ইত্যর্বেশ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বরিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বরিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

### ত্রিচত্বরিংশঃ সর্গঃ (৪৩)

সুগ্রীবের উত্তর দিকে অবস্থিত স্থানের পরিচয় নিয়ে শতবলি আদি বানরদের সেইদিকে প্রেরণ

৪২। সন্নিধ্য সুগ্রীবাঃ শূরঃ পশ্চিমাং দিশম্।

৪৩। শতবলিঃ নাম বানরঃ বানরেশ্বরঃ॥ ১

৪৪। রাজা সর্বত্রঃ সর্ববানরসত্তমঃ।

৪৫। ব্রহ্মহনিতং চেব রামস্য চ হিতং তদা॥ ২

‘তাঁর স্বশুর সুশেষকে পশ্চিম দিকে প্রেরণ করে,  
শ্রী বীর বানর তথা বানর দলপতি শতবলিকে  
বললেন—‘হে সর্বত্র ! আপনি সকল বানরদের মধ্যে  
সর্বোৎকৃষ্ট ; আপনার আত্মহিতের জন্য তথা শ্রীরামচন্দ্রের  
ইচ্ছানুসারে যা বলছি তা শুনুন।

৪৬। শতসহস্রেশ দ্বিধানাং বনৌকসাম্।

৪৭। বৈবহতসূতৈঃ সার্বঃ প্রবিত্তঃ সর্বমজ্জিতঃ॥ ৩

৪৮। দিশং ঘর্দীচীং বিক্রান্ত হিমশৈলাবতঃসিকাম্।

৪৯। সর্বতঃ পরিমার্গম্বাঃ রামপত্নীং বশহিনীম্॥ ৪

‘আপনার মতো এক লাখ বনবাসী বানর তথা  
যমরাজের পুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং মহাদেবের সঙ্গে  
নিম্নে এই উত্তর দিকে আপনি প্রবেশ করুন।

৫০। অস্মিন্ কার্বে বিনির্বৃত্তে কৃত্যে দামরথঃ প্রিয়ে।

৫১। কণাভূতা ভবিষ্যামঃ কৃত্যার্থবিদাঃ বরাঃ॥ ৫



‘হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! কৃতার্থ শব্দের অর্থ তোমরা জানো। দশরথনন্দন শ্রীরামের এই প্রিয় কার্য সম্পন্ন করে আমরা খণ্ডমুক্ত হব।

কৃতং হি প্রিয়মস্ম্যকং রাঘবেশ মহারানা।

তস্য চেৎপ্রতিকারোহস্তি সফলং জীবিতং ভবেৎ॥ ৬

‘মহাত্মা রামচন্দ্র আমাদের প্রিয় কার্য সাধন করেছেন। যদি আমরা তাঁর কোনো প্রত্যাশা করতে পারি তাহলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে।

অর্থিনঃ কার্যনিবৃত্তিমকর্তৃরপি যশচরেৎ।

তস্য স্যাৎ সফলং জন্ম কিং পুনঃ পূর্বকারিণঃ॥ ৭

‘যিনি পূর্বোপকারী নন, তিনিও যদি অর্থী হয়ে আসেন, তাহলে যিনি তাঁর কার্য সিদ্ধ করেন, তাঁর জীবন সফল হয়। আর পূর্বোপকারীর প্রত্যাশা করতে পারে যে সফলতা আসে সে সম্পর্কে অধিক কী বলব ?

এতাং বুদ্ধিং সমাহায় দৃশ্যতে জানকী যথা।

তথা ভবন্তিঃ কর্তব্যমস্মৎ প্রিয়হিতৈষিভিঃ। ৮

‘আমার প্রিয় এবং হিতকারী বানরগণ ! এই বিচারকে আশ্রয় করে যাতে জানকীর সন্ধান লাভ করা যায় তার অনুষ্ঠান করাই তোমাদের কর্তব্য।

অয়ং হি সর্বভূতানাং মানসে নরসত্তমঃ।

অস্ম্যসু চ গতঃ প্রীতিঃ রামঃ পরপূরঞ্জয়ঃ॥ ৯

‘শত্রুপূরী বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র আমাদের প্রতি প্রীতি-পরায়ণ। ইনি নরশ্রেষ্ঠ তথা সকল প্রাণীর নিকট সম্মাননীয়, ইমানি বহুদুর্গাপি নদ্যঃ শৈলাস্তরাপি চ।

ভবন্তঃ পরিমার্গস্ত বুদ্ধিবিহীনমসম্পদা॥ ১০

‘তোমাদের বুদ্ধি এবং পরাক্রমকে কাজে লাগিয়ে এই সমস্ত অতি দুর্গম অঞ্চলে, পর্বতে, নদীতে এবং নদী তীরে সীতার সন্ধান করো।

তত্র শ্রেষ্ঠান্ পুলিন্দাংশ্চ শূরসেনাংশ্চৈব চ।

প্রহলান্ ভরতাংশ্চৈব কুরূংশ্চ সহ মদ্রকৈঃ॥ ১১

কাছোজ্যবনাংশ্চৈব শকানাং পত্তনানি চ।

অধীক্ষ্য দরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিহ্নত॥ ১২

‘উত্তরে শ্রেষ্ঠদেশ, পুলিন্দদেশ, শূরসেন, প্রহল, ভরত, কুরূ, মদ্র, কছোজ, যবন এবং শকদের বাসভূমি — এই সমস্ত দেশে ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দরদদেশ এবং হিমালয় পর্বতেও সন্ধানকার্য চালিয়ে যাবে।

লোহপদ্মকথেষু দেবদারুবনেষু চ।

রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতবাস্তবতঃ॥ ১৩

‘হিমালয়ে লোহ এবং পদ্মের ঝোপকাড়ে স দেবদারু বৃক্ষের বনে রাবণসহ বৈদেহীর অনুসন্ধান করবে।

ততঃ সোমাপ্রমং গঙ্গা দেবগন্ধর্বসেবিতম্।

কালং নাম মহাসানুং পর্বতং তং গমিষ্যামঃ॥ ১৪

‘অনন্তর দেবতা ও গন্ধর্বসেবিত সোমাপ্রম শিখর থেকে সুউচ্চ শিখরবিশিষ্ট কাল নামক পর্বতের দিকে

মহৎসু তস্য শৈলেষু পর্বতেষু গৃহ্যসু চ।

বিচিহ্নত মহাভাগাং রামপত্নীমনিবিতান্॥ ১৫

‘সেই পর্বতের আশেপাশে অবস্থিত অপেক্ষা

হোট বড় পর্বতগুলিতে তথা অন্যান্য গুহাগুলিতে বহু

অনিদিতা মহাভাগা সীতার অন্বেষণ করবে।

তমতিক্রম্য শৈলেভ্যং হেমগর্ভং মহাগিরি

ততঃ সুদর্শনং নাম পর্বতং গচ্ছমঃ॥ ১৬

‘এই স্বর্ণখনিবিশিষ্ট কাল নামক মহাগিরি অতিক্রম করে সুদর্শন নামক মহান পর্বতে চলে যাবে।

ততো দেবসংখ্যো নাম পর্বতঃ পতঙ্গালঃ

নানাপক্ষিসমাকীর্ণো বিবিধক্রমভূমিতঃ॥ ১৭

‘অনন্তর পাখিদের নিবাসস্থল দেবসংখ্য নামক পর্বত

যাবে। সেই পর্বত নানাবিধ বৃক্ষের দ্বারা ভূষিত। সেখানে

নানারকম পাখির বাস।

তস্য কাননখণ্ডেষু নির্ঝরেষু গৃহ্যসু চ

রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতবাস্তবতঃ॥ ১৮

‘এই বনসমূহে, ঝর্ণা এবং গুহাগুলিতে রাবণ

সীতাকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করবে।

তমতিক্রম্য চাক্ষুশং সর্বতঃ শতযোজনম্।

অপর্বতনদীবৃক্ষং সর্বসত্ত্ববিবর্জিতম্॥ ১৯

‘এই পাহাড় অতিক্রম করে পাবে শতযোজন বর্গ

এক সুমহান প্রান্তর। পর্বতহীন, নদীহীন, বৃক্ষহীন

স্থানে কোনো প্রাণীর দেখা মেলে না।

তত্র শীঘ্রমতিক্রম্য কাক্সরং রোমহর্ষক

কৈলাসং পাণ্ডুরং প্রাপ্য হৃষ্টা যুগং ভবিষ্যৎ॥ ২০

‘রোমহর্ষক সেই প্রান্তর শীঘ্র অতিক্রম করে তেজ

শ্বেতবর্ণের কৈলাস পর্বতকে দেখে আনন্দিত হবে।

তত্র পাণ্ডুরমেঘাভঃ জাহ্নবদপরিবৃত্তম্

কুবেরভবনং রম্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মা॥ ২১

‘সেইখানে বিশ্বকর্মা

এই প্রাসাদটি শুভ্রমৈদবর্ণ

বিশাল নলিনী যন্ত্র

হংসকারণবাকীর্ণা

‘সেই ভবনে প্রভূত

মীলপদ্ম)শোভিত সুবিশাল

সরোবরে জলক্রীড়া করে।

পক্ষীদের বাসস্থান।

তত্র বৈশ্রবলো রাজ

বনলো রমতে শ্রীমান

‘সেখানে বিশ্ববা যুগ

বজ্র কুবের যিনি সর্বলো

ক্রী গৃহ্যক নামক উপদে

করেন।

তস্য চক্রনিকেশেষু

রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা

‘সেই স্থানে অবস্থি

এবং গুহাগুলিতে রাবণসহ

করবে

ক্রৌঞ্চঃ তু গিরিমাঙ্গাদ

অশ্রমৈঃ প্রবেষ্টবাং দুস্ত

‘এই পর্বতের প

গুহাগুলি অতি দুর্গম। সেই

তোমরা প্রবেশ করবে ; ক

বঠন।

কস্মি হি মহাত্মান

বৈবরজার্থিতাঃ সমাগ্

‘সেই গুহাগুলি সু

নিবাসভূমি, দেবতুল্য সেই

সমাক্রান্তে পূজিত হন।

কৌঞ্চস্য তু গুহাশচান্যাঃ

নির্দ্রাস্ত

‘এই নিতহ্রাস্ত

সানুদেশসমূহ, শিখরগুলি ত

পর্বতের নিতহ্রদেশ (চালু

ভালোভাবে অনুসন্ধান করবে

অবশ্যঃ কামশৈলং চ

ন গতিত্বং ভূতানাং দেব

১৩ কামদেব মদনৈব তপস

সেইখানে বিশ্বকর্মা নির্মিত রমণীয় কুণ্ডের ভবন।

এই প্রাসাদটি শুভ্রমেঘবর্ণবিশিষ্ট এবং সুবর্ণভূষিত।

বিশালা নলিনী যত্র প্রভূতকমলোৎপল্য।

হংসকারণবাকীর্ণা অঙ্গরোগগণসেবিতা ॥ ২২

সেই ভবনে প্রভূত কমল এবং উৎপল (লালপদ্ম ও সাদাপদ্ম) শোভিত সুবিশাল সরোবর। অঙ্গবাগণ সেই সরোবরে জলক্রীড়া করে। সেটি হল হংস ও কাবণ্ডব পক্ষীদের বাসস্থান।

তত্র বৈশ্রবলো রাজা সর্বলোকনমস্কৃতঃ

বনদো রমতে শ্রীমান্ গুহ্যকৈঃ সহ যক্ষরাট্ ॥ ২৩

সেখানে বিশ্ববা মুনির পুত্র যক্ষদের প্রভু শ্রীমান রাজা কুণ্ডের যিনি সর্বলোকের নমস্কা, সকলের মনদাতা তিনি গুহ্যক নামক উপদেবতাদের সঙ্গে সেখানে বিহার করেন।

তস্য চন্দ্রনিকশেষু পর্বতেষু গুহ্যসু চ।

রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতবাস্ততত্ততঃ ॥ ২৪

সেই স্থানে অবস্থিত চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল পর্বতগুলি এবং গুহ্যগুলিতে রাবণসহ বৈদেহীকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করবে।

ক্রৌঞ্চঃ তু গিরিমাঙ্গাদ্য বিলং তস্য সুদুর্গমম্।

অগ্রমবৈঃ প্রবেষ্টবাং দুস্ত্রপ্রবেশং হি তৎ স্মৃতম্ ॥ ২৫

এই পর্বতের পরে পাবে ক্রৌঞ্চগিরি, যার গুহ্যগুলি অতি দুর্গম। সেই গুহ্যগুলিতে অত্যন্ত সাবধানে তোমরা প্রবেশ করবে ; কারণ সেখানে প্রবেশ করা খুব কঠিন।

কস্মি হি মহাত্মানস্তত্র সূর্যসমপ্রভাঃ।

দেবৈরভ্যর্ষিতাঃ সমাণ্ দেবরূপা মহর্ষয়াঃ ॥ ২৬

সেই গুহ্যগুলি সূর্যতুল্য তেজস্বী মহাত্মাদের নিবাসভূমি। দেবতুল্য সেই মহর্ষিগণ দেবতাদের দ্বারাও সমাক্রান্তে পূজিত হন।

কৌঞ্চস্য তু গুহ্যচ্চান্যঃ সানুনি শিখরাণি চ।

নির্মলান্চ নিতম্বান্চ বিচেতন্যাতত্ততঃ ॥ ২৭

এই ক্রৌঞ্চগিরির অন্যান্য গুহ্যগুলি, সানুদেশসমূহ, শিখরগুলি তথা পর্বতস্থ বিবরগুলি এবং পর্বতের নিতম্বদেশ (জলু প্রদেশ) সমূহ সর্বত্র খুব ভালোভাবে অনুসন্ধান করবে।

অন্যঃ কামশৈলঃ চ মানসং বিহগালয়ম্।

ন পতিস্তত্র ভূতানাং দেবানাং ন চ রক্ষসাম্ ॥ ২৮

কামদেব মদনের তপস্যাভূমি।

এরপরে বৃক্ষহীন কামশৈল<sup>(১)</sup> পক্ষীনিবাসভূমি মানস নামক পর্বত। যেখানে ভূতগণ, দেবতাগণ এবং বায়ুসেবাও গমন করতে অক্ষম।

স চ সর্ষের্বচেতন্যঃ সমানুপ্রহৃৎসবঃ।

ক্রৌঞ্চঃ গিরিমতিক্রমা মৈনাকো নাম পর্বতঃ ॥ ২৯

সেই পর্বতের সানুদেশসহ নিকটস্থ সমতলভূমিতে তোমরা সন্ধানকার্য চালাবে। এই ক্রৌঞ্চগিরি অতিক্রম করে পাবে মৈনাক পর্বত।

ময়স্য ভবনং তত্র দানবস্য স্বয়ংকৃতম্।

মৈনাকস্ত্র বিচেতন্যঃ সমানুপ্রহৃৎসবঃ ॥ ৩০

সেইখানে ময় নামক দানবের সুনির্মিত ভবন রয়েছে। এই মৈনাক পর্বতের সানুদেশসহ গিরিকন্দরগুলি তোমরা ভালোভাবে অনুসন্ধান করবে।

দ্রীণামশ্রুত্বীনাং তু নিকটস্তত্র তত্র তু।

তং দেশং সমতিক্রমা আশ্রমং সিদ্ধসেবিতম্ ॥ ৩১

ওই স্থান অশ্বের মতো নুপবিশিষ্টা স্থানলোকদের (কিন্নরীদের) বাসভূমি। এই দেশ অতিক্রম করে পাবে সিদ্ধগণসেবিত আশ্রম।

সিদ্ধা বৈখানসা যত্র বালখিল্যাস্ত তাপসাঃ।

বন্দিতব্যাত্ততঃ সিদ্ধান্তপসা বীতকল্যাণাঃ ॥ ৩২

প্রষ্টব্যা চাবি সীতামাঃ প্রবৃত্তির্বিনয়াদ্বিতৈঃ।

সিদ্ধদের সঙ্গে সেইখানে বৈখানস তথা বালখিল্য নামক তপস্বীদের বাস। তপস্যার প্রভাবে পাপমুক্ত সেই সিদ্ধ তপস্বীদের তোমরা বন্দনা করবে এবং বিনীতভাবে তাঁদের কাছে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করবে।

হেমপুত্রসংহমঃ তত্র বৈখানসঃ সরঃ ॥ ৩৩

তরুণাদিত্যসংকাশৈর্হংসৈর্বিচরিতঃ শুভৈঃ।

এই আশ্রমের নিকটে স্বর্ণতুল্য পদ্মফুলে আচ্ছাদিত বৈখানস নামক সরোবর আছে। যেখানে বিচরণ করছে নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সুন্দর হংসরাজি।

ঔপবাহ্যঃ কুণ্ডেরস্য সার্বভৌম ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৪

গজঃ পর্গেতি তং দেশং সদা সহ করেণুভিঃ।

সার্বভৌম নামে প্রসিদ্ধ কুণ্ডেরের বাহন হস্তী তার সন্ধিনী অন্যান্য হস্তিনীদের নিয়ে সেইখানে বিচরণ করে।

তৎ সরঃ সমতিক্রম্য নষ্টচন্দ্রদ্বাকরম্।

অনক্ষত্রগণং বোম নিষ্পয়োদমনাদিতম্ ॥ ৩৫

সেই সরোবর অতিক্রম করে তোমরা সূর্যচন্দ্রহীন







সকলেই যুবতী স্ত্রীদের সঙ্গে বসবাস করেন।

গীতবাদিনির্ঘোষঃ সোৎকৃষ্টহসিতখনঃ।

প্রভতে সততং তত্র সর্বভূতমনোরমঃ ॥ ৫১

‘সকল প্রাণীর মনে আনন্দসৃষ্টিকারী পরিশীলিত  
হাস্যনিযুক্ত মধুর গীতবাদ্য ধ্বনি সেখানে শোনা যায়।

এই নামুদিতঃ কচ্ছিন্নাত্র কচ্ছিদসংপ্রিয়ঃ

জ্ঞানহানি বর্ষস্তে গুণান্তত্র মনোরমঃ ॥ ৫২

‘মনোরম গুণগুলি সেখানে প্রতিদিনই বৃদ্ধি লাভ  
করে। সেখানে কেউ অপ্রসন্ন থাকেন না, কেউ অসদাচার  
কিন্তু হন না।

সমতিক্রম্য তং দেশমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।

তত্র সোমগিরির্নাম মম্বো হেমময়ো মহান ॥ ৫৩

‘সেই দেশ অতিক্রম করে দেববো উত্তর দিকবর্তী  
সমুদ্র। সেই সমুদ্রের মধ্যে সোমগিরি নামক সুবর্ণময়,  
মহান পর্বত।

ইন্দ্রলোকগতা যে চ ব্রহ্মলোকগতা চ যে।

দেবোত্তরঃ সমবেক্ষস্তে গিরিরাজং দিবং গতাঃ ॥ ৫৪

‘যারা স্বর্গলোকে গমন করেছেন তথা ইন্দ্রলোক  
এবং ব্রহ্মলোকে অবস্থানরত দেবতারা গিরিরাজ  
সোমগিরিকে দর্শন করেন।

ন তু দেশো বিশ্বর্ঘোহপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।

স্বর্ণলক্ষ্ম্যভিজ্জেরস্তপতেব বিবহতা ॥ ৫৫

‘সেই দেশ সূর্যরহিত হয়েও পর্বতের প্রভাষ  
উদ্ভাসিত। তপ্ত সূর্যকিরণ দ্বারা প্রকাশিত দেশের মতেই  
সেই দেশ শোভিত হচ্ছে।

তস্বাংস্তত্র বিশ্বাত্মা শম্বুরেকাদশাস্তকঃ।

ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরिवারিতঃ ॥ ৫৬

‘সেই দেশে বিশ্বাত্মা ভগবান বিষ্ণু, একাদশ রুদ্র  
রূপে প্রকাশিত ভগবান শংকর, ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা  
পরিবেষ্টিত দেবেশ্বর ব্রহ্মা বাস করেন।

ন কথংন গন্তব্যং কুরুণামুত্তরেশ বঃ।

অন্যোহামপি ভূতানাং নানুক্রামতি বৈ গতিঃ ॥ ৫৭

‘উত্তর কুরুদেশের পরে তোমাদের আর গন্তব্য  
নেই। তোমাদের মতো অন্যান্য প্রাণীরাও এরপরে আর

যেতে পারে না।

স হি সোমগিরির্নাম দেবানামপি দুর্গমঃ।

তমালোকা ততঃ ক্ষিপ্ৰমুপাবর্তিতুমর্হথ ॥ ৫৮

‘সোমগিরি নামক সেই পর্বত দেবতাদের পক্ষেও  
দুর্গম। সেই পর্বত দর্শনমাত্রই তোমরা নীচ প্রত্যাবর্তন  
করবে।

এতাবদ্ বানরৈঃ শকাং গম্ভঃ বানরপুজবাঃ।

অভাক্করমমর্যাদং ন জানীমন্ততঃ পরম্ ॥ ৫৯

‘হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! বানবোরা এই পর্যন্তই যেতে  
পারে। তারপরে সূর্যহীন, সীমাহীন সেই দেশের কথা  
আমিও জানি না।

সর্বমেতদ্ বিচেতব্যং যথ্যয়া পরিকীর্তিতম্।

যদন্যদপি নোক্তং চ তত্রাপি ক্রিয়তাং মতিঃ ॥ ৬০

‘আমি যে সব দেশের কথা বললাম সেই সব দেশে  
তোমরা সন্ধান করবে। আর যেসব দেশের কথা বলিনি  
সেই জ্ঞানগুলিতেও তোমরা অনুসন্ধান করবে।

ততঃ কৃতং দাশরথের্মহৎ প্রিয়ং

মহৎ প্রিয়ং চাপি ততো যম প্রিয়ম্।

কৃতং ভবিষ্যতানিলানলোপমা

বিদেহজাদর্শনজেন কর্মণা ॥ ৬১

‘বায়ু এবং অগ্নিতুল্য বলবান ও তেজস্বী বানরগণ !  
বিদেহ রাজকুমারী সীতার অনুসন্ধানের জন্য তোমরা যে  
কাজ করবে তা যেমন দশরথনন্দন শ্রীরামের অতি প্রিয়  
কার্যসাধন হবে, তেমনি আমারও অত্যন্ত প্রিয় কর্মের  
অনুষ্ঠান তোমরা করবে।

ততঃ কৃতার্থাঃ সহিতাঃ সবাঙ্কবা

ময়ার্চিতাঃ সর্বগুণৈর্মনোরমৈঃ।

চরিতার্থোর্বী প্রতি শাস্ত্রশত্রবঃ

সহপ্রিয়া ভূতধরাঃ প্রবঙ্গমাঃ ॥ ৬২

‘হে বানরগণ ! যথাযথভাবে কার্যে সফল হয়ে  
তোমরা প্রত্যাবর্তন করলে, আমি মনোরম ভোগ্যবস্তু দ্বারা  
তোমাদের সবাঙ্কবে অর্চনা করব। অনন্তর তোমরা শত্রুহীন  
হয়ে এই পৃথিবীতে প্রাণীদের আশ্রয়দাতা হয়ে সানন্দে  
প্রিয়জনদের সঙ্গে বিচরণ করবে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামাণ্যে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিচয়ানিশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিঃ

## চতুঃসত্ত্বারিংশ সর্গ (৪৪)

শ্রীরাম কর্তৃক অঙ্গুরীয় প্রদানপূর্বক হনুমানকে প্রেরণ

বিশেষণে তু সুগ্রীবো হনুমতর্থমুক্তবান্  
স হি তন্মিন্ হরিশ্রেষ্ঠে নিশ্চিতার্থোহর্থসাধনে ॥ ১

বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব নিশ্চিতরূপে কার্যসাধনের জন্য  
(সীতা অন্বেষণ) হনুমানকে বিশেষভাবে বললেন।

অন্তরীক্ষে হনুমন্তঃ বিক্রান্তমনিলাস্কজম্  
সুগ্রীবঃ পরমপ্ৰীতঃ প্রভুঃ সর্ববনৌকসাম্ ॥ ২

সকল বানরদের প্রভু সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে,  
মহাপরাক্রমী পবনপুত্র হনুমানকে বললেন—

ন ভূমৌ নান্তরীক্ষে বা নান্নরে নামরালয়ে।  
নাঙ্কু বা গতিসঙ্গং তে পশ্যামি হরিপুঙ্গব ॥ ৩

‘হে বানরশ্রেষ্ঠ ! ভূমিতে, অন্তরীক্ষে, জলাশয়ে,  
গগনে, দেবলোকে ও পুষ্পসমৃদ্ধ এই মর্ত্যভূমিতে  
কোথাও আপনার গতিরুদ্ধ হয়েছে এমনটা দেখা  
যায় না।

সাসুরাঃ সহগন্ধর্বাঃ সনাগনরদেবতাঃ।  
বিদিতাঃ সর্বলোকাঙ্ক্রে সসাগরধরাধরাঃ ॥ ৪

‘সমুদ্র, পর্বতসহ সমগ্র পৃথিবী তথা সর্বলোক  
আপনার বিশেষভাবে জ্ঞাত। অসুর, গন্ধর্ব, নাগ, নবসহ  
দেবতাগণ সবাইকেই আপনি জানেন।

গতিবেগশ্চ তেজশ্চ লাম্ববং চ মহাকপে।  
পিতৃশ্চৈব সদৃশং বীর মারুতস্য মহৌজসঃ ॥ ৫

‘হে মহাকপি ! আপনার পিতা মহাতেজস্বী বীর  
পবনদেবের তুল্যই আপনার তেজ, গতিবেগ এবং  
লঘুত্ব।

তেজসা বাশি তে ভূতং ন সমং ভূনি বিদ্যতে।  
তদ্ যথা লভ্যতে সীতা তত্ত্বমেবানুচিন্তয় ॥ ৬

‘এই পৃথিবীতে আপনার তুল্য তেজস্বী প্রাণী আর  
কেউ নেই। অতএব কীভাবে সীতাকে লাভ করা যায় সেই  
বিষয়ে আপনি চিন্তা করুন।

জ্যোত্ব হনুমন্তস্তি বলং বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।  
দেশকালানুবৃত্তিচ্চ নয়শ্চ নয়পশিত ॥ ৭

‘হে হনুমান ! আপনি নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। একমাত্র  
আপনিই বল ও বুদ্ধিসম্পন্ন, পরাক্রমশালী। দেশ-  
কালোচিত কর্মসাধন আপনার দ্বারাই সম্ভব।’

ততঃ কার্গসমাসঙ্গমনগম্য হনুমতিঃ  
নিদিষ্টা হনুমন্তঃ চ চিত্ত্যামাস রামকঃ ॥ ৮

তাবপর কার্যসাধনে হনুমানের সক্ষমতা জেনে,  
শ্রীরাম মনে মনে হনুমানের কথা ভাবতে লাগলেন।

সর্বথা নিশ্চিতার্থোহয়ং হনুমতি হরীশ্বরঃ  
নিশ্চিতার্থতরঙ্গাপি হনুমান কার্যসাধনে ॥ ৯

বানরবাজ সুগ্রীব সর্বদা হনুমানের উপর নিশ্চিতরূপে  
আস্থাশীল। অতএব নিশ্চিতভাবেই হনুমান তার  
কার্যসাধনে সফল হবে।

তদেবং প্রসিখতসাসা পরিজ্ঞাতস্য কর্মতিঃ  
ভর্ত্তা পরিগৃহীতস্য ক্রবঃ কার্যফলোদয়ঃ ॥ ১০

কার্যের দ্বারা পরীক্ষিত এই হনুমান তার প্রভু কর্তৃক  
কর্মসাধনের জন্য গৃহীত হয়েছে, সুতরাং  
নিশ্চিতরূপেই এই কার্য ফলদায়ক হবে।

তং সমীক্ষ্য মহাতেজা ব্যবসায়োত্তরং হরিম্  
কৃতার্থ ইব সংহৃষ্টঃ প্রহটেদ্রিয়মানসঃ ॥ ১১

এইরূপ বিচার করে মহাতেজস্বী শ্রীরাম কর্মসাধনে  
উদ্যোগী হনুমানকে কৃতার্থ চিন্তে দর্শন করলেন। তাঁর  
দেহমন আনন্দিত হয়ে উঠল।

দদৌ তস্য ততঃ প্রীতঃ স্বনামাক্ষোপশোভিতম্।  
অঙ্গুরীয়মভিজ্ঞানং রাজপুত্রাঃ পরশুঃ ॥ ১২

তদনন্তর শত্রুদমনকারী রামচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে  
স্বনামাক্ষিত সুশোভিত একটি অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান কর্তৃক  
হনুমানকে দিলেন।

অনেন দ্বাং হরিশ্রেষ্ঠ চিহ্নেন জনকাজ্ঞা  
মহৎসাকাশাদনুপ্রাপ্তমনুঘিগ্ণানুপশাতি ॥ ১৩

‘বানরশ্রেষ্ঠ ! তুমি যে আমার কাছ থেকেই পিতৃ-  
এই স্মারকচিহ্ন দ্বারা জনক দুহিতা সীতা তা বুঝতে পারেন  
নিরুদ্ভিগ্ন চিন্তে তোমায় দেখবে।

বাবস্যামশ্চ তে বীর সত্ৰযুক্ত বিক্রমঃ  
সুগ্রীবস্য চ সন্দেশঃ সিদ্ধিঃ কথয়তীব মে ॥ ১৪

‘হে বীর ! তোমার উদ্যোগ, সত্বতাব, পরাক্রম  
এবং সুগ্রীবের বার্তা যেন আমাকে কনসিদ্ধির রস  
বলছে।’

স তু গুহ্য হরিশ্রেষ্ঠ  
চরনৌ  
বানরশ্রেষ্ঠ হনু  
বলেন। অনন্তর  
বনর বিরামনি প্রস  
স তু প্রকর্ষন হরি  
বভূব  
বোয়ি  
শশী  
পবনপুত্র হনু  
করলেন। মে

ইত  
মহা

স্বাচ্ছন্দ্যে সু  
সদ্যঃ সাত্বীন্দ  
অনন্তর বান  
বনরদেরকে আহ্বান  
করকে বললেন—  
হনুমন্ত  
বি  
সুপ্রশাসনঃ  
সত্য ইব সং  
‘বানরশ্রেষ্ঠগণ  
সবে যেভাবে তোম  
হনু সেই কঠোর  
স্বাধিনি করে পত  
প্রদ করল।  
সত্য প্রসবদে  
সীতাক্ষাণ্ডঃ  
সম্বপের সঙ্গে

১৫ গৃহ্য হরিশ্রেষ্ঠঃ কৃদ্ধা মূর্খি কৃতাজলিঃ।  
শিখা চরণৌ চৈব প্রস্থিতঃ প্রবগর্ষভঃ ॥ ১৫

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই অশ্রুযুগ্ম গ্রহণ করে মস্তকে  
বসলেন। অনন্তর করজোড়ে শ্রীরামের চরণবন্দনা করে  
জনর শিরোমণি প্রস্থান করলেন।

১৬ প্রকর্ষন্ হরিণাং মহদ্ বলঃ  
বজ্রব বীরঃ পবনাজ্জঃ কপিঃ।  
বোয়ি বিতক্ষমণ্ডলঃ।  
শশীষ নক্ষত্রগণেশোদ্ভিতঃ ॥ ১৬

পবনপুত্র হনুমান তখন বিশাল বানরবাহিনীকে নিয়ে  
হুতা করলেন। যেখানুতে নির্মল আকাশে নক্ষত্রসমূহের

সঙ্গে উদ্ভিত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় বানরবাহিনীর সঙ্গে হনুমান  
শোভা লাভ করলেন।

অভিবল বলমাপ্রিতস্তবাহঃ  
হরিবর বিক্রম বিক্রমৈরনয়ৈঃ।  
পবনসূতা যথাপিগমাতে সা  
জনকসূতা হনুমন্তথা কুন্ডল ॥ ১৭

তদনন্তর শ্রীরাম বললেন— 'হে পবনপুত্র হনুমান !  
তুমি মহাসলশালী, তুমি মহাবীর এবং বানরদের প্রধান।  
আমি তোমার বলকে আশ্রয় করেছি। যাতে আমি  
জনকমণ্ডিনী গীতাকে লাভ করতে পারি তুমি সেই বিষয়ে  
যত্নবান হও।'

ইত্যর্বে শ্রীমদ্বামায়েণ বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুঃচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুঃচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

### পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৪৫)

নানাদিকে গমনকারী বানরদের সূত্রীবের নিকট উৎসাহসূচক বাক্যকথন

সর্বাংচ্চাহুয় সূত্রীবঃ প্রবগান্ প্রবগর্ষভঃ।  
সমজ্ঞাঃ চাত্রবীদ্ রাজা রামকার্যার্থসিদ্ধয়ে। ১  
অনন্তর বানরশিরোমণি রাজা সূত্রীব সমস্ত  
বানরদেরকে আহ্বান করে শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধির জন্য  
সকলকে বললেন—

এমমেতদ্ বিচেতন্যঃ ভবন্তির্বানরোত্তমৈঃ  
চতুঃশাসনং তত্ৰুর্বিজ্ঞায় হরিপুঙ্গবাঃ ॥ ২  
শলজ ইব সংছাদ্য মেদিনীং সম্প্রতহিরে।

'বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা সেইভাবেই অনুসন্ধান  
করবে যেভাবে তোমরা নির্দেশিত হয়েছ।' বানরপুঙ্গবেরা  
প্রভুর সেই কঠোর নির্দেশ জেনে, সমগ্র পৃথিবীকে  
দেখাদিত করে পতঙ্গের মতো দলে দলে সেখান থেকে  
প্রস্থান করল।

৩ রামঃ প্রব্রবশে তস্মিন্ নাবসং সহলক্ষণঃ ॥ ৩  
প্রদীক্ষমাণস্তঃ মাসঃ সীতাদিগমনে কৃতঃ।

লক্ষণের সঙ্গে শ্রীরাম তখন প্রব্রবণ পর্বতে অবস্থান

করছেন। সীতার সংবাদ জানার জন্য একমাস যাবৎ  
প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

উত্তরাং তু দিশং রম্যাং গিরিরাজসমাবৃতাম্ ॥ ৪  
প্রতহে সহসা বীরো হরিঃ শতবলিহুতা।

উত্তরদিক রমণীয় গিরিরাজ হিমালয়পর্বত দ্বারা  
বেষ্টিত। বানরবীর শতবলি সহসা সেই দিকে প্রস্থান  
করলেন।

পূর্বাং দিশং প্রতিযায়ৌ বিনতো হরিয়ুগ্মশঃ ॥ ৫  
তারাজদাদিসহিতঃ প্রবগঃ পবনাজ্জঃ।

অগজ্যাচরিতামাশাং দক্ষিণাং হরিয়ুগ্মশঃ ॥ ৬  
পশ্চিমাং চ দিশং ঘোরাং সুবেশঃ প্রবগেশ্বরঃ।

প্রতহে হরিশার্দুলো দিশং বরুণপালিতাম্ ॥ ৭

বিনত নামক বানর দলপতি পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন।  
বানরাধিপতি পবনপুত্র বানর হনুমান তার, অঙ্গদ প্রভৃতির  
সঙ্গে অগস্ত্যের সেবিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।  
কপীশ্বর বানরশ্রেষ্ঠ সুবেশ বরুণদেবের দ্বারা সুরক্ষিত



ওয়ংকর পান্ধি দিকে বসনা হলেন

ততঃ সৰ্বা দিশো রাজা চোদয়িত্বা যতাত্মম্।  
কপিসেনাপতিবীরো মুমোদ সুখিতঃ সুখম্॥ ৮  
বানবসেনাপতিবীরো যার রাজা সুগ্রীব তখন সকল  
দিকে যথাযোগ্য বানবদের প্রেরণ করে পরম সুখ অনুভব  
করলেন।

এবং সঙ্খোদিতাঃ সৰ্বে রাজা বানরযুগপাঃ।  
যাঃ যাঃ দিশমভিপ্রেতা কুরিতাঃ সম্প্রতঃস্বিরে॥ ৯

এইভাবে রাজ্যদেশে প্রেরিত হয়ে সকল বানর  
দলপতিগণ সম্মুখে নিজ নিজ নির্দিষ্ট দিকে প্রস্থান করলেন।

নন্দস্তোত্রোদন্তঃ গর্জন্তঃ প্রবদমাঃ

ক্লেভস্তো ধাবমানাস্ত বিনদস্তো মহাবলাঃ॥ ১০

এবং সঙ্খোদিতাঃ সৰ্বে রাজা বানরযুগপাঃ।

আনিষ্যামহে সীতাং হনিষ্যামস্ত রাবণম্॥ ১১

অহমেকো বধিষ্যামি প্রাপ্তঃ রাবণমাহবে

ততঃচোদ্যত্বা সহসা হরিষ্যো জনকাস্তজাম্॥ ১২

বেশমানাঃ প্রমেণাদ্য ভবন্তিঃ স্থীয়তামিতি।

এক এবাহরিষ্যামি পাতালদপি জানকীম্॥ ১৩

বিধমিষ্যামাহং বৃক্ষান্ দারয়িষ্যামাহং গিরীন্।

ধরণীং দারয়িষ্যামি ক্ষেভয়িষ্যামি সাগরান্॥ ১৪

অহং যোজনসংখ্যায়ঃ প্রবেশং নাত্র সংশয়ঃ।

শতযোজনসংখ্যায়ঃ শতং সমনিকং হামম্॥ ১৫

ভূতলে সাগরে বাপি শৈলেশু চ বনেশু চ।

পাতালসাপি বা মমো ন মমাহিমাতে গতিঃ॥ ১৬

এইভাবে রাজার আদেশে-প্রেরিত হয়ে মহাবলশালী

বানরেরা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে করতে, সিংহের

মতো গর্জন করতে করতে দৌড়োতে লাগল এবং ক্রমে

লাগল—‘আমরা রাবণকে বধ করব এবং সীতাকে আনিব

করব। যুদ্ধে রাবণকে পেলে আমি একাই তাকে হত্যা

করব, তারপর সকলকে কলিাপত করে সহসা জনকপুত্রী

সীতাকে হরণ করে আনিব। আপনারা এখানেই অপেক্ষা

করুন, পরিগ্রহে কম্পমানা জানকীকে আজ আমি একই

পাতাল থেকে খুঁজে নিয়ে আসব। বৃক্ষরাজি, পর্বতসমূহকে

ভেঙেচুরে তছনছ করব, পৃথিবী বিদীর্ণ করব, এ বিষয়

কোনো সংশয় নেই। আমি শত যোজন, আমি শতগিরি

যোজন পথ লাফিয়ে অতিক্রম করব। সবহুদ্র,

পর্বতে, সমুদ্রে, বনে, পাতালে কোথাও আমার গতি

হবে না।’

ইত্যেকেকস্তদা তত্র বারা বলদর্শিতাঃ।

উচুচ বচনং তস্য হরিরাজস্য সন্নিবে॥ ১৭

বানররাজ সুগ্রীবের নিকট এইভাবে বলল

বানরেরা একে একে তাদের স্পর্ধার কথা বলতে লাগল

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গীকীরে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বাঙ্গীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের কিঙ্কিকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

## ষট্চত্বারিংশ সর্গ (৪৬)

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সুগ্রীবের নিজের ভূমণ্ডল ভ্রমণের বৃত্তান্ত বর্ণনা

গতেষু বানরেন্দ্রেষু রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ।

কথং ভবান্ বিজানীতে সর্বং বৈ মণ্ডলং ভুবঃ॥ ১

বানর দলপতির চলে গেলে, শ্রীরাম সুগ্রীবকে

বললেন—‘আপনি কী করে সমগ্র ভূমণ্ডলের খবর

জানলেন?’

সুগ্রীবস্ত ততো রামমুবাচ প্রণতাস্তবান্।

প্রায়তঃ সর্বমাখ্যাসো বিস্তরেণ বচো মম॥ ২

তখন সুগ্রীব রামের নিকট প্রণত হয়ে তাঁকে

বললেন—

যদা তু দুন্দুভিঃ নাম দানবঃ মহিষাকুতিম্

প্রতিকালমতে বাঙ্গী মলয়ঃ প্রতি পর্বতম্॥ ৩

তদা বিবেশ মহিষো মলয়সা গুহ্যং প্রতি।

দ্রব বালী তরাপি মলয়ঃ তজ্জিহ্বাসম্যা ॥ ৪  
‘দুর্ভুতি নামক মহিষাকৃতিসম্পন্ন দানবকে পশ্চাদ্ধাবন  
হুত বালী মলয় পর্বতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন  
সেই দানব পর্বতের গুহায় প্রবেশ করে। তার প্রতি  
ঈর্ষান্বিত বালীও সেই মলয় পর্বতের গুহায় প্রবেশ  
করেন।

হতোহহং তত্র নিক্ষিপ্তো গুহাধারি বিনীতবৎ ॥

৪ চ নিষ্ক্রামতে বালী তদা সংবৎসরে গতে ॥ ৫

‘বালীর নির্দেশে আমি গুহাধারে বিনীতভাবে  
ক্ষুণ্ণবর্ত হলাম। কিন্তু একবৎসর অতিক্রান্ত হলেও বালী  
সেই গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন না।

হোঃ কতজবেগেন আপুপূরে তদা বিলম্ব ॥

হহং বিম্মিতো দৃষ্টা ভ্রাতৃঃ শোকবিধারিতঃ ॥ ৬

‘অনন্তর ক্ষতজাত রক্তের বেগে সেই গুহা পরিপূর্ণ  
হয় উঠল। বিম্মিত হয়ে আমি তাই দেখে ভাইয়ের শোকে  
ইচ্ছা হয়ে গেলাম।

মহ্যং গতবুদ্ধিস্ত্য সুব্যক্তং নিহতো গুরুঃ ॥

শিলা পর্বতসংকাশা বিলম্বারি ময়া কৃত্য ॥ ৭

‘তখন আমি হতবুদ্ধি, গুরুজন বড় ভাই  
নিকিতভাবেই নিহত হয়েছেন ; এইরূপ মনে করে  
পর্বততুল্য সুবিশাল শিলা দ্বারা আমি গুহার মুখ বন্ধ করে  
ছিলাম।

অশ্রুবুদ্ধিমিতুং মহিষো বিনশিষ্যতি ॥

অতোহহমাগাঃ কিঙ্কিঙ্কাং নিরাশস্তস্য জীবিতে ॥ ৮

‘গুহা থেকে বের হতে না পেরে মহিষকণী দানব  
দ্বারা যাবে, এইরূপ চিন্তা করে আমি দাদার জীবন সম্পর্কে  
নিরাশ হয়ে কিঙ্কিঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করলাম।

রাজ্যং চ সূমহৎ প্রাপ্য তারাং চ কুময়া সহ ॥

দিশ্চৈব সহিতস্তত্র বসামি বিগতস্তরঃ ॥ ৯

‘তারার ও কুম্যাসহ সুবিশাল রাজ্য লাভ করে আমি  
নিঃসন্দেহ সঙ্গে নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগলাম।

ভ্রাতৃগাম ততো বালী হৃদ্যা তং বানরর্যতঃ ॥

ততোহহমদাঃ রাজ্যং গৌরবাদ্ ভয়মদ্রিতঃ ॥ ১০

‘অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ বালী সেই দানবকে হত্যা করে  
কির এলে আমি ভ্রাতৃগৌরবে এবং ভয়ে তাঁকে রাজ্য  
প্রদর্শন করলাম।

স মাং জিহ্বাসূনুষ্ঠায়া বালী প্রবাধিতেদ্রিয়ঃ ॥

পরিকালয়তে বালী ধাবন্তঃ সচিবৈঃ সহ ॥ ১১

‘কিন্তু দুষ্টায়া বালী ইন্দ্রিয়পীড়িত হয়ে (ক্ষুব্ধ হয়ে)  
আমাকে হত্যা করতে চাইলে, আমি সচিবদের সঙ্গে  
পলায়নোদ্যত হলাম। তিনিও আমার পশ্চাদ্ধাবন করলেন।  
ততোহহং বালিনা তেন সোহনুবন্ধঃ প্রধাবিতঃ ॥

নদীশ্চ বিবিধাঃ পশান্ বনানি নগরাপি চ ॥ ১২

আদর্শতলসংকাশা ততো বৈ পৃথিবী ময়া ॥

অলাভচক্রপ্রতিমা দৃষ্টা গোম্পদবৎ কৃত্য ॥ ১৩

‘তখন আমি বালী কর্তৃক প্রধাবিত হয়ে বিভিন্ন নদী,  
নগর, বন দেখতে দেখতে দ্রুতগতিতে দৌড়োচ্ছিলাম।  
অত্যন্ত দ্রুতগতির কারণে সেইসময় এই সুবিশাল  
পৃথিবীকে আমার দর্পণের ন্যায়, বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তথা  
গোম্পদের মতো মনে হচ্ছিল।

পূর্বাং দিশং ততো গত্বা পশ্যামি বিবিধান্ ক্রমান্ ॥

পর্বতান্ সদরীন্ রম্যান্ সরাংসি বিবিধানি চ ॥ ১৪

‘তখন পূর্ব দিকে গিয়ে আমি দেখলাম নানাবিধ বৃক্ষ,  
কশরসহ বহু পর্বত, এবং বিভিন্ন রমণীয় সরোবর।  
উদয়ং তত্র পশ্যামি পর্বতং ধাতুমণ্ডিতম্ ॥

কীরোদং সাগরং চৈব নিতামঙ্গরসালয়ম্ ॥ ১৫

‘আমি সেখানে দর্শন করলাম নানাবিধ ধাতুমণ্ডিত  
উদয়পর্বত ও তৎসহ অঙ্গরাদেব নিত্য-নিবাসস্থল  
কীরোদসাগর।

পরিকাল্যমানস্তদা বালিনাভিহৃতো হ্যহম্ ॥

পুনরাবৃত্ত্য সহসা প্রহিতোহহং তদা বিভো ॥ ১৬

‘সেইসময় বালী কর্তৃক তাড়িত ও পলায়নপর আমি  
গৃহে ফিরে এলাম। হে প্রভু ! সহসা বালীর ভয়ে পুনরায়  
আমি সেইস্থান ত্যাগ করলাম।

দিশস্তস্যাত্ততো ভূয়ঃ প্রহিতো দক্ষিণাং দিশম্ ॥

বিজ্ঞাপাদপসংকীর্ণাঃ চন্দনক্রমশোভিতাম্ ॥ ১৭

‘তখন সেই দিক ত্যাগ করে আমি দক্ষিণ দিকে  
প্রস্থান করলাম। নানারকম বৃক্ষে পরিপূর্ণ তথা চন্দনগাছে  
শোভিত বিজ্ঞাপর্বত এইদিকে অবস্থিত।

ক্রমশৈলাস্তরে পশান্ ভূয়ো দক্ষিণতোহপগাম্ ॥

অশরাং চ দিশং প্রাপ্তো বালিনা সমভিহৃতঃ ॥ ১৮

‘পর্বত এবং বৃক্ষের অভ্যন্তরে বালীকে বারবার

দেবতে পেয়ে আমি তখন দক্ষিণ দিক ত্যাগ করে বাণীর  
থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য পশ্চিম দিকে আশ্রয় নিলাম।  
স পশ্যান্ বিবিধান্ দেশানক্ং চ গিরিসমুদ্রম্।  
প্রাপ্য চান্তঃ গিরিশ্রেষ্ঠমুত্তরং সম্প্রধাবিতঃ ॥ ১৯

‘সেই দিকে নানা দেশ দেখতে দেখতে আমি  
পশ্চিম দিকে পর্বতশ্রেষ্ঠ অস্ত্রাচলের দিকে যাত্রা করলাম।  
পর্বতবাজ অস্ত্রগিবিতে পৌঁছে আমি উত্তরাভিমুখে রওনা  
হলাম।

হিমবন্তঃ চ মেরুঃ চ সমুদ্রঃ চ তথোত্তরম্।  
যদা ন বিন্দে শরণং বাসিনা সমভিজ্ঞতঃ ॥ ২০  
ততো মাং বুদ্ধিসম্পন্নো হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ।

‘হিমালয় পর্বত, মেরু পর্বত তথা উত্তর সমুদ্র পর্বত  
পৌঁছেও বাণী কর্তৃক অভিজ্ঞত হয়ে আমি কোথাও আশ্রয়  
লাভ করতে পারলাম না। তখন পরম বুদ্ধিমান হনুমান  
আমাকে বললেন—

ইদানীং মে স্মৃতং রাজন্ যথা বাণী হরীশ্চরঃ ॥ ২১  
মতং ন তদা শপ্তো হ্যস্মিমাশ্রমমণ্ডলে।

প্রবিশেদ যদি বৈ বাণী মূর্খাসা শতশা ভবেৎ ॥ ২২  
‘‘হে রাজন্! এখন আমি স্মরণ করতে পারছি যে,  
বানরপতি বাণী মতঙ্গমুনির দ্বারা পূর্বে অভিশপ্ত  
হয়েছিলেন। যদি তাঁর আশ্রমমধ্যে বাণী প্রবেশ করেন  
তাহলে তার মন্তক শতশা বিদীর্ণ হবে।

তত্র বাসঃ সুখোহস্মাকং নিরুদ্বিগ্নো ভবিষ্যতি।  
ততঃ পর্বতমাগত্য ঋষামৃকং নৃপায়ক ॥ ২৩  
ন বিবেশ তদা বাণী মতঙ্গস্য ভয়াৎ তদা।

‘‘অতএব সেই স্থানই হবে আমাদের নির্ভয়ে এবং  
সুখে বাস করার উপযুক্ত।’’ ‘‘হে রাজকুমার! তখন আমরা  
ঋষামৃক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ঋষি মতঙ্গের ভয়ে  
বাণী সেখানে প্রবেশ করল না।

এবং ময়া তদা রাজন্ প্রত্যক্ষমুপলব্ধিতম্।  
পৃথিবীমণ্ডলং সর্বং গুহ্যমস্মাগতততঃ ॥ ২৪

‘‘হে রাজন্! এইভাবেই আমি তখন সত্য  
ভূমণ্ডলকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম এবং শেখপর্বন্ত বন্যবৃ  
পর্বতের গুহ্য আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।’’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঙ্কিকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

## সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৪৭)

পূর্বাঙ্গি তিনদিকে গিয়ে সীতা অন্বেষণে নিরাশ হয়ে বানরদের প্রত্যাবর্তন

দর্শনার্থং তু বৈদেহ্যঃ সর্বতঃ কপিকুঞ্জরঃ।  
ব্যাধিষ্টাঃ কপিরাজেন যথোক্তঃ জঘুরঞ্জসা ॥ ১

বানররাজ সুগ্রীবের নির্দেশে বানর দলপতিগণ  
বৈদেহী সীতার অনুসন্ধানের জন্য তাঁদের নির্ধারিত দিকে  
দ্রুত রওনা হলেন।

তে সরাংসি সরিৎকক্ষানাকাশং নগরাণি চ।  
নদীদুর্গাংস্তথা দেশান্ বিচিহ্নন্তি সমন্ততঃ ॥ ২

তাঁরা নদী, সরোবর, জলাশয়, আকাশ, নগরসহ  
দুর্গম প্রদেশগুলির সর্বত্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন।  
সুগ্রীবের সমাখ্যাতাঃ সর্বে বানরগুণপাঃ।

তত্র দেশান্ বিচিহ্নন্তি সশৈলবনকাননান্ ॥ ৩  
সুগ্রীব কর্তৃক আজ্ঞাপ্রাপ্ত বানর দলপতিগণ দেশে  
দেখে গিয়ে পাহাড়, বন, কানন সর্বত্রই সন্ধান করে  
দেখছিলেন।

বিচিত্রা দিবসং সর্বে সীতাধিগমনে ধৃতঃ।  
সমায়ান্তি স্ম মেদিন্যাং নিশাকালেষু বানরাঃ ॥ ৪  
সীতার সন্ধানলাভের ইচ্ছায় বানরেরা দিনের সর্বত্র  
অন্বেষণ করে রাত্রিবেলায় নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হত  
সর্বভূকাস্ত দেশেষু বানরাঃ সফলকামাঃ।  
আসাদ্য রজনীং শয্যাং চক্ষুঃ সর্বেষহঃসু তে ॥ ৫



নানা দেশ ভ্রমণ করে বানরেরা বাত্রিবেলায়  
সর্বদ্রুতে ফলদায়ী বৃক্ষের নিকট আশ্রয় নিয়ে ফল-  
ভোজন করে সেইখানেই শয্যাগ্রহণপূর্বক বিশ্রামলাভ  
করত।

তদহঃ প্রথমঃ কৃদ্বা মাসে প্রব্রবণঃ গতাঃ।

কপিরাজেন সংগম্য নিরাশাঃ কপিকুঞ্জরাঃ ॥ ৬

যাত্রারস্তের দিনকে প্রথমদিন ধরে বানরশ্রেষ্ঠরা এক  
মাস যাবৎ সন্ধানকার্য চালিয়ে নিরাশ হয়ে প্রব্রবণ গিরিতে  
কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন।

বিচিতি তু দিশঃ পূর্বাঃ যথোক্তাঃ সচিবৈঃ সহ।

অদষ্টা বিনতঃ সীতামাজগাম মহাবলঃ ॥ ৭

সুগ্রীবের কথামতো পূর্ব দিকে সন্ধান করে  
মহাবলবান বিনত নামক বানর সীতার দর্শন না পেয়ে  
সচিবদের সঙ্গে প্রত্যাগমন করলেন।

শিম্পপুত্তরাঃ সর্বাঃ বিবিচ্য স মহাকপিঃ।

আগতঃ সহ সৈন্যেন ভীতঃ শতবলিস্তদা ॥ ৮

মহাকপি শতবলি সৈন্যদের সঙ্গে সমগ্র উত্তর দিকের  
সর্বত্র অনুসন্ধান করে ভীত হয়ে ফিরে এলেন।

সূষণঃ পশ্চিমামাশাঃ বিবিচ্য সহ বানরৈঃ।

সমৈত্য মাসে পূর্ণে তু সুগ্রীবমুপচক্রমে ॥ ৯

সূষণও বানরদের সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম দিকে  
অনুসন্ধান করে মাস পূর্ণ হলে সুগ্রীবের নিকট ফিরে  
এলেন।

জঃ প্রব্রবণপৃষ্ঠহঃ সমাসাদ্যাভিবাদ্য চ।

আসীনঃ সহ রামেশ সুগ্রীবমিদমব্রবন্ ॥ ১০

প্রব্রবণ পর্বতের উপরে উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রসহ

সুগ্রীবের নিকট সমস্ত বানরেরা এসে প্রণাম করে  
বললেন—

বিচিতিঃ পর্বতাঃ সর্বে বনানি গহনানি চ।

নিম্নগাঃ সাগরান্বাশ্চ সর্বে জনপদাশ্চ যে ॥ ১১

শুহাশ্চ বিচিতিঃ সর্বা যাশ্চ তে পরিকীর্তিতাঃ।

বিচিতিশ্চ মহাশুল্ল্যা লতাবিততসম্বতাঃ ॥ ১২

‘সকল পর্বত, গভীর বনভূমিসমূহ, আসমুদ্র  
নদীসমূহ, সমস্ত জনপদসমূহ, আপনার নির্দেশিত সকল  
শুহাগুলি তথা সমস্ত ঝোপঝাড় ও জঙ্গলগুলিতেও আমরা  
অনুসন্ধান করেছি।

গহনেষু চ দেশেষু দুর্গেষু বিষমেষু চ।

সম্ভ্রান্ভিপ্রমাণানি বিচিত্তানি হতানি চ।

যে চৈব গহনা দেশা বিচিত্তান্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩

‘গভীর বনে, বিভিন্ন দেশে, দুর্গম স্থানে,  
অসমতল ভূমিতেও আমরা সন্ধান করেছি। অতিকায়  
প্রাণীদের নিকটেও সন্ধান করেছি এবং তাদের হত্যা  
করেছি। ঘন এবং দুর্গম প্রদেশগুলিতে বার-বার সন্ধান  
করেছি।

উদারসম্ভ্রাভিজনো

হনুমান্

স মৈথিলীং জ্ঞাসাসি বানরেন্দ্র।

দিশঃ তু যামেব গতা তু সীতা

ভ্রামাহিতো বায়ুসুতো হনুমান্ ॥ ১৪

‘হে বানররাজ ! পবনপুত্র হনুমান মহাশক্তিশালী  
এবং উচ্চবংশজাত। তিনি নিশ্চয়ই মৈথিলী সীতার সন্ধান  
লাভ করবেন। কারণ সীতা যেদিকে গেছেন তিনিও  
সেইদিকেই সন্ধানকার্যে যাত্রা করেছেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

## অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (৪৮)

দক্ষিণ দিকে প্রস্থিত বানরদের সীতার সন্ধান আরম্ভ

সহ তারাজদাভাং তু সহসা হনুমান্ কপিঃ।  
সূগ্রীবৈশ যথোদ্গিষ্টঃ গম্ভঃ দেশং প্রচক্ষমে॥ ১

তার এবং অল্পদূরক সঙ্কে নিয়ে সহসা বানর হনুমান  
সূগ্রীব-নির্দিষ্ট দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন।

স তু দুরমুপাগমা সর্বৈস্তৈঃ কপিসত্তমৈঃ।  
ততো বিচিত্রা বিজ্ঞাসা শুভাশ্চ গহনানি চ॥ ২  
পর্বতান্ নদীদুর্গান্ সরাংসি বিপুলক্রমান্।  
বৃক্ষশৃঙ্গাশ্চ বিবিধান্ পর্বতান্ বনপাদপান্॥ ৩  
অন্বেষমাশাস্তে সর্বে বানরাঃ সর্বতোদিশম্।  
ন সীতাং দদৃশুর্বীরো মৈথিলীং জনকাস্বজাম্॥ ৪

তিনি ওই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বানরবীরদের সঙ্গে বেশ  
কিছুদূর গেলেন ; বানরেরা বিজ্ঞাপর্বতের গভীর  
শুভাসকল, পর্বতশিখর, নদী সরোবরসমূহ, দুর্গম  
স্থানগুলি, বড় বড় বৃক্ষরাজি, বন্যবৃক্ষগুলি, ঝোপঝাড়  
বিবিধ পর্বতসমূহ সব দিকে সর্বত্র অন্বেষণ করেও  
জনকতনয়া মৈথিলী সীতার দর্শন পেলেন না।

তে ভক্ষয়ন্তো মূলানি ফলানি বিবিধানাপি।  
অন্বেষমাণা দুর্ভুবা নাবসংস্তত তত্র হ॥ ৫

ওই সমস্ত দুর্ভব বানরবীরেরা সন্ধানকালে নানাবকম  
ফলমূল খেয়ে যত্রতত্র অবস্থান করতে লাগলেন।

স তু দেশো দুরদ্রেষ্যো শুভাগহনবান্ মহান্।  
নির্জলং নির্জনং শূন্যং গহনং ঘোরদর্শনম্॥ ৬

সেই দেশ (বিজ্ঞাপর্বতের নিকটবর্তী স্থান) বিশাল।  
সেইস্থান গভীর পার্বত্য শুভায় ও ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ,  
জলহীন, জনমানবশূন্য, ভয়ানক দর্শন সেই জায়গায়  
সীতার অনুসন্ধান অতি কঠিন কাজ।

তাদৃশানাপারগ্যানি বিচিত্রা ভূশীড়িতাঃ

স দেশে দুরদ্রেষ্যো শুভাগহনবান্ মহান্॥ ৭

অন্বেষণ করা কঠিন এইরকম গভীর জঙ্গলে, শুভায়

অনুসন্ধান করতে করতে বানরেরা ভীষণ পীড়িত হই  
পড়িল।

তাত্মা তু তং ততো দেশং সর্বে নৈ হসিপুপাঃ।  
দেশগন্যং দুরাধর্যং বিনিশ্চ্যাকৃতোজ্ঞাঃ॥ ৮

বানরদলপতিগণ সেই ভয়ংকর দেশ জ্ঞাপ কর  
অন্য দেশে যাত্রা করলেন, সেখানে প্রবেশ করা অসম্ভব  
কঠিন। তবুও ভয়শূন্য চিন্তে তাঁরা সেখানে প্রবেশ  
করলেন।

যত্র বক্ষ্যক্ষ্মা বৃক্ষা বিপুলপাঃ পর্বতর্জিতাঃ।  
নিস্তোয়াঃ সরিতো যত্র মূলং যত্র সুদীপম্॥ ৯

সেখানে বৃক্ষগুলি ফলহীন, পত্রপুষ্পহীন, কীট  
জলহীন। সেখানে কন্দ-মূল প্রভৃতিও অত্যন্ত দুর্লভ।

ন সন্তি মহাবি যত্র ন মৃগা ন চ হসিনীঃ।  
শাদূল্যঃ পক্ষিণো বাপি যে চানো বনগোচরাঃ॥ ১০

সেই বনে মহিষ, হরিণ, হাতি, বাঘ পাখি প্রভৃতি  
কিছুই নেই। অন্যান্য বন্য প্রাণীদেরও বাস নেই।

ন চাত্র বৃক্ষা নৌষথ্যো ন বজ্রো নাপি বীক্ষ্যঃ।  
মিষ্কপত্রাঃ হলে যত্র পল্লিন্য ফুলপত্রজাঃ॥ ১১

প্রেক্ষণীয়্যঃ সুগন্ধাশ্চ ভ্রমরৈশ্চ বিবর্জিতাঃ।  
সেই স্থানে না-আছে বৃক্ষং বৃক্ষ, না ছোট চারপাশ  
ওষধিও নেই, নেই বড় কোনো লতা, জলাশয়ে জিল  
পাতাবিশিষ্ট উজ্জ্বল প্রসুমাটিত পদ্মফুল নেই। ফলে, ন  
আছে সেখানে ফুলের সুগন্ধ ; নেই ভ্রমরের গুঞ্জনও

কণ্ঠনাম মহাভাগঃ সত্যবাদী ভগোদয়ঃ॥ ১২

মহর্ষিঃ পরমামর্ষী নিয়মৈর্দুঃস্বপ্নঃ

তপস্যার ধনস্বরূপ কণ্ডু নামে এক মহর্ষি  
সত্যবাদী পরম অমর্ষী (অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ) কঠোর  
আচারপরায়ণ মহর্ষি সেখানে বাস করতেন।

তস্য তস্মিন্ বনে পুত্রো বালকো দমবর্ষিকাঃ॥ ১৩

তস্য তস্মিন্ বনে পুত্রো বালকো দমবর্ষিকাঃ

(১) এই স্থানে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বানরদের খুব কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল।

প্রপন্নে জীবিতাত্মায় ক্রুদ্ধস্তেন মহামুনিঃ।

সেই বনে তাঁর দশবর্ষীয় একমাত্র বালকপুত্র মারা  
গেলে সেই মহামুনি ক্রুদ্ধ হয়ে বনের প্রাণ বিনষ্ট করতে  
উদ্যত হলেন।

ভেন ধর্মাস্ত্রনা শপ্তং কুৎসং তত্র মহমনম্ ॥ ১৪  
অশরণ্যং দুরাধর্মং মৃগপক্ষিবিবর্জিতম্।

সেই ধর্মাত্মা মহামুনি তখন বিশাল বনভূমিকে  
অভিশাপ দিলেন, যার ফলে সেই বন হল আগ্নেয়হীন, দুর্গম  
এবং পশুপক্ষী-বিবর্জিত।

ভস্মা তে কাননাত্মাংস্ত গিরীপাং কন্দরাণি চ ॥ ১৫  
প্রভবাণি নদীনাং চ বিচিহ্নস্তি সমাহিতাঃ।

ভস্ম চাপি মহামানো নাপশ্যাজ্ঞনকালজাম্ ॥ ১৬  
হর্ভারং রাবণং বাপি সুগ্রীবপ্রিয়মকারিণঃ।

সুগ্রীবের হিতকামী মহামনস্বী বানরেরা সেই বনের  
সমস্ত অঞ্চল, পর্বতসমূহ এবং গিরিকন্দরসমূহ তথা  
উৎপন্ন নদীগুলি একাগ্রচিত্তে অনুসন্ধান করল। কিন্তু  
সেখানে জনকতনয়া সীতা বা তার হরণকারী রাবণকে  
কোথাও দেখতে পেল না।

তে প্রবিশ্যা তু তং ভীমং লতাগুণ্ড্যসমাবৃতম্ ॥ ১৭  
দৃষ্টবর্তীমকর্মানমসুরং সুরনির্ভয়ম্।

অনন্তর তারা লতাগুণ্ড দ্বারা সমাবৃত ভয়ংকর এক  
বনে প্রবেশ কবে, দেবতাদের প্রতি ভয়হীন ভীষণকর্মী  
অমানক এক অসুরকে দেখতে পেল।

ভং দৃষ্টা বানরা ঘোরং হিতং শৈলমিবাসুরম্ ॥ ১৮  
শাটং পরিহিতাঃ সর্বে দৃষ্টা তং পর্বতোপমম্।

সেই পর্বততুল্য স্থির ভয়ংকর অসুরকে দেখে  
বানরেরা পরিষেয় বস্ত্র দৃঢ়বদ্ধ করল এবং পর্বতপ্রমাণ  
অসুরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

সোহপি তান্ বানরান্ সর্বান্ নষ্টাঃ ক্ষেত্রবীদ্ বলী ॥ ১৯  
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো মুষ্টিমুদাম্য সঙ্গতম্।

সেই বলশালী অসুরও বানরদেরকে 'তোমরা  
সকলেই ধ্বংস হও'—এই বলে মুষ্টি উদ্যত করে সক্রোধে  
ধাবমান হল।

তমাপভক্তং সহসা বালিপুত্রোহঙ্গদস্তদা ॥ ২০  
রাবণোহগ্রমিতি জ্ঞাত্বা তলেনাভিজ্ঞান হ।

তাকে হঠাৎ আক্রমণ করতে দেখে বালীর পুত্র অঙ্গদ  
এই সেই রাবণ এইরূপ মনে করে করতল দ্বারা সজোরে  
তাকে আঘাত করলেন।

স বালিপুত্রাভিহতো বক্তাচ্ছোণিতমুখমন্ ॥ ২১  
অসুরো ন্যপতদ্ ভূমৌ পর্যন্ত ইব পর্বতঃ।

তে তু তস্মিন্ নিরুচ্ছ্বাসে বানরা জিতকাশিনঃ ॥ ২২  
বাচিস্থন্ প্রায়শস্তত্র সর্বং তে গিরিগহ্বরম্।

বালীপুত্র কর্তৃক আহত হয়ে সেই অসুর রক্তবমন  
করতে করতে বিপর্যস্ত পর্বতের ন্যায় ভূপতিত হল। তার  
প্রাণবির্যোগ হলে বিজয়ী বানরেরা সেখানে সমস্ত পার্বত্য  
গুহাগুলিতে অনুসন্ধান করল।

বিচিতং তু ততঃ সর্বং সর্বে তে কাননৌকসঃ ॥ ২৩  
অন্যদেবাগরং ঘোরং বিবিশুর্গিরিগহ্বরম্।

বনবাসী বানরেরা সেই প্রদেশের সমস্ত স্থানে  
ভালো করে খুঁজে অন্য একটি ভয়ানক গিরিগহ্বরায়  
প্রবেশ করল।

তে বিচিত্রা পুনঃ শিলা বিনিষ্পত্য সমাগতাঃ ॥  
একাত্মে বৃক্ষমূলে তু নিষেদুর্দীনমানসাঃ ॥ ২৪

সেখানে পুনরায় সন্ধান করতে কবতে তারা ক্রান্ত  
হয়ে বেরিয়ে এল। তারা একান্ত দুঃখিত চিত্তে একটি  
বৃক্ষমূলে এসে উপবেশন করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অষ্টচরিতঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্দাকাণ্ডে অষ্টচরিতঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥



## একোনপঞ্চাশ সর্গ (৪৯)

অঙ্গদ এবং গন্ধমাদনের আশ্বাসদানের পর বানরদের পুনরায় উৎসাহপূর্বক সীতার সন্ধানে আত্মনিয়োগ

অখাদদত্তদা সর্বান বানরানিদমরনীৎ।  
পরিপ্রান্তো মহাপ্রাণঃ সমাপ্তাস্য শনৈর্বচঃ। ১

অনন্তর পরিপ্রান্ত মহাপ্রাণী অঙ্গদ সমস্ত বানরদের  
আশ্বাস দিয়ে ধীরে ধীরে এইরূপ বললেন—

বনানি গিরয়ো নদ্যো দুর্গাণি গহনানি চ।  
দরী গিরিগুহ্যৈশ্চৈব বিচিত্রাঃ সর্বমন্ততঃ॥ ২

তত্র তত্র সহস্রাভিজ্ঞানকী ন চ দৃশ্যতে।

তথা রক্ষোহপহর্তা চ সীতায়্যৈশ্চৈব দুষ্কৃতী॥ ৩

‘আমরা বন, পর্বত, নদী, দুর্গমস্থান, ঘন জঙ্গল,  
উপত্যকা এবং গিরিকন্দরগুলির সর্বত্র উত্তমরূপে  
অনুসন্ধান করছি ; কিন্তু সেই স্থানগুলিতে জানকী সীতার  
সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। তথা সীতার অপহরণকারী  
দুরাত্মা রাক্ষসকেও দেবতে পাইনি

কালশ্চ নো মহান্ যাতঃ সুগ্রীবশ্চেপ্রশাসনঃ।

তস্মাদ্ ভবন্তঃ সহিতা বিচিহ্নস্ত সমন্ততঃ॥ ৪

‘আমাদের যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে ;  
সুগ্রীবও অত্যন্ত কঠোর শাসক। অতএব আপনারা সকলে  
মিলে পুনরায় অনুসন্ধানকার্য আরম্ভ করুন।

বিহায় তন্ত্রীং শোকং চ নিদ্রাং চৈব সমুখিতাম্।

বিচিনুষ্বঃ তথা সীতাং পশ্যামো জনকাজ্ঞাম্॥ ৫

‘হে বানরগণ ! তদ্রূপ, শোক এবং নিদ্রা এই সমস্ত  
দুর্বলতা ত্যাগ করে পুনরায় এমনভাবে অনুসন্ধান করুন,  
যাতে জনকদুহিতা সীতার সন্ধান আমরা লাভ করতে সক্ষম  
হই।

অনির্বদং চ দাক্ষ্যং চ মনস্চাপরাজয়ম্।

কার্যসিদ্ধিকরাণ্যাহুস্তস্মাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্॥ ৬

‘উৎসাহ, দক্ষতা এবং অপরাজয় মনোভাবই  
কার্যসিদ্ধির কারণ ; তাই কাজে আহ্বান করে আপনাদের  
এইরূপ কথা বলছি—

অদ্যাপীদং বনং দুর্গং বিচিহ্নস্ত বনৌকসঃ।

খেদং তাক্ষা পুনঃ সর্বং বনমেন বিচিহ্নতাম্॥ ৭

‘ওহে বনবাসী বানরবৃন্দ ! খেদ পরিত্যাগ করে  
আজই এই দুর্গম বনের সর্বত্র আপনারা তন্নতন্ন করে  
পুনরায় অন্বেষণ করুন।

অবশ্যঃ কুর্বতাং তস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।

পরঃ নির্বেদমাগমা নহি নৌদীলন্ ক্ষমম্। ৮

‘কর্মে নিয়োজিত থাকলে অবশ্যই কর্মের ফলপ্রাপ্তি  
ঘটে কিন্তু উৎসাহহীন হয়ে কর্মত্যাগ করা কখনোই উচিত  
নয়।

সুগ্রীবঃ ক্রোধনো রাজা তীক্ষ্ণদণ্ডশ্চ বানরাঃ

ভেতবাং তস্য সততং রামস্য চ মহামনঃ॥ ৯

‘সুগ্রীব অতি ক্রোধপরায়ণ রাজা, তাঁর শাস্তিও অত্যন্ত  
কঠিন সেইজন্য মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে এবং তাঁকে  
আমাদের সমীহ করা উচিত।

হিতার্থমেতদুক্তং বঃ ক্রিয়তাং যদি রোচতে

উচ্যতাং হি ক্ষমং যৎ তৎ সর্বেষামেব বানরাঃ॥ ১০

‘আপনাদের মঙ্গলের জন্যই আমি এইরূপ বলছি ;  
যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তাহলে সেইমতো কর্ম করুন  
অথবা, বানরগণ ! যা সকলের জন্য সমুচিত সেইরূপ  
কর্মের কথাই আপনারা বলুন।’

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রদ্ধা বচনং গন্ধমাদনঃ।

উবাচ ব্যস্তয়া বাচাং পিপাসাশ্রমখিরয়া॥ ১১

অঙ্গদের এই কথা শুনে গন্ধমাদন পিপাসায় এবং  
এবং পরিশ্রমে ক্লান্ত হলেও সুস্পষ্টরূপে বললেন—

সদৃশং খলু বো বাক্যমঙ্গদো যদুবাচ হ।

হিতং চৈবানুকূলং চ ক্রিয়তামস্যা ভবিতম্॥ ১২

‘বানরগণ ! অঙ্গদ যা বললেন তা আপনারা  
উপযুক্ত, অনুকূল এবং মঙ্গলকর ; অতএব এই  
কথামতোই আপনারা কাজ করুন।

পুনর্মার্গামহে শৈলান্ কন্দরাংশ্চ শিলাংশ্চথা।

কাননানি চ শূন্যানি গিরিপ্রবধানি চ॥ ১৩

‘আমরা পর্বতগুলি, কন্দরসমূহ, শিলা, নির্জন  
এবং পার্বত্য ঝর্ণাগুলিতে পুনরায় সন্ধান করি।

যথোদ্দিষ্টানি সর্বানি সুগ্রীবেন মহামনঃ।

বিচিহ্নস্ত বনং সর্বং গিরিদুর্গাণি সজতাঃ॥ ১৪

‘মহাত্মা সুগ্রীব যেমন নির্দেশ দিয়েছেন সেইমতো  
সকল বন, পর্বত এবং দুর্গম অঙ্গলগুলিতে সকল মিলে  
একসঙ্গে অনুসন্ধান করি।’

৪৩ সমুখায় পুনর্বানরাস্তে মহাবলাঃ।  
বিক্রান্তনসংকীর্ণাঃ বিচেরুর্দক্ষিণাঃ দিশম্ ॥ ১৫

হৃদয়লশালী বানরেরা তখন গাত্রোথানপূর্বক  
বৈষ্ণবপর্বতের দক্ষিণ দিকে বনাকীর্ণ স্থানে পুনরায় বিচরণ  
করতে লাগল।

৪৪ শারদাশ্রুতিমঃ শ্রীমদ্রজতপর্বতম্।  
শুক্লবস্ত্রং দরীবস্ত্রমধিরুহ্য চ বানরাঃ ॥ ১৬

শরৎকালের মেঘের মতো সুন্দর শ্রীমণ্ডিত, বহু শৃঙ্খল  
বস্ত্রবিশিষ্ট রজতপর্বতে আরোহণ করে তারা সন্ধান-  
কর্ম রত হল।

৪৫ লোভ্রবনঃ রমাং সপ্তপর্ণবনানি চ।  
হিষ্টিস্তো হবিবরাঃ সীতাদর্শনকাক্ষিণাঃ ॥ ১৭

সীতার দর্শনে অগ্রহী বানরশ্রেষ্ঠগণ সেই স্থানের  
হৃদয় লোভ্রবনে এবং ছাতিমবনে অনুসন্ধান করতে  
লাগলেন।

৪৬ চন্দ্রমধিরাজাস্তে শ্রাজ্জা বিপুলবিক্রমাঃ।  
ন পশ্যন্তি স্ম বৈদেহীঃ রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥ ১৮

বিপুলবিক্রমে তাঁরা সেই পর্বতের চূড়ায় আরোহণ  
করে সন্ধান করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেন, কিন্তু  
শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী বৈদেহী সীতাকে দেখতে

পেলেন না।

৪৭ তে তু দৃষ্টিগতং দৃষ্টা তং শৈলং বহুকন্দরম্।  
অব্যারোহন্ত হরয়ো বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯

বহুগুহাবিশিষ্ট সেই পর্বতে ভালোভাবে নিরীক্ষণ  
করে সর্বত্র দৃষ্টিপাত করতে করতে বানরেরা অবতরণ  
করতে লাগলেন।

৪৮ অবনতস্য ততো ভূমিঃ শ্রাজ্জা নিগতচেতসঃ।  
হিতা মুহূর্তং তত্রাথ বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ ॥ ২০

পর্বতশিখর থেকে ভূমিতে অবতরণ করে ক্লান্ত  
বানরেরা হতচেতন অবস্থান বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়ে  
মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

৪৯ তে মুহূর্তং সমাশ্রুতাঃ কিঞ্চিদ্ভ্রূপরিগ্রমাঃ।  
পুনরৈবোদাতাঃ কুৎস্রাং মার্গিতুং দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২১

একমুহূর্তমাত্র বিশ্রামগ্রহণ করে কিঞ্চিৎমাত্র ক্লান্তি  
অপনোদিত হলে সম্পূর্ণ দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধানের জন্য  
পুনরায় উদ্যত হলেন।

৫০ হনুমৎ প্রমুখাজ্জাবৎ প্রহিতাঃ প্রবগর্ষভাঃ।  
বিক্রামেবাদিতঃ কৃত্বা বিচেরুশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২২

হনুমান প্রভৃতি বানরশ্রেষ্ঠগণ সীতাস্থেষ্ণার্থে  
বিক্রাপর্বতের আদিত্যে সর্বত্র বিচরণ করে প্রস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একানোপখণ্ডঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

### পঞ্চাশ সর্গ (৫০)

কুখার্ত পিপাসার্ত বানরদের কোনো এক গুহায় প্রবেশ। সেখানে দিবা বৃক্ষ, দিবা সরোবর, দিব্য ভবন  
সহ এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর দর্শনলাভ। হনুমান কর্তৃক সেই তপস্বিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা

৫১ সহ ভরাঙ্গদাভ্যাং তু সংগম্য হনুমান্ কপিঃ।  
বিচিনোতি চ বিজ্ঞাস্য গুহাশ্চ গহনানি চ ॥ ১

হনুমান, তার এবং অঙ্গদকে সঙ্গে নিয়ে  
বিক্রাপর্বতের গুহায় এবং গভীর জঙ্গলে সন্ধান করতে  
লাগলেন।

৫২ সিংহশার্দূলজুষ্টাশ্চ গুহাশ্চ পরিতত্ত্বদা।  
বিষমেষু নগেজস্য মহাপ্রববেষু চ ॥ ২

পার্বত্য কন্দরগুলি ছিল বাঘ এবং সিংহদের  
বাসভূমি। গিরিরাজ বিষ্ণোর বড় বড় ঋণাগুলিসহ সেই  
গুহাগুলি ও তার আশপাশের সমস্ত স্থান তাঁরা ভালোভাবে

অধ্বেষণ করলেন।

আসুদুস্তস্য শৈলস্য কোটিং দক্ষিণপশ্চিমাম্।  
তেষাং তত্রৈব বসতাং স কালো ব্যতাবর্তত॥ ৩

দূরতে ঘূরতে বানরেরা গুহ পর্বতের দক্ষিণ-  
পশ্চিমদিকে (নৈঋতকোণে) পৌঁছলেন এবং সেখানে  
অবস্থান করতে করতেই সুগ্রীব নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত  
হয়ে গেল।

স হি দেশো দূরধেঘো গুহাগহনবান্ মহান্  
তত্র বায়ুসূতঃ সর্বং বিচিনোতি স্ম পর্বতম্॥ ৪

বড় বড় গুহা এবং গভীর জঙ্গলে সমাকীর্ণ সেই  
দেশে অধ্বেষণক্রিয়া দুঃসাধ্য ; তথাপি পবনপুত্র হনুমান  
সমস্ত পর্বতে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করলেন।

পরম্পরেশ রহিতা অন্যান্যাস্যবিদূরতঃ।  
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ॥ ৫

মৈন্দচ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমান্ জাম্ববানপি।  
অঙ্গদো যুবরাজশ্চ তারশ্চ বনগোচরঃ। ৬

গিরিজালাব্তান দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্।  
বিচিব্রতন্ততস্তত্র দদুর্গবিবৃতং বিলম্॥ ৭

কখনো পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো বা একে  
অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ; গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ,  
গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান, জাম্ববান, যুবরাজ  
অঙ্গদ, তারসহ অন্যান্য বনবাসী দক্ষিণ দিকের পর্বতসঙ্কুল  
পথ ধরে সন্ধান করতে করতে তাঁরা একটি উগ্ৰুত  
মুখবিশিষ্ট গহ্বর দেখতে পেলেন।

দুর্গম্ভবিলং নাম দানবেনাভিরক্ষিতম্।  
ক্ষুংপিপাসাপরীতান্ত্ৰ শ্রান্তান্ত্ৰ সলিলার্ধিনঃ॥ ৮

ঋক্ষবিল নামক দুর্গম সেই গহ্বর দানবদের দ্বারা  
সুরক্ষিত। ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, পরিশ্রান্ত বানবেরা পিপাসা  
নিবারণার্থে সেইখানে জল প্রার্থনা করলেন।

অবকীর্ণং লতাবৃক্ষৈর্দদুত্তে মহাবিলম্।  
তত্র ক্রৌঞ্চাশ্চ হংসাশ্চ স্যারসাম্চাপি নিষ্কমন্॥ ৯

জলার্দ্রাশ্চক্রবাকশ্চ রক্তাঙ্গাঃ পদ্মরেণুভিঃ।

অনন্তর লতা এবং বৃক্ষে আচ্ছাদিত সুবিশাল গুহাটি

তাঁরা দেখতে লাগলেন। সেই বিবর থেকে ক্রৌঞ্চ, হংস,  
স্যারসদের নির্গত হতে দেখলেন। চক্রবাকদের শব্দ  
জলসিক্ত এবং পদ্মরেণুর স্পর্শে অক্লমবর্ণ।

ততস্তন্ বিলমাসাদ্য সুগন্ধি দূরভিক্ষমন্॥ ১০  
বিস্ময়বাত্মনসো বভূবুর্নানরবর্তম্।

সপ্লাতপরিশঙ্কান্তে তদ্ বিলং প্রবেগোত্তমঃ॥ ১১

তখন সেই দুর্লভ্য এবং সুগন্ধি গুহার নিকট গিয়া  
সকল বানরশ্রেষ্ঠ বীবের মন বিস্ময়ে চমকিত হয়ে উঠল।  
তাঁরা অনুমান করলেন যে, এই গহ্বরের ভিতরে রাজ্য  
অস্তিত্ব আছে।

অভ্যপদান্ত সংহৃষ্টান্তেজোবন্তো মহাবলাঃ।

নানাসত্ত্বসমাকীর্ণং দৈত্যোজ্জ্বলিত্যোপমম্ ১২

দুর্দর্শমিব ঘোরং চ দুর্বিগাহ্যং চ সর্বশঃ।

অত্যন্ত তেজস্বী এবং মহাবলশালী বানররা  
মহানন্দে সেই গুহামুখে এসে উপস্থিত হলেন।  
দৈত্যরাজের নিবাসভূমির তুল্য ভয়ংকর নানাবিধ পদ-  
সমাকীর্ণ সেইস্থান দেখাও অত্যন্ত কঠিন এবং এর  
অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

ততঃ পর্বতকূটাভো হনুমান্ মারুতায়জঃ ১৩

অব্রবীদ্ বানরান্ ঘোরান্ কান্তারবনকোবিদঃ।

তখন পর্বতশিখরতুল্য পবনপুত্র হনুমান, যিনি এই  
দুর্গম বন সম্পর্কে জানতেন ; তিনি ভয়ানক সেই বানরকে  
বললেন—

গিরিজালাব্তান দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্॥ ১৪

বয়ং সর্বে পরিশ্রান্তা ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্।

‘শৈলমালা পরিবৃত্ত দক্ষিণ দিকের দেশে সন্ধান  
করতে কবতে আমরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কি  
মৈথিলী সীতার দর্শন লাভ করিনি।

অস্ম্যচ্চাপি বিলাদংসাঃ ক্রৌঞ্চাশ্চ সহ সারসে॥ ১৫

জলার্দ্রাশ্চক্রবাকশ্চ নিম্পতন্তি স্ম সর্বশঃ।

নূনং সলিলবানত্র কূপো বা যদি বা হুদাঃ ১৬

তথা চেমে বিলঘারে স্ত্রিদ্ধাতিষ্ঠি পাদপাঃ।

‘সম্মুখস্থ এই গুহা থেকে হংস, ক্রৌঞ্চ, স্যার



এবং প্রাণসংক্রান্তাংক এবং পল্লবীর্ষ্য হইল। 'অহমহং হং  
ভেদে কলস্পৃগ কৃপা অদলা হৃদ অদলাতি 'আছে।  
'সুইজনই এই আবেদনে প্রাণ নৃক্ষসামুদ্র বর্জনা।'

ইত্যাক্ষণ বিলং সর্বে বিনিস্ত্রিমিরানুতম ॥ ১৭  
জগদসুখঃ মময়ো মদশু নোমহর্গম।

এই বলে তাঁরা সকলে অক্ষয়ানুতম সেই গহ্বরে  
প্রবেশ করলেন ; দেখলেন সেই নোমহর্গক গুহায় চন্দ্র,  
পূর্বব কিরণও প্রবেশ করে না।

নিলাম তস্মাৎ সিংহাংস্ত তাংজাংস্ত মৃগপক্ষিণঃ ॥ ১৮  
প্রবীষ্টা হরিশার্দুলা বিলং তিমিরসংবৃতম।

সেখান থেকে সিংহ এবং অন্যান্য পশু পাখিদের  
এবং হতে দেখেও বানরশ্রেষ্ঠগণ তমসানুত সেই গুহায়  
প্রবেশ করলেন।

ন তেবাং সমুদ্রে দৃষ্টির্ন তেজো ন পরাক্রমঃ ॥ ১৯  
বায়োরিব গতিত্রেয়াং দৃষ্টিত্বমসি বর্ততে।

তাঁদের দৃষ্টি, তেজ এবং সাহস কোথাও অবলম্ব  
হয় না। বায়ুবেগসম্পন্ন বানরদের দৃষ্টি অঙ্গকারেও সচল  
থাকল।

তে প্রবীষ্টান্ত বেগেন তদ্ বিলং কপিকুঞ্জরাঃ ॥ ২০  
প্রকাশং চ্যভিরামং চ দদন্তর্দেশমুত্তমম।

শ্রেষ্ঠ বানরদেরা সেই গুহায় সবেগে প্রবেশ করলেন।  
অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে দেখলেন সেই দেশ অতি  
উত্তম, প্রকাশমান এবং মনোরম।

তত্ত্বশ্মিন্ বিলে জীমে নানাগাদসংকূলে ॥ ২১  
অন্যোনাং সম্পরিষজ্য জগ্যর্গোজানমত্তমম।

তখন নানাবিধ বৃক্ষে সমৃদ্ধ সেই ভাংকর গুহায়  
তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে একযোজন পার্শ্ব পথ  
অতিক্রম করলেন।

তে মটসংজ্ঞাবিভাঃ সজ্জাভাঃ সলিলার্ঘিনঃ ॥ ২২  
পরিপূর্ণবিভে তস্মিন্ কক্ষিৎ কালমত্মিতাঃ।

তাঁরা পিপাসার্ত অবস্থায় জল না-পেয়ে বিভ্রাণ্ড হয়ে  
প্রায় চোতলালুপ্ত হলেন ; এবং কিছুসময় পার্শ্ব সেই বিলে  
থলসাপ্রতিত অবস্থায় (সজ্জানকাজে অগ্রসর হয়ে) থাকলেন।

তে কৃপা দীনবদনাঃ পরিপ্রাণাঃ প্রবজনাঃ ॥ ২৩  
আলোকং দদন্তর্বিরা নিরাশা জীবিতে যদা।

যখন সেই বানরদের দেহ কৃপা, মৃত গুহ হইল  
এবং পরিপ্রাণ অবস্থায় প্রাণ সম্পর্কে তাঁরা নিরাশ  
হয়েছেন, তখন তাঁরা (বানরদারেরা) আলো দেখতে  
পেলেন।

ততঃ দেশমাগম্য সৌম্যা বিভিমিরং বনম ॥ ২৪  
দদন্তঃ কাঞ্চমান বৃক্ষানঃ দীপ্তবৈশ্বানরপ্রভান্।

সৌম্য বানরদেরা সেই স্থান থেকে অঙ্গকারভীন  
দেশের বনভূমিতে এসে দেখলেন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল  
আলোককিরণ এবং সুন্দর সুপর্ণময় বৃক্ষরাজি।

সালংজালাংস্তমাজাংস্ত পুংগান্ বঙ্কলান্ ধবান্ ॥ ২৫  
চম্পকান্ মাগবৃক্ষাংস্ত কর্ণিকারাংস্তপুষ্পিভান্।

তাঁরা দেখলেন শাল, তাল, তমাল, পুরাগ, অশোক,  
ধব, চম্পা, নাগকেশর প্রভৃতি পুষ্প সমৃদ্ধ বৃক্ষরাজি।

জবকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিট্রৈ রটৈঃ কিসলয়ৈস্তথা ॥ ২৬  
আগীড়ৈশ্চ লতাভিঃ হেমাভরণভূষিতান্।

স্বর্ণবর্ণের পুষ্পস্তবকের এবং লোহিত বর্ণের  
কিশলয়ের শোভা যেন বৃক্ষের মুকুটের মতো লতাগুলির  
শোভা দ্বারা বৃক্ষরাজি যেন স্বর্ণাভরণে সুসজ্জিত হয়েছে।

তরুণাদিতাসংকাশান্ বৈদূর্যময়বেদিকান্ ॥ ২৭  
বিভ্রাজমানান্ বপুষা পাদপাংস্ত হিরণ্ময়ান্।

বৃক্ষরাজির সৌন্দর্য যেন নবোদিত সূর্যের ন্যায়  
উজ্জ্বল এবং অশোভাগ যেন লতা দ্বারা বৈদূর্যমণির শোভা  
দারণ করে বেদি নির্মিত করেছে।

নীলবৈদূর্যবর্ণাশ্চ পদ্মিনীঃ পতঙ্গৈর্বৃতাঃ ॥ ২৮  
মহস্তিঃ কাঞ্চনৈর্বৃকৈর্বৃতা বালার্কসরিভৈঃ।

জাতকপময়ৈর্মহাসৈর্মহস্তিচাপ  
পক্ষৈঃ ॥ ২৯  
নলিনীদত্ত দদন্তঃ প্রসমসলিলাযুতাঃ।

সেই স্থানে নীল বৈদূর্যমণির বর্ণবিশিষ্ট, পদ্মফুলে  
পরিপূর্ণ, বিহগদের দ্বারা সমাবৃত, নবোদিত সূর্যের  
আভাবিশিষ্ট কাঞ্চনবর্ণের বৃক্ষরাজি দ্বারা আকীর্ণ,  
স্বর্ণকমল দ্বারা সুশোভিত, স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ এক

জলাশয় দেখতে পেলেন।

কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি তৈশ্চ চ ॥ ৩০  
তপনীয়গবাঞ্চাপি মুক্তাজ্জালবৃত্তানি চ।  
হৈমরাজতভৌমানি বৈদূর্যমণিমস্তি চ। ৩১  
দদৃশুস্তত্র হরয়ো গৃহমুখ্যানি সর্বশঃ।

বানরবীরেরা দেখলেন স্বর্ণময় এবং রৌপ্যময় সুদৃশ্য ভবন। ভবনের বাতায়নগুলি মুক্তজালে আবৃত। এর ভূমিদেশও (মেকে) স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত এবং বৈদূর্যমণি-খচিত। প্রধান গৃহগুলির সর্বত্র বানরেরা দেখলেন।

পুষ্পিতান্ ফলিনো বৃক্ষান্ প্রবালমণিসন্নিধান্ ॥ ৩২  
কাঞ্চনভ্রমরাংশ্চৈব মধুনি চ সমজ্ঞতঃ।

মণিকাঞ্চনচিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ ॥ ৩৩  
বিবিধানি বিশালানি দদৃশুস্তে সমজ্ঞতঃ।

হৈমরাজতকাংস্যানাং ভাননানাং চ রাশয়ঃ ॥ ৩৪  
অগুরুণাং চ দিব্যানাং চন্দনানাং চ সঞ্চয়ান্।

শুচীনাভাবহারানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৩৫  
মহার্হাণি চ বানানি মধুনি রসবস্তি চ।

দিব্যানামঘরাণাং চ মহার্হাণাং চ সঞ্চয়ান্ ॥ ৩৬  
কম্বলানাং চ চিত্রাণামজিনানাং চ সঞ্চয়ান্।

তত্র তত্র চ বিন্যস্তান্ দীপ্তান্ বৈশ্বানরপ্রভান্ ॥ ৩৭  
দদৃশুর্বানরাঃ শুভ্রাজ্জাতরূপস্য সঞ্চয়ান্।

পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষগুলি প্রবাল মণির ন্যায় উজ্জ্বল। মধুপূর্ণ সেই স্থানের সর্বত্র সোনালি ভ্রমরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মণিকাঞ্চনমণ্ডিত বিশাল এবং বিবিধ শয্যা ও আসন সর্বত্র দৃশ্যমান। সোনা, রূপো এবং কাঁসার তৈরি বিবিধ পাত্র। অগুরু এবং দিব্য চন্দনের সুরভি সেথায় সঞ্চিত। পবিত্র ভোজ্যস্বরূপ ফল-মূল সেখানে সুরক্ষিত। এই ফলগুলি অতি সুমিষ্ট এবং রসালো। সেখানে আছে

মহামূল্যবান যানবাহন (রথ, শিবিকাদি), পর্যাপ্ত সংখ্যক দিব্য এবং মহামূল্যবান বস্ত্রের সত্তার, বিচিত্র কম্বল ও মৃগচর্মের ভাণ্ডার; এই সমস্ত জিনিস যথাস্থানে সুসজ্জিত। এগুলির প্রভাব অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। সেইস্থানে বানরেরা উজ্জ্বল সুবর্ণের বিপুল সত্তার দেখতে পেলেন।

তত্র তত্র বিচিস্তজ্ঞো বিলে তত্র মহাপ্রভাঃ ॥ ৩৮  
দদৃশুর্বানরাঃ শূরা ত্রিঃ কাঞ্চিদদূরতঃ।

তাং চ তে দদৃশুস্তত্র চিরকৃষ্ণাজিনাধরাম্ ॥ ৩৯  
তাপসীং নিয়তাহারাং জলস্রীমিব তেজসা।

বিস্মিতা হরয়স্তত্র ব্যবতিষ্ঠন্ত সর্বশা।  
প্রপচ্ছ হনুমাংস্তত্র কাসি ত্বং কস্য বা বিলম্ ॥ ৪০

মহাবলশালী বানরেরা সেই গুহায় তর তর করে সন্ধান করতে করতে কিছুদূরে একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন। তাঁরা আরও দেখলেন যে তিনি বন্ধন ও কৃষ্ণমৃগচর্ম পরিহিতা তাপসী। নিয়ন্ত্রিত জাহাব এবং তপস্যার প্রভাবে তিনি স্ত্রীয় তেজে দেদীপ্যমান। ফল বানরেরা তখন তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন; হনুমান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘আপনি কে? এবং এই গুহা কার?’

ততো হনুমান্ গিরিসম্মিকাশঃ

কৃতাজ্জলিন্ত্যামভিবাধ্য বৃক্ষান্।

প্রপচ্ছ কা ত্বং ভবনং বিলং চ

রত্নানি চেমানি বদস্ব কস্য ॥ ৪১

তখন পর্বততুল্য বিশাল হনুমান কৃতাজলিবদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে সেই বৃদ্ধা তপস্বিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘আপনি কে?’ এবং আরও বললেন—‘এই ভবন, এই বিল এবং এই সমস্ত রত্নরাজি কার? আপনি আমারে বলুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিঙ্কিকাকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

## একপঞ্চাশ সর্গ (৫১)

হনুমান কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বৃদ্ধা তাপসীর নিজের তথা সেই দিব্য হানোর পরিচয়  
প্রদানপূর্বক বানরদের প্রতি ভোজন গ্রহণের নির্দেশ দান

হনুমান্তঃ চীরকৃষ্ণজিনাঙ্ঘরাম্।  
অব্রীং তাং মহাভাগাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্॥ ১  
এই কথা বলে হনুমান কৃষ্ণমুগার্চ্য পরিহিতা,  
ধর্মচরী, মহাভাগা তপস্বিনী বললেন—  
ইদং প্রবিষ্টাঃ সহস্রা বিলাঃ তিমিরসংবৃতম্।  
কুণিপাসাপরিপ্রাভাঃ পরিখিমাপ্ত সর্বশাঃ॥ ২  
মহৎ বরণা বিবরণং প্রবিষ্টাঃ স্ম পিপাসিতাঃ।  
হোংস্বেবংবিধানং তাবান্ বিবিধানন্তুতাপমান্॥ ৩  
দুঃ বয়ং প্রকথিতাঃ সন্তোজা নষ্টচেতসঃ।  
কসাতে কাঞ্চনা বৃক্ষান্তরুপাদিত্যসমিভাঃ॥ ৪  
'হে দেবি ! আমরা সকলে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত,  
পরিশ্রান্ত অবস্থায় কাতর হয়ে, সহস্রা এই অন্ধকারাবৃত  
গহবে প্রবেশ করেছি। আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পৃথিবীর উপরে  
অবস্থিত সুবিশাল এই গুহায় প্রবেশ করেছি ; কিন্তু  
এইখানে অবস্থিত এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত পদার্থ দেখে  
আমরা অত্যন্ত ব্যথিত, বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হয়েছি।  
নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল সুবর্ণময় এই বৃক্ষরাজি কার ?  
ওচীনাত্যবহার্য্যি মূলানি চ ফলানি চ।  
কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি গৃহাণি চ॥ ৫  
তপসীয়গবাক্ষানি মণিজালাবৃতানি চ।  
গুপ্তিতাঃ ফলবন্তশ্চ পুষ্পাঃ সুরভিগন্ধয়াঃ॥ ৬  
ইমে জাহ্নবদময়াঃ পাদপাঃ কস্যা তেজসা।  
'আহারের জন্য পবিত্র খাদ্যসামগ্রী, ফলমূল,  
সুবর্ণময় বিমান, রত্নময় গৃহ, মণিমুক্তার জালে আচ্ছাদিত  
সুবর্ণময় বাতায়ন, সুগন্ধযুক্ত পবিত্র ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ  
সুবর্ণময় বৃক্ষরাজি করে তেজে প্রকট হয়েছে ?  
কাঞ্চনানি চ পদ্মানি জাতানি বিমলে জলে॥ ৭  
কথং মৎস্যাশ্চ সৌবর্ণা দৃশ্যন্তে সহ কচ্ছপৈঃ।  
আশ্বনক্শুভাবাদ্ বা কস্যা বৈতন্তশোভনম্॥ ৮  
অজানতাঃ নঃ সর্বেষাং সর্বমাখ্যাতুমর্থসি।  
'নির্মল জলে কীভাবে উৎপন্ন হয়েছে সোনার  
কমল ? মৎস্য এবং কচ্ছপগুলিকে কেন সোনালি  
সেবাচ্ছে ? আপনার তেজের প্রভাবে অথবা অন্য কারও

তপোবলে ? আমরা এসব কিছুই জানি না ; অনুগ্রহ করে  
আপনি এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।'  
এবমুক্তা হনুমতা তাপসী ধর্মচারিণী॥ ৯  
প্রত্নাচ হনুমন্তঃ সর্বভূতহিতে রতা।  
ধর্মপরায়ণা তাপসীকে হনুমান এইরূপ বললে, সকল  
প্রণীর কল্যাণে রতা সেই তপস্বিনী হনুমানকে প্রত্যুত্তরে  
বললেন—  
ময়ো নাম মহাতেজা মায়াসী বানরর্ষভ॥ ১০  
তেনেদং নির্মিতং সর্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্।  
'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! ময় নামক মহাতেজস্বী এক দানব।  
তার মায় শক্তির দ্বারা এই সমস্ত কিছু—এই সুবর্ণময় বন  
নির্মাণ করেছেন।  
পুরা দানবমুখানাং বিশ্বকর্মা বভূব হ॥ ১১  
যেনেদং কাঞ্চনং দিবাং নির্মিতং ভবনোত্তমম্।  
'যিনি এই সুবর্ণময় দিব্য ভবন নির্মাণ করেছেন সেই  
ময়দানব পূর্বে ছিলেন দানবমুখাদের বিশ্বকর্মা।  
স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্তা মহাবনে॥ ১২  
বিপতামহাদ্ বয়ং লেভে সর্বমৌশনসং ধনম্।  
'তিনি এই মহাবনে সহস্র বৎসর যাবৎ ভয়ানক  
তপস্যা করে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট থেকে সকল শিল্পজ্ঞান-  
রূপ সম্পদ লাভ করেছিলেন।  
বিধায় সর্বং বলবান্ সর্বকামেশ্বরত্বদা॥ ১৩  
উবাস সুখিতঃ কালং কচ্ছিদম্মিন্ মহাবনে।  
'সকল কামনার প্রভু বলবান ময়দানব সকল কার্য  
সম্পন্ন করে এই মহাবনে কিছুকাল সুখে বাস করেছিলেন।  
তমল্লরসি হেমায়াং সঙ্কং দানবপুঙ্গবম্॥ ১৪  
বিক্রমৌবশনিং গৃহ্য জঘানেশঃ পুরন্দরঃ।  
'সেই সময়ে দানবশ্রেষ্ঠের সঙ্গে হেমা নাম্নী অঙ্গরার  
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যা জানতে পেরে, দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র  
নিয়ে তাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন।  
ইদং চ ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ে বনমুত্তমম্॥ ১৫  
শাস্তৃতঃ কামভোগশ্চ গৃহং চেদং হিরণ্ময়ম্।  
'তারপর ব্রহ্মা এই উত্তম বনভূমি (সুবর্ণময়), এবং



গৃহ কাম এবং ভোগের অক্ষয় স্থান হোমাকে দান করেছিলেন।

দুহিতা মেরুসাবর্ণেরহঃ তস্যাঃ স্বয়ংপ্রভা ॥ ১৬  
ইদং রক্ষামি ভবনং হোমায় বানরোত্তম।

‘আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা। আমার নাম স্বয়ংপ্রভা। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমি হোমার এই ভবন রক্ষা করছি।

মম প্রিয়সখী হোমা নৃত্যগীতবিশারদা ॥ ১৭  
তয়াদত্তবরা চান্মি রক্ষামি ভবনং মহং।

‘আমার প্রিয়সখী হোমা নৃত্যগীতকুশল। সে আমাকে গৃহ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়ায় আমি এই সুবিশাল

ভবন রক্ষা করছি।

কিং কার্যং কস্য বা হেতোঃ কাঙ্ক্ষারপি প্রশন্য  
কথং চেদং বনং দুর্গং যুগ্মাভিরূপলক্ষিতম।  
শুচীনাভ্যবহারাপি মূলানি চ ফলানি চ।

‘আপনাদের কী কার্য? কী উদ্দেশ্যে আপনারা এ ভয়ানক বনে বিচরণ করছেন? দুর্গম এই বনকে কীভাবেই বা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হল?

ভুক্ত্য পীত্বা চ পানীয়ং সর্বং মে বহুমঙ্গলি ॥ ১৮  
‘আচ্ছা, আপনারা এই পবিত্র ফল-মূল খাননি

ভোজন করুন এবং পানীয় পান করুন; অল্প আপনাদের সকল বৃত্তান্ত জানান।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিস্কিন্ধাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত্ত আদিকাব্য রামায়ণের কিস্কিন্ধাকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫১ ॥

## দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫২)

তাপসী স্বয়ংপ্রভার জিজ্ঞাসার উত্তরে বানরদের নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা। তাঁর দিব্য প্রভাবে বানরদের গুহা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে সমুদ্রতীরে গমন।

অথ তানব্রবীৎ সর্বান্ বিশ্রান্তান্ হরিয়ুথপান্।  
ইদং বচনমেকাগ্রা তাপসী বর্মচারিণী ॥ ১

তদনন্তর বানরদলপতিগণ যখন বিশ্রাম করছিলেন তখন একাগ্রা ধর্মচারিণী তাপসী স্বয়ংপ্রভা এই কথা বললেন—

বানরা যদি বঃ খেদঃ প্রশষ্টঃ ফলভক্ষণং।  
যদি চৈতন্ময়া শ্রাব্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তাং কথাম্ ॥ ২

‘হে বানরগণ! যদি ফলভক্ষণ করে আপনাদের ক্লান্তি অপনোদিত হয়ে থাকে এবং যদি আপনাদের বৃত্তান্ত আমার শ্রবণযোগ্য হয় তাহলে আমি তা শুনতে আগ্রহী।’

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রদ্ধা হনুমান্ মারুতাস্তজঃ।  
আর্জবেন যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৩

পবনপুত্র হনুমান তাঁর সেই কথা শুনে, সরলতার সঙ্গে যথায়থভাবে সকল বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন—

রাজা সর্বস্য লোকস্য মহেন্দ্রবরুণেশ্বর।

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিত্তো দণ্ডকারকঃ।

‘দেবরাজ ইন্দ্র এবং বরুণদেবের তুল্য ভেদে

সর্বলোকের অধিপতি দশরথনন্দন শ্রীমান রাজার

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

লক্ষ্মণেন সহ স্রাত্বা বৈদেহ্যা সহ ভার্য্য

তস্য ভার্য্যা জনহানাদ্ রাবণেন হত্যা কৃত্য

‘তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই লক্ষ্মণ এবং

বৈদেহী সীতা, তাঁর ভার্য্যাকে জনহান থেকে রক্ষণ

অপহরণ করেছে।

বীরন্তস্য সখা রাজঃ সুগ্ৰীবো নাম বানর।

রাজা বানরমুখ্যানাং যেন প্রহাণিত কর

অগত্যচরিতামাশাং দক্ষিণাঃ বমরকিত্র

সহৈভির্বানরৈর্মুখোরঙ্গদগ্রনুর্ধ্বগম্

‘সুগ্রীব নামক বীর বানর সেই বাজার লক্ষ্য। বানর  
দুখাদের অধীশ্বর সেই সুগ্রীবের নির্দেশেই আমবা অঙ্গদ  
প্রভৃতি বানরপ্রধানেরা সীতাব অন্বেষণে অগস্ত্যবুনির দ্বারা  
সেবিত এবং যমরাজ দ্বারা সুরক্ষিত দক্ষিণ দিকে প্রেরিত  
হয়েছি।’

সহিতাঃ সর্বৈ রাক্ষসঃ কামরূপিণম্।  
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা মার্গশ্রমিতি চোদিতাঃ ॥ ৮

‘তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, “তোমরা সকলে  
মিলে বিদেহরাজকুমারী সীতাব সঙ্গে ইচ্ছামতো কণ্ঠধারণে  
সকল রাক্ষসরাজ রাবণের সন্ধান করো।”’

ব্রিহতা তু বনং সর্বং সমুদ্রং দক্ষিণাং দিশম্  
বয়ং বুভুক্ষিতাঃ সর্বৈ বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৯

‘সমগ্র বনে অনুসন্ধান করে আমরা দক্ষিণ দিকে  
সমুদ্রে সন্ধানরত অবস্থায় ক্ষুধায় কাতর হয়ে বৃক্ষতলে  
চাপকেন করেছিলাম।’

বিবর্ণবদনাঃ সর্বৈ সর্বৈ ধ্যানপরায়ণাঃ।  
নমিগচ্ছামহে পারং মগ্নাশ্চিন্তামহার্ণবে ॥ ১০

‘আমরা বিবর্ণ মুখে চিন্তামগ্ন অবস্থায় ছিলাম। আমরা  
জিহ্বর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিলাম ; কীভাবে পার হব তা  
বুঝতে পারছিলাম না।’

সরযজ্ঞতচ্চক্ষুর্দৃষ্টবস্তো মহদ্ বিলম্।  
লতাশাপসংছন্নঃ তিমিরেণ সমাবৃতম্ ॥ ১১

‘তখন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে আমরা অন্ধকারে  
সমাবৃত, লতাপাতা ও গাছপালায় সমাচ্ছন্ন এই মহান বিল  
দেখে পেলাম।’

জম্বাকংসা জলক্রিয়াং পশৈঃ সলিলরেণুভিঃ।  
সূর্য্যঃ সারসাস্ট্রৈব নিষ্পতন্তি পতংত্রিণঃ ॥ ১২

‘এখান থেকে পদ্মরেণুমণ্ডিত ও জলসিক্ত  
পশুবিগ্ৰহ হংস, কুরুর, সারস প্রভৃতি পক্ষিসকল নিপ্পাত  
হয়ে দেবতে পেলাম।’

শাক্ষয় প্রবিশামেতি ময়া তৃজাঃ প্রবজমাঃ।  
তোষামপি হি সর্বেষামনুমানমুপাগতম্ ॥ ১৩

‘আমি বানরদের বললাম—“সাধু! এসো দেখি এই  
জায় প্রবেশ করি।” তারাও সকলেই আমার অনুমান  
বৃত্তিতে সক্ষম হল।’

অশ্মিন্ নিপতিতাঃ সর্বৈহ্যাপ্য কার্যভরাদিতাঃ।

ততো গাঢ়ং নিপতিতা গৃহ্য হস্তৈঃ পরস্পরম্ ॥ ১৪

‘আমরা শীঘ্র কার্যসাধনের নিমিত্ত সকলেই এই  
গুহায় প্রবেশ করলাম। সেই গভীর অন্ধকারে আমরা  
পরস্পর হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হলাম।’

ইদং প্রবিষ্টাঃ সহসা নিলং তিমিরসংবৃতম্।

এতয়াঃ কার্যমেতেন কৃতেন ব্যয়মাগতাঃ ॥ ১৫

‘এইভাবেই আমরা সহসা অন্ধকাবাচ্ছন্ন গুহায়  
প্রবেশ করেছি। এইভাবেই আমরা আমাদের কাজ করতে  
কবতেই এখানে উপস্থিত হয়েছি।’

হ্রাং চৈবোপগতাঃ সর্বৈ পরিদ্যুনা বুভুক্ষিতাঃ।

আতিথ্যধর্মদত্তানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ১৬

অশ্মাভিরূপযুক্তানি বুভুক্ষাপরিপীড়িতৈঃ।

‘ক্ষুধায় কাতর এবং দুর্বল হয়ে আমরা সকলে  
আপনার শরণাগত হয়েছি। আপনি আতিথ্য ধর্ম অনুসারে  
আমাদের ফল মূল দিয়েছেন। আমরাও ক্ষুধার্ত-পীড়িত  
অবস্থায় উপযুক্তরূপে তার সদ্যবহার করেছি।’

যৎ জয়া রক্ষিতাঃ সর্বৈ প্রিয়মাণা বুভুক্ষয়া ॥ ১৭

ক্রুহি প্রত্যাশকারার্থং কিং তে কুর্বন্ত বানরাঃ।

‘ক্ষুধার্ত, মৃতপ্রায় আমাদের সকলকে আপনি রক্ষা  
করেছেন। এখন বলুন, এই বানরেরা আপনার কীভাবে  
প্রত্যাশকার করতে পারে?’

এবমুক্তা তু সর্বজ্ঞা বানরৈরৈকৈঃ স্বয়ংপ্রভা ॥ ১৮

প্রত্যাচাচ ততঃ সর্বানিদং বানরযুথশান্।

সর্বজ্ঞা স্বয়ংপ্রভাকে সেই বানরেরা এইরূপ বললে—  
তিনি সকল বানরদলপতিদের বললেন—

সর্বেষাং পরিতুষ্টাস্মি বানরাণাং তরহিণাম্ ॥ ১৯

চরন্ত্যা মম ধর্মেন ন কাষমিহ কেনচিৎ।

‘আমি সকল বেগবান বানরদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।  
আমি ধর্মচরণের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করি ; আমার  
জন্য কারও কিছু করার প্রয়োজন নেই।’

এবমুক্তাঃ শুভং বাক্যং ত্যাস্যা ধর্মসংহিতম্ ॥ ২০

উবাচ হনুমান্ বাক্যং তামনিদন্তিলোচনাম্।

তপস্বিনীর এইরূপ ধর্মসংযুক্ত উত্তম বাক্য শুনে,  
হনুমান সেই অনিন্দিত লোচনাকে বললেন—

শরণং ত্বাং প্রপন্নাঃ স্মঃ সর্বৈ বৈ ধর্মচারিণীম্ ॥ ২১

যঃ কৃতঃ সময়োহস্মাসু সুগ্রীবেন মহাশ্বনা।

স তু কালো বাতিকাঙ্কো বিলে চ পবিনর্ততাং ॥ ২২

‘আপনি ধর্মচারিণী, আমরা সকলেই আপনার শরণাগত। মহাত্মা সুগ্রীব আমাদের কাজের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন ; এই বিলে বিচরণ করতে করতে আমাদের সেই সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

সা হুমস্মাদ্ বিলাদস্মানুত্তারয়িতুমর্হসি।

তস্মাৎ সুগ্রীববচনাদতিক্রান্তান্ গতায়ুষঃ ॥ ২৩

ব্রাতুমর্হসি নঃ সর্বান্ সুগ্রীবভয়শক্তিতান্।

‘সুগ্রীবের বাক্য লক্ষ্যন করায় আমাদের প্রাণ সংশয়াপন্ন। সুগ্রীবের ভয়ে আমরা সকলেই আশঙ্কিত। আপনিই পারেন আমাদের এই অবস্থা থেকে ত্রাণ করতে। এই বিল থেকে নিষ্কৃমণের পথ বলে দিয়ে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

মহচ্চ কার্যমস্মাভিঃ কর্তব্যং ধর্মচারিণি ॥ ২৪

তচ্চাপি ন কৃতং কার্যস্মাভিরিহ বাসিভিঃ।

‘হে ধর্মচারিণি ! মহান কার্য আমাদের সাধন করতে হবে। এই গুহায় অবস্থানের কারণে আমরা সেই কার্যও সাধন করতে পারছি না।’

এবমুক্তা হনুমতা তাপসী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৫

জীবতা দুষ্করং মনো প্রবিষ্টেন নিবর্তিতুম্।

তপসঃ সুপ্রভাবেণ নিয়মোপার্জিতেন চ ॥ ২৬

সর্বান্বেব বিলাদস্মাৎ তারয়িষ্যামি বানরান্।

হনুমান এইরূপ বললে তপস্বিনী বললেন—‘আমি মনে করি জীবিত অবস্থায় এই গুহা থেকে নিষ্কৃমণ দুষ্কর। তথাপি নিয়মপালন এবং তপস্যার সুপ্রভাবের দ্বারা আমি সকল বানরকে এই গুহার বাইরে নিয়ে যেতে পারব।

নিমীলয়ত চক্ৰংনি সর্বে বানরপুত্রাঃ ॥ ২৭

নহি নিষ্কৃমিতুং শক্যমনিমীলিতলোচনৈঃ।

‘হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! চক্ৰ উন্মীলিত অবস্থায় সের থেকে নিষ্কৃমণ অসম্ভব। অতএব আপনারা সকলেই সু নিমীলিত করুন।’

ততো নিমীলিতাঃ সর্বে সুকুমারাস্কুলৈঃ করৈঃ ॥ ২৮

সহসা পিদমুদৃষ্টিং জট্টা গমনকালক্কা

তখন সকলেই সুকুমার অঙ্গুলিবিধিগু গুহা হইতে সহসা গুহা থেকে নির্গমন কালনায় অনর্নিত হইতে রুদ্ধ করলেন।

বানরাষ্ট্র মহাশ্বানো হস্তরুদ্ধমুখাভ্যং ॥ ২৯

নিমেঘান্তরমাত্রোপ বিলাদুত্তরিতরঙ্গা

মহাত্মা বানরেরা এইভাবে গুহা হইতে বৃষ্টি নিমেঘের মতোই গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হলেন।

উবাচ সর্বাঃস্তাঃস্তত্র তাপসী ধর্মচারিণী ॥ ৩০

নিঃসৃতান্ বিষমাৎ তস্মাৎ সমাশ্বাসোদমব্রবীৎ

তখন সেখানে তাঁদের সকলকে সহসা সেই রক্ত গুহা থেকে নির্গত হতে দেখে তাঁদের আশ্বস্ত করে তপসী ধর্মচারিণী বললেন—

এব বিছোয়া গিরিঃ শ্রীমান্ নানাক্রমলভ্যমুত ॥ ৩১

এব প্রশ্রবণঃ শৈলঃ সাগরোহরঃ মহোদধিঃ।

স্বষ্টি বোহস্ত গমিষ্যামি ভবনং বানরধন্য

ইত্যুক্তা তদ্ বিলং শ্রীমৎ প্রবিবেশ স্বয়ংপ্রভা ॥ ৩২

‘হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! এই হল নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা সুশোভিত বিজা পর্বত। এই প্রশ্রবণগিরি এবং এখানেই মহাসমুদ্র। আপনারা মঙ্গল হোক। এখন আমি একমুখ নিজ ভবনে প্রত্যাবর্তন করব।’ এই বলে স্বয়ংপ্রভা সুন্দর গুহায় প্রবেশ করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥



## ত্রিংশদশ সর্গ (৫৩)

ওহা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাচ্ছে দেখে ও কার্যসিদ্ধির  
অভাবে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরদের আমরণ অনশনে বসার সংকল্প

ভক্তঃ দদুতর্ধোরং সাগরং বরুণালয়ম্।  
অশারমভিগর্জতঃ ঘোরৈরুর্মিভিনাকুলম্॥ ১

তখন সেই বানরেরা বরুণদেবের আশ্রয়স্বরূপ  
জ্ঞানক সমুদ্র দেখতে পেলেন, ভয়ংকর তরঙ্গসমুদ্র  
গর্জনকারী এই সমুদ্রের কোনো পার নেই।

মহা মায়াবিহিতং গিরিদুর্গং বিচিন্ত্যাম্।  
তেষাং মাসো ব্যতিক্রান্তো যো রাজ্ঞা সময়ঃ কৃতঃ॥ ২

বানররাজ সুগ্রীব তাঁর অনুচরদের প্রত্যাবর্তনের জন্য  
যে একমাস সময়সীমা নির্দিষ্ট করেছিলেন, ময়দানবের  
মায়ানির্মিত সেই গুহায় তা অতিক্রান্ত হয়েছে।

বিজ্ঞাস্য তু গিরেঃ পাদে সম্প্রপুষ্টিপতপাদপে।  
উপবিশ্য মহাস্থানশ্চিদ্রামাপেদিরে তদা॥ ৩

বিজ্ঞাপর্বতের পাদমূলে অবস্থিত পুষ্টিপত বৃক্ষরাজির  
নীচে বসে সেই মহাস্থা বানরেরা চিন্তা করতে লাগলেন।

ভক্তঃ পুষ্পাতিভার্যাদ্রাশতশতসমাবৃতান্।  
জ্ঞান বাসস্তিকান্ দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভয়শঙ্কিতাঃ॥ ৪

বৃক্ষশাখাগুলি শত শত লতা পুষ্পের ভায়ে আক্রান্ত  
হয়ে উঠল। তরুসমূহে বসন্ত ঋতুর সমাগম দেখে বানরেরা  
শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

তে বসন্তমনুপ্রাপ্তং প্রতিবেদ্য পরস্পরম্।  
নৈসংদেশকালার্থা নিপেতুর্ধরগীতলে॥ ৫

বসন্তকাল সমাগত বুঝতে পেরে বানরেরা পরস্পর  
নির্দিষ্ট সময় লঙ্ঘনের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ভূপতিত  
হলেন।

ভক্তান্ কপিবৃদ্ধাংশ্চ শিষ্টাংশ্চৈব বনৌকসঃ।  
যাচা মধুরয়াহুভাষ্য যথাবদনুমান্য চ॥ ৬

স তু সিংহবৃক্ষক্ষয়ঃ শীনায়াতভুজঃ কপিঃ।  
বৃষাভ্যো মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭

সিংহের মতো বলশালী এবং বৃষের তুল্য মাংসল  
বৃক্ষ বিশিষ্ট, ক্ষীণ এবং দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট, মহাপ্রাজ্ঞী  
বানরযুবরাজ অঙ্গদ তখন সেই বনবাসী বানরবৃদ্ধদের তথা  
অন্য বানরদের যথাবিহিত সম্মান জ্ঞাপন করে মধুরভাষায়

সম্বোধন করে বললেন—

শাসনাং কপিরাজস্য বয়ং সর্বৈঃ বিনির্গতাঃ।

মাসঃ পূর্ণো বিলম্বানাং হরয়ঃ কিং ন বুধ্যতঃ॥ ৮

বয়মশ্বযুজে মাসি কালসংখ্যাব্যবহিতাঃ।

প্রহিতাঃ সোহপিচাতীতঃ কিমতঃ কার্যমুত্তরম্॥ ৯

‘বানরগণ ! বানররাজের আদেশে আমরা সকলে

আশ্বিন মাস যেতে যেতেই একমাস সময় নিশ্চিত করে

প্রস্থান করেছিলাম। গুহায় প্রবেশ করে সেই সময়

অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তা কি বুঝতে পারছেন না ? প্রস্থানের

সময় প্রত্যাবর্তনের যে সময় নির্দিষ্ট ছিল তা অতিক্রান্ত

হয়েছে। এখন কী করণীয় ?

ভবন্তঃ প্রভায় প্রাপ্তা নীতিমার্গবিশারদাঃ।

হিতৈষ্যভিরতা ভর্তৃনিষ্ঠাঃ সর্বকর্মসু॥ ১০

‘আপনারা সকলেই নীতি বিষয়ে কুশল এবং অত্যন্ত

বিশ্বস্ত। প্রভুর হিতকর্মে আপনারা তৎপর, সেইজন্য সর্ব

কর্মে প্রভু আপনাদের নিয়োজিত করেন।

কর্মস্বপ্রতিমাঃ সর্বৈঃ দিক্ষু বিশ্রুতশৌরুমাঃ।

মাং পুরস্কৃত্য নির্মাতাঃ পিতৃশ্রুতিচোদ্দিতাঃ॥ ১১

ইদানীমকৃতার্থানাং মর্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ।

হরিরাজস্য সন্দেশমক্দ্ভা কঃ সুখী ভবেৎ॥ ১২

‘আপনারা সকল কর্মে অতুলনীয়। আপনাদের

শৌর্যের কথা সমস্ত দিকে সুবিদিত। পিতৃলনেত্র সুগ্রীব

আমাকে পুরোভাগে অবস্থিত করে আপনাদের আমার

সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। এখন আমরা অকৃতকার্য হয়েছি,

অতএব আমাদের মৃত্যুর বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

বানররাজের আদেশ পালন না করে কে-ই বা সুখী হতে

পারে ?

অশ্মিন্নতীতে কালে তু সুগ্রীবেষ কৃতে স্বয়ম্।

প্রায়োপবেশনং যুক্তং সর্বেষাং চ বনৌকসাম্॥ ১৩

‘সুগ্রীব স্বয়ং যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন তা

অতিক্রান্ত হওয়ায় আমাদের সকলের (সকল বনবাসী

বানরের) প্রায়োপবেশনে<sup>(১)</sup> প্রাণত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত।

(১) উপবাস পালনপূর্বক প্রাণত্যাগ করা।

তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্য সূগ্রীবঃ স্বামিভাবে বানহিতঃ।

ন কমিষ্যতি নঃ সর্বানপরাধকৃতো গতান্॥ ১৪

‘সূগ্রীব স্বভাবতই কঠোর। এখন তো তিনি রাজার পদে আসীন। অপরাধী হয়ে তাঁর নিকটে গেলে তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

অপ্রবৃত্তৌ চ সীতায়াঃ পাপমেব করিষ্যতি।

তস্মাৎ ক্ষমমিহাদৌৰ গম্যং প্রায়োগবেশনম্॥ ১৫

তাস্থ পুত্রাংশ্চ দারাস্থ ধনানি চ গৃহাণি চ।

‘সীতার সংবাদ দিতে না পারলে তিনি আমাদের হত্যা করবেন। অতএব আমরা আজ থেকেই স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ, বাড়িঘর সব ত্যাগ করে এইখানে আশ্রয় অনশন আরম্ভ করি।

ক্রমং নো হিংসতে রাজা সর্বান্ প্রতিগতানিতঃ॥ ১৬

বধেনাপ্রতিরূপেণ শ্রেয়ান্ মৃত্যুরিহেব নঃ।

‘এখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে রাজা সূগ্রীব নিশ্চয়ই আমাদের সবাইকে হত্যা করবেন। অনুচিত বধ হওয়া অপেক্ষা এই স্থানে এইরূপ মৃত্যুই আমাদের শ্রেয়।

ন চাহং যৌবরাজোন সূগ্রীবোভিষেচিতঃ॥ ১৭

নরেন্দ্রেণাভিষিক্তোহস্মি রামেপাক্রিষ্টকর্মণা।

‘আমি সূগ্রীব কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইনি। মহৎকর্মকারী নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র আমাকে এই পদে অভিষিক্ত করেছেন।

স পূর্বং বন্ধবরো মাং রাজা দৃষ্টা ব্যতিক্রমম্॥ ১৮

যাতয়িষ্যতি দণ্ডেন তীক্ষ্ণেন কৃতনিশ্চয়ঃ।

‘রাজা সূগ্রীব তো প্রথম থেকেই আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এখন তিনি নিশ্চিতরূপেই তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা আমাকে বধ করবেন।

কিং মে সুহৃদ্বির্ভাসনং পশ্যন্তীর্ণিবিতান্তরে।

ইহেব প্রায়মাসিষো পুনো সাগররোধসি॥ ১৯

‘আমার সুহৃদগণ তাঁদের জীবদ্দশাতেই আমার এই দুর্দশা (রাজার হাতে আমার মৃত্যু) দেখে কী করবেন? অতএব সমুদ্রের এই পবিত্র তীরভূমিতেই আমরা অনশন করি।’

এতদ্ব্যাহ কুমারো যুবরাজেন ভাষিতম্।

সর্বো তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ করুণং বাক্যমব্রবন্॥ ২০

যুবরাজ বালীকুমার অঙ্গদের এইরূপ ভাষণ শুনে, সকল বানরশ্রেষ্ঠগণ করুণ স্বরে বললেন—

তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্য সূগ্রীবঃ প্রিয়ানুজ্ঞাং রাবণঃ।

সমীক্ষ্যাকৃতকার্যাস্তু তস্মিংশ্চ সময়ে গতে। ২১

অদৃষ্টায়াং চ বৈদেহ্যাং দৃষ্টা চৈব সমাগতান্  
রাঘবপ্রিয়কামায় যাতয়িষ্যাসংশয়ম্॥ ২২

‘সূগ্রীব অত্যন্ত কঠোর স্বভাববিশিষ্ট। রামচন্দ্র তাঁর প্রিয়া সীতার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। পূর্ব নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে আমরা অকৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি বৈদেহী সীতা ব্যতীত আমাদের দেখে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি কামনায় আমাদের হত্যা করবেন। এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

ন কমং চাপরাধানাং গমনং স্বামিপার্শ্বতঃ।

প্রধানভূতাশ্চ বয়ং সূগ্রীবস্য সমাগতঃ॥ ২৩

‘অতএব অপরাধীদের (আমাদের) প্রভুর পাশে গমন করা কখনোই উচিত নয়। আমরা সূগ্রীবের প্রধান সহকারী হয়েই (তাঁরই নির্দেশে) এই স্থানে সমাগত হয়েছি।

ইহেব সীতামধীক্ষা প্রবৃত্তিমুপলভ্য বা।

নো চেদ্ গচ্ছাম তং বীরং গমিষ্যামো যমক্ষয়ম্॥ ২৪

‘আমরা এখনই যদি সীতার সন্ধান লাভ করে তাঁর সংবাদ নিয়ে সেই সূগ্রীবের নিকটে না যাই, তহলে আমাদের অবশ্যই যমালয়ে যেতে হবে।’

প্রবজমানাঃ তু ভয়াদিতানাং

শত্রুভা বচস্তার ইদং বভাবে।

অলং বিদ্বাদেন বিলং প্রবিশ্য

বসাম সর্বো যদি রোচতে বঃ॥ ২৫

ভীত বানরগণের এইরূপ কথা শুনে তার নামক জনৈক বানরবীর সেই বানরদের উদ্দেশ্যে বললেন— ‘চলুন, দুঃখ করবেন না, যদি আপনাদের ঠিক মনে হয় আমরা সকলে মিলে এই গুহায় প্রবেশ করে বাস করি।

ইদং হি মায়াবিহিতং সুদুর্গমং

প্রভূতপুষ্পপাদকজোজ্যপেয়ম্

ইহাশ্চ নো নৈব ভয়ং পুরন্দরা-

ম রাঘবান্ বানররাজতোহপি বা। ২৬

‘এই গুহাটি মায়ানির্মিত এবং অত্যন্ত সুসুন্দর। এখানে পর্যাপ্ত ফুল জল তথা বাদ্য এবং পানীয় লাভ করা যায়। এখানে দেবরাজ ইন্দ্র, বানররাজ সূগ্রীব তথা শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকেও কোনো ভয় নেই।’

ব্রহ্মদেবতাপি

বচোহনুকূল-

মূচ্চ সর্বে হরয়ঃ প্রতীতাঃ।

ন হনোম তথা বিধান-

মসক্তমদৈব বিধীয়তাং নঃ ॥ ২৭

তাবের এইরূপ অনুকূল বাক্য, যা অঙ্গদেরও অনুকূল ছিল; শুনে সকল বানরদের বিশ্বাস উৎপন্ন হল। তারা সকলে বলে উঠল—‘যাতে আমরা মারা না যাই, তেমন কাজ আজই করতে হবে।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্দাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্দাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

### চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫৪)

ভেদনীতির দ্বারা বানরদের স্বপক্ষে এনে অঙ্গদকে তাঁর সাথে চলার জন্য হনুমানের বোঝানোর চেষ্টা

তথা ক্রবতি তারে তু তারামিষতিবচসি।

হু মেনে হুতঃ রাজ্যং হনুমানজদেন তৎ ॥ ১

তারামিষতি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল তারের এইরূপ বাক্য শুনে হনুমান অনুমান করলেন যে, অঙ্গদ সুগ্রীবের রাজ্য দ্বগ করে নেবেন।

বৃক্ষা হাষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্ভলসমম্বিতম্।

চতুর্দশগুণং মেনে হনুমান্ বালিনঃ সূতম্ ॥ ২

হনুমান জানতেন বালীর পুত্র অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি, চতুর্ভল এবং চতুর্দশ গুণসম্পন্ন (অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি—শোনার ইচ্ছা, শোনা, শুনে তার সারাংশ গ্রহণ করা, গ্রহণ করে জ্ঞান ধারণ করা, সেই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করা, অর্থের জ্ঞান এবং তাৎপর্যের প্রকৃত বোধ অর্জন করা এবং সর্বোপরি জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। চতুর্ভল—সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। চতুর্দশ গুণ—দেশ ও কালের জ্ঞান, দৃঢ়তা, সমস্ত প্রকারের কষ্ট সহিষ্ণুতা, সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা, চতুরতা, উৎসাহ, বল, মন্ত্রণার বিষয় গোপন রাখা, পরস্পর-বিরোধী বাক্য না বলা, বীরত্ব, নিজের এবং শত্রুর শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমবশীলতা তথা অচঞ্চলতা)।

আপূর্ণমাণঃ শশ্বচ্চ তেজোবলপরাক্রমৈঃ।

শশিনঃ শুক্লপদ্মাদৌ বর্ষমানমিব প্রিয়া ॥ ৩

তিনি তেজ, বল এবং পরাক্রমে সদা পরিপূর্ণ।

শুক্লপদ্মের চন্দ্রের ন্যায় তাঁর শ্রী ক্রমবর্ধমান।

বৃহস্পতিসমঃ বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশঃ পিতৃঃ।

শুক্রমশাণং তারস্য শুক্রসোম পুরন্দরম্ ॥ ৪

বুদ্ধিতে তিনি বৃহস্পতির তুল্য এবং পরাক্রমে তিনি তাঁর পিতারই অনুরূপ। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির কাছ থেকে নীতিকথা শ্রবণ করেন অঙ্গদও তেমনি তারের বাক্য শ্রবণ করছেন।

ভর্তৃরর্থো পরিশ্রান্তঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।

অভিসন্ধাতুমারেভে হনুমানজদং ততঃ ॥ ৫

আপন প্রভু সুগ্রীবের কাজ করতে করতে অঙ্গদ অত্যন্ত ক্লান্ত এইরকম মনে করে, সর্বশাস্ত্রবিৎ হনুমান তাঁকে তার প্রভৃতি বানরদের থেকে পৃথক করতে সচেষ্ট হলেন।

স চতুর্নামুপায়ানাং তৃতীয়মুপবর্ণয়ন্।

ভেদয়ামাস তান্ সর্বান্ বানরান্ বাক্যসম্পদা ॥ ৬

তিনি রাজনৈতিক চার উপায়ের মধ্যে (সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড—এই চার রাজনৈতিক উপায়) তৃতীয় উপায় অর্থাৎ ভেদ বর্ণনা করে বাক্যসম্পদের দ্বারা (যুক্তি এবং প্রতियুক্তির জাল বিস্তার করে) সেই বানরদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে লাগলেন।

তেষু সর্বেষু ভিমেষু ততোহভীষয়দঙ্গদম্।



ভীষণৈবিবৈৰ্বাকৈঃ

কোপোগায়সময়িতৈঃ ॥ ৭

যখন সমস্ত বানবেশা পরস্পর ভিন্ন হয়ে গেল, তখন তিনি অল্পদকে কোপসময়িত হয়ে (দণ্ড উপায় অবলম্বন করে) নানাবিধ ভয়ানক হাট্টকার দ্বারা ভীত করে তুলতে আরম্ভ করলেন—

কুং সমর্থতরঃ পিতা যুদ্ধে তারেয় বৈ ক্রবম্।

দৃঢ়ং ধারয়িতুং শক্তঃ কপিরাজাং যথা পিতা ॥ ৮

‘হে তারানন্দন ! তুমি যে যুদ্ধে তোমার পিতার মতোই শক্তিশালী, একথা সত্যি। পিতার ন্যায় তুমিও দৃঢ়ভাবে এই কপিরাজা শাসনে সক্ষম।

নিত্যমহিরচিত্তা হি কশ্যো হরিপুঙ্গব।

নাজ্যপাং বিষহিস্যন্তি পুত্রদারং বিনা ত্বয়া ॥ ৯

‘হে হরিপুঙ্গব ! বানবেশা নিয়তই চঞ্চলমস্তিষ্ক। স্ত্রী পুত্রকে ত্যাগ করে এরা তোমার আস্থা পালন করবে না।

ত্বাং নৈতে হানুরজ্জঘুঃ প্রত্যক্ষং প্রবদামি তে।

যথায়ঃ জাম্ববান্ নীলঃ সুহোত্রশ্চ মহাকপিঃ ॥ ১০

নহ্যহং তে ইমে সৰ্বে সামদানাদিভির্ভুগৈঃ।

দণ্ডেন ন ত্বয়া শক্যাঃ সুগ্রীবাদপকর্ষিতুম্ ॥ ১১

‘আমি তোমাকে প্রত্যক্ষভাবেই বলছি এই জাম্ববান, নীল, সুহোত্রর মতো মহাবানবেশা সুগ্রীবকে ত্যাগ করে তোমাতে অনুরক্ত হবে না। তেমনি আমাকেও তুমি সাম, দানাদি এমনকী দণ্ডনীতির দ্বারাও সুগ্রীবের থেকে পৃথক করতে পারবে না।

বিগৃহ্যাসনমপ্যাহুর্দুর্বলেন

বলীয়সা।

আত্মরক্ষাকরন্তম্যাম

বিগৃহীত

দুর্বলঃ ॥ ১২

‘দুর্বলের সঙ্গে বিরোধ করে বলবান পুরুষ স্থির থাকতে পারেন, কিন্তু বলবানের সঙ্গে বিরোধ করে দুর্বল কখনো আত্মরক্ষা করতে পারে না।

মাং চেমাং মন্যসে ধাত্রীমেতদ্ বিলম্বিতি প্রতম্।

এতলক্ষ্মণবাণানামীষৎ কার্যং বিদারণম্ ॥ ১৩

‘তুমি যে এই গুহাকে আশ্রয়দাত্রী ধাত্রীরূপে মনে করছ, এই গুহা সম্পর্কে তুমি যা শুনেছ (প্রতিরোধ ক্ষমতা ও আশ্রয়দানের ক্ষমতা) তা যথার্থ নয় ; কারণ লক্ষ্মণের বাণের পক্ষে এই গুহা বিদীর্ণ করা অতি সামান্য কাজ।

স্বয়ং হি কৃতমিচ্ছেশ ক্ষিপতা হ্যশনিং পুরা।

লক্ষ্মণো নিশিতৈর্বাণৈর্ভিন্দয়াৎ পত্রপুটং যথা ॥ ১৪

‘পূর্বে ইচ্ছের বজ্রপ্রহারে এই গুহার সামান্য ভাঙ্গি হয়েছিল। লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে এটি পত্রপুটের ন্যায় বিদীর্ণ হবে।

লক্ষ্মণসা চ নারাচা বহবঃ সন্তি ত্রিবিধা।

বজ্রাশনিসম্পর্শা গিরীশামপি

‘লক্ষ্মণের নিকট এমন বহু অস্ত্র আছে যা বজ্র ও

অশনির তুল্য ভয়ানক ; যার সামান্য সম্পর্কেই পর্বত

বিদীর্ণ হয়ে যায়।

অবহ্রানং যদৈব ত্বমাসিধ্যসি পরশ্শ।

তদৈব হরয়ঃ সৰ্বে ত্যাক্ষ্যন্তি কৃতনিশ্চয়া ॥ ১৫

‘হে পরশ্শ ! তুমি যখনই এই গুহায় অবস্থান করবে, তখনই বানবেশা তোমাকে ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করবে।

স্মরণঃ পুত্রদারাশাং নিত্যোষিগ্ণা বৃহচ্ছিতা।

খেদিতা দুঃখশয্যাভিষ্টাং করিষ্যন্তি পুত্ৰতঃ ॥ ১৬

‘স্ত্রী, সন্তানদের কথা স্মরণ করে এরা নিশ্চয় উদ্বেগ

হবে, ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়বে, শয়নেও শব্দে কাতর হবে ; তখন এরা তোমাকে অনুসরণ করা ছে

বিরত হবে।

স ত্বং হীনঃ সুহৃদভিষ্ট হিতকামৈশ্চ বহুজি।

তৃণাদপি ভূশোষিগ্ণঃ সম্প্রম্যানাৎ ত্রিবিধা ॥ ১৭

‘তখন তুমি সুহৃদদের এবং কল্যাণকামী কুল

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (বন্ধুবিহীন অবস্থায়) ভীত উদ্বেগে

তৃণ অপেক্ষা অধিকতর কম্পমান হবে।

ন চ জাতু ন হিংসাত্বাং ঘোরা লক্ষ্মণসায়কা।

অপবৃত্তঃ জিঘাংসন্তো মহাবেশা দুঃসঙ্গা ॥ ১৮

‘লক্ষ্মণের বাণ অত্যন্ত ভয়ানক, ভীষণবেগপূর্ণ

এবং সুতীক্ষ্ণ। যদি তুমি অপবৃত্ত হও (নিযুক্ত র্থ পাবে

অর্থাৎ শ্রীরামের কার্যে বিমুখ হও) তাহলে এই

মহাবেগসম্পন্ন দুর্জয় বাণ তোমাকে হত্যা করবে।

অস্ম্যভিষ্ট গতং সার্থং বিনীতবদুপহিষ্ট

আনুপূর্ব্যাত্ত্ব সুগ্রীবো রাজো ত্বাং হৃশসিকিণী ॥ ১৯

‘আমাদের সঙ্গে তুমি যদি বিনীতভাবে এস

(সুগ্রীবের) নিকটে গিয়ে উপস্থিত হও তাহলে তিনি

তোমাকেই তাঁর পরে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

ধর্মরাজঃ পিতৃবাক্তে শ্রীতিকামো

২০৩৪ Valmiki Ramayan Part 1 (Bangla)\_Section 3L1

শ্রুতিঃ সত্যপ্রতিজ্ঞস্ স ত্বাং জাহু ন শশমোৎ ॥ ২১  
‘তোমার কাকা ধার্মিক, কল্যাণকামী, দৃঢ়ব্রত রাজা ;  
তিনি পবিত্র এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ (সত্যের প্রতি প্রতিজ্ঞা-  
পরায়ণ)। অতএব, তিনি কখনোই তোমার বিনাশসাধন  
করবেন না।

প্রিয়াকামল তে মাতৃহৃদয়ং চাস্য জীবিতম্।  
তসাপত্যং চ নাক্ষান্যং তস্মাদঙ্গদ গম্যতাম্ ॥ ২২  
‘হে অঙ্গদ ! তিনি সর্বদাই তোমার মায়ের মঙ্গলকামী ;  
তঁার প্রসন্নতার জন্যই তিনি জীবনপাত করেন। তাঁর অন্য  
কোনো সন্তানও নেই ; অতএব তুমি প্রত্যাবর্তন করো।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিঙ্কিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিঙ্কিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

## পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (৫৫)

অঙ্গদের সঙ্গে বানরদের প্রায়োপবেশন

ক্কা হনুমতো বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্মসংহিতম্।  
হমিসংকারসংযুক্তমঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

হনুমানের বিনয়ান্বিত, ধর্মসম্মত এবং প্রভুর প্রতি  
সম্মানযুক্ত বাক্য শুনে অঙ্গদ বললেন—

হৈর্যমাস্তমনঃশৌচমানুশংসামথার্জবম্  
বিক্রমশ্চৈব ধৈর্যং চ সুগ্রীবে নোপপদাতে ॥ ২

‘হৈর্য, দেহ ও মনের শুচিতা, অক্লুরতা, সরলতা,  
বিক্রম এবং ধৈর্য সুগ্রীবের মধ্যে নেই।

স্বার্জোষ্ঠস্য যো ডার্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্।  
ধর্মণ মাতরং যন্ত স্বীকরোতি জুগুপ্সিতঃ ॥ ৩

কথং স ধর্মঃ জানীতে যেন ভ্রাতা দুরাক্ষনা।  
যুক্রায়াভিনিযুক্তেন বিলস্য পিহিতং মুখম্ ॥ ৪

‘জ্যোষ্ঠভ্রাতার জীবদ্দশায় যিনি মাতৃসমা জ্যোষ্ঠা  
বাতুল্য তথা অগ্রজের প্রিয়া মহিষীকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ  
করেন তিনি নিন্দনীয়। যুদ্ধে গুহার মুখ-রক্তার দায়িত্বে

নিযুক্ত হয়ে যিনি সেই গুহা-মুখ রুদ্ধ করে দেন ; তিনি কী  
করে ধর্মজ্ঞ হন ?

সত্যং পাদিগৃহীতচ্ কৃতকর্মা মহাযশাঃ।  
বিশ্মতো রাঘবো যেন স কস্য সুকৃতং স্মরেৎ ॥ ৫

‘সত্যকে সাক্ষী রেখে যিনি তাঁর বন্ধু গ্রহণ  
করেছিলেন, কর্মসম্পাদনকারী, মহাযশসী শ্রীরামচন্দ্রকে

যিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন ; তিনি দ্বিতীয় কার উপকারই বা  
স্মরণ করবেন ?

লঙ্ঘনসা ভয়েনেহ লাম্বম্ভয়তীক্কা।  
আদিষ্টা মার্গিতুং সীতা ধর্মস্তম্মিন্ কথং ভবেৎ ॥ ৬

‘যিনি অধর্মের ভয়ে নয়, লঙ্ঘনের ভয়ে আমাদের  
সীতানুসন্ধান কার্যে প্রেরণ করেছেন ; তাঁর মধ্যে ধর্মের  
সম্ভাবনা কোথায় ?

তস্মিন্ পাপে কৃতয়ে তু স্মৃতিভিন্নে চলাস্বনি।  
আর্যঃ কো বিশ্বসেজ্জাতু তৎকুলীনো বিশেষতঃ ॥ ৭

‘সেই পাপী, কৃতঘ্ন, স্মৃতিশক্তিবিহীন, চঞ্চল মতি  
সুগ্রীবকে কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিশেষত যিনি সংকুলোদ্ভব,  
তিনি কী করে বিশ্বাস করবেন ?

রাজ্যে পুত্রঃ প্রতিষ্ঠাপ্যঃ সত্ত্বো নির্ভলোহপি বা।  
কথং শত্রুকুলীনঃ মাং সুগ্রীবো জীবয়িষ্যতি ॥ ৮

‘রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গুণবান বা গুণহীন পুত্রের  
হাতেই তুলে দিতে হবে ; এইরূপ বিশ্বাসী সুগ্রীব

শত্রুকুলজাত আমাকে কী করে জীবিত রাখবেন ?

ভিন্নমস্তোহপরাধস্ ভিন্নশক্তিঃ কথং হাহম্।  
কিঙ্কিলাং প্রাপ্য জীবয়মনাথ ইব দুর্বলঃ ॥ ৯

‘আমার মস্ত অর্থাৎ বিচার ভিন্ন (অঙ্গদ সুগ্রীবের  
থেকে দূরে থাকতে চান তাঁর এই ইচ্ছা সুগ্রীবের ইচ্ছাব

বিপরীত), আমাদের শক্তিও ভিন্ন (সুগ্রীব এবং অঙ্গদ দুজনেই পৃথক পৃথকভাবে যথেষ্ট বলশালী) এবং আমি অপরাধী (সীতানুসন্ধানে সুগ্রীবের নির্দেশ গালন না করার কারণে যে অপরাধ হয়েছে); আমি অন্যের নাম দুর্বল (যথেষ্ট দৈহিক শক্তির অধিকারী হয়েও স্বজনবৈরিতার কারণেই এই দুর্দশা), এই অবস্থায় আমি কিঙ্কিঙ্কায় গিয়ে কী করে বাঁচব?

উপাংশদণ্ডেন হি মাং বন্ধনেনোপপাদয়েৎ।

শঠঃ কুরো নৃশংসচ্চ সুগ্রীবো রাজ্যাকরণাৎ॥ ১০

‘সুগ্রীব শঠ, কুর এবং নির্দয়, রাজ্যের জন্য তিনি আমাকে গুপ্ত দণ্ড দিয়ে চিরকালের জন্য বন্দি করে রাখবেন।

বন্ধনাচ্চাবসাদায়ে শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্।

অনুজানন্তু মাং সর্বং গৃহং গচ্ছন্ত বানরাঃ॥ ১১

‘আমার পক্ষে বন্ধনজনিত অবসাদ অপেক্ষা অনশনে প্রাণত্যাগ করাই অধিক মঙ্গলকর। হে বানরগণ! আপনারা সকলে আমাকে অনুমতি<sup>(১)</sup> দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন।

অহং বঃ প্রতিজানামি ন গমিষ্যাম্যহং পুরীম্।

ইহৈব প্রায়মাসিষো শ্রেয়ো মরণমেব মে॥ ১২

‘আমি আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আর কিঙ্কিঙ্কাপূর্বীতে প্রত্যাবর্তন করব না। এখানে প্রায়োবেশনে মৃত্যুলাভই আমার পক্ষে উত্তম।

অভিবাদনপূর্বং তু রাজা কুশলমেব চ

অভিবাদনপূর্বং তু রাঘবো বলশালিনো॥ ১৩

‘আপনারা রাজা সুগ্রীবকে অভিবাদন জানিয়ে আমার কুশল সংবাদ দেবেন এবং দুই বলশালী বীর রাম এবং লক্ষ্মণকেও প্রণাম নিবেদন করে আমার কুশলবার্তাই দেবেন।

বাচ্যস্তাতো যবীমান্ মে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।

আরোগ্যপূর্বং কুশলং বাচ্য মাতা ক্রমা চ মে॥ ১৪

‘আমার তাত বানররাজ সুগ্রীব এবং আমার মাতা ক্রমাদেবীকেও আমার আরোগ্যপূর্বক কুশলসংবাদ জানাবেন।

মাতরং চৈব মে তারামাশ্বাসয়িতুমর্হথ।

প্রকৃত্যা প্রিয়পুত্রা সা সানুক্লেশা তপস্বিনী॥ ১৫

‘দয়ালু প্রকৃতিসম্পন্ন, পুত্রবৎসলা আমার জননী তারাদেবীকেও আপনারা আশ্বস্ত করবেন।

বিনষ্টমিহ মাং শ্রুত্বা ব্যক্তং হাস্যতি জীবিতম্।

এতাবদুষ্ণ বচনং বৃক্ষাংস্তানভিবাদ্য চ। ১৬

বিবেশ চাক্ষদো ভূমৌ কদন্ দুর্ভেষু দুর্মনাঃ।

‘এইস্থানে আমার বিনাশের সংবাদ শুনে তিনি প্রাণ ত্যাগ করবেন।’ এইরম বাক্য বলে বৃক্ষ বানরদের অভিবাদন জানিয়ে অঙ্গদ দুঃখিত চিত্তে রোদন করতে করতে ভূমিতে বিস্তারিত কুশে উপবেশন করলেন।

তস্য সংবিশতস্তত্র কদন্তো বানরবর্জাঃ॥ ১৭

নয়নেভ্যঃ প্রমুচুরক্ষঃ বৈ বারি দুঃখিতাঃ।

সুগ্রীবং চৈব নিন্দন্তঃ প্রশংসন্তচ্চ বালিনম্। ১৮

পরিবার্বাঙ্গদং সর্বং ব্যবসন্ প্রায়মাসিতুম্।

তিনি এইভাবে আসন গ্রহণ করলে বানরবর্জের রোদন করতে লাগলেন। তাঁদের দুঃখিত নয়ন থেকে ঐ বাবিধারা নির্গত হতে লাগল। তাঁরা সুগ্রীবের নিন্দা এবং বালীর প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা অঙ্গদকে পরিবেষ্টন করে প্রায়োপবেশনে বসলেন।

তদ্ বাক্যং বালিপুত্রস্য বিজ্ঞায় প্রবগর্ভতাঃ॥ ১৯

উপম্পৃশ্যোদকং সর্বং প্রাঙমুখাঃ সমুপাশিশ্চ।

দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু উদজীরং সমাপ্রিতাঃ॥ ২০

মুমূর্ষবো হরিশ্রেষ্ঠা এতৎ ক্ষমমিতি স্ম হ।

বানরমুখ্যগণ বালীপুত্রের বাক্য বিচার করে; সমুদ্রের উত্তর তীরে কুশাগ্রগুলি দক্ষিণ দিক করে বিস্তারিত করে তদুপতির পূর্বাভিমুখী হয়ে উপবেশন করে আচমন করলেন। তাঁরা মৃত্যুবরণই উচিত বিবেচনা করে, এইভাবে মরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

রামস্য বনবাসং চ ক্ষয়ং দশরথস্য চ॥ ২১

জনহানবধং চৈব বধং চৈব জটায়ুধঃ।

হরণং চৈব বৈদেহ্যা বালিনশ্চ বধং তথা।

রামকোপং চ বদতাং হরীণাং ভয়মাগতম্। ২২

রামের বনবাস এবং দশরথের ক্ষয়, জনহানবধী রাক্ষসদের বধ, জটায়ুর নিধন, সীতাহরণ, বালীবধ এবং রামের ক্রোধের কথা বলতে বলতে বানরবো ভীত হই পড়ল।

(১) এইস্থানে অবস্থান পূর্বক অনশনে প্রাণত্যাগের অনুমতি।





গুণবান্ জটায়ু যে কর্মসাধন কবেছিলেন তা আপনারা  
সকলেই সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ কবেছেন।

তথা সর্বাণি কৃতানি তির্থগোনিগতানাপি।

প্রিয়ঃ কুবন্তি রামস্য ভ্যক্তা প্রাণান্ যথা বয়ম্ ॥ ১০

‘সকল প্রাণী তথা পশুপাখিদের মতোও এমন কেউই  
নেই যে আমাদের মতো শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়কার্যের জন্য  
প্রাণত্যাগ করবে।

অন্যোনামূপকবন্তি মেহকারুণ্যয়িত্বিতাঃ।

ততস্তস্যোপকারার্থঃ ভ্যক্ততাত্ত্বানমাশ্রনাঃ ॥ ১১

‘শিষ্টজনেরা মেহ এবং কারুণ্যবশত একে  
অন্যের উপকার সাধন করেন, আপনারাও সেইরকম  
শ্রীরামের উপকার সাধনের জন্য আপন শরীর বিসর্জন  
করুন।

প্রিয়ঃ কৃতং হি রামস্য ধর্মজ্ঞেন জটায়ুবা।

রাঘবার্থে পরিশ্রান্তা বয়ং সন্ত্যজ্জীবিতাঃ ॥ ১২

কান্তারাণি প্রপন্নাঃ স্ম ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্।

‘ধর্মজ্ঞ জটায়ু শ্রীরামের প্রিয়কার্য সাধন করেছিলেন।

রঘুনন্দন রামের জন্য পরিশ্রান্ত আমরাও জীবনের মোহ  
ত্যাগ কবেছি। দুর্গম অবস্থায় প্রবেশ করেও আমরা  
মিথিলারাজকুমারী সীতার দর্শন লাভ করলাম না।

স সুখী গুহরাজস্ত রাবণেন হতো রণে।

মুক্তস্ত সুগ্রীবভগ্নাদ্ গতস্ত পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

‘রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়ে সেই গুহরাজ জটায়ু  
সুখী ; কারণ তিনি পরমগতি লাভ করে সুগ্রীবের ভয় থেকে  
মুক্ত হয়েছেন।

জটায়ুষো বিনাশেন রাজো দশরথস্য চ।

হরণেন চ বৈদেহ্যাঃ সংশয়ঃ হরম্যো গতায় ॥ ১৪

‘রাজা দশরথের মৃত্যু, জটায়ুর বিনাশ এবং বৈদেহী  
সীতার অপহরণের ফলে এখন বানরদের জীবনও  
সংশয়াপন্ন।

রামলক্ষ্মণযোর্বাসমরণ্যো সহ সীতয়া।

রাঘবস্য চ বাণেন বালিনস্ত তথা বধাঃ ॥ ১৫

রামকোণাদশেযাণাং রক্ষসাং চ তথা বধম্।

কৈকেয়া বরদানেন ইদং চ বিকৃতং কৃতম্ ॥ ১৬

‘সীতাসহ রাম ও লক্ষ্মণের বনবাস, রাঘবের

শবাঘাতে বালীর বধ, রামচন্দ্রের রোহণলে রাক্ষসের  
সংহার—কৈকেয়ীকে দশরথের বরদানই এই সমস্ত বিকৃত  
ঘটনার কারণ।’

তদসুখমনুকীর্তিতং

বচো

ভূবি পতিভ্যাস্ত নিরীক্ষ বানরান্।

ভূচকিতমতির্মহামতিঃ

কৃপণমুদাহতবান্ স গুহরাজঃ ॥ ১৭

ভূমিতে শায়িত বানরদের নিরীক্ষণ করে একা  
তাদের দুঃখদায়ক কথা শুনে মহামতি গুহরাজ সম্পূর্ণ  
ভীষণরূপে চমকিত হয়ে দীনভাবে কিছু বলতে শুরু  
হলেন।

তৎ তু শ্রুত্বা তথা বাক্যমঙ্গস্য মুখোদাতম্।

অত্রবীদ্ বচনং গৃধ্রীকৃতভূতো মহাবনঃ ॥ ১৮

অঙ্গদের মুখনিঃসৃত সেই বাক্য শুনে ঠিক-

চক্ষুবিশিষ্ট মহান গুহরাজ উচ্চৈঃস্বরে বললেন—

কোহয়ং গিরা ঘোষয়তি প্রাপৈঃ প্রিয়তরস্য মে।

জটায়ুষো বধঃ স্নাতঃ কম্পয়স্বি মে মনঃ ॥ ১৯

‘আমার প্রাণাধিক প্রিয়তর এই জটায়ু বধ  
সংবাদ কে ঘোষণা করছে ? এইরূপ ব্যাকার হলো কে-ই  
বা আমার চিন্তকে চঞ্চল করছে ?

কথমাসীজ্ঞনস্থানে যুদ্ধঃ রাক্ষসগৃহম্বোঃ।

নামধেয়মিদং ভ্রাতৃশিরস্যাদ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২০

‘জনস্থানে রাক্ষস ও গুহর মতো কেন যুদ্ধ  
হয়েছিল ? আজ দীর্ঘদিন পরে আমি তাইয়ের এই নম  
শুনলাম।

ইচ্ছেয়ঃ গিরিদুর্গাচ্চ ভবন্তিরবভ্রিতম্।

যবীয়সো গুণজস্য শ্লাঘনীয়স্য বিক্রমঃ ॥ ২১

অতিদীর্ঘস্য কালস্য পরিতুষ্টেহস্মি কীতনং।

তদিচ্ছেয়মহং শ্রোতুং বিনাশং বানবধস্য ॥ ২২

‘জটায়ু আমার ছোট ভাই। সে গুণজ এবং পরজন্মে  
প্রশংসনীয়। অতি দীর্ঘকাল পরে তবে নম তুমি  
আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। তুমি তাইই, আপনাকে মহারথ  
পর্বতের এই দুর্গমস্থান থেকে নীচে নামিয়ে দি। যে রকম  
শ্রোতব্য ! আমি আমার ভাইয়ের বিনাশবৃত্তি শুনে  
অগ্রহী।

প্রভুজটায়ুযুগস্য জনহাননিবাসিনঃ।  
তসৌ চ মম ভ্রাতৃঃ সখা দশরথঃ কথম্ ২৩  
যস্য রামঃ প্রিয়ঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো গুরুজনপ্রিয়ঃ  
‘আমার ভাই জটায়ু জনহানবাসী। গুরুজনদের প্রিয়  
প্রিয়ামচন্দ্র যার প্রিয় এবং জ্যেষ্ঠপুত্র, সেই মহারাজ  
দশরথের সঙ্গেই বা আমার ভাইয়ের বন্ধুত্ব হল কীভাবে?’

সূর্য্যঃশুদধিপক্ষদ্বায় শক্লোমি বিসর্পিভূম।  
ইচ্ছেয়ঃ পর্বতাদশ্মাদবতর্ভুমনিদমাঃ ২৪  
‘হে শত্রুদমনকারী বীরবৃন্দ ! সূর্যের কিরণে  
আমার পক্ষ দগ্ধ হয়েছে। সেইজন্য আমি উড়তে পারি  
না। কিন্তু এখন আমি এই পর্বত থেকে অবতরণ করতে  
চাইছি।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে ষটপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্দাকাণ্ডে ষটপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

### সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (৫৭)

অঙ্গদ কর্তৃক সম্প্রতি পর্বতশিখর থেকে অবতরণ করানো, জটায়ু বধের বর্ণনা শ্রবণ। রাম ও সুগ্ৰীবের  
মিত্রতা এবং বালীবধের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন এবং অনশনে স্থায় প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প বর্ণনা

শোকাদ্ অষ্টস্বরমপি শ্রদ্ধা বানরযুথপাঃ।  
প্রদুর্নৈব তদাক্যং কর্মণা তস্য শক্তিভাঃ ১  
বানরদলপতিগণ শোকাক্ত সম্প্রতি বিকৃত কণ্ঠস্বর  
শ্রবণে তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর পূর্বকথিত  
বাক্য এবং কর্ম দেখে তাঁরা ভীত হয়েছিলেন।  
তে প্রায়মুপবিষ্টান্ত দুষ্টা গৃহং প্রবঙ্গমাঃ।  
চক্রবুধিং তদা রৌদ্রাং সর্বান নো ভঙ্কয়িষ্যতি ২  
আমরণ অনশনে উপবিষ্ট বানরেরা গৃহকে দেখে  
এই ভয়ানক চিন্তা করল, যে এই পাখি আমাদের সবাইকে  
ভক্ষণ করবে।

সর্বথা প্রায়মাসীনান্ যদি নো ভঙ্কয়িষ্যতি।  
কৃৎকৃত্য ভবিষ্যামঃ কিপ্রং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ৩  
আমরা তো মৃত্যু প্রতীক্ষায় অনশনে উপবিষ্ট, যদি  
এই পাখি আমাদের ভক্ষণ করে তাহলে আমরাই কৃতার্থ  
হব; কারণ আমাদের কার্য দ্রুত সিদ্ধ হবে।  
অভ্যাং বুদ্ধিং ততশ্চক্রুঃ সর্বৈ তে হরিযুথপাঃ।  
অবতর্য গিরেঃ শৃঙ্গাদ্ গৃহমাহঙ্গদন্তাঃ ৪  
বানরদলপতিরা তখন সকলে মিলে এটিই নিশ্চিত

করলেন। তখন অঙ্গদ সেই গিরিশৃঙ্গ থেকে গৃহরাজকে  
অবতরণ করিয়ে বললেন—

বভূবর্করজো নাম বানরেদ্রঃ প্রতাপবান্।  
মমার্যঃ পার্থিবঃ পশ্বিন্ ধার্মিকৌ তস্য চাক্ষজৌ ৫  
সুগ্ৰীবশ্চৈব বালী চ পুত্রৌ ঘনবল্যাবুভৌ।  
লোকে বিশ্রুতকর্মাভূদ্ রাজা বালী পিতা মম ৬  
‘পক্ষিরাজ ! পূর্বে ঋক্ষরজা নামে প্রতাপশালী  
বানররাজ ছিলেন আমার পূজ্য পিতামহ। তাঁর দুই  
ধার্মিক পুত্রের নাম সুগ্ৰীব এবং বালী। তাঁরা দুজনেই  
মহাবলশালী। জগদ্বিখ্যাত মহাপরাক্রমশালী রাজা বালীই  
আমার পিতা।

রাজা কৃৎসন্য জগত ইক্ষ্বাকুনাং মহারথঃ।  
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ৭  
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা বৈদেহ্যা সহ ভার্য্যা।  
পিতুর্নিদেশনিরতো ধর্মঃ পহানমশ্রিতঃ ৮  
‘সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশের মহাবীর  
দশরথনন্দন শ্রীরাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং ভার্য্যা বিদেহ-  
রাজকুমারী সীতাসহ পিতার নির্দেশে ধর্মের পথ অবলম্বন



করে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ কবেছিলেন।

তস্য ভাৰ্য্য জনহানাদ্ রাবণেন হত্যা বলাৎ।

রামস্য তু পিতৃমিত্রং জটায়ুর্নাম গৃধ্ররাট্॥ ৯

দদর্শ সীতাং বৈদেহীং ত্রিযমাণাং বিহায়সা।

রাবণং বিরথং কৃদ্ধা হ্যপয়িত্বা চ মৈথিলীম্।

পরিপ্রান্তক বৃদ্ধস্ত রাবণেন হত্যা রথেষু॥ ১০

‘জনহান থেকে তাঁর পত্নী সীতা রাবণ কর্তৃক বলপূর্বক অপহৃত হইলেন। রামচন্দ্রের পিতৃবন্ধু গৃধ্ররাজ জটায়ু দেখলেন আকাশপথে অপহৃতমাণা অবস্থায় বৈদেহী সীতাকে। রাবণকে রথচ্যুত করে তিনি মৈথিলীকে ভূমিতে হাণনা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে রাবণ সেই বৃদ্ধ পরিপ্রান্তক পক্ষিরাজকে হত্যা করলেন।

এবং গৃধ্রো হতস্তেন রাবণেন বলীয়সা।

সংহৃতশ্চাপি রামেণ জগাম গতিমুত্তমাম্॥ ১১

‘এইভাবে মহাবলশালী রাবণ যুদ্ধে গৃধ্র জটায়ুকে হত্যা করলেন। রামচন্দ্র তাঁর দাহ সংস্কার করলেন। জটায়ু উত্তমগতি লাভ করলেন।

ততো মম পিতৃবোশ সূগ্রীবো মহামুনা।

চকার রামবঃ সখাং সোহবধীং পিতরং মম॥ ১২

‘তখন আমার পিতৃব্য মহাত্মা সূগ্রীবের সঙ্গে রঘুনন্দন বন্ধুহ হাণন করলেন এবং তিনি আমার পিতাকে হত্যা করলেন।

মম পিত্রা নিরুদ্ধো হি সূগ্রীবঃ সচিবৈঃ সহ।

নিহত্য বালিনং রামস্ততস্তমভিষেচয়ৎ॥ ১৩

‘আমার পিতা বালী পিতৃব্য সূগ্রীবকে মন্ত্রীদেব সঙ্গে নিরুদ্ধ করেছিলেন (রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন)। তাই রামচন্দ্র বালীকে হত্যা করে সূগ্রীবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছেন।

স রাজ্যে হ্যপিতস্তেন সূগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।

রাজ্য বানরমুখানাং তেন প্রহাপিতা বয়ম্॥ ১৪

‘তিনিই তাঁকে বালীর রাজ্যে হ্যপিত করেছেন। এমন সূগ্রীবই বানরদের প্রভু। তিনিই বানরমুখাদের রাজ্য। তাঁরই নির্দেশে আমরা বনে প্রেরিত হয়েছি।

এবং রামপ্রযুক্তাশ্চ মার্গমাণাস্ততঃ।

বৈদেহীঃ নাথিগচ্ছামো রাষ্ট্রৌ সূর্যপ্রভামিব॥ ১৫

‘এইভাবে শ্রীরাম কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আমরা নানাস্থানে বিদেহরাজকুমারী সীতার অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু রাজ্যে যেমন সূর্যকিরণকে দেখা যায় না, তেমনি আমরাও তাঁকে কোথাও দেবতে পাইনি।

তে বয়ং দণ্ডকারণ্যং বিচিঁতা সুসমাহিতাঃ।

অজ্ঞানাং তু প্রবিষ্টাঃ স্ম ধরণ্যা বিবৃতং বিলম্॥ ১৬

‘দণ্ডকারণ্যে একপ্রচিন্দে তন্নতন করে অনুসন্ধান করতে করতে অজ্ঞানবশত আমরা পৃথিবীর এক উদ্ভূত গুহায় প্রবেশ করেছিলাম।

ময়স্য মায়াবিদিতং তদ্ বিলং চ বিচিঁতাম্।

ব্যতীতস্তত্র নো মাসো যো রাজ্যে সময়ঃ কৃতঃ॥ ১৭

‘রাজ্য সূগ্রীব যে একমাস সময় আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন ; ময়দানবের মায়ায় সৃষ্ট সেই গুহায় প্রবেশ করে অনুসন্ধান করতে করতে সেই সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

তে বয়ং কপিরাজস্য সর্বৈ বচনকারিণঃ।

কৃত্যং সংহ্রামতিক্রান্ত ভয়াৎ প্রায়মুপাসিতাঃ॥ ১৮

‘আমরা সকলেই সেই বানররাজের আজ্ঞানুবর্তী। তাঁর নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় আমরা তাঁর ভয়ে আমরণ অনশনে বসেছি।

ক্রুদ্ধে তস্মিন্শ্চ কাকুৎস্থে সূগ্রীবে চ সমল্লপে।

গতানামপি সর্বেষাং তত্র নো নাশ্তি জীবিতম্॥ ১৯

‘ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র এবং সূগ্রীবের নিকট সীতার সংবাদ নিয়ে না-যেতে পারি, তাহলে আমাদের প্রাণসংশয় ঘটবে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাস্তুকীয়ে আদিকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিঙ্কিকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

## অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (৫৮)

সম্প্রাপ্তির নিজের পাখা জ্বলে যাওয়ার বর্ণনা। সীতা ও রাবণের সংবাদ জ্ঞাপন। বানরদের সাহায্যে সমুদ্রের তীরে গিয়ে মৃত ভ্রাতা জটায়ুর উদ্দেশ্যে তর্পণ

হৃদয়ঃ করুণঃ বাক্যঃ বানরৈর্যাক্ষজীনিভৈঃ।

স্বাক্ষো বানরান্ গৃহঃ প্রত্যাচ মহাশ্বনঃ॥ ১

জীবনের আশা ত্যাগকারী বানরদের মুখ থেকে এই রকম বাক্য শুনে, গৃহ সম্প্রাপ্তি অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁদেরকে উচ্চঃস্বরে উত্তরে বললেন—

স্বীয়ান্ স মম ভ্রাতা জটায়ুর্নাম বানরাঃ।

স্বাখ্যাত হতং যুদ্ধে রাবণেন বলীয়সা॥ ২

‘বানরগণ! আপনাদের কথিত, যুদ্ধে মহাবলশালী রাবণ কর্তৃক নিহত জটায়ু নামক পক্ষী হল আমার ভাই।

কৃত্যবাদপক্ষস্বাক্ষঃস্বদপি মর্ষয়ে।

নহি মে শক্তিরস্ত্যাদ্য ভ্রাতুর্বৈরবিমোক্ষণে॥ ৩

‘এখন আমি বৃদ্ধ এবং পক্ষবিহীন। ভাইয়ের শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতাও আমার নেই; সেইজন্য সব শুনেও আমি নীরবে সহ্য করছি।

পূরা বৃত্তবধে বৃত্তে স চাহং চ জ্যৈষিণৌ।

অদিত্যমুপয়াতৌ স্তো জ্বলন্তঃ রশ্মিমালিনম্॥ ৪

আবৃত্ত্যাকাশমার্গেণ জবেন স্বর্গতো ভ্রশম্।

যথাঃ প্রাপ্তে তু সূর্যে তু জটায়ুরবসীদতি॥ ৫

‘পুরাকালে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্তাসুর বধের সময় সে এবং আমি ইন্দ্রকে জয় করার ইচ্ছায় দ্রুতবেগে আকাশপথে স্বর্গলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি; জ্বলন্ত সূর্যের নিকটবর্তী হলে, জটায়ু সূর্যের মধ্যাহ্নকালীন তেজে অবসর হয়ে পড়লেন।

তমঃ ভ্রাতরং দুষ্টা সূর্যরশ্মিভিরির্দিতম্।

পক্ষাভ্যাং ছাদয়ামাস রেহাং পরমবিহ্বলম্॥ ৬

‘সূর্যরশ্মির দ্বারা সীড়িত ভাইকে দেখে আমি রেহবশত অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে আমার পক্ষদ্বয় দ্বারা তাকে আচ্ছাদিত করলাম।

নির্দক্ষপক্ষঃ শক্তিতো বিজ্ঞোহহং বানরর্ষভাঃ।

মহামশ্মিন্ বসন্ ভ্রাতুঃ প্রবৃন্তিঃ নোশলক্ষয়ে॥ ৭

‘বানরশিরোমণি! আমার পক্ষদ্বয়গল নিঃশেষে দক্ষ

হয় গেল, আমি বিজ্ঞাপর্বতে পতিত হলাম। তখন থেকে আমি এইখানে বাস করতে থাকায়, ভাইয়ের আর কোনো খবর পাইনি (আজই প্রথম আপনাদের মুখ থেকে তার মৃত্যুসংবাদ পেলাম)।’

জটায়ুশব্দেবমুক্তো ভ্রাতা সম্প্রাপ্তিনা তদা।

যুবরাজো মহাপ্রজ্ঞঃ প্রত্যাচাসদত্তদা॥ ৮

জটায়ুর ভাই সম্প্রাপ্তি এইরূপ বললে, মহাপ্রজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ তখন তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

জটায়ুযো যদি ভ্রাতা শ্রুতং তে গদিতং ময়া।

আখ্যাহি যদি জ্ঞানাসি নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ॥ ৯

‘আপনি যদি জটায়ুর ভাই হয়ে থাকেন, যদি আপনি আমার কথিত ভাষণ শুনে থাকেন, সেই রাক্ষসের নিবাসস্থান যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি তা আমাদের বলুন।

অদীর্ঘদর্শিনঃ তং বৈ রাবণং রাক্ষসামমম্।

অস্তিকে যদি বা দূরে যদি জ্ঞানাসি শংস নঃ॥ ১০

‘অদূরদর্শী অমম রাক্ষস রাবণ নিকটে বা দূরে যেখানেই থাকুক না কেন, যদি আপনি তার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত থাকেন তাহলে আমাদের বলুন।’

ভয়োহব্রবীন্মহাতেজা ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো জটায়ুশ্চ।

আস্থানুরূপং বচনং বানরান্ সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ১১

তখন জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাতেজস্বী সম্প্রাপ্তি সমাক্রমণে বানরদের আনন্দ বর্ধিত করে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত বাক্যই বললেন—

নির্দক্ষপক্ষো গৃহোহহং গতবীৰ্যঃ প্রবঙ্গমাঃ।

বাক্ষ্যত্রেণ তু রামস্য করিষ্যে সাহানুত্তমম্॥ ১২

‘হে বানরগণ! আমি দক্ষপক্ষ, বীরহীন গৃহ; (অতএব আমি দৈহিক বল দ্বারা শ্রীরামের কোনো হিতকর্ম করতে অক্ষম) কিন্তু বাক্যের দ্বারা রামচন্দ্রকে উত্তমরূপে সহায়তা করব।

জ্ঞানামি বাক্ষ্যশ্লোকান্ বিকোশৈবিক্রমানপি।

দেবাসুৰবিমদাংক হামৃতস্য বিমহনম্॥ ১৩  
 'আমি বহুতর লোকসমূহ জানি, ভগবান বিষ্ণুর  
 হিবিষ্ণু কণ্ঠস্বরের বৃত্তান্ত আমার জানা আছে।  
 দেবাসুৰের সংগ্রাম তথা অমৃতমহনের ঘটনা সম্পর্কেও  
 আমি অবাইত।

রামস্য যদিৎ কার্যং কৃত্বাং প্রথমং ময়া।  
 জবয়া চ হুতং ভোজ্যং প্রাপ্যাক শিখিলা মম॥ ১৪  
 'বার্যকোর কারণে আমার ভোজ্য নষ্ট হয়েছে,  
 প্রাণশক্তিও শিখিল হয়েছে : তথাপি রামচন্দ্রের এই যে  
 কাজ, তাই আমার প্রথম কৃত্য।

ভরুণী রূপসম্পন্ন্য সর্বাভরণভূষিতা।  
 দ্বিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রাবণেন দুরাক্ষনা॥ ১৫  
 'দুরাক্ষা রাবণকে এক সর্বাভরণে সুসজ্জিতা রূপবতী  
 ভরুণীকে হরণ করে নিয়ে যেতে আমি দেখেছি।  
 ক্রোশন্তী রামরামেতি লক্ষ্মণেতি চ ভামিনী।  
 ভূষণানাশবিধাতী গাত্রাশি চ বিধুষতী॥ ১৬

'সেই মানিনী 'হা রাম ! হা রাম ! হায় লক্ষ্মণ !' বলে  
 চিৎকার করতে করতে, আপন অলংকারসমূহ ভূমিতে  
 নিক্ষেপ করছিলেন, তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ প্রকম্পিত  
 হচ্ছিল।

সূর্যপ্রভেব শৈলাগ্রে তস্যাঃ কৌশেয়মুত্তমম্।  
 অসিতে রাক্ষসে ভাতি ষথা বা তড়িদম্বুদে॥ ১৭  
 'পর্বতশিখরে পতিত সূর্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল  
 তাঁর সুন্দর রেশমীবস্ত্র। কৃষ্ণবর্ণের রাক্ষসের পাশে যা ছিল  
 মেঘের কোলে বিদ্যুদ্ভালাতুল্য।

তাং তু সীতামহং মন্যে রামস্য পরিকীর্তনাৎ।  
 প্রমত্তাং মে কথয়তো নিলয়ং তস্য রাক্ষসঃ॥ ১৮

'শ্রীরামচন্দ্রের নাম শুনে আমি মনে করেছিলাম  
 তিনিই সীতা। আমি বলছি সেই রাক্ষসের নিবাস কোথায়,  
 আপনারা শুনুন।

পুত্রো বিশ্ববসঃ সাক্ষাৎ জাতা বৈব্রবণস্য চ।  
 অখ্যাতো নগরীং লঙ্কা রাবণো নাম রাক্ষসঃ॥ ১৯  
 'মহর্ষি বিশ্ববার পুত্র এবং কুবেরের সাক্ষাৎ ভাই

বাবণ নামক সেই বান্দ্রস লঙ্কা নামক নগরীতে বাস করে  
 ইতো দ্বীপে সমুদ্রস্য সম্পূর্ণে শতযোজনৈঃ।  
 তন্মিল্লকা পুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা॥ ২০  
 'এবান থেকে ঠিক একশো<sup>(১)</sup> যোজন দূরে সমুদ্র  
 মধো অবস্থিত দ্বীপে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত অত্যন্ত রকসি  
 সেই লঙ্কাপুরী।

জাগুনদময়ৈর্ষারৈশ্চিট্রৈঃ কাঞ্চনবৈদিকৈঃ।  
 প্রাসাদৈর্হেমবর্ণৈশ্চ মহতিঃ সুসমাকৃতাঃ॥ ২১  
 'সেখানে স্বর্ণময় সুন্দর বিচিত্র লঙ্কা,  
 সুবর্ণবর্ণবিশিষ্ট সুমহান প্রাসাদসমূহ এবং কঙ্ক  
 বেদিসমূহ দ্বারা সেই নগরী সুসজ্জিত।

প্রাকারেণার্কবর্ণেন মহতা চ সমরিতা।  
 তস্যাং বসতি বৈদেহী দীনা কৌশেয়বাসিনী॥ ২২  
 'এই নগরী সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল সুবিশাল প্রতিরূপ  
 পরিবেষ্টিত। সেখানে রেশমীবস্ত্র পরিহিতা দীনা হই  
 দীনভাবে বাস করছেন।

রাবণান্তঃপুরে রুদ্রা রাক্ষসীতিঃ সুরক্ষিতা।  
 জনকস্যান্ধজাং রাজকুন্তস্যাং দ্রক্ষ্যথ মৈথিলীম্॥ ২৩  
 'রাজা রাবণের অন্তঃপুরে রাক্ষসীদের দ্বারা  
 সুরক্ষিত হয়ে সীতা অবরুদ্ধা। আপনারা সেখানে গিয়ে  
 পারলে জনকরাজার কন্যা মৈথিলী সীতাকে দেখে  
 পাবেন।

লঙ্কায়ামথ গুপ্তায়াং সাগরেণ সমরিতা।  
 সম্ভ্রাপ্য সাগরস্যান্ধং সম্পূর্ণং শতযোজনম্॥ ২৪  
 আসাদ্য দক্ষিণং তীরং ততো দ্রক্ষ্যথ রাবণম্।  
 তত্রৈব দ্বরিতাঃ কিপ্রং বিক্রমশ্চ প্রবক্ষ্যাম্॥ ২৫  
 'চতুর্দিক থেকে সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত লঙ্কা  
 নগরী। ঠিক একশো যোজন সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কা  
 উপস্থিত হয়ে, তার দক্ষিণতটে রাবণের দর্শন লাভ হবে।  
 বানরবৃন্দ ! আপনারা শীঘ্রই সমুদ্র অতিক্রম করে সেখানে  
 উপস্থিত হয়ে আপনাদের পরাক্রমের পরিচয় দিন।  
 জ্ঞানেন খলু পশ্যামি দৃষ্টা প্রজাগমিষাথ।  
 আদ্যঃ পহাঃ কুলিঙ্গানাং যে চানো ধানাজীকিনঃ॥ ২৬

(১) একশো যোজন—চারশো ক্রোশ



‘আমি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা  
প্রত্যাবর্তন করে প্রত্যাবর্তন করবেন। আকাশের প্রথম পথ  
হল চতুর্থা এবং অন্যান্য ধানাজীবী অর্থাৎ পায়রা প্রভৃতি  
পাখির পথ।

দ্বিতীয়ো বলিভোজনাং যে চ বৃক্ষফল্যাশনাঃ।

তথা তৃতীয়ঃ গচ্ছন্তি ত্রৈলোক্যে কুরুরৈঃ সহ॥ ২৭

‘আকাশের দ্বিতীয় পথ হল কাক তথা বৃক্ষের  
ফলভোজনকারী অন্যান্য পাখির। এর উপরে তৃতীয় পথে  
গমন করে শকুন, ত্রৈলোক্য এবং চিল।

শোভাকৃত্যঃ গচ্ছন্তি গৃহা গচ্ছন্তি পঞ্চমম্

বলবীর্যোপশয়ানাং রূপযৌবনশালিনাম্॥ ২৮

কর্তৃ পশা হংসানাং বৈনভেয়গতিঃ পরা।

বৈনভেয়াজ নো জন্ম সর্বেষাং বানরর্ষভাঃ॥ ২৯

‘রাজপাখিরা গমন করে চতুর্থ পথে এবং পঞ্চম

পথে বিহার করে শকুনের দল। আর রূপযৌবনসম্পন্ন

কলবীর্ষশালী হংসের দল বিচরণ করে ষষ্ঠ মার্গে। তদুপরি

সপ্তমমার্গ হল বিনতার পুত্র গরুড়ের পথ। হে

বানরমুখ্যগণ ! এই গরুড় থেকেই আমাদের জন্ম।

গর্হিতং তু কৃতং কর্ম যেন স্ম পিশিতাশিনঃ।

প্রতিকারঃ চ মে তস্য বৈরং ভ্রাতৃকৃতং ভবেৎ॥ ৩০

‘পূর্বজন্মের কোনো নিদ্রিত কর্মের ফলেই এই জন্মে

মাংসাহারী হয়েছি। আপনারদের সহায়তা করবেই আমি

আমার ভ্রাতৃশত্রুর প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

ইহহোহহং প্রপশ্যামি রাবণং জানকীং তথা।

অম্বাকমপি সৌপর্ণং দিবাং চক্ষুর্ভলং তথা। ৩১

‘আমি এখান থেকেই রাবণ এবং সীতাকে দেখতে

পাচ্ছি। আমরাও গরুড়ের মতো দিব্যদৃষ্টি দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত

দেখতে সক্ষম।

উন্মাদাহারবীর্যেণ নিসর্গেণ চ বানরাঃ।

আয়োজ্ঞনশত্রাং সগ্রাণ বরাং পশ্যাম নিত্যশঃ॥ ৩২

‘বানরগণ ! সেইজন্যই আহাবের শক্তিদ্বারা তথা

স্বাভাবিক শক্তির সাহায্যে সর্বদা আমরা শতযোজনের

অগ্রভাগ (অর্থাৎ শতযোজন দূরে যা অবস্থিত তার

অগ্রভাগ) পর্যন্ত দেখতে সক্ষম।

অম্বাকং নিহিতা বৃত্তিনিসর্গেণ চ দূরতঃ।

নিহিতা বৃক্ষমূলে তু বৃত্তিচরণযোষিনাম্॥ ৩৩

‘আমাদের জীবিকাবৃত্তি হল দূর থেকে ভক্ষ্যবস্তু

লক্ষ্য করা ; কিন্তু কুসুমাদি পাখির জীবনবৃত্তি বৃক্ষের

অগ্রভাগ থেকে মূল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

উপায়ো দৃশ্যতাং কশ্চিৎলজ্জয়নে লবণাস্তসঃ।

অভিগমা তু বৈদেহীং সমুদ্রার্থা গমিষ্যাম্॥ ৩৪

‘এখন এই লবণাক্ত বারিপূর্ণ সমুদ্র লজ্জয়ের উপায়

অনুসন্ধান করে বিদেহকুমারী সীতার নিকট গিয়ে সফল

মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করুন।

সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবন্তির্বরুণালয়ম্।

প্রদাস্যাম্যদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাস্থনঃ॥ ৩৫

‘এখন আমি আপনারদের সহায়তায় সমুদ্রের নিকটে

যেতে চাই। সমুদ্রের জলে আমি পরলোকগত মহাত্মা ভ্রাতা

জটায়ুর জন্য তর্পণ করব।’

ততো নীত্বা তু তং দেশং তীরে নদনদীপতেঃ।

নির্দক্ষপক্ষং সম্পাতিং বানরাঃ সমুদ্রোজসঃ॥ ৩৬

তং পুনঃ প্রাপয়িত্বা চ তং দেশং পতগেশ্বরম্।

বভূবুর্বানরা হৃষ্টাঃ প্রবৃত্তিমুগ্ধলভা তে॥ ৩৭

তখন মহাতেজস্বী বানরেরা দক্ষপক্ষ সম্পাতিকে

নদ-নদীদের প্রভু সমুদ্রের তীরদেশে নিয়ে গেলেন এবং

তর্পণের পরে পুনর্বার তাঁকে তাঁরা পূর্বস্থানে ফিরিয়ে

আনলেন ; সীতার সংবাদ জেনে বানরেরা অত্যন্ত প্রসন্ন

হয়ে তাঁদের স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

## উনষষ্টিতম সর্গ

নিজের পুত্র সুপার্শ্বের কাছ থেকে সীতা ও রাবণের দর্শনের ঘটনা জেনে সম্প্রতি কর্তৃক তার বর্ণনা

ততস্তদমৃতান্দং গৃধ্ররাজেন ভাষিতম্।  
নিশমা বদতা কুট্যস্তে বচঃ প্রবগর্ষভাঃ ॥ ১

এইভাবে বানরশ্রেষ্ঠরা গৃধ্ররাজের অমৃততুল্য বচন,  
শান্ত মধুর ভাষণ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

জাম্ববান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সহ সর্বৈঃ প্রবদমৈঃ।  
ভূতলাং সহসোপায়া গৃধ্ররাজানমব্রবীৎ ॥ ২

সকল বানর এবং ভল্লুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাম্ববান  
বানরমুখাদের সঙ্গে সহসা ভূমি থেকে উথিত হয়ে  
গৃধ্ররাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ক সীতা কেন বা দুষ্টা কো বা হরতি মৈথিলীম্।  
তদাখ্যাতু ভবান্ সর্বং গতির্ভব বনৌকসাম্ ॥ ৩

‘কোথায় সীতা? কে-ই বা দেখেছেন? মিথিলা-  
কুমারীকে কে হরণ করেছেন? এইসব বৃত্তান্ত আপনি  
আমাদের বলুন। আপনি আমাদের বনবাসীদের আশ্রয়  
হোন।

কো দাশরথিবাণানাং বজ্রবেগনিপাতিনাম্।  
স্বয়ং লক্ষ্মণমুক্তানাং ন চিরয়তি বিক্রমম্ ॥ ৪

‘বজ্রবেগতুল্য আঘাতকারী দশরথনন্দন রামের  
বাণ, স্বয়ং লক্ষ্মণ নিষ্কিন্ত বাণের পরাক্রম সম্পর্কে  
অনতিজ্ঞ কে সেই ধৃষ্ট?’

স হরীন্ প্রতিসম্মুক্তান্ সীতাপ্রতিসমাহিতান্।  
পুনরাশ্রাসয়ন্ প্রীত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫

উপবাস ত্যাগ করে বানরেরা সীতার বৃত্তান্ত শোনার  
জন্য একাগ্রচিত্ত হলেন; সম্প্রতি তাঁদের পুনরায়  
প্রীতিপূর্বক আশ্রাসিত করে বললেন—

ক্রয়তামিহ বৈদেহ্যা যথা মে হরণং ক্রতম্।  
যেন চাপি মমাখ্যাতং যত্র জায়তলোচনা ॥ ৬

‘বিদেহরাজকুমারী আয়তলোচনা সীতা কীভাবে  
অপহৃত হয়েছেন এবং তাঁর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে  
আমি যা জেনেছি তা আপনারা শুনুন।

অহমস্মিন্ গিরৌ দুর্গে বহুবোজনমায়তে।  
চিরান্নিপতিতো বৃদ্ধঃ কীণপ্রাণপরাক্রমঃ ॥ ৭

‘আমি বৃদ্ধ। পরাক্রমও প্রায় অবলুপ্ত। প্রাণশক্তি  
কীণ। এই বহুবোজনব্যাপী দুর্গমপর্বতে দীর্ঘকাল যাবৎ  
অবস্থানরত।

তং মামেবজতং পুত্রঃ সুপার্শ্বো নাম নামতঃ।  
আহারেণ যথাকালং বিভর্তি শতভ্যাং বরঃ ॥ ৮

‘এইরূপ অবস্থায় আমার পুত্র যার নাম সুপার্শ্ব; সে  
আমাকে যথাসময়ে আহার দিয়ে প্রতিদিন আমার জর-  
পোষণ করে।

তীক্ষ্ণকামান্ত্র গন্ধর্বাতীক্ষ্ণকোপা ভুজঙ্গমঃ।  
মৃগাণাং হু ভয়ং তীক্ষ্ণং তততীক্ষ্ণকুখা বয়ম্ ॥ ৯

‘যেমন গন্ধর্বদের কামভাব তীব্র, ভুজঙ্গ অর্থাৎ  
সর্পদের কোপ অতি উগ্র, হরিণদের মধ্যে তরু অত্যধিক,  
তেমনি আমাদের মধ্যে কুখা অতি প্রবল।

স কদাচিত্ স্মৃখার্তস্য মহাহারাভিকালিকঃ।  
গতসূর্ব্বহহনি প্রাপ্তো মম পুত্রো হানামিষঃ ॥ ১০

‘একদিন আমি যখন স্মৃখার্ত অবস্থায় আহারের জন্য  
প্রতীক্ষারত তখন সে (আমার পুত্র) বাদ্যশ্রবণ করেও  
দিবাবসানে সূর্যাস্ত হলেও কোনো খাদ্য (মাংস) সংগ্রহ  
করতে পারল না।

স ময়াহহহারসংরোষাৎ পীড়িত প্রীতিবর্ধনঃ।  
অনুমান্য যথাতত্ত্বমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১১

‘আহার্য দিয়ে যে পুত্র আমার প্রীতিবর্ধন করত  
সেইদিন সে বাদ্য না-আনায় আমি তাকে কঠোরতরঙ্গ  
তিরস্তার করি; কিন্তু সে তা মেনে নিয়ে আমাকে  
যথোচিতভাবে বলেছিল—

অহং তাত যথাকালমামিষার্থী যমাগ্নুতঃ।  
মহেত্স্যা গিরেষ্ঠারমাবৃত্তা সুমাপ্রিতঃ ॥ ১২

‘‘হে পিতা! মাংসলাভের আশায় আমি যথা সময়ে  
আকাশে উড়ি এবং মহেত্সপর্ব্বতের দ্বারদেশ অবরুদ্ধ করে  
দণ্ডায়মান হই।

তত্র সঙ্কসহস্রাণাং সাগরাস্তরচরিশান্।  
পছানমেকোহধ্ববসং সন্নিরোকুমবাবুধঃ ॥ ১৩

“সেইখানে সাগরের মধ্যে বিচরণকারী সহস্র সহস্র  
জলজ জন্তুর পথরুদ্ধ করে মুখ নীচের দিকে রেখে আমি  
একই অবস্থান করছিলাম।

কচ্ছিয়মা দৃষ্টঃ সূর্যোদয়সমপ্রভাম্।  
প্রিয়দায় গচ্ছন্ বৈ ভিন্নাঙ্গনচয়োপমঃ ॥ ১৪

“সেখানে আমি দেখলাম মথিত কঙ্কালের ন্যায়  
কৃষ্ণবর্ণের এক পুরুষ সূর্যোদয়ের তুলা প্রভাসম্পন্ন। এক  
দ্রীলোককে নিয়ে যাচ্ছে।

দোহমভাবহার্যঃ তৌ দৃষ্টা কৃতনিশ্চয়ঃ।

ভেদে সান্না বিনীতেন শহানমনুষ্যাচিতঃ ॥ ১৫

“তাদের দুজনকে দেখে আমি আপনার ভোজনের  
জন্য তাদেরকে সংগ্রহের সংকল্প করলাম ; কিন্তু সেই  
পুরুষ বিনীতভাবে আমার কাছে যাত্রাপথ<sup>(১)</sup> প্রার্থনা  
করলেন।

নহি সামোশপমানাং প্রহর্তা বিদ্যতে ভুবি।

নীচেষুপি জনঃ কশ্চিৎ কিমঙ্গ বত মধিখঃ ॥ ১৬

“হে পিতা ! ভূতলে অধম পুরুষের মধ্যে এমন কে  
আছে যে বিনয়যুক্ত সুমিষ্টভাষীকে প্রহার করতে সক্ষম ?  
তাহলে আমার মতো কুলীন প্রাণীর পক্ষে তা কীরূপে করা  
সম্ভব ?

স যাতন্তেজসা ব্যোম সংক্ষিপন্নিব বেগিতঃ।

অখাঃ খেচরৈর্ভূতৈরভিগম্য সভাজিতঃ ॥ ১৭

“তখন সে সতেজে আকাশ ব্যাপ্ত করে সবেগে  
চলে গেল। সে চলে গেলে আকাশচারী সিদ্ধচারণ আদিগণ  
নিকট এসে আমাকে সম্মানিত করলেন।”

দিত্বা জীবতি সীতেতি ছাত্রবন্ মাং মহর্ষয়ঃ।

কথঞ্চিৎ সকলদ্রোহসৌ গতস্তে স্বস্ত্যসংশয়ঃ ॥ ১৮

“মহর্ষি আমাকে বললেন—“সৌভাগ্যবশত সীতা  
জীবিত আছেন। তোমার দৃষ্টিপাতের পরেও সেই পুরুষ  
দ্রীকে নিয়ে সুকুশল চলে গেলেন, তোমার মঙ্গল হবে,  
এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।”

এবমুক্তবতোহহং তৈঃ সিদ্ধৈঃ পরমশোভনৈঃ।

স চ মে রাবণো রাজা রক্ষসাং প্রতিবেদিতঃ ॥ ১৯

“তাঁরা পুনরায় আমাকে এইরূপ বললেন যে, সেই  
পুরুষ হলেন রাক্ষসদের রাজা রাবণ।

পশান্ দাশরথ্যেভ্যার্যঃ রামসা জনকান্নজাম্।

মষ্টাভরণকৌশেমাং শোকবেগপরাজিতাম্ ॥ ২০

রামলক্ষণমোর্নাম ক্রোশন্তীঃ মুক্তমূর্ষজাম্।

এয কালাত্যাত্ত ইতি বাক্যসিদ্ধাঃ বরঃ ॥ ২১

এতদর্থঃ সমগ্রঃ মে সুপার্ষঃ প্রত্যনেদয়ৎ।

তচ্ছ্রুত্বাপি হি মে কুর্জিনসীৎ কটিং পরাক্রমে ॥ ২২

“জনকতনয়া তথা দশরথনন্দন শ্রীরামের পত্নী

শোকাবেগে পরাজিতা এবং তাঁর বস্ত্রা-অলংকারাদি

স্থলিত হচ্ছিল। হে তাত ! তাঁর কেশরাশি আলুলায়িত, তিনি

উচ্চৈঃস্বরে রাম এবং লক্ষণের নাম ধরে চিৎকার করছেন।

এইজন্যই আমার বিলম্ব ঘটেছে।” বাক্‌নিপুণদের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ সুপার্ষ আমার সম্মুখে এইরূপে ঘটনার বর্ণনা করল।

এইসব শুনেও আমার মনে পরাক্রম প্রকাশ করার কোনো

চিন্তা এল না।

অপক্ষো হি কথং পক্ষী কর্ম কিঞ্চিৎ সমারভেৎ।

যৎ তু শকাং ময়া কর্তুং বায়ুদ্বিগুণবর্তিনা ॥ ২৩

শ্রম্যতাং তত্র বক্ষ্যামি ভবতাং পৌরুষাশ্রয়ম্।

“আমি পক্ষবিহীন পক্ষী, কী করেই বা বীরত্বব্যঞ্জক

কর্ম করব। আমি কেবল বাক্য এবং বুদ্ধির দ্বারা গুণসংযুক্ত

কার্য করতে সক্ষম। এটিই আমার স্বভাব। আপনাদের

পৌরুষের দ্বারাই যে কার্য সিদ্ধ হতে পারে তাই আমি

বলছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

বাক্যতিজ্যাং হি সর্বেষাং করিষ্যামি প্রিয়ং হি বঃ ॥ ২৪

যদ্বি দাশরথ্যেঃ কার্যং মম তন্মাত্র সংশয়ঃ।

“বাক্য ও বুদ্ধির দ্বারা আমি আপনাদের সকল

প্রিয়কার্য সাধন করব। যেহেতু দশরথপুত্র রামচন্দ্রের কর্মই

আমার প্রিয় কর্ম, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

তদ্ ভবন্তো মতিশ্রেষ্ঠা বলবন্তো মনস্বিনঃ ॥ ২৫

প্রথিতাঃ কপিরাজেন দেবৈরপি দুরাসদাঃ।

“আপনারাও উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, বলবান এবং

মনস্বী। দেবতাদের দ্বারাও আপনাদের জয় করা

(১) পথ ছেড়ে দিতে বললেন।



দুঃসাহ্য। বানররাজ সুদীর্ঘ কর্তৃক আপনারা প্রেরিত  
হয়েছেন।

রামলক্ষ্মণবাক্যে বিহিতাঃ কঙ্কপত্রিণঃ ॥ ২৬  
ত্রয়াদামপি লোকানাং পর্যাণ্ড্রাণনিয়তঃ।

‘শ্রীবাম এবং লক্ষ্মণের কঙ্কপত্রসমমিত যে বাণ তা  
বিধাতারই সৃষ্টি। ওই বাণ ত্রিলোককে রক্ষা ও দমন করতে  
পর্যাপ্তকণে সক্ষম।

কামঃ খলু দশগ্রীবজৈবলসমমিতঃ।

ভবতাং তু সমর্থানাং ন কিঞ্চিদপি দুষ্করম্ ॥ ২৭

‘দশগ্রীবাবিশিষ্ট রাবণ যদিও যথেষ্ট তেজস্বী এবং  
বলবান ; কিন্তু আপনারাও শক্তি এবং বিক্রমে তার  
উপযুক্ত। অতএব, আপনাদের পক্ষে তাকে পরাস্ত করা  
কঠিন হবে না।

তদলং কাঙ্গসঙ্গেন ক্রিয়াতাঃ বুদ্ধিনিষ্ঠরাঃ  
নহি কর্মসু সজ্জন্তে বুদ্ধিমত্তো জনবিশাঃ ॥ ২৮

‘অতএব অধিক সময় নষ্ট না করে, বুদ্ধির দ্বারা  
সংকল্প গ্রহণ করুন। কাবণ আপনাদের মতো বুদ্ধিমানেরা  
কখনো কার্যে বিলম্ব করে না।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামাখণে বাণীকীরে আদিকাব্যে কিস্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনযষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিস্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

## ষষ্টিতম সর্গ (৬০)

### সম্পাতির আত্মকথা

ততঃ কৃতোদকং জাতং তং গৃহং হরিয়ূথপাঃ।

উপবিষ্টা গিরৌ রম্যে পরিবার্য সমন্ততঃ ॥ ১

তারপর সেই গৃহ সম্পাতি তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে  
তর্পণ এবং স্নান সমাপ্ত করলে বানরযূথপতিগণ সেই  
বমলীয় পর্বতে তাঁকে পবিত্রীকরণ করে উপবেশন করলেন।

তমঙ্গদমুপাসীনঃ তৈঃ সর্বৈর্হরিভিবৃতম্।

জনিতপ্রত্যয়ো হর্গাং সম্পাতিঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ২

সেইসময় অঙ্গদ ও বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে  
তাঁর নিকটে উপনিষ্ট হয়েছিলেন। সম্পাতিও বানরদের  
বিশ্বাসভাজন হয়ে আনন্দের সঙ্গে পুনরায় বললেন—

কৃদ্বা নিঃশব্দমেকগ্রাঃ শৃণুস্ত হরয়ো মম।

তথাং সংকীর্তয়িষ্যামি যথা জ্ঞানামি মৈপিলীম্ ॥ ৩

‘ওহে বানরগণ! নীরবে একাগ্রচিত্তে আমার কথা  
শুনুন, মৈথিলী সীতাকে আমি যেরকম জ্ঞানি তা  
যথাযথভাবে বর্ণনা করছি।

অস্য বিদ্যাস্য শিখরে শতিতোহন্নি পুরানদ।

সূর্যতাপপরীতাস্তো নির্দমঃ সূর্যমিতি ॥ ৪

‘আমি বহুদিন পূর্বে এই বিশ্বা পর্বতের চূড়ায় পতি  
হয়েছি ; তখন সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে আমার সমস্ত শক্তি  
নিদারুণভাবে দম্ব হয়েছিল।

লক্ষসংজ্ঞস্ত যচ্ছাত্রাদ্ বিবশো বিহুলমি  
বীক্ষমাণো দিশঃ সর্বা নাভিজানামি কিঞ্চন ॥

‘হয় রাত্রির পরে যখন আমার সংজ্ঞা হল তখন আমি  
বিবশ, বিহুল। চারদিকে তাকিয়ে দেখছি, কিন্তু কিছু  
চিনতে পারছি না।

ততস্ত সাগরাণ্ শৈলান্ নদীঃ সর্বাঃ সরাণি চ।

বনানি চ প্রদেশাংশ্চ নিরীক্ষ্য মত্তিরাজা ॥ ৫

‘অনন্তর সমুদ্র, সকল পর্বত, নদী, সরোবরসকল  
বনভূমি এবং প্রদেশগুলি দেখে আমার স্মৃতিশক্তি কিছু  
এল।

হষ্টপক্ষিগণাকীর্ণঃ

কন্দরোদরকূটবান্

দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে

বিদ্যোহয়মিতি

নিকিতা ॥ ৬

‘হর্ষোৎকল পাখিদের দ্বারা পবিব্যাণ্ড, গিবিগুহাশুজ  
স্বয়ং এইস্থান নিশ্চয় দক্ষিণসমুদ্র তীব্রতী বিজ্ঞাপকত  
(আমার অর্থাৎ সম্প্রতি এইরূপ মনে হয়েছিল)।

জসীকাতাপ্রমঃ পুণ্যঃ সুরৈরপি সুশুজিতম্।  
জবিনিশাকরো নাম যশ্মিনুগ্রতপাছভবৎ॥ ৮

‘পুরাকালে এখানে নিশাকর নামে এক কঠোর অশ্বিন  
পবিত্র আশ্রম ছিল। তিনি ছিলেন দেবতাদেবগণ অতি  
সন্মাননীয়।

জটো বর্ষনহ্রস্বি তেনাশ্মিনুযিলা গিরৌ।  
হসতো মম ধর্মজ্ঞে স্বর্গতে তু নিশাকরো॥ ৯

‘সেই ধর্মজ্ঞ ঋষি নিশাকর স্বর্গে গমন করেছেন।  
তঁর লোকান্তরের পর আট হাজার বৎসর এই পর্বতে বাস  
করছি।

জটীর্ষ চ বিজ্ঞাত্যং কৃচ্ছ্রেণ বিষমাজ্জনৈঃ।  
জীকাজঃ বসুমতীঃ দুঃখেন পুনরাগতঃ॥ ১০

‘সংজ্ঞা ফিরলে বিজ্ঞাপকতের উচ্চ-নীচ শৃঙ্গ থেকে  
জটাজ কষ্ট করে আমি অবতরণ করলাম। সেইস্থানের ভূমি  
উষ্ণ কুশমভিত্ত; সেখান থেকেও কষ্ট করে আরও এগিয়ে  
গেলাম।

জম্বিঃ ব্রহ্মকামোহস্মি দুঃখেনাভ্যাগতো ভৃশম্।  
জটায়ুশ্চ ময়া চৈব বহুশোহবিগতো হি সঃ॥ ১১

‘আমি সেই ঋষিকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত কষ্ট  
করেই এখানে এলাম। পূর্বে জটায়ুর সঙ্গে আমি বহুবার  
জঁর নিকটে গিয়েছি।

জসাপ্রমদাভ্যাশে ববুর্ভাতাঃ সুগন্ধিনঃ।  
বৃক্ষে নাপুচ্চিপতঃ কশিটদফলো বা ন দৃশ্যতে॥ ১২

‘সেই আশ্রমের নিকটে সুগন্ধী বাতাস বইছিল।  
সেখানে ফুল অথবা ফল-বর্জিত কোনো বৃক্ষ দেখা যাচ্ছিল  
না।

উপেতা চাপ্রমঃ পুণ্যঃ বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।  
বটীকামঃ প্রতীক্বে চ ভগবন্তঃ নিশাকরম্॥ ১৩

‘সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করে আমি একটি  
বৃক্ষমূলে আশ্রয় নিয়ে, ভগবান নিশাকরকে দর্শনের নিমিত্ত  
প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

অথ পশ্যামি দূরহৃষিঃ জ্বলিততেজসম্।

কৃতান্তিমেকং দূর্ধর্গমুপানুত্তমদম্ভমুখম্॥ ১৪

‘আগুন তপমান দেখে উজ্জ্বল সেই ঋষিকে দূরে  
উত্তন দিক থেকে জানা করে আসতে দেখলাম। তিনি ছিলেন  
তপসায় অপবিত্র।

তমুকাঃ সুরা ন্যাতাঃ সিংহা নানাসরীসৃপাঃ।  
পতিনার্ষোণগাচ্ছ্রি দাতারঃ প্রাণিনো যথা॥ ১৫

‘প্রাণীরা যেমন দাতাকে পরিবেষ্টন করে থাকে,  
তেমনি ভল্লক, হরিণ, বাঘ, সিংহ, নানাবিধ সরীসৃপের  
দল পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি আসছিলেন।

ততঃ প্রাপ্তমৃগিঃ জাহ্না তানি সন্ধানি নৈ যয়ুঃ।  
প্রবিষ্টে রাজানি যথা সর্বং সামাত্রকং বলম্॥ ১৬

‘রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে মন্ত্রীসহ সৈন্যরা  
যেমন প্রত্যাবর্তন করেন, তেমনি ঋষি আশ্রমে প্রবেশ  
করার পর, সেই পশুর দল ফিরে চলে গেল।

ঋষিঃ দৃষ্টা মাং তুষ্টঃ প্রবিষ্টচাপ্রমঃ পুনঃ।  
মুহূর্তমাত্রাদিগম্য ততঃ কার্যমশুভতঃ॥ ১৭

‘ঋষি আশ্রমে প্রবেশ করে আমাকে দেখে অত্যন্ত  
প্রসন্ন হলেন। মুহূর্তের জন্য আশ্রমের ভেতরে গিয়ে  
আবার ফিরে এসে আমার আগমনের হেতু জানতে  
চাইলেন।

সৌম্য বৈকল্যাতাং দৃষ্টা রোমশাং তে নাবগম্যতে।  
অগ্নিদন্ধাবিমৌ পক্ষৌ প্রাণাশ্চাপি শরীরকে॥ ১৮

‘তিনি বললেন—“হে সৌম্য ! তোমার দেহ বিকল  
হয়েছে, দেহের রোমরাজিও দেখা যাচ্ছে না এবং পক্ষদ্বয়  
দন্ধ ; এই অবস্থায় তোমার শরীরে কেবল প্রাণের অস্তিত্বই  
আছে।

গৃধ্রৌ বৌ দৃষ্টপূর্বৌ মে মাতরিশ্বসমৌ জবে।  
গৃধ্রাণাং চৈব রাজানৌ ভ্রাতরৌ কামরূপিপৌ॥ ১৯

‘আমি পূর্বে মাতরিশ্বার সমান বেগসম্পন্ন  
দুই গৃধ্রকে দেখেছিলাম। যারা ছিল পরস্পর দুই ভাই ;  
তারা ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম এবং তারাই গৃধ্রদের  
রাজা।

জ্যোষ্ঠোহবিতস্তঃ সম্পাতে জটায়ুরনুজজ্বব।  
মানুষঃ রূপমাহায় গৃধ্রীতাং চরণৌ যম॥ ২০

‘হে সম্প্রতি ! তুমিই ছিলে জ্যোষ্ঠ ; আমি তোমাকে

চিন্তে প্বেবেছি। জটায়ু তোমার ভাই। তোমরা দুজনে  
মনুস্বরূপ ধারণ করে আমার চরণবন্দনা করেছিলে।  
কিং তে ব্যাধিসমুখানং পক্ষয়োঃ পতনং কথম্।  
দণ্ডো বায়ং হৃতঃ কেন সর্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ॥ ২১

“তুমি কি অসুস্থ হয়েছ? পক্ষযুগল কীভাবে কষ্ট  
হল? তুমি কি কারণ দ্বারা দত্তিত হয়েছ? কে সেই  
শান্তিদাতা? এই সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর জানালে  
দাও।”

ইত্যৰ্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে কিস্কিন্দাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণে কিস্কিন্দাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

## একষষ্টিতম সর্গ (৬১)

নিশাকর মূনির নিকট সম্প্রতি আপন পক্ষ দক্ষ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা

ভতজদ্ দারুণং কর্ম দুষ্করং সহসা কৃতম্  
আচচক্ষে মুনৈঃ সর্বং সূর্য্যানুগমনং তথা॥ ১

‘মূনির জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি তখন আমার সহসা  
কৃত সকল দারুণ দুষ্কর কর্ম—সূর্য্যানুগমনের বৃত্তান্ত ব্যক্ত  
করলাম।

ভগবন্ ঐশ্বর্য্যুজ্জ্বালজ্জয়া চাকুলেজ্জিয়ঃ।

পরিপ্রাঞ্চে ন শক্লামি বচনং পরিভাষিতুম্॥ ২

‘আমি বললাম—হে ভগবন্! আমার শরীর ক্ষতযুক্ত  
হওয়ায় ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যাকুল; আমি ক্লান্ত, সেইজন্য আমি  
ভালোভাবে কথাও বলতে পারছি না।

অহং চৈব জটায়ুচ্চ সংঘর্ষাদ্ গর্বমোহিতৌ।

আকাশং পতিতৌ দূরাজ্জিজ্ঞাসন্তৌ পরাক্রমম্॥ ৩

‘আমি এবং আমার ভাই জটায়ু সংঘর্ষের কারণে  
(দেবতাদের<sup>(১)</sup> সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের কারণে) গর্বে মোহিত  
হয়ে পরাক্রম প্রকাশের জন্য দূর আকাশের উদ্দেশে উড়তে  
আরম্ভ করি।

কৈলাসশিখরে বঙ্কা মুনীনামগ্রতঃ পশম্।

রবিঃ স্যাদনুযাতব্যো যাবদন্তঃ মহাগিরিম্॥ ৪

‘কৈলাস পর্বতে অবস্থিত মুনীদের সামনে প্রতিজ্ঞা

করলাম যে, সূর্য্যদেব অস্ত্রাচলে যাওয়ার পূর্বেই আমরা তাঁর  
নিকট পৌঁছব।

অপ্যাবাং যুগপৎ প্রাপ্তাবপশ্যাব মধীতলে।

রথচক্রপ্রমাণানি নগরানি পৃথক্ পৃথক্॥ ৫

‘আমরা দুজনেই দূর আকাশে পৌঁছে গেলাম  
সেখান থেকে পৃথিবীর পৃথক পৃথক নগরীগুলি রথচক্রের  
ন্যায় দৃশ্যমান হচ্ছিল।

কচিদ্ বাদিগ্রহোষশ্চ কচিদ্ ভূষণনিঃস্নঃ।

গায়ন্ত্রীঃ স্মাঙ্গনা বহীঃ পশ্যাবো রক্তবাসসঃ॥ ৬

‘সেখানে কোথাও যেন বাজনার শব্দ, কোথাও বা  
অলংকারের ঝংকার শ্রুত হচ্ছিল। সুন্দরী রমণীদের  
অগ্নিতুলা রক্তবস্ত্র পরিধান করে গান গাইতে দেখা যাচ্ছিল।

তুর্নমুৎপতা চাকাশমাদিত্যপদমাহিতৌ।

আবামালোকয়াবন্তদ্ বনং শাষলসংহিতম্॥ ৭

‘দ্রুত আমরা সেইস্থান থেকে উর্ধ্বে সূর্য্যের  
গতিপথে উঠে, অধোভাগে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে পৃথিবীর  
বনভূমিকে শ্যামল তৃণভূমির রূপে দেখতে পেলাম।

উপলৈরিব সংহ্রমা দৃশ্যতে ভূঃ শিলোচ্চরৈঃ।

আপগাভিচ্চ সংবীতা সূত্রৈরিব বসুন্তরাঃ॥ ৮

(১) সর্গ ৫৮ শ্লোক ৪, ৫।



‘পর্বতরাজির কারণে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর ভূমি যেন  
প্রজ্বলিত ; তদুপরি নদীর জলধারাকে দেখে মনে  
হচ্ছিল যেন খরিত্রীর বক্ষে যজ্ঞোপবীত।

হিমবাতৈব বিদ্যাস্ত মেরুশ্চ সুমহাগিরিঃ।

ভূতলে সম্প্রকাশস্তে নাগা ইব জলাশয়ে॥ ১০

গির্যঃ শ্বেদশ্চ শ্বেদশ্চ ভয়ং চাসীৎ তদাবয়োঃ।

সমাবিশত মোহশ্চ ততো মূর্ছা চ দারুণা॥ ১০

‘হিমালয়, বিদ্যা, মেরু প্রভৃতি সুমহান পর্বতগুলিকে  
জলাশয়ে দণ্ডায়মান বড় বড় হাতির মতো দেখাচ্ছিল। তখন  
আমাদের দুজনের শরীর থেকে তীব্র ঘর্ম নিঃসরণ হতে  
লাগল ; আমরা অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করলাম। ভয় এবং  
মোহ আমাদের আবিষ্ট করল। আমরা দারুণভাবে মূর্ছিত  
হলাম।

ন চ দিম্ জায়তে যাম্যা ন চাগ্নেয়ী ন বারুণী।

যুগ্মস্তে নিয়তো লোকো হতো দক্ষ ইবায়িনা॥ ১১

‘দিগ্ভ্রষ্ট হয়ে সেই সময় দক্ষিণ দিক<sup>(১)</sup>, পশ্চিম  
দিক<sup>(২)</sup> এবং অগ্নি কোণ প্রভৃতির জ্ঞান হারালাম। মনে  
হচ্ছিল যেন যুগ্মস্তের কালাগ্নিতে পৃথিবী দক্ষ হচ্ছে।

মনশ্চ মে হতং ভূয়শ্চক্ষুঃ প্রাপ্য তু সংশ্রয়ম্।

বন্নেন মহতা হাম্বিন্ মনঃ সঙ্কায় চক্ষুশী॥ ১২

বন্নেন মহতা ভূয়ো ভাক্তরঃ প্রতিলোকিতঃ।

ভূম্যপৃথ্বীপ্রমাপেন ভাক্তরঃ প্রতিভাতি নৌ॥ ১৩

‘আমার মন তখন চক্ষুকে আশ্রয়রূপে পেয়েও বিনষ্ট  
হয়ে গেল—চক্ষু তার দৃষ্টিশক্তি হারাল। আমিও মন এবং

চক্ষুকে সক্রিয় করতে সচেষ্ট হলাম। অনেক চেষ্টা করে  
আমি পুনরায় সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হলাম।  
তখন সূর্যদেবকে আমার পৃথিবী<sup>৩</sup> তুল্য বলেই মনে হল।  
জটায়ুর্মামনাপৃষ্ঠ্য নিপপাত মহীং ততঃ।

তং দৃষ্ট্বা তূর্ণমাকাশাদাখ্যানং মুক্তবানহম্॥ ১৪

‘জটায়ু আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই পৃথিবীতে  
অবতরণ করতে আরম্ভ করল। তাকে নীচে নামতে দেখে  
আমিও নিজেকে আকাশ থেকে মুক্ত করে দিলাম (অর্থাৎ  
নীচে নামতে শুরু করলাম)।

পক্ষাভ্যাং চ ময়া গুপ্তো জটায়ুর্ন প্রদহ্যত।

প্রমাদাৎ তত্র নির্দক্ষঃ পতন্ বায়ুপথাদহম্॥ ১৫

আশঙ্কে তং নিপতিতং জনস্থানে জটায়ুশ্চম্।

অহং তু পতিতো বিদ্যো দক্ষপক্ষো জড়ীকৃতঃ॥ ১৬

‘আমি আমার পক্ষযুগল দ্বারা জটায়ুকে আচ্ছাদিত  
করলাম। ভ্রান্তিবশত আমি নিঃশেষে দক্ষ হয়ে বায়ুপথে  
অবতরণ করতে করতে আমার মনে হয়েছিল যে, জটায়ু  
জনস্থানেই পতিত হয়েছে। আমি পক্ষবিহীন অর্থাৎ দক্ষপক্ষ  
অবস্থায় জড়বস্তুর ন্যায় এই বিদ্যাপর্বতে পতিত হলাম।

রাজ্য্যচ্চ ইীনো ভ্রাত্রা চ পক্ষাভ্যাং বিক্রমেশ চ।

সর্বতা মর্তুম্বেবেচ্ছন্ পতিষ্যে শিখরাদ্ গিরেঃ॥ ১৭

‘আমি রাজহীন, ভ্রাতৃহীন অবস্থায় পক্ষ হারিয়ে  
তথা পরাক্রম হারিয়ে একবারে হাতসর্বস্ব হয়েছি।  
একেবারে মারা যাবার ইচ্ছায় আমি পর্বত শিখর থেকে  
নীচে ঝাঁপিয়ে পড়বার ইচ্ছা করলাম।’

ইত্যার্বশ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্দাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের কিষ্কিন্দাকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬১ ॥

(১) বামী—দক্ষিণদিক,

(২) বারুণী—পশ্চিমদিক,

(৩) পৃথিবীর মতো আয়তন বিশিষ্ট।

## দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৬২)

নিশাকর মুনি কর্তৃক সম্পাতিকে সাধ্বনাদান। শ্রীরামের কার্যে সহায়তার জন্য বেঁচে থাকার আদেশ দান

এবমুহুগ মুনিশ্রেষ্ঠমরুদং ভূশদুঃখিতঃ।  
অথ ধাত্মা মুহূর্তং চ ভগবানিদমব্রবীৎ॥ ১

‘মুনিশ্রেষ্ঠকে এইরূপ বলে আমি দারুণভাবে রোদন করতে লাগলাম। অনন্তর ভগবান নিশাকর মুহূর্তকাল ধ্যান করে এইরূপ বললেন—

পক্ষৌ চ তে প্রপক্ষৌ চ পুরননৌ ভবিষ্যতঃ।  
চক্ষুষী চৈব প্রাশাস্ত বিক্রমশ্চ বলং চ তে॥ ২

‘হে সম্পাতি! তোমার ছোট এবং বড় দুটি করে দুরকম পাখা গজাবে, তথা তোমার পরাক্রম, চক্ষু এবং প্রাণশক্তি সবই তুমি ফিরে পাবে।

পুরাণে সুমহৎ কার্যং ভবিষ্যৎ হি ময়া শ্রুতম্।  
দৃষ্টং মে তপসা চৈব শ্রদ্ধা চ বিদিতং মম॥ ৩

‘ভবিষ্যতের মহৎ কার্যসমূহের কথা আমি পুরাণে শুনেছি। তপস্যার দ্বারা আমি সেইসব কথা প্রত্যক্ষ করেছি এবং শ্রবণ করেছি।

রাজা দশরথো নাম কশ্চিদিশ্বাকুবর্ধনঃ।  
তস্য পুত্রো মহাতেজা রামো নাম ভবিষ্যতি॥ ৪

‘ইক্ষ্বাকু বংশে দশরথ নামে কীর্তিবর্ধনকারী একজন রাজা হবেন; এবং তাঁর মহাতেজস্বী পুত্রের নাম হবে রাম।

অরণ্যং চ সহ স্রাত্বা লক্ষ্মণেন গমিষ্যতি।  
তস্মিন্নর্থে নিযুক্তঃ সন্ পিত্রা সত্যপরাক্রমঃ॥ ৫

‘সত্যপরাক্রমী সেই রামচন্দ্র পিতার নির্দেশে তাঁরই আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁর ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে যাবেন। নৈর্ঝতো রাবণো নাম তস্য ভাৰ্য্যাঃ হরিষ্যতি।

রাক্ষসেন্দ্রো জনহানে অবধ্যঃ সুরদানবৈঃ॥ ৬

‘বনবাসকালে জনহানে তাঁর পত্নীকে দেবতা ও দানবদের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ অপহরণ করবেন। সা চ কামৈঃ প্রলোভস্তী ভট্টাকর্ষোজ্যোশ্চ মৈথিলী।

ন ভোক্তাতি মহাভাগা দুঃখমগ্না যশস্বিনী॥ ৭

‘কিন্তু মিথিলাকুমারী সীতা অত্যন্ত যশস্বিনী এবং সৌভাগ্যবতী। তিনি দুঃখিত অবস্থায় নানাবিধ কাম্য ও ভোগ্য বস্তু সেবনে তথা খাদ্যগ্রহণে বিরত থাকবেন। পরমামং চ বৈদেহ্যা জ্ঞাত্বা দাস্যতি বাসবঃ।

যদন্নমমৃতপ্রথাং সুরাধামপি দুর্লভম্॥ ৮

‘দেবরাজ ইন্দ্র বিদেহকুমারীকে জেনে তাঁর পরমায় প্রদান করবেন। (কাষণ, সীতা রাক্ষস আদয়ে অশুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করবেন না) অমৃততুল্য ইন্দ্রের সেই আর দেবতাদেরও দুর্লভ।

তদ্যং মৈথিলী প্রাপ্য বিজ্ঞায়েজ্যাদিৎ স্তিতি।  
অগ্নমুদ্ভূতা রামায় ভূতলে নিবসিষ্যতি॥ ৯

‘মৈথিলী সীতা সেই অন্ন ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত জেনে, তা গ্রহণ করে, তার অপ্রভাগ রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভূতলে রাখবেন।

যদি জীবতি মে ভর্তা লক্ষ্মণো বাপি দেবরঃ।  
দেবত্বং গচ্ছতোর্বাপি তয়োর্মমিদং স্তিতি॥ ১০

‘তিনি বলবেন—‘যদি আমার স্বামী (শ্রীরামচন্দ্র) এবং আমার দেবর লক্ষ্মণ জীবিত থাকেন অথবা দেবলোকপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন; তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি এই অন্ন নিবেদন করলাম।’

এষ্যন্তি প্রেষিতান্তত্র রামদূতাঃ প্রবক্তব্যঃ।  
আখ্যাতা রামমহিষী জ্ঞাত্বা ভেভ্যো বিহঙ্গমঃ॥ ১১

‘রামচন্দ্রের দূতরূপে বহুসংখ্যক বানর সেখানে আসবে; হে বিহঙ্গ! তুমি রামমহিষী সীতার কথা তাঁর জানাবে।

সর্বথা তু ন গন্তব্যমীদৃশঃ ক গমিষ্যসি।  
দেশকালৌ প্রতীক্ষ্য পক্ষৌ ত্বং প্রতিপৎসাসে॥ ১২

‘তুমি এখন কোথাও যেতেও পারবে না আর এই অবস্থায় যাবেই বা কেমন করে? উপযুক্ত দেশ এবং কালের জন্য তুমি প্রতীক্ষা করো। নূতন পাখা তুমি আবার লাভ করবে।

উৎসহেয়মহং কর্তুমদৌব স্বাং সপক্ষকম্।  
ইহহস্তং হি লোকানাং হিতং কার্যং করিষ্যসি॥ ১৩

‘যদিও আমি আজই তোমায় পক্ষযুক্ত করতে পারি; কিন্তু তুমি এইখানে থেকেই জগতের কল্যাণসাধন করবে (অর্থাৎ তুমি এখনই পক্ষযুক্ত হয়ে অন্যত্র চলে গেলে আর তোমার দ্বারা জগতের কল্যাণসাধন হবে না) সেইজন্যই এখন আমি তোমাকে পাখা দিলাম না।’

মুগ্ধাং তৎ কার্যং তয়োচ্চ নৃপপুত্রয়োঃ।

প্রাণানাং গুরুণাং চ মুনীনাং বাসবসা চ॥ ১৪

“তুমিই সেই রাজকুমারদ্বয়ের (বাম এবং  
ডানদিকের) কার্যে সহায়তা করো। সেই কার্য কেবল  
তুমিই নয় : তা ব্রাহ্মণদের, গুরুজনের, মুনিদের এবং  
নবরাজ ইন্দ্রেরও কার্য।”

হস্তমাহেশ্বরি ঐঃ শ্রীমদ্রামায়ণে।

নেচে চিরং ধারয়িতুং প্রাণাংস্তাক্ষো কলেবরম্।

মহর্ষিভূবনীদেবঃ

দৃষ্টতদ্বার্দর্শনঃ॥ ১৫

‘যদিও আমি সেই দুই ভাই রাম এবং লক্ষ্মণকে  
দর্শন করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাণধারণ  
কবার ইচ্ছা আমার নেই, আমি দেহত্যাগ করতেই  
আগ্রহী : সেই তদ্বদর্শী মহর্ষি আমাকে এইরূপ  
বলেছিলেন।’

ইত্যেবে শ্রীমদ্ভগবতঃ বাস্তুকীয়ে আদিকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিযষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিযষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

### ত্রিযষ্টিতম সর্গ (৬৩)

সম্পাতির পক্ষলাভ : তাঁর দ্বারা বানরদের উৎসাহ দানপূর্বক সেই স্থান ত্যাগ।

বানরদেরও সেই স্থান ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করা

ঐতরনৈমিষ

বহুভির্বাকৈর্বাণ্যাবিশারদঃ।

মাং প্রশস্যাতনুজ্ঞাপা প্রবিষ্টঃ স স্বমালয়ম্॥ ১

‘বাক্যবিশারদ মহর্ষি নিশাকর এইভাবে আরও  
অনেক বাক্যের দ্বারা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং আমার  
অনুমতি নিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন।

কন্দরাং তু বিসর্পিভ্যা পর্বতস্য শনৈঃ শনৈঃ।

অহং বিদ্যাং সমারূঢ়্য ভবতঃ প্রতিপালয়ে॥ ২

‘অনন্তর আমি পর্বতের কন্দর থেকে ধীরে ধীরে  
বেরিয়ে বিদ্যাপর্বতের শিখরে এসে আপনাদের  
প্রতিপালনের জন্য প্রতীক্ষা করছি।

অদা দ্বৈতস্য কালস্য বর্ষঃ সপ্রশতঃ গতম্।

দেশকালপ্রতীক্ষোহস্মি হৃদি কুত্বা মুনৈর্বচঃ॥ ৩

‘মুনির সেইরূপ বচনের পর আজ পর্যন্ত সওয়া<sup>(১)</sup>

একশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর বাক্যকে হৃদয়ে

ধারণ করে আমি দেশ-কালের প্রতীক্ষা করছি।

মহাপ্রস্থানমাসাদ্য স্বর্গতে তু নিশাকরে।

মাং নির্দহতি সন্তাপো বিতর্কৈর্বহুভির্বচম্॥ ৪

‘নিশাকর মুনি মহাপ্রস্থান করে স্বর্গলোকে গমন  
করলে আমি নানাবিধ তর্কবিতর্কে জর্জরিত এবং সন্তাপে  
দগ্ধ হচ্ছি।

উদিতাং মরণে বুদ্ধিঃ মুনিবাকৌর্নিবর্তয়ে।

বুদ্ধির্বা তেন মে দস্তা প্রাণানাং রক্ষণে মম॥ ৫

সা মেহপনয়তে দুঃখং দীপ্তেবাগ্নিশিখা তমঃ।

‘মৃত্যুর চিন্তা হৃদয়ে জাগরিত হলে মুনিবাক্যের  
দ্বারা তা থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। আমার প্রাণরক্ষার জন্য  
তিনি আমায় যে কথা বলেছেন, তাই আমার দুঃখকে  
অপনোদিত করেছে ; যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা অন্ধকার  
বিনাশ করে।

(১) সপ্রশত অর্থাৎ সোওয়া একশত ; কিন্তু ৬০-তম সর্গের ৯ম শ্লোকে সম্পাতির এই স্থানে আট হাজার বছর অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। এখন এই দুই বাক্যের একবাক্যতা করার জন্য এখানে শতবৎসর এই শব্দের অর্থ শত শত বৎসর এইরূপ গ্রহণ করে আট হাজার বছর বুঝতে হবে।



বুঝাও চ ময়া বীৰ্য্যং রাবণস্য দুরাশ্বনঃ ॥ ৬  
পুত্রঃ সঙ্কর্জিতো বাগ্জির্ন ত্রাতা মৈথিলী কপম্।

‘আমি জানি দুরাশ্বা রাবণের বীরত্ব কেমন। এই কারণেই মিথিলাকুমারী সীতাকে ত্রাণ না-করার জন্য আমি আমার পুত্রকে কঠোরভাবে তিরস্কার করি।

তস্যা বিলপিতং শ্রদ্ধা ভৌ চ সীতাবিরোজিতৌ ॥ ৭  
ন মে দশরথমেহাং পুত্রেশোৎপাদিতং প্রিয়ম্।

‘তাকে অর্থাৎ সীতাকে বিলাপ করতে শুনে, সীতা-বিচ্ছিন্ন রাম লঙ্ঘনের কথা শুনে, দশরথের প্রতি স্নেহের কথা শ্রবণ করেও আমার পুত্র আমার প্রিয়কর্ম সম্পাদন করেনি।’

তস্যা হ্বেবং ব্রূবাস্য সংহতৈর্বানরৈঃ সহ ॥ ৮  
উৎপেতভুক্তম পশ্যেী সমকং বনচারিণাম্।

সমবেত বানরদের সঙ্গে এইরূপ কথা বলতে বলতেই বনবাসী বানরদের সামনেই তাঁর দুটি নতুন পাখা উৎপন্ন হল।

স দৃষ্টা স্বাং তনুং পশ্কেরুদগতৈররুণচ্ছদৈঃ ॥ ৯  
প্রহর্ষমতুলং লেভে বানরাংশ্চদমব্রবীৎ।

নবোদগত লালবর্ণের পক্ষ্যুগলকে তাঁর শরীরে দেখে সম্প্রতি অতুলনীয় আনন্দলাভ করলেন এবং বানরদের বললেন—

নিশাকরস্য রাজর্ষেঃ প্রসাদাদমিতৌজসঃ ॥ ১০  
আদিত্যশিনির্দর্শনৌ পশ্যেী পুনরুপস্থিতৌ।

‘বানরগণ ! অমিত তেজসম্পন্ন রাজর্ষি নিশাকরের প্রসাদেই সূর্য্যকিরণে দগ্ধ আমার পক্ষ্যুগল পুনরায় উৎপন্ন হল।

যৌবনে বর্তমানস্য মমাসীদ যঃ পরাক্রমঃ ॥ ১১

তমেবাদ্যাবগচ্ছামি বলং পৌরুষম্যেব চ।

‘যৌবনে আমার যে পরাক্রম ছিল, যে বল এবং পৌরুষ আমাতে বর্তমান ছিল তাই এখন আমি আমার শরীরে অনুভব করছি।

সর্বথা ক্রিয়াভাং যত্নঃ সীতামধিগমিষ্যাম্ ॥ ১২  
পক্ষ্মলাভো মমায়ং বঃ সিদ্ধিপ্রভায়াকারকঃ।

‘আপনারা সীতার সন্ধানলাভের জন্য সর্বশ্রেয়সের সচেষ্টি হন। আমার এই পক্ষ্মলাভ আপনাদের কার্যনির্বাহী বিশ্বাস উৎপাদন করেছে।’

ইত্যুত্বা তান্ হরীন্ সর্বান্ সম্প্রতিঃ পতঙ্গোত্তমঃ ॥ ১৩  
উৎপাত গিরেঃ শৃঙ্গাজ্জিহ্বাসুঃ ঋগমো গতিম্।

উপস্থিত সকল বানরদের এইরূপ বলে পক্ষীশ্রেষ্ঠ সম্প্রতি নিজের আকাশে গমনের শক্তি জানার জন্য পর্বতশৃঙ্গে উড়ে চলে গেলেন।

তস্যা তদ্ বচনং শ্রদ্ধা প্রতিসংহতমানসাঃ ॥ ১৪  
বভূবুর্নিশাদূলা বিক্রমভূদায়োদুখাঃ ॥ ১৫

তাঁর সেই কথা শুনে বানরবীরদের হৃদয় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল, তাঁরা পরাক্রম প্রকাশের জন্য (সীতা-সন্ধানকার্যে) উদ্যোগী হলেন।

অথ পবনসমানবিক্রমাঃ  
প্রবগবরাঃ প্রতিলঙ্ঘপৌরুষাঃ।

অভিজিদিভিমুখাং দিশং যযু-  
র্জনকসূতাপরিমার্গশোদুখাঃ ॥ ১৬

অনন্তর বায়ুতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন বানরশ্রেষ্ঠগণ নিজেদের হাতপৌরুষ পুনরায় লাভ করে জনকমন্দিরী সীতার অনুসন্ধানের জন্য অভিজিৎ নক্ষত্রযুক্ত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

## চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৬৪)

সমুদ্রের বিশালতা দেখে বানরদের বিষমতা। অঙ্গদ কর্তৃক তাঁদের আশ্বাসদান। সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য সবায় কাছে পৃথক পৃথকভাবে শক্তি-জিজ্ঞাসা।

কথ্যো গৃহরাজেন সমুৎপূতা প্রবলমঃ।

কথ্যো গীতিসংযুক্তা বিনেদুঃ সিংহবিক্রমঃ। ১

গৃহরাজ সম্প্রতি এইরূপ বললে (সীতানুসন্ধান

পক্ষে) বেংহের নায় পরাক্রমী বানরবীরেরা অত্যন্ত

বলবৎ সঙ্গে উল্লাসমনে করতে করতে গর্জন করতে

লগে।

স্পার্ষেনং প্রজ্ঞা হরয়ো রাবণকরম্।

৪১ সাগরমাজ্জমুঃ সীতাদর্শনকাক্ষিকম্॥ ২

সম্প্রতির কথায় রাবণের ধ্বংসকামনায় এবং

সেই দর্শনলাভের বাসনায় আনন্দিত বানরেরা সমুদ্রতীরে

সে উপস্থিত হল।

উল্লম্ব্য তু তং দেশং মদুগুর্ভীমবিক্রমঃ।

৪২ লোকসা মহতঃ প্রতিবিম্বমবহিতম্॥ ৩

তখন সেই ভীমবিক্রমসম্পন্ন বানরেরা সেই দেশে

উপর সুবিশাল সমুদ্রের জলে এই বিরাট বিশ্বের প্রতিবিম্ব

দেখেন।

লক্ষ্যস্য সমুদ্রস্য সমাসাদ্যোত্তরাং দিশম্।

৪৩ দিকেশং ততশ্চক্রুঃসুহরিবীরা মহাবলঃ॥ ৪

দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর দিকে গিয়ে সেই মহাবলশালী

বীরবীরগণ সকলে সম্মিষিষ্ট হলেন।

শুভ্রমিব চানাত্র ক্রীড়ন্তমিব চানাতঃ।

৪৪ ইতি পর্বতমাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরাবৃতম্॥ ৫

সেই সমুদ্র কোথাও প্রসুপ্তের ন্যায় (শান্তভাবে

বহন), কোথাও বা ক্রীড়ারতের ন্যায় (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

প্রকমলার কারণে) বৃহৎ তবঙ্গরাজিব কারণে পর্বতের

তো সুবিশাল জলরাশির দ্বারা আবৃত।

নকুলং দানবৈশ্চৈশ্চ পাতালতলবাসিভিঃ।

৪৫ গোমহর্ষকঃ দুষ্টা বিষেদুঃ কপিকুঞ্জরাঃ॥ ৬

পাতালবাসী দানবশ্রেষ্ঠদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত

গোমহর্ষক সেই সমুদ্রকে দেখে শ্রেষ্ঠ বানরবৃন্দ বিষম হয়ে

পড়েন।

অকামমিব দুশ্শারং সাগরং শ্রেষ্ঠা বানরাঃ।

৪৬ বিষেদুঃ সহিতাঃ সর্বে কথং কার্যমিতি ক্রবন্॥ ৭

আকাশের মতো দুর্জন্ম সাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সকল বানরেরা বিষাদপূর্বক কী করা যায় তা চিন্তা করতে লাগলেন।

বিসম্যাং বাহিনীং দুষ্টা সাগরস্য নিরীক্ষণাৎ।

আশ্বাসমামাস হরীন্ ভয়র্তান্ হরিসন্তমঃ॥ ৮

মহাসমুদ্রের রূপ এবং বানরদের বিষমতা দেখে

বানরবীর অঙ্গদ সেই ভয়র্তা বানরদের আশ্বস্ত করে

বললেন—

ন বিষাদে মনঃ কার্ঘ্যং বিষাদো দোষবস্তরঃ।

৮ বিষাদো হস্তি পুরুষঃ বালং ক্রুদ্ধ ইবোরগঃ॥ ৯

‘কাজের সময় বিষাদে মন দেবেন না ; কারণ

বিষাদ অধিকতর দুষ্টীয়। যেমন ক্রুদ্ধ সর্প নিকটস্থ

বালককেও দংশন করে, বিষাদও তেমনি পুরুষের বিনাশ

করে।

যো বিষাদঃ প্রসহতে বিক্রমে সমুপস্থিতে।

তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন সিদ্ধ্যতি॥ ১০

‘পরাক্রম প্রকাশের সময়ে যে বিষাদপ্রাপ্ত হয়, তার

তেজ বিনষ্ট হয়ে যায়। তেজহীন সেই পুরুষের পুরুষার্থও

সিদ্ধ হয় না।’

তস্যাং রাজ্য্যং ব্যতীতাম্যমঙ্গদো বানরৈঃ সহ।

১১ হরিবৃদ্ধৈঃ সমাগম্য পুনর্মন্ত্ৰমমন্ত্রয়ৎ॥ ১২

সেই রাত্রি অতিক্রান্ত হলে, অঙ্গদ বানরবৃদ্ধদের

(প্রবীণদের) সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পুনরায় মন্ত্রণা আরম্ভ

করলেন।

সা বানরাণাং স্বজিনী পরিবার্যাদং বভৌ।

১২ বাসবঃ পরিবার্যেব মরুতাং বাহিনী হিতা॥ ১৩

দেবতাদের বাহিনী যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে

শোভিত হন, তেমনি বানরসৈন্যরা অঙ্গদকে বেষ্টন করে

শোভালাভ করেছিল।

কোহনাজ্জাং বানরীং সেনাং শক্তঃ জয়িতুং ভবেৎ।

অন্যত্র বালিতনয়াদন্যত্র চ হনুমতঃ॥ ১৪

বালীপুত্র অঙ্গদ এবং হনুমান ব্যতীত অন্য আর

কে-ই বা সেই বানরবাহিনীকে সুস্থির রাখতে অর্থাৎ

নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ?

তত্ত্বান্ হবিবৃদ্ধাংস্ তচ্চ সৈন্যমবিস্রমঃ।

অনুমাম্যাক্ষয়ঃ প্রীমান্ বাক্যমর্থবদন্তীং ॥ ১৪

শত্রুসৈন্যে দমনকাণ্ডী প্রীমান্ অশ্বদ সৈন্য

বানবৃদ্ধদের সম্মানিত করে অর্থযুক্ত বাক্য বললেন

ক ইদানীং মহাতেজা লক্ষ্যমিমাতি সাগরম্।

কঃ কবিশক্তি সূত্রীং সত্যসঙ্কমবিস্রমম্ ॥ ১৫

‘এখন এই ‘সমুদ্রে কোন মহাত্মা সূত্রী লক্ষ্য

করতে পারবেন ? শত্রুসৈন্য সুপ্রবৃত্ত সত্যসঙ্কম সক্ষম

করতে পারবেন’

কো বীরো যোজনশতঃ লক্ষ্যেৎ প্রবলমঃ।

ইমাংস্ যুধিশান্ সর্বান মোচয়েৎ কো মহাভয়াৎ ॥ ১৬

‘কে সেই বানরবীর যিনি এই শতযোজন সমুদ্র

লক্ষ্যন করতে সক্ষম ? কে এই বানরবীরদের মহাভয়

থেকে মুক্ত করতে পারবেন ?

কস্য প্রসাদাদ্ দারাস্ত্ পুত্রাঃশ্চৈব গৃহাণি চ

ইতো নিবৃত্তাঃ পশোম সিদ্ধার্থাঃ সুখিনো বয়ম্ ॥ ১৭

‘কার প্রসাদে আমরা কার্যসিদ্ধ করে এখন থেকে

নিবৃত্ত হয়ে পুনরায় স্ত্রী, পুত্র, গৃহ লাভ করে সুখী হতে

পারব ?

কস্য প্রসাদাদ্ রামঃ চ লক্ষ্মণঃ চ মহাবলম্।

অভিগচ্ছেম সংহৃষ্টাঃ সূত্রীং চ বনৌকসম্ ॥ ১৮

‘কার প্রসাদে আমরা সানন্দে বনবাসী শ্রীরামচন্দ্র,

মহাবলশালী লক্ষ্মণ এবং বানরবীর সূত্রীর নিকট যেতে

সক্ষম হব ?

গদি কশিৎ সমর্থো বঃ সাগরপ্রবনে হরিঃ।

স দদাচ্ছিহ নঃ শীঘ্রং পুণ্যমভ্যদক্ষিণাম্ ॥ ১৯

‘গদি আপনাদের মধ্যে কোনো বানর সাগর লক্ষ্যনে

সমর্থ হন, তাহলে শীঘ্র আমাদের অভয় দান করে দক্ষিণ

প্রদর্শন করুন।’

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রদ্ধা ন কশিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ

প্রিমিত্তেবাভবৎ সর্বা সা তত্র হরিনাহিনী ॥ ২০

অঙ্গদের সেই বচন শুনে কেউই কিছুই বললেন না।

সেখানে উপস্থিত সমগ্র বানরবাহিনী স্তব্ধ হয়ে থাকল।

পুনরেবাঙ্গদঃ প্রাহ তান্ হরীন্ হরিসম্ভবঃ।

সর্বং বলবতাং শ্রেষ্ঠা ভবন্তো দৃঢ়বিক্রমাঃ

বাপদেশকুলে জাতাঃ পূজিতাশ্চাপ্যভীকৃষাঃ ॥ ২১

পুনরায় বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ সেই বানরদের

বললেন—‘আপনারা সকলেই বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,

দৃঢ়বিক্রমসম্পন্ন, উচ্চবংশজাত। এইজন্য আপনারা

বারংবার সম্মানিত হয়েছেন।

নহি বো গমনে সঙ্গঃ কদাচিৎ কসাচিদ্ ভবেৎ।

ব্রুবন্তঃ যস্য যা শক্তিঃ প্রবনে প্রবগর্ভতাঃ ॥ ২২

‘কখনোই কারও দ্বারাই আপনাদের গতিরুদ্ধ হয়

না। বানরশ্রেষ্ঠগণ ! সমুদ্র লক্ষ্যনে আপনাদের যার য’ শক্তি

তা আপনারা বলুন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা আদিকাণ্ডে কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

### পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (৬৫)

বীর বানরদের নিজ নিজ গমন-শক্তির বর্ণনা। জাহ্নবান এবং অঙ্গদের কথোপকথন।

হনুমানকে প্রেরণ করবার জন্য জাহ্নবানের তাঁর কাছে গমন

অথাজদবচঃ শ্রদ্ধা তে সর্বং বানরর্ঘভাঃ।

বঃ বঃ গঠৌ সমুৎসাহমুচুস্তত্র যথাক্রমম্ ॥ ১

অঙ্গদের বাক্য শুনে সেইসব বানরবীরগণ

সোৎসাহে যথাক্রমে নিজ-নিজ দক্ষিণ-শক্তির কথা

বলতে লাগলেন।

গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।

মৈন্দশ্চ বিবিদশ্চৈব সুষেণো জাহ্নবাঃশ্রুতাঃ ॥ ২

গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ,



দ্বিবি, সুশেণ এবং জাম্ববান—এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ  
পুত্র বর্ণনা করলেন।

জাম্ববান গজপুত্র প্রবেশঃ দশযোজনম।

যজ্ঞো যোজনানাং গমিষ্যামি নিঃশ্রিতম্॥ ৩

এঁদের মধ্যে গজ বললেন—‘আমি লাফিয়ে  
দশ-যোজন পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে সক্ষম।’ গজাচ-  
বললেন—‘আমি কুড়ি যোজন অবাধ যেতে পারি।’

যজ্ঞো বানরপুত্র বানরাংজানুবাচ হ।

ত্রিশতং তু গমিষ্যামি যোজনানাং প্রবলম্॥ ৪

শব্দ নামক অপর এক বানরবীর বললেন  
—‘বানরপণ! আমি লাফিয়ে লাফিয়ে ত্রিশ যোজন পথ  
যেতে পারব।’

যজ্ঞো বানরপুত্র বানরাংজানুবাচ হ।

চারিশতং গমিষ্যামি যোজনানাং ন সংশয়ঃ॥ ৫

শব্দ নামক বানর অপরাপর বানরদের  
বললেন—‘আমি চল্লিশ যোজন পথ যেতে পারব, এবিষয়ে  
কোনো সন্দেহ নেই।’

বনরাং মহাতেজা অরবীন্দ গন্ধমাদনঃ।

যোজনানাং গমিষ্যামি পঞ্চাশতু ন সংশয়ঃ॥ ৬

অনন্তর বানরবীর গন্ধমাদন অন্য বানরদের বললেন  
—‘আমি যে পঞ্চাশ যোজন পর্যন্ত যেতে পারব এ বিষয়ে  
কোনো সন্দেহ নেই।’

মৈন্দ্র বানরপুত্র বানরাংজানুবাচ হ।

যোজনানাং পরং ষষ্টিমহং প্রবিতুমুৎসহে॥ ৭

অনন্তর বানরবীর মৈন্দ্র অন্য বানরদের বললেন  
—‘আমি এক লাফে ষাট যোজন পথ অতিক্রম করতে  
উৎসাহী।’

তদন্তর মহাতেজা দ্বিবিদঃ প্রত্যজ্যত।

গমিষ্যামি ন সন্দেহঃ সপ্ততিং যোজনানাং॥ ৮

তদনন্তর মহাতেজস্বী দ্বিবিদ বললেন—‘আমার সত্তর  
যোজন পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রমের বিষয়ে কোনো সন্দেহ  
নেই।’

সুশেণ মহাতেজাঃ সত্ত্ববান্ কপিসত্তমঃ।

জ্ঞাপীতিং প্রতিজ্ঞানেহং যোজনানাং পরাক্রমে॥ ৯

ধৈর্যবান, মহাতেজস্বী বানরশ্রেষ্ঠ সুশেণ বললেন

‘আমি পলাকমের সঙ্গে আশী যোজন পথ অতিক্রম  
করান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’

তেনাং কপ্যাভ্যঃ তয় সর্বাংস্থাননুমানা চ।

ততো বৃদ্ধতমঃস্তেয়াঃ জাম্ববান প্রত্যজ্যত॥ ১০

বানরদের এটাপপ কপনের পরে তাঁদের সকলকে  
সংখ্যান জানিয়ে : ‘তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ জাম্ববান  
বললেন

পূর্বমম্মাকমপ্যাসীৎ কপিদে গতিপরাক্রমঃ।

তে ভয়াং ভয়াসঃ পারমণুপ্রাপ্তাঃ স্ম সাম্প্রতম্॥ ১১

কিং তু নৈবঃ গতে শক্যমিদং কার্যমুপেক্ষিতম্।

যদর্থঃ কপিরাভ্যন্ত রামন্ত কৃতনিশ্চয়ো॥ ১২

সাম্প্রতং কালমম্মাকং যা গতিস্তাং নিবেশত।

নবতিং যোজনানাং তু গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥ ১৩

‘পূর্বে (যৌবনে) আমার পরাক্রমসম্পন্ন কিছু  
গতিশক্তি ছিল। কিন্তু এখন আমি সেই বয়স পার করে  
এসেছি। যেহেতু বানররাজ সুগ্ৰীব এবং শ্রীরামচন্দ্র যে  
কার্যে দৃঢ়সংকল্প তাকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব  
নয়। সেইজন্য বর্তমানে আমার যা গতি তাই আমি বলছি,  
আপনারা শুনুন। বর্তমানে আমি নব্বই যোজন পর্যন্ত যেতে  
পারি, এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই।’

তাংশ্চ সর্বান্ হরিশ্রেষ্ঠাজাম্ববানিদমব্রবীৎ।

ন খণ্ডেতাবদেবাসীদ্ গমনে মে পরাক্রমঃ॥ ১৪

ময়া বৈরোচনে যজ্ঞে প্রভবিষুঃ সনাতনঃ।

প্রদক্ষিণীকৃতঃ পূর্বং ক্রমমাশ্রিত্বিক্রমম্॥ ১৫

এই বলে জাম্ববান সেই সব বানরশ্রেষ্ঠদের  
বললেন—‘(যৌবনে) আমার গমনের পরাক্রম এই পর্যন্তই  
ছিল না। পূর্বে বলিরাজের যজ্ঞে সনাতন ভগবান বিষ্ণু  
সর্বব্যাপী (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ব্যাপী) তিন-পা বিস্তার করে  
দাঁড়িয়েছিলেন; তখন তাঁকেও আমি পরিক্রমা করেছিলাম।  
স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ প্রবনে মন্দবিক্রমঃ।

যৌবনে চ তদাসীথে বলমপ্রতিমং পরম্॥ ১৬

‘সেই আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, উল্লেখ্যে আমার  
বিক্রম মন্দ। যৌবনে আমার অতুলনীয় পরমশক্তি ছিল।

সম্প্রত্যোতাবদেবাদ্য শকাং মে গমনে স্বতঃ।

নৈতাবতা চ সংসিদ্ধিঃ কার্যসাস্য ভবিষ্যতি॥ ১৭

‘সম্প্রতি এই পর্যন্ত গমনই আমার স্বাভাবিক শক্তি।  
কিন্তু এর দ্বারা তো এই কার্যের সিদ্ধিলাভ সম্ভব হবে না।’

অশ্বোত্তরমুদারার্থমরবীদলদত্তা

অনুমান্য তস্য প্রাজ্ঞো জ্ঞানবন্তঃ মহাকপিঃ ॥ ১৮

অনন্তর মহাকপি বুদ্ধিমান অঙ্গদ জ্ঞানবানকে  
সম্মানিত করে উদার এবং অর্থপূর্ণ বাক্য সহযোগে  
বললেন—

অহমেতদ্ গমিষ্যামি যোজনানাং শতং মহৎ।  
নিবর্তনে তু মে শক্তিঃ স্যাদ বেতি ন নিশ্চিতম্ ॥ ১৯

‘আমি শতযোজনবাপী সুবিশাল দূরত্ব (এই  
মহাসাগর) অতিক্রম করতে সক্ষম ; কিন্তু প্রত্যাবর্তনের  
সময় আমার এই শক্তি থাকবে কিনা সে সম্পর্কে আমি  
নিশ্চিত নই।’

তদুবাচ হরিশ্রেষ্ঠঃ জ্ঞানবান্ বাক্যকোবিদঃ  
জ্ঞাতো গমনে শক্তিত্বং হর্ষসন্তম্ ॥ ২০

বাক্যকলাকুশল জ্ঞানবান তখন হরিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদকে  
বললেন—‘আপনি বানর এবং তরুণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।  
আপনার গমনশক্তি সম্পর্কে আমরা সুবিদিত।

কামঃ শতসহস্রং বা নহোষ বিমিরচ্যতে।  
যোজনানাং ত্বাঙ্ শতো গম্যঃ প্রতিনিবর্তিতম্ ॥ ২১

‘আপনি শতসহস্র যোজন দূরত্ব উল্লম্ফনপূর্বক  
অতিক্রম করতে এবং প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম ; কিন্তু  
আমাদের তা কাম্য নয়, কারণ তা আমাদের উচিত নয়।

নহি প্রেষয়িত্য তাত স্বামী প্রেযাঃ কথঞ্চন।  
ত্বতায়ঃ জনঃ সর্বঃ প্রেযাঃ প্রবগসন্তম্ ॥ ২২

‘হে তাত ! বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনিই প্রভু। আপনি  
কেমন করে আমাদের দ্বারা প্রেরিত হতে পারেন ?  
আমরাই তো আপনার প্রেরণীয়।

ত্বান্ কলত্রম্ম্যাকং স্বামিতাবে ব্যবহিতঃ।  
স্বামী কলত্রং সৈন্যস্য গতিরেষা পরস্তম্ ॥ ২৩

‘আপনি আমাদের কলত্র। আপনিই আমাদের প্রভু  
অর্থাৎ স্বামী পদে অধিষ্ঠিত। হে পরস্তম্ ! সৈন্যদের নিকট  
প্রভু হচ্ছেন কলত্র অর্থাৎ স্ত্রীতুলা রক্ষণীয়। কারণ তিনিই  
হলেন তাঁদের একমাত্র গতি। (যেহেতু অঙ্গদ প্রভু,  
যুবরাজ, তাই তাঁর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সকলের কর্তব্য।

কারণ তাঁর মৃত্যুতে তাঁদের সমগ্র বাহিনীই বিনষ্ট হতে  
পারে। জ্ঞানবানের এই উক্তি মধ্যে নিয়ে তৎকালীন সময়ে  
স্রীজাতিকে রক্ষা করার বিষয়ে পুরুষদের সচেতনতাই  
পরিষ্ফুট হয়।)

অপি বৈ তস্য কার্ঘ্যস্য ভবান্ মূলমরিস্থম।  
তস্মাৎ কলত্রবৎ তাত প্রতিপাল্যঃ সদা ভবান্ ॥ ২৪

‘হে অরিস্থম্ ! আপনিই আমাদের এই কার্যের মূল।  
অতএব হে তাত ! আমাদের কর্তব্য আপনাকে কলত্রবৎ  
পালন করা।

মূলমর্থস্য সংরক্ষ্যমেব কার্যবিদাঃ নয়ঃ।  
মূলে হি সতি সিধ্যস্তি গুণাঃ সর্বৈ ফলোদয়াঃ ॥ ২৫

‘কার্যতত্ত্ববিদগণ কার্যের মূলকে সততই রক্ষা করেন  
কারণ, মূল যথাযথভাবে রক্ষিত হলেই, সকল গুণ  
সফলভাবে সিদ্ধ হয়।

তদ্ ভবানস্য কার্ঘ্যস্য সাধনং সত্যবিক্রম।  
বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্নো হেতুরত্র পরস্তম্ ॥ ২৬

‘অতএব হে পরস্তম্ ! সত্যপরাক্রমী ! আপনিই এই  
কার্যসাধনের হেতু তথা বুদ্ধি ও বিক্রমসম্পন্ন।  
গুরুশ্চ গুরুপুত্রশ্চ ত্বং হি নঃ কপিসন্তম্।

ভবন্তমশ্রিত্য বয়ং সমর্থা হর্ষসাধনে ॥ ২৭

‘বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনিই আমাদের গুরু এবং  
গুরুপুত্র ; আপনাকে আশ্রয় করেই আমরা কার্যসাধনে  
সক্ষম।’

উক্তবাক্যং মহাপ্রাজঃ জ্ঞানবন্তঃ মহাকপিঃ।  
প্রত্যুবাচোত্তরং বাক্যং বালিসূনুরথাক্ষরঃ ॥ ২৮

মহাজ্ঞানী জ্ঞানবান এইরূপ বাক্য বললে, মহাকপি  
বালীপুত্র অঙ্গদ তখন প্রত্যুত্তরে বললেন—

যদি নাহং গমিষ্যামি নান্যো বানরপুংসবঃ।  
পুনঃ খণ্ডিদম্ম্যভিঃ কার্যং প্রায়োপবেশনম্ ॥ ২৯

‘যদি আমি না যাই, যদি অন্য বানরমুখ্যরা না যেতে  
পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের আমরণ অনশন  
করতে হবে।

নহ্যকৃদ্বা হরিশতেঃ সন্দেশঃ তস্য দীমতা।  
তত্রাপি গদ্যা প্রাণানাং ন পশ্যো পরিরক্ষণম্ ॥ ৩০

‘বুদ্ধিমান বানররাজ সূত্রীভের কার্যসিদ্ধ না করে  
কোনও সন্দেহের কারণেই আমাদের প্রাণনাশ করবেন না।

কিন্তু প্রত্যাবর্তন  
করবে না।  
হি প্রসাদে  
তস্য সন্দেহ  
বানর  
করবে দণ্ডদান  
করেন আমাদের বি  
রক্ষা হুসা কা  
ভবানেব  
‘অতএব আ  
মনসা না ঘটে সে  
করন আপনিই এ নি  
গোহলেন তদা  
হানুগুণং বাক  
অঙ্গদ যখন

ইত  
মহা  
হনুমা  
মনেকশতসাহস্রীং  
জ্ঞানবান্ সমুদ্ভ  
অনেক শতস  
যেবে, জ্ঞানবান তখন  
বানরলোক  
স্বামীকান্তমশ্রিত্য  
‘হে বানররাজগণে  
এই হনুমান ! আপ  
করেন ? কিছু বলছে  
হনুন্ হরিরাজস্য  
দণ্ডস্বপ্নমোচাপি

হুইজাম প্রত্যাবর্তন করলে, প্রাণরক্ষার কোনো উপায়  
জাতি দেখছি না।

৭ বি প্রসাদে চাতুর্থাংশে চ হরিবাহিনীম্।

৮ হুইজ তস্য সমেশং বিনাশো গমনে ভবেৎ ॥ ৩১

‘সেই বানররাজ আমাদের প্রতি কৃপা করতে অথবা

কুহু হয়ে দণ্ডান করতেও সক্ষম। তাঁর নির্দেশ লক্ষ্যন

কলে আমাদের বিনাশ অবশ্যস্বাবী

হুইজ হাস্য কার্যস্য ন ভবত্যানাথা গতিঃ।

৯ ভবানেব দৃষ্টার্থঃ সখিত্বমিত্তমহতি ॥ ৩২

‘অতএব আমাদের এই কাজের যাতে কোনো

জননা না ঘটে সেই বিষয়ে আপনি চিন্তাভাবনা করুন।

কতক আপনিই এ বিষয়ে উপযুক্ত।’

সোহসদেন তস্য বীরঃ প্রতীক্ষঃ শ্রবণ্যভঃ।

১০ জ্ঞানুভবঃ বাক্যঃ প্রোবাচেনঃ ততোহঙ্গমম্ ॥ ৩৩

অঙ্গ যখন এইরকম বললেন, তখন সেই বীর

বানরবাহিনীকে আশ্বাস দিতে উত্তম শাস্ত্র সম্বোধনে

বললেন

তস্য তে বীর কার্যস্য ন কিঞ্চিৎ পরিভাষতে।

এম সখোদয়ামোহনঃ যঃ কার্যঃ সার্থায়গতিঃ ॥ ৩৪

‘ও বীর ! আপনার সেট কার্যের কোনো গনি গটসে

না। গনি কার্যসম্বন্ধ করতে পারবেন এমার ‘আনি’ ভাষেই

সেবণ করণ্ডা।’

ততঃ প্রতীক্ষঃ শ্রবণঃ বরিতঃ-

মেকান্তমাত্রিত্যে সুশোণিতম্।

সখোদয়ামাস হরিপ্রবীরো

হরিপ্রবীরঃ হনুমন্তমেব ॥ ৩৫

এই বলে, চরিতপুঙ্গব জাম্ববান একান্তে সুখে উপবিষ্ট

বানরশ্রেষ্ঠ শিশুস্ত বানরবীর হনুমানকে এই কাজে প্রেরণ

করলেন। যিনি দীর্ঘতম দূরত্ব এক লক্ষ্যে অতিক্রম করতে

সক্ষম, তিনি নিশ্চিতমনে এককোণে চূপচাপ বসেছিলেন।

ইত্যার্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাহ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বাহ্মীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

## ষট্ঠমঃ সর্গঃ (৬৬)

হনুমানের উৎপত্তির বর্ণনা করে তাঁকে সমুদ্র-লঙ্ঘন-কার্যে জাম্ববানের উৎসাহ দান

অনেকশতসাহস্রীঃ বিষমাঃ হরিবাহিনীম্।

জাম্ববান্ সমুদীক্কাবঃ হনুমন্তমথাবরীৎ ॥ ১

অনেক শতসহস্র বানরকে এইরকম বিবাদপ্রস্তু

দেবে, জাম্ববান তখন হনুমানকে বললেন—

বীর বানরলোকস্য সর্বশাস্ত্রবিদ্যাং বর।

২ কীমেকান্তমাত্রিত্যে হনুমন্ কিং ন জল্পসি ॥ ২

‘হে বানরজগতের শ্রেষ্ঠবীর ! সর্বশাস্ত্রবিদদের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ হনুমান ! আপনি একাকী শান্তভাবে কেন অবস্থান

করছেন ? কিছু বলছেন না কেন ?

হনুমন্ হরিবাহিনী সূত্রীকস্য সমো হসি।

৩ রামলঙ্ঘনমোচ্যসি তেজসা চ বলেন চ ॥ ৩

‘হনুমান ! আপনি বানররাজ সুগ্রীবের তুল্য  
পরাক্রমী ; বাক্যে এবং তেজে আপনি রাম এবং লঙ্ঘন  
উভয়েরই সমকক্ষ।

অরিষ্টনেমিনঃ পুত্রো বৈনতেয়ো মহাবলঃ।

৪ গরুড়ানিবি বিখ্যাত উত্তমঃ সর্বপক্ষিণাম্ ॥ ৪

‘অরিষ্টনেমি তথা কশাপের পুত্র মহাবলী

এবং পক্ষিশ্রেষ্ঠ বিনতানন্দন গরুড়ের মতো আপনিও

শক্তিশালীরূপে বিখ্যাত এবং তীব্রবেগসম্পন্ন।

বহশো হি ময়া দৃষ্টঃ সাগরে স মহাবলঃ।

৫ ভুজঙ্গানুজরন্ পক্ষী মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥ ৫

‘মহাবলশালী মহাবাহু পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়কে আমি



বহুবার সমুদ্র থেকে সর্প আহরণ করতে দেখেছি।  
পক্ষ্মোর্মদ্বয় বলং তস্য ভুজবীৰ্যবলং তব।  
বিক্রমচ্যপি বেগত ন তে ভেনাপহীয়াতে॥ ৬

‘তঁার দুই পাখার যে বল, আপনার বাহুযুগলে  
তদনুরূপ বল এবং পরাক্রম ; সেইজন্য আপনার বেগ  
এবং বিক্রম তাঁর থেকে কিছু কম নয়।

বলং বুদ্ধিঞ্চ তেজস্চ সত্যং চ হরিপূজব।  
বিশিষ্টং সর্বভূতেষু কিমান্বানং ন সজ্জসে। ৭

‘হে বানরপুংসব ! বল, বুদ্ধি, তেজ এবং সত্য—এই  
সবেরেই আপনি সকল প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব,  
আপনি নিজে কেন প্রস্তুত হচ্ছেন না ?

অঙ্গারাহঙ্করস্য শ্রেষ্ঠা বিখ্যাতা পুঞ্জিকঙ্কলা।  
অস্ত্রনেতি পরিখ্যাতা পত্নী কেশরিশো হরেঃ। ৮  
বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।  
অভিশাপাদভূৎ তাত কপিষ্মে কামরূপিণী। ৯  
দুহিতা বানরেন্দ্রস্য কুঞ্জরস্য মহান্বনঃ।

‘অঙ্গরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা অঙ্গরা বিখ্যাতা পুঞ্জিকঙ্কলা  
অভিশপ্তা হয়ে বানরবাজ মহাত্মা কুঞ্জরের দুহিতারূপে  
আবির্ভূতা হন। তাঁর নাম হয় অঙ্গনা। হে তাত ! তিনি  
ছিলেন বানররাজ কেশবীর পত্নী। ইচ্ছানুসারী রূপধারিণী  
তিনি ছিলেন অসামান্য রূপবতী রূপে খ্যাতা ত্রিলোকে  
তাঁর মতো সুন্দরী আর কেউ ছিলেন না।

মানুষঃ বিগ্রহঃ কৃত্বা রূপযৌবনশালিনী॥ ১০  
বিচিত্রমালাভরণা কদাচিত্ কৌমধারিণী।

অচরৎ পর্বতস্যাত্রে প্রাবৃঢ়দুদসমিভে॥ ১১

‘রূপযৌবনশালিনী সেই অঙ্গনা একদা মনুষ্যরূপ  
ধারণ করে, বিচিত্র মালা আভরণে সজ্জিতা হয়ে এবং  
রেশমীবস্ত্র পরিধান করে কোনো এক পর্বতশিখরে বর্ষার  
মেঘের ন্যায় বিচরণ করছিলেন।

তস্যা বস্ত্রং বিশালাক্ষ্যঃ পীতং রক্তদশং শুভম্।  
হিতায়াঃ পর্বতস্যাত্রে মারুতোহপাহরচ্ছনৈঃ। ১২

‘সেই আয়তলোচনার বস্ত্র ছিল পীতবর্ণের এবং  
তার পাড় রক্তবর্ণের। পর্বতশিখরে অবস্থিতা সেই নারীর  
বস্ত্র পবনদেব ধীরে ধীরে অপহরণ করলেন।

স দদর্শ ততস্তস্যা বৃতাবুজ সুসংহতৌ।  
তনৌ চ পীনৌ সহিতৌ সুজাতং চারু চাননম্॥ ১৩

‘তিনি তখন তাঁর সুসংহত, সুগোল উরুযুগল,

পীনোন্নত স্তনদ্বয় এবং সুমনোহর আনন দর্শন করলেন।  
তাং লগাদাগতশ্রোণীং তনুমধ্যাং যশস্বিনীম্।

দৃষ্ট্বৈব শুভসর্বদীং পবনং কামমোহিতঃ। ১৪

‘সেই যশস্বিনীর দেহের মধ্যভাগ ছিল ক্ষীণ, তিনি  
ছিলেন গুরু নিতাম্বিনী। এইভাবে বলপূর্বক তাঁর সর্বাসুন্দর  
মোহদর্শন করে পবনদেব কামমোহিত হয়ে গেলেন।

স তাং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং পরমজ্ঞত মারুতঃ।

মগথানিষ্টসর্গালো গতাঙ্গা তামনিদিতাম্॥ ১৫

‘তিনি তাঁর দুই বাহু দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন  
সেই অনিদিতা সুন্দরীকে পেয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ কামাবিষ্ট হয়ে  
উঠল।

স তু তত্বেব সজ্জাতা সুরতা বাক্যমব্রীং।

একপত্নীব্রতমিদং কো নাশয়িতুমিচ্ছতি। ১৬

‘তখন সেই সজ্জাতা পতিব্রতা নারী ভীতভাবে  
বললেন—“কে পতিব্রত নষ্ট করতে চাইছে ?”

অঙ্গনায়া বচঃ শ্রদ্ধা মারুতঃ প্রভাতবতঃ।

ন হ্যং হিংসামি সুশ্রোণি মা ভুৎ তে মনসো ভয়ম্। ১৭

‘অঙ্গনার কথা শুনে পবনদেব প্রভাতবরে বললেন  
—“হে সুশ্রোণি ! তুমি আমাকে ভয় পেয়ো না। আমি  
তোমার কোনো ক্ষতি করছি না।

মনসাম্মি গতৌ যৎ হ্যং পরিহজ্য যশস্বিনী।

বীৰ্যবান্ বুদ্ধিসম্পন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি। ১৮

‘যশস্বিনী ! তোমাকে আলিঙ্গন করে অব্যক্তরূপে  
আমি মনে মনে তোমাতেই উপগত হয়েছি। এর ফলে  
তোমার একটি বীৰ্যবান এবং বুদ্ধিমান পুত্র জন্মগ্রহণ  
করবে।

মহাসত্তো মহাতেজা মহাবলপরাক্রমঃ।

লজ্জনে প্লবনে চৈব ভবিষ্যতি ময়া সমঃ। ১৯

‘সেই সন্তান হবে মহা বৈৰ্যবান, মহা তেজস্বী,  
মহাবলশালী ও অতি পরাক্রমশালী ; উল্লঙ্ঘনে এবং  
লজ্জনে সে আমারই সমতুল হবে।”

এবমুক্তা ততস্তষ্টা জননী তে মহাকপে।

গুহায়াং হ্যং মহাবাহো প্রজজ্ঞে প্ৰবর্ধতঃ। ২০

‘হে মহাকপি ! বায়ুদেব এইরূপ বললে আপনার  
জননী সম্ভষ্ট হলেন ; হে মহাবাহু ! বানরশ্রেষ্ঠ ! তিনি তখন  
এক গুহায় আপনার জন্ম দিলেন।

অভ্রাষিতং ততঃ সূর্যং বালো দৃষ্টা মহাবনে।

সেই ভীষণ  
‘বাল্যকালে সু  
নে করে ; তা না  
স্বাধীন।  
পত্নী  
তস্যা  
‘হে মহাকপি !  
সুঁই তেজে নিবৃত্ত  
বিশৃঙ্খলিত  
কপিশ্রেষ্ঠ !  
সুঁই ; কোপাবিষ্ট  
লেন।  
সুঁই শৈলপ্রশি  
সুঁই হি নামধেয়  
‘তখন পর্বত  
সুঁই চোয়াল ভগ্ন  
বিচিত্র হলেন।  
লজ্জাঃ নিহতঃ  
ত্রিলোকঃ ভূশং  
‘তখন আপন  
সুঁই হয়ে ত্রিলোক  
সুঁই সুরাঃ সা  
সুঁই সংজু  
‘ত্রিলোক ক্ষু  
সুঁই ভবনের ঈশ্বর  
সুঁই হলেন।  
সুঁই চ পব  
সুঁই ব্রহ্মাঃ  
‘হে সত্যপরা  
সুঁই আপনাকে  
সুঁই অবধ্য হবেন  
সুঁই চ নিশাতে  
সুঁই শ্রীতা  
সুঁই মরণঃ  
‘হে প্রভু !  
সুঁই সত্যলোচন

কঃ চেতি জিঘৃক্সুমুং পুত্ৰাভ্যাংপতো দিনম্ ॥ ২১  
'বাল্যকালে সুবিশাল বনে উদ্ভিত সূর্যকে দেখে, ফল  
মন করে ; তা লাভ করার জন্য আপনি আকাশে লাফ  
দিয়েছিলেন।

স্তানি ক্রীণি গদাধ যোজনানাং মহাকপে।  
ভেজসা তসা নির্যতো ন বিষাদং গতস্ততঃ ॥ ২২

'হে মহাকপি ! উর্ধ্বে তিনশত যোজন অতিক্রম করে  
সূর্যের তেজে নিরন্তর হয়েও আপনি বিষাদগ্রস্ত হইলেন না  
হামপূর্ণগতঃ তূর্ণমন্তরিকং মহাকপে।  
কিপ্তমিচ্ছো তে বজ্রং কোপাবিষ্টেন ভেজসা ॥ ২৩

'কপিশ্রেষ্ঠ ! অন্তরিক্ষলোকে আপনাকে যেতে  
দেখে ; কোপাবিষ্ট হয়ে ইন্দ্র সতেজে বজ্র নিক্ষেপ  
করলেন।

তদা শৈলপ্রশিখরে বামো হনুরভজাত।  
ভজো হি নামধেয়ং তে হনুমানিতি কীর্তিতম্ ॥ ২৪

'তখন পর্বতশিখরে পতিত হওয়ায় আপনার হনু  
অর্থাৎ চোয়াল ভগ্ন হল। তখন থেকেই আপনি হনুমান নামে  
পরিচিত হলেন।

তত্বাং নিহতং দৃষ্টা বায়ুর্গন্ধবহঃ স্বয়ম্।  
ত্রৈলোক্যং ভূশংক্রুদ্ধো ন ববৌ বৈ প্রভঞ্জনঃ ॥ ২৫

'তখন আপনাকে নিহত দেখে গন্ধবাহী বায়ু অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিলোক প্রকম্পিত করে বইতে লাগলেন।

সম্রাজ্ঞাং সুরাঃ সর্বে ত্রৈলোকে ক্ষুভিতে সতি  
প্রসাদয়ন্তি সংক্রুদ্ধং মারুতং ভুবনেশ্বরঃ ॥ ২৬

'ত্রিলোক ক্ষুব্ধ হলে সকল দেবতারা অত্যন্ত ভীত  
হয়ে ভুবনের ঈশ্বরস্বরূপ ক্রুদ্ধ মরুৎদেবকে প্রসন্ন করতে  
উদাত্ত হলেন।

প্রসাদিতে চ পবনে ব্রহ্মা ভূভাং বরং দদৌ।  
অশ্রুবধ্যতাং তাত সমরে সত্যবিক্রমঃ ॥ ২৭

'হে সত্যপরাক্রমী তাত ! পবনদেবকে প্রসন্ন করার  
জন্য ব্রহ্মা আপনাকে বর দিলেন যে, যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা  
আপনি অবধ্য হবেন।

বহুস্য চ নিপাতেন বিরজঃ দ্বাং সমীক্ষা চ।  
সম্রেনেত্রঃ প্রীতান্না দদৌ তে বরমুত্তমম্ ॥ ২৮

বহুদন্ত মরণং তব সাদৃশ্যে বৈ প্রভো।  
'হে প্রভু ! বজ্রের আঘাতেও আপনাকে অক্ষত  
দেখে সতপ্রলোচন ইন্দ্র প্রীতচিত্তে আপনাকে ইচ্ছামুত্বরূপ

উত্তম বর প্রদান করলেন।

স ত্বং কেশরিশঃ পুত্রঃ ক্ষেত্রজো ভীমবিক্রমঃ ॥ ২৯  
মারুতসৌরসঃ পুত্রস্তেজসা চাপি তৎসমঃ।

'আপনি কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র ভয়ংকর  
পরাক্রমশালী। মরুতের ঔরসজাত পুত্র আপনি, আপনার  
তেজও তাঁর সমতুল্য

ত্বং হি বায়ুসূতো বহুস প্রবনে চাপি তৎসমঃ ॥ ৩০  
সয়মদা গতপ্রাণা ভবানশ্বাসু সান্ত্রতম্।  
দাক্ষানিক্রমসম্পন্নঃ কপিরাজ ইবাপরঃ ॥ ৩১

'বৎস ! আপনি পবনপুত্র, উল্লসনের শক্তিও  
আপনার তাঁরই মতো। আমাদের প্রাণশক্তিও প্রায় গত  
হয়েছে এখন আপনিই আমাদের মধ্যে দ্বিতীয়  
বানররাজতুল্য পরাক্রমশালী হয়ে বিরাজমান।

ত্রিবিক্রমে ময়া তাত সশৈলবনকাননা।  
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী পরিক্রান্তা প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩২

'বৎস ! ভগবান বিষ্ণু যখন ত্রিবিক্রমরূপে আবর্তিত  
হয়েছিলেন, তখন আমি সকল বন, পর্বত, কাননসহ সমগ্র  
পৃথিবীকে একুশবার প্রদক্ষিণ করেছিলাম।

তথা চোষধয়োহস্মাভিঃ সঞ্চিতা দেবশাসনাং।  
নির্মথামমৃতং যাভিস্তদানীং নো মহাবলম্ ॥ ৩৩

'সমুদ্রমহনকালে দেবতাদের আদেশানুসারে আমি  
যে বনস্পতি-ওষধি আদি সংগ্রহ করেছিলাম, যা তখন  
অমৃতমহনে সহায়ক হয়েছিল। তখন আমি ছিলাম  
মহাবলশালী।

স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ পরিহীনপরাক্রমঃ।  
সাম্প্রতং কালমস্ম্যকং ভবান্ সর্বগুণাধিতঃ ॥ ৩৪

'সেই আমি এখন বৃদ্ধ এবং পরাক্রমহীন। এইসময়  
আপনিই আমাদের নিকট সর্বগুণাধিত।

তদ্ বিজ্ঞস্তথ বিজ্ঞাঃ প্রবতামুত্তমো হ্যসি।  
ত্বদীর্ঘং দ্রষ্টুকামা হি সর্বা বানরবাহিনী ॥ ৩৫

'অতএব বানরোত্তম পরাক্রমী আপনি আপনার বল  
প্রকাশ করুন। এই সমগ্র বানরবাহিনী আপনার বীরত্ব  
দেখতে চায়।

উত্তিষ্ঠ হরিশার্দূল লঙ্ঘয়স্ব মহার্ষবম্।  
পরা হি সর্বভূতানাং হনুমন্ যা গতিস্তব ॥ ৩৬

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি উঠুন, এই মহা-  
সমুদ্রকে লঙ্ঘন করুন। হনুমান ! আপনার গতিই সকল



প্রাণীদের যথো শ্রেষ্ঠ।

বিষয়া হরয়ঃ সর্বো হনুমান্ কিমুপেক্ষসে।

বিক্রমঃ মহাবেশ বিষ্ণুধীন বিক্রমানিব ॥ ৩৭

‘হে হনুমান! বিষয় বানবন্দের আপনি কেন উপেক্ষা করছেন? মহাবেশবান! ত্রিবিক্রম বিষ্ণু যেমন তিন পদক্ষেপের সমান ভূমি যেখানে নেওয়ার জন্য নিজের আকৃতির বিস্তার করেছিলেন তেমনই আপনার বিক্রম প্রকাশ করুন।’

ততঃ কপীনামৃগভেদ চোদিতঃ

প্রতীতবেগঃ শব্দান্বজঃ কপিঃ।

প্রহর্যয়ঃ হরিণীরবাহিনীঃ

চকার রূপঃ মহাদানবল ॥ ৩৮

এরপর বানর এবং ভল্লকদের মধ্যে জাহ্নবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পবনপুত্র হনুমান নিজ গতিশক্তি সম্পর্কে আশ্বাসীল হয়ে, বানরবীর কঠিন আনন্দবর্ণন করে নিজের সুবিশাল রূপ ধারণ করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতঃ বাম্পীকীয়ে আদিকাবো কিস্কিন্দ্যাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

মহাঐ বাম্পীকী বিরচিত আদিকাবা রামায়ণের কিস্কিন্দ্যাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

## সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬৭)

সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য হনুমানের উৎসাহ বাজ্ঞ করা। জাহ্নবান কর্তৃক তাঁর প্রশংসা তথা কোপপূর্বক লাভ দেবার জন্য হনুমানের মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ

তঃ দৃষ্টা জ্জ্বমাণঃ তে ক্রমিতুং পতয়োজনম্।

বেগেনাপূর্বমাণঃ চ সহসা বানরোত্তমম্। ১

সহসা শোকমুৎসৃজ্য প্রহর্ষেণ সমধিতাঃ।

বিনেদুস্তুত্বচাপি হনুমন্তঃ মহাবলম্ ॥ ২

পতয়োজনবাণী সমুদ্রকে লঙ্ঘন করার জন্য সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে সহসা সবেগে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে দেখে (অর্থাৎ তাঁর সুবিশাল রূপ ধারণ করতে দেখে) বানরেরা শোক পরিত্যাগ করে অত্যন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, মহাবলশালী হনুমানকে গর্জন সহকারে অভিনন্দিত এবং স্তুতি করতে আরম্ভ করল।

প্রহটা বিন্মিতাচাপি তে বীক্বে সমধিতাঃ।

ত্রিবিক্রমঃ কতোৎসাহঃ নারায়ণমিব প্রজাঃ ॥ ৩

যেমন ভগবান ত্রিবিক্রম নারায়ণকে সোৎসাহে প্রজারা দর্শন করেছিলেন; হনুমানকেও তেমনি সমস্ত দিক থেকে বিম্মিত এবং আনন্দিত বানরেরা দেখতে লাগলেন।

সংজ্ঞমানো হনুমান্ ব্যবর্ষত মহাবলঃ।

সমাবিধ্য চ লাঙ্গুলঃ হর্ষাদ্ বলমুপেয়িবান্ ॥ ৪

মহাবলশালী হনুমান সংজ্ঞত হয়ে নিজেকে অধিক

বর্ধিত করলেন। সানন্দে নিজের লাঙ্গুল খোঁচাতে থাকা নিজের মহান বলের কথা স্মরণ করতে লাগলেন।

তস্য সংজ্ঞমানস্য বৃদ্ধৈর্বানরপুংসবোঃ।

তেজসাহংসপূর্বমাণস্য রূপমাসীদনুত্তমম্ ॥ ৫

বৃদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠদের দ্বারা সংজ্ঞত এবং স্বহস্ত পরিপূর্ণ সেই হনুমানের রূপ হয়েছিল অতি উত্তম।

যতা বিজ্জ্বতে সিংহো বিবৃতে গিরিশঙ্করে।

মারুতসৌরসঃ পুত্রজ্ঞা সম্প্রতি জ্জ্বতে ॥ ৬

পর্বতের প্রশস্ত কন্দরে সিংহ যেমন জঙ্গল হাত-পা ছড়ায় (হাই তোলে), বায়ুদেবের ঔরসজাত পুত্র

তেমনি নিজের শরীরকে বিস্তারিত করলেন।

অশোভত মুখঃ তস্য জ্জ্বমাণস্য বীমতাঃ।

অমরীষোপমঃ দীপ্তঃ বিধুম্ ইব পাবকঃ ॥ ৭

বুদ্ধিমান হনুমান যখন হাই তুললেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল অলস পাত্রের মতো তথা ধূমকীন যন্ত্রের মতো

শোভিত হচ্ছিল।

হরীশামুখিতো মধ্যাং সম্প্রহস্তনুত্তমঃ ॥ ৮

অজিবাৎ হরীন বৃদ্ধান্ হনুমানিদমতরীং ॥ ৯

অজিবাৎ হরীন বৃদ্ধান্ হনুমানিদমতরীং ॥ ৯

সমস্ত বানবন্দের  
এই সারা শরীর বোনা  
সুবিদান করে হনুমান  
পর্বতপ্রা  
জঙ্ঘন  
‘তিনি অগ্নিদেবের  
পর্বত শিখরগুলিকে চূর্ণ  
করকারী বায়ুদেবতা  
কোনো সীমা নেই।  
জাহ্নবঃ শীঘ্রবেগস  
মারুতসৌরসঃ পুত্র  
‘অত্যন্ত দ্রুতবে  
বায়ুদেবতার ঔরসজাত  
এই তাঁর সমান।  
জাহ্নবঃ হি  
করঃ গিরিমসকে  
‘আদিগন্ত বিস্ত  
সোৎসাহে অক্রান্তভাবে  
বহুবলপ্রপুর্নেন  
সমাপ্রবর্তিতঃ  
‘আমার বাহুর  
হয় তার জলে পর্বত  
কমতে পারি।  
বহুবলজ্জ্বাববেগেন  
সমুদ্রমহাপ্রাঃ  
‘আমার জঙ্ঘ  
বহুসমুদ্র বিধুক্র হ  
সমুদ্রিত হবে (সমুদ্রে)  
পাশাপাশনমাকাশে  
বৈনভেরমহঃ শত  
‘সমস্ত পক্ষীকূ  
পক্ষ আকাশে উড্ডী  
অতিক্রম করতে সক্ষম  
উদগাহ প্রহিতঃ ব  
অনন্তমিতমাদিত্যমহঃ  
অজা ভূমিমসঃ  
পবেগোনৈব মহত  
‘বানরশ্রেষ্ঠগণ



সমস্ত বানরদের মধ্য থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।  
তার সাধা শরীর বোমাক্রান্ত হয়ে উঠল। বৃদ্ধ বানরদের  
চতুর্দিক করে হনুমান বললেন—

ভারতবর্ষে পর্বতগ্ৰাণি হতশনসখোহনিলঃ।  
হনুমানপ্রমোদক বায়ুরাকাশগোচরঃ॥ ১৯  
‘তিনি অগ্নিদেবের সখা এবং স্ববেগে বিশাল বিশাল  
পর্বত শিখরগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে সক্ষম। গগনমার্গে  
নিবন্ধকরী বায়ুদেবতা অত্যন্ত শক্তিশালী। তার বলের  
কোনো সীমা নেই।

তস্যাঃ শীঘ্রবেগসা শীঘ্রগসা মহাশ্বনঃ।  
মারুতসৌরসঃ পুত্রঃ প্রবনেনামি তৎসমঃ॥ ২০  
‘অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন, দ্রুতগামী সেই মহাত্মা  
বায়ুদেবতার ঔকসজাত পুত্র আমি ; উল্লম্বন শক্তিতেও  
তিনি তাঁর সমান।

উৎসাহেয়ঃ হি বিত্তীর্ণমালিখজমিবান্বরম্।  
মেরুঃ গিরিমসজেন পরিগম্যঃ সহস্রশঃ॥ ২১

‘অদ্বিগত বিস্তৃত গগনস্পর্শী মেরুপর্বতকে আমি  
সোংসাহে অক্লান্তভাবে সহস্রবার অতিক্রম করতে সক্ষম।  
বাহুবলপ্রাণুহেন সাগরেশাহমুৎসহে।  
সমাপ্তাবরিতুং লোকং সপর্বতনদীহ্রদম্॥ ২২

‘আমার বাহুর বেগে আমি সমুদ্রকে আন্দোলিত  
করে তার জলে পর্বত, নদী, হ্রদ তথা জগৎকে প্রাবিত  
করতে পারি।

মমোরুজ্জ্বলবেগেন ভবিষ্যতি সমুখিতঃ।  
সমুখিতমহাত্মাহঃ সমুদ্রো বরুণালয়ঃ॥ ২৩

‘আমার জল্যা এবং উরুর বেগে বরুণালয়  
মহাসমুদ্র বিস্কুল হয়ে সেখানে বাসকারী জলজন্তুরা  
সমুখিত হবে (সমুদ্রের উপবিভাগে উঠে আসবে)।

পারগাশনমাকাশে পতন্তঃ পক্ষিসেবিতম্।  
বৈনতেরমহঃ শক্তঃ পরিগম্যঃ সহস্রশঃ॥ ২৪

‘সমস্ত পক্ষীকুলের সেবিত, সর্পভোজী বিনতানন্দন  
গরুড় আকাশে উড্ডীয়মান হলে আমি তাঁকে হাজারবার  
অতিক্রম করতে সক্ষম।

উদগ্ধঃ প্রহিতঃ বাপি জ্বলন্তঃ রশ্মিমালিনম্।  
অনন্তমিতমাদিত্যমহঃ গম্যঃ সমুৎসহে॥ ২৫

‘অনন্তমিতমাদিত্যমহঃ গম্যঃ সমুৎসহে।  
জ্যোতীঃ ভূমিসংস্পৃষ্টা পুনরাগন্তমুৎসহে।  
প্রবেগেনৈব মহতা তীর্থেন প্রবগর্ষভাঃ॥ ২৬

‘বানরপ্রেক্ষাগ ! রশ্মিমালী সূর্যদেব উদয়ের পরে

আপন তেজে প্রজ্বলিত হয়ে অস্ত্র যাবার পূর্বেই আমি তাঁর  
কাছে যেতে উৎসাহী। অনন্তর ভূমিকে স্পর্শ না করাই  
পুনরায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে প্রত্যাবর্তন করতে আগ্রহী।

উৎসাহোমতিক্রান্তঃ সর্বনাকাশগোচরান্।  
সাগর্য্যঃ শোষণিয়ামি সারয়িয়ামি মেদিনীম্॥ ২৭  
পর্বতাংস্কৃণিয়ামি প্রবমানঃ প্রবজমঃ।  
হরিগাম্যারুণেনেন প্রবমানো মহার্ঘবম্॥ ২৮

‘আকাশস্থিত সকল গ্রহ-নক্ষত্রকে আমি অতিক্রম  
করতে উৎসাহী ; সাগরকে আমি শোষণ করব, পৃথিবীকে  
বিদীর্ণ করব। হে বানরগণ ! লাফিয়ে লাফিয়ে আমি  
পর্বতকে চূর্ণ করতে পারি, লক্ষ্যদানকরী বানর আমি উরুর  
বেগে মহাসমুদ্রকে লাফিয়ে লঙ্ঘন করতে সক্ষম।

লতানাং বিবিধঃ পুষ্পঃ পাদপানাং চ সর্বশঃ।  
অনুয়াসতি মামদ্য প্রবমানঃ বিহারয়া॥ ২৯

‘আকাশমার্গে আমার সবেগে গমনকালে  
বৃক্ষসমূহের তথা লতাসমূহের নানাবিধ পুষ্প আমার  
অনুগমন করবে।

ভবিষ্যতি হি মে পহাঃ স্বাতেঃ পহা ইবান্বরে।  
চরন্তঃ ঘোরমাকাশমুৎপতিষ্যন্তমেব চ॥ ৩০

‘দ্রাক্ষাশ্চ নিপতন্তঃ চ সর্বভূতানি বানরাঃ।

‘কুসুমাকীর্ণ আমার সেই আকাশপথ ছায়াপথের  
মতোই সুদৃশ্য হয়ে উঠবে। প্রাণীসকল এবং বানরেরা  
ভয়ংকর আকাশপথে আমাকে উঠতে, নামতে এবং  
বিচরণ করতে দেখবে।

মহামেরুপ্রতীকাশঃ মাং দ্রাক্ষাশ্বং প্রবজমাঃ॥ ৩১

দ্বিবমামৃত্য গচ্ছন্তঃ গ্রসমানমিবান্বরম্।

বিধমিয়ামি জীমূতান্ কম্পীয়িয়ামি পর্বতান্।

সাগরং শোষণিয়ামি প্রবলমানঃ সমাহিতঃ॥ ৩২

‘বানরগণ ! তোমরা আমাকে মহান মেরুগিরির  
মতো সুবিশাল আকৃতি ধারণ করে দিবালোককে আবৃত  
করতে দেখবে। দেখে তোমাদের মনে হবে, আমি যেন  
আকাশকে গ্রাস করতে অগ্রসর হয়েছি। আমার তেজে  
মেঘরাজি হবে ছিন্নভিন্ন, পর্বতসমূহ হবে কম্পবান,  
একাগ্রচিন্তে লক্ষ্যদানপূর্বক অগ্রসর হলে সমুদ্রও শুকিয়ে  
যাবে।

বৈনতেরাসা বা শক্তির্মম বা মারুতস্য বা।

ঋতে সুপর্ণরাজানঃ মারুতঃ বা মহাবলম্।

ন তদ্ ভুতং প্রশ্নায়ামি যথাঃ স্মৃতমনুজৈঃ॥ ৩৩

‘বিনতার পুত্র গরুড়, পবনদেব অথবা আমিই এত  
শক্তি (সমুদ্রলঙ্ঘনের শক্তি) ধারণ করি। পক্ষিরাজ গরুড়  
অথবা মহাবলশালী পবনদেব বাতীত আর কোনো  
প্রাণীকেই আমি দেখতে পাচ্ছি না যিনি আমার সঙ্গে লাফ  
দিয়ে যেতে পারেন।

নিমেষান্তরমাত্রেশ নিগালখনমদ্রম।  
সহস্য নিপতিষ্যামি ঘনাসু বিদ্যুদিবোজিতা ॥ ২৪

‘মেঘে উৎপন্ন বিদ্যুতের মতোই আমি অবলম্বনহীন  
আকাশে নিমেষের মধ্যেই লাফিয়ে উঠব।

অবিষ্যতি হি মে রূপং প্রবমানসা সাগরম্।  
বিক্রমঃ প্রকমমাশস্য ভদ্রা ক্রীন্ বিক্রমানিব ॥ ২৫

‘ভগবান বিষ্ণু ত্রিবিক্রম রূপ ধারণের সময় যখন।  
বিশালদেহী হয়ে উঠেছিলেন, সমুদ্র লঙ্ঘনের সময়ে  
আমাব রূপও তদনুরূপ হবে।

বুদ্ধ্যা চাহং প্রপশ্যামি মনশ্চেষ্টা চ মে তথা।  
অহং ব্রহ্মামি বৈদেহীং প্রমোদধ্বং প্রবজমাঃ ॥ ২৬

‘বানরগণ! বুদ্ধি দিয়ে যা আমি দেখতে পাচ্ছি,  
মনশ্চেষ্টাও তদনুরূপ। আমি অবশ্যই বৈদেহী সীতার দর্শন  
লাভ করব, বানরেরা আনন্দ করবে

মারুতসা সমো বেগে গরুড়সা সমো জবে  
অযুতং যোজনানাং তু গমিষ্যামিতি মে মতিঃ ॥ ২৭

‘আমি গতিবেগে বায়ু এবং গরুড়ের তুল্য। আমার  
মনে হচ্ছে যে, আমি দশ হাজার যোজন পর্যন্ত যেতে সক্ষম  
হব।

বাসবসা সমস্ত্রসা ব্রহ্মণো বা স্বয়ম্ভুবঃ।  
বিক্রমা সহসা হস্তাদমৃতং তদিহানয়ো ॥ ২৮

লক্ষ্যং বাপি সমুৎক্ষিপ্য গচ্ছেয়ামিতি মে মতিঃ  
‘আমার ইচ্ছে হচ্ছে, বজ্রধারী ইন্দ্র এবং স্বয়ম্ভু  
ব্রহ্মার হাত থেকে সহসা বলপূর্বক অমৃত নিয়ে এখানে  
আসি অথবা লক্ষানগরীকে ভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত করে নিয়ে  
যাই।’

তমেবং বানরশ্রেষ্ঠং বর্জত্তমমিতপ্রভম্ ॥ ২৯  
প্রহটা হরয়ত্ত্ব সমুদৈক্ষ্য বিস্মিতাঃ।

অমিত তেজসম্পন্ন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান এইভাবে  
গর্জন করছিলেন। বানরেরা যুগপৎ আনন্দিত এবং  
বিস্মিতভাবে তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন।

তচ্চাস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাতীনাং শোকনাশনম্ ॥ ৩০  
উবাচ পরিসংহতৌ জাম্ববান্ প্রবগেশ্বরঃ।

‘তার এইরূপ কথা শুনে (তার) জ্ঞাতীদের শোক

বিনষ্ট হল। ভল্লকাধিপতি জাম্ববান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে  
বললেন—

সীর কেশরিণঃ পুত্র বেগবন্ মারুতাস্থম ॥ ৩১  
জ্ঞাতীনাং নিপুলঃ শোকস্তয়া তাত প্রপাশিতঃ।

‘হে বীর! কেশরীপুত্র! বেগবান পবননন্দন! তুমি।  
আপনি আপনার জ্ঞাতীদের নিপুল শোক বিনষ্ট করেছেন।  
তব কলাগরমোঃ কপিমুখাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩২  
মজলানার্থসিদ্ধার্থঃ করিস্যস্মি সমাহিতাঃ।

‘আপনার কলাগরকামী বাবলমুগাশল আশ্রম  
সমন্বিত হয়েছেন। তারা আপনার কার্যসিদ্ধিতেই একত্রে  
চিহ্নে মজলকামনা করবেন।

ঋগীণাং চ প্রসাদেন কপিবৃদ্ধমতেন ॥ ৩৩  
শুক্রাণাং চ প্রসাদে সম্পূর্ণঃ স্বঃ মহার্ষন্

‘ঋষিদের প্রসাদে, কপিবৃদ্ধদের অনুমতিতে এবং  
গুরুজনদের আশীর্বাদে আপনি এই মহাসমুদ্রকে অতিক্রম  
করবেন।

হাস্যামশৈচ্চকপাদেন যাবদাগমনঃ ॥ ৩৪  
তদগতানি চ সর্বেষাং জীবনানি বনৌক্যম্

‘বনবাসী আমাদের সকলের জীবন আপনাকে  
অধীন। সেইজন্য আপনি যতক্ষণ না প্রত্যাবর্তন করে  
ততক্ষণ আমরা এক পায়ে দণ্ডায়মান থাকব।’

ততশ্চ হরিশার্দ্দূলস্তানুবাদ বনৌকসঃ ॥ ৩৫  
কোহপি লোকে ন মে বেগং প্রবনে ধারয়িষ্যতি

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই বনবাসী বানরের  
বললেন—‘যখন আমি লাফ মারব তখন জগতের কোন  
প্রাণীই আমার বেগকে ধারণ করতে পারবে না।

এতানীহ নগস্যাস্য শিলাসংকটশালিনঃ ॥ ৩৬  
শিখরাপি মহেজসা হিরাপি চ মহাশি চ।

যেষু বেগং গমিষ্যামি মহেজশিখরেষু চ।  
নানাদ্রুমবিকীর্ণেষু ধাতুনিষ্পদশোভিষু

‘এই মহেজ পর্বতের ছির শিখরদেশ সুউচ্চ এবং  
শিলাদ্বারা শোভিত—এই সুউচ্চ শিখরগুলি বানরদি  
বৃক্ষশোভিত, বিচিত্র ধাতুসমৃদ্ধ। এই পর্বতের অত্যুচ্চ পর্ব  
আমি সবেগে দৌড়ে যাব।

এতানি মম বেগং হি শিখরাপি মহাশি চ। ৩৭  
প্রবতো ধারয়িষ্যস্মি যোজনানামিতঃ শতম্

‘সেখান থেকেই শত যোজন দূর পর্যন্ত অতিক্রম করে  
অন্য লাফ দিলে পর্বতের এই চূড়াগুলিই আমার বেগে  
করতে পারবে।’



উত্তর মাক্রতপ্রাণঃ স হরিমাক্রতভাজঃ।  
জলধৌ নগশ্রেষ্ঠঃ মহেন্দ্রমরিমর্দনঃ ॥ ৩৯

এই কথা বলে সেই বায়ুতুল্য বেগসম্পন্ন,  
মহাপ্রহরামশালী, শক্রদমনকারী, পবনপুত্র হনুমান  
পর্বতশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রতে আরোহণ করলেন।

কৃত্য নান্যবিধৈঃ পুট্পপূর্ণগণ্ডেবিতশাখলম্।  
মতকুসুমসম্বাধঃ নিত্যপুত্ৰফলক্রমম্ ॥ ৪০

পর্বতটি নানাবিধ পুত্ৰপসমৃদ্ধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। শ্যামল  
কৃষ্ণাঙ্গ সেই পর্বত বহুবিধ পশুর বিচরণভূমি, লতা ও  
কুশল সমাকীর্ণ সেই স্থানে বৃক্ষসমূহ নিতাই ফল ও ফুল  
ফল করে।

সিংহাদ্র্যদলসহিতঃ মন্তমাতঙ্গসেবিতম্।  
যত্রবিজগদোদয়ঃ সলিলোৎপীড়সংকুলম্ ॥ ৪১

বাঘ, সিংহের নিবাসভূমি, মদমত্ত হাতিদের  
বিচরণভূমি সেই পার্বত্যভূমি সর্বদাই পাখিদের কলকাকলি-  
মুখরিত। সেখানে আছে অনেক জলধারা ও বর্ণা।

মহাক্রীড়িতঃ শৃংগমহেন্দ্রঃ স মহাবলঃ।  
বিচ্যার হরিশ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥ ৪২

অত্যুচ্চ শৃঙ্গবিশিষ্ট মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ করে  
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী, মহাবলশালী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান  
সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন।

পাদভ্যাং পীড়িতস্তেন মহাশৈলো মহাবলঃ।  
রাস সিংহভিত্তো মহান্ মন্ত ইব বিপঃ ॥ ৪৩

মহাত্মা হনুমান কর্তৃক পদপিষ্ট হয়ে সেই মহান  
পর্বত, সিংহের দ্বারা আক্রান্ত মদমত্ত বিশাল হস্তীর  
ন্যায় আত্নাদ করতে লাগল (পর্বতে উপস্থিত অন্য  
প্রাণীদের সত্য চিৎকারকেই এখানে পর্বতের আত্নাদ  
বলা হয়েছে)।

মুখোচ সলিলোৎপীড়ান্ বিপ্রকীর্ণশিলোচ্চয়ঃ।  
বিহ্বলমুগমাতঙ্গঃ প্রকম্পিতমহাক্রমঃ ॥ ৪৪

জলধারাগুলি নতুনভাবে মুক্ত হয়ে বর্ণা সৃষ্টি করল,

প্রস্তরখণ্ডগুলি চতুর্দিকে বিপ্রকীর্ণ হয়ে গেল, হস্তী ও  
হরিণের দল ভীত হয়ে পড়ল ও সুবৃহৎ বৃক্ষবাজি প্রকম্পিত  
হতে আরম্ভ করল।

নানাগন্ধর্বমিথুনৈঃ পানসংসর্গকর্কশৈঃ।  
উৎপতন্তিবিহংগৈশ্চ বিদ্যাধরগণৈরপি ॥ ৪৫

অজ্ঞানমানমহাসানুঃ স মহাগিরিঃ ॥ ৪৬

মধুপানে উন্মত্ত-চিন্ত গন্ধর্বযুগলের দল,  
বিদ্যাধরগণ, উজ্জীযমান পাখিরা সেই মহান পর্বতের  
সানুদেশ ত্যাগ করল। সুবৃহৎ সর্পসমূহ গহ্বরে লুকিয়ে  
পড়ল। পর্বতশৃঙ্গের প্রস্তরগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভূপতিত  
হতে লাগল। এইভাবে সেই মহান পর্বত অত্যন্ত  
দুর্দশাপ্রাপ্ত হল।

নিঃশ্বসন্তিস্তদা তৈস্ত্ব ভূজগৈরধনিঃসূতৈঃ।  
সশতাক ইবাভাতি স তদা ধরণীধরঃ ॥ ৪৭

গহ্বরের বাইরে শরীরের অর্ধেক প্রকাশিত করে যে  
সাপগুলি লম্বা শ্বাস গ্রহণ করছিল তাদের দেখে সেই  
পর্বতকে তখন নানাবিধ পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত মনে  
হচ্ছিল।

ঋষিভিঃসসম্ভ্রান্তৈস্ত্যজ্ঞানজ্ঞানঃ শিলোচ্চয়ঃ।  
সীদন্ মহতি কাঙ্ক্ষারে সার্থহীন ইবাধবগঃ ॥ ৪৮

মুনিষবিগণ নিদারুণ ভয়ে সেই পর্বত ত্যাগ  
করলেন। পর্বতটিও যেন দুর্গম সুবিশাল বনমধ্যে  
সঙ্গীবিহীন একা হয়ে দুর্দশাপ্রাপ্ত হল।

স বেগবান্ বেগসমাহিতান্ হরিপ্রবীরঃ পরবীরহস্তা।

মনঃ সমাধায় মহানুভাবো জগাম লঙ্কাং মনসা মনসী ॥ ৪৯

শক্রবীর সংহারকারী, শ্রেষ্ঠ বানরবীর, বেগবান,  
ক্রোধমনের জন্য একত্র মহাত্মা হনুমান চিন্ত একত্র  
করলেন এবং মনে মনে লঙ্কাকে স্মরণ করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

Anik Dan Annab





**GITA PRESS, GORAKHPUR [SINCE 1923]**

**Gita Press, Gorakhpur—273005**

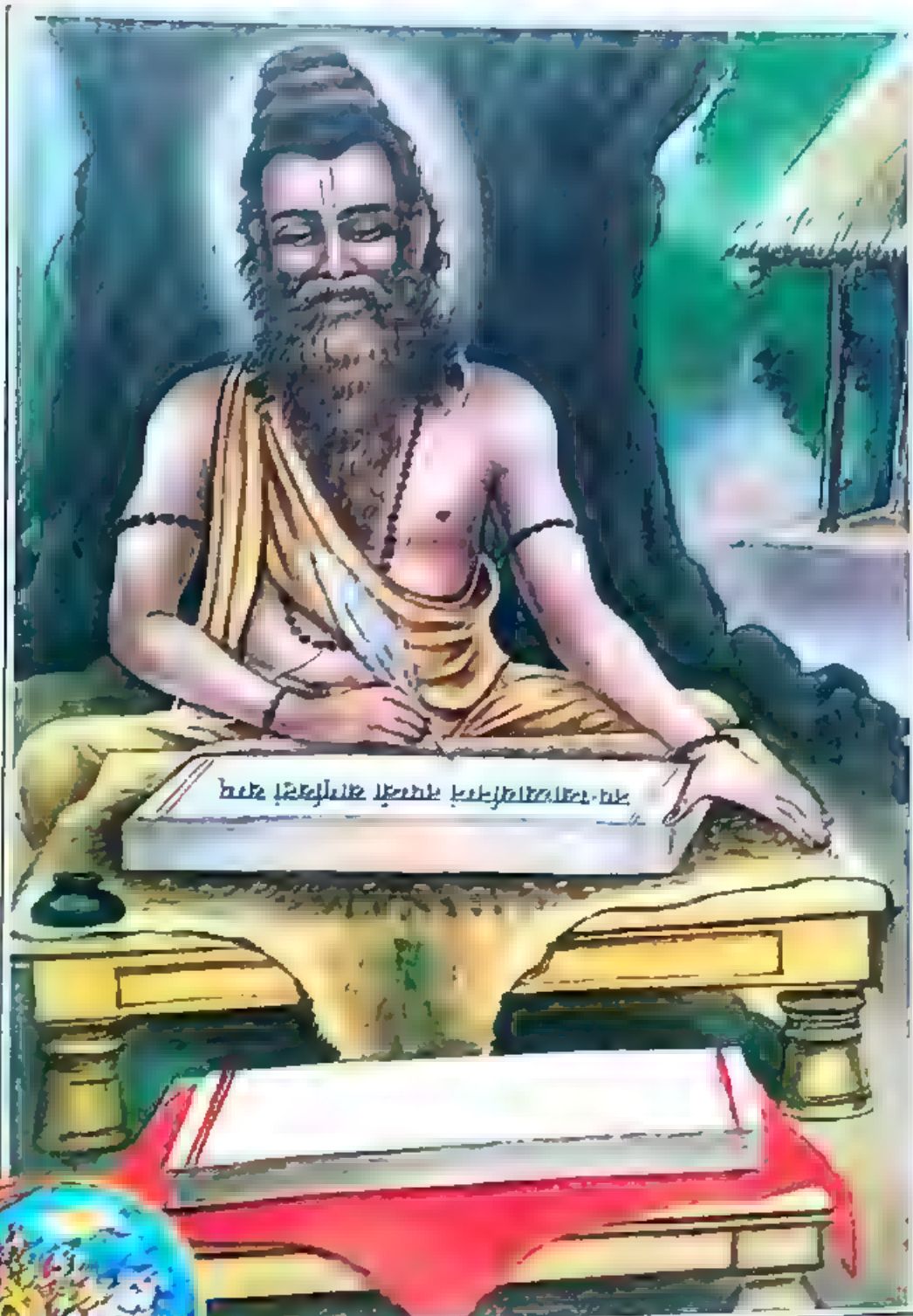
**Ph. (0551) 2334721, 2331250, 2331251**

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সামাজিক নীতি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(সুন্দরকাণ্ড হস্তিনে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সামাজিক নীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)



গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

## নম্র নিবেদন

স্বন্দপুবাণে বামায়ণেব মতত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে  
নাতি গলাসমং তীর্থং নাতি মাতৃসমো গুরুঃ।  
নাতি বিষুসমো দেবো নাতি রামায়ণাং পরম্॥

(স্বন্দপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৫।২০)

বাস্মীকির এই কৃতি সম্পর্কে আমাদের নতুন করে কিছু বলা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, বিশেষ দাবাবে এব মূল বহুদিন পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমরা মূল গ্রন্থটি বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে এটির আধুনিক চলিত বাংলায় অনুবাদ করার কাজে এতী হয়েছিলাম কয়েক বছর পূর্বে। তাবই ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রথম চারটি কাণ্ডের অনুবাদ তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে বাকি তিনটি কাণ্ড অর্থাৎ সুন্দর, যুদ্ধ (বা লক্ষা) এবং উত্তরকাণ্ডের অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সেই আরক কাজটি সম্পন্ন হল।

মূল হিন্দি থেকে বাংলায় যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য এই অনুবাদটি সুসম্পন্ন করে গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু কুমার মাইতি এবং দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বর্তমান সময়ে সাংবাদ মাধ্যম তথা বৈদ্যুতিক গণ-মাধ্যমেণ বিচিত্রা প্রচাৰ সাংস্কার পদ্ধতি থেকে ভাবতীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক যা কিছু মতনাম, যা কিছু শুদ্ধ ও সুন্দর, সেগুলির সম্পর্কে মিথ্যা কুৎসা রটনার চাৎকৃত প্রয়াস দেখা যায়, এবং অনেক সাধারণ মানুষটি এইগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনোবৈকল্য ইত্যাদি সম্পর্কে অশ্রদ্ধা পোষণ করতে প্রবোচিত হন। আমরা মনে করি এইসব অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দেশের গৌরবময় মতঃ কীর্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূল বুদ্ধিবৃত্তিকে জনগণের কাছে সহজবোধ্য এবং সহজলভ্য করে তুলতে পারলে এই সাংস্কৃতিক আক্রমণকে প্রতিহত করার পক্ষে যথায়থ সহায়তা হতে পারে।

আদিকবির এই রচনা সম্পর্কে ভবভূতি যে কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

পাপেভ্যস্ত পুন্যতি, বর্ষয়তি চ শ্রেয়াংসি মেয়ং কথা।  
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতের গঙ্গের চ॥

আমরা এই মঙ্গলদায়িনী মনোহরা কথার সুচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ-রূপ কুসুমটি দেশমাতৃকার চরণে নিবেদন করছি, এই দেশকে যারা ভালোবাসেন তাঁরা এতে প্রীতিলাভ কবেন— এই আশা।

— প্রকাশক



## বিষয়-সূচী

সর্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	সর্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১-	নম্র নিবেদন.....	iii	১০-	শ্রীহনুমান দ্বারা অস্ত্রঃপুরে শয়ান রাবণ এবং প্রগাঢ় নিদ্রামগ্ন তাঁর স্ত্রীকুলকে দেখা এবং মন্দোদরীকে সীতা মনে করে আনন্দিত হওয়া	৪৩
৪-	বিষয় সূচী.....	iv	১১-	ঈনি সীতাদেবী নয় -এইরূপ নিশ্চিত হয়ে শ্রীহনুমানের পুনরায় অস্ত্রঃপুরে ও তদন্তগত পানভূমিতে সীতার অন্বেষণ করা, ধর্মলোপের আশঙ্কা মনে উদ্ভিত হওয়া, এবং স্বতঃ নিবারণিত হওয়া.....	৪৭
<b>সুন্দরকাণ্ড</b>			১২-	সীতার মৃত্যু আশঙ্কায় শ্রীহনুমানের বিহ্বল হওয়া ; পুনঃ সাহসে ভর করে স্থানান্তরে সীতার খোঁজ করেও কোথাও খোঁজ না পেয়ে পুনরায় চিন্তিত হয়ে পড়া.....	৫১
১-	শ্রীহনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, মৈনাক কর্তৃক তাঁকে হৃগত জানানো, সুরসা বিজয় এবং সিংহিকাকে বধ করে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে লঙ্কানগরীর শোভা দর্শন.....	১	১৩-	সীতাদেবীর মৃত্যু আশঙ্কায় শ্রীহনুমানের চিন্তা, সীতাদেবীর অদর্শন বার্তা শ্রীরামচন্দ্রকে পৌঁছে দিলে অনর্থের সম্ভাবনায় শ্রীহনুমান দ্বারা নিজের প্রত্যাবর্তনের আশা বিসর্জন দিয়ে পুনরায় অন্বেষণের নির্ণয় এবং অশোক বনে অনুসন্ধানের বিষয়ে নানা প্রকারে চিন্তা ভাবনা করা.....	৫৩
২-	লঙ্কাপুরীর বর্ণনা, তথায় প্রবেশকালে শ্রীহনুমানের চিন্তা-ভাবনা, ক্ষুদ্রশরীর ধারণ করে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ এবং চন্দ্র উদয়ের বর্ণনা....	১৬	১৪-	শ্রীহনুমানের অশোকবনে প্রবেশ করে তার শোভা দর্শন এবং অশোকবৃক্ষে লুকিয়ে থেকে সীতার অনুসন্ধান তৎপর হওয়া.....	৫৮
৩-	লঙ্কাপুরীকে অবলোকন করে শ্রীহনুমানের বিস্মিত হওয়া, পুরীতে প্রবেশকালে নিশাচরী লক্ষ্মীণী কর্তৃক শ্রীহনুমানকে বাধা দান এবং শ্রীহনুমানের প্রহারে বিহ্বল হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান.....	২০	১৫-	অশোকবাটিকার শোভা দর্শনের সময় শ্রীহনুমানের চৈতন্যপ্রাসাদ (মন্দির)-এর কাছে সীতাকে করুণ অবস্থায় দেখা, চিনতে পারা এবং প্রসন্ন হওয়া.....	৬৩
৪-	শ্রীহনুমান কর্তৃক লঙ্কাপুরী এবং রাবণরাজের অস্ত্রঃপুরে প্রবেশ.....	২৪	১৬-	সীতাদেবীর চরিত্র ও সৌন্দর্যের চিন্তা করতে করতে তাঁর কষ্ট দেখে শ্রীহনুমানের শোকাকুল হওয়া.....	৬৭
৫-	শ্রীহনুমানের রাবণের অস্ত্রঃপুরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে সীতাকে অন্বেষণ করা, তাঁকে দেখতে না পেয়ে দুঃখিত হওয়া.....	২৬	১৭-	ভয়ংকর রাক্ষসীসমূহের দ্বারা পরিবৃত্ত সীতা- দেবীর দর্শন পাওয়ায় শ্রীহনুমানের প্রসন্নতা	৬৯
৬-	শ্রীহনুমান কর্তৃক রাবণ তথা অন্যান্য রাক্ষসের গৃহে সীতাদেবীর অনুসন্ধান করা...	৩০	১৮-	স্রীসমূহের দ্বারা পরিবৃত্ত রাবণের অশোক বাটিকায় আগমন এবং শ্রীহনুমান দ্বারা তাঁকে লক্ষ্য করা.....	৭২
৭-	রাবণের ভবন এবং পুষ্পক বিমানের বর্ণনা	৩৩			
৮-	শ্রীহনুমান দ্বারা পুনরায় পুষ্পক বিমানের দর্শন করা.....	৩৫			
৯-	শ্রীহনুমানের রাবণের শ্রেষ্ঠ ভবন, পুষ্পক বিমান এবং তাঁর সুন্দর আবাসস্থল (প্রাসাদকে) দেখে সেই অস্ত্রঃপুরে শায়িত শত-শত সুন্দরী নারীদের অবলোকন করা.....	৩৬			

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১৯	রাবণকে দেখে দুঃখ, ভ্রা এবং চিন্তা নিমগ্না সীতাদেবীর অবস্থার বর্ণনা.....	৭৫	১১৬	সীতাদেবীর শ্রবণগোচর করতঃ তাঁর মনে বিশ্বাস উৎপাদন.....	১১৬
২০	সীতাকে রাবণের প্রলোভন দেওয়া .....	৭৭	৩৬	শ্রীহনুমানকর্তৃক সীতাদেবীকে নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান, শ্রীরামচন্দ্র কখন আমাকে (সীতাকে) উদ্ধার করবেন—সীতা কর্তৃক শ্রীহনুমানের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক সীতার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম বর্ণন ও সাক্ষ্য প্রদান.....	১২৩
২১	সীতাদেবীর রাবণকে প্রত্যুত্তর এবং রাবণকে শ্রীরামচন্দ্রের তুলনায় নগ্ন্য প্রতিপাদন করা	৮০	৩৭	সীতাদেবীর শ্রীহনুমানের নিকট শ্রীরামচন্দ্রকে লিখ্য আনয়নের অনুরোধ, শ্রীহনুমানের সীতাদেবীকে নিজের পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব সীতার অস্বীকার করা	১২৭
২২	রাবণের সীতাকে দু'মাসের সময় দেওয়া, সীতাব রাবণকে তিরস্কার, পুনরায় রাবণের সীতাকে ধমক দিয়ে রাক্ষসীগণের নিয়ন্ত্রণে বেখে শ্রীকুলের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে যাওয়া	৮৩	৩৮	সীতাদেবীর সঙ্গে শ্রীহনুমানের সাক্ষাতের প্রমাণ রূপে সীতাদেবী কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে চিত্রকূট পর্বতের বায়স বৃক্ষান্ত শোনানো, শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রায় আনার জন্য শ্রীহনুমানকে অনুরোধ এবং চূড়ামণি প্রদান.....	১৩২
২৩	রাক্ষসীবৃন্দ কর্তৃক সীতাকে বোঝানো.....	৮৬	৩৯	চূড়ামণি গ্রহণ করে গমনে উদাত শ্রীহনুমানকে শ্রীরাম প্রমুখের উৎসাহ বর্ধনের জন্য সীতাদেবী কর্তৃক অনুরোধ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক সমুদ্র লঙ্ঘনের ব্যাপারে শঙ্কিত সীতাকে নিজের পরাক্রম জানিয়ে শ্রীহনুমানের আশ্বাসন	১৩৮
২৪	সীতা দেবী কর্তৃক রাক্ষসীদের বাক্য অবমাননা করা এবং রাক্ষসীবৃন্দ কর্তৃক তাঁকে বধ ও কেটে ফেলার ধমক.....	৮৮	৪০	শ্রীরামচন্দ্রের জন্য পুনশ্চ সীতাদেবীর সংবাদ প্রেরণ এবং তাঁকে আশ্বাসিত করে শ্রীহনুমানের উত্তর দিকে প্রস্থান.....	১৪২
২৫	সীতা কর্তৃক রাক্ষসীদের কথা পুনরায় অস্বীকার করা এবং শোকার্ত বিলাপ.....	৯২	৪১	শ্রীহনুমান কর্তৃক প্রমদাবন (অশোকবাটিকা) বিধ্বংস.....	১৪৪
২৬	সীতার করুণ বিলাপ ও প্রাণ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত.....	৯৩	৪২	রাক্ষসীগণের মুখে বানর কর্তৃক প্রমদাবনের ধ্বংসবৃক্ষান্ত শুনে রাবণের দ্বারা কিঙ্কর নামক হাজার হাজার রাক্ষস প্রেরণ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক তাদের বিনাশ.....	১৪৬
২৭	ত্রিজট্টার স্তম্ভনর্শন, রাক্ষসীদের বিনাশ এবং শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় সম্বন্ধে শুভ সূচনা.....	৯৭	৪৩	শ্রীহনুমান কর্তৃক চৈত্যপ্রাসাদ ধ্বংস এবং তথাকার প্রহরীদের হত্যা.....	১৫০
২৮	বিলাপ করতে করতে সীতার প্রাণত্যাগে উদ্যত হওয়া.....	১০১	৪৪	প্রহৃত-তনয় জম্বুমালীর বধ.....	১৫২
২৯	সীতার সম্মুখে শুভ লক্ষণ প্রকট হওয়া.....	১০৩	৪৫	সাত যন্ত্রিপুত্রের নিধন.....	১৫৩
৩০	সীতার সঙ্গে বার্তালাপের জন্য শ্রীহনুমানের চিত্তা-ভাবনা.....	১০৪	৪৬	রাবণের পাঁচ সেনাপতির নিধন.....	১৫৫
৩১	শ্রীহনুমান কর্তৃক সীতাকে শোনাবার জন্য রাম-কথা কীর্তন.....	১০৮			
৩২	সীতাদেবী কর্তৃক বিচার-বিমর্শ.....	১০৯			
৩৩	সীতাদেবীর শ্রীহনুমানের নিকট নিজের পরিচয় প্রদান এবং বনবাস ও সীতার অপহরণের বৃক্ষান্ত বর্ণনা.....	১১১			
৩৪	শ্রীহনুমানের প্রতি সীতার সন্দেহ, সন্দেহের নিরসন এবং পবনকুমার কর্তৃক শ্রীরঘুনাতের গুণ-কীর্তন.....	১১৩			
৩৫	সীতাদেবীর অনুরোধে শ্রীহনুমানকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গের লক্ষণ ও গুণাবলীর বর্ণনা এবং মানব ও বানরের মৈত্রী প্রসঙ্গ				

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
৪৭	রাক্ষসরাজ রাবণপুত্র অক্ষকুমারের যুদ্ধে পরাক্রম ও তাব নিধন.....	১৫৮		বনরক্ষীকে হেনস্থা করা.....	২১৩
৪৮	ইন্দ্রজিৎ এবং শ্রীহনুমানের সমর, ইন্দ্রজিৎের দিব্যাস্ত্রের বহ্নানে বন্দী হয়ে শ্রীহনুমানের রাক্ষসরাজ রাবণের দরবারে উপস্থিত হওয়া.....	১৬৩	৬২	বানরগণের দ্বারা মধুবনের রক্ষিগণ ও দধিমুখের পরাভব তথা সেবকবৃন্দের সঙ্গে দধিমুখের সুগ্রীবের সন্ধিকটে গমন.....	২১৫
৪৯	রাবণের প্রভাবশালী স্বরূপকে দেখে শ্রীহনুমানের মনে বহুবিধ চিন্তা ভাবনার উদয় হওয়া.....	১৬৯	৬৩	দধিমুখ-এর কাছ থেকে মধুবন বিধ্বংস করার সংবাদ শুনে সুগ্রীবের শ্রীহনুমান প্রভৃতি বানরগণের সাক্ষ্যে বিষয়ে অনুমান.....	২১৮
৫০	শ্রীহনুমানকে লঙ্কাপূরীতে আসার কারণ জিজ্ঞাসার জন্য প্রহস্তের প্রতি রাবণের আদেশ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক নিজেকে শ্রীরামচন্দ্রের দূত হিসেবে ঘোষণা.....	১৭০	৬৪	দধিমুখের কাছ থেকে সুগ্রীবের বার্তা শুনে অঙ্গদ হনুমানাদি বানরবৃন্দের কিস্কিন্ধ্যায় আগমন এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণামপূর্বক সীতাদেবীর দর্শন বৃত্তান্ত বর্ণনা.....	২২০
৫১	শ্রীহনুমান কর্তৃক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাব বর্ণনা এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে সম্মত করার চেষ্টা.....	১৭২	৬৫	শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার সংবাদ প্রদান করা.....	২২৪
৫২	'দূত অবধা' এই কথা জানিয়ে অন্য কোন দণ্ড প্রদানের জন্য বিতর্কের নিবেদন এবং সেই অনুরোধে রাবণের সম্মতি.....	১৭৬	৬৬	'চূড়ামণি'র দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং সীতার বার্তা শুনে সীতার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ.....	২২৬
৫৩	রাক্ষসগণের শ্রীহনুমানের পুচ্ছে আশুপ্ত লাগিয়ে নগরে ঘোরানো.....	১৭৮	৬৭	শ্রীহনুমান কর্তৃক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে সীতাদেবীর সমাচার বর্ণনা.....	২২৭
৫৪	লঙ্কাপুত্রীর দহন এবং রাক্ষসদের বিলাপ.....	১৮২	৬৮	শ্রীহনুমান কর্তৃক সাগর পারাপার করে সীতাকে উদ্ধার করা নিয়ে সীতার মনের সন্দেহের অপনোদন এবং শ্রীরামচন্দ্র সকাশে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন.....	২৩০
৫৫	সীতার জন্য শ্রীহনুমানের আশঙ্কা ও তার নিরসন.....	১৮৬			
৫৬	শ্রীহনুমান কর্তৃক সীতাদেবীকে দর্শন করে পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন.....	১৮৯			
৫৭	সমুদ্র লঙ্ঘন করে শ্রীহনুমানের জাম্ববান, অঙ্গদ আদি সুহৃদগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ.....	১৯৩			
৫৮	জাম্ববানের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ শ্রীহনুমান কর্তৃক লঙ্কা পর্যটনের সমগ্র বৃত্তান্ত বর্ণনা.....	১৯৭			
৫৯	বানরদেব নিকটে সীতার দূরবস্থা বর্ণনা করে শ্রীহনুমান কর্তৃক লঙ্কা আক্রমণের জন্য তাদের উত্তেজিত করা.....	২০৮			
৬০	অঙ্গদ কর্তৃক লঙ্কা জয় করে সীতা উদ্ধারের উৎসাহপূর্ণ উক্তি এবং জাম্ববান কর্তৃক নিবারণ.....	২১১			
৬১	বানরগণের মধুবনে গমন, তথাকার মধু ও ফলাদির ইচ্ছানুসারে উপভোগ এবং				

### যুদ্ধকাণ্ড

১	শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা হনুমানের প্রশংসা ও তাঁকে বক্ষে আলিঙ্গন এবং সমুদ্রলঙ্ঘনের চিন্তা.....	২৩৩
২	সুগ্রীবের শ্রীরামচন্দ্রকে উৎসাহ প্রদান.....	২৩৫
৩	হনুমানের নিকটে শ্রীরামের লঙ্কার পরিচয়-জিজ্ঞাসা, হনুমান কর্তৃক লঙ্কার বর্ণনা প্রদান এবং প্রস্থান করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা...	২৩৭
৪	বানরসেনাদের নিয়ে শ্রীরাম ও অন্যান্যদের প্রস্থান এবং সমুদ্রের তীরে তাঁদের সমাবেশ.....	২৪৯
৫	সীতার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের শোক এবং বিলাপ...	২৪৮



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
৬ -	কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য রাবণ কর্তৃক যথোচিত পরামর্শদানের জন্য মন্ত্রিগণকে অনুরোধ ..	২৫০		গ্রহণ, তাকে আশ্রয়দান বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে শ্রীরামের পরামর্শ করা.....	২৭৪
৭ -	রাক্ষসদের দ্বারা রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের বল-পরাক্রমের বর্ণনা এবং রামের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর জয়লাভের বিশ্বাস উৎপাদন .....	২৫১	১৮ -	ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগতকে রক্ষা করার মহত্ব বর্ণনা এবং আপন ব্রত জানিয়ে বিভীষণের সঙ্গে মিলন.....	২৭৯
৮ -	শত্রুসৈন্য বিনাশের জন্য প্রহস্ত, দুর্মখা, বজ্রদংষ্ট্র, নিকুন্ত এবং বজ্রহনুর রাবণ-সম্মুখে উৎসাহ প্রদর্শন.....	২৫৩	১৯ -	শ্রীরামের চরণে বিভীষণের আশ্রয় গ্রহণ, রামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে রাবণের শক্তির পরিচয়-প্রদান করা, রাবণের বিনাশ এবং লঙ্কারাজ্যে বিভীষণকে অভিষিক্ত করার জন্য রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং সম্মিলিত-ভাবে সমুদ্র তীরে আবাসস্থাপন.....	২৮২
৯ -	শ্রীরাম অজেয়—এই কথা বলে রামের কাছে সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্য রাবণের নিকটে বিভীষণের অনুরোধ.....	২৫৫	২০ -	শাদূলের পরামর্শে রাবণের শুককে দূতরূপে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ, বানরদের দ্বারা তার দুর্দশার কারণ বর্ণনা, শ্রীরামের কৃপার তার সংকট মোচন এবং রাবণের উদ্দেশ্যে সুগ্রীবের বার্তা প্রেরণ.....	২৮৫
১০ -	বিভীষণের রাবণের অন্তঃপুরে গমন ও অমঙ্গলের ভয় দেখিয়ে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা, রাবণের দ্বারা তাঁর বাক্যের প্রত্যাখ্যান এবং বিভীষণকে বিদায় করা.....	২৫৭	২১ -	সমুদ্রের তীরে কুশাস্তীর্ণ আসনে বসে শ্রীরামচন্দ্রের তিন দিন ধরে ধর্মা, সমুদ্রদেবের অদর্শনে ক্রোধে বাণ নিক্ষেপপূর্বক সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করা.....	২৮৮
১১ -	রাবণের সঙ্গে তাঁর সভাসদগণের সম্মেলন	২৫৯	২২ -	সমুদ্রের পরামর্শ অনুসারে নলের দ্বারা সাগরের ওপরে শতযোজনব্যাপী দীর্ঘসেতু নির্মাণ, সেই সেতুপথে বানরদের সঙ্গে শ্রীরাম-প্রমুখের সমুদ্রের অপরপারে গমন, সেখানে সেনা সন্নিবেশ.....	২৯১
১২ -	নগররক্ষার জন্য সৈন্য নিয়োগ, সীতার প্রতি স্বীয় আসক্তির উল্লেখপূর্বক তাঁর হরণবৃত্তান্ত বর্ণনা, ভবিষ্যৎ-কর্তব্যের জন্য সভাসদগণের নিকট মতামত জানাতে বলা, প্রথমে কুন্তকর্ণ কর্তৃক তিরস্কার এবং পরে সকল শত্রুসৈন্য বধের জন্য কর্তব্যভার গ্রহণ .....	২৬২	২৩ -	শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা লঙ্ঘনের নিকট দুর্লক্ষের বর্ণনা এবং লঙ্কা আক্রমণ.....	২৯৭
১৩ -	সীতাকে বলপূর্বক সন্তোগের জন্য রাবণের প্রতি মহাপার্শ্বের উক্তি এবং রাবণের ব্রহ্ম-শাপপ্রাপ্তির পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা এবং দুরাধর্ষকের উল্লেখ.....	২৬৫	২৪ -	লঙ্ঘনকে শ্রীরামের লঙ্কার শোভা বর্ণনাপূর্বক, সেনাদের ব্যূহবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হওয়ার আদেশ দান, রামচন্দ্রের আদেশে বহ্নানমুক্ত হয়ে শুকের রাবণ-সমীপে গমন, শ্রীরামের সৈন্যশক্তির প্রাবল্য প্রদর্শন এবং রাবণের আত্মবলনিমিত্ত গর্বপ্রদর্শন.....	২৯৮
১৪ -	রাম অজেয়—এই কথা জানিয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্য বিভীষণের অতিমত প্রকাশ	২৬৭	২৫ -	শুক এবং সারণকে রাবণ কর্তৃক গুপ্তভাবে বানরসৈন্য মধ্যে প্রেরণ, বিভীষণ কর্তৃক তাদের বহ্নান; শ্রীরামের কৃপায় তাদের মুক্তিলাভ তথা শ্রীরামের সংবাদ নিয়ে তাদের লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন এবং রাবণকে সেই	
১৫ -	বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উপহাস, বিভীষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিতকে তিরস্কার এবং যথার্থ বাক্য কথন.....	২৭০			
১৬ -	রাবণ কর্তৃক বিভীষণকে তিরস্কার এবং বিভীষণেরও রাবণকে ভর্ৎসনা এবং সভাত্যাগ.....	২৭২			
১৭ -	শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বিভীষণের আশ্রয়				

১৬ - রাবণের নিকট রাবণের দ্বারা হরিযুগপতি- গণের গুণক পুণ্যক পানিচয় প্রদান.....	৩০২
১৭ - বানরসেনাদের প্রধান যুগপতিদের পরিচয় প্রদান.....	৩০৪
১৮ - শুক কর্তৃক সুগ্রীবের মন্ত্রীদেব, মৈন্দ এবং দ্বিবিদেব, হনুমানের, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং সুগ্রীবের পরিচয় প্রদান এবং বানরসেনাদের সংখ্যা নিরূপণ.....	৩০৮
১৯ - রাবণ কর্তৃক শুক-সারণকে তিরস্কারপর্বক রাজসভা থেকে বহিস্কার, শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বানরদের হাত থেকে রাবণ প্রেরিত গুপ্তচরদের মুক্তিলাভ এবং লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন	৩১১
২০ - রাবণের প্রেরিত গুপ্তচরদের এবং শার্দূলের বানরসেনাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা এবং প্রধান- প্রধান বীরদের পরিচয় প্রদান.....	৩১৪
২১ - মায়াবচিত শ্রীরামের ছিন্ন মস্তক দেখিলে রাবণ- কর্তৃক সীতাকে মোহিত করার প্রয়াস.....	৩১৭
২২ - শ্রীরামের মৃত্যু হয়েছে জেনে সীতাদেবীর বিলাপ তথা সভায় গিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে রাবণের পরামর্শ এবং যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ.....	৩২০
২৩ - সীতাদেবীকে সবমার সান্ত্বনাস্থাপন, রাবণের মায়াব কথা বর্ণনা, শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের শুভ সংবাদ-প্রদান এবং তাঁর বিজয়লাভে বিশ্বাসস্থাপন.....	৩২৩
২৪ - সীতার অনুরোধে সরমার দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীসহ রাবণের নিশ্চিত অভিপ্রায় নিবেদন.....	৩২৬
২৫ - শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের জন্য মাল্যবানের উপদেশ.....	৩২৯
২৬ - মাল্যবানের প্রতি রাবণের দোষারোপ এবং নগরীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করে রাবণের অস্ত্রপুরে গমন.....	৩৩১
২৭ - শ্রীরাম সমীপে বিভীষণের দ্বারা রাবণের লঙ্কাপুত্রী রক্ষার ব্যবস্থা স্থাপন, লঙ্কাপুত্রী আক্রমণের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক বিভিন্ন দ্বারে সেনাপতি নিয়োগ.....	৩৩৪
২৮ - বানরদের সঙ্গে শ্রীরাম-প্রমুখের সুবেল	৩৩৬

২৯ - বানরদের সঙ্গে সুবেলপর্বতের শিবর পৌর শ্রীরামের লঙ্কাদর্শন.....	৩৩৮
৩০ - সুগ্রীব এবং রাবণের মন্ত্রযুদ্ধ.....	৩৪০
৩১ - শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সুগ্রীবকে দুঃসাহস থেকে নিবৃত্তি করা, লঙ্কার চারটি দ্বারে বানর- সৈন্যদেরকে নিয়োগ, রাবণের সভায় অঙ্গদের পরাক্রম প্রকাশ এবং বানরদের আক্রমণে রাক্ষসদের ভয়.....	৩৪২
৩২ - লঙ্কার ওপর বানরদের আক্রমণ তথা রাক্ষসদের সঙ্গে তাদের ভয়ানক যুদ্ধ.....	৩৪৫
৩৩ - দ্বন্দ্বযুদ্ধে বানরদের দ্বারা রাক্ষসদের পরাজয়	৩৪৬
৩৪ - রাত্রিতে বানর এবং রাক্ষসদের ভয়ানক যুদ্ধ, অঙ্গদের দ্বারা ইন্দ্রজিতের পরাজয়, মায়াবলে অদৃশ্য থেকে ইন্দ্রজিতের নাগবাণ দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে বন্দন করা.....	৩৪৮
৩৫ - ইন্দ্রজিতের বাণের দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ এবং বানরদের শোকপ্রকাশ..	৩৫০
৩৬ - শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে হতচেতন দেখে বানরদের শোকপ্রকাশ এবং ইন্দ্রজিতের উল্লাস, বিভীষণ কর্তৃক সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দান, লঙ্কায় গিয়ে ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক পিতা রাবণের নিকট শত্রুবধের বৃত্তান্ত স্থাপন এবং প্রসন্ন চিত্তে রাবণের পুত্রকে অভিনন্দন	৩৫২
৩৭ - বানরদের দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রক্ষা, রাবণের নির্দেশে সীতাকে পুষ্পকবিমানে করে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দেখানোর জন্য রাক্ষসীদের রণভূমিতে গমন, তাঁদের দেখে দুঃখিতা সীতার রোদন.....	৩৫৫
৩৮ - সীতার বিলাপ, ত্রিজিটার দ্বারা 'শ্রীরাম- লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবেন'—এই আশ্বাস দিয়ে সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন.....	৩৫৮
৩৯ - শ্রীরামের চেতনালাভ এবং অচেতন লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ, সূর্য প্রাগভাগের সঙ্কল্প করে বানরদের প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান.....	৩৬০
৪০ - বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ মনে করে বানরদের পলায়ন, সুগ্রীবের নির্দেশে জাম্ববানব	৩৬২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	তাদেরকে আশ্বাসদান, বিতীর্ণের বিলাপ, তাঁকে সুগ্রীবের সাক্ষ্যাদান, গরুড়ের আগমন এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করে প্রতিগমন.....	৩৭৬		তাঁকে সাক্ষ্য দিতে যুদ্ধ-বিষয়ে পরামর্শ দান...	৪৩০
৫১ -	শ্রীরামের বজনমুক্তির সংবাদ জেনে চিন্তিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য রাবণের ধৃশাক্ষকে প্রেরণ, সসৈন্যে ধৃশাক্ষের নগর থেকে নির্গমন	৩৮১	৬৪ -	কুন্তকর্ণের প্রতি আক্ষেপ করে মহোদর নামক রাক্ষস দ্বারা রাবণের বিনা যুদ্ধেই অতীষ্ট লাভের উপায় কথন	৪৩৪
৫২ -	ধৃশাক্ষের যুদ্ধ এবং হনুমানের দ্বারা তার বিনাশ	৩৮৩	৬৫ -	কুন্তকর্ণের যুদ্ধযাত্রা.....	৪৩৭
৫৩ -	যুদ্ধের জন্য সসৈন্যে বজ্রদংষ্ট্রের প্রধান, বজ্রদংষ্ট্রের দ্বারা বানরদের এবং অঙ্গদের দ্বারা রাক্ষসদের নিধন.....	৩৮৬	৬৬ -	পলায়মান বানরদেরকে অঙ্গদ কর্তৃক আশ্বাসপ্রদান, পুনরায় বানরদের যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন.....	৪৪২
৫৪ -	অঙ্গদ এবং বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ, অঙ্গদ কর্তৃক সেই রাক্ষসের বিনাশ.....	৩৮৯	৬৭ -	কুন্তকর্ণের সঙ্গে বানরদের যুদ্ধ, বহু বানরের মৃত্যু, হনুমান প্রমুখ বীর বানরদের সঙ্গে কুন্তকর্ণের সংগ্রাম, কুন্তকর্ণের দ্বারা অসংখ্য বানরসৈন্যের নিধন দেখে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ যাত্রা এবং কুন্তকর্ণের মৃত্যু.....	৪৪৫
৫৫ -	রাবণের আদেশে অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসদের যুদ্ধযাত্রা, বানরদের সঙ্গে রাক্ষসদের প্রবল যুদ্ধ	৩৯২	৬৮ -	কুন্তকর্ণের মৃত্যুসংবাদ শুনে রাবণের বিলাপ	৪৬০
৫৬ -	শ্রীহনুমান কর্তৃক অকম্পনের বিনাশ.....	৩৯৪	৬৯ -	রাবণের পুত্র এবং ভ্রাতাদের যুদ্ধযাত্রা এবং অঙ্গদ কর্তৃক নরাস্তকের বিনাশ.....	৪৬২
৫৭ -	রাবণের আজ্ঞানুসারে বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রা.....	৩৯৭	৭০ -	হনুমান কর্তৃক দেবাস্তক ও ত্রিশিরা, নীল কর্তৃক মহোদর এবং ঋষভের দ্বারা মহাপার্শ্বের বধ.....	৪৬৯
৫৮ -	নীলের দ্বারা প্রহস্তের বিনাশ.....	৪০১	৭১ -	অতিকায়ের ভয়ানক যুদ্ধ এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক তার নিধন.....	৪৭৫
৫৯ -	প্রহস্তের মৃত্যুতে দুঃখী রাবণের স্বয়ং যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হওয়া এবং তার সঙ্গে আগত মুখ্যবীরদের পরিচয়, রাবণের আঘাতে সুগ্রীবের চেতনালোপ হওয়া, লক্ষ্মণের যুদ্ধে আগমন, হনুমান এবং রাবণের পরস্পরের করতল-প্রহার ; রাবণের শরাঘাতে নীলের সংজ্ঞালোপ, লক্ষ্মণের শক্তিপ্রহারে রাবণের মূর্ছা, চেতনালোপের পর শ্রীরাম কর্তৃক পরাস্ত হয়ে রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ.....	৪০৫	৭২ -	অতিকায়ের বিনাশে রাবণের চিন্তা, লঙ্কারক্ষার জন্য রাক্ষসদের প্রতি রাবণের সতর্কবার্তা.....	৪৮৩
৬০ -	পরাজিত রাবণের আদেশে কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, তাঁকে দেখে বানরদের ভয়.....	৪১৮	৭৩ -	ইন্দ্রজিৎের যুদ্ধযাত্রা, তাঁর নিষ্কিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বানরসেনা সহ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মূর্ছাপ্রাপ্তি.....	৪৮৫
৬১ -	বিতীর্ণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কুন্তকর্ণের পরিচয় দান, রামচন্দ্রের আদেশে যুদ্ধের জন্য বানরদের লঙ্কার দ্বারে আরোহণ.....	৪২৫	৭৪ -	জাম্ববানের নির্দেশে দিব্য ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমানের হিমালয়ে গমন এবং প্রত্যাবর্তনের পরে সেই ওষধির গন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও বানরদের পুনরায় সুস্থ হওয়া.....	৪৯১
৬২ -	কুন্তকর্ণের রাবণ-ভবনে প্রবেশ, রামের কাছ থেকে ভয়ের কথা জানিয়ে কুন্তকর্ণকে শত্রু-সৈন্য বিনাশের জন্য রাবণের প্রেরণা দান.....	৪২৮	৭৫ -	বানরদের দ্বারা লঙ্কানগরী দহন, রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ.....	৪৯৭
৬৩ -	কুন্তকর্ণ কর্তৃক রাবণের কুকর্মের জন্য নিন্দা,		৭৬ -	অঙ্গদের দ্বারা কম্পন এবং প্রজ্ঞেশ্বর, দ্বিবিদের দ্বারা শোণিতাক্ষের, মৈন্দের দ্বারা যূপাক্ষের ও সুগ্রীবের দ্বারা কুন্তের বধ.....	৫০২
			৭৭ -	হনুমান কর্তৃক নিকুন্ত বধ.....	৫০৯
			৭৮ -	রাবণের নির্দেশে মকরাক্ষের যুদ্ধ-যাত্রা.....	৫১১
			৭৯ -	শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা মকরাক্ষের বধ.....	৫১২
			৮০ -	রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিৎের ঘোরতর যুদ্ধ,	



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	তার বিনাশের জন্য শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের পরামর্শ.....	৫১৫	৯৩	শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বাক্সসৈন্য সংহার.....	৫১৭
৮১	ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মাদ্যময়ী সীতার বধ.....	৫১৯	৯৪	রাক্ষসীগণের বিলাপ.....	৫১৮
৮২	হনুমানের নেতৃত্বে বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হনুমানের প্রত্যাবর্তন এবং নিকুঞ্জিলা মন্দিরে গিয়ে ইন্দ্রজিৎের যজ্ঞবস্ত্র.....	৫২১	৯৫	রাবণ কর্তৃক নক্সিগণকে আহ্বান করে শত্রুনিধন বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ এবং সকলের সঙ্গে রণভূমিতে এসে পবাক্রম প্রদর্শন.....	৫২২
৮৩	সীতার মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকে শ্রীরামের মূর্ছা, লক্ষ্মণ কর্তৃক তাঁকে সান্ধুনা প্রদান এবং পুরুষার্ধ প্রয়োগের উদ্যম.....	৫২৩	৯৬	সুগ্ৰীব কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার এবং বিরূপাক্ষ-বধ.....	৫২৩
৮৪	বিভীষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎের মারা সীতার রহস্য উদ্ঘাটন এবং সীতার জীবিত থাকার বার্তা জ্ঞাপন, এই সংবাদে শ্রীরামচন্দ্রের আছা স্থাপন ও লক্ষ্মণকে সৈন্যে নিকুঞ্জিলা মন্দিরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ.....	৫২৭	৯৭	সুগ্ৰীবের সাথে মহোদরের ঘোরতর যুদ্ধ এবং মহোদরের নিধন.....	৫২৪
৮৫	বিভীষণের অনুরোধে ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য শ্রীরামের লক্ষ্মণকে আদেশ, সৈন্যদের সঙ্গে লক্ষ্মণের নিকুঞ্জিলা-মন্দিরে গমন.....	৫২৯	৯৮	অঙ্গদ কর্তৃক মহাপার্শ্বের নিধন.....	৫২৫
৮৬	বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধ, হনুমান কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার ইন্দ্রজিৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এবং ইন্দ্রজিৎের লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথে আসা.....	৫৩২	৯৯	শ্রীরাম ও রাবণের যুদ্ধ.....	৫২৬
৮৭	বিভীষণ এবং ইন্দ্রজিৎের ক্রুদ্ধ বাক্য বিনিময়.....	৫৩৪	১০০	রাম ও রাবণের যুদ্ধ, রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের মূর্ছা এবং রাবণের রণাঙ্গন থেকে সভয়ে প্রত্যাবর্তন.....	৫২৭
৮৮	লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাক্যবিনিময় এবং ঘোর যুদ্ধ.....	৫৩৭	১০১	শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক অনীত ঔষধিতে সুষেণের চিকিৎসায় লক্ষ্মণের চেতনা প্রাপ্তি.....	৫২৮
৮৯	রাক্ষসদের উপর বিভীষণের প্রহার, বানর- দলগণের উৎসাহ দান, লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎের সারথির বিনাশ এবং বানরদের দ্বারা তাঁর অশ্বসমূহ নিধন.....	৫৪২	১০২	ইন্দ্র কর্তৃক রথে আরুঢ় হয়ে শ্রীরামের রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ.....	৫২৯
৯০	লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ এবং লক্ষ্মণের দ্বারা ইন্দ্রজিৎের নিধন.....	৫৪৬	১০৩	শ্রীরাম কর্তৃক রাবণকে আক্রমণ এবং আহত রাবণকে নিয়ে সারথির রণভূমি হতে বহির্গমন.....	৫৩০
৯১	লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ প্রমুখের শ্রীরামচন্দ্র সকাশে ইন্দ্রজিৎ-এর নিধন বৃত্তান্ত বর্ণনা, প্রসন্ন শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক আজিগ্নপূর্বক লক্ষ্মণের প্রশংসা এবং সুষেণের দ্বারা লক্ষ্মণাদির চিকিৎসা.....	৫৫৩	১০৪	রাবণ কর্তৃক সারথিকে তিরস্কার এবং সারথি কর্তৃক প্রত্যুত্তর দানে রাবণকে তুষ্ট করে তার রথকে রণাঙ্গনে উপনীত করা.....	৫৩১
৯২	রাবণের শোক এবং সুপার্ষের উপদেশ.....		১০৫	বিজয়ের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক “অদিত্যহৃদয়” স্তোত্র পাঠে অগস্ত্যমুনির সম্মতি.....	৫৩২
			১০৬	রাবণের রথকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে দেখে শ্রীরামের সারথি মাতলিকে সতর্ক করা, রাবণের পরাজয়সূচক অশ্রুত লক্ষ্মণ প্রকট হওয়া এবং শ্রীরামের বিজয়সূচক শুভলক্ষণ সূচিত হওয়া.....	৫৩৩
			১০৭	শ্রীরাম ও রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ.....	৫৩৪
			১০৮	শ্রীরাম কর্তৃক রাবণের বধ.....	৫৩৫
			১০৯	বিভীষণের বিলম্ব এবং শ্রীবন কর্তৃক বিভীষণকে সান্ধুনা প্রদানপূর্বক হস্তশি- সংহারের আদেশ দান.....	৫৩৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১১০-	বাবুদের শ্রীগণের বিলাপ.....	৬১৭
১১১-	মন্মোদনীর বিলাপ তথা বাবুদের শপথের সংকলন.....	৬১৯
১১২-	নিভীমণ্ডল বাজারভিত্তিক এবং শ্রীমদ্রামায় কর্তৃক শ্রীহনুমানের মাধ্যমে সীতাতার পাণ্ডিত্যমূলক প্রদান.....	৬১৮
১১৩-	সীতাদেবীর সহিত সীতালোচনপূর্বক শ্রীহনুমানের প্রত্যাবর্তন এবং সীতাদেবীর সংবাদ শ্রীরাামের নিকট নিবেদন.....	৬৩৩
১১৪-	শ্রীরাামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে বিভীষণ কর্তৃক সীতাকে শ্রীরাামসন্মুখীন আনন্দন এবং সীতা কর্তৃক প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দর্শন.....	৬৩৪
১১৫-	সীতার চরিত্রে সন্নিহিত শ্রীরাাম কর্তৃক সীতাকে গ্রহণ করতে করতে অস্বীকার এবং অন্যত্র যেতে বলা.....	৬৩৭
১১৬-	সীতা-ব শ্রীরাামচন্দ্রকে তিব্বতাসূচক উত্তর দান এবং নিজেব সতীত্বের পরীক্ষা প্রদর্শনের জন্য অগ্নিপ্রবেশ.....	৬৩৯
১১৭-	ভগবান শ্রীরাামের সমীপে দেবতাগণের আগমন এবং ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীরাামের দেবত্ব প্রতিপাদন ও স্তুতি.....	৬৪২
১১৮-	অগ্নিশিবা থেকে সাক্ষাৎ অগ্নিদেবের সীতার সঙ্গে প্রকট হয়ে সীতাকে শ্রীরাামচন্দ্রের নিকট প্রত্যর্পণপূর্বক তাঁর পবিত্রতার প্রমাণীকরণ তথা শ্রীরাাম কর্তৃক সানন্দে সীতাকে গ্রহণ করা.....	৬৪৫
১১৯-	মহাদেবের আদেশে শ্রীরাাম এবং লক্ষ্মণের বিমানে সমুপাগত দশরথের প্রতি প্রণাম নিবেদন এবং পুত্রদ্বয় ও সীতাকে আবশ্যিক উপদেশ প্রদান করে দশরথের ইন্দ্রলোকে প্রস্থান.....	৬৪৭
১২০-	শ্রীরাামচন্দ্রের অনুরোধে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত বানরসৈন্যগণকে জীবন দান, দেবতা-গণের প্রস্থান, তদনন্তর বানরসৈন্যগণের বিশ্রামলাভ.....	৬৫০
১২১-	শ্রীরাামচন্দ্রের অমোঘা গমনের প্রস্তুতি এবং তাঁর আদেশে বিভীষণ কর্তৃক পুষ্পক-	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	বিমান প্রানয়ান.....	৬৫১
১২২-	শ্রীরাামচন্দ্রের 'স্বাদেশ' বিভীষণ কর্তৃক বানরগণের বিশেষ সম্বর্ধনা তথা সুগ্রীব ও বিভীষণসহ বানরগণকে একত্রে নিয়ে পুষ্পকর্নিমানে অমোঘায় প্রস্থান.....	৬৫৪
১২৩-	'অমোঘাভিমুখে যাত্রাকালে শ্রীরাামচন্দ্র কর্তৃক সীতাদেবীকে যাত্রামার্গের বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন.....	৬৫৬
১২৪-	শ্রীরাামচন্দ্র কর্তৃক ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে অবতরণ এবং মহর্ষিকে প্রণামপূর্বক তাঁর নিকট হতে বরপ্রাপ্তি.....	৬৬১
১২৫-	শ্রীহনুমান কর্তৃক নিষাদরাজ 'শুহ' এবং 'ভরত'কে শ্রীরাামের শুভাগমনের সূচনা প্রদান এবং আনন্দিত ভরত কর্তৃক শ্রীহনুমানকে উপহার প্রদানের ঘোষণা..	৬৬৩
১২৬-	শ্রীহনুমান কর্তৃক ভরতের সমীপে শ্রীরাাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর বনবাসকালীন ঘটনাবলীর বিবরণ.....	৬৬৬
১২৭-	অমোঘায় শ্রীরাামকে স্বাগত করার প্রস্তুতি, ভরতের সঙ্গে অন্যান্যদের শ্রীরাামকে যথাযোগ্য মর্যাদায় বরণ করার জন্য প্রত্যুদগমন, শ্রীরাামের সমাগমন, ভরত প্রমুখের সঙ্গে মিলন এবং 'পুষ্পক' বিমানকে কুবেরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ.....	৬৭০
১২৮-	ভরত কর্তৃক শ্রীরাামচন্দ্রকে রাজত্ব প্রত্যর্পণ, শ্রীরাামের নগর যাত্রা, রাজ্যভিষেক, বানরগণকে বিদায় জ্ঞাপন এবং গ্রহমাহাত্ম্য	৬৭৫

### উত্তরকাণ্ড

- ১- শ্রীরাামের দরবারে মহর্ষিগণের আগমন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং শ্রীরাামের প্রশ্ন..... ৬৮৫
- ২- মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক পুলস্ত্যের গুণ এবং তপস্যার বর্ণনা এবং তাঁকে বিশ্রবা মুনির উৎপত্তি-প্রসঙ্গ বর্ণনা করা..... ৬৮৮
- ৩- বিশ্রবা থেকে বৈশ্রবণের (কুবেরের) উৎপত্তি, তাঁর তপস্যা, বরপ্রাপ্তি এবং

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	লক্ষ্মায় নিবাস.....	৩৯১
৪	রাক্ষসবংশের বর্ণনা - তেঁতি, বিদুব্ধকেশ ও সুকেশের উৎপত্তি.....	৩৯৪
৫	সুকেশের পুত্র মালাবান, সুমালী ও মাগীর সন্তানদের বর্ণনা.....	৩৯৬
৬	ভগবানের শংকরের পরামর্শে দেবতাদের রাক্ষসদের বধ করার জন্য ভগবান শ্রীশঙ্কর শরণাগত হওয়া এবং তাঁর আশ্বাস লাভ করে কিরে আসা, রাক্ষসদের দেবতার ওপর আক্রমণ এবং ভগবান বিষ্ণুর তাদের সহায়তার জন্য আগমন.....	৪০০
৭	ভগবান বিষ্ণু দ্বারা রাক্ষসদের সংহার ও পলায়ন.....	৪০৫
৮	মালাবানের যুদ্ধ ও পরাজয় এবং সুমালী ইত্যাদি সকল রাক্ষসদের পাতালে প্রবেশ.....	৪১০
৯	রাবণ প্রভৃতির জন্ম এবং তপস্যার জন্য তাঁদের গোকর্ক আশ্রমে গমন.....	৪১২
১০	রাবণ প্রভৃতির তপস্যা এবং বর-প্রাপ্তি.....	৪১৬
১১	রাবণের সংবাদ শুনে পিতার আদেশে কুবেরের লজ্জা ত্যাগ করে কৈলাসে গমন, লক্ষ্মায় রাবণের রাজ্যাভিষেক এবং রাক্ষসদের বসবাস করা.....	৪১৯
১২	শূর্ণনখা এবং রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতার বিবাহ এবং মেঘনাদের জন্ম.....	৪২৩
১৩	রাবণ দ্বারা নির্মিত শয়নাগারে কুন্তকর্ণের শয়ন, রাবণের অত্যাচার, কুবেরের দূত পাঠিয়ে তাঁকে বোঝানো এবং কুপিত হয়ে রাবণের সেই দূতকে হত্যা করা.....	৪২৫
১৪	মন্ত্রীগণ সহ রাবণের যক্ষদের ওপর আক্রমণ এবং তাঁদের পরাজয়.....	৪২৯
১৫	মণিভদ্র তথা কুবেরের পরাজয় এবং রাবণ দ্বারা পুষ্পকবিমানের অপহরণ.....	৪৩১
১৬	রাবণকে নন্দীশ্বরের শাপ, ভগবান শংকর কর্তৃক রাবণের মান-ভঙ্গ এবং তাঁর থেকে চন্দ্রহাস নামক ঋত্ন প্রাপ্তি.....	৪৩৫
১৭	রাবণের দ্বারা ত্রিহস্ত ত ব্রহ্মর্ষি-কন্যা বেদবতীর তাঁকে অভিশাপ দিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করা এবং	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	পদভ্রমে সীতার রূপে প্রাদুর্ভূত হওয়া.....	৪৩৯
১৮	রাবণের দ্বারা মরুভূমির পরাজয় এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদের ময়ূর ইত্যাদি পক্ষীদের বর প্রদান করা.....	৪৪৩
১৯	রাবণ দ্বারা অনারণ্য-বন এবং তার দ্বারা শাপ প্রাপ্তি.....	৪৪৪
২০	শ্রীনারদের রাবণকে বোঝানো, তাঁর কথায় রাবণের যুদ্ধের জন্য যমলোকে গমন এবং শ্রীনারদের এই যুদ্ধ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা....	৪৪৭
২১	রাবণের যমলোকের ওপর আক্রমণ এবং তাঁর দ্বারা যমরাজের সৈন্য সংহার.....	৪৪৯
২২	যমরাজ ও রাবণের যুদ্ধ, যমরাজ কর্তৃক রাবণ বধের উদ্দেশ্যে তুলে নেওয়া কালদণ্ড শ্রীকৃষ্ণার কথায় ফিরিয়ে নেওয়া, বিজয়ী রাবণের যমলোক থেকে প্রস্থান.....	৪৫৩
২৩	রাবণের দ্বারা নিবাতকবচদের সঙ্গে মৈত্রী, কালকেয়দের বধ এবং বরুণ পুত্রদের পরাজয়.....	৪৫৭
২৪	রাবণ কর্তৃক অপহৃত দেবতাদের কন্যা এবং স্ত্রীদের বিলাপ এবং অভিশাপ, ক্রন্দনরতা শূর্ণনখাকে রাবণের আশ্বাস এবং তাঁকে খরের সঙ্গে দণ্ডকাবণ্যে পাঠানো.....	৪৬১
২৫	যজ্ঞের দ্বারা মেঘনাদের সাফল্য অর্জন, বিভীষণের রাবণকে পরস্তুি অপহরণের দোষ জানানো, কুন্তীনসীকে আশ্বাস দিয়ে মধুকে সঙ্গে করে রাবণের দেবলোক আক্রমণ করা.....	৪৬৪
২৬	রাবণের বস্ত্রাব ওপর বলাৎকার করা এবং শলকুবেরের রাবণকে ভয়ংকর শাপ প্রদান.....	৪৬৮
২৭	সৈন্যসহকারে রাবণের ইন্দ্রলোকের ওপর আক্রমণ, সাহায্যের জন্য ইন্দ্রের ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা, ভবিষ্যতে রাবণকে বধ করাব প্রতিজ্ঞা করে বিষ্ণুর ইন্দ্রকে ফেরানো, দেবতা এবং রাক্ষসদের যুদ্ধ এবং বসুর সাহায্যে সুমালী-বধ.....	৪৭২
২৮	মেঘনাদ ও জয়ন্তের যুদ্ধ, জয়ন্তকে পুলোমার অনাত্র নিয়ে যাওয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের পদার্পণ, রুদ্র তথা মরুদগণ দ্বারা রাক্ষস সৈন্য সংহার এবং ইন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ.....	৪৭৯



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
২৯ -	রাবণের দেবসেনার ভিতর দিয়ে নির্গত হওয়া, তাঁকে বন্দী করার জন্য দেবতাদের চেষ্টা, মায়া বিস্তার করে মেঘনাদের ইন্দ্রকে বন্দী করা এবং বিজয়ী হয়ে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন....	৭৭৯	এবং অন্যান্য নরেশদের বিদায় জানানো....	৮১৪	
৩০ -	শ্রীকৃষ্ণার ইন্দ্রজিৎকে বরপ্রদান করে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা এবং তাঁর পূর্বকৃত পাপের ক্ষমণ করিয়ে বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বলা, সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন .....	৭৮৩	৩৯ -	রাজাদের শ্রীরামকে উপহার প্রদান এবং শ্রীলামের সেই সব গ্রহণ করে মিত্রগণ, বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষসগণের মধ্যে বিতরণ করা এবং বানরাদির সুখপূর্ণক অবস্থান করা.....	৮১৬
৩১ -	রাবণের মাহিষ্মতীপুরে গমন এবং সেখানেব রাজা অর্জুনকে না পেয়ে মন্ত্রীগণসহ বিদ্যা-চিরির কাছে নর্মদাতে স্নান করে ভগবান শিবের আরাধনা করা.....	৭৮৭	৪০ -	বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসদের বিদায়.....	৮১৮
৩২ -	অর্জুনের বাহু দ্বারা নর্মদার প্রবাহ অবরুদ্ধ হওয়া, রাবণের পুষ্পহার প্রবাহিত হয়ে যাওয়া, পরে রাবণ আদি নিশাচরদের অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ এবং অর্জুনের রাবণকে বন্দী করে নিজের নগরে নিয়ে যাওয়া.....	৭৯০	৪১ -	কুবেরের প্রেরিত পুষ্পকবিমানের উপস্থিতি হওয়া এবং শ্রীরাম দ্বারা পূজিত এবং অনুগ্রহিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, ভরত দ্বারা রামরাজ্যের বিশেষ প্রভাবের বর্ণনা..	৮২১
৩৩ -	শ্রীপুলস্ত্যের রাবণকে অর্জুনের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করানো.....	৭৯৬	৪২ -	অশোক বনে শ্রীরাম ও সীতার বিহার, গর্ভ-ধারিণী সীতার তপোবন দর্শনের ইচ্ছা প্রকট করা এবং শ্রীরামের স্বীকৃতি প্রদান করা.....	৮২৩
৩৪ -	বালীর দ্বারা রাবণের পরাজয় এবং রাবণের তাঁকে নিজের বন্ধু করে নেওয়া.....	৭৯৮	৪৩ -	ভদ্রের পুত্রবাসীদের মুখ থেকে সীতার বিষয়ে শোনা অশুভ-চর্চা শ্রীরামকে অবগত করানো	৮২৫
৩৫ -	শ্রীহনুমানের উৎপত্তি, শৈশব অবস্থায় সূর্য, রাহু ও ঐরাবতের ওপর আক্রমণ, ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে শ্রীহনুমানের মূর্ছা, বায়ুর কোপে জগতের প্রাণিদের কষ্ট এবং তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য দেবতাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণার তাঁর কাছে গমন.....	৮০১	৪৪ -	শ্রীরামের আহ্বানে সকল ভ্রাতাদের তাঁর সমীপে আসা.....	৮২৭
৩৬ -	ব্রহ্মা আদি দেবতাদের শ্রীহনুমানকে জীবিত করে নানাপ্রকার বর প্রদান করা এবং তাঁকে নিয়ে বায়ুর অঙ্কনর গৃহে গমন, ঋষিদের পাশে শ্রীহনুমানের নিজ শক্তি বিস্তৃতি, শ্রীরামের অগস্ত্য ও ঋষিদের যজ্ঞে পদার্পণের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের বিদায় জানানো.....	৮০৬	৪৫ -	প্রজাদের মধ্যে সীতার লোকাপবাদের কথা ভ্রাতাদের জানিয়ে সীতাকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ.....	৮২৯
৩৭ -	সভাসদৃগণের সঙ্গে শ্রীরামের রাজসভায় উপবিষ্ট হওয়া.....	৮১২	৪৬ -	লক্ষ্মণের সীতাকে রথে বসিয়ে বনে ছেড়ে আসার জন্য নিয়ে যাওয়া এবং গঙ্গাতীরে পৌঁছানো.....	৮৩১
৩৮ -	শ্রীরাম কর্তৃক রাজা জনক, মুখার্জি, প্রতর্দন		৪৭ -	সীতাদেবীকে নৌকায় করে গঙ্গার অন্য পারে পৌঁছে শ্রীলক্ষ্মণের অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁকে ত্যাগ করার কথা জানানো.....	৮৩৩
			৪৮ -	সীতার দুঃখপূর্ণ বচন, শ্রীরামের জন্য তাঁর সন্দেশ, লক্ষ্মণের ফিরে আসা, সীতার ক্রন্দন..	৮৩৫
			৪৯ -	মুনিকুমারদের কাছে সংবাদ পেয়ে বান্দীকির সীতাদেবীর কাছে এসে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করা এবং আশ্রমে নিয়ে আসা.....	৮৩৭
			৫০ -	লক্ষ্মণ এবং সুমন্ত্রের মধ্যে কথাবার্তা.....	৮৩৯
			৫১ -	সুমন্ত্রের দুর্বাসার মুখ থেকে শোনা ভৃগুঋষির শাপের কথা জানানো এবং ভবিষ্যতের কিছু কথা জানিয়ে দুঃখী লক্ষ্মণকে শান্ত করা .....	৮৪০
			৫২ -	অযোধ্যার রাজত্ববনে পৌঁছে লক্ষ্মণের	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	দুঃখগ্রস্ত শ্রীবামের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান.....	৮৪৬		সংবাদ এবং কবচসূত্রের বন্ধ ও উত্তরাস	
৫৩	শ্রীবামের দ্বারা প্রয়োজন হেতু প্রেরিত পুরুষদের উপেক্ষা করায় রাজা নৃগের শাপগ্রস্ত হওয়া এবং লক্ষ্মণকে তাঁকে দেখাশোনা করার আদেশ	৮৪৮	৬২	শ্রীবামের পক্ষীদের কাছে কবচসূত্রের উত্তর- বিভাবের ব্যাপারে শত্রুসৈন্য এবং শত্রুদের আগ্রহ জেনে তাঁকে কবচসূত্রকে দেখানো প্রেরণ করা.....	৮৪৮
৫৪	রাজা নৃগের এক সুন্দর গহ্বর তৈরি করে নিজ পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করার সেই গহ্বরে প্রবেশ করে শাপভোগ করা.....	৮৪৯	৬৩	শ্রীরাম কর্তৃক শত্রুদের দ্বারা ভিনেত এবং তাঁকে লবণাসূত্রের শূল থেকে বাঁচান প্রতিপাদন করা.....	৮৪৯
৫৫	রাজা নিমি এবং বশিষ্ঠের একে অপরের শাপে দেহভাগ.....	৮৪৮	৬৪	শ্রীরামের আদেশ অনুসারে শত্রুদের সৈন্য পাঠিয়ে একমাত্র পথে নিয়ে প্রস্থান করা.....	৮৫০
৫৬	শ্রীকৃষ্ণার কথায় বশিষ্ঠের বরপণের বীর্ষে আবেশ, বরপণের উৎসাহ সমীপে একটি কুস্ত্র নিজের বীর্ষের আধান করা এবং নিজের শাপে ভুতলে উৎসাহী রাজা পুরুরবার দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করা.....	৮৫০	৬৫	মহার্ষি বাল্মীকির শত্রুকে দুঃস্বপ্নে জ্বালা- পানের আধান শোনা.....	৮৫০
৫৭	বশিষ্ঠের নৃতন শরীর ধারণ এবং নিমি প্রাণীদের নয়নে ছান গ্রহণ করা.....	৮৫২	৬৬	সীতার দুই পুত্রের জন্ম, বাল্মীকি দ্বারা তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা এবং এই সংবাদে প্রসন্ন হয়ে শত্রুদের সেবান থেকে বন্ধনভাঙে উপস্থিত হওয়া.....	৮৫২
৫৮	যযাতিতে শুক্রাচার্যের অভিষাপ.....	৮৫৩	৬৭	চাবন মুনির শত্রুকে লবণাসূত্রের শক্তি পরিচয় দিয়ে রাজা মাক্ষাতা-বাহের প্রসন্ন শোনানো.....	৮৫৩
৫৯	যযাতির নিজ পুত্র পুরুকে বৃদ্ধ দিয়ে পরিবর্তে তার যৌবন গ্রহণ এবং ভোগে ভুগু হয়ে দীর্ঘকাল পরে পুনরায় পুত্রকে যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া, পুরুর পিতার সিংহাসনে অভিষেক এবং যদুকে অভিষাপ.....	৮৫৫	৬৮	লবণাসূত্রের আহারের বোভে বর হওয়া, শত্রুদের মধুপুরীর দ্বারে অশ্রদ্ধা করা এবং লবণাসূত্রের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক করা-কর্তা....	৮৫৮
	(প্রক্ষিপ্ত সর্গ—১) শ্রীরামের দ্বারে সাক্ষাৎকারী কুকুরের আগমন এবং শ্রীরামের তাকে দরবারে উপস্থিত করার আদেশ.....	৮৫৭	৬৯	শত্রু ও লবণাসূত্রের বৃদ্ধ এবং লবণ-বৎ.....	৮৬০
	(প্রক্ষিপ্ত সর্গ—২) কুকুরের প্রতি শ্রীবামের ন্যায়, তার ইচ্ছানুসারে তাকে আঘাতকারী ব্রাহ্মণকে মঠাধীশ করে দেওয়া এবং কুকুরের মঠাধীশ হওয়ার দোষ জানানো.....	৮৫৯	৭০	লবণাসূত্রের কাছে বৎ লভ করে শত্রুদের মধু- পুরীর স্থাপনা করে দ্বন্দ্ব বৎ হয়ে সেবান থেকে অতঃপর শ্রীবামের কাছে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করা.....	৮৬২
৬০	শ্রীরামের দরবারে চাবন এবং অন্যান্য ঋষিদের শুভাগমন, শ্রীরামের তাঁদের সংস্কারপূর্বক অসীষ্ট কার্যাদি পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা এবং ঋষিগণ দ্বারা তাঁর প্রশংসা ..	৮৬৩	৭১	সৈন্যসহ শত্রুদের অযোধ্যায় প্রস্থান, পথে বাল্মীকির আশ্রমে বাসচরিত লন শুনে সকলের আশ্চর্য হওয়া.....	৮৬২
৬১	ঋষিদের মধু নামক অসুরের বরপ্রাপ্তির		৭২	মহার্ষি বাল্মীকি থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অযোধ্যায় গিয়ে শ্রীবাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং সাত দিন সেবানে থেকে পুনরায় মধুপুরীতে প্রস্থান করা.....	৮৬২
			৭৩	এক ব্রাহ্মণের তাঁর মৃত বালককে নিয়ে রক্ত-	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	দ্বারে আসা এবং রাজাকেই দেখা করে বিলাপ করা.....	৮৮৮		গোকে মৃত্যুশ্রাদ্ধ.....	৯১৩
৭৪	নারদের শ্রীরামকে এক তপস্বী শূদ্রের অধর্না- চরণের ফলে ব্রাহ্মণ-বালকের মৃত্যুর কারণ জানানো.....	৮৯০	৮৭	শ্রীরামের লক্ষ্মণকে রাজা উল্লের কথা শোনানো —উল্লের এক-এক মাস ধরে ক্রমশঃ নারায় ও পুরুষের প্রাপ্তি.....	৯১৫
৭৫	শ্রীরামের পুষ্পকবিমানে করে নিজ রাজ্যের নানা দিকে ঘুরে দুষ্কর্তের অনুসন্ধান করা, সর্বত্র সংকর্ম দেবা, দক্ষিণদিকে এক শূদ্র তপস্বীর কাছে পৌঁছানো.....	৮৯৩	৮৮	ইলা এবং বুধের একে অপরকে দেবা এবং বুধের ওই সকল নারীদের কিংপুরুষী নাম দিয়ে পর্বতের ওপর স্বাকার জন্য আদেশ....	৯১৭
৭৬	শ্রীরামের দ্বারা শঙ্কু বধ, দেবগণের দ্বারা তাঁর প্রশংসা, অগস্ত্যম্রমে অগস্ত্য দ্বারা তাঁর সংকার এবং আতৃষণ দান.....	৮৯৪	৮৯	বুধ ও ইলার সমাগম এবং পুষ্করবার উৎপত্তি	৯১৯
৭৭	মহর্ষি শ্রীঅগস্ত্যের এক স্বর্গীয় পুরুষের শব- ভক্ষণের প্রসঙ্গ শোনানো.....	৮৯৮	৯০	অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইলার পুরুষের প্রাপ্তি...	৯২১
৭৮	রাজা শ্বেতের শ্রীঅগস্ত্যকে তাঁর ঘৃণ্য আহার প্রাপ্তির কারণ জানাতে গিয়ে শ্রীব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর বার্তা উপস্থিত করা এবং মহর্ষি অগস্ত্যকে দিবা অলংকার দান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া.....	৮৯৯	৯১	শ্রীরামের আদেশে অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রস্তুতি	৯২৩
৭৯	ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা দণ্ডের রাজ্যের বর্ণনা .....	৯০২	৯২	শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞের দানাদির বৈশিষ্ট্য...	৯২৫
৮০	রাজা দণ্ডের ভাগব-কন্যাকে বলাৎকার.....	৯০৩	৯৩	শ্রীরামের যজ্ঞে মহর্ষি বাণ্মীকির আগমন এবং রামায়ণগানের জন্য তাঁর কুশ ও লবকে আদেশ.....	৯২৬
৮১	শুক্রের অভিষাপে সপরিবার রাজা দণ্ড এবং তাঁর রাজ্যের বিনাশ.....	৯০৫	৯৪	লব ও কুশের রামায়ণ-কাব্য গান এবং পরিপূর্ণ সভায় শ্রীরামের সেই গান শ্রবণ করা	৯২৮
৮২	শ্রীরামের অগস্ত্য-আশ্রম থেকে অযোধ্যাপুরী ফেরা.....	৯০৬	৯৫	শ্রীরামের সীতার কাছে তাঁর শুদ্ধতা প্রমাণিত করাবার চিন্তা-ভাবনা.....	৯৩০
৮৩	ভরতের কথায় শ্রীরামের রাজসূয়-যজ্ঞ করার চিন্তা থেকে নিবৃত্ত হওয়া.....	৯০৮	৯৬	মহর্ষি বাণ্মীকি দ্বারা সীতার শুদ্ধতা সমর্থন ...	৯৩২
৮৪	লক্ষ্মণের দ্বারা অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রস্তাব, ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের প্রসঙ্গ শোনানো, বৃত্রাসুরের তপস্যা এবং ইন্দ্রের ভগবান বিষ্ণুকে বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য অনুরোধ.....	৯১০	৯৭	সীতার শপথ ও রসাতলে প্রবেশ.....	৯৩৪
৮৫	ভগবান বিষ্ণুর তেজ ইন্দ্রে ও বজ্র ইত্যাদিতে প্রবেশ করা, ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্রাসুরের বধ এবং ব্রহ্মহত্যার পাপে ইন্দ্রের অন্ধকারময় স্থানে গমন করা.....	৯১১	৯৮	সীতার জন্য শ্রীরামের দুঃখ, শ্রীব্রহ্মার তাঁকে বোঝানো এবং উত্তরকাণ্ডের বাকী অংশ শোনার জন্য প্রেরণা-দান.....	৯৩৬
৮৬	ইন্দ্রবিহীন জগতে অশান্তি এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা		৯৯	সীতার রসাতল-প্রবেশের পর শ্রীরামের জীবন চর্যা, রামরাজ্যের স্থিতি এবং মাতৃগণের পরলোক-গমন আদির বর্ণনা.....	৯৩৮
			১০০	কেকয়দেশ থেকে ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যের উপহার নিয়ে আসা এবং তাঁর সন্দেশ অনুসারে কুমারগণসহ ভরতের গন্ধর্বদেশে আক্রমণের জন্য প্রস্থান করা.....	৯৪০
			১০১	ভরতের গন্ধর্বদের ওপর আক্রমণ এবং তাদের সংহার করে সেখানে দুটি সুন্দর নগর স্থাপন করে নিজ দুই পুত্রকে সমর্পণ করা এবং অযোধ্যায় ফিরে আসা.....	৯৪২
			১০২	শ্রীরামের নির্দেশে ভরত ও লক্ষ্মণ কর্তৃক কুমার অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুকে কারুপথ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নিয়োগ করা.....	৯৪৩



অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১০৩-	শ্রীরামের কাছে কালের আগমন এবং একটি কঠোর শর্তেব সঙ্গে তাঁর সাথে বার্তালাপের জন্য প্রস্তুত হওয়া.....	৯৪৫		নিয়ে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা এবং কুশ ও লবের রাজ্যাভিষেক করা.....	৯৫১
১০৪-	শ্রীরামচন্দ্রকে কালের শ্রীত্রক্ষার সংবাদ শোনানো এবং শ্রীরামের তা স্বীকার করা.....	৯৪৬	১০৮-	ভ্রাতাগণ, সুগ্ৰীব ইত্যাদি বানর এবং তল্লুকদের সঙ্গে শ্রীরামের পরমধামে যাওয়া স্থির করা এবং বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে এই পৃথিবীতে থাকার আদেশ করা	৯৫২
১০৫-	দুর্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণের নিয়ম ভঙ্গ করে শ্রীরামের কাছে তাঁর আগমনের সংবাদ দিতে যাওয়া, শ্রীরামের দুর্বাসা মুনিকে আহ্বার করানো এবং তাঁর যাওয়ার পরে লক্ষ্মণের জন্য চিন্তিত হওয়া.....	৯৪৮	১০৯-	পরমধামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত শ্রীরামের সঙ্গে সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের গমন.....	৯৫৫
১০৬-	শ্রীরামের দ্বাৰা তান্ত্র হয়ে লক্ষ্মণের সশরীরে স্বর্গগমন.....	৯৪৯	১১০-	ভ্রাতাদের সঙ্গে শ্রীরামের বিষ্ণুস্বরূপে প্রবেশ এবং সঙ্গে আগত সব লোকের সম্মানক-লোক প্রাপ্তি.....	৯৫৭
১০৭-	শ্রীবশিষ্ঠের কথায় শ্রীরামের পুরবাসীদের সঙ্গে		১১১-	রামায়ণ-কাব্যের উপসংহার এবং তাঁর মহিমা.....	৯৫৯

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যং নমঃ ॥

## শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ

সুন্দরকাণ্ড

প্রথমঃ সর্গঃ (১)

শ্রীহনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, মৈনাক কর্তৃক তাঁকে সাগত জানানো, সুরসা বিজয়া এবং সিংহিকাকে বধ করে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে লঙ্কানগরীর শোভা দর্শন

ততো রাবণনীতায়্যাঃ সীতায়্যাঃ শত্রুকর্ষণঃ ।  
ইয়েষ পদমঘেষ্টুঃ চারণাচরিতে পথি ৷ ১

তদনন্তর শত্রুসংহারক শ্রীহনুমান রাবণকর্তৃক অপহৃত সীতার নিবাসস্থান অশ্বেষণের জন্য আকাশপথে গমনের কথা চিন্তা করলেন—যে আকাশপথে চারণগণ (দেবযোনি বিশেষ) বিচরণ করেন।

দুষ্করং নিম্প্রতিঘম্বং চিকীর্ষন্ কর্ম বানরঃ ।  
সমুদ্রশিরেস্ত্রীবো গবাং পতিরিবাবভৌ ৷ ২

শ্রীহনুমান কষ্টকর এবং অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকেই এই সুকঠিন কর্ম সম্পাদনে ইচ্ছুক হলেন। মন্তক এবং গ্রীবা সমুন্নত তিনি যেন বৃষের মতো শোভায়মান হচ্ছিলেন।

অথ বৈদূর্যবর্ণেষু শাশ্বলেষু মহাবলঃ ।  
ধীরঃ সলিলকয়েষু বিচচার যথাসুখম্ ৷ ৩

অনন্তর ধীর-স্বভাব মহাবলী শ্রীহনুমান বৈদূর্য-মণির এবং সমুদ্র জলরাশির মতো নীলাভ ঘাসের উপর সুখে বিচরণ করতে লাগলেন।

ধিজান্ বিভ্রাসয়ন্ ধীমানুরসা পাদপান্ হরন্ ।  
মৃগাংস্ত সুবহূন্ নিঘ্নন্ প্রবৃদ্ধ ইব কেসরী ৷ ৪

সে সময় (বুদ্ধিমান শ্রীহনুমান) পক্ষিকুলের ভয় সৃষ্টি করে এবং বৃক্ষঃস্থলের আঘাতে বৃক্ষসকল ধরাশায়ী করে, সুপ্রচুর বন্যজন্তুদের পদদলিত করে বিশাল সিংহের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

নীললোহিতমাজ্জিষ্টপদ্মবর্ণৈঃ সিতাসিতৈঃ ।  
স্বভাবসিদ্ধৈর্বিমলৈর্ধাতুভিঃ সমলকৃতম্ ৷ ৫

ওই পাহাড়ের তলদেশ মঞ্জুল নীল, লোহিত এবং শ্বেত ও শ্যাম পদ্মরাগের বর্ণালীযুক্ত পর্বত-জাত নির্মল ধাতুসকলে সুসজ্জিত ছিল।

কামরূপিভিরাবিষ্টমভীক্ষুং সপরিচ্ছেদৈঃ ।  
যক্ষকিন্নরগন্ধার্বৈর্দেবকল্পৈঃ সপন্নগৈঃ ৷ ৬

স্বেচ্ছানুসারে রূপধারণে সক্ষম, দেবোপন্ন যক্ষ, কিন্নর, গন্ধার্ব ও নাগ ওই পর্বতে নিরন্তর সপরিবারে বসবাস করতেন।

স তস্যা গিরিবর্যসা তলে নাগবরায়ুতে ।  
তিষ্ঠন্ কপিবরস্তত্র হ্রদে নাগ ইবাবভৌ ৷ ৭

সেই কপিবর শ্রীহনুমান গজরাজবহুল ওই পর্বতের পাবর্ত্য হ্রদের সমতলে স্থিত বিশালকায় দণ্ডায়মান হাতির মতো শোভিত হচ্ছিলেন।

স সূর্যায় মহেন্দ্রায় শবনায় স্বয়ম্ভুবে ।  
ভূতেভ্যশ্চাঞ্জলিং কৃদ্ধা চকার গমনে মতিম্ ৷ ৮

তিনি সূর্য, ইন্দ্র, পবন, ব্রহ্মা এবং (দেবযোনি বিশেষ) ভূতগণকে কৃতাঞ্জলি প্রণামপূর্বক (সমুদ্রের) ওপারে যাওয়া হির কবলেন।

অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখং কূর্বন্ পবনায়াক্ষয়োনেয়ৈঃ ।  
ততো হি ববৃধে গম্বঃ দক্ষিণো দক্ষিণাং দিশম্ ৷ ৯

পুনরায় পূর্বাভিমুখে নিজ পিতা পবনদেবকে প্রণাম

করে সরলস্বভাব শ্রীহনুমান দক্ষিণ দিকে গমনের জন্য নিজ শরীরকে বর্জিত করতে লাগলেন।

প্রবণপ্রবরৈর্দৃষ্টঃ প্রবনে কৃতনিশ্চয়ঃ।

ববুধে রামবৃদ্ধার্থঃ সমুদ্র ইব পর্বসু॥ ১০

বড় বড় বানবেবা দেখলেন যে, সমুদ্রে পূর্ণিমা তিথিতে যেমন জোয়ার আসে তেমনি সমুদ্র-জলমানে কৃত নিশ্চয় শ্রীহনুমান শ্রীরামের কার্য-সিদ্ধির জন্য শরীরে বাড়তে লাগলেন।

নিম্প্রমাণশরীরঃ সৌমিলজ্যমিসুরণবম্।

বাহুভ্যাং পীড়য়ামাস চরণভ্যাং চ পর্বতম্॥ ১১

সমুদ্র জলমানে ইচ্ছুক তিনি নিজ শরীরকে অপরিমিতভাবে বাড়িয়ে তুললেন এবং নিজের দুই বাহু ও চরণদ্বয়ের দ্বারা পর্বতকে চাপ দিতে লাগলেন।

স চালাচলশাশ্ব মুহূর্তং কপিপীড়িতঃ।

তরুণাং পুষ্পিতপ্রাণাং সর্বং পুষ্পমশাতয়ৎ॥ ১২

শ্রীহনুমানের চাপে সেই পর্বত নিমেষে কঁপে উঠল ও দুদণ্ড পর্যন্ত দুলতে লাগল। পর্বতস্থ তরুজির শাখার পুষ্পিত অগ্রভাগ থেকে সকল ফুলদল ঝড়ে পড়ল।

তেন পাদপমুভেন পুষ্পৌঘেণ সুগন্ধিনা

সর্বতঃ সংবৃতঃ শৈলো বভৌ পুষ্পময়ো যথা॥ ১৩

বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া সুগন্ধ পুষ্পরাশি দ্বারা চতুর্দিকে আচ্ছাদিত সেই পর্বত পুষ্পনির্মিত বলে মনে হতে লাগল।

তেন চোত্তমবীর্যেণ পীড়য়ামাস স পর্বতঃ

সলিলং সম্প্রসূত্রাব মদমন্ত ইব দ্বিপঃ॥ ১৪

মহাপরাক্রমশালী শ্রীহনুমানের চাপে মহেন্দ্র পর্বত জলস্রোত মোচন করতে লাগল, মনে হল যেন মদমন্ত গজরাজ নিজের কুণ্ডল থেকে মদদ্বারা স্ফরণ করছে।

পীড়য়ামাস্ত বসিনা মহেন্দ্রেন পর্বতঃ।

রীতীর্নিবর্তয়ামাস কাঞ্চনাজনরাজতীঃ॥ ১৫

বলবান পবনকুমারের ভারে পিষ্ট মহেন্দ্রগিরি স্বর্ণালী ও কৃষ্ণবর্ণের জলস্রোত প্রবাহিত করতে লাগল।

মুমোচ চ শিলাঃ শৈলো বিশালাঃ সমনঃশিলাঃ।

মধ্যমেনার্চিষা জুষ্টো ধূমরাজীরিবানলঃ॥ ১৬

শুণু এটুকুই নয়, যেমন করে মধ্যম-শিখায়ুক্ত অগ্নি ধূম্রজাল সৃষ্টি করে, তেমনি সেই পাহাড় মনঃশিলা সহ বড় বড় শিলাখণ্ড স্থানচ্যুত করতে লাগল।

হরিণা পীড়য়ামেন পীড়য়ামানি সর্বতঃ।

গুহাবিষ্টানি সন্তানি বিনেদূর্নিকটৈঃ সর্বৈঃ॥ ১৭

শ্রীহনুমানকর্তৃক পর্বতপীড়নে পীড়িত হয়ে ওগা বসবাসকারী সমস্ত জীবকুল গুহাপ্রবিষ্ট হল এবং বিকৃত স্ববে ডাকতে লাগল।

স মহান্ সত্ত্বসন্ন্যাসঃ শৈলপীড়ানিমিত্তজঃ।

পৃথিবীঃ পুরয়ামাস দিশশ্চোপকনানি চ॥ ১৮

শৈলপীড়নে উৎপন্ন ওই সকল জীবজন্তুর বিশাল কোলাহল পৃথিবী, উপবন ও চতুর্দিক ভরিয়ে তুলল।

শিরোভিঃ পৃথুর্ভির্নাগা ব্যস্তস্বস্তিকলঙ্গণৈঃ।

বমস্তঃ পাবকং ঘোরং দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ॥ ১৯

স্বস্তিক চিহ্ন (সাপের ফণায় স্থিত নীলরেখা) পরিশুষ্ক বিশাল বিশাল ফণায় সর্পকুল তীব্র অগ্নি বমন করতে করতে দাঁত দিয়ে পার্বত্য শিলাখণ্ডগুলিকে দংশন করতে লাগল।

তাস্তদা সবিশৈর্দষ্টাঃ কুপিভৈর্দৈর্মহাশিলাঃ।

জঙ্ঘলুঃ পাবকোদীপ্তা বিভিদুশ্চ সহস্রশা॥ ২০

ক্রোধাঘ্রিত বিষধর সাপের দংশনে বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড এমনভাবে ঝলতে লাগল যে, মনে হল সেগুলিতে আগুন লেগেছে। এমতাবস্থায় শিলাগুলি সহস্র সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল।

যানি দ্বৌষধজালানি তন্মিজ্জাতানি পর্বতে।

বিষয়ান্যপি নাগানাং ন শেকুঃ শমিতুং বিষম্॥ ২১

সেই পর্বতে উৎপন্ন যে-সকল ঔষধির বিষ নষ্ট করার ক্ষমতা ছিল, সেগুলিও বিষধর সর্পদের বিষ প্রশমিত করতে পারল না।

ভিদ্যতেহয়ং গিরিভূতৈরিতি মত্বা তপস্বিনঃ।

ত্রস্তা বিদ্যাধরাস্তস্মাদুৎপেতঃ স্ত্রীগণৈঃ সহ॥ ২২

তখন পর্বতে বসবাসকারী তপস্বী ও বিদ্যাধরগণ ভাবলেন যে ওই পর্বত প্রেতাচার্য্য বণ্ড-বণ্ড করছে। অতএব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁরা পর্বত থেকে উখিত হয়ে নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত অন্তরীক্ষে চলে গেলেন।

পানভূমিগতং হিঙ্গা হৈমমাসবভাজনম্।

পাত্ৰাণি চ মহারহাণি করকাংশ্চ হিরণ্ময়ান্॥ ২৩

লেহ্যানুচাবচান্ ডঙ্কান্ মাংসানি বিবিধানি চ।

আর্যভাণি চ চর্মণি খড়্গাংশ্চ কনকংসরান্॥ ২৪

কৃতকণ্ঠগুণাঃ কীবা রক্তমালায়ানুলেপনাঃ।

রক্তাকাঃ পুষ্পরাক্ষাশ্চ গগনং প্রতিপেদিরে॥ ২৫



ওই পর্বতে বসবাসকারী মধু-মত্ত পদ্মলোচন  
বিদ্যাধরগণ রক্তরাগরঞ্জিত নেত্রে, কণ্ঠে মালা ও সর্পে  
চন্দন ধারণপূর্বক (ত্রস্ত হয়ে) (স্বীগণের সহিত) আকাশে  
প্রস্থান করলেন। প্রস্থান কালে, তাঁরা স্বর্ণনির্মিত আসব-  
পাত্র, বহুমূল্য বাসনাদি, সোনার কলস, বহুবিধ ব্যঞ্জন  
লেখ্য ও সুপ্রচুর খাদ্যবস্তু এবং বৃষভচর্ম নির্মিত ঢাল ও  
স্বর্ণময় হাতলযুক্ত তলোয়ার সেখানেই ফেলে রেখে  
গেলেন।

হারনূপুরকেম্বরপারিহার্যধরাঃ দ্বিযঃ।  
বিস্মিতাঃ সম্মিতান্তহুরাকাশে রমণৈঃ সহ॥ ২৬  
কণ্ঠে হার, পায়ে নূপুর, বাহুশিরে বাজুবন্দ ও হাতে  
বলয় পরিহিতা স্বীগণ বিস্মিতনেত্রে ও স্মিতবদনে  
প্রেমাম্পদদিগের সহিত আকাশে অবস্থান করতে  
লাগিলেন।

দর্শয়ন্তো মহাবিদ্যাং বিদ্যাধরমহর্ষয়ঃ।  
সহিতান্তহুরাকাশে বীক্ষাংচক্ষুশ্চ পর্বতম্॥ ২৭  
(আকাশে অবলম্বনহীনভাবে অবস্থান করার  
যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে) মহাবিদ্যা প্রদর্শনকারী বিদ্যাধর ও  
মহর্ষিগণ অন্তরীক্ষে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ওই পর্বতকে দেখতে  
লাগলেন।

শুভ্রবুশ্চ তদা শব্দমধীশাং ভাবিতান্বনাম্।  
চারণানাং চ সিদ্ধানাং হিতানাং বিমলেশ্বরে॥ ২৮  
তখন তাঁরা সেই নির্মল আকাশে বিচরণকারী পবিত্র  
হৃদয় চারণদের, সিদ্ধদের ও ঋষিগণের স্বর শুনে  
পেলেন।

এষ পর্বতসংকাশো হনুমান্ মাক্তান্তজ্ঞঃ।  
তিতীর্থতি মহাবেগঃ সমুদ্রং বরুণালয়ম্॥ ২৯  
পর্বত-সদৃশ, বায়ুর তুল্য বেগবান পবনপুত্র হনুমান  
বরুণালয় সমুদ্রের ওপারে যেতে ইচ্ছে করেছেন।  
রামার্থং বানরার্থং চ চিকীর্ষন্ কর্ম দুষ্টরম্।  
সমুদ্রস্য পরং পারং দুষ্প্রাপং প্রাপ্তুমিচ্ছতি॥ ৩০  
শ্রীরামচন্দ্রের ও বানরকুলের কার্যসিদ্ধিহেতু  
শ্রীহনুমান সমুদ্রের পরপারে যাওয়ার অত্যন্ত কঠিন কার্য  
সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক।

ইতি বিদ্যাধরা বাচঃ শ্রুত্বা তেষাং ভগবিনাম্।  
তমপ্রমেয়ং দদুঃ পর্বতে বানরবর্তম্॥ ৩১  
ভগবান্‌গণের একরূপ বাক্য শুনে বিদ্যাধরগণ বানর-

শিবোমগি অতুল বলবান শ্রীহনুমানকে পর্বতে দেব-  
পেলেন

দুধুবে চ স রোমাগি চকম্পে চানলোপমঃ।  
ননাদ চ মহানাদং সুমহানিব তোয়দঃ॥ ৩২  
(সেই সময়ে) শ্রীহনুমান অগ্নিতুল্য তেজস্বী প্রতিভাত  
হুচ্ছিলেন। তিনি তার দেহকে মৃদু মোচড় দিলেন, দেহস্থ  
রোমরাজি সবেগে ঝাঁকিয়ে দিলেন এবং তিনি ঘনঘোর  
মেঘের মতো উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করলেন।

আনুপূর্ব্যা চ বৃন্তং তন্মাজ্জলং রোমভিশ্চিতম্।  
উৎপতিষ্যন্ বিচিক্বেপ পক্ষিবাজ ইবোরগম্॥ ৩৩  
আকাশে উদ্ভয়নের পূর্বে শ্রীহনুমান তাঁর বক্রাকার  
এবং লোমপূর্ণ লাজুল এমনভাবে আকাশে উৎক্ষেপণ  
করলেন, যেন মনে হল পক্ষিবাজ গরুড় সর্পকুলকে  
আকাশে উৎক্ষেপণ করছেন।

তস্য লাজুলমাবিক্রমতিবেগস্য পৃষ্ঠতঃ।  
দদৃশে গরুড়েনেব ত্রিয়মাণো মহোরগঃ॥ ৩৪  
অত্যন্ত বেগশালী শ্রীহনুমানের পশ্চাতে ওই বক্রাকার  
লাজুল, গরুড় (পক্ষিবাজের) দ্বারা ত্রিয়মান বিশাল সর্পের  
নায় পরিদৃষ্ট হল।

বাহু সংজ্ঞয়ামাস মহাপরিঘসমিভৌ।  
আসসাদ কপিঃ কট্যাং চরণৌ সম্বুকোচ চ॥ ৩৫  
তিনি (হনুমান) বিশাল মুণ্ডরের মতো নিজের  
বাহুদ্বয়কে সজোরে পর্বতের গাত্রদেশে চেপে ধরলেন,  
উর্ধ্বাঙ্গকে কোমরের দিকে গুটিয়ে ধরে পদদ্বয় সংকুচিত  
করলেন।

সংহতা চ ভুজৌ শ্রীমাংস্তথৈব চ শিরোধরাম্।  
তেজঃ সত্ত্বং তথা বীৰ্যমাবিবেশ স বীৰ্যবান্॥ ৩৬  
বাহুযুগল এবং শ্রীবাদেশকে কুঞ্চিত করে ঐশ্বর্যময়  
(শ্রীহনুমান) তেজ, বল এবং পরাক্রম সঞ্চার করলেন।

মার্গমালোকয়ন্ দূরাদৃর্ষপ্রাণিহিতেক্ষণঃ।  
রুরোধ হৃদয়ে প্রাণানাকাশমবলোকয়ন্॥ ৩৭  
উপরের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে দূর থেকে আকাশে  
নিজের গন্তব্য স্থান অবলোকন করতে করতে তিনি হৃদয়ে  
বায়ু নিরুদ্ধ করলেন।

পঙ্যাং দৃঢ়মবস্থানং কৃদ্বা স কপিকুঞ্জরঃ।  
নিকৃচ্য কপৌ হনুমানুৎপতিষ্যন্ মহাবলঃ॥ ৩৮  
বানরান্ বানরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ।

কপিকুলে হস্তীর মতো পরাক্রমী ও বলবান শ্রীহনুমান  
পদ্মরে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মানপূর্বক এবং কর্ণযুগলকে  
সংকুচিত করতঃ বানরকুলকে এইরূপ বললেন—

যথা রাঘবনির্মুক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ ॥ ৩৯  
গচ্ছেৎ তব্দ গমিষ্যামি লক্ষ্যং রাবণশালিতাম্।

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বাৰা নিষ্কিপ্ত তীর যেমন কবে  
বায়ুবেগে গমন করে, তেমন কবেই আমি রাবণ শাসিত  
লক্ষ্যপূৰ্বীতে গমন করব।

নহি ভ্রক্ষ্যামি যদি তাং লক্ষ্যাং জনকায়াজাম্। ৪০  
অনেনৈব হি বেগেন গমিষ্যামি সুলালয়াম্।

যদি (সেই) জনক-দুহিতা সীতাকে লক্ষ্য-নগরীতে না  
দেখতে পাই, তাহলে এইরূপ বেগেই দেবলোকে যাত্রা  
করব।

যদি বা ত্রিদিবে সীতাং ন ভ্রক্ষ্যামি কৃতশ্রমঃ। ৪১  
বক্ষ্য্য রাক্ষসরাজানমানয়িষ্যামি রাবণম্।

একপ পবিত্রম করেও যদি স্বর্গলোকে সীতার দেখা  
না পাই, তবে রাক্ষসরাজ রাবণকে বক্ষন করে নিয়ে  
আসব।

সর্বথা কৃতকার্হোহহমেষ্যামি সহ সীতয়া। ৪২  
আনয়িষ্যামি বা লক্ষ্যং সমুৎপাটা সরাবণাম্।

সর্বপ্রকারে কৃতকার্য আমি সীতাকে নিয়ে আসব  
অথবা রাবণসহ লক্ষ্যপূরীকে উৎপাটিত করে তুলে আনব।

এবমুক্তা তু হনুমান্ বানরো বানরোত্তমঃ ॥ ৪৩  
উৎপাতাথ বেগেন বেগবানবিচারয়ন্।

সুপর্ণমিব চাক্ষানং মেনে স কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৪৪

এইরূপ বলে বেগবান বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান বাধা-  
বিহ্ন বিচার না করেই সবেগে আকাশের দিকে উঠে  
গেলেন। উৎপতনের সময় নিজেকে পক্ষীরাজ গরুড়ের  
মতোই মনে করলেন।

সমুৎপততি বেগাৎ তু বেগাৎ তে নগরোহিণঃ।

সংহত্যা বিটপান্ সর্বান্ সমুৎপেতুঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৫

মহাবলী শ্রীহনুমানের উৎপতনের বেগে আকর্ষিত  
হয়ে চতুর্দিক হতে (উন্মূলিত) পার্বত্য বৃক্ষসকল শাখা-  
প্রশাখাসহ সজোর (শ্রীহনুমানের সঙ্গে সঙ্গে) উড়ে চলল।  
স মন্তকোয়টিভকান্ পাদপান্ পুষ্পশালিনঃ।

উদ্বহনুগবেগেন জগাম নিমলোদ্বহরে ॥ ৪৬

তিনি মন্ত কোয়টি প্রভৃতি পক্ষিগণের আশ্রয়সহ

বৃক্ষসকলকে এবং বহুসংখ্যক পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজীকে  
প্রবল বেগবায়ু দ্বারা নির্মল আকাশে আকর্ষণপূর্বক সঙ্গে  
নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন।

উত্তবেগোথিতা বৃক্ষা মুহূর্তং কপিময়মুঃ।

প্রস্থিতং দীর্ঘমক্ষানং শ্ববদুমিব বাহুনাঃ ॥ ৪৭

যেমন করে দূরাগত বাহুবকে নিজের ডাই-বন্ধুগণ  
প্রত্যাগমনের পথে কিছুটা রাস্তা সঙ্গে গমন করেন,  
সেইরূপ প্রবল বেগে উথিত বৃক্ষসকল ক্ষণকাল মহাবলীর  
অনুসরণ করল।

তমুরুবেগোথিতাঃ সালাশ্চান্যো নগোত্তমাঃ।

অনুজগ্মুর্হনুমন্তং সৈন্যা ইব মহীপতিম্ ॥ ৪৮

সৈন্যসকল যেরূপ নৃপতিকে অনুগমন করে  
সেইরূপ সাল ও অন্যান্য বৃক্ষসকল মহাবলীর জল্লাবেগে  
উন্মূলিত হয়ে তাকে অনুসরণ করল।

সুপুষ্পিতাগ্রৈর্বহুভিঃ পাদপৈরধ্বিতঃ কপিঃ।

হনুমান্ পর্বতাকারো বভূবাত্তদর্শনঃ ॥ ৪৯

কপিবর শ্রীহনুমান পুষ্পপাশোভিত বহুপ্রকার  
বৃক্ষসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দেখতে অদ্ভুত এক  
পর্বতের মতো দেখাচ্ছিলেন।

সারবস্তোহথ যে বৃক্ষা ন্যমজ্জল্লবণাস্তসি।

ভয়াদিব মহেন্দ্রস্য পর্বতা বরুণালয়ে ॥ ৫০

অতঃপর ভারী বৃক্ষগুলি লবণাক্ত সমুদ্রে পড়ে ডুবে  
গেল, যেমন করে (পাখাযুক্ত) পর্বতরাজি ইন্দ্রের ভয়ে  
সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছিল।

স নানাকুসুমৈঃ কীর্ণঃ কপিঃ সাকুরকোরকৈঃ।

শুশুভে মেঘসংকাশঃ খদ্যোতৈরিব পর্বতঃ ॥ ৫১

মেঘসদৃশ সেই শ্রীহনুমান বহুবিধ পুষ্প, অক্ষুর ও  
কুঁড়িতে আবৃত হয়ে খদ্যোৎ পরিবেষ্টিত পর্বতের মতো  
শোভা পাচ্ছিলেন।

বিমুক্তান্তস্য বেগেন মুক্তা পুষ্পানি তে ক্রমাঃ।

বাবশীর্যন্ত সলিলে নিবৃত্তাঃ সুহৃদো যথা ॥ ৫২

সেই সমস্ত বৃক্ষসকল — যেগুলি মহাবলীর বেগ  
থেকে মুক্ত হচ্ছিল, তারা নিজ নিজ পুষ্পবর্ষণ করতে  
করতে সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছিল (মনে হচ্ছিল) যেন  
বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে অন্য বন্ধুরা ফিরে আসছিল।

লঘুহ্রেনোপপন্নং তদ্ বিচিত্রং সাগরেহপতৎ।

ক্রমাগাং বিবিধং পুষ্পং কপিবায়ুসমীরিতম্।



ভার্যচিতিবাক্যশঃ প্রবভৌ স মহার্ণবঃ ॥ ৫৩

লঘুত্ব হেতুঃ বৃক্ষসমূহ হতে পতিত বিচিত্র বর্ণের  
পুষ্পপদল মহাবলীর বেগোত্তিত বায়ুতে গতিময় হয়ে সমুদ্রে  
ধরতে লাগল। সমুদ্রে (ভাসমান) পাপড়িগুলি তারকাখচিত  
আকাশের মতো শোভা পাচ্ছিল।

পুষ্পপৌষ্পে সুগন্ধেন নানাবর্ণেন বানরঃ  
বভৌ মেঘ ইবোদ্যান বৈ বিদ্যুৎপরিভূষিতঃ ॥ ৫৪

অনেক রঙের সুগন্ধিত পুষ্পরাশির দ্বারা উপলক্ষিত  
কপিবর শ্রীহনুমানকে যেন বিদ্যুৎ-সুশোভিত মেঘের ন্যায়  
মনে হতে লাগলেন।

তস্য বেগসমুত্তৃতঃ পুষ্পপঙ্কজায়মদৃশ্যত।  
ভার্যচিতিব রামাভিরুদিতাভিরিবানরম্ ॥ ৫৫

(শ্রীহনুমানের) গতিতে ঝরে পড়া ফুল-দলে  
সমুদ্রের জল, নয়নাভিরাম তারকাখচিত আকাশের ন্যায়  
দেখাচ্ছিল।

তস্যাহরগতো বাহু দদৃশাতে প্রসারিতৌ।  
পর্বতপ্রাদ্ বিনিক্ষিপ্তৌ পঞ্চস্যাবিব পন্নগৌ ॥ ৫৬

আকাশে প্রসারিত তাঁব দুটি বাহু যেন পর্বতশিখর  
থেকে বিনিক্ষিপ্ত পঞ্চমুখী দুটি সর্পের মতো দেখাচ্ছিল।

শিবম্ভিব বভৌ চাপি সৌর্মিজালং মহার্ণবম্  
পিপাসুরিব চাকাশং দদৃশে স মহাকপিঃ ॥ ৫৭

সেই সময় কপিবরকে (শ্রীহনুমানকে) মনে হতে  
লাগল যেন তিনি সৌর্মি সমুদ্রকে পান করতে করতে  
চলেছেন এবং পিপাসিত হয়ে আকাশকেও যেন পান  
করছেন।

তস্য বিদ্যুৎপ্রভাকারে বায়ুমার্গানুসারিণঃ।  
নয়নে বিপ্রকাশেতে পর্বতহাবিবানলৌ ॥ ৫৮

বায়ুমার্গে গতিশীল শ্রীহনুমানের বিদ্যুৎপ্রভ দুইটি  
নেত্র পর্বতস্থ দাবানলের মতো প্রকাশিত হতে লাগল।

পিঙ্গে পিঙ্গাক্ষমুখাস্য বৃহতী পরিমণ্ডলে।  
চক্ষুধী সম্প্রকাশেতে চন্দ্রসূর্য্যাবিব হিতৌ ॥ ৫৯

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের গোলাকার বড় বড় পিঙ্গল  
চোখ দুটি চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় বিভাসিত হচ্ছিল।

মুখং নাসিকয়া তস্য তপ্রয়া তপ্রমাবভৌ।  
সঙ্কায়্য সমভিস্পৃষ্টং যথা স্যাৎ সূর্যমণ্ডলম্ ॥ ৬০

সঙ্কায়্য সময় যেমন সূর্যমণ্ডল তপ্র-বর্ণ ধারণ করে,  
তেমনি (রক্তিম) লাল নাসিকায়ুক্ত তাঁর মুখমণ্ডল তামার রঙ

ধারণ কবেছিল।

লাঙ্গূলং চ সমানিকং প্রবমানস্য শোভতে।  
অঙ্গরে বায়ুপুত্রস্য শত্রুস্রজ ইবোচ্ছিতম্ ॥ ৬১

আকাশে ভাসমান (শ্রীহনুমানের) বর্জলাকার উচ্চ  
পুচ্ছ ইন্দ্রদেবের ধনজার মতো শোভা পাচ্ছিল।

লাঙ্গূলচক্রো হনুমান শত্রুদংষ্ট্রোহনিলান্ধজঃ।  
বারোচ্চত মহাপ্রাজঃ পরিবেষীভ ভান্ডরঃ ॥ ৬২

মহাপ্রাজ পবনপুত্র শ্রীহনুমানের শ্মশ্রু শুভ্র ছিল এবং  
পুচ্ছ বর্জলাকারে শোভিত ছিল। এইজন্য তিনি পরিধি  
পরিবৃত সূর্যমণ্ডলের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

স্মিতদেনশেনতিতাপ্রণ বরাজ স মহাকপিঃ।  
মহতা দারিতেনৈব জিরিগৈরিকখাতুনা ॥ ৬৩

কপিবর শ্রীহনুমানের কটিদেশের নিম্নভাগ অতিশয়  
তাপ্রবর্ণের (রক্তিম) ছিল। সেইজন্য তিনি বিদারিত গৈরিক  
ধাতুমুক্ত বিশাল পর্বতের মতো দৃশ্যমান হচ্ছিলেন।

তস্য বানরসিংহস্য প্রবমানস্য সাগরম্।  
কক্ষান্তরগতো বায়ুর্জীমূত ইব গর্জতি ॥ ৬৪

সমুদ্র পরপারে যাওয়ার সময় সেই বানরকেশরী  
শ্রীহনুমানের কক্ষি চ্যুত বায়ু মেঘগর্জনের মতো  
শোনাচ্ছিল।

খে যথা নিপতত্বাঙ্কা উত্তরান্ধাদ্ বিনিঃসূতা।  
দৃশ্যতে সানুবন্ধা চ তথা স কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৬৫

উপরিভাগ হতে প্রকট হয়ে আকাশে নিপতিত উষ্ণ  
সঞ্চরণকালে যেমন পরিলক্ষিত হয়, কপিকুঞ্জর পুচ্ছযুক্ত  
শ্রীহনুমান তেমনটি শোভিত হচ্ছিলেন।

পতৎপতঙ্গসংকাশো ব্যায়তঃ শুশুভে কপিঃ।  
প্রবৃদ্ধ ইব মাতঙ্গঃ কক্ষয়া বধ্যমানয়া ॥ ৬৬

সূর্যদেবের ন্যায় গতিশীল বিশালকায় শ্রীহনুমান  
(নিজ পুচ্ছের কারণে) রজ্জুদ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ বিশাল  
হস্তীর মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

উপরিষ্ঠাচ্ছরীরেণ চায়য়া চাবগাঢ়য়া।  
সাগরে মারুতাবিষ্টা নৌরিবাসীৎ তদা কপিঃ ॥ ৬৭

তাঁর শরীর সাগরের উপর দিয়ে ধাবমান কিন্তু তাঁর  
ছায়া সমুদ্রের জলে প্রতিবিম্বিত হতে লাগল। যেন তিনি  
এমন এক নৌকা যার তলদেশ জল স্পর্শ করেছে অথচ  
উপরিভাগের পালে বাতাস লেগেছে।

যং বং দেশং সমুদ্রস্য জগাম স মহাকপিঃ।



স তু তস্যাপ্রবেগেন সোয়াদ ইব লক্ষ্যতে॥ ৬৮  
কপিবর (আকাশে) সমুদ্রের যেই যেই অংশ দিয়ে  
যাচ্ছিলেন, তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেগবায়ুতে সমুদ্রের জল  
যেখানে-সেখানে উদ্ভাসের মতো উত্তাল দেখাচ্ছিল।

সাগরস্যোর্মিজালানামুরসা শৈলবর্ষগাম্  
অভিস্রুস্ত মহাবেগঃ পুপুব স মহাকপিঃ ৬৯  
মহা বেগবান কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান পর্বতের সমান  
উচ্চ সাগর তরঙ্গমালাকে যেন নিজের বক্ষদেশ দ্বারা বিচূর্ণ  
করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

কপিবাতচ বলবান্ মেঘবাতচ নির্গতঃ।  
সাগরং ভীমনির্ভাদং কম্পয়ামাসতুর্ভুজম্॥ ৭০  
কপিবর শ্রীহনুমানের শরীরাত্তিঘাতের বায়ুবেগ ও  
মেঘের ঘনঘটাৎ উৎপন্ন বায়ুপ্রবাহ করোলেমুখর সাগরকে  
কম্পমান করে তুলছিল।

বিকর্ষনুর্মিজালানি বৃহত্তি লবণাস্তসি।  
পুপুবে কপিশার্দুলো বিকিরন্তি রোদসী॥ ৭১  
সেই কপিশার্দূল নিজের প্রচণ্ড বেগে উঁচু উঁচু সাগর  
তরঙ্গগুলিকে আকর্ষণ করতে করতে এমনভাবে উড়ে  
যেতে লাগলেন যে ছল ও নভোতল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।  
মেরুম্পন্দরসংকাশানুদাতান্ সুমহার্ণবে।  
অতাক্রমবাহাবেগস্তরঙ্গান্ গগনমিবা॥ ৭২

মহা-সমুদ্রে মেরু ও মন্দার পর্বত সদৃশ সুউচ্চ  
তরঙ্গমালাকে যেন গণনা করতে করতে প্রবল বেগবান  
শ্রীহনুমান অগ্রসর হতে লাগলেন।

তস্য বেগসমুদঘুষ্টং জলং সজলদং তদা।  
অম্বরহং বিবব্রাজে শরদম্বিবাতিতম্॥ ৭৩

সেই সময়ে শ্রীহনুমানের প্রবল বেগে মথিত সাগর-  
জল আকাশস্থ হয়ে অর্থাৎ উর্ধ্বে উঠে যেন বিতত শরদ  
মেঘের মতো মনে হচ্ছিল।

তিমিনক্রম্যাঃ কূর্মা দৃশ্যন্তে বিবৃতান্দা।  
বজ্রাপকর্ষণেনেব শরীরানি শরীরিণাম্॥ ৭৪

সমুদ্রের জল অপসারিত হওয়ায় কুত্তীর, মৎস্য ও  
কূর্মাদি স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান হতে লাগল, যেমনটি আবরণ  
অপসৃত হলে প্রাণীদের দেহ পরিলক্ষিত হয়।

ক্রমমাণঃ সমীক্ষ্যথ ভূজগাঃ সাগরঙ্গমাঃ।  
ব্যোম্নি তং কপিশার্দুলং সুপর্ণমিব মেনিরে॥ ৭৫

সাগরে বিচরণশীল সর্পগুলি আকাশে গতিময়

কপিশার্দুলকে গরুড় পক্ষীর মতো মনে করল।

দশযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিশদ্যোজনমায়ত্য়া।  
হায়া বানরসিংহস্য জবে চারুতরাতনং॥ ৭৬  
কপি কেশরীর প্রস্থে দশযোজন ও দৈর্ঘ্যে ত্রি-  
যোজন বিস্তৃত ছায়া (দেহের প্রতিবিম্ব) তাঁর বেগের কারণে  
রমণীয় প্রতীত হচ্ছিল।

শ্বেতাশ্রঘনরাজীব বায়ুপুত্রানুগামিনী।  
তস্য সা শুশুভে হায়া পতিতা লবণাস্তসি ৭৭  
পবনপুত্রের অনুগামিনী সেই ছায়া সমুদ্রের জলে  
পতিত হয়ে শুভ্র মেঘরাশির মতো শোভা পাচ্ছিল।  
শুশুভে স মহাতেজা মহাকাযো মহাকপিঃ  
বায়ুমার্গে নিরালঙ্ঘ্যে পক্ষবানিব পর্বতঃ॥ ৭৮

মহা পরাক্রমশালী দীর্ঘদেহী কপিবর শ্রীহনুমান  
আকাশে অবলম্বনহীন অবস্থায় পক্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায়  
শোভা পাচ্ছিলেন।

যেনাসৌ যাতি বলবান্ বেগেন কপিকুঞ্জরঃ।  
ভেন মার্গেণ সহসা দ্রোণীকৃত ইবার্ণবঃ॥ ৭৯  
সেই বলবান কপিশ্রেষ্ঠ যেমন আকাশমার্গে নিক্ষিপ্ত  
হচ্ছিলেন, সেই সেই স্থানের সাগরের জল সহসা  
অপসারিত হওয়ায় যেন কটাহ অথবা নৌকার মতো গভীর  
হয়ে যাচ্ছিল।

আপাতে পক্ষিসত্ত্বানাং পক্ষিরাজ ইব ব্রজন্।  
হনুমান্ মেঘজালানি প্রকর্ষন্ মারুতো যথা॥ ৮০

উড়ন্ত পক্ষিকুলের মধ্যে উড্ডীন পক্ষীরাজ গরুড়  
হঠাৎ এসে পড়ার মতো করে শ্রীহনুমান বায়ুবেগে  
মেঘমালাকে আকর্ষণ করতে করতে এগিয়ে চললেন।

পাপুরারূপবর্ণানি নীলমঞ্জিষ্ঠকানি চ।  
কপিনাহংক্ৰম্যমাণানি মহাত্মানি চকাশিরে॥ ৮১

এইরূপে শ্বেত, অরুণ, নীল ও খয়েরি বর্ণের বড়  
বড় মেঘখণ্ড শ্রীহনুমানের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে অতিশয়  
শোভা পাচ্ছিল।

প্রবিশন্নব্রজালানি নিম্পতংচ পুনঃ পুনঃ।  
প্রচ্ছন্নচ প্রকাশচ চন্দ্রমা ইব দৃশ্যতে॥ ৮২  
বারবার মেঘরাজির মধ্যে প্রবেশ ও নিক্ষিপ্ত হতে  
হতে শ্রীহনুমান মেঘাচ্ছাদিত ও পুনরায় মেঘমুক্ত চন্দ্রমার  
মতো দেখাতে লাগলেন।

প্রবমানং তু তং দৃষ্ট্বা প্রবগং হরিতং তদা।

ববুভুজ্ঞে পুষ্পপাণি দেবগন্ধর্বচারণাঃ। ৮৩  
সেই সময় তীব্রগতিতে চলমান কপিববকে দেখে  
দেব, গন্ধর্ব ও চারুগণ তাঁর উপরে পুষ্পবৃষ্টি করতে  
লাগলেন।

ততাপ নহি তং সূর্যঃ প্রবলন্তঃ বানরেশ্বরম্।  
সিধেবে চ তদা বায়ু রামকার্যার্থসিদ্ধয়ে ৮৪  
তীব্র গতিতে ধাবমান বানররাজকে সূর্যদেব তাপিত  
করলেন না, বায়ুর কার্যসিদ্ধির জন্য পবনদেবও তাঁর  
সেবা করতে লাগলেন।

ঋষয়স্ত্রুবুশৈচনঃ প্রবমানঃ বিহায়সা।  
জগুচ্চ দেবগন্ধর্বাঃ প্রশংসস্তো বনৌকসম্। ৮৫

ঋষি ও মুনিগণ আকাশমার্গে গমনকারী বানরবীর  
শ্রীহনুমানের স্তুতি করতে লাগলেন এবং দেবতা ও  
গন্ধর্বগণ প্রশংসায় গান করতে লাগলেন।

নাগাস্ত তুষ্টুবুয়ক্ষা রক্ষাংসি বিবিধানি চ।  
প্রেক্ষ্য সর্বে কপিবরং সহসা বিগতক্রমম্। ৮৬

সেই কপিশ্রেষ্ঠকে সহসা অক্লান্তভাবে অগ্রসর হতে  
দেখে নাগ, যক্ষ ও নানা শ্রেণীর রাক্ষসগণ তাঁর স্তুতি  
করতে লাগল।

তস্মিন্ প্রবগশাদুলে প্রবমানে হনুমতি।  
ইক্ষাকুকুলমানার্থী চিত্রদ্যামাস সাগরঃ। ৮৭

যে সময়ে কপিকেশরী শ্রীহনুমান প্রবমান হয়ে সমুদ্র  
পার হচ্ছিলেন, তখন ইক্ষাকুকুলের সম্মানার্থে সাগর চিন্তা  
করলেন।

সাহায্যং বানরেভ্রস্যা যদি নাহং হনুমতঃ।  
করিষ্যামি ভবিষ্যামি সর্ববাচ্যো বিবক্ষ্যতাম্। ৮৮

‘যদি বানররাজ শ্রীহনুমানের সহায়তা না করি,  
তাহলে সকল বিবন্ধু লোকেদের কাছে আমি নিন্দনীয়  
হব।

অহমিষ্টাকুনাথেন সগরেন বিবর্ষিতঃ।  
ইক্ষাকুসচিবচায়ং তদ্বাহ্যতাবসাদিতুম্। ৮৯

‘আমাকে ইক্ষাকু বংশীয় মহারাজ সগর বিবর্ষিত  
করেছিলেন। এখন ইক্ষাকু বংশের বীর শ্রীরামচন্দ্রের  
সহায়তা করছেন শ্রীহনুমানও। অতএব এই যাত্রাপথে তাঁর  
কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

তথা ময়া বিধাতব্যং বিশ্রমেত যথা কপিঃ।  
শেষং চ ময়ি বিশ্রান্তঃ সুখী সোধতিতরিষ্যতি। ৯০

‘আমার এরূপ কোন ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে বানর  
বীর এখানে কিছুটা বিশ্রাম করে নিতে পাবেন। আমার  
আশ্রয়ে বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করে অবশিষ্ট ভাগটুকু তিনি  
সুখপূর্বক অতিক্রম করবেন।’

ইতি কৃত্বা মতিং সাধ্বীং সমুদ্রমুদয়মুদয়ম্।  
হিরণ্যানাভং মৈনাকমুবাচ গিরিসত্তমম্। ৯১

এভাবে শুভ চিন্তা করে সমুদ্র আপন বারিতে স্থিত  
প্রচ্ছন্ন গিরিশ্রেষ্ঠ স্বর্ণাভ মৈনাককে বললেন—

ভূমিহাসুরসঙ্ঘানাং দেবরাজা মহামুনা।  
পাতালনিলয়ানাং হি পরিষঃ সমিবেশিতঃ। ৯২

‘মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্র পাতালবাসী অসুবিধিগের  
নিষ্ক্রমণ পথে তোমাকে লৌহ মুসলের মতো স্থাপন  
করেছেন।

ত্বমেবাং জ্ঞাতবীৰ্য্যপাং পুনরোবাৎপতিষ্যতাম্।  
পাতালসাপ্রমেয়স্য দ্বারমাবৃত্য তিষ্ঠসি। ৯৩

‘এই অসুবিধিগের পরাক্রম সর্বত্র প্রসিদ্ধ। অসুবিধিগ  
পুনরায় পাতালপুরী থেকে উত্থিত হতে ইচ্ছুক। এজন্য,  
তুমি (হে পর্বত!) অতল পাতালপুরীর দ্বার বন্ধ করে উত্থিত  
হও।

তির্যগৃধ্বমধশৈব শক্তিস্তে শৈল বর্ষিতুম্।  
তস্মাৎ সঙ্কোদয়ামি ত্বামুত্তিষ্ঠ গিরিসত্তম। ৯৪

‘হে শৈল! উপরে, নীচে ও পাশাপাশি বর্ধিত  
হওয়ার শক্তি তোমার আছে। তাই, আমি তোমাকে আদেশ  
দিচ্ছি—হে গিরিশ্রেষ্ঠ! তুমি উপরের দিকে উত্থিত হও।

স এষ কপিশাদুলস্ত্বামুপযেতি বীৰ্যবান্।  
হনুমান্ রামকার্যার্থী ভীমকর্মা খমাপুতঃ। ৯৫

‘(দেখো) ! এই কপিকেশরী শ্রীহনুমান তোমার  
উপর দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের জন্য ভয়ংকর  
কাজে ব্যস্ত হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছেন।

অস্যা সাহ্যং ময়া কার্যমিষ্টাকুকুলবর্তিনঃ।  
মম ইক্ষাকবঃ পূজ্যঃ পরং পূজ্যতমাস্তব। ৯৬

‘এই ইক্ষাকুকুলোদ্ভব শ্রীরামচন্দ্রকে আমার সাহায্য  
করা উচিত। ইক্ষাকুবংশীয়গণ আমার পূজ্য, অতএব  
তোমারও পরম পূজ্য।’

কুরু সাচিবামশ্মাকং ন নঃ কার্যমতিক্রমেৎ।  
কর্তব্যমকৃতং কার্যং সত্যং মনুমুদীরয়েৎ। ৯৭

‘অতএব তুমি আমার সহায়তা করো। যেন



শ্রীহনুমানের সেবার্থে কতকগুলি সুবর্ণ নষ্ট না হয়, কতক কর্ম না করা হলে, তা সজ্জনের ক্ষেত্রেই কখন হয়।

সলিলানুসর্গমুখিতঃ ত্রিভুবৎ কপিবুধি।  
অম্বাকমতিথিধিব গুজাশ্চ প্রবতাং বরঃ। ১৮  
‘কল হুত উপরব দ্রুত হুত হও, যাতে তপেব তেমন উপর বিদ্রুম নিতে পাবেন। বানবশেই শ্রীহনুমান আমনের আশ্রয় এবং গুজাও।

চামীকবমহানাত দেবমজবসেবিত।  
হনুমন্তুরি বিশ্রাজতঃ শেষঃ গমিষ্যতি॥ ১৯  
‘এ সুবর্ণময় সেবার্থে অধুষিত বিশ্রাজ পর্বত ! শ্রীহনুমান তেমন উপর বিদ্রুম নিয়ে অবশিষ্ট পথ গমন করতে পারবেন।

কাকুৎস্থস্যানুশংসং চ মৈথিল্যাক বিবাসনম্।  
শ্রমঃ চ প্রবগেদ্রস্য সমীক্ষ্যোচ্চামহিসি॥ ২০০  
‘ককুৎস্থবংশীয় রামচন্দ্রের দয়াসূতা, পরদেশবাসিনী স্ত্রীর বিহীনতা এবং শ্রীহনুমানের পরিশ্রম বিবেচনা করে, তেমন অবশ্যই উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।’

হিরণ্যগর্ভো মৈনাকো নিশম্য লবণাশ্রুতঃ।  
উৎপাত্ত জলাৎ তূর্ণং মহাক্রমলতাবৃতঃ॥ ২০১  
বনস্পতি ও লতা আবৃত মৈনাক পর্বত লবণাশ্রুত সমুদ্রের কথা শুনে শীঘ্রই জল থেকে উদ্বিগ্ন হলেন।

স সাগরজলাং ভিদ্ভা বভূবাত্তুচ্ছিতকদা।  
যথা জলধরং ভিদ্ভা দীপ্তরশ্মির্দিবাকরঃ॥ ২০২  
মেঘের আবরণ ভেদ করে প্রখর সূর্য যেমন করে উদিত হন, তেমন সাগর খাবি ভেদ করে মৈনাক পর্বত অতি উজ্জ্বল হলেন।

স মহাক্ষা মুহূর্তেন পর্বতঃ সলিলাবৃতঃ।  
দর্শয়ামাস শৃঙ্গাণি সাগরেণ নিয়োজিতঃ॥ ২০৩  
সাগরের আচ্ছা পেয়ে জলমধ্যস্থিত সেই মহানুভব পর্বত মুহূর্তে নিজ শৃঙ্গগুলি প্রকট করলেন।

শাতকুটমগ্নৈঃ শৃঙ্গৈঃ সক্রিয়মহোরগৈঃ।  
আদিত্যোদয়সং কাশৈরুগ্নিখণ্ডিরিবাধরম্ ॥ ২০৪  
সেই সুবর্ণময় শৃঙ্গগুলি কিয়র ও বৃহৎ নাগকুল অধুষিত ছিল। সূর্যোদয়ের দীপ্তিসম্পন্ন এইগুলি ছিল আকাশচূড়ী।

তস্যা জাহ্ননৈঃ শৃঙ্গৈঃ পর্বতস্য সমুখিতৈঃ।

আকাশঃ শতসংকাশমভবৎ কাকনপ্রভঃ ১০৫  
উদ্বিগ্ন শৃঙ্গগুলির সূর্যপ্রভ তলেচবের মত  
নিকট আকাশ কাকনপ্রভ হয়ে উঠল।

জাতরূপমবৈঃ শৃঙ্গৈর্ভ্রাতমানৈর্নহাপ্রভৈঃ।  
আদিত্যশতসংকাশঃ সৌভবন্ পিরিনগমঃ॥ ১০৬  
সেই বিবিধরূপ স্বর্ণময় শৃঙ্গগুলির সতীশ্রম বিহীন  
আচ্ছা শতসূর্যের প্রভব মতো হয়ে উঠল।

সমুখিতমসকেন হনুমানপ্রভঃ হিতম্।  
মধ্যে লবণতোয়সা বিদ্রোহমমিতি নিশ্চিতঃ॥ ১০৭  
সহসা সাগর থেকে উদ্বিগ্ন পর্বতকে সমুদ্রে নেমে  
শ্রীহনুমান সেটিকে বিদ্রুপে বিবেচনা করলেন।

স তমুচ্ছিতমভ্যর্থঃ মহাবেগো মহাকপিঃ।  
উরসা পাতয়ামাস ভীনুতমিষ মাশ্রুতঃ॥ ১০৮  
বহু যেমন মেঘকে বণ্ড বণ্ড করে নেয়, তেমন প্রবল  
বেগবান কপিবর শ্রীহনুমান বুকের ধাক্কায় অত্যন্ত উচ্চতর  
বেগে ওটা শৃঙ্গগুলিকে ভেঙে ফেললেন।

স তদাসাদিতকেন কপিণা পর্বতোত্তমঃ।  
বুজ্জা তস্য হরোর্বগং জহর্ষ চ ননাদ চ॥ ১০৯  
সেই পর্বতপ্রস্থ, শ্রীহনুমান কর্তৃক কঠিন হস্তে তাঁর  
প্রবল বেগ অনুভব করতঃ (ফুৎপৎ) আনন্দিত হলেন ও  
আর্তনাদ করলেন।

তমাকাশগতং বীরমাকালে সমুদ্রহিতঃ।  
প্রীতো হুইমনা বাকমস্ত্রবীৎ পর্বতঃ কপিম্॥ ১১০  
মানুষ্য ধারয়ন্ রূপমাত্মনঃ শিবরে হিতঃ।  
প্রীত ও প্রসন্নচিত্ত মৈনাক পর্বত মানুষের রূপে  
শিবরে দণ্ডায়মান হয়ে আকাশগত বীর শ্রীহনুমানের নিকট  
এই বাক্যগুলি বলতে লাগলেন—

দুষ্টরং কৃতবান্ কর্ম ভ্রমিদং বানরোত্তম॥ ১১১  
নিশত্য মম শৃঙ্গেষু সুখং বিশ্রাম্য গমাতাম্।  
‘বানরোত্তম আপনি সমুদ্রের উপর দিয়ে উত্তীর্ণ  
হওয়ার মতো অসম্ভব কাজ করেছেন। এখন আমার শৃঙ্গের  
উপরে এসে সুখে বিশ্রাম করে যাত্রা করুন।

রাঘবস্য কুলে জাতৈরুদধিঃ পরিবর্ষিতঃ॥ ১১২  
স ত্বাং রামহিতে বৃজং প্রত্যচরতি সাগরঃ।  
‘শ্রীরঘুনাথের পূর্বপুরুষ সমুদ্রকে পবিত্রীকৃত  
করেছিলেন। সেই বারিধি সমুদ্র রাঘবের উপকারার্থে  
নিযুক্ত আপনার অর্চনা করতে চায়।



কৃত্যে চ প্রতিকর্ষনেন ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১১৩  
সোহরং তৎপ্রতিকারার্থী কৃত্যঃ সম্মানমর্হতি।

‘কেউ উপকার করলে, তার প্রতাপকার করা উচিত— এই হল সর্বকালীন নিয়ম। এই সাগর আপনার প্রতাপকার করতে চায়, সেজন্য সে আপনার কাছ থেকে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য।

হুম্মিমিস্তমনেনাহং বহমানাং প্রচোদিতঃ ॥ ১১৪  
বোজনাং শতং চাপি কপিবেদ খমাপ্রতঃ।

তব সানুযু বিশ্রান্তঃ শেখঃ প্রক্রমতামিতি ॥ ১১৫  
‘আপনার পবিচর্যাব জ্ঞান সাগর সম্মানে আমাকে

নিগুহ্য করে বলেছেন— ‘শ্রীহনুমান শতযোজন আকাশে উচ্চয়ন করেছেন; হে মৈনাক! তোমার শূঙ্গ বিশ্রাম নিয়ে তিনি বাকি গন্তব্য অতিক্রম করুন।’ অতএব হে বানরকুল-শ্রেষ্ঠ! আপনি আমার শূঙ্গ কিঙ্কর বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় যাত্রা করুন।

তিষ্ঠ স্বং হরিশার্দূল ময়ি বিশ্রম্য গম্যতাম্।  
তদিদং গন্ধবৎ স্বাদু কন্দমূলফলং বহু ॥ ১১৬  
তদাশ্বাদা হরিশ্রেষ্ঠ নিশ্রান্তোহথ গমিযাসি।

‘হে কপিবর! সেই কারণে, এখানে অনেক সুগন্ধি ও সুস্বাদু অনেক কন্দ, মূল ও ফল রাখা আছে। সেগুলির আপ্যাদ গ্রহণপূর্বক বিশ্রাম করে গন্তব্যে যাত্রা করুন। অশ্মাকমপি সখ্যকঃ কপিমুখ্য ভ্রম্যন্তি বৈ।

প্রখ্যাতদ্বিষু লোকেষু মহাশূপরিগ্রহঃ ॥ ১১৭  
‘কপিবর! আপনার সঙ্গে আমারও একপ্রকার সম্পর্ক আছে। আপনি ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত ও গুণগ্রাহী।

বেগবন্তঃ প্রবন্তো যে প্রবগা মারুতাস্বজ।  
তেষাং মুখ্যতমং মন্যে ভ্রামহং কপিকুঞ্জর ॥ ১১৮

‘কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন! বেগবান ও উল্লসফলকম বানরকুলের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ।

অতিথিঃ কিম পূজার্থঃ প্রাক্তোহপি বিজানতা।  
ধর্মঃ জিহ্বাসমানেন কিং পুনর্যাদৃশো ভবান্ ॥ ১১৯

‘ধর্মজিহ্বাসু প্রাপ্ত মানুষের কাছে একজন সাধারণ অতিথিও পূজা, আপনার মতো অতিথি সম্পর্কে আর কী কথা।

স্বং হি দেববরিস্তস্য মারুতস্য মহাশ্বনঃ।  
পৃথক্‌সোব বেগেন সদৃশঃ কপিকুঞ্জর ॥ ১২০

‘কপিশ্রেষ্ঠ! আপনি দেবশিরোমণি মহাশ্বা বায়ুর পুত্র এবং বেগবতায় পবনদেবের সমান।

পূজিতে দ্বয়ি ধর্মজ্ঞে পূজাং প্রাপ্যোতি মারুতঃ।  
তস্মাৎ স্বং পূজনীয়ো মে শূনু চাপাত কারণম্ ॥ ১২১

‘হে শ্রীহনুমান! আপনি ধর্মবিদ। আপনার পূজায় বায়ুদেবও পূজা পান। সেইজন্য আপনি আমার পূজার্থ, অবশ্য আপনাকে পূজা করার অন্য কারণও আছে, সেগুলি শ্রবণ করুন—

পূর্বং কৃত্যুগে তাত পর্বতাঃ পক্ষিপোহভবন্।  
তেহপি জম্বুর্দিশঃ সর্বা গরুড়া ইব বেগিনঃ ॥ ১২২

‘পূর্বে (সত্যযুগে) পর্বতগুলিও পক্ষযুক্ত ছিল। (পক্ষীরাজ) গরুড়ের মতো বেগবান হয়ে তারাও দিকে দিকে উড়ে বেড়াত।

ততস্তেষু প্রযাতেষু দেবসম্বাঃ সহস্রিভিঃ।  
ভূতানি চ ভয়ং জম্বুস্তেবাং পতনশঙ্কয়া ॥ ১২৩

‘এইপ্রকার যাতায়াতে দেবকুল, ঋষিকুল ও প্রাণিগণ সেগুলির পতনের আশঙ্কায় ভয় পেয়ে গেলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্বতানাং শতক্রতুঃ।  
পক্ষাঃ চিচ্ছেদ বজ্রেন ততঃ শতসহস্রাং ॥ ১২৪

‘সেহেতু ক্রুদ্ধ শতক্রতু ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা শতসহস্র পর্বতের পক্ষ শাসন করলেন।

স মামুপগতঃ ক্রুদ্ধো বজ্রমুদাম্য দেবরাট্।  
ততোহহং সহসা ক্ষিপ্তঃ শ্বসনেন মহাশ্বনা ॥ ১২৫

‘সেইসময় বজ্র উদ্যত করে দেবরাজ ইন্দ্র আমার দিকে ধাবিত হলে মহাশ্বা পবনদেব আমাকে নিক্ষেপ করেছিলেন।

অশ্মিন্নবণতোয়ে চ প্রক্ষিপ্তঃ প্রবগোত্তম।  
গুপ্তপক্ষঃ সমগ্রশ্চ তব পিত্রাভিরক্ষিতঃ ॥ ১২৬

‘বানরশ্রেষ্ঠ! আপনার পিতৃদেব আমাকে লবণাপুরাণিতে নিক্ষেপ করে আমার পক্ষগুলি রক্ষা করেছেন এবং আমি সর্বান্তে সুরক্ষিত আছি।

ততোহহং মানয়ামি স্বাং মানোহসি মম মারুতঃ।  
দ্বয়া মনৈব সখ্যকঃ কপিমুখ্য মহাশূপঃ ॥ ১২৭

‘পবননন্দন! কপিশ্রেষ্ঠ! এইজন্য আমি আপনার সম্মান করি, আপনি আমার মাননীয়। অতিশয় গুণসম্পন্ন হওয়ায় আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক।

অশ্মিন্নেবসন্তে কার্বে সাগরস্য মনৈব চ।  
প্ৰীতিঃ প্ৰীতমনাঃ কর্তুং ইমহীসি মহামতে ॥ ১২৮

‘মহামতি! আপনি এই প্রকারের মহান কার্বে

প্রসন্নচিত্ত সাগরের ও আমার প্রীতি উৎপাদন করুন

শ্রমঃ মোক্ষয় পূজাঃ চ গৃহাণ হরিসত্তম।

প্রীতিঃ চ মম যানাস্য প্রীতোহস্মি তব দর্শনাৎ ॥ ১২৯

‘কপিশ্রেষ্ঠ! আপনি ক্লান্তি বিনোদন করুন আমার পূজা ও প্রেমভক্তি গ্রহণ করুন। মাননীয়! আপনার সাক্ষাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি।’

এবমুক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠঃ নগোত্তমমব্রবীৎ।

প্রীতোহস্মি কৃতমতিথাঃ মন্যরেষোহপনীয়তাম্ ॥ ১৩০

এইভাবে সজ্জীত হয়ে বানরশিরোমণি মৈনাককে বললেন—‘আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমিও প্রসন্ন হইয়াছি। আমার অতিথি সংকারও পূর্ণ হল। অতএব আপনার দুঃখ অথবা চিন্তা দূর হোক।’

তুর্যে কাষিকালো মে অহশচাপ্যতিবর্ততে

প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা ন হ্যতব্যমিহাতুরা ॥ ১৩১

‘কালের সময়কাল বয়ে যাচ্ছে, বানরকুলের কাছে কালের মাঝে কোথাও থামব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।’

ইতুজ্ঞা পানিনা শৈলমালভা হরিপুঙ্গবঃ।

জগামাকাশমাবিশ্য বীর্যবান্ প্রহসন্নিব ॥ ১৩২

এইরূপ বলে মহাবলী বানর শিরোমণি শ্রীহনুমান যেন হাসতে হাসতে মৈনাককে আপন হাতে স্পর্শ করলেন এবং আকাশে উঠে এগোতে লাগলেন।

স পর্বতসমুদ্রাভ্যাং বহমানাদবেক্ষিতঃ।

শুভিতশ্চোপশম্যভিরাশীর্ভির্ভিনন্দিতঃ ॥ ১৩৩

পর্বত ও সমুদ্র—উভয়েই অতিশয় সম্মানপূর্বক তাকে অবলোকন করলেন। যথোচিতভাবে তাঁকে পূজা করলেন এবং আশীর্বচনে অভিনন্দিত করলেন।

অথোৎসর্গঃ পূরমাগত্য হিহ্না শৈলমহার্গবৌ।

শিতঃ শহানমাসাদ্য জগাম বিমলেহম্বরে ॥ ১৩৪

এইভাবে পাহাড় ও সমুদ্রকে ছাড়িয়ে শ্রীহনুমান অতি উচ্চে গিয়ে বায়ুমার্গে নির্মল আকাশে চলতে লাগলেন।

ভূয়শ্চোৎসর্গঃ গতিং প্রাপ্য গিরিঃ তমবলোকয়ন্।

বায়ুসূর্নুরীলালয়ো জগাম কপিকুঞ্জরঃ ॥ ১৩৫

পুনরায় আরও উর্ধ্বগতি নিয়ে পর্বতকে অবলোকন করতে করতে কপিশ্রেষ্ঠ পবনপুত্র শ্রীহনুমান আকাশপথে অগ্রসর হতে লাগলেন।

তদ্ বিতীয়ং হনুমতো দৃষ্টা কর্ম সুদুষ্করম্।

প্রশংসুঃ সুরাঃ সর্বে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৩৬

দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ শ্রীহনুমানের দ্রষ্টব্য

দুঃসাধ্য কাজ দেখে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

দেবতাশ্চাভবন্ হৃষ্টাশ্চত্রহাস্তসা কর্মণা।

কাঞ্চনসা সুনাস্তসা সহস্রাক্ষচ বাসবঃ ॥ ১৩৭

আকাশস্থ দেবতাগণ ও সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সুন্দর কটিদেশগুরু সুবর্ণময় মৈনাক পর্বতের সেই কর্মে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

উষাচ বচনং ধীমান্ পরিতোষাৎ সগদগদম্।

সুনাস্তং পর্বতশ্রেষ্ঠং স্বয়মেব শচীপতিঃ ॥ ১৩৮

সেই সময় বুদ্ধিমান শচীপতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে

পর্বতশ্রেষ্ঠ সুনাস্ত মৈনাককে গদগদ বাক্যে বললেন—

হিরণ্যানাভ শৈলোজ্জ পরিতুটোহস্মি তে ভূশম্।

অভয়ং তে প্রথচ্ছামি গচ্ছ সৌমা যথাসুখম্ ॥ ১৩৯

‘হে সুবর্ণময় শৈলরাজ মৈনাক! আমি তোমাকে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। সৌমা! তোমাকে অভয় দান করছি,

তুমি আপন খুশিতে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে।

সাহায্য কৃতং তে সুমহদ্ বিশ্রান্তস্য হনুমতঃ।

ক্রমতো যোজনশতং নির্ভয়স্য ভয়ে সতি ॥ ১৪০

‘শ্রীহনুমানের শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনকালে

হনুমানের মনে কোনও ভয় নেই, তবু আমাদের শঙ্কা যেন

কি হয়, কি হয়! (এমতাবস্থায়) তাঁকে বিশ্রামের অবসর

দিয়ে তুমি অনেক সাহায্য করবে।

গ্রামসৌম্য হিতায়ৈব য়াতি দাশরথ্যেঃ কপিঃ।

সংক্রিয়াৎ কুব্জতা শক্ত্যা তোষিতোহস্মি দৃঢ়ং স্বয়া ॥ ১৪১

‘এই বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান দশরথনন্দন রামচন্দ্রের

সহায়তার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁকে যথাশক্তি সমাদর

করায়, আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।’

স তৎ প্রহর্ষমলভদ্ বিশূলং পর্বতোত্তমঃ।

দেবতানাং পতিং দৃষ্টা পরিতুষ্টঃ শতক্রতুঃ ॥ ১৪২

দেবরাজ শতক্রতু ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট দেখে পর্বতশ্রেষ্ঠ

মৈনাক অতিশয় আনন্দিত হলেন।

স বৈ দম্ববরঃ শৈলো বভূবাবহিতত্তদা।

হনুমাংশ্চ মুহূর্তেন ব্যতিচক্রাম সাগরম্ ॥ ১৪৩

তখন সেই পর্বত ইন্দ্রের বর পেয়ে সাগর জলে স্থিত

হয়ে গেলেন এবং শ্রীহনুমানও মুহূর্তমধ্যে সাগরের সেই

অংশ অতিক্রম করলেন।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।



অরুণং সূর্যসংকাশাং সুরসাং নাগমাতরম্ ॥ ১৪৪  
তারপদং দেবগণং সিদ্ধগণং এবং ক্ষয়িণং,  
গর্ভবকুলের সঙ্গে একত্রে সূর্যের মতো তেজস্বিনী নাগমাতা  
সুরসাকে বললেন—

অয়ং বাতাস্ত্যঃ শ্রীমান্ প্রবতে সাগরোপরি ।  
হনুমান্ নাম তস্য জ্বং মুহূর্তং বিঘ্নমাচর ॥ ১৪৫  
'এই পবনপুত্র শ্রীমান হনুমান সাগরের উপর দিয়ে  
উড়ে যাচ্ছেন। আপনি (নাগমাতা) ক্ষণকাল তাঁর যাত্রাপথে  
বিঘ্ন ঘটান।

রাক্ষসং রূপমাহ্বায় সুঘোরং পর্বতোপমম্ ।  
দংষ্ট্রাকরাণং পিঙ্গাকং বক্রং কৃদ্ধা নভঃস্পৃশম্ ॥ ১৪৬

'আপনি পর্বতপ্রমাণ ভয়ংকর রাক্ষসীর রূপ ধারণ  
করুন — যার আকৃতি যেন বিকটদন্তযুক্ত, আকাশচুম্বী  
মুখমণ্ডল ও নীলহবিং মিশ্রিত চক্ৰদ্বয় সমন্বিত হয়।

বলমিচ্ছামহে জাতং ভূযশ্চাস্য পশ্যত্ৰমম্ ।  
জ্বাং বিজ্ঞেযাত্যুপায়েন বিষাদং বা গমিষ্যতি ॥ ১৪৭

'আমরা পুনরায় শ্রীহনুমানের শক্তি ও বীরত্বের  
পরীক্ষা নিতে ইচ্ছুক। হয়ত তিনি কোনও উপায়ে আপনাকে  
জয় করবেন অথবা বিষয় অবস্থা প্রাপ্ত হবেন।'

এবমুক্তা তু সা দেবী দৈবভৈরভিসংকৃতা ।  
সমুদ্রমধ্যে সুরসা বিম্রতী রাক্ষসং বপুঃ ॥ ১৪৮  
বিকৃতং চ বিরূপং চ সর্বসা চ ভয়াবহম্ ।

প্রবমানং হনুমন্তমাবৃত্যদমুবাচ হ ॥ ১৪৯

দেবতাগণের দ্বারা সমাদৃত ও অভিহিতা হয়ে  
সমুদ্রমধ্যে সুরসা বিকৃত, কুংসিং ও সকলের পক্ষে  
ভয়ংকর রাক্ষসী শরীর ধারণ করে সমুদ্রের উপর দিয়ে  
গতিশীল শ্রীহনুমানের পথ আগলে এই কথা বললেন—

মম ভক্ষ্যঃ প্রদিস্তৃতমীশ্বরৈর্বানরর্ষভ ।

অহং জ্বাং ভক্ষয়িষ্যামি প্রবিশেদং মমাননম্ ॥ ১৫০

'হে কপিশ্রেষ্ঠ ! দেব ও ঈশ্বর তোমাকে আমার  
পাদরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। আমার এই মুখে তুমি প্রবেশ  
করো, আমি তোমাকে ভক্ষণ করব।

বরং এষ পুরা দন্তো মম ধাত্রেতি সঙ্করা ।

ব্যাদায় বক্রং বিপুলং হিতা সা মাক্রতেঃ পুরঃ ॥ ১৫১

'পূর্বে ব্রজা আমাকে এইরূপ বর দিয়েছিলেন।' এই  
কথা বলে বিশাল মুখ বিস্তার পূর্বক সুরসা শ্রীহনুমানের  
সামনে দাঁড়াল।

এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রচুষ্টিবদনোঃপ্রদীৎ ।

রামো দাগরধির্নাম প্রবিশৌ দন্তকাবনম্ ।

লক্ষ্মণেন সহ জাত্যা বৈদেহ্যা চাপি ভারত ১৫০

সুরসাকর্ষক এইরূপ অভিহিত হয়ে পূর্ববদন

প্রাচীনমান বললেন— 'দেবি ! দমরপুত্র হনুমানের

ও পত্নী সীতার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন

অন্যাকার্যনিবন্ধন্য বকবৈরস্য রাক্ষসেঃ ।

তস্য সীতা কুতা ভার্গা রাবণেন বশয়িনী ১৫১

'সেখানে পরোপকারী রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসদের

বিরোধ বাধলে শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী বশয়িনী সীতাকে

রাবণ হরণ করলেন।

তস্যঃ সকাশং দূতোহহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ ।

কর্তুমহসি রামস্য সাহ্যং বিষয়বাদিনি ॥ ১৫৪

'রামের আদেশে দূতরূপে সীতার নিকট গমন

করাছি। রামরাজ্যে নিবাসকারিণী তুমিও রামচন্দ্রের কাছে

সাহায্য করো।

অথবা মৈথিলীং দৃষ্টা রামং চাক্রিষ্টকারিণম্ ।

আগমিষ্যামি তে বক্রং সত্যং প্রতিশোধামি তে ॥ ১৫৫

'অথবা আমি সীতাকে এবং সহজে মহৎকর্মপরদ্বয়

শ্রীরামকে দর্শন করে তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করব।

আমি সত্য সত্যই এই প্রতিজ্ঞা করছি।'

এবমুক্তা হনুমতা সুরসা কানরূপিণী ।

অত্রবীজ্যতিবর্তেয়াং কচ্চিদেষ বরো মম ॥ ১৫৬

শ্রীহনুমানকর্ষক এইরূপ অভিহিতা হলে সেই ময়াদী

সুরসা বলল, 'আমাকে অতিক্রম করে কেউ যেতে পারবে

না'—আমি এই বর পেয়েছি।

তং প্রয়াস্তং সমুদীক্ষ্য সুরসা বাক্যমব্রবীৎ ।

বলং জিজ্ঞাসমানা সা নাগমাতা হনুমতঃ ॥ ১৫৭

নাগমাতা সুরসা তবুও শ্রীহনুমানকে গমনবৃত্ত দেখে

তাঁর শক্তি পরীক্ষার জন্য বলল—

নিবিশ্য বদনং মেহদ্য গহ্বর্যং বানরোত্তর ।

বরং এষ পুরা দন্তো মম ধাত্রেতি সঙ্করা ॥ ১৫৮

ব্যাদায় বিপুলং বক্রং হিতা সা মাক্রতেঃ পুরঃ ।

'হে কপিকুলশ্রেষ্ঠ ! আজ তুমি নিশ্চয় আমার মুখে

প্রবেশ করে, তারপরেই এগোতে পারবে। আমি

সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এরূপ বর লাভ করেছি'—এই কথা

বলে সেই নাগমাতা সুরসা নিজের বিশাল মুখ ব্যানন করে



শ্রীহনুমানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হল

এনমুক্তঃ সুরসয়া ক্রুদ্ধো বানরপুঞ্জবঃ ॥ ১৫৯

অব্রবীৎ কুরু বৈ বক্রং যেন মাং নিগহিষ্যসি ।

ইত্যাশ্বা সুরসাং ক্রুদ্ধো দশযোজনমায়তম্ ॥ ১৬০

দশযোজনবিস্তারো হনুমানডলৎ তদা

তং দৃষ্ট্বা মেঘসংকাশং দশযোজনমায়তম্ ।

চকার সুরসাপাশাং বিংশদ্ যোজনমায়তম্ ॥ ১৬১

সুরসা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হলে অসম্ভব হয়ে কপিবর বললেন— 'তুমি এমনভাবে তোমার মুখবিস্তার করো, যাতে আমার ভাব সহ্য করতে পারো।' সুরসাকে এই কথা বলে শ্রীহনুমান চুপ হলেন, তখন সুরসা তার দেহ দশযোজন পর্যন্ত বিস্তৃত করল। তখন শ্রীহনুমানও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দেহ দশ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন। তাঁকে মেঘের মতো দশ যোজন বিস্তৃত দেখে সুরসা নিজের মুখবিস্তার বিংশতি যোজন বাড়িয়ে তুললেন।

হনুমাংস্ত্ব ততঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিংশদ্ যোজনমায়তম্ ॥ ১৬২

অতঃপর ক্রুদ্ধ শ্রীহনুমান নিজের শরীর ত্রিশ যোজন পর্যন্ত বর্ধিত করলেন। সুরসাও তখন নিজের মুখব্যাদান চল্লিশ যোজন করল।

বভূব হনুমান্ বীরঃ পঞ্চাশদ্ যোজনোচ্ছ্রিতঃ ।

চকার সুরসা বক্রং ষষ্টিং যোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১৬৩

(পুনরায়) বীর হনুমান পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ হলেন এবং সুরসাও মুখবিস্তার ষাট যোজন করল।

তসৈব হনুমান্ বীরঃ সপ্ততিং যোজনোচ্ছ্রিতঃ ।

চকার সুরসা বক্রমশীতিং যোজনোচ্ছ্রিতম্ ॥ ১৬৪

তেজস্বী শ্রীহনুমান সত্তর যোজন হয়ে গেলে সুরসা মুখগহুর আশিযোজন পর্যন্ত বিস্তৃত করল।

হনুমাননলপ্রখ্যো নবতিং যোজনোচ্ছ্রিতঃ ।

চকার সুরসা বক্রং শতযোজনমায়তম্ ॥ ১৬৫

তদনন্তর শ্রীহনুমান নিজেকে নব্বই যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত করলে সুরসা তার মুখ ব্যাদন শত যোজন করে তুলল।<sup>(১)</sup>

তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং দ্বাসাং বায়ুপুত্রঃ স বুদ্ধিমান্ ।

দীর্ঘজিহ্বঃ সুরসয়া সুভীমং নরকোপমম্ ॥ ১৬৬

স সংক্ষিপ্যাম্বনঃ কারং জীমূত ইব মাকুতিঃ ।

তন্মিন্ মুহূর্তে হনুমান্ বভূবাসুষ্ঠমাত্রকঃ ॥ ১৬৭

সুরসার দীর্ঘজিহ্বাযুক্ত বিশাল ভয়ংকর নরকজ্বালায় দেখে বুদ্ধিমান বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান মুহূর্তের মধ্যে নিজেই মেঘের মতো সংকুচিত করে অঙ্গুলি পরিমাণ হ্রস্ব হয়ে গেলেন।

সোহুডিপদায তথক্রং নিষ্পত্য চ মহাবলঃ ।

অন্তরিক্ষে স্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬৮

তারপর মহাবলী শ্রীমান পবনকুমার সুরস মুখগহুরে প্রবেশ করে শীঘ্রই নিষ্কান্ত হলেন এবং আকাশ দণ্ডায়মান হয়ে এই বাক্যগুলি বললেন—

প্রবিত্তোহস্মি হি তে বক্রং দাক্ষায়ণি নমোহস্ত তে ।

গমিষ্যে যত্র বৈদেহী সত্যশাসীদ্ বরদ্রব ॥ ১৬৯

'হে দক্ষকুমারী ! তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার মুখে প্রবেশ করে নিয়েছি, এখন তোমাকে প্রদত্ত বরঃ সত্য হয়ে গেছে। অতএব এক্ষণে আমি বৈদেহী সীত যেখানে আছেন, সেই স্থানে যাব।'

তং দৃষ্ট্বা বদনানুক্রং চক্রং রাহুমুখাদিব ।

অব্রবীৎ সুরসা দেবী যেন রূপেণ বানরম্ ॥ ১৭০

নিজের মুখ থেকে নিষ্কান্ত সুরসা রাহুমুখ চক্রের মতো শ্রীহনুমানের দীপ্তি দেখে নিজের আসল রূপ ধরে বানরবীরকে বলল—

অর্থসিদ্ধো হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্ ।

সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাক্ষনা ॥ ১৭১

'কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সাফল্যের জন্য অনায়াসে যাত্রা করো। সৌম্য ! বিদেহ-দুহিতা সীতার মহানুভব শ্রীরামের সহিত মিলন ঘটান।'

তৎ তৃতীয়ং হনুমতো দৃষ্ট্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ।

সাধুসাধ্বিবতি ভূতানি প্রশংসুত্তদা হরিম্ ॥ ১৭২

কপিবর শ্রীহনুমানের এই তৃতীয় দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন দেখে প্রাণিকুল 'সাধু সাধু' উচ্চারণে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

স সাগরমনাধ্ব্যামভ্যেতা বরুণালয়ম্ ।

জগামাকাশমাবিশ্য বেগেন গুরুভোপমঃ ॥ ১৭৩

শ্রীহনুমান বরুণের আশ্রয়ভূত অলঙ্ঘ্য সমুদ্রে

<sup>(১)</sup> 'কতিপয়টীকাকারগণ ১৬২ থেকে ১৬৬—এই চারটি শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু 'রামায়ণশিরোমণি' নমক এই এটি অঙ্কিত রয়েছে। অতএব এখানে এই শ্লোকগুলিকে সম্মিলিত করা হয়েছে।

সন্নিহিত হয়ে পুনরায় আকাশে আশ্রয় নিয়ে পক্ষীরাজ  
গরুড়ের সমান গতিবেগে অগ্রসর হতে লাগলেন।

সেবিতে বারিধারভিঃ পতঙ্গৈশ্চ নিষেবিতৈ  
চরিতে কৈশিকাচাৰ্ঘ্যৈরবতনিষেবিতৈ ॥ ১৭৪

সিংহকুঞ্জরশার্দূলপতগোরগবাহনৈঃ ।

বিমানৈঃ সম্পতঙিষ্ট বিমলৈঃ সমলঙ্কৃতে ॥ ১৭৫

বজ্রাশনিসম্পর্শৈঃ পাবকৈরিব শোভিতে।

কৃতপুণ্যৈর্মহাভাগৈঃ স্বর্গজিহ্মিষিহিতৈ ॥ ১৭৬

বহতা হবামতান্তঃ সেবিতৈ চিত্রভানুনা।

গ্রহনক্ষত্রচন্দ্রাক্তারাগণবিভূষিতৈ ॥ ১৭৭

মহর্ষিগণগন্ধর্বনাগয়ক্ষসমাকুলৈ

বিবিজ্ঞৈ বিমলৈ বিশ্বে বিশ্বাবসুনিষেবিতৈ ॥ ১৭৮

দেবরাজগজাত্রাণ্ডে চন্দ্রসূর্যপথে শিবে।

বিতানে জীবলোকস্য বিততে ব্রহ্মনির্মিতে ॥ ১৭৯

বহুশঃ সেবিতৈ বীরৈর্বিদ্যাধরগণৈর্বৃতৈ।

জগাম বায়ুমার্গে চ গরুড়ানিব মারুতিঃ ॥ ১৮০

পবননন্দন গরুড়ের মতো আকাশপথে চললেন—যে

আকাশ জলপূর্ণ মেঘমালা ও পক্ষিকুলের দ্বারা সেবিত,

যেখানে তামুরা ও অন্যান্য নৃত্যগীতাদির আচার্যগণ বিচরণ

করেন এবং যাদৃশ আকাশ ঐরাবত সেবিত, সিংহ, হস্তী,

বাত্ত, পক্ষি ও সর্পকুল থাকে বহন করেন এবং সুশোভিত

বেগবান বিমানসকল দ্বারা যা অলংকৃত, বজ্ররূপ অস্ত্র

সংযুক্ত ও অগ্নি কর্তৃক সুশোভিত, পুণ্যবান মহাত্মা ও

স্বর্গজয়ী সকলের দ্বারা অধ্যুষিত, সাতিশয্য যজ্ঞহবিঃ

বহনকারী অগ্নিকর্তৃক সেবিত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ও

তারকাগণের দ্বারা সমলংকৃত ; মহর্ষি সঙ্ঘ, গন্ধর্ব, নাগ,

যক্ষসকলকর্তৃক সমাবৃত অথচ যা জন-মানবহীন ;

জগদাশ্রয় ও নির্মল, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুকর্তৃক সেবিত,

দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী যেখানে ভ্রমণ করে, যে শুভ পথে

চন্দ্র-সূর্য গমনাগমন করেন, এই পৃথিবীর জন্য যা চাঁদোয়া,

সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম যার সৃষ্টিকর্তা, বহু সংখ্যক বীর এবং

বিদ্যাধরগণের দ্বারা যাহা সেবিত—একপ পথে পবননন্দন

শ্রীহনুমান গরুড়ের বেগে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন।

হনুমান্ মেঘজালানি প্রাকর্ষন্ মারুতো যথা।

কালাগুরুসবর্ণানি রক্তপীতসিতানি চ ॥ ১৮১

বায়ুর সমান বেগবান শ্রীহনুমান অগুরুসদৃশ কালো,

লাল, হরিৎ ও শ্বেত মেঘজালকে আকর্ষণ করতে করতে

অগ্রসর হতে লাগলেন।

কপিনা কুমামানি মহাজ্ঞানি ঢকাশিরে।

প্রনিশ্যাত্তজালানি নিষ্পতংস্ত পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮২

প্রাবৃধীন্দুরিলাভতি নিষ্পতন্ প্রনিশংস্তদা।

কপিবরের দ্বারা আকর্ষিত বৃহৎ বৃহৎ মেঘখণ্ড অত্যন্ত

শোভনীয় ছিল। তিনি বারবার মেঘজালার মধ্যে প্রবেশ

করছিলেন ও নিষ্কাশিত হচ্ছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই

শোভিত হচ্ছিলেন যেমন বর্ষাকালের মেঘে চন্দ্রমা লুকায়িত

ও বহির্গত হওয়া কালে শোভায়মান হয়।

প্রদৃশ্যমানঃ সর্বত্র হনুমান্ মারুতাস্বজঃ ॥ ১৮৩

ভেজেহধ্বরং নিরালম্বং পক্ষযুক্ত ইবাদ্রিরাট্।

সর্বত্র দৃশ্যমান শ্রীহনুমান পক্ষযুক্ত পর্বতরাজের

মতো ভাসমান অবস্থায় আকাশপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

প্রবমানঃ তু তং দৃষ্টা সিংহিকা নাম রাক্ষসী ॥ ১৮৪

মনসা চিত্তরামাস প্রবৃদ্ধা কামরূপিণী।

বিশাল সিংহিকা নাম্নী মায়াবী রাক্ষসী এইরূপে

প্রবমান শ্রীহনুমানকে দেখে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল—

অদ্য দীর্ঘস্য কালস্য ভবিষ্যাম্যহমাশিতা। ১৮৫

ইদং মম মহাসত্ত্বং চিরসা বশমাগতম্।

‘আজ অনেকদিন পর এই বিশাল প্রাণীটি আমার

বশীভূত হয়েছে, একে খাদ্যরূপে গ্রহণ করলে

অনেকদিনের জন্য আমার ক্ষুধিবৃত্তি হবে।’

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা চ্ছায়ামাস্য সমাক্ষিপৎ ॥ ১৮৬

ছায়ামাং গৃহ্যমাণায়্য চিত্তরামাস বানরঃ।

সমাক্ষিপ্তোহস্মি সহসা পঙ্কৃতপরাক্রমঃ ॥ ১৮৭

প্রতিলোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে সিংহিকা বানরশ্রেষ্ঠ

শ্রীহনুমানের ছায়া অধিগ্রহণ করল। নিজের ছায়া অধিগৃহীত

হলে কপিবর চিন্তা করলেন—‘প্রতিকূল বায়ু যেমন করে

সাগরে (ভাসমান) অর্ণবপোতকে প্রতিহত করে, তেমনি

কেউ যেন আমাকে অবকল্প করে আমার শক্তিকে পঙ্গু করে

দিয়েছে।’

তির্যগূর্ধ্বমধশ্চৈব বীক্ষমাণস্তদা কপিঃ ॥ ১৮৮

দদর্শ স মহাসত্ত্বমুখিতং লবণাস্তসি।

উর্ধ্ব, অধঃ, দক্ষিণে ও বামে নিরীক্ষণ করে তখন

কপিবর এক বিশালকায় প্রাণীকে সমুদ্র থেকে উখিত

অবস্থায় দেখতে পেলেন।

তন্ দৃষ্টা চিত্তরামাস মারুতির্বিজ্ঞাননাম্ ॥ ১৮৯

কপিরাজা যথাখ্যাতঃ সত্ত্বমন্তুতদর্শনম্।



ছায়াগ্রাহি মহাবীৰ্য্যঃ তদ্বিদং নারঃ সংশয়ঃ ॥ ১৯০

পবন-নন্দন বিভৎস মুখমণ্ডলযুক্ত সেই সিংহিকাকে  
দেখে চিত্তা কবলেন - 'বানরবাজ সূত্রীণ ছায়াগ্রাহী শক্তিশালী  
ও অজুতদর্শন যে জীবটির কথা আলোচনা করেছিলেন,  
নিঃসন্দেহে এটিই হল সেই (জীব) '

স তাং বুদ্ধার্থত্বেন সিংহিকাং মতিমান্ কপিঃ ।

বাবৰ্ধত মহাকায়ঃ প্রাবৃষীৰ বলাহকঃ ॥ ১৯১

বুদ্ধিমান কপিবর শ্রীহনুমান বাস্তবিক এটিই সিংহিকা  
এই নিশ্চয় করে, তিনি বিশালকায় বর্ষাকালের মেঘের  
মতো বিবর্ধিত হতে লাগলেন।

তস্য সা কায়মুখীক্ষা বর্ষমানঃ মহাকপেঃ ।

বজ্রং প্রসারয়ামাস পাতালান্বরসমিভম্ ॥ ১৯২

ঘনরাজীৰ গজ্জন্তী বানরঃ সমভিভবৎ

সেই মহাকায় শ্রীহনুমানের বিবর্ধিতরূপ দেখে  
সিংহিকা পাতাল ও আকাশের অন্তর প্রমাণ মুখ ব্যাদান  
করল ও ঘনঘোর মেঘের মতো গর্জন করতে করতে তাঁর  
দিকে ধাবিত হল।

স দদর্শ ততস্তস্যা বিকৃতং সুমহনুখম্ ॥ ১৯৩

কায়মাত্রং চ মেধাবী মর্মানি চ মহাকপিঃ ।

শ্রীহনুমান সিংহিকার অভ্যন্তর বিকট ও কুৎসিত  
বিশাল মুখগহ্বর দেখতে পেলেন। নিজের শরীর পরিমাণ  
বিলুপ্ত সিংহিকার মুখ দৃষ্টিগোচর হলে বুদ্ধিমান মহাকপি  
সিংহিকার বক্ষদেশকে লক্ষ্যবস্তু করলেন।

স তস্যা বিকৃতে বজ্রে বজ্রসংহননঃ কপিঃ ॥ ১৯৪

সংক্ষিপা মুহুরাখ্যানং নিপপাত মহাকপিঃ ।

তদনন্তর বজ্রতুল্য দেহ মহাকপি পবনকুমার নিজের  
শরীরকে সংকুচিত করে সিংহিকার বিশাল মুখমধ্যে  
নিপতিত হলেন।

আসৌ তস্যা নিমজ্জস্তঃ দদৃশুঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ১৯৫

প্রসামানঃ যথা চন্দ্রঃ পূর্ণঃ পর্বণি রাহুণা ।

সিংহিকার মুখে নিমজ্জমান শ্রীহনুমানকে সিদ্ধ ও  
চারণগণ দেখতে পেলেন, যেন পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র রাহুর  
গ্রাসে চলে গেলেন।

ততস্তস্যা নৈখন্তীকৈর্মর্মাণ্যাকৃত্য বানরঃ ॥ ১৯৬

উৎপপাতাথ বেগেন মনঃসম্পাতবিক্রমঃ ।

সিংহিকার মুখমধ্যে প্রবেশ করে শ্রীহনুমান নিজের  
তীক্ষ্ণ নখে ওই রাক্ষসীর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে মনের সমান

গতিবেগে লক্ষ্য দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

তাং তু দিষ্ট্যা চ ধৃত্যা চ দক্ষিণেয়ান নিপাত্ত সঃ ॥ ১৯৭

কপিপ্রবীরো বেগেন ববৃধে পুনরান্ববান্ ।

দৈবত অনুগ্রহ, স্বাভাবিক ধৈর্য ও কৌশলে  
বাক্সীকে নিহত করে মনস্বী বানরবীর পুনরায়  
ত্বরিৎগতিতে বর্দ্ধিত হলেন।

হতহৃৎসা হনুমতা পপাত বিধুরাস্তসি

স্নয়াংভূনৈব হনুমান্ সৃষ্টস্তস্যা নিপাতনে ॥ ১৯৮

শ্রীহনুমানকর্তৃক বিদীর্ণবক্ষ সিংহিকা প্রাণশূন্য হয়ে  
জলে নিপতিত হল। তাকে হত্যা করার জন্যই বিধাতা  
শ্রীহনুমানকে সৃষ্টি করেছিলেন।

তাং হতাং বানরেণাত পতিতাং বীক্ষ্য সিংহিকাম্ ।

ভূতান্যাকাশচারীণি তমূচুঃ প্রবগোস্তমম্ ॥ ১৯৯

কপিবরকর্তৃক ক্ষণকালের মধ্যেই সিংহিকাকে  
মৃতকপে জলে পতিত হতে দেখে আকাশচারী প্রাণিগণ  
বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে বললেন—

ভীষমদ্য কৃতং কর্ম মহৎসত্ত্বং ত্বয়া হতম্ ।

সাধ্যার্থমভিপ্রেতমরিষ্টং প্রবতাং বর ॥ ২০০

'কপিবর! আপনি আজ বড় ভয়ংকর কর্ম সম্পাদন  
করেছেন, বিশালকায় প্রাণীটি (সিংহিকা) আপনার দ্বারা  
নিহত হয়েছে কপিবর! এখন আপনি বিনা বাধায় অতীষ্ট  
কর্ম সমাধা করুন।'

যস্য হেতুনি চত্বারি বানরেস্ত যথা তব ।

ধৃতির্দৃষ্টির্মতির্দাক্ষাং স কর্মসু ন সীদতি ॥ ২০১

'বানরেস্ত! যার মধ্যে আপনার তুল্য ধৈর্য, দৃষ্টি,  
বুদ্ধি ও দক্ষতা, —এই চারটি গুণ আছে, তিনি কর্মে  
অকৃতকার্য হন না।'

স তৈঃ সম্পূজিতঃ পূজাঃ প্রতিপন্নপ্রযোজনৈঃ ।

জগামাকাশমাবিশা পন্নগাশনবৎ কপিঃ ॥ ২০২

প্রয়োজন সমাধা হওয়ায় আকাশচারী প্রাণিগণ  
পূজনীয় শ্রীহনুমানের যথোচিত পূজা করলেন। অতঃপর  
তিনি পুনরায় আকাশে গরুড়ের সমান গতিবেগে চলতে  
লাগলেন।

প্রাপ্তভূমিষ্ঠপারস্ত সর্বতঃ পরিলোকয়ন্ ।

যোজনানাং শতস্যাশ্চে বনরাজীং দদর্শ সঃ ॥ ২০৩

শতযোজনের শেষে প্রায় সমুদ্রের ওপারে  
পৌছানোব সময় শ্রীহনুমান সব দিকে তাকিয়ে দেখলেন

এবং সর্বত্র  
দদর্শ চ  
দীপং শা  
আকা

শোভিত লক্ষ  
উপবনও  
সাগরং  
সাগরস্য

সমুদ্র  
বৃক্ষ এবং  
পেলেন।

স মহ  
নিরুদ্ধমি  
মন

নিজেকে  
দ্বারা আ  
করলেন—  
কায়বৃষ্টি  
ময়ি

দেখে  
সমুদ্রে  
শ্রীহনুমা  
ততঃ  
পুনঃ

করে  
মনকে  
প্রতিষ্টি

তদ্রূপ  
তীন

নাশ



এবং সর্বত্র শ্যামল বনবাজি তাঁর দৃষ্টিগোচর হল  
দর্শ চ পতয়েব বিবিধক্রমভূষিতম্।

দ্বীপঃ শাখামৃগশ্রেষ্ঠো মলয়োপবনানি চ॥ ২০৪

আকাশে উড্ডয়নরত কপিবর বৃক্ষপ্রকার বৃক্ষরাজি  
শোভিত লক্ষ্য নামক দ্বীপভূমি দেখলেন এবং মলয় পর্বত ও  
উপবনও দেখতে পেলেন।

সাগরঃ সাগরানুপান্ সাগরানুপজান্ ক্রমান্।

সাগরস্য চ পত্নীনাং মুখান্যপি বিলোকয়ৎ॥ ২০৫

সমুদ্র, সাগরতটবর্তী জলপ্রায় দেশ ও তথায় উপজাত  
বৃক্ষ এবং সাগরপত্নী সরিতা নদীগুলির মোহনাও দেখতে  
পেলেন।

স মহামেঘসংকাশঃ সমীক্ষ্যস্থানমাস্তবান্।

নিরুদ্ধস্তম্বিকাশঃ চকার মতিমান্ মতিম্॥ ২০৬

মনকে বশে রাখতে সমর্থ বুদ্ধিমান শ্রীহনুমান  
নিজেকে মেঘের ন্যায় বিশালকায় এবং নিজের বিশালতা  
দ্বারা আকাশকে অবরুদ্ধ দেখতে পেয়ে মনে মনে চিন্তা  
করলেন—

কায়বৃদ্ধিং প্রবেগং চ মম দৃষ্টেব রাক্ষসাঃ।

ময়ি কৌতূহলং কুয়ুরিতি মেনে মহামতিঃ॥ ২০৭

“আমার বিশাল শরীর এবং তাঁর উত্তর গতিবেগ  
দেখে রাক্ষসকুল কৌতূহলী হয়ে উঠবে এবং আমার  
সম্মুখে জানতে উৎসুক হয়ে উঠবে”—পরম বুদ্ধিমান  
শ্রীহনুমান এইভাবে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

ততঃ শরীরং সংক্ষিপ্য তন্নদীধরসম্ভিতম্।

পুনঃ প্রকৃতিমাপেদে বীতমোহ ইবাস্তবান্॥ ২০৮

অতএব পর্বততুলা তিনি নিজের শরীরকে হ্রস্বাকার  
করে স্বাভাবিক আয়তনে হ্রিত হলেন— ঠিক যেমনভাবে  
মনকে বশ করতে সমর্থ মোহমুক্ত ব্যক্তি নিজের স্বরূপে  
প্রতিষ্ঠিত হয়।

তদ্রূপমতিসংক্ষিপ্য হনুমান্ প্রকৃতৌ হ্রিতঃ।

দ্বীন্ ক্রমানিব বিক্রম্য বলিবীৰ্যহরো হরিঃ॥ ২০৯

যেমন ত্রিপাদ পরিক্রমণ করে বিষ্ণু বলিরাজের দর্প  
নাশ করার পর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, সেইভাবে

শ্রীহনুমান তাঁর বিশাল শরীর সংকুচিত করে নিজের প্রকৃত  
স্বরূপ ধারণ করলেন।

স চারুণ্যানাবিধরূপধারী

পরঃ সমাসাদ্য সমুদ্রতীরম্।

পরৈরশকাং

প্রতিপন্নরূপঃ

সমীক্ষিতাত্মা সমবেক্ষিতার্থঃ॥ ২১০

নানাপ্রকার সুন্দর রূপ ধারণ কবতে সক্ষম শ্রীহনুমান  
সমুদ্রের পরপারে এসে নিজের দেহের প্রতি সচেতন  
হলেন এবং স্বকর্তব্য চিন্তা করে স্বাভাবিক রূপ ধারণ  
করলেন।

ততঃ স লব্ধস্য গিরেঃ সমুদ্রে

বিচিহ্নকূটে নিপপাত কূটে।

সকেতকোদ্যালকনারিকেল

মহাদ্রকুটপ্রতিমো মহাত্মা॥ ২১১

অতঃপর মহান মেঘমালাসদৃশ মহানুভব শ্রীহনুমান  
বহু অনুচ্চ শৃঙ্গযুক্ত লব্ধক পর্বতের কেতক, উদ্দালক ও  
নারিকেল বৃক্ষ সমৃদ্ধ একটি শৃঙ্গে অবতরণ করলেন।

ততস্ত্ব সম্প্রাপ্য সমুদ্রতীরং

সমীক্ষ্য লক্ষ্যং গিরিবৰ্ষমূর্ণি।

কপিস্ত তস্মিন্ নিপপাত পর্বতে

বিধূয় রূপং ব্যাখরনুগম্বিজান্॥ ২১২

সমুদ্রের তীরে এসে, তথায় এক শ্রেষ্ঠ পর্বতের  
শিখরে উপবিষ্ট হয়ে তিনি লক্ষ্য নগরীকে অবলোকন  
করলেন এবং নিজের পূর্ব রূপকে অপসারিত করে পর্বতস্থ  
পশু পক্ষীকে ব্যথিত করতঃ পর্বতে নেমে পড়লেন।

স সাগরং দানবপন্নগায়ুতং

বলেন বিক্রম্য মহোর্মিমালিনম্।

নিপত্য তীরে চ মহোদধেস্তদা

দর্শ

লক্ষ্যামমরাবতীমিব॥ ২১৩

এইভাবে দানব ও সর্পসংকুল, বৃহৎ তরঙ্গমালা  
মণ্ডিত সমুদ্রকে স্ববলে লঙ্ঘন করে শ্রীহনুমান পরপারে  
নেমে পড়লেন এবং অমরাবতী তুল্য লক্ষ্যপূরীর শোভা  
দেখতে লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের প্রথম সর্গ সমাপ্ত॥ ১॥

## দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ (২)

লঙ্কাপুরীর বর্ণনা, তথায় প্রবেশকালে শ্রীহনুমানের চিত্তা ভাবনা, ক্ষুদ্রশরীর  
ধারণ করে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ এবং চন্দ্র উদয়ের বর্ণনা

স সাগরমনাশ্বামতিক্রমা মহাবলঃ ।

ত্রিকূটসা তটে লঙ্কাং হিতঃ স্বহো দদর্শ হ ১

মহা পরাক্রমশালী শ্রীহনুমান অলঙ্ঘ্য সমুদ্র  
পেরিয়ে, ত্রিকূট পর্বতের শিখরে সুস্থভাবে দণ্ডায়মান হয়ে  
লঙ্কা নগরী অবলোকন করতে লাগলেন।

ততঃ পাদপমুক্তেন পুষ্পবর্ষণে বীর্যবান্  
অভিবৃষ্টতত্ত্ব বজৌ পুষ্পময়ো হরিঃ ॥ ২

অতঃপর সেই স্থানে বৃক্ষরাজি থেকে পুষ্পদল  
বর্ষিত হতে লাগল, ততে কপিবরকে পুষ্পনির্মিত বানরের  
মতো মনে হতে লাগল।

যোজনানাং শতং শ্রীমাংস্তীর্থাপ্যন্তমবিক্রমঃ ।

অনিঃশ্বসন্ কপিত্ত্ব ন গ্রানিমধিগচ্ছতি ৩

অতি পরাক্রমশালী শ্রীমান কপিবর শতযোজন  
(সমুদ্র) লঙ্ঘন করেও দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন না, ক্লান্তিও  
অনুভব করলেন না।

শতানাহং যোজনানাং ক্রমেণ সুবহ্নাপি ।

কিং পুনঃ সাগরস্যন্তং সংখ্যাতং শতযোজনম্ ৪

শ্রীমান হনুমান বরং চিত্তা করলেন—‘আমি শত শত  
যোজন বহু সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারি, তাহলে এই  
একটিমাত্র শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনে কি আর তেমন  
ব্যাপার।’

স তু বীর্যবতাং শ্রেষ্ঠঃ প্রবতামপি চোত্তমঃ ।

জগাম বেগবান্ধ্বাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্ ৫

বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বানরদের মধ্যে বেগবান  
পবনকুমার মহর্গব লঙ্ঘন করে শীঘ্রই লঙ্কানগরীতে গমন  
করলেন।

শাঘলানি চ নীলানি গন্ধবন্তি বনানি চ ।

মধুমন্তি চ মধোন জগাম নগবন্তি চ ॥ ৬

যাত্রাপথে তিনি শ্যামল দুর্বাদল এবং মকরন্দ পুষ্প  
সুরভিত বৃক্ষরাজিগূর্ণ বনানী দেখতে দেখতে মধ্য মার্গ দিয়ে  
চলতে লাগলেন।

শৈলাংশ্চ তরুসংহ্রদান্ বনরাজীশ্চ পুষ্পিতাঃ ।

অভিচক্রাম তেজস্বী হনুমান্ প্রবর্গষতঃ ॥ ৭

তেজস্বী বানরশিরোমণি হনুমান বৃক্ষশোভিত

ও পুষ্পময় বনরাজিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

স তন্নিম্নচলে তিষ্ঠন্ বনান্যুপবনানি চ ।

স নগাত্রে হিতাং লঙ্কাং দদর্শ পবনাত্ত্বজঃ ৮

সেই পর্বতের উপরিভাগে পবনপুত্র শ্রীহনুমান

অনেক বন ও উপবন দেখতে পেলেন এবং পর্বতের

সানুদেশে অবস্থিত লঙ্কানগরীকে অবলোকন করলেন।

সবলান্ কর্ণিকারাংশ্চ ঋজুরাংশ্চ সুপুষ্পিতান্ ।

প্রিয়ালান্ মুচুলিনাংশ্চ কূটজান্ কেতকানপি ১০

প্রিয়দ্বন্দ্ব গন্ধপূর্ণাংশ্চ নীপান্ সগুচ্ছদাংস্তথা ।

অসনান্ কোবিদারাংশ্চ করবীরাংশ্চ পুষ্পিতান্ ১১

পুষ্পভারনিবন্ধাংশ্চ তথা মুকুলিতানপি ।

পাদপান্ বিহগাকীর্ণান্ পবনাত্ত্বতমস্তকান্ ১২

কপিশ্রেষ্ঠ তথায় সরল, কর্ণিকা, পুষ্পিত খেজুর,

পিয়াল, মুচকুন্দ, কুটজ, কেতকী, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব

সগুচ্ছদ, অসন, কোবিদ, পুষ্পিত করবী ইত্যাদি দেবদে

পেলেন। ফুলের ভারে আনত ও মুকুলিত বৃক্ষরাজি তাঁর

দৃষ্টিগোচর হল। ওই বৃক্ষ পক্ষিকুল সমাকীর্ণ এবং শাখা

প্রশাখা বাতাসে দোদুল্যমান হচ্ছিল।

হংসকারণুবাকীর্ণা বাপীঃ পদ্মাংপলাবতাঃ ।

আক্ৰীড়ান্ বিবিধান্ রমান্ বিবিধাংশ্চ জলাশয়ান্ ১৩

হংস ও কারণবে ব্যাপ্ত এবং কমল ও উৎপলে

আচ্ছাদিত বহু পুষ্করিনী, বহুপ্রকার রমণীয় ক্রীড়াস্থান ও

নানাপ্রকার জলাশয় শ্রীহনুমানের দৃষ্টিগোচর হল।

সম্ভতান্ বিবিধৈর্বৃক্ষেঃ সর্বতুল্যপুষ্পিতৈঃ ।

উদ্যানানি চ রম্যানি দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ ১৪

বানরশিরোমণি শ্রীহনুমান সেই সব জলাশয়ের

চতুর্দিকে সকল ঋতুতে ফল, ফুল প্রদানকারী বৃক্ষরাজি এবং

সুন্দর সুন্দর উদ্যানসমূহ দেখতে পেলেন।

সমাসাদা চ লক্ষ্মীবান্ধ্বাং রাবণপালিতাম্ ।

পরিখাভিঃ সপদ্মাভিঃ সোংপলাভিরলঙ্কিতাম্ ১৫

সীতাপহরণাং তেন রাবণেন সুরক্ষিতাম্ ।

সমস্তাদ্ বিচরন্তিষ্ট রাক্ষসৈরক্ৰম্যন্তিঃ ১৬



শ্রীমান হনুমান ধীরে ধীরে বানধ নির্মিত লঙ্কানগরীর  
সন্নিকটে পৌঁছলেন। নগরীর চারদিক শতদল ও উৎপল  
পরিপূর্ণ পরিখা দ্বারা সুশোভিত ছিল। সীতাদেবীর হবণের  
পরে রাবণ নগরীর বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।  
লঙ্কাপুরীর চারদিকে ঝংকর ধনুর্ধর রাক্ষসেরা বিচরণ  
করছিল।

কাক্ষনেনাবতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্  
গৃহৈশ্চ গিরিসংকশৈঃ শারদাদ্বন্দুসমিভৈঃ ॥ ১৬

সুবিশাল সেই সুন্দর নগরী চতুর্দিকে স্বর্ণ প্রাকারে  
সুরক্ষিত ছিল এবং পর্বততুলা উচ্চ ও শারদাদ্রুশ শিবাস  
সমূহে পরিপূর্ণ ছিল।

পাতুরাভিঃ প্রতোলীভিক্কাভিরভিসংবতাম্  
অট্টালকশতাকীর্ণাং পতাকাশবজ্রশোভিতাম্ ॥ ১৭

শ্বেতশুভ্র উঁচু উঁচু রাস্তা সেই লঙ্কা পুরীর চারদিক  
ঘিরে ছিল। পথ ও অট্টালিকা শোভায়মান ছিল এবং  
পতাকার আন্দোলিত ধ্বজা নগরীর সৌন্দর্য বর্ধিত করছিল।  
তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যোপ্তাপঙ্ক্তিবিরাজিতৈঃ।

দদর্শ হনুমান্নক্সাং দেবো দেবপুরীমিব। ১৮

নগরীর প্রবেশ দ্বার ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং লতা-  
পাতার চিত্রণে শোভিত। শ্রীহনুমান প্রবেশ তোরণ থেকে  
এমনভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন, যাতে মনে হচ্ছিল যেন  
কোনো দেবতা দেবপুরীকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

গিরিমূর্ধ্নি হ্রিতাং লঙ্কাং পাতুরৈর্ভবনৈঃ শুভৈঃ।

দদর্শ স কপিঃ শ্রীমান্ পুরীমাকাশগামিব। ১৯

তেজস্বী শ্রীহনুমান সুন্দর শুভ্র নিকেতনশ্রেণী  
সুশোভিত লঙ্কা নগরীকে পর্বত শিখর থেকে দেখলেন,  
মনে হচ্ছিল যেন আকাশের গায়ে চলমান পুরী।

পালিতাং রাক্ষসেন্দ্রেণ নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা।

প্রবমানামিবাকাশে দদর্শ হনুমান্ কপিঃ ॥ ২০

কপিবর পবনাত্মজ বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত এবং  
রাক্ষসরাজ রাবণদ্বারা সুরক্ষিত লঙ্কা নগরীকে যেন  
আকাশে বিচরণশীল পুরী মনে হচ্ছিল।

বপ্রপ্রাকারজঘনাং বিপুলানুবনান্বরাম্।

শতদ্বীশূলকেশান্তামট্টালকাবতংসকাম্ ॥ ২১

মনসেব কৃত্যং লঙ্কাং নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা।

বিশ্বকর্মার তৈরি লঙ্কাপুরী তাঁর মনের মতো করে  
নির্মিত যেন এক সুন্দরী নারী। ত্রিভূমির উপবিহিত প্রাচীর  
যেন (সুন্দরীর) জঙ্ঘা, সমুদ্রের বিশাল জলরাশি

বসনস্বরূপ, শতদ্বী ও শূল নামক অস্ত্র যেন কোমল।  
বিশাল হর্মাঝি তাঁর কর্ণভূষণের মতো।

দ্বারমুত্তরমাসাদা চিত্তয়ামাস বানরঃ ॥ ২২

কৈলাসনিগমপ্রখ্যামলিখন্তমিবাবরম্

ত্রিয়মাণমিবাকাশমুচ্ছিতৈর্ভবনোত্তমৈঃ ॥ ২৩

এই লঙ্কানগরীর উত্তর দ্বারে এসে বানরবীর  
শ্রীহনুমান চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উত্তরের প্রবেশদ্বার  
কৈলাসে অলকাপুরীর বহির্দ্বারের মতো উঁচু ছিল, যেন  
গগনতল স্পর্শ করছিল। মনে হচ্ছিল যেন, সেই দ্বার তার  
অন্তর্ভূতী প্রাসাদ দিয়ে আকাশকে ধরে রেখেছে।

সম্পূর্ণা রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্নগৈর্ভোগবতীমিব।

অচ্ছিয়াং সুকৃতাং স্পষ্টাং কুবেরাখ্যুযিতাং পুরা ॥ ২৪

দংষ্ট্রাভির্ভহতিঃ শূরৈঃ শূলপট্টিশপাতিভিঃ।

রক্তিতাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্ভহামাশীবিষৈরিব ॥ ২৫

পাতালদেশের ভোগবতী পুরী যেমন সর্পসংকুল,  
তেমনি লঙ্কা নগরীও ভীষণাকার রাক্ষসকুল সমাকীর্ণ ছিল।  
সুচারুসম্পন্ন, অকল্পনীয় ও পুরাকালে ধনাধিপতি  
কুবেরদেবের বাসভূমি লঙ্কানগরী শ্রীহনুমান স্পষ্ট দেবভে  
পেলেন। যেমন করে বিষধর সর্পকুল নিজেদের পাতাল  
পুরীকে রক্ষা করে, তদনুরূপ শূল ও পট্টিশ হাতে বিশাল  
দংষ্ট্রা সংযুক্ত শক্তিশালী ভীষণ রাক্ষসকুল লঙ্কাপুরীকে রক্ষা  
করছিল।

ওস্যাশ্চ মহতীং গুপ্তিঃ সাগরং চ নিরীক্ষ্য সঃ।

রাবণং চ রিপুং ঘোরং চিত্তয়ামাস বানরঃ ॥ ২৬

সেই লঙ্কানগরীর অতিশয় সুরক্ষা ব্যবস্থা ও চারদিক  
সমুদ্র পরিবেষ্টিত এবং রাবণের ন্যায় ভয়ানক শত্রুকে  
দেখে বানরবীর চিন্তা করতে লাগলেন—

আগত্যাণীহ হরয়ো ভবিষ্যন্তি নিরর্থকাঃ।

নহি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা শক্যা জেতুং সুরৈরপি ॥ ২৭

‘যদি বানর এতদূর (লঙ্কানগরী পর্যন্ত) এসেও  
পড়েন, তবুও তিনি ব্যর্থমনোরথ হবেন। যুদ্ধে লঙ্কা জয়  
করা দেবগণের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ইমাং ভবিষ্যাম্ লঙ্কাং দুর্গাং রাবণপালিতাম্।

প্রাপ্যাপি সূনহাবাহঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ ॥ ২৮

‘এই লঙ্কাপুরী অপেক্ষা সঙ্কটাকীর্ণ আর কিছু নেই।  
রাবণপালিত এই দুর্গম লঙ্কায় এসে মহাবাহু শ্রীরঘুনাথও কী  
করবেন ?

অবকাশো ন সামান্য রাক্ষসেবভিগমাত্তে।



ন দানস্য ন ভেদস্য নৈব যুদ্ধস্য দৃশ্যতে॥ ২৯  
‘রাক্ষসদের উপর সামনীতি প্রয়োগের অবকাশ  
নেই। আবার এদের উপর দন, ভেদ ও যুদ্ধ (দণ্ড) নীতির  
প্রয়োগ সফল হবে বলেও মনে হয় না।

চতুর্গামেব হি গতির্ভানরাণাং তরঙ্গিনাম্।  
বালিপুত্রস্য নীলস্য মম রাজশ্চ স্বীযতঃ॥ ৩০

‘এই জানে মাত্র চারজন বেগশালী বানরই আসতে  
পারে - বালিপুত্র অঙ্গদ, নীল, আমি এবং বুদ্ধিমান  
বানরবাক্স সুগ্রীব।

যাবজ্জানামি বৈদেহীং যদি জীবতি বা ন বা।  
তত্রৈব চিত্তয়িষ্যামি দৃষ্টা তাং জনকাস্তজাম্॥ ৩১

‘প্রথমে অবশ্য জানতে হবে - বৈদেহী (সীতা)  
জীবিতা আছেন কি না। জনকদুহিতা সীতার দর্শন লাভের  
পর এসব ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করা যাবে।’

ততঃ স চিত্তরামাস মুহূর্তং কপিকুঞ্জরঃ।

গিরেঃ শৃঙ্গে দ্বিতস্তগ্নিন্ রামস্যাভ্যুদয়ঃ ততঃ॥ ৩২

অতঃপর সেই পর্বত শীর্ষে দাঁড়িয়ে কপিগোষ্ঠ  
শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের অভ্যুদয়ের জন্য দুদণ্ড সীতার খোঁজ  
খবরে উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন।

অনেন রূপেণ ময়া ন শক্যা রক্ষসাং পুরী।

প্রবেষ্টুঃ রাক্ষসৈর্গুপ্তা জুরৈর্বলসমস্থিতৈঃ। ৩৩

তিনি চিন্তা করলেন ‘এই অবয়বে অর্থাৎ দেহকৃতি  
নিজে আমার এই রাক্ষসপুরীতে প্রবেশ করা ঠিক হবে না ;  
কেননা, অনেক বলশালী ও কুটিল রাক্ষস এই নগরীর  
সুরক্ষা করছে।

মহৌজসো মহাবীরা বলবন্তশ্চ রাক্ষসাঃ।

বক্ষনীয়া ময়া সর্বে জানকীং পরিমার্গতা॥ ৩৪

‘জানকীর খোঁজখবর করার সময় নিজেকে  
নুকোনোর জন্য আমাকে মহাতেজস্বী, মহাপরাক্রমী ও  
বলবান রাক্ষসদের দৃষ্টি থেকে বাঁচতে হবে।

লক্ষ্মালক্ষ্যেণ রূপেণ রাষ্ট্রৌ লঙ্কাপুরী ময়া।

প্রাপ্তকালং প্রবেষ্টুং মে কৃতাং সাধয়িতুং মহৎ॥ ৩৫

‘অতএব, আমি রাত্রিকালে নগরে প্রবেশ করবো  
এবং সীতার অন্বেষণরূপ মহান কাজ করার জন্য এমন  
আকার ধারণ করব, যা চোখে ধরা না পড়ে। কেবলমাত্র  
কাজের পরিণাম থেকেই অনুমান হবে যে কেউ এসেছিল।’

তাং পুরীং ভাদৃশীং দৃষ্টা দুরাখাং সুরাসুরৈঃ।

হনুমান্চিহ্নরামাস বিনিঃশ্বসা বৃহদবুধঃ॥ ৩৬

দেবতা ও অসুরকুলের অজ্ঞেয় সেই লঙ্কাদুর্গ  
নেপে শ্রীহনুমান বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস নিঃসৃত নিঃসৃত  
কবতে লাগলেন -

কেনোপায়েন পশ্যামঃ মৈথিলীং জনকাস্তজাম্।

অদৃষ্টো রাক্ষসেস্ক্রেণ রাবণেন দুরাশ্বনাম্॥ ৩৭

‘রাক্ষসরাজ দুরাশ্বা রাবণের চোপকে ফাঁকি দিয়ে  
উপায়ে আমি জনকদুহিতা মৈথিলী সীতাদেবীকে দর্শন  
কবব !

ন বিনশোৎ কথং কার্যং রামস্য বিদিতাশ্বনঃ।

একামেকস্তু পশ্যামঃ রহিতে জনকাস্তজাম্॥ ৩৮

‘কোন উপায়ে কাজ করব যাতে প্রগাঢ়দৃষ্টি

শ্রীরামচন্দ্রের কাজ সুসম্পন্ন এবং একা নিভৃতে নিঃসৃত  
জনক দুহিতা সীতাদেবীর দর্শন লাভ করা যায় ?

ভূতাস্তার্থা বিনশ্যন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ।

বিক্রবাং দূতমাসাদা তমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥ ৩৯

‘কখনও কখনও ত্যাকুল অথবা অবিবেচক দূতের  
দ্বারা দেশ ও কালের প্রতিকূল ব্যবহার করার ফলে সম্ভাব্য  
কর্মও ব্যর্থ হয়ে যায়, যেমন করে সূর্যোদয় হলে পর  
অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে যায়।

অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধিনিশ্চিন্তাপি ন শোভতে।

যাতয়ন্তীহ কার্যাপি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥ ৪০

‘রাজা ও মন্ত্রিগণের দ্বারা নিশ্চিত কর্তব্য ও অকর্তব্য  
বিষয়ক চিন্তা ভাবনাও কোন অবিবেচক দূতের দৌত্য বিফল  
করে দেয়। নিজেকে অতি বুদ্ধিমান মান্যবাদী অভিমানী  
অবিবেচক দূত কার্য বিনষ্ট করে।

ন বিনশোৎ কথং কার্যং বৈক্রবাং ন কথং ভবেৎ।

লঙ্ঘনং চ সমুদ্রস্য কথং নু ন ভবেদ্ বৃথা॥ ৪১

‘কি উপায় অবলম্বন করলে রাজা রামচন্দ্রের কাজ  
পণ্ড না হয় ; আমি ভীত বা অবিবেচক সিদ্ধ না হই এবং  
আমার সাগর লঙ্ঘন - ও বৃথা না যায়।

ময়ি দৃষ্টে তু রক্ষোভী রামস্য বিদিতাশ্বনঃ।

ভবেদ্ ব্যর্থমিদং কার্যং রাবণানর্থমিচ্ছতঃ॥ ৪২

‘যদি রাক্ষসেরা আমাকে দেখে ফেলে, তবে  
রাবণের পরাজয়ে ইচ্ছুক শ্রীরামচন্দ্রের এই কাজ অসম্ভব  
হয়ে যাবে।

নহি শক্যং কচিৎ হাতুমবিজ্ঞাতেন রাক্ষসৈঃ।

অপি রাক্ষসরূপেণ কিমুতানোন কেনচিৎ ॥ ৪৩

‘রাক্ষসের ছদ্মবেশ ধারণ করেও রাক্ষসকুলের অজ্ঞাত অবস্থায় এখানে থাকা অসম্ভব, অন্য কোন ছদ্মবেশের কথায় বলার কি আছে !

বায়ুরপাত্ৰ নাজ্জাতশ্চরেদিতি মতির্মম।  
নহত্রাবিদিং কিঞ্চিদ্ রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্ ॥ ৪৪

‘আমার তো এই বিশ্বাস যে রাক্ষসদের কাছ থেকে লুকিয়ে বায়ু দেবতাও এই লঙ্কাপুরীতে বিচরণ করতে পারেন না। এখানে এমন কোন স্থান নেই, যা ভয়ংকর কর্ম কুশলী রাক্ষসদের অজ্ঞাত।

ইহাহং যদি তিষ্ঠামি স্বেন রূপেণ সংবৃতঃ।  
বিনাশমুপায়স্যামি ভর্তৃরর্থশ্চ হাস্যতি ॥ ৪৫

‘যদি আমি এখানে আমার এই রূপ লুকিয়ে অবস্থান করি, তাহলে নিহত হব এবং আমার প্রভুর কার্যহানি হবে।

তদহং স্বেন রূপেণ রজন্যাং হৃদ্যতাং গতঃ।  
লঙ্কামভিপতিষ্যামি রাঘবসার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬

‘অতএব, আমি রাত্রিকালে ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে শ্রীরঘুনাথের কার্যসিদ্ধির জন্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করব।

রাবণস্য পুরীং রাত্রৌ প্রবিশ্য সুদুরাসদাম্।  
প্রবিশ্য ভবনং সর্বং দ্রক্ষ্যামি জনকায়জাম্ ॥ ৪৭

‘যদিও রাবণের এই নগরী দুর্গম, তবুও রজনীতে পুরীতে প্রবেশ করে সমস্ত প্রকোষ্ঠে ঘুরে ঘুরে জানকী সীতাদেবীর অন্বেষণ করব।’

ইতি নিশ্চিত্য হনুমান্ সূর্যসাস্তময়ং কপিঃ।  
আচকামেক্ষ তদা বীরো বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ ॥ ৪৮

এইরূপ বিবেচনা করে বীর শ্রীহনুমান বৈদেহীর দর্শনে উৎসুক হয়ে সূর্যাস্তের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

সূর্যে চাস্তং গতে রাত্রৌ দেহং সংক্ষিপ্য মারুতিঃ।  
বৃষদংশকমাত্রোহথ বভূবাত্তদদর্শনঃ ॥ ৪৯

অতঃপর সূর্যাস্ত হলে পবন-মন্দন শ্রীহনুমান শরীরকে ক্ষুদ্রাকার করে বেড়ালের সমান করে নিলেন এবং তাঁকে অদ্ভুত দেখতে লাগল।

প্রদোষকালে হনুমাংস্বর্ণমুৎপত্ৰা বীর্যবান্।  
প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং প্রবিভক্তমহ্যপথাম্ ॥ ৫০

সায়ংকালে, বলবান শ্রীহনুমান শীঘ্র লক্ষ্য দিয়ে সেই

বমা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। ওই নগরী বিস্তৃত, চওড়া ও বিশাল রাজপথ সমূহে সুশোভিত ছিল।

প্রাসাদমালাবিততাং তস্মৈঃ কাঞ্চননগ্নিতৈঃ।  
শাতকুশ্মনিভৈর্জালৈর্গন্ধর্বনগরোপমাম্ ॥ ৫১

লঙ্কানগরীতে প্রাসাদ সুদীর্ঘ সারি দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্বর্ণালী রঙের তন্তুগুলি সোনার জালিকায় বিভূষিত ছিল। সেই নগরী গন্ধর্ব নগরীর ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছিল।

সপ্তভৌমাষ্টভৌমৈশ্চ স দদর্শ মহাপুরীম্।  
তলৈঃ স্ফটিকসংকীর্ণৈঃ কার্ত্ত্বয়বিভূষিতৈঃ ॥ ৫২

বৈদূর্যমণিচিত্রৈশ্চ মুক্তাজালবিভূষিতৈঃ।  
তৈস্তৈঃ শুভভিরে তানি ভবনান্যত্র রক্ষসাম্ ॥ ৫৩

শ্রীহনুমান দেখলেন ওই নগরের সপ্ত ও অষ্টতল অট্টালিকা শ্রেণী এবং তলগুলি ছিল স্ফটিকমণি খচিত ও স্বর্ণদ্বারা অলংকৃত। সেগুলি বৈদূর্যমণি খচিত ও মুক্তা জাল বিভূষিত ছিল। এইসব কারণে রাক্ষসদের ভবনগুলি বড় সুন্দরভাবে শোভায়মান হচ্ছিল।

কাঞ্চনানি বিচিত্রাণি তোরণানি চ রক্ষসাম্।  
লঙ্কামুদ্যোতয়ামাসুঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ৫৪

সোনার তৈরী বিচিত্র তোরণ দ্বার সর্ববিধ উপায়ে সুসজ্জিত রাক্ষসকুলের লঙ্কাপুরীকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

অচিন্ত্যমদ্ভুতাকারাং দৃষ্ট্বা লঙ্কাং মহাকপিঃ।  
আসীদ্ বিষমো হৃষ্টশ্চ বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ ॥ ৫৫

এইরূপ অচিন্ত্য ও অদ্ভুত প্রকারের লঙ্কানগরীকে দেখে মহাকপি হনুমান বিষাদগ্রস্ত হলেন। কিন্তু সীতার দর্শন লাভের জন্য তাঁর মন অত্যন্ত উৎসুক ছিল ; সেজন্য তার আনন্দ ও উৎসাহ একটুও কমল না।

স পাণ্ডুরাবিক্খবিমানমালিনীং  
মহার্জ্যাত্মনদজালতোরণাম্

যশস্বিনীং রাবণবাহুপালিতাং  
ক্ষপাচরৈর্ভীমবলৈঃ সুপালিতাম্ ॥ ৫৬

পরম্পর সংলগ্ন সপ্ততল হর্ম্যরাজি লঙ্কাপুরীর শোভা বর্ণন করছিল। মহামূল্য জ্যোত্স্ননদ নামক সুবর্ণের জালিকা ও তোরণশ্রেণী সেখানকার গৃহগুলিকে সুসজ্জিত করেছিল।

ভয়ঙ্কর বলশালী রাক্ষসেরা সেই নগরীকে সযত্নে রক্ষা করছিল। রাবণরাজের বাহনদের পরাক্রমে ওই নগরী সুরক্ষিত ছিল। ওইরূপ লঙ্কাপুরীতে শ্রীহনুমান প্রবেশ



করলেন।

চন্দ্রোৎপি সার্চিমিবাস্য কুবং-  
স্তারাগণৈর্মধ্যগতো বিরাজন্।

জ্যোৎস্নাবিতানেন বিতত্য লোকা-  
নুত্তিষ্ঠতেহনেকসহস্রবশিঃ ॥ ৫৭

সেই সময় তারাগণের মধ্যে বিরাজমান অনেক  
সহস্রাংশু চন্দ্রদেব ও গ্রীহনুমানের সহায়তা করার জন্য  
সমস্ত লোকে জ্যোৎস্নার চন্দ্রাতপ ছড়িয়ে উদ্ভিত হলেন।

শঙ্খপ্রভং

কীরম্মালবর্ণ-

মুদ্রাচ্ছন্নানঃ

বাবডাসন্নানঃ।

দদর্শ চন্দ্রং স কপিপ্রবীরঃ

পোপুয়মানঃ সরসীব হংসঃ ॥ ৫৮

কপিবর গ্রীহনুমান শঙ্খশুভ্র কষ্টি এবং মুদ্রা  
মৃণালের বর্ণচ্ছটা যুক্ত চন্দ্রদেবকে আকাশে সেই প্রকৃত  
উদ্ভিত ও প্রকাশিত হতে দেখলেন, যেন কেন ও  
সরোবরে একটি হংস সন্তরণ করছে।

ইত্যর্ধে শ্রীমদ্ভাস্কর্যে বাস্করীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

মহর্ষি বাস্করীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

### তৃতীয়ঃ সর্গঃ (৩)

লঙ্কাপুরীকে অবলোকন করে গ্রীহনুমানের বিস্মিত হওয়া, পুরীতে প্রবেশকালে নিশাচরী লঙ্কিনী কর্তৃক  
গ্রীহনুমানকে বাধা দান এবং গ্রীহনুমানের প্রহারে বিহ্বল হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান

স লম্বশিখরে লম্বে লম্বতোয়দসমিভে।

সঙ্ঘমাছায় মেখাবী হনুমান্ মারুতাস্বজঃ ॥ ১

নিশি লঙ্কাঃ মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ।

অন্যকাননতোয়াঢ্যং পুরীং রাবণপালিতাম্ ॥ ২

উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত ত্রিকূটপর্বতে মেঘের সুবিশাল ঘনঘটার  
ন্যায় বিশালাকার মহাশক্তিশালী, বুদ্ধিমান, কপিশ্রেষ্ঠ  
পবনায়ুজ গ্রীহনুমান সত্ত্বগুণের আশ্রয়পূর্বক রাত্রিকালে  
রাবণপালিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। সেই নগরী  
সুন্দর উদ্যান ও জলাশয় সমূহে সুশোভিত ছিল।

শাক্ষ্যাবুধরপ্রখ্যোর্ববনৈরুপশোভিতাম্

সাগরোপনির্ঘোষাং সাগরানিলসেবিতাম্ ॥ ৩

শারদাশ্রুশুভ্র সুন্দর হর্ম্যরাজি ওই পুরীর শোভা বর্ধিত  
করছিল। সাগরের উর্মিমালার স্পর্শ নিয়ে প্রবাহিত সমুদ্র-  
বায়ু সেই পুরীর সেবা করছিল।

লুপুটবলসম্পুষ্টাং যথৈব বিটপাবতীম্।

চারুতোরণনির্ঘূষাং পাতুরধারতোরণাম্ ॥ ৪

লঙ্কাপুরী অলকাপুরীর তুল্য শক্তিশালী সৈন্য দ্বারা  
সুরক্ষিত ছিল। সুন্দর তোরণের সন্নিগটে মত্ত হস্তী শোভা

পাচ্ছিল এবং পুরীর অন্তরীর ও বহির্দ্বার দুইই শুভ্রকান্তিতে  
সুশোভিত ছিল।

ভুজগাচরিতাং শুভ্রাং শুভ্রাং ভোগবতীমিব।

তাং সবিন্দুদ্বন্দ্বানাকীর্ণাং জ্যোতির্গণনিষেবিতাম্ ॥ ৫

চণ্ডমারুতনির্ভূতাং যথা চাপ্যমজাবতীম্।

সেই নগরীর সুরক্ষার জন্য বিশাল বিশাল স  
গমনাগমন করছিল। সেই কারণে লঙ্কাপুরী একটি সুবন্ধ  
ভোগবতীপুরীর ন্যায় মনে হত। অমরাপুরীর মত  
সেখানেও প্রয়োজনানুসারে মেঘের ঘনঘটা ও বিন্দু  
দেখা দিত। গ্রহ-নক্ষত্রান্নির দীপ্তি ও বজ্রালোকে সেই নগরী  
আলোকিত থাকত এবং সর্বদা সেখানে তীব্র পবন নির্ঘ  
শোনা যেত।

শাতকুশ্মেন মহতা প্রাকারেণাভিসংবৃত্তাঃ

কিঙ্কিণীজালঘোষাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কিতাঃ।

লঙ্কাপুরী স্বর্ণনির্মিত প্রাকারে বেষ্টিত এবং কুতু

নূপুরের বিনি-বিনি যুক্ত পতাকাসমূহে অলংকৃত ছিল।

আসাদা সহসা হৃষ্টঃ প্রাকারমভিশেন্দিব

বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ পুরীমালোক্য সর্বত্র



লঙ্কার নিকটস্থ হয়ে শ্রীহনুমান আনন্দে ও উৎসাহে  
লক্ষ্য দিয়ে নগরীর প্রাচীরের উপর উঠে পড়লেন। সেখান  
থেকে চারদিকে অবলোকন করে শ্রীহনুমানের চিত্ত বিষয়ে  
চকিত হয়ে গেল।

জাম্বুনদময়ৈর্ধারৈর্বৈদূর্যকৃতবেদিকৈঃ ॥ ৮  
বজ্রস্ফটিকমুস্তাভির্মণিকুট্টিমভূষিতৈঃ ।  
তপ্তহাটকনির্মূহৈ রাজতামলপাণ্ডুরৈঃ ॥ ৯  
বৈদূর্যকৃতসোপানৈঃ স্ফাটিকাস্তরপাংসুভিঃ ।  
চারুসংজবনোপেতৈঃ খমিবোৎপতিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ১০

স্বর্ণনির্মিত দ্বারগুলি নগরীকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত  
করেছিল। সেই সকল দ্বারসমূহে বৈদূর্যমণিময় বেদিকা  
নির্মিত ছিল এবং দ্বারগুলি হীরক, স্ফটিক ও মণি-মণিক্য  
খচিত ছিল। দ্বারগুলির দুই পার্শ্বে তপ্তকাক্ষন নির্মিত  
হস্তীমূর্তি শোভা পাচ্ছিল। উপরিভাগ রজত নির্মিত হওয়ায়  
শুভ্র ও স্বচ্ছ, দ্বারগুলির সোপানশ্রেণী বৈদূর্যমণি দ্বারা  
নির্মিত এবং প্রবেশাভ্যন্তর স্ফটিক নির্মিত ও ধূলিমুক্ত ছিল।

ক্রৌঞ্চবর্হিণসংঘট্টৈ রাজহংসনিষেবিতৈঃ ।  
তূর্যাভরণনির্বোধৈঃ সর্বতঃ পরিনাদিতাম্ ॥ ১১

সেখানে ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের ধ্বনি গুঞ্জিত হচ্ছিল।  
এই সকল দ্বার সমূহের উপরে রাজহংস নিবাস করত।  
বিবিধ বাদ্য ও আভরণের মধুর শব্দ সর্বদাই গুঞ্জিত  
হত—যেজন্য লঙ্কানগরী চতুর্দিক থেকেই প্রতিধ্বনি মুখরিত  
ছিল।

বস্মোকসারপ্রতিমাং সমীক্ষ্য নগরীং ততঃ ।  
খমিবোৎপতিতাং লঙ্কাং জহর্ষ হনুমান্ কপিঃ ॥ ১২

ত্রিকূট পর্বতোপরি অবস্থিত কুবেরের অলঙ্কাপুরীর  
তুলা সুন্দরী লঙ্কানগরী আকাশে স্থিত মনে হচ্ছিল। এরূপ  
নগরীকে দেখে কপিবর শ্রীহনুমান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।  
তাং সমীক্ষ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসাস্থিপতেঃ শুভাম্ ।

অনুভ্রম্যাম্ভিমতীং চিত্তয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ১৩

রাক্ষসরাজ রাবণের সুন্দর লঙ্কাপুরী অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও  
সমৃদ্ধশালী ছিল—যা দেখে বলবান শ্রীহনুমান চিন্তা কবতে  
লাগলেন—

নেগমন্যেন নগরী শকা ধর্ম্যিতুং বলাৎ ।  
রক্ষিতা রাবণবলৈরুদ্যত্যুধপাণিভিঃ ॥ ১৪

‘রাক্ষসরাজের উদ্যত্যুধ সৈনিকেরা এই নগরীকে  
রক্ষা করছে, অতএব অন্য কেউ বলপূর্বক এই পুরীকে  
অধিকার করতে পারবে না।

কুমুদাক্ষদমোর্বাপি সুবেশস্য মহাকপেঃ ।

প্রসিদ্ধেয়ং ভবেদ্ ভূমির্মৈন্দদ্বিবিদয়োরপি ॥ ১৫

বিবস্বতস্তনুজস্য হরেণ্ট কুশপর্বণঃ ।

ঋক্ষস্য কপিমুখ্যস্য মম চৈব গতির্ভবেৎ ॥ ১৬

‘কেবলমাত্র কুমুদ, অজদ, বানরশ্রেষ্ঠ সুবেশ, মৈন্দ,  
দ্বিবিদ, সূর্যপুত্র সুগ্রীব, বানর কুশপর্বা এবং বানরসৈন্যের  
মধ্যে মুখ্য বীর ঋক্ষরাজ জাম্বুবানের এবং আমার দ্বারা এই  
নগরীর অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত প্রবেশ হতে পারে।’

সমীক্ষ্য চ মহাবাহো রাঘবস্য পরাক্রমম্ ।

লক্ষণস্য চ বিক্রান্তমভবৎ প্রীতিমান্ কপিঃ ॥ ১৭

তখন মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্রের ও ভ্রাতা লক্ষণের বীরত্ব  
ভেবে শ্রীহনুমান অতিশয় আনন্দিত হলেন।

তাং রত্নবসনোপেতাং গোষ্ঠাগারাবতংসিকাম্ ।

যদ্রাগারত্ননীম্ভাং প্রমদামিব ভূষিতাম্ ॥ ১৮

তাং নষ্টতিমিরাং দীপৈর্ভাস্বরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ ।

নগরীং রাক্ষসেন্দ্রস্য স দদর্শ মহাকপিঃ ॥ ১৯

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান রাবণরাজের লঙ্কানগরীকে বস্ত্র  
ও অলংকারে বিভূষিত সুন্দরী যুবতীর মতো দেখতে  
পেলেন। রত্নময় বাহ্যিক সৌন্দর্য যেন পরিধেয় বস্ত্র,  
গোশালা ও অন্যান্য ভবনগুলি উহার অলংকার স্বরূপ,  
প্রকোষ্ঠে নির্মিত যন্ত্রনির্মিত গৃহ লঙ্কারূপী যুবতীর স্তনদেশ।  
এটি সর্ববিধ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। জ্যোতির্ময় দীপমালা ও  
গ্রহ-নক্ষত্রের উজ্জ্বল রশ্মি সেখানকার অন্ধকার দূর  
করেছে।

অথ সা হরিষাদূলং প্রবিশন্তঃ মহাকপিম্ ।

নগরীং যেন রূপেণ দদর্শ পবনাক্রজম্ ॥ ২০

অতঃপর বানরশ্রেষ্ঠ মহাকপি পবনকুমার শ্রীহনুমান  
ওই নগরীতে প্রবেশ করতে লাগলেন। তখন সেই নগরীর  
অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপে প্রকট হয়ে পবনকুমারকে দেখলেন।

সা তং হরিবরং দৃষ্ট্বা লঙ্কা রাবণপালিতা ।

স্বাম্নেবোধিতা তত্র বিকৃতাননদর্শনা ॥ ২১

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে দেখার জন্য (যেন)  
রাবণরাজ পালিতা লক্ষ্মিনী স্বয়ং উত্থিত হল। তার মুখমণ্ডল  
ছিল ভীষণাকার।

পুরস্তাৎ তস্য বীরস্য বায়ুসূনোরতিষ্ঠত ।

মুঞ্চমানা মহানাদমত্রবীৎ পবনাক্রজম্ ॥ ২২

সেই ভীষণাকার লক্ষ্মিনী বীর পবনকুমারের সম্মুখে  
দাঁড়িয়ে পড়ল এবং খুব জোরে গর্জন করে এইরূপ  
বদল—

কল্পং কেন চ কার্ষেণ ইহ প্রাপ্তো বনালয় ।

কথয়স্বহ যৎ ততঃ যাবৎ প্রাণা ধরন্তি তে॥ ২৩

‘বনচর বানর ! তুই কে ? কি কাজে এখানে এসেছিস ? যতক্ষণ তোর প্রাণ আছে, তার মধ্যে এখানে আসার যথার্থ রহস্য ঠিক ঠিক বলে দে

ন শকাং খড়িয়ং লঙ্কা প্রবেষ্টুং বানর ভূয়া।

রক্ষিতা রাবণবলৈরভিগুপ্তা সমস্ততঃ॥ ২৪

‘বানর ! রাবণরাজের সেনা সব দিকে এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করছে। অতএব, তুই এখানে প্রবেশ করতে পারবি না।’

অথ তাম্রবীদ্ বীরো হনুমানব্রতঃ হিতাম্।

কথয়িষ্যামি তৎ ততঃ যন্মাং ভুং পরিপৃচ্ছসে ২৫

কা ভুং বিরূপনগনা পুরদ্বারেহবতিষ্ঠসে।

কিমর্থং চাপি মাং ক্রোধামির্ভৎসয়সি দারুণে॥ ২৬

তখন বীরশ্রেষ্ঠ, হনুমান নিজের সম্মুখে দণ্ডায়মান মূর্তিমতী লঙ্কিনীকে বললেন — ‘ওহে ক্রুর স্বভাবশীলা নারী ! তুমি আমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করছ, সব সত্যি সত্যি বলব ; কিন্তু প্রথমে বল তুমি কে ? তোমার দৃষ্টি ভয়ংকর। তুমি এই নগরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছ। কি কারণে তুমি এত রাগাধিত হয়ে আমাকে ভৎসনা করছ ?’

হনুমবচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী

উবাচ বচনং ক্রুদ্ধা পরুষং পবনস্বজম্॥ ২৭

শ্রীহনুমানের এই কথা শুনে মায়াবী লঙ্কিনী ক্রুদ্ধা হয়ে পবনকুমারকে কঠোর বাক্যে বলল—

অহং রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য মহাস্বনঃ।

আজ্ঞাপ্রতীক্ষা দুর্ধর্ষা রক্ষামি নগরীমিমাম্॥ ২৮

‘আমি মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের আজ্ঞাবহ সেবিকা। আমাকে আক্রমণ করা কারো পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমি এই লঙ্কানগরীকে রক্ষা করছি

ন শকাং মামবজ্জায় প্রবেষ্টুং নগরীমিমাম্।

অদ্য প্রাট্ণঃ পরিত্যক্তঃ স্বপ্নাসে নিহতো ময়া। ২৯

‘আমাকে অবজ্ঞা করে এই নগরীতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আজই প্রাণ ত্যাগ করে নিহত অবস্থায় আমার দ্বারা তুই ধরাশায়ী হবি।

অহং হি নগরী লঙ্কা স্বয়মেব প্রবঙ্গম।

সর্বভঃ পরিরক্ষামি অতন্ত্রে কথিতং ময়া॥ ৩০

‘বানর ! আমিই মূর্তিমতী লঙ্কিনী। অতএব, সর্বতোভাবে একে রক্ষা করি। এই কারণে আমি তোর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেছি।’

লঙ্কায়া বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতস্বজঃ।

যজ্ঞবান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ হিতঃ শৈল ইনাশরঃ। ৩১

মূর্তিমতী লঙ্কিনীর কথা শুনে কপিশ্রেষ্ঠ পবনস্বজ শ্রীহনুমান একে জয় করবার জন্য যত্নশীল হলেন। অন্যতর পর্বততুল্য হয়ে সেই স্থানে স্থির হয়ে গেলেন

স তাং স্ত্রীরূপবিকৃতাং দৃষ্ট্বা বানরশূঙ্গঃ

আবভাষেহধ মেধাবী সজ্ঞবান্ প্রবগর্ভভঃ॥ ৩২

লঙ্কিনীর বিকট রাক্ষসী-রূপ দেখে কপি

শ্রীহনুমান তাকে এইরূপ বললেন—

দ্রক্ষ্যামি নগরীং লঙ্কাং সান্দিপ্রাকারতোরণাম্।

ইত্যর্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৩৩

‘আমি হনুমান পবনস্বজ ; অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ যুক্ত এই লঙ্কা নগরী দর্শন করব। এই প্রয়োজ্যে এখানে এসেছি। দর্শনের জন্য আমার মনে তীব্র কৌতূহ রয়েছে।

বনান্যপবনানীহ লঙ্কায়াঃ কাননানি চ

সর্বতো গৃহ্মখ্যানি দ্রষ্টুমাগমনং হি মে॥ ৩৪

‘এই লঙ্কানগরীর যে সকল বন, উপবন, কানন প্রধান প্রধান অট্টালিকা আছে, সেগুলি দর্শনের অতিপ্রা

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী।

ভুঙ্গ এব পুনর্বাচাং বভাষে পরুষাক্ষরম্॥ ৩৫

শ্রীহনুমানের এই কথা শুনে মায়াবী রাক্ষসী লঙ্কিনী পুনরায় পরুষ বাক্যে বলল—

মামনির্জিত্য দুর্বুদ্ধে রাক্ষসেশ্বরপালিতাম্।

ন শকাং হৃদ্য তে দ্রষ্টুং পুরীমং বানরাধম্॥ ৩৬

‘বুদ্ধিহীন নীচ বানর ! রাক্ষসেশ্বর রাবণ আম রক্ষক। আমাকে পরাস্ত না করে তুই এই লঙ্কাপুরী দর্শ করতে পারবি না।’

ততঃ স হরিশার্দূলস্তামুবাচ নিশাচরীম্।

দৃষ্ট্বা পুরীমিমাং ভদ্রে পুনর্যাসো যথাগতম্॥ ৩৭

তখন বানরশিরোমণি ওই নিশাচরীকে বললেন — ‘ভদ্রে ! এই নগরীকে পরিদর্শন করে, আমি যেভাবে এখানে এসেছি, সেভাবেই ফিরে যাব।’

ততঃ কৃত্বা মহানাদং সা বৈ লঙ্কা ভয়ঙ্করম্।

তলেন বানরশ্রেষ্ঠঃ তাড়য়ামাস বেগিতা॥ ৩৮

এই কথা শুনে লঙ্কিনী অতি ভয়ংকর গর্জনা করে বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে সঙ্গে করে চপেটাঘাত করল।

ততঃ স হরিশার্দুলো লঙ্কায়া তড়িতো ভূশম্।

ননাদ সুমহানাদং বীরবান্ মারুতস্বজঃ॥ ৩৯

লক্ষ্মী কর্তৃক এই প্রকার ভাবে আশ্রিত পেয়ে, সে  
নবাত্মক সা পান-কৃপার কবিশেষে শ্রীহনুমান শব্দে  
সংহতান কবিশ্রী।

৩৩ঃ সংসর্গমাস বামহস্তা সোভলীঃ।  
মুহুর্তিভিক্ষানৈনাং হনুমান্ ক্রোশমুদিতঃ॥ ৪৩  
যখনই তিনি বামহস্তেব অমূল্যবস্তুকে হেটিয়ে  
মুহুর্ত কবলেন এবং অত্যন্ত ক্রোশাঘাত হয়ে লক্ষ্মীকে  
স্বপ্নবেগে আশ্রিত কবলেন।

শ্রী চেতি হনুমানেন নাভিক্রোশঃ স্বয়ং কৃতঃ।  
স তু তেন প্রহারেণ নিবুল্লাঙ্গী নিশাচরী।  
শপাত সহসা ক্রমৌ নিকৃতাননদর্শনা। ৪১

লক্ষ্মী নাবী হওয়াতে শ্রীহনুমান অধিকতর ক্রোশ  
প্রকাশ কবলেন না। কিন্তু এই লঘু প্রহারেই নিশাচরীর সর্বাঙ্গ  
নিখিল হয়ে গেল। সে সহসা মাটিতে জুটিয়ে পড়ল। সেই  
সময় তার মুখমণ্ডল ভীষণ কদাকার দেখাচ্ছিল।

৩৪ঃ হনুমান্ বীরভাঃ পুষ্টা বিনিপাতিতাম্।  
কৃপাং চকার তেজস্বী মনামানঃ ত্রিমাং চ তাম্॥ ৪২

নিজের দ্বারা ধরাশায়ী ওইরূপ লক্ষ্মীকে দেখে এবং  
নগরী বলে তেজস্বী বীর শ্রীহনুমান দয়াক্ষ হলেন। তাকে  
অনুগ্রহ করলেন।

৩৫ঃ ভজো বৈ কৃশমুখিগ্না লক্ষা সা গদাদাক্ষরম্।  
উবাচগর্বিতং বাকাং হনুমন্তং প্রবলমম্॥ ৪৩

তখন সেই অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন লক্ষ্মী বানরবীর  
শ্রীহনুমানকে অভিমানশূন্য গদগদ বাক্যে এইরূপ বলল—  
প্রসীদ সুমহাবাহো ত্রায়স্বর হরিসত্তম।

সময়ে সৌম্য তিষ্ঠন্তি সত্ববস্তো মহাবলঃ। ৪৪

‘মহাবাহো ! প্রসন্ন হও। কপিশ্রেষ্ঠ ! আমাকে  
রক্ষা করো। সৌম্য ! মহাপরাক্রমী সত্ত্বগুণবান বীরপুঙ্গব !  
তুমি শত্রুর মর্বাদ রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকো। (শত্রুে শ্রী  
জাতিকে অবশ্য বলা হয়েছে, অতএব তুমি আমাকে প্রাণে  
নেরো না।)

৩৬ঃ অহং তু নগরী লক্ষা স্বামেন প্রবলম্।  
নির্জিতাঃ স্বয়া বীর নিরুমেণ মহাবলঃ॥ ৪৫

‘হে পরাক্রমী বীরপুঙ্গব বানর ! আমিই তাঁকে

নির্জিতা জািনা। তুমি নিজের পরাক্রমে আমাকে পরাজিত  
করেছো।

৩৭ঃ চ তপ্যঃ শূণ্ণ মে ক্রবন্ত্য নৈ হরীশুর।  
স্বয়ং স্বাঘৃণা দত্তং বরদানং যথা মম॥ ৪৬  
‘বানরেশ্বর ! আমি তোমাকে একটি সন্তান কপা  
শোনাও, শ্রবণ করো। সাক্ষাৎ স্বাঘৃণ ব্রহ্মা আমাকে যে বর  
দান করেছিলেন, সেই কথা বলছি—

যদা হ্যং বানরঃ কশ্চিদ বিক্রমাদ্ বশমানয়েৎ।  
তদা হ্যস্মি হি বিজয়েঃ রক্ষসাং ভয়নাগতম্॥ ৪৭

‘তুমি বলেছিলেন—‘যখন কোন বানর নিজের  
পরাক্রমে তোমাকে জয় করবে, তখন তুমি বুঝবে যে  
রাক্ষসকুলের ভয়ানক বিপদ আসন্ন।

স হি মে সময়ঃ সৌম্য প্রাপ্তোহস্মি তব দর্শনাৎ।  
স্বামুনিহিতঃ সত্যো ন তস্যাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥ ৪৮

‘হে সৌম্য ! তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে আজ আমার  
সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। ভগবান ব্রহ্মার নির্দেশিত  
সত্যের ব্যতিক্রম হয় না।

৩৮ঃ সীতানিমিস্তং রাজস্ব রাবণস্য দুরাক্ষনঃ।  
রক্ষসাং চৈব সর্বেষাং বিনাশঃ সমুপাগতঃ॥ ৪৯

‘এখন সীতার কারণে দুরাক্ষা রাবণ তথা সমস্ত  
রাক্ষসকুলের বিনাশকাল উপস্থিত।

৩৯ঃ প্রবিশ্য হরিশ্রেষ্ঠ পুরীং রাবণপালিতাম্।  
নিধন্ত্য সর্বকর্ণাণি যানি যানীহ বাঙ্কসি॥ ৫০

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! অতএব, তুমি রাবণ পালিত এই  
লক্ষাপুরীতে প্রবেশ করো এবং যেখানে যেখানে যা যা  
করণীয়, তাই সম্পাদন করো।

৪০ঃ প্রবিশ্য শ্যামোপহতাঃ হরীশুর  
পুরীং শুভাং রাক্ষসমুখাপালিতাম্।

৪১ঃ মদুহেয়া হং জনকাস্তজাং সতীং  
বিমার্গ সর্বত্র গতো যথাসুখম্॥ ৫১

‘বানরেশ্বর ! রাক্ষসরাজ রাবণকর্তৃক পালিত এই  
সুন্দরী নগরী অভিধাপে নষ্টপ্রায় হয়ে গেছে। এখানে  
প্রবেশ করে তুমি অনায়াসে ইচ্ছানুসারে সর্বত্র সন্তীসাক্ষী  
জনকন্দিনী সীতার অনুসন্ধান করো।’

৩ অর্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥



## চতুর্থঃ সর্গঃ (৪)

শ্রীহনুমান কর্তৃক লঙ্কাপুরী এবং রাবণরাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ

স নিরীজিত পুরীঃ লঙ্কাঃ শ্রেষ্ঠাঃ তাং কামরূপিশীম্।  
বিক্রমেশ মহাতেজা হনুমান্ কপিসত্তমঃ॥ ১  
অধারেশ মহাবীৰ্য্যঃ প্রাকারমবগুপ্তন।  
নিশি লঙ্কাঃ মহাসভ্যো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ॥ ২

অতি শক্তিশালী মহাবীরা রাক্ষসী লঙ্কানীকে নিজ  
পবাক্রমে পবাক্ত হইবে মহাতেজস্বী, মহাবলী, মহান  
সত্ত্বগুণবান বানবশিরোমণি কপিকুঞ্জর প্রবেশপথ  
পবিত্রাঙ্গ কবে বস্ত্রী অক্ষকায়ের লক্ষ্য দিয়ে দিয়ে প্রাচীরের  
উপর লঙ্কানগরীর প্রবেশ করলেন।

প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কপিরাজহিতকরঃ।  
চত্ৰেচ্ছ পাদং সবাং চ শত্রুশাং স তু মূৰ্ধনি॥ ৩  
বানররাজ সুগ্রীবের শুভার্থী শ্রীহনুমান এইরূপে  
লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে যেন তাঁর বাম পদ শত্রুদের মাথায়  
রাখলেন।

প্রবিশ্য সত্ত্বসম্পন্নো নিশায়াং মারুতাস্বজঃ।  
স মহাপথমাহ্বায় মুক্তপুষ্পবিরাজিতম্॥ ৪  
ততস্ত তাং পুরীং লঙ্কাং রম্যামভিযয়ৌ কপিঃ।

সত্ত্বগুণশালী পবনপুত্র শ্রীহনুমান সেই নিশীথে  
অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক ঝরা ফুলদল সুশোভিত রাজপথে  
রমণীয় লঙ্কাপুরীর অভিমুখে চলতে লাগলেন।

হসিতোৎকৃষ্টনিবদৈবদূর্যমোষপূরহুতৈঃ॥ ৫  
বজ্রাঙ্কুশনিকাকৈশ্চ বজ্রজালবিভূষিতৈঃ।  
গৃহমেঘৈঃ পুরী রম্যা বজ্রাসে দৌরিবাহুদৈঃ॥ ৬

শুভ্র মেঘমালায় আকাশ যে রূপে সুশোভিত হয়,  
তেমনি ভাবেই সেই রমণীয় লঙ্কা নগরী শ্বেতমেঘতুলা  
হর্ম্যরাজিতে শোভা পাচ্ছিল। গৃহগুলি অট্টহাসিতে ও বাদ্য  
নিবাদে মুখরিত ছিল। ওইগুলিতে বজ্র ও অঙ্কুশের চিহ্ন  
অঙ্কিত ছিল এবং হীরকনির্মিত প্রকোষ্ঠে গৃহগুলির শোভা  
বৃদ্ধি হচ্ছিল।

প্রজ্জ্বাল তদা লঙ্কা রক্ষোগণগৃহৈঃ শুভৈঃ।  
সিতাক্ষসদৃশৈশ্চিহ্নৈঃ পদ্মবস্ত্রিকসংহিতৈঃ॥ ৭  
বর্ধমানগৃহৈশ্চাপি সর্বতঃ সুবিভূষিতৈঃ।

তখন লঙ্কানগরী শুভ্র মেঘমালার তুলা সুন্দর ও  
বিচিত্র রাক্ষস-গৃহগুলির দ্বারা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।  
গৃহগুলির কোন কোনটি পদ্মের আকৃতিতে তৈরি, কিছু

কিছু 'স্বস্তিক' আকারে, আবার কিছু 'বর্ধন' নাম  
রীতিতে নির্মিত ছিল। সকল গৃহগুলি সর্বত্রই  
সুসজ্জিত ছিল।

তাং চিত্রমালাভরণাং কপিরাজহিতকরঃ॥ ৮  
রাঘবার্থে চরন্ শ্রীমান্ দর্শ চ নন্দ চ।  
বানররাজ সুগ্রীবের হিতাকাজক্ষী শ্রীমান শ্রীহনুমান

প্রভু রঘুনাথের কার্যসিদ্ধির জন্য বিচিত্র পুষ্পভরণ  
অলংকৃত লঙ্কাপুরীতে বিচরণ করতে লাগলেন। তখন তাঁর  
লঙ্কা নগরীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখে আনন্দিত হইলেন।  
ভবনাদ্ ভবনং গচ্ছন্ দর্শ কপিকুঞ্জরঃ।  
বিবিধাকৃতিরূপাশি ভবনানি ততস্ততঃ।

শুশ্রাব কচিরং গীতং শ্রিহানবরভূষিতম্॥ ৯  
কপিবর শ্রীহনুমান গৃহ থেকে গৃহান্তরে বিচরিত  
আকৃতির ভবন সমূহ দেখতে লাগলেন, গৃহান্তরে  
হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্ধা থেকে উদ্ভিত মন্ত্র, মধ্যম ও উচ্চঃস্বরে  
সঙ্গীত ধ্বনি তাঁর কানে প্রবেশ করল।

শ্রীপাং মদনবিদ্যানাং দিবি চাম্বরসামিবা।  
শুশ্রাব কাঞ্চীনিনদং নৃপূরাধাং চ নিঃস্বনম্॥ ১০  
শ্রীহনুমান কামবেদনার পীড়িতা স্বর্গীয় অক্ষরাতুল  
সুন্দরীগণের মেখলাধ্বনি ও নৃপূরের নিকন শব্দে

পেলেন।  
সোপাননিবদাংচাপি ভবনেষু মহাধনাম্।  
আশ্লেষাটিনিবদাংচ ক্ষৌড়িতাংচ ততস্ততঃ॥ ১১

এইভাবেই ভবনান্তরে সোপান শ্রেণীতে  
বিচরণশীলা রমণীগণের মেখলা ও নৃপূরের মধুরসঙ্গীত  
এবং পুরুষগণের তাল সঙ্গত ও কণ্ঠ নির্ঘোষ শ্রীহনুমানের  
কর্ণগোচর হল।

শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু বৈ।  
স্বাধ্যায়নিরতাংশ্চৈব বাতুধানান্ দর্শ সঃ॥ ১২  
রাক্ষসকুলের গৃহে গৃহে অনেককে শ্রীহনুমান  
জপতে শুনলেন এবং কাউকে কাউকে স্বাধ্যায়ে নিয়োজিত  
দেখলেন।

রাবণব্রহ্মসংযুক্তান্ গর্জতো রাক্ষসানপি।  
রাজমার্গং সমাবৃত্য হিতং রক্ষোগণং মহং॥ ১৩  
কিছু সংখ্যক রাক্ষসকে তিনি রাবণরাজের দ্বারা

কিছু সংখ্যক রাক্ষসকে তিনি রাবণরাজের দ্বারা

কিছু সংখ্যক রাক্ষসকে তিনি রাবণরাজের দ্বারা

কিছু সংখ্যক রাক্ষসকে তিনি রাবণরাজের দ্বারা

করতে বা গর্জন করতে দেখলেন। রাজপথের উপরে  
রাক্ষসগণের এক বৃহৎ সমাবেশও তাঁর চক্ষুগোচর হল।  
দর্শ্য মধ্যমে গুহ্যে রাক্ষসসমা চরান্ বহু।  
দীক্ষিতাঞ্জলিান্ মুণান্ গোজিনাধরবাসসঃ। ১৫  
দূর্ভমুষ্টিপ্রহরণানয়িকুণ্ডাযুগ্মাংস্তথা  
কূটমুকারণাণীংশ্চ দশায়ুধধরানপি। ১৬

নগরের মধ্য ভাগে তিনি রাবণের অনেক গুপ্তচর  
দেখলেন। চরদের মধ্যে কেহ কেহ যোগীরূপে দীক্ষিত,  
কেউ বা জটাধারী আবার কেহ মুণ্ডিত মস্তক, গোচর্ম বা  
মুগচর্ম পরিধানকারী অথবা দিগম্বর। মুষ্টিতে অস্ত্ররূপে কুশ  
ধারণ করেছে কেউ কেউ, কারো বা অস্ত্র অগ্নিকুণ্ড, কেউ  
বা গুপ্ত অস্ত্র হাতে, কারোও হাতে রয়েছে মুদার অথবা  
দণ্ড।

একাক্ষানেকবর্ণাংশ্চ লহোদরপয়োধরান্।  
করালান্ ভুগবজ্রাংশ্চ বিকটান্ বামনাংস্তথা। ১৭  
গুপ্তচরদের মধ্যে কারো একটি চোখ, কাবও দেহ  
বহু অঙ্গবিশিষ্ট, কেউ বা বিশালাকার উদর ও স্তনদেশ  
যুক্ত। আবার কেউ কেউ ভয়ঙ্কর আকৃতিসম্পন্ন, তাদের  
মধ্যে কেউ অসমঞ্জস মুখমণ্ডল, আবার কিছু সংখ্যক বিকট  
দর্শন অথবা খর্ষাকৃতি।

ধ্বনিঃ খড়্গিনশ্চৈব শতগ্রীমুসলায়ুধান্।  
পরিঘোস্তমহস্তাংশ্চ বিচিত্রকবচোজ্জ্বলান্। ১৮  
কোনও কোনও গুপ্তচরের কাছে তীর-ধনুক, কারো  
কাছে বজ্র, শতগ্রী বা মুসল অস্ত্ররূপে ছিল। কারো বা হাতে  
'পরিঘ' আয়ুধরূপে ছিল এবং দেহে বিচিত্র কবচ বিভাসিত  
হচ্ছিল।

নাতিহূলান্ নাতিকৃশান্ নাতিদীর্ঘাতিহ্রস্কান্।  
নাতিগৌরান্ নাতিকৃষ্ণামাতিকুজান্ বামনান্। ১৯  
কিছু চরেরা নাতিহুল, কিছু নাতিশীর্ণ, কেউ কেউ  
নাতিদীর্ঘ বা নাতিহ্রস্ক ছিল। নাতিগৌরবর্ণ, নাতিশয় কৃষ্ণবর্ণ  
বা অতিশয় কুবু বা বামনাকৃতি নয়—এইরূপও কিছুসংখ্যক  
চর ছিল।

বিরূপান্ বহরূপাংশ্চ সুকূপাংশ্চ সুবর্চসঃ।  
জজিনঃ পতাকিনশ্চৈব দর্শ্য্য বিবিধায়ুধান্। ২০  
কেউ কুংসিং, কেউ বা বহরূপী, আবার কেউ  
সুদর্শন অথবা কেউ খুব তেজস্বী ছিল। কারো কাছে ধ্বজা  
বা পতাকা, আবার কারও হাতে অনেক প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র  
ছিল।

শক্তিবৃক্ষায়ুধাংশৈব পট্টিশাশনিধারিণঃ।  
ক্ষেপণীপাশহস্তাংশ্চ দর্শ্য্য স মহাকপিঃ। ২১  
কেউ কেউ শক্তি এবং বৃক্ষরূপ অস্ত্রধারণ করেছিল,  
কেউ পট্টিশ বা বজ্র, ক্ষেপণী বা পাশ ধারণ করেছিল  
—সবাইকে কপিবর শ্রীহনুমান দেখতে পেলেন  
বরাভরণভূষিতান্।  
প্রধিগন্তুলিপ্তাংশ্চ যথাস্থৈরচরান্ বহু। ২২  
নানাবেশসমাযুক্তান্ যথাস্থৈরচরান্ বহু। ২২  
কারো কারো গলায় ফুলহার ও ললাটা দি চন্দনচর্চিত  
ছিল, কেউ বা শ্রেষ্ঠ বেশভূষায় সুসজ্জিত ছিল, কেউ কেউ  
নানাবিধ পরিচ্ছদে আবৃত অথবা কেউ কেউ ছিল  
ইচ্ছানুসারে স্থানান্তরে বিচরণের ক্ষমতাসম্পন্ন।  
ত্রীকূললঙ্ঘরাংশৈব বজ্রিণশ্চ মহাবলান্।  
শতসাহস্রমবায়ামারক্ষং মধ্যমং কপিঃ। ২৩  
রক্ষোহধিপতিনির্দিষ্টং দর্শ্য্যান্তঃপুরাভ্যন্তঃ।

কত না রাক্ষস শূল অথবা বজ্রধারী ছিল। এরা  
সকলেই খুব শক্তিশালী। কিন্তু কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান,  
রাক্ষসরাজ রাবণের এক লক্ষ সৈন্যকে সতর্ক হয়ে নগরের  
মধ্যভাগের সুরক্ষায় নিযুক্ত দেখলেন। সকলেই  
রাবণরাজের অন্তঃপুরের সম্মুখে অবস্থান করছিল।

স তদা তদ্ গৃহং দৃষ্ট্বা মহাহটকতোরণম্। ২৪  
রাক্ষসেন্দ্রস্যা বিখ্যাতমদ্রিমূর্ধ্বি প্রতিষ্ঠিতম্।  
পুণ্ডরীকাবতংসান্তিঃ পরিধাতিঃ সমাবৃতম্। ২৫  
প্রাকারাবৃতমত্যন্তং দর্শ্য্য স মহাকপিঃ।  
ত্রিবিষ্টপনিভং দিব্যং দিব্যানাদবিনাদিতম্। ২৬

রাক্ষস সৈন্যদের জন্য যে বিশাল ভবন ছিল, তার  
তোরণ বহুমূল্য সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত ছিল। সেই সুরক্ষা  
ভবনটি দেখার পর শ্রীহনুমান রাক্ষসবাজ রাবণের বিখ্যাত  
প্রাসাদে দৃষ্টিপাত করলেন। সেটি ত্রিকূট পর্বতের একটি  
শৃঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই প্রাসাদ চার দিকে শ্বেত  
পদ্মে পরিপূর্ণ পরিধা দ্বারা সমাবৃত এবং সেটি স্বর্গীয়  
সুখমামণ্ডিত স্বর্গভূমির ন্যায় মনোহর ছিল। সেখানে  
সঙ্গীতাদি দিবা শব্দের গুঞ্জন হচ্ছিল।

বাজিহ্রেষিতসংঘুটং নাদিতং ভূষণৈস্তথা।  
রথৈর্গানৈর্বিমানৈশ্চ তথা হয়গজৈঃ স্তভৈঃ। ২৭  
বারণৈশ্চ চতুর্দৈঃ শ্বেতাভ্রনিচয়োপমৈঃ।  
ভূষিতৈঃ কচিরযারং মত্তৈশ্চ মৃগপক্ষিভিঃ। ২৮

ঘোড়ার হ্রোষা ধ্বনি সেখানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে  
পড়ছিল। অলংকারের কনু-ঝুণ্ডুও কানে আসছিল। নানা

প্রকারের রথ, পালকী প্রভৃতি পরিবহন, বিমান, সুন্দর  
হস্তী, ঘোটক এবং শ্বেতশূল মেঘের তুল্য চতুর্দন্তযুক্ত  
সুসজ্জিত হস্তী এবং মদমত্ত পশু-পক্ষীদের সমন্বয়ে ওই  
রাজপ্রাসাদের প্রবেশ দ্বার খুব সুন্দর দেবাচ্ছিল।

রক্ষিতঃ সুমহাবীর্যৈর্যাতুখানৈঃ সহস্রশঃ।

রাক্ষসাবিপতেওপ্তমাবিবেশ গৃহং কপিঃ। ২৯

হাজার-হাজার বলশালী নিশাচর রাক্ষসবাজের  
মহলকে রক্ষা করছিল। ওই সুবন্ধিত প্রাসাদে শ্রীহনুমান  
এসে পৌঁছিলেন।

স হেমজাম্বুনদচক্রবালং  
মহার্হমুক্তগমণি ভূমিতারম  
পর্যায়কালান্তরচন্দনার্হং  
স রাবণাঙ্কঃপূরমাবিবেশ ॥ ৩  
তদনন্তর, তিনি রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে  
অন্তঃপুরের চারদিকে সুবর্ণ ও জাম্বুবানদের প্রচি  
উপরিভাগ মূল্যবান মুক্তাবলী ও মণিরত্ন সুসজ্জি  
ছিল এবং অগুরু ও চন্দনে প্রতাহ সেই অগুরু  
অভিসিদ্ধিত হত।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

### পঞ্চমঃ সর্গঃ (৫)

শ্রীহনুমানের রাবণের অন্তঃপুরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে সীতাকে অবেষণ করা,  
তাকে দেখতে না পেয়ে দুঃখিত হওয়া

ততঃ স মধ্যংগতমংস্তমন্তঃ  
জ্যোৎস্নাবিতানং মুহুরম্বমন্তম্।  
দদর্শ ধীমান্ ভূবি ভানুমন্তঃ  
গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব স্তমন্তম্ ॥ ১

অতঃপর সেই বুদ্ধিমান শ্রীহনুমান দেখলেন, যেমন  
করে গোশালার অভ্যন্তরে মত্ত ষণ্ড বিচরণ করে,  
তেমনভাবে পৃথিবীতে বারংবার নিজের জ্যোৎস্নালোক  
ছড়িয়ে চন্দ্রদেব আকাশের মধ্যভাগে তারকাগণের সঙ্গে  
বিচরণ করছেন।

লোকস্য পাপানি বিনাশয়ন্তঃ  
মহোদধিং চাপি সমেধয়ন্তম্।  
ভূতানি সর্বাণি বিরাজয়ন্তঃ  
দদর্শ শীতাংশুমখাভিযান্তম্ ॥ ২

শীতাংশু চন্দ্রমা জগতের পাপ-তাপ নাশ কবেন,  
মহাসাগরে জোয়ার আনেন, সমস্ত প্রাণীর জীবনে নতুন  
দীপ্তি ও প্রকাশ দান করেন—এইরূপ চন্দ্রদেবকে শ্রীহনুমান

আকাশের উর্দ্ধাভিমুখে উঠতে দেখলেন।  
যা ভাতি লক্ষ্মীভূবি মন্দরহা  
যথা প্রদোষেষু চ সাগরহা।  
তথৈব ভোরেষু চ পুষ্করহা  
ররাজ সা চারুনিশাকরহা ॥  
ধরাতলে মন্দার পর্বতের উপরে, সন্ধ্যাকা  
মহাসাগরে এবং জলের মধ্যে কমলদলে যে লক্ষ্মী  
শোভা পায়, সেই মনোরম শোভা চন্দ্রমাতেও বিকসি  
হচ্ছিল।  
হংসো যথা রাজতপঞ্জরহঃ  
সিংহো যথা মন্দরকন্দরহঃ।  
বীরো যথা গর্বিতকুঞ্জরহঃ-  
চক্রোহপি বহাজ তথাহরহঃ ॥ ৩  
রজত পিঞ্জরে যেমন হংস, মন্দার পর্বতের গুহা  
সিংহ এবং মদমত্ত হস্তীর দীর্ঘ উপবিষ্ট বীর পুরুষ শের  
পায়, তেমনি আকাশে চন্দ্রদেব শোভিত হচ্ছিলেন।



হিতঃ ককুদ্যানিব তীক্ষ্ণশৃঙ্গো  
মহাচলঃ শ্বেত ইবোষ্মশৃঙ্গঃ ।

হস্তীব জাখন্দবক্ষশৃঙ্গো  
নিভাতি চন্দ্রঃ পরিপূর্ণশৃঙ্গঃ । ৫

তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ যুক্ত (ককুদ্যান) বৃন্দে যেমন দৃশ্যমান থাকে, যেকপ বিশাল পর্বত (হিমালয়) শুভ্র ও উচ্চ শিখরে শোভায়মান এবং সুবর্ণজড়িত শৃঙ্গে গজরাজ, তেমনভাবেই হরিণের শৃঙ্গ লাক্ষিত পূর্ণ চন্দ্র শোভা পাচ্ছিল বিনষ্টশীতাস্নতুয়ারপক্ষে।

মহাপ্রহরাহবিনষ্টপক্ষঃ ।

প্রকাশলক্ষ্মীশ্রয়নির্মলাক্ষো

ররাজ চন্দ্রো ভগবান্ শশাঙ্কঃ ॥ ৬

যাঁর শীতল জল ও তুয়াররূপ পক্ষ সংসর্গ বিনষ্ট হয়েছে, সূর্যকিরণকে গ্রহণ করায় যাঁর অন্ধকাররূপ পক্ষও বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রকাশস্বরূপা লক্ষ্মীর আশ্রয় হওয়াতে যাঁর কালিনাও নির্মল রূপে প্রতিভাত হচ্ছে এবং ভগবান শশলাঙ্কন চন্দ্রদেব আকাশে প্রকাশিত হচ্ছেন।

শিলাতলং প্রাপ্য যথা মৃগেন্দ্রো

মহারণং প্রাপ্য যথা গজেন্দ্রঃ ।

রাজ্যং সমাসাদা যথা নরেন্দ্র-

স্তথা প্রকাশো বিররাজ চন্দ্রঃ ॥ ৭

গ্রহা হতে নির্গত শিলাখণ্ডে উপবেশিত হয়ে পশুরাজ সিংহ যেমন শোভিত হয়, বিশাল অরণ্যে পৌঁছে গজরাজ যেমনভাবে শোভিত হয় তথা হস্তরাজ্য উদ্ধার করে নৃপতি যেমনভাবে শোভায়মান হন, তেমনই চন্দ্রদেব উজ্জ্বল প্রকাশে আকাশে শোভা পাচ্ছিলেন।

প্রকাশচন্দ্রোদয়নষ্টদোষঃ

প্রবৃক্ষরক্ষঃপিণিতাশদোষঃ ।

রানাড়িরামেরিতচিত্তদোষঃ

দ্বর্গপ্রকাশো ভগবান্ প্রদোষঃ ॥ ৮

বিভাসিত চন্দ্রমার উদয়ে অন্ধকাররূপ দোষ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, রাক্ষসকুলের জীব-হিংসা ও মাংস ভক্ষণ-রূপ উপভোগ বেড়ে যাওয়ায় এবং রমণীদের রমণ রূপ চিত্ত দোষ জর্নিত প্রণয়-কলহ নিবৃত্ত হওয়ায় পূজনীয়া প্রদোষ কাল স্বর্গসুখের প্রকাশক হয়ে উঠল।

তপ্তীধরাঃ কর্ণসুখাঃ প্রবৃদ্ধাঃ  
দ্বপত্তি নার্যঃ পতিভিঃ সুবৃদ্ধাঃ ।

নস্তংচরাশচাপি তথা প্রবৃদ্ধা

নিহতুমত্যন্তুতরৌদ্রবৃদ্ধাঃ

॥ ৯

কর্ণসুখকর বীণার সুর বাৎকৃত হচ্ছিল, সদাচারিনী পত্নীগণ পতিদের সহিত শায়িত ছিলেন এবং অত্যন্ত অদ্ভুত ও ভয়াংকর চরিত্রের নিশাচরেরা অন্ধকারে বিচরণ করছিল।

মত্তপ্রমত্তানি

সমাকুলানি

রথাস্থভদ্রাসনসম্মুলানি

বীরপ্রিয়া

চাপি

সমাকুলানি

দদর্শ ধীমান্ স কপিঃ কুলানি ॥ ১০

গৃহ থেকে গৃহান্তর গমনকালে বুদ্ধিমান শ্রীহনুমানের দৃষ্টিতে ভিন্ন দৃশ্য উপস্থিত হল। কোনটিতে ঐশ্বর্যমন্ডে মত্ত নিশাচর রাক্ষস বাস করছিল, কোনটিতে সুবা পানে মত্ত রাক্ষসেরা ছিল, আবার কোনটি রথাস্থ আদি বাহন ও ভদ্রাসনসমূহসম্পন্ন ছিল এবং অনেকগুলি বীরভরূপ লক্ষ্মীশ্রী সম্পন্ন ছিল। ওই আবাসগুলি সবই একটি অন্যটির সহিত সংযুক্ত ছিল।

পরম্পরং

চাধিকমাক্ষিপত্তি

ভুজাংশচ

পীনানধিবিক্ষিপত্তি ।

মত্তপ্রলাপানধিবিক্ষিপত্তি

মত্তানি

চানোন্যামধিক্ষিপত্তি ॥ ১১

কোথাও রাক্ষসেরা একে অন্যের সমালোচনায় মুখর ছিল। তারা নিজেদের অতি পুষ্ট বাহুগুলিও নানা ভঙ্গিমায়ে সঞ্চালিত করছিল, মাতালদের ন্যায় অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিল এবং সুরাপানে উন্মত্ত অবস্থায় পরস্পর তিক্ত ভাষণ করছিল।

রক্ষাংসি

বক্ষাংসি

চ

বিক্ষিপত্তি

গাত্রাণি

কাত্তাসু

চ

বিক্ষিপত্তি ।

কপাণি

চিত্রাণি

চ

বিক্ষিপত্তি

দৃঢ়ানি

চাপানি

চ

বিক্ষিপত্তি ॥ ১২

শুণু তাই নয়, কোথাও কোথাও রাক্ষসেরা নিজেদের বক্ষ ভাঙনা করছিল, নিজেদের হস্তাদি অঙ্গ প্রেমসী পত্নীদের গাত্রে রাখছিল, ওই রাক্ষস-জায়াগণ

সুন্দর সুন্দর রূপ শোভা প্রকাশ করছিল এবং আপন আপন  
শক্তিশালী চাঁ-ধনুক আকর্ষণ বিস্তৃত করছিল।

দদর্শ কাঙ্ক্ষাশ্চ সমালভ্যতা-  
তথাপরাস্তত্র পুনঃ স্বপত্যঃ।

সুসুপবস্ত্রাশ্চ তথা হসন্ত্যঃ  
ভুঙ্ক্যঃ পরাশ্চাপি বিনিঃস্বস্ত্যঃ ॥ ১৩

শ্রীহনুমান আরও দেখতে পেলেন, নায়িকাগণ  
আপন অঙ্গে চন্দনাদি অনুলিপন করছেন। অন্য নায়িকারা  
তথায় শায়িত, অপর সুন্দরী ললনীগণ হাস্য করছেন এবং  
অপর কেউ কেউ প্রণয়-কলহে কুপিত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস  
ফেলছেন।

মহাগজৈশ্চাপি তথা নদন্তিঃ  
সুগুজিতৈশ্চাপি তথা সুসন্তিঃ।

ররাজ বীরৈশ্চ বিনিঃস্বস্তি-  
ভূদা ভুজঙ্গৈরিব নিঃস্বস্তিঃ ॥ ১৪

ক্ষুর গজরাজগণের উচ্চ বৃংহণে, অত্যন্ত সম্মানিত  
সভাসদৃশ্যের শোভায় এবং বীরগণের সশস্ত্র নিঃস্বসনে,  
সেই লক্ষ্যপূরী সর্পকুলের গর্জন যুক্ত সরোবরের ন্যায়  
শোভা পাচ্ছিল।

বুদ্ধিপ্রধানান্ রচিরাজিধানান্  
সংপ্রক্ষানাজ্জগতঃ প্রধানান্

নানাবিধানান্ রচিরাজিধানান্  
দদর্শ তস্যাং পুরি যাতুধানান্ ॥ ১৫

শ্রীহনুমান লক্ষ্যপূরীতে বহু শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সুবক্তা  
প্রমূখ, অতিশয় প্রদক্ষাশীল, বহুবিধ শৈলীসম্পন্ন এবং  
সুন্দর সুন্দর অভিধার বিশ্ববিখ্যাত রাক্ষসগণকে দেখতে  
পেলেন।

ননন্দ দৃষ্টা স চ তান্ সুসুপান্  
নানাগুণানাম্গুণানুসুপান্

বিদ্যোতমানান্ স চ তান্ সুসুপান্  
দদর্শ কাংক্ষিত্ত পুনর্বিজ্ঞপান্ ॥ ১৬

শ্রীহনুমান সুন্দর সুন্দর রূপসম্পন্ন, নানা গুণে গুণী,  
য য গুণানুরূপ ব্যবহারযুক্ত এবং তেজস্বী রাক্ষসদের  
দেখে আনন্দিত হলেন। তিনি অনেক রাক্ষসকে সুদর্শন  
দেখলেন, আবার কিছু-কিছুর খুব কুৎসিত দর্শনও তাঁর

দৃষ্টিগোচর হলো।

ততো বরার্বাঃ সুবিশুদ্ধভাবা-  
স্তেষাং স্ত্রিয়স্তত্র মহানুভাবাঃ

প্রিয়েষু পানেষু চ সন্তুভাবা  
দদর্শ তারা ইব সুবভাবাঃ ॥ ১৭

অতঃপর শ্রীহনুমান তথায় বস্ত্র ও অলংকার  
সজ্জিতা সুন্দরী রাক্ষস-রমণীদের দেখতে পেলেন, তাদের  
ভাব ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও তারা প্রভাবশালীও ছিল। সু-  
প্রিয়ভাবে তাদের মন পড়ে ছিল এবং তারা ছিল সুরাপানে  
আসক্ত তারা আকাশের তারকাগণের ন্যায় দ্যুতিময়ী এবং  
সুন্দর স্বভাব সম্পন্ন ছিল।

দ্বিয়ো জ্বলন্তীত্নপয়োপগূঢ়া  
নিশীথকালে রমণোপগূঢ়াঃ।

দদর্শ কান্টিং প্রমদোপগূঢ়া  
যথা বিহঙ্গা বিহগোপগূঢ়াঃ ॥ ১৮

স্বকীয় সৌন্দর্যে বিভাসিত কিছু লজ্জাশীলা নারীকে  
শ্রীহনুমান দেখতে পেলেন, যারা অর্ধরাত্রে নিজ প্রিয়তমের  
সঙ্গে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ ছিল, যেমন করে পক্ষী তার  
সঙ্গিনী পক্ষীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়। তারা সবাই আনন্দে  
নিমগ্ন ছিল

অন্যাঃ পুনর্ইর্যাতলোপবিষ্টা-  
স্তত্র প্রিয়াঙ্কেষু সুখোপবিষ্টাঃ।

ভর্তুঃ পরা ধর্মপরা নিবিষ্টা  
দদর্শ ধীমান্ যদনোপবিষ্টাঃ ॥ ১৯

অন্য অনেকে নারীবা ভবনের ছাদে উপবিষ্ট ছিল,  
যারা পতিব্রতা, ধর্মপবায়ণা, বিবাহিতা ও কামার্জা  
শ্রীহনুমান তাদের সবাইকে আপন প্রিয়তমের অঙ্গে সুখে  
উপবিষ্ট দেখলেন।

অপ্রাবতাঃ কাঞ্চনরাজিবর্ণাঃ  
কান্টিংপরার্থ্যাস্তপনীয়বর্ণাঃ

পুনশ্চ কান্টিচ্ছলক্ষ্মবর্ণাঃ  
কান্তপ্রহীণা রুচিরালবর্ণাঃ ॥ ২০

কত না নারীকে সুবর্ণরেখার মতো কান্টিময়ী  
দেখাচ্ছিল। সেই নারীরা তাদের উত্তরীয় বস্ত্র কেঁচে  
দিয়েছিল। কত না সুন্দরী নারীবা তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের মতো

উজ্জ্বল ছিল। পতিবিরোধিনী বালাগণকে শুভ চন্দ্রমাব মতো দেখাচ্ছিল। তাদের গাত্রবর্ণ ছিল সুবই সুন্দর।

ততঃ প্রিয়ানু প্রাপ্য মনোহভিরামান্  
সুপ্রীতিযুক্তাঃ সুমনোহভিরামাঃ।

গৃহেষু জট্টাঃ পরমভিরামা  
হরিপ্রবীরঃ স দদর্শ রামাঃ ॥ ২১

অতঃপর, বামবকুলে শ্রেষ্ঠ বীৰ শ্রীহনুমান বিভিন্ন গৃহে এমন সব সুন্দরীদের দেখতে পেলেন, যারা মনোহর প্রিয়তমের সঙ্গসুখে অত্যন্ত আনন্দিত ছিল। ফুলমালায় সজ্জিত থাকায় তাদের রমণীয়তা আরও বর্দ্ধিত হয়েছিল এবং সবাইকে আনন্দে উৎকুল দেখাচ্ছিল।

চন্দ্রপ্রকাশাস্ত হি বক্রমালা  
বক্রাঃ সুপদ্মাস্ত সুনেত্রমালাঃ।

বিভূষণাঃ চ দদর্শ মালাঃ  
শতভূদানামিব চারুমালাঃ ॥ ২২

তিনি চন্দ্রবদনাদের অনেককে দেখতে পেলেন, সুন্দর অক্ষিলোম যুক্ত তির্যক চোখের সারি এবং বিদ্যুলেখার মতো চমকযুক্ত অলংকারে অলংকৃতাদের মনোহর পংক্তি দেখতে পেলেন।

ন ত্বেব সীতাং পরমভিজাতাং  
পথি হিতে রাজকুলে প্রজাতাম্।

লতাঃ প্রফুল্লামিব সাধুজাতাং  
দদর্শ তসীং মনসাভিজাতাম্ ॥ ২৩

কিন্তু স্বাভাবিক সৌন্দর্যসহ জাত লতার ন্যায় শোভায়মান কৃশাঙ্গী সীতা দেবী—যিনি পরমাত্মার মানসিক সঙ্কল্পে ধর্মপথে স্থিত রাজবংশে প্রকট হয়েছিলেন এবং যার প্রাদুর্ভাব পরম ঐশ্বর্যের প্রাপ্তিব হেতু—তাকে শ্রীহনুমান কোথাও খুঁজে পেলেন না।

সনাতনে বর্দ্ধনি সন্নিবিষ্টাঃ

রামেশ্বনীং তাং মদনাভিনিষ্টাম্।

উর্ভূর্মনঃ শ্রীমদনুপ্রনিষ্টাঃ

দ্বীভাঃ পরাভাশ্চ সদা বিশিষ্টাম্ ॥ ২৪

উষাদিতাং সানুসূতাপ্রকটীং  
পুরা বরারহোত্তমনিষ্টকটীং।

সুজাতপদ্মামভিরক্তকটীং  
বনে প্রনৃতাং নীলকটীং ॥ ২৫

অবাক্তরেখামিব চন্দ্রলেখাং  
পাংসুপ্রদিক্কাং হেমরেখাম্।

ক্ষতপ্রকটামিব বর্ণরেখাং  
বায়ুপ্রভুগ্গামিব মেঘরেখাম্ ॥ ২৬

সীতামপশ্যানুজেশ্বরস্যা  
রামস্য পত্নীং বদতাং বরস্য।

বভূব দুঃখোপহতচ্চিরস্যা  
প্লবঙ্গমো মন্দ ইবাচ্চিরস্যা ॥ ২৭

যিনি সর্বদা সনাতন মার্গে স্থিতা, শ্রীরামচন্দ্রে নিবদ্ধ-দৃষ্টিসম্পন্ন, শ্রীরামবিষয়ক প্রেমে পরিপূর্ণা, পতিদেবতার মনোমগ্নী, অন্য সকল সুন্দরী নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যাকে বিরহ তাপ সদা তাপিত করছিল, যার নেত্রযুগলে নিরন্তর অশ্রুধারা ঝড়ে পড়ছিল এবং সেই কারণে যার কণ্ঠ বাতপাকুল ছিল, সুচারু অক্ষিলোমসম্পন্ন, যার গলদেশ নিষ্টরূপ সুবর্ণে (সুবর্ণ পদকে) অলংকৃত ছিল, কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর, যাকে বনস্থলীতে নৃত্যরতা ময়ূরীর মতো মনোহর মনে হত ; মেঘাচ্ছন্ন অবাক্ত জ্যোৎস্নার মতো যিনি ধূলি ধূসরিত সুবর্ণের ন্যায়, শরাদ্বারা উৎপন্ন ক্ষতের উপশমিত রেখার মতো, বায়ুতড়িত মেঘের ক্ষীণ চিহ্নের তুলা যিনি—সেই বক্তাশ্রেষ্ঠ নরেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীকে বহু অন্বেষণেও দেখতে না পেয়ে শ্রীহনুমান ক্ষণকালের জন্য দুঃখী ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥



ষষ্ঠঃ সর্গঃ (৬)

শ্রীহনুমান কর্তৃক রাবণ তথা অন্যান্য রাক্ষসের গৃহে সীতাদেবীর অনুসন্ধান করা

ন নিকামং বিমানেষু বিচরন্ কামরূপধৃক্  
বিচ্যার কপির্লঙ্কাং লাঘবেন সমধিতঃ ॥ ১

পুনরায় যথোচ্ছ্রুপধারণকারী কপিবর শ্রীহনুমান খুব  
ক্ষিপ্ততায় লঙ্কাপুরীর সাতমহলা হর্মারাজিতে ইচ্ছানুসারে  
বিচরণ করতে লাগলেন

আসাদ চ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্নিবেশনম্।  
প্রাকারেণার্কবর্ণেন ভাস্বরেণাভিসংবৃতম্ ॥ ২

অত্যন্ত বল-বৈভব সম্পন্ন পবনকুমার রাবণরাজের  
প্রাসাদে এসে পড়লেন, যেটি সূর্যের মতো বর্ণের সুবর্ণ  
প্রাচীরে ঘেরা ছিল

রক্ষিতং রাক্ষসৈর্ভীমৈঃ সিংহৈরিব মহদ্ বনম্।  
সমীক্ষমাণো ভবনং চকাশে কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৩

যেমন করে সিংহ বিশাল বনের রক্ষা করে, তেমন  
করেই বহুসংখ্যক ভয়ংকর রাক্ষস ওই প্রাসাদের রক্ষায়  
নিয়োজিত ছিল। ওই প্রাসাদের নিরীক্ষণ করতে করতে  
কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান মনে মনে আনন্দিত হলেন।

রূপ্যকোম্পহিতৈশ্চিট্রৈস্তোরণৈর্হেমভূষণৈঃ  
বিচিহ্নাভিচ্চ কক্ষ্যাভির্দ্বারৈশ্চ রুচিরৈর্বৃতম্ ॥ ৪

রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদ চিত্রিত রৌপ্যক সজ্জিত  
তোরণ, সোনায জড়ানো প্রবেশদ্বার ও বড় অদ্ভুত কক্ষ  
এবং সুন্দর দরজা দ্বারা সুশোভিত ছিল

গজাহ্নিতৈর্মহামাট্রৈঃ শূরৈশ্চ বিগতশ্রমৈঃ।  
উপস্থিতমসংহার্যৈর্হৈয়ৈঃ সাদনয়ারিভিঃ ॥ ৫

হস্তীর পিঠে উপবিষ্ট মাহুত এবং শক্তিশালী অক্লান্ত  
বীরেরা সেখানে উপস্থিত ছিল। অজেয় রথবাহক অশ্বরাজি  
শোভা পাচ্ছিল।

সিংহব্যাঘ্রতনুত্রাণৈর্দাক্ষকান্ধনরাজভীঃ  
যোষবন্তির্বিচিট্রৈশ্চ সদা বিচরিতং রথৈঃ ॥ ৬

সিংহ এবং ব্যাঘ্রের চর্মনির্মিত কবচে রথ আচ্ছাদিত  
ছিল, তাতে হাতির দাঁত, সুবর্ণ ও রৌপ্যের প্রতিমা সকল  
সজ্জিত ছিল। ছোট ছোট ঘণ্টায় শোভিত রথে মধুর ধ্বনি  
নিরন্তর হতে থাকত এবং নানাবিধ বিচিত্র রথ রাবণের  
প্রাসাদে সদাই প্রস্তুত থাকত।

বহুরত্নসমাকীর্ণং পরার্থ্যাসনভূষিতম্।  
মহারত্নসমাবাণং মহারত্নমহাসনম্ ॥ ৭

রাবণের ওই প্রাসাদ অনেক প্রকার রত্নে পরিপূর্ণ

ছিল, বহুমূল্য আসন সেখানকার শোভা বর্ধন করে  
প্রাসাদের চতুর্দিকে বড় বড় রথ রাখার জন্য উপযুক্ত  
ছিল এবং মহারথী বীরদের জন্য আবাস-স্থান নির্দিষ্ট  
ছিল।

দৃশ্যশ্চ পরমোদারৈস্তৈস্তৈশ্চ মৃগপক্ষিভিঃ।  
বিবিধৈর্বহুসাহশ্রৈঃ পরিপূর্ণং সমততঃ ॥ ৮

দর্শনীয় এবং পরম সুন্দর নানাবিধ হাজার হাজার  
পশু পক্ষী সেখানে সবদিকে পরিপূর্ণ ছিল।

বিনীতৈরন্তপাটৈশ্চ রক্ষোভিচ্চ সুরক্ষিতম্।  
মুখ্যাভিচ্চ বরদ্বীভিঃ পরিপূর্ণং সমততঃ ॥ ৯

অত্যন্ত প্রশিক্ষিত রাক্ষসদের দ্বারা প্রাসাদ সুরক্ষিত  
ছিল। অন্তঃপুররক্ষীরাও রক্ষায় নিযুক্ত থাকত। সুন্দর  
নারীগণে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ছিল সেই প্রাসাদটি।

মুদিতপ্রমদারত্নং রাক্ষসেন্নিবেশনম্।  
বরাভরণসংহ্রাদৈঃ সমুদ্রস্বননিঃস্বনম্ ॥ ১০

তথাকার রত্নস্বরূপা যুবতী নারীরা সদা প্রসন্ন থাকত  
সুন্দর সুন্দর আভরণের ঝংকারে ঝংকৃত রাক্ষসরাজের  
প্রাসাদ সাগরের কল্লোলের মতো মুখরিত থাকত।

তদ্ রাজগুণসম্পন্নং মুখোশ্চ বরচন্দনৈঃ।  
মহাজনসমাকীর্ণং সিংহৈরিব মহদ্ বনম্ ॥ ১১

প্রাসাদটি রাজকীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল, উৎকৃষ্ট  
সুগন্ধিত চন্দনে চর্চিত এবং বিশাল বনানীতে পশুবাজের  
মতো প্রধান প্রধান পুরুষ সিংহদের দ্বারা প্রাসাদ অধ্যুষিত  
ছিল।

ভেরীমৃদঙ্গাভিরূতং শঙ্খাঘোষবিনাদিতম্।  
নিত্যার্চিতং পর্বসুতং পূজিতং রাক্ষসৈঃ সদা ॥ ১২

তথায় ভেরী ও মৃদঙ্গের ধ্বনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে  
পড়ছিল, শঙ্খ-নিবাদ হচ্ছিল। প্রত্যহ প্রাসাদের পূজা  
সজ্জা রচনা হতো। পর্ব তিথিতে সেখানে হোম অনুষ্ঠিত হতো  
এবং রাক্ষসকুল ভবনের নিরন্তর পূজা করত।

সমুদ্রমিব গভীরং সমুদ্রসমনিঃস্বনম্।  
মহাস্থনো মহদ্ বেদ্য মহারত্নপরিচ্ছদম্ ॥ ১৩

মহামনা রাক্ষসরাজের বিশাল প্রাসাদ মূল্যবান রত্ন  
অলংকারে অলঙ্কৃত ছিল এবং সমুদ্রের তুল্য গভীরতা  
কল-কোলাহল সেখানে বর্তমান ছিল।

মহারত্নসমাকীর্ণং দদর্শ স মহাকপিঃ।

বিরাজমানঃ বশুধা গজাপুরখসমুদয়ম্ ॥ ১৪

তথায় প্রচুর হস্তী-অশ্ব রথ উপস্থিত ছিল এবং মহতী নারীগণের উপস্থিতিতে স্বরূপে দ্যুতিমান ছিল ভবনটি। কপিবর শ্রীহনুমান তা দেখতে লাগলেন।

লঙ্কাভরণমিতোব সোহমনাত মহাকপিঃ।

চচার হনুমাংস্তত্র রাবণস্য সমীপতঃ ॥ ১৫

শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজের প্রাসাদকে লঙ্কাপুরীর অলঙ্কার স্বরূপে ভাবলেন এবং তদনন্তর রাজপ্রাসাদের পাশে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে লাগলেন।

গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ সর্বশঃ।

বীক্ষমাণোহপাসংক্রান্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ ॥ ১৬

এই প্রকারে তিনি এক গৃহ হতে অন্য গৃহে গমনপূর্বক রাক্ষসদের উদ্যানগুলি দেখতে দেখতে নিঃশঙ্কচিত্তে অট্টালিকাগুলির উপর বিচরণ করতে লাগলেন।

অবপ্লুত মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্।

ততোহন্যৎ পুপ্লুবে বেষ্ম মহাপার্ষস্য বীৰ্যবান্ ॥ ১৭

অত্যন্ত বেগশালী ও বলবান বীর শ্রীহনুমান তথা হতে লক্ষ্য দিয়ে প্রহস্তের গৃহে এসে পড়লেন, আবার সেখান থেকে বাঁপিয়ে মহাপার্ষের ভবনে চলে এলেন।

অথ মেঘপ্রতীকাশং কুন্তকর্ণনিবেশনম্।

বিভীষণস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥ ১৮

তদনন্তর মহান শ্রীহনুমান বিশাল মেঘের মতো প্রতীয়মান কুন্তকর্ণের ভবনে এবং তথা হতে বিভীষণের মহলে লাফ দিয়ে এলেন।

মহোদরস্য চ তথা বিরূপাক্ষস্য চৈব হি।

বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ভবনং বিদ্যুদ্ব্যালেভুথৈব চ ॥ ১৯

এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও বিদ্যুদ্ব্যালির গৃহে গেলেন।

বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।

শুকস্য চ মহাবেগঃ সারণস্য চ ধীমতঃ ॥ ২০

এরপর ক্ষিপ্ৰগতি কপিবর শ্রীহনুমান পুনরায় রাক্ষস দিয়ে বজ্রদন্ত, শুক এবং বুদ্ধিমান সারণের গৃহে এসে পৌঁছলেন।

তথা চেন্দ্রজিতো বেষ্ম জগাম হরিযুথপঃ।

জম্বুমালেঃ সুমালেচ্চ জগাম হরিসন্তমঃ ॥ ২১

অতঃপর বানর-দলপতি কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান ইন্দ্রজিভের ভবনে গেলেন, সেখান থেকে জম্বুমালি এবং তারপর সুমালিকের গৃহে পৌঁছলেন।

রশ্মিকৈতোশ্চ ভবনং সূর্যশত্রোস্তথৈব চ।

বজ্রকায়স্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥ ২২

অনন্তর কপিবর লক্ষ্য-বাক্ষ্য করতে করতে রশ্মিকৈতু, সূর্যশত্রু তথা বজ্রকায়ের মহলে এসে পড়লেন।

ধূম্রাক্ষস্যাপ্য সম্পাতেভবনং মারুতাস্বজঃ।

বিদ্যুজ্জপস্য ভীমস্য ঘনস্য বিঘনস্য চ ॥ ২৩

শুকনাভস্য চক্রস্য শঠস্য কপটস্য চ।

হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য লোমশস্য চ রক্ষসঃ ॥ ২৪

যুদ্ধোদ্যমস্য মত্তস্য স্বজগ্ৰীবস্য সাদিনঃ।

বিদ্যুজ্জিহ্বদ্বিজিহ্বানাং তথা হস্তিমুখস্য চ ॥ ২৫

করালস্য পিশাচস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি।

প্লবমানঃ ক্রমেণৈব হনুমান্ মারুতাস্বজঃ ॥ ২৬

তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ।

তেশামৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদর্শ স মহাকপিঃ ॥ ২৭

পুনরায় ক্রমে ক্রমে কপিশ্রেষ্ঠ পবনকুমার ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্যুজ্জপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোদ্যম, মত্ত, স্বজগ্ৰীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, পিশাচ, শোণিতাক্ষ প্রভৃতির মহলে চলে এলেন। এইভাবে প্লবমান মারুতাস্বজ সুখ্যাত শ্রীহনুমান ক্রমশঃ সেই সেই অত্যন্ত মূল্যবান ভবনগুলিতে সমৃদ্ধশালী রাক্ষসদের সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করলেন।

সর্বেষাং সমতিক্রম্য ভবনানি সন্তততঃ।

আসসাধাথ লক্ষীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥ ২৮

তারপর শক্তিমান ও বৈভবসম্পন্ন শ্রীহনুমান এই সকল ভবনগুলিকে লক্ষ্যপূর্বক পুনরায় রাক্ষসরাজ রাবণের মহলে উপস্থিত হলেন।

রাবণস্যোপশায়িনো দদর্শ হরিসন্তমঃ।

বিচরন্ হরিশাদৃগো রাক্ষসীর্বিকৃতেক্ষণাঃ ॥ ২৯

তথায় বিচরণকালে বানরশিবোমণি কপিশ্রেষ্ঠ রাবণের অনতিদূরে শায়িতা (তার পালকের রক্ষায় নিযুক্ত) রাক্ষসীদের দেখতে পেলেন, যাদের চোখগুলি খুব ভয়ংকর ছিল।

শূলমুদারহস্তাংশ্চ শক্তিতোমরধারিণঃ।

দদর্শ বিবিধান্ডম্মাংস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে ॥ ৩০

সাথে সাথে, তিনি রাক্ষসরাজের ভবনে দলে দলে রাক্ষসীদের দেখতে পেলেন— যাদের হাতে শূল, মুদার, শক্তি ও তোমর ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত ছিল।

রাক্ষসাংশ্চ মহাকায়ান্ নানাপ্রহরণোদ্যতান্।



রক্তান্ শ্বেতান্ সিতাংশ্চাপি হরীংশ্চাপি মহাজবান্ ॥ ৩১

এছাড়া সেখানে বহু সংখ্যায় বিশালকায় রাক্ষসও দেখা গেল - যাবা নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে প্রস্তুত ছিল। শুধু একটুকুই নয়, সেখানে লাল, সাদা ও শ্বেতাভ রঙের অত্যন্ত ক্ষিপ্ৰগামী ঘোটক সকলও বাঁধা ছিল।

কৃষ্ণান্ রূপসম্পন্নান্ গজান্ পরগজারুজান্।

শিক্ষিতান্ গজশিক্ষায়ামৈবাবতসমান্ যুধি ॥ ৩২

নিহুতান্ পরসৈন্যানাং গৃহে তপ্তিন্ দদর্শ সঃ।

করতল যথা মেঘান্ প্রবল যথা গিরীন্ ॥ ৩৩

মেঘতুল্যনিহিতঘোষান্ দুর্ধ্বান্ সমরে পরৈঃ।

এছাড়া সাথে ভালো জাতের সুন্দর সুন্দর হস্তীও

ছিল - যেগুলি শত্রুসৈন্যের হাতিগুলিকে সহজেই ছত্রভঙ্গ

করতে সক্ষম। হাতিগুলি যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষিত ও

ঐক্যবলের ন্যায় পরাক্রমী এবং শত্রুসৈন্যদের সংহার

করতে পারত। হস্তীগণ বর্ষার মেঘের মতো ও পার্বত্য

করগিরির মতো মন্বারি ঝবিয়ে দিচ্ছিল। মেঘের নাদের

মতো ছিল তাদের বৃংহণ এবং তারা বিপক্ষ সৈন্যদের

পক্ষে অস্ত্র ছিল। শ্রীহনুমান রাবণরাজের ভবনে এইসব

দেখলেন।

সহস্রঃ বাহিনীপুত্র জাম্বুনদপরিহৃতঃ ॥ ৩৪

হেমজালৈরবিচ্ছিন্নাতুরুণাদিত্যসমিভাঃ।

দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে ॥ ৩৫

রাক্ষসরাজ রাবণের সেই মহলে সোনার আভরণে

অলংকৃত সহস্র-সহস্র সৈন্য দেখতে পেলেন। তাদের

সর্বাঙ্গ সূর্যালংকারে আচ্ছাদিত ছিল এবং তারা প্রান্তের

তরুণ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিল।

শিবিকা বিনিধাকরাঃ স কপির্মাক্তাহজঃ।

লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালাগৃহাণি চ ॥ ৩৬

ক্রীড়াগৃহাণি চান্যানি দারুপর্বতকানি চ।

কামস্য গৃহকং রমাং দিবাগৃহকমেব চ ॥ ৩৭

দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে।

পবনপুত্র শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের সেই ভবনে

অনেক প্রকার পালকি, বিচিত্র লতা-গৃহ, চিত্র-শালা সমূহ,

ক্রীড়া-ভবন, কাষ্ঠনির্মিত ক্রীড়া পর্বত, রমা বিলাস-গৃহ ও

দিবাভাগের উপযোগী বিলাস-ভবনও দেখতে পেলেন।

স মন্দরসমপ্রখ্যঃ মমূরহানসঙ্কুলম্ ॥ ৩৮

ধ্বজ্যষ্টিভিরাকীর্ণঃ দদর্শ ভবনোত্তমম্

অনন্তরত্ননিচয়ঃ নিধিজালঃ সমকৃতঃ।

ধীরনিষ্ঠিতকর্মাসং গৃহং ভূতপভেরিনাং ॥ ৩৯

শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজের প্রাসাদকে মন্দার পর্বতের

ন্যায় উচ্চ, ক্রীড়া-মমূরদের থাকার সংরক্ষিত ভূমিসম্পন্ন

পতাকা-যষ্টি সমূহে পরিব্যাপ্ত, অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার সমূহ

এবং চতুর্দিকে ধন-রত্নে পরিপূর্ণ দেখলেন। তথায় কী

পুরুষেরা সঞ্চিত ধন-রত্নের রক্ষার উপযুক্ত অনুষ্ঠান

করতেন এবং প্রাসাদটি সাক্ষাৎ ভূতনাথের (অর্থাৎ

মহেশ্বর বা কুবেরের) ভবনের ন্যায় প্রতীয়মান ছিল।

অর্চিভিচাপি রত্নানাং তেজসা রাবণস্য চ।

বিররাজ চ তদ্ বেশ্য রশ্মিবানিব রশ্মিভিঃ ॥ ৪০

রত্নরাজির ছটায় এবং রাক্ষসরাজ রাবণের তেজ

দীপ্তিতে সেই গৃহ কিরণায় সূর্যের তুল্য মনে হত।

জাম্বুনদময়ানোব শয়নান্যাসনানি চ।

ভাজনানি চ শুভ্রাণি দদর্শ হরিযুথশঃ ॥ ৪১

বানর যুথপতি শ্রীহনুমান সেখানকার পালক, কৌশল

এবং পাত্রগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও জাম্বুনদ-সুবর্ণে নির্মিত

দেখলেন।

মধ্বাসবকৃতক্রেদং মণিভাজনসঙ্কুলম্।

মনোরমমসম্বাধং কুবেরভবনং যথা ॥ ৪২

নূপুরাণাং চ ঘোষণ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনে চ।

মৃদঙ্গতলনির্ঘোষৈর্ঘোষবষ্টির্বিবাদিতম্ ॥ ৪৩

সেখানে মধু ও সুগন্ধিত দ্রব্য ভূমিতল আর্দ্র হই

ছিল। মণিময় আসবাব পাত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ মধু

কুবের-ভবনের তুল্য মনোরম মনে হত। নূপুরের নিকন

কটিবন্ধের (কাঞ্চীর) ধ্বনি, মৃদঙ্গ ও তালের মধুর ধ্বনি

এবং গম্ভীর-নাদ আদি অন্য সকল বাদ্য সেই ভা

মুখরিত হয়ে থাকত।

প্রাসাদসংঘাতযুতঃ শ্রীরত্নশতসঙ্কুলম্।

সুব্যুৎকক্ষাং হনুমান প্রবিবেশ মহাগৃহম্ ॥ ৪৪

সেই ভবনে শত-শত অট্টালিকা ছিল, সেগুলি

রমণী-রত্নে পূর্ণ ছিল। উহার কক্ষগুলি ছিল বৃহদাকার

এইরূপ বিশাল ভবনে শ্রীহনুমান প্রবেশ করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥



## সপ্তমঃ সর্গঃ (৭)

রাবণের ভবন এবং পুষ্পক বিমানের বর্ণনা

স বেঙ্গাজালং বলবান্ দদর্শ

ব্যাসজ্ঞবৈদূর্যসুবর্ণজালম্

যথা মহৎপ্রাবৃষি মেঘজালং

বিদ্যুৎপিনকঃ

সবিহঙ্গজালম্ ॥ ১

বলবান শ্রীহনুমান বৈদূর্যমনিখচিত স্বর্ণ গবাক্ষে  
শোভিত এবং পক্ষিকুল যুক্ত ভবনগুলি দেখতে পেলেন।  
ভবনসমূহ বিদ্যুৎখচিত বর্ষার মেঘ-মালার মতো সুশোভিত  
মনে হচ্ছিল।

নিবেশনানাং বিবিধাশ্চ শালাঃ

প্রধানশঙ্খায়ুধচাপশালাঃ

মনোহরাশ্চাপি পুনর্বিশালা

দদর্শ বেঙ্গাদ্রিষু

চন্দ্রশালাঃ ॥ ২

সেখানে শ্রীহনুমান বিভিন্ন প্রকারের বৈঠকখানা,  
শঙ্খ-আয়ুধ-ধনুর্বাণ রাখার গৃহাদি এবং পর্বত তুল্য ভবন  
সমূহের উচ্চতম অংশে (ছাদে) মনোহর ও বিশাল  
চন্দ্রশালা (চিলে ছাদ) দেখতে পেলেন।

গৃহাণি নানাবসুরাজিতানি

দেবাসুরৈশ্চাপি

সুপূজিতানি।

সর্বৈশ্চ দোষৈঃ পরিবর্জিতানি

কপিদর্শ

স্ববলার্জিতানি ॥ ৩

কপিবর শ্রীহনুমান তথায় নানাবিধ রত্নে মণ্ডিত এমন  
এমন গৃহসমূহ দেখলেন, যেগুলি দেবতা ও অসুরদের  
দ্বারা প্রশংসিত। সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত ছিল এবং  
রাবণ নিজ বাহুবলে সেগুলি লাভ করেছিলেন।

তানি প্রযত্নাভিসমাহিতানি

ময়েন

সাক্ষাদিব

নির্মিতানি।

মহীতলে

সর্বগুণোত্তরাণি

দদর্শ

লঙ্কাধিপত্তেগৃহাণি ॥ ৪

রাক্ষসরাজের ভবনগুলি অত্যন্ত যত্নসহকারে নির্মিত  
হয়েছিল এবং এত আশ্চর্য দেখাচ্ছিল, যেন ময়দানব স্বয়ং  
সেগুলি নির্মাণ করেছেন। ধরাতলে সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ  
লঙ্কাধিপতি রাবণের ভবনগুলি শ্রীহনুমান নিরীক্ষণ  
করলেন।

ভক্তো দদর্শোচ্ছ্রিতমেঘরূপং

মনোহরং

কাঞ্চনচারুরূপম্।

রক্ষোহধিপস্যস্বলানুরূপং

গৃহোত্তমং

হ্যপ্রতিরূপরূপম্ ॥ ৫

অতঃপর শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজের শক্তির অনুরূপ  
বেনজির উৎকৃষ্ট ভবন (পুষ্পক বিমান) দেখলেন, সেটি  
মেঘের ন্যায় উচ্চ এবং সুবর্ণের ন্যায় সুন্দর ও দুটিমান  
ছিল।

মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীরণং

প্রিয়া

জলন্তং

বহুরত্নকীরণম্।

নানাতরুণাং

কুসুমাবকীরণং

গিরৈরিবাগ্ৰং

রজসাবকীরণম্ ॥ ৬

সেই ভবন ধরাধামে বিস্তৃত স্বর্গতুল্য ছিল ও সৌন্দর্যে  
জাঙ্ঘল্যমান দেখাচ্ছিল। বহুবিধ রত্ন ও নানাবিধ বৃক্ষের  
ফুলে-ফুলে সেটি আচ্ছাদিত ছিল এবং পরাগরেণুতে  
পরিপূর্ণ পর্বত শিখরের মতো শোভা পাচ্ছিল।

নারীপ্রবেকৈরিব

দীপ্যমানং

তড়িতিরগ্নোথরমর্চ্যমানম্।

হংসপ্রবেকৈরিব

বাহ্যমানং

প্রিয়া যুতং খে সুকৃতং বিমানম্ ॥ ৭

সেই বিমানরূপ ভবন বিদ্যুৎমালায় চর্চিত  
মেঘসম্ভারের ন্যায় রমণী-রত্নে দেদীপ্যমান হচ্ছিল এবং  
শ্রেষ্ঠ হংসসকল দ্বারা আকাশে নীলমান বিমানের মতো  
প্রতীয়মান ছিল। এই স্বর্গীয় বিমান অতীব সুন্দর রীতিতে  
নির্মিত এবং অদ্ভুত শোভা সম্পন্ন ছিল।

যথা নগাগ্ৰং

বহুধাতুচিত্রং

যথা

নভশ্চ

গ্রহচন্দ্রচিত্রম্।

দদর্শ

যুক্তীকৃতচারুমেঘ-

চিত্রং

বিমানং

বহুরত্নচিত্রম্ ॥ ৮

যেমন নানা প্রকারের খনিজ সম্পদে পর্বত-শিখর  
শোভিত হয়, যেমন করে নভোমণ্ডল গ্রহ-চন্দ্র তারকাদির  
দ্বারা বহুধা শোভা পায়, অনেক বর্ণে যেমন মেঘমালা  
বর্ণময় হয়ে ওঠে, সেইরকম নানাপ্রকার রত্নমণ্ডিত বিমানটি  
বহুবিধ শোভাচিত্রে শোভিত দেখাচ্ছিল।

মহী

কৃত্য

পর্বতরাজিপর্য্য

শৈলাঃ

কৃত্য

বৃক্ষবিতানপর্য্যঃ।

বৃক্ষাঃ

কৃত্যঃ

পুষ্পবিতানপর্য্যঃ

পুষ্পং

কৃত্যং

কেশরপত্রপর্য্যম্ ॥ ৯

বিমানের

আধার-ভূমি

(যাত্রীদের

আরোহণাবরোহণের ছান স্বর্ণ ও মণি-মাণিকা দ্বারা নির্মিত  
কৃত্রিম পর্বতমালায় পরিপূর্ণ ছিল, কৃত্রিম পর্বতগুলি বিস্তার

বৃক্ষের পংক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, বৃক্ষদ্বারি ছিল  
পুষ্পবিতানে মণ্ডিত এবং কুসুমগুলি ছিল কেশর ও পাগড়ি  
সুশোভিত।

কৃতানি কেশানি চ পাশুরানি  
তথা সুপুষ্পাণ্যপি পুষ্পরানি  
পুনশ্চ পদ্মানি সকেসরানি  
বনানি চিত্রাণি সরোবরানি । ১০

সেই বিমানে শুভ্র ভবন নির্মিত ছিল, সুন্দর সুন্দর  
পুষ্পরাজিতে সুশোভিত জলাশয় ছিল। কেশরযুক্ত পদ্ম,  
বিচিত্র বনানী ও অঙ্কিত সরোবরও তথায় নির্মিত ছিল।

পুষ্পাহুয়ঃ নাম বিরাজমানঃ  
রত্নপ্রভাভিচ্চ বিঘূর্ণমানম্  
বেহোত্তমানামপি চোচ্চমানঃ

মহাকপিভ্যঃ মহাবিমানম্ । ১১

কপিবর শ্রীহনুমান যে সুন্দর বিমানটি ওখানে দেখতে  
পেলেন সেটি 'পুষ্পক' নামে খ্যাত। সেটি রত্ন-প্রভায়  
দ্যুতিমান ছিল এবং ইত্যন্ততঃ ভ্রমণে সক্ষম ছিল।  
দেবতাগণের গৃহের আকারের উত্তম বিমানগুলির মধ্যে  
সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব এই মহাবিমান পুষ্পকের-ই ছিল।

কৃতাস্চ বৈদূর্যময়া বিহঙ্গা  
রূপাপ্রবালৈশ্চ তথা বিহঙ্গাঃ ।  
চিত্রাশ্চ নানাবিস্তীর্ণজঙ্গা

জাত্যানুরূপান্তরগাঃ শুভাঙ্গাঃ ॥ ১২

এর মধ্যে কেতুবত্তর, রৌপ্য ও প্রবালের দ্বারা নির্মিত  
পক্ষীসকল ছিল। নানা রঙে চিত্রিত সর্পসকল এবং ভালো  
জাতের অশ্বের মতো সুঠাম অঙ্গসকল নির্মিত ছিল।

প্রবালজাঘুনদপুষ্পপক্ষাঃ

সলীলমাবর্জিতজিহ্বাপক্ষাঃ

কামসা সাক্ষাদিব ভাষ্টি পক্ষাঃ

কৃত্য বিহঙ্গাঃ সুমুখাঃ সুপক্ষাঃ ॥ ১৩

সেই বিমানে সুন্দর মুখশ্রী ও মনোহর পক্ষসম্পন্ন  
বহু বিহঙ্গ এমনভাবে নির্মিত হয়েছিল যে, সেগুলি সাক্ষাৎ  
মদনদেবের সহায়ক মনে হচ্ছিল। সেগুলির পক্ষসমূহ  
প্রবাল ও সুবর্ণ নির্মিত পুষ্পসমূহে খচিত ছিল এবং  
বিহঙ্গেরা জীলাবিলাসে তাদের বন্ধিম পক্ষগুলি সুন্দর  
ভঙ্গিতে হ্রাপন করেছিল।

নিযুজ্যমানাশ্চ গজাঃ সুহস্তাঃ  
সকেসরাস্চোৎপলপত্রহস্তাঃ

বভূব দেবী চ কৃত্যসুহস্তা  
লক্ষ্মীস্তথা পদ্মিনি পদ্মহস্তা ॥ ১৪

বিমানের কমল-শোভিত সরোবরে এমন হস্তিসমূহ  
নির্মিত হয়েছিল, যেগুলি লক্ষ্মীদেবীর অভিব্যেক হিসেবে  
নিযুক্ত ছিল। তাদের শুণ্ড খুব সুশ্রী ছিল, গায়ে  
লেগেছিল পদ্মকেশর এবং শুণ্ডে পদ্মফুল আঁকা  
ছিল। সরোবরে দীপ্তিময়ী লক্ষ্মী প্রতিমাও বিরাজমান  
ছিলেন, যিনি সুহস্তের একটিতে কমল-পুষ্প ধারণ  
করেছিলেন।

ইতীব তদগৃহমভিগম্য শোভনঃ  
সবিস্ময়ো নগমিব চারুকন্দরম্ ।

পুনশ্চ তৎপরমসুগন্ধি সুন্দরঃ  
হিমাভ্যয়ে নগমিব চারুকন্দরম্ ॥ ১৫

এইরূপ সুন্দর গিরিকন্দর সম্পন্ন পর্বতের তুল্য  
বসন্ত ঋতুতে সুন্দর বৃক্ষ কোটরযুক্ত সুগন্ধি বৃক্ষের ন্যায়  
সেই সুশোভিত মনোমুগ্ধকর বিমানে উপস্থিত হয়ে  
শ্রীহনুমান অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

ততঃ স তাং কপির্ভিষত্য পূজিতাং  
চরন্ পুরীং দশমুখবাহুপালিতাম্ ।

অদৃশ্য তাং জনকসূতাং সুপূজিতাং  
সুদুঃখিতাং পতিগুণবেগনির্জিতাম্ ॥ ১৬

তদনন্তর দশমুখ রাবণের বাহু-পরাক্রমে পালিত  
সেই প্রশংসিত পুরীতে এসে চতুর্দিক বিচরণ করে  
পতিগুণমুগ্ধা পরমদুঃখিনী জনকনন্দিনী সীতাকে দেখতে  
পেয়ে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

ততস্তদা বহুবিধভাবিতাম্বনঃ

কৃত্যনো জনকসূতাং সুবর্তনঃ ।  
অপশ্যতোহভবদতিদুঃখিতং মনঃ

সচক্ষুষঃ প্রবিচরতো মহাঙ্কনঃ ॥ ১৭

মহাত্মা শ্রীহনুমান বহুধা পরমার্থ-চিন্তনে তৎক্ষণাৎ  
কৃতাত্মা পবিত্র অন্তঃকরণসম্পন্ন, সংপথশ্রী ও  
শুভদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। ইত্যন্ততঃ বহু বিচরণ করেও বর্ষ  
মহাত্মা জানকীর দেখা পেলেন না, তখন তাঁর মন  
দুঃখিত হয়ে পড়ল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

## অষ্টমঃ সর্গঃ (৮)

শ্রীহনুমান দ্বাৰা পুনৰায় পুষ্পক বিমানের দৰ্শন করা

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংহিতো

মহাবিমানঃ মণিরকুটিক্রিতম্

প্রতপ্তজাহ্নবদজালকক্রিমঃ

দদর্শ ধীমান্ পবনায়জঃ কপিঃ ১

যাবণের ভবনে মহাজ্বলে দগ্ধায়মান গুদ্ধিমান পবনকুমার কপিবর শ্রীহনুমান মণি ও বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত এবং তপ্ত কাঞ্চনের দ্বাৰা নিৰ্মিত গৰাক্ষ যুক্ত সেই বিশাল বিমানকে পুনৰায় দেখলেন।

উদপ্রমেয়প্রতিকারকক্রিমঃ

কৃতং স্বয়ং সাক্ষিতি বিশ্বকৰ্মণা।

দিবং গতে বায়ুশাখে প্রতিষ্ঠিতঃ

বারাজতাদিতাপথস্য লক্ষ্য তৎ ॥ ২

বিমানটির রচনাশৈলী সৌন্দর্য্যাদি দৃষ্টিতে পরিমাপযোগ্য নয়। অনুপম শৈলীতে সেটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল। স্বয়ং বিশ্বকর্মা বিমানটির নির্মাণ করে ‘সাধু ! সাধু !’ উচ্চারণ করেছিলেন। যখন সেটি আকাশে অবস্থিত হল, তখন সেটি সৌরলোকের দিক্‌চিহ্নরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল।

ন তত্র কিঞ্চিন্ন কৃতং প্রযত্নতো

ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহাধরত্ববৎ।

ন তে বিশেষা নিয়তাঃ সুরৈৰপি

ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহাবিশেষবৎ ॥ ৩

সেই বিমানে এমন কোনও কিছু ছিলনা, যা অত্যন্ত যত্নে নির্মিত নয়, এমন কোনও অংশ ছিল না যা মূল্যবান রত্নে অলংকৃত নয়, এটির বিশিষ্টতাগুলি দেবগণের বিমানেও ছিল না। সেখানে এমন কোনও কিছু ছিল না, যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নয়।

তপঃ সমাধানপরাক্রমার্জিতং

মনঃসমাধানবিচারচরিতম্।

অনেকসংস্থানবিশেষনির্মিতং

ততপ্ততুল্যাবিশেষনির্মিতম্ ॥ ৪

রাবণরাজ উপবাসে থেকে তপস্যা করেছিলেন।

এবং ভগবানে একপ্রাচিহ্ন হতে পেরেছিলেন — সেই তপোবলেব পরাক্রমে তিনি সেই বিমানের অধিকারী হয়েছিলেন। মনো মনে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা উদ্ভিত হওয়া মাত্র বিমানটি সেই জ্বলে পৌঁছে গেল। বিমানোপযোগী নগ্নপ্রকার বস্ত্র দ্বাৰা ও বিশিষ্ট নির্মাণ রীতিতে সেটি রচনা করা হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তুলনাপূর্বক বিশেষ বিশেষ নিমানোপযোগী বস্তুসমূহ দ্বারা বিমানটি নির্মিত হয়েছিল।

মনঃ সমাধায় তু শীঘ্রগামিনঃ

দুরাসদং মারুততুল্যগামিনম্।

মহাক্সনাং পুণাকৃতাঃ মহর্কিনাঃ

যশস্বিনামগ্যামুদামিবালায়ম্ ॥ ৫

সেই বিমান প্রভুর মনোমতো শীঘ্র গমনে সক্ষম, অনতিক্রম্য ও বায়ুতুলা বেগে অগ্রসর হতো, সেটি অতি আনন্দিত, মহাতপা ও পুণ্যশীল মহাত্মাদেরও আশ্রয়স্বরূপ ছিল।

বিশেষমালম্ব্য বিশেষসংহিতং

বিচিত্রকূটং বহুকুটমণ্ডিতম্।

মনোহভিরামং শরদ্ভিন্দুনির্মলং

বিচিত্রকূটং শিখরং গিরৈর্যথা ॥ ৬

পুষ্পক বিমান গতিবিশেষ অবলম্বনপূর্বক শূন্য আকাশে স্থির হয়ে থাকতে সক্ষম ছিল। আশ্চর্যজনক বিচিত্র বস্ত্র সমুদায় সেই বিমানে একত্রিত ছিল। সেটি শরৎ-ঋতুর চন্দ্রমার ন্যায় নির্মল ও আনন্দ প্রদানকারী ছিল। ছোট-ছোট শিখরযুক্ত কোনও বিশাল পর্বতের উচ্চতম প্রধান শিখরের যেমন শোভা হয়, সেইরূপ শোভা এই অদ্ভুত শিখরযুক্ত পুষ্পক বিমানেরও ছিল।

বহুভিঃ যৎকুণ্ডলশোভিতাননা

মহাশনা ব্যোমচরানিশাচরাঃ।

বিবৃভবিকান্তবিশাললোচনা

মহাক্সবা ভূতগণাঃ সহস্রশঃ ॥ ৭

বসন্তপুষ্পোৎকরচরদর্শনং



বসন্তমাসাদপি চারুদর্শনম্  
স পুষ্পকং তত্র বিমানমুত্তমং  
দদর্শ তদ বানরবীরসত্তমঃ । ৮  
সহস্র-সহস্র ভূতগণ—যাদের মুখমণ্ডল কুণ্ডলে শোভিত,  
অপরিস্রিত ভোজনশীল, আকাশচারী, ঘূর্ণিতলোচন, অনিমেঘ

বিশাল চক্ষুসম্পন্ন, অতিবেশশালী ও নিশাচর—আমি এই  
বিমানের ভার বহন করত। (এবং) যেটি বসন্ত পক্ষের  
পরিস্ফুট পুষ্প পুষ্পের সমান রমণীয়-দর্শন এবং কবি  
মাসের অপেক্ষাও সুদর্শন, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ 'পুষ্পক'  
বিমানটি বানরবীর শিরোমণি তথায় দেখতে পেলেন

ইত্যর্থশ্রীমদ্ভাগবতেন বাগবীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বাগবীকি বিবচিত্তি আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

### নবমঃ সর্গঃ (৯)

শ্রীহনুমানের রাবণের শ্রেষ্ঠ ভবন, পুষ্পক বিমান এবং তাঁর সুন্দর আবাসস্থল (প্রাসাদকে)  
দেখে সেই অনন্তপুরে শায়িত শত-শত সুন্দরী নারীদের অবলোকন করা

তস্যালয়বরিত্তস্য মধ্যে বিমলমায়তম্ ।  
দদর্শ ভবনশ্রেষ্ঠং হনুমান্ মারুতাস্বজঃ । ১  
অর্থযোজনবিত্তীর্ণমায়তং যোজনং মহৎ ।  
ভবনং রাক্ষসেন্দ্রস্য বহুপ্রাসাদসঙ্কুলম্ ॥ ২

লক্ষ্য সর্বাপেক্ষা বিশাল ভবনের মধ্যভাগে  
শ্রীহনুমান দেখলেন—একটি উত্তম ভবন শোভা পাচ্ছে।  
সেইটি অত্যন্ত নির্মল এবং বিশালাকার, দৈর্ঘ্যে এক  
যোজন ও প্রস্থে অর্থযোজন ছিল সেটি। রাক্ষসরাজ  
রাবণের ওই বিশাল ভবনটি অনেক হর্ম্যরাজিতে  
পরিব্যাপ্ত ছিল।

মার্গমাগন্ত বৈদেহীঃ সীতামায়তলোচনাম্ ।  
সর্বতঃ পরিচক্রাম হনুমানরিসূদনঃ ॥ ৩

শত্রুসূদন শ্রীহনুমান আয়তলোচনা সীতাদেবীর খোঁজ  
করতে করতে ওই ভবনের সকলদিকে ঘুরে বেড়াতে  
লাগলেন।

উত্তমং রাক্ষসাবাসং হনুমানবলোকয়ন্ ।  
আসসাদাথ লক্ষীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥ ৪

বল-বৈভবশালী শ্রীহনুমান ওই উত্তম আবাসের  
অবলোকন করতে করতে এমন এক সুন্দর গৃহে

গোঁহলেন, যেটি ছিল স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণের বসবাসের  
স্থান

চতুর্বিধাঐর্ধ্বির্দৈন্ত্রিবিধাঐশ্বর্যৈব চ ।  
পারিক্ষিপ্তমসম্বাধং রাক্ষমাণমুদাযুধৈঃ ॥ ৫

চতুর্দন্তী ও ত্রিদন্তী হস্তিসমূহের দ্বারা ভবনটি চতুর্দিকে  
পরিবেষ্টিত ছিল এবং উদ্যত প্রহরণ হাতে বহুসংখ্য  
রাক্ষস সেটির রক্ষা করত।

রাক্ষসীভিঃ পত্নীভী রাবণস্য নিবেশনম্ ।  
আহুতভিঃ বিক্রম্য রাজকন্যাভিরাবৃতম্ ॥ ৬

রাবণরাজের মহলাটি তার রাক্ষসকুলোদ্ভব  
পত্নীগণের এবং বলপূর্বক আহুত রাজকন্যাদের দ্বারা  
পরিপূর্ণ ছিল।

তন্নক্রমকরাকীর্ণং তিমিঙ্গিলঝষাকুলম্ ।  
বায়ুবেগসম্বৃতং পন্নগৈরিব সাগরম্ ॥ ৭

এইরূপ নর-নারী পরিপূর্ণ ভবন কুমীর, বিপ্লব  
মৎস্য, তিমিঙ্গিল ও নানাবিধ মৎস্যে পূর্ণ এবং বায়ুবেগে  
আন্দোলিত ও সর্পসমূহে আবৃত মহাসাগরের তুল্য মনে  
হত।

যা হি বৈশ্রবণে লক্ষ্মীয়া চন্দ্রে হরিবাহনে ।

স্য রাশনগৃহে রামা নিত্যমেবানপায়িনী। ৮  
যে লক্ষ্মী কুবের, চন্দ্রমা ও ইন্দ্রের স্থানে নিবাস  
করেন। তিনিই সুবমা রাশনী হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের  
গুহ্য মন্ত্র অধ্যয়না রূপে বাস করতেন।

থা চ রাজঃ কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ  
তাদৃশী তদ্বিশিষ্টা বা ঋক্ষী রক্ষোগৃহেহিহ। ৯

যে সমৃদ্ধি মহারাজ কুবের, যম ও বরুণের স্থানে  
দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ অথবা তদপেক্ষাও বেশি সমৃদ্ধি  
রাক্ষসবাজের ভবনে দৃষ্ট হত।

তস্য হর্মাসা মধ্যাহ্নেষা চানাত্ সুনির্মিতম্।  
বহুনির্মহস্যযুক্তং দদর্শ পবনাম্বজঃ। ১০

রাক্ষসরাজ রাবণের (এক যোজন লম্বা ও অর্ধ  
যোজন চওড়া) এই মহলের মধ্যভাগে একটি অন্য ভবন  
(পুষ্পক বিমান) ছিল, যার নির্মাণ বড় সুন্দর শৈলীতে  
করা হয়েছিল। ওই ভবনটি বহুসংখ্যক মদমত্ত হস্তীযুক্ত  
ছিল। পবনকুমার শ্রীহনুমান পুনরায় ভবনটি দর্শন  
করলেন।

ব্রহ্মণোহর্থে কৃতং দিব্যং দিবি যদ্ বিশ্বকর্মণ।  
বিমানং পুষ্পকং নাম সর্বরত্নবিভূষিতম্। ১১

ওই বিমানটি সকল প্রকার রত্নরাজিতে বিভূষিত ছিল।  
পুষ্পক নামক ওই দিবা বিমানটি বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার জন্য  
নির্মাণ করেছিলেন।

পরেণ তপসা লেভে যৎ কুবেরঃ পিতামহাৎ।  
কুবেরমোজসা জিহ্বা লেভে তদ্ রাক্ষসেশ্বরঃ। ১২

বড় কঠিন তপস্যার দ্বারা রাবণ পিতামহ ব্রহ্মার কাছ  
থেকে বিমানটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, পুনরায় কুবেরকে  
বলপূর্বক পরাস্ত করে রাক্ষসরাজ রাবণ সেটি হস্তগত  
করেছিলেন।

ঈহামৃগসমামুক্তৈঃ কার্ত্তম্বরহিরণ্যৈঃ।  
সুকৃতির্যচিৎ জষ্টৈঃ প্রদীপ্তমিব চ শ্রিয়া। ১৩

এইটিতে (নেকড়ে) ব্যাঘ্রের মূর্তি যুক্ত সোনা ও  
রূপোর স্তম্ভ বানানো ছিল, যে কারণে সেই ভবনটি অশ্রুত  
দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকত।

মেরুমন্দরসংকশৈরুন্মিথস্তিরিবারবরম্।  
কূটাগারৈঃ শুভাগারৈঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্। ১৪

ভবনটিতে সুমেরু ও মন্দারপর্বতের তুল্য উচ্চ  
অনেক গুপ্ত গৃহ ও মঙ্গলভবন তৈরি করা ছিল, যেগুলি স্ব-  
স্ব উচ্চতায় আকাশকে স্পর্শ করছে বলে মনে হত।  
এইগুলি সর্বতোভাবে বিমানকে সমলংকৃত করে রাখত।

জ্ঞানার্ণবপ্রতীকশৈঃ সুকৃতং বিশ্বকর্মণ।  
হেমসোপানযুক্তং চ চারুপ্রবরবেদিকম্। ১৫

ভবনটির দীপ্তি অগ্নি ও সূর্যের সমান ছিল। বিশ্বকর্মা  
দক্ষ কারিগরের মতো সেটি নির্মাণ করেছিলেন। এতে  
সোনার সিঁড়ি ও অত্যন্ত মনোহর শ্রেষ্ঠ বেদীসমূহ নির্মিত  
ছিল।

জ্ঞানবাতায়নৈর্যুক্তং কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈরপি।  
ইন্দ্রনীলমহানীলমগ্নিপ্রবরবেদিকম্। ১৬

এটিতে সোনা ও স্ফটিকের জালিকা ও গবাক্ষ  
সন্নিবিষ্ট ছিল। ইন্দ্রনীল ও মহানীল মণিসমূহে শ্রেষ্ঠ  
বেদীগুলি বসিত ছিল।

বিক্রমেশ বিচিত্রেশ মণিভিষ্ট মহাধনৈঃ।  
নিভুলান্ভিষ্ট মুক্তাভিষ্টলেনাভিবিরাজিতম্। ১৭

এখানে গৃহতলের উপরিভাগ বিচিত্র প্রবাল, বহুমূল্য  
মণিসমূহ এবং বর্তলাকার মুক্তায় সুশোভিত ছিল। এ-  
কারণে ওই বিমানটি খুবই সুশোভিত ছিল।

চন্দনেন চ রক্তেন তপনীয়নিভেন চ।  
সুপুণ্যগন্ধিনা যুক্তমাদিত্যতরুণোপমম্। ১৮

সুবর্ণতুল্য রক্তিম ও সুগন্ধ চন্দনে সংযুক্ত হওয়ায়  
ভবনটি অরুনার্কের ন্যায় মনে হত।

কূটাগারৈর্বরাকারৈর্বিবিধৈঃ সমলঙ্কৃতম্।  
বিমানং পুষ্পকং দিব্যমাকরোহ মহাকপিঃ।

তত্রহঃ সর্বতো গন্ধং পানভক্ষ্যামসত্ত্বম্। ১৯  
দিবাং সম্মুর্ছিতং জিহ্বন্ রূপবত্তমিবানিলম্।

মহাকপি শ্রীহনুমান নানাপ্রকার সুন্দর অট্টালিকায়  
সমলংকৃত সেই দিবা পুষ্পক বিমানে উঠে পড়লেন।  
সেখানে বসে তিনি সব দিকে ছড়ানো নানা প্রকারের  
পানীয়, ভক্ষ্য এবং অম্লের দিবা সুগন্ধ আশ্রয় করে  
দেখলেন। সেই গন্ধ মূর্তিমান 'পবন'-এর ন্যায় প্রতীত  
হতে লাগল।

স গন্ধত্বং মহাসত্ত্বং বহুবর্ভুমিবোত্তমম্। ২০

ইত এহীত্বাচেষে তত্র যত্র স রাবণঃ।

যেমন করে কোন বন্ধু বান্ধব নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধাকে  
কছে তাকে, ওইভাবে সেই সুগন্ধ মহাবলী শ্রীহনুমানকে  
যেন 'এদিকে এসো' একপে ডেকে, যেখানে বাবণ  
ছিলেন, সেই দিকে আহ্বান করছিল।

তত্ৰাঃ প্রহিতঃ শালাঃ দদর্শ মহতীং শিবাম্ ॥ ২১  
রাবণস্য মহাকাভাঃ কাঙ্ক্ষামিব বরপ্রিয়াম্।

অনন্তর শ্রীহনুমান অশ্রুসর হয়ে একটি অতিবৃহৎ  
দেবীর গৃহ দেখতে গেলেন, যেটি অভ্যন্ত সুন্দর ও  
অবমূল্যক ছিল। ওই সুবৃহৎ গৃহটি রাক্ষসরাজ রাবণের  
অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যেমনটি লাবণ্যময়ী সুন্দরী পত্নী পতির  
নিকট অধিকতর প্রিয় হয়।

মণিসোপানবিক্রাঃ হেমজালবিরজিতাম্ ॥ ২২

স্ফটিকৈরাবৃত্তলাঃ দত্তান্তরিতরূপিকাম্।

মুক্তাবলুপ্রবালৈশ্চ রূপাচামীকরৈরপি ॥ ২৩

এটির মধ্যে (বিশাল প্রকোষ্ঠে) মণিরত্নখচিত  
সোপানশ্রেণী ও স্বর্ণনির্মিত জানালা সুশোভিত ছিল। স্ফটিক  
মণিতে বিস্তৃত ছিল গৃহতল, হাতিব দাঁতের তৈরি নানা  
আকৃতির মূর্তি, পুস্তলিকা মধ্যে মধ্যে শোভা পাচ্ছিল  
মুক্তা, হীরা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণের দ্বারাও তন্মধ্যে বহু  
ধরণের আকার অঙ্কিত ছিল।

বিভূষিতাঃ মণিস্তম্ভৈঃ সুবহুস্তম্ভভূষিতাম্।

সমৈর্কজুভিরতুচ্চৈঃ সমস্তাং সুবিভূষিতৈঃ ॥ ২৪

মণিমণ্ডিত অনেক স্তম্ভ—যেগুলির কোনটি সমান,  
কোনটি খড়্গ, আবার কোনটি উচ্চ এবং সর্বদিকে বিভূষিত  
স্তম্ভরাজির দীপ্তি সেই বিশাল প্রাসাদের শোভা বর্ধন  
করছিল।

স্তম্ভৈঃ পঙ্কৈরিবাতুচ্চৈর্দিবঃ সম্প্রহিতামিব।

মহত্যা কুণ্ডলাহস্তীর্ণাঃ পৃথিবীলক্ষণাক্ষয়া ॥ ২৫

মনে হচ্ছিল, পাথার মতো সু-উচ্চ স্তম্ভগুলির দ্বারা  
(ওই বিশাল শালীগৃহটি) আকাশের পানে উড়ছে। এটির  
অভ্যন্তরে পৃথিবীর অন্য-পর্বতাদির চিত্র অঙ্কিত সুবিশাল  
আস্তরণ-ও বিছানোর ন্যায় ছিল।

পৃথিবীমিব বিস্তীর্ণাঃ সরাষ্ট্রগৃহশালিনীম্।

নাদিতাঃ মস্তবিহগৈর্দ্ব্যগন্ধাধিবাসিতাম্ ॥ ২৬

বাষ্ট্র ও গৃহাদির চিত্রে সুশোভিত সেই বিশাল প্রাসাদের  
পৃথিবীর সমান বিস্তৃত মনে হচ্ছিল। এখানে কানাকড়ন  
বিহঙ্গেরা কলরব করছিল এবং স্থানটি দিব্য সুগন্ধে  
সুवासিত ছিল।

পরধাত্তরগোপেতাঃ রক্ষোহধিপনিমোষিতাম্।

ধূম্রমণ্ডলধূপেন বিমলাঃ হংসপাণ্ডুরাম্ ॥ ২৭

সেই বিশাল বহুমূল্য বিছানা বিছানো ছিল এবং  
রাক্ষসরাজ রাবণ সেই প্রকোষ্ঠে বাস করতেন। স্থানটি  
'অশুর' নামক ধূপের ধোয়ায় ধূমায়িত দেখাচ্ছিল, বাস্তবে  
তা কিন্তু হংসের ন্যায় শুভ্র ও নির্মল ছিল।

পত্রপুষ্পোপহারেণ কল্যাণীমিব সুপ্রভাম্

মনসো মোদজননীং বর্ণস্যাপি প্রসাধিনীম্ ॥ ২৮

পত্র-পুষ্পের সাজ-সজ্জায় সুবৃহৎ শালাটি  
চিত্তাকর্ষক ছিল। অথবা বশিষ্ঠ মুনির সবলা গাভীর ন্যায়  
সম্পূর্ণ কামনাপূরক ছিল। উহার দীপ্তিও সুন্দর ছিল। উজ্জ  
মনোহারী ও শোভাবর্ধনকারী ছিল।

তাং শোকনাশিনীং দিব্যাং শ্রিয়ঃ সজ্জননীমিব।

ইন্দ্রিয়াধীন্দ্রিয়াধৈর্যৈশ্চ পঞ্চ পঞ্চভিক্তস্তমৈঃ ॥ ২৯

তর্ণয়ামাস মাতের তদা রাবণপালিতা।

স্বর্গীয় সেই শালাটি শোকাপহারিনী এবং সৌন্দর্যের  
জননী ছিল। শ্রীহনুমান সেটি পরিদর্শন করলেন।  
রাক্ষসরাজ-লালিতা সেই শালাটি তদৃশে মাতৃস্নেহে শব্দ,  
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের দ্বারা শ্রীহনুমানের শ্রোত্রাদি পঞ্চ  
ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে দিল।

স্বর্গোহয়ং দেবলোকোহয়মিচ্ছস্যাপি পুরী ভবেৎ।

সিদ্ধির্বেয়ং পরা হি স্যাদিত্যমনাত আরুতিঃ ॥ ৩০

সেই (দিব্য) শালা দেখে শ্রীহনুমান মনে মনে চিন্তা  
করতে লাগলেন যে এটি স্বর্গলোক, না দেবলোক অথবা  
ইন্দ্রপুরীও হতে পারে, নয়তো পরমসিদ্ধি (অর্থাৎ  
ব্রহ্মলোক)।

প্রধায়ত ইবাপশ্যৎ প্রদীপাংস্তত্র কাঞ্চনান্।

ধূতানিব মহাধূতৈর্দেবনেন পরাজিতান্ ॥ ৩১

শ্রীহনুমান সেই শালাভ্যন্তরে সুবর্ণ প্রদীপগুলির  
একই লয়ে জ্বলতে দেখলেন, মনে হচ্ছিল যেন প্রদীপগুলি  
ধ্যানমগ্ন, যেমনটি জুয়া খেলায় বড় জুয়াড়ীর কাছে জে



দশ নারীর আশঙ্কায় ছোট ছুয়াড়া মাঝে মাঝে মরে যাচ্ছে।

দাঁপাণাঃ ৫ প্রকাশনে তেজসা রাবণসা ৫।

অর্চির্ভির্ভূষণাঃ ৫ প্রদীপ্তেভ্যামমাতঃ ৫৬

প্রদীপের দীপ্তি, রাক্ষসরাজ রাবণের তেজস্বিতা এবং ভূষণরাজির রাণী প্রভাষ সমস্ত শালাটি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

ততোহপশাৎ কুখারীণাঃ নান্যবর্ণাধরপ্রভম্।

সহস্রঃ বরনারীণাঃ নান্যবর্ণবিকৃণিতম্ ৫৭

তদনন্তর শ্রীহনুমান গুহ গগের আশ্রয়ে বসে সহস্র সহস্র সুন্দরী নারীদের দেখতে পেলে, যারা নান্য রঙের বস্ত্র, পুষ্পমালা ও অনেক প্রকার আভরণে সুসজ্জিত ছিল।

পরিবৃত্তেধর্মরায়ে তু পাননিজানশংগতম্।

ক্রীড়িহোপরতঃ রাত্নৌ প্রসুপ্তঃ বজবৎ তদা ৫৮

অর্করাত্রি ব্যতীত হয়ে গেলে ক্রীড়া থেকে বিরত হয়ে সুরাপানের আদেশ ও নিদ্রার বশীভূত তওয়ায় বরনারীবৃন্দ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

তৎ প্রসুপ্তঃ বিররুচে নিঃশব্দাধরকৃণিতম্।

নিঃশব্দঃ সম্রনরঃ যথা পদ্মনবঃ মহৎ ৫৯

চুমুস্ত সহস্র সহস্র নারীদের কটিদেশে এখন অঙ্গভূষণের সুমধুর ধ্বনি আর শোনা যাচ্ছিল না, যেন হংস কলরব ও ভ্রমরের গুঞ্জন গেমে বাওয়ার পর সুপ্ত বিশাল কমল-সরোবরের মতো তখন সুসুপ্ত সুন্দরী সবুজায় অতিশয় শোভা পাচ্ছিল।

তাসাং সংবৃত্তদাষ্টানি মীলিতাক্ষীণি মারুতিঃ।

অপশাৎ পদ্মগন্ধীনি বদনানি সুগোষিতাম্ ৬০

পবনকুমার শ্রীহনুমান সেই সকল সুন্দরীদের নুপপা দেখতে পেলে, যেখান থেকে পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। তাই তাদের নপ্তরাজি আবৃত ও ঢাক মুগ্ধিত ছিল।

প্রনুদানীব পদ্মানি তাসাং কৃদ্বা ক্ষপাক্ষয়ে।

পুনঃ সংবৃত্তপদ্মানি রাজানিব বহুতদা ৬১

বাতির অবসানে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো ওই সকল সুন্দরীগণের নুপপা হর্ষে উৎকল দেখাত, পুনরায় বাতির আগমনে নির্ভিত তওয়ায় মুগ্ধিত শতকলের ন্যায় শোভা পেত।

ইমানি নুপপদানি মিততঃ মত্তমটপনাঃ।

অনুভূমীণি কৃদ্বানি প্রার্পতঃ পুনঃ পুনঃ ৬২

উত্তি বামনাত শ্রীমনুপগত্যা মহাকর্ষিঃ।

মেনে হি গুপতহানি সমানি নিক্সেভ্যবৈঃ ৬৩

তাদের দেখে হনুমান মহাকর্ষি শ্রীহনুমান হঠাৎকম

কৃদ্বানি কবচের পদ্মের মতো — ‘নন্দন ভ্রমরের প্রস্ফুটিত

কমলের ন্যায় উজ্জ্বল নুপপদকে প্রস্ফুট জন্য মনে

বারংবার প্রার্পনা করে থাকবে — তার উপর বসবার জন্য

সর্বদা ঘুরে ঘুরে ওড়ে। কারণ, তার গুপের বসিতে সেই

সকল নুপপদকে কবচ পদ্মের তুল্য জ্ঞান করে।

না তস্য শুভে শালা ততিঃ ক্রীড়ির্বিরাডিতা।

শরদীব প্রসজা দৌহারভিরভিশোভিতা ৬৪

দ্রাবণের সেই বৃকত শালাগুটি ওই সকল

বরনারীদের দৌন্দর্ব-মাদুর্যে বিভসিত হয়ে এমনরূপে

শোভিতছিল, যেমনভাবে শরৎকালে নির্মল আকাশ তারায়

তারায় সুশোভিত হয়।

ন চ ততিঃ পরিবৃত্তঃ শুভে রাক্ষসাধিপঃ।

যথা দ্যুতপতিঃ শ্রীমাংস্কারাভিরিব সংবৃত্তঃ ৬৫

ওই সকল দ্বীগণের দ্বারা পরিবৃত্ত রাক্ষসরাজ রাবণ

তারকা পরিবৃত্ত কান্তিমান নক্ষত্রপতি চন্দ্রের ন্যায় শোভা

পাচ্ছিলেন।

যাক্ষ্যবস্ত্রেধরাৎ তারাঃ পুষ্যশেনসমাবৃত্তাঃ।

ইমাত্মাঃ সঙ্গতাঃ কংস্যা ইতি মেনে হরিস্বদা ৬৬

তৎক্ষণে শ্রীহনুমানের মনে হতে লাগল যে—কীন-

পুণো যে সকল তারকারাজি আকাশ থেকে নীচে নেমে

আসে, সেইগুলি সকলই কি একত্রিত হয়েছে এই সব

সুন্দরী রূপে!

ভারাপানিব সুবাক্তঃ মহতীনাং তভার্চিমান্।

প্রভাবর্ণপ্রসাদাচ্চ বিরোজন্তহ যোমিতাম্ ৬৭

কেননা সেখানে ওই সকল যুবতীদের তেজস্বিতা,

বর্ণ ও প্রসাদ স্পষ্টরূপে সুন্দর দীপ্তিময় তারার তুল্য

প্রকাশিত হচ্ছিল।

ব্যাবৃত্তকট্টীনশ্রুপ্রকীর্ণবরুদমাঃ।

পানব্যায়ামকালেষু নিদ্রোপহতচেতসঃ ৬৮

(বধু) মদ্রিয়া পানের পরে ব্যায়াম (নৃত্য, গান,

ক্রীড়াগত) এর সময় যে সকল সুন্দরীদের কেশদাম আলুলায়িত হয়ে গিয়েছিল, পুষ্পমালিকায়দিত হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, বৈশিষ্ট্যবর্ণন বিস্তৃত হয়ে শবীরেব এখানে-ওখানে ঘসে পড়েছিল, ওই-সকল সুন্দরীরা তথায় নিঃশ্রায় সংস্কারীদের ন্যায় ধুমন্ত ছিলেন।

ব্যাবস্তিলকাঃ কান্দিং কান্দিদুদ্ভাঙ্কনুপুরাঃ।

পার্শ্বে গলিতহারাস্ত কান্দিং পরমযোষিতাঃ॥ ৪৫

সুন্দরী যুবতীদের কারো কারো কপালের সিঁদুর-কঙ্করী আদর উলক মুছে গিয়েছিল, কারো কারো নুপুর পদযুগল থেকে বিস্তৃত হয়ে দূরে পড়েছিল এবং কারো বা হার নির্গলিত হয়ে পাশে পড়েছিল।

মুজাহারবৃত্তাশচান্যাঃ কান্দিং প্রসঙ্গবাসসঃ

ব্যাবিক্রশনাদামাঃ কিশোর্য ইব বাহিতাঃ॥ ৪৬

মুজা-হার ছিন্ন হওয়াতে কেউ কেউ সেগুলির মুজদানায় আবৃত ছিল, কারো কারো পরিহিত বস্ত্র বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, আবাব কেউ কেউ বিস্তৃত মেখলা বিজাড়িত হয়ে সুপ্ত ছিল, মনে হচ্ছিল তারা সকলে যেন বোঝা বহন করে কিশোরী ঘোটকীর ন্যায় ক্লান্ত।

অকুণ্ডলধরাশচান্যা বিচ্ছিন্নমৃদিতপ্রভাঃ

গজেন্দ্রমৃদিতাঃ ফুল্লা লতা ইব মহাবনো॥ ৪৭

কোন কোন সুন্দরীর কানের কুণ্ডল পড়ে গিয়েছিল, কারো কারো পুষ্পমালা দলিত ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, গজরাজ কর্তৃক মথিত পুষ্পিত লতার মতো তাদের দেখাচ্ছিল।

চন্দ্রাংশুকিরণাভাস্ত হারাঃ কাশাংচিদুদগতাঃ।

হংসা ইব বভূঃ সুপ্তাঃ স্তনমশোষু যোষিতাম্॥ ৪৮

আবার কিছু সুন্দরীদের চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ তুল্য প্রকাশমান গলার হার বক্ষঃস্থলে দীপ্তিমান ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন সুন্দরীদের স্তনমণ্ডলে হংস ঘুমিয়ে আছে।

অপরাসাং চ বৈদূর্যাঃ কাদম্বা ইব পক্ষিণাঃ।

হেমসূত্রানি চান্যাসাং চক্রবাক ইবাভবন্॥ ৪৯

অপর কিছু বরনারীদের স্তনমণ্ডলে বৈদূর্যমণির হার কাদম্ব (জলকাক) নামক পক্ষীর তুল্য শোভা পাচ্ছিল এবং অন্য সুন্দরীদের বক্ষঃস্থলের উপর যে স্বর্ণহার বিছানো ছিল, সেগুলি চক্রবাক বিহঙ্গের মতো দেখাচ্ছিল।

হংসকারণবোদপতাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ

আপগা ইব তা রেজুর্জঘনৈঃ পুণিনৈরিব॥ ৫০

এইভাবে, সুন্দরী সকল হংস, কারণ (জলকাক) ও চক্রবাক উপশোভিত নদীর সমান শোভা পাচ্ছিল, তাহলে জলযাত্রা ছিল যেন নদীর তটদেশ তুল্য।

কিঞ্চিদীজালসংকাশাত্তা

হেমনিপুলাবুজাঃ

ভাবগ্রাহা দশস্তীরাঃ সুপ্তা নদা ইবাবভূঃ॥ ৫১

তাই সকল সুপ্ত সুন্দরীরা তথায় এক-একটি নদী ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। নুপুরগুলি পুষ্পকোরকের মতো প্রতীত হচ্ছিল। বহুবিধ স্বর্ণভরণ যেন বহুসংখ্য স্বর্ণকমলের শোভা ধারণ করেছিল। সুপ্তাবস্থায় তুল্য বাসনাসকল (শৃঙ্গার চেষ্টাগুলি) কুণ্ডলকের ন্যায় ছিল এবং শোভাময় দীপ্তি নদীতটের সহিত তুলনীয় ছিল।

মৃদুসংগেযু কাশাংচিৎ কুচাপ্রেষু চ সংহিতাঃ।

বভূবুর্ভবণানীব শুভা ভূষণরাজ্যঃ॥ ৫২

কোন কোন সুন্দরীর কোমল দেহে এক স্তন্যপ্রভাগের উপরে পড়ে থাকা আভরণসমূহের সৌন্দর্য নূতন গহনার মতো শোভা পাচ্ছিল।

অংশুকাভাস্ত কাশাংচিনুখমারুতকম্পিতাঃ।

উপযুপরি বভূনাং ব্যাধুয়ন্তে পুনঃ পুনঃ॥ ৫৩

কারো কারো বা মুখোপরি পড়ে থাকা পরিহিত শাড়ির অঞ্চল (ঘুমন্ত) নাসিকা হতে নির্গত নিঃশ্বাস বারংবার কম্পিত হয়ে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছিল।

তাঃ পতাকা ইবোদ্যুতাঃ পত্নীনাং রুচিরপ্রভাঃ।

নানাবর্ণসুবর্ণানাং বভূমুলেষু রেজিরে॥ ৫৪

নানা প্রকার সুন্দর কাপ-রঙের তাদের বস্ত্রাঞ্চল বস্ত্র পত্নীদের মুখের উপর আন্দোলিত থেকে সুন্দর শোভা পতাকা সমূহের মতো শোভিত হচ্ছিল।

ববভূশচাঃ কাশাংচিৎ কুণ্ডলানি কুণ্ডলানি শুভাচিঘাম্।

মুখমারুতসংকম্পমন্দং মন্দং চ যোষিতাম্॥ ৫৫

তথায় কোন কোন সুন্দরী কান্তিমত্তী কামিনীদের কানের কুণ্ডল তাদের নিঃশ্বাসজনিত কম্পনে হীরে মতো দুলছিল।

শর্করাসবগন্ধাঃ স প্রকৃত্যা সুবতিঃ সুখাঃ

ভাসাঃ বদননিঃশ্বাসঃ সিয়েবে রাবণঃ তস্য॥ ৫৬



সেই সব সুন্দরীদের মুখনিঃসৃত স্ফূটাব-সুগন্ধিত  
মাসবায়ু শরীরানিঃসৃত পানীয়ের মনোহর সুবাসে সংযুক্ত  
হয়ে অধিকতর সুখদ হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের সেবা  
করতে থাকল।

রাবণাননশঙ্কাস্ত কাম্ভিদ্ রাবণযোষিতঃ

মুখনি চ সপত্নীনামুপাজিঘ্রন্ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৭

রাবণের কিছু কিছু তরুণী পত্নীগণ, রাবণের মুখ ভ্রম  
করে, নিজ সপত্নীদের মুখ সমূহের আদ্রান নিচ্ছিল।

অতর্ক্যঃ সন্তমনসো রাবণে তা বরপ্রিয়ঃ

অস্বতন্ত্রাঃ সপত্নীনাং প্রিয়মেবাচরংস্তদা ॥ ৫৮

সে সকল সুন্দরীদের মন রাবণের উপর অত্যন্ত  
আসক্ত ছিল, সে কারণে তারা আসক্তি এবং মদিরা বশগ  
হলে, ভ্রান্তিতে রাবণের মুখ মনে করে আপন সপত্নীদের  
মুখের আদ্রান নিয়ে সপত্নীদের কাঙ্ক্ষিত কাজই করছিল।

বাহুনুপনিধায়ান্যঃ পারিহাযবিভূষিতান্।

অংকুশানি চ রমাণি প্রদদান্ত শিশিরে ॥ ৫৯

অন্য-সব মদিরা-মত্ত যুবতীগণ নিজ নিজ বলয়  
বিভূষিত বাহুকে উপাধান করে এবং কেউ কেউ আপন  
আপন মস্তকের নীচে নিজেদের সুরম্য বস্ত্রকে রেখে তথায়  
শায়িত ছিল।

অন্যা বক্ষসি চান্যস্যাস্তস্যঃ কচিৎ পুনর্ভুজম্।

অপরা ভ্রুকমন্যস্যাস্তস্যাস্ত্যাপরা কুচৌ ॥ ৬০

একজন অন্যজনের বক্ষের উপর মস্তক রেখে শায়িত  
ছিল, আবার অপরজন অন্যের এক বাহুকে উপাধান করে  
ঘুমিয়ে ছিল। এইভাবে অন্য আর একজন অপরের জঙ্ঘার  
উপর মাথা রেখে নিদ্রিত ছিল তো অন্য কোন একজন  
সুন্দরী তারই স্তনের উপর মাথা রেখে শায়িত ছিল।

উরুপার্শ্বকটীপৃষ্ঠমনোন্যাস্য সমাপ্রিতাঃ।

পরম্পরনিবিষ্টাংগো মদগ্নেহবশানুগাঃ ॥ ৬১

এইরূপে রাবণের প্রতি স্নেহাসক্ত ও মদিরা-বশীভূত  
হয়ে সেই সুন্দরীগণ একে অন্যের উরুদেশে, পার্শ্বে,  
কটিদেশে ও পৃষ্ঠে আশ্রয় নিয়ে সৌহার্দ্যে পরম্পরের অঙ্গে  
অঙ্গ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অন্যোন্যস্যাংগসংস্পর্শাৎ প্রীয়মাণাঃ সুখামাঃ।

একীকৃতভুজাঃ সর্বাঃ সুষুপ্তত্র যোষিতাঃ ॥ ৬২

ক্ৰীণকটিদেশে শোভিতা সুন্দরীগণ একে অন্যের  
অঙ্গস্পর্শকে প্রিয়তমের (রাক্ষসরাজের) স্পর্শ ভ্রম করে  
মনে মনে আনন্দ অনুভব করতে করতে পরস্পর বাহুতে  
বাহু দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল।

অন্যোন্যভুজসূত্রাণ স্ত্রীমালা গ্রথিতা হি সা।

মালৈব গ্রথিতা সূত্রে শুশ্রুতে মন্তমটপদা ॥ ৬৩

পরস্পর বাহুরূপ সূত্রে গ্রথিত কালো কেশের  
সুন্দরীগণ মালার ন্যায় শোভা পাচ্ছিল, যেন একই সূত্রে  
মদমত্ত ভ্রমর সংযুক্ত পুষ্প মালা!

লতানাং মাধবে মাসি ফুল্লানাং বায়ুসেবনাৎ।

অন্যোন্যমালগ্রথিতাঃ সংসক্তকুসুমোচ্চয়ম্ ॥ ৬৪

প্রতিবেষ্টিতসুহৃদমন্যোন্যভ্রমরাকুলম্।

আসীদ্ বনমিবোদ্ধূতং স্ত্রীবনং রাবণস্য তৎ ॥ ৬৫

মধুমাস বসন্তের মলয়ানিলে সঞ্চরণশীল

লতাসমূহের বনভূমি যেমন কম্পিত হতে থাকে, তেমনি

করে রাক্ষসরাজ রাবণের স্ত্রীকুলের নিঃশ্বাস বায়ুতে

বস্ত্রাঞ্চলের আন্দোলন হেতু কম্পিত মনে হচ্ছিল। যেমন

করে লতাসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে মালার ন্যায় আবদ্ধ

হয়ে থাকে, তাদের (লতাগুলি) সূত্রী শাখাগুলি পরস্পর

সংযোজিত হয়ে যায় এবং (সেই হেতু) লতা-পুষ্প-

রাশিও অনায়াসে সম্মিলিত প্রতীত হয়, পুষ্প পুষ্প

উপবিষ্ট ভ্রমরও অবলীলায় মিলিত হয়ে যায়, তেমনি করে

সেই সুন্দরীগণ একে অন্যের সাথে মিলে গিয়ে মালার

ন্যায় গ্রথিত মনে হচ্ছিল। তাদের বেগীতে শোভিত পুষ্পও

অনায়াসে (পরস্পর) মিলে গিয়েছিল এবং সুন্দরীদের

কুন্তল দাম-ও (পরস্পর) মিলিত হয়ে গিয়েছিল।

উচিতেষুপি সুবাক্তং ন তাসাং যোষিতাং তদা।

বিবেকঃ শক্য আধাতুং ভূষণাংগাধরপ্রজাম্ ॥ ৬৬

যদিও ওই-সকল যুবতীগণের বস্ত্র, অঙ্গ, অলংকার

ও হার যথাস্থানেই ছিল, তবুও তারা পরস্পর গ্রথিত

হওয়ায় বস্ত্র-অলংকার-অঙ্গাদি কোনটি কাহার পৃথক পৃথক

বোঝা যাচ্ছিল না।

রাবণে সুখসংবিষ্টে তাঃ স্ত্রিয়ো বিবিধপ্রভাঃ।

জলন্তঃ কাঞ্চনা দীপাঃ প্রেক্ষন্তো নিমিষা ইব ॥ ৬৭

রাক্ষসরাজ রাবণ যখন সুখ-নিদ্রায় শায়িত, তখন



সেখানকার স্থলস্থ সুবর্ণ প্রদীপ যেন সেই সকল বহুধা  
কাস্তিময়ী সুন্দরীদেরকে নির্গিমেষ দেখাচ্ছিল।

রাজর্ষিবিপ্রদৈতান্যঃ গন্ধর্বাণাং চ যোষিতঃ।

রক্ষসাঃ চাভবন্ কন্যাস্তমা কামবশংগতাঃ॥ ৬৮  
রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দৈত্য, গন্ধর্ব তথা রাক্ষসকুলের  
কন্যাগণ কাম-বশীভূত হয়ে রাবণের পত্নী হই বরণ  
করেছিল।

যুদ্ধকামেন তাঃ সর্বা রাবণেন হতাঃ স্ত্রিয়ঃ।

সম্রাট মদনেনৈব মোহিতাঃ কাস্তিদাগতাঃ॥ ৬৯

এই-সকল স্ত্রীলোককে রাবণ যুদ্ধে হরণ করেছিলেন  
এবং কিছু নারী কামার্ত মোহিত হয়ে স্বয়ং রাবণরাজের  
সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

ন তত্র কাস্তিঃ প্রমদাঃ প্রসহ্য

বীর্যোপপন্নেন গুণেন লজ্জাঃ।

ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্বা

বিনা বরার্বাং জনকাস্তজাং তু॥ ৭০

সেখানে এমন কেউ ছিল না, যাকে বলশালী  
রাক্ষসরাজ রাবণ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হরণ  
করেছিলেন। তারা সকলেই রাবণের অলৌকিক গুণে মুগ্ধ  
হয়ে (স্বেচ্ছায়) সমর্পণ কবেছিল। যিনি শ্রেষ্ঠতম ও  
পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের যোগা ছিলেন সেই সীতাকে বাদ  
দিলে, এ-রকম কোন নারী সেখানে ছিল না, যে রাবণ  
ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কাউকে ইচ্ছা করত অথবা যার আগে  
কোন পতি ছিল।

ন চাকুলীনা ন চ হীনরূপা

নাদক্ষিণা

নানুপচারযুক্তা

ভার্য্যভবৎ তস্য ন হীনসত্ত্বা

ন চাপি কাস্তস্য ন কামনীয়া। ৭১

রাবণের এমন কোন স্ত্রী ছিল না, যে কুলোদ্ভবা না  
অথবা কুৎসিত, অনুদার বা কৌশলরহিত, শ্রেষ্ঠ বস্তু-  
ভূষণ-মাল্যাদি থেকে বঞ্চিত, শক্তিহীন বা প্রিয়তম রাবণের  
অপ্রিয়।

বভূব

বুদ্ধিস্ত

হরীশ্বরস্য

যদীদৃশী

রাঘবধর্মপত্নী।

ইমা

মহারাক্ষসরাজভার্য্যঃ

সুজাতমসৌতি হি সাধুবুদ্ধেঃ। ৭২

সেই ক্ষণে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বানররাজ শ্রীহনুমা  
মনে এই ভাবনা উৎপন্ন হল যে, মহান রাক্ষসরাজ রাবণে  
পত্নীকুল যেমন করে পতির সঙ্গ-সুখে সুখী, তেম  
শ্রীরঘুনাত্মের ধর্মপত্নী সীতাদেবীও ইহাদের ন্যায় যদি পতি  
সাথে মিলিত হয়ে সঙ্গসুখ লাভ করতেন, অর্থাৎ যদি রা  
শীঘ্রই সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের সেবায় সমর্পিত করে দে  
তবে রাবণের পক্ষে সেইটি মঙ্গলজনক হত।

পুনশ্চ

সোহচিন্তয়দাস্তরূপো

ঋং বিশিষ্টা গুণতো হি সীতা।

অথায়মস্যাং

কৃতবান্

মহাস্বা

লঙ্কেশ্বরঃ

কষ্টমনার্যকর্ম॥

তখনই শ্রীহনুমানের মনে চিন্তা হল, নিশ্চিতর  
সীতাদেবী গুণাবলীতে ইহাদের সকলের চেয়ে অ  
উর্ধ্ব। এই মহাবলী লঙ্কাপতি মায়াময় রূপে সীতা  
প্রতারণা করে তাঁর প্রতি অপহরণের ন্যায় খুব কষ্টকর  
অধম কাজ করেছে।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

## দশমঃ সর্গঃ (১০)

শ্রীহনুমান দ্বারা অস্তঃপুরে শয়ান রাবণ এবং প্রগাঢ় নিদ্রামগ্ন তাঁর স্ত্রীকুলকে দেখা এবং

মন্দোদরীকে সীতা মনে করে আনন্দিত হওয়া

তত্র দিবোদ্যমঃ মুখাঃ স্ফাটিকঃ রত্নভূমিতম্ ।  
জবেক্ষমাণো হনুমান দদর্শ শয়নাসনম্ ॥ ১

সেখানে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শ্রীহনুমান এক দিবা এবং শ্রেষ্ঠ বেদি দেখিতে পেলেন, যাব উপরে পল্লভ বিছানো ছিল। সেই বেদিটি ছিল স্ফটিকমণি দ্বারা নিৰ্মিত এবং বহুধরনের রত্নে ভূষিত।

দাম্ভকাক্ষনচিত্রাংগৈবৈদূর্যৈশ্চ বরাসনৈঃ ।  
মহারাজরশোণৈস্তৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ ॥ ২

সেখানে বৈদূর্যমাণ্ডে তৈরি শ্রেষ্ঠ পালঙ্ক বিছানো ছিল, যাব বিভিন্ন ভাগ (পাট-পায়াদি) হাতির দাঁত ও সুবর্ণ রচিত হওয়ায় চিত্তাকর্ষক দেখাচ্ছিল। সেই মহামূল্য পালঙ্কের উপরে মূল্যবান বিছানো পাতা ছিল। এইসকল কারণে এই বেদী খুব শোভনীয় ছিল।

তস্যা চৈকতমে দেশে দিব্যমালোপশোভিতম্ ।  
দদর্শ পাতুরং হস্তং তারায়িপতিসমিতম্ ॥ ৩

শ্রীহনুমান ওই পালঙ্কের এক অংশে চন্দ্রমা তুল্য এক হেত ছত্র দেখতে পেলেন, সেটি দিবা মাল্যে সুশোভিত ছিল।

জাতরূপপরিষ্কিপ্তং চিত্রভানোঃ সমপ্রভম্ ।  
অশোকমালাবিততং দদর্শ পরমাসনম্ ॥ ৪

তিনি সুবর্ণখচিত পালঙ্কে অগ্নিতুল্য শোভায় দেদীপ্যমান দেখলেন। হনুমান সেটি অশোক পুষ্পের মাল্যে অলংকৃত দেখলেন।

বালবাজনহস্তাভির্বিজ্ঞামানং সমন্ততঃ ।  
গন্ধৈশ্চ বিবিধৈর্জুষ্টং বরধূপেন ধূপিতম্ ॥ ৫

চতুর্দিকে দণ্ডায়মানা অনেক স্ত্রীলোক হস্তে চামর নিয়ে সেটির উত্তর হাওয়া করছিলেন। পালঙ্কটি অনেক প্রকারের সুগন্ধে ও উত্তম ধূমসমূহে সুবাসিত ছিল।

পরমাত্তরণ্যস্তীর্ণমাবিকাজিনসংবৃতম্ ।  
দাম্ভির্ভবনমাল্যানাং সমস্তাদুপশোভিতম্ ॥ ৬

পালঙ্কের উপরে অতি উত্তম বিছানা পাতা ছিল, সেটি ব্যাঘ্রচর্ম দ্বারা ঢাকা ছিল এবং চারদিক থেকে ফুলমাল্য সুশোভিত ছিল।

তস্মিঞ্জীমূতসংকাশং প্রদীপ্তোজ্জ্বলকুণ্ডলম্ ।  
লোহিতাঙ্কং মহাবাহুং মহারজতবাসসম্ ॥ ৭

লোহিতেনানুলিপ্তাঙ্গঃ চন্দ্রেনেদং সুগন্ধিনা ।

সজ্জারত্নমিনাকাসে ভোয়দং সত্ৰিদ্গুণম্ ॥ ৮

নৃতমাজরগৈর্দীব্যোঃ সূর্যপং কামরূপিণম্ ।

সবৃক্ষবনশূন্যাদঃ প্রসুপ্তমিব মন্দরম্ ॥ ৯

ক্ৰীড়িতোপরতঃ রাত্রৌ বরাভরণভূষিতম্ ।

প্রিয়াং রাক্ষসকন্যানাং রাক্ষসানাং সুখাবহম্ ॥ ১০

পীড়াপ্যাপরতঃ চাপি দদর্শ স মহাকপিঃ ।

ভাস্বরে শয়নে বীরং প্রসুপ্তং রাক্ষসাদপিণম্ ॥ ১১

সেই দীপ্তিময় পালঙ্কের উপরে শ্রীহনুমান, সুন্দর আভরণে ভূষিত, ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করতে সক্ষম, দিব্য অলংকারে বিভূষিত ও সুন্দর বস্ত্রসম্বাদ রাবণকে শয়ান অবস্থায় দেখলেন। রাবণরাজ বান্ধবসকল্যাদের প্রিয় এবং রাক্ষসকুলের সুখদায়ক ছিলেন। তাঁর অঙ্গে রক্ত-চন্দ্রের প্রসেপ লেগে ছিল, তাই তিনি সজ্জারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় ও ক্ষণপ্রভা-প্রদীপ্ত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি মেঘের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ছিল। কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগল ককমক করছিল। চক্ষুদ্বয় রক্তিম এবং বাহুদ্বয় দীর্ঘ ছিল। পরিধানে ছিল স্বর্ণালী বস্ত্র। রাত্রিতে স্ত্রীকুলের সঙ্গে ক্রীড়াবসানে সুবাসন করে আরাম করছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন বৃক্ষ-লতা-শৃঙ্গ-বনভূমি শোভিত মন্দার পর্বত ঘুমিয়ে আছে।

নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং রাবণং বানরোত্তমঃ ।

আসাদ্য পরমোষিণঃ সোপাসর্গং সুভীতবৎ ॥ ১২

অথারোহণমাসাদ্য বেদিকান্তরমাপ্রিতঃ ।

কীরং রাক্ষসশার্দূলং প্রেক্ষতে স্ম মহাকপিঃ ॥ ১৩

নিদ্রিত অবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে

রাবণরাজকে ক্রোধে গর্জনরত সর্পের মতো মনে হচ্ছিল।

তাঁর পাশে এসে বানবশিরোমণি হনুমান অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন ও

যেন ভীত হয়ে সহসা দূরে সরে গেলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে

অন্য বেদিকায় আরোহণ করে, সেখান থেকে মহাকপি

শ্রীহনুমান মত্ত শার্দূলের মতো বলশালী রাক্ষসসিংহকে

দেখতে লাগলেন।

ততুভে রাক্ষসেন্দ্রসা স্বপতঃ শয়নং ততম্ ।

গজহস্তিনি সংবিষ্টে যথা প্রব্রবণং মহৎ ॥ ১৪

রাক্ষসরাজ রাবণ শায়িত হওয়ায় সুন্দর পালঙ্ক

তেনা পোষ্য পণ্ডিতেন, যেনটি গন্ধস্তী শয়ন কবলে  
বিশাল প্রসঙ্গার্থাৎ সুশোভিতঃ ৩৩ ৷

কাকনাঃ গদসম্যকৌ দদর্শ স মহায়নঃ।

বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেভ্যো ভুজবিভ্রমজ্ঞেপমৌ ॥ ১৫

শ্রীহনুমান বাবনবাহুরেব সেন্যাব বাহুবল শোভিত

বিকল্প নাগদ্বয়কে ইন্দ্রপদ্য ন্যায় দেখতে পেলেন।

ঐদানতবিশাখায়েরা পীড়নকৃত্রদৌ

বজ্রোন্মিথিতপীনাংসৌ বিকুচরপরিহতৌ ॥ ১৬

যুদ্ধের সময় তাঁর বাহুরয়ে ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবত  
দাঁতের অগ্রভাগ দ্বারা যে আঘাত করেছিল, তার চিহ্ন থেকে  
গিয়েছিল। বাহুর ও স্বপ্না পুথ পেশী বহল ও আয়ত ছিল  
এবং ইন্দ্রের বজ্রের আঘাত-চিহ্ন বহন করছিল। কোন এক  
সময়ে উগবান বিষ্ণুর চক্রেও রাক্ষসরাজের হস্তদ্বয়ে  
ফতচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছিল।

পীনৌ সমসুজাভাংসৌ সংগতৌ বলসংযুতৌ।

সুলক্ষণখাঃ শুভৌ স্বঃ শুভীয়কলক্ষিতৌ ॥ ১৭

রাক্ষসরাজের বাহুরয় সুসমঞ্জস ও সুন্দর অংশযুক্ত  
তথা সুপুষ্ট ছিল। হস্তদ্বয় সুলক্ষণ নবসমূহ এবং অদৃষ্ট  
দ্বারা সুশোভিত ছিল।

সংহতৌ পরিধাকারৌ বৃন্তৌ করিকরোপমৌ।

বিক্ষিপ্তৌ শয়নে শুভে পক্ষশীর্ষাবিবোরণৌ ॥ ১৮

বাহু দুটি সুগঠিত ও পুষ্ট ছিল। গদ্য ন্যায় সুগোল  
তথা হস্তি-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চাবচ ও দীর্ঘ ছিল। সেই উজ্জ্বল  
পালঙ্কে বিস্তারিত ভুজদ্বয় পক্ষফণা দুটি সর্পের ন্যায় দৃষ্টি  
গোচর হচ্ছিল।

শশকতজকলেন সুশীতল সুগন্ধিনা।

চন্দনেন পরার্থেন স্বনুলিপ্তৌ স্বলক্ষিতৌ ॥ ১৯

শশকের রক্তের ন্যায় রক্তরাগযুক্ত উত্তম সুশীতল ও  
সুগন্ধি চন্দনে চর্চিত রাক্ষসরাজের বাহুরয় অলঙ্কারে  
সুশোভিত ছিল।

উত্তমস্ত্রীবিমুদিতৌ গন্ধোত্তমনিষেবিতৌ।

যক্ষগগগগগদেবদানবরাবিণৌ ॥ ২০

সুন্দরী যুবতীরা ধীরে ধীরে তাঁর বাহুরয়কে মর্শিত  
করছিল। বাহুরয়ে উত্তম সুগন্ধির প্রলেপ ছিল, যা যক্ষ,  
নাগ, গন্ধর্ব, দেবতা ও দানব প্রভৃতিকে যুদ্ধে পরাজিত  
করতে সক্ষম ছিল।

দদর্শ স কপিভ্যো বাহু শয়নসংহিতৌ।

১৫ শয়নাগারে শয়িত রাবণের একটি হৃদ ও দুটি বক্ষের বর্জন এবং ইন্দ্রবিত্তবাহুরে তাতে মনে হই যে সদায়গ অবস্থায়  
এইভাবেই অবস্থান করতেন। বুদ্ধি বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় ক্ষেত্র্য তিনি দশটি হৃদ ও কুচিতি বহুতঃ সংযুক্ত হইয়াছেন।

মন্দরসাহসরে সুপ্তৌ মহাহী রুদ্রিহাবিন

কপিবব শ্রীহনুমান পালঙ্কেন উপন

রাবণরাজের বাহুরয় দেখতে পেলেন। বাহুরয়  
পর্বতের গুহায় শায়িত দুটি বৃদ্ধ অজগর সর্পের ন্যায়  
হচ্ছিল।

ভাভাং স পরিপূর্ণাভ্যামুভাভাং রাক্ষসেশ্বরঃ।

শুভভেদেচলসংকাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ ॥ ২১

সেই বৃহদাকার ও গোলাকৃতি বাহুরয় রাক্ষসরাজ  
রাবণ শৃঙ্গদ্বয় সংযুক্ত মন্দরপর্বতের ন্যায়  
পাচ্ছিলেন।

চূতপুমাগসুরভিবকুলোত্তমসংযুতঃ

মৃষ্টামরসংযুক্তঃ পানগদ্বয়পুংসরঃ ॥ ২২

তসা রাক্ষসরাজস্য নিশচক্রোম মহামুখাঃ।

শয়ানস্য বিনিঃশ্বাসঃ পুরয়ামিব তদ্ গৃহম্ ॥ ২৩

তথায় শায়িত রাক্ষসরাজ রাবণের বিশাল মুখ  
অগ্র ও নাগকেশবের সুবাস মিশ্রিত, বকুলের সুগন্ধ ও  
উত্তম অগ্নির রসগন্ধ সমন্বিত এবং সুরার সুবাস সংপূর্ণ  
নিঃশ্বাস নির্গত হচ্ছিল, যার দ্বারা শয়ন কক্ষটির সর্ব  
সুগন্ধে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল।

মুক্তামণিবিচিত্রেন কাঞ্চনেন বিরাজিতা।

মুকুটোপবৃন্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্ ॥ ২৪

কর্ণকুণ্ডল ছানচ্যাত হওয়ায় মুক্তামণিযুক্ত বিজি  
বর্ণময় সুবর্ণ মুকুটের দ্বারা রাবণের মুখমণ্ডল অধিক  
উজ্জ্বলিত হচ্ছিল।

রক্তচন্দনদিক্ষেন তথা হারেণ শোভিনা।

পীনায়তবিশালেন বক্ষসাভিবিরাজিতা ॥ ২৫

রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষদেশ রক্তচন্দনে চর্চিত  
গলহরে সুশোভিত, পরিপুষ্ট ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃহদাকার  
ছিল, ফলে সেই রাক্ষসরাজের সম্পূর্ণ শরীর অত্যন্ত  
পাচ্ছিল।

পাণ্ডুরেণাপবিক্ষেন ক্ষৌমেণ ক্ষতজেক্ষম্।

মহার্হেণ সুসংবীতঃ পীতেনোত্তরবাসসা ॥ ২৬

তাঁর চক্ষুরয় রক্তিম ছিল। কটিদেশের নিম্নভাগ  
অলগভাবে রেশমী শ্বেত বস্ত্র দ্বারা আবৃত ছিল এবং  
হনু এবং এর বহুমূল্য রেশমী চাদর গায়ে দিয়ে শায়িত  
হইত।

মাঘরাশিপ্রতীকাশঃ নিঃশ্বসঃ ভুজবৎ ॥ ২৭

গাঙ্গে মহতি ভোয়াস্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্ ॥ ২৮



কৃত হইল হুত বসন্ত (শামবণ) বিউলি  
সুন্দরী তুল্য দেখাইল এবং যেন সুন্দর নায় শাস-  
প্রসব হইলেন। সেই উজ্জ্বল পালকে শায়িত রবণ  
কর হস্তে রক্তবর্ণের মতো শব্দে পুরুষের তুল্য শোভা  
পাইলেন।

চুড়িঃ কঙ্কনৈঃ পৈদীপামানঃ চতুর্দিশম্।  
প্রসূপীকৃতসর্বাঙ্গং মেঘং বিদ্যুদগণৈরিব॥ ২৯

তঁর চক্রেতে চক্রেতে সুবর্ণ প্রসীপ প্রস্রবিত ছিল  
যেগুলির প্রভাষ বজ্রসর্বাঙ্গ দেখিগামান ছিলেন এবং  
বহু প্রকৃষ্ট ও স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান হইল : তিক সেইকণ  
যেহে বিদ্যুৎসদৃশ মেঘরাশি প্রকাশিত ও গরিলকিত হয়।  
গমমূলগতাক্ষণি মদনঃ সুমহাস্বনঃ।

পুষ্টিঃ স প্রিয়ভাষসা তসা রক্ষঃপতের্গৃহে॥ ৩০  
পুষ্টিপ্রবর্তক মহাকায় সেই রাক্ষসরাজের গৃহে  
শ্রীহনুমান তাঁর পুষ্টিগণকেও দেখতে পেলেন, যারা তাঁর  
চরণের সন্নিহিত বা অনতিদূরে শায়িতা ছিলেন।

শশিপ্রকাশবদনা বরকুণ্ডলভূষণাঃ।  
অগ্নানমাল্যভরশা মদনঃ হরিষুধপঃ॥ ৩১

বনের বৃক্ষগতি শ্রীহনুমান দেখলেন, সেইসকল  
রাজ-পুষ্টিদের মুখমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশিত। তাঁরা সুন্দর  
কুণ্ডলে বিভূষিত ছিলেন এবং এমন-এমন ফুলহার  
পরিহিতা ছিলেন যেগুলি কখনও ম্লান হয় না।

নৃত্যবান্ধিকুশলা রাক্ষসেন্দ্রভূজাঙ্গগাঃ।  
বরাজরথখারিশো নিধন্যা মদনঃ কপিঃ॥ ৩২

রাজপুষ্টিগণ নৃত্যবাদ্যনিত্যে নিপুণ ছিল, তাঁরা  
রাক্ষসরাজের বাহু ও অঙ্গে ছান পাওয়ার যোগ্য এবং  
সুন্দর আভরণে বিভূষিতা ছিলেন। কপিবর শ্রীহনুমান  
তাদের সকলকে তথায় শায়িতা দেখলেন।

বজ্রবৈদূর্ঘ্যগর্ভাণি শ্রবণাঙ্ঘ্রি যোষিতাম্।  
মদনঃ তাপনীয়াসি কুণ্ডলানামদানি চ॥ ৩৩

শ্রীহনুমান সেই সকল সুন্দরীদের কর্ণে হীরক ও  
বৈদূর্ঘ্যমণি খচিত স্বর্ণ কুণ্ডল এবং বাজুবন্ধ দেখতে পেলেন।  
তাসাং চম্পোশমৈবৈজ্ঞঃ শুভৈর্ললিতকুণ্ডলৈঃ।

বিরাজ বিমানঃ তরুভদ্রারাগপৈরিব॥ ৩৪

সেই সুন্দরীদের ললিত কর্ণকুণ্ডলে অলংকৃত চন্দ্রমা  
তুল্য মনোহর সুশ্রী মুখমণ্ডল দ্বারা সেই বিমানাকার পর্যঙ্ক  
তারকামণ্ডিত আকাশের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

মদনায়ামখিরাঙ্গা রাক্ষসেন্দ্রস্যা যোষিতঃ।  
তেষু তেববকাশেষু প্রসূপাতনুমধ্যমাঃ॥ ৩৫

কিনকটিনেশোভিতা রাক্ষসরাজের সকল স্ত্রীগণ  
কি ক্রমে প্রসূ হইয়া যে যেন অবস্থায় ছিলেন  
সেইভাবেই নিদ্রিত হলেন।

অজ্জহবৈবন্তধৈবান্যা কোমলৈর্নৃত্যশালিনী।  
বিনাত্ততঃসর্বাঙ্গী প্রসূপা বরবর্ণিনী॥ ৩৬

বিদ্যাতা যাদের সর্বাঙ্গসুন্দরী ও কোমল শোভাময়ী  
কর গড়েছিলেন, রাক্ষস রাজের সেই নৃত্য নিপুণা সুন্দরী  
জামাগণ গাঢ় নিদ্রায় শায়িত হয়েও বাসনা বশে জাগ্রতের  
ন্যায় যেন নৃত্যভিনয়ের মনোহরা প্রতীত হচ্ছিলেন।

কাচিদ্ বীণাং পরিষজ্য প্রসূপা সম্প্রকাশতে।  
মহানদীপ্রকীর্ত্তন নলিনী পোতমাশ্রিতা॥ ৩৭

কেউ বা বীণার আলিঙ্গনে শায়িত ছিলেন। মনে  
হচ্ছিল যেন, মহানদীতে পতিত কোন কমলিনী একটি  
নৌকার গায়ে আশ্রিত হয়ে আছে।

অন্যা কক্ষগতেনৈব মড্ডুকেনাসিতেক্ষণা।  
প্রসূপা ভামিনী ভাতি বালপুত্রৈব বৎসলা॥ ৩৮

অন্য কাজলনয়না সুন্দরী কক্ষগত 'মড্ডুক' নামক  
বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শিশু পুত্রবৎসলার ন্যায় প্রসূপা ছিলেন।

পটং চারুসর্বাঙ্গী নাস্য শেতে শুভবনী।  
চিরসা রমণঃ লজ্জা পরিষজ্যেব কামিনী॥ ৩৯

অপরা সর্বাঙ্গসুন্দরী চারুস্তনী সুন্দরী 'পটং' নামক  
বাদ্যযন্ত্রকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বহুদিন পরে প্রাপ্ত  
প্রিয়তমকে আলিঙ্গন পাশে পাওয়ার মতো হয়ে প্রসূপা  
ছিলেন।

কাচিদ্ বীণাং পরিষজ্য সুপ্তা কমললোচনা।  
বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সন্ধ্যাং হি কামিনী॥ ৪০

কমললোচনা সুন্দরী যুবতী বীণাকে আলিঙ্গন করে  
শায়িতা ছিলেন, যেন কোন এক কামার্ত্তা রমণী সুদর্শন  
প্রিয়তমকে বাহুপাশে আবদ্ধ করেছে।

বিপক্ষীঃ পরিগৃহ্যানা নিয়তা নৃত্যশালিনী।  
নিদ্রাবশমনুপ্রাপ্তা সহকাজেব ভামিনী॥ ৪১

নৃত্যকলায় বিধিপূর্বক পারদর্শিনী অন্য এক যুবতী  
বিপক্ষী (বিশেষ প্রকারের বীণা) কে অঙ্গে ধারণ করে,  
প্রিয়তমের সহিত শায়িতা প্রিয়তমার মতো নিদ্রাভিত্তা  
ছিলেন।

অন্যা কনকসঙ্কশৈর্মৃদুপীনৈর্মনোরমৈঃ।  
মৃদলঃ পরিবিদ্যাজ্জৈঃ প্রসূপা যন্তলোচনা॥ ৪২

আবার এক মদনলোচনা যুবতী সুবর্ণ-সদৃশ  
গৌরাঙ্গী নিজের কোমল, পুষ্ট ও মনোরম অঙ্গের দ্বারা

মুগ্ধকে অশক্তন অংক করে পদ নিত্য যুগ্ম ছিলেন।  
 ভূজপাশাঙ্করোহিত কঙ্কণেন কেশদরী।  
 পদবন সহানিলা সুপ্তা মদকৃতপ্রমা ॥ ৪৫  
 বাইশ্রমে প্রস্তু কেশদরী অনন্য সুন্দরী রমণী নিজ  
 বাহুদেব মনো ও কঙ্কণে ভূজপাশাঙ্করোহিত 'পদবক' নামক বাদ্যযন্ত্র  
 সহিত নিহিতা ছিলেন।  
 ভিগ্নিমং পরিগৃহাণা হৈধবাসজ্জডিতিম।  
 প্রসূপ্তা তরুণঃ বহসমুপগৃহ্যেভ তামিনী ॥ ৪৬  
 অন্য এক সুন্দরী 'ভিগ্নিমং' নামক বাদ্যযন্ত্রকে সঙ্গে  
 নিয়ে এমন ভাবে প্রসূপ্ত ছিলেন যেন কোন এক নারী  
 নিজের বালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শায়িতা আছেন।  
 কাচিলাভম্বরঃ নারী ভূজসঙ্কোমপীড়িতম।  
 কৃদা কমলপত্রাঙ্কী প্রসূপ্তা মদমোহিতা ॥ ৪৭  
 সুরাপানে মোহিতা অপর এক কমললোচনা সুন্দরী  
 'আভম্বর' নামক বালকে নিজের বাহুপাশে আলিঙ্গন করে  
 প্রসূপ্ত নিদ্রা নিমগ্ন ছিলেন।  
 কলশীমপবিদ্যানা প্রসূপ্তা ভাতি তামিনী।  
 বসন্তে পুষ্পশবলা মাল্যেব পরিমার্জিতা ॥ ৪৮  
 অন্য সুন্দরী নারী অনবধানে কলসীর জল গড়িয়ে  
 নিয়ে বসন্ত ঋতুতে বিবিধবর্ণের পুষ্পে রচিত জলসিঞ্চিত  
 মাল্যের ন্যায় প্রসূপ্তা ছিলেন।  
 পাশিভ্যাং চ কূটো কচিং সুবর্ণকলশোপমো।  
 উপগৃহ্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাধলপরাঞ্জিতা ॥ ৪৯  
 নিদ্রাভিত্তা কোন এক রমণী সুবর্ণকলস তুল্য  
 নিজের স্তনদ্বয়কে হস্তে ধারণ করে প্রসূপ্তা ছিলেন।  
 অন্যা কমলপত্রাঙ্কী পূর্ণেন্দুসদৃশমিনা।  
 অন্যামালিন্সা সুশ্রোণীং প্রসূপ্তা মদবিহ্বলা ॥ ৪৮  
 পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুবশোভাযুক্তা কমললোচনা সুন্দর  
 নিতম্বসম্পন্ন সুন্দরী নারী অন্য সুশ্রোণী সম্পন্ন নারীকে  
 আলিঙ্গন করে মদবিহ্বলা হয়ে সুসুপ্তা ছিলেন।  
 আতোদ্যানি বিচিগ্রাণি পরিধজা বরপ্রিয়ঃ।  
 নিপীতা চ কূটঃ সুপ্তাঃ কামিনাঃ কামুকানিব ॥ ৪৯  
 যেমন করে কামিনীগণ নিজ নিজ পছন্দের  
 কামুকদেরকে বক্ষে আলিঙ্গন করে শায়িতা থাকে,  
 তেমনিভাবে সেখানে সুন্দরী সকল বিবিধ বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রকে

অভিঙ্গনপূর্বক বক্ষে ধারণ করে শায়িতা ছিলেন।  
 তসামেকান্তবিনাশ্তে শয়ানাঃ শতেনে শুভে।  
 মদমঃ কপমসম্পন্নমথ তাঃ স কপিঃ স্থিরঃ ॥  
 কিন্তু তখনই সত্যলব্ধ হইল যে একমুহুর্তের  
 বিহীন সুন্দর শূন্যপটে শায়িত এক কপট বটের  
 শ্রীহনুমান সেখানে দেখতে পেলেন।  
 মুক্তামনিসমায়ুক্তৈর্ভূষণৈঃ সুবিক্রিয়তম  
 বিভূষণৈর্মিব চ হস্তিভ্যা তবনোত্তম ॥  
 তিনি মুক্তা ও মনি সংযুক্ত অলঙ্কারে বিশেষতঃ  
 সুসজ্জিত ছিলেন এবং অপর কোনও উই  
 ভবনটির সোভা বর্জন করছিলেন।  
 দৌরীঃ কনকবর্ণাভামিত্যমতঃপুত্রেহুইম।  
 কপিমলোন্দরীঃ তত্র শয়ানাঃ চাক্রকপিদীপ্তঃ ॥  
 স তাং দৃষ্টা মহাবাহুর্বিভাঃ নাকতাক্তঃ।  
 তর্কসামাস সীতেনি কপমোবনসম্পন্ন।  
 হর্ষেণ মহতা বুজো ননদ ইতিবৃষণঃ ॥  
 তিনি ছিলেন দৌরাদি। তাঁহার অলঙ্কারি সুন্দর  
 নায় উজ্জ্বল ছিল। তিনি ছিলেন রক্তবস্ত্র ধারণ  
 প্রিয়তমা ও অস্ত্রপুত্রের মতোই। তিনি অপর বর্ণ  
 আপনি সুশোভিত ছিলেন। তিনিই তখন পৃথক মত  
 শায়িতা ছিলেন। শ্রীহনুমান তাঁকে দেখতে পেলেন।  
 এবং যৌবনের ইচ্ছায় মনোহর ও বস্তু-অন্যকরে বিভূষিত  
 মলোন্দরীকে দেখে মহাবাহু পবনকুমার অনুমান করলেন  
 ইনিই সীতানন্দী। তাঁই বনবন্দনপতি শ্রীহনুমান মহান  
 মন্ত্র হয়ে বহিলেন।  
 আশ্চর্যসামাস চুচুঃ পুঞ্জঃ  
 ননদ চিত্রীত জলৌ জগাম।  
 জ্ঞানরোহিণিপাত ভূমৌ  
 নিদর্শয়ন্ হাং প্রকৃতিং কপীনাং ॥  
 পবনকুমার শ্রীহনুমান (আনন্দ) নিজের পুঞ্জ  
 মাটিতে অঙ্কিত করতে লাগলেন এবং পুঞ্জকে চুচু  
 লাগলেন। আনন্দ বলের সুভাববশতঃ জন্ম-কর্তৃ  
 ইত্যন্তঃ যেতে-অসতে লাগলেন, কিন্তু আরেক  
 মাটিতে অঙ্কিত পড়তে লাগলেন। (এভাবে উদ্দেশ্য  
 হয়েই মনে করে সত্যই প্রকাশ করলেন)।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আদিকাণ্ডে সূত্রকোশে সর্বঃ সর্বঃ ॥ ১০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত্র আদিকাণ্ডে সূত্রকোশে সর্বঃ সর্বঃ ॥ ১০ ॥



## একাদশঃ সর্গঃ (১১)

ইনি সীতাদেবী নয় এইরূপ নিশ্চিত হয়ে শ্রীহনুমানের পুনরায় অস্তঃপুরে ও তদন্তর্গত পানভূমিতে সীতার  
অন্বেষণ করা, ধর্মলোপের আশঙ্কা মনে উদ্ভিত হওয়া এবং স্বতঃ নিসারিত হওয়া

অবশ্য চ তাং বুদ্ধিং বভূবাহুতত্ত্বদা।  
জগাম চাপরাং চিত্তাং সীতাং প্রতি মহাকপিঃ॥ ১

মহাকপি শ্রীহনুমান (ইনি সীতাদেবী) এই বিচার  
ত্যাগপূর্বক নিজের স্বাভাবিক (ধৈর্য, বীরত্ব ইত্যাদি)  
স্থিতিতে আস্থিত হলেন এবং সীতাদেবীর ব্যাপারে  
অন্যপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন।

ন রামেশ বিযুক্তা সা স্বপ্নমহতি ভামিনী।  
ন ভোক্তুং নাপালকত্বং ন পানমুপসেবিতুম্॥ ২

(তিনি ভাবলেন) 'ভামিনী সীতা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে  
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। এই অবস্থায় ইনি না শুভে  
পারছেন, না তো বেতে পারছেন, শৃঙ্গার ও অমৃতা  
উপভোগও করতে পারছেন না, তাহলে যদিও পানাদি তো  
তার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়।

নান্যং নরমুপহাত্তং সুরাণামপি চেত্বরম্।  
ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্ বিদ্যাতে ত্রিদশেধপি॥ ৩

'ইনি (সীতাদেবী) অন্য পুরুষের সঙ্গ করতে পারেন  
না, যদি সেই পুরুষ দেবতাদের ঈশ্বরও হন! দেবতাদের  
মধ্যেও এমন কেউ নেই যিনি শ্রীরামচন্দ্রের সমকক্ষ  
(সীতাদেবীর কাছে)।

অনোরমিতি নিশ্চিত্য ভূয়স্তত্র চচার সঃ।  
পানভূমৌ হরিশ্রেষ্ঠঃ সীতাসন্দর্শনোৎসুকঃ॥ ৪

'অতএব ইনি সীতা নন, অপরা কোন নারী'  
—এইরূপ নিশ্চয় করে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান সীতাদেবীর  
দর্শনে উৎসুক হলেন এবং পুনরায় পানশালাতে বিচরণ  
করতে লাগলেন।

কীড়িতেনাপরাঃ ক্লাস্তা গীতেন চ তথাপরাঃ।  
নৃত্যেন চাপরাঃ ক্লাস্তাঃ পানবিপ্রহতাত্থা॥ ৫

কোনো স্ত্রীলোক ক্রীড়ায় ক্লাস্ত, কেউ বা গান  
বাজনায়। আবার কেউ নৃত্য করতে করতে প্রান্ত, কেউ কেউ  
নদ্যপান করে অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন।

মুরজেষু মৃদলেষু চেলিকাসু চ সংহিতাঃ।

তথাহস্তরপনুখোণু সংবিষ্টাশ্যপরাঃ দ্বিগঃ॥ ৬

অনেকে মুরজ-মৃদল-চেলিকা নামক কল্যে  
আপন-আপন অঙ্গকে অশ্রিত করে শায়িত ছিলেন, অপর  
অন্য অনেকে সুন্দর সুন্দর শয্যায় দুর্নিদ্রে ছিলেন।

অজ্ঞানানাং সতশ্চৈব ভূমিতেন বিভূষণৈঃ।  
রূপসংলাপশীলেন যুক্তদীপ্তার্ঘ্যচানিধা॥ ৭

দেশকালান্তিযুক্তেন যুক্তবাক্যাভিধারিণা।  
রতাবিকেন সংযুক্তাঃ দদর্শ হরিমুখপঃ॥ ৮

বানরদলপতি শ্রীহনুমান সেই পানশালাতে এমন  
সহস্র-সহস্র নারীদের দেখলেন যারা বিবিধ অলংকারে  
বিভূষিত ছিলেন, (যারা) রূপ-লাবণ্যের চর্চায় পারদর্শী,  
গীতির সমুচিত ব্যক্তনাকে উচ্চারণে সক্ষম, দেশ ও কাল  
বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং রতিক্রীড়ায় অংশগ্রহণে অতিশয়  
আগ্রহী।

অন্যত্রাপি বরদ্রীণাঃ রূপসংলাপশারিণান্।  
সহস্রং যুবতীনাং তু প্রসুপ্তং স দদর্শ হ॥ ৯

স্থানান্তরে যুগপতি শ্রীহনুমান সুন্দরী সহস্র সহস্র  
স্ত্রীলোকদের শায়িতা দেখলেন যারা রূপ সৌন্দর্যের চর্চা  
করতে করতে শায়িত অবস্থায় ছিলেন।

দেশকালান্তিযুক্তং তু যুক্তবাক্যাভিধারি তৎ।  
রতাবিরতসংসুপ্তং দদর্শ হরিমুখপঃ॥ ১০

বানরযুগপতি কপিবর পবনকুহর এমন অনেক  
স্ত্রীলোককে দেখলেন যারা দেশ ও কাল বিষয়ে পারদর্শী,  
উচিত কথনে পটু এবং রতিক্রীড়ার পব গাঢ় নিদ্রায় প্রসুপ্ত।  
তাসাং মধ্যে মহাবাহুঃ শুভে রাক্ষসেশ্বরঃ।

গোষ্ঠে মহতি মূখানাং গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ॥ ১১

এইরূপ সকলের মধ্যে মহাবাহু রাহুলসরাজ রাবণ,  
বিশাল গোশালায় শ্রেষ্ঠ গাভীদের মধ্যে শায়িত বৃষের ন্যায়  
শোভা পাচ্ছিলেন।

স রাক্ষসেশ্বঃ শুভে তাভিঃ পরিবৃতঃ স্বপ্নম্।  
করেণুভির্ধারণ্যে পরিকীর্তো মহাবিপঃ॥ ১২



যেমন করে বনে হস্তিসকলের দ্বারা পবিত্র বিশাল  
গজরাজ শায়িত থাকে, তেমনি ওই ভবনে সুন্দরীদের দ্বারা  
সমাবৃত হয়ে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ সুশোভিত ছিলেন।

সর্বকামৈরুপেতাং চ পানভূমিঃ মহাশ্বনঃ।  
দদর্শ কপিশার্দুলকৃত্য রক্ষঃপতের্গৃহে। ১৩

মৃগাণাং মহিষাণাং চ বরাহাণাং চ ভাগশঃ  
তত্র নাত্তানি মাংসানি পানভূমৌ দদর্শ সঃ। ১৪

কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান সেই মহাকায় রাক্ষসরাজের  
ভবনে সর্বপ্রকার ভোগোপকরণে সজ্জিত পানভূমি দেখতে  
পেলেন। সেই পানভূমিতে আলাদা-আলাদা করে মৃগ,  
মহিষ ও শূকরের মাংস রাখা ছিল।

রৌক্সেষু চ বিশালেষু ভাজনেদধ্যতক্ষিতান্।  
দদর্শ কপিশার্দুলো মম্বুরান্ কুঙ্কটাংস্তথা। ১৫

বরাহবস্ত্রীপসকান্ দধিসৌবর্চলানুতান্।  
শল্যান্ মৃগমম্বুরাংশ্চ হনুমানদ্বৈষ্কত। ১৬

বানরসিংহ শ্রীহনুমান তথায় সোনার বড় বড় পাত্রে  
দধি ও লবণ মিশ্রিত মম্বুর, কুঙ্কট, শূকর, ছাগ, সজারু,  
হরিণ ও মম্বুরের মাংস দেখতে পেলেন। সেগুলি তখনও  
অভক্ষিত অবস্থায় ছিল।

কৃকলান্ বিবিধাংছাগান্ শশকানর্ধভক্ষিতান্।  
মহিষানেকশল্যাংশ্চ মেঘাংশ্চ কৃতনিষ্ঠিতান্। ১৭

লেখ্যানুচ্চাবচান্ পেয়ান্ ভোজ্যানুচ্চাবচানি চ।  
তথাপ্রলবণোত্তংসৈববিবিধৈঃ রাগথাগুবৈঃ। ১৮

কৃকল নামক পক্ষির মাংস, বিবিধ ছাগ মাংস,  
ধরগোশ, অর্ধভক্ষিত মহিষ মাংস, একশলা নামক মৎস্য  
ও ভেড়ার মাংস—এই সমস্ত রন্ধনপূর্বক পাক করে রাখা  
ছিল। এগুলির সঙ্গে অনেক প্রকার চাটনিও ছিল। বিবিধ  
প্রকারের তক্ষা ও পেয় পদার্থ বিদ্যমান ছিল। রসনার  
শৈথিলা দূর করার জন্য অন্ন ও লবণের মিশ্রণে আতুরাদি  
বিবিধ রাগ<sup>(১)</sup> ও বাগুব রন্ধিত ছিল।

মহানূপুরকেযুরৈরপবিক্রমহাধনৈঃ  
পানভাজনবিষ্টিপ্তৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি। ১৯

কৃতপুষ্পাপহার্য ভূরথিকাং পুষ্যতি শ্রিয়ম্।  
সেখানে বড় বড় বহুমূল্য নূপুর এবং বাহুবল্য

পড়েছিল। মদ্যপানের পাত্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল।  
এই সকল বস্তুর দ্বারা উপলক্ষিত পানভূমি ফুলদলে সজ্জিত  
হওয়ায় অধিকতর সৌন্দর্য ধারণ করেছিল।

তত্র তত্র চ বিন্যস্তৈঃ সুশ্রিষ্টশয়নাসনৈঃ। ২০  
পানভূমির্বিদ্যা বহিঃ প্রদীপ্তেবোপলক্ষ্যতে।

পানভূমিতে মদ্র-তত্র ছড়ানো সুদৃঢ় শয্যাসমূহ  
সুন্দর-সুন্দর স্বর্ণময় সিংহাসনে সেই মধুশালা, বহিঃ  
যেন ঝলমল করছিল।

বহুপ্রকারৈববিবিধৈর্বরসংস্কারসংস্কৃতৈঃ  
মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগতৈঃ পৃথক্। ২১

দ্রব্যৈঃ প্রসঙ্গা বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি। ২২  
শর্করাসবমাধ্বীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ

বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্মৃষ্টাষ্ট্রৈশ্চৈঃ পৃথক্ পৃথক্। ২৩  
রন্ধন-পটু পাচকগণের দ্বারা বিবিধ

বহুপ্রকারের মাংস প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং  
পানভূমিতে পৃথক পৃথক ভাবে সজ্জিত ছিল। উপরন্তু  
ও উত্তম বিবিধ প্রকার সুবা (কদম্বাদি বৃক্ষ থেকে  
উৎপন্ন) এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সুবাও তথায় রাখা  
ছিল। সুবার প্রকারের মধ্যে ‘শর্করাসব’ (মিষ্ট হই  
উৎপন্ন), ‘মাধ্বীক’ (মধু হইতে প্রস্তুত), ‘পুষ্পাসব’  
(মহুয়া কুসুম ও অন্যান্য ফুলের মধু থেকে উৎপন্ন)  
‘ফলাসব’ (দ্রাক্ষাদি ফলোৎপন্ন সুরা)-ও ছিল। এগুলি  
আবার নানা ধরনের সুগন্ধিত চূর্ণাদির দ্বারা আমোদিত  
হয়েছিল।

সমুত্তা শুশুভে ভূমির্মালোশ্চ বহুসংস্কৃতৈঃ।  
হিরণ্যমৈশ্চ কলশৈর্ভাজনৈঃ স্ফাটিকৈরপি। ২৪

(১) আতুর ও বেদনার রসে মিহরি ও মধু প্রভৃতি মিশিয়ে যে সুমধুর পানীয় তৈরি করা হয় সেটি তরল হলে তাকে ‘বাগ’ এবং  
হলে সেটিকে ‘বাগুব’ বলা হয়। বলা হয়েছে যে—

সিতামধবাদিমধুরো দ্রাক্ষাদাডিময়ো রসঃ।

বিরলশৈশ্বে কৃতো রাগঃ সান্দ্রশ্চেৎ বাগুবঃ স্মৃতঃ॥

জামবুনদময়শচানোঃ

করকৈরডিসংবৃত্তা।

স্থানে স্থানে সজ্জিত অনেক প্রকারের পুষ্প, স্বর্ণ  
কলসসমূহ, স্ফটিকমণি নির্মিত পাত্রসকল ও কমণ্ডলু প্রভৃতি  
পরিব্যাপ্ত অবস্থায় ছিটিয়ে থাকায় পানভূমি অত্যন্ত  
সুশোভিত ছিল।

রাজতেষু চ কুস্ত্রেষু জাম্বুনদময়োসু চ ॥ ২৫  
পানশ্রেষ্ঠাঃ তথা ভূমিঃ কপিস্তত্র দদর্শ সঃ।

কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান পানভূমিতে ভালোভাবে ঘুরে  
ঘুরে দেখলেন— স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে শ্রেষ্ঠ পানীয়  
রক্ষিত ছিল।

সোহপশ্যচ্ছাতকুস্তানি সীধোর্মশিময়ানি চ ॥ ২৬  
তানি তানি চ পূর্ণানি ভাজনানি মহাকপিঃ।

মহাকপি শ্রীহনুমান দেখলেন—মদিরায় পূর্ণ সোনা ও  
মণিরত্নের বিভিন্ন পাত্র তথায় রাখা ছিল।

কচিদধাবশেষাণি কচিৎ সীতান্যশেষতঃ ॥ ২৭  
কচিৎপ্রব প্রসীতানি পানানি স দদর্শ হ।

কোনো ঘড়ায় অর্থাৎ বড় পাত্রে অর্ধেক মদিরা  
অবশিষ্ট ছিল, কোনটা আবার পুরোটাই পান করা  
হয়েছিল, এমনও ছিল যা একেবারেই পান করা হয়নি  
কচিদ্ ভক্ষ্যাংশ বিবিধান্ কচিৎ পানানি ভাগশঃ ॥ ২৮  
কচিদধাবশেষাণি পশ্যান্ বৈ বিচচার হ

কোথাও নানাপ্রকারের খাদ্য দ্রব্যাদি, কোথাও পেয়  
বস্তু সমূহ আলাদা আলাদা, আবার কোথাও কোথাও  
(ভুক্তাবশিষ্ট) অর্ধেক সামগ্রীর অবশেষ পড়ে ছিল—এই-  
সকল দেখতে দেখতে শ্রীহনুমান বিচরণ করতে লাগলেন  
শয়নান্যে নারীণাং শূন্যানি বহুধা পুনঃ।

পরস্পরং সমাপ্রিযা কশ্চিৎ সুপ্তা বরাজনাঃ ॥ ২৯

অন্তঃপুরে অনেক শয্যা শূন্য ছিল এবং অনেক  
সুন্দরীরা এক এক স্থলে একে অন্যকে আলিঙ্গন করে  
শায়িতা ছিলেন।

কচিচ্চ বহুমন্যস্যা অপহৃত্যোপগুহ্য চ।  
উপগম্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবলপরাজিতা ॥ ৩০

নিদ্রায় অভিভূত কোন নারী অন্যের শরীর থেকে বস্তু  
পরিধানপূর্বক তার কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে প্রসুপ্তা  
ছিলেন।

ভাসামুচ্ছাবাসনাতেন বস্ত্রং মাল্যং চ গাত্রজন্ম।

নাতার্পং স্পন্দতে চিত্রং প্রাপ্য মন্দমিনানিলম্ ॥ ৩১

তাদের (প্রসুপ্ত সুন্দরী স্ত্রীলোকেদের) নিঃস্বাসে  
শরীরস্থ বিনিস প্রকারের বস্তু ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতি ধীরে  
ধীরে আন্দোলিত হচ্ছিল, মেন মন্দ মন্দ বায়ুতে আন্দোলিত  
হচ্ছে।

চন্দনসা চ শীতসা সীধোর্মধুরসসা চ।

নিবিদসা চ মাল্যস্য পুষ্পস্য বিবিদসা চ ॥ ৩২

বহুধা মারুতজসা গন্ধং বিবিধমুদহন।

মানানাং চন্দনানাং চ ধূপানাং চৈব মূর্ছিতঃ ॥ ৩৩

প্রববৌ সুরভির্গন্ধো বিমানে পুষ্পকে তদা।

সেই সময়ে পুষ্পকবিমানে শীতল চন্দন, মদা,  
মধুরস, বিবিধপ্রকারের মালা, নানা ধরণের কুসুম, স্রান  
সামগ্রী, চন্দন ও ধূপের বিভিন্ন প্রকারের গন্ধের ভার  
বহনকারী সুগন্ধিত বায়ু চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল।

শ্যামাবদাতান্ত্রান্যাঃ কশ্চিৎ কৃষ্ণা বরাজনাঃ ॥ ৩৪

কশ্চিৎ কাঞ্চনবর্ণাশ্চ প্রমদা রাক্ষসালয়ে।

রাক্ষসরাজের ভবনে শ্যামলা, গৌরবর্ণা, কৃষ্ণা,  
অথবা স্বর্ণকান্তিময়ী আদি বিভিন্ন সুন্দরী যুবতীবৃন্দ সুপ্তা  
ছিলেন

ভাসাং নিদ্রাবশত্वाচ মদনেন বিমূর্ছিতম্ ॥ ৩৫

পদ্বিনীনাং প্রসুপ্তানাং রূপমাসীদ্ যথৈব হি।

নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ায় তাদের কামমোহিত রূপ লাবণ্য,  
মুদিত পদ্মপুষ্পের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

এবং সর্বমণেশেণ রাবণাস্তঃপুরং কপিঃ।

দদর্শ স মহাতেজা ন দদর্শ চ জ্ঞানকীম্ ॥ ৩৬

এইরূপে মহাতেজ্য কপিবর শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজের  
অন্তঃপুরে সবকিছুই নিঃশেষে দেখলেন, কিন্তু জনকনন্দিনী  
সীতাকে দেখতে পেলেন না।

নিরীক্ষমাশ্চ ততস্তাঃ দ্বিগঃ স মহাকপিঃ।

জগাম মহতীং শব্দাং ধর্মসাধবসংকিতঃ ॥ ৩৭

ওইসকল সুপ্ত সুন্দরীদের দেখতে দেখতে মহাকপি  
শ্রীহনুমান ধর্মার্থের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁর হৃদয়ে  
অত্যধিক সন্দেহ উপস্থিত হল।

পরদারাবরোধসা প্রসুপ্তসা নিরীক্ষণম্।

ইদং বলু মমাত্মার্থং ধর্মলোপং করিষ্যতি॥ ৩৮  
 শ্রীহনুমান ভাবতে লাগলেন 'একি উপ গাঢ় নিম্নাচ্ছন্ন  
 পরহীণগতক নিরীক্ষণ করা মঙ্গলজনক নয়। উহা আমার  
 পক্ষে অতিশয় ধর্মলোপের কারণ হবে।

ন হি মে পরদারাগাঃ দৃষ্টির্নিশ্চয়বর্তিনী।  
 অয়ং চাত্ত ময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ॥ ৩৯  
 'অদ্যাবধি কখনও আমার দৃষ্টি পরদারগণের দিকে  
 যায়নি। এখানে এসে পরদারী অপহরণকারী পাণ্ডী রাক্ষসরাজ  
 রাবণের দর্শন হল (এইভাবে পাণ্ডীদের দেখতে থাকা ও  
 ধর্মলোপের কারণ হয়ে উঠতে পারে)।'

তসা প্রাদুরভূচ্চিস্তা পুনরন্যাঃ মনস্বিনঃ।  
 নিশ্চিতৈকাত্তচিত্তস্য কার্যনিশ্চয়দর্শিনী॥ ৪০

তদনন্তর মনস্বী পবনকুমারের মনে অন্য এক চিত্তের  
 উদয় হল। শ্রীহনুমানের চিত্ত লক্ষ্যে স্থির ছিল, এমতাবস্থায়  
 এই বিচার বিমর্ষ তাকে কর্তব্য নির্ধারণে সাহায্য করল।  
 কামঃ দৃষ্টা ময়া সর্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিঃ।

ন তু মে মনসা কিঞ্চিদ্ বৈকৃতানুপপদাতে॥ ৪১

শ্রীহনুমান চিন্তা করতে লাগলেন - 'এতে সন্দেহ  
 নেই যে রাবণের অন্তঃপুরনারীগণ নিঃশঙ্ক শাসিত এবং  
 সেই অবস্থায় আমি তাদের সকলকে ভালোভাবে দেখছি,  
 তবুও আমার মনে কোন বিকার উৎপন্ন হয়নি।

মনো হি হেতুঃ সর্বেষামিন্দ্রিগ্রাণাং প্রবর্তনে।

শুভাশুভাধ্ববাহানু তচ্চ মে সুবাবহিতন্॥ ৪২

'সকল ইন্দ্রিয়সকলকে শুভ ও অশুভ অবস্থায়  
 নিয়োজিত হওয়ার প্রেরণাদানে মন-ই কারণ হয়ে থাকে  
 কিন্তু আমার মন সম্পূর্ণ স্থির অর্থাৎ মনে কোনো প্রকারের  
 রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ হয়নি, অতএব আমার দ্বারা  
 পরহীদর্শন 'ধর্মলোপ' করতে পারবে না।

নান্যত্র হি ময়া শক্যা বৈদেহী পরিমার্গিতম্।

দ্রিয়ো হি স্থিতি দৃশ্যে নন সম্প্রদর্শিতম্  
 'বৈদেহীকে সীতাকে হনুমানের দৃষ্টিতে  
 সন্দেহ নয় ; কেননা নারীকে শুভেতঃ তদে দৃশ্যে  
 মনোহর বুদ্ধিতে হবে।

যসা সন্দেহা না যোনিবদ্যাঃ তং পরিমার্গিতম্  
 ন শক্যাঃ প্রমদা নষ্টা নৃগাসু পরিমার্গিতম্  
 'যে ভ্রাতৃত্ব জীব সেই ভ্রাতৃত্ব মনোহর তদে দৃশ্যে  
 করা যায়। নিরাক্ষরী কোন বুদ্ধি দৃষ্টোক্তকঃ উচিত  
 মনো অধেষণ করা হয় না।

তদিদং মার্গিতং তাবচ্ছকেন মনসা ময়া।  
 রাবণাস্তঃপুরং সর্বং দৃশ্যতে ন চ জানকীয়া  
 'অতএব আমি শ্রীহনুমান রাবণের অন্তঃপুর  
 শুভাশুভে সকল জানে তাকে অধেষণ করেছি ;  
 জনকনন্দিনী সীতাকে বুঝে পাইনি।'

দেবগন্ধর্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ - বীরবান্।  
 অবৈকন্যাপো হনুমান্ নৈবাপশ্যাত জানকীম্॥

অন্তঃপুরে নিরীক্ষণ করে পরাক্রমী পবনক  
 দেবতাদের, গন্ধর্বদের এবং নাগকন্যাদের দেখলেন, ই  
 জনকনন্দিনীকে দেখতে পেলেন না।

তামপশ্যান্ কপিস্তত্র পশ্যাংস্তান্যা পরস্ত্রিঃ।  
 অপক্রমা তদা বীরঃ প্রহ্লাদানুপচক্রমে॥

অন্য সুন্দরীদের দেখতে দেখতে বীর ক  
 শ্রীহনুমান যখন সীতাকে বুঝে পেলেন না, তখন অ  
 যেতে উদ্যত হলেন।

স ভূয়ঃ সর্বতঃ শ্রীমান্ মারুতির্বহুমাত্রিতঃ।  
 আপানভূমিনুৎসৃজা ত্রাং বিচেতুং প্রচক্রমে॥

তখন শ্রীহনুমান পানভূমি ব্যতিরেকে অন্য  
 স্থানে সীতাকে বিকে অতিশয় যত্নে অধেষণ করতে  
 করলেন।

উত্থায়ে শ্রীমদভীকায় বাধীকায়ৈ আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

মর্ত্যে বাধীকায়ৈ আদিকাব্যে বাধীকায়ৈ সুন্দরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ॥ ১১॥



## দ্বাদশঃ সর্গঃ (১২)

সীতার মৃত্যু আশঙ্কায় শ্রীহনুমানের বিহ্বল হওয়া ; পুনঃ সাহসে ভর করে ছানাস্তরে  
সীতার খোঁজ করেও না পেয়ে পুনরায় চিন্তিত হয়ে পড়া

স তস্যা মথো ভবনস্য সংহিতো  
লভাগৃহাংশ্চিত্রগৃহান্ নিশাগৃহান্ ।  
জগাম সীতাঃ প্রতিদর্শনোৎসুকো  
ন চৈব তাং পশ্যতি চাকদর্শনাম্ ॥ ১

সেই রাজভবনে সীতাদেবীর দর্শনোৎসুক হয়ে  
শ্রীহনুমান ক্রমে ক্রমে লভাগৃহ, চিত্রশালা এবং  
বিশ্রামগৃহসমূহে গেলেন ; কিন্তু কোথাও পরমা সুন্দরী  
সীতাকে দেখতে পেলেন না।

স চিত্রগ্রামাস ততো মহাকপিঃ  
প্রিয়ামপশান্ রঘুনন্দনস্য তাম্ ।  
ক্রবঃ ন সীতা প্রিয়তে যথা ন মে  
বিচিন্নতো দর্শনমেতি মৈথিলী ॥ ২

রঘুনন্দন শ্রীরামের প্রিয়তমা সীতাকে যখন ওখানেও  
দেখা গেল না — তখন মহাকপি শ্রীহনুমান এইকপ চিন্তা  
করতে লাগলেন — ‘নিশ্চয় সীতা আর জীবিতা নেই,  
সেইতত্ত্ব এত অন্বেষণের পরেও তাঁকে খুঁজে পেলাম  
না।

স রাক্ষসানাং প্রবরণে জানকী  
হৃদীলসংরক্ষণতৎপরা সতী ।  
অনেন নৃনং প্রতি দৃষ্টকর্মণা  
হত্যা ভবেদার্পণে পরে হিতা ॥ ৩

‘সতী-সাধ্বী সীতা শ্রেষ্ঠ আর্ঘ্যমার্গে প্রতিষ্ঠিতা, তিনি  
নিজ চরিত্র ও সদাচার রক্ষায় তৎপর। এইজন্য দুরাচারী এই  
রাক্ষসরাজ হয়তো তাঁকে হত্যা করেছে  
বিরূপরূপা বিকৃতা বিবর্চসো

মহাননা দীর্ঘবিরূপদর্শনাঃ ।  
সমীক্ষা তা রাক্ষসরাজ্যযোষিতো  
ভয়াদ্ বিনষ্টা জনকেশ্বরাজ্ঞা ॥ ৪  
‘এইভাবে রাক্ষসরাজ রাবণের দাসাকর্মে নিযুক্ত  
রাক্ষসীরা বিরূপদর্শনা, কান্দিশূন্যা। এদের মুখমণ্ডল বৃহৎ,  
এরা বিশালাকায়া ও ভয়ংকরী। এইসব রাক্ষসীদের  
নিরীক্ষণ করে জনকান্দ্রজা (হয়তো) ভয়ে প্রাণ ত্যাগ  
করেছেন।

সীতামদৃষ্টা হানবাপা পৌরুষং  
বিরূপ্য কালং সহ বানরৈশ্চিরম্ ।  
ন মেহতি সুগ্রীবসমীপগা গতিঃ  
সুতীক্ষ্ণদণ্ডো বলবাংশ্চ বানরঃ ॥ ৫  
‘সীতার দর্শন না হওয়ায় আমি আমার পুরুষার্থের  
ফল পেলাম না। এখানে বানরদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল  
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে আমার প্রত্যাবর্তনের  
সময়সীমাও পার হয়ে গেছে। এইভাবে আমার সুগ্রীবের  
কাছে ফিরে যাওয়ার পথও বন্ধ, কেননা তিনি (সুগ্রীব)  
অত্যন্ত বলবান ও কঠোর দণ্ড প্রদানকারী।  
দৃষ্টমন্তঃপুরং সর্বং দৃষ্টা রাবণযোষিতঃ ।

ন সীতা দৃশ্যতে সাক্ষী বৃথা জাতো মম শ্রমঃ ॥ ৬  
‘আমি রাবণের সম্পূর্ণ অন্তঃপুর অন্বেষণ করেছি,  
এক-এক করে রাক্ষসবাজের সমস্ত স্ত্রীলোককে নিরীক্ষণ  
করেছি ; কিন্তু এ পর্যন্ত সাধ্বী সীতার দর্শন পাইনি, অতএব  
সমুদ্রলঙ্ঘন করার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হল।

কিং নু মাং বানরাঃ সর্বৈ গতাং বক্ষ্যন্তি সঙ্গতাঃ ।  
গত্বা তত্র ভয়া বীর কিং কৃতং তদ্ বদন্ত নঃ ॥ ৭  
‘যখন আমি ফিরে যাব, সকল বানরেরা মিলে  
আমাকে কী বলবে ! প্রশ্ন করবে — “বীর ! তুমি লঙ্কায় গিয়ে  
কি করেছ — আমাদেরকে বল।”

অদৃষ্টা কিং প্রবক্ষ্যামি তামহং জনকান্দ্রজাম্ ।  
ক্রবঃ প্রায়মুপাসিষ্যে কালস্য বাতিবর্তনে ॥ ৮  
‘কিন্তু জনকান্দিনী সীতাকে দেখতে না পাওয়ায়,  
আমি কি প্রত্যন্তর দেব ? সুগ্রীব কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা  
পেরিয়ে যাওয়ায়, নিশ্চিতভাবে আমি আমার অনশন  
করব।

কিং বা বক্ষ্যতি বৃক্ষচ্চ জাহ্নবানন্দম্ সঃ ।  
গতং পারং সমুদ্রস্য বানরাশ্চ সমাগতাঃ ॥ ৯  
‘অতি বৃক্ষ জাহ্নবান এবং যুবরাজ অঙ্গদ আমাকে কী  
বলবে ? অন্যান্য বানরেরা সমুদ্রের ওপার থেকে আসার  
পর আমাকে দেখতে পাবে, তারাও কি বলবে ?’  
অনির্বোধঃ শ্রিয়ো মূলমনির্বোধঃ পরং সুখম্ ।

ভূমধ্যস্থ বিচেস্যামি ন বহু বিচয়ঃ কৃতঃ ॥ ১০  
(এইভাবে কিছু সময় তত্ত্ব তত্ত্ব থাকার পর, তিনি  
আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন—) 'তত্ত্ব না হতে  
উৎসাহকে ছাপিয়ে রাখাই হল উন্নতি বা সাফল্যের  
মূল। উৎসাহ-ই পরম সুখের কাবণ, এখন আমি সেই  
অবশিষ্ট জ্ঞান সমূহে সীতাকে অন্বেষণ করব, যেখানে  
অনুসন্ধান করা হয়নি।

অনির্বোধো হি সততঃ সর্বার্থেষু প্রবর্তকঃ।  
করোতি সফলঃ জ্যেষ্ঠঃ কৰ্ম যচ্চ করোতি সঃ ॥ ১১  
'উৎসাহ-ই প্রাণিগণকে সর্বদা সর্বপ্রকার কর্মে প্রবৃত্ত  
করে এবং তারা যে যে কর্ম করে, উৎসাহ সেই কর্মে  
সাফল্য প্রদান করে।

তস্মাদনির্বেদকরঃ যত্নঃ চেষ্টেৎ হনুমতম্।  
অদৃষ্টাংশ্চ বিচেস্যামি দেশান্ রাবণপালিতান্ ॥ ১২  
'অতএব এখন আমি নূতন উদ্যমে প্রবৃত্ত করব।  
রাবণরাজ কর্তৃক সুরক্ষিত যে স্থানগুলি এ পর্যন্ত আমার  
দৃষ্টিগোচর হয়নি, সে-সব স্থলেও অনুসন্ধান করব।  
আপানশালা বিচিত্রাস্থথা পুষ্পগৃহাণি চ।  
চিত্রশালাশ্চ বিচিত্রা ভূমঃ ক্রীড়াগৃহাণি চ ॥ ১৩  
নিষ্কটাত্তররথাস্থ বিমানানি চ সর্বশঃ।  
ইতি সখিষ্ঠা ভূয়োহপি বিচেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১৪

'পানশালা, পুষ্পগৃহ, চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ,  
গৃহোদ্যান মধ্যবর্তী পথসমূহ এবং ভবনগুলি— এইসব  
সর্বত্রোভাবে আমি এক এক করে দেখে নিয়েছি (এখন  
অন্যত্র সন্ধান করব)।' এইরূপ চিন্তা করে শ্রীহনুমান  
পুনরায় অন্বেষণ আৰম্ভ করলেন।

ভূমীগৃহাংশ্চৈতান্ গৃহাতিগৃহকানপি।  
উৎপতন্ নিপতংশ্চাপি ভিষ্টন্ গচ্ছন্ পুনঃ কচিৎ ॥ ১৫  
শ্রীহনুমান নাটের নীচে তৈরী গৃহগুলি, চৌকাত্তর  
প্রান্তরে তৈরী গৃহসমূহ ও ভবনগুলি থেকে ছোট ছোট  
গৃহপুঞ্জি বুঁজে বুঁজে দেখতে লাগলেন। কোন ঘরের  
উপরে উঠে, কোথাও বা নীচে লাফিয়ে এসে, কোথাও  
কিছুটা অপেক্ষা করে, আবার কখনও চলতে চলতে  
অন্বেষণ করতে লাগলেন।

অপবৃণ্ডশ্চ যারাদি কপাটানাবয়ম্ভয়ান্।  
প্রবিশন্ নিপতংশ্চাপি প্রপতন্তুঃপতন্তি ॥ ১৬  
ঘরের দরজা খুলে নিয়ে, কোথাও কপাট আঘাতে

খুলে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান  
করত হন।  
অনুসন্ধান করিতে লাগলেন।  
নবমপারকাশঃ স বিচ্যার মহাকপি।  
চতুরঙ্গলমাত্রোহপি নাবকাশঃ স বিচ্যারঃ  
রাবণাশ্চপুরে তস্মিন্ নঃ কপির্নঃ জগাম স।  
মহাকপি সমস্ত স্থানে বিচরণ করলেন।

অন্তঃপুরে কোন চতুরঙ্গুলি পরিমিত স্থানও অবশেষে  
না, যেখানে কপিধব হনুমান ঘুরে দেখলেন না।  
প্রাকারাহরদীপ্যশ্চ বেদিকাশ্চৈতান্ প্রবঃ।  
শ্রুতাস্থ পুষ্পরিপাশ্চ সর্বঃ তেনাবলোকিতম্।  
তিনি প্রাকারের মধ্যবর্তী রাস্তাসমূহ, চৌকি  
বস্তুসমূহ বৈদিকুলি, কূপ এবং পুষ্পরিপাশ্চ  
সহকারে অনুসন্ধান করলেন।

রাক্ষসো বিবিসাকারা বিক্রপা বিকৃতাস্থথা।  
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন হু সা জনকাস্থতা।  
বিবিধ আকারের রাক্ষসীবৃন্দ, কুৎসিত  
বিকৃতাকারদের শ্রীহনুমান দেখতে পেলেন ;  
জনকদুহিতা সীতাকে দেখতে পেলেন না।  
রূপেপাপ্রতিমা লোকে পরা বিদ্যাদরদ্বিরঃ।  
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন হু রাঘবনন্দিনী ॥  
পৃথিবীতে কপলাবল্যে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠা বিনয়  
সুন্দরীরা হনুমানের দৃষ্টিগোচর হল, কিন্তু তিনি  
জনকনন্দিনীকে দেখতে পেলেন না।

নাগকন্যা বরারোহাঃ পূর্ণচন্দ্রনিধাননাঃ।  
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন হু সা জনকাস্থতা ॥  
শ্রীহনুমান সুন্দর মিত্র ও পূর্ণচন্দ্রনা তুল্য মনো  
মুগ্ধগুলি বিবিস্তা অনেক নাগকন্যাগণকে তথায় দেখে  
পেলেন, কিন্তু জনকাস্থতা সীতাসেনীর সন্ধান হল না।  
প্রমথ্য রাক্ষসেস্ত্রেণ নাগকন্যা বলাকৃতঃ।  
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন হু সা জনকনন্দিনী ॥  
নাগকন্যা পদাশ্রয় করে বলাকৃত রাক্ষসের  
কর্তৃক অপহৃত নাগকন্যাদের শ্রীহনুমান তথায় দেখে  
কিন্তু জনকী তাঁর দৃষ্টিগোচরে এলেন না।

সোহপশ্যন্ত্যঃ মহাবাহঃ পশ্যাংস্তান্য বরদ্বিতঃ।  
বিশাসাদ মহাবাহুর্হনুমান্ মাক্রান্তঃ ॥  
সীতাসেনীকে না দেখতে পেয়ে, বদং জনক

অনেক সুন্দরীদের দেখে মহাবাহু মারুতাস্বজ হনুমান বিষম হয়ে পড়লেন।

উদ্যোগঃ বানরেক্রাণাঃ প্রবনঃ সাগরসা চ।

বার্থঃ বীক্ষ্যানিলসুতশিষ্টাঃ পুনরুপাগতঃ ॥ ২৪

বানরশিবোম্মি পুনকুমার শ্রেষ্ঠ বানরগণের বহু প্রচেষ্টা ও নিজের দ্বারা সমুদ্র লঙ্ঘন কর্ম বার্থ হতে দেখে

চিন্তাপ্রস্তু হয়ে পড়লেন।

অবতীর্ণ বিমানাচ্চ হনুমান্ মারুতাস্বজঃ।

চিন্তামুপজগামাথ

শোকোপহতচেতনঃ ॥ ২৫

এমতাবস্থায় বায়ুনন্দন শ্রীহনুমান বিমান থেকে নীচে

নেমে এলেন এবং ভীষণভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

শোকে তাঁর চৈতন্য শিথিল হয়ে পড়ল।

ইত্যাদেঃ শ্রীমদ্বামদেঃ নান্যাকীর্তয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

মহার্ষি বাণীকঃ বিনীতঃ আদিকাণ্ডে নামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

### ত্রয়োদশঃ সর্গঃ (১৩)

সীতাদেবীর মৃত্যু আশঙ্কায় শ্রীহনুমানের চিন্তা, সীতাদেবীর অদর্শন বার্তা শ্রীরামচন্দ্রকে পৌঁছে দিলে

অনর্থের সম্ভাবনায় শ্রীহনুমান দ্বারা নিজের প্রত্যাবর্তনের আশা বিসর্জন দিয়ে পুনরায় অযোধ্যায়

নির্ণয় এবং অশোক বনে অনুসন্ধানের বিষয়ে নানা প্রকারে চিন্তা-ভাবনা করা

বিমানাৎ তু স সংক্রমা প্রাকারঃ হরিয়ুথপঃ।

হনুমান্ বেগবানাসীদ্ যথা বিদ্যুদ্ ঘনাত্তরে ॥ ১

বানরযুথপতি শ্রীহনুমান বিমান থেকে অবতরণ করে

ভবনের প্রাচীরের উপরে উঠে এলেন তথায় এসে,

মেঘের কোলে চমকিত বিদ্যুতের ন্যায় সবেগে ইতস্ততঃ

পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

সম্প্রসিক্তমা হনুমান্ রাবণস্য নিবেশনান্।

অদৃষ্টা জানকীঃ সীতামব্রবীদ্ বচনং কপিঃ ॥ ২

রাবণরাজের সমস্ত ভবনগুলিতে আবার পরিভ্রমণ

করে, যখন কবিবর শ্রীহনুমান জনকনন্দিনী সীতাকে

দেখতে পেলেন না, তখন মনে মনে এইরূপ বলতে

লাগলেন -

ভূয়িষ্ঠং লোলিতা লক্ষা রামস্য চরতা প্রিয়াম্।

ন হি পশ্যামি বৈদেহীঃ সীতাং সর্বাঙ্গশোভনাম্ ॥ ৩

‘আমি শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় কার্য করার নির্মিত্ত খুব

‘ভালোভাবে লক্ষ্য নগরী তল্লাশি করেছি ; কিন্তু

সর্বাঙ্গশোভনা বিদেহনন্দিনী সীতাদেবীকে কোথাও দেখতে

পেলান না।

শঙ্কলানি কটকানি সরাংসি , সরিতত্তথা।

নদোহনুপবনান্তাশ্চ দুর্গাশ্চ ধরণীধরাঃ ॥ ৪

লোলিতা বসুধা সর্বা ন চ পশ্যামি জানকীম্।

‘আমি এখানে ছোট জলাশয়, পুকুর, সরোবর,

ছোট নদী, নদীসমূহ এবং জল সমীপবর্তী জঙ্গলসমূহ তথা

দুর্গম পাহাড় — সব অনুসন্ধান করেছি ; কিন্তু কোথাও

জানকী সীতার দর্শন লাভ ঘটেনি।

ইহ সম্পাতিনা সীতা রাবণস্য নিবেশনে।

আখ্যাতা গুহ্যরাজেন ন চ সা দৃশ্যতে ন কিম্ ॥ ৫

‘গুহ্যরাজ সম্পাতি বলেছিলেন যে সীতাদেবী

রাবণের মহলে আছেন। জানিনা তবুও কেন তাঁকে এই

স্থলে দেখা যাচ্ছে না।

কিং নু সীতাথ বৈদেহী মৈথিলী জনকাস্বজা।

উপতিষ্ঠেত বিবশা রাবণেন হত্যা বলাৎ ॥ ৬

‘তাহলে কি রাবণের দ্বারা বলপূর্বক অপহৃত

বিদেহ-কুলনন্দিনী মৈথিলেশকুমারী জনকদুলালী সীতাদেবী

বিবশা হয়ে রাবণের সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন (যা

অসম্ভব)।

ক্ষিপ্ৰমুৎপত্তো মনো সীতামাদায় রক্ষসঃ।

বিভ্যতো রামবাণানামস্তরা পতিতা ভবেৎ ॥ ৭

‘আমার তো মনে হচ্ছে যে শ্রীরামচন্দ্রের শরাঘাতের

শঙ্কায় ভীত রাবণ (রাক্ষস) যখন সীতাকে হরণ করে শীঘ্র

আকাশে উঠে গেলেন, সেই সময়ে কোথাও কাছাকাছি

সীতাদেবী নীচে পড়ে গেছেন।



অথবা ত্রিগুণাশ্রয়ঃ পথি সিদ্ধিমিবেবিতো।  
মনো পতিতমার্গায়া হৃদয়ং প্রেক্ষ্য সাগরম্॥ ৮  
‘অথবা, এ-ও তো সম্ভব হতে পারে যে, যখন  
অপেক্ষিতা আরা সীতা সিদ্ধিমিবেবিত আকাশপথে নীচমানা  
হচ্ছিলেন, সেই সময় সমুদ্র দেখে ভয়ে হৃদয় বিদারিত  
হওয়ায় নীচে পড়ে গেছেন।  
রাবণস্যোদ্ধবেগেন ভূজাত্যাং গীড়িতেন চ।  
তয়া মনো বিশালাক্ষ্যা তক্তং জীবিতমার্গায়া॥ ৯  
‘কিংবা এরকমও হতে পারে যে রাক্ষসরাজ  
রাবণের প্রবল বেগ ও দৃঢ় বাহুবলনে গীড়িতা হয়ে  
দীর্ঘলোচনা সীতাদেবী প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন।  
উপর্যুপরি সা নুনং সাগরং ক্রমতত্তদা।  
বিচেষ্টমানা পতিতা সমুদ্রে জনকাস্বজা॥ ১০  
‘এমন ঘটনাও ঘটতে পারে যে, যখন রাবণ তাঁকে  
সমুদ্রের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় জনককুমারী  
সীতা নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় (রাক্ষসের হাত থেকে)  
সমুদ্রে পড়ে গিয়েছেন, নিশ্চয় এটাই ঘটেছে  
আহো ক্ষুদ্রেষ চানেন রক্ষসী শীলমাস্তনঃ।  
অবগুর্ভক্তিতা সীতা রাবণেন ওপহিনী॥ ১১  
অথবা রাক্ষসেন্দ্রস্য পত্নীভিরসিতেক্ষণা।  
অদুষ্টা দুষ্টভাবাভির্ভক্তিতা সা ভবিষ্যতি॥ ১২  
‘অথবা এমন কি হয়নি যে কোনও সাহায্যকারী না  
থাকায় নিজের চরিত্র রক্ষায় তৎপর ভগ্নহিনী সীতাকে এই  
নীচস্বভাব রাবণ ভক্ষণ করে ফেলেছে, অথবা কুভাবনা  
পোষণকারী রাক্ষসরাজের পত্নীগণ কাজলনয়না সাধবী  
সীতাদেবীকে আহর করেছে।  
সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।  
রামস্য ধায়তী বঙ্কং পঙ্কজং কৃপণা গতা॥ ১৩  
‘হায় ! পদ্মলোচন শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণশরীর ন্যায়  
মুখমণ্ডল ধ্যান করতে করতে দয়নীয় সীতা মৃত্যুবরণ  
করেছেন।  
হা রাম লক্ষ্মণেতোবং হায়োষো চেতি মৈথিলী।  
বিলাপা বহু বৈদেহী ন্যস্তদেহা ভবিষ্যতি॥ ১৪  
‘হয়তো বা, হা রাম ! হা লক্ষ্মণ ! হা অযোধ্যাপুরী !  
এইভাবে বহু বিলাপ করে মিথিলেশ কুমারী বিনেহনন্দিনী  
সীতা দেহ ত্যাগ করে থাকবেন।  
অথবা নিহিতা মন্যে রাবণস্য নিবেশনে।

ভৃশং জালপাতে বালা পঞ্জরেষু সারিক্সা  
‘অথবা মনে হয় যে সীতাকে ববনের কোন  
গুহে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। হায় ! সেখানে সেই  
পিঙ্গববন্ধ ময়নার মতো কাবংবার আত্মনাশ  
চলেছেন।  
জনকসা কুলে জাতা রামপত্নী সুমধামা।  
কথমুৎপলপত্রাকী রাবণস্য বশং ব্রজেৎ॥ ১৫  
‘যিনি জনকরাজের বংশে জাত এবং শ্রীরামচন্দ্রের  
ধর্মপত্নী, সেই নীলোৎপলনয়না তবী সীতাদেবী কিভাবে  
রাবণের অধীন হয়ে পড়তে পারেন!  
বিনষ্টা বা প্রণষ্টা বা মৃত্যু বা জনকাস্বজা।  
রামস্য প্রিয়ভার্যস্য ন নিবেদয়িতুং ক্ষমম্॥ ১৬  
‘জনকদুহিতা সীতা শুণ্ড গৃহে বন্দি হউন বা  
হউন, সমুদ্রে পড়ে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে থাকুন বা  
থাকুন অথবা শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ সহ্য করতে না পারা  
মৃত্যুবরণ করে থাকুন -কোনো ভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের  
এই সব কথা উত্থাপন করা উচিত হবে না ; কেননা  
সীতাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।  
নিবেদ্যমানে দোষঃ সাদ্ দোষঃ পাদনিবেদনে।  
কথং নু খলু কর্তব্যং বিষমং প্রতিভাতি মে॥ ১৭  
‘এই সমাচার জানালেও ক্ষতি এবং না জানালে  
ক্ষতি, এমতাবস্থায় কি করা কর্তব্য ? আমার পক্ষে  
দেওয়া অথবা না বলতে পারা - দুই দিকই দুঃসাহ্য  
হচ্ছে।  
অস্মিন্নেবসম্মতে কার্যে প্রাপ্তকালঃ ক্ষমং চ কিম্।  
ভবেদিত্তি মতিং ভূয়ো হনুমান্ প্রবিচারয়ন্॥ ১৮  
‘এইরূপ দশায়, যখন কোন কর্ম সম্পাদন দুঃ-  
প্রতীত হয়, তখন সময় অনুযায়ী কি করা উচিত ?’ এই  
বিচার বার্তায় শ্রীহনুমান পুনঃ পুনঃ চিন্তা করতে লাগলেন  
যদি সীতামদৃষ্টবাহং বানরেন্দ্রপুরীমিতঃ।  
গমিষ্যামি ততঃ কো মে পুরুষার্থো ভবিষ্যতি॥ ১৯  
তিনি আবার ভাবলেন-‘যদি আমি সীতাদেবীকে  
দেখে এবান থেকে বানররাজ সুগ্রীবের কিঙ্কিঙ্কানক  
প্রতাবর্তন করি, তাহলে এতসব চেষ্টারূপ পুরুষার্থের  
কী হল ?  
মমৈদং লঙ্ঘনং বার্থং সাগরস্য ভবিষ্যতি।  
প্রবেশ্যৈশ্চ লঙ্কায়াং রাক্ষসানাং চ দর্শনম্॥ ২০

‘তবে তো আমার দ্বারা সবুজ লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ প্রবেশ  
এবং রাক্ষসদেরকে নিরীক্ষণ করা সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে  
যাবে।

কিং বা বক্ষ্যতি সূগ্রীবো হরয়ো বাপি সঙ্গতাঃ।  
কিঙ্কিঙ্কামনুসম্ভ্রান্তঃ তৌ বা দশরথকুজৌ॥ ২২

‘কিঙ্কিঙ্কায় পৌছনোর পরে আমার সাক্ষাতে সূগ্রীব  
ও অনান্য বানরেরা এবং দশরথকুমার দুই ভাই কী  
বলবে ?

গদা তু যদি কাকুৎস্থঃ বক্ষ্যামি পরমঃ বচঃ  
ন দৃষ্টেতি ময়া সীতা ততস্ত্যাক্ষতি জীবিতম্॥ ২৩

‘যদি সেখানে গিয়ে আমি শ্রীরামচন্দ্রকে কঠিন বার্তা  
দিয়ে দিই যে আমি সীতাদেবীর দর্শন পেলাম না, তাহলে  
তিনি প্রাণত্যাগ করবেন।

পরমঃ দারুণঃ তীক্ষ্ণঃ ক্রুরমিচ্ছিয়তাপনম্।  
সীতানিমিত্তং দুর্ভাগ্যং শ্রদ্ধা স ন ভবিষ্যতি॥ ২৪

‘সীতাদেবীর ব্যাপারে এইরকম কক্ষ কঠোর, তীক্ষ্ণ  
এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সন্তাপ দায়ক দুর্ভচন শুনে তিনি  
কোনোভাবেই জীবিত থাকবেন না।

তং তু কচ্ছগতং দুষ্টা পঞ্চভুগতমানসম্।  
জ্ঞানুরক্তমেধাবী ন ভবিষ্যতি লক্ষণঃ॥ ২৫

‘শ্রীরামচন্দ্রকে বিপদে পড়ে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প  
করতে দেখে অগ্রজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত বুদ্ধিমান  
লক্ষ্মণও জীবিত থাকবেন না।

বিনষ্টৌ মাতরৌ শ্রদ্ধা ভরতোহপি মরিষ্যতি।  
ভরতঃ চ মৃতঃ দুষ্টা শত্রুঘ্নো ন ভবিষ্যতি॥ ২৬

‘নিজের দুই ভ্রাতার বিনাশের সংবাদ শুনে ভরতও  
প্রাণ ত্যাগ করবেন এবং ভরতের মৃত্যু দর্শনে শত্রুঘ্নও  
জীবিত থাকতে পারবেন না।

পুত্রান্ মৃতান্ সমীক্ষ্যথ ন ভবিষ্যন্তি মাতরাঃ।  
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ ন সংশয়াঃ॥ ২৭

‘এইভাবে চার পুত্রের মৃত্যু দেখে কৌসল্যা, সুমিত্রা  
ও কৈকেয়ী — এই তিন মাতা নিঃসন্দেহে প্রাণ ত্যাগ  
করবেন

কৃতজঃ সত্যসঙ্কট সূগ্রীবঃ প্রবগাধিপঃ।  
রামঃ তথাগতঃ দুষ্টা ততস্ত্যাক্ষতি জীবিতম্॥ ২৮

‘কৃতজ্ঞ ও সত্যসঙ্ক বানররাজ সূগ্রীবও শ্রীরামচন্দ্রকে  
মৃত্যুবছায় দেখলে জীবন বিসর্জন দিবেন।

দূর্য্যনা ব্যথিতা দীনা নিরানন্দা তপস্বিনী।  
পীড়িতা ভর্তৃশোকেন ক্রমা ত্যাক্ষতি জীবিতম্॥ ২৯

‘ভাবপূর্ণ পতিভক্তি হেতু পীড়িত হয়ে দুঃখিত, দীন,  
ব্যথিত ও বিমর্ষ তপস্বিনী ক্রমা ও প্রাণ বিসর্জন করবেন।

বালির্জেন তু দুঃখেন পীড়িতা শোককর্ষিতা।  
পঞ্চভুগতা রাজ্ঞী তারাপি ন ভবিষ্যতি॥ ৩০

‘অতঃপর রাজী তারাও জীবিত থাকবেন না।  
তিনি বালির বিরহজনিত দুঃখে আগে থেকেই পীড়িতা,  
আবার এই নূতন শোকে কাতর হয়ে তিনি শীঘ্র পঞ্চ  
প্রাপ্ত হবেন।

মাতাপিত্রোর্বিনাশেন সূগ্রীবব্যসনেন চ।  
কুমারোহপ্যঙ্গদস্তম্যাদ্ বিজিহ্ষ্যতি জীবিতম্॥ ৩১

‘মাতা-পিতার বিনাশ ও সূগ্রীবের মৃত্যুজনিত  
বিপর্য্যায় পীড়িত কুমার অঙ্গদও প্রাণ পরিত্যাগ করবেন।

ভর্তৃর্জেন তু দুঃখেন অভিভূতা বনৌকসঃ।  
শিরাংস্যাভিহনিষ্যন্তি তলৈর্মুষ্টিভিরেব চ॥ ৩২

সাত্বেনানুপ্রদানেন মানেন চ যশস্বিনা।  
লালিতাঃ কপিনাথেন প্রাণাংস্ত্যাক্ষ্যন্তি বানরাঃ॥ ৩৩

‘তদনন্তর যুথপতি সূগ্রীবের দুঃখে পীড়িত বানরকুল  
স্বহস্তে মুষ্টির দ্বারা নিজ নিজ মস্তকে আঘাত করবে। যশস্বী  
বানররাজ যাদেরকে সান্তনা বাক্যে ও দানে-মানে লালন  
করেছেন, সেই বানরকুল প্রাণ বিসর্জন দেবে।

ন বনেষু ন শৈলেষু ন নিরোধেষু বা পুনঃ।  
ক্ৰীড়ামনুভবিষ্যন্তি সমেতা কপিকুঞ্জরাঃ॥ ৩৪

‘এই সব ঘটনা ঘটলে, অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ বানরেরা না  
বনে, না পর্বতে অথবা আবৃত স্থানে একত্রিত হয়ে আর  
কোনদিন ক্রীড়া উৎসবের আনন্দ পাবে না।

সপুত্রদারাঃ সামাত্যা ভর্তৃব্যাসনপীড়িতাঃ।  
শৈলাগ্রেভ্যঃ পতিষ্যন্তি সমেষু বিষমেষু চ॥ ৩৫

‘নিজেদের রাজার শোকে কাতর হয়ে সকল বানর  
নিজের পুত্র, স্ত্রী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পর্বতের শিখর থেকে  
সমতল কিংবা বিষম স্থানে পতিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করবে।  
বিষমুচ্ছ্বজনঃ বাপি প্রবেশঃ জলনস্য বা।

উপবাসমথো শত্রুঃ প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ॥ ৩৬

‘অথবা বিষ পান করবে, কিংবা ফাঁসি লাগিয়ে বা  
ঘলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। অনাহারে থেকে নিজেদের  
নিঃশেষ করবে অথবা নিজেদের শরীরে ছুরিকাঘাত



করে বসবে।

ধোবমারোদনং মনো গতে ময়ি ভবিষ্যতি।

ইক্ষাকুকুলনাশচ নাশশ্চৈব বনৌকসাম্॥ ৩৭

‘আমি বুঝতে পারছি এভাবে তথায় ফিরে গেলে ভয়ংকর আতঁনাদ উঠবে। ইক্ষাকুকুলের বিনাশ এবং বানরগণেরও বিনাশ ঘটবে।

সোহং নৈব গমিষ্যামি কিল্বিফাং নগরীমিতঃ

নহি শঙ্কামাহং ব্রহ্মং সুগ্রীবং মৈথিলীং বিনা॥ ৩৮

‘সেই হেতু আমি এখান থেকে কিল্বিফাপুরীতে ফিরে যাবো না। মিথিলেশকুমারী সীতার সাক্ষাৎ বিনা আমি সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করতে পারব না।

ময়্যাগচ্ছতি চেহছে ধর্মাত্মানৌ মহারথৌ।

আশয়া ভৌ খরিষোতে বানরাশ্চ তরবিনঃ॥ ৩৯

‘আমি যদি না ফিরে গিয়ে এখানেই থেকে যাই, তাহলে আমার আশাতে দুই ধর্মাত্মা মহারথী বন্ধু (রাম ও লক্ষ্মণ) প্রাণ ধারণ করে বাঁচবেন এবং বেগবান সেই বানর (সুগ্রীবও) জীবিত থাকবেন।

হস্তাদানো মুখাদানো নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।

বানপ্রহো ভবিষ্যামি হৃদষ্টা জনকাস্বজাম্॥ ৪০

‘জনকীর দর্শন না পাওয়া গেলে, আমি এখানে বানপ্রহী হয়ে থাকব। ফলমূলাদি খাদ্যবস্তু আপনা থেকেই আমার হাতে এসে পড়বে, আমি তাই খেয়ে থাকব। অথবা অন্যের ইচ্ছায় ফল প্রভৃতি আমার কাছে এসে যাবে, তাই দিয়ে জীবন নির্বাহ করব। আমি শুচিতা, সন্তোষাদি নিয়ম পালনপূর্বক বৃক্ষমূলে আশ্রয় নেব।

সাগরানুপজে দেশে বহুমূলফলোদকে

চিতিং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি সমিক্ষমরণীসূতম্॥ ৪১

‘অথবা সাগর তটবর্তী স্থানে, যেখানে ফল-মূল ও জলের প্রাচুর্য আছে, সেখানে আমি চিত্তা প্রস্তুত করে স্বলম্ভ আগুনে প্রবিষ্ট হব।

উপবিষ্টস্য বা সমাগ্ লিঙ্গিনং সাধনায়তঃ

শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সাঃ স্থাপদানি চ॥ ৪২

‘অথবা আমার উপবাসে উপবিষ্ট অবস্থায় লিঙ্গশরীরধারী জীবাঙ্কাকে শরীর থেকে বিযুক্ত করানোর চেষ্টায় রত থাকব এবং শরীরকে কাক ও হিংস্রজন্তুদের দিয়ে আহাৰ করাব।

ইদমপ্যভিভিষ্টং নির্ধাণমিতি মে মতিঃ।

সম্যগাপঃ প্রবেক্ষ্যামি ন চেৎ পশ্যামি জানকীম্॥ ৪৩

‘যদি আমার দ্বারা সীতাদেবী প্রত্যক্ষ না হয়, তাহলে আমি স্বেচ্ছায় জলসমাধি গ্রহণ করব। আমার মনে ঐ ধর্মীদের দৃষ্টিতে জল-প্রবেশ করে পরলোক গমন ইচ্ছা কার্য।

সুজাতমূলা সুভগা কীর্তিমালা যশস্বিনী।

প্রভগা চিররাত্রায় মম সীতামপশ্যতঃ॥ ৪৪

‘যে রাত্রির আরম্ভ শুভ, যা সুভগা (সৌন্দর্য্য) যশোমতী ও আমার কীর্তি প্রদানকারী ও সুদীর্ঘ, সেই রাত্রি সীতাদেবীর দর্শন ব্যতীত অতিবাহিত হয়ে গেল।

তাপসো বা ভবিষ্যামি নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।

নেতঃ প্রতিগমিষ্যামি তামদৃষ্টাসিতেক্ষণাম্॥ ৪৫

‘অথবা আমি নিয়মপালনপূর্বক বৃক্ষতলমিলিত পন্থী হয়ে যাব, কিন্তু সেই অসিতলোচনা সীতাদেবীকে দেখে এখান থেকে কিছুতেই ফিরে যাব না।

যদি ত্বু প্রতিগচ্ছামি সীতামনধিগম্য তাম্।

অঙ্গদঃ সহিতঃ সর্বৈর্বানরৈর্ন ভবিষ্যতি॥ ৪৬

‘যদি সীতার অবস্থান না জেনে প্রত্যাবর্তন করি তাহলে সমস্ত বানরসহ অঙ্গদও জীবিত থাকবে না।

বিনাশে বহবো দোষা জীবন্ প্রাপ্যোতি ভদ্রকম্।

তস্মাৎ প্রাণান্ খরিষ্যামি ব্রুবো জীবতি সঙ্গমঃ॥ ৪৭

‘এই জীবন নষ্ট করলে বহু দোষ হয়। যে জীব থাকে, সে কোন এক সময়ে কল্যাণ লাভ করতে পারে। অতএব, আমি প্রাণ ধারণ করব। জীবিত থাকলে অঙ্গদ বন্ধু অথবা সুখের প্রাপ্তি অবশ্যস্বাবী।’

এবং বহুবিধং দুঃখং মনসা ধারয়ন্ বহু।

নাখ্যগচ্ছৎ তদা পারং শোকস্য কপিকুঞ্জরঃ॥ ৪৮

এইভাবে মনে অনেক প্রকারের দুঃখ ধারণ করে কপিকুঞ্জর শ্রীহনুমান শোকের সমুদ্রে ডুবে গেলেন।

ততো বিক্রমমাসাদ্য ধৈর্যবান্ কপিকুঞ্জরঃ।

রাবণং বা বধিষ্যামি দশগ্রীবং মহাবলম্।

কামমন্তু হত্যা সীতা প্রত্যাচীর্ণং ভবিষ্যতি॥ ৪৯

অতঃপর ধৈর্যবান কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান পরাক্রমে সঞ্চয় করে ভাবলেন—‘অথবা দশানন মহাবলী রাবণকে বধ করব। সীতা ততো অপহৃত্য হয়েছেন, এই রাবণকে নিহত করলে ভালোই প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।

অথবৈনং সমুৎক্ষিপ্য উপর্যুপরি সাগরম্।



রামায়োপহবিশ্যামি পশুঃ পশুপতেনিব। ৫০

‘অথবা রাবণকে উর্ধ্ব তুলে সাগরের উপরে উপরে বহন করে নিয়ে যাব এবং যেমন করে পশুপতি (কুব্জ বা অগ্নি) কে পশু অর্পণ করা হয়, সেইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে একে সঁপে দিব।’

ইতি চিন্তাসমাপনঃ সীতামনধিগম্য তাম্  
ধানশোকপরীতাস্থা চিন্তয়ামাস বানরঃ। ৫১

এইভাবে সীতাদেবীকে না দেখতে পেয়ে শ্রীহনুমান চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মন সীতার ধ্যান ও শোকের নিমগ্ন হয়ে গেল। পুনরায় বীর বানর ভাবতে লাগলেন—

যাবৎ সীতাং ন পশ্যামি রামপত্নীং যশস্বিনীম্।

তাবদেতাং পুরীং লঙ্কাং বিচিনোমি পুনঃ পুনঃ। ৫২

‘যতদিন পর্যন্ত আমি যশস্বিনী শ্রীরামপত্নী সীতার দর্শন না করি, ততদিন এই লঙ্কাপুরীতে পুনঃ পুনঃ তাঁর অন্বেষণ করতে থাকব।’

সম্পাতিবচনাচ্চাপি রামং যদ্যানয়ামাহম্।

অপশ্যাম্ রাঘবো ভার্য্যং নির্দহেৎ সর্ববানরান্। ৫৩

‘যদি সম্পাতির কথানুসারে শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে ডেকে আনি, তাহলে রাঘব, পত্নীকে দেখতে না পয়ে সমস্ত বানরদের ক্রোধের আশ্রমে ভ্রম করে দেবেন।’

ইহেব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেজসিঃ।

ন মৎকৃতে বিনশোয়ুঃ সর্বৈ তে নরবানরাঃ। ৫৪

‘অতএব এখানে পরিমিত আহার এবং ইন্দ্রিয় সংযমনপূর্বক বসবাস করব। আমার জন্য যেন সমস্ত নর ও বানর ধ্বংস না হয়ে যায়।’

অশোকবনিকা চাপি মহতীয়াং মহাক্রমা।

ইমামধিগমিষ্যামি নহীয়াং বিচিতা ময়া। ৫৫

‘এখানে এই সুবিশাল অশোক বন আছে ; তার মধ্যে বিশাল বিশাল বৃক্ষরাজি বর্তমান। তথায় এখনও পর্যন্ত আমি অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করিনি, অতএব এবারে তার মধ্যে প্রবেশ করব।’

বসুন্ ক্রম্যন্ত্বাহুদিতানশ্বিনৌ মরুতোহপি চ

নমস্কৃত্বা গমিষ্যামি রক্ষসাং শোকবর্ধনঃ। ৫৬

‘রাক্ষসগণের শোকবর্ধনকারী শ্রীহনুমান বসু, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার ও মরুদগণকে প্রণাম করে, অশোকবনের দিকে অগ্রসর হব।’

জিত্বা তু রাক্ষসান্ দেবীমিষ্টাকুকুলনন্দিনীম্।

সম্প্রদাসামি রামায় সিদ্ধীমিব তপস্বিনে। ৫৭

‘রাক্ষসকুলকে পরাজিত করে ইষ্টকুকুলনন্দিনী সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রদান করব, যেমন তাপসের নিকট (ফলস্বরূপ) সিদ্ধি লাভ হয়।’

স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা চিন্তানিগ্রথিতেজসিঃ।

উদতিষ্ঠন্ মহানাহর্হনুমান্ মারুতাক্রজঃ। ৫৮

নমোহস্ত রামায় সলক্ষণায়

দেবো চ তসৈ জনকান্বজারৈঃ।

নমোহস্ত রুদ্রেজ্যামানিলেভ্যো

নমোহস্ত চন্দ্রাগ্নিমরুদগণেভ্যঃ। ৫৯

এইভাবে এক মুহূর্ত চিন্তা করে চিন্তাবিহ্বল মহাবাহু পবনকুমার শ্রীহনুমান সহসা দণ্ডায়মান হলেন (এবং দেবতাগণকে নমস্কার করতে করতে বললেন—) ‘লক্ষণসহিত শ্রীরামকে নমস্কার। জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে নমস্কার। নমস্কার রুদ্র, ইন্দ্র, যম ও বায়ুদেবতাকে এবং চন্দ্রমা, অগ্নি ও মরুদগণকে।’

স তেভ্যস্ত নমস্কৃত্বা সুগ্ৰীবায় চ মারুতিঃ।

দিশঃ সর্বাঃ সমালোকা সোহশোকবনিকাং প্রতি। ৬০

দেবতাদের সকলকেই এবং সুগ্ৰীবকেও নমস্কার করে পবনকুমার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক অশোকবনে গমনোদ্যত হলেন।

স গত্বা মনসা পূর্বমশোকবনিকাং শুভাম্।

উত্তরং চিন্তয়ামাস বানরো মারুতাক্রজঃ। ৬১

সুশোভিত অশোক বাটিকায় প্রবেশ করেই শ্রীহনুমান ভাবী কর্তব্যের পরিকল্পনা করলেন।

ঐবং তু রক্ষোবজ্রা ভবিষ্যতি বনাকুলা।

অশোকবনিকা পুণ্য সর্বসংস্কারসংস্কৃতা। ৬২

‘পবিত্র অশোকবাটিকা উদ্যানসজ্জার নানাবিধ সংস্কারে সংস্কৃতা। অশোকবন অন্যান্য বনভূমির দ্বারা পরিবেষ্টিত। অতএব এই বাটিকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিশ্চয় বহুসংখ্যক রাক্ষসকে নিযুক্ত করা হয়েছে।’

রক্ষিণচাত্র বিহিতা নুনং রক্ষন্তি পাদপান্।

ভগবানপি বিশ্বাস্তা নাতিক্রোডং প্রবায়তি। ৬৩

‘রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক নিযুক্ত রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই অশোক বাটিকার বৃক্ষরাজি রক্ষা করছেন ; সেইহেতু জগতের প্রাণপুরুষ বায়ুদেবও তথায় অতিবেগে প্রবাহিত হন না।’

সংক্লিপ্তোহয়ঃ ময়াহংস্যা চ রামার্থে রাবণসা চ।  
সিদ্ধিঃ শিশু মে সর্বে দেবাঃ সর্বিগপাঙ্গিহ ॥ ৬৪

‘আমি শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধি এবং রাবণের কাছে  
অদৃশ্য থাকার জন্য স্বশরীরকে সংকুচিত করে ক্ষুদ্র করে  
নিষেছি। আমাকে এই কার্যে ঋষিগণের সহিত সকল দেবতা  
সাফলা প্রদান করুন।

ব্রহ্মা স্বয়মুর্ভগবান্ দেবাস্টৈব তপস্বিনঃ।  
সিদ্ধিমগ্নিষ্ঠ বায়ুশ্চ পুরুষতশ্চ বজ্রাভুঃ ॥ ৬৫

‘স্বয়মুর্ভগবান্ ব্রহ্মা, অন্য দেবগণ, তপোনিষ্ঠ  
মহর্ষি, অগ্নিদেব, বায়ু তথা ব্রহ্মধারী ইন্দ্রও আমাকে  
সফলতা প্রদান করুন।

বরুণঃ পাশহস্তশ্চ সোমাদিতৌ তথৈব চ  
অশ্বিনৌ চ মহাস্থানৌ মরুতঃ সর্ব এব চ ॥ ৬৬

সিদ্ধিঃ সর্বাণি ভূতানি ভূতানাং চৈব যঃ প্রভুঃ।

দাসাঙ্গি মম যে চান্যোহপ্যদৃষ্টাঃ পথি গোচরাঃ ॥ ৬৭

‘পাশধারী বরুণ, সোম, আদিত্য, মহাস্থা  
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সমস্ত মরুদগণ, সম্পূর্ণভূত ও ভূতনাথ  
এবং গমনমার্গে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অন্য সকলদেবতা আমার

সাফলা কামনা করবেন।

তদুদয়ং পাতুরদম্বমরণঃ  
শুচিস্মিতং পদ্মপলাশলোচনম্।

ব্রহ্মো তদার্গাবদনং কদা যহং  
প্রসন্নভারাবিপত্ন্যাবচসম্ ॥ ৬৮

‘যাঁর নাসিকা উন্নত ও অক্ষত দন্তরাজি শুভ্র, যেসব  
পবিত্র হাসির ছটা লেগে থাকে, যাঁহার নেত্রযুগল প্রসূতি  
কমলদলের তুল্য (সুন্দর) এবং যাঁর কমলীয় কর্ণ  
তারকাধিপ চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর সেই আর্ঘ্য সীতাদেবী  
আনন কবে দেখতে পাব !

ক্ষুদ্রেণ হীনেন নৃশংসমূর্তিনা  
সুদারুণালঙ্কৃতবেষধারিণা

বলাভিজুতা হ্যবলা তপস্বিনী

কথং নু মে দৃষ্টিপথেহলা সা ভবেৎ ॥ ৬৯

‘ক্ষুদ্র, নীচ, নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত ভয়ংকর রসে  
ছদ্মবেশে বিশ্বসনীয় রূপধারী রাবণ সেই অবলা সীতাকে  
নিজের অধীনস্থ করেছে। এমনভাবেই তিনি কিভাবে  
আমার দৃষ্টিগোচর হবেন !’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

## চতুর্দশঃ সর্গঃ (১৪)

শ্রীহনুমানের অশোকবনে প্রবেশ করে তার শোভা দর্শন এবং অশোকবৃক্ষে লুকিয়ে  
থেকে সীতার অনুসন্ধান তৎপর হওয়া

স মুহূর্তমিব ধ্যানা মনসা চাধিগম্য ভাম্।  
অবপ্লুতো মহাতেজাঃ প্রাকারং তস্য বেশ্মনঃ ॥ ১

মহাতেজস্বী শ্রীহনুমান এক মুহূর্ত চিন্তা করে।  
অতঃপর মনে মনে সীতাদেবীর ধ্যান করে রাবণের মহল  
থেকে অশোকবাটিকার প্রাচীরের উপরে লক্ষ্য দিয়ে চলে  
এলেন।

স তু সংকটসর্বাদঃ প্রাকারহো মহাকপিঃ।  
পুষ্পিতাগ্রান্ বসন্তাদৌ দদর্শ বিবিধান্ ক্রমান্ ॥ ২

সেই প্রাকারের উপর উপবিষ্ট মহাকপি শ্রীহনুমানের

সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হতে লাগল। তিনি বসন্ত ঋতুর সমাপ্ত  
তথায় বহুবিশ বৃক্ষশাখায় পুষ্পোদ্যম দেখতে পেলেন।

সালানশোকান্ ভব্যংশ্চ চম্পকাংশ্চ সুপুষ্পিতান্।  
উদ্দালকান্ নাগবৃক্ষাংশ্চুতান্ কশিমুখানপি ॥ ৩

তথাহং প্রবণসম্পন্নোন্নতশতসমমিতান্  
জাম্বুজ ইব নারাচঃ পুপুবে বৃক্ষবাটিকাম্ ॥ ৪

তথায় শাল, অশোক, শিল্প ও চম্পক বৃক্ষসকল  
পুষ্প শোভিত ছিল। উদ্দালক, নাগ, বানরমূলের মতো  
ফলদায়ক আম্রবৃক্ষ মুকুলে সুশোভিত ছিল। শ্রীহনুমান



জাম্বুজ শরের ন্যায় শতাবধিক জতিকায় অনুবিন্দ রসাল-  
বৃক্ষরাজিসম্বিত অশোকবাটিকায় প্রবিষ্ট হলেন।

স প্রবিশ্য বিচিত্রাঃ তাং বিহগৈরভিনাদিতাম্।

রাজতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চৈব পাদপৈঃ সর্বতো বৃত্তাম্ ॥ ৫  
বিহগৈর্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাঃ চিত্রকাননাম্।

উদিতাসিতাসংকাশাঃ দদর্শ হনুমান্ বলী ৬

সেই বিচিত্র অশোকবাটিকা চতুর্দিকে স্পর্শালী ও  
কপালী বৃক্ষবাজিতে পরিবেষ্টিত ছিল। বহু প্রকারের পাখীর  
কলরবে বনভূমি মুখরিত হচ্ছিল। প্রবিষ্ট হয়ে, বজ্রবান  
শ্রীহনুমান নানাবর্ণের সৌন্দর্যছটায় ও উদ্যানসমূহে  
অলংকৃত, অরুণার্কের মতো রঙিন বনভূমি পরিলক্ষিত  
হচ্ছিল।

বৃত্তাঃ নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পপাণ্ডুলোপগৈঃ।

কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ মণ্ডৈর্নিতানিষেবিতাম্ ॥ ৭

ফুল ও ফলভারনত বহুবিধ বৃক্ষসমৃদ্ধ সেই  
অশোকবাটিকায় কোকিল ও ভ্রমরকুল মত্ত চিৎতে সেগুলি  
উপভোগ করছিল।

প্রফটমনুজাঃ কালে মৃগপক্ষিমদকুলাম্।

মন্তবহির্দলংঘুষ্টাঃ নানাদ্বিজগণায়ুতাম্ ॥ ৮

অশোকবাটিকাটি এমনই যে সেখানে প্রবেশ করা  
মাত্রই মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। মৃগ ও পক্ষী মদমত্ত হয়ে  
পড়ে। মত্ত ময়ূর তথায় নিরন্তর কলনাদ করে এবং নানাবিধ  
বিহগকুল সেথায় আনন্দে বাস করে।

মার্গমাণো বরারোহাঃ রাজপুত্রীমন্দিরিতাম্।

সুখপ্রসুপ্তান্ বিহগান্ বোধয়ামাস বানরঃ ॥ ৯

অশোক বাটিকায় সতী সাধবী সুন্দরী রাজকুমারী  
সীতার অদ্বৈত রত বানরবীর শ্রীহনুমান সুখনিদ্রায়  
বিহগকুলকে জাগিয়ে দিলেন।

উৎপত্তির্বিভঙ্গশৈঃ পল্লবীভৈঃ সমাহতাঃ।

অনেকবর্ণা নিবিধা মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টয়াঃ ॥ ১০

উদ্ভব বিহগসমূহের পাখনার বাতাসে পুষ্পবৃক্ষগুলি  
নানাবর্ণের ও বহুবিধ পুষ্পের বৃষ্টি ঝরিয়ে দিল।

পুষ্পাবকীর্ণঃ শুশুভে হনুমান্ মারুতায়জঃ।

অশোকবনিকামধ্যে যথা পুষ্পময়ো গিরিঃ ॥ ১১

এমত সময়ে, অশোকবাটিকায় পুষ্পপাচ্ছাদিত  
পবনকুমার শ্রীহনুমান পুষ্পময় পর্বতের ন্যায় শোভিত  
হচ্ছিলেন।

দিশঃ সর্বাভিধাবত্তঃ বৃক্ষখণ্ডগতঃ কপিম্।

দৃষ্টা সর্বাণি ভূতানি বসন্ত ইতি মেনিরে ॥ ১২

এই অবস্থায় চারিদিকে ধাবমান এবং বৃক্ষে বৃক্ষে  
ভ্রমণরত কপিবর শ্রীহনুমানকে নিরীক্ষণ করে অশোক  
বাটিকার সমস্ত প্রাণী এবং রাক্ষস মনে করতে লাগল যেন  
মূর্তিমান ঋতুরাজ বসন্ত বানরবেশে বিচরণ করছেন।

বৃক্ষেভাঃ পতিতৈঃ পুষ্পপবকীর্ণাঃ পৃথগ্বিধৈঃ।

ররাজ বসুধা তত্র প্রমদেব বিভূষিতা ॥ ১৩

বৃক্ষরাজি থেকে ঝরে পড়া বিবিধ কুসুমরাজিতে  
আচ্ছাদিত বাটিকার ভূমিতল ফুলসজ্জায় বিভূষিত যুবতী  
নারীর ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

তরঙ্গিনা তে তরবন্তরসা বহু কম্পিতাঃ।

কুসুমানি বিচিত্রাণি সসৃজুঃ কপিনা তদা ॥ ১৪

সেই সময়ে বেগশালী বানরবীরের দ্বারা বারংবার  
সমাহত বৃক্ষসমূহ বিচিত্র পুষ্পরাজির বর্ষণ করছিল।

নির্ধূতপত্রশিখরাঃ শীর্ণপুষ্পফলক্রমাঃ।

নিষ্কিপ্তবস্ত্রাভরণা বৃত্তা ইব পরাজিতাঃ ॥ ১৫

এইরূপে বৃক্ষগুলির শাখা থেকে পত্র-পল্লব-ফুল-  
ফল ঝরে পড়ায় সেই শ্রীহীন বৃক্ষগুলিকে পাশাখেলায় বস্ত্র-  
অলংকারাদির বাজী রেখে পরাজিত হওয়া উলঙ্গ জুয়াড়ীর  
মতো মনে হচ্ছিল।

হনুমতা বেগবতা কম্পিতান্তে নগোত্তমাঃ।

পুষ্পপত্রফলান্যস্ত মুমুচুঃ ফলশালিনাঃ ॥ ১৬

বেগবান কপিবরের দ্বারা কম্পিত ফলশালী শ্রেষ্ঠ  
বৃক্ষরাজি নিজ নিজ পুষ্প-পত্র-ফলাদি ঝরিয়ে দিচ্ছিল।

বিহঙ্গসমৈর্ঘর্ষিতান্তে মল্লমাত্রাশ্রয়া ক্রমাঃ।

বড়বুরগমাঃ সর্বে মারুতেন বিনির্ধূতাঃ ॥ ১৭

শ্রীহনুমানের দ্বারা সবেগে কম্পিত হওয়ায়  
বৃক্ষগুলির ফল-ফুল ঝরে পড়ায় সেগুলিতে শুধুমাত্র  
শুকনো শাখা অবশিষ্ট হওয়ায় বসবাসের অযোগ্য হওয়ায়  
পক্ষীকুল সেগুলি পরিত্যাগ করেছিল।



বিস্তৃতকেনী যুবতির্থথা মৃদিতবর্ণকা।  
নিশীতশুভদম্ভোষ্ঠী নৈখর্দৈশ্চ বিক্ষতা ॥ ১৮  
তথা লাসুলহস্তে চরণাভ্যাং চ মর্দিতা।  
তথৈবশোকবনিকা প্রভঙ্গবনপাদপা। ১৯

শ্রীহনুমানের লাসুল, হাত ও পদের দ্বারা মর্দিত হয়ে উদ্দীলিত পাদপ অশোকবন, এমন যুবতী নারীর মতো মনে হচ্ছিল—যার কেশ আল্লায়িত, সজ্জার অঙ্গরাগ বিবর্ণ, সুন্দর দন্তোষ্ঠ (প্রিয়তমের দ্বারা) নিশীত ও কোন কোন অঙ্গ নখ ও দন্তের আঁচড়ে উপসক্ষিত।

মহালতানাং দামানি বাধমৎ তরসা কপিঃ  
যথা প্রাবৃষি বেগেন মেঘজালানি মারুতঃ ॥ ২০

বর্ষা ঋতুতে বায়ু যেমন আপন বেগে মেঘমালাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়, সেইভাবেই কপিবর শ্রীহনুমান তথায় বিশালাকার লতাসমূহকে সবেগে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

ন তত্র মণিতৃমীশ্চ রাজতীশ্চ মনোরমাঃ  
তথা কাঞ্চনভূমীশ্চ বিচরন্ দদৃশে কপিঃ ॥ ২১

সেখানে বিচরণ করতে করতে বানরবীর মনোরম মণিময় রজতময় ও সুবর্ণময় পৃথক পৃথক ভূমি দেখতে পেলেন।

বাণীশ্চ বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা।  
মহার্হৈর্মণিসোপানৈরুপপাদান্ততত্ততঃ ॥ ২২  
মুক্তাপ্রবালসিকতাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ।

কাঞ্চনৈত্তরুভিশ্চিত্রৈস্তীরৈরুপশোভিতাঃ ॥ ২৩

সেই বাটিকায় শ্রীহনুমান যত্র তত্র বিভিন্ন আকারের পুষ্করিনী দেখলেন, যা উত্তম উদকে পরিপূর্ণ ছিল ও মণিময় সোপান দ্বারা যুক্ত ছিল। পুষ্করিনীর অভ্যন্তরে মুক্তা ও বৈদূর্যমণির বালুকা ছিল। জলের তলভাগ স্ফটিক নির্মিত ছিল এবং সেইসব পুষ্পপরিণীর তটদেশ বিবিধ প্রকার বিচিত্র সুবর্ণময় বৃক্ষরাজিতে শোভা পাচ্ছিল।

বৃক্ষশ্যোৎপলবনাচ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ  
নভাহরুতসংঘুটা হংসসারসনাদিতাঃ ॥ ২৪

সেইসকল পুষ্পপরিণীতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও চকোর-চকোরীর উপস্থিতি শোভা বর্ধন করছিল এবং পাখিয়া,

হংস ও সারসাদির কুজনে তা মুখবিত থাকত।

দীর্ঘাভিক্রমযুক্তাভিঃ সন্নিভিষ্ট সমন্ততঃ  
অমৃতোপমভোজাভিঃ শিবাভিরূপসংম্বতাঃ ॥ ২৫

অনেক বিশালাকার তটবর্তী বৃক্ষবান্ধি সুশোভিত, অমৃতমধুর জলপূর্ণ এবং সুবদায়ক নদীসমূহ চতুর্দিক থেকে এইসকল পুষ্পপরিণীর সংস্কার সাধন করে অর্থাৎ স্বচ্ছজলরাশিতে পরিপূর্ণ করে রাখত।

লতাতটবর্ততাঃ সন্তানকুসুমাবতাঃ।  
নানাশৃঙ্গাবৃতবনাঃ করবীরকৃতান্তরাঃ ॥ ২৬

ওই সকল জলাধারের তীরে পুষ্পাবৃত শতাবধিকার বিন্যস্ত ছিল। প্রফুল্ল কঙ্কবৃক্ষসমূহ সেগুলিকে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল। পবিত্র উদক নানাবিধ গুণে দ্বারা ছায়াবৃত ছিল এবং তন্মধ্যে পুষ্পিত করবী গুবাক্ষের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

ততোহনুধরসংকাশং প্রবৃদ্ধশিখরং গিরির্ম।  
বিচিত্রকূটং কূটৈশ্চ সর্বতঃ পরিবারিতম্  
শিলাগৃহৈরবততঃ নানাবৃক্ষসমাবৃতম্  
দদর্শ কপিশার্দুলো রমাং জগতি পর্বতম্ ॥ ২৭

অতঃপর কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান মেঘসদৃশ কৃষ্ণ ও উচ্চ শিখরসম্বিত পর্বত দেখতে পেলেন। তার শৃঙ্গসমূহ ছিল বিচিত্র ও উহার চতুর্দিকে অন্যান্য অনেক পর্বতশিখর শোভা পাচ্ছিল। ওই রমণীয় পর্বতে পাথরের অনেক রকম ও বৃক্ষবান্ধি ছিল।

দদর্শ চ নগাং তস্মাদ্ভীং নিপতিতাং কপিঃ।  
অঙ্কাদিব সমুৎপত্য প্রিয়স্য পতিতাং প্রিয়াম্ ॥ ২৮  
কপিবর শ্রীহনুমান ওই পর্বত থেকে উৎপন্ন এক নদী দেখলেন, নদীটি যেন প্রিয়তমের অঙ্গ হতে উৎপন্ন প্রিয়তমার মতো ছিল।

জলে নিপতিতাত্রেণ পাদপৈরুপশোভিতাম্।  
বার্যমাণামিব ক্রুদ্ধাং প্রমদাং প্রিয়বন্ধুতিঃ ॥ ২৯

তটবর্তী পাদপসমূহের শাখাগ্রভাগ নদীর জলে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল ক্রুদ্ধা নারীর মতো স্রোত প্রস্থানপরা নারীকে (নদীকে) প্রিয়সখিরা (বিনত শাখাসমূহ) অগ্রসর হতে বারণ করছে।

পুনরাবৃত্তজোয়াং চ দদর্শ স মহাকপিঃ।

প্রসন্নমিব কাক্সসা কাক্সাং পুনরুপস্থিতাম্॥ ৩১

কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান আনন্ত বৃক্ষরাজির শাখাসমূহে  
বাস্যাপ্রাপ্ত প্রত্যাবৃত্ত জলস্রোত দেখলেন, যেন প্রসন্ন  
প্রেমসী প্রিয়তমের সেবার্ণে পুনরায় উপস্থিত।

তসাদূরাং স পশিন্যো নানাধিজগণামুতাঃ।

দদর্শ কপিপাদুলো হনুমান্ মাক্সতাক্সজঃ॥ ৩২

সেই পর্বত থেকে অনতিদূরে কপিবর পবনপুত্র  
শ্রীহনুমান বহু পদ্যসরোবর দেখতে পেলেন যেখানে  
নানাপ্রকার পক্ষিকুল কুজন করছিল।

কৃত্রিমাং দীর্ঘিকাং চাপি পূর্ণাং শীতেন নারিণাঃ।

মণিপ্রবরসোপানাং মুক্তাসিক্তশোভিতাম্॥ ৩৩

শ্রীহনুমান এক কৃত্রিম পুষ্করিণীও দেখতে পেলেন  
সেইটি শীতল জলে পরিপূর্ণ ছিল, তার সিঁড়িগুলি ছিল  
মণিমুক্তাখচিত এবং পুষ্করিণীটি ছিল মুক্ততার বালুকা  
সুশোভিত।

বিবিধৈর্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্।

প্রাসাদৈঃ সুমহত্তিষ্ঠ নির্মিতৈর্বিশ্বকর্মণা॥ ৩৪

কাননৈঃ কৃত্রিমৈশ্চাপি সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্।

সেই অশোকবাটিকায় বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত  
বিশালাকার প্রাসাদসমূহ এবং কৃত্রিম বনরাজি সর্বতোভাবে  
বাটিকার শোভা বর্ধন করেছিল। নানাধরণের পশুকুল  
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল এবং অশোক বাটিকায় বিচিত্র বন ও  
উপবনের সম্ভার দ্বারাও শোভা বর্ধিত হচ্ছিল।

যে কেটিং পাদপাক্ষত্র পুষ্পোপগফলোপগাঃ॥ ৩৫

সহেত্রাঃ সবিতর্দীকাঃ সর্বৈ সৌবর্ণবেদিকাঃ।

সেখানে যে-সকল পুষ্প-ফল-মণ্ডিত বৃক্ষরাজি  
ছিল, সেইগুলি ছত্র-তুলা ছায়াপ্রদানকারী ছিল। অধঃদেশে  
বিশাল বিশাল বেদিকা ও তদুপরি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট  
সুবর্ণ বেদিকাও ছিল।

লতাপ্রতানৈর্বহিভিঃ পর্ণৈশ্চ বহুভির্বৃতাম্॥ ৩৬

কাঞ্চনীং শিংশপামেকাং দদর্শ স মহাকপিঃ।

বৃতাং হেমময়ীভিঃ বেদিকাভিঃ সমবৃত্তাঃ॥ ৩৭

তদনন্তর মহাকপি শ্রীহনুমান একটি সুবর্ণময় অশোক

বৃক্ষ দেখতে পেলেন, যেটি বহুপ্রকার পর্ণবিশিষ্ট  
'অর্গণ্ড' পর্ণিকুল দ্বারা পরিবৃত্ত ছিল এবং চারিদিক  
সুবর্ণময় বেদিকায় পরিবৃত্ত ছিল।

সৌহৃদ্যাদ্ ভূমিজগাংস্ত নগপ্রস্থমপানি চ।

সুবর্ণবৃক্ষানপরান্ দদর্শ শিখিসমিধান্॥ ৩৮

ভা-ছাত্র ছাত্র ও মহাকপি শ্রীহনুমান অনেক উদ্ভূত  
প্রান্তর, পাহাড়ি খরগা ও অগ্নিচূলা দ্বাপ্রমত্ত সুবর্ণময়  
বৃক্ষসমূহ দেখতে পেলেন।

তোয়াং ক্রমাগাং প্রভয়া মেরোরিব মহাকপিঃ।

অমনাত তদা বীরঃ কাঞ্চনোন্মীতি সর্বতঃ॥ ৩৯

সেইক্ষণে বীর মহাকপি শ্রীহনুমান সূন্য প্রভার  
তুলা ওই-সকল বৃক্ষরাজির প্রভার প্রদীপ্ত হওয়ায়  
নিজেকেও সর্বতোভাবে সুবর্ণময় মনে করতে লাগলেন।

তান্ কাঞ্চনান্ বৃক্ষগণান্ মারুতেন প্রকম্পিতান্।

কিম্বিশীতনির্ঘোষান্ দৃষ্ট্বা নিশ্বরমাগমৎ॥ ৪০

সুশুশ্পিতগ্রান্ রুচিরাংস্তরুপাক্ষরপল্লবান্।

সেই সুবর্ণময় অশোকবৃক্ষ অনাসকল স্বর্ণাদী  
বৃক্ষরাজির সঙ্গে বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় যেন শত -  
শত নৃপুরের ধনি শোনা যাচ্ছিল। এইসব দেখে শ্রীহনুমান  
খুবই বিস্মিত হলেন। সেইসব বৃক্ষ শাখায় সুন্দর সুন্দর  
পুষ্প প্রস্ফুটিত ছিল এবং পল্লবাক্ষর ও কিশলয় উন্মাদ  
হওয়ায় অতি সুন্দর শোভা সৃষ্টি হয়েছিল।

তামারুহ্য মহাবেগঃ শিংশপাং পর্ণসংবৃতাম্॥ ৪১

ইতো লক্ষ্যামি বৈদেহীং রামদর্শনলালসাম্।

ইতশ্চেতশ্চ দুঃখার্ভাঃ সম্পত্ত্বীং যদৃচ্ছয়া॥ ৪২

মহান বেগশালী শ্রীহনুমান পল্লব আচ্ছাদিত সেই  
অশোকবৃক্ষের উপর আরোহণপূর্বক চিন্তা করলেন—‘আমি  
এখান থেকে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনোৎসুক বৈদেহ-নন্দিনী  
সীতাকে অন্বেষণ করতে পারব, যিনি দুঃখ-কাতর হয়ে  
ইতস্ততঃ চলাফেরা করতেন।

অশোকবনিকা চেয়ঃ দৃঢ়ং রম্যা দুরাক্ষনঃ।

চন্দনৈশ্চম্পকৈশ্চাপি বকুলৈশ্চ বিভূষিতাঃ॥ ৪৩

ইয়াং চ নলিনী রম্যা বিজ্ঞসম্বনিবেষিতা।

ইয়াং সা রাজমহিসী নুননেপাতি জানকী॥ ৪৪

‘দুবাহা রাবণের এই অশোকবাটিকা অতীব রম্য।  
চন্দন, চম্পা ও বকুল বৃক্ষরাজি বাটিকার শোভা বর্ধন  
করছে। এখানে পক্ষিকুল সেবিত পল্ল-সরোবরও খুব  
সুন্দর। রাজ্ঞী জানকী নিশ্চয় এই সরোবরের তটে আসতে  
পারেন।

স। রামা রাজমহিষী রাঘবস্যা প্রিয়া সতী।

বনসঞ্চারকুশলা ঋবমেঘাতি জানকী॥ ৪৫

‘বঘুনাথ শ্রীরামের প্রিয়তমা রাজ্ঞী সতী-সাধ্বী  
জানকী বন-ভ্রমণে কুশল (পারদর্শী)। তিনি অবশ্যই  
এখানে আসবেন।

অথবা মৃগশাবক্ষী বনস্যাস্য বিচক্ষণা

বনমেঘাতি সাদোহ রামচিন্তাসুকর্ষিতা॥ ৪৬

‘অথবা এই বনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজাগ  
মৃগশাবকনয়না সীতাদেবী আজ এখানে সরোবরের  
তটবর্তী কাননে অবশ্যই আসবেন, কেননা শ্রীরামচন্দ্রের  
বিস্রোগ ব্যথায় তিনি খুবই বলহীনা হয়ে পড়েছেন  
(অতএব, সুন্দর শোভিত স্থান গুলিতে যাতায়াতে তাঁর  
মনঃকষ্ট কিছুটা লাঘব হতে পারে)।

রামশোকভিসত্তপ্তা সা দেবী বামলোচনা।

বনবাসরতা নিত্যমেঘাতে বনচারিণী॥ ৪৭

‘শোভন নয়না দেবী সীতা ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের  
বিরহ শোকে অতিশয় সত্তপ্তা। বনবাস বিলাসিনী সীতা  
বন-ভ্রমণকালে অবশ্যই এদিকে আসবেন।

বনেচরাগাং সততং নুনং স্পৃহয়তে পুরা।

রামস্য দয়িতা চার্বা জনকস্য সুতা সতী॥ ৪৮

‘শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া জায়া সতী-সাধ্বী জনকনন্দিনী  
সীতা পূর্বের বনবাসকালে নিশ্চয় বন্যজন্তুদের সদা

ভালোবাসতেন। (এইজন্য, তাঁর পক্ষে ভ্রমণ করা স্বাভাবিক  
ব্যাপার, অতএব এই স্থানে তাঁর দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা  
আছে)।

সম্ম্যাকাশমনাঃ শ্যামা ঋবমেঘাতি জানকী  
নদীঃ চেমাং শুভজলাং সম্ম্যার্থে বরবর্ষিণী॥ ৪৯

‘চিরযৌবনা শোভনবর্ণা সীতাদেবী সম্ম্য উপাসনার  
সদাই আগ্রহী। এখন সম্ম্যোপাসনার সময় উপস্থিত। নিশ্চয়  
পবিত্রোদক এই নদীতে সাহ্য-উপাসনার জন্য উঠে  
আসবেন।

তস্যাশ্চাপানুরুপেয়মশোকবনিকা শুভা  
শুভায়াঃ পার্থিবেন্দ্রস্য পত্নী রামস্য সম্মতা॥ ৫০

‘যিনি রাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্রের সমাদরণীয়া  
সেই শুভলক্ষণা সীতার পক্ষে এই সুন্দর অশোক-কান  
সর্বপ্রকারে অনুকূল।

যদি জীবতি সা দেবী তারাবিপনিভাননা  
আগমিষ্যতি সাবশ্যমিমাং শীতজলাং নদীম্॥ ৫১

‘যদি চন্দ্রমুখী সীতা দেবী জীবিতা থাকেন, তখন  
অবশ্যই এই শীতলতোয়া নদীর তটে অবশ্যই পদা  
করবেন।’

এবং তু মহা হনুমান্ মহাত্মা  
প্রতীক্ষমাণো মনুজেন্দ্রপত্নীম্।

অবেক্ষমাগচ্চ দর্শ সর্বং  
সুপুষ্টিপতে পর্বঘনে নিলীনঃ॥ ৫২

এবস্থিধ পর্যালোচনা করে মহাত্মা শ্রীহনুমান নরক  
শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীর দর্শনের জন্য অপেক্ষা  
থেকে সুপুষ্টিপত পল্লবঘন সেই অশোকবৃক্ষে লুক্ক  
থেকে সমগ্র বনভূমিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥



## পঞ্চদশঃ সর্গঃ (১৫)

অশোকবাটিকার শোভা দর্শনের সময় শ্রীহনুমানের চৈতাপ্রাসাদ (মন্দির)-এর  
কাছে সীতাকে করুণ অবস্থায় দেখা, চিনতে পারা এবং প্রসন্ন হওয়া

স বীক্ষমাণস্তত্রহো মার্গমাণশ্চ মৈথিলীম্।  
অবেক্ষমাণশ্চ মহীং সর্বাং তামঘবৈক্ষত ॥ ১

সেই অশোকবৃক্ষের উপরে বসে বসে শ্রীহনুমান  
সম্পূর্ণ বনভূমিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং  
তথাকার সমস্ত ভূবত্তের উপরে দৃষ্টিপাত করলেন।

সজ্জনকলভাভিষ্ক পাদপৈরুপশোভিতাম্।  
দিবাগজ্ঞরসোপেতাং সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ২

সেই বনভূমি কল্পবৃক্ষের লতাসমূহে ও বৃক্ষরাজিতে  
সুশোভিত ছিল : দিবা গজ্ঞ তথা দিবা রসে পরিপূর্ণ ছিল  
এবং সবদিক থেকে সুসজ্জিত ছিল

তাং স নন্দনসংকাশাং মৃগপক্ষিভিরাবৃতাম্।  
হর্মাপ্রাসাদসম্বাধাং কোকিলাকুলনিঃস্বনাম্ ॥ ৩

মৃগ ও পক্ষিকুলে পরিব্যাপ্ত সেই ভূমি নন্দনকাননের  
ন্যায় শোভা পাচ্ছিল, অট্টালিকা ও রাজভবনরাজি দ্বারা  
সংযুক্ত তথা কোকিল সমূহের কলকাকলিতে কোলাহলপূর্ণ  
ছিল।

কাঞ্চনোৎপলপদ্মাভির্বাণীভিরুপশোভিতাম্।  
বহাসনকুথোপেতাং বহুভূমিগৃহায়ুতাম্ ॥ ৪

সুবর্ণময় শতদল ও পদ্মপরিপূর্ণ সরোবরসমূহ  
অশোকবনের শোভা বর্ধক ছিল। সেখানে বহুপ্রকারের বহু  
আসন ও গালিচা বিস্তীর্ণ ছিল ও বহুসংখ্যক মৃত্তিকা নির্মিত  
গৃহ তথায় শোভা পাচ্ছিল

সর্বভূকুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবন্তিষ্ট পাদপৈঃ।  
পুষ্পিতানামশোকানাং শ্রিয়া সূর্যোদয়প্রভাম্ ॥ ৫

সকল ঋতুতে ফুল ও ফল প্রদানকারী সুন্দর সুন্দর  
বৃক্ষ সেই বনকে বিভূষিত করছিল। নির্মল আকাশে  
সূর্যোদয়ের দীপ্তির তুল্য ছটায় অশোককানন ঝলমল  
করছিল।

প্রদীপ্ত্যমিব তত্রহো মারুতিঃ সমুদৈক্ষত।  
নিষ্পত্রশাখাং বিহগৈঃ ত্রিমাণামিবাসক্ ॥ ৬

পবনকুমার শ্রীহনুমান অশোকবৃক্ষের উপরে বসে  
সৌন্দর্যে দেদীপ্যমান সেই বাটিকাকে দেখলেন। সেখানে  
পক্ষিকুল অশোক বাটিকাকে বারংবার পত্র ও শাখাশূন্য  
করছিল।

নিষ্পতন্তিঃ শতশ্চিহ্নৈঃ পুষ্পাবতঃসকৈঃ।  
সমূলপুষ্পরচিতৈরশোকৈঃ শোকনাশনৈঃ ॥ ৭

পুষ্পভারাতিভারৈশ্চ স্পৃশস্তিরিব মেদিনীম্।  
কর্ণিকারৈঃ কুসুমিতৈঃ কিংকরৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ॥ ৮

স দেশঃ প্রভয়া তেবাং প্রদীপ্ত ইব সর্বতঃ।  
বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া শত-শত বিচিত্র পুষ্পগুচ্ছে  
যেন আমূল বিবচিত শোকনাশক অশোকবৃক্ষ দ্বারা,  
পুষ্পের অতিভারে ভূমিস্পর্শকারী কর্ণিকার বৃক্ষ দ্বারা  
এবং প্রস্ফুটিত সুন্দর ফুলসমৃদ্ধ পলাশের দ্বারা উপলক্ষিত  
বনজলী স্বপ্রভায় চতুর্দিকে দীপ্যমান হচ্ছিল।

পুমাগাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ চম্পকোদ্ধালকাণ্ডথা ॥ ৯

বিবৃদ্ধমূলা বহবঃ শোভন্তে স্ম সুপুষ্পিতাঃ।  
পুমাগ, সপ্তপর্ণী, চম্পক, উদ্দালকাদি মূলদেশে  
পৃথু, সুন্দর শোভায় পুষ্পিত বহু পুষ্পবৃক্ষ অশোক  
বাটিকায় শোভিত ছিল।

শতকুণ্ডলিনীভাঃ কেচিৎ কেচিদিগ্নিশিখপ্রভাঃ ॥ ১০

নীলাঞ্জলিনীভাঃ কেচিৎ তত্রাশোকাঃ সহস্রশঃ।  
সেখানে সহস্র-সহস্র অশোক বৃক্ষ ছিল। যেগুলি  
কোনটা সোনার ন্যায় উজ্জ্বল, কোনটা বা অগ্নি তুল্য  
দীপ্যমান, আবার কোনটি নীলাঞ্জলি সম কাঞ্চলকালো  
কান্তিময়।

নন্দনং বিবৃষোদ্যানং চিত্রং চৈত্ররথং যথা ॥ ১১

অতিবৃষ্মিবাচিহ্নাং দিবাং রমাশ্রিয়াযুতাম্।  
সেই অশোকবন দেবোদ্যান নন্দনের ন্যায়  
আনন্দদায়ী, কুবের দেবের চৈত্ররথ বনের তুল্য বিচিত্র তথা  
এই দুটি অপেক্ষাও দিবা ও রমণীয় শোভা সম্পন্ন ছিল।

দ্বিতীয়মিব ঢাকাশং পুষ্পজ্যোতির্গণায়ুতাম্ ॥ ১২

পুষ্পরত্নশৈলচিত্রং পঞ্চমং সাগরং যথা।  
অশোকবাটিকা পুষ্পরূপ নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যে দ্বিতীয়  
আকাশের মতো শোভিত ছিল এবং শত-শত রত্ন তুল্য  
পুষ্পসজ্জারে বিচিত্রভাবে শোভিত পঞ্চম সমুদ্রের মতো  
মনে হচ্ছিল।

সর্বভূপুষ্পনিচিতং পাদপৈর্মধুগন্ধিভিঃ ॥ ১৩

নানানিনাদৈকদ্যানং রমাং মৃগগণদ্বিজৈঃ।  
সর্বভূপুষ্পনিচিতং পাদপৈর্মধুগন্ধিভিঃ ॥ ১৩

## পঞ্চদশঃ সর্গঃ (১৫)

অশোকবাটিকার শোভা দর্শনের সময় শ্রীহনুমানের চৈতঃপ্রাসাদ (মন্দির)-এর কাছে সীতাকে করুণ অনহায় দেখা, চিনতে পারা এবং প্রসন্ন হওয়া

স স্বীকৃত্যনন্তরো মার্গমাণশ্চ মৈথিলীম্  
জবেকমাণশ্চ মহীং সর্বাং তামন্বনৈক্ষত ॥ ১

সেই অশোকবৃক্ষের উপরে বসে বসে শ্রীহনুমান সম্পূর্ণ বনভূমিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং তথাকার সমস্ত বৃক্ষের উপরে দৃষ্টিপাত করলেন।

স্বত্নানকলভাভিষ্টি পাদপৈরুপশোভিতাম্।  
দ্বিবাগজ্ঞরসোপেতাং সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ২

সেই বনভূমি কল্পবৃক্ষের লতাসমূহে ও বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত ছিল; দিবা গজা তথা দিব্য রসে পরিপূর্ণ ছিল এবং সবদিক থেকে সুসজ্জিত ছিল।

জাং স নন্দনসংকাশাং মৃগপক্ষিভিরাবৃতাম্।  
হর্ষাপ্রাসাদসম্বাং কোকিলাকুলনিঃস্বনাম্ ॥ ৩

মৃগ ও পক্ষিকুলে পরিব্যাপ্ত সেই ভূমি নন্দনকাননের নার শোভা পাচ্ছিল, অট্টালিকা ও রাজ্যভবনরাজি দ্বারা সংযুক্ত তথা কোকিল সমূহের কলকাকলিতে কোলাহলপূর্ণ ছিল।

কাঞ্চনোপলপদ্মভির্বাণীভিরুপশোভিতান্।  
বহ্নাসনকুথোপেতাং বহুভূমিগৃহায়ুতাম্ ॥ ৪

সুবর্ণময় শতদল ও পদ্মপরিপূর্ণ সরোবরসমূহ অশোকবনের শোভা বর্ধক ছিল। সেখানে বহুপ্রকারের বহু আসন ও গালিচা বিস্তীর্ণ ছিল ও বহুসংখ্যক মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ তথায় শোভা পাচ্ছিল।

সর্বভূকুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবন্তিষ্ঠ পাদপৈঃ।  
পুষ্পিতানামশোকানাং শ্রিয়া সূর্যোদয়প্রভাম্ ॥ ৫

সকল ক্ষতুতে ফুল ও ফল প্রদানকারী সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ সেই বনকে বিভূষিত করছিল। নির্মল আকাশে সূর্যোদয়ের দীপ্তির তুল্য ছটায় অশোককানন ঝলমল করছিল।

প্রদীপ্তামিষ তত্রহো মারুতিঃ সমুদৈক্ষত।  
নিষ্পত্রশাখাং বিহগৈঃ ক্রিয়মাণামিবাশকুং ॥ ৬

পবনকুমার শ্রীহনুমান অশোকবৃক্ষের উপরে বসে সৌন্দর্য্যে দেদীপমান সেই বাটিকাকে দেখলেন। সেখানে পক্ষিকুল অশোক বাটিকাকে বারংবার পত্র ও শাখাশূন্য করাচ্ছিল।

বিনিষ্পতন্তিঃ শতশাশ্বতৈঃ পুষ্পাবতঃসকৈঃ।  
সমূলপুষ্পরচিতৈরশোকৈঃ শোকনাশনৈঃ ॥ ৭

পুষ্পভারাত্তিত্তিরৈশ্চ নৃপশান্তিরিব মেদিনীম্।  
কর্ণিকারৈঃ কুসুমিতৈঃ কিংশুকৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ॥ ৮

স দেশঃ প্রভয়া তেবাং প্রদীপ্ত ইব সর্বতঃ।  
বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া শত-শত বিচিত্র পুষ্পগুচ্ছে যেন আমূল বিরচিত শোকনাশক অশোকতরু দ্বারা, পুষ্পের অতিভারে ভূমিস্পর্শকারী কর্ণিকার বৃক্ষ দ্বারা এবং প্রস্ফুটিত সুন্দর ফুলসমৃদ্ধ গলাশের দ্বারা উপলক্ষিত বনস্থলী স্বপ্রভায় চতুর্দিকে দীপ্যমান হচ্ছিল।

পুষ্যাগাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ চম্পকোদ্যালকান্তথা ॥ ৯

বিবৃদ্ধমূলা বহবঃ শোভন্তে স্ম সুপুষ্পিতাঃ।  
পুংনাগ, সপ্তপর্ণী, চম্পক, উদ্যালকাদি মূলদেশে পুষ্প, সুন্দর শোভায় পুষ্পিত বহু পুষ্পবৃক্ষ অশোক বাটিকায় শোভিত ছিল।

শাতকুন্তলিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখপ্রভাঃ ॥ ১০

নীলাঞ্জননিভাঃ কেচিৎ তত্রাশোকাঃ সহস্রশঃ।  
সেখানে সহস্র সহস্র অশোক বৃক্ষ ছিল। যেগুলির কোনটা সোনার ন্যায় উজ্জ্বল, কোনটা বা অগ্নি তুল্য দীপ্যমান, আবার কোনটি নীলাঞ্জন সম কাঁজলকালো কান্তিময়।

নন্দনং বিবুধোদ্যানং চিত্রং চৈত্ররথং যথা ॥ ১১

অতিবৃন্তমিবাচ্চিহ্নং দিব্যং রম্যশ্রিয়াযুতম্।  
সেই অশোকবন দেবোদ্যান নন্দনের ন্যায় আনন্দদায়ী, কুবের দেবের চৈত্ররথ বনের তুল্য বিচিত্র তথা এই দুটি অপেক্ষাও দিব্য ও রমণীয় শোভা সম্পন্ন ছিল।

দ্বিতীরমিব চাকাশং পুষ্পজ্যোতির্গদায়ুতম্ ॥ ১২

পুষ্পরশ্মশৈষ্টিত্রং পঞ্চমং সাগরং যথা।  
অশোকবাটিকা পুষ্পরূপ নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যে দ্বিতীর আকাশের মতো শোভিত ছিল এবং শত-শত রত্ন তুল্য পুষ্পসম্ভারে বিচিত্রভাবে শোভিত পঞ্চম সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

সর্বভূপুষ্পনিচিহ্নং পাদপৈর্মৃগপক্ষিভিঃ ॥ ১৩

নানানিনাদৈরুদ্যানং রম্যং মৃগপক্ষিভিঃ।



অনেকগন্ধপ্রবহঃ পূর্ণাগন্ধঃ মনোহরম্ । ১৪  
শৈলেন্দ্রমিব গন্ধাঢ্যঃ বিতীয়াঃ গন্ধমাদনম্

সকল গন্ধবাহু পূর্ণ প্রদানকারী মনোহর গন্ধযুক্ত  
বৃক্ষ পৰিপূর্ণ এবং নামবিধ কলবনকারী পশু পক্ষিতে  
সুশোভিত অশোক কানন বড় বন্দীয প্রতীত হাউল।  
অনেক প্রকারে গন্ধভারে কাননটি পাবএ ও মনোরম ছিল।  
দ্বিতীয় গন্ধমাদন পর্বতের সমান উত্তম সুগন্ধ যেন সেটি  
কাননটি ব্যাপ্ত ছিল

অশোকবনিকায়ঃ হু তস্যাঃ বানরপুচ্চবঃ ॥ ১৫  
স দদশাবিদূরহঃ চৈতাপ্রাসাদমুজিতম্ ।  
মথো জন্তুসহশ্রেণ হিতঃ কৈলাসশাপ্তরম্ ॥ ১৬  
প্রবালকুতমোপানঃ তপ্তকাম্বনবেদিকম্ ।  
মুখমিব চকুঃষি দ্যোতমানমিব শ্রিয়া ॥ ১৭  
নির্মলঃ প্রান্তভাবত্বাদুল্লিখন্তমিবাম্বরম্ ।

সেই অশোক বাটিকাতে বানরশিরোমণি শ্রীহনুমান  
অনতিদূরে এক গোলাকার উচ্চ মন্দির দেখলেন, যার  
ভিতর এক হাজার শুভ ছিল এবং সেই মন্দির কৈলাস  
পর্বতের সমান শ্বেতবর্ণের ছিল। মন্দিরে প্রবাল-এর সিঁড়ি  
এবং তপিত কাঞ্চনের বেদী ছিল। সেই নির্মল মন্দির  
প্রাসাদ নিজের শোভায় দেদীপ্যমান মনে হচ্ছিল। দর্শকের  
দৃষ্টিশক্তিতে বিলিক লাগিয়ে দেওয়ার মতো সেই প্রাসাদ  
উচ্চতায় যেন আকাশে বেধাপাত করত।

ততো মলিনসংবীতাঃ রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্ ॥ ১৮  
উপবাসকৃশাঃ দীনাঃ নিঃশ্বসন্তীঃ পুনঃ পুনঃ ।  
দদর্শ শুক্রপক্ষাদৌ চন্দ্রেখামিবামলাম্ ॥ ১৯

সেই চৈতাপ্রাসাদ (মন্দির) দেখার পর শ্রীহনুমানের  
দৃষ্টি সেখানে এক সুন্দরী মহিলার উপর পড়ল, যিনি মলিন  
বস্ত্র পরিধান করে রাক্ষসী পরিবৃত্তা অবস্থায় উপবিষ্টা  
ছিলেন। উপবাসের কারণে যাকে অত্যন্ত দুর্বল ও দীন  
দেখাচ্ছিল এবং যিনি পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন।  
তিনি শুক্রপক্ষের শুরুতে চন্দ্রের নির্মল অথচ ক্ষীণ কলার  
ন্যায় শ্রীহনুমানের দৃষ্টিগোচর হলেন।

মন্দপ্রখ্যামানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্ ।  
পিনদ্ধাঃ ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥ ২০

ধূসর স্মৃতি থেকে কিছু কিছু অভিজ্ঞান সেই রূপ-  
সৌন্দর্য থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, যেন অগ্নিশিখা ধূমজালে  
আবৃত হয়ে পড়েছে।

গীতেনৈকেন সংবীতাঃ ক্রিষ্টেনোত্তমবাসসা ।

সপক্ষামনলান্নাতাং বিপদ্যামিব পৃথিবীম্ ॥ ২১

একটি হনুদ রঙের পুরাতন রেশমী বস্ত্রে  
(সীতাব) শরীর আবৃত ছিল। মলিন এবং অলংকৃত  
হওয়ায় তাঁকে কমলশূন্য সরোবরের মতো দেখাচ্ছিল।

গীড়িতাঃ দুঃখসন্তপ্তাঃ পরিক্ষীণাঃ তপস্বিনীম্ ॥ ২২  
গ্রহেণাং গারকেশেব গীড়িতামিব মোহিনীম্ ॥ ২৩

তপস্বিনী (সীতা) মজলগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত মোহিনী  
তুলা শোকাক্ত, দুঃখিত ও সর্বপ্রকারে ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন।

অশ্রুপূর্ণমুখীঃ দীনাঃ কৃশামনশনেন চ ।  
শোকধ্যানপরাঃ দীনাঃ নিত্যঃ দুঃখপরায়ণাম্ ॥ ২৪

উপবাসে দুর্বল সেই দুঃখিতা নারীর মুখ  
অশ্রুপূর্ণ ছিল এবং তিনি শোকনিমগ্ন হয়ে দীন দশায় নিজ  
দুঃখ সহ্য করছিলেন।

প্রিয়ঃ জনমপশ্যন্তীঃ পশান্তীঃ রাক্ষসীগদম্ ।  
স্বগণেন মৃগীঃ হীনাঃ স্বগণেনাবৃতমিব ॥ ২৫

প্রিয়জনেরা তাঁর দৃষ্টির অগোচর ছিলেন।  
হচ্ছিল যেন রাক্ষসীদের দ্বারা এক হরিণী যুক্তপ্রাণী  
কুকুরের দল দ্বারা পরিবৃত্তা হয়ে পড়েছে।

নীলনাগাভয়া বেণ্যা জঘনঃ গতয়েকয়া ।  
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥ ২৬

কালসাপ তুলা কটিদেশ থেকে শ্রোণী পর্যন্ত দৃশ্য  
বেণীর দ্বারা উপলক্ষিতা সেই নারীকে মেঘময়  
অপসারণের পর নীল বনশ্রেনী পরিবৃত্ত পৃথ্বীর মতো  
হচ্ছিল

সুখার্হাঃ দুঃখসন্তপ্তাঃ ব্যমনানামকোবিদাম্ ।  
তাং বিলোক্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাঃ কৃশাম্ ॥ ২৭

তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদিভিঃ ।  
সুখে থাকার যোগ্য নারী তিনি, কিন্তু দুঃখে  
হচ্ছেন। এই অবস্থার পূর্বে কোনদিন তাঁর দুঃখের অনুভূতি  
হয়নি সেই আয়তাক্ষী, অতি মলিন ও কৃশ নারীকে  
থেকে) দেখে যুক্তিযুক্ত কারণসমূহের দ্বারা শ্রীহনুমান তাঁকে  
সীতা হিসেবে অনুমান করলেন।

ত্ৰিমাণা তদা তেন রক্ষসা কামরূপিণী ॥ ২৮  
যথারূপা হি দৃষ্টা সা তথাক্রমেয়মজনা ।

বহুরূপী রাক্ষস (রাবণ) যেদিন সীতাদেবীকে হরণ  
করে নিয়ে গিয়েছিল, ততদিনে তাঁর (সীতাদেবীর) যেকোনো  
শ্রীহনুমান (শেষবার) দর্শন করেছিলেন, কল্যাণী  
নারীমূর্তিকে সেই রূপলাবণ্যযুক্ত দেখা যাচ্ছে।

পূর্ণচন্দ্রান  
কুব্জতাং  
দেবী  
ছিল, জা  
সুগোলাক  
করে দিচ্  
তাং নী  
তাং  
ছিল, ক  
সুসমগ্র  
সীতাং  
হস্তাং  
ভূমৌ  
নিঃশ্বাস  
ক  
ছিলেন।  
ছিলেন।  
তাপসী  
এবং দু  
নাগিনী  
শোকজ  
সংসক্ত  
বিশেষ  
অগ্নিশি  
তাং  
বিহতা  
সোপস  
অভূত  
শ্রদ্ধা,  
কলুষে  
রামোপ  
অবল্য  
যৎপর  
মৃগশাব  
দেবছি



পূর্ণচন্দ্রাননাঃ সূত্রাঃ চাকবৃন্তপয়োধরাম্ ২৮  
কুব্জীঃ প্রভয়া দেবীঃ সর্বা বিত্তিগিরা দিশঃ।

দেবী সীতার মুখমণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর ছিল, প্রাণুগল ছিল সুচারু এবং স্তন্যুগল মনোহর ও সুতোলাকার। তিনি অঙ্গকাঙ্ক্ষিতে চতুর্মুখের তমসা বিদূষিত করে দিচ্ছিলেন।

তাঃ নীলকণ্ঠীঃ বিদ্যোষ্ঠীঃ সূমধ্যাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাম্ ২৯  
তাঁর কেশদাম কাল ও ওষ্ঠ বিষয়ফলের ন্যায় রক্তিম ছিল, কটিদেশ ছিল অতি সুন্দর। সর্বাঙ্গ ছিল সুতোলা ও সুসমঞ্জস।

সীতাঃ পদ্মপলাশাক্ষীঃ মন্যথসা রতিং যথা।  
হুতাঃ সর্বসা জগতঃ পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব ৩০  
ভূমৌ সূতনুমাসীনাঃ নিয়তামিব তাপসীম্।  
নিঃশ্বাসবহলাং ভীরুং ভুজগেজ্জবধূমিব ৩১

কমলনয়নী সীতা কামদেবের পত্নী রতির ন্যায় সুন্দরী ছিলেন। পূর্ণ চন্দ্রমার প্রভার মতো অখিল জগতের প্রিয় ছিলেন। সীতাদেবীর অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ছিল। নিয়মনিষ্ঠ তাপসীর মতো ভূমিতে বসে ছিলেন। যদিও স্বভাবে ভীরু এবং দুশ্চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন, তবু অপরের পক্ষে নাগিনির মতো ভয়ংকর ছিলেন।

শোকজ্বালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্।  
সংসজাং ধূমজ্বালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ৩২  
তিনি সাতিশয় বিশাল শোকজ্বালে আচ্ছাদিত হওয়ায় বিশেষভাবে শোভিত ছিলেন না, তাঁকে ঘোঁয়ায় আচ্ছাদিত অগ্নিশিখার মতো দেখাচ্ছিল।

তাং স্মৃতিমিব সন্ধিকামৃদ্ধিঃ নিপতিতামিব।  
বিহতামিব চ প্রাক্ষামাশাং প্রতিহতামিব ৩৩  
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিঃ বুদ্ধিঃ সকলুষামিব।  
অভূতেনাপবাদেন কীর্তিঃ নিপতিতামিব ৩৪

তাঁকে সন্ধি স্মৃতি, ভূমিতে পতিত ঋদ্ধি, আহত শ্রদ্ধা, ভগ্ন আশা, বিঘ্নিত সিদ্ধি, কলুষিত বুদ্ধি এবং মিথ্যা কলুষে ভ্রষ্ট কীর্তির ন্যায় দেখাচ্ছিল।

রামোপরোষব্যথিতাঃ রক্তোপগণনিপীড়িতাম্।  
অবলাঃ মৃগশাবাক্ষীঃ বীক্ষমাণাঃ ততস্ততঃ ৩৫  
শ্রীরামচন্দ্রের সেবার বাধা পড়ে যাওয়ায় তাঁর যৎপরনাস্তি বেদনা ছিল। রাক্ষস কর্তৃক পীড়িত মৃগশাবকনয়না অবলা সীতা অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক দেখছিলেন।

নাম্পাদ্যপনিপূর্ণেন

কুমারকান্দিপক্ষপা।

বদনেনাপ্রসয়েন নিঃশ্বসন্তীঃ পুনঃ পুনঃ ৩৬

তাঁর মুখমণ্ডল প্রায় ছিল না, অগ্রদানো নেমে পড়াচ্ছিল। নেত্রপলক কালিমালিপ্ত ও অর্ধিনাস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি বাবং বাব দীর্ঘশ্বাস ফেলাচ্ছিলেন।

মলপঙ্কধরাঃ দীনাঃ মণ্ডনার্ণামমণ্ডিতাম্  
প্রভাঃ নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতাম্ ৩৭

তাঁর শরীর ধূলিধূসরিত হয়ে পড়েছিল, দীনতার প্রতিমূর্তি হয়ে উপবিষ্টা ছিলেন, ভূষণাদি দ্বারা মণ্ডনের যোগ্যা (রাজী) হয়েও অলংকারশূন্য ছিলেন, যেন কালমেঘের দ্বারা আবৃত চন্দ্রের প্রভা।

তস্য সন্দিদিহে বুদ্ধিত্থা সীতাঃ নিরীক্ষ্য চ।  
আন্নাগানামযোগেন নিদ্যাং প্রশিখিলামিব ৩৮

অনভ্যাস হেতু বিস্মৃত বিদ্যার ন্যায় ক্ষীণা সীতা দেবীকে দেখে শ্রীহনুমানের বুদ্ধি সন্দেহ সন্দিদ্ধ হয়ে পড়ল, (ইনিই সীতা কিনা)।

দুঃখেন বুবুধে সীতাং হনুমাননলকৃতাম্।  
সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থাস্তরং গতাম্ ৩৯

অলংকার ও স্নানানুলেপনাদি অঙ্গসংস্কার বঞ্চিতা সীতাকে যেন ব্যাকরণাদি সংস্কাররহিত হওয়ায় অর্থাস্তর প্রাপ্ত বাণীর ন্যায় অজ্ঞাত মনে হচ্ছিল। শ্রীহনুমান বড় কষ্টে তাঁকে চিনতে পারলেন।

তাং সমীক্ষা বিশালাক্ষীঃ রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্।  
তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদয়ন্ ৪০

আয়তনয়না অনিন্দসুন্দরী রাজপুত্রী সীতাকে দেখে শ্রীহনুমান যুক্তি দ্বারা উপপাদন করতে করতে নিশ্চিত হলেন যেন 'ইনি-ই সীতাদেবী'।  
বৈদেহ্যা যানি চাক্ষু তদা রামোদয়কীর্তয়ৎ।

তান্যাত্তরণজালানি গাত্রশোভীনালক্ষ্যৎ ৪১

সেইদিন শ্রীরামচন্দ্র বিদেহকুমারী সীতার অঙ্গে যে যে আভূষণের কথা বলেছিলেন, ওইসকল আভরণগুলি এখনও সীতার অঙ্গের শোভা বর্ধন করছিল। শ্রীহনুমান সেই সকল ভূষণাদি নিরীক্ষণ করলেন।

সুকৃতৌ কর্ণবেষ্টৌ চ শ্বদংষ্ট্রৌ চ সুসংস্থিতৌ।  
মণিবিজ্রমচিহ্নাণি হস্তেভ্যস্তরণানি চ ৪২

সুগঠিত কুণ্ডল এবং সারমেয় দস্তাকৃতি বিকরণ নামক কর্ণফুল কর্ণে সুন্দররূপে পরিহিত ও শোভিত ছিল। হস্তে কঙ্কনাদি আভূষণ ছিল, যেগুলিতে মণি ও প্রবাল

খচিত ছিল।

শ্যামানি চিরযুক্তাং তথা সংস্থানবন্তি চ।

তানোবৈতানি মনোহরং যানি রামোহমকীর্তয়ৎ। ৪৩

তত্র যান্যবহীনানি তানাহং নোপলক্ষ্যে।

যানাস্যা নাবহীনানি তানীমানি ন সংশয়ঃ॥ ৪৪

যদিও অনেকদিন যাবৎ পরিধান হেতু সেগুলিতে কিছুটা কালিমা লেগে গিয়েছিল, তথাপি অলংকারগুলির আকার-প্রকার আগের মতোই ছিল। (শ্রীহনুমান তাবলেন —) ‘শ্রীরামচন্দ্র যেগুলির কথা বলেছিলেন, আমার মতে এগুলিই সেইসব অলংকার। সীতাদেবী যে অলংকার পথে ফেলে দিয়েছিলেন, সেগুলি আমি এনার সঙ্গে দেবতে পাচ্ছি না। যে আভরণগুলি পথে পড়ে গিয়েছে, সেগুলিই শুধু দেখা যাচ্ছে না।’

সীতাং কনকপট্টাভং বস্ত্রং তদ্বসনং শুভম্

উত্তরীয়ং নগাসক্তং তদা দৃষ্টং প্রবক্ষ্যমৈঃ॥ ৪৫

তুৎশানি চ মুখানি দৃষ্টানি ধরণীতলে।

অন্যৈবাপবিকানি স্বনবন্তি মহান্তি চ॥ ৪৬

সেই সময় বানরগণ পর্বতের উপর পড়ে থাকা সুবর্ণপত্রের তুল্য হলুদ বস্ত্র এবং মাটিতে লুটিয়ে থাকা উত্তম ও বহুমূল্য (স্বর্ণবৎ) শরকারী অলংকার দেখেছিলেন, সেগুলি এনার দ্বারাই নিষ্কিপ্ত হয়েছিল।

ইদং চিরগৃহীতত্বাদ্ বসনং ক্রিষ্টবস্তুরম্।

তথাপাননং তদ্বর্ণং তথা শ্রীমদাথেতরং॥ ৪৭

বস্ত্রটি বহুদিন যাবৎ পরিধান করার কারণে যদিও অনেক পুরাতন, তবুও তার হলুদ রং এখনও বিবর্ণ হয়নি।

সেটি এখনও এমন কাণ্ডিমান যেন অন্য (নূতন) বস্ত্র।

ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া।

প্রণষ্টাপি সতী যস্য মনসো ন প্রণশ্যতি॥ ৪৮

ইনি কাঞ্চনবর্ণ। শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া মহারানী, যিনি তাঁর চক্ষুর সামনে না থেকেও মন থেকে অন্তর্হিত হননি।

ইয়ং সা বৎকৃতে রামশ্চতুর্ভিরিহ তপাতে।

কাক্ষণোনানুশংসোন শোকেন মদনেন চ॥ ৪৯

ইনিই সীতা, যার কাণে শ্রীরামচন্দ্র এই জগতে

করুণা, দয়া, শোক ও প্রেম—এই চারটিতে সমৃদ্ধ।

স্বী প্রণষ্টেতি কাক্ষণাদাপ্রিতেতানুশংসাতঃ।

পত্নী নষ্টেতি শোকেন প্রিয়েতি মদনেন চ॥ ৪৯

প্রথমতঃ, পত্নী নিরুদিষ্টা হয়েছেন এই কথা হে

শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় করুণায় ভরে যাচ্ছে। সীতা অত্যন্ত

আপ্রিতা, এই ভেবে তাঁর হৃদয় দয়ার্দ্ৰ হচ্ছে। আমার পু

আমার থেকে দূরে অন্য কোথাও আছেন, এই কথা মত

পড়লে, তিনি শোকাকুল হয়ে পড়ছেন এবং অত্যন্ত

প্রিয়তমা পত্নী আমার কাছে নেই, এই ভাবনা শ্রীরামচন্দ্রের

হৃদয়কে বিরহানলে দগ্ধ করছে।

অস্যা দেব্যা যথাক্রমমঙ্গপ্রত্যঙ্গসৌষ্ঠবম্।

রামস্য চ যথাক্রমং তস্যোদয়মসিতেশ্বরা॥ ৪৯

এই সুন্দরী দেবীর যেমন রূপ ও অঙ্গসৌ

তাহাতে মনে হয় ইনি যেন শ্রীরামচন্দ্রের রূপের সেরা

কাজলনয়না জায়া।

অস্যা দেব্যা মনস্তস্তিম্বিত্তস্য চাস্যাস্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

ভেনেয়ং স চ ধর্মান্মা মুহূর্তমপি জীবতি॥ ৫০

এই দেবীর মন পড়ে আছে শ্রীরামচন্দ্রের কা

বধুনাথের মন জুড়ে আছেন সীতাদেবী। এই ক

সীতাদেবী এবং সেই ধর্মান্মা (বধুনাথ) মুহূর্তমাত্র হ

জীবিত আছেন।

দুষ্করং কৃত্বান্ রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।

ধারয়ত্যন্বনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি॥ ৫১

এঁনার কাছ থেকে বিযুক্ত হয়েও ভগবান শ্রীরাম

যে জীবনধারণ করছেন, শোকবিহ্বল হয়ে পড়ছেন

এরূপ এক দুঃসাধ্য সাধন করছেন শ্রীরামচন্দ্র।

এবং সীতাং তথা দৃষ্টা হৃষ্টঃ পবনসম্ভবঃ।

জগাম মনসা রামং প্রশংসং স চ তং প্রভুম্॥ ৫২

এইভাবেই সীতার দর্শন লাভ করে পবন

শ্রীহনুমান অতীব প্রসন্ন হলেন। তিনি মনে

শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে পৌঁছে গেলেন — রঘুনাথের

করতে লাগলেন এবং সীতার তুল্য পত্নী লাভ করার

সৌভাগ্যকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করতে লাগলেন।

ইত্যারবে শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাস্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥



## ষোড়শঃ সর্গঃ (১৬)

সীতাদেবীর চরিত্র ও সৌন্দর্যের চিত্রা করতে করতে তাঁর কষ্ট দেখে শ্রীহনুমানের শোকাকুল হওয়া

প্রশস্য তু প্রশস্তব্যং সীতাং তাং হরিপূজবঃ।

গুণাভিরামং রামং চ পুনশ্চিহ্নাপরোহিতবঃ॥ ১

পরম প্রশংসনীয় সীতা ও গুণসৌন্দর্যে পরিপূর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করে বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান আবার বিচার করতে লাগলেন।

স মুহূর্তমিব খাদ্যা বাত্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।

সীতামাগ্নিতা তেজস্বী হনুমান্ বিলাপ হ॥ ২

এক মুহূর্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা করার পর শ্রীহনুমানের নহনদুগল অশ্রুতে ভরে গেল এবং তেজস্বী শ্রীহনুমান সীতার বিষয়ে এইভাবে বিলাপ করতে লাগলেন

মান্যা গুরুবিনীতসা লক্ষ্মণস্য গুরুপ্রিয়া

যদি সীতা হি দুঃখার্থা কালো হি দূরতিক্ষমঃ। ৩

গুরুপদেশে বিনীত লক্ষ্মণের অগ্রজ রামচন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীও যদি এই প্রকার দুঃখে আতুরা হন, তবে বলতে হবে—ভাগ্যকে প্রতিবোধ করা কঠিন।

রামস্য ব্যবসায়জ্ঞা লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ।

নাত্যর্থঃ ক্ষুভাতে দেবী গঙ্গৈব জলদাগমে। ৪

বর্ষাকাল এলেও যেমন দেবী গঙ্গা ক্ষুদ্রা হন না, ঠিক তেমনি সীতা দেবীও শ্রীরামচন্দ্রেরও বুদ্ধিমান লক্ষ্মণের অমোঘ পরাক্রমে নিশ্চিত থাকায় শোকে অত্যধিক বিহ্বল হতে পড়ছেন না।

তুলাশীলবয়োবৃদ্ধাং তুল্যাভিজনলক্ষণাম্।

রাঘবোহুহতি বৈদেহীং তং চেয়মসিতেক্ষণা॥ ৫

সীতার শীল, বয়স, অবস্থা এবং কুল শ্রীরামচন্দ্রের সমতুল্য ছিল। অতএব শ্রীরঘুনাথ বিদেহকুমারী সীতার সর্বপ্রকারে যোগ্য এবং কাজলনয়না সীতাদেবীও রামচন্দ্রের যোগ্যতমা।

তাং দৃষ্ট্বা নবহেমভাঃ লোককান্তামিব প্রিয়ম্।

জগাম মনসা রামং বচনং চেন্দমব্রবীৎ। ৬

নব হেমকান্তি ও লোককমনীয় লক্ষীর সমতুল্য শোভাময়ী সীতাদেবীকে দর্শন করে শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ করলেন এবং মনে মনে এরূপ বললেন—

অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যা হতো বাঙ্গী মহাবলঃ।

রাবণপ্রতিমো বীর্যে কবক্ষচ নিপাতিতঃ॥ ৭

‘এই আয়তনমণী সীতার জন্য ভগবান শ্রীরাম

মহাবলী বালিকে বধ করেছিলেন এবং রাবণের সমান পরাক্রমী কবক্ষকেও নিপতিত করেছিলেন।

নিরাশ্চ হতঃ সংখ্যো রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।

বনে রামেণ বিক্রমা মহেজ্ঞেণেব শম্বরঃ॥ ৮

‘এঁর জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনে যুদ্ধ করে ভয়ানক ক্ষয়তালী রাক্ষস বিরোধকেও সেই-প্রকারে হত্যা করেন, যে প্রকারে দেবরাজ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন।

চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।

নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥ ৯

খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যো ত্রিশিরাশ্চ নিপাতিতঃ।

দুষণশ্চ মহাতেজা রামেণ বিদিতাঙ্ঘনা॥ ১০

সীতাদেবীর জন্য আত্মজ্ঞানী শ্রীরামচন্দ্র জনস্থানে অগ্নিশিখাতুল্য নিজের তেজস্বী শরক্ষেপে ভয়ানক কর্মকারী চতুর্দশ হাজার রাক্ষসকে নিহত করেছেন এবং যুদ্ধে খর ত্রিশিরা তথা মহাতেজস্বী দুষণকেও নিপতিত করেছেন।

ঐশ্বর্যং বানরাণাং চ দুর্লভং বালিপালিতম্।

অস্যা নিমিত্তে সুগ্রীবঃ প্রাপ্তবান্লোকবিশ্রুতঃ॥ ১১

‘বানরকুলের সেই দুর্লভ ঐশ্বর্য— বালি কর্তৃক সুরক্ষিত ছিল, সীতাদেবীর জন্য বিশ্ববিশ্রুত সুগ্রীব তা লাভ করেছিলেন।

সাগরশ্চ ময়াহুক্রান্তঃ শ্রীমান্ নন্দনদীপতিঃ।

অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ পুরী চেয়ং নিরিক্ষিতা॥ ১২

‘এই বিশালাক্ষী সীতার হেতু আমি নদী ও নদী সমূহের প্রভুস্বরূপ সাগর উল্লঙ্ঘন করেছি এবং এই লঙ্কাপুরীকে তন-তন্ন করে নিরীক্ষণ করেছি।

যদি রামঃ সমুদ্রাভ্যং মেদিনীং পরিবর্তয়েৎ॥

অস্যাঃ কৃতে জগচ্চাপি যুক্তমিতোব মে মতিঃ॥ ১৩

‘যদি এই সীতাদেবীর জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আসমুদ্র পৃথিবী এবং নিখিল জগৎকেও উল্টে দেন, তবুও তাই আমার বিচারে যথার্থ কাজই হবে।

রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু সীতা বা জনকায়জা।

ত্রৈলোক্যরাজ্যং সকলং সীতায়্য নাপুয়াৎ কলাম্॥ ১৪

‘যদি একদিকে ত্রিলোক (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) রাজ্য এবং অন্যদিকে জনককন্যা সীতাকে স্থাপন করে তুলনা



করা হয় তাহলে সমগ্র ত্রিলোক সীতাদেবীর একটিমাত্র  
কলারও সমতুল্য হতে পারবে না।

ইয়ং সা ধর্মশীলস্য জনকস্য মহামুনঃ  
সূতা মৈথিলরাজস্য সীতা ভর্তৃদত্ততা ॥ ১৫

‘এই ধর্মশীল মিথিলারবেশ মহামুনি বাজা জনকের  
এই পুত্রী সীতা পত্রিত ধর্মে পালনে অটল।

উখিতা মেদিনীঃ ভিত্তা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।  
পদ্মরপুনীভেঃ কীর্ণা শুভেঃ কেন্দরপাংসুভিঃ ॥ ১৬

‘যখন নাহুলের মুখে অর্থাৎ ফালে ক্ষেত কর্ষণ করা  
হচ্ছিল, তখন পৃথিবীর ভূমি বিদীর্ণ করে পদ্মবেগুর ন্যায়  
পবিত্র সুন্দর ধূনি ধূসবিত হয়ে সীতাদেবী প্রকট  
হয়েছিলেন

বিক্রান্তসার্বশীলস্য সংযুগেহনিবর্তিনঃ।  
মুখা দশরথস্যো জ্যেষ্ঠা রাজ্যো বশস্থিনী ॥ ১৭

‘যিনি পরম পরাক্রমী, শ্রেষ্ঠ চরিত্র ও স্বভাবসুন্দর  
এবং যুদ্ধে কোনও দিন পশ্চাদ-অপসরণ করেননি, এমনই  
মহারাজ দশবথের ইনি (সীতা) বশস্থিনী জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ।

ধর্মজস্য কৃতজস্য রামস্য বিদিতাশুনঃ।  
ইয়ং সা দয়িতা ভার্যা রাক্ষসীবশমাগতা ॥ ১৮

‘ধর্মজ, কৃতজ এবং আশ্রয়জ্ঞানী ভগবান শ্রীরামের  
এই প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবী রাক্ষসীগণের বশীভূতা হয়ে  
আছেন।

সর্বান ভোগান্ পরিত্যজ্য ভর্তৃদ্রেহবলাৎ কৃত্য।  
অচিহ্নিত্বা কষ্টানি প্রবিত্তা নির্জনং বনম্ ॥ ১৯

‘ইনি শুধুমাত্র পতিপ্রেমের কারণে, সকল  
রাজভোগকে পরিত্যাগ করে, বিপদ আপদের কথা চিন্তা না  
করে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে নির্জন বনে চলে এসেছেন।

সমুদ্রা ফলমূলেন ভর্তৃশুশ্রূষণাপরা।  
যা পরাং ভজতে প্রীতিং বনেহপি ভবনে যথা ॥ ২০

‘এখানে এসে ফল-মূলে পবিত্র থেকে  
পতিদেবের সেবায় নিরতা আছেন, এবং বনমধ্যেও সেই  
প্রকার প্রসন্ন আছেন, যেমনটি রাজপ্রাসাদে থাকতেন।

সেয়ং কনকবর্ণাঙ্গী নিত্যং সুশ্রিতভাষিনী।  
সহতে যাতনামেতাননর্থানামভাগিনী ॥ ২১

‘সুবর্ণকান্তি এবং সর্বদা শ্রিতভাষিনী সুন্দরী  
সীতা—যিনি এইসকল দুর্ভোগের একেবারেই উপযুক্ত নন  
তাকেই এইসকল কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে।

ইমাং তু শীলসম্পন্নাঃ দ্রষ্টুনিচ্ছতি রাঘবঃ।  
রাবণেন প্রমথিতাঃ প্রপামিষ পিপাসিতাঃ ॥ ২২

‘যদিও রাবণ এনাকে (সীতাদেবীকে) অসুখ প্রা-  
দিয়েছেন, তবু ইনি শীল, সদাচার ও সত্যীত সম্পন্ন  
অতএব, যেমন করে পিপাসিত ব্যক্তি জলাশয়ের তীর  
যেতে আগ্রহী থাকে, তেমনি শ্রীরঘুনাথ সীতাদেবীকে  
দেবতে ইচ্ছা করছেন।

অস্যা নুনং পুনর্ভাভাদ্ রাঘবঃ প্রীতিমেষ্যতি।  
রাজা রাজ্যপরিমটঃ পুনঃ প্রাপ্যেব মেদিনীম্ ॥ ২৩

‘যেমনভাবে রাজ্যমট রাজা পুনরায় নিজ রাজ্য  
ফিরে পেয়ে আনন্দিত হন, সেইরূপ সীতাকে পুনরায় ক্রি-  
পেলে শ্রীরঘুনাথের প্রীতি উৎপাদন হবে।

কামভোগেঃ পরিত্যক্তা হীনা বহুজনেন চ।  
ধারয়তাস্বনো দেহং তৎসমাগমকাক্ষিকী ॥ ২৪

‘ইনি (সীতা) আপন বহু স্বজন বিরহিত ও বি-  
ভোগের দ্বারা পবিতাক্ত হয়ে শ্রীরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ  
আশায় প্রাণ ধারণ করে আছেন।

নৈষা পশ্যতি রাক্ষসো নেমান্ পুষ্পফলক্রমান্।  
একহৃদয়া নুনং রামমেবানুপশ্যতি ॥ ২৫

‘এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তিনি রাক্ষসীদেরকে  
(যেন) দেখছেন না, পুষ্প ও ফল সুশোভিত বৃক্ষরাশি  
দেখছেন না, সর্বপ্রকারে একাগ্রচিত্তে মানসে  
কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করছেন।

তর্ভা নাম পরং নার্যাঃ শোভনং ভূষণাদপি  
এষা হি রহিতা তেন শোভনার্থা ন শোভতে ॥ ২৬

‘নিশ্চিতরূপে পতি নারীর অলংকার অপেক্ষা  
অধিকতর সৌন্দর্যের কারণ, সেই সীতা সেই  
পতিদেবতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। সেই হে  
শোভনীয় হওয়া সম্ভবেও শোভিত হতে পারছেন না।

দুহরং কুরুতে রামো হীনো বদনয়া প্রভাঃ।  
ধারয়তাস্বনো দেহং ন দুঃখেনাবসীদতি ॥ ২৭

‘ভগবান শ্রীরাম সীতাহারা হয়েও যে জীবন  
করে রয়েছেন, দুঃখে অতিশয় বিহ্বল হয়ে পড়ছেন  
—এটি শ্রীরঘুনাথের এক অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন কর্ম।

ইমামসিতকেশাঙ্গাঃ শতপত্রনিভেক্ষমাঃ।  
সুখার্থাঃ দুঃখিতাঃ জ্ঞান্য মমাপি ব্যথিতাঃ বন ॥ ২৮

‘কালো কেশী, কমল নয়না সীতা ব্যথিত  
সুখার্থাঃ দুঃখিতাঃ জ্ঞান্য মমাপি ব্যথিতাঃ বন ॥ ২৮

ভোগের  
মন ও ব্যক্তি  
কিতিকমা

সা

‘হাঃ!  
পদ্মের ন্যায়  
রক্ষা করেন-  
ভয়ানক-চক্ষু  
হিমহতনলিনী

সহচররহিতে

‘শৈতা  
হয়েছে, ক্রম  
সহচর থেকে

ততঃ কু

প্রজ্ঞাম

তদনন্ত

নির্মলাকাশ

ইচ্চ এসে,

নীলজলরাশি

সাচিন্যনিব

উজ্জনা রশি

সেই

সহায়তা করা

ভোগের সোণা, তাকে দুঃখী দেখে আমার (শ্রীহনুমানের)  
মনও ব্যথিত হচ্ছে

কিষ্টিকমা পুস্করসমিতেক্ষণা

মা রক্ষিতা রাঘবলক্ষণাভ্যাম্

স। রাক্ষসীভির্নিকতেক্ষণাভিঃ।

সংরক্ষাতে সম্প্রতি বৃক্ষমূলে । ২৯

‘হায় ! গিনি ধর্মজীর নায়্য ক্ষমাশীলা এবং প্রস্তুতিত  
পন্থের নায়্য নেত্রসম্পন্ন—শ্রীবামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যাকে সর্বদা  
রক্ষা করেন, সেই সীতা আজ বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা এবং  
ভয়ানক-চক্ষু বাক্ষসীরা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করছে

হিমহতনদিনীব নষ্টশোভা

বাসনপরম্পরয়া নিপীড়ামান্য।

সহচররহিতেন চক্রবাকী

জনকসূতা কপণাং দশাং প্রপন্না । ৩০

‘শৈত্যাহত কমলের নায়্য সীতাদেবীর শোভা নষ্ট  
হয়েছে, ক্রমাগত দুঃখের আঘাতে অত্যন্ত পীড়িতা এবং  
সহচর থেকে বিচ্ছিন্ন চক্রবাকীর নায়্য পতি বিরহের কষ্টে

সত্য করছেন।

অস্যা হি পুষ্পাবনতগ্রশাখাঃ

শোকঃ দৃঢ়ং বৈ জনরাত্যশোকাঃ।

হিমবাপায়েন চ শীতরশ্মি-

রভুধিতো নৈকসহস্ররশ্মিঃ ॥ ৩১

‘ফুলভারে বিনত অশোক বৃক্ষের শাখাগ্রভাগ  
সীতাদেবীর কষ্টকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সীতাপগমে  
বসন্তরাত্রির শীতল কিরণ বিকিরণকারী চন্দ্রদেবও সহস্র  
সহস্র কিরণযুক্ত সূর্যদেবের নায়্য সম্ভাপদায়ক হয়েছেন।’

ইত্যেবমর্থঃ কপিরহবেক্ষ্য

সীতেরামিতোব তু জাতবুদ্ধিঃ।

সংশ্রিতা ভস্মিন্ নিষসাদ বৃক্ষে

বলী হরীণামৃষভস্তরসী ॥ ৩২

এইভাবে বিচার করতে করতে বলবান, বানরশ্রেষ্ঠ  
বেগশালী শ্রীহনুমান — ‘ইনি-ই সীতাদেবী’ — এইরূপ  
নিশ্চিত হয়ে বৃক্ষের উপরে বসে অপেক্ষা করতে  
লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত মহাকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

## সপ্তদশঃ সর্গঃ (১৭)

ভয়ংকর রাক্ষসীসমূহের দ্বারা পরিবৃত্ত সীতাদেবীর দর্শন পাওয়ায় শ্রীহনুমানের প্রসন্নতা

ততঃ কুমুদখণ্ডো নির্মলঃ নির্মলোদয়ঃ

প্রজগাম নভশ্চন্দ্রো হংসো নীলমিবোদকম্ ১

তদনন্তর (দিনান্তে) কুমুদপুষ্প সদৃশ স্নেহবর্ণ ও  
নির্মলাকাশস্থ স্বচ্ছ চন্দ্রদেব ক্রমশঃ আকাশের কিছুটা উপরে  
উঠে এলে, মনে হচ্ছিল যেন একটি শুভ্র হংস  
নীলজলরাশিতে সন্তরণ করছে।

স্যাট্যামিব কুব্জং স প্রভয়া নির্মলপ্রভঃ।

চক্ৰমা রশ্মিভিঃ শীতৈঃ সিবেষে পবনাস্রজম্ ॥ ২

সেই চন্দ্র নির্মল কান্তি প্রভায় সীতার দর্শনে যেন  
সহায়তা করতে পবনপুত্র শ্রীহনুমানকে শীতলতা প্রদান দ্বারা

তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

স দদর্শ ততঃ সীতাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।

শোকভারৈরিব নাক্ষাং ভারৈর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৩

অতঃপর পবনাস্রজ শ্রীহনুমান পূর্ণচন্দ্রাননা সীতাকে  
দেখতে পেলেন, যিনি অধিক ভারের কারণে জলমধ্যে নীচ  
নৌকার মতো, শোকভারে নিমগ্না ছিলেন।

দ্বিদ্গমণো বৈদেহীং হনুমান্ মারুতাস্রজঃ।

স দদর্শাবিদূরহা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৪

বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান যখন বিদেহকুমারী সীতাকে  
দেখার জন্য দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি নিজের



অনতিদূরে ভয়ংকর দর্শন রাখসীদের দেখতে পেলেন।  
একাক্ষীমেককর্ণাং চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা।  
অকর্ণাং শল্লুকর্ণাং চ মন্তকোচ্ছ্বাসনাসিকাম্ ॥ ৫

রাখসীদের মধ্যে একজনের একটিমাত্র চোখ,  
অন্যজনের একটিমাত্র কান। কারো কারো কান এত বৃহৎ  
ছিল যে সেটি চাদরের মতো শরীরকে আচ্ছাদিত করেছিল।  
কারো আবার কানই ছিল না। কারো বা কান শব্দের মতো  
দেখতে ছিল। কারো কারো শ্বাস গ্রহণ করার নাসিকা তার  
মস্তকের উপরে অবস্থিত ছিল।

অতিকায়োত্তমাসীং চ তনুদীর্ঘশিরোধরাম্।  
বহুকেশীং তথাকেশীং কেশকমলধারিণীম্ ॥ ৬

কারো শরীর অনেক বড় ছিল এবং কারো বা শরীর  
অত্যন্ত উত্তম। কারও ঘাড় কৃশ ও দীর্ঘ ছিল। কারো কেশ  
পড়ে গিয়েছিল, কারো আবার মস্তকে কেশই জন্মায়নি,  
কোন কোন রাখসী নিজ শরীরের কেশের অর্থাৎ চুলের  
কম্বল (স্বরূপ) ধারণ করেছিল।

লম্বকর্ণললাটাং চ লম্বোদরপয়োধরাম্।  
লম্বোষ্ঠীং চিবকোষ্ঠীং চ লম্বাস্যাং লম্বজানুকাম্ ॥ ৭

কারো কারো কান এবং ললাট চওড়া ছিল আবার  
কারো পেট ও স্তন দীর্ঘ ছিল। কারো বা ওষ্ঠ বড় হওয়ার  
জন্য ঝুলে পড়েছিল ও চিবুক স্পর্শ করেছিল উহাদের  
মধ্যে কারো কারো হাঁ মুখ ও জ্ঞানপ্রদেশ সুদীর্ঘ ছিল।

হুশাং দীর্ঘাং চ কুজাং চ বিকটাং বামনাং তথা  
করালাং ভৃগুবজ্রাং চ পিঙ্গাক্ষীং বিকৃতাননাম্ ॥ ৮

হুশাকৃতি, লম্বা, কুজা, বজ্রা, বাবণ, করালা  
(দন্তযুক্ত), সবুজাক্ষি, বিকৃত মুখায়ব সব রাখসীরা  
সেখানে অবস্থান করছিল।

বিকৃতাঃ পিঙ্গাঃ কালীঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।  
কালায়সমহাশূলকূটমুদারধারিণীঃ ॥ ৯

বিকৃতারয়বা, কৃষ্ণাঙ্গী, হরিভাত, ক্রোধাঘ্বিতা,  
কলহপ্রিয়া, রাখসীরাও ছিল। তারা সকলে কৃষ্ণবর্ণ  
বিশালাকার লৌহ শূল, কূট ও মুদার ধারণ করেছিল।

বরাহমৃগশার্দূলমহিষাজশিবামুখাঃ  
গজোষ্ট্রহমপাদাশ্চ নিখাতশিরসোহপরাঃ ॥ ১০

কিছু কিছু রাখসীর মুখ শূকর, মৃগ, সিংহ, মহিষ,  
হাগ অথবা শৃগালের মতো ছিল। কারোও বা পদদ্বয় হস্তির  
মতো কিংবা উষ্ট্রের মতো অথবা ঘোটকের ন্যায় ছিল। কিছু

কিছু রাখসীর মস্তক বন্ধদেশে স্থাপিত থাকায় ভয়ংকর  
কবজের ন্যায় দেখাচ্ছিল।

একহস্তকপাদাশ্চ খরকর্ণাশ্চকর্ণিকাঃ।  
গোকর্ণীহস্তিকর্ণীশ্চ হরিকর্ণীত্বাপরাঃ ॥ ১১

কাহারও বা একটিমাত্র হস্ত ছিল, অন্য কিছু রাখসী  
একটিমাত্র পা ছিল। কিছু সংখ্যক রাখসীর কর্ণ ছিল  
গর্দভের মতো, কিছুর ঘোটকের মতো অথবা গরুর মতো  
কিংবা হাতী বা সিংহের মতো।

অতিনাসাশ্চ কাশিচ্চ তির্যঙ্ঘনাসা অনাসিকাঃ  
গজসম্ভিনাসাশ্চ ললাটোচ্ছ্বাসনাসিকাঃ ॥ ১২

কিছু রাখসীর নাসিকা আকারে বেশ বড়, কখনো  
নাসিকা বক্র অথবা অনুপস্থিত। কেউ কেউ হস্তিগোষ্ঠের  
নাসিকা বক্র অথবা অনুপস্থিত। কেউ কেউ হস্তিগোষ্ঠের  
তুল্য নাসিকায়ুক্ত অথবা কারও নাসিকা ছিল ললাটকে  
স্থাপিত (যার তিতব দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলছিল)।

হস্তিপাদা মহাপাদা গোপাদাঃ পাদচূলিকাঃ।  
অতিমাত্রাশিরোধ্রীবা অতিমাত্রকূটোদরীঃ ॥ ১৩

আবার কিছু রাখসীর পদদ্বয় হস্তির ন্যায়, কিছু  
পদদ্বয় অতিবিশাল কিংবা গরুর ন্যায় (লম্বা), কারো  
পদদ্বয় ছিল কেশবহুল। অনেক রাখসী অতিমাত্রায় দী-  
গ্রীবা ও শিরঃসম্পন্ন, অনেকের আবার উদর ও  
অতিশয় বিশালাকার ছিল।

অতিমাত্রাস্যেন্দ্রাশ্চ দীর্ঘজিহ্বাননাস্তথা  
অজামুখীহস্তিমুখীগোমুখীঃ সূকরীমুখীঃ ॥ ১৪

হয়োষ্ট্রধরবজ্রাশ্চ রাখসীর্ঘোরদর্শনাঃ।

অনেকগুলির মুখ ও নয়ন মাত্রাতিরিক্ত  
অন্যদের বৃহদাকার জিহ্বায়ুক্ত মুখমণ্ডল, কারো মুখ দেখে  
হাগলের ন্যায়, কারো হস্তির ন্যায়, কারো গরুর  
শূকরের মতো, ঘোড়ার মতো, উষ্ট্রের মতো অথবা  
গর্দভের মতো। সেই কারণে এরা সবাই ভীষণদর্শনা ছিল।

শূলমুদারহস্তাশ্চ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥ ১৫

করালা ভৃগুকেশিনো রাখসীর্বিবিকৃতাননাঃ।

পিবন্তি সততং পানং সুরামাংসসদাপ্রিয়াঃ ॥ ১৬

কিছু রাখসীর হাতে শূল নামক অস্ত্র ছিল, কিছু  
হাতে মুদার ছিল। কেউ ক্রোধী, কেউ-কেউ ভয়ংকর  
ভয়ংকর কলহকারী। ধূমকেশী, বিকৃতবদনা বহু ঘোরদর্শনা  
রাখসীরা সর্বদা মদ্যপানে রত ছিল। মদিরা ও মাংস ভোগ



পূর্ণাঙ্গ প্রাণ ছিল।

মাংসশোণিতদিক্কারীমাংসশোণিতভোজনাঃ ।

তা দদশ কপিশ্রেষ্ঠো গোমহর্ষণদর্শনাঃ । ১৭

৩৩ কেউ নিজ-নিজ অঙ্গে বক্র ও মাংসের তুলেপ  
দেখাচ্ছিল। বক্র ও মাংস তাদের আহার্যও ছিল। তাদের  
শরীরেই বোমহর্ষণ হতো কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান তাদের  
সবাইকে দেখতে পেলে।

জ্ঞানব্রহ্মপাসীনাঃ পরিবার্য বনস্পতিম্ ।

তস্যাজ্ঞাচ্চ তাং দেবীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্ ॥ ১৮

লক্ষ্যমাস লক্ষ্মীবান্ হনুমাঙ্জনকাজাম্ ।

নিশ্চরভাঃ শোকসন্তপ্তাঃ মলসংকুলমূর্খজাম্ । ১৯

রাক্ষসীরা উত্তম শাখায়ুক্ত সেই অশোকবৃক্ষের  
অনতিদূরে চারদিক ঘিরে বসেছিল এবং সতী সাধ্বী  
রাজকুমারী সীতাদেবী সেই বৃক্ষের নীচে ডয়ে জড়সড় হয়ে  
বসে ছিলেন। সেই সময়ে তেজস্বী শ্রীহনুমান জনকনন্দিনী  
জানকীকে আরও বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন। সীতার  
কান্দি পাংশু হয়ে গিয়েছিল। তিনি শোকসন্তপ্তা ও মলিন  
কেশব্রী সম্পন্ন ছিলেন।

কীপুণ্যাং চূতাং ভূমৌ তারাং নিপতিতামিবা ।

চরিত্রব্যপদেশাভ্যাং ভর্তৃদর্শনদুর্গতাম্ ॥ ২০

পুণ্যফল কীপ হয়ে গেলে স্বর্গীয় তারকা যেমন  
স্বর্গচ্যুত হয়ে পৃথিবীর উপর খসে পড়ে, তেমনই যেন  
সীতাদেবীকে শ্রীহীন দেখাচ্ছিল। তিনি আদর্শচরিত্র  
(পাতিব্রতা)-যুক্তা ও চরিত্রগুণে খ্যাতিমতী এবং পতির  
অদর্শনে দুর্গতিগ্রস্তা ছিলেন

ভৃগুশরম্ভমৈহীনাং ভর্তৃবাৎসল্যভূষিতাম্ ।

রাক্ষসাধিপসংরক্ষাং বহুভিষ্চ বিনাকৃতাম্ ॥ ২১

তিনি উত্তম আভরণ সমূহে বর্ণিতা হয়েও পতির  
স্নেহে ও আকর্ষণে মত্তিতা ছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে  
বন্দি করে রেখেছিল। তাই তিনি বহু ও স্বজন থেকে  
বিচ্ছিন্না ছিলেন।

বিযুখাং সিংহসংরক্ষাং বন্ধাং গজবধুমিবা ।

চক্ররেখাং পয়োদাঙ্ঘ্রে শারদাত্রৈরিবাবৃতাম্ ॥ ২২

কোনও হস্তিনী নিজের দল (যুথ) থেকে বিচ্ছিন্ন  
হয়ে, যুথপতির প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও বনা  
সিংহের দ্বারা পথে অবরুদ্ধ হওয়ার মতো রাবণের দ্বারা  
বন্দি সীতাও যেন তদনুরূপ দশা হয়েছেন। বর্ষাপগমে

শরীরের শুষ্ক চক্রকলা যেন শারদত্রয়োদশ (কিছুটা) প্রান  
হয়ে পড়েছে।

ক্লিষ্টপামসংস্পর্শাদমুক্তামিব বন্বকীম্ ।

স তাং ভর্তৃহিতে যুক্তামযুক্তাং নক্ষসাং বশে ॥ ২৩

অশোকবনিকামণ্যে শোকসাগরমাপ্রুতাম্ ।

তাড়িঃ পতিনুতাং তত্র সগ্রহামিব রোহিণীম্ ॥ ২৪

সুরলহরী বীণা বাদকের অঙ্গুলিস্পর্শ থেকে বঞ্চিত  
হয়ে যেমন সুরের অযোগ্য অবস্থায় নিশ্চুপ পড়ে থাকে,  
তেমনী সীতা পতি বিরহে এত ক্লেশকর অবস্থায়  
পড়েছিলেন — পতির মঙ্গলাকাক্ষায় সদা তৎপর  
সীতাদেবীর রাক্ষসের অধীনস্থা থাকার কথা নয়, তবুও  
তিনি একপ অবস্থায় পড়ে আছেন। অশোকবাটিকায়  
অবস্থান করেও সীতা শোকসাগরে নিমগ্ন। ক্রুর গ্রহের  
দ্বারা আক্রান্ত রোহিণীর মতো সীতা রাক্ষসীদের দ্বারা  
পরিবৃত ছিলেন। শ্রীহনুমান তাঁকে পুষ্পবিহীন লতার মতো  
দেখতে পেলেন।

দদর্শ হনুমাংস্তত্র লতামকুসুমামিবা ।

স্যা মলেন চ দিক্কারী বনুশা চাপ্যলঙ্ঘতা ।

মৃণালী পঙ্কদিক্ষেব বিভাতি চ ন ভাতি চ ॥ ২৫

তার সর্বশরীর মলিন হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র  
স্বাভাবিক শরীর সৌন্দর্যই তার অলংকার স্বরূপ ছিল।  
পঙ্কলিপ্ত কমল মৃণালের ন্যায় সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্য দুইই  
ছিল সীতার শরীরে পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

মলিনেন ভু বস্ত্রেণ পরিক্রিষ্টেন ভামিনীম্ ।

সংবৃতাং মৃগশাবাক্ষীং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ ॥ ২৬

মলিন পুরাতন বস্ত্র পরিহিতা মৃগশাবাক্ষী ভামিনী  
সীতাকে কপিবর হনুমান সেই অবস্থা দেখতে পেলেন।

তাং দেবীং দীনবদনামদীনাং ভর্তৃতেজসা ।

রক্ষিতাং স্নেন শীলেন সীতামসিতলোচনাম্ ॥ ২৭

যদিও সীতা দেবীর মুখে দৈন্যের ছাপ পড়েছিল,  
তথাপি পতিদেবতার তেজস্বিতার কথা স্মৃতিপটে এলে  
হৃদয়ের দৈন্য দূর হয়ে যেত। কাজলনয়না সীতা আপন  
চরিত্র বলে সুরক্ষিতা ছিলেন।

তাং দৃষ্টা হনুমান্ সীতাং মৃগশাবনিভেক্ষণাম্ ।

মৃগকন্যামিব ব্রহ্মাং বীক্ষমাণাং সমস্ততঃ ॥ ২৮

দহন্তীমিব নিঃশ্বাসৈর্বৃক্ষান্ পল্লবধারিণঃ ।

সংঘাতমিব শোকানাং দুঃখস্যোষিমিবোষিতাম্ ॥ ২৯

তাং কমাং সুবিতজ্ঞাঙ্গীং বিনাভরণশোভিনীম্।  
প্রহর্যমতুলং লেভে মারুতিঃ প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্। ৩০  
সীতার নয়নযুগল মৃগশাবকের মতো চঞ্চল ছিল।  
তিনি এক মৃগশাবকের মতো শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারদিকে  
দেখছিলেন। নিজের তপ্তনিঃশ্বাসে পল্লবিত বৃক্ষসমূহকে  
যেন দক্ষ কবছিলেন। তাঁকে শোকের মূর্তিমতী প্রতিমার  
মতো এবং দুঃখের উখিত উর্মির তুলা মনে হচ্ছিল। তাঁর  
সকল অঙ্গগুলি সুবিতজ্ঞ অর্থাৎ সুসমঞ্জস ছিল। যদিও তিনি  
বিরহশোকে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তথাপি অলংকার  
ছাড়াই শোভাঘিটা হচ্ছিলেন। এই অবস্থায় মিথিলাকুমারী  
সীতারদীকে দেখে তাঁকে খুঁজে পাওয়ায়, পবনকুমার

শ্রীহনুমান অতুলনীয় আনন্দ লাভ কবলেন।  
হর্যজানি চ সোহশ্রুণি তাং দৃষ্টা মদিরেক্ষণাম্  
মুমোচ হনুমাংস্তত্র নমস্চক্রে চ রাঘবম্। ৩১  
তথায় মনোহর-নয়না সীতাকে দেখে শ্রীহনুমান  
আনন্দাপ্রাণ বিসর্জন করতে লাগলেন। মনে মনে তিনি  
শ্রীরঘুনাথজীকে নমস্কার করতে লাগলেন।  
নমস্তুত্থাথ রামায় লক্ষ্মণায় চ বীর্যবান্।  
সীতাদর্শনসংহাটো হনুমান্ সংবৃতোহভবৎ। ৩২  
সীতার দর্শনলাভের উল্লসিত পরাক্রমী শ্রীহনুমান  
শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে নমস্কার করে সেইস্থলেই লুপ্ত  
রইলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥  
মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত্তি আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

### অষ্টাদশঃ সর্গঃ (১৮)

শ্রীসমূহের দ্বারা পরিবৃত রাবণের অশোক বাটিকায় আগমন এবং শ্রীহনুমান দ্বারা তাঁকে লক্ষ্য করা

তথা বিপ্রেক্ষমাণস্য বনঃ পুষ্টিপতলাদপম্  
বিচিহ্নতচ্চ বৈদেহীং কিঞ্চিচ্ছেষা নিশাভবৎ ১

এই প্রকারে পুষ্টিপত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত অশোক  
বনের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এবং বিদেহ নন্দিনী সীতার  
অনুসন্ধান করতে করতে শ্রীহনুমানের প্রায় সারা রাত্রি  
কেটে গেল (কেবল এক প্রহর রাত বাকী রইল)।

যডঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্।

শুশ্রাব ব্রহ্মযোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্ ॥ ২

রাত্রির অন্তিম প্রহরে যডঙ্গ সহিত সম্পূর্ণ  
বেদবিদ্বানগণের ও শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিকগণের দ্বারা বেদপাঠের  
ধ্বনি শ্রীহনুমান শ্রবণ করলেন।

অথ মঙ্গলবাদিত্রৈঃ শব্দৈঃ শ্রোত্রমনোহরৈঃ।

প্রাবোধাত মহাবাহুর্দশগ্রীবো মহাবলঃ ৩

তদনন্তর মঙ্গল বাদ্য ও শ্রবণসুখদ শব্দ দ্বারা মহাবলী  
মহাবাহু দশমুখ রাবণকে জাগানো হল।

বিবুধা তু মহাভাগো রাক্ষসেভ্যঃ প্রতাপবান্।

প্রহমাল্যাহরধরো বৈদেহীমঘচিহ্নয়ৎ ৪

জাগরণের পর মহা ভাগ্যবান ও প্রতাপবান  
রাক্ষসরাজ রাবণ সবকিছুর আগে বিদেহনন্দিনী সীতার  
চিন্তা করলেন সেই (সদ্য জাগ্রত) অবস্থায় রাবণরাজ  
পুষ্পহার ও বস্ত্র বিস্তৃত ছিল।

ভৃশং নিযুক্তস্তস্যাং চ মদনেন মদোৎকটঃ  
ন তু তং রাক্ষসঃ কামং শশাকায়ানি গৃহীতুম্ ৫

মদমত্ত নিশাচর (রাবণরাজ) কামার্ত হয়ে সীতার  
প্রতি অতিশয় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। অতএব কামভর  
নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে অসমর্থ ছিলেন।

স সর্বাভরণৈর্যুক্তো বিহঙ্গিয়মন্তমানঃ

তাং নগৈবিবৈধৈর্জুস্তাং সর্বপুত্ৰপক্ষলোপনৈঃ ৬

বৃতাং পুঙ্করিণীভিচ্চ নানাপুত্রেপাপশোভিতাম্

সদা মন্ত্বেচ্চ বিহগৈর্বিচিত্রাং পরমাত্মভৈঃ ৭

ঈহামৃগৈচ্চ বিবিধৈর্বৃতাং দৃষ্টিমনোহরৈঃ

বীথীঃ সন্তপ্ৰক্ষমাণচ্চ মণিকাঞ্চনভোরণাম্ ৮



নানামগ্গণাকীর্ণাঃ ফলৈঃ প্রপতিতৈর্বতাম্।  
অশোকবনিকামেব প্রাবিশৎ সন্ততক্রমাৎ॥ ৯

রাবণরাজ সকল অলংকার ধারণ এবং শ্রেষ্ঠ শোভা সম্পন্ন হয়ে সেই অশোকবাটিকায় প্রবেশ করলেন। সেই বাটিকা সকল প্রকার পুষ্প ও ফল প্রদানকারী বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। নানা প্রকারের ফুলদল বাটিকার শোভা বর্ধন করছিল। অনেক সরোবর দ্বারা পরিবৃত্ত ছিল বাটিকা। বিচিত্র বিচিত্র মত্ত পক্ষিসমূহ বাটিকার শোভা বর্ধন করত। বহু নয়নাভিরাম ক্রীড়ামূগে পরিপূর্ণ সেই বাটিকা নানা প্রকার জীব-জন্তুতে পরিব্যাপ্ত ছিল। বৃক্ষ হতে পতিত ফলসমূহে বনভূমি পরিকীর্ণ হয়ে যেত। পুষ্পবাটিকায় মগিরত্ন ও সুবর্ণের তোরণ ছিল ও তদন্তরে বৃক্ষের সারিগুলি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তথাকার সারিবদ্ধ বৃক্ষ পঙ্ক্তিগুলি দেখতে দেখতে রাবণ বাটিকার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

অঙ্গনাঃ শতমাত্রং তু তং ব্রজন্তমনুরজন্।  
মহেন্দ্রমিব পৌলস্ত্যং দেবগন্ধর্বয়োষিতঃ॥ ১০

দেবতা ও গন্ধর্বগণের স্ত্রীসমূহ যেমনভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেইভাবে অশোক বাটিকা প্রবেশ কালে পুলস্ত্যানন্দন রাবণের পিছনে একশত সুন্দরী গমন করতে লাগল।

দীপিকাঃ কাঞ্চনীঃ কাঞ্চিজগ্গৃহস্তত্র যোষিতঃ।  
বালবাজনহস্তাচ্চ তালবৃন্তানি চাপরাঃ॥ ১১

কিছু সুন্দরী সুবর্ণ প্রদীপ বহন করছিল, কারো হাতে ছিল চামর, কারো হাতে তালপাতার পাখা।

কাঞ্চনৈশ্চৈব ভৃঙ্গারৈর্জহুঃ সলিলমগ্রতঃ।  
মণ্ডলাগ্রা বৃসীশ্চৈব গৃহ্যান্যাঃ পৃষ্ঠতো যযুঃ॥ ১২

কোনো কোনো সুন্দরীগণ স্বর্ণ ঝারিকায় জল নিয়ে অগ্রে অগ্রে চলছিল, অন্য কিছু সুন্দরী বর্তুলাকার বৃসী নামক আসন নিয়ে পশ্চাতে গমন করছিল।

কাচিদ্ রত্নময়ীঃ পাত্নীঃ পূর্ণাঃ পানসাঃ দ্রাজতীম্।  
দক্ষিণা দক্ষিণেনৈব তদা জগ্ৰাহ পাণিনা॥ ১৩

কোনো চতুর-চালাক যুবতী দক্ষিণ হস্তে পানীয় রসে পরিপূর্ণ রত্ননির্মিত অত্যাঙ্গুল কলসী নিয়ে ছিল।

রাজহংসপ্রতীকাশং হুত্রং পূর্ণশশিপ্রভম্।  
সৌবর্ণদণ্ডমপরা গৃহীত্বা পৃষ্ঠতো যযৌ॥ ১৪

অপর সুন্দরীগণ স্বর্ণদণ্ডে যুক্ত, পূর্ণ চন্দ্রমা ও

রাজহংস তুল্য শুভ্র ছত্র নিয়ে রাবণবাজের পশ্চাতে অনুগমন করছিল।

নিদ্রামদপরীতাক্ষো রাবণস্যোত্তমস্ত্রিয়ঃ।  
অনুজঘ্নুঃ পতিং বীরং ঘনং বিদ্যুত্ চমক

যেমন করে মেঘমালার সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমক চলতে থাকে, তেমন করে রাবণের সুন্দরী পত্নীকুল তাদের বীর পতির অনুগমন করছিল। তখনও নিদ্রার আবেশে তাদের আঁগি পল্লব বন্ধ হয়ে আসছিল।

ব্যাবিধহারকেয়ূরাঃ সমামৃদিতবর্ণকাঃ।  
সমাগলিতকেশাভাঃ সঙ্কেদবদনান্তথা॥ ১৬

তাদের হার ও বাজুবন্ধ স্বস্থান থেকে বিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, অঙ্গরাজ্য বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কেশ-বন্ধন লাল হয়েছিল এবং মুখমণ্ডল স্বেদ বিন্দুতে ছেয়ে গিয়েছিল।

ঘূর্ণন্ত্যো মদশেষেণ নিদ্রয়া চ শুভাননাঃ।  
স্বেদক্রিষ্টাঙ্গকুসুমাঃ সমাল্যাকুলমূর্খজাঃ॥ ১৭

সেই সকল সুদর্শনা স্ত্রীগণ অবশিষ্ট মত্ততা ও নিদ্রায় আবিষ্টা (স্থলিত) হয়ে পথ চলছিলেন। অঙ্গের স্থানে স্থানে ধারণ করা পুষ্পসমূহ স্বেদাক্ত ও পুষ্পমাল্য শোভিত কেশবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল।

প্রয়াস্তং নৈর্ধাতপতিং নার্যো মদিরলোচনাঃ।  
বহুমানাচ্চ কামাচ্চ প্রিয়ভার্যাস্তমঘ্যুঃ॥ ১৮

মদিরনয়না সুন্দরীগণ অশোকবনে গমনকারী রাক্ষসরাজ পতিকে অত্যন্ত আদর ও অনুরাগ সহকারে অনুগমন করছিল।

স চ কামপরাদীনঃ পতিস্তাসাং মহাবলঃ।  
সীতাসক্তমনা মন্দো মন্দাধিতগতির্বভৌ॥ ১৯

তাদের পতি মহাবলী মন্দবুদ্ধি রাবণ কামরিপুর বশীভূত হয়ে পড়ছিল। সীতার আসক্ত রাবণরাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে শোভা পাচ্ছিল।

ততঃ কাঞ্চীনিদাং চ নুপুরাণাং চ নিঃস্বনম্।  
শুশ্রাব পরমস্ত্রীণাং কপির্মারুতনন্দনঃ॥ ২০

তদন্তর পবনায়ত শ্রীহনুমান সেই পরম সুন্দরী রমণীদের অঙ্গের অলংকারের ও নুপুরের ধ্বনি শুনতে পেলেন।

তং চাপ্রতিমকর্মাণমচ্ছিবলপৌরুষম্।  
দারদেশমনুপ্রাপ্তং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ॥ ২১



সাথে সাথে শ্রীহনুমান দেখলেন অতুলনীয় কর্ম-পাবন ও অভাবনীয় শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী রাবণকে যিনি (এখন) অশোকবাটিকার দ্বারদেশে এসে গেছেন।

দীপিকাভিরনেকাভিঃ সমস্তাদবভাসিতম্।

গন্ধতৈলাবসিক্তভিঃশ্রীমাণাভিরগতঃ ॥ ২২

রাবণরাজের গম্ভীরা পথের আগে আগে সুগন্ধিত তৈল দ্বারা সিক্ত, সুন্দরীগণের হস্তধৃত অনেক মশাল জ্বলছিল এবং সেজন্য রাবণ সর্বতোভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলেন।

কামদর্পমদৈর্ঘ্যকং জিক্তপ্রায়তৈক্ষণম্।

সমক্ষমিব কন্দর্পমপবিদ্ধশরাসনম্ ॥ ২৩

রাবণ কাম, দর্প ও মদমত্ত ছিলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় তির্যক, রক্তিম ও বিশাল দেখাচ্ছিল, যেন ধনুর্বাণহীন মূর্তিমান কামদেব।

মথিতামৃতফেনাতমরজোবস্ত্রমুত্তমম্

সপুষ্পমবকর্ষতঃ বিমুক্তঃ সজ্জমজদে ॥ ২৪

তাঁর বস্ত্র মথিত দুধের ফেণার মতো শ্বেতশুভ্র, নির্মল ও উৎকৃষ্ট ছিল। তাতে মুক্তার দানা ও ফুল খচিত ছিল। বিশুদ্ধ বস্ত্র বাজুবন্ধে আটকে গেলে রাক্ষসরাজ সেটি টেনে টিক করে নিচ্ছে।

তং পত্রবিটপে লীনঃ পত্রপুষ্পশতাবৃতঃ।

সমীপমুপসংক্রান্তঃ বিজ্ঞাতুমুপচক্রমে ॥ ২৫

অশোকবৃক্ষের পত্র ও শাখায় লুকিয়ে শ্রীহনুমান শত শত পত্র-পুষ্প তাকা পড়লেন। সেই অবস্থায় তিনি নিকটস্থ রাবণকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

অবেক্ষমাণস্ত তদা দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।

রূপযৌবনসম্পন্না রাবণস্য বরদ্রিয়ঃ ॥ ২৬

রাবণের প্রতি দৃষ্টিনিমগ্ন করার সময় বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান রাবণের সুন্দর রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রীগণকেও লক্ষ্য করলেন।

তাভিঃ পরিবৃত্তো রাজা সুরূপাভির্মহাযশাঃ।

তদ্বৃগদ্বিজসংঘুষ্টঃ

প্রবিষ্টঃ

প্রমদাবনম্

সুন্দরী স্ত্রীকুল কর্তৃক পরিবৃত্ত মহাযশসী রাবণকে পশু-পক্ষীর কলকাকলিতে মুখবিত সেই প্রমোদ কন্য প্রবেশ করলেন।

ক্ষীবো বিচিত্রাভরণঃ শঙ্কুকর্ণো মহাবলঃ

তেন বিশ্ববসঃ পুত্রঃ স দৃষ্টো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ২৭

তাঁকে মত্ত দেখাচ্ছিল। আভরণ ছিল বিচিত্র কর্ণ ছিল শঙ্কুর মতো। এইরূপে বিশ্ববাসুনির পুত্র মহারাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীহনুমানের নয়নগোচর হলেন,

বৃতঃ পরমনারীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমাঃ

তং দদর্শ মহাতেজাশ্চেজোবস্ত্রং মহাকপিঃ ॥ ২৮

রাবণোহয়ং মহাবাহুরিতি সঞ্চিন্ত্য বানরঃ।

সোহয়মেব পুরা শেতে পুরমধ্যে গৃহোত্তমো।

অবপুতো মহাতেজা হনুমান্ মারুতাব্যজঃ ॥ ২৯

তারকাবৃত চন্দ্রমার মতো রাবণরাজ বরনরীক্ষ দ্বারা পরিবৃত্ত ছিলেন। মহাতেজস্বী মহাকপি সেই জেঁদে রাক্ষসকে দেখলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে 'এই দীর্ঘবাহু রাবণ। পূর্বে ইনিই নগরীর শ্রেষ্ঠ প্রাসাদে বসে ছিলেন।' এই ভেবে বানরবীর মহাতেজস্বী পবনক

শ্রীহনুমান লাফিয়ে নিম্নাভিমুখে শাখান্তরে চলে এল (যাতে করে কাছ থেকে রাবণের গতি-বিধি দেখা পাবেন)।

স তথাপুত্রতেজাঃ স নির্যুতপ্তস্য ভেজস্য পত্রে শুভ্রান্তরে সজ্জো মতিমান্ সংবৃত্তোহভবৎ ॥ ৩০

যদিও মতিমান শ্রীহনুমান অতিশয় তেজস্বী ছিল তথাপি রাবণের তেজদীপ্তিতে যেন নান হয়ে বৃক্ষের পত্রবাজীর মধ্যে প্রবেশ করে লুকিয়ে গেলেন

স তামসিতকেশান্তাঃ সুশ্রোণীং সংহতস্তনীম্।

দিদৃক্ষুরসিতাপাঙ্গীমুপাবর্তত রাবণঃ ॥ ৩১

রাবণ অসিতকেশী (কালোকেশী), কাজলকর্ণ সুন্দর কটিভাগসম্পন্না, সংহতস্তনী সুন্দরী সীতাকে দেখে ইচ্ছায় তাঁর নিকটস্থ হলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি-বিরচিত আদিকাব্যে রামাংগের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

## একাদশসর্গঃ সর্গঃ (১৯)

গীতবাক্যে দেখে দুঃখ, ভয় এবং চিত্তায় নিমগ্না সীতাদেবীর অবস্থার বর্ণনা

প্রিয়মেঘ ততঃ কালে রাজশূদ্রী ত্রিনিমিত্রা।  
কণ্ঠদোষসম্পন্নঃ কৃৎসনোত্তমকৃৎসনঃ ১  
ততো দৃষ্ট্বৈ বৈদেহীঃ গাবতঃ রাক্ষসাদিশম।  
প্রবেশত বন্যোচ্ছা প্রবাত্তে কমলী মথ্য। ২  
আনন্দা সুখাণী ব্যাকুল্যবানী সাতা মথন শ্রেষ্ঠ  
বসন্তাবশমুখে বিভ্রান্ত ও গাঢ়দোষসম্পন্ন। রাক্ষসবৃত্ত  
বাবতকে আসতে দেখিলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড ব্যাকুল্যে  
কম্পমান কমলীবৃক্ষেব ন্যায় ভয়ে থর থর করে কাঁপতে  
লাগলেন।

উক্ৰজামুদরঃ ছাদা বাহুভাং চ পানোপদৌ  
উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুমতী বরবর্ণিনী ৩

সুন্দরকাণ্ড আদ্যতলোচনা জানকী আপন উল্লসিত দ্বারা  
উপর ও দুই বাহু দ্বারা স্তনদ্বয়কে ঢেকে সেখানে বসে-  
বসেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

দক্ষীণস্থ বৈদেহীঃ রক্ষিতাঃ রাক্ষসীগণৈঃ।  
রুমণী দীনাঃ দুঃখার্থাঃ নাবঃ সম্যমিবার্ণবৈঃ ৪  
অসংবৃত্তায়ামাসীনাঃ ধরণ্যাং সংশিতব্রতাম্।

দ্বিমাং প্রপতিতাঃ ক্রমৌ শাখামিব বনস্পত্তেঃ ৫  
রাক্ষসীগণের প্রহরায় বিদেহ রাজকুমারী সীতা  
অত্যন্ত দীন ও দুঃখী ছিলেন। রাবণরাজ দীন ও দুঃখী  
সীতাকে সমুদ্রে বিপন্ন নৌকার মতো শোকসাগরে নিমগ্ন।  
দেখলেন। সীতাদেবীকে আন্তরগতীন উশুঙ্ক জমির উপর  
যেন বনস্পত্তির কর্তৃত্ব পাখার মতো দেখাচ্ছিল। তিনি  
কঠোর ব্রত পালন করছিলেন।

মলমণ্ডনদিক্কাঙ্গীঃ মণ্ডনার্হমমণ্ডনাম্  
মৃশালী পক্ষদিগ্ধেব বিভ্রতি ন বিভ্রতি চ ৬  
তার অঙ্গে অঙ্গরাগের স্থান মলিনতা লিপ্ত ছিল।  
তিনি অলংকরণ ও পতিপ্রেমযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এসব  
থেকে বঞ্চিতা ছিলেন এবং পক্ষলিপ্ত কমলমালের মতো  
শোভিত হয়েও শোভিত ছিলেন না (অর্থাৎ সুন্দরী হলেও

মালিন্যেতে ঘাঁথুতানা ছিলেন)

মহীপং রাক্ষসিংহসা রামসা বিদিতায়নঃ।

সমজ্ঞায়সংযুটকর্ষাষ্টমিল ননোরৈপঃ ৭

সংকল্পিত দেহায় টানা মনোব্রত রথে আবোভব  
করে সাত সেন রাক্ষসিংহ ভগবান শ্রীরামের নিকটে  
হাজির হলেন।

শ্যাম্বীঃ রুমতীমেকাঃ ধ্যানশোকপরায়ণাম্।

দুঃখসাত্ত্বমগ্নাশ্রীঃ রামাঃ রামমনুব্রতাম্ ৮

তার শরীর শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। তিনি একাকী বসে  
বোদন করছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান ও  
নিয়োগাব্যাহার নিমগ্না ছিলেন। তার দুঃখের শেষ ছিল না।  
তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের অনুরাগিনী ও তার রমনীয় ভার্য্যা।

চেষ্টমানামথানিষ্টাঃ পদ্মগেহবধূমিব।

মৃপ্যমানাঃ গ্রহেণেব রোহিণীঃ শুমকেতুনা ৯

সীতা যেন মস্তাবিষ্ট নাগরাজের বধূর ন্যায় সাতিশয়  
চপলা, যেন কেতুগ্রস্ত রোহিণীর ন্যায় সন্তপ্তা ছিলেন।

বৃশ্চীলো কূলে জাতামাচারবতি ধর্মিকৈঃ।

পুনঃ সংস্কারমাপরাঃ জাতামিব চ দুম্বলে ১০

যদিও সদাচারী ও সুশীল বংশে তার জন্ম, উপরন্তু  
ধর্মিক ও শ্রেষ্ঠ আচারসম্পন্ন বংশে তার বিবাহ (সংস্কার)  
হয়েছে, তথাপি দুষ্টি বংশ জাত নারীর ন্যায় সীতাকে মলিন  
দেখাচ্ছিল।

সম্যমিব মহাকীর্তিঃ প্রজামিব বিমানিতাম্।

প্রজামিব পরিকীণামাশাঃ প্রতিহতামিব ১১

অযাতীমিব বিকলমাজাঃ প্রতিহতামিব।

দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামশহতামিব ১২

দৌর্গমাসীমিব নিশাঃ তমেগ্রস্বেশুমণ্ডনাম্।

পদ্বিনীমিব বিকলমাজাঃ হতশূনাঃ চমূমিব ১৩

প্রজামিব তমোবদ্ব্যমুপকীণামিবাপগাম্।

বেদীমিব পরামুষ্টাঃ শাস্ত্রমগ্রিশিখামিব ১৪

সীতাকে প্রতীত হইল যেন ক্ষীণ হয়ে যাওয়া  
নভঃকীৰ্ত্তি, ত্রিবহুত শ্রদ্ধা, হাসমানা প্রজ্ঞা, প্রতিহতা আশা,  
বিনষ্ট ভবিষ্যৎ, উল্লঙ্ঘিত রাজ্যদ্বা, প্রলয়কালে প্রজ্বলিত  
দিকসমূহ, বিদ্রিত দেবপুত্র, চন্দ্রগ্রহণের পূর্ণিমামিহি,  
তুষারপাতে ক্ষীর্ণ-ক্ষীর্ণ কমলিনী, রণাঙ্গনে নিহত  
সেনাপতিশূণ্য সৈন্য, আধারপ্রস্তা প্রভা, (অশুচি  
প্রাণিগণের স্পর্শে) অপবিত্রা বেদী, শুষ্ক নদী, প্রশমিতা  
বহিঃশিখা।

উৎকৃষ্টশর্পকনলাং নিভ্রাসিতবিহঙ্গমান্।  
হস্তিহস্তপরানুটোমাকুলামিব পদ্মিনীম্ ॥ ১৫

সীতা প্রতীতা হইলেন যেন এক পদ্মসরোবরের  
ন্যায়, যেখানে কমলগুলি হস্তির শুণ্ডে ক্ষতবিক্ষত এবং  
জলপক্ষির ভয়ে এত নথিত ও মলিন।

পতিশোকাতুরাং শুষ্কাং নদীং বিপ্রাবিত্তামিব।  
শরয়া মুজয়া হীনাং কৃষ্ণপক্ষে নিশামিব ॥ ১৬

পতির বিরহশোকে তাঁর জন্ম অতিশয় ব্যাকুল ছিল।  
নিগৰ্ণ নালিকা দিয়ে জলধারা বহির্গত হওয়ায় বিস্তুত  
নদীর মতো এবং উত্তম অঙ্গরাগাদি না থাকায় কৃষ্ণপক্ষের  
রাত্রির মতো প্রতীতা ছিলেন সীতা।

সুকুমারীং সুজাতাকীং রত্নগর্ভগৃহোচ্চিহ্নাম্।  
তপ্যমানমিবোক্ষেন মৃণালীমচিরোদ্ধতাম্ ॥ ১৭

তাঁর অঙ্গ অতি সুকুমার ও সুন্দর ছিল। তিনি  
রত্নখচিত রাজপ্রাসাদে বসবাসের যোগ্য। এইরূপ সীতাকে  
সদ্য উৎপাটিত উচ্চতায় হ্রান কমলিনীর ন্যায় মনে  
হইল।

গৃহীতামালিতাং তুষ্টে যুথপেন বিনাকৃতাম্।  
নিঃস্বস্তীঃ সুদুঃখার্তাঃ গজরাজবধূমিব ॥ ১৮

যুথপতির থেকে বিচ্ছিন্ন কবে শুভ্রে বদ্ধ করা হলে

দুঃখার্তা হস্তিনী (গজরাজবধু) যেমন অতি দীর্ঘ নিঃস্বস্ত  
ফেলে, সীতাও তেমনি আচরণ করছিলেন।

একসা দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযুক্ততঃ।  
নীলয়া নীরদপায়ে বনরাজ্য মহীমিব ॥ ১৯

অযত্নে বাঁধা একটিমাত্র দীর্ঘ (কেশ) বেনীতে সীতা  
শোভা পাচ্ছিলেন, যেমন করে বর্ষোপগমে দূর-বিস্তার  
সবুজ বনরাজিতে পৃথিবী সুশোভিত থাকে।

উপবাসেন শোকেন ধ্যানেন চ ভয়েন চ,  
পরীক্ষীণাং কৃশাং দীনামল্লাহারাং তপোযনাম্ ॥ ২০

তিনি উপবাস, শোক, চিন্তা ও ভয়ে অত্যন্ত দুর্বল  
কৃশ ও প্রীহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আহার-ও খুব কম  
গিয়েছিল, তপস্যাও ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল।

আয়চ্চমানাং দুঃখার্তাং প্রাজ্জলিং দেবতামিব।  
ভাবেন রঘুমুখ্যস্য দশগ্রীবপরাভবম্ ॥ ২১

সীতা ছিলেন দেবীতুল্য। তিনি দুঃখে কাতর হইয়া  
কুলদেবতার উদ্দেশ্যে যুক্তকরে মনে মনে এই প্রার্থনা  
করতেন — “শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যেন দশানন রথের  
পরাজয় ঘটে।”

সনীকমাণাং রুদতীমনিদ্ভিতাং  
সুপন্নতপ্রায়তত্ত্বলোচনাম্  
অনুভ্রতাং রামমতীং মৈথিলীং

প্রলোভ্যামাস বধ্যায় রাবণঃ ॥ ২২

সুগ্ৰী আঁপিপল্লবযুক্তা, লাল, শ্বেত ও আরক্ত  
সতী সাধ্বী মিথিলেশকুমারী সীতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি  
অনুরক্তা ছিলেন এবং এদিক ওদিক দৃষ্টি নিবৃত্ত  
করছিলেন। এমনভাবে তাঁকে দেখে রাবণসরাজ  
তাঁকে প্রলোভিত করতে লাগলেন (যেন বামচন্দ্রের  
নিজেকে বধের জন্য প্ররোচিত করছেন)।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় রামায়ণে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥  
মহর্ষি বাণীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥



## বিংশঃ সর্গঃ (২০)

ঐতাকে বাবশেব প্রলোভন দেওয়া

দেবি নেহ ভয়ঃ কার্যঃ ময়ি বিশ্বসিহি প্রিয়ে।  
প্রণয়ঃ চ তত্ত্বেন মৈবঃ ভূঃ শোকলালসা ॥ ৭

‘দেবি ! এই বিষয়ে তোমার ভয় করা উচিত নয়।  
প্রিয়ে ! আমার প্রতি বিশ্বাস রাখো এবং যথার্থরূপে  
প্রেমদান করো। এইভাবে শোকে ব্যাকুল হয়ে যেও না।  
একবেণী অধঃশয্যা ধ্যানঃ মলিনমম্বরম্।  
অহ্মানেহপুণবাসশ্চ নৈতানৌপয়িকানি তে ॥ ৮

‘একবেণী হয়ে থাক, ভূমিতে শয়ন করা, সদা চিন্তা  
করা, মলিন বস্ত্র পরিধান, উপলক্ষ্য ছাড়াও উপবাসে  
থাকা—এ-সকল তোমার যোগ্য নয়।  
বিচিত্রাশি চ মাল্যানি চন্দনান্যগুরুশি চ।  
বিবিধানি চ বাসাংসি দিব্যান্যভরণানি চ ॥ ৯

মহার্হাশি চ পানানি শয়নান্যাসনানি চ।  
গীতং নৃত্যং চ বাদ্যং চ লভ মাং প্রাপ্য মৈথিলি ॥ ১০

‘মৈথিলি ! আমাকে ভালোবেসে তুমি বিচিত্র মাল্য,  
চন্দন, অগুরু, বিভিন্ন প্রকার পরিধেয় বস্ত্র, দিবা  
অলংকারসমূহ, মূল্যবান বিবিধ পানীয়, শয্যা, আসন,  
নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির সুখ ভোগ করো।  
স্ত্রীরত্নমসি মৈবঃ ভূঃ কুরু গাত্রেষু ভূষণম্।  
মাং প্রাপ্য হি কথং বা স্যাদ্ভ্রমনর্হী সুবিগ্রহে ॥ ১১

‘তুমি স্ত্রীকূলে রত্নস্বরূপা। এইরূপ মলিনবেশে  
থেকো না। অঙ্গে আভরণ ধারণ করো। আমাকে সম্মুখে  
পেয়েও তুমি কেন আভরণাদি থেকে বঞ্চিত থাকবে !  
ইদং তে চারু সঞ্জাতং যৌবনং হ্যভিবর্ততে।  
যদতীতং পুনর্নৈতি শ্রোতঃ শ্রোতস্থিনামিব ॥ ১২

‘তোমার এই সুন্দর নবীন যৌবন নদীর প্রবাহের  
মতো (যা গেলে আর আসে না) চলে চলে গেলে আর  
ফিরে আসবে না।  
ত্বাং কৃষ্ণোপরতো মনো রূপকর্তা স বিশ্বকৃৎ।  
নহি রূপোপমা হ্যন্যা তবাস্তি শুভদর্শনে ॥ ১৩

‘হে শুভদর্শনে ! মনে হচ্ছে যে রূপের সৃষ্টিকারী  
জগৎকর্তা তোমাকে সৃষ্টি করার পর সৃষ্টিকার্য হতে বিরত

হয়েছেন ; কেননা, তোমার রূপের সদৃশ অন্য কোন  
স্ত্রীলোক নেই।

ত্বাং সমাসাদ্য বৈদেহি রূপযৌবনশালিনীম্।

কঃ পুনর্নাতিবর্তেত সাক্ষাদপি পিতামহঃ॥ ১৪

‘বিদেহনন্দিনি ! রূপযৌবনসম্পন্ন তোমাকে পেয়ে  
কে এমন পুরুষ আছে—তিনি সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা হলেও  
যার ধৈর্য চ্যুতি ঘটবে না।

যদ্বৎ পশ্যামি তে গাত্রং শীতাং শুসদূশাননে।

তস্মিংস্তস্মিন্ পৃথুশ্রোণি চক্ষুর্মম নিবধাত্তে॥ ১৫

‘পৃথুশ্রোণি, চন্দ্রাননে ! আমার দৃষ্টি তোমার যে যে  
অঙ্গে পড়ছে, সেখানে সেখানে আমার চোখ আটকে  
যাচ্ছে।

ভব মৈথিলি ভাৰ্যা মে মোহমেতৎ বিসর্জয়।

বহীনামুত্তমস্ত্রীণাং মমগ্রমহিষী ভব॥ ১৬

‘মিথিলানন্দিনি ! আমার রাণী হও, মোহ (ভ্রান্তি)  
পরিত্যগ করো। আমার সুন্দরী স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি প্রধান  
মহিষী হও।

লোকেভ্যো যানি রত্নানি সম্প্রমথ্যাহুতানি মে

তানি তে ভীৰু সৰ্বাণি রাজ্যাং চৈব দদামি তে। ১৭

‘ভীৰু ! আমি লোক সকল যথিত করে যে রত্নসমূহ  
আহরণ করেছি, সকলই তোমার হবে এবং এই রাজ্যও  
তোমাকে সমর্পণ করব।

বিজিতা পৃথিবীং সৰ্বাং নানানগরমালিনীম্।

জনকায় প্রদাস্যামি তব হেতোর্বীলাসিনি॥ ১৮

‘বীলাসিনি ! তোমাকে প্রসন্ন করার জন্য বিচিত্র  
অলঙ্কৃত নগরাদি সহ পৃথিবী জয় করে জনকরাজের হস্তে  
সমর্পণ করব।

নেহ পশ্যামি লোকেহন্যং যো মে প্রতিবলো ভবেৎ।

পশ্য মে সুমহদ্বীৰ্যমপ্রতিবন্দ্যমাহবে॥ ১৯

‘এই সংসারে দ্বিতীয় এমন কোন পুরুষ দেখছি না,  
যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তুমি আমার অপ্রতিহত  
বলবীৰ্য (পরাক্রম) দেখবে, যা যুদ্ধে অপরাজ্য  
(সমকক্ষহীন)।

অসকৃৎ সংযুগে ভগ্না ময়া বিমৃদিতকজাঃ

অশক্তাঃ প্রতানীকেষু হাতুং মম সুরাসুরাঃ।

‘আমি যুদ্ধে বহুবার যাদের পতাকা ভেঙে দিয়েছি  
সেইসকল সুর ও অসুর প্রতিপক্ষ হিসেবে আমার সমুদায়  
সমরে অসমর্থ হওয়ায় বহুবার পলায়ন করেছে।

ইচ্ছ মাং ক্রিয়তামদ্য প্রতিকর্ম তবোত্তমম্।

সুপ্রভাবসজ্জতাং তবাসে ভূষণানি হি॥ ২০

‘তুমি আমাকে স্বীকার করে নাও। আজ তোমার  
উত্তম অলংকরণ হোক এবং তোমার অঙ্গ জমকায়  
আভরণে সুসজ্জিত হোক।

সাধু পশ্যামি তে রূপং সুযুক্তং প্রতিকর্মণা।

প্রতিকর্মাভিসংযুক্তা দাক্ষিণ্যেন বরাননে॥ ২১

‘সুযুগি ! আজ আমি যেন প্রণয় সজ্জায় সুসজ্জিত  
তোমার সুন্দর রূপ দেখতে পাচ্ছি।<sup>(১)</sup> তুমি উদারতাবশত  
আমার প্রতি দয়াদ্রু হয়ে শৃঙ্গার যোগ্য অলংকরণে বিভূষিত  
হয়ে যাও।

ভুঙক্ষু ভোগান্ যথাকামং পিব ভীৰু রমস্ব চ  
যথেষ্টং চ প্রযচ্ছ ত্বং পৃথিবীং বা ধনানি চ। ২২

‘ভীৰু ! ইচ্ছানুসারে বিবিধ ভোগসুখ অনুভব করে  
পানাহার ও আনন্দ করো। যথেষ্ট ভূমি ও সম্পদ (ধন) দান  
করো।

ললস্ব ময়ি বিশ্রদ্ধা ধৃষ্টমাজ্জাপয়স্ব চ।

মৎপ্রাসাদাশ্রয়লভ্যাস্ত ললতাং বান্ধবস্তব চ।

‘তুমি বিশ্বাস করে আমার অনুকূল আচরণ করে  
নির্ভয়ে তোমার সেবার জন্য আস্থা করো। আমার উপায়  
দয়া করে, আমার প্রাসাদে ভোগসুখে রত তোমার স্বজন  
বন্ধুরাও যথেষ্ট ভোগ করুক।

ঋদ্ধিং মমানুপশ্য ত্বং শ্রিয়ং ভদ্রে যশস্বিনি।

কিং করিষ্যসি রামেণ সুভগে চীরবাসিনা॥ ২৩

‘ভদ্রে ! যশস্বিনি ! তুমি একবার আমার ঋণ  
ধন-সম্পত্তি বিবেচনা করো। সুভগে ! চীরবস্ত্র পরিধান  
রামের চিন্তা করে কী হবে !

নিকৃষ্টবিজয়ো রামো গতপ্রীর্বনগোচরঃ।

(১) এখানে ভবিষ্যতের বর্তমানের ন্যায় বর্ণনা হওয়ায় ‘ভাবিক’ অলংকার বুঝে নিতে হবে।

ব্রহ্মী হস্তিলশায়ী চ লভে জীবতি বা ন বা ॥ ২৬

‘রাম বিজয়ের আশা পরিত্যাগ কনোছে। শ্রীশীন হয়ে বনে বনে বিচরণ করছে, ব্রতের পালন করছে এবং মাটির বেদীর উপর শয়ন করছে। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে যে সে জীবিত আছে কি না।

নহি বৈদেহি রামস্তাং ব্রহ্মঃ বাপ্যপলভাতে।

পুরোবলাকৈরসিতৈর্মৈঘৈর্জ্যোত্স্নামিবাবৃতাম্ ॥ ২৭

‘বৈদেহনন্দিনি! কৃষ্ণমেঘে ঢাকা ও পুরোভাগে কলকার সারি দ্বারা আবদ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় তোমাকে রামের পাওয়া তো দূরে থাক, দেখতেও পাবে না।

ন চাপি মম হস্তাৎ জ্যোত্স্নামিবাবৃতাম্ ॥ ২৮

হিরণ্যকশিপুঃ কীর্তিমিত্তহস্তগতামিব ॥ ২৮

‘যেমন হিরণ্যকশিপু ইন্দ্রের হস্তগত কীর্তিকে পায়নি, তেমনি রামও আমার হাত থেকে তোমাকে ফিরে পাবে না।

চাক্ষুস্মিতে চাক্ষুদতি চাক্ষুনেত্রে বিলাসিনি।

মনো হরসি মে ভীক সুপর্ণঃ পরগং যথা ॥ ২৯

‘সুস্মিতে, সুদতি, চাক্ষুনেত্রে, বিলাসিনি! ভীক! গরুড় পক্ষী যেমন করে সর্পকে হরণ করে নিয়ে যায়, তেমনভাবেই তুমি আমার মনোহরণ করেছ।

ক্রিষ্টকৌশেয়বসনাং তথ্যীমপানলভুতাম্।

হাং দৃষ্টা শ্বেবু দারেবু রতিং নোপলভাম্যহম্ ॥ ৩০

‘তোমার রেশমী বস্ত্র মলিন হয়ে গেছে। তুমি কৃশ হয়ে গেছ, তোমার অঙ্গও নিরাভরণ হয়ে আছে। তবুও তোমাকে দেখার পর আমি আপন স্ত্রীগণের প্রতি আসক্তি অনুভব করছি না।

অস্তঃপুরনিবাসিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বগুণাধিতাঃ।

বাবৃত্যো মম সর্বসামৈশ্বর্যং কুরু জ্ঞানকি ॥ ৩১

‘জনকনন্দিনি! আমার অস্তঃপুরে নিবাসকারিণী যেসকল সর্বগুণাধিতা রাণীরা আছেন, তাদের মধ্যে তুমি (কর্ত্রী) প্রধানা হয়ে যাও।

মম হ্যসিতকেশ্যস্তে ত্রৈলোক্যপ্রবরস্ত্রিয়ঃ।

তাস্থাং পরিচরিত্বাশ্চি শ্রিয়ামঙ্গরসো যথা ॥ ৩২

‘কৃষ্ণকেশী সুন্দরী! যেমন করে অঙ্গবস্ত্র লক্ষ্মীদেবীর সেবা করে, তেমন করে তুমিও আমার সুন্দরীরা তোমার পরিচর্যা করবে।

দানি বৈশ্রবণে সুক্ক রত্নানি চ ধনানি চ।

তানি লোকাংশ্চ নুশ্রোণি ময়া ভুঙ্ক্ষু যথাসুখম্ ॥ ৩৩

‘সুক্ক! নুশ্রোণি! এখানে কুবেরের যত রত্ন ও ধনরাজি আছে, সেই সর্বকিছু এবং সম্পূর্ণ ত্রিলোক আমার সঙ্গে সুখে উপভোগ করো।

ন রামস্তপনা দেবি ন বলেন চ বিক্লমৈঃ।

ন যনেন ময়া হৃদ্যন্তেক্সা যশসাপি বা ॥ ৩৪

‘দেবি! না তপস্যায়, না শক্তিতে, না পরাক্রমে, না ঐশ্বর্যে, কিংবা ভেজে বা খ্যাতিতে রাম কখনও আমার সমতুল্য নয়।

পিব বিহর রমস্ব ভুঙ্ক্ষু ভোগান্

যনচিত্রং প্রদিশামি মেদিনীং চ।

মগ্নি লল ললনে যথাসুখং স্বং

স্বয়ি চ সমেভ্য ললন্ত বাক্ষবাস্তে ॥ ৩৫

‘তুমি দিব্য রস পান করো, বিহার করো ও রমন করো, তথা অভীষ্টানুসারে ভোগ করো। আমি তোমাকে ধনরাশি ও সারা পৃথিবী সমর্পণ করছি। ললনে! তুমি আমার সাথে থেকে সানন্দে অভীষ্ট দ্রব্যাদি গ্রহণ করো এবং তোমার সাথে তোমার তাই-বন্ধুরাও যথেষ্ট সুখ ভোগ করুক।

কুসুমিততরুজালমস্ততানি

শ্রমরমুতানি

কনকবিমলহারভূষিতাস্ত্রী

বিহর ময়া সহ ভীক কাননানি ॥ ৩৬

‘ভীক! তুমি নির্মল স্বর্ণহারে নিজেই বিভূষিত করে, আমার সঙ্গে সমুদ্রতটবর্তী এই কাননে ভ্রমণ করো, যেখানে কুসুমিত বৃক্ষরাজি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে এবং কাননে শ্রমরকুল গুপ্তন করেছে।’

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে কাশ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

মহর্ষি কাশ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥



## একবিংশঃ সর্গঃ (২১)

সীতাদেবীর রাবণকে প্রত্যুত্তর এবং রাবণকে শ্রীরামচন্দ্রের তুলনায় নগন্য প্রতিপাদন করা

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সীতা রৌদ্রস্যা রক্ষসঃ  
আতী দীনহরা দীনঃ প্রত্যাচাচ ততঃ শনৈঃ ॥ ১

সেই হ্যংকব থাকসের এইরূপ কথা শুনে সীতার  
অত্যন্ত কষ্ট হল। তিনি দীন স্বরে বড় দুঃখের সঙ্গে ধীরে  
ধীরে প্রত্যুত্তর দিতে আশ্রয় করলেন।

দুঃখার্তা রুদতী সীতা বেশমানা তপস্বিনী।  
চিক্ষুয়ন্তী ববাবোহা পতিমেব পতিব্রতা ॥ ২

(সেই সময়ে) সূতনু, পতিব্রতা, তপস্বিনী সীতা দেবী  
দুঃখার্তা হয়ে ক্রন্দন করতে করতে কল্পমানা অবস্থায়  
পতিদেবের চিন্তা করছিলেন।

তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যাচাচ শুচিস্মিতা,  
নিবর্তয় মনো মন্তঃ স্বজনে প্রীয়াতাং মনঃ ॥ ৩

সুস্মিতা বিদেহনন্দিনী সীতা হাতে তৃণ ধারণপূর্বক  
এই প্রকার উত্তর দিলেন—‘তুমি আমার থেকে মন সরিয়ে  
নাও এবং স্বজনের (নিজ পত্নীদের) প্রতি প্রেম নিবেদন  
করো।

ন মাং প্রার্থয়িত্বং যুক্তত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ।  
অকার্যং ন ময়া কার্যমেকপত্ন্যা বিগর্হিতম্ ॥ ৪

‘যেমন করে পাপী পুরুষ সিদ্ধি প্রাপ্তির ইচ্ছা করতে  
পারে না, তেমনি তুমি আমাকে ইচ্ছা করার যোগ্য নয় যে  
কার্য পতিব্রতা নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, সেই অকর্তব্য আমি  
কদাপি করতে পারব না।

কুলং সম্প্রাপ্তয়া পুণাং কুলে মহতি জাতয়া।  
এবমুক্তা তু বৈদেহী রাবণং তং যশস্বিনী ॥ ৫

রাবণং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভূয়ো বচনমব্রবীৎ।  
নাহমৌপয়িকী ভার্গ্যা পরভার্গ্যা সতী তব ॥ ৬

‘কেননা আমি মহান কুলসম্ভবা এবং বিবাহসূত্রে  
আর একটি পবিত্র কুলে (বধূ হয়ে) এসেছি।’ রাবণকে  
এইরূপ বলার পর, বিদেহরাজকুমারী তাহার প্রতি পিছন  
ফিরে আরও বললেন—‘রাবণ! আমি সতী এবং পরস্রী,  
তোমার স্ত্রী হওয়ার যোগ্য নই।

সাধু ধর্মবৈশ্বক্স সাধু সাধুব্রতঃ চ  
মথা তব তথানোয়াং রক্ষা দারা নিশাচরা।

‘নিশাচর! তুমি শ্রেষ্ঠ ধর্মের দিকে মন দাও এবং  
মত সৎপুরুষের ব্রত পালন করো। যেমন করে হোক  
স্রীগণ তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়, তেমনি অন্যের পত্নীকে  
তোমার রক্ষা করা উচিত।

আত্মানমুপমাং কৃত্বা ধ্রুবে দারেষু রম্যতাম্  
অতুষ্টং ধ্রুবে দারেষু চপলং চপলেক্রিয়ম্  
নয়ন্তি নিকৃতিপ্রজ্ঞঃ পরদারাঃ পরাভবম্

‘তুমি নিজেকে আদর্শ স্বরূপ করে নিজের জ  
বৃন্দের প্রতি অনুরক্ত থাকো। যে নিজ স্ত্রীতে সন্তুষ্ট হ  
এবং যার ইন্দ্রিয়গ্রাম অতিশয় চঞ্চল, সেই নীচবুদ্ধি পুরুষ  
পরস্রীগণ পরাভবের দ্বারা পৌঁছে দেয় অর্থাৎ তাকে  
করে।

ইহ সন্তো ন বা সন্তি সতো বা নানুবর্তসে  
যথা হি বিপরীতা তে বুদ্ধিরাচারবর্জিতা।

‘এখানে কি কোন সৎপুরুষ নেই, অথবা থাকলে  
তুমি কি তার অনুসরণ কর না? সেই হেতু তোমার  
এবং বিধি বিপরীত ও সদাচারশূন্য হয়ে পড়েছে!

বচো মিথ্যাপ্রণীতাস্থা পথ্যামুক্তং বিচক্ষণৈঃ।  
রাক্ষসানামভাবায় ত্বং বা ন প্রতিপদাসে ॥ ৭

‘অথবা বুদ্ধিমান পুরুষ — যাঁরা তোমার হিত  
বাক্য (কথা) বলেন, সেগুলি নিঃসার মনে  
রাক্ষসকুলের বিনাশে উদ্যত হওয়ায় তুমি তা  
করছ না।

অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্।  
সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রানি নগরাণি চ ॥ ৮

‘যার মন অপবিত্র এবং যে সদুপদেশ গ্রহণ  
না, এইরূপ অন্যায্যপরায়ণ রাজাদের হাতে পড়ে  
বিশাল সমৃদ্ধ রাজা ও নগর নষ্ট হয়ে যায়।

তথৈব ত্বাং সমাসাদ্য লঙ্কা রত্নৌষসমুদ্রা।

অপরাধাৎ

‘সেই

তোমার

অপরাধেই,

স্বকৃতেইনাম

অতিনন্দতি

‘রাব

কুকর্মের জ

সকল প্রাণী

এবং ত্বাং

দ্রিষ্টেতদ্

‘অ

তোমাকে

রাবণ বিপ

শক্যা

অনন্যা

‘তু

লুক করত

যায় না,

উপায়

কথং

‘জ

নেওয়ার

হব।

অহমৌপ

ব্রতমাতস্য

‘যে

সম্পত্তি,

শ্রীরঘুনা

সাধু রা

বনে বা

‘রা

সহিত মি

হস্তিনীকে

অপরোধ্যে তবৈকস্যা নচিরাৎ বিনশিষ্যতি॥ ১২

‘সেইভাবে রত্নবশিতে পরিপূর্ণ এই লঙ্কাপুত্রী তোমার কবলে এসে, (এখন) শুধুমাত্র তোমার অপরোধই খুব শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে।

হৃকুতৈর্নাম্যনস্য রাবণাদীর্ঘদর্শিনঃ।

অতিনন্দন্তি ভূতানি বিনাশে পাপকর্মণঃ॥ ১৩

‘রাবণ ! যখন কোনও অদূরদর্শী পাপাচারী নিজের কুকর্মের জন্য বিনষ্ট হয়, তখন সেই পাপাচারীর বিনাশে সকল প্রাণী প্রসন্নতা লাভ করে।

এবং স্বাং পাপকর্মণঃ বন্ধান্তি নিকৃতা জনাঃ।

দ্বিষ্টোক্তং বাসনং প্রাপ্তো রৌদ্র ইত্যেব হর্ষিতাঃ॥ ১৪

‘অতএব তুমি যে-সকল লোককে কষ্ট দিয়েছ, তারা তোমাকে ‘পানী’ বলবে এবং আনন্দিত হবে যে নিষ্ঠুর রবণ বিপদে পড়েছে তা ভালোই হয়েছে।

শক্যা লোভয়িতুং নাহমৈশ্বৰ্যেণ ধনেন বা।

অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভা॥ ১৫

‘তুমি ঐশ্বর্যের প্রার্থ্য বা ধনসম্পত্তি দিয়ে আমাকে লুপ্ত করতে পারবে না। রশ্মি যেমন সূর্য থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনি আমি ও শ্রীরঘুনাথ অভিন্ন।

উশ্বায় ভুজং তস্য লোকনাথস্য সংকৃতম্।

কথং নামোপধাস্যামি ভুজমনস্য কস্যচিৎ॥ ১৬

‘জগদীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের সম্মানিত বাহুতে আশ্রয় নেওয়ার পর, আমি কি করে অন্য কোন পুরুষের ভুজলগ্না হবে।

অহমৌপয়িকী ভার্যা তসৌব চ ধরাপতেঃ।

ব্রতপ্রাতস্য বিদ্যেব বিপ্রস্য বিদিতাশ্বনঃ॥ ১৭

‘যেমন বেদবিদ্যা আত্মজ্ঞানী স্নাতক ব্রাহ্মণের সম্পত্তি, তেমনি আমি কেবলমাত্র পৃথিবীপতি শ্রীরঘুনাথের প্রিয়া ভার্যা হওয়ার যোগ্য।

সাবু রাবণ রামেশ মাং সমানয় দুঃখিতাম্।

বনে বাসিতয়া সার্বং করেণেব গজাধিপম্॥ ১৮

‘রাবণ ! তুমি বরং আমার ন্যায় দুঃখিনীকে রামের সহিত মিলিত হতে দাও, যেমন করে বনাঞ্চলে বাসনার্ত হস্তিনীকে গজপতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়।

মিত্রমৌপয়িকং কর্তুং রামঃ হানং পরীক্ষতা।

বন্ধং চানিহতা গোবং স্ব্যাসৌ পুরুষর্ষভঃ॥ ১৯

‘যদি তোমার আপন নগরের সুরক্ষা ও বন্ধন ভয় রহিত হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে ভগবান শ্রীরামের সঙ্গে বন্ধন করে নাও, যেহেতু তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তির।

নিমিত্তঃ সর্বধর্মজঃ শরণাগতবৎসলঃ।

তেন মৈত্রী ভবতু তে যদি জীবিতুমিচ্ছসি॥ ২০

‘ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা ও শরণাগতের প্রতি মেহশীলরূপে বিখ্যাত। যদি জীবিত থাকতে চাও, তাঁর সঙ্গে তোমার মৈত্রী স্থাপন করা উচিত।

প্রসাদয়স্ব স্বং চৈনং শরণাগতবৎসলম্।

মাং চাশ্মৈ প্রযতো ভূত্বা নির্যাতয়িতুমর্হসি॥ ২১

‘তুমি শরণাগতবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে পরিতুষ্ট করো ও শুদ্ধান্তঃকরণে আমাকে তাঁর নিকট প্রত্যর্পণ করো।

এবং হি তে ভবেৎ স্বস্তি সম্প্রদায় রঘুত্তমে।

অনাথা স্বং হি কুর্বাণঃ পরাং প্রাক্সাসি চাপদম্॥ ২২

‘এইভাবে, শ্রীরঘুনাথের নিকটে আমাকে সঁপে দিলে তোমার মঙ্গল হবে। অন্যথায় তুমি ভয়ানক ভীষণ বিপদে পড়বে।

বর্জয়েদ্ বজ্রমুৎসৃষ্টং বর্জয়েদন্তকশ্চিরম্।

তুষ্টিং ন তু সংক্রুদ্ধো লোকনাথঃ স রাঘবঃ॥ ২৩

‘তোমার মতো নিশাচরকে কখনও কখনও (ইন্দ্রেব) হস্তপ্রদত্ত বজ্র অথবা কখনও কালান্তক (যমরাজও) উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাতিশয় ক্রুদ্ধ লোকনাথ রঘুপতি রামের হাত থেকে তুমি কখনও রক্ষা পাবে না।

রামস্য ধনুষঃ শব্দঃ শ্রোষ্যসি স্বং মহাশ্বনম্।

শতক্রতুবিসৃষ্টস্য

নির্ঘোষমশনেব॥ ২৪

‘ইন্দ্রের দ্বারা নিষ্কিপ্ত অশনি-নির্ঘোষের অর্থাৎ, (বজ্র নির্ঘোষের) ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের মহা টংকার তুমি শুনতে পাবে।

ইহ শীঘ্রং সুপর্বাণো জলিতাস্যা ইবোরগাঃ।

ইযবো নিপতিষ্যতি রামলক্ষ্মণলক্ষিতাঃ॥ ২৫

‘এই স্থানে আনবেই বাম ও লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত সূগাম  
(অর্থাৎ সুন্দর-পর্বত) আলামণী শব্দসমূহ সর্গের নাম  
বাঁধে হবে।

রক্ষাংসি নিহনিষ্যতঃ পূর্য্যামসাং ন সংশয়ঃ।  
অসম্পাতঃ করিষ্যতি পতন্তঃ কুঙ্কবাসসঃ॥ ২৬

‘তাদের (বাম ও লক্ষ্মণ) কক্ষপাণ্ডু (অর্থাৎ  
উজ্জ্বলব পালকসম্পন্ন) বাবসমূহ এই নগরীর  
বাক্সকুলকে বধ করবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।  
এইকণ শব্দ-বর্ধনের ফলে এই নগরীর তিলমাত্র স্থানও  
বাকী থাকবে না।

রাক্ষসেন্দ্রমহাসর্গান্ স রামগজ্জড়ো মহান।  
উজ্জরিষ্যতি বেগেন বৈনতেয় ইবোরগান্॥ ২৭

‘যেমন করে পক্ষীরাজ গজ্জড় বিশাল বিশাল  
সাপসমূহকে সবলে তুলে নিয়ে যায়, সেইভাবে রামকপী  
গজ্জড় রাক্ষসরাজতুল্য বড় বড় রাক্ষসকে উন্মূলিত অর্থাৎ  
উচ্ছিন্ন করে দেবে।

অপনেষ্যতি মাং ভর্তা হুস্তঃ শীঘ্রমরিন্দমঃ।  
অসুরেভ্যঃ প্রিয়ঃ দীপ্তাং বিষ্ণুস্তিভিরিব ক্রমৈঃ॥ ২৮

‘যেমন করে ভগবান বিষ্ণু নিজের তিনটি পদক্ষেপে  
অসুরদের দীপ্তিময়ী রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে নিয়েছিলেন,  
তেমনি সীতাপতি রিপুসুন্দর শ্রীরামচন্দ্র আমাকে অচিরে  
তোমার কাছ থেকে উদ্ধার করবেন।

জনহানে হতহানে নিহতে রক্ষসাং বলে।  
অশক্বেন দ্ব্যা রক্ষঃ কৃতমেতদসাধু বৈ॥ ২৯

‘রাক্ষস ! রাক্ষস সৈন্যসমূহ বিলম্বিত হওয়াতে  
জনপদগুলিতে তোমার আশ্রয় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধ করতে  
অসমর্থ তুমি ছল ও চৌর্যের অবলম্বনে এই নীচ (আমার  
অপহরণ) কার্য করেছ।

আশ্রমঃ তন্ত্রয়োঃ শূন্যঃ প্রবিশ্য নরসিংহরোঃ  
গোচরঃ গতয়োর্জ্যোত্সরপনীতা স্বয়ামহা॥ ৩০

ইত্যার্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় নামায়ণে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একবিংশ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

মর্ত্যর্থে বামায়ণে আদিকাব্যে নামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

‘নীচ নিশাচর ! তুমি পুরুষসিংহ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের  
অনুপস্থিতিতে আশ্রমে প্রবেশ করে আমাকে হরণ করে  
উঁরা দুইজন সেই সময়ে মায়ামূগকে ধরার জন্য কলহ  
দ্বিগোষ্ঠিলেন (নচেৎ তুমি হাতে হাতে ফল পেয়ে যেতে)

নহি গদামুগায়াম রানিলক্ষ্মণরোদ্রা  
শকাং সংদর্শনে হ্রাতুং শূন্য শার্দূলয়োরিব॥ ৩১

‘শার্দূলের আশ্রাণ যেমন সাবন্দের সহ্য করতে  
না, তেমনি তুমি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের আশ্রাণ পেলে, উঁরা  
সামনে টিকে থাকতে পারবে না।

তস্যা তে বিগ্রহে ভাভ্যাং যুগপ্রহণমহিরম্  
বৃদ্ধসোবেদ্রবাহভ্যাং বাহোরেকস্যা বিগ্রহে

‘সব্যাসচী ইন্দ্রের সঙ্গে শুধুমাত্র একটি বাহুরে  
করা যেমন বৃদ্ধাসুরের পক্ষে অসম্ভব ছিল, তেমনি  
ডাইয়ের সাথে (রাম ও লক্ষ্মণের সাথে) যুদ্ধে টিকে  
তোমার পক্ষে অসম্ভব।

ক্ষিপ্রং তব স নাথো মে রামঃ সৌমিত্রিণ্য সহ।  
তোয়মম্মিবিদিত্যঃ প্রাণানাডাসাতে শরৈঃ॥ ৩২

‘অচিরেই আমার প্রাণনাথ শ্রীরাম সৌমিত্রি লক্ষ্মণ  
সঙ্গে এসে তোমার প্রাণ হরণ করবেন, যেমন করে  
অল্প জলরাশিকে বিশুদ্ধ করে দেয়।

গিরিং কুবেরস্য গতোহথবাহুহলয়ঃ

সভাং গতো বা বরুণস্য রাজঃ  
অসংশয়ঃ দাশরথ্যের্বিমোক্ষসে

মহাক্রমঃ কালহতোহশনেরিব॥ ৩৩

‘তুমি কুবের পর্বতে অথবা কুবেরের গৃহে লুকি  
থাকো কিংবা বরুণরাজের সভায় (লুকিয়ে থাকো)  
মহাকালের দ্বারা পূর্বেই বিনষ্ট বৃক্ষ যেমন বজ্রাঘাতে  
হয়ে যায়, তেমনি কাল তোমাকে ইতঃপূর্বেই  
করেছেন, নিঃসন্দেহে রঘুপতি রামের বাণে  
নিহত হবে।’

রাবণ

সীতার

প্রভাব

সীতার

প্রিয়দর্শিনী সীতা

গণা যথা

গণা যথা

‘সংসারে

অনুন্নয়-বিনয়

পদ্য ; কিন্তু

তেমনি তেমনি

করে চলেছ।

সমিয়াছেতি মে

দ্রবতো মা

‘যেমন

অশ্বগণকে নিয়

আমার ক্রোধকে

বামঃ কামো

জনে তন্মিঃ

‘মনুষ্যের

এটি নিবন্ধ হয়,

এতস্মাৎ কার

বখার্বামবমানার্হাঃ

‘সুখি !

তোমাকে বধযোগ

হত্যা করছি না।

পক্ষ্মাণি হি ব

তেষু তেযু বা

‘বিদেহরাজ

বাকাসমূহ বলছ,

দেওয়া উচিত।’

এবমুক্তা তু

কোষসংরক্ষসংযুক্ত

বিদেহরাজকু

আবেশে পরিপূর্ণ



## দ্বাবিংশঃ সর্গঃ (২২)

রাবণের সীতাকে দু'মাসের সময় দেওয়া, সীতার রাবণকে তিরস্কার, পুনরায় রাবণের সীতাকে ধমক দিয়ে রাক্ষসীগণের নিয়ন্ত্রণে রেখে স্ত্রীকুলের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে যাওয়া

সীতায়্য বচনং শ্রদ্ধা পরমং রাক্ষসেশ্বরঃ।  
প্রত্যাচ ততঃ সীতাং বিপ্রিয়ং প্রিয়দর্শনাম্॥ ১

সীতার কণ্ঠের বাক্য শ্রবণ করে রাক্ষসরাজ রাবণ  
প্রিয়দর্শিনী সীতার প্রতি অপ্রিয় উত্তর দিলেন—

যথা যথা সান্ত্বয়িতা বশ্যঃ স্ত্রীণাং তথা তথা  
যথা যথা প্রিয়ং বক্তা পরিভূতস্তথা তথা॥ ২

‘সংসারে পুরুষেরা যেমন যেমন স্ত্রীলোকের কাছে  
অনুন্নয়-বিনয় করে, তেমন তেমন করে তাদের প্রিয়  
পায় ; কিন্তু আমি তোমাকে যে যে মিষ্টি কথা বলেছি,  
তেমনি তেমনি (বিপরীতভাবে) তুমি আমাকে তিরস্কার  
করে চলেছ।

সন্নিয়চ্ছতি মে ক্রোধঃ হ্রয়ি কামঃ সমুখিতঃ।  
দ্রবতো মার্গমাসাদ্য হয়ানিব সুসারথিঃ॥ ৩

‘যেমন করে পারদর্শী সারথী বিপথে ধাবমান  
অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি তোমার প্রতি আসক্তি  
আমার ক্রোধকে সংযত রেখেছে

বামঃ কামো মনুষ্যাণাং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে।

জনে তস্মিংস্তনুক্রোশঃ স্নেহশ্চ কিল জায়তে॥ ৪

‘মনুষ্যের মধ্যে আসক্তি একটি বড় ছালা। যার প্রতি  
এটি নিবদ্ধ হয়, তার প্রতি করুণা ও স্নেহ উৎপন্ন হয়।

এতস্মাৎ কারণাৎ ত্বাং ঘাতয়ামি বরাননে।

বধার্হামবমানার্হাং মিথ্যা প্রব্রজনে রতাম্॥ ৫

‘সুখি ! এইটাই কারণ যে, মিথ্যা বৈরাগ্যে রতা  
তোমাকে বধযোগ্য ও তিরস্কার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি  
হত্যা করছি না।

পরম্বাণি হি বাক্যানি যানি যানি ব্রবীষি মাম্।

তেষু তেষু বধো যুক্তস্তব মৈথিলি দারুণঃ॥ ৬

‘বিদেহরাজকুমারী ! তুমি আমাকে যে যে কণ্ঠের  
বাক্যসমূহ বলছ, সেগুলির জন্য তোমাকে কণ্ঠের প্রাণদণ্ড  
দেওয়া উচিত।’

এবমুদ্বা তু বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাপিঃ।

ক্রোধসংরক্তসংযুক্তঃ সীতামুত্তরমব্রবীৎ॥ ৭

বিদেহরাজকুমারী সীতাকে এইপ্রকার বলে ক্রোধের  
আবেশে পরিপূর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে পুনরায় প্রত্যুত্তর

দিল—

বৌ মাসৌ রক্ষিতবৌ মে যোহবধিস্তে ময়া কৃতঃ।

ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি॥ ৮

‘আমি তোমার জন্য দুই মাস পর্যন্ত যে সময়-সীমা  
নির্দিষ্ট করেছি, সেটি আমাকে পালন করতে হবে।

তারপর, তোমাকে আমার শয়ন-শয্যা আসতে হবে।

যাভ্যামুর্ধ্বং তু মাসাভ্যাং ভর্তারং মামনিচ্ছতীম্।

মম ত্বাং প্রাতরাশার্ধে সূদাচ্ছেৎসান্তি খণ্ডশঃ॥ ৯

‘অতএব মনে বেখো—দুই মাস পর্যন্ত সময়ের পরে  
পতিরূপে আমাকে না চাইলে, সূপকারগণ আমার

প্রাতঃরাশের জন্য তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে  
ফেলবে !’

তাং ভৎস্যমানাং সন্ত্প্রক্ষ্য রাক্ষসেদ্রেণ জানকীম্।

দেবগন্ধর্বকন্যাষ্টা বিষেদুর্বিকৃতেশ্চণাঃ॥ ১০

রাক্ষসরাজ রাবণকর্তৃক জনকনন্দিনী সীতাকে  
এইভাবে ভৎসিতা হতে দেখে দেবকন্যা ও গন্ধর্বকন্যাগণ

মদিননেত্রে বিষণ্ণতা প্রকাশ করলেন।

ওষ্ঠপ্রকারৈরপরা নেত্রৈর্বিক্রুদ্ধথাপরাঃ।

সীতামাশ্বাসয়ামাসুস্তর্জিতাং তেন রক্ষসা॥ ১১

তাদের মধ্যে কেউ ওষ্ঠের সংকেতে, কেউ বা  
নেত্রের ইঙ্গিতে, আবার কেউ কেউ মুখভঙ্গিমার দ্বারা

রাক্ষসকর্তৃক ভৎসিতা সীতাকে আশ্বস্ত করলেন।

ভাভিরাশ্বাসিতা সীতা রাবণং রাক্ষসাপিঃ।

উবাচাস্থহিতং বাক্যং বৃদ্ধশৌচীর্ষগর্বিতম্॥ ১২

তাদের দ্বারা আশ্বাসিতা সীতা রাক্ষসরাজ রাবণকে,  
স্বকীয় সদাচার (পাতিব্রত) এবং পতির শৌর্ষে গর্বিতা হয়ে

হিতকর বাক্য বললেন—

নুনং ন তে জনঃ কশ্চিদশ্মিগিঃশ্রেয়সি হিতঃ।

নিবারয়তি যো ন ত্বাং কর্মণোহস্মাদ্ বিগর্হিতাৎ॥ ১৩

‘নিঃসন্দেহে এই নগরীতে কেউই তোমার  
শুভকাজক্ষী নেই, যে তোমাকে এইরূপ গর্হিত কর্ম হতে

বিরত করতে পারে !

মাং হি ধর্মাস্তনঃ পত্নীং শচীমিব শচীপতেঃ।

ত্বদনান্তিষু লোকেষু প্রার্থয়েৎখনসাপি কঃ॥ ১৪

‘শচীদেবী যেমন ইন্দ্রের ধর্মপত্নী, আমিও তেমনই  
ধর্মীয়া শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী। ত্রিভুবনে তুমি বাতিরেকে  
এমন কে আছে, যে মনে মনে ও আমাকে কামনা করে !  
রাক্ষসধর্ম রামস্যা ধার্ম্যমিততেজসঃ।

উক্তবানসি যৎ পাপং হ গতস্তস্য মোক্ষাসে॥ ১৫

‘নীচ রাক্ষস ! তুমি অমিত তেজস্বী শ্রীরামচন্দ্রের  
ভার্যার সঙ্গে যেসব পাপ-বাক্য বলছ, তার ফলস্বরূপ  
শাস্তির থেকে কোথায় গিয়ে অব্যাহতি পাবে !

যথা দৃষ্টম্ভ মাতঙ্গঃ শশকঃ সহিতৌ বনে  
তথা ধিরমবদ্ রামস্তঃ নীচ শশবৎ শ্বতঃ॥ ১৬

‘যেমন মস্ত হস্তী ও শশক নৈববশে বনমধ্যে একে  
অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তেমনি শ্রীরাম দস্তীহস্তীর ন্যায়  
এবং তুমি শশকের তুল্য

স হুমিত্বাকুনাথঃ বৈ ক্রিপমিহ ন লজ্জসে  
চক্ষুষো বিষয়ে তস্য ন যাবদুশগচ্ছসি॥ ১৭

‘ওহে ! ইক্ষুকুনাথ শ্রীরামের নিন্দা করতে তোমার  
লজ্জা হচ্ছে না, যতক্ষণ শ্রীরামের চোখের বিষয়ীভূত না  
হচ্ছে, অর্থাৎ চোখের সামনে না পড়ছে (ততক্ষণ যা বলার  
বলে নাও !)

ইমে তে নয়নে ক্রুরে বিকৃতে কৃষ্ণপিঙ্গলে,  
ক্ষিতৌ ন পতিতে কস্মাদ্যামনার্য নিরীক্ষতঃ॥ ১৮

‘ওহে রাক্ষস ! আমার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করার  
সময় তোমার ক্রুর ও বিকারগ্রস্ত কালো-হলুদ চোখ দুটো  
কেন মাটিতে ছিটকে পড়ে না ?

তস্য ধর্মাত্মনঃ পত্নী সূয়া দশরথস্য চ।  
কথং ব্যাহরতো মাং তে ন জিহ্বা পাপ নীর্যতি॥ ১৯

‘আমি ধর্মপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী ও মহারাজ  
দশরথের পুত্রবধূ। আমাকে পাপ বচন বলার সময় কেন  
তোমার জিহ্বা বিগলিত হয়ে যাচ্ছে না ?

অসংদেশাত্ম রামস্য তপসচ্চানুপালনাৎ।  
ন হ্যং কুর্মি দশগ্রীব উদ্য উদ্মার্বতেজসা॥ ২০

‘দশানন রাবণ ! আমার তেজোরশ্মি তোমাকে  
ভস্মীভূত করার পক্ষে যথেষ্ট। কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের  
অনুমতি না পাওয়ায় এবং আপন তপস্যাকে (সুরক্ষিত  
ভাবে) পালনের জন্য আমি তোমাকে ভস্মসাৎ করছি না।

নাপহর্তুমহং শক্যা তস্য রামস্য ধীমতঃ।  
বিধিস্তব বধার্থায় বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২১

‘আমি ধীমান শ্রীরামের ভার্যী, আমাকে হরণ  
অন্যার শক্তি তোমার মধ্যে নেই ( অর্থাৎ তোমার সাধ্য  
না আমাকে হরণ করার)। নিঃসন্দেহে বিধাতা তে  
বিনাশের জন্য এই বিধান (এইরূপ কার্য) কবিয়েছেন

শুরেণ ধনদজ্ঞাতা বলৈঃ সমুদিতেন চ,  
অপোহ্য রামং কস্মাচ্চিদ দারচৌর্যং দ্বয়া কৃতম্

‘তুমি তো নিজেকে শক্তিশালী শূরবীর মনে  
কুবের রাজের ভ্রাতা তুমি এবং তোমার অনেক সৈন্য  
তবু শ্রীরামচন্দ্রকে ছলনা করে (আশ্রম থেকে) দূরে  
নিয়ে গিয়ে (একাকিনী) তাঁর ভার্যাকে তুমি কেন  
করলে ?’

সীতয়া বচনং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসধিপঃ  
বিবৃতা নয়নে ক্রুরে জ্ঞানকীমঘবৈষ্ণবঃ

সীতার কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুর ক  
বিস্তারিত করে সীতাকে নিরীক্ষণ করলেন।

নীলজীমূতসংকাশো মহ্যভুজশিরোমুখঃ।  
সিংহসত্ত্বগতিঃ শ্রীমান্ দীপ্তজিহ্বোগ্রলোচনঃ

রাবণ কৃষ্ণমেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ ও বিশাল  
ছিল। তার বাহুদ্বয় ও গ্রীবা দীর্ঘ ছিল। সে গতি ও শক্তি  
ছিল সিংহতুল্য এবং তাকে তেজোদীপ্ত দেখাচ্ছিল।  
জিহ্বা ও চক্ষুদ্বয় প্রদীপ্ত আগুনের শিখার মতো প্রভা  
হচ্ছিল।

চলত্রমুকুটপ্রাংশুচিহ্নমাল্যানুলেপনঃ  
রক্তমাল্যধরধরস্তপ্তাঙ্গদবিভূষণঃ

শ্রোণীসূত্রেশ মহতা মেচকেন সুসংবৃতঃ  
অমৃতোৎপাদনে নক্ষো ভুজঙ্গেনেব মন্দরঃ

ক্রোধে রাবণের মুকুটের অগ্রভাগ বেকে গিয়ে  
তাকে উচ্চতায় বিশাল মনে হচ্ছিল। বিবিধ ফুলের মা  
অনুলেপন ছিল অঙ্গে এবং পাকা সোনায় তৈরি বস্ত্র  
শোভিত হচ্ছিল। লাল ফুলের মালা ও রক্ত বস্ত্র  
পরিধানে ছিল। কোমরে কৃষ্ণবর্ণের দীর্ঘ কটিসূত্র বাঁধ  
সেইহেতু রাবণকে অমৃত মছনের কালে বাসুকি  
পরিবেষ্টিত মন্দার পর্বতের মতো দেখাচ্ছিল।

তাজ্যাং স পরিপূর্ণাজ্যাং ভুজাজ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ  
শুভভেহচলসংকাশঃ শৃঙ্গাড্যামিব মন্দরঃ

পর্বতের মতো বিশালাকার রাক্ষসরাজ রাবণ  
দুটি পরিপুষ্ট বাহুদ্বয়ে শোভিত হচ্ছিল, যেমন শৃঙ্গ



দ্বারা মন্দার পর্বত সুশোভিত।

ভরুপাদিতাবর্ণাভাঃ কুণ্ডলাভাঃ বিভূষিতঃ

রক্তপল্লবপুষ্পাভামশোকাভামিবাচলঃ ॥ ২৮

প্রাতঃকালীন অরুণাদিত্যের সূর্যের মতো অরুণ-  
পীত-দীপ্তিতে কুণ্ডলদ্বয় তার কর্ণের শোভা বর্ধন করছিল  
মনে হচ্ছিল লাল পত্র ও পুষ্পে সুশোভিত দুটি অশোক  
বৃক্ষ কোন পর্বতকে শোভাযিত করছিল।

স কল্পবৃক্ষপ্রতিমো বসন্ত ইব মূর্তিমান্।

শ্মশানচৈতাপ্রতিমো ভূষিতোহপি ভয়ংকরঃ ॥ ২৯

রাবণ অভিনব শোভায় কল্পবৃক্ষ ও মূর্তিমান বসন্তের  
সমতুল্য দেখাচ্ছিল। আভরণে বিভূষিত হলেও  
শ্মশানচৈতোর<sup>১</sup> (শ্মশানের দেবালয়ের) ন্যায় ভয়ংকর  
মনে হচ্ছিল।

অবেক্ষমাণো বৈদেহীং কোপসংরক্তলোচনঃ।

উবাচ রাবণঃ সীতাং ভুজঙ্গ ইব নিঃশ্বসন্ ॥ ৩০

রাবণ ক্রোধে রক্তিম নেত্রদ্বয়ে সীতাকে দেখতে  
লাগল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস রত সর্পের মতো ক্রোধপূর্বক  
সীতাকে বলল।

অনয়েনাভিসম্পন্নমর্থহীনমনুরতে

নাশয়াম্যহমদ্য ভ্রাতৃ সূর্যঃ সন্ধ্যামিবৌজসা ॥ ৩১

‘অন্যায়পরায়ণ ও নির্ধন মানুষের অনুসরণকারিণী  
নারী! যেমন করে সূর্যদেব আপন দীপ্তিতে সন্ধ্যার অন্ধকার  
মট করে দেয়, তেমনি আমি আজই তোমাকে হত্যা  
করব।’

ইত্যঙ্ক মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।

সংদর্শ্য ততঃ সর্বা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৩২

মিথিলেশকুমারী সীতাকে এইকপ বলে, শত্রুকুলকে  
কাঁদিয়ে দিতে সক্ষম রাবণ ভয়ংকর দর্শন সকল রাক্ষসীদের  
দিকে দৃষ্টিপাত করল।

একাক্ষীমেককর্ণাং চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা।

গোকর্ণীং হস্তিকর্ণীং চ লম্বকর্ণীমকর্ণিকাম্ ॥ ৩৩

হস্তিপদাশ্বপদ্যো চ গোপদীং পাদচূলিকাম্।

একাক্ষীমেকপাদীং চ পৃথুপাদীমপাদিকাম্ ॥ ৩৪

অতিমাত্রশিরোগ্রীলামতিমাত্রকুচোদরীম্

অতিমাত্রাস্রোত্রেণ চ দীর্ঘজিহ্বানখামপি ॥ ৩৫

অনাসিকাং সিংহমুখীং গোমুখীং শূকরীমুখীম্।

যথা যবশগা সীতা কিপ্রং ভবতি জানকী ॥ ৩৬

তথা কুরুত রাক্ষসায় সর্বাঃ কিপ্রং সমেতা বা।

প্রতিলোমানুলোমৈশ্চ সামদানাদিভেদনৈঃ ॥ ৩৭

আবর্জ্যাত বৈদেহীং দণ্ডস্যোদ্যমনেন চ।

একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণ প্রাবরণা (লম্বা কানের দ্বারা  
যাদের শরীর ঢেকে যায়), গোকর্ণী, হস্তিকর্ণা, লম্বকর্ণা,  
অকর্ণিকা (যাদের কান নেই), হস্তিপদী, অশ্বপদী, গোপদী,  
পাদচূলিকা (কেশবহুল পদদ্বয় যাদের), একাক্ষী, একপাদী,  
পৃথুপাদী, অপাদিকা (পা নেই যাদের), অতিমাত্র  
শিরোগ্রীবা (বিশাল মস্তক ও গর্দান যাদের), অতিমাত্র  
কুচোদরী (অতিশয় বিশাল স্তনদেশ ও উদর যাদের)  
অতিমাত্র মুখ ও নেত্র সম্পন্না, দীর্ঘজিহ্বানখা, অনাসিকা,  
সিংহমুখী, গোমুখী তথা শূকরমুখী—এই সমস্ত রাক্ষসীদের  
(রাবণ) আদেশ করল - ‘নিশাচরবৃন্দ! তোমরা সবাই  
একসঙ্গে অথবা একে একে শীঘ্র এমন চেষ্টা করো, যাতে  
জনকনন্দিনী সীতা অচিরে আমার বশীভূত হয়। অনুকূল ও  
প্রতিকূল উপায়সমূহ দ্বারা সাম, দান, ভেদ-নীতি এবং  
দণ্ডের ভয় দেখিয়ে সীতাকে বশে আনার চেষ্টা করো।’

ইতি প্রতিসমাদিশ্য রাক্ষসেন্দ্রঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৮

কামমন্যুপরীতাঙ্ঘা জানকীং প্রতি গর্জত।

রাক্ষসীদেরকে এইরূপে বারংবার আদেশ দিয়ে  
কামক্রোধযিতাঙ্ঘা রাক্ষসরাজ জানকীর প্রতি দৃষ্টি  
নিষ্ক্ষেপপূর্বক গর্জন করতে লাগল।

উপগমা ততঃ কিপ্রং রাক্ষসী ধান্যমালিনী ॥ ৩৯

পরিষজ্য দশগ্রীবমিদং বচনমত্রবীৎ।

তদনন্তর রাক্ষসীদের সশ্রাবী মন্দোদরী ও  
ধান্যমালিনী নামক রাক্ষসকন্যা শীঘ্র রাবণের নিকটে গিয়ে  
তাকে আলিঙ্গনপূর্বক বলল—

<sup>১</sup>প্রাচীনকালে নগরের নিকটবর্তী শ্মশানে একটি গোলাকার দেবালয়ের মতো স্থান তৈরি করা হত, যেখানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত  
ব্যক্তিকে জল্লাদ দ্বারা হত্যা করা হত। কাউকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার পূর্বে সেই মন্দিররূপী স্থানটিকে ফুলমালা আদি দিয়ে খুব সাজানো হত।  
সেই সম্ভিজত শ্মশানচৈতাকে দেখেই লোকে ভয়ে এত হত যে আজ কাউকে এখানে হত্যা করা হবে! সুতরাং শ্মশানচৈত্যা পুষ্পমালা  
সুশোভিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন ভয়ংকর প্রতীত হত, তেমনিই সুন্দরভাবে সম্ভিজত রাবণ ও সীতার নিকট ভয়ানক প্রতীত হচ্ছিল, কেননা  
সে সীতার সতীত্ব নষ্ট করতে চাইছিল।



ময়া ক্রীড় মহারাজ সীতয়া কিং তবানয়া ॥ ৪০  
বিবর্ণয়া কৃপণয়া মনুষ্যা রাক্ষসেশ্বর।

‘মহারাজ রাক্ষসরাজ ! আপনি আমার সঙ্গে ক্রীড়া  
করুন। এই বিবর্ণ ও দীন মানবী সীতাকে আপনার কী  
প্রয়োজন ?

নুনমস্যাং মহারাজ ন দেবা ভোগসম্ভবান্ ॥ ৪১  
বিদগ্ধতামরশ্রেষ্ঠাত্বং বাহুবলার্জিতাম্

‘মহারাজ ! নিশ্চয় দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সীতার ভগ্নো  
আপনার বাহুবলে উপার্জিত স্বর্গীয় উত্তম ভোগা নির্ধারণ  
করেননি।

অকামাং কাময়ানসা শরীরমুপতপাতে ॥ ৪২  
ইচ্ছতীং কাময়ানসা প্রীতির্ভবতি শোভনা।

‘প্রাণনাথ ! যে স্ত্রীলোক নিজে থেকে প্রেম নিবেদন  
করে না, তাকে কামনা করলে শরীরে কেবল তাপ উৎপন্ন  
হয়, কিন্তু যে তার প্রতি অনুরক্ত, সেরূপ স্ত্রীলোককে  
কামনা করলে উত্তম প্রসন্নতা লাভ হয়’

এবমুক্তস্য রাক্ষসা সমুৎক্ষিপ্তত্বতো বদী।

প্রহসন্ মেঘসংকাশো রাক্ষসঃ স ন্যবর্তত ॥ ৪৩

যখন রাক্ষসী এইরূপ বলছিল, তখন কিছুটা দূরে

সরে গিয়ে, ঘনকমল মেঘের বর্ণভূজা রাক্ষস  
অট্টহাস্য করতে করতে প্রাসাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করল।  
প্রহিতঃ স দশগ্রীবঃ কক্ষয়ামিন মেদিনীম্  
জলজ্জানরসংকাশং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ৪৪

অশোক বাটিকা হতে প্রস্থান করে, পৃথিবীকে  
প্রকম্পিত করে দশগ্রীব রাবণ উদ্দীপ্ত সূর্যের মতো নিজে  
মহলে প্রবেশ করল।

দেবগন্ধর্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ তাবৃত্তাঃ  
পরিবার্য দশগ্রীবঃ প্রবিষ্টত্বা গৃহোত্তমম্ ॥ ৪৫

দেবকন্যা, গন্ধর্বকন্যা, নাগকন্যাগণও রাবণকে  
চতুর্দিকে পরিবৃত্ত করে তার সাথে শ্রেষ্ঠ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ  
করল।

স মৈথিলীং ধর্মপরামনহিতাং  
প্রবেশমানাং পরিভ্রুংসা রাবণঃ ॥ ৪৬

বিহার্য সীতাং মদনেন মোহিতঃ  
স্বমেব বেষ্ম প্রবিবেশ রাবণঃ ॥ ৪৭

এইভাবে স্বধর্ম পালনে তৎপর, ছিন্নচিত্ত এবং  
ভয়প্রকম্পিতা মিথিলেশকুমারী সীতাকে আশঙ্কাজনক  
সেই কামমোহিত রাবণ নিজের প্রাসাদে প্রস্থান করল।

ইত্যর্ধে শ্রীমদ্রামায়ণে বাস্কীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাস্কীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

## ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ (২৩)

রাক্ষসীবৃন্দ কর্তৃক সীতাকে বোঝানো

ইত্যুক্তা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরানবঃ।

সন্দিশ্য চ ততঃ সর্বা রাক্ষসীর্নির্জগাম হ ॥ ১

শত্রুদের আর্তনাদ উৎপাদনকারী রাজা রাবণ  
সীতাকে এইভাবে (পূর্বোক্ত) কথা বলে এবং তাঁকে বশে  
আনার জন্য রাক্ষসীবৃন্দকে আদেশ করে সেই স্থান হতে  
নির্গত হলেন।

নিষ্কান্তে রাক্ষসেভ্যে হু পুনরন্তঃপুনঃ গতে।

রাক্ষসো ভীমরূপাত্মাঃ সীতাং সমভিদুঃস্ববুঃ ॥ ২

অশোকবাটিকা থেকে নিষ্কান্ত হয়ে যখন রাক্ষস  
রাবণ অন্তঃপুরে চলে গেলেন, তখন তত্রস্থ ভয়ংকর  
রাক্ষসীবৃন্দ চতুর্দিক থেকে সীতার সন্নিকটে দৌড়ে এসে  
ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যাঃ ক্রোধমুর্ছিতাঃ।

পরঃ পরুষয়া বাচা বৈদেহীমিদমব্রুবুঃ ॥ ৩  
বিদেহকুমারী সীতার নিকটে এসে ক্রোধান্বিত ভাষা  
সেই সকল রাক্ষসীগণ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় (সীতাকে)  
এইকপ বলতে লাগল—

পৌলস্ত্যসা বরিত্তসা রাবণসা মহাস্থনঃ।  
দম্পতীবসা ভাৰ্য্যাত্মং সীতে ন বহু মনাসে॥ ৪

‘সীতে ! তুমি পুলস্ত্যবংশোদ্ভব সর্বশ্রেষ্ঠ দশানন  
রাবণের জায়া হওয়াকেও বড় বলে কিছু ভাবছ না ?’

ততস্তেকজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।  
জামন্ত্য ক্রোধতাপ্রাক্ষী সীতাং করতলোদগ্ৰীম্। ৫

তৎপশ্যাৎ একজটা নামক রাক্ষসী ক্রোধে রক্তবর্ণ  
নয়নে ক্রোধাদরী সীতাকে উচ্চৈঃস্বরে বলল—

প্রজাপতীনাং ষমাং তু চতুর্থোহয়ং প্রজাপতিঃ।  
মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুলস্ত্য ইতি বিশ্রুতঃ। ৬

‘বিদেহকুমারী ! ‘পুলস্ত্য’ হলেন ছয়জন<sup>(১)</sup>  
প্রজাপতির মধ্যে চতুর্থ এবং ব্রহ্মার মানস পুত্র এইভাবে  
তাঁর সর্বত্র খ্যাতি আছে

পুলস্ত্যস্য তু তেজস্বী মহর্ষির্মানসঃ সুতঃ।  
নামা স বিশ্রবা নাম প্রজাপতিসমপ্রভঃ॥ ৭

‘মহাত্মা পুলস্ত্যের মানসপুত্র হলেন তেজস্বী মহর্ষি  
বিশ্রবা। তিনি প্রভায় (খ্যাতিতে) প্রজাপতির সমতুল্য।

তস্য পুত্রো বিশালাক্ষি রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।  
তস্য স্বঃ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভাৰ্য্য ভবিতুমর্হসি। ৮

ময়োক্তং চারুসর্বাঙ্গি বাক্যং কিং নানুমন্যসে।

‘বিশাললোচনে ! শত্রুদের ত্রস্তকারী এই মহারাজ  
রাবণ তাঁর (বিশ্রবার) পুত্র এবং সকল রাক্ষসদের রাজা।  
তুমি তাঁর ভাৰ্য্য হয়ে যাও। সর্বাঙ্গসুন্দরী ! আমার এই কথা  
কেন তুমি অনুমোদন করছ না ?’

ততো হরিজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ। ৯  
বিত্য নয়নে কোপান্নার্জারসদৃশেক্ষণা।

যেন দেবান্দ্রয়দ্বিংশদ্ দেবরাজশ্চ নির্জিতঃ॥ ১০  
তস্য স্বঃ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভাৰ্য্য ভবিতুমর্হসি।

অতঃপর মার্জার সদৃশ চক্ষুবিশিষ্টা হরিজটা নামে  
রাক্ষসী ক্রোধে নয়ন বিস্ফারিত করে বলতে আরম্ভ  
করল—‘ওহে ! যিনি তেত্রিশজন<sup>(২)</sup> দেবতা এবং দেবরাজ  
ইন্দ্রকেও পরাস্ত কবেছেন, সেই রাক্ষসরাজ রাবণের রাণী  
হয়ে যাওয়া, তোমার পক্ষে অতিশয় সৌভাগ্যজনক।

বীৰ্য্যোৎসিক্তস্য শূরস্য সংগ্রামেধনিবর্তিনঃ।  
বলিনো বীৰ্য্যযুক্তস্য ভাৰ্য্যাত্মং কিং ন লিপ্সসে॥ ১১

‘তাঁর (রাবণবাজের) নিজের পরাক্রমে গর্ববোধ  
আছে। যুদ্ধে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন না, এমন  
শূরবীর। এ-রূপ বল-বীৰ্য্যসম্পন্ন পুরুষের স্ত্রী হওয়ার  
সুযোগ কেন হাতছাড়া করছ ?

প্রিয়াং বহুমতাং ভাৰ্য্যাত্ম্যং ত্যক্ত্বা রাজা মহাবলঃ।  
সর্বাঙ্গাং চ মহাভাগাং দ্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ॥ ১২

সমৃদ্ধং দ্বীসহশ্ৰেণ নানারত্নোপশোভিতম্।  
অন্তঃপুরং তদুৎসৃজ্য দ্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ॥ ১৩

‘মহাবলী রাজা রাবণ নিজের অত্যন্ত প্রিয় ও  
সম্মানিত ভাৰ্য্য সম্রাজ্ঞী মন্দোদরীকেও ত্যাগ করে তোমাকে  
স্বীকার করবেন। তোমার কী সৌভাগ্য ! তিনি সত্ত্ব রমণী  
পরিপূর্ণ এবং বহু রত্ন সুশোভিত অন্তঃপুর পরিহার করে  
তোমার সান্নিধ্যে থাকবেন (অতএব, তুমি তাঁর প্রার্থনা  
স্বীকার করে নাও)।’

অন্যা তু বিকটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।  
অসকৃদ্ ভীমবীৰ্যেণ নাগা গন্ধর্বদানবাঃ।

নির্জিতাঃ সমরে যেন স তে পার্শ্বমুপাগতঃ॥ ১৪  
তস্য সর্বসমৃদ্ধস্য রাবণস্য মহাস্থনঃ।

কিমর্থং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভাৰ্য্যাত্মং নোচ্ছসেহধমে॥ ১৫  
তদনন্তর বিকটা নামী অন্য এক রাক্ষসী বলল—

‘যে ভীষণ পরাক্রমী রাক্ষসরাজ (রাবণ) নাগ, গন্ধর্ব ও  
দানবদেরকেও সমরঙ্গনে বারবার পরাস্ত কবেছেন, তিনি  
তোমার পার্শ্বে সমাগত। অধমে ! পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন  
মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের ভাৰ্য্য হওয়ার ইচ্ছা, তোমার  
কেন হচ্ছে না ?’

ততস্তাং দুর্মুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।  
যস্য সূর্যো ন তপতি ভীতো যস্য স মারুতঃ।

ন বাতি শ্মায়তাপাঙ্গি কিং স্বঃ তস্য ন তিষ্ঠসে॥ ১৬  
অতঃপর সীতাকে দুর্মুখী নামে রাক্ষসী বলল—

‘হে আয়তলোচনে ! যার ভয়ে সূর্য তাপ প্রদানে বিরত থাকে  
এবং যার ভয়ে বায়ু ক্রুদ্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ বায়ু বহে না)  
তুমি কেন তার সঙ্গে থাকছ না।

পুষ্পবৃষ্টিং চ তরবো মুমূর্চস্য বৈ তয়াৎ।  
শৈলাঃ সুস্রবুঃ পানীয়ং জলদাশ্চ যদেচ্ছতি॥ ১৭

তস্য নৈঋতরাজস্য রাজরাজস্য ভামিনি।

<sup>(১)</sup> মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু—এই ছয়জন হলেন প্রজাপতি।

<sup>(২)</sup> দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু এবং দুজন অশ্বিনীকুমার—এঁরা হলেন তেত্রিশ (কোটি—প্রকারের) দেবতা।

কিং ত্বং ন কুরুষ্যে বৃদ্ধিং ভার্গ্যার্থে রাবণস্য হি। ১৮  
 'ভামিনী! যাদু ওয়ে বৃদ্ধসকল পুণ্যপাতি করে এবং  
 ১৩তম ইচ্ছা করলে, পর্বত ও মেঘমালা জলস্রোত মোচন  
 করে সেইদণ্ডে রাক্ষসরাজ রাবণের ভাৰ্য্যা হওয়ার চিন্তা  
 কেন করছে না?'

সাপ্ত তে তত্ত্বজ্ঞে দেবি কথিতং সাধু জামিনি।  
 গৃহাণ সুশ্লিতে বাক্যমন্যথা ন ভবিষ্যসি। ১৯  
 'দেবি! আমি তোমাকে উত্তম, যথার্থ ও হিতস  
 কথা বলছি। সুশ্লিতে সীতে! তুমি এই প্রস্তাব যেমন সঙ্গ  
 নচেৎ তুমি প্রাণে বাঁচবে না।'

ইত্যৰ্শে শ্রীমদ্ভাগবতীয় রামায়ণে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥  
 মহাশ্বে রামায়ণে বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

### চতুর্বিংশঃ সর্গঃ (২৪)

সীতা দেবী কর্তৃক রাক্ষসীদের বাক্য অবমাননা করা এবং রাক্ষসীবৃন্দ কর্তৃক তাঁকে বধ ও কেটে ফেলার ধমক

ততঃ সীতাং সমস্তাঞ্জা রাক্ষস্যা বিকৃতাননাঃ।  
 পরুষং পরুষানর্হানুচুত্বাক্যমপ্রিয়ম্ ॥ ১

তদনন্তর বিকৃতদর্শনা সকল রাক্ষসীরা, নিন্দা ও  
 কটুবচনের অযোগ্য সীতাদেবীকে অপ্রিয় ও কর্কশ বাক্য  
 বলতে লাগল।

কিং ত্বমন্তঃপুরে সীতে সর্বভূতমনোরমে।  
 মহার্হশয়নোপেতে ন বাসমনুমন্যসে ॥ ২

'হে সীতে! রাবণের অন্তঃপুর সমস্ত প্রাণীর জন্য  
 মনোরম। বহুমূল্য শয্যাযুক্ত প্রাসাদ তোমার অবস্থান হোক,  
 এ-ব্যাপারে তুমি কেন অনুমতি দিচ্ছ না।

মানুষী মানুষসৌব ভার্গ্যত্বং বহু মন্যসে  
 প্রজ্যাহর মনো রামান্নৈবং জাতু ভবিষ্যতি। ৩

'তুমি মানবী, তাই মানবের ভার্গ্যরূপে জীবন ধারণ  
 তোমার কাছে উত্তম মনে হচ্ছে, তুমি রামের চিন্তন থেকে  
 মনকে নিবৃত্ত করো, নতুবা আর বেঁচে থাকবে না  
 (রাক্ষসের হাতে মরবে)।

ত্রৈলোক্যবসুভোজারং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।  
 ভর্তারমুপসঙ্গমা বিহরন্ যথাসুখম্ ॥ ৪

'তুমি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য ভোগকারী রাক্ষসরাজ  
 রাবণকে পতিরূপে পেয়ে আনন্দপূর্বক বিহার করো।

মানুষী মানুষঃ তং তু রামমিচ্ছসি শোভনে।

রাজ্যাদ্ ভটমসিদ্ধার্থং বিক্রবন্তমনিদিতৈঃ ॥ ৫

'অনিদ্য সুন্দরি! তুমি মানবী, এইজন্য রাম  
 রামকে পতিরূপে ফিরে পেতে চাইছ, কিন্তু রাম এক  
 রাজ্যভ্রষ্ট। তাঁর কোন মনোরথই সফল হয় না এবং তিনি  
 সর্বদা ব্যাকুলিত চিত্ত থাকেন।'

রাক্ষসীনাং বচঃ প্রজ্ঞা সীতা পদ্বনিভেক্ষণা।  
 নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬

রাক্ষসীদের কথা শুনে কমলনয়না সীতা  
 অশ্রুপূর্ণনয়নে এইরূপ কথা বলতে লাগলেন  
 যদিং লোকবিদ্বিষ্টমুদাহরত সঙ্গত্যা।

নৈতন্মনসি বাক্যং মে কিঞ্চিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭

'তোমরা সবাই মিলে যে লোকবিরুদ্ধ প্রস্তাব করছ  
 তোমাদের এই পাপপূর্ণ বাক্য আমার মনে কিছু  
 রেখাপাত করছে না।

ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্গ্য ভবিতুমর্হতি।  
 কামং খাদত মাং সর্বা ন করিষ্যামি বো কচন ॥ ৮

'একজন মানবকন্যা রাক্ষসের পত্নী হওয়ার কোন  
 নয়। বরং তোমরা সকলে আমাকে ভক্ষণ করো, কিন্তু তব  
 তোমাদের কথা শুনব না।

দীনো বা রাজাহীনো বা যো মে ভর্তা স মে গুরু।

তং নিত্যমনুরক্তান্মি যথা সূর্যং সুবর্তন ॥ ৯



‘আমার স্বামী, দীন বা রাজহীন হলেও, তিনি আমার গুরু। আমি সর্বদা তাঁর প্রতি অনুবক্তা থাকব, যেমন সূর্য্যোদয় নিয়ত সূর্যের প্রতি অনুবক্তা থাকে।

যথা শচী মহাভাগা শক্রং সমুপতিষ্ঠতি  
জরুজ্ঞাতী বসিষ্ঠং চ রোহিণী শশিনং যথা ॥ ১০

লোশামুদ্রা যথাগজ্যং সুকন্যা চাবনং যথা।

সাবিত্রী সত্যবন্ধুং চ কপিলং শ্রীমতী যথা ॥ ১১

সৌদামন্যঃ মদয়ন্তীব কেশিনী সগরং যথা।

নৈষধঃ দময়ন্তীব ভৈরবী পতিমনুরতা ॥ ১২

তথাহমিকুকুবরং রামং পতিমনুরতা।

‘যেমন করে সৌভাগ্যবতী শচীদেবী ইন্দ্রের সেবায় ভ্রমর, যেমন অরুজ্ঞাতী বসিষ্ঠের সেবায়, রোহিণী চন্দ্রের সেবায়, লোশামুদ্রা অগস্ত্যের, সুকন্যা চাবনদেবের, সাবিত্রী সত্যবন্ধুর, শ্রীমতী কপিলের, মদয়ন্তী সৌদামনের, কেশিনী সগরের, ভীমকন্যা দময়ন্তী নিষধাধিপতি নলের, অমিও সেই ইক্ষুকুবর শতিলক (আমার) পতি রামচন্দ্রের প্রতি অনুবক্তা।’

সীতার বচনং শ্রদ্ধা রাক্ষস্যাঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ

ভৎসয়ন্তি স্ম পরুষৈর্বাক্যে রাবণচোদিতাঃ ॥ ১৩

সীতার কথা শুনে রাক্ষসীদের ক্রোধের সীমা থাকল

না তারা রাবণের আদেশানুসারে কঠোর বাক্যে সীতাকে

ভৎসনা করতে লাগল।

অবলীনঃ স নির্বাকো হনুমান্ শিংগপাঙ্গমে।

সীতাং সম্ভর্জয়ন্তীতা রাক্ষসীরশৃণোং কপিঃ ॥ ১৪

নিঃশব্দে অশোকবৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে শ্রীহনুমান

রাক্ষসীদের সীতার প্রতি আশ্ফালন শুনতে লাগলেন।

জমভিক্রমা সংরক্তা বেপমানাং সমন্ততঃ।

কৃশং সংলিহির্দীপ্তান্ প্রলম্বান্ দশনচ্ছদান্ ॥ ১৫

সকল রাক্ষসীবৃন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে চতুর্দিক হতে কম্পমানা

সীতাকে পরিবেষ্টন করে নিজ নিজ সুদীর্ঘ ওষ্ঠোধরকে

লোহন করতে লাগল।

উচুশ্চ পরমক্রুদ্ধাঃ প্রগৃহ্যান্ত পরশুধান্।

নেমমহতি ভর্তারং রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ১৬

তাদের ক্রোধ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল। তারা সকলে

হরিংগতিতে হাতে কুঠার তুলে নিয়ে বলে উঠল—‘এই

বমণী রাক্ষসরাজ রাবণকে পতিরূপে পাওয়ার যোগ্য নয়।’

সা ভৎসয়মানা ভীমাভী রাক্ষসীভির্বরাজনা।

সা বাশ্পমণমার্জন্তী শিংগপাং তামুপাগমৎ ॥ ১৭

সেই ভয়ানক রাক্ষসীদের দ্বারা বারংবার ভৎসিতা

সর্বাঙ্গসুন্দরী কল্যাণী সীতা চোখের জল মুছতে মুছতে সেই

অশোকবৃক্ষের সন্নিকটে চলে এসেন যার উপরিভাগে

শ্রীহনুমান লুকিয়ে বসেছিলেন।

ততস্তাং শিংগপাং সীতা রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতা।

অভিগম্য বিশালাক্ষী তত্শ্চৈ শোকপরিপ্লুতা ॥ ১৮

বিশাললোচনা বৈদেহী শোকসাগরে নিমজ্জিতা

ছিলেন সেই হেতু অশোক বৃক্ষের নীচে নিঃশব্দে বসে

রইলেন কিন্তু, সেইসব রাক্ষসীবৃন্দ সেখানেও এসে তাঁকে

চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

তাং কৃশাং দীনবদনাং মলিনাধরবাসিনীম্।

ভৎসয়াক্রুরে ভীমা রাক্ষসাত্তাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯

সীতা হীনবল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আননে

বিমর্ষতা ও গাত্রে মলিন বসন। এমতাবস্থাতেও

জনকনন্দিনীকে ভীমদর্শনা রাক্ষসীরা চারদিক থেকে ঘিরে

আশ্ফালন করতে লাগল।

ততস্ত বিনতা নাম রাক্ষসী ভীমদর্শনা।

অত্রবীং কুপিতাকারা করানা নির্ণতোদরী ॥ ২০

তদন্তর বিনতা নামী রাক্ষসী অগ্রসর হয়ে সন্নিকটে

এল সে দেখতে ছিল অতীব ভয়ংকর। তার উদর

বিশালাকার হওয়ায় আনত হয়ে পড়েছিল। সে বলল—

সীতে পর্যাপ্তমেতাবদ্ ভর্তৃঃ মেহঃ প্রদর্শিতঃ।

সর্বত্রাতিকৃতং ভদ্রে বাসনাযোপকল্পতে ॥ ২১

‘সীতে! তুমি নিজ পতির প্রতি যে প্রেম প্রদর্শন

করেছ, তা যথেষ্ট হয়েছে। ভদ্রে! অতিশয় সবকিছুই

দুঃখের কারণ হয়।

পরিভূষ্টাস্মি ভদ্রং তে মানুষন্তে কৃতো বিধিঃ।

মমাপি তু বচঃ পথাং ক্রবন্ত্যাঃ কুরু মৈথিলি ॥ ২২

‘মিথিলাকুমারী! তোমার ভালো হোক। আমি

তোমার উপর সম্মুগ্ধ। কেননা তুমি মানবোচিত শিষ্টাচারের

যথাযথ পালন করেছ। এবার তোমার হিতার্থে কিছু কথা

বলছি, তুমি সেই অনুসারে কাজ করো।

রাবণঃ ভল্ল ভর্তারঃ ভর্তারঃ সর্বরক্ষসাম্।

বিজ্ঞানমাগতঃ চ সুরেশমিব বাসবম্॥ ২৩

‘সকল রাক্ষসীদেব এবং পোষণকারী মহাবাজ  
হকমতে পতিক্রমণ এবং করে নাও। তিনি দেববাজ ইন্দ্রের  
হুল গবাক্ষশালী ও কপ্তান

দক্ষিণঃ ত্র্যগশীলঃ চ সর্বস্য প্রিয়বাদিনম্।

মানুষঃ কৃপণঃ নামঃ ভাস্বণ রাবণমাশ্রয়॥ ২৪

‘তিন ইন মানব নামকে পবিত্রাণ করে তুমি  
সকলের প্রতি প্রিয়বাদী, উদার ও ভাগী রাবণের আশ্রয়  
প্রদান করে।

দিব্যাক্ষরাগা বৈদেহি দিব্যাজরণকুণ্ডিতা।

অঙ্গপ্রভৃতি লোকানাং সর্বেষামীশ্বরী ভব॥ ২৫

‘বিদেহরাজকুমারী ! তুমি আজ হতে সমস্ত  
(‘হিহুন) সম্রাজের অধিষ্ঠাত্রী হও এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও  
নিবা অভরণ ব্যবহার করে।

অগ্নেঃ স্বাহা যথা দেবী শচী বেদ্রসা শোভনে

কিং তে রামেশ বৈদেহি কৃপণেন গভায়ুধা॥ ২৬

‘শোভনে ! অগ্নিদেবের প্রিয় পত্নী যেমন স্বাহা এবং  
দেববাজ ইন্দ্রের প্রাণপ্রিয়া শচী, সেইভাবেই তুমিও  
বাক্ষসরাজ রাবণের প্রেমসী হও। বিদেহকুমারী ! শ্রীরাম  
দীন-দরিদ্র, তার আয়ুষ্কালও সমাপ্তির দিকে, শ্রীরামের  
সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা কেন পোষণ করছ ?

এতদুক্তঃ চ মে বাক্যং যদি ভুং ন করিষাসি।

অগ্নিন্ মুহূর্তে সর্বাত্মাঃ ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম্॥ ২৭

‘যদি তুমি আমার এই কথানুসারে কাজ না করো,  
এইহলে আমরা সবাই মিলে এই মুহূর্তে তোমাকে আমাদের  
খাদ্যে পরিণত করব।’

অন্যা তু বিকটা নাম লক্ষ্মণনামোদরা।

অত্রনীং কুণ্ডিতা সীতাঃ মুষ্টিমুদাম্য ভজ্জতি॥ ২৮

তদনন্তরঃ অপর এক রাক্ষসী আগুয়ান হল। সেই  
রাক্ষসীর স্তনযুগল ছিল প্রলম্বিত। তার নাম বিকটা। সে ক্রুদ্ধ  
হয়ে মুষ্টি উদ্যত করে সীতার প্রতি গর্জন করতে-করতে  
বলল—

বহুনাপ্রতিরূপাণি বচনানি সুদূর্যতে।

অনুক্রোশান্বদুদ্ভাচ্চ সোঢ়ানি তব মৈথিলি॥ ২৯

‘মিথিলেশকুমারী ! তুমি অতিশয় ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন।

এখনও পর্যন্ত আমরা কোমলভাবে শতঃ দয়াপরবশ চর  
তোমার অনেক অনুচিত বাক্য সহ্য করেছি।

ন চ নঃ কুরুষে বাক্যং হিতং কালপূরকৃতম্

আনীতাসি সমুদ্রস্য পারমণৌদূরাসদম্॥ ৩০

রাবণান্তঃপূরে ঘোরে প্রবিষ্টা চাসি মৈথিলি।

রাবণস্য গৃহে রক্ষা অস্মাজ্জিহ্বাভিক্রিয়া ৩১

‘এত কিছু পরও তুমি আমাদের কথা শুনছ না

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য সময়োচিত পরামর্শ দিচ্ছি

দেখো, তোমাকে সাগর পারে নিয়ে আসা হয়েছে, ফেরত

গৌছনো অনেক পক্ষে দুঃসাধ্য। এখানে রাক্ষসরাজ

রাবণের ভয়ংকর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়ে

মিথিলেশকুমারী ! মনে রেখো, তুমি রাবণের কন্যা

বন্দিনী এবং আমাদের ন্যায় রাক্ষসীরা তোমার প্রহর

রত।

ন ভাং শক্তঃ পরিত্রাতুমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ

কুরুষ হিতবাদিন্যা বচনং মম মৈথিলি॥ ৩২

‘মৈথিলি ! সাক্ষাৎ ইন্দ্রও (এখানে থেকে) তোমার

উদ্ধার করতে পারবেন না। অতএব, আমার কথানুসারে

কাজ করো আমি তোমার মঙ্গলার্থে এসব বলছি।

অলমশ্রমনিপাতেন তাজ শোকমনর্থকম্।

ভজ প্রীতিং প্রহর্যং চ ভাজন্তী নিত্যদৈনাতাম্॥ ৩৩

‘অশ্রমবিসর্জন করা ব্যথা, অকারণ শোক পরিত্য

করো। প্রতিমুহূর্তের দীনতার অনুভূতি সরিয়ে ফেলে জ্ঞান

হৃদয়ে প্রসন্নতা ও উল্লাসকে স্থান দাও।

সীতে রাক্ষসরাজেন পরিক্রীড় যথাসুখম্।

জানীমহে যথা ভীক ক্রীণাং যৌবনমঙ্গলম্॥ ৩৪

‘সীতে ! রাক্ষসরাজ রাবণের সাথে সুখপূর্ণ

ক্রীড়াবিহার করো। ভীক ! আমরা ক্রীলোকেরা জানি এ

নারীদের যৌবন ছাড়ি হয় না।

যাব্য তে ব্যতিক্রমেৎ তাবৎ সুখমবাপুহি।

উদ্যানানি চ রমাণি পর্বতোপবনানি চ॥ ৩৫

সহ রাক্ষসরাজেন চর ভং মদিরেক্ষণে।

ক্লীসহশ্রাণি তে দেবি বশে হাসান্তি সুন্দরি॥ ৩৬

‘যতদিন তোমার যৌবন অতিক্রান্ত না হচ্ছে, ততদিন



যুব ভোগ করো। যদিওরক্ষণে ! তুমি রাক্ষসসারাজের সাথে  
সরসসাগরীর রমণীয় উদ্যান ও পার্শ্বা উপবনে বিভব  
করো। শেখ ! এই-সকল কণ্ঠে সন্তপ্ত স্ত্রীলোক তে মার  
করবে। হয়ে থাকবে (অর্থাৎ, তোমার দাসী হয়ে  
থাকবে)

রক্ষসঃ তজ্জ জর্জরঃ জর্জরঃ সর্বরক্ষসাম্।  
উৎপাদি বা তে হৃদয়ঃ জঙ্ঘনিস্যামি মৈথিলি॥ ৩৭  
যদি যে বাহ্যতঃ বাক্যঃ ন যথাবৎ করিস্যসি।

‘মহারাজ বাবণ সমস্ত রাক্ষসদের জরণ-পোষণকারী  
অধিপতি। তুমি তাঁকে স্বামীরূপে স্বীকার করো। মৈথিলি !  
মনে রেখো, আমি যে কথা বললাম, যদি ঠিকমতো তা  
কলন না করো, তবে তোমার হৃদয় উৎপাটন করে এখনই  
আমি ভক্ষণ করব।’

জলজগদাদরী নাম রাক্ষসী ক্রুন্দদর্শনা॥ ৩৮  
গ্রাময়ন্ত্রী মহচ্ছূলমিদং বচনমব্রবীৎ।

তদনন্তর চণ্ডোদরী নামে ভয়ানক দর্শনা রাক্ষসী  
বিশালাকার শূল ঘূর্ণিত করতে করতে নিম্নোক্ত বাক্য  
বলল—

ইমাঃ হরিণশাবাকীঃ ত্রাসোৎকম্পপয়োধরাম্॥ ৩৯  
স্বপণেন ক্ষতাঃ দুষ্টী দৌর্জদো মে মহানয়ম্।  
যক্ংগ্ৰীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ং চ সবন্ধনম্। ৪০  
গাত্রাণ্যপি তথা শীর্ষং খাদেয়মিতি মে মতিঃ।

‘মহারাজ বাবণ যেদিন এই নারীকে হরণ করে নিয়ে  
আসেন, সেই সময় তাঁর বক্ষদেশ ভয়ে থর-থর কম্পিত  
হচ্ছিল। তখন এই মানবকন্যাকে দেখে আমার হৃদয়ে  
এইরূপ উৎকট ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল যে — আমি ইহার  
যক্ং, গ্ৰীহা, বিশাল বক্ষ, কলিজা, মাংসপেশী, অন্যান্য  
অঙ্গ ও মস্তক (চিবিয়ে) খাব। এখনও আমার সেইরূপ ইচ্ছা  
রয়েছে।’

চতুঃ প্রদশা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪১

কলমস্যা নৃশংসারঃ শীড়ারঃ কিমাস্যতে।  
নিবেদ্যাতাং ততো রাজে মানুসী সা মৃত্যতি হ॥ ৪২  
নাত্র কশ্যন সন্দেহঃ খাদতেতি স বক্ষ্যতি।

তদনন্তর প্রদশা নামক রাক্ষসী বলে উঠল—‘আমরা  
কেন অপেক্ষা করছি, এসো, এই নিষ্ঠুর নারীর গলা টিপে  
মারি, তারপর রাক্ষসরাজকে অবগত করি যে, মানবীর  
মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি নিশ্চয় বলবেন—“তোমরা এই  
মানবীকে খেয়ে নাও।”

ততত্বজামুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪৩  
নিশাসোমাং ততঃ সর্বান্ সমান্ কুরুত পিশুকান্।

নিজজাম ততঃ সর্বা নিলাদো মে ন রোচতে॥ ৪৪  
পেয়মানীয়তাং ক্ষিপ্ৰং মালাং চ নিবিষং বহ।

তদনন্তর রাক্ষসী অজামুখি বলল—‘কলহ আমার  
ভাগ্যে লাগে না। এসো, আগে একে কেটে টুকরো-টুকরো  
করে ফেলি এবং সমানভাবে অংশ করে নিজেদের মধ্যে  
আপসে ভাগ করে নিই। (মাংসের) সাথে বিবিধ প্রকার  
পানীয় ও ফুল-মালাদিও শীঘ্র প্রচুর মাত্রায় আনিয়ে নিই।’

ততঃ শূর্ণগথা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪৫  
অজামুখ্যা যদুস্তং বৈ তদেব মম রোচতে।

সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্ৰং সর্বশোকবিনাশিনী॥ ৪৬  
মানুষং মাংসমাস্বাদ্য নৃত্যামোহখ নিকুন্তিলাম্।

অতঃপর রাক্ষসী শূর্ণগথা বলল—‘অজামুখির কথা  
আমারও সঠিক মনে হচ্ছে। সর্বদুঃখাপহরণকারী সুরা  
পানীয় অতি শীঘ্র নিয়ে এসো, তৎসহ মনুষ্য-মাংসের  
আস্বাদন দিয়ে আমরা নিকুন্তিলা দেবীর সম্মুখে নৃত্য করব।’  
এবং নির্ভরসামান্য সা সীতা সুরসুতোপমা।

রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্ধৈর্যমুৎসৃজ্য রোদিতি॥ ৪৭

এইভাবে ভয়ংকর রাক্ষসীদের দ্বারা ভরসিতা হয়ে  
দেবকন্যার তুল্যা সুন্দরী সীতা ধৈর্যচ্যুতা হলেন এবং  
অন্যেরে কান্দতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৪॥



## পঞ্চনিঃশঃ সর্গঃ (২৫)

সীতা কর্তৃক রাক্ষসীদের কথা পুনরায় অস্বীকার করা এবং শোকাক্ত বিলাপ

অথ তানাং বদন্তীনাং পরুষং দারুণং বহু।

রাক্ষসীনাংসৌম্যানাং কুরোদ জনকাস্বজা ॥ ১

এইরূপে সেই সকল কুর রাক্ষসীগণ এবংবিধ বহু  
কঠোর ও নিষ্ঠুর বাক্য বলছিল এবং জনকনন্দিনী সীতা  
অধীর হয়ে ক্রন্দন করছিলেন।

এবমুক্তা তু বৈদেহী রাক্ষসীভির্মনস্থিনী।

উবাচ পরমব্রজা বাস্পগদগদয়া গিরা ॥ ২

সেইসব রাক্ষসীদের এইপ্রকার কথনে অত্যন্ত ভয়াত  
হয়ে মনস্থিনী বিদেহরাজকুমারী সীতা অশ্রু-বিগলিত নেত্রে  
গদগদ স্বরে বললেন -

ন মানুষী রাক্ষসস্য ভাৰ্ঘা ভবিতুমহতি।

কামং খাদত মাং সৰ্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ ॥ ৩

‘মানবী রাক্ষসের পত্নী হওয়ার যোগ্য নয়।  
তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় তো তোমরা সবাই মিলে আমাকে  
খেয়ে নাও, তবুও আমি তোমাদের কথা মানতে পারব  
না।’

সা রাক্ষসীমধ্যগতা সীতা সূরসূতোপমা।

ন শর্ম লেভে শোকাক্তা রাবণেনেব ভর্ৎসিতা ॥ ৪

রাক্ষসীদের মধ্যবর্তী অবস্থানরত দেবকন্যার ন্যায়  
সুন্দরী সীতা রাবণের দ্বারা ভর্ৎসিতা হওয়ায় শোকাক্ত  
অবস্থায় কোনোরূপ শাস্তি পেলেন না।

বেপাতে স্মাধিকং সীতা বিশন্তীবাগমান্বনঃ।

বনে যুথপরিশ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবাদিতা ॥ ৫

বনস্থলীতে যুথশ্রষ্ট মৃগী যেমন নেকড়ে বাঘদের  
দ্বারা তাড়িত হয়ে কষ্ট অনুভব করে, তেমনি সীতাও ভয়ে  
নিজের মধ্যে কুঞ্চিত হয়ে কাঁপতে লাগলেন।

সা ভ্রশোকস্য বিপুলাং শাখামালয়া পুষ্পিতাম্।

চিহ্নয়ামাস শোকেন ভর্তারং ভগ্নমানসা ॥ ৬

সীতার মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি হতাশের ন্যায়  
অশোকবৃক্ষের পুষ্পিত শাখা ধরে শোকে মুহমান হয়ে  
স্থমিব কথা ভাবতে লাগলেন।

সা স্নাপয়ন্তী বিপুলৌ জনৌ নেব্রজলশ্রবৈঃ।

চিহ্নয়ন্তী ন শোকস্য তদাত্তমখিগচ্ছতি ॥ ৭

নয়নজলের প্রবাহে বিপুল স্তনদ্বয়কে স্নান করতে-

করতে ও চিহ্না কবতে-কবতে সীতা শোকের কুল কিল-  
খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

সা বেপমানা পতিতা প্রবাতো কদলী যথা।

রাক্ষসীনাং ভয়ব্রজা বিবর্ণবদনাজ্বল ॥ ৮

যজ্ঞা-প্রবাহে কম্পমান কদলী বৃক্ষের ন্যায়  
রাক্ষসীদের ভয়ে পাণ্ডুরাননা সীতা মাটিতে পড়ে  
গেলেন।

তস্যাঃ সা দীর্ঘবহুলা বেপন্ত্যাঃ সীতয়া ভদা।

দদৃশে কম্পিতা বেনী ব্যালীষ পরিসপ্তী ॥ ৯

সেই সময়ে সীতার সুকেশী লম্বমান বেনী কম্পিত  
হচ্ছিল, সেটি যেন গতিশীল সর্পিণীর মতো দেখাচ্ছিল  
সা মিঃশ্বসন্তী শোকাক্তা কোপোপহতচেতনা।

অর্থাৎ বাসুজদ্রুপি মৈথিলী বিলাপ চ ॥ ১০

তিনি শোকসন্তপ্ত হয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছিলেন  
এবং ক্রোধে অচেতনপ্রায় অবস্থায় অশ্রুমোচন করে বিলাপ  
করছিলেন।

হা রামেতি চ দুঃখাক্তা হা পুনর্লক্ষ্মণেতি চ।

হা শূন্যকর্ম কৌসল্যো হা সুমিত্রেতি ভামিনী ॥ ১১

‘হা রাম ! হা লক্ষ্মণ ! হায় আমার শ্বশুর (শাস্ত্রী)  
কৌশল্য ! হা সুমিত্রা !’ বারংবার এইভাবে বলে দুঃখিনী  
সীতা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

লোকপ্রবাদঃ সত্যোহয়ং পণ্ডিতৈঃ সমুদাহৃতঃ।

অকালে দুর্লভো মৃত্যুঃ দ্বিত্বা বা পুরুষস্য বা ॥ ১২

‘হায় ! পণ্ডিতেরা এই লোকপ্রবাদ সত্য বলে জন  
করেন- ‘সময় না হলে মৃত্যু আসে না, সে স্ত্রী হোক বা  
পুরুষ।’

যত্রাহমতিঃ কুরাভী রাক্ষসীভিরিহাদিতা।

জীবামি হীনা রামেণ মুহূর্তমপি দুঃখিতা ॥ ১৩

‘তাই তো আমি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে বঞ্চিতা এক  
রাক্ষসীদের দ্বারা পীড়িতা হয়েও এখানে মুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত  
আছি (অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হয়নি)।

এবারপুণ্য কৃপণা বিনশিষ্যামানাজ্বল ॥ ১৪

সমুদ্রমধ্যে নৌঃ পূর্ণা বাসুবেগরিবাহত ॥ ১৫

‘আমি পূর্বজন্মে অল্প পুণ্য করেছিলাম, সেইজন্য

দীন দশায় পতিত হয়ে অনাথের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হব,  
যেমন করে সমুদ্র মধ্যে পণ্য-পরিপূর্ণ নৌকা বায়ুবেগের  
চর্যা ভাঙিত হয়ে নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়।

ভর্তারং তমপশ্যন্তী রাক্ষসীবশমাগতা।  
সীদামি খলু শোকেন কূলং তোয়হতং যথা॥ ১৫

‘আমি পতিদেবকে দেখতে না পেয়ে ও রাক্ষসীদের  
বশীভূত হয়ে তরঙ্গভাঙিত সাগর বেলার মতো শোকে কষ্ট  
পাচ্ছি।

তং পদ্মদলপত্রাঙ্কং সিংহবিজ্ঞানভগামিনম্।  
ধন্যঃ পশ্যন্তি মে নাথং কৃতজ্ঞঃ প্রিয়বাদিনম্॥ ১৬

‘এখন যে-সকল লোকেরা সিংহ তুল্য পরাক্রমী ও  
চাল-চলনে সিংহোপম, কমল লোচন কৃতজ্ঞ ও প্রিয়বাদী  
প্রাণনাথকে দর্শন করছে, তারা ধন্য।

সর্বথা তেন হীনায়্য রামেণ বিদিতাস্থনা  
তীক্ষ্ণং বিষমিবাদ্যাদা দুর্লভং মম জীবনম্॥ ১৭

‘যেমন তীব্র বিষ পান করে কাহাবও পক্ষে জীবন

ধারণ কঠিন কাজ, তেমনই আত্মজ্ঞানী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের  
বিরহে আমার জীবন ধারণ করা অসম্ভব।

কীদৃশং তু মহাপাপং ময়া দেহান্তরে কৃতম্।  
ভেমেদং প্রাপ্যতে ঘোরং মহাদুঃখং সুদারুণম্॥ ১৮

‘জানিনা, (পূর্বজন্মে) অন্য শরীরে কীরূপ মহাপাপ  
করেছিলাম, সেইহেতু বড় ভীষণ দুঃসহ দুঃখ পাচ্ছি।

জীবিতং ত্যক্তুমিচ্ছামি শোকেন মহতা বৃত্তা।  
রাক্ষসীভিষ্ত রক্ষন্ত্যা রামো নাসাদ্যতে ময়া॥ ১৯

‘এই-সকল রাক্ষসীরা আমাকে পাহারা দিচ্ছে।  
অতএব আমি প্রাণারাম শ্রীরামচন্দ্রকে আর হয়তো পাব না।

এত বড় শোক পবিত্র হয়ে জীবন ত্যাগ করতে ইচ্ছে  
করছে।

ধিগন্তু খলু মানুষ্যং ধিগন্তু পরবশ্যাতাম্।  
ন শকাং যৎ পরিত্যক্তুমাত্মচ্ছন্দেন জীবিতম্॥ ২০

‘ধিক্ মানবজীবন! ধিক্ অন্যের বশ্যতা! যেখানে  
নিজের ইচ্ছানুসারে প্রাণ-ত্যাগ করাও যায় না!’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

## ষড়বিংশঃ সর্গঃ (২৬)

সীতার করুণ বিলাপ ও প্রাণ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত

প্রসক্তাশ্রমুখী হ্রেষং ক্রবতী জনকান্নজা  
অধোগতমুখী বালা বিলপ্তুমুপচক্রমে॥ ১

উগ্রস্তেব প্রমত্তেব ভ্রান্তচিত্তেব শোচতী।  
উপাবৃত্তা কিশোরীব বিচেষ্টন্তী মহীতলে॥ ২

জনকনন্দিনী সীতার মুখমণ্ডলে অবিরল অশ্রু  
প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি অধোমুখী হয়ে উপরি উক্ত কথাগুলি  
বলতে বলতে বিলাপ করতে লাগলেন— প্রেতপ্রস্তের ন্যায়  
অথবা প্রমত্তের (পাগলের) ন্যায় কিংবা দিগ্ভ্রান্তের ন্যায়  
ক্রন্দন করতে করতে ধরনীতে লুপ্তিত ঘোটক-শাবকীর  
মতো ছটফট করছিলেন। সেই অবস্থাতে সর্বলহাদয়া সীতা  
নিম্নোক্ত বিলাপ করলেন।

রাঘবস্যা প্রমত্তস্য রক্ষসা কামরূপিণা।

রাবণেন প্রমথ্যাহমানীতা ক্রোশন্তী বলাৎ॥ ৩

‘হায়! ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করতে সক্ষম রাক্ষস  
মণীচ যখন বধুনাথকে ছলনা করে দূরে সরিয়ে দিল এবং  
তিনি আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারলেন না, সেই  
সুযোগে উচ্ছেদ্যেরে ক্রন্দনরতা এই অবলাকে রাবণ  
বলপূর্বক হরণ করে এনেছে।

রাক্ষসীবশমাপন্না ভর্ৎসামানা চ দারুণম্।  
চিন্তয়ন্তী সুদুঃখার্তা নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ৪

‘এখন আমি রাক্ষসীদের বশবর্তী হয়ে তাদের নিষ্ঠুর  
ভর্ৎসনা সহ্য করছি। এই অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখিতা ও চিন্তিতা  
আমি আর বাঁচতে চাই না।

নহি মে জীবিতেনার্থো নৈবার্থেন চ ভূষণৈঃ।

বসন্তা রাক্ষসীমধ্যে বিনা রামঃ মহারথম্ । ৫  
‘রাক্ষসীদের মধ্যে বসবাস করে শ্রীরামচন্দ্রের  
বিরহে আমার জীবনধারণের প্রয়োজন নেই’ ধনৈশ্বর্যের  
আবশ্যকতা নেই এবং অলংকারাদিতেও কোন প্রয়োজন  
নেই।

অশ্বসারমিদং নৃনমথবা পাজরামরম্ ।  
হৃদয়ঃ মম যেনেদং ন দুঃখেন বিশীর্ণতে ॥ ৬  
‘নিশ্চয়ই আমার এই হৃদয় লৌহনির্মিত কিংবা  
অবায়-অমর, যার ফলে এত দুঃখেও এটি বিদীর্ণ হয়ে  
যাচ্ছে না।

ধিহামনার্যামসতীঃ যাহং তেন বিনা কৃত্বা  
মুহূর্তমপি জীবামি জীবিতং পাপজীবিকা ॥ ৭  
‘আমার ন্যায় অনার্য ও অসতীকে ধিকার ! কেননা,  
তাঁর বিহনে আমি মুহূর্তমাত্রও এ পাপপূর্ণ জীবন ধারণ  
করছি (অর্থাৎ এখন জীবন ধারণ শুধু দুঃখ পাওয়ার জন্য)  
চরণেনাপি সবোন ন স্পৃশ্যেয়ং নিশাচরম্ ।  
রাবণঃ কিং পুনরহং কাময়েয়ং বিগর্হিতম্ । ৮

‘স্বামী রূপে কামনা করা দূরে থাক, লোকনিদ্দিত এই  
নিশাচর রাবণকে আমি আমার বাম পা দিয়েও স্পর্শ করতে  
চাই না।

প্রত্যাখ্যানং ন জানাতি নান্মনঃ নান্দনঃ কুলম্ ।  
যো নৃশংসস্ত্রভবেন মাং প্রার্থয়িতুমিচ্ছতি ॥ ৯  
‘এই রাক্ষস নিষ্ঠুর স্বভাবের বশবর্তী থাকায় আমার  
প্রত্যাখ্যান বুঝতে পারছে না, নিজের মর্যাদা ও নিজ কুলের  
পরিচয়ও অনুভব করতে অক্ষম। সে বারংবার আমাকে  
কামনা করে চলেছে।

হিমা ভিমা প্রভিমা বা দীপ্তা বাগৌ প্রদীপিতা  
রাবণঃ নোপতিষ্ঠেয়ং কিং প্রলাপেন বশ্চিরম্ । ১০

‘(রাক্ষসীগণ ! ) তোমরা যদি আমাকে কাটো, চিরে  
ফেলো, টুকরো-টুকরো করে দাও, আগুনে তপ্ত কর  
কিংবা পুড়িয়ে দাও, তবুও আমি কিছুতেই রাবণকে স্বীকার  
করব না। এতক্ষণ ধরে তোমাদের প্রলাপ করা বৃথা !

খ্যাতঃ প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞশ্চ সানুক্রোশশ্চ রাঘবঃ ।  
সদ্বৃন্তো নিরনুক্রোশঃ শঙ্কে মঙ্গাগাসংক্ষয়াৎ ॥ ১১

‘শ্রীরঘুনাত বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী, কৃতজ্ঞ, সদাচারী  
এবং পরম দয়ালু, তবুও আশংকা করছি, আমার  
হতভাগ্যতা হেতু তিনিও নির্দয় হয়ে গেছেন।

রাক্ষসানাং জনস্থানে সহস্রাণি চতুর্দশ ।  
একেনৈব নিরস্তানি স মাং কিং নাভিপদতে ॥ ১২  
‘অন্যথায়, যিনি লোকালয়ে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে  
একাই হত্যা করেছেন, তিনি কেন আমার কাছে আসছেন  
না।

নিরুদ্ধা রাবণেনাহমল্লবীর্যেণ রক্ষসা ।  
সমর্থঃ খলু মে ভর্তা রাবণঃ হস্তমাহবে ॥ ১৩  
‘এই অল্প শক্তির রাক্ষস রাবণ আমাকে কষ্ট  
করে রেখেছে। নিশ্চয়ই আমার পতিদেব সমরাসক্ত  
রাক্ষসকে বধ করতে সমর্থ।

বিরোধো দণ্ডকারণ্যে যেন রাক্ষসপুঙ্খম্ ।  
রণে রামেণ নিহতঃ স মাং কিং নাভিপদতে ॥ ১৪  
‘যে শ্রীরামচন্দ্র ‘দণ্ডক’ অরণ্যের মধ্যে রাক্ষস  
শিরোমণি বিরোধকে হত্যা করেছেন, তিনি আমার রক্ত  
জন্য আসছেন না কেন ?

কামঃ মধ্যে সমুদ্রস্য লঙ্কেয়ং দুস্তপ্রবর্তম্ ।  
ন তু রাঘববাণানাং গতিরোধো ভবিষ্যতি ॥ ১৫  
‘একথা ঠিক, সমুদ্রের মধ্যবর্তী লঙ্কা নদী  
আক্রমণ করা কঠিন, তবুও শ্রীরামচন্দ্রের শরজ্ঞানের  
রোধ হওয়ার নয়।

কিং নু তৎ কারণং যেন রামো দৃঢ়পরাক্রমঃ ।  
রক্ষসাপহতাঃ ভার্যামিষ্টাঃ যো নাভিপদতে ॥ ১৬  
‘কী কারণ থাকতে পারে, যাতে বাহুবলী হনু  
পরাক্রমশালী রামচন্দ্র রাক্ষসের দ্বারা অপহৃত প্রাণি  
সীতাকে মুক্ত করতে আসছেন না ?

ইহহাং মাং ন জানীতে শঙ্কে লঙ্ঘনপূর্বকঃ ।  
জানমপি স তেজস্বী বর্ষণাং মর্ষয়িষ্যতি ॥ ১৭  
‘সন্দেহ হচ্ছে যে, লঙ্ঘনাত্মক (শ্রীরামচন্দ্র) একজন  
আমার অবস্থানের কথা জানেন না। কেননা, লঙ্কা  
পেরেও সেই তেজস্বী বীর পত্নীর তিরস্কার কিভাবে  
করতে পারেন ?

হতেতি মাং যোহধিগতা রাঘবায় নিবেদয়েৎ ।  
গুরুরাজোহপি স রণে রাবণেন নিপাতিতঃ ॥ ১৮  
‘যিনি শ্রীরামচন্দ্রকে আমার অপহৃত হস্ত  
দুঃসংবাদ নিবেদন করতে পারতেন, সেই পক্ষি  
জটায়ুকেও রাবণ নিহত করেছে।

কৃতং কর্ম মহং তেন মাং তথাত্মবদমজা ।



ত্রিষ্ঠা রাবণবধে বুদ্ধেনাপি জটায়ুয়া ॥ ১৯

‘জটায়ু যদিও বুদ্ধ ছিলেন, তবু আমার প্রতি  
দ্যাবরশঃ হয়ে বাবণকে বধ করতে চেষ্টা কবেছেন। তিনি  
মহান পুরুষার্থ সাধন করেছেন।

যদি আমিহ জানীয়াদ্ বর্তমানাং হি রাবণঃ।

অদা বাণেরভিক্রুদ্ধঃ কুর্গাম্লোকমরাক্ষসম্ ॥ ২০

‘যদি শ্রীরঘুনাথের অবগতি হয় যে, আমি এখানে  
আছি, তাহলে তিনি আজই ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বলোককে  
হান্নসংশূণ্য করে দেবেন।

নির্দহেচ্চ পুরীং লঙ্কাং নির্দহেচ্চ মহোদধিম্।

রাবণস্য চ নীচস্য কীর্তিঃ নাম চ নাশয়েৎ ॥ ২১

‘লঙ্কাপুরীকে জালিয়ে দেবেন, সাগরকে ভস্মীভূত  
করে ফেলবেন এবং হীন-স্বভাব রাবণের নাম ও খ্যাতি  
বিনষ্ট করবেন।

ততো নিহতনাথানাং রাক্ষসীনাং গৃহে গৃহে।

বথাহমেবং রুদতী তথা ভূয়ো ন সংশয়ঃ ॥ ২২

‘অতঃপর তাদের নিজ নিজ পতির সংহারে  
রাক্ষসীদের মধ্যে ক্রন্দন রোল উঠবে; ঠিক আমার কান্নার  
মতো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অধিবা রাক্ষসাং লঙ্কাং কুর্যাদ্ রামঃ সলঙ্ঘণঃ।

নহি তাভ্যাং রিপুর্দুষ্টো মুহূর্তমপি জীবতি ॥ ২৩

‘লঙ্ঘণের সাথে শ্রীরাম অবেষণ করে লঙ্কানগরী  
খুঁজে বার করবেন এবং রাক্ষসকুলের সংহার করবেন।  
যে শত্রুকে এই দুই ভ্রাতা দেখে নিয়েছেন, সে কিছুতেই  
ক্ষণমাত্রও বেঁচে থাকবে না।

চিত্রাশ্রমাকুলপথা গম্ভীরমলমণ্ডিতা।

অচিরেইব কালেন শ্রাশানসদৃশী ভবেৎ ॥ ২৪

‘অচিরেই লঙ্কা শ্রাশান সদৃশ হয়ে যাবে। শকুনের  
দলে এবং চিতার ধোঁয়ায় লঙ্কার পথ-ঘাট ভরে উঠবে।

অচিরেইব কালেন প্রাক্ষ্যামোনঃ মনোরথম্।

দুঃপ্রস্থানোহয়মাত্তি সর্বেষাং বো বিপর্যয়ঃ ॥ ২৫

‘আর অধিক দেরী নেই, আমার মনোরথ পূর্ণ হবে।

তোমাদের দুষ্টাচার তোমাদেরই বিপর্যয় ডেকে আনছে।

যাদৃশানি তু দৃশান্তে লঙ্কায়ামন্তানি তু।

অচিরেইব কালেন ভবিষ্যতি হতপ্রভা ॥ ২৬

‘লঙ্কা নগরীতে যে যে অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে,

তাতে মনে হয় যে, অনতিকালে এটির জাঁক-জমক

দু্যতিতীন হয়ে পড়বে।

নুনং লঙ্কা হতে পাপে রানধে রাক্ষসাবধিপে।

শোমমেমাতি দুর্ধর্মা প্রমদা বিধবা যথা ॥ ২৭

‘পাপাচারী রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু হলে দুর্ধর্ষ  
লঙ্কাপুরীও নিশ্চয় বিধবা যুবতীর ন্যায় শুকিয়ে যাবে অর্থাৎ  
নষ্ট হয়ে যাবে।

পুণ্যাৎসবসমৃদ্ধা চ নষ্টভর্ত্রী সরাক্ষসা।

ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নষ্টভর্ত্রী যথাজনা ॥ ২৮

‘এখন যে লঙ্কানগরী পুণ্যাৎসবে সুশোভিতা, সেটি  
রাক্ষসকুলের বিনাশের সাথে নিজ নিজ পতিদের মৃত্যুতে  
বিধবা স্ত্রীকুলের ন্যায় শ্রীহীন হয়ে যাবে।

নুনং রাক্ষসকন্যানাং রুদতীনাং গৃহে গৃহে।

শ্রোষ্যামি নচিরাদেব দুঃখার্তানামিহ ধ্বনিম্ ॥ ২৯

‘নিঃসন্দেহে, আমি খুব শীঘ্রই লঙ্কার ঘরে ঘরে  
দুঃখ-কাতর রাক্ষস-কন্যাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনব।

সাক্ষকারা হতদ্যোতা হতরাক্ষসপুঞ্জবা।

ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নির্দহা রামসায়কৈঃ ॥ ৩০

‘শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিষ্কিন্তু বাণ সমূহে দহন হয়ে  
লঙ্কাপুরীর শোভা নষ্ট হবে। নগরী অন্ধকারাবৃত হবে। শ্রেষ্ঠ  
রাক্ষসেরা কালের করাল গ্রাসে চলে যাবে।

যদি নাম স শূরো মাং রামো রক্তাঙ্কলোচনঃ।

জানীয়াদ্ বর্তমানাং যাং রাক্ষসস্য নিবেশনে ॥ ৩১

‘এই সবকিছুই তখন সম্ভব হবে, যখন রক্তিম  
নেত্রাস্ত্রধারী শূরবীর শ্রীরামচন্দ্র জানতে পারবেন যে আমি  
(সীতা) রাক্ষসের প্রাসাদে বর্তমানে বন্দিণী হয়ে রয়েছি।

অনেন তু নৃশংসেন রাবণেনাধমেন মে।

সময়ো যন্ত নির্দিষ্টস্য কালোহয়মাগতঃ ॥ ৩২

‘এই হীন ও নিষ্ঠুর রাবণ আমার জন্য যে সময়সীমা  
নির্দিষ্ট করেছে, সেটিও প্রায় শেষ হতে চলেছে।

স চ মে বিহিতো মৃত্যুর্নামিন্ দুষ্টেন বর্ততে।

অকার্যং যে ন জানন্তি নৈবর্তাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৩৩

‘সেই কালটিকেই দুষ্টাচারী রাবণ আমাকে হত্যার  
জন্য নির্দিষ্ট করেছে। পাপাচারী রাক্ষস এটুকুও জানে না  
—কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়।

অধর্মাৎ তু মহোৎপাতো ভবিষ্যতি হি সাম্প্রতম্।

নৈতে ধর্মঃ বিজানন্তি রাক্ষসাঃ গিণিতাশনাঃ ॥ ৩৪

‘অধুনা, অধর্ম হতে উৎপন্ন বড় ধরনের বিপদ হবে।

মাংসাসী বাক্ষসেরা ধর্মের কিছুনা জানেন না।

এবং মাং প্রাতঃপ্রার্থ্যঃ রাক্ষসঃ কল্পয়িষ্যতি  
সাহঃ কথং করিষ্যামি তং বিনা প্রিয়দর্শনম্॥ ৩৫

‘এই সকল রাক্ষস প্রাতঃপ্রার্থের জন্য নিঃসন্দেহে  
আমাকে অর্থাৎ আমার শরীরকে বিবেচনা করবে।  
প্রিয়দর্শন শ্রীরামচন্দ্রের বিহনে এইরূপ অসহায় আমি কি  
করব?’

রামঃ রক্তাক্তনয়নমশাঙ্গী সুদুঃখিতা।

ক্ষিপ্তং বৈবস্বতং দেবং পশ্যমাং পতিনা বিনা॥ ৩৬

‘রক্তাক্তলোচন পতি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন না পেলে  
সাতিশয় দুঃখিতা আমি অতি শীঘ্রই যম-দেবকে দেখতে  
পাব অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করব।

নাজানাঞ্জীবিতীঃ রামঃ স মাং ভরতপূর্বজঃ।

জানন্তৌ তু ন কুর্যাতাং নৌৰ্যাং হি পরিমার্গণম্॥ ৩৭

‘ভরতের অগ্রজ ভগবান শ্রীরাম জানেন না যে আমি  
জীবিত আছি। যদি তাঁদের এ কথা জানা থাকত (যে আমি  
জীবিত), তাহলে এরকম অসম্ভব যে—তারা ধরাতলে  
আমার অনুসন্ধান করতেন না।

নুনং মমৈব শোকেন স বীরো লক্ষণগ্রজঃ।

দেবলোকমিতো যাতস্ত্যক্ত দেহং মহীতলে॥ ৩৮

‘নিঃসন্দেহে, আমারই শোকে সেই বীর লক্ষণগ্রজ  
শ্রীরামচন্দ্র ইহলোক থেকে (শরীর ত্যাগ করে) দেবলোকে  
চলে গেছেন।

ধন্যা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাস্ত পরমর্ষয়ঃ।

মম পশ্যন্তি যে বীরঃ রামঃ রাজীবলোচনম্॥ ৩৯

‘সকল দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ ধন্য,  
যেহেতু তারা আমার পতিদেব বীরপুঙ্গব কমললোচন  
শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করছেন।

অথবা নহি তস্যার্থো ধর্মকামস্য ধীমতঃ।

মরা রামস্য রাজর্ষেভ্যর্যমা পরমাত্মনঃ॥ ৪০

‘অথবা কেবলমাত্র ধর্মকামী পরমাত্মারূপ বুদ্ধিমান  
রাজর্ষি শ্রীরামের পত্নীর কোন প্রয়োজন নেই (এইজন্য  
আমার খবর রাখেন না)।

দৃশ্যমানে ভবেৎ প্রীতিঃ সৌকম্যং নাস্তদৃশ্যতঃ।

নাশরন্তি কৃতঘ্নাস্ত ন রামো নাশয়িষ্যতি॥ ৪১

‘যে স্বজন চোখের সম্মুখে থাকে, তার উপরেই  
প্রীতি তৈরী হয়, যে চোখের আড়ালে থাকে, তার জন্য

স্নেহ থাকে না। কিন্তু এ-রকম স্বভাব অকৃতজ্ঞদের জন্য  
থাকে যে, তারা সৌহার্দ্য রক্ষা করে না। রাম তো কৃতজ্ঞ  
নন, তিনি সৌহার্দ্যের ক্ষতি করবেন না।

কিং বা ময়াগুণাঃ কেচিৎ কিং বা ভাগ্যক্ষয়ো হি মে।

যা হি সীতা বরার্হেণ হীনা রামেণ জামিনী॥ ৪২

‘অথবা আমার কোন দুর্গুণ (দোষস্বভাব) আমার  
কিংবা আমার ভাগ্য খারাপ, যে এখন আমি মানিনী সীতা  
পরম পূজ্য পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রের থেকে বিযুক্ত হয়ে গেছি  
শ্রেয়ো মে জীবিতাত্মত্বং বিহীনায়ামা মহাক্ষনা।

রামাদক্লিষ্টচারিত্রাচ্ছুরাচ্ছক্রনিবর্হণাৎ

‘জীবিত থাকার অপেক্ষা, আমার মরণ ভাল  
কেননা, আমি অনিন্দা ধ্যাতিবান, বীর, শত্রু নির্ধনকরী  
মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের বিহনে জীবন ধারণ করছি।

অথবা ন্যাক্ষত্রৌ তৌ বনে মূলফলাশনৌ।

জাতরৌ হি নরশ্রেষ্ঠৌ চরন্তৌ বনগোচরৌ॥ ৪৩

‘অথবা বনে বিচরণকারী ও ফলমূলাহারী নরবর  
তাই এখন অহিংসার ব্রত ধারণ করে অস্ত্র-শস্ত্র  
পরিত্যাগপূর্বক বনেই বসবাস করছেন।

অথবা রাক্ষসেজ্ঞেণ রাবণেন দুরাক্ষনা।

ইদ্যনা ধ্যতিতৌ শূরৌ জাতরৌ রামলক্ষণৌ॥ ৪৪

‘অথবা দুরাত্মা রাক্ষসেজ্ঞ রাবণ ছেলের আশ্রয় নি  
দুই বীরপুঙ্গব ভ্রাতা (রাম-লক্ষণকে) নিহত করেছে।  
সাহমেবংবিধে কালে মর্তুমিচ্ছামি সর্বতঃ।

ন চ মে বিহিতো মৃত্যুরশ্মিন্ দুঃখেহতিবর্ততি॥ ৪৫

‘এমতাবস্থায়, সর্বতোভাবে আমি মৃত্যুর কক্ষ  
করছি’ কিন্তু এত দুঃখেও আমার কপালে এখন ঘট  
নেই।

ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো মুনয়ঃ সত্যসম্মতাঃ।

জিতাত্মানো মহাজাগা যেষাং ন স্তঃ প্রিয়প্রিয়ৈঃ॥ ৪৬

‘সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করে  
যাঁরা এবং যাঁরা অন্তঃকরণকে বশীভূত করতে পারেন  
এইরূপ মহাপুরুষগণ ধন্যবাদার্থ, তাঁদের প্রিয় বনে  
অপ্রিয় বলে কিছু নেই।

প্রিয়ান সন্তবেদ্ দুঃখমপ্রিয়াদধিকং ভবেৎ।

তাত্যাং হি তে বিশুদ্ধাত্মে নমস্তেবাঃ মহাক্ষনাম্॥ ৪৭

‘যাঁদের প্রিয় (জন বা বস্তু) বিয়োগে দুঃখ হয়  
এবং যাঁরা অপ্রিয়ের সংযোগে দুঃখিত হন না, প্রিয়



অগ্নির দুই থেকেই যাবা অনাসক্ত (অর্থাৎ উদাসীন)  
বাকেন, সেইসকল মহাপুরুষদেরকে আমি প্রণাম করি  
সহঃ তজ্জা প্রিয়েণৈব রামেণ নিদিভাঙ্গনা  
প্রাণাংজ্ঞামি পাপসা রাবণসা গতা বশম্ ॥ ৪৯

‘আমি আমার প্রিয়তম আত্মজ্ঞানী পতিদেব ভগবান  
শ্রীরাঘচন্দ্রের থেকে দূরে আছি এবং পাপাচারী রাক্ষসরাজ  
রাবণের বন্দিনী হয়েছি, অতএব এই জীবন পরিত্যাগ  
করব।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাবো সুন্দরকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥  
মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

### সপ্তবিংশঃ সর্গঃ (২৭)

ত্রিজটর স্বপ্নদর্শন, রাক্ষসীদের বিনাশ এবং শ্রীরাঘচন্দ্রের বিজয় সম্বন্ধে শুভ সূচনা

ইত্যুক্তাঃ সীতয়া ঘোরং রাক্ষস্যাঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ ।  
কচ্ছিচ্ছমুদাখাতুং রাবণস্য দুরাঙ্গনঃ ১

সীতা কর্তৃক এইরূপ ভয়ংকর বাক্যে অভিহিত হয়ে  
রাক্ষসীরা ক্রোধে অচেতনপ্রায় হয়ে গেল এবং তাদের  
মধ্যে কেউ কেউ দুরাত্মা রাবণকে সেই খবর দেওয়ার জন্য  
চলে গেল

ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যা ভীমদর্শনাঃ  
পুনঃ পরমমেকার্থমনর্থার্থমথাক্রবন্ ২

অতঃপর করালদর্শন রাক্ষসীরা সীতাব নিকটে এসে  
পুনরায় একই (পূর্বোক্ত) প্রয়োজনাত্মক কঠোর ও  
অহিতকারী বাক্য বলতে লাগল

অদোদানীং তবানার্থে সীতে পাপবিনিশ্চয়ে ।  
রাক্ষস্যা ভক্ষয়িস্যন্তি মাংসমেতদ্ যথাসুখম্ ৩

‘পাপপূর্ণ বিবেচনায় পট্টয়সী অনার্যে সীতে ! আজ  
এক্ষুনি এই সকল রাক্ষসীরা সানন্দে তোমার মাংস ভক্ষণ  
করবে।’

সীতাঃ তাভিরনার্যাভির্দুষ্টা সন্তর্জিতাঃ তদা ।  
রাক্ষসী ত্রিজটা বৃদ্ধা প্রবৃদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ ৪

সেইসব রাক্ষসীদের দ্বারা তিরস্কৃত সীতাকে দেখে  
ত্রিজটা নামে সুপ্তোখিতা (ঘুম থেকে উখিতা) প্রবৃদ্ধা  
রাক্ষসী বলল—

আত্মানং খাদতানার্যা ন সীতাঃ ভক্ষয়িস্যথ ।  
জনকস্য সূতামিষ্টাং সূম্বাঃ দশরথস্য চ ৫

‘নীচ নিশাচরীবৃন্দ ! তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে  
ভক্ষণ করো, সীতাদেবীকে ভক্ষণ করতে পারবে না, তিনি  
রাজা জনকের আদরের কন্যা এবং মহারাজ দশরথের

প্রিয় পুত্রবধূ।

স্বপ্নো হৃদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ ।

রাক্ষসানামভাবায় ভূতুরস্যা ভবায় চ ৬

‘আজ আমি এক ভয়ংকর ও রোমাঞ্চকারী স্বপ্ন  
দেখেছি, যা রাক্ষসকুলের বিনাশ ও সীতাপতির অভ্যাদয়  
সূচিত করে’

এবমুক্তাত্রিজটয়া রাক্ষস্যাঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ

সর্বা এবাক্রবন্ ভীতাত্রিজটাঃ তামিদং বচঃ ৭

ত্রিজটা এইরূপ বললে, (পূর্বে) ক্রোধে হিতাহিত  
জ্ঞানশূন্য সেই সকল রাক্ষসীরা সন্তুষ্ট হয়ে ত্রিজটাকে বলল—  
কথয়স্ব ত্বয়া দৃষ্টঃ স্বপ্নোহয়ং কীদৃশো নিশি ।

তাসাং শ্রদ্ধা তু বচনং রাক্ষসীনাং মুখোদ্যাতম্ ৮

উবাচ বচনং কালে ত্রিজটা স্বপ্নসংশ্রিতম্ ।

‘আমাদের বল তুমি রাত্রিতে কেমন স্বপ্ন দেখেছ ?’  
রাক্ষসীদের মুখে এই জিজ্ঞাসা শুনে ত্রিজটা তখন স্বপ্নের  
বিবরণ দিতে লাগল—

গজদন্তময়ীং দিব্যাং শিবিকামন্তরিক্ষগাম্ ৯

যুতলাং বাজিসহশ্রেণ স্বয়মাহ্বায় রাঘবঃ ।

শুক্ৰমালাধরধরো লক্ষ্মণেন সমাগতঃ ১০

‘আজ স্বপ্ন দেখলাম যে, গজদন্তনির্মিত এক সুসজ্জ  
শিবিকা সহস্র ঘোড়ায় সংযুক্ত হয়ে আকাশপথে চলছে  
এবং তাতে লক্ষ্মণের সাথে শ্রীরাঘচন্দ্র শ্বেত মালা ও  
শুক্লাবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হয়েছেন।

স্বপ্নে চাদা ময়া দৃষ্টা সীতা শুক্লাঘরাবৃত্তা ।

সাগরেণ পরিক্ষিপ্তঃ শ্বেতশরবতমাহিতা ১১

রামেণ সঙ্গতা সীতা ভাক্ষরেণ প্রভা যথা ।



‘আজ স্বপ্নে আমি এও দেখেছি—সীতা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে শ্বেত পর্বতের শিখরে বসে আছে ; সেই পর্বত চারিদিকে সমুদ্র পবিবেষ্টিত সেখানে সূর্যদেবের সঙ্গে প্রভার মিলনের মতো শ্রীরামচন্দ্রের সাথে সীতার মিলন সম্পন্ন হয়েছে

রাঘবশ্চ পুনর্দৃষ্টচতুর্দশঃ মহাগজম্ ॥ ১২  
আরুঢ়ঃ শৈলসংকাশঃ চকাস সহলক্ষণঃ।

‘আমি পুনরায় শ্রীরঘুনাথকে দেখলাম— তিনি লক্ষ্মণের সাথে চতুর্দশযুক্ত বিশালাকার হস্তীর উপর আরুঢ় হয়ে পর্বতের ন্যায় (বিশালতায়) শোভা পাচ্ছেন

ততস্ত্ব সূর্যসংকাশৌ দীপ্যমানৌ স্বতেজসা। ১৩  
শুকুমাল্যাহরধরৌ জানকীঃ পর্যুপহিতৌ।

‘অতঃপর ভ্রাতৃত্ব নিজেদের দীপ্তিতে সূর্যসদৃশ দেদীপ্যমান এবং শুভ্র মালা ও শুভ্র বস্ত্রে সুশোভিত হয়ে জনকনন্দিনী সীতার সন্নিকটে উপস্থিত হলেন

ততস্ত্বা নগস্যাত্রে হ্যাকাশহস্য দন্তিনঃ। ১৪  
ভদ্রা পরিগৃহীতসা জানকীঃ কুমারপ্রিতা

‘তখন সেই সাগর মধ্যস্থ পর্বত শিখরের উপরস্থিত আকাশে পতি শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক পরিগৃহীত হয়ে জানকী দেবী সেই হস্তীর পৃষ্ঠে আরুঢ় হলেন।

ভর্তৃরক্ষাঃ সমুৎপতা ততঃ কমললোচনা ॥ ১৫  
চন্দ্রসূর্যৌ ময়া দৃষ্টৌ পাণিভ্যাং পরিমার্জতৌ।

‘তদনন্তর, পদ্মলোচনা সীতা পতির অঙ্ক থেকে দ্রুত গতিতে উপরে উঠে গিয়ে চন্দ্রমা ও সূর্যের সন্নিকটে পৌঁছে গেলেন। আমি সেখানে দেখলাম, সীতা তার দুই হাতে চন্দ্র ও সূর্যকে হস্তাবলম্বনে পরিমার্জন করছেন।<sup>(১)</sup>

ততস্ত্বাভ্যাং কুমারাভ্যামহিতঃ স গজোত্তমঃ।  
সীতয়া চ বিশালাক্ষ্যা লঙ্কয়া উপরি হিতঃ ॥ ১৬

‘এরপর দুই কুমার (রাম ও লক্ষ্মণ) কে এবং আয়তনয়না সীতাকে নিয়ে সেই বিশাল গজরাজ লঙ্কানগরীর উপরে (আকাশে) স্থির হল।

পাণুরর্ষভযুক্তেন রথেনাষ্টযুজা স্বয়ম্।  
ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থঃ সীতয়া সহ ভাৰ্যয়া ॥ ১৭  
শুকুমাল্যাহরধরৌ লক্ষ্মণেন সহাগতঃ।

‘আমি আরও দেখলাম আটটি শ্বেত বলদযুক্ত রথের

উপর ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র শুভ্র পুষ্পমালা ও শ্বেত বস্ত্র পরিহিত হয়ে প্রিয় পত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গিত এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

ততোহনাত্র ময়া দৃষ্টৌ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ১৮  
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া সহ বীর্যবান্  
আরুঢ়্য পুষ্পকং দিব্যং বিমানং সূর্যসন্নিভম্ ১৯  
উত্তরাং দিশমালোচা প্রহিতঃ পুরুষোত্তমঃ।

‘আবার অন্য এক দৃশ্য আমি দেখলাম—সত্য পরাক্রমী ও বীর্য বিক্রমশালী পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরাম নিজ পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান পুষ্পক বিমানে আরুঢ় হয়ে এখান থেকে উত্তর দিক প্রস্থান করলেন।

এবং স্বপ্নে ময়া দৃষ্টৌ রামো বিশ্বপরাক্রমঃ ২০  
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া সহ ভাৰ্যয়া।

‘এইভাবে স্বপ্নে আমি ভগবান বিশ্বর তুল্য পরাক্রমী শ্রীরামকে, তাঁর প্রিয়-পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে দর্শন করলাম।

ন হি রামো মহাতেজাঃ শাক্যো জেতুঃ সুরাসুরৈঃ ২১  
রাক্ষসৈর্বাপি চানৈর্বা স্বর্গঃ পাপজনৈরিব।

‘মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্রকে দেবতা, দানব, বান্দব ও অন্য কেউই পরাস্ত করতে পারবে না। ঠিক যেমন, লক্ষ্য কখনও শাসীজনের দ্বারা জয় করা যেতে পারে না।

রাঘবশ্চ ময়া দৃষ্টৌ মুণ্ডশৈলসমুদ্ভিতঃ ২২  
রক্তবাসাঃ পিবনাত্রঃ করবীরকৃতপ্রজঃ।  
বিমানাং পুষ্পকাদদ্য রাঘবঃ পতিতঃ ক্রিতৌ ২৩

‘আমি রাঘবকেও স্বপ্নে দেখলাম। তিনি মুণ্ড শিখরে মন্তকে তৈল-স্নান করে রক্তবাস পরিধান করেছেন ও মদিরা পান করে মত্ত হয়ে গেছেন, করবী ফুলের গলায় ধারণ করেছেন। এইভাবে সজ্জিত রাঘব পুষ্পক বিমান হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন।

কৃষাণাং ত্রিগা মুণ্ডো দৃষ্টঃ কৃষ্ণাঙ্গরঃ পুনঃ।  
রথেন ঋষ্যভুক্তেন রক্তমাল্যানুলেপনঃ ২৪  
পিবন্তৈলং হসন্ত্যান্ ভ্রাতৃচিহ্নাকুলেগ্রিগঃ।  
গর্দভেন যয়ৌ শীঘ্রং দক্ষিণাং দিশমহিতঃ ২৫

‘একজন কৃষ্ণাঙ্গর পরিচিত স্ত্রীলোক মুণ্ডিত মস্তক

<sup>(১)</sup>যে স্ত্রী বা পুরুষ স্বপ্নে নিজের দুই হাত দ্বারা সূর্যমণ্ডল অথবা চন্দ্রমণ্ডলকে স্পর্শ করে, সে বিশাল রাজ্য লাভ করে। স্বপ্নের পরম বাক্য হল—

আদিত্যমণ্ডলং বাপি চণ্ডমণ্ডলমেব বা।

স্বাপ্ন গজ্যতি দ্রত্যাভ্যাং রাজং সম্প্রাপুয্যাহং ॥ (গোবিন্দরাজবিরচিত রামায়ণভূষণ)

বাক্যকে আকর্ষণ করে কোথাও যেন নিয়ে যাচ্ছে তিনি  
বক্সপুস্তকের মালা ও রক্তচন্দনে শোভিত হয়ে গর্দভ-যুক্ত  
বাক্যে ছিলেন। তৈল পান করতে করতে, হাসতে হাসতে  
তিনি নৃত্য করছিলেন। উন্নতের ন্যায় তাঁর চিত্ত আনন্দ এবং  
হৃদয়সকল ব্যাকুলিত ছিল। গর্দভের পৃষ্ঠে করে তিনি দীর্ঘ  
দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

পুনরায় ময়া দৃষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
পতিতোহবাক্ষিরা ভূমৌ গর্দভাদ্ ভয়মোহিতঃ ২৬

‘তদনন্তর আমি আবার দেখলাম রাক্ষসরাজ রাবণ  
গর্দভ পৃষ্ঠ হতে ভয়ত্রস্ত হয়ে মস্তক নীচের দিকে করে  
হুতলে পতিত হলেন।

সহসোথায় সম্রাজ্ঞো ভয়ান্তো মদবিহ্বলঃ।  
ভয়ত্রস্তো দিম্বাসা দুর্বাক্যং প্রজপন্ বহুঃ ২৭

দুর্গন্ধঃ দুঃসহঃ ঘোরঃ তিমিরঃ নরকোপমম্।  
মলপঙ্কঃ প্রবিশ্যন্ত মগন্তত্ স রাবণঃ ২৮

‘পুনরায়, তিনি ভয়ান্ত হয়ে মদিরা বিহ্বল ও  
কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সহসা হুতল হতে উখিত হলেন  
এবং উন্নত ও উলঙ্গ রূপে বহুপ্রকার দুর্বাক্য প্রজপন করতে  
অগ্রসর হলেন। সম্মুখস্থ দুর্গন্ধ, দুঃসহ, ঘোর  
অন্ধকার পূর্ণ ও নরকতুল্য মলের পক্ষে রাবণ প্রবেশ  
করলেন এবং নিমজ্জিত হলেন।

প্রহিতো দক্ষিণামাশাং প্রবিশ্টোহকর্দমং হ্রদম্।  
কষ্টে বদ্ধা দশগ্রীবং প্রমদা রক্তবাসিনী ২৯

কালী কর্দমলিপ্তাজী দিশং যাম্য্যং প্রকর্ষতি।  
এবং তত্র ময়া দৃষ্টঃ কুন্তকর্ণো মহাবলঃ ৩০

‘তদনন্তর পুনরায়, দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে রাবণ  
কর্দমশূন্য এক হ্রদে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তথায় কর্দমে  
লিপ্ত সর্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণা ও রক্তাঙ্গুর পরিহিতা এক নারী  
দশাননকে গলায় বন্ধন করে দক্ষিণ দিকে টানতে লাগল  
এবং সেইস্থলে মহাপরাক্রমী দুষ্ট কুন্তকর্ণকেও একই  
অবস্থাতে স্থপ্নে দেখা গেল।

রাবণস্য সূতাঃ সর্বো যুগান্তলসমুক্ষিতাঃ।  
বরাহেণ দশগ্রীবঃ লিখ্তমারেণ চেন্দ্রজিৎ ৩১

উষ্ট্রেণ কুন্তকর্ণচ প্রযাতৌ দক্ষিণাং দিশম্।  
‘রাবণের সকল পুত্রকে যুগান্ত মস্তক ও তৈলময়

দেখলাম। দশানন শূকরের পৃষ্ঠে, ইন্দ্রজিৎ গর্দভের এবং  
কুন্তকর্ণ উষ্টের পৃষ্ঠে করে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করল।

একস্তত্র ময়া দৃষ্টঃ শ্বেতচ্ছত্রো বিভীষণঃ ৩২

তরুমালায়বধরঃ

শুভ্রগজানুলেপনঃ।

‘একমাত্র বিভীষণকে দেখলাম শুভ্র ছাতায় শ্বেত  
মালা, শ্বেত বস্ত্রে ও শ্বেত চন্দনাদি সুগন্ধিতে সুশোভিত।  
শঙ্খাদুর্ভুজিনির্দোষৈর্নৃগীতৈরলঙ্কৃতঃ ৩৩

আকর্ষ্য শৈলসংকাশং মেদন্তনিতনিঃস্রবম্।  
চতুর্দন্তং গজং দিব্যমাস্ত্রে তত্র বিভীষণঃ ৩৪

চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সার্বং সৈন্যায়সমুপস্থিতঃ ৩৫

‘তার (বিভীষণের) নিকটে শঙ্খধ্বনি দুর্ভুজি,  
নৃগীতাদি সমারোহ ছিল এবং সে পর্বততলা সুবিশাল ও

মেঘের ন্যায় গম্ভীর নিনাদী চতুর্দন্ত স্বর্গীয় গজে আকাড় হয়ে  
মন্ত্রিদের সঙ্গে আকাশে দৃশ্যমান হচ্ছিল।

সমাজশ্চ মহান্ বৃহো গীতবাদিরনিঃস্রবঃ।  
পিবতাং রক্তমালানাং রক্ষসাং রক্তবাসসাম্ ৩৬

‘তৈল পানকারী এবং রক্তমালা ও রক্তবস্ত্র পরিহিত  
রাক্ষসদের বিশাল সমাবেশ দেখা গেল এবং  
গীতবাদাদিতে (ধ্বনিত) সবদিক মুগ্ধবিত্ত হচ্ছিল।

লক্ষা চেয়ং পুরী রম্যা সনাজিরথকুঞ্জরা।  
সাগরে পতিতা দৃষ্টা ভগ্নগোপুরভোরণা ৩৭

‘এই রমণীয় লক্ষাপুরী ঘোটক, রথ এবং হস্তীসকল  
সহ সমুদ্রে পতিত হয়েছে। আরও দেখা গেল এই নগরীর  
বাহিরের তোরণ অর্থাৎ গোপুর ও অন্তর্ভোরণ ভগ্ন হয়ে  
গিয়েছে।

লক্ষা দৃষ্টা ময়া স্বপ্নে রাবণেনাভিরক্ষিতা।  
দক্ষা রামস্য দূতেন বানরেশ তরস্বিনা ৩৮

‘রাবণের দ্বারা সুরক্ষিতা লক্ষা নগরী শ্রীরামচন্দ্রের  
দূত ইত্যন্তঃ ধাবমান বানর কর্তৃক অগ্নিদগ্ধ হয়েছে।  
পীত্বা তৈলং প্রমত্তাশ্চ প্রহসন্ত্যো মহাম্বনাঃ ৩৯

লক্ষায়াং ভ্রমরুক্ষায়াং সর্বা রাক্ষসযোষিতাঃ ৩৯

‘ভ্রমীভূত লক্ষায় রাক্ষস রমণীকুল তৈল পানে উন্মত্ত  
হয়ে অটুহাসা করছিল।

কুন্তকর্ণাদয়শ্চৈবে সর্বো রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।  
রক্তং নিবসনং গৃহ্য প্রবিষ্টা গোময়হ্রদম্ ৪০

‘কুন্তকর্ণ প্রভৃতি সমস্ত বীর রাক্ষসেরা রক্তবসন  
পরিধান করে গোময় পরিপূর্ণ হ্রদে প্রবেশ করল।  
অপগচ্ছত পশাঘবং সীতামাপোতি রাঘবঃ ৪১

ঘাতয়েৎ পরমামর্ষী যুস্মান্ সার্বং হি রাক্ষসৈঃ ৪১

‘তোমরা (রাক্ষসীরা) পালাও ! দেখ, রাঘব কেমন  
করে সীতাকে উদ্ধার করেন। তোমার এবং তোমাদেরও  
অধর্মাচারী রাক্ষসদের সাথে বিনাশ হবে।

প্রিয়াং বহুমতাং জায়াং বনবাসমনুপ্রভাম্।



ভংসিতাং তর্জিতাং বাপি নানুমংসতি রাঘবঃ ॥ ৪২

‘যে সীতাদেবী বনবাসেও রাঘবের অনুগমন করেছিলেন, সেই প্রিয়া ও আদরনীয়্য ভাৰ্য্যা সীতাদেবীর প্রতি রাক্ষসগণকর্তৃক ভংসনা বা ভীতি প্রদর্শন শ্রীরঘুনাথ ক্ষমা করবেন না।

তদন্তঃ ক্রুরবাকৈশ্চ সাত্ত্বমেবাভিধীয়তাম্।

অভিযাচাম বৈদেহীমেতচ্চি মম রোচতে ॥ ৪৩

‘অতএব এইভাবে পক্ষ বাক্য প্রয়োগ বৃথা, মধুর বাক্য বলা। আমার (ত্রিজটাব) বরং মনে হয়, আমরা সীতার কাছে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করি

যস্যা হোবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে।

সা দুঃখৈর্বহুভির্মুক্তা প্রিয়ং প্রাপ্নোতানুত্তমম্ ॥ ৪৪

‘যে দুঃখিনী নারীর বিষয়ে এবংবিধ স্বপ্ন দেখা যায়, সে বহু দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে অভিলষিত সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ করে।

ভংসিতামপি যাচধ্বং রাক্ষস্যাঃ কিং বিবক্ষয়া।

রাঘবাচ্চি ভয়ং ঘোরং রাক্ষসানামুপস্থিতম্ ॥ ৪৫

‘রাক্ষসীগণ ! আমি জানি তোমাদের আরও কিছু বলবার আছে, কিন্তু তাতে কি হবে ? যদিও সীতাকে বহু ভংসনা করা হয়েছে, তবুও তার শরণাপন্ন হয়ে অভয় প্রার্থনা করো ; কেননা, রঘুনাথের নিকট হতে রাক্ষসকুলের ভীষণ ত্রাস সমুপস্থিত প্রায়।

প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাস্বজা।

অলমেষা পরিব্রাতাং রাক্ষসো মহতো ভয়াৎ ॥ ৪৬

‘জনকমণ্ডিনী মৈথিলী প্রণিপাতের দ্বারাই প্রসন্না হয়ে যাবেন, তিনি একাই রাক্ষসীদের মহাভয় থেকে রক্ষা করতে পারেন।

অপি চাস্যা বিশালাক্ষ্যা ন কিঞ্চিদুপলক্ষয়ে।

বিরূপমপি চাক্ষুষে সুসূক্ষ্মমপি লক্ষণম্ ॥ ৪৭

‘এই আয়তনয়না সীতার অঙ্গসমূহে বিপরীত লক্ষণের লেশমাত্র দেখতে পাচ্ছি না (যাতে মনে হচ্ছে যে সীতা চিরকাল এরকম কষ্টে থাকবে না)।

ছায়াবৈশ্বণ্যমাত্রং তু শঙ্কে দুঃখমুপস্থিতম্।

অদুঃখার্হামিনাং দেবীং বৈহায়সমুপস্থিতাম্ ॥ ৪৮

‘সীতার এই দুঃখ চন্দ্রগ্রহণকালীন ছায়ার মালিন্য

মাত্র। আমি (ত্রিজটা) স্বপ্নে সীতাকে বিমানে উপস্থিত দেখেছি ; অতএব সীতা দুঃখভোগের যোগ্য নয়।

অর্থসিদ্ধিং তু বৈদেহ্যাঃ পশ্যামাহমুপস্থিতাম্।

রাক্ষসেভ্যেবিনাশং চ বিজয়ং রাঘবস্য চ ॥ ৪৯

‘আমি কিন্তু জানকীর অভিলষিত মনোরথ সিদ্ধি সমুপস্থিত দেখতে পাচ্ছি। রাক্ষসরাজ রাবণের বিনাশ এবং শ্রীরঘুনাথের বিজয়ের আর অধিক বিলম্ব নেই।

নিমিত্তভূতমেতৎ তু শ্রোতুমস্যা মহৎ প্রিয়ম্।

দৃশ্যতে চ ক্ষুরচক্ষুঃ পদ্মপত্রমিবায়তম্ ॥ ৫০

‘কমলদলের তুল্য সীতার বিশাল বাম নেত্র ক্ষুরিত হচ্ছে। এটি সূচিত করেছে যে, সীতা শীঘ্রই প্রিয় সংবার শুনতে পারবেন।

ঈষদ্বি হৃষিতো বাস্যা দক্ষিণায়া হৃদক্ষিণঃ

অকস্মাদেব বৈদেহ্যা বাহুরেকঃ প্রকম্পতে ॥ ৫১

‘উদারহৃদয়া এই বিদেহরাজকুমারীর বামহস্ত সহস্র রোমাঞ্চিত হয়ে কম্পিত হচ্ছে, এটি শুভলক্ষণ।

করেণুহস্তপ্রতিমঃ সব্যশ্চোদরনুত্তমঃ।

বেপনু কথয়তীবাঙ্গা রাঘবং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৫২

‘হস্তীশৃঙের তুল্য সীতার সুন্দর বাম জঙ্ঘা প্রকম্পিত হয়ে সূচিত করেছে, যেন রাঘব সীতার সমুখে উপস্থিত (অর্থাৎ রঘুনন্দনের আগমন সমাগতপ্রায়)।

পক্ষী চ শাখানিলয়ং প্রবিষ্টঃ

পুনঃ পুনঃ চোদমসাত্ত্ববাদী।

সুস্বাগতাং বাচমুদীরয়ানঃ

পুনঃ পুনঃ চোদয়তীব হৃষ্টঃ ॥ ৫৩

‘দেব ! পাখীটি নিজের শাখাকুলায় প্রবেশ করে বারংবার সান্ত্বনাপূর্ণ সুমিষ্ট কূজন করেছে, যেন সুস্বাগত ভাষণ উচ্চারণ করতে করতে হৃষ্ট চিত্তে পুনঃ পুনঃ প্রিয়তমের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছে।’

ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্তৃবিজয়হর্ষিতা।

অবোচদ্ যদি তৎ তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ ॥ ৫৪

এইভাবে পতিদেবের (রঘুনাথের) বিজয় সংবাদে হৃষ্ট লজ্জাবতী জনকদুহিতা সীতা বললেন—‘যদি তোমার (ত্রিজটাব) কথা সত্যি হয়, তবে আমি তোমাদের (রাক্ষসীদের) সবাইকে রক্ষা করব।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥



## অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ (২৮)

বিলাপ করতে করতে সীতার প্রাণত্যাগে উদ্যত হওয়া

রাক্ষসেন্দ্রস্যা বচো নিশমা  
তদ্ রাবণস্যাপ্রিয়মপ্রিয়ার্জা  
রিতা বিতরাস যথা বনাঙ্কে  
সিংহাভিগমা গজরাজকন্যা ॥ ১

পতির বিরহে ব্যাকুল সীতা রাক্ষসরাজ রাবণের  
চরিত্র বচন শুনে, বনমধ্যে সিংহের দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্র  
শব্দকীর মতো ভয়ানক হয়ে পড়লেন।

রাক্ষসীমধ্যগতা চ তীক্ৰ-  
বাগ্ভির্ভৃশং রাবণতর্জিতা চ।

কঙ্করমধ্যে বিজনে বিসৃষ্টা  
বালেব কন্যা বিল্লাপ সীতা ॥ ২

রাক্ষসীদের মধ্যবর্তিনী হয়ে তাদের কঠোর  
কক্সমূহে বারংবার তিবদ্ধ ও রাবণের দ্বারা ভর্ষসিত  
তীক্ৰ-সুভাবা সীতা নির্জন নিবিড় বনে একাকী নিকদ্বিষ্ট  
বলিকার ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগলেন।

সত্ত্বং বতেদং প্রবদন্তি লোকে  
নাকালমৃত্যুর্ভবতীতি সত্ত্বং।

মদ্রাহমেবং পরিভর্ষ্যামানা  
জীবামি যন্মাং ক্ষণমপ্যপুণ্যা ॥ ৩

তিনি বললেন—‘সামু মহাত্ম্যাগণ! এ-কথা যথার্থ যে  
সময় না এলে কারও মৃত্যু হয় না, যেহেতু ভীষণভাবে  
ভর্ষিত হয়েও পুণ্যহীনা আমি এখনও জীবিত আছি।

মৃদাং বিহীনং বহুদুঃখপূর্ণ-  
মিদং তু নুনং হৃদয়ং স্থিরং মে।

বিদীর্ঘচে যদ্ব সহস্রধাদ্য  
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলসা ॥ ৪

‘আমার এই হৃদয় সুখ হতে বঞ্চিত ও বহুবিধ  
দুঃখরাজিতে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত কঠিন, বজ্রাহত  
পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না।

নৈবাঙ্কি নুনং মম দোষমত্র  
বধ্যাহমস্যাপ্রিয়দর্শনস্য

মলং দ্বিজো মঙ্গুমিবাভিজায় ॥ ৫

‘বিকট দর্শন রাবণের আসন্ন বধ্য আমার

আত্মহত্যা নিঃসন্দেহে কোন পাপ নেই। ব্রাহ্মণ যেমন  
অব্রাহ্মণকে বেদমন্ত্র প্রদান করতে পারেন না, আমিও  
তেমনি এই নিশাচরকে নিজ হৃদয়ের অনুরাগ নিবেদন  
করতে পারব না।

তন্নিয়নাগচ্ছতি লোকনাথে  
গর্ভস্থজন্তোরিব শলাকৃন্তঃ।

নুনং মমাজানাচিরাদনার্থঃ  
শত্ৰুঃ নিতৈশ্ছেৎসতি রাক্ষসেন্দ্রঃ ॥ ৬

‘হায়! লোকনাথ ভগবান শ্রীরামের আগমনের  
পূর্বেই এই দুষ্ট রাক্ষসরাজ নিশ্চয় তীক্ৰ শস্ত্রের দ্বারা আমার  
অঙ্গসমূহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে ঠিক যেমন করে শলাবিদ  
বিশেষ অবস্থায় গর্ভস্থ শিশুকে টুকরো টুকরো করে দেয়  
(অথবা যেমন করে ইন্দ্র দিতির গর্ভস্থ শিশুকে উনপঞ্চাশ  
টুকরো করে দিয়েছিলেন)।

দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া  
মাসৌ চিরায়ত্তিগমিষ্যতো যৌ।

বক্ষস্য বধ্যস্য যথা নিশাঙ্কে  
রাজোপরোধাদিব তঙ্করসা ॥ ৭

‘আমি অতিশয় দুঃখিনী। আমার প্রতি রাবণকর্তৃক  
নির্দিষ্ট দুই মাস পর্যন্ত সময় শীঘ্রই সমাপিত হবে। রাজার  
আদেশে রাত্রিশেষে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী তঙ্করের ন্যায়  
আমার অবস্থা।

হা রাম হা লক্ষ্মণ হা সুমিত্রে  
হা রামমাতঃ সহ মে জনন্যঃ।

এষা বিপদ্যামাহমঙ্গভাগ্যা  
মহার্ণবে নৌরিব মৃদুবাতা ॥ ৮

‘হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সুমিত্রে! হা রামজননী  
কৌশলো! হা আমার জননীবৃন্দ! যেমন করে ঝঞ্ঝাবাত  
তাজিত নৌকা মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, তেমনই আসন্ন  
জীবন-নাশের ভয়ানক সংকটের মুখোমুখি আমি।

তরঙ্গিনৌ ধারয়তা মৃগস্য  
সত্ত্বেন রূপং মনুজেন্দ্রপুত্রৌ।

নুনং বিশঙ্কৌ মম কারণাং তৌ  
সিংহর্ষভৌ দাবিব বৈদ্যুতেন ॥ ৯

‘সেই যুগরূপধারী প্রাণী নিশ্চয় তপস্বী  
রাজকুমারদ্বয়কে আমার জনাই নিহত করেছে, যেমন করে  
শ্রেষ্ঠ সিংহহৃদয় বিদ্রোহী হুইয়ে মৃত্যুবরণ করে (গিক  
তেমনি)।

নুনঃ স কালো যুগরূপধারী  
মামল্লাভাগ্যঃ গুলুভে তদানীম্।  
যদ্যর্থপুত্রৌ বিসসর্জ মূলা  
রামানুজঃ লক্ষ্মণপূর্বজঃ ৮। ১০

‘সেই সময়ে নিশ্চয়ই কাল অর্থাৎ যম যুগের  
হৃদবেশে আমাকে প্রলুপ্ত করেছিল, যার ফলে প্রভাবিত  
হয়ে আমি লক্ষ্মণ ও শ্রীরামচন্দ্রকে হরিণের পশ্চাদ্ধাবন  
করতে বলেছিলাম।

হা রাম সততঃ দীর্ঘবাহো  
হা পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমানবদ্ধ।  
হা জীবলোকসা হিতঃ প্রিয়ম্ভ

বধ্যং ন মাং বেৎসি হি রাক্ষসানাম্ ॥ ১১

‘হা সততঃধারী মহাবাহু শ্রীরাম ! হা পূর্ণচন্দ্রবদন  
রঘুনাথ ! হা জীবলোকের হিতৈষী প্রিয়তম ! তোমরা কি  
জানতে পারছ না, আমি রাক্ষসকুলের হননীয়া অবস্থায়  
পড়ে রয়েছি।

অনন্যদেবভূমিরঃ ক্ষমা চ  
ভূমৌ চ শয্যা নিয়মস্ত ধর্মৈ।  
পতিব্রতাস্ত্বঃ বিফলঃ মমেদং

কৃতং কৃতঘ্নেষু মানুযাণাম্ ॥ ১২

‘আমার এই একাগ্র উপাসনা, ক্ষমা, ভূমিশয়ন,  
ব্রতাদি (নিয়ম) পালন ও পতিভক্তিপরায়ণতা—এই সবই  
নিষ্ফল হয়ে গেল, যেমন করে কৃতঘ্নের প্রতি কৃত উপকার  
বিফল যায়।

মোঘো হি ধর্মশ্চরিতো মমাগঃ  
তথৈকপত্নীভূমিদং নিরর্থকম্  
যা দ্বাং ন পশ্যামি কৃশা বিবর্ণা  
হীনা দ্বয়া সঙ্গমনে নিরাশা ॥ ১৩

‘প্রভু ! আমি অত্যন্ত কৃশা ও কান্তিহীন হয়ে গেছি,  
তোমার (রঘুনাথের) নিকট হতে বিরহিত হয়েছি, তোমার  
সাথে মিলনের আশাও আর নেই। আমার ধর্মচরণ  
নিষ্ফল, অর্থহীন (আমার) একপত্নীভূত-অনুপালন।

পিতৃনির্দেশঃ নিয়মেন কৃত্বা

বনানিন্দুস্তরিতরতশ্চ  
শ্রীভিত্তি মনো নিপুলেক্ষণাভিঃ  
সংরংসাসে বীতভ্যাঃ কৃতার্থঃ ১৪

‘পিতার আজ্ঞা যথাযথ পালন করে বনবাসকাল  
অনসন্ধানে কৃতব্রত আপনি (রঘুনাথ) বনবাস থেকে  
প্রত্যাবর্তন করে, নির্ভয়ে ও সফলমনোরথে আয়তন  
বহু সুন্দরীদের বিবাহ করে সংসার করবেন।

অহং তু রাম ভূমি জাতকামা  
চিরং বিনাশায় নিবন্ধদ্বা।

মোঘং চরিত্রাথ তপো ব্রতং চ  
তাক্ষ্যামি ধিগ্জীবিতমল্লাভাগ্যম্ ১৫

‘কিন্তু শ্রীরঘুনাথ ! তোমাতে আমার অনুভব  
রয়েছে, নিজের অগ্রিম সময়ে আমি চিরকাল তোমার  
হৃদয়ে ধারণ করব। অদ্যাবধি আমি তপস্যা ও ব্রতাদি যা  
করেছি, সবকিছুই আমার জন্য ব্যর্থ। অতএব, আমার  
প্রাণত্যাগ করতে হবে। আমার মতো হতভাগিনীকে হিত-  
সঞ্জীবিতং ক্ষিপ্রমহং ভ্যজেষ্যঃ

বিষেণ শস্ত্রেণ শিতেন বাদি।

বিষয়া দাতা ন তু মেহস্তি কচ্চি-  
চ্ছস্তস্য বা বেৎসি রাক্ষসস্য ॥ ১৬

‘আমি তীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা অথবা আত্মঘাতী বিধে  
প্রয়োগে শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করতে চাই। কিন্তু রাক্ষসপুত্র  
আমাকে বিষ অথবা শস্ত্র প্রদান করার কেউ নেই।’

শোকাভিতপ্তা বহুধা বিচিন্তা  
সীতাথ বেগীভ্রথনং গৃহীয়া

উদ্বক্ষা বেদ্যদুগ্রথনেন শীঘ্র-  
মহং গমিষ্যামি যমসা মূলম্ ॥ ১৭

শোকসন্তপ্তা সীতা এইরূপ বহুধা বিচরণ  
মস্তকের বেগীভ্রথন হস্তে ধারণ করে স্থির করলেন—‘আমি  
শীঘ্রই এই বেগীতে ফাঁসি দিয়ে যমালয়ে চলে যাব (অর্থাৎ  
আত্মঘাতী হব)।’

উপহিতা সা মৃদুসর্বগাত্রী  
শাখাং গৃহীত্বা চ নগসা তসা।

তস্যাস্ত্র রামঃ পরিচিন্তয়ন্ত্যা  
রামানুজঃ স্বং চ কুলং ততাপ্য ॥ ১৮

তস্যা বিশোকানি তদা বহুনি  
ধৈর্যার্জিতানি প্রবরাপি লোকে

প্রাণুনিমিত্তানি তদা বভূবুঃ  
পুৰাণি সিদ্ধান্ত্যাপলক্ষিতানি ॥ ১৯  
কোমলাঙ্গী সীতা সেই অশোকবৃক্ষের শাখা হস্তে  
ধারণ করে বৃক্ষের নিকটে দাঁড়িয়ে রইলেন। এইভাবে  
প্রাণজাগ্রত করতে উদাত্ত তিনি শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং

পিতৃকুল সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে লাগলেন।  
এমতাবস্থায়, শুভাঙ্গী সীতার সম্মুখে শোকহর ও সাহস  
সম্ভারকারী লোকপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ সূচনা সকল উপলক্ষিত  
হল — যেগুলি ইতঃপূর্বেও শুভ লক্ষণ হিসেবে দৃষ্ট  
হয়েছিল এবং শুভফল প্রদান করেছিল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাষ্যেণ বাম্পীকীয়ে আদিকাব্যো সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

মহার্ষি বাম্পীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যো ভাষ্যেণ সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

### একোনত্রিংশঃ সর্গঃ (২৯)

সীতার সম্মুখে শুভ লক্ষণ প্রকট হওয়া

তথাগতাং তাং ব্যথিতামনিদিতাং  
ব্যতীতহর্ষাং পরিদীনমানসাম্ ॥

শুভাং নিমিত্তানি শুভানি ভেজিরে  
নরং শ্রিয়া জুষ্টমিবোপসেবিনঃ ॥ ১

এইভাবে অশোকবৃক্ষের নীচে স্থিত সীতার পক্ষে  
বহু প্রকার বাস্তবিক সংকেত প্রকটিত হয়ে ব্যথিত হৃদয়া,  
সতী সাধ্বী, হর্ষশূন্য, দীনচিত্ত ও শুভলক্ষণা সীতাকে  
সেইভাবেই হাট্ট করল, যেমন করে সেবকেরা ঐশ্বর্যশালী  
পুরুষের কাছে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়।

তল্যাঃ শুভাঃ বামমরালপক্ষ-  
রাজ্যাবৃত্তং কৃষ্ণবিশালশুক্লম্  
প্রাপ্পন্দতৈকং নয়নং সুকেশ্যা  
মীনাহতং পদ্মমিবাভিতাপ্রম্ ॥ ২

সেই সময় সুকেশী সীতার বস্ত্র প্র-সম্বৃত্ত পরম  
মনোহর কৃষ্ণ, শ্বেত এবং আয়ত বাম নোত্র প্রকল্পিত হতে  
লাগল, মনে হচ্ছিল যেন মীনের আঘাতে রক্ত কমল  
প্রকল্পিত হচ্ছে।

ভুজশ্চ চার্বকিতবস্ত্রপীনঃ  
পর্যর্ধাকালাগুরুচন্দনাইঃ  
অনুভবেনাঘ্রুযিতঃ প্রিয়েণ

চিরেণ বামঃ সমবেশতাত ॥ ৩  
সেইসঙ্গে তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর গোলাকার, পরিপুষ্ট,  
মহার্ষ কৃষ্ণ অশ্রুর ও চন্দনে সেবার্হ এবং পরম উত্তম

প্রিয়তমের স্পর্শে দীর্ঘকাল ধরে সেবিত বাম-বাহুও  
ক্ষুরিত হল।

গজেন্দ্রহস্তপ্রতিমশ্চ পীন-  
স্তয়োর্থয়োঃ সংহতয়োস্ত জাতঃ ॥

প্রাপ্পন্দমানঃ পুনরায়  
রামং পুরাতাৎ হিতমাচচক্ষে ॥ ৪

পুনরায় তাঁর সংহত জগদা যুগলের বাম জগদা, যেটি  
গজরাজের শুণ্ডের ন্যায় পৃথুল, সেটি স্পন্দমান হয়ে যেন  
সংকেত দিতে লাগল যে—রামচন্দ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান।

শুভাঃ পুনর্হেমসমানবর্ণ-  
মীষদ্রজোম্বতমিবাতুলাক্ষাঃ ॥

বাসঃ হিতায়াঃ শিখরায়দক্ষাঃ  
কিঞ্চিৎ পরিশ্রংসত চাক্ষুগাত্যাঃ ॥ ৫

অতঃপর সুদত্তপংক্তিমুক্তা মনোহর গাত্রী ও অনুপম  
নয়না সীতাকে হেমবর্ণী হওয়া সত্ত্বেও তথায় কিছুটা ধূলি  
ধূসরিত মনে হচ্ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর বেশমী মলিন বস্ত্র  
স্বলিত হয়ে ভবিষ্যতের শুভ সূচনা দিল।

এতৈর্নিমিত্তৈরপ্যৈশ্চ সুভাঃ  
সঙ্ঘোদিতা প্রাগপি সাধুসিদ্ধৈঃ ॥

বাতাতপক্রান্তমিব প্রণষ্টং  
বর্ষণ বীজং প্রতিসঞ্জহর্ষ ॥ ৬

এই সকল ও অন্য বহুবিধ পূর্ব উল্লিখিত শুভ সূচনা  
লক্ষ্য করে শুভ্র সীতা সম্যক রূপে হর্ষাৎমুদ্রা হলেন,



যেমন করে (শুষ্ক) বায়ুও রৌদ্রতাপে নষ্টবীজ বর্ষাবারিতে  
শ্যামলিমা ধারণ করে

তস্যাঃ পুনর্বিহ্বলোপমোষ্ঠং

স্বক্লিককোশাশ্রমরাণপক্ষ

বজ্রং বভাসে সিতশুক্রদংষ্ট্রং

রাহোর্মুখাচ্ছত্রং ইব প্রমুজঃ ১৭

সীতার বিশ্বফল তুল্য বজ্রিম ওষ্ঠ, সুন্দর নয়ন,  
মনোহর প্রযুগল, কচিপূর্ণ কেশবিন্যাস, বজ্রিম নেত্রপক্ষম  
ও শুভ্রোজ্জ্বল দন্তরাজি সুশোভিত আনন, রাহুর গ্রাস হতে

বিমুক্ত চন্দ্রমাব ন্যায় শোভিত হতে লাগল।

সাঁ বীতশোকা বাপনীততজ্রা

শাস্ত্রজ্বরা

হর্ষবিবুদ্ধসজ্জা,

অশোভতার্থা

বদনেন

শুক্র

শীতাংশুনা

রাত্রিরিবোধিতেন ১৮

তার শোক তিরোহিত হল, ক্লান্তি অপনীত হল,  
মনোবেদনা প্রশমিত হল এবং প্রাণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল।  
সীতার আনন শুক্রপক্ষে উদিত চন্দ্রের দ্বারা আলোকিত  
রাত্রির ন্যায় শোভা পেতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাণীকীয় আদিকাবো সুন্দরকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোনত্রিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

## ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩০)

সীতার সহিত বার্তালাপের জন্য শ্রীহনুমানের চিন্তা ভাবনা

হনুমানপি বিজ্ঞান্তঃ সর্বং শুশ্রাব তত্ত্বতঃ।

সীতায়ান্ত্রিজটায়াম্চ রাক্ষসীনাং চ তর্জিতম্ ॥ ১

পরাক্রমী শ্রীহনুমানও সীতার বিলাপ, ত্রিজটায়াম্ স্বপ্ন  
চর্চা ও রাক্ষসীদের তর্জন গর্জন সঠিকভাবে শুনলেন  
অবেক্ষমাণস্তাং দেবীং দেবতামিব নন্দনে।

ততো বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥ ২

শ্রীহনুমান সীতাকে স্বর্গীয় নন্দন কাননে (হিত)  
দেবীর ন্যায় দেখতে লাগলেন এবং মনে মনে বহুবিধ  
চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন

যাং কপীনাং সহস্রাণি সুবহুন্যযুতানি চ।

দিক্ষু সর্বাসু মার্গেষু সেয়মাসাদিতা ময়া ১৩

‘যে সীতাকে হাজার হাজার ও বহু লক্ষ বানর সমস্ত  
দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আজ আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি।

চারেণ তু সুযুক্তেন শত্রোঃ শক্তিমবেক্ষতা।

গৃঢ়েন চরতা তাবদবেক্ষিতমিদং ময়া ॥ ৪

রাক্ষসানাং বিশেষশ্চ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা।

রাক্ষসাধিপতেরস্য প্রভাবো রাবণস্য চ ॥ ৫

‘আমি (শ্রীহনুমান) প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিরু-  
প্তচররূপে বিচরণ করতে করতে শত্রুপক্ষের শত্রি  
নিরীক্ষণ করেছি ; বাক্ষসগণের শ্রেণীবিভাগ, লঙ্কাপুরী  
রাক্ষসরাজের প্রভাবকে নিরীক্ষণ করেছি।

যথা তস্যাপ্রমেষস্য সর্বসত্ত্বদযাবতঃ।

সমান্বাসমিত্রুং ভাষাং পতিদর্শনকাংক্ষিতম্ ॥ ৬

‘সীতাদেবী অসীম প্রভাবশালী এবং সকল কীরে  
প্রতি দয়াশীল শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী। তিনি পতিদর্শন  
অভিলাষী, তাঁকে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত।

অহমাস্থাসম্যাম্যোনাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।

অদৃষ্টদুঃখাং দুঃখস্য ন হ্যন্তমধিগচ্ছতীম্ ॥ ৭

‘সীতাদেবীর আনন চন্দ্রমার তুল্য। ইনি পূর্বে কক্ষ-  
দুঃখের অনুভব করেননি, কিন্তু এখন অপার দুঃখের পত্নী  
হয়েছেন। সুতরাং আমি এঁনাকে সাক্ষ্য দেব।

যদি হ্যহং সতীমেনাং শোকোপহতচেতনাম্

অনাশ্বাসা গমিষ্যামি দোষবদ্ গমনং জবৎ ॥ ৮

যদি আমি সতীসাম্রী সীতাদেবীকে আশ্বাসিত না হই

প্রহর কবি, তবে তা দোষাবহ হবে।

গতে হি ময়ি ভয়েঃ রাজপুত্রী শশস্বিনী।  
পরিভ্রামশশস্বিনী জানকী জীবিতং ভ্রাজেৎ ॥ ১০

‘আমি চলে গেলে নিজের বক্ষের কোন উপায় না  
গতে শশস্বিনী রাজপুত্রী জানকী জীবন ত্যাগ করবেন

বধা চ স মহাবাঘঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।

সমাস্তায়িতুং ন্যাযাঃ সীতাদর্শনলালসঃ ॥ ১০

‘পূর্ণচন্দ্রের তুল্য মুখমণ্ডলবিশিষ্ট মহাবাঘ  
প্রিয়মহমুগ্ধ সীতার দর্শনের জন্য উৎসুক। সীতার জন্য  
লোকে আশ্বাসিত করা উচিত (যেমনটি সীতাকেও আশ্বাসিত  
করা উচিত)।

শিশারীণাং প্রত্যক্ষমক্ষমং চাভিভাবিতম্।

কথং নু খলু কর্তব্যমিদং কৃষ্ণগতো হাহম্ ॥ ১১

‘কিন্তু রাক্ষসীদের সম্মুখে সীতার সঙ্গে বার্তালাপ  
করা হবে না। এমতাবস্থায় কি করা উচিত—এই ব্যাপারে  
কঠিন সমস্যায় পড়েছি।

অনেন রাক্ষসেশেষে যদি নান্বাস্যতে ময়া।

সর্বথা নান্তি সন্দেহঃ পরিত্যাক্তাতি জীবিতম্ ॥ ১২

‘যদি এই রাক্ষসের অবসানে সীতাকে আশ্বাসিত না  
করি, তবে তিনি নিজের জীবন পরিত্যাগ করবেন—এ-বিষয়ে  
কোনপ্রকার সন্দেহ নেই।

রামস্ত যদি পৃচ্ছেন্যঃ কিং মাং সীতাব্রবীদ্ বচঃ।

কিমহং তং প্রতিক্রিয়ামসম্ভাষ্য সুমধ্যমাম্ ॥ ১৩

‘সুমধ্যমা সীতার সঙ্গে এখন যদি বাক্যালাপ না করি,  
তাহলে সীতা আমার প্রতি কি সংবাদ পাঠিয়েছেন?’  
শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হলে আমি কী প্রত্যুত্তর  
দেব?

সীতাসন্দেশরহিতং মামিতত্ত্বরয়া গতম্।

নির্দহেদপি কাকুৎস্থঃ ক্রোধভীরোণ চক্ষুযা ॥ ১৪

‘সীতার সংবাদ না নিয়ে আমি যদি এইস্থান থেকে  
প্রত্যাবর্তন করি, ককুৎস্থকুলভৃগু ভগবান শ্রীরাম ক্রুদ্ধ  
দৃষ্টিতে আমাকে ভস্মীভূত করে দেবেন।

যদি বোদ্যোজয়িষ্যামি ভর্তারং রামকারণাৎ।

বার্থমাগমনং তস্য সসৈনাস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৫

‘যদি সীতাকে সাধুনা না দিয়ে প্রত্যাবর্তন করি এবং

শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধির জন্য প্রভু অর্থাৎ বানররাজ  
সুগ্ৰীবকে দণ্ডিভক্ত কবি, তাহলে বানরসৈন্যদল নিয়ে তাঁর  
এখানে আসা বার্তা হবে (কেননা, সীতা তৎপূর্ব্বেই জীবন  
পরিত্যাগ করবেন)।

অতঃ পুনঃ ব্রহ্মসাদা রাক্ষসীনামবহিতঃ।

শনৈরাশ্রাসয়ামাস্য সন্তাপবহলামিমাম্ ॥ ১৬

‘তবুও রাক্ষসীদের উপস্থিতিতে সময়-সুযোগ মতো  
অর্থাৎ সুযোগের অনসরে এই ব্রহ্মসাপ্রর অন্তবালে বসে  
সীতাদেবীকে ধীরে ধীরে সন্তপনা দেব; কেননা, তিনি  
সান্তিশয় দুঃখিতা হয়ে আছেন।

অহং স্থ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।

বাচং চোদাহরিষ্যামি মানুসীমিহ সংস্কৃতাম্ ॥ ১৭

‘একদিকে আমার শরীর এমন অতি ক্ষুদ্র, অন্যদিকে  
আমি বানর-জাতি। কিন্তু, মনুষ্য-সুলভ সংস্কৃত ভাষায়  
আমি কথা বলব।

যদি বাচং প্রদাশ্যামি বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।

রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥ ১৮

‘কিন্তু এতে একটি বাধা আছে, যদি আমি বিজ-  
জাতির মতো সংস্কৃত ভাষায় কথা বলি, তাহলে আমাকে  
রাক্ষসরাজ রাবণ মনে করে সীতা ভয়-ত্রস্তা হয়ে যাবেন।  
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।

ময়া সাহসয়িতুং শক্যা নান্যথেষ্মনিমিত্তা ॥ ১৯

‘এমতাবস্থায়, আমাকে অবশ্যই অর্থবহ মানুষী ভাষা  
ব্যবহার করতে হবে (যা অযোধ্যা ও তৎপার্ব্বর্তী মানুষেরা  
ব্যবহার করে), অন্যথা সতী-সাম্বী সীতাকে আমি  
যথোচিত আশ্বাসন দিতে পারব না।

সেয়মালোকা মে রূপং জানকী ভাবিতং তথা।

রক্ষোভিত্তাসিতা পূর্বং ভয়ত্রাসমুপৈষ্যতি ॥ ২০

‘আমার বানর রূপ দেখে এবং আমার মুখে  
মনুষ্যোচিত ভাষা শুনে এই জনকনন্দিনী সীতা, যিনি  
ইতঃপূর্ব্বেই রাক্ষসীদের দ্বারা ভয়-ত্রস্তা হয়ে আছেন,  
আরও ভয় পেয়ে যাবেন।

ততো জাতপরিগ্রাসা শব্দং কুর্য্যনন্থিনী।

জানানা মাং বিশালাকী রাবণং কামরূপিণম্ ॥ ২১

‘অতঃপর ভর্যাত হয়ে আমতলোচনা মন্থিনী সীতা

আমাকে ইচ্ছানুসারে কণধারণকারী বান্ধবসবার বাবণ ভ্রম  
করে উচ্চৈঃস্বরে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুক কব বন

সীতয়া চ কৃতে শব্দে সহসা রাক্ষসীগণঃ।

নানাপ্রহরণো ঘোরঃ সমেয়াদন্তকোপমঃ। ২২

‘সীতা এইরূপ শব্দ কবলে যমবাজতুলা ভয়ংকর  
রাক্ষসীকন্দ মানাবিধ জগ্নু-শব্দ নিয়ে সহসা এখানে  
সম্মিলিত হবে।

ভতো মাং সম্পরিক্ষিণা সর্বতো বিকৃতাননাঃ।

বধে চ গ্রহণে চৈব কুর্য়ুর্দ্বং মহাবলাঃ। ২৩

‘তদনন্তর, বিকটবদনা প্রচণ্ড বলবতী রাক্ষসীগণ  
আমার সবদিকে পরিবৃত হয়ে আমাকে হত্যা বা বন্দী করার  
চেষ্টা কববে।

ভং মাং শাখাঃ প্রশাখাশ্চ ক্কাংস্তোক্তমশাখিনাম্।

দৃষ্টা চ পরিষাবন্তঃ ভবেয়ুঃ পরিশঙ্কিতাঃ। ২৪

‘(তারা) আমাকে বনম্পতিসমূহের শাখা-প্রশাখায়  
এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-স্কন্ধ প্রভৃতিতে লক্ষ্যমান দেখে শঙ্কিত  
হবে।

মম রূপং চ সম্প্রেক্ষ্য বনে বিচরতো মহৎ

রাক্ষসো ভয়বিব্রতা ভবেয়ুর্বিকৃতধরাঃ। ২৫

‘বনে বিচরণকারী আমার প্রকাণ্ড স্বরূপ দেখে ত্রস্ত  
রাক্ষসীরা বিকৃত স্বরে চিৎকার আরম্ভ করবে।

ভতঃ কুর্য়ুঃ সমাহ্বানং রাক্ষসো রক্ষসামপি

রাক্ষসেজনিযুক্তানাং রাক্ষসেজনিবেশনে। ২৬

‘অতঃপর এই সকল রাক্ষসীরা রাক্ষসরাজ রাবণের  
প্রাসাদে রাবণকর্তৃক নিযুক্ত বান্ধবসগণকে আহ্বান করবে।

ভে শূলশরনিপ্তিংশবিবিধায়ুধপাণয়ঃ

আপতেযুর্বির্মর্দেহস্মিন্ বেগেনোরোগকারণাং। ২৭

‘এইরূপ তুমুল গণ্ডগোলে রাক্ষবসগণও উবিগ্ন হয়ে  
শূল, বাণ, তলোয়ার ও বিবিধ প্রকার শস্ত্র-অস্ত্রাদি উদাত  
হস্তে ধারণ করে সবেগে সমবেত হবে।

সংকুদ্ধস্তে পরিতো বিধমে রাক্ষসং বলম্।

শকুয়াং ন তু সম্প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ। ২৮

‘তাদের দ্বারা সর্বতোভাবে পরিবৃত আমি রাক্ষস  
সৈন্যদের বধ করতে পারলেও মহার্ঘ্যবের অর্থাৎ সাগরের  
পরপারে পৌছতে পারব না।

মাং বা গৃহীমুরাবৃত্তা নহবঃ শীঘ্রকারিণাঃ

সাদিনাং চাগৃহীতার্থা মম চ গ্রহণং ভবেৎ। ২৯

‘যদি বহুসংখ্যক বেগবান রাক্ষসসৈন্য আমায়  
দিয়ে বন্দী কবে নেয়, তাহলে সীতাদেবীর (পতিদর্শনকাম)  
মনোভিলাষ পূর্ণ হবে না এবং আমিও কমেদী হয়ে যাব।

হিংসাতিক্রট্যো হিংসুরিমাং বা জনকান্ধজাম্।

বিপন্নং সাধু ততঃ কার্গং রামসুগ্রীবয়োরিদম্। ৩০

‘অথবা, হিংসাপ্রিয় রাক্ষসেরা যদি  
জনকদুহিতাকে হত্যা করে, তাহলে প্রভু রঘুনাথ  
বানররাজ সুগ্রীবের অভীষ্ট (সীতা উদ্ধার রূপ) কাজ  
বিফল হয়ে যাবে।

উদ্দেশে নষ্টমার্গেহস্মিন্ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতে।

সাগরেণ পরিক্ষিপ্তে শুণ্ডে বসতি জনকী। ৩১

‘এই স্থানটি রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। একতর  
আসার পথ অন্যের পক্ষে দেখা বা চেনা সম্ভব নয়। এই  
ভূখণ্ডকে সমুদ্র চতুর্দিকে পরিবৃত করে রেখেছে। এই  
নিভৃত স্থানে জনকদুহিতা সীতা বাস করছেন।

বিশস্তে বা গৃহীতে বা রক্ষোভিময়ি সংযুগে

নান্যং পশ্যামি রামস্য সহায়ং কার্যসাধনে। ৩২

‘রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত অথবা বন্দী হলে প্রু  
শ্রীরামচন্দ্রের অভিলষিত কাজ সফল করার জন্য জন  
কাউকে উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না।

বিমৃশংচ ন পশ্যামি যো হতে মরি বানরঃ।

শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েৎ মহোদধিঃ। ৩৩

‘বহুধা বিচার করেও আমি এমন কোন ব্যক্তি  
দেখতে পাচ্ছি না, যে আমার মৃত্যুর পর শতযোজন বিস্তৃত  
মহাসাগর লঙ্ঘন করতে পারে।

কামং হস্তং সমর্থোহস্মি সহস্রাণ্যপি রক্ষসাম্।

ন তু শঙ্কামাহং প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ। ৩৪

‘আমি হাজার হাজার রাক্ষস সৈন্যকে হত্যা করে  
সমর্থ। কিন্তু যুদ্ধে আটকে পড়লে মহাসাগরের পরপারে  
যেতে পারব না।

অসত্যানি চ যুদ্ধানি সংশয়ো মে ন রোচতে।

কচ্চ নিঃসংশয়ং কার্যং কুর্য্যৎ প্রাজ্ঞঃ সসংশয়ম্। ৩৫

‘যুদ্ধ অনিশ্চয়্যাক (অর্থাৎ বিজয় বা পরাজয়)

কোন একটি  
আমার প্রিয়  
সংশয়বহিত  
করতে আগ্রহ  
এবং মোহে  
প্রাণত্যাগশ  
‘সীতা

(অর্থাৎ নিশ্চয়  
যদি অভিভাব  
নিশ্চিত।

ভূতাত্মার্থা  
বিক্রমঃ দৃ

‘অবি

সাক্ষ্যও দে

হয়, যেমন ক

অঙ্গবাসের প্র

অর্থানর্থান্তরে

যাতয়ন্তি দি

‘কর্তব্য

নিশ্চয়্যাক

করে না। বে

অভিমতী দৃ

দেয়।

ন বিনশোৎ

লঙ্ঘনং চ

কথং নু

ইতি সঙ্কি

‘যাতে

দ্বারা কোন



কোন একটি ঘটতে পারে) এবং সংশয়যুক্ত কার্যকলাপ  
আমাব প্রিয় নয়। কে ই বা এমন বুদ্ধিমান আছে যে  
সংশয়বহিত (অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক) কার্যকে সংশয়াত্মক  
করতে আগ্রহী হবে!

এষ দোষো মহান্ হি স্যান্যাম সীতাভিভাষণে।

প্রাপ্ত্যাগচ্চ বৈদেহ্যা ভবেদনভিভাষণে। ৩৬

‘সীতা দেবীর সঙ্গে বার্তালাপে এইটিই একমাত্র বাধা  
(অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক কর্ম অনিশ্চয় হয়ে পড়তে পারে) কিন্তু  
হৃদি অভিভাষণ না করি, তবে বিদেহনন্দিনীর প্রাণ ত্যাগ  
নিশ্চিত।

ভূতশার্খা বিরুখান্তি দেশকালবিরোধিতাঃ

বিক্রমঃ দূতমাসাদা তমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥ ৩৭

‘অবিবেকী বা অসাবধান দূতের হাতে নিশ্চিত  
সফল ও দেশ ও কালের বিরুদ্ধ হওয়ায় অসফল বা বার্থ  
হয়, যেমন করে সূর্যোদয় হলে তমোনাশ হয়ে যায় (অর্থাৎ,  
অন্ধকারের প্রভাব আর থাকে না)।

অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধিনিশ্চিতাপি ন শোভতে।

যজ্ঞান্তি হি কার্যানি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। ৩৮

‘কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে প্রভু বা নৃপতির  
নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অবিবেচক দূতের কারণে সাফল্য লাভ  
করে না। কেননা, নিজেকে অতিশয় বুদ্ধিমান বা পণ্ডিত-  
অভিমानी দূতেরা (নিজেদের আন্তিতে) কর্ম তণ্ডুল করে  
দেয়

ন বিনশ্যেৎ কথং কার্যং বৈক্লব্যং ন কথং মম।

লগ্ন্যনং চ সমুদ্রসা কথং নু ন বৃথা ভবেৎ॥ ৩৯

কথং নু খলু বাক্যং মে শৃণুয়ামোষিজৈত চ।

ইতি সঙ্কীর্ণা হনুমাংস্চকার মতিমান্ মতিম্। ৪০

‘যাতে কর্তব্য-কর্ম বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং আমার  
দ্বারা কোন অসাবধানতা না হয়, সমুদ্র লঙ্ঘনও যাতে বৃথা

না যায় এবং সীতাদেবী আমার কথা শ্রবণ করেন, অপচ  
ত্রস্ত বা উত্তেজিত না হয়ে পড়েন, — এই সকল দিক  
বিশেষভাবে বিচারপূর্বক বুদ্ধিমান শ্রীহনুমান স্থির সিদ্ধান্ত  
গ্রহণ করলেন।

রামমক্টিষ্টকর্মণঃ

সুবন্ধুমনুকীর্তয়ন্।

নৈনামুদেজয়িষ্যামি

তদ্বদুগতচেতনাম্॥ ৪১

‘নিজের জীবনসঙ্গী শ্রীরামচন্দ্রে অনুগতচিত্ত  
সীতাদেবীকে আমি রঘুনাথের অনায়াস কার্যকলাপ ও  
সৌহার্দের গুণকীর্তন শোনাব। এইরূপ করলে সীতাদেবী  
ভয়ভীতা বা উত্তেজিতা হবেন না।

ইক্ষুকৃণাং বরিষ্ঠস্য রামস্য বিদিতাঙ্গনঃ।

ভুজানি ধর্মযুক্তানি বচনানি সমর্শয়ন্॥ ৪২

‘ইক্ষুকুলভূষণ বিদিতাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়ে  
সুন্দর, ধর্মানুকূল কথা বর্ণনা করতঃ আমি এখানেই  
অপেক্ষা করব।

শ্রাবয়িষ্যামি সর্বানি মধুরাং প্রব্রবন্ গিরম্।

শ্রদ্ধাসাতি যথা সীতা তথা সর্বং সমাদধে॥ ৪৩

‘সুমিষ্ট বচনে শ্রীরামচন্দ্রের সংবাদ এমনভাবে  
শোনাব, যাতে সীতার বিশ্বাস জন্মায়। যেভাবে তাঁর  
মনের সন্দেহ দূরীভূত হয়, সেইভাবে বাক্যগুলি পরিকল্পিত  
করব।

ইতি স বহুবিশং মহাপ্রভাবো

জগতিপতেঃ প্রমদামবেক্ষমাণঃ।

মধুরমবিতথং জগাদ বাক্যং

ক্রমবিটপান্তরমাহিতো হনুমান্॥ ৪৪

এইরূপে বহুধা বিচার পূর্বক অশোকবৃক্ষের  
শাখাসমূহে লুকায়িত মহাশক্তিশালী শ্রীহনুমান পৃথিবীপতি  
শ্রীরামচন্দ্রের ভাষার প্রতি দৃষ্টি রেখে মধুর ও যথার্থ কথা  
বলতে শুরু করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

## একত্রিংশঃ সর্গঃ (৩১)

শ্রীহনুমান কর্তৃক সীতাকে শোনাবার জন্য রাম-কথা কীর্তন

এবং বহুবিধাং চিত্তাং চিত্তিগিত্তা মহামতিঃ  
সংশ্রবে মধুরং বাক্যং বৈদেহ্যা রাজহর হ ১

এইভাবে বহু বিচার-বিমর্শের পর মহামতি  
শ্রীহনুমান সীতাদেবীর শ্রবণগোচরে নানাপ্রকার মধুর বাক্য  
(অর্থাৎ রাম-কথা) বলতে আরম্ভ করলেন।

রাজা দশরথো নাম রথকুঞ্জরবাজিমান  
পুণ্যশীলো মহাকীর্তিরিকুকুণাং মহাযশাঃ ২

ইক্ষাকুবংশীয় দশরথ নামে প্রসিদ্ধ এক পুণ্যাত্মা  
রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কীর্তিমান ও মহাযশস্বী ছিলেন।  
তার চতুরঙ্গ রাজশক্তিতে অনেক (সৈন্য) রথ, হস্তী ও  
ঘোটক ছিল।

রাজর্ষীণাং গুণশ্রেষ্ঠত্বপসা চর্ষিত্তিঃ সমঃ।  
চক্রবর্তিকুলে জাতঃ পুণ্ডরসমো বলে ৩

‘সেই শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন রাজর্ষি তুল্য  
গুণাবলীসম্পন্ন। তার জন্ম হয়েছিল রাজচক্রবর্তী বংশে  
এবং তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমান বলশালী ছিলেন।

অহিংসারতিরিক্কুদ্রো যুগী সত্যপরাক্রমঃ  
মুখ্যসৌক্যকুবংশস্য লক্ষ্মীবাল্লক্শিবর্ধনঃ ৪

পার্শ্ববাজনৈর্যুক্তঃ পৃথুগ্ৰীঃ পার্শ্ববর্ধনঃ।  
পৃথিব্যাং চতুরভায়াং বিক্রমঃ সুখদঃ সুখী ৫

তার অনুরাগ ছিল অহিংসায়। তিনি উদার,  
মহাশয়, দয়ালু ও প্রকৃত পরাক্রমী ছিলেন। তিনি ছিলেন  
ইক্ষাকুবংশের প্রসিদ্ধ এবং ঐশ্বর্যশালী নৃপতি। তিনি  
রাজোচিত লক্ষণসমূহে বিভূষিত, গোডাসম্পন্ন এবং  
ধরাতলে শ্রেষ্ঠ (নৃপতি)। চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে তিনি  
সুখী ও সুখদাতারূপে বিখ্যাত ছিলেন।

তস্য পুত্রঃ প্রিয়ো জ্যেষ্ঠস্তারাবিণিভাননঃ  
রামো নাম বিশেষজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুস্মতাম্ ৬

‘সেই দশরথ নৃপতির প্রিয় পুত্র শ্রীরাম নামে  
বিখ্যাত, তার মুখমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় (সুন্দর), ধনুর্ধারীদের  
মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং নানা শাস্ত্রে পারদর্শী।

রক্ষিতা স্বয়া বৃন্তসা স্বজনস্যাপি রক্ষিতা।  
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মসা চ পরম্পরা ৭

‘তিনি ছিলেন শত্রুগণের পক্ষে তাপপ্রদানকারী  
এবং সদাচার, আত্মীয়জন, জীবজগৎ তথা ধর্মের  
রক্ষাকর্তা।

তস্য সভ্যভিসন্ধস্য বৃদ্ধস্য বচনাং শিষ্টাঃ  
সভার্যঃ সহ চ ভ্রাতা বীরঃ প্রজিতো বনম্ ৮

‘তার বৃদ্ধ পিতা মহারাজ দশরথ অতিশয় সত্যপ্রিয়  
ছিলেন। তার আদেশে বীর শ্রীরামচন্দ্র পত্নী সীতা ও ভ্রাতৃ  
লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন।

তেন তত্র মহারণো যুগ্মাং পরিবাসিতা  
রাক্ষসা নিহতাঃ শূরা বহবঃ কামরূপিণঃ ৯

‘বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র মহাবল্যে যুগ্মা কর্তৃক  
সময় অনেক কামরূপী শক্তিশালী রাক্ষসদের নিহত  
করেছেন।

জনহানবধং শত্রু নিহতো খরদুষ্টৌ  
ততত্ত্বমর্বাগহতা জানকী রাবণেন তু ১০

‘তার দ্বারা লোকালয় ধ্বংসকারী খর ও দুষণ নন্দ  
দুই রাক্ষসের হত্যার কথা শুনে হিংসাবশে রাক্ষস  
জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করে।

বধয়িত্বা বনে রামঃ যুগ্মরূপেণ মায়া।  
স মার্গমাণস্তাং দেবীং রামঃ সীতামনিদিতাম্ ১১

জাসাদ বনে মিত্রঃ সুগ্রীবঃ নাম বানরম্  
‘তৎপূর্বে, ছদ্মরূপ ধারণে পারদর্শী মারীচ নাম  
রাক্ষসকে যুগ্মরূপ ধারণ করিয়ে বনবাসী রামকে  
রাক্ষসরাজ রাবণ বধনা করেছিল। অতঃপর, বধিত  
(সীতাহরণ) রামচন্দ্র পরম সাধবী সীতাকে অনুসন্ধান করতে  
করতে বনমধ্যে ‘সুগ্রীব’ নামক বানরকে মিত্ররূপে  
পেয়েছিলেন।

ততঃ স বালিনঃ হত্বা রামঃ পরপুংসম্ ১২  
আয়চ্ছৎ কপিরাজ্যং তু সুগ্রীবায় মহাত্মনে।

‘তদনন্তর, শত্রুগণসমূহ বিজয়কারী শ্রীরামকে  
‘বালি’ নামক বানররাজকে হত্যা করে, মিত্র সুগ্রীবকে  
রাজ্যপাট প্রত্যর্পণ করলেন।

সুগ্রীবোভিসন্ধিত্বা হরয়ঃ কামরূপিণঃ ১৩  
দিক্ষু সর্বাসু তাং দেবীং বিচিরন্তঃ সহস্রাঃ।

‘বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হরয়  
ধারণে পারদর্শী হাজার হাজার বানর সীতার অনুসন্ধান  
সকল দিকে নির্গত হয়।

অহং সম্প্রতিবচনাচ্ছতযোজনমায়তম্ ১৪  
তস্য যেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ সমুদ্রং বেগবান্ গুণাঃ।

‘আমি  
সম্প্রতিবচনাচ্ছতযোজনমায়তম্  
তস্য যেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ সমুদ্রং বেগবান্ গুণাঃ।

‘সুন্দরকাণ্ডে’ সেইসকল বানবন্দের মধ্যে আমিও  
১৩৩০ সন্মতঃ কামনুসাবে আয়ত্তলোচনা  
করিতেছি। এইরূপে উল্লেখ্য শতযোজন বিস্তৃত সাগর  
দূরত্ব করণ করে এখনে পৌঁছেছি।

যক্ষসঃ যক্ষাণাং যক্ষালক্ষ্মবতীঃ চ তাম্ ॥ ১৫  
১৩৩১ঃ বাহুবসাহঃ সেয়মাসাদিতা ময়া।

বিরহমেবমুখা স বাচঃ বানরপুঙ্গবঃ ॥ ১৬

‘অনি শ্রীহনুমানের মুখে জানকীর যেমন যেমন রূপ  
কল্পে, পুরুষ এবং সুন্দর শুনছি, সেগুলি আমার  
করে এখনে ছিল যাচ্ছে।’ এই পর্যন্ত বলে বানর  
পুঙ্গব শ্রীহনুমান বিরত হলেন (অর্থাৎ চুপ হয়ে  
গেলেন)।

জম্বী চাপি তজ্জুহা বিস্ময়ঃ পরমং গতা।

ততঃ সা বক্রকেশাজ্জা সুকেশী কেশসংবৃতম্।

জম্বা বদনঃ ভীকঃ শিংশপাময়বৈষ্ণবঃ ॥ ১৭

এর অর্থাৎ শ্রীহনুমানের কথাগুলি শুনে জানকী  
শ্রীহনুমানের বিস্ময় উপলব্ধি হল। তাঁর কেশরাজি সুশ্রী ও

কৌকড়ানো ছিল। ভীক সীতা অবিনাস্ত কেশরাজিতে  
ঢাকা মুখমণ্ডল তুলে অশোকবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত  
করলেন।

নিশমা সীতা বচনঃ কপেচ

দিশচ্চ সর্বাঃ প্রদিশাচ্চ বীক্ষা।

স্বয়ং প্রহর্বং পরমং জগাম

সর্বাস্থনা রামমনুস্মরন্তী ॥ ১৮

কপিবরের কথা শ্রবণ করে সীতার মন প্রফুল্ল হল।  
তিনি সর্বাঙ্গকভাবে শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ করতে করতে  
সকল দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।

সা তির্যগৃর্হ্বং চ তথা হ্যধস্তা-

মিরীক্ষমাণা তমচিন্তাবুদ্ধিম্।

দদর্শ পিঙ্গাধিপতেরমাত্যং

বাতাঙ্ঘজং সূর্যমিবোদয়হুম্ ॥ ১৯

তিনি উপরে-নীচে এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে  
বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী, অচিন্তাবুদ্ধি উদ্ভাচলে বিরাজিত  
সূর্যের মতো শ্রীহনুমানকে দেখতে পেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

## দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩২)

### সীতাদেবী কর্তৃক বিচার-বিমর্শ

ততঃ শাখান্তরে লীনঃ দৃষ্টা চলিতমানসা।  
বৈষ্ণবতর্জুনবদ্রং তং বিদ্যুৎসংঘাতপিঙ্গলম্ ॥ ১

সা দদর্শ কপিং তত্র প্রপ্রিতঃ প্রিয়বাদিনম্।

কুলাশোকোৎকরাভাসং তপ্তচামীকরেক্ষণম্ ॥ ২

সন্দর বৃক্ষশাখার অন্তরালে লুকায়িত,  
বিন্যুৎপুঙ্গব পিঙ্গলবর্ণ ও স্বেতবস্ত্রপরিহিত শ্রীহনুমানের  
প্রতি সীতার দৃষ্টি পড়ল। তাঁর মন পুনরায় চঞ্চল হয়ে উঠল।  
তিনি দেখলেন, বিকসিত অশোকতুলা অরুণকান্তি এক  
বিনীত ও প্রিয়বাদি বানর শাখান্তরে বসে আছে। বানবের  
সেই তপ্ত কক্ষনের ন্যায় উজ্জ্বল।

সহ দৃষ্টা হরিশ্রেষ্ঠঃ বিনীতবদবহিতম্।

বৈষ্ণবী চিত্রমাস বিস্ময়ঃ পরমং গতা ॥ ৩

দীনতভাবে উপবিষ্ট বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে দেখে

মিথিলানন্দিনী খুব আশ্চর্য হলেন। তিনি মনে মনে ভাবতে  
লাগলেন—

অহো ভীমমিদং সত্ত্বং বানরসা দূরাসদম্।

দূর্নিরীক্ষামিদং মজ্জা পুনরেব মুমোহ সা ॥ ৪

‘আঃ! বানবপ্রজাতির এই প্রাণী তো খুবই ভয়ংকর।  
একে ধরা খুবই কঠিন। এর প্রতি দৃষ্টিপাত দুষ্কর’ — এই  
সকল চিন্তা করে সীতা পুনরায় মুর্ছিতা হলেন।

বিলাপা ভৃশং সীতা করুণং ভয়মোহিতা।

রাম রামেতি দুঃখার্থা লক্ষ্মণেতি চ ভামিনী ॥ ৫

মাতা সীতা ভয় পেয়ে অত্যন্ত করুণায় ‘হা রাম! হা  
বাম! হা লক্ষ্মণ!’ এইরূপে দুঃখিত হৃদয়ে বিলাপ করতে  
লাগলেন।

রুরোদ সহসা সীতা মন্দমন্দস্বরা সতী।



সাধ দৃষ্টা হরিবরঃ বিনীতবদুগাগতম্।  
মৈথিলী চিত্তযামাস স্বপোহগমিতি ভামিনী ॥ ৬  
হরন বীত অনুরক্তের কোঁদে অ'জেন। ঠাটমাধো  
তিনি দেবলেন সেই বানবশ্যে অত বানবশ্যে সাথে কিছুটা  
নিকটে এসেছে হরন 'ম'লাকুমারী ভাব'ণ - 'স্বপ্ন  
সেই না'ত।'

সা শীকমাণা গুণভূষণঃ  
শাখামুগোচ্চস্য যথোক্তকাননম্।

লক্ষ্য শিক্রপ্রবরঃ মহাঃ  
বাহ্যঃ বুদ্ধিমতাঃ বনিতম্ ॥ ৭  
সেইকে দেখিগত করে। তিনি বানবশ্যে সুগীণের  
অনুরক্ত অর্থাৎ মন্ত্রী, বিশাল ভূগবত্ববিশিষ্ট,  
অনুরক্ত, বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রী বানবপ্রবর পবনপুত্র  
শ্রীহনুমানকে লক্ষ্য করলেন।

সা তঃ সমীক্ষ্যেব ভুশঃ বিপরা  
গতাসুকরেব বভূব সীতা।

চিরেশ সংজ্ঞাঃ প্রতিলভ্য চৈবঃ  
বিচিন্তয়ামাস বিশালনেত্রা ॥ ৮  
শ্রীহনুমানকে দেখে সীতাদেবী অত্যন্ত ব্যথিতা হয়ে  
যেন প্রাণত্যাগ দশা অবস্থায় উপস্থিত হলেন। বেশ  
কিছুক্ষণ পরে সচেতন হয়ে বিশাললোচনা বিদেহকুমারী  
বিচল করলেন—

স্বপ্নো ময়ায়ঃ নিকৃতোহদা দৃষ্টঃ  
শাখামুগঃ শাশ্বগণৈর্নিষিদ্ধঃ।

বহুদ্রব্য রামায়ঃ সলক্ষণায়  
তথা পিতৃর্মে জনকস্য রাজঃ ॥ ৯

'আজ আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। বানরকে স্বপ্নে  
দেখা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। ভগবানের কাছে আমার  
প্রার্থনা—শ্রীরাম, লক্ষণ ও আমার পিতা জনকরাজের যেন  
মঙ্গল হয় (অর্থাৎ এই দুঃস্বপ্নের প্রভাব সেখানে যেন না  
পড়ে)।

স্বপ্নো হি নায়ঃ নরি মেহস্তি নিদ্রা  
শোকেন দুঃখেন চ দীড়িতায়াঃ।

দুঃখঃ হি মে নাস্তি যতো বিহীনা  
তেনেন্দুপূর্ণপ্রতিমানেন ॥ ১০

'কিন্তু এই দশা স্বপ্ন হতে পারে না, কেননা শোক ও  
দুঃখে দীড়িত আমার চোখে ঘুম নেই (নিদ্রা সুখীসেরই  
আসে)। আমি পূর্ণচন্দ্রবদন শ্রীরঘুনাথের বিরহে আজ পর্যন্ত  
গুণ অনুভব করিনি।

নামেতি নামেতি সদৈব বুদ্ধ্যা  
নিচিন্তা নাচা ক্রনতী তমেব।

তস্যানুরূপং চ কপাং তদর্থা-  
মেবং প্রপশ্যামি তথা শৃণোমি ॥ ১১

'সর্বদা 'নাম' ! 'নাম' !' এইরূপ বুদ্ধিতে ও চিন্তন  
ভাব নাম শ্রবণ করেছি ; তদনুরূপ তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের)  
সম্পর্কিত দর্শন ও শ্রবণ হচ্ছে।

অহং হি তস্যাদ্য মনোভবেন  
সম্পীড়িতা তদগতসর্বভালা।

বিচিন্তয়ামী সততং তমেব  
তদৈব পশ্যামি তথা শৃণোমি ॥ ১২

'আজ আমি মানসিকভাবে দীড়িত হই  
সর্বতোভাবে অনবরত তাঁকেই চিন্তা করছি ; তদনুরূপ  
তাঁকে দেখছি ও তাঁর কথা শুনেতে পাচ্ছি।

মনোরথঃ স্যাদিতি চিন্তয়ামি  
তথাপি বুদ্ধ্যাপি বিতর্কয়ামি।

কিং কারণং তস্য হি নাস্তি রূপং  
সুব্যক্তরূপশ্চ বদত্যয়ঃ মাং ॥ ১৩

'ভাবছি এসকল হয়ত আমার কোন মানসিক  
মনোভাব। তবুও বিচার-বুদ্ধিতে ভেবে-চিন্তে বুঝতে  
পারছি না, যা দেখছি এর কারণ কী ? মনের ইচ্ছার কোনও  
মূর্তরূপ হয় না ; কিন্তু, এই বানরকে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে  
এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে সে কথাও বলছে।

নমোহস্ত বাচস্পত্যয়ে সবজ্ঞিশে  
স্বামুবে চৈব স্বভাশনায়।

অনেন চোক্তং যদিদং মমগ্রভো  
বনৌকসা তচ্চ তথাস্ত নানাথা ॥ ১৪

'বাণীর অধিপতি বৃহস্পতিদেবকে প্রণাম, তৎস্ব  
বজ্রধারী ইন্দ্রকেও প্রণাম। প্রণাম স্বয়ং ব্রহ্মাকে এবং  
অগ্নিকেও প্রণাম। এই বানর আমার সমক্ষে বা বলছে, তা  
যেন সত্য হয়, যেন অনাথা না হয়।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় রামায়ণে আদিকাবো সুন্দরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

মর্তব্য বাণীক বিবর্তিত আদিকাবো রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

সীতাদেবীর

সৌভাগ্যবতী

বিনীতবেষঃ

তাম্রবীরাহাতেজা

শিরস্বলিমাধায়

প্রবাল রত্ন

পবনকুমার শ্রীহনু

বদ্বাঙ্গলি কপালে

সীতাদেবীকে প্রণ

করলেন—

তা নু পদ্ম

রম্য শাখা

কিম্বঃ তব নে

পুণ্ডরীকলীলাশাভা

'সুন্দরমলদ

শ্রীশী পীতাম্বর প

আপনার ? অনি

কর আপনি এখা

গিয়ে পড়া জল

বিগলিত হচ্ছে ?

সুগামসুরাণাঃ

বলশাঃ কিমরাণা

ক ভুং ভবসি

গুনঃ বা বরা

'শোভনে !

বন্ধ, কিম্বব, রত্ন

মাপনি কে ? এঁদে

সুখি ! বরারোহে

বলে মনে হচ্ছে।

কিং নু চন্দ্রমসা

জ্যোতিষা

'অথবা, আপ

বদ্যে প্রেপ্ত রোহিণী

সর্গলোক থেকে মর্ত

কোশা বা যদি

## ত্ৰয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৩)

সীতাদেবীর শ্রীহনুমানের নিকট নিজের পরিচয় প্রদান এবং বনবাস ও সীতার অপহরণের বৃত্তান্ত বর্ণনা

সেহবর্তীর্ষ ক্রমাৎ তস্মাদ্ বিক্রমপ্রতিমাননঃ  
বিনীতকেশঃ কৃপণঃ প্রণিপতোপসৃত্য চ॥ ১

হনুমান্ মারুতাস্বজঃ।  
শ্রীহনুমানহাতেজা সীতাং মধুরয়া গিরা॥ ২

প্রবাল বস্ত্রের তুল্য রক্তিম বদন মহাতেজস্বী  
পদকুমার শ্রীহনুমান অশোকবৃক্ষ থেকে অবতরণ করে  
হেমমলি কপালে স্থাপনপূর্বক বিনয় ও দীনতা সহকারে  
হনুমানকে প্রণাম করে নিকটে এসে মধুর বাণীতে  
বলেন—

ক নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্রিষ্টকৌশেয়বাসিনি।  
ক্রমা শাখামালয়া তিষ্ঠসি ভ্রমনিদিতে। ৩

কিঞ্চৎ তব নেত্রাভ্যাং বারি শ্রবতি শোকজন্ম  
শুণীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্তিমিবোদকম্॥ ৪

‘ফুলকচ্ছলদল তুল্য আয়তলোচনে দেবি ! মলিন  
শ্রেণী সীতাস্বর পরিহিতা আপনি এখানে কে ? কি পরিচয়  
আপনার ? অনিদিতে ! অশোকবৃক্ষের শাখা অবলম্বন  
করে আপনি এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন ? পদ্মপত্র থেকে  
গড়িয়ে পড়া জলবিন্দুর ন্যায় আপনার শোকাশ্রু কেন  
বিগলিত হচ্ছে ?

সুরাণামসুরাণাং চ নাগগন্ধর্বরক্ষসাম্।  
বক্ষাণাং কিম্বরাণাং চ কা ভুং ভবসি শোভনে॥ ৫

কা ভুং ভবসি ক্রুদ্রাণাং মরুতাং বা বরাননে।  
বন্যাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে॥ ৬

‘শোভনে ! দেবতা, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব, রাক্ষস,  
যক্ষ, কিম্বর, ক্রুদ্র, মরুতাগণ অথবা অষ্টবসুগণের মধ্যে  
আপনি কে ? এঁদের মধ্যে কারও কন্যা অথবা জায়া ?  
সুখি ! বরারোহে ! আমার বুদ্ধিতে আপনাকে দেবতা  
বলে মনে হচ্ছে।

কিং নু চন্দ্রমসা হীনা পতিতা বিবুধালয়াৎ।  
রোহিণী জ্যোতিমাং শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা সর্বগুণাধিকা॥ ৭

‘অথবা, আপনি কি সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা ও তারকাদের  
মধ্যে শ্রেষ্ঠ রোহিণী নক্ষত্র, চন্দ্রমা থেকে বিচ্যুত হয়ে  
সর্বলোক থেকে মর্ত্যধামে এসেছেন ?

কোপাৎ বা যদি বা মোহাদ্ ভর্তারমসিতেক্ষণে।

বসিষ্ঠঃ কোপয়িত্বা ভুং বাসি কল্পাণাকল্পতী॥ ৮

‘অথবা, কাজলনয়না দেবি ! আপনি কি কল্যাণী সন্তী  
অকল্পতী ? ক্রোধবশে বা মোহবুদ্ধিতে বসিষ্ঠদেবকে কুপিত  
করে (অভিশাপ বশে) এখানে এসে পড়েছেন ?

কো নু পুত্রঃ পিতা মাতা ভর্তা বা তে সুমধ্যমে।  
অস্মাল্লোকাদমুং লোকং গতং ভ্রমনুশোচসি॥ ৯

‘সুমধ্যমে ! আপনার পুত্র, পিতা, মাতা অথবা পতি  
কি ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকগত হয়েছেন, যে জন্য  
আপনি অনুশোচনা করছেন ?

রোদনাদতিনিঃশ্বাসাদ্ ভূমিসংস্পর্শনাদপি।

ন ভুং দেবীমহং মন্যে রাজ্যঃ সংজ্ঞাবধারণাৎ॥ ১০

ব্যক্তনানি হি তে যানি লক্ষণানি চ লক্ষয়ে।

মহিষী ভূমিপালস্য রাজকন্যা চ মে মতা॥ ১১

‘আপনার ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস ও ভূমিস্পর্শন হতে মনে  
হয়, আপনি কোন দেবী নন। আপনি বার বার একজন  
রাজার নাম নিচ্ছেন এবং আপনার চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ  
দেখে অনুমান করছি, আপনি কোন এক রাজার মহিষী বা  
কোন একজন রাজকন্যা

স্বাধ্বেন জনহানাদ্ বলাৎ প্রমথিতা যদি  
সীতা ভ্রমসি ভুং তে তত্মমাচক্ষু পৃচ্ছতঃ॥ ১২

‘লোকালয় থেকে স্বাধ্ব যাকে বলপূর্বক হরণ  
করেছেন, আপনি যদি সেই সীতা দেবী হয়ে থাকেন, তবে  
আপনার কুশল কামনা করি আমি আপনার বর্তমান অবস্থা  
জানতে উৎসুক, আপনি আমাকে নির্দিষ্টায় সব বলুন।

যথা হি তব বৈ দৈন্যং রূপং চাপ্যতিমানুষম্।

তপসা চাশ্রিতো বেষণ্ডঃ রামমহিষী ক্রবম্॥ ১৩

‘দুঃখভোগে আপনার যেকোন দৈন্যদশা হয়েছে  
এবং আপনার যেমন অলৌকিক সৌন্দর্য এবং তপস্বিনীর  
তুল্য পরিচ্ছদ — এ-সকল থেকে নিঃসন্দেহে মনে হয়  
আপনি এক রাজমহিষী।

সা তস্য বচনং শ্রুত্বা রামকীর্তনহর্ষিতা।

উবাচ বাকাং বৈদেহী হনুমন্তঃ ক্রমাস্রিতম্॥ ১৪

‘ইতিপূর্বে শ্রীহনুমানকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন  
শ্রবণে আনন্দিতা বৈদেহী সীতা বক্ষাশ্রিত শ্রীহনুমানের



প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তাঁকে বললেন

পৃথিব্যাং রাজসিংহানাং মুখ্যস্য বিদিতাশ্বনঃ।

কুশা দশরথসাহং শত্রুসৈন্যপ্রাণিনঃ। ১৫

দুহিতা জনকসাহং বৈদেহসা মহাশ্বনঃ।

সীতেতি নান্না চোক্তাহং জার্মা রামসা স্বীমতঃ। ১৬

‘কপিবর ! যিনি ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ বাজনাগের মধ্যে প্রধান, সর্বত্র যার সুখ্যাতি ছিল এবং যিনি শত্রুসংহারক ছিলেন, দশরথ নামে খ্যাত সেই নৃপতির আমি পুত্রবধু, বিদেহরাজ জনকের কন্যা এবং পরম বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী আমার নাম সীতা।

সমা দ্বাদশ তত্রাহং রাঘবস্য নিবেশনে।

ভূজ্ঞানা মানুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী॥ ১৭

‘আমি অযোধ্যায় শ্রীরঘুনাথের অন্তঃপুরে দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত সর্বপ্রকার মানবীয় বিলাস ভোগ করতাম এবং আমার অভিলাষ সর্বদা পরিপূর্ণ হতো।

ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেষ্টাকুন্দনম্  
অভিষেকমিতুং রাজা সোপাখ্যায়ঃ প্রচক্রমে। ১৮

‘তদনন্তর, ত্রয়োদশ বর্ষে রাজা দশরথ রাজগুরু বসিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক করতে যত্নবান হলেন।’

তস্মিন্ সস্ত্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেকেন  
কৈকেয়ী নাম ভর্তারমিদং বচনমব্রবীৎ। ১৯

শ্রীরঘুনাথের রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থাপনা কালে দশরথের অন্যতমা রানী কৈকেয়ী পতিদেবকে এইরূপ কথা বললেন—

ন পিবেয়ং ন খাদেয়ং প্রতাহং মম ভোজনম্  
এষ মে জীবিতস্যাজ্ঞো রামো যদ্যভিষিক্তো॥ ২০

‘আমি জলস্পর্শ করব না এবং খাদ্য গ্রহণও করব না। যদি শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়, তাহলে এখানেই আমার জীবন শেষ হবে।

যৎ তদুজ্জং জয়া বাক্যং প্রীত্যা নৃপতিসত্তম।

ভচেষ্টে বিতথং কার্যং বনং গচ্ছতু রাঘবঃ। ২১

‘নৃপশ্রেষ্ঠ ! আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে যে বর দিয়েছেন, সেটি যদি মিথ্যা না হয়, তাহলে রামচন্দ্র বনবাসে যাত্রা করুক।

স রাজা সত্যবাগ্ দেব্যা বরদানমনুস্মরন্।

মুমোহ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয়াঃ ক্রুরমপ্রিয়ম্॥ ২২

‘মহারাজ দশরথ সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। যিনি বরপ্রদানের পূর্বকথা স্মরণ করতঃ রানী কৈকেয়ীর ক্রুর দুঃসহ বচন শ্রবণ করে মুর্ছিত হলেন।

ততস্তং হবিরো রাজা সত্যধর্মে বাবহিতঃ।  
জ্যেষ্ঠঃ যশস্বিনঃ পুত্রং ক্রদন্ রাজাময়াচতঃ। ২৩

‘তদনন্তর সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধ মহারাজ দশরথ নিজের যশস্বী পুত্র রামচন্দ্রের নিকট ভরতের জন্য রাজ্যভিক্ষা চাইলেন।

স পিতুবচনং শ্রীমানভিষেকাৎ পরং প্রিয়ম্।  
মনসা পূর্বমাসাদ্য বাচা প্রতিগৃহীতবান্॥ ২৪

‘শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও পিতার আশ্রয় পালন অনেক বড় মনে করতেন সেইহেতু প্রথমতঃ সেই আদেশ পালনে মন স্থির করে তাতে স্বীকৃতি প্রদান করলেন।

দদাম প্রতিগৃহীয়াৎ সত্যং ক্রয়াম চানুতম্।  
অপি জীবিতহেতোর্হি রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। ২৫

‘যথার্থ পরাক্রমশালী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কেবল সত্য জানেন, গ্রহণ করেন না। সর্বদা সত্য বলেন, নিজে প্রাণরক্ষার জন্যও কদাপি মিথ্যা বলেন না।

স বিহায়োত্তরীয়াণি মহার্হাণি মহাযশাঃ।  
বিসৃজ্য মনসা রাজ্যং জনন্যৈ মাং সমাদিশৎ॥ ২৬

‘মহাযশস্বী শ্রীরঘুনাথ বহুমূল্য রাজকীয় উত্তরীয়া পরিচ্যাপ করে অন্তর থেকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করলেন এবং আমাকে (অর্থাৎ সীতাকে) নিজ মাতার আশ্রয়ে রাখলেন। সাহং তস্যাভ্রতত্বং প্রহিতা বনচারিণী।

নহি মে তেন হীনয়া বাসঃ স্বর্গেহপি রোচতে॥ ২৭

‘শ্রীরামচন্দ্র বিরহিত হয়ে স্বর্গধামও আমার ভক্ত লাগে না। সেইহেতু, আমি কালক্ষেপ না করে তাঁর আশ্রয়ে আগে বনের পথে যাত্রা করলাম।

প্রাগেব তু মহাভাগঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।  
পূর্বজস্যানুযাত্রার্থে কুশটীবেরলকৃতঃ॥ ২৮

‘বন্ধুদের আনন্দদানকারী মহাদায় সৌমিত্রনন্দন লক্ষণ অগ্রজের অনুসরণ করতে পূর্বেই কুশ ও কল্য পরিধানপূর্বক প্রস্তুত হলেন।

তে ব্যাং ভর্তুরাদেশং বহুমান্য দুন্দরজাঃ।  
প্রবিষ্টাঃ স্ম পুরাদৃষ্টং বনং গন্তীরদর্শনম্॥ ২৯

‘এইরূপে আমরা তিনজন আমাদের অগ্রজ

মহারাজ দশরথের  
সত্য পালনের  
করলাম।  
বসতো  
রক্ষসাপহতা  
‘তথায় দণ্ডক  
ভগবান শ্রীরামচন্দ্র

শ্রীহনুমানের

জ্ঞানদ্ব বচনং  
দুঃখাদ্ দুঃখা  
দুঃখের পর  
বাক্য শ্রবণ করে ব  
বাক্যে বললেন—  
মহং রামস্য  
বৈদেহী কুশলী  
‘দেবি ! আমি  
তাঁর সংবাদ বহন ক  
কুলে আছেন ; তি  
যে ব্রাহ্মনস্তঃ  
স হাং দানরথী  
‘দেবি ! যিনি  
বেদব্রহ্মণের মধ্যে  
নিজে নির্বিশ্রো  
চেয়েছেন।  
লক্ষণচ  
কৃত্যাক্ষেপসমস্তঃ  
‘আপনার  
শোকসমস্তঃ  
হয়ে

2193 Valmiki



মহারাজ দশরথের আত্মাকে সর্গাপেক্ষা অধিক মর্মান্বিতা দিয়ে  
সত্য পালনের জন্য অজানা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ  
করলাম।

বসতো দণ্ডকারণো তস্যাহমমিতৌজসঃ।

রক্ষসাপহতা জার্যা রাবলেন দুর্ভাঙ্গনা ॥ ৩৩

‘তথায় দণ্ডক অরণ্যে বসবাস কালে অমিত পলাক্রমী  
ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জামাতারূপে আমাকে দুর্ভাঙ্গা রাক্ষস

রাবণ অপহরণ করে গ্রহণে নিয়ে এসেছে।

যৌ মাসৌ তেন মে কালো জীবিতানুগ্রহঃ কৃতঃ।

উপর্গং ষাভ্যাং তু মাসাভ্যাং ততঃস্বাক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ৩১

‘রাক্ষস রাবণ অনুগ্রহপূর্বক দুই মাস সময় আমাকে

জীবিত রাখবে বলে স্থির করেছে। দুই মাস ব্যতীত হলে

আমাকে প্রাণত্যাগ করতে হবে (অর্থাৎ রাক্ষসেরা আমাকে

হত্যা করবে।)’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়স্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে বামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রয়স্বিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

### চতুস্বিংশঃ সর্গঃ (৩৪)

শ্রীহনুমানের প্রতি সীতার সন্দেহ, সন্দেহের নিরসন এবং পবনকুমার কর্তৃক শ্রীরঘুনাথের গুণ-কীর্তন

ভস্মাঙ্গদ বচনং শ্রদ্ধা হনুমান্ হরিপূজবঃ।

দুঃখাদ দুঃখাভিভূতায়ঃ সান্ত্বমুত্তরমব্রবীৎ ॥ ১

দুঃখের পর দুঃখ ভোগে পীড়িতা সীতার এই সমস্ত  
বাক্য শ্রবণ করে বানর শিরোমণি শ্রীহনুমান তাঁকে সান্ত্বনা  
বাক্যে বললেন—

অহং রামস্য সন্দেশাদ্ দেবি দূতস্তবাগতঃ।

বৈদেহি কুশলী রামঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ ॥ ২

‘দেবি! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত এবং আপনার কাছে

আর সংবাদ বহন করে এনেছি। বিদেহনন্দিনী! শ্রীরামচন্দ্র

কুশলে আছেন; তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।

যো ব্রাহ্মমন্ত্রঃ বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ।

স ত্বাং দাশরথী রামো দেবি কৌশলমব্রবীৎ ॥ ৩

‘দেবি! যিনি ব্রহ্মাঙ্গ ও বেদবিদ্যায় জ্ঞানী এবং

বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই দশরথনন্দন শ্রীরঘুনাথ

নিজে নির্বিঘ্নে আছেন এবং আপনার কুশল জানতে

চেষ্টেছেন।

লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা কর্তৃস্তেহনুচরঃ প্রিয়ঃ।

কৃতবাহ্লোকসন্তপ্তঃ শিরসা তেহুভিবাদমম্ ॥ ৪

‘আপনার পতির প্রিয় অনুচর মহাবীর লক্ষ্মণ

শোকসন্তপ্ত হয়ে আপনাকে নতমস্তকে প্রণাম

জানিয়েছেন।’

স তয়োঃ কুশলং দেবী নিশম্য নরসিংহয়োঃ।

প্রতিসংহতসর্বঙ্গী হনুমন্তমব্রবীৎ ॥ ৫

পুরুষসিংহ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সংবাদ শ্রবণ করে

সীতাদেবীর সর্বঙ্গ হর্ষে রোমাঞ্চিত হল এবং তিনি

শ্রীহনুমানের প্রতি বললেন—

কল্যাণী বত গাথোয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মা।

এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ॥ ৬

‘যদি মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে শতবর্ষ

পরেও সুখ ও আনন্দানুভূতি লাভ করতে পারে— এই

লোকপ্রবাদ আজ আমার কাছে সম্পূর্ণ সত্য ও মঙ্গলময়

মনে হচ্ছে।’

তয়োঃ সমাগমে তন্মিন্ প্রীতিরূপাদিতাত্ত্বতা।

পরম্পরেন চালাপং বিশ্বস্তৌ ভৌ প্রচক্ৰতুঃ ॥ ৭

সীতা ও শ্রীহনুমানের পারস্পরিক সাক্ষাতে অদ্ভুত

প্রসন্নতা প্রকাশ পেল। একে অন্যের সহিত বিশ্বস্ত

বাক্যলাপ আরম্ভ করলেন।

ভস্মাঙ্গদ বচনং শ্রদ্ধা হনুমান্ মারুভাঙ্গজঃ।

সীতায়ঃ শোকতপ্তায়ঃ সমীপমুপচক্ৰমে ॥ ৮

শোকসন্তপ্ত সীতার কথাগুলি শ্রবণ করে পবনকুমার

শ্রীহনুমান (সীতার) কিছুটা সন্নিকটে এলেন।

যথা যথা সমীপং স হনুমানুসপতি  
তথা তথা রাবণঃ সা তং সীতা পরিশঙ্কতে॥ ৯  
শ্রীহনুমান যত-যত সীতার নিকটে আসতে  
লাগলেন, তিনি ততটাট তাঁকে (শ্রীহনুমানকে) রাবণ ভেলে  
ত্যা পেতে লাগলেন।

অহো বিগ্ বিকৃতমিদং কথিতং হি যদসা মে।  
রূপাঙ্ঘলমুপাগম্য স এবায়াং হি রাবণঃ॥ ১০

এইরূপ ভেবে, মনে মনে বলতে লাগলেন—‘হাম  
ধিক্ আমাকে! আমি অন্তরের কথা প্রকাশ করে ফেললাম!  
ছদ্মবেশ ধারণক’রী এই হনুমান নিঃসন্দেহে রাক্ষসরাজ  
বাণী।’

তামশোকসা শাখাং তু বিমুঞ্চ্য শোককর্ষিতা।  
তস্যামেবানবদ্যন্তী ধরণ্যাং সমুপাশিঙা। ১১

এইরূপ ভেবে অনিদাসুন্দরী সীতা অশোকবৃক্ষের  
শাখা থেকে হাত সরিয়ে গিয়ে শোকাক্ত অবস্থায় সেখানেই  
ভূতলে বসে পড়লেন।

অবশত মহাবাহুতত্তাং জনকান্ধজাম্  
সা চৈনং ভয়সন্ত্রস্তা ভূয়ো নৈনমুদৈক্ষত॥ ১২

অতঃপর মহাবাহু শ্রীহনুমান সীতার চরণবন্দনা  
করলেন, কিন্তু তিনি ভয়ে এত হুঙ্কার পুনরায়  
পবনকুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারলেন না।

তং দৃষ্ট্বা বন্দমানঃ চ সীতা শশিনিভাননা।  
অত্রবীদ্ দীর্ঘমুচ্ছ্বস্যা বানরঃ মধুরধ্বরা॥ ১৩

বানরকে বাবংবার তাঁর বন্দনা করতে দেখে  
চন্দ্রবদনা সীতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বানরকে মধুরস্বরে  
বললেন—

মায়াং প্রবিষ্টো মায়াবী যদি হুং রাবণঃ স্বয়ম্।  
উৎপাদয়সি মে ভূয়াঃ সত্তাপং তম শোভনম্॥ ১৪

‘যদি তুমি স্বয়ং কামরূপী রাবণ হয়ে থাকো  
এবং মায়ায় ছদ্মবেশে বানবরূপে আমাকে কষ্ট দিতে চাও,  
তাহলে তা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না।

স্বং পরিত্যজ্য রূপং যঃ পরিত্যজকল্পপবান্।  
জনহানে ময়া দৃষ্টত্বং স এব হি রাবণঃ॥ ১৫

‘যাকে আমি লোকালয়ে দেখেছিলাম এবং যে  
নিজের যথার্থরূপ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর অবয়ব ধারণ করে  
এসেছিল, তুমিই সেই রাবণ।

উপবাসকৃশাং দীনাং কামরূপ নিশাচর।

সত্তাপয়সি মাং ভূয়াঃ সত্তাপং তম শোভনম্॥ ১৬

‘ঐচ্ছানুসারে রূপধারণকারী নিশাচর! তুমি  
উপবাসে থেকে দুর্বল হয়ে গেছি এবং মনে মনে দুঃখিত  
হয়ে আছি। এমতাবস্থায়, তুমি আমাকে পুনরায় কষ্ট দিও,  
এ-সব তোমার পক্ষে ভালো নয়।

অথবা নৈতদেবং হি যদ্যদা পরিশঙ্কিতম্।  
মনসো হি মম প্রীতিকল্পমা তব দর্শনাং॥ ১৭

‘অথবা, আমি যা আশঙ্কা করছি হয়তো তা সত্যক  
কেননা, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে আমার মন প্রসন্ন হচ্ছে  
যদি রামসা দৃঢ়প্রমাণতো উদ্রমন্ত তে।

পৃচ্ছামি ত্বাং হরিশ্রেষ্ঠ প্রিয়া রামকথা হি মে। ১৮  
‘বানরশ্রেষ্ঠ! সত্যই যদি তুমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের

দূত হও, তবে তোমার কল্যাণ হোক। আমি তোমার স্ত্রী  
তাঁর বার্তা শুনেতে চাই, কেননা শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন  
আমার অত্যন্ত প্রিয়।

গুণান্ রামসা কথয় প্রিয়সা মম বানর।  
চিত্তং হরসি মে সৌম্য নদীকূলং যথা রয়ঃ॥ ১৯

‘বানর! আমার প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন  
করো। সৌম্য! যেরাপ জলের প্রবল পবাহ নদীর তীর  
ভেঙ্গে নিয়ে যায়, সেইরূপ তোমার দ্বারা রামের গুণকীর্তন  
আমার মনকে অপহৃত করে নেয় অর্থাৎ মন রামকীর্তন  
বশীভূত হয়ে যায়।

অহো স্বপ্নসা সুখতা যাহমেব চিরান্তরা।  
প্রেমিতং নাম পশ্যামি রাঘবেণ বনৌকদম্॥ ২০

‘অহো! সেই স্বপ্ন কেমন সুখদায়ক হয়েছে! অতঃ  
দীর্ঘদিন যাবৎ অপহৃত অবস্থায় রাঘবের দ্বারা প্রেরিত  
বানরকে দেখতে পাচ্ছি।

স্বপ্নোহপি যদাহং বীরং রাঘবং সহলক্ষণম্।  
পশোয়াং নাবসীদেয়াং স্বপ্নোহপি মম মৎসরী॥ ২১

‘যদি লক্ষণের সঙ্গে বীর শ্রীরামচন্দ্রকে আমি স্বপ্নে  
দেখি, তাহলে আমার এত কষ্ট হবে না। কিন্তু স্বপ্ন  
আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

নাহং স্বপ্নমিমং মন্যো স্বপ্নে দৃষ্টা হি বানরম্।  
ন শক্যোহভ্যুদয়ঃ প্রাপ্তুং প্রাপ্তশাভ্যুদয়ো মম॥ ২২

‘আমি এই সকল দৃশ্য ও ঘটনা স্বপ্ন বলে ভাব  
পারি না, কেননা স্বপ্নে বানরদর্শন কোন অভ্যাসের ফল  
নয়।



কিষ্ণু আমার অভ্যুদয় হচ্ছে অর্থাৎ মনে আনন্দ হচ্ছে।  
যতদূর দৃশ্যমান ঘটনাসকল অবশ্যই সত্য।

কিন্তু নু স্যাচ্চিন্তমোহোহয়ং ভবেদ্ বাতগতিস্থিয়ম্।

উদ্ভাসজো বিকারো বা সাদয়ঃ মৃগতৃষ্ণিকা ॥ ২৩

‘অথবা এগুলি আমার চিন্ত-ভ্রম নয়তো ! বায়ুর  
বিকার হেতু মিথ্যা-দর্শন বা মরীচিকা নয় তো।’

অথবা নায়মুদ্যাদো মোহোহপ্যুদ্যাদলক্ষণঃ।

সদুখো চাহমাস্তানমিমং চাপি বনৌকসম্ ॥ ২৪

‘অথবা এইসব উদ্ভাসজনিত পাগলামি হতে পাবে  
না। উদ্ভাসজনিত মোহও হতে পারে না। কেননা, আমি  
কিছু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি এবং এই বানরকেও  
ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি (উদ্ভাসাদি অবজ্ঞায় একপ সত্যজ্ঞান  
সম্ভব নয়)।’

ইতোবাং বহুধা সীতা সম্প্রদায় বলাবলম্।

রক্ষসাং কামরূপদ্বায়েনে তং রাক্ষসাবিপম্ ২৫

এতাং বুদ্ধিং তদা কৃদ্বা সীতা সা তনুমধ্যমা।

ন প্রতিবাস্ত্বহারাত্ বানরং জনকাস্ত্বজা ॥ ২৬

একপে নানাভাবে রাক্ষসদের প্রভাবে প্রবলতা এবং  
বানরদের ক্ষমতায় লঘুতার পারস্পরিক তুলনা করে সীতা  
জকে (শ্রীহনুমানকে) রাক্ষসরাজ রাবণ বলেই স্থির  
করলেন, কেননা রাক্ষসদের মধ্যে নানাপ্রকারের রূপ  
ধারণের ক্ষমতা থাকে অতঃপর কটিপ্রদেশসম্পন্ন  
জনকাস্ত্বজ সীতা কপিবর শ্রীহনুমানের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ  
করলেন।

সীতাম্মা নিশ্চিতং বুদ্ধা হনুমান্ মারুতাস্ত্বজঃ।

প্রোমানুকূলৈর্বচনৈস্তদা তাং সম্প্রহর্ষয়ন্ ॥ ২৭

সীতার এইপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত অনুমান করে  
শ্রীহনুমান শ্রবণসুখকর অনুকূল বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁর  
হর্ষোৎপাদন করে বললেন—

অদিত্য ইব তেজস্বী লোককান্তঃ শশী যথা।

রাজা সর্বসা লোকসা দেবো বৈশ্রবণো যথা ॥ ২৮

‘ভগবান শ্রীরাম সূর্যের সমান তেজস্বী, চন্দ্রমার তুল্য  
সকলের রমণীয় এবং কুবের দেবের ন্যায় অখিল জগতের  
রাজা

বিষ্ণুমেধোপপন্নস্ত যথা বিষ্ণুর্মহাযশাঃ।

সত্যবাদী মধুরবাণু দেবো বাচস্পতির্যথা ॥ ২৯

‘মহাযশস্বী ভগবান বিষ্ণুর মতো পরাক্রমী এবং দেব

বৃহস্পতির সম সত্যবাদী ও মধুরভাষী।

রূপবান্ সুভগঃ শ্রীমান্ কন্দর্প ইব মূর্তিমান্

হানক্রেমে প্রহর্তা চ শ্রেষ্ঠো লোকে মহারথঃ ॥ ৩০

‘রূপবান, সৌভাগ্যবান ও কান্তিমান শ্রীরামচন্দ্রের  
শরীর কন্দর্পতুল্য। তিনি ক্রেমের উপযুক্ত জনকে আঘাত  
করতে সমর্থ এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মহারথী।

বাহুচ্ছায়ামবষ্টকো যস্য লোকো মহাস্থলঃ।

অপক্রম্যাপ্রমপদাযুগরূপেণ রাঘবম্ ॥ ৩১

শূন্যে যেনাপনীতাসি তস্য দ্রক্ষ্যসি তৎফলম্।

‘সমগ্র বিশ্ব তাঁর (রঘুনাথের) বাহুবলের ছত্রছায়ায়  
বিশ্রাম লাভ করে। হরিণের ছদ্মবেশে নিশাচরকর্তৃক  
শ্রীরঘুনাথকে আশ্রম থেকে দূরে সরিয়ে যে (রাবণ)  
আপনাকে আকাশ পথে অপহরণ করেছে, তার পরিণাম  
সে নিজেই ভোগ করবে, আপনি স্বচক্ষে তা দেখবেন।

অচিরাদ্ রাবণং সংখ্যে যো বধিষ্যতি বীর্যবান্ ৩২

ক্লেমপ্রমুজৈরিষুভিজ্জলন্তিরিব পাবকৈঃ।

‘পরাক্রমশালী শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা ক্রেমে নিষ্কিপ্ত  
অগ্নিতুল্য জ্বলন্ত বাণসমূহের দ্বারা সমরাদ্রপে অচিরেই  
রাবণ বধ হবে।

তেনাহং শ্রেষিতো দূতত্বংসকাশমিহাগতঃ ॥ ৩৩

ত্বধিযোগেন দুঃখার্থঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।

‘আমি তাঁর দ্বারা প্রেরিত দূত হয়ে আপনার নিকটে  
এসেছি। আপনার বিরহে দুঃখার্থ তিনি আপনার কুশল  
জিজ্ঞাসা করেছেন (অর্থাৎ আপনার কাছ থেকে শুভবার্তা  
ইচ্ছা করেছেন)।

লক্ষ্মণস্ত মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥ ৩৪

অভিবাদ্য মহাবাহুঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।

‘রাজমহিষী সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী মহাতেজস্বী  
মহাবাহু লক্ষ্মণও আপনাকে প্রণামপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা  
করেছেন।

রামস্য চ সখা দেবি সুগ্রীবো নাম বানরঃ ॥ ৩৫

রাজা বানরমুখ্যানাং স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।

নিতাং স্মরতি তে রামঃ সসগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৩৬

‘দেবি ! শ্রীরঘুনাথের সুহৃদ সুগ্রীব নামে এক  
বানররাজ — যিনি প্রধান প্রধান বানরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,  
তিনিও আপনার কুশল জ্ঞানতে চেয়েছেন। সুগ্রীব ও  
লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রতিদিন শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে স্মরণ



কবেন।

দিত্যা জীবসি বৈদেহি রাক্ষসীবশমাগতা।

নচিরাদ্‌ জ্ঞানসে নামঃ লক্ষণঃ চ মহারথম্। ৩৭

‘বৈদেহনাশান ! রাক্ষসীদের কন্যে পড়েও আপনি ভাগ্যক্রমে জীবিত আছেন। অচিরেই আপনি মহাবীরী শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষণের দর্শন পাবেন।

মধ্যে বানরকোটীনাং সুগ্রীবঃ চামিতৌজসম্।

অহঃ সুগ্রীবসচিবো হনুমান্‌ নাম বানরঃ। ৩৮

‘তৎসাহত কোটি কোটি বানরসৈন্য পরিবৃত্ত অমিতৌজস্বী সুগ্রীবকেও আপনি দেখতে পাবেন। আমি হলাম বানররাজ্য সুগ্রীবের শ্রীহনুমান নামক মন্ত্রী।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

### পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৫)

সীতাদেবীর অনুরোধে শ্রীহনুমানকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গের লক্ষণ ও গুণাবলীর বর্ণনা এবং মানব ও বানরের মৈত্রী প্রসঙ্গ সীতাদেবীর শ্রবণগোচর করতঃ তাঁর মনে বিশ্বাস উৎপাদন

ভাং তু রামকথাং শ্রদ্ধা বৈদেহী বানরব্রতাং।

উবাচ বচনং সাঙ্ঘমিদং মধুরয়া গিরা। ১

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের মুখে শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা শ্রবণ করে বিদেহরাজকন্যা সীতা মধুর বাক্যে ধীরভাবে বললেন—

ক তে রানেশ সংসর্গঃ কথং জানাসি লক্ষণম্।

বানরাণাং নরাণাং চ কথমাসীৎ সমাগমঃ। ২

‘কপিবর ! শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তোমার কোথায় পরিচয় ? তুমি লক্ষণকে কিভাবে জানতে পারলে ? মানুষের সাথে বানরকুলের বন্ধুত্ব কীপ্রকারে সম্ভব হয়েছে। যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষণস্য চ বানর।

তানি ভূয়ঃ সমাচক্ষুঃ ন মাং শোকঃ সমাবিশেৎ ॥ ৩

‘বানর ! শ্রীরামচন্দ্রের এবং অনুজ লক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ পুনরায় বর্ণনা করো, যাতে আমার মনে কোনোপ্রকার শোকাদি উৎপন্ন না হয়।

কীদৃশং তস্য সংহানং রূপং তস্য চ কীদৃশম্

কথমূরু কথং বাহু লক্ষণস্য চ শংস মে। ৪

প্রবিত্তো নগরীং লক্ষাং লভ্যমিত্তা মহোদধি।

কৃতা মূর্ধ্নি পদন্যাসং রাবণস্য দুরাক্ষয়ঃ। ৩৬

‘আমি মহাসাগর লঙ্ঘন করে দুবান্দ্রা রাবণের মস্তকে পদক্ষেপপূর্বক লক্ষা নগরীতে প্রবেশ করেছি।

ত্মাং দ্রষ্টুমুপযাতোহহং সমাপ্রিতা পরাক্রমম্

নাহমস্মি তথা দেবি যথা মামবগচ্ছসি।

বিশদা তাজাতামেষা শ্রদ্ধং বদতো মম ॥ ৩৭

‘আমি নিজের শক্তিকে আশ্রয় করে আপনার দর্শন লাভের ইচ্ছায় এখানে এসেছি দেবি ! আমি তা নই, কে

রূপে আপনি আমাকে ভাবছেন ! আপনি বিপরীত আশ্রয়

পরিচয় করুন এবং আমার কথায় বিশ্বাস করুন।’

‘ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষণের অবয়ব কিরূপ ?

তাঁরা কিরূপ দেখতে ? তাঁহাদের জন্ম ও বাহু কীদৃশ ?

আমার কাছে বর্ণনা করো।’

এবমুক্ত্ব বৈদেহ্যা হনুমান্‌ মারুতাস্তজঃ

ততো রামং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রম ॥ ৪

বিদেহ রাজকুমারী সীতাকর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত

হয়ে পবনকুমার শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের যথাযথ বর্ণনা

বর্ণনা আরম্ভ করলেন—

জানন্তী বত দিত্যা মাং বৈদেহি পরিপূচ্ছসি।

ভর্তুঃ কমলপত্রাঙ্কি সংহানং লক্ষণস্য চ ॥ ৫

‘কমলদলনেত্রো ! বিদেহরাজকন্যো ! আপনি

আপনার পতিদেব শ্রীরামচন্দ্র ও রামানুজ লক্ষণের সুন্দর

অবয়বাদি অবগত আছেন, তথাপিও যে আমার নিজের

জানতে ইচ্ছে করেছেন, তা আমার পরম সৌভাগ্য

যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষণস্য চ যানি বৈ।

লক্ষিতানি বিশালাঙ্কি বদন্তঃ শৃণু তানি মে ॥ ৬

‘আয়তলোচনে ! শ্রীরামচন্দ্র এবং অনুজ লক্ষণ

২১৯৫ Valmiki Ramayan 2nd part (Bengali)\_Section 62

যে সকল বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি, সেগুলি বর্ণনা  
করাই, অতএব শ্রবণ করুন।

কমলপত্রাঙ্কঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।  
রসঃ প্রসূতো জনকান্নাজে। ৮

‘জনকনন্দিনি! শ্রীরামচন্দ্রের নয়নযুগল ক্যাননানন্দ-  
দেব ন্যায় দীর্ঘ ও সুশ্রী; মুখমণ্ডল পূর্ণিমা চন্দ্রমাব সমান।  
মনোহর। তিনি সৌন্দর্য ও দাক্ষিণ্যাদি গুণ নিরোপিত জগৎ হন  
করেন।

ভেষজসংহিতাসংকাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।  
বৃহস্পতিসমো বুধ্যা যশসা বাসবোপমঃ। ৯

রক্ষিতা জীবলোকস্যা স্বজনস্য চ রক্ষিতা।  
রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ। ১০

‘তিনি ভেষজস্থিতায় সূর্যের মতো, ক্ষমায় পৃথিবী  
তুল্য। বৃহস্পতিবৃহস্পতির সদৃশ এবং যশস্থিতায় দেবরাজ  
হস্তের ন্যায়। সকল প্রাণীর রক্ষাকর্তা এবং স্বজন  
বন্ধবর্গেরও রক্ষক। শত্রুগণের উৎপীড়ক শ্রীরামচন্দ্র  
সদাচরণ তথা ধর্মের রক্ষয়িতা।

রামো ভামিনি লোকস্যা চাতুর্বর্ণ্যসা রক্ষিতা।  
মর্ষাদনাং চ লোকস্যা কর্তা কারয়িতা চ সঃ। ১১

‘ভামিনি! শ্রীরামচন্দ্র জগতে চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষক।  
তিনি নিজে লোকধর্মের অনুসরণকারী এবং সকল  
অনুবর্তনকারিগণের পথপ্রদর্শক।

অর্চিমান্বর্চিতেহতার্থঃ ব্রহ্মচর্যব্রতে হিতঃ।  
সাব্ধান্যমুপকারজঃ প্রচারজ্ঞশ্চ কর্মণাম্। ১২

‘সর্বত্র অতিশয় ভক্তিভরে তাঁর পূজার্চনা হয়ে থাকে  
তিনি কান্তিমান এবং পরম প্রকাশস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মচর্যব্রত  
পালনকারী, সাধু লোকেদের উপকার বিষয়ে এবং নিজের  
আচরণাদি দ্বারা সংকর্মসমূহের প্রচারে কুশল।

রাজনীত্যাং বিনীতশ্চ ব্রাহ্মণানামুপাসকঃ।  
জানবান্ শীলসম্পন্নো বিনীতশ্চ পরন্তপঃ। ১৩

‘তিনি রাজনীতিতে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত,  
ব্রাহ্মণকুলের আরাধক, জানী, সদাচারী, বিনয়ী এবং  
শত্রুগণের সংহারক।

ধনুর্বেদবিনীতশ্চ বেদবিত্তিঃ সুপূজিতঃ।  
ধনুর্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ। ১৪

‘তিনি চতুর্বেদে সুশিক্ষিত, বেদজ্ঞ বিদ্বানদের দ্বারা  
সম্মানিত। ধনুর্বেদে (অর্থাৎ ধনুর্বিদ্যায়), ঋক্ প্রভৃতি চারিটি

বেদে এবং ছয়টি বেদাঙ্গে (অর্থাৎ শিখা, ছন্দ, ব্যাকরণ,  
নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্পশাস্ত্রে) নিম্নোক্ত বিদ্বান।

বিপুলান্দ্রো মহানাহঃ কদুগ্রীলঃ শুভাননঃ।  
গুণজ্ঞঃ সুভাগো নামো নাম জনৈঃ প্রভঃ। ১৫

‘শ্রীরামচন্দ্র বৃষস্রব, দীর্ঘবাহু, শঙ্খগ্রীব এবং সুদর্শন  
মুখমণ্ডল সম্পন্ন পুত্র সুভাগ্যসম্পন্ন, (অর্থাৎ গলার  
অস্থিযুগল মাংসপেশীতে আবৃত), রক্তমাভাযুগু  
নেত্রবান। তিনি ‘নাম’ এই নামে লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

দুন্দুভিসননির্ঘোঃ শিখবর্ণঃ প্রতাপমান্।  
সমস্ত সুবিভক্তাদো বর্ণঃ শ্যামঃ সমাপ্রিতঃ। ১৬

‘তাঁর কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায়, তাঁহার গাত্রবর্ণ  
উজ্জ্বল, তিনি বীর; সুঠাম আকৃতি এবং সুসমঞ্জস  
অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন ও শ্যামকান্তি।

ত্রিহিরত্রিশলব্ধত্রিশমস্ত্রিষু চোক্তঃ।  
ত্রিতাপ্তস্ত্রিষু চ স্রিক্ষো গভীরস্ত্রিষু নিতালঃ। ১৭

‘বক্ষঃস্থল, কজি ও মুষ্টি দুই—তাই তিনি ত্রিহির,  
জয়ুগল, বাহুদ্বয় ও মেড (অঙ্গবিশেষ) প্রলম্বিত—তাই  
ত্রিশ, কেশের অগ্ন্যাংশ, অস্ত্র ও হাঁটুদ্বয় সুবিন্যস্ত—অতএব  
(তিনি) ত্রিসম; বক্ষঃপ্রদেশ, নাভির পরিধি ও উদর এই  
অঙ্গত্রয় উন্নত; নেত্রদ্বয়ের কৌণিকাংশ, নখ ও হস্ত-পদের  
তলদেশ তন্ত্রবর্ণ—সেইহেতু ত্রিতাপ্ত; শিশ্রুশ্রেণী, পদতলের  
রেখাসমূহে ও মস্তকের কেশসমূহে তিনি উজ্জ্বলবর্ণ;  
কণ্ঠস্বর, গতি ও নাভি—এই তিনে সদাই গভীর ও গভীর।

ত্রিবলীমাংস্রাবনতশ্চতুর্ব্যঙ্গস্ত্রিশীর্ষবান্।  
চতুর্লঙ্গচতুর্লঙ্ঘ্যচতুর্ভুজশ্চতুঃসমঃ। ১৮

‘তাঁর উদরে ও গলায় তিনটি করে রেখা আছে,  
পায়ের তলার মধ্যাংশ, তথাকার পাদরেখাসমূহ ও স্তনের  
অগ্রভাগ—এই তিনটি অংশ গভীর ও নিম্ন; গলা, পিঠ ও  
পিণ্ডলিযুগল—এই চার অংশ ছোট; মস্তকে তিনটি  
কেশকুণ্ডলী, পদাঙ্গুলির নীচে ও কপালে চার চারটি রেখা;  
চার হস্ত পরিমাণ উচ্চতা তাঁর; কপোল, বাহু, জঙ্ঘা ও  
হাঁটু—এই চতুষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চতুর্দশসমদ্বন্দ্বশ্চতুর্দষ্টঃ চতুর্গতিঃ।  
মহোষ্ঠহনুনাশ্চ পঞ্চস্রিক্ষোহষ্টবংশবান্। ১৯

‘তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের) শরীরের চতুর্দশ যুগল  
অঙ্গসমূহ (জয়ুগল, নাসারন্ধ্রদ্বয়, নেত্র, কর্ণ, ওষ্ঠাদি,  
স্তনযুগল, বাহুদ্বয়ের কনুই, কজিদ্বয়, দুইটি জঙ্ঘা,



শ্রেণীর দুইপার্শ্ব, গুহান, অণু, হস্ত ও পদ। অতঃপর  
সুসম্পন্ন, উপবিভাগ ও নীচের অংশে কেমন করাই  
দৃষ্ট শাস্ত্রীয় লক্ষণসম্পন্ন : তিনি সিংহ, বাঘ, হস্তী এবং  
বৃষভ—এই চরিত্রের সমান গতি সম্পন্ন, তাঁর এগ, গুহান ও  
নাসিকা প্রশস্ত। কেশ, নেত্র, দাঁত, হৃৎ ও পদতল এই  
পাঁচটির অঙ্গশোভা অত্যুজ্জ্বল : বাহু দুইটি, দুই জম্বা,  
শ্রেণিবিদ্য, হস্ত ও পদ অঙ্গুলিসমূহ শুভলক্ষণযুক্ত  
(অর্থাৎ শোভন ও দীর্ঘ)।

দশপদো দশবৃহদ্বিভিবাগো বিত্তুবান্।

ষড়মতো নবতনুপ্রতিবিবাগোতি রাজবঃ ॥ ২০

তাঁর নেত্র, মুখবিবর, মুখমণ্ডল, জিহ্বা, ওষ্ঠ, ঠানু,  
স্তন, নখ, হস্ত ও পদ এই দশটি অঙ্গ পদেব তুলা। বক্ষ,  
মস্তক, ললাট, গলদেশ, বাহুদ্বয়, হৃৎক, নাভি, চরণ,  
পৃষ্ঠদেশ ও কর্ণ—এই দশ অঙ্গ বিস্তৃত ও বিশাল। তিনি  
দ্রীসম্পন্ন, বশবী ও প্রত্যঙ্গিত (অর্থাৎ, এই গুণত্রয়  
তাঁকে বাগ্ন করে আছে) : তাঁর মাতুলবংশ ও পিতৃকুল  
অত্যন্ত পবিত্র। দুই পার্শ্ব, উদর, বক্ষ, নাসিকা, হৃৎ ও  
ললাট—এই ষড়ঙ্গ উন্নত : কেশ, নখ, নোম, হৃৎ, অঙ্গুলির  
পর্বসক্তি, শিশু, বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ অঙ্গি সূত্র। দ্রীরামচন্দ্র  
পূর্বাঙ্ক, মধ্যাঙ্ক এবং অপরাঙ্কে প্রত্যহ (নিবাসের) এই  
তিন সময়ে (যথাক্রমে) ধর্ম, অর্থ ও কাম-এর অনুচ্চিন ও  
তদনুরূপ প্রিয়ানি সম্পন্ন করেন।

সত্যধর্মরতঃ শ্রীমান্ সংগ্রহানুগ্রহে রতঃ।

দেশকালবিভাগজঃ সর্বলোকপ্রিয়ঃবদঃ ॥ ২১

দ্রীরামচন্দ্র সত্যধর্মের অনুষ্ঠানকারী, দ্রীসম্পন্ন,  
রাজধর্মানুসারে ঐশ্বর্যের সংগ্রহ ও প্রজ্ঞানুগ্রহে তৎপর,  
দেশ ও কালের বিভাগবিষয়ে অভিজ্ঞ, সকলের প্রিয় এবং  
সদা প্রিয়ভাষী।

মাতা চাস্য চ বৈমাত্রেঃ সৌমিত্রিরমিতপ্রভঃ।

অনুরাগেণ রূপেণ শুশ্রূষ্যপি তথাবিধঃ ॥ ২২

তাঁর বৈমাত্রেয় অনুজ মাতা লক্ষ্মণ ও অগ্রাশ্র  
শক্তিমান। অনুরাগ, সৌন্দর্য ও সদৃশ্যের সমাহারে তিনি  
দ্রীরামচন্দ্রের সমান।

স সুবর্ণহবিঃ শ্রীমান্ রামঃ শ্যামো মহাযশাঃ।

তাবুভৌ নরশার্দূলৌ ব্রহ্মর্শনকৃতোৎসবৌ ॥ ২৩

বিচিরন্তৌ মহীং কৃৎসামম্মাভিঃ সহ সঙ্গতৌ।

‘তিনি (লক্ষ্মণ) সুবর্ণকান্তি ও রূপবান। দ্রীরামচন্দ্র  
শ্যামসুন্দর ও মহাযশস্বী। এই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব অঙ্গনর

কেন্দ্র হইতেই হইবে সর্ব পৃথিবীতে অঙ্গনর (দ্রীরামচন্দ্র)  
মানসকান করিতে করিতে অঙ্গনর সঙ্গ মিত্র হইবে।  
কামের মাগমাণী হৌ বিচিরন্তৌ বসুন্ধর  
দশবৃহদঙ্গপতিঃ পূর্বভেনাবরোপিভ্য

‘অঙ্গনরকে অনুসন্ধান করিতে করিতে এবং কেন্দ্র  
পৃথিবীতে অঙ্গনর ভ্রাতৃত্ব বানবর্জ সুখীকে সঙ্গ  
পেয়েছেন। এই সুখীকে তাঁর অনুজ ভ্রাতৃ (লক্ষ্মণ)  
‘বান’ বাক্য থেকে বিতর্কিত করেছেন।

অমামুতস্য মূলে হ বহুপাদপদংকুলঃ ॥  
মাতৃত্বমাতৃমাসীনঃ সুখীবাঃ শ্রিহর্শন

‘অমামুত পর্বতের বহুবিধ বৃক্ষ পর্বতী  
মানুষের অগ্রজের ভ্রাতৃ অর্থাৎ শ্রিহর্শন সুখীকে বৃক্ষ  
(রাম ও লক্ষ্মণ) দেখতে পেয়েছেন।

বয়ং চ হরিরাজং তং সুখীবাং সত্যসঙ্গঃ ॥  
পরিচর্যামহে রাজাং পূর্বভেনাবরোপিভ্য

‘অগ্রজকর্তৃক রাজা থেকে বিতর্কিত সত্যসঙ্গ  
বানবর্জ সুখীকে আমরা (এই শ্রীহর্শন এবং অ  
অন্যকে) সেবা করি (অর্থাৎ আমরা বানবর্জ সুখী-  
সেবক)।

ততস্তৌ চীরবসনৌ ধনুঃপ্রবরণধিনৌ ॥  
অমামুতস্য শৈলস্য রমাং দেশমুপাধিতৌ

স তৌ দৃষ্টা নরব্যাঘ্রৌ ধম্বিনৌ বানরধজাঃ ॥  
অভিগুতো গিরেভ্যশ্চ শিখরং ভ্রমরোহিত্য

‘বস্ত্র পরিহিত ধনুর্ধরী ভ্রাতৃত্ব (রাম ও লক্ষ্মণ)  
বন অমামুত পর্বতের রমণীয় প্রদেশে গেলেন, যে  
ধনুর্ধরসজ্জিত সেই ভ্রাতৃত্বকে অবলোকন করে লক্ষ  
উপবিষ্ট বানরশিরামণী সুখীকে ভ্রাতৃ লক্ষ্য  
পর্বতের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন।

ততঃ স শিখরে তন্মিন্ বানরেন্দ্রো ব্যবহিত্য ॥  
তয়োঃ সমীপং মাম্বেব প্রেষয়ামাস সহস্রং

‘সেই (উচ্চতম) শিখরে উপবিষ্ট বানবর্জ  
অমাকে সহস্র ভ্রাতৃত্বের সমীপে প্রেরণ করলেন।

তাবহং পুরুষব্যাঘ্রৌ সুখীবচনাং প্রঃ ॥  
রূপলক্ষণসম্পন্নৌ কৃতান্তনিকলংহিত্য

‘সুখীকে অঙ্গনর আমি সেই নরশ্রেষ্ঠ  
রূপলক্ষণসম্পন্ন ভ্রাতৃত্বের সেবার্থে কৃতান্তনিকলং  
নিকটে উপস্থিত হলাম।

তৌ পরিভ্রাতৃত্বকৌ মহা কৃতিসম্বিতৌ ॥



পৃষ্ঠমারোপা তং দেশং প্রাপিতৌ পুরুষর্ষভৌ।

‘আমার নিকট হতে যথার্থ সত্য শ্রবণ করে ভ্রাতৃত্ব  
প্রসন্ন হলেন তদনন্তর, সেই দুই পুরুষোত্তম ভ্রাতৃত্বকে  
আমি পৃষ্ঠে বহন করে (যেখানে বানররাজ সুগ্রীব উপবিষ্ট  
ছিলেন) সেখানে নিয়ে এলাম।

নিবেদিতৌ চ তত্বেন সুগ্রীবায়া মহাত্মনে। ৩২  
ভয়োরন্যোনাসম্ভাষাদ্ ভূশং প্রীতিরজায়ত।

‘সেখানে মহাত্মা সুগ্রীবকে আমি দুই ভ্রাতার যথার্থ  
পরিচয় প্রদান করলাম। তদনন্তর, শ্রীরাম ও সুগ্রীবের  
পরস্পর বার্তালাপে অতিশয় সভাব উৎপন্ন হল।

তত্র তৌ কীর্তিসম্পন্নৌ হরীশ্চরনরেশ্বরৌ॥ ৩৩  
পরস্পরকৃতাশ্বাসৌ কথয়া পূর্ববৃত্তয়া।

‘তথায় যশস্বী বানররাজ ও নৃপতি শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের  
জীবনের অবতন বর্ণনাপূর্বক পরস্পরকে সাহায্যের  
আশ্বাস দিলেন।

তং ততঃ সাক্ষয়ামাস সুগ্রীবঃ লক্ষণাগ্রজঃ॥ ৩৪  
ক্লিহেতোর্বালিনা ভ্রাত্রা নিরন্তং পুরুতেজসা।

‘সেই অবসরে, লক্ষণাগ্রজ শ্রীরঘুনাথ মহাপরাক্রমী  
‘বালি’ কর্তৃক স্ত্রীর কারণে রাজ্য থেকে বিভাঙিত  
সুগ্রীবকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন।

ততস্তম্ভাশজং শোকং রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ॥ ৩৫  
লক্ষণো বানরেভ্রায় সুগ্রীবায়া ন্যবেদয়ৎ।

‘অতঃপর, লক্ষণ অক্রিষ্টকর্মী শ্রীরামচন্দ্রের সীতা  
বিবহজনিত শোক-কথা বানররাজ সুগ্রীবের কাছে নিবেদন  
করলেন।

স শ্রদ্ধা বানরেভ্রস্ত লক্ষণেনেরিতং বচঃ ৩৬  
তদসীমিত্প্রভোহেতার্থং গ্রহয়ন্ত ইবাংশুমান্।

‘লক্ষণকর্তৃক বার্তা শ্রবণ করে বানররাজ সুগ্রীব  
রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিস্তপ্রভ হয়ে গেলেন।

তত্বেদগাহশোভীনি রক্ষসা ত্রিয়মাণয়া॥ ৩৭  
যানান্তরণজালানি পাতিতানি মহীতলে।

তানি সর্বানি রামায় অনীয় হরিয়ুথপাঃ॥ ৩৮  
সংকষ্টা দর্শয়ামাসুগতিং তু ন বিদুস্তব।

‘তদনন্তর, বানরদলপতি সুগ্রীব রাক্ষসরাজ রাবণ  
কর্তৃক ত্রিয়মানা আপনার শরীরের শোভাবর্ধক  
অলংকাররাজি, যেগুলি আকাশমার্গ হতে আপনি (অর্থাৎ  
সীতা) পৃথিবীতে নিপতিত করেছিলেন, সেইসমস্ত আনিয়ে

প্রসন্নচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করালেন ; কিন্তু আপনার  
(অর্থাৎ, সীতাদেবীর) অবস্থান বিষয়ে কিছু বলতে  
পারলেন না।

তানি রামায় দস্তানি ময়ৈবোপহৃতানি চ॥ ৩৯  
স্বনবজ্জবকীর্ণানি তস্মিন্ বিহতচেতসি।

তানাক্ষে দর্শনীয়ানি কৃদ্বা বহুবিধং তদা॥ ৪০  
তেন দেবপ্রকাশেন দেবেন পরিদেবিতম্।

‘সেই সমস্ত অলংকাররাজি বন্ বন্ শব্দে পৃথিবীতে  
পড়লে আমি (অর্থাৎ, শ্রীহনুমান) সেগুলি জড়ো করে  
শ্রীরামের সকাশে এনে তাঁকে দিলাম। সেই সমস্ত  
অলঙ্কাররাজি অন্ধে ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্র যেন অচেতন  
হয়ে পড়লেন। তখন দেবোপম শ্রীরামচন্দ্র সুন্দর সুন্দর  
আভরণরাজি বন্ধে ধারণ করে বহু বিলাপ করলেন।

পশাতস্তানি রুদতস্তাম্যাতচ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ৪১  
প্রাদীপয়দ্ দাশরথেষ্টদা শোকহতাশনম্॥ ৪২

শায়িতং চ চিরং তেন দুঃখার্ভেন মহাত্মনা।  
ময়াপি বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কৃচ্ছাদুখাপিতঃ পুনঃ॥ ৪৩

‘সেই অঙ্গভূষণাদি বারংবার দেখে কাঁদতে কাঁদতে  
শ্রীরামচন্দ্র বাষ্পনিকরুচ্ছিত হয়ে পড়ছিলেন এবং তাঁর  
শোকাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠছিল। দুঃখার্ভ হয়ে মহাত্মা  
রঘুনাথ বহুক্ষণ মূর্ছিত অবস্থায় শায়িত ছিলেন ; তখন আমি  
(শ্রীহনুমান) বহুপ্রকার সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে বহুক্রমে তাঁকে  
পুনঃস্থিত করলাম।

তানি দৃষ্ট্বা মহাহর্ষাণি দর্শয়িত্বা মুহুমুহুঃ।  
রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবে সম্যবেশয়ৎ॥ ৪৪

‘লক্ষণের সহিত শ্রীরঘুনাথ সেই সকল বহুমূল্য  
অলঙ্কাররাজি বারবার দেখলেন এবং সুগ্রীবকে দেখালেন।  
পুনরায়, তিনি সুগ্রীবের নিকট সেগুলি গচ্ছিত রাখলেন।

স তবাদর্শনাদার্যে রাঘবঃ পরিতপ্যতে।  
মহতা জ্বলতা নিত্যমগ্নিনেবাগ্নিপর্বতঃ॥ ৪৫

‘আর্যে ! যেমন করে জ্বালামুখী আগ্নেয়গিরি জগ্নত  
হলে তীষণ অগ্নির তাপে অহর্নিশ তপ্ত হতে থাকে,  
তেমনই আপনার অদর্শনে শ্রীরঘুনাথ প্রতিনিয়ত ভয়ংকর  
শোকাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছেন।

ত্বৎকৃতে তমনিদ্রা চ শোকশিষ্টা চ রাঘবম্।  
তাপয়ন্তি মহাত্মানমগ্নাগারমিবাগ্নয়ঃ॥ ৪৬

‘আপনার জন্য মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের অনিদ্রা (অর্থাৎ

নিবস্তুর জাগরণ) শোক এবং চিন্তা এই দ্বিতীয় স্টেটলপ  
সত্তাপনয়ক হচ্ছে, যেমন আতবনীয়াসি ত্রিবিধ জগি  
বজ্রশালাকে তীর্ণত করে

তবাদর্শনশোকেন রাঘবঃ পরিচালাতে।

মহতা ভূমিকম্পেন মহানিব শিলোচ্চয়ঃ ॥ ৪৭

‘আপনার অদর্শন (অর্থাৎ আপনার দেখা না পেয়ে)

শোকে শ্রীরামচন্দ্র সেইকপ বিচলিত হচ্ছেন, মেরুপ নিশাল  
ভূমিকম্প সুবহুঃ পর্বতও প্রকম্পিত হয়।

কাননানি সুরমাণি নদীপ্রশ্রবণানি চ।

চরন্ ন রতিমাপ্নোতি স্বামপশ্যন্ নৃপাশ্বজে ॥ ৪৮

‘রাজকুমারি ! আপনার দর্শন না পেয়ে রমণীয়  
কানন, নদীসমূহ ও ঝরনাদির মধ্যে বিচরণ করেও  
শ্রীরামচন্দ্র মনে সুখ অনুভব করছেন না।

স ত্বাং মনুজশার্দূলঃ ক্ষিপ্রং প্রাভ্যাতি রাঘবঃ।

সমিত্রবাক্ষবঃ হত্বা রাবণং জনকাস্বজে ॥ ৪৯

‘জনকনন্দিনি ! পুরুষসিংহ উগ্ৰবান শ্রীরাম যিত্র ও  
বন্ধুবান্ধবের সাথে রাবণকে বধ করে শীঘ্রই আপনার সঙ্গে  
মিলিত হবেন।

সহিতৌ রামসুগ্ৰীবাবুভাবকুরুতাং তদা।

সময়ঃ বালিনঃ হস্তঃ তব চাশ্বেষণঃ প্রতি ॥ ৫০

‘যেইদিন শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্ৰীব মৈত্ৰীবন্ধনে আবদ্ধ  
হয়েছেন, তখন থেকেই একে অন্যের সহায়তার জন্য  
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র বালিবধের জন্য এবং  
সুগ্ৰীব আপনার অনুসন্ধানের জন্য পরস্পরকে কথা  
দিয়েছেন।

তত্তত্তাভ্যাং কুমারভ্যাং বীরভ্যাং স হরীশ্বরঃ।

কিঙ্কিঙ্কাং সমুপাগম্য বালী যুদ্ধে নিপাতিতঃ ॥ ৫১

‘তদনন্তর বীর রাজকুমারদ্বয় কিঙ্কিঙ্কায় গিয়ে  
বানররাজ বালিকে যুদ্ধে নিহত করেছেন।

ততো নিহতা তরসা রামো বালিনমাহবে।

সর্বর্কহরিসংস্থানাং সুগ্ৰীবমকরোঃ পতিম্ ॥ ৫২

‘যুদ্ধে সবেগে বালিকে বধ করে শ্রীরামচন্দ্র ভল্লুক ও  
বানরকুলের সম্পূর্ণ রাজ্য সুগ্ৰীবকে রাজ্য করেছেন।

রামসুগ্ৰীবয়োরৈকাং দেবোবঃ সমজায়ত।

হনুমন্তঃ চ মাং বিদ্ধি তয়োদৃতমুপাগতম্ ॥ ৫৩

‘দেবি ! শ্রীরাম ও সুগ্ৰীবের এই প্রকার মৈত্ৰী  
হয়েছে। আমি এই দুই পক্ষের দূত স্বরূপ এখানে এসেছি।

আপনি আমাকে অনুমান করে জানুন।

যং রাজ্যং প্রাপ্তা সুগ্ৰীবঃ বামাণীর মতাকসীতঃ

তদর্পঃ প্রেশয়ামাস দিশা দশ মতাকসীতঃ

‘নিঃস্রব বামা ফিরে পেয়ে বানরনাগ সুগ্ৰীব

অসীমস্ত পরাক্রমী বানরকুলকে আহ্বান করে

অনুসন্ধানের জন্য দশ দিকে প্রেরণ করেছেন।

আদিষ্টা বানরেষ্ট্রেণ সুগ্ৰীবেন মতাকসীতঃ।

অস্তিরাজপ্রতীকশাঃ সর্বতঃ প্রহিতা মতীম্ ॥ ৫৪

‘সুগ্ৰীবের আজ্ঞায় তিমালয়তুল্য বিশাল

মতাকসীতী বানরগণ পৃথিবীর সকল দিকে

করেছেন।

ততস্তে মার্গমাণা বৈ সুগ্ৰীববচনাত্মকঃ।

চরন্তি বসুধাং কংরাং বয়মন্যে চ বানরাঃ ॥ ৫৫

‘তার আদেশে ভয়াত হয়ে আমি ও অন্য সকল

আপনার অনুসন্ধানের সমস্ত ভূমণ্ডলে বিচরণ করছি।

অঙ্গদো নাম লক্ষ্মীবান বালিসমূর্মদাবলঃ।

প্রহিতঃ কপিশার্দূলদ্বিভাগবলসংপূতঃ ॥ ৫৬

‘বালির পরাক্রমী কাশ্তমান পুত্র কপিপ্রেষ্ঠ

বানরসৈন্যের এক তৃতীয়াংশ সঙ্গে নিয়ে

উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে (তার সৈন্যদলের মধ্যে

একজন)।

তেষাং নো নিপ্রণষ্টানাং বিদ্যো পর্বতসরসেঃ

ভূশঃ শোকপরীতানামহোরাগ্রগণা গতাঃ ॥ ৫৭

‘পর্বতগ্রেষ্ঠ বিদ্যাচলে এসে পথ চারিয়ে

আমাদের বধ ক্রেশ হয়েছিল এবং সেখানেই

দিনরাত্রি কেটে গিয়েছে।

তে বয়াং কার্গনৈরাশ্যাং কালসাত্তিক্রমেন চ।

ভয়াচ্চ কপিরাজস্য প্রাণাঃস্বাক্ষুণ্ণহিতাঃ ॥ ৫৮

‘তখন, আমরা সকলে কার্গে অসম্পন্নতার

ও নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় কপিরাজ

ভয়ে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

বিচিভা গিরিদুর্গাণি নদীপ্রশ্রবণানি চ।

অনাঙ্গাদা পদং দেব্যাঃ প্রাণাঃস্বাক্ষুণ্ণহিতাঃ ॥ ৫৯

‘দুর্গম পর্বতে, নদীর তটে এবং ঝরনার

স্থানে অনুসন্ধান করেও দেবীর (সীতাদেবীর)

জানতে না পারায় আমরা প্রাণত্যাগে প্রস্তুত

হয়েছি।

ততস্তস্য গিরেদুর্গা বয়াং প্রায়মুপাগতঃ ॥ ৬০



পুষ্টি প্রায়োপবিশ্রামস্ত সর্বান বানরপুঞ্জান্ ॥ ৬১  
শোকাকর্ণবে মগ্নঃ পর্যদেবদগ্ধদঃ ।

‘আমরণ উপবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমবা সকলে  
নরতনিকরে উপবিষ্ট হলাম। সমস্ত বানর শিরোমণিগণকে  
হরণ উপবাসে বসে থাকতে দেখে কুমার অঙ্গদ অত্যন্ত  
শোকসাগরে নিমগ্ন হলেন এবং বিলাপ করতে লাগলেন।  
তব নাসঃ চ বৈদেহি বালিনশ্চ তথা বধম্ ॥ ৬২  
প্রায়োপবেশমস্ম্যকং মরণং চ জটায়ুযঃ ।

‘বৈদেহনন্দিনি ! (রাক্ষসের দ্বারা) আপনার  
নিকটস্থ হওয়া, বালির মৃত্যু, আমাদের আমরণ অনশন  
তথা জটায়ুর হত্যা ইত্যাদি চিন্তা করে কুমার অঙ্গদ ভীষণ  
দুঃখিত হলেন।

তেষাং নঃ স্বামিসন্দেশামিরামানাং মুমূর্ষতাং ॥ ৬৩  
ক্ষয়হেতোরিহায়াতঃ শকুনিবীর্যবান্ মহান্ ।

গৃধ্ররাজস্য সৌদর্যঃ সম্পাতির্নাম গৃধ্ররাট্ ॥ ৬৪

‘আমরা (অঙ্গদের বানর সৈন্যগণ) যখন প্রভু  
সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে জীবনে হতাশ হয়ে পড়েছি, তখনই  
(যে) আমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য গৃধ্ররাজ জটায়ুর অগ্রজ,  
মহান বলশালী এবং শকুনিদের রাজা সম্পাতি তথায়  
এলেন

শ্রদ্ধা ভ্রাতৃবধঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ ।

যযীয়ান্ কেন মে ভ্রাতা হতঃ ক্ব চ নিপাতিতঃ ॥ ৬৫  
এতদাখ্যাতুমিচ্ছামি ভবন্তির্বানরোত্তমাঃ ।

‘আমাদের নিকট হতে অনুজ ভ্রাতার মৃত্যুবৃত্তান্ত  
শুনে তিনি সক্রোধে এইকণ বললেন—‘বানরশিরোমণি-  
বন্দ ! বলো, আমার অনুজ ভ্রাতা জটায়ুকে কে বধ  
করেছে ? কোন স্থলে তার (জটায়ুর) মৃত্যু হয়েছে ? সমস্ত  
ঘটনা আমি তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাই।

অঙ্গদোহকথয়ৎ তস্য জনস্থানে মহাবধম্ ॥ ৬৬  
রক্ষসা ভীমরূপেণ স্বামুদ্दिशा मथार्थतः

‘অঙ্গদ তখন জনস্থানে আপনার সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ  
করার সময় ভয়ানক রূপধারী সেই রাক্ষসকর্তৃক মহান  
পক্ষিরাজের (জটায়ুর) বধের প্রসঙ্গ ব্যথাতথ্যভাবে বর্ণনা  
করলেন।

জটায়োস্ত বধঃ শ্রদ্ধা দুঃখিতঃ সৌধরূপাঙ্গজঃ ॥ ৬৭  
দ্বাঘাৎ স বরারোহে বসন্তীঃ রাবণাশয়ে ।

‘জটায়ু-বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করে অঙ্গনপুত্র

সম্পাতির খুব দুঃখ হল। বরারোহে ! তিনিই (অর্থাৎ  
সম্পাতি) আমাদের বলেছেন যে আপনি (সীতাদেবী)  
বাবণের প্রাসাদে নিবাস করছেন।

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা সম্পাতেঃ প্রীতিনর্ধনম্ ॥ ৬৮

অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্বে ততঃ প্রহ্লাপিভা বয়ম্ ।

নিদ্রাদুশ্যায় সম্প্রাপ্তাঃ সাগরসাত্তমুত্তমম্ ॥ ৬৯

ভ্রদর্শনে কতোহসাহা হস্তাঃ পুষ্টাঃ প্রবজমাঃ ।

অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্বে নেলোপাস্তমুপাগতাঃ ॥ ৭০

‘সম্পাতির কথা বানরযুগের পক্ষে খুব আনন্দজনক  
ছিল। সেই কথা শুনে অঙ্গদপ্রমুখ বানরযুগ অর্থাৎ আমরা  
সকলে বিদ্রোচল থেকে উত্তিত হয়ে প্রস্থান করলাম এবং  
সাগরের উত্তর তটে এলাম। অঙ্গদাদি জটপুষ্ট সকল বানর  
সমুদ্রের তটে এসে পৌঁছলেন।

চিন্তাং জগ্মুঃ পুনর্ভীমাং ভ্রদর্শনসমুৎসুকাঃ ।

অথাহং হরিসৈন্যসা সাগরং দৃশ্য সীদতঃ ॥ ৭১

ব্যবধূয় ভয়ং তীব্রং যোজনানাং শতং প্লুতঃ ।

‘আপনার দর্শনে উৎসুক হলেও সমুদ্র অসুখ অপার  
সমুদ্র দেখে সকল বানব ভয়ানক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।  
বিশাল সমুদ্র দেখে বানরসৈন্য মনঃকষ্ট অনুভব করেছে  
জেনে, আমি সকলের ভয়াবহ ভয় দূর করে শতযোজন  
সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক এই স্থলে এসেছি।

লঙ্কা চাপি ময়া রাত্রৌ প্রবিষ্টা রাক্ষসাকুল্যা ॥ ৭২

রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টস্তং চ শোকনিপীড়িতা ।

‘রাক্ষস-সংকুল লঙ্কানগরীতে আমি রাত্রিতে প্রবেশ  
করেছি। এখানে এসে রাবণকে দেখলাম এবং শোক-  
পীড়িতা আপনাকেও দর্শন করলাম।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথাবৃত্তমনিন্দিতং ॥ ৭৩

অভিভাষ্য মাং দেবি দূতো দাশরথেরহম্ ।

‘সতীশিরোমণি ! সকল বৃত্তান্ত ঘটনানুসারে আপনার  
সমক্ষে বর্ণনা করলাম দেবি ! আমি দশরথপুত্রনন্দন  
শ্রীরামচন্দ্রের দূত, অতএব আপনি আমার সঙ্গে কথা  
বলুন।

ভয়াং নামকৃতোদোগং ত্বমিতিমিহাগতম্ ॥ ৭৪

সুগ্ৰীবসচিবং দেবি বুদ্ধ্যস্ব পবনাস্রজম্ ।

‘আমি শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা  
করেছি এবং আপনার দর্শনের নিমিত্ত এখানে এসেছি।  
দেবি ! আপনি আমাকে সুগ্ৰীবের মন্ত্রী তথা পবনপুত্র



শ্রীহনুমান বলে জনবেন।

কুশলী তব কাঞ্চনঃ সর্বলক্ষ্যতাং বরঃ॥ ৭৫  
গুরোরারাদনে যুক্তো লক্ষণঃ শুভলক্ষণঃ

তসা বীৰ্যবতো দেবি ভর্তুক্যে হিতৈ রতঃ॥ ৭৬

‘দেবি ! আপনার পাউদেব সকল যোদ্ধাদের মধ্যে  
শ্রেষ্ঠ ও ককুৎস্থকুলভূষণ সেই শ্রীরামচন্দ্র কুশলে আছেন  
এবং অশ্রুজব সেবায় নিবৃত্ত সুলক্ষণ জাতা লক্ষণও প্রসন্ন  
আছেন। আমি আপনার এবং তদীয় পরাক্রমী পাউদেবের  
হিতসাধনে সর্বদা নিযুক্ত।

অহমেকস্ত সন্তাপঃ সূগ্রীববচনাদিহ।

ময়েয়মসহায়েন চরতা কামরূপিণা॥ ৭৭

দক্ষিণা দিগনুজ্ঞাতা ত্বয়্যগ্ণবিচরৈষিণা।

‘সূগ্রীবের আজ্ঞায় আমি একাই এখানে এসেছি।  
আমি ইচ্ছানুসারে কণ ধারণ করতে পারি এবং আপনার  
অনুসন্ধান করতে করতে কারও সহায়তা ছাড়াই দক্ষিণ  
দিকে অনুসন্ধান করেছি।

দিষ্টাঃ হরিসৈন্যানাং ত্বাশমনুশোচতাম্ ৭৮

অপনেষামি সন্তাপং তবাবিগমশাসনাৎ।

‘আপনার বিনাশের সম্ভাবনায় যারা নিবৃত্তর শোকে  
নিমজ্জিত, সেই সকল বানরসৈন্যদের ভাগ্যক্রমে আপনার  
দর্শন সংবাদ দিয়ে সন্তাপ দূর করব। আমার পক্ষে তা  
অত্যন্ত আনন্দদায়ক হবে।

দিষ্টা হি ন মম বার্থঃ সাগরসোহ লঙ্ঘনম্। ৭৯

প্রাপ্যামাহমিদং দেবি ত্বদর্শনকৃতং যশঃ

‘দেবি ! সমুদ্র লঙ্ঘন করে আমার এতদূর পথ  
অতিক্রম করা বার্থ হয়নি। সকলের আগে আপনাকে  
দেখতে পাওয়ার সুনাম আমারই হবে। এই আমার  
সৌভাগ্য।

রাঘবশ্চ মহাবীৰ্যঃ ক্ষিপ্ৰং স্বামভিপৎসাতে॥ ৮০

সপুত্রবান্ধবঃ হত্বা রাবণং রাক্ষসাদিগম্।

‘মহাপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণকে সপুত্র  
ও সবাঞ্ছাবে নিধন করে অচিরেই এসে আপনার সঙ্গে  
মিলিত হবেন।

মাল্যবান্ নাম বৈদেহি গিরীণামুত্তমো গিরিঃ॥ ৮১

ততো গচ্ছতি গোবর্ধনং পর্বতং কেশরী হরিঃ।

স চ দেবর্ষিভির্দিষ্টঃ পিতা মম মহাকপিঃ।

তীর্থে নদীপতেঃ পুণ্যে শব্দসাদনমুকরন্॥ ৮২

যস্যাহং হরিণঃ ক্ষেত্রে জাতো বাতেন মৈথিলি।

হনুমানিতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্মণা॥ ৮৩

‘বৈদেহনন্দিনি ! পর্বতসমূহের মধ্যে মাল্যবান নামক

এক প্রসিদ্ধ ও উত্তম গিরি আছে। সেখানে কেশরী নামে

এক বানর নিবাস করতেন। একদা তিনি সেখানে গিয়ে

গোবর্ধন নামক অন্য একটি পর্বতে প্রস্থান করেছিলেন

মহাকপি কেশরী হলেন আমার পিতা। তিনি সমুদ্রতীরে

অবস্থিত সেই পবিত্র গোবর্ধন-তীর্থে দেবর্ষিগণের

আদেশে শব্দসাদন নামক দৈত্যের সংহার করেন

মিথিলেশকুনারি ! কপিরাজ কেশরীর পত্নীর দ্বারা

বয়ুদেহতার দ্বারা আমার জন্ম হয়েছে। মর্ত্যলোকে

নিজগুণে আমি ‘হনুমান’ নামে বিখ্যাত।

বিশ্বাসার্থঃ তু বৈদেহি ভর্তুক্যতা ময়া গুণাঃ।

অচিরাৎ স্বামিতো দেবি রাঘবো নগিতা ঞ্জবম্॥ ৮৪

‘বৈদেহনন্দিনি ! আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য

আমি আপনার পতিদেবের গুণাবলী বর্ণনা করলাম

শ্রীরঘুনাম নিঃসন্দেহে অচিরেই আপনাকে এখান থেকে

উদ্ধার করবেন।’

এবং বিশ্বাসিতা সীতা হেতুভিঃ শোককর্ষিতা।

উপপন্নৈরভিজ্ঞানৈর্দূতং তমধিগচ্ছতি॥ ৮৫

এই প্রকারে যুক্তিযুক্ত ও যোগ্য প্রমাণরূপে কথিত

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের শারীরিক চিহ্নের বর্ণনা দ্বারা শোকক্লিষ্ট

সীতার বিশ্বাস জন্মাল এবং তিনি শ্রীহনুমানকে শ্রীরামচন্দ্রের

দূত হিসেবে বুঝতে পারলেন।

অতুলং চ গতা হর্বং প্রহর্ষণে তু জানকী।

নেত্রাভ্যাং বক্রপশ্চাভ্যাং মুমোচানন্দজং জলম্॥ ৮৬

তৎক্ষণাৎ জনকনন্দিনী সীতা অনুপম আনন্দ অনুভব

করলেন এবং তাঁর বক্রপক্ষযুক্ত নয়নযুগল হতে আনন্দ

প্রবাহিত হতে লাগল।

চারু তদ্ বদনং তস্যাস্ত্রাস্তুরায়তেক্ষণম্

অশোভত বিশাল্যাক্ষা রাহুমুক্ত ইবোড়রাট্ ৮৭

এমতাবস্থায়, সীতার রক্তাভা, শুভ্র ও আয়তলোচন

সুশোভিত মুখমণ্ডল রাহুমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাচ্ছিল

হনুমন্তঃ কপিং ব্যক্তং মন্যতে নানাথেতি সা।

অথোবাচ হনুমাংস্তামুত্তরং প্রিয়দর্শনাম্॥ ৮৮

তদনন্তর, সীতা শ্রীহনুমানকে বাস্তবিক বানর

হিসেবে মনে করতে লাগলেন। অন্য কোন মায়াবী রূপ

আর মনে ভাবলেন না। তখন শ্রীহনুমান প্রিয়দর্শন সীতার

বললেন—

এতৎ তে সর্বম  
কিং করোমি কথং  
‘মিথিলেশকুনারি’  
করেছিলেন, সে  
আপনি স্বৈরধারণ ক  
পরি। কীভাবে আপ  
প্রিয় কার্য করতে  
হুঁয়চন্দ্রের সকা

শ্রীহনুমানকর্তৃ

জর এব ম  
অববীঃ প্রসি  
তদনন্তর

সীতাদেবীর বিশ্বাস

বানরোহঃ ম

রামনামাঙ্কিতং

‘মহাভাগে

দূতরূপ বানর

অঙ্গুরীয়ক। আপ

প্রত্যয়ার্থঃ তব

সমাধিসিহি ভা

‘মহাভা

রূপ যে অঙ্গুরী

বিশ্বাস উৎপাদনে

করুন, আপনার

আপনার কল্যাণ

গৃহীত্ব প্রেক্ষ

ভর্তারমিব

পতিদেবে

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতঃ সমাপ্তসিহি মৈথিলি।  
কিঃ করোমি কথং বা তে রোচতে প্রতিমামাহম্। ৮৯  
'মিথিলেশকুমারি' আপনি যা কিছু জিজ্ঞাসা  
করেছিলেন, সেগুলি সর্বপ্রকারে আমি বর্ণনা করলাম  
আপনি ধৈর্যধারণ করুন। বলুন, আপনার কি সেবা করতে  
পারি। কীভাবে আপনার সেবায় লাগতে পারি। আপনার কী  
প্রিয় কার্য করতে পারি? আদেশ করুন, এখন আমি কি  
শ্রীরামচন্দ্রের সকাশে প্রত্যাবর্তন করব

হন্তেহসুরে সংগতি শঙ্খসাদনে  
কপিপ্রীরেণ মহর্ষিচোদনাৎ।

ততোহস্মি নামুপ্রভবো হি মৈথিলি  
প্রভানতন্তংপ্রতিমশ্চ

বানরঃ ॥ ৯০

'মহর্ষিগণের প্রেরণায় কপিবর কেসরী কর্তৃক  
শাখসাদননামক অসুর নিহত হওয়ায় আমি পবনদেবের  
ঔরসে জন্ম নিয়েছি। অতএব, মৈথিলি! আমিই সেই  
পবনদেবের তুল্য পরাক্রমশালী বানর।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৫।

### ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৬)

শ্রীহনুমানকর্তৃক সীতাদেবীকে নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান, শ্রীরামচন্দ্র কখন আমাকে (সীতাকে) উদ্ধার  
করবেন—সীতা কর্তৃক শ্রীহনুমানের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক  
সীতার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম বর্ণন ও সাহুনা প্রদান

ভূয় এব মহাতেজা হনুমান্ পবনাজ্ঞঃ।

অব্রবীৎ প্রপ্রিতং বাক্যং সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ ॥ ১

তদনন্তর মহাতেজস্বী পবনকুমার শ্রীহনুমান

সীতাদেবীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সর্বিনয়ে বললেন—

বানরোহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ।

রামনামাঙ্কিতং চৈদং পশ্য দেবাসু লীয়কম্ ॥ ২

'মহাভাগে! আমি পরম বুদ্ধিমান শ্রীরামের

দূতরূপ বানর। দেবি! এটি শ্রীরামচন্দ্রের নামাঙ্কিত

অঙ্গুরীয়ক। আপনি ইহা গ্রহণ করে পরীক্ষণ করুন।

প্রত্যয়ার্থঃ তবানীতং তেন দত্তং মহাজ্ঞনা।

সমাপ্তসিহি ভদ্রং তে ক্ষীণদুঃখফলা হ্যসি। ৩

'মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আমার হস্তে অভিজ্ঞান

রূপে যে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেছিলেন, সেইটি আপনার

বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ধৈর্য ধারণ

করুন, আপনার দুঃখের ফলভোগ সমাপ্তির পথে।

আপনার কলাগণ হোক।'

গৃহীত্ব প্রেক্ষমাণা সা ভর্তৃঃ করনিভূষিতম্।

ভর্তারমিব সম্প্রাপ্তঃ জানকী মুদিতাভবৎ ॥ ৪

পতিদেবের হস্তাঙ্গুলির

অলংকরণস্বরূপ

অঙ্গুরীয়ককে গ্রহণ করে সীতাদেবী সেটি সযত্নে দেখতে  
লাগলেন। তখন, জনকীদেবীর পাতিশয় আনন্দানুভব  
হল—যেন তিনি আপন পতিদেবতার সহিত মিলিত হতে  
পেরেছেন।

চাক্ষুঃ তদ্ বদনং তস্যাত্তপ্তকায়তেক্ষণম্।

বভূব হর্ষোদগ্ৰং চ রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্ ॥ ৫

সীতাদেবীর রক্তাক্ত ও শুষ্ক আয়তলোচনযুগলে

শোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষোৎফুল্ল

হয়ে উঠল।

ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্তৃঃ সন্দেশহর্ষিতা।

পরিভূষ্টা প্রিয়ং কৃষ্টা প্রশংসং মহাকপিম্ ॥ ৬

অতঃপর, লজ্জাবতী বিদেহরাজকন্যা শ্রীরামচন্দ্রের

সংবাদ পেয়ে আনন্দিতা হলেন। তিনি মনে প্রশংসা

অনুভব করলেন এবং সাদরে শ্রীহনুমানের প্রশংসা করতে

লাগলেন।

বিরক্তস্তম্ভঃ সমর্থস্তম্ভঃ প্রাজ্ঞস্তম্ভঃ বানরোত্তমঃ।

যেনেদং রাক্ষসপদং দ্ব্যয়োকেন প্রখর্ষিতম্ ॥ ৭

'বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি অতিশয় পরাক্রমশালী, শক্তিশালী

ও বুদ্ধিমান; কেননা, কোনও সহায়তা ছাড়াই তুমি এই



রাক্ষসপুত্রীকে পদদলিত করেছ।

শতযোজনবিত্তীর্ণঃ সাগরো মকরালয়ঃ  
বিক্রমপ্রাঘনীয়েন ক্রমভা গোত্পদীকৃতঃ। ৮

‘প্রশংসনীয় পরাক্রমের অধিকারী তুমি মকরাদি  
সংকুল শতযোজন বিত্তীর্ণ সাগরকে গোত্পদের তুলা  
অতিক্রম করেছ।

নহি জ্বাং প্রাকৃতং মনো বানরং বানরবর্ষ।  
যস্য তে নাস্তি সদ্ভাসো রাবণাদপি সম্ভবঃ। ৯

‘বানরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে এক সাধারণ বানর  
বলে মানতে পারছি না। কেননা, রাবণের ন্যায় রাক্ষস  
রাজের থেকেও তোমার মনে কোন ভয় বা বিহুলতা নেই  
অর্হসে চ কপিশ্রেষ্ঠ ময়া সমভিত্তিষিতুম্  
যদ্যপি শ্রেষিতত্বেন রামেণ বিদিতাঙ্গনা। ১০

‘কপিবর ! যদি আত্মজ্ঞানী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র  
তোমাকে প্রেরণ করে থাকেন, তবে তুমি আমার দ্বারা  
সন্তাষণের যোগ্য (অর্থাৎ আমি তোমার সহিত কথা বলতে  
পারি)।

শ্রেষয়িষ্যতি দুর্ধর্ষো রামো নহাপরীক্ষিতম্।  
পরাক্রমমবিজ্ঞায় মৎসকাশং বিশেষতঃ। ১১

‘দুর্ধর্ষ বীর শ্রীরামচন্দ্র কখনও আমার সকাশে এমন  
কাউকে প্রেরণ করবেন না, যার বীরত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা  
নেই এবং যার শীল ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়নি।

দিত্যা চ কুশলী রামো ধর্মান্বা সত্যাসঙ্গঃ।  
লক্ষণচ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ। ১২

‘সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধর্মান্বা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কুশলে  
আছেন এবং রাণী সুমিত্রার আনন্দবর্ধক মহাতেজা লক্ষণও  
ভাগ্যক্রমে কুশলে রয়েছেন।

কুশলী যদি কাকুৎস্থঃ কিং ন সাগরমেখলাম্  
মহীং মহতি কোপেন যুগান্তাগিরিবোধিতঃ। ১৩

‘যদি ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম কুশলে থাকেন,  
তাহলে প্রলয়কালে যুগান্তকারী অগ্নির ন্যায় ক্রোধাধিত হয়ে  
তিনি সাগরবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবীকে দহন করছেন না কেন ?  
অথবা শক্তিমন্ত্রী তৌ সুরাণামপি নিগ্রহে।

মমৈব তু ন দুঃখানামস্তি মনো বিপর্যয়ঃ। ১৪

‘অথবা শক্তিশালী ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁরা দেবগণকেও  
পরাসূত করতে সক্ষম, তাঁহারা অদ্যাবধি নিশ্চেষ্ট  
রয়েছেন, সেটি আমারই ভাগের দোষ, ভ্রাতৃদ্বয় দোষী

নয়। আমি বুঝতে পারছি, আমার দুঃখের শেষ কাহ  
বিলম্ব হবে।

কচিৎ ব্যথতে রামঃ কচিৎ পরিভ্রমতে  
উত্তরাণি চ কার্যানি কুরুতে পুরুষোত্তমঃ। ১৫

‘আচ্ছা, শ্রীরামচন্দ্র কি কখনও ব্যথিত হন না  
কখনও কি দুঃখিত হন না ? পরবর্তী (রাবণবধের)  
কর্তব্যসমূহ পুরুষোত্তম রাম সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক কিনা  
কচিৎ দীনঃ সন্তাপ্তঃ কার্যে চ ন মুহতি।  
কচিৎ পুরুষকার্যানি কুরুতে নৃপতেঃ সূতঃ। ১৬

‘তাঁর কোন প্রকার দৈন্য বা বিহুলতা নেই জে  
কর্তব্যকর্মে তিনি মোহের বশীভূত নন তো ? রাজকুমার  
শ্রীরাম কি অপর কোনো পুরুষোচিত কার্য করছেন ?  
দ্বিবিধং ত্রিবিধোপায়মুপায়মপি সেবতে।

বিজিগীষুঃ সুহৃৎ কচিৎশিত্রেণ চ পরস্তপঃ। ১৭

‘শত্রুপক্ষকে সন্তাপপ্রদানকারী শ্রীরাম মিত্রপক্ষ  
সৌহার্দ্য দেখিয়ে সাম ও দানরূপ উপায়দ্বয় অবলম্ব  
করছেন তো ? অথবা, শত্রুকে জয় করতে ইচ্ছুক  
তিনি দান, ভেদ ও দণ্ড—এই তিন প্রকার উপায়ের অঙ্গ  
নিচ্ছেন ?

কচিৎশিত্রাণি লভতেহমিত্রৈশ্চাপ্যতিগম্যতে  
কচিৎ কল্যাণমিত্রশ্চ মিত্রৈশ্চাপি পুরস্কৃতঃ। ১৮

‘শ্রীরামচন্দ্র কি স্বয়ং যত্নসহকারে মিত্রপক্ষ সংগঠি  
করছেন ? কিংবা, শত্রুগণ-ও কি আপন জীবন রক্ষা  
জন্য তাঁর শরণাগত হচ্ছে ? তিনি কি বিপক্ষের উপর  
করে তাদের কল্যাণকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন ? কি  
কি কোনদিন মিত্রদের দ্বারা উপকৃত বা পুরস্কৃত হয়েছেন ?  
কচিদাশান্তি দেবানাং প্রসাদং পার্শ্ববাসজঃ।  
কচিৎ পুরুষকারং চ দৈবং চ প্রতিপদ্যতে। ১৯

‘রাজকুমার শ্রীরাম কি দেবতাদের কৃপা বিচ  
করছেন ? তিনি কি দৈব ও পুরুষার্থ— দুটিরই অঙ্গ  
নিচ্ছেন ?

কচিৎ বিগতশ্বেহো বিবাসাশ্ময়ি রাঘবঃ।  
কচিৎ বাসনাদশ্মান্মোক্ষয়িষ্যতি রাঘবঃ। ২০

‘দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আপনার থেকে দূরে রয়েছি  
সেইহেতু, শ্রীরঘুনাথ আমার প্রতি শ্বেহীন হয়ে রয়েছি  
তো ? তিনি কবে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন  
সুখানামুচিতো নিত্যমসুখানামনুচিতঃ



সুখসুভাগ্যসাদা কচিৎ রামো ন সীদতি ॥ ২১

‘তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সর্বদা সুখ ভোগের যোগ্য ;  
কিন্তু সুখ ভোগের যোগ্য নন। কিন্তু ক্রমাঘাতে তিনি  
কিভাবে অতি শীঘ্র ও দুর্বল হয়ে পড়েননি তো ?

কৌশল্যাযাত্রা কচিৎ সুমিত্রায়াস্তথৈব চ ॥

অতীতঃ ক্রমতে কচিৎ কুশলঃ ভরতস্য চ ॥ ২২

‘তিনি কি মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও ভরতের কুশল  
সংবাদ সর্বদা অবগত রয়েছেন ?

হরিশ্চেন মানার্হঃ কচিচ্ছোকেন রাঘবঃ ॥

কুশিমানমনা রামঃ কচিৎশাং তারয়িষ্যতি ॥ ২৩

‘সন্মানার্হ শ্রীরাঘুনাথ কি আমার বিরহজনিত শোকে  
সন্তপ্ত ? আমার বিষয়ে তিনি অনামনস্ত নয় তো ?

শ্রীরামচন্দ্র কি এই সংকট থেকে আমাকে উদ্ধার করবেন ?

কচিৎকৌহিনীঃ ভীমাঃ ভরতো ভাতৃবৎসলঃ ॥

কুজিনীঃ মগ্নিভির্গুপ্তাঃ প্রেযয়িষ্যতি মৎকৃতে ॥ ২৪

‘ভাতৃবৎসল ভরত কি আমার উদ্ধারের জন্য  
মগ্নিগণের দ্বারা সংরক্ষিত ভয়ংকর অক্ষৌহিনী সৈন্যদল  
প্রেরণ করবেন ?

বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ সুগ্ৰীবঃ কচিদ্দেখ্যতি ॥

মৎকৃতে হরিভির্বীরৈর্বতো দন্তনখায়ুধৈঃ ॥ ২৫

‘বানরাধিপতি সুগ্ৰীব কি দন্ত ও নখররূপ অস্ত্রে  
বলীযান বানরসৈন্য পরিবৃত্ত হয়ে আমাকে রক্ষা করতে  
আসবেন ?

কচিচ্চ লক্ষ্মণঃ শূরঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥

অস্ত্রবিহরজালেন রাক্ষসান্ বিধমিষ্যতি ॥ ২৬

‘সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ বীর  
লক্ষ্মণ কি শরবর্ষণে রাক্ষসকুলের সংহার করবেন ?

রৌদ্রেণ কচিদ্দগ্ধেণ রামেণ নিহতঃ রণে ॥

ব্রহ্মামাঙ্গেন কালেন রাবণং সসুদ্রজ্জনম্ ॥ ২৭

‘আমি কি ভয়ংকর যুদ্ধে সবাঙ্কব রাবণকে শ্রীরঘুনাথ  
কর্তৃক অস্ত্রাঘাতে অচিরে নিহত হতে দেখব ?

কচিচ্চ তদেবসমানবর্ণঃ

তস্যাননং পদ্মসমানগজি ॥

ময়া বিনা শুয্যতি শোকদীনঃ

জলক্ষয়ে পদ্মমিবাতপেন ॥ ২৮

‘যেমন করে জল শুকিয়ে গেলে রৌদ্রতাপে কমল  
শুকিয়ে যায়, তেমনি আমার বিরহজনিত শোকে শ্রীরামের

পদ্মতুল্য সুরভিত ও স্বর্ণকান্তি বদনকমল কি বিসৃষ্ট হয়নি ?

সর্মাপদেশাৎ ভাক্ততঃ স্বরাজ্যং

মাং চাপ্যরণ্যং নয়তঃ পদাতঃ ॥

নাসীদৃ যথা যস্য ন ভীর্ন শোকঃ

কচিৎ স সৈর্গং হৃদয়ে করোতি ॥ ২৯

‘দর্শপালনের উদ্দেশ্যে রাজ্য পরিত্যাগ করতে এবং

পদব্রজে আমাকে (সীতাকে) বনবাসে নিয়ে যেতে যিনি

একটুও ভয়ভীত অথবা শোকাভিতৃপ্ত হননি, সেই

শ্রীরঘুনাথ এই সংকটসময়ে দৈর্ঘ্য ধারণ করছেন নাকি ?

ন চাসা মাতা ন পিতা ন চান্যঃ

মেহাদ্ বিনিষ্টোহস্মি ময়া সমো বা ॥

তাবদ্বাহং দূত জিজীবিষেয়ঃ

যাবৎ প্রবৃতিঃ শৃণুয়াং প্রিয়স্য ॥ ৩০

‘ওহে দূত ! তাঁর মাতা পিতা অথবা অন্য বিশেষ

কেউ এমন নেই, যিনি আমার অপেক্ষা অধিকতর স্নেহ

কিংবা আমার সমান আদর (তাঁর কাছ থেকে) পেয়েছেন।

আমি ততদিন জীবিত থাকতে ইচ্ছুক, যতদিন আমি

প্রিয়তমের আগমনবার্তা শুনতে পাই ?’

ইতীব দেবী বচনং মহার্থং

তং বানরেজ্জং মধুরার্থমুজ্জ্বল ॥

শ্রোতুং পুনস্তস্য বচোহভিরামং

রামার্থযুক্তং বিররাম রামা ॥ ৩১

সীতাদেবী কপিবর শ্রীহনুমানকে এইপ্রকার মহান

অর্থযুক্ত মধুর বচন বলে, পুনরায় বানবেদের নিকট

রামসম্বন্ধীয় মনোহর বাণী শোনার জন্য থামলেন।

সীতায়্য বচনং শ্রদ্ধা মারুতির্ভীমবিক্রমঃ ॥

শিরসাজ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমজ্জবীং ॥ ৩২

সীতার কথাগুলি শ্রবণ করে পবনপুত্র শ্রীহনুমান

কপালে করদয় যুক্তকরতঃ এই প্রকার উত্তর দিতে

লাগলেন—

ন হ্যমিহহাঃ জানীতে রামঃ কমললোচনঃ ॥

তেন দ্বাং নানয়ত্যাশু শচীমিব শূরন্দরঃ ॥ ৩৩

‘দেবি ! কমলাক্ষ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আপনার

অবস্থান সম্বন্ধে জানেন না। সেইহেতু শত্রুদুর্গ ধ্বংসকারী

ইন্দ্র (পত্নী) শচীদেবীকে যেভাবে উদ্ধার করেছিলেন,

সেইভাবে তিনি অতি শীঘ্র আপনাকে এখান থেকে নিয়ে

যেতে পারছেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্ৰমেঘাতি রাঘবঃ

চন্দ্ৰঃ প্রকর্ষন্ মহতীং হর্ষকণ্ঠসংযুতাম্ ॥ ৩৪

‘এখন আমি এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করব ; তদনন্তর আমার কাছ থেকে সংবাদ শুনেই রঘুপতি রাঘব বানর এবং ভল্লকের বিশাল সৈন্যদল নিয়ে (লঙ্কা পুরীর উদ্দেশ্যে) সবেগে যাত্রা করবেন।

বিষ্টভয়িত্বা বাণৌঘৈরক্ষোভাং বরুণালয়ম্।

করিস্যতি পুরীং লঙ্কাং কাকুৎস্থঃ শান্তরাক্ষসাম্ ॥ ৩৫

‘ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র শবসংহতির দ্বারা শান্ত সাগর স্রোতকে স্তব্ধ করে সেতু রচনা করবেন এবং সসৈন্যে এসে লঙ্কাপুরীকে রাক্ষসশূন্য করবেন।

তত্র যদ্যন্তরা মৃত্যুর্হদি দেবা মহাসুরাঃ।

হ্রাস্যন্তি পথি রামস্য স তানপি বশিস্যতি ॥ ৩৬

‘তখন যদি মৃত্যু অথবা দেবতাগণ অথবা মহাপরাক্রমী অসুরেরাও শ্রীরামচন্দ্রের পথ রোধ করে, তাহলে তিনি তাদের সকলকেই বধ করবেন।

তবাদর্শনজেনার্যে শোকেন পরিপূরিতঃ।

ন শর্ম লভতে রামঃ সিংহাদিত ইব দ্বিপঃ ॥ ৩৭

‘আর্যে ! আপনার অদর্শনজনিত শোকে তাঁর অন্তঃকরণ সর্বদা পরিপূর্ণ। সেই কারণে, সিংহকর্তৃক দীড়িত হস্তীর ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষণমাত্রের জন্যও শান্তি নেই।

মন্দরেন চ তে দেবি শপে মূলফলেন চ।

মলয়েন চ বিজ্যেন মেরুণা দর্দুরেন চ ॥ ৩৮

যথা সুনয়নং বহু বিছোষ্ঠং চারুকুণ্ডলম্।

মুখং দ্রক্ষ্যসি রামস্য পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ॥ ৩৯

‘দেবি ! মন্দর পর্বতাদি আমাদের বাসস্থান এবং সেই সকল স্থানের ফল-মূলাদি হল আমাদের খাদ্য। অতএব, আমি মন্দরাচল, মলয়পর্বত, বিজ্যাচল, মেরু ও দর্দুর পর্বতের এবং তথায় স্থিত আমাদের জীবনধারণের উপযোগী ফল-মূল প্রভৃতির নামে শপথ করে বলছি, অর্থাৎ সত্য-সত্যই বলছি যে - আপনি শীঘ্রই সুন্দর নয়ন সুশোভিত, সুপুরুষ বিস্মাধরযুক্ত, চারু কর্ণকুণ্ডল মণ্ডিত উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর বদন দেখবেন।

ক্ষিপ্ৰং দ্রক্ষ্যসি বৈদেহি রামং প্রসবদে গিরৌ।

শতক্রতুমিবাসীনঃ নাগপৃষ্ঠস্য মূর্ধনি ॥ ৪০

‘বিদেহনন্দিনি ! আপনি শীঘ্রই ঐরাবত হস্তীর

পৃষ্ঠদেশে উপবিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্রের মতো প্রসবন চিত্তে শিখরে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করবেন।

ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্ক্রে ন চৈব মধু সেনত্রৈ।

বনাং সুনিহিতং নিত্যং ভঙ্কমশ্ণাতি পঞ্চমরঃ ॥ ৪১

‘রাঘববংশের কেউ মাংস ভক্ষণ করেন না ; পানও করেন না। শ্রীরামচন্দ্র নিত্য চরপ্রহর উপবাস থেকে পঞ্চম প্রহরে শাস্ত্র বিহিত বন্য ফল-মূল ও ঈশ অন্নাদি ভোজন করেন।

নৈব দংশান্ ন মশকান্ ন কীটান্ ন সরীসৃপান্

রাঘবোহপনয়েদ্ গাত্রাৎ ত্বদগতেনাভ্যাসনাম্ ॥ ৪২

‘শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত সর্বদা আপনার চিন্তায় নিমগ্ন।

সুতরাং তাঁর শরীরে কোন মশকাদি, কীট অথবা সরীসৃপ

এসে পড়লেও সেগুলিকে সর্বাবর দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকে।

নিত্যং ধ্যানপরো রামো নিত্যং শোকপরায়ণঃ

নাশ্যচিন্তয়তে কিঞ্চিৎ স তু কামবশং পভা ॥ ৪৩

‘শ্রীরাম আপনার প্রেমের অধীন হয়ে সর্বদা আপনার

ধ্যান করেন এবং নিরন্তর আপনার বিরহজনিত শোকে

নিমজ্জিত থাকেন। আপনি ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তাঁর মনে

আসে না।

অনিদ্রঃ সততং রামঃ সুশোভপি চ নরোত্তমঃ।

সীতেতি মমুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবৃধ্যতে ॥ ৪৪

‘নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম নিদ্রাকালে নিদ্রিত হতে পারেন না।

নয়ন বুজে হয়ে এলে তিনি ‘সীতা’-‘সীতা’-এইরূপে

বাক্য উচ্চারণপূর্বক শীঘ্র জাগ্রত হয়ে যান।

দৃষ্টা ফলং বা পুষ্পং বা যচ্চান্যৎ স্ত্রীমনোহরম্

বহুশো হ্য প্রিয়েতোবং শ্বসংস্লামতিভবয়ে ॥ ৪৫

‘ফল কুল কিংবা নারীর চিত্তাকর্ষক অন্য কোন

দেখলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বারংবার ‘হু হু

হ্য প্রিয়ে !’ স্বরে আপনাকে ডাকতে থাকেন।

স দেবি নিত্যং পরিতপামান-

হ্যামেব সীতেত্যভিজঘামাম্ ॥ ৪৬

ধৃত্তরতো রাজসূতো মহাম্মা

তবৈব লাতায় কৃত্তপ্রবাহ ॥ ৪৭

‘দেবি ! রাজপুত্র মহাম্মা শ্রীরাম আপনার

সর্বদা দুঃখী থাকেন, ‘সীতে ! সীতে !’ এইরূপে

আপনার সম্বোধন করেন এবং ব্রতাদির পালন

আপনার পুনঃপ্রাপ্তির প্রচেষ্টায় সংলগ্ন থাকেন।



রামসংকীৰ্ত্তনীতশোকা

রামসং শোকেন সমানশোকা।

বন্দনামুদ্রেশচক্রা

নিশেব বৈদেহসূতা বচন ॥ ৪৭

বৈদেহসম্পর্কীয় আলোচনায় সীতাদেবীর শোক

অপনীত হইল, কিন্তু তিনি বৈদেহের শোক স্তব্ধ হইল  
সমবাপী হয়ে পড়িলেন। সেইসময় বৈদেহ-কীর্ত্তন-কেন্দ্র  
শবৎসমাগমে মেঘাচ্ছাদিত (অর্থাৎ, অচ্ছন্ন ও  
প্রকাশের যৌগপদ্যে) জ্যোৎস্না রাহিব মতে তর্ক হইল  
শোকে উদ্বেলিত মনে হইল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ঘটত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্র আদিকাব্যে বামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে ঘটত্রিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

### সপ্তত্রিংশ সর্গ (৩৭)

সীতাদেবীর শ্রীহনুমানের নিকট শ্রীরামচন্দ্রকে শীঘ্র আনয়নের অনুরোধ, শ্রীহনুমানের  
সীতাদেবীকে নিজের পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব সীতার অস্বীকার করা

৪ সীতা বচনঃ শ্রদ্ধা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।

কনকমুখাচেনঃ ধর্মার্থসহিতঃ বচঃ ॥ ১

শ্রীহনুমানের পূর্বোক্ত উক্তি শ্রবণ করে পূর্ণচন্দ্রমার  
নয় হনোহর মুখশ্রীযুক্তা সীতা তাঁকে ধর্ম ও বাস্তবসম্মত  
নে বললেন—

অহং বিষমশৃঙ্খলং ক্কা বানর ভাষিতম্।

ক নান্যমনা রামো বচ শোকপরারণঃ ॥ ২

‘বানর! তুমি আমাকে বলেছ যে, শ্রীরাম অনন্যমনা  
হয় আমার চিন্তা করেন এবং সদা শোকে নিমজ্জিত  
রহেন, তোমার এই কথা আমার কাছে বিবমিশ্রিত  
শব্দে ন্যায় মনে হচ্ছে।

ঐশ্বর্য বা সুবিশিষ্ট বাসনে বা সুদারুণে।

কনক পুরুষঃ বন্ধা কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥ ৩

‘প্রভুত ঐশ্বর্য বা নিদারুণ বিপত্তি থেকে কাল  
কনকে যেন রজ্জুতে বন্ধন করে আকর্ষণ করে আনে।

সিদ্ধিলাভসংস্কারঃ প্রাণিনাং প্রবণোত্তম।

সেইদ্রিঃ মাং চ রানং চ ব্যাসনৈঃ পশ্য মোহিতান্ ॥ ৪

‘বানরশিরোমণি! বিধির বিধান প্রাণীদের পক্ষে  
কর্মকর। উদভবরূপে দেবো—সুমিত্রাকুমার পক্ষণ, আমি  
ও ইন্দ্রমত্রেয় কীর্ত্তন বিরহ-দুঃখে কাতর।

শোকসাপ্য কথং পারং রাঘবোহধিগমিষ্যতি।

কনকঃ পরিক্রান্তো হতনৌঃ সাগরে কথা ॥ ৫

‘সমুদ্রে নৌকা বিনষ্ট হয়ে গেলে আপন বাহুদ্বয়ে  
সমুদ্রমান পরাজনিত পুরুষের ন্যায় শ্রীহনুনাথ কীভাবে এই  
শোকসাগর উত্তীর্ণ হবেন।

রাক্ষসানাং বধঃ ক্কা সুদগ্ধিহা চ রাবণম্।

লঙ্কামুখাধিতাং ক্কা কদা সন্ধ্যতি মাং পতিঃ ॥ ৬

‘রাক্ষসকুলকে বধ, রাবণকে নিধন এবং  
লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করে, আমার পতিদেব হবে আমাকে  
দেখতে আসবেন।

স বাচঃ সংকল্পয়েতি যাবদেব ন পূর্ণতে।

অয়ং সংবৎসরঃ কালস্তাবন্ধি মম জীবিতম্ ॥ ৭

‘তুমি গিয়ে তাঁকে অতি শীঘ্র বাবস্থা করতে বল,  
যাতে রাবণকর্তৃক নির্দিষ্ট এক বৎসর কাল পূর্ণ না হয়।  
কারণ ততদিন পর্যন্তই আমার আয়ু (তারপর রাবণ আমাকে  
মৃত্যুদণ্ড দেবে)।

বর্ততে দশমো মাসো যৌ তু শেখৌ প্রবজ্জম।

রাবণেন নৃশংসেন সমমো যঃ কৃতো মম ॥ ৮

‘রাবণ বৎসর কাল পর্যন্ত আমাকে যে সময় দিয়েছে,  
তার দশম মাস বর্তমানে অতিবাহিত হচ্ছে। অতএব,  
আমার জীবনের দুই মাস কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে।

বিভীষণেন চ দ্বাদ্ধা মম নির্যাতনং প্রতি।

অনুদীতঃ প্রযত্নেন ন চ তং কুরুতে মতিম্ ॥ ৯

‘রাবণের ছাড়া বিভীষণ আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে



ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাবণকে সনির্বদ্ধ অনুরোধ করেছে,  
কিন্তু রাবণ সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে না

মম প্রতিপ্রদানং হি রাবণস্য ন রোচতে।

রাবণঃ মার্গতে সংখ্যো মৃত্যুঃ কালবশংগতম্॥ ১০

‘আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাবণের ভাল  
লাগছে না, কেননা বিধির অধীন রাবণকে সমরাস্ত্রনে  
হত্যা করণী কাল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জোষ্ঠা কন্যা কলা নাম বিভীষণসূতা কপে।

তয়া মমৈতদাখ্যাতং মাতা প্রহিতয়া স্বয়ম্॥ ১১

‘কপিবর ! বিভীষণের জোষ্ঠা কন্যার নাম কলা। তার  
মাতা স্বয়ং কলাকে আমার কাছে প্রেরণ করেছিল, সে  
আমাকে একথা জানিয়েছে।

অবিজ্যো নাম মেধাবী বিদ্বান্ রাক্ষসপুংসবঃ।

ধৃতিমাহীলবান্ বৃদ্ধো রাবণস্য সুসম্মতঃ॥ ১২

‘অবিজ্যো নামে এক শ্রেষ্ঠ রাক্ষস আছেন—যিনি বড়  
বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, ধীর, সচ্চবিত্ত, বর্হীমান এবং রাবণের  
সম্মানীয়।

রামাৎ ক্ষয়মনুপ্রাপ্তং রক্ষসাং প্রত্যচোদয়ৎ।

ন চ তস্য স দুষ্টীক্সা শৃণোতি বচনং হিতম্॥ ১৩

‘তিনি রাবণকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে  
শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা রাক্ষসকুলের বিনাশের সময় উপস্থিত  
হয়েছে, সুতরাং সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেই  
দুরাত্মা তাঁর মঙ্গল বার্তায় কান দেয়নি।

আশংসেয়ং হরিশ্রেষ্ঠ ক্ষিপ্রং মাং প্রাক্সাতে পতিঃ

অস্তুরাক্সা হি মে শুদ্ধস্তম্মিংশ্চ বহুবো গুণাঃ॥ ১৪

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! আমার আশা যে, পতিদেব নীত্র এসে  
আমার সাথে মিলিত হবেন ; কেননা আমি শুদ্ধান্তঃকরণ  
এবং শ্রীরঘুনাথ বহুগুণে গুণাবিত।

উৎসাহঃ শৌর্য্যং সত্বমানুশংসাং কৃতজ্ঞতা।

বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ সত্ত্বি বানর রাঘবে॥ ১৫

‘বানর ! শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে উৎসাহ, পুরুষার্থ,  
শক্তি, দয়ালুতা, কৃতজ্ঞতা, পরাক্রম, প্রভাব প্রভৃতি  
সর্বপ্রকার গুণ বিদ্যমান।

চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং জঘান যঃ।

জনহানে বিনা হাত্রে শত্রুঃ কণ্ঠস্য নোঘিজ্যেৎ॥ ১৬

‘যিনি জনহানে একাই (অর্থাৎ, লক্ষণ হাতের  
সাহায্য ছাড়াই) চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে বধ করেছেন,  
তাঁকে কোন শত্রু ভয় না করে ?

ন স শক্রলয়িতুং বাসনৈঃ পুরুষবর্ষতঃ।

অহং তস্যানুভাবজ্ঞা শত্রুস্যেব পুণ্যোম্বা ॥ ১৭

‘শ্রীরামচন্দ্র পুরুষ-শ্রেষ্ঠ তিনি বিপদে বিচলিত  
হননা। যেমন করে পুণ্যোম্বা-দুহিতা শচী ইন্দ্রের শক্তিসামর্থ্য  
জানেন, তদ্রূপ আমিও শ্রীরঘুনাথের বীরত্ব বিলক্ষণ জানি।  
শরজালাংগুমান্ শুরঃ কপে রামদিবাকরঃ।

শত্রুসংক্রোময়ং তেয়মুপশোষং নয়িষ্যতি ॥ ১৮

‘কপিবর ! শুরবীর ভগবান শ্রীরাম সূর্যের সমান।  
বাণসমূহ তাঁর কিরণজাল। তিনি সেগুলি দ্বারা রাক্ষস  
শত্রুপক্ষকে উদকের মতো শীঘ্রই শুষ্ক করে দেবেন।’  
ইতি সঞ্জয়মানাং তাং রামার্থে শোককর্ষিতাম্।

অশ্রুসম্পূর্ণবদনামুবাচ হনুমান্ কপিঃ॥ ১৯

এইরূপ বলতে বলতে সীতাদেবীর সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল  
অশ্রুধারায় সিদ্ধ হয়ে উঠল এবং তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বিরূপ  
শোকে পীড়িতা হলেন। ইত্যবসরে কপিবর শ্রীহনুমান  
তাঁকে বললেন—

শ্রদ্ধেব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রেমেঘ্যতি রাঘবঃ

চমুং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্ষক্ষণসঙ্কলাম্ ॥ ২০

‘দেবি ! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আমার নিকট  
হতে সকল সংবাদ পেয়ে রঘুপতি রাঘব দ্বারায় ভল্লক ও  
বানর সংকুল বিশাল সৈন্যদলসহ সবেগে আত্মপ  
করবেন

অথবা মোচয়িষ্যামি স্বামদৈব সরাক্ষসাং।

অস্মাদ্ দুঃখাদুপারোহ মম পৃষ্ঠমনিদিতো ॥ ২১

‘অথবা আমি এখনই আপনাকে রাক্ষসদের ঐ  
ক্লেশ থেকে মুক্ত করব। অনিদিতো ! আপনি আমার  
পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করুন।

স্বাং তু পৃষ্ঠগতাং কৃৎস্না সত্ত্বরিষ্যামি সাগরম্।

শক্তিরপ্তি হি মে বোদুঃ লঙ্কামপি সরাবণাম্ ॥ ২২

‘আপনাকে পৃষ্ঠে বহন করে আমি সাগর স্রবন  
করব। রাক্ষসরাজ রাবণের সাথে সম্পূর্ণ লঙ্কাপুরীকে বধ  
করার ক্ষমতা আমার আছে।

অহং প্রসবণহায় রাঘবায়াদ্য মৈথিলি।

প্রাপয়িষ্যামি শত্রুয়ং হব্যং হতমিবানলম্ ॥ ২৩

‘মিথিলেশকুমারী ! শ্রীরঘুনাথ প্রসবন গিরি-নিবাসী  
থাকেন। আমি আজই আপনাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দেব  
ঠিক সেইভাবে, যেভাবে অগ্নিদেব ইন্দ্রের উল্লসিত  
যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত হব্য ইন্দ্রের সকাশে বহন করেন।

প্রকাশ্যদৈব বৈদেহি রাঘবঃ সততপূজনম্।

বানরসামুদ্রাং বিষ্ণুঃ দৈত্যবধে যথা॥ ২৪

‘বিদেহনন্দিনি ! দৈত্যবধের জন্য উৎসাহিত ও উদ্বিগ্ন

বিষ্ণুর ন্যায় রাক্ষস সংহারে সচেষ্ট শ্রীরামকে লক্ষ্মণের

সঙ্গে আপনি আজই দর্শন করবেন।

কুর্শ্বনকতোঃসাহমাশ্রমহঃ মহাবলম্।

পূরন্দরমিবাসিনঃ নগরাজস্য মুখনি॥ ২৫

‘আপনার দর্শনের জন্য উৎসাহিত মহাবলী শ্রীরাম

পর্বত শিখরে নিজের আশ্রমে সেইরূপ উপবিষ্ট আছেন,

যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্র গজরাজ ঐরাবতের পৃষ্ঠে আসীন

থাকেন।

পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি মা বিকাক্ষস শোভনে।

যোগমঘিচ্ছ রামেণ শশাঙ্কেনব রোহিণী॥ ২৬

‘দেবি ! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন।

শোভনে ! আমার বিনীত বচন উপেক্ষা করবেন না

চন্দ্রমার সহিত মিলিত রোহিণীর ন্যায় আপনিও

শ্রীরামচন্দ্রের সাথে মিলনের জন্য ইচ্ছুক হোন।

কথয়ন্তীব শশিনা সঙ্গমিষ্যসি রোহিণী।

মংপৃষ্ঠমঘিরোহ ত্বং তরাকাশং মহার্ণবম্॥ ২৭

‘আমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হব’

—এই কথা বললেই আপনি চন্দ্রমার সহিত মিলিত

রোহিণীর ন্যায় শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে মিলিত হবেন, এখন

শুধুমাত্র আপনার ইচ্ছা ও কথার অপেক্ষা ! কেননা,

আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ হয়ে আকাশ পথে মহাসাগর

পার হয়ে যাবেন।

নহি মে সস্ত্রয়াতস্য ত্বামিতো নয়তোহঙ্গনে।

অনুগন্তঃ গতিং শক্তাঃ সর্বৈ লঙ্কানিবাসিনঃ॥ ২৮

‘কল্যাণি ! আমি আপনাকে পৃষ্ঠে নিয়ে যখন এই স্থান

ত্যাগ করব, তখন সকল লঙ্কাবাসিগণও আমার গতির

অনুসরণ করতে পারবে না।

যথৈবাহমিহ প্রাপ্তস্তথৈবাহমসংশয়ম্।

যস্যামি পশ্য বৈদেহি ত্বামুদ্যমা বিহায়সম্॥ ২৯

‘বিদেহনন্দিনি ! যে উপায়ে আমি এখানে এসে

উপস্থিত হয়েছি, সেইভাবেই আকাশ পথে আপনাকে বহন

করে নিয়ে চলে যাব, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আপনি আমার পরাক্রম দেখুন।’

মৈথিলী তু হরিশ্রেষ্ঠাঙ্কুশা বচনমবুতম্।

‘বিদেহনন্দিনি !

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের নৃপে এইরূপ অদ্ভুত কথা

শুনো মিথিলাবাসিনী! সীতার সর্বাপ্র আশ্রয়ে বিশ্বযাত্রাভূত

হয়ে গেছে। তিনি শ্রীহনুমানকে বললেন—

হনুমান দূরমপ্পানং কথং মাং নেতুনিচ্ছসি

‘হৃদেন খলু তে মন্যে কপিদ্বং হরিশূপণ॥ ৩১

‘বানরদলপতি হনুমান ! এত দূরের পথ তুমি কী

করে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ ? তোমার এইরূপ

দুঃসাহসকে বানরসুলভ চপলতা বলে মনে হচ্ছে।

কথং চান্দ্রশরীরদ্বং মমিতো নেতুনিচ্ছসি।

সকাশং মাননেন্দ্রস্য তত্ত্বর্মে পূর্বগর্ষভা॥ ৩২

‘বানরশিরোমণে ! তোমার অবয়ব খুব ছোট।

তাহলে তুমি আমাকে আমাব পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রের কাছে

নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছ কেন ?’

সীতায়াস্ত বচঃ শ্রদ্ধা হনুমান্ মারুতাস্ত্রজঃ।

চিন্তাম্যাস লক্ষ্মীবান্ নবং পরিভবং কৃতম্॥ ৩৩

সীতাদেবীর এই কথা শুনে কান্দিমান পবনপুত্র

শ্রীহনুমান সীতার এবং বিধ উক্তিকে নিজের প্রতি তিরস্কার

বলে মনে করলেন।

ন মে জানাতি সত্ত্বং বা প্রভাবং বাসিতেক্ষণা।

তস্মাৎ পশ্যতু বৈদেহী যদ্ রূপং মম কামতঃ॥ ৩৪

তিনি ভাবতে লাগলেন যে ‘কাজলনয়না বিদেহনন্দিনী

সীতা আমার আত্যন্তরীণ শক্তি ও প্রকাশ বিষয়ে জানেন না।

সেই কারণে, ইচ্ছানুসারে ধারণকারী আমার অবয়বের যে

বিশালতা, তাই বৈদেহী আজ প্রত্যক্ষ করুন।’

ইতি সক্ষিষ্ঠা হনুমাঃস্তদা পূর্বগসত্তমঃ।

দর্শয়ামাস সীতায়ঃ স্বরূপমরিসম্বদনঃ॥ ৩৫

এইভাবে বিচারপূর্বক অবিন্দম বানরশিরোমণি

শ্রীহনুমান তদ্বক্ষ্যাত সীতাকে নিজের স্বরূপ দেখালেন।

স তস্মাৎ পাদপাদ্ ধীমানাপ্রুতা পূর্বগর্ষভঃ।

ততো বর্মিতুমারেতে সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ॥ ৩৬

বুদ্ধিমান কপিবর তখন সেই বৃক্ষ থেকে নীচে

লাফিয়ে পড়লেন এবং সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য

শরীরের আয়তন বাড়াতে লাগলেন।

মেরুমন্দরসংকাশো বভৌ দীপ্তানলপ্রভঃ।

অগ্রতো বাবতছে চ সীতায় বানরবর্ষভঃ॥ ৩৭

কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের শরীর উচ্চতায় মেরু ও মন্দার

Scanned with CamScanner



পর্বতসদৃশ হয়ে উঠল, তাঁকে প্রখলিত অগ্নির তুল্য তেজস্বী মনে হচ্ছিল। এইরূপ বিশাল শরীরযুক্ত হয়ে তিনি সীতাদেবীর সামনে দণ্ডায়মান হলেন।

হরিঃ পর্বতসংকাশত্বেপ্রবলো মহাবলঃ  
বজ্রদংষ্ট্রনখো ভীমো বৈদেহীমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৮

তদনন্তর পর্বততুলা বিশালাকার, তাম্রতুলা বজ্র এবং বজ্রতুলা দন্ত-নখর যুক্ত ভয়ংকর শক্তিশালী বানরবীর শ্রীহনুমান বিদেহনন্দিনীকে বললেন -

সপর্বতবনোদ্দেশ্যং মাট্টপ্রাকারজোরগাম্।  
লঙ্কামিমাং সনাধ্যং বা নযিতুং শক্তিরস্তি মে ॥ ৩৯

‘দেবি ! পর্বত, অরণ্য, হর্ম্যরাজি, প্রাকার এবং নগরতোষণসহ সমগ্র লঙ্কাপুত্রীকে রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার ভেতরে আছে।

তদবহাপাতাং বুজিরলং দেবি বিকাক্ষয়া।  
বিশোকং কুরু বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষণম্ ॥ ৪০

‘অতএব আপনি আমার সঙ্গে প্রস্থানের জন্য মনঃস্থির করুন। আপনার আশঙ্কা অমূলক। দেবি ! বিদেহনন্দিনি ! আপনি আমার সঙ্গে গিয়ে লক্ষণসহিত শ্রীরঘুনাথকে শোকমুক্ত করুন।’

তং দৃষ্টাচলসংকাশমুবাচ জনকান্বজা।  
পশুপত্রবিশালাক্ষী মারুতসৌরসং সুতম্ ॥ ৪১

বায়ুদেবের ঔরসজাত পুত্র শ্রীহনুমানকে পর্বততুলা বিশাল শরীরযুক্ত দেখে প্রস্তুতিত কমলদলের ন্যায় আয়তক্ষেপা জনকনন্দিনী তাঁকে বললেন—

তব সত্ত্বং বলং চৈব বিজানামি মহাকপে।  
বাঘোরিব গতিশ্চাপি তেজশ্চাগেরিবাদুতম্ ॥ ৪২

‘মহাকপে ! আমি তোমার শক্তিমত্তা ও পরাক্রম অবগত হয়েছি। বায়ুর সমান তোমার গতিবেগ এবং অগ্নির সমকক্ষ তোমার অদ্ভুত তেজস্বিতা।

প্রাক্তোহনাঃ কথং চেমাং ভূমিমাগন্তমহীতি।  
উদধেরপ্রমেয়সা পারং বানরযুথশ্চ ॥ ৪৩

‘বানরদলপতি ! অন্য কোন্ সাধারণ বানর অপার মহাসাগর পার হয়ে এই স্থলে আগমন করতে পারে ?

জানামি গমনে শক্তিং নয়নে চাপি তে মম।  
অবশ্যং সত্প্রার্থাশু কার্যসিদ্ধিরিবাশ্বনঃ ॥ ৪৪

‘আমি জানি তুমি সমুদ্র অতিক্রম করে আমাকে নিয়ে যেতে সমর্থ, তথাপি অচিরে তোমার ন্যায় আমাকেও

অবশ্যই কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে নিতে হবে

অযুক্তং তু কপিশ্রেষ্ঠ ময়া গন্তুং ভয়া সহ  
বায়ুবেগসবেগসা বেগো মাং মোহয়েৎ তব ॥ ৪৫

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! তোমার সঙ্গে আমার যাত্রা করা কোন প্রকারে উচিত নয়, কেননা তোমার বেগ বায়ুবেগের সমান তীব্র। তোমার পৃষ্ঠদেশে আরোহ অবস্থায় সেই গতিবেগ আমাকে মুর্ছিত করে দিতে পারে।

অহমাকাশমাসক্তা উপর্যুপরি সাগরম্।  
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ ভূয়ো বেগেন গচ্ছতঃ ॥ ৪৬

‘আমি পৃষ্ঠে আরোহ হয়ে সমুদ্রের উপরে উপর আকাশে পৌঁছে গেলে অধিকতর বেগে তোমার পৃষ্ঠ থেকে নীচে পড়ে যেতে পারি।

পতিতা সাগরে চাহং তিমিনক্রবাকুলে।  
ভবেয়মাত্ত বিবশা যাদসামরমুত্তমম্ ॥ ৪৭

‘তিনি, কুস্তীর ও মৎস্য সংকুল সমুদ্রে পতিত হলে আমি বিবশ হয়ে অচিরে জল-জন্তুদের উত্তম আহর্য হই যাব

ন চ শক্ষ্যে ভয়া সার্থং গন্তুং শত্রুবিনাশন।  
কলত্রবতি সন্দেহস্তয়ি স্যাদপ্যাসংশয়ম্ ॥ ৪৮

‘এই কারণে, অরিনাশন বীর ! আমি তোমার সাথে যেতে পারব না। স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাত্রা করতে গেলে অবশ্যই রাক্ষসেরা সন্দেহ করবে।

হ্রিয়মাণাং তু মাং দৃষ্টা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।  
অনুগচ্ছেয়ুরাদিষ্টা রাবণেন দুরাশ্বনাঃ ॥ ৪৯

‘আমাকে তোমার দ্বারা হ্রিয়মান দেখে ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞায় তোমার পক্ষাঘাত করবে।

তৈত্ত্বং পরিবৃতঃ শুরৈঃ শূলমুদগারপাণিভিঃ।  
ভবেত্ত্বং সংশয়ং প্রাপ্তো ময়া বীর কলত্রবান্ ॥ ৫০

‘বীর ! তৎকালে আমার ন্যায় রক্ষণীয়া অবলা যুক্ত থাকার কারণে তুমি শূল-মুদগারাদি আয়ুধ ধারণকারী ঐ রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রাণ সংশয়ে পড়বে।

সামুখ্যে বহুবো বোয়ি রাক্ষসাত্ত্বং নিরাশ্বয়ঃ।  
কথং শক্ষাসি সংযাত্ত্বং মাং চৈব পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৫১

‘আকাশপথে অস্ত্র-শস্ত্রধারী বহু রাক্ষস তোমাকে উপরে আক্রমণ করবে এবং তোমার কাছে কোনো সা

ধাকবে না।

এবং আমার

যুগ্মমানসা

প্রপতেয়ং

‘কপিশ্রে

তুমি যুদ্ধ কর

আমি তোমার

অথ রক্ষাংসি

কথংচিৎ সা

অথবা যুধা

পতিতাং চ

‘কপিশ্রে

রাক্ষসেরা তো

করবার সময়

আমি নীচে প

আমাকে পড়ে

মাং বা হ

অনবহৌ হি

‘অথবা,

আমাকে তোমা

অবসরে আমা

পরাজয় নিশ্চিত

অহং বাপি

কুংপ্রযতো হ

‘অথবা,

তর্জন-গর্জনে ভ

সকল প্রচেষ্টা নি

কামং ভ্রমপি

রাঘবস্য যশো

‘যদাপি তু

সমর্থ, তবুও তু

শ্রীরঘুনাথের যশ

নয়ং কিছুই কর

অথবাহনদায় র

যত্র তে না

‘অথবা, এ

নিয়ে গিয়ে এম

যেখানে না বানরের



থাকবে না। এমতাবস্থায় তুমি তাদের সকলের সাথে যুদ্ধ  
এবং আমার সুরক্ষা কিরূপে করবে ?

যুধামনস্য রক্ষোভিত্ততঃ জ্বরকমভিঃ।

প্রণতয়ঃ হি তে পৃষ্ঠাদ্ ভয়াতী কপিসত্তম। ৫২

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! সেইসকল নিষ্ঠুর রাক্ষসদের সঙ্গে যখন  
তুমি যুদ্ধ করতে থাকবে, সেই সময়ে ভয়ে কাতর হয়ে  
দ্রুতি তোমার পৃষ্ঠদেশ থেকে অবশ্যই নীচে পড়ে যাবে।

অথ রক্ষাংসি ভীমানি মহান্তি বলবন্তি চ  
কথংচিৎ সাম্পরায়ে জ্বাং জয়েয়ুঃ কপিসত্তম॥ ৫৩

অথবা যুধামনস্য পতয়েয়ঃ বিমুখস্য তে  
পতিতঃ চ গৃহীত্বা মাং নয়েয়ুঃ পাপরাক্ষসাঃ॥ ৫৪

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! যদি কোনপ্রকারে মহান বলবান ওয়ানক  
রাক্ষসেরা তোমার সাথে যুদ্ধে জিতে যায়, অথবা যুদ্ধ  
করবার সময় আমার সুরক্ষায় তুমি অন্যমনস্ক হলে যদি  
আমি নীচে পড়ে যাই, তাহলে সকল পাপাত্মা রাক্ষসেরা  
আমাকে পড়ে যেতে দেখে ধরে নিয়ে যাবে

মাং বা হরেয়ুঃকৃত্বাদ্ বিশাসেয়ুরথাপি বা  
অনবাহৌ হি দৃশ্যেতে যুদ্ধে জয়পরাজয়ৌ। ৫৫

‘অথবা, এও হতে পারে যে নিশাচর রাক্ষসেরা  
আমাকে তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে কিংবা যুদ্ধের  
অবসরে আমাকে বধ করবে। কেননা, যুদ্ধে কারও জয় বা  
পরাজয় নিশ্চিত নয়।

অহং বাপি বিপদোয়ং রক্ষোভিরভিতর্জিতা।

বৎপ্রযত্নো হরিশ্রেষ্ঠ ভবেম্মিচ্ছল এব তু। ৫৬

‘অথবা, বানরশিরোমণি ! যদি রাক্ষসদের অত্যধিক  
তর্জনে-গর্জনে ভয়ে আমার প্রাণ চলে যায়, তাহলে তোমার  
সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যাবে।

কামঃ ত্বমপি পর্যাপ্তো নিহন্তুং সর্বরাক্ষসান্।  
রাঘবস্য যশো হীয়েৎ ত্বয়া শষ্টেন্দ্র রাক্ষসৈঃ। ৫৭

‘যদ্যপি তুমি সম্পূর্ণভাবে রাক্ষসদের সংহার করতে  
সমর্থ, তবুও তুমি যদি রাক্ষসদের বধ কর, তাহলে  
শ্রীরঘুনাত্মের যশ হ্রাস পাবে (লোকে বলবে যে শ্রীরামচন্দ্র  
কিছুই করতে পারেননি)।

অথবাহৃদায় রক্ষাংসি নাসেয়ুঃ সংবৃত্তে হি যাম্।

যত্র তে নাভিজানীযুর্হরয়ো নাপি রাঘবঃ॥ ৫৮

‘অথবা, এও হতে পারে যে রাক্ষসেরা আমাকে  
নিম্নে গিয়ে এমন এক গোপনীয় স্থানে রেখে দেবে,  
যেখানে না বানরেরা আমায় খুঁজে পাবে, না স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।

আরম্ভস্ত মদর্থোহয়ং ততস্তব নিরর্থকঃ।

ত্বয়া হি সহ রামস্য মহানাগমনে গুণঃ॥ ৫৯

‘যদি এই সকল ঘটে, তবে আমার জন্য তোমার  
সমস্ত উদ্যোগ বার্থ হয়ে যাবে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তোমার  
সঙ্গে এখানে এলে তা অতিশয় মঙ্গলজনক হবে।

ময়ি জীবিতমাত্রং রাঘবস্যামিতৌজসঃ।

ভ্রাতৃণাং চ মহাবাহো তব রাজকুলস্য চ। ৬০

‘মহাবাহো ! অমিতপরাক্রমী শ্রীরঘুনাত্মের, তাঁর  
ভ্রাতৃগণের, তোমার নিজের এবং বানররাজ সুগ্রীবের  
বংশধরদের জীবন আমার মঙ্গল অমঙ্গলের উপর নির্ভর  
করছে।

তৌ নিরালৌ মদর্থং চ শোকসন্তাপকর্ষিতৌ।

সহ সর্বর্ষহরিভিত্ত্যাকাতঃ প্রাণসংগ্রহম্॥ ৬১

‘শোক ও সন্তাপে কাতর ভ্রাতৃদ্বয় যখন আমাকে ফিরে  
পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবেন, তখন সকল ভল্লুক ও  
বানর সৈন্যসহ নিজেরাও প্রাণত্যাগ করবেন

ভর্তৃভক্তিং পুরঞ্জিতা রামাদনাস্য বানর।

নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম॥ ৬২

‘বানবশ্রেষ্ঠ ! তোমার সঙ্গে প্রস্থান না করবার আরও  
একটি প্রধান কারণ হল — পতিভক্তির কথা মনে রেখে,  
আমি শ্রীরামচন্দ্র ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষের শরীর  
স্পেচ্ছায় স্পর্শ করতে পারি না।

যদহং গাত্রসংস্পর্শং রাবণস্য গত্বা বলাৎ।

অনীশা কিং করিষ্যামি বিনাথা বিবশা সতী॥ ৬৩

‘আমার দ্বারা রাবণের যে শরীরের স্পর্শ হয়েছে,  
তা রাক্ষস রাবণের বলপ্রয়োগ হেতু ঘটেছে। তৎকালে,  
অসমর্থ-অনাথ এবং বিবশ-বিহুল আমার আর কী করণীয়  
ছিল ?

যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।

মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ৬৪

‘যদি শ্রীরঘুনাত্ম রাক্ষসগণের সঙ্গে দশানন রাবণকে  
বধ করে এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান,  
তাহলে সেইটি তাঁর পক্ষে যথাযোগ্য কাজ হবে।

শ্রুতাস্ত দৃষ্টা হি ময়া পরাক্রমা

মহাবল্লবস্য রাণাবমর্দিনঃ।

দেবগজবর্জসরাক্ষসা

ভবন্তি রামেণ সমা হি সংযুগে॥ ৬৫

‘যুদ্ধে শত্রুসংহারক মহাবীরা শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম

আমি অনেকবার দেখেছি এবং শুনেছি। দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ এবং রাক্ষস সবাই একত্র হলেও সংগ্রামে তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন না।

সমীক্ষ্য তং সংঘতি চিত্রকার্মকং

মহাবলং বাসবতুলাবিক্রমম্  
সলক্ষণং কো বিষহেত রাঘবং

হতশনং দীপ্তমিবানিলেরিতম্ । ৬৬

‘যুদ্ধক্ষেত্রে বায়ুতাজিত প্রদীপ্ত অগ্নিতুলা সর্বগ্রাসী এবং বিচিত্র ধনুর্ধর ইন্দ্রতুলা পরাক্রমী সলক্ষণ শ্রীরঘুনাথকে সম্মুখে দেখে, কে এমন আছে যে তাঁকে সহ্য করতে পারবেন ?

সলক্ষণং রাঘবমাজির্দনং

দিগাশঙ্কং মত্তমিব ব্যবহিতম্  
সহেত কো বানরমুখা সংযুগে

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৭ ।

### অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৮)

সীতাদেবীর সঙ্গে শ্রীহনুমানের সাক্ষাতের প্রমাণ রূপে সীতাদেবী কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে চিত্রকূট পর্বতের বায়স বৃত্তান্ত শোনানো, শ্রীরামচন্দ্রকে স্বরায় আনার জন্য শ্রীহনুমানকে অনুরোধ এবং চূড়ামণি প্রদান

ততঃ স কপিষাদূলঙ্ঘন বাকোন তেবিতঃ ।

সীতামুবাচ তচ্ছৃণ্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ । ১

সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান অতিশয় প্রসন্ন হলেন। বাক্যবিশারদ শ্রীহনুমান অতঃপর সীতাকে বললেন—

যুক্তরূপং ক্রয়া দেবি ভাবিতং শুভদর্শনে ।

সদৃশং স্ত্রীমুখাবস্যা সাক্ষীনাং বিনয়স্য চ ॥ ২

‘দেবি ! আপনার কথা সম্পূর্ণ সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। শুভদর্শনে ! আপনার এই সকল কথা নারী স্বভাবের এবং পতিব্রতাগণের বিনীত চরিত্রের অনুরূপ।

স্ত্রীহায় হুং সমর্থাসি সাগরং বাতিবর্তিতম্ ।

মামধিষ্ঠায় বিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥ ৩

যুগান্তসূর্যপ্রতিমং

শরাসিন্ ৩৭

‘বানরশিরোমণি ! যুদ্ধে সংশয়ক, মনস্ক

দিগুণ্ডজের ন্যায় দণ্ডায়মান এবং প্রলয়কালীন সূর্যের ন্যায়

তেজোদীপ্ত শরসন্ধানী সলক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকে সমরাক্ষয়

কে সহ্য করতে পারবে !

স মে কপিশ্রেষ্ঠ সলক্ষণং প্রিয়ং

সমুখপং ক্ষিপ্রমিহোপশাদয়

চিরায় রামং প্রতি শোককর্ষিতাং

কুরুষ মাং বানরবীর হর্ষিতাম্ ॥ ৩৮

‘এই সকল কথা বিবেচনা করে কপিশ্রেষ্ঠ বানরবীর ! তুমি প্রযত্নপূর্বক যুথপতি সুগ্রীব এবং সলক্ষণ আমার প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে উপস্থিত করো। বহুদিন যাবৎ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য আমি শোক-কাতর ছাড়া আছি। তুমি তাঁর শুভাগমনে আমাকে আনন্দিত করো।’

জনা কেই ব এ  
শোষাতে চৈ  
চেষ্টাঃ বৎ  
‘দেবি !

আমার সমক্ষে  
সম্পূর্ণভাবে শ্রী  
কারণেবহুভির্দে  
মেহপ্রকল্পমনসা  
‘দেবি !

চাইছিলাম, তার  
নীত শ্রীরামচন্দ্র  
অতএব মেহাদ্রহ  
সজ্জা দুদ  
সামর্থ্যাদাননশৈচ  
‘দ্বিতীয় ক

সবার পক্ষেই অত  
দুরতিক্রম্যতা এক  
বহন করে নিয়ে  
বলেছি, অন্য কে  
ইচ্ছামি হুং  
ওক্সেনেহন ভন

‘আমার ই  
আপনার মিলন  
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি  
আমি এইরূপ বলে  
গদি নোৎসহসে  
অভিজ্ঞানং প্রযচ্ছ  
‘কিন্তু সতী-স

সঙ্গে প্রধান করার  
আপনার পরিচয়-  
প্রদান করুন, যাতে  
আপনাকে দর্শন করে  
একমুভা  
ইলাচ হনুমত  
বচনং

শ্রীহনুমান কর্তৃ  
তেরদ্বিনী সীতা  
বলাসেন—



জনা কেই বা এইরূপ কথা বলবে ?

শ্রোত্রে চৈব কাকুৎস্থঃ সর্বং নিরবশেষতঃ।

শ্রোত্রে যৎ কুয়া দেবি ভাষিতং চ মমগ্রতঃ॥ ৬

দেবি ! আপনি যে যে পবিত্র চেষ্টা করেছেন এবং

কর্তব্য সম্বন্ধে যেভাবে যেভাবে বলেছেন, সেই সকল

কর্তব্যের শ্রীৰামচন্দ্র আমার মুখ থেকে শুনবেন।

কর্তব্যবহুভির্দেবি রামপ্রিয়চিকীর্ণয়া

ময়েতৎ সমুদীরিতম্॥ ৭

দেবি ! আমি যে আপনাকে সঙ্গ নিয়ে যেতে

চাইলাম, তাব অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ আমি অতি

শ্রীৰামচন্দ্রের প্রিয়কার্য সমাধা করতে চেয়েছিলাম ;

অতঃপর স্নেহভ্রমরূপে এইরূপ প্রস্তাব করেছিলাম।

লক্ষ্য দুষ্প্রবেশত্বাদ্ দুষ্টরজ্ঞানাহোদধেঃ

সামর্থ্যাদানশৈব ময়েতৎ সমুদীরিতম্॥ ৮

দ্বিতীয় কারণ এই যে, লক্ষ্যপূরিতে প্রবেশ করা

স্বাভাবিকই অত্যন্ত কঠিন। তৃতীয় কারণ হল মহাসাগরের

দুষ্টিভাষা এবং তৎসত্ত্বেও আমার মধ্যে আপনাকে

হীন করে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য থাকায় আমি এইরূপ

বলেছি, অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়।

ইচ্ছামি হ্যং সমানেতুমদৈব রঘুনন্দিনা।

ওক্সেনেহ ভক্ত্যা চ নানাথা তদুদাহৃতম্॥ ৯

‘আমার ইচ্ছা যেন আজই শ্রীরঘুনাথের সহিত

আপনার মিলন ঘটাতে পারি। সুতরাং পরমারাধ্য গুরু

শ্রীৰামচন্দ্রের প্রতি স্নেহ এবং আপনার প্রতি ভক্তির কারণে

আমি এইরূপ বলেছিলাম, অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়।

যদি নোৎসাহসে যাতুং ময়া সার্বমনিদ্ভিতে।

অভিজ্ঞানং প্রযচ্ছ ত্বং জানীয়াদ্ রাঘবো হি যৎ॥ ১০

‘কিন্তু সত্য-সাধনী দেবি ! যদি আপনার মনে আমার

বন্ধ প্রস্থান করার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে আমাকে

আপনার পরিচয়-চিহ্ন স্বরূপ (অর্থাৎ, অভিজ্ঞান) কিছু

প্রদান করুন, যাতে শ্রীৰামচন্দ্র নিশ্চিত হতে পারেন যে আমি

আপনাকে দর্শন করেই প্রত্যাবর্তন করেছি।’

বৈমুক্তা হনুমতা সীতা সুরসুতোপমা

উবাচ বচনং মন্দং বাত্পপ্রগ্ৰথিতাক্ষরম্॥ ১১

শ্রীহনুমান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হলে দেবকন্যার তুল্য

ভক্তদ্বিনী সীতা অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে একথা

বললেন—

ইদং শ্রেষ্ঠমভিজ্ঞানং ক্রমাদ্ভং তু মম প্রিয়ম্।

শৈলস্যা চিত্রকূটস্য পাদে পূর্বোত্তরে পদে॥ ১২

তাপসাপ্রমদাসিন্যঃ প্রাজ্ঞামূলফলোদকে।

তস্মিন্ সিদ্ধাপ্রিতে দেশে মন্দাকিনানিদূরতঃ॥ ১৩

তস্যোগবনখণ্ডে নানাপুষ্পসুগন্ধিষু।

নিহত্য সলিলে ক্রিয়ো মমাক্ষে সমুপাবিশঃ॥ ১৪

‘বানবশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার প্রিয়তমকে এই

শ্রেষ্ঠাভিজ্ঞান বৃত্তান্ত (বায়সবৃত্তান্ত) শ্রবণ করাবে — ‘নাথ !

চিত্রকূট পর্বতের উত্তর-পূর্ব ভাগে, মন্দাকিনী নদীর নিকটস্থ

ফল-মূল-উদক পরিপূরিত সিদ্ধসেবিত প্রদেশে তাপসাপ্রমে

নানা প্রকার ফুলের সুগন্ধে সুবাসিত উপবনে জলবিহার

করে আপনি সিদ্ধ অবস্থায় আমার অঙ্কে একদিন বসে

পড়েছিলেন।

ততো মাংসসমায়ুক্তো বায়সঃ পর্যতুণ্ডয়ৎ।

তমহং লোষ্ট্রমুদ্যম্য বায়য়ামি স্ম বায়সম্॥ ১৫

দারয়ন্ স চ মাং কাকস্ত্রৈব পরিলীয়তে।

ন চাপ্যুপারমম্মাংসাদ্ ভক্ষার্থী বলিভোজনঃ॥ ১৬

‘তদন্তর এক মাংসলোলুপ বায়স (কাক) এসে চঞ্চু

দিয়ে আমাকে ঠোকরাতে থাকে। আমি লোষ্ট্র উদ্যত করে

বায়সকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাকে

বারংবার চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে বায়স সেখানেই কোথাও

লুকিয়ে যাচ্ছিল। ক্ষুধার্ত বায়স খাওয়ার প্রয়োজনে আমার

মাংসের লোভ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছিল না।

উৎকর্ষন্ত্যং চ রশনাং ক্রুদ্ধায়াং যয়ি পক্ষিণে।

সংসমানে চ বসনে ততো দৃষ্টা ত্বয়া হ্যহম্॥ ১৭

‘আমি সেই বায়সের উপরে রাগান্বিত হলে আমার

পরিধান বিস্রম্ব হয়ে পড়ল এবং পরিধেয় আবরণ দৃঢ়তর

করার জন্য আমি কটিসূত্র টানতে লাগলাম। আপনি

তদবস্থায় আমাকে দেখে ফেলেন।

ত্বয়া বিহসিতা চাহং ক্রুদ্ধা সংলজ্জিতা তদা।

ভক্ষ্যগৃহেন কাকেন দারিতা হ্যমুপাগতা॥ ১৮

‘তখন, আপনার হাস্য আমি রাগান্বিত ও পরে

লজ্জিত হয়েছিলাম। অতঃপর সেই ভক্ষ্য-লোলুপ কাক

পুনরায় চঞ্চুর আঘাতে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করলে আমি

আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।

ততঃ প্রাজ্ঞাহমুৎসঙ্গমাসীনস্য তবাবিশম্।

ক্রুদ্ধাঙ্গীর প্রহস্টেন ত্বয়াহং পরিসাঙ্ঘিতা॥ ১৯



‘তদনন্তর, শ্রান্ত-ক্লান্ত আমি আপনাকে উপবিষ্ট  
দেবে আপনার অঙ্গে বসে পড়লাম এবং আমাকে  
বাগবিত্তের ন্যায় ভেবে সদয় আপনি আমাকে সাহসনা  
দিয়েছিলেন।

বাল্পপূর্ণমুখী মন্দঃ চক্ষুধী পরিমার্জিতী।  
লক্ষিতাঃ দ্বয়া নাথ বায়সেন প্রকোপিতা॥ ২০

‘নাথ ! কাক আমাকে কুপিত করে দিয়েছিল। আমার  
মুখমণ্ডল অশ্রু-ধারায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আমি  
ধীরে ধীরে চোখ মুছে ফেলছিলাম। তদবস্থায় আপনি  
আমাকে লক্ষ্য কবছিলেন।

পরিশ্রমাত সূক্তা হে রাঘবাক্ষেহস্যহঃ চিরম্।  
পর্যায়োপ প্রসুপ্তস্য মমাক্ষে ভরতপ্রজঃ॥ ২১

‘হনুমান ! আমি অতিশয় ক্লান্তিতে সেদিন বহুক্ষণ  
শ্রীরঘুনাথের অঙ্গে নিদ্রিত ছিলাম এবং ক্রমে ক্রমে  
ভবতাপ্রজ্ঞাও (শ্রীরামও) আমার ক্রোড়ে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে  
পড়েছিলেন।

স তত্র পুনরোবাথ বায়সঃ সমুপাগমঃ।  
ততঃ সুপ্তপ্রবুধ্যঃ মাং রাঘবাক্ষাং সমুখিতাম্।  
বায়সঃ সহসাগমা বিদদার জনান্তরে॥ ২২

‘ইত্যবসরে কাক পুনরায় তথায় এল। আমি ঘুম  
থেকে জেগে শ্রীরঘুনাথের অঙ্ক থেকে উঠে বসেছিলাম।  
এমন সময়ে কাক হঠাৎ উড়ে এসে আমার স্তনদ্বয়ের  
মধ্যভাগে চক্ষুদ্বারা আঁচড়ে দিল।

পুনঃ পুনরথোৎপতা বিদদার স মাং ভৃশম্  
ততঃ সমুখিতো রামো মুক্তঃ শোণিতবিন্দুভিঃ॥ ২৩

‘সেই কাকটি বার বার উড়ে উড়ে আমাকে  
ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত করল। আমার শরীর থেকে বিন্দু  
বিন্দু রক্ত ঝরতে লাগল, এই সবে মধ্য শ্রীরামচন্দ্রের  
নিজা ভেঙ্গে গেল এবং তিনি উঠে বসলেন।

স মাং দৃষ্টা মহাবাহবীভূমাং জনয়োজদা  
আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধঃ খসন্ বাক্যমভাষত। ২৪

‘আমার বক্ষদেশে চক্ষুর ক্ষতচিহ্ন দেখে দীর্ঘবাহু  
শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হলেন এবং গর্জনরত সর্পের ন্যায়  
সজোরে শ্বাস নিতে নিতে বললেন—

কেন তে নাগনাসোক বিক্ষতং বৈ জনান্তরম্।  
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা॥ ২৫

‘বর্তুল উরুদেশসম্পন্ন সুন্দরী ! কে তোমার

স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্তী বক্ষদেশ ক্ষত-বিক্ষত করল ? ও  
ক্রোধপূর্ণ পঞ্চমুখী সর্পের সাথে এইভাবে খেলা করছে ?  
বীক্ষমাণস্ততঃ বৈ বায়সঃ সমাবেক্ষত  
নথঃ সক্রথিতৈস্তীকৈর্মামেবাভিমুখঃ হিতম্॥ ২৬

‘এই কথা বলে যখন তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি  
করলেন, তখন সেই কাককে আমার দিকে মুখ করে  
থাকতে দেখলেন। কাকের সুতীক্ষ্ণ নাখর রক্ত রঞ্জিত ছিল।  
পুত্রঃ কিল স শত্রুস্য বায়সঃ পততাং বরঃ।  
শরাস্বরং গতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ॥ ২৭

‘সেই কাকটি ছিল ইন্দ্রের পুত্র। তার গতিবেগ  
বায়ুর সমান তীব্র। সে সদাই স্বর্গ থেকে উড়ে পৃথিবী  
এসেছিল।

ততস্তমিন্ মহাবাহঃ কোপসংবর্তিতেক্ষঃ।  
বায়সে কৃতবান্ কুরাং মতিং মতিমতাং বরঃ॥ ২৮

‘সেইসময় বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু  
শ্রীরামচন্দ্রের নেত্র ক্রোধে ঘূর্ণিত হতে লাগল এবং  
সেই কাককে কঠোর দণ্ড দেওয়ার কথা ভাবলেন।

স দর্ভসংস্তরাৎ গৃহ্য ব্রহ্মাণোহস্ত্রেণ যোজয়ৎ  
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জালাভিমুখো দ্বিজম্॥ ২৯

‘শ্রীরাম কুশাস্তরণ থেকে একটি কুশ নিয়ে, সেটি  
ব্রহ্মাস্ত্রের মস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করলেন। এইরূপে অভিমন্ত্রিত  
কুশটি কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে কাকপাখীকে নক্ষত্র  
করল।

স তং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভঃ তং বায়সং প্রতিঃ  
ততস্ত বায়সং দর্ভঃ সোহস্বরেনুজগাম হাঃ॥ ৩০

‘শ্রীরঘুনাথ সেই প্রজ্জ্বলিত কুশ কাকটির দিকে  
ন্যায় নিক্ষেপ করলেন। তখন সেটি আকাশে বায়সের  
ধাবিত হল।

অনুসৃষ্টদা কাকো জগাম বিবিধাং গতিম্  
ত্রাণকাম ইমং লোকং সর্বং বৈ বিচচর হাঃ॥ ৩১

‘সেই কাক এদিক-সেদিক বহু ভাবে ছুটে  
প্রাণ বক্ষার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে  
লাগল, সেই বাণ তার পিছু ছাড়ল না।

স পিত্রা চ পরিত্যক্তঃ সর্বৈষ পরমধিভিঃ।  
ত্রীলোকান্ সম্পরিক্রম্য তমেব শরণং গতঃ॥ ৩২

‘তার পিতা ইন্দ্র এবং সকল শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণও  
পরিত্যাগ করলেন। ত্রিলোক ঘুরে ঘুরে শেষে সে

জীবাম শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হল

ন তং নিপতিতং ভূমৌ শরণ্যঃ শরণাগতম্।

বর্ষহমপি কাকুৎস্থঃ কৃপয়া পর্যপালয়ৎ॥ ৩৩

‘রঘুনন্দন! শ্রীরামচন্দ্র হলেন শরণাগতবৎসল। তাঁর শরণাগত হয়ে সে যখন পৃথিবীতে আছড়ে পড়ল, তখন ত্রের উপর শ্রীরামের দয়া হল। অতএব, বধের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বায়সটিকে তিনি বধ করলেন না, বরং প্রাণদান করলেন।

পরিদানং বিবর্ণং চ পতমানং তম্রবীৎ।

মোহমস্তং ন শকাং তু ব্রাহ্মং কর্তুং তদুচ্যতাম্॥ ৩৪

‘সেই বায়সকে ক্রান্ত ও বিবর্ণ অবস্থায় নিপতিত দেবশ্রীরামচন্দ্র তাকে লক্ষ্য করে বললেন ব্রাহ্মান্ত্র কখনও বর্ষ হওয়ার নয় (অর্থাৎ, লক্ষ্যবস্তুরূপে এই অস্ত্র আঘাত করবেই)। এখন কি করবে বল?

চক্ৰসাক্ষি কাকসা হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্।

নহা তু দক্ষিণং নেত্রং প্রাণেভ্যঃ পরিরক্ষিতং॥ ৩৫

‘তারপর, বায়সের সম্মতিক্রমে শ্রীরামচন্দ্র সেই হস্তে বায়সের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করলেন। এইভাবে দক্ষিণ নেত্রের বিনিময়ে সে তার প্রাণ বাঁচাতে পারল।

ন রামায় নমস্তুহা রাজো দশরথায় চ।

বিস্টম্বেন বীরেণ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্॥ ৩৬

‘সে তখন শ্রীরামকে এবং রাজা দশরথকে নমস্কার করে শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক মুক্ত হয়ে নিজের নিবাসস্থানে ফিরে গেল।

মংকতে কাকমাত্রেহপি ব্রহ্মান্ত্রং সমুদীরিতম্।

কমাদ্ যো মাহরৎ ত্বত্তঃ ক্ষমসে তং মহীপতে॥ ৩৭

‘কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার পতিদেবকে গিয়ে বলবে—‘গুপতি! আপনি আমার জন্য কাকের উপরেও ব্রহ্মান্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন; কিন্তু যে আপনার কাছ থেকে আমাকে অপহরণ করেছে তাকে কিরূপে ক্ষমা করছেন?

ন কুরুষ মহোৎসাহ্যঃ কৃপাং ময়ি নরর্ষভ।

হ্রা নাথবন্তী নাথ হানাথা ইব দূশাতে॥ ৩৮

‘নরশ্রেষ্ঠ! আমার উপর পূর্ণ উদ্যম সহকারে কৃপা করুন। যে সীতা সর্বদাই আপনার দ্বারা সুরক্ষিতা, তাঁকে এখন অনাগবৎ দেখাচ্ছে।

অনুশংসাং পরো ধর্মব্রত এব ময়া শ্রুতম্।

জানামি হ্যং মহাবীৰ্যং মহোৎসাহং মহাবলম্॥ ৩৯

‘দয়া করা সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম, এটাবাক্য আমি আপনার মুখ থেকে শুনেছি। আপনাকে আমি ভালোভাবে জানি, আপনার বল, পরাক্রম ও উৎসাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

অপারবারমকোভাং গান্ধীর্ষ্যং সাগরোপমম্।

ভর্তারং সসমুদ্রায়া ধরণ্যা বাসবোপমম্॥ ৪০

‘আপনার কোন পারাপার নেই— আপনি অসীম। আপনাকে কোন কিছুই ক্ষুদ্র অথবা পরাজিত করতে পারে না। আপনি গান্ধীর্ষ্যে সমুদ্রের সমান। সসাগরা পৃথিবীর রাজা আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী। আমি আপনার শক্তি সামর্থ্য পূর্ণরূপে অবগত।

এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো বলবান্ সত্ত্ববানপি।

কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব॥ ৪১

‘রঘুনন্দন! এইভাবে অস্ত্রবিশারদদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ, বলবান এবং শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও রাক্ষসগণের উপরে কেন অস্ত্রের প্রয়োগ করছেন না?

ন নাগা নাপি গন্ধর্বা ন সুরা ন মরুদগণাঃ।

রামস্য সমরে বেগং শক্তাঃ প্রতिसমীহিতুম্॥ ৪২

‘পবনকুমার! নাগ, গন্ধর্ব, দেবতা ও মরুদগণের মধ্যে কেউই সমরাস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের বেগ সহ্য করতে পারবেন না।

তস্য বীৰ্যবতঃ কচ্চিদ্ যদ্যস্তি ময়ি সত্ত্বমঃ।

কিমর্থং ন শরৈস্তীক্ষ্ণৈ ক্ষয়ং নয়তি রাক্ষসান্॥ ৪৩

‘সেই পরম পরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে যদি আমার জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুলতা থাকে, তাহলে আপনি (শ্রীরাম) তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রাক্ষসদের কেন সংহার করছেন না?

ভাতুরাদেশমাদায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ।

কস্য হেতোর্ন মাং বীরঃ পরিত্রাতি মহাবলঃ॥ ৪৪

‘অরিদম মহাবলী বীর লক্ষ্মণই বা কেন নিজের অগ্রজের আদেশ নিয়ে আমার উদ্ধারে আসছেন না?

যদি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়ুবিদ্রসমতেজসৌ।

সুরাণামপি দুর্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ॥ ৪৫

‘এই দুই পুরুষশাবল (রাম ও লক্ষ্মণ) বায়ু এবং ইন্দ্রের সমান তেজস্বী। যদি তাঁরা দেবতাগণেরও অজেয়, তবে আমাকে উপেক্ষা করছেন কেন?

মমৈব দুষ্টতং কিঞ্চিদহদন্তি ন সংশয়ঃ।

সমর্থাবপি তৌ যদ্যং নাবেক্ষেতে পরন্তপৌ॥ ৪৬







কিঙ্করের মতো ঘাঁর স্থান সর্বোচ্চ, আমার স্বশুরের  
মন পরাক্রমী লক্ষ্মণ আমার চেয়েও শ্রীরামচন্দ্রের  
পক্ষে বীর্যবান, নাস্ত দায়িত্বের গুরুভার বহনে সক্ষম,  
তঁকে দেখে শ্রীবিশ্বনাথ পিতৃদেবকে ভুলে থাকেন (অর্থাৎ,  
লক্ষ্মণ অগ্রজ রামের প্রতি পিতার ন্যায় স্নেহশীল), এতাদৃশ  
স্বপ্নকে আপনি আমার প্রতিনিধি স্বরূপ কুশল প্রশ্ন  
করেন এবং বানরশ্রেষ্ঠ ! আমার কথানুসারে তঁকে  
এমনভাবে জানাবেন যাতে শ্রবণমাত্রই সর্বদা কোমল,  
বীর, দক্ষ এবং শ্রীরামের প্রিয়পাত্র লক্ষ্মণ আমার দুঃখ  
ন করতে উদ্যত হন।

যদিই কার্যনির্বাছে প্রমাণঃ হরিযুথপ।  
হৃদয়ঃ সমারম্ভায় যত্নপরো ভবেৎ ॥ ৬৩

‘বানরযুথপতে ! কার্যসিদ্ধি হয় এমন উপায়  
তখনকে করতে হবে। এই ব্যাপারে আপনি অগ্রদূত।  
জপনর দ্বারা আমার দুর্দশাদি সব কিছু উপজ্ঞাপনা হলে  
ইচ্ছামাত্র আমার উদ্ধারে সচেষ্ট হবেন।’

ইং ক্রয়ঃ মে নাথঃ শূরঃ রামঃ পুনঃ পুনঃ  
ঈবিতঃ ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাস্বজ ॥ ৬৪  
ঈং মাসঃ জীবন্তঃ সত্যোনাথঃ ব্রবীমি তে।

‘আপনি আমার পতিদেব শূরবীর ভগবান  
শ্রীরামচন্দ্রকে বারংবার বলবেন যে আমি আর দুমাস কাল  
জীবিত থাকব। তারপরে আর রক্ষা পাব না—একথা আমি  
আপনাকে সত্যের নামে শপথ করে বলছি।

রাবণেনোপকৃত্য মাং নিকৃত্যা পাপকর্মণা।  
মহুমহিসি বীর ত্বং পাতালাদিব কৌশিকীম্ ॥ ৬৫

‘বীর ! পাপাচারী রাবণ আমাকে বন্দি করে  
রেখেছে। রাক্ষসীরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। ভগবান  
ত্রিবিধ যেমন পাতাললোক থেকে লক্ষ্মীদেবীকে উদ্ধার  
করেছিলেন, আপনিও তেমন করে আমাকে এখান থেকে  
পরিদ্ধার করুন।’

হস্তে বস্ত্রগতং মুক্তা দিবাং চূড়ামণিং শুভম্।  
হস্তো রাঘবায়োতি সীতা হনুমতে দদৌ ॥ ৬৬

এইরূপ বলে সীতাদেবী বস্ত্রাঙ্গলে বাঁধা সুন্দর দিবা  
চূড়ামণি গ্রহি ঝুলে বের করলেন এবং এটি শ্রীরামচন্দ্রকে  
অভিজ্ঞান স্বরূপ দেবেন, এইরূপ বলে শ্রীহনুমানের হাতে  
রেখে দিলেন।

প্রতিগৃহ্য ততো বীরো মণিরত্নমনুত্তমম্।  
অঙ্গুল্যা যোজয়ামাস মহাস্য প্রাভবদ্ ভুজঃ ॥ ৬৭

সেই পবন উৎকৃষ্ট মণিরত্নকে গ্রহণ করে বীর  
হনুমান আপন অঙ্গুলিতে পরালেন, কিন্তু তাঁর অঙ্গুলিতে  
সেটি ঢুকল না (শ্রীহনুমান সাধারণ শরীর ধারণ করা  
সত্ত্বেও)।

মণিরত্নঃ কপিবরঃ প্রতিগৃহ্যাভিবাদা চ।  
সীতাং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণতঃ পার্শ্বতঃ স্থিতঃ ॥ ৬৮

শ্রীহনুমান মণিরত্ন নিয়ে সীতাদেবীকে প্রণামপূর্বক  
প্রদক্ষিণ করলেন এবং বিনীতভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান  
হলেন।

হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ সীতাদর্শনজেন সঃ।  
হৃদয়েন গতো রামং লক্ষ্মণং চ সলক্ষণম্ ॥ ৬৯

সীতার দর্শনে শ্রীহনুমানের মনোমধ্যে অত্যন্ত  
আনন্দের সঞ্চার হল। তিনি মনে মনে শ্রীরাম ও শুভ লক্ষ্মণ  
সম্পন্ন লক্ষ্মণের নিকট চলে গেলেন, (যদিও শরীরে  
সেখানেই দণ্ডায়মান থাকলেন)।

মণিবরমুপগৃহ্য তং মহার্হং  
জনকনৃপায়জয়া স্বতং প্রভাবাৎ।

গিরিবরশবনাবধূতমুক্তঃ  
সুখিতমনাঃ প্রতিসংক্রমং প্রপেদে ॥ ৭০

বাজা জনকের দুহিতা সীতা নিজের বিশেষ প্রভাবে  
যেটি লুকিয়ে ধারণ করেছিলেন, সেই বহুমূল্য রত্ন  
গ্রহণপূর্বক শ্রীহনুমান মনে মনে সেই ব্যক্তির ন্যায় সুখী ও  
আনন্দিত হলেন, যিনি কোন উচ্চ পর্বতের উপরিভাগে  
বায়ুবেগে প্রকম্পিত হয়েও তার বেগের প্রভাবমুক্ত  
হয়েছেন। তদনন্তর তিনি সেখান থেকে ফিরে যেতে  
প্রস্তুত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৮ ॥

## একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৩৯)

চূড়ামণি গ্রহণ করে গমনে উদাত শ্রীহনুমানকে শ্রীরাম প্রমুখের উৎসাহ বর্ধনের জন্য সীতাদেবী  
কর্তৃক অনুরোধ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক সমুদ্র লঙ্ঘনের ব্যাপারে শক্তিত সীতাকে  
নিজের পরাক্রম জানিয়ে শ্রীহনুমানের আশ্বাসন

মণিঃ দৃষ্টা ততঃ সীতা হনুমন্তমথাত্রবীং।  
অভিজ্ঞানমভিজ্ঞাতমেতদ্ রামস্য ততঃ ॥ ১

মণিবস্ত্র প্রদান করার পর সীতা শ্রীহনুমানকে  
বললেন — ‘আমার দেওয়া এই পরিচয় চিহ্ন ভগবান  
শ্রীরামচন্দ্র ভালোভাবে চেনেন।

মণিঃ দৃষ্টা তু রামো বৈ ত্রয়াপাং সংস্মরিষ্যতি।  
বীরো জনন্যা মম চ রাজ্ঞো দশরথস্য চ ॥ ২

‘এই মণিবস্ত্রকে দেখে বীর শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চয়  
তিনজনের একত্রে স্মরণ করবেন — আমার মাতা, আমি  
এবং মহারাজ দশরথের।

স ভূয়স্তঃ সমুৎসাহচোদিতো হরিসন্তম।  
অস্মিন্ কার্যসমুৎসাহে প্রচ্ছিন্ন যদন্তরম্ ॥ ৩

‘কপিশ্রেষ্ঠ! পুনরায় বলছি যে তুমি বিশেষ উৎসাহে  
প্রণোদিত হয়ে কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভাবী কর্তব্য চিন্তা  
করো।

ত্বমস্মিন্ কার্যনির্বোধে প্রমাণঃ হরিসন্তম।  
তস্য চিন্তয় যো যন্তো দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ ॥ ৪

‘বানরশিবোমণি! এই কার্য সম্পাদন করার  
ব্যাপারে তুমিই অগ্রদূত, সকল দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত।  
তুমি এমন উপায়াদি বিচার-বিবেচনা করো যাতে আমার  
দুর্দশার অবসান হয়

হনুমন্ যত্নমাহ্বায় দুঃখক্ষয়করো ভব।  
স তথেন্তি প্রতিজ্ঞায় মারুতিভীমবিক্রমঃ ॥ ৫

শিরসাহবন্দ্য বৈদেহীং গমনায়োপচক্রমে  
‘শ্রীহনুমান! আমার দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করার জন্য  
সাতিশয় চেষ্টা ও সহায়তা করো।’ সীতাদেবীর এই কথার  
প্রত্যুত্তরে ‘হ্যাঁ তাই কবব’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে ভীমবিক্রম  
মারুতি নতমস্তকে বৈদেহীকে প্রণামপূর্বক প্রস্থানের জন্য  
প্রস্তুত হলেন।

জাহ্নবী সম্প্রস্থিতঃ দেবী বানরঃ পবনাস্তজম্ ॥ ৬  
বাস্পগদগদয়া বাচা মৈথিলী বাক্যমব্রবীৎ।

পবনপুত্র বানরবীরকে সেই স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত

দেখা মিথিলেশকুমারী অশ্রুনিরুদ্ধ স্ববে এইরূপ বললেন —

হনুমন্ কুশলঃ ক্রয়াঃ সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ  
সুগ্রীবঃ চ সহামাতাঃ সর্বান বৃদ্ধাংশ্চ বানরান।  
ক্রয়াক্তঃ বানরশ্রেষ্ঠ কুশলঃ ধর্মসংহিতম্ ॥ ৬

‘শ্রীহনুমান! তুমি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুজনকেই আমার  
কুশল সংবাদ দেবে এবং তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করবে  
বানরশ্রেষ্ঠ! পুনশ্চ মন্ত্রিসহিত সুগ্রীব এবং অন্যান্য বর্ষীয়  
বানবন্দ্রেরকেও রীতি অনুসারে কুশল সমাচার দেবে ও  
জিজ্ঞাসা করবে।

যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ  
অস্মাদ্ দুঃখাস্থসংরোধাৎ স্বং সমাধাতুমহসি ॥ ৭

‘মহাবাহু শ্রীরঘুনাথ যেভাবে এই দুঃখার্গব থেকে  
আমার উদ্ধার কববেন, সেইরূপ চেষ্টা তোমাকে (অর্থাৎ  
শ্রীহনুমানকে) করতে হবে।

জীবন্তীং মাং যথা রামঃ সম্ভাবয়তি কীর্তমান।  
তৎ ত্বয়া হনুমন্ বাচ্যং বাচা ধর্মমবাপুহি ॥ ৮

‘শ্রীহনুমান! যাতে বেঁচে থাকতেই আমি যশসী  
রঘুনাথ আমার কাছে আসেন এবং আমাকে আশ্রয়  
করেন, এইরকম কথাই তুমি তাঁকে বলবে এবং তাঁকে  
সার্থক দৌড়োৱা পুণ্যালাভ করবে।

নিত্যমুৎসাহযুক্তস্য বাচঃ শ্রদ্ধা মগেরিতা।  
বর্ষযাতে দাশরথ্যঃ পৌরুষঃ মদবাণ্ডয়ো ॥ ৯

‘দাশরথি শ্রীরাম সর্বদা উৎসাহ ও শক্তিতে ভরপুর  
তথাপি আমার উক্তি সমূহ তোমার মুখ থেকে শুধু  
আমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁব পুরুষোচিত শক্তি  
উজ্জীবিত হবে।

মৎসন্দেশযুতা বাচকৃত্তঃ শ্রবৈব রাঘব।  
পরাক্রমে মতিং বীরো বিধিবৎ সংবিবাসতি ॥ ১০

‘তোমার মুখ থেকে আমার সমাচার শুনে  
শ্রীরামচন্দ্র আমার উদ্ধারে শক্তি প্রয়োগের জন্য  
মনঃসংযোগ করবেন।’

সীতায়াক্তব্ধঃ বচঃ শ্রদ্ধা হনুমান্ মারুতভাজঃ



নিরসাজলিমাধায়

বাক্যনুত্তরমব্রবীৎ ॥ ১৩

সীতাদেবীর এই সকল কথা শুনে পবনকুমার

গ্রীহনুমান কপালে বজ্রাজলিপূর্বক প্রত্যুত্তরে বললেন—

কিপ্রমেযাতি কাকুৎস্থো হর্যক্ষপ্রনরৈবৃতঃ।

যত্রে যুধি বিজিতারীন্ শোকঃ ব্যপনয়িস্যতি। ১৪

‘কাকুৎস্থ শ্রীরাম বানর ও ভল্লুক সৈন্যদল পরিবৃত

হয় অচিরেই এখানে আসবেন এবং তিনি শত্রুপক্ষকে

দুঃস্থ জয় করে আপনার শোক দূর করবেন।

নহি পশ্যামি মর্ত্যেণ নাসুরেষু সুরেষু বা।

জস্য বমতো বাণান্ হাতুমুৎসহভেদ্যতঃ ॥ ১৫

‘আমি মনুষ্য, অসুর অথবা দেবতাদের মধ্যে এমন

কউক দেখছি না, যিনি বাণবর্ষণকারী ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সামনে যুদ্ধে দাঁড়াতে সমর্থ।

জগদ্বর্কমপি পর্জন্যমপি বৈবস্বতঃ যমম্।

ন হি সৌদুঃ রণে শত্রুস্তব হেতোর্বিশেষতঃ ॥ ১৬

‘আপনার জন্য ভগবান শ্রীরাম বিশেষতঃ সূর্য, ইন্দ্র

এবং সূর্যপুত্র যমের সঙ্গেও সম্মুখ সমরে সমর্থ

ন হি সাগরপর্যন্তাং মহীং সাধিতুমহতি।

হুমিস্তো হি রামস্য জয়ো জনকনন্দিনি ॥ ১৭

‘তিনি সমাগরা পৃথিবীকে শাসন করার যোগ্যতা

রবেন। জনকনন্দিনি ! আপনার জন্য সংঘটিত যুদ্ধে

শ্রীরামচন্দ্রের নিশ্চিত বিজয় হবে’

তস তৎ বচনং শ্রুত্বা সম্যক্ সভাং সুভাষিতম্।

জানকী বহু মেনে তং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৮

শ্রীহনুমানের বাক্যসমূহ যুক্তিযুক্ত, সত্য এবং

মনোরম ছিল। তা শ্রবণ করে জনকনন্দিনী শ্রীহনুমানকে

সম্মান ও সমাদর করলেন এবং তিনি তাকে পুনরায় কিছু

বলতে উদ্যত হলেন।

ততঃ প্রহিতঃ সীতা স্বীকৃমাণা পুনঃ পুনঃ।

হৃৎপ্রেছাষিতং বাক্যং সৌহার্দাদনুমানয়ৎ ॥ ১৯

সীতা প্রহানোদ্যত শ্রীহনুমানকে পুনঃ পুনঃ দেখতে

দেখতে পতিদেবের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাচারসূচক

বাক্যগুলি শ্রীহনুমানকে পুনশ্চ বুঝিয়ে বললেন—

কি বা মনাসে বীর বসৈকাহমরিন্দম

ঋষিংশিৎ সংবৃত্তে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥ ২০

‘পরশুপ বীর শ্রীহনুমান ! যদি তুমি উচিত মনে করো

হলে আমাকে জন্য এখানে কোথাও গোপনীয় স্থানে

প্রশ্রম করে আগামী কাল যাত্রা করো।

মম চৈবান্নভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।

অস্য শোকসা মহতো মুহূর্তঃ মোক্ষণং ভবেৎ ॥ ২১

‘বানরবীর ! তোমার উপস্থিতি আমার মতো

মন্দভাগীর দুঃখ স্বল্পকালের জন্য হলেও প্রশমিত করবে।

ততো হি হরিশাদূল পুনরাগমনায় তু।

প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যামাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২

‘কণিশ্রেষ্ঠ ! বিশ্রামের পরে এখান থেকে যাত্রা করার

পর যদি আপনাদের এখানে ফিরে আসায় সংশয় বা বিলম্ব

হয় তাহলে আমার জীবনসংশয় হবে, এ ব্যাপারে কোন

সন্দেহ নেই।

তবাদর্শনজঃ শোকো ভূয়ো মাং পরিতাপয়েৎ।

দুঃখাদুঃখপরামৃষ্টাং দীপয়দ্বিব বানর ॥ ২৩

‘বানরবীর ! আমি দুঃখপরম্পরা ভোগ করছি।

তোমার প্রস্থানের পর তোমার অদর্শনজনিত শোক পুনরায়

আমাকে দক্ষ করে সন্তাপ দিতে থাকবে।

অয়ং চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীৰ মমপ্রতঃ।

সুমহ্যংস্তুৎসহায়েষু হর্যক্ষেষু হরীশ্বর ॥ ২৪

কথং নু খলু দুঃখপারং তরিস্যন্তি মহোদধিম্।

তানি হর্যক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাস্বজৌ ॥ ২৫

‘বীর বানরেশ্বর ! তোমার সঙ্গী ভল্লুক ও বানর

সৈন্যদের সম্বন্ধে আমার অতিশয় সন্দেহ রয়েছে,

কেননা সেইসকল ভল্লুক ও বানর সৈন্যেরা এবং

রাজকুমারদ্বয় - শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষণ এই দুর্ভিতক্রমা

মহাসাগরকে কিরূপে লঙ্ঘন করবেন ?

ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরসোহ লঙ্ঘনে।

শক্তিঃ সাদ্ বৈনতোয়সা তব বা মারুতস্য বা ॥ ২৬

‘এই সংসারে সাগর লঙ্ঘনের শক্তি কেবলমাত্র

তিনজনের আছে—আপনার, গরুড়ের অথবা বায়ুদেবের।

তদস্মিন্ কার্যনির্বোণে বীরৈবং দুরতিক্রমে।

কিং পশ্যসে সমাধানং ত্বং হি কার্যবিদাং বর ॥ ২৭

‘বীর ! এই দুস্তর কার্যে তুমি কী উপায় দেখতে

পাচ্ছে ? কেননা তুমি কর্মবৈজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্যসা পরিসাধনে।

পর্যাপ্তঃ পরবীরস্য যশস্যন্তে ফলোদয়ঃ ॥ ২৮

‘শত্রুবীরগণের সংহারক পবনকুমার ! এ-ব্যাপারে

কোন সন্দেহ নেই যে তুমি একাই আমার উদ্ধাররূপ কার্য

সাধনে সম্পূর্ণ সমর্থ ; কিন্তু এই কাজ একাই করলে

শত্রুবিজয়রূপী যে ফল প্রাপ্তি হবে, তা কেবল তোমারই



হবে, ভগবান শ্রীরাঘবচন্দ্রের নয়।

বলৈঃ সমগ্রৈযুধি মাং রাবণং জিত্য সংযুগে  
বিজয়ী স্বপুরুঃ যযাৎ তন্তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ২৯

‘যদি শ্রীরঘুনাথ সসৈন্যে রাবণকে যুদ্ধে বধ করে  
আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ রাজ্যে উপস্থিত হন, তাহলে  
সেইটিই হবে তাঁর যোগ্য কাজ।

বলৈন্ত সংকুলাং কৃতা লঙ্কাং পরলোদনঃ  
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তং তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ৩০

‘শত্রুসেনাদের সংহারক শ্রীরাম যদি সসৈন্যে  
লঙ্কাকে পদদলিত করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান তো সেটি  
শ্রীরামের অনুকূপ কাজ হবে।

তদ্যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাস্থনঃ  
ভবেদাহবশুরস্য তথা ত্বমুপপাদয়॥ ৩১

‘অতএব, এমন উপায় করো যাতে সমরে বীর  
মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের যথাযোগ্য বীরত্ব প্রকট হয়।’

তসর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্  
নিশমা হনুমান্ শেষং বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥ ৩২

সীতাদেবীর সার্থক, বিনীত ও যুক্তিযুক্ত পরবর্তী  
বাক্যসমূহ শ্রবণ করে প্রত্যুত্তরে শ্রীহনুমান এইরূপ  
বললেন—

দেবি হর্ষকসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ  
সুগ্রীবঃ সত্যসম্পন্নস্তবার্হে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৩

‘দেবি ! বানর ও উল্লুক সৈন্যদের প্রভু কপিশ্রেষ্ঠ  
সুগ্রীব সত্যবাদী। তিনি আপনার উদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প।

স বানরসহস্রাণাং কেটিভিরভিসংবৃতঃ।  
ক্ষিপ্ৰমেঘাতি বৈদেহি রাক্ষসানাং নিবর্হণঃ॥ ৩৪

‘বিদেহনন্দিনি ! সুগ্রীব হাজার হাজার কোটি  
বানরসৈন্যের সাথে এই স্থলে শীঘ্রই আসবেন এবং  
রাক্ষসদের বধ করবেন।

তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সজ্জবস্তো মহাবল্যঃ।  
মনঃসংকল্পসম্পাতা নিদেশে হরয়ঃ দ্বিত্যঃ॥ ৩৫

‘যে সকল বিক্রান্ত, সাত্ত্বিক এবং মহাবলী বানরেরা  
মনের তুল্য গতিবেগসম্পন্ন, তারা সুগ্রীবের নির্দেশের  
অপেক্ষায় আছে

যেষাং নোপরি নাথস্তান্ তির্থক্ সজ্জতে গতিঃ।  
ন চ কর্মসু সীদন্তি মহৎসমিততেজসঃ॥ ৩৬

‘যাদের (যে সকল বানরের) গতি উর্ধ্ব-অধঃ

অথবা দক্ষিণ-বামে ব্যাহত হয় না, তারা কোনকম কাজে  
কাতর হয় না, কেননা সেই বানরেরা বাস্তবিকই নীচ  
অসকৃৎ তৈর্মহোৎসাহেঃ সঙ্গাগরধরাদয়ঃ  
প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমিবায়ুমাগানুসারিভিঃ॥ ৩৭

‘সেই সকল বানর সৈন্যেরা সোৎসাহে বায়ুমাগে  
সাগরমেখলা ও সপর্বত পৃথিবীকে একাধিকবার প্রদক্ষিণ  
করেছে

মণিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সস্তি তত্র বনৌকসঃ।  
মন্তঃ প্রতাবরঃ কচ্চিদ্ভ্রান্তি সুগ্রীবসমিধৌ॥ ৩৮

‘সুগ্রীবের সৈন্যের মধ্যে আমার সমকক্ষ এবং  
আমার অপেক্ষাও শক্তিশালী বানর আছে। কিন্তু তাঁরা  
সৈন্যবলে এমন কোন বানর নেই যে আমার চেয়ে অ-  
শক্তিশালী।

অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবল্যঃ  
নহি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যস্তে প্রেষ্যস্তে হীতরে জনাঃ॥ ৩৯

‘আমি যেহেতু এখানে আসতে পেরেছি, তাহলে  
মহাবলী অন্য বানরদের এখানে আসায় কি সন্দেহ ? যত  
শ্রেষ্ঠজন তাদেরকে সন্দেহবাহক দূতরূপে প্রেরণ করা হ-  
না, বরং সাধারণ মাপের লোকেদের পাঠানো হয়।

তদন্তঃ পরিতাপেন দেবি শোকো ব্যপৈতু তে  
একোৎপাতেন তে লঙ্কামেঘাতি হরিযুধপাঃ॥ ৪০

‘দেবি ! অতএব, আপনার সন্তাপ করার আবশ্যক  
নেই। আপনার শোক দূরীভূত হওয়া উচিত। বানরসৈন্যের  
এক উল্লসফনেই লঙ্কা নগরীতে এসে পড়বে।

মম পৃষ্ঠগতো তৌ চ চন্দ্রসূর্য্যবিবোধিতৌ।  
ত্বৎসকাশং মহাসজ্জৌ নৃসিংহাবাগমিষ্যতৌ॥ ৪১

‘উদিত সূর্য ও চন্দ্রমার ন্যায় এবং বিজয়ী  
বানরবাহিনী পরিবৃত্ত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ পুরুষসিংহরূপে  
পৃষ্ঠদেশে আরুঢ় হয়ে আপনার নিকটে এসে পৌঁছবেন  
তৌ হি বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।  
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বধমিষ্যতৌ॥ ৪২

‘সেই নরবরদ্বয় একত্রে এসে তাঁদের বাণসমূহে  
লঙ্কা নগরীকে ধ্বংস করবেন।

সগণং রাবণং হত্বা রাঘবো রঘুনন্দনঃ।  
দ্ব্যমাদায় বরারোহে স্বপুরীং প্রতি যাসতি॥ ৪৩

‘বরারোহে। রঘুকুলের আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ  
রাবণকে সসৈন্যে বধ করে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ

বাজগন্যে প্রভা-  
জ্ঞানসিহি হস্তঃ  
নচিরাৎ প্রকমসে  
‘অতএব, আ-  
হেক আপনি সম-  
সমান তেজস্বী শ্রী-  
দেবেন  
নিহতে রাক্ষসে-  
রঃ সমেধাসি র-  
‘পুত্র, মন্ত্রী ও  
যুদ্ধে নিহত হলে  
মিলনেব মতো, আপ-  
কিপ্রঃ স্বঃ দেবি শে-  
রাবণং চৈব রা-  
‘দেবি ! মিথি-  
শোকের সমাপ্তি  
শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে ব-  
এবমুখ্যস্য বৈদেহী-  
গমনায় মতিং  
বিদেহনন্দিনী  
পদ্মকুমার শ্রীহনুমান  
করে তাঁকে পুনরায় ব-  
তমসিঃ কৃতান্নান-  
লক্ষণং চ ধনু-  
‘দেবি ! আ-  
জ্ঞানগরীর দ্বারপ্রান্তে  
নখদংষ্ট্রাণুধান্ বী-  
গমনান্ বারপেজাভা-  
‘নখর ও দন্ত যার  
সমান পরাক্রমী এবং  
এইরূপ বানরগণকে  
ইত্য-  
মহাবী-  
বান

কোনরূপ করণে  
তবিরক্তি হীর।  
গরখানাদকা।  
নুসানিভিঃ। ৩৭  
সাহে বহুতর  
ধিকবার প্রসঙ্গ  
বলৌকসঃ।  
বিসমিধৌ ॥ ৩৮  
সমকক্ষ অক্ষ  
ছে। কিন্তু তাঁ  
আমার চেয়ে ক  
মহাবল্যঃ।  
জনাঃ। ৩৯  
পরেছি, তবু  
সংশয় ৭ বৎ  
প্রেরণ করা  
না হয়।  
পত্নী ভে।  
বৃথাপাঃ ॥ ৪০  
আর আশঙ্ক  
বানরসৈন্য  
।  
বানিতৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪১  
এবং বিজ  
সিংহর অক্ষ  
পৌছবেন।  
লক্ষ্মণৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪২  
বাগসমূহ ক

কোনরূপ করণে  
তবিরক্তি হীর।  
গরখানাদকা।  
নুসানিভিঃ। ৩৭  
সাহে বহুতর  
ধিকবার প্রসঙ্গ  
বলৌকসঃ।  
বিসমিধৌ ॥ ৩৮  
সমকক্ষ অক্ষ  
ছে। কিন্তু তাঁ  
আমার চেয়ে ক  
মহাবল্যঃ।  
জনাঃ। ৩৯  
পরেছি, তবু  
সংশয় ৭ বৎ  
প্রেরণ করা  
না হয়।  
পত্নী ভে।  
বৃথাপাঃ ॥ ৪০  
আর আশঙ্ক  
বানরসৈন্য  
।  
বানিতৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪১  
এবং বিজ  
সিংহর অক্ষ  
পৌছবেন।  
লক্ষ্মণৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪২  
বাগসমূহ ক

কোনরূপ করণে  
তবিরক্তি হীর।  
গরখানাদকা।  
নুসানিভিঃ। ৩৭  
সাহে বহুতর  
ধিকবার প্রসঙ্গ  
বলৌকসঃ।  
বিসমিধৌ ॥ ৩৮  
সমকক্ষ অক্ষ  
ছে। কিন্তু তাঁ  
আমার চেয়ে ক  
মহাবল্যঃ।  
জনাঃ। ৩৯  
পরেছি, তবু  
সংশয় ৭ বৎ  
প্রেরণ করা  
না হয়।  
পত্নী ভে।  
বৃথাপাঃ ॥ ৪০  
আর আশঙ্ক  
বানরসৈন্য  
।  
বানিতৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪১  
এবং বিজ  
সিংহর অক্ষ  
পৌছবেন।  
লক্ষ্মণৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪২  
বাগসমূহ ক

কোনরূপ করণে  
তবিরক্তি হীর।  
গরখানাদকা।  
নুসানিভিঃ। ৩৭  
সাহে বহুতর  
ধিকবার প্রসঙ্গ  
বলৌকসঃ।  
বিসমিধৌ ॥ ৩৮  
সমকক্ষ অক্ষ  
ছে। কিন্তু তাঁ  
আমার চেয়ে ক  
মহাবল্যঃ।  
জনাঃ। ৩৯  
পরেছি, তবু  
সংশয় ৭ বৎ  
প্রেরণ করা  
না হয়।  
পত্নী ভে।  
বৃথাপাঃ ॥ ৪০  
আর আশঙ্ক  
বানরসৈন্য  
।  
বানিতৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪১  
এবং বিজ  
সিংহর অক্ষ  
পৌছবেন।  
লক্ষ্মণৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪২  
বাগসমূহ ক

কোনরূপ করণে  
তবিরক্তি হীর।  
গরখানাদকা।  
নুসানিভিঃ। ৩৭  
সাহে বহুতর  
ধিকবার প্রসঙ্গ  
বলৌকসঃ।  
বিসমিধৌ ॥ ৩৮  
সমকক্ষ অক্ষ  
ছে। কিন্তু তাঁ  
আমার চেয়ে ক  
মহাবল্যঃ।  
জনাঃ। ৩৯  
পরেছি, তবু  
সংশয় ৭ বৎ  
প্রেরণ করা  
না হয়।  
পত্নী ভে।  
বৃথাপাঃ ॥ ৪০  
আর আশঙ্ক  
বানরসৈন্য  
।  
বানিতৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪১  
এবং বিজ  
সিংহর অক্ষ  
পৌছবেন।  
লক্ষ্মণৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪২  
বাগসমূহ ক

কোনরূপ করণে  
তবিরক্তি হীর।  
গরখানাদকা।  
নুসানিভিঃ। ৩৭  
সাহে বহুতর  
ধিকবার প্রসঙ্গ  
বলৌকসঃ।  
বিসমিধৌ ॥ ৩৮  
সমকক্ষ অক্ষ  
ছে। কিন্তু তাঁ  
আমার চেয়ে ক  
মহাবল্যঃ।  
জনাঃ। ৩৯  
পরেছি, তবু  
সংশয় ৭ বৎ  
প্রেরণ করা  
না হয়।  
পত্নী ভে।  
বৃথাপাঃ ॥ ৪০  
আর আশঙ্ক  
বানরসৈন্য  
।  
বানিতৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪১  
এবং বিজ  
সিংহর অক্ষ  
পৌছবেন।  
লক্ষ্মণৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪২  
বাগসমূহ ক

কোনরূপ করণে  
তবিরক্তি হীর।  
গরখানাদকা।  
নুসানিভিঃ। ৩৭  
সাহে বহুতর  
ধিকবার প্রসঙ্গ  
বলৌকসঃ।  
বিসমিধৌ ॥ ৩৮  
সমকক্ষ অক্ষ  
ছে। কিন্তু তাঁ  
আমার চেয়ে ক  
মহাবল্যঃ।  
জনাঃ। ৩৯  
পরেছি, তবু  
সংশয় ৭ বৎ  
প্রেরণ করা  
না হয়।  
পত্নী ভে।  
বৃথাপাঃ ॥ ৪০  
আর আশঙ্ক  
বানরসৈন্য  
।  
বানিতৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪১  
এবং বিজ  
সিংহর অক্ষ  
পৌছবেন।  
লক্ষ্মণৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪২  
বাগসমূহ ক

কোনরূপ করণে  
তবিরক্তি হীর।  
গরখানাদকা।  
নুসানিভিঃ। ৩৭  
সাহে বহুতর  
ধিকবার প্রসঙ্গ  
বলৌকসঃ।  
বিসমিধৌ ॥ ৩৮  
সমকক্ষ অক্ষ  
ছে। কিন্তু তাঁ  
আমার চেয়ে ক  
মহাবল্যঃ।  
জনাঃ। ৩৯  
পরেছি, তবু  
সংশয় ৭ বৎ  
প্রেরণ করা  
না হয়।  
পত্নী ভে।  
বৃথাপাঃ ॥ ৪০  
আর আশঙ্ক  
বানরসৈন্য  
।  
বানিতৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪১  
এবং বিজ  
সিংহর অক্ষ  
পৌছবেন।  
লক্ষ্মণৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪২  
বাগসমূহ ক

কোনরূপ করণে  
তবিরক্তি হীর।  
গরখানাদকা।  
নুসানিভিঃ। ৩৭  
সাহে বহুতর  
ধিকবার প্রসঙ্গ  
বলৌকসঃ।  
বিসমিধৌ ॥ ৩৮  
সমকক্ষ অক্ষ  
ছে। কিন্তু তাঁ  
আমার চেয়ে ক  
মহাবল্যঃ।  
জনাঃ। ৩৯  
পরেছি, তবু  
সংশয় ৭ বৎ  
প্রেরণ করা  
না হয়।  
পত্নী ভে।  
বৃথাপাঃ ॥ ৪০  
আর আশঙ্ক  
বানরসৈন্য  
।  
বানিতৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪১  
এবং বিজ  
সিংহর অক্ষ  
পৌছবেন।  
লক্ষ্মণৌ।  
মিষ্যতঃ ॥ ৪২  
বাগসমূহ ক

দেখবেন।

শৈল্যাদৃশ্যদিকানাং

লক্ষ্মণলয়সানুধু।

নর্দভাং কপিমুখানামার্ঘ্যে

যুথানানেকশঃ ॥ ৫০

'আর্ঘ্যে ! পর্বত ও মেঘের সমান বিশালাকার মুখ্য  
মুখ্য বানরগণকে অনেক সংখ্যায় সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণগরস্থ  
মল্যাপর্বতের শিখরে গর্জন করিতে দেখা যাবে।

স তু মর্মণি দোরণে তাদিত্তো মন্যথেনুগা।

ন শর্ম লভতে রামঃ সিংহর্দিভ ইব বিপাঃ ॥ ৫১

'শ্রীরামচন্দ্রের মর্মস্থলে মদনদেবের ভয়ংকর শরের  
আঘাত লেগেছে। সেইহেতু, সিংহ কর্তৃক পীড়িত  
গজরাজের ন্যায় তিনি কিছুতেই সুখ পাচ্ছেন না।

রুদ মা দেবি শোকেন মা ভুং তে মনসো ভয়ম্।

শচীৰ ভর্তা শক্রেণ সঙ্গমেব্যাসি শোভনে ॥ ৫২

'দেবি ! আপনি শোকে অভিভূত হয়ে কাঁদবেন না,  
মনে ভয়ও রাখবেন না। শোভনে ! ইন্দ্রের সহিত  
শচীদেবীর ন্যায় আপনিও আপনার পতিদেবের সহিত  
মিলিত হবেন।

রামাদ্ বিশিষ্টঃ কোহনোহস্তু কশ্চিৎ সৌমিত্রিণা সমঃ।

অগ্নিমাৰুতকলৌ তৌ ভ্রাতরৌ তব সংশ্রয়ো ॥ ৫৩

'শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে বড় দ্বিতীয় কে আছে ?  
লক্ষ্মণের সমকক্ষ কে আছে ? ভ্রাতৃত্ব অগ্নি এবং বায়ুর  
তুল্য তেজস্বী। এই দুই ভ্রাতা আপনার আশ্রয়-স্বরূপ  
(আপনার অহেতুক চিন্তা করা উচিত নয়)।

নাম্মিঃশ্চিরং বৎস্যসি দেবি দেশে

রক্ষোগণৈরধুষিতেহতিরৌদ্রে ।

ন তে চিরাদাগমনং প্রিয়সা

ক্ষমত্ব

মৎসঙ্গমকালমাত্রম্ ॥ ৫৪

'দেবি ! রাক্ষসগণের দ্বারা অধুষিত এই ভয়ংকর  
দেশে আপনাকে আর বেশীদিন থাকতে হবে না। আপনার  
প্রিয়তমের আগমনে বিলম্ব হবে না যতক্ষণ না আমার সঙ্গে  
তার (শ্রীরামচন্দ্রের) সাক্ষাৎ হচ্ছে, সেইটুকু বিলম্ব আপনি  
ক্ষমা করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনচত্বরিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

বহুর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একোনচত্বরিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥



## চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪০)

শ্রীরামচন্দ্রের জন্য পুনশ্চ সীতাদেবীর সংবাদ প্রেরণ এবং তাঁকে  
আশ্বাসিত করে শ্রীহনুমানের উত্তর দিকে প্রস্থান

শ্রদ্ধা তু বচনং তস্য বায়ুসূনোর্মহাক্ষনঃ।  
উবাচস্বহিতঃ বাক্যং সীতা সুরসূতোপমা ॥ ১

বায়ুপুত্র মহাত্মা শ্রীহনুমানের বচন শ্রবণ করে,  
দেবকন্যা তুলা তেজস্বিনী সীতা নিজের মঙ্গলার্থে  
শ্রীহনুমানকে এই প্রকার বললেন

হ্যাং দৃষ্টা প্রিয়বক্তারং সম্প্রহস্যামি বানর।  
অর্বসজ্জাতসসোব বৃষ্টিং প্রাপা বসুন্ধরা ॥ ২

‘বানরবীর ! তুমি আমাকে অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ  
দিয়েছো, তাই তোমাকে দেখে যেরূপ বৃষ্টির জল পেয়ে  
অর্ধেক বাষ্পিত শস্যযুক্তা বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা হয়ে উঠে,  
সেদৃশ আনন্দ আমার শবীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে,

যথা তং পুরুষব্যাঘ্রং গাত্রৈঃ শোকাভিকর্ষিতৈঃ।  
সংস্পৃশ্যেয়ং সন্ধ্যামাং তথা কুরু দয়াং ময়ি। ৩

‘আমার প্রতি এমন কৃপা করো, যাতে আমি সেই  
নরশার্ঙ্গকে শোকে ক্রশতা প্রাপ্ত অঙ্গ দ্বারা প্রেমপূর্বক  
স্পর্শ করতে পারি।

অভিজ্ঞানং চ রামস্য দদ্যা হরিগণোত্তম।  
ক্ৰিপ্তামিষীক্যং কাকস্য কোপাদেকাক্ষিপাতনীম্ ॥ ৪

‘বানরশ্রেষ্ঠ ! শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধপরবশ হয়ে যে  
বায়ুসের একটি চক্ষু বিদ্ধকাবী বাণ ক্ষেপণ করেছিলেন,  
সেই প্রসঙ্গকে তুমি আমার পরিচয় জ্ঞাপক হিসেবে মনে  
করিয়ে দেবে।

মনঃশিলায়াস্তিলকো গণপার্শ্বে নিবেশিতঃ।  
ত্বয়া প্রণষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্তুমহিসি ॥ ৫

‘আমার পক্ষ থেকে এই কথাও মনে করিয়ে দেবে  
যে যখন আমার কপালে তিলক মুছে গিয়েছিল, আপনি  
(শ্রীরামচন্দ্র) স্বহস্তে মনঃশিলার তিলক দিয়ে দিয়েছিলেন।  
স বীর্যবান্ কথং সীতাং হতাং সমনুমন্যাসে।

বসন্তীং রক্ষসাং মধ্যে মহেন্দ্রবরুণোপম ॥ ৬

‘মহেন্দ্র ও বরুণের তুলা পরাক্রমী প্রিয়তম ! আপনি  
বলবান হওয়া সত্ত্বেও অপহৃত্য অবস্থায় রাক্ষসদের  
আবাসে বন্দি সীতার তিরস্কার ক্রুরপে সহ্য করছেন ?

এষ চূড়ামণির্দিব্যো ময়া সুপারিরক্ষিতঃ।

এতং দৃষ্টা প্রহস্যামি বাসনে ছামিবানঘ ॥ ৭

‘নিষ্পাপ প্রাণেশ্বর ! এই দিবা চূড়ামণিকে আমি

সময়ে সুবক্ষিত রেখেছিলাম এবং বিপদে-আপদে এই  
দেখে মনে হত যেন আপনার দর্শন সুখ অনুভব করছি  
এম নির্গতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবা।  
অতঃ পরং ন শঙ্কামি জীবিতুং শোকলাগ্নয়া ॥ ৮

‘সমুদ্রের জলে উৎপন্ন এই কাপ্তিমান মণিরূপ  
আপনাকে অভিজ্ঞান-স্বরূপ প্রত্যর্পণ করছি। এম  
(মণিরূপ না থাকায়) শোকাতুর্য হয়ে পড়লে আমি কলি  
কাল জীবিত থাকতে পারব না।

অসহ্যানি চ দুঃখানি বাচশ্চ হৃদয়চ্ছিনঃ।  
রাক্ষসৈঃ সহ সংবাসং ত্বংকৃতে মর্ষয়াম্যহম্ ॥ ৯

‘দুঃসহ দুঃখ, হৃদয় বিদারক বাক্য এবং রাক্ষসদের  
সঙ্গে নিবাস—এই সব কিছুই আপনার আশায় সহ্য করছি  
ধারণিয়ামি মাসং তু জীবিতং শত্রুসূদন।  
মাসাদুর্ধ্বং ন জীবিষ্যে ত্বয়া হীনা নৃপাঙ্ঘ্র ॥ ১০

‘রাজকুমার ! শত্রুসূদন ! আমি কোনওভাবে  
আপনার প্রতিক্ষায় এক মাস অবধি জীবন ধারণ কর  
একমাসের বেশী আপনাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না।  
যোরো রাক্ষসরাজোহয়ং দৃষ্টিশ্চ ন সুখা ময়ি।

ত্বাং চ শ্রদ্ধা বিষজ্জন্তং ন জীবৈয়মপি ক্ষম ॥ ১১

‘এই রাক্ষসবাজ রাবণ ভীষণ নিষ্ঠুর এবং অত্যা  
প্রতি তার দৃষ্টি ভালো নয়। এরপর যদি শুনি যে আপনার  
আসতে বিলম্ব হবে, তাহলে আমি এক মুহূর্তও জীবিত  
থাকব না।’

বৈদেহ্যা বচনং শ্রদ্ধা করুণং সাস্রুভাষিতম্।  
অথাত্রবীন্মহাতেজা হনুমান্ মারুতাক্ষজঃ ॥ ১২

বৈদেহীর অশ্রুপূর্ণ ও করুণ বচন শ্রবণ করে  
মহাতেজা পবনকুমার শ্রীহনুমান বললেন—

ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।  
রামে শোকাভিভূতে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপাতে ॥ ১৩

‘দেবি ! সত্য সত্যই আমি আপনার কাছে শপথ  
করছি যে আপনার শোকে অভিভূত শ্রীরামচন্দ্র অন্যমনস্ক  
বিষয়ে নিরুদান হয়ে পড়েছেন এবং শ্রীরামের শোকে  
লক্ষ্মণও দুঃখ পাচ্ছেন।

দৃষ্টা কথংচিদ ভবতী ন কালঃ পরিদেবিতুন্ম  
ইমং মুহূর্তং দুঃখানামগ্নং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি ॥ ১৪



‘কোনক্রমে আপনাব দর্শন পেয়েছি, সেই কারণে  
এখন ক্রন্দনাদির সময় নয়। ভামিনি ! আপনি এই মুহূর্তে  
(অর্থাৎ, অল্পকালেই) দুঃখের পবিসমাপ্তি দেখবেন।

তবুজ্যৈ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রাবনিন্দিতৌ।  
কৃদর্শনকৃতোৎসাহৌ লজ্জাং ভ্রমীকরিষ্যতঃ॥ ১৫

‘ভ্রাতৃদ্বয় পুরুষশার্দূল রাজকুমার শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ  
সর্বত্র প্রশংসিত বীর। আপনার দর্শনের জন্য তাঁরা  
লজ্জাপুরীকে ভ্রমীভূত করে দেবেন।

হুয়া তু সমরে রক্ষো রাবণং সহবান্ধবৈঃ।  
রাঘবৌ ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং পুরীং প্রতি নেষ্যতঃ॥ ১৬

‘আয়তলোচনে ! রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে সবাঙ্ঘবে বধ  
করে দুই রঘুবংশী আপনাকে আপনার রাজপুরীতে নিয়ে  
যাবেন।

যত্নু রামো বিজ্ঞানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতৈ।  
প্রীতিসঞ্জননং ভূয়ন্তস্য ত্বং দাতুমহসি॥ ১৭

‘সতী-সাক্ষী দেবি ! এমন কিছু যা শ্রীরামচন্দ্র সহজে  
চিন্তে পারবেন এবং যা তাঁর হৃদয়ে প্রেম ও আনন্দের  
অনুভূতি দেবে, এইরূপ আরও কিছু অভিজ্ঞানসূচক (বস্তু  
বা বচন) প্রদান করার বা বলার থাকলে আমাকে জানান’

সত্ৰবীদ্ দত্তমেবাহো ময়াভিজ্ঞানমুত্তমম্  
এতদেব হি রামস্যা দৃষ্টা যত্নেন ভূষণম্॥ ১৮

‘প্রদেয়ঃ হনুমন্ বাকাং তব বীর ভবিষ্যতি।  
তখন সীতা বললেন— ‘কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে  
সর্বোত্তম অভিজ্ঞান দিয়ে দিয়েছি। বীর হনুমান ! এই  
অভিজ্ঞানকে যত্ন করে দেখার পর শ্রীরামচন্দ্রের কাছে  
তোমার সকল বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য হবে।’

ন তং মণিবরং গৃহ্য শ্রীমান্ প্রবগসত্তমঃ॥ ১৯

‘প্রণম্য শিরসা দেবীং গমনায়োপচক্রমে।  
তখন সেই শ্রেষ্ঠ মণিকে নিয়ে বানরশিরোমণি শ্রীমান  
হনুমান নতমস্তকে সীতাদেবীকে প্রণামপূর্বক সেই স্থান  
থেকে প্রস্থানে উদ্যত হলেন।

তমুৎপাতকৃতোৎসাহমবেক্ষ্য  
বর্ধমানং মহাবেগমুবাচ

হরিযুথপম্ ॥ ২০

জনকাস্বজা।

অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাত্পগদগদয়া গিরা॥ ২১

বানবযুথপতি মহাবেগবান শ্রীহনুমানকে উল্লস্ফন  
করতে উদ্যমী এবং সেইমুহূর্তে শারীরিকভাবে ক্রমবর্ধমান  
দেখে জনকনন্দিনী সীতার মুগমগুলে অশ্রুপ্রবাহ নেমে  
এল। তিনি দুঃখিত হৃদয়ে অশ্রুনিরুদ্ধ স্বরে বললেন—

হনুমন্ সিংহসংকাশৌ স্নাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।  
সুগ্ৰীবং চ সহামাতাং সর্বান্ ক্রয়া অনাময়ম্॥ ২২

‘বীর হনুমান ! সিংহতুল্য পরাক্রমী শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ  
ভ্রাতৃদ্বয়কে এবং মন্দিরের সজ্জিত সুগ্ৰীবকে এবং অন্য  
সকল বানরবৃন্দকে আমার শারীরিক কুশল জানাবে।

যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়ন্তি রাঘবঃ।  
অস্মাদ্ দুঃখান্বুসংরোধাৎ ত্বং সমাধাতুমহসি॥ ২৩

‘মহাবাহু শ্রীরঘুনাথকে এমনভাবে বুঝিয়ে বলবে  
যাতে তিনি এই দুঃখার্ণব থেকে আমাকে শীঘ্রই উদ্ধার  
করেন।

ইদং চ তীব্রং মম শোকবেগং  
রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনং চ।

ক্রয়াস্ত রামস্যা গতঃ সমীপং  
শিবস্ত তেহস্প্রাস্ত হরিপ্রবীর॥ ২৪

‘হরিমুখা ! আমার সুতীর শোকবেগের কথা এবং  
রাক্ষসদের দ্বারা ভর্ৎসনার বর্ণনা তুমি শ্রীরামচন্দ্রের সকাশে  
বলবে। তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক।’

স রাজপুত্র্যা প্রতিবেদিতার্থাঃ  
কপিঃ কৃতার্থঃ পরিহৃষ্টচেতাঃ।

তদন্তশেষং প্রসমীক্ষ্য কার্যং  
দিশং হৃদীচীং মনসা জগাম॥ ২৫

রাজকুমারী সীতাদেবীর সন্দেশের মমার্থ হৃদয়ঙ্গম  
করে শ্রীহনুমান নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন এবং  
আনন্দিত চিত্তে মুহূর্তের জন্য পরবর্তী দায়িত্বের কথা চিন্তা  
করে সেই স্থান থেকে মনে মনে সমুদ্রের উত্তরদিকের  
উপকূলে পৌঁছে গেলেন (অর্থাৎ, তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্তা  
করতে লাগলেন, যিনি উত্তর দিকে অবস্থিত কিঙ্কিণ্যাতে  
অপেক্ষা করছিলেন)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

## একচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪১)

শ্রীহনুমান কর্তৃক প্রমদাবন (অশোকবাটিকা) বিধ্বংস

স চ বাগ্ভিঃ প্রস্তুতঃ প্রমদাবনং পুঞ্জিতবান্।  
তদানন্তরং ভোদ্যমানঃ চিত্তবাসান বানবঃ ॥ ১ ॥  
কিঞ্চিদনন্তরং সতং সতং সন্ধানতঃ প্রমদাবনং  
বিনশ্বতঃ সতং সতং সন্ধানতঃ প্রমদাবনং  
এই প্রমদাবনং সতং সতং সন্ধানতঃ

অন্তঃসংক্রমণঃ কার্যঃ দৃষ্টমসিত্তেষ্ণা।  
ইন্দ্রবানভিক্রমা চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে ॥ ২ ॥

‘অন্য প্রমদাবনং সাত্ত্বিক দর্শন পেয়েছি,  
এখন অন্যর কথার অর্থমাত্র অবশিষ্ট থেকে গেছে, তা  
হল শত্রুর শক্তি পক্ষ, অর্থাৎ বল অবগত হওয়া। এই  
বিষয়ের উপর যুক্ত বাক্যধর্ম চারটি পথ বলা  
অহং-সম, শত্রুর প্রতি মধুর বাক্য, দান (উপঢ়েকন),  
ভেদ (শত্রুর বিবেক সৃষ্টি করা) এবং দণ্ড (সম্মুখ  
সমর)। এগুলি প্রথম তিনটি উপায় লঙ্ঘন করে চতুর্থ  
উপায়টি প্রয়োগ করা হয়ে পড়েছে।

ন সাম রক্ষসু গুণায় কল্যতে  
ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে।

ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ  
পরাক্রমেষু মমেহ রোচতে ॥ ৩ ॥

‘রক্ষসদের প্রতি সামনীতির প্রয়োগে লাভ হয় না।  
এরা ঐশ্বর্যশালী ও প্রভূত সম্পদের অধিকারী, অতএব  
দান-কপ উপায়ের কোন উপযোগ নেই। এছাড়াও এরা  
বলদর্পে মত্ত থাকে। অতএব ভেদনীতির কার্যকারিতাও  
এখানে নেই। এমতাবস্থায়, আমার মনে হয় এক্ষেত্রে শক্তি  
প্রয়োগটি উচিত মনে হচ্ছে।

ন চাসা কার্যস্য পরাক্রমাদৃতে  
বিনিশ্চয়ঃ কশ্চিদিহোপপদাতে।

হতপ্রবীরাশ্চ রণে হু রাক্ষসাঃ  
কথং চিদীয়ুগদিহাদ্য মার্দবম্ ॥ ৪ ॥

‘এই কার্যের সিদ্ধির জন্য পরাক্রম ব্যতীকে অন্য  
কোন উপায়ের অবলম্বন সঠিক নয়। যদি সমবে  
রাক্ষসপক্ষের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হয়, তবে এরা  
কিছুটা হীনবল হয়ে পড়বে।

কার্যে কর্মদি নির্বৃন্তে যো বহুনাপি সাধয়োঃ।

পূর্বকার্যবিনোদনং স কার্যঃ কর্তুমর্হসি ॥ ১ ॥  
‘যে পূর্বম প্রদান কর সমাধা হয়ে যাওয়ার পর,  
প্রদানকার্যের অবিনোদী বহুপ্রকার আনুষঙ্গিক কার্যসমূহ  
সম্পন্ন করে নেয়া, সেই ব্যক্তিই সুচাকরুপে কর্ম করবে  
সমর্থ।

ন হ্যেকঃ সাধকো হেতুঃ স্বল্পসাপীহ কর্মণঃ  
নো হ্যর্থঃ বহুশা বেদ স সমর্থোহর্ষসাধনো ॥ ২ ॥

‘যুদ্ধ কর্মের সম্পাদনেও একটিনাত্র উপায়-ই কার্য  
হিসেবে প্রতিপন্ন হয় না। যিনি কোন একটি কার্যে  
সম্পাদনে অনেক প্রকার উপায় জানেন, তিনি  
কার্যসম্পাদনে অধিক পারদর্শী।

ইহৈব তাবৎকৃতনিশ্চয়ো হ্যহং  
ব্রজেন্দ্রমদ্য প্রবণেশুরালয়ম্।

পরাক্রমসম্মদবিশেষতত্ত্ববিৎ  
ততঃ কৃতং স্যান্মম তর্জশাসনম্ ॥ ৩ ॥

‘যদি এই যাত্রায় একথা সঠিকভাবে বুঝে নিতে পারি  
যে আত্মপক্ষ ও শত্রুপক্ষের যুদ্ধ হলে কোন পক্ষ প্রভু  
এবং কোন পক্ষ দুর্বল, এবং ভবিষ্যতের কার্যসমূহ  
নিশ্চিত হয়ে সুগ্ৰীবের সকাশে উপস্থিত হই, তাহলে অন্য  
প্রভু সুগ্ৰীবের আদেশ পূর্বতঃ পালিত হয়েছে বলে দাবী  
হবে।

কথং নু স্বদ্য ভবেৎ সুখাগতঃ  
প্রসহ্য যুদ্ধঃ মম রাক্ষসৈঃ সহ।

তথৈব স্বদ্যাবলং চ সারবৎ  
সমানয়েন্মাং চ রণে দশাননঃ ॥ ৪ ॥

‘কিন্তু আমার এতদূরে আগমন আজ কিভাবে সম্ভব  
অথবা শুভ পরিণামের উৎস হতে পারে? রাক্ষস  
সঙ্গে সহসা যুদ্ধ করার সুযোগ কিভাবে পাওয়া যাবে  
এবং দশানন রাবণ যুদ্ধে নিজের সৈন্যদেবও আমার  
তুলনামূলক বিবেচনা করে কিভাবে বুঝবে পারবে যে  
কেশি বলশালী?

ততঃ সমাসাদ্য রণে দশাননঃ  
সমস্ত্রিবর্গং সবলং সয়ামিনম্।

হৃদি স্থিতং তস্য মতং বলং চ



সুখেন মহাহমিতঃ পুনরুজ্জৈ ॥ ৯

‘সেই যুদ্ধে মন্ত্রী, সৈন্য ও সহযোগীদের সঙ্গে  
রাক্ষসকে সম্মুখে পেয়ে আমি তার মনোভিলাষ ও  
সমবশক্তি সহজে বুঝে নিতে পারব এবং তারপরে এখান  
থেকে প্রস্থান করব।

ইদমস্যা নৃশংসস্য নন্দনোপমমুত্তমম্।  
বনং নেত্রমনঃকাত্তং নানাক্রমলতায়ুতম্ ॥ ১০

‘নির্দয় রাবণের সুন্দর উপবন এক নয়নসুখকর ও  
মনোরম স্থান। নানা প্রকারের বৃক্ষ-লতাदिতে পরিপূর্ণ  
ধাকার জন্য এই বনভূমি নন্দন কাননের ন্যায় প্রতীত  
হচ্ছে।

ইদং বিশ্বঃসমিধ্যামি শুভ্রং বনমিবানলঃ।  
অগ্নিন্ ভগ্নে ততঃ কোপং করিষ্যতি স রাবণঃ ॥ ১১

‘যেমন করে আগুন শুষ্ক বনকে পুড়িয়ে দেয়,  
তেমনি আমিও এখন এই উপবনকে বিধ্বস্ত করে দেব।  
এটি ধ্বংস হয়ে গেলে রাবণ নিশ্চয় আমার উপর  
ক্রোধাধিত হবে।

ততো মহৎসামুদ্রাহরথবিপং  
বলং সমানেঘ্যতি রাক্ষসাবিপং।  
ত্রিশূলকাল্যায়সপাট্রিশায়ুধং

ততো মহদ্যুদ্ধমিদং ভবিষ্যতি ॥ ১২

‘তদনন্তর, সেই রাক্ষসরাজ হস্তী, অশ্ব ও বিশাল  
রথ সমায়ুক্ত এবং ত্রিশূল লৌহনির্মিত পাট্রিশ (অর্থাৎ বর্শা)  
প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল সৈন্যদল নিয়ে  
আসবে। অতএব, সেখানে ঘোরতর যুদ্ধ হবে।

অহং চ তৈঃ সংযতি চতুর্বিক্রমৈঃ  
সমেতা রক্ষোভিরভঙ্গবিক্রমঃ।

নিহত্য তদ্ রাবণচোদিতং বলং  
সুখং গমিষ্যামি হরীশ্চরালয়ম্ ॥ ১৩

‘এই যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় আমি অত্যন্ত  
পরাক্রমী রাক্ষসদের সম্মুখীন হব এবং রাবণ কর্তৃক  
প্রেরিত সকল সৈন্যকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিয়ে সুখে  
সুগ্রীবের নিবাসস্থল কিষ্কিন্দ্যাপুরীতে ফিরে যাব।’

ততো মারুতবৎ ক্রুদ্ধো মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।  
উরুবেগেন মহতা ক্রমান্ কেধুমধারতঃ ॥ ১৪

অতঃপর, ভীমবিক্রমী পবনকুমাৰ গ্রীহনুমান  
ক্রোধাধিত বায়ুদেবের ন্যায় উরু ভঙ্গিমার বেগবতায়

বৃক্ষরাশি উৎপাটিত করে উৎক্ষেপন করতে লাগলেন।

ততঃকনুমান বীরো বভঞ্জ প্রমদাবনম্।

মন্ত্রবিজ্ঞসমাধুটং নানাক্রমলতায়ুতম্ ॥ ১৫

এইভাবে বীর হনুমান মন্ত পক্ষিকুলের কলরবে  
মুখরিত এবং বিনিধপ্রকার বৃক্ষ ও লতা সমূহে পরিপূর্ণ  
সেই প্রমদাবন (অন্তঃপুর্বের উপবন)-কে উজাড় করে  
ফেললেন।

তখনং মথিতৈর্নৃকৈর্ভিদ্বেশ্চ সলিলাশয়ৈঃ।

চূর্ণিতৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ বভূবাপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ১৬

তথাকার বনস্থলীকে ঝণ্ড বিখণ্ড করে  
জলাশয়গুলিকে মথিত করে ফেললেন এবং পর্বতশৃঙ্গগুলি  
চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সুন্দর প্রমদাবনকে অল্পসময়ের মধ্যে  
বীভৎস করে তুললেন।

নানাক্ষুদ্রবিরুতৈঃ প্রতিমসলিলাশয়ৈঃ।

তাপ্রৈঃ কিসলয়ৈঃ ক্রান্তৈঃ ক্রান্তক্রমলতায়ুতৈঃ ॥ ১৭

ন বভৌ তদ্ বনং তত্র দাবানলহতং যথা।

বাকুলাবরণা রেজুর্বিহুলা ইব স্তা লতাঃ ॥ ১৮

নানা ধরণের পাখিরা ভয়বিহুল হয়ে কাতরস্বরে  
ডাকতে লাগল, জলাশয় সমূহের কিনারা ও ঘাটগুলি  
ভগ্নাংশ প্রাপ্ত হল, তাম্রবর্ণের কিশলয়গুলি ঝলসে গেল  
এবং বৃক্ষ ও লতাসমূহ শুষ্কপ্রায় দেখাতে লাগল। দাবানলে  
দগ্ধ বনের ন্যায় প্রমদাবন আর সুশোভিত দেখাল না,  
বিহুলা বিস্রস্তা স্ত্রীলোকের মতো বনলতাগুলি ধরাশায়ী হয়ে  
গেল।

লতাগূহৈশ্চিত্রগূহৈশ্চ সাদিতৈ-

ব্যালৈর্মৃগৈরার্তবৈশ্চ পক্ষিভিঃ।

শিলাগূহৈরুপথিতৈস্তথা গূহৈঃ

প্রপট্টরূপং তদভূমহদ্ বনম্ ॥ ১৯

লতামণ্ডপ ও চিত্রশালাগুলি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল,  
সংরক্ষিত হিংস্র প্রাণীরা — হরিণ ও বিবিধ বিহঙ্গকুল  
আর্তস্বরে ডাকতে লাগল, প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদ এবং  
সাধারণ গৃহাদি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এইভাবে সেই  
প্রমদাবনের সকল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল।

সা বিহুলাশোকলতাপ্রতানা

বনস্থলী শোকলতাপ্রতানা।

জাতা দশাস্যপ্রমদাবনস্য

কপের্বলাদ্ধি প্রমদাবনস্য ॥ ২০



বাক্সসবাজ রাবণের অন্তঃপুরিকাগণের বিলাস  
বিহার সেই বনস্থলী শোভনীয় লতাবিতানের আকার  
গ্রহণ করল। শ্রীহনুমানের বলপ্রয়োগে সেই কাননভূমি  
সম্পূর্ণ শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। তার দুলাবস্থা দেখে  
দুঃখ হয়।

ততঃ স কৃত্বা জগতীপভের্মহান্

মহদ্ বালীকং মনসো মহাম্বনঃ।

গুণ্ডসুরেকো

নবভর্মহাবলৈঃ

প্রিয়া জলংস্থোরণমপ্রিতঃ কপিঃ

এই প্রকারে মহামনা রাজা রাবণের কপির  
কষ্টদায়ক কার্য সম্পন্ন করে বহু মহাবলীর সঙ্গে একত্রে  
করার উচ্চায় কর্পশ্রেণী শ্রীহনুমান প্রমদাবনে  
দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। সেইসময়ে তিনি  
অঙ্কুর তেজে বিভাসিত হচ্ছিলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতঃ বান্দীকীয়ে আদিকাব্যো সুন্দরকাণ্ডে একোচত্রাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোচত্রাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

### দ্বিচত্রাবিংশঃ সর্গঃ (৪২)

রাক্ষসীগণের মুখে বানর কর্তৃক প্রমদাবনের ধ্বংসবৃত্তান্ত শুনে রাবণের দ্বারা কিঙ্কর

নামক হাজার হাজার রাক্ষস প্রেরণ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক তাদের বিনাশ

ততঃ পক্ষিনিনাদেন বৃক্ষভঙ্গরেন চ।

বহুবৃক্ষাসলম্বাতাঃ সর্বৈ লঙ্কানিবাসিনঃ ॥ ১

তথায় পক্ষিকুলের আর্ত চিৎকার ও বৃক্ষরাজি ভেঙ্গে  
ফেলার শব্দে লঙ্কাপুর্বীর সকল আবাসিক ভয়বিহীন হয়ে  
পড়ল

বিভ্রতাস্চ ভয়ব্রজা বিনেদুর্গপক্ষিণঃ

রক্ষসাং চ নিমিত্তানি ক্রুরাণি প্রতিপেদিরে ॥ ২

পশুপক্ষিগণ ভয়ে ভীত পলায়ন করতে লাগল এবং  
আর্তনাদ শুরু করল। রাক্ষসকূলে ভয়ংকর অন্তঃ লক্ষণ  
প্রকটিত হতে থাকল

ততো গভায়াং নিদ্রায়াং রাক্ষসো বিকৃতাননাঃ।

তদ্ বনং দদৃশুর্ভগুং তং চ বীরং মহাকপি ॥ ৩

প্রমদাবনে নিদ্রিত বীভৎস-দর্শন রাক্ষসীদের  
নিদ্রাভঙ্গ হল। তারা ধ্বংসসাং প্রমদাবনকে দেখল এবং  
সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টি বীর মহাকপি শ্রীহনুমানের উপর  
পড়ল।

স জা দৃষ্টা মহাবাহর্মহাসঙ্ঘো মহাবলঃ।

চকার সূমহজগং রাক্ষসীনাং ভয়বহনঃ ॥ ৪

মহাবলী, মহাসাহসী এবং মহাবাহু শ্রীহনুমান সেই  
সকল রাক্ষসীদের দেখে, তাদের মনে চর উল্বেককরী  
বিশালাকার রূপ ধারণ করলেন।

ততস্ত গিরিসংকাশনভিকায়ং মহাবলঃ।

রাক্ষসো বানরঃ দৃষ্টা পপ্রচ্ছূর্জনকারজান্ ॥ ৫

পর্বততুল্য বিশাল শরীর মহাবলী বানরকে দেখে  
রাক্ষসীরা জনকনন্দিনী সীতাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—

কোহয়ং কস্য কুতো বায়ং কিরিনিত্তমিহাগতঃ

কথং ত্বয়া সহানেন সংবাদঃ কৃত ইত্যতঃ ॥ ৬

আচ্ছ নো বিশালাক্ষি মা ভূতে সুভগে ভয়ঃ।

সংবাদমসিতাপাঙ্গি ত্বয়া কিং কৃতবানহ ॥ ৭

‘বিশাললোচনে !’ ইনি কে ? কোথা হতে, কেন  
উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন ? তোমার সাথে কেন ক  
বলছিলেন ? কাজল সুন্দরি ! সবকিছু আমাদের বলো। হ  
পেও না। তোমার সাথে কি কথা হয়েছে, বলো।’

অথাত্রবীৎ তস্মা সাক্ষী সীতা সর্বাসশোভনা।

রক্ষাঃ কামরূপাণাং বিজ্ঞানে কা গতির্মম। ৮  
তখন সর্বাসুন্দরী সাক্ষী সীতা বললেন

‘তুমি সবারে রূপ ধারণকারী এবং বলশালী রাক্ষসদের  
বুঝাব বা চিনবার উপায় কী কবে জানব?’

হুমেনবাসা জানিত যোহয়ং যদ্ বা করিষ্যতি।

জরিবেব হ্যহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়াঃ ৯

‘তোমরাই জানো ইনি কে এবং কী করবেন? সাপই  
চলতে পারে সাপের কয়টা পা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হুমপতিভীতান্মি নৈব জানামি কো হুমম্।

বৈষ্ণৱ্য রাক্ষসম্ভবেনং কামরূপিণমাগতম্ ১০

‘আমিও অতিশয় ভয় পেয়েছি, জানি না ইনি কে?

অহি তো এই বানরকে ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী আগত  
রাক্ষস বলে ভেবেছি।’

বৈষ্ণৱ্য বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসো বিকৃত্য দ্রুতম্।

ক্ৰিষ্টাঃ কশ্চিদগতাঃ কশ্চিদ্ রাবণায় নিবেদিতম্ ১১

বিদেহনন্দিনী সীতার এই কথা শুনে রাক্ষসীরা দ্রুত  
সে-স্থান ত্যাগ করল। কেউ কেউ তথায় অপেক্ষা করতে

লাগল, কেউ কেউ রাবণকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করার  
জন্য ছুটল

রাবণস্য সমীপে তু রাক্ষসো বিকৃতাননাঃ।

বিরপং বানরং ভীমং রাবণায় ন্যবেদিষুঃ ১২

রাবণের সমীপে গিয়ে বিকরাল দর্শন রাক্ষসীরা

রাবণকে অবগত করল যে কোনো এক বিকটরূপধারী

জয়ংকর বানর প্রমদাবনে উপস্থিত হয়েছে।

অশোকবনিকামধ্যে রাজন্ ভীমবপুঃ কপিঃ।

সীতয়া কৃতসংবাদস্তিষ্ঠত্যমিতবিক্রমঃ ১৩

তারা রাবণকে নিবেদন করল — ‘রাজন্!

অশোকবনে এক বানর এসেছে, যার শরীর বড়

শক্তিশালী, সে সীতার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল (আমরা

দেবেছি), সেই মহাপরাক্রমী বানর এখনও সেখানে

উপস্থিত রয়েছে।

ন চ ত্ব জানকী সীতা হরিং হরিণলোচনা।

অমার্চিবহ্মা পৃষ্ঠা নিবেদয়িতুমিচ্ছতি ১৪

‘আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও মৃগনয়না সীতা

সেই বানর সম্বন্ধে কিছুই বলতে চাইছে না।

বাসবস্য ভবেদ্ দূতো দূতো নৈশ্রবণস্য বা।

প্রেমিতো বাপি রামেণ সীতাহেষণকালক্ষ্ম্যা ১৫

‘সম্ভবতঃ সেই বানর ইন্দ্র অথবা কুবেরের দূত,

কিংবা শ্রীরামচন্দ্র সীতার খোঁজে তাকে পাঠিয়েছেন।

তেনৈবাস্তুতরূপেণ যন্তস্তব মনোহরম্।

নানামৃগগণাকীর্ণং প্রমুগ্ধং প্রমদাবনম্ ১৬

‘অদ্ভুত দর্শন সেই বানর নানাবিধ পশু-পক্ষীতে

পরিপূর্ণ আপনার মনোহর প্রমদাবনকে একেবারেই ধ্বংস

করে দিয়েছে।

ন তত্র কশ্চিদুদ্দেশো যন্তেন ন বিনাশিতঃ।

যত্র সা জানকী দেবী স তেন ন বিনাশিতঃ ১৭

‘প্রমদাবনের এমন কোনো জায়গা নেই যা সেই

বানর নষ্ট করে দেয়নি কেবলমাত্র যেখানে সীতা অবস্থান

করছে, সেইটুকু স্থানটিকে সে ধ্বংস করেনি।

জানকীরক্ষণার্থং বা শ্রমাদ্ বা নোপলক্ষ্যতে।

অথবা কঃ শ্রমস্তস্য সৈব তেনাভিরক্ষিতা ১৮

‘জানকীর রক্ষার্থে কিংবা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে

প্রমদাবনের ওই স্থানটি অক্ষত রেখে দিয়েছে—এবিষয়ে

নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। অথবা, হয়ত তার কি আর

পরিশ্রম হয়েছে? সে নিশ্চয় সীতার সুরক্ষার জন্য

প্রমদাবনের সেই অংশটিতে হাত দেয়নি।

চাক্রপল্লবপত্রাঢাং ষং সীতা স্বয়মাহ্বিতা।

প্রব্ধাঃ শিশুপাবুক্ষাঃ স চ তেনাভিরক্ষিতাঃ ১৯

‘মনোহর পত্রপল্লবে সুশোভিত যে বিশাল অশোক

বৃক্ষের নীচে সীতা অবস্থান করছে, বানর সেইটি সুরক্ষিত

রেখে দিয়েছে।

তস্যোগ্ররূপস্যোগ্রং ত্বং দণ্ডমাজ্জাতুমর্হসি।

সীতা সম্ভাষিতা যেন বনং তেন বিনাশিতম্ ২০

‘যে সীতার সঙ্গে বার্তালাপ করেছে এবং

প্রমদাবনকে ধ্বংসস্যাৎ করেছে সেই উগ্র বানরকে আপনি

কঠোর দণ্ড দেওয়ার আদেশ করুন।

মনঃপরিগৃহীতাং ত্যাং তব রক্ষোগণেশ্বর।

কঃ সীতামতিভাষেত যো ন স্যাৎ ত্যক্তজীবিতঃ ২১

‘রাক্ষসরাজ! যাকে আপনি নিজের হৃদয়ে স্থান

দিয়েছেন, সেই সীতার সঙ্গে কে কথা বলতে সাহস করে,



কি না সে নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করে থাকে ?  
বান্দসীনাং বচঃ প্রজ্ঞা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

চিন্তাপ্রিবি জজ্বল কোপসংবর্তিতেকণঃ॥ ২২

বান্দসীনাং সেই সকল কথা শুনে বান্দসদের রাজা  
চিন্তার নাথ হেঁসে বলে উঠলেন। ক্রোধে তাঁর নেত্রদ্বয়  
ধ্বজিত হতে লাগল।

তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপত্যপ্রবিন্দবঃ।

দীপ্ত্যভাষিবা দীপ্যভ্যাং সার্চিসঃ প্রেহবিন্দবঃ॥ ২৩

তাঁর ক্রুদ্ধমনেয় থেকে অশ্রু বিন্দু পড়তে লাগল,  
যেমন প্রদীপ্ত প্রদীপের থেকে আগুনের শিখার সাথে  
তৈলবিন্দু করে পড়তে থাকে।

আত্মনঃ সন্ধান বীরান্ কিঙ্করাম্যাম রাক্ষসান্।

বান্দিশে মহাতেজা নিগ্রহার্থং হনুমতঃ॥ ২৪

সেই মহাতেজস্বী নিশাচর রাক্ষসরাজ শ্রীহনুমানকে  
বন্দি কববর উদ্দেশ্যে নিজের মতোই পরাক্রান্ত কিঙ্কর  
নামক বান্দসগণকে যাত্রা করার আদেশ দিলেন।

হেমামশীতিসাহস্রং কিঙ্করাণাং তরঙ্গিনাম্।

নির্যমুর্ভবনাং তস্মাৎ কূটমুদারপাণয়ঃ॥ ২৫

রাজার আজ্ঞায় অশীতি সহস্র বেগবান কিঙ্কর কূট ও  
মুকার হস্তে প্রাসাদপুরী থেকে নির্গত হয়ে গেল।

মহোদরা মহাদংষ্ট্রা ঘোররূপা মহাবলাঃ।

যুদ্ধাভিমনসঃ সর্বৈ হনুমদগ্রহণোন্মুখাঃ॥ ২৬

সেই সকল কিঙ্করগণের উদর বিশাল ছিল, দন্তবাজি  
ছিল বড় আকারের এবং তারা ভয়ানক দর্শন ছিল। তারা  
সবাই মহা পরাক্রমী, যুদ্ধাভিলাষী ও শ্রীহনুমানকে বন্দি  
করার জন্য উৎসুক ছিল।

তে কপিং তং সমাসাদ্য তোরণহ্রমবহ্নিতম্।

অভিশেতুর্মহাবেগাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্॥ ২৭

প্রমদাবনের তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান সেই  
বানরবীরকে দেখতে পেয়ে সকল বেগবান নিশাচর  
(কিঙ্কর) চতুর্দিকে থেকে অগ্নি-অভিযুখী পতঙ্গগুলোর মতো  
তার দিকে ধাবিত হল।

তে গদাভিবিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাদৈঃ।

আজমুর্দ্বানরশ্রেষ্ঠং শরৈরাতিভাসমিভৈঃ॥ ২৮

তারা বিচিত্র গদা, স্বর্ণমণ্ডিত লৌহ দণ্ড ও সূর্যের

সমান প্রজ্জ্বলিত শরসমূহে সুসজ্জিত হয়ে শ্রীহনুমানকে  
উপর আক্রমণ করল।

মুদগরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ প্রাসতোমরপাণয়ঃ।

পরিবার্য হনুমন্তং সহসা তদুগ্রজাঃ॥ ২৯

কিঙ্করেরা সকলে দ্রুতবেগে শ্রীহনুমানকে পরিবেষ্টিত  
করে ফেলল এবং তাঁর সম্মুখে মুদগর, পট্টিশ (অর্ধ-  
একপ্রকার শস্ত্র, তীক্ষ্ণ মুগ বর্শা), ত্রিশূল, প্রাশ (কোপের  
বর্শা), তোমর (শর্বলা) হস্তে উপস্থিত হল।

হনুমানপি ভেজস্বী শ্রীমান্ পর্বতসরিভঃ।

কিতাবাবিক্য জাগৃৎ ননাদ চ মহাধনিম্॥ ৩০

তখন পর্বততুল্য বিশালকার ভেজস্বী শ্রীহনুমানও  
পুচ্ছকে মাটিতে বারংবার আঘাতপূর্বক গর্জন করতে  
লাগলেন।

স ভূত্বা ভু মহাকাযো হনুমান্ মারুতাস্তভঃ।

পুচ্ছমাস্ফোট্যামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্॥ ৩১

পবনপুত্র শ্রীহনুমান অতিশয় বিশাল অবয়ব ধারণ  
করে পুচ্ছ দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে লঙ্কানগরীতে  
প্রতিধ্বনি তুললেন।

তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা চানুনাদিনা।

পেতুর্বিহঙ্গা গগনাদুচ্চৈশ্চৈদমঘোষয়ৎ॥ ৩২

তাঁর পুচ্ছ তাড়নের গভীর শব্দ বহু দূর পর্যন্ত স্নানিত  
হচ্ছিল এবং তাতে ভয়ানক হয়ে পক্ষিরা আকাশ থেকে  
পতিত হচ্ছিল। তখন শ্রীহনুমান উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা  
করলেন।

জয়ততিবলো রামো লঙ্কণক্ষ মহাবলঃ।

রাজা জয়তি সুগ্ৰীবো রামবেণাভিপালিতঃ॥ ৩৩

দাসোহহঃ কোসলেঙ্গস্য রামস্যাক্রষ্টকর্মণঃ।

হনুমান্ শক্রসৈন্যানাং নিহন্ত্য মারুতাস্তভঃ॥ ৩৪

ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ।

শিলাভিচ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ॥ ৩৫

অর্দগিহ্মা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্।

সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিথতাং সর্বরক্ষসাম্॥ ৩৬

‘অত্যন্ত বলবান ভগবান শ্রীরাম ও মহাবলী লঙ্কণের  
জয় হোক। শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক সুসজ্জিত রাজা সুগ্রীবের জয়  
হোক। অনায়াস-পরাক্রমী কৌশলনরেশ শ্রীরামচন্দ্রের দাস



জানি, আমার নাম হনুমান। আমি পবনদেবের পুত্র এবং  
সুন্দরসেনার সংহারক। যখন আমি হাজার হাজার প্রস্তর  
খণ্ডসমূহ এবং উৎপাটিত বৃক্ষবাজির দ্বারা শত্রুদেবকে  
গ্রহণ করব, তখন সহস্র সহস্র রাবণ একত্রে মিলেও যুদ্ধে  
আমার প্রতিপক্ষ হতে পারবে না। আমি লক্ষ্মাপুরীকে  
হস্তগত করে ফেলব এবং সামনেই মিথিলানন্দিনী  
স্বতন্ত্র প্রণামপূর্বক সকলের কার্য সমাধা করে প্রত্যাবর্তন  
করব।

সো সন্নাদশদেন তেহভবন্ ভয়শক্তিভাঃ।

দৃষ্টং হনুমন্তং সদ্ধ্যামেঘমিবোন্নতম্॥ ৩৭

শ্রীহনুমানের গর্জনে সকল রাক্ষস ভয় ও আতঙ্কে  
হতভূত হয়ে গেল এবং তারা শ্রীহনুমানকে সাক্ষ্য মেঘের  
ন্যায় রজাত ও সু-উচ্চ রূপে দেখতে পেল।

হুমিস্রদেশনিঃশঙ্কাততস্তে রাক্ষসাঃ কপিম্

চিহ্নেঃ প্রহরনৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ॥ ৩৮

শ্রীহনুমান নিজের প্রভুর নাম উচ্চারণ করে স্বয়ং  
নিজ পরিচয় দিয়ে দিলেন, অতএব তাঁকে চিনতে আর  
সন্দেহের অবকাশ থাকল না। তখন তারা ভয়ংকর অস্ত্র  
শব্দাদি প্রহার করতে করতে চতুর্দিক হতে তাঁর দিকে  
ভয়স্বর হল।

স তেঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ সর্বতঃ স মহাবলঃ।

আসন্নাদায়ং ভীমং পরিঘং তোরণাপ্রিতম্॥ ৩৯

সেই সকল শূরবীর রাক্ষসগণের দ্বারা সবদিক  
থেকে পরিবৃত হয়ে শ্রীহনুমান তোরণস্থিত এক ভয়ংকর  
পরিঘ অর্থাৎ লৌহ গদা হাতে তুলে নিলেন।

স তং পরিঘমাদায় জঘান রজনীচরান্।

সদগমিবাদায় শ্মুরন্তং বিনতাসুতঃ॥ ৪০

যেমন করে বিনতানন্দন গরুড় চঞ্চল সর্পকুলকে  
নখের ধরে বধ করে সেইরূপ শ্রীহনুমান পরিঘতুল্য  
লৌহ দণ্ডকে হস্তগত করে রাক্ষসগণের সংহার আরম্ভ  
করলেন।

বিচচারাঘরে বীরঃ পরিগৃহ্য চ মারুতিঃ।

সুদ্যামাস বজ্রোণ দৈত্যানিব সহস্রদৃক্॥ ৪১

বীর পবনকুমার পরিঘ-হস্তে আকাশে বিচরণ  
করতে লাগলেন এবং সহস্রাঙ্গ ইন্দ্রের ন্যায় বজ্রাঘাতে  
দৈত্যদের মতো করে পরিঘের আঘাতে রাক্ষসদের বধ  
করলেন।

স হৃদ্য রাক্ষসান্ বীরঃ কিঙ্করান্ মারুতাস্তজঃ

যুদ্ধাকাক্ষী মহাবীরস্তোরণং সমবহ্নিতঃ॥ ৪২

সেই সকল কিঙ্কর নামক রাক্ষসদের বধ করে  
মহাবীর পবনপুত্র শ্রীহনুমান যুদ্ধের অভিলাষে পুনরায়  
তোরণের উপরে এসে দাঁড়ালেন।

ততস্তস্মাদ্ ভয়ানুজাঃ কতিচিচ্ছত্র রাক্ষসাঃ।

নিহতান্ কিঙ্করান্ সর্বান্ রাবণায় ন্যবেদয়ান্॥ ৪৩

তদনন্তর, নির্ভয় কিছু রাক্ষস সেখান থেকে গিয়ে  
রাবণকে সমস্ত কিঙ্করদের মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করল।

স রাক্ষসানাং নিহতং মহাবলং

নিশমা রাজা পরিবৃত্তলোচনঃ।

সমাদিদেশাপ্রতিমং পরাক্রমে

প্রহস্তপুত্রং সমরে সুদুর্জয়ম্॥ ৪৪

রাক্ষসপক্ষের বিশাল সৈন্যদলের নিম্ন সংবাদ  
শ্রুনে রাক্ষসরাজ রাবণের চক্ষু কপালে উঠল এবং অমিত  
পরাক্ষমশালী প্রহস্ত-এর পুত্রকে শ্রীহনুমানের বিরুদ্ধে  
সমরে যেতে আদেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

## ত্রিচন্দ্রনিঃশঃ সর্গঃ (৪৩)

শ্রীহনুমান কর্তৃক চৈতাপ্রাসাদ ধ্বংস এবং তপাকার প্রভবিত্তের ভাষ্য

ততঃ স কিঙ্করান্ হস্তা হনুমান্ ধ্যানমাহুতঃ।  
বনঃ ভগ্নঃ ময়া চৈতাপ্রাসাদৌ ন বিনাশিতঃ॥ ১

এদিকে কিঙ্করদের বধ করার পর শ্রীহনুমান চিন্তা করতে লাগলেন যে 'আমি প্রমদাবনকে ধ্বংস করে দিয়েছি, কিন্তু এই চৈতাপ্রাসাদকে (অর্থাৎ রাক্ষসদের কুলদেবতার স্থান) ধ্বংস করা হয়নি।

ভস্মাৎ প্রাসাদমদৌবমিমং বিধ্বংসয়ামাহম্।  
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ মনসাদর্শয়ান্ বলম্॥ ২

চৈতাপ্রাসাদমুৎপুত্য মেরুশৃঙ্গমিবোমতম্।  
আরুরোহ হরিশ্রেষ্ঠো হনুমান্ মারুতাস্বজঃ॥ ৩

'অতএব আজ এই চৈতাপ্রাসাদও বিধ্বংস করব'—মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে পবনপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান নিজের শক্তি প্রকাশিত করতে করতে মেরুপর্বতের শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ চৈতাপ্রাসাদের উপরিভাগে উল্লম্বনপূর্বক আরোহণ করলেন।

আরুহ্য গিরিসংকাশং প্রাসাদং হরিয়ুথপঃ।  
বজৌ স সুমহাতেজাঃ প্রতিসূর্য ইবোদিতঃ॥ ৪

সেই পর্বতাকার প্রাসাদে আরোহণ করে মহাতেজস্বী বানর-যুথপতি শ্রীহনুমান অচিরে উদিত দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় শোভিত হতে লাগলেন।

সম্প্রধৃষ্য তু দুর্ধ্বশ্চৈতাপ্রাসাদমুমতম্।  
হনুমান্ প্রজ্ঞসর্গক্ষ্মা পারিয়াত্রোপমোহভবৎ॥ ৫

উচ্চ চৈতাপ্রাসাদ আক্রমণ করে দুর্ধ্ব বীর শ্রীহনুমান নিজের সহজ শোভায় উদ্ভাসিত হয়ে 'পারিয়াত' পর্বতের সমতুল্য প্রতীত হলেন।

স তুহ্মা সুমহাকায়ঃ প্রভাবান্ মারুতাস্বজঃ।  
ধৃষ্টমাশ্ফোটিয়ামাস লজ্জাং শব্দেন পূরয়ান্॥ ৬

তেজস্বী পবনকুমার নিজের প্রভাবে সুবিশাল অবয়ব ধারণ করে উচ্চ নিনাদের করধ্বনিতে প্রাসাদটি ধ্বংস করতে লাগলেন।

ভস্মাশ্ফোটিতশব্দেন মহতা শ্রোত্রঘাতিনা।  
পেতুর্বিহঙ্গমাত্তত চৈতাপালাশ্চ মোহিতাঃ॥ ৭

প্রাসাদ ধ্বংসের সেই ভয়ংকর শব্দ শ্রোত্রের (কানের পক্ষে) বিদারণকারী ছিল। তাতে বিহগেরা এবং

চৈতপ্রেজিগণ দুর্জিত হয়ে দুর্জিত হয়ে

অগ্নিবিজয়তঃ রানৌ লক্ষ্যং হনুমান্  
রাজা ভয়তি সুগ্রীবো বনবন্দ্যঃ  
দাসোহহং কোমলেন্দ্রনা রামস্য  
হনুমান্ শক্রসৈন্যানাং নিহতা  
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিসং  
শিলাভিষ্ট প্রহরতঃ পানপেচ  
পর্য়িহ্য পুরীং লক্ষ্মণভিলাষ চ মৈত্রী  
সম্ভার্পো গমিষ্যামি মিনত্রাং

তৎক্ষণে শ্রীহনুমান পুনরায় ঘোষণা করলেন—

বিশারদ ভগবান গ্রীষ্মচন্দ্র ও মৃত্যুদেবী লক্ষ্মণের ভাষ্য  
শ্রীহনুনাথ কর্তৃক সুরক্ষিত সুগ্রীবেরও ভয় হোক।  
কোশল নরেশের দাস, তিনি অনার্যাসে কঠিন কর্তব্য  
করতে পারদর্শী। আমার নাম হনুমান। যখন অর্ধেক  
হাজার (উৎপাটিত) কুম্ভারাজি ও সুবহু প্রহরার  
প্রহার করতে আবশ্য করব, তখন সহস্র-সহস্র  
একত্রে মিলেও আমার সমকক্ষ হতে অথবা সমকক্ষ  
করতে পারবে না। লক্ষ্মণপুরী তখনই হয়ে যাবে  
প্রণামপূর্বক কৃতকৃত্য আমি রাক্ষসদের ডেকে  
দিয়ে প্রহান করব।'

এবমুক্তা মহাকায়শ্চৈত্যাছো হরিয়ুথপঃ।  
ননাদ ভীমনির্ভ্রাদো রাক্ষসাং জনয়ান্ চরমঃ॥

এইরূপ ঘোষণা করে চৈতাপ্রাসাদের উপর  
বিশালকায় বানরযুথপতি শ্রীহনুমান রাক্ষসদের  
সংহার করলেন এবং ভয়ংকর শব্দে গর্জন করে  
তেন নাদেন মহতা চৈতাপালাঃ শতং বহুঃ।  
গৃহীত্বা বিবিধানদ্রান্ প্রাসান্ খড়্গান্ পরশ্বজান্॥

সেই উচ্চ শব্দ শুনে একশত চৈতাপাল নান্দ্র  
প্রাস, খড়্গা ও কুঠার হাতে বেরিয়ে এল।

বিসৃজ্যো মহাকায়্য মারুতিং পর্ববারহন।  
তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিমৈঃ কাঞ্চনাস্কৈঃ।  
আজ্ঞাশ্রুর্বানরশ্রেষ্ঠঃ বাণৈশ্চাদিতাসমিভৈঃ।

সেই সকল সুবিশাল রাক্ষসেরা সকল অস্ত্রের  
করতে করতে পবনকুমার শ্রীহনুমানকে বেঁটন

কেল। বিচিত্র গদ্যসমূহ, স্বর্ণ-প্রলিপ্ত (লৌহ) পরিঃ  
এবং সূর্যতুলা ত্রেহস্রী বাণসমুদয়ে সুসজ্জিত হয়ে তারা  
একত্রে শ্রীহনুমানের উপর আক্রমণ করল,  
আবর্ত ইব গজায়াহোয়াস্য লিপুলো মহান্ ॥ ১৫  
পরিক্রিপা হরিশ্রেষ্ঠঃ স বভৌ রাক্ষসাং গণঃ।

বানবশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে চতুর্দিক থেকে বেধন করে  
ন্যায়মান রাক্ষসদের বিশাল সমষ্টি গজার ভয়ংকর  
ঘূর্ণবর্তের মতো প্রতীত হচ্ছিল।

ততো বাতাস্বজঃ ক্রুদ্ধো ভীমরূপঃ সমাচ্চিতঃ ॥ ১৬  
প্রাসাদসা মহাঃস্তসা ক্রমঃ হেমপরিদৃতম্।

উৎপাটয়িত্বা বেগেন হনুমান্ মারুতাস্বজঃ ॥ ১৭  
ততঃ স্রাময়ামাস শতধারঃ মহাবলঃ।

তত্র চাগ্নিঃ সমভবৎ প্রাসাদচাপাদহাত ॥ ১৮

এভাবে রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পবনকুমার  
শ্রীহনুমান ক্রোধে অতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করলেন।  
মহাবীর শ্রীহনুমান চৈত্যপ্রাসাদের এক স্বর্ণমণ্ডিত ও শতধার  
কৃত্ত তীত্র বেগে উৎপাটিত করলেন এবং সেটিকে ঘূর্ণিত  
করতে লাগলেন। সেই ঘূর্ণনে সঞ্জাত অগ্নি চৈত্যপ্রাসাদকে  
লক্ষীভূত করল।

দহমানঃ ততো দৃষ্টা প্রাসাদঃ হরিশূথপঃ।

স রাক্ষসশতঃ হস্তা বজ্রেপেদ্র ইনাসুরান্ ॥ ১৯

অস্ত্রিরিক্ষিতঃ শ্রীমানিদঃ বচনমব্রবীৎ।

ওই প্রাসাদকে সেইভাবে জ্বলতে দেখে বানরদলপতি  
শ্রীহনুমান বহু দ্বারা অসুরগণের সংহারক ইন্দের ন্যায় শত  
সংখ্যক রাক্ষসকে বধ করলেন এবং আকাশে আহ্বিত হয়ে  
ত্রেহস্রী বীর এই কথা বললেন—

মাদ্ধানাঃ সহস্রাণি নিসৃষ্টানি মহাস্থনান্ ॥ ২০

বলিনাঃ বানরেদ্ভাণাঃ সুগ্রীববংশবর্তিনাম্।

‘ওহে রাক্ষসবৃন্দ ! সুগ্রীবের বংশবদ আমার তুল্য  
গজার ভাঙাল বিশালকায় বলবান বানরশ্রেষ্ঠ সকল দিকে  
প্রেরিত হয়েছে’

অটঙ্ঘি বসুগাঃ কৃৎগাঃ বয়মনো চ বানরাঃ ॥ ২১  
দশনাগবল্লাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দশগুণোত্তরাঃ।

কেচিগাংসহস্রায়া বভূবুধ্যাপিক্রমাঃ ॥ ২২

‘আমি এবং অন্য সকল বানরসমূহ মর্ত্যধামে দৌড়ে  
বেড়াচ্ছি। এদের মধ্যে কেউ কেউ দশ হস্তীর মতো  
বলবান। কেউ কেউ আবার শত হস্তীর ন্যায় শক্তিদর।  
অন্যেরা প্রত্যেকে ভাঙার হস্তীর তুল্য পরাক্রান্ত।

সত্তি চৌথবলাঃ কেচিৎ সত্তি বায়ুবলোপমাঃ।

অপ্রমেয়বলাঃ কেচিৎ তত্রাসন্ হরিশূথপাঃ ॥ ২৩

‘কিছু কিছু বানরের শক্তি প্রবল জলপ্রবাহের তুল্য  
দুঃসহ, কিছু কিছু আমার বায়ুবেগের মতো অপ্রতিরোধ্য  
এবং অন্য কিছু সংখ্যক যুথপতি বানর অপরিমেয়  
বলশালী।

ঈদৃশিধৈন্ত হরিভিবৃত্তো দন্তনখায়ুধৈঃ।

শৈতঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিচ্চায়ুতৈরপি ॥ ২৪

আগমিশ্যতি সুগ্রীবঃ সর্বথাং বো নিমৃদনঃ।

‘দাঁত ও নখর যাহাদের অস্ত্র, এইরূপ শত শত,  
হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি বানরসমূহে  
পরিবৃত্ত বানররাজ সুগ্রীব এখানে এসে সকল রাক্ষসদের  
বধ কববেন।

নেয়মস্তি পুরী লক্ষা ন যুগং ন চ রাবণঃ।

যস্য দ্বিদ্ধাকুনীরেণ বদ্ধং বৈরং মহাস্থনা ॥ ২৫

‘আর লক্ষাপুরী থাকবে না, না থাকবে তোমরা  
(রাক্ষসেরা) না রাক্ষসরাজ রাবণ ; কেননা সেই রাবণ  
মহায়া ইন্দ্রাকুবংশীয়দের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিচহারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

মতর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিচহারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥





পরিচয়ঃ পুরিততনুঃ ক্রোধেন মহতা বৃতঃ।  
 সর্বৈঃ পরিঘঃ গৃহ্য ভ্রাম্যামাস বেগিতঃ ॥ ১৫  
 বৃত্ত-বগ্নে শ্রীহনুমানের শরীর ভেঙে গেলে তিনি  
 ক্রোধে ক্রোধে সেই লৌহ 'পরিঘ' হাতে নিয়ে সবেগে  
 ঘুরতে লাগলেন।  
 ক্রোধবগ্নোহতিবেগেন ভ্রাম্যিহা বজোৎকটঃ।  
 পরিঘঃ পাত্যামাস জম্বুমাগ্নের্মহোতসি ॥ ১৬  
 অতি বেগবান ও অতি বজ্রশালী শ্রীহনুমান  
 মহেবলে ঘূর্ণিত করে লৌহ পরিঘকে জম্বুমালীর বিস্তৃত  
 ক্ষেত্রে প্রক্ষেপ করলেন।  
 চক্রে চৈব শিরো নাস্তি ন বাহু জানুনি ন চ।  
 ন ধ্বন রথো নাস্থাত্ত্রাদৃশাত্ত নেষবঃ ॥ ১৭  
 জম্বুমালীর না থাকল মস্তক, না থাকল বাহুদ্বয় না  
 কনুহ। ধনু বা রথ কিছুই বাঁচল না, না গর্দভেবা অথবা না  
 ক্ষতমূহ, তথায় কিছুই চক্ষুগোচর হল না।  
 ন হতব্রসা তেন জম্বুমালী মহারথঃ।

পশ্যাত নিহতো ভূমৌ চূর্ণিতাজ্জ ইব ক্রমঃ ॥ ১৮  
 এইরূপে সবেগে নিক্ষিপ্ত পরিঘাদ্বারা মৃত জম্বুমালী  
 চূর্ণ-বিচূর্ণ বনস্পতির ন্যায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।  
 জম্বুমালিঃ সুনিহতঃ কিঙ্করাংশ্চ মহাবলান্।  
 চূক্রোথ রাবণঃ প্রপদ্য ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৯  
 জম্বুমালী তথা মহাবলশালী কিঙ্করদের নিধনের  
 সংবাদ শুনে রাবণ অতিশয় কুপিত হল এবং তার চক্ষুদ্বয়  
 ক্রোধে রক্তলবণ পাবণ করল।  
 শ রোমসংবর্তিততপ্রলোচনঃ  
 প্রহস্তপুত্রে নিহতে মহাবলে।  
 অমাত্যপুত্রানভিনীর্ণনিফ্রমান্  
 সমাদিদেশাত্ত নিশাচরেশ্বরঃ ॥ ২০  
 প্রহস্তপুত্র মহাবলী জম্বুমালী নিহত হলে নিশাচররাজ  
 রাবণের নেত্রযুগল তাম্র বর্ণ ধারণ করল এবং ক্রোধে  
 আবর্তিত হতে লাগল। তখন সে অতি শীঘ্র পরাক্রমী  
 মন্ত্রীপুত্রগণকে যুদ্ধযাত্রার জন্য আদেশ দিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে চতুষ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুষ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

## পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৪৫)

সাত মন্ত্রিপুত্রের নিধন

হত্রে রাব্রসেক্ষেপ চোদিতা মন্ত্রিণঃ সূতাঃ।  
 নির্ঘবৃটবনাৎ তন্মাৎ সপ্ত সপ্তার্চিবচসঃ ॥ ১  
 রাব্রসরাজ রাবণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মন্ত্রীদের  
 সতজন পুত্র—যারা ছিল অগ্নি তুল্য তেজস্বী, তারা রাজপুরী  
 থেকে বহির্গত হল।  
 মহাবলপরীবারা ধনুশ্মস্তো মহাবলাঃ।  
 কৃত্যস্বাবিমাং শ্রেষ্ঠাঃ পরম্পরজমৈষিণঃ ॥ ২  
 মন্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে বিশাল সৈন্যদল ছিল। তারা  
 হস্তিয বলবান, অস্ত্রবিশারদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনুর্ধর  
 এবং শত্রুকে জয় করার ইচ্ছায় তাহারা নিজেদের মধ্যে  
 পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল (অর্থাৎ 'আমি আগে', 'আমি  
 আগে'—শত্রুকে আঘাত করব এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন)

হেমজালপরিষ্কিষ্টেধ্বজবস্ত্রিঃ পতাকিভিঃ।  
 তৌয়দগ্নননির্ঘোষৈর্বাভিযুক্তৈর্মহারথৈঃ ॥ ৩  
 তপ্তকাঞ্চনচিহ্নাণি চাপান্যমিতবিক্রমাঃ।  
 বিস্তারয়ন্তঃ সংহতান্ত্রিভুজ ইবাম্বুদাঃ ॥ ৪  
 মন্ত্রীপুত্রদের ঘোটকবাহিত রথগুলি স্বর্ণজালিকায়  
 মণ্ডিত ছিল, সেগুলির ধ্বজায় পতাকা উজ্জীন ছিল এবং  
 চলাকালে শব্দ হতে মেঘের গভীর নিনাদের শব্দ উথিত  
 হতো। এবংবিধ রথে আরুঢ় হয়ে সেই সকল অমিত  
 বিক্রমী মন্ত্রীপুত্রগণ তপ্তকাঞ্চন বনের তুল্য নিজ নিজ ধনুকে  
 টঙ্কার তুলে সাতিশয় হর্ষে ও উৎসাহে অগ্রসর হল।  
 তদবস্থায় তারা সকলে বিদ্যুদগর্ভ মেঘের ন্যায় শোভা  
 পাচ্ছিল।



জননাস্তান্ততঃষাং বিদিত্বা কিঙ্করান্ হতান্।  
বভূবুঃ শোকসম্রাট্। সবাধবসুহৃজনাঃ। ৫

তখন, প্রথমযুদ্ধে যে সকল কিঙ্কর গিয়েছিল তাদের  
মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে তাদের জননীরা ভাই-বন্ধু-  
সুহৃদসহ শোক-বিহ্বল হয়ে পড়ল

তে পরম্পরসংঘর্ষাং তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ।  
অভিপেতুর্নৃমন্তঃ তোরণহুমবহিতম্। ৬

তপ্ত কাঞ্চনের আভরণে বিভূষিত সেই সাতজন বীর  
তোরণদ্বারের উপবিভাগে অবস্থিত শ্রীহনুমানের দিকে যেন  
পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অগ্রসর হতে লাগল

সৃজন্তো বাণবৃষ্টিং তে রথগর্জিতনিঃস্বনাঃ।  
প্রাবৃট্‌কাল ইবাজ্জোদা বিচেকুর্নৈর্ধাতুদাঃ। ৭

মেঘমালা সদৃশ সেই বাক্ষসগণ রথচক্রের গভীর  
ঘর্ষর গর্জন সহকারে বাণবৃষ্টি কবতে করতে বর্ষাকালের  
মেঘের ন্যায় চতুর্দিকে বিচরণ করতে লাগল।

অবকীর্ণস্ততঃপ্রতিহনুমান্ শরবৃষ্টিভিঃ।  
অস্তবৎ সংবৃত্তাকারঃ শৈলরাডিব বৃষ্টিভিঃ। ৮

তদনন্তর বাক্ষসগণ কর্তৃক বাণবৃষ্টিতে শ্রীহনুমান  
প্রাবৃট্‌কালের বৃষ্টিতে গিরিবার্জের সদৃশ আচ্ছাদিত হয়ে  
গেলেন।

স শরান্ বক্ষয়ামাস তেষামাশুচরঃ কপিঃ।  
রথবেগাংশ্চ বীরাণাং বিচরন্ বিমলেঃধরে। ৯

তদবস্থায় নির্মল আকাশে উন্নত গতিতে বিচরণ করে  
কপিবর শ্রীহনুমান সেই সকল বাক্ষসদের শরসন্ধান ও  
রথচক্রের বেগকে ব্যর্থ করলেন।

স তৈঃ ক্রীড়ন্ ধনুশ্চতুর্ভোয়ান্নি বীরঃ প্রকাশতে।  
ধনুশ্চতুর্ভা মেধৈর্মারুতঃ প্রভুরধরে। ১০

ব্যোমমণ্ডলে যেমন শক্তিশালী পবনদেব ইন্দ্রধনু-  
মণ্ডিত মেঘের সাথে খেলা করেন, তেমন করেই পবনপুত্র  
বীর শ্রীহনুমানকে সেই সকল ধনুর্ধর বীর বাক্ষসদের সাথে  
যেন খেলা করতে দেখা গেল।

স কৃত্বা নিনদং ঘোরং ত্রাসঘংষ্টাং মহাচমূ।  
চকার হনুমান্ বেগং তেষু রক্ষঃসু বীর্যবান্। ১১

পরাক্রমী শ্রীহনুমান ঘোর গর্জনে বাক্ষসদেব বিশাল  
সৈন্যদলকে ভয়ানক করে তুললেন এবং অত্যন্ত বেগে

বাক্ষসদেরকে আক্রমণ করলেন।

তলেনাভিহনৎ কাংশ্চিৎ পাদৈঃ কাংশ্চিৎ পরশপঃ।  
মুষ্টিভিচ্চাহনৎ কাংশ্চিৎপৈঃ কাংশ্চিৎ বাদ্যায়ঃ। ১২

শত্রুকুলের সংহারকর্তা বানরবীর তাদের মতো  
কাউকে কাউকে চপেটাঘাতে বধ করলেন, কাউকে না  
পদদলিত করে অথবা মুষ্টিপ্রহারে মেঝে ফেললেন এবং  
অন্যদের নখরপ্রহারে বিদীর্ণ করলেন।

প্রমমাথোরসা কাংশ্চিদুরুভ্যামপরানপি।  
কেচিৎ তসৌব নাদেন তত্রৈব পতিতা হুবি। ১৩

কিছু বাক্ষসকে বক্ষে চেপে ধরে চিপটে মারলেন,  
কাউকে কাউকে উরুঘরের মধ্যভাগে পিষ্ট করলেন, কেউ  
কেউ বা বীরের গভীর গর্জনে নিশ্চ্রাণ হয়ে ভুলুপ্তি হল।

ততশ্চেধবসমেষু ভূমৌ নিপতিতেষু চ।  
তৎসৈন্যমগমৎ সর্বং দিশো দশ ভয়াদিতম্। ১৪

এইভাবে যখন মন্ত্রীদের সকল পুত্র নিহত ও  
ধরাশায়ী হল, তখন অবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ে দলিত  
পলায়ন করল।

বিনেদুর্বিশ্বরং নাগা নিপেতুর্ভুবি ব্যজিনঃ।  
ভগ্ননীচধ্বজচ্ছত্রৈর্ভূচ্চ কীর্ণাভবদ্ রথৈঃ। ১৫

ইন্দ্রীসমূহ বেদনায় আর্ত চিৎকার করছিল, অহসক  
ভূমিশায়ী ছিল এবং ভগ্ন আসন, ভগ্ন ধ্বজ ও বিদীর্ণ হস্ত  
হয়ে রথসমূহ ভূমিতে সমাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল।

সবতা কুবিরেপাথ শ্রবন্তো দর্শিতাঃ পথি।  
বিবিধৈশ্চ ঋনৈর্লঙ্কা মনাদ বিকৃতং তস। ১৬

পথে রক্তের নদী সমূহ প্রবাহিত দেখা যাচ্ছিল এবং  
লঙ্কাপুরী যেন বাক্ষসদের আত্মনাদের বীভৎস হৃদয়  
প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

স তান্ প্রবৃক্ষান্ বিনিহত বাক্ষসান্  
মহাবলশ্চণ্ডপরাক্রমঃ কপিঃ।

যুযুৎসুরন্যৈঃ পুনরেব বাক্ষসৈ-  
দ্ধদেব বীরোহভিজগাম তোরণম্। ১৭

দৌর্যুৎ পরাক্রমী মহাবলী বানরেশ্বর শ্রীহনুমান  
প্রকাণ্ড বাক্ষসদের যদের দ্বারে পাঠিয়ে, অন্যরা  
বাক্ষসদের সাথে বুকের ইচ্ছায় পুনরায় সেই তোরণে এসে  
উপস্থিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাণীকীর বান্দীকীরে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশত সর্গঃ ৫৫

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশত সর্গ সমাপ্ত ৫৫



## ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৬)

রানধের পাঁচ সেনাপতির নিধন

হতন মঙ্গিসুতান বুদ্ধা বানরেশ মহামুনা  
সংস্কারকর মতিনুত্তমাম্ ॥ ১

মহাশয় শ্রীহনুমান কর্তৃক মন্ত্রীপুত্রদের নিধন হয়েছে  
জনতে পেরে রাবণ অন্তরে ভয় পেলেও বাহ্য আচরণে  
যেই প্রদর্শনপূর্বক উত্তম উপায় অবলম্বন করল।

স বিরূপাক্ষযুপাক্ষৌ দুর্ধরং চৈব রাক্ষসম্।  
প্রঘসং ভাসকর্ণং চ পঞ্চ সেনাগ্রনায়কান্ ॥ ২

সনিদেশ দশগ্রীবো বীরান্ নগবিশারদান্।  
হনুমদ্বহণেহবাগ্রান্ বাগুবৈগসমান্ যুধি ॥ ৩

দশানন বিরূপাক্ষ, যুপাক্ষ, দুর্ধর, প্রঘস এবং  
ভাসকর্ণ—এই পাঁচজন সেনাপতিকে শ্রীহনুমানের বক্ষনেব  
জনা আদেশ দিল। পঞ্চ সেনাপতি ছিল বীর, নীতিজ্ঞ,  
দৈর্ঘ্যবান এবং যুদ্ধে বায়ুর ন্যায় বেগশালী।

যাত সেনাগ্রগাঃ সর্বৈ মহাবলপরিগ্রহাঃ।  
সবাজিরথমাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি ॥ ৪

দশানন রাবণ বলল — ‘সৈন্যদলের অগ্রগামী  
বীরগণ! তোমরা অশ্ব-রথ-গজ সমন্বিত বিশাল সৈন্যদল  
নিয়ে যুদ্ধে যাও এবং সেই বানরকে বলপূর্বক বন্দী করে  
সমুচিত শিক্ষা দাও।

যন্তেষ্ট খলু ভাব্যং স্যাৎ তমাসাদা বনালয়ম্।  
কর্ম চাপি সমাধেয়ং দেশকালাবিরোধিতম্ ॥ ৫

‘সেই বনচাষী বানরের কাছে গিয়ে তোমরা সকলে  
সাবধান ও সতর্ক থাকবে এবং সেই কর্তব্য কর্ম সমাধা  
করবে যা দেশ ও কালের উপযুক্ত বলে মনে হবে।

ন হাহং ন কপিং মন্যে কর্মণা প্রতি তর্কয়ন্।  
সর্বথা তন্নহদ্ ভূতং মহাবলপরিগ্রহম্ ॥ ৬

‘যখন আমি তার অলৌকিক কর্মসমূহ বিচার করে  
তার স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করছি, তখন সে সাধারণ  
হনুমান মাত্র মনে হচ্ছে না আমার। সকল বিবেচনায় সে  
কোনো এক মহৎ প্রাণী এবং মহাবলী।

বানরোহমিতি জ্ঞাত্বা নহি শুদ্ধ্যতি মে মনঃ।  
নৈবাহং তং কপিং মন্যে যথেষ্টং প্রস্তুতা কথা ॥ ৭

‘এই প্রাণীটি বানর এইরূপ ভেবে আমি মনের মধ্যে  
আগন্তু হতে পারছি না। যেকোনো প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে অথবা

লোকমুখে যেভাবে প্রচার হচ্ছে, সেই পবিপ্রেক্ষিতে আমি  
প্রাণীটিকে বানর হিসেবে মানতে পারছি না।

ভবেদিদ্রোণ বা সৃষ্টমশ্মদর্ঘং তপোবলাৎ ॥ ৮

সনাগয়ক্ষগন্ধর্বদেবাসুরমহর্ষয়ঃ  
যুগ্মাভিঃ প্রহিতৈঃ সর্বৈর্ময়া সহ বিনির্জিতাঃ।

তৈরবশ্যং বিধাতব্যং বালীকং কিঞ্চিদেব নঃ ॥ ৯

‘সম্ভবতঃ দেববাজ ইন্দ্র আমাদের বিনাশের জন্য  
তপঃপ্রভাবে এটির সৃষ্টি করেছেন। আমার আদেশে  
তোমরা সকলে আমার সাথে গিয়ে একযোগে নাগসমূহের  
সঙ্গে, যক্ষগণের সঙ্গে, গন্ধর্বদিগের সঙ্গে, দেবতা অসুর  
ও মহর্ষিগণের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করেছে ও তাদের পরাজিত  
করেছ।

তদেব নাত্র সন্দেহঃ প্রসহ্য পরিগৃহ্যতাম্।  
যাত সেনাগ্রগাঃ সর্বৈ মহাবলপরিগ্রহাঃ ॥ ১০

সবাজিরথমাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি।

‘এই প্রাণীটি (অর্থাৎ বানর) তাদের দ্বাবাই একটি  
সৃষ্ট জীব, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা তাকে  
বলপূর্বক বন্দী করে নিয়ে এস। আমার সেনাগ্রগাজীগণ  
(সেনাপতিগণ)! তোমরা অশ্ব-রথ-হস্তি সমন্বিত বহু  
সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করো এবং সেই বানরকে উচিত শিক্ষা  
দাও।

নাবনম্যো ভবন্তিষ্ট কপির্ধীরপরাক্রমঃ ॥ ১১

দৃষ্টা হি হরয়ঃ পূর্বে মগ্না বিপুলবিক্রমঃ।

‘বানর ভেবে তোমরা ওকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না;  
কেননা সে বীর ও বলবান। এর পূর্বেও আমি অত্যন্ত  
পরাক্রমী বানর ও ভল্লুকদের প্রত্যক্ষ করেছি।

বালী চ সহ সুগ্রীবো জাম্ববাংশ মহাবলঃ ॥ ১২

নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব যে চান্যে দ্বিবিদাদয়ঃ।

‘যেমন বালী, সুগ্রীব, মহাবলী জাম্ববান এবং  
সেনাপতি নীল, দ্বিবিদ প্রমুখ। এরা সকলেই মহা পরাক্রমী।

নৈব তেষাং গতির্ভীমা ন তেজো ন পরাক্রমঃ ॥ ১৩

ন মর্তিন বলোৎসাহো ন রূপপরিকল্পনম্।  
‘কিন্তু তাদের গতিবেগ এতটা ভয়ংকর নয় এবং  
তাদের মধ্যে এইরূপ তেজ, পরাক্রম, বুদ্ধি, শক্তি, উৎসাহ

কিনো উজ্জ্বলমুখের কপ লাগল কলার ক্ষমতা নেই।

মহৎসমুদ্রমিঃ কেমঃ কণিকপঃ বানহিতম্ ॥ ১৪

প্রথমঃ মহামাহায়া গ্রিহাভ্যাসা নিগ্রহঃ।

‘বানবৈব কদ্বানেশে বানবটি কোনো অমিত শক্তিমানী জীব বটে মনে চলে। অতএব তোমরা সতর্ক নৌয়া তাকে বশী কলো।

কামঃ শোকাজগঃ সেয়াঃ সসুনাগুমানবা ॥ ১৫

ভবভাম্যতাঃ ছাতঃ ন পরাণ্ডা রণাজিতৈ।

‘নিঃসম্পত্তে তোমরা ইন্দ্রসহ দেবতা, অসুর, মনুষ্য এবং ঐলোক (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) পারক্রমণ কবেও, কেউই রণাঙ্গনে তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেনি।

তথাপি তু মমজেন জয়মাকাক্ষতা রণে ॥ ১৬

অজ্ঞা রক্ষাঃ প্রযত্নেন যুদ্ধসিদ্ধির্হি চক্ষা।

‘তথাপি, সমবাক্ষনে বিজয়ীমু নীতিজ পুরুষগণের উচিত সফল আত্মরক্ষা করা, কেননা যুদ্ধের সাফল্য বা অসাফল্য অনিশ্চিত।’

তে জয়িষচনঃ সর্বে প্রতিগৃহ্য মহৌজসঃ ॥ ১৭

সমুৎশেষতুর্মহাবেগা হতশসমভেজসঃ

রথৈশ্চ মন্তৈর্নগৈশ্চ বাজিভিষ্চ মহাজবৈঃ ॥ ১৮

শব্দৈশ্চ বিবিধৈস্তীকৈঃ সর্বৈশ্চোপহিতা বনৈঃ।

রাবণের আদেশ পেয়ে অগ্নিতুলা তেজস্বী, অত্যন্ত গতিমান ও প্রভূত বলশালী সেনাপতিগণ বেগবান অস্ত্রসমূহ মন্ত ইত্তীবল ও সুবিশাল রথের উপরে আসীন হয়ে যুদ্ধযাত্রা করল। তারা সর্বপ্রকার সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমূহে ও সৈন্যদলে সুসজ্জিত ছিল।

তত্ত্ব দদন্তবীরা দীপ্যমানঃ মহাকপিম্ ॥ ১৯

রশ্মিমস্তমিবোদন্তঃ স্বতেজোরশ্মিমালিনম্।

তোরণহঃ মহাবেগঃ মহাসবঃ মহাবলম্ ॥ ২০

মহামতিঃ মহোৎসাহঃ মহাকায়ঃ মহাভুজম্।

অগ্রসর হয়ে বীর সেনাপতিগণ দেখতে পেল, মহাকপি শ্রীহনুমান তোরণের উপরে নিজের তেজোময় কিরণে মণ্ডিত হয়ে উদয়াচলে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার শক্তি, বল, গতিবেগ, বুদ্ধি, উৎসাহ, শরীর এবং বাহুদ্বয় অসাধারণ ছিল।

তং সমীক্ষ্য তে সর্বে দিক্ষু সর্বাশ্ববহিতাঃ ॥ ২১

তৈস্তৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈর্ভিপেতুস্তত্ততঃ।

শ্রীহনুমানকে দেখে চতুর্দিকে প্রস্তুত রাক্ষসেরা

ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করতে করতে তার কাছাকাছি পড়ল।

তসা পদায়াসাস্তীক্যাঃ সিতাঃ শীতমুখাঃ শব্দাঃ শিরস্যাং পলপত্ৰাভা দুর্ধরৈশ্চ নিপাতিতঃ।

নিকটস্থ হয়ে সেনাপতি দুর্ধর প্রথমে শ্রীহনুমানকে পাঁচটি লৌহবান নিক্ষেপ করল।

মহর্ষভেদা এবং সুতীক্ষ্ণ। অগ্রভাগে সোনার জল চেপে গাতে শব্দজিন মুগ ইবদ্রা বর্ণের মতো দেখা দিল।

পাঁচটি বান শ্রীহনুমানের কপালে প্রক্ষুটিত কমলমণ্ডল শোভা পাচ্ছিল।

স তৈঃ পঞ্চভিরানিদ্ধঃ শটৈঃ শিরসি বানঃ উৎপাত নদন্ বোয়ি দিশো দশ বিনাদয়।

মস্তকে সেই পঞ্চ তীরের গভীর আঘাতে সশ্রীহনুমান নিজের ভীষণ গর্জনে দশ দিক নিঃশব্দ করতে আকাশের উপরিভাগে উল্লম্ফন করলেন, ততস্ত দুর্ধরো বীরঃ সরথঃ সজ্জকর্মুণ্য।

কিরন্ শরশটৈর্নৈকৈর্ভিপেদে মহাবলঃ তখন রথের উপরে আরোহ মহাবলী সেনাপতি

ধনুকের টংকারে শত শত বাণ বর্ষণ করতে শ্রীহনুমানকে তাড়না করতে লাগল।

স কপির্বারয়ামাস তং বোয়ি শব্দবর্ষিণ বৃষ্টিমন্তঃ পয়োদান্তে পয়োদমিব মারুতঃ।

আকাশে দণ্ডায়মান সেই বানরবীর শ্রীহনুমান হংকারনিমিত্তে বানবর্ষণকারী দুর্ধরকে নিবৃত্ত করে যেমন করে বর্ষাকালের শেষে বাদল মেঘকে বাধু করে

অর্দ্যমানস্তত্তেন দুর্ধরোনিলাবৃত্তা চকার নিনদং ভূয়ো ব্যববৃত্ত চ স্বীকৃতঃ।

আবার ‘দুর্ধর’ বাণ নিক্ষেপ করে শ্রীহনুমান অতিশয় পীড়িত করতে লাগল, তখন তিনি পবনকুমার পুনরায় বিকট গর্জনে নিজের শরীরে

করতে লাগলেন।

স দূরঃ সহসোৎপতা দুর্ধরসা রথে হুগি নিপপাত মহাবেগো বিদ্যুদ্রাশির্গিরিবি

অতঃপর, সেই মহাবেগবান বানরবীর অনেক উচুতে লাফিয়ে উঠে সহসা দুর্ধর-এর রথের প্রবল বেগে নিপতিত হলেন, যেন বিদ্যুৎরাশি পর্বত

(আকাশ থেকে)

ততঃ স মনি

বিহায় শ্রীহনুমান

হস্ত মথিত হয়ে

দুর্ধরকে ধারণ

এবং ‘দুর্ধর’ নষ্ট

পতে গেল।

তং বিরূপাক্ষ

জাতরো

স্ট্রী ‘দুর্ধর’ বে

বীর বিরূপাক্ষ

দুর্ধরকে আকাশে

স হাত্যাং সহ

মুকরাভ্যাং

সহসা উঠল

এবং মহাবাহু ক

হয়োরবেগবতো

নিপপাত পুন

সেই দুই

দ্বয় মহাবলী শ্রী

পৃথিবীতে নেমে

স সালবৃক্ষমা

অবুজী রাক্ষ

তথায় বান

দেখ, সেটিকে

প্রহারে নিধন কর

ততঃ শ্রীন্ হ

অভিপেদে মহ

ভাসকর্ষচ স

একতঃ ক

সেই বেগ

দুর্ধর, দুর্ধর ও

প্রত্যক্ষ করে প্রচ

পবনকুমারের

পরাভ্রান্ত বীর ভা

তথায় এস। এই



(আকাশ থেকে) এসে পড়ল।

ততঃ স মথিতাষ্টাশুং রথং ভগ্নাশ্বকুলরম্।

বিহায় নাপতদ্ ভূমৌ দুর্ধরস্ত্রাজ্ঞীকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৮

শ্রীহনুমানের পতনের বেগভারে রথের আটটি অংশ মথিত হয়ে গেল, রথের ধুরী এবং কাঠের কুলর (ধুরীকে ধারণ করে রথের যে অংশটি) ভেঙে গেল এবং 'দুর্ধর' নষ্ট রথ থেকে প্রাণহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল।

তঃ বিরূপাক্ষযুগাশৌ দুষ্টা নিপতিতঃ ভূমি।

ক্রৌ জাতরৌষৌ দুর্ধৰ্য্যবুৎপেততুরনিন্দমৌ ॥ ২৯

'দুর্ধর' কে ধরাশায়ী দেখে শত্রুদের সংহারক দুর্ধর্য্য বীর বিরূপাক্ষ ও যুগাক্ষ-এর ভীষণ ক্রোধ জন্মাল। তাবা দুজনে আকাশে উল্লম্ফন করল।

স তাত্যাং সহসোঃপ্রুত্য বিষ্টিতো বিমলেহঙ্করে।

মুদারাজ্যাং মহাবাহুব্বক্ষস্যভিতঃ কপিঃ ॥ ৩০

সহসা উল্লম্ফন করে তারা আকাশে দণ্ডায়মান হল এবং মহাবাহু কপিবরের বক্ষে মুদার প্রহার করল।

তয়োৰ্বেগবতোৰ্বেগঃ নিহত্য স মহাবলঃ।

নিপপাত পুনর্ভূমৌ সুপর্ণ ইব বেগিতঃ ॥ ৩১

সেই দুই বেগবান বীরের গতিবেগকে ব্যর্থ করে দিয়ে মহাবলী শ্রীহনুমান বেগবান গরুড়ের মতো পুনরায় পৃথিবীতে নেমে এলেন।

স সালব্বক্ষমাসাদ্য সমুৎপাটা চ বানরঃ।

তাবুভৌ রাক্ষসৌ বীরৌ জঘান পবনাস্বজঃ ॥ ৩২

তথায় বানরশিরোমণি পবনকুমার একটি শাল বৃক্ষ দেখে, সেটিকে সমুৎপাটিত করে দুর্ধর্য্য ও বিরূপাক্ষকে প্রহারে নিধন করলেন।

ততঃস্ত্রীন্ হতান্ জ্ঞাত্বা বানরেণ তদান্বিতা।

অভিপেদে মহাবেগঃ প্রহস্য প্রধসো বলী ॥ ৩৩

ভাসকর্ণশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শূলমাদায় বীর্যবান্।

একতঃ কপিশার্দূলঃ যশস্বিনমবহ্নিতৌ ॥ ৩৪

সেই বেগবান বানবীরের দ্বারা তিন রাক্ষসের (দুর্ধর, দুর্ধর্য্য ও বিরূপাক্ষ নামক তিন সেনাপতির) নিধন প্রত্যক্ষ করে প্রচণ্ড বেগশালী বলবান বীর প্রধস সহসো পবনকুমারের অভিনুবে ধাবিত হল। অন্যদিক থেকে পরাক্রান্ত বীর ভাসকর্ণ ও অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে শূল হস্তে তথায় এল। এই দুই বীর কপিশার্দূলের নিকটে এসে

একসঙ্গে বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

পাট্টিশেন শিতাগ্রেন প্রধসঃ প্রভাপোথায়ৎ।

ভাসকর্ণশ্চ শূলেনা রাক্ষসঃ কপিকুঞ্জরম্ ॥ ৩৫

'প্রধস' ধান্যাদো পাট্টিশ দিয়ে এবং রাক্ষস 'ভাসকর্ণ' শূলের সাহায্যে কপিকুঞ্জর শ্রীহনুমানকে প্রহার করল।

স তাত্যাং নিকটৈর্গাটৈরসৃগদিদ্ধতনুরহঃ।

অভনদ্ বানরঃ ক্রুদ্ধো বালসূর্যসমপ্রভঃ ॥ ৩৬

দুই রাক্ষস বীরের শস্ত্র প্রহারে কপিবরের শরীরের কোনো কোনো অংশ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল; শরীরের বোমরাশি রুদিরে রঞ্জিত হয়ে উঠল। তখন ক্রোধান্বিত বানরবীর প্রাতঃকালীন সূর্যের মতো অরুণরাগে শোভিত হতে লাগলেন।

সমুৎপাটা গিরেঃ শৃঙ্গঃ সন্মগব্যালপাদপম্।

জঘান হনুমান্ বীরো রাক্ষসৌ কপিকুঞ্জরঃ।

গিরিশৃঙ্গসুনিষ্পিষ্টৌ তিলশস্ত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৭

তদনন্তর মৃগ, সর্প এবং বৃক্ষাদি সহিত এক সম্পূর্ণ পর্বতশিখর উৎপাটিত করে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান দুই রাক্ষস সেনাপতিকে নিধন করলেন। পর্বত শৃঙ্গের আঘাতে সেই বীরদ্বয়ের শরীর তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল।

ততঃস্ত্রেবসমেষু সেনাপতিষু পঞ্চসু।

বলং তদবশেষং তু নাশরামাস বানরঃ ॥ ৩৮

এইভাবে সেই পাঁচজন সেনাপতির মৃত্যু হলে শ্রীহনুমান অবশিষ্ট সৈন্যদেরও বধ করলেন।

অশ্বৈরশ্বান্ গজৈর্নাগান্ যোঐষ্যোধান্ রথৈ রথান্।

স কপির্নাশয়ামাস সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্ ॥ ৩৯

যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের নিধন করেছিলেন, সেইভাবে বানরবীর শ্রীহনুমান অশ্বসমূহের দ্বারা অশ্বসকলকে, হস্তীবলের দ্বারা হস্তীসমূহকে, যোদ্ধগণ কর্তৃক যোদ্ধা সমুদায়কে এবং রথরাজির দ্বারা রথরাজিকে বিনষ্ট করলেন।

হয়ৈর্নাগৈস্তুরজৈশ্চ ভগ্ন্যশ্বৈশ্চ মহারথৈঃ।

হতৈশ্চ রাক্ষসৈর্ভূমৌ ক্রুদ্ধমার্গা সমস্ততঃ ॥ ৪০

মৃত হস্তীসমূহে, তীরগামী মৃত অশ্বসমূহে, ভগ্নধুরী বিশাল বিশাল রথরাজিতে এবং যুদ্ধে নিহত রাক্ষসগণের শবদেহে তথাকার সমগ্র ভূমি চারিদিক থেকে গমনাগমনের



অযোগ্য হইল পুত্রহীন।

ততঃ কশিষ্ঠান্ ধ্বজমীশতীন রাধে

নিহতা বীরান্ সনজান্ সনাজান্

তত্বেন বীরঃ পরিশূন্য তোরণং

কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্রমো ॥ ৪১

এইপ্রকারে সেনা ও বাহনসমিতি সেই পাঁচ সেনাপতি

বীর রাক্ষসকে রণক্ষেত্রে মৃত্যুর দ্বারে পাইয়ে, নতদ্বি

প্রাচীনমান পুনরায় যুদ্ধের জন্য ভোরণের উপরে এস

দেখায়মান হইলেন সেই সময় তিনি প্রাণ সংহারকারী ইল

গমরাজের ন্যায় প্রতীত হইলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যট্টচারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বাণীকি নিবসিত আদিকান্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের যট্টচারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

### সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৭)

রাক্ষসরাজ রাবণপুত্র অক্ষকুমারের যুদ্ধে পরাক্রম ও তার নিধন

সেনাপতীন পঞ্চ স তু প্রমাপিতান্

হনুমতা সানুটরান্ সনাজান্

নিশমা রাজা সমরোকতোদুখঃ

কুমারমক্ষঃ প্রসমৈক্ষতাক্ষম্ ॥ ১

শ্রীহনুমান কর্তৃক অনুচর ও বথাদি বাহন সহ পঞ্চ  
সেনাপতির নিধন বার্তা শ্রবণ করে রাক্ষসরাজ রাবণ  
সম্মুখে উপবিষ্ট যুদ্ধোদুখ রাজপুত্র অক্ষকুমার এর প্রতি  
উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

স তস্য দৃষ্টার্পণসম্প্রচোদিতঃ

প্রতাপবান্ কাঞ্চনচিত্রকর্মুকঃ।

সমুৎপপাতাথ সদসুদীরিতো

বিজাতিমুখৌহবিষেব পাবকঃ ॥ ২

বলবান ও স্বর্ণধনুর্ধর অক্ষকুমার পিতার দৃষ্টিপাত  
মাঝে অনুপ্রেরিত হয়ে রাজসভায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায়  
উঠে দাঁড়াল। সেই সময় তাকে মুখা হোতার দ্বারা  
ঘৃতাভ্যন্তিকৃত অগ্নির তুল্য দেদীপ্যমান দেখাছিল।

ততো মহান্ বাঙ্গদিবাকরপ্রভঃ

প্রতপুজাধ্বনদজালসঙ্কতম্

রথঃ সমাহ্বায় যগৌ স বীর্যবান্

মহাহরিঃ তং প্রতি নৈর্ধর্তর্ষভঃ ॥ ৩

তদনন্তর মহাপরাক্রমী এবং প্রভাত অকণের মতো  
কাঙ্ক্ষিত অক্ষকুমার স্বর্ণজালিকা বিজড়িত রথোপরি আরুঢ়

হয়ে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের অভিমুখে যাত্রা করল।

ততঃপঃসংগ্রহসঞ্চসার্জিতঃ

প্রতপুজাধ্বনদজালচিত্রিতম্

পতাকিনঃ

রত্নবিভূষিতধ্বজঃ

মনোজবাষ্টাশ্ববরৈঃ সুযোজিতম্ ॥ ৪

সুরাসুরাধ্বামসঙ্গচারিণঃ

তড়িৎপ্রভঃ ষোমচরঃ সমাহিতম্।

সতুগমগাসিনিবন্ধবন্ধুরঃ

যথাক্রমাবেশিতশক্তিতোমরম্ ॥ ৫

বিরাজমানঃ

প্রতিপূর্ণবস্ত্রনা

সহেমদায়া

শশিসূর্যবর্চসা।

দিবাকরাভঃ

রথমাহিততত্তঃ

স

নির্জগামামরতুল্যবিক্রমঃ ॥ ৬

সেই রথ কঠিন ছিল তপস্যালব্ধ। তপ্ত কাঞ্চনের  
উজ্জ্বল জালিকায় মণ্ডিত ; পতাকাযুক্ত ছিল সেই রথ। রথ  
বিভূষিত ধ্বজদণ্ড শোভিত রথটি মনের সমান গতি সম্পন্ন  
ও অষ্ট অশ্ব দ্বারা সংযুক্ত ছিল। দেবতা অথবা অসুরেরা  
সেই রথকে ধ্বংস করতে অপারগ ছিলেন। তার তীব্রগতি  
ভূমি স্পর্শ করত না। আকাশেও বিচরণ করতে সমর্থ রথটি  
বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হত এবং তা সর্ববিধ  
সমরোপবনে সুসজ্জিত ছিল। তুগসমূহে ও অষ্ট ভলোয়ারে  
সম্প্রস্তুত রথ অধিকতর শোভা পাচ্ছিল এবং যথাহানে শক্তি

এ যৌবন প্রমুখ অশ্রু-শত্রু তথায় ক্রমাগত কক্ষিত ছিল।  
অক্ষকুমার অক্ষ দেবতাদেব মতো নিরুদমশালী এবং সূর্যের  
ন্যায় কক্ষিতমান ছিল। সে চন্দ্র ও সূর্যের মতো উজ্জ্বল  
চিহ্নমান সর্বদা যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত ও  
কর্মনিষ্ঠ। সূর্যমুখী মণ্ডিত রথে আরোহণ করে যুদ্ধ যাত্রায়  
হুগিত হইল।

স পুরাণঃ ৭ঃ চ মহীঃ চ সাচলাঃ  
ভুরভূমাতসমহারণম্বনঃ

হাঃ সমেতৈঃ সহভোরগহিতঃ

সমর্ধমাসীনমুপাগমৎ কপিম্ ॥ ৭

অক্ষসমূহ, হস্তিসমূহ এবং রথাদির ভূমূল শব্দে  
জঙ্গা (অর্থাৎ সপর্বত) পৃথিবী ও নভঃস্থল পরিপূর্ণ করে  
সেই অক্ষকুমার তোষণদ্বারে অপেক্ষাকৃত বীর মহাকপি  
শ্রীহনুমানের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হইল।

স তঃ সমাসাদ্য হরিং হরীকণো

যুগান্তকাল্যায়িমিব প্রজ্ঞাকরে

অবহিতঃ বিম্বিতজাতসমুদ্রমঃ

সমৈকভাক্ষো বহুমানচক্ষুষা ॥ ৮

সিংহনেত্র অক্ষকুমার তথায় এসে প্রলয়কালে  
প্রজ্জ্বলিত অগ্নির তুলা বিস্ময় ও সমুদ্র উদ্বেককারী  
অপেক্ষমান শ্রীহনুমানকে অত্যন্ত সর্গর্ভ দৃষ্টিতে দেখল।

স তস্যা বেগঃ চ কপের্মহাশ্বনঃ

পরাক্রমঃ চারিষু রাবণাশ্বজঃ।

বিচারয়ন্ স্বঃ চ বলঃ মহাবলো

যুগক্ষয়ে সূর্য ইবাভিবর্ষত ॥ ৯

মহাশ্ব কপিবরের বেগবন্তা ও শত্রুসমক্ষে তাঁর  
পরাক্রম এবং অপরপক্ষে নিজের সমরশক্তি বিবেচনা  
করে মহাবলী অক্ষকুমার যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায়  
উজ্জ্বল প্রবর্তিত হতে লাগল।

স জাতমন্যঃ প্রসন্নীক্য বিক্রমঃ

হিতঃ হিরঃ সংগতি দুর্নিবারণম্।

সমাহিতাশ্বা হনুমন্তমাহবে

প্রচোদয়ামাস শিতৈঃ শরৈর্জিহ্বিঃ ॥ ১০

শ্রীহনুমানের পরাক্রমে দৃষ্টিপাত করে অক্ষকুমারের  
হোম জ্বালা। তখন বুদ্ধির অবস্থানে থেকে একাগ্র চিত্তে  
চিহ্নটি সূত্রীকরণ বাণ নিক্ষেপ দ্বারা সে অজ্ঞেয় শ্রীহনুমানকে  
যুদ্ধে প্ররোচিত করল।

হতঃ কপিঃ তং প্রসন্নীক্য গর্বিতঃ

জিতশ্রমঃ শত্রুপরাজয়োচিতম্।

আনৈকভাক্ষঃ

সমুদীর্ণমানবঃ

সবাণপাণিঃ

প্রগৃহীতকামুকঃ ॥ ১১

তদনন্তর, হস্তে ধনুর্দান ধারণ করে অক্ষকুমার  
নিবেচনা করলেন—এই কপি গর্বিত, (পূর্ব পূর্ণ) যুদ্ধশ্রমের  
ক্লেশানুভূত এবং শত্রুকে পরাজিত করতে সমর্থ। অক্ষকুমার  
শ্রীহনুমানকে উৎসাহে পরিপূর্ণ মানসিকতায় দেখতে পেল।

স হেমনিম্বাজদচাক্ষুণ্ডশঃ

সমাসসাদ্যশুপরাক্রমঃ

কপিম্।

তয়োর্বভূবাপ্রতিমঃ

সমাগমঃ

সুরাসুরাণামপি

সমুদ্রপ্রদঃ ॥ ১২

গলার সুবর্ণ পদক, বাহুতে বাজুবদ্ধ ও কর্ণে মনোহর  
কুণ্ডল পরিধান করে সেই শীঘ্রগতি বীর রাবণকুমার  
শ্রীহনুমানের সমীপবর্তী হইল। তখন উভয়ের মধ্যে যে  
সংগ্রাম হয়েছিল, তার তুলনা হয় না। সেই যুদ্ধ দেবতা ও  
অসুর—উভয়ের মনে ভীতি সঞ্চারকারী হয়েছিল।

ররাস ভূমিন ততাপ ভানুমান

ববৌ ন বায়ুঃ প্রচচাল চাচলঃ।

কপেঃ কুমারস্য চ বীর্যসংযুগং

ননাদ চ দৌরুদর্শিন্ চক্ষুভে ॥ ১৩

অক্ষকুমার এবং শ্রীহনুমানের মধ্যে সেই সংগ্রাম  
পর্যবেক্ষণ করে পৃথ্বী আর্তনাদ করতে লাগল, সূর্য তাপ  
দেওয়া বন্ধ করল, বায়ু বইল না (অর্থাৎ নিরুদ্ধ হয়ে  
গেল), পর্বত প্রকম্পিত হইল এবং আকাশ বজ্রনিলাদ করল  
ও জনভাগ (অর্থাৎ সমুদ্র) সংক্ষোভিত (অত্যন্ত উর্মি-  
যুগল) হইল।

স তস্যা বীরঃ সুমুখান্ পতত্রিণঃ

সুবর্ণপুঙ্খান্

সবিমানিবোরগান্।

সমাধিসংযোগবিমোক্ষতত্ত্ববি-

চ্ছরানথ

ত্ৰীন্ কপিমূর্ত্যভাভয়ৎ ॥ ১৪

অক্ষকুমার লক্ষ্যভেদ, শরসঙ্কলন ও শরনিষ্ক্ষেপে  
অতি অভিজ্ঞ ছিল। সেই বীর, বিষধর সর্পের তুল্য সুবর্ণ  
পক্ষ সমন্বিত, শানিত শোভন অক্ষমুখযুক্ত ও পালকসজ্জিত  
বাণসমূহের তিনটি শর শ্রীহনুমানের শিরোদেশে নিক্ষেপ  
করল।

স তৈঃ শরৈর্মূর্ধ্ণি সমং নিপাতিতৈঃ

ক্ষরমসৃগদিক্ণবিবৃন্তনেত্রঃ

নবোদিতাদিতানিতঃ

শরাং শুমান

বারাজতাদিতা ইবাং শুমালিকঃ ॥ ১৫

সেই বাণতয়ের জঘাত শ্রীহনুমানের মণ্ডকে একত্রে এসে পড়ল, সেই সকল ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। তাঁর নেত্রযুগল কাঁচবস্ত্র হইবে (তোমার) বিঘূর্ণিত হতে লাগল এবং তিনি সাময়িক ক্রোধজ্বলে অংশুমালী নবাক্ষণ আদিত্যের তুলা বিবাক্ত করিতে লাগলেন।

ততঃ প্রবদ্যধিপমদ্বিসত্তমঃ

সমীক্ষ্য তঃ রাজবরাক্ষয়ঃ রণে।

উদগ্রাচিহ্নাযুধচিত্তিকার্মকঃ

জহর্ষ চাপূর্যত চাহবোমুখঃ ॥ ১৬

তদনন্তর, বানররাজ সুগ্রীবের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী, শ্রীহনুমান বান্ধবসকলের পুত্র অক্ষকুমারকে শ্রেষ্ঠ ও অতি উত্তম বিচিত্র-আয়ুধ এবং অদ্ভুত ধনুক ধারণ করতে দেখে সহর্ষ উৎসাহে ভরপুর হয়ে উঠলেন, আর যুদ্ধের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে স্তব্ধ শরীর বর্ধিত করতে লাগলেন।

স মন্দরগ্রাহ ইবাং শুমালী

বিবৃদ্ধকোপো বলবীৰ্যসংবৃতঃ

কুমারমক্ষঃ সবলঃ সবাহনঃ

দদাহ নেত্রাগ্নিমরীচিভিজ্ঞদা ॥ ১৭

বলবীৰ্য সম্পন্ন শ্রীহনুমানের ক্রোধ বর্ধিত হল। তিনি মন্দার পর্বতের শৃঙ্গে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো তদীয় নয়নবহ্নিতে সসৈন্য ও বখাদি সবাহন অক্ষকুমারকে যেন দক্ষ করতে লাগলেন।

ততঃ স বাণাসনশক্রকাম্বুকঃ

শরপ্রবর্ষো মুখি রাক্ষসাম্বুদঃ।

শরান্ মুমোচাশু হরীশ্বরাচলে

বলাহকো বৃষ্টিমিবাচলোত্তমে ॥ ১৮

তখন, মেঘ যেমন শ্রেষ্ঠ (উচ্চ) পর্বতোপরি জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ সমরাজনে ইন্দ্রধনুকপী শরাসনে সজ্জিত সেই মেঘতুলা রাক্ষসকুমার বাণবর্ষণ করে পর্বতরূপ হনুমানের উপর তীব্র বেগে শববৃষ্টি করতে লাগল।

কপিভুতত্ত্বঃ রণচণ্ডবিক্রমঃ

প্রবৃদ্ধভেজোবলবীৰ্যসায়কম্

কুমারমক্ষঃ প্রসমীক্ষ্য সংযুগে

ননাদ হর্যাদ্ ঘনতুলানিঃশ্বনঃ ॥ ১৯

রণভূমিতে অক্ষকুমারের পরাক্রম অতিশয় প্রচণ্ডরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। তার তেজ, বল, পরাক্রম

এবং শবসমূহ সমস্ত কিছুই অপরিমিত ছিল। বৃদ্ধ রাক্ষসকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে শ্রীহনুমান লো উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর নিঃসরলেন।

স বালভাবাদ্ মুখি বীৰ্যদর্শিতঃ

প্রবৃদ্ধমন্যুঃ ক্ষতজোপমেক্ষণঃ।

সমাসসাদাপ্রতিমঃ রণে কপিঃ

গজো মহাকূপমিবাবৃত্তঃ ভূবৈঃ ॥ ২০

সমরাসনে যৌবনের মদগর্বে গর্বিত অক্ষকুমার শ্রীহনুমানের গর্জন শ্রবণে ক্রোধান্বিত হল। তার গুরু রক্তবর্ণ ধারণ করল। সে বালকসুলভ অনভিজ্ঞতা সে অতুল পরাক্রমী শ্রীহনুমানের সম্মুখীন হওয়ার জন্য মগ্ন হল, যেমন করে কোনো হস্তী তৃণাচ্ছাদিত (ছত্র)কূপ দিকে (পায়ে পায়ে) এগিয়ে চলে।

স তেন বাণৈঃ প্রসভঃ নিপাতিতৈ-

শচকার নাদং ঘননাদনিঃশ্বনঃ।

সমুৎসহেনাশু নভঃ সমার্কজন্

ভুজোরবিক্ষেপণঘোরদর্শনঃ ॥ ২১

অক্ষকুমারের তীব্র বেগে নিষ্কিপ্ত বাণসমূহে জি হয়ে শ্রীহনুমান সোৎসাহে আকাশ মথিত করে ছেদ গম্ভীর নাদের তুল্য ভীষণ গর্জন করলেন। সেই সমস্ত বাহুদ্বয় ও উরু প্রক্ষেপণ শ্রীহনুমানকে অতি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

তমুৎপতন্তঃ সমভিভ্রবদ্ বলী

স রাক্ষসানাং প্রবরঃ প্রতাপবান্।

রথী রথশ্রেষ্ঠতরঃ কিরন্ শরৈঃ

পয়োধরঃ শৈলমিবাশ্রবৃষ্টিভিঃ ॥ ২২

তাঁকে উল্লস্মানে আকাশে উঠতে দেখে রথশ্রেষ্ঠ রথারূঢ় বলবান প্রতাপশালী এবং রাক্ষসশিরোমণি শরবর্ষণ করতে করতে তাঁর অনুধাবন করল। তৎকালে মনে হচ্ছিল যেন পর্বতের উপরে মেঘে ঘনঘটা শিলপতী করে চলেছে।

স তাজ্জরাংস্তস্য হরিবিমোক্ষয়-

শচচার বীরঃ পথি বায়ুসেবিতৈ।

শরাস্তরে মারুতবদ্ বিনিন্দিতান্

মনোজবঃ সংযতি ভীমবিক্রমঃ ॥ ২৩

সেইসকল বর্ধিত শবসমূহের অন্তর্ভুক্ত বায়ুসেবিত

অক্ষকুমার কর্তৃক শবসমূহের মতো দৃষ্টপথ্যবিশিষ্ট (বজ্রের থেকে) বিনিন্দিত সমস্ত বাণাসনমাহাবোদ্ধ

বৈকটাক্ষঃ জগাম

যুদ্ধের জন্য উদ্ভূত

নন্দীশ শ্রেষ্ঠ বাণসমূহ

অক্ষকুমার শ্রীহনুমান

দেখেন এবং মনে মনে

শরৈর্ভীমভূজ

কুমার

ব

বিচিত্র

হৃতিমধো মহাত

বহুসমূহে বাহুদ্বয়ের

সম্বোধিত কর্মে কুশ

পরাক্রম প্রকাশের

করলেন—

অবালবদ্

করো

স চাস্য স

প্রমাপ

‘এই মহাবল

তেজস্বী এবং বালক

সম্পাদন করেছে

রাক্ষসকুমারের এছাড়া

আমরা মহাত্মা চ

সমাপ্ত

সনাগ

‘এই কুমার

যুদ্ধে একাত্ত-চিহ্ন ও

করতে সমর্থ। নি

গুণাবলীতে এই বী

প্রশংসিত হয়েছে।



অক্ষকুমার কর্তৃক শরবর্ষণকে ব্যর্থ করে শ্রীহনুমান দুটি শরে মধো সূক্ষ্মপথচাষী বায়ুর নামা মনের সমান বেগে (শরকল থেকে) নিনির্গত হতে লাগলেন।

ভ্রমরবাসনমাহবোধুঃ

অমাত্যগুণঃ নিনির্গতঃ শরোত্তমৈঃ ।  
অবৈক্যতাক্ষঃ বহুমানচক্ষুশা

জগাম চিত্তাং স চ মারুতাস্বজঃ । ২৪

যুদ্ধেব জনা উন্মাদ অক্ষকুমার হস্তে ধনুঃ ধারণ করে নানাবিধ শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে আকাশ আচ্ছন্ন করতে লাগল। পবনকুমার শ্রীহনুমান অক্ষকে অত্যন্ত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখলেন এবং মনে মনে কিছু চিন্তা করতে লাগলেন।

ততঃ শরৈর্ভিন্নভুজান্তরঃ কপিঃ  
কুমারবর্ষণে মহাস্থনা নদন

মহাভুজঃ কর্মবিশেষতত্ত্ববিদ  
বিচিন্ত্যামাস রণে পরাক্রমম্ । ২৫

ইতিমধ্যে মহাত্মা বীর অক্ষকুমার কর্তৃক নিষ্কিপ্ত বাণসমূহে বাহুদ্বয়ের অন্তর্বর্তী বক্ষে গভীর আঘাত প্রাপ্ত, সম্যোচিত কর্মে কুশল, বানরবীর শ্রীহনুমান যুদ্ধকালীন পরাক্রম প্রকাশের নিমিত্ত এই প্রকার বিচার বিবেচনা করলেন—

অবালবদ্ বালদিবাকরপ্রভঃ  
করোতাম্যং কর্ম মহয়াবলঃ ।

ন চাস্য সর্বাংসবকর্মশালিনঃ

প্রমাপণে মে মতিরত্র জায়তে ॥ ২৬

‘এই মহাবলশালী অক্ষকুমার অকণার্কের তুল্য তেজস্বী এবং বালকতুলা হয়েও অবালকসুলভ সুকঠিন কর্ম সম্পাদন করেছে। সকল প্রকার যুদ্ধকর্মে নিপুণ এই রাক্ষসকুমারের এখানে নিধনে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না।

অয়ং মহাত্মা চ মহাশ্চ বীর্যতঃ

সমাহিতশ্চাতিসহস্র সংযুগে ।

অসংশয়ঃ কর্মগুণোদয়াদয়ং

সনাগয়শ্চৈর্মুনিভিষ্ণু পূজিতঃ ॥ ২৭

‘এই কুমার মহাত্মা এবং অতিশয় শৌর্যবীর্যবান। যুদ্ধে একাগ্র-চিত্ত ও শত্রুপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত রণক্লেশ সহ্য করতে সমর্থ। নিঃসন্দেহে আপন কর্ম-কুশলতা ও গুণাবলীতে এই বীর নাগ, যক্ষ এবং মুনিগণের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।

পরাক্রমোৎসাহবিনুদনানসঃ

সমীক্ষিতে মাং প্রমুখোহগ্রতঃ হিতঃ

পরাক্রমো হাস্য মনাংসি কম্পয়েৎ

সূরাসূরাধামপি শীঘ্রকারিণঃ ॥ ২৮

‘পরাক্রম ও রণোৎসাহে এর মন এখন সম্প্রসারিত হয়ে আছে। সে আমার দিকে মুখ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। অতিশয় শীঘ্রতায় যুদ্ধ করতে সক্ষম এর পরাক্রম দেবতা অথবা অসুরদেরও হৃদয় কম্পিত করতে পারে।

ন খলয়াং নাভিভবেদুপেক্ষিতঃ

পরাক্রমো হাস্য রণে বিবর্ষতে ।

প্রমাপণং হাস্য মমাদা রোচতে

ন বর্ষমানোহগ্নিকপেক্ষিতুং কমঃ ॥ ২৯

‘কিন্তু অক্ষকে যদি উপেক্ষা করি, তাহলে সে আমাকে পরাস্ত না করে ছাড়বে না, কেননা সংগ্রামে ইহার পরাক্রম ও মনোবল ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে। অতএব আজই একে বধ করা আমার উচিত মনে হচ্ছে, কেননা ক্রমাগত অভিবর্ধিত অগ্নিকে কখনও উপেক্ষা করা ভালো নয়।’

ইতি প্রবেগঃ তু পরস্য তর্কয়ন্

স্বকর্মযোগং চ বিধায় বীর্যবান্ ।

চকার বেগং তু মহাবলস্তদা

মতিং চ চক্রেহস্য বধে তদানীম্ ॥ ৩০

এইপ্রকারে শত্রুর আক্রমণের গতিবেগ বিচারপূর্বক তার প্রতিকারের জন্য আপন কর্তব্য স্থির করে মহান বল ও পরাক্রমসম্পন্ন শ্রীহনুমান তখন নিজের গতিবেগ বর্ধিত করলেন এবং শত্রুনিধনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

স তস্য তানষ্ট বরান্ মহাহয়ান্

সমাহিতান্ ভারসহান্ বিবর্তনে ।

জঘান বীরঃ পথি বায়ুসেবিতো

তলপ্রহারৈঃ পবনাস্বজঃ কপিঃ ॥ ৩১

পবনকুমার শ্রীহনুমান অক্ষ-এর সদা সপ্রস্তুত, তারবহনে সক্ষম এবং নানা কৌশলে ভার বহনে সক্ষম এবং নানা কৌশলে দিকপরিবর্তনের শিক্ষায় সুশিক্ষিত আটটি মহৎ অশ্বকে চপেটাঘাতে বায়ুমার্গেই নিধন করলেন।

ততস্তলেনাভিহতো

মহারথঃ

স তস্য পিঙ্গাধিপমত্রিনির্জিতঃ ।

স জগদীশঃ পরিত্যক্তবানঃ

পশ্যতঃ ক্রোধী হতবীজবদনঃ ॥ ৩২

তদনন্তরং, বানরবাজ্যে পুণ্ড্রবাহু মন্ত্রী শীহনুমান অক্ষকুমারের সুবিশাল বখাটিকে ক্রমাগতঃ ধাংস করলেন এবং ত্র্যাসন ও পারবৃত্ত প্রভৃতি সেই রথ থেকে মুক্তাশ্রিত মাটিতে এসে পড়ল।

স তং পরিত্যক্তা মহানরথো রথঃ

সকামুকঃ খড়্গধরঃ খমুৎপতনঃ।

ততোহজিযোগাদৃগ্নিরুদ্রবীথবান্

বিহার্য দেহং মনস্তামিবালায়াম্ ॥ ৩৩

তখন মহাবীরা অক্ষকুমার ধনুক ও তলোয়ার হাতে বধ ছেড়ে অস্ত্রবীক্ষে উড়তে লাগল, যেন কোনো উল্লসিতসম্পন্ন মহর্ষি যৌগিক উপায়ে শরীর মোচনপূর্বক স্বর্গলোকের অভিমুখে যাত্রারত।

কপিভক্তঃ বিচরন্তমন্ত্রে

পতংহিরাজানিলসিদ্ধসেবিতো ।

সমেতা তং মারুতবেগবিক্রমঃ

ক্রমেশ জগ্ৰাহ চ পাদয়োদৃঢ়ম্ ॥ ৩৪

সেইসময়, বায়ুর সমান বেগ এবং পরাক্রমী কপিবর শ্রীহনুমান পক্ষিরাজ গরুড়, বায়ু ও সিদ্ধগণসেবিত বোমমার্গে অক্ষকুমারের কাছে পৌঁছে ক্রমশঃ তার পদদ্বয় দৃঢ়ভাবে অধিগ্রহণ করলেন।

স তং সমাবিষ্টা সহস্রশঃ কপি-

র্মহোরগঃ গৃহ্য ইবাণ্ডজেশ্বরঃ ।

মুমোচ বেগাৎ পিতৃভূলাবিক্রমো

মহীতলে সংযতি বানরোত্তমঃ ॥ ৩৫

পক্ষিরাজ গরুড় কর্তৃক ধৃত মহাসর্পের ন্যায় বানর শিরোমণি শ্রীহনুমান অক্ষকুমারকে সহস্রবার শূন্য ঘূর্ণিত করলেন এবং তৎপরে, বায়ুদেবের তুল্য বিক্রমশালী সেই কপিশ্রেষ্ঠ তাকে প্রচণ্ড গতিতে যুদ্ধস্থলে নিক্ষেপ করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাস্করীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বাস্করীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

স

জগদীশঃ পরিত্যক্তবানঃ

করমসুভূমির্মণ্ডিতাভিলোচনঃ

সম্মিমাগমিঃ

প্রণিকীর্ণবদনো

হতং পিতৃভূলায়াম্ ॥ ৩২

‘দুর্গমতে পতিত হয়ে (অক্ষকুমারের) পাদদ্বয়, অক্ষকুমার ও বক্ষদেশে লাগু পড়তে গেল; কপির ধারা বর্ষিত লাগল শরীরের অভিসমুদ্র চরমার হয়ে গেল, চোখ বন্ধ হয়ে বোরিয়ে এল, অস্ত্র-সর্পিণ্ড-ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল কপিগোপদান শিথিল হয়ে পড়ল।

মহাকপির্ভূমিতলে নির্পীড্য তং

চকার রক্ষোদগিতমহমুদ্রম্

মহর্ষিভিচ্চক্ষুঃসং

সমাগতঃ

সমেতা ভূতৈশ্চ সযক্ষপন্নৈঃ

সুসৈশ্চ

সৌদ্রর্ধ্বজাতবিস্ময়ৈ-

র্হতে কুমারে স কপিনিরীক্ষিতঃ ॥ ৩৩

তাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে মহাকপি শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের মনে ভীষণ ভয় জন্মালেন। অক্ষকুমারের পরে নক্ষত্রমণ্ডলে অবাধে বিচরণশীল মহর্ষিগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, ভূতবৃন্দ এবং ইন্দ্রের সহিত দেব-সকল সেখানে একত্রিত হয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহ্য শ্রীহনুমানকে দর্শন করলেন।

নিহত্য তং বজ্রিসুতোপমং রণে

কুমারমক্ষং ক্ষতজোপমেক্ষম্।

তদেব বীরোহভিজগাম তোরণং

কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষরে ॥ ৩৪

যুদ্ধে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের তুল্য পরাক্রমী এবং রক্তাঙ্গ সুচারু নয়নসম্পন্ন অক্ষকুমারকে বধ করে বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান সৃষ্টি (অর্থাৎ প্রজা) সংস্থার উদাত্ত মহাবীর এর ন্যায় পুনরায় যুদ্ধের প্রতীক্ষায় বাটিকার তোরণে চলে এলেন।

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭

৫৮

৫৯

৬০

৬১

৬২

৬৩

৬৪

## অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৮)

ইন্দ্রজিৎ এবং শ্রীহনুমানের সমর, ইন্দ্রজিতের দিব্যাস্ত্রের বহুদনে বন্দী হয়ে  
শ্রীহনুমানের রাক্ষসরাজ রাবণের দরবারে উপস্থিত হওয়া

রক্ষোহধিপতির্মহাস্বা  
হনুমতাক্ষে নিহতে কুমারে।

সমাধায় স দেবকল্লঃ  
সমাদিদেবশেজজিতং সরোযঃ ॥ ১

শ্রীহনুমান কর্তৃক অক্ষকুমারের নিধনের পর  
রক্ষসরাজ রাবণ কোনোপ্রকারে মনঃস্থির করে দেবতুল্য  
বন্দী কুমার ইন্দ্রজিৎকে সরোষে এইরূপ আশ্রয় দিলেন।

মৃত্যুবিহ্বলভূতাং বরিতঃ  
সুরাসুরাণামপি শোকদাতা।

যুদ্ধে সৈন্তেষু চ দৃষ্টকর্ম্য  
পিতামহারামনসঞ্চিন্তাস্ত্রঃ ॥ ২

‘পুত্র! তুমি ব্রহ্মার তপস্যা করে অনেক প্রকার  
জুইদা লাভ করেছ। তুমি অস্ত্রজ্ঞ ও শস্ত্রধারিগণের মধ্যে  
শ্রেষ্ঠ এবং দেবতা ও অসুরগণকেও শোক প্রদানে সমর্থ  
ইচ্ছা সকল দেবতাগণের দ্বারা তোমার শক্তি পরীক্ষিত  
হয়েছে।

ঈশ্বরলমাসাদ্য সসুরাঃ সমরকল্যাণাঃ  
ন শকুঃ সমরে হাতুং সুরেশ্বরসমাপ্রিতাঃ ॥ ৩

‘যেহেতু তোমার অস্ত্রের শক্তি অজেয় সেইজন্য  
দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা সমর্থিত হলেও সকল দেবতা অথবা  
সকল মরুদগণ, কেউই তোমার সঙ্গে সম্মুখ সমরে  
লড়াতে পারবে না।

ন কশিৎ ত্রিষু লোকেষু সংযুগে ন গতশ্রমঃ।  
ভূতবীর্ষভিঃপুস্ত তপসা চাভিরক্ষিতঃ।

দেশকালপ্রধানশ্চ ত্বমেব মতিসম্ভবঃ ॥ ৪

‘তুমি বাতীত এমন কেউ নেই যে তিন লোকেই  
(বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল-এ) যুদ্ধ করেছে। তুমি খুবই বুদ্ধিমান  
এবং নিজের বাহুবল ও তপোবল দ্বারা স্বয়ং সুরক্ষিত  
এবং দেশ ও কাল অনুরূপ কার্যসাধনে পারদর্শী।

ন হেহত্যাশক্যঃ সমরেষু কর্মণাং  
ন ভেদহত্যাশক্যঃ মতিপূর্বমজ্ঞণে।

ন সোধস্তি কশিৎ ত্রিষু সংগ্রহেষু  
ন বেদ যন্তেহস্ত্রবলং বলং চ। ৫

‘যুদ্ধে তোমাব অসাধ্য কিছুই নেই। তোমার  
বুদ্ধিদীপ্ত বিবেচনার শক্তিতে কোনো কর্মসম্পাদন তুমি  
অসম্ভব মনে কর না। ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই, যে  
তোমার শারীরিক ক্ষমতা এবং অস্ত্রবল সম্বন্ধে অবগত  
নয়।

মমানুক্রপং তপসো বলং চ তে  
পরাক্রমশ্চাত্ত্বলং চ সংযুগে।  
ন দ্বাং সমাসাদ্য রণানমর্দে  
মনঃ শ্রমং গচ্ছতি নিশ্চিতার্থম্ ॥ ৬

‘তোমার তপোবল, যুদ্ধবিষয়ক পরাক্রম এবং  
অস্ত্রবল আমার সমকক্ষ। যুদ্ধস্থলে তোমাকে পেয়ে আমার  
মন কোনদিন দুঃখ বা বিষাদগ্রস্ত হয় না, কেননা আমি এই  
বিশ্বাস রাখি যে তোমার পক্ষেই বিজয়ী হবে।

নিহতাঃ কিল্লরাঃ সর্বে জম্বুমালী চ রাক্ষসঃ।  
অমাত্যপুত্রা বীরাস্ত পঞ্চ সেনাগামিনঃ ॥ ৭

‘কিল্লর উপাধিযুক্ত সব রাক্ষস নিহত হয়েছে,  
সাতজন মন্ত্রীপুত্র এবং পঞ্চ সেনাপতিও মৃত্যু বরণ  
করেছে

বলানি সুসমৃদ্ধানি সান্থনাগরধানি চ।  
সহোদরস্তে দমিতঃ কুমারোহক্ষশ্চ সুদিতঃ।

ন তু তেষেব মে সারো যজ্ঞযারিনিষূদনঃ ॥ ৮

‘তাদের সাথে সাথে হস্তী, অশ্ব ও রথাদি এবং  
অত্যন্ত পরাক্রমী সৈন্যবলও বিনষ্ট হয়েছে। তোমার  
সহোদর ভ্রাতা ও বন্ধু অক্ষকুমার নিহত হয়েছে। এদের  
মধ্যে অতুল্য শক্তি বিদ্যমান ছিল না, যা অরিদ্রম তোমার  
মধ্যে আছে।

ইদং চ দৃষ্টা নিহতং মহদ্ বলং  
কপেঃ প্রভাবং চ পরাক্রমং চ।

ত্বমাক্ষনশ্চাপি নিরীক্ষা সারং  
কুরুষ বেষগং স্ববলানুরূপম্ ॥ ৯

‘এইভাবে স্বপক্ষে বিশাল সৈন্যদলের সংহার এবং  
সেই বানরের শক্তি, পরাক্রম ও বীরত্বকে পর্যবেক্ষণ করে  
তুমি নিজের ক্ষমতা বিচার করবে এবং তৎপরে শক্তি



যথা গতে শাস্যতি শাস্তশাস্ত্রো ।

• ১৯৪৮ সালের ১২-ই আগস্ট তারিখে স্বাক্ষরিত।

ন বীর সেনা গণশোচ্য চরিত্র  
ন বজ্রমাদায় বিশালসারম্।  
ন হাক্কতল্যাপ্তি গতিপ্রমাণং

ভবেবমৰ্থঃ      প্রশমীক্য      সমাক্  
 দ্বকৰ্মসাম্যাদি      সমাহিতাস্থা  
 স্মরণং      দিবাং      শনুসেহিস্য      বীৰ্যঃ

अस्मिन् च राजधर्माणां कृत्स्ना च मतिर्मता ॥ १७

বাশাশ্বেষু                      সংগ্রামে                      বৈশাখদামনিন্দম ।  
 বশ্যমেব                      বোধব্যং                      বিজয়ো                      রণে ॥ ১৪

१. प्रदीपिका  
 २. निशाना  
 ३. प्रदीपिका  
 ४. प्रदीपिका

न्याया  
 न्याया नैतः प्रतिपन्नः

নিবেদন পিতৃদেব রাবণের এট কথা শুনে  
দেবতাদের সমান শক্তির বীর মেঘনাদ যুদ্ধের  
কৃতানন্ড্য হয়ে প্রতি শীঘ্র লক্ষ্মণ রাবণকে  
করল।

ততঃঃ সগণৈরিতৈরিদ্রজিৎ প্রতিপুঞ্জিঃ।  
যুদ্ধোদ্ধতকৃতোৎসাহঃ সংগ্রামঃ সম্প্রপকঃ।

তদনন্তর, রাজসভায় উপস্থিত স্বপক্ষের  
রাক্ষসগণ কর্তৃক বহুল প্রশংসিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ  
যুদ্ধের জন্য সোৎসাহে প্রস্তুতিপূর্বক সংগ্রামস্থলে  
উদ্যত হল।

শ্রীমান্ পদ্মবিশালাক্ষো রাক্ষসাদ্বিপতেঃ সুতঃ।  
 নির্জগাম মহাতেজাঃ সমুজ ইব পৰাশি॥

তখন মনে হল যেন প্রফুল্ল কমলদলের তুল্য প্র  
নেত্রবান ও রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র, মহাতেজস্বী হ্রী  
ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র তিথিতে উজ্জ্বলিত সমুদ্রের ন্যায় (সবিশেষ  
ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে) রাজপুরী হতে বহির্গত হল

স পক্ষিরা জ্যোৎস্নাতুল্যাবেগে-  
ব্যাগ্মৈশ্চতুর্ভিঃ স তু তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈঃ।

২৭৭ সমাধুজ্ঞানসহ্যবেগঃ  
 সমারূপোহেন্দ্রজিদিদ্রকল্পঃ

যাব গতিবেগ শত্রুপক্ষের জন্য অসহনীয়, ইহা  
 পরাজনী সেই ইন্দ্রজিৎ পক্ষিৰাজ গরুড়ের  
 তীব্রগতিসম্পন্ন ও সুতীক্ষ্ণ দন্তরাজিযুক্ত চাবটি সিংহ  
 রথে আরাঢ় হল।

ਸ ਰਥੀ ਖਧਿਨਾਃ ਸ਼੍ਰੇਥਃ ਸਾਸੁਯੋਹਸੁਵਿਦਾਃ ਵਰਾ।  
ਰਥੇਨਾਤਿਰਥੋ ਸ੍ਰਿਪਃ ਹਨਮਾਨ ਯਤ ਸੋਹਤਵਃ।

সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, অস্ত্র-শস্ত্রসমূহের শ্রেষ্ঠ  
মহারথী ইন্দ্রজিৎ রথে আরোহণ করে শীঘ্র সেই দিকে  
করল, যেখানে শ্রীহনুমান যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা

উপস্থিত।  
 রত্ননির্মোহঃ  
 হরিবীরোহসৌ  
 তর যথেষ্ট  
 বানরকী  
 শ্রবণ করে  
 বানরকী  
 পতিপূর্ণ  
 হইলেন।  
 বিজ্ঞানমাদায়  
 দৃষ্টমজ্জিত  
 ইন্দ্রজিৎ  
 যুদ্ধবিদ্যায়  
 সুনাজ্জিত  
 হয়ে  
 সংযতি  
 রণায়  
 সর্বাঃ  
 কলুষ  
 মৃগাশ  
 মনসে  
 হর্ষ ও উৎস  
 ইন্দ্রজিৎ  
 যুদ্ধযাত্রা  
 করল,  
 দ্বন্দ্ব  
 পদ  
 প্রস্তরা  
 বিভিন্ন  
 সনাতন  
 তু  
 অর্হষ্যশ  
 সমাবৃত্ত  
 চ  
 বিনেদুরুট  
 যুদ্ধ  
 প্রত্যক্ষ  
 করার  
 নরী  
 ও নক্ষত্র  
 মণ্ডলে  
 বি  
 এবং  
 নাম  
 বিধ  
 পাখির  
 দল  
 ইন্দ্র  
 মুরে  
 কল-কাকলি  
 ম  
 রথঃ  
 দুই  
 মনস  
 চ  
 মহানাদঃ  
 ইন্দ্র  
 মজ্জিত  
 রত্ন  
 দেবে  
 বেগ  
 ইন্দ্র  
 মুর  
 গর্জন  
 করলেন  
 বর্জিত  
 করলেন।  
 ইন্দ্রজিৎ  
 স  
 রথঃ  
 বর্জিত  
 মরামাস  
 অনানিকে,  
 দিব্য  
 নিঃশব্দ  
 তুল্য  
 নিঃশব্দ  
 সমেত

ছিলেন।

ন তস্য রথনির্ঘোষঃ জ্যোত্স্নঃ কার্মুকস্য চ।

নিশমা হরিবীরোহসৌ সম্প্রহৃষ্টরোহভবৎ ॥ ২০

তার রথের গভীর ঘর্ঘরধ্বনি এবং ধনুকের জ্যা-  
নির্ঘোষ শ্রবণ করে বানরবীর শ্রীহনুমান অতীব উৎসাহ ও  
হর্ষে পরিপূর্ণ হলেন।

ইন্দ্রজিৎপাদাদায় শিতশল্যাংচ সায়কান্।

হুমন্তমভিপ্রেতা জগাম রণপণ্ডিতঃ ॥ ২১

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ ছিল। সে ধনুঃ ও তীক্ষ্মমুখ  
শরসমূহে সুসজ্জিত হয়ে শ্রীহনুমানকে লক্ষ্য করে আগ্রসর  
হল।

তন্নিঃসৃতঃ সংযতি জাতহর্ষে

রণায় নির্গচ্ছতি বাণশালৌ।

দিশচ্চ সর্বাঃ কলুষা বভূবু-

র্মাণাচ্চ রৌদ্রা বহুধা বিনেদুঃ ॥ ২২

হৃদয়ে হর্ষ ও উৎসাহ এবং হস্তে ধনুর্বাণ নিয়ে যখন  
ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা কবল, তখন দিকসমূহ স্নান হয়ে গেল,  
আর স্থাপদ জন্তুরা বিভিন্ন স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল।

নমাগতান্ত্রা তু নাগযক্ষা

মহর্ষয়শ্চক্রচরাশ্চ সিদ্ধাঃ।

নভঃ সমাবৃত্তা চ পক্ষিসম্বা

বিনেদুরুচৈঃ পরমপ্রহটাঃ ॥ ২৩

যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার অভিলাষে সেইক্ষণে নাগ, যক্ষ,  
মহর্ষি ও নক্ষত্রমণ্ডলে বিচরণকারী সিদ্ধগণ এসে পড়লেন  
এবং নানাবিধ পাখির দল আকাশ পরিব্যাপ্ত করে আনন্দে  
উচ্চস্বরে কল-কাকলি করতে লাগল।

আয়াত্নঃ স রথং দৃষ্টা তৃণমিভ্রমরজঃ কপিঃ

ননাদ চ মহানাদং ব্যবর্তত চ বেগবান্ ॥ ২৪

ইন্দ্রধ্বজযুক্ত রথোপরি অতি বেগে আগুমান  
মেঘনাদকে দেখে বেগবান বানরবীর শ্রীহনুমান অতি  
উচ্চস্বরে গর্জন করলেন এবং নিজের শারীরিক আয়তন  
বর্ধিত করলেন।

ইন্দ্রজিৎ স রথং দিব্যমাপ্তিতশ্চিত্রকার্মুকঃ।

ধনুর্বিষ্ময়মায়ামাস তড়িৎপুঞ্জিতনিঃস্বনম্ ॥ ২৫

অন্যদিকে, দিব্য রথে আরোহণে বিভূষিত ধনুর্ধর ইন্দ্রজিৎ  
বিদ্যুৎনির্ঘোষে তুল্য নিঃস্বনে নিজের ধনুকে টংকার তুলল।

ততঃ সমেতাবতিতীক্ষ্ণবেগৌ

মহানলৌ তৌ রণনির্নিশঙ্কৌ।

কপিচ্চ রক্ষোহধিপতেস্তনুজঃ

সুরাসুরেজ্জাবিন বন্ধবৈরৌ ॥ ২৬

অতিশয় তীব্র বেগশালী রণে নিঃশঙ্ক দুই বীর  
রাক্ষসরাজের পুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং অন্যদিকে শ্রীহনুমান সুর  
ও অসুরের তুল্য চিববৈরিতা নিয়ে একে অন্যের সম্মুখীন  
হলেন।

স তস্য বীরস্য মহারথস্য

ধনুশ্চ সংযতি সম্প্রত্যা।

শরপ্রবেগঃ বাহনৎ প্রবৃদ্ধ-

শ্চচার মার্গে পিতুরপ্রমেয়ঃ ॥ ২৭

অপরিমিত শক্তিশালী শ্রীহনুমান বিশাল শরীরে  
পিতৃদেব বায়ুর মার্গে বিচরণ করতে করতে বহুযুদ্ধে বিজয়ী  
সেই ধনুর্ধর মহারথী রাক্ষসবীরের শবজালের গতিকে ব্যর্থ  
করে দিলেন।

ততঃ শরানায়ততীক্ষ্ণশল্যান্

সুপত্রিশঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খান্।

মুমোচ বীরঃ পরবীরহস্তা

সুসত্তান্ বজ্রসমানবেগান্ ॥ ২৮

তদনন্তর, শত্রুবীরগণের সংহারক ইন্দ্রজিৎ  
বিশালাকার, তীক্ষ্মমুখ, শোভন পালকে সুসজ্জিত ও স্বর্ণের  
তৈরি বিচিত্র পক্ষ্মশিত, তথা বজ্রপাতের তুল্য বেগবান  
শরসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে নিক্ষেপ করতে লাগল।

ততঃ স তৎসান্দননিঃস্বনং চ

মৃদঙ্গভেরীপটহস্বনং চ।

বিক্রমামাণস্য চ কার্মুকস্য

নিশমা ঘোষঃ পুনরুৎপপাত ॥ ২৯

সেই সময়ে রথের ঘর্ঘর শব্দ, মৃদঙ্গ, ভেরী ও  
পটহাদি বাদ্যের নিনাদ এবং কামুক আকর্ষণের টংকার  
শ্রবণ করে শ্রীহনুমান পুনরায় অধিকতর উচ্চতায় স্বয়ং  
উন্নীত হলেন।

শরাণামন্তরেদাত্ত ব্যাবর্তত মহাকপিঃ।

হরিত্য্যভিলক্ষ্যাস্য মোক্ষয়ন্নকাসংগ্রহম্ ॥ ৩০

উপরে উঠে গিয়ে মহাকপি বানরবীর, লক্ষ্যভেদে  
অসদ্বুদ্ধ মেঘনাদের অভিলক্ষিত লক্ষ্যকে ব্যর্থ করতে  
করতে নিষ্কিপ্ত শরসমূহের অন্তর্ভুক্ত মার্গে নিঃস্রবন করে  
নিজেকে রক্ষা করতে লাগলেন।



পরশাময়ভঙ্গ্য পুনঃ সমজিবর্তত  
প্রসার্য হস্তৌ হনুমানুৎপশ্যতানিলাঙ্গজঃ ॥ ৩১

বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান পুনরায় মেঘনাদের লক্ষ্যপথে  
আবির্ভূত হয়ে, আবার দুইবার প্রসারিত করে নিম্নে  
উজ্জীন হতে লাগলেন।

তাবৃত্তৌ বেগসম্পন্নৌ নগকর্মলিশারদৌ।  
সর্বভূতমনোহরাহি চক্ষুর্ভাগমুত্তমম্ ॥ ৩২

মহাবেগবান ও নগনিপুণ সেই দুই বীর সকল প্রাণীর  
চিন্তাকর্ষক মহারণে রত হলেন।

হনুমতো বেদ ন সাক্ষসোহস্তরঃ  
ন মারুতিভঙ্গ্য মহাস্থানোহস্তরম্।

পরম্পরঃ নির্বিঘ্নৌ বভূবুঃ  
সমেত্য ভৌ দেনসমানবিক্রমৌ ॥ ৩৩

ইন্দ্রজিৎ শ্রীহনুমানকে আঘাত করার অবসর পাচ্ছিল  
না, পবনকুমারও সেই মহাবীরকে আহত করার সুযোগ  
পাচ্ছিলেন না। দেবতাদের সমান পরাক্রমশালী দুই বীর  
পরস্পর সম্মুখ সমবে একে অন্যের জন্য দুঃসহ হয়ে  
উঠলেন। (দুই বীর উদ্ধার গতিতে যুদ্ধ করায়, একে  
অন্যের লক্ষ্য হওয়া কষ্টকর মনে হচ্ছিল)।

ততস্ত্ব লক্ষ্যো স বিহন্যমানে  
শরেষমোঘেযু চ সম্পতৎসু।

জগাম চিন্তাঃ মহতীঃ মহাস্থা  
সমাধিসংযোগসমাহিতাস্থা ॥ ৩৪

লক্ষ্যভেদে নিক্ষিপ্ত মেঘনাদের অমোঘ শরও যখন  
বার্য হয়ে ভূপতিত হল, তখন সেই মহাবীর গভীর চিন্তায়  
নিমগ্ন হল এবং ধ্যান মৌন একাগ্রতায় অন্তরে ভাবতে  
লাগল।

ততো মতিং সাক্ষসরাজসূ-  
শ্চকার তপ্তিন্ হরিবীরমুখো।

অবধাতাঃ তস্য কশেঃ সমীক্ষ্য  
কথং নিগচ্ছেদিতি নিগ্রহার্থম্ ॥ ৩৫

সেই কপিশ্রেষ্ঠকে অবধ্য দেখে সাক্ষস রাজকুমার  
মেঘনাদ বীরবানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীহনুমানের ব্যাপারে  
বিচার করতে লাগল যে 'ইহাকে যে কোন প্রকারে বন্দী  
করতে হবে, কিন্তু এই কপি কিভাবে আমার বন্ধন স্বীকার  
করবে?'

ততঃ পৈতামহঃ বীরঃ সোহব্রহ্মবিদাঃ বরঃ।

সন্দেহে সুনভাতেজাঃ হরিপ্রবরঃ  
ভ্রারণ, অঙ্গুবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
মহাতেজস্বী বীর কপিশ্রেষ্ঠকে লক্ষ্য করে নিজের দৃষ্টি  
একান্ত সন্ধান করল।

অন্যথোভাগমিতি জ্ঞাত্ব তমদ্রোণাত্তত্বনিং।  
নিজগ্রাহ মহানাভঃ মারুতাস্ত্রজমিত্তজিৎ ॥ ৩৬

অঙ্গুতন্ত্রের জ্ঞাতা মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ পবনকুমারের  
অন্য জেনে তাঁকে সেই অস্ত্রে বন্দী করল

তেন বন্ধস্ততোহস্ত্রেণ সাক্ষসেণ স বানরঃ।  
অভবগির্বিচেষ্টেচ পপাত চ মহীভঙ্গে ॥ ৩৭

সাক্ষস কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র বন্দী অবস্থায় গতিহীন হওয়া  
বানরবীর পৃথিবীতে পতিত হলেন।

ততোহথ বুদ্ধা স তদব্রবন্ধঃ  
প্রভোঃ প্রভাবাদ্ বিগতান্নবেগঃ।

পিতামহানুগ্রহমাস্বনশ্চ  
বিচিঞ্জ্যামাস হরিপ্রবীরঃ ॥ ৩৮

নিজেকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্দী জেনেও ব্রহ্মার কৃপা  
বানরবীরের কিছুমাত্র ক্রেশানুভব হল না। সেই বানরশ্রে-  
ষ্ঠ তাঁর নিজের উপর ব্রহ্মার অনুগ্রহের কথা ভাবতে  
লাগলেন।

ততঃ স্বায়ম্ভুবৈর্মন্ত্রেব্রহ্মাস্ত্রং চাভিমন্তিতম্।  
হনুমাংশ্চিঞ্জ্যামাস বরদানং পিতামহাং ॥ ৩৯

যে মন্ত্রের দেবতা সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, সেই মন্ত্র  
অভিমন্তিত ব্রহ্মাস্ত্রকে দেখে শ্রীহনুমান পিতামহ ব্রহ্মার  
নিকট হতে তাঁর (শ্রীহনুমানের) প্রতি বরপ্রাপ্তির কথা স্বপ্ন  
করলেন (ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন যে ব্রহ্মাস্ত্র এক মুহূর্তে  
শ্রীহনুমানকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবে)।

ন মেহস্য বজ্রস্য চ শক্তিরস্তি  
বিমোক্ষণে লোকন্তরোঃ প্রভাবাঃ।

ইত্যেবমেবং বিহিতোহস্ত্রবদ্ধো  
ময়াহহস্বযোনেন্নুবর্তিতবাঃ ॥ ৪০

কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন— 'ইন্দ্রজিৎের ধারণা হল  
যে এই ব্রহ্মার প্রভাব হেতু ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি  
পাওয়ার শক্তি আমার নেই, এইরূপ ভেবে ব্রহ্মাস্ত্র প্রকৃত  
হয়েছে। অতএব এই বন্ধন আমার স্বীকার করা উচিত।'

স বীর্যমন্তস্য কপির্বিচার্য  
পিতামহানুগ্রহমাস্বনশ্চ



নিম্নোক্তকৃতঃ

পরিচয়গিতা

পিতামহাজামনুভর্তে

স্ম। ৪২

মহাবে ব্রহ্মাশ্রেয় শক্তি পিচান-নিবেচনা করে  
শ্রীহনুমান তাঁর প্রতি ব্রহ্মার অনুগ্রহের কথা চিন্তা করলেন।  
তিনি ব্রহ্মাশ্রেয় বন্ধন থেকে মুক্তির নিজস্ব শক্তির কথা  
শ্রবণ করলেন, তবুও পিতামহ ব্রহ্মার সম্মানার্থে তদাঙ্গার  
অনুবর্তন করতে মনঃস্থির করলেন।

অঙ্গোপি হি বন্ধস্য ভয়ঃ মম ন জায়তে  
পিতামহমহেদ্রাভ্যাং রক্ষিতস্যানিলেন চ। ৪৩

‘অঙ্গের দ্বারা আবদ্ধ হলেও, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং  
গবনদেব আমাকে রক্ষা করছেন। অতএব আমার মনে  
কোন ভয় হচ্ছে না।

এরূপে চাপি রক্ষোভির্মহয়ে গুণদর্শনম্।  
রাক্ষসেভ্যে সংবাদস্তস্মাদ্ গৃহস্থ মাং পরে। ৪৪

‘রাক্ষসের দ্বারা বন্দী হলেও আমি বিরাট এক  
সুযোগ দেখতে পাচ্ছি। এতে রাক্ষসরাজ রাবণের সাথে  
কথা বলার অবসর পাওয়া যাবে। সুতরাং শত্রু পক্ষ  
আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাক (আমি এখন মুক্তির চেষ্টা  
করব না)।’

স নিশ্চিতার্থঃ পরবীরহস্তা  
সমীক্ষ্যকারী বিনিবৃত্তচেটঃ।

পরেঃ প্রসহ্যভিগতৈর্নিগৃহ্য  
ননাদ তৈস্তেঃ পরিভৎস্যমানঃ। ৪৫

এইভাবে মনঃস্থির ও বিচারপূর্বক কার্যসম্পাদনকারী  
অরিসূদন শ্রীহনুমান নিশ্চেষ্ট থাকলেন। এদিকে সকল  
শত্রুগণ নিকটে এসে তাঁকে বলপূর্বক অধিগ্রহণ ও ভৎসনা  
করতে লাগল, তখন শ্রীহনুমান যেন কষ্টানুভব করছেন  
এরূপ ভান করে গর্জন করতে লাগলেন।

ততস্তে রাক্ষসা দৃষ্টা বিনিশ্চেষ্টমরিন্দমম্।  
ববধুঃ শপথস্তৈশ্চ ক্রমচীরৈশ্চ সংহতৈঃ। ৪৬

রাক্ষসেরা দেখল যে এখন এই বানর হস্ত পদ  
আন্দোলিত করছে না, তদবসরে তারা শত্রুসংহারক  
শ্রীহনুমানকে শনের রজ্জু ও বৃক্ষবন্ধলের একত্রিত বন্ধনে  
দৃঢ়ভাবে বন্দী করল।

স রোচ্যামাস পরৈশ্চ বন্ধঃ  
প্রসহ্য বীরৈরভিগর্হণং চ।  
কৌতুহলাভ্যাং যদি রাক্ষসেভ্যো

ভয়ঃ ব্যবসোদিত্তি নিশ্চিতার্থঃ। ৪৭

শ্রীহনুমান শত্রুপক্ষের বন্দগণ কর্তৃক নিজেব বন্ধন  
এবং তিবস্ত্রাদি সর্পকিছুত ওই সময়ের জন্য কষ্টকর মনে  
করলেন। মনে মনে তিনি নিঃসন্দেহ ভ্রমেন রাক্ষসবাজ  
রাবণ সম্ভবতঃ কৌতুহল বশবর্তী হয়ে আমাকে (অর্থাৎ  
শ্রীহনুমানকে) দেখতে উদ্ধুক হবে।

স বন্ধস্তেন বন্ধেন বিনুভোহস্ত্রেণ বীরবান্।  
অস্ত্রবন্ধঃ স চান্যং হি ন বন্ধমনুবর্ততে। ৪৮  
বন্ধলের রজ্জুতে বদ্ধ হওয়ার পর পরাক্রমী  
শ্রীহনুমান ব্রহ্মাশ্রেয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন,  
কেননা সেই (ব্রহ্মাশ্রেয়) বন্ধন অন্য কোন বন্ধনের সঙ্গে  
একযোগে স্থায়ী হয় না।

অথৈকজিৎ তং ক্রমচীরবন্ধঃ  
বিচার্য বীরঃ কপিসত্তমঃ তম্।  
বিমুক্তমস্ত্রেণ জগাম চিন্তা-

মনোন বন্ধোহপানুবর্ততেহত্নম্। ৪৯  
অহো মহৎ কর্ম কৃতং নিরর্থং  
ন রাক্ষসৈর্মদ্রগতির্বিমৃষ্টা।

পুনশ্চ নাস্তে বিহতেহস্ত্রমন্যৎ  
প্রবর্ততে সংশয়িতাঃ স্ম সর্বে। ৫০

বীর ইন্দ্রজিৎ যখন দেখল যে সেই বানরশিরোমণি  
কেবলমাত্র বৃক্ষের বন্ধলে বদ্ধ হয়েছেন এবং  
(নিয়মানুসারে) ব্রহ্মাশ্রেয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন,  
তখন ইন্দ্রজিতের ভীষণ চিন্তার উদ্বেক হল। সে ভাবতে  
লাগল— ‘অন্য বন্ধনে বদ্ধ হয়েও শ্রীহনুমান ব্রহ্মাশ্রেয় বদ্ধ  
হয়ে থাকার মতো ভাব দেখাচ্ছেন। হায় ! এই সকল  
রাক্ষসেরা আমার দ্বারা কৃত এতবড় একটি কাজ (ব্রহ্মাশ্রেয়  
দ্বারা শ্রীহনুমানের বন্ধন) ব্যর্থ করে দিয়েছে। রাক্ষসেরা  
মস্ত্রেয় শক্তি বিচার করতে পারেনি। ব্রহ্মাস্ত্র যদি একবার  
ব্যর্থ হয়ে যায় দ্বিতীয়বার তার প্রয়োগ হয় না। এখন বিজয়ী  
হয়েও আমরা সবাই নিঃসন্দেহ হতে পারছি না।’

অস্ত্রেণ হনুমানু মুক্তো নাস্তানমববুধ্যতে।  
কৃষ্যামাপস্ত্র রক্ষোভিষ্টৈশ্চ বন্ধৈর্নিপীড়িতঃ। ৫১  
হন্যমানস্ততঃ ক্রুরৈ রাক্ষসৈঃ কালমুষ্টিভিঃ।  
সমীপং রাক্ষসেভ্যো প্রাকৃষ্যত স বানরঃ। ৫২

শ্রীহনুমান যদিও অস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে  
গেলেন তথাপি বন্ধন-মুক্তির ব্যাপারে অজ্ঞতার হান

କର୍ମବଳେନା । ନିମ୍ନର ବାକ୍ୟମତେବା ଡ୍ରାମାଟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ  
ଶବ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପାତ୍ତତ୍ବ ସାଧନେ ସାଧନେ ଡ୍ରାମାଟିକ ନିମ୍ନ  
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ । ଏହି ଡ୍ରାମାଟିକ ବାକ୍ୟମତେବା ବାକ୍ୟମତେବା ନିମ୍ନ  
ଡ୍ରାମାଟିକ କରା ଗଲା ।

‘ଆଦ୍ୟାତ୍ମଜିବ’ ଓ ‘ଅମରୀକା’ ଧୂଳି-

मदतः नक्षत्रं कुम्भगिरिमुद्राः ।

नामर्णयः      उग्र      महाबलः      उरः

इतिप्रदीपः      अथानां      तद्वत् ॥ ५३

ডল্লান্দর, ইন্দ্রজিৎ সেই মহাবলী খানদানীকে প্রদ্যায়  
থেকে মুক্ত এবং বৃক্ষ বকলের রক্তদেতে বন্দী অবস্থায়  
রাজসভাতে সপার্বদ বাবনের সম্মুখে উপস্থিত কবল।

ॐ मङ्गलं मातङ्गं वफः कणिवल्लोद्धमम् ।

ब्राह्मणा      ब्राह्मणसंज्ञाय      ब्राह्मणाय      ब्राह्मणाय ॥ ५४

মহা হস্তীর ভূলা বন্দী সেই বানরশিৰোমণিকে  
বান্দসেবা বান্দসবাজ্য রাবণের সেবায় উৎসর্গ করে দিল।

কোহয়ঃ কসো কুডো বাপি কিং কার্যঃ কোহডাপাত্রয়ঃ।

ইতি রাক্ষসবীরানাং দুষ্টা সমুদ্ভিরে কথাঃ ॥ ৫৫

শ্রীহনুমানকে দেখে রাক্ষসবীরগণ পরস্পর বলতে লাগল—‘এই বানর কে ? কার পুত্র অথবা সেবক ? কোন জায়গা থেকে এসেছে ? এখানে কী কাজে এসেছে ? এবং ইতার সহায়ক কে ?

হন্যভাঃ দহ্যভাঃ বাপি ভক্ষ্যভামিতি চাপরে।

राक्षसादयः      संक्रुधाः      परस्परमथाश्रयन॥ ५७

ক্রোশাশ্রিত অন্য একদল সান্ন্যাসেরা বলছিল—‘এই বানরকে মেরে ফেল, পুড়িয়ে দাও অথবা ভক্ষ্য হিসাবে খেয়ে নাও।’

ଅତୀତା    ମାର୍ଗଃ    ମହତା    ମହାତ୍ମା

ਸ    ਤਤ    ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਿਪਪਾਦਮੁਖੇ ।

ଦର୍ଶନ      ରାଜ୍ୟ      ପରିଚାଳନା

গৃহঃ      মহারাজবিষ্ণুমিতঃ      চ ॥ ৫৭

यद्वा श्रीः कनूमान यवन प्रत्यक्षं यथा कुरुक्षेत्रे  
 यद्वा नाकसनाथ यवनयुद्धे निरुद्धे प्राञ्चल उच्यते  
 यवनयुद्धे कुरुक्षेत्रे यवनयुद्धे यवनयुद्धे यवनयुद्धे  
 यद्वा यवनयुद्धे यवनयुद्धे यवनयुद्धे यवनयुद्धे यवनयुद्धे  
 यवनयुद्धे यवनयुद्धे यवनयुद्धे यवनयुद्धे यवनयुद्धे

ਸੁ ਸਾਦਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

तान्नाभिर्निकृष्टाकारैः ॥ कृष्णान्नाभिः ॥ ५० ॥

উপন মহাত্মজীবী রানজ বিজয়চন্দ্র রায়চন্দ্র  
দ্বারা উদ্ভূতঃ আকৃষানান রূপাংশু শ্রীমন্তনানন্দ রায়চন্দ্র  
স্বাধীনতা।

नाममाभिभक्तिः      छात्रि      लक्ष्मी      कश्चिदुप

তেজোবলসমায়ুক্তঃ      তপস্বিনী      অক্ষয় । ১২

କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀହନୁମାନଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୂର୍ବେଷ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠ  
 ବଳଦାନ ରାଜକ୍ଷରାଜ୍ୟ ଦାବ୍ୟକେ ନେଉଥିଲେ ।

স                      রোমসংবিত্তিত্তপ্রদর্শি

कर्मभानुसूत्रं                      कर्मभानुसूत्रं

अदशापनिष्ठान्      कुलबीजनसूक्तान्

सन्नादिशः त्रः प्रति मन्त्राः । ७५

শ্রীহনুমানকে দেখে দশানন বাবুদের চক্ষুর জোড়া  
বিঘূর্ণিত ও রক্তবর্ণ হয়ে গেল। সে তখন উদ্বেলিত হইয়া  
সুশীল ও মুখা মন্ত্রীগণকে শ্রীহনুমানের পরিচয় দেওয়ার  
জন্য আদেশ করল।

यथाक्रमः तैः स कश्चित् गतेः

कार्यार्थमर्थमा च मन्मथहर्त्रे ।

निवेदनाभास इरीश्वरगत

ଦୃତଃ                      ସକାଶାବହମାସତୋହସ୍ମି ॥ ୭୩

তখন মস্তিষ্কগণ ক্রমানুসারে শ্রীহনুমানকে কার্য  
প্রয়োজন এবং সমস্ত কিছুই মূল কারণ বিহীন উদ্ভাস  
করল। তখন শ্রীহনুমান বললেন - 'আমি কাননরাজ  
সঙ্গীতের কাছে থেকে তাঁর দূত হয়ে (এখন) এসেছি'

ইত্যাদে শ্রীমদ্বামায়দে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টচত্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাসীকি বিরচিত আদিকান্য সান্নাঘটের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টচত্বিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৩

## একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৪৯)

রাবণের প্রভাবশালী স্বরূপকে দেখে শ্রীহনুমানের মনে নহনিধ চিন্তা-ভাবনার উদয় হওয়া

তচ্চ স কৰ্মণা তস্য বিস্মিতো ভীমনিজমঃ।

হনুমান্ ক্রোধতাপ্রাক্ষো রক্ষোহনিশমনৈকতঃ॥ ১

অত্যন্ত পরাক্রমশালী শ্রীহনুমান উদ্ভূতচিত্তেব নীতিযুক্ত  
কৰ্মে বিশ্রিত এবং রাবণের সীতাহরণাদি কৰ্মের জন্য  
ক্রোধান্বিত হয়ে রক্তবর্ণ চক্ষুতে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি  
দৃষ্টপাত করলেন।

হাজমানঃ মহার্হেণ কাঞ্চনেন নিরাজতা।

মুক্তাজালবৃত্তেনাথ মুকুটেন মহাদ্যুতিম্। ২

শ্রীহনুমান দেখলেন যে দীপ্তিমান রাক্ষসরাজ  
মুক্তাজালে মণ্ডিত বহুমূল্য স্বর্ণমুকুটে উজ্জ্বলিত হচ্ছে।

বহুসংযোগসংযুক্তৈর্মহার্হমণিবিগ্রহৈঃ

হৈমৈরাভরৈশ্চিহ্নৈর্মণসেব প্রকল্পিতৈঃ॥ ৩

তার বিভিন্ন অঙ্গসমূহে বিচিত্র আভরণরাজি এমন  
সুন্দর লাগছিল যেন ওইগুলি মানসিক কল্পনা শক্তি দ্বারা  
রচিত হয়েছিল (অর্থাৎ হস্ত দ্বারা নির্মিত ভূষণাদি এমন  
সুন্দর হতে পারে না)। সেই সকল ভূষণে হীরক ও বহুমূল্য  
মণিরই খচিত ছিল যাতে রাবণকে অদ্ভুত শোভাযুক্ত  
লাগছিল।

মহার্হকৌমসংবীতঃ রক্তচন্দনরুধিতম্।

হনুলিপ্তং বিচিত্রাভির্বিখাভিচ্চ ভক্তিভিঃ॥ ৪

বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র তার শারীরিক শোভা বর্ধিত  
করাছিল, সে রক্তচন্দনে চর্চিত ছিল ও বহুবিধ বিচিত্র  
অলঙ্করণ সুগন্ধি রসায়নের দ্বারা তার শরীর অঙ্কিত  
ছিল।

বিচিত্রং দর্শনীয়ৈশ্চ রক্তাকৈর্ভীমদর্শনৈঃ।

দীপ্তহীমহাদঃপ্লুং প্রলম্বং দশনচ্ছদৈঃ॥ ৫

রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় ছিল ডগাবহ এবং দীপ্তিমান তীক্ষ্ণ ও  
বিশালাকার দন্তরাজির সঙ্গে আয়ত অদর ওষ্ঠে  
রাক্ষসরাজকে বিচিত্র শোভায় মণ্ডিত করেছিল।

শিরোভির্দর্শনৈর্বীরো হাজমানঃ মহৌজসম্।

নানাব্যালসমাকীর্ণৈঃ শিখরৈরিব মন্দরম্॥ ৬

বীর হনুমান দেখলেন যে, দশ-মস্তকে সুশোভিত  
মহাবলী রাবণ নানা প্রকার সর্পসংকুল বহুশৃঙ্গশোভিত  
মন্দার পর্বতের তুল্য প্রভীত হচ্ছে।

নীলাগ্ননচয়প্রথাং হারৈগোরসি রাজতা।

পূর্ণচক্রোত্তরক্লেণ সবালার্কমিনাদ্রুদম্॥ ৭

বাবণবাজের গায়বর্ণ কালা-কাজল-পর্বতের তুল্য  
ছিল এবং বক্ষদেশে জমকাদো গ্রাণে বিভূষিত ছিল। পূর্ণচক্র  
তুল্য মুখমণ্ডলযুক্ত প্রাতঃকালীন সবলীক মেঘমণ্ডলের ন্যায়  
সে শোভা পাচ্ছিল।

বাহুভির্বক্ষ্যকৈয়ূরৈশ্চন্দনোত্তমরাসিভৈঃ

হাজমানাজদৈর্ভীমৈঃ পক্ষশীর্ষৈরিবোরগৈঃ॥ ৮

হাতে কৈয়ুর বাঁধা ছিল, উত্তম চন্দন চর্চিত বাহুতে  
চমকপ্রদ অঙ্গদগ শোভা পাচ্ছিল এবং সেই ভয়ঙ্কর  
বাহুগুণে রাবণবাজকে মনে হচ্ছিল যেন সে পক্ষ-  
শীর্ষযুক্ত বহুসংখ্যক সর্পদ্বারা সেবিত।

মহতি স্ফাটিকে চিত্রে রত্নসংযোগচিত্রিতে।

উত্তমাস্তরণাঙ্গীর্ণে সুপবিষ্টঃ বরাসনে॥ ৯

নানাবিধ রত্নে সুশোভিত ও উৎকৃষ্ট আসনে  
আচ্ছাদিত স্ফটিক মণিনির্মিত বিশাল ও শোভন সিংহাসনে  
রাজকীয় ভঙ্গিমা উপবিষ্ট ছিল।

অলঙ্কৃত্যভিরত্যর্থঃ প্রমদাভিঃ সমস্ততঃ।

বালবাজনহস্তাভিরারংসমুপসেবিতম্ ॥ ১০

বস্ত্র ও আভরণে আতিশয় সজ্জিত বহুসংখ্যক  
যুবতীরা অদূরে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক থেকে চামর দিয়ে তাকে  
ব্যজন করছিল।

দুর্ঘরেণ প্রহস্তেন মহাপার্শ্বেন রক্ষসা।

মস্ত্রিভির্মস্ত্রতত্ত্বজৈর্নিকুন্তেন চ মস্ত্রিণা॥ ১১

উপোপবিষ্টঃ রক্ষোভিচ্চতুর্ভিবলদর্পিতম্।

কৃৎসং পরিবৃতং লোকং চতুর্ভিরিব সাগরৈঃ॥ ১২

মস্ত্রতত্ত্ববিদ দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব তথা নিকুন্ত  
— রাক্ষসকুলের চারজন রাজমন্ত্রী তার চারদিকে বসেছিল।  
মন্ত্রীচতুষ্টয়পরিবেষ্টিত বলাভিমानी রাবণ চতুর্দিকে  
সমুদ্রবেষ্টিত সসাগরা মহীতলের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

মস্ত্রিভির্মস্ত্রতত্ত্বজৈরন্যৈশ্চ শুভদর্শিভিঃ।

আত্মাস্যমানঃ সচিবৈঃ সুবৈরিব সুবৈশ্বরম্॥ ১৩

যেমন করে দেবতাগণ ইন্দ্রকে সাধুনা দেয়,  
অনুরূপভাবে মন্ত্রতত্ত্বের জ্ঞাতা মন্ত্রীগণ এবং অন্যান্য



শুভাকাঙ্ক্ষী সচিববৃন্দ তাকে আগ্রাসিত কবছিল।

অপশাদ্ রাক্ষসপতিঃ হনুমানতিভেজসম্।

বেষ্টিতঃ মেরুশিখরে সত্যোমিব ভোমদম্ ॥ ১৪

এইভাবে শ্রীহনুমান অতিপবাক্রমী রাক্ষসবাজ রাবণকে মেরুপর্বতের শিখরে জলদ কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় মস্তী ও পার্শ্বদ পরিবেষ্টিত দেখলেন।

স তৈঃ সম্পীড়মানোহপি রক্ষোভীতীমনিজ্জীমঃ।

বিস্ময়ঃ পরমঃ গদ্যা রক্ষোহমিষমবৈশ্কতঃ ॥ ১৫

সমস্ত ভীমবিক্রমী রাক্ষসদের দ্বারা পীড়িত হয়েও শ্রীহনুমান শরম বিস্ময়ে রাক্ষসবাজ রাবণকে দেখতে লাগলেন।

ব্রাজমানঃ ভক্তো দুষ্টা হনুমান্ রাক্ষসেশ্বরম্।

মনসা চিন্তয়ামাস তেজসা তসা মোহিতঃ ॥ ১৬

সেই দীপ্তশালী রাক্ষসাদিপতিকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে, তার তেজে বিমোহিত চিত্ত শ্রীহনুমান মনে মনে এইরূপ বিচার করতে লাগলেন—

অহো রূপমহো বৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।

অহো রাক্ষসরাজসা সর্বলক্ষণযুক্ততা ॥ ১৭

‘আহা ! রাক্ষসরাজের অদ্ভুদ রূপচ্ছটা ! কি অতুলনীয় বৈর্য ! কিরূপ শক্তি ! আশ্চর্য তেজচ্ছটার কি

বাহার ! সর্গবিধ রাজকীয় লক্ষণ সম্পন্ন হওয়া কি আশ্চর্য !

গদাধর্মো ন বলান্ স্যাদয়ঃ রাক্ষসেশ্বর।

স্যাদয়ঃ সুবলোকসা সশক্রস্যাপি রক্ষিতা ॥ ১৮

‘যদি উঠার মধ্যে প্রবল অধর্ম না থাকত ততসে ও রাক্ষসবাজ নানাব উপসর্গিত সম্পূর্ণ দেবলোকস ও সত্ত্ব (অর্থাৎ রাজা) চ্যুত পাবত।

যস্য কুটৈর্নশঃসৈশ্চ কর্মভিলোককংসিষ্টঃ।

শর্পে বিজাতি শব্দম্ব্যভ্রোকা সামরনাননা ॥ ১৯

অয়ং দ্বাংসততে ক্রুদ্ধঃ কর্ণমেকার্পণঃ জনঃ

ইতি দ্বিঃ নভস্বিধামকরোদ্যতিমান কপিঃ।

দুষ্টা রাক্ষসরাজস্য প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥ ২০

‘উগ্রাঙ্গ লোকনির্দিত নিষ্ঠুর ক্রুব কর্ণের জন্য ভেদ্য এবং দানবসহ স্পর্গাদি সমস্ত লোক একে ভয় করে কেননা, এই রাক্ষসবাজ ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত সমস্ত ধরিত্রীকে প্রলয়পয়োধির একার্ণব-জলবান্ধিতে পরিণত করতে পারে (অর্থাৎ, পৃথিবীর প্রলয় ঘটাবে বর্ষাধির জল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে)।’ অমিত তেজস্বী রাক্ষসরাজের প্রভাবকে দেখে সেই বুদ্ধিমান দানববীর শ্রীহনুমান একে অনেক প্রকার চিন্তা করতে লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

## পঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫০)

শ্রীহনুমানকে লঙ্কাপুরীতে আসার কারণ জিজ্ঞাসার জন্য প্রহস্তের প্রতি রাবণের আদেশ

এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক নিজেকে শ্রীরামচন্দ্রের দূত হিসেবে ঘোষণা

ভমুধীক্ষা মহাবাহঃ পিঙ্গাকং পুরতঃ স্থিতম্।

রোষেণ মহতাহুবিষ্টো রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ১

সমস্ত লোককে কাঁদাতে পারে যে, সেই মহাবাহু পিঙ্গল চক্ষু বিশিষ্ট রাবণ শ্রীহনুমানকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হল।

শঙ্কাহতাস্তা দধৌ স কপীন্দ্রঃ তেজসা বৃতম্।

কিমেষ ভগবান্ নন্দী ভবেৎ সাক্ষাদিহাগতঃ ॥ ২

যেন শঙ্কোহস্তি কৈলাসে যয়া প্রহসিতে পুরা।

সোহয়ং বানরমূর্তিঃ স্যাৎকিংবদ্বি বাণোহপি বাসুঃ ॥ ৩

তৎসহ বিবিধ প্রকার আশঙ্কায় রাবণের মন এত ছিন্ন উঠল। অতএব, সে তেজস্বী বানরবাজের বিষয়ে বিচার করতে লাগল— ‘এই বানরের ছদ্মবেশে ভগবান নন্দী সাক্ষাৎ এখানে এসেছেন কি ? পূর্বে যাকে কৈলাস উপহাস করেছিলাম বলে তিনি আমাকে অভিশাপ

দিয়েছিলেন ? তিনি বানরের রূপ ধারণ করে এখানে আসেননি তো ? অথবা এই মূর্তিতে বাণাসুব এর এখানে আগমন হয়নি তো ?

স রাজা রোষতাপ্রাক্ষঃ প্রহস্তঃ মগ্নিসত্তমম্।  
কানযুক্তমুবাচেনং বচো বিপুলমর্থবৎ ॥ ৪

এইভাবে বিচার বিমর্শ করতে করতে ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে বাবণ মন্ত্রীবর প্রহস্তের প্রতি সমরোপযোগী গম্ভীর ও গর্জযুক্ত বাক্য বলতে লাগল—

দুরাশা পৃচ্ছ্যতামেষ কৃতঃ কিং বাসা কারণম্।  
বনভঙ্গে চ কোহসার্থো রাক্ষসানাং চ তর্জনে ॥ ৫

‘জমাতা ! এই দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করো সত্যি সত্যি সে কোথা থেকে এসেছে ? এখানে তার আসার কারণ কী ? প্রমদাবনকে তছনছ করা এবং রাক্ষসদের হত্যা করার পিছনে কী উদ্দেশ্য ?

হংপুরীমপ্রস্থ্যাং বৈ গমনে কিং প্রয়োজনম্।  
আয়োধনে বা কিং কার্যং পৃচ্ছ্যতামেষ দুর্মতিঃ ॥ ৬

‘আমার দুর্ভেদ্য পুরীতে আগমনের তার প্রয়োজন কী ? রাক্ষসদের সাথে যে যুদ্ধ করছে তার কী উদ্দেশ্য ইত্যাদি। দুর্মতি বানরকে এসব জিজ্ঞাসা করো।’

বাবণস্য বচঃ শ্রদ্ধা প্রহস্তো বাক্যমব্রবীৎ।  
সমশ্বসিহি ভদ্রঃ তে ন ভীঃ কার্য্য ভয়া কপে ॥ ৭

বাবণের কথা শুনে প্রহস্ত শ্রীহনুমানকে বলল—  
‘বানর ! তুমি ভয় পেও না, ধৈর্য ধরো। তোমার কুশল হোক এবং তুমি আশ্বস্ত হও।

যদি তাবৎ ভূমিভ্রংশ প্রেষিতো রাবণালয়ম্।  
তত্মাখ্যাহি মা তে ভূদ্ ভয়ং বানর মোক্ষাসে ॥ ৮

‘যদি তোমাকে দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসরাজেব নগরীতে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে সত্য-সত্য বলো। বানর ! ভয় পেও না, তোমাকে মুক্ত করা হবে।

যদি বৈশ্রবণস্য হুং যমস্য বরুণস্য চ  
চাক্ররূপমিদং কৃত্বা প্রবিষ্টো নঃ পুরীমিমাং ॥ ৯

‘অথবা যদি তুমি কুবের, যম বা বরুণের দূত হয়ে থাক এবং এই সুন্দর রূপ ধারণ করে আমাদের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে থাক তাহলে সেকথাও বলে দাও।

বিষ্ণুনা প্রেষিতো বাপি দূতো বিজয়কাক্ষিক্য।  
নহি তে বানরং তেজো রূপমাত্রং তু বানরম্ ॥ ১০

‘অথবা বিজিগীষু বিষ্ণু কি তোমাকে দূত করে

পাঠিয়েছেন ? তোমার তেজস্বিতা (সাধারণ) বানরের মতো নয়, কেবল শরীরটাই দেখতে বানরের মতো।

তত্ত্বতঃ কথ্যম্বাদ্য ততো বানর মোক্ষাসে।  
অনৃতং বদতচ্চাপি দুর্লভং তব জীবিতম্ ॥ ১১

‘বানর ! আজ একর্ণেই সত্য কথা বলে দাও, তাহলে তোমাকে মুক্ত করা হবে আর যদি মিথ্যা বল, তবে তোমার বাঁচা অসম্ভব।

অথবা যমিমিত্তস্তে প্রবেশো রাবণালয়ে।  
এবমুক্তো হরিবরস্তদা রক্ষোগণেশ্বরম্ ॥ ১২

অত্রবীমান্মি শক্রস্য যমস্য বরুণস্য চ।  
ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ণুনা নান্মি চোদিতঃ ॥ ১৩

‘অথবা অন্য সব কথা থাক ! তোমার রাবণরাজের এই নগরীতে আসার উদ্দেশ্য কী ? সেটাই বলে দাও।’  
প্রহস্তের দ্বারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হলে বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান তৎক্ষণে রাক্ষসগণের প্রভু বাবণের প্রতি উত্তরে বললেন—‘আমি ইন্দ্র, যম অথবা বরুণের দূত নই। কুবেরের সঙ্গেও আমার মৈত্রী নেই এবং ভগবান বিষ্ণুও আমাকে এখানে প্রেরণ করেননি।

জাতিরেব মম হ্রেষা বানরোহমিহাগতঃ।  
দর্শনে রাক্ষসেভ্যস্য তদিদং দুর্লভং ময়া ॥ ১৪

বনং রাক্ষসরাজস্য দর্শনার্থং বিনাপিতম্।  
ততস্তে রাক্ষসাঃ প্রাপ্তা বলিনো যুদ্ধকাক্ষিক্যঃ ॥ ১৫

রক্ষণার্থং চ দেহস্য প্রতियুক্তা ময়া রপে।

‘আমি আজন্ম জাতিতে বানর এবং রাক্ষসরাজ বাবণের দেখা পাওয়ার জন্য এখানে এসে দুর্লভ প্রমদাবনকে উজাড় করেছি। এরপর তোমার বলশালী রাক্ষসেরা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় আমার সঙ্গে সমরে অবতীর্ণ হলে আত্মরক্ষার্থ রণভূমিতে আমি তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেছি।

অস্ত্রপাশৈর্ন শকোহহং বদ্ধুং দেবাসুরৈরপি ॥ ১৬  
পিতামহাদেষ বরো মমাপি হি সমাগতঃ।

‘দেবতা বা অসুর কেউই আমাকে অস্ত্র বা পাশে আবদ্ধ করতে পারবেন না— এই মর্মে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট থেকে আমিও বর লাভ করেছি।

রাজানং দ্রষ্টুকামেন ময়াশ্রমনুবর্তিতম্ ॥ ১৭  
বিমুক্তোহপ্যহমস্ত্রেণ রাক্ষসৈস্ত্রিবিদিতঃ।

‘রাক্ষসরাজকে দেখার ইচ্ছায় আমি ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন

স্বীকার করেছি। যদিও আমি এক্ষণে অস্ত্র-বস্ত্র থেকে মুক্ত  
তথাপি এই বাক্ষসেরা আমাকে আবদ্ধ ভেবে এখানে এনে  
আপনার নিকটে সমর্পণ করেছে।

কেনচিৎ রামকার্ষেণ আগতোহস্মি তবাস্তিকম্ ॥ ১৮  
দূতোহহমিতি বিজ্ঞায় রাঘবস্যামিতৌজসঃ।

প্রগতামেব বচনং মম পথ্যমিদং প্রজে ॥ ১৮  
‘ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কিছু কার্য বাগদানে আমি  
তোমার কাছে এসেছি। আমি অমিতৌজসী শ্রীরামের  
দূত ; প্রভো ! এই কথা মনে করে আমার হিতকর  
শ্রবণ করো।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

### একপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫১)

শ্রীহনুমান কর্তৃক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাব বর্ণনা এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে সম্মত করার চেষ্টা

তং সমীক্ষ্য মহাসত্ত্বং সত্ত্ববান্ হরিসত্তমঃ।  
বাক্যমর্ধবদবগ্রস্তমুবাচ দশাননম্ ॥ ১

মহাবলী দশমুখ রাবণের দিকে তাকিয়ে শক্তিশালী  
বানর শিরোমণি শ্রীহনুমান শান্তভাবে এইসকল অর্থযুক্ত  
বাক্য বললেন—

অহং সুগ्रीবসংদেশাদিহ প্রাপ্তবাস্তিকৈ।  
রাক্ষসেশ হরীশত্বাং ভ্রাতা কুশলমব্রবীৎ ॥ ২

‘রাক্ষসরাজ ! আমি বানররাজ সুগ্রীবের বার্তা দিয়ে  
তোমার কাছে এসেছি। সেই বানররাজ সুগ্রীব তোমার  
ভ্রাতা, এই সম্পর্কের জন্য তিনি তোমার কুশল জিজ্ঞাসা  
করেছেন।

ভ্রাতৃঃ শৃণু সমাদেশং সুগ्रीবস্য মহাবনঃ।  
ধর্মার্পসহিতং বাক্যমিহ চামুত্র চ ক্ষমম্ ॥ ৩

‘এখন তুমি মহাশয় ভ্রাতা সুগ্রীবের বার্তা শ্রবণ  
করো ; এই সকল কথা ইহলোক ও পরলোকেও  
লাভদায়ক।

রাজা দশরথো নাম রথকুঞ্জরবাস্তিমান্।  
পিতের বহুলোকস্যা সুরেশ্বরসমন্যতিঃ ॥ ৪

‘সম্প্রতি রথ, হস্তী ও ঘোটকাদি বলসম্পন্ন দশবৎস  
নামে এক রাজা হয়েছিলেন যিনি ছিলেন পিতার নাম

প্রজাবৎসল এবং দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী।  
জ্যেষ্ঠস্তস্য মহাবাহুঃ পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রভুঃ  
পিতৃর্নিদেশামিচ্ছাত্ত্বঃ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ॥ ১

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া সহ ভর্গ্যা।  
রামো নাম মহাতেজা ধর্ম্যং পছানযাপ্রিতঃ ॥ ২

‘তার (দশরথের) পরম প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র  
মহাতেজস্বী, প্রভাবশালী মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র পিতার আশ্রয়  
ধর্মপথ আশ্রয়পূর্বক পত্নী সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহ  
দণ্ডক-অরণ্যে এসেছিলেন।

তস্য ভাৰ্য্য জনহানে ভ্রাতা সীতেতি বিক্রতা।  
বৈদেহস্য সূতা রাজ্ঞো জনকস্য মহাবনঃ ॥ ৩

‘সীতা বিদেহ দেশের রাজা মহাশয় জনকের কন্যা  
জনহানে আসার পর শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী নিরুদ্দেশে হইয়া  
গেছেন।

মার্গমাণস্ত তাং দেবীং রাজপুত্রঃ সহানুভূতঃ  
ঋষামুকমনুপ্রাপ্তঃ সুগ्रीবেণ চ সত্তমঃ ॥ ৪

‘রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র নিজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহ  
সীতাদেবীর অনুসন্ধান করতে করতে ঋষামুক পর্য্যন্ত  
সুগ্রীবের সহিত মিলিত হয়েছেন।

তস্য তেন প্রতিজ্ঞাতং সীতয়াঃ পরিমার্গবৎ



সুগ্ৰীবস্যাপি রামেণ হরিরাজাঃ নিবেদিতুম্ ৯

‘সুগ্ৰীব সীতার অনুসন্ধান কার্যে সহায়তার প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং শ্রীরামচন্দ্র সুগ্ৰীবকে বানররাজা ফিরে পড়ায় সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাত হয়েছেন।

ততস্তেন মৃশে হৃদ্য রাজপুত্রো বান্দিনম্।

সুগ্ৰীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে হর্ষক্ষাণাং গণেশ্বরঃ ১০

‘অতঃপর রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে বালীকে নিহত করে সুগ্ৰীবকে কিস্তি দিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখন সুগ্ৰীব সমগ্র বানর ও ভল্লুক রাজ্যের অধীশ্বর দ্বারা বিজ্ঞাতপূর্ব্বচ বালী বানরপুত্রবঃ।

স তেন নিহতঃ সংখ্যো শরৈর্গৈকেন বানরঃ ১১

‘বানররাজ বালীকে তুমি প্রথম থেকেই জানো। তদ্রূপ বীর বানররাজকে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে একটিমাত্র দ্বীপে নিহত করেছিলেন।

স সীতামার্গণে ব্যগ্রঃ সুগ্ৰীবঃ সভাসঙ্গরঃ।

হরীন্ সন্ত্রেষয়ামাস দিশঃ সর্বা হরীশ্বরঃ ১২

‘তদনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ সুগ্ৰীব সীতাকে খুঁজে বার করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। বানররাজ সুগ্ৰীব সীতার অনুসন্ধান চতুর্দিকে মুখ্য বানরগণকে সৈন্যে প্রেরণ করেছেন।

তাং হরীণাং সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।

দিব্ সর্বাসু মার্গস্তে হৃদ্যশ্চোপরি চাপরে ১৩

‘এক্ষণে শত শত, হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ বানর সকল দিকে তথা আকাশে ও পাতালপ্রদেশে সীতাদেবীর অনুসন্ধান নিযুক্ত আছে।

বৈনতেয়সমাঃ কেচিৎ কেচিৎ তত্রানিলোপমাঃ।

অসঙ্গতয়ঃ শীঘ্রা হরীবীরা মহাবলাঃ ১৪

‘সেই বানরমুখ্যদের মধ্যে কেহ কেহ পক্ষীরাজ গরুড়ের তুল্য বেগবান, কেউ কেউ বায়ুর সমান গতিসম্পন্ন। অপ্রতিরোধ্য গতিযুক্ত সেই সকল বানরবীর শীঘ্রগামী ও মহাবলী।

অহং হু হনুমাত্মা মারুতসৌরসঃ সুতঃ।

সীতামাস্ত্র কৃতে তূর্ণং শতযোজনমায়তম্ ১৫

সমুদ্রং লবণমিভৈব দ্বাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ

ব্রহ্মতা চ ময়া দৃষ্টা গৃহে তে জনকান্নজা ১৬

‘আমার নাম শ্রীহনুমান। আমি পবনদেবের ঔরসজাত পুত্র। সীতার অনুসন্ধান ও তোমার সাক্ষাৎ

লাভের কারণে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করে তীব্র গতিতে হেথায় এসেছি। এখানে ঘুরতে ঘুরতে তোমার অন্দরমহলে আমি জনকনন্দিনী সীতার দর্শন পেয়েছি।

তদ্ ভবান্ দৃষ্টধর্মার্থস্তপঃকৃতপরিগ্রহঃ।

পরদারান্ মহাপ্রাজ নোপরোদ্ধঃ ত্বমহসি ১৭

‘মহামতে ! তুমি ধর্মার্থের তত্ত্বজ্ঞ। তুমি কঠিন তপস্যার ফল সপক্ষ করেছ। অতএব পরস্ত্রী অপহরণ ও তাকে অন্তরীন করা তোমার উচিত নয়।

নহি ধর্মবিরুদ্ধেষু বহুপায়েষু কর্মসু।

মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমত্তো ভবদ্বিধাঃ ১৮

‘ধর্মবিরুদ্ধ কাজে বহু অনর্থ জড়িয়ে থাকে এবং তা অধর্মাচারীকে সমূলে বিনাশ করে তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ সর্বনাশে প্রবৃত্ত হয় না।

কশ্চ লক্ষণমুক্তানাং রামকোপানুবর্তিনাম্।

শরণামগ্নতঃ স্থাতুং শক্তো দেবাসুরেষপি ১৯

‘দেবতা অথবা অসুরগণের মধ্যে কে এমন বীর আছে যে শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হলে লক্ষ্মণের জ্যামুক্ত শরসমূহের সম্মুখে স্থির থাকতে পারে ?

ন চাপি ত্রিষু লোকেষু রাজন্ বিদ্যেত কশ্চন।

রাঘবস্য বালীকং যঃ কৃতা সুখমবাপুয়াৎ ২০

‘রাজন্ ! ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে ভগবান শ্রীরামের বিরুদ্ধাচরণ করে সুখী হতে পারে।

তৎ ত্রিকালহিতং বাক্যং ধর্ম্যমর্থানুযায়ি চ।

মনাস্থ নরদেবায় জ্ঞানকী প্রতিদীয়তাম্ ২১

‘সুতরাং ত্রিকালের জন্য মঙ্গলকর ও ধর্মার্থের অনুকূল বচনে সম্মত হয়ে নরদেবতা শ্রীরামকে তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে ফিরিয়ে দাও।

দৃষ্টা হীয়াং ময়া দেবী লব্ধা যদিহ দুর্লভম্।

উত্তরং কর্ম যচ্ছেষং নিমিত্তং তত্র রাঘবঃ ২২

‘আমার সীতাদেবীর দর্শন লাভ হয়েছে, দুর্লভ বস্তুও (অর্থাৎ অভিজ্ঞান) পেয়ে গেছি। অবশিষ্ট কার্যের সম্পাদনে শ্রীরঘুনাথ নিমিত্ত হবেন।

লক্ষিতোয়ং ময়া সীতা তথা শোকশরায়ণা।

গৃহে যাং নাভিজানাসি পঞ্চাসামিব পায়গীম ॥ ২৩

‘আমি এখানে সীতার অবস্থা লক্ষ্য করেছি। তিনি সদাই শোকে নিমগ্ন থাকেন। সীতা তোমার অদ্বৈতমতে পঞ্চফলা-সম্পন্ন নাগিনীর মতো বাস করছেন, যা তুমি জান না।’

নেয়ং জরয়িতুং শক্যা সাসুরৈরমরৈরপি।

বিষসংস্পৃষ্টমত্যর্থঃ ভুক্তম্যামিবৌজসা ॥ ২৪

‘বিষসংস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করে যেমন কেউই তা হজম করতে পারে না, সেইরূপ সীতাদেবীকে নিজ নিজ শক্তিতে আত্মসাৎ করা দেবতা তথা অসুরদের পক্ষেও অসম্ভব।

তপঃসত্তাপলক্ণন্তে সোহয়ং ধর্মপরিগ্রহঃ।

ন স নাশয়িতুং নাযা আত্মপ্রাণপরিগ্রহঃ ॥ ২৫

‘তুমি তপঃক্লেশরূপ ধর্মের ফলস্বরূপ যে ঐশ্বর্য লাভ করেছ তথা চিরকাল শরীর ও প্রাণ ধারণের যে শক্তি উপার্জন করেছ, সেই সম্পদ বিনষ্ট করা উচিত হবে না। অবধাতাং তপোভির্ঘাং ভবান্ সমনুপশ্যতি

আত্মনঃ সাসুরৈর্দেবৈর্বেতুস্ত্রাপ্যায়ং মহান্ ॥ ২৬

‘তপঃপ্রভাবে তুমি দেবতা অথবা অসুর কর্তৃক নিজের যে অবধাতা চিন্তা করছ, তাতেও তপস্যাজনিত এই ধর্মই হল গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

সুগ্ৰীবো ন চ দেবোহয়ং ন যক্ষো ন চ রাক্ষসঃ

মানুষো রাঘবো রাজন্ সুগ্ৰীবশ্চ হরীশ্চরঃ।

তস্যাং প্রাণপরিগ্রাণং কথং রাজন্ করিষ্যসি ॥ ২৭

‘রাক্ষসরাজ ! সুগ্ৰীব ও শ্রীবামচন্দ্র দেবতাও নয়, যক্ষও নয় অথবা রাক্ষসও নয়। শ্রীরঘুনাথ মনুষ্য এবং সুগ্ৰীব বানরগণের রাজা। অতএব ইহাদের আক্রমণ থেকে তুমি কিরূপে নিজের প্রাণ রক্ষা করবে ?

ন তু ধর্মোপসংহারমধর্মফলসংহিতম্।

তদেব ফলমযেতি ধর্মচাধর্মনাশনঃ ॥ ২৮

‘যে পুরুষ অধর্মে নিবিষ্ট, তার ধর্মের ফলভোগ সম্ভব হয় না। সে অধর্মের ফলভাগী হয়। অবশ্য যদি ধর্মের আত্যন্তিক অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে পূর্বকৃত অধর্মের বিনাশ

হতে পারে।’

প্রাপ্তং ধর্মফলং ভাবদ ভবন্তা নান্ন সংশয়ঃ

ফলমস্যাপাধর্মস্য কিপ্রমেব প্রপঞ্চসাসে

‘তুমি পূর্বে যে ধর্মাচরণ করেছ, তার ফল

নিঃসন্দেহে ভোগ করে নিচ্ছে; এখন এই সীতাপক্ষপা

অধর্মের ফলও তোমাকে শীঘ্রই ভোগ করতে হবে।

জনহানবধং বুদ্ধা বাজিনশ্চ বধং ভবা।

রামসুগ্ৰীবসখ্যং চ বুদ্ধাষ দ্বিতমাক্ষনঃ ॥ ২৯

‘জনহান-এ রাক্ষসদের সংহার, বাজিবধ

শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্ৰীবের মৈত্রী পর্যালোচনা করে নিজের মন

স্থির করো।

কামং খল্লহমপোকঃ সনাজিন্নথকুঞ্জরান্।

লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তন্তস্যেব তু ন নিশ্চয়ঃ ॥ ৩০

‘যদিও আমি একাই হস্তী-ঘোটক-রথাদি বল

সমগ্র লঙ্কা নগরীকে ধ্বংস করতে সমর্থ, তবু

শ্রীরঘুনাথের সিদ্ধান্ত এইরূপ নয়—তিনি আমাকে প্রকৃত

কার্যের জন্য আদেশ করেননি।

রামেণ হি প্রতিজ্ঞাতং হর্বক্ষণসম্মিষৌ।

উৎসাদনমমিত্রাণাং সীতা যৈষু প্রযর্ষিতা ॥ ৩১

‘শ্রীরামচন্দ্র বানর ও ভল্লুকগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা

করেছেন—যারা সীতাদেবীর অপমান করেছে, সেই লঙ্কা

শত্রুদের তিনি স্বয়ং সংহার করবেন।

অপকুর্বন্ হি রামস্য সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ।

ন সুখং প্রাপুয়াদনাঃ কিং পুনস্তৃষিষো জনঃ ॥ ৩২

‘সাক্ষাৎ ইন্দ্রদেবও যদি শ্রীরঘুনাথের অঙ্গ

করেন, তাহলে তিনি সুখ পাবেন না, তোমার মতো বীর

আর কি কথা !

যাং সীতেভ্যভিজানাসি যেয়ং তিষ্ঠতি তে গৃহে।

কালরাত্রীতি ভাং বিদ্ধি সর্বলঙ্কারিনাশিনীম্ ॥ ৩৩

‘যাঁকে তুমি সীতা নামে জান এবং যিনি তোমার

অন্তঃপুরে রয়েছেন, তিনি আসলে সনাতন লঙ্কা

বিনাশকারিনী শক্তিরূপা কালরাত্রী — এই কথা জে

রাখো।

(১) শ্রুতি বলছে—‘ধর্মেণ পাপমপনুদতি’ অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ পাপের ক্ষয় করে। শ্রুতিতে উল্লিখিত প্রাকৃতিক ক্রিয়া

আদি তা সমর্থন করে।

কালপাশেন সীতানিগ্রহকলিণা।  
 কক্ষাবসন্তেন কেমমাস্তনি চিত্ততোম ॥ ৩৫  
 'সীতাবলিণী মৃত্যুং ফাঁদ ই যথেষ্ট, তুমি তাঁর প্রাণ  
 গরদেবে পবিধান করেছ। এখন নিজের সুবক্ষাব কথা চিন্তা  
 করো।

সীতায়াজ্ঞেয়া দক্ষাঃ রামকোপপ্রদীপিতাম্।  
 হ্যমানমিমাং পশ্য পুরীঃ সাত্ত্বপ্রতৌলিকাম্ ॥ ৩৬  
 'দেখো ! সীতাচন্দ্রীর ভেজ ও শ্রীরামচন্দ্রের  
 ক্রোধান্নিতে অচিরেই এই লক্ষ্মণগরী অট্টালিকা ও  
 রাজস্বামি সহ পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যাবে (বাঁচাতে পারলে  
 হাঁচক)।

হনি মিহ্রাশি মন্ত্রীংস জাতীন জার্বন সুতান্ হিতান্।  
 জেগান্ দারাজ্চ লঙ্কাঃ চ মা বিনাশমুপানয় ॥ ৩৭  
 'নিজ মিত্রসমূহ, মন্ত্রিবর্গ, জাতিকুল, ভ্রাতৃগণ,  
 পুত্রগণ, হিতাকাক্ষীজনসমুদায়, ভোগ্যবস্তুসমূহ, স্ত্রীবর্গ  
 এবং সমগ্র লক্ষ্মণগরীকে বিনাশের মুখে ঠেলে দিও না।

সজঃ রাক্ষসরাজেন্দ্র শৃণু বচনং মম।  
 রামদাসস্য দূতস্য বানরস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৮  
 'হে রাক্ষসরাজ ! আমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দাস  
 ও দূত এবং বিশেষতঃ বানর। আমার সত্য বচন মন দিয়ে  
 শ্রবণ করো।

সর্বাংস্রোকান্ সুসংহতা সঙ্কতান্ সচরাচরান্।  
 পুনরেষ তথা ব্রহ্মঃ শক্তো রামো মহাযশাঃ ॥ ৩৯  
 'মহাযশসী শ্রীরামচন্দ্র চরাচর প্রাণিগণসহ সম্পূর্ণ  
 লোকসমূহের সংহার করে, পুনরায় পূর্ববৎ সৃষ্টির ক্ষমতা  
 রাখেন।

দেবসুগুনরোক্তেষু গন্ধরকোরগেষু চ।  
 বিদ্যাধরেষু নাগেষু গন্ধর্বেষু মৃগেষু চ ॥ ৪০  
 সিকেষু কিন্নরোক্তেষু পতংত্রিষু চ সর্বতঃ।  
 সর্বত্র সর্বভূতেষু সর্বকালেষু নাস্তি সঃ ॥ ৪১  
 'যে রামঃ প্রতি যুগোত্ত বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্।

'ভগবান শ্রীরাম শ্রীনিমগ্নব ভূত্য পলাক্রমী, দেবতা,  
 অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, বাহুম, সর্প, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব,  
 মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর, গন্ধর্বা এবং অন্য সকল প্রাণিগণের  
 মধ্যে কোনো কালে কেউ এমন নেই, যে শ্রীরামচন্দ্রের  
 বিবাদে যুদ্ধ করতে সমর্থ।

সর্বলোকেশ্বরসোহ কৃদ্বা নিপ্রিয়মীদৃশম্।  
 রামস্য রাজসিংহস্য দূর্ভক্তং তব জীবিতম্ ॥ ৪২  
 'সকল লোকের অধীশ্বর রাজসিংহ শ্রীরামের ত্রিকট  
 এত বড় অপরাধ করে তোমার জীবিত থাকে দুঃস্বর।

দেবাস্ত দৈত্যাস্ত নিশাচরেন্দ্র  
 গন্ধর্ববিদ্যাধরনাগগন্ধাঃ ।  
 রামস্য লোকত্রয়নাগকস্য  
 হাতুং ন শক্তাঃ সমরেষু সর্বে ॥ ৪৩

'নিশাচররাজ ! শ্রীরামচন্দ্র ত্রিলোকের প্রভু। দেবতা,  
 দৈত্য, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ তথা যক্ষ - সকলে একত্রে  
 মিলেও শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে হ্রি় থাকতে পারবে না।  
 ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূচতুরাননো বা  
 রুদ্রত্রিনেত্রত্রিপুরাঙ্কো বা।

ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ সুরনামকো বা  
 হাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥ ৪৪  
 'চতুর্ভুজ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, ত্রিনেত্র ত্রিপুরনাশক রুদ্র অথবা  
 দেবকুলের রাজা মহা ঐশ্বর্যবান ইন্দ্রও সমরে শ্রীরামচন্দ্রের  
 মুখোমুখি হতে সক্ষম নন।

স সৌষ্ঠবোপেতমদীনবাদিনঃ  
 কপের্নিশমাপ্রতিমোহপ্রিয়ঃ বচঃ।  
 দশাননঃ কোপবিবৃণ্ডলোচনঃ

সমাদিশং তস্য বধং মহাকপেঃ ॥ ৪৫  
 'নির্ভীক শ্রীহনুমানের উত্তম শৈলীপূর্ণ, তথাপি  
 নিজের অপ্রিয় ও অকৃতিকর বচন শুনে অনুপম শক্তিশালী  
 দশানন ক্রোধবিঘূর্ণিত নয়নে সেই কপিবরের হত্যার জন্য  
 সেবকদের আদেশ দিল।'

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥



## দ্বিপদগণঃ সর্গঃ (৫২)

‘দূত অবশ্য’ এই কথা জানিয়া অন্য কোন দূত প্রদানের জন্য বিজীষণের  
নিবেদন এসং সেই অনুরোধে রাবণের সম্মতি

স তস্য বচনং শ্রুত্বা বানরস্য মহারথঃ।  
আজ্ঞাপাদ্ বধং তস্য রাবণঃ ক্রোধমুচ্চিৎ ১  
বানর শিবোন্মাদ মজায়া শ্রীচন্দ্রমণ্ডনের কথা শুনে  
ক্রোধে পরিপূর্ণ রাবণ নিজের সেনাবৃন্দকে আদেশ  
কবল—‘এই বানবকে এখনই বধ করো।’

বধে তস্য সমাজসে রাবণেন দুরাশ্বনা।  
নিবেদিতবতো দৌত্যং নানুমেনে বিজীষণঃ ২

দুরাশ্বা রাবণ যখন বধের জন্য আজ্ঞা দিল তখন  
যেহেতু শ্রীহনুমান নিজেকে সুগ্রীব ও শ্রীবানচন্দ্রের দূত বলে  
পরিচয় দিয়েছিলেন অতএব তথায় উপস্থিত বিজীষণ সেই  
কার্যে সম্মতি দিলেন না।

তং রক্ষোহ্বিশতিং ক্রুদ্ধং তচ্চ কার্গমুপহিতম্।  
বিদিত্বা চিত্তমামাস কার্গং কার্যবিশৌ হিতঃ ৩

একদিকে ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ, অন্যদিকে দূতের  
নিধনকার্য সম্পাদন—এই দুই বিচার করে উচিত কার্যবিষয়ে  
অবিচলবুদ্ধি বিজীষণ সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিলেন।

নিশ্চিতার্থতঃ সান্না পূজ্যং শত্রুজিহ্মজম্।  
উবাচ হিতমতর্থাং বাকাং বাক্যনিশারদঃ ৪

কার্যকার্য বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বাকপটু বিজীষণ পূজ্য  
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুজিহ্ম রাবণকে শান্তিপূর্বক এইরূপ মঙ্গলকর  
বাকা বললেন—

ক্ষমস্ব রোষং ভ্যজ রাক্ষসেজ  
প্রসীদ মে বাক্যমিদং শৃণু।

বধং ন কর্ণতি পরাবরজা  
দূতস্য সঙ্ঘো বসুধাদিপেজাঃ ৫

‘রাক্ষসরাজ ! ক্ষমা করো, ক্রোধ পরিত্যাগ করো,  
প্রসন্ন হও এবং আমার কথা মন দিয়ে শোনো। উচ্চ-নীচ  
বিবেকী শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ দূতের কখনও হত্যা করেন না।

রাজন্ ধর্মবিরুদ্ধং চ লোকবৃন্তেষু গর্হিতম্।  
তব চাসদৃশং বীর কপেরসা প্রমাণম্ ৬

‘বীর মহারাজ ! এই বানরকে বধ করা ধর্মবিরুদ্ধ  
এবং লোকনিন্দিত। তোনার মতো বীরের পক্ষে এই কার্য  
কদাপি উচিত নয়।

ধর্মব্রশ্চ কৃতব্রশ্চ রাজধর্মবিশারদঃ।

পরাবরজো দূতানাং ধ্রুবেন পরমার্থিনঃ  
গৃহায়ে যদি রোষেণ বাদুশোচপি বিদ্যম্ ৭

ততঃ শাস্তিসিদ্ধিঃ প্রম এব হি কেমলঃ  
‘তুমি ধর্মজ্ঞ, কখন কারও দ্বারা কৃত উপকার বিস্মৃত

হও না এবং রাজধর্মবিষয়ে পারদর্শী, ভ্রাতা-বান  
বিবেকসম্পন্ন পরমার্থবাদী। যদি তোনার মতো বীর  
ক্রোধের বশীভূত হয়, তবে সকল শাস্ত্রে পক্ষি  
বার্থপ্রমাণ।

তস্মাৎ প্রসীদ শত্রুয় রাক্ষসেজ দুরাশ্ব।  
মুক্তামুক্তং নিশ্চিত্য দূতদণ্ডো বিদীরজম্ ৮

‘অতএব, অরিসন্দম ও দুর্জয় রাক্ষসরাজ ! প্রসন্ন  
এবং উচিত ও অনৌচিত্যের বিচারপূর্বক দূতের ক্ষে  
কোনপ্রকার শাস্তির বিধান করো।’

বিজীষণচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
কোপেন মহতাহ্বনিষ্টো বাক্যনুত্তরমবীৎ ৯

বিজীষণের কথা শুনে রাক্ষসদের প্রভু অজ  
ক্রোধাবিষ্ট হয়ে প্রভাত্তরে বলল—

ন পাপানাং বধে পাপং বিদাতে শত্রুসূদন।  
তস্মাদিহং বসিযামি বানরং পাপকারিমম্ ১০

‘হে রিপুসূদন ! পাপীদেরকে বধ করলে পাপ হয়  
এই বানর খাটিকা বিধ্বংস ও রাক্ষসদের হত্যা করার হে  
ঘোর পাপ করেছে। সেইহেতু একে নিঃসন্দেহে  
করব।’

অধর্মমূলং বহুদোষযুক্ত-  
মনার্গজুঃ বচনং নিশা।

উবাচ বাক্যং পরমার্থতঃ  
নিজীষণো বুদ্ধিমতঃ বরিতঃ ১১

রাবণের উক্তি বহুদোষে দুষ্ট, পাপাত্মক  
শিষ্টজনোচিত ছিল না। রাবণের কথা শুনে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি  
বিজীষণ উত্তম কর্তব্যসূচক কথা বললেন—

প্রসীদ লক্ষেশ্বর রাক্ষসেজ  
ধর্মার্থতঃ বচনং শৃণু।

দূতা ন বধ্যাঃ সময়েন রাজন্  
সর্বেষু সর্বত্র বদন্তি সতঃ ১২

‘জন্মেশ্বর ! প্রসন্ন হও। আমার ধর্মার্থবোধক সাল  
কথা মনে দিয়ে শ্রবণ করো। রাজন ! সংযুক্তসদেব উচিত হই  
যে দূত কোথাও কোন সময়েই বধের যোগ্য নয়।

অসংসারঃ শত্রুরায়ঃ প্রবুদ্ধঃ  
কৃতঃ দ্যামেনাপ্রিয়মপ্রমোদম্।

ন দূতবচাঃ প্রবদন্তি সত্ত্বো  
দূতস্য দূতী বহনো হি দণ্ডাঃ ॥ ১৪

‘নিঃসন্দেহে এ একজন খুব বড় শত্রু, কেননা যে  
প্রকারের অপরাধ সংঘটিত করেছে তার তুলনা হয় না,  
তথাপি সংবিদ্বান ব্যক্তিগণ দূতের অবশ্যতা বিচারে  
হলেছেন। দূতের জন্য বহুপ্রকার অন্যান্য দণ্ডবিধানের  
উল্লেখ রয়েছে।

বৈরাগ্যমদেবু কশাভিঘাতো  
মৌখ্যঃ তথা লক্ষণসমিপাতঃ।

এতান্ হি দূতে প্রবদন্তি দণ্ডান্  
বহুস্ত দূতস্য ন নঃ শ্রুতোহস্তি ॥ ১৫

‘কোন অঙ্গ ভঙ্গ করা বা বিকৃত করে দেওয়া,  
কশাঘাত করা, শিরঃ মৃগন কিংবা শরীরে কোন স্থায়ী দাগ  
দিয়ে দেওয়া — এইগুলি দূতের জন্য উচিত দণ্ড বলা  
হয়েছে। দূতের বধ আমরা কখনও শ্রবণ করিনি।

কথং চ ধর্মার্থবিনীতবুদ্ধিঃ  
পরাবরপ্রভায়নিশ্চিতার্থঃ ।

অবধিঃ কোপবশে হি তিষ্ঠেৎ  
কোপঃ ন গচ্ছন্তি হি সত্তবত্তাঃ ॥ ১৬

‘তোমার বুদ্ধি ধর্ম ও অর্থের শিক্ষায় পরিশীলিত।  
তুমি উচ্চ-নীচ বিচারপূর্বক কর্তব্য-কর্ম করতে সমর্থ।  
তোমার তুলা নীতিজ্ঞ পুরুষ কিভাবে ক্রোধপরবশ হতে  
পারে ? কেননা, শক্তিশালী ব্যক্তি কখনও ক্রোধাধিত  
হয় না।

ন ধর্মবাদে ন চ লোকবৃন্তে  
ন শাস্ত্রবুদ্ধিগ্রহণেন বাপি।

বিনোত কশিতব বীর তুলা-  
বুঃ জাতমঃ সর্বসুরাসুরাণাম্ ॥ ১৭

‘সীর ! ধর্মব্যাখ্যানে, লোকাচার পালনে এবং  
শাস্ত্রমত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তোমার তুলা কেউ নেই। তুমি  
সকল দেবতা ও অসুরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পরাক্রমোৎসাহমদম্বিনাং চ

সুরাসুরাণামপি

দুর্জয়েন।

দ্ব্যাপ্রমোদোপ

সুরোদ্রসঙ্ঘা

জিতাশ্চ

যুদ্ধেদসকুমরেজাঃ ॥ ১৮

‘পরাক্রম ও উৎসাহে ভরপুর যেসকল মনস্বী দেবতা  
ও অসুর বর্তমান, তাদের পক্ষেও তুমি অজেয়। তুমি অমিত  
পরাক্রমী বাবৎসার দেবরাজ ও নৃপতিসকলকে যুদ্ধবিগ্রহে  
তুমি পরাজিত করেছ।

ইখংনিদস্যামরদৈত্যশত্রোঃ

শূরস্য বীরস্য তবাজিতস্য।

কুবলি বীরা মনসাপালীকঃ

প্রাণৈর্নিমুক্তা ন তু ভোঃ পুরা তে ॥ ১৯

‘দেবতা ও দৈত্যগণের বৈরী এবং তোমার ন্যায়  
অজেয় শূরবীরকে পূর্বে কখনও শত্রুপক্ষীয় বীরেরা  
পরাজিত করার কথা মনেও ভাবতে পারেনি। উপরন্তু যে  
সাহস করেছে, সে প্রাণে মারা পড়েছে।

ন চাপ্যস্য কপের্গাতে কক্ষিৎ পশ্যাম্যহঃ গুণম্

তেহয়ং পাততাং দণ্ডো বৈরয়ঃ প্রেযিতঃ কপিঃ। ২০

‘এই বানরকে বধ করে কোনো লাভ হবে বলে  
আমার মনে হয় না। যিনি একে প্রেরণ করেছেন, তাকেই  
প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত।

সাপূর্বা যদি বাসাধুঃ পটৈরেনৈল সমর্পিতঃ

ক্রবন্ পরার্থঃ পরবান্ ন দূতো বধমর্থতি ॥ ২১

‘এই বানর সাধু হোক বা অসাধু হোক, শত্রুপক্ষ  
ইহাকে প্রেরণ করেছে ; অতএব এই প্রাণী প্রেরকের স্বার্থে  
কথা বলছে দূত সর্বদা পরাধীন, সেই কারণে (দূত) বধের  
যোগ্য নয়।

অপি চামিন্ হতে নানাং রাজন্ পশ্যামি খেচরম্।

ইহ যঃ পুনরাগচ্ছেৎ পরং পারং মহোদধেঃ ॥ ২২

‘রাজন ! এই বানরদূতের মৃত্যু হলে আমি দ্বিতীয়  
কোনো নভঃচর প্রাণীকে দেখছি না, যে মতার্গবের পরপারে  
লক্ষাপুরীতে পুনরায় আসতে পারবে (তদবস্থায় শত্রুপক্ষের  
গতিপ্রকৃতি তোমার অজ্ঞেয় থেকে যাবে)।

তন্মামাস্য বধে যত্নঃ কার্ঘ্যঃ পরপূরিত্বয়া।

ভবান্ সেস্ত্রেণু দেবেণু যত্নমাহাত্মমর্থতি ॥ ২৩

‘অতএব তে শত্রুঘর্দন ! এই দূতের বধে তোমার  
অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। কেননা, দেবরাজ ইন্দ্র সহ সকল  
দেবতাদের সঙ্গে তুমি যুদ্ধের যোগ্যতা রাখো।

অস্মিন্ বিনষ্টে নহি ভূতমনাঃ  
পশ্যামি যন্তৌ নররাজপুত্রৌ।  
যুদ্ধায় যুদ্ধপ্রিয় দুর্বিনীতা-  
বুদোজয়েদ্ বৈ ভবতা বিরুদ্ধৌ ॥ ২৪

‘হে যুদ্ধপ্রিয় মহারাজ! এর বধ হয়ে গেলে আমি দ্বিতীয় এমন কাউকে দেখছি না, যে তোমার বিরুদ্ধে উদ্ধত রাজপুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে উৎসাহিত কবতে পারবে।

পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাঃ চ

সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।  
তুয়া মনোনন্দন নৈর্ধনানাঃ  
যুদ্ধায় নির্নাশয়িতুং ন যুক্তম্ ॥ ২৫

‘প্রজ্ঞানন্দন! বীর তুমি দেব ও দানব কর্তৃক অজেয়, অতএব পরাক্রম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ রাক্ষসদের মনে যুদ্ধ করার উদ্যম বর্জিত হয়েছে, তা বিনষ্ট করা উচিত হবে না।

হিতাশ্চ শূরাশ্চ সমাহিতাশ্চ  
কুলেষু জাতাশ্চ মহাশুণেষু।

মনস্বিনঃ শত্রুভ্যঃ বরিষ্ঠাঃ

কোপপ্রশস্তাঃ সুভূতাশ্চ যোথাঃ ॥ ২৬

তদেকদেদেশেন বলস্য তবৎ  
কেচিৎ ত্বাদেশকৃতোহদা যাতু।

তৌ রাজপুত্রাবুপগৃহ্য মূঢৌ  
পরেষু তে ভাবয়িতুং প্রভাবম্ ॥ ২৭

‘আমার সিদ্ধান্ত এই যে — বিরহদুঃখে জর্জরিত রাজকুমারদ্বয়কে বন্দী করার জন্য এবং শত্রুপক্ষে তোমার শক্তিপ্রদর্শনের জন্য, তোমার আদেশে কিছু সৈন্যদল এখান থেকে যাত্রা করুন—যারা হিতৈষী, শূরবীর, সতর্ক, অধিক গুণশালী মহান কুলোদ্ভব, মনস্বী, শত্রুধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নিজেদের শত্রুহিংসা ও দৃঢ়শক্তিবস্তার হেতু প্রশংসিত তোমার দ্বারা উত্তম বৃত্তি প্রদানে পরিপালিত।’

নিশাচরাণামধিপোহনুজস্য

বিভীষণস্যোত্তমবাক্যমিষ্টম্

জগ্রাহ বুধ্যা সুরলোকশত্রু-

মহাবলো রাক্ষসরাজমুখ্যঃ ॥ ২৮

নিজের অনুজ ভ্রাতা বিভীষণের এই উত্তম ও প্রিয় বাক্য শুনে রাক্ষসদের প্রভু তথা দেবশত্রু মহাবলী রাক্ষস বুদ্ধিসহকারে বিচারপূর্বক সেই প্রস্তাব স্বীকার করে নিল

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

### ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৩)

রাক্ষসগণের শ্রীহনুমানের পুচ্ছে আশ্রন লাগিয়ে নগরে ঘোরানো

তসা তদ্ বচনং শ্রদ্ধা দশগ্ৰীবো মহাস্বনঃ।  
দেশকালহিতং বাক্যং ভ্রাতৃরুত্তরমব্রবীৎ ॥ ১

অনুজ ভ্রাতা বিভীষণের দেশকালোচিত উত্তম বাক্যসমূহ শুনে মহাবলী দশানন উত্তরে বলল -  
সম্যগুক্তং হি ভবতা দৃঢ়বধ্যা বিগর্হিতা।

অবশ্যং তু বধ্যাম্যঃ ক্রিয়তামসা নিয়মঃ ॥ ২

‘বিভীষণ! তুমি ঠিকই বলেছ, দৃঢ়ের বধ করা নিন্দনীয় কর্ম; কিন্তু বধ ব্যতিরেকে এর জন্য অন্য কোনো শাস্তি বিধান করা উচিত।

কপীনাং কিল লাক্ষ্মিমিষ্টং ভবতি ভূষণম্  
তদস্য দীপ্যতাং শীঘ্রং তেন দক্ষেন গচ্ছতু ॥ ৩

‘বানরকুলের প্রিয় পুছ তাদের অলংকরণ তুল্য। ইহার সেই অঙ্গে অচিরে আগুন লাগিয়ে দাও; সে প্রজ্জ্বলিত পুছ নিয়ে পালিয়ে যাক।

ততঃ পশ্যন্তুম্ দীনমঙ্গবৈরুপ্যকর্ষিতম্।

সুমিত্রজাতয়ঃ সর্বৈ বাহুব্যঃ সসুহৃজ্জনাঃ ॥ ৪

‘সেখানে কিঙ্কিহ্মায় এর মিত্র, কুটুম্ব, জাই-বুঁ তথা হিতৈষী সুহৃদ্বিকৃত অস্ত্রের কারণে দীর্জিত এর



সুন্দরকাণ্ডে

রাক্ষসেন্দ্রঃ পুরঃ সর্বঃ সচজরম্।  
প্রদীপ্তেন রক্ষসিঃ পরিলীয়তাম্। ৫

পুনরায় রাক্ষসরাজ রাবণ আদেশ করল যে  
‘রাক্ষসেরা, তোমরা এর ল্যাজে আগুন জালিয়ে একে  
প্রকাশ রাক্ষ ও জন-উদ্যানসহ সমগ্র নগবে ঘোবাও।’

তস্মৈ তস্মৈ রাক্ষসঃ কোপকর্কশাঃ।

কৌত্তে তস্মৈ লাক্ষ্মণঃ জীর্ণৈঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ॥ ৬

প্রভু সেই আজ্ঞা শুনে ক্রোধে উদ্ভূত নিষ্ঠুর  
রাক্ষসেরা শ্রীহনুমানের পুচ্ছে পুরাতন সূতির কাপড়  
জলতে লাগল।

সংকটমানে লাক্ষ্মণে বাবর্ধত মহাকপিঃ।

তুষ্কিনমাসাদা বনেষিব হতশনম্॥ ৭

যখন তার পুচ্ছে কাপড় জড়ানো হচ্ছিল তখন  
মহাকপি শ্রীহনুমান অরণ্যের শুষ্ক ইন্ধনে ক্রমশঃ বর্তমান  
হুই নায়, শরীরের আয়তনে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেতে  
লাগলেন।

তৈলেন পরিষিচাথ তেহগ্নিঃ তত্রোপপাদয়ন্।

লাক্ষ্মণেন প্রদীপ্তেন রাক্ষসাংস্তানতড়য়ৎ। ৮

রাবণমর্ষপরিভাক্ষা বালসূর্যসমানঃ।

রাক্ষসগণ (ল্যাজে) কাপড় জড়ানোর পর তাতে  
তৈল সিঁকন করে অগ্নি সংযোগ করল। তখন শ্রীহনুমানের  
অঙ্গ ক্রোধে ভরে উঠল। তাঁর মুখমণ্ডল প্রাণকালীন  
অক্লান্ত নায় রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে গেল ; দেদীপ্যমান  
পুচ্ছের সাহায্যে তিনি রাক্ষসদের প্রহার করতে লাগলেন।  
সংযুঃ সঙ্গতৈঃ ক্রুরৈঃ রাক্ষসৈঃসহরিপুজবঃ॥ ৯

সহস্রবালবৃদ্ধাচ্চ জগ্মুঃ প্রীতিং নিশাচরাঃ।

তদনন্তর নিষ্ঠুর রাক্ষসেরা সকলে মিলে বানর  
শিরোমণিকে পুনরায় দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিল। সেই দৃশ্য দেখে  
রাক্ষসকুলের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলে খুব আনন্দ  
অনুভব করল।

নিবন্ধঃ কৃতবান্ বীরত্বংকালসদৃশীঃ মতিম্॥ ১০

কামঃ খলু ন মে শক্তা নিবন্ধস্যাপি রাক্ষসাঃ।

হিঙ্গ পাশান্ সমুৎপত্তা হন্যামহমিমান্ পুনঃ॥ ১১

এইরূপ বন্ধনদশায় স্থিত শ্রীহনুমান সময়োচিত কর্ম  
বিবেচনা করতে লাগলেন— ‘যদিও আমি বন্ধনে আবদ্ধ,  
তথাপি এই সকল রাক্ষসদের জারিজুরি আমার উপর  
পড়বে না। এই বান্দন ছিঁড়ে আমি লাফ দিয়ে আকাশে উঠে  
যাব এবং পুনরায় রাক্ষসদের আঘাত করতে পারব।’

যদি ভর্তৃহিতার্থায় চরত্বং ভর্তৃশাসনাৎ।

নিবন্ধস্তে দুরাত্মানো ন তু মে নিব্ধতিঃ কৃতা॥ ১২

‘এই সকল দুবাত্মা রাক্ষসেরা রাজ্যজায় আমাকে  
বন্ধন কবেছে এমন একটা সময়ে যখন আমি আমার প্রভুর  
মঙ্গলাধানের জন্য এখানে বিচরণ করছি। অতএব, আমি  
কাউকে ছেড়ে কথা বলব না।’

সর্বেষামেব পর্যাণ্ডো রাক্ষসানামহং যুধি।

কিং তু রামস্যা প্রীতার্থং বিষহিষোহহমীদৃশম্॥ ১৩

‘সমগ্র রাক্ষসকুলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একাই  
যথেষ্ট। কিন্তু এখন শ্রীরামচন্দ্রের সম্ভটির জন্য আমি এই  
বন্ধনকে চূপচাপ সহ্য করব।’

লঙ্কা চারয়িতব্য মে পুনরেব ভবেদিতি।

রাত্রৌ নহি সুদৃষ্টা মে দুর্গকর্মবিধানতঃ॥ ১৪

‘এই বন্ধনদশায় আমি পুনরায় লঙ্কানগরীকে  
নিরীক্ষণ করার অবকাশ পাব। বাস্তবতঃ আমি লঙ্কাপুরীকে  
রাত্রিকালে দেখেছি, তাই নগরীর দুর্গ সুরক্ষাদি সম্যকরূপে  
জানতে পারিনি।’

অবশ্যমেব দ্রষ্টব্য ময়া লঙ্কা নিশাক্ষয়ে।

কামঃ বঞ্চস্ত মে ভূয়ঃ পুচ্ছস্যোদ্ধীপনেন চ॥ ১৫

পীড়াং কুবন্তি রক্ষাংসি ন মেহস্তি মনসঃ শ্রমঃ।

‘সুতরাং প্রাতে অবশ্যই আমাকে লঙ্কা পর্যবেক্ষণ  
করতে হবে। ভালই হল যে রাক্ষসেরা আমাকে বারবার  
বেঁধে পুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করেছে এবং ক্রেশ দিচ্ছে। কিন্তু  
আমার মনে কোন কষ্ট অনুভূত হচ্ছে না।’

ততস্তে সংবৃত্তাকারঃ সত্ত্ববত্ত্বং মহাকপিম্॥ ১৬

পরিগৃহ্য যমুর্হস্তা রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরম্।

শঙ্খভেরীনিদৈশ্চ ঘোষয়ন্তঃ স্বকর্মভিঃ॥ ১৭

রাক্ষসাঃ ক্রুরকর্মণশ্চারয়ন্তি স্ম তাং পুরীম্।

তদনন্তর, দিবা-আকাশ লুক্কায়িত করে রাখা  
সত্ত্বগুণবান মহান বানরবীর কপিকুঞ্জরকে নিষ্ঠুরচরিত্রের  
রাক্ষসেরা অধিগ্রহণ করে আনন্দিত চিত্তে তাকে নিয়ে চলল  
এবং শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ সহকারে লঙ্কানগরীর বিভিন্ন  
স্থানে ঘোরাতে লাগল।

অধীয়মানো রক্ষোভির্ঘরৌ সুখমরিন্দমঃ॥ ১৮

হনুমাংশ্চারয়ামাস রাক্ষসানীং মহাপুরীম্।

অধাপশাদ্ বিমানানি বিচিহ্নানি মহাকপিঃ॥ ১৯

শত্রুদমন শ্রীহনুমান অন্তঃকরণে সুখী হয়ে অগ্রে  
চলতে লাগলেন। সকল রাক্ষসেরা তাঁর পশ্চাতে চলল।  
মহাকপি শ্রীহনুমান সেই বিশাল রাক্ষস নগরীতে বিচরণ

কবতে করতে (দিনের বেলায়) সব কিছু নিরীক্ষণ করতে  
লাগলেন। তিনি তথায় বহু বিচিত্র বিমানসমূহ দেখতে  
পেলেন।

সংবতান্ ভূমিভাগাংশ্চ সুবিভক্তাংশ্চ চত্বরান্।  
রথ্যাশ্চ গৃহসম্বাধাঃ কপিঃ শৃঙ্গটিকানি চ॥ ২০  
তথা রথোপনথ্যাশ্চ তথৈব চ গৃহান্তরান্।

প্রাচীর দ্বাৰা সুবক্ষিত বহু ভূভাগ, পৃথক, পৃথক ভাগে  
সুবিভক্ত চতুষ্কোন উদ্যানসমূহ, শ্রেণীবদ্ধ গৃহগুলির  
সমুদয় পথ, শৃঙ্গসদৃশ সুবিশাল হর্ম্যরাজিতথা প্রশস্ত ও  
অপ্রশস্ত এবং গৃহমধ্যাংশের দৃশ্যসকল মহাকপি দেখতে  
লাগলেন।

চত্বরেষু চতুষ্কেষু রাজমার্গে তথৈব চ। ২১  
ঘোষমষ্টি কপিং সৰ্বে চার ইত্যেব রাক্ষসাঃ।

পথের চৌমাথায়, চারটি ক্ষুদ্রযুক্ত পূজামণ্ডপসমূহে  
এবং রাজপথগুলিতে অগ্নসর রাক্ষসেরা শ্রীহনুমানকে  
'চর' বলে ঘোষণা করতে লাগল।

ত্রীবালবৃদ্ধা নির্জগুস্তত্র কুতূহলাৎ॥ ২২  
তং প্রদীপিতলাঙ্গুলাং হনুমন্তং দিদ্মবঃ

সেই প্রজ্জ্বলিত লাঙ্গুল বানরকে দেখতে উৎসুক  
আবালবৃদ্ধবনিতা কৌতূহলবশে স্থানে-স্থানে ঘরের বাইরে  
এসে পড়ল।

দীপ্যমানে ততস্তস্য লাসুলাগ্রে হনুমতঃ। ২৩  
রাক্ষসাত্মা বিরূপাক্ষাঃ শংসূর্দেবাস্তদপ্রিয়ম্

শ্রীহনুমানের পুছে যখন অগ্নিসংযোগ করা হল  
তখন বিকটাক্ষ রাক্ষসীবৃন্দ সেই অপ্রিয় সংবাদ  
সীতাসকাশে নিবেদন করল।

যজ্ঞয়া কৃতসংবাদঃ সীতে তাম্রমুখঃ কপিঃ॥ ২৪  
লাঙ্গুলেন প্রদীপ্তেন স এষ পরিলীয়তে।

'সীতে ! যে লাঙ্গুলখো বানরটি তোমার সাথে  
বার্তালাপ করেছিল, তাহার পুছে অগ্নিসংযোগ করে সারা  
শহর ঘোরানো হচ্ছে।'

শ্রদ্ধা তদ্ বচনং ক্রুরমাস্ত্রাপহরণোপমম্॥ ২৫  
বৈদেহী শোকসন্তপ্তা হতাশনমুপাগমৎ।

নিজের অপহরণের তুল্য দুঃখদায়ক এই নিষ্ঠুর  
সংবাদ শুনে শোকতাপিতা বিদেহনন্দিনী সীতা মনে মনে  
অগ্নিদেবের উপাসনা করতে লাগলেন।

মঙ্গলাভিমুখী তস্য সা তদাসীদ্ব্যহাকপেঃ॥ ২৬  
উপতছে বিশালাক্ষী প্রযতা হব্যবাহনম্।

তখন বিশাললোচনা পবিত্রহৃদয়া সীতা মহাকপি

শ্রীহনুমানের মঙ্গলকামনায় অগ্নির উপাসনায় নিমগ্ন হইল  
এবং বললেন—

গদ্যস্তি পতিতপ্রদমা যদ্যস্তি চরিত্তঃ তপঃ।  
যদি বা ত্বেকপল্লীভঃ শীতো ভব হনুমতঃ॥ ২৭

'অগ্নিদেব ! যদি আমি পতিসেবা করে থাকি, তবে  
তপঃক্লেশ সহ্য করে থাকি, যদি আমার পতিব্রত অগ্নি  
থেকে থাকে, তাহলে শ্রীহনুমানের জন্য (একপে) তুমি  
শীতল হও।

যদি কিঞ্চিদনুক্ৰোশস্তস্য ময্যস্তি ধীমতঃ।  
যদি বা ভাগ্যশেষো মে শীতো ভব হনুমতঃ॥ ২৮

'যদি বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মনে আমার  
প্রতি কিঞ্চিদাত্ম অনুরাগ থাকে অথবা আমার সৌভাগ্যের  
কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহলে শ্রীহনুমানের জন্য শীতল  
হয়ে যাও।

যদি মাং বৃত্তসম্পন্নং তৎসমাগমলালসাম্।  
স বিজ্ঞানান্তি ধর্মাঙ্ঘা শীতো ভব হনুমতঃ॥ ২৯

'যদি সেই ধর্মাত্মা আমাকে সদাচারিণী ও তাঁর সত্য  
মিলনে উৎসুক বলে জেনে থাকেন তো হে অগ্নিদেব ! তুমি  
শ্রীহনুমানের অনুকূলে শীতলতা দান করো।

যদি মাং তারয়েদার্যঃ সুগ্রীবঃ সত্যসদয়ঃ।  
অস্মাদ্ দুঃখাধ্বসংবোধাচ্ছীতো ভব হনুমতঃ॥ ৩০

'যদি সত্যসন্ধ আর্য সুগ্রীব এই দুঃখপারাবার হস্ত  
আমার রক্ষা করতে সমর্থ বলে মনে হয়, তাহলে তুমি  
(অগ্নিদেব) হনুমানের জন্য শীতল হও।'

ততস্তীক্ষ্ণার্চিতব্রাণঃ প্রদক্ষিণশিখোহনলঃ।

জজ্বাল মৃগশাবাক্ষ্যঃ শংসমিব শুভং কপেঃ॥ ৩১

মৃগনয়না সীতার এইরূপ প্রার্থনার তীক্ষ্ণ শিবাসম্পন্ন  
অগ্নিদেব যেন তাঁকে (সীতাদেবীকে) শ্রীহনুমানের মঙ্গলে  
ইঙ্গিত দিয়ে শান্তভাবে জ্বলতে লাগল এবং শিবাস্তি  
প্রদক্ষিণ রত হয়ে উর্ধ্বে উঠতে লাগল।

হনুমজ্জনকশৈব পুচ্ছানলমুতোহনিলঃ।

ববৌ স্বাহ্যকরো দেব্যাঃ প্রালেয়ানিলশীতলঃ॥ ৩২

শ্রীহনুমানের পিতা, পবনদেব-ও তাঁর  
(শ্রীহনুমানের) পুছে অগ্নির সহিত সহায়তাপূর্বক  
শৈতাপ্রবাহের ন্যায় শীতল হলেন এবং দিব্যাক্ষা সীতার  
মনকে শীতল করলেন।

দহ্যমানে চ লাঙ্গুলে চিত্ত্রমাস বানরঃ।

প্রদীপ্তোহগ্নিরয়ং কম্মার মাং দহতি সর্বতঃ॥ ৩৩

পুছে প্রদীপ্ত থাকাকালীন শ্রীহনুমান বিস্ত্রিত হইলেন



যে 'আগুন সর্বদিকে ছলতে থাকলেও কেন আমাকে  
মনের কষ্ট দিচ্ছে না।

পূজাতে চ মহাভাগঃ করোতি চ ন মে ক্লমঃ।

নিমিরসেব সম্পাতো লাদ্বলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৪

এখানে এত উচ্চ শিখা দেখা যাচ্ছে, তথাপি অগ্নি  
আমাকে ক্লেশ দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন আমার পুচ্ছাগ্রে  
জলের তৃপ্ত রাখা আছে।

এব বা ভদ্রিমাং ব্যক্তঃ যদ্ দৃষ্টঃ প্রবতা ময়া।

রম্যপ্রভাসাকর্ষঃ পর্বতঃ সরিতাঃ পভৌ ॥ ৩৫

অথবা ইতঃপূর্বে সমুদ্রলগ্নন কালে আমি  
শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবে সাগর মধ্য হতে পর্বতের প্রকটিত  
হৃৎকব মতো অশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছিলাম, তদ্রূপ অদ্য  
অগ্নির শীতলতা অভিব্যক্ত হচ্ছে।

কি তাবৎ সমুদ্রস্য মৈনাকস্য চ ধীমতঃ।

রম্যঃ সত্ত্বমজাদৃক্ কিমগ্নির্ন করিষ্যতি ॥ ৩৬

যদি শ্রীরামচন্দ্রের উপকারার্থে সমুদ্র ও বুদ্ধিমান  
মৈনাক-এর মনে এতটা উদ্বিগ্ন থেকে থাকে, তাহলে  
অগ্নিই বা শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলের জন্য কেন শীতলতা  
প্রকাশ করবেন না?

ধীতয়স্জানুশংসোন তেজসা রাঘবস্য চ।

শিষ্ণু বম সন্ধান ন মাং দহতি পাবকঃ ॥ ৩৭

সীতার দয়ালু, শ্রীরঘুনাথের তেজস্বিতা হেতু এবং  
আমার পিতার সঙ্গে সখাতার প্রভাবে অগ্নিদের আমাকে  
জপ দিচ্ছেন না।

হুঃ স চিত্তয়ামাস মুহূর্তং কপিকুঞ্জরঃ।

কথমমদ্বিধসোহ বহ্ননঃ রাক্ষসখমৈঃ ॥ ৩৮

প্রতিক্রিয়ায় যুক্তা স্যাৎ সতি মহ্যং পরাক্রমে।

তদন্তর, কপিকুঞ্জর শ্রীহনুমান এক মুহূর্তে এইরূপ  
চিহ্ন করলেন - 'আমার মতো পুরুষের নীচ রাক্ষসগণ  
কর্তৃক বহ্নন স্বীকার করে নেওয়া কি উচিত? আমার সামর্থ্য  
থাকলে অবশ্যই এর প্রতিকার করা যুক্তিযুক্ত।'

ততশ্চিদ্বা চ তান্ পাশান্ বেগবান্ বৈ মহাকপিঃ ॥ ৩৯

উৎপাতাৎ বেগেন ননাদ চ মহাকপিঃ।

এইরূপ চিহ্ন করে সেই মহাকপি শ্রীহনুমান  
বান্দ্রসদের বহ্নন ছিন্ন করে তীব্রবেগে উল্লম্বন করলেন  
এবং গর্জন করতে লাগলেন।

পুনরায় ততঃ শ্রীমান্ শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্ ॥ ৪০

বিতস্তুরক্ষঃ সঙ্ঘাসাসাদানিলাবজঃ।

অতঃপর, শ্রীমান পবনকুমার লাফ দিয়ে পর্বতশিখর  
তুল্য উচ্চ নগরতোরণে এসে পৌঁছলেন, সেখানে (তখন)  
বান্দ্রসদের ভীড় ছিল না।

স তুভ্যা শৈলসংকাশঃ ক্ষণেন পুনরাববান্ ॥ ৪১

হ্রস্বতাং পরমাং প্রাপ্তো বহ্ননানাবশ্যতম্।

নিমুক্তশাউনছৌমান্ পুনঃ পর্বতসমিডঃ ॥ ৪২

শৈলের ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে, পুনরায় মনস্বী  
তিনি ক্ষণমাত্রমধ্যে অত্যন্ত হ্রস্বতা প্রাপ্ত হলেন এবং  
এইভাবে কৌশলে নিজের বহ্ননসমূহ শিথিল করে দিলেন।  
সেই বহ্নন হতে মুক্ত হয়েই শ্রীহনুমান পুনরায় পর্বত তুল্য  
বিশালাকার ধারণ করলেন।

বীক্ষমাণশ্চ দদৃশে পরিঘঃ তোরণাশ্রিতম্।

স তং গৃহ্য মহাবাহুঃ কালায়সপরিদ্রুতম্।

রক্ষিণস্তান্ পুনঃ সর্বান্ সূদয়ামাস মারুতিঃ ॥ ৪৩

এমন সময়ে ইত্যন্ততঃ দৃষ্টি দিয়ে তিনি তোরণোপরি  
এক কক্ষলৌহ নির্মিত 'পরিঘ' দেখতে পেলেন। সেই  
পরিঘ হাতে নিয়ে মহাবাহু পবনপুত্র তথায় সকল  
রক্ষিণগণকে বধ করলেন।

স তান্ নিহত্বা রণচণ্ডবিক্রমঃ

সমীক্ষমাণঃ পুনরেব লঙ্কাম্।

প্রদীপ্তলাঙ্গুলকৃতার্চিমালী

প্রকাশিতাদিত্য ইবার্চিমালী ॥ ৪৪

সেই সকল রাক্ষসদের নিধন করে রণভূমিতে  
প্রচণ্ড পরাক্রম প্রদর্শনকারী শ্রীহনুমান পুনরায় লঙ্কাকে  
নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় তিনি দীপ্যমান  
প্রজ্বলিত লাঙ্গুল হতে উদ্ভিত অগ্নিশিখাগুলিতে অলংকৃত  
বানরবীর রশ্মিমালায় দেদীপ্যমান সূর্যদেবের সদৃশ প্রকটিত  
হচ্ছিলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥



## চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৪)

লঙ্কাপুরীর দহন এবং রাক্ষসদের বিলাপ

বীক্ষমাণস্ততো লঙ্কাং কপিঃ কৃতমনোরথঃ।  
বর্ধমানসমুৎসাহঃ কার্যশেষমচিন্তয়ৎ॥ ১

শ্রীহনুমানের সকল মনোবাসনা পূর্ণ হল এবং তাঁর উদাম ও উৎসাহ বাড়তে লাগল। অতএব 'লঙ্কা'-কে নিরীক্ষণ করতে করতে তিনি অবশিষ্ট কার্যের সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন—

কিং নু স্বপ্নবশিষ্টং মে কর্তব্যমিহ সাম্প্রতম্।  
যদেষাং রক্ষসাং ভূয়ঃ সন্তাপজননং ভবেৎ॥ ২

‘এখন এখানে আমার কী কাজ বাকী আছে, যা এইসকল রাক্ষসদের জন্য অধিক দুঃখদায়ক হবে ?

বনং তাবৎপ্রমথিতং প্রকৃষ্টা রাক্ষসা ইতাঃ।  
বলৈকদেশঃ ক্ষণিতঃ শেষঃ দুর্গবিনাশনম্॥ ৩

‘প্রমদাবন প্রমথিত করেছি, বীর রাক্ষসেরা নিহত হয়েছে এবং সময় শক্তির কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এখন দুর্গ ধ্বংস করা বাকী আছে।

দুর্গে বিনাশিতে কর্ম ভবেৎ সুখপরিশ্রমম্।  
অল্পযত্নেন কার্যেহস্মিন্ মম সাৎ সফলঃ শ্রমঃ। ৪

‘দুর্গ বিনষ্ট হলে আমার সমুদ্র লঙ্ঘনাদি প্রয়াস সুখকর ও সফল হবে। আমি সীতাদেবীর অনুসন্ধানে যে প্রযত্ন করেছি, তা স্বল্প আয়াসসাধ্য লঙ্কাদহনের দ্বারা সফলতা লাভ করবে।

যো হ্যয়ং মম লাস্কূলে দীপ্যতে হব্যাবাহনঃ।  
অস্যা সন্তর্পণং ন্যায্যং কর্তুমেভির্গহোভটৈঃ॥ ৫

‘আমার পুচ্ছাগ্রে যে হব্যাবাহন অগ্নিদেব জ্বলছেন তাঁকে এই সকল শ্রেষ্ঠ গৃহাদির দ্বারা আহুতি করাও সদত মনে হচ্ছে।’

ততঃ প্রদীপ্তলাঙ্গুলঃ সবিদ্যুদিব তৌয়দঃ।  
ভবনাগ্রেষু লঙ্কায়া বিচচার মহাকপিঃ॥ ৬

এইরূপ চিন্তা করে মহাকপি শ্রীহনুমান দীপ্যমান লাস্কুল সহ বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সদৃশ লঙ্কানগরীর অট্টালিকাগুলির উপরিভাগ বিচরণ করতে লাগলেন।

গৃহান্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ বানরঃ।  
বীক্ষমাণো হ্যসংক্রান্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ॥ ৭

সেই বানরবীর রাক্ষসদের গৃহ হতে গৃহান্তর, উদ্যানসমূহ এবং রাজপ্রাসাদরাজিকে দেখতে দেখতে

নির্ভয়ে ঘুরতে লাগলেন।

অবপ্লুতা মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্  
অগ্নিঃ তত্র বিনিষ্কিপ্য শ্বসনে সমো বলী। ৮  
ততোহনাৎ পুপ্লুবে বেষ্মা মহাপার্শ্বস্য বীর্ঘবান্  
মুমোচ হনুমানগ্নিঃ কালানলশিখোপমম্ ৯

বিচরণ করতে করতে পবনদেব তুলা বলবান ও অতি তীব্র গতিতে শ্রীহনুমান উল্লস্কান করে প্রহস্ত-এর প্রাসাদপুরীতে এসে পৌঁছলেন এবং তথায় অগ্নিসংযোগ করে অন্যত্র লাফিয়ে গেলেন। দ্বিতীয়টি ছিল মহাপার্শ্ব-এর নিবাসস্থল। পরাক্রমী শ্রীহনুমান সেখানেও প্রলয়াগ্নিশিখার মতো লেলিহান অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন।

বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ  
শুকস্য চ মহাতেজাঃ সারণস্য চ ধীমতঃ॥ ১০

অতঃপর মহাতেজা মহাকপি ক্রমে ক্রমে বজ্রদংষ্ট্র, শুক এবং বুদ্ধিমান সারণের ভবনসমূহের উপর প্লুতগতিতে বিচরণ করে অগ্নি ছালিয়ে দিলেন।

তথা চেদ্রজিতো বেষ্মা দদাহ হরিযূথপঃ।  
জঙ্ঘমালেঃ সুমালেচ্চ দদাহ ভবনং ততঃ॥ ১১

আবার, বানরযূথপতি শ্রীহনুমান ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদের ভবন পুড়িয়ে দিলেন এবং জঙ্ঘমালী ও সুমালীর হর্ম্যপ্রাসাদ ভস্মীভূত করে দিলেন।

রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্যশত্রোত্তথৈব চ।  
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য রোমশস্য চ রক্ষসঃ॥ ১২

যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য রক্ষসঃ।  
বিদ্যুজিহ্বস্য ঘোরস্য তথা হস্তিযুথস্য চ॥ ১৩

করালস্য বিশালস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি।  
কুস্তকর্ণস্য ভবনং মকরাক্ষস্য চৈব হি॥ ১৪

নরাস্তকস্য কুস্তস্য নিকুস্তস্য দুরাক্ষনঃ।  
যজ্ঞশত্রোশ্চ ভবনং ব্রহ্মশত্রোত্তথৈব চ॥ ১৫

তদনন্তর, রশ্মিকেতু, সূর্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দবঃ, রাক্ষস, রোমশ, বগোন্মত্ত মত্ত, ধ্বজগ্রীব, ভয়ানক, বিদ্যুজিহ্ব, হস্তিযুথ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুস্তকর্ণ, মকরাক্ষ, নরাস্তক, কুস্ত, দুরাক্ষা নিকুস্ত, যজ্ঞশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রু প্রভৃতি রাক্ষসদের ভবনে-ভবনে ঘুরে আগুন ছড়িয়ে দিলেন।

বহুবিধা মহাতেজা বিভীষণগৃহঃ প্রতি।  
ক্রমাদঃ জনৈশ্চৈব দদাহ হরিপুত্রবঃ ॥ ১৬

এক্রমে মহাতেজস্বী কপিশ্রেষ্ঠ অগ্নিসহ ততে ততে  
দুর্ভিক্ষের প্রাসদভসন ব্যতিরেকে অন্য সকল ভবনে  
ক্রমঃ অগ্নিসংযোগ করলেন।

সে তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাবল্যঃ।  
গৃহেভিস্তামৃদ্বিঃ দদাহ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ১৭

মহাযশস্বী কপিকুঞ্জর পবনকুমার বিভিন্ন বহুমূল্য  
ভবনে ভবনে গিয়ে সমুদিশালী রাক্ষসদের সকল সম্পত্তি  
হুতিয়ে ভস্মীভূত করলেন।

সর্বেষাঃ সমতিক্রম্য রাক্ষসেন্দ্রস্য বীর্যবান্।  
অসমাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাবণস্য নিবেশনম্ ॥ ১৮

সকলের ভবনগুলি লঙ্ঘনপূর্বক দ্বিতীয়ান পরাক্রমী  
ব্রীহনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের রাজমহলে পৌঁছলেন।

ততঃশ্মিন্ গৃহে মুখ্যো নানারত্নবিভূষিতঃ।  
মেরুমন্দরসংকাশে নানামঙ্গলশোভিতঃ ॥ ১৯

প্রদীপ্তমগ্নিমুৎসৃজ্য লাক্ষ্মীভ্রমে প্রতিষ্ঠিতম্।  
নবাদ হনুমান্ বীরো যুগাপ্তজলদো যথা ॥ ২০

লঙ্কানগরীর সকল প্রাসাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নানা বস্তু  
সুশোভিত, মেরুসদৃশ সু-উচ্চ ও নানাবিধ মঙ্গলিক চিত্র  
সুশোভিত রাজমহলে বীরবর ব্রীহনুমান দ্বিত অগ্নি

মোচনপূর্বক প্রলয় প্রয়োগ-এর মতো ভয়ঙ্কর গর্জন  
করলেন।

বশনেন চ সংযোগাদভিবেগো মহাবলঃ।  
কালগিরিব জজ্ঞাল প্রাবর্তত হতশনঃ ॥ ২১

বায়ুপ্রবাহের সাহায্য পেয়ে বেগে ছুটিয়ে পড়া সেই  
প্রবল আগুন প্রলয়গ্নির মতো অতিবর্ধিত হয়ে স্বলতে

লাগল।  
প্রদীপ্তমগ্নিঃ পবনস্তেষু বেগ্যসু চারয়ন্।

তানি কাঞ্চনজালানি মুক্তামনিময়ানি চ ॥ ২২  
ভবনানি বাশীর্ষস্ত রত্নবস্তি মহাস্তি চ।

তানি রত্নবিমানানি নিপেতুর্বসুধাতলে ॥ ২৩

বায়ুর গতি সেই দেদীপমান অগ্নিকে সকল নিবাসে  
হুতিয়ে নিতে লাগল ; স্বর্গ গরাক্ষ, মুক্তা ও মনিসমূহে

নির্ভিত তথা রত্নবস্তিতে বিভূষিত উঁচু-উঁচু প্রাসাদ এবং  
সামগ্রিক পুরী দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে মতিতে লুটিয়ে পড়তে

লাগল।

ভবনানীদ সিকানময়বঃ কুলসংক্রমঃ  
সংজ্ঞে তুমলঃ শব্দো দাক্ষসনঃ প্রসবতন ॥ ২৪

যে যে গৃহপরিভ্রমে ভগ্নোৎসাহোচ্ছিতশ্রিয়ম  
দক্ষভবনগুলির পতন, পুনঃস্থল স্বর্গ হতে নীচে

পতনশীল সিদ্ধগণের অস্ত্রের মতো প্রতীত হইল।  
সেক্ষণে বাক্ষসেরা নিজ-নিজ অবসারণি সুবিস্তৃত কর ও

অগ্নির প্রশমিত করার জন্য এ-দিক ও নিক দাবিত হতে  
লাগল। তাদের উৎসাহ এবং সৌন্দর্য্য দিনেই হয়ে লাঞ্ছিত।

মুননেমোহয়িরায়াতঃ কপিরূপেণ হা ইতি ॥ ২৫  
ক্রন্দন্তাঃ নহস্য পেতুঃ কনকয়ধরাঃ স্থিরঃ।

রাক্ষসেরা পরস্পর বলছিল — ‘হায় ! এই জীব  
বানবের ছদ্মবেশে সক্ষম অগ্নিদেবতা রয়েছেন।’ হঠাৎ-

হঠাৎ বহু ক্রন্দনবতা স্থীলোকেরা সন্তান জোড়ে নিয়ে গৃহ  
থেকে নিচে পড়ে মাচ্ছিল।

কান্দিদগ্নিপীতাক্ষ্যো হর্ম্যোভ্যো মুক্তমূর্ধজাঃ ॥ ২৬  
পতন্ত্যোরজিগ্রেহভ্রৈভাঃ সৌদামনা ইবাহরাং।

কিছু কিছু বাক্ষসীর সর্বাঙ্গে আগুন লেগে গিয়েছিল,  
তরা অলুলদ্বিত কেশে হর্ম্য থেকে নীচে এসে পড়ল এবং

সেই বাক্ষসীদের পতন আকাশের মেঘ থেকে বিচ্যুত  
বিনুনের তুলা দৃশ্যমান ততে লাগল।

বহুবিক্রমবৈদূর্ম্যমুক্তারজতসংহতান্ ॥ ২৭  
বিচিহ্নান্ ভবনাকাতান্ সান্দমানান্ দদর্শ সঃ।

ব্রীহনুমান দেখলেন—খলপ্ত আবাসগুলি হতে বীদক,  
প্রদাল, নীলা, মুক্তা এবং স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিবিধ ধাতুর

গলিত স্রোত বেরিয়ে আসছে।  
নাগ্নিদ্ব্যতি কাষ্ঠানাং তৃপানাং চ যথা তথা ॥ ২৮

হনুমান্ রাক্ষসজ্ঞানাং বধে কিঞ্চিন্ন তৃপাতি।  
ন হনুমদ্বিশতানাং রাক্ষসানাং বসুকরা ॥ ২৯

অগ্নি শুষ্ক কাঠ ও তৃণ দহন করার কখনও তৃপ্ত হয় না  
অর্থাৎ প্রশমিত হয় না, সেইক্রমে শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদের

নিধনে ব্রীহনুমান বিনুয়াত্র তৃপ্ত হলেন না এবং নিহত  
রাক্ষসদের নিস্তের কোলে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে

বসুকরাও যেন কোন-প্রকার নিরুদ্যম ছিলেন না।  
হনুমতা বেগবতা বানরেশ মহাশয়।

লজাপুরঃ প্রবদাঃ তন্ ক্রত্রেণ ত্রিপুরং যথা ॥ ৩০  
যেমন করে ভাবন কর প্রবাক্ষসের ‘ত্রিপুর’

করেছিলেন, সেইক্রমে সত্বিশর বেগবান বানরবীর মহাশয়



শ্রীহনুমান লঙ্কানগরীকে বালিয়ে দিলেন

ততঃ স লঙ্কাপুরপর্বতাগ্রে

সমুখিতো ভীমপরাক্রমোহগ্নিঃ।

প্রসার্য চূড়াবলয়ঃ প্রদীপ্তো

হনুমতা বেগবতোপসৃষ্টঃ ॥ ৩১

তদনন্তর লঙ্কাপুর্বীর পর্বতশৃঙ্গে অতি ভয়ংকর  
লেলিহান আগুন উর্ধ্বে উঠতে লাগল। বেগবান শ্রীহনুমান  
কর্তৃক সংযুক্ত সেই অগ্নি চতুর্দিকে শিখা বিস্তার করে  
সজোরে দেদীপ্যমান হতে লাগল।

যুগান্তকালানলতুল্যরূপঃ

সমাক্রতোহগ্নির্বব্ধে দিবস্পৃক্।

বিধুমরশ্চির্ভবনেষু সন্তো

রক্ষঃশরীরাজাসমর্পিভাটিঃ ॥ ৩২

বায়ুর সহায়তা পেয়ে সেই গগনচূষী আগুন এতটা  
বিস্তার করল যে, তার রূপ প্রলয়কালীন অগ্নির মতো  
লাগছিল। লঙ্কানগরীর ভবনে ভবনে প্রদীপ্ত অগ্নি ছিল  
নির্মূল এবং রাক্ষসদের শরীররূপ ঘৃত-আছতি অগ্নির  
শিখাসমূহকে ক্রমশঃ অতিবর্ধিত করছিল।

আদিত্যকোটীসদৃশঃ সূতেজা

লঙ্কাঃ সমস্তাঃ পরিবার্য তিষ্ঠন্।

শবৈবরনৈকৈরশনিপ্রকটৈ-

র্জিন্দমিবাশুং প্রবভৌ মহাগ্নিঃ ॥ ৩৩

সমগ্র লঙ্কাপুরীকে নিজশিখায় প্রলিপ্ত করে বিস্তীর্ণ  
সেই প্রচণ্ড আগুন কোটি সূর্যের ন্যায় প্রজ্বলিত হচ্ছিল।  
ভবন ও পর্বতাদির বিদারণে উজ্জ্বল নানাবিধ শব্দ  
বজ্রনির্ঘোষকেও হার মানাচ্ছিল। সেই বিশালাকার অনল  
যেন পৃথিবী বিদীর্ণ করে উত্থিত হচ্ছিল।

তত্রাহরাদগ্নিরতিপ্রবৃদ্ধো

রাক্ষপ্রভঃ কিং শুকপুষ্পচূড়ঃ।

নির্বাপধূমাকুলরাজয়শ্চ

নীলোৎপলভাঃ প্রচকাশিরেৎলাঃ ॥ ৩৪

তথায় মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল  
ধরতর অগ্নিশিখাসমূহ প্রক্ষুটিত কিং শুকফুলের গুচ্ছগুলির  
মতো রক্তবর্ণ মনে হচ্ছিল। আকাশে মেঘসমূহ অগ্নি থেকে  
উত্থিত নীলোৎপলবর্ণের ধূসরুণীতে সংপৃক্ত হয়ে শোভা  
পাচ্ছিল অর্থাৎ নীলবর্ণ ধারণ করেছিল।

বহ্নী মহেন্দ্রপ্রদনেশ্বরো বা

সাক্ষাদ্ যমো বা বরুণোহনিজো না।

রৌদ্রোহগ্নিরকৌ ধনদশ্চ সোমো

ন বানরোহয়ং স্বয়মেব কালাঃ ॥ ৩৫

কিং ব্রহ্মণঃ সর্বাগিতামহস্য

লোকস্য ধাতুশ্চতুর্গাননস্য।

ইহাগতো বানররূপধারী

রক্ষোপসংহারকঃ প্রাকোপঃ। ৩৬

কিং বৈষ্ণবঃ বা কপিরূপমেত্য

রক্ষোবিনাশায় পরং সূতেজঃ।

অচিন্ত্যমব্যাক্তমনন্তমেকং

স্বমায়য়া সাম্প্রতমাগতং বা ॥ ৩৭

ইত্যেবমূর্চুব্ধবো বিশিষ্টা

রক্ষোগণাক্তত্র সমেতা সর্বে।

সপ্রাণিসজ্জাঃ সগৃহাঃ সর্বক্ষাঃ

দক্ষাঃ পুরীঃ তাং সহসা সমীক্ষা ॥ ৩৮

প্রাণিসমূহ, গৃহাদি এবং বৃক্ষরাজি সহ সহ  
লঙ্কাপুরীকে সহসা দক্ষ হতে দেখে দলে-দলে একত্রিত হুয়া  
রাক্ষসগণ পরস্পর বলতে লাগল — “ইনি বহুদূর  
দেবরাজ ইন্দ্র অথবা সাক্ষাৎ যমরাজ নয় তো? বরুণ, ই  
অথবা সাক্ষাৎ যমরাজ নয় তো? বরুণ, বায়ু, ক্রতু, অগ্নি,  
সূর্য, কুবের অথবা চন্দ্র আদির মধ্যে কেউ নয় তো? এই  
প্রাণী বানর হতে পারে না, এ হচ্ছে সাক্ষাৎ কাল (কাল)  
অথবা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রচণ্ড কোপ  
বানরের ছদ্মবেশে রাক্ষসকুলের সংহারহেতু এখানে  
উপস্থিত হয়েছে। কিংবা ভগবান বিষ্ণুর অজুত  
ভেজেরাশি যা অচিন্ত্য, অব্যাক্ত, অনন্ত ও অদ্বিতীয়, স্বকী  
মায়াবলে তাই বানররূপ নিয়ে রক্ষসকুলের ধ্বংসের জন্য  
এখন এখানে এসেছে?”

ততস্ত লঙ্কা সহসা প্রদক্ষা

সরাক্ষসা সামুদ্রথা সনাপা।

সপাক্ষিসজ্জা সমৃগা সর্বক্ষা

ক্রুরোদ দীনা তুমলং সশব্দম্ ॥ ৩৯

এইভাবে অশ্ব, হস্তী, রথ, পশুপক্ষী, বৃক্ষ তথা ব  
রাক্ষসগণকে ভয়স্যাংকারী লঙ্কা, — যেন দৈনন্দিন  
উচ্চৈঃস্বরে অবিরাম অশ্রবণ করতে লাগল।

হা তাত হা পুত্রক কান্ত মিত্র

হা জীবিতেশাজ হতঃ সুপুশাম্।



রক্ষোক্তিরেবং বহুধা ব্রহ্মভিঃ

শব্দঃ কৃতো ঘোরতরঃ সুভীমঃ । ৪০

লঙ্কাসীগণ বলতে লাগল - 'হা পিতা ! হা পুত্র ! হা স্বরি ! হা মিত্র ! হা প্রাণেশ্বর, আমাদের সকল পুণ্য নষ্ট হয়ে গেছে !' এইরূপ বিবিধ বিলাপ করতে করতে রাক্ষসেরা বড় ভয়ংকর এবং ঘোর আর্তনাদ করতে লাগল।

হতশনজ্বালসমাবৃত্তা সা  
হতপ্রবীরা পরিবৃত্তয়োধা ।

হনুমতঃ ক্রোধবল্লাভিভূতা  
বভূব শাপোপহতেষ লঙ্কা ॥ ৪১

অগ্নির নিদারুণ দহনজ্বালায় ক্রিষ্ট এবং নিহত বীরপুঙ্গব ও নিকংসাহ যোদ্ধাগণ সমাকীর্ণ লঙ্কানগরী জড়িগুণ্ডার ন্যায় শ্রীহনুমানের কোপানলের বশীভূত হয়ে গেল।

সমস্তমঃ ব্রহ্মবিষমরাক্ষসাং  
সমুজ্জ্বলজ্বালহতশনাক্ষিতাম্ ।

দমর্শ লঙ্কাং হনুমান্ মহামনাঃ  
স্বয়ংভুরোষোপহতমিবাণিনিম্ । ৪২

মহামনসী শ্রীহনুমান লঙ্কাপুরীকে স্বয়ংভূরাক্ষার ক্রোধে বিনষ্টা পৃথিবীর মতো দেখলেন। তথায় সকল রাক্ষস তীত-সমুত্ত ও বিষন্ন হয়ে পড়েছিল। অতুজ্জ্বল শিখাসমূহ সুশোভিত অগ্নিদেব তাঁদের উপর নিজ চিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন।

ভঙ্ক্বা বনং পাদপরতুসঙ্কুলং  
হত্বা তু রক্ষাংসি মহাশ্চি সংযুগে

দক্ষা পুরীং তাং গৃহরত্নমালিনীং  
তত্শৌ হনুমান্ পবনাজ্জঃ কপিঃ । ৪৩

শ্রেষ্ঠ বৃক্ষবাজিতে পরিপূর্ণ প্রমদাবনকে জড়ভণ্ড করে, সমরে রাক্ষসগণকে নিধন করে, উত্তম ভবনসমূহে সুসজ্জিত লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করে পবনপুত্র শ্রীহনুমান শাঙ্করী ধারণ করলেন।

স রাক্ষসাংজ্ঞান্ সুবহুংস্চ হত্বা  
বনং চ ভঙ্ক্বা বহুপাদপং তৎ ।

বিসৃজ্য রক্ষোভবনেষু চাগ্নিঃ  
জগাম রামং মনসা মহাম্বা ॥ ৪৪

বহু বহু রাক্ষসকে নিধন করে, প্রচুর বৃক্ষযুক্ত প্রমদাবনের গাছপালা ভেঙ্গে এবং রাক্ষসদের ভবনসমূহে

অগ্নি মোচন করে মহাম্বা সেই শ্রীহনুমান মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করতে লাগলেন।

ততস্ত্ব তং বানরবীরমুখ্যং  
মহাবলং মারুততুলাবেগম্ ।

মহামতিং বায়ুসূতং বরিষ্ঠং  
প্রতুষ্টবুর্দেবগণাশ্চ সর্বৈঃ ॥ ৪৫

তদনন্তর, সমগ্র দেবকুল মুখ্য বানরবীর মহাবলবান, বায়ু তুলা গতিমান, বুদ্ধিমান ও বায়ুদেবতার সুযোগ্য পুত্র শ্রীহনুমানের স্তুতি করলেন।

দেবাশ্চ সর্বৈঃ মুনিপুঙ্গবাশ্চ  
গন্ধর্ববিদ্যাধরপন্নগাশ্চ ।

ভূতানি সর্বাণি মহাশ্চি তত্র  
জগ্মুঃ পরাং প্রীতিমতুলাকুপাম্ ॥ ৪৬

তাঁর এই কাজে সকল দেবতা, মুনিবর্গ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ এবং সকল মহান প্রাণিগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেই আনন্দের প্রসন্নতার তুল্য কিছুই হতে পারে না।

ভঙ্ক্বা বনং মহাতেজা হত্বা রক্ষাংসি সংযুগে ।

দক্ষা লঙ্কাপুরীং ভীমাং ররাজ স মহাকপিঃ ॥ ৪৭

মহাতেজসী মহাকপি পবনকুমার প্রমদাবনকে উজ্জ্বল করে দিয়ে, যুদ্ধে রাক্ষসদের নিধন করে এবং ভয়ংকর লঙ্কাপুরীকে জ্বালিয়ে সাতিশয় শোভা পাচ্ছিলেন।

গৃহগ্রাশূঙ্গাগ্রতলে বিচিহ্নে  
প্রতিষ্ঠিতো বানররাজসিংহঃ ।

প্রদীপ্তলাঙ্গুলকর্তার্চিমালী  
ব্যরাজতাদিত্য ইবার্চিমালী ॥ ৪৮

শ্রেষ্ঠ ভবনমালায় বিচিহ্ন শিখরে দণ্ডায়মান বানররাজসিংহ শ্রীহনুমান পুচ্ছাগ্রে অলস্ত শিখা সমূহে অলংকৃত হয়ে, তেজোরশ্মিতে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো প্রকটিত হলেন।

লঙ্কাং সমস্তাং সম্পীড্য লাজুলাগ্নিঃ মহাকপিঃ ।

নির্বাপয়ামাস তদা সমুদ্রে হরিপুঙ্গবঃ ॥ ৪৯

সমগ্র লঙ্কাকে পীড়িত করে বানরশিরোমণি মহাকপি শ্রীহনুমান তখন সমুদ্রের জলে পুচ্ছের আগুন নির্বাপিত করলেন।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।

দুষ্টা লঙ্কাং প্রদক্ষাং তাং বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৫০

তখনস্তব প্রদক্ষা লক্ষাপুরীকে দেখে দেবতা, ভার্গব,  
সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যৎপরনাস্ত্র নিশ্চয় হইলেন।  
তং দৃষ্টা বানরশ্রেষ্ঠঃ হনুমন্তঃ মহাকলিম্।

কালাগিরিঃ সন্ধিত্ব সর্বকৃত্যনি  
সেই ক্ষণে বানরশ্রেষ্ঠ মহাকলি শ্রীহনুমানের  
করে সাগরং কালাগিরি জ্ঞানে সমস্ত প্রাণী সমুদ্র হইলেন।

উক্তাঃ শ্রীমদ্ভাগবত-কাণ্ডে রাধাচন্দ্রঃ সূর্য্যবদন্তঃ চতুঃপদাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

মহার্ষি-ভাগবত-কাণ্ডে রাধাচন্দ্রঃ সূর্য্যবদন্তঃ চতুঃপদাশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫৪ ॥

### পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৫)

সীতার জন্য শ্রীহনুমানের আশঙ্কা ও তার নিরসন

সদীপ্যমানাঃ বিব্রস্তাঃ হস্তরক্ষোগণাঃ পুরীম্।  
অবেক্ষা হনুমাত্ত্বাঃ চিত্তয়ামাস বানরঃ ॥ ১  
বিপন্ন রাক্ষসগণের লক্ষাপুরীকে ভীতসঙ্কপ্ত ও  
অগ্নিতে দেদীপ্যমান দেখতে পেয়ে শ্রীহনুমান চিন্তা  
করলেন।

তস্যাভুৎ সুমহাত্ত্রাসঃ কুৎসা চাক্ষুণাজায়ত।  
লঙ্কাঃ প্রদহতা কর্ম কিংস্থিৎ কৃতমিদং ময়া। ২  
উপরস্থ তাঁহার মনে অভ্যন্ত ভয়েব উদ্বেক হল এবং  
নিজের প্রতি যেন ঘৃণা জন্মাল। তিনি মনে মনে ভাবতে  
লাগলেন—‘হায় ! লক্ষাপুরীকে দক্ষ করে আমি কী জঘন্য  
কর্ম করেছি !

ধন্যাঃ খলু মহাক্সানো যে বুদ্ধ্যা কোপমুখিতম্।  
নিরুদ্ধান্তি মহাক্সানো দীপ্তমগ্নিমিবাক্ষসা ॥ ৩

‘সেই সকল মহাত্মাগণ সত্যিই ধন্যই, যাঁরা  
ক্রোধকে বুদ্ধি দ্বারা প্রতিহত করতে পারেন, যেমন করে  
জল স্বলন্ত অগ্নিকে নির্বাপিত করে।

ক্রুধাঃ পাপং ন কুর্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্ গুরুনপি।  
ক্রুধাঃ পরময়্যা বাচা নরঃ সাধুনধিক্ষিপেৎ ॥ ৪

‘ক্রোধান্বিত কোন্ পুরুষ পাপ করে না ?  
ক্রোধোবশীভূত ব্যক্তি গুরুজনদেরও হত্যা করতে পারে !  
ক্রোধী মানুষ সাধুপুরুষদেরকেও কটুবাক্যে তিরস্কার করতে  
সমর্থ।

বাচ্যাবাচাঃ প্রকুপিতো ন বিজানাতি কথিচিৎ।  
নাকার্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচাঃ বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৫

‘সাতিশয় ক্রুদ্ধ ব্যক্তি কথ্য ও অকথ্যের বিচার  
করতে অক্ষম। ক্রুদ্ধ হনুমানের পক্ষে সকল দুর্ব্বট কর  
সম্ভব এবং যেকোন প্রকার কুবাক্য বলাও অসম্ভব নয়।  
যঃ সমুৎপত্তিঃ ক্রোধঃ ক্ষময়ৈব নিরসতি।  
যথোরগদ্ব্যচঃ জীর্ণাঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥

‘সর্পের দ্বারা জীর্ণ খোলস পরিত্যাগের ন্যায়, যিনি  
নিজের হৃদয়ে উৎপন্ন ক্রোধকে ক্ষমার ভাব দ্বারা নিরস  
করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ।

ধিগন্ত মাং সদুবুদ্ধিং নির্লজ্জং পাপকৃতম্।  
অচিন্তয়িত্বা তাং সীতামগ্নিদং স্বামিষাতকম্ ॥

‘অতিশয় বুদ্ধিহীন আমাকে ধিক ! আমি নির্লজ্জ  
মহাপাপী ! সীতার সুরক্ষার কথা না ভেবেই আমি লঙ্কা  
অগ্নিসংযোগ করেছি এবং ফলতঃ নিজ প্রভুকেও হত্যা  
করে ফেলেছি।

যদি দক্ষা স্থিমাং সর্বা নুনমার্যাপি জানকী।  
দক্ষা তেন ময়া ভূর্ভুতঃ কার্যমজানমা ॥

‘যদি সমগ্র লক্ষাপুরী আগুনে ছার খার হয়ে গি  
থাকে, তাহলে সীতাও নিশ্চয় দক্ষ হয়েছেন। এইক  
আমি নিজের অজান্তে প্রভুর সকল কার্য বিনষ্ট কর  
ফেলেছি।

যদর্থময়মারম্ভঃ কার্যমবসাদিতম্।  
ময়া হি দহতা লঙ্কাঃ ন সীতা পরিরক্ষিতা ॥

‘যে কার্যসিদ্ধির জন্য এই সকল উদ্যোগ সেইক  
আমি সমূলে বিনষ্ট করেছি ; কেননা লঙ্কাদহনের ফল

সীতার সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই করিনি।

কর্মকাণ্ডমিঃ কার্যঃ কৃতমাসীম সংশয়ঃ  
ক্লেষাভিভূতেন ময়া মূলক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥ ১০  
‘নিঃসন্দেহে লক্ষ্যদহনরূপ একটি সামান্য কর্ম  
জটিল ছিল যা আমি সম্পন্ন করেছি। বস্তুত ক্লেষাভ্যাস  
হয়ে আমি শ্রীরামচন্দ্রের কর্মপরিকল্পনার মূলে আঘাত  
করেছি।

কিন্তু জানকী ব্যক্তঃ ন হাদক্ষঃ প্রদৃশ্যতে।  
লক্ষ্যঃ কচ্চিদুদ্দেশঃ সর্বা ভয়ীকৃতা পুরী ॥ ১১  
‘লক্ষ্যপূরীর কোন অংশই আগুন থেকে রক্ষা  
নব্বী। আমি সমগ্র পুরী ভয়ীকৃত করে দিয়েছি। অতএব  
লক্ষ্যও তার অক্ষত নেই—একথা দিনের আলোর মতো  
স্পষ্ট।

কি তদ্বিতং কার্যঃ ময়া প্রজ্ঞাবিপর্যয়াৎ।  
হং প্রাশসমান্যো মমাপি হৃদ্য রোচতে ॥ ১২  
‘যদি নিজের বুদ্ধি বিভ্রাটে আমি সবকিছু বিনষ্ট করে  
দেখি থাকি, তাহলে আজই আমার প্রাণত্যাগ করা ভালো।  
কিন্তু নিপতাম্যাদা আহোস্থিদ্ বড়বামুখে।  
শরীরিহ সজ্জানাং দদ্বি সাগরবাসিনাম্ ॥ ১৩

‘আমি কি আজ আগুনে ঝাঁপ দিব, অথবা দাবানলে  
প্রবেশ করব? কিংবা নিজ শরীর সামুদ্রিক জলজন্তুদের  
কাছে সঁপে দিব।  
কথং নু জীবতা শক্যো ময়া দ্রষ্টুং হরীশ্বরঃ।  
কৌ বা পুরুষশার্দুলৌ কার্যসর্বস্বঘাতিনা ॥ ১৪  
‘আমি সবকিছুই ভঙুল করে দিয়েছি। অতএব  
জীবিতবল্লভ্য কীভাবে সুগ্রীব অথবা ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে  
দুঃখ দেখাবো?

যথা খলু তদেবেদং রোষদোষাৎ প্রদর্শিতম্।  
প্রকৃতং ত্রিষু লোকেষু কপিভ্রমণবহ্নিতম্ ॥ ১৫  
‘ত্রিলোকে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, বানরযোনি  
অতিশয় চঞ্চল, আমি এই চাপল্যই এক্ষেত্রে প্রদর্শন  
করেছি।  
কিন্তু রাজসং ভাবমনীশমনবহ্নিতম্।  
শ্রুতপাণি যদ্ রাগায়্যা সীতা ন রক্ষিতা ॥ ১৬

‘এই রাজস-ভাব অর্থাৎ চিন্তাধাবা কোনো কার্যের  
সুসম্পাদনে অসমর্থ ও অব্যবহিত, একে ধিকার জানাই!  
এই দোষটি ক্রোধের ফলেই সমর্থ হওয়া সম্ভব ও আমি

সীতামাতাকে রক্ষা করিনি।

বিনষ্টায়াং তু সীতায়্য তানুভৌ বিনশিয়াতঃ।  
তয়োর্নিনাশে সুগ্রীবঃ সবন্ধুর্নিশিন্যতি ॥ ১৭

‘সীতার মৃত্যু হয়ে থাকলে, সেই ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম ও  
লক্ষ্মণও মৃত্যুবরণ করবেন। ভ্রাতৃদ্বয়গণের বিনাশ হলে  
সুগ্রীবও সম্বন্ধবে প্রাণত্যাগ করবেন।

এতদেব বচঃ প্রজ্ঞা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।  
ধর্মাত্মা সহশক্রয়ঃ কথং শঙ্কতি জীবিতম্ ॥ ১৮

‘পুনশ্চ, এইসকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করে ভ্রাতৃবৎসল  
ধর্মাত্মা ভরত ও শত্রু ক্রিকে প্রাণধারণ করবে?  
ইচ্ছাকুবংশে ধর্মিষ্ঠে গতে নাশমসংশয়ম্।

ভবিষ্যি প্রজাঃ সর্বাঃ শোকসম্প্রাপীড়িতাঃ ॥ ১৯  
‘এইভাবে ধর্মপরায়ণ ইচ্ছাকুবংশ বিনষ্ট হলে সমগ্র  
প্রজাকুল শোকতাপে কষ্ট ভোগ করবে।

তদহং ভাগ্যরহিতো লুপ্তধর্মার্থসংগ্রহঃ।  
রোষদোষপরীতাত্মা ব্যক্তঃ লোকবিনাশনঃ ॥ ২০

‘অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভাগ্যহীন  
আমি ক্রোধ পরিপূর্ণ হৃদয়ে নিঃসন্দেহে জগতের  
বিনাশকারী হয়ে দাঁড়িয়েছি।’

ইতি চিন্তয়তন্তস্য নিমিত্তান্যাপদেদিরে।  
পূর্বমপ্যুপলক্ষ্যানি সাক্ষাৎ পুনরচিন্তয়ৎ ॥ ২১

এবং বিধ চিন্তাগ্রস্ত শ্রীহনুমান তখনই কিছু শুভলক্ষণ  
দেখলেন — যেগুলি তিনি পূর্বেই বাস্তবায়িত হতে  
দেখেছেন ; তাই তিনি পুনরায় এইভাবে ভাবতে  
লাগলেন -

অথ বা চারুসর্বাঙ্গী রক্ষিতা স্মেন তেজসা।  
ন নশিয়াতি কল্যাণী নাগিরগৌ প্রবর্ততে ॥ ২২

‘অথবা, সম্ভবতঃ সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতা নিজের মহিমায়  
সুরক্ষিতা আছেন। কল্যাণময়ী জনকদুহিতার বিনাশ কখনও  
হবে না ; যেহেতু অগ্নি কখনও অগ্নিকে গ্রাস করে না।

নহি ধর্মাস্তনন্তস্য ভাষ্যামমিততেজসঃ।  
অচরিতাভিগুপ্তাঃ তাং স্রষ্টুমর্হতি পাবকঃ ॥ ২৩

‘সীতা অমিততেজা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী,  
নিজের চরিত্রবলে ও পাতিব্রতের শক্তিতে সদা সুরক্ষিতা।  
অগ্নি তাকে স্পর্শ করতে অসমর্থ।

নুনং রামপ্রভাবেণ বৈদেহ্যাঃ সুকৃতেন চ।  
যদ্যং দহনকর্মায়ঃ নাদহনব্যবাহনঃ ॥ ২৪



‘ইহ অবশ্যই শ্রীকামচন্দ্রের মহিমা এবং  
বিশ্বহীনন্দিনী সীতার পূজাফল যে সর্বগ্রাসী অগ্নি আমাকেও  
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়নি।

তয়াশাং ভরতাদিনাং ভাতৃণাং দেবতা চ য়।

রামস্যা চ মনঃকাক্ষা সা কথং বিনশিষ্যতি॥ ২৫

‘কিংবা, বিনি (অর্থাৎ সীতাদেবী) ভরতদি  
ভাতৃভ্রাতৃদের আরাধ্যা দেবী এবং শ্রীকামচন্দ্রের ক্রম্যবয়ভা,  
অন্তরুনে তাঁর বিনাশ কী করে সম্ভব?

যদ্ বা মহনকর্মায়ং সর্বত্র প্রভ্রবায়ঃ।

ন মে দহতি লাজূলং কথমার্যং প্রযজ্যতি॥ ২৬

‘অগ্নি দাহক এবং অবিনাশী, সর্বত্র নিজের প্রভাব  
বিস্তার করে সবকিছুই ভস্মসাৎ করতে পারে। যার প্রভাবে  
এটি আমার পুচ্ছকে জ্বালাতে পারেনি, সেই সাক্ষাৎ মাতা  
জনকীকে তা কীভাবে জ্বালাতে পারে?’

পুনশ্চাচ্চিহ্নং তত্র হনুমান্ বিস্মিতহৃদা।

হিরণ্যানাভসা গিরেজলমথো প্রদর্শনম্॥ ২৭

তৎকালে শ্রীহনুমান বিস্মিত হয়ে সমুদ্রমথো তাঁর  
যে মৈনাক পর্বতের দর্শন হয়েছিল সেই ঘটনা স্মরণ  
করলেন।

তপসা সত্যবাক্যেন অনন্যাত্মাচ্চ ভর্তরি।

অসৌ বিনির্দহেনগ্নিঃ ন তামগ্নিঃ প্রযজ্যতি॥ ২৮

তখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—‘তপস্যা, সত্য  
সত্য কথা বলা এবং পতির প্রতি একাগ্র ভক্তির কারণে  
তিনি (অর্থাৎ সীতাদেবী) অগ্নিকে বিনষ্ট করে দিতে  
পারেন; আগুন তাঁকে বিনষ্ট করতে পারে না।’

স তথা চিত্তরংগত দেব্যা ধর্মপরিগ্রহম্।

শুশ্রাব হনুমাংস্তত্র চারণানাং মহাক্ষনাম্॥ ২৯

এবং প্রকারে ভগবতী সীতাদেবীর ধর্মপরায়ণতা  
বিচার করতে করতে শ্রীহনুমান তখনই মহাছা চারণগণের  
মুখনিঃসৃত স্তবগান শুনতে পেলেন—

অম্বো বলু কৃতং কর্ম দুর্বিগাহং হনুমতা।

অগ্নিঃ বিসৃজতা তীক্ষ্ণং ভীমং রাক্ষসমহনি॥ ৩০

‘আজ! শ্রীহনুমান রাক্ষসদের গুহে গুহে গুহে গুহে  
দ্রুতগতিতে আগুন লাগিয়ে অতি অল্পেই ও দুষ্টবর্গকে  
করেছে।

প্রপলায়িতরক্ষঃশ্রীনাভবৃক্ষসমাকূলা

জনকোলাহলাপ্লাতা

দক্ষেয়ং নগরী লক্ষা সাত্ত্বপ্রাকারভোরণা

জানকী ন চ দক্ষেতি বিস্ময়োহস্থিত এব নাঃ

‘নিভ-নিভ গৃহ থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে যা  
আদাল বৃদ্ধ-বনিতা সমাকুল সমগ্র লক্ষা নগরী  
কোলাহলে তুমুল চিংকার করছে। নগরের প্রতিটি  
অট্টালিকা ও তোবণসমূহ সহ গিরিগহ্বর পর্বত ভর্তুকী  
হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সীতার গায়ে আচ পর্বত জ্বলেনি, এ  
বড়ই বিস্ময়ের কথা!’

ইতি শুশ্রাব হনুমান্ বাচং তামনুভোপন্য।

বভূব চাস্যা মনসো হর্ষস্তংকালসম্ভবঃ॥ ৩১

শ্রীহনুমান যখন চারণবৃন্দের এইকণ অল্প  
বাণী শ্রবণ করলেন তখন তাঁর হৃদয় হর্ষোন্মাদে ভরে  
স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারশৈশ্চ মহাভয়ঃ।

অধিবাক্যৈশ্চ হনুমান্তবৎ শ্রীতমানসঃ॥ ৩২

পূর্বে বহবার প্রত্যক্ষ সাফল্য পরিক্রিষ্ট  
লক্ষ্যসমূহ দেখে, মহিমাযুক্ত কারণসমষ্টি তথা চারণ  
বাণী সুগীত পূর্বোক্ত বাণীসকল সীতাদেবীর মুক্তি  
থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করলে শ্রীহনুমান অত্যন্ত  
প্রসন্নতা অনুভব করলেন।

ততঃ কপিঃ প্রাপ্তমনোরথার্থ-

হামকতাং রাজসূতাং বিবিস্ব।

প্রত্যক্ষতত্ত্বাং পুনরেব দৃষ্টা

প্রতিপ্রদ্যাম্য মতিং চকর॥ ৩৩

সীতার কোন ক্ষতি হয়নি জেনে তখন কপি  
শ্রীহনুমান নিজেকে সফল মনোরথ মনে করলেন  
স্বচক্ষে সীতাদেবীর দর্শন করে প্রত্যাবর্তন করা  
করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতঃ বাহ্মীকীয়ে অদিকাবো সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫২॥

মহর্ষি বাহ্মীকি বিবচিত্ত অদিকাবো রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

## ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৬)

শ্রীহনুমান কর্তৃক সীতাদেবীকে দর্শন করে পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন

চক্রে নিঃশামূলে জানকীং পর্যবহিতাম্।  
জিহ্বাস্রবীদ্ দিষ্টা পশ্যামি ত্রামিহাঙ্কতাম্॥ ১

অতঃপর, শ্রীহনুমান অশোকতরুমূলে উপবিষ্টা  
জলকিনীর নিকটে গেলেন এবং প্রণত হয়ে  
জানকী—‘আর্যে! সৌভাগ্যক্রমে আমি এখানে আপনাকে  
চক্রে দেখতে পাচ্ছি।’

হস্তঃ প্রহিতঃ সীতা বীক্ষমাণা পুনঃ পুনঃ।

হস্তঃ জেহাষিতা বাক্যং হনুমন্তমভাষত॥ ২

সীতা পতির প্রণয় চিত্তায় নিমগ্না ছিলেন। তিনি  
হনুমানকে প্রস্থানোদ্যত দেখে তাঁকে বারংবার দেখতে  
নেতে বললেন—

হি হং মনাসে তাত বসৈকাহমিহানঘ।

হি সুদবৃত্তে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি। ৩

‘তাত! নিষ্পাপ বীরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি উচিত মনে  
কর, তাহলে আরও দু’এক দিন এখানে গোপন স্থানে  
দুর্ভিক্ষ থাক, আজ বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল প্রত্যাবর্তন  
করবে।

ম চৈবামভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাং তব বানর।

শেকস্যাপ্যপ্রমেষসা মুহূর্তং স্যাদপি ক্ষয়ঃ॥ ৪

‘বানরপ্রবর! তুমি অদূরে থাকলে আমার মতো  
নন্দজিনিীর অপার শোক কিছুক্ষণের জন্য প্রশমিত হবে।’

গতে হি হ্রিশার্দ্দল পুনঃ সম্প্রাপ্তয়ে ত্বয়ি।

প্রাণেবপি ন বিশ্বাসো মম বানরপুত্রব॥ ৫

‘কপিশ্রেষ্ঠ! বানরশিরোমণে! তুমি প্রস্থান করলে  
যেমন পুনরাগমন পর্যন্ত আমার জীবন থাকবে কিনা  
সন্দেহ আছে।

অনর্ঘং চ তে বীর ভূয়ো মাং দারয়িষ্যতি।

দুঃখং দুঃখতরং প্রাপ্তাং দুর্মনঃশোককর্ষিতাম্॥ ৬

‘বীর! দুঃখের পর দুঃখ আমাকে আঘাত করছে।  
পরিমানসিক শোকে দিন-দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি।  
আজকাল তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমার হৃদয়  
হয়ও বিলিণ্ড হবে।

অমাং চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাত্রতঃ।

সুমহৎসু সহায়েষু হর্য়ক্ষেষু মহাবলঃ॥ ৭

কথং নু খলু দুঃপারং সঙ্করিষ্যতি সাগরম্।

তানি হর্য়ক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাস্বজৌ॥ ৮

‘বীর! আমার মনে এখনও এই সন্দেহ হচ্ছে যে

প্রমুখ বানর ও ভল্লুকগণ সহায়ক হলেও মহাবলী সূগ্রীব

এই দুর্লভ্য সমুদ্রকে কী করে অতিক্রম করবেন? তাঁর

সৈন্যদলের বানর-ভল্লুকেরা তথা দুই রাজকুমার শ্রীরাম ও

লঙ্কণও বা এই মহাসাগরকে কী উপায়ে লঙ্ঘন করবেন?

ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যাপি লঙ্ঘনে।

শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়সা তব বা মারুতসা বা॥ ৯

‘প্রাণিগণের শুধুমাত্র তিনটি প্রজাতির মধ্যে সমুদ্র

লঙ্ঘনের শক্তি-সামর্থ্য বিদ্যমান আছে— তোমার মধ্যে

(অর্থাৎ, শ্রীহনুমানের মধ্যে), গরুড়ের মধ্যে এবং

পবনদেবের মধ্যে।’

তদত্র কার্যনির্বন্ধে সমুৎপাদে দুরাসদে।

কিং পশ্যসি সমাধানং ত্বং হি কার্যবিশারদঃ॥ ১০

‘অতএব এক্ষেত্রে এই দুষ্কর কর্মের সাফল্য সুদূর

পরাহত হয়ে পড়ছে। হে কর্মকুশলিন! তুমি এসবের

ক্লিপ সমাধান ভাবছ।

কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্যসা পরিসাধনে।

পর্যাপ্তঃ পরবীরয় যশস্যাস্তে ফলোদয়ঃ॥ ১১

‘শত্রুপক্ষের বীরসমূহকে সংহারকারী কপিশ্রেষ্ঠ!

নিঃসন্দেহে এই কর্মকাণ্ডের সমাধা করতে তুমি একাই

সমর্থ। পরিণামে বিজয়রূপ (সঞ্জাত) সাফল্য তোমারই

যশোদায়ক হবে, (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নয়)।

বলৈস্ত সঙ্কলাং কৃতা লজ্জাং পরবলার্দনঃ।

মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থত্বং তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ১২

‘পরন্তু শত্রুসৈন্যের উৎপীড়ক শ্রীরামচন্দ্র যদি

লঙ্কানগরীকে সৈন্যবলে পদদলিত করে আমাকে এখান

থেকে উদ্ধার করেন, তবে সেইটিই তাঁহার মর্যাদার

অনুরূপ হবে।



তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।

ভবত্যাহবশুরসা তথা ত্বমুপপাদয় ১৩

‘সুতরাং তুমি এমন উপায় কর, যাহাতে যুদ্ধবীর মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের যোগা পরাক্রম প্রকাশিত হতে পারে।’  
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।

নিশমা হনুমান্ বীরো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ১৪

সীতাদেবীর এইসকল কথা সম্মেহ ও প্রয়োজনাত্মক ছিল। শ্রবণ করে বীর শ্রীহনুমান এইরূপ উত্তর দিলেন।

দেবি হর্ষক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্রবতাং বরঃ।

সুগ্রীবঃ সত্বসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ১৫

‘দেবি ! বানর ও ভল্লুকদের প্রভু সুগ্রীব অত্যন্ত শক্তিমান। তিনি আপনাকে উদ্ধার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন।

স বানরসহস্রাণাং কোটিভিরভিসংবৃতঃ

ক্ষিপ্ৰমেঘ্যতি বৈদেহি সুগ্রীবঃ প্রবগাশিপঃ ১৬

‘বিদেহনন্দিনি ! (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কারণে) বানররাজ সুগ্রীব হাজার-হাজার কোটি বানর সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে অতি শীঘ্র এখানে এসে পড়বেন।

তৌ চ বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।

আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ ১৭

‘সেই নরোত্তম বীর দুই ভাই শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ একত্রে এখানে এসে শরবর্ষণে এই লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করে দেবেন।

সগণং রাক্ষসং হত্বা নচিরাৎ রঘুনন্দনঃ।

ত্বামাদায় বরারোহে স্বাং পুরীং প্রতি যাস্যতি ১৮

‘বরারোহে ! রাক্ষসদেরকে সবাক্রমে হত্যা করে অচিরে রঘুনন্দন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবেন।

সমাপ্তসিহি ভদ্রং তে ভব স্বং কালকাক্ষিকী।

ক্ষিপ্ৰং দ্রক্ষ্যসি রামেণ নিহতং রাবণং রণে ১৯

‘আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনার মঙ্গল হোক ; উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করুন। আপনি অচিরেই দেখবেন যে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ রণে নিহত হয়েছে।

নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাতাবাক্বে।

স্বং সমেব্যসি রামেণ শশাক্ষেনৈব রোহিণী ২০

‘পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গ সহ রাক্ষসরাজ রাক্ষ

নিহত হলে আপনি চন্দ্র-রোহিণীর ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবেন

ক্ষিপ্ৰমেঘ্যতি কাকুৎস্থো হর্ষক্ষপ্রবরৈবুতঃ।

যত্নে যুধি বিজিত্যারীষ্টোকং বাণনয়িত্বাতি ২১

‘বানর ও ভল্লুকবৃন্দের প্রমুখ বীরদেরকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র শীঘ্রই এখানে এসে গোঁড়ুবেন এবং যুদ্ধ শত্রুদের পরাজিত করে আপনার সকল দুঃখ দূর করবেন।

এবমাস্থাস্য বৈদেহীং হনুমান্ মারুতাস্বজঃ।

গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীমভিবাণয়ৎ ২২

বিদেহনন্দিনী সীতাকে এভাবে আশ্বাসিত করে কিন্নর ওয়ার জন্য শ্রীহনুমান সীতাকে প্রণাম করলেন।

রাক্ষসান্ প্রবরান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাক্ষনঃ

সমাস্থাস্য চ বৈদেহীং দর্শয়িত্বা পরং বলম্ ২৩

নগরীমাকুলাং কৃত্বা বঞ্চয়িত্বা চ রাবণম্

দর্শয়িত্বা বলং ঘোরং বৈদেহীমভিবাণয় চ ২৪

প্রতিগম্য মনস্ক্রে পুনর্মথোন সাগরম্।

বহু বলশালী রাক্ষসদেরকে হত্যা করে এবং কবিবীরের পরিচয় দিয়ে স্বনায়ে খ্যাত হলেন শ্রীহনুমান তিনি বৈদেহীকে সমাশ্বাসিত করে নিজের শক্তি প্রদর্শন করলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে চমৎকৃত করে লঙ্কানগরী শোকাকুল করে তুললেন। এইরূপে অতিশয় বীর প্রদর্শনপূর্বক সীতাকে প্রণাম করে তিনি সমুদ্রের মহাদিগ (আকাশ পথে) প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ততঃ স কপিশাদূলঃ স্বামিসন্দর্শনোৎসুকঃ ২৫

আরুহোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিশ্চমরিশ্চমরিশ্চ ২৬

(এরপর, শ্রীহনুমানের জন্য লঙ্কাপুরীতে কোনো রকম অবশেষ থাকল না, অতএব) অরিন্দম তিনি শ্রী

শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন-অভিলাষে পর্বতসমূহের সর্বোত্তম ‘অরিশ্চগিরি’-তে আরোহণ করলেন।

তুঙ্গপদ্যকজুষ্টিভিনীলাভির্ভনরাজিভিঃ ২৭

সোত্তরীমিবাভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিগহিভিঃ ২৮

‘অরিশ্চ’ পর্বত সুউচ্চ ‘পদ্যক’ নামক শৃঙ্গ

বনম্পতিসমূহে সুশোভিত ছিল এবং পর্বতের শৃঙ্গগুলি

অন্তর্বর্তী স্থানে আনত মেঘমালা পর্বতগাত্রে উত্তরীয় করে



নাম প্রতীত হইল।

বোধমানমিব প্রীত্যা মিলাকরকরৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৭

ভূগুণমিবোক্তৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ।

ভোযৈর্ঘনিঃস্বনৈর্ঘনৈঃ প্রাণীতমিব পর্বতম্ ২৮

সূর্যের মঙ্গলময় ও প্রীতিপূর্ণ কিরণে 'অরিষ্ট' নিকট সুপ্তোক্ত মনে হইল, পর্বতের স্থানে স্থানে

হস্ততঃ নানাপ্রকার ধাতু ও মণিরত্ন যেন তার নেত্রস্বরূপ ছিল সেগুলির দ্বারা যেন বিস্তারিতভাবে সেই পর্বত সর্ব নিরীক্ষণ করছিল পার্বত্য নদীর প্রবাহিত জলধারার গভীর নামে যেন সেই পর্বত সমস্ত রেদপাঠে নিরত ছিল।

প্রীতিমিব বিস্পষ্টঃ নানাপ্রসবগননৈঃ

বৈদ্যকুটুম্বকুতৈর্লক্ষ্যবাহমিব হিতম্ ॥ ২৯

এনেকানেক ঝরণার কুলুকুলু শব্দে সেই পর্বত ক্ষুদ্রের সমীত শোনাচ্ছিল এবং উঁচু উঁচু দেবদাক-বৃক্ষাজিতে সুশোভিত হয়ে যেন উর্ধ্ববাহু হয়ে দণ্ডায়মান ছিল।

প্রপাতজলনির্ঘোষৈঃ প্রাক্রষ্টমিব সর্বতঃ।

বেপমানমিব শ্যামৈঃ কম্পমানৈঃ শরঘনৈঃ ॥ ৩০

(অরিষ্ট পর্বত) পার্বত্য জলপ্রপাতের গভীর ধ্বনিতে চরিত্রিক পরিব্যাপ্ত করে উচ্চৈশ্বরে শোরগোল করছিল বলে মনে হইল এবং বেপমান শারদীয় শ্যাম বনরাজিতে সুশোভিত হয়ে যেন স্ফূর্ত কম্পমান বলে প্রতীত হইল।

বেণুভীর্মাংকতোদ্ধূতৈঃ কুজভূমিব কীচকৈঃ

নিঃসঙ্গমিবামর্যাদ্ ঘোরৈরাশীবিষোত্তমৈঃ ॥ ৩১

বায়ুর আন্দোলনে আন্দোলিত পর্বতীয় বৃক্ষরাজির মধুরধ্বনি যেন পর্বতের বংশীধ্বনি ছিল এবং ভয়ংকর বিষধর সর্পকুলের ক্রুদ্ধ চিৎসকারে যেন সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

নীহারকৃতগভীরৈর্ধামর্যামিব গহুরৈঃ।

দেবপাদনিভৈঃ পাদৈঃ প্রক্ৰান্তমিব সর্বতঃ ॥ ৩২

তুষারাবৃত গভীরদর্শন গুহ্যরাজিতে উপলব্ধিত সেই পর্বত যেন ধ্যানস্থ হয়ে মৌনরূপ ধারণ করেছিল। তার ও নীপস্থ পর্বতরাজির সানুদেশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় মনে হইল যেন (স্থানুতা পরিহার করে) 'অরিষ্ট' মেঘরূপ

পাদচারণায় সর্বত্র বিচরণ করছিল।

ভূগুণমিবাকাশে শিখরৈরশ্রমালিভিঃ।

কুটৈশ্চ বহুধা কীর্ণং শোভিতং বহুকন্দরৈঃ ॥ ৩৩

শৃঙ্গদেশে মেঘমালায় অলংকৃত সেই পর্বত যেন আকাশ স্পর্শ করছিল। বহুশৃঙ্গ ও বহু গিরিগুহায় সুশোভিত পর্বতটি সুদৃশ্য ছিল।

সালতালৈশ্চ কণৈশ্চ বংশৈশ্চ বহুভির্ভূতম্।

লতাবিতানৈর্বিভক্তৈঃ পুষ্পবস্ত্রিলঙ্ঘিতম্ ॥ ৩৪

সাল, তাল, কর্ণ ও বহু সংখ্যক বৃক্ষরাজি পর্বতটিকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল এবং ফুলভারে মণ্ডিত বিস্তীর্ণ লতা-বিতান সেই পর্বতের অঙ্গংকারস্বরূপ ছিল।

নানামৃগগণৈঃ কীর্ণং ধাতুনিষাদভূষিতম্।

বহুপ্রসবগোপেতং শিলাসঙ্করসংকটম্ ॥ ৩৫

নানা ধরনের জীব জন্তুবা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল। বিবিধ ধাতব নিঃসরণ ভূপ্রকৃতির ভূষণতুল্য প্রতীয়মান হইল। সেই পর্বত বহুসংখ্যক পার্বত্য ঝরণা ও রাশি রাশি প্রস্তবে প্রতিহত তাহাদের স্রোতধারায় সুবম্বা ছিল।

মহর্ষিযক্ষগন্ধর্বকিন্নরোরগসেবিতম্।

লতাপাদপসম্বাধং সিংহাশ্রিতিকন্দরম্ ॥ ৩৬

মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও নানাগণ তথায় নিবাস করতেন। বৃক্ষ-লতাসমূহে সেই পর্বত চতুর্দিকে আচ্ছাদিত ছিল। তার গিরিগুহায় সিংহেরা বিশ্রাম নিত।

ব্যঘ্রাদিভিঃ সমাকীর্ণং স্বাদুমূলফলক্রমম্।

আরুরোহানিলসূতঃ পর্বতঃ প্রবগোত্তমঃ ॥ ৩৭

রামদর্শনশীঘ্রেন প্রহর্ষেণাভিচোদিতঃ।

হরায় শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাতের জন্য উৎসুক ও তদ্রূপ হর্ষে প্রচোদিত পবনপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান ব্যাঘ্রাদি স্বাপদসংকুল ও সুস্বাদু ফল-মূল সমৃদ্ধ বৃক্ষরাজি শোভিত সেই 'অরিষ্ট' পর্বতে আরোহণ করলেন।

তেন পাদতলক্রান্তা রমোষু গিরিসানুষু ॥ ৩৮

সমোষাঃ সমশীর্ষস্ত শিলাশূর্নীকৃতান্ততঃ।

অরিষ্ট পর্বতের রমণীয় শৃঙ্গোপরি যেসকল প্রস্তরখণ্ড ছিল, সেগুলি শ্রীহনুমানের পদভারে সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

স তমাক্রম্য শৈলেন্দ্রং বাবর্ষত মহাকপিঃ ॥ ৩৯

দক্ষিণাদুত্তরং পারং প্রার্থয়ন্নবগন্তসঃ।  
শৈলরাজ অরিষ্টগিরি শিখরে আরোহণ করে  
মহাকপি শ্রীহনুমান সমুদ্রের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর  
বেলাভূমিতে যাত্রার জন্য উৎসুক্যে নিজের শারীরিক  
আয়তন পরিবর্তিত করলেন।

অধিরূহ্য ততো বীরঃ পর্বতঃ পবনাস্রজঃ॥ ৪০  
দর্শ সাগরং ভীমং ভীমোরগনিষেবিতম্।

পর্বতোপরি আরুঢ় বীরবর পবনকুমার ডয়ানক  
সর্পসংকুল (সমুৎস্র) ভয়ংকর মহার্ঘবকে দেখলেন

স মারুত ইবাকাশং মারুতস্যাস্রজস্রজঃ॥ ৪১  
প্রপেদে হরিশার্দ্দুলো দক্ষিণাদুত্তরং দিশম্

পবনাস্রজ শ্রীহনুমান বায়ুবেগে আকাশমার্গে দক্ষিণ  
থেকে উত্তরদিকে তীব্রগতিতে লক্ষ্য দিয়ে গমনোদ্যত  
হলেন।

স তদা পীড়িতস্তেন কপিণা পর্বতোত্তমঃ॥ ৪২  
ররাস বিবিধৈর্ভূতৈঃ প্রাবিশদ্ বসুধাতলম্

কম্পমানৈশ্চ শিখরৈঃ শতভিরপি চ ক্রমৈঃ। ৪৩

শ্রীহনুমানের পায়ে চাপে পর্বতে বিকট শব্দ সমুথিত  
হল এবং বিকম্পিত শৃঙ্গ, ভগ্ন বৃক্ষরাজি ও বিবিধ প্রাণিগণ  
সহ পার্বত ভূভাগ নিম্নাভিমুখে ভেঙ্গে পড়ল।

তস্যোরুবেগোন্মথিতাঃ পাদপাঃ পুষ্পশালিনাঃ।

নিপেতুর্ভূতলে ভগ্নাঃ শক্রায়ুধহতা ইব॥ ৪৪

তার তীব্র গতিতে বিকম্পিত পুষ্পপাশোভিত বহু  
সংখ্যক বৃক্ষ বজ্রাহতের ন্যায় সমতলে লুটিয়ে পড়ল।

কন্দরোদরসংস্থানাং পীড়িতানাং মহৌজসাম্।

সিংহানাং নিনদো ভীমো নভো ভিন্দন্ হি শুশ্রূবে॥ ৪৫

সেই সময় গিরিকন্দরে বিগ্রাস্ত বলবান সিংহেরা  
পর্বতের চাপে পীড়িত হয়ে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে  
গর্জন করতে লাগল।

ব্রহ্মবাবিকবসনা

বাকুলীকৃতভূষণাঃ।

বিদ্যার্থঃ সমুৎপেতুঃ সহসা ধরণীধরাঃ॥ ৪৬

শংকিতচিত্তে স্থলিতবসনা ও বিস্ত্রস্ত আভরণ

বিদ্যাধরীগণ সহসা পর্বত থেকে আকাশে উড়ে গেলেন

অতিপ্রমাণা বলিনো দীপ্তজিহ্বা মহাবিধাঃ।

নিপীড়িতশিরেস্ত্রীবা ব্যবেষ্টস্ত মহাভয়ঃ॥ ৪৭

বিশালাকার, পৃথু, দীপ্তজিহ্বা, বিষধর ও ভয়ানক

সর্পেরা শ্রীহনুমান কর্তৃক গ্রীবা ও মস্তকে ভারাক্রান্ত অবস্থায়

কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল।

কিন্নরোরগগন্ধর্বযক্ষবিদ্যাধরাস্রজা

পীড়িতাঃ তং নগবরং তাত্ত্বা গগনমাহিতাঃ॥ ৪৮

কিন্নর, নাগ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও বিদ্যাধরেরা পদজর-

পীড়িত পতনোন্মুখ পার্বত্য ভূখণ্ড থেকে আকাশে আশ্রয়

নিলেন।

স চ ভূমিধরঃ শ্রীমান্ বলিনা তেন পীড়িতঃ।

সবৃক্ষশিখরোদ্ভয়ঃ প্রবিবেশ রসাতলম্॥ ৪৯

শ্রীসম্পন্ন অরিষ্ট পর্বতও মহাবলী শ্রীহনুমানের

বেগভারে পিষ্ট হয়ে রসাতলে প্রবেশ করল।

দশযোজনবিস্তারস্ত্রিশদ্যোজনমুচ্ছিতাঃ

ধরণ্যাং সমতাং যাতঃ স বভূব ধরাধরঃ॥ ৫০

অরিষ্ট পর্বত দৈর্ঘ্যে দশ যোজন ও উচ্চতায় ত্রিশ

যোজন পরিমিত ছিল। কিন্তু সেই ভূধরও শ্রীহনুমানের

পদতারপীড়িত হয়ে সমতল ভূমির আকার ধারণ করল।

স দিলম্বয়িষুর্ভীমং সলীলং লবণার্ণবম্।

কলোলাশ্ফালবেলাস্তমুৎপপাত নভো হরিঃ॥ ৫১

যার উত্তুঙ্গ উর্মিমালা বেলাভূমিকে ক্রমাগত চুক

করছে, সেই লবণানুরাশিসংকুল মহাসমুদ্রকে অন্যায়

লঙ্ঘন করার উৎসুক্যে শ্রীহনুমান আকাশমার্গে উল্লম্ব

করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাস্করীকীয় আদিকাণ্ডে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৬॥

মহর্ষি বাস্করীকি বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬॥







জাম্বুজ ইব নারাবো মহাবেগোহুপাগমৎ।

পর্বতরাজ সুনাত (মৈনাক)-কে স্পর্শ করে পরাক্রমী  
এবং মহাবেগবান বানরবীর জাম্বুজ তীরের বেগে  
অগ্রসর হলেন।

স কিচ্ছিদারাং সম্প্রাপ্তঃ সমালোকা মহাগিরির্ম॥ ১৪  
মহেন্দ্রঃ মেঘসংকাশঃ মনাদ স মহাকপিঃ।

উত্তরদিকের বেলাভূমির কাছাকাছি এসে মহাগিরি  
মহেন্দ্রকে অবলোকন করে মহাকপি মেঘের মতো উচ্চ  
নিম্নে গর্জন করে উঠলেন।

স পূরয়ামাস কপির্দিশো দশ সমন্ততঃ॥ ১৫  
নদন্ নাদেন মহত্ মেঘস্বনমহাস্বনঃ।

সেই সময় মেঘের মতো গর্জন করে বানরবীর  
দশদিকের সর্বত্র কোলাহলে পরিপূর্ণ করলেন।

স তং দেশমুপ্রাপ্তঃ সুহৃদর্শনলালসঃ॥ ১৬  
ননাদ সুমহানাদং লাজ্বলং চাপ্যকম্পয়ৎ।

তিনি গন্তবোর সমীকটস্থ হয়ে বন্ধু বান্দবদের সঙ্গে  
মিলনের উৎসুকো ঘোর গর্জন সহকারে পুচ্ছ আন্দোলিত  
করলেন।

তস্য নানদ্যমানস্য সুপর্ণাচরিতে পথি॥ ১৭  
ফলভীবায়া ঘোষণ গগনং সার্কমণ্ডলম্

পক্ষিরাজ গরুড়ের গমনাগমনের মার্গে চলতে  
চলতে বারংবার সিংহনাদে শ্রীহনুমান আকাশ ও সূর্যমণ্ডল  
বিদীর্ণ করতে লাগলেন।

যে তু তত্রোত্তরে কূলে সমুদ্রস্য মহাবলাঃ॥ ১৮  
পূর্বং সংবিষ্ঠিতাঃ শূরা বায়ুপুত্রদিদৃক্ষবঃ।

মহতো বায়ুনুগ্রস্য ভোয়দস্যোব নিঃস্বনম্  
শুশ্রুবুস্তে তদা ঘোষমূরুবেগং হনুমতঃ॥ ১৯

তখন পবনপুত্র শ্রীহনুমানকে দর্শনের অভিলାষে  
মহাবলী বীর বানরেরা সমুদ্রের উত্তর বেলায় একত্রিত  
হয়েছিলেন। তারা বায়ুমণ্ডলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বিশাল  
মেঘমালার গর্জনের তুল্য শ্রীহনুমানের উচ্চ সিংহনাদ  
শুনতে পেলেন।

তে দীনমনসঃ সর্বে শুশ্রুবুঃ কাননৌকসঃ।  
বানরেস্তস্য নির্ঘোষঃ পর্জন্যানিন্দোপমম্॥ ২০

অনিষ্ট ও অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিষমমনা বনবাসী

বানরকুল বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের মেঘনিঃস্বন  
সিংহনাদ শ্রবণ করলেন।

নিশম্য নদতো নাদং বানরাস্তে সমন্ততঃ  
বহুবরুংসুকাঃ সর্বে সুহৃদর্শনকালিক্ৰিঃ॥ ২১

পবনকুমারের সেই উচ্চ নিম্ন শব্দে চারিদিকে  
বানরকুল সঙ্গী তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় উৎসুক হয়ে উঠল।  
জাম্বুবান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ প্রীতিসংহতমানসঃ  
উপামন্ত্য হরীন্ সর্বানিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২২

বানর-ভল্লুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাম্বুবান আনন্দিত মত  
সকল বানরদের কাছে ডেকে বললেন—

সর্বথা কৃতকার্যোহসৌ হনুমান্ নাত্র সংশয়ঃ।  
ন হ্যস্যাকৃতকার্যস্য নাদ এবংবিধো ভবেৎ॥ ২৩

‘নিঃসন্দেহে শ্রীহনুমান সর্বপ্রকারে কৃতকার্য  
হয়েছেন। কেননা, অকৃতকার্য ব্যক্তির এইরকম  
উচ্চঃস্বরে গর্জন হতে পারে না।’

তস্য বাহুরুবেগং চ নিনাদং চ মহাস্বনঃ।  
নিশম্য হরয়ো হৃষ্টাঃ সমুৎপেতুর্ভ্যতন্ততঃ॥ ২৪

মহাত্মা শ্রীহনুমানের বাহু ও উরুর গতিশক্তি এবং  
সিংহনাদ শ্রবণ করে সমগ্র বানরকুল আনন্দিতান্তঃকরণে  
হানে হানে নৃত্য করতে লাগল।

তে নগাগ্রাণগাগ্রাণি শিখরাচ্ছিবরাণি চ।  
প্রহৃষ্টাঃ সমপদান্ত হনুমন্তং দিদৃক্ষবঃ॥ ২৫

শ্রীহনুমানকে দর্শনেচ্ছার ও আনন্দের আভিপ্রায়ে  
তারা বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে এবং শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে  
লাফলাফি আরম্ভ করল।

তে প্রীতাঃ পাদপাগ্রেষু গৃহ্য শাখামবহিতাঃ।  
বাসাংসি চ প্রকাশানি সমাবিষ্যন্ত বানরাঃ॥ ২৬

আনন্দিত বানরেরা বৃক্ষসমূহের শাখার অগ্রভাগে  
আব্রোহণ করে দেখিয়ে-দেখিয়ে বস্তুগুলি আন্দোলিত  
করতে লাগল।

গিরিগহ্বরসংলীনো যথা গর্জতি মারুতঃ।  
এবং জগজ্জ বলবান্ হনুমান্ মারুতাস্বজঃ॥ ২৭

গিরিগহ্বরগুলিতে বাধাপ্রাপ্ত হলে বায়ুপ্রবাহ কেমন  
ঘোর গর্জন করতে থাকে, বলবান পবনকুমার শ্রীহনুমান  
তদনুরূপ ভীষণ গর্জন করতে লাগলেন।

অমরদমনসংকাশমাপতঃ

মহাকপিম্।

কৃতাং তে বানরাঃ সৰ্বে তহুঃ প্রাঞ্জলযত্নদা। ২৮

মেঘের ঘনঘটার সদৃশ সেই মহাকপিকে আকাশ থেকে নামতে দেখে তথায় সকল বানরেরা কৃতাজলি হয়ে পড়িল।

তত্ত বেগবান্ বীরো গিরেগিরিনিভঃ কপিঃ

নিপাত গিরেস্তস্য শিখরে পাদপাকুলে॥ ২৯

তদন্তর, পর্বততুলা বিশালাকার বেগবান বীর শ্রীহনুমান অবিষ্টপর্বত থেকে যাত্রা করে বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ মহেন্দ্র পর্বতের শিখরদেশে নেমে পড়লেন।

হর্ষণাপূর্বমাণোহসৌ রমো পর্বতনির্ব্বরে।

হ্রিপক ইবাকাশাৎ পপাত ধরলীধরঃ। ৩০

হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ করে শ্রীহনুমান কর্তিতপস্ক পর্বতের ন্যায় আকাশ থেকে সুবহা পার্বত্য ধরণার পার্শ্বে পদার্পণ করলেন।

তত্ত প্রীতমনসঃ সৰ্বে বানরপুংসবাঃ।

হনুমন্তঃ মহাত্মানঃ পরিবার্যোপতস্থিঃ। ৩১

তখন সেই সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণ সহর্ষে মহাত্মা শ্রীহনুমানের চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন।

পরিবার্য চ তে সৰ্বে পরাং প্রীতিমুপাগতা।

প্রহৃতবদনাঃ সৰ্বে তমাগতমুপাগমন্। ৩২

উপায়নানি চাদায় মূলানি চ ফলানি চ

ব্রজায়ন হরিশ্রেষ্ঠঃ হরয়ো আরুতাম্বজম্। ৩৩

শ্রীহনুমানের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান সকলের মন পরম আনন্দে ভরে উঠল। সেই সকল বানর প্রসন্নবদনে সমুপাগত শ্রীহনুমানের কাছে এসে উপহার, ফল মূল্যাদি সহকারে কপিশ্রেষ্ঠকে স্বাগত-সংকার করতে লাগলেন।

বিনেদুর্জিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কিলকিলাং তথা।

হস্তাঃ পাদপশাখাচ্চ আনিম্যুর্বানরর্ষভাঃ। ৩৪

কেউ কেউ আনন্দিতচিত্তে গর্জন করতে লাগলেন,

কেউ কেউ কোলাহল করতে লাগলেন, আবার কেউ কেউ

আনন্দে বৃক্ষশাখা ভেঙ্গে শ্রীহনুমানের জন্য আসন

পাতলেন।

হনুমন্তঃ গুরুন্ বৃদ্ধাঙ্গায়বৎপ্রমুখাংস্তদা।

কুমারমজদং চৈব সোহবন্দত মহাকপিঃ॥ ৩৫

মহাকপি শ্রীহনুমান জাম্ববান প্রমুখ বৃদ্ধ গুরুজনদের তথা কুমার অঙ্গদকে প্রণাম কবলেন।

স তাজ্যং পূজিতঃ পূজ্যঃ কপিভিষ্ঠ প্রসাদিতঃ।

দৃষ্টা দেবীতি বিক্রাঙ্কঃ সংক্ষেপেণ ন্যাবেদয়ৎ॥ ৩৬

পুনরায়, জাম্ববান এবং অঙ্গদও আদরণীয়

শ্রীহনুমানের আদর-সংকার করলেন ; অন্যান্য

বানরগণও তাঁকে সম্মানিত করে সমুদ্র কবলেন।

অতঃপর পরাক্রমী বানরবীর সংক্ষেপে বসলেন - 'আমার

সীতাদেবীকে দর্শন করা হয়ে গেছে।'

নিষসাদ চ হস্তেন গৃহীত্বা বালিনঃ সুতম্।

রমলীয়ে বনোদ্দেশে মহেন্দ্রস্য গিরেস্তদা॥ ৩৭

হনুমানব্রবীৎ পৃষ্টস্তদা তান্ বানরর্ষভান্।

অশোকবনিকাসংস্থা দৃষ্টা সা জনকাম্বজা॥ ৩৮

এবার বালিপুত্র অঙ্গদের হাতে হাত দিয়ে শ্রীহনুমান

মহেন্দ্রগিরির রমণীয় বনাঞ্চলে এসে বসলেন এবং

সকলের প্রশ্নের উত্তরে বানরশিরোমণি বললেন - 'জনক

নন্দিনী সীতা লঙ্কার অশোকবনে নিবাস করছেন। আমি

তাঁকে দর্শন করে এসেছি।

রক্ষায়াণা সুঘোরাভী রাক্ষসীভিরনিদ্ভিতা।

একবেগীধরা বালা রামদর্শনলালসা॥ ৩৯

উপবাসপরিশ্রান্ত মলিনা জটীলা কৃশা।

অনিন্দ্যসুন্দরী সীতার পাহারায় বিকরাল রাক্ষসীরা

নিযুক্ত আছে। তিনি একবেগী ধারণপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের

দর্শনে সমুৎসুক হয়ে আছেন এবং উপবাসে দুর্বল,

মলিনবস্ত্র এবং জটায়ুক্ত কেশে কৃশতনু হয়ে গেছেন।

ততো দৃষ্টেতি বচনঃ মহার্মমমুতোপমম্॥ ৪০

নিশম্য আরুতঃ সৰ্বে মুদিতা বানরাভবন্।

'সীতাকে দর্শন করেছি' - এই কথা সেই মুহূর্তে

বানরগণের কাছে অমৃতসমান মনে হল। কেননা, সেই

বাক্যটি ছিল মহান উদ্দেশ্য সাধনের দ্যোতক। শ্রীহনুমানের

মুখে সেই শুভ সংবাদ শুনে বানরবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত

হলেন।

শ্বেভঙ্ক্যানো নদন্ত্যানো গর্জন্ত্যানো মহাবলাঃ॥ ৪১

চহুঃ কিলকিলামনো প্রতিগর্জন্তি চাপরে।



কিছু মহাবলী বানর সিংহনাদ, কেউ কেউ হর্ষনাদ,  
অন্য কিছু বানরেরা মেঘতুলা গর্জন করতে লাগলেন। কেউ  
কেউ আনন্দ কোলাহল করলেন, কেউ বা সমুখিত  
গর্জনের প্রতিগর্জনের দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করলেন।

কেচিদুহিতলাঙ্গুলাঃ প্রহটাঃ কশিকুঞ্জরাঃ ॥ ৪২  
আয়তাস্থিতদীর্ঘাণি লাক্ষ্মানি প্রবিবাহুঃ ॥

বহু কপি কুঞ্জর উর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে সহর্ষে নৃত্য করতে  
লাগলেন, অনার্যো নিজ নিজ দীর্ঘ ও পৃথুল পুচ্ছ ঘূর্ণিত বা  
আন্দোলিত করলেন।

অপরে তু হনুমন্তঃ শ্রীমন্তঃ বানরোত্তমম্ ॥ ৪৩  
আপ্লুতা গিরিশৃঙ্গেষু সংস্পৃশ্তি স্য হর্ষিতাঃ ॥

ঢলে ঢলে হুটু বানরেরা শৃঙ্গসমূহ হতে নেমে এসে  
শ্রীমান কপিশ্রেষ্ঠকে সাদরে স্পর্শ করতে লাগলেন।

উত্তম্বাকাং হনুমন্তমঙ্গদন্ত তদাবীৎ ॥ ৪৪  
সর্বেষাং হরিবীর্যাণাং মধ্যে বাচমনুত্তমাম্ ॥

শ্রীহনুমানের উপর্যুক্ত সীতাদর্শন রূপ কথা শ্রবণ করে  
কুমার অঙ্গদ সেই ক্ষণে সমস্ত বানরগণের সমক্ষে  
শ্রীহনুমানকে এই উচিত বাক্য বললেন—

সত্ত্ব বীর্যে ন তে কচ্চিৎ সমো বানর বিদাতে ॥ ৪৫  
যদবশ্রুত্যা বিস্তীর্ণং সাগরং পুনরাগতঃ ॥

‘বানরশ্রেষ্ঠ! শক্তি ও বীর্যে তোমার সমকক্ষ কেউ  
নেই; কেননা, তুমি বিশাল সমুদ্র পারাপার করে  
প্রত্যাবর্তন করেছ।

জীবিতস্য প্রদাতা নত্বমেকো বানরোত্তম ॥ ৪৬  
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমেষ্যামঃ সিদ্ধার্থা রাঘবেণ হ ॥

‘বানরশিরোমণি! তুমিই একমাত্র আমাদের জীবন-  
দাতা। তোমার আনুকূল্যে আমরা সকলে সফল মনোরথ  
হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হব।

অহো স্বামিনি তে ভক্তিরহো বীর্যমহো ধৃতিঃ ॥ ৪৭  
দৃষ্টা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী রামপত্নী যশস্বিনী ॥

দৃষ্টা ভাস্কতি কাকুৎস্থঃ শোকঃ সীতানিয়োগম্ ॥ ৪৮  
‘প্রভু বদনাপের প্রতি তোমার কী ভক্তি! কী যোগ্য

পরাক্রম ও ধৈর্য! সৌভাগ্যক্রমে তুমি শ্রীরামচন্দ্রের ভগ্ন  
যশস্বিনী সীতাদেবীকে প্রত্যক্ষ করেছ, এবার তুমি  
শ্রীরাম সীতাসিরঃ জনিত দুঃখ ভুলে যাবে।’

ততোহঙ্গদং হনুমন্তং জাহ্নবন্তং চ বানরাঃ  
পরিবার্য প্রমুদিতা ভেজিরে বিপুলাঃ শিলাঃ ॥ ৪৯

উপনিষ্টা গিরেস্তলা শিলাসু বিপুলাসু হে।  
শ্রোতুকামাঃ সমুদ্রস্য লঙ্ঘনং বানরোত্তমাঃ ॥ ৫০

দর্শনং চাপি লঙ্কায়াঃ সীতামা রাবণস্য চ।  
তহুঃ প্রাজ্জল্যাঃ সর্বে হনুমন্তদনোমুখাঃ ॥ ৫১

তদনন্তর শ্রেষ্ঠ বানরগণ সমুদ্রলঙ্ঘন, লঙ্কায়  
রাবণ এবং সীতা দর্শনের বৃত্তান্ত শ্রবণের জন্য একত্র  
হয়ে অঙ্গদ, শ্রীহনুমান এবং জাহ্নবানের চতুর্দিকে পড়িয়া

(পর্বতের) বিশাল বিশাল শিলাখণ্ডগুলির উপরে বসিয়া  
শ্রীহনুমানের মুখাপেক্ষী অবস্থায় বসে রইলেন (অর্থাৎ  
শ্রীহনুমানের কাছ থেকে সকল বৃত্তান্ত শোনার জন্য উৎসুক  
হলেন)।

ভহৌ তত্রাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বানরৈর্বহুভির্ভূতঃ।  
উপাসামানো বিবুধৈর্দেবি দেবপতির্বহা ॥ ৫২

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গে দেবতাদের দ্বারা পজিত  
হয়ে পূজিত হন, কুমার অঙ্গদও সেইরূপ বহুসংখ্যক স্তম্ভ  
বানর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন।

হনুমতা কীর্তিমতা যশস্বিনা  
তথাক্ষদেনাঙ্গদনন্দবাহনা

মুদা তদাধ্যাসিতমুদতং মহ-  
মহীধরপ্রং জলিতং প্রিয়াভবৎ ॥ ৫৩

কীর্তিমান ও যশস্বী শ্রীহনুমান এবং বাহতে বহু  
পরিহিত অঙ্গদের প্রসন্ন সান্নিধ্যে মহেন্দ্র পর্বতের উচ্চ  
অনির্বচনীয় শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কীর্তিমান ও যশস্বী শ্রীহনুমান এবং বাহতে বহু  
পরিহিত অঙ্গদের প্রসন্ন সান্নিধ্যে মহেন্দ্র পর্বতের উচ্চ  
অনির্বচনীয় শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কীর্তিমান ও যশস্বী শ্রীহনুমান এবং বাহতে বহু  
পরিহিত অঙ্গদের প্রসন্ন সান্নিধ্যে মহেন্দ্র পর্বতের উচ্চ  
অনির্বচনীয় শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কীর্তিমান ও যশস্বী শ্রীহনুমান এবং বাহতে বহু  
পরিহিত অঙ্গদের প্রসন্ন সান্নিধ্যে মহেন্দ্র পর্বতের উচ্চ  
অনির্বচনীয় শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কীর্তিমান ও যশস্বী শ্রীহনুমান এবং বাহতে বহু  
পরিহিত অঙ্গদের প্রসন্ন সান্নিধ্যে মহেন্দ্র পর্বতের উচ্চ  
অনির্বচনীয় শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ইত্যার্যে শ্রীমদ্ভাগবতে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥



## অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৮)

জাম্ববানের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ শ্রীহনুমান কর্তৃক লক্ষ্মী পর্বতনের সমগ্র বৃত্তান্ত বর্ণনা

ততস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহেন্দ্রস্য মহাবলাঃ ।  
হৃদয়প্রসুখাঃ প্রীতিং হরয়ো জথুরক্তমাম্ ॥ ১  
তদন্তরঃ শ্রীহনুমান প্রমুখ মহাবলী বানরগণ মহেন্দ্র  
পর্বতের শিখরদেশে পরস্পর মিলিত হয়ে পরম আনন্দ  
করত করলেন।

প্রতিমংসূপবিষ্টে বানরেষু মহাম্বসু ।  
ততঃ প্রতिसংহৃষ্টঃ প্রীতিযুক্তঃ মহাকপিম্ ॥ ২  
জাম্ববান্ কার্যবৃত্তান্তমপৃচ্ছদনিলান্বজম্ ।

কথং দৃষ্টা ত্বয়া দেবী কথং বা তত্র বর্ততে ॥ ৩  
তস্য চাপি কথং বৃত্তঃ তুরকর্মা দশাননঃ  
ততঃ সর্বমেতমঃ প্রজাহি ত্বং মহাকপে ॥ ৪

সকল মহাত্মা বানরগণ তথায় সৌহার্দ্যে উপবিষ্ট  
হল, হৃষ্টচিত্ত জাম্ববান পবনকুমার মহাকপিকে প্রেমপূর্বক  
সমস্ত ঘটনাবলীর বিবরণ জিজ্ঞাসা করলেন— ‘মহাকপে ।  
সীতাদেবী সেখানে কেমন আছেন ? আপনি সীতাকে  
কেন অবস্থায় দেখলেন ? এবং নিষ্ঠুর দশানন তাঁর প্রতি  
কেন ব্যবহার করছে ? সবকিছু আপনি যথার্থভাবে  
আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

সম্মার্গিত্য কথং দেবী কিং চ সা প্রত্যভাষত ।  
কৃতার্থস্তিস্থিতিয়ামো ভূয়ঃ কার্যবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৫

‘সীতাদেবীকে কিতাবে খুঁজে পাওয়া গেল ? তিনিই  
বা কী কী বললেন ? এই সকল বৃত্তান্ত শোনার পর আমরা  
অবিধাৎ কর্মপল্লা নির্ধারণ করব।

যদ্যর্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্ম্যভিরাশ্ববান্ ।  
কথিতব্যং চ যস্তত্র তদ্ ভবান্ ব্যাকরোতু নঃ ॥ ৬

‘কিছুকাল গমনের প্রাক্কালে সেখানকার কী কী কথা  
এখন প্রকাশ করা উচিত এবং কোনটি গোপন রাখা উচিত  
বুঝিমান আপনি এই সকল আমাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে  
কনুন।’

নিযুক্তস্তত্ত্বেন সম্প্রহৃষ্টতনুরহঃ ।  
নমস্কর্য শিরসা দেবো সীতায়ৈ প্রত্যভাষত ॥ ৭

জাম্ববান কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হলে শ্রীহনুমানের  
পরিত্রয়োমুখিত হইল। তিনি সীতাদেবীকে নতশিরে মনে  
মনে প্রণাম করে বললেন—

প্রত্যক্ষমেব ভবতাং মহেন্দ্রাগ্রাং স্বমাপ্নুতঃ ।  
উদযেদক্ষিণং পারং কাঙ্ক্ষমাণঃ সমাহিতঃ ॥ ৮

‘আমি আপনাদের সমক্ষেই সমুদ্রের দক্ষিণতটে  
গমনোচ্ছু হয়ে সাবধানতাপূর্বক মহেন্দ্রপর্বতের শিখর থেকে  
আকাশে উল্লম্বন করেছিলাম।

গচ্ছতশ্চ হি মে ঘোরং বিঘ্নরূপমিবাভবৎ ।  
কাঙ্ক্ষনং শিখরং দিব্যং পশ্যামি সুমনোহরম্ ॥ ৯  
হিতং পহানমাবৃত্তা মেনে বিঘ্নং চ তং নগম্ ।

‘অগ্রসর হতে হতে আমি এক পরম মনোহর দিব্য  
সুবর্ণময় শিখর আবির্ভূত হতে দেখলাম, যেটি আমার পথ  
অবরোধ করেছিল পর্বতটিকে আমার যাত্রাপথে অতিশয়  
বিঘ্নরূপ মনে হল। আমি সেটিকে মূর্তিমান বিঘ্ন বলে চিন্তা  
করলাম।

উপসংগম্য ত্বং দিব্যং কাঙ্ক্ষনং নগমুক্তমম্ ॥ ১০  
কৃত্বা মে মনসা বুদ্ধিভেত্তব্যোহয়ং ময়েতি চ ।

‘সেই দিব্য ও সুন্দর সুবর্ণময় পর্বতের নিকট পৌঁছে  
আমি মনে মনে ভেবে দেখলাম যে আমি সেটিকে বিদীর্ণ  
করে ফেলব।

প্রহতস্য ময়া তস্য লাজুলেন মহাগিরেঃ ॥ ১১  
শিখরং সূর্যসংকাশং ব্যশীর্যত সহস্রথা ॥

‘তখন আমার দ্বারা পুচ্ছতড়িত হয়ে সেই বিশাল  
পর্বতের সূর্যতুল্য দীপ্তিমান শিখর সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে  
গেল

বাবসায়ং চ তং বদ্ধ্বা স হোবাচ মহাগিরিঃ ॥ ১২  
পুত্রোতি মধুরাং বাণীং মনঃ প্রহ্লাদযমিব ।

পিতৃবাং চাপি মাং বিজি সখায়ং মাতরিশ্বনঃ ॥ ১৩  
‘সুবর্ণময় পর্বতটিকে বিচূর্ণ করবার মদীয় ইচ্ছা  
উপলব্ধি করে সেই মহাগিরি মৈনাক আমার মনকে  
আহ্লাদিত করলেন এবং মধুর বাক্যে পুত্র নামে  
সম্বোধনপূর্বক বললেন - ‘আমাকে তোমার পিতৃব্য বলে  
জানবে। আমি তোমার পিতা পবনদেবের বন্ধু।

মৈনাকমিতি বিখ্যাতং নিবসন্তঃ মহোদধৌ ।  
পঞ্চবন্তঃ পুরা পুত্র বভূবুঃ পর্বতোত্তমাঃ ॥ ১৪

‘আমার নাম মৈনাক এবং আমি এই মহার্গবে বাস

করি। পুত্র! পুরাকালে সকল শ্রেষ্ঠ পর্বতই পঙ্কযুক্ত ছিল।

হ্রস্বতঃ পৃথিবীঃ চেরুর্বাধমানাঃ সমস্ততঃ।

শ্রদ্ধা নগানাং চরিতঃ মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ। ১৫  
বজ্রেন তগবান্ পক্ষৌ চিচ্ছেদৈষাং সহস্রশঃ।

অহং তু মোচিতস্তস্মাৎ তব পিত্রা মহাত্মনা॥ ১৬

‘সেই সকল পর্বত সমগ্র প্রজাবর্গকে ক্রেশ দিয়ে  
ইচ্ছানুসারে পৃথিবীর যত্র-তত্র বিচরণ করত পর্বতগণের  
এইরূপ স্বভাবের বৃত্তান্ত শুনে পাকশাসন দেবরাজ ইন্দ্র  
বজ্রের দ্বারা সহস্র খণ্ডে তাদের পক্ষ ছেদন করলেন। কিন্তু  
সেই সময় তোমার মহাত্মা পিতা পবনদেব আমাকে ইন্দ্রের  
শাসন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

মারুতেন তদা বৎস প্রক্ষিপ্তো বরুণালয়ে

রাঘবসা ময়া সাহো বর্তিতবামরিন্দম। ১৭

রামো ধর্মভূতাং শ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।

‘পুত্র! তখন হতে আমি পবনদেব কর্তৃক মহাসাগরে  
নিক্ষিপ্ত হয়েছি (যার ফলে আমার পক্ষ রক্ষা পেয়েছে);  
অতএব, অরিন্দম বীর! শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তাকার্যে  
আমাকে অবশ্যই তৎপর হতে হবে; কেননা, শ্রীরামচন্দ্র  
ধর্মাঙ্গাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী।’

এতজুহুয়া ময়া তস্য মৈনাকস্য মহাত্মনঃ॥ ১৮

কার্যমাবেদ্য চ গিরেরুদ্ধতং বৈ মনো মম

তেন চাহমনুজাতো মৈনাকেন মহাত্মনা। ১৯

‘মহাত্মা মৈনাকের এই কথা শুনে আমি আমার  
করণীয় কার্য সম্বন্ধে তাঁকে অবজ্ঞাত করলাম এবং তাঁর  
আজ্ঞায় আমার মন অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত হল  
মহাকায় মৈনাক তখন আমাকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি  
দিলেন।

স চাপ্যস্তর্হিতঃ শৈলো মানুষেণ বপুষ্মতা

শরীরেণ মহাশৈলঃ শৈলেন চ মহোদধৌ। ২০

‘অতঃপর সেই মহান পর্বত মনুষ্য শরীরে অস্তর্হিত  
হলেন; কিন্তু মহাশৈল রূপে মহার্গবে নিমগ্ন রইলেন।

উত্তমঃ জবমাহ্বায় শেষমধ্বানমাহ্বিতঃ।

ততোহহং সূচিরং কালং অবেনাভাগমং পথি॥ ২১

‘তখন আবার আমি অবশিষ্ট পথ সবেগে অতিক্রম  
করতে আরম্ভ করলাম এবং দীর্ঘকাল ধরে তীব্রবেগে  
গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

ততঃ পশ্যাম্যহং দেবীঃ সুরসাং নাগমাতরম্।

সমুদ্রমধো সা দেবী বচনং চেন্দ্রমুদীরম্। ২২

‘অতঃপর সমুদ্রের মধ্যে আমি নাগমাতা সুরসা  
দেবীর দর্শন পেলাম। দেবী সুরসা আমাকে একদা  
বললেন -

মম ভক্ষ্যঃ প্রদীষ্টত্বমহরৈহরিসম্ভম

তত্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি বিহিতত্ত্বং হি মে সুরৈঃ॥ ২৩

‘কপিশ্রেষ্ঠ! দেবতাগণ তোমাকে আমার খাদ্য বলে  
ছিন্ন করেছেন। সেইহেতু আমি তোমাকে ভক্ষণ করে  
দেবতাগণ আজকের জন্য তোমাকে আমার আহ্বয়রূপে  
প্রেরণ করেছেন।’

এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ হিতঃ

বিবর্ণবদনো ভূত্বা বাক্যং চেন্দ্রমুদীরম্॥ ২৪

সুরসা কর্তৃক এইরূপ কথিত হলে প্রাঞ্জলি, প্রণতঃ  
বিষমবদন আমি (শ্রীহনুমান) বললাম -

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরত্পনঃ॥ ২৫

‘দেবি! অরিন্দম দশবতনন্দন শ্রীরামচন্দ্র, অনু-  
লক্ষ্মণ এবং পত্নী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে এসেছিলেন  
তস্য সীতা হতভা ভাৰ্যা রাবণেন দুরাত্মনা

তস্যাঃ সকাশং দূতোহহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ॥ ২৬

‘তথায় দুরাত্মা বাবণ শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতার  
অপহরণ করেছে। এখন আমি শ্রীরামের আদেশে দূতরূপে  
সীতার সকাশে যাচ্ছি।

কর্তুমহসি রামসা সাহায্যং বিষয়ে সতী।

অথবা মৈথিলীঃ দুষ্টা রামং চাক্রিষ্টকারিণম্॥ ২৭

আগমিষ্যামি তে বহুং সত্যং প্রতিশ্রুণামি তে

‘আমি সুরমাকে বললাম যে তুমি শ্রীরামচন্দ্রের  
রাজত্বে বসবাস কর; তোমার উচিত সীতাদেবীর সহায়তা  
করা; অথবা আমি সীতার এবং অক্লিষ্ট কর্মকাণ্ডী শ্রীরামের  
দর্শন করার পর তোমার গ্রাস রূপে ফিরে আসব—আমি  
এই প্রতিজ্ঞা করছি।

এবমুক্তা ময়া সা তু সুরসা কামরূপিণী॥ ২৮

অত্রবীমাতিবর্তেত কচ্চিদেষ বরো মম।

‘আমার দ্বারা এইরূপ উক্ত হলে বহুরূপী সুরসা  
বলল—‘আমি (সুরমা) এই বর পেয়েছি যে, আমার বর  
রূপে সমিহিত হয়ে কোনো প্রাণী আমাকে (সুরমাকে)  
অতিক্রম করতে পারবে না।



সুরসয়া দশযোজনমায়তঃ ॥ ২৯  
অতোহর্ষগুণবিজারো বভূবাহং ক্ষণেন তু।

মংগ্রেমশাধিকং চৈব ব্যাদিতং তু মুখং তয়া ॥ ৩০

‘যখন সুরমা এইরূপ বলল — সেক্ষণে আমি দশযোজন পরিমিত আমার শরীরকে বর্ণিত করে পঞ্চাশযোজন করলাম। সুরমাও ততোধিক মুখ ব্যাদান কর ফেলল।

তু দৃষ্টী ব্যাদিতং ভ্রাসাং হ্রস্বং হাকরবং পুনঃ।

হৃদম্ মুহূর্তে চ পুনর্বভূবালুপসম্মিতঃ ॥ ৩১

‘তব অতি বিস্তৃত মুখবদন দেখে আমি পুনরায় নিজের শরীরকে হ্রস্ব করে নিলাম এবং আমার আয়তন ওদূরের তুলা হয়ে গেল।

অতিপাত্য তবজ্জং নির্গতোহহং ততঃ ক্ষণাৎ

অতীং সুরসা দেবী যেন রূপেণ মাং পুনঃ ॥ ৩২

‘অতঃপর অতি শীঘ্রতায় আমি সুরসার মুখমধ্যে প্রবেশপূর্বক সেই ক্ষণেই নিঃস্রবণ করলাম। তখন সুরসা নিজের দেবী স্বরূপ ধারণ করে আমাকে বলল—

অধমিকৌ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌমা যথাসুখম্।

সমান্য চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাম্বনা ॥ ৩৩

‘সৌমা ! কপিশ্রেষ্ঠ ! এবার তুমি কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সুখে যাত্রা করো এবং বিদেহনন্দিনী সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত করাও।

সুখী ভব মহাবাহো প্রীতাস্মি তব বানর।

ভতোহহং সাধুসাক্ষীতি সর্বভূতৈঃ প্রশংসিতঃ ॥ ৩৪

‘মহাবাহু বানর ! তুমি সুখী থাক। আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। সেই মুহূর্তে ‘সাধু-সাধু’ উচ্চারণে সকল প্রাণিকুল আমার প্রশংসা করল।

অতোহর্ষরিকং বিপুলং প্লুতোহহং গরুড়ো যথা।

হ্যাম মে নিগৃহীতা চ ন চ পশ্যামি কিঞ্চন ॥ ৩৫

‘তদনন্তর, বিশাল আকাশে আমি গরুড়ের মতো উড়তে লাগলাম। তৎকালে কেউ যেন আমার ছায়া অনুসরণ করতে মনে হল, কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পেলাম না।

সোহহং বিগতবেগস্ত দিশো দশ বিলোকয়ন।

ন কিঞ্চিৎ তত্র পশ্যামি যেন মে বিহতা গতিঃ ॥ ৩৬

‘আমার প্রতিবন্ধ অবরুদ্ধ করায় আমার গতি কমে গেল। আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না যে কে আমাকে বাধা দিচ্ছে।

অথ মে বুদ্ধিরংগপ্যা কিয়াম গমনে মম।

উদশো নিয় উৎপন্নো রূপমত্র ন দৃশ্যতে ॥ ৩৭

‘তখন আমার মনে চিন্তা হল যে আমার যাত্রাপথে নিবন্ধন এ কোন নিয় উৎপন্ন হয়েছে।

‘অগোভাগে তু মে দৃষ্টিঃ শোচতঃ পতিতা তদা।

তয়োজ্ঞানমহঃ ভীমাং রাক্ষসীং সলিলেশয়ান ॥ ৩৮

‘এইনকম ভাবতে ভাবতে নীচের দিকে যখন আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল, তখন সমুদ্রের জলে আমি এক ভয়ানক গাফসীকে দেখলাম।

প্রহসা চ মহানাদমুক্তোহহং ভীময়া তয়া।

অবহিতমসজ্জাতমিদং বাক্যমশোভনম্ ॥ ৩৯

‘ভীষণ সেই নিশাচরী উচ্চ অট্টহাস করে নির্ভয়ে গর্জন করতে করতে নিকটস্থ হয়ে আমাকে এইরূপ অমঙ্গলজনক বাকা বলল—

কাসি গচ্ছা মহাকায় ক্ষুধিতায়া মমেন্দ্রিতঃ।

ভক্ষঃ প্রীণয় মে দেহং চিরমাহারবর্জিতম্ ॥ ৪০

‘বিশালাকার বানর, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? আমি ক্ষুধার্ত। তুমি আমার বাঞ্ছিত খাদ্য। এস, বহুকাল উপবাসী আমি শরীর ও প্রাণ পরিত্যক্ত করি।

বাচমিত্যেব তাং বাণীং প্রত্যগ্ভ্রামহং ততঃ।

আসাপ্রমাণাদধিকং তস্যাঃ কায়মপূরয়ম্ ॥ ৪১

‘আমি তখন সম্মতিসূচক আঙ্গা কথ্যটি উচ্চারণ করে তার প্রস্তাব মেনে নিলাম এবং নিজের শরীরকে রাক্ষসীর দেহের অনুপাতে অনেকটা বর্ধিত করলাম।

তস্যাশ্চাসাং মহদ্ ভীমং বর্ধতে মম ভক্ষণে।

ন তু মাং সা নু বুবুধে মম বা বিকৃতং কৃতম্ ॥ ৪২

‘কিন্তু আমাকে ভক্ষণ করার জন্য তার বিশাল ও ভয়ানক মুখও বিস্তৃত হতে লাগল। সে আমাকে এবং আমার শক্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিল না তথা আমার পরিকল্পিত চাতুর্যও তার বোধগম্য হয়নি।

ততোহহং বিপুলং রূপং সংক্ষিপ্য নিমিষান্তরাৎ।

তস্যা হৃদয়মাদায় প্রপতামি নভঃস্থলম্ ॥ ৪৩

‘আমি এক নিমেষে বিশাল শরীরকে অতিশয় ছোট করে নিলাম এবং তার হৃৎপিণ্ড কেড়ে নিয়ে আকাশে উঠে গেলাম।

সা বিসৃষ্টজ্জা ভীমা পশাত লবণান্তসি

ময়া পর্বতসংকাশা নিকৃন্তহৃদয়া সতী ॥ ৪৪



‘আমি তার হৃৎপিণ্ড বের করে নিলে পর্বততুলা  
ভয়ানক অবয়ববতী সেই দুটা রাক্ষসী শিখিলবাহু হয়ে  
লবণাসুবাশিতে নিমজ্জিত হল।

শূণ্যমি খগতানাং চ বাচঃ সৌম্যা মহাত্মনাম্।  
রাক্ষসী সিংহিকা ভীমা ক্ষিপ্ৰং হনুমতা হতা॥ ৪৫

‘সেই সময় আমি নভচরী সিদ্ধ মহাত্মাদের শান্তি-  
বাণী শ্রবণ করলাম — অহো ! সিংহিকা নামে ভয়ানক  
রাক্ষসীকে শ্রীহনুমান মুহূর্তে হতা কবেছেন।

তাং হতা পুনরোবাহঃ কৃতামাতায়িকং স্মরন্  
গহ্বা চ মহদম্বানং পশ্যামি নগমন্তিতম্॥ ৪৬  
দক্ষিণং তীরমুদধেৰ্লজা যত্র গতা পুরী।

‘রাক্ষসীকে হতার পর আমি পুনরায় অত্যাবশ্যক  
কর্মে মন দিলাম ; সেই কর্তব্যকর্মে ইতঃমধ্যেই অধিক  
বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। সেই বিশাল সাত্রাপথের সমাপ্তি  
পর্যায়ে আমি পর্বতমালা পরিবৃত্ত সমুদ্রের দক্ষিণ তটভূমি  
দেখতে পেলাম, সেখানে লঙ্কাপুরী অবস্থিত ছিল।

অন্তঃ দিনকরে যাতে রক্ষসাং নিলয়ং পুরীম্॥ ৪৭  
প্রবিষ্টোহমবিজ্ঞাতো রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ

‘সূর্য অস্তাচলে গেলে আমি ভীমবিক্রম রাক্ষসগণের  
অগোচরে রাক্ষসদের নিবাস লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ  
করলাম।

তত্র প্রবিশতচ্চাপি কল্পাঙ্ঘনসপ্রভা॥ ৪৮  
অট্ঠহাসং বিমুঞ্চন্তী নারী কাপ্যুখিতা পুরঃ।

‘আমার প্রবেশকালে প্রলয় মেঘের তুলা কৃষ্ণবর্ণ  
এক স্ত্রীলোক অট্ঠহাস্যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হল।

জিহ্বাঃসন্তীঃ ততস্তাং তু জ্বলদগ্নিশিরোরুহাম্॥ ৪৯  
সবামৃষ্টিপ্রহারেণ পরাজিতা সুভৈরবাম্

প্রদোষকালে প্রবিশং ভীতয়াহঃ তয়েদিতিঃ॥ ৫০

‘তার মস্তকের কেশদাম প্রছলিত অগ্নির ন্যায়  
দেখাচ্ছিল। সে আমাকে বধ করতে উদ্যত হল। তাই দেখে  
আমি বামহস্তের মুষ্টিদ্বায়ে ভয়ংকর সেই নিশাচরীকে  
পরাস্ত করে প্রদোষ সময়ে পুরীর ভিতর প্রবেশ করলাম।  
তখন সেই ভয়ানক নিশাচরী আমাকে বলল—

অহং লঙ্কাপুরী বীর নির্জিতা বিক্রমেণ তে।  
যস্মাং তস্মাদ্ বিজ্ঞেহাসি সর্বরক্ষাঃসাশেষতঃ॥ ৫১

‘বীর ! আমি মূর্তিমতী লঙ্কাপুরী। তুমি নিজের শৌর্ষে  
আমাকে জয় করেছ। অতএব, তুমি সমগ্র রাক্ষসকুলের

উপর পূর্ণরূপে বিজয়ী হবে।

তয়াহং সর্বরাত্রাং তু বিচরজ্ঞনকাঙ্ক্ষ্যাম্  
রাবণস্তঃপুরগতো ন চাপশাং সুমধমাম্॥ ৫২

‘তথায় অর্থাৎ লঙ্কায় সারা রাত্রি গৃহে গৃহে নিচর  
করে এবং রাবণের অন্তঃপুরে গিয়েও আমি সুমধম  
জানকী সীতাকে দেখতে পেলাম না।

ততঃ সীতামপশাংস্ত রাবণস্য নিবেশনে।  
শোকসাগরমাসাদা ন পারমুপলব্ধয়ে॥ ৫৩

‘রাবণের অন্তঃপুরে সীতাকে দেখতে না পেয়ে আমি  
অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হলাম।

শোচতা চ ময়া দৃষ্টং প্রাকারেণাভিসংবৃতম্।  
কাঞ্চনেন বিকৃষ্টেন গৃহোপবনমুত্তমম্॥ ৫৪

‘দুঃখিত হৃদয় নিয়ে আমি সুবর্ণমণ্ডিত প্রাচীর বেষ্টিত  
এক সুন্দর গৃহোদ্যান দেখতে পেলাম।

সম্রাকারমবপ্লুতা পশ্যামি বহুপাদপম্।  
অশোকবনিকামধ্যে শিংশপাপাদপো মহান্॥ ৫৫

‘প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্বক আমি বহুসংখ্যক বৃক্ষরাজি  
এবং অশোকবনে শিংশপা নামক একটি বনস্পর্শ  
দেখলাম।

উমারুহা চ পশ্যামি কাঞ্চনং কদলীবনম্।  
অদূরাচ্ছিংশপাবৃক্ষাং পশ্যামি বরনগিনিম্॥ ৫৬

‘সেই বৃক্ষে আরোহণ করে আমি সুবর্ণময় কদলীবন  
তথা অশোকবৃক্ষের অনতিদূরে সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতাদেবীকে  
দেখতে পেলাম।

শ্যামাং কমলপত্রাক্ষীমুপবাসকৃশাননাম্।  
তদেকবাসঃসংবীতাং রজোম্বলশিরোরুহাম্॥ ৫৭

‘তখন সীতাদেবীকে শ্যামা, পদ্মদলনয়না, উপবাসে  
কৃশাননা, একবস্ত্রপরিহিতা ও খুসিধূসবিত বেশ  
দেখাচ্ছিল।

শোকসজ্জাপদীনাদীং সীতাং ভর্তৃহিতে হিতাম্  
রাক্ষসীভির্বিরূপাভিঃ কুরাভিরভিসংবৃতাম্॥ ৫৮  
মাংসশোণিতভক্ষ্যাদির্বাঘীভির্হরিণীং যথা।

‘শোক-সজ্জাপে সীতার শরীর শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল,  
তিনি পতির মঙ্গলচিন্তনে নিমগ্না ছিলেন। কুরূপা ও নিকুর  
রাক্ষসীরা চারিদিকে তাঁর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, যেন  
বস্ত্রমাংসলোলুপ বাঘীসকল হবিণীকে পরিবৃত্ত করে।

স্যা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্যমানা মুহর্মহঃ॥ ৫৯

একবেণীধরা দীনা ভূত্ৰিচিহ্নপরাগণা।  
ভূমিশয়া বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনী হিমাগমে ॥ ৬০

‘আমি দেখলাম, তিনি রাক্ষসীদের মধ্যভাগে উপবিষ্টা এবং তারা তাঁকে বারংবার ভূত্ৰসনা করছে। একবেণী তিনি বিষয়া হয়ে পতির চিত্তায় বিভোর ছিলেন; শয্যা ছিল তাঁর ভূমিহীন। তাঁকে হেমস্তাগমে শ্রীহীন পদ্মিনীর নাম দেখাছিল।

রাবণাৎ বিনিবৃত্তার্থা মর্তব্যে কৃতনিষ্ঠা।  
কথং চিন্মুগশাবাকী তূর্ণমাসাদিতা ময়া ॥ ৬১

‘রাবণের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা চোখে পড়ছিল। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে হয়ে গিয়েছিলেন। এইরূপ অবস্থায় মৃগনয়না সীতাদেবীকে আমি দৈবক্রমে চিনতে পেরেছিলাম।

জঃ দুষ্টা তাদৃশীঃ নারীঃ রামপত্নীঃ যশস্বিনীম্।  
তত্রৈব শিংশপাবৃক্ষে পশ্যামহমবস্থিতঃ ॥ ৬২

‘শোচনীয় দশায় যশস্বিনী নারী শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অশোকবৃক্ষের নীচে বসে থাকতে দেখে আমিও সেই বৃক্ষের উপর থেকে তাঁকে দেখতে লাগলাম

ততো হলহলাশব্দঃ কাঞ্চীনৃপূরমিশ্রিতম্।  
শৃণোম্যধিকগঞ্জীরং রাবণস্য নিবেশনে ॥ ৬৩

‘ইতঃমধ্যে, রাবণের প্রাসাদে করতালি ও নৃপূর-নিব্বনের একত্রিত সুগঞ্জীর ধ্বনি শ্রবণগোচর হল।

ততোহহং পরমোধিগ্নঃ স্বরূপং প্রতাসংহরম্।  
অহং চ শিংশপাবৃক্ষে পক্ষীব গহনে স্থিতঃ ॥ ৬৪

‘এমতাবস্থায় আমি অতিশয় উদ্ভিগ্ন হয়ে নিজের আকৃতিকে সংকুচিত করলাম এবং পক্ষিসদৃশ হয়ে সেই নিবিড় অশোকবৃক্ষের অভ্যন্তরে অপেক্ষা করলাম।

ততো রাবণদারাস্ত রাবণস্ত মহাবলঃ।  
তং দেশমনুসম্প্রাপ্তো যত্র সীতাভবৎ স্থিতা ॥ ৬৫

‘তদন্তর, রাবণের অন্তঃপুরীকাবৃন্দ এবং মহাবলী রাবণ স্বয়ং সীতার অবস্থানে সমুপাগত হল।

জঃ দুষ্টবাথ বরারোহা সীতা রক্ষোগণেশ্বরম্।  
সংকুচোজ্ঞ স্বনৌ পীনৌ বাহুভ্যাং পরিরভা চ ॥ ৬৬

‘রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখে সূমধ্যমা সীতা জগ্গাদ্রা কুণ্ঠিত কবে উন্নত স্তন্যমূলকে বাহুতে আচ্ছাদিত করলেন।

বিজ্ঞাঃ পরমোধিগ্নাঃ দীক্ষমাণামিতত্ততঃ।  
জাণঃ কক্ষিপশ্যাত্তীঃ বেপমানাঃ তপস্বিনীম্ ॥ ৬৭

তদুবাচ দশগ্রীবঃ সীতাঃ পরমদুঃখিতাম্।

অনাক্ষিরাঃ প্রপত্তিতো বহুমন্ত্যঃ মামিতি ॥ ৬৮

‘তিনি অতি উদ্ভিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ দেখতে লাগলেন।

তাকে বক্ষা করার মতো কাউকে দেখতে পেলেন না।

ভয়-কম্পিতা ও অতিশয় দুঃখিতা তপস্বিনী সীতার সম্মুখে

এসে দশমুখ রাবণ নভশিরে সীতার চরণে পতিত হয়ে

বলল — ‘বিদেহকুমারী! আমি তোমার সেবক, আমাকে

গ্রহণ করো।’

গদি চেত্বং তু মাং দর্পান্নাভিনন্দসি গর্বিতে।

ধিমাশানন্তরং সীতে পাস্যামি রুধিরং তব ॥ ৬৯

‘(এত কিছু পরও নিজের প্রতি সীতার উপেক্ষা

দেখে ক্রোধান্বিত রাবণ বলল — ) ‘গর্বিতে! যদি

অহংকারবশতঃ তুমি আমাকে অতিনিদিত না করো,

তাহলে দুই মাস পরে আমি তোমার রক্ত পান করব

(অর্থাৎ, তোমাকে বধ করব)।’

এতচ্ছুত্বা বচন্তস্য রাবণস্য দুরাস্তনঃ।

উবাচ পরমব্রূক্ষা সীতা বচনমুত্তমম্ ॥ ৭০

‘দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনে অতিশয় ক্রুদ্ধা সীতা

উচিত প্রত্যুত্তর দিলেন—

রাক্ষসাধম রামস্য ভার্যামমিততেজসঃ।

ইক্ষুকুবংশনাথস্য সুধাং দশরথস্য চ ॥ ৭১

অবাচ্যং বদতো জিহ্বা কথং ন পতিতা তব।

‘অধম রাক্ষস! অমিততেজস্বী শ্রীরামচন্দ্রের আমি

পত্নী, ইক্ষুকুবংশীয় নৃপতি দশরথের পুত্রবধূ। আমার প্রতি

অকথ্য-ভাষী তোমার জিহ্বা কেন বসে পড়ছে না?

কিন্দিবীৰ্য তবানার্য যো মাং ভর্তুরসমিধৌ ॥ ৭২

অপহৃত্যগতঃ পাপ তেনাদৃষ্টো মহাস্থনা।

‘দুরাত্মা পাপী! তোমার কী শক্তি আছে? আমার

পতিদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর তুল্য মহাত্মার চক্ষুর

অগোচরে আমাকে অপহরণ করে এখানে এনেছো।

ন ত্বং রামস্য সদৃশো দাসোহপ্যস্য ন যুজ্যসে ॥ ৭৩

অজ্যেয়ঃ সত্যবাক্ শূরো রণশ্লাঘী চ রাঘবঃ।

‘তুমি কখনও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সমকক্ষ হতে

পার না। তাঁর দাসের যোগ্যতাও তোমার নেই। রাঘব

দুর্জয় বীর, সত্যভাষী ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশংসিত যোদ্ধা।

জানক্যা পরমং বাক্যমেবমুক্তো দশাননঃ ॥ ৭৪

অজ্ঞান সত্বা কোপাতিতাহ ইব পাবকঃ।

বিবৃত্য নয়নে ক্রুরে মুষ্টিমুদামা দক্ষিণম্ ॥ ৭৫

মৈথিলীঃ হস্তমারদ্ধঃ শ্রীভীর্ণাহাকৃতং তদা।



ক্ৰীণাং মধ্যাং সমুৎপত্তা তস্যা জায়া দুরাক্ষনঃ॥ ৭৬  
বরা মন্দোদরী নাম তয়া স প্রতিষেধিতঃ।  
উক্তস্ত মথুরাং বাণীং তয়া স মদনার্চিতঃ॥ ৭৭

‘জানকী কর্তৃক এইরূপ কঠোরভাবে প্রত্যাজ হলে  
দশানন চিত্তাগ্নির নাশ সহসা ক্রোধে প্রস্থলিত হয়ে উঠল।  
কুর নয়ন ঘূর্ননপূর্বক দক্ষিণ মুষ্টি উদাত্ত করে বাণ সীতাকে  
বধ করতে যাবে এমন সময় সমুপস্থিত ক্রীণা হাহাকার  
করে উঠল। এর মধ্যে ক্রীলোকগণের মধ্য থেকে দুবায়ার  
সুন্দরী পত্নী মন্দোদরী দ্রুতগদে এগিয়ে এল এবং রাবণকে  
এই কার্য হতে নিবৃত্ত করল। মন্দোদরী মধুর বাক্যে কামার্ত  
রাবণকে বলল—

সীতয়া তব কিং কার্যং মহেন্দ্রসমবিক্রম।  
ময়া সহ রমস্বাদা মমিশিষ্টা ন জানকী॥ ৭৮

‘‘হে মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমী রাক্ষসরাজ ! তোমার  
সীতাকে কি দরকার ? এখন আমার সাথে রতি বিলাস  
করো। জনকনন্দিনী আমার চেয়ে অধিক রূপবতী নয়।

দেবগন্ধর্বকন্যাভির্বক্ষকন্যাভিরেব চ।  
সার্থং প্রভো রমস্বতি সীতয়া কিং করিষ্যসি॥ ৭৯

‘প্রভো ! দেবতা, গন্ধর্ব এবং বক্ষ কন্যাগণ আছে,  
তাদের সাথে রতিসুখ আশ্বাদন করো ; সীতাকে নিয়ে কি  
হবে ?’

ততস্তাভিঃ সমতাভির্নারিভিঃ স মহাবলঃ।  
উত্থাপা সহসা নীতো ভবনং স্বং নিশাচরঃ॥ ৮০

‘অতঃপর সেখানে সমবেত ক্রীকুল মিলে মহাবলী  
রাবণকে শীঘ্র সেই স্থল থেকে তুলে নিজের প্রাসাদে নিয়ে  
গেল।

যাতে তন্মিন্ দশগ্রীবে রাক্ষসো বিকৃতাননাঃ।  
সীতাং নির্ভৎসয়ামাসূর্বাক্যৈঃ ক্রুরৈঃ সুদারুণৈঃ॥ ৮১

‘দশানন প্রহান করলে করাল কুরূপা রাক্ষসীরা  
নিদারুণ পরুষ বাক্যবানে সীতাকে ভৎসনা করতে লাগল।  
তৃণবদ্ ভাষিতং তাসাং গলয়ামাস জানকী।  
গর্জিতং চ তথা তাসাং সীতাং প্রাপা নিরর্থকম্॥ ৮২

‘কিন্তু জানকী তাহাদের বাক্যগুলিকে তৃণের তুল্য  
তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। সীতার কাছে রাক্ষসীদের তর্জন-গর্জন  
অর্থহীন হয়ে পড়ল।

বৃথা গর্জিতনিশ্চেষ্টা রাক্ষস্যাঃ পিশিতাশনাঃ।  
রাবণায় শশংসুভাঃ সীতাবাসিতং মহৎ॥ ৮৩

‘এইরূপ তর্জন-গর্জন এবং চেষ্টাসমূহ বার্থ হওয়ায়  
নিরুৎসাহ মাংসাসী রাক্ষসীরা রাবণের নিকটে সীতার  
হৈর্যের বিবরণ নিবেদন করল।

ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্বা বিহত্যাশা নিরুদমাঃ।  
পরিক্রিষ্যা সমস্তান্তা নিদ্রাবশমুপাগতাঃ॥ ৮৪

‘অতঃপর, তারা সবাই সীতাকে অনেক কষ্ট দিয়ে  
হত্যাশ ও নিরুদ্যম হওয়ায় নিদ্রাভিভূত হল।

তাসু চৈব প্রসুপ্তাসু সীতা ভর্তৃহিতে রতা।  
বিলপ্য করুণাং দীনাং প্রশুশোচ সুদুঃখিতাঃ॥ ৮৫

‘রাক্ষসীরা সকলে ঘুমিয়ে গেলে পতির কষ্ট  
ভাবনায় নিরতা বিষদা সীতা অতিশয় দুঃখে করুণ বিলাপ  
করতে লাগলেন।

তাসাং মধ্যাং সমুত্থায় ত্রিজটা বাকামব্রবীৎ।  
জানানং খাদত ক্ষিপ্ৰং ন সীতামসিতেক্ষমাৎ॥ ৮৬

জনকস্যাভ্রজাং সাধ্বীং সুষাং দশরথসা চ।  
‘রাক্ষসীদের মধ্য থেকে সমুত্থানপূর্বক ত্রিজটা নর

এক রাক্ষসী বলল - তোমরা বরং পরস্পরকে বধ  
কাজল-নয়না সীতাকে নয়। সে হল রাজা জনকের কন্যা  
সাধ্বী এবং ইক্ষ্বাকুপতি দশরথের পুত্রবধূ।

স্বপ্নো হ্যন্য ময়া দুষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ॥ ৮৭  
রক্ষসাং চ বিনাশায় ভর্তুরস্যা জয়ায় চ।

‘আজ আমি এক অতি ভয়ংকর ও গায়ে কীট  
দেওয়ার মতো একটি ঘোর স্বপ্ন দেখেছি, যেটি রাক্ষসের  
বিনাশ এবং সীতাপতির বিজয়ের সূচক

অলমস্মান্ পরিত্রাতুং রাঘবাদ্ রাক্ষসীগণম্॥ ৮৮  
অভিযাচাম বৈদেহীমেতচ্চি মম বোচতে।

‘এই সীতাই শ্রীরঘুনাথের ক্রোধ থেকে আঘাত  
সকলকে রক্ষা করতে সমর্থ। অতএব, আমরা  
প্রাণরক্ষার জন্য সীতার কাছে প্রার্থনা করি—এটাই আমার

কাছে ভালো মনে হচ্ছে।

যদি হোবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতো ৮৯  
সা দুঃখৈর্বিবিধৈর্মুক্তা সুখমাপ্নোতানুত্তমম্।

(ত্রিজটা আরও বলল যে—) ‘যদি কোনো দুঃখিনি  
বিষয়ে এবংবিধ স্বপ্ন কেউ দেখে, তাহলে সেই দুঃখিনি  
বহুবিধ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অতুলনীয় সুখ ভোগ করে-

প্রণিপাতপ্রসম্যা হি মৈথিলী জনকস্বজা ৯০  
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষসো মহতো জয়াৎ।

‘যদি কোনো দুঃখিনি  
বিষয়ে এবংবিধ স্বপ্ন কেউ দেখে, তাহলে সেই দুঃখিনি  
বহুবিধ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অতুলনীয় সুখ ভোগ করে-  
প্রণিপাতপ্রসম্যা হি মৈথিলী জনকস্বজা ৯০  
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষসো মহতো জয়াৎ।



‘রাক্ষসীগণ ! শুধুমাত্র প্রণামেই জানকী প্রসন্ন হবে।

একমাত্র সে-ই রাক্ষসীদেরকে এত বড় ভয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

তবু সা স্বীমতী বালা ভর্তুর্বিজয়হর্ষিতা ॥ ৯১  
অবোধ যদি তৎ তথাং ভবেয়ং শরণং হি বঃ

‘তখন লজ্জাবতী কন্যা সীতা পতিদেবতার বিজয়ের সজ্জনায় আনন্দিত হয়ে বললেন—যদি এই কথা অর্থাৎ, হয় সত্য হয়, তাহলে আমি তোমাদের সকলকে বিনাশ থেকে রক্ষা করব।

তং চহং তাদৃশীং দুষ্টা সীতায়্য দারুণাং দশাম্ ॥ ৯২  
কিয়ামাস বিশ্রান্তো ন চ মে নির্বৃত্তং মনঃ।

স্বাদশার্থে চ ময়া জানক্যাচিহ্নিতো বিধিঃ ॥ ৯৩

‘কিছুটা বিশ্রামের পর আমি (শ্রীহনুমান) সীতার সেই শোচনীয় দশা দেখে চিন্তিত হলাম, মনে কিছুতেই শান্তি পেলাম না। বরং তখন জানকীর সঙ্গে বার্তালাপ করার এক উপায় স্থির করলাম।

ইত্বকুববংশস্ত স্ততো মম পুরস্কৃতঃ।

কৃত্ব তু গদিতাং বাচং রাজর্ষিগণভূষিতাম্ ॥ ৯৪

প্রভাষত মাং দেবী বাটম্পঃ পিহিতলোচনা।

‘আমি ইত্বকুবংশের স্তুতি আরম্ভ করলাম। আমার ঘরা বর্ণিত রাজর্ষিগণের স্তুতি শুনে অশ্রুপূর্ণলোচনা সীতা প্রত্যুত্তরে আমাকে বললেন—

ক্বং কেন কথং চেহ প্রাপ্তো বানরপুঙ্গব ॥ ৯৫

ক চ রামেণ তে প্রীতিস্তয়ে শংসিতুমর্হসি।

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি কে ? কে তোমাকে প্রেরিত করেছে ? কি করে এখানে এলে ? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তোমার কীদৃশ প্রীতিভাব ? সবকিছু আমাকে সবিস্তারে বলে।

স্যাদন্ বচনং শ্রুত্বা অহমপাক্রবং বচঃ ॥ ৯৬

দেবি রামস্য ভর্তৃন্তে সহায়ো ভীমবিক্রমঃ।

স্বীকো নাম বিক্রান্তো বানরেন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ৯৭

‘সীতাদেবীর এই কথা শুনে আমি বললাম—দেবি !

আমার পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রের সহায়ক এক অতি পবাক্রমী

কর্মসম্পন্ন শক্তিশালী বানররাজ আছেন—যাঁর নাম

স্বীক।

কং মাং বিদ্ধি ভূত্যং ত্বং হনুমন্তমিহাগতম্।

হং পশ্যহিতব্রজঃ রামেণাক্রিষ্টকর্মণা ॥ ৯৮

‘আমাকে তাঁর সেবক বলে জানবেন। আমার নাম হনুমান। অনায়াসে সুকঠিন কর্মসম্পাদনে পারদ্রম আপনার পতিদেবতা শ্রীরামচন্দ্র আপনার অঘেষণের জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন।

ইদং তু পুরুষবাগ্নঃ শ্রীমান্ দাশরথিঃ স্বয়ম্।

অঙ্গুলীযমভিজ্ঞানমদাৎ ভূভাং যশস্বিনি ॥ ৯৯

‘যশস্বিনি ! নরশার্দূল শ্রীমান দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুলীয আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন।

তদিচ্ছামি ত্রয়াজ্ঞপ্তং দেবি কিং করবাণাহম্।

রামলক্ষণয়োঃ পার্থং নয়ামি ত্বাং কিমুত্তরম্ ॥ ১০০

‘দেবি ! আমার এই ইচ্ছা যে আপনি আমাকে আদেশ করুন কীভাবে আপনার সেবা করব। আপনি যদি বলেন তাহলে এখনই আপনাকে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষণের নিকট নিয়ে যাব। এই বিষয়ে আপনার অভিমত কী ?

এতদ্বুত্বা বিদিত্বা চ সীতা জনকনন্দিনী।

আহ রাবণমুৎপাট্য রাঘবো মাং নয়ত্বিতি ॥ ১০১

‘আমার এই কথা শুনে বিবেচনাপূর্বক জনকনন্দিনী সীতা বললেন— আমার ইচ্ছা যে, শ্রীরঘুনাথ রাবণকে সংহার করে আমাকে এখন থেকে নিয়ে যান।

প্রণম্য শিরসা দেবীমহমার্যামনিদিতাম্।

রাঘবস্য মনোহ্রাদমভিজ্ঞানময়াচিষম্ ॥ ১০২

‘অনিন্দসুন্দরী আর্ঘ্য সীতাদেবীকে নতশিরে প্রণামপূর্বক আমি শ্রীরামচন্দ্রের আহ্লাদকর কোনো এক অভিজ্ঞান চিহ্ন তাঁর কাছে যাচ্ষণ করলাম।

অথ মামত্রবীৎ সীতা গৃহ্যতাময়মুত্তমঃ।

মণির্বেন মহাবাহু রাঘভ্যাং বহু মন্যতে ॥ ১০৩

‘আমি যাচ্ষণ করায় সীতাদেবী বললেন—এই শ্রেষ্ঠ চূড়ামণি, এইটি তোমার নিকট থেকে পেয়ে মহাবাহু শ্রীরাম তোমার অতিশয় প্রশংসা করবেন।

ইত্বাঙ্গা তু বরারোহা মণিপ্রবরমুত্তমম্।

প্রায়ছেৎ পরমোষিগ্না বাচ মাং সন্দিদেশ হ ॥ ১০৪

‘এইকপ বলার পর সুন্দরী সীতা আমাকে শ্রেষ্ঠ চূড়ামণি প্রদান করলেন এবং অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের জন্য কিছু সংবাদ ব্যক্ত করলেন—

ততস্তসৌ প্রণম্যাহং রাজপুত্রো সমাহিতঃ।

প্রদক্ষিণং পরিক্রামমিহাত্যাদগতমানসঃ ॥ ১০৫

‘তখন মনে মনে প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎসুক হয়ে  
আমি সীতাকে প্রণামপূর্বক দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা করলাম  
অর্থাৎ প্রদক্ষিণ করলাম।

উত্তরং পুনরেন্নাহ নিশ্চিতা মনসা তদা।

হনুমন্ মম বৃত্তান্তং বন্ধুমহসি রাঘবে॥ ১০৬

যথা শ্রুত্বৈব নচিরাৎ তাবুজৌ রামলক্ষ্মণৌ।

সুগ্ৰীবসহিতৌ বীরাবুপেয়াভাঃ তথা কুরু॥ ১০৭

‘সেইক্ষণে সীতাদেবী মনে মনে কিছু বিবেচনা করে  
পুনরায় আমাকে বললেন — হনুমন্ ! তুমি শ্রীধনুনাথকে  
সকল বৃত্তান্ত জানাবে এবং চেষ্টা করবে যাতে সুগ্ৰীবের  
সাথে সেই দুই বীর রাম ও লক্ষ্মণ আমার দূর্দশা শ্রবণ করা  
মাত্র অবিলম্বে এখানে চলে আসে।

যদন্যাথা ভবেদেতন্ ঘৌ মাসৌ জীবিতং মম।

ন মাং দ্রক্ষতি কাকুংহো প্রিয়ে সাহমনাথবৎ॥ ১০৮

‘আমার জীবিতকালের দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট  
থাকবে। যদি এর অন্যথা হয়, তাহলে শ্রীধনুনাথ আমাকে  
আর দেখতে পাবেন না। আমি অনাথার মতো মৃত্যু বরণ  
করব।

তচ্ছূদ্রা করুণং বাক্যং ক্রোধো মামভ্যবর্তত।

উত্তরং চ ময়া দৃষ্টং কার্যশেষমনন্তরম্॥ ১০৯

‘তার এই করুণ বাক্য শুনে রাক্ষসদের প্রতি আমার  
ক্রোধ বহুগুণ বর্ধিত হল। আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে  
কী করণীয় তা ভাবতে লাগলাম।

ততোহবর্তত মে কারুণ্যদা পর্বতসন্নিভঃ।

যুদ্ধাকাল্কী বনং তস্য বিনাশয়িতুমারভে॥ ১১০

‘তদন্তর আমি আমার শরীর পরিবর্তিত করে  
পর্বততুল্য আকার ধারণ করলাম। রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে  
অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছায় আমি রাক্ষসরাজের অশোকবনকে  
ধ্বংস করতে আরম্ভ করলাম।

তদ্ ভগ্নং বনখণ্ডং তু হ্রাস্তব্রহ্মমৃগধিজম্।

প্রতিবুদ্ধ্য নিরীক্ষন্তে রাক্ষসো বিকৃতাননাঃ॥ ১১১

‘কুরুপা রাক্ষসীরা জেগে উঠে দেখল যে বনভূমির  
বৃক্ষরাজি ভগ্ন হয়েছে এবং পশুপক্ষিগণ উদ্ভ্রান্ত ও ভয়ানক  
হয়ে পড়েছে।

মাং চ দৃষ্টা বনে তস্মিন্ সমাগম্য ততস্ততঃ।

তাঃ সমভ্যাগতাঃ ক্ষিপ্ৰং রাবণাচাচক্ষিরে॥ ১১২

‘সেই সঙ্গে আমাকেও বনাভ্যাগত্রে দেখতে পেয়ে

তাহারা এদিক-ওদিক থেকে এসে, সকলে একত্রে ঘি-  
নীষ গিয়ে রাবণের কাছে সবকিছু বর্ণনা করল—

রাজন্ বনমিদং দুর্গং ভব ভগ্নং দুরাস্তনা  
বানরেন হাবিজায় তব দীর্ঘং মহাবল॥ ১১৩

‘মহাবলী রাক্ষসরাজ ! আপনার শৌর্ঘ-দীর্ঘ বিলাস  
অনবজ্ঞাত এক দুরাত্মা বানর দুর্গ তুলা প্রমদানকে উদ্ধার  
করে দিয়েছে।

তস্য দুর্বুদ্ধিতা রাজংস্তব বিপ্রিয়াকারিণঃ  
বধমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্ৰং যথাসৌ ন পুনর্ভজ্যে॥ ১১৪

‘মহারাজ ! বানরের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, তা  
আপনার অপ্রিয় কর্ম করছে। আপনি অচিরে আর  
বধ করার আদেশ দিন, যাতে সে জীবিত কিরিত্তে ন  
পারে।’

তচ্ছূদ্রা রাক্ষসেন্দ্রেণ বিসৃষ্টা বহুদূর্জয়াঃ।

রাক্ষসাঃ কিঙ্করা নাম রাবণস্য মনোহনুগাঃ॥ ১১৫

‘সেই সব শুনে রাক্ষসরাজ নিজের মনোবৃত্তি  
অনুসরণকারী ও অতিশয় দুর্জয় কিঙ্কর নামক রাক্ষস  
তথায় প্রেরণ করল।’

তেষামশীতিসাহস্রং শূলমুদগরপাশিনাম্।

ময়া তস্মিন্ বনোদ্দেশে পরিষেণ নিষূদিতম্॥ ১১৬

‘অশীতি সহস্র কিঙ্কর শূল ও মুদগর হস্তে অস্ত্র  
হয়ে এলে আমি সেই বনভূমিতে তাদেরকে পরিষ  
নিধন করলাম।’

তেষাং তু হতশিষ্টা যে তে গতা লঘুবিক্রমাঃ।

নিহতং চ ময়া সৈন্যং রাবণাচাচক্ষিরে॥ ১১৭

‘নিহত রাক্ষস ব্যতীত অবশিষ্ট কিছু কিঙ্কর  
পদক্ষেপে পালিয়ে গিয়ে, আমার দ্বারা কিঙ্করদের কিছু  
বৃত্তান্ত রাবণকে নিবেদন করল।

ততো মে বুদ্ধিরুৎপাদা চৈতাপ্রাসাদমুত্তমম্।

তত্রহান্ রাক্ষসান্ হত্বা শতং শুভ্রেন বৈ পুনঃ॥ ১১৮

ললামভূতো লঙ্কায় ময়া বিধ্বংসিতো রুধা।

‘অতঃপর অন্য এক চিন্তা আমার মাথায় এল। আমি  
লঙ্কার অলংকারস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ও শতশুভ্রবিশিষ্ট চৈতাপ্রাসাদ  
নিযুক্ত রাক্ষসদের হত্যা করে সেই চৈতাপ্রাসাদের ধ্বংস  
করলাম।

ততঃ প্রহস্তস্য সূতঃ জম্বুমালিনমাদিনম্॥ ১১৯

রাক্ষসৈর্বহতি সার্বং ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ।

‘তখন, রাবণ  
রাক্ষস সৈন্যের সঙ্গে  
সংগ্রাম করল।  
রাক্ষসসম্পন্ন  
সৈন্য  
পরিষেণতিঘোরেন  
‘সেই জম্বুমালী  
সূতকে নিধন করলাম  
‘সেই রাক্ষসেন্দ্রে  
হত্বা  
লক্ষ্মণসম্পন্ন  
পরিষেণতিঘোরেন  
‘এই বৃত্তান্ত  
সূত মন্ত্রিপুত্রগণকে  
জ্ঞান ছিল, কিন্তু  
সম্মতে এক এক করে  
মন্ত্রিপুত্র  
সেনাপতী  
‘যুদ্ধক্ষেত্রে  
লক্ষ্মণ মন্ত্রিপুত্রগণকে  
বীর সেনাপতিকে যুদ্ধে  
জনহঃ সহসৈন্যান্  
জনঃ পুনর্দলিত্বা  
কর্তা রাক্ষসৈঃ স  
‘তাদের সকল  
যুদ্ধের দশানন  
রাক্ষসসৈন্যের সাথে  
হঃ হু মন্দোদরীপু  
মহাঃ  
সমুদাত্ত  
হমসীনঃ শতশুগণঃ  
‘মন্দোদরীর সে  
সহস্র সে আকাশে উ  
হঃ তার পদদ্বয় ধরে  
লক্ষ্মণগতঃ ভগ্নঃ  
হতশুভ্রজিতঃ নাম  
লক্ষ্মণ  
সূতঃ  
‘যুদ্ধে প্রেরিত  
সূত



‘তখন, রাবণ ভীমাকৃতি ও ভয়ংকর বহুসংখ্যক  
রাক্ষস সৈন্যের সঙ্গে প্রহস্তের পুত্র জম্বুমানীকে যুদ্ধের জন্য  
প্রেরণ করল।

তখন বলসম্পন্ন রাক্ষসঃ রণকোবিদম্ ॥ ১২০  
পরিষেবাতিঘোরেণ সূদয়ামি সহানুগম্ ।

‘সেই জম্বুমানীকে আমি ভয়ানক পরিঘ-আঘাতে  
সদুচর নিধন করলাম।

তচ্ছূয়া রাক্ষসেন্দ্রস্ত মন্ত্রিপুত্রান্ মহাবলান্ ॥ ১২১  
পদতিবলসম্পন্নান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ ।

পরিষেপৈব তান্ সর্বান্ নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১২২

‘এই বৃন্তান্ত শ্রবণ করে রাবণ পদাতিক সৈন্যের  
সঙ্গে মন্ত্রিপুত্রগণকে যুদ্ধে প্রেরণ করল। তারা অতিশয়  
বলবান ছিল, কিন্তু আমি তাদের সকলকেই পরিঘ-এর  
আঘাতে এক এক করে যমালয়ে পাঠালাম।

মন্ত্রিপুত্রান্ হতান্ শ্রুত্বা সমরে লঘুবিক্রমান্ ॥

পঞ্চ সেনাপ্তগান্ শূরান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ ॥ ১২৩

‘যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষিপ্ৰগতিতে নিজ নিজ পরাক্রম  
প্রকটকারী মন্ত্রিপুত্রগণের মৃত্যুসংবাদ শুনে রাবণ পাঁচজন  
বীর সেনাপতিকে যুদ্ধের জন্য পাঠাল।

তানহং সহসৈন্যান্ বৈ সর্বানৈবাত্মসূদয়াম্ ।

ততঃ পুনর্দশগ্রীবঃ পুত্রমক্ষং মহাবলম্ ॥ ১২৪

বহুভী রাক্ষসৈঃ সার্বং প্রেষয়ামাস সংযুগে ।

‘তাদের সকলকে আমি সৈন্য হত্যা করলাম।

অতঃপর দশানন স্বপুত্র মহাবলী অক্ষকুমারকে বহু  
রাক্ষসসৈন্যের সাথে যুদ্ধে পাঠাল।

তং তু মন্দোদরীপুত্রং কুমারং রণপণ্ডিতম্ ॥ ১২৫

সহসা খং সমুদান্তং পাদয়োশ্চ গৃহীতবান্ ।

তমাসীনং শতগুণং ভ্রাময়িত্বা ব্যাপেষয়াম্ ॥ ১২৬

‘মন্দোদরীর সেই পুত্র যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদ ছিল।

সহসা সে আকাশে উঠে যুদ্ধ করতে লাগল। আমি তখন  
ইষ্টাং তার পদদ্বয় ধরে শতবার ঘূর্ণনপূর্বক ভূমিতে আছড়ে  
কেললাম। এইভাবে আমি অক্ষকে খণ্ড খণ্ড করলাম।

তমক্ষমাগতং ভগ্নং নিশম্য স দশাননঃ ।

ততশ্চৈকজিতং নাম দ্বিতীয়ং রাবণঃ সুতম্ ॥ ১২৭

বাদিনেশ সুসংক্রুদ্ধো বলনং যুদ্ধদুর্মদম্ ।

‘যুদ্ধে প্রেরিত অক্ষকুমার নিহত হয়েছে শুনে  
দশানন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের অপর পুত্র ‘বলবান’ ও

রণদুর্মদ ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধার্থে আদেশ দিল।

তচ্চাপাহং বলং সর্বং তং চ রাক্ষসপুঙ্গবম্ ॥ ১২৮  
নষ্টৌজসং রণে কৃত্বা পরং হর্ষমুপাগতঃ ।

‘ইন্দ্রজিতেব সৈন্যদলকে এবং শ্রেষ্ঠ বীর রাক্ষস  
স্বয়ং ইন্দ্রজিতকেও যুদ্ধে হত্যা করার আশা আমার খুব আনন্দ  
হল।

মহতাপি মহাবাহুঃ প্রত্যয়েন মহাবলঃ ॥ ১২৯  
প্রহিতো রাবণেনৈষ সহ বীরৈর্মদোদ্ধতৈঃ ।

‘মহাবলী রাবণ অনেক আশা করে মহাবাহু  
বীর ইন্দ্রজিতকে মদোদ্ধত বীরদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রেরণ  
করেছিল।

সোহবিষহ্যং হি মাং বুদ্ধা হসৈনাং চাবমর্দিতম্ ॥ ১৩০  
ব্রহ্মগোহস্ত্রেণ স তু মাং প্রবদ্ধা চাতিবেগিনঃ ।

রজ্জুভিশ্চাপি বয়ন্তি ততো মাং তত্র রাক্ষসাঃ ॥ ১৩১

‘ইন্দ্রজিৎ দেখল যে তার সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধে পর্যুদন্ত  
হয়েছে। তখন সে ভেবে দেখল যে এই বানরের সঙ্গে  
সম্মুখ সমরে দাঁড়ান অসম্ভব। অতএব তীর বেগে ব্রহ্মাস্ত্র  
নিষ্ক্ষেপ করে সে আমাকে বন্ধন করল। পুনরায়, রাক্ষস-  
সৈন্যেরা আমাকে রজ্জু দ্বারা বাঁধল।

রাবণস্য সমীপং চ গৃহীত্বা মামুপাগমন্ ।

দৃষ্ট্বা সজ্জাষিতশ্চাহং রাবণেন দুরাক্ষনা ॥ ১৩২

পৃষ্ঠে লঙ্কাগমনং রাক্ষসানাং চ তং বধম্ ।

তৎসর্বং চ রণে তত্র সীতার্ধমুপজন্মিতম্ ॥ ১৩৩

‘এইভাবে আমাকে বন্দী করে তারা সবাই রাবণের  
সমীপে নিয়ে গেল। দুরাক্ষা রাবণ আমাকে দেখে  
বার্তালাপপূর্বক জিজ্ঞাসা করল—“তুই লঙ্কায় কেন এসেছিস ?  
রাক্ষসদের কেন বধ করেছিস ?” আমি উত্তরে বললাম  
—সবকিছু সীতার জন্য করেছি।

তস্যাস্ত দর্শনাকালঙ্কী প্রাপ্তজ্ঞবনঃ বিভো ।

মারুতসৌরসঃ পুত্রো বানরো হনুমানহম্ ॥ ১৩৪

রামদুতং চ মাং বিদ্ধি সুগ্রীবসচিবং কপিম্ ।

সোহহং দৌত্যেন রামস্য ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ১৩৫

‘প্রভো ! জনকনন্দিনীর দর্শনেচ্ছায় আমি তোমার  
প্রাসাদপুরীতে এসেছি। আমি পবনদেবের ঔরসজাত পুত্র,  
শ্রীহনুমান আমার নাম। আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত এবং  
সুগ্রীবের মন্ত্রী বলে পরিচিত। শ্রীরামচন্দ্রের দৌত্য কার্যে এই  
আমি তোমার সকাশে উপস্থিত হয়েছি।’



শৃণু চাপি সমাদেশং যদহং প্রব্রবীমি তে।

রাক্ষসেশ হরীশ্চান্দ্রঃ বাক্যমাহ সমাহিতম্॥ ১৩৬

‘রাক্ষসরাজ ! তুমি যদিও প্রভুর প্রেরিত সন্দেশ আমার মুখে শ্রবণ করো। বানররাজ সুগ্রীবও তোমাকে যে সুচিহ্নিত বার্তা প্রেরণ করেছেন তাও ভেবে দেখো। সুগ্রীবশ্চ মহাজগঃ স জ্ঞাং কৌশলমব্রবীৎ। ধর্মার্থকামসহিতঃ হিতং পথামুবাচ হ॥ ১৩৭

‘মহাত্মা সুগ্রীব তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তোমার শ্রবণগোচরার্থে ধর্ম, অর্থ ও কাম সমন্বিত মঙ্গলজনক ও উপাদেয় এইবার্তা পাঠিয়েছেন।

বসন্তে ঋষামুকে যে পর্বতে বিপুলক্রমে।

রাঘবো রণবিজ্ঞানো মিত্রত্বং সমুপাগতঃ॥ ১৩৮

‘বনরাজি পরিপূর্ণ ঋষামুক পর্বতে বসবাস করার সময়ে রণে পরাক্রমশালী শ্রীরঘুনাত্মের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য হয়।

তেন মে কথিতং রাজন্ ভার্য্য মে রক্ষসা হতা।

তত্র সাহায্যাহেতোর্মে সময়ং কর্তুমর্হসি। ১৩৯

‘রাক্ষসরাজ ! তখন শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বললেন যে রাক্ষস রাবণ আমার পত্নী সীতাকে অপহরণ করেছে; তার উদ্ধার কার্যে সহায়তার জন্য তুমি আমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।

বালিনা হতরাজ্যেন সুগ্রীবেন সহ প্রভুঃ।

চক্রেহুগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং রাঘবঃ সহজলম্বণঃ॥ ১৪০

‘বালি যার রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেই সুগ্রীব অর্থাৎ আমার সঙ্গে লম্বণ সহ শ্রীরামচন্দ্র আগ্নী সাক্ষী করে মিত্রতা স্থাপন করেছেন।

তেন বালিনমাহত্যা শরেনৈকেন সংযুগে।

বানরাণাং মহারাজঃ কৃতঃ সম্প্লবতাং প্রভুঃ॥ ১৪১

‘বালিকে যুদ্ধক্ষেত্রে একটিমাত্র শরক্ষেপে নিহত করে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে (সুগ্রীবকে) বানর রাজ্যের রাজ্য করেছেন।’

তস্য সাহায্যমশ্রান্তিঃ কার্যং সর্বাঙ্গনা দ্বিহ।

তেন প্রহ্লাপিতস্তজ্ঞাং সমীপমিহ ধর্মতঃ॥ ১৪২

‘অতএব, এক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বাঙ্গক সাহায্য আমাদের করণীয় কাজ। এইরূপ ভেবে তিনি তোমার সমীপে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

কিপ্রমানীয়তাং সীতা দীয়তাং রাঘবস্য চ।

মানব হরয়ো নীরা নিধমস্তি বলং তব॥ ১৪১

‘যাতে বীর বানর সৈন্যেরা তোমার রাজ্য সৈন্যদের হত্যা না করে, সেই তেতু সীতাকে নীচ নির্যাসে শ্রীরঘুনাত্মের হস্তে প্রত্যর্পণ করো।

বানরাণাং প্রজাবোহয়ং ন কেন বিদিতঃ পুরা।

দেবতানাং সকাশং চ যে গচ্ছন্তি নিমগ্নিতাঃ॥ ১৪২

‘এমন কোনো বীর নেই যে বানরদের বীর্য পূথেকে জানে না। বানরেরা নিমগ্নিত হয়ে সহায়তার জন্য দেবতার পাশেও দাড়িয়েছে।

ইতি বানররাজস্বামাহেভ্যভিহিতো ময়া।

মামৈক্ষত ততো রুষ্টশ্চক্ষুষা প্রদহমিব॥ ১৪৩

‘বানররাজ সুগ্রীব যথাভিহিত সন্দেশ আপনাতর (আমার মাধ্যমে) পাঠিয়েছেন। আমার দ্বারা এইরূপ ভয় হলে ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে (শ্রীহনুমানকে) যেন দন্দ করতে করতে আমাকে রাক্ষসরাজ রাবণ দেখতে লাগল।

তেন বোধোহহমাজ্ঞাপ্তো রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা।

মৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় রাবণেন দুরাক্ষনা॥ ১৪৪

‘ভয়ংকর কর্ম সম্পাদনকারী রাক্ষসরাজ আমার শক্তিসামর্থ্য না জেনেই নিজের সেবকবৃন্দকে আমার হত্যার জন্য আদেশ দিল।

ততো বিজীষণো নাম তস্য ভ্রাতা মহামতিঃ।

তেন রাক্ষসরাজশ্চ যাচিতে মম কারণাৎ॥ ১৪৫

‘তখন, তার বুদ্ধিমান ভ্রাতা বিজীষণ আমার জন্য রাক্ষসরাজের নিকট প্রার্থনা করে বলল—

নৈবং রাক্ষসশার্দূল ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ।

রাজশাস্ত্রব্যপেতো হি মার্গঃ সংলক্ষ্যতে ত্বয়া॥ ১৪৬

‘রাক্ষসশার্দূল ! এই কাজ করা উচিত নয়, এই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করো। তুমি রাজনীতি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ পথে চলছ।

দূতবখ্যা ন দুষ্টা হি রাজশাস্ত্রেণ রাক্ষস।

দূতেন বেদিতব্যং চ যথাভিহিতবাদিনা॥ ১৪৭

‘হে রাক্ষসরাজ ! রাজধর্ম দূতকে বধের বিধান দেখা যায় না। দূত সেই বার্তাই বহন করে আনে, যা তাকে বলতে বলা হয়েছে। দূতের কাজ হল নিজ প্রভুর অভিপ্রায় বিষয়ে প্রাপককে অবহিত করা।

সুমহতাপরাধেহপি দূতস্যাতুলবিক্রমঃ।

বিনাশকরণং দুষ্টং ন বোধোহস্তি হি শাস্ত্রতঃ॥ ১৪৮

‘হে অতুলবিক্রমী বীর ! সুমহৎ অপরাধেও দৃতকে  
হতবে বিধান বাজনীতিতে নেই। পবন শাস্ত্রে কোনো ‘অঙ্গ  
বিকৃত কবান বাবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।’

বিক্রমেনৈবমুক্তো রাবণঃ সন্দিদেশ তান্।

রাক্ষসেনৈবমুক্তো রাবণঃ সন্দিদেশ তান্।

‘বিক্রম কৰ্ত্তক এইরূপ উক্ত হয়ে রাবণ  
রাক্ষসকে আদেশ করলেন যে, তাহলে এর

(বিক্রমের) পুছে অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে দাও।

ততঃ বচঃ শ্রুত্বা মম পুচ্ছেঃ সমস্ততঃ।

কৌঃ শব্দবৈশিষ্ট্য পট্টৈঃ কার্পাসকৈঃ ॥ ১৫২

‘বচনের ইদৃশ আদেশ পেয়ে রাক্ষসেরা আমার  
লজ্জার চূর্নিকে সূতির বস্ত্র শণরজ্জুতে জড়িয়ে দিল।

রাক্ষসঃ সিন্ধুসমাহতস্তে চণ্ডবিক্রমাঃ।

কৌপিত্ব মে পুচ্ছেঃ হনন্তঃ কাষ্ঠমুষ্টিভিঃ ॥ ১৫৩

‘এইভাবে বন্ধন করার পর সেই সকল প্রচণ্ড  
রাক্ষসেরা কাষ্ঠ দণ্ড ও মুষ্টি দ্বারা আমাকে আঘাত

করতে আমার পুছে অগ্নিসংযোগ করল।

কস্য বহতিঃ পাশৈর্যত্নিতসা চ রাক্ষসৈঃ।

ন মে নীতাত্ত্বং কাচিদ্ দিদ্গন্ধর্নগরীং দিবা ॥ ১৫৪

‘রজ্জু দ্বারা বহুভাবে বন্ধ এবং রাক্ষসগণের শত্রু  
টানটানির পীড়া সত্ত্বেও আমার কষ্ট বোধ হল না, কেননা

যদি দিনের বেলা লঙ্কাপুরীকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ  
করতে চাইতুমি ছিলাম।

ততঃ রাক্ষসঃ শূরা বদ্ধঃ মামগ্নিসংবৃতম্।

অধোবদন্ত রাজমার্গে নগরদ্বারমাগতাঃ ॥ ১৫৫

‘তখন নগরদ্বারে এসে সেইসকল বীর রাক্ষসেরা  
‘পুছেপ্রদেশে অগ্নিপরিবৃত এবং বন্ধনে বন্ধ আমাকে রাক্ষস  
বুড়িয়ে বুড়িয়ে মৎকৃত অপরাধের ঘোষণা করতে লাগল।

ততঃ সুমহদ্রুপঃ সংক্ষিপ্য পুনরাবনঃ।

নিবেদয়িত্ব তং বদ্ধঃ প্রকৃতিহঃ হিতঃ পুনঃ ॥ ১৫৬

‘সমন্বিত আমি নিজের বিশাল আকৃতিকে সঙ্কুচিত  
পরে নিজে নিজেই সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত

করলাম এবং পুনরায় স্বাভাবিক রূপ ধারণপূর্বক তথায় স্থির  
হয়ে পাললাম।

ততঃ পরিষঃ গৃহ্য তানি রক্ষাঃসাসূদয়ম্।

বেগেন পুতবানহম্ ॥ ১৫৭

‘আমি লৌহ পরিষ হস্তে নিয়ে সেই সকল

বাধকসদের হত্যা করলাম এবং হীত গতিতে উল্লসিত করে  
নগর তোরণে উঠে পড়লাম।

পুচ্ছেন চ প্রদীপ্তেন ত্রাং পুরীং সাত্ত্বগোপুরাম্।

দহাম্যহমসম্রাত্তো যুগাস্থাগ্নিরিব প্রজ্জ্বাঃ ॥ ১৫৮

‘তখন সকল সৃষ্টিকে দহনকারী যুগাস্থের প্রলয়াগ্নির  
মতো আমি নির্ভয়ে অট্টালিকা ও গোপুর সহিত সমগ্র

নগরীকে জ্বলন্ত পুচ্ছের আগুনে দগ্ধ করতে লাগলাম।

নিবষ্টা জ্ঞানকী ব্যক্তঃ ন হ্যদম্ভঃ প্রদৃশাতে।

লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্বা ভস্মীভূতা পুরী ॥ ১৫৯

দহতা চ ময়া লঙ্কাঃ দম্বা সীতা ন সংশয়ঃ।

রামস্যা চ মহৎকার্গঃ ময়েদং বিফলীকৃতম্ ॥ ১৬০

‘পুনরায়, আমি চিন্তা করলাম—লঙ্কানগরীর কোনো  
জ্ঞান এমন নেই যা দম্ব হয়নি; সমগ্র নগরী ভস্মীভূত হয়ে

গেছে। লঙ্কা নগরীকে দগ্ধ করতে গিয়ে আমি  
সীতাদেবীকেও দগ্ধীভূত করেছি, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ

নেই। এইরূপে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহান কার্যক্রম আমি  
ব্যর্থ করে দিয়েছি।

ইতি শোকসমাবিষ্টশিষ্টরামহমুপাগতঃ।

ততোহহং বাচমশ্রৌষং চারণানাং শুভাক্ষরাম্ ॥ ১৬১

জ্ঞানকী ন চ দম্বতি বিস্ময়োদত্তভাষিণাম্।

‘এই শোকে ব্যথিত হয়ে আমি সাতিশয় চিন্তিত হয়ে  
পড়লাম। তখন আমি চারণবৃন্দের দ্বারা উচ্চারিত শুভ বাণী

শুনতে পেলাম যে, বিস্ময়করভাবে সীতাদেবী লঙ্কার  
আগুনে দগ্ধীভূত হননি।

ততো মে বুদ্ধিরূপমা শ্রুত্বা তামমুতাং গিরম্ ॥ ১৬২

অদম্বা জ্ঞানকীত্যেব নিমিত্তৈশ্চোপলক্ষিতম্।

দীপ্যামানে তু লাজুলে ন মাং দহতি শাবকঃ ॥ ১৬৩

হৃদয়ং চ প্রহষ্টং মে বাতাঃ সুরভিগন্ধিনঃ।

‘সেই অদ্ভুত বাণী শ্রবণ করে আমার মনে এই  
ভাবনার উদয় হল এবং মঙ্গলসূচক লক্ষণের দ্বারাও

উপলক্ষিত হচ্ছিল যে সীতাদেবী অক্ষত আছেন। লাজুল  
জ্বলতে থাকলেও অগ্নিদেব আমাকে দহন করছে না। বরং

আমার হৃদয় পরম আনন্দে পরিপূর্ণ এবং সুরভিত পবন  
মন্দ মন্দ প্রবাহিত হচ্ছে।

তৈনিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাশুভৈঃ ॥ ১৬৪

ঋষিবাক্যৈশ্চ দৃষ্টার্থৈরভবং হৃষ্টমানসঃ।

‘অতীতে প্রত্যক ফলপ্রসূ শুভ লক্ষণসমূহের দ্বারা,



মহদ্‌গুণসম্পন্ন কারণসমষ্টি তথা চারণবৃন্দের প্রত্যক্ষীভূত  
বার্তায় সীতাদেবীর কুশল থাকার বিশ্বাস আমার মনকে  
আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল।

পুনর্দৃষ্টা চ বৈদেহী বিস্টম্ভ তয়া পুনঃ ॥ ১৬৫

ততঃ পর্বতমাসাদ্য তত্রারিষ্টমহং পুনঃ ।

প্রতিগ্রননমারেভে যুগ্মদর্শনকালক্যা ॥ ১৬৬

‘অতঃপর আমি পুনরায় বিদেহনন্দিনীকে দর্শন  
করলাম এবং তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরিষ্টপর্বতে  
এলাম এবং সাগরের দক্ষিণ তট থেকে আমি আপনাদের  
দর্শনের ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের জন্য দ্বিতীয়বার আকাশে  
উড্ডয়ন আরম্ভ করলাম।

ততঃ শ্বসনচক্রার্কসিদ্ধগন্ধর্বসেবিতম্ ।

পছানমহমাক্রম্য ভবতো দৃষ্টবানিহ ॥ ১৬৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

### একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৫৯)

বানরদের নিকটে সীতার দূরবস্থা বর্ণনা করে শ্রীহনুমান কর্তৃক  
লঙ্কা আক্রমণের জন্য তাদের উত্তেজিত করা

এতদাখ্যায় তৎ সর্বং হনুমান্ মারুতাস্বজঃ ।

ভূয়ঃ সমুপচক্রাম বচনং বজ্রমুত্তরম্ ॥ ১

এইরূপে সকল বৃত্তান্ত বলার পর পবনকুমার  
শ্রীহনুমান উপসংহারে কিছু বলতে আরম্ভ করলেন—

সফলো রাঘবোদ্যোগঃ সুগ্ৰীবস্যা চ সদ্ভ্রমঃ ।

শীলমাসাদ্য সীতায়্য মম চ প্রীণিতং মনঃ ॥ ২

‘হে কপিবৃন্দ ! শ্রীরামচন্দ্রের উদ্যোগ ও সুগ্ৰীবের  
উৎসাহ সফল হয়েছে। সীতাদেবীর উত্তম শীল ও স্বভাব  
আমাকে অত্যন্ত প্রীত করেছে

আর্য্যায়ঃ সদৃশং শীলং সীতায়্যঃ প্রবগর্ষভাঃ

তপসা ধারয়েন্নোকান্ ক্রুদ্ধা বা নির্দহেদপি ॥ ৩

‘বানরশিরোমণিগণ ! আর্য্য সীতার তুলা চরিত্রের  
নারীরা তপস্যাবলে সমগ্র জগৎ রক্ষা করতে পারেন,

‘তৎপশ্যাৎ বায়ু, চন্দ্রমা, সূর্য, সিদ্ধ এবং  
সেবিত আকাশ-মার্গের দ্বারা এখানে এসে  
আপনাদের দর্শন লাভ করেছে।

রাঘবস্যা প্রসাদেন ভবতাং চৈব তেজসা ।

সুগ্ৰীবস্যা চ কার্য্যার্থং ময়া সর্বমনুজিতম্ ॥ ১৬৮

‘শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা এবং আপনাদের সক্রিয়  
তেজঃশক্তির সাহায্যে আমি সুগ্ৰীবের কার্য্যসিদ্ধির জন্য  
কর্তব্যানুষ্ঠান করেছি।

এতৎ সর্বং ময়া তত্র যথাবদুপপাদিতম্ ।

তত্র যন্ন কৃতং শেষং তৎ সর্বং ক্রিয়তামিতি ॥ ১৬৯

‘এই সকল কার্য্য আমি তথায় যথোচিতরূপে সম্পন্ন  
করেছি। এখন যে সকল কর্ম অবশিষ্ট রয়েছে আপনাদের  
সকলে সেইগুলি পূর্ণ করুন।’

অথবা কুপিতা হলে ত্রিলোক দহন করে দিতে পারেন।

সর্বথাতিপ্রকৃষ্টোহসৌ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।

যস্য তাং স্পৃশতো গাত্রং তপসা ন বিনাশিতম্ ॥ ৪

‘রাক্ষসরাজ রাবণ মহান তপস্যাবলে শ্রেষ্ঠ হ’তে লাগে  
করে সীতার দেহস্পর্শ করেও জীবিত আছে।

ন তদগ্নিশিখা কুর্য্যাৎ সংস্পৃষ্টা পাণিনা সতী ।

জনকস্যা সুতরা কুর্য্যাৎ যৎ ক্রোধকলুষীকৃত্য ॥ ৫

‘হস্তে অগ্নিশিখা স্পর্শ করলে ততটা ক্ষতি হবে না,  
যতটা সীতাকে ক্রোধাধিতা করে তুললে তাঁর দ্বারা ক্ষতি  
হবে।

জাম্ববৎপ্রমুখান্ সর্বাননুজ্ঞাপ্য মহাকপীন্ ।

অগ্নিদেবজতে কার্য্যে ভবতাং চ নিবেদিতে ।

ন্যায্যং ন্য সহ বৈদেহ্যা ব্রহ্মং তৌ পার্ধিবাস্তজৌ ॥ ৬



‘এবার কি করবে এখন পর্যন্ত আমার সাক্ষাৎ সম্পর্কে  
কিছু উপস্থাপন করা হয়নি। এখন জম্ববান প্রমুখ  
জ্যেষ্ঠ বানরদের সম্মতিক্রমে (সিঁতার বন্ধন  
নামে করে) সীতাসহ বজ্রকুমার বান-লক্ষ্যণকে সশস্ত্র  
করে বৃক্কিসমূহ মনে হচ্ছে।

জম্ববানকোহপি পর্যাণ্ডঃ সরাক্ষসগণাঃ পুরীম্।  
জা লঙ্কা তেরসা হস্তঃ রাবণঃ চ মহাবলম্॥ ৭  
কিং পুনঃ সখিতো বীরৈর্বলবন্তিঃ কৃত্যজিঃ।  
কৃত্যৈঃ প্রবণৈঃ শক্তৈর্বন্তিঃ বিজয়ৈঃ বিজিঃ॥ ৮

‘আমি একাই রাক্ষসকুল সহ সমগ্র লঙ্কাপুরীকে  
সুবেগে জয়স করবো এবং মহাবলী রাবণকে নিধন  
করে ফেঁদে। উপরন্তু বলবান, শুদ্ধাঙ্গা, শক্তিশালী,  
বিক্রীকৃত ও অসুবিদ্যাবিশারদ আপনাদের তুল্য প্রমুখ  
নেতাদের সহচর যদি পাওয়া যায়, তাহলে তো আর  
কিই নেই।

জম্ব হু রাবণঃ যুদ্ধে সসৈন্যঃ সপুত্রঃ সরম্।  
সমুদ্রঃ বধিষ্যামি সহোদরযুতঃ যুধিঃ॥ ৯  
‘যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রসর সৈনিকবৃন্দ, পুত্রগণ এবং  
সহনর সহিত রাবণকে আমিই বধ করতে পারি।

ব্রাহ্মমুখঃ চ রৌদ্রঃ চ বাঘব্যং বারুণঃ তথা।  
বৈ শত্রুজিতোহুদ্রাপি দুনিরীক্ষ্যাপি সংযুগে।  
তন্মহঃ নিধনিষ্যামি বিধমিষ্যামি রাক্ষসান্॥ ১০

‘বৈ ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্র, বৌদ্ধাস্ত্র, বাঘব্য ও  
বকরদি অস্ত্র অলঙ্কার যুদ্ধে নিক্রান্ত হয়, তবুও ব্রহ্মার  
হস্তবিন্দু আমি সেই সকল নিরস্ত্র করে রাক্ষসদের  
নাশ করব।

অজম্বনুজাতো বিক্রমো মে রুশক্তি তম্।  
মহাভূতা বিসৃষ্টা হি শৈলবৃষ্টির্নিরন্তরা॥ ১১  
যেমনশি রূপে হন্যাং কিং পুনরান্ নিশাচরান্।

‘আপনার সম্মতি দিলে আমার পরাক্রম রাবণকে  
বৃহৎক্ষেত্রে অবরুদ্ধ করতে পারে; আমার দ্বারা অতিক্রান্ত  
প্রজ্ঞাপ্রণের অনবরত ও অতুলনীয় বৃষ্টি যুদ্ধে  
শত্রুদেরকেও নিধন করতে সক্ষম, সেই সব  
শত্রুদের ব্যাপারে আর কী কথা!’

অজম্বনুজাতো বিক্রমো মে রুশক্তি মাম্॥ ১২  
কশরোহপ্যভিহান্ বেলাং মন্দরঃ প্রচলেনপি।

ন জাম্ববানঃ সমরে কম্পয়েদরিবাহিনী॥ ১৩

‘অপনাদের অনুমতি না পাওয়াতে আমার পরাক্রম  
অন্যকে কষ্টিত করে। সমুদ্র উল্লসিত হতে পারে এবং  
মন্দর পর্বত প্রকম্পিত হতে পারে। কিন্তু জম্ববানকে  
শত্রুপক্ষ সমরক্ষেত্রে বিচলিত করবে— তা অসম্ভব।

সর্বরাক্ষসসঙ্কমানাঃ রাক্ষসা যো চ পূর্বজাঃ।  
অলমেকোহপি নাশায় বীরো বালিনুতঃ কপিঃ॥ ১৪  
‘সম্পূর্ণ রাক্ষসকুলকে এবং তাদের পূর্বজগণকে  
যমলোকে প্রেরণ করতে বালি বজ্রের বিবপুত্র অঙ্গন  
একাই যথেষ্ট।

প্রবণস্যোক্তবেগেন নীলসা চ মহাবলঃ।  
মন্দরোহপ্যবশীর্ষেত কিং পুনরুধি রাক্ষসাঃ॥ ১৫

‘বানরবীর মহাঙ্গা নীল এর তীরে গতিবেগে মন্দর  
পর্বতও বিচলিত হয়ে যেতে পারে, তাহলে যুদ্ধ  
রাক্ষসদেরকে বিনাশ করা তার পক্ষে এমন কী কষ্টকর  
কাজ?

সদেবাসুররক্ষ্যে গজর্ধোরগপক্ষিবু।  
মৈন্দসা প্রতিযোদ্ধারং শংসত যিবিদস্য বা॥ ১৬

‘তোমরা সবাই বসন্তো দেবতা, অসুর, যক্ষ,  
গন্ধর্ব, নাগ ও পক্ষীদের মধ্যে কে এমন আছে যে মৈন্দ  
অথবা যিবিদ-এর সম্মুখে যুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম!

অগ্নিপুত্রৌ মহাবেগাবেতৌ প্রবণসত্তমৌ।  
এতয়োঃ প্রতিযোদ্ধারং ন পশ্যামি রণাজিরে॥ ১৭

‘এই দুইজন বানরশিবোমণি অতিশয় বেগবান,  
এরা অগ্নীকুমারের পুত্র। যুদ্ধে এই দুজনের সঙ্গে সম্মুখ  
সমরে অবতীর্ণ হওয়ার মতো কেউ নেই।

মথৈব নিহতা লঙ্কা দক্ষা ভস্মীকৃতা পুরী।  
রাজমার্গেষু সর্বেষু নাম বিশ্রাবিতং ময়া॥ ১৮

‘আমি (শ্রীহনুমান) একাই লঙ্কার রাক্ষসদের হত্যা  
করেছি, নগর ভস্মীভূত করেছি। লঙ্কার সকল রাজপথে  
আমার নামের ঘণ-কীর্তি ঘোষণা করেছি।

জয়ভাতিবলো রামো লক্ষ্মণচ মহাবলঃ।  
রাজা জয়তি সুগ্ৰীবো রাঘবেশাতিপালিতঃ॥ ১৯  
অহং কোমলরাজস্য দাসঃ পবনসম্ববঃ।

হনুমানিতি সর্বত্র নাম বিশ্রাবিতং ময়া॥ ২০

‘অত্যন্ত বলশালী শ্রীরাম এবং মহাবলী লক্ষ্মণের জয়  
হোক! শ্রীরঘুন্যায়ের দাবা সুবক্ষিত বানররাজ সুগ্রীবেরও  
জয় হোক। পবনপুত্র তথা সর্বত্র শ্রীহনুমান নামে বিস্তৃত,

আমি হলাম কৌশলজন্যে শ্রীশ্যামচন্দ্রের আভ্যাসনা।

অশোকবনিকামখো রাক্ষস্য দুর্ভাষনঃ।

অমলকজিহ্বাপামুলে সাক্ষী কনকমাহিতা ॥ ২২

‘দুর্ভাষা’ বাবলের অশোকবাটিকার মধ্যভাগে  
অশোকচন্দ্রের নামে সাক্ষী সীতা শোচনীয় দশায় অবস্থান  
করছেন।

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃত্তা শোকসজ্জাপকর্ষিতা

মেঘরেখাপরিবৃত্তা চন্দ্ররেখা নিম্প্রজা ॥ ২২

‘বাক্ষসীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সীতাদেবী  
মেঘরেখালাহিত নিম্প্রজ চন্দ্রমার মতো শোক ও সম্ভাপে  
শীর্ণ হয়ে গেছেন।

অচিন্ত্যতী বৈদেহী রাক্ষসঃ বলদর্পিতম্।

পতিব্রতা চ সুশ্রোশী অবষ্টরা চ জানকী ॥ ২৩

‘সুমধ্য বিদেহনন্দিনী জানকী পতিব্রতা। তিনি  
বলদর্পিত বাবণকে লেশমাত্র গ্রাহ্য করেন না। তবুও তিনি  
বাক্ষসেব বন্দি হয়ে আছেন।

অনুরক্তা হি বৈদেহী রামে সর্বাত্মনা শুভা।

অনন্যচিত্তা রামেশ পৌলোমীষ পুরন্দরে ॥ ২৪

‘কল্যাণী সীতা অনন্যমনা হয়ে ইন্দ্রের প্রতি  
পৌলমীর ন্যায় সর্বাত্মক হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি  
অনুরক্তা।

তদেকবাসঃসংসীতা রজোশ্বজা তথৈব চ।

সা ময়া রাক্ষসীমখো তর্জ্যামান মুহর্মুহঃ ॥ ২৫

রাক্ষসীভির্বিপ্লপাভির্দুষ্টা হি প্রমদাবনে।

একবেণীধরা দীনা ভর্তৃচিন্তাপরামাণা ॥ ২৬

‘সীতা একবস্ত্রপরিহিতা তথা গুলি-ধূসবিতা রূপে  
করাল রাক্ষসীদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভর্ষসিতা ; প্রমদাবনে  
দীনা, একবেণী ও পতির মঙ্গল চিন্তায় নিমগ্না হয়ে  
রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃত্তা হয়ে আছেন—এটি আমি স্বচক্ষে  
দেখে এসেছি।

অমঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পশ্বিনীব হিমোদয়ো।

রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্তব্যকৃতনিশ্চয়া ॥ ২৭

‘তিনি ভূমিতে শয়ন করেন, হেমন্ত কাল  
অভ্যাগমে কমলিনীর ন্যায় তাঁর সৌন্দর্য বিবর্ণ হয়  
গেছে। রাবণের প্রতি উদাসীন তিনি মরণ নিশ্চিত ভয়ে  
অপেক্ষা করছেন।

কথাংচিৎসংশাসাক্ষী নিশ্বাসমুপপাদিতা।

ততঃ সদ্ভাগিতা চৈব সর্বমর্গঃ প্রকাশিতা ॥ ২৮

‘কোনক্রমে আমি (হনুমান) সীতার নিশ্বাস  
উৎপাদনপূর্বক কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং সমস্ত  
বৃত্তান্ত তাঁর সমক্ষে বর্ণন করেছিলাম।

নামসুগ্রীবসখ্যং চ প্রজ্ঞা প্রীতিমুপাগতা।

নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তির্ততি চোদমা ॥ ২৯

‘শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীবের মৈত্রীর বার্তা শুনে ত্রিটি  
প্রীতা হলেন। সীতার মধ্যে সুদৃঢ় পাতিত্বতা আছে এক  
স্বামীর প্রতি তাঁর হৃদয়ে অতিশয় ভক্তি বিদ্যমান।

যন্ন হস্তি দশগ্রীবঃ স মহাত্মা দশাননঃ।

নিমিত্তমাত্রঃ রামস্ত বধে তস্য ভবিষ্যতি ॥ ৩০

‘সীতা স্বয়ং যে রাবণকে বিনাশ করছেন না,  
এথেকে মনে হয় যে দশানন রাবণ মহাত্মা ব্যক্তি  
—তপোবলে বলীয়ান সে অভিশাপে বিনষ্ট হওয়ার যোগ্য  
নয় (তথাপি সীতাহরণরূপ পাপে দশমুখ জর্জরিত)  
শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধে কেবল নিমিত্তমাত্র হবেন।

সা প্রকৃতোব তদ্বক্ষী তদ্বিবোগাচ্চ কর্ষিতা।

প্রতিপৎপাঠশীলস্য বিদোব তনুতাং গত্যা ॥ ৩১

‘সীতাদেবী সহজাতভাবেই দুর্বল ও কৃশ প্রকৃতির,  
পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে কৃশতরা হয়ে গেছেন, যেন  
প্রতিপদ তিথিতে স্বাধায় অভ্যাসকারীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল  
থাকে

এবমাস্তে মহাভাগা সীতা শোকপরায়ণা।

যদত্র প্রতিকর্তব্যং তৎ সর্বমুপকল্পতাম্ ॥ ৩২

‘এইভাবে মহাভাগা সীতা শোকপরায়ণা হয়ে  
আছেন ; অতএব এইসময়ে যা প্রতিকার করা যায়, তাই  
আপনারা চিন্তা করুন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গালীকীর্মে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥



## ষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ (৬০)

অঙ্গদ কর্তৃক লক্ষ্মী জয় করে সীতা উদ্ধারের উৎসাহপূর্ণ উক্তি এবং জাম্ববান কর্তৃক নিবারণ

অঙ্গদ বচনঃ শ্রদ্ধা বালিসুন্দরভাসতঃ।  
ঈদৃশী মহাবেগৌ বলবন্তৌ প্রবঙ্গমৌ॥ ১

ইদৃশনুভব এবং বিধ কথা শুনে বালিপুত্র অঙ্গদ  
কহেন—‘অশ্বিনীকুমারের পুত্র মৈন্দ এবং দ্বিবিদ বানরদের  
হই কোথান ও বলশালী।

শিরঃপরোহসেকাৎ পরমঃ দর্শমাছিহৌ।

ঈদৃশেমাননার্থঃ হি সর্বলোকপিতামহঃ॥ ২

স্বহৃদ্যমূলমনরোদ্রুতবান্ পুরা।

হৃদয়সেকেন মন্তৌ চ প্রমথ্য মহতীঃ চমুঃ॥ ৩

সুসমন্তঃ বীরৌ পীতবন্তৌ মহাবলৌ।

‘পূর্বকালে প্রকার বরে তারা বলদর্পে গর্বিত হয়ে

বৈহীন, পিতামহ ব্রহ্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সম্মান

কর্তব্য মর্মেতে এই যুগলকে অতুলনীয় বর দান

করেছেন যে তারা কারও দ্বারা বধ্য হবে না। সেই বরে

কল্পিত ভ্রাতৃত্ব দেবতাদের বিশাল সৈন্যদলকে মথিত

কর মদ্য পান কবেছিল।

‘এতবে হি সংক্রুদ্ধৌ সর্বাঙ্গিরথকুঞ্জরাম্॥ ৪

লক্ষ্যঃ নান্মিতঃ শক্তৌ সর্বে তিষ্ঠন্ত বানরাঃ।

‘এই ভ্রাতৃত্ব সংক্রুদ্ধ হলে হস্তী-অশ্ব-বধ সহ সমগ্র

লক্ষ্যে ধ্বংস করতে সক্ষম। অন্য বানরবীরগণ বসে

বিশ্রম করুক।

অন্যকোহপি পর্যাপ্তঃ সরাঙ্গসগণাং পুরীম্। ৫

হাঃ লক্ষ্যঃ ভরসা হস্তঃ রাবণঃ চ মহাবলম্।

কি পুনঃ সহিতৌ বীরৈর্বলবন্তিঃ কৃতান্তিঃ॥ ৬

কৃতান্তে প্রবগৈঃ শক্তৈর্ভবন্তির্বিজয়ৈষিতিঃ।

‘আমি (অঙ্গদ) একাই রাঙ্গসগণ সহ সমগ্র

লক্ষ্যপুত্রকে সবেগে বিধ্বংস করতে তথা মহাবলী

বলকে নিধন করতে যথেষ্ট। উপরন্তু, যদি সর্ব-

অশ্বিনীকুমার, বলবান, শুদ্ধাঙ্গা, শক্তিশালী ও যুদ্ধজয়েচ্ছু

আপনাদের মতো বীর বানরদের সহায়তা পাওয়া যায়,

এসে আর কি কথা!

‘অঙ্গদোর্বলেনৈব দক্ষ্য লঙ্কেতি নঃ শ্রুতম্॥ ৭

সীতা দেবী ন চানীতা ইতি তত্র নিবেদিতম্।

‘অঙ্গদেব পশ্যামি ভবন্তিঃ জ্যাতপৌরুষৈঃ। ৮

‘আমুপুত্র শ্রীহনুমান একাই নিজের পরাক্রমে লঙ্কাকে

পুড়িয়ে ছব-বাব করে দিয়েছে, এই বৃত্তান্ত আমরা

শুনেছি। কিন্তু আপনাদের তুলা খাতনামা ও পৌরুষসম্পন্ন

বীরেবা বর্তমান থাকতে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে একথা বলা

উচিত মনে হচ্ছে না যে আমরা সীতাদেবীর দর্শন পেয়েছি,

কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করে আনতে পারিনি।

নহি বঃ প্রবনে কশিট্যপি কশ্চিৎ পরাক্রমে।

তুলাঃ সামরদৈত্যৌ লোকেষু হরিসত্তমাঃ॥ ৯

‘হে বানরশিরোমণিগণ ! দেব-দৈত্য সহ

ত্রিলোকে তোমাদের তুলা অন্য কেউ বীর নেই যে

উল্লঙ্ঘনে ও বীরত্বে তোমাদের সম্মুখীন হতে পারে।

জিহ্বা লঙ্কাঃ সরকৌমাঃ হস্তা ভঃ রাবণঃ রণে।

সীতামাদার গচ্ছামঃ সিন্ধার্থা হস্তমানসাঃ॥ ১০

‘অতএব রাঙ্গসকল সহ লঙ্কাকে জয় করে, যুদ্ধে

রাবণকে বধ করে, সীতাকে সঙ্গে নিয়ে, সফলমনোরথ

এবং প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতে যাব।

তেষেবং হতবীরেষু রাঙ্গসেষু হনুমতা।

কিম্যদত্র কর্তব্যঃ গৃহীত্বা যাম জানকীম্॥ ১১

‘যেহেতু শ্রীহনুমান রাঙ্গসদের প্রমুখ বীরগণকে

নিধন করেছ, এমতাবস্থায় সীতাকে সঙ্গে নিয়ে

(শ্রীরামচন্দ্রের নিকট) যাওয়া বাতীত আমাদের আর কি

কর্তব্য আছে।

রামলক্ষ্মণমোক্ষার্থো ন্যাসাম জনকান্ধজাম্।

কিং বালীকৈস্ত তান্ সর্বান বানরান্ বানরর্ষভান্॥ ১২

বয়মেব হি গতা তান্ হস্তা রাঙ্গসপুঙ্গবান্

রাঘবঃ ভ্রমুর্মহামঃ সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণম্॥ ১৩

‘কণিষথগণ ! আমরা জনকনন্দিনীকে নিয়ে গিয়ে

শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকট প্রত্যর্পণ করব। কিঙ্কি ক্রায়

সমবেত সকল বানরদের অযথা ক্রেশ দেওয়ার প্রয়োজন

কী ! আমরা লক্ষ্য অভিযানপূর্বক তথা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণকে

হত্যা করব ; তৎপশ্চাৎ ফিরে এসে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও

সুগ্রীবকে দর্শন করব।’

তমেবং কৃতসংকল্পঃ জাম্ববান্ হরিসত্তমাঃ।

উবাচ পরমপ্ৰীতো বাক্যমর্থবদধিবিৎ॥ ১৪

অঙ্গদের এই সংকল্প অবজ্ঞাত হয়ে বানর-

ভ্রমুকদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অর্থতত্ত্বজ্ঞ জাম্ববান অত্যন্ত



প্রসন্নচিত্তে অর্থযুক্ত বাক্য বললেন—

নৈষা বুদ্ধির্মহাবুদ্ধে যদ্ ব্রবীষি মহাকপে।  
নিচেতুং বয়মাজ্ঞপ্তা দক্ষিণাং দিশমুত্তমাম্ ॥ ১৫  
নানেতুং কপিরাঞ্জন নৈব রাশেণ ধীমতা।

‘কপিবর! তুমি বুদ্ধিমান, তথাপি এখন যা বললে তা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়; কেননা বানররাজ সুগ্রীব তথা পরম বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণের সর্বত্র সীতার কেবলমাত্র অন্বেষণমাত্র কবতে আদেশ দিয়েছেন, সঙ্গে নিয়ে আসার নয়।

কথংচিচ্ছিজিতাং সীতামস্মাভির্নাভিরোচয়েৎ ॥ ১৬  
রাঘবো নৃপশাদূলঃ কুলং বাপদিশন্ স্বকম্।

“যদি বা আমরা কোনোক্রমে সীতাকে উদ্ধার করে তাঁর সন্ধান নিয়ে যাই, নৃপশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম নিজের বংশধর্যাদা শ্রবণ করে আমাদের কাজে প্রীত হবেন না।

প্রতিজ্ঞায় স্বয়ং রাজা সীতাবিজয়মগ্রতঃ ॥ ১৭  
সর্বেষাং কপিমুখানাং কথং মিথ্যা করিষ্যতি।

“রাজা শ্রীরামচন্দ্র সকল মুখ্য বানরবৃন্দের সমক্ষে সীতাকে বিজয়গৌরবে ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই সংকল্প কিরূপে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন?

বিফলং কর্ম চ কৃতং ভবেৎ তুষ্টির্ন তমা চ  
বৃথা চ দর্শিতং বীৰ্যং ভবেদ্ বানরপুঞ্জনাং ॥ ১৮

“অতএব, বানরশিরোমণিগণ! আমাদের দ্বারা সম্পন্ন কার্য নিষ্ফল হয়ে যাবে; ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিপ্রদত্ত হবে না এবং (আমাদের) প্রকৃতি পরাক্রমও ব্যর্থ হবে।

তস্মাদ্ গচ্ছাম বৈ সর্বে যত্র রামঃ সলম্বণঃ।  
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাঃ কার্যসাম্য নিবেদনে ॥ ১৯

“অতএব, আমরা সবাই অনুসন্ধানের সঙ্গে দেওয়ার অভিলাষে সেইস্থলে যাই, যেখানে সলম্ব ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাতেজা সুগ্রীব উপস্থিত।

ন তাবদেধা মতিরক্ষমা নো  
যথা ভবান্ পশ্যতি রাজপুত্র।

যথা তু রামস্য মতিনিবিষ্টা  
তথা ভবান্ পশ্যতু কার্যসিদ্ধি ॥ ২০

“রাজকুমার অঙ্গদ! তুমি যেমন চিন্তা করছ আরও যে তদনুরূপ করতে সমর্থ নই, তা নয়; তবুও এই বিদ্যা শ্রীরামচন্দ্রের যেকোন পরিকল্পনা তদনুরূপ তুমি করসি বিষয়ে তুমি মন দাও।”

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য বামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

### একষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬১)

বানরগণের মধুবনে গমন, তথাকার মধু ও ফলাদির ইচ্ছানুসারে উপভোগ এবং বনরক্ষীকে হেনস্তা করা

ততো জাহ্নবতো বাক্যমগুরুত্ব বনৌকসঃ।  
অঙ্গদপ্রমুখা বীরা হনুমাংশ্চ মহাকপিঃ ॥ ১

অতঃপর অঙ্গদ ও শ্রীহনুমান প্রমুখ মহাকপিগণ

জাহ্নবানের কথা স্বীকার করে নিল।

প্রীতিমন্তস্ততঃ সর্বে বায়ুপুত্রপুংসরাঃ।  
মহেন্দ্রগ্রাৎ সমুৎপত্তা পুণ্ড্রঃ প্রবগর্ষভাঃ ॥ ২

তখন পবনপুত্র হনুমানকে সামনে রেখে প্রীত ও

প্রসন্ন মনে বানরপুত্রবর্গ মহেন্দ্র পর্বতের শিখরদেশ

থেকে লক্ষ-লক্ষ দিয়ে চলতে লাগল।

মেরুমন্দরসংকাশা মস্তা ইব মহাগজাঃ।  
ছাদয়ন্ত ইবাকাশং মহাকায়্য মহাবলাঃ ॥ ৩

মেরু ও মন্দার পর্বতের তুল্য বিশালকায় এবং বৃহৎ

বৃহৎ মদমত্ত হস্তীর মতো মহাবলী বানরগণ বেন আকাশ

আচ্ছাদিত করে অগ্রসর হল।

সভাজামানঃ ভূতৈত্তমাস্তবন্তঃ মহাবলবঃ।  
হনুমন্তঃ মহাবেগঃ বহন্ত ইব দৃষ্টিভিঃ ॥ ৪

তৎকালে সিদ্ধ প্রমুখ ভূতগণ অভ্যন্ত বেগবান ও

মহাবলী, বুদ্ধিমান শ্রীহনুমানের বহুশা প্রশংসা করত

এই নিম্পলক দৃষ্টিতে তাঁর (শ্রীহনুমানের) দিকে  
মেলেবে দেখছিলেন যেন দৃষ্টি দ্বারা তাঁকে বহন করে  
করতেন।

করব চাণিবৃত্তিঃ কর্তুং চ পরমং যশঃ।

সমুদ্যতঃ কর্মসিদ্ধিভিরুন্নতাঃ ॥ ৫

প্রাচীনোদ্যতঃ সর্বে সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।

সর্ব রামপ্রতীকারে নিশ্চিতার্থা মনস্বিনঃ ॥ ৬

শ্রীহনুমানের কার্য সিদ্ধি করতে গেলে প্রভুত

কর্তৃমান বানরবৃন্দের মনোরথ সফল হয়েছিল। সেই কার্য

সকল হওয়ার তাহাদের উৎসাহ বর্ধিত হয়েছিল। তারা

করত শ্রীহনুমানের সাক্ষাতে সফলতার বৃত্তান্ত নিবেদন

করত উৎসুক ছিল এবং রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে সবার

নৈক হতাইল। শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থে দৃঢ় নিশ্চয়

হৃদয় সেই সকল মনস্বী ও বীর বানরেরা।

কুমানাঃ ঋমাণুতা ততস্তে কাননৌকসঃ।

নন্দনমমাসেদুর্বনং ক্রমশতায়ুতম্ ॥ ৭

অকশে উল্লঙ্ঘন করতে করতে বনবাসী বানরগণ

শত-শত বৃক্ষসম্বিত নন্দনকানন তুল্য সুন্দর বনভূমিতে

হাস পৌঁছল।

সঃ তদ্বনং নাম সুগ্ৰীবস্যাভিরক্ষিতম্।

জঙ্ঘাঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতমনোহরম্ ॥ ৮

সেই কাননটির নাম হল 'মধুবন'। বানররাজ

সুগ্ৰীবে এই মধুবনটি অতি সুরক্ষিত ছিল। সমস্ত প্রাণীদের

মধ্য কেউই সেই কাননের ক্ষতি করতে সমর্থ ছিল না

এবং সেটি ছিল চিত্তাকর্ষক।

সঃ রক্ষতি মহাবীরঃ সদা দধিমুখঃ কপিঃ।

মহুলাঃ কপিমুখাসা সুগ্ৰীবস্যা মহাশ্বনঃ ॥ ৯

কপিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুগ্ৰীবের মাতুল মহাবীর দধিমুখ

সকল বানর সর্বদা সেই বনের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন।

সে তদ্বনং কপিমুখাগমা বভূবুঃ পরমোৎকটাঃ।

বনরা বানরেন্দ্রস্য মনঃকান্তঃ মহাবনম্ ॥ ১০

বানররাজ সুগ্ৰীবের মনোরম বনভূমিতে পৌঁছে সেই

সকল বানরগণ মধুপান ও ফলাস্বাদনের জন্য অতীব

ইচ্ছিত হয়ে উঠল।

ততঃ বানরা হৃষ্টা দৃষ্টা মধুবনং মহৎ।

কুমানভাষাঃ মধুনি মধুপিঙ্গলাঃ ॥ ১১

তখন আনন্দে মধুপিঙ্গল সেই বানরেরা কুমার

অঙ্গদের কাছে মধুপানের অনুমতি চাইল।

ততঃ কুমারস্তান্ বৃদ্ধাঙ্গাঃ প্রমুখান্ কপীন্।

অনুমানা দদৌ তেবাং নিসর্গঃ মধুভক্ষণে ॥ ১২

কুমার অঙ্গদ জাম্ববান প্রমুখ বৃদ্ধ বানরগণের

সম্মতিক্রমে সবাইকে মধুপান করার অনুমতি দিলেন।

তে নিসৃষ্টাঃ কুমারেন ধীমতা বালিসূনুনা।

হরয়াঃ সমপদান্ত্ ক্রমান্ মধুকরাকুলান্ ॥ ১৩

বুদ্ধিমান বালিপুত্র বাহুবকুমার অঙ্গদের অনুমতি পেয়ে

সকলে মৌমাছি ও মৌচাক পরিপূর্ণ বৃক্ষে উঠে পড়ল।

উক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মূলানি চ ফলানি চ।

জগ্মুঃ প্রহর্যঃ তে সর্বে বভূবুশ্চ মদোৎকটাঃ ॥ ১৪

তথায় সুগন্ধিযুক্ত ফলমূলাদি উক্ষণ করতে করতে

সবার মন প্রফুল্লিত হল। সকলে মধুমদে মত্ত হয়ে উঠল।

ততশ্চানুমতাঃ সর্বে সুসংহৃষ্টা বনৌকসঃ।

মুদিতাশ্চ ততস্তে চ প্রনৃতাশ্চি ততস্ততঃ ॥ ১৫

যুবরাজ অঙ্গদের অনুমতি পাওয়ায় সকল বানর

অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং সানন্দে ইতস্ততঃ নৃত্য করতে

লাগল।

গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচি-

মৃতাশ্চি কেচিৎ প্রশমন্তি কেচিৎ।

পতন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ

প্রবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ ॥ ১৬

(এমতাবস্থায়) কেউ কেউ গাইতে লাগল, কেউ

কেউ হাসতে লাগল, নাচতে লাগল ও প্রশংসা করতে লাগল।

আবার কেউ কেউ লুটিয়ে পড়ল, কেউ কেউ বা সবেগে

চলতে শুরু করল, লক্ষ্য-বস্তু আরম্ভ করল এবং কেউ

কেউ আনন্দে প্রলাপ বকতে লাগল।

পরস্পরং কেচিদুশাশ্রয়ন্তি

পরস্পরং কেচিদতিক্রবন্তি।

ক্রমাৎ ক্রমং কেচিদিভিভবন্তি

কিতৌ নগাশ্রাণিপতন্তি কেচিৎ ॥ ১৭

বানরেরা কেউ কেউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল,

কেউ কেউ বা কলহে লিপ্ত হল, কেউ বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে

ঝাঁপিয়ে অথবা কেউ বা বৃক্ষসমূহের শাখাগ্রভাগ হতে

মাটিতে ঝাঁপাতে লাগল।

মহীতলাং কেচিদুদীর্ঘবেগা

মহাক্রমাশ্রাণ্যভিসম্পতন্তি

গায়ত্রীমন্ত্রঃ

প্রথমমুপৈতি

হস্তমন্ত্রঃ

প্রথমমুপৈতি ॥ ১৮

বানরদের কিয়দংশ ভূমি থেকে সবেগে বৃক্ষশিখরে উঠে যাচ্ছিল। কেউ আবার গীতবত বানরের কাছে সহাস্যে এসিয়ে যাচ্ছিল অথবা হাস্যাত বানরের কাছে কেউ কান্দতে কান্দতে আসছিল।

তৃতীয়মন্ত্রঃ

প্রথমমুপৈতি

সমাকুলং তং কপিসৈন্যাসীৎ।

ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মন্তো

ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃশুঃ ॥ ১৯

কেউ অন্যকে পীড়ন করতে চাইলে অন্যজন গর্জন করতে করতে তার দিকে যাচ্ছিল। এইরূপে বানরবৃন্দ মধুমদে মত্ত হয়ে যথেষ্ট আচরণ করছিল সেখানে এমন একজনও ছিল না যে মধুমদে মত্ত হয়নি, কিংবা এমন কেউই ছিল না যে অহংকারে ও দণ্ডে পরিপূর্ণ হয়নি ততো বনং তং পরিভক্ষ্যমাণং

ক্রমাংশ বিধংসিতপত্রপুষ্পান্

সমীক্ষ্য কোপাদ্ দধিবজ্রনামা

নিবারয়ামাস কপিঃ কপীংস্তান্ ॥ ২০

এইভাবে সেই বন বানরদের ভক্ষ্য হিসেবে পর্যবসিত এবং গাছপালা ও পত্রপুষ্পাদি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হতে দেখে দধিমুখ নামে ক্রুদ্ধ বনরক্ষক বানর সেই সকল বানরগণকে নিবৃত্ত করতে চাইল।

স তৈঃ প্রবৃদ্ধৈঃ পরিভংস্যমানো

বনস্য গোপ্তা হরিবৃদ্ধবীরঃ।

চকার ভূয়ো মতিমুগ্ধতেজা

বনস্য রক্ষাং প্রতি বানরেভ্যঃ ॥ ২১

তখন বনরক্ষক সেই বৃদ্ধ ও বীর বানর খ্যাতিমান

বানরগণের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েও দৃপ্তভঙ্গীতে বানরদের অত্যাচার থেকে বনকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হল।

উবাচ কাংশ্চিৎ পরুবাণাভীত-

মসক্তমন্যাংশ্চ

তলৈর্জঘান।

সমেতা কৈশ্চিৎ কলহং চকার

তথৈব সান্নোপজগাম কাংশ্চিৎ ॥ ২২

নির্ভীক দধিমুখ কাউকে কঠোর বাক্য বলল, কাউকে করাঘাতে তাড়িয়ে দিতে চাইল, অনেকের সাথে কলহ করল, কাউকে ভালো কথায় নিবৃত্ত করতে চাইল।

স তৈর্মদাদপ্রতিবার্যবেগৈ-

বলাচ্চ তেন প্রতিবার্যমানেঃ।

প্রধর্ষণে ত্যক্তভয়েঃ সমেতা

প্রকৃষাতে চাপানবেক্ষ্য দোষম্ ॥ ২৩

মধুমদে মত্ত বানরগণকে প্রতিবোধ করা অসম্ভব ছিল, সুতরাং দধিমুখ তাদেরকে বলপূর্বক নিবৃত্ত করতে চাইলে সকল বানরেরা একত্রে তাকে এ-দিক ও সি-টানতে লাগল। বনরক্ষককে আক্রমণ করার শাস্তি হল রাজদণ্ড, এই অপরাধ তাদের চোখে পড়ল না (অতএব মত্ত বানরেরা নির্ভয়ে তাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করতে লাগল)।

নৈখন্তদন্তো

দশনৈর্দশন্ত-

স্তলৈশ্চ পাদৈশ্চ সমাপয়ন্তঃ।

মদাৎ কপিং তে কপয়ঃ সমস্তা-

গ্রহাবনং নির্বিষয়ং চ চক্রুঃ ॥ ২৪

মদমত্ত হয়ে তারা বনরক্ষক দধিমুখকে নখে আঁচড়ে, দাঁতে কামড়ে, করাঘাতে ও পদাঘাতে অর্ধমৃত করে সুবিশাল বনের ফলমূল ও পত্র-পুষ্পাদি উজাড় করে দিল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিমহাকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥



## দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৬২)

বানরগণের দ্বারা মধুবনের রক্ষিণ ও দধিমুখের পরাভবন তথা সেবকবৃন্দদের সঙ্গে  
দধিমুখের সূত্রীবেগ সন্নিহিত গমন

হরিশ্চৈতৌ হনুমান্ বানরবর্ষভঃ।

যুগং যুগং মধু সেবত বানরাঃ ॥ ১

যুগ্মাকং পরিপহ্নিনঃ।

সেই সময় বানরশিবোমনি কপিবর শ্রীহনুমান

হনুমানকে বললেন — ‘বানরবৃন্দ ! তোমরা

মধু পান করো। আমি প্রতিরোধকারীদের পথ

কটকট করেছি।’

হনুমতো বাক্যং হরীণাং প্রবরোহৃদদঃ ॥ ২

প্রবর প্রসঙ্গা পিবন্ত হরয়ো মধু।

কৃতকার্যসা বাক্যং হনুমতো ময়া ॥ ৩

কৃতকপি কর্তব্যং কিমঙ্গং পুনরীদৃশম্।

হনুমানের কথা শুনে বানরপ্রবর অঙ্গদও

হনুমানের কথার - ‘বানরগণ ইচ্ছামত মধু পান করুক

হনুমান কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। অতএব তার

কথা শুনে অঙ্গদও অবশ্যই আমার মান্য করা

করবে; অতএব এই কথার (অর্থাৎ, আপনাদের

বানরের) ব্যাপারে আর বলার কী আছে?’

মুখাচ্ছুদা বচনং বানরবর্ষভাঃ ॥ ৪

শু শাক্তিতি সংহৃষ্টা বানরাঃ প্রত্যপূজয়ন্।

অঙ্গদের দ্বারা এরূপ কথা শুনে মুখ্য বানরগণ

অঙ্গদ হনুমানের কাছে ‘সাধু সাধু’ বলে তার প্রশংসা

করলেন।

সর্বৈ বানরা বানরবর্ষভম্ ॥ ৫

মদ্র নদীবেগ ইব ক্রমম্।

তারা বানরশিবোমনি অঙ্গদের প্রশংসা করতে

করলেন। নদীর মতো ক্রমবেগে মধুবনের দিকে ধাবিত

হলেন।

প্রবিত্তা মধুবনং পালানাক্রম্য শক্তিতঃ ॥ ৬

পটবো দৃষ্টা শ্রদ্ধা চ মৈথিলীম্।

সর্বৈ মধু তদা রসবৎ ফলমাদদুঃ ॥ ৭

তারা মধুপান করে বানরশিবোমনি অঙ্গদের আশ্রয় করে মধুবনে

প্রবেশ করলেন। মিথিলেশকুমারী সীতাকে শ্রীহনুমান

স্বচক্ষে লক্ষ্য দেবেছে এই কথা তাঁর মুখ থেকে ইতঃপূর্বেই  
শোনার আনন্দাতিশয্যে তারা সকলে তখন মধু পান  
করলেন এবং রসাল ফল ভক্ষণ করলেন।

উৎপত্তা চ ততঃ সর্বৈ বনপালান্ সমাগতান্।

তে ভাড়াভ্যঃ শতশঃ সজ্জা মধুবনে তদা ॥ ৮

প্রতিরোধ করার জন্য আগত বনরক্ষীদেরকে সেই

সকল বানরেরা শতসংখ্যায় একত্রিত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে

আঘাত করতে লাগলেন এবং মধুবনের মধু এবং ফলাদি

ভক্ষণে নিরত হলেন।

মধুনি দ্রোণমাত্রাণি বাহুভিঃ পরিগৃহ্য তে।

পিবন্তি কপয়ঃ কেচিৎ সজ্জশস্ত্র হস্তবৎ ॥ ৯

দলে দলে অনেকে একত্র হয়ে তথায় নিজ নিজ হস্তে

এক এক ‘দ্রোণ’<sup>(১)</sup> মধুপূর্ণ চাক ধরে ধরে হস্তচিহ্নে মধু

পান করতে লাগলেন।

যুগ্মি স্ম সহিতাঃ সর্বৈ ভক্ষয়ন্তি তথাপরে।

কেচিৎ পীত্বাপবিধান্তি মধুনি মধুপিঙ্গলাঃ ॥ ১০

মধুচ্ছিষ্টেন কেচিচ্চ জঘুরন্যোন্যমুৎকটাঃ।

অপরে বৃক্ষমূলেষু শাখা গৃহ্য ব্যবহিতাঃ ॥ ১১

মধু সদৃশ পিঙ্গল-বর্ণ সেই সব বানর একসাথে

মৌচাক ভেঙে আনছিলেন, অন্যরা সেই মধু পান

করছিলেন এবং অবশিষ্ট মধু ফেলে দিচ্ছিলেন। অনেকে

মদমত্ত হয়ে উচ্ছিষ্ট (মোমমিশ্রিত) মধু দিয়ে পরস্পরকে

আপসে আঘাত করছিলেন তথা অনেকে আবার বৃক্ষের

শাখাসমূহ ধরে গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন।

অত্যাৰ্থং চ মদগ্নানাঃ পর্ণান্যাক্তীৰ্য শেরতে।

উদ্যত্তবেগাঃ প্লবগা মধুমত্তাশ্চ হস্তবৎ ॥ ১২

অনেক বানর মদমত্ত হওয়ায় অত্যন্ত গ্লানি অনুভব

করতে লাগলেন এবং উদ্দাম বেগশালী বানরেরা মধুমদের

নেশায় আনন্দে বৃক্ষের পত্র বিছিয়ে শায়িত হয়ে গেলেন।

কিপজাপি তথান্যোনাং স্বলন্তি চ তথাপরে।

কেচিৎ ক্ষেড়ান্ প্রকুবন্তি কেচিৎ কৃজন্তি হস্তবৎ ॥ ১৩

বানরেরা একে অন্যের দিকে মধু ক্ষেপন করলেন,

<sup>(১)</sup> ‘দ্রোণ’ সের সম পরিমাণকে এক ‘দ্রোণ’ বলা হয়। প্রাচীনকালে এরূপই প্রচলিত ছিল।

কেউ কেউ স্থলিত পদ হয়ে পড়ে গেলেন, কেউ গর্জন করলেন, অন্য কেউ কেউ পাখির মতো কলরব করতে লাগলেন।

হরয়ো মধুনা মত্তাঃ কেচিৎ সুপ্তা মহীতলে।

ধৃষ্টাঃ কেচিৎসন্তান্যো কেচিৎ কুব্জি চেতরৎ॥ ১৪

মধুপানে মত্ত হয়ে অনেক বানর ভূমিতে শুয়ে পড়লেন, কিছু একত্রে বানবেরা হাসতে লাগলেন, কিছু আবার বিপরীত আচরণ করলেন (অর্থাৎ কাঁদতে লাগলেন)।

কৃদ্ধা কেচিদ্ বদন্ত্যন্যো কেচিদ্ বুধাঙ্গি চেতরৎ

যেহপাঙ্গ মধুপালাঃ সুঃ প্রেয়া দধিমুখস্য ভু। ১৫

তেহপি ভৈর্বানরৈর্জীমৈঃ প্রতিষিদ্ধা দিশো গতাঃ।

জানুভিচ্চ প্রধৃষ্টাচ্চ দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ॥ ১৬

কিছু বানর এক কাজ করে অন্য কাজ করেছে বলে জানাচ্ছিলেন, কিছু আবার সেসকল কথার ভিন্ন অর্থ বুঝছিলেন। তথাপি দধিমুখের সেবকদেরকে ভীমাকৃতি বানবেরা প্রতিরোধ করলে, তারা চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। বনরক্ষীদের কাউকে কাউকে অঙ্গদের সঙ্গীরা মাটিতে ফেলে ভীষণভাবে টানতে লাগল, আবার কাউকে কাউকে পা দুটি ধরে আকাশে ছুঁড়ে দিল অথবা আঘাতে-আঘাতে দুর্বল করে চিৎ করে ধরাশায়ী করল।

অক্রবন্ পরমেধিগ্না গত্বা দধিমুখং বচঃ।

হনুমতা দত্তবরৈর্হতং মধুবনং বলাৎ।

বয়ং চ জানুভির্ভৃষ্টা দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ ১৭

সেই সকল সেবক বনরক্ষীরা দধিমুখের কাছে গিয়ে বলল — ‘প্রভো! শ্রীহনুমানের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সঙ্গীসাথীসহ বানরেরা বলপ্রয়োগে মধুবন ধ্বংস করেছে; আমাদেরকে মাটিতে টেনে টেনে ক্রেশ দিয়েছে, এবং মারতে মারতে দুর্বল করে ধরাশায়ী করে ছেড়েছে।’

তদা দধিমুখঃ ক্রুদ্ধো বনশস্ত্রা বানরঃ।

হতং মধুবনং শ্রদ্ধা শাস্ত্র্যামাস তান্ হরীন্॥ ১৮

তখন মুখ্য বনরক্ষক দধিমুখ মধুবন ধ্বংসের সমাচার শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং সেবক বনরক্ষী বানরদের শাস্ত্যনা দিয়ে বলল—

এতাগচ্ছত গচ্ছামো বানরানভির্দর্পিতান্।

বলেনাবারয়িম্যামি প্রজ্ঞানান্ মধুতমম্॥ ১৯

‘চল, চল! আমরা দর্পিত বানরদের সন্নিকটে মধুবনের শ্রেষ্ঠ মধু পানকারী বানরদেরকে বলপূর্বক নিধি করব।’

শ্রদ্ধা দধিমুখস্যেদং বচনং বানরর্শভাঃ।

পুনর্বারা মধুবনং ভৈনৈব সহিতা যমুঃ। ২০

দধিমুখেন এইরূপ বাক্য শুনে সেই সকল বনরক্ষক

বীর বানরেরা তার সঙ্গে আবার মধুবন অভিমুখে চলল

মধ্যে চৈয়াং দধিমুখঃ সুপ্রগৃহ্য মহাতকম্।

সমভাষাবন্ বেগেন সর্বৈ তে চ প্রবজমাঃ॥ ২১

দৃঢ়হস্তে একটি বিশাল বৃক্ষ নিয়ে দধিমুখ তীব্র হাওয়া

শ্রীহনুমানের সঙ্গীদের দিকে ধাবিত হল। সাথে সাথে

সেবক বনরক্ষী বানরেরাও মধু পানকারী বানরদের

আক্রমণ করল।

তে শিলাঃ পাদপাংশৈশ্চ পাষাণানপি বানরাঃ।

গৃহীত্বাভ্যাগমন্ ক্রুদ্ধা যত্র তে কপিকুঞ্জরাঃ॥ ২২

ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে সেই সকল বনরক্ষী বানরেরা

প্রস্তরখণ্ড, বৃক্ষ এবং বৃহৎ শিলা সঙ্গে নিয়ে সেই স্থান

এল, যেখানে শ্রীহনুমান প্রমুখ কপিবরগণ অবস্থান

করছিলেন।

বলান্নিবারয়ন্তচ্চ আসেদুর্হরয়ো হরীন্।

সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা ভৎসয়ন্তো মুহূর্ষভঃ॥ ২৩

ওষ্ঠ ক্রোধভরে দাঁতে চেপে ধরে, বারংবার বক্ষ

দিতে দিতে, সেইসকল বনরক্ষক বানরেরা অঙ্গদের সঙ্গী

বানরদলকে নিবৃত্ত করার জন্য তাদের সন্নিকটে এসে

পড়ল।

অথ দুষ্টা দধিমুখঃ ক্রুদ্ধঃ বানরপুঙ্গবাঃ।

অজাধাবন্ত বেগেন হনুমৎপ্রমুখাভ্যাম্॥ ২৪

দধিমুখকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে শ্রীহনুমান প্রভৃতি মুখ

বানরগণ তখন সবেগে তার প্রতি ধাবিত হলেন।

সবৃক্ষং তং মহাবাহুমাপতন্তঃ মহাবলম্

বেগবন্তঃ বিজগ্ৰাহ বাহুভ্যাং কুপিতোহঙ্গদঃ। ২৫

বৃক্ষ হাতে নিয়ে মহাবলী ও মহাবাহু দধিমুখকে

আসতে দেখে ক্রোধান্বিত অঙ্গদ তাকে দুই হাতে রক্ত

ফেললেন।

মদাক্ষো ন কৃপাং চক্রে আর্যকোহয়ং মমেতি সঃ।

অথৈনং নিষ্পিপেযাত্ত বেগেন বসুধাতলে॥ ২৬

মধুপানে মত্তাবস্থায় মাতামহ রূপে (চিনতে না



দধিধ্বজকে অঙ্গদ কোনো দয়া দেখালেন না। তিনি সবচেয়ে তাকে হারায় ভূপাতিত কবে নিশ্চিপষ্ট করতে চান।

স তপ্তবাহুকমুখো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ।

গ্রন্থমোহ মহাবীরো মুহূর্তং কপিকুঞ্জরঃ॥ ২৭

দধিধ্বজ-এর ভূজদ্বয়, জঙ্ঘা এবং মুখমণ্ডল সবকিছু কেটে-কটে গেল। রুধিরাক্ত হয়ে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই মহাবীর কপিবর দধিধ্বজ কিছুক্ষণ ধরে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে রইল।

স কথংচিদ্বি মুক্তজৈবানরৈবানরবর্ষভঃ।

জ্বাচকোত্তমাগতা স্বান্ ভূত্যান্ সমুপাগতান্॥ ২৮

সেই সকল বানরের হাত থেকে কোনক্রমে ছাড়া পেয়ে বানরশ্রেষ্ঠ দধিধ্বজ নিভৃতে এলে নিজ সেবকবৃন্দকে বলল—

এতগচ্ছত গচ্ছামো ভর্তা নো যত্র বানরঃ।

সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সহ রামেণ তিষ্ঠতি॥ ২৯

‘চলো, আমরা সকলে এখন আমাদের প্রভু পৃথু গ্রীবাসম্পন্ন সুগ্রীব ও শ্রীরামচন্দ্র যেখানে বিরাজমান, সেইস্থলে যাই।

সর্বং চৈবাক্রমে দোষং শ্রাবয়িষ্যাম পার্থিবে।

অমরী বচনং শ্রুত্বা ঘাতয়িষ্যাতি বানরান্॥ ৩০

‘রাজার সকাশে গিয়ে আমরা সব দোষ অঙ্গদের ঘাড়ে ফেলব। রাজা সুগ্রীব অত্যন্ত ক্রোধী। তিনি আমার কথা শুনে বানরদেরকে পিটুনি দেবেন।

ইহং মধুবনং হ্যেতৎ সুগ্রীবস্য মহাস্থলঃ।

দিতৃপৈতামহং দিবাং দেবৈরপি দুরাসদম্॥ ৩১

‘এই মধুবন মহাত্মা সুগ্রীবের বড় প্রিয় স্থান। এটি তাঁর পিতা ও পিতামহের স্মরণীয় বনভূমি। এখানে প্রবেশ করা দেবতাদের পক্ষেও কঠিন।

স বানরানিমান্ সর্বান্ মধুলুপ্তান্ গতামুখঃ।

ঘাতয়িষ্যাতি দণ্ডেন সুগ্রীবঃ সমুজ্জ্বলন ৩০

‘নধুধ্বজ এই সকল বানরের অঙ্গ ফুটানো এসেছে।

সুগ্রীব এদের সকলকে সবাক্রমে মৃত্যু দণ্ড দেবেন।

বধা হ্যেতৎ দুরাস্তানো নৃপাত্মপরিপত্নিঃ

অমর্যপ্রভনো রোমঃ সক্ষমো মে ভবিষ্যাতি ৩১

‘রাজার আদেশ অমান্যকারী এই দুরাত্মা রাজপত্নী বানরেরা বধার্থ। এদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ চলে, আমার অমর্যজনিত ক্রোধ সার্থক হবে।’

এবমুক্তা দধিধ্বজো বনপালান্ মহাবলঃ।

জগাম সমসোৎপত্তা বনপালৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৩২

সেই সকল রক্ষীদেরকে এইরূপ বলার পর, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মহাবলী দধিধ্বজ সতসা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকাশমার্গে চলতে লাগল।

নিমেষান্তরমাত্রেন স হি প্রাপ্তো বনালয়ঃ।

সহস্রাংশুসূতো ধীমান্ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ॥ ৩৩

চোখের নিমেষে দধিধ্বজ সেই আরণ্যক নিবাসে পৌঁছুলেন যেখানে সূর্যপুত্র বুদ্ধিমান সুগ্রীব অবস্থান করছিলেন।

রামং চ লক্ষ্মণং চৈব দৃষ্টা সুগ্রীবমেব চ।

সমপ্রতিষ্ঠাং জগতীনাকাশান্বিপপাত হ॥ ৩৪

(দধিধ্বজ) শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে দূর থেকে দেখে আকাশ থেকে সমতলভূমিতে নেমে এল।

স নিপত্য মহাবীরঃ সর্বৈষ্টৈঃ পরিবারিতঃ।

হরিদধিধ্বজঃ পালৈঃ পালানাং পরমেশ্বরঃ॥ ৩৫

স দীনবদনো ভূত্বা কৃত্বা শিরসি চাক্ষুজিম্।

সুগ্রীবস্যাত্তৌ মৃত্তা চরণৌ প্রতাপীভস্রং॥ ৩৬

বনরক্ষকগণের প্রভু মহাবীর বানর দধিধ্বজ ভূমিতে অবতরণ করে বিষম মুখে রক্ষিগণ পরিবৃত্ত হয়ে সুগ্রীবের সম্মিষ্ট হইল এবং কৃতাজলিপূর্বক নতশিরে সুগ্রীবের চরণে প্রণাম কবল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৩১॥



## ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৩)

দধিমুখ-এর কাছ থেকে মধুবন বিশ্বংস করার সংবাদ শুনে সুগ্রীবের শ্রীহনুমান  
প্রভৃতি বানরগণের সাফল্যের বিষয়ে অনুমান

ভতো মূর্খা নিপতিতঃ বানরঃ বানরর্ষভঃ  
দুষ্টবৈবোধিগ্রহদমো বাক্যমেতদুবাচ হ। ১

মুখ্য বনরক্ষক দধিমুখকে পায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম  
করতে দেখে সুগ্রীবের হাল্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তিনি তাকে  
বললেন—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কস্মাৎ হুং পাদয়োঃ পতিতো মম  
অভয়ং তে প্রদাস্যামি সত্যমেবাদীশ্বরীতাম্। ২

‘উঠ-উঠ ! তুমি কি কারণে আমার চরণে প্রণত  
হয়েছ ? আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি, যা যা ঘটেছে বল।

কিং সন্তুমান্বিতঃ কৃৎসং ক্রহি যদ্ বন্ধুমহসি  
কচ্চিমধুবনে স্বস্তি শ্রোতুমিচ্ছামি বানর। ৩

‘বল, কিসের ভয়ে এখানে এসেছ ? যা পুরোপুরি  
হিতকর কথা, তাই বল, কেননা তোমার বলার যোগ্যতা  
আছে। মধুবনে সবকিছু কুশল তো ? বানর ! আমি তোমার  
মুখ থেকে এই সব শুনে চাই।’

স সমাশ্বাসিতন্তেন সুগ্রীবেন মহামুনা।

উখায় স মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং দধিমুখোহরবীৎ। ৪

‘মহাত্মা সুগ্রীবের আশ্বাস পেয়ে বুদ্ধিমান দধিমুখ  
দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগল—

নৈবর্জরজসা রাজন্ ন হুয়া ন চ বালিনা।

বনঃ নিসৃষ্টপূর্বং তে নশিতং তত্ত্ব বানরৈঃ। ৫

‘রাজন্ ! আপনার পিতা ঋক্ষরজা, বালি অথবা  
আপনি পূর্বে কখনও যে বনকে ইচ্ছামতো উপভোগের  
জন্য কাউকে অনুমতি দেননি, সেই মধুবনকে শ্রীহনুমান  
প্রমুখ বানরগণ স্বংস করে দিয়েছে।’

নাবারয়মহং সর্বান্ সইহেডির্বনচারিভিঃ

অচ্চিয়িত্বা মাং হস্তা ভক্ষয়ন্তি পিনষ্টি চ। ৬

‘আমি সহকারী বনরক্ষক বানরদের নিয়ে সবাইকে  
বার করেছিলাম, কিন্তু আমাকে অবজ্ঞা করে তারা  
আনন্দে পান-ভোজন করতে থাকে।

এভিঃ প্রধ্বংগায়াঃ চ বারিতং বনপালকৈঃ।

মামপ্যচ্চিয়ন্ দেব ভক্ষয়ন্তি বনৌকসঃ। ৭

‘দেব ! শ্রীহনুমান প্রমুখ এই সকল বানরেরা যখন  
মধুবনে লুটপাট করতে শুরু করল, তখন আমাদের

বনরক্ষকগণ তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিল ; কিন্তু  
সেই বানরের দল আমাকেও নগ্না ভেবে কলমুখা  
ভক্ষণ করতে থাকে।

নিষ্টমজাপবিধ্যন্তি ভক্ষয়ন্তি তথাপরে।  
নিব্যর্থমাণান্তে সর্বে ক্ষকুটিং দর্শয়ন্তি হি। ৮

‘বানরেরা মধুবনে পান-ভোজন ভো করছেই,  
উপরন্তু উচ্ছিন্ন তুলে তুলে যত্র-তত্র ফেলছে ; আমরা বা  
দিতে গেলে সকলে মিলে কুৎসিত দ্রাবক্ষিমা করছে।

ইমে হি সংরক্ততরাস্তদা তৈঃ সম্প্রধ্বংসিতাঃ।

নিব্যর্থন্তে বনাৎ তস্মাৎ ক্রুদ্ধৈর্বানরপুঙ্গবৈঃ। ৯

‘যখন বনরক্ষীরা তাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
উঠে তখন তারা রক্ষীদেরকে আক্রমণ করে। এটুকুই সব  
নয়, ক্রুদ্ধ বানরপুঙ্গবগণ বনরক্ষকদেরকে মধুবন থেকে  
তাড়িয়ে দিচ্ছে

ততশৈব্ধুভির্বৈর্বানরৈর্বানরর্ষভাঃ

সংরক্তনরনৈঃ ক্রোধাক্ষরয়ঃ সম্প্রধ্বংসিতাঃ। ১০

‘বনের বাইরে বের করে দিয়ে অঙ্গদের সঙ্গী  
বানরেরা ক্রোধে রক্তবর্ণ চোখে বনরক্ষক শ্রেষ্ঠ  
বানরগণকে ধরে ধরে অপদস্ত করছে।

পাণিভিনিহতাঃ কেচিৎ কেচিজ্জানুভিরাহতাঃ।

প্রকৃষ্টাশ্চ তদা কামং দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ। ১১

‘চড়-থাপড়, ভূমিতে উপুড় করে ঘর্ষণে-ঘর্ষণে  
জানুদেশ ক্ষতবিক্ষত করা, যথেষ্ট টানাটানির পর আকাশে  
হুঁড়ে দেওয়া, এভাবে বনরক্ষক সেবকবৃন্দদের হেনস্তা করেছে  
এবমেতে হতাঃ শূরাস্তয়ি তিষ্ঠতি ভর্তরি।

কৃৎসং মধুবনং চৈব প্রকামং তৈশ্চ ভক্ষাতে। ১২

‘আপনি থাকতে এই বীর বানরেরা এইভাবে ক্ষত-  
বিক্ষত হয়েছে এবং দেবী বানরেরা যথেষ্টভাবে  
মধুবনের সবকিছু খাচ্ছে।’

এবং বিজ্ঞাপ্যমানং তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।

অপৃচ্ছৎ তং মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। ১৩

এইরূপে মধুবনের লুট হওয়ার বৃত্তান্ত শ্রবণরত  
বানররাজ সুগ্রীবকে অশ্রদ্ধম, মহাবীর ও পরম বুদ্ধিমান  
লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—

কিয়ং বানরো রাজন্  
কিং চাখমভিনির্নিহা  
কিং বানন্ ! বনবহুত  
বানরেন এনেছে  
বানরিত্ত এ কথা বলছে  
সুগ্রীবো  
প্রভাবাচেনং  
মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্তৃক  
বানর সুগ্রীব প্রত্যন্তর দি  
আ লক্ষ্মণ সম্প্রাহ  
বানরমুখৈবীরৈর্ভক্ষিতং  
‘অর্থাৎ লক্ষ্মণ ! বীর  
কর যে— অঙ্গদ প্রভৃতি  
বানরকে ফেলেছে।  
বানরকৃতকার্যপামীদৃশঃ  
সঃ যদিপিলাস্তে সা  
সীতার অধেষণর  
হয়িল, সেই কাজ স  
মুতকর্ষ হলে বানরের  
অর্থাৎ আমাদের বিপদে  
করতন) তারা দলে দ  
এং অকৃত আচরণ ক  
বৃকর্ষ হয়েছে।  
বানরো হুং প্রাপ্ত  
তং ন গণিতশচায়  
পরিম বনস্যায়মন্  
পী দেবী ন সন্দে  
‘যখন বনরক্ষক  
জন চেষ্টা করল, ত  
বানর দ্বারা দলিত  
নিবৃত্তক ও গ্রাস্য করে  
মাংসকে আমি (সুগ্রী  
করি। এ থেকে ম  
সংসর্গ কর্তৃক এ  
ন কন্যে নাথানে  
কলির্ভবনুভি  
কলির্ভবনুভি  
কলির্ভবনুভি

কিমাং বানরো রাজন্ বনপঃ প্রতাপহিতঃ  
কিঃ চার্মভিনির্দিশ্য দুঃখিতো বাকামব্রবীৎ ॥ ১৪

‘রাজন্ ! বনরক্ষাকারী বানরেরা এখানে কী  
প্রয়োজনে এসেছে ? এবং কী বিষয় লক্ষ্য করে  
দুঃখিতচিত্তে এ কথা বলছে ?’

এবমুক্তস্ত সুগ্ৰীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।

লক্ষণঃ প্রত্যাচেষদং বাক্যং বাক্যবিশানদঃ ॥ ১৫

মহাত্মা লক্ষণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হলে বাক্য  
বিশদ সুগ্ৰীব প্রত্যুত্তর দিলেন—

আৰ্য লক্ষণ সম্প্রাহ বীরো দধিমুখঃ কপিঃ।

অঙ্গদপ্রমুখৈবীরৈর্ভক্তিতং মধু বানরৈঃ ॥ ১৬

‘আৰ্য লক্ষণ ! বীর বানর দধিমুখ আমাকে এই কথা  
বলল যে— অঙ্গদ প্রভৃতি বীর বানরেরা মধুবনের সব মধু  
পান কবে ফেলেছে।

নৈষ্যমকৃতকার্যামীদৃশঃ স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ।

কসং যদভিপন্নাস্তে সাধিতং কর্ম তদ্ ভ্রবম্ ॥ ১৭

‘সীতার অন্বেষণরূপ যে কার্যার্থে তারা প্রেরিত  
হয়েছিল, সেই কাজ সফল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ;  
অকৃতকার্য হলে বানরেরা এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করত না  
(অর্থাৎ আমাদের বিপদের মধ্যে ব্যতিক্রমী আনন্দ প্রকটিত  
করত না)। তারা দলে দলে যেহেতু মধুবনে এমন আনন্দ  
এবং অদ্ভুত আচরণ করছে, সেহেতু নিঃসন্দেহে তারা  
কৃতকার্য হয়েছে।

বারম্বা হুশং প্রাপ্তাঃ পাল্য জানুভিরাহতাঃ।

তথা ন গণিতশ্চায়ং কপির্দধিমুখো বলী ॥ ১৮

শক্তির্মম বনস্যায়মশ্রাভিঃ স্থাপিতঃ স্বয়ম্।

দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চানোন হনুমতা ॥ ১৯

‘যখন বনরক্ষকরা তাদেরকে বারংবার নিবৃত্ত করার  
জন্য চেষ্টা করল, তখন তাদের সকলকে ধরে ধরে  
জানুদেশ দ্বারা দলিত-মদিত করেছে এবং বলবান  
দধিমুখকেও গ্রাস্য করেনি— যে কিনা বনের প্রমুখা রক্ষক  
এবং যাকে আমি (সুগ্ৰীব) স্বয়ং এই সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত  
করেছি। এ থেকে মনে হচ্ছে যে সীতাদেবীকে শ্রীহনুমান  
অবশ্যই দর্শন করে এসেছে।

ন হ্যন্যঃ সাধনে হেতুঃ কর্মণোহস্যা হনুমতাঃ।

কার্যসিদ্ধির্হনুমতি মতিশ্চ হরিপুঙ্গবে ॥ ২০

ব্যবসায়শ্চ দীর্ঘং চ শ্রুতং চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।

‘এই সীতাদর্শনরূপ কার্য সম্পাদনে শ্রীহনুমান

শ্রীহনুমানের এই কাজ করার শক্তি ও বুদ্ধি আছে। তার মধ্যে  
উদ্যম, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানও নিহিত আছে।

আম্ভবান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ মহাবলঃ ॥ ২১

হনুমাংশ্চাপাশিষ্ঠাতা ন তত্র গতিনাথ্য।

‘যে বাহিনীর নেতৃত্বে আম্ভবান এবং মহাবলী অঙ্গদ  
তথা কাজের দায়িত্বে শ্রীহনুমান নিযুক্ত তাদের বিপরীত  
পরিণতি অর্থাৎ অসাক্ষ্য অসম্ভব।

অঙ্গদপ্রমুখৈবীরৈর্ভক্তিতং মধুবনং কিল ॥ ২২

নিচিভ্য দক্ষিণামাশামাগতৈর্হরিপুঙ্গবৈঃ।

আগতৈশ্চাপ্রমুখ্যং তদ্রুতং মধুবনং হি তৈঃ ॥ ২৩

ধর্মিতং চ বনং কৃৎস্নমুপযুক্তং তু বানরৈঃ।

পাতিতা বনপাল্যস্তে তদা জানুভিরাহতাঃ ॥ ২৪

এতদর্থময়ং প্রাপ্তো বন্ধুঃ মধুরবাগিহ।

নান্মা দধিমুখো নাম হরিঃ প্রখ্যাতবিক্রমঃ ॥ ২৫

‘দক্ষিণ দিকে বিভিন্ন স্থানে সীতার অনুসন্ধান করে  
প্রত্যাবর্তনের পর অঙ্গদাদি বীর বানরপুঙ্গবেরা সেই  
দুস্ত্রবেশ্য সমগ্র মধুবনকে যথেষ্ট দলিত-মদিত করে  
দিয়েছে এবং বনরক্ষক বানরবৃন্দকে ভূতলে পাতিত করে  
তাদের জানুদেশকে ঘর্ষণপূর্বক ক্ষতবিক্ষত করেছে।  
এইহেতু বিশ্রুতবীর দধিমুখ নামে মিষ্টভাষী বানর সকল  
বৃত্তান্ত নিবেদন করতে এখানে উপস্থিত হয়েছে।

দৃষ্টা সীতা মহাবাহো সৌমিত্রে পশ্য তদ্রুতঃ।

অভিগম্য যথা সর্বৈ পিবন্তি মধু বানরাঃ ॥ ২৬

‘মহাবাহু সুমিত্রানন্দন ! সীতার দর্শন পাওয়া গেছে  
আপনার এ-কথা অব্যোক্তিক নয়, কেননা সেই সকল  
বানরবৃন্দ মধুবনে প্রবেশ করে মধু পান করছে (অর্থাৎ  
আনন্দ প্রকাশ করছে)।

ন চাপাদৃষ্টা বৈদেহীঃ বিশ্রুতাঃ পুরুষর্ষভ।

বনং দত্তবরং দিব্যং ধর্মযেযুর্বনৌকসঃ ॥ ২৭

‘পুরুষ-প্রবর (লক্ষণ) ! বৈদেহী সীতার দর্শন বিনা  
বিখ্যাত বানরেরা দৈববরে প্রাপ্ত স্বর্গীয় কানন কখনও  
বিধ্বংস করতে পারে না।

ততঃ প্রহাষ্টো ধর্মাত্মা লক্ষণঃ সহরাঘবঃ।

শ্রদ্ধা কর্ণসুখাং বাণীং সুগ্ৰীববদনাচ্চ্যুতাম্ ॥ ২৮

প্রাহুযাত হুশং রামো লক্ষণশ্চ মহাবশাঃ।

‘তখন ধর্মাত্মা লক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রসহ আনন্দিতচিত্তে  
সুগ্ৰীবের মুখ থেকে শ্রুতিসুখকর কথা শুনে আনন্দে



উজ্জ্বলিত হলেন।

প্রজ্ঞা দধিমুখসৌবধঃ সুগ্রীবস্ত প্রহৃষা চ॥ ২৮  
বনপালঃ পুনর্বাণঃ সুগ্রীবঃ প্রতাজ্ঞাত।

দধিমুখের উপযুক্ত কথা শুনে সুগ্রীবের বড় আনন্দ হল। তিনি বনরক্ষককে পুনর্বাণ বললেন—

প্রীতোহস্মি সোহহঃ যদুক্তং বনং তৈঃ কৃতকর্মভিঃ॥ ৩০  
ধর্মিতঃ মধ্বগীষঃ চ চেষ্টিতঃ কৃতকর্মণাম্।

গচ্ছ শীঘ্রং মধুবনং সংরক্ষয় ত্বমেব হি।

শীঘ্রং শ্রেয়স্ব সর্বাংস্তান্ হনুমৎপ্রমুখান্ কপীন॥ ৩১

‘মাতুল ! কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবৃত্ত বানরেরা আমার মধুবনে পান-ভোজন করেছে, এই ঘটনায় আমি খুবই প্রীত হয়েছি। যেহেতু (মধুবনের স্বয়ংসরূপ) এই কাজ বানরেরা কৃতকার্যতার আনন্দে ঘটিয়েছে, তাই তাদের এই অপরাধ আমাদের ক্ষমা করা উচিত। এখন ত্বরায় গিয়ে তুমি পূর্বের ন্যায় মধুবন বক্ষা করো এবং শ্রীহনুমান প্রমুখ কপিবরদের সকলকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

ইচ্ছামি শীঘ্রং হনুমৎপ্রমুখান্-

শাখামৃগাংস্তান্

মৃগরাজদর্পণ

প্রষ্টুং কৃতার্থান্ সহ রাঘবভাণ্ডাং

শ্রোতুং চ সীতামিগমে প্রযত্মম্ ॥ ৩২

‘আমি অতি শীঘ্র শ্রীহনুমানপ্রমুখ সিংহবীর  
বানরগণের সঙ্গে মিলিত হতে চাই এবং রাঘবকে  
প্রাচুর্যের উপস্থিতিতে কৃতকার্য বানরগণকে জিজ্ঞাসা  
করে সীতাকে খুঁজে পাওয়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করতে ইচ্ছা  
করি’

প্রীতিশ্রীতাকৌ সম্প্রহৃষ্টৌ কুমারৌ

দৃষ্টা সিদ্ধার্থৌ বানরাণাং চ রাজা

অঙ্গৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ কার্গসিদ্ধিঃ বিদিত্বা

বাহোরাসমামতিমাত্রং

নন্দন ॥ ৩৩

রাজকুমারদ্বয় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ এই সংবাদে সন্ত  
মনোরথ হয়ে আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন, প্রসন্নত  
তাদের চক্ষু উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তাঁদের প্রসন্ন দেখে সূত্র  
অঙ্গ ভ্রমিয়ায় কার্গসিদ্ধি করায়ত্ত হয়েছে প্রকাশ করে  
অতিশয় আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

### চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৪)

দধিমুখের কাছ থেকে সুগ্রীবের বার্তা শুনে অঙ্গদ হনুমানাদি বানরবৃন্দের কিস্কিন্দায় আগমন

এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণামপূর্বক সীতাদেবীর দর্শন বৃত্তান্ত বর্ণনা

সুগ্রীবোথৈবমুক্তস্ত হ্রষ্টো দধিমুখঃ কপিঃ  
রাঘবঃ লক্ষ্মণঃ চৈব সুগ্রীবঃ চাজবাদয়ৎ॥ ১

সুগ্রীব কর্তৃক এইরূপ উক্ত হয়ে কপি দধিমুখ  
আনন্দিতচিত্তে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে প্রণাম করল।  
স প্রণম্য চ সুগ্রীবঃ রাঘবৌ চ মহাবলৌ।

বানরৈঃ সহিতঃ শূরৈর্দীর্ঘমেবোৎপপাত হ॥ ২

সুগ্রীব তথা মহাবলী রঘুবাংশীয় বীরদ্বয়কে প্রণাম  
করে সেই শূরবীর বানরগণের সঙ্গে আকাশমার্গে উড়ে  
চলল।

স যথৈবাগতঃ পূর্বং তথৈব দ্বারিতঃ গতঃ।

নিপতা গগনান্ ভ্রুমৌ তদ্ বনং প্রবিবেশ হ॥ ৩

যেদ্রুপ শীঘ্রতায় দধিমুখ তথায় এসেছিল, সেইরূপ  
বাগ্ন হয়ে সে প্রত্যাবর্তন করল এবং আকাশ থেকে ভূমিতে  
অবতরণ করেই সে মধুবনে প্রবেশ করল।

স প্রবিষ্টো মধুবনং দদর্শ হরিযুধপান্।

বিমদানুজ্ঞাতান্ সর্বান মেহমানান্ মধুকর্মণঃ

মধুবনে প্রবেশ করে সে সমস্ত বানর যুধপতিগণকে  
দেখতে পেল যাদের নেশামুক্তি ঘটায় তারা স্বাভাবিক হু  
মধুমিশ্রিত মূত্র আগ করছিল।

স তানুপাগমদ্ বীরো বক্ষা করপুটাজ্জলিম্।



বচনঃ শ্রদ্ধামিদং হৃষ্টবদনম্ ॥ ৫  
কির দধিমুখ কৃতাজ্জলিপূর্বক তাদের কাছে গিয়ে  
হৃষ্টবদন ও সানন্দ বচনে বলল—

সৌম্য রোষো ন কর্তব্যো যদেভিঃ পরিবারণম্।  
জ্ঞানান্ রক্ষিভিঃ ক্রোধাদ্ ভবন্তঃ প্রতিষেধিতাঃ ॥ ৬  
‘সৌম্য ! এই সকল বনরক্ষকেরা অজ্ঞানবশতঃ  
অপনার মধু পান করতে সক্রোধে নিষেধ করেছিল,  
জেনা আপনারা মনে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না।

প্রাপ্তো দূরাদনুপ্রাপ্তো ভক্ষয়ন্ত স্বকং মধু।  
বুরাজ্জমীশচ বনসাস্য মহাবল ॥ ৭  
‘আপনারা দূর থেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে এখানে  
হেঁসেছেন ; অতএব ফল ভক্ষণ করুন, মধু পান করুন। এই  
সেই আপনার। মহাবলী বীর ! আপনি আমাদের যুবরাজ  
এবং এই বনের মালিক।

মৌখ্যং পূর্বং কৃতো রোষন্তদ্ ভবান্ ক্ষমস্বহিতি।  
ঈধ্ব হি শিতা তেহভুং পূর্বং হরিগণেশ্বরঃ ॥ ৮  
তথা ত্বমপি সুগ্রীবো নান্যস্ত হরিসন্তম।

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি ইতঃপূর্বে মূর্খতাবশতঃ ক্রোধ  
প্রকাশ করেছি, আপনি তা ক্ষমা করুন। কেননা, অতীতে  
আপনার পূর্বপুরুষগণ যেমন বানরদের রাজা ছিলেন,  
তেন্ন আপনি এবং রাজা সুগ্রীব আমাদের প্রভু, অন্য কেউ  
না।’

আখ্যাতং হি ময়া গজা পিতৃবাসা ভবানঘ ॥ ৯  
ইহোপরানং সর্বেষামেতেষাং বনচারিণাম্।  
ভবগগনং শ্রদ্ধা সইহির্ভবনচারিভিঃ ॥ ১০  
প্রদষ্টো ন তু রুষ্টোহসৌ বনং শ্রদ্ধা প্রধর্ষিতম্।

‘নিষ্পাপ যুবরাজ ! আমি এই মধুবন থেকে গিয়ে  
আপনার পিতৃব্য সুগ্রীবকে আপনার সঙ্গী বানরদের এখানে  
এসে পড়ার বৃত্তান্ত বলেছিলাম। এই সকল বানরদের সাথে  
আপনার (অর্থাৎ অঙ্গদের) আগমন বার্তা শুনে সুগ্রীব  
নিরতিশয় সুখী হয়েছেন এবং মধুবনের বেহাল দশায়  
তদ্রূপ প্রকাশ করেননি।

প্রদষ্টো মাং পিতৃবাস্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ১১  
শীঘ্রং প্রেষয় সর্বান্তানিতি হোবাদ পার্শ্বিবাঃ।

‘আপনার পিতৃব্য বানররাজ সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে  
আমাকে বলেছেন— তাদের সকলকে শীঘ্র এখানে প্রেরণ  
করো।’

শ্রদ্ধা দধিমুখসৌতদ্ বচনং শ্রদ্ধামঙ্গলং ॥ ১২  
অত্রনীং তান্ হরিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।

দধিমুখের এই কথা শুনে বাকপটু কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ  
তাদের সবাইকে মধুর বাক্যে বলল—

শপ্তে শ্রুতোহ্যং বৃত্তান্তো রামেণ হরিমুখপাঃ ॥ ১৩  
অয়াং চ হর্ষাদাখ্যাতি তেন জানামি হেতুনা।

তৎ ক্ষমং নেহ নঃ হাতুং কৃতে কার্যে পরন্তপাঃ ॥ ১৪

‘বানরদলপতিবৃন্দ ! মনে হচ্ছে যে ভগবান  
শ্রীরামচন্দ্র আমাদের প্রত্যাবর্তন সংবাদ পেয়ে গেছেন ;  
কেননা দধিমুখ হর্ষাতিশয্যে আমাদেরকে সুগ্রীব প্রমুখের  
বার্তা জানাচ্ছে। অতএব হে পরন্তপ বীরবৃন্দ ! এখন  
আমাদের আর দেবী করা উচিত নয়, যেহেতু আমরা  
কৃতকার্য হয়েছি, সেই সংবাদ যথাস্থানে নিবেদন করতে  
হবে।

শীঘ্রা মধু যথাকামং বিক্রান্তা বনচারিণঃ।  
কিং শেষং গমনং তত্র সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥ ১৫

‘বানরগণ ইচ্ছামত মধুপান করেছে। এখন এখানে  
আর কি কাজ অবশেষ আছে ? এবার আমাদের গন্তব্য হল  
বানররাজ সুগ্রীবের অবস্থান স্থল।

সর্বৈ যথা মাং বক্ষ্যন্তি সমেতা হরিপুঙ্গবাঃ।  
তথ্যস্মি কর্তা কর্তব্যে ভবন্তিঃ পরবানহম্ ॥ ১৬

‘বানরপুঙ্গবগণ ! তোমরা সবাই মিলে আমাকে  
যেমন বলবে, আমি করণীয় বিষয়ে তাই সম্পন্ন করব ;  
কেননা এ বিষয়ে আমি তোমাদের মুখাপেক্ষী (অথবা,  
তোমাদের অধীন)।

নাজ্ঞাপয়িতুমীশোহহং যুবরাজোহস্মি যদ্যপি।  
অযুক্তং কৃতকর্মাণো যুয়ং ধর্ম্যিতুং বলাৎ ॥ ১৭

‘যদিও আমি যুবরাজ, আদেশ দানের সর্বময় ক্ষমতা  
আমার নেই ; সীতার অনুসন্ধানে সফলকাম তোমাদের  
উপর আমার বলপূর্বক শাসন করা অযৌক্তিক।’

ক্রবতশ্চাঙ্গদসৌবঃ শ্রদ্ধা বচনমুত্তমম্।  
প্রহট্টমনসো বাক্যমিদমুচুর্বনৌকসঃ ॥ ১৮

সেই সময় এইরূপ মনোভাব প্রকাশকারী অঙ্গদের  
উত্তম বাক্য শুনে সকল বানরের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে গেল  
এবং তারা বলল—

এবং বক্ষ্যতি কো রাজন্ প্রভুঃ সন্ বানরর্ষভ।  
ঐশ্বর্যমদমস্তো হি সর্বোহহমিতি মনাতে ॥ ১৯

‘বাজন ! কান্দন্তে ! পুত্র তব্যা হৃদয়ে  
অধীনঃপদকে কে এইখানে সমায়ন করিলে ?  
ঐশ্বর্যমতে মত প্রভুগণ অতঃকালবশত তয়ে নিবেদনকরে  
সর্বসর্বা মনে করে পাঠিল।

তব চেষ্টাঃ সুসদৃশঃ বাক্যঃ নানাসা কসাচিৎ।

সন্নতির্হি তবাব্যাপ্তিঃ জবিত্যাহুজ্যোগাতাম ॥ ২০

‘আপনার এই সকল বাক্য, আপনারকেই শোভা পায়  
অন্য কারো মুখ থেকে এইকণ বাক্য নির্গত হয় না, এই  
বিন্দুতা (বিন্দু) আপনার জমী মঙ্গলময় যোগাতার বার্তা  
বহন করছে।

সর্বৈ বয়মপি প্রাপ্তান্তর গম্যঃ কৃতকথাঃ।

স যত্র হরিবীরামাঃ সুগ্রীবাঃ পতিরনামাঃ ॥ ২১

‘আমরা সকলেও যেখানে বানরবীরগণের  
অবিনাশী রাজা সুগ্রীব বিরাজমান, সেখানে যাওয়ার জন্য  
প্রস্তুত হয়ে আপনার সমীপে এসেছি।

যয়া হনুজৈহরিভির্নৈব শক্যং পদাৎ পদম্।

কচিদ্ গম্যঃ হরিশ্রেষ্ঠ ক্রমঃ সতামিদং তু তে ॥ ২২

‘বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনার আজ্ঞা বিনা বানরেরা কদপি  
এক পাও এগোতে পারে না, এ-কথা আপনাকে আমরা  
সত্যি করে বলছি।’

এবং তু বদতাং তেবামঙ্গদঃ প্রভাভাসত।

সাধু গচ্ছাম ইত্যাক্ষা খমুৎপেতুর্মহাবলাঃ ॥ ২৩

বানরগণ এইরূপে বলতে থাকলে, অঙ্গদ  
বললেন—‘খুব ভালো ! এখন, চল আমরা যাই’—এই কথা  
বলে সেই মহাবলী বানরগণ আকাশমার্গে উড়ে চলল  
উৎপত্তমুৎপেতুঃ সর্বৈ তে হরিযুগপাঃ।

কৃহাঃকশাঃ নিরাকশাঃ যদ্রোংক্ষিপ্তা ইবোপলাঃ ॥ ২৪

আগে আগে অঙ্গদ উড়তে লাগলেন, অন্য বানরদল-  
পতিগণ তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন এবং সকলে  
সেই উড্ডীয়নে আকাশ আচ্ছাদিত করে গুলতি থেকে  
উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের মতো সবেগে চলতে লাগলেন।

অঙ্গদঃ পুরতঃ কৃহা হনুমন্তঃ চ বানরাম্।

তেষ্বরঃ সহসোৎপত্য বেগবন্তঃ প্রবজমাঃ ॥ ২৫

বিনদন্তো মহানাদঃ ঘনা বাতেরিতা যথা।

অঙ্গদ ও বানরবীর হনুমানকে অগণী করে সকল  
বেগবান বানরেরা সহসা আকাশে উঠে বায়ু তাড়িত  
মেঘমালার মতো জোরে গর্জন করতে করতে কিঙ্কিঙ্কার

কাজাকাজ নাসে গোল

অঙ্গদে সমগ্রপ্রাপ্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥

উবাচ শোকসম্প্রপ্তঃ রামঃ কমলজোনেম

‘অঙ্গদের আগমন সান্নিধ্য তপে, বানরগণ

শোকসম্প্রপ্ত কমলজোনে শ্রীরামকে সপদেশা—

সমানুগিহি হস্তং তে দৃষ্টা দেবী ন সংশয়া ॥ ২৬

নাগম্যমিহ শক্যং তৈরতীতসমীরিহ।

‘প্রভু দৈর্ঘ্যধারণ করুন। আপনার হস্ত তে

সীতাদেবীকে গৃহে পাওয়া গেছে। নাহলে (সীতামুখের

জনা) নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত তয়ে যাওয়ায় বানরেরা সন্ত

এখানে আসতে পারত না।

অঙ্গদস্য প্রহর্যাচ্চ জানামি তত্তর্কন ॥ ২৭

ন মৎসকাশমাগচ্ছেৎ কৃত্যে হি নিনিপাতিত।

যুলরাজো মহাবাহুঃ প্রবতামঙ্গদো বরঃ ॥ ২৮

‘সুদর্শন শ্রীরাম ! অঙ্গদের অতিশয় প্রশংসা

আমাকে এই ব্যাপারে নিশ্চিত করছে। যদি কার্য বিনষ্ট হ

তাহলে বানরকুলের শ্রেষ্ঠ যুবরাজ মহাবাহু অঙ্গদ জন্ম

কাছে প্রত্যাবর্তন করত না।

যদ্যপ্যকৃতকৃত্যানামীদৃশঃ সাদুপক্রমঃ।

ভবেৎ তু দীনবদনো জ্ঞাননিপুত্ৰমানসঃ ॥ ২৯

‘যদি অকৃতকার্য হয়ে স্বস্থানে পুনরাগমনও ক

তাহলে অঙ্গদের মুখমণ্ডল মলিন এবং তাকে কিংকর্ত

বিমূঢ় ও উদ্ভ্রান্ত দেখাত।

পিতৃপৈতামহঃ চৈতৎ পূর্বকৈরভিরক্ষিতম্।

ন মে মধুবনং হন্যাদদৃষ্টা জনকাজ্ঞাম্ ॥ ৩০

‘সে মধুবন আমার পূর্বসূরী পিতা পিতামহগণ রক্ষ

করে গেছেন সীতাদেবীর দর্শন লাভ ব্যতিবেকে কেউ ত

বিনষ্ট করতে পারে না।

কৌশল্যা সুপ্রজা রাম সমানুসিহি সূত্র।

দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চানোন হনুমতা ॥ ৩১

‘শ্রেষ্ঠ ব্রতসমূহের অনুষ্ঠাতা শ্রীরাম ! আপনার

পুত্ররূপে পেয়ে রাণী কৌশল্যা রত্নগর্ভা ! আপনি

ধরুন ! নিঃসন্দেহে সীতাদেবীর দর্শনলাভ ঘটেছে এ

অন্য কেউ নয়, শ্রীহনুমান-ই তাঁর দর্শন পেয়েছে।

নহান্যঃ কর্মণো হেতুঃ সাধনেহস্য হনুমতাঃ।

হনুমতীহ সিদ্ধিচ্চ মতিচ্চ মতিসত্তম ॥ ৩২

বাবসামন্ত শৌর্যং চ শ্রুতং চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।



ভবান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদন্ত হরীশ্চরঃ ॥ ৩৪  
হনুমন্তাপ্যবিষ্টাতা ন তত্র গতিরন্যথা।

‘হে বুদ্ধিমনগণের শ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন ! এই কার্য  
কর্তৃত্ব শ্রীহনুমান ব্যতীত অন্য কেউ কারণ হতে পারে না।  
কেন্দ্রবিন্দু মণি শ্রীহনুমানের মধ্যে কার্যসিদ্ধির শক্তি ও  
বুদ্ধিমত্তা আছে। তার মধ্যে উদ্যম, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞান  
উন্নিত। যে দলের নেতা জাম্ববান ও মহাবলী অঙ্গদ এবং  
কুর্জিবহক শ্রীহনুমান — সেই যুগের বিপবীত পরিমাণ  
দ্রব্য অসাক্ষ্য অসম্ভব।

য তুচ্ছিস্বাসমায়ুক্তঃ সম্প্রতামিতবিক্রমঃ ॥ ৩৫  
কসি দর্পিতোদ্ভ্রাঃ সঙ্গতাঃ কাননৌকসঃ।  
নৈবাকৃতকার্যণামীদৃশঃ সাদুপক্রমঃ ॥ ৩৬  
কনকেন জ্ঞানামি মধুনাং ভক্ষণেন চ।

‘অমিত পবাক্রমী শ্রীরাম ! এখন আর চিন্তা করবেন  
না। এই কনবাসী বানরেরা সগর্বে এত অহংকারে পরিপূর্ণ  
হয় এখানে আসছে — কার্যসিদ্ধি ব্যতীত তাদের এইরূপে  
অঙ্গদ সম্ভব ছিল না। মধুপাপ এবং বন ধ্বংস করার  
ফাঁদ থেকেও আমার এমন শুভ আশা জাগছে।’

তত্র কিলকিলাশব্দঃ শুশ্রাবাসন্নমহরে ॥ ৩৭  
হনুমন্তর্কমদৃষ্টানাং নদতাং কাননৌকসাম্।  
কিয়দামুপগাতানাং সিদ্ধিং কথয়তামিবা ॥ ৩৮

তদনন্তর আকাশে বানরবৃন্দের কোলাহল ধ্বনি  
শেনা বেতে লাগল। শ্রীহনুমানের সাফল্যে গর্বিত ও  
দর্জনমুগ্ধ বানরবৃন্দ যেন কৃতকার্যতা সূচিত করছিল।

তত্র ব্রহ্মা নিনাদং তং কপীনাং কপিসত্তমঃ।  
অবততিতলাঙ্গুলঃ সোহভবদ্রষ্টমানসঃ ॥ ৩৯

সেই সকল বানরগণের সিংহগর্জন শুনে কপিশ্রেষ্ঠ  
সুগ্রীবের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল এবং তিনি লাঙ্গুল  
প্রদর্শিত করে উচ্চ ধারণ করলেন।

অতঃপরোহপি হরয়ো রামদর্শনকাক্ষিকণঃ।

অঙ্গদং পুরতঃ কৃৎস্না হনুমন্তং চ বানরম্ ॥ ৪০  
ইতঃমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনেচ্ছায় অঙ্গদ ও  
শ্রীহনুমানকে অগ্রণী করে সকল বানরেরা তথায় আগমন  
করল।

তেহঙ্গদপ্রমুখা বীরাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মুদাস্থিতাঃ।  
নিগেতুর্হরিরাজস্যা সমীপে রাঘবস্য চ ॥ ৪১  
অঙ্গদপ্রমুখ বীর বানরপুঙ্গবগণ আনন্দিত ও  
প্রোৎসাহিত অন্তরে বানররাজ সুগ্রীব তথা শ্রীরামচন্দ্রের  
নিকটস্থ হয়ে আকাশ থেকে অবতরণ করল।

হনুমাংস্ত মহাবাহুঃ প্রণম্য শিরসা ততঃ।  
নিয়তামক্ষতাং দেবীং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪২  
দীর্ঘবাহু শ্রীহনুমান শ্রীরঘুনাথের চরণে নতমস্তকে  
প্রণাম করে নিবেদন করলেন যে—‘দেবী সীতা পাতিব্রতের  
কঠিন নিয়মের পালন করছেন এবং অক্ষত আছেন।’

দৃষ্টা দেবীতি হনুমন্তদনাদমৃতোপমম্।  
আকর্ষ্য বচনং রামো হর্ষমাপ সলঙ্ঘনঃ ॥ ৪৩

‘আমি সীতাদেবীকে দর্শন করে এসেছি’ —  
শ্রীহনুমানের মুখনিঃসৃত এই অমৃতসমান বাণী শ্রবণ  
করে শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লঙ্ঘনের সাথে আনন্দ প্রকাশ  
করলেন।

নিশ্চিতার্থং ততস্তস্মিন্ সুগ্রীবং পবনাস্বজে।  
লঙ্ঘনং প্রীতিমান্ প্রীতং বহুমানাদবৈক্ষত ॥ ৪৪

পবনপুত্র শ্রীহনুমানের বিষয়ে সুগ্রীব পূর্বেই নিশ্চিত  
ছিলেন যে শ্রীহনুমান কৃতকার্য হয়েছে। সেই কারণে  
প্রসন্নচিত্ত লঙ্ঘন প্রীতিপূর্ণ সুগ্রীবের দিকে সাদরে দৃষ্টিপাত  
করলেন।

প্রীত্যা চ পরয়োপেতো রাঘবঃ পরবীরহা।  
বহুমানেন মহতা হনুমন্তমবৈক্ষত ॥ ৪৫

শত্রুবীরদের সংহারকারী শ্রীরঘুনাথ পরম প্রীতি ও  
মহাসম্মান সহকারে শ্রীহনুমানকে দেবতে লাগলেন।

ইত্যারম্বে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

ষষ্ঠি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥



## পঞ্চাষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৫)

শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার সংবাদ প্রদান করা

ততঃ প্রশ্রবণং শৈলং তে গঙ্গা চিত্রকাননম্।  
প্রপমা শিরসা রামং লক্ষ্মণং চ মহাবলম্। ১  
যুবরাজঃ পুরহুতা সুগ্ৰীবমভিবাদ্য চ।  
প্রবৃষ্টিমধ সীতায়ঃ প্রবক্রমুপচক্রমুঃ ॥ ২

তদন্তর্য বিষ্টি কাননসমূহে সুসজ্জিত প্রশ্রবণ  
শিখিতে যুবরাজ অক্ষয়কে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গী করে সকল বানরগণ  
শ্রীরামচন্দ্র, মহাবলী লক্ষ্মণ তথা সুগ্ৰীবকে নতমস্তকে প্রণাম  
করলেন এবং সীতার বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন—

রাবণাঃপূরে রোধঃ রাক্ষসীভিষ্চ তর্জনম্।  
রামে সমনুরাগং চ যথা চ নিয়মঃ কৃতঃ ॥ ৩  
এতদাখ্যায় তে সর্বং হরযো রামসন্নিধৌ।  
বৈদেহীমকৃত্যং শ্রদ্ধা রামকুণ্ডরমরবীং ॥ ৪

‘সীতাদেবীকে রাবণের অন্তঃপুরে অন্তর্ভুক্ত করে  
রাখা হয়েছে। রাক্ষসীরা তাঁকে তর্জন-গর্জন শোনাচ্ছে।  
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁর অনন্য অনুরাগ রয়েছে। রাক্ষসরাজ  
রাবণ সীতার আনুগত্য প্রাপ্তির জন্য সীতাদেবীকে মাসহয়  
সময় দিয়েছে। এখনও সীতাদেবী অক্ষতা এবং কুশলে  
আছেন।’ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে এই সকল নিবেদন করে  
সেই বাক্যানিপুণ বানর বিরত হলে শ্রীরামচন্দ্র বৈদেহীর  
কুশল শ্রবণপূর্বক প্রত্যুত্তর বললেন—

ক সীতা বর্ততে দেবী কথং চ ময়ি বর্ততে।  
এতন্নে সর্বমাখ্যাত বৈদেহীং প্রতি বানরাঃ ॥ ৫

‘বানরগণ ! বলো, দেবী সীতা কোথায় আছেন ?  
আমার ব্যাপারে তিনি কী ভাবছেন ? বিদেহকুমারীর সম্বন্ধে  
সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে অবগত করো।’

রামস্য গদিতং শ্রদ্ধা হরযো রামসন্নিধৌ।  
চোদয়ন্তি হনুমন্তঃ সীতাবৃত্তান্তকোবিদম্ ॥ ৬

শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি শুনে বানরগণ সীতাবৃত্তান্তের  
প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীহনুমানকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সকল ঘটনা  
বিবৃত করতে অনুরোধ করলেন।

শ্রদ্ধা তু বচনং তেষাং হনুমান্ মারুতাস্বজঃ।  
প্রপমা শিরসা দেবো সীতায়ৈ তাং দিশং প্রতি ॥ ৭

সেইসকল বানরবৃন্দের অনুরোধক্রমে পবনপুত্র  
শ্রীহনুমান প্রথমে সীতাদেবীর উদ্দেশে দক্ষিণমুখে নতশিরে

প্রণাম করলেন।

উবাচ বাকাং বাক্যজঃ সীতায় দর্শনং বহু  
তং ময়ি কাক্ষনং দিবাং দীপামানং হৃদয়ে ॥ ৮  
দত্তা রামায় হনুমান্ততঃ প্রাঞ্জলিহরীং  
বাক্যবিশারদ শ্রীহনুমান তখন বহুবল  
সীতাদর্শনের কথা বলতে লাগলেন। সীতাকর্তৃক স্নেহ  
স্বতন্ত্রে দেদীপমান দিবা কাক্ষনমণিকে চন্দ্র  
শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণপূর্বক শ্রীহনুমান যুগান্তকি  
বললেন—

সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বাহং শতযোজনমাত্রম্ ॥ ৯  
অগচ্ছং জানকীং সীতাং মার্গমাণো দিক্ষিমা।

‘প্রভো ! আমি জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শনের  
অনুসন্ধান করতে করতে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র  
করে দক্ষিণ বেলাভূমিতে গিয়েছিলাম।

তত্র লঙ্ঘতি নগরী রাবণস্য দুরাক্ষনঃ ॥ ১০  
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য তীরে বসতি দক্ষিণে।

‘দক্ষিণ সমুদ্রের দক্ষিণ তটে দুরাক্ষা রাবণের  
নামক নগরী অবস্থিত।

তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণাঃপূরে সতী ॥ ১১  
হুয়ি সন্ন্যাস্য জীবন্তী রামা রাম মনোরথম্।

দৃষ্টা মে রাক্ষসীমধ্যে তর্জমানা মুর্মুহঃ ॥ ১২  
রাক্ষসীভির্বিরাপাতী রক্ষিতা প্রমদাবনে।

‘প্রভো ! লঙ্কায় গিয়ে আমি রাক্ষসরাজ রাবণের  
অন্তঃপুরে প্রমদাবনের ভেতরে রাক্ষসীদের লঙ্কায়  
উপবিষ্টা সতী সাধ্বী সুন্দরী দেবী সীতার দর্শন করল  
তিনি তাঁর সমগ্র মনোভাবনা শ্রীরামচন্দ্রে ধ্যান কর  
কোনোক্রমে দিনাতিপাত করছেন। বিকট করতলধারী  
রাক্ষসীরা সীতার প্রহরায় নিযুক্ত আছে এবং বারংবার তাঁর  
দিকে তর্জন-গর্জন করছে।

দুঃখমাপদাতে দেবী হুয়া বীর সুখোচ্চিহ্ন ॥ ১৩  
রাবণাঃপূরে ক্রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।

একবেদীধরা দীনা হুয়ি চিত্তপরাধরঃ ॥ ১৪  
‘বীরবর ! দেবী সীতা আপনার সঙ্গে একত্রে সুখ  
বসবাসের যোগ্য, তবু এখন তিনি অতিশয় দুঃখ

গাথা কবিতেন। তাঁকে জানিয়েও অপ্রতাপ্য বাক্যসমূহ  
নবীন নবীনীর মতো বাখ্য করে ছে। বাক্যেরা হয়ে সর্বদা  
আপনার হিঁসায় তাঁর নিমিত্ত। তবু আছে।

অশেষায়াঃ শিবধ্বজা শিবধ্বজাঃ ত্রিমাগধম  
নিবিন্ধ্যায়াঃ নিবিন্ধ্যায়াঃ মর্ত্যকর্তৃনামা ॥ ১৫

‘মুমুক্ষুয়ায়ী ত্রিমাগধম কর্মলিনী বলা বিন্ধ্যায়া  
রাবণবাক্যে নিবাসক তবু প্রাণ আশা নিবিন্ধ্যায়া বলা মনে  
করছেন।

দেবী কবচিৎ কাকুৎস্থ অগ্নায়া যাবিতা ময়া  
কুকুৎস্থাবিশ্বাতিঃ শনৈঃ কীর্ত্যাতনয়া ॥ ১৬

‘ময়া নরশার্ঙ্গল শনৈর্বিদ্যাসিতা তদা  
তদা মহাসিতা দেবী সর্বমর্থঃ চ দর্শিতা ॥ ১৭

‘কুকুৎস্থকুলভূষণ! সদা পাত্তিচ্ছামমগ্না সীতাদেবীকে  
আমি অতি কষ্টে খুঁজে পেয়েছি। তে নিষ্পাপ নরশ্রেষ্ঠ।  
দীর্ঘ দীর্ঘ উচ্চা-কুল-শেখ কীর্ত্যাতনতের কীর্তন করতে  
করতে আমি কোনোক্রমে তাঁর পদে আমার প্রতি বিশ্বাস  
হুংলাদন করলে তিনি বার্তালাপে লঙ্কার সকল বৃত্তান্ত  
আমাকে সবিস্তারে বলেছেন।

রামসুগ্রীবসখাঃ চ শ্রদ্ধা হর্ষমুপাগতা।

নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তিশ্রাসাঃ সদা জয়া ॥ ১৮

‘শ্রদ্ধাচারে নিরত এবং আপনার বিষয়ে ভক্তিমতী  
সীতা আপনার সাথে সুগ্রীবের মৈত্রী সংবাদ শুনে খুবই  
প্রীত।

এবং ময়া মহাভাগ দৃষ্টা জনকনন্দিনী।

উগ্রেশ তপসা যুজ্ঞা হস্তজ্যা গুরুসর্গত ॥ ১৯

‘মহাভাগ! পূরুষোত্তম! এইভাবে আমি জনক-  
নন্দিনীকে আপনার প্রতি ভক্তিপরায়ণা হয়ে কঠোর তপস্যা  
করতে দেখলাম।

অজিহানঃ চ মে দত্তং যথাসুতং তস্যাত্তিকে

চিরকূটে মহাপ্রাজ্ঞা বায়সং প্রতি রাঘব ॥ ২০

‘মহামতে! রঘুনন্দন! চিরকূটে সীতাদেবী যখন  
আপনার সমস্তব্যাপারে বিনোদনে নিরত ছিলেন সেই  
সময়ে এক বায়সকে বিত্যাড়নের জন্য সে-সকল  
শটমা খাটোছিল, সেই বৃত্তান্ত তিনি লঙ্কায় প্রমাণস্বরূপ  
আমার কাছে বিবৃত করেছিলেন, আপনার কাছে  
নিবেদনের জন্য।

বিজাপাঃ পুনরপোষ রাঘো বায়ুসুত জয়া।

অর্জিহান যথা দৃষ্টমিতি মামাহ জানকী ॥ ২১

অহং চোৎস্র প্রজাতনোয় যন্ত্রাং সুপরিরক্ষিতঃ।

‘আমার প্রজাতনকালে সীতা আমাকে বলেছেন  
বায়ুনন্দন! ‘তিনি এখানে আমার যেরূপ দুঃখ দশা  
দেখেছে, তার সর্বকিছু ভগবান শ্রীরামকে বলবে এবং এই  
মার্গাটিক পন্থা মতে সুরক্ষিতরূপে নিয়ে গিয়ে তাকে অর্পণ  
করবে।

ক্রবত্বা নটগান্যনঃ সুগ্রীবস্যোপশ্রুতঃ ॥ ২২

এম চতুমর্ষিঃ শ্রীমান্ ময়া তে যন্ত্ররক্ষিতঃ।

মনাশিলায়াস্তিলকং তৎ স্মরদেতি চত্বরীৎ ॥ ২৩

এম নির্গাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিস্তলঃ।

এবং দৃষ্টা প্রমোদিতো বাসনে ভ্রমিবানঘ ॥ ২৪

‘সময়মতো অভিজ্ঞানটি প্রতারণ করবে, যেন  
সুগ্রীবও তাঁর কাছাকাছি অবস্থানরত হয়ে তোমার সকল  
বাক্য শুনতে পান। এইভাবে আমার কথা নিবেদন করবে  
—‘প্রভো! আপনার দ্বারা প্রদত্ত দীপ্তিময়ী চূড়ামণিটি আমি  
(সীতা) বহু গড়ে রেখেছি। জলজ এই রত্নকে আমি এখন  
আপনার প্রয়োজনে প্রতারণ করলাম। নিষ্পাপ!  
রঘুনন্দন! এই সংকট সময়ে আমি চূড়ামণির দিকে তাকিয়ে  
তাকিয়ে আপনাকে (শ্রীরামকে) দর্শনের মতো আনন্দে মগ্ন  
হই। অধিকন্তু আপনি আমার কপালে যে মনঃশিলার তিলক  
দিয়েছিলেন, সে-কথা নিশ্চয় আপনার স্মরণে আছে।’  
তাঁর এই সকল কথা বলার জন্য জানকী দেবী আমাকে  
বলেছেন।

জীবিতঃ ধারমিণামি মাসং দশরথায়জ্ঞ।

উর্ধ্বং মাসাম জীবিতং রক্ষসাং বশমাগতা ॥ ২৫

‘উনি পুনশ্চ বলেছেন— দশরথনন্দন! আমি আর  
মাত্র একমাস জীবিত থাকব। তারপর রাক্ষসদের কবলে  
পড়ে তার বেশী আর বাঁচতে পারব না।

ইতি মামত্রনীং সীতা কৃশাদী ধর্মচারিণী।

রাবণাস্তঃপুরে রুক্ষা মৃগীবোৎফুল্ললোচনা ॥ ২৬

‘আশঙ্কিত্য হরিণীর ন্যায় আমাতলোচনা এবং  
রাবণাস্তঃপুরে অপরুক্ষা কৃশাদী ধর্মপরায়ণা সীতা আপনার  
কাছে নিবেদনের জন্য আমাকে উপযুক্ত বাক্যগুলি বলেছেন।  
এতদেব ময়াহুৎখ্যাভঃ সর্বং রাঘব যদ্ যথা।

সর্বথা সাগরজলে সন্তারঃ প্রবিশীয়াতাম্ ॥ ২৭

‘রঘুনন্দন! লঙ্কার এই সকল বৃত্তান্ত আমি



যথাযথরূপে নিবেদন করলাম। প্রভু! এখন আপনি সাগর  
পারাপারের সববক্স উপায় ডেবে দেখুন।

তৌ জাতাসৌ রাজপুত্রৌ বিদিত্বা

তচ্চাভিজ্ঞানং রাঘবায় প্রদায়।

দেব্যা চাখ্যাতং সর্বমেবানুপূর্বাদ্

বাচ্য সম্পূর্ণং বায়ুপুত্রঃ শশংস ॥ ৬৩ ॥

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ রাজপুত্রদ্বয় আশ্রয় হয়েছেন সৌম্য  
এবং 'চূড়ামণি' নামক অভিজ্ঞান শ্রীরামচন্দ্রের স্তব  
প্রত্যর্পণ করে বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান সীতাদেবীর মর্শ  
বচনসমূহ সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

### ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৬)

'চূড়ামণি'র দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং সীতার বার্তা শুনে সীতার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ

এবমুক্তো হনুমতা রামো দশরথাস্বজঃ

তং মণিঃ হৃদয়ে কৃদ্ধা রুরোদ সহলক্ষণঃ ॥ ১

শ্রীহনুমান এই সকল কথা বলার পর দশরথনন্দন  
শ্রীরাম সেই অভিজ্ঞান মণি বক্ষে ধারণ করে লক্ষ্মণের  
সাথে বিলাপ করতে লাগলেন।

তং তু দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং রাঘবঃ শোককর্ষিতঃ।

নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥ ২

সেই শ্রেষ্ঠ মণিটির দিকে তাকিয়ে শোকাকুল  
শ্রীরঘুনাথ সাক্ষনয়নে সুগ্রীবকে বললেন -

যথৈব খেনুঃ শ্রবতি স্নেহাদ্ বৎসস্য বৎসল্য।

তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ ॥ ৩

'মিত্র! সবৎসা গাভী যেমন করে বাৎসল্যে স্তনধারা  
বর্ষণ করে আমার হৃদয়ও তেমনি মণিশ্রেষ্ঠটির দর্শনে  
দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে।

মণিরত্নমিদং দত্তং বৈদেহ্যঃ শ্বশুরেণ মে  
বধুকালে যথা বদ্ধমসিকং মূর্খি শোভতে ॥ ৪

'আমার শ্বশুর রাজা জনক বিবাহকালে দুহিতা  
সীতাকে এই মণিরত্ন দান করেছিলেন, যেটি সীতার  
শিরোরত্নরূপে শোভিত থাকত।

অয়ং হি জলসমুতো মণিঃ প্রবরপূজিতঃ।

যজ্ঞে পরমতুষ্টেন দত্তঃ শত্রেণ ধীমতঃ ॥ ৫

'এই জলজ মণিটি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণের দ্বারা পূজিত।  
যজ্ঞাচরণে অতীব প্রীত হয়ে বুদ্ধিমান ইন্দ্রদেব জনকরাজকে  
এই মণিরত্ন দিয়েছিলেন।

ইমং দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং তথা তাতস্য দর্শনম্।  
অদ্যাস্মাবগতঃ সৌম্য বৈদেহস্য তথা বিতোঃ ॥ ৬

'সৌম্য শ্রীহনুমান! এই মণিরত্নের দর্শনে আজ মে  
আমার পূজ্য পিতা তথা বিদেহরাজ মহাবাজ জনকের নর্ক  
তুল্য অনুভূতি হচ্ছে।

অয়ং হি শোভতে তস্যাঃ প্রিয়ামা মূর্খি মে মণিঃ।

অদ্যাস্য দর্শনেনাহং প্রাপ্তাং তমিষ চিহ্নয়ে ॥ ৭

'এই মণি সর্বদা আমার পত্নী সীতার সীমন্তে শোভ  
পেত। আজ এটি দেখে মনে হচ্ছে যেন সীতাকে দেখছি

কিমাহ সীতা বৈদেহী ক্রহি সৌম্য পুনঃ পুনঃ।

পরাসুবিব তোয়েন সিঞ্চন্তী বাক্যবারিণা ॥ ৮

'সৌম্য পবনকুমার! মুর্ছিত ব্যক্তির সংজ্ঞা  
ফেরানোর জন্য যেমন তার উপর বারংবার জল সিঞ্জন  
করা হয়, তেমনি সংজ্ঞাহীনতুল্য আমার উদ্দেশ্যে বৈদেহী  
সীতা যে-সকল বাক্যবারির শীতলতা প্রদান করেছে—সেই

সকল পুনঃ পুনঃ আমাকে বলো।'

ইতস্ত্ব কিং দুঃখতরং যদিমং বারিসম্ভবম্।

মণিঃ পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতাং বিনা ॥ ৯

(পুনরায় শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন)

'সুমিত্রানন্দন! সীতার প্রত্যাবর্তন ছাড়াই আমাকে যে জনক  
এই মণিটি দেহতে হচ্ছে, এতদপেক্ষা অধিক দুঃখের আর  
কী হতে পারে!'

চিরং জীবতি বৈদেহী যদি মাসং ধরিস্যতি।

ক্ষণং বীর ন জীবেষ্যং বিনা তামসিতেক্ষণাম্ ॥ ১০



(পুনরায় তিনি শ্রীহনুমানকে বললেন) 'বীর  
বনবৃত্ত ! যদিও সীতা হাসাবিধি জীবিত থাকেন, তবু  
কাজকনয়না সীতাকে ছাড়া আমি আর মুহূর্তমাত্রও বাঁচব না  
না মামপি ত্বং দেশং যত্র দৃষ্টা মম প্রিয়া।  
ন তিষ্ঠেয়ং ক্ষণমপি প্রবৃতিমুপলভ্য চ। ১১  
'আমাকেও সেই দেশে নিয়ে চল, যেখানে আমার  
প্রিয়াকে দেখা গেছে : ইচ্ছা-প্রবৃত্তির অনুভূতি আমাকে  
বিশ্রুত হ্রি থাকতে দিচ্ছে না

কথং সা মম সুশ্রোণী ভীরুভীরুঃ সতী তদা।  
জ্ঞাবহানাং ঘোরাণাং মধ্যে তিষ্ঠতি রক্ষসাম্। ১২

'ভাবছি, তাহলে আমার সুমধ্যমা জায়া যিনি  
সুভাবতঃ ভয়ে-ভয়ে থাকতে অভ্যস্ত, তিনি ভয়ংকর ও  
ক্রীমাকৃতি রাক্ষসদের মধ্যে কিভাবে অবস্থান করছেন ?

শারদস্তিমিরোন্মুক্তো নুনং চন্দ্র ইবাবুদৈঃ।  
জাবৃতো বদনঃ তস্যা ন বিরাজতি সাম্প্রতম্। ১৩

'নিঃসন্দেহে, তিমিরাকার থেকে মুক্ত অথচ  
শারদজ্যোত্স্নায় অবগুষ্ঠিত চন্দ্রের মতো সীতার চন্দ্রবদন

এখন আর পূর্বের ন্যায় শোভিত হচ্ছে না।

কিমাহ সীতা হনুমন্তরুতঃ কথয়ন্ত মে।  
এতেন খলু জীবিত্যে ভেষজেনাতুরো যথা॥ ১৪

'হনুমান ! সীতা কী কী বলেছিলেন যথাযথরূপে  
আমাকে বলো : এইরূপে তোমার দ্বারা সীতার  
বাক্যসমূহের আনুষ্ঠি শুনতে শুনতে, ক্লিষ্ট মানুষ যেমন  
কহের ঔষধের গুণে বেঁচে থাকে, আমিও তদ্রূপ জীবন  
ধারণ করব।

মধুরা মধুনালাপা কিমাহ মম ভামিনী।  
মথিহীনা বরারোহা হনুমন্ কথয়ন্ত মে।

দুঃখাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী॥ ১৫

'হনুমন্ ! বিরহক্লিষ্টা আমার সুমধ্যমা মধুরভাষিনী  
সুন্দরী প্রিয়তমা জনকনন্দিনী সীতা আমার উদ্দেশে কীদূশ  
সমাচার প্রেরণ করছে ? পরন্তু এতদূশ দুঃখ পরম্পরা সহ্য  
করেও জানকী কিভাবে জীবন ধারণ করছে ?'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

## সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৭)

শ্রীহনুমান কর্তৃক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে সীতাদেবীর সমাচার বর্ণনা

এবমুক্ত্ব হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা।  
সীতয়া ভাবিতং সর্বং নাবেদয়ত রাঘবে॥ ১

মহাত্মা রাঘুনাথ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হলে  
শ্রীহনুমান সীতাদেবী যা যা বলেছিলেন সেই সকল কথা  
নিবেদন করলেন।

ইদমুক্তবতী দেবী জানকী পুরুষর্ষভ  
পূর্ববৃত্তমভিজ্ঞানং চিত্রকূটে যথাতথম্। ২

শ্রীহনুমান বললেন — 'পুরুষোত্তম ! জানকী দেবী  
প্রথমে চিত্রকূটে ঘটে যাওয়া পূর্ব বৃত্তান্তের যথাযথ বর্ণনা  
করলেন। তিনি অভিজ্ঞানার্থে সেইসকল এইভাবে  
বলেছিলেন—

সুখসুপ্তা হুয়া সার্বং জানকী পূর্বমুখিতা।  
বায়সঃ সহসোৎপতা বিদদার স্তনাস্তরম্॥ ৩

'চিত্রকূটে জানকী দেবী আপনার সাথে সুখশয়নে

ছিলেন এবং তিনি আপনার পূর্বে উন্মিত হলে এক বায়স  
সহসা উড়ে এসে তাঁর স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আঁচড়  
কাটল।

পর্যায়ণ চ সুপ্তস্তং দেব্যাক্রে ভরতগ্রজ।  
পুনশ্চ কিম পক্ষী স দেব্যা জনয়তি ব্যথা॥ ৪

'ভরতগ্রজ ! আপনারা পর্যায়ক্রমে একে অন্যের  
ক্রেড়ে মাথা রেখে শয়ন করতেন। যখন আপনি  
সীতাদেবীর ক্রেড়ে মস্তক ন্যস্ত করে ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন  
পুনরায় কাক পাখিটি সীতাদেবীকে কষ্ট দিতে লাগল।

ততঃ পুনরুপাগম্য বিদদার ভৃশং কিম।  
ততস্ত্বং বোধিতস্তস্যঃ শোণিতেন সমুক্ষিতঃ॥ ৫

'পুনরায় কাছে এসে কাক চঞ্চুদ্বারা সীতাদেবীকে  
ভীষণভাবে আঁচড়ে-কামড়ে দিল এবং আপনি শোণিতে  
সিক্ত হয়ে জাগরিত হলেন।

বায়সেন চ তেনৈবং সততং বাখ্যমানয়া  
বোধিতঃ কিল দেব্যা হং সুখসুপ্তঃ পরতপঃ ৬  
‘শক্রশেপে সন্তাপকারী রঘুনন্দন ! সেই বায়স  
অনবরত নীড়ন করতে থাকলে সুখসুপ্ত আপনাকে সীতা  
জাগ্রত করলেন।  
তাং চ দৃষ্টা মহাবাহো দারিতাং চ স্তনাস্তরে।  
আশীবিধ ইব ক্রুদ্ধস্ততো বাকাঃ ক্রমূচিবান্ ৭  
‘মহাবাহো ! সীতার বক্ষদেশে ক্ষতচিহ্ন দেখে  
আপনি বিষধর সর্পের নাঘ ক্রোধে এইরূপ বললেন—  
নখাত্রেঃ কেন তে জীৱ দারিতং বৈ স্তনাস্তরম্  
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবজ্রেণ ভোগিনা ৮  
‘ত্রীক ! নখের অঙ্গভাব দিয়ে কে তোমাকে বক্ষ-  
ক্ষতবিস্তৃত করেছে ? কে ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ সাপ নিয়ে খেলা  
করছে ?  
নিরীক্ষ্যমাণঃ সহসা বায়সং সমুদৈক্ষথাঃ  
নখৈঃ সক্রথৈরেষ্টীকৈস্তামেবাভিমুখং হিতম্ ৯  
এইরূপ বলার পর ইতস্ততঃ দৃষ্টি ফেলে আপনি  
সহসা বায়সটিকে দেখতে পেলেন, রুধিরাক্ত নখ নিয়ে  
সেই পক্ষী সীতার দিকে তাকিয়ে কাছাকাছি কোথাও  
বসেছিল।  
সূতঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাং বরঃ।  
ধরাস্তরগতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ ১০  
‘শুনেছি, পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বায়সটি ছিল  
সাক্ষাৎ ইন্দ্রের পুত্র, যে সেইদিন পবনদেবের সমান  
গতিতে ধরাধামে বিচরণ করছিল।  
ততস্তম্ভিন্ মহাবাহো কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ।  
বায়সে হং বাখ্যঃ কুরাং মতিং মতিমতাং বর ১১  
‘কীর্তিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহো ! সীতাকে সেই  
অবস্থা দেখে আপনার নয়নযুগল ক্রোধে ঘূর্ণিত হতে লাগল  
এবং আপনি সেই কাককে কঠোর দণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত  
নিলেন।  
স দর্ভসংস্তরাদ্ গৃহ্য ব্রহ্মাস্ত্রেণ নায়োজয়ঃ।  
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জ্বালাভিমুখঃ খগম্ ১২  
‘আপনি কুশাসন থেকে একটি কুশ বের করে  
সেটিকে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে অভিমুখিত করলেন। সেই তৃণ  
প্রলয়ান্নির সমান জ্বলে উঠল। তার লক্ষ ছিল সেই বায়সটি।  
স হং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভঃ তং বায়সং প্রতি।  
ততস্ত বায়সং দীপ্তঃ স দর্ভোহনুজগাম হ ১৩  
‘আপনি জ্বলন্ত তৃণটিকে কাকের অভিমুখে প্রক্ষেপন

করলেন। তখন ওই দেদীপ্যমান দর্ভ সেই বায়সকে  
অনুসরণ করে ধাবিত হল।  
তীতৈশ্চ সম্পরিতাক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈশ্চ বায়সঃ।  
ত্রিলোকান্ সম্পরিক্রম্য ত্রাতারং নাশিগচ্ছতি ১৪  
‘দেবতারাও ব্রহ্ম হয়ে সেই কাকের সহায়তা করে  
ভয় পেলেন। ত্রিভুবন পরিক্রমা করেও সে কাউকে পেল  
যে তাকে রক্ষা করবে।  
পুনরপাগতস্তত্র ত্বংসকাশমরিন্দম্।  
ত্বং তং নিপতিতং ভূমৌ শরণ্যঃ শরণাগতম্ ১৫  
বধার্থমপি কাকুৎস্থ কৃপয়া পরিপালয়ঃ।  
‘অরিন্দম ! সর্বত্র বিফল হয়ে সেই বায়স পুনর  
এসে আপনার শরণাগত হল এবং তদবস্থায় ধরাতল  
নিপতিত তাকে আপনি আশ্রয় দিলেন, কেননা আপনি  
হলেন শরণাগতবৎসল। যদিও সেই কাকটি বধের যোগ্য  
ছিল, তথাপি আপনি সেটিকে দয়া করে জীবন দান দিলেন।  
মোঘমন্ত্রং ন শকাং তু কর্তুমিতোষ রাঘব ১৬  
তবাংস্তস্যাক্ষি কাকসা হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্।  
‘রঘুনন্দন ! অভিমুখিত ব্রহ্মাস্ত্র নিষ্ফল করা যায় না,  
সেইহেতু আপনি কাকের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করে দিলেন।  
রাম হ্রাং স নমস্কৃত্য রাজ্ঞো দশরথস্য চ ১৭  
বিসৃষ্টস্ত তদা কাকঃ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্।  
‘শ্রীরাম ! তদনন্তর আপনার নিকট হতে বিদায় নিয়ে  
সেই কাক ধরাতলে আপনাকে এবং স্বর্গে দশরথকে  
নমস্কারপূর্বক আপন আলয়ে প্রস্থান করল।  
এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সত্ববাহূলীবানপি ১৮  
কিমর্থমন্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব।  
(সীতা বললেন—) ‘রঘুনন্দন ! এইরূপ অস্ত্র-  
বিশাবদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী ও শীলবান হয়েও  
আপনি রাক্ষসদের প্রতি হৃদীয় অস্ত্রের প্রয়োগ করছেন না  
কেন ?  
ন দানবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন মরুদগণাঃ ১৯  
তব রাম রণে শক্তাস্থথা প্রতिसমাসিতম্।  
‘শ্রীরাম ! দানব, গন্ধর্ব, অসুর এবং দেবতাদের  
মধ্যে কেউই সমরাসনে আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন  
না।  
তব বীর্যবতঃ কশিচয়ি যদ্যপি সত্ত্বমঃ ২০  
ক্ষিপ্তং সুনিশিতৈর্বাণৈর্হনাভাং যুধি রাবণঃ।  
‘শক্তিশালী আপনার যদি আমার প্রতি কিছুমাত্র  
স্নেহ-ভালোবাসা থাকে তাহলে অচিরে অব্যর্থ শরক্ষেপ



রক্ষক্রে রাবণকে হত্যা করুন।

মাতুরাদেশমাজায় লক্ষ্মণো বা পরম্পরঃ ॥ ২১  
ন কিমর্থং নরবরো ন মাং রক্ষতি রাঘবঃ।

‘হনুমান ! অথবা অগ্রজের আজ্ঞা নিয়ে শত্রুর  
সন্তাপক রঘুবংশতিলক নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণই বা কেন আমাকে  
রক্ষা করছে না ?

শকৌ তৌ পুরুষব্যাসৌ বায়বপ্তিসমতেজসৌ ২২  
সুরাণামপি দুর্ঘর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ।

‘শক্তিশালী সেই পুরুষব্যাসৌ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বায়ু ও  
অগ্নির তুল্য তেজস্বী এবং দেবগণেরও অজেয়। তৎসত্ত্বেও  
তারা কেন আমার প্রতি উদাসীন থাকছেন ?

মমৈব দুহৃতং কিঞ্চিদাহদন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩  
সমর্ষৌ সহিতৌ যন্মাং ন রক্ষতে পরম্পরৌ

‘নিঃসন্দেহে আমার কিছু না কিছু মহাপাপ রয়েছে,  
যে কারণে অরিন্দম ও সমর্থ ভ্রাতৃত্ব একত্রিত হয়ে আমাকে  
রক্ষা করছেন না।

বৈদেহ্যা বচনং শ্রদ্ধা করুণং সাধুভাষিতম্ ॥ ২৪  
পুনরপ্যহমার্য্যং তামিদং বচনমব্রবম্।

‘রঘুনন্দন ! বিদেহনন্দিনীর উচিতার্থক করুণ বচন  
শ্রবণ করে আমি পুনরায় আর্য্য সীতাদেবীকে এইরূপ কাক্য  
বললাম—

ঈচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে ॥ ২৫  
রামে দুঃখাভিতূতে চ লক্ষ্মণঃ পরিতপাতে

‘দেবি ! আমি সত্য সত্য শপথ করে বলছি  
শ্রীরামচন্দ্র আপনার বিরহশোকে সকল কার্যে উদাসীন হয়ে  
আছেন। শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখে লক্ষ্মণও সন্তাপিত হচ্ছেন।

কথংচিদ্ ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতম্ ॥ ২৬  
অশ্মিন্ মুহূর্তে দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি তামিনি

‘কোনোক্রমে আপনার দর্শন লাভ হয়েছে (অর্থাৎ,  
আপনার অবস্থান বিজ্ঞাত হয়েছে), এতএব এখন শোক  
করার সময় নয়। তামিনি ! আপনি এই মুহূর্তেই আপনার  
দুঃখের অবসান দেখবেন।

অবুজৌ নরশাদৃলৌ রাজপুত্রৌ পরম্পরৌ ২৭  
দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভ্রমীকরিষ্যতঃ

‘সেই শত্রুসংহারক পুরুষব্যাস রাজপুত্রদ্বয়  
আপনাকে দর্শনের অত্যাগ্র ইচ্ছায় লঙ্কাকে ভ্রমীভূত করে  
দেবে।

যদ্য চ সমরে রৌদ্রং রাবণং সহবান্ধবম্ ॥ ২৮  
রাঘবজ্ঞাং বরারোহে স্বপুরীং নগিতা ব্রবম্।

‘বরারোহ ! তিনি সমরারোহে রৌদ্র রাবণকে  
সবাক্রমে নিধন করে অবশ্যই আপনাকে নিজের  
রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

যৎ তু রামো বিজ্ঞানীয়াদভিজ্ঞানমনিদিতো ২৯  
প্রীতিসঞ্জননং তস্য প্রদাতুং তৎ ত্বমহসি।

‘সতী-সাধবী দেবি ! এবার আপনি (সীতা) আমাকে  
এমন কিছু পবিচয়সম্পন্ন অভিজ্ঞান দিন, যেটি শ্রীরামচন্দ্র  
সহজে চিনতে পারেন এবং যেটি তাঁর তাগিত মনকে  
প্রসন্নতা দান করবে।

সাভিবীক্ষ্য দিশঃ সর্বা বেণুদগ্ধধনমুস্তমম্ ৩০  
মুক্তা বস্ত্রাদ্ দদৌ মহ্যং মণিমেতং মহাবল।

‘তখন তিনি চারদিক দেখে নিয়ে চর্চিত কেশের  
অলংকারস্বরূপ শ্রেষ্ঠ এই উত্তম মণিরত্নটিকে বস্ত্রাঙ্কলের  
বহন থেকে খুলে আমার হাতে দিলেন।

প্রতিগৃহ্য মণিং দোৰ্ভ্যাং তব হেতো রঘুপ্রিয় ॥ ৩১  
শিরসা সম্প্রণমৈনামহমাগমনে ত্বরে

‘রঘুবংশীয়গণের প্রিয়তম প্রভো ! তখন আমি  
আপনার নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই মণিকে করদ্বয়ে  
গ্রহণ করে সীতাদেবীকে নতমস্তকে প্রণামপূর্বক শীঘ্র  
এইখানে ফিরে আসাতে উদ্যত হলাম।

গমনে চ কৃতোৎসাহমবেক্ষ্য বরবর্নিনী ৩২  
বিবর্ধমানং চ হি মামুবাচ জনকান্বজা।

অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাস্পগদগদভাষিনী ৩৩  
মমোৎপতনসম্ভ্রাজ্ঞা শোকবেগসমাহতা।

মামুবাচ ততঃ সীতা সভাগোহসি মহাকপে ৩৪  
যদ্ দ্রক্ষ্যসি মহাবাহুঃ রামং কমললোচনম্।

লক্ষ্মণং চ মহাবাহুঃ দেবরং মে যশস্বিনম্ ৩৫  
‘লক্ষ্মা থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য শাবিরিক আয়তনে

বর্ধমান আমাকে প্রস্তুতপ্রায় দেখে পরম জনকান্বজা সীতা  
বাস্পাকুদিত কণ্ঠে বিষন্ন ও অশ্রুপূর্ণলোচনে শোকোদ্ভিন্ন  
মনে আমার আকাশমার্গে গমনের উদ্যোগে দিশাহারা তুল্য  
হয়ে আমাকে বললেন— “মহাকপে ! তুমি সৌভাগ্যবান  
যেহেতু দীর্ঘবাছ পদ্মনেত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাবাহু ও যশস্বী  
আমার দেবর লক্ষ্মণকে আবার দেখতে পাবে।”

সীতামাপোবমুজ্জোহমব্রবঃ মৈথিলীং তথা।  
পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি ক্ষিপ্রং জনকনন্দিনি ৩৬

যাবন্তে দর্শয়াম্যদা সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্।  
রাঘবং চ মহাভাগে ভর্তারমসিতেক্কে ৩৭

‘সীতাদেবী এইরূপ বলার পর আমি বললাম—



‘দেবি ! জনকনন্দিনী ! আপনি সর্বদা আমার পৃষ্ঠদেশে  
আবোহন করুন। মহাভাগে ! শ্যামলোচনে ! আমি অর্চনে  
আপনাকে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সাথে আপনার পতিদেব  
শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন করার অর্থাৎ কিস্তি জন্ম নিয়ে যাব।’

সত্বেবীমাং ততো দেবী নৈষ ধর্মো মহাকপে।  
যন্তে পৃষ্ঠং সিসেবেহং স্বকশা হরিপুত্রব ॥ ৩৮

‘এই কথা শুনে সীতাদেবী আমাকে বললেন—  
মহাকপে ! বানবশিবোমণে ! আমার ধর্ম এই নয় যে আমি  
সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তোমার পৃষ্ঠদেশে আবোহন করি।’

পুরা চ বদহং বীর স্পৃষ্টা গায়েষু রক্ষসা।  
তত্রাহং কিং করিষ্যামি কালেনোপনিশীড়িতা ॥ ৩৯  
গচ্ছ স্বঃ কপিশাব্দুল যত্র ভৌ নৃপতেঃ সুভৌ।

(সীতা পুনশ্চ বললেন) ‘বীর ! ইতঃপূর্বে রাক্ষস যে  
আমার অঙ্গ স্পর্শ করছিল, তখন আমার করার কিছু ছিল  
না : আমাকে দুঃসময় গ্রাস করেছিল। অতএব বানরপ্রবর !  
যেখানে রাজকুমার ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করছেন, তুমি তথায়  
প্রস্থান করো।’

ইতোবাং সা সমাভাষ্য ভূয়ঃ সন্দেহুমাহিতা ॥ ৪০  
হনুমন্ সিংহসংকাশৌ তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।

সুগ্রীবঃ চ সহ্যমাত্যং সর্বান ক্রয়া অনাময়ম্ ॥ ৪১

‘এত কিছু বলে পুনরায় তিনি আপনাদেরকে তাঁর  
কুশল সংবাদ দেওয়ার জন্য আমাকে বললেন— ‘হনুমন্ !  
সিংহ তুলা পরাক্রমী দুই ভাই শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে,

মহাপ্রবিশদসত সুগ্রীবকে তথা অন্যান্যদেরকেও  
কুশল সংবাদ দেবে এবং সবার কুশল জিজ্ঞাসা করবে।  
যথা চ স মহানাত্ম্যঃ ভ্রাতৃগতি রাদয় ॥

অস্মাদনুঃখাদুসংরোপাৎ তৎ ইমাণ্যাত্মবীণা ॥

‘তুমি এমনভাবে আমার কথা উপস্থাপিত কর  
যাতে মহানাত্ম শ্রীরামনাথ এই দুঃখপাবাদার থেকে আমার  
রক্ষা করেন।

ইদং চ ভীতঃ মম শোকবেগঃ  
রক্ষোভিরেতিঃ পরিভৎসনঃ ॥

ক্রয়াস্ত রামস্য গতঃ সমীপঃ  
শিবচ্চ তেহক্ষাস্ত হরিপ্রবীর ॥

‘হে বানরগণের মধ্যে বীরোত্তম ! তুমি আমার  
সমীপে গিয়ে আমার ভীত শোকবেগ তথা আমার পুত্র  
রাক্ষসদের নিয়ত তর্জন-গর্জন সনাক বুকের যত  
তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক।’

এতৎ তবার্থা নৃপ সংযতঃ সা  
সীতা বচঃ প্রাহ কিবাদপূর্ব ॥

এতচ্চ বুদ্ধা গদিতং যথা স্বঃ  
শ্রদ্ধং সীতাং কুশলাং সন্মাদ ॥

নরেশ্বর ! আপনার প্রিয়তমা সংযমশীলা অর্থাৎ  
বড় দুঃখে এই সব কথা বলেছেন। আমার দ্বারা নির্বল  
সীতার এই সকল বার্তা বিচারপূর্বক আপনি বিশ্বাস করে  
পাবেন যে সতী-সাধ্বী সীতা সর্বথা বিশ্বস্তা আছেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

### অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৮)

শ্রীহনুমান কর্তৃক সাগর পারাপার করে সীতাকে উদ্ধার করা নিয়ে সীতার মনের  
সন্দেহের অপনোদন এবং শ্রীরামচন্দ্র সকাশে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন

অথাহমুত্তরং দেব্যা পুনরুক্তঃ সসম্মম্।  
তব প্রোহরনব্যায় সৌহার্দাদনুমানা চ ॥ ১

‘পুরুষসিংহ রতুনন্দন ! আমার প্রতি স্নেহ এবং  
আপনার প্রতি প্রীতিতে দেবী সীতা আমার সংকারপূর্বক  
প্রস্থানোদ্যত আমাকে পুনরায় দ্বিরিতে বললেন—  
এবং বহুবিশং বাচ্যো রামো দাশরথিহুয়া।

যথা মাং প্রাপুয়াচ্ছিন্নঃ হুয়া রাবণমাহবে ॥

‘পবনকুমার ! তুমি দশরথনন্দন ভগবান ব্রীহদ্রথ  
বিভিন্নভাবে এমন বার্তা দেবে, যাতে তিনি সমস্ত  
অচিরে রাবণকে বধ করে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান  
যদি বা মনাসে বীর বটসকাহমরিশম।  
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃত্তে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥

‘নিস্পাপা দার ! যদি তোমার মনে হয় তাহলে তুমি  
একদিন এখানে কোথাও গুপ্তজালে বিশ্রাম করে কাল  
সম্পূর্ণ এখান থেকে যাও কনবে।

মম চাপাঙ্গজগায়ারঃ সানিধ্যাং তব বানর।

তস্য শোকবিশাকসা মুহূর্তং স্যাদ্ বিমোক্ষণম্ ॥ ৪

‘বানর ! তুমি নিকটে থাকলে আমার মতো মন্দ  
সুন্দরার কিছু সময়েই অন্য তরঙ্গ দ্বংসার্থীরা থেকে  
অব্যাহত মিলবে।

গতে হি ত্বমি বিক্রমন্তে পুনরাগমনায় বৈ।

প্রাণান্যপি সন্দেহো মম স্যাম্যত্র সংশয়াঃ ॥ ৫

‘তো পরাক্রমী বীর হনুমান ! যখন তুমি পুনরাগমনের  
কল্পিত্রয়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে, তখন আমার প্রাণ  
সামান্য উপস্থিত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

চর্যাক্ষরজঃ শোকো ত্বয়ো মাং পরিতাপয়েৎ।

কৃষ্ণা দুঃখপরাভূতাং দুর্গতাং দুঃখভাগিনীম্ ॥ ৬

‘তোমার অর্দ্রনজনিত দুঃখ আমাকে অতিশয় ক্লেশ  
দিত থাকবে। কিন্তু, আমি দুঃখপরম্পরায় পরাজিত হতে  
হবে যব পর-নাই দুঃখিনীর জীবন-যাপন করছি।

অয়ঃ চ বীর সন্দেহভিষ্টিতীব মমগ্রতঃ।

সুমহাঃসংসহায়েবু হর্য়ক্ষেবু হরীশ্বর ॥ ৭

কথং নু খলু দুঃপারং তরিত্যস্তি মহোদধিম্।

তমি হর্য়ক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাস্বজৌ ॥ ৮

‘বীর বানররাজ ! আমার মনে যেন সন্দেহ হচ্ছে যে  
কিভাবে তোমার সহায়ক বানরসৈন্য ও ভল্লুকঘোড়গণ  
সমুদ্র পার হয়ে এখানে আসবে এবং রাম-লক্ষ্মণ  
রাজকুমারদ্বয় বা কীপ্রকারে সমুদ্র পার হবেন।

জ্ঞাপামেব ভূতানাং সাগরস্যাস্য লক্ষ্যণে

শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেমস্য বায়োর্বা তব চানঘ ॥ ৯

‘নিষ্পাপ পবনকুমার ! মাত্র তিনজনের মধ্যেই  
সমুদ্র পারাপারের শক্তি আছে— বিনতানন্দ গরুড়ের,  
পবনদেবের এবং তোমার।’

তদ্বিন্দু কার্যনির্মোগে দীরৈবং দূরতিজ্জমে।

কিং পশাসি সমাধানং ক্রহি কার্যবিদাং বর ॥ ১০

‘বীর ! যদি এই সমুদ্র পারাপাররূপ কার্যসিদ্ধি  
দুঃসাহ্য হয়ে যায় তাহলে তুমি কী সমাধান দেখছ !  
কর্মজগতের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, অতএব এব্যাপারে আমাকে  
(সীতাকে) কিছু বলো।

কামসা হ্রমৈবেকঃ কার্গসা পরিসাধনে।

পরাধঃ শরবীরয় যশস্যন্তে বলোদয়াঃ ॥ ১১

‘নিঃসন্দেহে শরপক্ষকে নিধন করতে তুমি একটি  
একশ ; তোমার বল ও উৎসাহ তোমার যশ ও খ্যাতি বৃদ্ধি  
করবে (শ্রীরামচন্দ্রের নয়)।

বইলঃ সমাগ্রাদি মাং হত্বা রাবণমাহবে।

বিজয়ী স্বপুত্রীং রামো নয়েৎ তৎ স্যাদ্ যশস্করম্ ॥ ১২

‘(সেইইহত) যদি শ্রীরাম নিজের সমগ্র সৈন্যদলসহ  
রাবণকে নিধন করে বিজয়গৌরবে আমাকে নিজের  
নগরিতে নিয়ে যান তবে সেটিটি তাঁর পক্ষে যশস্কর হবে।  
যথাহং তস্য বীরস্য বনাদুপদিবা হত্বা।

রক্ষসা তত্ত্বয়াদেন তথা নার্তি রাঘবঃ ॥ ১৩

‘যেমন করে রাক্ষস রাবণ বীরবর ভগবান শ্রীরামের  
ভয়ে ভল্লপূর্বক আনাকে অপতরণ করেছিল, রঘুনন্দনের  
সেইরূপ করা শোভা পায় না (তিনি যেন রাবণকে বধ  
করেই আনাকে নিয়ে যান)।

বইলঃ সঙ্কলাং কৃদ্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।

মা নয়োদ্ যদি কাকুৎস্থন্তঃ তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥ ১৪

‘শত্রুদের সংহারক ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম যদি  
স্বপক্ষীয় সৈন্যদের দ্বারা লঙ্কাকে পদদলিত কবে আমাকে  
নিজের সঙ্গে নিয়ে যান, তবেই সেই কাজ রাঘবের যোগ্য  
কাজ হবে।

তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাস্বনঃ।

ভবত্যাহবশুরস্য তথা ত্বমুপপাদয় ॥ ১৫

‘অতএব যা সেই মহাত্মা যুদ্ধবীর শ্রীরামের  
পরাক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, সেই উপায় তুমি চিন্তা  
করো।

তদর্থোপহিতং বাকাং প্রশ্নিতং হেতুসংহিতম্।

নিশমাহং ততঃ শেষং বাক্যমুত্তরমত্রবম্ ॥ ১৬

‘সীতাদেবীর সেই প্রয়োজনমূলক, বিনয়ী ও  
যুক্তিযুক্ত শুনে আমি উত্তরে এইরূপ বললাম—

দেবি হর্য়ক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্রবতাং বরঃ।

সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নত্বদর্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১৭

‘দেবি ! বানর এবং ভল্লুক সৈন্যদের রাজা কপিশ্রেষ্ঠ  
সুগ্রীব অতি শক্তিশালী। তিনি আপনার উদ্ধারে দৃঢ় নিশ্চয়  
করেছেন।

তস্য বিক্রমসম্পন্নঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।

মনঃসংকল্পসদৃশা নিদেশে হরয়ঃ হিতাঃ ॥ ১৮

‘সুগ্রীবের অধীনে পরাক্রমী, শক্তিশালী ও মহাবলী  
বানরগণ রয়েছে, যারা মনের তুলা সুতীব্র  
গতিবেগসম্পন্ন। তারা সকলেই সুগ্রীবের নির্দেশের



অপেক্ষা করছে।

যেহাং নোশরি নাথস্তার তিৰ্যক্ সজ্জতে গতিঃ।

ন চ কর্মসু সীনন্তি মহৎসমিততেজসঃ॥ ১৯

‘সেই সকল বানর ও চতুর্ক সৈন্যদের গতি নিম্নে,  
উর্ধ্ব, দক্ষিণে বা বামে কোথাও বাধাগ্রস্ত হয় না। অমিত  
তেজস্বী তারা বৃহৎ কর্মযজ্ঞে কখনও অবসন্ন হয় না।

অসকৃৎ তৈর্মহাভাগৈর্বানরৈর্বলসংযুতৈঃ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য ভূমির্বাযুমার্গানুসারিভিঃ॥ ২০

‘বাযুমার্গ অর্থাৎ আকাশ কে অনুসরণ করে সেই  
সকল মহাত্মা বানরগণ অনেকবার পৃথিবী পরিক্রমা  
করেছেন।

মহিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সপ্তি তত্র বনৌকসঃ।

মন্তঃ প্রভাবরঃ কচ্চিমাশ্চি সুগ্রীবসমিধৌ॥ ২১

‘সেখানে আমার অপেক্ষা শক্তিশালী এবং আমার  
সমকক্ষ বহুসংখ্যক বানর আছে। বানররাজ সুগ্রীবের  
অধীনস্থ এমন কেউ নেই যে আমার (শ্রীহনুমানের) চেয়ে  
কোন অংশে কম।

অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ।

নহি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষান্তে প্রেষান্তে হীতরে জনাঃ॥ ২২

‘আমি যেহেতু সমুদ্র পার হয়ে এখানে আসতে  
পেরেছি, সেহেতু সেই-সকল মহাবলী বানরগণের,  
আগমনে কী সন্দেহ? আপনি (সীতাদেবী) জ্ঞানেন যে  
উত্তম বীরদের দৌত্যে প্রেরণ করা হয় না বরং অন্যদের  
অর্থাৎ কম শক্তিরদের পাঠানো হয়।

তদলং পরিতাপেন দেবি মনুরপৈতু তে।

একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিয়ূথপাঃ॥ ২৩

‘অতএব দেবি! পরিতাপের প্রয়োজন নেই,  
আপনার দুঃখ দূর হোক। বানরদলপতি সুগ্রীব একক  
উল্লংঘনেই লঙ্কায় এসে পড়তে সক্ষম।

মম পৃষ্ঠগতো তৌ চ চক্রসূর্য্যবিবোধিতৌ।

জ্বলসকাশং মহাভাগে নৃসিংহাবাগমিম্যভেঃ॥ ২৪

‘মহাভাগে! দুই পুরুষসিংহ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ

উদয়াচলে উদ্ভিত সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় আমার পৃষ্ঠে আরোহণ  
করে আপনার সম্মুখে পৌঁছে যাবেন।

অরিয়ঃ সিংহসংকাশং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাখবম্।

লক্ষ্মণঃ চ ধনুষ্মন্তঃ লঙ্কাধারমুপাগতম্।

‘আপনি অচিরে দেখবেন যে সিংহ তুল্য পদ্মারোহী  
শত্রুনাশক রাম লক্ষ্মণ ধনুর্বান হস্তে লঙ্কার প্রবেশবারে  
পড়েছেন।

নখদংষ্ট্রাঘুধানু বীরান্ সিংহশার্দূলবিক্রমান্।

বানরান্ বারণেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সজ্জতান্।

‘নখর ও দণ্ডাঘ্রুদসম্পন্ন বীর এবং সিংহ  
শার্দূলতুল্য বিক্রমশালী গজেন্দ্রসমাকার বানরগণকে আপনি  
লীঘ্যই সমবেত হতে দেখবেন।

শৈলাবুদনিকাপানাং লঙ্কামলয়সানু

নর্দতাং কপিমুখ্যানাং নচিরাচ্ছোষ্যসে ঘনম্।

‘লঙ্কা নগরীর মলয়পর্বতের শিখরে পাহাড় ও  
মেঘমালার সমান বিশালাকার প্রধান প্রধান কানর  
এখানে গর্জন করবেন এবং আপনি তাদের সিংহ  
শব্দে শুনতে পাবেন।

নিবৃন্তবনবাসং চ জ্বয়া সার্বমরিকমম্

অভিষিক্তমযোধ্যায়াং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাখবম্।

‘অনতিকালে আপনার দেখার সৌভাগ্য হবে যে  
অবিসৃন্দ শ্রীরঘুনাথ বনবাস এর নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করে  
আপনার সাথে অযোধ্যার রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন।

ততো ময়া বাগুভিরদীনভাষিণী

শিবাভিরিষ্টাভিরভিপ্রসাদিতা

উবাহ শান্তিঃ মম মৈথিলাস্বজা

তবাতিশোকেন তথাতিপীড়িতা॥ ২৫

‘আপনার (শ্রীরামচন্দ্রের) বিরহশোকে বহুতর  
পীড়িতা হয়েও যাঁর (সীতাদেবীর) বাচনে দৈন্য  
না— সেই মিথিলেশকুমারীকে যখন আমি (শ্রীহনুমান)  
মঙ্গলজনক ও ইচ্ছিত বাক্যে প্রসন্ন করলাম, তখন তিনি  
কিছুটা শান্তি পেলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

সুন্দরকাণ্ড সম্পূর্ণ



॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

# শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ

যুদ্ধকাণ্ড

প্রথমঃ সর্গঃ (১)

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা হনুমানের প্রশংসা ও তাঁকে বক্ষে আলিঙ্গন এবং সমুদ্রলঙ্ঘনের চিত্রা

হনুমতো বাক্যং যথাবদভিভাষিতম্।

প্রীতিসমায়ুক্তো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীহনুমান কর্তৃক যথাযথভাবে কথিত সকল বাক্য  
তখন শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হয়ে উত্তরে একপ উত্তম বাক্য  
বলেন—

কৃতং হনুমতা কার্যং সুমহদ ভুবি দুর্লভম্।

কসাপি যদনোন ন শক্যং ধরণীতলে॥ ২

‘হনুমান এমন সুমহান কার্য সম্পাদন করেছেন যা  
পৃথিবীতে দুর্লভ ; শুধু তাই নয়, ভূমণ্ডলে অন্য কারও  
পক্ষে তা অচিস্তনীয়।

নহি তং পরিপশ্যামি যন্তরেত মহোদধিম্।

অনন্তে গরুডাদ্ বায়োরন্যত্র চ হনুমতঃ॥ ৩

‘আমার দৃষ্টিতে গরুড়, বায়ু এবং হনুমান ব্যতীত  
কেই নেই যিনি এই মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করতে সক্ষম।

দেবদানবমক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।

অশ্রুত্যাং পুরীং লঙ্কাং রাবণেন সুরক্ষিতাম্॥ ৪

প্রবীঃ সত্ত্বমশ্রিতা জীবন্ কো নাম নিদ্রমেৎ।

‘রাবণ কর্তৃক সুরক্ষিত এই লঙ্কাপুরী দেবতা, দানব,  
ক্ষত্র, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস ইত্যাদি সকলের পক্ষেই  
অপারভূয়া। নিদ্রায় শক্তিকে অবলম্বন করে এর মধ্যে

প্রবেশ করে কেই বা জীবিত ফিরে আসতে পারে!

কো বিশেৎ সুদুরাথর্বাং রাক্ষসৈশ্চ সুরক্ষিতাম্॥ ৫

কো বীর্যবলসম্পন্নো ন সমঃ স্যাদ্ধনুমতঃ।

‘রাক্ষসদের দ্বারা সুরক্ষিত এবং অপরাভেদে লঙ্কায়  
হনুমানের তুল্য বল ও পরাক্রমসম্পন্ন এমন কেই বা  
আছে, যিনি সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম ?

ভূতাকার্যং হনুমতা সুগ্রীবস্যা কৃতং মহৎ।

এবং বিধায় স্ববলং সদৃশং বিক্রমস্যা চা। ৬

‘এইভাবে আপন বল ও বিক্রম প্রকাশ করে হনুমান

সুগ্রীবের সেবকরূপে তাঁর মহৎ কার্য সম্পাদন করেছেন।

যো হি ভূত্যো নিযুক্তঃ সন্ ভর্তা কর্মণি দুষ্টরে।

কুর্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহঃ পুরুষোত্তমম্॥ ৭

‘যে সেবক প্রভুর দ্বারা দুঃসাধ্য কর্মে নিযুক্ত হয়েও

তা অনুরাগসহ করেন (অর্থাৎ এইরূপ দুষ্টর কর্মে যাঁর

বিরক্তি জন্মায় না, বারংবার এইরূপ দুঃসাধ্য কার্য

অবিচলিতভাবে সম্পন্ন করেন) তিনিই সেবক মধ্যে

উত্তম।

যো নিযুক্তঃ পরং কার্যং ন কুর্যাদ্ নৃপতেঃ প্রিয়ম্।

ভূত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহর্মধামং নরম্॥ ৮

‘যিনি প্রভুর কার্যে নিযুক্ত হয়ে কেবল নির্ধারিত কার্যই

সম্পন্ন করেন এবং সমর্থ হয়েও অন্য হিতকর কার্যে বিরত

থাকেন, তিনি মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ।

নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্যং ন কুর্যাদ্ যঃ সমাহিতঃ।

ভূত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহঃ পুরুষোত্তমম্॥ ৯

‘রাজার কার্যে নিযুক্ত যে সেবক যোগ্য ও সমর্থ

হওয়া সত্ত্বেও একপ্রচিন্তে সেই কার্য সমাপন না করেন,

তিনি পুরুষাধম

তদ্বিঘোনে নিযুক্তেন কৃতং কৃতং হনুমতা।

ন চাক্ষা লঘুতাং নীতাঃ সুগ্রীবশ্চাপি তোযিতাঃ ॥ ১০

‘প্রভুব দ্বারা কার্যে নিযুক্ত হয়ে হনুমান তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক কার্যও সম্পন্ন করেছেন এবং এর দ্বারা স্বমর্যাদা রক্ষা করেছেন— কারণ সেখানে নিজেকে হেয় করেননি এমন কি তিনি সুগ্রীবকেও পূর্ণরূপে সম্বোধন করেছেন।

অহং চ রঘুবংশস্ত লক্ষ্মণস্ত মহাবলঃ।

বৈদেহ্যা দশনেনাদ্য ধর্মতঃ পরিরক্ষিতাঃ ॥ ১১

‘হনুমান কর্তৃক বিদেহনন্দিনী সীতার সন্ধান-লাভের দ্বারা—স্বচক্ষে তাঁকে দেখে আসার ফলে আমার (শ্রীরামচন্দ্রের), মহাবলশালী লক্ষ্মণ এবং রঘুবংশ ধর্মতঃ রক্ষা পেল।

ইতঃ তু মম দীনস্য মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি

যদিহাস্য প্রিয়াখ্যাত্ত্বর্ন কুর্মি সদৃশং প্রিয়ম্ ॥ ১২

‘যে আমাকে এমন প্রিয় সংবাদ প্রদান করছে, আমি তার জন্য তদনুরূপ কিছু করতে পারছি না (অর্থাৎ তার কোনো প্রিয়কার্য করতে পারছি না বা তাকে পুরস্কৃত করতে পারছি না), এই দীনতা আমার মনকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে।

এষ সর্বস্বভূতস্ত পরিশ্রমো হনুমতঃ।

ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩

‘এই সময়ে মহাত্মা হনুমানকে আমি কেবল নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনই করতে পারি ; কারণ এখন এই আলিঙ্গনই আমার সর্বস্ব।’

ইত্যাঙ্ক প্রীতিহ্রষ্টাঙ্গো রামস্তঃ পরিশ্রব্জে।

হনুমন্তঃ কৃতাত্মানং কৃতকার্যমুপাগতম্ ॥ ১৪

এই কথা বলতে বলতে শ্রীরামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমুদ্রী-পুলকিত হয়ে উঠল। তিনি তাঁর আদেশ অনুসারে সমাধা করে ফিরে আসা হনুমানকে বন্ধে আলিঙ্গন করলেন।

শ্যামা পুনরুবাচেদং বচনং রঘুসত্তমঃ।

হরীণামীশ্বরস্যাপি সুগ্রীবস্যোপশ্রুতঃ ॥ ১৫

অতঃপর রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরাম কিছুক্ষণ স্থির করে বানররাজ সুগ্রীবকে শুনিয়ে একথা বললেন।

সর্বথা সুকৃতং তবং সীতামাঃ পরিমার্গণম্।

সাগরং তু সমাসাদ্য পুনরষ্টং মনো মম ॥ ১৬

‘সীতার অনুসন্ধান কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু সাগরের কথা চিন্তা করে আমি পুনরায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছি।

কথং নাম সমুদ্রস্য দুস্তপারস্য মহাস্রবঃ।

হরয়ো দক্ষিণং পারং গমিষ্যন্তি সমাগতাঃ ॥ ১৭

‘বিশাল জলরাশিতে পরিপূর্ণ দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, সমবেত বানরগণ সমুদ্রের দক্ষিণ প্রান্ত কেমন করে যাবে ?

যদ্যপোষ তু বৃজ্ঞাত্তো বৈদেহ্যা গদিতো মম।

সমুদ্রপারগমনে হরীণাং কিমিবোত্তরম্ ॥ ১৮

‘আমার বৈদেহী সীতাও এই সংশয় প্রকাশ করেছেন যে (যে বিষয়ে আমাকে অবগত করা হয়েছে) ; সমুদ্র-লঙ্ঘনের বিষয়ে বানরদের এই সংশয়—তার নিরসন হবে কীভাবে ?’

ইত্যাঙ্ক শোকসজ্জাত্তো রামঃ শত্রুনিবর্হষঃ।

হনুমন্তঃ মহাবাহুস্ততো ধ্যানমুপাগমং ॥ ১৯

শত্রুদমনকারী, শোকাকুল, মহাবাহু হনুমানকে এইরূপ বলে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন

ইত্যারম্ শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

আদি কবি মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ (২)

সুগ্ৰীবের শ্রীরামচন্দ্রকে উৎসাহ প্রদান

৩০ ই শোকপরিদানঃ রামঃ দশরথাত্মজম্।  
উচ্চাচ বচনঃ শ্রীমান্ সুগ্ৰীবঃ শোকনাশনম্॥ ১  
শোকাতুর দশরথনন্দন শ্রীবামের শোক  
জননোদনের জন্য শ্রীমান সুগ্ৰীব একথা বললেন—

কিঃ ক্ৰিয়া তপ্যতে বীর যথানাঃ প্রাকৃতস্তথা  
যৈঃ ভূতাজ সজাপং কৃত্য ইব সৌহৃদম্। ২

‘হে বীর ! আপনি কেন অন্যান্য প্রাকৃতজনের ন্যায়  
ত্রপিত হচ্ছেন ? কৃত্যব্যক্তি যেমন সৌহার্দ্য বিস্মৃত হয়,  
জননিও তেমনি শোক ভুলে যান।

সঙ্গস্য চ তে হানং নহি পশ্যামি রাঘব।  
দ্রুববৃণলজ্জায়াং জ্ঞাতে চ নিলয়ে রিপোঃ॥ ৩

‘হে রাঘব ! যেহেতু সীতামাতার অবস্থান এবং  
শত্রুর নিবাস সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি ; অতএব  
আপনার সজাপের কোনো কারণ আমি দেখছি না।

যতিমান্ শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতচ্চাসি রাঘব।  
ভাজেমাং প্রাকৃতাং বুদ্ধিঃ কৃতান্তেবার্হদৃষিণীম্॥ ৪

‘হে রঘুনন্দন ! আপনি বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী  
পণ্ডিত এবং কৃতান্তা। অতএব আত্মজ্ঞানী পুরুষের ন্যায়  
আপনি এই অর্হদৃষক প্রাকৃতবুদ্ধি ত্যাগ করুন।

সমুদ্রঃ লঙ্ঘয়িত্বা তু মহানক্রসমাকুলম্।  
লঙ্কারোহয়িষ্যামো হনিষ্যামচ্চ তে রিপুম্॥ ৫

‘কুন্তীবাদি বিশাল জলজন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্রকে আমরা  
লঙ্ঘন করে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে আপনার শত্রুকে ধ্বংস  
করব।

নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্যাকুলায়নঃ।  
সমর্থা ব্যবসীদন্তি বাসনং চাখিগচ্ছতি॥ ৬

‘উৎসাহহীন, দীন ব্যক্তি নিজের মনকে শোকাকুল  
করে তোলেন এবং সম্পূর্ণ রূপে দুর্বল হয়ে অধিকতর  
দুর্গত হয়ে পড়েন।

ইমে শূরাঃ সমর্থাচ্চ সর্বতো হরিয়ুথপাঃ।  
কুঃ প্রিয়ার্থং কৃতোৎসাহাঃ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্।

‘এই বীরেরা জানামি তর্কচাপি দূঢ়ো মম॥ ৭  
‘এই বানরদলপতিরা সকলেই সর্বতোভাবে সমর্থ  
আমার। আপনার প্রীতির জন্য এরা আস্ত্রনেও

প্রবেশ করতে উৎসাহী। এদের আনন্দের উৎস (ব্যবগবধ-  
পূর্বক সীতা উদ্ধার কার্যে আনন্দ) আমি সুনিশ্চিতরূপে  
জানি।

বিক্রমেন সমানেষো সীতাং হত্বা যথা রিপুম্।  
রাবণং পাপকর্মাণং তথা হুং কর্তুমহঁসি॥ ৮

‘আপনি তাই করুন, যাতে আমরা পরাক্রমের সঙ্গে  
পাপাচারী শত্রু রাবণকে হত্যা করে সীতামাতাকে লাভ  
করতে পারি।

সেতুরত্র যথা বন্ধোদ্ যথা পশোম তাং পুরীম্।  
তস্য রাক্ষসরাজস্য তথা হুং কুরু রাঘব॥ ৯

‘হে রঘুনন্দন ! যাতে এখানে সেতুবন্ধন করা যায়,  
রাক্ষসরাজের সেই পুরী আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আপনি  
সেইরূপ করুন।

দৃষ্টী তাং হি পুরীং লঙ্কাং ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্।  
হতং চ রাবণং যুদ্ধে দর্শনাদবধারণম্॥ ১০

‘ত্রিকূট পর্বতের শিখরে অবস্থিত লঙ্কাপুরীকে দর্শন-  
মাত্রই আপনি জানবেন যে, রণক্ষেত্রে রাবণ হত হয়েছে।  
অবজ্ঞা সাগরে সেতুং ঘোরে চ বরুণালয়ে।

লঙ্কাং ন মর্দিতুং শক্যা সৈন্দ্ৰৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ১১

‘বরুণদেবের বাসস্থান এই ভয়ানক সমুদ্রে  
সেতুবন্ধন না করে, দেবতা ও দানবদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং  
ইন্দ্রও লঙ্কাকে নিষ্পেষণ করতে (লঙ্কানগরীকে পদদলিত)  
পারবেন না।

সেতুবন্ধঃ সমুদ্রে চ যাবল্লঙ্কাসমীপতঃ।  
সর্বং তীর্ণং চ মে সৈন্যং জিতমিত্যপধারণম্।

ইমে হি সমরে বীরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ॥ ১২

‘লঙ্কার নিকটবর্তী সমুদ্রে সেতুবন্ধন করলেই,  
আমাদের সমস্ত বানরসৈন্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে সক্ষম  
হবে এবং তখনই আপনার জয় নিশ্চিত মনে করবেন।  
কারণ ইচ্ছামতো রূপধারণকারী এই বানরেরা যুদ্ধে  
মহাবীর।

তদলং বিক্রবাং বুদ্ধিঃ রাজন্ সর্বার্থনাশিনীম্।  
পুরুষস্য হি লোকেহস্মিন্ শোকঃ শৌর্য্যাপকর্ষণঃ॥ ১৩

‘অতএব হে রাজন্ ! আপনি বুদ্ধি বিনাশক  
পুরুষেরা হি লোকেহস্মিন্ শোকঃ শৌর্য্যাপকর্ষণঃ॥ ১৩



ব্যাকুলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। বুদ্ধির এই ব্যাকুলতা  
সর্বকার্য বিনাশক। এই জগতে শোকই পুরুষের শৌর্যকে  
বিনষ্ট করে।

যৎ তু কার্যঃ মনুষ্যেণ শৌচীর্ঘমবলম্ব্যতাম্।

তদলঙ্ঘনায়ৈব কর্ত্ত্ব্যবতি সত্বরম্॥ ১৪

‘এখন মানুষের যা করণীয়, আপনি সেই শৌর্য  
অবলম্বন করুন। কারণ এই কার্যই কর্ত্তাকে শীঘ্র অলংকৃত  
করে—অভীষ্ট ফল প্রদান করে।

অস্মিন্ কালে মহাপ্রাজ্ঞ সত্ব্যমতিষ্ঠ তেজসা।

শূরাণাং হি মনুষ্যাণাং জুঘিষ্যানাং মহাক্ষনাম্।

বিনষ্টে বা প্রপষ্টে বা শোকঃ সর্বার্থনাশনঃ॥ ১৫

‘হে মহাজ্ঞানী ! এই সময়ে আপনি স্বতেজে ধৈর্য  
অবলম্বন করুন। কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে বা ধ্বংস হলে  
আপনার মতো শূরবীর মহাত্মা পুরুষদের শোক প্রকাশ করা  
উচিত নয়। কারণ, এই শোকই সকল কর্মের বিনাশক হয়ে  
থাকে।

তদ্বৎ বুদ্ধিমতাঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।

মহিধৈঃ সচিবৈঃ সার্বমরিং জেতুং সমর্থসি॥ ১৬

‘আপনি সকল বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল শাস্ত্রে  
জ্ঞানী, আমার মন্ত্রীদের সহায়তায় আপনি অবশ্যই শত্রুদের  
জয় করবেন।

নহি পশ্যামাহং কক্ষিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব  
গৃহীতধনুষো যন্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে॥ ১৭

‘হে বধুনন্দন ! এই তিন লোকে এমন কোনো বীর  
দেখতে পাচ্ছি না, যে যুদ্ধে ধনুক ধারণ করে আপনার  
সম্মুখে জীবিত থাকতে সক্ষম।

বানরেষু সমাসক্তং ন তে কার্যং বিপৎসাতে।

অচিরাদ্ ব্রহ্মসে সীতাং তীর্জা সাগরমক্ষয়ম্॥ ১৮

‘বানরদের যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তা বিনষ্ট  
হবে না অর্থাৎ সাফল্য নিশ্চিত। এই অক্ষয় সমুদ্র  
অতিক্রম করে আপনি অচিরেই সীতামাতার দর্শন লাভ  
করবেন।

তদলং শোকমালম্ব্য ক্রোধমালম্ব্য ভূপতে।

নিশ্চেষ্টাঃ ক্ষত্রিয়া মন্দাঃ সর্বৈ চণ্ডস্য বিভ্রাতি ১৯

‘হে রাজন্ ! আপনি শোক অবলম্বন না করে,  
ক্রোধই অবলম্বন করুন। মন্দবুদ্ধি (ক্রোধশূন্য) ক্ষত্রিয়  
কোনো কাজের নয়, কিন্তু প্রয়োজন মতো শত্রুর প্রতি ক্রোধ  
প্রকাশকারী ক্ষত্রিয়কে সকলেই ভয় পায়।

লঙ্ঘনার্থং চ ঘোরস্য সমুদ্রস্য নদীপতেঃ

সহস্রাভিরিহোপেতঃ সূক্ষ্মবুদ্ধির্বিচারয় ২০

‘নদী সমূহের প্রভু এই ভয়ানক সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য  
আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে উপায় নির্ধারণ করুন ; কারণ  
আপনিই সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন।

লঙ্ঘিতে তত্র তৈঃ সৈন্যৈর্জিতমিত্যেব নিশ্চিন্

সর্বং তীর্ণং চ মে সৈন্যং জিতমিত্যবধারণ্যম্ ২১

‘যদি আমাদের সৈন্যবা সমুদ্র লঙ্ঘন করতে সক্ষম  
হয়, তাহলে জয় সম্পর্কেও আপনি নিশ্চিত হতে পারেন।  
আমার সমস্ত সৈন্য সমুদ্র অতিক্রম করতে পারলে আপনি  
নিজেকে বিজয়ী জানবেন।

ইমে হি হরয়ঃ শূরাঃ সমরে কামরূপিণঃ।

তানরীন্ বিধিমিষ্যন্তি শিলাপাদপবৃষ্টিভিঃ ২২

‘এই বানরেরা বীর, যুদ্ধে ইচ্ছামতো কপদধর  
সক্ষম। এরা শিলা এবং বৃক্ষসমূহের বৃষ্টি দ্বারা (অর্থাৎ  
বৃষ্টিধারার ন্যায় শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করে) সেই শত্রুদের  
সংহারে সক্ষম।

কথঞ্চিৎ পরিপশ্যামি লঙ্ঘিতং বরুণালয়ম্।

হতমিত্যেব তং মনো যুদ্ধে শত্রুনিবর্হণ ২৩

‘হে শত্রুসূদন ! যদি কোনও উপায়  
সমুদ্রলঙ্ঘনপূর্বক সৈন্যদলকে ওপারে দেখতে পাই ;  
(অর্থাৎ সসৈন্যে সমুদ্রলঙ্ঘন করে শত্রুকে পাই) তাহলে  
যুদ্ধে রাবণ নিহতই হয়েছে, এইরূপ মনে করব।

কিমুক্তা বহুধা চাপি সর্বথা বিজয়ী ভবান্।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি মনো মে সম্প্রহৃষ্যতি ২৪

‘আর অধিক কি বলব ? আপনি সর্বতোভাবে বিজয়ী  
হবেন। কিছু শুভলক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি, সেইজন্য  
আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গঃ ২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ২ ॥

## তৃতীয়ঃ সর্গঃ (৩)

হনুমানের নিকটে শ্রীরামের লঙ্কার পরিচয়-জিজ্ঞাসা, হনুমান কর্তৃক  
লঙ্কার বর্ণনা প্রদান এবং প্রস্থান করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা

সূত্রীবস্য বচঃ শ্রদ্ধা হেতুমং পরমার্থবৎ।  
প্রতিজ্ঞাহ কাকুৎস্থো হনুমন্তমথাত্রবীৎ ॥ ১

সূত্রীবের এইরূপ যুক্তিযুক্ত ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য  
শ্রুনে শ্রীরামচন্দ্র তা মেনে নিয়ে, হনুমানকে বললেন—  
তপসা সেতুবন্ধেন সাগরোচ্ছোষণেন চ।  
সর্বথাপি সমর্থোহস্মি সাগরসাসা লভ্যমেনে ॥ ২

‘আমি তপস্যার দ্বারা সেতুবন্ধনে এবং সাগর-  
শোষণের সাহায্যে সর্বপ্রকারে সমুদ্র-লভন করতে  
সক্ষম।

কতি দুর্গাপি দুর্গায়া লঙ্কায়ান্তদ্ ব্রবীষ মে।  
জাতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং দর্শনাদিব বানর ॥ ৩

‘হে বানর ! আমাকে জানাও দুর্গম লঙ্কায় দুর্গ  
কতগুলি ? আমি দর্শনের ন্যায় স্পষ্টরূপে সেই সব জানতে  
চাই।

বলস্য পরিমাণং চ দ্বারদুর্গক্রিয়ামপি  
ওপ্তিকর্ম চ লঙ্কায় রক্ষসাং সদনানি চ ॥ ৪  
যথাস্থং যথাবচ্চ লঙ্কায়ামসি দৃষ্টবান্।  
সর্বমাক্ষু তত্ত্বেন সর্বথা কুশলো হসি ॥ ৫

‘সৈন্যবল কত ? দুর্গদ্বার রক্ষার উপায় কী ? লঙ্কাকে  
সুরক্ষিত রাখা হয় কীভাবে ? তথা রাক্ষসদের ভবনসমূহ  
সম্পর্কে তুমি লঙ্কায় যেমন দেখেছ, তা যথাযথভাবে  
আমাকে জানাও কারণ, তুমিই এই কার্যে সর্বাপেক্ষা  
পারদর্শী।’

শ্রদ্ধা রামস্য বচনং হনুমান্ মারুভাভ্যজঃ  
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো রামং পুনরথাত্রবীৎ ॥ ৬

শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রুনে ; বাক্য এবং  
বাক্যের অর্থতত্ত্বজ্ঞ পবনপুত্র হনুমান রামচন্দ্রকে পুনরায়  
বললেন—

শ্রদ্ধতাং সর্বমাখ্যাসো দুর্গকর্ম বিধানতঃ।  
ওপ্তা পুরী যথা লঙ্কা রক্ষিতা চ যথা বনৈঃ ॥ ৭  
রাক্ষসাস্চ যথা স্নিগ্ধা রাবণস্য চ তেজসা।  
পরাং সমৃদ্ধিং লঙ্কায়ঃ সাগরস্য চ ভীমতাম্ ॥ ৮  
বিভাগং চ বলৌঘসা নির্দেশং বাহনস্য চ।  
এবমুক্তা কপিশ্রেষ্ঠঃ কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥ ৯

‘আমি সব বলছি, আপনি শুনুন। দুর্গের নির্মাণ  
পদ্ধতি, সৈন্যবাহিনী দ্বারা সুগঠিত লঙ্কাপুরীর সুরক্ষার  
ব্যবস্থা, রাবণের তেজ দ্বারা রাক্ষসেরা স্নিগ্ধ (রাবণ অত্যন্ত  
তেজস্বী হওয়ায় তাঁর তেজের প্রভাবে রাক্ষসেরা  
পরস্পরের প্রতি প্রীতি পরায়ণ), লঙ্কার অপরিসীম সমৃদ্ধি  
উৎকর্ষের সমুদ্র, সৈন্যবাহিনীর বিভাগ এবং বাহনের  
সংখ্যা — এই সবই আমি বলব।’ এই বলে বানরশ্রেষ্ঠ  
হনুমান যথাযথভাবে সব কথা বলতে আরম্ভ করলেন—

হৃষ্টপ্রমুদিতা লঙ্কা মত্তধিপসমাকুলা।  
মহতী রথসম্পূর্ণা রক্ষোগণনিষেবিতা ॥ ১০

‘প্রভো ! লঙ্কাপুরী অত্যন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ। উন্নত  
হস্তীসমাকুলা। এই নগরীতে আছে বড় বড় রথ। সর্বত্রই  
সেখানে রাক্ষসদের নিবাস।

দৃঢ়বন্ধকপাটানি মহাপরিষবস্তি চ।  
চঙ্কারি বিপুলানাস্যা দ্বারানি সুমহত্তি চ ॥ ১১

‘নগরীর চারদিকে আছে বিপুল আয়তনবিশিষ্ট  
সুবিশাল চারটি দরজা। বিশাল বিশাল অর্গলযুক্ত সেই  
দ্বারগুলি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ।

তদ্রেষুপলযন্ত্রানি বলবন্তি মহত্তি চ।  
আগতং প্রতিসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্যতে ॥ ১২

‘সেই দরজাগুলিতে মহাশক্তিশালী সুবিশাল ইষ্পল  
যন্ত্র লাগানো রয়েছে (ইষ্প বাণ, উপল-প্রস্তর। এই যন্ত্র  
থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তীর এবং পাথরের গোলা বর্ষিত  
হয়) এই যন্ত্রের দ্বারা আগত শত্রুসৈন্যকে প্রতিনিবৃত্ত করা  
হয়।

দ্বারেষু সংস্থতা ভীমাঃ কালায়সময়াঃ শিতাঃ।  
শতশো রচিতা বীরৈঃ শতয়ো রক্ষসাং গণৈঃ ॥ ১৩

‘বীর রাক্ষসদের দ্বারা নির্মিত কৃষ্ণবর্ণের  
লৌহনির্মিত ভয়ানক এবং তীক্ষ্ণ শত-শত শতগুণী অস্ত্র  
(লোহার কাঁটায় ভরা গদা) লঙ্কানগরীর দ্বারদেশে  
সুসজ্জিত।

সৌবর্ণস্ত মহাংস্তস্যাঃ প্রাকারো দুস্তপ্রদর্শনঃ।  
মণিবিহীনমবৈদূর্যমুক্তাবিরচিতান্তরঃ ॥ ১৪

‘মণি, প্রবাল, বৈদূর্য এবং মুক্তা খচিত সুবর্ণ নির্মিত



লক্ষার সুউচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করা অত্যন্ত দুর্লভ কর্ম।

সর্বতশ মহাভীমাঃ শীততোয়া মহাশুভাঃ  
অগাধা গ্রাহবতশ্চ পরিখা মীনসেনিতাঃ ১৫

‘প্রাচীরের চারদিকে রয়েছে সুগভীর পরিখা ; যার  
জল অত্যন্ত শীতল এবং সেই জলে আছে মহাভয়ানক  
জলজন্তুসমূহ।

বারেবু ভাশাং চক্ষারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ  
যদ্বৈরুশেতা বহুভীর্মহত্তিগৃহপঙ্ক্তিভিঃ ১৬

‘সেই ঘরসমূহের সম্মুখভাগে আছে চারটি প্রশস্ত  
সেতু। এই সেতুগুলিতে আছে বড় বড় যন্ত্র এবং বহু বড়  
বড় ঘরের সারি।

ভ্রায়ন্তে সংক্রমন্তত্র পরসৈন্যাগতে সতি।

যদ্বৈরুশেতবকীর্ষণে পরিখাসু সমন্ততঃ ১৭

‘এই সেতুগুলি শত্রুসৈন্য হাত থেকে নগরীকে  
রক্ষা করে ; সেতুতে অবস্থিত যন্ত্রগুলি দ্বারা সেতুগুলিকে  
পরিখার চতুর্দিকে নিষ্ক্ষেপ করা হয় এবং তৎসহ  
শত্রুসৈন্যেরা পরিখায় নিষ্ক্রিপ্ত হয়।

একস্কম্পেপ্যা বলবান্ সংক্রমঃ সুমহাদৃঢ়ঃ।

কাঞ্চনৈর্বহতিঃ ত্বৈবেদিকাভিচ্চ শোভিতঃ ১৮

‘এগুলির মধ্যে একটি সেতু অত্যন্ত দৃঢ় ; যা কোনো  
কিছুতেই কম্পিত হয় না। বহুবিধ সোনার স্তম্ভ এবং বেদীর  
দ্বারা এই সেতুটি সুশোভিত

স্বয়ং প্রকৃতিমাগমো যুযৎসু রাম রাবণঃ।

উখিতচাপ্রমত্তশ্চ বলানামনুদর্শনে ১৯

‘হে রামচন্দ্র ! রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ করতে উৎসুক হয়েও  
অপ্রমত্ত এবং ধীর স্বভাববিশিষ্ট। সৈন্যদের কাজকর্ম  
নিরীক্ষণে সর্বদাই উদ্যত।

লক্ষা পুনর্নিরাপল্লভা দেবদুর্গা ভয়াবহা।

নাদেয়ং পার্বতং বান্যং কৃত্রিমং চ চতুর্বিধম্ ২০

‘ভয়াবহ নিরাপল্লভ সেই লক্ষাপুরী দেবতাদের  
পক্ষেও দুর্গম। এর চতুর্দিকে অবস্থিত নদী, পর্বত, বন  
এবং কৃত্রিম পরিখা—এই চারপ্রকার দুর্গ স্থিত রয়েছে।

হিতা পারে সমুদ্রস্য দূরপারস্য রাঘব।

নৌপথস্তাপি নান্তত্র নিরুদ্ধেশ্চ সর্বতঃ ২১

‘হে রাঘবন্দন ! দূতের সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত  
এই নগরী। এখানে পৌঁছানোর জন্য নৌপথও নেই ; তাই  
সর্বপ্রকারেই এই দেশ নাগালের বাইরে।

শৈল্যাগ্রে রচিভা দুর্গা সা পূর্বেবপুরুষোত্তমা।  
নাজিনারণসম্পূর্ণা লক্ষা পরমদুর্জয়া ২২

‘পর্বতশিখরে অবস্থিত সেই দুর্গম পুরীর সৌন্দর্য  
দেবনগরীতুল্য ; হস্তী, অশ্ব দ্বারা পরিপূর্ণ  
লক্ষানগরীকে জমা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

পরিখাশ্চ শতয্যশ্চ যন্ত্রাণি বিবিধানি চ।

শোভাস্তি পুরীঃ লক্ষাং রাবণস্য দুরায়ন ২৩

‘পরিখা, শতযন্ত্র এবং নানাবিধ যন্ত্র দুরাক্ষা রাবণের  
লক্ষানগরীর সৌন্দর্য অধিক পরিমাণে বর্ধিত করেছে।

অগুতং রক্ষসামত্র পূর্বদ্বারং সমাপ্রিতম্।

শূলহস্তা দুরাধর্ষাঃ সর্বৈ খড়্গাগ্রযোধিনঃ ২৪

‘লক্ষার পূর্বদ্বারে আছে দশ হাজার বাক্স। তার  
সকলেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তাদের সকলেরই হাতে আছে শূল  
এবং খড়্গ।

নিযুতং রক্ষসামত্র দক্ষিণদ্বারমাপ্রিতম্।

চতুরঙ্গেন সৈন্যেন যোযন্তাপানুত্তমাঃ ২৫

‘দক্ষিণদিকের দ্বারে সমাপ্রিত নিযুত সংখ্যক (৭  
লক্ষ) রাক্ষস এবং চতুরঙ্গ সৈন্য সহ বহু বীর যোদ্ধার  
অবস্থান

প্রযুতং রক্ষসামত্র পশ্চিমদ্বারমাপ্রিতম্।

চর্মখজ্রাধরাঃ সর্বৈ তথা সর্বাশ্রকোবিনাঃ ২৬

‘পশ্চিমদ্বারে আশ্রয় নিয়েছে সর্ব অস্ত্রে কুল  
খজ্রাধারী, চর্মাবৃত (তরোয়াল ও তালধারী) দশ লক্ষ  
সংখ্যক রাক্ষস

ন্যবুদং রক্ষসামত্র উত্তরদ্বারমাপ্রিতম্।

রথিনশ্চাপ্রবাহাশ্চ কুলপুত্রাঃ সুপূজিতাঃ ২৭

‘বীরত্বের জন্য প্রশংসিত এবং সং-কুলজ  
রথারোহী ও অশ্বারোহী মিলিয়ে প্রায় দশকোটি সৈন্য  
উত্তরদ্বার আশ্রয় করে ঐদিককে রক্ষা করছে।

শতশোহথ সহস্রাণি মধ্যমং স্বক্ষমাপ্রিতাঃ।

যাতুধানা দুরাধর্ষাঃ সাত্তকোটশ্চ রক্ষসাম্ ২৮

‘লক্ষার মধ্যভাগে আশ্রয় নিয়ে প্রহরা দিচ্ছে শত শত  
সহস্র সহস্র দুর্ধর্ষ, বীর যোদ্ধা।

তে ময়া সংক্রমা ভগ্নাঃ পরিখাশ্চাবপূরিতাঃ।

দক্ষা চ নগরী লক্ষা প্রাকারাস্চাবসাদিতাঃ ২৯

বলৈকদেশাঃ কপিভো রাক্ষসানাং মহাস্তনাম্ ৩০

‘সেই সেতুগুলি আমি ভগ্ন করেছি, পরিখাগুলি

করেছি (মাটি বা  
সকলগরী আমি  
করেছি, সুবিশাল  
পুষ্কর করেছি।  
কেন কেন তু  
হেতু নগরী  
'যে কোনো  
নদী, তাহলে বান  
কম নিশ্চিত জানে  
লক্ষা বিবিন্দো  
সৈন্য সেনাপতি  
'লক্ষা জয়  
অস, নল এবং

বানরা

লক্ষা হনুমতো  
হজোঃপ্রবীণহাতে  
হনুমানের  
তন ; সত্যপরায়ণ  
প্রিয়ামত বললেন-  
যদিবৈনয়সে লক্ষ  
কিপ্রমোঃ বধিব  
'হনুমান ! ত  
হুই আমাকে বললে  
সত্যকথা আমি তো  
জন্ম  
হুই মুহূর্তে  
'তে সুপ্রীত !  
'দিন



করেছি (মটি বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে ঢেকে দিয়েছি),  
সজ্জনস্বী আমি দক্ষ করেছি এবং প্রাচীরগুলি ধ্বংস  
করেছি, সুবিশাল বীর রাক্ষসদের প্রায় এক চতুর্থাংশকে  
পর্যন্ত করেছি।

যেন কেন তু মার্গেণ তরাম বরুণালয়ম্।

হতেতি নগরী লঙ্কা বানরৈরুপখ্যাতাম্ ॥ ৩০

‘যে কোনো উপায়ে যদি আমরা সমুদ্র পার হতে  
পারি, তাহলে বানরদের দ্বারা লঙ্কা ধ্বংস হয়েছে— এই  
কথা নিশ্চিত জানবেন।

অঙ্গদো দ্বিবিদো মৈন্দো জাম্ববান্ পনসো নলঃ।

নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব বলশেষেণ কিং তব ॥ ৩১

‘লঙ্কা জয় করতে অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান,  
পনস, নল এবং সেনাপতি নীল—এদের শক্তিই যথেষ্ট ;

অবশিষ্ট সেনা নিয়ে আপনার আর কিই বা করণীয় !  
প্রব্রাজ্য হি গতা ত্রাং রাবণস্য মহাপুরীম্।  
সপর্বতবনাং ভিত্ত্বা সখাতাং চ সতোরণাম্।  
সপ্রাকারাং সভবনামানষিষ্যস্তি রাঘব ॥ ৩২

‘আমরা আকাশপথে রাবণের সেই মহাপুরীতে  
উড়ে যাবো। হে রাঘব ! পর্বত, বন, পরিখা, তোরণ,  
প্রাচীর, ভবন সব ধ্বংস করে আমরা সীতাদেবীকে নিয়ে  
আসব।

এবমাজ্জাপয় ক্ষিপ্ৰং বলানাং সর্বসংগ্রহম্।  
মুহূর্তেন তু যুক্তেন প্রহ্মানমভিরোচয় ॥ ৩৩

‘আপনি শীঘ্রই সৈন্যদের সকল আবশ্যক বস্তু  
সংগ্রহের আদেশ দিন এবং উপযুক্ত সময়ে যাত্রার ইচ্ছা  
প্রকাশ করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়নে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

### চতুর্থঃ সর্গঃ (৪)

বানরসেনাদের নিয়ে শ্রীরাম ও অন্যান্যদের প্রহ্মান এবং সমুদ্রের তীরে তাঁদের সমাবেশ

শ্রদ্ধা হনুমতো বাক্যং যথাবদনুপূর্বশঃ।

ততোধ্ববীমহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১

হনুমানের বাক্য আনুপূর্বিকভাবে যথাযথরূপে  
শুনে ; সত্যপরায়ণ, পরাক্রমশালী, মহাতেজস্বী ভগবান  
শ্রীরামচন্দ্র বললেন—

যমিবেদয়সে লঙ্কাং পুরীং ভীমস্য রক্ষসঃ।

ক্ষিপ্ৰমেনাং বধিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ২

‘হনুমান ! ভয়ানক রাক্ষসদের যে লঙ্কাপুরীর কথা  
তুমি আমাকে বললে, তা আমি অচিরেই ধ্বংস করব—এই  
সত্যকথা আমি তোমায় বলছি।

অশ্বিন্ মুহূর্তে সুগ্রীব প্রমাণমভিরোচয়।

যুক্তো মুহূর্তে বিজয়ে প্রাপ্তো মধ্যং দিবাকরঃ ॥ ৩

‘হে সুগ্রীব ! আপনি এই মুহূর্তেই যাত্রার আয়োজন

করুন। দিনমণি দিবসের মধ্যভাগে এসে উপস্থিত  
হয়েছেন। অতএব এই বিজয়<sup>(১)</sup> মুহূর্তেই আমাদের যাত্রা  
করা যুক্তিযুক্ত।

সীতাং হৃদ্যা তু তদ্ যাতু ক্বাসৌ যাস্যতি জীবিতঃ।

সীতা শ্রদ্ধাভিযানং মে আশামেষ্যতি জীবিতে।

জীবিতান্তেহমৃতং স্পৃষ্টা পীত্বামৃতমিবাতুরঃ ॥ ৪

‘রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে কোথায় গিয়ে বেঁচে  
থাকবে? সিদ্ধগণের দ্বারা আমার এই অভিযানের  
(যুদ্ধযাত্রার) কথা শুনে সীতা জীবনের আশা লাভ করে  
বেঁচে থাকবে ; — যেমন, জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে  
অমৃতের স্পর্শে অথবা অমৃতরূপ ঔষধ পান করে রোগীর  
প্রাণের আশা জেগে ওঠে।

উত্তরাকান্ধুনী হৃদ্য শব্দ হস্তেন যোক্তাতে।

<sup>(১)</sup> দিবসের মধ্যভাগ অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ বিজয়যাত্রার প্রকৃষ্ট সময়। একে বলে অভিজিৎ মুহূর্ত।





নরক বানর — এই তিনজন বানরসেনার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করবে।

রামব্যা বচঃ শ্রদ্ধা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।  
হাসিদেহ মহাবীর্যো বানরান্ বানরার্গড়ঃ॥ ২১

রামচন্দ্রের বাক্য শুনে মহাবীর, বানরশ্রেষ্ঠ,  
বাহিনীপতি সুগ্রীব বানরদের যথোচিত আদেশ দিলেন।

তে বানরগণাঃ সর্বৈ সমুৎপত্তা মহৌজসাঃ।  
গুহায়া শিখরেভ্যশ্চ আশু পুপ্লুবিরে তদা॥ ২২

তখন মহাবলশালী সেই সমস্ত বানরেরা গুহা থেকে, পর্বতশিখর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এলো।

ভজ্য বানররাজেন লক্ষ্মণেন চ পূজিতঃ।  
ভগ্নাম রামো ধর্মাচ্ছা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্॥ ২৩

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক পূজিত হয়ে (অনুরুদ্ধ হয়ে) ধর্মাচ্ছা রামচন্দ্র সসৈন্যে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলেন।

শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভির্চাযুতৈরপি।  
বরপাশৈশ্চ হরিভির্ঘয়ো পরিবৃত্তদ্বা॥ ২৪

শত, শত সহস্র, কোটি, অযুত সংখ্যক হস্তীতুল্য বিশালকৃতিসম্পন্ন বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গিরিচক্র অগ্রসর হলেন।

জং যজ্ঞমনুয্যস্তী সা মহতী হরিবাহিনী।  
জটঃ প্রমুদিতাঃ সর্বৈ সুগ্রীবোপাশি পালিতাঃ॥ ২৫

তিনি যাত্রা করলে সেই বিশাল বানরবাহিনী তাঁকে অনুসরণ করলেন। সুগ্রীব কর্তৃক প্রতিপালিত সেই বানরবীরেরা ছিল হাটপুষ্ট এবং আনন্দিত।

আগ্রবন্তঃ প্রবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্রবদমাঃ।  
ক্লেবজো নিনদন্তশ্চ জঘূর্বে দক্ষিণাং দিশম্॥ ২৬

বানরেরা তখন কেউ লাফিয়ে, কেউ বা উচ্ছলভাবে, আবার কেউ বা গর্জন করতে কিংবা খেলতে খেলতে যক্ষা সিংহের মতো হুকার করতে করতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হল।

চক্রবর্তী সুগন্ধীনি মধুনি চ ফলানি চ।  
ভাষ্যো মহাবৃক্ষান্ মঞ্জরীপুঞ্জধারিণঃ॥ ২৭

তারা সুগন্ধী মধু এবং ফল সেবন করতে করতে এবং পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জরীসমৃদ্ধ বড় বড় বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল।

অস্যাণাঃ সহসা দৃষ্টা নির্বহন্তি ক্রিপন্তি চ।

পতন্ত্যশোচৎপতন্ত্যন্যো পাতয়ন্ত্যপরে পরান্॥ ২৮

বানরেরা সহসা বলদৃষ্ট হয়ে মজা করে একে অপরকে বহন করছিল, নিষ্ক্ষেপ করছিল, একে অপরের উপরের গায়ে পড়ছিল, লাফাচ্ছিল এবং অন্যকে বলপূর্বক হুপাতিত করছিল।

রানগো নো নিহন্তাঃ সর্বৈ চ রত্ননীচরাঃ।  
ইতি গর্জন্তি হরয়ো রাদবস্যা সনীপতঃ॥ ২৯

রামচন্দ্রের সমীকটে চলতে চলতে বানরেরা এই বলে গর্জন করছিল, ‘আমরা রাবণকে এবং সকল নিশাচরকে হত্যা করব।’

পূরস্তাদৃগ্ভো নীলো বীরঃ কুমুদ এব চ।  
পহানং শোভয়ন্তি স্ম বানরৈর্বহন্তিঃ সহ॥ ৩০

বাহিনীর পুরোভাগে খ্যবড, নীল এবং বীর কুমুদ বহু সংখ্যক বানরের সঙ্গে পথ সংস্কার করছিলেন।

মধ্যে তু রাজা সুগ্রীবো রামো লক্ষ্মণ এব চ।  
বলিভির্বহন্তিভীমৈর্বতঃ শক্রনিবর্হণঃ॥ ৩১

রাজা সুগ্রীব, রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে মধ্যভাগে নিয়ে বহুবলশালী এবং ভীমাকৃতিসম্পন্ন বানরেরা শত্রুনিধনের জন্য চলতে লাগলেন।

হরিঃ শতবলিবীরঃ কোটিভির্দশভির্বতঃ।  
সর্বামেকো হাবষ্টভ্য ররক্ষ হরিবাহিনীম্॥ ৩২

শতবলী নামে এক বানরবীর দশকোটি সংখ্যক বানর নিয়ে একাই সমগ্র বানরবাহিনীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে রক্ষা কবছিলেন।

কেটীশতপরীবারঃ কেসরী পনসো গজঃ।  
অর্কশ্চ বহন্তিঃ পার্শ্বমেকং তস্যাত্তিরক্ষতি॥ ৩৩

শতকোটি বানরসৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে কেসরী, পনস, গজ এবং অর্ক নামক বীরেরা বাহিনীর এক একটি দিক রক্ষা কবছিলেন।

সুশেপো জাম্ববাংশৈব ঋকৈর্বহন্তিরাবৃত্তৌ।  
সুগ্রীবং পুরতঃ কুদ্ভা জঘনং সংররক্ষতঃ॥ ৩৪

বহুসংখ্যক ভল্লুকসৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে সুশেপ এবং জাম্ববান সুগ্রীবকে পুরোভাগে রেখে নিজেরা পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করছিলেন।

ভেষাং সেনাপতিবীরো নীলো বানরপুঞ্জবঃ।  
সম্পতন্ প্রবতাং শ্রেষ্ঠতন্ বলং পর্যবারয়ৎ॥ ৩৫

বানরশ্রেষ্ঠ, বীরসেনাপতি সেই বানরদের মধ্যে



মুখ্য নীল সেই বাহিনীকে সমাক্রোশে নিয়ন্ত্রণ কবছিলেন।  
দরীমুখঃ প্রজ্জ্বলন্ত জলোৎখল রক্তসঃ কপিঃ।  
সর্বতন্ত যযুধীরাক্রময়ঃ প্রবঙ্গমান্ ॥ ৩৬

দরীমুখ, প্রজ্জ্বল, জলোৎখল, রক্তস প্রভৃতি বানরবীরেরা  
সর্বতোভাবে বানরদের দ্রুত অগ্রসর হতে প্রেরণা  
দিচ্ছিলেন।

এবং তে হরিশাদৃশ্য গাছজি বলদর্পিতাঃ।  
অশশান্ত গিরিশ্রেষ্ঠঃ সহ্যঃ গিরিশতায়ুতম্ ॥ ৩৭

এইভাবে সেই বংশমুক্ত বানরবীরেরা অগ্রসর হতে  
লাগল। চলতে চলতে তারা পর্বতশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গযুক্ত সহ্য এবং  
আশ-পাশে শত সহস্র পর্বত দেখতে পেল

সরাসি চ সুফুলানি তটকানি বরাণি চ।  
রামস্য শাসনং জাহ্নবা ভীমকোপস্য ভীতবৎ ॥ ৩৮

বজ্রয়ন্ নাগরাজ্যশংক্খা জনপদানপি।  
সাগরৌঘনিভং ভীমং তদ্ বানরবলং মহৎ ॥ ৩৯

নিঃসর্প মহাঘোরং ভীমঘোষমিবার্ণবম্।  
পথে মনোরম পদ্মফুলে পরিপূর্ণ সুন্দর বহুসংখ্যক  
সরোবর জলাশয় ছিল। কিন্তু প্রভু রামচন্দ্রের কঠোর আদেশ  
ছিল যে, গমনপথে কেউ উপদ্রব করবে না এবং পার্শ্ববর্তী  
কোনো বস্তুর ক্ষতি সাধন করবে না। তাই সমুদ্র তরঙ্গের  
ন্যায় সুবিশাল ভয়ানক বিকট গর্জনকারী, মহাবাহী  
বানরবাহিনী নগর জনপদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে  
অগ্রসর হচ্ছিল।

তস্য দাশরথ্যে পার্শ্ব শূরাস্ত্রে কপিকুঞ্জরাঃ ॥ ৪০  
তুর্দমাগুপ্তবুঃ সর্বে সদশ্বা ইব চোদিভাঃ।  
সেই দশরথনন্দনের পার্শ্বে বানরদের শ্রেষ্ঠ বীরগণ  
অবস্থান করছিল। তারা প্রেরিত উত্তম অশ্বের ন্যায়  
দ্রুতবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল।

কপিভ্যামুহ্যমানৌ তৌ শুশুভান্তে নরবর্তৌ ॥ ৪১  
মহদ্যামিব সংস্পৃষ্টৌ গ্রন্থাভ্যাং চক্রভাস্করৌ।

বানরদ্বয় দ্বারা স্বধ্বারাট নরশ্রেষ্ঠদ্বয়কে (হনুমান  
এবং অঙ্গদের দ্বারা স্বধ্বোত্তম রাম এবং লক্ষ্মণকে)  
বৃহস্পতি এবং শুক্রের মতো দুই মহাপ্রহের দ্বারা  
সংস্পৃষ্ট সূর্য ও চন্দ্রের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল।

উভৌ বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতাঃ ॥ ৪২  
জগাম রামো ধর্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্।

তখন বানররাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণের দ্বারা সুপূজিত  
ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্যে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হলেন।

তম্ভদগতো নামঃ লক্ষ্মণঃ শুভয়া গিরা  
উবাচ পরিপূর্ণার্থঃ পূর্ণার্থপ্রতিভানবান্  
অঙ্গদের স্বধ্বারাট লক্ষ্মণ কার্যসিদ্ধির মানসে  
সুনিশ্চিতরূপে সুন্দর ব্যাক্যে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—

হ্যতামবাণ্য নৈদেহীং দ্বিপ্রং হস্তা চ রাবণম্ ॥ ৪৩  
সমুদ্বার্থঃ সমুদ্বার্থামঘোধ্যাং প্রতিযাসসি।  
মহাজি চ নিমিত্তানি দিবি ভূমৌ চ রাবণম্ ॥ ৪৪  
শুভানি তব পশ্যামি সর্বাণ্যোবার্ণসিকরে

‘হে রাঘব ! আমি ভূমিতে এবং আকাশে সর্দি  
সিদ্ধিলাভের সূচনাকারী সুন্দর সুন্দর শুভলক্ষণ দেখতে  
পাচ্ছি রাবণকে হত্যা করে আমরা অচিরেই সীতামহাশয়  
উদ্ধার করব এবং সফল হয়ে সমুদ্রশালী অঘোষণ  
প্রত্যাবর্তন করব।  
অনুবাতি শিবো বায়ুঃ সেনাঃ মৃদুহিতঃ সুখঃ ৪৩  
পূর্ণবল্লভরাশেমে প্রবদন্তি মৃগারিজাঃ।  
প্রসন্নাস্ত দিশঃ সর্বা বিমলান্ত দিবাকরঃ ৪৪  
উশনা চ প্রসন্নার্চিনু ভ্রাং ভার্গবো গতঃ  
ব্রহ্মরাশির্বিশুদ্ধাশ্চ শুদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।  
অর্চিস্তান্তঃ প্রকাশন্তে ধ্রুবঃ সর্বে প্রদক্ষিণম্ ৪৫  
‘দেখুন, সৈন্যদের অনুভাবো মৃদু, হিতকর, সুখ  
এবং মঙ্গলময় বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। পশু পাখিরা সুমুগ  
স্বরে শব্দ এবং কূজন করছে। নির্মল সূর্যের প্রকাশে সন্ধ্যা  
দিক প্রসন্ন। আপনার পশ্চাতে প্রকাশিত ভগ্ননন্দন শুক্র  
কিরণ অতি মনোরম। শুদ্ধ সপ্তর্ষিগণ এবং বিষ্ণু  
ব্রহ্মরাশি (ধ্রুবতারা) উজ্জলরূপে প্রকাশমান। সপ্তর্ষিগণ  
ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করছে  
ত্রিশজুর্বিমলো ভাতি রাজর্ষিঃ সপুৰোহিতাঃ।  
পিতামহঃ পুরোহিত্যাকমিস্কাকৃণাং মহাশ্বনাম্ ৪৬  
‘ইন্দ্রকুবংশীয় মহাত্মা পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশ  
পুরোহিত বশিষ্ঠের সঙ্গে আমাদের অগ্রভাগে উজ্জলরূপে  
প্রকাশমান।  
বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিরুপদ্রবে।  
নক্ষত্রং পরমম্মাকমিস্কাকৃণাং মহাশ্বনাম্ ৪৭  
‘ইন্দ্রকুবংশীয় মহাত্মা রাজাদের পক্ষে সর্বোত্তম  
বিশাখানাথক নক্ষত্রযুগল নিরুপদ্রব হয়ে নির্মলরূপে  
প্রকাশিত হয়েছে।

নৈর্দেহীং দ্বিপ্রং হস্তা চ রাবণম্ ৪৩  
সমুদ্বার্থঃ সমুদ্বার্থামঘোধ্যাং প্রতিযাসসি।  
মহাজি চ নিমিত্তানি দিবি ভূমৌ চ রাবণম্ ৪৪  
শুভানি তব পশ্যামি সর্বাণ্যোবার্ণসিকরে  
‘হে রাঘব ! আমি ভূমিতে এবং আকাশে সর্দি  
সিদ্ধিলাভের সূচনাকারী সুন্দর সুন্দর শুভলক্ষণ দেখতে  
পাচ্ছি রাবণকে হত্যা করে আমরা অচিরেই সীতামহাশয়  
উদ্ধার করব এবং সফল হয়ে সমুদ্রশালী অঘোষণ  
প্রত্যাবর্তন করব।  
অনুবাতি শিবো বায়ুঃ সেনাঃ মৃদুহিতঃ সুখঃ ৪৩  
পূর্ণবল্লভরাশেমে প্রবদন্তি মৃগারিজাঃ।  
প্রসন্নাস্ত দিশঃ সর্বা বিমলান্ত দিবাকরঃ ৪৪  
উশনা চ প্রসন্নার্চিনু ভ্রাং ভার্গবো গতঃ  
ব্রহ্মরাশির্বিশুদ্ধাশ্চ শুদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।  
অর্চিস্তান্তঃ প্রকাশন্তে ধ্রুবঃ সর্বে প্রদক্ষিণম্ ৪৫  
‘দেখুন, সৈন্যদের অনুভাবো মৃদু, হিতকর, সুখ  
এবং মঙ্গলময় বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। পশু পাখিরা সুমুগ  
স্বরে শব্দ এবং কূজন করছে। নির্মল সূর্যের প্রকাশে সন্ধ্যা  
দিক প্রসন্ন। আপনার পশ্চাতে প্রকাশিত ভগ্ননন্দন শুক্র  
কিরণ অতি মনোরম। শুদ্ধ সপ্তর্ষিগণ এবং বিষ্ণু  
ব্রহ্মরাশি (ধ্রুবতারা) উজ্জলরূপে প্রকাশমান। সপ্তর্ষিগণ  
ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করছে  
ত্রিশজুর্বিমলো ভাতি রাজর্ষিঃ সপুৰোহিতাঃ।  
পিতামহঃ পুরোহিত্যাকমিস্কাকৃণাং মহাশ্বনাম্ ৪৬  
‘ইন্দ্রকুবংশীয় মহাত্মা পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশ  
পুরোহিত বশিষ্ঠের সঙ্গে আমাদের অগ্রভাগে উজ্জলরূপে  
প্রকাশমান।  
বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিরুপদ্রবে।  
নক্ষত্রং পরমম্মাকমিস্কাকৃণাং মহাশ্বনাম্ ৪৭  
‘ইন্দ্রকুবংশীয় মহাত্মা রাজাদের পক্ষে সর্বোত্তম  
বিশাখানাথক নক্ষত্রযুগল নিরুপদ্রব হয়ে নির্মলরূপে  
প্রকাশিত হয়েছে।

নৈৰ্ব্যতঃ নৈৰ্ব্যতানাং চ নক্ষত্রমতিপীড়িতে।  
মূলো মূলবতা নগৃষ্টো ধূপ্যতে ধূমকেতুনা॥ ৫১  
'রাক্ষসদের মূল নামক নক্ষত্র—যার দেবতা হলেন  
নিৰ্ব্ভি। সেই দেবতা মূলনক্ষত্রের নিয়ন্ত্রক ধূমকেতুর  
শপথ জ্ঞাত পীড়িত হচ্ছে।

সর্বঃ চৈতদ্ বিনাশায় রাক্ষসানামুপহিতম্  
কালে কালগৃহীতানাং নক্ষত্রং গ্রহপীড়িতম্॥ ৫২  
'রাক্ষসদের বিনাশের জন্য এই সমস্ত কিছু উপস্থিত  
হয়েছে। যাদের বিনাশকাল উপস্থিত হয়, তাদেরই নক্ষত্র  
সময়ানুসারে গ্রহ-পীড়িত হয়।

প্রসঙ্গঃ সুরসাচ্চাপো বনানি ফলবন্তি চ।  
প্রবন্তি নাথিকা গজা যথর্জুকুসুমা ক্রমাঃ॥ ৫৩  
'বনভূমি স্বচ্ছ সুপেয় জল এবং ফলে সমৃদ্ধ হয়ে  
আছে। বৃক্ষসমূহ ঋতু অনুসারে পুষ্পসমৃদ্ধ। সুগন্ধী বায়ু  
হৃদ-হৃদুর গতিতে প্রবহমান।

কৃচ্চানি কপিসৈন্যানি প্রকাশন্তেহধিকং প্রভো।  
দেবানামিব সৈন্যানি সংগ্রামে তারকাময়ে।  
এবমর্থ সমীক্ষ্যেতৎ প্রীতো ভবিতুমর্হসি॥ ৫৪

'হে প্রভু! বাহুবদ্ধ বানরসৈন্যরা খুবই সুশোভিত।  
তরুকাসুরের সঙ্গে সংগ্রামে দেবসৈন্যদের ন্যায় এই  
বানরসৈন্য শোভায়মান। হে আর্য! এই সমস্ত শুভ লক্ষণ  
দেখে আপনারও প্রীত হওয়া উচিত।'

ইতি শ্রাতরমাশ্রাস্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ।  
অখ্যাত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম হরিবাহিনী॥ ৫৫

হৃষ্ট সুমিত্রানন্দন লক্ষণ যখন এইভাবে অগ্রজ  
শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করছিলেন; তখন বানরবাহিনী সেই  
স্থানের ভূমিকে আবৃত করে অগ্রসর হচ্ছিল।

রাক্ষসানশাদর্শনৈর্নখত্রংষ্ট্রায়ুধৈরপি  
করাগ্রৈশ্চরাগ্রৈশ্চ বানরৈরক্ষতং রজঃ॥ ৫৬

এই বাহিনীতে ছিল কিছু ভল্লুক এবং সিংহের ন্যায়  
পরাক্রমী, নখ-দন্ত বিশিষ্ট কিছু বানর। এইসব সৈন্যরা  
তাদের হাত পায়ের আঙুলের দ্বারা চতুর্দিক ধূলিধূসরিত  
করে অগ্রসর হচ্ছিল।

শীমমর্দয়ে লোকঃ নিবার্গ সবিতুঃ প্রভাম্।  
দর্শনবনাকাশং দক্ষিণাং হরিবাহিনী॥ ৫৭  
হৃদয়শ্রী যয়ো ভীমা দ্যামিবানুদসন্ততিঃ।

উজ্জীয়মান ভয়ানক ধূলিরাশি পৃথিবীকে আচ্ছাদিত  
করে সূর্যের কিরণকে স্তান করে দিল। বানরবাহিনী  
দক্ষিণদিকের বন, পর্বত, আকাশ আবৃত করে এগিয়ে  
চলেছে। যেন পুঞ্জীভূত মেঘমালা আকাশকে আবৃত করে  
এগিয়ে চলেছিল।

উত্তরদ্যাক্ষ সেনায়াঃ সততং বহুযোজনম্॥ ৫৮  
নদীপ্রোতাংসি সর্গাণি সমান্দুর্বিপরীতবৎ।

বানরসেনারা যখন নদী পার হচ্ছিল, তখন বহু  
যোজন দূর পর্যন্ত নদীর প্রোত বিপরীতমুখী হয়ে প্রবাহিত  
হচ্ছিল।

সরাংসি বিমলান্ধাংসি ক্রমাকীর্ণাংশ্চ পর্বতান্॥ ৫৯  
সমান্ ভূমিপ্রদেশাংশ্চ বনানি ফলবন্তি চ।  
মথোন চ সমল্লাচ্চ তির্যক্ চাষশ্চ সারিষাং॥ ৬০  
সমাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম মহতী চমুঃ।

নির্মল জলবিশিষ্ট সরোবরসমূহ, বৃক্ষাচ্ছাদিত  
পর্বতরাজি, সমতলভূমি, ফুলে-ফুলে পরিপূর্ণ বনভূমি  
—এই সবকিছুর মধ্যে, চারদিকে, নীচে এবং উপরে সমস্ত  
দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে এই  
সুবিশাল বানরবাহিনী এগিয়ে যাচ্ছিল।

তে হৃষ্টবদনাঃ সর্বৈ জগ্মুর্মারুতরংহসঃ॥ ৬১  
হরয়ো রাঘবস্যার্থে সমারোপিতবিক্রমাঃ।

পবনবেগতুল্য সেই সমস্ত বানরদের মুখে আনন্দের  
প্রকাশ। শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধির জন্য তারা বিক্রম প্রকাশ  
করছিল।

হর্ষং বীৰ্যং বলোদ্বেকান্ দর্শয়ন্তঃ পরস্পরম্॥ ৬২  
যৌবনোৎসেকজাদ্ দর্পাদ্ বিবিধাংশ্চক্রুরধ্বনি।

তারা পরস্পরকে আনন্দ, বিক্রম এবং বল প্রকাশ  
করে দেখাচ্ছিল। যৌবনের উৎসাহ, উত্তেজনা এবং  
দর্পবশত তারা বিবিধ ধ্বনি প্রকাশ করছিল।

তত্র কেচিদ্ ক্রতং জগ্মুঃপেতুশ্চ তথাপরে॥ ৬৩  
কেচিৎ কিলকিলাং চক্রুবানরা বনগোচরাঃ।

প্রাক্ষ্যাত্যংশ্চ পুচ্ছানি সমিজঘুঃ পদান্যপি॥ ৬৪

তাদের মধ্যে কেউ ভূমিতে অতি দ্রুতবেগে আবার  
কেউ বা আকাশপথে উজ্জীয়মান অবস্থায় অগ্রসর হচ্ছিল।  
কোনো কোনো বনবাসী বানর হর্ষধ্বনি করছিল, কেউ বা  
লোজ আছড়াচ্ছিল। আবার কেউ বা পা দিয়ে মাটিতে



দপাছিল।

ভুজান্ বিকিণ্য শৈলাংশ্চ ক্রমাননো বভঞ্জিরে।

আরোহন্ত্যশ্চ শৃঙ্গানি গিরীণাং গিরিগোচরাঃ। ৬৫

বাহু প্রসারিত করে কেউ বা বৃক্ষগুলি এবং পর্বতগুলি বিচূর্ণ করছিল। পর্বতে বিচরণকারী বহু বানর পর্বতশিখরে আরোহণ করছিল।

মহানাদান্ প্রমুখাঙ্কি ক্ষেডামনো প্রচক্রিরে

উরুবৈগৈশ্চ মমৃদুর্লভাজ্জালান্যনেকশঃ। ৬৬

কেউ ভয়ংকর গর্জন করছিল, কেউ বা সিংহনাদ করছিল। কাষও বা জঙ্ঘার বেগে অর্থাৎ জঙ্ঘার আঘাতে বহুবিধ লতাজাল নিঃস্পর্ষিত হচ্ছিল।

জঙ্ঘমাশ্চ বিজ্ঞাঙ্ক্য বিচিক্রীড়ঃ শিলাক্রমৈঃ।

ততঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিঃ সহস্রশঃ॥ ৬৭

বানরাশাং সুঘোরাণাং শ্রীমৎপরিবৃত্তা মহী।

মহাপরাক্রমী বানরেরা আলস্য সহকারে (হাঁহি তুলতে তুলতে) প্রস্তর এবং বৃক্ষ নিয়ে খেলা করছিল। তখন শত-সহস্র, সহস্র কোটি সংখ্যক ডয়ানক বানর পরিবৃত্ত পৃথিবীকে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সা শ্ম যাতি দিবারাত্রঃ মহতী হরিবাহিনী। ৬৮

প্রহটমুদিতাঃ সর্বৈ সুগ্রীবোভিপালিতাঃ।

বানরাত্তরিতা যান্তি সর্বৈ যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।

প্রমোক্ষয়িমবঃ সীতাং মুহূর্তঃ কপি নাবসন্। ৬৯

সেই সুবিশাল বানরবাহিনী দিন-রাত এক করে চলতে লাগল। সুগ্রীবের দ্বারা পালিত সেই বানরেরা ছিল অত্যন্ত প্রসন্ন এবং হাট-পুট। যুদ্ধকে অভিনন্দনকারী সেই বীর বানরেরা সীতামাতাকে দ্রুত উদ্ধারের জন্য মুহূর্তকালও বিলম্ব না করে দ্রুতগতিতে চলতে থাকল।

ততঃ পাদপসম্বাধং নানাবনসমায়ুতম্

সহ্যপর্বতমাসাদ্য বানরাঙ্কে সমাগমন্। ৭০

অনন্তর বিবিধ বৃক্ষ সমৃদ্ধ এবং নানা বনে সুশোভিত সহ্য পর্বতে এসে বানরেরা সেই পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করল।

কাননানি বিচিত্রানি নদীপ্রভবানি চ।

পশ্যামপি যদৌ রামঃ সহস্যা মলয়স্য চ। ৭১

সহ্যপর্বত এবং মলয় পর্বতের বিচিত্র বনভূমি, নদী এবং ঝরনাগুলি দেখতে দেখতে শ্রীরামচন্দ্র চলতে

লাগলেন।

চম্পকাংশ্চিলকাংশ্চূতানশোকান্ সিদ্ধুবারকান্

তিনিশান্ করবীরাংশ্চ ভঙ্গন্তি শ্ম প্রবজমাঃ। ৭২

বানরেরা চম্পক, তিলক, আশ্র, অশোক, সিদ্ধুবার, তিনিশ, করবী প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষগুলি ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

অক্কোলাংশ্চ করঞ্জাংশ্চ প্রক্ষন্যগ্রোধপাদপান্

জঙ্ঘকামলকান্ নীপান্ ভঙ্গন্তি শ্ম প্রবজমাঃ। ৭৩

অক্কোল, করঞ্জ, পাকুড়, বট, জাম, আমলকী এবং কদম্ব বৃক্ষগুলিও বানরেরা ভাঙছিল।

প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননক্রমাঃ।

বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি তান্। ৭৪

রমণীয় প্রস্তরগুলিতে নানাবিধ বন্য বৃক্ষকে বায়ুবেগে আন্দোলিত হয়ে তাদের উপর পুষ্পবর্ষা করছিল।

মারুতঃ সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলাঃ

ষট্পদৈরনুকুজভির্বনেষু মধুগন্ধিষু। ৭৫

বনে মধুর সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ ভ্রমরের গুঞ্জন সাথে সাথে চন্দনের ন্যায় শীতল সুবস্পর্শী বায়ু বয়ে যাচ্ছিল।

অধিকং শৈলরাজস্ত ধাতুভিঃ বিভূষিতঃ।

ধাতুভাঃ প্রসূতো রেণুর্বাযুবেগেন ঘট্টিতঃ। ৭৬

সুমহদানরানীকঃ হাদয়ামাস সর্বতঃ

সেই পর্বতরাজ গৈরিক ধাতুসমূহ দ্বারা জর্জর বিভূষিত। বায়ুর বেগে চালিত হয়ে ধাতুর রেণুগুলি নির্গত হয়েছিল। ধাতুমিশ্রিত ধূলিকণা দ্বারা সুবিশাল বানরবাহিনী সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে যাচ্ছিল।

গিরিপ্রহেষু রম্যেষু সর্বতঃ সস্ত্রপুষ্পিতাঃ। ৭৭

কেতকাঃ সিদ্ধুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ মনোরমাঃ।

মাথব্যো গন্ধপূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ পুষ্পিতাঃ। ৭৮

রমণীয় পার্বত্য সানুদেশের সর্বত্র মনোরম কেতকী, সিদ্ধুবার, বাসন্তী প্রভৃতি পুষ্পিতা লতার সমারোহ; সুগন্ধে পরিপূর্ণ মাথবীলতা ফুল এবং কুন্দফুলের ভারে নত।

চিরিবিজ্ঞা মধুকাস্চ বজ্রুলা বকুলাস্তথা।

রঞ্জকান্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ। ৭৯

চিরিবিজ্ঞ, মধুক (মহুয়া), বজ্রুল, বকুল, রঞ্জক,



তিলক এবং নাগকেশবের বৃক্ষগুলি পুষ্পে পবিপূর্ণ।  
 চুড়ঃ পাটলিকাশ্চৈব কোবিদারাস্চ পুষ্পিভাঃ।  
 মুচলিন্দার্জুনশ্চৈব শিংশপাঃ কুটজাস্থথা ॥ ৮০  
 হিজলস্তিনিশাশ্চৈব চূর্ণকা নীপকাস্থথা  
 নীল্যশোকাস্চ সরলা অক্কোলাঃ পদ্মকাস্থথা ॥ ৮১  
 আম্র, পাটলিক, কোবিদার, মুচলিন্দ, অর্জুন, শিশু,  
 কুটজ, হেঁতাল, তিনিশ, চূর্ণক, কদম্ব, নীল অশোক,  
 সরল, অক্কোল, পদ্মক প্রভৃতি বৃক্ষে সুন্দর সুন্দর ফুলের  
 সমারোহ।

গ্রীষ্মাশ্বিনেঃ প্রবংগৈস্ত সর্বে পর্যাকুলীকৃতাঃ  
 বাপাঙ্গমিন্ গিরৌ রম্যাঃ পঞ্চলানি তথৈব চ ॥ ৮২  
 চক্রবাকানুচরিতাঃ কারণবনিষেবিতাঃ।

গ্রীষ্মঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সংকীর্ণা বরাহমৃগসেবিতাঃ ॥ ৮৩  
 আনন্দিত বানরেরা সেই সব বৃক্ষগুলিকে ব্যতিব্যস্ত  
 করে তুলল (গাছের ডালে লাফিয়ে, দোল খেয়ে, ফুলপাতা  
 ছিড়ে গাছগুলিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল)। সেই পর্বতে  
 ছিল ছোট ছোট রমণীয় জলাশয়। সেই স্থান চক্রবাকদের  
 বিচরণভূমি এবং জলহংসদের নিবাসভূমি। জলাশয়গুলি  
 ছিল ক্রৌঞ্চ এবং পানকৌড়ি দ্বারা সমাকীর্ণ, শূকর এবং  
 হরিণরা সেই জল পান করত।

ঋতুশ্রব্ধিঃ সিংহৈঃ শাদূলৈশ্চ ভয়াবহৈঃ।  
 ব্যালৈশ্চ বহুভির্ভীমৈঃ সেবামানঃ সমন্ততঃ ॥ ৮৪  
 ভল্লুক, নেকড়েবাঘ, সিংহ এবং ভয়ানক বাঘ তথা  
 বহু দুষ্ট ভয়ানক হাতি জলাশয়ের সমস্ত দিকের জল পান  
 করে।

পশৈঃ সৌগন্ধিকৈঃ ফুল্লৈঃ কুমুদৈশ্চোৎপলৈস্তথা।  
 বারিজৈবিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ রম্যাত্তত্র জলাশয়াঃ ॥ ৮৫  
 প্রসুটিত, সুগন্ধযুক্ত পদ্ম, কুমুদ (শাপলা), নীলপদ্ম  
 তথা নানাবিধ জলজ পুষ্পের দ্বারা জলাশয়গুলিকে খুব  
 সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ভল্লু সানুযু কৃজস্তি নানাযিজগণাস্থথা।  
 সানু পীত্বোদকান্যত্র জলে ক্রীড়ন্তি বানরাঃ ॥ ৮৬  
 পর্বতের সানুদেশ ছিল নানাবিধ পাখির কৃজনে  
 পূর্ণ। বানরেরা সেই সরোবরের জলে স্নান ও পান  
 করে খেলা করছিল।

অন্যান্য প্রাবয়ন্তি স্ম শৈলমারুহ্য বানরাঃ।  
 মলানামৃতপঙ্কানি মূলানি কুসুমানি চ ॥ ৮৭

বভ্রুর্জাননরাস্তত্র পাদপানাং মদোৎকটাঃ।  
 দ্রোণমাত্রপ্রমাণানি লঙ্গমানানি বানরাঃ ॥ ৮৮  
 ময়ূঃ পিনস্তঃ স্ফাঙ্কে মধুনি মধুপিঙ্গলাঃ।

বানরেরা একে অপরের প্রতি জল নিষ্ক্ষেপ করছিল।  
 তারা পর্বতে আরোহণ করে সেই স্থানের বৃক্ষরাজি,  
 অমৃততুল্য সুগন্ধী, ফল-মূল, পুষ্পসমূহ তছনছ করে  
 দিলো মধুর মতো পিঙ্গল বর্ণের বানরেরা মদমত্ত হয়ে  
 বৃক্ষে দোদুলমান দ্রোণ পরিমাণ মৌচাকগুলি বিপর্যস্ত করে  
 তুলল সেই মধু পান করে তারা আনন্দিত হল।

পাদপানবভ্রুস্তো নিকর্মন্তস্থথা লতাঃ ॥ ৮৯  
 বিধমন্তো গিরিনরান্ প্রময়ুঃ প্লনগর্ষভাঃ।

বড়ো বড়ো বানরেরা বৃক্ষগুলিকে ভেঙ্গে এবং  
 লতাগুলি টেনে ছিঁড়ে সুবিশাল পর্বতরাজি তোলপাড় করে  
 দ্রুতবেগে অগ্রসর হল।

বৃক্ষেভ্যোহন্যে তু কপয়ো নদন্তো মধু দর্পিভাঃ ॥ ৯০  
 অন্যে বৃক্ষান্ প্রপদন্তো প্রপিবন্ত্যপি চাপরে।

গাছ থেকে অপর বানরেরা মধুর ছত্র ভেঙ্গে গর্জন  
 করছিল। কিছু সংখ্যক বানর বৃক্ষে আরোহণ করতে  
 লাগলো ; কেউ বা মধুপান করছিল।

বভ্রুব বসুধা তৈস্ত সম্পূর্ণা হরিপুঙ্গবৈঃ।  
 যথা কমলকেদারৈঃ পক্বেরিব বসুন্ধরা ॥ ৯১

সেই বানর শ্রেষ্ঠদের দ্বারা সমগ্র ভূমি সম্পূর্ণরূপে  
 আচ্ছাদিত হয়ে গেল। পাকা কলম ধানের দ্বারা পরিপূর্ণ  
 ক্ষেতের মতো শোভা ধারণ করল সেই ভূমি।

মহেন্দ্রমথ সস্ত্রাপ্য রামো রাজীবলোচনঃ।  
 আরুরোহ মহাবাহুঃ শিখরং দ্রুমভূষিতম্ ॥ ৯২

কমললোচন, মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র মহেন্দ্র পর্বতে এসে  
 উপস্থিত হলেন। বৃক্ষশোভিত সেই পর্বতের শিখরে তিনি  
 আরোহণ করলেন।

ততঃ শিখরমারুহ্য রামো দশরথাস্বজঃ।  
 কূর্মমীনসমাকীর্ণমপশ্যৎ সলিলাশয়ম্ ॥ ৯৩

দশরথনন্দন শ্রীরাম মহেন্দ্র পর্বতের শিখরে  
 আরোহণ করে কূর্ম এবং মৎসো পরিপূর্ণ জলাশয় দেখতে  
 পেলে।

তে সছাং সমতিক্রমা মলয়ং চ মহাগিরিম্।  
 আসেদুরানুপূর্বোপ সমুদ্রং ভীমনিঃস্রবম্ ॥ ৯৪

তিনি সহ্যাদ্রি, মলয় পর্বত এবং মহাগিরি মহেন্দ্রকে

অতিক্রম কবে সমুদ্রের নিকটবর্তী হয়ে তার ভয়ংকর শব্দ  
শুনতে পেলেন।

অবরুদ্ধ জগামাত্ত বেলাবনমনুভম্।

রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠঃ সসুগ্রীবঃ সহস্রক্ষণঃ॥ ৯৫

পর্বত থেকে অবরোধ করি নরশ্রেষ্ঠ বামচন্দ্র লক্ষণ  
এবং সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্রই সাগরবেলার অভ্যন্তর  
রমণীয় বনে এসে উপস্থিত হবেন।

অথ যৌতোপলতলাং তৌয়োঐষঃ সহসোঽখিতৈঃ।

বেলামাসাদা বিপুলাং রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৯৬

সহসা উখিত তরঙ্গ সমুদ্র তটবর্তী প্রস্তরখণ্ড দ্বীপ  
করছিল। শ্রীরামচন্দ্র সুবিশাল বেলাভূমিতে এসে বললেন—  
এতে বয়নমনুপ্রাপ্তাঃ সুগ্রীব বরুণালয়ম্।

ইহেদানীং বিচিহ্না সা যা নঃ পূর্বমুপস্থিতা॥ ৯৭

‘সুগ্রীব ! আমরা সকলে এখন সমুদ্রকে লাভ করেছি  
অর্থাৎ সমুদ্রের নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছি। যে চিহ্ন  
(সাগর লঙ্ঘনের) আমাদের মনে পূর্বেই এসেছিল তা  
এখন পুনরায় উপস্থিত হল।

অন্তঃ পরমতীরোহয়ং সাগরঃ সরিতাং পতিঃ।

ন চায়মনুপায়েন শক্যন্তরিতুমর্ঘবঃ॥ ৯৮

‘এই সরিষপতি মহাসমুদ্রের কোনো কূল নেই।  
এখন সমুচিত কোনো উপায় ব্যতীত এই সমুদ্রকে লঙ্ঘন  
করা যাবে না।

তদিহৈব নিবেশোহস্ত্র মন্ত্রঃ প্রস্থরতামিহ।

যথেনং বানরবলং পরং পারমবাণুয়াৎ॥ ৯৯

‘তাহলে, এইখানেই সৈন্য সমাবেশ হোক ; আমরা  
এখানেই প্রস্তুতির পরামর্শ করি, যাতে এই বানরসৈন্য  
সমুদ্রলঙ্ঘনে সক্ষম হয়।’

ইতীব স মহাবাহুঃ সীতাহরণকর্ষিতঃ।

রামঃ সাগরমাসাদ্য বাসমাজ্ঞাপয়ৎ তদা॥ ১০০

এইভাবে সীতার বিরহে শোকার্ত মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র  
সমুদ্রের তীরে সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন।

সর্বাঃ সেনা নিবশাস্তাং বেলাগ্নাং হরিপুঙ্গব।

সম্প্রাপ্তো মন্ত্রকালো নঃ সাগরসোহ লঙ্ঘনে॥ ১০১

‘হে বানরশ্রেষ্ঠ ! সমস্ত সেনাদের এই সাগরবেলার  
সম্মিলিত করুন। এই সমুদ্র লঙ্ঘনের উপযুক্ত সময়  
উপস্থিত হয়েছে।

স্বাং স্বাং সেনাং সমুৎস্রজ মা চ কচ্ছিৎ কুতো ব্রজেৎ।

গচ্ছন্ত বানরাঃ শূরা জেয়ঃ হমঃ ভয়ং চ ন। ১০২

‘নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীকে ছেড়ে বানরসেনাদের  
যেন কোথাও না যান। সমস্ত বীর বানরসেনারা যথাস্থানে  
গমন করুন ; সকলেই জেনে রাখুন যে রাক্ষসদের নারী  
গুপ্তভাবে আমাদের মধ্যে ভয় উৎপাদনের জন্য প্রেরণ  
করবে।’

রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সহস্রক্ষণঃ

সেনাং নিবেশয়ৎ তীরে সাগরস্য ক্রমায়ুতে॥ ১০৩

রামচন্দ্রের কথা শুনে লক্ষণ সহ সুগ্রীব বৃক্ষশ্রেণী  
সমুদ্রতীরে সেনা সম্মিলিত করলেন।

বিররাজ সমীপস্থঃ সাগরস্য চ তদ্ বলম্।

মধুপাণ্ডুলঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ॥ ১০৪

সমুদ্রতটে সম্মিলিত সেই বানর সেনাবাহিনী মধু  
মতো পিঙ্গলবর্ণের জলপূর্ণ দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় শোভা  
ধারণ করেছিল।

বেলাবনমুপাগম্য ততস্তে হরিপুঙ্গবাঃ।

নিবিষ্টাশ্চ পরং পারং কাক্ষমাণা মহোদধেঃ॥ ১০৫

সমুদ্র তীরবর্তী বনে উপস্থিত হয়ে বানরশ্রেষ্ঠগণ  
সমুদ্রের অপর পারে যাওয়ার অভিলাষ নিয়ে সমবেত হল  
তেষাং নিবিশমানানাং সৈন্যসমাহনিঃশ্বনঃ।

অস্থর্যায় মহানাদমর্ঘবস্য প্রসুশ্রবো॥ ১০৬

সেই স্থানে সম্মিলিত বানরসেনাদের মহাকলরবে  
মহাসমুদ্রের গভীর গর্জন অন্তর্ভুক্ত হল।

সা বানরাণাং ধ্বজিনী সুগ্রীবোপাভিপালিতা।

ত্রিখা নিবিষ্টা মহতী রামস্যার্পরাডবৎ॥ ১০৭

সুগ্রীবের দ্বারা প্রতিপালিত শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিখ  
সাধনকামী সেই বানরবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে  
সম্মিলিত করা হল।

সা মহার্ঘবমাসাদ্য হস্তা বানরবাহিনী।

বায়ুবেগসমাম্বৃতং পশ্যামান্য মহার্ঘবম্॥ ১০৮

সেই বানরবাহিনী মহাসমুদ্রের নিকটে পৌঁছে  
বায়ুবেগে কম্পিত হয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখে আনন্দিত  
হল।

দূরপারমসম্বাধং রক্ষোপশনিবেষিতম্।

পশ্যন্তো বরুণাবাসঃ নিবেদুর্হরিবৃধাঃ॥ ১০৯

বহুদূরে সমুদ্রের অপরপারে রাক্ষসদের নিবেশ  
সঙ্গে সহকর্ষী এই পারে বসে বানর যুগপতিগণ সমুদ্র



দেখেতে লাগলেন।

চণ্ডনক্রোধাহঘোরঃ ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে।

হুম্বমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যমিব চোমিভিঃ ॥ ১১০

চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রভূতঃ প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্।

চণ্ডানিলমহাগ্রাহৈঃ কীর্ণঃ তিমিতিমিজিলৈঃ ॥ ১১১

ভয়ানক কুপিত হাঙর, কুমীরে পরিপূর্ণ, তিমি প্রভৃতি  
হুম্বমস্য আকীর্ণ সেই সমুদ্র দিবসের অন্তে রাত্রির  
প্রবর্তে তার উর্মিমালায় যেন নৃত্যবত এবং ফেনাপ্রবাহ  
হাসবত। চন্দ্রোদয়ের পরে সমুদ্রভূত জোয়াবের আকর্ষণে  
বাহুর বেগ হয়েছে জলজন্তুদের ন্যায় ভয়ংকর।

দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণঃ ভুজঙ্গৈর্বরুণালয়ম্।

জবগাঢ়ঃ মহাসত্বের্নানশৈলসমাকুলম্ ॥ ১১২

সেই বরুণালয় দীপ্ত ফণাবিশিষ্ট সর্পে, বিশালাকায়  
জলজন্তু এবং নানাবিধ পাহাড়ে ব্যাপ্ত দেখাচ্ছিল।

সুদুর্গঃ দুর্গমার্গঃ তমগাধমসুরালয়ম্।

মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ।

উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ ॥ ১১৩

রাক্ষসদের নিবাসভূমি এবং সেখানে যাওয়ার  
পথ এই অতলসমুদ্র অতি দুর্গম। বিশালাকৃতিসম্পন্ন  
সর্প এবং কুমীর পরিপূর্ণ, বায়ুর বেগে আন্দোলিত,  
আনন্দিত তরঙ্গমালা অবিরামভাবে উৎপতিত এবং  
নিপতিত হচ্ছে।

অগ্নিচূর্ণমিবাবিদ্ধঃ ভাস্বরাস্থমহোরগম্।

সুরারিনিলয়ঃ ঘোরঃ পাতালবিষয়ঃ সদা ॥ ১১৪

সাগরঃ চান্বরপ্রথামধ্বরঃ সাগরোপমম্।

সাগরঃ চান্বরঃ চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত ॥ ১১৫

সর্পের উজ্জ্বল ফণার ন্যায় দীপ্ত জলরাশি অগ্নিকণার  
মতো ছড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্রের তলদেশে পাতালে সর্বদা  
ভয়ানক অসুরদের বাস। আকাশকে সমুদ্রের মতো এবং  
সমুদ্রকে আকাশের তুল্য মনে হচ্ছে। আকাশ এবং

সমুদ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না।

সম্পৃক্তঃ নভসাপাশ্রয়ঃ সম্পৃক্তঃ চ নভোহম্বসা।

তাদৃশ্যপে স্ম দৃশ্যোতে তারারক্সসমাকুলে ॥ ১১৬

জল যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে ; আবার  
আকাশও জলের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। সেইজন্য  
আকাশের তারা এবং সমুদ্রের রত্নকে একই মনে হচ্ছে।

সমুৎপতিতমেঘস্য দীপ্তিমালাকুলস্য চ।

নিশেগো ন ঘমোরাসীৎ সাগরস্যান্মরস্য চ ॥ ১১৭

আকাশে মেঘের ঘনঘটা এবং সমুদ্রে বিস্তৃত  
তরঙ্গমালা। অতএব সমুদ্র এবং আকাশ এই দুয়ের মধ্যে  
কোনো পার্থক্য লক্ষিত হচ্ছে না।

অন্যোনোরহতাঃ সত্তাঃ সপ্তনুর্ভূমিনিঃস্বনাঃ।

উর্ময়ঃ সিদ্ধুরাজস্য মহাভৈর্য ইবান্বরে ॥ ১১৮

সিদ্ধুরাজের উর্মিমালা একে অপরের ওপর  
তবঙ্গায়িত হয়ে গগনে বাদনরত মহাভৈরীর ন্যায় ভীষণ  
শব্দ উত্থিত হচ্ছে।

রত্নৌষজলসমাদঃ বিষজমিব বায়ুনা।

উৎপতন্তমিব ক্রুদ্ধঃ যাদোগণসমাকুলম্ ॥ ১১৯

রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ এবং জলজন্তু সমাকীর্ণ জলরাশি  
বায়ু তাড়িত হয়ে যেন ক্রুদ্ধভাবে উচ্ছলিত হচ্ছে।

দদৃশুস্তে মহাঙ্কানো বাতাহতজলাশয়ম্।

অনিলোক্কৃতমাকালে প্রবলান্তমিবোমিভিঃ ॥ ১২০

মহাত্মা বানরসেনারা বাতাহত যে সমুদ্রকে  
দেখেছিল, সে যেন বায়ুর আঘাতে গগনে উত্থিত হয়ে  
তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করছিল।

ততো বিস্ময়মাপন্না হরয়ো দদৃশুঃ হিতাঃ।

দ্রাক্ষোর্মিজালসমাদঃ প্রলোলমিব সাগরম্ ॥ ১২১

সাগরের জল ঘূর্ণায়মান, গর্জনরত এবং তীব্র  
আলোড়ন সৃষ্টিকারী। তাই দেখে বানরেরা বিস্মিতচিন্তে  
হির হয়ে গেলো।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥



## পঞ্চমঃ সর্গঃ (৫)

সীতার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের শোক এবং বিলাপ

স তু নীলেন নিধিবৎসরক্ষা সুসমাহিতা।  
সাগরসোত্তরে তীরে সাধু সা বিনিবেশিতা॥ ১  
নীল, সেই বানবাহিনীকে বিধিসম্মতভাবে সমুদ্রের  
উত্তরতীরে সমিষ্ট কবেছিল এবং তাদের সুন্দরভাবে  
বক্ষ্যাব বাবছাও কবেছিল।

মৈশ্চ্যে দ্বিবিদম্ভোজৌ তত্র বানরগুণবৌ।।  
বিচেরতুশ্চ তাং সেনাং রক্ষার্থঃ সর্বতোদিশম্॥ ২

দুই বানবাহী মৈশ্চ্য এবং দ্বিবিদ উভয়ে সেই  
সৈন্যবাহিনীকে বক্ষ্যাব জন্ম সবদিকে বিচরণ করছিল।  
নিবিষ্টায়াঃ তু সেনায়া তীরে নদনদীপতেঃ।

পার্শ্বহঃ লক্ষণঃ দৃষ্টা রামো বচনমব্রবীৎ ৩  
নদ-নদীদেব প্রভু সেই সমুদ্রের তীরে সমিষ্ট  
সৈন্যদের দেখে শ্রীরামচন্দ্র পার্শ্ব অবস্থিত লক্ষণকে  
বললেন—

শোকশ্চ কিল কালেন গচ্ছতা হ্যপগচ্ছতি।  
মম চাপশাতঃ কাক্সামহন্যহনি বর্ষতে॥ ৪

‘বলা হয় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকও ক্রমশ  
দূর্বীভূত হয় : কিন্তু আমার কাক্সাকে না দেখে দিনে দিনে  
আমার দুঃখ বেড়েই চলেছে।

ন মে দুঃখঃ প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখঃ হতেতি চ।  
এতদেবানুশোচামি বয়োহস্য হ্যতিবর্ততে॥ ৫

‘আমার প্রিয়া আমার কাছ থেকে দূরে অবস্থিত  
সেজন্য আমি দুঃখিত নই। তিনি অপহৃত হয়েছেন বলেও  
আমার দুঃখ নেই, কিন্তু তাঁর জীবন-কাল (বাঁচার অবধি)  
অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে—সেইজন্যই আমি শোকাহত।

বাহি বাত যতঃ কাক্সা তাং স্পৃষ্টা মামপি স্পৃশ।  
দ্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ॥ ৬

‘হে বায়ু ! যেখানে আমার কাক্সা অবস্থিত সেথায়  
গিয়ে তাকে স্পর্শ করে এসে আমাকে স্পর্শ করো।  
এইভাবে তুমি আমার গাত্র স্পর্শ করলে ; চন্দ্রের সঙ্গে  
দৃষ্টিসংযোগের ন্যায় আমার শরীর শীতল হবে।

তন্মে দহতি গাত্রাণি বিষং দীপ্তিমিবাশয়ে।

হা নাথেতি প্রিয়া সা মাং হ্রিয়মাণা গাত্রবীৎ  
‘অপহরণেব সময় আমার প্রিয়া যেমন করে ‘না  
নাথ’ বলে চিৎকার করেছিল তা আমার শরীরে বিষপানের  
ন্যায় প্রদাহ সৃষ্টি করেছে।

তদনিয়োগেক্ষনবতা তচ্চিস্তাবিমলার্চিণা।  
রাত্রিঃদিনঃ শরীরঃ মে দহাতে মদনাগ্নিনা॥ ৭

‘তাঁর বিয়োগব্যথা যেন ইক্ষন স্বরূপ, তাঁর চিস্তা  
উজ্জ্বল অগ্নিশিখাতুল্য ; তাই দিন-রাত আমার শরীর সেই  
প্রেমাগ্নির দ্বারা দহন হচ্ছে।

অবগাহ্যার্ঘবঃ স্বপ্নো সৌমিত্রে ভবতা বিনা।  
এবং চ প্রজ্জ্বলন্ কামো ন মা সুপ্তং জলে দহেৎ॥ ৮

‘হে সৌমিত্র ! তুমি এখানেই উপবেশন করো। অর্থাৎ  
সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শয়ন করবো। এইভাবে  
জলে শয়ন করলে, প্রজ্জ্বলিত প্রেমাগ্নি আমাকে দহন করতে  
পারবে না।

বহুতৎ কাময়ানস্য শক্যমেতেন জীবিতুম্।  
যদহং সা চ বামোররেকাং ধরনিমাত্রিতৌ। ৯

‘আমি এবং সেই বামার সীতা একই ধরনের  
আশ্রয় নিয়ে আছি। তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণকারী আমার  
পক্ষে এটিই যথেষ্ট। মাত্র এটুকু সম্পন্ন করেও আমি বেঁচে  
থাকতে পারব।

কেদারসোবাকেদারঃ সোদকস্য নিক্রদকঃ  
উপগ্নেহেন জীবামি জীবন্তীং যচ্ছৃণোমি তাম্॥ ১০

‘ধান্যক্ষেত্রের জল শুষ্ক হয়ে গেলেও শস্য ফের  
রসহীন হয়ে যায় না, (কোনরকমে গাছ বেঁচে থাকে)  
আমিও তেমনি সীতার জীবন ধারণের কথা শুনে বেঁচে  
থাকতে পারব।

কদা নু খলু সুশ্রোগীং শতপত্রায়তেক্ষণাম্।  
বিজিতা শত্রুন্ দ্রক্ষ্যামি সীতাং শ্রীতামিব প্রিয়ম্॥ ১১

‘কবে আমি শত্রুকে জয় করে সমুদ্রশালিনী,  
কমললোচনা, সুমধ্যমা সীতাকে দর্শন করব ?

কদা সুচারুদল্লোষ্ঠং তস্য পদ্মমিবাননম্।

পাস্যামি রসায়নমিবাভূতঃ ॥ ১৩

‘রোগী যেমন ঔষধ পান করে আমিও তেমনি কবে সেই সুন্দর দন্ত-ওষ্ঠবিশিষ্টা পদ্মাননা সীতার মুখমণ্ডল ঈষৎ চুসে করে অথরসুধা পান করবো ?

তো জ্যাঃ সহিতৌ সীনৌ স্তনৌ তালফলোপমৌ।

কদা ন খলু সৌৎকম্পৌ শ্লিষাভ্যা মাং ভজিষ্যতঃ ॥ ১৪

‘কবে সেই সুন্দরী সীতা তাঁর তালফলের ন্যায় বর্তুল এর আল্পেষে উৎকম্পিত স্তনযুগলের দ্বারা আমাকে কলিকন করবেন ?

স নুনমসিতাপাদী রক্ষোমধ্যগতা সতী।

যথা নাথহীনেব ত্রাতারং নাথিগচ্ছতি ॥ ১৫

‘যাঁর অক্ষির প্রান্তভাগ কৃষ্ণবর্ণ সেই সীতা ;—আমি তাঁর স্তম্ভী, সেই সতী আজ অনাথের ন্যায় রাক্ষসদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে আছেন। কোনও ত্রাণকর্তাই তাঁর কাছে নাহে না।

কথং জনকরাজস্য দুহিতা মম চ প্রিয়া।

রাক্ষসীমধ্যগা শেতে মুষা দশরথস্য চ ॥ ১৬

‘জনক রাজার কন্যা, আমার পত্নী এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ কেমন করে রাক্ষসীদের মধ্যে শয়ন করছে ?

অবিকোভ্যানি রক্ষাংসি সা বিশ্বয়োৎপতিষ্যতি।

বিষ্ণু জলদান্ নীলান্ শশিলেখা শরৎশ্বি ॥ ১৭

‘শরৎকালে নীলমেঘমালাকে অপসারিত করে যেমন চন্দ্রের উদয় হয়, তেমনি সীতাও কবে আমার দ্বারা সব রাক্ষসদের বধ করিয়ে পুনরায় প্রকাশিত হবেন।

যথাবতুকা নুনং শোকেনানশনেন চ।

ভূয়ন্তনুতরা সীতা দেশকালবিপর্যয়াৎ ॥ ১৮

‘স্বভাবকৃশা সীতা দেশকালের বিপর্যয়ে শোকে এবং অনশনে নিশ্চয়ই অধিক কৃশাঙ্গী হয়ে পড়েছেন।

কদা নু রাক্ষসেন্দ্রস্য নিধায়োরসি সায়কান্।

শোকং প্রতাহরিষ্যামি শোকমুৎসৃজ্য মানসম্ ॥ ১৯

‘কবে সেই রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষে তীরনিষ্ক্ষেপ করে আমার এবং সীতার মানসিক ক্রেশ দূরীভূত করবো।

কদা নু খলু মে সাধ্বী সীতামরসুতোপমা।

সোৎকণ্ঠা কণ্ঠমালহ্য মোক্ষাতানন্দজং জলম্ ॥ ২০

‘দেবকন্যার ন্যায় সুন্দরী সতী সাধ্বী সীতা কবে উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে আনন্দাপ্রমোচন করবে ?

কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রয়োগজম্।

সহসা বিপ্রমোক্ষ্যামি বাসঃ শুক্রেতরং যথা ॥ ২১

‘মৈথিলীর বিয়োগব্যথাজনিত এই ভয়ানক শোককে কবে মলিন বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করতে পারব ?’

এবং বিলপতন্তসা তত্র রামস্য ধীমতঃ।

দিনক্ষয়ানন্দবপুর্ভাস্করোহন্তমুপাগমৎ ॥ ২২

সেইখানে বুদ্ধিমান রামচন্দ্র এমনভাবে বিলাপ করছিলেন এবং দিবাসানে মন্দ কিরণযুক্ত সূর্যদেব অন্ত গেলেন।

আশ্বাসিতো লক্ষ্মণেন রামঃ সন্ধ্যামুপাসত।

স্মরন্ কমলপত্রাক্ষীং সীতাং শোকাকুলীকৃতঃ ॥ ২৩

পদ্মনয়না সীতার চিত্তারত শোকাকুল রামচন্দ্র লক্ষ্মণের দ্বারা আশ্বস্ত হয়ে সন্ধ্যাবন্দনায় রত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

বহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

## ষষ্ঠঃ সর্গঃ (৬)

কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য রাবণ কর্তৃক যথোচিত পরামর্শদানের জন্য মন্ত্রিগণকে অনুরোধ

লঙ্কায়াঃ তু কৃতং কর্ম ঘোরং দৃষ্টা ভয়াবহম্।  
রাক্ষসেন্দ্রো হনুমতা শক্রেণেব মহাশয়ন।  
অত্রবীদ্ রাক্ষসান্ সর্বান হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্খুখঃ॥ ১

ইন্দ্রেব তুল্য মহাত্মা হনুমান লঙ্কায় ঘোর ভয়াবহ কর্ম করেছিলেন, তা দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কায় নতমস্তক হয়ে অন্য সব রাক্ষসদের বললেন—

ধর্মিতা চ প্রবিষ্টা চ লঙ্কা দুস্ত্রসহা পুরী  
তেন বানরমাত্রেণ দৃষ্টা সীতা চ জানকী ২

‘হে রাক্ষসগণ ! সেই একটিমাত্র বানর দুর্ধর্ষ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে সেটিকে বিধ্বস্ত করে এবং জানকী সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেল।

প্রাসাদো ধর্মিতশ্চৈত্যাঃ প্রবরা রাক্ষসা হতাঃ।

আবিলা চ পুরী লঙ্কা সর্বা হনুমতা কৃতা॥ ৩

‘শুধু তাই নয়, হনুমান সমস্ত লঙ্কাপুরীকে কলুষিত করেছে, প্রধান প্রধান রাক্ষস বীরদের হত্যা করে প্রাসাদ এবং যজ্ঞশালা ধ্বংস করেছে।

কিং করিষ্যামি ভদ্রং বঃ কিং বো যুক্তমনস্তরম্  
উচ্যতাং নঃ সমর্থং যৎ কৃতং চ সুকৃতং ভবেৎ ৪

‘তোমাদের মঙ্গল হোক ! এখন আমার কী করা উচিত ? কী যুক্তিযুক্ত হবে ? আপনারা তাই বলুন, যা আপনাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

মন্ত্রমূলং চ বিজয়ং প্রবদন্তি মনস্বিনঃ।

তস্মাদ্ বৈ রোচয়ে মন্ত্রং রামং প্রতি মহাবলাঃ॥ ৫

‘মনীষীগণ বলেন যে, বিজয়লাভের মূল হল মন্ত্রণা ; (পরামর্শ দান এবং গ্রহণ) অতএব হে বলশালীগণ ! রামচন্দ্রের বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ জানতে চাইছি।

ত্রিবিধাঃ পুরুষা লোকে উত্তমামধ্যমমধ্যমাঃ।

তেষাং তু সমবেতানাং গুণদোষৌ বদাম্যহম্॥ ৬

‘পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম, অধম—এই ত্রিবিধ পুরুষ আছেন ; তাঁদের সকলের গুণ এবং দোষের কথা আমি বলছি।

মন্ত্রস্তিভির্হি সংযুক্তঃ সমর্থের্মন্ত্রনির্ণয়ে।

মিত্রৈর্বাপি সমানার্থৈর্বাক্যবৈরপি বাষিকৈঃ ৭

সহিত্রো মন্ত্রয়িত্বা যঃ কর্মারম্ভান প্রবর্তয়েৎ।

দৈবে চ কুরুতে যদ্বৎ তমাহঃ পুরুষোত্তমম্। ৮

‘মন্ত্রণা তিন প্রকার লক্ষণযুক্ত হয় ; যিনি মন্ত্রনির্ণয়ে সমর্থ বন্ধু অথবা সুখ-দুঃখের সমান ভাগীদার বন্ধু চেয়েও বড় হিতকাামী মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে কার্যকর করেন এবং দৈব সহায়তা লাভে যত্নবান হন—তিনিই উত্তমজন।

একোহর্থঃ বিমূশেদেকো ধর্মে প্রকুরুতে মনঃ।

একঃ কার্যানি কুরুতে তমাহর্মধ্যমঃ নরম্॥ ৯

‘যিনি একাই কর্তব্য বিচার করেন এবং একাই ধর্মে মনঃসংযোগ করে সকল কর্ম নিজেই সম্পাদন করে তিনিই মধ্যমপুরুষ।

গুণদোষৌ ন নিশ্চিত্য ত্যক্তা দৈবব্যপাশ্রয়ম্।

করিষ্যামীতি যঃ কার্যমুপেক্ষেৎ স নরাম্মমঃ ১০

‘যিনি গুণ-দোষ বিচার না করে, দৈবেরও আশ্রয় ত্যাগ করে কার্য করেন এবং এইরূপ চিন্তা করেও কার্য শুরু করে পরে ত্যাগ করেন, তিনিই অধমপুরুষ।

যথেষ্টে পুরুষা নিত্যমুত্তমামধ্যমমধ্যমাঃ।

এবং মন্ত্রোহপি বিজ্ঞেয় উত্তমামধ্যমমধ্যমঃ ১১

‘যেমন পুরুষদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ব্যক্তি হয়ে থাকেন ; তেমনি মন্ত্রণার মধ্যেও আছে উত্তম, মধ্যম এবং অধম—এই ত্রিবিধ ভেদ রয়েছে।

ঐকমত্যমুপাগম্য শাস্ত্রদৃষ্টেন চক্ষুর্বা

মন্ত্রিণো যত্র নিরতাস্তমাহর্মন্ত্রমুত্তমম্ ১২

‘যিনি শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে সেইমতো বিচার করে একমত হয়ে মন্ত্রণায় উপনীত হন, সেই মন্ত্রণাই হল উত্তম মন্ত্রণা।

বহীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিণামর্থনির্ণয়ঃ।

পুনর্ঘট্টকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতাঃ ১৩

‘যেখানে মন্ত্রীরা বহুমতাবলম্বী হয়েও আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতে উপনীত হন, সেই মন্ত্রণাই হল মধ্যম মন্ত্রণা।

অন্যোনামতিমাহ্বায় যত্র সম্প্রতিভাব্যতে।

ন চৈকমতো শ্রেয়োহস্তি মন্ত্রঃ সোহধম উচ্যতে ১৪

‘যেখানে বিভিন্ন মত আশ্রয় করে প্রত্যেকের



স্বর্ণপূর্বক ভাষণ করেন : যেখানে ঐক্যমতে গৌহান  
যুদ্ধে যেখানে পরিণাম মঙ্গলময় হওয়ার সম্ভাবনা না  
থাকে—সেই যুদ্ধেই হল অধম-যুদ্ধে।

এক সমুদ্রিত সাধু ভবন্তো মতিসত্তমাঃ।

সমুদ্রিতপদমেতৎ কৃত্যং মতং মম। ১৫

‘আপনারা হলেন উত্তমবুদ্ধি সম্পন্ন অতএব আমার  
সংযত হল ভালোভাবে পরামর্শ করে আপনারা আস্ত  
কৃত্য নির্ধারণ করুন।

বনরাশিঃ হি ধীরাশাঃ সহশ্রেঃ পরিবারিতাঃ।

সমুদ্রভেদি পুরীঃ লক্ষ্যমস্মাকমুপারোক্ষকঃ॥ ১৬

‘(যুদ্ধের প্রয়োজনের কারণ হল) রামচন্দ্র সহস্র-  
যুগ ধীব বানরদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের লক্ষ্যপূরীকে

আক্রমণ করতে আসছেন।

তরিশাতি চ সুবাক্রঃ রাঘবঃ সাগরঃ সুখম্  
ভরসা যুক্তরূপেণ সানুজঃ সবলানুগঃ॥ ১৭

‘সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রঘুনন্দন অনুজ লক্ষ্মণ এবং  
সৈন্যবাহিনী সহ শীঘ্রই অনায়াসে সমুদ্র অতিক্রম করবেন।

সমুদ্রমুচ্ছোষ্যতি নীর্গণ্যায়ংকরোতি বা।

তস্মিন্যোনঃনিধে কার্ণে নিকৃদে বানরৈঃ সহ।

হিতং পুরে চ সৈন্যে চ সর্বং সমুদ্রভাঃ মম॥ ১৮

‘তিনি সমুদ্রকে শোষণ করবেন কিংবা পরাক্রমের

দ্বারা অনাকিছু করবেন— এই অবস্থায় বানরদের সঙ্গে

বিরোধ আসন্ন হলে, লক্ষ্যপূরী এবং সৈন্যদের পক্ষে যা  
হিতকর—সেইরূপ পরামর্শ আপনারা আমাকে দিন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

## সপ্তমঃ সর্গঃ (৭)

রাক্ষসদের দ্বারা রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের বল-পরাক্রমের বর্ণনা এবং

রামের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর জয়লাভের বিশ্বাস উৎপাদন

ইত্যুক্ত রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসান্তে মহাবলাঃ।

ঈঃ প্রাজ্জল্যঃ সর্বে রাবণঃ রাক্ষসেশ্বরম্॥ ১

বিষংকমবিজ্ঞায় নীতিবাহ্যাত্ত্বদমঃ।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাজা রাবণ এইরূপ বললে, শত্রুপক্ষের

শক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সেই মহাবলশালী রাক্ষসেরা

রাক্ষসেশ্বরকে হাতজোড় করে বলল—

পরিঘশক্ত্যুষ্টিশূলপাট্টিশকুন্তলম্ ২

সুহৃদো বলং কস্মাদ্ বিবাদং ভজতে ভবান্।

‘হে রাজন্ ! আমাদের সৈন্যবল সুমহান ; পরিঘ,

শূল, পাট্টি, কুন্ত প্রভৃতি অস্ত্রযুক্ত। অতএব

আপনি কেন বিবাদ হচ্ছেন ?

ভোগবতীঃ গদা নির্জিতাঃ পন্নগা যুধি॥ ৩

কৈলাসশিখরাসী মৈকর্ষভিরাশুতঃ।

সুহৃৎকদনঃ কৃদা বশ্যন্তে ধনদঃ কৃতঃ॥ ৪

‘আপনি ভোগবতী অর্থাৎ পাতালগঙ্গায় গিয়ে যুদ্ধে

সর্পদের পরাস্ত করেছেন। বহু যুদ্ধের দ্বারা পরিবৃত্ত  
কৈলাসশিখরাসী কুবেরকেও ভীষণভাবে অত্যাচার করে  
আপনার বশীভূত করেছেন।

স মহেশ্বরসংখ্যে প্রাচ্যমানস্তয়া বিজো।

নির্জিতঃ সমরে রোষাল্লোকপালো মহাবলঃ॥ ৫

‘হে প্রভু ! মহেশ্বরের সঙ্গে সংখ্যাতার কারণে সেই

মহাবলশালী লোকপাল (কুবের) ছিলেন গর্বিত ; কিন্তু

যুদ্ধে আপনি তাঁকে রোষপূর্বক পরাস্ত করেছেন।

বিমিপাত্য চ যক্ষোযান্ বিকোভা বিনিগৃহ্য চ।

দ্বয়া কৈলাসশিখরাদ্ বিমানমিদমাহতম্॥ ৬

‘যক্ষসমূহকে বিচলিত করে, নিগৃহীত করে এবং

নিপাতিত করে কৈলাসশিখর থেকে আপনি এই বিমান

আহরণ করেছেন।

ময়েন দানবেজ্ঞেণ কৃত্বাৎ সখ্যমিচ্ছতা।

দুহিতা তব ভার্য্যার্থে দত্তা রাক্ষসপুত্রবঃ॥ ৭

‘হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হয়ে আপনার মিত্রতা কামনা করে নিজ কন্যাকে আপনার পত্নীরূপে সম্প্রদান করেছেন।

দানবেন্দ্রো মহাবাহো বীর্যোৎসিজো দুরাসনঃ।  
বিগৃহ্য বশমানীতঃ কুণ্ডীনস্যাঃ সুখাবহঃ॥ ৮

‘হে মহাবাহু ! দানবরাজ (ময়) ছিলেন বীরত্বের গর্বে গর্বিত এবং দুর্জয় ; কিন্তু আপনার ভগ্নী কুণ্ডীনসীকে সেই সুখদায়ক পত্নীকেও আপনি যুদ্ধে বশীভূত করেছেন।

নির্জিতান্ত্রে মহাবাহো নাগা গহ্বা রসাতলম্।  
বাসুকিভক্ষকঃ শঙ্খো জটী চ বশমাহতাঃ॥ ৯

‘হে মহাবীর ! আপনি রসাতলে গিয়ে বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ এবং জটী প্রভৃতি নাগদের যুদ্ধে পরাস্ত করে নিজের বশে নিয়ে এসেছেন।

অক্ষয়া বলবৎশ্চ শূরা লঙ্কবরাঃ পুনঃ।  
ত্বয়া সংবৎসরং যুক্তা সমরে দানবা বিভোঃ॥ ১০  
স্ববলং সমুপাশ্রিতা নীতা বশমরিন্দম।

মায়ান্শাখিগতাত্ত্ব বহ্যো বৈ রাক্ষসাবিধাঃ॥ ১১

‘হে প্রভু ! শত্রুদমন রাক্ষসরাজ ! অক্ষয় বলশালী বীর দানবসকল—যারা বর লাভ করে আরও বলশালী হয়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে আপনি একবছর ধরে যুদ্ধ করে, নিজবলে তাদের আপনার অধীনস্ত করেছেন এবং তাদের থেকে বহুবিধ মায়াবিদ্যাও আপনি লাভ করেছেন।

শূরাশ্চ বলবৎশ্চ বরুণস্য সূতা রণে।  
নির্জিতান্ত্রে মহাভাগ চতুর্বিধবলানুগাঃ॥ ১২

‘হে মহাভাগ ! আপনি যুদ্ধে বরুণের শূরবীর এবং বলবান পুত্রকে তাঁর চতুরঙ্গ সেনা সহ পরাস্ত করেছেন।

মৃত্যুদণ্ডমহাগ্রাহঃ শাল্মলীকুমমত্তিতম্।  
কালপাশমহাবীচিং যমকিংকরপায়গম্॥ ১৩  
মহাক্ষরেন দূর্ব্বধঃ যমলোকমহার্ণবম্।

অবগাহ্য ত্বয়া রাজন্ যমসা বলসাগরম্॥ ১৪  
জয়ন্ত বিপুলঃ প্রাপ্তো মৃত্যুশ্চ প্রতিষেধিতঃ।

সুযুদ্ধেন চ তে সর্ব্বৈ লোকন্ত্রে সুতোষিতাঃ॥ ১৫

‘রাজন্ ! মৃত্যুদণ্ডই যেখানে মহান প্রাণসম, যম-যাতনা রূপ শাল্মলীতরু মন্ডিত যে স্থান, যার মহান তরঙ্গ হল কালপাশ, কালসর্প তুল্য যমদূতদেব যেখানে বাস, ভীষণ ধ্বরের দ্বারা দুর্জয় সেই যমলোকরূপী মহাসমুদ্রে

আপনি অবগাহন করে (যমপুরীতে প্রবেশ করে) যমরাজের সাগরতুল্য অনন্ত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে বিপুলভাবে পরাস্ত করে মৃত্যুকে প্রতিহত করেছেন। তাই নয়, উত্তম যুদ্ধের দ্বারা সেখানে সকলের সমুদ্র বিধান করেছেন।

ক্ষত্রিয়ৈর্বহুভিনীরৈঃ শত্রুতুলাপরাক্রমৈঃ।  
আসীদ্ বসুমতী পূর্ণা মহন্তিরিব পানপৈঃ॥ ১৬

‘পূর্বে এই পৃথিবী ছিল সুবিশাল বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ ইন্দ্রতুলা পরাক্রমী বহু ক্ষত্রিয় বীরের বাসভূমি। তেবাং বীর্যভূণোৎসাহৈর্ন সমো রামণো রণে।  
প্রসহ্য তে ত্বয়া রাজন্ হতাঃ সমরদুর্জয়াঃ॥ ১৭

‘রণাদগে রামের বীরত্ব, গুণ এবং উৎসাহ কখনোই তাঁদের সমতুল্য নয়। (অর্থাৎ রামচন্দ্র যেন উৎসাহ তুলনায় একেবারেই হীনবল) হে রাজন্ ! আপনি সেই সমরদুর্জয় বীরদেরও হত্যা করেছেন। এমতাবস্থায় রামের পরাজিত করা এমন কী বড় কাজ ?

তিষ্ঠ বা কিং মহারাজ শ্রমেণ তব বানরান্।  
অয়মেকো মহাবাহুরিন্দ্রজিৎ ক্ষপয়িষ্যতি॥ ১৮

‘মহারাজ ! আপনি স্থির থাকুন, আপনার পরিশ্রমে কী প্রয়োজন ? বানরদের সংহার করতে এই একা মস্তক ইন্দ্রজিৎই সক্ষম।

অনেন চ মহারাজ মাহেশ্বরমনুজম্  
ইষ্টা যজ্ঞঃ বরো লঙ্কো লোকে পরমদুর্লভঃ॥ ১৯

‘মহারাজ ! ইনি পবন উত্তম মাহেশ্বর বজ্র অনুষ্ঠান করে জগতে পরম দুর্লভ বর লাভ করেছেন।

শক্তিতোমরমীনং চ বিনিকীর্ণাত্তশৈবলম্  
গজকচ্ছপসম্বাধমশ্রুমণ্ডকসমুদ্রম্  
ক্ষত্রাদিত্যমহাগ্রাহঃ মরুদ্বসুমহোরগম্  
রথাস্থগজভোযৌঘং পদাতিপুলিনং মহঃ॥ ২০

অনেন হি সমাসাদ্য দেবানাং বলসাগরম্।  
গৃহীতো দৈবতপতির্লঙ্কাং চাপি প্রবেশিতঃ॥ ২১

‘দেবসৈন্য ছিলেন সমুদ্রতুলা বিশাল। তথায় শক্তি এবং তোমার যেন মৎসোর নায়, শ্যাওলার মতো সেখানে বিকীর্ণ ছিল অন্তরাশি ; হস্তী এবং অশ্ব সেই সমুদ্রে কচ্ছপ এবং ডেকতুলা, রুদ্র এবং আদিভাগব বিশালকর জলজন্তুর নায়, মরুৎগণ এবং বসুগণ হলেন মহাসমুদ্র তুলা, সমুদ্রের বিপুল জলরাশির সঙ্গে তুলনীয় হল সেই

বাহিনীর বহু। ‘অশ্ব’ সমুদ্রের মহান তরঙ্গের মতো এই ইন্দ্রজিতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল।  
‘দেবসৈন্য’ যোগাচ্ছন্ন তত্ত্ববিষ্টপং  
‘রাজন্ !’ পিতৃসর্বস্ববন্দিত শাস্ত্রমুপ্ত মুক্ত করেছি পেরেছিলেন।

শত্রুসৈন্য বি

হতো নীলাশ্বদপঃ  
অবীৎ প্রাজ্ঞতি

অনন্তর নীল

প্রহৃত নামক সেনাপ

দেবদানবগজার্ভাঃ

সর্ব্বৈ বধয়িতুং

‘দেবতা, দ

সকলকেই ধ্বংস-

কৃতক্রে এই দুটি

সর্ব্ব প্রমত্তা বি

যদি মে জীবতে

‘পূর্বে’ আমর

নিষ্কিষ্ট (শত্রুর আত্ম

সুদান কর্তৃক আম

জীবিত থাকতে সেই

মৃত্যু পানতো না

হইলি বধ, অশ্ব এবং ইন্দ্ৰসদৃশ, পশুতককহিনী হন  
সুদূর মহন তটতলা। দেবতাদের সেই সৈন্যসামর্যকে  
জব কবে এই ইন্দ্রজিৎই দেবতাদের অধিপতির (ইন্দ্র)  
ক্ষমতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে লজ্জায় নিয়ে এসে বন্দি করে  
রেখেছিল।

পিতামহনিরোগাচ্চ মুক্তঃ শব্দবৃদ্ধা।  
গতদ্বিবিষ্টপং রাজন্ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ২৩

‘রাজন্! পিতামহের বাক্যে (পিতামহ ব্রহ্মার কথায়)  
সর্বদেবদ্বন্দ্বিত শব্দ এবং বৃদ্ধাসুরঘাতক ইন্দ্রকে আপনার  
সুপুত্র মুক্ত করেছিলেন। তারপরেই ইন্দ্র স্বর্গলোকে যেতে  
পেরেছিলেন।

তমেন হং মহারাজ বিসৃজ্যেজ্জিতঃ সূতন্।

যাবদ্ বানরসেনাং তাং সবামাঃ নযতি কসন্ ॥ ২৪

‘অতএব মহাবাজ! আপনি আপনার সেই পুত্র  
ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করুন : তিনি যেন রামসহ সমগ্র  
বানরসেনাকে ধ্বংস করেন।

রাজ্ঞাপদযুক্তেন্যমাগতা প্রাকৃতাজ্ঞনাং।

হৃদি নৈব ত্বয়া কার্য্যং হং বধিষ্যসি রাঘবন্ ॥ ২৫

‘রাজন্! প্রাকৃতজনের প্রতি (নর বা বানরদের  
থেকে) এইরূপ চিন্তা করা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়।  
আপনার হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা সর্বতোভাবে অনুচিত। আপনি  
অবশ্যই রামচন্দ্রকে বধ করবেন।’

ইত্যার্বশ্রীমদ্‌রামায়ণে বায়ীকীয়ে অনিকাৰো যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি বায়ীকি বিরচিত অনিকাৰো রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

## অষ্টমঃ সর্গঃ (৮)

শক্রসৈন্য বিনাশের জন্য প্রহস্ত, দুর্মুখ, বজ্রদংষ্ট্র, নিকুন্ত এবং বজ্রহনুর রাবণ-সম্মুখে উৎসাহ প্রদর্শন

হস্তে নীলাবুদপ্রথাঃ প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ।  
অত্রীং প্রাজ্জলির্বাকাং শূরঃ সেনাপতিত্বদা ॥ ১

অনন্তর নীলমেঘের মতো বর্ণবিশিষ্ট রাক্ষসবীর  
প্রহস্ত নামক সেনাপতি কৃতাজ্জলি হয়ে বলল—

দেবদানবগন্ধর্বাঃ পিশাচপতগোরগাঃ।

সর্বে ধর্ম্মহিতঃ শকাঃ কিং পুনর্মানবৌ রণে ॥ ২

‘দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, পক্ষী, সর্প

সকলকেই ধ্বংস-বিধ্বংস করতে আমরা সক্ষম ;

যুদ্ধক্ষেত্রে এই দুটি মানুষ আর এমন কী জিনিস ?

সর্বে প্রমত্তা বিশ্বস্তা বক্ষিতাঃ স্ম হনুমতা।

নহি মে জীবতো গচ্ছেজ্জীবন্ স বনগোচরঃ ॥ ৩

‘পূর্বে আমরা সকলেই প্রমত্ত (অসভর্ক) এবং

নিশ্চিন্ত (শত্রুর আক্রমণের অসম্ভাবনায়) ছিলাম। সেইজন্য

হনুমান কর্তৃক আমরা বধিত হয়েছিলাম। অন্যথায় আমি

জীবিত থাকতে সেই বানর প্রাণ নিয়ে এখান থেকে ফিরে

যেতে পারতো না।

সর্বাং সাগরপর্যন্তাং সশৈলবনকাননাম্।

করোম্যাবানরাং ভূমিমাঙ্গাপয়তু মাং ভবান্ ॥ ৪

‘আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি পর্বতসহ বন  
এবং কাননসহ সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র ভূমি বানরশূনা করে  
দিই !

রক্ষাং চৈব বিধাস্যামি বানরাদ্ রজনীচর।

নাগমিষ্যতি তে দুঃখং কিঞ্চিদাত্মাপরাধজন্ম ॥ ৫

‘হে রাক্ষসরাজ! বানরদের থেকে আমি রাক্ষসদের  
বন্ধা করবো ; আপনার অপরাধজনিত (সীতা হরণের  
কারণে) দুঃখ কিছুমাত্র থাকবে না।’

অত্রীং তু সুসংক্রুদ্ধো দুর্মুখো নাম রাক্ষসঃ।

ইদং ন কমলীয়ং হি সবেষাং নঃ প্রধ্বংসম্ ॥ ৬

এরপরে দুর্মুখ নামক রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
বলল—‘আমাদের সকলের ওপরে এই অত্যাচার কখনোই  
ক্ষমার যোগ্য নয়।

অয়ং পরিভবো ভূমঃ পুরসাত্তঃ পুরস্য চ।



শ্রীমতো রাক্ষসেন্দ্রস্যা বানরেন প্রধর্মণম্ ॥ ৭  
‘এই বানরেন অত্যাশ্রমে সমগ্র লক্ষ্যপূরীষ, শ্রীমান  
বাক্ষসবাক্ষ বানরেন তৎ’ এই সমগ্র অস্ত্রগুণেব ভয়ানক  
অপমান হইবে।

অস্মিন্ মুহূর্তে গম্বীকো নিবর্তিষ্যামি বানরান্।  
প্রবিত্তান্ সাগরং ভীমমহরং বা রসাতলম্ ॥ ৮

‘এই মুহূর্তে আমি একটি গিয়ে বানরদের মেরে  
তাজিয়ে দেব। তাহা ভয়ানক সমুদ্র, আকাশ অথবা বসাতল  
নামক পাতালে যেন এই বানর প্রবেশ করুক না কেনা,  
আমার কাছ থেকে তাদের নিস্তার নেই।’

ভতোহত্রবীং সুসংক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।  
প্রগৃহ্য পরিষং ধোরং মাংসশোণিতকষিতম্ ॥ ৯

‘ভনুহুত মহাবলশালী বজ্রদংষ্ট্র নামক রাক্ষস অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধভাবে বজ্রমাংস লিপ্ত পরিষ নামক ভয়ানক অস্ত্র হাতে  
নিযে বজল—

কিং নো হনুমতা কার্যং কৃপণেন তপস্বিনা।  
রামে তিষ্ঠতি দুর্ধর্ষে সুগ্রীবেহপি সলক্ষণে ॥ ১০

‘দুর্ধর্ষ বীর রামচন্দ্র, সুগ্রীব এবং লক্ষণ থাকতে  
বেচারী তপস্বী হনুমানকে নিয়ে আমাদের কী প্রয়োজন ?  
অস্য রামঃ সসুগ্রীবঃ পরিষেণ সলক্ষণম্।  
আগমিষ্যামি হৃদ্বীকো বিকোডা হরিবাহিনীম্ ॥ ১১

‘আজ আমি একাই বানরবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে,  
লক্ষণসহ রাম এবং সুগ্রীবকে এই পরিষ দ্বারা হত্যা করে  
আসব।

ইদং মমাপরং বাক্যং শৃণু রাজন্ যদিচ্ছসি।  
উপায়কুশলো হ্যেব জয়েচ্ছামনতজিতঃ ॥ ১২

‘রাজন্! যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার  
অপর বাক্য শুনুন। কুশলব্যক্তি যদি অতদ্বাভাবে উপায়  
নির্ধারণে যত্নপরায়ণ হন, তাহলে তিনি শত্রুজয়ে সক্ষম  
হন।

কামরূপধরাঃ শূরাঃ সুভীমা ভীমদর্শনাঃ।  
রাক্ষসা বা সহস্রাণি রাক্ষসাধিপ নিশ্চিন্তাঃ ॥ ১৩

‘কাকুৎস্থমুপসংগম্য বিজ্ঞাতো মানুষঃ বপুঃ।  
সর্বো হাসদ্বন্দ্বা ভূত্বা ক্রুবন্ত রঘুসত্ত্বমম্ ॥ ১৪

‘প্রবিত্তা ভরতেনৈব ভ্রাতা তব যযীমসা।  
স হি সেনাং সমুখাপ্য ক্ষিপ্ৰমেবোপয়াসতি ॥ ১৫

‘হে রাক্ষসরাজ! কামরূপধারী (ইচ্ছানুসারে  
রূপধারণে সক্ষম) সহস্র সহস্র ভয়ানক ভীষণদর্শন রাক্ষস-

বীবো নিশ্চিতরূপে মনুষ্যদেহ ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্রকে  
নিকটে গিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করে রঘুকুলশিরোনবিন্দে  
নিঃশঙ্কচিত্তে বলুক—আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবত আমজন  
প্রেমণ করেছেন। এই কথা শুনেই তিনি তৎক্ষণাৎ  
সৈন্যদের নিয়ে এখানে আসবেন।

ভতো বয়মিতদ্বর্ণঃ শূলশক্তিগদাধরাঃ  
চাপবাণাসিহস্তাশ্চ দ্বরিতান্তরা যামবে ॥ ১৬

‘তৎপশ্চাৎ আমরা এখান থেকে সরে শূল, শক্তি,  
গদা, পনুর্বাণ, অসি ধারণপূর্বক সেখানে উপস্থিত হই  
আকাশে গগনঃ ছিড়া ছিড়া তাঃ হরিবাহিনীম্।

অশ্মশস্ত্রমহানুষ্ঠা প্রাপ্যাম যমক্ষমম্ ॥ ১৭

‘আকাশে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে সেই  
বানরবাহিনীকে পাথর এবং শস্ত্রবর্ষণ দ্বারা হত্যা কর  
নিশ্চিতরূপে যমালয়ে প্রেরণ করব।

এবং চেদুপসর্পেতামনয়ং রামলক্ষ্মণৌ।  
অবশ্যামপনীতেন জহতামেব জীবিতম্ ॥ ১৮

‘এইভাবে প্রতারণাপূর্বক রাম-লক্ষ্মণকে নিকট  
আনা হলে তাঁরা অবশ্যই আমাদের আক্রমণে প্রাণ জ্ঞা  
করবেন।’

কৌন্তকর্ণিজতো বীরো নিকুন্তো নাম বীরবান্  
অত্রবীং পরমক্রুদ্ধো রাবণং লোকরাবণম্ ॥ ১৯

‘তারপরে কুন্তকর্ণের বীরপুত্র নিকুন্ত নামক বীরক  
রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জগৎপীড়ক রাবণকে বলল—  
সর্বো ভবন্তস্তিষ্ঠন্ত মহারাজেন সংগতঃ।

অহমেকো হনিষ্যামি রাঘবং সহলক্ষণম্ ॥ ২০  
সুগ্রীবং সহনুমন্তং সর্বাংষ্টৈবাত্র বানরান্।

‘আপনারা সকলে এখানে মহারাজের সঙ্গে বসে  
থাকুন। আমি একাই লক্ষণসহ রামচন্দ্রকে তথা সুগ্রীব,  
হনুমান সহ সকল বানরদেরকে হত্যা করব।’

ভতো বজ্রহনুর্নাম রাক্ষসঃ পর্বতোপমঃ ॥ ২১  
ক্রুদ্ধঃ পরিলিহন্ স্কাং জিহুয়া বাক্যমত্রবীং।

‘অনন্তর পর্বতপ্রমাণ-বিশাল বজ্রহনু নামক রাক্ষস  
কুপিত হয়ে জিহ্বা দ্বারা আপন গুঠ লেহন করতে করতে  
বজল—

সৈরং কুব্জং কার্যানি ভবন্তো বিগতভরাঃ ॥ ২২  
একোহহং ভক্ষয়িষ্যামি তাং সর্বাং হরিবাহিনীম্।

‘আপনারা সকলে নিশ্চিত হয়ে ইচ্ছামতো আপন  
আপন কর্ম করুন, আমি একাই সেই সমগ্র বানরবাহিনীকে

করব।  
স্বাঃ ক্রীড়ন্ত  
অহমেকো  
সাক্ষ্যঃ চ

ভতো নি  
সুগ্রো  
অগ্নিকৈতুচ  
ইরজিত  
প্রহয়োহথ  
স্বাক্ষ্যাতিক  
পরিষান্ পি  
চাপানি চ  
প্রগৃহ্য পর  
হত্বান্ রা  
অনন্তর  
সুগ্রো, যজ্ঞে  
রাক্ষস বশিমে  
প্রহৃত, বিরূপ  
রাক্ষস দুর্ধর্ষ  
পতিপ, শূল,  
বিশাল ধারা  
সকলে মিলে  
অন্য রামঃ  
ইপদং চ  
‘আজ  
করবো এবং

ভরস করব।

হৃষীকেশ নিশ্চিতাঃ শিবস্ত মম্ব বারুণীম্ ॥ ২৩ ॥  
অহমেকো বধিষ্যামি সুগ্রীবং সহলক্ষণম্ ॥  
স্বাক্ষরঃ চ হনুমন্তঃ সর্বাংশৈবাত্ত বানরান্ ॥ ২৪ ॥

‘আপনারা সুস্থ ভাবে ক্রীড়া করুন, নিশ্চিত হয়ে  
বারুণী নামক মদিরা পান করুন। আমি একাই সুগ্রীব সহ  
লক্ষণকে তথা অঙ্গদ, হনুমান এবং অন্য সব বানরদেরকে  
হত্যা করব।

ইত্যার্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টম সর্গ সমাপ্ত। ৮ ॥

### নবমঃ সর্গঃ (৯)

শ্রীরাম অজেয়—এই কথা বলে রামের কাছে সীতাকে প্রত্যর্পণের  
জন্য রাবণের নিকটে বিভীষণের অনুরোধ

ততো নিকুষ্টো রভসঃ সূর্যশক্রমহাবলঃ ॥  
সুপুঙ্গো যজ্ঞকোপস্ত মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥ ১ ॥  
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ  
ইন্দ্রজিৎ মহাতেজা বলবান্ রাবণাশ্রজঃ ॥ ২ ॥  
গ্রহস্তোহথ বিরূপাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ ॥  
শূরাক্ষাভিকায়শ্চ দুর্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥ ৩ ॥  
পরিধান্ পট্টিশান্ শূলান্ প্রাসান্ শক্তিপরশ্বধান্ ॥  
চাপানি চ সুবানানি ঋজ্বাংশ্চ বিপুলান্বভান্ ॥ ৪ ॥  
প্রশ্বা পরমক্রুদ্ধাঃ সমুৎপত্তা চ রাক্ষসাঃ  
অক্রবন্ রাবণং সর্বৈ প্রদীপ্তা ইব তেজসা ॥ ৫ ॥

অনন্তর নিকুষ্ট, রভস, মহাবলশালী সূর্যশত্রু,  
সুপুঙ্গ, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, দুর্ধর্ষ অগ্নিকেতু,  
রাক্ষস রশ্মিকেতু, মহাতেজস্বী বলবান রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ,  
গ্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহাবলশালী বজ্রদংষ্ট্র, শূরাক্ষ, অতিকায়  
রাক্ষস দুর্মুখ প্রভৃতি নিশাচরগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে পরিধ,  
পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশু, ধনুক, সুতীক্ষ্ণ বাণ এবং  
বিশাল ধারালো বজ্র হস্তে গ্রহণপূর্বক উত্তোলিত করে  
সকলে মিলে তেজেদীপ্তভাবে রাবণকে বললেন—

অন্য রামং বধিষ্যামঃ সুগ্রীবং চ সলক্ষণম্ ॥  
কৃপণং চ হনুমন্তং লক্ষা যেন প্রধর্ষিতা ॥ ৬ ॥  
‘আজই সুগ্রীব এবং লক্ষণ সহ রামকে আমরা বধ  
করবো এবং বেচারী হনুমান যার দ্বারা লক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছিল, তাকেও আমরা হত্যা করব।’

তান্ গৃহীতান্বধান্ সর্বান্ বারয়িত্বা বিভীষণঃ ॥

অত্রবীৎ প্রাজ্ঞলির্বাধ্যং পুনঃ প্রত্যাপবেশ্য তান্ ॥ ৭ ॥  
অস্ত শস্ত্র উত্তোলিত, উত্তেজিত সকল রাক্ষসকে  
পুনঃ পুনঃ বারণ করে বিভীষণ তাদের উপবেশন করিয়ে  
করজোড়ে রাবণকে বললেন—

অপ্যুপায়ৈত্তিভিত্তাত যোহর্থঃ প্রাপ্তুং ন শক্যতে ॥

তস্য বিক্রমকালান্তান্ যুক্তানাহমনিষিৎ ॥ ৮ ॥

‘হে তাত! সাম, দান এবং ভেদ এই তিন উপায়ের  
দ্বারা যে ইচ্ছা পূরিত হয় না, সেই ক্ষেত্রেই বিক্রমপ্রকাশ  
যুক্তিযুক্ত—এইটাই হল মনীষীদের মত।

প্রমত্তেধতিযুক্তেষু দৈবেন প্রহতেষু চ ॥

বিক্রমাত্ত সিদ্ধ্যন্তি পরীক্ষা বিধিনা কৃত্য ॥ ৯ ॥

‘তাত! যে সতর্ক নয় ও অন্যের দ্বারা আক্রান্ত এবং  
দৈবের দ্বারা উৎপীড়িত, সেই শত্রুর প্রতি উত্তমরূপে  
পরীক্ষাপূর্বক বিধিসম্মত পরাক্রম প্রয়োগ সফল হয়  
অপ্রমত্তঃ কথং তং তু বিজিগীষুঃ বলে হিতম্ ॥

জিতরোধঃ দুরাধর্ষঃ তং ধর্ম্যিতুমিচ্ছথ ॥ ১০ ॥

‘শ্রীরামচন্দ্র অপ্রমত্ত, জিতরোধ, অপরাজেয়  
বিজয়ান্তিলাষী এবং সৈন্য-সমর্থিত, আপনি কেমন করে  
তাকে উৎপীড়নের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন?

সমুদ্রং লব্ধবসিত্বা তু ঘোরং নদনদীপতিম্ ॥



গতিং হনুমতো লোকে কো বিদ্যাং তর্কয়েত বা॥ ১১  
বলানাপরিমেয়ানি বীৰ্য্যানি চ নিশাচরাঃ

পৰেধাং সহসাবজ্ঞা ন কর্তব্য। কথঞ্চন॥ ১২

‘হে নিশাচরগণ! নদ-নদীসমূহের অধিপতি ভয়ানক সমুদ্রকে যিনি লঙ্ঘন করতে সক্ষম, সেই হনুমানের গতি সম্পর্কে এই সংসারে কেই বা জানে অথবা কেই বা সেই সম্পর্কে অনুমান করতে পারে? শত্রুপক্ষের সৈন্যবল অগণবিমেয়, অত্যধিক তাদের বীৰ্যবজ্ঞা সহসা তাদের অবজ্ঞা করা কখনোই উচিত হতে পারে না।

কিং চ রাক্ষসরাজস্য রামেদাপকৃতং পুরা,  
আজহার জনহানাদ্ যসা ভাৰ্য্যাঃ যশস্বিনীঃ॥ ১৩

‘পূর্বে শ্রীবাম কর্তৃক রাক্ষসরাজের কি অপকার সাধিত হয়েছিল যে, সেই যশস্বী মহাত্মার ভার্য্যাকে জনহান থেকে অশহরণ করা হল?

খরো যদতিবৃদ্ধস্ত স রামেশ হতো রণে।

অবশ্যাং প্রাণিনাং প্রাণা রক্ষিতব্য। যথাবলম্॥ ১৪

‘যুদ্ধে রামচন্দ্র খরকে হত্যা করেছেন; যদি এই কারণেই একাজ করা হয় তাহলেও বলতে হয়, যথাশক্তি অনুসারে প্রত্যেকের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা কর্তব্য। (অর্থাৎ খর নামক রাক্ষস অত্যাচারী এবং শ্রীরামচন্দ্র তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েই তাকে হত্যা করেছিলেন।)

এতন্নিমিত্তং বৈদেহী ভয়ং নঃ সুমহদ্ ভবেৎ।

আহতা সা পরিত্যজ্যা কলহার্থে কৃতে নু কিম্॥ ১৫

‘এই কারণেই যদি বৈদেহীকে হরণ করা হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হোক; অন্যথায় আমাদের পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। কলহের কী প্রয়োজন? ন তু ক্ষমং বীৰ্যবতা তেন ধর্মানুবর্তিনা।

বৈরং নিরর্থকং কর্তুং দীয়তামস্য মৈথিলী॥ ১৬

‘শ্রীরামচন্দ্র মহাপরাক্রমী এবং মহান ধর্মাত্মা। তিনি কখনোই আমাদের ক্ষমা করবেন না। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা নিরর্থক। মৈথিলী সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত।

যাবন্ন সগজাং সান্থাং বহুরত্নসমাকুলাম্  
পুরীং দারয়তে বাণেদীয়াতামস্য মৈথিলী॥ ১৭

‘তিনি হস্তী, অশ্ব, বহুরত্নে পরিপূর্ণ আমাদের এই লঙ্কাপুরীকে শরাঘাতে বিপর্যস্ত করার পূর্বেই মৈথিলী সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

যাবৎ সুঘোরা মহতী দুর্ধর্ষা হরিবাহিনী।  
নাবল্লভতি নো লজ্জাং তাবৎ সীতা প্রদীয়তাং॥ ১৮

‘যতদক্ষণে অত্যন্ত ভয়ানক, বিশাল এবং দুর্ধর্ষ বানরবাহিনী আমাদের লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস না করে, তত পূর্বেই সীতাকে অর্পণ করা উচিত।

বিনশ্যেদি পুরী লজ্জা শূরাঃ সর্বৈ চ রাক্ষসাঃ।  
রামসা দয়িতা পত্নী ন স্বয়ং যদি দীয়তে॥ ১৯

‘যদি আপনি রামচন্দ্রের প্রিয়তমা-পত্নীকে হারা ফিরিয়ে না দেন, তাহলে লঙ্কাপুরী বিনষ্ট হবে এবং সকল রাক্ষসবীর ধ্বংস হবে।

প্রসাদয়ে ত্বাং বহুত্বাৎ কুরুষ বচনং মম  
হিতং তথাং ত্বহং ক্রমি দীয়তামস্য মৈথিলী॥ ২০

‘বহুত্বপূর্ণভাবে আপনি আমার কথা শুনুন, আমি সবিনয়ে আপনাকে প্রসন্ন করতে এবং আপনার পক্ষে হিতকর কথাই বলছি; আপনি মৈথিলী সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন।

পুরা শরৎসূর্যমরীচিসন্নিভান্

নবাগ্রপুষ্পান্ সুদান্ নৃপাঙ্গজঃ।

সূজতামোঘান্ বিশিখান্ বধায় তে

প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ ২১

‘রাজকুমার শ্রীরামের দ্বাৰা শরৎকালীন সূর্যকিরণে ন্যায় উজ্জ্বল অগ্রভাগ বিশিষ্ট নূতন পুষ্পযুক্ত অমোঘ বাণ আপনাকে বধের নিমিত্ত বর্ষিত হওয়ার পূর্বেই আপনি দশরথনন্দনের সেবার জন্য মৈথিলীকে প্রেরণ করুন।

তাজ্যস্ত কোপং সুখধর্মনাশনং

ভজস্ব ধর্মং রতীকীর্তিবর্ধনম্।

প্রসীদ জীবম সপুত্রবান্ধবাঃ

প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ ২২

‘সুখ এবং ধর্মের বিনাশক ক্রোধকে আপনি একেই ত্যাগ করুন। আনন্দ এবং কীর্তিবর্ধক ধর্মের ভজনা করুন। সপুত্র বন্ধুবান্ধব সহ আপনি প্রসন্নভাবে জীবিত থাকুন। দাশরথির হস্তে সীতাকে প্রদান করুন।’

বিভীষণবচঃ ক্রত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

বিসর্জয়িত্বা তান্ সর্বান্ প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্॥ ২৩

বিভীষণের এইরূপ কথা শুনে রাক্ষসেশ্বর রাবণ তাঁদের সকলকে বিদায় জানিয়ে নিজগৃহে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

মহর্ষি বাণীকি বিবচিত্রি আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥



## দশমঃ সর্গঃ (১০)

বিভীষণের রাবণের অন্তঃপুরে গমন ও অমঙ্গলের ভয় দেখিয়ে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা, রাবণের দ্বারা তাঁর বাক্যের প্রত্যাখ্যান এবং বিভীষণকে বিদায় করা

ততঃ প্রত্যুৎপাদি প্রাপ্তে প্রাপ্তধর্মার্থনিষ্ঠয়ঃ  
রাক্ষসধিপতের্বৈশ্ব তীমকর্মা বিভীষণঃ ॥ ১  
শৈলশ্রুতমিবোদিতম্।  
শৈলশ্রুতমিবোদিতম্। মহাজনপরিগ্রহম্ ॥ ২  
মহিমাক্ষমহামাত্রৈরনুরক্তৈরধিষ্ঠিতম্।  
রাক্ষসৈরাগুণার্থাপ্তেঃ সর্বতঃ পরিরক্ষিতম্ ॥ ৩  
মহমাতঙ্গনিঃশ্বাসৈর্বা কুলীকৃতমারুতম্।  
শঙ্খঘোষমহাঘোষঃ তূর্যসংবাদনাদিতম্ ॥ ৪  
প্রমদজনসংঘাৎ প্রজলিতমহাপথম্।  
তদ্বাক্ষননির্বৃহৎ ভূষণোত্তমভূষিতম্ ॥ ৫  
গন্ধর্বপামিবা বাসমালয়ঃ মরুতামিব  
রক্ষসকয়সংঘাৎ ভবনঃ ভোগিনামিব ॥ ৬  
তঃ মহাভ্রমিবা দিত্যস্তেজোবিশ্বতরশ্চিবান্  
অগ্রজসালয়ঃ বীরঃ প্রবিবেশ মহাদুতিঃ ॥ ৭

অনন্তর (পরদিবস) প্রত্যুষকালে ধর্ম ও অর্থের তত্ত্বজ্ঞ ভীষণকর্মা বিভীষণ রাক্ষসধিপতি রাবণের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অনেক প্রাসাদের মধ্যে সেই প্রাসাদকে শৈলচূড়ার মতো সুউচ্চত মনে হচ্ছিল। সুন্দর এবং সুবৃহৎ নানা কক্ষে বিভক্ত সেই প্রাসাদে বিশিষ্টজনেদের যাতায়াত। বুদ্ধিমান, অনুরক্ত মুখ্য অমাত্যগণ সেখানে অধিষ্ঠানরত। পর্বাণ্ড সংখ্যক বিশুদ্ধ রাক্ষসদের দ্বারা সেই ভবন সবদিক থেকে সুরক্ষিত ছিল। সেই স্থানের বাতাস মত্ত হস্তীদের নিঃশ্বাস দ্বারা আকুলিত। শঙ্খধ্বনির মতো সুউচ্চ ধ্বনিতে এবং তূর্য নিনাদে সেই ভবন পরিপূর্ণ। প্রাসাদের প্রধান গম্বুজি মনোহারিণী নারীদের অবাধ বিচরণে এবং কোলাহলে মুখরিত। প্রাসাদদ্বার উজ্জ্বল সুবর্ণমণ্ডিত। উত্তম আভরণে সুসজ্জিত সেই প্রাসাদ। রক্তরাজিতে পরিপূর্ণ সেই ভবন দেবতা, গন্ধর্ব এবং নাগগণের বাসস্থানতুল্য মনোরম। সূর্যদেব যেমন তাঁর বিস্তারিত কিরণসহ মেঘমালায় প্রবেশ করেন, বীর বিভীষণও তদনুরূপভাবে উজ্জ্বলরূপে অগ্রজের আলয়ে প্রবেশ করলেন।

পূদ্যান্ পূণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিত্তিরুদ্ধাহতান্।  
অত্রাভ সমহাতেজা ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্ ॥ ৮  
মহাতেজস্বী বিভীষণ ভাইয়ের বিজয়ের জন্য বেদজ্ঞ

ব্রাহ্মণদের দ্বারা উচ্চারিত পবিত্র পুণ্যাহ বচন ঘোষণা শুনতে পেলেন।

পূজিতান্ দধিপাত্রৈশ্চ সর্পিভিঃ সুমনোজ্ঞৈঃ।  
মদ্রবেদনিদো নিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ ॥ ৯  
সেই মহাবলশালী বিভীষণ মদ্রবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দর্শন করলেন। তাঁদের হস্তে ছিল ঘৃত ও দধি পাত্র আতপ তণ্ডুল এবং পুষ্প দ্বারা তাঁদের পূজা করা হয়েছিল।

স পূজ্যমানো নক্ষত্রভীর্দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।  
আসনহঃ মহাবাহুববন্দে ধনদানুজম্ ॥ ১০

সেখানে উপস্থিত রাক্ষসেরা তাকে সম্মান জানাল এবং তিনি রাক্ষসদের দ্বারা পূজিত হলেন। স্বতেজে দেদীপ্যমান, সিংহাসনস্থ, ধনদাতা কুবেরের ভ্রাতা মহাবাহু রাবণকে বিভীষণ প্রণাম জানালেন।

স রাজদৃষ্টিসম্পন্নমাসনঃ হেমভূষিতম্।  
জগাম সমুদাচারং প্রযুজ্যাচারকোবিদঃ ॥ ১১

অনন্তর শিষ্টাচার পবায়ণ বিভীষণ (বিজয়তাং মহারাজঃ—মহারাজের জয় হোক বলে) উপযুক্ত আচার পালন করে, রাজা রাবণের দৃষ্টি সংকেত অনুসারে স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে আসন গ্রহণ করলেন।

স রাবণং মহাশ্বানং বিজনে মন্ত্রিসন্নিধৌ।  
উবাচ হিতমতার্থং বচনং হেতুনিশ্চিতম্ ॥ ১২  
প্রসাদ্য ভাতরং জ্যেষ্ঠং সাত্বেনোপহিতক্রমঃ।

দেশকালার্থসংবাদি দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥ ১৩

মন্ত্রিদের সন্নিধানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাত্মা রাবণকে প্রসন্ন করে (প্রণামাদিপূর্বক) জগতের হিতাহিতজ্ঞ বিভীষণ সামান্যপূর্ণ, যুক্তিযুক্ত, হিতকর (তথা দেশ এবং কালের উপযোগী অত্যন্ত হিতকারক) বাক্য বললেন—

যদাপ্রভৃতি বৈদেহী সম্প্রাপ্তেহ পরন্তপ।  
তদাপ্রভৃতি দৃশ্যস্তে নিমিত্তান্যাত্তানি নঃ ॥ ১৪

‘হে পরন্তপ ! যেদিন থেকে বৈদেহী সীতা এখানে এসেছেন সেইদিন থেকেই আমাদের নানাবিধ অশুভ বিষয় সংঘটিত হচ্ছে।

সম্মূলিঙ্গঃ সম্মার্চিঃ সম্মুকলুষোদয়ঃ।  
মন্ত্রসঙ্কলিতোহপাগির্ন সমাগভিবর্ষতে ॥ ১৫

‘মহাবীর’ বাক্যে বাক্যের প্রকৃতি হোমায়  
যেতে কোন ক্রমেই এবং যম নির্ণয় হইবে কিন্তু অগ্নিশিখা  
হইত হইবে না।

অগ্নিটোষিতশাল্যাসু তথা ব্রহ্মসীমু চ।

সহীদ্যস্মি দ্বন্দ্বো হবোষু চ নিপীলিকাঃ ॥ ১৬

‘মহাবীর’ (ব্রহ্মসীমু), অগ্নিশাল্য  
(ব্রহ্মসীমু), ব্রহ্মসীমু (ব্রহ্মসীমু) সপীদি  
সহীদ্যস্মি দ্বন্দ্বো হবোষু চ নিপীলিকাঃ ৥ ১৬

পরাং পয়ঃসি জ্ঞানি বিমদা বরকুঞ্জরাঃ।

দীনমহুঃ প্রহেবতে নবগ্রাসাভিনন্দিনঃ ॥ ১৭

‘পরাং’ দুই শুক্রে পেরে, বড় বড় হাতিগুলি  
হয়েছে নব-বৈবীত, অমূল্যে ভোজনে তৃপ্ত হয়েও  
নিভাবে বেনন করছে।

বরেতীশতরা রাজন্ ভিন্নরোমাঃ প্রবন্তি চ।

ন বজ্রবেহব্রিষ্টশ্চে বিধানৈরপি চিহ্নিতাঃ ॥ ১৮

‘বজ্র’, উট, বজ্রসমূহ অশ্রুমোচন করছে। হে  
রাজন্! তাদের বেমূল্যগুলি ঝাড়া হয়ে উঠেছে। তারা  
অত্যন্ত চিহ্নিত। বিধিপূর্বক চিকিৎসা সত্ত্বেও তারা সুস্থ হচ্ছে  
না।

বায়স্যঃ সংঘশঃ কুরা ব্যাহরন্তি সমজ্ঞতঃ।

সনবেত্রাশ্চ দৃশ্যন্তে বিমানাগ্রেষু সংঘশঃ ॥ ১৯

‘কুরা’ কাকেরা দলবদ্ধ হয়ে কর্কশ স্বরে চিৎকার  
করছে। সপ্ততল বিশিষ্ট প্রাসাদের শীর্ষদেশে তাদের  
সমবেত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

গৃহাশ্চ পরিলীয়ন্তে পুরীমুপরি শিথিতাঃ।

উপগম্যস্ত সংঘো য়ে ব্যাহরন্তাশিবাঃ শিবাঃ ॥ ২০

‘দলে’ দলে শকুনগুলি লক্ষ্যপূর্বক চূড়া স্পর্শ করে  
ঘোরাঘুরি করছে। দুই সন্ধ্যায় শৃগালের দল নগর সমীপে  
এসে অশ্রুত স্বরে চিৎকার করছে।

ক্রব্যানানাং মৃগাণাং চ পুরীধারেষু সংঘশঃ।

ক্রয়ন্তে বিপুলা ঘোষাঃ সবিস্মৃজিতনিঃস্বনাঃ ॥ ২১

‘নগরীর দ্বারদেশে’ কাঁচামাংসভোজী পশুদের দল  
ভয়ংকর মেঘ গর্জনের তুল্য শব্দ করছে।

তদেবঃ প্রপ্ততে কার্ষে প্রায়শ্চিত্তমিদং ক্ষমম্।

রোচয়ে বীর বৈদেহী রাঘবায় প্রদীপ্ততাম্ ॥ ২২

(১) প্রকৃতপক্ষে এই স্বর কোনো সংক্রমণ জনিত বা অন্য কোনো কারণে দেহের উদ্ভাপ বৃদ্ধি নয় ; এটি স্ব  
রামচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতাভিহিত বাসনাসন্ধিবশতঃ মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি।

‘হে মহাবীর ! এইবকম পরিস্থিতিতে আমার মত  
সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে প্রতারণা করাই উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া  
ইহং চ যদি বা মোহাভ্যোভান্ বা ব্যাহরন্তঃ ময়া।  
তত্রাপি চ মহারাজ ন দোষঃ কর্তুমর্থসি। ২৩

‘মহারাজ ! যদি আমি এই কথা মোহ বা লোভসম্বন্ধ  
বলে থাকি, তাহলেও আপনি আমাকে দোষযুক্ত ভনে  
করবেন না অর্থাৎ আমার অপরাধ নেবেন না।

অয়াং হি দোষঃ সর্বস্য জনস্যাসোপপলক্ষ্যতে।  
রক্ষসাঃ রাক্ষসীনাং চ পুরস্যাত্তঃপুরসা চ ॥ ২৪

‘কারণ এইসব অমঙ্গলের দ্বারা সকলেই, রাক্ষস-  
রাক্ষসী, নগর অন্তঃপুর প্রভাবিত হবে।

প্রাপণে চাস্য মন্ত্রস্য নিবৃত্তাঃ সর্বমন্ত্রিণঃ।  
অবশাং চ ময়া বাচ্যং যদৃষ্টমথবা ক্রতম্।

সম্প্রদায়ঃ যথান্যায়ং তদৃ ভবান্ কর্তুমর্থসি ॥ ২৫

‘সকল মন্ত্রিরাই আপনাকে এই মন্ত্রণা দিতে নিবৃত্ত  
হয়েছেন অর্থাৎ সংকোচ বোধ করছেন। কিন্তু আমি বা  
দেখেছি বা যা শুনেছি, তা আমাকে অবশ্যই আপনার  
সমীপে নিবেদন করতে হবে। এরপর আপনি যথোচিত  
বিচার করে আপনার কর্তব্য নির্ধারণ করবেন।’

ইতি স্বমন্ত্রিণাং মধ্যে ভ্রাতা ভ্রাতরমুচিবান্।

রাবণং রক্ষসাং শ্রেষ্ঠং পথ্যমেতদ্ বিতীষণঃ ॥ ২৬

এইভাবে মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ  
অগ্রজ রাবণকে ভ্রাতা বিতীষণ হিতকর বাক্যসমূহ বললেন।

হিতং মহারথঃ যদৃ হেতুসংহিতং

ব্যতীতকালায়তিসম্প্রতিক্ষমম্

নিশম্য তদ্বাক্যমুপহিতজ্বরঃ

প্রসঙ্গবানুত্তরমেতদ্রবীং ॥ ২৭

ভয়ং ন পশ্যামি কুতশ্চিদপাহং

ন রাঘবঃ প্রান্ন্যতি জাতু মৈথিলীম্।

সূরৈঃ সহোজৈরপি সঙ্গরে কথং

মমগ্রতঃ হাস্যতি লক্ষ্মণগ্রজঃ ॥ ২৮

বিতীষণের এইরূপ হিতকর, মহান অর্থযুক্ত,  
কোমল এবং যুক্তিসঙ্গত বাক্যগুলি অতীত, ভবিষ্যৎ এবং  
বর্তমান—এই তিনকালের পক্ষেই উপযুক্ত। এই কথাগুলি  
শুনে রাবণের স্বর<sup>(১)</sup> উপস্থিত হলো (বিরক্তি বোধ  
করলেন) এর উত্তরে তিনি বললেন—‘আমি তো কোণ’

‘কখনো’ ভয় দেপাছি  
কিছু পাবে না।  
সুতরাং সর্বদা  
না।  
তোবমুজ্ঞা

ন বভূব কৃষ্ণে  
সঙ্গমান্যে সুহৃদে  
রাক্ষসরাজ

হুজার ফলে সুহৃদ  
এবং তার কুকর্মের  
করেছিল। এই স  
কৃপা প্রাপ্ত হয়েছে  
অতীত কাল  
অতীতসময়ে ক  
অমাজেস্ত

অত্যন্ত কাম  
কলে যুদ্ধের উপ  
অমাজ ও সুহৃদ  
সমযোজিত কর্তব্য  
ন  
হেমজা  
উপদমা  
স্বর্ণজালাচ্ছ  
এক সুবিশাল রথে  
চোদায়

কোনো ভয় দেখছি না। রাম কখনোই মৈথিলী সীতাকে  
কিছু পাবে না। ইন্দ্রসহ দেবতাদের সহায়তা পেলেও  
যুদ্ধ লঙ্কণের অগ্রজ আমার সামনে ছিন্ন থাকতে পারবে  
না।

হজেরমুখ

সুরসৈন্যনাশনো

মহাবলঃ সংগতি চণ্ডিফলঃ।  
দশাননো ভ্রাতরমাপ্তবানিনঃ  
সিগর্জ্যামাস তদা বিদীপনম্ ॥ ২৯  
এই বলে দেবসৈন্য বিনাশক প্রচণ্ড পরাক্রমশালী,  
মহাবলবান দশানন যথার্থসি আপনভাই বিভীষণকে  
তৎক্ষণাৎ বিনাশ জানানলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

## একাদশঃ সর্গঃ (১১)

রাবণের সঙ্গে তাঁর সভাসদগণের সম্মেলন

ন বভূব কৃশো রাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ।  
অসমানাজ সুহৃদাঃ পাপঃ পাপেন কর্মণা ॥ ১

রাক্ষসরাজ রাবণ মৈথিলী সীতার প্রতি কামমোহিত  
হওয়ার ফলে সুহৃদগণ তাঁকে যথোচিত সম্মান জানাচ্ছিল না  
এবং তার কুকর্মের নিন্দা করছিল এবং তাকে পানী ঘোষণা  
করেছিল। এই সকল কারণে (দুশ্চিন্তা, দৌর্বল্য) তিনি  
কৃশতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

অতীব কামসম্পমো বৈদেহীমনুচ্ছিয়ন্।  
অতীতসময়ে কালে তন্মিন্ বৈ যুধি রাবণঃ।  
অমাতৌশ্চ সুহৃদ্বিচ্ছ প্রাপ্তকালমমনাত ॥ ২

অত্যন্ত কামাসক্ত হয়ে তিনি সীতার চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন  
ফলে যুদ্ধের উপযুক্ত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তিনি  
অমাত্য ও সুহৃদজনেদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধকেই  
সময়োচিত কর্তব্য মনে করলেন।

স হেমজালবিততঃ মণিবিদ্রুমভূষিতম্।  
উপলম্ব্য বিনীতশুমাররোহ মহারথম্ ॥ ৩

হেমজালাচ্ছাদিত মণিরত্নবহিত সুশিক্ষিত অশ্বযোজিত  
এক সুবিশাল রথে তিনি আরোহণ করলেন।

তমাহার রথশ্রেষ্ঠঃ মহামেঘসমম্বনম্।

প্রযয়ৌ রক্ষসাঃ শ্রেষ্ঠো দশগ্রীবঃ সভাং প্রতি ॥ ৪

মহান মেঘগর্জনতুলা শব্দসৃষ্টিকারী সেই সুবৃহৎ  
রথারোহী হয়ে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ দশানন সভাগৃহের উদ্দেশ্যে  
যাত্রা করলেন।

অসিচর্মধরা যোযাঃ সর্বাযুধধরাত্ততঃ।  
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রস্য পুরত্বাৎ সম্প্রতস্থিরে ॥ ৫

সেই সময় অসিচর্মধারী<sup>(১)</sup> এবং সর্ববিধ অস্ত্রে  
সুসজ্জিত বহুসংখ্যক রাক্ষস যোদ্ধা তাদের রাজা রাবণের  
অগ্রবর্তী হয়েছিল।

নানাবিকৃতবেশাচ্চ নানাতুষণভূষিতাঃ।  
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈনং পরিবার্হ যযুস্তদা ॥ ৬

নানাবিধ বিকৃত পোশাক পরিহিত এবং নানাবিধ  
অলংকারে ভূষিত রাক্ষসেরা তাঁর পশ্চাতে এবং পার্শ্বভাগে  
বেষ্টন করে অগ্রসর হচ্ছিল।

রথেশ্চাভিরথাঃ শীঘ্রং মন্তৈশ্চ বরবারণৈঃ।  
অনুৎপেতদর্শগ্রীবমাক্রীড়ন্তি বাজিভিঃ ॥ ৭

দশগ্রীব রাবণ প্রস্থান করলে অতিরথীগণ সত্ত্বর  
বহুসংখ্যক রথে, মন্ত গজরাজে এবং ক্রীড়াশীল অশ্বে  
আরোহণপূর্বক তাঁকে অনুসরণ করলেন।

(১) অস্ত্রে তরোয়াল ধৃত এবং চর্মনির্মিত বর্মদ্বারা আচ্ছাদিত।



গদাপরিঘহস্তাশ্চ শক্তিভোমরপাণয়ঃ ।  
 পরশ্বধধরাশ্চানো তথানো শূলপাণয়ঃ ।  
 ততত্বর্বসহস্রাণাং সংজ্ঞে নিঃস্রবো মহান্ ॥ ৮  
 তাঁদের কারো হাতে গদা এবং পরিঘ, কারও বা  
 হাতে শক্তি, ভোমর নামক অস্ত্র। কেউ বা হাতে কুঠার  
 নিয়ে, অন্য কেউ বা শূল হস্তে অগ্রসর হলে সহস্র ত্বর্ব  
 বাদ্যে এক মহান শব্দ উৎপন্ন হল।  
 তুমুলঃ শব্দশব্দশ্চ সভাং গচ্ছতি রাবণে ।  
 স নেমিঘোষণে মহান্ সহস্রাভিনিদায়ন্ ॥ ৯  
 রাজমাগং শ্রিয়া জুষ্টং প্রতিপেদে মহারথঃ ।

রাবণ সভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তুমুল শব্দে  
 শব্দধ্বনি হল। বিপুল রথচক্রের মহান শব্দে সমস্ত দিক  
 সহসা প্রতিধ্বনিত করে শোভামণ্ডিত সেই মহান রথটি  
 রাজপথে উপস্থিত হল।

বিমলং চাতপত্রং চ প্রগৃহীতমশোভত ॥ ১০  
 পাণ্ডুরং রাক্ষসেন্দ্রস্যা পূর্ণস্তারাধিপো যথা ।

সেই সময় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণের নির্মল শুভ্র ছত্র  
 পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভিত হচ্ছিল।

হেমমঞ্জরিগর্ভে চ শুক্লস্ফটিকবিগ্রহে ॥ ১১  
 চামরবাজনে তস্য রেজতুঃ সব্যদক্ষিণে ।

স্বর্ণমঞ্জরী বিশিষ্ট শুক্ল স্ফটিকদণ্ডের চামর দিয়ে তাঁর  
 বামভাগে এবং দক্ষিণপার্শ্বে ব্যজন করা হচ্ছিলো।

তে কৃতাজ্জলয়ঃ সর্বৈ রথহং পৃথিবীহিতাঃ ॥ ১২  
 রাক্ষসা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং শিরোভিস্তং ববদিরে ।

রথস্থিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে ভূমিপরি দণ্ডায়মান  
 রাক্ষসেরা অবনত মস্তকে কৃতাজ্জলিবদ্ধ হয়ে অভিনন্দিত  
 করছিল।

রাক্ষসৈঃ দ্বয়মানঃ সঞ্জয়াশীর্ভিরিন্দমঃ ॥ ১৩  
 আসপাদ মহাতেজাঃ সভাং বিরচিতাং তদা ।

রাক্ষসদের দ্বারা স্তুত হয়ে জয়ধ্বনি এবং আশীর্বচন  
 শুনতে শুনতে শত্রুমর্দনকারী মহাতেজস্বী রাবণ তখন  
 বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত সেই সভাগৃহে উপস্থিত হলেন।

সুবর্ণরজতাস্ত্রীর্ণাঃ বিশুদ্ধস্ফটিকাস্তরাম্ ॥ ১৪  
 বিরাজমানো বপুষা কুশলপট্টোত্তরাহুদান্ ।

তাং শিশাচশতৈঃ যত্নভিরভিগুপ্তাঃ সদাপ্রভাম্ ॥ ১৫  
 প্রবিবেশ মহাতেজা সুকৃতাং নিশ্চকর্মণা ।

সেই সভাগৃহ স্বর্ণ ও বৌদো সুসজ্জিত

মধ্যে স্ফটিকের স্তম্ভ। সোনার জবিনার স্তম্ভ  
 সেই কক্ষে বিস্তারিত। বিশ্বকর্মা কর্তৃক সুন্দরভাবে  
 সেই ভবন সর্বদাই আপন প্রভায় উদ্ভাসিত এবং  
 শিশাচ দ্বারা সুরক্ষিত। মহাতেজস্বী রাবণ সেখানে প্র  
 করলেন।

তস্যাং তু বৈদূর্যময়াঃ প্রিয়কাজিনসংবৃতম্ ॥ ১৬  
 মহৎসোপাশ্রয়ঃ ভেজে রাবণঃ পরমাসনম্ ।

ততঃ শশাসেশ্বরবদুতীর্নপুপরাহ্মণম্ ॥ ১৭  
 সেইখানে বৈদূর্যমণিমণ্ডিত “প্রিয়ক” নামক

মৃগচর্মাবৃত মহান আসনে রাবণ আসীন হলেন। তখন  
 তিনি তাঁর ঈশ্বরতুল্য<sup>(১)</sup> (শক্তিমান) পরাক্রমী দূতগণকে  
 আজ্ঞা দিলেন।

সমানয়ত মে ক্ষিপ্রমিহৈতান্ রাক্ষসানিতি ।  
 কৃত্যমন্তি মহজ্জানে কর্তব্যমিতি শত্রুভিঃ ॥ ১৮

“ক্ষীঘ্রই সমস্ত রাক্ষসদের আসতে বলো কেন,  
 বোঝা যাচ্ছে শত্রুপক্ষের প্রতি আমাদের কী করণীয়—

বিষয়ে আলোচনার জন্য উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে।  
 রাক্ষসাস্তম্ভচঃ শ্রদ্ধা লঙ্কায়াং পরিচক্রমুঃ  
 অনুগেহমবহুয়াং বিহারশয়নেষু চ ।

উদ্যানেষু চ রক্ষাংসি চোদয়ন্তো হ্যভীতবৎ ॥ ১৯  
 রাক্ষসেরা সেই কথা শুনে লঙ্কার চারিদিকে ঘুরে

প্রতিটি গৃহে, বিহারস্থানে, শয়নাগারে, উদ্যানে গিয়া  
 নির্ভীকভাবে রাক্ষসদের সভাগৃহে যাওয়ার জন্য বোল  
 করল।

তে রথাস্তচরা একে দৃষ্টানেকে দৃষ্টান্ হয়ান্ ।  
 নাগানেকেহধিকরুহর্জগুশ্চৈকে পদাতয়ঃ ॥ ২০

তখন রাক্ষসেরা কেউবা রথে আরোহণ করে  
 অনেকে বা দৃড় এবং দৃপ্ত অস্থারোহণে, আবার অনেকে  
 গজারূঢ় হয়ে প্রস্থান করল। বহুসংখ্যক রাক্ষস পক্ষের  
 গমন করলো।

স্মা পুরী পরমাকীর্ণাঃ রথকুজরবাক্ষিতাঃ ।  
 সম্পতস্তিবিব্রুরুচে গরুড়স্তিরিবারম্ ॥ ২১

তখন সেই লঙ্কাপুরী বিমান রথ, অস্ত্র, ইস্ত্রী রথ  
 ব্যাপ্ত হয়ে বহুসংখ্যক গরুড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত অকল্প  
 নায় শোভাধারণ করল।

(১) শক্তিশালী সুযোগ্য শব্দের বিবক্ষাতেও ঈশ্বর শব্দটি প্রযুক্ত হয়।

বাহনানাবহায় যানানি বিবিধানি চ ॥  
পতিঃ প্রবিবিশঃ সিংহা গিরিগৃহামিব ॥ ১২ ॥  
যেনবাহনাদি থেকে অবতরণপূর্বক যখন তারা পায়ের  
পেঁচ সন্মুখ প্রবেশ করছিল, তখন মনে হচ্ছিল সিংহ যেন  
সেই গৃহে প্রবেশ করছে।

হস্তা পাদৌ গৃহীত্বা তু রাজা তে প্রতিপূজিতাঃ।  
কিঁচিৎকেন বসীষনো ভূমৌ কেটিদুপানিশন্ ॥ ১৩ ॥  
তারা রাজার চরণ বন্দনা করলে রাজাও তাঁদের  
ভক্তবন্দনা জানালেন। অনন্তর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ  
সংহাসনে, কেউ বা কুশাসনে, কেউ ভূমিতে অধিষ্ঠান  
করল।

তে সমেতা সভায়াং বৈ রাক্ষসা রাজশাসনাং ॥  
যথামুশতকুস্ত্রে রাবণঃ রাক্ষসাধিপম্ ॥ ১৪ ॥  
রাজার আদেশে তারা সকলে একত্রিত হয়ে  
হস্তকুস্ত্রে রাবণের নিকটে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ  
করলেন।

মস্ত্রিণশ্চ যথামুখ্যা নিশ্চিতার্থেষু পণ্ডিতাঃ।  
জমজাশ্চ গুণোপেতাঃ সর্বজ্ঞা বুদ্ধিদর্শনাঃ ॥ ১৫ ॥  
মন্ত্রিগণ শতশঃ শূরাশ্চ বহুবন্তথা।  
সভায়াং হেমবর্ণায়াং সর্বার্থস্য সুখায় বৈ ॥ ১৬ ॥

মুখ্য মুখ্য মস্ত্রিগণ, অর্থ নিরূপক পণ্ডিতগণ,  
জমজগণ—যারা সকলেই গুণজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং  
মস্ত্রসম্পন্ন, তাঁরা বহুসংখ্যক শূরবীর, সবকিছুর  
জ্ঞানার্থ অনুধাবন হেতু এবং সুখলাভের উপায় অন্বেষণ  
হেতু সেই স্তম্ভবর্ণের সভাগৃহে সমবেত হলেন

ভজে মহাত্মা বিপুলং সুযুগ্যং  
রথং বরং হেমবিচিত্রিতাজম্  
শুভং সমাহ্বায় ঘরৌ যশস্বী  
বিভীষণঃ সংসদমগ্নজস্য ॥ ১৭ ॥

অনন্তর যশস্বী, মহাত্মা বিভীষণ সুন্দর অশ্বযুক্ত,  
সুবর্ণচিত্রিত, বিশাল, মঙ্গলজনক রথে আরোহণ হয়ে  
জোষ্ঠভাতার সভায় এলেন।

স পূর্ণজায়াবনজঃ শশাংস  
নামাণ পশ্চাচ্চরণৌ বনন্দে।  
শুকঃ প্রহস্তশ্চ ভট্টপল ভেজো  
দদৌ যথার্থং পৃথগাসনানি ॥ ১৮ ॥

সর্বপ্রথমে তিনি তাঁর নাম জানিয়ে অগ্রজের চরণ  
বন্দনা করলেন। শুক এবং প্রহস্তও তদনুরূপ করলেন।  
তখন তাদের বসার জন্য পৃথক পৃথক উপযুক্ত আসন  
দেওয়া হলো।

সুনার্ণনানামগিজুযগান্নাং  
সুবাসসাং সংসদি রাক্ষসানাম্।  
ভেষাং পরাধাণ্ডুরচন্দনানাং

প্রজাং চ গন্ধাঃ প্রববুঃ সমস্তাং ॥ ১৯ ॥  
সুবর্ণনির্মিত, মণিগুণিত নানাবিধ অলংকার এবং  
সুন্দর বসনে সুসজ্জিত, বহুমূল্য অস্তর, চন্দনে  
অনুলেপিত এবং কণ্ঠস্থিত সুগন্ধী পুষ্পমাল্যের রাক্ষসেরা  
সভার চতুর্দিক সুগন্ধিত করছিল।

ন চূক্রশূর্নানুতমাহ কশ্চিৎ  
সভাসদৌ নাপি জজল্পরুচৈঃ।

সংসিদ্ধার্থাঃ সর্ব এবোগ্রবীৰ্যা  
ভর্তৃঃ সর্বে দদৃশুশ্চাননং তে ॥ ২০ ॥

সেইখানে সভাসদেরা কেউ শোরগোল করেনি,  
মিথ্যাভাষণ বা উচ্চৈঃস্বরে জল্পনা করেনি। তারা সকলেই  
সফল মনোরথ এবং ভয়ংকর পরাক্রমী এবং সকলেই  
তাদের প্রভু রাবণের মুখমণ্ডলোপরি দৃষ্টি স্থাপন করেছিল।

স রাবণঃ শত্রুভৃতাং মনস্বিনাং  
মহাবলানাং সমিতৌ মনস্বী।

তস্যাং সভায়াং প্রভয়া চক্ৰাশে  
মধ্যে বসুনামিব বজ্রহস্তঃ ॥ ২১ ॥

সেই সভায় শত্রুধারী, মহাবলশালী, মনস্বী বীরদের  
সম্মুখে মনস্বী রাবণ সভামধ্যে এমনভাবে আপন প্রভায়  
দীপ্ত হচ্ছিলেন যেন, বসুগণের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্র  
উজ্জ্বলরূপে দীপ্যমান হয়েছেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥



## দ্বাদশঃ সর্গঃ (১২)

নগররক্ষার জন্য সৈন্য নিয়োগ, সীতার প্রতি স্বীয় আসক্তির উল্লেখপূর্বক তাঁর হরণবৃত্তান্ত বর্ণনা,  
ভবিষ্যৎ-কর্তব্যের জন্য সভাসদগণের নিকট মতামত জানাতে বলা, প্রথমে কুম্ভকর্ণ  
কর্তৃক তিরস্কার এবং পরে সকল শত্রুসৈন্য বধের জন্য কর্তব্যভার গ্রহণ

স জাঃ পরিষদং কৃৎস্নাঃ সমীক্ষা সমিতিঃ।  
প্রচোদয়ামাস তদা প্রহস্তঃ বাহিনীপতিম্॥ ১

যুদ্ধজয়ী রাবণ তাঁর পারিষদবর্গের প্রতি পরিপূর্ণরূপে  
দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেনাপতি প্রহস্তকে সেইসময়  
আদেশ করলেন—

সেনাপতে যথা তে সাঃ কৃতবিদ্যাশ্চতুর্বিধাঃ।  
যোদ্ধা নগররক্ষায়াঃ তথা ব্যাদেষ্টুমহসি॥ ২

‘হে সেনাপতি ! চতুর্বিধ<sup>(১)</sup> যুদ্ধবিদ্যায় কৃতবিদ্যা  
আপনার বাহিনীকে আপনি নগররক্ষার জন্য বিশেষভাবে  
আদেশ দিন।’

স প্রহস্তঃ প্রদীতান্ চিকীর্ষন্ রাজশাসনম্  
বিনিক্ষিপদ্ বলং সর্বং বহিরন্তচ্চ মন্দিরে। ৩

সেই প্রদীত (যিনি নিজেকে নিজের শিক্ষিত  
করেছেন) প্রহস্ত রাজার আদেশ পালন করার ইচ্ছায়  
নগরের ভেতরে এবং বাইরে সমস্ত সৈন্যদের যথাস্থানে  
নিযুক্ত করলেন।

ততো বিনিক্ষিপা বলং সর্বং নগরগুপ্তয়ে।  
প্রহস্তঃ প্রমুখে রাজো নিষসাদ জগাদ চ॥ ৪

অনন্তর সকল সৈন্যদের নগররক্ষায় নিয়োজিত করে  
প্রহস্ত রাজার সম্মুখে এসে বসলেন এবং বললেন—

বিহিতং বহিরন্তচ্চ বলং বলবতত্ত্বব।  
কুম্ভকর্ণমহাঃ ক্ষিপ্ৰং যদভিপ্রেতমস্তি তে॥ ৫

‘মহারাজ ! আপনি বলবান, আপনার বাহিনীকে  
যথাবিহিতভাবে নগরের ভিতরে এবং বাইরে স্থাপন  
করেছি। এখন অবিচলিত চিত্তে শীঘ্র আপনার অভীষ্ট  
সম্পাদন করুন।’

প্রহস্তস্য বচঃ শ্রদ্ধা রাজা রাজাহিতৈষণাঃ।  
সুখেন্দুঃ সুহৃদাং মধ্যে স্বাজ্জহার স রাবণঃ॥ ৬

রাজ্যের হিতকাঙ্ক্ষী প্রহস্তের কথা শুনে সেই

সুখাভিলাষী রাজা রাবণ সমবেত সুহৃদজনদের বাক্যের  
প্রিয়াপ্রিয়ো সুখে দুঃখে লাভালাভে হিতাচিত্তে,  
ধর্মকামার্থকুন্তোস্থ যুগ্মমর্ষে

‘প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, ক্রি-  
অহিত, ধর্ম, অর্থ, কাম, কুন্তু বিষয়ে আপনারা সকলে  
অবহিত, অতএব এই বিষয়ে আপনারাই বিচার-বিবেচনা  
করতে সমর্থ।

সর্বকৃত্যানি যুগ্মাভিঃ সমারন্ধানি সর্বদা।  
মজ্জকর্মনিযুক্তানি ন জাতু বিফলানি মে॥ ৭

‘আপনারা সকলে সমবেতভাবে সর্বদা পরামর্শ কর  
যে সমস্ত কার্য করেছেন, তা আমার জন্য কখনোই ফল  
হয়নি।

সসোমগ্রহনক্ষত্রৈর্মরুত্তিরিব বাসবঃ  
ভবন্তিরহমত্যাং বৃতঃ শ্রিয়মবাপুয়াম্॥ ৮

‘ইদ্র যেমন চন্দ্র, অন্য গ্রহ নক্ষত্র সকল, ফল  
প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে ঐশ্বর্য উপভোগ করেন, আমিও  
তদনুরূপ আপনাদের দ্বারা পবিবেষ্টিত হয়ে ভোগ করছি।  
(লঙ্কার বিপুল ঐশ্বর্যসুখ ভোগ করছি)।

অহং ভুংখলু সর্বান বঃ সমর্থয়িতুমদত্তা।  
কুম্ভকর্ণস্য তু স্বপ্নামেমমর্থমচোদয়ম্॥ ৯

‘আমি তো আপনাদের সর্বকার্যকেই সমর্থন করতে  
প্রস্তুত থাকি<sup>(২)</sup>। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাজনিত কারণে এই  
বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি।

অয়াং হি সুপ্তাঃ যশ্চাসান্ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।  
সর্বশত্রুভূতাং মুখ্যঃ স ইদানীং সমুখিতাঃ॥ ১০

‘সকল শত্রুধারীদের মধ্যে প্রধান কুম্ভকর্ণ  
মহাবলশালী। তিনি ছয় মাস ঘুমিয়ে থাকেন। এখন তিনি  
জাগ্রত হয়েছেন।

ইয়াং চ দণ্ডকারণাদ্ রামস্য মহিষী প্রিয়াঃ

(১) হস্তী, অশ্ব এবং রথারোহী তথা পদাতিক এই চার বাহিনীর সমন্বয়কে বলা হয় ‘চতুর্বিধ যুদ্ধবিদ্যা’।

(২) কৌশলে এখানে বলা হচ্ছে, আপনারা আমার কাজকে সমর্থন করুন অর্থাৎ তিনি তাঁর সীতা হরণ কার্যকে পাপ বলে বিবেচনা  
না করে, বীরত্ব বলে উচ্ছসিত হওয়ার জন্য সভাসদদের ওপরে পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করছেন।



কৃতকিরিতোদেশানীতা জনকান্ধজা ॥ ১২  
বাগ্ধবের বিচরণ ভূমি দণ্ডকারণা থেকে আমি  
কন্যা তথা রামের প্রিয়া মহিষী সীতাকে  
কণ্ঠে বহাই।

যে ন শয়ামারোহিণীতুল্যসগামিনী।  
ত্রিলোকে চান্যা মে ন সীতাসদৃশী তথা ॥ ১৩  
কিন্তু সেই অলসগামিনী সীতা আমার শয়ামা  
কণ্ঠে বহাতে চাইছেন না। ত্রিলোকে সীতার মতো অন্য  
কোনো নারীকে আমি দেখিনি।

পৃথুশ্রোণী শরদিন্দুনিধাননা।  
হেমবিশিষ্টা সৌম্যা মায়েব ময়নির্মিতা ॥ ১৪

তার শরীরের মধ্যভাগ ক্ষীণ, পশ্চাৎভাগ স্থূল,  
মুখের সৌন্দর্য শরৎকালীন চন্দ্রতুল্য, স্বর্ণপ্রতিমাতুল্য,  
কুমারকৃতিবিশিষ্টা সেই নারী যেন ময়াসুর কর্তৃক সৃষ্ট  
কোনো মায়ী।

মূলাহিততলৌ শ্রদ্ধৌ চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।  
কৌ তপ্তনখৌ তস্য দীপাতে মে শরীরজঃ ॥ ১৫

তার চরণযুগল সুন্দর, রক্তবর্ণবিশিষ্ট, মনোরম  
এবং সুগঠিত। নখগুলি তপ্তবর্ণতুল্য। এমন পদযুগল দেখে  
মমার শরীরে কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

হৃৎপেরচিসং কাশামেনাং সৌরীমিব প্রভাম্।  
ঔসং বিমলং বহু বদনং চাক্রলোচনম্ ॥ ১৬

পদ্মবদনশস্যঃ কামস্য বশমেয়িবান্।

যুতাহতি প্রদানপূর্বক প্রজ্জ্বলিত হৃতাশনের ন্যায় তথা  
সূর্যপ্রভাতুল্য তেজস্বিনী সীতার নাসিকা উন্নত, মুখমণ্ডল  
নির্মল মনোহর, নয়নযুগল সুবিশাল; তার এই রূপ দেখে  
আমি বিবশ হয়েছি, কামের বশীভূত হয়েছি।

জ্যেষ্ঠসমানেন দুর্বর্ণকরণেন চ ॥ ১৭  
শোকসন্তাপনিতেন কামেন কলুষীকৃতঃ।

আমাকে এই কামের প্রভাব ক্রোধ এবং আনন্দ  
এই অবস্থাই সমানভাবে থাকে। আমার গাত্রবর্ণ হয়েছে  
বর্ণহীন, শোকসন্তাপের কারণে মন হয়েছে কলুষিত।

ন হু সংবৎসরং কালং মাময়াচত ভামিনী ॥ ১৮  
মহীকম্পা ভর্তারং রামমায়তলোচনা।

তয়া চাক্রলোচনাঃ প্রতিজ্ঞাতং বচঃ শুভম্ ॥ ১৯

‘আমাতলোচনা সেই সীতা আমার কাছে এক বৎসর  
সময় প্রার্থনা করেছেন। তিনি এইসময়ে তাঁর স্বামী রামের  
জন্ম প্রতীক্ষা করবেন। আমিও সেই সুময়নার এই সুন্দর  
বাক্য পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা করেছি।’

প্রাত্যোহহং সততং কামাদ্ যাতে হম ইবাশ্ববনি।  
কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরিশাশ্তি বনৌকসং ॥ ২০  
বহুসত্বন্যাকীর্ণং তৌ বা দশবথাস্বজৌ।

‘দীর্ঘপথপ্রমে ক্লান্ত অশ্বের ন্যায় আমি কামপ্রভাবে  
শান্ত বহু মৎসাদি জলজন্তু আকীর্ণ অলভ্য সাগর বনবাসী  
বানবেরা বা সেই দশবথনন্দনদয় কেমন করে অতিক্রম  
করবে, আমি সেই বিষয়ে চিন্তিত নই।

অথবা কপিনৈকেন কৃতং নঃ কদনং মহৎ ॥ ২১  
দুর্জয়ঃ কার্যগতয়ো ক্রত যস্য যথামতি।

মানুষ্যলো ভয়ং নান্তি তথাপি তু বিমৃশ্যতাম্ ॥ ২২

‘অথবা একটিমাত্র বানর আমাদের কী ভীষণ ক্ষতি  
করেছে—তাতেও আমি উদ্বিগ্ন নই। কর্মের গতি দুর্জয়।  
অতএব যার যেমন মনে হয়, সকলেই নিজ নিজ পরামর্শ  
দাও। যদিও মানুষের থেকে আমাদের ভয় নেই, তবুও  
তোমাদের এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

তদা দেবাসুরে যুদ্ধে যুগ্মাভিঃ সহিতোহজয়ম্।

তে মে ভবন্ত্যুচ তথা সুগ্রীবপ্রমুখান্ হরীন্ ॥ ২৩

পরে পারে সমুদ্রস্য পুরম্বতা নৃপাস্বজৌ।

সীতায়ঃ পদবীং প্রাপা সম্প্রাপ্তৌ বরুণালয়ম্ ॥ ২৪

‘সেই দেবাসুরের যুদ্ধে তোমাদের সহায়তায় আমি  
জয়লাভ করেছিলাম। আজও তোমরা আমার তদনুগত  
সহায়ক। দুই রাজকুমার সীতার সন্ধান পেয়ে সুগ্রীব প্রভৃতি  
বানরদের নিয়ে সমুদ্রের অপরপারে এসে উপস্থিত  
হয়েছে।

অদেয়া চ যথা সীতা বশ্যৌ দশবথাস্বজৌ।

ভবন্তির্মদ্যতাং মদ্রঃ সুনীতং চাভিধীয়তাম্ ॥ ২৫

‘তোমরা নদ্রুণা করে এমন কোনো নীতি প্রণয়ন  
করো, যাতে সীতাকেও প্রত্যর্পণ করতে না হয় তদা দুই  
দশবথনন্দনকে হত্যা করা সম্ভব হয়।

‘রামের এই উক্তি সর্বত্র অসত্য, কারণ ইতিপূর্বে অরণ্যকাণ্ডের ৫৬তম সর্গে ২৪-২৫ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যায়, রাম  
সীতাকে একবৎসর সময় দিয়ে তর দেখিয়েছেন যে, সেই সময় অতিক্রান্ত হলে তাঁকে জয়লাভে হত্যা করা হবে।’ অন্যান্য  
সংস্কৃত ভাষায়ও রামকে তিরস্কার করেছেন, কোনো দুর্বলতা দেখাননি।

নহি শক্তিঃ প্রপশ্যামি জগজ্জানাশা কস্যচিৎ।

সাগরং বানবৈজীর্ভা নিশ্চয়েন জায়ো যম। ২৬

‘বানবদের সঙ্গে নিয়ে সাগর পাণ হয়ে এখানে এসে উপস্থিত হওয়ায় শক্তি বাম ভাণ্ডে তখন কানন গৌড়ী (কিছু রাম ও বানবগণ আশ্রয় করে) ফাট্ট করে ত গায়ে না) অতএব আমার জন্ম নিশ্চিত।’

তস্যা কামশবীতস্যা নিশমা পরিদেবিতম্।

কুম্বকণঃ প্রচক্ষোষ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৭

সেই কামাভ্যাসের অনুভূতাপূর্ণ এই কথা শুনে

কুম্বকণ ক্রুদ্ধ হয়ে এইকম বললেন

যদা তু রামস্য সন্মুখস্যা

প্রসঙ্গা সীতা খলু সা ইহাহতা।

সক্ৎ সমীক্ষ্যেব সুনিশ্চিতং তদা

ভজ্যেত চিত্তং যমুনেষ যামুনম্ ॥ ২৮

‘যখন আপনি লক্ষণ ও রামের আশ্রম থেকে সীতাকে অপহরণ করে এখানে এনেছিলেন, তখন একাই চিন্তা করে সুনিশ্চিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ আমাদের কারও সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করেননি ; যা করা উচিত ছিল। কারণ পূর্বে পরামর্শ করে তারপরেই কাজ করা উচিত। কাজ করে এসে পরামর্শ করার কোনো মানে হয় না। যেমন, যমুনা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পূর্বে যামুন হ্রদ পূর্ণ করে তারপরে সমুদ্রে মিলিত হয়েছিলেন। কেননা সমুদ্রে মিলিত হবার পর তাঁর বেগ শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কাজেই তাঁর পক্ষে পুণরায় যামুন হ্রদ পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তদনুরূপ কার্য পণ্ড করে, পরে আলোচনা করার কোনো মানে হয় না।

সর্বমেতদ্ব্যহরাজ কৃতমপ্রতিমং তব।

বিধীয়েত সহস্রাভিরাদাবেবাস্য কর্মণঃ ২৯

‘মহারাজ ! আপনি পূর্বেই যে অন্যায় কাজ করেছেন, (ছলনা পূর্বক পরস্পরী অপহরণ) তৎপূর্বেই এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল

ন্যায়েন রাজকার্যাণি যঃ করেতি দশানন।

ন স সম্ভব্যতে পশ্চামিচ্ছিতার্থমর্তির্নৃপঃ ॥ ৩০

‘হে দশানন ! যে রাজ্য ন্যায়পূর্বক রাজকর্মসমূহ সম্পন্ন করেন, তাঁর বুদ্ধি নিশ্চয়তাপূর্ণ হওয়ার কারণে

ত কে পাবে অনুভূতাপ কবতে হয় না।

অনুপায়েন কর্মণি বিপরীতানি নানি চ

ক্রিয়মাণানি দুর্গাতি হনীংগাপ্রযত্নৈব ॥ ৩১

‘অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক অনুষ্ঠিত কর্ম বিপরীত ফলপ্রদানকারী হয়ে থাকে। অপবিত্র যত্নে প্রযত্ন গুণে কলুষিত হয় ; তেমন অনুষ্ঠিত পাপকর্মের ফলও কলুষ হয়।

যাঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্যাণি কর্মণ্যভিচীর্ণীতি

পূর্বং চাপরকার্যাণি স ন বেদ ন্যান্যকৌ ॥ ৩২

যথা সময়ে যে কাজ করতে হয়, তা না করে

সেটি পরে করেন এবং পরে করার কাজটি বর্তমানে

থাকেন, তিনি ন্যায় অন্যায় বিষয়ে কিছুই জানেন না

চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাদিকং বলম

ছিদ্রমন্যো প্রপদান্তে হ্রৌঞ্চস্য খমিন বিজ্ঞা ॥ ৩৩

‘বিপক্ষের বল অধিক জেনেও যুদ্ধাকান্দী শত্রু

তাদের ছিদ্র অর্থাৎ দুর্বলতা অনুসন্ধান করেন, ফলে

হ্রৌঞ্চপর্বত লঙ্ঘন করার জন্য সেই ছিদ্রে<sup>১</sup> অনুসন্ধান

করে (যা কার্তিক শক্তি প্রহারের দ্বারা তৈরি করেছিল)

ত্বয়েদং মহাদারুণং কার্যমপ্রতিচিন্তিত্ব

দিষ্টা দ্বাং নাবধীদ্ ব্রাহ্মো বিবমিশ্রমিবামিশ্রম্ ॥ ৩৪

‘আপনি পরিণামের কথা চিন্তা না করে তখন

করেছেন। আপনার এই কার্য বিষমিশ্রিত খাদপ্রহর

প্রাণসংহারক। রামচন্দ্র যে আপনাকে এখনো বধ করেন

আপনার এটাই সৌভাগ্য।

তস্মাৎ জয়া সমারুহং কর্ম হ্যপ্রতিমং পরৈঃ

অহং সমীকরিষ্যামি হত্বা শত্রুংস্ববানঘ ॥ ৩৫

‘হে অনঘ ! যদিও আপনি শত্রুর সঙ্গে অনুষ্ঠিত

আরম্ভ করেছেন, তথাপি আমি আপনার শত্রু

সম্পূর্ণরূপে সংহার করব।

অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রুংস্তব নিশাচর।

যদি শত্রুবিবস্বতৌ যদি পাবকমারুতৌ ॥ ৩৬

তাবহং যোধয়িষ্যামি কুবেরবরুণাণি ॥ ৩৭

‘হে নিশাচর ! আপনার শত্রু যদি ইন্দ্র, সূর্য,

বায়ু, কুবের অথবা বরুণও হন, তাহলেও আমি

সঙ্গে যুদ্ধ করে সংহার করব।

<sup>১</sup>কুমার কার্তিকেয় স্ব-শক্তির দ্বারা হ্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করে তাতে ছিদ্র করে দিয়েছিলেন—মহাভারতে শলাপর্বতের ৪৬৩৭ শ্লোকে এটির উল্লেখ আছে।



বিহীনশরীরস্য মহাপরিঘমোহিনঃ।  
 নরেন্দ্রীকৃত্যঃ সীতা বিজীমাদ্ বৈ পুনশ্চরঃ ॥ ৩৭  
 'সীতা দাঁতযুক্ত পর্বততুল্য দেহধারী আমি যখন গর্জন  
 করতে করতে মহাপরিঘ (ভয়ানক লৌহমুদার) নিয়ে যুদ্ধ  
 করি, তখন সূর্য পুনশ্চরও ভয় পাবেন।  
 পুনশ্চ স বিজীয়েন শরেশ নিহনিম্যতি।  
 জেতাঃ তস্য পাস্যামি কুখিতঃ কামমামুস ॥ ৩৮  
 'হাম যখন আমাকে দ্বিতীয়বার শরাস্রাত কলতে  
 লাগত হবেন সেইসময়ে (অর্থাৎ একটি বাণ নিক্ষেপ করান  
 হবে দ্বিতীয় বাণ নিক্ষেপের পূর্বে মধ্যাহ্নী সময়ে) তখনটি  
 কই তাঁর হস্ত পান করবো। অতএব আপনি পূর্ণরূপে  
 নিপতুন।  
 হম বৈ দাশরথ্যে সুধাবহঃ  
 জয়ঃ তবাহুর্মহঃ যতিম্যো।

চন্দ্ৰা চ নামঃ সহ লক্ষ্মণেন  
 আসামি সর্বান চরিতৃগুণমুখ্যান্ ॥ ৩৯  
 'দশরথনন্দনকে বশ করে আমি আপনার পক্ষে  
 সুশাসনক বিষয় নিয়ে আসতে প্রস্তুত হবো। লক্ষ্মণসহ  
 নামকে হত্যা করে আমি মুন্না বানব দলপতিদের উদ্ধরণ  
 করব।  
 লম্ব কামঃ পিন চত্ৰায়ানকণীঃ  
 কৃত্ব কার্ণাণি তিতানি নিহ্নতঃ।  
 ময়া তু নামে গমিতে গমকয়ঃ  
 চিত্রায়া সীতা বশয়া ভবিন্যতি ॥ ৪০  
 'আপনি ইচ্ছামতো বিজয় করুন, 'উত্তম বাক্যী পান  
 করুন। নিশ্চিন্ত মনে আপন হিতকর কর্মে রত থাকুন।  
 আমার দ্বারা নামচন্দ্রের গম্যসহ গমনের পূর্বে চিত্রকালেব  
 জন্য সীতা আপনার বশীভূত হবেন।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

### ত্রয়োদশঃ সর্গঃ (১৩)

সীতাকে বলপূর্বক সন্তোষের জন্য রাবণের প্রতি মহাপার্শ্বের উক্তি এবং  
 রাবণের ব্রহ্মশাপপ্রাপ্তির পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা এবং দুরাশ্বর্ষত্বের উল্লেখ

রাবণঃ ক্রুদ্ধমাজ্জায় মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।  
 মুহূর্তমনুসঙ্খিত্য প্রাজ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১  
 রাবণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন জেনে মহাবলশালী মহাপার্শ্ব  
 মুহূর্তকাল চিন্তা করে কৃতাজ্জলিবদ্ধ হয়ে বলতে লাগলো  
 যাঃ খলপি বনঃ প্রাপ্য মৃগব্যালনিষেবিতম্।  
 ন পিবেগম্ সস্ত্রাপা ন নরো বালিশো ভবেৎ ॥ ২  
 'হিংস্র পশু এবং সর্পসমাকুল বনে গিয়ে মধুর  
 সন্তান পেয়েও যে তা পান করে না, সে মূর্খ।  
 ঈশ্বরসৌম্যঃ কোহস্তি তব শত্রুনিবর্হণ।  
 রম্য সহ বৈদেহ্যা শত্রুনাক্রম্য মূর্খসু ॥ ৩  
 'হে শত্রুঘ্নদনকারী ! আপনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর,  
 আপনাকে কে শাসন করবে ? শত্রুদের মস্তকে চরণ স্থাপন

করে আপনি সীতার সঙ্গে রমণ করুন।  
 বলাৎ কুকুটবৃন্তেন প্রবর্তষ মহাবল।  
 আক্রম্যাক্রমা সীতাং বৈ তাং ভুঙ্কু চ রমস্ব চ ॥ ৪  
 'হে মহাবলী বীর ! আপনিও কুকুটবৃন্তি  
 অবলম্বনপূর্বক বলপ্রয়োগ করে সীতাকে বারংবার ভোগ  
 করুন।  
 লক্ককামসা তে পশ্চাদাগমিষ্যতি কিং জয়ম্।  
 প্রাপ্তমপ্রাপ্তকালং বা সর্বং প্রতিবিধাসাসে ॥ ৫  
 'আপনার মনোরথ সফল হলে, আপনার আর  
 কীসের ভয় আসবে ? যদি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনও  
 ভয় আসে, তাহলে তার প্রতিবিধান করা যাবে।  
 কুন্তকর্ণঃ সহান্মাভিরিহজিচ্চ মহাবলঃ।



প্রতিষেধগিত্বঃ শত্রৌ সবজ্জমপি বজ্জিগম্ । ৬

‘আমাদের সঙ্গে আছেন মহাবলী কুন্তকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ বজ্রধারী ইন্দ্রকেও তাঁরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম উপপ্রদানং সাত্বঃ বা ভেদঃ বা কুশলৈঃ কৃতম্।

সমতিক্রমা দণ্ডেন সিদ্ধিমর্থেষু রোচয়ে ॥ ৭

‘নীতি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সাম, দান এবং ভেদ নীতিকে বাদ দিয়ে কেবল দণ্ডনীতির দ্বারা সিদ্ধিলাভই আমার নিকট রুচিকর।

ইহ প্রাপ্তান্ বয়ং সর্বাঙ্কুজংস্তব মহাবল ।  
বশে শস্ত্রপ্রত্যাপেন করিষ্যামো ন সংশয়ঃ । ৮

‘হে মহাবলী ! এখানে আপনার শত্রু যারা আসবে, আমাদের শস্ত্রপ্রত্যাপের দ্বারা তারা বশীভূত হবে—এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।’

এবমুক্ত্বদা রাজা মহাপার্ষ্ণেণ রাবণঃ ।

তস্য সম্পূজয়ন্ বাক্যমিদং ঘটনমব্রবীৎ ॥ ৯

মহাপার্ষ্ণ এইরূপ বললে রাজা রাবণ তার এইরকম বাক্যের প্রশংসা করে বললেন—

মহাপার্ষ্ণ নিবোধ ত্বং রহস্যং কিঞ্চিদাক্ষনঃ ।

চিরবৃন্তং তদাখ্যাসো যদবাস্তং পুরা ময়া ॥ ১০

‘হে মহাপার্ষ্ণ ! আমার জীবনের একটি স্তম্ভ কথা তুমি জেনে নাও। বহুদিন পূর্বে আমার জীবনে যা ঘটেছিল—আমাকে অভিষাপ দেওয়া হয়েছিল, তাই আমি তোমাকে জানাচ্ছি।

পিতামহস্য ভবনং গচ্ছতীং পুঞ্জিকঙ্কলাম্ ।

চক্ষুর্মণামদ্রাক্ষমাকাকেশহগ্নিশিখামিব ॥ ১১

‘মহাপার্ষ্ণ ! একবার আমি পিতামহ ব্রহ্মার ভবনে গমনরতা পুঞ্জিকঙ্কলা নারী এক অঙ্গরাকে, আকাশের বুকে অগ্নিশিখার মতো উড়ে যেতে দেখেছিলাম।

সা প্রসহ্য ময়া ভূক্তা কৃত্য বিবসনা ততঃ

স্বগৃহভবনং প্রাপ্তা লোলিতা নলিনী যথা ॥ ১২

‘তখন আমি বলপূর্বক তাকে বিবস্ত্রা করে সন্তোষ করি। তারপর সে বিধবস্ত্রা কমলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার ভবনে উপস্থিত হয়েছিল।

তচ্চ তস্য তথা মনো জাতমাসীৎসহাস্কনঃ ।

অথ সমুপিতো বেধা মামিদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩

‘মনে হয় আমার এই অপকর্মের কথা মহাত্মা ব্রহ্মা জানতে পেরেছিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত কুপিত হয়ে

আমাকে বলেছিলেন—

অদাপ্রভৃতি যামন্যাং বলামারীং গমিষ্যসি  
তদা তে শতধা মূর্ণা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪

‘আজ থেকে যেদিন তুমি অন্য বেকোনো নারীর বলপূর্বক ভোগ করতে প্রবৃত্ত হবে, তদদণ্ডে তোমার মস্ত তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হবে, এই বিষয়ে কোনোও সংশয় নেই।’

ইতাহং তস্য শাপস্য ভীতঃ প্রসভমেব জাম্  
নারোহয়ে বলাং সীতাং বৈদেহীং শয়নে শুভে ॥ ১৫

‘তাঁর সেই শাপের ভয়ে আমি ভীত। সেইজন্যই বৈদেহী সীতাকে আমি বলপূর্বক আমার সুন্দর শয্যা তুলিনি।

সাগরসেব মে বেগো মারুতসেব মে গতিঃ

নৈতদ্ দাশরথির্বৈদ হ্যাসাদয়তি তেন জাম্ ॥ ১৬

‘আমার বেগ সমুদ্রের মতো এবং বায়ুতুল্য আমার গতি একথা দশরথনন্দন জানেন না, এইজন্যই সে আমার আক্রমণ করতে আসছে।

কো হি সিংহমিবাসীনং সুপ্তং গিরিগুহ্যশয়ে  
ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবাসীনং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি ॥ ১৭

‘গিরিকন্দরে নিদ্রিত সিংহের ন্যায় অবস্থিত এই ক্রুদ্ধ মৃত্যুর তুল্য ভয়ংকর আমাকে (এই রাক্ষসের রাবণকে) জাগ্রত করতে কে ইচ্ছা করবে ?

ন মন্তো নির্গতান্ বাণান্ বিজিহ্মান্ পরগামিব।

রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মামভিগচ্ছতি ॥ ১৮

‘আমার ধনুক নির্গত বাণগুলি দুই জিহ্বাবিনী সর্পতুল্য ভয়ানক। রাম কখনো এরকম দেখেনি, সেইজন্যই সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে।

ক্ষিপ্ৰং বজ্রসমৈর্বানৈঃ শতধা কার্মুকূটৈঃ।

রামমদীপগিষ্যামি উদ্ধাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥ ১৯

‘উদ্ধা অর্থাৎ মশালের দ্বারা হাতি দগ্ধ করার মতো আমার ধনুক্যুত বজ্রতুল্য বাণের দ্বারা লীয়েই আমি রামকে দগ্ধ করবো।

তচ্চাসা বলমাদাসো বলেন মহতা বৃত্য।

উদিতঃ সন্নিভা কালে নক্ষত্রাণাং প্রভামিব ॥ ২০

‘সূর্য উদিত হলে নক্ষত্রদের প্রভা যেমন প্রভা হয়, সেদিকের আমার বিশাল সৈন্যবাহিনী হলে সৈন্যবলকে পরিবেষ্টিত করে দুর্বল করে দেবে।

বাসবেনাপি  
মুখান্দি

বাহনং  
পুৱা

ই

মহ

রাম অর্থে

নিশাচরেন্দ্রস্য নিশা

স

বিজিহ্মণো

মুবাচ

রাক্ষসরাজ রাবণে

যনে বিজিহ্মণ রাক্ষসর

বকা বললেন—

বৃত্তো হি বাহ

শিষ্টাবি

পঞ্চাঙ্গীপক্ষশিরোহতি

সীতামহ

‘হে রাজন্ ! আপ

সর্গ আপনি কার দ্বারা

স্তিা করাও বিষতুল্য।

প্রত্যেক হাতের পাঁচটি

দণ্ড

লক্ষ্যং

বলীমুখা

শ্রীমদ্ভাগবত

বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা  
ম যুধাম্নি শক্যো বরুণেন বা পুনঃ।  
কিয়াঃ বাহুবলেন নির্জিতা  
পুরা পুরী বৈশ্রবলেন পালিতা ॥ ২১

‘সহস্রলোচন ইন্দ্র অথবা বরুণও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। পূর্বে কুবেরের দ্বারা পালিতা এই লক্ষাপুরী আমি বাহুবলে জয় করে নিয়েছি।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভারবিশেষে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥  
মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সনাপ্ত ॥ ১৩ ॥

### চতুর্দশঃ সর্গঃ (১৪)

রাম অজ্ঞেয়—এই কথা জানিয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্য বিভীষণের অভিমত প্রকাশ

নিশাচরৈরঙ্গস্য নিশম্য বাক্যং  
ম কুন্তকর্ণস্য চ গর্জিতানি।  
বিভীষণো রাক্ষসরাজমুখ্য-  
মুবাচ বাক্যং হিতমর্থযুক্তম্ ॥ ১

রাক্ষসরাজ রাবণের এই কথা এবং কুন্তকর্ণের গর্জন শুনে বিভীষণ রাক্ষসরাজ রাবণকে সার্থক এবং হিতকর বাক্য বললেন—  
কৃতো হি বাহুবলভোগরাশি-  
শ্রিত্যবিষঃ সুম্মিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ।

গঙ্গাজলীপঞ্চশিরোহতিকায়ঃ  
সীতামহাহিষ্টব কেন রাজন্ ॥ ২

‘হে রাজন্! আপনার নিকট সীতা যেন এক সুবিশাল সর্পে আপনি কার দ্বারা এই সর্পে আবদ্ধ হয়েছেন? তাঁকে চিত্রা করাও বিষতুল্য। তাঁর সুম্মিত হাসি হল তীক্ষ্ণ দাঁত। প্রত্যেক হাতের পাঁচটি আঙ্গুল হল এই সর্পের পাঁচটি মস্তক।

দমর লঙ্কাঃ সমভিপ্রবত্তি  
বলীমুখাঃ পর্বতকূটমাত্রাঃ।

সংগ্রামাশ্চৈব নখায়ুধাশ্চ  
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ৩

‘দাঁত এবং নখরূপ অস্ত্রধারী পর্বতশিখরতুল্য সুবিশাল বানরবাহিনীর লঙ্কা আক্রমণের পূর্বেই দাশরথিকে তাঁর মৈথিলী (সীতাকে) প্রত্যর্পণ করুন।

বাবর গৃহস্থি শিরাংসি বাণা  
রামেরিতা রাক্ষসপুঙ্গবানাম্।  
বজ্রোপমা বায়ুসমানবেগাঃ

প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ৪

‘রামচন্দ্র কর্তৃক নিক্কিপ্ত বজ্রসম, বায়ুবেগতুল্য তীক্ষ্ণ বাণগুলি রাক্ষসপুঙ্গবদের মস্তক ছেদনের পূর্বেই আপনি তাঁকে তাঁর পত্নী প্রত্যর্পণ করুন।

ন কুন্তকর্ণেজ্জিতৌ চ রাজং-  
স্তথা মহাপার্ষ্মহোদরৌ বা।

নিকুন্তকুষ্ঠৌ চ তথাতিকায়ঃ  
হাতুঃ সমর্থা যুধি রাঘবস্য ॥ ৫

‘হে রাজন্! এই কুন্তকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ তথা মহাপার্ষ্ম, মহোদর, নিকুন্ত, কুন্ত তথা অতিকায়—এরা কেউই যুদ্ধে রামচন্দ্রের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম নয়।

জীবন্ত রামস্য ন মোক্ষ্যসে হুং  
গুপ্তঃ সবিত্রাপাথবা মরুত্তিঃ।

ন বাসবস্যাঙ্কগতো ন মৃতো-  
র্নভো ন পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ৬

‘যদি সূর্যদেব অথবা মরুদদেবগণ আপনাকে রক্ষা করতে চান, ইন্দ্র এবং যম যদি আপনাকে কোলেও স্থান দেন অথবা আপনি আকাশে কিংবা পাতালেও প্রবেশ করেন, তাহলেও রামচন্দ্রের হাত থেকে আপনার জীবন রক্ষা সম্ভব নয়।’

নিশম্য বাক্যং হু বিভীষণস্য  
ততঃ প্রহস্তো বচনং বভাষে।

ন নো জয়ং বিদ্য ন দৈবতেভ্যো  
ন দানবেভ্যোহপাথবা কদাচিত্ ॥ ৭

বিভীষণের এই কথা শুনে প্রহস্ত তখন বললেন—

‘ভয় কাকে বলে আমরা জানি না। দেবতা অথবা দানবদেবও আমরা কখনো ভয় করি না।

যক্ষগন্ধর্বমহোরগেভ্যো  
ভয়ং ন সংখ্যে পতঙ্গোরগেভ্যঃ।

কথং নু রামাদ্ ভবিতা ভয়ং নো  
নরেন্দ্রপুত্রাং সমগ্রে কদাচিৎ। ৮

‘যুদ্ধে আমরা কখনও যক্ষ, গন্ধর্ব, মহানাগ, পক্ষী এবং সর্পকেও ভয় করি না। রণক্ষেত্রে রাজপুত্র রামচন্দ্রকে আমরা কেন ভয় করবো?’

প্রহস্তবাক্যঃ হৃদিতঃ নিশমা  
বিভীষণো রাজহিতানুকাঙ্ক্ষী।

ততো মহার্ষঃ বচনং বভাষে  
ধর্মার্থকামেবু নিবিস্টবুদ্ধিঃ ॥ ৯

বিভীষণ ছিলেন রাজার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রহস্তের এই অহিতকর বাক্য শুনে ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবিধ বিষয়ে নিবিস্টবুদ্ধি বিভীষণ তখন এই মহান অর্থযুক্ত বাক্য বললেন—

প্রহস্ত রাজা চ মহোদরশ্চ  
ত্বং কুন্তকর্ণশ্চ যথার্থজাতম্।

ত্রবীত রামঃ প্রতি ভম শকাং  
যথা গতিঃ স্বর্গমধর্মবুদ্ধেঃ ॥ ১০

‘হে প্রহস্ত! মহারাজ রাবণ মহোদর, কুন্তকর্ণ এবং আপনি যেসব কথা রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলছেন, আপনারা তা করতে সক্ষম হবেন না। যেমন অধর্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ স্বর্গলাভে সক্ষম হয় না।

বধস্ত রামস্য ময়া ত্বয়া চ  
প্রহস্ত সর্বৈরপি রাক্ষসৈর্বা।

কথং ভবেদর্থবিশাদরস্য  
মহার্ষবং তর্হুমিবাশ্রবস্য ॥ ১১

‘হে প্রহস্ত! রামচন্দ্র অর্থবিশারদ। (সকল কার্যসাধনে কুশল) তরলী ব্যতীত যেমন মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়, তেমনি আমার, আপনার অথবা সমস্ত রাক্ষসের দ্বারা তাঁর নিধন কীভাবে সম্ভব?

ধর্মপ্রধানস্য মহারথস্য  
ইক্ষাকুং শপ্রভবস্য রাজঃ।

পুরোহস্য দেবশ্চ তথাবিধস্য

কৃত্যশু শত্রুস্য ভবন্তি যুজাঃ ॥ ১২

‘ইক্ষাকুকুলজাত রাজা বামচন্দ্রের কাছে দর্শই প্রহস্ত (অর্থাৎ তিনি ধর্মকেই প্রধান বস্তু বলে স্বীকার করেন) তিনি মহারথী। (বালী, কবন্ধ, বিরাধ প্রভৃতি বীরকে পুষ্টে জত্যা করেছেন) এইরূপ পরাক্রমী বীরের কক্ষ দেবতারাও কর্তব্য বিনম্র হয়ে যান।

তীক্ষ্ণা ন তবৎ তব কন্দপত্রা  
দুরাসদা রাঘবনিপ্রমুক্তাঃ।

ভিদ্ভা শরীরং প্রবিশন্তি বাণাঃ  
প্রহস্ত তেনৈব বিকথ্যসে হম্ ॥ ১৩

‘প্রহস্ত! রাঘব রামচন্দ্র কর্তৃক নিক্রিণ্ড কন্দপজুড়, দুর্জয় এবং তীক্ষ্ণ বাণগুলি এখনো আপনার শরীর ক্রি করে প্রবেশ করেনি, সেইজন্যই আপনি এইরকম বলছেন।

ভিদ্ভা ন তবৎ প্রবিশন্তি কায়ং  
প্রাণান্তিকাশ্চেহশনিতুল্যাবেগাঃ।

শিতাঃ শরা রাঘবনিপ্রমুক্তাঃ  
প্রহস্ত তেনৈব বিকথ্যসে হম্ ॥ ১৪

‘হে প্রহস্ত! রাঘবের ধনুকমুক্ত তীক্ষ্ণ, প্রবল, বজ্রবেগতুল্য বাণগুলি যতক্ষণ না আপনার শরীর ভে করে প্রবেশ করেছে, ততক্ষণ আপনি এইরকম কথা বলতে সক্ষম হচ্ছেন।

ন রাবণো নাতিবলদ্বিশীর্ষো  
ন কুন্তকর্ণস্য সুতো নিকৃষ্টঃ।

ন চেদ্রজিদ্ দাশরথিঃ প্রবোদুঃ  
ত্বং বা রণে শত্রুসমং সমর্থঃ ॥ ১৫

‘রাক্ষসরাজ রাবণ, অতিবলশালী ত্রিশীর্ষ, কুন্তকর্ণ পুত্র নিকৃষ্ট, এমনকী ইন্দ্রজিৎ ও যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রপুত্র দশরথনন্দন শ্রীরামের বীরত্ব সহ্য করতে পারবেন না। দেবাত্মকো বাপি নরাত্মকো বা

তথাতিকায়োহতিরথো মহাত্মা।  
অকম্পনশ্চাদ্রিসমানসারঃ

হাতুং ন শত্রু যুধি রাঘবঃ ॥  
‘দেবাত্মক<sup>(১)</sup>, নরাত্মক<sup>(২)</sup>, অতিকায়, অতিরথ

মহাত্মা তথা পর্বত তুল্য অকম্পিত বীরও যুদ্ধে কখনো সামনে টিকে থাকতে পারবে না।

(১) দেবতা বিনাশক, (২) মানুষনাশক



অঃ চ রাজা বাসনাভিভূতো  
মিত্রৈরমিত্রপ্রতিমৈর্ভবন্তিঃ ।

অযাসাতে  
রাক্ষসনাশনার্থে  
ভীক্ষুঃ প্রকৃতা হসমীক্ষকারী । ১৭

‘এই রাজা রাবণ বাসনে<sup>(১)</sup> অভিভূত, তাই তিনি  
কেবল-চিন্তে সিদ্ধান্তগ্রহণে অপারগ, তিনি স্বভাবতই কঠোর  
এবং অবিবেচক। এতদ্ভিত্তি আপনাদের মতো শত্রুতুল্য  
মুগ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণের সর্বনাশের জন্য তাঁর সেবায়  
নিযুক্ত হয়েছেন।

অনন্তভোগেন সহস্রমূর্খা  
নাগেন ভীমেন মহাবলেন ।

কলং পরিক্ষিপ্তমিমং ভবন্তো  
রাজানমুৎক্ষিপ্যা বিমোচয়ন্ত ॥ ১৮

‘সহস্রমস্তক বিশিষ্ট, মহান বলশালী, অনন্তভোগী  
অনন্ত নাগ এই রাজাকে বলপূর্বক বিনষ্ট করতে উদ্যত  
হয়েছে; আপনারা তাকে উৎক্ষেপন করে (টেনে-হিঁচড়ে  
চুড়ে ফেলে) রাজাকে মুক্ত করুন।

বাবন্ধি কেশগ্রহণাৎ সুহৃদ্বিঃ  
সমেতা সর্বৈঃ পরিপূর্ণকামৈঃ ।

নিগৃহ্য রাজা পরিরক্ষিতবো  
ভূতৈর্যথা ভীমবলৈর্গৃহীতঃ ॥ ১৯

‘মহাবলশালী ভূতাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রিয়জনেরা যেমন  
বলপূর্বক কেশাকর্ষণ করে, তেমনি আপনারাও—সুহৃদ-  
ভ্রমরা—দ্বারা তাঁর দ্বারা সকল কামনা পরিপূর্ণ করেছেন,  
তাদের উচিত প্রয়োজনে তাঁকে নিগ্রহ করেও বিপদ থেকে

রক্ষা করা

সুগারিণা

রাঘবসাগরেণ

প্রাছাদ্যমানস্তরসা ভবন্তিঃ ।

গুজব্রহ্মঃ

তারগিতুং সমেতা

কাকুৎস্থপাতালমুখে পতন্ সঃ ॥ ২০

‘উত্তম চরিত্ররূপ জলে পরিপূর্ণ রামচন্দ্র হলেন  
সমুদ্রতুল্য; (এই রাক্ষসরাজ রাবণ) সেই সাগরে  
নিমজ্জমান শ্রীরামরূপ পাতাল গহ্বরে পতনশীল রাজাকে  
আপনারা সকলে মিলে উদ্ধার করুন।

ইদং

পুরসাসা

সরাক্ষসস্য

রাজশ্চ পথাং সমুজ্জ্বলস্য ।

সমাগৃহি

বাকাং স্বমতং ব্রবীমি

নরেন্দ্রপুত্রায় দদাতু মৈথিলীম্ ॥ ২১

‘আমি রাক্ষসসহ এই নগরীর তথা সুহৃদজনসহ  
রাজার হিতের জন্য অমৃততুল্য সমাক্ষ বচন পুনরায় বলছি  
যে, রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্রকে মৈথিলী সীতাকে প্রত্যর্পণ করা  
হোক !

পরস্যা

বীর্যং

স্ববলং

চ বুদ্ধ্যা

জ্ঞানং ক্ষয়ং চৈব তথৈব বুদ্ধিম্ ।

তথা

স্বপক্ষেহপানুমৃশ্য

বুদ্ধ্যা

বদেৎ ক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী ॥ ২২

‘যিনি শত্রুপক্ষের বল-বীর্য অনুধাবন করে,  
‘উভয়পক্ষের বস্তুস্বিতি ও হ্রাস-বৃদ্ধি অবগত হয়ে বুদ্ধিপূর্বক  
স্বপক্ষের কল্যাণকর এবং প্রভুর হিতকর বাক্য বলেন,  
তিনিই হলেন যথার্থ মন্ত্রী।’

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

নভর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উপহাস, বিভীষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিতকে হিরণ্ময় এবং মথার বাক্য কথন

বৃহস্পতেঃস্বামতের্ণচন্দ্র-

মিশমা যত্নেন বিভীষণস্য।

ততো মহাত্মা বচনং বভাষে

তত্বেজজিগীষাতগুণমুখ্যঃ ॥ ১

বিভীষণ ছিলেন দেবগুণ বৃহস্পতির নাম বিভী।

তাঁর সেই উপদেশ শোনাফালেই অধৈর্য হয়ে  
রাক্ষসদলপতিদের মধ্যে প্রধান অতিকায় আকৃতিবিশিষ্ট  
মহাবলশালী ইন্দ্রজিৎ বললেন—

কিং নাম তে তাত কনিষ্ঠ বাকা-

মনর্থকং বৈ বহুভীতবচ।

অস্মিন্ কুলে যোহপি ভবেন্ন জাতঃ

সোহপিদৃশং নৈব বদেয় কুর্যৎ ॥ ২

‘হে কনিষ্ঠ তাত ! অত্যন্ত ভীত হয়েই কি আপনি  
এইরকম নির্র্থক কথা বলছেন ? এই বংশে যিনি জন্মগ্রহণ  
করেননি, তিনিও এইরকম কথা কখনো বলবেন না বা  
এমন কাজ করবেন না

সদ্বেন বীর্যেণ পরাক্রমেণ

মৈর্যেণ শৌর্যেণ চ তেজসা চ

একঃ কুলেহস্মিন্ পুরুষো বিমুক্তো

বিভীষণস্তাত কনিষ্ঠ এবঃ ॥ ৩

‘পিতা ! কনিষ্ঠ তাত বিভীষণই হলেন আমাদের এই  
রাক্ষসকুলে একমাত্র পুরুষ যিনি বল, বীর্য, পরাক্রম, মৈর্য,  
শৌর্য এবং তেজ রহিত।

কিং নাম তৌ মানুষরাজপুত্রা-

বস্মাকমেকেন হি রাক্ষসেন।

সুপ্রাকৃত্যনাপি নিহন্তুমেষৌ

শকৌ কুতো ভীষ্যসে স্ব ভীরো ॥ ৪

‘এই দুই মনুষ্যকুলজাত রাজকুমার কীই বা এমন ?  
আমাদের একজন সাধারণ রাক্ষসই এই দুজনকে হত্যা

করবে সত্যক। তে ভীক ! কেন আপনি আমাদের স্ব

দেবাদেহেন ?

ত্রিলোকনাথো ননু দেবরাজঃ

শরোণা ময়া ভূমিতলে নিবিশঃ।

ভগার্গিতাশ্চাপি দিশঃ প্রপয়াঃ

সর্ব তদা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৫

‘ত্রিলোকের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রকেও যদি  
স্বর্গচ্যুত করে পথে বসিয়ে ছিলাম এবং অন্যান্য সকল  
দেবগণ ভীত হয়ে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেছিলেন।

ঐরাবতো নিঃস্বনমুদন স

নিপাতিতো ভূমিতলে ময়া হু।

বিকৃষ্য দন্তৌ তু ময়া প্রসহ্য

নিব্রাসিতা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৬

‘আমি তাঁর ঐরাবত নামক হস্তীর দন্তোৎপাটন কর  
তাঁকে সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করেছিলাম। ঐরাবতের  
উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার শুনে সকল দেবগণ সমুদ্র হয়েছিলেন

সোহহং সুরাণামপি দর্পহস্তা

দৈত্যোত্তমানামপি শোককর্তা

কথং নরেন্দ্রাশ্বজয়োঁ শক্তো

মনুষ্যমোঃ প্রাকৃতমোঃ সুবীৰ্যঃ ॥ ৭

‘আমি হলাম দেবতাদের দর্পহরণকারী ও  
দৈত্যশ্রেষ্ঠদেরও শোক উৎপাদকারী তদনুরূপ মহাবীর যদি  
মনুষ্যজাতির দুজন সাধারণ রাজকুমারের সঙ্গে কেন যুদ্ধ  
সক্ষম হব না ?’

অথেন্দ্রকল্যস্য

দুরাসদস্য

মহৌজসস্তদ্ বচনং নিশমা।

ততো মিহার্থং বচনং বভাষে

বিভীষণঃ শত্রুভ্যঃ বরিতঃ ॥ ৮

ইন্দ্রভূত্য মহাতেজস্বী দুর্জয় বীর ইন্দ্রজিতের হক

জন শত্রুকারীদের মধ্যে প্রেষ্ঠ বিভীষণ অনন্তর মহান  
যুদ্ধে বাক্য বললেন—

ন তাত মন্ত্রে তব নিশ্চয়োহস্তি  
বালকুমদ্যাপ্যবিপক্ববুদ্ধিঃ।

তুয়াপ্যাত্মবিনাশনায়  
বচোহর্থহীনঃ বহু বিপ্রলপ্তম্ ॥ ৯

‘বৎস ! মন্ত্রণা বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই তুমি এখনো  
জ্ঞ, তোমার বুদ্ধি পরিপক্ব নয় ; সেইজন্যই তুমি নিজেব  
কিন্তু অর্থহীন বহু প্রলাপ বকছ।

পুত্রবাদের তু রাবণস্য  
তুমি জিজ্ঞাসিতমুখোহসি শত্রুঃ।

হস্যদূশঃ রাঘবতো বিনাশঃ  
নিশম্য মোহাদনুমন্যাসে ত্বম্ ॥ ১০

‘ইন্দ্রজিৎ ! তুমি রাবণের পুত্র রূপেই পরিচিত।  
অপি, তুমি তাঁর মিত্রমুখী শত্রু (অর্থাৎ মুখে মৈত্রীভাব  
বজ্র থাকলেও অন্তরে তুমি তাঁর শত্রুতাই ইচ্ছা করো)।

রামচন্দ্রের দ্বারা রাক্ষসরাজ্য রাবণের বিনাশ আসন্ন জেনেও  
মোহবশতঃ তুমি তাঁর কার্যসমূহ সমর্থন করছ।

হস্যে বধ্যস্ত সুদূর্মতিশ্চ  
স চাপি বধ্যো য ইহানয়ঃ ত্বাম্।

বলঃ দৃঢ়ঃ সাহসিকঃ চ যোহদ্য  
প্রাবেশয়ন্নশ্বকৃত্যঃ সমীপম্ ॥ ১১

‘তুমি দুর্বুদ্ধি পরায়ণ এবং বধ্যযোগ্য। যে তোমাকে  
এখানে আনয়ন করেছে (আহ্বান কবে এনেছে), সেও  
বধ্য যোগ্য। তোমার মতো কঠোর হঠকারী বালককে যে  
ও মন্ত্রণাকারীদের নিকট এনেছে, সেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

হওয়ার যোগ্য।

মৃতোহপ্রগল্ভোহনিনয়োগপম-

দ্বীক্লবভানোহন্নমতির্দুরায়া  
মূর্খত্বমতাত্ত্বসুদূর্মতিশ্চ

তুমি প্রজিৎ বালকতয়া ত্রপানি ॥ ১২  
‘হে ইন্দ্রজিৎ ! তুমি মূঢ়, নিরক্ষম, দুর্বিনীত, কঠোর  
স্বভাববিশিষ্ট, স্বল্পবুদ্ধিপরায়ণ, মূর্খ এবং অত্যন্ত দুর্মতি  
সম্পন্ন। অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন অদোষ শিশুদের মতো  
তুমি এইসব আজো বাজে কথা বলছ।

কো ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমপ্রকাশা-  
নার্টিশ্চতঃ কালনিকাশরূপান্।

সহেত বাণান্ যমদণ্ডকল্পান্  
সমক্ষমুজ্ঞান্ যুধি রাঘবেণ ॥ ১৩

‘যুদ্ধে শত্রুদের উদ্দেশ্যে নিষ্কিপ্ত রামচন্দ্রের বাণ  
ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় প্রকাশমান, কালগ্নিতুলা অব্যর্থ এবং  
যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ংকর। তাঁর সম্মুখে কেই-বা স্থির  
থাকতে সক্ষম।

ধনানি রত্নানি সুভূষণানি  
বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ চিত্রান্।

সীতাং চ রামায় নিবেদা দেবীং  
বসেম রাজমিহ বীতশোকাঃ ॥ ১৪

‘অতএব হে রাজন্ ! আমাদের পক্ষে উচিত হবে  
ধন-সম্পদ, রত্ন, সুন্দর অলংকার, দিব্যবস্ত্রসমূহ ও বিচিত্র  
রত্নরাজি সহ দেবী সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করা।  
এতেই আমরা বীতশোক হয়ে এখানে বসবাস করতে  
পারব।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥



## ষোড়শঃ সর্গঃ (১৬)

রাবণ কর্তৃক বিভীষণকে তিরস্কার এবং বিভীষণেরও রাবণকে ভৎসনা এবং সভাভাগ

সুনিবিষ্টঃ হিতং বাক্যমুক্তবস্তং বিভীষণম্।

অত্রবীং পরুষং বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥ ১

বিভীষণ সুন্দর অর্থযুক্ত এবং হিতকর বাক্য বললেও  
রাবণ কালপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁকে কঠোর বাক্য বললেন—

বসেং সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেধ চ।

ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবসেচ্ছত্রসেবিনা ॥ ২

‘শত্রু এবং ক্রুদ্ধসর্পের সঙ্গেও বাস করা যায়, কিন্তু  
মিত্ররূপে পবিত্রিত হয়েও যে শত্রুর সেবক তার সঙ্গে  
কখনো বাস করা যায় না।

জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্বলোকেষু রাক্ষস।

হৃদ্যন্তি বাসনেষ্যেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা ॥ ৩

‘ওহে রাক্ষস ! সমগ্র জগতে জ্ঞাতীদের আচরণ  
আমি জানি, জ্ঞাতীদের বিপদে জ্ঞাতীরাই সর্বদা আনন্দিত  
হয়।

প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্মশীলং চ রাক্ষস।

জ্ঞাতয়োহপ্যবমানান্তে শূরং পরিভবন্তি চ ॥ ৪

‘রাক্ষস ! যিনি প্রধান অর্থাৎ জ্ঞাতীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ  
এবং শ্রেষ্ঠ তিনি দায়িত্ববান, বিদ্বান, ধর্মপরায়ণ এবং  
শূরবীর হলেও জ্ঞাতীরা তাকে অবমাননা করে এবং  
তিরস্কার করে।

নিত্যমনোনিয়মঃ স্তোত্রং বাসনেষ্যাততায়িনঃ

প্রচ্ছন্নহৃদয়া যোরা জ্ঞাতয়ন্তু ভয়াবহাঃ ॥ ৫

‘জ্ঞাতীগণ অত্যন্ত ভয়ানক হয়, বিপদকালে তারা  
শত্রু, দুঃসময়ে তারা আনন্দ লাভ করে, আপন মনোভাব  
গোপনকারী এবং তারা অত্যন্ত ক্রুর হয়ে থাকে।

শ্রয়ন্তে হৃতিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্যবনে পুরা।

পাশহস্তান্ নরান্ দৃষ্টা শৃণুধ গদতো মম ॥ ৬

‘পূর্বকালে পদ্যবনে পাশহস্তে মানুষদের দেখে  
হৃতিদের দ্বারা গীত যে শ্লোকের কথা শোনা যায় ; তা আমি  
বলছি, শোনো।

নাগ্নির্নান্যানি শত্ৰুপি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।

যোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তান্ত জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ ॥ ৭

‘অগ্নি, অন্যান্য শস্ত্রসমূহ, পাশ প্রভৃতি আমাকে  
কাছে ভয়াবহ নয়, যোরা স্বার্থপর জ্ঞাতীগণই আমাকে  
পক্ষে ভীতিদায়ক হয়ে থাকে।

উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।

কৃৎসাদ্ ভয়াং জ্ঞাতীভয়ং কুকষ্টং বিহিতং চ ন ॥ ৮

‘এরা আমাদের বন্দি করার (ধরে নেওয়ার) উপায়  
বলে দেবে, এতে কোনো সংশয় নেই। আমরা জানি সত্য  
ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতী ভয়ই অধিক কষ্টদায়ক।

বিদ্যাতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যাতে জ্ঞাতীতো জাম্

বিদ্যাতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যাতে ব্রাহ্মণে তপঃ ॥ ৯

‘গাভীতে যেমন বিদ্যমান থাকে হব্যাদির জ্ঞান  
প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুগ্ধ, স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকে চাপল্য,  
ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকে তপস্যা, জ্ঞাতীরা তেমনই অবশ্য  
ভয়ের কারণ হয়।’

ততো নেষ্টমিদং সৌম্য যদহং লোকসংকৃতঃ

ঐশ্বর্যমভিজাতশ্চ রিপুণাং মূর্খি চ হিতাঃ ॥ ১০

‘হে সৌম্য ! যে আমি আজ জগতে সম্মানিত  
ঐশ্বর্যবান, অভিজাত এবং শত্রুদের মন্তকোপরি অবস্থি  
রয়েছি, এগুলি কিন্তু তোমার অতীষ্ট নয়।

যথা পুঙ্করশত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ।

ন শ্রেষমভিগচ্ছন্তি তথানার্যেষু সৌহৃদম্ ॥ ১১

‘পদ্মপাতায় যেমন জলবিন্দু লেগে থাকে না, তেমনি  
অনার্যহৃদয়ে সৌহার্দ্য থাকতে পারে না।

যথা শরদি মেঘানাং সিঞ্চতামপি গর্জতাম্।

ন ভবতানুসংক্রেদস্তথানার্যেষু সৌহৃদম্ ॥ ১২

‘যেমন শরৎকালীন মেঘের গর্জনে এবং বর্ষাৎ  
সিঞ্চিত হয় না, তেমনি অনার্যহৃদয়ে সৌহার্দ্য সিঞ্চিত হয় না।

যথা মধুকরস্তর্ষাদ্ রসং বিন্দম্ তিষ্ঠতি।

তথা ভ্রমপি তত্রৈব তথানার্যেষু সৌহৃদম্ ॥ ১৩

‘মধুকর আগ্রহ সহকারে রসলাভ করেও ফুলে  
ফুলে অবস্থান করে না, সৌহার্দ্যও তেমনি অনার্যহৃদয়ে  
অবস্থান করে না। তুমিও তেমনই একজন অনার্য।’

যথা মধুকরত্বর্ষাৎ কাশপুষ্পং পিবয়সি।  
রসমত্র ন বিদ্যেত তথানার্যেষু সৌহৃদম্॥ ১৪

‘রস পানের আশায় কাশপুষ্পের মধুপান করেও  
মধুকর যেমন রসলাভ করে না ; তদনুরূপ অনার্যজনে যে  
রস, তার দ্বারা কেউই উপকৃত হয় না।

যথা পূর্বঃ রজঃ স্নাত্বা গৃহ্য হস্তেন বৈ রজঃ।  
দূরত্যাগনো দেহঃ তথানার্যেষু সৌহৃদম্॥ ১৫

‘হাতি যেমন স্নান করার পর পুনরায় শুষ্কের  
সহযোগে ধুলো দিয়ে আপন দেহকে দূষিত করে ; অনার্যদের  
মুখ ও অনুরূপভাবে দূষিত হয়।

যোহনাক্ষেবঃবিধঃ ক্রয়াদ্ বাক্যমেতদ্গিমাচর।  
ক্ৰিয়ং মুহূর্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু যিচ্ কুলপাংসন॥ ১৬

‘কুলকলঙ্ক নিশাচর ! তোমাকে যিচ্ । যদি তুমি  
কটুত অনা কেউ এইরকম কথা বলতো ; তাহলে তাকে  
এ মুহূর্তেই আমি সংহার করতাম।’

ইত্যুতঃ পরুষঃ বাক্যং ন্যায়বাদী বিভীষণঃ।  
উৎপাত গদাপাণিচ্ছতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ॥ ১৭

ন্যায়বাদী বিভীষণকে রাবণ এইরকম রূঢ় বাক্য  
বলে, বিভীষণ গদা হাতে চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে  
অকণ পথে চলে গেলেন।

অবীচ্য তদা বাক্যং জাতক্রোধো বিভীষণঃ।  
অরিসঙ্গতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতা বৈ রাক্ষসাস্থিপম্॥ ১৮

তখন অন্তরীক্ষে স্থিত হয়ে তেজস্বী ভ্রাতা শ্রীমান  
বিভীষণ কুপিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে বললেন—

শত্ৰুঃ স্নাত্বোহসি মে রাজন্ ক্রুহি মাং যদ্ বদিস্বসি।  
জ্যেষ্ঠো মানাঃ পিতৃসমো ন চ ধর্মপথে স্থিতঃ।

‘হে রাজন্ ! আপনার বুদ্ধি বিভ্রম খটেছে, আপনি  
ধর্মপথে অবস্থান করছেন না। হে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ! আপনি  
পিতৃহীন মাননীয়। আপনি আমাকে যা বৃশি বলতে পারেন।  
কিন্তু অশ্রুজের তদা আপনার এই কঠোরবাক্য আমি সহ্য  
কর না।

সুদীর্ঘাঃ হিতকামেন বাক্যমুক্তং দশানন।  
যদ্যদ্যকৃতান্নাঃ কালস্য বশমাগতাঃ॥ ২০

‘হে দশানন ! যারা কালের বশীভূত হয়েছেন, তারা  
আমাকে মার্জনা করুন। এখন রাক্ষসদের সঙ্গে নিজেকে

সুন্দর নীতিযুক্ত ভিত্তকর সেট বাক্য—যা আমি বললান, তা  
প্রত্যাণ করে না।

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততঃ প্রিয়বাদিনঃ।  
অপ্রিয়াসা চ পথাস্য বজ্রা শ্রোতা চ দুর্লভাঃ॥ ২১

‘হে রাজন্ ! সর্বদা প্রিয়বাদীজন (যিনি সর্বদাই সুন্দর  
সুন্দর কথা বলেন) জগতে সুলভ। অপ্রিয় অথচ পথাতুল্য  
(অর্থাৎ যার কথাগুলো শুনে তারাপ কিন্তু পরিণামে  
শুভফলদায়ী) বাক্যের বজ্রা এবং শ্রোতা—উভয়েই দুর্লভ।  
বন্ধঃ কালস্য পাশেন সর্বভূতাপহারিণঃ।

ন নশান্তমুপেক্ষে দ্বাং প্রদীপ্তং শরণং যথা॥ ২২

‘সকল প্রাণির সংহারক যমের পাশে আপনি আবদ্ধ  
হয়েছেন। অগ্নি কবলিত গৃহের ন্যায় ধ্বংসের মুখে  
উপস্থিত হওয়া আপনাকে আমি কিভাবে উপেক্ষা করতে  
পারি (অর্থাৎ গৃহ অগ্নি কবলিত হলে তা ধ্বংস হবেই, কিন্তু  
আমরা সহজে তাকে ত্যাগ করতে পারি না বা সেই বিসর্জন  
সহজে মেনে নিতে পারি না। তেমনি, রাবণের আসন্ন  
পরিণাম উপলব্ধি করে বিভীষণ তাঁকে হেলায় পরিত্যাগ  
করতে পারছেন না ; আবার অশ্রুজকে সমর্থন করাও তাঁর  
পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি  
সুপরিণামদর্শী হলেও কখনো কখনো তাঁরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে  
উভয়সংকটাপন্ন হয়ে পড়েন।)

দীপ্তপাবকসংকটেশঃ শিতৈঃ কাক্ষনভূষণৈঃ।  
ন হ্যমিচ্ছামাহং ব্রহ্মৈঃ রামেশ নিহতং শরৈঃ॥ ২৩

‘শ্রীরামের বাণ সুবর্ণভূষিত, তীক্ষ্ণ এবং অলম্ব্য  
আগুনের মতো ভয়ানক। তাঁর শরের দ্বারা নিহত  
আপনাকে আমি দেখতে চাই না।

শূরাশ্চ বলবন্ত্শ্চ কৃতান্নাশ্চ নরা রণে।  
কাল্যাদিপদাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ॥ ২৪

‘কালের বশীভূত হয়ে শূরবীর, বলবান অস্ত্রবিদগণ  
যুদ্ধে বালুকানির্মিত সেতুর ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তদ্বদ্যমুচ্চ যচ্ছোভুঃ গুরুহাদিতমিচ্ছতা।  
আহ্বানং সর্বথা রক্ষ পুরীঃ চেমাং সরাক্ষসাম্।

যত্তি তেহস্ত গমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা॥ ২৫

‘গুরুজনের হিতকামনায় আমি যা বলেছি, তার জন্য  
আমাকে মার্জনা করুন। এখন রাক্ষসদের সঙ্গে নিজেকে



এহা এই লক্ষ্যবীকে বক্ষা করুন। আপনার কল্যাণ হোক।  
অনি গ্রহণ করছি। আমাকে বাতীতই আপনি সুখলাভ  
করুন।

নিবারণমাগসা ময়া হিতৈষিণা  
ন রোচতে তে বচনং নিশাচর।  
পরাকালে হি গতায়ুযো নরা

হিতং ন গৃহ্ণতি সুহৃদ্বিরিহিতম্ ॥ ১৬ ॥  
'হে নিশাচর! আমি আপনার হিতৈষী। আপনার এই  
অশুভকার্য নিবারণের জন্য আমার বক্তব্য আপনার নিকট  
কটিকর হয়নি। কিন্তু যাদের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, তাঁরা  
অন্তিমকালে সুহৃদজনের হিতকর পরামর্শও গ্রহণ করে  
না।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবত বামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে বামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

### সপ্তদশঃ সর্গঃ (১৭)

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বিভীষণের আশ্রয় গ্রহণ, তাকে আশ্রয়দান বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে শ্রীরামের পরামর্শ করা

ইতাস্থা পরুষঃ বাক্যঃ রাবণঃ রাবণানুজঃ।  
আজগাম মুহূর্তেন যত্র রামঃ সলক্ষণঃ ॥ ১ ॥  
রাবণানুজ বিভীষণ অশ্রজ রাবণকে এইরূপ কঠোর  
বাক্য বলে মুহূর্তের মধ্যে যেখানে লক্ষণসহ রামচন্দ্র  
অবস্থান করছেন, সেখানে চলে গেলেন।

তং মেরুশিখরাকারং দীপ্তামিব শতত্বদাম্।  
গগনস্থং মহীহাস্তে দদৃশুর্বানরাধিপাঃ ॥ ২ ॥

মেরুপর্বতের শিখরতুল্য মহাকায বিদ্যুতের ন্যায়  
প্রদীপ্ত বিভীষণকে পৃথিবীস্থিত বানরাধিপতিরা আকাশে  
স্থিত অবস্থায় দেখতে পেলেন।

তে চাপানুচরাগুপ্তা চদ্বারো ভীমবিক্রমাঃ।  
তেহপি বর্মায়ুধোপেতা ভূষণোত্তমভূষিতাঃ ॥ ৩ ॥

তাঁর সঙ্গে যে চারজন ভীমবিক্রমসম্পন্ন অনুচর ছিল,  
তারাও উত্তম অলংকারে বিভূষিত এবং অস্ত্র ও বর্ম  
সুসজ্জিত ছিল।

স চ মেঘাচলপ্রখ্যো বজ্রায়ুধসমপ্রভঃ।  
বরাযুধধরো বীরো দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ৪ ॥

মেঘ এবং পর্বতের তুল্য বিশাল বিভীষণ ছিলেন  
বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী, উত্তম অস্ত্রধারী বীর এবং  
দিব্য আভরণে বিভূষিত।

তমাস্তপক্ষমঃ দুষ্টা সুগ্ৰীবো বানরাধিপাঃ।  
বানরৈঃ সহ দুর্ধর্ষস্তিত্যামাস বুদ্ধ্যমানঃ ॥ ৫ ॥  
বিভীষণসহ পাঁচজনকে দেখে দুর্ধর্ষ, বুদ্ধিমান,  
বানরাধিপতি সুগ্ৰীব অন্যান্য বানরদের সঙ্গে চিন্তা করতে  
লাগলেন।

চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং তু বানরাংস্তানুবাচ হ।  
হনুমৎপ্রমুখান্ সর্বানিদং বচনমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥  
মুহূর্তকাল চিন্তা করে হনুমান প্রভৃতি সকল বানরকে  
তিনি উত্তম বাক্যের দ্বারা বললেন—

এষ সর্বায়ুধোপেতচতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ।  
রাক্ষসোভোতি পশ্যক্ষমশ্চান্ হস্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥  
'দেখো! সকল অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, চারজন  
রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে এই রাক্ষস আমাদের হত্যা করতই  
আসছে, এতে কোনো সংশয় নেই।'

সুগ্ৰীবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্বৈ তে বানরোত্তমাঃ।  
সালানুদামা শৈলাংশ্চ ইদং বচনমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥

সুগ্ৰীবের এই কথা শুনে সকল বানরপ্রধান  
শালবৃক্ষ এবং পর্বতের শিলাসমূহ উৎপাটন করে বলল—  
শীঘ্রং ব্যাদিশ নো রাজন্ বধায়ৈষ্যঃ দুরাশ্রয়ঃ।  
নিপতন্তি হতা যাবদ্ ধরশ্যামহুচেতন্য ॥ ৯ ॥



‘হে রাজন! আপাণি শাখত যত পুরাণাদেব বশের  
জনা আমাদের জাতি দিন গাড়ে যত ‘অজমিত্য’  
বাকসেরা নিতত হয়ে ‘কুতলশায়ী’ হয়।’

তোমার সঙ্ঘামাণামানোয়ঃ স বিজীমণঃ।  
তোমার হীমাসাদা পক্ষ এম নাতিষ্ঠতঃ ১৩  
তোমার পারম্পরিক এইসব কথোপকথনের মধ্যে  
সমুদ্রের উত্তরতীরে বিজীমণ উপস্থিত হয়ে আকান্ঠে  
বলছেন করতে লাগলেন।

‘উষাচ মহাপ্রাজঃ ধরণে মহতা মহান,  
সুগ্রীবঃ ত্যাংচ মস্ত্রেক্ষা খলু এম বিজীমণঃ ১১  
মহাজানি মহাত্মা বিজীমণ আকাশে অবস্থিত হয়ে  
সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানরদেরকে দেখে উচ্চৈঃশ্বরে  
বলতে লাগলেন—

যদ্যপে নাম দুর্বৃত্তো রাক্ষসো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
সোহমমুজো জাতা বিজীমণ ইতি শ্রুতঃ ১২

‘রাবণ নামক রাক্ষসরাজ — যিনি একজন পুরাতরী  
রাক্ষস; আমি তাঁর ছোটভাই। আমার নাম হল বিজীমণ।

তোমার সীতা জনহানাদ্ হত্যা হত্যা জটায়ুশম্।  
কল্প চ বিবশা দীনা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ১৩

‘তিনি (রাবণ) জটায়ুকে হত্যা করে নির্জনস্থান  
থেকে সীতাকে অপহরণ করেছেন। অসহায়, দীনা সীতা  
রাক্ষসীদের দ্বারা সুরক্ষিতা এবং অবরুদ্ধ হয়ে আছেন।

তমহঃ হেতুভির্বািকোবিবিধৈশ্চ ন্যদর্শয়ম্।  
কশু নির্গাতাতাং সীতা রামায়ৈতি পুনঃ পুনঃ ১৪

‘রাবণকে আমি পুনঃপুন নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ বাক্য  
দ্বারা বুঝিয়েছি যে, সীতাকে রাক্ষসের হাতে প্রত্যর্পণ করাই  
ভুলো।

স চ ন প্রতিজ্ঞায়া রাবণঃ কালচোদিতঃ।  
উদ্যমঃ ভিতঃ বাক্যঃ বিপরীত ইবৌষধম্ ১৫

‘বরণাপন্ন ব্যক্তি যেমন ঔষধ ত্যাগ করে বিপরীত  
আচরণ করে, রাবণও সেন তেমনভাবে পথারূপী আমার  
চিত্তের বাক্য শুনেও তা গ্রহণ করেননি। তিনি যেন যমের  
ধরুটে প্রেরিত হয়েছেন।

সোহহঃ শরুণিত্বেন দাসবচোবমানিতঃ।  
জন্ম পুত্রাংচ দারাংচ রাঘবঃ শরণং গতঃ ১৬

‘আমি তাঁর কঠোর বাক্যের দ্বারা দাসের ন্যায়  
অপমানিত হয়েছি। অতএব আমি স্ত্রী এবং পুত্রকেও ত্যাগ  
করে রাক্ষসের শরণাগত হয়েছি।

নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্ৰং রাঘবায় মহাস্থনে।  
সর্বলোকশরণায় বিজীমণমুপস্থিতম্ ১৭

‘সর্বলোকের আশ্রয়দাতা মহাত্মা রাক্ষসের নিকট  
শীঘ্র ‘আমাকে উপস্থিত করো এবং আমার (বিজীমণের)  
‘আগমন বার্তা তোমরা তাঁকে জানাও।’

এতদু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো লঘুবিক্রমঃ।  
লক্ষ্মণস্যাগতো রামঃ সংরক্ষমিদমব্রবীৎ ১৮

বিজীমণের এই কথা শুনে দ্রুতগামী সুগ্রীব লক্ষ্মণের  
সম্মুখে রাক্ষসকে বুদ্ধভাবে এই কথা বললেন—

প্রবিষ্টঃ শত্রুসৈন্যঃ হি প্রাপ্তঃ শত্রুরতর্কিতঃ।  
নিহন্যাদস্তরং লঙ্কা উলুকে বায়সানিব ১৯

‘শত্রুসৈন্যের কোনো একজন শত্রু আজ অতর্কিতে  
এখানে প্রবেশ করেছে। সুযোগ পেলেই পেচক যেমন  
বায়সকে হত্যা করে, সেও তেমনি আমাদের হত্যা করবে।

মস্ত্রে ব্যূহে নয়ে চারে যুক্তো ভবিতুমর্হসি।  
বানরাণাং চ ভদ্রং তে পরেবাং চ পরস্তপ ২০

‘হে পরস্তপ! বানরদের কল্যাণের জন্য যত্ননা,  
ব্যূহরচনা, নীতিপ্রণয়ন এবং চরনিযুক্তিকরণ প্রভৃতি কার্য  
আপনার করা উচিত।

অন্তর্ধানগতা হোতে রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।  
শ্রীশ্চ নিকৃতিজ্ঞাশ্চ তেবাং জাতু ন বিশ্বসেৎ ২১

‘এই রাক্ষসেরা ইচ্ছামতো রূপধারণকারী, অন্তর্ধান  
হওয়ার শক্তিসম্পন্ন, শ্রবীর এবং মামা দ্বারা বিভিন্ন রূপ  
ধারণকারী, এদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

প্রবিধী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য ভবেদ্যম্।  
অনুপ্রবিশ্য সোহম্যাসু ভেদঃ কুর্যাম সংশয়াঃ ২২

‘এই রাক্ষস, রাক্ষসরাজ রাবণের গুপ্তচর। এ  
আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বিভেদ সৃষ্টি করবে, এতে  
কোনো সন্দেহ নেই।

অথ বা স্বয়মেবৈম হিদ্ৰমাসাদা বুদ্ধিমান্।  
অনুপ্রবিশ্য বিশ্বস্তে কদাচিৎ প্রহরেদপি ২৩

‘অথবা এই বুদ্ধিমান রাক্ষস স্বয়ং আমাদের  
হিদ্ৰানুসন্ধান করে, আমাদের বিশ্বস্ত সেনাদের মধ্যে  
প্রবেশ করে কখন যে আমাদের প্রহার করবে!

মিত্রাটবিলং চৈব মৌলভূতাবলং তথা।  
সর্বমেতদ্ বলং গ্রাহ্যং বর্জয়িত্বা বিষথলম্ ২৪

‘বন্ধুদের থেকে সংগৃহীত সৈন্য, গ্রাম্যলোকের  
সাহায্য, ভৃত্যপারম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সৈন্য— এই সব কিছুই

গ্রহণযোগ্য কিন্তু শত্রুপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে নেই।  
প্রকৃত্য রাক্ষসো হ্যেষ ভ্রাতামিত্রসা বৈ প্রজ্ঞা।  
আগতশ্চ বিপুঃ সাক্ষাৎ কথমস্মিংশ্চ বিশ্বসেৎ॥ ২৫

‘হে প্রজ্ঞ! আপনার শত্রুর ভাই স্বভাবতই রাক্ষস।  
সাক্ষাৎ শত্রুকাণ্ডেই তিনি এসেছেন। একে কেমন করে  
বিশ্বাস করা যায়।

রাবণস্যানুজ্ঞা ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ।

চতুর্ভিঃ সহ রক্ষোভির্ভবন্তঃ শরণং গতঃ॥ ২৬

‘এ হলো রাবণের কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ—এটাই তাঁর  
পরিচয়। চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আপনার  
শরণাগত।

রাবণেন প্রণীতঃ হি তমবেহি বিভীষণম্।

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্রমঃ ক্রমবতঃ বরঃ॥ ২৭

‘হে কর্তব্যকর্মশ্রেষ্ঠ! রাবণ কর্তৃক প্রেরিত  
বিভীষণকে আপনি নিগ্রহীত করুন (বন্দী করুন)—আমি এই  
পরামর্শ দিচ্ছি।

রাক্ষসো জিহ্ময়া বুদ্ধ্যা সন্দিগ্ধোহয়মিহাগতঃ।

প্রহৃত্ত্বং মায়য়া হম্মো বিশ্বস্তে জ্বয়ি চানঘঃ॥ ২৮

‘হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র! রাবণ কর্তৃক প্রেরিত কুটিল  
বুদ্ধি সম্পন্ন এই রাক্ষস মায়ার দ্বারা আত্মগোপন করে,  
সুযোগমতো আপনাকে প্রহার করতে এসেছে।

বধাতামেষ তীব্রেশ দণ্ডেন সচিবৈঃ সহ

রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ॥ ২৯

‘রাবণের নিষ্ঠুর ভ্রাতা বিভীষণ সচিবদের সঙ্গে  
কঠোর দণ্ডের দ্বারা বধযোগ্য।’

এবমুক্তা তু তং রামং সংরক্কো বাহিনীপতিঃ।

বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলঃ ততো মৌনযুগাপমৎ॥ ৩০

বাক্য জ্ঞানী এবং সংস্কৃত বাহিনীপতি সুগ্ৰীব  
বাক্যকুশল রামচন্দ্রকে এইরূপ বলে মৌন হলেন।

সুগ্ৰীবস্য তু তদ বাক্যং শ্রুত্বা রামো মহাবলঃ।

সমীপস্থানুবাচেনং হনুমৎপ্রমুখান্ কপীন॥ ৩১

সুগ্ৰীবের এই কথা শুনে মহাবলশালী শ্রীরাম নিকটস্থ  
হনুমান প্রভৃতি বানরদেরকে এইরূপ বললেন—

যদুক্তং কপিরাজেন রাবণাবরজং প্রতি।

বাক্যং হেতুমদত্বার্থং ভবন্তিরপি চ শ্রুতম্॥ ৩২

‘বানরগণ! বানররাজ সুগ্ৰীব রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা  
সম্পর্কে যে যুক্তিযুক্ত বাক্য বললেন, তা তোমরা শুনলে।

সুহৃদামর্থকৃচ্ছ্রেণ যুক্তং বুদ্ধিমতা সদা।

সমর্পণেনোপসন্দেহুঃ শাস্ত্রীঃ ত্বতিমিহুতা

‘মিত্রজনের চিবন্তন কল্যাণকামী বুদ্ধিমান  
সমর্থ পুরুষেরা কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে সংকটকালে  
সুহৃদজনের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।’

ইতোবং পরিপৃষ্টান্তে স্বং স্বং মতমতচ্ছিতা।

সোপচারং তদা রামমুচুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ৩৩

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা এইরূপে পরিপৃষ্ট  
(জিজ্ঞাসিত হয়ে), তাঁর হিতকামী বানরেরা আলস্য ত্যাগ  
করে সোৎসাহে স্ব-স্ব মত প্রকাশ করল।

অজ্ঞাতং নান্তি তে কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব।

আজ্ঞানং পূজ্যান্ রাম পূজ্যস্যাম্ভান্ সুহৃদভ্যাং॥ ৩৪

‘হে রাঘব! এই ত্রিলোকে আপনার অজ্ঞাত কিছু  
নেই হে রামচন্দ্র! আমাদের সম্মানিত করার জন্য এক  
বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য আপনি আমাদের পরামর্শ  
প্রার্থনা করছেন।

ত্বং হি সত্যব্রতঃ শূরো ধার্মিকো দৃঢ়বিক্রমঃ।

পরীক্ষাকারী স্মৃতিমান্ নিস্টান্ধা সুহৃৎসু চ॥ ৩৫

‘আপনি সত্যব্রত পরায়ণ, শূরবীর, দৃঢ়পরাক্রমী  
ধার্মিক, সুবিবেচক, স্মৃতিশক্তিপরায়ণ, সুহৃদবর্গের প্রতি  
বিশ্বাস করেই তাদের হাতে নিজেদের সমর্পণকারী।

তস্মাদৈকৈকপত্তাবদ্ ব্রবন্ত সচিবাস্তব

হেতুতো মতিসম্পন্নাঃ সমর্থাস্চ পুনঃ পুনঃ॥ ৩৬

‘এইজন্য আপনার সকল বুদ্ধিমান এবং সঙ্গ  
সচিবেরা একজন একজন করে বারংবার নিজ নিজ  
যুক্তিযুক্ত বাক্য বলবেন।’

ইতুক্তে রাঘবায়াত্ম মতিমানদোহগ্রতঃ

বিভীষণপরীক্ষার্থমুবাচ বচনং হরিঃ॥ ৩৭

বানরেরা এইরূপ বললে সর্বাত্মে বুদ্ধিমান বালক  
অজ্ঞদ বিভীষণের পরীক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে বললেন—

শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা তর্ক্য এব হি।

বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্তব্যো বিভীষণঃ॥ ৩৮

‘শত্রুপক্ষ থেকে আগত বিভীষণকে নিয়ে সংশয়ের  
অবকাশ আছে। সহসা একে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

হৃদয়িত্বাহংস্রভাবং হি চরন্তি শঠবুদ্ধয়ঃ।

প্রহরন্তি চ রক্তেষু সোহনর্থঃ সুমহান্ তবেৎ॥ ৩৯

‘শঠবুদ্ধিপরায়ণরা নিজের ভাব গোপন করে  
বিচরণ করে। সুযোগ মতো প্রহার করে গুরুতর অনর্থ  
ঘটিয়।



অর্থানর্থো বিনিমিত্তা ব্যবসায়ং ভজ্যেত হ।

ততঃ সংগ্রহঃ কুর্যাদ্ দোষতত্ত্ব বিসর্জয়েৎ॥ ৪১

‘অর্থপ্রাপ্তি এবং অনর্থসাধন বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েই  
উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। গুণবিশিষ্টকে গ্রহণ এবং  
দোষযুক্তকে বর্জন করা কর্তব্য।

যদি দোষো মহাংশমিঃ স্তজ্যতামবিশক্তিতম্।

গুণান্ বাপি বহুন্ জ্ঞাত্বা সংগ্রহঃ ক্রিয়তাঃ নৃশ॥ ৪২

‘হে রাজন্! যদি সে মহান দোষযুক্ত হয়, তাহলে  
তাকে নির্ভয়ে ত্যাগ করুন, আর যদি তাকে বহুগুণসম্পন্ন  
বলে মনে হয়, তাহলে তাকে গ্রহণ করুন।’

শরভত্ত্ব নিশ্চিতা সার্থঃ বচনমব্রবীৎ

ক্লিপ্তমগ্নিন্ নরব্যাঘ্র চারঃ প্রতিবিধীয়তাম্॥ ৪৩

অনন্তর, শরভ নামক বানর অর্থযুক্ত বাক্য সহযোগে  
বলল — ‘হে নরব্যাঘ্র! শীঘ্রই এর পেছনে (অর্থাৎ  
বিভীষণের পেছনে) চর নিযুক্ত করুন

প্রবিধায় হি চারেশ যথাবৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিনা

পরীক্ষা চ ততঃ কার্যো যথান্যায়ং পরিগ্রহঃ॥ ৪৪

‘সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন গুপ্তচর দ্বারা যথাযথভাবে পরীক্ষা  
করিয়ে সবকিছু জেনে, তারপরে ন্যায় অনুসারে তাকে  
গ্রহণ করা কর্তব্য।’

জাম্ববন্তুথ সন্তোষশ্চ শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিচক্ষণঃ।

বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস গুণবদ্ দোষবর্জিতম্॥ ৪৫

অনন্তর শাস্ত্রবুদ্ধিতে পরিশীলিত জাম্ববান সবকিছু  
তালোভাবে বিবেচনা করে দোষবর্জিত এবং গুণযুক্ত বাক্য  
বিজ্ঞাপিত করলো—

বহুবৈর্যাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্ বিভীষণঃ।

অনেককালে সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা শংক্যতাময়ম্॥ ৪৬

‘পাপী রাক্ষসরাজ রাবণ শত্রুতায় বদ্ধপরিকর। তাঁর  
নিকট থেকে অস্থানে, অসময়ে আগত বিভীষণ অবশ্যই  
সর্বতোভাবে শঙ্কার কারণ বলে মনে হচ্ছে।’

ততো মৈন্দ্রস্ত সন্তোষশ্চ নয়াপনয়কোবিদঃ।

বাক্যং বচনসম্পন্নো বভাষে হেতুমন্তরম্॥ ৪৭

অনন্তর নীতি এবং অনীতি বিষয়ে প্রাজ্ঞ বাখী মৈন্দ  
সম্যক বিবেচনা করে যুক্তিযুক্ত এবং উত্তম কথা বললেন—

অনুজ্ঞো নাম তসৌব রাবণসা বিভীষণঃ।

পৃষ্ঠাতাঃ মধুরেণায়ং শনৈর্নরপতীশ্বরঃ॥ ৪৮

‘হে মহারাজ! ইনিই সেই রাবণের ছোটভাই  
বিভীষণ; একে ধীরে ধীরে মধুরভাবে সকলবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা

করা হোক।

ভাবমসা তু নিজ্জায় তত্ত্বতঃ করিষ্যসি।

যদি দুটো ন দুটো না বুদ্ধিপূর্বং নরবর্ভঃ॥ ৪৯

‘হে নরশ্রেষ্ঠ! এর ভাব জেনে আপনি বুদ্ধিপূর্বক

নিশ্চিত করবেন ইনি দুই প্রতিদ্বন্দ্বি নিয়ে এসেছেন কি না?’

অথ সংহারসম্পন্নো হনুমান্ সচিনোত্তমঃ।

উবাচ বচনং শ্রুত্বমর্থবদ্যমুরং লবু॥ ৫০

অনন্তর সচিনশ্রেষ্ঠ, সংহারসম্পন্ন হনুমান

সুখশ্রাব্য, অর্থযুক্ত মধুর এবং সংক্ষিপ্ত বাক্য বললেন—

ন ভবন্তঃ মতিশ্রেষ্ঠঃ সমর্থঃ বদতাঃ বরম্।

অতিশায়মিতুং শক্তো বৃহস্পতিরপি ক্রবন্॥ ৫১

‘আপনি মতিশ্রেষ্ঠ, সক্ষম, বক্তাদের মতোই শ্রেষ্ঠ।

ভাষণদানে বৃহস্পতিও আপনাকে অতিক্রম করতে

পারবেন না

ন বাদ্যাদ্যপি সংঘর্ষাদ্যধিক্যায় চ কামতঃ।

বক্ষ্যামি বচনং রাজন্ যথার্থং রাম গৌরবাহ॥ ৫২

‘মহারাজ! আমি যা বলছি তা তর্ক করার জন্য বা

সম্পর্ধা প্রকাশের জন্য নয়, বুদ্ধির আধিক্যবশতঃ বা কানদ্বারা

বলীভূত হয়েও নয়। হে রাম! আপনার গৌরবের কথা

ভেবেই যা যথার্থ আমি সেই কথা বলছি।

অর্থানর্থনিমিত্তং হি যদুক্তং সচিবৈস্তব।

তত্র দোষঃ প্রপশ্যামি ক্রিয়া নহাপপদাতে॥ ৫৩

‘অর্থ এবং অনর্থের নিমিত্ত আপনার সচিবেরা ব

বলেছেন তাতে দোষ দেখতে পাচ্ছি, কারণ এখন এরূপ

পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।

স্বতে নিয়োগাৎ সামর্থ্যমববোদ্ধুং ন শক্যতে।

সহসা বিনিয়োগোহপি দোষবান্ প্রতিভাতি মে॥ ৫৪

‘কার্যে নিয়োগ বাতীত সামর্থ্য অনুধাবন সম্ভব নয়,

আবার সহসা নিয়োগ করাও আমার কাছে দোষযুক্ত বলেই

মনে হচ্ছে।

চারপ্রণিহিতং যুক্তং যদুক্তং সচিবৈস্তব।

অর্থস্যাসম্বাৎ তত্র কারণং নোপপদাতে॥ ৫৫

‘আপনার সচিবেরা চর নিয়োগের বিষয়ে যা

বলেছেন, প্রয়োজনের অভাবে আমি তার কোনো যুক্তিযুক্ত

কারণ দেখছি না। (যে দূরে অবস্থিত তার পিছনে গোপনে

চর নিয়োগ করে তার গতিবিধি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা

যায়। কিন্তু যে সামনে উপস্থিত তার সম্পর্কে গোপনে

তথ্যানুসন্ধান সম্ভব নয়। সেইজন্যই বর্তমান ক্ষেত্রে গুপ্তচর



নিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই, তা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক।)

অদেশকালে সম্প্রাপ্ত ইত্যাহং যদ্ বিভীষণঃ।

বিবক্ষা তত্র মেহক্ৰীয়াং ত্যাং নিবোধ যথামতিঃ ৫৬

‘এই বিভীষণ বিদেশে অসময়ে এসে উপস্থিত হওয়ার প্রসঙ্গে আমার বুদ্ধি অনুসারে আমি কিছু বলছি, আপনি শুনুন।

এষ দেশশ্চ কালশ্চ ভবতীহ যথা তথা।

পুরুষাং পুরুষাং প্রাপ্য তথা দোষগুণাবপি ৫৭

দৌরভ্যাং রাবণে দৃষ্টা বিক্রমঃ চ তথা হ্রয়ি।

যুক্তমাগমনং হ্যত্র সদৃশং তস্য বুদ্ধিতঃ ৫৮

‘তিনি দেশ-কাল এমনকী দোষ-গুণ সব বিবেচনা করেই একজন নীচ পুরুষকে ত্যাগ করে শ্রেষ্ঠপুরুষকে আশ্রয় করেছেন। তিনি রাবণের দৌরভ্যা এবং আপনার বিক্রম দেখে এখানে এসেছেন। তাঁর বুদ্ধি অনুসারে এখানে তাঁর আগমন যুক্তিসম্মত হয়েছে।

অজ্ঞাতরূপৈঃ পুরুষৈঃ স রাজন্ পৃচ্ছ্যতামিতি।

যদুক্তমত্র মে প্রেক্ষা কাচিদস্তি সমীক্ষিতা ৫৯

‘হে রাজন্! গুপ্তচর দ্বারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের যে কথা এখানে বলা হয়েছে, সেই বিষয়ে আমার বিবেচনা অনুসারে কিছু বলার আছে।

পৃচ্ছ্যমানো বিশঙ্কেত সহসা বুদ্ধিমান্ বচঃ।

তত্র মিত্রং প্রদৃশ্যত মিথ্যা পৃষ্টং সুখাগতম্ ৬০

‘বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহসা জিজ্ঞাসিত হলে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সহজভাবে আগত মিত্রকে সহসা সন্দেহপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ দোষযুক্ত হয়ে থাকে।

অশক্যং সহসা রাজন্ ভাবো বোদ্ধুং পরস্য বৈ।

অস্ত্ররোণ স্বরৈর্ভিন্নৈর্নৈপুণ্যং পশ্যতাং হ্রস্বম্ ৬১

‘হে রাজন্! সহসা অপরের মনোভাব অনুশ্রবণ করা অসম্ভব। অত্যন্ত নিপুণভাবে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে তা জ্ঞান যায়।

ন হস্য ক্রবতো জাহ্নু লক্ষ্যতে দৃষ্টভাবতা।

প্রসন্নঃ বদনঃ চাপি তস্মান্নো নাস্তি সংশয়ঃ ৬২

‘এর কথাবার্তা কোনো দৃষ্টভাব লক্ষ্য করা যায় না এবং এর মুখমণ্ডল প্রসন্ন, অতএব এর সম্পর্কে আমি কোনো সন্দেহ নেই।

অশঙ্কিতমতিঃ স্বহো ন শঠঃ পরিসংগতি

ন চাস্য দৃষ্টবাগ্ভি তস্মান্নো নাস্তি সংশয়ঃ ৬৩

‘শঠ ব্যক্তি সুস্থির অশঙ্কিতচিত্তে উপস্থিত হতে পারে না। এর বাক্যও দোষযুক্ত নয়, অতএব আমার কোনো সংশয় নেই।

আকারশ্ছাদমানোহপি ন শক্যো বিনিগৃহীতুম্

বলাস্মি বিবৃণোত্যেব ভাবমন্তর্গতঃ নৃণাম্ ৬৪

‘বাহ্যিক আকারকে আবৃত করা গেলেও অন্তরে ভাবকে গোপন করা যায় না, মানুষের অন্তর্গত ভাব বস্তুপূর্বক প্রকাশিত হয়ে যায়।

দেশকালোপপন্নঃ চ কার্যঃ কার্যবিদাং বরঃ।

সফলঃ কুরুতে ক্ষিপ্ৰং প্রমোগেণাভিসংহিতম্ ৬৫

‘হে কার্যবিদগণের শ্রেষ্ঠ! বিভীষণের এই আগমনরূপ কার্য দেশ এবং কালের উপযোগী। যদি যোগ পুরুষের দ্বারা তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে দ্রুত সাফল্য আসে।

উদ্যোগঃ তব সম্প্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তং চ রাবণম্।

বাগিনং চ হতং শ্রদ্ধা সুগ্ৰীবং চাভিষেচিতম্ ৬৬

রাজ্যং প্রার্থয়মানস্ত বুদ্ধিপূর্বমিহাগতঃ

এভাবৎ তু পুরঙ্কতা যুজাতে তস্য সংগ্রহঃ ৬৭

‘আপনার উদ্যোগ এবং রাবণের মিথ্যাচার দেখে, বালি বধ এবং সুগ্ৰীবের অভিষেকের কথা শুনে, রাজ প্রার্থনার জন্য সূচিস্তিতভাবে ইনি এখানে এসেছেন। এই চিন্তা করে তাঁকে পুরঙ্কত করে আমাদের গ্রহণ করা উচিত যথাশক্তি ময়োক্তং তু রাক্ষসস্যার্জবং প্রতি।

প্রমাণং হুং হি শেষস্য শ্রদ্ধা বুদ্ধিমত্যাং বর ৬৮

‘বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ রঘুনাত্থ! এই রাক্ষস বিভীষণের সরলতা এবং নির্দোষ বিষয় আমি যথাশক্তি নিবেদন করলাম। সব শুনে আপনি যা উচিত মনে করেন, তাই করুন।’

ইত্যর্শে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাবো যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ১৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকীকি বিরচিত আদিকাণ্ড বানায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ১৭ ॥

উপবান শ্রীরামচন্দ্রেন  
প্রসন্নঃ  
রামঃ  
দুর্ভবঃ  
প্রভাজত  
বায়ুনন্দন হনুমা  
কথা শুনে অপরাভেদ  
উঠল এবং তিনি বলল  
মমপি চ বিবক্ষা  
প্রোভুমিচ্ছামি তৎ  
‘বন্ধুগণ! বি  
আছে আপনারা  
তৎপর। সুতরাং অ  
কথা শুনে নিন।  
মিত্রভাবে সম্প্র  
সেবো যদিপি  
‘বন্ধুতাবাপরা  
উচিত নয়। যদি  
মহজনদের পক্ষে  
নির্দনীয় নয়।’  
সুগ্ৰীবত্ব তদ্বা  
ততঃ শুভতরঃ  
বানররাজ সু  
ক্ষি থেকেও তদ  
নয়কে চিন্তা-ভাবন  
ন দুটো বাশা  
ইন্দ্রঃ বাসনঃ  
কো নাম স ভ  
‘এ দুই বা  
মিশ্রচরই বটে! এ  
ভাগ করে, তার  
ভাগ না করতে প  
বানরাধিপতেরাক  
রঘুনাথময়মানস্তু  
উক্তি  
হোবাচ  
বানররাজ  
পরাভেদী কানুং  
করে সুপাস্যকপ

## অষ্টাদশঃ সর্গঃ (১৮)

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগতকে রক্ষা করার মহত্ত্ব বর্ণনা এবং আপন ব্রত জানিয়ে বিভীষণের সঙ্গে মিলন

কথ্য রামঃ প্রসন্নাত্মা শ্রদ্ধা বায়ুসূতসা হ।  
প্রভাজাত দুর্ধর্ষঃ শ্রুতবানামনি হিতম্ ॥ ১

বায়ুনন্দন হনুমানের মুখে আপন অন্তরহিত ভাবের কথা শুনে অপরায়েয় ভগবান শ্রীরামের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন—

মমপি চ বিবক্ষ্যতি কাচিৎ প্রতি বিভীষণম্।  
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং ভবন্তিঃ শ্রেয়সি হিতৈঃ ॥ ২

‘বন্ধুগণ ! বিভীষণের বিষয়ে আমারও কিছু বলার আছে। আপনারা সকলেই আমার মঙ্গলসাধনে সদাই তৎপর। সুতরাং আমার একান্ত ইচ্ছা এ-বিষয়ে আমার কথাও শুনে নিন।

মিত্রভাবে সস্ত্রাণ্ডঃ ন তাজেয়ঃ কথঞ্চন।  
দোষো যদপি তস্য স্যাৎ সতামেতদগাহিতম্ ॥ ৩

‘বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে আগতকে কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়। যদি তার কোনও দোষ থাকে, তাহলেও সঙ্কল্পনের পক্ষে একাজ (দোষী ব্যক্তিকে আশ্রয়দান) নিদনীয় নয়।’

সুগ্ৰীবঃ তথাক্যমাত্মা চ বিমৃশা চ।  
ভজ্যঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপূজকঃ ॥ ৪

বানররাজ সুগ্ৰীব শ্রীরামের এই কথা শুনে নিজের দিক থেকেও তদনুরূপ ভাব ব্যক্ত করলেন এবং সে-সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করে পরম সুন্দর বাক্য বললেন—

ন দুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ।  
দিশং বাসনং প্রাপ্তং জাতরং যঃ পরিত্যজেৎ ॥ ৫

কো নাম স ভবেৎ তস্য যমেষ ন পরিত্যজেৎ।  
‘এ দুষ্ট বা অদুষ্ট যাই হোক না কেন— সে তো

নিশাচরই বটে ! এইরকম সংকটাপন্ন অবস্থায় যে ভাইকে ত্যাগ করে, তার এমন কে আপনজন আছে, যাকে সে ত্যাগ না করতে পারে ?’

নাদরাধিপতের্বাক্যঃ শ্রদ্ধা সর্বানুদীক্ষা তু ॥ ৬  
দ্বন্দ্বদুঃশ্রয়মানস্ত লক্ষণং পুণ্যলক্ষণম্।

ইতি হোবাচ কাকুৎস্থো বাক্যং সতাপরাক্রমঃ ॥ ৭  
বানররাজ সুগ্ৰীবের এইরূপ বাক্যশ্রুত শুনে সতানিষ্ঠ, পরাক্রমী কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্র সবাইকে দেখে দ্বন্দ্ব হাস্য করে পুণ্যলক্ষণবিশিষ্ট শ্রীলক্ষ্মণকে বললেন—

অনধীতা চ শাস্ত্রাণি বৃদ্ধাননুপসেবা চ।  
ন শক্যমীদৃশং বন্ধুং যদুনাচ হরীশ্বরঃ ॥ ৮

‘হে লক্ষ্মণ ! বানররাজ সুগ্ৰীব যা বললেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন না করে এবং প্রবীণদের সেবা না করে এরূপ বলা সম্ভব নয়।

অস্তি সূক্ষ্মতরং কিঞ্চিদ্ যথাঃ প্রতিভাতি মা।  
প্রভাক্ষং লৌকিকং চাপি বর্ততে সর্বরাজসু ॥ ৯

‘বিভীষণের ভ্রাতৃ-ত্যাগ প্রসঙ্গে আমার মনে এক সূক্ষ্মতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকষ্ট হচ্ছে—যা সকল রাজন্যবর্গের মধ্যেই দেখা যায় এবং তা লৌকিকভাবে সুপ্রসিদ্ধও বটে। আপনারা সেটি শুনুন।

অমিত্রাশ্রয়কুলীনাশ্চ প্রাতিদেশ্যাস্চ কীর্তিতাঃ।  
বাসনেষু প্রহর্তারস্তম্যাদয়মিহাগতঃ ॥ ১০

‘বলা হয় যে, রাজাদের শত্রু দুইপ্রকারের হয়ে থাকে— নিজকুলজাত জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী রাজা। দুঃসময়ে এঁরা রাজাকেই অপদস্থ করেন। সেই কারণেই ইনি এখানে এসেছেন। (এই ভয়বশত বিভীষণ এখানে এসেছে এরও জ্ঞাতিদের থেকে ভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে)। অপাপাশ্রয়কুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্ হিতান্।

এষ প্রামো নরেন্দ্রাণাং শক্যনীয়স্ত শোভনঃ ॥ ১১

‘সমকূলে জাত নিষ্পাপ পুরুষকে আশ্রয়নেরা হিতকারী বলেই মানেন। কিন্তু এই স্বজাতীয় বন্ধু ভাল হলেও, প্রায়শঃ রাজাদের শত্রুর কারণ হয়ে থাকেন। (রাবণও বিভীষণকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো, তাই নিজেকে রক্ষার জন্য তার (বিভীষণের) এখানে আসা অনুচিত নয় ; অতএব বিভীষণের উপর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে ত্যাগ করার দোষ বর্তায় না।)

যস্ত্র দোষবুধ্য প্রোক্তেন হ্যাদানেহরিবলসা চ।  
তত্র তে কীর্তয়িষ্যামি যথাশাস্ত্রমিদং শৃণু ॥ ১২

‘শত্রুসৈন্যদের মধ্যে থেকে কাউকে গ্রহণ করা প্রসঙ্গে আপনি যা বলেছেন, সেই প্রসঙ্গে আমি শাস্ত্রানুসারেই কিছু বলব, আপনি শুনুন।

ন বয়ং তৎ কুলীনাশ্চ রাজ্যাকাঙ্ক্ষী চ রাক্ষসঃ।  
পণ্ডিতা হি ভবিষ্যন্তি তস্মাদ্ গ্রাহ্যো বিভীষণঃ ॥ ১৩

‘আমরা বিভীষণের আশ্রয় নই। এই রাক্ষস



বাক্যাকাঙ্ক্ষী। (অতএব এর দ্বারা আমাদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা নেই এবং ইনি আমাদের ভাগ্য করবেন না) রাক্ষসেরাও পণ্ডিত হয়ে থাকেন অতএব, ইনি গ্রহণীয় অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ভবিষ্যি সঙ্গতাঃ।  
প্রশাদক মহানেষোহন্যোনাশা জয়মাগতম্।  
ইতি ভেদঃ গমিষ্যতি তস্মাদ্ ভ্রাতৃহ্যো বিভীষণঃ॥ ১৪

‘আমাদের সঙ্গে মিলিত হলে ইনি শান্ত এবং প্রসন্ন হবেন। ইনি আমাদের আশ্রয় লাভের জন্য যেভাবে উৎসুক হয়েছেন, তাকে মনে হচ্ছে যে, এঁদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং অপরাধক বিনষ্ট হবে। এই দৃষ্টিতেও বিভীষণকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে

ন সৰ্বে ভ্রাতরজ্ঞাঃ ভবন্তি ভরতোপমাঃ।  
মবিশ্বা বা শিভাঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবন্তিবাঃ॥ ১৫

‘হে সুগ্ৰীব ! সংসারে সব ভাই ভরতের তুল্য হয় না। সকল পিতার সমস্ত সন্তানেরা আমার মতো হয় না আমার সকল ভ্রাতাও তোমার মতো হয় না।’

এবমুক্ত্ব রামেণ সুগ্ৰীবঃ সহলক্ষণঃ।  
উত্থায়েদং মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রশতো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৬

রামচন্দ্র এইরূপ বললে, মহাপ্রাজ্ঞী সুগ্ৰীব লক্ষণ সহ উঠে দাঁড়িয়ে প্রশংসা করে বললেন—

রাবণেন প্রবিহিতঃ তমবেহি নিশাচরম্।  
তস্যাং নিগ্রহঃ মন্যে ক্ষমঃ ক্ষমবতাং বর॥ ১৭

‘সকল কর্মনিপুণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে রঘুনাথ ! এই রাক্ষসকে রাবণই প্রেরণ করেছেন সেইজন্য তাঁকে নিগ্রহ অর্থাৎ বন্দী করাই উচিত বলে আমি মনে করি

রাক্ষসো জিহ্ময়া বৃক্ষা সন্দিষ্টোহয়মিহাগতঃ।  
প্রহৃতঃ স্থয়ি বিশ্বস্তে বিশ্বস্তে ময়ি বানঘ॥ ১৮

লক্ষণে বা মহাবাহো স বধ্যঃ সচিবৈঃ সহ।  
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হোষ বিভীষণঃ॥ ১৯

‘হে নিষ্পাপ রঘুনন্দন ! কূট বুদ্ধি নিয়ে এই রাক্ষস রাবণের আদেশে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আপনার, লক্ষণের তথা আমাদেরও বিশ্বাস উৎপাদন করে আমাদের প্রহার করার জন্যই এর আগমন অতএব হে মহাবাহো ! নিষ্ঠুর রাবণের ভাই এই বিভীষণকে সচিবদের সঙ্গে হত্যা করা উচিত।’

এবমুক্ত্বা রঘুশ্রেষ্ঠঃ সুগ্ৰীবো বাহিনীপতিঃ।  
বাক্যজ্যো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ॥ ২০

বাক্যকুশল রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ বলে

বাক্যজ্ঞ সেনাপতি সুগ্ৰীব যৌন হলেন।

স সুগ্ৰীবস্য তদ্ বাকাং রামঃ শ্রুত্বা বিমূঢ়া চ।

ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপূজকঃ॥ ২১

রামচন্দ্র সুগ্ৰীবের এই বাক্য শুনে এবং বিবেচনা করে বানরমুখকে পরম শুভতর বাকা বললেন—

স দুষ্টো বাপাদুষ্টো বা কিমেব রজনীচরঃ।

সুশ্রমস্যহিতঃ কর্তুং মম শত্রুঃ কথঞ্চন॥ ২২

‘সুগ্ৰীব ! বিভীষণ দুষ্ট বা সাধু যাই হোন না কেন,

এই রাক্ষস কিভাবে আমার সূক্ষ্মতীক্ষ্ণরূপে ক্ষতি সাধে সক্ষম হবে ? (অর্থাৎ রামচন্দ্রের ন্যূনতিনিয়ন্ত্রণ ছাড়া সাধনও বিভীষণের দ্বারা অসম্ভব)।

শিশাচান্ দানবান্ যক্ষান্ পৃথিব্যাং চৈব রাক্ষসান্।

অঙ্গুল্যাগ্রেণ তান্ হন্যামিচ্ছন্ হরিগণেশ্বর॥ ২৩

‘হে বানররাজ ! আমি ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে

অবস্থিত শিশাচ, দানব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের সকলকে আমার অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারাই হত্যা করতে পারি।

শ্রয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।

অর্চিতশ্চ যথান্যায়ং কৈশ্চ মাংসৈর্নিমজ্জিতঃ॥ ২৪

‘শোনা যায় একটি পায়রা তার শরণাগত শত্রুকে

(ব্যাধকে) যথাবিহিতভাবে অর্চনা করে নিজ মাংসের দ্বারা নিমজ্জিত করেছিল। (অর্থাৎ নিজ মাংসই তার অর্চনা ব্যাধকে ভক্ষণ করিয়েছিল)।

স হি তং প্রতিজগ্ৰাহ ভাৰ্য্যহর্ভারমাগতম্।

কপোতো বানরশ্রেষ্ঠ কিং পুনর্মবিশ্বো জনঃ॥ ২৫

‘হে বানরশ্রেষ্ঠ ! সেই ব্যাধ কিন্তু কপোতের গৌ

কপোতিকে বন্দী করেছিল, তবুও কপোত শরণাগত

ব্যাধের সংকার করেছিল, তাহলে আমার মতো মানুষের

কথা আর কী বলব ? (অর্থাৎ কর্তব্য নির্ধারণে আমাদের

আর কেনই বা দ্বিধা থাকবে ?)

ঋষেঃ কথুসা পুরোণ কথুনা পরমর্ষিণাঃ।

শৃণু গাথা পুরা গীতা ধর্মিষ্ঠা সভাবাদিনাঃ॥ ২৬

‘পুরাকালে ঋষি কণ্ঠের পুত্র সভাবাদী মহর্ষি কণ্ঠ

একটি ধর্মবিষয়ক গীত রচনা করেছিলেন ; আপনারা গৌ

প্রবণ করুন।

বদ্যঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তঃ শরণাগতম্।

ন হন্যাদানুশংসার্থমপি শত্রুং পরম্পরং॥ ২৭

‘হে পরম্পর ! শত্রু যদি শরণাগত হয়ে দীনভক্ত

কৃতান্তলিঙ্গ হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে প্রহার

করা বা হত্যা করা উচিত নয়।  
শত্রু বা যদি বা দুষ্টঃ  
প্রদান পরিভাজা  
করি। শত্রু যদি দুষ্টী হয়ে

শরণাগত হয়, তাহলেও

প্রদান গ্রাস বিসর্জন কবেও

ন দেয় ভ্রমাদ বা মোহাদ বা

শত্রু শক্তা যথান্যায়ঃ তৎ

যদি সে ভয়

নবসম্মতভাবে, যথাশক্তি

সেই পাপ অত্যন্ত লোকনিপ

বিনষ্ট পশাতত্ত্বস্য র

জানার সুকৃতং তসা

শরণাগত পুরুষ যদি

হয়, তাহলে সে রক্ষাকর্তা

এবং দোষো মহা

দ্রব্যাং চামশস্যঃ

‘শরণাগতকে রক্ষা

জনক। এই দোষে দুষ্ট

যেবে বঞ্চিত হয়। তার

করিষ্যামি যথার্থং

যদিই চ যশস্যঃ চ

‘মহর্ষি কণ্ঠর য

অনুসরণ করব। কারণ

নাভের মতই ফলদায়ক।

শত্রুদের প্রপন্নায়

যজ্ঞঃ সর্বভূতেভ্যো

‘আমার শরণাগত

রক্ষা করার প্রার্থনা জানি

আমি সমস্ত প্রাণীদের

জন্মের ব্রত।



করা বা হত্যা করা উচিত নয়।

আত্মী বা যদি বা দুষ্টঃ পরেষাং শরণং গতঃ।

অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃত্যনাম্ ॥ ২৮

‘শত্রু যদি দুঃখী হয়ে বা অভিমানী হয়ে বিপদের শরণাগত হয়, তাহলেও হৃদয়বান পুরুষের কর্তব্য হল জাপন প্রাণ বিসর্জন করেও তাকে রক্ষা করা।

স চেদ্ ভয়াদ্ বা মোহাদ্ বা কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি।

হুয়া শক্তা যথান্যায়ং তৎ পাপং লোকগর্হিতম্ ॥ ২৯

‘যদি সে ভয় বা মোহ বা কামবশতঃ ন্যায়সম্মতভাবে, যথাশক্তি তার রক্ষা না করে, তাহলে সেই পাপ অত্যন্ত লোকনিন্দনীয়।

বিনষ্টঃ পশাততস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ।

জানায় সুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ ॥ ৩০

‘শরণাগত পুরুষ যদি রক্ষাকারীর দৃষ্টি সম্মুখে বিনষ্ট হয়, তাহলে সে রক্ষাকর্তার সকল পুণ্যফল নিয়ে চলে যায়।

এবং দোষো মহানত্র প্রপন্নানামরক্ষণে।

জহুর্গাং চায়শসাং চ বলবীৰ্য্যবিনাশনম্ ॥ ৩১

‘শরণাগতকে রক্ষা না করার এই দোষ অতীব ভয়ানক। এই দোষে দুষ্ট ব্যক্তি স্বর্গলাভ এবং যশলাভ থেকে বঞ্চিত হয়। তার বল এবং বীৰ্যের বিনাশ ঘটে।

করিষ্যামি যথার্থং তু কণ্ঠোর্বচনমুত্তমম্।

ধর্মিষ্ঠং চ যশস্যং চ স্বর্গ্যং স্যাৎ তু ফলোদয়ে ॥ ৩২

‘মহর্ষি কণ্ঠুর যথার্থ এবং উত্তম বচনই আমি অনুসরণ করব। কারণ তা পরিণামে ধর্ম, যশ এবং স্বর্গ লাভের মতই ফলদায়ক।

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥ ৩৩

‘আমার শরণাগত হয়ে কেউ যদি একবারের জন্যও রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়ে বলে ‘আমি তোমারই’—তাকে আমি সমস্ত প্রাণিদের থেকে অভয় প্রদান করি। এটাই আমার ব্রত।

আনয়োনঃ হনিশ্রেষ্ঠ দত্তমসাত্ম্যং ময়া।

বিভীষণো বা সুগ্রীন যদি বা রাবণঃ স্বয়াম্ ॥ ৩৪

‘হে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ! তিনি বিভীষণ অথবা স্বয়ং রাবণ যেই হোন না কেন, তাকে এখানে নিয়ে আসুন। আমি তাঁকে অভয় দান করছি।’

রামস্যা তু বচঃ শ্রদ্ধা সুগ্রীবঃ প্রবণেশ্বরঃ।

প্রত্যভ্যয়ত কাকুৎস্থঃ সৌহার্দেনাভিপূরিতঃ ॥ ৩৫

শ্রীরামের এই বচন শুনে বানররাজ সুগ্রীব কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যুত্তরে সৌহার্দপূর্ণ বাক্য বললেন -

কিমত্র চিত্রং ধর্মজঃ লোকনাথশিখামণে।

যৎ ত্বমার্যং প্রভাষেথাঃ সত্বান্ সংপথে স্থিতঃ ॥ ৩৬

‘হে ধর্মজ ! লোকনাথশিবোদগি ! আপনার মতো বলবান, সংপথে অবস্থিত ব্যক্তি যে এইরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মের কথা বলবেন, এতে আর আশ্চর্য কি ?

মম চাপ্যন্তরাঙ্গায়ং শুদ্ধং বেত্তি বিভীষণম্।

অনুমানাচ্চ ভাবাচ্চ সর্বতঃ সুপরীক্ষিতঃ ॥ ৩৭

‘আমার অন্তরাঙ্গাও বিভীষণকে শুদ্ধ বলেই মনে করছে। হনুমানও তাঁকে অনুমানে এবং ভাবে সর্বপ্রকারে, ভালোভাবে পরীক্ষা করেছেন।

তস্মাৎ ক্ষিপ্তং সহস্মাভিস্তলো ভবতু রাঘব।

বিভীষণো মহাপ্রাজঃ সখিত্বং চাতুপৈতু নঃ ॥ ৩৮

‘অতএব, হে রঘুনন্দন ! বিভীষণ শীঘ্রই আপনার নিকট আমাদের মতো প্রিয় হয়ে উঠুন। সেই মহাজ্ঞানী শীঘ্রই আমাদের বন্ধুত্ব লাভ করুন।’

ততস্ত্ব সুগ্রীববচো নিশমা ত-

ধ্রুতীশ্বরেণাভিহিতং নরেশ্বরঃ।

বিভীষণেনাশু জগাম সঙ্গমং

পতংত্রিরাজেন যথা পুরন্দরঃ ॥ ৩৯

তদনন্তর বানররাজ সুগ্রীবের বাক্যশুনে রাজা রামচন্দ্র দ্রুত অগ্রসর হয়ে বিভীষণের সঙ্গে মিলিত হলেন, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র গন্ধর্ভের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

ইত্যার্ষশ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥





রাক্ষস হল তাঁর সেনাপতি। যুদ্ধে তারা লোকপালদেব তুলা  
দীর।

দশকোটিসহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্।  
মাংসশোণিতভক্ষ্যাণাং লঙ্কাপুরনিবাসিনাম্॥ ১৫

স তেষু সহিতো রাজা লোকপালানয়োধ্যৎ।  
সহ দেবৈস্ত তে ভগ্না রাবণেন দুরাক্ষনা॥ ১৬

‘হৃচ্ছামতো রূপধারণকারী, রক্ত-মাংসভোজনকারী  
দশকোটি সহস্র সংখ্যক রাক্ষস লঙ্কাপুরীতে বাস করে।

রাজা রাবণ তাদের সঙ্গে নিয়ে লোকপালদেব সঙ্গে যুদ্ধ  
করেছিলেন। দুরাক্ষা রাবণ দেবতাদের সঙ্গে সেই  
লোকপালদেবও পরাস্ত করেছিলেন।’

বিভীষণস্য তু বচন্তচ্ছ্রুত্বা রঘুসত্তমঃ।  
অধীক্য মনসা সর্বমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৭

বিভীষণের এই কথা শুনে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র  
মনে মনে সেগুলি উত্তমরূপে বিচার বিবেচনা করে এইকপ  
বাক্য বললেন—

যানি কৰ্মাপদানানি রাবণস্য বিভীষণ।  
অখ্যাতানি চ তত্ত্বেন হ্যবগচ্ছামি তান্যহম্॥ ১৮

‘বিভীষণ! যুদ্ধ বিষয়ক রাবণের যেসব পরাক্রমের  
কথা আপনি বললেন, তা আমি ভালোভাবেই জানি।

অহং হত্বা দশগ্রীবাং সপ্তহস্তং সহায়জম্।  
রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সত্যমেতচ্ছৃণোতু মে॥ ১৯

‘কিন্তু আপনি আমার এই সত্য কথা শুনুন ;  
সেনাপতি প্রহস্ত এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎ সহ দশানন রাবণকে

হত্যা করে, আপনাকেই আমি রাজা করব।  
রসাতলং বা প্রবিশেৎ পাতালং বাপি রাবণঃ।

পিতামহসকাশং বা ন মে জীবন্ বিমোক্ষতে॥ ২০

‘রাবণ যদি রসাতলে, পাতালে প্রবেশ করে অথবা  
পিতামহ ব্রহ্মার নিকটেও উপস্থিত হয়, তাহলেও জীবিত

অবস্থায় আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না।  
অহত্বা রাবণং সংখ্যে সপুত্রজনবান্ধবম্।

অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভিষ্টপ্তভূতিঃ শপে॥ ২১

‘আমি আমার তিন ভাইয়ের নামে শপথ করে  
বলছি, যুদ্ধে অস্বীয়-বন্ধু-পুত্রসহ রাবণকে হত্যা না করে

আমি অযোধ্যায় প্রবেশ করব না।’  
কহ্বা তু বচনং তস্য রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ।

শিরসাহনন্দ্য ধর্মাত্মা বন্ধুমেবং প্রচক্রমে॥ ২২

অক্রিষ্টকর্মী (যিনি অন্যায়সে সকল কর্ম সম্পন্ন করতে  
সক্ষম) রামচন্দ্রের এই কথা শুনে ধর্মাত্মা বিভীষণ অবনত  
মস্তকে প্রণাম আনিয়ে তাঁকে (শ্রীরামকে) বলতে আরম্ভ  
করলেন।

রাক্ষসানাং বধে সাহাঃ লঙ্কায়ান্ত প্রদর্শয়ে।  
করিষ্যামি যথাপ্রাণং প্রবেক্ষ্যামি চ নাহিনীম্॥ ২৩

‘রাক্ষসসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বধ  
করতে তথ্য লঙ্কাপুরী তখনই করতে আমি যথাসাধ্য সহায়তা  
করবো। এমনকী এই কাজে প্রাণত্যাগেও পিছপা হব না।’

ইতি ব্রহ্মাণং রামস্ত পরিদজ্ঞা বিভীষণম্।  
অব্রবীন্মগ্নশং প্রীতঃ সমুদ্রাজ্জলমানয়॥ ২৪

তেন চেমং মহাপ্রাজ্ঞমভিষিক্ত বিভীষণম্।  
রাজানং রক্ষসাং ক্ষিপ্ৰং প্রসমে ময়ি মানদ॥ ২৫

বিভীষণ এইরূপ বললে রামচন্দ্র তাঁকে আলিঙ্গন  
করলেন। প্রীত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—‘হে মানদ! (যিনি

অপরকে সম্মান জানাতে পারেন, তিনিই মানদ) সমুদ্র  
থেকে জল নিয়ে এসো, তার দ্বারা এই মহাপ্রাজ্ঞ

বিভীষণকে শীঘ্রই আমি প্রসন্ন চিত্তে রাক্ষসদের রাজারূপে  
অভিষিক্ত করব।’

এবমুত্ত্ব সৌমিত্রিরভ্যধিষ্ণু বিভীষণম্।  
মধ্যে বানরমুখ্যানাং রাজানং রাজশাসনাৎ॥ ২৬

এইরূপ কথা শুনে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ মহারাজ  
রামচন্দ্রের আদেশে বানর প্রধানদের উপস্থিতিতে

বিভীষণকে রাক্ষসদের রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন।  
তং প্রসাদং তু রামস্য দৃষ্ট্বা সদাঃ প্রবঙ্গমাঃ।

প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানঃ সাধুসাম্প্রিতি চাত্তবন্॥ ২৭

রামচন্দ্রের সেই সদা অনুগ্রহ দেখে বানরেরা মহাত্মা  
শ্রীরামকে সাধু সাধু বলে অভিনন্দিত করলেন।

অব্রবীচ্চ হনুমাংশ্চ সুগ্রীবশ্চ বিভীষণম্।  
কথং সাগরমঙ্কোভাং তরাম বরুণালয়ম্।

সৈন্যোঃ পরিবৃত্তাঃ সর্বে বানরাণাং মহৌজসাম্॥ ২৮

অনন্তর সুগ্রীব এবং হনুমান বিভীষণকে বললেন—  
‘রাক্ষসরাজ! আমরা কেমন করে মহাতেজস্বী বনের সৈন্য

পরিবৃত্ত হয়ে অঙ্কোভা বরুণালয়<sup>(১)</sup>সহ এই উত্তাল সমুদ্র  
অতিক্রম করব?’



উপায়ৈরভিগাহাম যথা নদনদীপতিম্।  
তরাম তরসা সর্বে সৈন্যো বরুণালয়ম্॥ ২৯  
'সকল নদ-নদীর পতি বরুণালয় এই সমুদ্রকে  
সৈন্যে আমরা সকলে কিভাবে অতি শীঘ্র অতিক্রম করতে  
সক্ষম হবো ? তার উপায় আপনি বলুন।'  
এবমুক্তম্ব ধর্মাত্মা প্রত্নবাচ বিভীষণঃ।  
সমুদ্রং রাঘবো রাজ্ঞা শরণং গচ্ছমহতি। ৩০  
এইরূপ বললে, ধর্মাত্মা বিভীষণ প্রত্নবাক্রে  
বললেন—'বহুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের সমুদ্রের শরণ  
নেওয়া উচিত।

ধানিতঃ সগরোণায়মশ্রমেয়ো মহোদধিঃ  
কর্তুমহতি রামস্য জাতেঃ কার্যং মহোদধিঃ। ৩১  
'রাজা সগর এই অপার মহান সমুদ্র খনন  
করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র হলেন তাঁরই বংশজ। তাই সমুদ্র  
অবশ্যই রামের কাজ সুসম্পন্ন করবেন।'  
এবং বিভীষণেনোক্তো রাক্ষসেন বিপশিতা।  
অজগামাখ সুগ্রীবো যত্র রামঃ সলক্ষণঃ। ৩২  
ধর্মাত্মা বিভীষণ এইরূপ বললে, লক্ষ্মণসহ বামচন্দ্র  
যেখানে অবস্থান করছিলেন, সুগ্রীব সেখানে এসে উপস্থিত  
হলেন।

ততশ্চাখ্যাত্মারেভে বিভীষণবচঃ শুভম্।  
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সাগরসোপবেশনম্॥ ৩৩  
সুবিশাল শ্রীবাবিশিষ্ট সুগ্রীব সাগরতীরে উপবেশন  
বিষয়ে বিভীষণের প্রতি মঙ্গলজনক বাক্যসমূহ উল্লেখ  
করতে আরম্ভ করলেন।

প্রকৃত্যা ধর্মশীলস্য রামস্যাস্যাপ্যরোচত।  
সলক্ষণঃ মহাতেজাঃ সুগ্রীবঃ চ হরীশ্চরম্॥ ৩৪  
সংক্রিয়ার্থঃ ক্রিয়াদক্ষঃ শ্রিতপূর্বমভাষত।

ধর্মশীলপ্রকৃতিসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের বিভীষণের এই  
কথা ভালো লাগলো। অনন্তর মহাতেজস্বী রঘুনাথ কার্যদক্ষ  
বানররাজ সুগ্রীবকে শ্রিতহাস্যপূর্বক অভ্যর্থনা জানিয়ে  
লক্ষ্মণকে বললেন—

বিভীষণস্য মন্ত্রোহয়ং মম লক্ষ্মণ রোচতে॥ ৩৫

সুগ্রীবঃ পশিতো নিত্যং ভবান্ মন্ত্রবিচক্ষণঃ।  
উভাভ্যাং সম্প্রথার্থ্যং রোচতে যৎ তদুচ্যতাম্॥ ৩৬  
'লক্ষ্মণ ! বিভীষণের এই পরামর্শ আমার হৃদয়  
লেগেছে। সুগ্রীব রাজনীতি বিষয়ে বড় পণ্ডিত, সময়েচিত্ত  
মন্ত্রণাদানে তুমিও কুশল। অতএব, তোমরা উভয়ে  
ভালোভাবে বিচার করে যা উচিত মনে হয় তাই বল।'  
এবমুক্তো ততো বীরাবুভৌ সুগ্রীবলক্ষ্মণৌ।  
সমুদ্রাচারসংযুক্তমিদং বচনমুচ্যতঃ॥ ৩৭  
তিনি এইরূপ বললে সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ— এই দুই  
বীর সমাদর পূর্ণভাবে বললেন—

কিমর্থং নৌ নরব্যগ্র্যে ন রোচিস্যতি রাঘব।  
বিভীষণেন যৎ তুঙমশ্মিন্ কালে সুখাবহম্॥ ৩৮  
'হে নরব্যগ্র্য রাঘব ! এই সময়ে বিভীষণ যে  
সুখদায়ক কথা বলেছেন, তা আমাদের কেনই বা পছন্দ  
হবে না ?

অবস্থা সাগরে সেতুং ঘোরেষ্মিন্ বরুণালয়ে।  
লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সৈন্ধৱপি সুরাসুরৈঃ॥ ৩৯  
'এই ভয়ংকর বরুণালয় সমুদ্রে সেতুবন্ধন না করে  
ইন্দ্রসহ দেবতারা এমনকী অসুরেরাও লঙ্কায় পৌঁছতে  
সক্ষম হবে না।

বিভীষণস্য শূরস্য যথার্থং ক্রিয়তাং বচঃ।  
অলং কালাতয়ং কৃৎসা সাগরোহয়ং নিযুক্তাতাম্।  
যথা সৈন্যেন গচ্ছাম পুরীং রাবণপালিতাম্॥ ৪০

'বীর বিভীষণের বাক্যকে আপনি যথার্থ মনে করুন।  
অধিক কাল বিলম্বের প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা  
সমুদ্রকে সহায়তার জন্য অনুরোধ করি, যাতে আমরা  
সৈন্যে রাবণ পালিতা লঙ্কায় প্রবেশ করতে পারি।'  
এবমুক্তঃ কুশাস্ত্রীর্ণে তীরে নদনদীপতেঃ।  
সংবিবেশ তদা রামো বেদামিষ হৃতাশনম্॥ ৪১

তাঁদের এইরূপ উক্তির পর, নদ-নদীর অধিপতি  
সমুদ্রের তীরে কুশ বিস্তীর্ণ করে রামচন্দ্র উপবেশন  
করলেন। সেইস্থানে তিনি তখন যজ্ঞবেদিতে প্রজ্জ্বলিত  
হৃতাশনের ন্যায় শোভিত হচ্ছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাস্তুকীয়ে আদিকাবো যুদ্ধকাণ্ডে উনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

## বিংশঃ সর্গঃ (২০)

শার্দূলের পরামর্শে রাবণের শুককে দূতরূপে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ, বানরদের দ্বারা তার দুর্দশার কারণ বর্ণনা, শ্রীরামের কৃপায় তার সংকট মোচন এবং রাবণের উদ্দেশ্যে সুগ্রীবের বার্তা প্রেরণ

জ্যো নিবিষ্টাঃ ধ্বজিনীঃ সুগ্রীবোণ্ডিপানিতাম্।  
দম্প রাক্ষসোহভ্যেতা শার্দূলো নাম বীর্যবান্ ॥ ১  
চারো রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য দুরাক্ষনঃ।  
তাং দৃষ্টা সর্বতোহবাগ্ৰাঃ প্রতিগম্য স রাক্ষসঃ ॥ ২  
অবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাজানমিদমব্রবীৎ।

ইতিমধ্যে দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের গুপ্তচর পরাক্রমী রাক্ষস শার্দূল সমুদ্রতীরে সমবেত সুগ্রীবপালিত বাহিনীকে দেখতে পেল। সর্বতো দ্বিতন্ত্রী অর্থাৎ সম্পূর্ণ দিক নিরুদ্ভিগ্ন সেই বাহিনীকে দেখে সে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক লঙ্কায় প্রবেশ করে রাজা রাবণকে এইরূপ বলল—

এষ বৈ বানরকৌমো লঙ্কাং সমভিবর্ততে ॥ ৩  
অগাধচাপমেঘশ্চ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ।

‘লঙ্কাভিমুখে বানর ও তল্লুকদের একটা প্রবাহ এগিয়ে আসছে। অগাধ এবং অসীম সমুদ্রের এ যেন দ্বিতীয় এক রূপ।

পূত্রৌ দশরথস্যোমৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৪  
উত্তমৌ রূপসম্পন্নৌ সীতায়ঃ পদমাগতৌ।

‘উত্তম রূপ সম্পন্ন রাজা দশরথের পুত্রদ্বয় শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ—এই ভ্রাতৃদ্বয় সীতা উদ্ধারের জন্য আসছেন।

এতৌ সাগরমাসাদ্য সন্নিবিষ্টৌ মহাদ্যুতে ॥ ৫  
বলং চাক্ষশমাবৃত্য সর্বতো দশযোজনম্।

তথ্যুতঃ মহারাজ কিপ্রং বেদিতুমর্হসি ॥ ৬  
‘মহাতেজস্বী মহারাজ ! এই ভ্রাতৃদ্বয় সমুদ্রতীরে এসে অবস্থান করছেন। তাঁদের বানর-বাহিনী সব দিক থেকে দশযোজন ব্যাপ্ত করে সকল শূন্যস্থান আবৃত করে অবস্থান করছে। এই সংবাদ যথার্থ। আপনি এ বিষয়ে শীঘ্রই বিশদে জানতে পারবেন।

তব দূতঃ মহারাজ কিপ্রমর্হসি বেদিতুম্।  
উপপ্রদানং সাত্ত্বং বা ভেদো বাত্র প্রযুক্তাতাম্ ॥ ৭  
‘মহারাজ ! এ বিষয়ে জানাব জন্য শীঘ্র আপনার দূত প্রেরণ করুন, অনন্তর যা উচিত বিবেচনা করেন, তাই করুন যেমন, সীতাকে প্রত্যর্পণ অথবা মধুর বাবহার দ্বারা

শত্রুদের বশীকরণ অথবা শত্রুমধ্যে (সুগ্রীব ও রামের মধ্যে) বিভেদ রচনা।’

শার্দূলস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

উবাচ সহসা বাগ্ৰঃ সম্প্রথার্থ্যার্থমানঃ।

শুকং সাধু তদা রক্ষো বাক্যমর্থবিদাং বরম্ ॥ ৮

রাক্ষসরাজ রাবণ শার্দূলের এই কথা শুনে সহসা বাগ্ৰ হয়ে আপন কর্তব্য স্থির করে বাক্য অর্থতত্ত্ববিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাক্ষস শুককে উত্তম বাক্য সহযোগে বললেন—  
সুগ্রীবঃ ক্রুহি গদ্বাহহন্ত রাজানং বচনামম্।

যথাসংদেশমক্লীবং শঙ্কয়া পরয়া গিরা ॥ ৯

‘শুক ! আমার কথানুসারে শীঘ্রই রাজা সুগ্রীবের নিকট গিয়ে মধুর এবং উত্তম ভাষা দ্বারা নির্ভীক ভাবে বলো—

ত্বং বৈ মহারাজকুলপ্রসূতো  
মহাবলশর্করজঃসুতশ্চ

ন কশ্চনার্থস্তব নাত্ত্যনর্থ

স্থথাপি মে ভ্রাতৃসমো হরীশ ॥ ১০

‘হে বানররাজ ! আপনি বানরদের মহারাজকুল সমুত্ত। বলশালী শঙ্করাজের সন্তান, আপনি নিজেই যথেষ্ট মহাবলশালী। আপনি আমার ভ্রাতৃসম। আমার দ্বারা আপনার কোনো লাভ না হলেও আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না।

অহং যদাহরং ভাৰ্য্যং রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।

কিং তত্র তব সুগ্রীব কিঙ্কিজাং প্রতি গমাতাম্ ॥ ১১

‘সুগ্রীব ! যদিও আমি বুদ্ধিমান রাজপুত্র রামের স্ত্রীকে হরণ করেছি ; কিন্তু আপনার তাতে কী ক্ষতি হয়েছে ! আপনি কিঙ্কিজ্যায় প্রত্যাবর্তন করুন।

নহীয়ং হরিভির্লঙ্কা প্রাপ্তুং শক্যা কথঞ্চন।

দেবৈরপি সগন্ধর্বেঃ কিং শূনর্নরবানরৈঃ ॥ ১২

‘আমাদের এই লঙ্কাপুর্বেতে বানরদের কোনওমতেই পৌঁছতে পারবে না। গন্ধর্ব সহ দেবতাদেরও এই স্থানে প্রবেশ অসম্ভব। নর-বানরদের কথা আর কি বলব ?’

স তদা রাক্ষসেন্দ্রেন সন্দিষ্টৌ রজনীচরঃ।



শুকো বিহঙ্গমো ভূত্বা তূর্ণমাপ্তো চাশ্বরম্ ॥ ১৩  
রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ সন্দেশ প্রদান করলে সেই  
বান্দ্রস শূক পক্ষীরূপ ধারণ করে দ্রুত গগনপথে  
উড্ডীয়মান হল।

স গচ্ছা দূরমবধানমুপযুপরি সাগরম্  
সংহিতো হৃদয়ে বাক্যং সুগ্ৰীবমিদমব্রবীৎ ॥ ১৪  
সর্বমুক্তং বখাহহদিষ্টং রাবণেন দুরাশ্বনা।

সমুদ্রের অনেক উপর দিয়ে বহু দূর পথ অতিক্রম  
করে সুগ্ৰীবের নিকটে এসে আকাশে হ্রিত হয়ে সেই শূক  
দুরাশ্বা রাবণের আদেশানুসারে সব কথা বলল।

তং প্রাপয়ন্ত্যং বচনং তূর্ণমাপ্তো বানরাঃ ॥ ১৫  
প্রাপদন্ত তদা ক্রিপ্রং লোপুং হস্তং চ মুষ্টিভিঃ ॥

তার সেই বার্তা শুনেই বানরেরা তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে  
উঠে : শীঘ্রই তাকে ধরে খুট্টাঘাতে (ঘুঁষি মেরে) হত্যা  
করতে উদাত হয়।

সর্বৈঃ প্রবলৈঃ প্রসভং নিগৃহীতো নিশাচরঃ ॥ ১৬  
গগনান্ ভূতলে চাপ্ত প্রতিগৃহ্যাবতারিতঃ ॥

(কিন্তু তারা সংযত হয়ে) সেই রাক্ষসকে ধরে শীঘ্রই  
আকাশ থেকে ভূতলে নামিয়ে আনল। ‘শূক’ বানরদের  
দ্বারা বন্দি হল।

বানরৈঃ পীডমানস্ত শুকো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭  
ন দূতান্ ঘৃষ্ণি কাকুৎস্থ বার্যজ্ঞাং সাধু বানরাঃ ॥  
যন্ত হিহ্মা মতং ভর্তৃঃ স্বমতং সম্প্রধারয়েৎ ॥

অনুক্তবাদী দূতঃ সন্ স দূতো বধমহতি ॥ ১৮

বানরদের দ্বারা প্রহৃত হতে হতে শূক বলল—‘হে  
কাকুৎস্থ ! দূত অবধ্য, আপনি বানরদের বারণ করুন। যে  
প্রভুর মত তাগ করে আপন মত প্রকাশ করতে চায়, সেই  
দূত অনুক্তবাদী<sup>(১)</sup> (প্রভু যা বলতে চেয়েছেন তা যে বলে  
না), সেই দূতই বধ্য।’

শুকস্য বচনং রামঃ শ্রুত্বা তু পরিদেবিতম্ ॥

উবাচ মাঘধিষ্টেতি দ্রুতঃ শাখামৃগবর্জিতম্ ॥ ১৯

শূকের এই বিলাপমিশ্রিত কথা শুনে রামচন্দ্র  
প্রত্যরবত বানরমুখাদের বললেন—‘একে মেরো না।’

স চ পত্রলঘুর্ভূত্বা হরিভির্দর্শিতেহভয়ে ॥

অভরিক্ষে হিতো ভূত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ২০

তখন বানরেরা তাকে অভয় দিলে সে তার ভয়  
ভাব লঘু করে, আকাশে অবস্থিত হয়ে পুনরায় বলল—

সুগ্ৰীব সত্বসম্পন্ন মহাবলপরাক্রম।

কিং ময়া খলু বক্তব্যো রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ২১

‘সত্বগুণসম্পন্ন ! মহাবলশালী ! পরাক্রমী !  
সুগ্ৰীব ! জগতে উৎপীড়নকারী রাবণকে আমি কি  
বলব ?’

স এবমুক্তঃ প্রবগাধিপত্তদা

প্রবঙ্গমানামৃষভো মহাবলঃ ॥

উবাচ বাক্যং রজনীচরস্য

চারং শূকং শুকমদীনসম্ ॥ ২২

শূক এইরূপ বললে মহাবলশালী প্রবগশিরোমুখ  
বানররাজ সুগ্ৰীব রাক্ষসদের দূত শূককে সম্পূর্ণ এবং  
নিশ্চিতভাবে বললেন

ন মেহসি মিত্রং ন তথানুকম্পায়া

ন চোপকর্তাসি ন মে প্রিয়োহসি ॥

অরিষ্ঠ রামস্য সহানুবন্ধ-

স্ততোহসি বালীব বখার্থ বধ্যঃ ॥ ২৩

‘(ওহে দূত ! রাবণকে বলো -) হে বধ্য ! (দানব)  
আপনি আমার বন্ধুও নন, দয়ারও পাত্র নন, আমার  
উপকারীও নন, আবার আমার প্রিয়জনও নন। আপনি  
ভগবান রামচন্দ্রের শত্রু। সেইজন্যই আপনি পরিবার-  
পরিজনসহ বালীর ন্যায় আমার নিকটেও বধ্যযোগ্য।

নিহন্যাহং জ্ঞাং সসূতং সবন্ধুং

সজ্জাতিবর্গং রজনীচরেশ ॥

লক্ষ্যং চ সর্বাং মহতা বলেন

সর্বৈঃ করিষ্যামি সমেতা ভ্রম ॥ ২৪

‘ওহে নিশাচররাজ ! আমি আপনার পুত্র, বন্ধু এবং  
আত্মীয় কুটুম্বসহ আপনাকে হত্যা করব। মহাবলশালী  
সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে আপনার লক্ষ্যপূরীকে ভ্রম করব।

ন যোক্ষ্যসে রাবণ রাঘবস্যা

সুরৈঃ সহৈল্লৈরপি মূঢ় গুণ্ডঃ ॥

অজর্হিতঃ সূর্যপথং গতোহপি

(১) রাক্ষস দূত প্রকৃতপক্ষে এখানে বোঝাতে চেয়েছে যে, যা করেছে তা তার প্রভুর নির্দেশই করেছে। প্রভুর নির্দেশ  
পালনই তার একমাত্র কর্তব্য। অন্যথায় সে প্রভুর নিকট বধ্যযোগ্য অপরাধী রূপে গণ্য হবে। অতএব রামচন্দ্রের নিকট সে  
বধ্যযোগ্য নয়।



তথৈব পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ।  
দ্বিংশাদাহুজসজতো বা

হতোহসি রামেন সহানুজতম্। ২৫  
‘মুখ্য বাবণ ! যদি ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনাকে রক্ষণও করেন অথবা আপনি সূর্যপথে (আকাশে) অন্তর্হিত হন কিংবা পাতালে প্রবেশ করেন, এমনকী মহাদেবের রূপেও আশ্রয় গ্রহণ করেন তথাপি শ্রীরামচন্দ্রের হাত থেকে মুক্তি পাবেন না। আপনি অবশ্যই অনুজদের সঙ্গে তাঁর হাতে মারা পড়বেন।

তস্য তে ত্রিষু লোকেষু ন পিশাচঃ ন রাক্ষসম্।  
হাতারং নানুপশ্যামি ন গন্ধর্বং ন চাসুরম্। ২৬  
‘ত্রিলোকের কোনো পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব কিংবা অসুরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, যে আপনাকে তাঁর হাত থেকে রক্ষা করবে।

অবধীষুঃ জরাবৃদ্ধং গৃধ্ররাজং জটায়ুধম্।  
কিং নু তে রামসামিধ্যে সকাশে লক্ষ্মণস্য চ।  
হজ সীতা বিশালাক্ষী যাং ত্বং গৃহ্য ন বুধ্যসে। ২৭  
‘আপনি জরাপ্রাপ্ত গৃধ্ররাজ জটায়ুকে হত্যা করেছেন। আপনি রাম এবং লক্ষ্মণের অলক্ষ্যে আয়তলোচনা সীতাকে কি হরণ করেননি ? (অর্থাৎ আপনি তো মহাবলশালী বীর, তাহলে কেন কাপুরুষের ন্যায় তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাঁকে অপহরণ করেছেন ?) যাঁকে আপনি হরণ কবেছেন, তার পরিণাম আপনি বুঝতে পারছেন না।

মহাবলঃ মহাস্থানং দুরাধৰ্ষং সুরৈরপি।  
ন বুধ্যসে রমুশ্রেষ্ঠং যন্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি। ২৮  
‘মহাবলবান, মহাস্থা, দেবতাদেরও অপরাধের, রঘুকুলভিলক শ্রীরামচন্দ্র যে আপনার প্রাণ হরণ করবেন (আপনি তো সীতাকে গোপনে অপহরণ করেছেন, কিন্তু রঘুনাথ প্রকাশ্যেই আপনার প্রাণ হরণ করবেন), তা আপনি বুঝতে পারছেন না।’

ততোহব্রবীদ্ বালিসুতোহপ্যদো হরিসত্তমঃ।

নামং দূতো মহারাজ চারকঃ প্রতিজ্ঞতি মে॥ ২৯  
তুলিতং হি বলং সর্বমেনেন তব তিষ্ঠতা।  
গৃহ্যতাং মাগমল্লঙ্কামেতন্নি মম রোচতে॥ ৩০  
তখন বানরশিরোমণি বালিপুত্র অঙ্গদ বললেন—‘মহারাজ এ দূত নয়, আমার মনে হয় এ গুপ্তচর। এখানে উপস্থিত হয়ে আপনার সমস্ত সৈন্য সংখ্যার সম্পূর্ণ বিবরণ নিচ্ছে। একে বন্দি ককন, এ যেন লঙ্কায় ফিবে যেতে না পারে। এই আমার অভিমত।’

ততো রাজ্ঞা সমাদিষ্টাঃ সমুৎপতা বলীমুখাঃ।  
জগৃহুশ্চ ববধুশ্চ বিলপন্তমনাধবৎ॥ ৩১  
তখন রাজা সুগ্রীবের আদেশে বানরেরা লাফিয়ে উঠে তাকে বন্দি করে বেঁধে রাখল। সেই রাক্ষস তখন অনাথের ন্যায় বিলাপ করতে লাগল।

শুকস্ত বানরৈশ্চৈগুস্তত্র তৈঃ সম্প্রপীড়িতঃ।  
ব্যাচুক্রেশ্ মহাস্থানং রামং দশরথাস্বজম্।  
লুপোতে মে বলাৎ পক্ষৌ ভিদোতে মে তথাক্ষী। ৩২  
যাং চ রাত্রিং মরিষ্যামি জায়ে রাত্রিং চ যামহম্।  
এতশ্মিন্নন্তরে কালে যন্ময়া হৃদ্যতং কৃতম্।  
সর্বং তদুপপদোথা জহ্যাং চেদ্ যদি জীবিতম্॥ ৩৩  
বাক্স ‘শুক’ বানরদের দ্বারা প্রচণ্ডরকম উৎপীড়িত হয়ে দশরথনন্দন মহাস্থা রামচন্দ্রকে চিৎকার করে বলতে লাগলো—‘এরা বলপূর্বক আমার পক্ষদ্বয় ছিন্ন করছে তথা অক্ষিযুগল ভেদ করছে। যদি আমি (এই অত্যাচারের) প্রাণত্যাগ করি, তাহলে যে রাত্রিতে আমি জন্মেছি এবং যে রাত্রে মারা যাব, তার তদুপপদবর্তী কালে আমি যা পাপ করেছি, সেই পাপের ডাগী হবেন আপনি।’

নাশ্বাতয়ৎ তদা রামঃ শ্রদ্ধা তৎপরিদেবিতম্।  
বানরানব্রবীদ্ রামো মুচাতাং দূত আগতঃ॥ ৩৪  
তখন রামচন্দ্র তার বিলাপ শুনে তাকে আঘাত করতে নিষেধ করে বানরদেবকে বললেন—‘দূতরূপে আগতকে ছেড়ে দাও।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

## একবিংশঃ সর্গঃ (২১)

সমুদ্রের তীরে কুশাঙ্গীর্ণ আসনে বসে শ্রীরামচন্দ্রের তিন দিন ধরে ধর্মা, সমুদ্রদেবের  
অদর্শনে ক্রোধে বাণ নিক্ষেপপূর্বক সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করা

ততঃ সাগরবেলায়াঃ দর্ভানাঙ্গীর্ণ রাঘবঃ ।  
অঞ্জলিঃ প্রাঙ্মুখঃ কৃত্বা প্রতিশিশ্যো মহোদধেঃ ॥ ১

অনন্তর রঘুনাথ সমুদ্রের তীরে কুশ বিস্তীর্ণ করে  
মহাসমুদ্রের অভিমুখী হয়ে কৃতাজলিবদ্ধভাবে শয়ন  
করলেন।

বাহুঃ ভুজঙ্গভোগাভমুপধারিসূদনঃ ।  
জাতরূপময়ৈশ্চৈব ভূষণৈর্ভূষিতং পুরা ॥ ২

বনবাসের পূর্বে স্বর্ণাভরণে ভূষিত থাকত যে বাহু, যা  
সর্পের ন্যায় কোমল, তাই হল তখন তাঁর উপাধান অর্থাৎ  
তিনি দক্ষিণ বাহু বালিশের মতো করে তাতে মাথা রেখে  
শয়ন করলেন।

মণিকাঞ্চনকেয়ূরমুক্তাপ্রবরভূষণৈঃ  
ভূজৈঃ পরমনারীণামভিমুষ্টমনেকথা ॥ ৩

মণিকাঞ্চন শোভিত কেয়ূর তথা মুক্তার শ্রেষ্ঠ  
আভরণে বিভূষিতা নারীদের করকমল দ্বারা তাঁর বাহুগল  
মার্জিত এবং সেবিত হত।

চন্দনাগুরুভিশ্চৈব পুরস্তাদভিসেবিতম্ ।  
বালসূর্যপ্রকাশৈশ্চ চন্দনৈরূপশোভিতম্ ॥ ৪

পূর্বে অগুরু এবং চন্দন দ্বারা এই বাহুদ্বয় সেবিত  
হত। প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট রক্তচন্দন  
তাঁর শোভা বর্ধন করত।

শয়নে চোত্তমাস্তেন সীতায়াঃ শোভিতং পুরা ।  
তক্ষকসোব সঙ্কোগং গঙ্গাজলনিষেবিতম্ ॥ ৫

সীতা হরণের পূর্বে শয়নকালে সীতাদেবীর মস্তক  
দ্বারা তাঁর বাহু শোভিত হত। সুন্দর শয্যায় অবস্থিত  
রক্তচন্দন চর্চিত তাঁর বাহুদ্বয় গঙ্গাজলে বাসরত তক্ষকের<sup>(১)</sup>  
ন্যায় শোভা ধারণ করত।

সংযুগে যুগসংকাশঃ শক্রাণাং শোকবর্ধনম্ ।

সুহৃদাঃ নন্দনঃ দীর্ঘঃ সাগরাস্ত্রবাপাশ্রয়ম্ ॥ ৬

রথ হলাদির জোয়ালের ন্যায় দৃঢ়, যুদ্ধে শত্রুদের  
শোকবর্ধনকারী, সুহৃদজনের দীর্ঘকালীন আনন্দদায়ক এই  
বাহুতেই ছিল আসমুদ্র ভ্রমণের রক্ষার ভার।

অস্যা চ পুনঃ সবাং জ্যাঘাতবিহতম্ ।  
দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুং মহাপরিঘসমিতম্ ॥ ৭  
গোসহস্রপ্রদাতারং দ্যপখায় ভুজং মহং ।

অদ্য মে তরণং বাধ মরণং সাগরস্য বা ॥ ৮  
ইতি রামো ধৃতিং কৃত্বা মহাবাহুর্মহোদধিম্ ।  
অধিশিষ্যে চ বিধিবৎ প্রয়তো নিয়তো মুনিঃ ॥ ৯

জ্যা-এর আঘাতে (পুনঃ পুনঃ বাণচালনার কারণে)  
যাঁর বামঅঙ্গের ছকে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং দক্ষিণ বাহু  
মহামুদগরের ন্যায় দৃঢ় শক্তিশালী, সহস্র গাভী দানকারী  
রামচন্দ্র তাঁর সুবিশাল বাহুকে বালিশ করে 'আজ হয় সমুদ্র  
পার হবো অথবা সমুদ্রকে সংহার করব' এইরূপ সংকল্প  
করে শরীর, মন এবং বাণীকে সংযত করে মহাসমুদ্রকে  
অনুকূল করার উদ্দেশ্যে বিধিপূর্বক ধরনা দিয়ে কুশাসনে  
শয়ন করলেন।

তস্য রামস্য সুপ্তস্য কুশাঙ্গীর্ণে মহীতলে ।  
নিয়মাদপ্রমত্তস্য নিশান্তিন্তোহভিজঘাতুঃ ॥ ১০

কুশাঙ্গীর্ণ ভূমির উপরে শয়ন করে নিয়ম থেকে  
বিচ্যুত না হয়ে, রামচন্দ্র সেই সমুদ্রতীরে তিন রাত্রি  
অতিবাহিত করলেন।

স ত্রিরাত্রোষিতস্তত্র নয়জ্ঞো ধর্মবৎসলঃ ।  
উপাসত তদা রামঃ সাগরং সরিতাং পতিম্ ॥ ১১

ন চ দর্শয়তে রূপং মন্দো রামস্য সাগরঃ ।  
প্রমতেনাপি রামেশ যথার্থমভিপূজিতঃ ॥ ১২

ন্যায়ন্ত, ধর্মবৎসল রামচন্দ্র সরিৎপতি সাগরকে

<sup>(১)</sup> তক্ষকনাগের গাত্রবর্ণ ছিল লাল (দ্রষ্টব্য মহাভারতের আদিপর্ব ৪৪।২-৩)

যথাবিহিত উপাসনা এবং সময়ে যথাযথভাবে পূজা করে  
সেই স্থানে তিনরাত্রি ব্যাপী ধরনা দিলেও তাঁর জন্য  
সমুদ্রকে মন্দ্ররূপ ধারণ করতে (অসীম জলরাশির প্রবল  
তরঙ্গমালাকে শান্ত হতে) দেখলেন না।

সমুদ্রস্য ভতঃ ক্রুদ্ধো রামো বজ্রলোচনঃ।  
সমীপস্থমুবাচৈদং লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণম্ ॥ ১৩

তখন সমুদ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রলোচনধারী  
শ্রীরামচন্দ্র নিকটস্থিত শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে বললেন—  
অবলেশঃ সমুদ্রস্য ন দর্শয়তি যঃ স্বয়ম্।  
প্রশমন্ত ক্ষমা চৈব আর্জবং প্রিয়বাদিতা ॥ ১৪  
অসামর্থ্যকলা হোতে নির্ভণেষু সতাং গুণাঃ।

‘সমুদ্রের খুব অহংকার, সেইজন্য সে আমাকে  
দেখা দিল না। শান্তি, ক্ষমা, সরলতা এবং মধুরভাষণ  
—সজ্জনদের এই গুণগুলি গুণহীন পুরুষের নিকট নিষ্ফল  
হয়ে যায়।

আত্মপ্রশংসিনং দুষ্টং ধৃষ্টং বিপরিখাবকম্ ॥ ১৫  
সর্বত্রোৎসৃষ্টগুণঃ চ লোকঃ সংকুরুতে নরম্।

‘আত্মপ্রশংসাকারী, দুষ্ট, ধৃষ্ট, প্রতিবন্ধকতা  
সৃষ্টিকারী এবং সর্বত্র কঠোর দণ্ডদাতা ব্যক্তিকে সব মানুষই  
সংকার করে।

ন সান্না শকাতে কীর্তিন সান্না শকাতে যশঃ ॥ ১৬  
প্রাপ্তুং লক্ষ্মণ লোকেহস্মিঞ্জয়ো বা রণমূর্খনি।

‘হে লক্ষ্মণ ! এই লোকে সাম নীতির দ্বারা (শান্তির  
দ্বারা) কীর্তিমান হওয়া যায় না, যশের প্রসার লাভ হয় না,  
যুদ্ধে জয়লাভও করা যায় না।

অদ্য মদ্বাননির্ভগ্নৈর্মকরৈর্মকরালয়ম্ ॥ ১৭  
নিরুদ্ধতোয়ঃ সৌমিত্রে প্রবত্তিঃ পশ্য সর্বতঃ।

‘হে সৌমিত্র ! আজ আমার বাণে এই মকরালয়  
সমুদ্রের মৎস্য মকরাদিসহ সকল জলজন্তুর দেহ ছিন্নভিন্ন  
হয়ে যাবে। তুমি দেখবে সর্বত্র তাদের মৃতদেহগুলি  
সমুদ্রের জলকে আচ্ছাদিত করেছে।

ভোগিনাং পশ্য ভোগানি ময়া ভিগ্নানি লক্ষ্মণ ॥ ১৮  
মহাভোগানি মৎস্যানাং করিণাং চ করানিহ।

‘লক্ষ্মণ ! সাপেদের দেহগুলি, মৎস্যসমূহের বিশাল  
শরীরগুলি তথা জলজন্তুদের শুণ্ড হস্তাদি আমি টুকরো-  
টুকরো করে ফেলব।

সশঙ্খাশুকিকাজালং সমীনমকরং তথা ॥ ১৯  
অদ্য যুদ্ধেন মহতা সমুদ্রং পরিশোভয়ে।

‘আজ ভয়ংকর যুদ্ধের দ্বারা শঙ্খ-বিনুকাদি সহ তথা  
মৎস্য-মকরাদি সহ সমগ্র সমুদ্রকে শুদ্ধ করে দেব।

ক্ষময়া হি সমায়ুক্তং মাময়ং মকরালয়ঃ ॥ ২০  
অসমর্থঃ বিজানাতি ধিক্ ক্ষমাদীদৃশে জনে।

‘মকরালয় এই সমুদ্র আমাকে ক্ষমাপরায়ণ দেখে  
অক্ষম জ্ঞান করছে। এইরূপ মূর্খকে ক্ষমা করার জন্য ধিক্।  
ন দর্শয়তি সান্না মে সাগরো রূপমাস্তনঃ ॥ ২১  
চাপমানয় সৌমিত্রে শরাংশচাশীবিষোপমান্।

সমুদ্রং শোষণিষ্যামি পদ্ভ্যাং শাস্তু প্রবলমাঃ ॥ ২২

‘সুমিত্রানন্দন ! আমি সামনীতি আশ্রয় করেছি ;  
সেইজন্য সে আমাকে তার স্বরূপ দেখাল না। তুমি আমার  
ধনুক এবং বিষধর সর্পতুল্য বাণগুলি নিয়ে এসো। আমি  
সমুদ্রকে শোষণ করব। বানরেরা পদব্রজেই যাতে লঙ্কায়  
যেতে পারে

অদ্যাক্ষোভ্যমপি ক্রুদ্ধঃ ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরম্।  
বেলাসু কৃতমর্যাদং সহশ্রোর্মিসমাকুলম্ ॥ ২৩

নির্মর্যাদং করিষ্যামি সায়কৈর্বরুণালয়ম্।  
মহার্যবং ক্ষোভয়িষ্যো মহাদানবসঙ্কুলম্ ॥ ২৪

‘যদিও সমুদ্র আজ অক্ষোভ্য তথাপি ক্রুদ্ধ হয়ে আমি  
তাকে ক্ষুব্ধ করতে তুলব, তার সহস্র তরঙ্গমালাও  
বেলাভূমিকে (সমুদ্রতটকে) অতিক্রম করে না। শরাঘাতে  
সমুদ্রতীরের এই সীমারেখাও আমি ভেঙ্গে দেব। মহা মহা  
দানব সমকুল মহাসমুদ্রকে আমি ক্ষুব্ধ করবই।’

এবমুক্তা ধনুষ্পাণিঃ ক্ষোভবিস্ফারিতৈকণঃ।  
বভূব রামো দুর্ধর্ষো যুগান্তাগিরিব জ্বলন্ ॥ ২৫

এই বলে ধনুর্ধারী দুর্ধর্ষ বীর রামচন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ  
হয়ে উঠলেন। তাঁর নেত্র যুগল ক্রোধে বিস্ফারিত এবং  
কালাগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠল।



সম্পীড়া চ ধনুর্ধোরঃ কম্পয়িত্বা শরৈর্জগৎ।

মুমোচ বিশিখানুপ্রান বজ্রানিব শতক্রতুঃ ॥ ২৬

তিনি তাঁর ভয়ংকর ধনুক আন্দোলিত করে শরসন্ধান করলে জগৎ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। শতক্রতু অর্থাৎ হস্তের বজ্রতুল্য ভয়ানক বাণ তিনি নিষ্ক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন।

তে জ্বলন্তো মহাবেগাভ্যেজসা সায়কোত্তমাঃ।

প্রবিশন্তি সমুদ্রস্য জলং বিপ্রতপস্রগম্ ॥ ২৭

সেই জ্বলন্ত, মহাবেগসম্পন্ন, তেজস্বী উত্তম বাণগুলি সবেগে সমুদ্রের জলে প্রবেশ করে জলদ্বিত প্রাণীকুলকে সম্ভ্রান্ত করে তুলল।

তোয়বেগঃ সমুদ্রস্য সমীনমকরো মহান্।

স বভূব মহাঘোরঃ সমারুতরবস্তথা ॥ ২৮

মৎস্য-মকরাদিপূর্ণ বেগসম্পন্ন জলরাশির মধ্যে ভয়ংকর আলোড়ন সৃষ্টি হল। ঝড় সহ সেখানে মহা কলরব আরম্ভ হয়ে গেল।

মহোর্মিমালাবিততঃ শঙ্খতজ্জিসমাবৃতঃ।

সধূমঃ পরিবৃত্তোর্মিঃ সহসাসীমহোদধিঃ ॥ ২৯

সেই মহাসমুদ্র সুবিশাল তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠলো এবং শঙ্খ এবং কিনুকের দ্বারা সমাবৃত হয়ে গেলো। উর্মিমালা ধূম দ্বারা পরিবৃত্ত হল। সহস্রা জলরাশির মধ্যে বড় বড় ঘূর্ণি সৃষ্টি হল।

বাখিতাঃ পদ্মগাশ্যাসন্ দীপ্তাস্যা দীপ্তলোচনাঃ।

দানবাস্ত মহাবীরাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥ ৩০

উদীপ্ত ফনা এবং দীপ্তিশালী নয়নবিশিষ্ট সর্পকুল অত্যন্ত ব্যাখিত হয়ে উঠল। পাতালবাসী মহাবলী দানবেরাও ব্যাকুল হয়ে উঠল।

উর্ময়ঃ সিদ্ধুরাজস্য সনক্রমকরাস্তথা।

বিজ্যামন্দরসংকাশাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩১

সিদ্ধুরাজের সহস্র সহস্র উর্মিমালা ছিল বিজ্য এবং মন্দার পর্বতের ন্যায় সুবিশাল এবং বিদ্রুত ; যাতে উঠে আসছিল কুমীর সহ নানা জলজন্তু।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাঙ্গালীকীর্মে আদিকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের মুক্তকাণ্ডের একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

আবৃণ্ণিততরঙ্গসৌধঃ

উষার্তিতমলপ্রাহঃ

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমাল মধ্যে ঘূর্ণি সৃষ্টি হইয়া সেখানে বসবাসকারী এবং বড় বড় রাক্ষসগণ ইত্যদ্য মহা মহা হস্তরগুলিও উচ্ছলিত হইতে লগল। যাহার সমুদ্রে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল।

ততস্ত

স্তং

রাঘববৃদ্ধবেগঃ

প্রকর্মমাণঃ

ধনুঃপ্রসঙ্গঃ

সৌনিদ্রিক্রুৎপতা

বিনিঃস্রবঃ

নানেনি

চোদ্ধা

ধনুঃপ্রসঙ্গঃ ॥ ৩২

তদনন্তর রঘুনাথ রোষপূর্ণ হইয়া সর্বদ্বন্দ্ব প্রজ্ঞা করিতে ভয়ংকর বেগশালী ধনুকটিকে আকর্ষণ করে লাগলেন। তাই দেখে সুমিত্রানন্দন ভঙ্কলায় ছুটি ছিটি তাঁর ধনুক আকর্ষণ করে অর্ধং স্রোতে ধরে বহু নিত বললেন 'না, না, আর না।'

এতধিনিপি

জ্বলন্তেজস্বান

সম্পৎস্যতে বীরভমস্য কর্ভঃ।

ভবধিষাঃ

জ্ঞেধবশঃ

ন বহি

দীর্ঘং

ভবান্

পশ্যতু সাধুভূঃ ॥ ৩৩

'আপনি বীর শিরোমণি। এছাড়াও (এই সমুদ্রে ধবংস না করেও) আপনার কর্ভ সম্পন্ন হইত পরে। আপনার মতো মহাপুরুষের ক্ষেপের বশবর্তী হওয়া শেত পায় না। আপনার দূরদর্শিতার সাহায্যে ভালো কোন উপায় নির্ধারণ করুন।'

অস্থহিতৈচ্ছাপি

তথাস্থিরিকৈ

ব্রহ্মনিভৈশ্চ

সুখিভিঃ।

শব্দঃ

কৃতঃ

কষ্টমিতি ক্রবন্তি-

মানেতি

চোদ্ধা

মহতা ধরেশ ॥ ৩৪

এই সময়ে অস্ত্ররীক্ষ লোকে অপ্রকলিতকর অবস্থিত মর্জিগণ এবং নেবর্জিগণ গভীর স্বরে 'কষ্ট! কষ্ট!', 'না-না আর না' এইরকম বলে কোলাহল করতে লাগলেন।

## দ্বাবিংশঃ সর্গঃ (২২)

সমুদ্রের পরামর্শ অনুসারে নলের দ্বারা সাগরের ওপরে শতযোজনবাপী দীর্ঘসেতু নির্মাণ, সেই সেতুপথে বানরদের সঙ্গে শ্রীরাম-প্রমুখের সমুদ্রের অপর পারে গমন, সেখানে সেনা সম্মিলন।

জথোবাচ রঘুশ্রেষ্ঠঃ সাগরং দারুণং বচঃ।

অসং দ্বাঃ শোষণিষ্যামি সপাতালং মহার্ঘব॥ ১

অনন্তর রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সমুদ্রকে কঠোর ভাষায় বললেন—‘হে মহাসমুদ্র! আজ আমি তোমাকে পাতাল সহ শোষণ করবো।

শরনির্দগ্ধতোয়সা পরিশুদ্ধসা সাগরং।

মহা নিহতসজ্জসা পাংসুরুৎপদাতে মহান্॥ ২

‘সমুদ্র! আমার শরাঘাতে তোমার জলরাশি দগ্ধ হয়ে যাবে, তুমি শুষ্ক হয়ে যাবে। তোমার মধ্যে অবস্থিত প্রাণীকুল আমার দ্বারা নিহত হবে এবং জলরাশির পরিবর্তে বিশাল বালির সৃষ্টি হবে।

মহাকার্কবিস্টেভ শরবর্ষণ সাগরং।

পরং তীরং গমিষ্যন্তি পশ্চিরেব প্রবলমাঃ॥ ৩

‘সমুদ্র! আমার ধনুক নিক্ষিপ্ত শরবর্ষণে তোমার এইকণ অবস্থা প্রাপ্ত হলে, বানরেরা পদব্রজেই অপর তীরে যাত্রা করবে।

বিচিহ্নমাজিহানাসি পৌরুষং নাপি বিক্রমম্।

দানবালয় সজ্জাপং মন্ত্রো নাম গমিষ্যসি॥ ৪

‘দানবালয় সাগর! তুমি আমার পৌরুষ ও পরাক্রম সম্পর্কে জানো না। কিন্তু জেনে রাখো, আমার দ্বাবাই তুমি অত্যন্ত সমুপ্ত হবে।’

ব্রাহ্মণাত্ত্রেণ সংযোজ্য ব্রহ্মদণ্ডনিভং শরম্।

সংযোজ্য ধনুষি শ্রেষ্ঠে বিচক্ৰ মহাবলঃ॥ ৫

এই বলে মহাবলী শ্রীরাম ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় একটি ভয়ানক তীর ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিমুখিত করে ধনুকে সংযুক্ত করে আকর্ষণ করলেন।

তন্মিন্ বিকৃষ্টে সহসা রাঘবেণ শরাসনে

রোদসী সম্পফললেব পর্বতাচ্চ চকম্পিরে॥ ৬

রঘুনন্দন কর্তৃক শরসজ্জানপূর্বক ধনুক আকর্ষণ করলে সহসা ভূলোক দুলোক বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং পর্বত প্রকম্পিত হল।

তমচ্চ লোকমাবত্রে দিশচ্চ ন চকামিরে।

প্রতিচক্ষুভিরে চান্ত সরাসি সরিতস্তথা॥ ৭

সমগ্র লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল, দিক্ সমূহ নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। জলাশয় তথা সরোবরসমূহ বিক্ষুব্ধ

হয়ে উঠল।

তির্গচ্ চ সহ নক্ষত্রৈঃ সঙ্গতো চন্দ্রভাস্বরৌ।

জাম্ববান্ডভিরাদীপ্তঃ তমসা চ সমাবৃতম্॥ ৮

নক্ষত্র সহ সূর্য এবং চন্দ্র তির্যক্ গতি প্রাপ্ত হল। সূর্যের কিরণ প্রকাশিত হলেও আকাশ তমশাবৃত হয়ে গেল।

প্রচকাশে তদাহংকাশমুদ্বাশতবিদীপিতম্।

অস্তরিকাচ নির্ঘাতা নির্জগ্মুরতুলস্বনাঃ॥ ৯

শত শত উল্কার প্রকাশে আকাশ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। আকাশে গগ্নীর এবং অতুলনীয় শব্দে বজ্রপাত আরম্ভ হল।

বপুঃপ্রকর্ষণে ববুর্দীব্যাক্রান্তপঙ্ক্তয়ঃ।

বভঞ্জ চ তদা বৃক্ষাজলদানুঘহনুধঃ॥ ১০

আকুলজংগৈব শৈলাগ্রান্ শিখরাণি বভঞ্জ চ।

প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। তার প্রভাবে মেঘরাজি বাবংবাব তাড়িত হতে লাগল, বৃক্ষ সমূহ ভেঙে যাচ্ছিল, পর্বত শিখরগুলি বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

দিবি চ স্ম মহামেঘাঃ সংহতাঃ সমহাস্বনাঃ॥ ১১

মুমুচুর্বেদ্যুতানগ্নীংস্তে মহাশনয়স্তদা।

যানি ভূতানি দৃশ্যানি চুক্রুশ্চাশনেঃ সমম্॥ ১২

অদৃশ্যানি চ ভূতানি মুমুচুর্ভৈরবস্বনম্।

আকাশে মহাবেগবান বজ্রের গর্জন সহ পুনঃপুন বিদ্যুতের ঝলকানি সূচিত হচ্ছিল। ভ্রগতে দৃশ্য এবং অদৃশ্য সকল প্রাণীকুল অশনির ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করতে লাগল।

শিশিরে চাভিভূতানি সন্তস্তানুঘিজস্তি চ॥ ১৩

সম্প্রবিব্রাথিরে চাপি ন চ পম্পদিরে ভয়াৎ।

তাদের মধ্যে কেউ ধরাশায়ী হল। কেউ বা ভয়ে উদ্ভিন্ন হল। কেউ ব্যাথায় ব্যাকুল হয়ে উঠল, আবার কেউ ভয়ে জড়বৎ হয়ে গেল।

সহ ভূতৈঃ সতোয়োর্মিঃ সনাগঃ সহরাক্ষসঃ॥ ১৪

সহসাভূৎ ততো বেগাদ্ ভীমবেগো মহোদধিঃ।

যোজনং বাতিচক্রাম বেলামনাত্ সম্প্লবাৎ॥ ১৫

সমুদ্র তার অভ্যন্তরস্থিত প্রাণীসমূহ, তরঙ্গ, সর্প এবং রাক্ষসদের সহিত সহসা ভয়ানক বেগে প্রলয়কাল বাতীতই এক যোজনবাপী বেলাভূমিকে প্রাবিত করলেন।



তং তথা সমতিক্রান্তং নাতিক্রম্য রাখবঃ।

সমুদ্রতমসিত্রয়ে<sup>১</sup> রামো নন্দনদীপতিম্॥ ১৬

ন নদী সমুদ্রে প্রভু উদ্ধৃত সমুদ্র আপন সীমা  
সহন করেনও শত্রুদমনকারী রামের আপন ছান থেকে  
অপমানসহন করেন না।

ততো মহাব সমুদ্রস্য সাগরঃ স্বয়মুখিতঃ।

উন্যত্রিমহাশৈলোহোরোহিবিব দিবাকরঃ॥ ১৭

তখন সমুদ্রের মহাভাগ থেকে মহাশৈল  
একপর্বতের সমুদ্রত উন্যত্রয়ে থেকে উদিত সূর্যের ন্যায়  
সব বস্তু প্রকাশ করেন।

পশ্যৈঃ সহ নীপ্তাসৈঃ সমুদ্রঃ প্রত্যাদৃশাত।

ত্রিকুবেরুবসংকাশো জাম্বুনদবিভূষণঃ॥ ১৮

উজ্জ্বল দুর্বাশিষ্ট সর্পসমূহের ন্যায় স্বর্ণালংকারে  
ভূষিত ইচ্ছ বৈদ্যমানিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট সমুদ্রের দর্শন লাভ  
হল।

বক্রমাল্যাক্ষরধরঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ।

সর্বপুষ্পময়ীঃ দিব্যঃ শিরসা ধারয়ন্ প্রজম্॥ ১৯

বক্রপুষ্পমাল্য এবং রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিহিত  
সমুদ্রের অক্ষিগুণল পদ্মপুষ্পের পাপড়িতুল্য। তিনি যন্ত্রকে  
ধারণ করেছেন সর্বপুষ্পময়ী দিব্য মালা।

জাতরূপময়ৈশ্চৈব তপনীয়বিভূষণৈঃ।

আম্রজানান্ চ রত্নানান্ ভূষিতো ভূষণোত্তমৈঃ॥ ২০

সুবর্ণ এবং তপ্ত কাঞ্চন<sup>১</sup>) নির্মিত অলংকারে  
সুশোভিত এবং আপন অভ্যন্তরস্থিত রত্নভূষণে সুসজ্জিত  
ছিলেন এই সাগর।

মাতৃভিমুখিতঃ শৈলো বিবিধৈর্মহাবানিবি

একাবলীমধ্যগতঃ তরঙ্গঃ পাণ্ডুরপ্রভম্॥ ২১

বিপুলেনোরস্যা বিম্রংকৌন্তুভস্য সছোদরম্।

তিনি ছিলেন নানাবিধ মাতুর অলঙ্কারে সুসজ্জিত,  
হিমবান পর্বতের ন্যায় সুশোভিত। তাঁর কণ্ঠমালা মধ্যস্থ  
উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণের মপি সুবিশাল বক্ষদেশে কৌন্তুভমণির  
মতো শোভা পাচ্ছে।

আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ কালিকানিলসংকুলঃ॥ ২২

গঙ্গাসিন্ধুপ্রধানাভিরাপগাতিঃ সমাবৃতঃ।

ঘূর্ণায়মান তরঙ্গদ্বারা বেষ্টিত, মেঘমালা এবং বায়ু  
দ্বারা ব্যাপ্ত তথা গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদ-নদী  
তাকে পরিবেষ্টিত করে ছিল।

উত্তীর্ণতমহাত্মাহঃ সন্তানোরগরাক্ষসঃ॥ ২৩

দেবতানাং সুকপাভিনানাকপাভিনীশ্বরঃ।

সাগরঃ সমুপক্রমা পূর্বমামগ্না পার্বতান্॥ ২৪

অত্রবীং প্রাঞ্জলির্বাকাং রাখবঃ শরণাশিনম্॥ ২৫

সমুদ্রস্থিত জলজন্তুগুণি (হাঙর, তিমি প্রভৃতি,  
উদ্বর্তিত হয়েছিল, (লাফিয়ে উঠছিল) সর্প, ব্যাকসদি  
হয়েছিল অত্যন্ত ভীত। দেবতাদের তুল্য সুন্দর রূপ ধারণ  
করে আগত বিভিন্ন রূপবিশিষ্ট নদ-নদীর সাথে শক্তিশালী  
নদীপতি সাগর নিকটে এসে ধনুর্ধারী রামচন্দ্রকে  
বললেন—

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিষ্ত রাখবঃ।

স্বভাবে সৌমা তিত্তস্তি শাস্তং মার্গমাপ্রিতা॥ ২৬

‘সৌমা রঘুনন্দন! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল এবং  
তেজ চিরকাল নিজ স্বভাবেই স্বীয়মার্গ আশ্রয়পূর্বক অবস্থান  
করে।

তৎস্বভাবো মমাপোষ যদগাধোহমগ্রবঃ।

বিকারস্ত ভবেদ্ গাধ এতৎ তে প্রবদামাহম্॥ ২৭

‘আমারও স্বভাব এইরূপ। আমি অগাধ (তলহীন)  
এবং অপ্রব (দুস্তর অর্থাৎ যা পার হওয়া যায় না), যদি আমি  
গাধযুক্ত (তলবিশিষ্ট) হই তাহলে তা হবে আমার বিকার।  
অতএব আমি এই বিষয়ে (সমুদ্র লব্ধনের বিষয়ে)  
আপনাকে বলছি।

ন কাম্যন্ চ লোভাদ্ বা ন ভয়াং পার্শ্ববান্জ।

গ্রাহনক্রণকুলজলং জন্তয়েয়ং কথঞ্চন॥ ২৮

‘হে রাজকুমার! হাঙর, কুমীর সমাকুল এই  
জলরাশিকে কোনো কিছুর কামনায়, লোভে অথবা ভয়ে  
আমি স্তম্ভিত হতে দেব না।

বিশাসো যেন গন্তাসি বিষহিবোহপাং তথা।

ন গ্রাহ্য বিষমিষান্তি যাবৎসেনা তরিশান্তি।

হরীণাঃ তরঙ্গে রাম করিষ্যামি যথা হুম্॥ ২৯

‘শ্রীরাম! যাতে আপনি সাগর পার হয়ে যেতে  
পারেন, আমারও কোনো কষ্ট না হয়—সেইরকম উপায়  
বিধান আমি করছি। যখন সেনারা সমুদ্র অতিক্রম করবে,  
তখন জলজন্তুরা যাতে উৎসীড়ন না করে, অবস্থা অনুসারে  
বানরদের অতিক্রমের জন্য আমি তা করব।’

তমত্রবীং তদা রামঃ শূলু মে বক্রশালয়ঃ।

অমোঘোহয়ং মহাবাপঃ কশ্মিন্ দেশে নিপাতাতাম্। ৩০

তখন রামচন্দ্র তাকে বললেন—‘হে বক্রশালয়!

আমার কথা শুনুন। আমার এই বিশাল বাণ অমোঘ। এবং

<sup>১</sup>) সমুদ্রত সোনার দ্বিবিধ ভাগ পাকা সোনা এবং গয়না সোনা—এই দুইরকম সোনার গয়নার কথা বোঝান হয়েছে।



কোথায় নিষ্কেপ করবো তা বলুন ?

রামস্য বচনং শ্রুত্বা তং চ দৃষ্টা মহাশরম্  
মহোদধির্মহাতেজা রাঘবঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩১

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে এবং সুবিশাল বাণ দেখে  
মহাতেজস্বী মহাসমুদ্র রঘুকুলদমনকে বললেন—

উত্তরেশাবকাশোহস্তি কশিৎ পুণ্যভরো মম।

ক্রমকূলা ইতি খ্যাতো লোকে খ্যাতো যথা ভবান্ ॥ ৩২

‘আপনি যেমন জগতে বিখ্যাত, তেমনি আমার  
উত্তর দিকে আছে ক্রমকূলা নামে প্রখ্যাত এক পবিত্র দেশ

উগ্রদর্শনকর্মাপো বহুবলত্র দসাবঃ

অতীরপ্রমুখাঃ পাপাঃ পিবন্তি সলিলং মম ॥ ৩৩

‘ভয়ানক দর্শনধারী দুষ্কর্মকারী আতীর প্রভৃতি জাতির  
কসূরা সেখানে বাস করে। বহুসংখ্যক সেই পাপীরা

আমর জল পান করে।

তৈর্ন তৎস্পর্শনং পাপং সহ্যয়ং পাপকর্মভিঃ।

অমোঘঃ ত্রিয়তাং রাম অয়ং তত্র শরোত্তমঃ ॥ ৩৪

‘সেই পাপাচারীদের পাপস্পর্শ আমি সহ্য করতে  
পারছি না। হে রামচন্দ্র ! আপনার এই মহান অমোঘ বাণ

সেই স্থানেই নিষ্কেপ করুন।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সাগরস্য মহাত্মনঃ।

মুমোচ তং শরং দীপ্তং পরং সাগরদর্শনাৎ ॥ ৩৫

মহাত্মা সমুদ্রের এই কথা শুনে রামচন্দ্র সাগর

প্রদর্শিত স্থানে পরম দীপ্ত সেই শর নিষ্কেপ করলেন।

তেন তন্নরকান্তারং পৃথিবাং কিম্বিশ্রুতম্

নিপাতিতঃ শরো যত্র বজ্রাশনিসমপ্রভঃ ॥ ৩৬

বজ্র এবং অশনিতুল্য সেই শর সেখানে নিপাতিত  
হল। পৃথিবীতে সেই স্থানটি অস্ত্রাঘাতের কারণে দুর্গম

মরুভূমি নামে খ্যাত হল

ননাদ চ তদা তত্র বসুধা শল্যপীড়িতা।

তস্মাদ্ ব্রণমুখাৎ ভোয়মুৎপপাত রসাতলাৎ ॥ ৩৭

তখন সেই বাণের আঘাতে পৃথিবীও আতঁনাদ করে  
উঠেছিলো। এই আঘাতে সৃষ্ট পৃথিবীর ক্ষতমুখ থেকে

রসাতলেখিত জলধারা নির্গত হতে লাগল।

স বভূব তদা কৃপো ব্রণ ইত্যেব বিশ্রুতঃ।

সততঃ চোখিতঃ ভোয়ং সমুদ্রসোব দৃশ্যতে ॥ ৩৮

ধরিত্রীর সেই ক্ষতস্থান কৃপের মতো হয়ে ব্রণ নামে  
পরিচিত হল। সদা নির্গত সেই জলধারা দেখতে সমুদ্রের

জলরাশি তুল্য।

অবদারগণকচ্চ

দারুণঃ

সমপদ্যত।

তস্মাৎ তদ্ বাণপাতেন অপঃ কুক্ষিরশোষণঃ ॥ ৩৯

তখন সেই স্থানে ধরতী বিনীর্ণকারী ভয়ানক শব্দ  
উদ্ভিত হল ; অতঃপর সেই স্থানের সমস্ত জলরাশি

বাণাঘাতে শুষ্ক হয়ে গেল

নিখাতঃ ত্রিষু লোকেষু মরুকাঙ্ক্যারমেব চ।

শোযয়িত্বা তু তং কুক্ষিঃ রামো দশরথাস্বজঃ ॥ ৪০

বরং তষ্টব্য দদৌ বিদ্বান্ মরবেহমরবিক্রমঃ ॥ ৪১

ত্রিলোকে সেই স্থান মরুকাঙ্ক্যার নামে বিখ্যাত হল।

দশরথানন্দন শ্রীরাম সেই কুক্ষিদেহকে বিশুদ্ধ করলেন।

দেবোপম পরাক্রমী বিদ্বান দশরথি রামচন্দ্র সেই

মরুভূমিকে বর প্রদান করলেন।

শশব্যচ্চান্নরোগশ্চ

ফলমূলরসায়ুতঃ।

বহুশ্লেহো বহুকীরঃ সুগন্ধির্বিবিদৌষধিঃ ॥ ৪২

সেই স্থান পশুদের পক্ষে হিতকারী হবে এবং  
সেখানে বসবাসকারীরা অধিক রোগগ্রস্ত হবে না। রসালো

ফলমূলে পরিপূর্ণ সেই স্থান পরিপূর্ণ হবে তথা সেখানে ঘৃত  
প্রভৃতি শ্লেহ পদার্থের প্রাচুর্য এবং নানাবিধ সুগন্ধী ও

ঔষধির সমৃদ্ধিও হবে।

এবমৈতেষ্য সংযুক্তো বহুভিঃ সংযুক্তো মরুঃ।

রামস্য বরদানাত্ত শিবঃ পত্না বভূব হ ॥ ৪৩

এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের বরদানের ফলে সেই মরুভূমি  
বহুগুণসম্পন্ন হল এবং সেখানে মঙ্গলময় পথ তৈরী

হল।

তস্মিন্ দক্ষে তদা কুক্ষৌ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।

রাঘবঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪

সেই কুক্ষিস্থান দক্ষ হয়ে গেলে সরিৎপতি সমুদ্র

তখন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ রঘুনাথকে এই কথা বললেন—

অয়ং সৌম্য নলো নাম ভ্রময়ো বিশ্বকর্মণঃ।

পিত্রা দত্তবরঃ শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণঃ ॥ ৪৫

‘হে সৌম্য ! আপনার বাহিনী মধ্যে নল নামধারী  
বিশ্বকর্মানন্দন রয়েছে। পিতা বিশ্বকর্মা বরে ইনি অত্যন্ত

শ্রীমান এবং প্রীতিমান।

এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ।

তমহং ধারয়িষ্যামি যথা হ্যেব পিতা তথা ॥ ৪৬

‘পিতার সমান শিল্পকর্মে দক্ষ এই মহোৎসাহী বানর  
আমার ওপর সেতু নির্মাণ করুন, আমি সেই সেতু ধারণ

করব।’

এবমুক্কোদধিনয়ঃ

সমুখায়

নলন্ততঃ।

অব্রবীদ্ বানরশ্রেষ্ঠো বাক্যং রামঃ মহাবলম্ ॥ ৪৭

এই বলে সমুদ্র অন্তর্হিত হলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ  
নল উঠে মহাবলশালী ভগবান শ্রীরামকে বললেন—

অহং সেতুং করিষ্যামি বিস্তীর্ণে মকরালয়ে।

পিতৃঃ সামর্থ্যমাসাদ্য তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ ॥ ৪৮

‘পিতৃদত্ত শক্তিতে বলীমান আমি এই বিস্তীর্ণ  
মকরালয়ে সেতু রচনা করব। মহাসমুদ্র যথার্থই  
বলেছেন

দধ এষ বরো লোকে পুরুষসোতি মে মতিঃ।

ধিক্ ক্রমামকৃতজেষু সাত্বঃ দানমথাপি বা ॥ ৪৯

‘আমার মতে সংসারে অকৃতজ্ঞ জনের প্রতি  
দণ্ডনীতির প্রয়োগই মঙ্গলকর। তাদের প্রতি ক্ষমা, সাহুনা  
এবং দাননীতির প্রয়োগকে ধিকার।

অয়ং হি সাগরো ভীমঃ সেতুকর্মদিদৃক্ষ্য।

দদৌ দণ্ডভয়াৎ পাথং রাঘবায় মহোদধিঃ ॥ ৫০

‘ভয়ংকর এই মহাসমুদ্রকে রাজা সগরের পুত্রগণই  
বিস্তারিত করেছেন। তবুও কৃতজ্ঞতাবশে নয় বরং  
দণ্ডভয়েই সেতু নির্মাণ কার্য অবলোকন করার জন্যই  
মহাসমুদ্র রাঘবের নিকট নিজের গুরুত্ব প্রদর্শিত  
করেছেন।

মম মাতৃর্বরো দত্তো মন্দরে বিশ্বকর্মণা।

ময়া তু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি ভবিষ্যতি ॥ ৫১

‘মন্দার পর্বতে বিশ্বকর্মা আমার মাতৃদেবীকে বর দান  
করেছিলেন, ‘দেবি! তোমার পুত্র আমারই সদৃশ হবে।

ঔরসজস্য পুত্রোহহং সদৃশো বিশ্বকর্মণা।

স্মারিতোহস্মাহমেতেন তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ।

ন চাপাহমনুজো বঃ প্রজায়ামাশ্বনো গুণান্ ॥ ৫২

‘বিশ্বকর্মার ঔরসজাত পুত্র আমি কর্মে তৎসদৃশ  
(তারই সমান)। এই মহাসমুদ্র আজ আমাকে এই কথা  
স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি আপনাকে এই বিষয়ে বলিনি।  
কারণ, আপন গুণের কথা প্রকাশ করা উচিত নয়  
সমর্থশ্রাপাঙ্কং সেতুং কর্তুং বৈ বরুণালয়ে।

তস্মাদদৈবং বয়স্ত্ব সেতুং বানরপুঙ্গবাঃ ॥ ৫৩

‘এই বরুণালয়ে আমি সেতু বন্ধন করতে সক্ষম।  
অতএব বানরবীরগণ আজকেই সেতু নির্মাণ কার্য আরম্ভ  
করুন।’

ততো বিস্টা রামেণ সর্বতো হরিপুঙ্গবাঃ।

উৎপেততূর্মহারণ্যঃ হৃষ্টাঃ শতসহস্রাঃ ॥ ৫৪

অনন্তর রামচন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শতসহস্র  
বানরবীরগণ আনন্দিত হয়ে লাফাতে-লাফাতে মহা অরজে  
প্রবেশ কবল।

তে নগান্ নগসংকাশাঃ শাখামৃগগণবর্ভাঃ

বডঞ্জুঃ পাদপাংস্তত্র প্রচকর্ষুচ সাগরম্ ॥ ৫৫

তখন পর্বততুলা বিশালাকার বানরশ্রেষ্ঠগণ  
পর্বতশিখরসমূহ এবং বৃক্ষরাজি ভগ্ন করে সমুদ্রতটে টেনে  
আনতে লাগলেন।

তে সালৈশচাশুকর্ণৈশ্চ ধবৈর্বংশৈশ্চ বানরাঃ।

কুটৈজরজুনৈস্তালৈস্তিলকৈস্তিনিশৈরপি ॥ ৫৬

বিষ্টকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্টিপত্রৈঃ

চূতৈশ্চাশোকবৃক্ষৈশ্চ সাগরং সমপূরয়ন্ ॥ ৫৭

সেই বানরেরা শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বাঁশ, কুটর  
(কুচি) অর্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বেল, ছাতি,  
পুষ্টিপত্র কর্ণিকা (কনক টাপা), আম এবং অশোক গাছ  
তাদের ডালপালাগুলি সমুদ্রতীরে আনতে লাগল।

সমূলাংশ্চ বিমূলাংশ্চ পাদপান্ হরিনস্তমাঃ।

ইজ্রকেতুনীবোদ্যামা প্রজত্বর্বানরাস্তরুন ॥ ৫৮

সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ সমূলে এবং বিমূলে (মূল  
ব্যতীত অর্থাৎ মূলের উপরিভাগ থেকে) ইন্দ্রজিত্ত্বা  
বড় বৃক্ষ উৎপাটন করে আনতে লাগল।

তালান্ দাড়িমগুশ্মাংশ্চ নারিকেলবিভীতকান্।

করীরান্ বকুলান্ নিহান্ সমাজহুরিতস্ততঃ ॥ ৫৯

তাল, ডালিমের ঝাড়, নারিকেল, বিভীতক, করীর,  
বকুল, নিম প্রভৃতি বৃক্ষ নানা দিক থেকে সংগ্রহ করে  
আনল

হস্তিমাত্রান্ মহাকয়াঃ পাশাণাংশ্চ মহাবলাঃ

পর্বতাংশ্চ সমুৎপাটা যজ্ঞৈঃ পরিবহন্তি চ ॥ ৬০

বিশালাকার ও মহাবলশালী বানরেরা হস্তীতুলা বড়  
বড় প্রস্তর খণ্ড এবং পর্বতসমূহ সমুৎপাটন করে  
বিভিন্নভাবে পরিবহন করছিল।

প্রক্ষিপ্যামাণৈরচলৈঃ সহসা জলমুদ্বৃতম্।

সমুৎসসর্প চাকশমবাসর্পং ততঃ পুনঃ ॥ ৬১

পর্বতখণ্ড নিক্ষেপের ফলে সমুদ্রের জল সহসা  
আকাশে উখিত হয়ে পুনরায় নিম্নে পতিত হচ্ছিল।

সমুদ্রং ক্লেডয়ামাসুর্নিপতস্তঃ সমস্ততঃ

সূত্রাপান্যো প্রগুহুস্তি হ্যায়তং শতযোজনম্ ॥ ৬২



বানরেরা সব দিক থেকে প্রস্তর নিষ্ক্ষেপ করে  
সমুদ্রে ফুঁক করে তুলল। অন্য একদল বানর শত যোজন  
দূর সূত্র ধারণ করল।  
নলকক্ষে মহাসেতুং মধ্যে নদনদীপতেঃ।  
তলা ক্রিয়তে সেতুর্বানরৈর্ঘোরকর্মভিঃ। ৬৩  
নদ-নদী সমূহের প্রভু সমুদ্রের মধ্যে নল মহাসেতু  
নির্মাণ করতে লাগলেন। বানরদের উদ্যানক কর্মের দ্বারা  
তখন সেতু নির্মাণ কার্য আরম্ভ হল।  
দগুননো প্রগৃহুস্তি বিচিঘ্রস্তি তথাপরে।  
হানরৈঃ শতশস্ত্রা রামস্যাঃজাপুরঃসরৈঃ॥ ৬৪  
যেখানে পর্বতশৈল্য ভূগৈঃ কাঠৈর্ববন্ধিরে।  
পুষ্টিভাষ্যেস্ত ভরুভিঃ সেতুং বধুস্তি বানরাঃ॥ ৬৫  
পরিমাপের জন্য কেউ দণ্ড ধারণ করল, কেউবা  
কাম্বী সংগ্রহ করতে লাগল। রামচন্দ্রের আদেশানুসারে  
শত সহস্র বানর এই কার্যে অগ্রসর হল। পর্বততুল্য এবং  
মেঘতুল্য বানরেরা তৃণ এবং কাষ্ঠ দ্বারা সেতু বন্ধন  
করছিল অপ্রভাগে পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষদ্বারাও বানরেরা সেতু  
বন্ধন করছিল।

পাষাণাশ্চ গিরিপ্রখ্যান্ গিরীণাং শিখরাণি চ।  
কৃশাশ্চ পরিধাবস্তো গৃহ্য দানবসম্ভিতাঃ॥ ৬৬  
পর্বতদৃশ বিশালাকার প্রস্তর খণ্ড এবং পর্বত শিখর  
নিয়ে ধাবমান বানরদের দৈত্যের মতো মনে হচ্ছিল।  
শিলানাং ক্ষিপ্যমাণানাং শৈলানাং তত্র পাত্যতাম্।  
বধ্ব তুমুলঃ শব্দম্বদা তস্মিন্ মহোদধৌ॥ ৬৭  
তখন সেই মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত শিলা এবং পর্বতচূড়া  
সমূহের দ্বারা তুমুল শব্দ সৃষ্টি হল।

কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দশ  
প্রচট্টৈর্গজসংকটৈশ্চতুরমাণৈঃ প্রবজ্জমৈঃ॥ ৬৮  
হস্তীতুল্য বিশালদেহী, আনন্দিত বানরেরা দ্রুত কাজ  
সম্পন্ন করে, প্রথম দিনেই চৌদ্দ যোজন দীর্ঘ সেতু বন্ধন  
করল।  
দ্বিতীয়েন তথৈবাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ।  
কৃতানি প্রবগৈর্জগুণং ভীমকায়ৈর্মহাবলৈঃ॥ ৬৯  
ভীমকায়, মহাবলশালী বানরেরা দ্বিতীয় দিনে অত্যন্ত  
দ্রুত বিশযোজন দীর্ঘ সেতু বন্ধন করল।

অহ্না তৃতীয়েন তথা যোজনানি তু সাগরে।  
চতুর্মাণৈর্মহাকায়ৈরেকবিংশতিরেক চ॥ ৭০

তৃতীয় দিনে মহাকায় বানরেরা শীঘ্রতাপূর্বক সমুদ্রে  
একুশ যোজন ব্যাপী সেতু বন্ধন করল।

চতুর্থেন তথা চাহ্না ষাণ্ডিংশতিরথাপি বা।  
যোজনানি মহানৈগৈঃ কৃতানি তুরিতৈস্ততঃ॥ ৭১

শীঘ্রকারী এবং মহাবেগবান বানরেরা চতুর্থ দিবসে  
ষাণ্ডিশ যোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করল।

পঞ্চমেন তথা চাহ্না প্রবগৈঃ ক্ষিপ্ৰকারিভিঃ।  
যোজনানি ত্রয়োবিংশং সুবেলমধিকৃত্য বৈ॥ ৭২

ক্ষিপ্ৰকারী সেই বানরেরা পঞ্চমদিনে সুবেল  
পর্বতের নিকট পর্যন্ত তেইশ যোজন লম্বা সেতু বচনা  
করল।

স বানরবরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্মান্বজো বলী।  
ববন্ধ সাগরে সেতুং যথা চাস্য পিতা তথা॥ ৭৩

বিশ্বকর্মার পুত্র মহাবলশালী বানরশ্রেষ্ঠ পিতৃতুল্য  
প্রতিভাবান শ্রীমান নল এইভাবে সমুদ্রে শত যোজন ব্যাপী  
দীর্ঘ সেতু বচনা করল।

স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকারলয়ে।  
শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাভীপথ ইবাহরে॥ ৭৪

মকারালয় সমুদ্রে নল কর্তৃক নির্মিত সুন্দর সেতুটি  
আকাশে স্বাভীপথের (ছায়াপথ) ন্যায় সুশোভিত হয়েছিল।  
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।

আগম্য গগনে তদুদ্রষ্টুকামাস্তদুত্তম্॥ ৭৫  
তখন গন্ধর্ব সহ দেবগণ, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ  
সেই অদ্ভুত কার্য দর্শনের জন্য আকাশে এসে উপস্থিত  
হলেন।

দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।  
দদৃশুর্দেবগন্ধর্বা নলসেতুং সুদুষ্করম্॥ ৭৬

নল কর্তৃক নির্মিত দশযোজন প্রস্থ এবং শতযোজন  
দীর্ঘ এই সুদুষ্কর সেতু (সেতুটির নির্মাণ কার্য অতি দুর্লভ)  
দেবতা ও গন্ধর্বগণ দর্শন করলেন।

আপ্রবন্ধঃ প্রবন্ধস্ত গর্জস্ত প্রবজ্জমাঃ।  
তমচিহ্নামসহ্য চ হৃদুতং লোমহর্ষগম্॥ ৭৭

দদৃশুঃ সর্বভূতানি সাগরে সেতুবন্ধনম্।  
অচিন্তনীয়, অসহ্য, অদ্ভুত, রোমহর্ষক  
সমুদ্রবন্ধনকারী এই সেতুকে দেখে বানরেরা আনন্দে  
লাফাতে লাফাতে গর্জন করতে লাগল। সকল প্রাণী এই  
সেতুবন্ধন কার্য দর্শন করল।



তানি কোটিনহ্রোগি বানরাধাং মহৌজসাম্। ৭৮  
বহুস্তঃ সাগরে সেতুং জয়ুঃ পারং মহোদধেঃ।

সহস্র কোটি সংখ্যক উৎসাহী এবং বলশালী বানর  
সেতুবন্ধন কার্য সম্পন্ন করতে করতেই সমুদ্রের  
অপরপারে এসে উপস্থিত হল।

নিশালঃ সুকৃতঃ শ্রীমান্ সুভূমিঃ সুসমাহিতঃ। ৭৯  
অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে

সুন্দর রূপে নির্মিত, সুবিশাল, শোভাসম্পন্ন,  
সমতল এবং সুসংবদ্ধ সেই মহান সেতু সাগর মধ্যে  
সীমন্তের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

ততঃ পারে সমুদ্রস্য গদাশানিবিভীষণঃ। ৮০  
পরেষামভিঘাতার্থমভিষ্ঠৎ সচিবৈঃ সহ।

সমুদ্রের অপরপারে শত্রুদের আঘাত সহ্য করার  
জন্য (যদি কোনো রাক্ষস সৈন্য সেতু ধ্বংস করার জন্য  
অগ্রসর হয় সেইক্ষেত্রে) গদা হাতে নিয়ে সচিবদের সঙ্গে  
বিভীষণ অবস্থান করছিলেন।

সুগ্ৰীবস্ত ততঃ প্রাহ রামং সতাপরাক্রমম্। ৮১  
হনুমন্তঃ ত্বমারোহ অঙ্গদং ত্বথ লক্ষ্মণঃ।

অয়ং হি বিপুলো বীর সাগরো মকরালয়ঃ। ৮২  
বৈহায়সৌ যুবামেতৌ বানরৌ ধারয়িষ্যতঃ।

সতাপরাক্রমী রামচন্দ্রকে সুগ্ৰীব তখন বললেন  
— ‘আপনি হনুমানের ওপরে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে  
আরোহণ করুন। হে বীর ! মকরালয় এই সাগর বিপুল  
আকাশগামী এই বানবহুয় আপনাদের দুজনকে ধারণ  
করতে পারবে।’

অগ্রতস্তস্য সৈন্যস্য শ্রীমান্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ। ৮৩  
জগাম ধ্বী ধর্মাত্মা সুগ্ৰীবোণ সমস্থিতঃ।

ধনুকধারী ধর্মাত্মা ভগবান রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং  
সুগ্ৰীবের সঙ্গে সৈন্যদের পূর্বভাগে থেকে অগ্রসর হতে  
লাগলেন।

অন্যে মথোন গচ্ছন্তি পার্শ্বতোহন্যে প্রবজমাঃ। ৮৪  
সলিলাং প্রপত্ত্বান্যো মার্গমন্যো প্রপেদিরে।

কেচিদ্ বৈহায়সগতাঃ সুপর্ণা ইব শৃঙ্গুঃ। ৮৫

অন্য বানরেরা মধ্যভাগে এবং পার্শ্বভাগে চলতে  
লাগলো আবার কেউবা জলে বাঁপিয়ে জলপথে সীতার  
কেটে, কেউবা আকাশপথে গরুড়ের ন্যায় উড়তীতমান হয়ে  
অগ্রসর হলেন।

ঘোষণে মহতা ঘোষণং সাগরস্য সমুচ্ছিতম্।  
ভীমমত্তর্জধে ভীমা তরঙ্গী হরিবাহিনী। ৮৬

এইভাবে সমুদ্রের অপর পারে যেতে যেতে  
বানরদের ঘোর গর্জন সমুদ্রের সুবিশাল ভয়ানক  
গর্জনকেও অতিক্রম করে গেল।

বানরাধাং হি সা তীর্ণা বাহিনী নলসেতুনা।  
তীরে নিবিশে রাজো বহুমূলফলোদকে। ৮৭

নলনির্মিত সেতুপথে বানরদের বাহিনী সমুদ্রের  
অপরপারে অবতীর্ণ হল। বানররাজ সুগ্ৰীব সমুদ্রতীরে প্রচুর  
পরিমাণে ফল মূল এবং পানীয় জল সমৃদ্ধ স্থানে সৈন্য  
সমাবেশ করলেন

তদন্তুতঃ রাঘবকর্ম দুষ্করং  
সমীক্ষ্য দেবাঃ সহ সিদ্ধচারণৈঃ।

উপেত্য রামং সহস্যা মহর্ষিভি-  
স্তমভাষিষ্বন্ সুভৈর্ভজলৈঃ পৃথক্। ৮৮

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেই অভূত এবং দুষ্কর কর্ম  
দেখে সিদ্ধগণ, চারণগণ এবং মহর্ষিগণের সঙ্গে  
দেবতারাও তাঁর নিকটে এসে পৃথক পৃথক ভাবে পবিত্র  
এবং শুভ জল দ্বারা তাঁর অভিষেক করলেন।

জয়ন্ত শক্রন্ নরদেব মেদিনীং  
সসাগরাং পালয় শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ইতীব রামং নরদেবসংকৃতং  
শুভৈর্ভজোজিবিবৈধৈরপূজয়ন্। ৮৯

তাঁরা বললেন— ‘হে নরদেব ! আপনি শত্রুদের জয়  
করুন এবং সসাগরা পৃথিবীকে সদা পালন করুন।’  
এইভাবে তাঁরা নরদেব রামচন্দ্রকে নানাবিধ মঙ্গলসূচক  
বাক্য দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।

ইত্যার্বশ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

## ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ (২৩)

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা লক্ষ্মণের নিকট দুর্লক্ষণের বর্ণনা এবং লক্ষ্মী আক্রমণ

নিমিত্তানি নিমিত্তজ্ঞো দৃষ্টা লক্ষ্মণপূর্বজঃ  
সৌমিত্রিং সম্পরিহজা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

দুর্লক্ষণের জ্ঞাতা তথা লক্ষ্মণের অগ্রজ রামচন্দ্র  
বহুবিধ দুর্লক্ষণ দেখে সুমিত্রানন্দনকে আলিঙ্গন করে  
এইরূপ বললেন—

পরিহৃষ্যদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ।

বনৌষং সংবিভজ্যেমাং ব্যুহা তিষ্ঠেম লক্ষ্মণ ॥ ২

‘হে লক্ষ্মণ ! এখানে শীতল পানীয় জলের সুবিধা,  
ফলবান বৃক্ষরাজি ও সমৃদ্ধ বনভূমি রয়েছে। এখানেই  
আমরা বাহ রচনা করে সৈন্যদের কয়েক ভাগে ভাগ করে  
তাদের বন্ধ্যা করব।

লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্।

প্রব্রুং প্রবীরাণামৃক্ষবানররক্ষসাম্ ॥ ৩

‘আমি দেখছি লোকক্ষয়কারী ভীষণ ভয় সমুপস্থিত  
হয়েছে, যা শ্রেষ্ঠ বানর, ভল্লুক, প্রকৃষ্ট বীর রাক্ষসদের  
পক্ষে ভয়ংকর।

বাতস কলুষা বান্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা।

পর্বতপ্রাণি বেপন্তে পতন্তি চ মহীরুহাঃ ॥ ৪

‘বাতাস কলুষিত ভাবে রয়ে চলেছে পৃথিবী  
প্রকম্পিত হচ্ছে। পর্বত শিখরগুলি স্থির থাকছে না।  
বৃক্ষরাজি পতিত হচ্ছে।

মেঘাঃ ক্রন্দ্যদসংকাশাঃ পরুবাঃ পরুযস্বনাঃ

ক্রুরাঃ ক্রুরং প্রববন্তি মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ ॥ ৫

‘কঁচা মাংসভোজী রাক্ষসের নায় ক্রুর মেঘবাশি  
ভয়ানক গর্জন করছে। সেই মেঘ নিঃসৃত বৃষ্টি যেন রক্ত-  
বিন্দুতুল্য।

রক্তচন্দনসংকাশাঃ সঙ্ঘা পুরমদারুণা।

জগতঃ প্রপতন্ত্যেতাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্ ॥ ৬

‘সঙ্ঘার রক্তরাগ মিশ্রিত আকাশ যেন রক্তচন্দন  
বিলিপ্ত অত্যন্ত ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। জ্বলন্ত অগ্নিপিশু  
সমূহ যেন আদিত্যমণ্ডল থেকে পতিত হচ্ছে।

দীনা দীনদ্বরাঃ ক্রুরাঃ সর্বতো মৃগপক্ষিণাঃ।

প্রতাদিতাঃ বিনদন্তি জনয়ন্তো মহত্তয়ম্ ॥ ৭

‘হিংস্র পশু পাখিরা দীন ভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে

করণ সুরে চিৎকার করতে করতে মহাভয় উৎপন্ন করছে।

রজন্যামপ্রকাশস্য সঙ্ঘাপরতি চন্দ্রমাঃ।

কৃষ্ণরক্তাংগুপার্গজ্যো লোকক্ষয় ইবোদিতঃ ॥ ৮

‘রাত্রিতে চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হয়ে জগৎকে  
সম্ভ্রান্ত করেছে। কৃষ্ণবর্ণ এবং রক্তবর্ণের কিরণ দ্বারা ব্যাপ্ত  
সেই চন্দ্রমার এমনই উদয়— মনে হয় যেন প্রলয় কাল  
আসন্ন।

ব্রহ্মো রক্তোহপ্রশস্তশ্চ পরিবেষন্ত লোহিতঃ।

অদিতো বিমলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে ॥ ৯

‘হে লক্ষ্মণ ! নির্বল সূর্যমণ্ডলে নীল চিহ্ন দৃশ্যমান  
হয়। চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে সূর্য ব্রহ্ম, রক্ত,  
অপ্রশস্ত রূপ ধারণ করে, তার বর্ণ হয় লাল।

রজসা মহতা চাপি নক্ষত্রাণি হতানি চ।

যুগান্তমিব লোকানং পশ্য শংসন্তি লক্ষ্মণ ॥ ১০

‘লক্ষ্মণ ! দেখো নক্ষত্রগুলি অজস্র মূলিকশা দ্বারা  
আচ্ছাদিত হয়ে হতপ্রভ হয়েছে। অতএব জগতের  
ধ্বংসের লক্ষণ সূচিত হয়েছে।

কাকাঃ শোণান্তথা নীচা গুপ্তাঃ পরিপতন্তি চ।

শিবাশ্চাপ্যন্তুভান্ নাদান্ নদন্তি সুমহাভয়ান্ ॥ ১১

‘কাক, বাজ এবং অধম শকুন চতুর্দিকে উজ্জীর্ণমান  
এবং শৃগালেরাও অশুভ সুরে মহাভয়ানক চিৎকার  
করছে

শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপিরাক্ষসৈঃ।

ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংসশোণিতকর্দমা ॥ ১২

‘বোঝা যাচ্ছে যে, বানর এবং রাক্ষসদের আসন্ন  
যুদ্ধে শিলাখণ্ড, শূল এবং তরবারির প্রয়োগে এই স্থানের  
ভূমি রক্ত-মাংসে পরিপূর্ণ হয়ে কর্দমাক্ত হয়ে উঠবে।

ক্ষিপ্ৰমদৈব দুর্ধর্ষাং পুরীং রাবণপালিতাম্।

অভিয়াম জবেনৈব সর্বৈহরিভিরাবৃতাঃ ॥ ১৩

‘আজই অতি দীর্ঘ সকল বানরদের দ্বারা পরিবৃত্ত  
হয়ে রাবণ পালিত এই দুর্জয় নগরীকে আমরা দ্রুতবেগে  
আক্রমণ করব।’

ইত্যেবমুদ্ভা ধর্মী স রামঃ সংগ্রামধর্মণঃ।

প্রত্যহ পুরতো রামো লক্ষ্ম্যভিমুখো বিভূঃ ॥ ১৪



এই কথা বলে সংগ্রামজয়ী শ্রীরাম সর্বাপ্রে ধনুক  
হাতে নিয়ে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করলেন।

সবিত্তীষণসুগ্রীবাঃ সর্বে তে বানরবর্ষভাঃ।

প্রতস্থিরে বিনর্দত্তো যুতানাং দ্বিষতাং বর্ষে ॥ ১৫

সুগ্রীব, বিত্তীষণ সহ সকল বানরমুখাগণ যুদ্ধে  
নিশ্চিতভাবে শত্রুবর্ষের উদ্দেশ্যে গর্জন করতে করতে

প্রস্থান করলেন।

রাঘবসা প্রিয়ার্থং তু সুতরাং বীর্যশালিনাম্

হরীণাং কর্মচেষ্ঠাভিত্ততোষ

রঘুকুলনন্দন শ্রীরামের প্রিয়কার্য সাধনের জন্য সেই

মহাবলশালী বানরদের কর্মে এবং চেষ্ঠায় রামচন্দ্র সন্তুষ্ট

হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

### চতুর্বিংশঃ সর্গঃ (২৪)

লক্ষ্মণকে শ্রীরামের লঙ্কার শোভা বর্ণনাপূর্বক সেনাদের ব্যূহবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হওয়ার আদেশ দান,  
রামচন্দ্রের আদেশে বন্ধনমুক্ত হয়ে শূকের রাবণ-সমীপে গমন, শ্রীরামের সৈন্যশক্তির  
প্রাবল্য প্রদর্শন এবং রাবণের আশ্রয়লানিমিত্ত গর্বপ্রদর্শন

সা বীরসমিতি রাজা বিররাজ ব্যবহিতা।

শশিনা শুভনক্ষত্রা পৌর্ণমাসীব শারদী ॥ ১

রাজা সুগ্রীবের ব্যবস্থাপনায় বীর বানরবাহিনী  
সুন্দরভাবে অবস্থানরত—এই সৌন্দর্য শরৎকালীন পূর্ণিমায়  
শুভ নক্ষত্র এবং চন্দ্রমার দ্বারা সুসজ্জিত আকাশের সঙ্গে  
তুলনীয়। (এখানে শ্রীরামচন্দ্র চন্দ্রমার সঙ্গে, বানরবীরগণ  
উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং লঙ্কার সমুদ্রতট গগনতলের সঙ্গে  
তুলনীয়)

প্রচোদ্য চ বেগেন ত্রস্তা চৈব বসুন্ধরা।

গীড়্যমানা বলৌঘেন তেন সাগরবর্চসা ॥ ২

সাগর তুল্য সুবিশাল সেই সৈন্যবাহিনীর পদভারে  
গীড়িতা বসুন্ধরা ভয়ভীত হয়ে সবেগে কম্পমানা হয়ে  
উঠল।

ততঃ শুশ্রুবুরাভ্রুষ্টং লঙ্কায়াং কাননৌকসঃ।

ভেরীমৃদঙ্গসংঘুটং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩

তদনন্তর বনবাসী বানরেরা লঙ্কায় ভেরী মৃদঙ্গের  
গম্ভীর ধ্বনি সহ ভয়ানক রোমাঞ্চকর কোলাহল শুনতে  
পেল।

বভূবুজেন ঘোষণে সংহৃষ্টা হরিযুথপাঃ।

অমৃষ্যমাণাস্তদ্ ঘোষণে বিনেদুর্ঘোষবস্তরম্ ॥ ৪

এই তুমুল কোলাহল শুনে বানর যুথপতির  
আনন্দিত হয়ে সেই ধ্বনি সহ্য করতে না পেরে অধিকতর  
জোরে গর্জন করতে লাগল।

রাক্ষসাস্ত্বে গ্লবজানাং শুশ্রুবুজেনপি গর্জিতম্  
নর্দতামিব দৃষ্টানাং মেগানামম্বরে স্বনম্ ॥ ৫

রাক্ষসেরাও বানরদের সেই গর্জন শুনে সঙ্গ  
আকাশে মেঘের মতো প্রবল গর্জন করতে লাগল।

দৃষ্টা দাশরথিলঙ্কাং চিত্রধ্বজগতাকিনীম্।

জগাম মনসা সীতাং দৃয়মানেন চেতসা ॥ ৬

দশরথনন্দন শ্রীরাম বিচিত্র ধ্বজা-পতাকা দ্বারা  
সুশোভিতা লঙ্কা নগরীকে দেখে বিষমচিন্তে সীতাকে স্মরণ  
করলেন।

অত্র সা যুগশাবাক্ষী রাবণেনোপগৃহ্যতে

অভিভূতা গ্রহেণেব লোহিতাজেন রোহিণী ॥ ৭

মনে মনে ভাবলেন—‘হায়! এখানেই যুগশাবকের

ন্যায় সুলোচনা সীতা রাবণের হাতে বন্দী হয়ে আছে। তাঁর

অবস্থা যেন মঙ্গলগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত রোহিণীর মতো

দীর্ঘমুখঃ চ নিঃশ্বস্য সমুদীক্ষ্য চ লক্ষণম্।



উভয় বচনঃ বীরত্বংকালহিতমাকানঃ ৮  
এইরকম চিন্তা করে, বীর রামচন্দ্র দীর্ঘ উষঃ  
নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, ভালো করে সব কিছু দেখে লক্ষ্মণকে  
সময়ানুকূল হিতকর বাক্য বললেন—

আলিখ্যমিবাকাশমুখিতাঃ পশ্য লক্ষ্মণ।  
মনসেব কৃতাং লক্ষ্যং নগাশ্চে বিশ্বকর্মণা। ৯  
'হে লক্ষ্মণ! সুউচ্চ গগনস্পর্শী এই লক্ষ্যকে দেখো,  
পূরাকালে বিশ্বকর্মা পর্বতচূড়ায় এই নগরীকে যেন যতপূর্বক  
নির্মাণ করেছিলেন।

বিমানৈর্বহুভির্লক্ষ্য সংকীর্ণা রচিতা পুরা।  
দিক্কাঃ পদমিবাকাশং ছাদিতং পাণ্ডুভির্ঘনৈঃ॥ ১০

'পূর্বে বহুসংখ্যক সুউচ্চ প্রাসাদের দ্বারা লক্ষ্য ছিল  
পরিপূর্ণ। বহুতলবিশিষ্ট বিমানাকার প্রাসাদসমূহের দ্বারা  
ভ্রমবান বিশ্বের চরণ ছাপনের স্থানভূত আকাশ যেন  
অচ্ছাদিত ছিল।

পুষ্টিপিত্তঃ শোভিতা লক্ষ্য বনৈশ্চিত্ররথোপমৈঃ।  
লক্ষ্যতগসংঘুটফলপুষ্পোপাগৈঃ শুভৈঃ॥ ১১

'পুষ্পশোভিত চিত্ররথ বনের ন্যায় লক্ষ্যপূরী  
পুষ্পসজ্জিত। ফুলে ফলে সমৃদ্ধ, নানা পাখির কলরব  
মুখরিত সেই স্থান বড়োই সুন্দর।

পশ্য মন্ডবিহঙ্গানি প্রলীনভ্রমরাণি চ।  
কোকিলাকুলখণ্ডানি দোষবীতি শিবোহনিলঃ॥ ১২

'দেখো! এখানে পাখিরা আনন্দোন্মত্ত, ভ্রমরেরা  
পট্রে-পুষ্পে একাকার হয়ে যাচ্ছে এবং কোকিলের  
সঙ্গীতে আকুলিত এই বনভূমি সুন্দর শীতল বায়ুর দ্বারা  
বারংবার আন্দোলিত হচ্ছে।'

ইতি দাশরথী রামো লক্ষ্মণং সমভাষত।  
বলং চ তত্র বিভজ্যছাত্তদৃষ্টেন কর্মণা॥ ১৩

দশরথনন্দন প্রীরাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলে  
যুদ্ধশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ভাগ  
করলেন।

পশ্য কপিসেনাং তাং বলাদাদায় বীর্যবান্।  
অজদঃ সহ শীলেন তিষ্ঠেদুরসি দুর্জয়ঃ॥ ১৪

বীর্যবান রামচন্দ্র সেই বানরসৈন্যবাহিনীকে আদেশ  
দিলেন— 'বানরেরা যেন এই দুর্জয় সেনাপতি অজদ এবং

নীলের সঙ্গে বাহিনীর বক্ষস্থলে অর্থাৎ মধ্যভাগে অবস্থান  
করে।

তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যা বানরৌঘসমাবৃতঃ।  
আশ্রিতো দক্ষিণঃ পার্শ্বমুখো নাম বানরঃ॥ ১৫

'ঋষভ নামে বীর বানর কপিবাহিনী পরিবেষ্টিত  
অবস্থায় এই বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

গদ্যহস্তীব দুর্ধর্ষস্তরঙ্গী গন্ধমাদনঃ।  
তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যাঃ সবাং পার্শ্বমুখিতঃ॥ ১৬

'দুর্ধর্ষ এবং বেগশালী গদ্যহস্তীতুল্য গন্ধমাদন  
বানরবাহিনীর বামপার্শ্বে অবস্থান করবে।

মূর্খি হ্যাস্যামাহং যন্তো লক্ষ্মণেন সমম্বিতঃ।  
জাম্ববাংশচ সুযেগশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ॥ ১৭

ঋক্ষমুখ্যা মহাত্মানঃ কুক্ষিং রক্ষন্ত তে ভ্রমঃ।  
'মধ্যভাগে আমি লক্ষ্মণসহ অবস্থান করবো ;

জাম্ববান, সুযেগ এবং বানর বেগদর্শী— এই তিনজন বীর  
মহাত্মা তথা ঋক্ষবাহিনীর প্রধান সৈন্যবাহিনীর কুক্ষিভাগ  
(অভ্যন্তর ভাগে) সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

জঘনঃ কপিসেনায়াঃ কপিরাজোহভিরক্ষতু।  
পশ্চাধমিব লোকস্য প্রচেতাশ্চেজসা বৃতঃ॥ ১৮

'বানররাজ সুগ্রীব সৈন্যবাহিনীর পশ্চাৎভাগকে  
সুরক্ষিত করবেন, — যেমনভাবে তেজস্বী বরুণ জগতের  
পশ্চিমভাগকে রক্ষা করেন।'

সুবিভক্তমহাবাহু মহাবানররক্ষিতা।  
অনীকিনী সা বিবজৌ যথা দৌঃ সাত্তসম্প্রবা॥ ১৯

এইরূপ সুন্দরভাবে বিভক্ত সুবিশাল বানরদের দ্বারা  
রক্ষিত সেই মহান সৈন্যবাহিনী আকাশে ক্ষুদ্র মেঘমালার  
ন্যায় শোভা লাভ করছিল।

প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গানি মহতশ্চ মহীকুহান্।  
আসেদুর্বানরা লক্ষ্যং মিমদগ্নিষবো রশে॥ ২০

বড় বড় বৃক্ষ এবং পর্বত শৃঙ্গগুলি নিয়ে বানরেরা  
যুদ্ধে লক্ষ্যপূরীকে তখনই করে দেবার জন্য অগ্রসর হল।

শিখরৈর্বিকিরাটৈনাং লক্ষ্যং মুষ্টিভিরেব বা।  
ইতি স্ম দধিরে সর্বে মনাংসি হরিপূজবাঃ॥ ২১

সকল বানর যুথপতিগণ মনে মনে চিন্তা করেছিল যে  
তারা এই পর্বতশিখরগুলি বর্ষণ করে এবং মুষ্টিঘাত করেই

লঙ্কাকে ধ্বংস করবে।

ততো রামো মহাতেজাঃ সুগ্ৰীবমিদমব্রবীৎ।

সুবিভক্তানি সৈন্যানি শুক এষ বিমুচ্যতাম্॥ ২২

তখন মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র সুগ্ৰীবকে এইরূপ বললেন—“আমাদের সৈন্যবাহিনী সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এখন এই শুককে মুক্ত করো।”

রামস্য তু বচঃ শ্রদ্ধা বানরেন্দ্রো মহাবলঃ।

মোচয়ামাস তং দূতং শুকং রামস্য শাসনাৎ॥ ২৩

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে মহাবলশালী বানররাজ সুগ্ৰীব তাঁর আদেশে রাবণের দূত শুককে মুক্ত করে দিলেন।

মোচিতো রামবাকোন বানরৈশ্চ নিপীড়িতঃ।

শুকঃ পরমসংব্রতো রক্ষাধিপমুপাগমৎ॥ ২৪

বানরদের দ্বারা নিপীড়িত অত্যন্ত ভীত শুক রামচন্দ্রের আদেশে মুক্ত হয়ে রাক্ষসরাজের সন্নিধানে চলে গেল।

রাবণঃ প্রহসন্নেব শুকং বাক্যমুবাচ হ।

কিমিমৌ তে সিতৌ পক্ষৌ লূপক্ষশ্চ দৃশ্যসে॥ ২৫

কচ্চিদ্ভানেকচিহ্নানাং তেষাং ত্বং বশমাগতঃ।

রাবণ তখন হাসতে হাসতে শুককে জিজ্ঞাসা করলেন—“তোমার শুভ্র পক্ষদ্বয় এইরূপ ছিন্নভিন্ন দেখাচ্ছে কেন? তুমি কি সেই চঞ্চলমতিসম্পন্ন বানরদের বশীভূত হয়েছিলে?”

ততঃ স ভয়সংবিগ্নস্তেন রাজ্যভিচোদিতঃ।

বচনং প্রত্যাচাচেষৎ রাক্ষসাধিপমুত্তমম্॥ ২৬

রাজা রাবণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভীত সম্ভ্রান্ত শুক প্রত্যুত্তরে রাক্ষসাধিপতি শ্রেষ্ঠকে এইরূপ বলল—

সাগরসোত্তরে তীরেহুক্রবং তে বচনং তথা।

যথা সন্দেশমক্লিষ্টং সাত্ত্বয়ন্ শঙ্কয়া গিরা॥ ২৭

“আমি সমুদ্রের উত্তর তটে পৌঁছে যথাযথভাবে সুন্দর বাণীদ্বারা স্পষ্টভাবে সাত্ত্ব্য দানের মতো করেই আপনার সন্দেশ ব্যক্ত করেছিলাম।

ক্লুদৈস্তৈরহমুৎপ্লুতা দৃষ্টমাত্রঃ প্রবঙ্গমৈঃ।

গৃহীতোহস্ম্যপি চারকো হস্তঃ লোপুং চ মুষ্টিভিঃ॥ ২৮

“কিন্তু আমাকে দেখা মাত্রই বানরেরা ক্রুদ্ধ হয়ে

লাফিয়ে আমাকে ধরে মুষ্টিঘাত করতে তথা পক্ষদ্বয় আঘাত করতে আরম্ভ করল।

ন তে সংভাবিতুং শক্যাঃ সম্প্রশোহত্র ন বিদ্যতে

প্রকৃতা কোপনাঙ্গীক্কা বানরা রাক্ষসাধিপাঃ॥ ২৯

‘হে রাক্ষসরাজ! স্বভাব ক্রুদ্ধ এবং তীক্ষ্ণ বানরদের আমি সম্ভাষণ করতে সক্ষম হইনি, এমনকী তাদের প্রসন্ন করতে পারিনি।

স চ হস্তা বিরোধস্য কবক্ষস্য ধরস্য চ।

সুগ্ৰীবসহিতো রামঃ সীতায়াঃ পদমাগতঃ॥ ৩০

‘বিরোধ, কবক্ষ এবং ধরের হত্যাকারী সেই রামচন্দ্র সুগ্ৰীবের সঙ্গে সীতার সন্ধানে এখানে এসেছেন।

স কৃদ্ধা সাগরে সেতুং তীর্থা চ লবণোদধিম্।

এষ রক্ষাংসি নির্ধূয় খদ্বী তিষ্ঠতি রাঘবঃ॥ ৩১

‘সেই রাঘব সমুদ্রে সেতু বন্ধন করে লবণসাগর অতিক্রম করে রাক্ষসদের তুচ্ছ জ্ঞান করে ধনুক ধারণপূর্বক এখানে অবস্থান করছেন।

ঋক্ষবানরসংস্থানামনীকানি সহস্রশঃ।

গিরিমেঘনিকাশানাং হৃদয়স্তি বসুন্ধারাম্॥ ৩২

‘ঋক্ষ এবং বানর সমূহের সহস্র সহস্র সৈন্য পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করেছে। তাদের আকৃতি সুবিশাল মেঘতুল্য এবং পর্বততুল্য।

রাক্ষসানাং বলৌঘস্য বানরেন্দ্রবলস্য চ।

নৈতয়োর্বিদ্যাতে সন্ধিদৈবদানবরোরিব॥ ৩৩

‘দেবতা ও দানবদের মধ্যে যেমন মিলন অসম্ভব, তেমনি রাক্ষসদের এই বাহিনীর সঙ্গে বানরদের সম্ভাব্য অসম্ভব।

পুরা প্রাকারমাস্তি কিপ্রমেকতরং কুরু।

সীতাং চান্মৈ প্রয়চ্ছাতু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্॥ ৩৪

‘লঙ্কাপুর্বীর প্রাকারের নিকটে তাদের আসার পূর্বেই আপনি সম্ভব একটি কাজ করুন। হয় সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন, নয়তো যুদ্ধের আদেশ দিন।’

শুকস্য বচঃ শ্রদ্ধা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।

রোষসংরক্তনয়নো নির্দহস্তিব চক্ষুঃ॥ ৩৫

শুকের বচন শুনে রোষপূর্বক আরক্তনয়ন দৃষ্টিপাত দ্বারা যেন দহন করতে করতে রাবণ এইরূপ



বলেন -

যদি মাং প্রতি যুদ্ধেরন্ দেবগন্ধর্বদানবাঃ।

নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি॥ ৩৬

‘যদি আমার সঙ্গে দেবতা, গন্ধর্ব, দানবেরাও যুদ্ধ করতে আসে, যদি সংসারের সব লোক আমাকে ভয় দেবার, তাহলেও আমি সীতাকে ফিরিয়ে দেব না।

কন সমভিষাবন্তি মামকা রাঘবঃ শরাঃ।

বসন্তে পুষ্পিতং যন্তা ভ্রমরা ইব পাদপম্। ৩৭

‘বসন্তকালে যন্ত ভ্রমরেরা যেমন পুষ্পিত বৃক্ষের সন্ধান করে, তেমনি আমার বাণও সেই রঘুবংশী বীরের উদ্দেশ্যে ধাবিত হবে।

কন শোণিতদিক্ষাঙ্গং দীপ্তঃ কার্মুকবিচ্যুতৈঃ।

শরৈরাদীপয়িষ্যামি উজ্জাভিরিব কুঞ্জরম্। ৩৮

‘সেই সময় কখন আসবে যখন আমার ধনুক থেকে নিষ্কিপ্ত দীপ্ত শরগুলি হবে রক্তরঞ্জিত ? জ্বলন্ত উজ্জাভিরের আঘাতে হাতি যেমন দগ্ধ হয়, তেমনি আমার বাণের আঘাতেও রাম দগ্ধ হয়ে যাবে।

তচ্চাসা বলমাদাসো বলেন মহতা বৃতঃ।

জ্যোতিষামিব সর্বেষাং প্রভামুদ্যান্ দিবাকরঃ॥ ৩৯

‘সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল নক্ষত্রের দীপ্তি প্রদ হয় যাম, তেমনি আমার সুবিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমি রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেই রামের বানরসৈন্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

শাণরসোব মে বেগো মারুতসোব মে বলম্।

ন চ দাশরথির্বেদ তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি॥ ৪০

‘আমার গতি সাগরের মতো, বল পবনদেবের ন্যায়। দশবতনন্দন তা জানেন না বলেই আমার সঙ্গে

যুদ্ধের ইচ্ছা করছেন।

ন মে তুণীশয়ান্ বাণান্ সবিস্মানিব পরগান্

রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি॥ ৪১

‘আমার তুণীরে শায়িত বাণগুলি বিষধর সর্পতুল্য। যুদ্ধে রাম কখনো সেগুলি দেখেননি বলেই আমার সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছা করছেন।

ন জানাতি পুরা বীর্যং মম যুদ্ধে স রাঘবঃ।

মম চাপমগ্নীঃ বীণাং শরকোণৈঃ প্রবাদিতাম্। ৪২

জ্যাশবতুমুলাং যোরাণার্তগীতমহাশ্বনাম্।

নারাচতলসংনাদাং নদীমহিতবাহিনীম্।

অবগাহ্য মহারঙ্গং বাদয়িষ্যাম্যহং রণে। ৪৩

‘পূর্বে হওয়া যুদ্ধে আমার বীরত্বের কথা রামচন্দ্র জানেন না। আমার ধনুক একটি বীণার মতো, যা শরের কোণ<sup>(১)</sup> দ্বারা বাদিত হয়। এর টংকারধ্বনি অতি ভয়ংকর। এই ভয়ঙ্কর ধ্বনিই এর স্বর সহরী তুল্য। শরক্ষেপণকালীন উদ্ভিত শব্দ যেন করতল সৃষ্ট তালতুল্য। বহমানা নদীর মতো সেই শত্রু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আমি অবগাহন করার ন্যায় প্রবেশ করে যুদ্ধরূপী রদতুমিতে সেই বীণা বাজাব।

ন বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা

যুদ্ধেহস্মি শক্যো বরুণেন বা স্বয়ম্।

যমেন বা ধর্ময়িতুং শরাগ্নিনা

মহাহবে বৈপ্রবণেন বা পুনঃ॥ ৪৪

‘সহস্রচক্ষু বিশিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র অথবা স্বয়ং বরুণদেব আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম নন। সাক্ষাৎ যম অথবা আমার বড় ভাই কুবেরও তাঁর বাণাগ্নির দ্বারা আমাকে গীড়ন করতে সক্ষম হবেন না।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৪॥

<sup>(১)</sup> কোণ অর্থাৎ বীণার ছড়। বজ্রবীণা বাদনের জন্য যে ছড় ব্যবহৃত হয়, রাবণের তুণীরই তীর হল সেই বজ্রবীণারূপ ধনুক



## পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ (২৫)

শুক এবং সারণকে রাবণ কর্তৃক গুপ্তভাবে বানরসৈন্য মধ্যে প্রেরণ, বিভীষণকর্তৃক তাদের বক্ষন;  
শ্রীরামের কৃপায় তাদের মুক্তিকাজ তথা শ্রীরামের সংবাদ নিয়ে তাদের লক্ষ্মায় প্রত্যাবর্তন  
এবং রানণকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করা

সর্বশে সাগরং তীর্থে রামে দশরথাস্বজ্ঞে।  
অমাতৌ রাবণঃ শ্রীমানবীজ্ঞকসারথৌ ॥ ১  
দশরথানন্দন শ্রীরাম সসৈন্যে সাগর উত্তীর্ণ হলে,  
শ্রীমান রাবণ তাঁর দুই অমাত্য শুক ও সারণকে বললেন—  
সমুদ্রং সাগরং তীর্ণং দুত্তরং বানরং বলম্।  
অভূতপূর্বং রামেণ সাগরে সেতুবন্ধনম্ ॥ ২

‘সমগ্র বানর সৈন্য নিয়ে সাগর অতিক্রম করা অত্যন্ত  
দুর্কর কাজ এবং বামচন্দ্র তা করেছেন। সাগরে সেতুবন্ধন  
তাঁর একটি অভূতপূর্ব কার্য।

সাগরে সেতুবন্ধং তং ন প্রদখ্যাত কথঞ্চন।  
অবশ্যং চাপি সংখ্যায় তদ্ব্যয়া বানরং বলম্ ॥ ৩

‘সমুদ্রে সেতুবন্ধনের কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস  
করতে পারছি না। বানরসেনারা সংখ্যায় কত তা আমাকে  
অবশ্যই জানতে হবে।

ভবন্তৌ বানরং সৈন্যং প্রবিশ্যানুপলক্ষিতৌ।  
পরিমাণং চ বীর্যং চ যে চ মুখ্যঃ প্রবলমাঃ ॥ ৪  
মন্ত্রিনৌ যে চ রামস্য সুগ্রীবস্য চ সম্মতাঃ।

যে পূর্বমভির্ভক্তে যে চ শূরাঃ প্রবলমাঃ ॥ ৫  
স চ সেতুর্থথা বন্ধঃ সাগরে সলিলার্ণবে।

নিবেশং চ কথা তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৬  
রামস্য বাবসায়ং চ বীর্যং প্রহরণানি চ।

লক্ষণস্য চ বীরস্য তত্ততো জ্ঞাতুমর্হথঃ ॥ ৭  
কচ সেনাপতিভেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।

তচ্চ জ্ঞাত্বা যথাতত্ত্বং শীঘ্রমাগন্তুমর্হথঃ ॥ ৮

‘অন্যদের অলক্ষ্যে তোমরা দুজন বানর সেনাদের  
মধ্যে প্রবেশ করে সন্ধান করো বানরেরা সংখ্যায় কতো ?  
তাদের শক্তি কেমন ? প্রধান-প্রধান বানর কারা ?  
রামচন্দ্র এবং সুগ্রীবের মতানুকূল মন্ত্রণাদাতা কারা ?  
বানরদের মধ্যে কোন্ কোন্ শূরবীর বাহিনীর অগ্রভাগে  
অবস্থান করছে ? অগাধ জলরাশিপূর্ণ সমুদ্রে তারা কিভাবে  
সেতু বন্ধন করল ? কিভাবে বানরদের সৈন্য সমাবেশ  
হয়েছে ? শ্রীরাম এবং বীর লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য কী ? তাঁদের

পনাক্রম কেমন ? তাঁদের নিকট কী কী অস্ত্র-শস্ত্র আছে ?  
এবং সেই বানরদের সেনাপতি কে ? এইসব বিদ্যে  
তোমরা যথাযথভাবে জেনে এসে শীঘ্র আমাকে জানাও।’  
ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুকসারথৌ।  
হরিলক্ষণধরৌ বীরৌ প্রণিষ্টৌ বানরং বলম্ ॥ ৯  
দুই রাক্ষস বীর শুক এবং সারণ এইভাবে অগ্নি  
হয়ে বানরকাপ ধারণ করে বানর সেনাদের মধ্যে প্রবেশ  
করল।

ততস্তদ্ বানরং সৈন্যমচিহ্ন্যং লোমহর্ষণ  
সংখ্যাতুং নাধ্যগচ্ছেতাং তদা তৌ শুকসারথৌ ॥ ১০

সেই রোমহর্ষণকারী বিপুল সংখ্যক বানরসৈন্য  
গণনা করা তো দূরের কথা, তাদের সংখ্যা আন্দাজ করা  
শুক এবং সারণের পক্ষে অসম্ভব হল।

তৎ স্থিতং পর্বতাগ্রেষু নির্ঝরেষু গুহ্যসু চ  
সমুদ্রস্য চ তীরেষু বনেষুপবনেষু চ।  
তরমাণং চ তীর্ণং চ তর্তুকামং চ সর্বশঃ ॥ ১১

সেই সেনারা পর্বতশিখরে, ঝর্ণায়, গুহ্যে,  
সমুদ্রতীরে, বনে এবং উপবনে অবস্থান করছিল। তাদের  
মধ্যে কতক সংখ্যক সমুদ্র পার হয়েছিল, কিছু সংখ্যক  
বানর সমুদ্র অতিক্রম করেছিল আবার কিছু ভাগ বন  
সমুদ্র লঙ্ঘনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

নিবিষ্টং নিবিশিষ্টেচর জীমনাদং মহাবলম্।  
তদ্বলার্ণবমক্ষোভ্যং দদৃশাতে নিশাচরৌ ॥ ১২

ভয়ানক কোলাহলকারী সুবিশাল সেই বানরবাহিনী  
কোথাও শিবির স্থাপন করেছে, কোথাও বা স্থাপন করেছে।  
রাক্ষসদ্বয় দেখল সেই বাহিনী সমুদ্রের নায় অক্ষোভ্য।  
তৌ দদর্শ মহাতেজাঃ প্রতিচ্ছরৌ বিভীষণঃ।  
আচচক্ষে স রামায় গৃহীত্বা শুকসারথৌ ॥ ১৩

মহাতেজস্বী বিভীষণ লুক্কায়িত অবস্থায় সেই  
রাক্ষসদ্বয়—শুক এবং সারণকে দেখতে পেয়ে বলি করে  
রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন—

তসৌতৌ রাক্ষসেজস্য মন্ত্রিনৌ শুকসারথৌ

সমনুপ্রাপ্তৌ চারৌ পরপূরজয় ॥ ১৪

‘হে শত্রুগণ! বিজয়কামী! লক্ষ্য থেকে আগত এই  
জয়বোধ হল রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী শুক এবং  
সারণ।’

তৌ দুষ্টা ব্যথিতৌ রামং নিরাসৌ জীবিতে তথা।

কৃতাজলিপুটৌ তীতৌ বচনং চেদমুচুতঃ ॥ ১৫

রাক্ষসদ্বয় শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে ব্যথিত এবং তীত  
চিত্ত জীবন সম্পর্কে নিরাস হয়ে কৃতাজলিবদ্ধভাবে  
এইরূপ বলল -

অবমিহাগতৌ সৌমা রাবণপ্রহিতাবুভৌ।

পরিজাতুঃ বলং সর্বং তদিদং রঘুনন্দন ॥ ১৬

‘হে সৌমা! হে রঘুনন্দন! রাবণের আদেশে এই  
সৈন্যদের বিষয়ে সমস্ত কিছু জানার জন্য আমরা দুজন  
এখানে এসেছি।’

তয়োত্তুং বচনং শ্রুত্বা রামো দশরথাক্ষজঃ।

অরুহীং প্রহসন্ বাক্যং সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ১৭

রাক্ষসদ্বয়ের সেই কথা শুনে সকল প্রাণীর হিতকর্মে  
রত দশরথনন্দন শ্রীরাম হাসতে হাসতে বললেন -

যদি দুষ্টং বলং সর্বং বয়ং বা সুসমাহিতাঃ।

যথোক্তং বা কৃতং কার্যং হৃদতঃ প্রতিগমাতাম্ ॥ ১৮

‘যদি আমাদের সমগ্র সৈন্যবল তথা সুসমাহিত  
অমাদেরকে দেখা হয়ে থাকে, রাবণের কথা মতো কাজ  
যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা স্বচ্ছন্দে চলে যাও।

অথ কিঞ্চিদদুষ্টং বা ভূয়ন্তদ্ দ্রষ্টুমর্হথঃ।

বিভীষণো বা কাৎসর্জোন পুনঃ সন্দর্শয়িষ্যতি ॥ ১৯

‘অথবা এখনো যদি কিছু দেখা না হয়ে থাকে,  
তাহলে পুনরায় দেখে নাও। বিভীষণ তোমাদের পুনরায়  
সবকিছুই দেখিয়ে দেবে।

ন চেদং গ্রহণং প্রাপ্য ভেতব্যং জীবিতং প্রতি।

নাভ্যাগৌ গৃহীতৌ চ ন দূতৌ বধমর্হথঃ ॥ ২০

‘তোমাদের যে আটক করা হয়েছে, সেই কারণে  
তোমরা প্রাণের ভয় পেয়ে না। তোমরা দুজন শত্রুহীন  
অবস্থায় ধৃত হয়েছ এবং তোমরা দূত, সেইজন্য তোমরা  
অবধা।

প্রাক্তৌ চ বিমুঞ্চমৌ চারৌ রাত্রিঃ চরাবুভৌ।

চক্ৰপক্ষা সততং বিভীষণ বিকর্ষিণৌ ॥ ২১

‘বিভীষণ! এই রাক্ষস চরদ্বয় প্রচ্ছন্নভাবে

শত্রুপাক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য এসেছে। তথাপি  
আপনি এই রাক্ষস দুজনকে ছেড়ে দিন।

প্রবিশ্য মহতীং লঙ্কাং জবন্ত্যাং ধনদানুজঃ।

বজ্রবো রক্ষসাং রাজ্য যথোক্তং বচনং মম ॥ ২২

‘শুক এবং সারণ! তোমরা দুজন মহতী লঙ্কায়  
প্রবেশ করে কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তথা তোমাদের রাক্ষস  
রাজা রাবণকে আমি যা বলছি, তা বলবে।

যদ্ বলং স্বং সমাপ্রিত্য সীতাং মে হতবানসি।

তদ্ দর্শয় যথাকামং সসৈন্যচ্চ সবাঙ্কবঃ ॥ ২৩

‘যে বলকে আশ্রয় করে তুমি আমার সীতাকে হরণ  
করেছ; এখন তুমি তোমার ইচ্ছামতো সৈন্য ও বন্ধু সহ  
এসে সেই বল দেখাও।

শুঃ কালো নগরীং লঙ্কাং সম্রাকারাং সতোরণাম্।

রক্ষসাং চ বলং পশ্য শরৈর্বিক্ষংসিতং ময়া ॥ ২৪

‘আগামীকাল সকালেই তুমি দেখবে আমার  
শরাঘাতে তোমার লঙ্কানগরী প্রাকার তোরণ তথা  
রাক্ষসসৈন্যসহ ধ্বংস হবে।

ক্রোধং ভীষ্মহং মোক্ষ্যে সসৈন্যো ত্বয়ি রাবণ।

শুঃ কালো বজ্রবান্ বজ্রং দানবেষিব বাসবঃ ॥ ২৫

‘রাবণ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন দানবদের ওপর  
বজ্রনিষ্ক্ষেপ করেন, আগামীকাল প্রাতে আমি তেমনি  
তোমার ওপরে ক্রোধ মোচন করব।’

ইতি প্রতिसমাদিতৌ রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।

জয়েতি প্রতিনন্দনং রাঘবং ধর্মবৎসলম্ ॥ ২৬

আগম্য নগরীং লঙ্কামক্ৰতাং রাক্ষসাধিপম্।

শ্রীরামের এইরূপ সন্দেশ লাভ করে শুক এবং  
সারণ নামক রাক্ষসদ্বয় ধর্মবৎসল রামচন্দ্রের ‘জয় হোক’  
এই মর্মে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে, লঙ্কানগরীতে  
প্রত্যাবর্তনপূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে বলল -

বিভীষণগৃহীতৌ তু বসার্থং রাক্ষসেশ্বর ॥ ২৭

দুষ্টা ধর্মাননা মুক্তৌ রামেশামিতভেজসা।

‘রাক্ষসেশ্বর! বিভীষণ আমাদের বধ করার জন্য  
বন্দি করেছিলেন। কিন্তু অমিত তেজ সম্পন্ন ধর্মান্না  
রামচন্দ্র আমাদেরকে মুক্ত করে দেন।

একহানগতা যত্র চক্ষুরঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ২৮

লোকপালসমাঃ শূরাঃ কৃতাজ্জা দূতবিক্রমাঃ।

রামো দাশরথিঃ শ্রীমার্কন্দ্দপঞ্চ বিভীষণঃ ॥ ২৯



সুগ্রীবঃ মহাতেজা মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ।  
এতে শক্তাঃ পুরীঃ লক্ষ্যঃ সপ্রাকাশঃ সতোষণাম্ ॥ ৩০

উৎপাটা সংক্রময়িত্বঃ সর্বে ত্রিঈশ্বর বানবাঃ ।  
‘দশবদনশল্ল শ্রীবাম, শীমান লক্ষণ, বিষ্ণিগণ,  
মহাতেজস্বী মহেন্দ্রকৃত্য গণ্যকৃত্য সুগ্ৰীব এই চারজন পুরুষ  
শ্রেষ্ঠ, লোকপালকৃত্য শুবনীল, দুর্গবক্রমসম্পন্ন এবং  
অক্লান্ত, সব নামবন্দেও নথী এবং দিন, এই চারজন  
পুরুষস্বরূপেই হোষণ পুরুষ সব লক্ষ্যপুত্রকে উৎপাদিত পুরুষ  
নিষ্করণ করবে সক্ষম।

যাদৃশঃ ভক্তি নামস্য লক্ষ্যঃ প্রহরণানি চ ॥ ৩১  
বহিষ্যতি পুরীঃ লক্ষ্যমেবত্ৰিঈশ্ব তে জ্ঞাঃ ।

‘নামস্যেব তেবকম কপ এবং অক্লান্ত দেখলাম,  
কোরে মনে হয় তখন একই লক্ষ্যপুত্রকে ধ্বংস করতে সক্ষম।  
যদি তুমি মনে করে বাক্যই বাপুন। (অর্থাৎ বাকি তিনজনকে  
বাক্যই বাক্য একই লক্ষ্যকে ধ্বংস করবেন)।

রামলক্ষণগুপ্তা সা সুগ্রীবেন চ বাহিনী।  
বভূব দুর্ধর্গভরা সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৩২  
‘শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষণ এবং সুগ্রীবের দ্বারা সুরসি  
সেই বাহিনী সমস্ত দেবতা এবং অসুরদের পক্ষেও অত্যন্ত  
দুর্গম (অর্থাৎ এই বাহিনীকে জয় করা আপনার পক্ষে  
অসম্ভব)।

প্রজ্ঞাগোশা ধ্বজিনী মহাশনাঃ  
ননৌকসাং সম্প্রতি যোদ্ধুমিচ্ছতাম্ ।

জলং বিরোধেন শমো বিদীয়তাং  
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ৩৩

‘মহাশনদ্বী বানববাহিনী এখন যুদ্ধের জন্য উৎসুক  
বনবাসী বীর যোদ্ধারা এখন যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক। এনে  
সঙ্গে বিরোধ করার কী প্রয়োজন? শান্তি স্থাপন করুন  
দশরথ নন্দন রামচন্দ্রের হাতে মৈথিলী সীতাকে প্রত্যর্পণ  
করুন।’

ইত্যনন্তে শ্রীমদ্ভাগবতে বাগ্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

মহাশ্রী বাগ্মীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

## ষড়বিংশঃ সর্গঃ (২৬)

রাবণের নিকট সারণের দ্বারা হরিশূখপতিগণের পৃথক পৃথক পরিচয়-প্রদান

তথ্যঃ সত্যমক্লীবঃ সারণেনাভিজাযিতম্ ।

নিশম্য রাবণো রাজা প্রত্যভাষত সারণম্ ॥ ১

সারণ কর্তৃক কথিত সেই সত্য এবং তেজস্বী ভাষণ  
শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রত্যুত্তরে সারণকে বললেন—

যদি মামভিযুক্তীরন দেবগন্ধর্বদানবাঃ ।

নৈব সীতামহং দদ্যাম্ সর্বলোকভগাদপি ॥ ২

‘যদি দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানবরাও আমার সঙ্গে  
যুদ্ধ করতে আসেন, আর যদি সমস্ত লোক আমাকে ভয়  
দেখায়, তাহলেও আমি সীতাকে ফিরিয়ে দেব না।

ত্বং তু সৌম্য পরিব্রজো হরিভিঃ পীড়িতো ভৃশম্ ।

প্রতিপ্রদানমদ্যেব সীতায়ঃ সাধু মন্যসে ॥ ৩

কো হি নাম সপত্তো মাং সমরে জেতুমর্হতি

‘হে সৌম্য! বানরদের দ্বারা ভীষণভাবে উৎপীড়িত  
হয়ে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। সেইজন্য সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই  
তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হচ্ছে। আমার এমন শত্রু কে  
আছে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে জয় করতে সক্ষম?’

ইতাক্ষা পরুষং বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৪

আরুরোহ ততঃ শ্রীমান্ প্রাসাদং হিমপাণ্ডুরম্

বহুতালসমুৎসেধং রাবণোহথ দিদৃক্ষ্য ॥ ৫

এইরূপ কঠোর বাক্য বলে রাক্ষসাধিপতি রাবণ

বানববাহিনীকে নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর বরষতুল্য

শুভ্র সুউচ্চ প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করলেন।



চরাজাং সহিতো রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ  
সমুদ্রং তং পর্বতাংশ্চ বনানি চ॥ ৬  
পৃথিবীদেশং সুসম্পূর্ণং প্রবঙ্গমৈঃ।

সেই দুই গুপ্তচরসহ যখন রাবণ সমুদ্র, পর্বত এবং  
বনভূমির উপরে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করলেন, তখন তিনি  
দেখলেন—সমগ্র পৃথিবী যেন সম্পূর্ণরূপে বানরদের দ্বারা  
আচ্ছাদিত হয়েছে। তিনি তখন ক্রোধে উদ্ভূত হয়ে উঠলেন।

তদগামেসম্যং চ বানরাণাং মহাবলম্॥ ৭  
জানেকা রাবণো রাজা পরিপশ্রচ্চ সারণম্

বানরদের সেই সুবিশাল অপার এবং অসহ্য<sup>(১)</sup>  
বাহিনীকে দেখে রাজা রাবণ সারণকে জিজ্ঞাসা করলেন—  
এবাং কে বানরা মুখ্যাঃ কে শূরাঃ কে মহাবলাঃ॥ ৮

‘এদের মধ্যে কে কে বানরপ্রধান? কারা শূরবীর?  
আর কারাই বা মহাবলশালী?’

কে পূর্বমভিবর্ত্তন্তে মহোৎসাহাঃ সমন্ততঃ।  
কোহা শূনোতি সুগ্রীবঃ কে বা যুথশযুথপাঃ॥ ৯  
সরগাচক্ষু মে সর্বং কিংপ্রভাবাঃ প্রবঙ্গমাঃ।

‘কোন কোন বানর যুদ্ধে মহোৎসাহী হয়ে  
পুরোভাগে অগ্রসর হবে? সুগ্রীব কাদের কথা শোনেন?  
কারা দলপতিদেরও দলপতি? এই বানরদের প্রভাব  
কেমন? সারণ! তুমি আমাকে এই সমস্ত বিষয়ে অবগত  
করো।’

সারণো রাক্ষসেন্দ্রস্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ॥ ১০  
জাভাভেষেহখ মুখ্যজ্ঞো মুখ্যাংস্তত্র বনৌকসঃ।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে মুখ্য  
বানর বিষয়ে অভিজ্ঞ সারণ প্রধান বানরদের সম্পর্কে  
এইরূপ বললেন—

এক যোহভিমুখো লঙ্কাং নর্দংস্তিষ্ঠতি বানরঃ॥ ১১  
যুথপানাং সহস্রাণাং শতেন পরিবারিতঃ।

যস্য ঘোষণা মহতা সপ্রাকারা সতোরণা॥ ১২  
লঙ্কা প্রতিহতা সর্বা সশৈলবনকাননা।

সর্বশাখামৃগেন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাশ্বনঃ॥ ১৩  
বলাত্রে তিষ্ঠতে বীরো নীলো নাইমষ যুথপঃ।

‘মহারাজ! যে বানরটি লঙ্কার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে  
গর্জন করছে, যে শত-সহস্র যুথপতি দ্বারা পরিবেষ্টিত,

যার প্রচণ্ড গর্জনে লঙ্কার প্রাকার, তোরণসহ সকল বন-  
পর্বত-কানন সহ লঙ্কানগরী প্রতিহত হচ্ছে, সেই হচ্ছে  
সকল বানরদের রাজা মহাত্মা সুগ্রীবের সৈন্যবাহিনীর  
পুরোভাগে অবস্থানকারী এর নাম নীল।

বাহু প্রগৃহ্য যঃ পদ্ভ্যাং মহীং গচ্ছতি বীর্যবান্॥ ১৪  
লঙ্কামভিমুখঃ কোপাদভীক্ণং চ বিজৃম্বতে।

গিরিশৃঙ্গপ্রতীকাশঃ পদ্মকিঞ্জরুসমিভঃ॥ ১৫  
স্ফোটয়ত্যতিসংরুদ্ধো লাজুলং চ পুনঃ পুনঃ।

যস্য লাজুলশব্দেন স্বনন্তি প্রদিশো দশ॥ ১৬  
এষ বানররাজেন সুগ্রীবোণাভিষেচিতঃ।

যুবরাজোহঙ্গদো নাম ভ্রামাহুয়তি সংযুগে॥ ১৭  
‘যে পরাক্রমী বানর বাহু দুটি ধরে (দুই পায়ের  
সাহায্যে) ভূমিতে বিচরণ করছে, লঙ্কার দিকে মুখ করে  
সক্রোধে দৃষ্টিপাত করতে করতে জুগুপ্স করছে, যার শরীর  
পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় সুবিশাল, গাত্রবর্ণের শোভা  
পদ্মকেশরের ন্যায় উজ্জ্বল, ক্রুদ্ধভাবে যে পুনঃপুনঃ লাজুল  
আস্ফালন করছে; আর যার এই লাজুল আস্ফালনের  
শব্দে দশদিক মুখরিত হয়েছে, সেই হল যুবরাজ ‘অঙ্গদ’  
—সুগ্রীব যাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। এই বানর  
অঙ্গদ আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে।

বালিনঃ সদৃশঃ পুত্রঃ সুগ্রীবস্য সদা প্রিয়ঃ।  
রাঘবার্থে পরাক্রান্তঃ শত্রুার্থে বরুণো যথা॥ ১৮

‘বালিপুত্র অঙ্গদ বালির মতোই বীর এবং সে সদাই  
সুগ্রীবের প্রিয় পাত্র। ইন্দ্রের জন্য যেমন বরুণদেব পরাক্রম  
প্রকাশ করে থাকেন, তেমনি রাঘবচন্দ্রের জন্য পরাক্রম  
প্রকাশে এই অঙ্গদ উদ্যত হয়েছে।

এতসা সা মতিঃ সর্বা যদ্ দৃষ্টা জনকাস্বজা।  
হনুমতা বেগবতা রাঘবস্য হিতৈষিণা॥ ১৯

‘রামচন্দ্রের হিতকামী মহাবেগশালী ‘হনুমান’—যিনি  
জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করেছিলেন, তিনিও অতিশয়  
বুদ্ধিমান, যেন অঙ্গদের সমস্ত বুদ্ধিমত্তা তার মধ্যে আশ্রয়  
করেছে।

বহুনি বানরেজ্ঞাপামেষ যুথানি বীর্যবান্।  
পরিগৃহ্যাভিয়াতি ভ্রাং শ্বেনানীকেন মর্দিতুম্॥ ২০

‘বীর্যবান অঙ্গদ বানর শিরোমণিদের বহু সংখ্যক

বহুনি বানরেজ্ঞাপামেষ যুথানি বীর্যবান্।  
পরিগৃহ্যাভিয়াতি ভ্রাং শ্বেনানীকেন মর্দিতুম্॥ ২০

‘বীর্যবান অঙ্গদ বানর শিরোমণিদের বহু সংখ্যক

বহুনি বানরেজ্ঞাপামেষ যুথানি বীর্যবান্।  
পরিগৃহ্যাভিয়াতি ভ্রাং শ্বেনানীকেন মর্দিতুম্॥ ২০

‘বীর্যবান অঙ্গদ বানর শিরোমণিদের বহু সংখ্যক

বহুনি বানরেজ্ঞাপামেষ যুথানি বীর্যবান্।  
পরিগৃহ্যাভিয়াতি ভ্রাং শ্বেনানীকেন মর্দিতুম্॥ ২০

‘বীর্যবান অঙ্গদ বানর শিরোমণিদের বহু সংখ্যক

<sup>(১)</sup> রাবণের নিকট এই সুবিশাল সেনাবাহিনী ছিল অসহ্য। অর্থাৎ শত্রুপক্ষের এই বিপুল ক্ষমতা ছিল তাঁর ইর্ষার কারণ; সেইজন্যই  
এটি তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল।

বাহিনী নিয়ে আপনাকে বিধ্বস্ত করতে আসছে  
অনুবাসিসুতস্যাশি বসেন মহতা বৃতঃ  
বীরতিষ্ঠতি সংগ্রামে সেতুহেতুরয়ঃ নলঃ ॥ ২১

‘যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাসিনন্দনের পশ্চাতে যে বীর, বিশাল  
সেনাবাহিনী নিয়ে পরিবেষ্টন করে আছে তার নাম হচ্ছে  
‘নল’, সেই হচ্ছে এই সেতু রচনার প্রধান হেতু।

যে তু বিষ্টভা গাত্রাশি ক্ষেত্ৰয়ষ্টি নদষ্টি চ  
উখায় চ বিজ্ঞপ্তে ক্রোধেন হরিপুঙ্গবাঃ ॥ ২২

এতে দুস্ত্রসহা যোরাশ্চশ্চাপরাক্রমাঃ।

অষ্টৌ শতসহস্রাশি দশকোটিশতানি চ।

য এনমনুগচ্ছন্তি বীরাস্চন্দনবাসিনঃ ॥ ২৩

এমৈবশংসতে লঙ্কাং যেনানীকেন মর্দিভূম্।

‘যে বানরেরা আপন অঙ্গকে ছিন্ন রেখে সিংহের  
ন্যায় গর্জন করছে, যে বানর শ্রেষ্ঠগণ ক্রোধে আসন ত্যাগ  
করে জুগুপ করছে, এরা অত্যন্ত ভয়ংকর, প্রচণ্ড  
পরাক্রমশালী ও ভয়ানক ক্রোধী। এরা সংখ্যায় দশ কোটি  
শত এবং আট লাখ। নলের অনুসরণকারী এই  
বানরবীরেরা চন্দনবনে বাসকারী। এরা লঙ্কাকে সসৈন্যে  
ধ্বংস করতে সক্ষম

শ্বেতো রজতসংকাশ্চপলো ভীমবিক্রমঃ ॥ ২৪

বুদ্ধিমান্ বানরঃ শূরশ্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।

তূর্ণং সুগ্রীবমগস্যা পুনর্গচ্ছতি বানরঃ ॥ ২৫

বিভজন্ বানরীং সেনামনীকানি প্রহর্যয়ন্।

‘রজততুল্য শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট মহাপরাক্রমশালী চঞ্চল  
বানরের নাম হল ‘শ্বেত’। ত্রিলোকে বিখ্যাত এই বানর  
অতিশয় বুদ্ধিমান। শ্বেত শীঘ্র সুগ্রীবের নিকটে এসে পুনরায়  
ফিরে ফিরে যাচ্ছে। সে বানরসেনাদের দায়িত্ব অনুসারে  
বিভাগ করছে এবং সৈনিকদের আনন্দবর্ধনপূর্বক  
উৎসাহিত করছে।

যঃ পুরা গোমতীতীরে রমাং পর্ষতি পর্বতম্ ॥ ২৬

নাম্না সংরোচনো নাম নানানগযুতো গিরিঃ।

তত্র রাজ্যং প্রশান্তোষ কুমুদো নাম যুথপঃ ॥ ২৭

‘পুরাকালে গোমতী নদীর তীরে নানাপ্রকার বৃক্ষ যুক্ত  
সংরোচন নামক পর্বতে এবং তাব আশেপাশে যে বিচরণ  
করতো এবং সেখানকার শাসনকর্তা ছিল, সেই হল  
‘কুমুদ’ নামক যুথপতি।

যোহসৌ শতসহস্রাশি সহস্রং পরিকরতি।

যস্য বালা বহুবামা দীর্ঘলাঙ্গুলমশ্রিতাঃ ॥ ২৮

তাপ্রা পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদর্শনাঃ।

ভদ্রীনা বানরশ্চণ্ডঃ সংগ্রামভিকান্ধন্তি।

এযোহপ্যাশংসতে লঙ্কাং যেনানীকেন মর্দিভূম্ ॥ ২৯

‘যে এই শত সহস্র সংখ্যক বানরকে সানন্দে  
আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, যার দীর্ঘলাঙ্গুলে এবং বাহুযুগে  
বিন্দুত আছে লম্বা লম্বা লাল, হলুদ, কালো এবং সাদা  
রঙের রোমরাজি, যা দেখতে অতি ভয়ংকর, যার মধ্যে  
কোন দীনতা নেই—তার নাম হল ‘চণ্ড’। সে সর্বদাই যুদ্ধে  
আগ্রহী সৈন্যদের নিয়ে লঙ্কাকে মর্দন করতে অধীর হয়ে  
রয়েছে।

যশ্বেব সিংহসংকাশঃ কপিলো দীর্ঘকেশরঃ।

নিভৃতঃ প্রেক্ষতে লঙ্কাং দিগ্ধক্ষ্মিষ চক্ৰম্ ॥ ৩০

বিদ্ব্যং কৃষ্ণগিরিং সহ্যং পর্বতং চ সুদর্শনম্।

রাজন্ সততমধ্যাক্তে স রজ্জো নাম যুথপঃ।

শতং শতসহস্রাণাং ত্রিংশচ্চ হরিপুঙ্গবাঃ ॥ ৩১

যং যান্তং বানরা যোরাশ্চশ্চাপরাক্রমাঃ।

পরিবার্যনুগচ্ছন্তি লঙ্কাং মর্দিভূমোজসা ॥ ৩২

‘হে রাজন্ ! সিংহতুল্য পরাক্রমী, দীর্ঘকেশর যুদ্ধ  
কপিলবর্ণের ‘রক্ত’ নামক সেই যুথপতি নিভৃতে গভীর  
মনোযোগ সহকারে লঙ্কাপুরীর প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি  
নিষ্ক্ষেপ করছে ; যেন সে এই নগরীকে ভস্ম করে দেবে  
সে সততই বিদ্ব্য, কৃষ্ণগিরি, সহ্য এবং সুদর্শন পর্বতে  
অবস্থান করে, এককোটি ত্রিশ সংখ্যক অতি ভয়ংকর এবং  
পরাক্রমী বানরবীর যুদ্ধযাত্রার কালে তাকে অনুসরণ করে  
তারা আপন তেজে লঙ্কাকে বিধ্বস্ত করার জন্য তাকে (সেই  
রক্ত নামক বানরকে) ঘিরে অগ্রসর হচ্ছে।

যস্ত কণৌ বিবৃণুতে জুগুতে চ পুনঃ পুনঃ।

ন তু সংবিজতে মৃত্যোর্ন চ সেনাং প্রধাবতি ॥ ৩৩

প্রকম্পতে চ রোষণে তির্যক্ চ পুনরীক্ষতে।

পশা লাজুলবিক্ষেপং ক্ষেত্ৰতোষ মহাবলঃ ॥ ৩৪

‘যে কানকে প্রসারিত করে পুনঃ পুনঃ জুগুপ করছে  
সে মৃত্যুকেও ভয় করে না ; সৈন্যদের উপর নির্ভর না করে  
একাই শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহাবলশালী সেই  
বানরের রোষে মেদিনী কম্পমানা। তির্যক্ দৃষ্টিতে সে  
অবলোকন করছে। দেখুন, এই বানর লাজুল বিক্ষেপ  
করতে করতে সিংহের ন্যায় গর্জন করছে।



মহাজনো বীতভয়ো রমাং সাংঘেয়পর্বতম্  
রাজন্ সততমধ্যাক্ষে শরভো নাম যুথপঃ ॥ ৩৫

‘হে রাজন্ ! ‘শরভ’ নামক এই যুথপতি রমণীয়  
সংঘের পর্বতে অবস্থান করে। এ মহাবেগবান এবং  
একেবারেই ভয়হীন।

এতস্য বলিনঃ সর্বৈ বিহার্য্য নাম যুথপাঃ।

রাজন্ শতসহস্রাণি চত্বারিংশত্তথৈব চ ॥ ৩৬

‘এর অধীনে একলক্ষ চত্বরিংশহাজার মহাবলশালী  
‘বিহার্য্য’ নামক পরাক্রমী বানর সেনা আছে।

যন্ত মেঘ ইবাকাশঃ মহানাবৃত্য তিষ্ঠতি।

যন্তো বানরবীরাণাং সুরাণামিব বাসবঃ ॥ ৩৭

ভেরীশামিব সম্রাদো যসৌষ শ্রম্যতে মহান্।

বোধঃ শাখামৃগেন্দ্রাণাং সংগ্রামভিকালকৃত্যম্। ৩৮

এষ পর্বতমধ্যাক্ষে পারিষ্যাদ্রমুনুত্তমম্।

যুদ্ধে দুস্ত্রসহো নিত্যং পনসো নাম যুথপঃ ॥ ৩৯

এনং শতসহস্রাণাং শতর্ষং পর্যুপাসতে।

যুথপা যুথপশ্রেষ্ঠঃ যেষাং যুথানি ভাগশঃ ॥ ৪০

‘যে বিশাল বানর মেঘের মতো আকাশকে ঘিরে

আছে, দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্দ্র শোভিত হন, তেমনি

বানরবীরদের মধ্যে যাঁর সর্বোত্তম শোভা তথা অসংখ্য

ভেরী ধ্বনির মতো যার গর্জন মহাগম্ভীর, যুদ্ধকালক্ষী

বানরবীরদের মধ্যে অন্যতম, যুদ্ধে দুঃসহ সেই ‘পনস’

নামক বানর যুথপতি সর্বোত্তম পরিষ্যাত্র পর্বতে বাস করে।

যুথপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বানরবীরের সেবক সংখ্যা

পঞ্চাশলক্ষ—যারা নিজেরাই পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত।

যন্ত ভীমাং প্রবল্যন্তীং চমুং তিষ্ঠতি শোভয়ন্।

হিতাং তীরে সমুদ্রস্য দ্বিতীয় ইব সাগরঃ ॥ ৪১

এষ দর্দূরসংকাশো বিনতো নাম যুথপঃ।

পিবংচরতি যো বেণাং নদীনামুত্তমাং নদীম্ ॥ ৪২

যষ্টিঃ শতসহস্রাণি বলমস্য প্রবলমাঃ।

‘সমুদ্রের তীরে অবস্থিত উচ্ছলিত লক্ষ্মণরত

ভয়ানক বানবসেনা দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

‘দর্দূর’ পর্বতের ন্যায় বিশালাকৃতি সম্পন্ন ‘বিনত’ নামক

বানর যুথপতি। যে, নদীশ্রেষ্ঠ বেণা নদীর জল পান করতে

করতে বিচরণ করছে, তার বানর বাহিনীর সংখ্যা হল

ষাট লক্ষ।

ত্মামাহুয়তি যুদ্ধায় ক্রোধনো নাম বানরঃ ॥ ৪৩

বিক্রোহা বলবন্তস্ত যথা যুথানি ভাগশঃ।

‘সর্বদাই আপনাকে যে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছে

‘ক্রোধন’ নামক সেই বানরের বল-বিক্রম সুবিশাল, তার

অধীনে বহু যুথপতি পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে অবস্থান

করছে।

যন্ত গৈরিকবর্ণাভং বপুঃ পুষ্যতি বানরঃ ॥ ৪৪

অবমতা সদা সর্বান্ বানরান্ বলদর্পিতঃ।

গবয়ো নাম তেজস্বী ভ্রাং ক্রোধাদভিবর্ততে ॥ ৪৫

এনং শতসহস্রাণি সন্ততিঃ পর্যুপাসতে।

এষৈবাংশসতে লঙ্কাং স্নেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥ ৪৬

‘ওই যে গৈরিকবর্ণ বিশিষ্ট তেজস্বী বানর, নিজ

দেহ পোষণ করছে, তার নাম হল ‘গবয়’। বলদর্পিত এই

বানর সর্বদা অন্যসব বানরদেরকে অবজ্ঞা করে। সে

অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে। এর অধীনে আছে

সত্তর লক্ষ বানর সৈন্য। সে চায় তার সৈন্যদের সাহায্যে

লঙ্কা নগরীকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিতে।

এতে দুস্ত্রসহা বীরা যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।

যুথপা যুথপশ্রেষ্ঠাঙ্কেষাং যুথানি ভাগশঃ ॥ ৪৭

‘এরা সকলেই প্রচণ্ডভাবে শক্তিশালী, এদের গণনা

করাও সম্ভব নয়। এইরকম যুথপতিদের যত শ্রেষ্ঠ যুথপ

আছে, তাদেরও পৃথক পৃথক যুথ রয়েছে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥



## সপ্তবিংশঃ সর্গঃ (২৭)

বানরসেনাদের প্রধান প্রধান যুথপতিদের পরিচয় প্রদান

তাংস্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি প্রেক্ষমাণস্য যুথপান্।  
রাঘবার্থে পরাক্রান্তা য়ে ন রক্ষন্তি জীবিতম্॥ ১

‘মহারাজ ! আপনি যে সব বানর দলপতিদের  
দেখছেন, আমি তাদের কথাই আপনাকে সম্যক্রূপে  
বলছি। এরা রামচন্দ্রের হিতসাধনের জন্য পরাক্রম প্রকাশে  
উদ্যত এবং সেইকার্যে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও  
প্রস্তুত।

সিদ্ধা যস্য বহুব্যামা দীর্ঘলাঙ্গুলমাপ্রিতাঃ।  
তপ্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরকর্মণঃ॥ ২  
প্রগৃহীতাঃ প্রকাশন্তে সূর্যস্যেব মরীচয়ঃ।  
পৃথিব্যাং চানুক্শ্যন্তে হরো নাইমৈব বানরঃ॥ ৩  
যং পৃষ্ঠতোহনুগচ্ছন্তি শতশোহথ সহস্রশঃ।  
বৃক্ষানুদ্যাম্য সহসা লঙ্কারোহনতৎপরঃ॥ ৪  
যুথপা হরিরাজস্য কিঙ্করাঃ সমুপস্থিতাঃ।

‘সুদীর্ঘ লাঙ্গুল এবং অমৃত বাহুসন্ধিমূলবিশিষ্ট তথা  
ভয়ংকর কর্মসাধনকারী ‘হর’ নামক বানরের লেজের  
চুলগুলি লাল, হলুদ, সাদা রঙের এবং অত্যন্ত চিকণ।  
সেগুলি সূর্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল। দীর্ঘাকৃতির কারণে  
সেগুলি ভুলুষ্ঠিত হচ্ছে। শতসহস্র সংখ্যক বানর তার  
পশ্চাদনুগমন করে। তারা বৃক্ষ উৎপাটন করে সহসা লঙ্কা  
আক্রমণে তৎপর। যুথপ বানররাজের সেবকেরা এখানে  
সমুপস্থিত হয়েছে।

নীলানিব মহামেঘাংস্তিষ্ঠতো যাংস্ত পশ্যসি॥ ৫  
অসিতাঙ্গনসংকাশান্ যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্।  
অসংখ্যায়াননির্দেশান্ পরং পারমিবোদধেঃ॥ ৬  
পর্বতেষু চ যে কেচিদ্ বিষয়েষু নদীষু চ।  
এতে দ্ব্যমভিবর্তন্তে রাজমৃগাঃ সুদারুণাঃ॥ ৭  
এবাং মধ্যে হিতো রাজন্ ভীমাক্ষো ভীমদর্শনঃ।  
পর্জন্য ইব জীমূতঃ সমস্তাৎ পরিবারিতঃ॥ ৮  
কৃষ্ণবস্ত্রং গিরিশ্রেষ্ঠমধ্যান্তে নর্মদাং পিবন্।  
সর্বকামাধিপতির্ভূয়ো নাইমৈব যুথপঃ॥ ৯

‘ওদিকে যাদের আপনি দেখছেন, সেই নীল  
মহামেঘ তথা কাজলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট, যারা যুদ্ধে  
সত্য অত্যন্ত পরাক্রমী। সমুদ্রের অপরপারে অবস্থিত

অসংখ্য, অগণিত সৈন্যদের সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু  
বলা সম্ভব নয়। হে রাজন্ ! বিভিন্ন পর্বতে, তলদেশে,  
নদীতটে বিচরণকারী ভল্লুকেরা অত্যন্ত ভয়ংকর। এরা  
আপনাকে আক্রমণ করতে আসছে। হে রাজন্ ! এদের  
মধ্যে অবস্থানরত ভয়ানক নেত্র বিশিষ্ট বিকট দর্শন ‘যুথ’  
নামক যুথপতি—মেঘের দ্বারা পরিবেষ্টিত ইন্দের ন্যায়,  
অন্যান্য ভল্লুকদের দ্বারা সমাবিষ্ট এই যুথপতি পর্বতশ্রেণী  
মধ্যে অবস্থিত নর্মদার জল পান করে থাকে।

যবীরানস্য তু ভ্রাতা পশ্যানং পর্বতোপমম্।  
ভ্রাতা সমানো রূপেণ বিশিষ্টস্ত পরাক্রমো॥ ১০  
স এষ জাম্ববান্ নাম মহাযুথপযুথপঃ।  
প্রশান্তো গুরুবতী চ সম্প্রহারেধর্মবর্ষণঃ॥ ১১

‘এই দেখুন ! তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ; পর্বততুল্য  
আকৃতি বিশিষ্ট রূপে তার সমতুল্য হলেও পরাক্রমে সে  
তদপেক্ষা অধিকতর। যুথপতিদের যুথপতি সেই যুদ্ধের  
নাম হলো ‘জাম্ববান’। স্বভাবে সে শান্ত এবং গুরুজনের  
আজ্ঞাধীন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সে অতি কোপনমুদ্রাবিশিষ্ট  
রূপ ধারণ করে।

এতেন সাহ্যং তু মহৎ কৃতং শক্রস্য ধীমতা।  
দৈবাসুরে জাম্ববতা লঙ্কাশ্চ বহুবো বরাঃ॥ ১২  
‘এই বুদ্ধিমান জাম্ববান দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রকে  
বিশেষভাবে সাহায্য করে তাঁর কাছ থেকে বহু বর লাভ  
করেছে।

আরুহ্য পর্বতাশ্রেণীমো মহাম্ববিপুলাঃ শিলাঃ।  
মুঞ্চন্তি বিপুলাকারা ন মৃত্যোরুজ্জিহ্বন্তি চা॥ ১৩  
রাক্ষসানাং চ সদৃশাঃ পিশাচানাং চ রোমশাঃ।  
এতস্যা সৈন্যা বহুবো বিচরন্ত্যমিতৌজসঃ॥ ১৪

‘অমিততেজসম্পন্ন বহুসংখ্যক এই সৈন্যরা বিচরণ  
করছে। তাদের শরীর রাক্ষসদের মতো, পিশাচদের মতো  
এরা ক্রুর স্বভাবসম্পন্ন, মৃত্যুভয়হীন এবং পর্বতশ্রেণী  
আরোহণ করে মেঘের মতো বিশাল-বিশাল শিলাখণ্ড  
নিক্ষেপ করে।

য এনমভিসংরক্তং প্রবমানমবহিতম্।  
প্রেক্ষন্তে বানরাঃ সর্বে হিতা যুথপযুথপম্॥ ১৫

এব রাজন্ মহাস্রাক্ষঃ পর্যুপাত্তে হরীশ্চতঃ  
বলেন বলসংযুক্তো দত্তো নামৈষ যুধপঃ ॥ ১৬

ক্ৰীড়াচ্ছলে লক্ষ্মণরত এবং মাশে-মথো দণ্ডায়মান  
যে যানবটিকে অন্য সব বানবেরা ছিন্ন হয়ে দেখছে ; সে  
হুলা দলপতিদেরও দলপতি। হে রাজন্ ! তার নাম হল  
'দত্ত'। এই বলসংযুক্ত বানররাজ আপন সৈন্যদের সঙ্গে  
সহস্রলোচন ইন্দ্রের উপাসনা করে—তার সাহায্যার্থে সৈন্য  
গঠিয়ে থাকে।

৪। হিতং যোজনে শৈলং গচ্ছন্ পার্শ্বেন সেবতে।

উৰ্গঃ তথৈব কায়েন গতঃ প্রাপ্পোতি যোজনম্ ॥ ১৭

অসং তু পরমং রূপং চতুষ্পাৎসু ন বিন্যতে

ক্রতা সংনাদনো নাম বানরাণাং পিতামহঃ ॥ ১৮

যেন যুদ্ধং তদা দত্তং রণে শক্রসা ধীমতা।

পরজয়শ্চ ন প্রাপ্তঃ সোহয়ং যুধপযুধপঃ ॥ ১৯

'যে গমনকালে একযোজন দূরে অবস্থিত পর্বতকে

অপন পার্শ্বভাগ দ্বারা স্পর্শ করে। তদ্রূপ একযোজন উর্কে

অবস্থিত বস্তুকেও শরীর দ্বারা গ্রহণ করে। চতুষ্পদদের

মথো যার মতো ওয়ংকর রূপ আর নেই, তার নাম হল

'সংনাদন'। শোনা যায় সে বানরদের পিতামহ। সেই

বুদ্ধিমান বানর ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধে পরাস্ত হয়নি, সেই

বানর হল যুধপতিদেরও যুধপতি।

যস্য বিক্রমমাণস্য শত্রুস্যেব পরাক্রমঃ।

এষ গন্ধর্বকন্যায়ামুৎপন্নঃ কৃষ্ণবর্ণনা ॥ ২০

তদা দেবাসুরে যুদ্ধে সাহ্যার্থং ত্রিদিবৌকসাম্।

যত্র বৈশ্রবণো রাজা জম্বুদ্বীপনিষেবতে ॥ ২১

যো রাজা পর্বতেভ্রাণাং বহুকিন্নরসেবিনাম্।

বিহারসুখদো নিত্যং ভ্রাতৃশ্চে রাক্ষসাদিপি ॥ ২২

ইদ্রেষ রমতে শ্রীমান্ বলবান্ বানরোত্তমঃ।

যুদ্ধেবকখনো নিত্যং ক্রথনো নাম যুধপঃ ॥ ২৩

বৃত্তঃ কোটিসহশ্ৰেণ হরীণাং সমবহিতঃ।

এযেবাশংসতে লঙ্কাং যেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥ ২৪

'যুদ্ধ-পরাক্রমে যে ইন্দ্রের সমতুল্য, দেবাসুরের

যুদ্ধে দেবতাদের সাহায্যের জন্য অগ্নিদেবের দ্বারা

গন্ধর্বকন্যার গর্ভে জাত সেই যুধপতি হল 'ক্রথন'। হে

রাক্ষসরাজ ! বহু কিম্বদন্তি যার সেবায় নিযুক্ত এবং বহু বিশাল  
পর্বতরাজীর যে নৃপতি তথা আপনার ভ্রাতা কুবেরকে সে  
সর্বদাই সুখ প্রদান করে। যে পর্বতের উপর সে অবস্থান  
করে সেই পর্বতের উপরেই এই বলশালী ক্রম্বন বসবাস  
করে। সে কখনও নিজের প্রশংসা কবে না। কোটি-সহস্র  
বানরসেনা দ্বারা সমাবৃত সেই বানর নিজ সৈন্যদের  
সাহায্যে লঙ্কাকে ধ্বংস করার সাহস রাখে।

যো গঙ্গামনুপশেতি ত্রানয়ন্ গজযুধপান্।

হস্তিনাং বানরাণাং চ পূর্ববৈরমনুষ্মদন ॥ ২৫

এষ যুধপতির্নেতা গর্জন গিরিশুহাশয়ঃ।

গঙ্গান্ রোধয়তে বন্যানারুজংচ্চ মহীরুহান্ ॥ ২৬

হরীণাং বাহিনীমুখ্যো নদীং হৈমবতীমনু।

উদীরবীজমাশ্রিত্য মন্দরং পর্বতোত্তমম্ ॥ ২৭

রমতে বানরশ্রেষ্ঠো দিবি শত্রু ইব স্বয়ম্।

এনং শতসহস্রাণাং সহস্রমভিবর্ততে ॥ ২৮

বীর্ষবিক্রমদৃষ্টানাং নর্দতাং বাহুশালিনাম্।

স এষ নেতা চৈতেষাং বানরাণাং মহাবলানাম্ ॥ ২৯

স এষ দুর্ধরো রাজন্ প্রমাথী নাম যুধপঃ।

বাতেনেবোদ্ধতং মেঘং যমেনমনুপশ্যসি ॥ ৩০

অনীকমপি সংরক্তং বানরাণাং তরস্বিনাম্।

উদ্ধৃতমরুণাভাসং পবনেন সমজ্জতঃ ॥ ৩১

বিবর্তমানঃ বহুশো যত্রৈতদ্বহলং রজঃ।

'হাতি এবং বানরদের পুরনো শত্রুতাকে' (১) স্মরণ

করে যে গজ যুধপতিদের সমুদ্র করে গঙ্গার তীরে বিচরণ

করে, এই বানর-যুধপতি নেতা গিরি-শুহাশয় শয়ন করে

গর্জন করে, বন্য মহীরুহসমূহ উৎপাটন করে হাতিদের

গতিরুদ্ধ করে, বানর-বাহিনীর এই প্রধান হৈমবতী

নদীর (২) তীরে উদীরবীজ পর্বত তথা গিরিশ্রেষ্ঠ মন্দার

আশ্রয় করে রমণ করে। হে রাজন্ ! স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের

ন্যায় এই বানরশ্রেষ্ঠ শত সহস্র বানরদের দ্বারা পরিবৃত

হয়ে সেখানে অবস্থান করে। বীর্ষবিক্রমদৃষ্ট, গর্জনরত,

বাহুবলে বলীয়ান, বানরকুলের অগ্রগণ্য সেই যুধপতির

নাম হল 'প্রমাথী'। বায়ুর বেগে উখিত উদ্ধত মেঘের

মতো, একে দেখুন। দ্রুতগামী ক্রুদ্ধ বানর সৈন্যদের

(১) হস্তীর রূপ ধারণ করে আগত শম্ববাদন নামক রাক্ষসকে শ্রীহনুমানের পিতৃদেব বানররাজ কেসরী হত্যা করেছিলেন। ফলে

গঙ্গাকুলের সঙ্গে বানরদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল।

(২) গঙ্গা নদী।



পনত্রে ত্রিহিত বাতাসে অকণবর্নেষ ধূলিজাল বিস্তৃত হয়ে  
আচ্ছন্ন করেছে। এই ধূলিরাশি বহনিকে বহনভাবে  
উল্লীক্ষমান।

এতেহসিতমুখা ঘোরা গোলাঙ্গুলা মহাবলাঃ ॥ ৩২  
শতং শতসহস্রাণি দৃষ্টা বৈ সেতুবন্ধনম্।  
গোলাঙ্গুলং মহারাজ গবাকং নাম যুথপম্ ॥ ৩৩  
পরিবার্ধাভিনন্দন্তে লঙ্কাং মর্দিতুমোজসা।

‘এরা হল কৃষ্ণবর্ণ দুখবিশিষ্ট, ভয়ানক-দর্শন,  
মহাবলশালী গোলাঙ্গুলজাতীয় বানর। মহারাজ ! এরা  
সংখ্যায় প্রায় এককোটি। এই গোলাঙ্গুল জাতীয় বানরেরা  
সেতুবন্ধনে সহায়তা করেছিল। এদের যুথপতির নাম হল  
‘গবাক’। এই ললপতি বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে  
বলপূর্বক লঙ্কাকে ধ্বংস করার জন্য গর্জন করতে করতে  
যাচ্ছে।

ব্রহ্মরচরিতা যত্র সর্বকালফলফ্রমাঃ ॥ ৩৪  
যং সূর্যভূলাবর্ণাতমনুপবেতি পর্বতম্।  
যস্য ভাসা সনা ভাবি তবর্মা মৃগপক্ষিঃ ॥ ৩৫  
যস্য প্রহং মহাকানো ন ভ্যজন্তি মহর্ষয়ঃ।  
সর্বকামফলা বৃক্ষাঃ সদা ফলসমধিতাঃ ॥ ৩৬  
মধুনি চ মহার্বাণি যন্মিন্ পর্বতসত্তমে।  
তত্রৈব ব্রহ্মতে রাজন্ রমো কাঞ্চনপর্বতে ॥ ৩৭  
মুখ্যো বানরমুখ্যানাং কেন্দ্রী নাম যুথপঃ।

‘যে পর্বতে সব ঋতুতে ফল প্রদানকারী বৃক্ষসমূহ  
ব্রহ্মর দ্বারা সেবিত, যেখানে সূর্যভূলা বর্ণের আভা প্রতিদিন  
পরিক্রমা করে। আলোকহীনের সেখানকার মৃগপক্ষিগণ সদা  
উচ্ছল হয়ে থাকে, মহাত্মা মহর্ষিগণ দ্বার সানুদেশ কখনো  
ভ্রাণ করেন না, যেখানে বৃক্ষগুলি সকল কামনানুসারে  
ফলদায়ী, যে পর্বতশ্রেষ্ঠে মহর্ষি মধু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া  
যায়। হে রাজন্ ! সেই ব্রহ্মীয় কাঞ্চন পর্বতে মুখ্য  
বানরদের ললপতি ‘কেন্দ্রী’ নামক বানর রমন করে।

যদ্বিস্মিরিসহস্রাণি বন্যাঃ কাঞ্চনপর্বতাঃ ॥ ৩৮  
তেষাং মধ্যে গিরিকরতুমিবানঘ বক্ষসাম্।

‘এইরূপ ব্রহ্মীয় কাঞ্চনপর্বতের সংখ্যা ষাট হাজার,  
হে নিম্পাপ ! বাক্সদের মধ্যে যেমন আপনি প্রধান,  
তেমনি ঐ গিরিশৃঙ্গগুলির মধ্যে প্রধান হল এই শৃঙ্গটি।

তত্রৈকে কপিলাঃ শ্বেতশ্যামায়া মধুশিঙ্গলাঃ ॥ ৩৯  
নিবসন্তাস্তিমগিরৌ ত্রীকুণ্ডো নখাযুধা।  
সিংহ ইব চতুর্দন্তো ব্যাঘ্রা ইব দুরাসবাঃ ॥ ৪০

সর্বৈ বৈশ্বানরসমা জ্বলদাশীবিষোপমাঃ  
সুদীর্ঘাঞ্চিতলাঙ্গুলা মন্ত্রমাতঙ্গসমিভাঃ ॥ ৪১  
মহাপর্বতসংকাশা মহাজীমূতনিঃফলাঃ।  
বৃত্তপিঙ্গলনেত্রা হি মহাতীমগতিবনাঃ ॥ ৪২  
মর্দয়ন্তীব তে সর্বৈ তদ্বল্লঙ্কাং সমীক্ষ্য তে  
‘সেই শৃঙ্গের অস্তিম শৃঙ্গে — কপিল, শ্বেত, রক্ত  
এবং মধুর মতো পিঙ্গল বর্ণের মুখ বিশিষ্ট সুদীর্ঘ নখ এবং  
দন্তযুক্ত বানরেরা বাস করে। তারা সিংহের ন্যায় চতুর্দন্ত-  
বিশিষ্ট এবং ব্যাঘ্রের মতো দুর্জয়। এরা সকলেই অগ্নির  
ন্যায় তেজস্বী প্রজ্জ্বলিত মুখমণ্ডল সর্পের ন্যায় ক্রেমী-  
তাদের সুন্দর লেজগুলি সুদীর্ঘ এবং তারা উগ্রস্ত হাতি  
মতো পরাক্রমী। মহান পর্বতের ন্যায় সুবিশাল  
আকৃতিসম্পন্ন এই বানরেরা ঘোর মেঘের ন্যায় গম্ভীর  
গর্জন করছে, তাদের অক্ষিযুগল বৃত্তাকার এবং পিঙ্গল  
বর্ণের, তাদের ভীম তুল্য গতি ভয়ানক শব্দ সৃষ্টিকারী। তারা  
এখানে উপস্থিত হয়ে লঙ্কা নগরীকে খেলাচ্ছলে তখনই  
করে দেবে।

এষ চৈষামধিপতির্মধ্যে তিষ্ঠতি বীর্ঘবান্ ॥ ৪৩  
জয়াবী নিতামাদিতামুপতিষ্ঠতি বীর্ঘবান্।  
নাম্না পৃথিব্যাং বিখ্যাতো রাজন্ শতবলীতি যঃ ॥ ৪৪  
‘এদের পরাক্রমী অধিপতি এদের মধ্যেই  
অবস্থানরত। হে রাজন্ ! এই বীর্ঘবান্ অধিপতি জয়লাভের  
জন্য নিতাই সূর্যদেবের উপাসনা করে। এই বীর পৃথিবীতে  
‘শতবলী’ নামে বিখ্যাত।

এষেবাংশসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।  
বিজ্ঞাত্তো বলবান্ শূরঃ পৌরুষে স্বে ব্যবহ্রিতঃ ॥ ৪৫  
রামপ্রিয়ার্থং প্রাণানাং লঙ্কাং ন কুরুতে হরিঃ।

‘বলবান, পরাক্রমী তথা শূরবীর এই শতবলী নিজ  
পৌরুষে পূর্ণ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। নিজ সৈন্যদের  
সাহায্যে এই বানরবীর লঙ্কা নগরীকে ধ্বংস করতে চায়।  
এই বানর রামচন্দ্রের হিতকর্মের জন্য নিজের প্রাণের  
প্রতিও দয়া দেখায় না।

গজো গব্যাক্ষো গবয়ো নলো নীলশ্চ বানরঃ ॥ ৪৬  
একৈকমেব ঘোধানাং কোটিভির্দশভিবৃত্তঃ।

‘গজ, গব্যাক্ষ, গবয়, নল এবং নীল — এই সকল  
এক একজন সেনাপতি দশ কোটি করে সৈন্যদের দ্বারা  
পরিবেষ্টিত।

তথানো বানরশ্রেষ্ঠা বিজ্ঞাপর্বতবাসিনঃ।



শকাঙ্কে বহুত্বাং তু সংখ্যাতুং লঘুবিক্রমাঃ ॥ ৪৭ ॥  
এতদ্ব্যতীতং বিদ্যাপর্বতবাসী অন্যান্য পরাক্রমী  
মানব শ্রেষ্ঠগণও রয়েছে, সংখ্যাধিক্যের কারণে যাদের  
কখনো করা যাচ্ছে না।

সর্ব মহারাজ মহাপ্রভাবাঃ  
সর্ব মহাশৈলনিকাশকায়ঃ ॥

সর্ব সমর্থাঃ পৃথিবীঃ ক্ষণেন  
কর্তুঃ প্রবিশ্বত্তবিকীর্ণশৈলাম্ ॥ ৪৮ ॥  
‘মহারাজ! সেইসব বানরেরাও অত্যন্ত প্রভাবশালী,  
এদের সকলেরই শরীর মহা মহা পর্বততুল্য বিশাল। এরা  
সকলেই ক্ষণমধ্যেই পৃথিবীর সকল পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ  
করতে সক্ষম।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বায়ীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বায়ীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

### অষ্টবিংশঃ সর্গঃ (২৮)

শুক কর্তৃক সুগ্রীবের মন্ত্রীদেব, মৈন্দ এবং দ্বিবিদের, হনুমানের, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ,  
বিভীষণ এবং সুগ্রীবের পরিচয় প্রদান এবং বানরসেনাদের সংখ্যা নিরূপণ

সন্নপস্য বচঃ শ্রদ্ধা রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥  
বনমদিশ্য তৎ সর্বং শুকো বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ১ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ সারণের সব কথা শুনে, শুককে  
সেইসব সৈন্যদের বিষয়ে বলতে আদেশ করলে শুক  
বলতে লাগল—

হিতান্ পশ্যসি যানেতান্ মন্তানিব মহাধিপান্  
নাগ্রোধানিব গাঙ্গেয়ান্ সালান্ হৈমবতানিব ॥ ২ ॥  
এতে দুস্ত্রসহা রাজন্ বলিনঃ কামরূপিণঃ ॥  
দৈত্যদানবসংকাশা যুদ্ধে দেবপরাক্রমাঃ ॥ ৩ ॥

‘রাজন্! উন্নত মহা মাতঙ্গের ন্যায় আপনি যাদের  
দেখছেন এরা গঙ্গাতীরবর্তী বটবৃক্ষতুল্য তথা হিমালয়স্থ  
শাল বৃক্ষের ন্যায় শক্তিশালী। এদের বেগ দুঃসহ, এরা  
বলশালী এবং ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে সক্ষম। যুদ্ধে  
এরা দৈত্য-দানবদের মতো শক্তিশালী এবং দেবতাদের  
ন্যায় পরাক্রমী।

এবাং কোটিসহস্রানি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।  
তথা শত্ৰুসহস্রানি তথা বৃন্দশতানি চ ॥ ৪ ॥  
এতে সুগ্রীবসচিবাঃ কিল্বিকানিলয়াঃ সদা।  
হরয়ো দেবগন্ধর্বৈরুৎপন্ন কামরূপিণঃ ॥ ৫ ॥

‘এরা সংখ্যায় একুশ কোটি সহস্র, তথা সহস্র শত্ৰু  
তথা শতবৃন্দ<sup>(১)</sup> এইসব বানরেরা সর্বদাই কিল্বিক্যানিবাসী  
সুগ্রীবের পরামর্শদাতা। ইচ্ছামতো রূপধারণকারী এই  
বানরেরা দেবতা ও গন্ধর্বদের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে।

যৌ তৌ পশ্যসি তিষ্ঠন্তৌ কুমারৌ দেবরূপিণৌ।  
মৈন্দচ্চ দ্বিবিদশ্চৈব তাজাং নাক্তি সমো যুধি ॥ ৬ ॥  
ব্রহ্মণা সমনুজ্জাতাবমৃতপ্রাশিনাবুভৌ।

আশংসেতে যথা লঙ্কামেতৌ মর্দিতুমোক্ষসা ॥ ৭ ॥  
‘দেবতুল্য রূপধারী যে দুই কুমারকে আপনি  
অবস্থানরত দেখছেন, তারা হল ‘মৈন্দ’ এবং ‘দ্বিবিদ’।  
তাদের সমান যোদ্ধা আর নেই। ব্রহ্মার আদেশানুসারে  
তারা দুজনে অমৃত পান করেছিল। এই দুই বীর আপন  
বল এবং পরাক্রম দ্বারা লঙ্কাকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা  
করে।

যং তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তঃ প্রতিমিব কুঞ্জরম্।  
যো বলাৎ ক্ষোভয়েৎ ক্রুদ্ধঃ সমুদ্রমপি বানরঃ ॥ ৮ ॥  
এষোহভিগজা লঙ্কারাং বৈদেহ্যাস্তব চ প্রভো।  
এনং পশ্য পুরা দৃষ্টং বানরং পুনরাগতম্ ॥ ৯ ॥  
জ্যোষ্ঠঃ কেসরিণঃ পুত্রো বাতাস্তজ ইতি শ্রুতঃ।

(১) এইসকল সংখ্যার বিষয়ে বর্তমান সর্গের শেষভাগে দেওয়া বর্ণনা অনুসারে অনুধাবন করতে হবে।

হনুমানিতি বিখ্যাতো লক্ষ্মিতো যেন সাগরঃ ॥ ১০

‘মদমন্ত হস্তীর ন্যায় যে বানরকে আপনি দেখছেন, সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলপূর্বক সমুদ্রকেও ক্ষুদ্র করে তুলেছিল, এই বানরকে দেখুন, যে পূর্বে এখানে এসে আপনার সঙ্গে তথা বৈদেহী সীতার সঙ্গে দেখা করেছিল। সে পুনরায় উপস্থিত হয়েছে। এই হনুমান কেসরির জ্যেষ্ঠ পুত্র, সে সাগর লঙ্ঘন করেছিল। জগতে এই বানর ‘পবনপুত্র হনুমান’ নামে বিখ্যাত।

কামরূপো হরিশ্চৈষ্ঠো বলরূপসমম্বিতঃ।

অনিবার্যগতিশ্চৈব যথা সততঃ প্রভুঃ ॥ ১১

‘বল এবং রূপ সমম্বিত এই বানরশ্রেষ্ঠ ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম। এর গতির বর্ণনা করা সম্ভব নয় এবং সে বশুর মতো সর্বত্রগামী।

উদাত্তঃ ভঙ্করঃ দুষ্টা বাহুঃ কিল বুভুক্ষিতঃ।

ত্রিযোজনসহস্রং তু অক্ষানমবতীৰ্য হি ॥ ১২

আদিত্যমাহরিষ্যামি ন মে ক্ষুং প্রতিযাস্যতি।

ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুপুবে বলদর্পিতঃ ॥ ১৩

‘বাল্যকালে সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উদীয়মান সূর্যকে দেখে তিন হাজার যোজন পর্যন্ত লাফিয়ে উঠেছিল। আদিত্যকে ভক্ষণ না করে আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে না — এইরূপ (আসলে শৈশব জনিত চপলমতির কারণে সে সূর্যকেও একটি রঙীন ফল মনে করেছিল।) মনে করে সেই বলদর্পিত বানর সূর্যের দিকে লাফ দিয়েছিল।

অনাধ্বাতমঃ দেবমপি দেবর্ষিরাক্ষসৈঃ।

অনাশাদৈব পতিতো ভঙ্করোদয়নে গিরৌ ॥ ১৪

‘সূর্যদেবের নিকটে না পৌঁছে সে উদয়গিরিতে পতিত হয়, কারণ দেবতা, রাক্ষস এবং ঋষিরাও এই সূর্যদেবকে ধরতে পারেন না।

পতিতস্য কপেরস্য হনুরেকা শিলাতলে।

কিঞ্চিদ্ ভিন্না দৃঢ়হনুর্হনুমানেষ তেন বৈ ॥ ১৫

‘শিলাতলে পতিত হওয়ায় তার একটি হনু (চোয়াল) কিঞ্চিৎ আঘাতপ্রাপ্ত হল (ভেঙে গেল)। সেইজন্য সেই দৃঢ় হনুবিহীন বানর হনুমান নামে পরিচিত হল।

সত্যমাগমযোগেন মমৈষ বিদিতো হরিঃ।

নাস্য শকাং বলং রূপং প্রভাবো বানুভাবিতুম্ ॥ ১৬

এষ আশংসতে লঙ্কামেকো মথিতুমোজসা।

যেন জাঙ্ঘল্যভেহসৌ বৈ ধুমকেতুত্বাদ্য বৈ।

লঙ্কায়াঃ নিহিতশ্যাপি কথং বিশ্বরসে কপিম্ ॥ ১৭

‘বিশ্বস্ত সূত্রে আমি এই বানরের বিষয়ে জেনেছি এর বল, রূপ এবং প্রভাব সম্পর্কে বলার মতো কেউ নেই। আপনতেজে এ একাই লঙ্কাকে তখনই করতে চায় সে একাই আপনার লঙ্কাকে রুদ্ধ করতে সক্ষম। আপনি কি করে বিশ্বস্ত হচ্ছেন যে এই বানর (আপন পুত্রের অগ্নি দ্বারা) একাই সমগ্র লঙ্কাকে দহন করেছিল।

যশৈশোহনন্তরঃ শুরঃ শ্যামঃ পদ্মনিভেক্ষনঃ।

ইক্ষাকুণামতিরূপো লোকে নিশ্চতপৌরুষঃ ॥ ১৮

‘এর পাশেই পদ্ম ফুলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণের যে শূরবীর অবস্থিত, তিনিই হলেন ইক্ষকু বংশের অতিরথী, জগতে এঁর পৌরুষ বিখ্যাত।

যস্মিন্ ন চলতে ধর্মো যো ধর্মঃ নাতিবর্ততে।

যো ব্রাহ্মমন্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদ্যাং বরঃ ॥ ১৯

‘ধর্ম যাঁকে কখনো ত্যাগ করেনা। যিনি কখনো ধর্মকে লঙ্ঘন করেন না ; যিনি ব্রহ্মাশ্রম এবং বেদ — উভয়ই উত্তমরূপে জানেন। বেদবিদদের মধ্যে তিনি হলেন অন্যতম।

যো ভিন্দ্যাদ্ গগনং বাণৈর্মৈদিনীং বাপি দারয়েৎ।

যস্য মৃতোরিব ক্রোধঃ শক্রসোব পরাক্রমঃ ॥ ২০

‘যিনি আপন বলপ্রয়োগের দ্বারা আকাশকে ধ্বংস করতে সক্ষম, পৃথিবীকে বল প্রয়োগের দ্বারা বিলীর্ণ করতে সক্ষম, যাঁর ক্রোধ মৃত্যুতুল্য এবং পরাক্রম ইন্দ্রতুল্য।

যস্য ভার্যা জনহানাং সীতা চাপি হতা হুয়া।

স এষ রামস্তাং রাজন্ যোদ্ধুং সমজিবর্ততে ॥ ২১

‘যাঁর ভার্যা সীতাকে আপনি জনহান থেকে অপহরণ করেছেন, তিনিই সেই ‘শ্রীরামচন্দ্র’ — আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আপনার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

যসৌষ দক্ষিণে পার্শ্বে শুদ্ধজাহ্নবদগ্ধঃ।

বিশালবক্ষান্ত্রাক্ষো নীলকুক্ষিতমূর্ধজঃ ॥ ২২

এষো হি লক্ষ্মণো নাম ভ্রাতৃঃ প্রিয়হিতে রতঃ

নয়ে যুদ্ধে চ কুশলঃ সর্বশত্রুভৃতাং বরঃ ॥ ২৩

‘তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান, বিশাল বক্ষ বিশিষ্ট, তাম্রতুল্য উজ্জ্বল রক্তিম নেত্র বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণের কুক্ষিত কেশপূর্ণ যে ব্যক্তি রয়েছে, তিনিই হলেন ‘লক্ষ্মণ’। তিনি সতত আপন ভ্রাতার প্রিয় তথা হিতকর্মে রত। রাজনীতি এবং যুদ্ধবিদ্যা

তিনি নিপুণ এবং তিনি সকল শত্রুধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বিক্রান্তশ্চ জয়ী বলী।

‘অমর্ষী, দুর্জয়, জেতা, বিক্রান্তশত্রু জয়ী বলী।



রামসো দক্ষিণো বাহুর্নিভাঃ প্রাণো বহিষ্চরঃ ॥ ২৪

‘অমহশীল, দুর্জয়, বিজয়ী, পরাক্রমী, শত্রুদমনকারী, বলবান এই লক্ষ্মণ সর্বদাই শ্রীরামেব দক্ষিণ বাহু তুল্য তথা বাইরে বিচরণকারী প্রাণস্বরূপ।

নহেয রামবস্যার্থে জীবিতং পরিরক্ষতি।

‘ঐব্যাধংসতে যুদ্ধে নিহন্তঃ সর্বরাক্ষসান্ ॥ ২৫

‘হুনি রামচন্দ্রের জন্য আপন প্রাণ রক্ষা বিষয়েও অগ্রহী নন, (অর্থাৎ রামচন্দ্রের হিতসাধনের নিমিত্ত ইনি আপন প্রাণ বিসর্জনেও প্রস্তুত)। যুদ্ধে ইনি একাই সমস্ত রাক্ষসকে নিধন করতে ইচ্ছা করেন।

যন্তু সর্বামসৌ পক্ষং রামস্যাগ্নিতা তিষ্ঠতি।

রাক্ষাগণপরিক্ষিপ্তো রাজা হ্যেষ বিভীষণঃ ॥ ২৬

শ্রীমতা রাজরাজেন লঙ্কায়ামভিষেচিতঃ

রামসৌ প্রতिसংরক্তো যুদ্ধায়ৈষোহভিবর্ততে ॥ ২৭

‘রামচন্দ্রের বাম পার্শ্বে অবস্থিত, রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছেন রাজা বিভীষণ ; তিনি শ্রীরামের আগ্রিত এবং রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের দ্বারা লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন, তিনিও আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

যঃ তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তঃ মধ্যে গিরিমিষাচলম্

সর্বশাখামগেদ্রাণাং ভর্তারমমিতৌজসম্ ॥ ২৮

‘বানর সেনাদের মধ্যে অবস্থিত পর্বতের ন্যায় অবিচল থাকে আপনি দেখছেন, তিনিই হলেন সকল বনরশ্রেষ্ঠদের প্রভু, অমিত তেজস্বী সূগ্রীব।

ভেজসা যশসা বুদ্ধ্যা বলেনাভিজনে চ।

যঃ কপীনতিনব্রাজ হিমবানিব পর্বতঃ ॥ ২৯

‘হিমালয় পর্বতের মতো শ্রেষ্ঠ তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান এবং বলশালী সূগ্রীব বানরদের মধ্যে সর্বোপরিরূপে বিরাজমান

কিঙ্কিরাঃ যঃ সমধ্যাক্ষে গুহ্যং সগহনক্রমাম্।

দুর্গাঃ পর্বতদুর্গভ্যাং প্রধানৈঃ সহ যুথৈঃ ॥ ৩০

‘কিঙ্কিলায় অবস্থিত গহন বৃক্ষ পরিবেষ্টিত পার্বত্য দুর্গের দুর্গম গুহায় প্রধান-প্রধান বানর যুথপতিদের সঙ্গে ইনি অবস্থান করেন।

ঐসোষা কাঞ্চনী মালা শোভতে শতপুষ্পরা।

কঙ্কা দেবমনুষ্যাণাং যস্যাং লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩১

‘তার কণ্ঠে যে সুবর্ণময় শতপুষ্পের মালা শোভা পাচ্ছে, তাতেই দেবতা ও মনুষ্যাগণের কাম্যা লক্ষ্মীদেবী

বিরাজমানা।

এতাং মালাং চ তানাং চ কপিরাভ্যাং চ শাস্বতম্।

সূগ্রীবো বালিনঃ হস্তা রামেণ প্রতিপাদিতঃ ॥ ৩২

‘ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বালিকে বধ করে এই মালা, স্ত্রী তারাকে এবং জিরন্তন বানররাজ্য সূগ্রীবকে সমর্পণ করেছেন

শতং শতসহস্রাণাং কোটিমাহর্মবীষিণঃ।

শতং কোটিসহস্রাণাং শত্রুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৩

‘মনীষীরা বলেন— একশত লক্ষ মানে এক কোটি এবং শত সহস্র কোটি সংখ্যাকে বলা হয় এক শত্ৰু

শতং শত্রুসহস্রাণাং মহাশত্রুরিতি স্মৃতঃ।

মহাশত্রুসহস্রাণাং শতং বৃন্দমিহোচ্যতে ॥ ৩৪

‘শত সহস্র অর্থাৎ এক লাখ শত্রু সমান হল এক মহাশত্রু এবং এক লক্ষ মহাশত্রুর সমান হল এক বৃন্দ।

শতং বৃন্দসহস্রাণাং মহাবৃন্দমিতি স্মৃতম্।

মহাবৃন্দসহস্রাণাং শতং পদমিহোচ্যতে ॥ ৩৫

‘এক লক্ষ বৃন্দের সমান হল এক মহাবৃন্দ এবং শত সহস্র মহাবৃন্দের সমকক্ষ হল এক পদম্।

শতং পদসহস্রাণাং মহাপদমিতি স্মৃতম্।

মহাপদসহস্রাণাং শতং খর্বমিহোচ্যতে ॥ ৩৬

‘এক লক্ষ পদম্ মানে এক মহাপদ এবং এক লক্ষ মহাপদের সমান হল এক খর্ব

শতং খর্বসহস্রাণাং মহাখর্বমিতি স্মৃতম্।

মহাখর্বসহস্রাণাং সমুদ্রমভিধীয়তে।

শতং সমুদ্রসাহস্রমোষ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৭

শতমোঘসহস্রাণাং মহোঘা ইতি বিদ্রুতঃ।

‘শত সহস্র খর্বকে বলা হয় এক মহাখর্ব এবং এক লক্ষ মহাখর্ব হল এক সমুদ্র আবার এক লক্ষ সমুদ্র সমান হল এক ওঘ এবং এইরূপ শতসহস্র সংখ্যকে ওঘকে বলা হয় এক মহৌঘ।

এবং কোটিসহস্রেণ শতানাং চ শতেন চ।

মহাশত্রুসহস্রেণ তথা বৃন্দশতেন চ ॥ ৩৮

মহাবৃন্দসহস্রেণ তথা পদশতেন চ।

মহাপদসহস্রেণ তথা খর্বশতেন চ ॥ ৩৯

সমুদ্রেণ চ তেনৈব মহৌঘেন তথৈব চ।

এষ কোটিমহৌঘেন সমুদ্রসদৃশেন চ ॥ ৪০

বিভীষণেন বীরেণ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ।

সূগ্রীবো বানরেজ্ঞাঃ যুদ্ধার্থমনুবর্ততে।



মহাবলবৃত্তো নিত্যং মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৪১

‘এইরূপ সহস্র কোটি, শত শত্ৰু, সহস্র মহাশত্ৰু, শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত খর্ব, শত সমুদ্র, শত মহৌষ তথা সমুদ্রতুল্য কোটি মহৌষ সৈন্য সহ তথা বীর বিভীষণ এবং আপন সচিবদের দ্বারা পরিবৃত্ত বানররাজ সুগ্ৰীব আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছেন। তিনি সর্বদাই সুবিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত এবং স্বয়ং মহান বলবান ও পরাক্রমশালী

ইমাং মহারাজ সমীক্ষ্য বাহিনী-

মুপস্থিতাং প্রজ্বলিতগ্রহোপমাম্

ততঃ প্রযত্নঃ পরমো বিধীয়তাং

যথা জয়ঃ স্যাম পরৈঃ পরাভবঃ ॥ ৪২

‘মহারাজ ! এই সৈন্য এক উজ্জ্বল গ্রহের তুল্য। ভালো করে বিবেচনা করে যাতে আমাদের জয় সুনিশ্চিত হয় সেই উপায় অবলম্বনে প্রয়াস করুন। আমরা যেন অন্যের দ্বারা পরাস্ত না হই।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

### উনত্রিংশঃ সর্গঃ (২৯)

রাবণ কর্তৃক শুক-সারণকে তিরস্কারপূর্বক রাজসভা থেকে বহিস্কার, শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বানরদের হাত থেকে রাবণ প্রেরিত গুপ্তচরদের মুক্তির অভ্যর্থনা এবং লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন

শুকেন তু সমাদিষ্টান্ দৃষ্ট্বা স হরিয়ুথপান্।

লক্ষণং চ মহাবীর্যং ভুজং রামস্য দক্ষিণম্ ॥ ১

সুগ্ৰীপং চ রামস্য ভ্রাতরং চ বিভীষণম্।

সর্ববানররাজং চ সুগ্ৰীবং ভীমবিক্রমম্ ॥ ২

অঙ্গদং চাপি বলিনং বজ্রহস্তাজ্জাম্বজম্।

হনুমন্তং চ বিক্রান্তং জাহ্নবন্তং চ দুর্জয়ম্ ॥ ৩

সুশেখং কুমুদং নীলং নলং চ প্রবগর্ষভম্।

গজং গবাক্ষং শরভং মৈন্দং চ বিবিদং তথা ॥ ৪

শুকের বচনানুসারে রাবণ যুথপতিদের দেখলেন ; দেবতে গেলেন রামচন্দ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ মহাবীর্যবান লক্ষণকে, শ্রীরামের নিকটে অবস্থিত ভাই বিভীষণকে, সমস্ত বানরদের রাজা তথা উৎসবের পরাক্রমী সুগ্ৰীবকে, বজ্রধারী ইন্দ্রের পুত্র বালিনন্দন বলবান অঙ্গদকে, বিক্রমশালী হনুমান, দুর্জয় জাহ্নবান, তথা সুশেখ, কুমুদ, নীল, বানরশ্রেষ্ঠ নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ এবং বিবিদকেও দেখলেন।

কিকিদাবিগ্রহাদয়ো জাতক্লেদশ্চ রাবণঃ।

ভৎসয়ামাস তৌ বীরৌ কথান্তে শুকসারণৌ ॥ ৫

কিঞ্চিৎ উদ্ভিগ্নমনস্ক রাবণের (এই সুবিশাল বাহিনী দর্শনই হল রাবণের উদ্বেগের কারণ) হৃদয়ে ক্রোধ উৎপন্ন হল। দুই বীর শুক এবং সারণের কথা শেষ হলে তিনি তাদের তিরস্কার করলেন।

অধোমুখৌ তৌ প্রণতাবরবীচুকসারণৌ

রোষগদগদয়া বাচা সংব্রজং পরুষং তথা ॥ ৬

শুক এবং সারণ বিনীতভাবে অধোবদনে দণ্ডায়মান থাকলেন, রাবণ ক্রুদ্ধভাবে রোষগদগদ বাক্যের দ্বারা কঠোরভাবে তাদের বললেন—

ন তাবৎ সদৃশং নাম সচিবৈরুপজীবিতঃ।

বিপ্রিয়ং নৃপতের্বজ্রং নিগ্রহে প্রগ্রহে প্রভোঃ ॥ ৭

‘রাজা নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ দুইই করতে সক্ষম। সেই রাজার নিকট তাঁর উপজীবী সচিবদের এইরূপ অপ্রিয় কথা বলা উচিত নয়।

বিশৃণাং প্রতিকূলানাং যুদ্ধার্থমভিবর্ত্তজম্

উভাভ্যাং সদৃশং নাম বক্রমপ্রভবে দ্রবম্ ॥ ৮

‘অপ্রাসঙ্গিক ভাবে যুদ্ধের জন্য সমুপস্থিত প্রতিকূল  
শত্রুদের এইরূপ প্রশংসা করা কি তোমাদের দুঃখনের উচিত  
হয়েছে ?

আচার্য্য গুরুবো বৃদ্ধা বৃথা বাৎ পর্যুপাসিতাঃ ।

সরঃ যদি রাজশাস্ত্রাণামনুজীব্যঃ ন গৃহ্যতে ॥ ৯

‘আচার্য্য, গুরু এবং বৃদ্ধদের তোমরা বৃথাই সেবা  
করছো। কারণ, রাজনীতির যা সার অনুজীবী ধর্ম, তা  
তোমরা গ্রহণ করেনি।

গৃহীতো বা ন বিজ্ঞাতো ভারোহিজ্ঞানস্য বাহ্যতে

কৃশঃ সচিবৈর্যুক্তো মুখৈর্দিষ্ট্যা ধন্যমাহম্ । ১০

‘যদি তোমরা তা গ্রহণ করেও থাকো তাহলেও  
এইভাবে তোমাদের সেই জ্ঞান নেই ; তোমরা কেবল  
জ্ঞানের ভার বহন করছো। হায় কী ভাগ্য ! এইরকম মুখ  
সচিবদের নিয়ে আমি রাজ্যশাসন করছি।

কিং নু মৃত্যোর্ভয়াং নাস্তি মাং বজ্রং পরমং বচঃ

কস্য মে শাসতো জিহ্বা প্রযচ্ছতি শুভাশুভম্ ॥ ১১

‘আমার জিহ্বাই এই রাজ্য শাসন করে (অর্থাৎ  
আমার মুখ নিঃসৃত বাক্য দ্বারাই এই রাজ্য চালিত  
হয়), তোমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল প্রদান করে ; তোমরা  
আমাকেই এইরূপ কঠোর কথা বলছ ; তোমাদের কি  
মৃত্যুভয় নেই ?

অগোব দহনং স্পৃষ্ট্বা বনে তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ ।

রাজদণ্ডপরামৃষ্টান্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনাঃ ॥ ১২

‘দাবানল স্পর্শ করলেও বনের বৃক্ষরা জীবিত  
থাকতে পারে, কিন্তু রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কখনো বেঁচে  
থাকতে পারে না।

হন্যামহং ত্বিমৌ পাপৌ শত্রুপক্ষপ্রশংসিনৌ ।

যদি পূর্বোপকারৈর্মে হ্রোথো ন মৃদুতাং ব্রজেৎ ॥ ১৩

‘যদি এদের পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করে আমার  
ক্রোধ কিঞ্চিৎ প্রশমিত না হতো, তাহলে শত্রুদের  
প্রশংসাকারী এই দুই পাপীকে আমি এখনই হত্যা করতাম।

অপক্ষংসত নশ্যৎবাং সন্নিকর্ষাদিতো মম ।

নহি বাৎ হন্তুমিচ্ছামি স্মরাম্যুপকৃতানি বাম্ ।

হতাবেব কৃতরৌ ঘৌ ময়ি স্নেহপরাদ্ধমুখৌ ॥ ১৪

‘আমার কাছ থেকে তোমরা দূরে চলে যাও, আর  
কখনও মুখ দেখিও না। তোমাদের পূর্বের উপকার স্মরণ  
করে আমি তোমাদের হত্যা করতে চাই না। কিন্তু, আমার  
নিকট তোমরা মৃত। তোমাদের কৃতঘ্নতার কারণে তোমরা  
আমার স্নেহ থেকে নষ্ট হতেছ।’

এবমুক্তো হু সত্ৰীভৌ তৌ দৃষ্টা শুকসারগৌ ।

রাবণং জয়শব্দেন প্রতিনন্দ্যাভিনিঃসৃতৌ ॥ ১৫

রাবণ তাদেরকে এইরূপ বললে সেই শুক এবং  
সারণ লজ্জিতভাবে জয়ধ্বনি দ্বারা রাবণকে অভিনন্দিত  
করে সভা থেকে প্রস্থান করল।

অত্রবীচ্চ দশগ্রীবঃ সমীপহং মহোদরম্ ।

উপহ্বাপয় মে শীঘ্রং চারানিতি নিশাচরঃ ।

মহোদরকথোক্তস্ত শীঘ্রমাজ্জাপয়চ্চরান্ ॥ ১৬

দশানন রাবণ নিকটে অবস্থিত মহোদরকে বললেন  
— ‘আমার সম্মুখে শীঘ্র গুপ্তচরদের উপস্থিত করো।’  
আদেশ প্রাপ্ত হয়েই মহোদর গুপ্তচরদের উপস্থিত হতে  
আজ্ঞা দিলেন।

ততশ্চারাঃ সংত্বরিতাঃ প্রাপ্তাঃ পার্শ্ববশাসনাং ।

উপস্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ো বধ্যয়িত্বা জয়াশিষাঃ ॥ ১৭

রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে সেই গুপ্তচরেরা তৎক্ষণাৎ  
উপস্থিত হয়ে করজোড়ে রাজার জয়সূচক আশীর্বাদ জ্ঞাপন  
করল।

তানত্রবীৎ ততো বাক্যং রাবণো রাক্ষসাদিগঃ ।

চারান্ প্রত্যায়িকান্ শূরান্ ধীরান্ বিগতসাম্বসান্ ॥ ১৮

রাক্ষসরাজ রাবণকে বিশ্বস্ত, শূরবীর গুপ্তচরেরা  
এইভাবে অভিনন্দিত করলে তিনি প্রভুত্বেরে বললেন—

ইতো গচ্ছত রামস্যা ব্যবসায়ং পরীক্ষিতুম্ ।

মদ্রোহভ্যস্তরা যেহস্য প্রীত্যা তেন সমাগতাঃ ॥ ১৯

‘রামের কার্যকলাপ পরীক্ষা করার জন্য তোমরা  
এখনই এখান থেকে গমন করো। প্রীতিপূর্বক গুপ্ত মন্ত্রণার  
জন্য যাঁরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তাদের সন্ধান করো।  
কথং স্থপিতি জাগর্তি কিমদ্য চ করিষ্যতি ।

বিজ্ঞায় নিপুণঃ সর্বমাগন্তব্যমশেষতঃ ॥ ২০

‘তারা কেমন করে শয়ন করে ? কীভাবে জাগ্রত হয় ? আজ তারা কী করবে ? — এগুলি নিপুণভাবে সমাক্রমণে জেনে তোমরা ফিরে আসবে।

চারেণ বিদিতঃ শত্রুঃ পশিতৈর্বসুধাষিপৈঃ।

যুদ্ধে স্থলেন যত্নেন সমাসাদ্য নিরসাতে ॥ ২১

‘গুপ্তচর দ্বারা যদি শত্রুর গতিবিধি ভালোভাবে জানা যায়, তাহলে বুদ্ধিমান রাজা অল্প আয়াসেই শত্রুকে নিরস্ত করতে পারেন।’

চরাস্ত্র তে তথেষ্টাঙ্গ প্রহষ্টা রাক্ষসেশ্বরম্।

শার্দূলমগ্রতঃ কৃদ্ধা ততশ্চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥ ২২

চরেরা তখন ‘তাই হোক’ — বলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শার্দূলকে পুরোভাগে রেখে রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রদক্ষিণ করল।

ততঃ তু মহাত্মানং চারা রাক্ষসসত্তমম্।

কৃদ্ধা প্রদক্ষিণং জগ্মুর্যত্র রামঃ সলক্ষণঃ ॥ ২৩

এইভাবে গুপ্তচরেরা রাক্ষস শিরোমণি মহাত্মা রাবণকে পরিক্রমা করে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, যেখানে লক্ষ্মণ সহ শ্রীরাম অবস্থান করছিলেন।

তে সুবেলস্য শৈলস্য সমীপে রামলক্ষ্মণৌ।

প্রচ্ছিন্না দদুর্গত্বা সসুগ্রীববিভীষণৌ ॥ ২৪

তারা সুবেল পর্বতের নিকটে গিয়ে গোপন ভাবে লুকিয়ে থেকে সুগ্রীব বিভীষণ সহ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন।

প্রেক্ষমাণাশ্চমুঃ তাং চ বভূবুর্ভয়বিহুলাঃ।

তে তু ধর্মান্বনা দুষ্টা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাঃ ॥ ২৫

বানরদের সেই সুবিশাল বাহিনী দেখে তারা ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই রাক্ষস শ্রেষ্ঠ ধর্মান্বা বিভীষণ সেই রাক্ষসদের দেখতে পেলেন।

বিভীষণেন তদ্রূপা নিগৃহীতা যদৃচ্ছয়া  
শার্দূলো গ্রাহিতস্তেকঃ পাপোহয়মিতি রাক্ষসঃ ২৬

সেইখানে বিভীষণ তাদের যথেষ্ট নিগ্রহ করল এবং শার্দূলকেই একমাত্র অতি পাপী মনে করে কঁ করে করলেন।

মোচিতঃ সোহপি রামেণ বধ্যমানঃ প্রবসমৈঃ।

আনুশংসোন রামেণ মোচিতা রাক্ষসাঃ পরে ॥ ২৭

বানরদের দ্বারা বধ্যমান (অত্যাচারের ফলে মৃতপ্রায়) সেই রাক্ষস রামচন্দ্রের দ্বারা মুক্ত হল। তাঁর অন্তর্গত অন্যান্য রাক্ষসেরাও মুক্ত হল।

বানরৈরর্দিভাস্তে তু বিক্রান্তৈর্লঘুবিক্রমৈঃ।

পুনর্লক্ষ্যমনুপ্রাপ্তাঃ শ্বসন্তো নষ্টচেতসঃ ॥ ২৮

বল-বিক্রমশালী, শীঘ্র পরাক্রমী সেই রাক্ষসেরা বানরদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে প্রায় হতচেতন অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে লক্ষ্যে ফিরে এল।

ততো দশগ্রীবমুপস্থিতাস্তে

চারা বহির্নিত্যচরা নিশাচরাঃ।

গিরেঃ সুবেলস্য সমীপবাসিনঃ

ন্যাবেদয়ন্ রামবলং মহাবলাঃ ॥ ২৯

অনন্তর দশানন রাবণের সেবায় উপস্থিত হই গুপ্তচরের বেশে সদা বিচরণকারী নিশাচরের দল এই কথা জ্ঞাপন করল যে, রামচন্দ্র সসৈন্যে সুবেল পর্বতের নিকটে অবস্থান করছেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে উনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥



## ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩০)

রাবণের প্রেরিত গুপ্তচরদের এবং শার্দূলের বানরসেনাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা এবং প্রধান-প্রধান বীরদের পরিচয় প্রদান

ততক্ষমক্ষোভবলং লঙ্কাধিপত্যয়ে চরাঃ ।  
সুবেগে রাঘবঃ শৈলে নিবিষ্টঃ প্রত্যবেদয়ান্ ১

গুপ্তচরেরা লঙ্কাধিপত্যিকে জানাল শ্রীরামচন্দ্র তাঁর  
অপরাজেয় সৈন্য সহ সুবেল পর্বতের নিকটে অবস্থান  
করছেন।

চরাণাং রাবণঃ শ্রদ্ধা প্রাপ্তঃ রামঃ মহাবলম্  
জ্ঞাতোগোহভবৎ কিঞ্চিচ্ছার্দুলং বাকমব্রবীৎ ২

মহাবলী শ্রীরাম এসে উপস্থিত হয়েছেন  
— গুপ্তচরদের মুখে এই কথা শুনে রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন  
হয়ে উঠলেন। তিনি শার্দূলকে বললেন—

অযথাবচ তে বর্ণো দীনশাসি নিশাচর।  
নাসি কচ্চিদমিত্রাণাং ক্রুদ্ধানাং বশমাগতঃ ৩

‘হে নিশাচর ! তোমার কান্ধি পূর্বের ন্যায় লক্ষিত  
হচ্ছে না। তোমার মধ্যে দীনতা প্রকাশিত হচ্ছে। তুমি  
কোনো ক্রুদ্ধ শত্রুর বশীভূত হওনি তো ?’

ইতি তেনানুশিষ্টস্ত বাচঃ মন্দমুদীরয়ন্  
তদা রাক্ষসশার্দুলং শার্দুলো ভয়বিক্রবঃ ৪

তিনি এইরূপ প্রশ্ন করলে শার্দূল ভীত সংকুচিত হয়ে  
রাক্ষসপ্রবর রাবণকে মৃদুস্বরে বলল

ন তে চারয়িতুং শক্যা রাজন্ বানরপুঞ্জবাঃ ।  
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ রাঘবেণ চ রক্ষিতাঃ ৫

‘হে রাজন্ ! মহাপরাক্রমী, বলবান শ্রীরামচন্দ্রের  
দ্বারা সুরক্ষিত সেই বানরশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে গুপ্তচর-বৃত্তি  
দুঃসাধ্য।

নাপি সম্ভাবিতুং শক্যাঃ সম্প্রশ্নোহত্র ন লভতে।  
সর্বতো রক্ষাতে পছা বানরৈঃ পর্বতোপমৈঃ ৬

‘পর্বততুল্য বিশালাকায় বানরেরা সর্বতোভাবে  
পথসমূহ রক্ষায় বত। বিপক্ষের সঙ্গে বার্তালাপ অসম্ভব,  
এমনকী কোনো প্রশ্ন করাও সম্ভব নয়।

অবিষ্টমাত্র জ্ঞাতোহহং বলে তস্মিন্ বিচারিতে।  
বলাদ্ গৃহীতো রক্ষোভির্ভহ্মান্মি বিচারিতঃ ৭

‘সেই সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের গতিবিধি

সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়ামাত্রই ধরা পড়ে যাই। তারা  
আমাকে নিগৃহীত করে যথেষ্টভাবে অপদস্থ করতে থাকে।  
জানুতিমুষ্টিভির্দৈন্তৈলৈশ্যভিহতো ভ্রাম্।

পরিণীতোহস্মি হরিভির্ভলমধ্যে অমর্ষণৈঃ ৮

‘জানুদ্বয়, করতল, মুষ্টি এমনকী দন্ত প্রহারের দ্বারা  
ক্রুদ্ধ বানর সৈন্যরা আমাদের নিদারুণ আঘাত করেছে।  
তারা আমাদের এইভাবে প্রহার করতে করতে সৈন্যদের  
মধ্যে ঘুরিয়েছে।

পরিণীত চ সর্বত্র নীতোহহং রামসংসদি।  
রুধিরপ্রাবিদ্ভিনাঙ্গো বিহ্বলশলিতেদ্রিয়ঃ ৯

‘এইভাবে সর্বত্র বিচারিত করে (ঘুরিয়ে)  
শ্রীরামচন্দ্রের নিকট যখন নীত হলাম, তখন আমাদের  
অঙ্গসমূহ বেদনায় ভারাক্রান্ত এবং শরীর রক্তলিপ্ত তথা  
ইন্দ্রিয়গুলি ভয়ে বিচলিত।

হরিভির্ভধ্যমানশ্চ যাচমানঃ কৃতাজলিঃ ।  
রাঘবেণ পরিত্রাতো মা মেতি চ যদৃচ্ছয়া ১০

‘বানরদের দ্বারা প্রহৃত হতে হতে যখন কৃতাজলি  
বদ্ধ হয়ে তাদের নিকট প্রাণত্যাগ করছিলাম, তখন ‘না,  
না, এভাবে এদের নিগৃহীত করো না’—এই বলে রামচন্দ্র  
আমাদের রক্ষা করলেন।

এষ শৈলশিলাভিস্ত পূরয়িত্বা মহার্ববম্ ।  
দ্বারমাপ্তিতা লঙ্কায়া রামস্তিষ্ঠতি সানুশঃ ১১

‘এই রামচন্দ্র পার্বত্য শিলাখণ্ড দ্বারা মহাসমুদ্রকে পূর্ণ  
করে (সেতু নির্মাণ করে) ধনুক হস্তে লঙ্কানগরীর দ্বারে  
উপস্থিত হয়েছেন।

গরুড়ব্যূহমাহায় সর্বতো হরিভির্ভূতঃ ।  
মাং বিসৃজ্য মহাতেজা লঙ্কামেবাতিবর্ততে ১২

‘মহাতেজস্বী শ্রীরাম গরুড়ব্যূহ রচনা করে বানর  
পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজমান। আমাকে বিদায় করে তিনি  
লঙ্কার দিকে অগ্রসর হলেন।

পুরা প্রাকারমায়াতি ক্ষিপ্ৰমেতরঃ কুরু।  
সীতাং বাপি প্রযচ্ছাস্ত যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্ ১৩

‘লক্ষাপুরীর প্রাচীরের নিকে তিনি আসছেন, তার পূর্বেই আপনি যেকোনো একটি কাজ করুন ; হয় সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করুন অথবা সমরাদ্রনের অগ্রভাগে অবস্থান করুন।’

মনসা তৎ তদা প্রেক্ষ্য তচ্ছূদ্রা রাক্ষসাবিপঃ।

শার্দূলঃ সুমহাশ্যামখোবাচ স রাবণঃ॥ ১৪

রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা শুনে মনে মনে চিন্তা করে শার্দূলকে মহত্বপূর্ণ বাক্য বললেন—

যদি মাং প্রতিযুধ্যস্ব দেবগজবদানবাঃ।

নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি॥ ১৫

‘যদি দেবতা, গজাব কিংবা দানবেরাও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে অথবা সর্বলোক আমাকে ভয়ও দেবায়, তাহলেও আমি সীতাকে প্রত্যর্পণ করবো না।’

এবমুক্তা মহাতেজা রাবণঃ পুনরব্রবীৎ।

চরিতা ভবতা সেনা কেহত্র শূরাঃ প্রবঙ্গমাঃ॥ ১৬

এই বলে মহাতেজস্বী রাবণ পুনরায় বললেন— ‘বানর সেনাদের মধ্যে বিচরণ করে তুমি তো দেখেছ কারা শূরবীর ?

কিংপ্রভাঃ কীদৃশাঃ সৌম্য বানরা যে দুরাসবাঃ।

কস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ তত্ত্বমাখ্যাহি রাক্ষস॥ ১৭

‘হে সৌম্য ! এই দুর্জয় বানরদের তেজ কেমন ? তারা কিরকম ? তারা কে কার পুত্র অথবা পৌত্র ? ওহে রাক্ষস ! এই সব বিষয়ে যথাযথভাবে বলো।

তথাত্ত প্রতিগংস্যামি জাহ্নবা তেবাং বলাবলম্।

অকশ্যং বলু সংখ্যানং কর্তব্যং যুদ্ধমিচ্ছতা॥ ১৮

‘সেই বানরদের বলাবল জেনে আমি কর্তব্য নিরূপণ করবো। যুদ্ধকারী ব্যক্তি শত্রুপক্ষের সম্পর্কে অবশ্যই ভালোভাবে জেনে কর্তব্য নির্ধারণ করেন।’

অধৈবমুক্তঃ শার্দূলো রাবণেনোত্তমশুরঃ।

ইদং বচনমারেতে বজ্রং রাবণসম্মিধৌ॥ ১৯

রাবণ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর শার্দূল রাবণ সমীপে এইরূপ বলতে আরম্ভ করলেন—

অশ্বর্করজসঃ পুত্রো যুধি রাজন্ সুদুর্জয়ঃ।

গদগদস্যাথ পুত্রোহত্র জাহ্নবানিতি বিস্তৃতঃ॥ ২০

‘হে রাজন্ ! এই বানরসেনাদের মধ্যে আছে স্বকরাজ গদগদর পুত্র যে জাহ্নবান নামে পরিচিত ; যুদ্ধে তে অপরাভেদয়।

গদগদস্যাথ পুত্রোহন্যো গুরুপুত্রঃ শতক্রতোঃ।

কদনঃ যস্য পুত্রোহ কৃতমেকেন রক্ষসাম্। ২১

‘গদগদর অন্য এক পুত্র<sup>(১)</sup> তথা দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতির পুত্র<sup>(২)</sup> ; যার পুত্র একাই রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন।

সুবেশচাত্র ধর্মাত্মা পুত্রো ধর্মস্যা বীর্ঘবান্।

সৌম্যঃ সোমাস্তজ্জচ্চাত্র রাজন্ দধিমুখঃ কপিঃ। ২২

‘ধর্মের পুত্র ধর্মাত্মা তথা পরাক্রমী ‘সুবেশ’ এখানে অবস্থিত। হে রাজন্ ! এখানে আছে চন্দ্রের পুত্র দধিমুখ নামক সৌম্য বানর।

সুমুখো দুর্মুখচাত্র বেগদর্শী চ বানরঃ।

মৃত্যুর্বারনররূপেণ নুনঃ সৃষ্টঃ স্বয়ংভুবা। ২৩

‘সুমুখ, দুর্মুখ এবং কোদর্শী নামক বানর মৃত্যু অর্থাৎ ধর্মরাজ যমের পুত্র। স্বয়ংভুবা নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে এই তিন বানররূপে সৃষ্টি করেছেন।

পুত্রো হতবহস্যাত্র নীলঃ সেনাপতিঃ স্বয়ম্

অনিলস্য তু পুত্রোহত্র হনুমানিতি বিস্তৃতঃ। ২৪

‘বাহিনীর সেনাপতি স্বয়ং নীল হলেন অগ্নির পুত্র পবনদেবের পুত্র হনুমানও এখানে উপস্থিত রয়েছেন।

নগ্না শত্রুস্য দুর্বর্ষো বলবানজদো যুধা।

মৈন্দ্রচ দ্বিবিদশ্চোভৌ বলিনাবিশিস্তবৌ। ২৫

‘তরুণ অঙ্গদ হলেন দেবরাজ ইন্দ্রের পৌত্র। তিনি অত্যন্ত বলবান এবং যুদ্ধে অপরাভেদয়। অগ্নিনি কুমারদেবের দুই বলবান পুত্র মৈন্দ্র এবং দ্বিবিদ। এঁরা সকলেই উপস্থিত।

পুত্রা বৈবহতস্যাথ পঞ্চ কালাস্তকোপনাঃ।

গজো গবাক্ষৌ গবয়ঃ শরভো গজমাদনঃ। ২৬

‘এই বাহিনীতে যমরাজের কালাস্তকতুল্য পরাক্রমী পঞ্চপুত্র গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ এবং গজমাদনও উপস্থিত রয়েছেন।

দশ বানরকোটশ্চ শূরাণাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্।

শ্রীমতাং দেবপুত্রানাং শেবং নাখ্যাতুমুৎসহে। ২৭

(১) এর নাম পুত্র। (২) এর নাম কেশরী।



এইরূপ যুদ্ধকামী, প্রীযুক্ত, মহাবীর, দেবপুত্র  
মনবের সংখ্যা দশকোটি। এই বানর-বাহিনীতে  
অসংখ্য অবশিষ্ট বানরদের কথা বলা সম্ভব নয়।

দশরথসৈন্য সিংহসংহননো যুবা।

পুত্রো নিহতো যেন স্বরশ্চ ত্রিশিরাজ্ঞত্যা ॥ ২৮

দশরথের যুবক পুত্র শ্রীরামের দেহ সিংহত্যা।

তিনি কোই খব, দুষণ এবং ত্রিশিরাকে সংহার করেছেন।

নাকি রামসা সদৃশে বিক্রমে জুবি কশ্চন।

বিরাধো নিহতো যেন কবজশঙ্ককোপমঃ ॥ ২৯

পৃথিবীতে রামের তুলা পরাক্রমী বীর দ্বিতীয় কেউ

নেই। বিরাধ এবং যমের তুলা কবজকে ইনি হত্যা

করেছেন।

বকু ন শক্তো রামসা গুণান্ কশ্চিন্নরঃ ক্ষিতৌ।

জনহানগতা যেন তাবন্তো রাক্ষসা হতাঃ ॥ ৩০

পৃথিবীতে এমন কেউই নেই, যিনি রামচন্দ্রের

গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে সক্ষম। জনহানে যতো

রাক্ষস ছিল, সকলকেই তিনি সংহার করেছেন।

লক্ষ্মণশ্চাত্র ধর্মাশ্চাত্মা মাতঙ্গানামিববর্ভঃ

কস্য বাণপথং প্রাপ্য ন জীবেদপি বাসবঃ ॥ ৩১

এখানে উপস্থিত ধর্মাশ্চাত্মা লক্ষ্মণও শ্রেষ্ঠ গজরাজতুলা

পরাক্রমী—যাঁর বাণের সম্মুখে পতিত হলে ইন্দ্রও জীবন

ধারণ করতে সক্ষম হবেন না।

শ্রুতো জ্যোতির্মুখশ্চাত্র ভাস্করস্যাশাস্তবৌ।

বরুণসাথ পুত্রোহগ হেমকূটঃ প্রবজমঃ ॥ ৩২

ভাস্কর অর্থাৎ সূর্যদেবের দুই পুত্র স্নেহ এবং

জ্যোতির্মুখ তথা বরুণদেবের সন্তান হেমকূট নামক বানরও

তথায় উপস্থিত রয়েছে।

নিশ্চকর্মসুতো বীরো নলঃ প্রবগসত্তমঃ।

বিক্রান্তো বেগবানত্র বসুপুত্রঃ স দুর্ধরঃ ॥ ৩৩

নিশ্চকর্মার পুত্র বানরশ্রেষ্ঠ বীর নল, বেগবান এবং

পরাক্রমী 'দুর্ধর' হইলেন বসুদেবের পুত্র। তাঁরাও এই

বাহিনীতে সমবেত হয়েছেন।

রাক্ষসানাং বরিশ্চ তব ভ্রাতা বিভীষণঃ।

প্রতিগৃহ্য পুরীং লঙ্কাং রাঘবস্য হিতে রতঃ ॥ ৩৪

আপনার ভাই তথা রাক্ষস শিরোমণি বিভীষণও

লঙ্কাপুরী ত্যাগ করে রামচন্দ্রের হিতসাধনে রত

হয়েছেন।

ইতি সর্বং সমাখ্যাতং তথা বৈ বানরং বলম্।

সুবেলেহষিষ্ঠিতং শৈলে শেষকার্বে ভবান্ গতিঃ ॥ ৩৫

এইভাবে সুবেল পর্বতে অবস্থিত বানর সৈন্যদের

পরিপূর্ণ বর্ণনা আমি করলাম, অবশিষ্ট কাজ আপনার

হাতে।<sup>(১)</sup>

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

(১) এই সর্গে বানরদের জন্মের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনা বালকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গে উল্লিখিত বর্ণনার বিরুদ্ধ। সেখানে বরুণের পুত্র সুমেন, পর্জন্যপুত্র শরভ এবং কুবেরনন্দন গন্ধমাদন এইরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সর্গে সুমেনকে ধর্মের পুত্র, শরভ এবং গন্ধমাদনকে বৈবস্বত যমের পুত্র রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বালকাণ্ডের সুমেনাদি বানর এবং বর্তমান যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিংশ সর্গে উল্লিখিত সুমেন, শরভ প্রভৃতি বানর হলেন পৃথক পৃথক।



## একত্রিংশঃ সর্গঃ (৩১)

মায়ারচিত শ্রীরামের ছিন্ন মস্তক দেখিয়ে রাবণকর্তৃক সীতাকে মোহিত করার প্রয়াস

ভক্তমক্ষোভাবলং লঙ্কায়ঃ নৃপতেশ্চরাঃ।  
সুবেলে রাঘবঃ শৈলে নিবিশ্বে প্রভাবেদয়ন॥ ১  
চারণাং রাবণঃ প্রজ্ঞা প্রাপ্তঃ রামং মহাবলম্।  
আভোষেগোহভবৎ কিঞ্চিৎ সচিবানিদমব্রবীৎ॥ ২

অনন্তর চরদের দ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণ সুবেল  
পর্বতে সসৈন্যে রামচন্দ্রের উপস্থিতি এবং যুদ্ধে মহাবলী  
রামচন্দ্রকে জয় করা অসম্ভব, গুপ্তচরদের মুখ থেকে এই  
বার্তা শুনে রাবণ খুবই উদ্ভিগ্ন হলেন এবং সচিবদের  
উদ্দেশ্যে বললেন—

মস্ত্রিণঃ শীঘ্রমায়ান্ত সৰ্বে বৈ সুসমাহিতাঃ।  
অয়ং নো মন্ত্রকালো হি সম্প্রাপ্ত ইতি রাক্ষসাঃ॥ ৩  
'হে মস্ত্রিগণ ! আপনারা শীঘ্র উপস্থিত হয়ে  
একাগ্রচিত্তে শুনুন। আমাদের মন্ত্রণাকাল উপস্থিত হয়েছে।'  
তস্য তচ্ছাসনং প্রজ্ঞা মস্ত্রিণোহভ্যাগমন ক্রতম্।  
ততঃ স মন্ত্রয়ামাস রাক্ষসৈঃ সচিবৈঃ সহ॥ ৪

তার নির্দেশ শুনে মস্ত্রিগণ শীঘ্র সেখানে উপস্থিত  
হলেন। তখন তিনি রাক্ষসদের এবং সচিবদের সঙ্গে  
পরামর্শ কবলেন।

মন্ত্রয়িত্বা তু দুর্ধৰ্ষঃ ক্ষমং যৎ তদনন্তরম্।  
বিসর্জয়িত্বা সচিবান্ প্রবিবেশ স্বমালয়ম্॥ ৫  
দুর্ধৰ্ষ বীর রাবণ সমুচিত মন্ত্রণা করে মস্ত্রিদের বিদায়  
জানিয়ে আপন ভবনে প্রবেশ করলেন।

ততো রাক্ষসমাদায় বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাবলম্।  
মায়াবিনং মহামায়ং প্রাবিশদ্ যত্র মৈথিলী। ৬  
তদনন্তর 'বিদ্যুজ্জিহ্ব' নামক মহামায়াবী রাক্ষসকে  
নিম্নে মহাবলশালী রাবণ যেখানে মৈথিলী সীতা অবস্থিত  
সেখানে উপস্থিত হলেন।

বিদ্যুজ্জিহ্বং চ মায়াজমব্রবীদ্ রাক্ষসাবিপঃ।  
মোহয়িষ্যাবহে সীতাং মায়য়া জনকায়জাম্॥ ৭  
মায়াবিদ্যায় জ্ঞানী বিদ্যুজ্জিহ্বকে রাক্ষসরাজ বললেন  
— 'মায়্য দ্বারা আমরা দুজন জনক-দুহিতা সীতাকে  
মোহাবিষ্ট করব।

শিরো মায়াময়াং গৃহ্য রাঘবসা নিশাচর।  
মাং ভুং সমুপতিষ্ঠত্ব মহচ্চ শশরং ধনুঃ॥ ৮  
'ওহে নিশাচর ! রামচন্দ্রের মায়ানির্মিত মস্তক  
নিম্নে বিশাল ধনুক এবং তীর সহ তুমি আমার নিকট

উপস্থিত হও।'

এবমুক্তবথেষ্টাহ বিদ্যুজ্জিহ্বো নিশাচরঃ  
দর্শয়ামাস তাং মায়্যং সুপ্রযুক্তাং স রাবণে  
এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব বসন  
— 'তাই হবে'। অনন্তর রাবণকে সে তার সুপ্রযুক্ত মায়াবিনা  
দেখাল।

তস্য তুষ্টোহভবদ্ রাজ্য প্রদদৌ চ বিভূষণম্।  
অশোকবনিকায়্যং চ সীতাদর্শনল্যঙ্গসঃ॥ ১১  
নৈর্ঝতানামধিপতিঃ সংবিবেশ মহাবলঃ।

তাই দেখে রাজা রাবণ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অলংকার  
প্রদান করলেন। অনন্তর রাক্ষসদের অধিপতি মহাবলশালী  
রাবণ সীতাদর্শনের বাসনায় অশোকবনে প্রবেশ করলেন  
ততো দীনামদৈন্যার্হাং দদর্শ ধনদানুজঃ॥ ১১  
অধোমুখীং শোকপরামুপবিষ্টাং মহীতলে।

ভর্তারং সমনুখ্যাতীমশোকবনিকাং গতাম্॥ ১২  
ধনদাতা কুবেরের ভাই রাবণ সেখানে দীন-ধীন  
অবস্থায় সীতাকে দেখতে পেলেন। শোকাকুল অবস্থায়  
অধোবদনা হয়ে অশোককাননমধ্যে ভূমিতে উপবিষ্টা,  
তিনি স্বামী রামচন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন।

উপাস্যামানাং ঘোরাভী রাক্ষসীভিরদূরতঃ।  
উপসৃত্য ততঃ সীতাং প্রহর্যং নাম কীর্তয়ন॥ ১৩  
ইদং চ বচনং ধৃষ্টমুবাচ জনকায়জাম্

উপাস্যামানা সীতার অদূরে বিকটদর্শনা রাক্ষসী  
অবস্থান করছে। অনন্তর সীতার নিকটে উপস্থিত হই  
সহর্ষে স্বনাম কীর্তন করতে করতে জনকদুহিতাকে রাবণ  
ধৃষ্টতাপূর্বক এইরূপ বললেন—

সাত্ব্যামানা ময়া ভদ্রে যমাপ্রিত্য বিমনাসে। ১৪  
খরহস্তা স তে ভর্তা রাঘবঃ সমরে হতঃ।

'ভদ্রে ! আমি বার বার সাধুনা দিলেও তুমি যাকে  
আশ্রয় করে আমার প্রতি বিমনা হয়ে আছো ; খরহস্তারক  
তোমার সেই স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

ছিন্নং তে সর্বথা মূলং দর্শন্ত নিহতো ময়া। ১৫  
ব্যসনেনাশ্বনঃ সীতে মম ভাৰ্যা ভবিক্ষসি।  
বিসৃজ্যেতাং মতিং মৃঢ়ে কিং মৃতেন করিষ্যসি॥ ১৬  
'তোমার মূল সর্বপ্রকারে ছিন্ন হয়েছে। তোমার দর্প  
আমি চূর্ণ করেছি। হে সীতা ! এই দুঃসময়ে তুমি আমার

জার্থ্য হবে। ওহে মৃদা! বামের চিত্তা বিসর্জন দাও কারণ,  
সুতরাংকি নিয়ে আশ কী করবে?

অথ ভয়ে জার্থ্যার্থঃ সর্বাধীশ্বরী মম  
জগৎপুণ্যে নিবৃত্তার্থে মুখে পশ্চিমানিনি।

শুভ্র জর্জবৎ সীতে ঘোরঃ বৃদ্ধবৎ যথা॥ ১৭

‘ভয়ে! আমার সকল জার্থ্যদেব মধ্যে তুমি ঈশ্বরী  
হয়ে বিরাজ করবে। ওহে মৃদা! তুমি নিজেকে বিজ্ঞা মনে

করো। হে অল্পপুণ্য! তোমার পুণ্যের নিবৃত্তি হয়েচে  
জার্থ্য বামকে নিয়ে তোমার যা প্রয়োজন ছিল, তা শেষ

হয়েছে ব্রহ্মসুরের বধ যেমন ভয়ানক, তেমনিই ভয়ংকর  
হলো তোমার পতি বধের ঘটনা; তুমি তা শোনো।

সমাস্তাঃ সমুদ্রাভঃ হস্তঃ মাং কিল রাখবঃ।  
বানরেন্দ্রপ্রাণীভেন বলেন মহতা বৃত্তঃ॥ ১৮

‘আমাকে মারার জন্য রাম সমুদ্রের তীর পর্যন্ত এসে  
উপস্থিত হয়েছিল, সঙ্গে ছিল বানররাজ সুগ্রীবের সুবিশাল

সৈন্যবাহিনী।  
সর্রিবিঃ সমুদ্রস্য পীড্য তীরমথোত্তরম্।

বলেন মহতা রামো ব্রজভ্যন্তঃ দিবাঙ্করে॥ ১৯

‘সূর্য যখন অস্তাচলগামী তখন রামচন্দ্র সমুদ্রের উত্তর  
তীরে সুবিশাল সৈন্য নিয়ে সমবেত হয়েছিল।

জ্ঞানানি পরিপ্রান্তমর্থরাব্রো হিতং বলম্  
সুস্পৃঃ সমাসাদ্য চরিতং প্রথমং চরৈঃ॥ ২০

‘অর্থরারে ক্লান্ত সৈন্যরা যখন সুখনিদ্রায় মগ্ন, তখন  
সেখানে উপস্থিত হয়ে আমার গুপ্তচরেরা প্রথমে

জালোভাবে নিরীক্ষণ করল।  
তৎ প্রহস্তপ্রগীতেন বলেন মহতা মম।

বলমস্য হতং রাত্রৌ যত্র রামঃ সলক্ষণঃ॥ ২১

‘অনন্তর প্রহস্তের নেতৃত্বে আমার সুবিশাল  
সৈন্যবাহিনী—যেখানে লক্ষণ সহ রাম রাত্রিতে

অবস্থানরত, সেখানে সমস্ত বানরসৈন্যদের ধ্বংস  
করেছিল।

পট্টিশান্ পরিঘাংচ্চক্রান্দীন্ দণ্ডান্ মহাযুধান্।  
বাণজালানি শূলানি ভাস্বরান্ কুটুমদগরান্॥ ২২

যশীচ্চ তোমরান্ প্রাসাংচ্চক্রাণি মুসলানি চ।  
উদ্যোদ্যন্ত্য ব্রহ্মোভির্বানরেষু নিপাতিতাঃ॥ ২৩

‘সেই সময় রাক্ষসেরা পট্টিশ, পবিঘ, চক্র, ঋষ্টি,  
দণ্ড, বড় বড় আয়ুধ, বানসমূহ, শূল, উজ্জ্বল কুট এবং

মুকার তথ্য লাঠি, তোমর, প্রাস ও মুসল এইসমস্ত অস্ত্র  
দ্বারা বানরদের প্রহার করেছিল।

অথ সুপ্তস্য রামস্য প্রহস্তেন প্রমাণিনা।  
অনন্তঃ কৃতহস্তেন শিরশ্চিন্নয়ঃ মহাসিনা॥ ২৪

‘অনন্তর শত্রু দমনকারী প্রহস্ত বিনা বাধায় সুবিশাল  
তরবারি দ্বারা নিদ্রিত রামের মস্তক ছিন্ন করল।

নিভীমণঃ সমুৎপত্ত্য নিগৃহীতো যদৃচ্ছয়া।  
দিশঃ প্রজ্জাজিতঃ সৈন্যৈর্লক্ষণঃ প্লবগৈঃ সহ॥ ২৫

‘সহসা নিগৃহীতা নিভীমণ এবং বানরসৈন্য সহ  
লক্ষণ ইচ্ছামতো দিকে (যে যেদিকে পারলো) পলায়ন

করল।  
সুগ্রীবো গ্রীণয়া সীতে ভগ্নয়া প্লবগাধিপঃ।

নিরস্তহনুকঃ সীত্রে হনুমান্ রাক্ষসৈর্হতঃ॥ ২৬

‘সীতা! বানররাজ সুগ্রীবের গ্রীবা ভঙ্গ হয়েছে। (এই  
যুদ্ধে তার খাড় মটকে দেওয়া হয়েছে)। রাক্ষসেরা

হনুমানের হনু ভেঙ্গে দিয়ে হত্যা করেছে।  
জান্নবানথ জানুজ্যামুৎপত্তন্ নিহতো যুধি।

পট্টিশৈর্বহুভিচ্ছিন্নো নিকুণ্ডঃ পাদপো যথা॥ ২৭

‘অতঃপর জান্নবান লাফিয়ে পালাতে গিয়ে যুদ্ধে  
নিহত হয়েছে। রাক্ষসেরা বহু পট্টিশের আঘাতে তার

জানুদ্বয় চূর্ণ করেছে। ছিন্নবৃক্ষের ন্যায় সে এখন ধরাশায়ী।  
মৈন্দচ্চ দ্বিবিদম্ভোভৌ ভৌ বানরবরর্ষভৌ।

নিঃস্বাস্তৌ রুদন্তৌ চ রুধিরেণ পরিপ্লুতৌ॥ ২৮

‘মৈন্দ এবং দ্বিবিদ এই বানর শ্রেষ্ঠ যুগল রক্ত  
বিলিপ্ত অবস্থায় রোদন করতে করতে নিঃস্বাস নিচ্ছে।

বিশালাকায় শত্রুসূদন বানরদের শরীরের মধ্যভাগ সুবিশাল  
অসি দ্বারা ছিন্ন অবস্থায় ধরাশায়ী হয়েছে।

অনুশ্চিস্তি মেদিন্যাং পনসঃ পনসো যথা॥ ২৯

‘পনস নামক বানর বিদীর্ণ পনসের (কাঁঠালের) ন্যায়  
ধরাশায়ী হয়ে অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করেছে। দরীমুখঃ।

নারাচৈর্বহুভিচ্ছিন্নঃ শেতে দর্ঘাঃ দরীমুখঃ।  
কুমুদস্ত মহাতেজা নিম্বুজন্ সায়কৈর্হতঃ॥ ৩০

‘কুমুদ নামক বানর অস্ত্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গুহামুখে  
শায়িত। মহাতেজস্বী কুমুদ সায়কের আঘাতে তীব্র চিৎকার

করে নিহত হয়েছে।  
অঙ্গদো বহুভিচ্ছিন্নঃ শরৈরাসাদ্য রাক্ষসৈঃ।

পরিতো রুধিরোদ্ধারী ক্ষিতৌ নিপতিতোহঙ্গদঃ॥ ৩১

‘রাক্ষসদের অসংখ্য বাণের আঘাতে অঙ্গদের  
শরীর ছিন্নভিন্ন অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তার সর্ব অঙ্গ

থেকে রক্ত নিঃসৃত হচ্ছে।



হরয়ো মখিতা নাইপ রথজ্ঞানৈস্তথাপরে।  
বানরা মনিতান্ত্র বায়ুবৈগৈরিবাহুদাঃ ॥ ৩২  
‘বায়ুর আঘাতে বিদীর্ণ মেঘের ন্যায় সুবিশাল হস্তী ও  
রথসমূহের মতো বিধ্বস্ত বানরেরা সকলেই ভূশায়িত  
হয়েছে।

প্রসূতাশ্চ পরে ব্রজা হন্যমানা জঘনাতঃ।  
অনুক্রান্তাঃ রক্ষোভিঃ সিংহৈরিব মহাবিপাঃ ॥ ৩৩  
‘সিংহের দ্বারা তড়িত বিশাল হস্তীর ন্যায় সমুত্ত  
বানরেরা রাক্ষসদের দ্বারা তড়িত এবং আক্রান্ত হয়ে  
পলায়ন করছে।

সাগরে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ গগনমাপ্রিতাঃ।  
ঋক্ষা বৃক্ষানুশারাদা বানরীং বৃত্তিমাপ্রিতাঃ ॥ ৩৪  
‘তাদের মধ্যে কেউ সমুদ্রে পতিত হয়েছে অথবা  
কেউ কেউ আকাশে উড়ে পলায়ন করেছে। ভল্লকেরা  
বানব-বৃত্তি অবলম্বন করে বৃক্ষে আরোহণ করেছে।  
সাগরস্যা চ তীরেষু শৈলেষু চ বনেষু চ।  
পিঙ্গলাস্তে বিরূপাক্ষে রাক্ষসৈর্বহবো হতাঃ ॥ ৩৫

‘অরণ্যে, পর্বতে তথা সমুদ্রের তীরে বহু সংখ্যক  
পিঙ্গলবর্ণের বানর বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসদের দ্বারা নিহত  
হয়েছে।

এবং তব হতো ভর্তা সসৈন্যো মম সেনয়া।  
ক্ষতজার্দঃ রজোক্ষপ্তমিদং চাস্যাহতঃ শিরঃ ॥ ৩৬  
‘এইভাবে আমার সৈন্যদের দ্বারা তোমার স্বামী  
সসৈন্যে নিহত হয়েছে। রক্তলিপ্ত, ধূলি ধূসরিত তাঁর এই  
মস্তক আমি সংগ্রহ করেছি।’

ততঃ পরমদুর্ধরো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
সীতায়ামুপশৃগ্বন্তাঃ রাক্ষসীমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৭

অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, রাক্ষস-রাজ রাবণ তখন সীতাকে  
শুনিয়ে শুনিয়ে একজন রাক্ষসীকে বললেন—

রাক্ষসঃ ক্রুরকর্মাণঃ বিদ্যুজ্জিহ্বঃ সমানয়।  
যেন তদ্রাঘবশিরঃ সংগ্রামাৎ স্বয়মাহতম্ ॥ ৩৮

‘নিষ্ঠুরকর্মী রাক্ষস সেই বিদ্যুদজ্জিহ্বকে তুমি ডেকে  
নিয়ে এসো, যে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বামের মস্তক  
আহরণ কবেছে।’

বিদ্যুজ্জিহ্বদা গৃহ্য শিরস্ত্বংসশরাসনম্।

প্রণামঃ শিরসা কৃদ্ভা রাবণস্যগ্রতঃ হিতঃ ॥ ৩৯  
তমব্রবীৎ ততো রাজা রাবণো রাক্ষসঃ হিতম্।  
বিদ্যুজ্জিহ্বঃ মহাজিহ্বঃ সমীপপরিবর্তিনম্ ॥ ৪০

তখন বিদ্যুদজ্জিহ্ব রামচন্দ্রের মস্তক সহ ধনুক নিয়ে  
এসে রাবণকে প্রণাম করে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন  
তখন নিকটে অবস্থিত বিশাল জিহ্বাবিশিষ্ট  
বিদ্যুদজ্জিহ্বকে রাক্ষসরাজ রাবণ বললেন—

অগ্রতঃ কুরু সীতয়াঃ নীচ্রঃ দাশরথ্যেঃ শিরঃ।  
অবহ্নাঃ পশ্চিমাং ভর্তুঃ কৃপণা সাধু পশ্যতু ॥ ৪১  
‘দশরথ নন্দনের মস্তক তুমি নীচ্র সীতার সামনে  
রাখো, বেচারী সীতা তার স্বামীর অন্তিম অবস্থা ভালো করে  
দেখুক।’

এবমুক্তং তু তদ্ রক্ষঃ শিরস্ত্বং প্রিয়দর্শনম্।  
উপনিষ্কিপ্য সীতয়াঃ ক্ষিপ্তমস্তরবীরত ॥ ৪২  
রাবণ এইরূপ বললে সেই রাক্ষস সীতার সম্মুখে  
সেই সুন্দরদর্শন মস্তকটি রেখে তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্জিত  
হল।

রাবণশ্চাপি চিক্ষেপ ভাস্বরং কার্মুকং মহৎ।  
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং রামসৈত্যদিত্তি ক্রবন্ ॥ ৪৩  
রাবণও সীতার সম্মুখে সেই বিশাল উজ্জ্বল ধনুকটি  
নিিক্ষেপ করে বললেন ‘এইটি হল ত্রিলোকে বিখ্যাত  
রামের সেই ধনুক।’

ইদং তৎ তব রামস্য কার্মুকং জ্যাসমাবৃতম্।  
ইহ প্রহস্তেনানীতং তং হৃদ্ভা নিশি মানুষম্ ॥ ৪৪  
‘এই তোমার রামচন্দ্রের জ্যা-সমন্বিত ধনুক।  
রাত্রিকালে সেই মনুষ্যকে হত্যা করে প্রহস্ত এটি এখানে  
নিয়ে এসেছে।’

স বিদ্যুজ্জিহ্বেন সইব তচ্ছিরো  
ধনুশ্চ ভূমৌ বিনিকীর্যমাণঃ।

বিদেহরাজস্য সূতাঃ যশস্বিনীঃ  
ততোব্রবীৎ তাং ভব মে বশানুগা ॥ ৪৫

অনন্তর বিদ্যুদজ্জিহ্বের আনীত রামচন্দ্রের মস্তক এবং  
সেই ধনুক সীতার সম্মুখে ভূমিতে রেখে বিদেহরাজকন্যা  
যশস্বিনী সীতাকে রাবণ বললেন— ‘এখন তুমি আমার  
বশবর্তী হও।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥



## দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩২)

শ্রীরামের মৃত্যু হয়েছে জেনে সীতাদেবীর নিলাপ তথা সভায় গিয়ে  
মন্ত্রিদের সঙ্গে রাবণের পরামর্শ এবং যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ

সীতা তছিরো পুষ্টা তচ্চ কার্মুকমুত্তমম্।  
কুটুম্বপ্রতিসংসর্গমাখ্যাতঃ ৮ হনুমতা ॥ ১  
মুখবর্ণঃ ৮ তর্জুৎসংসদৃশঃ মুখম্।  
কেশান্ কেশাজ্জদেশঃ ৮ তং ৮ চূড়ামণিঃ শুভম্ ॥ ২  
এতৌ সর্বত্রজিজ্ঞাসনৈরজিজ্ঞায় সুদুঃখিতা।  
বিশ্ববাসীঃ কৈকেয়ীঃ ক্রোশন্তী কুরুরী যথা ॥ ৩  
সীতাদেবী সেই ছিন্ন-মস্তক এবং উত্তম ধনুক দর্শন  
করে, হনুমান কর্তৃক উক্ত সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী-সম্বন্ধ  
কল্পনের কথা শ্রবণ করে পাতিদেবতার মুখমণ্ডলের ন্যায়  
মুখ, মুখবর্ণ, নেত্র, কেশ, ললাট এবং সুন্দর চূড়ামণি দর্শন  
করেন এই সমস্ত অভিজ্ঞানের দ্বারা অভিজ্ঞাত হয়ে  
উক্ত লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখে রামচন্দ্রের মৃত্যু  
কল্পনাকে স্মরণ করতে হয়ে। অত্যন্ত দুঃখীভাবে কুরুরীর ন্যায়<sup>(১)</sup>  
বিচার করে ব্রহ্মদেব করতে করতে কৈকেয়ীর নিন্দা করতে  
করেন।  
সকলম্ ভব কৈকেয়ী হতোহয়ং কুলননন্দনঃ।  
কুমুৎসাদিতঃ সর্বং ভয়া কলহশীলয়া ॥ ৪  
'হে কৈকেয়ী! তুমি সফলকামা হও। রঘুকুলনন্দন  
(কিন রঘুকুলের আনন্দবর্ধক) নিহত হয়েছেন। তুমি  
অলম্বনরম্যা তোমার দ্বারাই বংশ ধ্বংস হল।  
জায়ে কিং নু কৈকেয়্যাঃ কৃতং রামেণ বিপ্রিয়ম্।  
ভায়া চীরবসনং দত্তা প্রব্রাজিতো বনম্ ॥ ৫  
'আর্য শ্রীরাম কৈকেয়ীর কি অপ্রিয় সাধন  
করেছিলেন, যে তিনি তাঁকে চীরবাস (ছিন্নবস্ত্র) দিয়ে  
আহার সঙ্গে বনে পাঠিয়ে দিলে।'  
এবম্ব্য তু বৈদেহী বেপমান্যা তপস্বিনী।  
জগাম জগতীঃ বাল্য ছিন্না তু কদলী যথা ॥ ৬  
এই বলে বিদেহ-রাজকন্যা তপস্বিনী বেচারী বালিকা  
কি প্রাণত্যাগ করে কাপতে কাপতে ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায়  
কুপিত হইলেন।  
সীতা মুহূর্তং সমাপ্তস্য পরিলভ্যত্বং চেতনাম্।  
জিজ্ঞাসা সমুপাভ্যাগা বিনলপায়তক্ষণাঃ ॥ ৭  
আরতলোচনা সীতা মুহূর্তের মধ্যে চেতনালাভ করে  
করেন।—সাদৃশ্যিক ঈগল ২ বিপাকে ফেলে দুর্দশাগ্রস্ত করেন।

সেই ভিষ্মাণ্ড কাছে নিয়ো নিলাপ করতে লাগলেন—

হা হতাপি মহাবাহো বীরতমনুরত।  
ইমাং তে পশ্চিমাৱহাঃ গতাস্মি বিশ্ববা কৃতা ॥ ৮  
'তথা। হে মহাবীর! আমিও মারা গেলাম। (অর্থাৎ  
স্বামীকে হারিয়ে জীবিত অবস্থাতেও আমার মৃত্যু হল)  
আপনি বীরত্ব পালন করে এইরূপ অস্তিম অবস্থা প্রাপ্ত  
হয়ে আমাকে বিশ্ববা করে দিয়ে গেলেন।  
প্রথমং মরণং নার্যা তর্জুবৈশ্যামুচতে।  
সুবৃত্তঃ সাধুবৃত্তায়াঃ সংবৃত্তঃ মমগ্রতঃ ॥ ৯  
'স্বীর পূর্বেই স্বামীর মৃত্যু হলে স্বীর দোষ বলেই গণ্য  
হয়। কিন্তু সর্বদা সদাচারিনী আমার সম্মুখে আপনার মতো  
সজ্জন স্বামীর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক।  
মহদ্ দুঃখং প্রপমায়্য ময়ায়াঃ শোকসাগরে।  
যো হি মামুদাতত্বাতুং সোহপি ত্বং বিনিপাতিতঃ ॥ ১০  
'আমি অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে শোকসাগরে নিমজ্জিত  
হলাম, যে আপনি আমাকে উদ্ধার করতে উদ্যত  
হয়েছিলেন, সেই আপনিই আজ শত্রু কর্তৃক নিহত হলেন।  
সীতা শূশ্র্মম কৌসল্যা ভয়া পুত্রেন রাঘব।  
বৎসেনেব যথা যেনুর্ববৎসা বৎসলা কৃতা ॥ ১১  
'রঘুনাথ! আমার শূশ্রমাতা স্নেহময়ী কৌশল্যা  
আপনার মতো পুত্রকে হারিয়ে বৎসহীনা গাভীর মতো  
বিপন্ন হলেন।  
উদ্ভিষ্টঃ দীর্ঘমায়ুস্তে দৈবজ্ঞৈরপি রাঘব।  
অনৃতং বচনং তেখামম্মায়ুরসি রাঘব ॥ ১২  
'হে রঘুবীর! দৈবজ্ঞরা বলেছিলেন আপনার আয়ু  
দীর্ঘ। কিন্তু তাঁদের বাক্য মিথ্যা। হে রঘুনন্দন! আপনার  
আয়ুতো অল্পই।  
অথবা নশ্যতি প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞস্যপি সতত্বব।  
পচ্যেত্যং তথা কালো ভূতানাং প্রভবো হয়ম্ ॥ ১৩  
'অথবা আপনি জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আপনার বুদ্ধি  
নষ্ট হয়েছিল। প্রাণীদের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহাকাল, তিনিই  
তাঁদের এইভাবে সকলের পাক করেন।<sup>(২)</sup>  
অদৃষ্টং মৃত্যুমাণম্ কস্মাৎ স্বং নয়শাস্ত্রবিৎ।

কসলাদ্যুপায়ণঃ কুশলো হাসি বর্জনে॥ ১৪

‘হে ত্রিভুজাশ্রয় ! বিপদসমূহের কারণ আপনি জানেন। সেগুলিকে বর্জন করতেও আপনি দক্ষ। তথাপি আপনি কেমন করে অজান্তে যাওয়া গেলেন ?

তথা হুং সম্পরিহজা রৌদ্রযাতিনুশংসয়া।

কালরাত্র্যা মমচ্ছিন্দ্য হস্তা কমললোচনঃ॥ ১৫

‘কমললোচন ! ভয়ংকর এবং অতি নিষ্ঠুর কালরাত্রি আপনাকে আলিঙ্গন করে আমার থেকে ছিনিয়ে নিল।

ইহ শেষে মহাবাহো মাং বিহার তপস্বিনীম্।

শ্রিয়ামিষ যথা নারীং পৃথিবীং পুরুষবর্ভা॥ ১৬

‘হে মহাবাহো ! পুরুষোত্তম ! আপনি এই তপস্বিনীকে ত্যাগ করে, শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীকে প্রিয়তমা নারীর ন্যায় আলিঙ্গন করেছেন।

অর্চিতং সততং যদ্যদ গন্ধমালৌর্ময়া তব।

ইদং তে মন্ত্রপ্রিয়ং বীর ধনুঃ কাঞ্চনভূষিতম্॥ ১৭

‘হে বীর ! এই আপনার সেই স্বর্ণমণ্ডিত ধনুক, যাকে নিত্য যন্ত্রপূর্বক গন্ধদ্রব্য, পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা আমি পূজা করেছি। এইটি আমার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু।

শিখা দশরথেন হুং শ্বশুরেণ মমানস্ব।

সর্বৈষ পিতৃভিঃ সার্বং নুনং স্বর্গে সমাগতঃ॥ ১৮

‘হে নিষ্পাপ ! আপনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গিয়ে আমার শ্বশুর তথা আপনার পিতৃদেব দশরথ সহ অন্যান্য পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

দিবি নক্ষত্রভূতং চ মহৎকর্মকৃতং তথা।

পুণ্যং রাজর্ষিবংশং ত্বমাস্তনঃ সমুপেক্ষসে॥ ১৯

‘মহৎ কর্ম সাধনের দ্বারা (পিতৃসত্য পালনের জন্য স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করে বনবাস গ্রহণ) পুণ্যার্জন পূর্বক আপনি যে রাজর্ষিবংশকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছেন, যা মহাকাশে নক্ষত্ররূপে<sup>(১)</sup> প্রকাশিত।

কিং মাং ন প্রেক্ষসে রাজন্ কিং বা ন প্রতিভাষসে।

বালাং বালেন সম্প্রাপ্তাং ভাৰ্য্যাং মাং সহচারিণীম্॥ ২০

‘বাল্যকালে আপনি আমাকে বালিকা অবস্থায় ভাৰ্য্যারূপে লাভ করেছিলেন। হে রাজন্ ! আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না কেন ? কেনই বা আপনি আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না ?

সংশ্রুতং গৃহতা পাণিঃ চরিত্যমীতি যৎ দ্বয়।

‘দ্বয় তয়াম কাকুৎস্থ নয় মামপি দুঃখিতাম্॥ ২১

‘হে কাকুৎস্থ ! পাণিগ্রহণ কালে প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন, ‘তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মচরণ করব’ সেই কথা স্মরণ করুন। ব্যথিতা আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। কস্মাদ্যামপহায় হুং গতো গতিমজাং বর।

অস্মান্নোকাদমুং লোকং তাক্সা মামপি দুঃখিতাম্॥ ২২

‘হে গতিমান শ্রেষ্ঠ ! আমাকে দুঃখিনী করে কেন আপনি আমাকে ত্যাগ করে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করলেন ?

কলাটৈ রুচিরং গাত্রং পরিষক্তং ময়েব হু  
ক্রব্যাদৈদন্ত্যহরীরং তে নুনং বিপরিকৃত্যতে॥ ২৩

‘নানাবিধ উপাচার দ্বারা আপনার যে সুন্দর শরীরকে আমি আলিঙ্গন করতাম, মাংসাশী রাক্ষসেরা আজ নিজের নিশ্চয়ই সেই শরীরকে বিপরিকৃত<sup>(২)</sup> (বিকৃত) করবে। অগ্নিষ্টোমাদিভির্ঘজৈরিষ্ট বানাপ্ত দক্ষিণৈঃ

অগ্নিহোত্রেণ সংস্কারং কেন হুং ন তু লক্ষ্যসে॥ ২৪

‘আপনি তো পর্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদানপূর্বক অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করতেন, তাহলে কেন এখন অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অগ্নি দ্বারা আপনার দাঁহ সংস্কার হচ্ছে না ?

প্রব্রজ্যামুপপন্নানাং ত্রয়াণামেকমাগতম্।

পরিপ্রেক্ষতি কৌসল্যা লক্ষণং শোকলালসা॥ ২৫

‘আমরা তিনজন একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বনে এসেছিলাম। লক্ষণকে একাকী দেখে মাতা কৌসল্যা শোকাकुলা হবেন।

স তস্যাঃ পরিপৃচ্ছন্ত্যা বধং মিত্রবলস্য তে।

তব চাখ্যাসাতে নুনং নিশায়াং রাক্ষসৈর্বধম্॥ ২৬

‘তার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে (অর্থাৎ তিনি লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করলে) তিনি নিশ্চয়ই রাত্রিকালে রাক্ষসদের দ্বারা আপনার এবং আপনার মিত্র সৈন্যের বধ-বৃত্তান্ত বলবেন। সা ত্বাং সুপ্তং হতং জ্ঞাত্বা মাং চ রক্ষোগৃহং গতাম্।

হৃদয়েনাবদীর্ণেন ন ভবিষ্যতি রাঘব॥ ২৭

‘হে রাঘুনন্দন ! নিদ্রিত অবস্থায় আপনার মৃত্যুসংবাদ এবং রাক্ষসগৃহে আমার অপহরণের কথা জেনে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

<sup>(১)</sup> চক্ষুরূপের রাজা ত্রিশঙ্কু নক্ষত্ররূপে গগনে প্রকাশিত, এই ক্ষত্রিয়-ন্যায় অনুসারে সমস্ত  
<sup>(২)</sup> অর্থাৎ সেই সুন্দর শরীরটি নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করা



হেতোরনার্থী অনঘঃ পার্শ্বাধিকঃ ।  
সামবমুখীর্ষীর্ষবান্ সোম্পদে হতঃ ॥ ২৮  
‘হুঃ ! অনার্থী (হতভাগিনী) আমার জন্য নিষ্পাপ  
হতুমার প্রীতিমগ্ন অগ্নি পরাক্রমে সমুদ্র লঙ্ঘন করে  
এসে সোম্পদে নিহত হলেন।

দাশরথেনোদা মোহাৎ স্বকুলশাংসনী ।  
হুঃ দাশরথী জায়া মৃত্যুরজায়ত ॥ ২৯  
‘আমি স্বকুলনাশিনী, মোহবশতঃ দাশরথি আমাকে  
বিবাহ করেছিলেন, আর্যপুত্র প্রীরামের জায়া হুঃও আমি  
তাঁর মৃত্যুর কারণ হলুম।

ময়া জাতিঃ বারিতঃ দানমুত্তমম্ ।  
হুঃমসৌব শোচামি জায়া সর্বাতিথেরিহ ॥ ৩০

‘আমি অবশ্যই অন্য কোনো জন্মে উত্তম দান কার্যে  
কলা দিয়েছিলাম, সেইজন্যই সকল অতিথির প্রিয়  
কন্যার ভাষা হুঃও আজ আমি শোচাকুলা হয়েছি,  
হুঃ হতর মাং ক্ষিত্রং রামসোপরি রাবণ ।  
জগন্নাথ পতিং পত্ন্যা কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥ ৩১  
‘হুঃ রাবণ ! আমাকেও প্রীরামের শবের ওপর  
কৃপন করে ক্ষিত্র হত্যা করো। এইভাবে পতি-পত্নীকে  
তিলক কর’ উত্তমরূপে কল্যাণকর হবে।

পিতা মে শিরশাস্য কায়ঃ কয়েন যোজয় ।  
রাবণমুগমিষ্যামি গতিং ভর্তৃমহাস্বনঃ ॥ ৩২

‘হুঃ বাবন ! আমার মস্তকের সঙ্গে তাঁর মস্তক এবং  
দেহের শরীরের সঙ্গে তাঁর শরীর সংযুক্ত করো ;  
এইভাবেই আমি আমার মহাত্মা পতির গতি অনুসরণ  
করব।’

ইদীক দুঃখসন্তপ্তা বিললাপায়তেক্ষণা ।

হুঃ শিরো ধনুশ্চৈব দদর্শ জনকাস্বজা ॥ ৩৩  
‘যদিও মস্তক এবং ধনুক দেখে দুঃখসন্তপ্তা,  
মস্তকলোচনা, জনকজনন্যা সীতা এইভাবে বিলাপ করতে  
লাগলেন,

‘দাশপ্যমানায়াং সীতায়ঃ তত্র রাক্ষসঃ ।  
অভিজ্ঞান ভর্তারমণীকঙ্কঃ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৩৪

‘সীতাদেবী এইরূপ বিলাপরতা অবস্থায় রাবণের  
দেহ একজন রাক্ষস তাব নিকট কৃতাজ্জলিবদ্ধ হয়ে  
বিদ্রোহিত হল

সোহভিবাদা প্রসাদা চ ।

ন্যবেদয়াদনুপ্রাপ্তঃ প্রহস্তঃ বাহিনীপতিম্ ॥ ৩৫  
‘আর্যপুত্রের জন্ম হোক’ এই বলে অভিবাদন করে  
প্রভুকে প্রসন্ন করে সেনাপতি প্রহস্তের আগমনবার্তা  
জানাল।

অমাত্যৈঃ সহিতঃ সর্বৈঃ প্রহস্তজামুপস্থিতঃ ।  
তেন দর্শনকামেন অহং প্রহাপিতঃ প্রভো ॥ ৩৬

‘হে প্রভু ! সকল অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি  
প্রহস্ত আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আপনার  
দর্শনকামী হয়ে আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন।  
মুনমস্তি মহারাজ রাজভবাৎ ক্ষমায়িত ।

কিঞ্চিদাত্যিকং কার্যং তেষাং ত্বং দর্শনং কুরু ॥ ৩৭  
‘ক্ষমাশীল মহারাজ ! অবশ্যই কোনো গুরুত্বপূর্ণ  
রাজকার্য সমুপস্থিত হয়েছে। অতএব আপনি তাঁদের দর্শন  
দান করুন’ (দেখা করুন)।

এতচ্ছুত্বা দশগ্রীবো রাক্ষসপ্রতিবেদিতম্ ।

অশোকবনিকাং ত্যক্ত্বা মন্ত্রিণাং দর্শনং যযৌ ॥ ৩৮  
রাক্ষসের এই কথা শুনে দশানন রাক্ষসরাজ  
অশোককানন ত্যাগ করে মন্ত্রীদের সাথে মিলিত হবার জন্য  
যাত্রা করলেন।

স তু সর্বং সমর্থোব মন্ত্রিভিঃ কৃত্যমাস্বনঃ ।

সভাং প্রবিশ্য বিদধে বিদিত্বা রামবিক্রমম্ ॥ ৩৯  
তিনি সভায় প্রবেশ করে, প্রীরামের বিক্রম সম্পর্কে  
অবগত হয়ে এবং মন্ত্রীদের দ্বারা সকল স্বকৃতকর্মের  
সমর্থন নিয়ে আশু কর্তব্য নিরূপণে ব্যস্ত হলেন।

অন্তর্ধানং তু তচ্ছীর্ষং তচ্চ কার্যমুত্তমম্ ।

জগাম রাবণসৌব নির্যাণসমনন্তরম্ ॥ ৪০

রাবণ সেইস্থান (অশোককানন) থেকে প্রস্থান করা  
মাত্রই সেই ছিন্ন মস্তক এবং উত্তম ধনুক অন্তর্হিত হল।

রাক্ষসেন্দ্রস্ত তৈঃ সার্থং মন্ত্রিভির্ভীমবিক্রমৈঃ ।

সমর্থয়ামাস তদা রামকার্যবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৪১

রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপরাক্রমী মন্ত্রীদের সঙ্গে তখন  
রামের প্রতি করণীয় বিষয়ে আলোচনা করে কর্তব্য নিশ্চিত  
করলেন।

অবিদূরস্থিতান্ সর্বান্ বলাধ্যক্ষান্ হিতৈষিণঃ ।

অত্রবীৎ কালসদৃশং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৪২  
অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অদূরে অবস্থিত সকল  
হিতৈষী সেনাপতিদের এইরূপ সময়োচিত কথা বললেন—



শীতাং ভেদানিনাদেন শ্রুতং কোণাহভেন মে।  
সমানরথং সৈন্যানি বস্ত্রাং চ ন কারণম্ ॥ ৪৩  
'বাদ্যদেবের আঘাত দ্বারা ভেদী নিনাদের সঙ্গে  
সঙ্গেই তোমরা শীঘ্র সমস্ত সৈন্যদের একত্রিত করো ; কিন্তু  
এর কারণ এখন অজ্ঞাত থাকবে।'  
ভক্তধেতি প্রতিগৃহ্য ততঃ-  
ভদৈব দূতাঃ সহসা মহদ্ বলম্।

সমানয়ঃশ্চৈব সমাগতঃ চ  
নাবেদয়ন্ ভর্তরি যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণি ॥ ৪৪  
তখন দূতেরা 'তাই হোক' বলে রাবণের আদেশ  
স্বীকার করে তৎক্ষণাৎ বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সমস্ত  
একত্রিত করে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী প্রভুর নিকটে এসে জানালেন  
— 'প্রভু সমগ্র সেনা উপস্থিত হয়েছে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি কাশ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

### ত্রয়সিংশঃ সর্গঃ (৩৩)

সীতাদেবীকে সরমার সাক্ষ্যজ্ঞাপন, রাবণের মায়ার কথা বর্ণনা, শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের  
শুভ সংবাদ-প্রদান এবং তাঁর বিজয়লাভে বিশ্বাসস্থাপন

সীতাং তু মোহিতাং দুষ্টা সরমা নাম রাক্ষসী।  
আসসাদাথ বৈদেহীং প্রিয়াং প্রণয়িনী সখীম্ ॥ ১  
বিদেহনন্দিনী সীতাকে এইরূপ মোহিতা হতে দেখে  
সরমা নামক রাক্ষসী প্রেমপরায়ণা সখীর মতো প্রিয়সখীর  
(সীতার) নিকটে উপস্থিত হলেন।  
মোহিতাং রাক্ষসেভ্যে সীতাং পরমদুঃখিতাম্।  
আশ্বাসয়ামাস তদা সরমা মৃদুভাষিনী ॥ ২  
রাক্ষসরাজের দ্বারা পরমদুঃখিতা মোহিতা সীতাকে  
তখন মৃদুভাষিনী সরমা আশ্বাস দান করলেন।  
সা হিত তত্র কৃত্য মিত্রং সীতয়া রক্ষ্যমাণয়া।  
রক্ষসী রাবণাদিষ্টা সানুজ্ঞোশা দৃঢ়তা ॥ ৩  
রাবণের আদেশে তিনি সীতাকে রক্ষা করেছিলেন।  
দয়ালু এবং দৃঢ়তা সবমাত্র তখন তাঁর রক্ষণীয়া সীতার সঙ্গে  
মৈত্রী স্থাপন করলেন।  
সা দদর্শ সখী সীতাং সরমা নষ্টচেতনাম্।  
উপাবৃত্তোখিতাং ধ্বস্তাং বভবামিব পাংসুষু ॥ ৪  
সেই সখী সরমা সীতাকে হতচেতন অবস্থায়  
দেখলেন। পরিশ্রান্ত ঘোটকীর ন্যায় ধূলিধূসরিতা সীতা  
ভূলুপ্তিতা।

তাং সমাশ্বাসয়ামাস সখীম্নেহেন সুব্রতাম্  
সমাশ্বসিহি বৈদেহি মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা।  
উক্তা যদ্ রাবণেন জ্বং প্রযুক্তশ্চ স্বয়ং স্বরা।  
সখীম্নেহেন তদ্ ভীরু ময়া সর্বং প্রতিশ্রুতম্।  
লীনয়া গহনে শূন্যে ভয়মুৎসৃজা রাবণাৎ।  
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নহি মে রাবণাদ্ ভয়ম্ ॥ ৫  
সখীর মতো স্নেহদ্বারা উত্তমব্রত-পালনকারিণী  
সীতাকে সরমা আশ্বাস দিয়ে বললেন— 'বৈদেহী ! আপনি  
ব্যথিতচিত্তা হবেন না। ওহে ভীরু ! রাবণ আপনাকে যা  
বলেছেন এবং প্রত্যুত্তরে আপনি যা বলেছেন,  
সখীম্নেহের কারণে রাবণের ভয় ত্যাগ করে, এই বনের  
গভীবে একাকী লুকিয়ে থেকে আমি সেই সব কথা  
শুনেছি। হে আয়তলোচনা ! আপনার জন্য আমি রাবণের  
ভয় ত্যাগ করেছি।  
স সজ্জাতশ্চ নিষ্কান্তো যৎকৃতে রাক্ষসেশ্বরঃ  
তত্র মে বিদিতং সর্বমভিনিষ্টম্মা মৈথিলি। ৬  
'হে মিথিলারাজকুমারী ! সেই শক্তিত রাক্ষসরাজ  
কারণে এখান থেকে নিষ্করণ করলেন (চলে গেলেন)।  
আমি সেখানে গিয়েও তা সম্পূর্ণরূপে জেনেছি।

কর্তৃং রামস্যা বিসিতাক্ষনঃ।  
কৃত্বান্ পুণ্ড্রবাহুঃ তস্মিন্ মৈম্বোপপদাতে ॥ ৮

‘জাহ্নবীতট প্রীরামচত্রে নিদ্রাকালে তাঁকে হত্যা  
করা গুরু নয়। সেই পুণ্ড্রবাহুই এইরূপ বধবৃত্তান্ত  
করতে নয়।

কৃত্বান্ বানরা হস্তং শক্যাঃ পাদপদোদধিনঃ।  
কৃত্বান্ দেবদেবেব রামেশ হি সুরক্ষিতাঃ ॥ ৯

‘কৃত্বান্ যেমন ইন্দ্রের দ্বারা সুবক্ষিত, বানরেরাও  
কৃত্বান্ রামচত্রে দ্বারা সুবক্ষিত। বক্ষয়িত্বা যুদ্ধকারী  
কৃত্বান্ এইভাবে নিহত হতে পারে না।

কৃত্বান্ প্রীমান্ মহোবরঃ প্রতাপবান্।  
কৃত্বান্ সারনোপতো বমাতা ভুবি বিপ্রতঃ ॥ ১০

‘কৃত্বান্ বক্তা নিজামাক্ষনশ্চ পরসা চ।  
কৃত্বান্ সহ জাতা কুলীনো নয়শাস্ত্রবিৎ ॥ ১১

‘কৃত্বান্ পরবলৌঘানাচ্ছিবলপৌরুষঃ।  
কৃত্বান্ রাক্ষসঃ প্রীমান্ সীতে শক্রনিবর্হণঃ ॥ ১২

‘কৃত্বান্ প্রীরামের বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বর্তুলাকার,  
কৃত্বান্ বিশিষ্ট তিনি প্রতাপবান, ধনুকধারী, তাঁর শরীর  
কৃত্বান্ প্রবল এবং অপরকে সর্বদাই রক্ষা কবতে সক্ষম।  
কৃত্বান্ সারনোপকবী তাঁর বল এবং পৌরুষ অচিন্তনীয়।  
কৃত্বান্ রামচন্দ্র কবনোই নিহত হননি।

কৃত্বান্ রাক্ষসঃ প্রীমান্ সীতে শক্রনিবর্হণঃ ॥ ১২

‘কৃত্বান্ প্রীরামের বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বর্তুলাকার,  
কৃত্বান্ বিশিষ্ট তিনি প্রতাপবান, ধনুকধারী, তাঁর শরীর  
কৃত্বান্ প্রবল এবং অপরকে সর্বদাই রক্ষা কবতে সক্ষম।  
কৃত্বান্ সারনোপকবী তাঁর বল এবং পৌরুষ অচিন্তনীয়।  
কৃত্বান্ রামচন্দ্র কবনোই নিহত হননি।

কৃত্বান্ রাক্ষসঃ প্রীমান্ সীতে শক্রনিবর্হণঃ ॥ ১২

‘কৃত্বান্ প্রীরামের বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বর্তুলাকার,  
কৃত্বান্ বিশিষ্ট তিনি প্রতাপবান, ধনুকধারী, তাঁর শরীর  
কৃত্বান্ প্রবল এবং অপরকে সর্বদাই রক্ষা কবতে সক্ষম।  
কৃত্বান্ সারনোপকবী তাঁর বল এবং পৌরুষ অচিন্তনীয়।  
কৃত্বান্ রামচন্দ্র কবনোই নিহত হননি।

কৃত্বান্ রাক্ষসঃ প্রীমান্ সীতে শক্রনিবর্হণঃ ॥ ১২

‘কৃত্বান্ প্রীরামের বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বর্তুলাকার,  
কৃত্বান্ বিশিষ্ট তিনি প্রতাপবান, ধনুকধারী, তাঁর শরীর  
কৃত্বান্ প্রবল এবং অপরকে সর্বদাই রক্ষা কবতে সক্ষম।  
কৃত্বান্ সারনোপকবী তাঁর বল এবং পৌরুষ অচিন্তনীয়।  
কৃত্বান্ রামচন্দ্র কবনোই নিহত হননি।

কৃত্বান্ রাক্ষসঃ প্রীমান্ সীতে শক্রনিবর্হণঃ ॥ ১২

‘কৃত্বান্ প্রীরামের বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বর্তুলাকার,  
কৃত্বান্ বিশিষ্ট তিনি প্রতাপবান, ধনুকধারী, তাঁর শরীর  
কৃত্বান্ প্রবল এবং অপরকে সর্বদাই রক্ষা কবতে সক্ষম।  
কৃত্বান্ সারনোপকবী তাঁর বল এবং পৌরুষ অচিন্তনীয়।  
কৃত্বান্ রামচন্দ্র কবনোই নিহত হননি।

কৃত্বান্ রাক্ষসঃ প্রীমান্ সীতে শক্রনিবর্হণঃ ॥ ১২

‘কৃত্বান্ প্রীরামের বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বর্তুলাকার,  
কৃত্বান্ বিশিষ্ট তিনি প্রতাপবান, ধনুকধারী, তাঁর শরীর  
কৃত্বান্ প্রবল এবং অপরকে সর্বদাই রক্ষা কবতে সক্ষম।  
কৃত্বান্ সারনোপকবী তাঁর বল এবং পৌরুষ অচিন্তনীয়।  
কৃত্বান্ রামচন্দ্র কবনোই নিহত হননি।

কৃত্বান্ রাক্ষসঃ প্রীমান্ সীতে শক্রনিবর্হণঃ ॥ ১২

‘কৃত্বান্ প্রীরামের বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বর্তুলাকার,  
কৃত্বান্ বিশিষ্ট তিনি প্রতাপবান, ধনুকধারী, তাঁর শরীর  
কৃত্বান্ প্রবল এবং অপরকে সর্বদাই রক্ষা কবতে সক্ষম।  
কৃত্বান্ সারনোপকবী তাঁর বল এবং পৌরুষ অচিন্তনীয়।  
কৃত্বান্ রামচন্দ্র কবনোই নিহত হননি।

কৃত্বান্ রাক্ষসঃ প্রীমান্ সীতে শক্রনিবর্হণঃ ॥ ১২

সমিবিষ্টঃ সমুদ্রস্য তীরমাসাদা দক্ষিণম্ ॥ ১৫

‘প্রীরামচন্দ্র বানরসেনাদের সঙ্গে সমুদ্র লঙ্ঘন  
কবেছেন। তিনি সমুদ্রের দক্ষিণতীরে সৈন্য সমাবেশ  
কবেছেন।

দৃষ্টো মে পরিপূর্ণাঃ কাকুৎস্থঃ সহস্রান্বয়ঃ।  
সহিতঃ সাগনান্বনৈলৈস্তিষ্ঠতি রক্ষিতঃ ॥ ১৬

‘সহস্রকায় প্রীরামকে লঙ্ঘনসত্ত আনি দেখেছি। তারা  
সাগরপ্রান্তে সটসনো সুরক্ষিতভাবে অবস্থান করছে।  
অমেন প্রেসিষ্টা মে চ রাক্ষসা লঘুনিক্রমাঃ।  
রাঘবদীর্ঘ ইতোবং প্রবৃষ্টিবৈরিহাস্ততা ॥ ১৭

‘রাক্ষসরাজ যে সমস্ত দ্রুতগামী, পরাক্রমী  
রাক্ষসদের প্রেরণ করেছিলেন (শত্রুপক্ষের সম্পর্কে তথ্য  
আহরণের নিমিত্ত) তারা সকলেই এই সংবাদ এনেছে  
যে, রামচন্দ্র সমুদ্র পার হয়ে চলে এসেছেন।  
স তাং শ্রদ্ধা বিশালাক্ষি প্রবৃষ্টিং রাক্ষসাধিপঃ।  
এষ মজ্জয়তে সর্বৈঃ সচিবৈঃ সহ রাবণঃ ॥ ১৮

‘হে বিশালাক্ষি ! রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদ  
শুনে সকল সচিবদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করছেন।’  
ইতি ব্রূবাণা সরমা রাক্ষসী সীতয়া সহ।  
সর্বোদ্যোগেন সৈন্যানাং শব্দং শুশ্রাব ভৈরবম্ ॥ ১৯

‘রাক্ষসী সরমা সীতাকে যখন এইরূপ বলছেন, তখন  
যুদ্ধের জন্য সর্বতঃ উদ্যোগশীল সৈন্যদের ভৈরব নিনাদ  
শুনতে পেলেন।  
দগুনির্ঘাতবাদিন্যাঃ শ্রদ্ধা ভেধা মহান্বনম্।  
উবাচ সরমা সীতামিদং মধুরভাষিণী ॥ ২০

‘দগুঘাতে বাদনরত ভেড়ীর গভীর নাদ শুনে  
মধুরভাষিণী সরমা সীতাকে এইরূপ বললেন—  
সমাহজননী হোষা ভৈরবা ভীক ভেরিকা।  
ভেরীনাদং চ গভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্ ॥ ২১

‘ভীক ! ভেড়ীর এই ডয়ংকর নাদ যুদ্ধ-প্রস্তুতির<sup>(১)</sup>  
সূচনা-দানকারী। মেগ-গর্জনতুল্য ভেড়ীর এই গভীর নাদ  
আপনিও শুনুন।  
কল্পস্তে মত্তমাতঙ্গা যুজ্যস্তে রথবাজিনঃ।  
দৃশ্যস্তে তুরগারুঢাঃ প্রাসহস্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ২২

‘মত্ত হস্তীদের সুসজ্জিত করা হচ্ছে। রথে  
অশ্বগুলিকে যুদ্ধ করা হচ্ছে। হাজার হাজার অশ্বধারী

‘সমাহজননী হোষা ভৈরবা ভীক ভেরিকা।  
ভেরীনাদং চ গভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্ ॥ ২১

‘ভীক ! ভেড়ীর এই ডয়ংকর নাদ যুদ্ধ-প্রস্তুতির<sup>(১)</sup>  
সূচনা-দানকারী। মেগ-গর্জনতুল্য ভেড়ীর এই গভীর নাদ  
আপনিও শুনুন।  
কল্পস্তে মত্তমাতঙ্গা যুজ্যস্তে রথবাজিনঃ।  
দৃশ্যস্তে তুরগারুঢাঃ প্রাসহস্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ২২

‘মত্ত হস্তীদের সুসজ্জিত করা হচ্ছে। রথে  
অশ্বগুলিকে যুদ্ধ করা হচ্ছে। হাজার হাজার অশ্বধারী

‘সমাহজননী হোষা ভৈরবা ভীক ভেরিকা।  
ভেরীনাদং চ গভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্ ॥ ২১

‘ভীক ! ভেড়ীর এই ডয়ংকর নাদ যুদ্ধ-প্রস্তুতির<sup>(১)</sup>  
সূচনা-দানকারী। মেগ-গর্জনতুল্য ভেড়ীর এই গভীর নাদ  
আপনিও শুনুন।  
কল্পস্তে মত্তমাতঙ্গা যুজ্যস্তে রথবাজিনঃ।  
দৃশ্যস্তে তুরগারুঢাঃ প্রাসহস্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ২২

‘মত্ত হস্তীদের সুসজ্জিত করা হচ্ছে। রথে  
অশ্বগুলিকে যুদ্ধ করা হচ্ছে। হাজার হাজার অশ্বধারী

‘সমাহজননী হোষা ভৈরবা ভীক ভেরিকা।  
ভেরীনাদং চ গভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্ ॥ ২১

‘ভীক ! ভেড়ীর এই ডয়ংকর নাদ যুদ্ধ-প্রস্তুতির<sup>(১)</sup>  
সূচনা-দানকারী। মেগ-গর্জনতুল্য ভেড়ীর এই গভীর নাদ  
আপনিও শুনুন।  
কল্পস্তে মত্তমাতঙ্গা যুজ্যস্তে রথবাজিনঃ।  
দৃশ্যস্তে তুরগারুঢাঃ প্রাসহস্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ২২

‘মত্ত হস্তীদের সুসজ্জিত করা হচ্ছে। রথে  
অশ্বগুলিকে যুদ্ধ করা হচ্ছে। হাজার হাজার অশ্বধারী

‘সমাহজননী হোষা ভৈরবা ভীক ভেরিকা।  
ভেরীনাদং চ গভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্ ॥ ২১

‘ভীক ! ভেড়ীর এই ডয়ংকর নাদ যুদ্ধ-প্রস্তুতির<sup>(১)</sup>  
সূচনা-দানকারী। মেগ-গর্জনতুল্য ভেড়ীর এই গভীর নাদ  
আপনিও শুনুন।  
কল্পস্তে মত্তমাতঙ্গা যুজ্যস্তে রথবাজিনঃ।  
দৃশ্যস্তে তুরগারুঢাঃ প্রাসহস্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ২২

‘মত্ত হস্তীদের সুসজ্জিত করা হচ্ছে। রথে  
অশ্বগুলিকে যুদ্ধ করা হচ্ছে। হাজার হাজার অশ্বধারী

‘সমাহজননী হোষা ভৈরবা ভীক ভেরিকা।  
ভেরীনাদং চ গভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্ ॥ ২১



অথারোহী সৈন্য দেখা যাচ্ছে।

কর তর চ সন্ধ্যাঃ সম্পত্তি সহস্রশঃ।

আনুর্ঘে রাজমার্গাঃ সৈন্যরহুতদর্শনৈঃ॥ ২৩

বেদবর্ষির্দক্ষিণ্য তোমৌঘৈরিব সাগরঃ।

‘নানাদিক থেকে হাজার সৈন্য এসে সম্মিলিত হচ্ছে। সাগরের অঙ্গুলি জলরাশির মতো রাজপথ অতুতদর্শন এবং সবেগে গর্জনরত সৈন্যদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে।

শত্ৰুনাং চ প্রসমানাঃ চর্মণাঃ বর্মণাঃ তথা॥ ২৪

রথবাজিনজানাং চ রাক্ষসেন্দ্রানুয়ায়িনাম্।

সম্রমো রক্ষসামেষ জঘিতানাং তরহিনাম্॥ ২৫

প্রভাং বিসৃজতাঃ পশা নানাবর্ণসমুচ্ছিতাম্।

বনঃ নির্বহতো ঘর্মে যথা ক্রাণঃ বিভাবসোঃ॥ ২৬

‘তাদের উজ্জ্বল শত্রু, চর্ম এবং বর্মের দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। রথ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি রাক্ষসরাজ রাবণের অনুসরণ কবছে। এই দ্রষ্ট রাক্ষসেরা অতি দ্রুতগামী এবং সম্ভ্রান্ত। দেখুন গ্রীষ্মকালে বনে সংঘটিত দাবানলের ন্যায় এদের অস্ত্রশস্ত্রাদির নানা বর্ণের উজ্জ্বল প্রভা সৃষ্টি হয়েছে।

ঘণ্টানাং শৃণু নির্ঘোষঃ রথানাং শৃণু নিঃস্বনম্।

হয়ানাং হেঘমাণানাং শৃণু তূর্যধ্বনিং তথা॥ ২৭

‘ঘণ্টার নির্ঘোষ, রথচক্রের ঘর্ষের শব্দ, অশ্বের হেঘা তথা তুরী নামক রণবাদ্যের ধ্বনি শুনুন।

উদাত্যযুধস্তানাং রাক্ষসেন্দ্রানুয়ায়িনাম্।

সম্রমো রক্ষসামেষ তুমুলো লোমহর্ষণম্॥ ২৮

গ্রীসঙ্গাঃ ভজতি শোকগ্নী রক্ষসাঃ ভয়মাগতম্।

‘রাক্ষসরাজ রাবণের অনুগামী রাক্ষসদের হাতে উদাত অস্ত্র। এই রাক্ষসেরা ভীত এবং অত্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়েছে। যেহেতু রাক্ষসদের ভয় উপস্থিত হয়েছে অতএব আপনি শোক সংবরণ করুন, লক্ষ্মী আপনার সেবা করছেন।

রামঃ কমলপত্রাক্ষো দৈত্যানামিব বাসবঃ॥ ২৯

অবজিত্য জিতক্রোধস্তমচিহ্নাপরাক্রমঃ।

রাবণঃ সমরে হত্যা ভর্তা ত্রাধিগমিয়াতি॥ ৩০

‘দৈত্যদের পরাক্রমকারী ইন্দ্রের ন্যায় কমললোচন শ্রীরাম ; যিনি ক্রোধকে জয় করেছেন, যাঁর পরাক্রম অচিহ্নানীয়, সেই আপনার পতি যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে

আপনাকে লাভ করবেন।

বিক্রমিষ্যতি রক্ষঃসু ভর্তা তে সহস্রম্বয়ঃ।

যথা শত্রুশু শত্রুয়ো বিফুনা সহ বাসবঃ॥ ৩১

ইন্দ্র যেমন বিফুর সহায়তায় শত্রুमध्ये বিক্রম প্রকাশ করে শত্রুবিনাশ করেন, আপনার পতি শ্রীরামও তেমনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষসদের মধ্যে পরাক্রম প্রকাশ করবেন।

আগতস্য হি রামস্য ক্ষিপ্রমঙ্গাগতাং সতীম্।

অহং ব্রহ্মামি সিদ্ধার্থাং দ্বাং শত্রৌ বিনিপাতিতৌ॥ ৩২

‘শত্রু রাবণের পতন হলে সতী-সাক্ষী, সিদ্ধকন্যা আপনি আগত শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, শীঘ্রই আমি এই দৃশ্য দেখব।

অস্ত্রাণ্যনন্দজানি ত্বং বর্তয়িষ্যসি জানকি।

সমাগম্য পরিষক্তা তস্যোরসি মহোরসঃ॥ ৩৩

‘জনকনন্দিনী ! বিশালবক্ষবিশিষ্ট শ্রীরাম সমাগত হলে আপনি তাঁর বক্ষলগ্না হয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করবেন।

অচিরাত্মোক্ষাতে সীতে দেবি তে জঘনং গতাম্।

ধৃতামেকাং বহুন্ মাসান্ বেণীং রামো মহাবলঃ॥ ৩৪

‘হে দেবি সীতা ! বহু মাস ধরে আপনার যে বেণী একভাবে জঘনদেশে বিলম্বিত হয়ে আছে, মহাবলী শ্রীরাম অচিরেই তা মুক্ত করবেন।

তস্য দৃষ্ট্বা মুখং দেবি পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।

মোক্ষসে শোকজং বারি নির্মোকমিব পক্ষগী॥ ৩৫

‘সাপিনী যেমন খোলস ত্যাগ করে, উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করে হে দেবি ! আপনিও অশ্রু সংবরণ করবেন।

রাবণঃ সমরে হত্যা নচিরাদেব মৈথিলি।

ত্বয়া সমগ্রাঃ প্রিয়য়া সুখার্হো লক্ষ্যতে সুখম্॥ ৩৬

‘হে মৈথিলী ! শীঘ্রই যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে হত্যা করে, সকল সুখভোগের যোগ্য রামচন্দ্র তাঁর প্রিয়া আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখলাভ করবেন।

সভাজিতা ত্বং রামেণ মোদিষ্যসি মহাস্বন্য।

সুবর্ষণে সমায়ুক্তা যথা সসোন মেদিনী॥ ৩৭

‘উত্তম বর্ষণ হলে ধরিত্রী যেমন শস্য সমৃদ্ধ হয়, আপনিও তেমনি মহাত্মা শ্রীরামের দ্বারা সম্মানিত হয়ে আনন্দমগ্না হয়ে উঠবেন।



বিবর্তমানো  
হয় ইব মণ্ডলমাণ্ড যঃ করোতি।  
পদমজুপৈহি দেবি  
দিবসকরং প্রভবো হ্যয়ং প্রজানাম্। ৩৮

‘হে দেবি। যে গিরিরাজ মেরুদেশের চতুর্দিকে  
অশ্বের ন্যায় মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করেন, সেই  
সূর্যদেবকে আপনি আশ্রয় করুন। কারণ তিনি প্রজাদের  
সকল দুঃখ দূর করে সুখ প্রদান করে থাকেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভারত্রে বাম্বীকীয়ে আদিকাবো যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিবর্তিত আদিকাবা রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্র্যস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

### চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৪)

সীতার অনুরোধে সরমার দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীসহ রাবণের নিশ্চিত অভিপ্রায় নিবেদন

অথ তং জ্ঞাতসম্ভাপাং তেন বাক্যেন মোহিতাম্।

কথা হুদয়ামাস মহীং দক্ষামিবাস্তসা ॥ ১

রাবণের বাক্যে বিমূঢ় হয়ে সীতার অন্তরে যে সন্তাপ

বুঝেছিল, সরমার কথায় তা দূর হয়ে গেল, তিনি

মনোহর হলেন : যেমন গ্রীষ্মের তাপদক্ষা ধরিত্রী বর্ষার

ধরিত্রীতে শীতল হয়।

তদুদ্যম্য হিতং সখ্যাশ্চিকীর্ষন্তী সখী বচঃ।

এক কালে কালজ্ঞা স্মিতপূর্বাভিভাষিণী ॥ ২

অনন্তর সখী সীতার কল্যাণ কামনায় বাকপটু সখী

সরমা স্মিত হেসে সময়োপযোগী বাক্যে এইরূপ বলল—

ওৎসাহেয়মহং গত্বা ত্বয়াকামসিতেক্ষণে।

নিবেদ্য কুশলং রামে প্রতিচ্ছমা নিবর্তিতুম্ ॥ ৩

‘হে কুশলোচনা ! আমি সোৎসাহে প্রচ্ছন্নভাবে

রামজন্মের সমীপে গিয়ে আপনার কুশলবার্তা নিবেদন করে

যাসতে পদ।

নহি মে ক্রমমাগায়া নিরালস্যে বিহায়সি।

সমর্থে গতিময়েতুং পবনো গরুড়োহপি বা ॥ ৪

‘নিরাধার আকাশে তীব্রবেগ সম্পন্ন আমার গতিকে

অসুরণ করা বায়ু অথবা গরুড়ের পক্ষেও সম্ভব নয়।’

এং ক্রমাণাং তাং সীতা সরমামিদমব্রবীৎ ॥

দুঃখঃ শ্রদ্ধয়া বাচা পূর্বশোকোভিপন্নয়া ॥ ৫

সবম্মা এইরূপ কথা বললে, পূর্বে যিনি শোকমগ্না

ছিলেন সেই সীতা তাকে এইরূপ কোমল এবং মধুর বাক্য  
বললেন—

সমর্থা গগনং গন্তুমপি চ ত্বং রসাতলম্।

অবগচ্ছাদ্য কর্তব্যং কর্তব্যং তে মদন্তরে ॥ ৬

‘‘সবম্মা ! তুমি আকাশে এবং পাতালেও গমন

করতে সক্ষম। এখন আমার জন্য যা কর্তব্য, তা অনুধাবন

করো।

মৎপ্রিয়ং যদি কর্তব্যং যদি বুদ্ধিঃ হিরা তব।

জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং গত্বা কিং করোতীতি রাবণঃ ॥ ৭

‘আমার প্রিয় কার্য সাধনে যদি তোমার মতি স্থির

থাকে, তাহলে আমি জানতে চাইছি রাবণ এখান থেকে

ফিরে গিয়ে এখন কি করছে ?

স হি মায়াবলঃ কুরো রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।

মাং মোহয়তি দুষ্টাত্মা পীতমাত্রেব বারুণী ॥ ৮

‘সেই মায়াবলশালী, নিষ্ঠুর, শত্রুপীড়নকারী দুষ্টাত্মা

রাবণ আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করেছিল, যা মদ্যপায়ীকে

অধিক মদ্যপান দ্বারা মোহিত করার সমতুল্য।

তর্জাপয়তি মাং নিত্যং ভৎসাপয়তি চাসকৃৎ।

রাক্ষসীভিঃ সুঘোরাভির্যো মাং রক্ষতি নিত্যশঃ ॥ ৯

‘সে আমাকে ভয়ানক রাক্ষসীদের দ্বারা প্রতিদিন

তর্জন-গর্জন এবং তিরস্কারপূর্বক সর্বদা তাদের পাহারায়

রাখে।

উভয়া শক্তি চাশ্বি ন বহুং চ মনো মম।  
অশোকবনিকাং গতা ॥ ১০  
‘জর ভরে আমি উভিয়া এবং শক্তি, আমার মনে  
শক্তি নেই। উক্ত উভিগুটিতে আমাকে অশোকবনে নিয়ে  
আশা হয়েছে।

যদি নাম কথা তস্য নিশ্চিতং বাপি যদ্ ভবেৎ।  
নিবেদয়েথা সর্বং তদ্ বরো মে সাদনুগ্রহঃ ॥ ১১

‘যদি রাবণের কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অথবা তার  
নিশ্চিত বিচারের কিছু আলোচনা সর্বতোভাবে তুমি আমাকে  
নিবেদন করো, তাই হবে আমার প্রতি তোমার প্রেষ্ঠ  
অনুগ্রহ।’

সাপ্যেবং ব্রুবতীঃ সীতাং সরমা মৃদুভাষিণী  
উবাচ বদনং তস্যাঃ স্পৃশন্তী বাস্পনিক্রবম্ ॥ ১২

তিনি এইরকম বললে কোমলভাষিণী সরমা তাঁর  
অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল স্পর্শ করে (আপন হাতে মুছিয়ে দিয়ে)  
সীতাকে বলল—

এষ তে যদ্যভিপ্রায়স্তস্মাদ্ গচ্ছামি জানকি।  
গৃহ্য শত্রোরভিপ্রায়মুপাবর্তামি মৈথিলি ॥ ১৩

‘মিথিলাকুমারী জনকনন্দিনী! যদি আপনার এইরূপ  
ইচ্ছা হয়, তাহলে আমি শত্রুর অভিপ্রায় জেনে আসছি।’  
এবমুক্তা ততো গতা সমীপং তস্য রক্ষসঃ।

শুশ্রাব কথিতং তস্য রাবণস্য সমস্ত্রিণঃ ॥ ১৪

এই বলে সরমা তখন সেই রাক্ষসের নিকট গিয়ে  
মন্ত্রিদের সঙ্গে রাবণের কথোপকথন শুনেতে পেল।

সা শ্রুত্বা নিশ্চয়ং তস্য নিশ্চয়জ্ঞা দুরাশ্বনঃ।

পুনরবাগমৎ কিপ্রমশোকবনিকাং ॥ ১৫

সেই দুরাত্মা রাবণের সিদ্ধান্ত শুনে তা নিশ্চিতরূপে  
বুঝে সরমা পুনরায় সুন্দর অশোকবনে শীঘ্র প্রত্যাবর্তন  
করল।

সা প্রবিষ্টা ততস্তত্র দদর্শ জনকানুজাম্।

প্রতীক্ষমাণাং স্বামেব ভ্রষ্টপদ্মামিব শ্রিয়ম্ ॥ ১৬

সেখানে প্রবেশ করে সে তার জন্য প্রতীক্ষ্যমানা  
জনকনন্দিনীকে দেখতে পেল, তিনি যেন কমলাসনচাতা  
লক্ষী।

তাং তু সীতা পুনঃ প্রাপ্তাং সরমাং প্রিয়ভাষিণীম্

পরিষজ্য চ সুসিদ্ধং দদৌ চ স্বয়মাসনম্ ॥ ১৭

প্রিয়ভাষিণী সরমাকে পুনরায় কাছে পেয়ে সীতাদেবী

তাকে সরেহে আলিঙ্গন করে বসার জন্য আসন দিলেন।  
ইহাসীনা সুখং সর্বমাখ্যাহি মম ভবতঃ।

ক্রুরস্য নিশ্চয়ং তস্য রাবণস্য দুরাশ্বনঃ ॥ ১৮

‘সখী! এইখানে ভালোভাবে বসে সেই নিশ্চয়  
দুরাত্মা রাবণের সমস্ত কথা এবং তার সিদ্ধান্ত আশ্রয়  
বলো।’

এবমুক্তা তু সরমা সীতয়া বেপমানয়া।

কথিতং সর্বমাচষ্ট রাবণস্য সমস্ত্রিণঃ ॥ ১৯

কম্পিতা সীতার এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে সরমা  
তাঁকে মন্ত্রিদের সঙ্গে রাবণের সমস্ত কথোপকথন বর্ণনা  
করল।

জনন্যা রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ভ্রমোক্ষার্থং বৃহৎচঃ।

অতিরিক্ষেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ ॥ ২০

‘বিদেহনন্দিনী! রাক্ষসরাজ রাবণের মা তথা তাঁর  
প্রতি স্নেহপরায়ণ এক বৃদ্ধ মন্ত্রী আপনার মুক্তির জন্য  
রাবণকে অনেক অনুরোধ ও প্রার্থনা করেছেন।’

দীয়তামভিসংকৃতা মনুজেন্দ্রায় মৈথিলী

নিদর্শনং তে পর্যাপ্তং জনহানে যদভ্যুতম্ ॥ ২১

‘ওহে রাক্ষসরাজ! মানবপ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে  
সংকারপূর্বক মৈথিলী সীতাকে প্রত্যাৰ্পণ করুন। জনহানের  
অভূত ঘটনাই রামচন্দ্রের পরাক্রমের পর্যাপ্ত প্রমাণ।

লঙ্ঘনং চ সমুদ্রস্য দর্শনং চ হনুমতঃ।

বধং চ রক্ষসাং যুদ্ধে কঃ কুর্য্যানানুষো যুধি ॥ ২২

‘হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার দর্শন লাভ,  
যুদ্ধে রাক্ষসদের বধ—এইসব কাজ কী কোনো মানুষ করতে  
পারে?’

এবং স মন্ত্রিবৃদ্ধৈশ্চ মাত্রা চ বহুবোধিতঃ

ন ত্লামুৎসহতে মোক্ষমর্থমর্থপরো যথা ॥ ২৩

‘এইভাবে বৃদ্ধ মন্ত্রী তথা মাত্রা তাঁকে বোঝাতে  
চাইলেও তিনি আপনাকে মুক্ত করতে উৎসাহী নন, যেহেতু  
অর্থলোভী ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে অনুৎসাহী হয়।

নোৎসহতামৃতো মোক্ষুং যুদ্ধে ত্লামিতি মৈথিলি।

সামাত্যস্য নৃশংসস্য নিশ্চয়ো হ্যেষ বর্ততে ॥ ২৪

‘হে মৈথিলী! যুদ্ধে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি  
আপনাকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নন, অমাতাদের সঙ্গে সেই  
নিষ্ঠুর রাক্ষস এমনই সঙ্কল্প করেছেন।

তদেবা সুধিরা বুদ্ধির্মতুলোভাদুপহিতা।



জ্ঞান শক্ত্যাঃ মোক্ষমনিরতঃ স সংযুগে ॥ ২৫  
রাক্ষসানাং চ সর্বেষামাশ্রয়শ্চ বধেন হি

‘যুদ্ধের ভয়ে তিনি আপনাকে মুক্তি দেবেন না, তিনি নিরস্ত হবেন না মৃত্যু তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে, সেইজন্য এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়েছে। তাঁর এই বুদ্ধির ফলে সকল রাক্ষসসহ তাঁরও বিনাশ আসন্ন।

নিহতা রাবণঃ সংখ্যো সর্বথা নিশিতৈঃ শটৈঃ।  
প্রতিনেঘাতি রামস্ত্র্যামযোধ্যামসিতৈক্ষণে ॥ ২৬

‘হে কৃষ্ণলোচনা ! শ্রীরাম সর্বতোভাবে তীক্ষ্ণ বালিশ্বার দ্বারা যুদ্ধে রাবণকে বধ করে আপনাকে ততোধায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।’

এতদ্বিমুহুরে শঙ্খো ভেরীশঙ্খসমাকুলঃ।

শ্রমতো বৈ সর্বসৈন্যানাং কম্পয়ন্ ধরণীভলম্ ॥ ২৭  
তখনই ভেরীনাদ, শঙ্খাঙ্কনি সহ সৈন্যদের তুমুল কোলাহল শ্রুত হইল, যার প্রভাবে ধরণীও হল প্রকম্পিত।

শ্রদ্ধা তু তং বানরসৈন্যানাদং  
লক্ষাগতা রাক্ষসরাজভৃত্যঃ।  
হতৌজসো দৈন্যশরীতচেষ্টাঃ

শ্রেণ্যো ন পশ্যন্তি নৃপস্য দোষাৎ ॥ ২৮  
বানরসৈন্যদের সেই তুমুল গর্জন শুনে লক্ষাবাসী রাক্ষসরাজের সেবকরা ভেজ হারিয়ে দৈন্যদশা প্রাপ্ত হল, রাজার কারণে তারা কোনো কল্যাণজনক উপায় দেখতে পেল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

### পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৫)

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি-ছাপনের জন্য মালাবানের উপদেশ

ভেন শঙ্খবিমিশ্রেণ ভেরীশব্দেন নাদিনা।  
উপয়াতি মহাবাহু রামঃ পরপূরঞ্জয়ঃ ॥ ১

শঙ্খ এবং ভেরীর সেই মিশ্রিত মহাশব্দের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুগরী জয়কারী মহাবাহু শ্রীরাম লঙ্কার দিকে অগ্রসর হলেন

তং মিনাদং নিশম্যাথ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
মুহূর্তঃ ধ্যানমাহ্বায় সচিবানভ্যুদৈক্ষত ॥ ২

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই ভয়ানক শব্দ শুনে মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে সচিবদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

অথ তান্ সচিবাংস্তত্র সর্বানাভাষ্য রাবণঃ।  
সভাং সমাদয়ন্ সর্বামিত্যুবাচ মহাবলঃ ॥ ৩

সভাং সমাদয়ন্ সর্বামিত্যুবাচ মহাবলঃ ॥ ৩  
ক্রোধোৎপন্নঃ রাক্ষসেশ্বরঃ।  
অনন্তর সেই সকল মন্ত্রীদেরকে সম্ভাষণ করে জগৎ-পীড়নকারী, নিষ্ঠুর, মহাবলশালী, রাক্ষসরাজ সমগ্র

সভাকে সচকিত করে (তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বরে সভার মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলে) তিরস্কার করে বললেন—

তরণং সাগরস্যাস্য বিক্রমং বলপৌরুষম্ ॥ ৪  
যদুজবন্তো রামস্য ভবন্তস্তম্ভায়া শ্রুতম্।

ভবতশচাপাহং বেদ্বি যুদ্ধে সত্যপরাক্রমাম্।  
তুষ্টীকানীক্ষতোহন্যোন্য়ং বিদিত্বা রামবিক্রমম্ ॥ ৫

‘রামের সাগরলঙ্ঘন, পরাক্রম, বল-পৌরুষ সম্পর্কে আপনারা যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। রামের বিক্রমের কথা জেনে আপনারা যে পরস্পর মুখ দেখা-দেখি করছেন, তাও আমি দেখছি, কিন্তু আমি যুদ্ধক্ষেত্রেই সত্যপরাক্রমীকে যাচাই করে থাকি।’

ততস্ত্ব সুমহাপ্রাজ্ঞো মালাবান্ নাম রাক্ষসঃ।  
রাবণস্য বচঃ শ্রদ্ধা ইতি মাতামহোহব্রবীৎ ॥ ৬

রাবণের কথা শুনে মাতামহ মালাবান নামক



মহাপ্রাজ্ঞা রাক্ষস তখন একথা বললেন—

বিদ্যাবতিবিনীতো যো রাজা রাজান্ নয়ানুগঃ।

স শাস্তি চিরমৈশ্বর্যমরীংশ্চ কুরুতে বশে॥ ৭

‘হে রাজান্ ! যে রাজা চতুর্দশ বিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং নান্ন-পরায়ণ, তিনিই চিরজন ঐশ্বর্য লাভ করে, শত্রুদের বশীভূত করেন।

সঙ্গমানো হি কালেন বিগৃহ্যংচারিতিঃ সহ।

জগৎকে বর্ষনং কুর্বহ্মদৈশ্বর্যমশ্রুতে॥ ৮

‘যিনি সময়ানুসারে শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি অথবা বিগ্রহ করে আত্মপক্ষের প্রীতি করেন, তিনিই মহান ঐশ্বর্য ভোগ করেন।

হীযমানেন কর্তব্যো রাজা সন্ধিঃ সমেন চ।

ন শত্রুমবমনোন জ্ঞায়ান্ কুবীরত বিগ্রহম্॥ ৯

‘হীযমান শক্তিসম্পন্ন অথবা সমশক্তিসম্পন্ন রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করাই কর্তব্য। শত্রুকে অবমাননা করা উচিত নয়। স্বয়ং অধিক শক্তিশালী হলে তবেই যুদ্ধ করা কর্তব্য।

ভয়াহাং রোচতে সন্ধিঃ সহ রামেণ রাবণ।

যদধর্মভিযুক্তোহসি সীতা তস্মৈ প্রদীয়তাম্॥ ১০

‘হে রাবণ ! সেইজন্যই আমার ইচ্ছা রামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করো। যে কারণে তুমি অভিযুক্ত হয়েছ, সেই সীতাকে তুমি ফিরিয়ে দাও।

তস্য দেববর্যঃ সর্বং গজর্বাশ্চ জমৈষণঃ।

বিরোধং মা গমন্তেন সন্ধিস্তে তেন রোচতাম্॥ ১১

‘দেবগণ, ঋষিগণ, সকলগজর্বাগণ তাঁর বিজয় ইচ্ছা করছেন। অতএব তাঁর সঙ্গে বিরোধ করো না। রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা ধারণ করো।

অসৃজদ্ ভগবান্ পক্ষৌ দ্বাবেব হি পিতামহঃ।

সুরাণামসুরাণাং চ ধর্মাদর্মো তদাশ্রয়ো॥ ১২

‘পিতামহ ব্রহ্মা সুর এবং অসুর এই দুই পক্ষের সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্ম এবং অধর্মই হল তাদের আশ্রয়।

ধর্মো হি শ্রুততে পক্ষ অমরাণাং মহাত্মনাম্।

অধর্মো রক্ষসাং পক্ষো হাসুরাণাং চ রাক্ষস॥ ১৩

‘গোনা যায় মহাত্মা দেবতাদের পক্ষ হল ধর্মের। হে রাক্ষস ! অসুর এবং বাক্ষসদের পক্ষ হল অধর্মের।

ধর্মো বৈ গ্রসতেহধর্মঃ যদা কৃতমভূদ্ যুগম্

অধর্মো গ্রসতে ধর্মঃ যদা তিষ্যঃ প্রবর্ততে॥ ১৪

‘কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধর্ম অধর্মকে গ্রাস করে, যদা তিষ্য অর্থাৎ কলিযুগের আগমন হয়, তখন অধর্ম ধর্মকে গ্রাস করে।

তৎ ত্বয়া চরতা লোকান্ ধর্মোহপি নিহতো মহান্।

অধর্মঃ প্রগৃহীতশ্চ তেনাস্মদ্ বলিনঃ পরে॥ ১৫

‘তুমি জগতে বিচরণকালে সেই ধর্মের বিনাশ করে এবং অধর্মকে গ্রহণ করেছ, এইজন্যই আমাদের শত্রু এখন প্রবল হয়েছে।

স প্রমাদাৎ প্রবৃদ্ধস্তেহধর্মোহহিগ্রসতে হি নঃ।

বিবর্ষণতি পক্ষঃ চ সুরাণাং সুরভানবঃ॥ ১৬

‘তোমার প্রমাদবশতঃ অধর্মের বৃদ্ধি হয়েছে, বিশাল সর্পের ন্যায় সে আমাদের গ্রাস করেছে। দেবতাদের দ্বারা পালিত ধর্ম বর্ধিত হয়ে বিপক্ষকে শক্তিশালী করেছে।

বিষয়েষু প্রসক্তেন যৎকিঞ্চিৎকারিণা ত্বয়া।

ঋষীগামগ্নিকল্পানামুদ্যোগো জনিতো মহান্॥ ১৭

‘বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে তুমি যা কিছু করেছে বা করার চিন্তা করেছে, তাতে অগ্নিতুল্য তেজস্বী ঋষিদের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

তেষাং প্রভাবো দুর্ব্বর্যঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ।

তপসা ভাবিতাম্মানো ধর্মস্যানুগ্রহে রতাঃ॥ ১৮

‘প্রজলিত অগ্নির ন্যায় তাঁদের প্রভাব অতি ভয়ানক, তাঁরা তপস্যাব দ্বারা আত্মশুদ্ধি করে ধর্মের অনুগ্রহ লাভে রত থাকেন।

মুঠৈখ্যৈর্জৈর্যজন্তোতে তৈজৈর্যন্তে বিজাতম্।

জুহুতায়ীংশ্চ বিধিবদ্ বেদাংশ্চোচ্চৈরধীয়তে॥ ১৯

‘এই দ্বিজগণ প্রধান প্রধান যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করেন, বিধিসম্মতভাবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্রসমূহ পাঠ করেন।

অভিভূয় চ রক্ষাংসি ব্রহ্মাঘোষানুদীরয়ন।

দিশো বিপ্রক্রতাঃ সর্বাঃ স্তনয়িতুরিবোঞ্চগে॥ ২০

‘তাঁরা রাক্ষসদের অভিভূত করে বেদমন্ত্রের ধ্বনি প্রসারিত করছেন, যেমন সূর্যের প্রভাবে ঘেঘ পলায়ন করে, তেমনি সকল রাক্ষস চতুর্দিকে পলায়ন করেছে।

ঋষীগামগ্নিকল্পানামগ্নিহোত্রসমুখিতঃ

আদন্তে রক্ষসাং তেজো ধূমো ব্যাপ্য দিশো দশ॥ ২১

‘অগ্নিতুল্য তেজস্বী ঋষিদের অগ্নিহোত্র যজ্ঞ থেকে

সুখিত ধুমধামি দশ দিকে ব্যাপ্ত হইবে রাক্ষসদের তেজ হরণ করিবে।

কৌ ভেদে চ দেশেষু পুণোষেব দ্ব্যত্রৈভে।

কৌ তপস্বীরা সজাশয়তি রাক্ষসান্ ॥ ২২

কৌসবরতী তপস্বীরা—সমস্ত দেশে তাঁদের পুণ্য-

কর—তপস্বী করেন সেখানেই রাক্ষসকুল সমুপ্ত হয়ে

জানেন

সেবানবয়কেভো গৃহীতশ্চ বরজ্জয়া।

মহাবা বানবা স্বাক্ষা গোলাঙ্গুলা মহাবলা।

মহাবা ইহাগমা গজস্তি দৃঢ়বিক্রমাঃ ॥ ২৩

‘তুমি দেবতা, দানব এবং যক্ষদের দ্বারা অবধ্য

হওয়ায় বরজ্জয় কবেছো। কিন্তু মনুষ্য, বানর, ভাস্কর এবং

গোলাঙ্গুল নামক বিশেষ বলশালী বানরদের বিশাল বাহিনী

এখানে এসে দুঃপবাক্রমে গর্জন করছে।

উৎপাতান বিবিধান্ দুষ্টা ঘোরান্ বহুবিধান্ বহু।

বিদ্যামনুপশ্যামি সর্বেষাং রক্ষসামহম্ ॥ ২৪

‘মানবীয় ভয়ানক উৎপাত লক্ষ্য করে আমি উপলব্ধি

করি যে, সমস্ত রাক্ষসদের বিনাশকাল আসন্ন।

বরাভিভিনিতা ঘোরা মেঘাঃ প্রতিভয়ঙ্করাঃ।

শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লক্ষ্যামুখেন সর্বতঃ ॥ ২৫

‘ভয়ংকর মেঘের দল প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে

সমস্ত লজ্জা নগরীর ওপর উষ্ম রক্তধারা বর্ষণ করছে।

ক্লতাঃ বাহনানাং চ প্রপতন্ত্যশ্রবিন্দবঃ।

রক্তোৎপাতা বিবর্ণাশ্চ ন প্রভাস্তি যথাপুরম্ ॥ ২৬

‘বোদনরত বাহনদের (হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির) নেত্র

থেকে অশ্রুবিদ্যুৎ পতিত হচ্ছে। দিগ্‌মণ্ডল ধূলিধূসরিত,

মলিন হওয়ায় তা পূর্বের ন্যায় শোভিত হচ্ছে না।

খালা গোমায়বো গৃধ্রা বাশ্যন্তি চ সূড়ৈরবম্

প্রবিশ্য লক্ষ্যামারামে সমবায়াস্চ কুবর্তে ॥ ২৭

‘হিংস্রপক্ষুরা, শৃগালেরা এবং শকুনের দল ভয়ানক

হুগে চিৎকার করছে। তারা লক্ষ্যার উপরনে প্রবেশ করে

লসে লসে অবস্থান কবেছে

কলিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দত্তৈঃ প্রহসন্ত্যত্রতঃ হিতাঃ।

দ্বিঃ অপোষু মুখঃস্তো গৃহানি প্রতিভাষ্য চ ॥ ২৮

‘যে প্রে দেখেছি কুম্ভবর্ণা স্ত্রীলোকেরা নিজেদের পাণ্ডু

হলেন রং-এর) দাঁত বিকশিত করে হাসছে, প্রতিকূল

ভাবনা করছে এবং গৃহের দ্রব্য অপহরণ করছে।

গৃহাণাং বলিকর্মাণি স্থানঃ পর্গপতুঃপত্রে।

খলা গোমু প্রজ্ঞায়ন্তে মূলক নকুলেন চ ॥ ২৯

‘গৃহে যজ্ঞের উপাত্তারসমূহ কুকুরে ভক্ষণ করছে।

গরুর গর্ভে গাধা এবং নকুলের গর্ভে মৃগিক উৎপন্ন

হচ্ছে।

মার্জার্য ঈশিত্তিঃ সার্বং সুকরাঃ শুনকৈঃ সহ।

কিয়ারা রাক্ষসৈশ্চাপি সমেঘূর্ণানুগৈঃ সহ ॥ ৩০

‘বিড়াল ল্যায়ের সঙ্গে, শূকরেরা কুকুরদের সঙ্গে,

কিয়ারেরা রাক্ষস এবং মনুষ্যদের সঙ্গে সঙ্গর করছে।

পাণ্ডুরা রক্তপাদাশ্চ বিহগাঃ কালচেদিভাঃ।

রাক্ষসানাং বিনাশারা কপোতা বিচরন্তি চ ॥ ৩১

‘শ্বেতপক্ষ, রক্তপাদবিশিষ্ট কপোতের দল

রাক্ষসদের বিনাশের জন্য মহাকাশের দ্বারা প্রেরিত হয়ে

বিচরণ করছে।

চীচীকৃচীতি বাশন্ত্যঃ শারিকা বেষ্মসু হিতাঃ।

পতন্তি গ্রথিতাশ্চাপি নির্জিতাঃ কলহৈবিত্তিঃ ॥ ৩২

‘গৃহে অবস্থিত সারিকার দল বিবাদের ইচ্ছায় চী-চী

করে পরস্পর কলহ করতে করতে ক্লান্ত তথা পরাজিত হয়ে

ভূপতিত হচ্ছে।

পক্ষিণশ্চ মৃগাঃ সর্বে প্রত্যাদিত্যঃ রুদন্তি তে।

করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ৩৩

কালো গৃহাণি সর্বেষাং কালে কালেহয়বেক্ষতে।

‘পশুপাখিরা সূর্যের দিকে মুখ করে কাঁদছে। কৃষ্ণ

এবং পিঙ্গল বর্ণের মুণ্ডধারী, বিকরাল, বিকট দর্শন

পুরুষরূপে ‘কাল’ স্বয়ং সময়ে সময়ে সকলের গৃহের প্রতি

দৃষ্টিপাত করছে।

এতান্যান্যানি দুষ্টানি নিমিস্তানুৎপতন্তি চ ॥ ৩৪

বিষ্ণুঃ মন্যামহে রামঃ মানুষঃ রূপমাস্থিতম্।

নহি মানুষমাত্রোহসৌ রাঘবো দৃঢ়বিক্রমঃ ॥ ৩৫

যেন বন্ধঃ সমুদ্রে চ সেতুঃ স পরমাস্তুতঃ।

কুরুধ নররাজেন সন্ধিং রামেশ রাবণ।

জ্ঞাত্বাবধার্য কর্মাণি ত্রিগ্ন্যতামায়তিক্রমম্ ॥ ৩৬

‘এইরকম আরও অনেক দুর্নিমিত্ত উৎপাতসমূহ

উপস্থিত হয়েছে। আমরা মনে করি দৃঢ়বিক্রমশালী শ্রীরাম

কেবল মানুষ নন। রামচন্দ্র হলেন মনুষ্যরূপধারী ভগবান

বিষ্ণু। যিনি অতি অভূত উপায়ে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছেন

— সেই রঘুবীর হলেন মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। এইসব জেনে-বুঝে



উবিধাতের পক্ষে মঙ্গলকর কার্যে মন দাও। হে রাবণ! তুমি  
নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করো।'

ইদং বচন্তসা মিগদা মালাবান্

পরীক্ষা রক্ষোষিপতের্মনঃ পুনঃ।

অনুত্তমেশুতমপৌরুষো বধী

বহুব ভূমীঃ সমবেক্ষ্য রাবণম্ । ৩৫

অনুত্তমদের মধ্যে উত্তম পৌরুষসম্পন্ন মনোজ্ঞ

মালাবান এইকথা বলে রাক্ষসরাজ রাবণের মনোজ্ঞ

পরীক্ষা করার জন্য পুনরায় শান্তভাবে তাঁর মিলে তালিল  
বইলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাষ্যেণ বাস্তুকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিমচিত্র আদিকাব্যে রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

### ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৬)

মালাবানের প্রতি রাবণের দোষারোপ এবং নগরীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করে রাবণের অন্তঃপুরে গমন

তং তু মালাবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ ।

ন মর্ষয়তি দুষ্টাত্মা কালসা বশমাগতঃ । ১

দুষ্টাত্মা দশানন রাবণ কালের বশীভূত হয়েছিলেন,  
সেইজন্য মালাবানের সেই হিতকর বাক্য তিনি সহ্য করতে  
পারলেন না।

স বদ্ধা ক্ষুটিং বস্ত্রে ক্রোধস্য বশমাগতঃ ।

অমর্ষাৎ পরিবৃত্তাক্ষো মালাবজ্ঞমথাত্রবীৎ ॥ ২

তিনি ক্রোধের বশীভূত হয়ে গেলেন। অযুগল কুটিল  
হয়ে উঠল। অসহনীয়তাবশতঃ তাঁর অক্ষি যুগল ঘূর্ণিত হতে  
লাগল। তিনি মালাবানকে বললেন—

হিতবুদ্ধ্যা যদহিতং বচঃ পরমমুচ্যতে ।

পরপক্ষং প্রবিশ্যাব নৈতচ্ছোত্রগতং মম ॥ ৩

'আপনি শত্রুপক্ষের সমর্থনে যে অহিতকর  
কঠোরবাক্য বললেন, তা আমার কর্ণে প্রবেশ করেনি।

মানুষঃ কৃপণঃ রামমেকং শাখামৃগাশ্রয়ম্ ।

সমর্থং মন্যসে কেন ত্যক্তং পিত্রা বনাশ্রয়ম্ ॥ ৪

'পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত, বনে আশ্রয়গ্রহণকারী,  
বানরদের আশ্রিত রাম একজন কৃপার পাত্র মানুষমাত্র ;  
আপনি কেন তাকে যুদ্ধে সক্ষম বলে মনে করছেন ?

রক্ষসামীশ্বরং মাং চ দেবানাং চ ভয়ঙ্করম্ ।

হনীং মাং মন্যসে কেন অহীনং সর্ববিক্রমৈঃ ॥ ৫

'রাক্ষসদের প্রভু তথা সকল পরাক্রমসম্পন্ন আমি

দেবতাদের পক্ষেও ভয়ংকর, আমাকে কেন হীন মনে  
কবেছেন ?

বীরষেষণ বা শঙ্কে পক্ষপাতেন বা রিপোঃ ।

ভয়াহং পরম্বাণ্যুক্তো পরপ্রোৎসাহনেন বা ॥ ৬

'আপনি আমাকে যে কঠোর বাক্য বলেছেন, তাতে  
আমি আশঙ্কিত যে, আপনি কি আমার মতো বীরের প্রতি  
বিদ্বেষ পরায়ণ ? কিংবা শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন অথবা  
শত্রুর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এরূপ বলছেন।

প্রভবন্তং পদস্থং হি পরম্বাং কোহিডিভাষতে ।

পণ্ডিতঃ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো বিনা প্রোৎসাহনেন বা ॥ ৭

'প্রভাবশালী এবং পদস্থ ব্যক্তিকে শত্রুর দ্বারা  
উৎসাহিত না হয়ে কোন শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি কী কখনো  
কঠোরবাক্য শোনাতে পারে ?

আনীয় চ বনাৎ সীতাং পদ্মহীনামিব প্রিয়ম্ ।

কিমর্থং প্রতিদাস্যামি রাঘবস্য ভয়াদহম্ ॥ ৮

'পদ্মহীন কমলার ন্যায় রূপবতী সীতাকে বন থেকে নিয়ে  
এসে কেবল রামের ভয়ে আমি কেন তাকে ফিরিয়ে দেব ?

বৃতং বানরকোটীভিঃ সসুগ্রীবঃ সলক্ষণম্ ।

পশ্য কৈশ্চিদহোভিষ্ট রাঘবং নিহতং ময়া ॥ ৯

'আপনি দেখতে পাবেন, কোটি কোটি বানর  
পরিবৃত সুগ্রীব এবং লক্ষণ সহ রামকে আমি কিছুদিনের  
মধ্যেই হত্যা করব।



যাও তদা ন তিষ্ঠন্তি দৈবতান্যপি সংযুগে।

কস্মাদ্ রাবণো যুদ্ধে জয়মাহারিয্যতি ॥ ১০

‘কস্মাদ্ যুদ্ধে দেবতারাও যার সামনে দাঁড়াতে পারেন  
না, সেই রাবণ কেন যুদ্ধে ভীত হবে?’

কি জয়োমপোষং ন নমেয়ং তু কস্যচিৎ।

মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দূরতিক্রমঃ ॥ ১১

‘ভেদে বিখ্যতি হয়ে যাব, কিন্তু কারও সামনে নাও  
হবে না, এই আমার সহজাত দোষ। আমার এই স্বভাব  
দূরতিক্রম।’

যদি তবৎ সমুদ্রে তু সেতুর্বন্ধো যদৃচ্ছয়া।

রাবণে বিশ্বয়ঃ কোহহ যেন তে জয়মাগতম্ ॥ ১২

‘যদিও রাম যদৃচ্ছক্রমে (স্বতন্ত্রভাবে) সমুদ্রে  
সেতুবন্ধ করেছে, কিন্তু বিশ্বয়ের কারণ কী? যাতে  
জয়নাশা ভীত হচ্ছেন?’

স তু ভীত্বাণবং রামঃ সহ বানরসেনয়াঃ।

প্রতিজ্ঞানমি তে সত্যং ন জীবন্ প্রতিয্যাস্যতি ॥ ১৩

‘সেই রাম যদিও বানরসেনাদের সঙ্গে সমুদ্র  
জক্রম করে উপস্থিত হয়েছে, তথাপি আমি সত্যিই  
প্রতিজ্ঞা করছি যে, সে এখান থেকে জীবিত অবস্থায়  
ফিরতে পারবে না।’

এবং ব্রহ্মাণঃ সংরক্তঃ রুষ্টঃ বিজ্ঞায় রাবণম্।

ইজিতো মাল্যবান্ বাকাং নোন্তরং প্রতাপদাত ॥ ১৪

এইরূপ ক্রোধপূর্ণ বাক্য শুনে, রাবণকে রুষ্ট মনে  
করে মাল্যবান অত্যন্ত পজ্জিত হলেন, এর উত্তরে কোনো  
বাক্য বললেন না।

জয়াশিবা তু রাজানং বর্ধয়িত্বা যথোচিতম্।

মাল্যবানভ্রমুজাতো জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥ ১৫

রাজা রাবণকে জয়সূচক বাক্যে যথোচিতভাবে  
অভিনন্দিত করে তাঁর অনুমতি নিয়ে মাল্যবান নিজ-শিবিরে  
গমন করলেন।

রাবণস্ত সহামাত্যো মন্ত্রয়িত্বা নিম্শ্যা চ।

লঙ্কায়ান্ত তদা গুপ্তিং কারয়ামাস রাক্ষসঃ ॥ ১৬

রাবণও অমাত্যদের সঙ্গে তখন লঙ্কাকে সুরক্ষিত

করার জন্য পরামর্শ করতে লাগলেন।

বাণিদেবঃ চ পূর্বস্যাং প্রহৃতঃ স্যসি রাক্ষসম্।

দক্ষিণস্যাং মহাবীর্ষো মহাপার্ষমহোদরৌ ॥ ১৭

পশ্চিমায়ামপ্য স্যসি পুত্রমিন্দ্রজিতং তস্য।

শ্যাদিদেবঃ মহামারঃ রাক্ষসৈর্বহ্তিবৃতম্ ॥ ১৮

তিনি পূর্বদিকের দ্বারে রাক্ষস প্রহর, দক্ষিণদ্বারে  
মহাবলশালী রাক্ষস মহাপার্ষ, মহোদর এবং পশ্চিম  
প্রান্তের দ্বারে তাঁর বহুমান্য পুত্র ইন্দ্রজিতকে অবস্থান  
করার আদেশ দিলেন। ইন্দ্রজিত ছিলেন বহুসংখ্যক  
রাক্ষসদের দ্বারা পরিনেপ্তিত।

উত্তরস্যাং পুরাশ্রি ব্যাদিশ্য শুকসারশৌ।

স্বয়ং চাত্র গমিষ্যামি মস্ত্রিপত্তানুবাচ হ ॥ ১৯

নগরীর উত্তরদ্বার রক্ষার আদেশ দিলেন শুক  
এবং সারণকে। তিনি মন্ত্রীদেরকে বললেন—‘আমি স্বয়ং  
এইদিকে (উত্তরদিকে) যাব।’

রাক্ষসং তু বিরূপাক্ষং মহাবীর্ষপরাক্রমম্।

মধ্যেমেহহুপয়দ্ গুপ্ত্যে বহুভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ২০

তিনি পুরীর মধ্যবর্তী শিবিরে মহাপরাক্রমী, বলশালী  
রাক্ষস বিরূপাক্ষকে বহুসংখ্যক রাক্ষস সহ অবস্থানের  
আদেশ দিলেন।

এবং বিধানং লঙ্কায়ং কৃত্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।

কৃতকৃত্যমিবাশ্রানং মন্যতে কালচোদিতঃ ॥ ২১

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ লঙ্কায় এইরূপ বাবস্থা করে,  
কালপ্রেরিত হয়েই নিজেকে কৃতকৃত্য (যা করণীয় তা  
নিশ্চিতরূপে পালনকারী) মনে করতে লাগলেন।

বিসর্জয়ামাস ততঃ স মস্ত্রিণো

বিধানমাজ্ঞাপ্য পুরস্য পুঙ্কলম্।

জয়াশিবা মস্ত্রিগণেন পূজিতো

বিবেশ সোহন্তঃপুরমুক্খিমহৎ ॥ ২২

অনন্তর নগরীর রক্ষার জন্য এইরূপ প্রভূত আদেশ  
দিয়ে রাবণ মন্ত্রীদের বিদায় জানালেন এবং নিজে মন্ত্রীদের  
দ্বারা জয়সূচক ধ্বনিসহ পূজিত হয়ে আপন সমৃদ্ধশালী এবং  
বিশাল অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

## সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৭)

শ্রীরাম সমীপে বিতীর্ণের দ্বারা রাবণের লক্ষ্মাপুরী রক্ষার বাণহা আপন, লক্ষ্মাপুরী  
আক্রমণের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক বিভিন্ন দ্বারে সেনাপতি নিয়োগ করা

নরবানররাজানৌ স হু বায়ুসুতঃ কপিঃ।

জাম্ববানুকরাজশ্চ রাক্ষসশ্চ বিতীর্ণঃ॥ ১

অঙ্গদো বালিপুত্রশ্চ সৌমিত্রিঃ শরভঃ কপিঃ।

সুষেণঃ সহদায়াদো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ॥ ২

গজো গবাক্ষঃ কুমুদো মলোচ্ছিত পনসস্তথা।

অমিত্রবিষয়ঃ প্রাপ্তাঃ সমবেতাঃ সমর্থয়ন্॥ ৩

নররাজ শ্রীরাম, বানররাজ সুগ্রীব, পবনপুত্র  
হনুমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, রাক্ষস বিতীর্ণ, বালিপুত্র  
অঙ্গদ, সৌমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, বানর শরভ, সবাক্ষব সুষেণ,  
মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল এবং পনস এরা  
সকলে শত্রুদেশে (লঙ্কায়) এসে সমবেত হয়ে বিচার-  
বিবেচনা করতে লাগল।

ইয়ং সা লঙ্কাতে লক্ষ্মা পুরী রাবণপালিতা।

সাসুরোরগগজার্জবৈরমরৈরপি দুর্জয়া॥ ৪

‘এই দেখা যাচ্ছে সেই রাবণ-পালিতা লক্ষ্মা নগরী,  
যা অসুর, সর্প, গন্ধর্ব সহ দেবতাদেরও দুর্জয়। (অর্থাৎ  
এরাও সহজে এই নগরীকে জয় করতে পারে না)

কার্যসিদ্ধিঃ পুরজ্ঞতা মন্ত্রমুখ্যং বিনির্ণয়ে।

নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাবণো রাক্ষসম্বিপঃ॥ ৫

‘রাক্ষসরাজ রাবণ এখানে নিত্য অবস্থান করেন।  
সকলে কার্যসিদ্ধি বিষয়ে পরামর্শ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত  
গ্রহণ করুন।’

অথ তেবু ব্রব্যাণেমু রাবণাবরজোহব্রবীৎ।

বাক্যমগ্রাম্যপদবৎ পুঙ্খলার্থঃ বিতীর্ণঃ॥ ৬

অনন্তর তাদের এইরূপ বাক্য শুনে রাবণের  
ছোটভাই বিতীর্ণ বহু অর্থযুক্ত এবং পরিশীলিত বাক্য  
সহযোগে বললেন -

অনলঃ পনসশ্চৈব সম্পাতিঃ প্রমতিস্তথা।

গত্বা লক্ষ্মাং মমায়াতাঃ পুরীং পুনরিহাগতাঃ॥ ৭

‘আমার মন্ত্রী অনল, পনস, সম্পাতি এবং প্রমতি

লক্ষ্মাপুরীতে গিয়ে পুনরায় এখানে ফিরে এসেছেন।

ভুক্তা শকুনরঃ সর্বং প্রসিষ্টাশ্চ রিপোর্দগম্।

বিধানং বিহিতং যচ্চ তদ্ দৃষ্টা সমুপস্থিতঃ।

‘তাঁরা পক্ষীরাপ ধারণকরে শত্রুসৈন্যকে  
প্রবেশপূর্বক তাদের রক্ষাব্যবস্থাসমূহ প্রত্যক্ষ করে এখানে  
উপস্থিত হয়েছেন।

সংবিধানং যথাহস্তে রাবণস্য দুরাশ্রয়ঃ

রাম তদ্ ব্রুবতঃ সর্বং যাতাতথোদ মে শৃণু॥ ৮

‘শ্রীরাম ! দুরাত্মা রাবণের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে না  
তাঁরা আমাকে বলেছেন, সেই সবই আমি আপনাকে  
যথাযথভাবে বলছি, আপনি শুনুন।

পূর্বং প্রহস্তঃ সবলো ধারমাসাদ্য তিষ্ঠতি

দক্ষিণং চ মহাবীৰ্যো মহাপার্ষ্মহোদরৌ। ১০

‘নগরীর পূর্বদ্বার রক্ষার জন্য ‘প্রহস্ত’ সসৈন্যে  
অবস্থান করছে, দক্ষিণদ্বারে আছে দুই মহাবলশালী রাক্ষস  
‘মহাপার্ষ্ম’ এবং ‘মহোদর’।

ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমং দ্বারং রাক্ষসৈর্বহুভিঃ

পট্টিশাসিধনুশ্চিহ্নিঃ শূলমুদারপাবিহিঃ॥ ১১

নানাপ্রহরণৈঃ শূরৈরাবৃত্তো রাবণাশ্রয়ঃ।

‘পশ্চিমদ্বারে বহু রাক্ষস পরিবৃত্ত হয়ে রাবণপুত্র  
ইন্দ্রজিৎ অবস্থান করছে। সেইসব রাক্ষসবীরদের হাতে  
আছে পট্টিশ, তরবারি, ধনুক, শূল, মুদার প্রভৃতি নানাবিধ  
অস্ত্র।

রাক্ষসানাং সহস্রৈশ্চ বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ। ১২

যুক্তঃ পরমসংবিগ্নো রাক্ষসৈঃ সহ মন্ত্রবিং

উত্তরং নগরদ্বারং রাবণং স্বয়মাহিতঃ। ১৩

‘বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী সহস্রাধিক রাক্ষসদের সঙ্গে  
মন্ত্রবিদ রাবণ নগরীর উত্তরদ্বারে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে  
সাবধানতার সঙ্গে অবস্থান করছেন।

বিরূপাক্ষস্ত মহতা শূলখড়্গাধনুশ্চত।



বলেন রাক্ষসঃ সার্থং মহামং গুণ্যমাস্রিতঃ। ১৪

পগরীর মধ্যে বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষস শূল, খড়্গ  
এবং যত্নে ব্যবগপূর্বক বিশাল রাক্ষসবাহিনী নিয়ে শিবিরে  
অবস্থান করছে।

এতদনন্তরঃ বিধান গুণ্যায়কায়ঃ সমুদীক্ষ্য তে।

মামকা মন্ত্রিণঃ সর্বে শীঘ্রং পুনরিহাগতাঃ। ১৫

‘এভাবে আমার মন্ত্রিগণ লক্ষ্য সৈন্যসমাবেশ দেখে  
তাঁরা সকলে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে এখানে উপস্থিত  
হয়েছেন।

লক্ষ্যানঃ দশসাহস্রং রথানামযুতং তথা।

হয়ানামযুতে ষে চ সাত্ৰ্যকোটিশ্চ রক্ষসাম্। ১৬

‘সেখানে সমবেত হয়েছে দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র  
রথ, কুড়ি হাজার ঘোড়া এবং এক কোটিরও বেশী রাক্ষস।

বিজ্ঞতা বলবন্তঃ সংযুগেশাততায়িনঃ।

ইষ্টা রাক্ষসরাজস্য নিতামেতে নিশাচরাঃ। ১৭

‘তবে সকলেই বল-বিক্রমসম্পন্ন এবং যুদ্ধে  
জাতঘণী অর্থাৎ যেন-তেন-প্রকারেণ শত্রুসংহারে উদ্যত।

এইসব নিশাচরেরা সর্বদাই রাক্ষসরাজ রাবণের প্রিয়

একেকসাত্র যুদ্ধার্থে রাক্ষসস্যা বিশাম্পতে।

পরীবারঃ সহস্রাণাং সহস্রমুপতিষ্ঠিতৈঃ। ১৮

‘হে প্রজানাম্! এই যুদ্ধের জন্য সমবেত রাক্ষসদের  
এক-একজনের সঙ্গে দশ লক্ষ করে পরিবারজন উপস্থিত  
হয়েছে।’

এতাং প্রবৃত্তিং লঙ্কায়ঃ মন্ত্রিপ্রোক্তাং বিভীষণঃ।

এষমুক্তা মহাবাহু রাক্ষসাংস্তানদর্শয়ৎ। ১৯

লঙ্কায়ঃ সচিবৈঃ সর্বং রামায় প্রত্যবেদয়ৎ।

মহাবাহু বিভীষণ মন্ত্রিদের দ্বারা কথিত লঙ্কাবিষয়ক

বার্তা শ্রীরাম সমীপে নিবেদনপূর্বক, সেই শ্রীরামকে

সচিবদের দেখিয়ে লঙ্কার সকল বৃত্তান্ত পুনরায় জ্ঞাপন

করলেন।

কমলপত্রাক্ষমিদমুত্তরমব্রবীৎ। ২০

রামঃ

রাবণাবরজঃ শ্রীমান্ রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া।

অনন্তর রাবণের অনুজ শ্রীমান বিভীষণ কমললোচন

শ্রীরামের হিতসাধনের জন্য তাঁকে এইরূপ উত্তম বাক্য

বললেন—

কুবেরং তু যদা রাম রামশ্চ প্রতিযুক্তাতি। ২১

মষ্টিঃ শতসহস্রাণি তদা নির্গাতি রাক্ষসাঃ।

পরাক্রমেণ বীর্যেণ তেজসা সম্বর্গৌরবাৎ।

সদৃশা হ্যত্র দর্শেণ রাবণস্য দুরাক্ষনঃ। ২২

‘হে রাম! রাবণ গণন কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ

করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল গাট লক্ষ রাক্ষস।

তাঁরা সকলেই ছিল বল-বিক্রমে, তেজে, বৈর্যের আধিক্যে

এবং দর্শে দুরাক্ষা রাবণের সমতুল্য।

অত্র মন্যূন কর্তব্যঃ ক্লেপয়ে ত্বাং ন ভীনয়ে।

সমর্তো হ্যসি বীর্যেণ দুরাণামপি নিগ্রহে। ২৩

‘এখন আপনি দীনতা প্রকাশ করবেন না, আমার

প্রতি রুষ্ট হবেন না বা ভয় পাবেন না। শত্রুর প্রতি

আপনাকে ক্রোধোদ্দীপ্ত করতে চাইছি। বীর্যবস্ত্রায় আপনি

তো দেবতাদেরও নিগ্রহ করতে সক্ষম।

তদ্বৎচতুরঙ্গেন বলেন মহতা বৃতম্।

বাহোদং বানরানীকং নির্মথিষ্যসি রাবণম্। ২৪

‘সুবিশাল চতুরঙ্গ সেনা দ্বারা পরিবৃত রাবণকে

আপনি আপনার বানর-বাহিনী রচিত ব্যুহ দ্বারা নিঃশেষে

মথিত করবেন।’

রাবণাবরজে বাক্যমেবং ব্রুবতি রাঘবঃ।

শক্রাণাং প্রতিঘাতার্থমিদং বচনমব্রবীৎ। ২৫

রাবণানুজ বিভীষণ এইরূপ বাক্য বললে শত্রুদের

পরাস্ত করার জন্য রামচন্দ্র এইভাবে বললেন—

পূর্বদ্বারং তু লঙ্কায় নীলো বানরপুঙ্গবঃ।

প্রহস্তং প্রতিযোক্তা স্যাৎ বানরৈর্বহুভিবৃতঃ। ২৬

‘বানরশ্রেষ্ঠ নীল বহু সংখ্যক বানর সেনা পরিবৃত

হয়ে লঙ্কার পূর্বদ্বারে প্রহস্তের (রাক্ষস সেনাপতি) সঙ্গে যুদ্ধ

করবে।

অঙ্গদো বালিপুত্রস্ত বলেন মহতা বৃতঃ।

দক্ষিণে বাধতাং দ্বারে মহাপার্ষ্মহোদরৌ। ২৭

‘সুবিশাল বাহিনী নিয়ে বালিপুত্র অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে

মহাপার্ষ্ম এবং মহোদরকে প্রতিরোধ করবে।

হনুমান্ পশ্চিমদ্বারং নিশ্শীড়্য পবনাক্ষয়ঃ।



প্রবিশত্বপ্রমেয়াস্বা বহুভিঃ কপিভিবৃতঃ ॥ ২৮

‘পবননন্দন হনুমান অপ্রমেয় মহাত্মা। তিনি বহুসংখ্যক বানর পরিবৃত হয়ে পশ্চিমদ্বারে যুদ্ধ করে লঙ্কায় প্রবেশ করুন।

দৈত্যদানবসঙ্ঘানামুদীপাং চ মহাস্থনাম্।

বিপ্রকারপ্রিয়ঃ ক্ষুদ্রো বরদানবল্যাহিতঃ ॥ ২৯

পরিক্রমতি ষঃ সর্বান লোকান্ সম্ভাষণন্ প্রজাঃ।

তস্যাহং রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বয়মেব বধে ধৃতঃ ॥ ৩০

উত্তরঃ নগরদ্বারমহং সৌমিত্রিণা সহ।

নিপীড়্যভিপ্রবেক্ষ্যামি সবলো যত্র রাবণঃ ॥ ৩১

‘বরনাত করে শক্তিশালী হয়ে ক্ষুদ্র স্বভাবসম্পন্ন রাবণ দৈত্য-দানবদের তথা মহাত্মা, ঋষিদের সর্বদা অনিষ্ট সাধন করেই আনন্দ লাভ করে। প্রজাদের সম্ভোগ করে যে সর্বলোকে বিচরণ করে — সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে নিশ্চিতরূপে বধ করার জন্য আমি নিজেই লক্ষ্মণ সহ নগরীর উত্তর দ্বার আক্রমণ করে প্রবেশ করব। কেননা উত্তর দ্বারে রাবণ সসৈন্যে অবস্থান করছে।

বানরেন্দ্রশ্চ বলবানৃক্ষরাজশ্চ বীর্যবান্।

রাক্ষসেন্দ্রানুজশ্চৈব গুপ্তে ভবতু মধ্যমে ॥ ৩২

‘বানররাজ সুগ্রীব বলবান এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববান পরাক্রমী রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই বিভীষণের সঙ্গে বাহিনীর মধ্যভাগে অবস্থান করবে।

ন চৈব মানুষঃ রূপং কার্যং হরিভিরাহবে।

এবা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেহস্মিন্ বানরে বলে ॥ ৩৩

‘এই যুদ্ধে বানরেরা যেন মনুষ্যরূপ ধারণ না করে, বানরবাহিনীর চিনে নেওয়ার জন্য এটিই হবে চিহ্নস্বরূপ।

বানরা এব নশ্চিহ্নঃ স্বজনেহস্মিন্ ভবিষ্যতি।

বয়ং তু মানুষেনৈব সপ্ত যোৎস্যামহে শরান্ ॥ ৩৪

‘যুদ্ধক্ষেত্রে বানরেরা আমাদের স্বজনরূপে চিহ্নিত হবে। কেবল আমরা সাতজনই মনুষ্যরূপে থেকে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

অহমেব সহ ভ্রাতা লক্ষ্মণেন মহৌজসা।

আত্মনা পঞ্চমশচায়ং সখা মম বিভীষণঃ ॥ ৩৫

‘আমি আমার মহাতেজস্বী ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে থাকবো, চারজন অমাত্য সহ আমার বন্ধু বিভীষণ

— কেবলমাত্র এইভাবে সাতজনই মনুষ্যরূপে অবস্থান করবো।’

স রামঃ কৃত্যসিদ্ধার্থমেবমুক্তা বিভীষণম্।

সুবেলারোহণে বুদ্ধিঃ চকার মতিমান্ প্রভুঃ।

রমণীয়তরং দৃষ্ট্বা সুবেলস্য গিরেত্তটম্ ॥ ৩৬

বুদ্ধিমান ৩গবান শ্রীরামচন্দ্র আপন কর্তব্য সিদ্ধির জন্য বিভীষণকে এইরূপ বললেন, সুবেল পর্বতের সানুদেশের রমণীয়তর সৌন্দর্য দেখে সেই পর্বতে আরোহণের ইচ্ছা করলেন।

ততস্ত রামো মহতা বলেন

প্রচ্ছাদ্য সর্বাং পৃথিবীং মহাত্মা।

প্রহট রূপোহভিজগাম লঙ্কাং

কৃত্বা মতিং সোহরিবধে মহাত্মা ॥ ৩৭

অনন্তর মহামতি মহাত্মা রামচন্দ্র নিজের বিশাল সৈন্য-বাহিনীর দ্বারা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে শত্রুবধের ইচ্ছায় আনন্দিত চিন্তে লঙ্কার দিকে যাত্রা করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

## অষ্টাত্তিংশঃ সর্গঃ (৩৮)

বানরদের সঙ্গে শ্রীরাম-প্রমুখের সুবেল পর্বতে আরোহণ ও সেখানে রাত্রিবাস

কৃষ্ণা সুবেলস্য মতিমারোহণং প্রতি  
রামঃ সুগ্ৰীবমিদমব্রবীৎ ॥ ১  
চ ধর্মজ্ঞমনুরক্তং নিশাচরম্।  
চ বিশিষ্টং চ শঙ্কয়া পরয়া গিরা ॥ ২

সুবেলপর্বতে আরোহণের জন্য মতিস্থির করে  
রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অনুগামী হয়ে সুগ্ৰীবকে এবং ধর্মানুরাগী,  
অবৈভা তথা বিশিষ্টানী নিশাচর বিভীষণকে উত্তম এবং  
ধর্ম ভাষায় বললেন—

সুলাং সাধু শৈলেন্দ্রমিমং ষাতুশতৈশ্চিতম্।  
অধারোহামহে সর্বে বৎস্যামোহত্র নিশামিমাম্। ৩  
‘পর্বতরাজ সুবেল শত শত ধাতু দ্বারা পরিপূর্ণ।  
অতঃ সন্মুখে এখানে আরোহণ করে এই রাত্রিটি এখানে  
করব

লক্ষ্যং চালোকযিহ্যামো নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ।  
যেন মে মরণান্তায় হত্যা ভার্যা দুরাক্সনা। ৪  
‘সেই রাক্ষস রাবণের নিবাসস্থল লক্ষ্যকে  
অবলোকন করব, যেখানে সেই দুরাত্মা নিজের মরণ  
অর্জিত করার জন্যই আমার ভার্যাকে অপহরণ করেছে।  
যেন ধর্মো ন বিজ্ঞাতো ন বৃত্তং ন কুলং তথা।  
রাক্ষস্যা নীচয়া বুদ্ধয়া যেন তদ্ গর্হিতং কৃতম্ ॥ ৫

‘যে ধর্ম জানে না, বৃত্তি অর্থাৎ সদাচার সম্পর্কে যার  
জ্ঞান নেই, বংশমর্যাদা বিষয়েও যে অজ্ঞ ; কেবল  
রাক্ষসোচিত নীচ বুদ্ধির কারণেই সে এই গর্হিত কাজ  
করেছে

তন্মি মে বর্ততে রোষঃ কীর্তিতে রাক্ষসাধমে।  
অপরাধাশীচসা বধং দ্রক্ষ্যামি রক্ষসাম্ ॥ ৬  
‘সেই অধম রাক্ষসের নাম উচ্চারণ করলেও আমার  
ক্রোধ বৃদ্ধি হচ্ছে। সেই নীচ রাক্ষসের জন্য সমস্ত  
রাক্ষসবংশ আমার দ্বারা নিহত হবে।  
একে হি কুরুতে পাপং কালপাশবশং গতঃ।  
নীচেনোদ্রাপচারণে কুলং তেন বিনশ্যতি ॥ ৭

‘কালপাশে আবদ্ধ হয়ে একজনই পাপ কর্মে লিপ্ত  
হয়, কিন্তু সেই নীচ ব্যক্তির কৃত কুকর্মের জন্য তার বংশই  
নিহত হয়।’

এবং সমাজগণের সকলো রাবণং প্রতি।  
রামঃ সুবেলং বাসায় চিত্রসানুপারুহৎ ॥ ৮  
এইরূপ চিন্তা করতে করতে রামচন্দ্র রাবণের প্রতি  
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাত্রিবাসের জন্য সুবেল পর্বতের  
মনোরম সানুদেশে আরোহণ করলেন।  
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণশ্চেনমদগচ্ছৎ সমাহিতঃ।  
শশরং চাপমুদ্যামা সুমহদ্বিক্রমে রতঃ ॥ ৯

মহাপরাক্রম সহকারে লক্ষ্মণ একাগ্রচিত্তে, ধনুর্বাণ  
উদ্যত করে তাঁকে অনুসরণ করলেন।  
তমদ্যারোহৎ সুগ্ৰীবঃ সামাত্যঃ সবিশীষণঃ।  
হনুমানস্কন্দো নীলো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ॥ ১০  
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।  
পনসঃ কুমুদশ্চৈব হরো রক্তশ্চ যুথপঃ ॥ ১১  
জাম্ববাংশ্চ সুষেদশ্চ ঋষভশ্চ মহামতিঃ।  
দুর্মুখশ্চ মহাতেজাস্থা শতবলিঃ কপিঃ ॥ ১২

এতে চান্যে চ বহুবো বানরাঃ শীঘ্রগামিনঃ।  
তে বায়ুবেগপ্রবণাস্তং গিরিং গিরিচারিণঃ ॥ ১৩  
তার পরে সুগ্ৰীব, মন্ত্রীদের সঙ্গে বিভীষণ, হনুমান,  
অঙ্গদ, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ,  
গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, হর, যুথপতি রক্ত, জাম্ববান,  
সুষেণ, মহামতি ঋষভ, মহাতেজস্বী দুর্মুখ, শতবলি নামক  
বানর এবং অন্যান্য দ্রুতগামী পর্বতচারী বহুসংখ্যক বানর  
বায়ু বেগে সেই পর্বতে আরোহণ করল।  
অদ্যারোহন্ত শতশঃ সুবেলং যত্র রাঘবঃ।  
তে ত্বদীর্ঘেণ কালেন গিরিমারুহ্য সর্বতঃ ॥ ১৪  
সুবেল পর্বতে—যেখানে রামচন্দ্র অবস্থানরত, শত-  
শত বানর সেখানে অচিরেই আরোহণ করে পর্বতের সর্বত্র  
বিচরণ করতে লাগল।  
দদৃশুঃ শিখরে তস্য বিষজ্জামিব খে পুরীম্।  
তাং শুভাং প্রবরধারাং প্রাকারবরশোভিতাম্ ॥ ১৫  
লঙ্কাং রাক্ষসসম্পূর্ণাং দদৃশুঃ হরিযুথপাঃ।  
সেই পর্বতশিখরে উঠে তারা সুন্দর লঙ্কাপুরীকে  
নিরীক্ষণ করল। সেই নগরীর প্রবেশদ্বার ছিল মনোহর  
এবং তা উত্তম প্রাচীর দ্বারা সুশোভিত। বানর যুথপতিগণ

রাক্ষসে পরিপূর্ণ সেই লঙ্কা নগরীকে অবলোকন করল।  
 প্রাকারবরসংহ্রৈচ্চ তথা নীলৈশ্চ রাক্ষসৈঃ ॥ ১৬  
 দদৃশুস্তে হরিশ্চেষ্টাঃ প্রাকারমশরং কৃতম্ ॥ ১৭  
 উত্তম প্রাচীরের উপর নীল বর্ণের রাক্ষসেরা  
 এমনভাবে দণ্ডায়মান দেখাচ্ছিল, যেন তারা নিজেরাই  
 অপর একটি প্রাকার নির্মাণ করেছে।  
 তে দৃষ্টা বানরাঃ সৰ্বে রাক্ষসান্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।  
 মুমূচুর্বিবিধান্ নামাংস্তস্যা রামস্য পশ্যতঃ ॥ ১৮  
 যুদ্ধকাঙ্ক্ষী সেই রাক্ষসদের দেখে সেইসব বানরেরা  
 রামচন্দ্রকে দেখতে দেখতে নানাবিধ স্বরে ডগংকর গর্জন  
 করতে লাগল।  
 ততোহন্তমগমং সূর্যঃ সঙ্ঘায়া প্রতিরঞ্জিতঃ।

পূর্ণচন্দ্রপ্রদীপ্তা চ ক্ষপা সমস্তিবর্ত্ততঃ ॥ ১৯  
 তদনন্তর সঙ্ঘার রাগে রঞ্জিত হয়ে সুপ্তিস্থ  
 অস্ত্রাচলগামী হলেন এবং পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশে উজ্জ্বল রাক্ষস  
 সমাগত হল।  
 ততঃ স রামো হরিবাহিনীপতি-  
 বিজীযণেন প্রতিনন্দা সংকৃতঃ।  
 সঙ্গস্বশো যুথপযুথসংযুতঃ  
 সুবেলপৃষ্ঠে ন্যবসদ্ যথাযুগ্ম ॥ ২০  
 অতঃপর বানরসেনাদের প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দ্বিতীয়  
 কর্তৃক অভিনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর ডাই লক্ষ্য এক  
 বানরদলপতিদের সঙ্গে সুবেল পর্বতের পৃষ্ঠদেশে সুপুঙ্খ  
 নিবাস করলেন।

ইত্যৰ্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাশ্বকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাশ্বকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৩৮ ॥

### একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৩৯)

বানরদের সঙ্গে সুবেলপর্বতের শিখর থেকে শ্রীরামের লঙ্কাদর্শন

তাং রাত্রিমুখিতান্তত্র সুবেলে হরিযুথপাঃ।

লঙ্কায়াঃ দদৃশুর্বীরা বনানুগবনানি চ ॥ ১

বানরদলপতিরা সুবেলপর্বতে সেই রাত্রি অতিবাহিত  
 করলো। বীর বানরেরা সেখান থেকে লঙ্কার বন-  
 উপবনসমূহ দেখতে পেল।

সমসৌম্যানি রম্যানি বিশালান্যায়তানি চ।

দৃষ্টিরম্যানি তে দৃষ্টা বভূবুর্জীবিস্ময়াঃ ॥ ২

সর্বত্র সমানভাবে সুন্দর, শান্ত, নয়নসুখকর,  
 সুবিশাল ও বিস্তৃত সেই স্থান দেখে বানরেরা বিস্মিত হয়ে  
 গেল।

চম্পকশোকবকুলশালতালসমাকুলা

তমালবনসংহ্রা নাগমালাসমাবৃত্তা ॥ ৩

হিষ্টালৈরঙ্গুনৈর্নীপৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ সুপুষ্টিপৈঃ।

তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমস্ততঃ ॥ ৪

শুশুভে পুষ্পিতাত্রৈশ্চ লতাপরিগতৈর্জরৈঃ।

লঙ্কা বহুবৈধৈর্দিব্যৈর্যথৈস্তস্যামরাবতী ॥ ৫

সেই বনভূমি ছিল চম্পা, অশোক, বকুল, শাল,  
 তাল বৃক্ষ দ্বারা সমাবৃত। তমাল বৃক্ষরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত,  
 নাগাকেশর দ্বারা পরিবৃত। সেখানে ছিল হেঁতাল, গুঁড়ুন,  
 কদম্ব, সুপুষ্টিপাত ছাতিম, তিলক (তিল গাছ), কর্ণিকা (আঁ  
 মছন নিমিত্ত ব্যবহৃত কাষ্ঠের বৃক্ষ) এবং পাটল (শ্বেত ও  
 রক্তবর্ণ বিশিষ্ট একধরনের পুষ্পবৃক্ষ) বৃক্ষের সমারোহ।  
 বৃক্ষগুলির শাখাসমূহ কুসুমভাবে হয়েছে অবনমিত।  
 নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে লঙ্কার স্বর্গীয়  
 সৌন্দর্য হয়ে উঠেছিল ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য।

বিচিত্রকুসুমোপেতৈ রক্তকোমলপল্লবৈঃ।

শাখলৈশ্চ তথা নীলৈশ্চিহ্নাভির্বনরাজিভিঃ ॥ ৬

বিচিত্র পুষ্পযুক্ত রক্তবর্ণের কোমল পল্লব, হলুদ  
 সবুজ তৃণরাজি তথা বনরাজি দ্বারা সুশোভিত সেই গুরী  
 যেন নীলবর্ণের (গাছরঙের) চিত্রতুল্য।

গন্ধাতোয়তিরম্যানি পুষ্পানি চ ফলানি চ।

ধারয়ন্ত্যগমাস্তত্র ভূষণানীব মানবাঃ ॥ ৭



মানুষ যেমন সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্ত অলংকার ধারণ করে, তেমনি লক্ষ্যার বৃক্ষরাজিও সুগন্ধিত এবং সজীবমণীয় ফুল ও ফল ধারণ করে আপন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাইল।

হঠাৎরথসংকাশঃ মনোজ্ঞঃ নন্দনোপমম্।  
বনঃ সর্বভূকঃ রমাং শুশুভে ষট্গদাযুতম্॥ ৮

চৈত্রবৎ (কুবেরের উদ্যান) তথা নন্দনকাননের তুল্য। মনোবম সেই বন সব ঋতুতেই প্রমত্তদের দ্বারা সমধীয়া ভাবে সুশোভিত হতো।

মদ্যাহকোয়রিবকৈনৃত্যমানৈশ্চ বহির্গৈঃ।  
কৃতঃ পর্বতানাং চ শুশুবে মননির্ব্বরে॥ ৯

মদ্যাহ, মিটিত, বক এবং নৃত্যরত মদ্যুরদের দ্বারা সুশোভিত ছিল এই বনভূমি। বন্য ঋগণার নিকটে শ্রুত হইল কো কলেন কুহুতান।

মিতামন্তবিহংগানি	ধ্রুমাচরিতানি	চ।
কোকিলাকুলখণ্ডানি	বিহঙ্গাভিরুতানি	চ॥ ১০
চক্রাজাধিপীতানি	কুররথনিতানি	চ।
কোণজকবিঘুটানি	সারসাভিরুতানি	চ।
বিবিণ্ডন্তে ততন্তানি	বনান্যুপবনানি	চ॥ ১১

লক্ষ্য উপবনে পাখিরা সর্বদাই আনন্দোন্মত্ত, ধ্রুমেবরা বিচরণরত। বনভূমি পাখির কুঞ্জে—কোকিলের কুহুতানে আনন্দিত। ভৃঙ্গরাজের গীতে, কুরর পক্ষীর প্রবল চীৎকারে, কোণালকের কলরবে, সারসের স্বলহরীতে সেই স্থান মুখরিত। কতিপয় বানরবীর সেই বনে উপবনে প্রবেশ করল।

হষ্টাঃ প্রমুদিতা বীরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ।  
ভেষাঃ প্রবিশতাং তত্র বানরাণাং মহৌজসাম্॥ ১২

পুষ্পসংসর্গসুরভিবর্ভো ভ্রাপসুখোহনিলঃ।  
অন্যে তু হরিবীরাণাং যুথানিষ্টম্য যুথপাঃ।  
সুগ্রীবোভ্যনুজাতা লক্ষ্যঃ জগ্মুঃ পতাকিনীম্॥ ১৩

ইচ্ছামতো রূপধারণকারী এই বানরবীরেরা ছিল উৎসাহী এবং অত্যন্ত আনন্দমগ্ন। মহাতেজস্বী সেই বানরগণ সেখানে প্রবেশ করতেই ফুলের স্পর্শে সুগন্ধিত প্রাণেন্দ্রিয় সুখকর বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। অন্যান্য বীর বানর যুথপতিগণ দল থেকে বেরিয়ে এসে সুগ্রীবের আঞ্জানুসারে পতাকা শোভিত লক্ষ্যপুরীতে চলে গেল।

বিভ্রাসয়ন্তো বিহগান্ গ্রাপয়ন্তো মৃগাধিপান্।

কল্পপয়স্বন্ত ত্যাঃ লক্ষ্যঃ বৈবর্নিতাঃ বরাঃ॥ ১৪

পাখিদের সম্ভ্রান্ত করে, মৃগ এবং হস্তীকুলকে আতঙ্কিত তথা লক্ষ্যাকে প্রসম্পিত করে আপন ভেজে গর্জন করিতে করতে শ্রেষ্ঠ বর্জনকারী দীল বানরেরা অগ্রসর হলো।

কুবর্তন্তে মহাবেগা মটীঃ চরণপীড়িতাম্।  
রজ্জ্বন্ত সচসৈনোমর্ষঃ জগাম চরণোপিতাম্॥ ১৫

মহাবেগশালী দীল বানরেরা তাদের পদভাবে পৃথিবীকে পীড়িত করল। তাদের চরণোৎক্লিষ্ট মূর্ছিতাশি সচসা উর্ম্মিলোককে উত্তীর্ণ হল।

শাফাঃ সিংহাশ্চ মহিষা ব্যরণাশ্চ মৃগাঃ খগাঃ।  
ভেন শম্ভেন নিত্রায়া জম্বুর্ভূতা দিশ্যে দল্। ১৬

ভল্লুক, সিংহ, মহিষ, হাতি, হরিণ এবং পক্ষির দল সেই ভয়ানক শব্দে আতঙ্কিত হল এবং ভীত অবস্থায় দশদিকে পলায়ন করল।

শিখরং তু ত্রিকূটস্য প্রাংগু চৈকং দিবিস্পৃশম্।  
সমস্তাং পুষ্পসংছয়ং মহারজতসমিতম্॥ ১৭

ত্রিকূট নামক সুউচ্চ পর্বতের একটি শৃঙ্গ যেন দিবা লোক স্পর্শ করেছে। সেই শৃঙ্গ সর্বতোভাবে পুষ্পাচ্ছন্ন এবং সোনার মতো উজ্জ্বল।

শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমলং চারুদর্শনম্।  
শ্লক্ষং শ্রীমগ্নহৃচ্চৈব দুস্ত্রাপং শকুনৈরপি॥ ১৮

সুদর্শন, নির্মল, শতযোজনব্যাপী বিস্তীর্ণ, মনোবম, কান্তিমান সেই গিরিশৃঙ্গ পাখিদের কাছেও অগম্য। (অর্থাৎ সেখানে পৌঁছানো পাখিদের পক্ষেও কঠিন।)

মনসাপি দুরারোহং কিং পুনঃ কর্মণা জনৈঃ।  
নিবিষ্টা তস্য শিখরে লক্ষ্য রাবণপালিতা॥ ১৯

ত্রিকূট পর্বতের সেই শৃঙ্গে আরোহণ করা কল্পনাভীত ও অসম্ভব। কর্ম দ্বারা আরোহণ প্রসঙ্গে আর কি বলব ? রাবণ পালিত লক্ষ্যনগরী সেই পর্বত শিখরে অবস্থিত।

দশযোজনবিস্তীর্ণাং বিংশদ্যোজনমায়তা।  
সা পুরী গোপুরৈররুচৈঃ পাণ্ডুরাষুদসমিভৈঃ।

কাঞ্চনেন চ শালেন রাজতেন চ শোভতে॥ ২০

কুড়ি যোজনব্যাপী দীর্ঘ এবং দশযোজনব্যাপী বিস্তীর্ণ শুভ্র মেঘের ন্যায় সুউচ্চ সেই নগরীর প্রবেশদ্বার শালকাঠ দ্বারা নির্মিত এবং স্বর্ণ দ্বারা অলংকৃত হয়ে শোভা পাচ্ছে।

প্রাসাদৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরমভূষিতা।  
মনৈরিবাতপাপায়ে মধ্যমং বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২১

গ্রীষ্মাবসানে বর্ষাঋতুর সমাগমে মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে  
আকাশের<sup>(১)</sup> শোভা বর্ধন করে, লঙ্কাপুরীও তদনুরূপ  
প্রাসাদ ও বিমান<sup>(২)</sup> দ্বারা সুশোভিত।

যস্যঃ স্তম্ভসহশ্ৰেণ প্রাসাদঃ সমলঙ্কৃতঃ।  
কৈলাসশিখরাকারো দৃশ্যতে খমিবোম্মিখন ॥ ২২

লঙ্কা নগরীর প্রাসাদগুলি সহস্র স্তম্ভ দ্বারা অলংকৃত।  
কৈলাসশৃঙ্গের ন্যায় সুউচ্চ সেই প্রাসাদগুলি আকাশের ন্যায়  
মনোরম দৃশ্যসম্পন্ন।

চৈত্যাঃ স রাক্ষসেভ্যস্য বভূব পুরভূষণম্।  
শতেন রক্ষসাং নিত্যং যঃ সমগ্ৰেণ রক্ষ্যতে ॥ ২৩

রাক্ষসরাজ রাবণের সেই চৈত্যা প্রাসাদ (যজ্ঞগৃহ)  
ছিল লঙ্কাপুরীর অলংকার, যা শত সংখ্যক রাক্ষস দ্বারা  
নিত্য সম্যক্রূপে রক্ষিত হত।

মনোজ্ঞাঃ কাঞ্চনবতীং পর্বতৈরুপশোভিতাম্।  
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ উদ্যনৈরুপশোভিতাম্ ॥ ২৪

নানাবিধ অদ্ভুত ধাতু দ্বারা চিত্রিত এবং বহুপ্রকার  
উদ্যান দ্বারা সুশোভিত তথা মনোরম সুবর্ণময় অনেকানেক  
পর্বত দ্বারা সেই নগরী অলংকৃত হয়েছিল।

নানাবিহগসংঘুষ্ঠাং নানামৃগনিষেবিতাম্।

নানাকুসুমসম্পমাং

নানারাক্ষসসেবিতাম্ ॥ ২৫

আপন মধুর স্বরে কুজনরত পাখির দল, যুগ প্রভৃতি  
নানাবিধ পশু, তথা বহু প্রকারের পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত ছিল  
এই লঙ্কানগরী।

তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থা লক্ষ্মীবান্ধবগণপ্রজাঃ।  
রাবণস্য পুরীং রামো দদর্শ সহ বানরৈঃ ॥ ২৬

লক্ষ্মণের অগ্রজ লক্ষ্মীবান শ্রীরাম সেই সমৃদ্ধ এবং  
মনোবাহিত রাবণের পুরীকে বানরসৈন্য সহ অবলোকন  
করলেন।

তাং মহাগৃহসম্বাধাং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজাঃ।  
নগরীং ত্রিদিবপ্রখ্যাং বিস্ময়াং প্রাপ বীর্যবান্ ॥ ২৭

মহাপরাক্রমী লক্ষ্মণপ্রজ শ্রীরাম সুবহু প্রাসাদ  
সমন্বিত স্বর্গতুলা লঙ্কানগরী দর্শন করে বিস্মিত হলেন।

তাং রত্নপূর্ণাং বহুসংবিধানাং  
প্রাসাদমালাভিরলঙ্কিতাং চ।

পুরীং মহাযন্ত্রকবাটমুখ্যাং  
দদর্শ রামো মহতা বলেন ॥ ২৮

সুবিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শ্রীরাম এইভাবে  
নানাবিধ রত্নপূর্ণ সুসজ্জিত, মালার ন্যায় রচিত সুদৃশ্য প্রাসাদ  
দ্বারা অলঙ্কৃত, বিশাল যন্ত্র এবং সুদৃঢ় কপাট বিশিষ্ট  
লঙ্কানগরীকে দেখতে লাগলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

(১) মধ্যমং বৈষ্ণবং পদম্-এর অর্থ হলো আকাশ। বলিরাজের দর্পচূর্ণ করার জন্য বামনাবতার আকাশে তাঁর মধ্যম পদ স্থাপন  
করেছিলেন। সেইজন্যই দুলোক অর্থাৎ আকাশকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(২) আকাশমার্গে বিচরণকারী দেবতাদের রথকে বলা হয় বিমান আবার সাতমহল বিশিষ্ট প্রাসাদকেও বলা হয় বিমান, এমনকী  
প্রাচীন বাস্তববিদ্যা অনুসারে সুউচ্চ শৃঙ্গ বিশিষ্ট মন্দিরকে বিমান বলা হয়। বিমান শব্দের একাধিক আভিধানিক অর্থের মধ্যে অন্যতম একটি  
হল সার্বভৌমগৃহবিশেষ (assembly-hall)।

## চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪০)

সুগ্ৰীব এবং রাবণের মন্ত্রমুগ্ধ

জ্যোতঃ রামঃ সুবেলাত্রঃ যোজনবষমশূলম্।  
উপারোহঃ সমুদ্রীবো হরিশুখৈঃ সমঘিতঃ ॥ ১

অনন্তর শ্রীরাম দুই যোজনব্যাপী সুবেলপর্বতের  
শিখরে সুগ্ৰীব সহ যুগপতিদের নিয়ে আরোহণ করলেন।  
ইহা মুহূর্তঃ তত্রৈব দিশো দশ বিলোকয়ান্।  
ত্রিকূটশিখরে রমো নির্মিতাঃ বিশ্বকর্মণা ॥ ২

কলশ লঙ্কাঃ সূন্যস্তাঃ রম্যকাননশোভিতাম্।  
তিনি সেখানে মুহূর্তকাল অবস্থান করে ত্রিকূট  
পর্বতের রমণীয় শিখরে সুন্দরভাবে অবস্থিত, বিশ্বকর্মা-  
নির্মিত, মনোহর কানন দ্বারা সুশোভিত লঙ্কানগরীকে  
সর্বত্র থেকে অবলোকন করলেন

জ্যোতঃ গোপুরশৃঙ্গঃ রাক্ষসেন্দ্রঃ দুরাসদম্। ৩  
শ্বেতচামরপর্ষদঃ বিজয়চ্ছত্রশোভিতম্।  
রক্তচন্দনসংলিপ্তঃ রক্তাভরণভূষিতম্ ॥ ৪

এই নগরীর গোপুর শৃঙ্গে দুর্জয়, রাক্ষস রাজ রাবণ  
অবস্থানরত, তাঁর শরীর রক্তচন্দন দ্বারা অনুলেপিত এবং  
রক্তলঙ্কার দ্বারা সুভূষিত তাঁর পার্শ্বদেশে শ্বেত চামর দ্বারা  
আন্দলিত হচ্ছে এবং মস্তকে শোভিত হচ্ছে বিজয়চ্ছত্র।

নীলজীমূতসংকাশঃ হেমসংছাদিতাঙ্করম্  
ঐরাবতবিঘাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্ ॥ ৫

তাঁর সৌন্দর্য ছিল নীল মেঘের মতো। তাঁর বস্ত্র ছিল  
স্বর্ণ মণ্ডিত। ঐরাবত-হস্তীর দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতের  
চিহ্ন অঙ্কিত ছিল তাঁর বক্ষদেশে।

শশলোহিতরাগেণ সংবীতঃ রক্তবাসসা।  
লক্ষ্যাতপেন সংহরং মেঘরাশিমিবাহরে ॥ ৬

খরগোশের রক্ততুল্য পাল বর্ণে রঞ্জিত রক্তবাস দ্বারা  
আচ্ছাদিত হয়ে অস্তগামী সূর্যের কিরণ দ্বারা মেঘমালার  
ন্যায় তিনি শোভিত হচ্ছিলেন।

পশ্যাত্তাঃ বানরেন্দ্রাণাং রাঘবস্যাপি পশ্যতঃ।  
লক্ষ্যান্দ রাক্ষসেন্দ্রস্য সুগ্ৰীবঃ সহসোখিতঃ ॥ ৭

প্রধান-প্রধান বানর দলপতিদের তথা রামচন্দ্রের  
সম্মুখে রাক্ষসরাজ রাবণ দৃষ্টিগোচর হলে সুগ্ৰীব সহসা  
উদ্বিগ্ন হলেন।

জ্যোতঃবেগেন সংযুক্তঃ সত্বেন চ বলেন চ।

অচলাগ্রাদাথোখায় পুপ্তবে গোপুরস্থলে ॥ ৮

ত্রোগদেহের বেগে সংযুক্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে  
তিনি পর্বতের শিখরদেশ থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে গোপুরস্থলে  
লাফিয়ে পড়লেন।

হিদ্ভা মুহূর্তঃ সম্প্রক্ষ্য নির্ভয়োনাশ্তরাশ্বনা।

ভৃগীকৃত্য চ তদ্ রাক্ষঃ সোহব্রবীৎ পরম্বৎ বচঃ ॥ ৯

মুহূর্তকাল সেখানে অবস্থান করে ভালোভাবে দেখে  
আন্তরিকভাবে নির্ভীক চিত্তে সুগ্ৰীব তাঁকে ভৃগুজ্ঞানে  
অবহেলা করে কঠোর বাক্য বললেন—

লোকনাথস্য রামস্য সখা দাসোহস্মি রাক্ষস।

ন ময়া মোক্ষসেহদ্য পার্থিবৈবজস্য তেজসা ॥ ১০

‘রাক্ষস ! লোকসমূহের প্রভু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের  
আমি সখা এবং দাস। পৃথিবীপতি শ্রীরামের তেজে তেজস্বী  
আমার হাত থেকে আজ তোমার মুক্তি নেই।’

ইত্যুত্বা সহসোৎপত্তা পুপ্তবে তস্য চোপরি।

আকৃষ্য মুকুটং চিত্রং পাতয়ামাস তদ্ ভুবি ॥ ১১

এই কথা বলে তিনি অকস্মাৎ রাবণের উপরে  
লাফিয়ে উঠে তাঁর বিচিত্র মুকুট ধরে টানতে লাগলেন এবং  
তাঁকে ভূপতিত করলেন।

সমীক্ষ্য তূর্ণমায়ান্তঃ বভাষে তং নিশাচরঃ।

সুগ্ৰীবস্তং পরোক্ষং মে হীনগ্রীবো ভবিষ্যসি ॥ ১২

এইভাবে তীব্রবেগে তাঁকে আক্রমণ করতে দেখে,  
সেই রাক্ষস তখন সুগ্ৰীবকে বললেন— ‘যতক্ষণ তুমি  
আমার সম্মুখ না এসেছিলে, ততক্ষণই তুমি সুন্দর গ্রীবা  
বিশিষ্ট ছিলে, কিন্তু এইবার তুমি গ্রীবাহীন হয়ে যাবে।’

ইত্যুত্বোখায় তং ক্ষিপ্ৰং বাহুভ্যামাক্ষিপৎ তলে।

কন্দুবৎ স সমুখায় বাহুভ্যামাক্ষিপদ্রিঃ ॥ ১৩

এই বলে রাবণ সুগ্ৰীবকে দুই বাহু দ্বারা ভূমি থেকে  
উত্তোলনপূর্বক শীঘ্রই ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। সুগ্ৰীবও  
রাবণকে বাহুদ্বয় দ্বারা উত্তোলিত করে কন্দুকবৎ ভূমিতে  
নিক্ষেপ করলেন।

পরম্পরং শ্বেদবিদিক্কাগ্ৰৌ

পরম্পরং শোণিতরক্তমেহৌ।

পরম্পরং শিলষ্টনিকৃচ্ছচেটৌ



পরস্পরঃ শাস্ত্রালিকিংকরাবিব ॥ ১৪

পরস্পর এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে উভয়ের শরীর হয়ে উঠল ধর্মাক্র এবং রক্তাক্ত। একে অপরকে বলপূর্বক আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিশ্চেষ্ট হয়েছেন। (অর্থাৎ দুই সম-শক্তিমান যুদ্ধ করতে করতে একে অপরকে জোর করে ধরে রাখার ফলে, কেউই কাউকে কোনো আঘাত করতে পারছে না, ফলে যুদ্ধের নিষ্পত্তিও হচ্ছে না।) এই অবস্থায় উভয়ে শিমূল এবং পলাশ বৃক্ষের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

মুষ্টিপ্রহারৈশ্চ

তলপ্রহারৈঃ-

ররজ্জিঘাতৈশ্চ

করাগ্রঘাতৈঃ।

তৌ

চক্রতুর্ধ্বকমসহ্যকপং

মহাবলৌ

রাক্ষসবানরেজৌ ॥ ১৫

রাক্ষসরাজ রাবণ এবং বানরপতি সুগ্ৰীব— এই দুই মহাবলী অসহ্যরূপে যুদ্ধ করতে করতে একে অপরকে মুষ্টি, কবতল, হাতের অগ্রভাগ এবং সরঞ্জি (কনুই থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত) দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন।

কৃষ্ণা

নিযুদ্ধং

ভূশমুগ্রবেগৌ

কালং

চিরং

গোপুরবেদিমধ্যে।

উৎক্ষিপ্য চোৎক্ষিপ্য বিনম্য দেহৌ

পাদক্রমাদ্

গোপুরবেদিমগৌ ॥ ১৬

গোপুরের বেদিমধ্যে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ এই দুই মহাবীর উগ্রবেগে যুদ্ধ করতে করতে একে অপরের দেহকে উৎক্ষেপন করে, নিক্ষেপ এবং পদাঘাত করে বেদী সংলগ্ন স্থানে এনে ফেলতে লাগলেন।

অন্যোন্যামাশীড্য

বিলগ্নদেহৌ

তৌ

পেতভূঃ সালনিখাতমধ্যে।

উৎপেতভূতুর্মিতলং

স্পৃশন্তৌ

হিহ্না

মুহূর্তং

ভূভিনিঃশ্বসন্তৌ ॥ ১৭

তারা আক্রমণ করতে করতে পরস্পর একে অপরকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা অবস্থায় শালবৃক্ষ পরিবেষ্টিত পরিখার মধ্যে ভূপতিত হল। কিছুক্ষণ ভূমিতলে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ এবং মোচন করতে লাগলেন। মুহূর্তকাল এইরূপে অবস্থান করে তাঁরা পুনরায় ভূমির উপরে উত্থিত হলেন।

আলিঙ্গ্য চালিঙ্গ্য চ বাহুযোক্তৈঃ

সংযোজয়ামাসতুরাহবে

তৌ।

সংরজ্জশিকাবলসম্প্রযুক্তৌ

সূচেরভূঃ

সম্প্রতি

যুদ্ধমার্গে ॥ ১৮

পরস্পরকে বাহুপাশে আকর্ষণ করতে করতে তাঁরা পুনঃপুনঃ একে অপরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। যন্ত্রযুদ্ধের মাধ্যমেই তাঁরা তখন যুদ্ধোচিত বল এবং শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন।

শার্দূলসিংহাবিব

জাতদংষ্ট্রৌ

গদ্রেপেতাবিব

সম্প্রযুক্তৌ।

সংহত্য সংবেদ্য চ তৌ করাজাঃ

তৌ পেতভূর্বৈ যুগপদ্ ধরায়াম্ ॥ ১৯

সদ্য দত্ত প্রকাশিত হয়েছে এমন ব্যাঘ্রশাবক কিংবা সিংহশাবকের ন্যায় তথা দুটি হস্তী শাবকের মতো দুই বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে, কবতলদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করতে করতে যুগপৎ ভূপতিত হলেন।

উদাম্য

চান্যোন্যামধিক্ষিপন্তৌ

সংচক্রমাতে

বহু

যুদ্ধমার্গে।

ব্যায়ামশিক্ষাবলসম্প্রযুক্তৌ

ক্রমং ন তৌ জঘাতুরাশ্চ বীরৌ ॥ ২০

দুই বীরই যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং বলশালী, অতএব তাঁরা শীঘ্র ক্লান্ত হলেন না। যুদ্ধের জন্য উদ্যমশীল হয়ে একে অপরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পথে তিরস্কার করতে করতে নানা আচরণ করতে লাগলেন।

বাহুভূমৈর্বীরণবারণাভৈ-

নিবারয়ন্তৌ

পরবারণাভৌ।

চিরেণ কালেন

ভূশং

প্রযুক্তৌ

সংচেরতুর্মূলমার্গমাশু

১. ২১

তাঁদের দৃঢ় বাহুযুগল ছিল হস্তীর মূল-শৃঙ্গের ন্যায় বলিষ্ঠ। দীর্ঘসময় ধরে ভয়ানক যুদ্ধ করতে করতে এবং দ্রুত যুদ্ধের কৌশল বদল করতে করতে তাঁরা একে অপরকে নিবারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

তৌ

পরস্পরমাসাদ্য

যন্তাবন্যোন্যাসূদনে।

মার্জারাবিব

ভক্ষার্থেহবতহাতে

মুহূর্তম্ ॥ ২২

ভোজ্যবস্তুর জন্য দুটি বিভাল যেমন মুহূর্তে বিবদমান হয়, তেমনি এই বীরদ্বয় একে অপরকে সংহার করার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

মণ্ডলানি

বিচিহ্নাণি

স্থানানি

বিবিধানি চ।

গোমূত্রকানি

চিত্রাণি

গতপ্রত্যাগতানি

চ ॥ ২৩

বিভিন্ন মণ্ডলে<sup>(১)</sup> এবং নানাবিধ স্থানে<sup>(২)</sup> যুদ্ধ করতে

করতে গোমূত্রের খার নাথ্য কুটিল গতিতে তাঁরা কখনো  
কখনো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, কখনো বা  
পশ্চাদপসারণ করছেন।

ত্রিচ্চীনগতান্যেব তথা বক্রগতানি চ।

পরিমোক্ষঃ প্রহারাণাং বর্জনঃ পরিধাবনম্ ॥ ২৪

অভিগ্রবণমাপ্রাবমবহানং সবিঘ্নহম্।

পর্যবৃত্তমপাবৃত্তমপক্রমবপ্তম ॥ ২৫

উপনাত্তমপনাত্তঃ যুদ্ধমগবিশারদৌ।

জৌ বিচেরতুরনোনাং বানরেজ্জ্বল রাবণঃ ॥ ২৬

কখনো তির্যক গতিতে কখনো বা বক্রগতিতে ঘুরতে

ঘুরতে, কখনো আপন অবস্থান থেকে সরে এসে শত্রুর

গ্রহণকে ব্যর্থ করে, কখনো বা শত্রুর প্রতি অগ্রসর হয়ে

তাকে আক্রমণ করে : যুদ্ধ করতে করতে সবেগে অগ্রসর

হয়ে, কখনো তীব্র গতিতে লাফিয়ে, কখনো পিছিয়ে এসে

অথবা সরে গিয়ে কখনো বা একই স্থানে দণ্ডায়মান থেকে,

কখনো শরীর ঝুঁকিয়ে দৌড়ে, আবার কখনো সামনে

তাকিয়ে পিছু হটে অথবা অবস্থান পরিবর্তন করে বানররাজ

সুগ্ৰীব এবং রাক্ষসরাজ রাবণ এই দুই মল্লযুদ্ধ বিশারদ,

একে অপরের প্রতি আক্রমণ বা প্রতিআক্রমণ করতে লাগলেন।

এতক্ষণমন্তরে রক্ষো মায়াবলমথাগ্ননঃ।

অরকুমুপসম্পেদে জ্ঞাত্বা তং বানরাধিপঃ ॥ ২৭

উৎপাত তদাহংকাশং জিতকাশী জিতক্রমঃ।

রাবণঃ হ্রিত এবাত্র হরিনাজেন সঞ্চিতঃ ॥ ২৮

ইতিমধ্যে রাক্ষস রাবণ তাঁর মায়া শক্তি বিস্তারের

কথা চিন্তা করলেন কিন্তু বানরাধিপতি তা বুঝতে পারলেন।

তিনি সহসা বিজয়োন্মাদে ক্লান্তিসীনভাবে আকাশে উঠে

গেলেন এবং বানররাজ কর্তৃক ঠেকে গিয়ে রাবণ

সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন।

অথ হরিনবনাথঃ প্রাপ্তসংগ্রামকীর্তি-

নিশিচেরপতিমাজৌ মোজয়িত্বা শ্রমেণ।

গগনমতিবিশালং লক্ষয়িত্বাকসুনু-

হরিগণবলমযো রামপার্শ্বঃ জগাম ॥ ২৯

অনন্তর যুদ্ধে লক্ষ্যকীর্তি বানররাজ সূর্যপুত্র সুগ্ৰীব

রাক্ষসরাজ রাবণকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে সুবিশাল

আকাশমার্গে লঙ্ঘন করে তাঁর বানর সৈন্যদলের মধ্যে

রামচন্দ্রের পাশে এসে উপস্থিত হলেন।

ইতি স সবিভূসনুত্তর তৎ কর্ম কৃষ্টা

পবনগতিরনীকং প্রাবিশৎ সম্প্রহুটঃ।

রঘুবরনৃপসূনোর্বর্ধয়ন্ যুদ্ধহর্ষঃ

তরুণগণমুখ্যৈঃ পূজ্যমানো হরীজ্ঞঃ ॥ ৩০

এইরূপ এক অদ্ভুত কর্ম সাধন করে সূর্যপুত্র সুগ্ৰীব

বায়ুর মতো তীব্র বেগে অত্যন্ত আনন্দিত চিহ্নে দশরথনন্দন

শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ বিষয়ক উৎসাহকে বর্ধিত করে আপন

সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বানরমুখ্যদের

অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

<sup>(১)</sup> মল্লযুদ্ধে মণ্ডল চার প্রকার—চারিমণ্ডল, করণমণ্ডল, খণ্ডমণ্ডল এবং মহামণ্ডল। এদের লক্ষণ এইরূপ—এক পা এগিয়ে চক্কর দিতে দিতে শত্রুকে আক্রমণ করা হল চারিমণ্ডল। দুই পায়ে মণ্ডলাকারে ঘুরতে ঘুরতে আক্রমণ করা হলো করণমণ্ডল। অনেক করণমণ্ডলের সংযোগে হয় খণ্ডমণ্ডল। তিন অথবা চার খণ্ডমণ্ডলের সংযোগে হয় এক মহামণ্ডল।

<sup>(২)</sup> মল্লযুদ্ধে স্থান ছয় প্রকারের হয়ে থাকে—বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, প্রত্যালীড় এবং অনালীড়। পাদুটিকে আগে পিছে আশে পাশে বিশেষভাবে চালনা করতে করতে যথাস্থানে স্থাপন করাকেই বলা হয় স্থান। কারও কারও মতে বাঘ সিংহ প্রভৃতি জন্তুদের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়াই হল স্থান। প্রকৃতপক্ষে মণ্ডল, স্থান প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলি পাই আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। তিনিই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অবস্থানের এইরূপ নামকরণ ও বিভাজন করেছেন।



## একচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪১)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সুগ্ৰীবকে দুঃসাহস থেকে নিবৃত্তি করা, লঙ্কার চারটি দ্বারে বানরসৈন্যদেরকে নিয়োগ, রাবণের সভায় অঙ্গদের পরাক্রম প্রকাশ এবং বানরদের আক্রমণে রাক্ষসদের ভয়

অথ উদ্ভিন্ নিমিত্তানি দৃষ্টা লক্ষণপূর্বজঃ।  
সুগ্ৰীবঃ সম্পরিষজ্ঞা রামো বচনমব্রবীৎ॥ ১

লক্ষণের অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র সুগ্ৰীবের শরীরে যুদ্ধের চিহ্নসকল দেখে তাঁকে আশ্বিনন করে বললেন—

অসম্ভ্রাতা মম সার্থঃ উদিতঃ সাহসঃ কৃতম্।  
এবং সাহসযুক্তানি ন কুবন্তি জনেশ্বরঃ॥ ২

‘সুগ্ৰীব ! আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে এইরূপ দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। রাজারা এইরূপ দুঃসাহসপূর্ণ কাজ করবেন না।

সংশয়ে হৃদ্যা মাং চেদং বলং চেদং বিভীষণম্।  
কষ্টং কৃতমিদং বীর সাহসঃ সাহসপ্রিয়ঃ॥ ৩

‘সাহসপ্রিয় বীর ! আমাকে, এই সৈন্যবাহিনীকে তথা এই বীর বিভীষণকে সংশয়াপন্ন করে আপনি যে সাহস প্রদর্শন করেছেন, তাতে আমি অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি।

ইদানীং মা কৃথা বীর এবংবিধমবিন্দম্।  
ভূয়ি কিঞ্চিৎ সমাপদে কিং কার্যং সীতয়া মম॥ ৪

ভরতেন মহাবাহো লক্ষণেন যবীয়সা।  
শত্রুদ্বেন চ শত্রুদ্বয় স্বশরীরেণ বা পুনঃ॥ ৫

‘শত্রুদ্বয়নকারী বীর ! আপনি পুনরায় এইরূপ দুঃসাহসিক কাজে বিরত থাকুন। হে শত্রুদ্বয়ন মহাবাহো !

যদি আপনার কিছু হয়ে যায়, তাহলে সীতা, লক্ষণ, ভরত এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুদ্বয় তথা আমার এই দেহধারণ করে কী হবে ?

ভূয়ি চানাগতে পূর্বমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।  
জানতুচাপি তে বীর্যং মহেজ্জবরূপোমম॥ ৬

হত্বাহং রাবণং যুদ্ধে সপুত্রবলবাহনম্।  
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াঃ বিভীষণমথাপি চ॥ ৭

ভরতে রাজামারোপ্য তাক্ষো দেহং মহাবল।  
‘বক্শ ও মহেন্দ্রের ন্যায় মহাবীর ! যদিও আমি

পূর্বেই আপনার বল সম্পর্কে অবগত আছি, তথাপি আপনি প্রত্যাভর্তন না করা পর্যন্ত আমি নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, যুদ্ধে রাবণকে পুত্র, সেনা এবং বাহনসহ নিশ্চিহ্ন করে লঙ্কাবাজ্যে বিভীষণকে অভিষিক্ত করে এবং

ভরতকে অযোধ্যার রাজ্য দান করে, আমি এই দেহ ত্যাগ করব।’

তত্বেনং বাদিনং রামঃ সুগ্ৰীবঃ প্রত্যাহবতঃ॥ ৮  
তব ভার্য়াপহর্তারং দৃষ্টা রাঘব রানন্দম্

মর্ময়ামি কথং বীর জানন্ বিক্রমমাক্ষরঃ॥ ৯  
রামচন্দ্র এইরূপ কথা বললে প্রত্যাহবতঃ সুগ্ৰীব তাঁকে

বললেন—‘হে রঘুকুলপতি বীর ! আপন পরাক্রম সম্পর্কে অবগত হয়ে আপনার ভার্য়্য অপহরণকারী রাবণকে সামনে পেয়ে আমি তাঁকে কিভাবে কমা করব ?’

ইতোবং বাদিনং বীরমভিনন্দ্য চ রাঘবঃ।  
লক্ষণং লক্ষ্মিসম্পদামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১০

এইরূপ ভাষণকারী বীর সুগ্ৰীবকে অভিনন্দন জ্ঞাপিত্য শ্রীরামচন্দ্র শোভাসম্পন্ন লক্ষণকে বললেন—

পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ  
বলৌঘং সংবিভজ্যেদং ব্যুহ তিষ্ঠাম লক্ষণঃ॥ ১১

‘লক্ষণ ! শীতল জলে পরিপূর্ণ জলাশয় এবং ফল ভরা বনে অবস্থিত হয়ে আমরা সুবিশাল বানরসৈন্যকে বিভক্ত করে ব্যুহ রচনা করব।

লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যামুপস্থিতম্।  
নিবর্হণং প্রবীরাণামুদ্বানররক্ষসাম্॥ ১২

‘অধুনা লোকক্ষয়কারী ভয়ংকর কুলক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি। মুখ্য বীর ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসের মরণ আসন্ন মনে হচ্ছে।’

বাতা হি পরুষঃ বাস্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা  
পর্বতপ্রাণি বেগন্তে নদন্তি ধরতীধরাঃ॥ ১৩

‘প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, পৃথিবী কম্পমান হয়েছে, পর্বতশিখর সমূহ কম্পিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর রক্ষাকারী দিগ্গজেরা চিৎকার করছে।

মেঘাঃ ক্রব্যাদসংকাশাঃ পরুষাঃ পরুষধরাঃ।  
ক্রুরাঃ ক্রুরং প্রবর্ষন্তে মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ॥ ১৪

‘মেঘেরা হিংস্র পশুর ন্যায় নিষ্ঠুর হয়ে বিকট স্বরে গর্জন করছে তথা নির্দয়ভাবে রক্তবিন্দুমিশ্রিত বরিষা বর্ষণ করছে।



রক্তচন্দনসংকাশ্য সন্ধ্যা পরমদারুণা।

নিপততোভদ্রাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্ ॥ ১৫

‘সন্ধ্যাকে দেখাচ্ছে অতি ভয়ানক রক্ত চন্দনের ন্যায়  
মণ্ডল। আদিত্যমণ্ডল থেকে যেন জলন্ত অগ্নিপিশু নিপাতিত

হচ্ছে  
অসিভাষাশক্তি জনয়ন্তো মহন্তরাম্।

দীনবরা ঘোরা অপ্রশস্তা মৃগদ্বিজাঃ ॥ ১৬

‘নিবিজ্ঞ পশু এবং পক্ষীর দল দীনভাবে সূর্যের দিকে  
জাকিয়ে করুণস্বরে ভয়ানক চিৎকার করছে, যা দেখে  
ক্রিতির সঞ্চার হয়।

গুণ্যামপ্রকাশক সঙ্ঘাশয়তি চন্দ্রমাঃ।

কৃষ্ণরক্তাংস্তপ্যন্তো যথা লোকস্য সংস্করে ॥ ১৭

‘রাত্রি চন্দ্র অপ্রকাশিত হয়ে পৃথিবীকে সন্তপ্ত  
করছে। তার প্রান্তভাগের কৃষ্ণবর্ণ এবং রক্তবর্ণের কিরণ  
যেন পৃথিবীর ধ্বংসকেই সূচিত করছে।

হুয়ো রুকোহপ্রশস্তা পরিবেষঃ সুলোহিতঃ।

অদিত্যমণ্ডলে নীলং লক্ষ্য লক্ষ্যণ দৃশ্যতে ॥ ১৮

‘লক্ষণ! দেখো, সূর্যমণ্ডলে হ্রস্ব, রুক্ষ, অপ্রশস্ত  
অমঙ্গলকাবী অত্যন্ত লাল পরিবেষ্টন তথা নীল বর্ণের চিহ্ন  
দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

দৃশ্যন্তে ন যথাবচ্চ নক্ষত্রাণ্যভিবর্ততে।

যুগ্মমিব লোকস্য পশ্যা লক্ষ্যণ শংসতি ॥ ১৯

‘হে লক্ষণ! নক্ষত্রগুলি যথাযথভাবে প্রকাশিত হচ্ছে  
না। দেখো! এগুলি যেন মলিন হয়ে গেছে। পৃথিবীর  
প্রলয়কাল আগমনের এইটিই হল সূচনা।

কাকাঃ শ্যোনাত্থা গুহ্মা নীচৈঃ পরিপতন্তি চ।

শিবচাপাশুভা বাচঃ প্রবদন্তি মহাস্বনাঃ ॥ ২০

‘কাক, বাজ, শকুন—এই সমস্ত পাখিরা নীচে পতিত  
হচ্ছে শূণ্যের দল উড়েঃস্বরে অমঙ্গলসূচক চিৎকার  
করছে।

শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপিরাক্ষসৈঃ।

জবিষ্যতাবৃত্তা ভূমির্মাংসশোণিকর্দমা ॥ ২১

‘মনে হচ্ছে যে, বানর এবং রাক্ষসদের দ্বারা  
শক্তিশালী প্রস্তর খণ্ড এবং শূলাদি অস্ত্রসমূহ দ্বারা ভূতলে  
রক্তমাংসের পিণ্ড সৃষ্টি করবে।

অগ্নিমদা দুরাধ্বাং পুরীং রাবণপালিতাম্।

অভিমান জবৈনৈব সর্বতো হরিভির্ভূতাঃ ॥ ২২

‘রাবণপালিত সেই লঙ্কাপুরী যা শত্রুদের পক্ষে

দুর্জয়, বানরদের দ্বারা সর্বভোজ্যে পরিবৃত্ত হয়ে আমরা  
সবেগে আক্রমণ করব।’

ইত্যেবং তু বদন্ দীরো লক্ষণঃ লক্ষ্মণপ্রজঃ।

তন্মাদবাতরচ্ছীয়াং পর্বতগ্রান্থদ্বন্দ্বলঃ ॥ ২৩

লক্ষণকে এইরূপ বলে তাঁর অগ্রজ মহাবলশালী  
শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই পর্বতশিখর থেকে নীচে অবতরণ  
করলেন।

অনতীর্ণ ছু ধর্মাত্মা তন্মাত্ছেলাং স রাঘবঃ।

পটৈঃ পরমদুর্গমং দদর্শ বলমান্বনঃ ॥ ২৪

সেই পর্বত থেকে অবতীর্ণ হয়ে ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র  
আগুন সেনাদের নিরীক্ষণ করলেন, যা শত্রুদের পক্ষে  
অত্যন্ত দুর্জয়।

সমহা তু সসুগ্রীবঃ কপিরাক্ষবলং মহৎ।

কালজ্ঞো রাঘবঃ কালে সংযুগ্মাত্যচোদয়ৎ ॥ ২৫

বানররাজ সুগ্রীবের সুবিশাল বাহিনীকে সুসজ্জিত  
করে সময়স্বত্ব শ্রীরামচন্দ্র শুভ সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয়  
নির্দেশ দিলেন।

ততঃ কালে মহাবাহুবলেন মহতা বৃতঃ।

প্রস্থিতঃ পুরতো ধর্মী লক্ষ্মণমভিমুখঃ পুরীম্ ॥ ২৬

তদনন্তর মহাবাহু ধনুর্ধর শ্রীরামচন্দ্র সুবিশাল বাহিনীর  
অগ্রভাগে অবস্থিত হয়ে শুভলগ্নে লঙ্কাপুরী অভিমুখে রওনা  
হলেন।

তং বিভীষণসুগ্রীবৌ হনুমান্জাম্ববান্ নলঃ।

ঋক্ষরাজস্তথা নীলো লক্ষ্মণচাঞ্চয়ুস্তদা ॥ ২৭

সেই সময় বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, ঋক্ষরাজ  
জাম্ববান, নল, নীল তথা লক্ষ্মণ তাঁকে অনুসরণ  
করছিলেন।

ততঃ পশ্চাৎ সুমহতী পূতনর্ধবনৌকসাম্।

প্রচ্ছাদা মহতীং ভূমিমনুয়ানি স্ম রাঘবম্ ॥ ২৮

তৎপশ্চাৎ ভল্লুক এবং বানরদের সুবিশাল বাহিনী  
বিস্তীর্ণ ভূমিকে আচ্ছাদিত করে রঘুনাথকে অনুসরণ  
করছিলেন।

শৈলশৃঙ্গাণি শতশঃ প্রবৃদ্ধাশ্চ মহীকুহান্।

জগৃহঃ কুঞ্জরপ্রথ্যা বানরাঃ পরবারাণাঃ ॥ ২৯

প্রতিপক্ষের অগ্রগমনকে রোধ করার জন্য হাতির  
মতো বিশাল বানরেরা শত শত শৈলশিখর এবং বড় বড়  
বৃক্ষ হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

তৌ তুদীর্ঘেণ কালেন ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

রাবণস্য পুরীঃ লঙ্কামাসেনকুররিংদমৌ ॥ ৩০

শত্রুদমনকারী সেই দুই ভাই শ্রীরাম এবং লক্ষণ অল্প সময়ের মধ্যেই লঙ্কাপুরীতে এসে উপস্থিত হলেন।

পতাকাযাজিনীঃ সম্যাসুদানবনশোভিতাম্।

চিত্রব্রহ্মাঃ সুদুস্ত্রাশামুচৈঃ প্রাকারভোরণাম্ ॥ ৩১

এই লঙ্কা ছিল পতাকাশোভিত, মনোরম উদ্যান এবং বনভূমি দ্বারা সুসজ্জিত, সুউচ্চ, দুর্লভ্য এবং সুচারু রূপে চিত্রিত প্রাকার এবং ভোরণ দ্বারা বেষ্টিত।

ভাঃ সুরৈরশি দুর্ব্বাঃ রামবাক্যপ্রচোদিতাঃ।

যথানিদেশং সম্পীড্য মাণিপল্লব বনৌকসঃ ॥ ৩২

এই লঙ্কা দেবতাদেরও সহজলভ্য নয়। রামচন্দ্রের আজ্ঞায় প্রেরিত বনবাসী বানরেরা যথাস্থানে থেকে সেই পুরীকে পীড়ন করে প্রবেশ করল।

লঙ্কায়াকুন্তরদ্বারং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্

রামঃ সহানুজ্ঞো যদী জুগোপ চ রুরোধ চ ॥ ৩৩

লঙ্কার উত্তর দ্বার ছিল পর্বতশৃঙ্গের মতো উন্নত।

লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাম ধনুক হাতে সেই পথ রোধ করলেন এবং বানরসৈন্যদের রক্ষা করতে লাগলেন।

লঙ্কামুপনিবিষ্টস্ত রামো দশরথাস্বজঃ।

লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ পুরীং রাবণপালিতাম্ ॥ ৩৪

উত্তরদ্বারমাসাদ্য যত্র তিষ্ঠতি রাবণঃ।

নান্যো রামাদি তদ্ দ্বারং সমর্থঃ পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩৫

দশরথনন্দন শ্রীরাম বীর অনুচর লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে রাবণপালিত লঙ্কাপুরীর নিকটে পৌঁছলেন, যেখানে (উত্তর দ্বারে) রাবণ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো বীর সেই দ্বার রক্ষা করতে সক্ষম নন।

রাবণাধিষ্ঠিতং ভীমং বরুণেনেব সাগরম্

সামুদ্রৈ রাক্ষসৈর্ভীমৈরভিগুপ্তং সমন্ততঃ ॥ ৩৬

বরুণদেব যেমন সমুদ্রে অধিষ্ঠান করেন, তেমনি অশ্রুশব্দে সুসজ্জিত ভয়ানক রাক্ষসদের নিয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় ভয়ানকভাবে সেই দ্বারে রাবণ অবস্থান করছিলেন।

লঘুনাং ত্রাসজননং পাতালমিব দানবৈঃ।

বিন্যস্তানি চ যোধানাং বহুনি বিবিধানি চ ॥ ৩৭

দর্শন্যযুধজালানি তথৈব কবচানি চ।

দানবদের দ্বারা সুরক্ষিত পাতালদেশ যেমন লঘুবলশালীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে, লঙ্কার উত্তরদ্বারও

তদনুরূপ ভয় উৎপাদক। বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে এখানে বিবিধ প্রকারে সুসজ্জিত করা হয়েছে। রামচন্দ্র সেই যোদ্ধাদের অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি অবলোকন করলেন।

পূর্বং তু দ্বারমাসাদ্য নীলো হরিচম্পতিঃ ॥ ৩৮

অতিষ্ঠং সহ মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ দীর্ঘকান্।

মহাপরাক্রমী বানরসেনাপতি নীল, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে সঙ্গে নিয়ে লঙ্কার পূর্বদ্বারে অবস্থান করছিলেন।

অলদো দক্ষিণদ্বারং জগ্ৰাহ সুমহাবলঃ ॥ ৩৯

ঋষভেণ গবাক্ষেণ গজেন গবয়েন চ।

ঋষভ, গবাক্ষ, গজ, গবয়দের সঙ্গে মহাবলশালী অঙ্গদ নগরীর দক্ষিণদ্বার অবরুদ্ধ করেছিলেন।

হনুমান্ পশ্চিমদ্বারং ররক্ষ বলবান্ কপিঃ ॥ ৪০

প্রমাথিপ্রঘসাত্যাং চ বীরৈরনৈশ্চ সঙ্গতঃ।

প্রমাথি, প্রঘস সহ অন্যান্য বীর বানরদের সঙ্গে বানবশ্রেষ্ঠ বলবান হনুমান পশ্চিমদ্বার অবরুদ্ধ করেছিলেন।

মধ্যমে চ স্বয়ং গুল্মে সুগ্রীবঃ সমতিষ্ঠত ॥ ৪১

সহ সর্বৈর্হরিশ্রেষ্ঠৈঃ সুপর্ণপবনোপমৈঃ।

মধ্যভাগে (উত্তর এবং পশ্চিমদ্বারের মধ্যভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণে) গরুড় এবং পবনতুল্য কোশলী সক্ষম বানরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং সুগ্রীব অবস্থানরত ছিলেন।

বানরাণাং তু ষট্‌ত্রিংশৎকোটাঃ প্রখ্যাতযুধপাঃ ॥ ৪২

নিপীড়োপনিবিষ্টাশ্চ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।

ছত্রিশকোটি সংখ্যক বিখ্যাত বানরদলপতিদের সঙ্গে নিয়ে সুগ্রীব যেখানে অবস্থিত ছিলেন, সেখানে রাক্ষসেরা বানরদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছিল।

শাসনেন তু রামস্য লক্ষ্মণঃ সবীভীষণঃ ॥ ৪৩

দ্বারে দ্বারে হরীণাং তু কোটিং কোটীর্ন্যবেশয়ৎ।

শ্রীরামের আদেশে বিভীষণ সহ লক্ষ্মণ লঙ্কার দ্বার দ্বারে এক কোটি সংখ্যক বানর নিযুক্ত করলেন।

পশ্চিমে তু রামস্য সুশেণঃ সহজাম্ববান্ ॥ ৪৪

অদূরান্থ্যমে গুল্মে তলৌ বহুবলানুগঃ।

সুশেণ এবং জাম্ববান বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে রামচন্দ্রের থেকে কিছুটা পশ্চাতে অবস্থান করছিলেন।

অঙ্গদূরে থেকে তাঁরা মধ্যম ভাগকে রক্ষা করছিলেন।

তে তু বানরশার্দূলাঃ শার্দূলা ইব দংষ্ট্রিণঃ।

গৃহীত্বা ক্রমশঃলাগ্ৰান্ হস্তা যুদ্ধায় তদ্বিরে ॥ ৪৫



বানরের ন্যায় বড় বড় দন্তবিশিষ্ট বানর শাবুলেরা  
জন্মের জন্য আমলিত এবং উৎসাহিত হয়ে বড় বড় বৃক্ষ  
এবং শৈলাশ্রয়-সমূহ হাতে নিয়ে অগ্রসর হল।

বিকৃতলাঙ্গাঃ সর্বে দংষ্ট্রানখায়ুযাঃ।  
সর্বে বিকৃতচিরাঙ্গাঃ সর্বে চ বিকৃতাননাঃ। ৪৬

সকল বানরের সম্মিলিত ক্রোধে তাদের পাছ বিকৃত  
হয়ে গিয়েছিল। তাদের হাতিয়ার ছিল তাদের দাঁত এবং নখ।

তাদের সর্বক্ষেত্রে ফেনের বিকৃত লক্ষণ প্রকাশিত হল,  
দুখতুল বিকৃত এবং ভয়ানক হয়ে উঠল।

কখনো কখনোঃ কেচিৎ কেচিৎ দশগুণোত্তরাঃ।  
কোয়ালসহস্রাঃ বড়বৃক্ষলাবিক্রমাঃ। ৪৭

এই বানরদের মধ্যে কারও শক্তি ছিল দশটি হাতির  
জায়গা বা শক্তি ছিল ততোধিক, আবার কেউ হাজার

হাতির বিক্রম ধারণ করেছিল।  
সহি চৌবলাঃ কেচিৎ কেচিৎ তত্তগুণোত্তরাঃ।

অসংখ্য বলাঙ্গানো তত্রাসন্ হরিযুথপাঃ। ৪৮

লক্ষসংখ্য হস্তীর বলতুল্যও যেমন কোনো কোনো  
বানর এই বাহিনীতে ছিল; তেমনি ছিল শতগুণ বলশালী

বানরও। বানর দলপতিদের শক্তি ছিল অপরিমিত এবং  
অপরিমেয়।

অসংখ্য বিচিহ্ন তেষামাসীৎ সমাগমঃ।  
তত্র বানরসৈন্যানাং শলভানামিবোদগমঃ। ৪৯

পতঙ্গদলের উদ্‌গমনের ন্যায়, সেই স্থানে দলে দলে  
উপস্থিত বানরদের অসংখ্য এবং বিচিহ্ন সমাবেশ ঘটেছিল।

পরিপূর্ণমিবাকাশঃ সম্পূর্ণে চ মেদিনী  
লঙ্কাপুণিবিষ্টে চ সম্পতস্তি চ বানরৈঃ। ৫০

লঙ্কা সমাগত বানরদের দ্বারা আকাশ হয়েছিল  
পরিপূর্ণ এবং ভূমি হয়েছিল সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত।

শতঃ শতসহস্রাণাং পূতনক্ষুবনৌকসাম্।  
লঙ্কাখাগুপাজগুরনো যোদ্ধুঃ সমন্ততঃ। ৫১

শত এবং বানরদের এককোটি সংখ্যক সৈন্য লঙ্কার  
চরটি দ্বারে এসে উপস্থিত হল, অন্য সৈন্যরা সর্বত্র যুদ্ধের

জায়গা হল।  
অন্যঃ স গিরিঃ সর্বৈঃ সমস্তাঃ প্রবঙ্গমৈঃ।

অন্যদের স গিরিঃ সর্বৈঃ সমস্তাঃ প্রবঙ্গমৈঃ।  
সমস্ত বানরেরা সেই ত্রিকূট পর্বতকে (লঙ্কা যার

উপরে অবস্থিত) আবৃত করেছিল। অযুত সহস্র সংখ্যক

(এক কোটি) বানর সেই পুরীতে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের  
জন্য ভ্রমণ করছিল।

বানরৈর্বলবস্তিচ বক্রব ক্রমপাণিভিঃ।  
সর্বতঃ সংজ্ঞা লঙ্কা দুষ্প্রবেশ্যপি শাঘুনাঃ। ৫৩

হস্তে বৃক্ষগারী বলশালী বানরদের দ্বারা লঙ্কা  
সর্বতোভাবে এমন পরিলেপিত হয়েছিল যে, বায়ুর পক্ষেও

সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়েছিল।  
রাক্ষসা নিশ্যাং জঘুঃ সহস্রাভিনিগীড়িতাঃ।

বানরৈর্মেষসংকটৈঃ শত্রুতুলাপরাক্রমৈঃ। ৫৪

মেঘ তুলা ভয়ংকর এবং কালো তথা ইন্দ্র তুলা  
পরাক্রমী বানরদের সহস্রা আক্রমণে রাক্ষসেরা অত্যন্ত

বিষ্মিত হয়েছিল।  
মহাধ্বংসোহভবৎ তত্র বলৌঘস্যাভিনিবর্ততঃ।

সাগরস্যেব ভিন্নসা যথা স্যাৎ সলিলধনঃ। ৫৫

সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে যেমন  
ভয়ানক শব্দ সৃষ্টি হয়, তেমনি আক্রমণকারী বিশাল

বলশালী বানরদের আক্রমণে ভয়ংকর শব্দ সৃষ্টি হল।  
তেন শব্দেন মহতা সপ্রাকারা সতোরণা।

লঙ্কা প্রচলিতা সর্বা সশৈলবনকাননাঃ। ৫৬

সেই ভয়ানক কোলাহলে প্রাচীর, তোরণ, পর্বত,  
বন, উপবন সহ সমগ্র লঙ্কাপুরী প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবো চ বাহিনী।  
বক্রব দুর্ধর্ষতরা সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ। ৫৭

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের দ্বারা সুরক্ষিত সেই  
বাহিনী সমস্ত দেবতা ও অসুরদের পক্ষেও হয়েছিল

দুর্জয়।  
রাঘবঃ সন্নিবেশ্যেবং স্বসৈন্যঃ রক্ষসাং বধে।

সম্মদ্য মন্ত্রিভিঃ সার্থং নিশ্চিত্য চ পুনঃ পুনঃ। ৫৮

আনন্দ্বর্মমভিপ্রেতু ক্রমযোগার্থতত্ত্ববিৎ।  
বিভীষণস্যানুমতে রাজধর্মমনুষ্মরনঃ। ৫৯

অঙ্গদং বালিতনয়ং সমাহুয়েদমব্রবীৎ।

রাক্ষস বধের জন্য এইভাবে সৈন্যদের সম্মিষ্ট  
করে বার বার মন্ত্রীদের সঙ্গে (সুগ্রীব, বিভীষণ প্রমুখ)

পরামর্শ করে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই চার নীতি  
ক্রমানুসারে প্রয়োগে অভিজ্ঞ তথা অর্থতত্ত্ববিৎ শ্রীরামচন্দ্র

বিভীষণের অনুমতি নিয়ে রাজধর্ম অনুসরণ করে বালিপুত্র  
অঙ্গদকে আহ্বান করে বললেন—



গন্ধা সৌম্য দশদীপঃ ক্রহি মঘচনাং কপে ॥ ৬০  
লক্ষ্মিহা পুরীঃ লক্ষ্যঃ জগৎ তাক্ষ্য গভব্যঃ।  
জাইটীকঃ গঠৈশ্বর্যঃ মুমূর্ষানটচৈতনম্ ॥ ৬১

‘সৌম্য ! কপি প্রবব ! লক্ষ্মীপ্রট, গঠৈশ্বর্য, দশানন  
রাবণ মঘচকামী, তাই তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়েছে। তুমি জগৎ  
ভাগ্যপূর্বক প্রাকার লক্ষ্যন করে বাথানবিত হয়ে লক্ষ্য নিয়ে  
আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বলো—

ঋষীশাং দেবতানাং চ লক্ষ্যবালরসাং তথা।  
নাগানামথ যক্ষাণাং রাজ্যাং চ রজনীচরা ॥ ৬২  
যত শাপঃ কৃতঃ মোহাবলিপ্তেণ রাক্ষস।  
নুনং তে বিগতো মণঃ যমঃ কুবরদানজঃ।  
তস্য শাপস্য সন্ত্রাস্তা ষাষ্টিরদ্য দুরাসদা ॥ ৬৩

‘হে নিশাচর ! রাক্ষসরাজ ! আপনি মোহবশতঃ  
অহংকারপূর্বক যে পাপ কাজ করেছেন, তার ফলে ঋষি,  
দেবতা, গন্ধর্ব, অক্ষরা, নাগ, যক্ষ এবং রাজাদের নিকট  
আপনি অপরাধী। ব্রহ্মার ক্রম লাভ করে আপনি যেরূপ  
দণ্ডিত হয়েছেন, তাতে অচিরেই আপনি বিনষ্ট হবেন।  
আপনার সেই পাপের দুঃসহ ফল এখন উপস্থিত হয়েছে।  
যস্য দণ্ডধরস্তেহং দারাহরণকর্ষিতঃ।  
দণ্ডঃ ধারয়ামস্ত লক্ষ্যাবারে বাবহিতঃ ॥ ৬৪

‘আমি দণ্ডধারী শাসক। আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে  
আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। এই কারণে আপনাকে দণ্ড  
দেবার জন্য আমি লক্ষ্য দ্বারে উপস্থিত হয়েছি।’

পদবীঃ দেবতানাং চ মহর্ষীণাং চ রাক্ষস।  
রাজর্ষীণাং চ সর্বেষাং গমিষাসি যুধি স্থিরঃ ॥ ৬৫

‘রাক্ষস ! যদি তুমি যুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান কর,  
তাহলে সকল দেবতা, মহর্ষি, রাজর্ষিদের পদবী তুমি লাভ  
করবে। (অর্থাৎ পরলোকবাসী হবে)

বলেন যেন বৈ সীতাঃ মায়য়া রাক্ষসাধম।  
মামতিক্রময়িত্বা হুং হতবাংস্তমিদর্শম ॥ ৬৬

‘রাক্ষসাধম ! আমাকে অতিক্রম করে যে মায়া শক্তির  
দ্বারা তুমি সীতাকে হরণ করেছ, আজ তুমি তা দেখাও  
অরাক্ষসমিঃ লোকঃ কর্তাস্মি নিশিভৈঃ শরৈঃ  
ন চোচ্ছরণমভোষি তামাদায় তু মৈথিলীম্ ॥ ৬৭

‘যদি তুমি মৈথিলাকুমারী সীতাকে সঙ্গে নিয়ে আমার

শরণাগত না হও, তাহলে আমার তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে  
পৃথিবী আমি রাক্ষস শূন্য করব।

ধর্মাক্ষা রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সন্ত্রাস্তোহয়ঃ বিভীষণঃ।  
জাইটীশমিঃ শ্রীমান্ ক্রবং প্রাপ্তোভাক্ষসম্ ॥ ৬৮

‘রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, ধর্মাক্ষা শ্রীমান বিভীষণ  
আমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন, নিশ্চিতভাবেই  
নিষ্ফলক লক্ষ্যাবাধা লাভ করবেন।

নহি রাজামধর্মেশ ভোক্তুং কশমপি ইমা  
শকাঃ মূর্গসহায়েন পাপেনানিহিত্যনা ॥ ৬৯  
‘অধর্মের দ্বারা মূর্খদের সাহায্যে তুমি কখনোই  
রাজ্য ভোগ করতে পারবে না। তুমি পাপী, তাই  
আত্মজ্ঞানহীন হয়েছ।

যুধস্য মা ধৃতিঃ কৃদ্রা শৌর্যমালঙ্ঘ্য রাক্ষস  
মছেইরৈবং রণে শান্ত্ততঃ পূতো ভবিস্যসি ॥ ৭০

‘ওহে রাক্ষস ! শৌর্য অবলম্বন করে আমার সঙ্গে  
যুদ্ধ করো। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার তীরের আঘাতে  
(প্রাণশূন্য) হয়ে তুমি পূত (নিষ্পাপ) হবে।

যদ্যাবিশসি লোকাংস্ত্রীন্ পক্ষীভূতো নিশাচর  
মম চক্ষুঃপথং প্রাপ্য ন জীবন্ প্রতিগ্যাসি ॥ ৭১

‘নিশাচর ! যদি তুমি পাখি হয়ে তিন লোকে উড়তে  
থাকো, তাহলেও আমার দৃষ্টিপথের মধ্যে এলে তুমি  
জীবিত ফিরে যাবে না।

ব্রবীমি ত্বাং হিতং বাক্যং ক্রিয়তামৌর্ধ্বদেহিকম্।  
সুদৃষ্টা ক্রিয়তাং লক্ষ্য জীবিতং তে ময়ি স্থিতম্ ॥ ৭২

‘আমি তোমাকে হিতকর বাক্য বলছি। তুমি তেজস  
পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, লঙ্কানগরীকে ভাল করে  
দেখে নাও কারণ তোমার জীবন এখন আমার অধীন’

ইতুজ্জঃ স তু তারেয়ো রামেণাক্রিষ্টকর্মণ  
জগামাকাশমাবিশ্য মূর্তিমানিব হব্যবাট ॥ ৭৩

অন্যাসে কর্মসাধনকারী শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বললে  
তারাপুত্র অঙ্গদ মূর্তিমান অগ্নির ন্যায় আকাশে উঠে  
গেলেন

সোহতিপত্য মুহূর্তেন শ্রীমান্ রাবণমন্দিরম্  
দদর্শসীনমবগ্ৰঃ রাবণঃ সচিবৈঃ সহ ॥ ৭৪

শ্রীমান অঙ্গদ এক মুহূর্তেই রাবণের ভবনে এসে

উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি শাস্ত্রভাবে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

ভক্তসাবিদুরেণ নিপত্য হরিপুঙ্গবঃ  
নিগৃহীতদশদুঃখাবল্লভঃ কনকজদঃ ॥ ৭৫

বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ সোনার বাজুবন্ধা পরিহিত হয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় রাবণের নিকট উপস্থিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন।

তন্ রামবচনং সর্বমন্যুনাথিকমুত্তমম্  
সাম্রাজ্য শ্রাবয়ামাস নিবেদ্যাত্মানমাখ্যানা ॥ ৭৬

তিনি আত্মপরিচয় নিবেদন করে শ্রীরামের বক্তব্য অত্যন্ত সহ রাবণ সমীপে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করলেন। তিনি একটি বর্ণও বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলেননি।

দুতঃ কৌসলেন্দ্রস্য রামসাক্ষিষ্টকর্মণঃ  
বানিপুত্রোহঙ্গদো নাম যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥ ৭৭

তিনি বললেন—‘অক্লিষ্টকর্মা (যিনি একটুও ক্লান্ত না হয়ে অনেক কঠিন কাজ করতে সক্ষম) কৌশল্যধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আমি দূত। আমি বালির পুত্র অঙ্গদ। আমার পরিচয় হয়তো কখনো আপনার কর্ণগোচর হয়েছে।

আহ হ্যঃ রাঘবো রামঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।

নিপত্য প্রতিষুস্থ্য নৃশংস পুরুষো ভব ॥ ৭৮

‘মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে সন্দেশ দিয়েছেন—‘নৃশংস রাবণ! দর থেকে বেরিয়ে আমার সম্মুখে এসে যুদ্ধ করো, যথার্থ পুরুষ দেখাও।

হস্তাঙ্গি হ্যঃ সহামাত্যঃ সপুত্রজ্ঞাতিবান্ধবম্।

নিরুবিগ্নাত্রয়ো লোক ভবিষ্যন্তি হতে জয়ি ॥ ৭৯

‘মন্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু সহ আমি তোমাকে হত্যা করব কাবণ, তোমার মৃত্যু হলেই ত্রিলোকে সকল প্রাণী নিরুদ্ভিগ্ন হবে

দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।

শক্রমদ্যোদরিষ্যামি হ্যামৃদীণাং চ কণ্টকম্ ॥ ৮০

‘অধিকার পক্ষে কণ্টকস্বরূপ আমি দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস সকলেরই শত্রু। আজই আমি তোমায় ধ্বংস করব।

বিভীষণস্য চৈশ্বর্যং ভবিষ্যতি হতে জয়ি।

ন চেৎ সৎকৃত্য বৈদেহীং প্রণিগজা প্রদান্যসি ॥ ৮১

‘আমার চরণবন্দনা করে সপ্রজ্ঞ চিত্তে যদি তুমি বৈদেহী সীতাকে আমার হাতে প্রত্যাৰ্পণ না কর, তাহলে আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে এবং বিভীষণ লঙ্কার সকল ঐশ্বর্য লাভ করবে।’

ইতোবং পরাধঃ বাক্যং ক্রবাণে হরিপুঙ্গবে।

অমর্ষবশমাপমো নিশাচরণেশ্বরঃ ॥ ৮২

বানরপুঙ্গব অঙ্গদ এইরূপ কঠোর বাক্য বললে রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

ততঃ স রোষমাপন্নঃ শশাস সচিবাংস্তদা।

গৃহ্যতামিতি দুর্মেধা বধ্যতামিতি চাসকৃৎ ॥ ৮৩

তখন তিনি ক্রোধপূর্ণভাবে মন্ত্রীদের বারংবার নির্দেশ দিলেন—‘এই দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন বানরকে ধরো, একে এখনই হত্যা করো।’

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীপ্তাগ্নিমিব তেজসা।

জগৎস্তং ততো যোরাশ্চক্ষারো রজনীচরাঃ ॥ ৮৪

রাবণের নির্দেশ শুনে চারজন ভয়ংকর নিশাচর প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী অঙ্গদকে ধরে ফেলল।

গ্রাহয়ামাস তারেয়ঃ স্বয়মাত্মানমাখ্যানান্।

বলং দর্শয়িতুং বীরো যাতুধানগণে তদা ॥ ৮৫

আত্মবলে বলীমান তারানন্দন অঙ্গদ রাক্ষসদের নিকট আপনি বলপ্রদর্শনের নিমিত্ত স্বয়ং ধরা দিলেন।

স তান্ বাহুঘ্রাসস্তনাদায় পতগানিব।

প্রাসাদং শৈলসংকাশমুৎপপাতাঙ্গদস্তদা ॥ ৮৬

অনন্তর তিনি তাঁর বাহুধারী রাক্ষসদের সঙ্গে নিয়ে পর্বতশিখরতুল্য সুউচ্চ প্রাসাদের শীর্ষদেশে লাফিয়ে উঠলেন।

তস্যোৎকপতনবেগেন নিষৃতান্তত্র রাক্ষসাঃ।

ভূমৌ নিপতিতাঃ সর্বে রাক্ষসেন্দ্রস্য পশাতঃ ॥ ৮৭

তাঁর উল্লম্বনের বেগে সেই নিশাচরেরা প্রকম্পিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের দৃষ্টির সম্মুখেই ভূপতিত হল।

ততঃ প্রাসাদশিখরং শৈলশৃঙ্গমিবোরতম্।

চক্রাণ্য রাক্ষসেন্দ্রস্য বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৮৮

তদনন্তর প্রতাপবান বালিপুত্র অঙ্গদ রাক্ষসরাজের

পর্বতশিখরতুল্য সুউচ্চ সেই প্রাসাদের দীর্ঘদেশ পদদলিত  
করে বেড়াতে লাগলেন।

পক্ষাল চ তদাক্রান্তঃ দশগীবস্যা পশ্যতঃ।

পুরা হিমবতঃ শৃঙ্গঃ বজ্রেনৈব বিদারিতম্ ॥ ৮৯

পুরাকালে বজ্রাঘাতে যেমন হিমালয়পর্বতের শৃঙ্গ  
বিদীর্ণ হয়েছিল, তেমনি দশানন রাবণের চোখের সম্মুখে  
তাঁর প্রাসাদও বিদারিত হল।

ভঙ্করা প্রাসাদশিখরঃ নাম বিশ্রাব্য চাক্ষনঃ

বিনদ্য সুমনাছাদমুৎপাত বিহায়সা। ৯০

এইভাবে প্রাসাদশিখর ভগ্ন করে নিজের নাম শুনিযে  
ভয়ানক শব্দ করে অঙ্গদ আকাশপথে উড়ডীয়মান হলেন  
ব্যথয়ন্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ংচাপি বানরান্।

স বানরাণাং মথো তু রামপার্শ্বমুপাগতঃ ॥ ৯১

সকল রাক্ষসকে ব্যথিত করে এবং সব  
বানরদেরকে আনন্দিত করে, তিনি বানরদের মধ্যে  
শ্রীরামের পাশে এসে উপস্থিত হলেন।

রাবণস্ত পরং চক্রে ক্রোধঃ প্রাসাদধ্বংসাৎ।

বিনাশঃ চাক্ষনঃ পশান্ নিঃশ্বাসপরমোহভবৎ ॥ ৯২

রাবণ তাঁর প্রাসাদের ভগ্নদশা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ  
হলেন এবং আপন-বিনাশ আসন্ন বুঝে দীর্ঘশ্বাস মোচন  
করতে লাগলেন।

রামস্ত বহুভিহঁষ্টের্বিনদন্তিঃ প্রবজ্জমৈঃ।

বৃত্তো রিপুবধাকাক্ষী যুদ্ধায়ৈবাব্যবর্তত ॥ ৯৩

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে গর্জনরত বানরদের দ্বারা  
পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র শত্রুবধের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধের  
জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সুবেগস্ত মহাবীর্যো গিরিকূটোপমো হরিঃ।

বহুভিঃ সংবৃত্তস্ত বানরৈঃ কামরূপিভিঃ ॥ ৯৪

স তু দ্বারানি সংযম্য সুগ্রীববচনাৎ কপিঃ।

পর্বক্রামত দুর্ধর্যো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৯৫

পর্বতশীর্ষের ন্যায় বিশালাকৃতি সম্পন্ন মহাপরাক্রান্ত  
বানর সুবেগে ইচ্ছামতো রূপধারণকারী বানরদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে সুগ্রীবের আদেশমুতরাং  
লঙ্কার সকল দ্বার রুদ্ধ করলো। চন্দ্রদেব যেমন সকল  
নক্ষত্রের ওপরে গমন করেন, তেমনি বানরবাহিনী সকল  
দ্বারে বিচরণ করতে লাগলো।

তেষামকৌহিণিশতঃ সমবেক্ষ্য বনৌকসাম্।  
লঙ্কামুপনিবিষ্টানাং সাগরং চাভিবর্তমানম্ ॥ ৯৬

রাক্ষসা বিস্ময়ং জঘ্নুস্ত্রাসং জঘ্নুস্তথাপরে।

অপরে সমরে হর্ষাধ্বর্মমিবোপশেদিরে ॥ ৯৭

রাক্ষসেরা বিস্মিত হয়ে দেখল শত অকৌহিণী  
বানরসৈন্য লঙ্কানগরীকে পরিবেষ্টন করে সমুদ্র পর্যন্ত  
ভূমিকে আচ্ছাদিত করেছে। তদ্ব্যপ্যে কিছু রাক্ষস উড়ত  
হল আবার কিছু রাক্ষস যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার জন্য আনত  
এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

কুংসং হি কপিভির্বাণ্ডং প্রাকারগরিখাত্তরম্

দদৃশু রাক্ষসা দীনাঃ প্রাকারং বানরীকৃতম্

হাহাকারমকুর্বন্ত রাক্ষসা ভয়মাগতাঃ ॥ ৯৮

সেই সময় লঙ্কার প্রাকারগুলি এবং পরিখাসমূহ  
বানরদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলো। রাক্ষসেরা  
দীনভাবে দেখলো নগরীর প্রাকার বানরময় হয়ে গেছে  
তারা ভীত চিন্তে হাহাকার করে উঠল।

তস্মিন্ মহাভীষণকে প্রবৃন্তে

কোলাহলে রাক্ষসরাজয়োধ্যাঃ

প্রগৃহ্য রক্ষাংসি মহাযুধানি

যুগান্তবাতা ইব সংবিচক্রে ॥ ৯৯

তখন সেখানে ভয়ানক কোলাহল শুরু হল  
রাক্ষসরাজ রাবণের যোদ্ধারা বড়-বড় অস্ত্র হাতে নিয়ে  
প্রলয়কালীন ভয়ানক বাতাসের মতো দ্রুতগতিতে বিচরণ  
করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ড রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একচত্বারিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥



## দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪২)

লঙ্কার ওপর বানরদের আক্রমণ তথা রাক্ষসদের সঙ্গে তাদের ভয়ানক যুদ্ধ

উজ্জ্বল রাক্ষসাত্ত্ব গন্ধা রাবণমন্দিরম্।  
নাবদয়ন পুরীং কৃষ্ণাং রামেণ সহ বানরৈঃ ১

তখন রাক্ষসেরা রাবণের গৃহে গিয়ে নিবেদন  
করলো, ধামচন্দ্র বানরদের সঙ্গে নিয়ে লঙ্কাপুরী অবরুদ্ধ  
করেছেন

লঙ্কা তু নগরীং শ্রদ্ধা জাতকোথো নিশাচরঃ।  
কিনঃ দ্বিগুণং কৃষ্ণা প্রাসাদং চাপারোহত ২

লঙ্কাপুরী অবরুদ্ধ জেনে রাবণ ভয়ানক কুপিত হয়ে,  
কৃষ্ণা বনস্থা দ্বিগুণ করে প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করলেন।

স দমণ বৃত্তাং লঙ্কাং শৈলবনকাননাম্।  
জগৎখোযৈহরিগণৈঃ সর্বতো যুদ্ধকাক্ষিক্তিঃ ৩

সেখানে তিনি দেখলেন অসংখ্য যুদ্ধকামী  
হনুকাহিনী দ্বারা বন, পর্বত, উদ্যান সহ সমগ্র লঙ্কা নগরী  
সর্বদিক থেকে পবিবেষ্টিত।

স দৃষ্টা বানরৈঃ সর্বৈর্বসুধাং কপিলীকৃতাম্।  
কং ক্ষণমিতব্যঃ সুরিতি চিত্তাপরোহভবৎ ৪

সুধাকে এইভাবে সম্পূর্ণরূপে বানরদের দ্বারা  
অচ্ছাদিত হয়ে কপিল বর্ণ ধারণ করতে দেখে, কিভাবে  
তাদের বিনশ করবেন, সেই চিন্তায় রাবণ মগ্ন হলেন

চ চিত্রমিত্তা সুচিরং বৈর্যমালম্বা রাবণঃ।  
রাবণঃ হরিয়ুথঃ চ দদর্শায়তলোচনঃ ৫

দীর্ঘক্ষণ ধৈর্যধারণপূর্বক চিন্তা করে, আয়তলোচন  
রাবণ পুনরায় বামচন্দ্রকে ও তাঁর বানরবাহিনীকে  
অবসোক্ত করলেন।

রাবণঃ সহ সৈন্যেন মুদিতো নাম পুপ্তবে।  
লঙ্কাং দদর্শ গুপ্তাং বৈ সর্বতো রাক্ষসৈর্বৃতাম্ ৬

শ্রীরাম বানরসৈন্যদের সঙ্গে হস্তচিহ্নে অগ্রসর  
হলেন দেখলেন লঙ্কা সর্বদিক থেকে রাক্ষসদের দ্বারা  
আবৃত এবং সুরক্ষিত।

দৃষ্টা দাশরথিলঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্।  
সহস্রা সীতাং দূরমানেন চেতসা ৭

দৃষ্টা দাশরথীলঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্।  
সহস্রা সীতাং দূরমানেন চেতসা ৭

বিত্রিধ্বজা এবং পতাকায় সুসজ্জিত লঙ্কাকে দেখে  
দাশরথীদেব শ্রীরাম বিষমচিন্তে মনে মনে সীতাকে স্মরণ  
করলেন।

অত্র সা যুগ্মশাল্যাকী মৎকৃতে জনন্যস্বজা।  
শীতোতে শোকসন্তপ্তা কৃষ্ণা হৃদিশশাগিনী ৮

‘হায়! সেই যুগ্মশাল্যাক্ষি জনকজনন্যা সীতা আমার  
জনাই শোকসন্তপ্ত অবস্থায় পীড়িত হয়ে কৃষ্ণ দেহে ভূমিতে  
শয়ন করছেন।’

নিপীড়মানাঃ ধর্মান্বাঃ বৈদেহীমনুচ্ছিন্নম্।  
ক্ষিপ্ৰমাজাপয়াদ্ রামো বানরান্ বিনতাং বধে ৯

এইভাবে নিপীড়িত বিদেহনন্দিনীর কথা বার বার  
চিন্তা করে ধর্মান্বা শ্রীরাম শীঘ্রই শত্রু রাক্ষসদের বধ করার  
জন্য বানরদের আদেশ দিলেন।

এবমুক্তো তু বচসি রামেণাক্ষিষ্টকর্মণা।  
সংঘর্ষমাণাঃ প্রবগাঃ সিংহনাদৈরনাদয়ন ১০

অক্লিষ্টকর্মা শ্রীরাম এইরূপ আদেশ দিলে বানরেরা  
সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে সর্বত্র গমনের নিমিত্ত  
যেন পরস্পর প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হল।

শিখরৈর্বিকিরামৈতাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা।  
ইতি স্ম দধিরে সর্বে মমাসি হরিয়ুথপাঃ ১১

বানরদলপতিরা সকলে মনে মনে সুনিশ্চিত হল যে,  
তারা পর্বতশৃঙ্গ বর্ষণের দ্বারা এবং মুষ্টিঘাতের দ্বারা  
লঙ্কাকে চূর্ণ করবেন।

উদ্যম্য গিরিশৃঙ্গানি মহাস্তি শিখরাণি চ।  
তরুংশ্চোপাট্য বিবিধাংস্তিষ্ঠন্তি হরিয়ুথপাঃ ১২

এইসব বানরসেনাপতিরা বড় বড় পর্বতশৃঙ্গ  
সুবিশাল বৃক্ষরাজিসমূহ উৎপাটন করে প্রস্তুত হল।  
প্রেক্ষতো রাক্ষসেভ্যস্যা তানানীকানি ভাগশঃ।  
রাঘবপ্রিয়কামার্থং লঙ্কামারুহন্তদা ১৩

রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখতে দেখতে সেই বানর  
সৈনিকেরা নানাভাগে বিভক্ত হয়ে শ্রীরামের বিজয় কামনায়  
লঙ্কার প্রাকারে আরোহণ করল।

তে তাশ্রবজ্জা হেমাভা রামার্থে তাজ্জীবিতাঃ।  
লঙ্কামেবাভাবর্তন্ত সালভূধরযোধিনঃ ১৪

সেইসব লালমুখ বিশিষ্ট, সুবর্ণকান্তি বানরেরা  
রামচন্দ্রের জন্য প্রাণ ত্যাগে প্রস্তুত ছিল। তারা শালবৃক্ষ  
এবং শৈলশিখর নিয়ে যুদ্ধোদ্যত হয়ে লঙ্কা আক্রমণ করল।

তে ক্রমৈঃ পর্বতশ্রেষ্ঠ মুষ্টিভিঃ প্রবলমাঃ।

প্রাকারপ্রাণসংখ্যানি মমহুজোরণানি চ। ১৫

সেই বানরেরা বৃক্ষ, পর্বতশিখর এবং মুষ্টিঘাতের  
দ্বারা অগণিত প্রাকার এবং তোরণ স্থাপন করতে লাগল।

পরিধান্ পুরযজ্ঞচ্চ প্রসন্নসলিলাশয়ান্।

পাংসুভিঃ পর্বতশ্রেষ্ঠ তুণৈঃ কাঠৈশ্চ বানরাঃ॥ ১৬

মুজ্জ জলে পরিপূর্ণ পরিখাগুলিকে বানরেরা ধুলো,  
ঘাস, কাঠ, পর্বত-শিখর দ্বারা পূর্ণ করে ফেলল।

ততঃ সহস্রযুগ্মচ্চ কোটিযুগ্মচ্চ যুগ্মপাঃ।

কোটিযুগ্মশতানো লক্ষ্যমারুতক্ষুদ্রাঃ॥ ১৭

অনন্তর সহস্র যুগ্ম, কোটি যুগ্ম এবং শতকোটি যুগ্ম  
নিয়ে যুগ্মপতিগণ লক্ষ্য দুর্গে আরোহণ করল।

কাঞ্চনানি প্রমদন্তজোরণানি প্রবলমাঃ।

কৈলাসশিখরপ্রাণি গোপুরাণি প্রমথ্য চ॥ ১৮

আগ্রবন্তঃ প্রবলন্ত গর্জন্তচ্চ প্রবলমাঃ।

লঙ্কাং তামভিধাবন্তি মহাবারনসরিভাঃ॥ ১৯

বিশাল হস্তী তুল্য বৃহৎ বানরেরা স্তম্ভমণ্ডিত  
তোরণগুলি, কৈলাশ শৃঙ্গের মতো গোপুরগুলি মর্দন  
করতে লাগলো। তারা গর্জন করতে করতে লঙ্কার ওপরে  
লাফলাফি ও ছোটোছুটি করছিল।

জয়ভারুবলো রামো লক্ষ্মণচ্চ মহাবলঃ।

রাজা জয়তি সুগ্ৰীবো রামবেণাভিপালিতঃ॥ ২০

ইতোবং ঘোষন্তচ্চ গর্জন্তচ্চ প্রবলমাঃ।

অভাধাবন্ত লঙ্কারাঃ প্রাকারং কামরূপিণঃ॥ ২১

অত্যন্ত বলবান শ্রীরামচন্দ্রের এবং মহাবলী শ্রীমান  
লক্ষ্মণের তথা রামচন্দ্রের দ্বারা সুবক্ষিত রাজা সুগ্ৰীবের  
নামে জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে করতে এবং গর্জন করতে  
করতে ইচ্ছামতো রূপধারণকারী বানরেরা লঙ্কার প্রাকারের  
দিকে ছুটতে লাগল।

বীরবাহুঃ সুবাহুচ্চ নলশ্চ পনসন্তথা।

নিপীড়্যোপনিবিষ্টান্তে প্রাকারং হরিযুগ্মপাঃ।

এতন্মিলনন্তরে চক্রঃ স্ফঙ্কাবারনিবেশনম্॥ ২২

এই সময়ে বীরবাহু, সুবাহু, নল, পনস—এইসকল  
বানর যুগ্মপতিগণ লঙ্কার প্রাকারগুলি নিপীড়িত করে

সেখানে অবস্থিত হল এবং যথাসময়ে সেখানে সৈন্যস  
ব্যূহ রচনা করল।

পূর্বদ্বারং তু কুমুদঃ কোটিভির্দশজিহ্বাঃ॥ ২৩

আবৃত্য বলবাংস্তহৌ হরিভির্জিতকাসিভিঃ॥ ২৪

বলবান কুমুদ বিজয়শ্রীসম্পন্ন দশকোটি বানর  
সঙ্গে নিয়ে লঙ্কার পূর্বদ্বার (ঈশান কোণ)<sup>(১)</sup> মিরে ফেলল।  
সহায়ার্থে তু তসৌব নিবিষ্টঃ প্রঘসো হরিঃ  
পনসচ্চ মহাবাহুবানরৈরভিসংবৃতঃ॥ ২৫

তাদের সাহায্য করার জন্য অন্যান্য বানরদের সঙ্গে  
নিয়ে মহাবাহু পনস এবং প্রঘস সেখানে উপস্থিত হল।

দক্ষিণদ্বারমাসাদ্য বীরঃ শতবলিঃ কপিঃ।

আবৃত্য বলবাংস্তহৌ বিংশত্যা কোটিভির্ভূতঃ॥ ২৬

কুড়ি কোটি বলবান বানরসৈন্য সঙ্গে নিয়ে ঈ

বানর শতবলি দক্ষিণদ্বার (অগ্নি কোণ)<sup>(২)</sup> রুদ্ধ করে

অবস্থানরত হলেন।

সুযোঃ পশ্চিমদ্বারং গজা ভাঙ্গাপিতা বঙ্গী,

আবৃত্য বলবাংস্তহৌ কোটিকোটিভির্ভূতঃ॥ ২৭

তারার পিতা বলবান সুযো কোটি কোটি বানর সঙ্গে

নিয়ে পশ্চিমদ্বারে (নৈঋত কোণে)<sup>(৩)</sup> অবস্থিত হলেন।

উত্তরদ্বারমাগম্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।

আবৃত্য বলবাংস্তহৌ সুগ্ৰীবচ্চ হরীশ্বরঃ॥ ২৮

সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মহাবলবান

শ্রীরাম তথা বানররাজ সুগ্ৰীব উত্তরদ্বার (বায়ু কোণ)<sup>(৪)</sup>

অবরোধ করে অবস্থিত হলেন।

গোলাঙ্গুলো মহাকাযো গবাক্ষো ভীমদর্শন।

বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্যন্তহৌ রামস্য পার্শ্বতঃ॥ ২৯

বিশালাকৃতিসম্পন্ন ভয়ানক দর্শন গবাক্ষ, যে

গোলাঙ্গুল জাতীয় বানরদের মধ্যে মহাপরাক্রমী, এককোটি

বানর নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে অবস্থিত হল।

ঋক্ষাণাং ভীমকোপানাং ধূমঃ শক্রনিবর্হণঃ।

বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্যন্তহৌ রামস্য পার্শ্বতঃ॥ ৩০

এরপর শ্রীরামের পার্শ্বে এসে দণ্ডায়মান হল

শত্রুমর্দনকারী, মহাবলশালী ঋক্ষরাজ ধূম। তার সঙ্গে ছিল

এককোটি সংখ্যক ভয়ানক ক্রোধী ভল্লুক।

(১) (২) (৩) (৪) এখানে পূর্বদ্বার, দক্ষিণদ্বার, পশ্চিমদ্বার এবং উত্তরদ্বার এই চারটি শব্দ দ্বারা যথাক্রমে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত এবং  
বায়ুকোণকে বোঝান হয়েছে। কারণ পূর্ববর্তী সর্গে পূর্বাধি দ্বার নীল প্রমুখ বানর যুগ্মপতিদের রক্ষার দায়িত্ব উল্লিখিত হয়েছে। ফলে কুমু  
প্রভৃতি বানরদের অবস্থান সেই দ্বারের নিকটস্থ ঈশানাধি কোণকেই বুঝিয়েছে



মহাবীর্যো গদাপাণির্বিজীযনঃ  
 যুদ্ধে যৈস্ত্য সচিবস্তহৌ যত্র মহাবলঃ ॥ ৩০  
 মহাবলী শ্রীরাম যোথানে অবস্থানরত, সেখানেই  
 এক উপস্থিত হলেন সচিব-পরিবৃত্ত মহাপরাক্রমী,  
 গদাপাণি বিজীযনঃ  
 গদা গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গজমাদনঃ।  
 পরিখাবকো মরুতুহরিবাহিনীম্ ॥ ৩১  
 সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বানর-বাহিনীর সুরক্ষায় বাস্তব হল  
 গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ এবং গজমাদন।  
 কোপপরিভাষা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
 সবৈসন্নানাং দ্রুতমাজ্ঞাপয়ৎ তদা ৩২  
 তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের  
 সকল সৈন্যদেরকে দ্রুত নির্গমনের জন্য নির্দেশ দিলেন  
 তদা বাক্যং রাবণস্য যুথেরিতম্।  
 ভূমিনির্ঘোষমুদ্যুতঃ রজনীচরৈঃ ৩৩  
 রাবণের মুখ থেকে বহির্গমনের আদেশ শুনে  
 রাক্ষসেরা সহসা অত্যন্ত ভয়ানক গর্জন করে উঠল।  
 ততঃ প্রবোধিতা ভৈরবচন্দ্রপাণ্ডুরপুস্তরাঃ।  
 হেমকোশেরভিতা রাক্ষসানাং সমন্ততঃ ৩৪  
 অনন্তর রাক্ষসেরা স্বর্ণদণ্ডের সাহায্যে চন্দ্রের ন্যায়  
 শুভ্র পুস্ত্র এবং ভেরী বাজাতে আরম্ভ করল। যা থেকে  
 হুজ্জানক শব্দ উঠিত হল  
 বিনদ্যুত মহাঘোষাঃ শঙ্খাঃ শতসহস্রশঃ।  
 রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং মুখমারুতপূরিতাঃ ৩৫  
 সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক রাক্ষসদের মুখ বায়ু দ্বারা পূর্ণ  
 হয়ে শত সহস্র শঙ্খের গভীর গর্জন নিনাদিত হল।  
 তে বভূঃ শুভনীলাঙ্গাঃ সশঙ্খা রজনীচরাঃ।  
 বিদ্যুৎপলসরঙ্গাঃ সবলাকা ইবামুদাঃ ৩৬  
 তলদ্বারে সুসজ্জিত শঙ্খ-বাদনরত কৃষ্ণকায়  
 রাক্ষসগণ বিদ্যুৎ-উদ্ভাসিত বলাকা দ্বারা সুসজ্জিত  
 ক্রমেণে ন্যায় শোভা লাভ করেছিল।  
 নিপ্পততি ততঃ সৈন্যা হস্তা রাবণচোদিতাঃ।  
 কথ্যে পূর্বাগম্যা বেগা ইব মহোদধেঃ ৩৭  
 প্রত্যেক মহাসমুদ্রের জল যেমন দ্রুতবেগে  
 ঝড়ের মত, তেমনি রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তাঁর  
 সৈন্যেরা ভীষণভাবে যুদ্ধের জন্য নির্গত হল।  
 ততঃ বানরসৈন্যো মুক্তো নাদঃ সমন্ততঃ।

মলয়াঃ পুরিতো যেন সসানুপ্রহকন্দরঃ ॥ ৩৮  
 তদনন্তর বানরসৈন্যরা সকলে মিলে অধিকতর  
 উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করে উঠল। যার দ্বারা ছোট বড় শিখর,  
 কন্দর বিশিষ্ট মলয় পর্বত প্রকম্পিত হল।  
 শঙ্খাদুদ্ভুতিনির্ঘোষাঃ সিংহনাদস্তরংগিনাম্।  
 পৃথিবীং চান্তরিক্ষং চ সাগরং চাজনাদয়ঃ ৩৯  
 গজানাং বৃংহিডঃ সার্বং হয়ানাং ত্রেঘিতৈরপি।  
 নথানাং নৈমিনির্ঘোষৈ রক্ষসাং বদনশব্দৈঃ ৪০  
 এইভাবে হাতিদের বৃংহন, অশ্বসমূহের হেঁচকি, সিংহ  
 রথচক্রের ঘর্ষণ, রাক্ষসদের মুখনিঃসৃত শব্দ, শঙ্খ এবং  
 দুর্দুতির নির্ঘোষ তথা দ্রুতগামী বানরদের সিংহতুল্য গর্জন  
 দ্বারা পৃথিবী, সমুদ্র এবং আকাশ নিনাদিত হল।  
 এতস্মিন্নন্তরে ঘোরঃ সংগ্রামঃ সমপদত।  
 রক্ষসাং বানরাণাং চ যথা দেবাসুরে পুরা ৪১  
 ইত্যবসরে প্রাচীনকালের দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায়  
 রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল।  
 তে গদাভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ শক্তিশূলপরশুধৈঃ।  
 নিজঘূর্বানরান্ সর্বান্ কথয়ন্তঃ স্ববিক্রমান্ ৪২  
 রাক্ষসেরা প্রদীপ্ত গদা দ্বারা তথা শক্তি, শূল, পরশু  
 প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা আপন বিক্রম ঘোষণা করে সমস্ত  
 বানরদেরকে আঘাত করতে লাগল।  
 তথা বৃক্ষৈর্মহাকায়াঃ পর্বতশ্রেষ্ঠ বানরাঃ।  
 নিজঘুস্তানি রক্ষাংসি নৈখৈর্দৈবৈশ্চ বেগিনঃ ৪৩  
 অনুরূপভাবে বিশালকায় দ্রুতগামী বানরেরা বৃক্ষ  
 এবং পর্বতশিখর দ্বারা তথা আপন-আপন নখ-দন্ত দ্বারা  
 রাক্ষসদের আঘাত করল।  
 রাজা জয়তি সুগ্রীব ইতি শব্দো মহানভূৎ।  
 রাজজয়জয়েত্যুজ্জা স্বশ্বনামকথাং ততঃ ৪৪  
 বানরসেনাদের মধ্যে 'বানররাজ সুগ্রীবের জয়  
 হোক' এই মহান শব্দ ধ্বনিত হল। রাক্ষসরাও নিজ-নিজ  
 নাম উল্লেখ করে 'মহারাজ রাবণের জয় হোক' এইরূপ  
 বলতে লাগল।  
 রাক্ষসাস্তপরে ভীমাঃ প্রাকারহা মহীং গতান্।  
 বানরান্ ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চৈব ব্যাদারয়ন্ ৪৫  
 প্রাকারে আক্রান্ত অপরাপর ভয়ানক রাক্ষসেরা ভূমিতে  
 দণ্ডায়মান বানরদেরকে শূল এবং ভিন্দিপালদ্বারা বিদীর্ণ  
 করতে লাগল।



বানরাশ্যপি সংজ্ঞাঃ প্রাকারহান্ মহীং গতাঃ।  
রাক্ষসান্ পাভ্যামাসুঃ সমাপ্ত্য ব্রহ্মভিঃ ॥ ৪৬  
ভূতলে অবস্থিত বানরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লাফিয়ে  
আকাশে উঠে প্রাকারহিত রাক্ষসদের আপন বাহুবলে  
ভূমিতে নিক্ষেপ করতে লাগল।

স সস্ত্রহানস্তমূলো মাংসশোলিতকর্মণঃ।  
রাক্ষসাং বানরাণাং চ সম্ভূতবাহুতোপমঃ ॥ ৪৭  
এইভাবে রাক্ষস ও বানরদের মধ্যে মহা ক্রুদ্ধ যুদ্ধ  
আরম্ভ হল। সেই তুমুল যুদ্ধের ফলে সেইখানে রক্ত-  
মাংসের জপ জমে গেল।

ইত্যর্বেশ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীর্যে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিচত্রারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিচত্রারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

### ত্রিচত্রারিংশঃ সর্গঃ (৪৩)

দ্বন্দ্বযুদ্ধে বানরদের দ্বারা রাক্ষসদের পরাজয়

যুযাতাং তু ততস্তেযাং বানরাণাং মহাম্ভনাম্।  
রাক্ষসাং সম্ভূতবাহু বলরোষঃ সুদারুণঃ ॥ ১

তদনন্তর যুদ্ধরত মহাত্মা বানরেরা এবং রাক্ষসেরা  
একে অপরের শক্তি দেখে ভয়ানক রুষ্ট হল।

তে হমৈঃ কাঞ্চনানীভৈর্গজৈশ্চাগ্নিশিখোপমৈঃ।

রথৈশ্চাদিত্যংকশৈঃ কবচৈশ্চ মনোরমৈঃ ॥ ২

নির্যমু রাক্ষসা বীরা নাদয়ন্তো দিশো দশ।

রাক্ষসা ভীমকর্মণো রাবণসা জয়ৈবিশঃ ॥ ৩

স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত হাতি, ঘোড়া তথা অগ্নিশিখার  
নায় জাঙ্ঘল্যমান রথে উপবিষ্ট হয়ে সূর্যতুল্য তেজস্বী,  
মনোরম কবচযুক্ত বীর রাক্ষসেরা দশদিক নিনাদিত করে  
ভীমকর্মী রাক্ষসরাজ রাবণের বিজয় কামনা করতে করতে  
বেরিয়ে এল।

বানরাণামপি চমূর্বহতী জয়মিচ্ছতাম্।

অভাখ্যাত তাং সেনাং রাক্ষসাং ঘোরকর্মণাম্ ॥ ৪

রামচন্দ্রের বিজয়কামী বানরেরা ঘোর কর্মকারী সেই  
সুবিশাল রাক্ষস সেনাদের তাড়া করল।

এতশ্রমস্তরে তেবামন্যোন্যমভিধাবতাম্।

রাক্ষসাং বানরাণাং চ দ্বন্দ্বযুদ্ধমবর্তত ॥ ৫

ইত্যবসরে একে অপরকে আক্রমণোদ্যত রাক্ষস  
এবং বানরদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল।

অঙ্গদেনেদ্রজিৎসার্বঃ বালিপুত্রো রাক্ষসঃ  
অযুধ্যাত মহাতেজস্বীশ্চক্রেণ যথাক্রমঃ ॥ ৬

বালিপুত্র অঙ্গদের সঙ্গে মহাতেজস্বী রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ  
এমন যুদ্ধ আরম্ভ করল, যা অঙ্গকাসুরের সঙ্গে মহাদেবের  
ঘোর যুদ্ধের সাথে তুলনীয়।

প্রজজ্ঞেন চ সম্পাতির্নিত্যং দুর্ধর্ষণো রণে।

জম্বুমালিনমারক্কো হনুমানপি বানরঃ ॥ ৭

প্রজজ্ঞ নামক রাক্ষসের সঙ্গে নিত্য রণদুর্জয় বীর  
সম্পাতি এবং রাক্ষস জম্বুমালীর সঙ্গে বানরবীর হনুমান  
যুদ্ধ কবছিল।

সঙ্গতস্ত মহাক্রোধো রাক্ষসো রাবণানুজঃ

সমরে তীক্ষ্ণবেগেন শত্রুঘ্নেন বিভীষণঃ ॥ ৮

মহাক্রোধী, রাবণানুজ রাক্ষস বিভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে  
তীব্র বেগে শত্রুঘ্ন নামক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে রত হল।

তপনেন গজঃ সার্বঃ রাক্ষসেন মহাবলঃ

নিকুন্তেন মহাতেজা নীলোহপি সমযুধ্যত ॥ ৯

মহাবলী গজ রাক্ষস তপনের সঙ্গে, মহাতেজস্বী  
নীল নিকুন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল।

বানরেদ্রস্ত সুগ্রীবঃ প্রঘসেন সুসদতঃ

সঙ্গতঃ সমরে শ্রীমান্ বিরূপাক্ষেণ লঙ্কণঃ ॥ ১০

বানররাজ সুগ্রীব রাক্ষস প্রঘসের সঙ্গে এবং শ্রীমান

রাক্ষস বিক্রপাক্ষের সঙ্গে সমরাজনে যুদ্ধরত হলেন।

অগ্নিকেতুঃ সুদূরধো রশ্মিকেতুচ রাক্ষসঃ।

যজ্ঞকোপশ্চ রামেন সহ সঙ্গতাঃ॥ ১১

শ্রীমান রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো দুর্জয় বীর অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, সুপ্তয় এবং যজ্ঞকোপ নামক রাক্ষসেরা।

বজ্রমুষ্টি মৈন্দেন দ্বিবিদেনাশনিপ্রভঃ

রাক্ষসাত্যাং সুঘোরাভ্যাং কনিমুখৌ সমাগতৌ॥ ১২

বানর মুখ্য মৈন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন বজ্রমুষ্টি।

অশনিপ্রভ নামক রাক্ষসের সঙ্গে বানর শিরোমণি দ্বিবিদের অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল।

বীরঃ প্রতপনো ঘোরো রাক্ষসো রণদুর্ধরঃ।

নমরে তীক্ষ্ণবেগেন নলেন সমযুধ্যত॥ ১৩

ভয়ানক রাক্ষস বীর প্রতপন ছিল যুদ্ধ-কুশল।

যুদ্ধক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবেগে সে নলের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল

ধর্মস পুত্রো বলবান্ সুষণ ইতি বিশ্রুতঃ।

স বিদ্যুগ্মাণিনা সার্বমযুধ্যত মহাকপিঃ॥ ১৪

ধর্মের বলবান পুত্র মহাকপি সুষণ বিদ্যুগ্মাণী নামক

রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল।

বানরাক্ষপরে ঘোরা রাক্ষসৈরপটৈঃ সহ।

ক্ধং সমীযুঃ সহসা যুদ্ধা চ বহুভিঃ সহ॥ ১৫

এইভাবে অন্যান্য অসংখ্য বানরের সঙ্গে অপরাপর

রাক্ষসদের যুদ্ধ হতে সহসা দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল।

তত্রসীং সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।

রক্ষসাং বানরাণাং চ বীরাণাং জয়মিচ্ছতাম্॥ ১৬

সেই তুমুল যুদ্ধ ছিল অতি ভয়ানক এবং

রোমহর্ষকবী রাক্ষসেরা এবং বানরবীরেরা ছিল আপন-

আপন পক্ষের বিজয়কামী।

ঘরিরাক্ষনদেহভ্যাঃ প্রভৃতাঃ কেশশাখলাঃ।

শরীরসংঘাটবহাঃ প্রসফ্রঃ শোণিতাপগাঃ॥ ১৭

যুদ্ধে বানর এবং রাক্ষসদের দেহনিঃসৃত রক্ত নদীর

মতো বহে যেতে লাগল, তাদের কেশরাশি হল সেই নদীর

শাখা এবং তাদের মৃতদেহগুলি হল নদীবক্ষে ভাসমান

কাঁড়তলা

আজঘাত্ত্রিজিৎ ক্রুদ্ধো বজ্রেনেব শতক্রতুঃ।

অঙ্গদং গদয়া বীরং শত্রুসৈন্যবিদারণম্॥ ১৮

ইন্দ্রের বজ্রঘাতের ন্যায় ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ শত্রুসৈন্য

বিদীর্ণ করার জন্য বীর অঙ্গদকে গদা-প্রহার করলেন।

তস্য কাঞ্চনচিত্রাজং রথং সান্থং সসারথিম্।

জঘান গদয়া শ্রীমানজ্ঞদো বেগবান্ হরিঃ॥ ১৯

বেগবান বানর শ্রীমান অঙ্গদ সেই গদা কেড়ে নিয়ে

তার আঘাতে অঙ্গ এবং সারথি সহ ইন্দ্রজিৎের সুবর্ণমণ্ডিত

রথ ধ্বংস করলেন।

সম্পাত্তিঃ প্রজ্ঞাশেন ত্রিজির্বাণৈঃ সমাহতঃ।

নিজঘানাশ্বকর্ণেন প্রজ্ঞাশং রণমূর্খনি॥ ২০

প্রজ্ঞাশ তিনটি বাণের দ্বারা সম্পাত্তিকে আহত

করলে সম্পাত্তি রণভূমিতে অশ্বকর্ণ নামক বৃক্ষ দ্বারা

প্রজ্ঞাশকে হত্যা করল।

জম্বুমালী রথস্থস্ত রথশক্ত্যা মহাবলঃ।

বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধো হনুমন্তঃ স্তনান্তরে॥ ২১

রথে বসেই মহাবলশালী রাক্ষস জম্বুমালী অত্যন্ত

কুপিত হয়ে সমরাজনে রথ-শক্তি দ্বারা বীর হনুমানের

বক্ষমধ্যে আঘাত করল।

তস্য তং রথমাহ্বায় হনুমান্ মারুতাক্ষজঃ।

প্রমমাথ তলেনাশু সহ তেনৈব রক্ষসা॥ ২২

কিন্তু পবনপুত্র হনুমান তার সেই রথে উঠে রথসহ

সেই রাক্ষসকে করাঘাতের প্রহার দ্বারা ধ্বংস করলেন।

নদন্ প্রতপনো ঘোরো নলং সোহভানুধাবত।

নলঃ প্রতপনস্যশু পাতয়ামাস চক্ষুধী॥ ২৩

ভিন্নগাত্রঃ শরৈস্ত্রিষ্টৈক্ষুঃ কিপ্রহস্তেন রক্ষসা।

এদিকে প্রতপন নামক ভয়ানক রাক্ষস তীষণ গর্জন

করতে করতে নলের দিকে ধাবিত হল। কিপ্র হস্তে তীক্ষ্ণ

শর নিক্ষেপ করে সেই রাক্ষস নলের শরীর ক্ষতবিক্ষত

করলে, নলও তৎক্ষণাৎ তার চোখ দুটি উপড়ে নিল।

গ্রসন্তমিব সৈন্যানি প্রঘসং বানরাধিপঃ॥ ২৪

সুগ্রীবঃ সপ্তপর্ণেন নিজঘান জবেন চ।

অন্যদিকে প্রঘস নামক রাক্ষস বানরসেনাকে কালের

মতো গ্রাস করছে দেখে বানররাজ সুগ্রীব ছাতিম গাছ দিয়ে

সবেগে আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন।

প্রপীডা শরবর্ষণে রাক্ষসং ভীমদর্শনম্॥ ২৫

নিজঘান বিক্রপাক্ষং শরৈগৈকেন লক্ষ্মণঃ।

লক্ষ্মণ প্রথমেই বাণবর্ষণ করে ভয়ানক দর্শন রাক্ষস

বিক্রপাক্ষকে অত্যন্ত পীড়িত করলেন। অনন্তর একটি

বাণের আঘাতে তাকে হত্যা করলেন।



অগ্নিকেতুঃ সূর্যবো রশ্মিকেতুঃ রাক্ষসঃ।  
সুপ্তয়ো যজ্ঞকোশচ রামঃ নিবিভিদ্ঃ শরৈঃ। ২৬  
অগ্নিকেতুঃ সূর্যবো রশ্মিকেতুঃ রাক্ষস সুপ্তয়ো এবং  
যজ্ঞকোশ শরাঘাতে রামচক্রকে আহত করল।

তেষাং চতুর্দাং রামস্ত শিরাংসি সমরে শরৈঃ।

কুণ্ডলভূর্জিচ্ছিচ্ছেদ ঘোরৈগ্নিশিখোপমৈঃ। ২৭

তখন রামচক্রও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিশিখার ন্যায়  
ভয়ংকর তীর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ওই চার রাক্ষসের মস্তক  
ছেদন করলেন।

বজ্রমুষ্টিস্ত মৈন্দেন মুষ্টিনা নিহতো রণে  
পশাত সরথঃ শাশ্বঃ পুরাট্ট ইব ভূতলে। ২৮

যুদ্ধে বজ্রমুটিকে মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা মৈন্দ হত্যা  
করলো। দেবতাদের বিমানের ন্যায় সে রথ, অশ্বসহ  
ভূতলে পতিত হল।

নিকুন্ত রণে নীলঃ নীলাঞ্জনচয়প্রভম্।

নিবিভেদ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ করৈর্মেষমিবাংসুমান্। ২৯

কালো কাজলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট নীলকে যুদ্ধক্ষেত্রে  
নিকুন্ত তীক্ষ্ণ শর দ্বারা এইরূপ আঘাত করলো, যেন সূর্যদেব  
তীর কিরণ দ্বারা মেঘকে ছিন্নভিন্ন করেছেন।

পুনঃ শরশতেনাথ ক্ষিপ্ৰহস্তো নিশাচরঃ।

বিভেদ সমরে নীলঃ নিকুন্তঃ প্রজহাস চ। ৩০

পুনরায় ক্ষিপ্ৰহস্ত সেই বান্ধব নিকুন্ত সমরাসনে শত  
শর দ্বারা নীলকে আঘাত করে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল।  
তসৌব রথচক্রো নীলো বিমূরিবাহবে।

শিরশ্চিচ্ছেদ সমরে নিকুন্তস্য চ সারথঃ। ৩১

যুদ্ধস্থলে নীল সেই রাক্ষসের রথচক্র দ্বারা সারথি  
সহ তার মস্তক ছেদন করলেন, যেমন ভগবান বিষ্ণু  
সংগ্রামভূমিতে দৈত্যের শিরচ্ছেদ করেছিলেন।

বজ্রাশনিসম্পর্শো দ্বিবিদোহপাশনিপ্রভম্।

জ্ঞান গিরিশৃঙ্গেন মিতাং সর্বরক্ষসাম্। ৩২

বানর-দ্বিবিদের স্পর্শ ছিল বজ্র এবং অশনির তুল্য  
দুঃসহ। সব রাক্ষসদের চোখের সামনেই অশনিপ্রভ নামক  
রাক্ষসকে গিরিশৃঙ্গ দ্বারা প্রহার করল।

দ্বিবিদঃ বানরেন্দ্রঃ ক্রময়োখিনমাহবে।

শরৈরশনিসংকটৈঃ স বিব্যাধাশনিপ্রভঃ। ৩৩

তখন অশনিপ্রভও রণভূমিতে বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধকারী  
বানররাজ দ্বিবিদকে বজ্রতুল্য তেজস্বী বাণ দ্বারা আঘাত

করল।

স শরৈরভিবিদ্যাদো দ্বিবিদঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ।

সালেন সরথঃ শাশ্বঃ নিজঘানাশনিপ্রভম্। ৩৪

শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দ্বিবিদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শাশ্ব  
বৃক্ষ দ্বারা আঘাত করে রথ এবং অশ্ব সহ অশনিপ্রভকে  
হত্যা করল।

বিদ্যুৎশালী রথহস্ত শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ

সুবেণং ভাড্যামাস ননাদ চ মুহূর্ষঃ ৩৫

বথে উপবিষ্ট বিদ্যুৎশালী আপন স্বর্ণমণ্ডিত শর দ্বারা  
সুবেণকে পুনঃপুন আঘাত করে বিকট স্বরে গর্জন করতে  
লাগল।

তং রথহুমথো দুষ্টা সুবেণো বানরোত্তমঃ।

গিরিশৃঙ্গেন মহতা রথমাস্ত ন্যপাতয়ৎ। ৩৬

তাকে বথে আসীন দেখে বানর শিরোমণি সুবেণ  
পর্বত শৃঙ্গের আঘাতে তখনই সেই রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করল।  
জাঘবেন তু সংযুক্তো বিদ্যুৎশালী নিশাচরঃ।

অপক্রম্য রথাং তূর্ণং গদাপাণিঃ ক্ষিতৌ হিতঃ। ৩৭

রাক্ষস বিদ্যুৎশালী শীঘ্রতাপূর্বক রথ থেকে পলায়ন  
করে সানন্দে ভূমির উপরে গদাহস্তে দণ্ডায়মান হল।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ সুবেণো হরিপূঙ্গবঃ।

শিলাং সুমহতীং গৃহ্য নিশাচরমভিভবৎ। ৩৮

তখন বানর চূড়ামণি সুবেণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
সুবিশাল শিলা নিয়ে রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হল।

ভমাপতন্তঃ গদয়া বিদ্যুৎশালী নিশাচরঃ।

বক্ষসভিজঘানাশু সুবেণঃ হরিপূঙ্গবম্। ৩৯

বানরশ্রেষ্ঠ সুবেণকে আক্রমণ করতে দেখে রাক্ষস  
বিদ্যুৎশালী গদা দ্বারা তার বক্ষদেশে প্রহার করল।

গদাপ্রহারঃ তং ঘোরমচিন্ত্য প্রবগোত্তমঃ।

তাং তৃষ্ণীং পাতয়ামাস তস্যোরসি মহামৃধে। ৪০

বানরোত্তম সুবেণ সেই ভয়ানক গদাপ্রহার  
অবিচলিত থেকে সেই শিলাখণ্ড নিয়ে তার বক্ষদেশে  
আঘাত করল।

শিলাপ্রাহারাভিহতো বিদ্যুৎশালী নিশাচরঃ।

নিষ্পিষ্টহৃদয়ো ভূমৌ গতাসুর্নিপপাত হ। ৪১

শিলার আঘাতে রাক্ষস বিদ্যুৎশালীর বক্ষদেশে চূর্ণ-  
বিচূর্ণ হয়ে গেলো, সে প্রাণশূন্য অবস্থায় ভূমিতে পতিত হল  
এবং ভৈর্বানরৈঃ শরৈঃ শূরাস্তে রজনীচরঃ।



বিশ্ববিভক্ত্যৈ দৈত্য ইব দিবৌকসৈঃ ॥ ৪২

এইভাবে নৌর্যসম্পন্ন সেই বানর শূরবীর রাক্ষসকে  
যুদ্ধে এমনভাবে মর্ষিত করল, যেন দেবতাদের দ্বারা  
দৈতকেল বিমর্ষিত হল।

ভয়শ্যৈনৈর্গদাভিঃ শক্তিভোমরসায়কৈঃ ।  
তশ্চিৎকৈশ্চানি রথৈস্তথা সাংগ্রামিকৈর্হৈঃ ॥ ৪৩

বিহতঃ কুঞ্জরৈর্মতৈস্তথা বানররাক্ষসৈঃ ।  
যদ্যক্ষুগদগুপ্ত ভৈর্যগণিসংগ্রিতৈঃ ॥ ৪৪

বহুবাহোবনঃ ঘোরঃ গোমায়ুগণসেবিতম্  
কল্কানি সমুৎপেতুর্দিকু বানররাক্ষসাম্ ।

বিমর্ষে তুঙ্গে তস্মিন্ দেবাসুররণোপমে ॥ ৪৫

তখন ভয়, অন্যান্য বাণ, গদা, শক্তি, তোমর তথা  
স্ত্র এবং পবিতাক্ত রথ, মৃত যুদ্ধাশ্ব, মস্ত হস্তী, বানর,

রাক্ষসদের মৃতদেহ, ভয়া রথচক্র এবং চক্রযুগলের দণ্ড ভূ-  
লুপ্তিত হচ্ছে। সেই ভয়ানক রণভূমিতে শৃগালের দল বিচরণ  
করছে। দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় সেই ভয়ানক যুদ্ধে রাক্ষস  
এবং বানরদের কলঙ্কগুলি (মস্তকহীন দেহগুলি) যত্র তত্র  
ভূপাতিত

নিহন্যমানা হরিপুঙ্গবৈস্তদা  
নিশাচরাঃ শোণিতগন্ধমূর্ছিতাঃ ।

পুনঃ সযুদ্ধং তরসা সমাপ্রিতা  
দিবাকরস্যাক্তমরাডিকাক্ষিণঃ ॥ ৪৬

বানর শ্রেষ্ঠদের দ্বারা মৃত্যুপথযাত্রী রাক্ষসেরা রক্তের  
গন্ধে মূর্ছিত হয়েছিল। তারা সূর্যাস্তের জন্য প্রতীক্ষা  
করছিলো<sup>(১)</sup> এবং মহাবেগে আরও ভালোভাবে যুদ্ধের  
জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত । ১০ ॥

### চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৪)

রাত্রিতে বানর এবং রাক্ষসদের ভয়ানক যুদ্ধ, অঙ্গদের দ্বারা ইন্দ্রজিতের পরাজয়, মায়াবলে অদৃশ্য  
থেকে ইন্দ্রজিতের নাগবাণ দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে বন্ধন করা

কৃত্যমেব তেবাং তু তদা বানররাক্ষসাম্ ।

রবিঃ গতো রাত্রিঃ প্রবৃতা প্রাণহারিণী ॥ ১

এইভাবে সেই বানর এবং রাক্ষসদের যুদ্ধ চলতে  
চলতে সূর্যদেব অস্তগামী হলেন এবং প্রাণসংহারকারী  
রাত্রির আগমন ঘটল।

অলোনাং বদ্যবরাণাং ঘোরাণাং জয়মিচ্ছতাম্ ।

সমুদ্রঃ নিশামুদ্রং তদা বানররাক্ষসাম্ ॥ ২

বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে তখন নিশায়ুদ্ধ আরম্ভ  
হল। তারা পরস্পর ভয়ানক শত্রুতায় আবদ্ধ হয়ে আপন  
আপন নিজের ইচ্ছা করছিল।

রাক্ষসোহসীতি হরয়ো বানরোহসীতি রাক্ষসাঃ ।

অন্যোনাং সমরে জঘ্নুস্তস্মিংশ্রমসি দারুণে ॥ ৩

সেই দারুণ অন্ধকারে বানর এবং রাক্ষসেরা একে  
অপরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে (অন্ধকারে একজন  
অন্যজনকে দেখতে না পেয়ে তুমি কি বানর ? তুমি কি  
রাক্ষস ? এইভাবে জিজ্ঞাসা করে) পরস্পরকে আঘাত  
করছিল।

হত দারয় চৈহীতি কথং বিদ্রবসীতি চ ।

এবং সুতুমুলঃ শব্দস্তস্মিন্ সৈন্যে তু শুশ্রবে ॥ ৪

সৈন্যদের মধ্যে মার, কাট, আঘ, পালাচ্ছিল

<sup>(১)</sup> সূর্যাস্তের পর প্রদোষকাল থেকে সাব্বারাত রাক্ষসদের বল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করে। এইজন্যই তারা সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা  
করছিল।

কেন?—এইরূপ ভয়ানক শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

কালঃ কাঞ্চনসমাহৃত্যস্মিন্ভ্রমসি রাক্ষসাঃ।  
সম্প্রদৃশ্য শৈলেন্দ্রা দীপ্তৌষধিবনা ইব। ৫

কালো পাহাড়ে অবস্থিত দীপ্ত ওষধি বনের মতো  
কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট রাক্ষসদের শরীরে সুবর্ণ কবচ চমকিত  
হচ্ছিল।

তস্মিন্ভ্রমসি দুশ্পারে রাক্ষসাঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ।  
পরিপেতুমহাবেগা ভক্ষ্যন্তঃ প্রবদমানা। ৬

সেই দুস্তর অন্ধকারে রাক্ষসেরা ক্রোধে জ্ঞানহারা  
হয়ে গেছিল। তারা মহাবেগে অগ্রসর হয়ে বানরদেরকে  
ভক্ষণ করতে লাগল।

তে হয়ান্ কাঞ্চনাসীডান্ ধ্বজাংশচাশীবিষোপমান্।  
আপ্নুতা দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভীমকোপা ব্যদারয়ন্। ৭

মহাক্রোধী বানরেরা স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত  
অশ্বগুলিকে এবং রাক্ষসদের সর্পতুল্য ধ্বজাগুলিকে  
লাফিয়ে লাফিয়ে তীক্ষ্ণ দাঁত দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে দিল  
বানরা বলিনো যুদ্ধেহক্ষোভয়ান্ রাক্ষসীং চমূ।

কুঞ্চরান্ কুঞ্জরারোহান্ পতাকাধ্বজিনো রথান্। ৮  
চকর্ষুশ্চ দদংশুশ্চ দশনৈঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ।

বলশালী বানরেরা যুদ্ধে রাক্ষসসৈন্যদের ক্ষুব্ধ  
করেছিলো। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তারা হস্তী ও তার  
আরোহীদের, ধ্বজা ও পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত রথগুলিকে  
সবলে আকর্ষণ করে দাঁত দিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছিল।

লক্ষ্মণশচাপি রামশ্চ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ। ৯  
দৃশ্যাদৃশ্যানি রক্ষাংসি প্রবরাণি নিজয়ন্তুঃ

(রাক্ষসেরা কখনও প্রকাশ্যে কখনো বা অপ্রকাশিত  
অর্থাৎ অদৃশ্য ভাবে যুদ্ধ করছিল)। শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ  
তাদের সর্পতুল্য তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা দৃশ্য এবং অদৃশ্য  
রাক্ষসবীরদের নিহত করছিলেন।

তুরদধুরবিধবন্তঃ রথানেমিসমুখিতম্। ১০  
ক্ররোধ কর্ণনেত্রাণি যুধ্যতাং ধরণীরজঃ।

অশ্বের ক্ষুরাঘাতে এবং রথচক্রের বর্ষণে ভূমি  
থেকে উখিত ধূলিরানি যোদ্ধাদের চোখ, কান রুদ্ধ করে  
দিল।

বর্তমানে তথা ঘোরে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।  
রুধিরৌঘা মহাঘোরা নদ্যন্তর বিসুক্ষবুঃ। ১১

এইরূপ ভয়ানক রোমাঞ্চকর যুদ্ধে প্রবাহিত ভয়ংকর

বক্তব্যরায় ভীষণ এক রক্তের নদী বয়ে গেল।

ততো ভেরীমৃদঙ্গানাং পণবানাং চ নিঃস্বনঃ।  
শঙ্কানেমিস্বনোঘিশ্রঃ

তদনন্তর ভেরী, মৃদঙ্গ এবং পণবাদি রণবাদ্য নানি  
শ্রুত হলো। শঙ্কাম্বনি এবং রথচক্রের ঘর্ষণানি মিলিত হয়ে  
এক অদ্ভুত অতুলনীয় শব্দ সৃষ্টি করল।

হতানাং স্তনমানানাং রাক্ষসানাং চ নিঃস্বনঃ।  
শব্দানাং বানরাণাং চ সমুদ্ভবাত্ দারুণঃ। ১২

আহত রাক্ষসদের আর্তনাদে, শত্রুঘাতে ক্ষতবিক্ষত  
বানরদের প্রবল চিৎকারে ভয়ানক কোলাহল সৃষ্টি হল।  
হতৈর্বানরমুখ্যৈশ্চ শক্তিশূলপরশুধৈঃ।

নিহতৈঃ পর্বতাকাঠৈ রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ। ১৩  
শত্রুপুষ্পোপহারা চ তত্রাসীদ্ যুদ্ধমেদিনি  
দুর্জয়্যা দুর্নিবেশ্যা চ শোণিতান্নাবকর্দমা। ১৪

শক্তি, শূল, পরশুর আঘাতে নিহত বানর  
প্রধানদের, তথা বানরদের দ্বারা হত পর্বতাকায়, কামরূপী  
রাক্ষসদের রক্তধারায় রণভূমি কর্দমাক্ত হয়ে গেল।  
এই রণস্থলকে চেনা যাচ্ছিল না, এখানে প্রবেশ করা যাচ্ছে না।  
পুষ্পাচ্ছাদিত ভূমির ন্যায় সেই স্থান শত্রুর দ্বারা আবৃত।  
সেই বড়ব নিশা ঘোরা হরিরাক্ষসহারিণী  
কালরাশ্রীভ ভূতানাং সর্বেষাং দুরতিক্রমা। ১৫

বানর এবং রাক্ষসদের প্রাণসংহারকারিণী সেই  
রজনী কালরাশ্রির ন্যায় সকল প্রাণির নিকট দুরতিক্রম্য হয়ে  
উঠল।

ততস্তে রাক্ষসান্তত্র তস্মিন্ভ্রমসি দারুণে  
রামমেবাব্যবর্তন্ত সংহৃষ্টাঃ শরবৃষ্টিভিঃ। ১৬

অনন্তর সেই দারুণ অন্ধকারে রাক্ষসেরা সামগ্রিক  
শরবর্ষণ করতে করতে রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হল।

তেষামাপততাং শব্দঃ ক্রুদ্ধানামপি গর্জজাম্  
উদ্বর্ত ইব সপ্তানাং সমুদ্রাপামভূৎ স্তনঃ। ১৭

তখন আক্রমণোদ্যত ক্রুদ্ধ রাক্ষসদের প্রবল গর্জন  
ছিল প্রলয়কালীন সপ্ত সমুদ্রের সুহান গর্জনতুল্য।

তেষাং রামঃ শরৈঃ ষড়্ভিঃ ষড়্ জঘান নিশাচরান্  
নিমেঘান্তরমাত্রৈশ্চ শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ। ১৮

শ্রীরামচন্দ্র তখন নিমেঘের মধ্যে অগ্নিশিখার মতো  
উজ্জ্বল ছয়টি শরের আঘাতে ছজন রাক্ষসকে ক্ষত-বিক্ষত  
করলেন।



যজ্ঞশত্রুস্ত দুৰ্ব্বৰ্ষো মহাপার্ম্মহোদরৌ।  
বহুসংহ্রৌ মহাকায়দৌ চোভৌ শুকসারলৌ। ২০  
তারা হল দুৰ্ব্বৰ্ষ বীর যজ্ঞ শত্রু, মহাপার্ম্ম, মহোদর,  
বহুসংহ্র, মহাকায় তথা শুক-সারণ উভয়েই।  
তে তু রামেশ বাণৌষেঃ সৰ্বমর্মসু ভাভিতাঃ।  
যুদ্ধাপসূতাত্ত্র সাবশেষায়ুষোহভবন্॥ ২১

শ্রীরাম কর্তৃক নিষ্কিপ্ত শরের আঘাত তাদের মর্মস্থলে  
বীজ দিয়েছিল। সেইজন্য তারা তাদের অবশিষ্ট আয়ু নিয়ে  
বশুর্ষি থেকে পালিয়ে গেল।

নিমেষান্তরমাত্রেণ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।  
বিশ্ফকার বিমলাঃ প্রদিশ্চ মহারথঃ। ২২

মহাবতী শ্রীরাম অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ভয়ানক  
শরঘাতে নিমেষের মধ্যে সকল দিগ্বিদিক নির্মল করে  
দিলেন।

যে হন্যে রাক্ষস বীরা রামস্যাভিমুখে হ্রিতাঃ।  
তেপি নষ্টাঃ সমাসাদ্য পতঙ্গা ইব পাবকম্॥ ২৩

যে সব রাক্ষসবীরেরা রামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থিত  
ছিল, তারা অগ্নিতে নিষ্কিপ্ত পতিত পতঙ্গের ন্যায় ধ্বংস  
হয়ে গেল।

সূৰ্যপুঙ্খবিশিষ্টৈঃ সম্পতস্তিঃ সমন্ততঃ।  
বভূব রজনী চিত্রা খদ্যোতৈরিব শারদী॥ ২৪

সূর্য পুঙ্খিত পুঙ্খবিশিষ্ট (পুঙ্খ বাণমূল, যে শরের  
গোড়ার অংশ বা মূল ভাগ সূর্যমণ্ডিত) বাণসমূহ যখন সমস্ত  
দিক থেকে পতিত হচ্ছিল, তখন সেই রজনী খদ্যোৎ খচিত  
(জোনকী দ্বারা শোভিত) শরৎকালীন রাত্রির ন্যায় শোভা  
লাভ করেছিল।

রাক্ষসানাং চ নিনদৈর্ভেরীপাং চৈব নিঃস্বনৈঃ।  
স বভূব নিশা ঘোরা ভূয়ো ঘোরতরাভবৎ॥ ২৫

রাক্ষসদের গর্জনে এবং ভেরীর তুমুল শব্দে সেই  
ভয়ানক রাত্রি অধিকতর ভয়াবহ হয়ে উঠল।

তেন শব্দেন মহতা প্রবৃক্ষেন সমন্ততঃ।  
ত্রিকূটঃ কন্দরাকীর্ণঃ প্রব্যাহরদিবাচলঃ। ২৬

তর্দনকে সেই ভয়ানক শব্দ প্রসারিত হচ্ছে,  
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বহু কন্দরবিশিষ্ট ত্রিকূট পর্বতে সেই  
ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হওয়ায় মনে হচ্ছে পর্বত কোনো প্রত্যুত্তর  
দিচ্ছে।

গোলাঙ্গলা মহাকায়াত্মসো তুলাবচসঃ।

সম্পরিষজ্য বাজজ্যং ডক্ষয়ন্ রজনীচরান্॥ ২৭

গোলাঙ্গল জাতীয় বিশালদেহী বানরদের গাত্রবর্ণ  
ছিল অশ্রুকার তুল্য কালো। দুই বাহু দ্বারা মথিত করে তারা  
রাক্ষসদের দেহগুলিকে ডক্ষণের জন্য কুকুরদের কাছে  
নিষ্ক্ষেপ করছিল।

অঙ্গদস্ত রণে শত্রুন্ নিহন্তঃ সমুপহিতঃ।

রাবণিং নিজঘানান্ত সারথিং চ হয়ানপি॥ ২৮

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসংহারের জন্য অঙ্গদ সমুপহিত  
হলেন। সারথি সহ অঙ্গদগুলিকে হত্যা করে তিনি রাবণপুত্র  
ইন্দ্রজিৎকে পরাস্ত করলেন।

ইন্দ্রজিৎ তু রথং ত্যক্তা হতাস্থো হতসারথিঃ।

অঙ্গদেন মহাকায়স্ত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ২৯

অঙ্গদ কর্তৃক অশ্ব এবং সারথিকে হাবিরে দুর্দশাগ্রস্ত  
ইন্দ্রজিৎ রথ ত্যাগ করে সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হলেন।  
তৎ কর্ম বালিপুত্রস্য সর্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ।

তুষ্ণিবুঃ পূজনার্ম্য তৌ চোভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৩০

খাগিগণ সহ সকল দেবগণ এবং রাম-লক্ষ্মণ দুই  
ভাই, বালিপুত্র অঙ্গদের এই প্রশংসনীয় কার্যের ভূরি ভূরি  
প্রশংসা করলেন।

প্রভাবং সর্বভূতানি বিদুরিদ্ভজিতো যুধি।

ততস্তে তং মহাস্থানং দৃষ্ট্বা তুষ্টাঃ প্রখর্ষিতম্॥ ৩১

যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎের প্রভাব সম্পর্কে সকল প্রাণীদেরই  
ধারণা ছিল। অঙ্গদের নিকট তাঁকে পরাস্ত হতে দেখে  
সকলেই মহাত্মা অঙ্গদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট  
হল।

ততঃ প্রহৃষ্টাঃ কপয়ঃ সমুদ্রীববিভীষণাঃ।

সাধুসাম্ব্রিতি নেতৃশ্চ দৃষ্ট্বা শত্রুং পরাজিতম্॥ ৩২

শত্রুকে পরাজিত হতে দেখে সুগ্ৰীব এবং  
বিভীষণসহ সকল বানরেরা অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁকে  
সাধুবাদ দিতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ তু তদানেন নির্জিতো ভীমকর্মণা।

সংযুগে বালিপুত্রেন জ্ঞোখং চক্রে সুদারুণম্॥ ৩৩

ভীমকর্মা বালিপুত্র অঙ্গদ কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়  
ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

সোহন্তর্ধানগতঃ পাপো রাবণী রণকর্ষিতঃ।

ব্রহ্মদত্তবরো বীরো রাবণিঃ ক্রোধমুর্ছিতঃ॥ ৩৪

অদৃশ্যো নিশিতান্ বাপান্ মুমোচাশনিবচসঃ।



প্রজাপতি ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত, রাবণপুত্র, রণক্লিষ্ট,  
পানী, বীর মেঘনাদ ক্রোধে হতচেতন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে  
অন্তর্ধান করলেন। তিনি অদৃশ্য হয়ে বজ্রতুল্য তেজস্বী এবং  
তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

রামঃ চ লক্ষ্মণঃ চৈব ঘোরৈর্নাগময়ৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৫  
বিত্তম সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাক্ষসঃ।

যুদ্ধস্থলে অতি ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ ভয়ানক সর্পময় শরবর্ষণ  
করে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে আহত করলেন। কুপিত রাক্ষস  
তাদের সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করলেন।

মায়য়া সংবৃত্তত্র মোহয়ন্ নাঘবৌ যুধি ॥ ৩৬  
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কূটযোধী নিশাচরঃ।

ববজ শরবর্ধেন স্নাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৩৭

মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে সকল প্রাণীর নিকট অদৃশ্য  
হয়ে সেই কূটযোদ্ধা রাক্ষস যুদ্ধভূমিতে দুই রঘুবংশীয়

ভ্রাতৃদ্বয়কে মোহিত করে নাগপাশ বাণ দ্বারা আক্রমণ  
করলেন।

তৌ তেন পুরুষব্যাত্তৌ ক্রুদ্ধেনাশীবিমৈঃ শরৈঃ।  
সহস্রাভিহতৌ বীরৌ তদা প্রেক্ষন্ত বানরাঃ ॥ ৩৮

এইভাবে ক্রুদ্ধ মেঘনাদ সেই দুই ব্যাত্তপুরুষ বীরকে  
নাগপাশ বাণে আক্রমণ করলে বানরেরা তা দেখতে পেল  
প্রকাশলগন্ত যদা ন শক্ত-

তৌ বাধিতুং রাক্ষসরাজপুত্র।  
মায়্যং প্রযোক্তুং সমুপাজগাম

ববজ তৌ রাজসুতৌ দুগাভ্য ॥ ৩৯  
রাক্ষসরাজকুমার দুগাভ্যা ইন্দ্রজিৎ প্রকাশ্য যুদ্ধে ও  
দুই বীর রাজকুমারকে পরাস্ত করতে সক্ষম না হয়ে  
তাদের উপর মায়াক্রিয়া প্রয়োগ করে নাগপাশে আক্রমণ  
করলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণীকীরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃস্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুঃস্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

### পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৫)

ইন্দ্রজিতের বাণের দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ এবং বানরদের শোকপ্রকাশ

স তস্য গতিমিচ্ছন্ত রাজপুত্রঃ প্রতাপবানু।  
দিদেখাতিবলো রামো দশ বানরযুথপানু ॥ ১

তদনন্তর অত্যন্ত বলবান, প্রতাপশালী রাজকুমার  
রামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের গতিবিধি জানার জন্য দশজন  
বানরদলপতিকে নির্দেশ দিলেন।

যৌ সুষেণস্য দারাদৌ নীলং চ প্লবগাধিপম্।  
অঙ্গদং বালিপুত্রং চ শরভং চ তরশ্বিনম্ ॥ ২  
দ্বিবিদং চ হনুমন্তং সানুপ্রহং মহাবলম্।  
ঋষভং চর্বভঙ্করাদিদেশ পরশ্রুপঃ ॥ ৩

তাদের মধ্যে দুজন সুষেণের পুত্র, বানর রাজ নীল,  
বালিপুত্র অঙ্গদ, দ্রুতগামী শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান,  
মহাবলশালী সানুপ্রহ, ঋষভ এবং ঋষভঙ্কর।

শত্রুদমনকারী শ্রীরাম এই দশজনকে অনুসন্ধানের নির্দেশ  
দিলেন।

তে সম্প্রহৃষ্টা হরয়ো ভীমানুদ্যমা পাদপান  
আকাশং বিবিশুঃ সর্বে মার্গমাণা দিশৌ দশ ॥ ৪

তখন সেইসব বানরেরা সুবিশাল কক্ষপাতি  
উৎপাতিত করে আনন্দিত চিত্তে দশদিকে অনুসন্ধান করতে  
করতে আকাশমার্গে উখিত হল।

তেষাং বেগবতাং বেগমিষুভির্বেগবন্তরৈঃ।  
অস্ত্রবিৎ পরমাস্ত্রস্ত বারয়ামাস রাবণিঃ ॥ ৫

অস্ত্রবিদ, রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বানরদের বেগ  
অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী বাণ বর্ষণ করে এবং উত্তম  
অস্ত্র দ্বারা তাদের গতি রুদ্ধ করলেন।

Scanned with CamScanner



ক্ষতের মধ্যে ব্যবধান এক আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও নয়।) হাতের অগ্রভাগ পর্যন্ত এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে শরাঘাত দ্বারা ক্ষত সৃষ্টি হয়নি।

তৌ তু কুরেণ নিহতৌ রক্ষসা কামরূপিণা।

অস্ক সুস্বভূতীরং জলং প্রশংগাবিব। ২১

ইচ্ছানুযায়ী রূপধারণে সক্ষম নিষ্ঠুর রাক্ষসের আঘাতে তাঁদের শরীর থেকে তীব্র বেগে যে শোণিতধারা প্রবাহিত হয়েছে, তা বর্ণার জলধারা তুল্য।

পপাত প্রথমং রামো বিদ্যো মর্মসু মার্গণৈঃ।

ক্রোধাদিন্দ্ৰজিতা যেন পুরা শক্রো বিনির্জিতঃ ॥ ২২

যিনি পুরাকালে ইন্দ্রকে জয় করেছিলেন, সেই ইন্দ্রজিতের ক্রোধপূর্বক চালিত বাণের আঘাতে মর্মস্থলে আহত হয়ে প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রই ভূতলশায়ী হলেন।

রুদ্রপুংঃ প্রসন্নাত্রে রজোগতিভিরাশুগৈঃ।

নারাটেরধন্যনারাটচৈত্বৈরঙ্গলিকৈরপি

বিব্যাধ বৎসদন্তৈশ্চ সিংহদন্তৈঃ ক্ষুরৈস্তথা ॥ ২৩

ইন্দ্রজিৎ তাঁদেরকে সোনার পুচ্ছ বিশিষ্ট, সবল অগ্রভাগ সম্পন্ন এবং ধূলিরাশির গতিতুল্য নারাচ<sup>(১)</sup>, অর্ধনারাচ<sup>(২)</sup>, ভল্ল<sup>(৩)</sup>, অঞ্জলিক<sup>(৪)</sup>, বৎসদন্ত<sup>(৫)</sup>, সিংহদন্ত<sup>(৬)</sup> এবং ক্ষুর<sup>(৭)</sup> জাতীয় বাণ দ্বারা আঘাত করলেন।

স বীরশয়নে শিশ্যোহবিজয়মাবিধ্য কার্যকম্।

ভিন্নমুষ্টিপরীণাহং ব্রিনতং রুদ্রভূষিতম্ ॥ ২৪

শ্রীরাম বীরশয়্যায় শায়িত। হস্তমুষ্টি শিথিল হওয়ায় তাঁর স্বর্ণমণ্ডিত ধনুক ভুলুপ্তিত। তাঁর দেহের উভয় পার্শ্ব

এবং মধ্যভাগ এই তিন স্থানই নত হয়েছে।

বাণপাতান্তরে রামং পতিতং পুরুষধ্বজম্।

স তত্র লক্ষ্মণো দৃষ্টা নিরাশো জীবিতেন্দ্ৰজিতঃ।

যতদূর পর্যন্ত বাণ নিক্ষেপ সম্ভব ততদূরে গিয়ে ভূতলশায়ী হয়েছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে এই অবস্থা দেখে শ্রীলক্ষ্মণ জীবন সম্পর্কে হতাশ হলেন।

রামং কমলপত্রাকং শরণ্যং রণভেমিণম্।

শশোচ স্নাতরং দৃষ্টা পতিতং ধরণীতলে ॥ ২৫

সকল শরণাগতের আশ্রয়দাতা, সংগ্রামে সর্বদা কমললোচন বিশিষ্ট আপন ভাই শ্রীরামকে ভূপতিত দেখে

লক্ষ্মণ অত্যন্ত শোকাহত হলেন।

হরয়শ্চাপি তং দৃষ্টা সন্তাপং পরমং গতঃ।

শোকাকর্ষাক্ষুণ্ণবর্ধোরমশ্চাপূরিতলোচনাঃ ॥ ২৬

তাকে সেই অবস্থায় দেখে বানবেরাও অত্যন্ত সন্তপ্ত হলো। তারা ভয়ানক আর্তনাদ করতে করতে নেত্র থেকে

অশ্রুমোচন করতে লাগল।

বন্ধৌ তু তৌ বীরশয়ে শয়ানৌ

তে বানরাঃ সম্পরিবার্হ তত্ঃ

সমাগতা বায়ুসতুপ্রমুখ্যা

বিষাদমার্তাঃ পরমং চ জঙ্ঘুঃ ॥ ২৭

নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে তাঁরা দুজনেই বীরশয়্যায় শায়িত এবং বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। (বানরের

তাঁদের ঘিরে বসে আছে)। পবনপুত্র হনুমান প্রমুখ প্রধান বানবেরা সেখানে সমাগত ; তারা সকলেই ব্যথিত এবং বিষাদপ্রস্তু।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

(১) যার অগ্রভাগ সরল এবং গোলা সেই বাণ হল নারাচ।

(২) যার অর্ধভাগ নারাচের ন্যায় তাকে বলে অর্ধনারাচ।

(৩) যে বাণের অগ্রভাগ কুড়লের মতো তাকে বলে ভল্ল।

(৪) যার মুখভাগ দুই হাতের অঞ্জলির মতো তাকে বলে অঞ্জলিক।

(৫) যে বাণের অগ্রভাগ বাছুরের দাঁতের মতো তাকে বলে বৎসদন্ত।

(৬) সিংহের দাঁতের অগ্রভাগ তুল্য বাণকে বলে সিংহদন্ত।

(৭) অগ্রভাগ ক্ষুরধার তুল্য যে বাণের তাই হল ক্ষুর।



## ষট্চছারিংশঃ সর্গঃ (৪৬)

শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে হতচেতন দেখে বানরদের শোকপ্রকাশ এবং ইন্দ্রজিৎের উদ্ভাস,  
বিভীষণ কর্তৃক সুগ্ৰীবকে সান্ত্বনা দান, লক্ষ্মায় গিয়ে ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক পিতা রাবণের  
নিকট শত্রুবধের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন এবং প্রসন্ন চিত্তে রাবণের পুত্রকে অভিনন্দন

ততো দ্যাং পৃথিবীং চৈব বীক্ষমাণা বনৌকসঃ।

দদৃশুঃ সন্ততো বাগৈর্ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১

তখন সেই দশজন বানর (পূর্বকথিত শ্রীরাম কর্তৃক  
দায়িত্ব প্রাপ্ত হনুমান, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ প্রমুখ  
বানরেরা) তুলোক এবং দুলোকে অনুসন্ধান করে  
প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইকে এইরূপ  
বাণবিক্ত অবস্থায় দেখলেন।

বৃষ্ণবোপরতে দেবে কৃতকর্মণি রাক্ষসে।

জাজ্ঞামাধ তং দেশং সসুগ্ৰীবো বিভীষণঃ॥ ২

বর্ষণান্তে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শান্ত হয়ে যান, রাক্ষস  
ইন্দ্রজিৎও তেমনি শরবর্ষণ কর্মে বিরত হলেন, তবন সুগ্ৰীব  
সহ বিভীষণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

নীলচ দ্বিবিদো মৈন্দঃ সুষণঃ কুমুদোহঙ্গদঃ।

তূর্ণঃ হনুমতা সার্বময়শোচস্ত রাঘবৌ॥ ৩

নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষণ, কুমুদ এবং অঙ্গদ  
হনুমানের সঙ্গে দ্রুত মিলিত হয়ে রঘুবংশীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের  
জন্য শোক প্রকাশ করতে লাগলেন।

অচেষ্টো মন্দনিঃশ্বাসৌ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ।

শরজালাচিতৌ স্ত্রকৌ শয়ানৌ শরতল্লগৌ॥ ৪

তাদের শরীর তখন রক্তাণ্ডিত, নিঃশ্বাসের গতি ধীর,  
শরজালে আবদ্ধ হয়ে তাঁরা নিশ্চল, স্ত্রক অবস্থায় শায়িত।

নিঃশ্বসন্তৌ যথা সর্পৌ নিশ্চেষ্টৌ মন্দবিক্রমৌ।

কর্ণিরপ্রাবদিক্কাঙ্কৌ তপনীয়াবিব ধ্বজৌ॥ ৫

নিশ্চেষ্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের পরাক্রম হয়েছে মন্দ, শ্বাস গ্রহণ  
করছেন সাপের মতো ধীর গতিতে, সারা শরীর রক্তধারায়  
সিক্ত, ছিন্ন স্বর্ণপতাকার ন্যায় তাঁদের শরীর ভুলুটিত।

জৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়ানৌ মন্দচেষ্টিতৌ।

বৃধাপঃ যৈঃ পরিবৃত্তৌ বাষ্পবাকুললোচনৈঃ॥ ৬

নিশ্চল হয়ে বীর শয়ান শায়িত রয়েছে দুই বীর ভাই,  
অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁদের পরিবেষ্টন করে আছে মুখ্য বানর  
দলপতিরা।

রাঘবৌ পতিতৌ দুষ্টা শরজালসমব্রিতৌ।

বহুবুর্বাধিতাঃ সর্বৈ বানরাঃ সবিভীষণাঃ॥ ৭

রঘুবংশীয় বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে শরজালে আবদ্ধ এবং  
ভূপতিত অবস্থায় দেখে, বিভীষণ সহ সকল বানরেরা  
অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

অস্ত্রবিক্ষং নিরীক্ষন্তো দিশঃ সর্বাশ্চ বানরাঃ।

ন চৈনং মায়ায়া ছন্নং দদৃশু রাবণিং ব্রজে॥ ৮

সব বানরেরা সমস্ত দিক থেকে, এমনকী আকাশ  
থেকে বারংবার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেও যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও  
মায়াছন্ন রাবণপুত্রকে দেখতে পেল না।

তং তু মায়াপ্রতিচ্ছন্নং মায়ায়ৈব বিভীষণঃ।

বীক্ষমাণো দদর্শাগ্রে ভ্রাতৃঃ পুত্রমবহিতম্।

তমপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিবন্দ্যমাহবে ॥ ৯

তখন বিভীষণ মায়া শক্তির দ্বারা নিরীক্ষণ করে তাঁর  
সামনেই যুদ্ধে অপ্রতিহতকর্মা, অপ্রতিবন্দী, মায়াছন্ন  
ভ্রাতৃপুত্রকে দেখতে পেলেন।

দদর্শান্তর্হিতং বীরং বরদানাদ্ বিভীষণঃ।

ভেজসা যশসা চৈব বিক্রমেণ চ সংযুতঃ॥ ১০

ভেজস্বী, যশস্বী, পরাক্রমী বিভীষণ বরদানের  
প্রভাবে মায়াশক্তির দ্বারাই অন্তর্হিত বীর ইন্দ্রজিৎকে দেখতে  
পেলেন।

ইন্দ্রজিৎ দ্বান্বনঃ কর্ম তৌ শয়ানৌ সমীক্ষা চ।

উবাচ পরমপ্রীতো হর্ষয়ন্ সর্বরাক্ষসান্॥ ১১

সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে রণভূমিতে শায়িত অবস্থায়  
দেখে ইন্দ্রজিৎ আপন কৃতকর্মে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং  
রাক্ষসদের আনন্দ বর্ধনের জন্য নিজ পরাক্রম বর্ণনা করতে  
লাগলেন।

দূষণস্য চ হস্তারৌ খরস্য চ মহাবলৌ।

সাদিতৌ মামকৈর্বাগৈর্ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১২

‘খর এবং দূষণের হত্যাকারী মহাবলশালী দুই ভাই  
রাম এবং লক্ষ্মণ আমাবই বাণের আঘাতে নিহত হয়েছে।

নেমৌ মোক্ষয়িতুং শক্যাবেতন্মাদিবুবন্ধনাৎ।

সর্বৈরপি সমাগম্য সর্বিসঙ্কেষঃ সুরাসুরৈঃ॥ ১৩

‘সমস্ত ঋষিদের সঙ্গে দেবতা ও অসুরগণ সমাগত  
হলেও এই শরবল্লভ থেকে দুই ভাইকে মুক্ত করতে সমর্থ  
হবেন না।

যৎকৃতে চিত্তয়ানস্যা শোকাক্তস্য পিতুর্মম।  
অঙ্গগুপ্তা শয়নং গাত্রৈস্ত্রিয়ামা যতি শবরী। ১৪  
কৃৎস্নেয়ং যৎকৃতে লঙ্কা নদী বর্ষাশ্রিবাকুলা।  
সোহয়ং মূলহরোহনর্থঃ সর্বেষাং শমিতো ময়া॥ ১৫

‘যার জন্য চিত্তান্ত্রস্ত এবং শোকাক্ত হয়ে আমার পিতা  
শয্যা স্পর্শ না করে সারা রাত অতিবাহিত করেছেন তথা  
যার জন্য সমগ্র লঙ্কাপুরী নদীর মতো ব্যাকুল হয়েছিল,  
সকলের সব অনর্থের মূল রাক্ষকে আমি আজ প্রশমিত  
করেছি।

রামস্য লক্ষ্মণসৌব সর্বেষাং চ বনৌকসাম্।  
বিক্রমা নিষ্ফলাঃ সর্বে যথা শরদি তোয়দাঃ॥ ১৬

‘রাম, লক্ষ্মণ সহ সকল বানরদের সমস্ত বিক্রম  
শরৎকালীন মেঘের মতো (যার বারিবর্ষণ ব্যর্থ) নিষ্ফল  
হয়ে গেল।’

এবমুক্তা তু তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ পরিপশাতঃ।  
যুথপানপি তান্ সর্বাংস্তাভয়ং স চ রাবণিঃ॥ ১৭

তাঁর মুখপানে চেয়ে থাকা রাক্ষসদের এরূপ বলে,  
সেই রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তবন বানরদের সুপ্রসিদ্ধ  
যুথপতিদের নিঃশেষ করতে লাগলেন।

নীলং নবভিরাহত্য মৈন্দং সধ্বিবিদং তথা  
ত্রিভিঙ্গিভিরমিত্রস্ততাপ পরমেযুভিঃ। ১৮

শত্রুদমনকারী রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ নীলকে নয়টি বাণের  
দ্বারা আহত করে, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে তিনটি করে উত্তম  
শর দ্বারা আঘাত করলেন।

জাম্ববন্তং মহেষ্वासো বিদ্ধা বাণেন বক্ষসি।  
হনুমতো বেগবতো বিসর্জ শরান্ দশ॥ ১৯

মহাধনুর্ধারী সেই রাক্ষস জাম্ববানের বক্ষদেশে  
একটি বাণের দ্বারা তীব্র আঘাত করে দ্রুতগামী হনুমানকে  
দশটি শরাঘাত করলেন।

গবাক্ষং শরভং চৈব তাবপ্যমিতবিক্রমৌ।  
ঘাভ্যাং ঘাভ্যাং মহাবেগো বিব্যাধ যুধি রাবণিঃ। ২০

অমিতবিক্রমসম্পন্ন, মহাবেগশালী, রাবণরন্দন  
যুদ্ধভূমিতে গবাক্ষ এবং শরভকে দুটি করে তীরের  
আঘাতে আহত করলেন।

গোলাঙ্গুলেশ্বরং চৈব বালিপুত্রমখ্যাক্ষম্।  
বিব্যাধ বহুভির্বাণৈস্ত্রয়মাণোহথ রাবণিঃ। ২১

তদনন্তর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কহস্যম  
শরনিষ্ক্ষেপ করে রাবণপুত্র গোলাঙ্গুল নামক বানরকে  
দলপতিকে এবং বালিপুত্র অক্ষদকে গভীরভাবে আঘাত  
করলেন।

তান্ বানরবরান্ ভিদ্ধা শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।  
ননাদ বলবাংস্তত্র মহাসত্ত্বঃ স রাবণিঃ। ২২

এই সব মুখা বানরদের অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বী  
বাণের আঘাতে পীড়িত করে মহাবলশালী এবং কৈবর্ত  
ইন্দ্রজিৎ জোরে জোরে গর্জন করতে লাগলেন।

তানদয়িত্বা বাণৌঘৈস্ত্রাসয়িত্বা চ বানরান্।  
প্রজহাস মহাবাহুবচনং চেন্দ্রবীর্যঃ। ২৩

আপন বাণসমূহের দ্বারা সেই বানরদেরকে পীড়িত  
এবং ভীত করে মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ অট্টহাস্য করতে করতে  
বললেন—

শরবল্লভেন ঘোরেন ময়া বন্ধৌ চমুখৌ।  
সহিতৌ ভ্রাতরাবেতৌ নিশাময়ত রাক্ষসাঃ। ২৪

‘রাক্ষসগণ! দেখো, যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমি এই দুই  
ভাই রাম লক্ষ্মণকে ভয়ানক বাণ দ্বারা আবদ্ধ করেছি।’

এবমুক্তান্ত তে সর্বে রাক্ষসাঃ কূটঘোষিনঃ।  
পরং বিস্ময়মাপন্না কর্মণা তেন হর্ষিতাঃ। ২৫

ইন্দ্রজিৎের এইরূপ কথা শুনে কূট-যুদ্ধকারী  
রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং তাঁর সেই কর্মে অত্যন্ত  
আনন্দিত হল।

বিনেদুচ্চ মহানাদান্ সর্বে তে জলদোপমাঃ।  
হতো রাম ইতি জাহ্না রাবণিঃ সমপূজয়ন্ ২৬

রামচন্দ্র নিহত হয়েছেন — এইরূপ জেনে এই  
রাক্ষসেরা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে মেঘের ন্যায় গভীর এবং  
ভয়ানক স্বরে গর্জন করতে করতে অভিনন্দিত করল।

নিষ্পন্দৌ তু তদা দৃষ্টা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।  
বসুধায়াং নিকৃচ্ছবাসৌ হতাবিত্যমনাতঃ। ২৭

ইন্দ্রজিৎও রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে নিষ্পন্দ এবং  
শ্বাসরহিত অবস্থায় ভূমিশয্যায় শায়িত দেখে নিশ্চিত হলেন  
যে, তাঁরা নিহত হয়েছেন।

হর্ষণে তু সমাবিষ্ট ইন্দ্রজিৎ সমিতিগ্নয়ঃ  
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং হর্ষয়ন্ সর্বনৈর্বতান্ ২৮



হলে, বুদ্ধবিক্রমী ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন,  
সকল রাক্ষসদের আনন্দবর্ধন করে তিনি লঙ্কাপুরীতে  
প্রবেশ করলেন।

শরীরে সাযকৈশ্বিতে।  
চাঙ্গপাঙ্গানি সুগ্রীবঃ ভ্রম্যবিশং ॥ ২৯  
সর্বাণি চাঙ্গপাঙ্গানি সুগ্রীবঃ ভ্রম্যবিশং ॥ ২৯

রাব-সাম্রাজ্য উভয়ের শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ  
স্বচ্ছ হইয়াছে। আর তা দেখে সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত হলেন।

অথবা পরিভ্রমঃ বানরেষুঃ বিভীষণঃ।  
সকলপদনং দীনং শোকবাকুললোচনম্ ॥ ৩০

অথ চ্রসেন সুগ্রীব বাস্পবেগো নিগৃহ্যতাম্।  
তঁর নয়নযুগল শোকে বাস্পাকুল এবং মুখমণ্ডল

স্নান হইয়াছিল। তখন এইরূপ ভয়ভীত বানররাজকে  
বিভীষণ বললেন—‘ওহে সুগ্রীব! ভয় পেয়ো না। অশ্রুবেগ

স্বরণ করো।  
অকপ্রাণি যুদ্ধানি বিজয়ো নাপ্তি নৈষ্টিকঃ ॥ ৩১

যুদ্ধক্ষেত্রভ্রম্যাকং যদি বীর ভবিষ্যতি।  
মোহমতো প্রহাস্যো মহাত্মানৌ মহাবলৌ ॥ ৩২

পর্বতপাশ্রয়ানমনাথঃ মাং চ বানর।  
সকলমাত্রিকানাং নাপ্তি মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥ ৩৩

‘বীর! সব যুদ্ধেই প্রায় এইরকমই হয়। এর দ্বারা  
বিজয় নিশ্চিত হয় না। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হলে

মহাবলশালী, মহাত্মা এই ভ্রাতৃদ্বয় মূর্ত্তা মুক্ত হবেন। হে  
বানররাজ! আপনি আশ্রয়সংবরণ করে অনাথ আমাদের

রক্ষা করেন, সত্য এবং ধর্মে ঘাঁরা অনুরক্ত তাঁদের মৃত্যুভয়  
থাকে না।’

এমুদা ততস্তস্য জলক্রিমেণ পাণিনা।  
সুগ্রীবো শুভে নেত্রে প্রমমার্জ বিভীষণঃ ॥ ৩৪

এই বলে, বিভীষণ আপন জলসিক্ত হস্তদ্বারা  
সুগ্রীবের সুন্দর নেত্রদ্বয় মার্জনা করলেন। (মুছিয়ে দিলেন)

তঃ সলিলমাদায় বিদ্যায়া পরিজপ্যা চ।  
সুগ্রীবনেত্রে ধর্মজ্ঞা প্রমমার্জ বিভীষণঃ ॥ ৩৫

অনন্তর ধর্মাত্মা বিভীষণ হাতে জল নিয়ে তা মস্তপৃষ্ঠ  
তে সুগ্রীবের অক্ষিযুগল মার্জনা করলেন।

বিমূল বদনং তস্য কপিরাজস্য ধীমতঃ।  
কালসম্প্রাপ্তসম্ভ্রান্তমিদং বচঃ ॥ ৩৬

অতঃপর বুদ্ধিমান বানররাজের সিক্ত মুখমণ্ডল  
পরিদৃষ্ট করে তিনি সময়োচিত অভ্রান্ত বাক্য বললেন—

ন কালঃ কপিরাজেষু বৈরুদ্যামবশ্যিতম্।  
অভিরোহোহপি কালেহস্মিন্ মরণামোপকল্পতে ॥ ৩৭

‘বানররাজ! এখন বিহ্বল হওয়ার সময় নয়। এই  
সময় অধিক স্নেহ প্রদর্শনও মৃত্যুভয়কে আহ্বান করে আনে।

তস্মাদুৎসৃজ্য বৈরুদ্যঃ সর্বকার্যবিনাশনম্।  
হিতং রামপুরোগাণাং সৈন্যানামনুচিহ্নম্ ॥ ৩৮

‘এইজন্য সর্বকার্য ধ্বংসকারী বিহ্বলতা ত্যাগ করে  
শ্রীরামচন্দ্রের পুরোগামী সৈন্যদের হিত চিন্তা করুন।

অথ বা রক্ষাতাং রামো যাবৎসংজ্ঞাবিশর্ষয়ঃ।  
লক্ষসংজ্ঞো হি কাকুৎস্থো ভয়ং নৌ বাপনেষ্যতঃ ॥ ৩৯

‘অথবা রামচন্দ্রের সংজ্ঞালভ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে  
রক্ষা করুন। এই দুই রঘুবংশীয় বীর চেতনা লাভ করে

আমাদের রক্ষা করবেন।  
নৈতৎ কিঞ্চন রামস্য ন চ রামো মুমূর্ষতি।  
নহোনং হাস্যতে লক্ষ্মীদূর্লভা যা গতাযুধাম্ ॥ ৪০

‘রামচন্দ্রের এই অবস্থা এমন কিছুই নয়। তিনি  
মরণাপন্ন নন যে সৌন্দর্য গতায়ুদের মধ্যে দূর্লভ, তা তাঁকে

ত্যাগ করেনি অর্থাৎ জীবনের সৌন্দর্য এখনো পর্যন্ত তাঁর  
মধ্যে বিদ্যমান।

তস্মাদাশ্বাসয়াত্মানং বলং চাশ্বাসয় স্বকম্।  
যাবৎ সৈন্যানি সর্বাণি পুনঃ সংস্থাপয়ামাহম্ ॥ ৪১

‘সেইজন্য নিজেদের আশ্বস্ত করুন। নিজেদের  
সৈন্যবাহিনীকে আশ্বস্ত করুন। আমি ততক্ষণ সৈন্যদেরকে

পুনরায় সংস্থাপিত করি।  
এতে হি ফুল্লনয়নাত্মাসাদাগতসাধবসাঃ।  
কর্ণে কর্ণে প্রকথিতা হরয়ো হরিসত্তম ॥ ৪২

‘হে বানররাজ! দেখুন, এই বানরদের চোখ ভয়ে  
বিস্তারিত হয়ে গেছে। এরা কানে কানে কথা বলাচ্ছে।

মাং তু দৃষ্টা প্রধাবন্তমনীকং সম্প্রহর্ষিতম্।  
তাজ্জন্ত হরয়দ্বাসং ভুক্তপূর্বামিব শ্রজম্ ॥ ৪৩

‘হৃষ্টচিত্ত আমাকে দেখে সৈন্যরা সানন্দে এদিকে  
ওদিকে দৌড়চ্ছে। অতএব বানরেরাও পূর্বে ব্যবহৃত

মালার ন্যায় ভয় ত্যাগ করুক।’  
সমাশ্বাস্য তু সুগ্রীবঃ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।  
বিদ্রুতঃ বানরানীকং তৎ সমাশ্বাসয় পুনঃ ॥ ৪৪

এভাবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ সুগ্রীবকে আশ্বস্ত করে,  
পলায়নরত বানসৈন্যদেরও পুনরায় সম্যক্রূপে আশ্বস্ত



করলেন।

ইন্দ্রজিৎ তু মহামায়ঃ সর্বসৈন্যসমাবৃতঃ।

বিবেশ নগরীং লঙ্কাং পিতরং চাভ্যুপাগমৎ॥ ৪৫

মহামায়ারী ইন্দ্রজিৎ সকল সৈন্যদের দ্বারা সমাবৃত হয়ে লঙ্কা নগরীতে প্রবিষ্ট হয়ে পিতার নিকট উপস্থিত হলেন।

তত্র রাবণমাসাদ্য অভিবাদ্য কৃত্যঞ্জলিঃ।

আচক্ষে প্রিয়ং পিত্রে নিহতো রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪৬

রাবণ সমীপে উপস্থিত হয়ে হাতজোড় করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে ইন্দ্রজিৎ পিতাকে প্রিয়সংবাদ—রামলক্ষ্মণের মৃত্যুবর্তা নিবেদন করলেন।

উৎপাত ভ্রাতৌ হস্তঃ পুত্রং চ পরিষম্ভজে।

রাবণো রক্ষসঃ মধ্যে শ্রদ্ধা শজ্জা নিপাতিতৌ। ৪৭

রাক্ষসদের মধ্যে আপন শত্রুদ্বয়ের নিধনবর্তা শুনে রাবণ আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে নিজ পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন।

উপায়া চ তং মূর্খি পত্রাচ্চ শ্রীভ্রামসঃ।

পৃচ্ছেতে চ যথাবৃত্তং পিত্রে তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। ৪৮

যথা তৌ পরবর্জেন নিশ্চেষ্টৌ নিশ্চেষ্টৌ কৃতৌ॥ ৪৯

শ্রীভ্রামস পিতা সানন্দে পুত্রের মন্তক অত্রোণ পুত্র

তার নিকট সমস্ত ঘটনার বর্ণনা জানতে চাইলে, তিনি

পিতার নিকট তাঁদের দুজনকে যেভাবে শরৎকর

আবদ্ধ করে নিশ্চেষ্ট এবং নিস্তেজ করেছেন, তা বর্ণনা

করলেন।

স হর্ববেগানুগভাঙ্করা

শ্রদ্ধা গিরং তস্য মহারথস্য।

জাহৌ অন্নং দাশরথ্যঃ সমুখং

প্রহৃষ্টবাচাভিনন্দন

মহারথী ইন্দ্রজিতের সেই বর্ণনা শুনে রাবণের

অন্তরাঙ্গা আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল। দশরথনন্দন প্রিয়

থেকে উৎপন্ন সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটল। তিনি

প্রসন্নতাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা পুত্রকে অভিনন্দিত করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাষ্যে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

## সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৭)

বানরদের দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রক্ষা, রাবণের নির্দেশে সীতাকে পুষ্পকবিমানে করে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দেখানোর জন্য রাক্ষসীদের রণভূমিতে গমন, তাঁদের দেখে দুঃখিতা সীতার রোদন

তস্মিন্ প্রবিষ্টে লঙ্কায়াং কৃতার্ধে রামণাঙ্কজে।

রাঘবং পরিবার্যথ ররক্ষুর্বানরর্ষভাঃ। ১

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যখন কৃতার্থ হয়ে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন বানরশ্রেষ্ঠগণ রামচন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে রক্ষা করতে লাগলেন।

হনুমানসদো নীলঃ সুষেণঃ কুমুদো নলঃ।

গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ। ২

জাম্ববানৃষভঃ ঋক্কো রত্নঃ শতবলিঃ পৃথুঃ।

ব্যাটানীকাশ্চ যন্তাশ্চ ক্রমানাদায় সর্বভাঃ। ৩

হনুমান, অঙ্গদ, নীল, সুষেণ, কুমুদ, নল, গজ,

গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, ঋক্ক, রত্ন, শতবলি এবং পৃথু—এইসকল বানরেরা আপন আপন সৈন্যদ্বারা ব্যূহ রচনা করে হাতে গাছ নিয়ে সবদিক পাহারা দিতে লাগল।

বীক্ষমাণা দিশঃ সর্বাস্তির্ঘর্ষঃ চ বানরাঃ

তৃণেষপি চ চেষ্টৎসু রাক্ষসা ইতি মেনিরে। ৪

বানরেরা সবদিকে তথা প্রতিটি কোণে কোণে

এমনকী ওপরে নীচে—সর্বত্র কঠোর ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করছিল। সামান্য তৃণকম্পনকেও তারা রাক্ষস আগমনের

কারণ মনে করে, গুরুত্ব দিয়ে দেখছিল।

সংহাটো বিস্ফোজিতঃ সূতম্।  
সীতারক্ষণী রাক্ষসীত্বা। ৫  
রাবণও আনন্দিত চিত্তে বিজয়ী পুত্রকে বিদায় করে  
বিজয় প্রহারত রাক্ষসীদের আহ্বান করলেন।

চাপি শাসনাং ভূমুহিতা।।  
ততো হ্যসৌ রাক্ষসী রাক্ষসাবিঃ ॥ ৬  
তার আদেশ শুনেই ত্রিজটা এবং অন্যান্য রাক্ষসীরা  
সেখানে উপস্থিত হল। বাক্ষসবাহু তখন আনন্দিত হয়ে  
সেই রাক্ষসীদের বললেন—

বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ।  
তৎসংহাটো দর্শয়স্বঃ রণে হতৌ ॥ ৭

‘তোমরা বৈদেহী সীতাকে বলো যুদ্ধে ইন্দ্রজিত রাম-  
লক্ষ্মণকে হত্যা করেছে, তাঁকে পুষ্পক বিমানে আরোহণ  
করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে তাঁদের মৃতদেহ দেখাও।’

নৈয়ঃ মামুপতিষ্ঠতে  
সেইস্যা ভজ্ঞ সহ জ্ঞাতা নিহতো রণমূখনি ॥ ৮

‘যাঁর আশ্রয়ে থাকায় গর্বিতা সীতা আমার কাছে  
অসহ্যে অপারগ ছিলেন, তাঁর সেই স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে ভাই  
সহ নিহত হয়েছেন।

নিবিশ্বা নিরুদ্দিগ্না নিরপেক্ষা চ মৈথিলী  
মামুপহাসাতে সীতা সর্বাভরণভূষিতা ॥ ৯

‘এখন মৈথিলী সীতা নিঃশঙ্কচিত্তে, আর তাঁর জন্য  
অপেক্ষা না করে নিরুদ্দিগ্নভাবে, সর্ব অলংকারে সুসজ্জিতা  
হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হবেন।

অন্য কালবশং প্রাপ্তং রণে রামং সলক্ষ্মণম্।  
অবেক্ষ্য বিনিবৃত্তা সা চান্যাং গতিমপশ্যতী ॥ ১০

অনপেক্ষা বিশালাক্ষী মামুপহাসাতে স্বয়ম্।  
‘অজ্ঞ বণভূমিতে লক্ষ্মণ সহ রামকে কালের

বহীভূত অবস্থায় দেখে আয়তলোচনা সীতা তাঁর প্রতি  
নিবৃত্তা হয়ে, অন্য কোনো আশ্রয় না পেয়ে, কারও জন্য  
প্রতীক্ষা না করে, স্বয়ং আমার কাছে আসতে প্রবৃত্তা  
হবেন।

তদা তদ বচনং শ্রুত্বা রাবণস্য দুরাক্ষনঃ ॥ ১১  
রাক্ষসবাহুথেকে জ্ঞান্যুর্বে যত্র পুষ্পকম্।

দুঃখা রাবণের সেই কথা শুনে রাক্ষসীরা ‘তাই  
হোক’— বলে যেখানে পুষ্পক বিমানটি ছিল, সেইখানে  
হাস পেল।

ততঃ পুষ্পকমাদায় রাক্ষসো রাবণাজ্ঞয়া ॥ ১২  
অশোকবনিকাছাং তাং মৈথিলীং সমুপালবান্।

রাবণের আঙ্গানুসারে রাক্ষসীরা পুষ্পকরণ নিয়ে  
অশোকবনে দেখানে মৈথিলী সীতা অবস্থিত, সেখানে  
গেল।

তামাদায় তু রাক্ষসো ভর্তৃশোকপরাজিতাম্ ॥ ১৩  
সীতামারোণ্যামাসুর্বিমানং পুষ্পকং তদা।

রাক্ষসীরা পত্রি শোকে ব্যাকুল সীতাকে তৎক্ষণাৎ  
সেই পুষ্পক রথে চড়াল।

ততঃ পুষ্পকমারোণ্য সীতাং ত্রিজটয়া সহ ॥ ১৪  
জগ্মুর্শশিতুং তসৌ রাক্ষসো রামলক্ষ্মণৌ।

রাবণচারণামাস পতাকাভজমালিনীম্ ॥ ১৫

ত্রিজটা সহ রাক্ষসীরা সীতাকে পুষ্পক বিমানে  
চড়িয়ে নিহত রাম-লক্ষ্মণকে দেগাড়ে নিয়ে চলল। স্বজ্ঞা  
পতাকা শোভিত লঙ্কাপূরীষ ওপরে পুষ্পক বিমানটি বিচরণ  
করল।

প্রাঘোষমত হৃষ্টশ্চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বরঃ।

রাঘবো লক্ষ্মণশ্চৈব হতাবিজিতা রণে ॥ ১৬

আনন্দে পরিপূর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কায় ঘোষণা  
করলেন রাম এবং লক্ষ্মণ যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের দ্বারা নিহত  
হয়েছে।

বিমানেনাপি গত্বা তু সীতা ত্রিজটয়া সহ।

দদর্শ বানরাণাং তু সর্বং সৈন্যং নিপাতিতম্ ॥ ১৭

ত্রিজটার সঙ্গে বিমানারূঢ়া হয়ে সীতাও যুদ্ধক্ষেত্রে  
গিয়ে মৃত বানরসৈন্যদের দেখলেন।

প্রহট্টমনসশ্চাপি দদর্শ পিশিতাশনান্।

বানরাংশ্চাতিদুঃখার্তান্ রামলক্ষ্মণপার্শ্বতঃ ॥ ১৮

তিনি মাংসভোজী রাক্ষসদের মধ্যে প্রসন্নতা এবং  
রাম-লক্ষ্মণের পাশে অবস্থিত দুঃখিত বানরদের দেখতে  
পেলেন।

ততঃ সীতা দদর্শোভৌ শয়ানৌ শরতল্লগৌ।

লক্ষ্মণং চৈব রামং চ বিসংজ্ঞৌ শরপীড়িতৌ ॥ ১৯

অনন্তর সীতা শরশয্যায় শায়িত সংজ্ঞাহীন তথা  
শরাঘাতে জর্জরিত রাম এবং লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন।

বিশ্বস্তকবচৌ বীরৌ বিপ্রবিক্শরাসনৌ।

সায়কৈশ্চিন্নসর্বাঙ্গৌ শরভ্রময়ৌ ক্ষিতৌ ॥ ২০

তিনি দেখলেন উভয় বীরের কবচ বিধবস্ত, তীর



সমুহ শরীরে বিশেষভাবে বিকৃত হয়েছে, শরীরে সর্বত্র  
হিমভিন্ন হয়ে তৃণশূন্যের ন্যায় ভূমিতে পড়ে রয়েছে  
তো দুষ্টা জাতরৌ তত্র প্রবীরৌ পুরুষবর্জৌ।  
শয়ানৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ কুমারাবিব পাবকী ॥ ২১  
শরতরগতৌ বীরৌ তথাভূতৌ নরবর্জৌ।  
দুঃখার্জা করুণাং সীতা সুভুশং বিললাপ হ ॥ ২২  
পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়ের অঙ্গিমুগল  
পত্রগুলোর মতো। অগ্নিপুত্র পাখ এবং বিশাখের মতো  
উজ্জ্বল শব্দসমূহের মধ্যে তাঁরা শায়িত। নরশ্রেষ্ঠ সেই বীর  
ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখে দুঃখার্জা সীতা করুণ সুখে নিদারুণ ভাবে  
বিলাপ করতে লাগলেন।  
ভর্তারমনবধ্যাদীং লক্ষণং চাসিতেক্ষণা।

প্রেক্ষ্য পাংসুখ চেষ্টন্তৌ করুণাদ জনকায়তন ॥ ২৩  
নির্দোষ অঙ্গবিশিষ্টা, শ্যামলোচনা, জনকায়তন  
তাঁর স্বামী শ্রীরামচন্দ্রকে এবং দেবর লক্ষণকে ধূল্য  
হতে দেখে রোদন করতে লাগলেন।  
সব্যাপশোকাভিহতা সমীক্ষ্য  
তো জাতরৌ দেবসুভদ্রজাতৌ  
নিতর্কয়ন্তী নিধনং তয়োঃ সা  
দুঃখাদিতা বাক্যমিদং জগান ॥ ২৪  
তাঁর নেত্রদ্বয় অশ্রুসজ্জল, হৃদয় শোকে বিকৃত  
দেবকুমার তুল্য প্রভাববিশিষ্ট সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে এই অবস্থা  
দেখে, তাঁদের মৃত্যু আশঙ্কা করে দুঃখে এবং দীর্ঘ  
নিমজ্জিত হয়ে তিনি এইরূপ বললেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীরে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্তি আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

### অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৮)

সীতার বিলাপ, ত্রিভুজ দ্বারা 'শ্রীরাম-লক্ষণ বেঁচে উঠবেন'—এই আশ্বাস দিয়ে সীতাকে লক্ষ্য অনমন

ভর্তারং নিহতং দুষ্টা লক্ষণং চ মহাবলম্।

বিললাপ ভুশং সীতা করুণং শোককর্ষিতা। ১

স্বামী রামচন্দ্রকে এবং মহাবলশালী লক্ষণকে মৃত  
অবস্থায় দেখে শোকে আকুল হয়ে সীতা অত্যন্ত করুণ স্বরে  
বিলাপ করতে লাগলেন।

উচুর্লক্ষণিকা যে মাং পুত্রিণ্যবিধবেতি চ।

তেহদ্য সর্ব্ব হতে রামে জ্ঞানিনোহনৃতবাদিনঃ ॥ ২

'সামুদ্রিক লক্ষণ বিচার করে যেসব জ্ঞানীজনেরা  
আমাকে পুত্রবতী হওয়ার এবং বিধবা না হওয়ার  
ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, সেইসব জ্ঞানীগণ আজ  
শ্রীরামের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন  
হলেন।

যজ্ঞানো মহিবীঃ যে মামুচুঃ পত্নীং চ সত্রিণঃ।

তেহদ্য সর্ব্ব হতে রামে জ্ঞানিনোহনৃতবাদিনঃ ॥ ৩

'যাঁরা আমাকে বলেছিলেন, আমি যজ্ঞপরাযণ তথা  
বিভিন্ন যজ্ঞের নানাবিধ সত্র সঞ্চালক সস্ত্রাটের পত্নী হব,  
তাঁরা আজ শ্রীরামের মৃত্যুর সাথে সাথেই অন্তবদী রূপে  
পরিচিত হলেন।

বীরপার্বিবপত্নীনাং যে বিদুর্ভূতপূজিতাম্।

তেহদ্য সর্ব্ব হতে রামে জ্ঞানিনোহনৃতবাদিনঃ ॥ ৪

'যাঁরা জানতেন আমি বীররাজাদের দ্বারা সম্মানিত  
এবং তাঁদের পত্নীদের দ্বারা পূজিতা হব, আজ  
শ্রীরামচন্দ্রের প্রয়াণে তাঁরা অসত্যবাদী রূপে পরিচিত  
হলেন।

উচুঃ সংশ্রবণে যে মাং বিজ্ঞাঃ কার্ত্তিকি শুভাম্।

তেহদ্য সর্ব্ব হতে রামে জ্ঞানিনোহনৃতবাদিনঃ ॥ ৫

'যে সমস্ত দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা অমাকে  
সদামঙ্গলময়ীরূপে উল্লেখ করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের



যুগ্মর কলে আজ তাঁরা অসত্যবাদী রূপে পরিগণিত

হুজুর খলু পদ্মানি পাদয়োর্ব কুলদ্বিমঃ।

অধিরাজোহতিষিচাক্রে নরৈর্দ্রেঃ পতিতিঃ সহ॥ ৬

‘হাতে-পায়ে যে সমস্ত লক্ষণ থাকলে কুলদ্বিগণ  
সেইট স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হন,  
সেগুলি আমার হাতে পায়ে বিদ্যমান।

কৈবঃ যাপ্তি যৈনার্যোহজ্ঞানৈর্ভাগ্যদূর্ভাঃ।

নাক্ষত্রানি পশ্যামি পশাষ্টী হতলক্ষণা॥ ৭

‘যে-সব অশুভ লক্ষণ থাকলে নারীদের সৌভাগ্য  
দূর্ভাগ্য হয় এবং তারা বিধবা হয়, সেগুলি আমার মধ্যে  
দেখতে পাচ্ছি না। তথাপি, আমার সকল সুলক্ষণ নষ্ট হয়ে  
গেল।

নজমানি পদ্মানি ক্রীণামুক্তানি লক্ষণৈঃ

জনাশ নিহতে রামে বিতথানি ভবন্তি মে। ৮

‘হাতে-পায়ে যেসব পদ্মচিহ্ন থাকলে ক্রীলোকের  
সৌভাগ্য লক্ষণ সূচিত হয়, সেগুলি আজ শ্রীরামের মৃত্যুতে  
বার্ষ হয়ে গেল।

কোঃ সূক্ষ্মঃ সমা নীলা ক্ষুবৌ চাসংহতে মম।

কৃত্ত চারোমকে জজ্জেষ দস্তাশ্চাবিরলা মম॥ ৯

‘আমার কেশবাশি সূক্ষ্ম, সমান এবং কৃষ্ণবর্ণ ;  
ক্রতুগল পরম্পর বিচ্ছিন্ন, সুচারু জজ্যা বৃত্তাকার তথা  
রোমশূন্য এবং দস্তরাজি সুবিন্যস্ত।

স্বপ্নে নৈবৈ করৌ পাদৌ শুদ্ধাবরু সমৌ চিতৌ।

অনুবৃত্তাঃ স্রিঙ্কাঃ সমাশ্চাঙ্গুলয়ো মম॥ ১০

আমার নেত্রদ্বয় ও তৎপার্শ্ববর্তী অংশ, দুই হাত, দুই  
পা, শুদ্ধদ্বয় (পায়ের গাঁট) এবং উরুযুগল প্রশস্ত এবং  
সমনভাবে বিস্তৃত। আমার হাতের আঙ্গুলগুলি সুন্দর এবং  
সমান নখরাজি সুগোল।

কনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মামকৌ মগ্গচুকৌ।

শ্যা চোৎসেধনী নাভিঃ পার্শ্বোন্নয়ঃ চ মে চিতম্॥ ১১

‘আমার ত্তনযুগল পরম্পর অবিচ্ছিন্ন এবং স্থূল।  
এর মূদভাগ ভেতর দিকে মগ্ন। নাভি সুগভীর ও তার  
পার্শ্ববর্তী স্থান উঁচু। শরীরের পার্শ্বভাগ এবং বক্ষদেশ  
মৎসল।

মম বর্ণো মণিনিভো মৃদূনাঙ্গরুহাণি চ।

দ্বিভিত্তাঃ দ্বাদশভির্মাচুঃ শুভলক্ষণাম্॥ ১২

‘আমার গাত্রবর্ণ মণির মতো উজ্জ্বল, শরীরের  
রোমরাজি কোমল। আমার দুই পদতল এবং দল পদাঙ্গুলি  
উত্তমরূপে ভূমি স্পর্শ করে (গোকে ব্যবহৃত দ্বাদশভি  
শব্দের দ্বারা এই দশটি আঙ্গুল এবং দুই পদতল মোট  
বারোটিকে বোঝানো হয়েছে) এই সবকিছুই দৈবজ্ঞদের  
মতে শুভ লক্ষণ।

সমগ্রাবমচ্ছিন্নং পানিপাদং চ বর্ণবৎ।  
মলশ্মিতোজোব চ মাং কন্যালাক্ষণিকা বিদুঃ॥ ১৩

‘আমার হাত-পা রক্তবর্ণবিশিষ্ট সুন্দর কান্তিমুক্ত।  
হাতের রেখা যবচিহ্নযুক্ত, আঙ্গুলগুলি যখন সন্নিবিষ্ট  
অবস্থায় থাকে তখন তাতে কোনো ছিদ্র থাকে না।  
কন্যালাক্ষণবিশিষ্ট এই কারণে আমাকে মলশ্মিতা (মৃদু  
হাস্যময়ী) বলে অভিহিত করেছেন।

অধিরাজোহতিষিকো মে ব্রাহ্মণঃ পতিনা সহ।

কৃতান্তকুশলৈরুক্তং তৎ সর্বং বিতথীকৃতম্॥ ১৪

‘জ্যোতির্বিদ্যায় কুশল ব্রাহ্মণেরা বলেছিলেন যে,  
পতির সঙ্গে আমার রাজ্যাভিষেক হবে, সে সবই মিথ্যা  
হয়ে গেল।

শোথয়িত্বা জনস্থানং প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ।

তীর্থা সাগরমক্ষোভ্যং ভ্রাতরৌ গোষ্ঠপদে হতৌ॥ ১৫

‘এই দুই ভাই জনস্থানকে শোধন করেছিলেন  
(রাক্ষসদের হাত থেকে এই স্থানকে বিপন্মুক্ত  
করেছিলেন), আমার অবস্থান জানতে পেরে দুজনের সাগর  
লঙ্ঘন করে গোষ্ঠপদে এসে নিহত হলেন। (সীতাদেবীর  
দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, যে বীরদ্বয় জনস্থানকে ভয়ানক  
রাক্ষসদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারেন, যারা সুবিশাল  
এবং অনতিক্রম্য সাগরকেও লঙ্ঘন করতে সক্ষম, তাঁদের  
কাছে রাবণের রাক্ষসসৈন্য তথা বীর ইন্দ্রজিৎও অতি তুচ্ছ।)

ননু বারুণমাগ্রেয়মৈন্দ্রং বায়ব্যমেব চ।

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব রাঘবৌ প্রভাপদাত॥ ১৬

‘কিন্তু এই দুই রঘুবংশীয় বীর তো বারুণ, আগ্নেয়,  
ইন্দ্র, বায়ব্য এবং ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রয়োগ জানতেন।  
তাহলে তা প্রয়োগ করলেন না কেন?

অদৃশ্যমানেন রণে মায়ায়া বাসবোপমৌ।

মম নাথাবনাথায়্য নিহতৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৭

‘অনাথের নাথ আমার শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ ছিলেন  
ইন্দ্রতুলা বীর। যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ মায়াশক্তির দ্বারা অদৃশ্যভাবে

এঁদের হত্যা করেছে।

নহি দৃষ্টিপথং প্রাপ্য রাঘবসা রথে রিপুঃ।

জীবন্ প্রতিবিবর্তেত যদ্যপি সান্নামোজবঃ॥ ১৮

‘অন্যথায় যুদ্ধক্ষেত্রে রাঘবের দৃষ্টিপথের সামনে থেকে কোনো শত্রু মনের ভুলা বেগশালী হলেও জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না।

ন কাশস্যাত্তিরোহস্তি কৃতান্তস্ত সুদূর্যয়ঃ।

যত্র রামঃ সহ ভ্রাতা শেতে যুধি নিপাতিতঃ॥ ১৯

‘কিন্তু কালের নিকট কোনো কিছুই গুরু-ভার নয়। কৃতান্তদের যম সুদূর্যয়। তাই কালের বশীভূত হয়ে আজ শ্রীরাম তাই লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিশ্যায় শায়িত হয়েছেন।

ন শোচামি তথা রামঃ লক্ষ্মণং চ মহারথম্।

নাশ্বানং জননীং চাপি যথা শূদ্রাং তপস্বিনীম্॥ ২০

সা তু চিত্তয়তে নিতাং সমাপ্তব্রতমাগতম্।

কদা বক্ষ্যামি সীতাং চ লক্ষ্মণং চ সরাঘবম্॥ ২১

‘আমি শ্রীরাম, মহারথী লক্ষ্মণকে হারিয়ে আমার নিজের জন্য—এমনকী আমার মায়ের জন্যও শোক করছি না, যেমন করছি আমার তপস্বিনী শ্বশ্রুমাতার জন্য। তিনি সর্বদা চিন্তা করছেন—বনবাসব্রত সমাপনের দিন কবে আসবে? কবে তিনি রাম লক্ষ্মণ সহ সীতাকে দেখতে পাবেন?’

পরিদেবয়মানাং তাং রাক্ষসী ত্রিজটাব্রবীৎ।

মা বিষাদং কৃথা দেবি ভর্তায়াং তব জীবতি॥ ২২

এইভাবে বিলাপরতা সীতাকে রাক্ষসী ত্রিজটা বলল—‘হে দেবি! বিষাদগ্রস্তা হয়েও না। তোমার স্বামী জীবিত আছেন।

কারণানি চ বক্ষ্যামি মহাস্তি সদৃশানি চ

যথেষ্টৌ জীবতো দেবি ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৩

‘দেবি! আমি আপনাকে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলব, যা নির্দেশ করবে যে, এই দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ জীবিত আছেন।

নহি কোপপরীতানি হর্ষযর্ঘ্যৎসকানি চ।

ভবন্তি যুধি যোধানাং মুখানি নিহতে পভৌ॥ ২৪

‘যুদ্ধে আপনার পতি নিহত হলে তাঁর মতো যোদ্ধার মুখ ক্রোধ এবং আনন্দের উৎসূক্য যুক্ত হতো না।

ইদং বিমানং বৈদেহি পুষ্পকং নাম নামতঃ।

নিবাং স্বাং ধারয়েয়েদং যদ্যোতৌ গজদ্বীবিভৌ॥ ২৫

‘হে বৈদেহি! এই পুষ্পক বিমান দ্বিবা যান যদি তাঁরা নিহত হতেন তাহলে এই বিমান আপনাকে ধারণ করতো না।

হতবীরপ্রধানা হি গতোৎসাছা নিরুদয়া।

সেনা ভ্রমতি সংখ্যেযু হতকর্ণেব নৌর্জলে॥ ২৬

ইয়ং পুনরসম্ভ্রান্তা নিরুদয়্যা ভূপস্বিনি।

সেনা রক্ষতি কাকুৎস্থৌ ময়া প্রীত্যা নিবেদিতৌ॥ ২৭

‘প্রধান বীর নিহত হলে, অন্যান্য সৈন্যরা নিরুদয়্য ও নিরুদাম হয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত বিচরণ করে, কোন হালভাতা নৌকা জলে দিশাহীন ভাবে বয়ে যায় যে তপস্বিনি! এই বাহিনী কেমন নির্ভীক নিরুদয়্য চিত্তে দুই রাজকুমারকে রক্ষা করেছে। প্রীতিপূর্ণ চিত্তেই আমি আপনাকে এই কথা বলছি, যে এঁরা দুই ভাই জীবিত আছেন।

মা ত্বং ভব সুবিসন্ধা অনুমানৈঃ সুখোদয়ৈঃ

অহতৌ পশ্য কাকুৎস্থৌ স্নেহাদেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ২৮

‘এখন আপনি আসন্ন সুখের সূচনাদায়ক অনুমান থেকেই নিশ্চিত হন যে, তাঁরা জীবিত। আপনি কাকুৎস্থ এই দুই রাজকুমারকে জীবিত রূপেই দেখুন। আপনার প্রতি স্নেহবশতঃই আমি এই কথা বলছি।

অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যামি মৈথিলি

চারিত্রসুখশীলত্বাং প্রবিষ্টানি মনো মম॥ ২৯

‘হে মৈথিলী! আপনার শাস্ত্র তাব, নির্মল চরিত্র অত্যন্ত সুখদায়ক। সেইজন্য আপনি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। এইজন্যই আমি আপনাকে পূর্বেও মিথ্যা কথা বলিনি, পরেও বলব না।

নেমৌ শকৌ রণে জেতুং সৌজেরপি সুরাসুরৈঃ।

তাদৃশং দর্শনং দৃষ্ট্বা ময়া চোদীরিতং তব॥ ৩০

‘যুদ্ধক্ষেত্রে এই বীর দ্রাতৃহৃদকে ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতা তথা অসুরেরাও পরাস্ত করতে পারে না। এইরূপ লক্ষণ দেখেই আমি আপনাকে এই কথা বলছি।

ইদং তু সমুহচিত্ত্রং শরৈঃ পশ্যস্ব মৈথিলি।

বিসংজ্ঞৌ পতিতাবেতৌ নৈব লক্ষ্মীবিমুক্ততি॥ ৩১

‘মিথিলানন্দিনী! এই মহান চিত্রটি দেখো। বানের আঘাতে এঁরা অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু বৈদেহী সৌন্দর্য্য এঁদের ত্যাগ করেনি।



গতসন্ধানাং পুরুষাণাং গত্যাম্বুধাম্।  
 কুলাশ্রয়ানেষু বন্ধেষু পরং ভবতি বৈকৃতম্ ॥ ৩২  
 তাঁদের শরীর থেকে প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে বা আয়ু  
 সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে  
 প্রাণই তাতে বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়।  
 তাজ শোকঃ চ দুঃখঃ চ মোহঃ চ জনকাক্ষজে।  
 রামলক্ষ্মণযোরর্থে নাদা শকমজীবিতুম্ ॥ ৩৩  
 'হে জনকতনয়া ! শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের জন্য  
 আপনি শোক, দুঃখ এবং মোহ ত্যাগ করুন। এঁরা নিহত  
 হতে পারেন না।'  
 শ্রী তু বচনং তস্যাঃ সীতা সুরসুতোপমা।  
 কৃতজ্ঞলিখিতমামেবমস্থিতি মৈথিলী ॥ ৩৪  
 তার এই কথা শুনে দেবকন্যাতুলা মৈথিলী সীতা  
 হাজিজাত করে বললেন—'তাই হোক'।  
 বিমানং পুষ্পকং তত্ত্ব সন্নিবর্তা মনোজবম্।

দীনা ত্রিজটয়া সীতা লঙ্কামেন প্রবেশিতা ॥ ৩৫  
 মনের মতো গতিসম্পন্ন পুষ্পক বিমানে ছুরিয়ে  
 দুঃখিলী সীতাকে নিয়ে ত্রিজটা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন।  
 ত্রিজটয়া সার্থং পুষ্পকাদবরমহ্য সা।  
 অশোকলনিকামেব রাক্ষসীভিঃ প্রবেশিতা ॥ ৩৬  
 অতঃপর ত্রিজটার সঙ্গে পুষ্পক থেকে অবরোহণ  
 করলে, রাক্ষসীরা তাঁকে নিয়ে পুনরায় অশোকবনে প্রবেশ  
 করলেন।  
 প্রবিশ্য সীতা বহুবৃক্ষশৃংগাঃ  
 তাং রাক্ষসেন্দ্রসা বিহারভূমি।  
 সম্প্রেক্ষ্য সঙ্কিতা চ রাজপুত্রৌ  
 পরং নিষাদং সমুপাজ্জগাম ॥ ৩৭  
 বহু বৃক্ষ সুশোভিত রাক্ষসরাজের সেই  
 বিহারভূমিতে পৌঁছে সীতা রাজপুত্র দুজনকে যেভাবে  
 দেখেছেন, তা চিন্তা করে গভীর দুঃখে নিমজ্জিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

### একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৪৯)

শ্রীরামের চেতনালাভ এবং অচেতন লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ, স্বয়ং  
 প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করে বানরদের প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান

যোরণ শরবন্ধেন বদ্ধৌ দশরথাস্বজৌ।  
 নিশ্বসন্তৌ যথা নাগৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ। ১  
 দশরথপুত্রদ্বয় ভগ্নানক নাগপাশ বাণের বন্ধনে  
 আবদ্ধ হয়ে ভূপতিত। বক্তাক্ত দেহে শায়িত অবস্থায় তাঁদের  
 শ্বাসপ্রশ্বাস সাপের ফোসফোসানির মতো।  
 সর্বে তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সমুগ্রীবমহাবলাঃ।  
 পরিবার্য মহামানৌ তছুঃ শোকপরিপ্লুতাঃ ॥ ২  
 সৃষ্টাব সহ সকল মহাবলশালী বানরশ্রেষ্ঠগণ শোকে  
 কাতর হয়ে ওই মহাত্মা দুজনকে পরিবেষ্টন করে অবস্থান  
 করছেন  
 ওতশ্রিয়াস্তরে রামঃ প্রভাবুধাত বীর্যবান্।

স্থিরত্বাং সত্ত্বযোগাচ্চ শরৈঃ সন্দানিতোহপি সনু ॥ ৩  
 ইতিমধ্যে পরাক্রমী রামচন্দ্র নাগপাশে আবদ্ধ হয়েও  
 আপন চৈর্ঘ্য এবং শক্তিমত্তার কারণে মূর্ছা থেকে জাগ্রত  
 হলেন।  
 ততো দৃষ্ট্বা সরুধিরং নিষদং গাঢ়মর্পিতম্।  
 ভ্রাতরং দীনবদনং পর্যদেবদাতুরং ॥ ৪  
 অতঃপর শরাহত, রক্তাক্ত, দুর্বল, মলিনবদন  
 ভাইকে দেখে তিনি শোকে আকুল হয়ে বিলাপ করতে  
 লাগলেন—  
 কিং নু মে সীতয়া কার্যং লঙ্কয়া জীবিতেন বা।  
 শয়ানং যোহদ্য পশ্যামি ভ্রাতরং যুধি নির্জিতম্ ॥ ৫



‘আজ আমার ডাইকে রণভূমিতে পরাজিত হয়ে  
শায়িত অবস্থায় দেখে, সীতাকে লাভ করেই বা কী হবে ?  
আর জীবনধারণ করেই বা কী কার্যসিদ্ধ হবে ?

শকা সীতাসমা নারী মর্ত্যলোকে বিচিহ্নতা।  
ন লক্ষণসমো ভ্রাতা সচিবঃ সাম্পরায়িকঃ ॥ ৬

‘মর্ত্যলোকে অনুসন্ধান করলে সীতার তুল্যা নারী  
পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু লক্ষণের মতো যুদ্ধনিপুণ, সচিব  
এমন ডাই পাওয়া যাবে না।

পরিভ্রাতামাহং প্রাধান্ বানরাশাং তু পশাতাম্।  
যদি পঞ্চমাপমঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥ ৭

‘মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী লক্ষণ যদি নিহত  
হয়, তাহলে বানরদের দৃষ্টির সম্মুখেই আমি প্রাপত্যগ  
করব।

কিং নু বক্ষ্যামি কৌশল্যাং মাতরং কিং নু কৈকয়ীম্।  
কথমহাং সুমিত্রাং চ পুত্রদর্শনলালসাম্ ॥ ৮

বিবৎসাং বেষমানাং চ বেষন্তীং কুররীমিব।  
কথমাত্মসরিষ্যামি যদি যস্যামি তং বিনা ॥ ৯

‘লক্ষণকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরে গেলে আমি মাতা  
কৌশল্যাকে, কৈকেয়ীকে কী বলব ? পুত্রের মুখদর্শনকারী  
মাতা সুমিত্রাকেই বা কী বলব ? সন্তানহীনা, কম্পমানা,  
কুররীর (এক ধরনের পাখী) মতো ক্রন্দনরতা তাঁকে কী  
বলেই বা আশ্বস্ত করব ?

কথং বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নং ভরতং চ যশস্বিনম্।  
ময়া সহ বনং যাতো বিনা তেনাহমাগতঃ ॥ ১০

‘যশস্বী ভরতকে এবং শত্রুঘ্নকে আমি কী করে  
বলবো যে, লক্ষণ আমার সঙ্গেই বনে গিয়েছিল কিন্তু আমি  
তাকে না নিয়েই ফিরে এসেছি ?

উপালপ্তং ন শঙ্ক্যামি সৌদুমহাসুমিত্রয়া।  
ইহৈব দেহং ত্যজ্যামি নহি জীবিতুমুৎসহে ॥ ১১

‘মাতা সুমিত্রার রোষণপূর্ণ বাক্য আমি সহ্য করতে  
পারবো না। আমার জীবিত থাকার কোনো ইচ্ছাই নেই,  
এখানেই আমি দেহত্যাগ করব।

ধিগুমাং দুষ্কৃতকর্মাণমনার্যং যৎকৃতে হাসৌ।  
লক্ষণঃ পতিতঃ শেতে শরতশ্চে গতাসুবৎ ॥ ১২

‘আমার মতো দুষ্কর্তকারী অনার্যকে ধিক্। যার কারণে  
লক্ষণ মৃতের ন্যায় শরশয্যায় শায়িত।

ত্বং নিত্যং সুবিষন্নং মামাত্মাসয়সি লক্ষণ।

গতাসূর্নাদ্য শক্তোহসি মামার্তমজিভবিষ্ম ॥ ১৩

‘লক্ষণ ! আমি অত্যন্ত বিষন্ন হলে তুমি নিশ্চয়  
আমাকে আশ্বস্ত করেছো। আজ তুমি প্রাণ হারিয়ে  
সেইজন্য আর্ত আমার সঙ্গে বাক্য বিনিময়ে অক্ষম  
যেনাদ্য বহুবো যুদ্ধে নিহতা রাক্ষসাঃ কিতৌ।

তস্যামেবাদ্য শূরত্বং শেষে বিনিহতঃ শনৈঃ ॥ ১৪

‘যুদ্ধে যার দ্বারা বহুসংখ্যক রাক্ষস নিহত হয়েছে,  
সেই তুমি শূরবীর হয়েও রাক্ষসদেরই শরাঘাতে ভূমিপাত  
মৃতবৎ শায়িত।

শয়ানঃ শরতশ্চেহস্মিন্ সশোষিতপরিপ্লবঃ।  
শরভূতত্ততো ভাসি ভাস্তরোহস্তমিব ব্রহ্মণ ॥ ১৫

‘তোমার শরীর শরজালে ব্যাপ্ত, শরশয্যায় রক্তাক্ত  
অবস্থায় শায়িত হওয়ায় তোমাকে অন্তর্গামী সূর্যের মতো  
মনে হচ্ছে।

বাণাভিহতমর্মভ্রাজ শক্রোধীহ জঘিতুম্।  
রজা চাত্রবতো যস্য দৃষ্টিরাগেণ সূচ্যতে ॥ ১৬

‘বাণাঘাতে তোমার মর্মস্থল বিদীর্ণ হয়েছে। তাই  
তুমি বাক্য বিনিময়ে অক্ষম, তোমার রক্তাক্ত চোখের দ্বারা  
মর্মপিড়া সূচিত হচ্ছে।

যথৈব মাং বনং যান্তমনুযাতো মহাদুতিঃ।  
অহমবানুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্ ॥ ১৭

‘এই মহাতেজস্বী যেমন বনে আমার অনুগত  
করেছিলেন, আমিও তদনুরূপভাবে তাঁকে হমাগত  
অনুসরণ করব।

ইষ্টবন্ধুজনো নিত্য মাং চ নিত্যমনুরতঃ।  
ইমামদ্য বতোহবহাং মমানার্যস্য দুর্নীয়ে ॥ ১৮

‘যে ছিল আমার প্রিয় বন্ধুজন, সর্বদাই আমার প্রতি  
যার ভক্তিভাব এবং অনুরাগ ছিল অবিচল; আমার মতো  
অনার্যের দুর্নীতির জন্য সে আজ এই অবস্থায় পৌছেছে

সূর্যষ্টেনাপি বীরেণ লক্ষ্মণেন ন সংশরে  
পরুষং বিপ্রিয়ং চাপি শ্রাবিতং তু কদাচন ॥ ১৯

‘আমি স্মরণ করতে পারছি না, বীর লক্ষণ কখনো  
অত্যন্ত কুপিত হয়েও আমাকে কোনো কঠোর বা অপ্রিয়  
কথা শুনিয়েছেন !

বিসমর্জকবেগেন পঞ্চবাণশতানি যঃ।  
ইদ্রেদ্রেধিকস্তম্মাৎ কার্তবীর্যাচ্চ লক্ষণঃ ॥ ২০

‘লক্ষণ সমান-বেগে পাঁচ শত শরবর্ষণে সক্ষম।

এইজন্য সে ছিল ধনুর্বিদ্যায় কৃতবীর্ব অর্জুনের অপেক্ষাও  
শ্রেষ্ঠ।

অস্ত্রেরদ্বারা যো হন্যাচ্ছক্রসাপি মহাক্ষয়ঃ  
সোহমুর্খ্যঃ হতঃ শেতে মহার্হশ্যনোচিৎ ॥ ২১

‘যে আপন অস্ত্রের দ্বারা মহাক্ষয় ইন্দ্রের অস্ত্রও গণ্ডন  
করতে সক্ষম, বহুমূল্য শয্যায় শয়নের যোগ্য হয়েও, সে  
নিহত হয়ে ভূমি শয্যায় শায়িত।’

তত্ত্ব মিথ্যা প্রলাপঃ মাং প্রযচ্ছতি ন সংশয়ঃ,  
যদ্বা ন কৃতো রাজা রাক্ষসানাং বিজীষণঃ ॥ ২২

‘আমি বিজীষণকে রাক্ষসদের রাজা করতে পারিনি  
আমার এই মিথ্যা প্রলাপ আমাকে দক্ষ করবে, এতে  
কোনো সন্দেহ নেই।’

অনিম্ন মুহূর্তে সুগ্রীব প্রতিযাতুবিতোহহসি।

যত্র হীনঃ ময়া রাজন্ রাবণোহভিভবিস্যতি ॥ ২৩

‘বানররাজ সুগ্রীব ! আপনি এই মুহূর্তেই এই স্থান  
থেকে প্রত্যাবর্তন করুন ; কারণ আমার অনুপস্থিতিতে  
রাক্ষসরাজ বাবণ আপনাকে তিরস্কার করবেন।’

অতঃ তু পুরঙ্ঘতা সৈন্যং সপরিচ্ছদম্।

সাগরং তর সুগ্রীবঃ নীলেন চ নলেন চ ॥ ২৪

‘সুগ্রীব ! সৈন্য এবং সামগ্রীসহ অঙ্গদকে সামনে  
রেখে নল এবং নীলকে নিয়ে আপনি সমুদ্র পার হয়ে  
যথাস্থানে ফিরে যান।’

কৃতং হি সুমহৎকর্ম যদন্যৈর্দুষ্করং রণে।

ঋক্ষরাজেন তুষ্যামি গোলাঙ্গুলাধিপেন চ ॥ ২৫

‘গোলাঙ্গুলদের অধিপতি গবাক্ষ এবং ঋক্ষরাজ  
জাদবানের প্রতি আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। যুদ্ধে তোমরা  
যে মহান পরাক্রম দেখিয়েছো, তা অন্যের পক্ষে দুষ্কর।  
অঙ্গদেন কৃতং কর্ম মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ।

যুদ্ধং কেসরিণা সংখ্যে ঘোরং সম্পাতিনা কৃতম্ ॥ ২৬

‘অঙ্গদ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদও মহান বীরত্ব প্রদর্শন  
করেছে কেশরী এবং সম্পাতিও সমরাজনে ভয়ানক যুদ্ধ

করেছে।

গবয়োন গবাক্ষেণ শরভেণ গজেন চ।

অনৌচ হরিভির্দুষ্কঃ মদর্শে ভাক্ষস্রীনিভে ॥ ২৭

‘গবয়া, গবাক্ষ, শরভ, গজ তথা অন্যান্য বানরেরা  
আমার জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সংগ্রাম করেছে।

ন চাভিজনমিছুঃ শক্যঃ দৈবঃ সুগ্রীব মানুষ্যেঃ।

গত্ব শক্যঃ লয়সোল সুদনা বা পরং মম ॥ ২৮

কৃতং সুগ্রীনাং তৎ সর্বং ভবতা ধর্মভীরুণা।

মিত্রকার্যং কৃতমিদং ভবন্তির্গানরর্ষভাঃ ॥ ২৯

অনুজ্ঞাতা ময়া সর্বে যথেষ্টং গন্তুমর্হথ।

‘কিন্তু সুগ্রীব ! মানুষ দৈবকে অতিক্রম করতে পারে  
না। আমার পরমবন্ধু তথা উত্তম সুহৃদ হয়ে আপনাদের  
মতো ধর্মভীরুদের পক্ষে যা করা সম্ভব, সবই আপনারা  
করেছেন। বানরমুখ্যগণ আপনারা সকলে মিলে মিত্রকার্য  
সম্পন্ন করেছেন। এখন আমি আজ্ঞা করছি, আপনারা  
যথাস্থানে ফিরে যান।’

শুশ্রূষুস্তস্মা য়ে সর্বে বানরাঃ পরিদেবিতম্ ॥ ৩০

বর্তর্যাংচক্রিরেহশ্রুশি নৈত্রৈঃ কৃষ্ণেভরেক্ষণাঃ ॥ ৩১

পিঙ্গল বর্ণের অক্ষি বিশিষ্ট বানরেরা সকলে  
বামচন্দ্রের এই বিলাপ শুনে আপন নেত্র হতে অশ্রু  
বিসর্জন করতে লাগল।

ততঃ সর্বাণ্যনিকানি ছাপয়িত্বা বিজীষণঃ।

আজগাম গদাপাণিভুরিতং যত্র রাঘবঃ ॥ ৩২

অনন্তর সমস্ত সৈন্যদের সুবিন্যস্ত করে, যেখানে  
রামচন্দ্র অবস্থিত, সেইস্থানে গদা হাতে নিয়ে বিজীষণ  
প্রত্যাবর্তন করলেন।

তং দৃষ্ট্বা ত্বরিতং যাস্ত্বং নীলাঙ্গনচয়োপমম্।

বানরা দুষ্কবুঃ সর্বে মনামানাস্ত রাবণিম্ ॥ ৩৩

কঙ্কালের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট সেই বিজীষণকে দ্রুত  
আসতে দেখে বানরেরা তাঁকে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মনে করে  
ইতস্ততঃ পলায়ন করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥



## পঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫০)

বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ মনে করে বানরদের পলায়ন, সুগ্রীবের নির্দেশে জাঙ্ঘবানের তাদেরকে  
আশ্বাসদান, বিভীষণের বিলাপ, তাঁকে সুগ্রীবের সাক্ষ্যাদান, গরুড়ের আগমন  
এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করে প্রতিগমন

অথোবাচ মহাতেজা হরিরাজো মহাবলঃ  
কিমিয়ং বাখিতা সেনা মুচবাভেব যৌর্জলে ॥ ১

অনন্তর মহাবলশালী, মহাতেজস্বী, বানররাজ সুগ্রীব  
বললেন—‘বড়ের আঘাতে জলে অবস্থিত নৌকার মতো  
এই বানর সেনারা কেন বিচলিত হয়েছে?’

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রদ্ধা বালিপুত্রোহজদোহরবীৎ।

ন ত্বং পশাসি রামং চ লক্ষ্মণং চ মহারথম্ ॥ ২

সুগ্রীবের এই কথা শুনে বালিপুত্র অঙ্গদ বলল  
—‘শ্রীরাম এবং মহাবথী লক্ষ্মণের অবস্থা কী আপনি  
দেখতে পাচ্ছেন না?’

শরজালাচিতৌ বীরাবুভৌ দশরথাস্বজৌ।

শরতলে মহাত্মানৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ ॥ ৩

‘এই দুই দশরথনন্দন বীর মহাত্মা শরশয্যায়  
রক্তলিপ্ত অবস্থায় শায়িত।

অথবাত্রবীদ্ বানরেভঃ সুগ্রীবঃ পুত্রমঙ্গদম্।

নানিমিত্তমিদং মনো ভবিতব্যং ভয়েন তু ॥ ৪

অতঃপর বানররাজ সুগ্রীব পুত্র অঙ্গদকে বললেন  
—‘বৎস! সৈন্যরা অকারণে ভীত হয়েছে, তা আমি মনে  
করি না। নিশ্চয়ই ভয়ের কারণ আছে।

বিষমবদনা হোতে ত্যক্তপ্রহরণা দিশঃ।

পলায়ন্তেহত্র হরয়ন্তাসাদুৎফুল্ললোচনাঃ ॥ ৫

‘এই বানরেরা বিষম মুখে ভয় বিস্ময়িত চোখে  
অস্ত্র ত্যাগ করে দিশাহারা হয়ে এই স্থান থেকে পলায়ন  
করছে।

অন্যোন্যস্য ন লজ্জন্তে ন নিরীক্ষন্তি পৃষ্ঠতঃ।

বিপ্রকর্ষন্তি চান্যোন্যং পতিতং লক্ষ্যয়ন্তি চ ॥ ৬

‘পলায়নকালে এদের একে অপরের কাছে লজ্জিত  
হচ্ছে না, পেছন ফিরে দেখছেও না, একে-অপরকে টেনে  
ধরছে (আকর্ষণ করছে), কোনো একজন ভূপতিত হলে  
তাকে পদপিষ্ট করেই তারা চলে যাচ্ছে। (অর্থাৎ তাদের ভয়

এতটাই মারাত্মক যে, মাটিতে পড়ে যাওয়া সাক্ষ্য  
তোলার চেষ্টাও করছে না; ভয়ের কারণে তারা  
সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়েছে।)’

এতস্মিন্নন্তরে বীরো গদাপাণিবিভীষণঃ।

সুগ্রীবঃ বর্ষমাস রাঘবং চ জয়াশিষ্য ॥ ৭

এই সময়ে বীর বিভীষণ গদা হাতে নিয়ে বিজয়সূচী  
আশীর্বাদ দ্বারা রামচন্দ্রকে এবং সুগ্রীবকে সম্বর্ধিত করলেন

বিভীষণং চ সুগ্রীবো দুষ্টা বানরভীষণম্

ঋক্ষরাজং মহাত্মানং সমীপহুমুবাচ ॥ ৮

বানরদের মধ্যে প্রীতি সঞ্চারকারী বিভীষণকে নেতৃ  
নিকটস্থিত ঋক্ষরাজ মহাত্মা জাঙ্ঘবানকে সুগ্রীব বললেন—

বিভীষণোহয়ং সম্প্রাপ্তো যং দুষ্টা বানরর্ষভাঃ

দ্রবজ্যায়তসংব্রাসা রাবণাস্ত্রজং ॥ ৯

‘বিভীষণ আসছেন, যাঁকে দেখে বানর শিরোমণির  
রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মনে করে সম্ভ্রান্ত হয়ে পালিয়ে  
যাচ্ছে।

শীঘ্রমেতান্ সুসংব্রহ্মান্ বহুধা বিপ্রখাবিতান্।

পর্যবহাপন্নাত্মাহি বিভীষণমুপস্থিতম্ ॥ ১০

‘নানাদিকে প্রখাবিত ভীত এই বানরদেরকে আপনি  
সম্ভর এই বলে আশ্বস্ত করুন যে, ‘ইনি ইন্দ্রজিৎ নয়,  
প্রকৃতপক্ষে ইনি হলেন বিভীষণ।’

সুগ্রীবোণৈবমুক্তস্ত জাঙ্ঘমানৃক্ষপার্বিঃ

বানরান্ সাক্ষ্যমাস সন্নিবর্ত্য প্রখাবতঃ ॥ ১১

সুগ্রীব এইরূপ বললে, ঋক্ষরাজ জাঙ্ঘবান

পলায়নোদ্যত বানরদের পলায়নকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে

সাক্ষ্য দিলেন।

তে নিবৃত্তাঃ পুনঃ সর্বৈ বানরাস্ত্রজসাধসাঃ।

ঋক্ষরাজবচঃ শ্রদ্ধা তং চ দুষ্টা বিভীষণম্ ॥ ১২

ঋক্ষরাজের কথা শুনে এবং বিভীষণকে দেখে

সকল বানরেরা ভয় ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করল।



বিভীষণঃ রামস্য দুষ্টা গাত্রঃ শরৈশ্চিত্তম্।  
লক্ষণস্য তু ধর্মান্বা বভূব ব্যথিতস্তনাম্॥ ১৩

ধর্মান্বা বিভীষণঃ লক্ষণস্যহ শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ  
স্বাক্ষর অবস্থায় দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

লক্ষণস্যেব হস্তেন তয়োর্নেত্রে বিমূঢ়্য চ।  
শোকসম্পীড়িতমনা রুরোদ বিললাপ চ। ১৪

তিনি নিজের জলসিক্ত হস্ত দ্বারা তাঁদের দুই ভাইয়ের  
চোখ মুছিয়ে দিলেন। মনে মনে শোক-পীড়িত হয়ে রোদন  
করতে এবং বিলাপ করতে লাগলেন—

ইমৌ ভৌ সত্ত্বসম্পদৌ বিক্রান্তৌ প্রিয়সংযুগৌ।  
ইমামবহাঃ গমিতৌ রাক্ষসৈঃ কূটয়োষিভিঃ। ১৫

‘হয় ! এঁরা দুজনেই বলবিক্রমশালী এবং যুদ্ধপ্রিয়  
হয়ও রাক্ষসদের মায়া যুদ্ধের দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত  
হয়েছেন।

ব্রাহ্মপুত্রেন চৈতেন দুম্পুত্রেন দুরাক্ষনা।  
রাক্ষস্যা জিহ্ময়া বুদ্ধ্যা বধিতাবজ্রবিক্রমৌ॥ ১৬

‘আমার ভাইয়েব কুপুত্র দুরাক্ষা ইন্দ্রজিৎ তার  
রাক্ষসোচিত কূটবুদ্ধির দ্বারা এই দুই সরল ও পরাক্রমশালী  
দ্বিগকে বধিত করেছে।

শরৈরিমাবলং বিকৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ।  
কস্যায়ামিমৌ সুপ্তৌ দৃশ্যেতে শল্যাকাবিব। ১৭

এঁদের দুজনেরই শরীর শরের আঘাতে সম্পূর্ণরূপে  
হিন্নভিন্ন, রক্তলিপ্ত অবস্থায় ভূমি শয্যায় শায়িত তাঁদের  
দেখতে হয়েছে শজাকর মতো।

যযৌর্বীৰ্বপুশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা ময়া।  
তবিমৌ দেহনাশায় প্রসুপ্তৌ পুরুষবর্ভৌ॥ ১৮

‘যাঁদের বীর্যবত্তাকে আশ্রয় করে আমি রাজ্যে  
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অভিলাষ করেছিলাম, সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ  
দেহভাগের কারণে মহানিভ্রায় শায়িত।

জীবদ্দ্য বিপমোহন্তি নষ্টরাজ্যমনোরথঃ।  
শ্রান্তপ্রতিজ্ঞস্ত রিপুঃ সকামো রাবণঃ কৃতঃ॥ ১৯

‘জীবিত থেকেও আজ আমার জীবন বিপন্ন।  
রাজ্যবিষয়ক বাসনা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। শত্রু রাবণের  
প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে। তিনি সফলকাম হয়েছেন।’

এবং বিলপমানঃ তং পরিষজ্য বিভীষণম্।

সুগ্ৰীবঃ সত্ত্বসম্পদো হরিরাজোদ্রবীন্দম্॥ ২০

এইরূপ বিলাপরত বিভীষণকে বানররাজ বলবান  
সুগ্ৰীব আশ্বিনন করে বললেন—

রাজ্যং প্রাক্ক্যাসি ধর্মজ্ঞ লক্ষ্যায় নেহ সংশয়ঃ।  
রাবণঃ সহ পুত্রেন স্বকামং নেহ লক্ষ্যতে॥ ২১

‘হে ধর্মজ্ঞ ! আপনি লক্ষ্য রাজ্য লাভ করবেন—এতে  
কোনো সংশয় নেই। পুত্র সহ রাবণ আপন কামনা পূরণে  
সক্ষম হবে না।

গরুড়ামিষ্ঠিতাবেতাবুভৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ।

তাক্ষা মোহঃ বধিষ্যতে সগণং রাবণং রণে॥ ২২

‘শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ—এঁরা উভয়েই মূর্ত্যভঙ্গের পরে  
গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক যুদ্ধে সপরিবারে রাবণকে  
হত্যা করবেন।’

তমেবং সাত্ত্বয়িত্বা তু সমাখ্যাস্য তু রাক্ষসম্।

সুশেণং শ্বশুরং পার্শ্বে সুগ্ৰীবস্তমুবাচ হ॥ ২৩

রাক্ষস বিভীষণকে এইভাবে সাত্ত্বনা দিয়ে এবং  
আশ্বস্ত করে, সুগ্ৰীব তাঁর পাশে উপস্থিত শ্বশুর সুশেণকে  
বললেন—

সহ শরৈর্হরিগণৈর্লক্ষসংজ্ঞাবরিন্দমৌ।

গচ্ছ ত্বং ভ্রাতরৌ গৃহ্য কিঙ্কিরাং রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৪

‘শত্রুদমনকারী এই দুই ভাই সংজ্ঞালাভ করলে,  
তাঁদের সঙ্গে নিয়ে শ্রবীর বানরদের সাথে আপনি  
কিঙ্কিরায়া প্রত্যাবর্তন করুন।

অহং তু রাবণং হত্বা সপুত্রং সহবান্ধবম্।

মৈথিলীমানয়িষ্যামি শত্রো নষ্টামিব শ্রিন্নম্॥ ২৫

‘পুত্রসহ রাবণকে সবান্ধবে হত্যা করে আমি  
মৈথিলী সীতাকে নিয়ে আসব, যেমন ইন্দ্র হত রাজ্যে  
লক্ষ্মীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।’

শ্রষ্টদ্বৈতদ্ বানরেজস্য সুশেণো বাক্যমব্রবীৎ।

দেবাসুরং মহাযুদ্ধমনুভূতং পুরাতনম্॥ ২৬

বানররাজ সুগ্ৰীবের এই কথা শুনে সুশেণ  
বললেন—‘পুরাকালে দেবাসুরের মহাযুদ্ধ আমি প্রত্যক্ষ  
করেছিলাম।

তদা শ্ম দানবা দেবান্ শরসংস্পর্শকোবিদান্।

নিজগ্নুঃ শত্রুবিদুষ্মাদয়ঙ্কো মুর্মুহঃ॥ ২৭

‘তখন অস্ত্রশস্ত্র লক্ষ্যভেদে কুশল দেবতাদেরকে  
দানবেরা পুনঃপুনঃ শর দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিল।  
জনার্তান্ নষ্টসংজ্ঞাংস্ত গতাসুংস্ত বৃহস্পতিঃ।  
বিদ্যাভির্মন্ত্রযুক্তভিরোষধীভিত্তিকিংসতি ॥ ২৮

‘সেই যুদ্ধে লীড়িত, মৃতপ্রায় এবং অচেতন  
দেবতাদেরকে রক্ষা করার জন্য বৃহস্পতি মন্ত্রযুক্ত বিদ্যা  
তথা ঔষধি দ্বারা চিকিৎসা করেছিলেন।

তানৌষধান্যানয়িতুং কীরোদং যাত্ত সাগরম্।  
জবেন বানরাঃ শীঘ্রং সম্পাতিপনসাদয়ঃ ॥ ২৯

‘সেই ঔষধিকে আনাব জন্য শীঘ্র সম্পাতি, পনস  
প্রভৃতি বানবেরা দ্রুতবেগে কীরোদ সাগরের তীরে যাত্রা  
করুক।

হরয়স্ত বিজানন্তি পার্বতী তে মহৌষধী।  
সঞ্জীবকরধীং দিব্যাং বিশল্যাং দেবনির্মিতাম্ ॥ ৩০

‘এই বানবেরা সেই পার্বত্য মহৌষধিকে জানে।  
দেবনির্মিত সেই ঔষধস্থলের একটি হল সঞ্জীবকরধী এবং  
অপরটি হল বিশলাকরধী।

চক্রশ্চ নাম দ্রোণশ্চ কীরোদে সাগরোত্তমে।  
অমৃতং যত্র মথিতং তত্র তে পরমৌষধী ॥ ৩১  
তৌ তত্র বিহিতৌ দেবৈঃ পর্বতৌ তৌ মহোদধৌ।

অয়ং বায়ুসুতো রাজন্ হনুমাংস্তত্র গচ্ছতু ॥ ৩২

‘সমুদ্রের মধ্যে উত্তম কীরোদ সমুদ্রে চন্দ্র এবং  
দ্রোণ নামক দুটি পর্বত আছে, যেখানে অমৃত মছন করা  
হয়েছিল, সেখানেই পরমৌষধি বর্তমান। মহাসমুদ্রে ওই  
দুই পর্বতকে দেবতারা প্রতীক্ষিত করেছিলেন। হে রাজন্!  
বায়ুপুত্র হনুমানই সেইখানে গমন করুক।’

এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্মেঘাশ্চাপি সবিন্দুতঃ।

পর্যস্য সাগরে তোয়ং কম্পয়স্বিব পর্বতান্ ॥ ৩৩

ইতিমধ্যেই বায়ুব গতি দ্রুত হল। আকাশে সঞ্চারিত  
হল ঘন মেঘ, তৎসহ শুরু হল বিদ্যুতের চমক, বায়ুর  
প্রভাবে সমুদ্রের জল প্রবলভাবে আলোড়িত হতে লাগলো,  
পর্বতসমূহ প্রকম্পিত হতে লাগল।

মহতা পক্ষবাতেন সর্বাধিপমহাক্রমাঃ।

নিপেতুর্ভগ্নবিটপাঃ সলিলে লবণান্তসি ॥ ৩৪

গরুড়ের পক্ষজাত প্রচণ্ড বাতাসে বীপের বড় বড়

বৃক্ষগুলি ও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি ভেঙ্গে পড়ল।  
সমুদ্রের জলে পড়তে লাগল।

অস্তবন্ পদগান্ত্রাত্তা জোগিনস্তত্রবাসিনঃ।

শীঘ্রং সর্বাণি যাদাংসি জম্বুশ্চ লবণানবম্ ॥ ৩৫

সেই দ্বীপে বাসকারী সাপেরা ভীত হয়েছিল।  
জলজন্তুগুলি দ্রুততার সঙ্গে জলের গভীরে প্রবেশ করল।

ততো মুহূর্তাদ্ গরুড়ঃ বৈনতেয়ং মহাবলম্।

বানরা দদৃশুঃ সর্বে জলন্তমিব শাবকম্ ॥ ৩৬

তারপর মুহূর্তের মধ্যেই বানবেরা দেখল  
মহাবলশালী, জলন্ত অগ্নির তুল্য তেজস্বী বিনতানন্দন গরুড়।

আবির্ভূত হলেন।

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য নাগান্তে বিপ্রদৃশুঃ।

যৈস্ত তৌ পুরুষৌ বন্ধৌ শত্রুতৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৩৭

যে মহাবলশালী সর্পগুলি বাণরূপে ওই  
মহাপুরুষকে বেঁধে রেখেছিল, সেই নাগেরা তাঁকে উপলক্ষ্য

দেখে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করল।

ততঃ সুপর্ণঃ কাকুৎস্থৌ স্পৃষ্টা প্রতাজিনন্দ চ

বিমমর্শ চ পাণিভ্যাং মুখে চক্রমমথতে ॥ ৩৮

অনন্তর গরুড় দুই রঘুবংশীয়কে স্পর্শ করে  
অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। চন্দ্রের ন্যায় কান্তিযুক্ত তাঁকে

মুখমণ্ডল নিজের দুই হাত দিয়ে মার্জনা করলেন।

বৈনতেয়েন সংস্পৃষ্টান্তয়োঃ সংরক্তধ্বজাঃ।

সূৰ্ণে চ তনু স্নিগ্ধে তয়োরাশু বভূবতুঃ ॥ ৩৯

গরুড়ের স্পর্শমাত্রই তাঁদের দুজনের দ্রুতগতির  
নিরাময় হল। তৎক্ষণাৎ তাঁদের শরীর সোনার মতো উজ্জ্বল

কান্তিযুক্ত এবং স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

তেজো বীর্যং বলং চৌজ উৎসাহশ্চ মহাগুণাঃ।

প্রদর্শনং চ বুদ্ধিশ্চ স্মৃতিশ্চ দ্বিগুণা তয়োঃ ॥ ৪০

তাঁদের দুজনের তেজ, বীর্য, বল, ওজ, উৎসাহ,  
দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধি এবং স্মরণশক্তি প্রভৃতি মহাগুণগুলি

পূর্বাশঙ্কা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল।

তাবুখাপ্য মহাতেজা গরুড়ো বাসবোপমৌ।

উভৌ চ সম্বজে হস্তৌ রামশ্চৈনমুবাচ হা ॥ ৪১

অনন্তর মহাতেজস্বী গরুড় ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ওই দুই  
ভাইকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। রামচন্দ্র প্রীত হয়ে তাঁকে



বলেন—

জবপ্রসাদাং বাসনাং রাবণপ্রভবং মহং।

উপায়েন বাতিত্বশ্চৌ শীঘ্রং চ বলিনৌ কৃতৌ॥ ৪২

‘রাবণপুত্রের কারণে আমরা দুজনে যে মহাবিপদগ্রস্ত হয়েছিলাম, আপনার চেঁচায় তা অতিক্রম করতে সক্ষম হলাম। আপনি বিশেষ উপায়ে শীঘ্র আমাদের দুজনকে বলশালী করে দিয়েছেন।

যথা তাতঃ দশরথঃ যথাজং চ পিতামহম্।

জবপ্রসাদাং হৃদয়ং মে প্রসীদতি॥ ৪৩

‘নিজ দশরথ এবং পিতামহ অজ্ঞ এঁদের সান্নিধ্যে আমার হৃদয় যেমন প্রসন্নতা লাভ করতো, আপনাকে পেয়েও আমি তেমনি প্রসন্ন হয়েছি।

কো ভবান্ রূপসম্পন্নো দিব্যপ্রগনুলেপনঃ।

হমানো বিবজে বস্ত্রে দিব্যাভরণভূষিতঃ॥ ৪৪

‘আপনি অত্যন্ত রূপবান, দিবা মালা চন্দন বিভূষিত, গৃহ বস্ত্র পরিহিত, দিবা অভরণ দ্বারা সজ্জিত। আপনার ‘হিমা কী ?’ (সর্বজ্ঞ হয়েও মানব-ভাবে আশ্রয় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গুরুকে এরূপ প্রশ্ন করেছেন)।

জম্বাচ মহাতেজা বৈনতেয়ো মহাবলঃ।

গজং ত্রিরাজঃ প্রীতাত্মা হর্বপর্যাকুলেক্ষণম্॥ ৪৫

তখন মহাতেজস্বী, মহাবলশালী, পক্ষীরাজ, বিনতানন্দন গরুড় মনে মনে প্রসন্ন হয়ে রামচন্দ্রকে বললেন—

মহং সখা তে কাকুৎস্থ প্রিয়ঃ প্রাণো বহিষ্চরঃ।

গরুড়ানিহ সম্প্রাপ্তো যুবয়োঃ সাহ্যকারণাৎ॥ ৪৬

‘কাকুৎস্থ! আমি আপনার প্রিয় বন্ধু গরুড়। বাহিরে বিচরণকারী আপনার প্রাণস্বরূপ। আপনাদের দুজনকে সহায়তা করার জন্যই আমি এসেছি।

জম্বুরা বা মহাবীর্য়া দানবা বা মহাবলাঃ।

সূর্য্যাপি সগন্ধর্বাঃ পুরহুতা শতক্রতুম্॥ ৪৭

সেই মোক্ষদাত্ত শক্তাঃ শরবদ্ধাঃ সুদারুণম্।

‘হুতি বার্হিবান অসুরেরা, মহাবলশালী দানবেরা, এককী দেবরাজ ইন্দ্রকে পুরোভাগে নিয়ে গন্ধর্ব সহ দেবগণ ভয়ংকর সর্পাকার এইরূপ শরবদ্ধান থেকে আপনাদের মুক্ত করতে সক্ষম হতেন না।

মায়াবল্যাদিজিজ্ঞাসা নির্মিতঃ ক্রুরকর্মণা॥ ৪৮

এতে নাগাঃ কাম্রবেয়াস্তীক্লদংষ্ট্রা নিশোভনাঃ।

রক্ষোমায়াপ্রভাবেন শরকৃত্যন্তনাত্মাঃ॥ ৪৯

‘নিষ্ঠুরকর্মী ঈর্ষাক্রান্ত আপন রক্ষাশক্তির দ্বারা এই অস্ত্র নির্মাণ করেছেন। এই সাপেদের দাঁতগুটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এরা কলস পুত্র, এদের বিন অস্ত্র ভয়ংকর। রাক্ষসের মায়াল প্রভাবের এই শব্দের ভয়ে আপনাদের দেহকে আশ্রয় করেছিল।

সজাগান্তাসি ধর্মজ রাম সত্যপরাক্রম।

লক্ষ্মণেন সহ ভাত্রা সমরে রিপুনাশিনা॥ ৫০

‘ধর্মজ, সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম! যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসংহারক আপনার ভাই লক্ষ্মণ সহ আপনি মহাভাগবান। (কারণ শ্রীরাম ও তাঁর ভাই লক্ষ্মণ দুজনেই অতি সহজে এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন।)

ইমং শ্রদ্ধা তু বৃত্তান্তঃ ক্রুরমাণোহহমাক্তঃ।

সহসৈবাবয়োঃ স্নেহাৎ সখিত্বমনুপালয়ন॥ ৫১

‘দেবতাদের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে আমি ক্রান্ত এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে স্নেহ, তার দ্বারা প্রেরিত হয়েই মৈত্রী ধর্ম পালনের জন্যই আমি সহসা এখানে এসেছি।

মোক্ষিতৌ চ মহাঘোরদম্মাঃ সায়কবজ্রনাৎ।

অগ্রমাদচ্চ কর্তব্যো যুবাভ্যাং নিত্যমেব হি॥ ৫২

‘এই ভয়ানক শরবদ্ধান থেকে আমি আপনাদের দুজনকে মুক্ত করেছি। এখন সর্বদাই আপনারা সাবধানে থাকবেন।

প্রকৃত্যা রাক্ষসাঃ সর্বে সংগ্রামে কুটয়োশ্বিনঃ।

শূরাণাং শুদ্ধভাবানাং ভবভামার্জবং বলম্॥ ৫৩

‘রাক্ষসেরা স্বভাবতই যুদ্ধে কপটাচারী। শুদ্ধভাবসম্পন্ন আপনাদের মতো শুরবীরদের সরলতাই হল বল।

তন্ন বিশ্বসনীয়ং বো রাক্ষসানাং রণাজিরে।

এতেনৈবোপমানেন নিত্যং জিজ্ঞা হি রাক্ষসাঃ॥ ৫৪

‘এই দৃষ্টান্তের কথা মনে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদের বিশ্বাস করা আপনাদের পক্ষে কখনোই উচিত নয়, কারণ রাক্ষসেরা সর্বদাই কুটিল।’



এবমুক্তা তদা রামঃ সুপর্ণঃ স মহাবলঃ।

পরিষজ্য চ সুমিত্রমাশ্রয়মুপচক্রমে ॥ ৫৫

এই কথা বলে মহাবলী গরুড় সম্মুখে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে বিদায় নেওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

সখে রাঘব ধর্মজ্ঞ রিপুণামপি বৎসল।

অজানুজ্ঞাভূমিচ্ছামি গমিষ্যামি যথাসুখম্ ॥ ৫৬

‘শত্রুদের প্রতিও দয়াবান হে ধর্মজ্ঞ বন্ধু রাঘব! আমি এখন তাহলে এখান থেকে সুখপূর্বক যাত্রা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি।

ন চ কৌতুহলঃ কার্যঃ সমিহ্নঃ প্রতি রাঘব।

কৃতকর্মা রশে বীর সমিহ্নঃ প্রতিবেৎস্যসি ॥ ৫৭

‘বীর রঘুনন্দন! আপনাদের প্রতি আমার সখা সম্বোধন বিষয়ে কোনো কৌতুহল রাখবেন না। যুদ্ধে সাফল্য লাভের পরে আপনি স্বয়ং এই সখ্যতা বুঝতে পারবেন।

বালবৃদ্ধাবশেষাং তু লঙ্কাং কৃত্বা শরোমিতিঃ।

রাবণং তু রিশুং হত্বা সীতাং ত্রুমূলজ্যাসে ॥ ৫৮

‘আপনার শর তরঙ্গমালার আঘাতে লঙ্কার শিশু ও বৃদ্ধ ব্যতীত সকলেই ধ্বংস হবে। শত্রু রাবণকে হত্যা করে আপনি সীতাকে লাভ করবেন।’

ইত্যেবমুক্তা বচনং সুপর্ণঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।

রামঃ চ নীরঞ্জঃ কৃত্বা মধ্যে তেবাং বনৌকসাম্ ॥ ৫৯

প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা পরিষজ্য চ বীর্যবান্।

জগামাকাশমাবিশ্যা সুপর্ণঃ পবনো যথা ॥ ৬০

এই কথা বলে গরুড় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রামচন্দ্রকে সুস্থ করলেন। অনন্তর বনবাসী বানরদের মধ্যে সেই বীর্যবান প্রদক্ষিণ করে তাদের আলিঙ্গন করে বায়ুর গতিতে আকাশপথে চলে গেলেন।

নীরঞ্জৌ রামবৌ পুত্রৌ ততো বানরবৃন্দপাং।

সিংহনাদং তদা নেদুর্লাঙ্গলং দুযুযুত ॥ ৬১

বানর যুথপতিগণ শ্রীরাম ও লঙ্কাকে দীর্ঘকাল অবস্থায় দেখে আনন্দে সিংহনাদ করতে লাগল ও সে আছড়াতে লাগল।

ততো ভেরীঃ সমাজঘূর্মদলাংস্তাপাবদয়ন্।

দধ্মুঃ শব্দান্ সস্ত্রহষ্টাঃ স্ক্বেলন্ত্যপি যথাশূরম্ ॥ ৬২

তারপরে বানরেরা ভেরী বাজাতে আরম্ভ করে বাজতে লাগল মৃদঙ্গ, নিনাদিত হল শব্দ এবং পূর্বের ন্যায় আনন্দপূর্ণ ডিঙে গর্জন করতে লাগল।

অপরে স্ফোটা বিক্রান্তা বানরা নগদোদয়ন্।

ক্রমানুৎপাটা বিবিধাংস্তম্ভুঃ শতসহস্রম্ ॥ ৬৩

অপর পরাক্রমী বানর, যারা বৃক্ষ এবং পর্বতশিখরে হাতে নিয়ে যুদ্ধ করছিল, তারা বৃক্ষরাজি উৎপাটন করে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

বিসৃজন্তো মহানাদাংস্ত্রাসয়ন্তো নিশাচরান্।

লঙ্কারাধিপ্যাজঘুর্যোদ্ধুকামাঃ প্রবঙ্গমাং ॥ ৬৪

ভয়ানক শব্দে গর্জন করতে করতে রাক্ষসদের ভীতি উৎপাদন করে বানরেরা যুদ্ধ কামনায় লঙ্কার দ্বারদে এসে উপস্থিত হল।

তেষাং সুভীমস্তমুলো নিনাদো

বভূব শাবামৃগযুথপানাম্।

ক্ষয়ে নিদাঘস্য যথা ঘনানাং

নাদঃ সুভীমো নদতাং নিশীথে ॥ ৬৫

তখন সেই বানরদলপতিদের ভয়ানক গর্জন অধিকতর তুমুল হয়ে উঠল। মনে হয় যেন গ্রীষ্মকালে অবসানে অর্ধেক রাত্রিতে প্রবল গর্জন আরম্ভ হয়েছে এইরূপ মেঘমদ্র, গুরুগভীর গর্জন চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

## একপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫১)

শ্রীরামের বন্ধনমুক্তির সংবাদ জেনে চিন্তিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য রাবণের  
ধৃষ্টাক্ষকে প্রেরণ, সৈন্যে ধৃষ্টাক্ষের নগর থেকে নির্গমন

ভেষ্য তু তুমুলঃ শঙ্কঃ বানরাণাং মহৌজসাম্।

নর্যঃ রাক্ষসৈঃ সার্বঃ তদা শুশ্রাব রাবণঃ। ১

তখন অন্যান্য রাক্ষসদের সঙ্গে রাবণ মহাবলশালী

বানরদের তুমুল কোলাহল শুনেতে পেলেন।

ক্লিষ্টগীতিনির্ঘোষঃ প্রহ্বা তং নিনদঃ ক্ৰশম্।

পটিনাং ততস্তেষাং মধ্যে বচনমববীধঃ। ২

সচিবদের মধ্যে উপবিষ্ট রাবণ সেই ক্লিষ্ট, গম্ভীর,

সুহৃৎ ধ্বনি শুনে এইরূপ বলতে লাগলেন—

বধ্যৌ সস্ত্রহট্টানাং বানরাণামুপস্থিতঃ।

সুমহান্ নাদো মেঘানামিব গর্জতাম্। ৩

বহুনাং মহতী শ্রীতিরেষাং নাত্র সংশয়ঃ।

সুব্যক্তং বিপুলৈর্নাদৈশ্চক্ষুভে লবণার্ণবঃ। ৪

অত্যন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ, গর্জনরত মেঘের ন্যায়

বহুসংখ্যক বানরদের সুমহান কোলাহল সমুপস্থিত

হয়েছে, তারা যে অতিশয় আনন্দিত এতে কোনো সংশয়

নেই। এইরূপ বিপুল গর্জনে লবণসমুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে

উঠেছে।

তৌ তু বকৌ শরৈস্তীক্ষ্ণকীর্তরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

অয়ং চ সুমহান্ নাদঃ শঙ্কঃ জনয়তীব মে। ৫

‘তীক্ষ্ণরেণ দ্বারা দুই ভাই রাম এবং লক্ষ্মণ আবদ্ধ।

এদিকে এই মহান আনন্দরব আমার মনকে শক্তিত করছে।’

এবং চ বচনং চোক্তা মন্ত্রিণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

উবাচ নৈর্যতাংস্তত্র সমীপপরিবর্তিনঃ। ৬

রাক্ষসেশ্বর রাবণ তাঁর মন্ত্রীদেরকে এইরূপ বলে

নিকটে সমুপস্থিত রাক্ষসদের বললেন—

ভারতাং ভূর্ণমেতেষাং সর্বেষাং চ বনৌকসাম্।

শোককালে সমুৎপন্নো হর্ষকারণমুখিতম্। ৭

‘শোকাকুল পরিস্থিতিতে সকল বানরদের আনন্দের

কারণ কী, তোমরা তা শীঘ্র জেনে এসো।’

অধোভ্রাজে সুসম্ভ্রাজাঃ প্রাকারমধিরুহা চ।

বদ্যঃ পালিতাং সেনাং সুগ্রীবেশ মহাক্ষনা। ৮

তিনি এইরূপ আদেশ দিলে অত্যন্ত শক্তিত রাক্ষসেরা

প্রাকারে উঠে মহাত্মা সুগ্রীবের দ্বারা পালিত বানবসেনাকে

দেখল।

তৌ চ মুক্তৌ সুযোরণ শরবন্ধেন রাধসৌ।

সমুখিতৌ মহাভাগৌ নিবেদুঃ সর্বরাক্ষসাঃ। ৯

মহাভাগ শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ভয়ানক শরবন্ধন

থেকে মুক্ত হয়ে উখিত হয়েছেন জেনে রাক্ষসেরা

সকলেই বিষন্ন হল।

সংজ্ঞহৃদয়াঃ সর্বে প্রাকারাদবরুহা তে।

বিবর্ণা রাক্ষসা যোরা রাক্ষসেজমুপস্থিতাঃ। ১০

তারা সকলেই ভীত মনে প্রাকার থেকে অবতরণ

করে আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট

উপস্থিত হল।

ভদপ্রিয়ঃ দীনমুখা রাবণস্য চ রাক্ষসাঃ।

কৎসং নিবেদয়ামাসুর্ষথাবদ্ বাক্যকোবিদাঃ। ১১

দীনমুখবিশিষ্ট রাক্ষসেরা ছিলো বাক্যে নিপুণ। তারা

সমবেত হয়ে রাবণের নিকট এই অপ্রিয় সংবাদ নিবেদন

করল।

যৌ ভাবিজজিতা যুদ্ধে ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

নিবন্ধৌ শরবন্ধেন নিষ্প্রকম্পভৃজৌ কৃতৌ। ১২

বিমুক্তৌ শরবন্ধেন দৃশ্যতে তৌ রণাজিরে।

পাশানিব গজৌ হিহ্বা গজেন্দ্রসমবিজ্ঞমৌ। ১৩

‘যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ যে দুই ভাই রামলক্ষ্মণকে শরবন্ধনে

আবদ্ধ করে তাদের বাহুগুল নিষ্পন্দ করেছিলেন ;

গজরাজের সমান পরাক্রমী সেই দুই বীর মত্ত হস্তীর ন্যায়

পাশ ছিন্ন করে মুক্ত হয়েছেন। শরবন্ধন মুক্ত হয়ে তাঁরা

যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজমান।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং ভেষ্যঃ রাক্ষসেজ্রো মহাবলঃ।

চিন্তাশোকসমাক্রান্তো বিবর্ণবদনোহভবৎ। ১৪

মহাবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ তাদের সেই কথা

শুনে চিন্তায় এবং শোকে আক্রান্ত হলেন, তাঁর মুখমণ্ডল

বিবর্ণ হয়ে গেল।

যোরৈর্দণ্ডবরৈর্বন্ধৌ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।

অমোঘৈঃ সূর্যসংকাসৈঃ প্রমথোজজিতা যুধি। ১৫

ভদ্রবলবান্ধবাসাদ্য যদি মুক্তৌ রিপু মম।

সংশয়হৃদিদং সর্বমনুপশ্যামাহঃ বলম্। ১৬

(তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন—) ‘বিষধর সাপের



মতো ভয়ানক, বরপ্রাপ্ত, অমোঘ, সূর্যতুল্য তেজসম্পন্ন  
বাণ দ্বারা ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁদের আবদ্ধ করেছিল ;  
আমার শত্রুদ্বয় যদি সেই বহন যুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে  
আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়েও (যুদ্ধজয় বিষয়ে) আমি  
সংশয়ান্বিত হচ্ছি।

নিষ্ফলাঃ খলু সংবৃত্তাঃ শরাঃ পাবকতেজসঃ।

আদত্তং যৈশ্চ সংগ্রামে রিপুণাং জীবিতং মম॥ ১৭

‘যুদ্ধে নিষ্ফল আমার শত্রুদের প্রাণঘাতী, অগ্নিতুল্য  
তেজস্বী বাণগুলি নিশ্চয়ই আজ নিষ্ফল হয়ে গেছে।’

এবমুক্তা তু সংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসমুরগো যথা।

অত্রবীদ্ রক্ষসাং মধ্যে ধূম্রাক্ষং নাম রাক্ষসম্॥ ১৮

এই বলে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পের ন্যায়  
নিঃশ্বাস মোচন করতে করতে রাক্ষসদের মধ্যে ধূম্রাক্ষ  
নামক রাক্ষসকে বললেন—

বলেন মহতা যুক্তো রক্ষসাং ভীমবিক্রম।

হুং কথ্যাত্তাং নির্যাহি রামস্য সহ বানরৈঃ॥ ১৯

‘ভয়ানক পরাক্রমী বীর ! তুমি রাক্ষসদের বিশাল  
সৈন্যবাহিনী নিয়ে বানরদের সঙ্গে রামচন্দ্রকে বধ করার  
জন্য শীঘ্র গমন করো।’

এবমুক্তস্ত ধূম্রাক্ষো রাক্ষসেজ্ঞেণ ধীমতা।

পরিক্রম্য ততঃ শীঘ্রং নির্জগাম নৃপালয়াৎ॥ ২০

বুদ্ধিমান রাক্ষসরাজ ধূম্রাক্ষকে এইরূপ আদেশ  
দিলে, সে তাঁকে পরিক্রম্য করে দ্রুত রাজভবন থেকে  
নির্গত হল।

অভিনিষ্টম্য তদ্ দ্বারং বলাধ্যাক্ষমুবাচ হ।

হরম্বত্ব বলং শীঘ্রং কিং চিরেণ যুযুৎসতঃ॥ ২১

সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজার গৃহদ্বারে গিয়ে  
সৈন্যাধ্যাক্ষকে বললো, ‘শীঘ্র সৈন্য প্রস্তুত করো।  
যুদ্ধার্থীদের বিলম্বের কী প্রয়োজন?’

ধূম্রাক্ষবচনং শ্রুত্বা বলাধ্যাক্ষো বলানুগঃ।

বলমুদ্যোজয়ামাস রাবণস্যাজ্ঞয়া ভূশম্॥ ২২

ধূম্রাক্ষের কথা শুনে সৈন্যাধ্যাক্ষ রাবণের আজ্ঞা  
অনুসারে বহুসংখ্যক অনুগত সৈন্যদের নিয়ে এক বিশাল  
বাহিনী সজ্জিত করল।

তে বদ্ধযন্তা বলিনো ঘোররূপা নিশাচরাঃ।

বিনদ্যামানাঃ সংহৃষ্টা ধূম্রাক্ষং পর্ববারয়ন্॥ ২৩

ভয়ানক রূপধারী মহাবলশালী সেই রাক্ষসেরা

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ঘণ্টা বেঁধে ধূম্রাক্ষকে পরিবেশন করে  
গর্জন করতে লাগল।

বিবিধায়ুধহস্তাশ্চ

গদাভিঃ

পরিঘৈর্জিহ্বিপালৈশ্চ ভল্লৈঃ পাশৈঃ পরশুধৈঃ।

নির্যমু রাক্ষসা ঘোরা নর্দন্তো জলদা যথা।

তাদের হাতে ছিল নানাবিধ অস্ত্র। কারও হাতে ছিল  
শূল, মুদার, গদা, পট্টিশ, দণ্ড, মুসল, পরিঘ, জিহ্বিপাল,  
ভল্ল, পাশ এবং কুঠার, এইসব অস্ত্র নিয়ে ভয়ানক  
রাক্ষসেরা মেঘের মতো গর্জন করতে করতে বৃন্দাবন  
কবল।

রথৈঃ কবচিনস্ত্রনো ধ্বজৈশ্চ সমলভূতৈঃ।

সুবর্ণজালবিহিতৈঃ খরৈশ্চ বিবিধানৈঃ।

হস্তৈঃ পরমশীঘ্রৈশ্চ গজৈশ্চৈব মদোৎকটৈঃ।

নির্যমুনৈর্ধ্বতব্যায়া ব্যায়া ইব দুরাসদাঃ।

বর্মপরিহিত কিছুসংখ্যক রাক্ষস সোনার জাল দ্বারা  
আচ্ছাদিত পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত রথে যুদ্ধযাত্রা করল।  
কিছু রাক্ষস নানাপ্রকার মুখবিশিষ্ট গাধা, দ্রুতগামী ঘোড়া,  
মদমত্ত হাতির পিঠে চড়ে ব্যাঘ্রের মতো যুদ্ধ করার জন্য  
নগর থেকে দ্রুত রওনা হল।

বৃকসিংহমুখ্যৈর্যুক্তং খরৈঃ কনকভূষিতৈঃ।

আরুরোহ রথং দিব্যং ধূম্রাক্ষঃ খরনিঃস্বনঃ।

স্বর্ণভরণে ভূষিত নেকড়ে বাঘ এবং সিংহের  
মুখবিশিষ্ট গাধায় টানা দিব্য রথে আরোহণ করে ধূম্রাক্ষ  
যুদ্ধযাত্রা করল। তার রথের ধ্বনিও ছিল গাধার ডাকের  
মতো।

স নির্যাতো মহাবীর্যো ধূম্রাক্ষো রাক্ষসৈর্বৃতঃ।

হসন্ বৈ পশ্চিমদ্বারাক্ষনূমান্ যত্র তিষ্ঠতি॥ ২৪

মহাবলশালী ধূম্রাক্ষ এইভাবে বহুসংখ্যক রাক্ষস  
পরিবৃত হয়ে হাসতে হাসতে পশ্চিম দ্বারে — যেখানে  
হনুমান অবস্থানরত ছিলেন, যুদ্ধার্থে সেইদিকে নির্গত  
হল।

রথপ্রবরমাহ্বায় খরযুক্তং খরস্বনম্।

প্রযাত্ত্বং তু মহাঘোরং রাক্ষসং ভীমদর্শনম্॥ ৩০

অস্তরিক্ষগতাঃ কুরাঃ শকুনাঃ প্রত্যবেধয়ন্।

গাধার মতো শব্দকারী গাধায় টানা শ্রেষ্ঠ রথে  
আরোহণ করে যুদ্ধযাত্রা করেছে ভয়ানকদর্শন মহাঘোর



রাক্ষস ধূশাক্ষ, অন্তরীক্ষচারী ত্রুণ শকুনগুলি অশুভ ধ্বনি  
কবে তাকে যেতে নিষেধ করছে।

রথশীর্ষে মহাভীমো গৃধ্রশ্চ নিপপাত হ ॥ ৩১

ধ্বজাশ্রেণীগ্রথিতাশ্চ নিপেতুঃ কুণপাশনাঃ।

রথশীর্ষে মহানু শ্বেতঃ কবচাঃ পতিতো ভূবি। ৩২

রথশীর্ষে একটি বিশালাকায় গৃধ্র পতিত হল। ধ্বজার

অগ্রভাগে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শবভোজী কিছু পাখি পতিত হল।

এইসময়ে সামনে মাটিতে এসে পড়ল একটি রক্তাক্ত সাদা  
বুড়হীন ধড়।

বিহ্বলঃ চোৎসৃজমানান্ ধূশাক্ষা নিপাতিতঃ।

কবর্ষ রুধিরঃ দেবঃ সঞ্চালা চ মেদিনী ॥ ৩৩

ধূশাক্ষের নিকটে পড়ে সে বিকট স্বরে চিৎকার

করতে লাগল। রুধির দেবতা রক্তবর্ষণ করতে লাগলেন

এবং পৃথিবী কেঁপে উঠল।

প্রতিলোমঃ ববৌ বায়ুনির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।

তিমিরৌষাবৃত্তস্তত্র দিশশ্চ ন চকাশিরে ॥ ৩৪

দিক নির্ণয় করা যায় না, এমন অন্ধকারে চতুর্দিক

আচ্ছাদিত হয়ে গেল। বায়ু প্রতিকূল দিকে প্রবাহিত হওয়ায়  
মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ উঠিত হল।

স তুৎপাতাংক্তো দৃষ্টা রাক্ষসানাং ভয়াবহান্।

প্রাদুর্ভূতান্ সুখোরাংস্ত ধূশাক্ষো ব্যথিতোহভবৎ।

মুমূহু রাক্ষসাঃ সর্বে ধূশাক্ষস্য পুরঃসরাঃ ॥ ৩৫

রাক্ষসদের বিরুদ্ধে এইরূপ ভয়ানক উৎপাত দেখে

তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়ায় ধূশাক্ষ অত্যন্ত ব্যথিত

হল এবং তার অগ্রগামী রাক্ষসেরা সকলেই ভয়ে হতচেতন

হয়ে পড়ল।

ততঃ সুভীমো বহুভিনিশাচরৈ-

বৃত্তোহভিনিহ্রম্য রণোৎসুকো বলী।

দদর্শ তাং রাঘববাহুপালিতাং

মহৌঘকল্লাং বহু বানরীং চমু ॥ ২৮

এইভাবে যুদ্ধে উৎসুক বহুসংখ্যক রাক্ষস

পরিবেষ্টিত হয়ে মহাবলশালী ভয়ানক রাক্ষস ধূশাক্ষ নগর

থেকে নির্গত হয়ে রামচন্দ্রের বাহুবলে পালিত প্রলয়কালীন

সমুদ্রের মতো সুবিশাল বানরসেনা দেখতে পেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাবো যুদ্ধকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

## দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫২)

ধূশাক্ষের যুদ্ধ এবং হনুমানের দ্বারা তার বিনাশ

ধূশাক্ষঃ প্রেক্ষ্য নির্ঘাতঃ রাক্ষসঃ ভীমবিক্রমম্।

বিনেদুর্বানরাঃ সর্বে প্রহৃষ্টা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১

ভীমবিক্রমসম্পন্ন রাক্ষস ধূশাক্ষকে নির্গত হতে

দেখে যুদ্ধাভিলাষী সকল বানরেরা আনন্দিত হয়ে সিংহনাদ

করতে লাগল।

ভেৎসাঃ সুতুমুলং যুদ্ধং সংজ্ঞেত কপিরক্ষসাম্।

অন্যান্যঃ পাদপৈর্ঘোরৈর্নিঘ্নতাং শূলমুদারৈঃ ॥ ২

তখন সেই বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ

আরম্ভ হলো। সেই ভয়ানক যুদ্ধে একে অপরকে গাছ,

শূল, মুদার সহযোগে আঘাত করতে লাগল।

রাক্ষসৈর্বানরা ঘোরা বিনিকৃতাঃ সমন্ততঃ।

বানরৈ রাক্ষসাশ্চাপি ক্রমৈর্ভূমিসমীকৃতাঃ ॥ ৩

রাক্ষসেরা সবদিক থেকে ভয়ানক বানরদের কর্তৃত

করতে লাগল, বানরেরাও রাক্ষসদের গাছের আঘাতে

ভূতলশায়ী করতে আরম্ভ করল।

রাক্ষসাত্ত্বিসংক্রুদ্বা বানরান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।

বিবাহুর্ঘোরসংকাশৈঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৪

রাক্ষসেরাও ক্রুদ্ধ হয়ে কঙ্কপত্রযুক্ত, তীক্ষ্ণ, সরল বাণ

দ্বারা বানরদের গভীরভাবে আঘাত করতে লাগল।

তে গদাভিচ্চ ভীমাভিঃ পট্টিশৈঃ কূটমুদারৈঃ।

ঘোটৈশ্চ পরিঘেষ্টিতৈর্জিশূলৈশ্চাপি সংশ্রিতৈঃ ॥ ৫

বিদার্যমাণা রক্ষোভির্বানরাস্তে মহাবলাঃ।

অমৰ্ঘজনিতোৰ্দ্ধ্বাশ্চক্ষুঃ

কৰ্মাণ্যভীতবৎ ॥ ৬

তারা ভয়ানক গদা, পট্টিশ, কুট, মৃদগর, ভয়ংকর পরিঘ এবং বিচিত্র ত্রিশূল হাতে নিয়ে মহাবলশালী বানরদের বিদীর্ণ করছিল। তারা অমৰ্ঘজনিত উৎসাহে ভীত না হয়ে ভয়ংকর ভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল।

শরনির্ভিন্নগাত্রাক্তে

শূলনির্ভিন্নদেহিনঃ

জগৃহস্তে জ্ঞমাংস্তত্র শিলাস্ত হরিয়ুত্থপাঃ ॥ ৭

বাণের আঘাতে শরীর হয়েছে বিদীর্ণ, শূলপ্রহারে দেহ ক্ষতবিক্ষত; তথাপি বানরদলপতিগণ যুদ্ধের জন্য হাতে তুলে নিয়েছে বৃক্ষরাজি এবং শিলাসমূহ তে ভীমবেগে হরয়ো নর্দমানাস্তত্ততঃ।

মমহু রাক্ষসান্ বীরান্ নামানি চ বভাষিরে ॥ ৮

সেই বানরেরা ছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং তীব্র গর্জনরত। সজোবে আপন আপন নাম ঘোষণা করতে করতে তখন তারা বীর রাক্ষসদের মর্দন করছিল।

তদ্ বভূবাহুতং ঘোরং যুদ্ধং বানররাক্ষসাম্  
শিলাভিবিবিধাভিচ্চ বহুশাখৈশ্চ পাদপৈঃ ॥ ৯

নানাবিধ পাখর এবং বহুশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষসমূহ সহযোগে বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে এক অভূত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল।

রাক্ষসা মথিতাঃ কেচিদ্ বানরৈর্জিতকশিভিঃ।

প্রবেশু রুধিরং কেচিন্মুখে রুধিরভোজনাঃ ॥ ১০

বিজয়োল্লাসে সুশোভিত বানরেরা কত রাক্ষসকে বিমর্দিত করল। কত রক্তভোজী রাক্ষসের দল বানরদের প্রহারে আহত হয়ে বক্রবমি করতে লাগল।

পার্শ্বেষু দারিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ রাশীকৃতা দ্রুমৈঃ।

শিলাভিচূর্ণিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দন্তৈর্বিদারিতাঃ ॥ ১১

বানরেরা কিছু রাক্ষসকে ধরে তাদের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করল। বৃক্ষ সহযোগে বানরদের আক্রমণে কিছু রাক্ষস আহত অবস্থায় স্থপীকৃত হয়ে পড়ে থাকল। শিলার আঘাতে কিছু সংখ্যক রাক্ষস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, আবার কিছু রাক্ষস দস্তাঘাতে বিদারিত হল।

ধ্বজৈর্বিমথিতৈর্ভগ্নৈঃ খড়্গৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ।

রথৈর্বিধ্বংসিতৈঃ কেচিদ্ ব্যথিতা রজনীচরাঃ ॥ ১২

রাক্ষসদের কতকগুলি রথের ধ্বজা ভেঙে দিয়ে, খড়্গাঘাতে কতকজনের মস্তকছিন্ন করে, কারও বা রথ ধ্বংস করে বানরেরা তাদের নিপীড়ন করল।

গজৈস্তৈঃ পর্বতাকারৈঃ পর্বতগ্রৈর্বৈকনাম্।

মত্তিতৈর্বাভিভিঃ কীর্ত্তং সারোটৈর্বসূচ্যাক্ষদম্ ॥ ১৩

পর্বতাকৃতি তুলা গজরাজদের বানরেরা পর্বতশিখর দ্বারা আঘাত করে মথিত করল। সারোটৈর্বসূচ্যাক্ষদম্ এই আঘাতে ভূপতিত হল।

বানরৈর্ভীমবিক্রান্তৈরাপুত্যাংগুভা

রাক্ষসাঃ কনজৈস্তীক্ষ্ণমুখৈশ্চ বৈগিতৈঃ ॥ ১৪

ভয়ানক পরাক্রমী বানরেরা অত্যন্ত দ্রুত গতি লাফিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ মুখের আঘাতে রাক্ষসদের মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করল।

বিষমবদনা ভূয়ো বিপ্রকীর্ত্তিরোরুহাঃ।

মূঢ়াঃ শোণিতগন্ধেন নিপেতুর্ধরশীতলে ॥ ১৫

রাক্ষসদের মুখমণ্ডল বিষম, চুল এলোমেলো, হতবুদ্ধি অবস্থায় তারা রক্তের গন্ধে ধরশীতলে মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

অন্যে তু পরমক্রুদ্ধা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।

তলৈরেবাভিধাবন্তি বজ্রম্পর্শসমৈরীন্ ॥ ১৬

অন্য রাক্ষসেরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে মহাপরাক্রম বজ্রতুল্য কঠোর কবচপ্রহার করে বানরদের প্রতি ধাবিত হল।

বানরৈঃ পাতয়ন্তস্তে বেগিতা বেগবন্তরৈঃ।

মুষ্টিভিচ্চরণৈর্দন্তৈঃ পাদপৈশ্চাবশোভিতাঃ ॥ ১৭

আক্রমণোদ্ভূত বেগশালী রাক্ষসদের অপেক্ষা দ্রুতবেগে বানরেরা মুষ্টিাঘাতে, পদাঘাতে, দন্তাঘাতে এবং বৃক্ষাঘাতে শত্রুদের ভূতলশায়ী করল।

সৈন্যং তু বিক্রতং দৃষ্ট্বা ধূশাক্ষো রাক্ষসর্ষভঃ।

রোষণে কদনং চক্রে বানরাণাং যুযুৎসতাং ॥ ১৮

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধূশাক্ষ বানরদের দ্বারা আপন সৈন্যকে বিভাতিত হতে দেখে, যুদ্ধে অগ্রগামী বানরদের সর্বদা সংহার করতে আরম্ভ করল।

প্রাটৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিদ্ বানরাঃ শোণিতপ্রবাঃ।

মুদগরৈরাহতাঃ কেচিৎ পতিতা ধরশীতলে ॥ ১৯

কতকগুলি বানরকে সে প্রাস নামক অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলে, তাদের দেহ থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হল। আবার, মুদগর প্রহারে আহত হয়ে কিছু বানর ভূপতিত হল।

পরিঘৈর্মথিতাঃ কেচিদ্ ভিন্দিপালৈশ্চ দারিতাঃ।







সেই ভীষণ বেগসম্পন্ন গদার আঘাতেও পবনতুল্য বলশালী হনুমান সেইস্থানে অবিচলিতরূপে অবস্থিত হয়ে ধূম্রাক্ষের মস্তকেপরি পর্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করলেন।

স . বিশ্বারিতসর্বাদো গিরিশৃঙ্গো ভাঙিতঃ ॥ ৩৬  
পপাত সহসা ভূমৌ বিকীর্ণ ইব পর্বতঃ।

পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা আহত হয়ে তার সারা শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, পর্বতের মতো সহসা সে ভূপতিত হল।

ধূম্রাক্ষঃ নিহতঃ দৃষ্টা হতশেষা নিশাচরাঃ।

ক্রভাঃ প্রবিবিশলঙ্কাঃ বধামানাঃ প্রবলমৈঃ ॥ ৩৭

ধূম্রাক্ষকে নিহত হতে দেখে অন্যান্য রাক্ষসেরা ভীত চিত্তে বানরদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করল।

স তু পবনসুতো নিহতা শক্রান্  
ক্ষতজবহাঃ সরিতচ্চ সংবিকীর্ণ।

রিপুবধজনিতপ্রমো মহাক্ষা  
মুদমগমৎ কপিভিঃ সুপূজ্যমানঃ ॥ ৩৮

পবনপুত্র হনুমান শত্রুদের নিহত করে তাদের রক্তের দ্বারা বহুসংখ্যক নদী প্রবাহিত করে শত্রুবধজনিত পরিপ্রমো রূপে মহাক্ষা হনুমান বানরদের দ্বারা উত্তমরূপে পূজিত হয়ে আনন্দিত হলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি রাঘ্নীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

### ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৩)

যুদ্ধের জন্য সসৈন্যে বজ্রদংষ্ট্রের প্রহরান, বজ্রদংষ্ট্রের দ্বারা বানরদের এবং অঙ্গদের দ্বারা রাক্ষসদের নিধন

ধূম্রাক্ষঃ নিহতঃ শক্রা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
ক্রোধেন মহতাহবিস্টো নিঃশ্বসমুরগো যথা ॥ ১

ধূম্রাক্ষকে নিহত জেনে রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সাপের মতো জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

দীর্ঘমুখঃ বিনিঃশ্বাস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।  
অত্রবীদ্ রাক্ষসং ক্রুরং বজ্রদংষ্ট্রং মহাবলম্ ॥ ২

ক্রোধে কলুষিত হয়ে দীর্ঘ উচ্চ শ্বাস ত্যাগ করতে করতে মহাবলশালী ক্রুর রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্রকে বললেন—

গচ্ছ ত্বং বীর নির্ঘাহি রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।  
জহি দাশরথিঃ রামং সুগ্ৰীবং বানরৈঃ সহ। ৩

‘হে বীর! তুমি রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যাও এবং দশরথনন্দন শ্রীরাম তথা বানরদের সঙ্গে সুগ্ৰীবকে হত্যা করো।’

তথৈতাদ্রা দ্রুততরং মামাবী রাক্ষসেশ্বরঃ।  
নির্জগাম বটৈঃ সার্বঃ বহুভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪

মামাবী রাক্ষসপ্রধান বজ্রদংষ্ট্র তখন ‘তাই হোক’ বলে বহুসংখ্যক রাক্ষসদের সঙ্গে পরিবৃত হয়ে বেরিয়ে গেল।

নাগৈরশ্বৈঃ খরৈরক্ষত্ৰৈঃ সংযুক্তঃ সুসমাহিতঃ।  
পতাকাধ্বজচিহ্নৈশ্চ বহুভিঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৫

বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, গর্দভ, উটের দ্বারা সুসংযুক্ত পরিবারিত হয়ে পতাকা ধ্বজা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে, সে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করল।

ততো বিচিত্রকেশুরমুকুটেন বিভূষিতঃ।  
তনুত্রাং স সমাবৃত্য সখনুর্নির্যয়ো দ্রুতম্ ॥ ৬

বিচিত্র, কেশুর, মুকুট প্রভৃতি বিভূষিত হয়ে বর্ম ধারণপূর্বক ধনুক হাতে নিয়ে সে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল।

পতাকালঙ্কৃতঃ দীপ্তঃ তপ্তকাক্ষনভূষিতম্।  
রথঃ প্রদক্ষিণঃ কৃষা সমারোহচ্চমূপতিঃ ॥ ৭

পতাকার দ্বারা অলংকৃত, দীপ্তিমান, উজ্জ্বল সুরের দ্বারা ভূষিত রথকে প্রদক্ষিণ করে সেনাপতি বজ্রদংষ্ট্র রথ

আবাহণ করল

অধিষ্ঠিতমৈত্রিঃ

অক্ষয়

মুসলৈরশি।

জিকিগৈলৈচ চাপৈচ

শক্তিভিঃ

পাণ্ডিতৈশি ॥ ৮

অধিষ্ঠিতমৈত্রিঃ

নিশিতৈচ

পদমুখৈঃ।

পদমুখৈঃ

বিবিধাঃ

শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৯

তার সঙ্গে চলতে লাগলো বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য। তারা ঋষি, বিচিত্র তোমর, উজ্জ্বল মুগল, জিকিগাল, ধনুক, শক্তি, পাণ্ডিত, স্বভাব, চক্র, গঙ্গা এবং প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত। আরও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে তারা বেরিয়ে এল।

বিভিন্নবাসঃ সর্বে দীপ্তা রাক্ষসপুত্রবাঃ

মোহাৎকটী শূরাস্তলজ ইব পর্বতাঃ ॥ ১০

রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ বিচিত্র পোশাক পরিধান করে সকলে জগন তেজে উজ্জাসিত। মদমত্ত বীর হাতিগুলিকে চলমান পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল।

যুদ্ধকুশলা রাক্ষসমরাদুকুশপাণিভিঃ।

জ্ঞানো লক্ষণসংযুক্তাঃ শূরাক্ষত্বে মহাবলাঃ ॥ ১১

যুদ্ধকুশল রাক্ষসেরা তোমর, অকুশ হাতে নিয়ে গজপৃষ্ঠে আরোহণ করল, অন্যান্য রাক্ষসবীরেরা সুলক্ষণযুক্ত অশ্বে চেপে বসল

জ্ঞানো লক্ষণসংযুক্তাঃ সর্বং বিপ্রহিতমশোভত

প্রাক্ষিকালে যথা মেঘা নর্দমানাঃ সবিন্দুতাঃ ॥ ১২

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নির্গত সকল রাক্ষস সৈন্যেরা বিদ্যুৎসহ গর্জনকারী বর্ষাকালীন মেঘের মতো শোভা লাভ করছিল

নিঃসৃত্য দক্ষিণদ্বারাদক্ষদো যত্র যুথপাঃ।

তেষাং নিঃস্রবমানানামশুভং সমজায়ত ॥ ১৩

যেখানে বানরদলপতি অঙ্গদ অবস্থানরত, সেই দক্ষিণ দ্বার দিয়ে রাক্ষস সৈন্যবা নির্গত হয়ে নানাবিধ অস্ত্রদলসূচক অশুভ দৃশ্য দেখতে পেল।

আকাশাদ্ বিঘনাৎ তীব্রা উৎকাশচাপতংস্তদা।

বহুতঃ পাবকঙ্কালঃ শিবা ঘোরা ববিশিরে ॥ ১৪

মেঘজিন্ম আকাশ থেকে তৎক্ষণাৎ উৎক্ষিপাত শুরু হলো শূণালগুলির মুখ থেকে তীব্র চিৎকার এবং ভয়ানক আগুনের হলুকা বের হতে লাগল।

সাহস্রাং যুগা ঘোরা রাক্ষসাং নিধনং জদা।

সমাপত্ত্বো যোশাস্ত্র প্রাক্ষলংস্তত্র দারুণম্ ॥ ১৫

ভয়ানক পশুরা এমন ভয়ংকর বন তুলেছিল যে তার দ্বানাই রাক্ষসদের সংহার কালের সূচনা হয়েছিল। যোদ্ধারা শারংবার পদস্থলনের ফলে ভূপতিত হচ্ছিল।

এতানৌৎপাতিকান্ দৃষ্টা বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।

দৈর্ঘমালাদ্বা তেজস্বী নির্ভয়াম রণোৎসুকঃ ॥ ১৬

মহানলশালী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র এইসব উৎপাত দেখেও দৈর্ঘ্য অবলম্বন করে ছিন্ন রইল। যুদ্ধে উৎসুক তেজস্বী সেই বীর সমরক্ষেত্রে বণ্ডনা হল।

তাংস্ত নিদ্রবতো দৃষ্টা খানরা জিতকামিনাঃ।

প্রণেদুঃ সুমহানাদান্ দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ১৭

দ্রুতগতিতে সেই রাক্ষসদেরকে আসতে দেখে বিজয়ন্ত্রী-শোভিত বানরেরা দিগ্‌মণ্ডল পূর্ণ করে ভয়ানক জোরে গর্জন করতে লাগল।

ততঃ প্রবৃজং তুমুলং হরীণাং রাক্ষসৈঃ সহ।

ঘোরাণাং ভীমরূপাণামনোনিবন্ধাকৃষ্ণিণাম্ ॥ ১৮

অনন্তর ভয়ংকর রূপধারী অতি ঘোর বানরদের সঙ্গে রাক্ষসদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। তারা একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হল।

নিম্পতন্তো মহোৎসাহা ভিন্নদেহিশিরোধরাঃ।

রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গা ন্যাপতন্ ধরণীতলে ॥ ১৯

মহোৎসাহে যুদ্ধ করতে এসে কেউ বা দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন অবস্থায় ভূপতিত হল, কেউবা সর্বাঙ্গ রক্তলিপ্ত অবস্থায় ধরাশায়ী হল।

কেচিদন্যোন্যামাসাদ্য শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।

চিকিপুরিবিধান শস্ত্রান্ সমরেষুনিবর্তিনাঃ ॥ ২০

পরিঘসদৃশ বাহুধারী কোনো কোনো বীর যোদ্ধা —যারা যুদ্ধে পশ্চাদপসারণ করে না, তারা একে অপরের ওপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল।

ক্রমাণাং চ শিলানাং স শস্ত্রাণাং চাপি নিঃস্রবঃ।

শ্রমতে সুমহাংস্তত্র ঘোরো হৃদয়ভেদনঃ ॥ ২১

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযুক্ত বৃক্ষ, প্রস্তর এবং শস্ত্রসমূহের ভয়ানক এবং সুমহান শব্দের দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল।



রথনেমিজনস্তত্র ধনুষ্চাপি ঘোরবধঃ।

শব্দভেদীমৃদলানাং বভূব তুমুলঃ স্বনঃ॥ ২২

রথচক্রের ঘর্ষের শব্দ, ধনুকের ভয়ানক টংকার তথা শব্দ, ভেরী, মৃদঙ্গের সম্মিলিত শব্দ থেকে তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করল।

কেচিদজ্ঞানি সংতাজ্য বাহুযুদ্ধমকুর্বত॥ ২৩

তলৈশ্চ চরশৈশ্চাপি মুষ্টিভিষ্চ দ্রুমৈরপি।

জানুভিষ্চ হতাঃ কেচিদ্ ভগ্নদেহাশ্চ রাক্ষসাঃ।

শিলাভিক্ষুর্বিভাঃ কেচিদ্ বানরৈর্যুদ্ধদূর্মদৈঃ॥ ২৪

কোনো কোনো বানর যোদ্ধা অস্ত্র ত্যাগ করে ; করতল প্রহার, পদাঘাত, মুষ্টিাঘাত তথা বৃক্ষ এবং জানুদেশ দ্বারা আঘাত করে বহু সংখ্যক রাক্ষসকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। রণদূর্মদ বানরেরা প্রস্তরাঘাতে রাক্ষসদের চুরমার করে দিল।

বজ্রদংষ্ট্রো ভৃশং বাণৈ রণে বিভ্রাসয়ন্ হরীন্।

চচাৱ লোকসংহারে পাশহস্ত ইবাস্তকঃ॥ ২৫

এইসময় বজ্রদংষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রে আপন ভয়ানক বাণ দ্বারা বানরদেরকে আতঙ্কিত করে তুললো। লোকসংহারক পাশধারী যমের মতো সে বিচরণ করতে লাগল।

বলবন্তোহস্তবিদুষো নানাপ্রহরণা রণে।

জঘূর্নানরসৈন্যানি রাক্ষসাঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ॥ ২৬

ক্রোধে উগ্ৰস্ত হয়ে নানাপ্রহরণধারী অস্ত্রকুশল বলবান রাক্ষসেরা যুদ্ধক্ষেত্রে বানরসেনাদের হত্যা করতে লাগল।

জঘ্নে তান্ রাক্ষসান্ সর্বান ধৃষ্টো বালিসুতো রণে।

ক্রোধেন দ্বিগুণাবিষ্টঃ সংবর্তক ইবানলঃ॥ ২৭

নির্ভীক, বালিপুত্র অঙ্গদ দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রলয়কালীন সংবর্তক অগ্নির ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে সকল রাক্ষসদের হত্যা

করতে লাগল।

তান্ রাক্ষসগণান্ সর্বান বৃক্ষমুদাম্য বীৰ্যবান্।

অঙ্গদঃ ক্রোধতপ্রাক্ষঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব॥ ২৮

চকার কন্দনং ঘোরং শত্রুতুল্যপরাক্রমঃ।

ক্রোধে রক্তচক্ষু অঙ্গদ ছিল ইন্দের তুল্য পরাক্রমী।

সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুকে অনায়াসেই বধ করে, সেই বীর্যবানও তেমনি বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক সকল রাক্ষসদের তীব্রভাবে সংহার করতে আরম্ভ করল।

অঙ্গদাভিহতান্তত্র রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ॥ ২৯

বিভিন্নশিরসঃ পেতুর্নিকৃতা ইব পাদপাঃ।

ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষসেরা অঙ্গদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে শিরচ্ছিন্ন অবস্থায় কর্তিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলশরী হল।

রথৈশ্চিট্রৈশ্চবর্জৈরশ্শৈঃ শরীরৈরহরিরক্ষসাম্॥ ৩০

রুধিরোষণে সংহ্রমা ভূমির্ভয়করী তদা।

সেইসময় যুদ্ধক্ষেত্রে রথ, বিচিত্র ধ্বজা, ঘোড়া, রাক্ষস এবং বানরদের শরীর রক্তলিপ্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকায় রণভূমি হয়ে উঠেছিল অতি ভয়ংকর।

হারকেয়ূরবস্ত্রৈশ্চ শষ্টৈশ্চ সমলঙ্কৃতা ৩১

ভূমির্ভাতি রণে তত্র শারদীব যথা নিশা।

যোদ্ধাদের হার, কেয়ূর, বস্ত্র এবং শস্ত্রসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় রণভূমি শরৎকালীন রাত্রির ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল।

অঙ্গদস্য চ বেগেন তদ্ রাক্ষসবলং মহৎ।

প্রাকম্পিত তদা তত্র পবনেনাশ্বদো যথা॥ ৩২

অঙ্গদের প্রবলবেগে সেই সুবিশাল

রাক্ষসসৈন্যবাহিনী প্রকম্পিত হচ্ছিল, যেমন কখনো কখনো বায়ুর আঘাতে মেঘরাজি কম্পিত হয়ে ওঠে।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥



## চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৪)

অঙ্গদ এবং বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ, অঙ্গদ কর্তৃক সেই রাক্ষসের বিনাশ

বলস। চ ঘাতেন অঙ্গদস্য বলেন চ।  
রাক্ষসঃ ক্রোধমাবিষ্টো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ ১  
অঙ্গদের শক্তির দ্বারা নিজ সৈন্যদের বিনাশ দেখে  
মহাবলশালী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল।

বিস্ময় চ ধনুর্ঘোরঃ শত্রুশনিসমপ্রভম্,  
বানরাধামনীকানি প্রাকিরাচ্ছবৃষ্টিভিঃ ২

ইন্দের বজ্রের তুল্য তেজস্বী নিজের বিশাল ধনুক  
আকর্ষণ করে সেই নিশাচর বানর সেনাদের উপর শরবর্ষণ  
করতে লাগল।

রাক্ষসাস্চাপি মুখ্যান্তে রথেষু সমবহিতাঃ,  
নানাপ্রহরণাঃ শূরাঃ প্রাযুক্তান্ত তদা রণে ৩

যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাপর প্রধান প্রধান শূরবীর রাক্ষসেরা  
রথে অবস্থিত হয়ে, নানাবিধ অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে  
লাগল।

বানরাণাং চ শূরাস্ত তে সর্বৈঃ প্রবগর্ভভাঃ।  
অযুধ্য শিলাহস্তাঃ সমবেতাঃ সমন্ততঃ ৪

শূরবীর বানর শিরোমণিরা সকলে সবদিক থেকে  
একত্রিত হয়ে হাতে প্রস্তরখণ্ড নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হল।

তত্রাযুধসহস্রাণি তস্মিন্মাযোধনে ভূশম্।  
রাক্ষসাঃ কপিমুখোষু পাতয়াংচক্রিরে তদা ৫

সেই যুদ্ধে তখন বানরদলপতিদের ওপর রাক্ষসেরা  
হাজার হাজার অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল।

বানরাশ্চৈব রক্ষঃসু গিরিবৃক্ষান্ মহাশিলাঃ।  
প্রবীরাঃ পাতয়ামাসূর্মন্তবারণসরিভাঃ ৬

মদমত্ত হাতির ন্যায় বিশালকায় বীর বানরেরা  
রাক্ষসদের ওপরে বড়-বড় গাছ, পর্বত নয়তো প্রস্তর খণ্ড  
বর্ষণ করতে লাগল।

শূরাণাং যুধ্যমানানাং সমরেধনিবর্তিনাম্।  
তন্ রাক্ষসগণানাং চ সুযুদ্ধং সমবর্তত ৭

যুদ্ধে উৎসাহ নিয়ে সমুদ্রত এবং অপরাধমুখ প্রধান  
প্রধান বানব বীর এবং বীর রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ  
আরম্ভ হল।

প্রভিরশিরসঃ কেচিচ্ছিনৈঃ পামৈশ্চ বাহুভিঃ।  
শত্রৈর্দর্দিতদেহান্ত রুধিরেণ সমুক্তিতাঃ ৮

কারও মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল, কারও কারও বা হস্ত  
অথবা পদ দ্বিসংখ্যিত হল। বহুসংখ্যক যোদ্ধার শরীর শত্রুর  
আঘাতে আহত হয়ে রক্তস্রাব হয়ে উঠল।

হরয়ো রাক্ষসাস্চৈব শেরভে গাং সমাপ্রিতাঃ।  
কক্ষগৃধ্রবল্যাত্যশ্চ গোমানুকুলসঙ্কলাঃ ৯

বানর এবং রাক্ষস যোদ্ধারা ভূমিতে আশ্রয় নিয়ে  
শায়িত হল। তাদের শরীরের ওপর কক্ষপক্ষী (একপ্রকার  
মাংসাশী পাখি), শকুন এবং শৃগালের দল সমবেত  
হয়েছে।

কব্জানি সমুৎপেতুর্ভীকৃণাং ভীষণানি বৈ।  
ভূজপাণিশিরশ্ছিরাশ্ছিন্নকারাশ্চ ভূতলে ১০

ছিন্ন বাহু এবং শিরশ্ছিন্ন কব্জগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে  
ভুলুপ্তিত হচ্ছে। ভীকরা তা দেখে ভীষণ ভয় পাচ্ছে।

বানরা রাক্ষসাস্চাপি নিপেতুস্তত্র ভূতলে।  
ততো বানরসৈন্যেন হন্যমানং নিশাচরম্ ১১

প্রাভজ্যত বলং সর্বং বজ্রদংষ্ট্রস্য পশ্যতঃ।  
ভূতলে শায়িত হয়েছে বানর এবং রাক্ষস—উভয়-  
দলের সৈন্যরা। তদনন্তর বানরসেনাদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে  
রাক্ষসসৈন্যেরা বজ্রদংষ্ট্রের দৃষ্টির সম্মুখেই পলায়নোদ্যত  
হল।

রাক্ষসান্ ভয়বিক্রান্তান্ হন্যমানান্ প্রবঙ্গমৈঃ ১২  
দৃষ্টা স রোষতাপ্রাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।

বানরদের প্রহারে ভীতসঙ্কপ্ত রাক্ষসদেরকে দেখে  
প্রতাপশালী বজ্রদংষ্ট্রের নয়নযুগল আরক্তিম হয়ে উঠল।

প্রবিবেশ ধনুঃপাণিত্রাসয়ন্ হরিবাহিনীম্ ১৩  
শরৈর্বিদারয়ামাস কক্ষপত্রৈর্জিহ্মগৈঃ।

বানরবাহিনীকে সঙ্কপ্ত করার জন্য হাতে ধনুক নিয়ে  
সে তাদের মধ্যে প্রবেশ করল।

বিভেদ বানরাংস্তত্র সপ্তাষ্ট্রো নব পক্ষ চ ১৪  
বিব্যাখ পরমক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।

বিভেদ বানরাংস্তত্র সপ্তাষ্ট্রো নব পক্ষ চ ১৪  
বিব্যাখ পরমক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ প্রতাপবান বজ্রদংষ্ট্র বানরদেরকে  
আঘাত করতে লাগল। তার এক একটি আঘাতে পাঁচ, সাত,  
আট এমনকী নটি করে বানর আহত হতে লাগল।

ক্রোধঃ সর্বৈ হরিগণাঃ শরৈঃ সংকুতদেহিনঃ।  
অঙ্গদঃ সম্প্রধাবন্তি প্রজাপতিমিব প্রজাঃ ॥ ১৫

শরাঘাতে শতবিক্ষত শরীরে ক্রুদ্ধ বানরেরা সকলে  
অঙ্গদের দিকে ছুটে গেল, যেমন প্রজারা প্রজাপতির শরণ  
গ্রহণ করে।

ততো হরিগণান্ ভগ্নান্ দুষ্টা বালিসুতস্তদা।  
ক্রোধেন বজ্রদংষ্ট্রঃ তমুদীক্ষতমুদৈক্ষত ॥ ১৬

তখন বানরদের পলায়নোদ্যত দেখে বালিকুমার  
অঙ্গদ তার প্রতি দৃষ্টিপাতরত বজ্রদংষ্ট্রকে ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে  
দেখল।

বজ্রদংষ্ট্রোহঙ্গদশোভৌ যোযুধোভে পরম্পরম্।  
চেরভুঃ পরমক্রুদ্ধৌ হরিমত্তগজাবিব ॥ ১৭

বজ্রদংষ্ট্র এবং অঙ্গদ উভয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে  
পরস্পরের প্রতি সবেগে যুদ্ধ করতে লাগল। তারা  
যুদ্ধক্ষেত্রে বাঘ এবং মত্ত হাতির মতো বিচরণ করছিল।

ততঃ শতসহস্রৈ হরিপুত্রং মহাবলম্।  
জঘান মর্মদেশেষু শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ১৮

তখন মহাবলশালী বজ্রদংষ্ট্র বালিপুত্র অঙ্গদের  
মর্মস্থানে শত সহস্র সংখ্যক তীর -যেগুলি অগ্নিশিখার তুলা  
তেজস্বী, তা নিক্ষেপ করল।

রুধিরোক্ষিতসর্বান্দো বালিসূনুর্মহাবলঃ।

চিক্ষেপ বজ্রদংষ্ট্রায় বৃক্ষং ভীমশরাক্রমঃ ॥ ১৯

বালিপুত্র মহাবলশালী অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের ওপর  
একটি বৃক্ষ দ্বারা আঘাত হানল, যদিও তাঁর সারা শরীর  
তখন রক্তে দারুণভাবে সিক্ত হয়েছিল।

দুষ্টা পতন্তঃ তং বৃক্ষমসম্প্রাক্ষ্য রাক্ষসঃ।  
চিচ্ছেদ বহুধা সোহপি মথিতঃ প্রাপতদ্ ভূবি ॥ ২০

গাছটিকে নিজের দিকে আসতে দেখে সেই রাক্ষস  
অবিচলিতভাবে বৃক্ষটিকে ধুঙা ধুঙা করে দিলে, সেই  
বৃক্ষের অংশগুলি ভূমিতে পতিত হল।

তং দুষ্টা বজ্রদংষ্ট্রস্য বিক্রমঃ প্রবগর্গভঃ।  
প্রগৃহ্য বিপুলং শৈলং চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ২১

বজ্রদংষ্ট্রের সেই বিক্রম দেখে বানর শিরোমণি এবং  
বিশাল পর্বত নিয়ে গর্জন করতে করতে তার দিকে নিক্ষেপ  
করল।

তমাপতন্তঃ দুষ্টা স রথাদাগ্ন্যুতা বীৰ্যবান্।  
গদাপানিরসস্রাজঃ পৃথিব্যাঃ সমভিষ্ঠত ॥ ২২

সেই পর্বতকে পতিত হতে দেখে বীৰ্যবান রাক্ষস  
অবিচলিত ভাবে গদা হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে  
ভূমিতে দণ্ডায়মান হল।

অঙ্গদেন শিলা ক্ষিপ্তা গদা তু রণমুখনি।  
সচক্রকুবরং শাস্ত্রং প্রমমাখ রথং তদা ॥ ২৩

অঙ্গদের নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড যুদ্ধমধ্যে অবস্থিত রথের  
উপর পতিত হবা, কুবর এবং অশ্বসহ রথটি চূর্ণার হয়ে  
গেল।

ততোহন্যচ্ছিখরং গৃহ্য বিপুলং ক্রমভূষিতম্।  
বজ্রদংষ্ট্রস্য শিরসি পাতয়ামাস বানরঃ ॥ ২৪

তখন অঙ্গদ প্রচুর বৃক্ষশোভিত অপর একটি পর্বতশৃঙ্গ  
নিয়ে বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক লক্ষ্য করে আঘাত করল।

অভবচ্ছেদাণিতোদগারী বজ্রদংষ্ট্রঃ সুমূর্ছিতঃ।  
মুহূর্তমভবমুদো গদামালিন্য নিঃশ্বসন্ ॥ ২৫

এই আঘাতে বজ্রদংষ্ট্র রক্তবমি করতে করতে মূর্ছিত  
হল। গদা আলিঙ্গনপূর্বক শ্বাসত্যাগ করতে করতে মুহূর্তকাল  
সে অজ্ঞান হয়ে থাকল।

স লক্ষসংজ্ঞো গদয়া বালিপুত্রমবহ্নিতম্।  
জঘান পরমক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে নিশাচরঃ ॥ ২৬

চেতনা লাভ করে সেই রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে  
নিকটে অবস্থিত বালিপুত্রের বক্ষদেশে গদা দিয়ে প্রবল  
আঘাত করল।

গদাং ত্যক্তা ততস্তত্র মুষ্টিযুদ্ধমকুর্ষত।  
অন্যোন্মাং জঘ্নতুস্তত্র তাবুভৌ হরিরাক্ষসৌ ॥ ২৭

অনন্তর গদা ত্যাগ করে তারা পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধ  
আরম্ভ করল। বানর এবং রাক্ষস একে অপরকে মুষ্টি দ্বারা



জাঘাত করতে লাগল।

কুঙ্কিরোলাগিণী তৌ তু প্রহারজনিতপ্রমো।

সুবিজ্ঞানাবসারকবুধাবিব ॥ ২৮

তারা দুজনেই প্রহারজনিত প্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং রক্তকমি করতে লাগল। দুই পরাক্রমী যোদ্ধাকে মঙ্গল ও ক্ষয়ের মতো মনে হচ্ছিল।

তত্ৰ পরমতেজস্বী অঙ্গদঃ প্রবগাৰ্ঘভঃ।

তুংগতি বৃক্ষং হিতবানাসীৎ পুষ্পফলৈর্যুতঃ ॥ ২৯

তখন বানর শিরোমণি পরমতেজস্বী অঙ্গদ ফল-ফুল যুক্ত একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে অবস্থানরত হল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি ফুল-ফল ভরা বৃক্ষ।

ক্ৰমাহ চাৰ্ঘভঃ চৰ্ম খড়্গঃ চ বিপুলঃ শুভম্।

কিৰ্ণীজালসংহমঃ চৰ্মণা চ পরিষ্কৃতম্ ॥ ৩০

বজ্রদংষ্ট্র ঋষতচর্ম নির্মিত ঢাল এবং সুন্দর সুবিশাল জবেয়ান নিয়ে প্রস্তুত হল। সেই তরবারি ছিল কিৰ্ণীজাল সমাচ্ছন্ন এবং চর্মদ্বারা পরিষ্কৃত।

চিহ্নাং কুচিরান্ মার্গাংশ্চেরতুঃ কপিরাক্ষসৌ।

জয়তুশ্চ তদানোন্ম্যং নর্দন্তৌ জয়কাক্ষিণৌ ॥ ৩১

তখন সেই বিজয়কামী দুই বীর বানর এবং রাক্ষস গর্জন করতে করতে নানা বিচিত্র কৌশলে একে অপরকে আক্রমণ করতে লাগল।

ঋণৈঃ সাত্ত্বেরশোভেতাং পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।

মুখ্যমানৌ পরিপ্রাত্তৌ জানুভামবনীং গতৌ ॥ ৩২

দুজনেরই ক্ষতস্থান থেকে রক্তধাবা প্রবাহিত হওয়ায় তাদের দুজনকেই দুটি পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের মতো মনে হচ্ছিল। তারা দুজনেই রণক্লান্ত হয়ে মাটিতে নতজানু হয়ে বসল।

নিমেঘাত্তেরমাত্রেণ অঙ্গদঃ কপিকুঞ্জরঃ।

উদতিষ্ঠত দীপ্তাক্ষো নগাহত ইবোরগঃ ॥ ৩৩

পঙ্ককের মধ্যে বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ লাগিতে আহত সর্পের ন্যায় ত্রোশোদ্ভীষ্ট লোচনে ঊঠে দাঁড়াল।

নির্মলেন সুধৌতেন খড়্গোনায়া মহচ্ছিরঃ।

জঘান বজ্রদংষ্ট্রস্য বালিসূর্যমহাবলঃ ॥ ৩৪

মহাবলশালী বালিপুত্র অঙ্গদ নিজের নির্মল শাণিত তরবারি দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের বিশাল মস্তক ছেদন করল।

নামিরোকিতগাত্রসা বড়ল পতিতঃ বিধা।

তচ্চ তসা পরীভাকং শুভং খড়্গাহতং শিরঃ ॥ ৩৫

কতসিদ্ধ শরীরবিশিষ্ট সেই রাক্ষসের বিকৃত নয়নযুক্ত সুন্দর মস্তক তরবারির আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

বজ্রদংষ্ট্রঃ হতঃ দুষ্টা রাক্ষসা ভয়মোহিতাঃ।

ব্রজা হ্যভ্যদ্রবৈবজ্জফাং বধ্যমানাঃ প্রবজ্জমৈঃ।

বিষমবদনা দীনা দ্রিয়া কিঞ্চিদবাসুখাঃ ॥ ৩৬

বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত হতে দেখে রাক্ষসেরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল। বানরদের দ্বারা প্রহৃত ভয়ে ভীত রাক্ষসেরা লঙ্কায় পালিয়ে গেল। পলায়মান বিষমবদন, দীন রাক্ষসেরা তখন লজ্জায় মুখ নামিয়ে রেখেছিল।

নিহত্য তং বজ্রধরঃ প্রতাপবান্

স বালিসূনুঃ কপিসৈন্যমথ্যে।

জগাম হর্ষং মহিতো মহাবলঃ

সহস্রনেত্রদ্বিদশৈরিবাবৃতঃ ॥ ৩৭

বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপবান মহাবলশালী বালিকুমার অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রকে হত্যা করে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্র যেমন আনন্দিত হন, অঙ্গদও বানর সেনাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তদনুরূপ আনন্দ লাভ করল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥



## পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৫)

রাবণের আদেশে অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসদের যুদ্ধযাত্রা, বানরদের সঙ্গে রাক্ষসদের প্রবল যুদ্ধ

বজ্রদংষ্ট্রঃ হতঃ শ্রদ্ধা বালিপুত্রেশ রাবণঃ।  
বলাধাক্ষমুবাচেনং কৃতাজ্জলিমুপহিতম্॥ ১

বালিপুত্রের দ্বারা বজ্রদংষ্ট্র নিহত হয়েছে এই কথা  
শুনে রাবণ কৃতাজ্জলিবদ্ধ হয়ে নিকটে উপস্থিত সৈন্যাদ্যক্ষ  
প্রহসকে বললেন—

শীঘ্রঃ নির্ঘাতদুর্ধ্বা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।  
অকম্পনং পুরহুতা সর্বশত্ৰুকোবিদম্॥ ২

‘সকল অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যায় কুশল অকম্পনকে  
পুরোভাগে রেখে ভীমবিক্রমসম্পন্ন দুর্ধ্ব রাক্ষসেরা যুদ্ধ  
যাত্রা করুক।

এষ শত্ৰা চ গোপ্তা চ নেতা চ যুধি সত্তমঃ।  
ভূতিকাশ্চ মে নিত্যং নিত্যং চ সমরপ্রিয়ঃ॥ ৩

‘এই অকম্পন যুদ্ধে শত্রুকে শাসন করতে পারে,  
আশ্রিতকে রক্ষা করতে পারে এবং সৈন্যদের নেতৃত্বদানে  
সক্ষম। সে সর্বদাই আমার উন্নতি কামনা করে এবং যুদ্ধ  
তার অত্যন্ত প্রিয়।

এষ জেয্যতি কাকুৎস্থৌ সূগ্রীবঃ চ মহাবলম্।  
বানরাংশ্চাপরান্ ঘোরান্ হনিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪

‘এই অকম্পন শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ— এই দুই ভাই  
সহ মহাবলী সূগ্রীবকে পরাস্ত করবে এবং অন্যান্য ভয়ানক  
বানরদের হত্যা করবে, এতে কোনো সংশয় নেই।’  
পরিগৃহ্য স তামাজ্জাং রাবণস্য মহাবলঃ।

বলং সস্ত্রেপয়ামাস তদা লঘুপরাক্রমঃ॥ ৫

রাবণের এই আদেশকে শিরোধার্য করে পরাক্রমী  
মহাবলশালী সৈন্যাদ্যক্ষ তখনই যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ  
করল।

ততো নানাপ্রহরণা ভীমাঙ্কা ভীমদর্শনাঃ।  
নিষ্পেতৃ রাক্ষসা মুখ্যা বলাধাক্ষপ্রচোদিতাঃ॥ ৬

সেনাপতির দ্বারা প্রেরিত হয়ে ভয়ানক নেত্রবিশিষ্ট  
বিকটদর্শন রাক্ষস প্রধানেরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সহ নগর  
থেকে নির্গত হল।

রথমাহ্বায় বিপুলঃ তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।  
সেবাভো মেঘবর্ণশ্চ মেঘস্বনমহাস্বনঃ॥ ৭

রাক্ষসেঃ সংবৃত্তো ঘোরৈরুদা নির্ঘাতাকম্পনঃ।

তখন তপ্তস্বর্ণ বিভূষিত সুবিশাল রথে আরোহণ করে

ভয়ানক রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে অকম্পন যুদ্ধ যাত্রা  
করলো। তার আকৃতি, গাত্রবর্ণ এবং গর্জন ছিল মেঘের  
মতোই বিপুল এবং ভয়ংকর।

নহি কম্পয়িতুং শক্যঃ সুরৈনাপি মহামুদৈঃ।  
অকম্পনস্তত্ত্বেষামাদিত্য ইব তেজসা।

মহাসমরে দেবতারাও তাকে কম্পিত করতে পারে  
না। এইজন্যই তার নাম অকম্পন। রাক্ষসদের মধ্যে এই  
বীর ছিল সূর্যের ন্যায় তেজস্বী।

তস্য নির্ধাবমানস্য সংস্রবস্য যুযুৎসৱাঃ।  
অকম্পাদ্ দৈন্যমাগচ্ছন্মানাং রথবাহিনাম্।

যুদ্ধাভিলাষী সেই রাক্ষস রোষাবিষ্ট হয়ে ধাবিত  
হচ্ছিল। অকম্পাৎ রথবাহী অশ্বগুলির মধ্যে দীনভ  
প্রকাশিত হল।

ব্যস্তুররয়নং চাস্য সব্যং যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।  
বিবর্ণো মুখবর্ণশ্চ গদগদশ্চাত্তবৎ স্বনঃ।

যুদ্ধকে অভিনন্দনকারী নিশাচরের বামনয়ন সুরিত  
হতে লাগল। মুখবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গেলো এবং কণ্ঠস্বর হলো  
গদগদ।

অভবৎ সুদিনে কালে দুর্দিনং রাক্ষমাক্রতম্॥ ১১  
উচুঃ খগমৃগাঃ সর্বৈ বাচঃ ক্রুরা ভয়াবহাঃ।

যদিও দিনটি ছিল ভালো, তথাপি রাক্ষবায়ুর প্রভাবে  
সহসা দুর্দিন ঘনিয়ে এল। সকল পশুপাখী নিষ্ঠুর এবং  
ভয়ানক স্বরে ডাকতে লাগল।

স সিংহোপচিতক্ৰোধঃ শাদূলসমবিক্রমঃ॥ ১২  
তানুংপাতানচিষ্টোব নির্জগাম রণাজিরম্।

অকম্পনের ক্রোধ ছিল সিংহতুল্য এবং পরাক্রমও  
ব্যাপ্ততুল্য। সে এইসব উৎপাতকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধক্ষেত্রে  
এগিয়ে গেল।

তথা নির্গচ্ছতন্তস্য রক্ষসঃ সহ রাক্ষসৈঃ।  
বভূব সুমহান্ নাদঃ ক্ষোভয়মিব সাগরম্।

যখন সেই রাক্ষস অন্যান্য রাক্ষসদের সঙ্গে নিয়ে  
নগরী থেকে নির্গত হলো, তখন ক্ষুব্ধ সমুদ্রের প্রবল  
গর্জনের ন্যায় তুমুল কোলাহল সৃষ্টি হল।

তেন শব্দেন বিব্রজা বানরাণাং মহাচমুঃ।  
ক্রমশৈলপ্রহারাণাং যোদ্ধুং সমুপতিষ্ঠতাম্।

তোমাং যুদ্ধং মহারৌদ্ৰং সংজ্ঞে কপিরাক্ষসাম্ ॥ ১৫  
সেই প্রচণ্ড শব্দে বানরদের বিশালবাহিনী সম্ভ্রান্ত  
হল। বৃক্ষ এবং পর্বতশিখর দ্বারা যুদ্ধকারী বানর এবং  
রাক্ষসদের মধ্যে এক মহাভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল।

সমজিতাক্ষদেহিনঃ  
সামর্যবশয়োর্থে  
সর্বে হ্যতিবলাঃ শূরাঃ সর্বে পর্বতসমিভাঃ ॥ ১৬  
শ্রীরাম এবং রাবণের নিমিত্ত শরীর জাগ করতে  
উদিত সকল শূরবীরেরা অত্যন্ত বলশালী এবং পর্বততুলা  
বিশালকৃতি সম্পন্ন।

হরয়ো রাক্ষসাসৈচ পরম্পরজিঘাংসয়া।  
জ্যেষ্ঠাঃ বিনদতাঃ শব্দঃ সংযুগেহতিতরঙ্গিনাম্ ॥ ১৭  
ওজ্জ্বল সমহান কোপাদন্যোন্যমভিজর্জতাম্।

বানর এবং রাক্ষসেরা একে অপরকে হত্যা করার  
ইচ্ছায় সমবেত হয়েছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অতি দ্রুতবেগে  
ধাবমান এবং প্রবল গর্জনরত। ক্রুদ্ধ হয়ে তারা পরস্পর  
পরস্পরের উদ্দেশ্যে যে ভীষণ গর্জন করেছে, তা  
প্রবলভাবে শ্রুতিগোচর হচ্ছে।

রজস্বলবর্ণাভং সুভীমমভবদ্ ভূশম্ ॥ ১৮  
উকৃতঃ হরিরক্কেভিঃ সংরুরোদ দিশো দশ।

বানর এবং রাক্ষসদের পদাঘাতে উখিত লাল  
ধুলিরাজি দশদিক্ আচ্ছাদিত হয়ে অত্যন্ত ভয়ানক  
দেখাছিল।

অন্যোনাং রজসা তেন কৌশেয়োকৃতপাণ্ডুনা ॥ ১৯  
সংভূতানি চ ভূতানি দদৃশুর্ন রণজিরে।

পরস্পরের দ্বারা উখিত ধুলিরাজির আন্তরণকে  
পাণ্ডুবর্ণের বেশমী বস্ত্রের মতো মনে হচ্ছিল। এই  
আন্তরণে আবৃত হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত প্রাণীদেরও  
দেখা যাচ্ছিল না।

ন ধ্বজো ন পতাকা বা চর্ম বা তুরগোহপি বা ॥ ২০  
আদুষং সান্দনো বাপি দদৃশে তেন রেণুনা।

ধূল্য আচ্ছাদিত হওয়ায় ধ্বজা, পতাকা, বর্ম, অশ্ব,  
অস্ত্র-শস্ত্র এমনকী রথ— কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

শব্দচ্চ সুমহাংস্তেবাং নর্কতামভিধাবতাম্ ॥ ২১  
প্রমত্তে তুমুলো যুদ্ধে ন রূপাণি চকাশিরে।

যুদ্ধক্ষেত্রে গর্জনরত এবং ধাবমান প্রাণীদের  
মহাভয়ানক শব্দ সকলের শ্রুতিগোচর হলেও তারা  
চিহ্নগোচর হচ্ছিল না।

হরীনেব সুসংকুপ্তা হরয়ো জম্বুনাহবে ॥ ২২  
রাক্ষসা রাক্ষসাংচাপি নিজয়ুস্তমিরে তদা।

সবদিক অন্ধকারাজ্বর হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বানরেরা  
বানরদেরকেই এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসদেরকে প্রহার  
করতে লাগল।

তে পরাংশ্চ বিনিবৃত্তাঃ স্বাংশ্চ বানররাক্ষসাঃ ॥ ২৩  
রামিরার্জাঃ তদা চক্রমহীং পক্ষ্মানুলেপনাম্।

স্বপক্ষ এবং বিপক্ষের যোদ্ধাদের হত্যা করতে  
উদাত্ত বানর তথা রাক্ষসেরা রণভূমিকে শোণিত ধারায়  
সিক্ত করে কর্দমাক্ত করে ফেলেছে।

ততস্তু রামিরৌঘেন সিক্তং হ্যপগতং রজঃ ॥ ২৪  
শরীরশবসংকীর্ণা বভূব চ বসুন্ধরা।

যুদ্ধক্ষেত্রের মাটি রক্তধারায় সিক্ত হওয়ায়, পূর্বে  
উখিত ধুলিঝড় শান্ত হয়ে গেল, সমরাজন মৃতদেহে  
পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

ক্রমশক্তিগদাপ্রাসৈঃ শিলাপরিঘতোমরৈঃ ॥ ২৫  
রাক্ষসা হরয়জুর্গঃ জম্বুরন্যোন্যমোজসা।

বানর এবং রাক্ষসেরা বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস,  
শিলা, পরিঘ এবং তোমর নিয়ে একে অপরকে অত্যন্ত  
দ্রুততার সঙ্গে বলপূর্বক প্রহার করতে লাগল।

বাহুভিঃ পরিঘাকারৈর্যুধ্যস্তঃ পর্বতোপমান্ ॥ ২৬  
হরয়ো ভীমকর্মাণো রাক্ষসাজ্জম্বুনাহবে।

ভীষণকর্মা বানবেবা তাদের পরিঘতুলা বাহুদ্বারা  
পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হত্যা  
করছিল।

রাক্ষসাত্ত্বিসংক্রুদ্যাঃ প্রাসতোমরপাণয়ঃ ॥ ২৭  
কপীন্ নিজঘিরে তত্র শস্ত্রেঃ পরমদারুণৈঃ।

রাক্ষসেরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাস, তোমর প্রভৃতি  
নানাবিধ ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বানরদেরকে বধ করতে  
লাগল।

অকম্পনঃ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসানাং চম্পতিঃ ॥ ২৮  
সংহর্ষয়তি তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্।

তখন রাক্ষসদের সেনাপতি অকম্পন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ  
হয়ে ভয়ানক পরাক্রমশালী রাক্ষসদের হর্ষবৃদ্ধি (বানরদের  
হত্যা করে) করতে লাগল।

হরয়স্তপি রক্ষাংসি মহাক্রমমহাশক্তিঃ ॥ ২৯  
বিদারয়ন্ত্যতিক্রম্য শত্ৰুণ্য্যচিদা বীর্যতঃ।



বানররাও বড় বড় প্রস্তরখণ্ড এবং বৃক্ষরাজি দ্বারা  
রাক্ষসদের বিদীর্ণ করতে লাগল এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র  
ছিনিয়ে নিল।

এতদ্বিমধ্যে বীর হরষঃ কুমুদো নলঃ ॥ ৩০  
মৈন্দক বিবিদঃ ক্রুদ্ধাশচক্রবেগমনুত্তমম্।

ইত্যবসরে বীর বানর কুমুদ, নল, মৈন্দ এবং  
দ্বিবিদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেরদের পরম উত্তম বেগ  
প্রকট করল।

তে তু বৃক্ষমহাবীরা রাক্ষসানাং চমুদে ॥ ৩১  
কদনঃ সুমহচ্চক্রলীলয়া হরিশূনবাঃ  
মমহু রাক্ষসান্ সর্বৈ নানাপ্রহরৈর্কেশম্ ॥ ৩২  
এই সব মহান বানর বীরেরা বৃক্ষকে  
সম্মুখভাগে বৃক্ষরাজি দ্বারা অবলীলাক্রমে  
বধ করতে লাগল। বানরশিরোমণিরা নানাবিধ  
অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা রাক্ষসদেরকে মথিত করে হত্যা করে  
লাগল।

ইত্যৰ্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

মহাধী বাম্বীকি বিবচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

## ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

শ্রীহনুমান কর্তৃক অকম্পনের বিনাশ

তদ্ দৃষ্টা সুমহৎ কৰ্ম কৃতঃ বানরসত্তমৈঃ।

ক্রোধমাহারয়ানাস যুধি তীব্রমকম্পনঃ ॥ ১

এই বানরমুখ্যদের মহান পরাক্রম দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে  
অকম্পনের দুঃসহ ক্রোধ উৎপন্ন হল

ক্রোধমুচ্ছিতরূপস্ত ধুয়ন পরমকারুকম্।

দৃষ্টা তু কৰ্ম শক্রণাং সারথিঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২

শত্রুদের ভয়াবহ কর্ম দেখে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে  
সেই রাক্ষস নিজের উত্তম ধনুকটিকে হাতে তুলে  
আত্মালাপন করে সারথিকে এইরূপ বাক্য বলল—

তত্রৈব তাবৎ ত্বরিতো রথঃ প্রাপয় সারথিঃ।

এতে চ বলিনো যুগ্মি সুবহুন্ রাক্ষসান্ রণে ॥ ৩

‘হে সারথি! যেখানে বলবান বানরেবা বহুসংখ্যক  
রাক্ষসকে বধ করেছে, সেখানেই শীঘ্র আমার রথ নিয়ে  
চলো।

এতে চ বলবন্তো বা ভীমকোপাশ্চ বানরাঃ।

ক্রমশৈলপ্রহরণাতিষ্ঠন্তি প্রমুখে মম ॥ ৪

‘এই বানরেরা অত্যন্ত বলবান, আর এদের ক্রোধও  
অতি ভয়ানক। এরা বৃক্ষ এবং প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আক্রমণ

করে আমাদের সম্মুখে অবস্থান করেছে।

এতান্ নিহন্তমিচ্ছামি সমরপ্লাঘিনো হাহ

এতৈঃ প্রমথিতং সর্বং রাক্ষসাং দৃশ্যতে বলম্ ॥ ৫

‘যুদ্ধে উৎসাহী আমি এদের সবাইকে বধ করে  
চাই। দেখছি, এরাই সমগ্র রাক্ষসবাহিনীকে বিধ্বস্ত  
করেছে।’

ততঃ প্রচলিতাশ্চেন রথেন রথিণাং বরঃ।

হরীনভ্যপতদ্ দূরাস্থরজালৈরকম্পনঃ ॥ ৬

অনন্তর তেজস্বী অশ্বচালিত রথে আরোহণ করে  
রথীশ্রেষ্ঠ অকম্পন দূর থেকে শরজাল নিক্ষেপ করে  
বানরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ন হাতুং বানরাঃ শেকুঃ কিং পুনর্যোদ্ধমাহবে

অকম্পনশরৈর্ভগ্নাঃ সর্ব এবাভিদুহুত্বাঃ ॥ ৭

বানরসেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্ন হয়ে অবস্থান করছে  
পারল না; তাহলে যুদ্ধ করবে কিভাবে? অকম্পনের  
শরাঘাতে তারা সকলেই রণেভঙ্গ দিয়ে পরাজিত  
করল।

তান্ মৃত্যবশমাপন্নানকম্পনশরানুগান্ ॥ ৮

তান্ মৃত্যবশমাপন্নানকম্পনশরানুগান্ ॥ ৮

তান্ মৃত্যবশমাপন্নানকম্পনশরানুগান্ ॥ ৮

তান্ মৃত্যবশমাপন্নানকম্পনশরানুগান্ ॥ ৮



সমীক্ষা হনুমান্ জাতীনুপতছে মহাবলঃ ॥ ৮

অকম্পনের বাণ বানরদের অনুসরণ করে তাদের  
যুগ্মবে পতিত করেছে : নিজের জাতিদের এই অবস্থা  
দেখে মহাবলশালী শ্রীহনুমান সেখানে উপস্থিত হলেন।

তং মহাপ্রবণং দৃষ্টা সর্বে তে প্রবণার্জাঃ।  
সমো সমরে বীরাঃ সংহৃষ্টাঃ পরনারায়ণ ॥ ৯

মহাকাশী শ্রীহনুমানকে দেখে নীর বানরমুখাগণ  
সকলে সমবেতভাবে আনন্দিত চিত্তে তাঁকে পরিবেশন  
করে যুদ্ধে উপস্থিত হল।

বাবহিতঃ হনুমন্তঃ তে দৃষ্টা প্রবণার্জাঃ।  
বহুবলবজ্রো হি বলবত্তমুপাশ্রিতাঃ ॥ ১০

বানরশ্রেষ্ঠরা হনুমানকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে  
দেখে, তারা সকলেই সেই বলবানের আশ্রয় নিয়ে নিজেরা  
বলশালী হয়ে উঠল।

অকম্পনস্ত শৈলাভঃ হনুমত্তমবহিতম্।  
মহেন্দ্র ইব ধারাভিঃ শরৈরভিবর্ষ হঃ ॥ ১১

পবততুলা বিশালদেহী হনুমানকে উপস্থিত হতে  
দেখে অকম্পন মহেন্দ্রর বৃষ্টিধারার মতো তাঁর উপরে  
শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

অচিন্তিভা বাণৌধান শরীরে পাতিতান্ কপিঃ।  
অকম্পনবধার্থায় মনো দত্তে মহাবলঃ ॥ ১২

মহাবলবান হনুমান আপন শরীরে নিষ্কিপ্ত শর-  
বর্ষণকে উপেক্ষা করে অকম্পনকে বধ করার জন্য  
মনোনিবেশ করলেন।

স প্রহস্য মহাতেজা হনুমান্ মারুতাস্বজঃ।  
অভিদ্রাব তদ্রক্ষঃ কম্পয়মিব মেদিনীম্ ॥ ১৩

সেই মহাতেজস্বী পবনপুত্র হনুমান অট্টহাস্য করে,  
মেদিনীকম্পিত করে সেই রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হলেন।

তস্যাপ নর্দমানস্য দীপ্যমানস্য তেজসা।  
বভূব রূপং দুর্ধর্ষং দীপ্তসোব বিভাবসোঃ ॥ ১৪

তেজে দেদীপ্যমান গর্জনরত হনুমানের রূপ তখন  
প্রজ্বলিত ছতালনের ন্যায় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল।

আখ্যানঃ স্বপ্রহরণঃ জ্ঞাত্বা ক্রোধসমধিতঃ।  
শৈলমুৎপাটিয়ামাস বেগেন হরিপুঙ্গবঃ ॥ ১৫

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান নিজেকে নিরস্ত্র জেনে অত্যন্ত  
ক্রোধে পবিত্র হয়ে সবেগে পর্বত উৎপাটন করলেন।

গৃহীত্ব সুমহাশৈলং পাণিনৈকেন মারুতিঃ।

স বিনদ্য মহানাদঃ জামরামাস স্বর্গদান ॥ ১৬

পবিত্রস্বী পবনপুত্র সেই মহান পর্বতকে একত্রে  
ধারণ করে প্রবল গর্জনা করতে করতে সেটি সোনার  
লাগলেন।

তত্ত্বমভিদ্রাস রাক্ষসেজমকম্পনম্।  
পূজা হি মমুচিঃ সংশো নভঃপল পূবক্ষাঃ ॥ ১৭

পূজাকালে দেবরাক্ষ ইন্দ্র যেমন বজ্র নিয়ে মনুচিকে  
আক্রমণ করেছিলেন, তেমনি হনুমানও যুগ্ম রাক্ষসদ্বীপ  
অকম্পনের প্রতি দার্শনিক হলেন।

অকম্পনস্ত তন্ দৃষ্টা গিরিশঙ্কঃ সমুদাতম্।  
দূরাদেব মহাশাশনগর্ভচৈবদোরয়ঃ ॥ ১৮

সমুদাত সেই গিরিশঙ্ককে দেখে অকম্পনও দূর  
থেকে অর্ঘচন্দ্রাকার দিগন্ত বাণ নিষ্ক্ষেপ করে সেটিকে  
বিদীর্ণ করল।

তং পর্বতপ্রমাকালে রকোদাননিদাক্রিতম্।  
বিকীর্ণং পতিতং দৃষ্টা হনুমান্ ক্রোধমুজ্জিতঃ ॥ ১৯

রাক্ষসের বাণ দ্বারা সেই পর্বতশিখরকে আকাশেই  
বিদীর্ণ করে ভূপতিত করতে দেখে হনুমান ক্রোধে হতচেতন  
হয়ে গেলেন।

সোহশ্বকর্ণঃ সমাসাদ্য রোহণপাশ্বিতো হরিঃ।  
তুর্গমুৎপাটিয়ামাস মহাগিরিবিমোজ্জিতম্ ॥ ২০

পুনরায় ক্রোধে এবং দর্পে বানরবীর হনুমান মহান  
পর্বততুলা বিশাল অশ্বকর্ণ বৃক্ষ (শালগাছ) কিপ্রত্যপূর্ণভাবে  
উৎপাটন করলেন।

তং গৃহীত্বা মহাক্ষকঃ সোহশ্বকর্ণঃ মহাদুতিঃ।  
প্রগৃহ্য পরমা প্রীত্যা জাময়ামাস সংযুগে ॥ ২১

মহান দুতিমান হনুমান অত্যন্ত প্রসন্নতার সঙ্গে সেই  
সুবিশাল অশ্বকর্ণকে (শালগাছ) তাঁর বিপুল স্বল্পে ধারণ  
করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসে ঘোরাতে লাগলেন।

প্রখাবমুরবেগেন বজ্র তরসা ক্রমান্।  
হনুমান্ পরমক্রুদ্ধচরশৈর্দারয়ন্ মধীম্ ॥ ২২

দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবল বেগে ধাবিত হওয়ায় হনুমান  
কর্তৃক বহুসংখ্যক বৃক্ষ ভগ্ন হল এবং তাঁর পদভারে পৃথিবী  
বিদীর্ণ হল।

গজাংশচ সগজারোহান্ সরখান্ রথিনজ্ঞথা।  
জঘান হনুমান্ ধীমান্ রাক্ষসাংশচ পদাতিগান্ ॥ ২৩

আরোহীসহ হাতি, রথীসহ রথ এবং পদাতিক

রাক্ষসদেরকে বুদ্ধিমান হনুমান হত্যা করতে লাগলেন।

তমস্কমিব ক্রুদ্ধঃ সক্রমঃ প্রাণহারিণম্।  
হনুমন্তমভিপ্রেক্ষ্য রাক্ষসা বিপ্রদুঃস্বঃ ॥ ২৪

যমরাজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হনুমানকে বৃক্ষ হস্তে প্রাণ  
সংহার করতে দেখে রাক্ষসেরা পলায়ন করল।

তমাপত্যঃ সংক্রুদ্ধঃ রাক্ষসানাং ভয়াবহম্।  
দদর্শাকম্পনো বীরশৃঙ্খোক্ত চ ননাদ চ ॥ ২৫

রাক্ষসদের পক্ষে ভয়াবহ অতি ক্রুদ্ধ হনুমানকে  
আক্রমণোদাত দেখে বীর অকম্পন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন  
করতে লাগল।

স চতুর্দশভির্বাণৈর্নিশিতৈর্দেহদারৈঃ।  
নির্বিভেদ মহাবীর্যং হনুমন্তমকম্পনম্ ॥ ২৬

সেই অকম্পন মহাবীর হনুমানকে দেহবিদীর্ণকারী  
চৌদ্দটি বাণ দ্বারা আঘাত করল।

স তথা বিপ্রকীর্ত্তন নারাচৈঃ শিতশক্তিভিঃ।  
হনুমান্ দদৃশে বীরঃ প্রকট ইব সানুমান্ ॥ ২৭

নারাচ এবং তীক্ষ্ণ শক্তি দ্বারা আহত হয়েও বীর  
হনুমান তখন বৃক্ষরাজি সমন্বিত পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান  
থাকলেন।

বিররাজ মহাবীর্যো মহাকায়ো মহাবলঃ।  
পুষ্পিতাশোকসংকাশো বিধুম ইব পাবকঃ ॥ ২৮

মহাবীর, মহাবলশালী, বিপুলাকৃতিসম্পন্ন দণ্ডায়মান  
হনুমানকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের মতো  
তথা ধূমহীন অগ্নির মতো মনে হচ্ছিল।

ততোহন্যঃ বৃক্ষমুৎপাটি কৃৎস্না বেগমনুত্তমম্।  
শিরস্যাভিজঘানাত রাক্ষসেদ্রমকম্পনম্ ॥ ২৯

তদনন্তর হনুমান অন্য একটি বৃক্ষ সবেগে উৎপাটন  
করে ক্ষিপ্ততার সঙ্গে রাক্ষসবীর অকম্পনের মণ্ডকে আঘাত  
করলেন।

স বৃক্ষেণ হতন্তেন সক্রোধেন মহাস্তনা।  
রাক্ষসো বানরেদ্রেণ পপাত চ মমার চ ॥ ৩০

নান্দ্র ক্রুদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা হনুমানের দ্বারা নিক্ষিপ্ত  
বৃক্ষের আঘাতে রাক্ষস অকম্পন ভূপতিত হয়ে মারা  
গেল।

তং দৃষ্টান্ননিহতং ভূমৌ রাক্ষসেদ্রমকম্পনম্।  
প্রাণিত্যাক্ষসি সর্বে ক্ষিতিকম্প ইব ক্রমাঃ ॥ ৩১

তদনন্তর হনুমান অন্য একটি বৃক্ষ সবেগে উৎপাটন  
করে ক্ষিপ্ততার সঙ্গে রাক্ষসবীর অকম্পনের মণ্ডকে আঘাত  
করলেন।

রাক্ষসেরা, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনকে ভূমিতে নৃত্ত অবস্থায়  
দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হল।

তাত্তপ্রহরশাঃ সর্বে রাক্ষসাস্তে পরাক্রিতাঃ।  
লঙ্কামভিয়য়ুস্তানাদ্ বানরৈর্দেহভিক্রিতাঃ ॥ ৩২

বানরদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এসব পরাক্রিত  
রাক্ষসেরা সকল অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করে ভয়ে লঙ্কায় পালিয়ে  
গেল।

স্ত্রে মুক্তকেশাঃ সজ্জাতা ভয়মানাঃ পরাক্রিতাঃ।  
ভয়ামুত্তমজৈর্দৈঃ প্রস্রবন্তির্বিদুঃস্বঃ ॥ ৩৩

সেই পরাক্রিত রাক্ষস সৈন্যরা ছিলো হতমান এবং  
বিভ্রান্ত। তাদের কেশরাজি উন্মুক্ত। সজ্জাত এবং  
পলায়নোদাত তাদের শরীর হয়েছিল ঘর্মাক্ত।

অন্যোন্মাদঃ যে প্রমথনস্তো বিবিগুনগরং ভয়াৎ।  
পৃষ্ঠতন্তে তু সমুদ্রাঃ প্রেক্ষমাণা যুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৪

ভীতির কারণে পলায়ন করতে গিয়ে তারা একে  
অপরকে পদদলিত করে নগরীতে প্রবেশ করল এবং  
ভয়ের কারণেই তারা বিমূঢ় হয়ে পলায়নকালে বারবার  
পিছন ফিরে দেখছিল।

তেষু লঙ্কাং প্রবিষ্টেষু রাক্ষসেবু মহাবলাঃ।  
সমেতাঃ হরয়ঃ সর্বে হনুমন্তমপূজয়ন্ ॥ ৩৫

সেই রাক্ষসেরা লঙ্কায় প্রবেশ করলে মহাবলশালী  
বানরেরা সকলে একত্রিত হয়ে হনুমানকে অভিনন্দিত  
করল।

সোহপি প্রবৃদ্ধজান্ সর্বান হরীন্ সম্ভ্রতপূজয়ৎ।  
হনুমান্ সত্বসম্পন্নো যথার্থমনুকূলতঃ ॥ ৩৬

সত্বগুণসম্পন্ন হনুমান সম্ভবিত হয়ে যথাযোগ্য  
অনুকূল সম্মান দ্বারা সেই সব বানরদেরকে প্রতিসম্মান  
জ্ঞাপন করলেন।

বিনেদুশ্চ যথাপ্রাণং হরয়ো জিতকাশিনঃ।  
চকৃশ্চ পুনস্তত্র সপ্রাণানিব রাক্ষসান্ ॥ ৩৭

বিজয়োল্লাসে শোভিত বানরেরা প্রাণভরে আনন্দে  
গর্জন করতে লাগল। তারা জীবিত রাক্ষসদের ধরে ধরে  
টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

স বীরশোভামভজ্ঞগ্রহাকপিঃ।  
সমেতা বন্ধাংসি নিহতা মারুতিঃ।

মহাসুরঃ ভীষ্মমমিত্রনাশনঃ।  
বিধূর্যথৈবেকবলং চনুমুখে ॥ ৩৮



ভগবান বিষ্ণু যেমন শত্রুদমনকারী, মহাবলশালী,  
ভয়ানক মহাসুরকে বিনাশ করে বিজয়শোভায় শোভিত  
হয়েছিলেন তেমনি মহাকপি পবনপুত্র হনুমান রাক্ষসদের  
নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের নিধন করে বিজয়দ্রী লাভ  
করেছিলেন।  
অশুভজন দেবগণাভ্যুদয়কপিং

ভাষ্যঃ চ নামোহতিবলশচ লক্ষণঃ।  
সুগ্রীবযুগ্মঃ প্রবক্ষ্যমা  
বিজীমণশ্চৈব মহাবলশ্রুতঃ ॥ ৩৯  
তখন দেবভারা, মহাবলী শ্রীরাম, লক্ষণ, ওথা সুগ্রীব  
আদি মুখ্য বানরেরা, এমনকী অত্যন্ত বলবান বিজীমণও  
হনুমানকে যথোচিত সৎকার করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীরে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিব্রচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

### সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৭)

রাবণের আজ্ঞানুসারে বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রা

অকম্পনবধঃ শ্রদ্ধা ক্রুদ্ধো বৈ রাক্ষসেশ্বরঃ।  
কিঞ্চিদ্ দীনমুখশচাপি সচিবাংস্তানুদৈক্ষত ॥ ১  
অকম্পনের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে রাবণ  
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কিঞ্চিৎ দীন বদনে (মলিন মুখে)  
সচিবদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

স তু ধাত্মা মুহূর্তঃ তু মল্লিভিঃ সংবিচার্য চ।  
ভক্তস্ত রাবণঃ পূর্বদিবসে রাক্ষসাদিগঃ।  
পুরীঃ পরিযায়ৌ লঙ্কাং সর্বান্ গুল্মানবেক্ষিতুম্ ॥ ২

মুহূর্তকাল চিন্তা করে তিনি মল্লিভদের সঙ্গে পরামর্শ  
করলেন। তখন দিবসের সেই পূর্বভাগে রাক্ষসরাজ রাবণ  
লঙ্কানগরীর সমস্ত সেনানিবাসগুলি পবিদর্শনের উদ্দেশ্যে  
যাত্রা করলেন।

তাং রাক্ষসগণৈর্গুপ্তাঃ গুল্মৈর্বহুভিরাবৃতাম্।  
দর্শন নগরীং রাজা পতাকাধ্বজমালিনীম্ ॥ ৩

ধ্বজা-পতাকা দ্বারা সুশোভিত, রাক্ষসদের দ্বারা  
সুরক্ষিত বহুসংখ্যক সেনানিবাস দ্বারা পরিবেষ্টিত লঙ্কা  
নগরীকে রাজা রাবণ দর্শন করলেন।

লঙ্কাং তু নগরীং দৃষ্ট্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
উবাচাশ্বহিতং কালে প্রহস্তং যুদ্ধকোবিদম্ ॥ ৪

অবরুদ্ধ লঙ্কা নগরীকে দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ  
আত্মকল্যাণকারী, যুদ্ধকলানিপুণ প্রহস্তকে বললেন -  
পুরস্কোপনিবিষ্টস্য সহস্রা গীড়িতস্য হ।  
নান্যযুদ্ধাং প্রপশ্যামি মোক্ষং যুদ্ধবিশারদ ॥ ৫  
‘নগরীর সম্মুখে সৈন্য সমাবেশ করে শত্রুরা  
পুরীকে উৎপীড়িত করেছে। হে যুদ্ধবিশারদ! অন্যাকারও  
যুদ্ধের দ্বারা এ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

অহং বা কুন্তকর্ষো বা হুং বা সেনাপতির্মম।  
ইন্দ্রজিদ্ বা নিকুন্তো বা বহেয়ুর্ভারমীদৃশম্ ॥ ৬  
‘আমি অথবা কুন্তকর্ষ অথবা আমার সেনাপতি তুমি  
কিংবা পুত্র ইন্দ্রজিৎ অথবা নিকুন্তই এই যুদ্ধের ভার বহন  
করতে সক্ষম।

স হুং বলমতঃ শীঘ্রমাদায় পরিগৃহ্য চ।  
বিজয়ায়াভিনির্ঘাহি যত্র সর্বে বনৌকসঃ ॥ ৭  
‘অতএব তুমি সত্তর সৈন্য নিয়ে বিজয় লাভের জন্য  
প্রস্থান করো এবং যেখানে সকল বানরেরা একত্রিত  
হয়েছে, সেখানে যাও।

নির্যাপাদেব তূর্ণ চ চলিতা হরিবাহিনী।  
নর্দতাং রাক্ষসেজ্ঞাণাং শ্রদ্ধা নাদং দ্রবিষ্যতি ॥ ৮



‘তোমার নির্গমনমাত্রই বানর সৈন্যরা অত্যন্ত দ্রুত  
বিচলিত হয়ে যাবে, গর্জনকারী রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের তীব্র নাদ  
শুনেই তারা পালিয়ে বাঁচবে।

চপলা হাবিনীভাষ্য চলচ্চিত্তা বানরাঃ।  
দ সহিষাতি তে নাদঃ সিংহনাদমিব বিশাঃ॥ ৯

‘বানরেরা অত্যন্ত চঞ্চল, দুবিনীত এবং অস্থিরচিত্ত  
হাতিরা যেমন সিংহের গর্জন সহ্য করতে পারে না,  
তেমনি তোমাদের গর্জনও বানরেরা সহ্য করতে  
পারবে না।

বিক্রতে চ বলে তস্মিন্ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।  
অবশস্তে নিরাশ্বঃ প্রহস্ত বশমেঘ্যতি॥ ১০

‘প্রহস্ত ! বানরসেনারা পলায়ন করলে লক্ষ্মণ সহ  
রামচন্দ্র অসহায় এবং আশ্রয়হীন হয়ে তোমার বশীভূত  
হবে।

আপং সংশয়িতা শ্রেয়ো নাত্র নিঃসংশয়ীকৃতা।  
প্রতিলোমানুলোমং বা যৎ তু নো মন্যসে হিতম্॥ ১১

‘আপদ অর্থাৎ যুদ্ধে মৃত্যু সম্পর্কে সংশয় আছে,  
কিন্তু এইরূপ মৃত্যু যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।  
আমার বক্তব্যের অনুকূল বা প্রতিকূল যা তুমি আমার পক্ষে  
হিতকর মনে কর, তা বলো।’

রাবণেনৈবমুক্তস্ত প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।

রাক্ষসেন্দ্রমুবাচেদমসুরেন্দ্রমিবোশনা। ১২

রাবণ এইরূপ বললে যেভাবে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য  
(উশনা) অসুররাজ বলিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন,  
সেনাপতি প্রহস্ত রাক্ষসরাজকে সেইভাবে বললেন—

রাজন্ মন্ত্রিতপূর্বং নঃ কুশলৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।  
বিবাদন্ত্যপি নো বৃত্তঃ সমবেক্ষ্য পরম্পরম্॥ ১৩

‘রাজন্ ! আমরা এই বিষয়ে পূর্বেই কুশল মন্ত্রীদের  
সঙ্গে পরামর্শ করেছি, সেইদিন আমরা আলোচনা করতে  
গিয়ে পরস্পর বিবাদ করেছি (অর্থাৎ এক-নিশ্চয়ে আসতে  
পারিনি)।

প্রদানেন তু সীতার্যঃ শ্রেয়ো ব্যবসিতং ময়া।  
অপ্রদানে পুনর্যুদ্ধঃ দৃষ্টমেব তথৈব নঃ॥ ১৪

‘আমার মতে সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করাই  
কল্যাণকর। তা না করলে পুনরায় যুদ্ধই হবে। সেই নিশ্চয়

অনুসারে এখন যুদ্ধই হচ্ছে।

সৌহঃ দানৈশ্চ যানৈশ্চ সততং পুঞ্জিতবান্।  
সাত্ত্বৈশ্চ বিবিধৈঃ কালে কিং ন কুর্বা হিতং তব

‘আপনি বিভিন্ন সময়ে দান, যান এবং নানাবিধ  
সামগ্র্যাবাক্য দ্বারা আমার সংকার করেছেন। অতএব আমি  
কেন আপনার হিতসাধন করব না ? (অর্থাৎ যে কর্মের  
দ্বারা আপনার হিতসাধন হয়, আমি কেন তা থেকে বিরত  
থাকব ? আমি অবশ্যই সেই কার্যসাধন করব।)

নহি মে জীবিতং রক্ষ্যং পুত্রদারধনানি চ।  
ত্বং পশ্য মাং জুহুস্বত্বং ত্বদর্থে জীবিতং যুধি॥ ১৫

‘আমার জীবন, স্ত্রী, পুত্র এবং সম্পদাদি রক্ষা  
জন্য আমি চিন্তিত নই। আপনি দেখুন আপনার কল্যাণের  
জন্য যুদ্ধের অনলে আমি কিভাবে আত্মহত্যা দান করি।  
এবমুজ্জ্বল তু ভর্তারং রাবণং বাহিনীপতিঃ।  
উবাচেদং বলাধ্যক্ষান্ প্রহস্তঃ পুরতঃ দ্বিতান্॥ ১৬

প্রধান সেনাপতি প্রহস্ত তার প্রভু রাবণকে এইরূপ  
বলে সম্মুখে উপস্থিত সেনাধ্যক্ষদের এইরূপ বললেন—

সমানয়ত মে শীঘ্রং রাক্ষসানাং মহাবলম্।  
মধ্যগানাং তু বেগেন হতানাং চ রণাজিরে॥ ১৭

অদ্য তৃপ্যন্ত মাংসাদাঃ পক্ষিণঃ কাননৌকসাম্।  
‘রাক্ষসদের বিশাল বাহিনী নিয়ে শীঘ্র তোমার

আমার সামনে এসো। যুদ্ধে আমার দ্বারা নির্দিষ্ট  
দ্রুতগতিসম্পন্ন শরসমূহের আঘাতে নিহত বনবাসী  
বানরদের মাংস ভোজন করে মাংসালী পাখিরা আজ উড়  
হোক।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষা মহাবলাঃ।  
বলমুদোজয়ামাসুস্তস্মিন্ রাক্ষসমন্দিরে।

মহাবলশালী সৈন্যাধ্যক্ষরা তাঁর সেই কথা শুনে  
রাক্ষসভবনের নিকটে যুদ্ধের জন্য বিশাল বাহিনীকে প্রস্তুত  
করল।

সা বভূব মুহূর্তেন ভীমৈর্নানাবিধাশুধৈঃ।  
লক্ষা রাক্ষসবীরৈস্তৈর্গজৈরিব সমাকুলা

সেই বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে নানাবিধ ভয়ানক অস্ত্র  
শস্ত্রে সজ্জিত হলো। হাতির মতো বিশালদেহী  
রাক্ষসবীরের দ্বারা লক্ষা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

রাক্ষসঃ তর্পয়তাং ব্রাহ্মণাং নমসাতাম্ ॥ ২১  
আজ্ঞাপকপ্রতিবহঃ সুবতির্মারদতো ববৌ।

রাক্ষসেরা অগ্নিদেবকে তুষ্ট করার জন্য আছতি দান  
করেন। ব্রাহ্মণদের নমস্কার করল। যিহের সুগন্ধে পরিপূর্ণ  
রাক্ষস হয়ে যেতে লাগল।

প্রজ্ঞঃ বিবিধাকারা জগৃহুঃ ক্রিমিত্তাঃ ॥ ২২  
সংগ্রামজ্ঞাঃ সংহতী ধারয়ন্ রাক্ষসাত্মা।

তখন রাক্ষসেরা নানাবিধ মন্ত্রপুত্র মাল্য ধারণ করে  
মনস্ক রশসজ্ঞায় সজ্জিত হল (যুদ্ধের উপযুক্ত পোশাক  
ধারণ করল)।

সমুদ্রাঃ কবচিনো বেগাদাপ্রুতা রাক্ষসাঃ ॥ ২৩  
রাবণঃ প্রেক্ষা রাজানং প্রহস্তং পর্যবায়য়ন্।

ছনক এবং বর্ম ধারণ করে রাক্ষসেরা সবচেয়ে  
লাফিয়ে এগিয়ে গেল এবং রাজা রাবণকে দর্শন করে  
প্রহৃত্তকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়িয়ে বইল।

অসামদ্র্য তু রাজানং ভেরীমাহতা ভৈরবাম্ ॥ ২৪  
অক্রুরোহ রথং মুক্তঃ প্রহস্তঃ সজ্জকল্পিতম্।

অতঃপর রাজার আদেশে ভয়ানক শব্দে ভেরী  
বাজিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত প্রহস্ত যুদ্ধোদ্যত হয়ে রথে  
আরোহণ করলেন।

হৃদয়হাজবৈর্যুতঃ সমাকসূতঃ সুসংযতম্ ॥ ২৫  
মহাজলদনির্ঘোষঃ সাক্ষাচ্চক্রার্কভাস্বরম্।

প্রহস্তের রথের ঘোড়াগুলি ছিল অত্যন্ত  
কৃতগতিসম্পন্ন, সারথি অতীব কর্মকুশল, গমনকালে  
রথের শব্দ ছিল মেঘগর্জন তুল্য, সেই রথ চন্দ্র-সূর্যের  
ন্যায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল।

উরগধ্বজদুর্ধ্বঃ সুবক্রথঃ স্বপল্লবম্ ॥ ২৬  
সুবর্ণজালসংযুক্তঃ প্রহসন্তমিব প্রিয়া।

সর্প চিহ্নিত অথবা সর্পাকৃতি সম্পন্ন ধ্বজাযুক্ত সেই  
দুর্ধ্ব রথের রক্ষার্থে নির্মিত কবচটিও ছিল অতীব সুন্দর।  
রথাস্ত্রগুলি ছিল সুদৃশ্য এবং উত্তমরূপে নির্মিত। সুবর্ণজাল  
দ্বারা আচ্ছাদিত সেই রথ আপন সৌন্দর্যের বৈভবে যেন  
হেসে হেসে অন্য সবকিছুকে উপহাস করছে।

ততঃ রথমাহ্বায় রাবণাণ্ডিতশাসনঃ ॥ ২৭  
লঙ্কায়া নির্গমৌ তূর্ণং বলেন মহতা বৃতঃ।

রথে আহ্বোচল করে প্রচণ্ড রাবণের আদেশ  
শিরোধার্য করে বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে  
তৎক্ষণাৎ লঙ্কানগরী থেকে নির্গত হলেন।

ততো দৃশুভিনির্গোষঃ পর্জনানিন্দোপমঃ।  
বাদিজাণাং চ লিঙ্গঃ পূন্যায়িব যেদিদাম্ ॥ ২৮

তখন মেঘের গভীর গর্জনের মতো দৃশুভি বেজে  
উঠল। অগাধ্য রণবাদ্যের প্রবল শব্দে পৃথিবী যেন পরিপূর্ণ  
হয়ে উঠল।

শুশ্রূষে শঙ্খশব্দশ্চ প্রমোহে বাহিনীপটৌ।  
নিমদস্তঃ স্বরান্ ঘোরান্ রাক্ষসা জঘুরপ্রতঃ ॥ ২৯  
ভীমরূপা মহাকায়ঃ প্রহস্তস্য পুরঃসরাঃ।

সেনাপতির নির্গমনকালে শঙ্খধ্বনিও প্রতিগোচর  
হলো প্রহস্তের পুরোভাগে অগ্রগামী রিক্টদর্শন বিশালকায়  
রাক্ষসেরা ভয়ানক স্বরে প্রচণ্ড গর্জন করছিল।

নরাস্তকঃ কুন্তহনুমহানাদঃ সমুদ্রতঃ।  
প্রহস্তসচিবা হোতে নির্যয়ঃ পরিবার্ধ তম্ ॥ ৩০

নরাস্তক, কুন্তহনু, মহানাদ এবং সমুদ্রত — এই  
চারজন সচিব দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রহস্ত যুদ্ধে অগ্রসর  
হলেন।

বৃহদৈনব সুঘোরোণ পূর্বদ্বারাং স নির্যমৌ।  
গজবৃথনিকশেন বলেন মহতা বৃতঃ ॥ ৩১

সুবিশাল সৈন্যবাহিনী ভয়ানক গজবৃথপতি দ্বারা  
রচিত বৃহৎ পরিবেষ্টিত প্রহস্ত নগরীর পূর্বদ্বার থেকে নির্গত  
হলেন।

সাগরপ্রতিমৌঘেন বৃতস্তেন বলেন সঃ।  
প্রহস্তৌ নির্যমৌ ক্রুদ্ধঃ কালাস্তকমমোপমঃ ॥ ৩২

সাগরের মতো সুবিশাল বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে  
ক্রুদ্ধ কালাস্তক যমরাজের মতো সেনাপতি প্রহস্ত বেরিয়ে  
এলেন।

তস্য নির্ধাপঘোষণে রাক্ষসানাং চ নর্দতাম্।  
লঙ্কায়াঃ সর্বভূতানি বিনেদুর্বিবৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥ ৩৩

তাঁর নির্গমনের প্রবল শব্দে রাক্ষসদের প্রচণ্ড গর্জনে  
লঙ্কার সকল প্রাণী ভয়ে বিকৃত স্বরে চিৎকার করে উঠল।

বাজ্রমাকশমাবিশা মাংসশোণিতভোজনাঃ।  
মণ্ডলানাপসব্যানি খণ্ডাশ্রু রথং প্রতি ॥ ৩৪



তখন মেঘহীন আকাশে শোণিত এবং মাংসভোজী  
পাখির দল মণ্ডল রচনা করে প্রহস্তের রথকে দক্ষিণাবর্তে  
পরিভ্রমণ করছিল।

বমস্তাঃ পাবকজালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে।

অস্ত্ররিক্তং পশাতোজা বায়ুশ্চ পরম্বং ববৌ ॥ ৩৫

ভয়ানক শৃগালের দল মুখ থেকে অগ্নিশিখা বমন  
করতে লাগল। আকাশ থেকে উজ্জাপাত হতে লাগল। প্রবল  
বেগে বায়ু বইতে লাগল।

অন্যোন্যমভিসংরক্তা গ্রহাশ্চ ন চকাশিরে।

মেঘাশ্চ ধ্বনির্যোষা রথসোপরি রক্ষসঃ ॥ ৩৬

ববর্ষু রথিরং চাস্য সিধিচুশ্চ পুরঃসরান্।

কেতুর্ধ্বনি গৃহস্ত বিলোনে দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩৭

নদমুভয়তঃ পার্শ্বং সমগ্রাং প্রিয়মাহরং।

গ্রহগুলি যেন সরোষে পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগল।

তারা অদৃশ্য হয়ে গেছিল। মেঘেরা রাক্ষসের রথের উপরে  
গাধার মতো গর্জন করছিল এবং বজ্র বর্ষণ করতে করতে  
অগ্রগামী সৈনিকদের সিদ্ধ করছিল। রথের ধ্বজার উপরে  
একটি শকুন দক্ষিণদিকে মুখ করে বসেছিল। সেই শকুনটি  
রথের উভয়পার্শ্বে মুখ ফিরিয়ে অমঙ্গলসূচক ধ্বনি করতে  
করতে রথটির সৌন্দর্য হরণ করল।

সারথের্বহশ্চাস্য

সংগ্রামবগাহতঃ ॥ ৩৮

প্রতোদো নাপতকস্তাং সূতস্য হয়সাদিনঃ।

সংগ্রামভূমিতে প্রবেশকালে অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে  
গিয়ে সারথির হাত থেকে চাবুকটি বহবার মাটিতে পড়ে  
গেল।

নির্যাপশ্রীশ্চ যা চ স্যাদ্ ভাষরা চ সুদূর্লভা ॥ ৩৯

সা ননাশ মুহূর্তেন সমে চ স্থলিতা হয়্যাঃ।

যুদ্ধযাত্রার সময়ে প্রহস্তের যে সুদূর্লভ শোভা ছিল, তা  
মুহূর্তেই বিনষ্ট হল। সমতল ভূমিতেই অশ্বগুলির পদস্থলন

ঘটিল।

প্রহস্তঃ তং হি নির্ধাষ্টং প্রখ্যাতগুণপৌরুষম্।  
যুধি নানাপ্রহরণা কপিসেনাজবর্তত ॥ ৪০

গুণ এবং পৌরুষের কারণে বিখ্যাত প্রহস্ত  
রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলে, নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে বানরসেনাদের  
তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হল।

অথ ঘোষঃ সুতুমুলো হরীণাং সমজ্জায়তঃ।  
বৃক্ষানারজতাং চৈব শুবীর্ষে গৃহুতাং শিলাঃ ॥ ৪১

তখন বানরেরা গাছ ভেঙ্গে, ডারী পাথর তুলে,  
ভয়ানক গর্জন করতে করতে তুমুল কোলাহল গাই  
করল।

নদতাং রাক্ষসানাং চ বানরাণাং চ গর্জতাং  
উভে প্রমুদিতে সৈন্যে রক্ষোগণবলৌকসাম্ ॥ ৪২

রাক্ষসেরাও সিংহনাদ করছে, বানরেরাও গর্জন  
করছে, উভয় পক্ষের সৈন্যরাই উল্লাসে কোলাহল করছে  
বেগিতানাং সমর্থানামন্যোন্যাবধকাঙ্ক্ষিণাম্।

পরস্পরং চাহুয়তাং নিনাদঃ শ্রয়তে মহান্ ॥ ৪৩

অত্যন্ত বেগশালী, সমর্থ এবং একে অপরকে হত্যা  
করতে আগ্রহী যোদ্ধারা একে অপরকে যুদ্ধে আহ্বান করে  
ভয়ানক কোলাহল শোনা যাচ্ছিল।

ততঃ প্রহস্তঃ কপিরাজবাহিনী-

মভিপ্রতচ্ছ বিজয়ায় দুর্মতিঃ।

বিবৃদ্ধবেগাং চ বিবেশ তাং চমুং

যথা মুমূর্ষুঃ শলভো বিভাবসুম্ ॥ ৪৪

অনন্তর প্রহস্ত দুর্বুদ্ধিবশতঃ বিজয়ের অভিজ্ঞ  
বানররাজ সুগ্রীবের বাহিনীর প্রতি ধাবিত হলেন। গজ  
যেমন মৃত্যুকামনায় আগুনের দিকে ছুটে যায়, রাক্ষস  
সেনাপতিও তদনুরূপভাবে বানরসেনাদের মধ্যে প্রবেশ  
করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥



## অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৮)

নীলের দ্বারা প্রহস্তের নিলাশ

প্রহস্তঃ নির্ঘাতঃ দৃষ্টা রক্ষসোদ্যমম্।  
সম্মিতঃ রামো বিভীষণমরিসমঃ ॥ ১

প্রহস্তকে যুদ্ধোদ্যমী হয়ে নির্গত হতে দেখে  
শ্রীরাঘবদেবী শ্রীরাঘবদেবী যুদ্ধোদ্যমী বিভীষণকে বললেন—

এই সমহাকায়ো বলেন মহতী বৃত্তঃ।  
মহাবলঃ কিংরূপবলপৌরুষঃ ॥ ২

যে মহাবাহো বীর্যবন্তঃ নিশাচরম্।  
‘মহাবাহো’ এই বিপুল দেহী, মহান

‘মহাবাহো’ এই বিপুল সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে আসছে  
এই যুদ্ধে ‘এব রূপ, বল এবং পৌরুষ কেমন? এই

বিবদন রাক্ষস সম্পর্কে আমাদের বলুন।’

হৃৎকণ্ঠঃ বচঃ প্রহৃষ্টা প্রত্যাঘাচ বিভীষণঃ ॥ ৩

এই সেনাপতিভ্যস প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ।  
লঙ্কায়াঃ রাক্ষসেন্দ্রস্য ত্রিভাগবলসংবৃত্তঃ।

বানরেন্দ্রবিজয়ঃ সুপ্রখ্যাতপরাক্রমঃ ॥ ৪

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে বিভীষণ প্রত্যুত্তরে  
বললেন—‘এই হল রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি প্রহস্ত।

লঙ্কা সৈন্যবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ একে পরিবেষ্টিত করে  
এক এর পরাক্রম সুবিখ্যাত। বীর্যবান এই রাক্ষস

নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। বল বিক্রম সম্পন্ন এই  
রাক্ষস একজন শূরবীর।’

প্রহস্তঃ নির্ঘাতঃ ভীমঃ ভীমপরাক্রমম্।  
গর্জন্তঃ সুমহাকায়ঃ রাক্ষসৈরভিসংবৃত্তম্ ॥ ৫

দর্শ মহতী সেনা বানরাণাং বলীয়সাম্।  
অভিসংঘাতঘোষণাঃ প্রহস্তমভিগর্জতাম্ ॥ ৬

অত্যপব মহান পরাক্রমী, বিশালদেহী, ভয়ানক  
রাক্ষস প্রহস্ত বিপুল সংখ্যক সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত

হয়ে গর্জন কবতে কবতে নির্গত হয়ে কোলাহলরত  
সুবিশাল বানরসেনাকে দেখলেন। প্রহস্তকে দেখে

বানরসৈন্য তাঁর উদ্দেশ্যে প্রবলভাবে গর্জন করতে লাগল।  
খড়্গাশস্ত্রাশ্চিহ্নাশ্চ বাণানি মুসলানি চ।

পরিমাঃ প্রাসা বিবিধাশ্চ পরশুধাঃ ॥ ৭

যুগ্মি চ বিচিত্রাণি রাক্ষসানাং জয়ৈষণাম্।  
প্রহৃষ্টাভ্যন্যরাজন্ত বানরানভিধাবতাম্ ॥ ৮

বিজয় অভিলষী রাক্ষসেরা বানরদের প্রতি ধাবিত  
হলো। তাদের হাতে ছিল খড়্গা, শক্তি, ঋষ্টি, শূল, বাণ,

যুগ্ম, গদা, পরিমা, প্রাস, নানাবিধ কুঠার বিচিত্র বকমের  
শস্ত্র। এই সমস্ত অস্ত্রগুলি গণন করে তারা শোভিত

হচ্ছিল।  
জগদ্রঃ পাদপাংশ্চাপি পুষ্টিপাতাংস্ত্র গিরীংস্তথা।

শিলাশ্চ নিপুলা দীর্ঘা যোদ্ধাকামাঃ প্রবঙ্গমাঃ ॥ ৯

যুদ্ধকাণ্ডী দীর্ঘদেহী বানরেরাও পুষ্টিপাত বৃক্ষরাজি,  
পর্বত তথা নদ নদ পাণর চাতে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে।

তেগামন্যোন্যামাসাদা সংগ্রামঃ সুমহানভূতঃ।  
বহুনামশস্যুষ্টিং চ শরসর্গং চ বর্ষভ্রাম ॥ ১০

শরবর্ষণ এবং প্রস্তুত বর্ষাণের মাধ্যমে উভয়পক্ষই  
একে অপরের সঙ্গে তুলুল যুদ্ধে রত হল।

বহনো রাক্ষসা যুদ্ধে বহুন্ বানরপুঙ্গবান্।  
বানরা রাক্ষসাংশ্চাপি নিজঘূর্নহবো বহুন্ ॥ ১১

এই যুদ্ধে বানরেরা বহু রাক্ষসবীরকে এবং  
রাক্ষসেরা বহু সংখ্যক বানরপুঙ্গবকে হত্যা করল।

শূলৈঃ প্রমথিতা কেচিৎ কেচিৎ তু পরমায়ুধৈঃ।  
পরিঘেরাহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিমাঃ পরশুধৈঃ ॥ ১২

বানরেরা কেউ কেউ শূলের আঘাতে, কেউ বা  
চক্রের দ্বারা, আবার কেউ বা পরিঘের মারে আহত হল।

আর কোনো কোনো বানর কুঠারঘাতে খণ্ডিত হল।  
নিরঞ্ছবাসাঃ পুনঃ কেচিৎ পতিতা জগতীতলে।

বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিদিষুসন্ধানসাধিতাঃ ॥ ১৩

পুনরায় কোনো যোদ্ধা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ভূপতিত হল।  
আবার কেউ বা বাণের লক্ষ্যে পরিণত হয়ে বিদীর্ণ হৃদয়ে

প্রাণত্যাগ করল।  
কেচিদ্ দ্বিধা কৃতাঃ খড়্গৈঃ শ্বুরস্তঃ পতিতা ভূবি।

বানরা রাক্ষসৈঃ শূরৈঃ পার্শ্বতশ্চ বিদারিতাঃ ॥ ১৪

কোনো কোনো বানর খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে  
ভূমিতে পতিত হয়ে কাম্পিত হচ্ছিল। আবার কোনো

কোনো বানরের পার্শ্বদেশ শূরবীর রাক্ষসদের দ্বারা বিদীর্ণ  
হল।  
বানরৈশ্চাপি সংক্রুদ্ধৈ রাক্ষসৌঘাঃ সমন্ততঃ।

পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ সম্পিষ্টা বসুধাতলে ॥ ১৫

ফলে বানরেরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বৃক্ষ এবং  
পর্বতশিখর দ্বারা রাক্ষসদের ভূমিতে পেষণ করতে

লাগল।

বজ্রশর্পভৈরবৈমুখিতিক্ত হতা কৃশম্।  
বমন্ শোণিতমাসোজ্যো বিশীর্ণলক্ষণেষ্ণাঃ। ১৬  
বানরদের বজ্রতুলা করতল প্রহার তথা মুষ্টিঘাতে  
অনেক রাক্ষসের দন্ত ও নেত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিছু  
রাক্ষসের দাঁত ভেঙ্গে গেল।

আর্ভকনঃ চ স্বনতাং সিংহনাদঃ চ মর্দতাম্।  
বভূব তুমুলঃ শব্দো হরীশাং রক্ষসামপি। ১৭  
কেউ আর্ভনাদ করছে, আবার কেউ সিংহনাদ  
করছে, এইভাবে বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল  
কোলাহল শুরু হয়ে গেল।

বানরা রাক্ষসাঃ ক্রুদ্ধা বীরমার্গমনুরতাঃ।  
বিবৃত্তবদনাঃ ক্রুরাক্ষসুঃ কর্মণ্যভীতবৎ। ১৮  
ক্রুদ্ধ বানবেরা ও রাক্ষসেরা বীরপথ অনুসরণ  
করলো, তারা মুখ না ফিরিয়ে নির্ভীকভাবে ক্রুরকর্ম করতে  
লাগল।

নরাক্তকঃ কুস্তহনুমহানাদঃ সমুত্ততঃ।  
এতে প্রহস্তসচিবাঃ সর্বে জঘূর্বনৌকসঃ। ১৯  
নরাক্তক, কুস্তহনু, মহানাদ এবং সমুত্ত-প্রহস্তের  
এইসব সচিবেরা বানরদের হত্যা করতে লাগল।

ভেষাং নিপততাং শীঘ্রং নিয়তাং চাপি বানরান্।  
দ্বিবিদো গিরিশৃঙ্গেন জঘানৈকঃ নরাক্তকম্। ২০  
শীঘ্রতাপূর্বক বানরদের আঘাত করতে এবং হত্যা  
করতে উদ্যত প্রহস্তের সচিব নরাক্তককে দ্বিবিদ নামক বানর  
একটি পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা হত্যা করল।

দুর্মুখঃ পুনরুত্থায় কপিঃ সবিপুলক্রমম্।  
রাক্ষসঃ কিপ্রহস্তঃ তু সমুন্নতমপোত্থয়ৎ। ২১  
পুনরায় দুর্মুখ নামক বানর একটি বিশাল বৃক্ষ  
উৎপাটিত করে কিপ্রহস্ত রাক্ষস সমুন্নতকে নিধন করল।

জাঘবাংস্তু সুসংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য মহতীং শিলাম্।  
পাতয়ামাস তেজস্বী মহানাদস্য বক্ষসি। ২২  
অনন্তর তেজস্বী জাঘবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একটি  
বিশাল শিলা দ্বারা মহানাদের বক্ষদেশে আঘাত করলেন।

অথ কুস্তহনুস্তত্র তারেণাসাদ্য বীর্যবান্।  
বৃক্ষেণ মহতা সদাঃ প্রাণান্ সন্ত্যাজয়দ্ রণে। ২৩  
অতঃপর তার নামক বানর একটি বিশাল বৃক্ষ নিয়ে  
বীর্যবান কুস্তহনুকে আঘাত করলে, যুদ্ধক্ষেত্রেই সে মারা  
গেল।

অমৃণ্যমাণস্তংকর্ম প্রহস্তো রথমাহিতঃ।  
চকার কদনং ঘোরং ধনুত্পানির্বনৌকসাম্। ২৪  
অমৃণ্যমাণস্তংকর্ম প্রহস্তো রথমাহিতঃ।  
চকার কদনং ঘোরং ধনুত্পানির্বনৌকসাম্। ২৪

রথে অবস্থিত প্রহস্ত বানরদের এইরূপ পরাক্রম দেখে  
করতে না পেরে ধনুক হাতে নিয়ে তাদের উদ্যানক ভাঙে  
আক্রমণ করলেন।

আবর্ত ইব সংজ্ঞে সেনয়োকৃতয়োজ্যো।  
সুভিতস্যাপ্রমেয়সা সাগরস্যেব নিঃস্বনাঃ। ২৫  
উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনী তখন বিঘূর্ণিত জলরাশির  
ন্যায় আবর্তিত হচ্ছিল এবং ক্ষুর মহাসাগরের গর্জনতুল্য  
কলরব করছিল।

মহতা হি শরৌঘেণ রাক্ষসো রণদুর্মদঃ।  
অর্দয়ামাস সংক্রুদ্ধো বানরান্ পরমাহবে। ২৬  
রণদুর্মদ রাক্ষস প্রহস্ত তখন ভয়ানক ক্রোধে পরিপূর্ণ  
হয়ে সেই মহাযুদ্ধে আপন বাণসমূহ দ্বারা বানরদের পীড়িত  
করতে লাগলেন।

বানরাণাং শরীরৈস্ত রাক্ষসানাং চ মেদিনী।  
বভূবাতিচিতা ঘোরৈঃ পর্বতৈরিব সংবৃতাঃ। ২৭  
মাটিতে বানর এবং রাক্ষসদের মৃতদেহ স্তম্ভীকৃত  
হয়ে উঠল। মৃতদেহে আচ্ছাদিত হয়ে যুদ্ধস্থল যেন  
বিশালাকার পর্বতের আকৃতি ধারণ করল।

সাঁ মহী রুধিরৌঘেণ প্রচ্ছন্ন্য সম্প্রকাশতে।  
সংছন্ন্য মাধবে মাসি পলাশৈরিব পুষ্টিপটে। ২৮  
রক্তপ্রবাহে আচ্ছাদিত সেই ভূমিকে দেখে মনে  
হচ্ছিল যেন, বৈশাখ মাসে পলাশপুষ্প দ্বারা পৃথিবী আবৃত  
হয়েছে।

হতবীরৌঘবপ্রাং তু ভগ্নায়ুধমহাক্রমাম্।  
শোণিতৌঘমহাতোয়াং যমসাগরগামিনীম্। ২৯  
যকৃৎপ্রীহমহাপঙ্কাং বিনিকীর্ণান্নশৈবলাম্। ৩০  
ভিন্নকারশিরোমীনামঙ্গাবয়বশাধলাম্। ৩১  
গৃহ্ণহংসবরাকীর্ণাং কঙ্কসারসসেবিতাম্। ৩২  
মেদঃফেনসমাকীর্ণামার্তস্তনিতনিঃস্বনাম্। ৩৩  
তাং কাপুষদুস্তারাং যুদ্ধভূমিময়ীং নদীম্।  
নদীমিব ঘনাপায়ে হংসসারসসেবিতাম্। ৩৪  
রাক্ষসাঃ কপিমুখ্যাস্তে তেরুস্তাং দুস্তরাং নদীম্।  
যথা পদ্মরজোদ্বস্তাং নলিনীং গজযুধপাঃ। ৩৫  
যুদ্ধে নিহত বীরদের রক্তধারা যেন, যমলোকের নদী  
সাগরের অভিমুখী নদীর জলরাশি তুল্য। তাদের  
উভয়পক্ষের মৃতদেহগুলি যেন নদীর দুই তীর। অ-  
অশ্রুসমূহ হল তীরবর্তী মহীকূহ। যকৃত-প্রীহ প্রভৃতি সেই  
নদীর মহাপঙ্ক। শরীর থেকে বিনির্গত অশ্রুসমূহ হল জলের  
শ্যাওলা। ছিন্ন-ভিন্ন মাথা এবং শরীর হচ্ছে জলময়



মহাসেনা এবে ছোট ছোট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গুলি নদীতে  
অবস্থিত কুবাক্তি মাংস সন্ধানী শকুন এবং কাকের দল  
কবাক্তি হংস এবং সারস মৃতদেহে মেদরাজি সেন  
কেনপুঞ্জবশে রক্তের শ্রোতস্থিত আঘাতিত হজে  
জহতদের যন্ত্রণাকাতর ঘনি ঘনি সেই নদীর কলধ্বনি।  
বলুচী রূপ সেই নদীকে কাপুরুষেরা অতিক্রম করতে  
পারে না, যেমন বর্ষার অবসানে হংস এবং সারসসেবিত  
পুণ্ড্রলয়াবাকে সহজে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না  
পঞ্চদশপতিবা যেমন অনায়াসেই পদ্মপরাগে সমাচ্ছন্ন  
কলাশয়কে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, তেমন বাক্ষস  
এবং বানবীরেরাই যুদ্ধভূমিকামণি দুষ্টরা নদীকে  
অনায়াসে পার হতে সক্ষম।

৩৩ সৃজন্ত বাণৌঘান্ প্রহস্তঃ সান্দনে দ্বিতম্।  
৩৪ তরসা নীলো বিশ্বমন্তঃ প্রবজমান্। ৩৪  
তনন্তর নীল দেখতে পেল — রথে উপবিষ্ট প্রহস্ত  
সরথে প্রভূত বাণসমূহ বর্ষণ করে বানবীরদেরকে সংহার  
করছেন

উকৃত ইব বায়ুঃ খে মহদবলঃ বজাৎ।  
সমীক্ষাভিক্রতঃ যুদ্ধে প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ ॥ ৩৫  
রথেনাদিতাবর্ণেন নীলমেবাজিদ্রুবে।

অকাশে অবস্থিত বিশাল মেঘপুঞ্জকে বায়ু যেমন  
ছিন্নভিন্ন করে নেয়, সেইরকম নীলও বলপূর্বক অত্যন্ত  
দ্রুতগতিতে বাক্ষস নিধন করতে লাগল। সেনাপতি প্রহস্ত  
বাহিনীর এই দুরূহ দেখে, সূর্যতুল্য তেজস্বী রথ নিয়ে  
নীলের প্রতি ধাবিত হলেন।

৩৬ ধনুর্ধ্বিনাং শ্রেষ্ঠো বিক্শ্য পরমাহবে ॥ ৩৬  
নীলায় বাসৃজদ্ বাণান্ প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।

তখন ধনুকধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাক্ষস সেনাপতি  
প্রহস্ত আপন ধনুক থেকে নীলের প্রতি শরবর্ষণ আরম্ভ  
করলেন,

৩৭ তে প্রাপা বিশিখা নীলং বিনির্ভিধ্য সমাহিতাঃ ॥ ৩৭  
মহীং জগ্মর্মহাবেগা রোষিতা ইব পন্নগাঃ।

রোধে পরিপূর্ণ সর্পের ন্যায় অতি দ্রুত বাণ বেগে  
নীলকে আঘাত করে শান্তভাবে ভূমিতে প্রবেশ করল।

৩৮ নীলঃ শরৈরভিত্তো নিশিতৈর্জলনোপমৈঃ ॥ ৩৮  
স তং পরমদুর্ধর্মাপাতস্তং মহাকপিঃ।

প্রহস্তঃ তড়য়ামাস বৃক্ষমুৎপাটা বীৰ্যবান্ ॥ ৩৯  
প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তীব্র শরের আঘাতে নীল

নিদাক্রণ পীড়িত হল। মহাভয়ানক দুর্ধর্ম বাক্ষস প্রহস্তকে

আক্রমণোদ্যত দেখে মহাবল-বিক্রমশালী বানর নীল একটি  
বৃক্ষ উৎপাটন করে, তা নিয়ে বাক্ষসকে আক্রমণ করল।

৪০ স তেনাভিহন্তঃ ক্রুদ্ধো নার্মন্ রাক্ষসপুঞ্জম্।  
৪১ শরবর্ষণি গ্রন্থগাং চমুপটৌ ॥ ৪০  
নীলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ক্রুদ্ধ বাক্ষসীর প্রকৃত  
গর্জন করতে করতে বানরসেনাপতির গুণগে বাণ বর্ষণ  
করতে লাগলেন

৪২ তসা বাণগণানেন রাক্ষসস্য দুরায়নঃ।  
অশারয়ান্ বারগিচ্চুঃ প্রত্যগুদ্যমিমিলিতঃ।  
৪৩ যথৈব গোমূষো নর্যঃ শরদং শীঘ্রমাগতম্ ॥ ৪১  
এবমেব প্রহস্তসা শরবর্গান্ দুরাসদান্।

নির্মিলিতাক্ষঃ সহসা নীলঃ সেহে দুরাসদান্ ॥ ৪২  
সেই দুরাছা বাক্ষসের শরসমূহকে নিবারিত করতে  
না পেরে, নীল চোখ বন্ধ করে সেগুলি নিজ শরীরে গ্রহণ  
করতে লাগলো, যেমন শরৎকালে হঠাৎ আসা কৃষ্টিকে  
বৃষভ, গাভী — এরা নিজ শরীরে গ্রহণ করে।

৪৪ রোষিতঃ শরবর্ষণে সালেন মহতা মহান্।  
প্রজধান হ্যান্ নীলঃ প্রহস্তস্য মহাবলঃ ॥ ৪৩  
প্রহস্তের শরবর্ষণে ক্ষুব্ধ হয়ে মহাবলশালী মহাবানর  
নীল একটি বিশাল শালবৃক্ষ দ্বারা তাঁর রথের ঘোড়াগুলিকে  
হত্যা করল।

৪৫ ততো রোষপরীতান্না ধনুস্তস্য দুরায়নঃ।  
বভজঃ তরসা নীলো ননাশ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৪  
অতঃপর রোষপূর্বিত নীল বারংবার গর্জন করতে  
করতে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেই দুরাছা বাক্ষসের ধনুক  
তেঙ্গে ফেলল।

৪৬ বিধনুঃ স কৃতস্তেন প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।  
প্রগৃহ্য মুসলং ঘোরং সান্দনাদবপুপ্রব ॥ ৪৫  
সেনাপতি প্রহস্ত নীল কর্তৃক ধনুকহীন হয়ে এক  
ভয়ানক মুণ্ডর নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে এল।

৪৭ তাবুজৌ বাহিনীমুখ্যো জাতবৈরৌ তরসিনৌ।  
দ্বিতৌ ক্ষতজসিজন্যৌ প্রডিয়াবিষ কুঞ্জরৌ ॥ ৪৬  
সেই দুই আজন্ম বৈরীভাবাপন্ন, বেগবান বাহিনীপতি  
মদবর্ষণকারী গজরাজের ন্যায় রক্তধারায় সিঁক্ত দেহে  
যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত।

৪৮ উল্লিখন্তৌ সুতীক্ষ্ণাভির্দংষ্ট্রাভিরিতরেতরম্।  
সিংহশার্দূলসদৃশৌ সিংহশার্দূলচেষ্টিতৌ ॥ ৪৭  
তারা দুজনেই তাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা দংশন করে  
একে অপরের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। বাঘ-



সিংহত্বা শক্তিশালী সেই দুজনের জয়লাভের চেষ্টাও  
তদনুরূপ।

বিজয়বিজয়ী বীরের সমরেণনিবর্তিনী।  
কালক্রমণে যশঃ প্রাপ্তঃ ব্রহ্মবাসনায়োরিব। ৪৮

দুই মহাপরাক্রমী, বিজয়ী, সমরে পৃষ্ঠদেশে  
অপ্রদর্শনকারী বীর যেন ব্রহ্মাসুর এবং ইন্দ্রের মতো যুদ্ধে  
যশের অভিলাক্ষী।

আজ্ঞান তদা নীলঃ ললাটে মুসলেন সঃ  
প্রহস্তঃ পরমায়ত্ত্বতঃ সুপ্রাব শোণিতম্॥ ৪৯

তখন পরম উদ্যোগী সেই প্রহস্ত মুখল দ্বারা নীলের  
ললাটদেশে আঘাত করলে সেখান থেকে রক্তধারা নির্গত  
হল।

ততঃ শোণিতদিক্ষাঃ প্রগৃহ্য চ মহাতরুম্।  
প্রহস্তসোরসি ক্রুদ্ধো বিসমর্জ মহাকপিঃ॥ ৫০

এই আঘাতে ক্রুদ্ধ মহাবানর নীল রক্তসিক্ত শরীরে  
বিশাল বৃক্ষ নিয়ে প্রহস্তের বক্ষদেশে আঘাত হানল।

তমচ্ছিন্নপ্রহারঃ স প্রগৃহ্য মুসলং মহৎ।

অভিহ্রদাব বলিনং বলামীলং প্রবঙ্গমম্। ৫১

এই আঘাতকে গ্রাহ্য না করে সেই রাক্ষস ভয়ানক  
মুখল হাতে নিয়ে বলবান বানর নীলের প্রতি সজোরে  
ধাবিত হল।

তমুগ্রবেগং সংরক্ষমাপতন্তঃ মহাকপিঃ।

ততঃ সম্প্রেক্ষ্য জগ্রাহ মহাবেগো মহাশিলাম্॥ ৫২

সেই মহাবেগশালী রাক্ষসকে আসতে দেখে  
মহাবেগবান বানর নীল একটি সুবিশাল প্রস্তর খণ্ড হাতে  
তুলে নিল।

তস্য যুদ্ধাভিকামস্য মুখে মুখলয়োধিনঃ।

প্রহস্তস্য শিলাং নীলো মূর্ধ্নি তূর্ণমপাতয়ৎ॥ ৫৩

নীল সেই শিলাটি দ্বারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধকাষী,  
মুখলযোধী রাক্ষস প্রহস্তের মস্তকে আঘাত করল।

নীলেন কপিমুখ্যেন বিমুক্তা মহতী শিলা।

বিভেদ বহুধা ঘোরা প্রহস্তস্য শিরস্তদা॥ ৫৪

বানর প্রবর নীল কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সুবিশাল শিলা  
তখন প্রহস্তের মস্তকে খণ্ড খণ্ড করে দিল।

স গতানুগতত্ৰীকো গতসত্ত্বো গতেদ্রিয়ঃ।  
পশাত সহসা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব ক্রমঃ॥ ৫৫

এই আঘাতে ছিন্নমূল মহীকহের মতো প্রহস্ত  
ভূপতিত হলে তাঁর শরীর প্রাণহীন গতদ্রী, গতশক্তি  
গতেদ্রিয় হল।

বিভিন্নশিরসস্তস্য বহু সুপ্রাব শোণিতম্।

শরীরাদপি সুপ্রাব গিরেঃ প্রসবণং যদা॥ ৫৬

তার ছিন্নভিন্ন মস্তক এবং শরীর থেকেও গিরি নির্গত  
বর্ণাধারার মতো প্রবলবেগে রক্তধারা নির্গত হচ্ছিল।

হতে প্রহস্তে নীলেন তদকম্পাং মহাবলম্।

রাক্ষসানামহট্টানং লঙ্কামতিজগাম হ ৫৭

নীল কর্তৃক প্রহস্ত নিহত হলে অকম্পনীয় সেই  
বিশাল রাক্ষসবাহিনী দুঃখিত চিত্তে লঙ্কার প্রত্যর্শন  
করল।

ন শেকুঃ সমবহ্নাতুং নিহতে বাহিনীপত্তৌ।

সেতুবন্ধং সমাসাদা বিশীর্ণং সলিলং যদা॥ ৫৮

যেমন নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেলে জলরাশিকে ধরে  
রাখা যায় না তদনুরূপ সেনাপতি নিহত হলে সেনাবাহিনী  
যথাযথভাবে অবস্থান করতে পারে না।

হতে তস্মিংশ্চমুখ্যো রাক্ষসাত্তে নিরুদ্যমাঃ।

রক্ষঃপতিগৃহং গত্বা ধ্যানমুক্হমাগতাঃ॥ ৫৯

প্রাপ্তাঃ শোকার্ণবং তীব্রং বিসংজ্ঞা ইব তেহভবন্॥ ৬০

সেনানায়কের মৃত্যু হলে, রাক্ষসেরা হতোদ্যম হয়ে  
রাক্ষসরাজের গৃহে গিয়ে চিত্তাকুল অবস্থায় নীরবে উপস্থিত  
হল। তারা যেন ভয়ানক শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়  
সংজ্ঞাহীন হয়ে গেছে।

ততস্ত নীলো বিজয়ী মহাবলঃ

প্রশাস্যমানঃ সুকৃতেন কর্মণা।

সমেত্য রামেণ সলঙ্ঘণেন

প্রহষ্টরূপস্ত বভূব যুধপঃ॥ ৬১

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের  
জন্য প্রশংসিত হল। লঙ্ঘণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে  
বানরযুগপতিকের অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত  
হল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

## একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৫৯)

প্রহস্তের মৃত্যুতে দুঃখী রাবণের স্বয়ং যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হওয়া এবং তার সঙ্গে আগত মুখাবীরদের পরিচয়, রাবণের আঘাতে সুগ্ৰীবের চেতনালোপ হওয়া, লঙ্কণের যুদ্ধে আগমন, হনুমান এবং রাবণের পরস্পরের করতল-প্রহার ; রাবণের শরাঘাতে নীলের সংজ্ঞালোপ, লঙ্কণের শক্তিপ্রহারে রাবণের মূর্ছা, চেতনালোভের পর শ্রীরাম কর্তৃক পরাস্ত হয়ে রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ

তস্মিন্ হতে রাক্ষসসৈন্যপাশ্বে

প্রবলমানাম্ভজেন

যুদ্ধে।

জীমুখঃ

সাগরবেগতুল্যঃ

বিদুম্ভবে

রাক্ষসরাজসৈন্যম্ ॥ ১

সেই যুদ্ধে বানরশ্রেষ্ঠ নীল কর্তৃক রাক্ষস-সেনাপতি

প্রহস্তের মৃত্যু হলে ভয়ানক অস্ত্রে সুসজ্জিত, সমুলতুল্য বেগবান রাক্ষসরাজের সৈন্যবাহিনী পালিয়ে গেল।

যথা তু রক্ষোষিপতেঃ শশংসুঃ

সেনাপতিঃ

পাবকসুনুশস্তম্।

তচ্চাপি তেষাং বচনং নিশম্য

রক্ষোষিপঃ

ক্রোধবশং

জগাম ॥ ২

তারা রাক্ষসাধিপতির নিকটে গিয়ে অগ্নিপুত্র নীলের

হতে সেনাপতি প্রহস্তের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করল, তাদের এই কথা শুনে রাক্ষসরাজের অত্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হল।

সংখ্যে প্রহস্তং নিহতং নিশম্য

ক্রোধান্বিতঃ

শোকপরীতচেতাঃ।

উবাচ তান্ রাক্ষসযুথমুখ্য-

নিদ্রো যথা

নির্জরযুথমুখ্যান্ ॥ ৩

‘যুদ্ধে প্রহস্ত নিহত হয়েছে’ এই কথা শুনে তিনি

ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, পুনরায় শোকে আকুল হলেন। অতঃপর রাক্ষস সৈন্যদের মধ্যে মুখ্য-মুখ্য আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের ন্যায় সম্ভাষণ করতে লাগলেন।

নাবজ্ঞা রিপবে কার্যা যৈরিদ্রবলসাদনঃ।

সুদিতঃ সৈন্যপালো মে সানুগাত্রঃ সকুঞ্জরঃ ॥ ৪

‘যুদ্ধে ইন্দ্রবও সৈন্যদের সংহার করতে সক্ষম

এইরূপ ক্ষমতাধর আমার সেনাপতি অনুচর এবং

হস্তীসহ - যাদের আমি ক্ষুদ্র মনে করেছিলাম, তাদের

অবহেলা করা কখনোই উচিত নয়।

সোহহং রিপুনিনাশায় বিজয়াবিচারয়াম্।

দ্ব্যাগেব গমিষ্যামি রণশীর্ষং তদনুতম্ ॥ ৫

‘সেইজন্য শত্রু সংগ্রহ করে বিজয়লাভের জন্য কোনো বিচার না করেই, আমি স্বয়ং সেই অল্পত যুদ্ধের সম্মুখভাগে যাব।

অদ্য তদ্ বানরানীকং রামং চ সহলঙ্কণম্।

নির্দাহিষ্যামি - বাণৌঘৈর্বনং দীপ্তুরিবাগ্নিভিঃ।

অদ্য সত্তপয়িষ্যামি পৃথিবীং কপিশোণিতৈঃ ॥ ৬

‘প্রজ্জ্বলিত দাবাগ্নি যেমন বনভূমিকে ধ্বংস করে, আজ আমিও তেমনি বাণসমূহের দ্বারা বানরসৈন্য এবং লঙ্কণসহ শ্রীরামকে তক্ষ্য করব। আজ আমি বানবদের রক্ত দিয়ে পৃথিবীকে তৃপ্ত করব।’

স এবমুক্তা জ্বলনপ্রকাশং

রথং

তুরঙ্গোত্তমরাজিযুক্তম্।

প্রাকশমানং

বপুষা

জ্বলন্তং

সমারুরোহামররাজশত্রুঃ

॥ ৭

এইকথা বলে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু রাবণ অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান, উত্তম অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করলেন। তখন তাঁর সমগ্র দেহ জ্বল-জ্বল করছিল।

স শঙ্খভেরীপণবপ্রণাদৈ-

রাস্ফোটিতক্ষেুড়িতসিংহনাদৈঃ।

পুণ্যৈঃ স্তবৈশ্চাপি সুপূজ্যমান-

ক্রদা

যযৌ

রাক্ষসরাজমুখ্যঃ ॥ ৮

তখন (রাবণের যুদ্ধযাত্রা কালে) শঙ্খ, ভেরী, পণব (পটহ) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের প্রবল শব্দের সঙ্গে বীররাক্ষসদের সিংহনাদ তুল্য গর্জন ও তৎসহ পবিত্র মন্ত্রের দ্বারা রাক্ষসরাজপ্রধান রাবণ যুদ্ধযাত্রা করলেন।

স শৈলজীমূতনিকাশরাগৈঃ-

র্মাংসাশনৈঃ

পাবকদীপ্তনৈঃ ॥



বকৌ বৃত্তো রাক্ষসরাজমুখ্যো  
ভূতৈর্বৃত্তো রাক্ষসঃ ॥ ১০  
ভূতগণ দ্বারা পরিবৃত্ত দেবতাবিপ রাক্ষস মহেশ্বরের  
মতো রাক্ষসরাজ রাবণ মাংসাদী মুখ্য রাক্ষসদের দ্বারা  
পরিবৃত্ত হয়ে চলেছে। এই রাক্ষসেরা পর্বততুলা তথা  
মেঘবাজির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, তাদের নেত্র আগুনের  
মতো উজ্জ্বল।

ভক্তো নগর্যাঃ সহসা মহৌজা  
নিরুমা জন্মানরসৈন্যমুগ্ধম্।  
মহারাক্ষসজনিভঃ দদর্শ  
সমুদাতঃ পাদপশৈলহস্তম্ ॥ ১০

অনন্তর মহাতেজস্বী রাবণ সহসা নগর থেকে নির্গত  
হয়ে মহাশয়দের ন্যায় তথা মেঘের ন্যায় গর্জনকারী উগ্র  
বানর সৈন্যদের দেখতে পেলেন। বৃক্ষ এবং পর্বত হাতে  
নিজে তাবা তখন যুদ্ধের জন্য সমুদাতঃ।

ভদ্ রাক্ষসানীকমতিপ্রচণ্ড-  
মালোকা রামো ভূজগেদ্রবাহুঃ।  
বিভীষণঃ শত্রুভ্যঃ বরিষ্ঠ-

মুবাচ সেনানুগতঃ পৃথুশ্চীঃ ॥ ১১  
তখন সেই অতি প্রচণ্ড রাক্ষস সেনাকে দেখে  
নাগবাজের ন্যায় বাহুবিশিষ্ট, সুন্দর দেহকান্তি যুক্ত, অনুগত  
বানরসৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত্ত শ্রীরামচন্দ্র শত্রুধারী শ্রেষ্ঠ  
বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন—

নানাপতাকাধ্বজহস্তজুষ্টঃ  
প্রাসাসিপ্লগাধুশশ্রুজুষ্টম্।  
কস্যোদমকোভামভীরুজুষ্টঃ

সৈন্যঃ মহেদ্রোপমনাগজুষ্টম্ ॥ ১২  
'নানা পতাকা-ধ্বজা-হস্ত সুশোভিত, প্রাস-অসি  
এবং শূল প্রভৃতি অস্ত্রে সুসম্পন্ন, মহেদ্র পর্বতের ন্যায়  
বিশালাকৃতি বিশিষ্ট, হস্তিবাহিনী যুক্ত, নির্ভীক এবং  
অপরাজেয় এই সৈন্যবাহিনী কার?'

ততস্ত্ব রামস্য নিশ্চয়া বাক্যঃ  
বিভীষণঃ শত্রুসমানবীর্যঃ।  
শশংস রামস্য বলপ্রবেকং  
মহাশয়নাং রাক্ষসপুঙ্গবানাম্ ॥ ১৩

ইদ্রতুলা বলশালী বিভীষণ শ্রীরামের এইরূপ কথা

(১) শ্রীহনুমান থাকে নিহত করেছিলেন, ইনি তার থেকে ভিন্নজন।

শুনেন মহামনা রাক্ষসসিঁরোমণিদের বল  
সৈন্যবাহিনীর পরিচয় দিয়ে তাঁকে বললেন—  
যোহসৌ গজরাজগতো মহাশয়  
নবদিতাকৌপমতপ্রবন্ধঃ।

সকলপয়োগ্যশিরোহস্ত্যুপৈতি  
হ্যকম্পনং হ্রেনমবেহি রাজন্ ॥ ১৪  
'রাজন্! হস্তীপৃষ্ঠে আরোহী যে মহাশয় আপন  
গুরুভারে হস্তীর মস্ত্র আন্দোলিত করতে করতে এইমতো  
আগমনোদাত জানবেন, এরই নাম হল অকম্পন।'

যোহসৌ রথছো মৃগরাজকেতু-  
ধ্বজন্ ধনুঃ শত্রুধনুঃপ্রকাশম্।

করীব ভ্রাতৃগ্রন্থবিস্তদংষ্ট্রঃ  
স ইন্দ্রজিমাম বরপ্রধানঃ ॥ ১৫  
'সুবিশাল রথে আরোহী, যার রথের ধ্বজা  
সিংহচিহ্নিত, যার দাঁত হাতির দাঁতের মতো উগ্র, ভরান্দ  
এবং সেই-দাঁত হাতির দাঁতের মতো বাইরে বেরিয়ে  
এসেছে, যে ইন্দ্রধনুর মতো ধনুক হাতে নিয়ে আশঙ্কন  
করছে, সেই হল বরপ্রভাবে অতি প্রবল ইন্দ্রজিৎ।

যশ্চৈব বিদ্যাস্তমহেদ্রকল্পো  
ধরী রথছোহতিরথোহতিবীরঃ।  
বিশ্ফারয়ংস্তাপমতুল্যমানং

নান্নাতিকায়োহতিবিবৃদ্ধকায়ঃ ॥ ১৬  
'বিশ্বাচল, অন্তাচল এবং মহেদ্র পর্বতের তুলা  
বিশাল আকৃতিসম্পন্ন ধনুর্ধারী, রথে অবস্থিত অতিরী  
মহাবীর—যে তার অতুলনীয় ধনুকটিকে বারবার আশঙ্কন  
করছে, তার নাম অতিকায়। তার শরীর অতি বিশাল।  
যোহসৌ নবাকৌদিততপ্রবচক্ষু-

রারুহ্য ঘণ্টানিনদপ্রণাদম্।  
গজং ধরং গজতি বৈ মহাশয়

মহোদরো নাম স এষ বীরঃ ॥ ১৭  
'যার অক্ষিযুগল নবোদিত সূর্যের মতো  
তাপবর্ণবিশিষ্ট, যার আওয়াজ ঘণ্টাধ্বনির মতো, ওইকম  
ক্লর স্বভাবের হাতিতে আরোহণ করে জোরে গর্জন করতে  
করতে আসছে যে মহাবীর, সেই মহাশয় হলেন মহোদর  
যোহসৌ হয়ং কাঞ্চনচিত্রভাণ্ড-

মারুহ্য সন্ধ্যাভগিরিপ্রকাশম্



সমুদ্যম্য মরীচিনকঃ  
শিশাচ এষোহশনিতুলাবেগঃ ॥ ১৮

‘সুর্গালংকারে ভূষিত হয়ে অশ্বারোহণপূর্বক যে অগমনোদ্যত হয়েছে, যার শোভা সফ্যাকালীন মেঘযুক্ত পর্বতের মতো, উদ্যত প্রাস যার হাতে অলঙ্কৃত করেছে, যার গতিবেগ অশনিতুলা, তার নাম হল শিশাচ।

যশস্বী শূলঃ নিশিতঃ প্রগৃহ্য  
বিদ্যুৎপ্রভঃ কিঙ্করবজ্রবেগম্।

শশিপ্রকাশ-  
মায়াতি যোহসৌ ত্রিশিরা যশস্বী ॥ ১৯

‘বজ্রের গতিবেগ যার দাস, বিদ্যুতের মতো প্রভাবিশিষ্ট, চন্দ্রমার ন্যায় উজ্জ্বল শুভ কান্তিযুক্ত তীক্ষ্ণ হ্রস্বল উদ্যত করে যশপৃষ্ঠে আরোহী হয়ে যে যুদ্ধভূমিতে অগমন করেছে, সেই হল যশস্বী ত্রিশিরা।

অসৌ চ জীমূতনিকাশরূপঃ  
কুন্তঃ পৃথুবাচসুজাতবক্ষাঃ।

সমাহিতঃ পরগরাজকেতু-  
বিস্ফারয়ন্ যাতি ধনুর্বিধুয়ন্ ॥ ২০

‘মেঘতুলা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট যোদ্ধা কুন্ত যার বক্ষদেশ সুন্দর, সুগঠিত এবং বিশাল, নাগরাজের ধ্বজা চিহ্নযুক্ত, সে একপ্রচিন্দে ধনুক আশ্রয়ালন করতে করতে রণভূমিতে প্রবেশ করেছে

যশস্বী জাম্বুনদবজ্রজুষ্টঃ  
দীপ্তঃ সধ্বম পরিঘঃ প্রগৃহ্য।

আঘাতি রক্ষোবলকেতুভূতৌ  
যোহসৌ নিকুণ্ডোহস্ততথোরকর্মা ॥ ২১

‘সুর্গনির্মিত হীরকখচিত (বজ্র-হীরক) ধুমযুক্ত অগ্নিতুলা দীপ্ত পরিঘ নামক অস্ত্র উদ্যত করে রাক্ষস সেনাদের ধ্বজার মতো হয়ে আসছে নিকুন্ত নামক রাক্ষস, যুদ্ধে যার পরাক্রম ভয়ানক এবং অতুত।

যশস্বী চাপাসিশরৌঘজুষ্টঃ  
পতাকিনঃ পাবকদীপ্তরূপম্।

রথঃ সমাহায় বিভাত্যদগ্ৰো  
নরাস্তকোহসৌ নগশৃঙ্গয়োধী ॥ ২২

‘এই যে ধনুক, অসি, শর প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে সজ্জিত, পতাকাযুক্ত এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান রথে আশ্রিত হয়ে অতিমাত্রায় শোভিত হচ্ছে নরাস্তক

(রাবণের পুত্র) নামক রাক্ষস। এই যোদ্ধা গিরিশৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে।

যশস্বী নানাবিধযোরকটপ-  
ব্যায়োষ্ট্রনাগেজ্রমৃগাশ্ববৈজ্রঃ।  
ভূতৈবৃতো ভ্রাতী বিন্দুনেত্রৈ-  
শোহসৌ সুরাণামপি দর্পহস্তা ॥ ২৩

যত্রৈতদিসন্দ্রুপ্রতিমঃ নিভ্রাতী  
হত্রং সিতং সূক্ষ্মশলাকমগ্রাম্।

আত্রৈব রক্ষোষিপতির্মহাস্বা  
ভূতৈবৃতো রুদ্র ইবাবভ্রাতী ॥ ২৪

‘বাঘ, উট, হাতী, হরিণ এবং ঘোড়ার মতো মুখ বিশিষ্ট, আয়ত নেত্রযুক্ত তথা নানাবিধ ভয়ংকর রূপধারী ভূতদেব দ্বারা পরিবেষ্টিত, দেবতাদেরও দর্পনাশক তথা যার উপরে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্বেত এবং সূক্ষ্মশলাকাযুক্ত হস্ত শোভিত হচ্ছে, সেই রাক্ষসরাজ মহাস্বা রাবণ ভূতদেব দ্বারা পরিবৃত্ত অবস্থায় রুদ্রদেবের ন্যায় সুন্দররূপে প্রতিভাত হচ্ছেন।’

অসৌ কিরীটী চলকুণ্ডলাসেয়া  
নগেজ্রবিদ্যোপমভীমকায়ঃ।

মহেন্দ্রবৈবস্বতদর্পহস্তা  
রক্ষোষিপঃ সূর্য ইবাবভ্রাতী ॥ ২৫

‘মস্তকজ্জিত মুকুট এবং কর্ণযুগলে দোদুল্যমান কুণ্ডল দ্বারা তাঁর মুখ অলংকৃত, পর্বতরাজ হিমালয় এবং বিদ্যাচলের ন্যায় তাঁর আকৃতি বিশাল এবং ভয়ংকর, মহান ইন্দ্র এবং যমরাজের দর্প বিনাশক রাক্ষসরাজের শোভা সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছেন।’

প্রত্যাঘাচ ততো রামো বিতীষণমরিন্দমঃ।  
অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৬  
শত্রুদমনকারী শ্রীরাম প্রত্যাঘরে বিতীষণকে বললেন—‘আহা ! রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর মহানতেজে দীপ্তিমান হচ্ছেন।

আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভ্রাতী রাবণঃ।  
ন বাক্তং লক্ষ্যে হ্যস্যা রূপং তেজঃসমাবৃতম্ ॥ ২৭  
‘রাবণ সূর্যের মতোই দুষ্প্রেক্ষ্য (দর্শন করা বা যার দিকে তাকিয়ে-থাকা সহজ নয়), সূর্যকিরণের ন্যায় তাঁর শোভা। তাঁর তেজস্বী রূপ আমি স্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছি না।

দেবদানববীরাণাং বপুর্নৈবংবিধঃ জবেৎ।  
যাদৃশঃ রাক্ষসেভ্যসা বপুর্নৈতদ্ বিরাজতে॥ ২৮  
'রাক্ষসরাজের শরীরের যেদশ সৌন্দর্য, সেইরূপ  
শোভা দেবতা এবং দানবীরদের মধ্যেও লক্ষ্য করা  
যায় না।

সর্বং পর্বতসংকাশাঃ সর্বং পর্বতযোধিনঃ।  
সর্বং দীপ্তাযুধধরা যোদ্ধাসা মহাক্ষনাঃ॥ ২৯  
'মহাত্মা এই রাক্ষসের সকল যোদ্ধাই পর্বতের মতো  
বিশাল, সকলেই পর্বত নিয়ে যুদ্ধ করে এবং সকলেই  
উজ্জ্বল অস্ত্রধারী।

বিভ্রাতি রক্ষোরাজোহসৌ প্রদীপ্তৌর্জীমদর্শনৈঃ।  
ভূতৈঃ পরিবৃত্তীকৈর্দেহবর্ত্তনিবাহকঃ॥ ৩০  
'দীপ্তিমান, বিকটদর্শন এবং তীক্ষ্ণ স্বভাববিশিষ্ট  
রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে এবং দেহধারী ভূতগণের  
দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ যেন যমরাজের  
ন্যায় শোভা পাচ্ছেন।

দিষ্টায়মদা পাশাত্মা মম দৃষ্টিপথঃ গতঃ  
অদা ক্রোধঃ বিমোক্ষ্যামি সীতাহরণসম্ভবম্॥ ৩১  
'সীতাগাবশতঃ আজ এই পাশাত্মা আমার  
দৃষ্টিগোচর হয়েছে সীতাহরণের কারণে আমার সঞ্চিত  
ক্রোধ এখন আমি দূর করব।'

এবমুক্তা ততো রামো ধনুরাদায় বীর্যবান্।  
লক্ষ্মণানুচরন্তহৌ সমুদ্ধতা শরোত্তমম্॥ ৩২  
এই বলে বীর্যবান রামচন্দ্র ধনুকে উত্তম বাণ  
সংযোজিত করে অনুচর রূপে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে  
অবস্থিত হলেন।

ততঃ স রক্ষোধিপতির্মহাত্মা  
বক্ষাংসি তান্যাহ মহাবলানি।  
ধারেষু চর্যাগৃহগোপুরেষু  
সুনির্বৃত্তান্তিত্ত নিবিশঙ্কাঃ॥ ৩৩

অনন্তর রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণ তাঁর সঙ্গে সমাগত  
মহাবলশালী রাক্ষসদের বললেন—'তোমরা নির্ভয়ে  
সুপ্রসন্নভাবে নগরদ্বারে, রাজপথে এবং অট্টালিকাগুলিতে  
অবস্থান কর।

ইক্ষগতং মাং সহিতং ভবন্তি-  
বনৌকসম্ভ্রমিদং বিদিত্বা।  
শূন্যাং পুরীং দুস্ত্রসহাং প্রমথ্য

প্রথর্বয়েযুঃ সহসা সমেতাঃ॥ ৩৪  
'আমার সঙ্গে তোমাদের সবাইকে আসতে দেবে।

বনবাসী বানরেরা সেই সুযোগে শূন্য নগরীতে  
সম্মিলিতভাবে সহসা প্রবেশ করে সব তখনই কর  
দেবে।'

নিসর্জগিয়া সচিবাংস্ততজান্  
গতেষু রক্ষঃসু যথানিয়োগম্।  
বাদারয়দ্ বানরসাগরৌঘঃ

মহাবলঃ পূর্ণমিবার্ণবৌঘম্॥ ৩৫  
এইভাবে তিনি মন্ত্রীদের বিদায় জানালে  
রাক্ষসেরাও তাদের নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেল। মহাবল  
(তিমি) যেমন পূর্ণ মহাসাগরের মধ্যে প্রবেশ করে  
সবকিছুকে বিক্ষুব্ধ করে দেয়, তেমনি তিনিও বানরদের  
সৈন্যসাগরের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলেন।

তমাপতন্তঃ সহসা সমীক্ষ্য  
দীপ্তেযুচাপঃ যুধি রাক্ষসেভ্যম্  
মহৎ সমুৎপাদি মহীধরাগ্রঃ  
দুদ্রাব রক্ষোধিপতিং হরীশঃ॥ ৩৬

সহসা রাক্ষসরাজ রাবণকে উজ্জ্বল ধনুর্বাণ নিয়ে  
যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে দেখে বানররাজ সুগ্রীব পাছের  
একটি বিরাট চূড়া উপড়ে নিয়ে রাক্ষসরাজের দিকে  
ছুটে গেল।

তচ্ছৈলশৃঙ্গং বহুবৃক্ষসানুং  
প্রগৃহ্য চিক্ষেপ নিশাচরায়  
তমাপতন্তঃ সহসা সমীক্ষ্য  
চিচ্ছেদ বাণৈস্তপনীয়পুষ্টিম্॥ ৩৭

বহু বৃক্ষসমষ্টিত সংযুক্ত ঐ গিরিশৃঙ্গ সুগ্রীব  
রাক্ষসরাজের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল। রাবণ সহসা তাঁর  
দিকে নিক্ষিপ্ত সেই শৃঙ্গটি দেখে সোনার পুচ্ছযুক্ত বহু  
বাণ দ্বারা সেটিকে ছিন্নভিন্ন করলেন।

তস্মিন্ প্রবৃক্ষোত্তমসানুবৃক্ষে  
শৃঙ্গে বিদীর্ণে পতিতে পৃথিব্যাম্।  
মহাহিকল্পঃ শরমস্তকাভঃ

সমাদর্ষে রাক্ষসলোকনাথঃ ৩৮  
সেই উত্তম বৃক্ষ ও সানুযুক্ত শৃঙ্গটি বিদীর্ণ হয়ে  
ভূমিতে পতিত হলে রাক্ষসলোকের প্রভু মহান সর্প এবং  
যমরাজ তুল্য এক ভয়ানক শব্দ সন্ধান করলেন।



তং গৃহীত্বামিলতুল্যাবেগং

সবিস্মৃতিসঙ্কলনপ্রকাশম্

মহেঞ্জানিভূলাবেগং

অথ নিরুপ সূগ্রীববধায়

কণ্ঠঃ ॥ ৩৯

সেই বাতসর বেগ ছিল বায়ুর তুল্য। স্বলম্ব আশ্রয়ের  
যুদ্ধকি জাতে প্রকাশিত হইছিল। ক্ষুদ্র রাবণ ইন্দের বজ্রতুল্য  
বেগসম্পন্ন সেই বাণ সূগ্রীবকে বধের জন্য নিরুপ  
করাইলেন।

স সাযকো রাবণবাহুমুক্তঃ

শরুণশনিপ্রখাবসুঃপ্রকাশম্।

সূগ্রীবমাসাদ বিভেদ বেগাদ্

ভহেরিতা ক্রৌঞ্চমিবোদ্রশক্তিঃ ॥ ৪০

কাজিকের নিক্ষিপ্ত শক্তি নামক অস্ত্র যেমন  
ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদীর্ণ করেছিল, তদনুরূপভাবে রাবণের  
বাহুমুক্ত সেই বাণ সবেগে ইন্দ্রতুল্য দৃঢ় শরীরধারী সূগ্রীবকে  
প্রহৃত করল।

স সাযকো বিপরীতচেতাঃ

কূজন্ পৃথিব্যাং নিপপাত বীরঃ।

কং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং

নেদুঃ প্রহুষ্ঠা যুধি যাতুথানাঃ ॥ ৪১

সেই শরাঘাতে আত্ননাদ করতে করতে সংজ্ঞাহীন  
হয় সূগ্রীব ভূপতিত হলেন। তাঁকে অচেতন অবস্থায়  
ভূমিতে শায়িত দেখে যুদ্ধে উপস্থিত রাক্ষসেরা অত্যন্ত  
আনন্দে সিংহনাদ করতে লাগল।

ততো গবাঙ্কো গবয়ঃ সুষেণ-

জুথর্বভো জ্যোতির্মুখো নলশ্চ।

শৈলান্ সমুৎপাটা বিবৃদ্ধকায়ঃ

প্রদুর্ভবন্তঃ প্রতি রাক্ষসেজম্ ॥ ৪২

তখন গবাঙ্ক, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ  
এবং মলের মতো বিশালকায় বানরেরা পর্বতচূড়া উৎপাটন  
করে রাক্ষসরাজের প্রতি ধাবিত হল।

তেষাং প্রহারান্ স চকার মোধান্

রক্ষোষিপো বাণশতৈঃ শিতাগ্রৈঃ।

জন্ বানরেজানপি বাণজালৈ-

বিভেদ জাহ্নুনদচিত্রপুষ্ঠৈঃ ॥ ৪৩

তৈ বানরেজান্দ্বিদশারিবাণৈ-

র্জিয়া নিপেতুর্ভুবি ভীমকায়ঃ।

রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিঙ্কপ্র শত শত বাণ দ্বারা তাদের  
সেই প্রহরকে বার্ষ করলেন। যোনার বিচিত্রপুষ্ঠমিসিষ্ট  
বাণের জালে সেই বানরমুসাদেরও গুরুত্ব বিস্মৃত করলেন।  
দেনদ্রোহী রাবণের ত্রীবের আগাতে প্রহৃত হয়ে ভীমকায়  
বানরপ্রহরণও ভূমিতে পতিত হল।

ততঃ তন্ বানরসৈন্যমুদ্রং

প্রজোদ্যামাস স বাণজালৈঃ ॥ ৪৪

তৈ বদ্যমানাং পতিতাস্ত দীরা

নাগদ্যমানা জয়শল্যবিকাঃ।

সেই উদ্রেকর বানরসেনারা রাবণ-নির্জিত সেই  
শরজালে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। শরাঘাতে পীড়িত, ভীত  
কাতর বীর বানরেরা ভয়ে জোরে জোরে গর্জন করতে  
লাগল।

শাখামৃগা রাবণসারকার্তা

জয়ঃ শরণ্যং শরণং ন্ম রামম্ ॥ ৪৫

ততো মহাক্ষা স খনুর্খনুশ্ম-

নাদায় রামঃ সহসা জগাম।

তং লক্ষ্মণঃ প্রাজলিরভূপেতা

উবাচ রামঃ পরমার্থযুক্তম্ ॥ ৪৬

রাবণের বাণে কাতর বানরেরা শরণাগতের  
আশ্রয়স্থল শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় নিল, তখন ধনুর্ধারী মহাক্ষা  
শ্রীরামচন্দ্র সহসা ধনুক নিয়ে অগ্রসর হলেন। সেই সময়  
লক্ষ্মণ শ্রীরামের নিকটে এসে কৃতজ্ঞনিবদ্ধ হয়ে উপযুক্ত  
বাক্য বললেন—

কামমার্থ সুপর্ষাশ্চো বধ্যামাস্য দুরাক্ষনঃ।

বিষমিষ্যামাহং চৈতমনুজানীহি মাং বিভো ॥ ৪৭

‘হে আর্য ! এই দুরাত্মাকে বধের জন্য আমিই  
পর্যাপ্ত। প্রভু ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমিই একে  
বধ করব।’

তব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।

গচ্ছ যত্নপরশ্চাপি ভব লক্ষ্মণ সংযুগে ॥ ৪৮

মহাতেজস্বী সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম এই কথা শুনে  
বললেন— ‘লক্ষ্মণ ! ঠিক আছে, তুমি যুদ্ধজয়ের জন্য যত্ন  
পরায়ণ হও।’

রাবণো হি মহাবীর্যো রণেহুতপরাক্রমঃ।

ত্রৈলোক্যোনাপি সংক্রুদ্ধো দুস্ত্রসম্বো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯

‘রাবণও মহাবীর, যুদ্ধে অভুত পরাক্রমী।  
ত্রৈলোক্যোনাপি সংক্রুদ্ধো দুস্ত্রসম্বো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯



সম্যক্ৰূপে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যুদ্ধ করলে, তা শ্রীভুবনেশ্বরও  
অসহ্য হয়ে উঠবে, এতে কোনো সংশয় নেই।

তস্যাহিহানি মার্গঃ স্বহিহানি চ লক্ষ্য।

চক্ষুঃ ধনুঃস্থানঃ গোপায়ত্ব সমাহিতঃ॥ ৫০

‘তুমি তাঁর হিংস্র (দুর্বলতা) অনুসন্ধান করো। আপন  
হিংস্রের (ক্রটির) প্রতিও লক্ষ্য রেখো। সংযতভাবে আপন  
চক্ষু এবং ধনুক দ্বারা আত্মরক্ষা করো।’

রাবণস্য বচঃ শ্রদ্ধা সম্পরিধজা পূজা চ।

অভিবাছ্য চ রামায় যদৌ সৌমিত্রিরাহবে॥ ৫১

রামচন্দ্রের কথা শুনে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁকে  
আলিঙ্গন করলেন। তাঁর পূজা করে ও তাঁকে অভিবাদন  
জানিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

স রাবণঃ বারণহস্তবাছঃ

দদর্শ ভীমোদ্যতদীপ্তচাপম্

প্রজ্ঞানস্বতঃ শরবৃষ্টিজালৈ-

স্তান্ বানরান্ ভিন্নবিকীর্ণদেহান্। ৫২

তিনি দেখলেন, রাবণের বাছ হস্তীশুণ্ডতুল্য সেই  
হাতে উদ্যত ভয়ানক দীপ্তিমান ধনুক। বৃষ্টির ন্যায়  
শরনিষ্ক্ষেপ করতে করতে রাবণ বানরদেরকে আচ্ছাদিত  
করে তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন কবছেন।

তমালোক্য মহাতেজা হনুমান্ মারুতাজ্জঃ।

নিবার্হ শরজালানি বিদ্রুদ্রাব স রাবণম্॥ ৫৩

এই দেখে মহাতেজস্বী পবনপুত্র হনুমান রাবণের  
এই শরজালকে নিবৃত্ত করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন।

রথং তস্য সমাসাদ্য বাহুমুহুম্য দক্ষিণম্

ত্রাসয়ন্ রাবণং ধীমান্ হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫৪

সেই রথের নিকটে গিয়ে নিজের ডান হাত উঁচু করে  
বুদ্ধিমান হনুমান রাবণকে সন্ত্রস্ত করার জন্য বললেন—

দেবদানবগন্ধবৈর্যক্ষৈচ্চ সহ রাক্ষসৈঃ।

অবধ্যত্বং ত্বয়া প্রাপ্তং বানরেভ্যস্ত তে ভয়ম্॥ ৫৫

‘দেবতা, দানব, গন্ধর্ব এবং যক্ষ সহ রাক্ষসদের  
দ্বারা তুমি অবধ্যত্বের বর (এদের দ্বারা মৃত্যু না হবার বর)  
লাভ করলেও বানরদের থেকে তুমি ভয়মুক্ত নও।’

এষ মে দক্ষিণো বাহুঃ পঞ্চশাখঃ সমুদ্যতঃ।

বিধমিষ্যতি তে দেহে ভূতাক্তানং চিরোষিতম্॥ ৫৬

‘পাঁচ অঙ্গুলিসহ আমার এই উদ্যত দক্ষিণ হস্ত  
দেখো, দীর্ঘকাল যাবৎ তোমার দেহস্থিত জীবাত্মাকে আজ

আমি তোমার দেহ থেকে চ্যুত করব।’

শ্রদ্ধা হনুমতো বাক্যং রাবণো ভীমবিক্রমঃ।

সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫৭

হনুমানের এই কথা শুনে রাবণের নেত্র রক্তাক্ত  
হয়ে উঠল। তিনি বললেন—

কিপ্রং প্রহর নিঃশব্দং হিরায় কীর্তিমবাশ্রয়ম্।

ততঃ জ্ঞাতবিক্রান্তঃ নাশয়িষ্যামি বানরম্॥ ৫৮

‘ওহে বানর! তুমি নির্ভয়ে শীঘ্র আমাকে প্রহার করে  
সুদীর্ঘ যশ লাভ করো; তোমার পরাক্রম জেনে তারপর  
আমি তোমাকে বধ করব।’

রাবণস্য বচঃ শ্রদ্ধা বায়ুসূর্বচোদ্রবীৎ।

প্রহতঃ হি ময়া পূর্বমক্ষঃ তব সূতং ক্ষরম্॥ ৫৯

রাবণের এই কথা শুনে পবনপুত্র হনুমান বললেন—

—‘স্মরণ করুন আমি পূর্বেই আপনার পুত্র অক্ষকে হত  
করেছিলাম।’

এবমুক্তো মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

আজ্ঞয়ানিলসূতং তলেনোরসি বীৰ্যবান্॥ ৬০

তাঁর এই কথা বলা মাএই মহাতেজস্বী, বীৰ্যবান  
বাক্ষসরাজ রাবণ পবনপুত্র হনুমানের বক্ষদেশে এক প্রহর  
চপেটাঘাত করলেন।

স তলাভিহতস্তেন চচাল চ মুহুমুহঃ।

হিতো মুহূর্তং তেজস্বী হৈর্যঃ কৃদ্রা মহামতিঃ॥ ৬১

আজ্ঞান চ সংক্রুদ্ধস্তলেনৈবামরধিবম্।

সেই করতলপ্রহারে হনুমান মুহুমুহ অস্থিরভাবে  
পদক্ষেপ করতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যেই হিরতা লাভ  
করে মহামতি, তেজস্বী হনুমান দণ্ডায়মান হলেন। অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দেবদ্রোহী রাবণকে চপেটাঘাত করলেন,  
ততঃ স তেনাভিহতো বানরেণ মহাক্রমঃ॥ ৬২

দশগ্রীবঃ সমাধূতো যথা ভূমিতলেহচলঃ।

সেই মহাত্মা বানরের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে,  
ভূমিকম্পে প্রকম্পিত পর্বতের ন্যায় দশানন রাবণ কম্পিত  
হতে লাগলেন।

সংগ্রামে তং তথা দৃষ্টা রাবণং তলভাজিতম্॥ ৬৩

ঋষয়ো বানরাঃ সিদ্ধা নেদুর্দেবাঃ সহসুরৈঃ।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে চপেটাঘাত হতে দেখে ঋষিগণ,  
বানরেরা, সিদ্ধগণ, দেবতারা এবং অসুরেরা সকলেই  
আনন্দ ধ্বনি করতে লাগলেন।

অখাণ্ডা মহাতেজা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৪  
সখ্যে বানর বীর্যেণ শ্লাঘনীয়োহসি মে রিপুঃ।  
অনন্তর মহাতেজসী রাবণ কিঞ্চিং আশ্বস্ত হয়ে

বললেন— 'ওহে বানর ! অতি উত্তম। পরাক্রমে আপনি  
আমার প্রশংসনীয় শত্রু।'

রাবণেনৈবমুক্তস্ত মারুতিবাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫  
খিগ্ধ মম বীর্যস্য যৎ হং জীবসি রাবণ।  
এবং এইরূপ বললে পবনপুত্র হনুমান বললেন

— 'রাবণ ! আপনি এখনও জীবিত আছেন সেইজন্যই  
আমার পরাক্রমকে ধিকার জানাই

সক্ং তু প্রহরেনানীং দুর্বদ্ধে কিং বিকথ্যসে ॥ ৬৬  
তত্ত্বাঃ মামকো মুষ্টিনিষাতি যমক্ষয়ম্।  
'ওরে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ ! আর একবার তুমি আমাকে

প্রহার করে দেখো ! লম্বা-চওড়া বাক্যের দ্বারা কিছু হবে  
না। তোমার প্রহারের পর যখন আমি পুনরায় প্রহার

করবো, তখন তুমি তৎক্ষণাৎ যমালয়ে পৌঁছে যাবে।'  
ততো মারুতিবাক্যেন কোপস্তস্য প্রজ্জ্বলে ॥ ৬৭  
সংরক্তনয়নো যৎনামুষ্টিমাবৃত্য দক্ষিণম্।  
পাতয়ামাস বেগেন বানরোরসি বীর্যবান ॥ ৬৮

মরুৎপুত্র হনুমানের এই কথা শুনেই রাবণের ক্রোধ  
প্রজ্জ্বলিত হল। তিনি আরক্তিম নয়নে সবলে দক্ষিণ হস্ত

মুষ্টিবদ্ধ করলেন। বীর্যবান রাবণ সবেগে হনুমানের  
বক্ষদেশে মুষ্টিগাথাত করলেন।  
হনুমান্ বক্ষসি বাঢ়ে সঞ্চালা পুনঃ পুনঃ।  
বিহ্বলং তু তদা দৃষ্টা হনুমন্তং মহাবলম্ ॥ ৬৯  
রথেনাতিরথঃ শীঘ্রং নীলং প্রতি সমভাগাৎ।

বুকে আঘাত পেয়ে হনুমান পুনঃপুনঃ প্রকম্পিত  
হতে লাগলেন। মহাবলী হনুমানকে এইরূপ বিহ্বল হতে  
দেখে অতিরীষী রাবণ তখন রথারোহণপূর্বক দ্রুত নীলের

প্রতি ধাবিত হলেন।  
রাক্ষসানামধিপতির্দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭০  
পন্নগপ্রতিমৈর্ভূমৈঃ পরমর্মাভিভেদনৈঃ।  
শরৈরাদীপয়ামাস নীলং হরিচমুপতিম্ ॥ ৭১

প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ দশানন শত্রুর মর্মবিদারক  
সর্পতুল্য মহাভয়ানক বাণ দ্বারা বানর-সেনাপতি নীলকে

সমুত্তপ্ত করতে লাগলেন।  
স শরৌঘসমায়ন্তো নীলো হরিচমুপতিঃ।

করেনৈকেন শৈলাগ্রং রক্ষসিপত্যেহমুজ্জ্বল ॥ ৭২  
বানর-সেনাপতি নীল শরাঘাতে পীড়িত হয়ে এক  
হাতে একটি পর্বত শিখর উত্তোলন করে রাক্ষসস্রাজের

উপরে নিক্ষেপ করলেন  
হনুমানপি তেজস্বী সমায়ন্তো মহামনাঃ।  
নিপ্রেক্ষমাণো যুদ্ধেঙ্গুঃ সরোবমিদমব্রবীৎ ॥ ৭৩  
নীলেন সহ সংযুক্তং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।  
অন্যো যুধামাণস্য ন যুক্তমভিগমনম্ ॥ ৭৪

ঐতিমধ্যে মহামনসী, তেজস্বী হনুমান আশ্বস্ত হয়ে  
(নিজেই সামর্থ্য দিয়ে নিয়ে) রক্ষসরাজ রাবণকে নীলের  
সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখে পুনরায় যুদ্ধে আগ্রহী হয়ে

সর্বোদ্যে বললেন— 'অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় আপনার  
প্রতি ধাবিত হওয়া আমার উচিত নয়।'  
রাবণোহথ মহাতেজাঃ শৃঙ্গং সপ্তভিঃ শরৈঃ।  
আজঘান সূতীক্ষ্ণাগ্রৈস্তদ্বিকীর্ণং পপাত হ ॥ ৭৫  
এদিকে মহাতেজসী রাবণও নীলকর্তৃক নিক্ষিপ্ত  
পর্বতশিখরের ওপর সূতীক্ষ্ণ সাতটি বাণ নিক্ষেপ করলেন।  
যার আঘাতে সেটি টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে গড়ে

গেল।  
তদ্বিকীর্ণং গিরেঃ শৃঙ্গং দৃষ্টা হরিচমুপতিঃ।  
কালাগ্নিরিব জ্জ্বাল কোপেন পরবীরহা ॥ ৭৬  
শত্রুহস্তারক বানরসেনাপতি নীল সেই গিরিশৃঙ্গকে  
চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখে ক্রোধে প্রলয়কালীন আগ্নির ন্যায় বলে  
উঠলেন।

সোহশ্বকর্ণক্রমান্ শালাংস্কৃতাংস্চাপি সুপুষ্টিপতান্।  
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষান্ নীলচিক্ষেপ সংযুগে ॥ ৭৭  
তিনি তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বকর্ণ, শাল, সুপুষ্টিপত  
আম তথা অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রাবণের  
উপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

স তান্ বৃক্ষান্ সমাসাদ্য প্রতিচিচ্ছেদ রাবণঃ।  
অভাববর্ষচ্ছ ঘোরেন শরবর্ষণ পাবকিম্ ॥ ৭৮  
রাবণও আগত বৃক্ষগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে কাটতে  
লাগলেন এবং অগ্নিপুত্র নীলের প্রতি ভয়ানক শরবর্ষণ  
করতে লাগলেন।

অভিবৃষ্টঃ শরৌঘেণ মেঘেনেব মহাচলঃ।  
হ্রস্বং কৃদ্ধা ততো রূপং ধ্বজাঘ্রে নিপপাত হ ॥ ৭৯  
মহান পর্বতের উপরে বারিবর্ষণের ন্যায় রাবণ



নীলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন নীল  
জুড়াকৃতি রূপ ধারণ করে রাবণের বখের ধ্বজা-চূড়াম  
এসে পড়িত হল (চড়ে বসল)।

পাবকাজমালোকা ধ্বজায়ে সমবহিতম্।  
জঙ্ঘাল রাবণঃ ক্রোধাৎ ততো নীলো ননাদ চ॥ ৮০

ধ্বজার উপরে উপবিষ্ট অগ্নিপুত্র নীলকে দেখে রাবণ  
ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং নীলও তখন গর্জন করতে  
লাগলেন।

ধ্বজায়ে ধনুষ্পাশ্রে কিরীটাস্ত্রে চ তং হরিম্।  
লক্ষ্মণোহথ হনুমান্চ রামচামি সুবিস্মিতাঃ॥ ৮১

নীলকে কখনো ধ্বজার উপরে, আবার কখনো  
ধনুকের অগ্রভাগে, কখনো বা মুকুটের ওপরে বসতে  
দেখে শ্রীলক্ষ্মণ, হনুমান এবং রামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত  
হলেন।

রাবণোহপি মহাতেজাঃ কপিলাঘববিস্মিতাঃ।  
অপ্সমাহারয়ামাস দীপ্তমাগ্নেয়মদ্ভুতম্॥ ৮২

বানরের এইরূপ লঘুতা<sup>(১)</sup> দেখে মহাতেজস্বী  
রাবণও অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং অদ্ভুত তেজস্বী দীপ্ত  
আগ্নেয়ান্ন ধারণ করলেন।

ততস্তে চূড়শর্হষ্টা লঙ্কলক্ষাঃ প্লবলমাঃ।  
নীললাঘবসম্ভ্রান্তং দৃষ্টা রাবণমাহবে। ৮৩

নীলের লঘুতায় রাবণকে বিভ্রান্ত হতে দেখে সকল  
বানরেরা আনন্দে তুমুল কোলাহল করতে লাগল।

বানরাণাং চ নাদেন সংরুদ্ধো রাবণস্তদা।  
সম্ভ্রমাবিষ্টহৃদয়ো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদাত॥ ৮৪

তখন বানরদের উত্তম কোলাহলে রাবণ অত্যন্ত ফ্রুদ্ধ  
হলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত ভীতও হলেন। সেইজন্যই  
তিনি কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছিলেন না।

আগ্নেয়েনাপি সংযুক্তং গৃহীত্বা রাবণঃ শরম্।  
ধ্বজশীর্ষস্থিতং নীলমুদৈক্ষত নিশাচরঃ॥ ৮৫

তখন নিশাচর রাবণ আগ্নেয়স্ত্রে অভিমুখিত বাণ  
গ্রহণ করে ধ্বজশীর্ষে অবস্থানকারী নীলকে নিরীক্ষণ  
করলেন।

ততোহব্রবীন্মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
কপে লাঘবযুক্তোহসি মায়য়া পরয়া সহ॥ ৮৬

মহাতেজস্বী রাক্ষসবাজ রাবণ তখন তাকে বললেন

— ‘বানর ! মায়াক্রান্তি দ্বারা তৎপরতার সঙ্গে তুমি লঘু  
প্রাপ্ত হয়েছ।’

জীবিতঃ খলু রক্ষস যদি শক্তোহসি বানর।

তানি তান্যাক্রূপানি সৃজসি ক্রমেনেক্ষণং॥ ৮৭

তথাপি জ্ঞাং ময়া মুক্তঃ সায়কোহস্ত্রপ্রয়োগিত।

জীবিতঃ পরিরক্ষতঃ জীবিতাদ্ জংশসিহতি॥ ৮৮

‘ওহে বানর ! যদি সক্ষম হও তাহলে নিজের প্রাণ  
রক্ষা করো। যদিও তুমি বহুবিধ রূপ ধারণ করতে সক্ষম,  
তথাপি আমি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত দিব্যান্ন প্রয়োগিত এই স্ত্র  
থেকে তুমি প্রাণরক্ষার চেষ্টা করলেও তোমার প্রাণ বিবেক  
ঘটবেই’

এবমুক্ত্বা মহাবাহু রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

সন্ধ্যায় বাণমস্ত্রেণ চমূপতিমতাজয়ং॥ ৮৯

এই বলে মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ আগ্নেয় অস্ত্র  
যুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে সেনাপতি নীলকে আঘাত করলে  
সোহস্ত্রমুক্তেন বাণেন নীলো বক্ষসি তাড়িতঃ।

নির্দহমানঃ সহসা স পপাত মহীতলে॥ ৯০

সেই ধনুর্মুক্ত বাণ নীলের বক্ষদেশে আঘাত করলে  
তিনি দারুণভাবে দম্ব হয়ে সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

পিতৃমহাত্ম্যাসংযোগাদাননশচাপি তেজসা।

জানুভ্যামপতদ্ ভূমৌ ন তু প্রাণৈর্বিযুক্তাঃ॥ ৯১

জানুদ্বয়ে ভরপূর্বক তিনি ভূপতিত হলেও পিতৃ  
অগ্নিদেবের মাহাত্ম্যে এবং আপন তেজপ্রভাবে তাঁর  
প্রাণের বিয়োগ ঘটল না।

বিসংজ্ঞঃ বানরঃ দৃষ্টা দশগ্রীবো রণোৎসুকঃ

রথেনাশ্বদনাদেন সৌমিত্রিমভিদুর্লবে॥ ৯২

হতচেতন বানরকে দেখে যুদ্ধে উদগ্রীব দর্শন  
মেঘতুলা গর্জনকারী রথে করে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের প্রতি  
ধাবিত হলেন।

আসাদ্য রণমধ্যে তং বারয়িত্বা হ্রিতো জলন।

ধনুর্বিস্ফারয়ামাস রাক্ষসেশ্বরঃ প্রতাপবান॥ ৯৩

যুদ্ধক্ষেত্রে বানরসৈন্যদের অগ্রগমন রোধ করে  
প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় লক্ষ্মণ সমীপে উপস্থিত হয়ে  
প্রতাপবান রাক্ষসরাজ রাবণ আপন ধনুকে টংকার দিলেন

তমাহ সৌমিত্রিরদীনসম্ভো

বিস্ফারয়ন্তং ধনুরপ্রমেয়ম্।

(১) লঘুভাবগত এবং আকৃতিগত উভয়বিধ লঘুতা।



অবহি মামদা নিশাচরেন্দ্র

ন বানরাংস্ত্বং প্রতিযোদ্ধুমহিসি । ৯৪

নিজের অনুগম ধনুক বিস্থারিত করতে করতে  
উলবচেতা, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রাবণকে বললেন—  
‘যক্ষসরাজ ! আপনি দেখুন, আমি উপস্থিত হয়েছি।  
আপনি আর বানরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না।’

স তস্য বাকাঃ প্রতিপূর্ণঘোষঃ

জ্যোত্স্নমুখাং চ নিশমা রাজা ।

আসাদ্য সৌমিত্রিমুপস্থিতং তং

রোষাঘ্রিতং বাচমুবাচ রক্ষঃ ॥ ৯৫

গুরুগভীর ধ্বনিযুক্ত লক্ষ্মণের এই বাক্য এবং  
হৃৎকণ্ঠ ভয়ানক টংকার ধ্বনি শুনে রাক্ষসরাজ যুদ্ধের  
জন্য সমুপস্থিত লক্ষ্মণকে রোষপূর্ণভাবে বললেন—

দিক্সিদি মে রাখব দৃষ্টিমার্গঃ

প্রাপ্তোহন্তগামী বিপরীতবুদ্ধিঃ ।

ত্রয়িন্ স্বপ্নে যাস্যসি মৃত্যালোকং

সংসাদ্যমানো মম বাণজালৈঃ ॥ ৯৬

‘ওহে রঘুবংশী ! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আমার  
দৃষ্টিপথে এসেছ। তোমার অস্তিমকাল আসন্ন। সেইজন্যই  
তোমার এই বিপরীত বুদ্ধি। আমার বাণজালে যন্ত্রণাকাতর  
হয়ে তুমি অবিলম্বে যমলোকে যাত্রা করবে।’

তমাহ সৌমিত্রিরবিস্ময়ানো

গর্জন্তমুদবৃত্তশিতাগ্রদংষ্ট্রম্ ।

রাজন্ ন গর্জন্তি মহাপ্রভাবা

বিকথসে পাপকৃতাং বরিত্ত ॥ ৯৭

উৎকট ও তীক্ষ্ণ দন্তে ভীতি সঞ্চারক গর্জনরত  
রাবণের এই কথা শুনে সৌমিত্র লক্ষ্মণ অবিস্মিতভাবে  
বললেন—‘হে রাজন্ ! আপনি পাপিষ্ঠদের মধ্যে অগ্রগণ্য।  
বৃথা আপনার এই অহংকার প্রকাশ। মহান প্রভাবশালী  
পুঙ্খ কখনো গর্জন করে না।

জানামি বীর্যং তব রাক্ষসেন্দ্র

বলং প্রতাপং চ পরাক্রমং চ ।

অবহিতোহহং শরচাপপাণি

রাগচ্ছ কিং মোঘবিকথনেন ॥ ৯৮

‘ওহে রাক্ষসরাজ ! আমি আপনার বল, বীর্য,  
প্রতাপ, পরাক্রম সবই জানি। ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে আমি  
উপস্থিত হয়েছি। বৃথা আত্মপ্রশংসার কি প্রয়োজন। আসুন

যুদ্ধ করি।’

স এবমুক্তঃ কুণ্ডিতঃ সসর্জ

রক্ষোষিপঃ সপ্ত শরান্ সুপুঙ্খান্ ।

তীক্ষ্ণশ্লগঃ কাঞ্চনচিহ্নপুষ্পৈ-

শিচ্ছেদ বাণৈর্নিশিতাগ্রযাতৈঃ ॥ ৯৯

তিনি এইরূপ বললে রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে  
সুন্দর পুষ্পবিশিষ্ট সাতটি শর নিক্ষেপ করলেন। সুতীক্ষ্ণ  
(বাণমূল) ধারবিশিষ্ট সোনার পুষ্পযুক্ত বিচিত্র শর নিক্ষেপ  
করে লক্ষ্মণ সেগুলিকে বার্থ করলেন।

তান্ প্রেক্ষমাণঃ সহসা নিকৃন্তান্

নিকৃন্তভোগানিব পমগেজ্ঞান্ ।

লঙ্কেশ্বরঃ ক্রোধবশং জগাম

সসর্জ চান্যান্ নিশিতান্ শৃংখলান্ ॥ ১০০

শ্রেষ্ঠ সর্পদের ফণার মতো তীক্ষ্ণ বাণগুলিকে সহসা  
বিদীর্ণ হতে দেখে লঙ্কেশ্বর রাবণ ক্রোধের বশীভূত হয়ে  
অন্য প্রকারের সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করলেন।

স বাণবর্ষং তু ববর্ষ তীরং

রামানুজঃ কার্যুকসম্প্রযুক্তম্ ।

সুরার্থচন্দ্রোত্তমকর্ণিভল্লৈঃ

শরাংশ্চ চিচ্ছেদ ন চুকুভে চ ॥ ১০১

রামানুজ লক্ষ্মণ অবিচলিতভাবে ধনুকে শরসন্ধান  
করে তীব্র বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ক্ষুর, অর্ধচন্দ্র,  
উত্তমকর্ণী, তল্ল প্রভৃতি নিক্ষেপ করে রাবণনিক্ষিপ্ত  
শরবাজিকে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন।

স বাণজালান্যপি তানি তানি

মোধানি পশ্যৎস্ত্রিদশারিরাজঃ ।

বিসিস্মিয়ে লক্ষ্মণলাঘবেন

পুনশ্চ বাণান্ নিশিতান্ মুমোচ ॥ ১০২

লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রতায় ওই সমস্ত বাণরাজিকে নিশ্ফল  
হতে দেখে দেবারিরাজ রাবণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং  
তাঁর উপরে পুনরায় তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

স লক্ষ্মণচাপি শিতাংশিতাগ্রান্

মহেজ্জতুল্যোহশনিভীমবেগান্ ।

সক্ষায় চাপে জ্বলনপ্রকাশান্

সসর্জ রক্ষোষিপভেবায় ॥ ১০৩

দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমী লক্ষ্মণও তখন  
রাবণকে হত্যা করার জন্য ভয়ানক বেগসম্পন্ন, অগ্নিতুল্য

উজ্জ্বল এবং সুতীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ বিশিষ্ট ভয়ানক বাণ ধনুক  
সজ্জান করলেন।

স তান্ প্রচিহ্নেদ হি রাক্ষসেভ্যঃ।

শিতাংশুরাঃ লক্ষ্মণমাজঘাম।

শরেন কালাগ্নিসমপ্রক্ষেপ

স্বয়ংভুসংজ্ঞেন ললাটিদেশে ॥ ১০৪

কিছু রাক্ষসরাজ রাবণ লক্ষ্মণ নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ  
শব্দসমূহ হির-ভিন্ন করে ব্রহ্মপ্রদত্ত কালাগ্নিভূজা তেজস্বী  
বাণ দ্বারা তাঁর ললাটিদেশে আঘাত করলেন।

স লক্ষ্মণো রাবণসামকর্ত-

কচাল চাপঃ শিখিলঃ প্রগৃহ্য।

পুনশ্চ সংজ্ঞাং প্রতিভক্তা কৃষ্ণা-

স্তিহেদ চাপঃ ত্রিদশেদ্রশত্রোঃ ॥ ১০৫

রাবণের শরাঘাতে আহত হয়ে লক্ষ্মণ বিচলিত বোধ  
করলেন, তাঁর ধনুকধারী হাত শিখিল হয়ে গেল। পুনরায়  
অতি কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করে দেবদ্রোহী রাবণের ধনুক  
টুকরো টুকরো করে দিলেন।

নিকৃতাচাপঃ ত্রিভিরাজঘান

বাপৈতদা দাশরথিঃ শিতাশ্রৈঃ।

স সাযকর্তো বিচচাল রাজা

কৃষ্ণাচ্চ সংজ্ঞাং পুনরাসমাদ ॥ ১০৬

ধনুকহীন রাবণকে তখন দশরথনন্দন লক্ষ্মণ তিনটি  
তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা আঘাত করলেন। সেই শরাঘাতে রাক্ষসরাজ  
কাতর হয়ে পড়লেন, পুনরায় অত্যন্ত কষ্ট করে তিনি সংজ্ঞা  
লাভ করলেন।

স কৃতাচাপঃ শরত্যাভিতচ

মেদার্পগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ।

জগ্ৰাহ শক্তিঃ স্বয়মুগ্রশক্তিঃ

স্বয়ংভুদন্তাং যুধি দেবশত্রুঃ ॥ ১০৭

তীব্রভাবে শরাহত ধনুকহীন রাক্ষসরাজের শরীর  
তখন মেদের দ্বারা আর্দ্র এবং রক্তে সিঞ্চিত। সেই অবস্থায়  
ভয়ানক শক্তিশালী দেবশত্রু রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মপ্রদত্ত  
মহাশক্তি গ্রহণ করলেন।

স তাং সধূমানলসম্নিকাশাং

বিত্রাসনাং সংগতি বানরাণাম্।

চিক্ষেপ শক্তিঃ তরসা জ্বলন্তীং

সৌমিত্রমো রাক্ষসরাষ্ট্রনাথঃ ॥ ১০৮

ধূমযুক্ত অগ্নিভূজা জ্বললামান সেই শক্তি  
বানবদের মধ্যে ত্রাস উদ্বেককারী। রাক্ষসরাজের অগ্নি  
সেই জ্বলন্ত শক্তি সবেগে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের চক্ষু  
নিষ্ক্ষেপ করলেন।

তামাপতন্তীং ভরতানুজোহষ্টম্-

জ্ঞান বানৈশ্চ হত্যাগ্নিকষ্টম্।

তথাপি সা তস্য নিবেশ শক্তি-

কৃজাতরঃ দাশরথ্যের্শিলাম্ ॥ ১০৯

সেই শক্তি তাঁর উপর পতিত হচ্ছে দেখে ভরতানুজ  
লক্ষ্মণ অগ্নিভূজা তেজস্বী অনেক সংশয় কাণ দ্বারা তাকে  
(সেই শক্তি নামক মহান অস্ত্রকে) আঘাত করলেন। তেজস্বী  
সেই শক্তি দশরথনন্দন লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষদেশে আঘাত  
করল।

স শক্তিমাশ্রয়শক্তিসমাহতঃ সন্

জজ্বাল ভূমৌ স রঘুবীরঃ।

তং বিহ্বলন্তঃ সহসাত্যাপেতা

জগ্ৰাহ রাজা তরসা ভূজাজাম্ ॥ ১১০

রঘুবংশের প্রধানবীর শক্তিমান লক্ষ্মণ  
শক্তিশেলের আঘাতে ভূমিতে পতিত হয়ে যেন বহু  
লাগলেন। তাঁকে বিহ্বল হতে দেখে রাজা রাবণ সহস্রা  
নিকট উপস্থিত হয়ে, আপন বাহুদ্বয় দ্বারা তাঁকে ধর  
ফেললেন।

হিমবান্ মন্দরো মেরুশ্রেণীলোকাং বা সহ্যমরৈঃ।

শকাং ভূজাজামুদ্বর্ত্তং ন শক্যো ভরতানুজঃ ॥ ১১১

যে রাবণ দেবতাবৃন্দসহ হিমালয়, মন্দর, মেরুপর্বত  
এমনকী ত্রিলোককেও আপন বাহুদ্বয় দ্বারা উত্তোলন করতে  
সক্ষম, সেই রাক্ষসরাজও ভরতানুজ লক্ষ্মণকে তুলতে  
পারলেন না।

শক্ত্যা ব্রাহ্ম্যা তু সৌমিত্রিত্যভিতোহপি স্তনাস্তরে।

বিষ্ণোরমীমাংস্যাভাগমাত্মনঃ প্রত্যানুশ্রয়ঃ ॥ ১১২

ব্রহ্মপ্রদত্ত শক্তিশেলের দ্বারা বক্ষদেশের মধ্যভাগে  
আঘাত পেলেও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ নিজেকে ভয়ানক  
বিষ্ণুর অংশরূপে চিন্তা করলেন।

ততো দানবদর্পয়ঃ সৌমিত্রিং দেবকণ্টকঃ।

তং পীড়য়িত্বা বাহুভ্যাং ন প্রভূর্লঙ্ঘনেহভবৎ ॥ ১১৩

অতঃপর দেবারি রাবণ দানবদের দর্পচূর্ণকারী  
লক্ষ্মণকে আপন বাহুযুগল দ্বারা পীড়ন করেও প্রকলিত



করতে ব্যর্থ হলেন।

ভুঞ্জো বায়ুসুতো রাবণং সমভিহবৎ।

ভুঞ্জো বায়ুসুতো রাবণং সমভিহবৎ।

ভবন ক্রুদ্ধ পবনপুত্র হনুমান আতান্ত কুপিত হয়ে রাবণের প্রতি ধাবিত হয়ে তাঁর বক্ষদেশে বজ্রতুলা কঠিন মুষ্টিঘাত করলেন।

ভেন মুষ্টিপ্রহারেণ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

ভানুভামগমদ্ ভুমৌ চচাল চ পপাত চ॥ ১১৫

সেই মুষ্টির আঘাতে রাক্ষসেশ্বর রাবণ ভূমিতে জ্ঞান হেতু কল্পনরত অবস্থায় ভূপতিত হলেন।

ভাসৈশ্চ নেত্রৈঃ শ্রবণৈঃ পপাত ক্রধিরাং বহ।

বিধ্বমানো নিশ্চেষ্টো রথোপস্থ উপাবিশৎ॥ ১১৬

তাঁর মুখ, চোখ এবং কান দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হতে লাগলো। তিনি নিশ্চেষ্টভাবে ঘুরতে ঘুরতে রথের পশ্চাদভাগে উপবিষ্ট হলেন।

বিসংজ্ঞো মুর্ছিতচাসীর চ হ্রানং সমালভৎ।

বিসংজ্ঞো রাবণং দৃষ্টা সমরে ভীমবিক্রমম্॥ ১১৭

ক্షয়ো বানরাষ্টেব নেদুদৈবাশ্চ সাসুরাঃ।

তিনি সংজ্ঞাহীন, অচেতন অবস্থায় অস্থির হয়ে পড়লেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক পরাক্রমী রাবণকে হতচেতন অবস্থায় দেখে ঋষিগণ, দেবতা, বানর এবং অসুরদের সঙ্গে আনন্দধ্বনি করতে লাগলেন।

হনুমানথ তেজস্বী লক্ষ্মণং রাবণাদিতম্॥ ১১৮

আনয়দ্ রাঘবাত্মাশং বাহুভ্যাং পরিগ্রহ্য তম্।

অতঃপর তেজস্বী হনুমান রাবণসীড়িত লক্ষ্মণকে দুই হাতে তুলে রামচন্দ্রের নিকটে নিয়ে এলেন।

বায়ুসনোঃ সুহৃদ্বেন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ।

শক্রাণ্যমপ্যকম্প্যাহপি লঘুভ্রমগমৎ কপেঃ॥ ১১৯

পবনপুত্রের পরমভক্তিভাব এবং সৌহার্দ্যবশতঃ সৌমিএব দেহ লঘু হয়ে গেছিল এবং রাবণের প্রতি বৈরীভাববশতই লক্ষ্মণের দেহ তাঁর নিকট অকম্পনীয় গুরুভার হয়ে উঠেছিল।

তং সমুৎসজ্য সা শক্তিঃ সৌমিত্রিং যুধি নির্জিতম্।

রাবণস্য রথে তস্মিন্ হ্রানং পুনরুপাগমৎ॥ ১২০

শক্তি নামক সেই অস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে পুনরায় রাবণের রথেই ফিরে এল।

রাবণোহপি মহাতেজাঃ প্রাপ্য সংজ্ঞাং মহাহবে।

আদদে নিপিতান্ বাণাঃপ্রাহ চ মহাক্শনুঃ॥ ১২১

মহাযুদ্ধে মহাতেজস্বী রাবণও কণাস্তরের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে সুবিশাল ধনুক তুলে সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ হাতে তুলে নিলেন।

আশ্বস্তাশ্চ নিশাশ্চ লক্ষ্মণঃ শক্রমৃদনঃ।

নিখোজ্যগমীমাংসামাঝানং প্রতানুস্মরনং॥ ১২২

শত্রুদমনকারী লক্ষ্মণ ভগবান বিষ্ণুর অচিন্তনীয় অংশরূপে নিজেকে চিন্তা করে সুস্থ এবং নীরোগ হলেন।

নিপাতিতমহাগীরাং বানরাণাং মহাচমুম্।

রাঘবস্ত রাধে দৃষ্টা রাবণং সমভিহবৎ॥ ১২৩

বানরদের বিশাল বাহিনীর বড়-বড় বীরদেবকে যুদ্ধে নিপতিত হতে দেখে রামচন্দ্র রাবণের প্রতি ধাবিত হলেন।

অত্থেনমনুসংক্রমা হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ।

মম পৃষ্ঠং সমাক্রহ্য রাক্ষসং শাস্তবর্হসি॥ ১২৪

বিস্ময়থা গুরুবাক্যমাক্রহ্যামবব্রবিশম্।

হনুমান তখন তাঁকে অনুসরণ করে এসে বললেন — ‘ভগবান বিষ্ণু যেমন গুরুপৃষ্ঠে আরোহণ করে দৈত্যদের সংহার করেন, তেমনি আপনিও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করে রাক্ষসদের দণ্ডবিধান করুন।’

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং বায়ুপুত্রেশ্চ ভবিতম্॥ ১২৫

অথাকুরোহ সহসা হনুমন্তং মহাকপিম্।

পবনপুত্র হনুমান কর্তৃক এইকথা শুনে রামচন্দ্র সহসা মহাকপি হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন।

রথস্থং রাবণং সংখ্যো দদর্শ মনুজাধিপঃ॥ ১২৬

তমালোকা মহাতেজাঃ প্রদুজাব স রাবণম্।

বৈরাচনমিব ক্রুদ্ধো বিষ্ণুরভ্যুদাতাযুধঃ॥ ১২৭

যুদ্ধক্ষেত্রে রথে উপস্থিত রাবণকে দেখে মনুষ্যাধিপতি মহাতেজস্বী শ্রীরাম তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন, যেন ক্রুদ্ধ ভগবান বিষ্ণু নিজস্ব চক্র নিয়ে বিরোচনপুত্র বলির উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন।

জ্যাশব্দমকরোৎ তীব্রং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্।

গিরা গভীরয়া রামো রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ॥ ১২৮

বজ্রনির্ঘোষ অপেক্ষা কঠোরতর তীব্র স্বরে তিনি ধনুকে টংকার দিলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র গভীর ভাষায় রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ বললেন—

তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম ত্বং হি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।



ক নু রাক্ষসশার্দূল গম্বা মোক্ষমবাস্যসি ॥ ১২৯

‘ওহে রাক্ষসব্যাঘ্র ! অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো। আমার প্রতি এইরকম অপ্রিয় কাজ করে তুমি কোথায় গিয়ে প্রাণরক্ষা করবে ?

যদীচ্ছবৈবন্ধতভাঙ্করান্ বা

স্বয়ংভুবৈশানরশঙ্করান্ বা ।

গমিষ্যসি হুং দশধা দিশো বা

তথাপি মে নাদ্য গতো বিমোক্ষসে ॥ ১৩০

‘যদি তুমি ইন্দ্র, যম, সূর্য, ব্রহ্মা, অগ্নিদেব অথবা মহেশ্বরের নিকটেও গমন করো কিংবা দশদিকের মধ্যে যেকোনো দিকে চলে যাও না কেন, তথাপি তুমি আজ আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

যশৈষ শক্তা নিহতস্ত্রয়াদ্য

গচ্ছন্ বিষাদং সহস্রাভ্যুপেত্য ।

স এষ রক্ষোগণরাজ মৃত্যুঃ

সপুত্রপৌত্রস্য তবাদ্য যুদ্ধে ॥ ১৩১

‘আজ তুমি যুদ্ধে যে শক্তিশেল দ্বারা লক্ষণকে আহত করেছ, সেই আঘাতে সে মর্জিত হয়েছে ; তাতে আমি বিষাদগ্রস্ত হয়ে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি, আজ এই যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্র-পৌত্রসহ তোমাকে আমি সংহার করব।

এতেন চাত্যন্তুতদর্শনানি

শরৈর্জনহানকৃতালয়ানি ।

চতুর্দশান্যাত্তবরায়ুধানি

রক্ষঃসহস্রাণি নিষূদিতানি ॥ ১৩২

‘ওহে রাবণ ! জনজ্ঞাননিবাসী অস্ত্রতদর্শন, উত্তম অস্ত্র সম্পন্ন চোদ্দ হাজার রাক্ষসকে এই বাণসমূহ দ্বারা হত্যা করেছি।’

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ ।

বায়ুপুত্রং মহাবেগং বহুত্বং রাঘবং রণে ॥ ১৩৩

রোষণে মহতাহংবিষ্টঃ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ।

আজঘান শরৈর্দীপ্তৈঃ কালানলশিখোপটৈঃ ॥ ১৩৪

রাক্ষসরাজ মহাবলী রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধপূর্ণভাবে পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করে কালাগ্নি শিখাতুল্য দীপ্ত শর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের বাহন মহাবেগবান পবনপুত্র হনুমানকে তীব্রভাবে আঘাত করলেন।

রাক্ষসেনাহবে তস্য তাড়িতস্যাপি সার্যকৈঃ ।

স্বভাবতেজোযুক্তস্য ভূগন্ধেজোহজ্যবর্ধতঃ ॥ ১৩৫

যুদ্ধভূমিতে রাক্ষসরাজের সেই বাণের আঘাতে আহত হয়েও স্বভাব তেজস্বী হনুমানের তেজ অদিকৃত্য বৃদ্ধি লাভ করল।

ততো রামো মহাতেজা রাবণেন কৃত্তরণম্ ।

দুষ্টা প্রবগশার্দূলং ক্রোধস্য বশমেয়িবান্ ॥ ১৩৬

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে রাবণ আঘাত করেছেন—এই দৃশ্য দেখে মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধের বশীভূত হলেন। তস্যাত্তিসংক্রম্য রথং সচক্রং

সাম্বন্ধবজ্রহ্রদমহাপতাকম্

সসারথিং সামনিশূলখড়্গাং

রামঃ প্রচিচ্ছেদ শিতৈঃ শরাগ্রৈঃ ॥ ১৩৭

অতঃপর ভগবান শ্রীরাম তাঁকে আক্রমণ করে তাঁর অশ্ব, ধ্বজা, ছত্র, পতাকা, সারথি, অশনি, শূল, তরবারি এবং সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন।

অধেদ্রশক্রং তরসা জঘান

বাণেন বজ্রাশনিসম্মিডেন ।

ভূজান্তরে ব্যূৎসুজাতরূপে

বজ্রেন মেরুং ভগবান্নিবেদ্যঃ ॥ ১৩৮

ভগবান ইন্দ্র যেভাবে মেরুপর্বতকে বজ্র দ্বারা আঘাত করেছিলেন, তদনুরূপভাবে শ্রীরামচন্দ্রও বজ্র এবং অশনিতুল্য তেজস্বী বাণ দ্বারা ইন্দ্রশক্র রাবণের দুই বাহন মধ্যবর্তী সুবিশাল বন্ধদেশে সবেগে আঘাত হানলেন।

যো বজ্রপাতাশনিসম্মিপাতা-

ম চুক্ষুভে নাপি চচাল রাজা ।

স রামবাণাভিহতো ভূশার্ত-

শ্চচাল চাপে চ মুমোচ বীরঃ ॥ ১৩৯

যে রাজা রাবণ বজ্র এবং অশনির আঘাতে পূর্বে কখনো ক্ষুদ্র অথবা বিচলিত হননি, সেই বীরই রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হয়ে ভয়ানক বিচলিত এবং কাতর হয়ে উঠলেন এবং তাঁর হাত থেকে ধনুক পড়ে গেল।

তং বিহূলন্তং প্রসমীক্ষ্য রামঃ

সমাদদে দীপ্তমথার্ঘ্যচক্রম্ ।

তেনার্কবর্ণং সহসা কিরীটং

চিচ্ছেদ রক্ষোধিপতের্মহাত্মা ॥ ১৪০

তাকে বিচলিত হতে দেখে মহাত্মা শ্রীরাম সমুজ্জ্বল  
অর্ঘচন্দ্রবাণ গ্রহণ করে তার দ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণের  
সূর্যতুলা দেদীপমান মুকুটটিকে সহসা ছেদন করলেন।

নির্বিশালীবিষসম্মিকাসং  
শান্তার্চিঃ সূর্যমিবাপ্রকাশম্।  
কৃতকিরীটকূট-

মুবাচ রামো যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥ ১৪১

যুদ্ধক্ষেত্রে তখন ধনুকহীন রাবণকে দেখাচ্ছিল  
বিহীন সর্পের মতো। মুকুটবিহীন অবস্থায় তাঁকে মনে  
হচ্ছিল অস্ত্রচলগামী প্রভাহীন সূর্যের মতো। শ্রীহীন,  
মুকুটহীন রাক্ষসরাজকে রামচন্দ্র তখন বললেন -

কৃতং ত্বয়া কৰ্ম মহৎ সুভীমং  
হতপ্রবীরশচ কৃতত্ত্বয়াহম্।

তুম্যং পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্যা  
ন জ্ঞাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি ॥ ১৪২

‘রাবণ ! তুমি আজ বড় ভয়ংকর কাজ করেছ,  
আমার সৈন্যবাহিনীর মহা মহা বীরদের তুমি হত্যা করেছ।  
এইজন্য তোমাকে যথেষ্ট পরিশ্রান্ত বিবেচনা করে আমি  
আজ তোমাকে শববিদ্ধ করে হত্যা করব না।

প্রযাহি জানামি রণাদিতত্ত্বং  
প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চররাজ লঙ্কাম্।

আত্মসা নির্যাহি রথী চ ধর্মী  
তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথহঃ ॥ ১৪৩

‘হে নিশাচররাজ ! আমি জানি তুমি আজ যুদ্ধে  
পীড়িত, অতএব যাও লঙ্কায় ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করো।  
পুনরায় রথ এবং ধনুক নিয়ে নির্গত হও এবং রথে

অবস্থিত হয়ে তোমার বল প্রদর্শন করো।’

স এবমুক্তো হতদর্পহর্ষো  
নিকুণ্ডচাপঃ স হতাস্বসূতঃ।  
শরাদিতো ভগ্নমহাকিরীটো

নিবেশ লঙ্কাং সহসা স্ম রাজা ॥ ১৪৪

ভগবান রামচন্দ্র এইরূপ বললে, বক্ষোবাজ সহসা  
লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁর দর্প এবং হর্ষ দুটাই নষ্ট  
হয়েছিল। তাঁর ধনুক বিসঙ্গিত হয়েছিল, নিহত হয়েছিল  
অশ্ব এবং সালগি, মুকুটটিও ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তিনি  
নিজেও শরাঘাতে পীড়িত হয়েছিলেন।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে রজ্জনীচরেন্দ্রে  
মহাবলে দানবদেবশত্রৌ।

হরীন্ বিশল্যান্ সহ লঙ্ঘনেন  
চকার রামঃ পরমাহবাত্রে ॥ ১৪৫

দেবতা এবং দানবদের শত্রু মহাবলশালী  
নিশাচররাজ রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করলে লঙ্ঘনসহ শ্রীরাম  
মহাযুদ্ধের স্থলে উপস্থিত হয়ে বানরদের শরীরগুলি  
শবমুক্ত করলেন।

তস্মিন্ প্রভগ্নে ত্রিদশৈক্লশত্রৌ  
সুরাসুরা ভূতগণা দিশশ্চ।

সসাগরাঃ সর্ষিমহোরগাশ্চ  
তথৈব ভূমাসুচরাঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ১৪৬

দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু রাবণের এই পরাজয়ে  
দেবতাগণ, অসুরগণ, ভূতগণ, দিক্‌সমূহ, সমুদ্রগণ,  
ঋষিগণ, মহাসর্পগণ, ভূতচর এবং জলচর প্রাণীসমূহ  
সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥



## ষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ (৬০)

পরাজিত রাবণের আদেশে কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ; তাকে দেখে বানরদের ভয়

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রামবাণময়ান্বিতঃ ।  
ভয়দর্শিত্বা রাজা বভূব বাখিতেদ্রিয়াঃ ॥ ১

রামচন্দ্রের বাণ এবং ভয়ে দীড়িত হয়ে রাক্ষসরাজ  
যখন লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর দর্প চূর্ণ  
হয়েছে এবং ইন্দ্রিয় সকল বাথায় কাতর।

মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনৈব পায়গঃ ।  
অভিভূতোহভবদ্ রাজা রাঘবেণ মহাখানা ॥ ২

সিংহ যেমন হাতিকে, গরুড় যেমন সর্পকে পরাস্ত  
করে, তেমনিভাবে মহাত্মা শ্রীরাম রাজা রাবণকে পরাস্ত  
করেছিলেন।

ব্রহ্মদণ্ডপ্রতীকানাং বিদ্যুচ্চলিতবর্চসাম্ ।

স্মরন্ রাঘববাণানাং বিবাত্রে রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩

রামচন্দ্রের বাণ যেন ব্রহ্মদণ্ডের প্রতীক, তার দীপ্তি  
বিদ্যুৎতুল্য চঞ্চল, সেই বাণ স্মরণ করে রাক্ষসেশ্বর  
মনোবেদনায় কাতর হলেন।

স কাঙ্ক্ষনময়ং দিব্যমাশ্রিত্য পরমাসনম্ ।  
বিপ্রেক্ষমাণো রক্ষাংসি রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪

সুবর্ণনির্মিত দিব্য এবং শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে  
রাক্ষসদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রাবণ এইরূপ বললেন—  
সর্বং তৎ খলু মে মোঘং যৎ তপ্তং পরমং ভপঃ ।

যৎ সমানো মহেন্দ্রেণ মানুষেণ বিনির্জিতঃ ॥ ৫

‘আমার সকল কঠোর তপস্যা আজ বার্থ হয়ে  
গেলো। মহেন্দ্রের তুল্য বীর হয়েও আমি মানুষের কাছে  
পরাস্ত হলাম।

ইদং তদ্ ব্রহ্মণো ঘোরং বাক্যং মামভ্যুপহিতম্ ।

মানুষেভ্যো বিজানীহি ভয়ং ভূমিতি তদ্বথা ॥ ৬

‘ব্রহ্মার কঠোর বাক্য ছিল—‘মানুষ থেকেই তুমি ভয়  
প্রাপ্ত হবে এই কথা জেনে রাখো।’ তাইই এখন  
সফলভাবে আমার সামনে উপস্থিত হল।’

দেবদানবগন্ধর্বৈর্যকরাঙ্কসপন্নগৈঃ

অবখ্যাতং মম প্রোক্তং মানুষেভ্যো ন বাচ্যতম্ ॥ ৭  
‘আমি বলেছিলাম ; দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ,  
বান্দস, সর্পদের নিকট আমি যেন অবখ্যাই ; মানুষের  
থেকে অত্যন্ত বর আমি তো প্রার্থনা করিনি।

তমিমাং মানুষং মনো রামং দশরথায়াজম্  
ইক্ষাকুকুলজাতেন অনরণ্যোন যৎ পুত্রা  
উৎপৎস্যতি হি মনুষ্যপুরুষো রাক্ষসাদম  
যত্নাং সপুত্রং সামাত্যং সবলং সাধুসারথিম্  
নিহিনিষ্যতি সংগ্রামে হ্রাং কুলাধম দুর্নতে ॥ ৮

‘পূর্বকালে ইক্ষাকুবংশজাত রাজা অনরণ্য  
বলেছিলেন ‘রাক্ষসাদম, কুলাঙ্গার ! দুর্নতিপরায়ণ অন্য  
বংশে এমন এক পুরুষ জন্মাবে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে  
পুত্র, অমাত্য, সৈন্য, অশ্ব এবং সারথি সহ ধ্বংস করবে।  
আমার মনে হচ্ছে দশরথপুত্র রামই হলেন সেই পুরুষ।

শপ্তোহহং বেদবত্যা চ যথা সা ধর্মিতা পুত্রা ॥ ৯  
সেই সীতা মহাভাগা জাতা জনকনন্দিনী।

‘পূর্বকালে বেদবতীকে ধর্ষণ করার জন্য তার দ্বারা  
আমি অভিশপ্ত হয়েছিলাম। মনে হয় সেই বেদবতীই  
মহাভাগা জনকনন্দিনী সীতারূপে উপস্থিত হয়েছে

উমা নন্দীশ্বরশ্যাপি রম্ভা বরুণকন্যা ॥ ১০  
যথোক্তান্তরায়া প্রাপ্তং ন মিথ্যা ঋষিভাবিতম্ ।

‘এইভাবে উমা, নন্দীশ্বর, রম্ভা এবং বরুণকন্যাও  
আমাকে যা বলেছিলেন, আমি সেই পরিণাম প্রাপ্ত  
হয়েছি।’ ঋষিবাক্য কখনো মিথ্যা হয় না।

এতদেব সমাগমা যত্নং কর্তুমিহাৰ্থা ॥ ১১  
রাক্ষসাস্থাপি তিষ্ঠন্ত চর্যাগোপূরমূৰ্ধসু

এইসবই আমার বর্তমান সংকট ঘনীভূত করেছে  
তোমরা এই সংকটের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরী হও  
রাক্ষসেরা রাজপথে গোপূরশিখরে অবস্থিত হও

স চাপ্রতিমগাভীরো দেবদানবদর্পহা ॥ ১২

(১) কৈলাস পর্বত উত্তোলনের সময় ভীত হয়ে উমা রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—‘তোমার মৃত্যুর কারণ হবে স্ত্রীলোক’

নন্দীশ্বরের বানরমূর্তি দেখে রাবণ উপহাস করায় তিনি শাপ দিয়েছিলেন—‘আমার মতো রূপধারী এবং পরাক্রমসম্পন্ন প্রাণী তোমার  
বংশ ধ্বংস করবে।’ রম্ভাকে অত্যাচার করার জন্য নলকুবর এবং বরুণকন্যা পুঞ্জিকাঙ্কলাকে অত্যাচার করার জন্য ব্রহ্মা অভিশাপ  
দিয়েছিলেন—‘অনিচ্ছুক কোনো রমণীকে বলপূর্বক সঙ্গোগ করলেই তোমার মৃত্যু হবে।’ এই কারণেই রাবণ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সীতাকে  
নন্দী করলেও বলপূর্বক সঙ্গোগ করতে উদ্যত হয়নি।

দ্রষ্টব্য : যুদ্ধকাণ্ড (১৩।১৫)



কুস্তকর্ণে বিবোধ্যতাম্।

‘গাধীর্বে অতুলনীয় দেবতা ও দানবদেব  
বংশধরকারী তথা ব্রহ্মার শাপে নিদ্রাভিত্ত কুস্তকর্ণকে  
জাগিয়ে তোলা।

সমরে জিতমারানঃ প্রহস্তুঃ চ নিযুদিতম্। ১৪

আত্মা রাক্ষসবলঃ ভীমমাদিদেশ মহাবলঃ।

যারেষু যতঃ ক্রিয়তাঃ প্রাকারশচাধিরহ্যতাম্। ১৫

নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুস্তকর্ণে বিবোধ্যতাম্।

‘যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ স্বয়ং পরাজিত এবং প্রহৃত  
নিহত—একথা অনুধাবন করে মহাবলী রাবণ ভয়ানক  
রাক্ষস সেনাকে আদেশ দিলেন ‘দুর্গপ্রাকারে আরোহণ  
করো। নগরদ্বার রক্ষা করো এবং নিদ্রামগ্ন কুস্তকর্ণকে  
জাগ্রত করো।

সুখং জগতি নিশ্চিন্তঃ কামোপহতচেতনঃ। ১৬

নব সপ্ত দশাষ্টৌ চ মাসান্ স্থপিতি রাক্ষসঃ।

মহতঃ কৃৎ প্রসুপ্তোহয়মিতস্ত নবমেহহনি। ১৭

‘কামভোগে অচেতন হয়ে সুখে এবং নিশ্চিতভাবে  
সেই রাক্ষস গভীর নিদ্রামগ্ন। কখনো নয় মাস, কখনো সাত  
মাস কখনো বা দশ অথবা আট মাস সে নিদ্রিত থাকে।  
আজ থেকে নয়মাস পূর্বে সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে  
নিদ্রিত হয়েছে।

তং তু বোধয়ত ক্ষিপ্রং কুস্তকর্ণঃ মহাবলম্।

ন হি সংখ্যো মহাবাহু ককুদঃ সর্বরক্ষসাম্।

বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ক্ষিপ্রমেব হহিষ্যতি। ১৮

‘তোমরা শীঘ্রতাপূর্বক মহাবলশালী কুস্তকর্ণকে জাগ্রত  
করো। যুদ্ধে সেই মহাবাহু রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুই  
রাজপুত্র এবং বানরদেরকে সে শীঘ্রই হত্যা করবে।

এষ কেতুঃ পরং সংখ্যো মুখ্যো বৈ সর্বরক্ষসাম্।

কুস্তকর্ণঃ সদা শেতে মূঢ়ো গ্রাম্যসুখে রতঃ। ১৯

‘এই বীর কুস্তকর্ণ রাক্ষসদের মধ্যে প্রধান। যুদ্ধে সে  
বিজয়-পতাকা স্বরূপ। কিন্তু সেই মূর্খ সর্বদা গ্রাম্যসুখে রত  
হয়ে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে।

রামেণাভিনিরন্তসা সংগ্রামেহশ্মিন্ সুদারুণে।

অবিদ্যাতি ন মে শোকঃ কুস্তকর্ণে বিবোধিতে। ২০

‘যদি কুস্তকর্ণ জেগে ওঠে তাহলে এই সুদারুণ যুদ্ধে  
রামের নিকট পরাজিত হবার দুঃখ আমার আর থাকবে না।  
কিং করিষ্যামাহং তেন শত্রুতুলাবলেন হি।

দৃশ্যে বাসনে ঘোরে যো ন সাহায্য কল্পতে। ২১

‘এই ভয়ানক দুঃসময়ে যদি সে আমাকে সাহায্য

করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার ইন্দ্রতুলা শক্তি নিয়ে  
আমি কী করব?’

তে তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রসা রাক্ষসাঃ।

জগুঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ কুস্তকর্ণনিবেশনম্। ২২

রাক্ষসেরা রাক্ষসনারাজ্যে সেই কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে  
অতি সত্বর কুস্তকর্ণের গৃহে গমন করল।

তে রানশসমাদিষ্টা মাংসশোণিতভোজনান্।

গন্ধাং মালাং মনুষ্যসমাদায় সহসা যয়ুঃ। ২৩

রক্তমাংসভোজী সেই রাক্ষসেরা রাবণের আদেশে  
গন্ধা, মালা, নানাবিধ খাদ্যসম্ভার নিয়ে সহসা কুস্তকর্ণের  
নিকট যাত্রা করল।

তাং প্রনিশ্য মহাধারাং সর্বভো যোজনায়তাম্।

কুস্তকর্ণগুহাং রম্যাং পুষ্পগন্ধপ্রবাহিনীম্। ২৪

কুস্তকর্ণস্য নিঃশ্বাসাদবশুতা মহাবলাঃ।

প্রতিষ্ঠমানাঃ কুচ্ছ্রেণ যত্নাৎ প্রবিবিশুর্ভাম্। ২৫

কুস্তকর্ণের গুহা অতি রমণীয়, সেখানে সর্বদা পুষ্প  
গন্ধ প্রবাহিত। সেই গুহা সর্বদিকেই এক যোজন করে  
বিস্তৃত এবং দ্বারদেশ সুবিশাল। সেখানে প্রবেশ করলে  
মহাবলশালী রাক্ষসেরা কুস্তকর্ণের নিঃশ্বাসের প্রবলবেগে  
পিছু হঠল। অনন্তর অনেক কষ্ট করে তারা গুহার ভেতরে  
প্রবেশ করল।

তাং প্রবিশ্য গুহাং রম্যাং রত্নকাঞ্চনকুট্টিমাম্।

দদৃশুর্নৈর্ঝতব্যাত্মাঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্। ২৬

সুবর্ণ ও রত্নমণ্ডিত সেই রমণীয় গুহার মধ্যে প্রবেশ  
করে রাক্ষসবীরেরা ভয়ানক পরাক্রমী কুস্তকর্ণকে শায়িত  
অবস্থায় দেখল।

তে তু তং বিকৃতং সুপ্তং বিকীর্ণমিব পর্বতম্।

কুস্তকর্ণং মহানিদ্রাং সমেতাঃ প্রত্যবোধয়ন্। ২৭

বিকীর্ণ পর্বতের ন্যায় বিকৃত অবস্থায় কুস্তকর্ণ  
মহানিদ্রায় নিমগ্ন। রাক্ষসেরা সমবেতভাবে তাকে জাগাতে  
চেষ্টা করল।

উর্ধ্বলোমাঙ্কিতনুং শ্বসন্তমিব পন্নগম্।

স্রাময়ন্তঃ বিনিঃশ্বাসৈঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্। ২৮

তার দেহের রোমরাজি উর্ধ্বমুখী। ভয়ানক বল-  
বিক্রম সম্পন্ন সেই রাক্ষস শায়িত অবস্থায় সাপের মতো  
শ্বাস নিচ্ছে। তার নিঃশ্বাসের বেগে অনারা (অন্য  
রাক্ষসদের) ঘুরপাক খাচ্ছে।

ভীমনাসাপটুং তং তু পাতালবিপুলাননম্।

শয়নে ন্যস্তসর্বাঙ্গং মেদোক্রথিরগচ্ছিনম্। ২৯

শয়নে ন্যস্তসর্বাঙ্গং মেদোক্রথিরগচ্ছিনম্। ২৯

তার নাসারক্ত ভয়ানক। মুখগহ্বর পাতালের নাম  
সুগভীর। শয্যায় শায়িত তার সারা শরীর মেদ এবং রক্তের  
গন্ধ-সমষ্টিত।

কাঞ্চনাক্ষয়নাক্ষয়ঃ

কিরীটেনার্কবচসম্।

দন্তুর্নৈর্কতব্যাঃ

কুন্তকর্ণমরিদমম্। ৩০

তার বাহুতে সোনার অক্ষয়। মাথায় উজ্জ্বল মুকুট  
ধারণ করে সে সূর্যের মতো দেদীপামান। শত্রুদমনকারী  
রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই কুন্তকর্ণকে রাক্ষসেরা দেখল।

ততশ্চক্রমহাঘ্রানঃ

কুন্তকর্ণস্য

চ্যুতঃ।

ভূতানাং মেরুসংকাশঃ রাশিঃ পরমতর্পণম্। ৩১

অনন্তর মহাবলী কুন্তকর্ণের সামনে নানাবিধ প্রাণির  
অত্যন্ত ভূক্তিকর মাংস মেরুপর্বতের মতো স্থপীকৃত করে  
তারা সাজাল।

মৃগাণাং মহিষাণাং চ বরাহাণাং চ সঞ্চয়ান্।

চক্রুর্নৈর্কতশার্দুলা

রাশিমমস্য

চ্যুতম্॥ ৩২

রাক্ষসবীরেরা সেখানে মৃগ, মহিষ এবং বরাহ  
মাংস এনে উপস্থিত করল এবং তৎসহ একত্রিত করল  
অভূত স্তূপাদু অর।

ততঃ শোণিতকুস্তাংশ্চ মাংসানি বিবিধানি চ।

পুরস্তাং

কুন্তকর্ণস্য

চক্রুর্দ্রিশশব্রবঃ॥ ৩৩

অতঃপর দেবশত্রু কুন্তকর্ণের সমীপে বহুসংখ্যক  
রক্তপূর্ণ কলসী এবং আরও নানাবিধ মাংস নিয়ে এল।

লিলিপুশ্চ পরার্থেন চন্দনেন পরস্তপম্।

দিব্যোরাশাসয়ামাসুর্মাল্যোগৈকেশ্ব

গন্ধিভিঃ॥ ৩৪

ধূপগন্ধাংশ্চ

সসুজুস্তুইবুশ্চ

পরস্তপম্।

জলদা

ইব

চানৈর্দুর্ভাখানাশ্চতস্ততঃ॥ ৩৫

অনন্তর শত্রুদমনকারী কুন্তকর্ণের শরীরে চন্দন  
লেপন করে দিব্য মাল্য, সুন্দর গন্ধযুক্ত পুষ্প, ধূপ  
ইত্যাদির উত্তম গন্ধ ছড়িয়ে দিল। রাক্ষসেরা কুন্তকর্ণের  
নানাবিধ স্তুতি করে মেঘের মতো গভীর গর্জন করতে  
লাগল।

বধ্যংশ্চ

পুরয়ামাসুঃ

শশাক্ষসদৃশপ্রভান্।

তুমুলঃ

যুগপচ্চাপি

বিনেদুশ্চাপ্যমর্ষিতাঃ॥ ৩৬

(এতে জাগ্রত না হলে) ক্রোধে পরিপূর্ণ রাক্ষসেরা  
তুমুল গর্জন করতে লাগল এবং একই সঙ্গে চন্দ্রের ন্যায়  
শুভ্র বহুসংখ্যক শঙ্খ বাদন করতে লাগল।

নেদুর্য়াক্ষোটিয়ামাসুশ্চিক্ষিপুস্তে

নিশাচরাঃ।

কুন্তকর্ণবিবোধার্থঃ

চক্রুস্তে

বিপুলং স্বরম্॥ ৩৭

কুন্তকর্ণকে জাগ্রত করার জন্য রাক্ষসেরা ভয়ানক

গর্জন করে প্রবল চিৎকার করে বিপুল ধ্বনি উৎপন্ন করে  
তাকে ধাক্কা দিতে লাগল।

সশঙ্খভেরীপণবপ্রবাদঃ

সাক্ষোটিভক্লেবিতসিংহনাম্

দিশো

দ্রবস্ত্রিদিবঃ

কিরস্তঃ

শঙ্খা

বিহঙ্গাঃ

সহসা নিগেহুঃ॥ ৩৮

শঙ্খ, ভেরী, পণব বাজতে থাকল। চিৎকার, গর্জন  
এবং সিংহনাদ দিক্‌সকল পরিপূর্ণ করল। এই প্রবলশব্দে  
পাখিরা ডয়ে নানাদিকে উড়তে লাগল এবং আকাশে  
উড়তে উড়তে সহসা ভূতলে পতিত হচ্ছিল।

যদা

ভূশঃ

তৈর্নির্নৈর্দৈর্ঘ্যহস্তা

ন কুন্তকর্ণো

বুবুবে

প্রসূতঃ।

ততো

ভুগুপ্তীর্মুসলানি

সর্ব

রক্ষোগণান্তে

জগৃধর্গদাশ্চ ৩৯

যখন সেই তুমুল কোলাহলে অতিকায় কুন্তকর্ণের  
নিদ্রাভঙ্গ হল না, তখন রাক্ষসেরা সকলে ভুগুপ্তী, মুগল  
এবং গদা হাতে নিল।

তং

শৈলশৃঙ্গৈর্মুসলৈর্গদাভিঃ

বক্ষঃস্থলে

মুদারমুষ্টিভিক্।

সুখপ্রসূতঃ

ভুবি

কুন্তকর্ণঃ

রক্ষাংসুদগ্ধাণি

তদা

নিজ্জঘুঃ॥ ৪০

ভূতলে কুন্তকর্ণ সুখশয্যায় শায়িত - এই অবস্থায়  
ভয়ানক রাক্ষসেরা তার বক্ষদেশে শৈলশৃঙ্গ, মুগল, মুদার,  
গদা এবং মুষ্টিগাথাত দ্বারা প্রহার করতে লাগল।

তস্য নিঃশ্বাসবাতেন কুন্তকর্ণস্য রক্ষসঃ।

রাক্ষসাঃ কুন্তকর্ণস্য হ্রাতুং শেকূর্ন চ্যুতঃ। ৪১

রাক্ষস কুন্তকর্ণের নিঃশ্বাস বায়ুর আঘাতে অনায়াসে  
রাক্ষসেরা তার সম্মুখে স্থির থাকতে পারছিল না।

ততঃ পরিহিতা গাঢ়ঃ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।

মৃদঙ্গপণবান্

ভেরীঃ

শঙ্খকুন্তকর্ণগাংস্তথা ৪২

দশ

রাক্ষসসাহস্রং

যুগপৎপর্যবারয়ৎ

নীলাঞ্জনচম্বাকারং তে তু তং প্রত্যবোধয়ন। ৪৩

অতঃপর তার জাগরণের জন্য প্রায় দশহাজার  
ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষস পরিধেয় বস্ত্র দূরবন্ধ করে (করে  
কোমর বেঁধে) কাজলকালো অতিকায় সেই রাক্ষসকে স্থির  
একসঙ্গে মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ এবং কুন্ত (ধামস)  
বাজাতে লাগল।

অভিঘ্নস্তো নদন্তশ্চ ন চ সম্বুবুধে তদা।

যদা চৈনং ন শেকুস্তে প্রতিবোধয়িতুং তদা ৪৪



ততো গুবক্তরং যজ্ঞং দারুণং সমুপাক্রমন্।

এইভাবে যখন আঘাত করে, গর্জন করেও তারা  
জ্বরে জাগিয়ে তুলতে পারল না, সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হল  
তখন তারা পূর্বের অপেক্ষা গুবক্তর এক ভয়ানক উপায়  
অবলম্বন করল।

অশ্বানুষ্ঠানং ধরান্ নাগাজ্যমুপেক্ষাচ্চুশঃ ॥ ৪৫

ভেরীশব্দমুদমাংশচ সর্বপ্রাণনানাদান্

নিজযুদ্ধাসা গাত্রানি মহাকাঠকটকটনঃ ॥ ৪৬

মূলরৈমুসলৈশ্চাপি সর্বপ্রাণসমুদাটনঃ

ভেন নাদেন মহতা লজ্জা সর্বা প্রশ্রুতিঃ।

সমর্ষতবনা সর্বা সোহপি নৈব প্রবুধ্যতে ॥ ৪৭

ধোজা, উট, গাধা এবং হাতিকে দণ্ড, চাবুক এবং

অশ্ব দিয়ে আঘাত করতে করতে তার শরীরের ওপর

চলিয়ে দিল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ভেরী, শব্দ, মৃদঙ্গ

কাজিয়ে তার শরীরে বড় বড় লোহার কাঁটায়ুক্ত ভয়ানক কপ্ত

কিছু আঘাত করতে লাগল। মূলার, মুসল দিয়েও সর্বশক্তি

প্রয়োগ করে তার শরীরে আঘাত করতে লাগল।

তাদের মহান কলরবে পর্বত এবং বনভূমি সহ সমগ্র

লজ্জা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, তথাপি তারা তাকে জাগাতে

পারল না

ততো ভেরীসহশ্রং তু যুগপৎ সমহন্যত।

মৃষ্টকাঞ্চনকোণানামসজ্জানাং সমন্ততঃ ॥ ৪৮

তারপর সবদিক থেকে হাজার হাজার ভেরী

একসঙ্গে একনাগাড়ে বাজতে লাগল এই ভেরী বাজানোর

দণ্ডগুলি ছিল সুবর্ণনির্মিত।

এবমপাতিনিদ্রস্ত যদা নৈব প্রবুধ্যতে।

শাপস্যা বশমাপন্নতঃ ক্রুদ্ধা নিশাচরাঃ ॥ ৪৯

শাপগ্রস্ত হওয়ার কারণে সেই রাক্ষস জাগ্রত হল না,

গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকল। তখন অন্যান্য রাক্ষসেরা অত্যন্ত

ক্রুদ্ধ হল।

ততঃ কোপসম্মানিষ্টাঃ সর্বে ভীমপরাক্রমাঃ।

তদ রক্ষো বোধয়িম্যন্তচক্রুরনো পরাক্রমম্ ॥ ৫০

তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষসেরা

তাকে জাগানোর জন্য অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করতে

লাগল।

অন্য ভেরীঃ সমাজঘুরনো চক্রমহাখনম্।

কেশানন্যো প্রলুলুপুঃ কর্ণানন্যো দশস্তি চ ॥ ৫১

রাক্ষসেরা কেউ ভেরী বাজাতে লাগল, কেউবা

কোলাহল করতে লাগল, কেউ চুল টানল আবার কেউবা

দাঁতের দানা কান কানচাতে লাগল।

উদকুশলভানন্যো সমসিঞ্চন্তু কর্ণয়োঃ।

ন কুন্তকর্ণাঃ পশ্যন্তেন মহানিদ্রাবশং গতঃ ॥ ৫২

তনা রাক্ষসেরা তান কানে একশত কলসীর জল

ঢেলে দিল, তথাপি মহানিদ্রায় কুন্তকর্ণকে একটুও নড়াচড়া

গেল না।

অন্য চ বহিনেস্তসা কুটুমদগনশাশনঃ

মূর্ধি স্পর্শসি গারেষু পাতয়ান্ কুটুমল্লরান্ ॥ ৫৩

অপর দলশালী রাক্ষসেরা কাঁটাদুল মুগ্ধ হাতে

নিখে তা দিয়ে তার মাথায়, কপে এবং শরীরে আঘাত

করতে লাগল।

রজ্জুবন্ধনবস্ত্রাভিঃ শতদ্বীক্টিচ সর্বত্রঃ।

বধ্যমানো মহাকায়ো ন প্রানুযাত রাক্ষসঃ ॥ ৫৪

অতঃপর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ শতদ্বী নামক অস্ত্র নিয়ে

এসে সেই মহাকায় রাক্ষসকে আঘাত করলেও তার নিদ্রা

ভঙ্গ হল না।

বারণানাং সহশ্রং চ শরীরেহসা প্রধাবিতম্।

কুন্তকর্ণদা বুদ্ধা স্পর্শং পরমবুধ্যতঃ ॥ ৫৫

তার শরীরের ওপর দিয়ে সহস্র সংখ্যক হাতি ধাবিত

হল। তখন কুন্তকর্ণ তাদের স্পর্শ অনুভব করতে জাগ্রত

হল

স পাত্যমানৈগিরিশৃঙ্গবৃক্ষৈ-

রচ্ছিবৎজান্ বিপুলান্ প্রহারান্।

নিদ্রাক্ষরাং ক্ষুদ্রয়পীড়িতশ্চ

বিজ্জুস্তমাপঃ সহসোৎপপাত ॥ ৫৬

তার উপরে গিরিশৃঙ্গ এবং বৃক্ষরাজি দ্বারা প্রচণ্ড

প্রহার বর্ষিত হলেও, সে তার কিছুই জানতে পারেনি।

এখন (হাতির স্পর্শে) নিদ্রাত্তপ্ত হলে সে ক্ষুধায় এবং ভয়ে

পীড়িত অবস্থায় হাই তুলতে তুলতে সহসা উঠে দাঁড়াল।

স নাগভোপাচলশৃঙ্গকৌ-

বিক্শিপা বাহু জিতবজ্রসারৌ।

বিবৃত্য বজ্রং বভবামুখাভং

নিশাচরোহসৌ বিকৃতং জজুস্তে ॥ ৫৭

তার বাহুগুলি ছিল হস্তীতুলা, পর্বতশিখরতুলা। ওই

বাহুদ্বয়ের শক্তির কাছে বজ্রের শক্তিও পরাস্ত হয়। সেই

নিশাচর তার বাহুদুটি প্রসারিত করে এবং মুখ বিস্তারিত

করে বাড়বানলের মতো বিকট মুখভঙ্গি করে হাই তুলতে

লাগল।

তস্য জাজ্জুস্তমাপস্য বজ্রং পাতালসমিভম্।



দদুশে মেরুশৃঙ্গায়ে দিবাকর ইবোদিতঃ ॥ ৫৮  
জন্তুকালে (হাই ভোলার সময়ে) তার পাতালের  
মতো মুখ মেরুপর্বতের শিখর উদ্ভিত সূর্যের মতো  
দেখাচ্ছিল।

স জন্তুমাণোহতিবলঃ প্রবুদ্ধস্ত নিশাচরঃ ।  
নিঃশ্বাসশ্বাস্য সংজ্ঞয়ে পর্বতাদিব মারুতঃ ॥ ৫৯

এইভাবে জন্তুপর্বত অতিবলশালী রাক্ষস জাগ্রত হয়ে  
মুখ থেকে যে নিঃশ্বাস তাগ করল, তা ছিল  
পার্বত্যবটিকাতুল্য।

রূপমুত্তীর্ণতত্ত্বস্য কুন্তকর্ণস্য তদ্ বড়ো ।  
যুগান্তে সর্বভূতানি কালস্যেব দিধক্ষতঃ ॥ ৬০

প্রলয়কালে সকল প্রাণীর সংহারকামী কালের ন্যায়  
নিদ্রোদ্ভিত কুন্তকর্ণের রূপ প্রতিভাত হতে লাগল।

তস্য দীপ্তাগ্নিসদৃশে বিদ্যুৎসদৃশবর্চসী ।  
দদুশাতে মহান্নেত্রো দীপ্তাবিব মহাগ্রহৌ ॥ ৬১

তার নেত্রদ্বয় স্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজপূর্ণ এবং  
বিদ্যুতের মতো এমন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল, মনে  
হচ্ছিল যেন, তার চোখ দুটি মহান্ উজ্জ্বল দুই গ্রহ।

ততস্তদগ্নয়ন্ সর্বান্ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ বহুন্ ।  
বরাহান্ মহিষাংশ্চৈব বভক্ষ স মহাবলঃ ॥ ৬২

তদনন্তর রাক্ষসেরা তাকে বহুল পরিমাণে নানাবিধ  
খাদ্যবস্তু দেখাল। মহাবলী কুন্তকর্ণ তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক  
শূকর এবং মহিষ খেয়ে ফেলল।

আদম্ বৃদ্ধক্ষিতো মাংসং শোণিতং তৃষিতোহপিবৎ ।  
মেদঃকুষ্ঠাংশ্চ মদ্যাংশ্চ পপৌ শত্রুরিপুস্তদা ॥ ৬৩

তখন ইন্দ্রশক্র ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাক্ষস প্রচুর মাংস  
ভক্ষণ করল এবং রক্তপান করল। অনন্তর কলসী কলসী  
মেদ ও মদ পান করল।

ততস্তপ্ত ইতি জাহ্না সমুৎপেতুর্নিশাচরাঃ ।  
শিরোভিষ্চ প্রণম্যানং সর্বতঃ পর্যবায়ন্ ॥ ৬৪

তাকে তপ্ত জেনে রাক্ষসেরা লাফিয়ে লাফিয়ে তার  
সামনে এসে তাকে নতমস্তকে প্রণাম জানিয়ে সবদিক  
থেকে ঘিরে দাঁড়াল।

নিদ্রাবিশদনেত্রস্ত কলুষীকৃতলোচনঃ ।  
চারয়ন্ সর্বতো দৃষ্টিং তান্ দদর্শ নিশাচরান্ ॥ ৬৫

অতিরিক্ত নিদ্রার কারণে তার নেত্র অতিশয় মলিন।  
অর্ধনিমীলিত নেত্রে সর্বত্র দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করে, সে  
রাক্ষসদেরকে দেখতে পেল।

স সর্বান্ সাঙ্কর্যামাস নৈর্পতান্ নৈর্পতর্গভঃ ।  
বোধনাদ্ বিন্মিতশ্চাপি রাক্ষসানিদ্রমব্রীং ॥ ৬৬

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুন্তকর্ণ সব রাক্ষসদেরকে সাক্ষ্য দিল  
এবং বিন্মিতভাবে তাকে জাগানোর কারণ জানতে এসে  
বলল—

কিমর্থমহমাদৃতা ভবন্তিঃ প্রতিনোষিতঃ ।  
কচিৎ সুকৃশলং রাজো ভয়ং বা নেহং কিঞ্চন ॥ ৬৭

‘তোমরা এইভাবে আদর করে আমাকে কেন  
জাগালে ? রাজা রাবণ কুশলে আছেন তো ? এবং  
কোনো ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়নি তো ?

অথবা ক্রবমনোভ্যো ভয়ং পরমুপস্থিতম্ ।  
যদর্থমেব ত্বরিতৈর্ভবন্তিঃ প্রতিবোধিতঃ ॥ ৬৮

‘অথবা নিশ্চিতরূপেই অপর কোনো মহাত্মা  
উপস্থিত হয়েছে ; যার কারণেই তোমরা এত শীঘ্র আমাকে  
জাগিয়ে তুললে।

অদ্য রাক্ষসরাজস্য ভয়মুৎপাটয়ামাহম্ ।  
দারয়িষ্যে মহেন্দ্রং বা শীতয়িষ্যে তুখানলম্ ॥ ৬৯

‘আজ আমি রাক্ষসরাজের ভয় উৎপাদন করব।  
মহেন্দ্র<sup>(১)</sup> পর্বতকে বিদীর্ণ করব এবং অগ্নিদেবকে শীত  
করব।

ন হ্যল্লকারপে সূপ্তং বোধয়িষ্যতি মাদৃশম্ ।  
তদাখ্যাতার্থতস্তেন মৎপ্রবোধনকারয়ম্ ॥ ৭০

‘আমার মতো বীরকে কোনো সাধারণ কারণে  
জাগ্রত করা হয়নি। অতএব, তোমরা ঠিক করে বলো  
আমাকে জাগানোর কারণ কী ?’

এবং ক্রবাণং সংরক্তং কুন্তকর্ণমবিন্দমম্ ।  
যুপাক্ষঃ সচিবো রাজঃ কৃতাজ্ঞলিভবতঃ ॥ ৭১

শত্রুদমনকারী কুন্তকর্ণ ক্রুদ্ধভাবে এইরূপ বলল,  
রাজা রাবণের সচিব যুপাক্ষ কৃতাজ্ঞলিভবতাবে বলল—

ন নো দেবকৃতং কিঞ্চিদ্ ভয়মস্তি কদাচন ।  
মানুষ্যমো ভয়ং রাজঃস্তমূলং সম্প্রবোধতে ॥ ৭২

‘মহারাজ ! দেবতাদের থেকে আমাদের কোনও ভয়  
নেই। কিন্তু একজন মানুষের জন্য আমরা ভয়ে কাতর হয়ে  
পড়েছি।

ন দৈত্যদানবেভ্যো বা ভয়মস্তি ন নঃ কচিৎ ।  
যাদৃশং মানুষং রাজন্ ভয়মস্মানুপস্থিতম্ ॥ ৭৩

‘রাজন্ ! একজন মানুষ যেভাবে আমাদের ভীত  
করেছে, এরূপ তো কোনো দৈত্য দানবও কখনো করতে

পার্বত্যাকারৈর্লঙ্কায়ঃ পরিবারিতা  
বনভৈঃ রামানন্তমূলঃ ভয়ম্ ॥ ৭৪

পার্বত্যের তুল্য বিশালাকৃতিবিশিষ্ট বানরেরা চতুর্দিক  
যেহে আমাদের ঘেঁষন করে রেখেছে

বানরপেষঃ পূর্বঃ দক্ষা মহাপুরী।  
একেন নিহতশ্যক্ষঃ সানুয়াত্রঃ সনুজবঃ ॥ ৭৫

‘একটি বানর পূর্বেই এই মহাপুরীকে দক্ষ করেছে,  
হী এই সন্নীসহ কুমার অক্ষকেও সে হত্যা করেছে।

কক্ষাধিপশ্যাপি পৌলস্ত্যো দেশকটকঃ।  
সংযুগে মুক্তেন রামেণাদিত্যবর্চসা ॥ ৭৬

‘সুর্বের মতো তেজস্বী শ্রীরাম দেবশত্রু কুলনন্দন  
পুলস্ত্যবংশীয় রাজা রাবণকে পরাস্ত করেও মুক্তি দিয়ে

কছেন “চল যাও।”  
কৃতো রাজা নাপি দৈতৈর্ন দানবৈঃ।

কৃতো স ইহ রামেণ বিভুক্তঃ প্রাণসংশয়াৎ ॥ ৭৭

‘দেবতা, দৈত্য এবং দানবেরাও মহারাজ রাবণের  
বহু অত্যাচার করতে পারেনি, এই রাম তা করেছে; আমাদের

গ্রন্থে জীবন অত্যন্ত সংকটাপন্ন।’  
সৃপাক্ষবচঃ শ্রদ্ধা দ্রাক্ষাধি পরাভবম্।

কুন্তকর্ণো বিবৃতাক্ষো যূপাক্ষমিদমব্রবীৎ ॥ ৭৮

যূপাক্ষের কথা থেকে ভ্রাতা রাবণের পরাভবের কথা  
ভেবে কুন্তকর্ণের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল এবং সে তাকে

এইরূপ বলল—  
সর্বমানব যূপাক্ষ হরিসৈন্যঃ সলক্ষণম্।

রাবণঃ চ রণে জিত্বা ততো দ্রক্ষ্যামি রাবণম্ ॥ ৭৯

‘যূপাক্ষ! আমি আজকেই সমগ্র বানরসেনা তথা  
লক্ষসহ রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ভ্রাতা রাবণের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করব।  
রাক্ষসঃপুণ্ড্রিয়্যাসি হরীণাঃ মাংসশোণিতৈঃ।

রাক্ষসগণগোচাপি স্বয়ং পাস্যামি শোণিতম্ ॥ ৮০

‘আমি আজ বানরদের রক্তমাংস দিয়ে রাক্ষসদের  
ভুগ্ন করার এবং নিজে রাম ও লক্ষ্মণের রক্ত পান

করব।’  
তস্য বাক্যং শ্রুত্বাতো নিশমা

সগর্বিতঃ রোষবিবুদ্ধদোষম্।

নৈর্ধত্যোধ্যমুখ্যঃ

কৃতাজলির্বাণমিদং বভাষে ॥ ৮১

তার সেই ক্রোধপূর্ণ, দোষযুক্ত, গর্বিত বাক্য শুনে

রাক্ষস যোদ্ধাদের প্রধান মহোদর হাতজোড় করে এইরূপ  
বলল—

রাবণস্য বচঃ শ্রদ্ধা শুণাদোষো নিমুণা চ।  
পশ্যাদপি মহাবাহো শত্রুন্ যুগি নিক্ষেপ্যসি ॥ ৮২

‘হে মহাবাহো! পূর্বে মহারাজ রাবণের কথা শুনে  
দোষগুণ বিচার করে তদনন্তর যুদ্ধে শত্রুদের পরাস্ত

করবেন।’  
মহোদরবচঃ শ্রদ্ধা রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।

কুন্তকর্ণো মহাতেজা সস্ত্রভহে মহাবলঃ ॥ ৮৩

মহোদরের কথা শুনে রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে  
মহাতেজস্বী, মহাবলশালী কুন্তকর্ণ প্রস্থানোদাত্ত হল।

সুপ্তমুখাপা ভীমাক্ষঃ ভীমরূপপরাক্রমম্।  
রাক্ষসাত্তরিতা জঘূর্দশীগ্রননিবেশনম্ ॥ ৮৪

ভীষণদর্শন, ভীমরূপী, পরাক্রমশালী কুন্তকর্ণকে ঘুম  
থেকে উঠিয়ে রাক্ষসেরা দ্রুতগতিতে দশানন রাবণের

ভবনে প্রস্থান করল।  
তেহভিগম্য দশগ্রীবমাসীনঃ পরমাসনে।

উরুর্দ্বাজলিপুটাঃ সর্ব এব নিশাচরাঃ ॥ ৮৫

উত্তম সিংহাসনে আসীন দশগ্রীব রাবণের নিকটে  
গিয়ে সব রাক্ষসেরা কৃতাজলিবদ্ধ হয়ে বলল—

কুন্তকর্ণঃ প্রবুদ্ধোহসৌ ভ্রাতা তে রাক্ষসেশ্বর।  
কথং তত্রৈব নির্যাতু দ্রক্ষ্যসে ভূমিহাগতম্ ॥ ৮৬

‘হে রাক্ষসেশ্বর! আপনার ভাই কুন্তকর্ণ জেগে  
উঠেছেন। তিনি কি সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করবেন নাকি

এখানে এসে আপনাকে দর্শন করবেন?’  
রাবণস্তব্রবীদধৃষ্টো রাক্ষসাংস্থানুপহিতান্।

দ্রষ্টুমেনমিহেচ্ছামি যথান্যায়ং চ পূজ্যতাম্ ॥ ৮৭

তখন হৃষ্ট রাবণ সমবেত সেই রাক্ষসদেরকে  
বললেন—‘আমি তাকে এখানে দেখতে এবং যথাবিহিত

তার সংকার করতে ইচ্ছা করি।’  
তথেষ্টাক্ষা তু তে সর্ব পুনরাগম্য রাক্ষসাঃ।

কুন্তকর্ণমিদং বাক্যমচু রাবণচোদিতাঃ ॥ ৮৮

‘যথা আজ্ঞা’ এইরূপ বলে সমস্ত রাক্ষসেরা রাবণের  
দ্বারা প্রেরিত হয়ে কুন্তকর্ণের নিকটে এসে এইরূপ বলল—

দ্রষ্টুং ত্বাং কাক্ষতে রাজা সর্বরাক্ষসপূজবঃ।  
গমনে ক্রিয়তাং বুদ্ধিপ্রীতরং সম্প্রহর্ষম্ ॥ ৮৯

‘সর্বরাক্ষসশিরোমণি! হে প্রভু! রাজা রাবণ  
আপনাকে দেখতে ইচ্ছা করছেন। ভ্রাতাকে সম্যক্রূপে

আনন্দিত করার জন্য আপনি তাঁর নিকট যাওয়া মনস্থ



করুন।

কুন্তকর্ণঃ দুর্ব্বোধো ভ্রাতৃরাজ্যায় শাসনম্।  
তথেষ্টাক্ষা মহাবীর্যঃ শমনাদুৎপপাত ॥ ৯০  
জাইয়ের আদেশ লাভ করে মহাপরাক্রমী, দুর্ব্বোধ বীর  
কুন্তকর্ণও 'যথা আজ্ঞা' এই বলে শয্যা ত্যাগ করে দণ্ডায়মান  
হল।

প্রকাশ্য বদনঃ হৃষ্টঃ ভ্রাতঃ পরমহর্ষিতঃ।  
পিপাসুত্তরমামাস পানং বলসমীরণম্ ॥ ৯১

সে অত্যন্ত আনন্দ এবং প্রসন্নতার সঙ্গে মুখ প্রকাশন  
এবং স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করল। পিপাসিত হয়ে বলবর্ধক  
পানীয় আনার জন্য বলল।

ততস্তে স্থরিতাক্ষত্র রাক্ষসা রাবণাজয়।  
মদ্যং ভক্ষ্যাংচ বিবিধান্ ক্রিপ্রমেবোপহারয়ন্ ॥ ৯২

তখন রাবণের আদেশে সেইসব রাক্ষসেরা শীঘ্রই  
মদ্য এবং নানাবিধ ভোজ্য পদার্থ নিয়ে এল  
পীত্বা ঘটসহস্রে স্তে গমনারোপচক্রমে।

ঈষৎসমুৎকটো মন্তস্তেজোবলসমম্বিতঃ ॥ ৯৩

দুই হাজার ঘড়া মদ্য পান করে কুন্তকর্ণ গমনোদ্যত  
হলো। মদের প্রভাবে সে ঈষৎ উত্তেজিত হল, হয়ে উঠল  
যেন অধিক বলবান এবং তেজস্বী।

কুন্তকর্ণো বভৌ ক্রষ্টঃ কালান্তকয়মোপমঃ।

ভ্রাতৃঃ স ভবনং গচ্ছনং রক্ষোবলসমম্বিতঃ।

কুন্তকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্ ॥ ৯৪

কুন্তকর্ণ ঈষৎ ক্রষ্ট হওয়ায় তাকে দেখাচ্ছিল কালান্তক  
যমের মতো। রাক্ষস সেনাদের সঙ্গে ভ্রাতৃভবনে  
গমনকালে কুন্তকর্ণের পদভারে মেদিনী প্রকম্পিতা হয়ে  
উঠল।

স রাজমার্গং বপুষা প্রকাশয়ন্  
সহস্রশিখরশীমিবাংশুভিঃ।

অগাম তত্রাজলিমালয়া বৃতঃ

শতক্রতুর্গেহমিব

বয়ঃস্থবঃ ॥ ৯৫

সূর্য যেমন আপন কিরণদ্বারা ধরিত্রীকে আলোকিত  
করে, তেমনি কুন্তকর্ণও আপন শরীরের তেজে রাজপথ  
উদ্ভাসিত করে তুলল। এই রাক্ষসবীর কৃতাজলিবদ্য হয়ে  
ভ্রাতৃভবনে এমনভাবে যাত্রা করেছিল যেন, ইন্দ্রদেব ব্রহ্মার  
গৃহে গমন করছেন।

তং রাজমার্গহুমমিচ্ছাতিনং  
বনৌকসস্তে সহসা বহিঃস্থিতাঃ।  
দৃষ্টবাপ্রমেয়ং গিরিশৃঙ্গকল্পং

বিতক্রসূক্তে সহ যুগ্মশালৈঃ ॥ ৯৬

পর্বত শিখরতুল্য বিশাল দেহধারী, শতশতাব্দী  
কুন্তকর্ণকে রাজপথে দেখে, নগরের বাইরে অবস্থিত  
দলপতিসহ অপরাপর বানরেরা ভয়ানক ভীত হয়ে উঠল।  
কেচিচ্ছরণ্যং শরণং স্ম রামং

ব্রজন্তি কেচিদ্ বাথিতাঃ পতন্তি।

কেচিদ্ দশশ্চ বাথিতাঃ পতন্তি  
কেচিদ্ ভয়ান্তা ভুবি শেরতে স্ম ॥ ৯৭

বানরদের মধ্যে কেউ কেউ শরণাগতবৎসল  
শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় নিল, কোনো কোনো বানর ব্যথিত  
হয়ে ভূপতিত হল, আবার কিছুসংখ্যক বানর  
দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে পালাতে গিয়ে পতিত হল এবং  
কতিপয় বানর ভয়ান্ত চিত্তে ভূমিতে শায়িত হল।

তমদ্রিশৃঙ্গপ্রতিমং কিরীটিনং

স্পৃশন্তমাদিত্যমিবাঙ্গভেজসা

বনৌকসঃ প্রেক্ষা বিবৃদ্ধমদ্রুতং

ভয়ান্দিভা দুষ্কবিরে যতস্ততঃ ॥ ৯৮

মাথায় মুকুটধারী কুন্তকর্ণ পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় সুউচ্চ।  
আপন তেজে সে যেন সূর্যকেও স্পর্শ করেছে। এই অদ্ভুত  
সুবিশাল রাক্ষসকে দেখে বানরেরা ইতস্ততঃ পলায়ন  
করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥



## একষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬১)

বিভীষণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কুন্তকর্ণের পরিচয় দান, রামচন্দ্রের আদেশে  
যুদ্ধের জন্য বানরদের লঙ্কার দ্বারে আরোহণ

জতো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্যবান্।

কিরীটিনঃ মহাকাশঃ কুন্তকর্ণঃ দদর্শ হ॥ ১

ভারপর বল-বিক্রমসম্পন্ন মহাতেজস্বী শ্রীরাম  
ধনুর্বাণ নিয়ে কিরীটধারী বিশালাকৃতিসম্পন্ন কুন্তকর্ণকে  
দেখলেন।

তং দৃষ্টা রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ পর্বতাকারদর্শনম্।

ক্রমশঃমিবাকাশং পুরা নারায়ণং যথা। ২

সত্যযজুদসংকাশং কাঞ্চনাদভূষণম্।

দৃষ্টা পুনঃ প্রদূজাব বানরাণাং মহাচমুঃ ॥ ৩

পর্বতাকার রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুন্তকর্ণকে দেখে মনে হচ্ছিল

জ্বরপদবিদ্যাস যেন পুরাকালে বিশালদেহধারী নারায়ণের

তুল্য। জলপূর্ণ মেঘতুল্য তার গাত্রবর্ণ। সোনার অঙ্গদে

ভূষিত সেই রাক্ষসকে পুনরায় দেখে বানরদের বিশাল

কাঞ্চিনী পুনরায় দ্রুত পলায়নোদ্যত হল।

বিভ্রতাঃ বাহিনীঃ দৃষ্টা বর্ধমানঃ চ রাক্ষসম্।

সবিন্মিতমিদং রামো বিভীষণমুবাচ হ॥ ৪

কুন্তকর্ণের বিবর্ধন এবং নিজ সৈন্যদের পলায়ন

দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বললেন—

কোহসৌ পর্বতসংকাশঃ কিরীটী হরিলোচনঃ ॥

লঙ্কায়াঃ দৃশ্যতে বীরঃ সবিদ্যাদিব তোয়দঃ। ৫

‘লঙ্কাপুরীতে পর্বততুল্য বিশালকায় কে এই বীর যার

নেত্রদ্বয় পিঙ্গল বর্ণের এবং মস্তকে শোভিত হচ্ছে কিরীট ?

তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বিদ্যুৎসহ মেঘ।

পৃথিবাঃ কেতুভূতোহসৌ মহানেকোহত্র দৃশ্যতে।

৷ং দৃষ্টা বানরাঃ সর্বে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ ॥ ৬

‘একে দেখে বানরেরা এদিকে-ওদিকে পালিয়ে

যাচ্ছে। পৃথিবীতে সে একমাত্র মহান ধবজার মতো

দৃষ্টিগোচর হচ্ছে !

আচক্ষুঃ সূমহান্ কোহসৌ রক্ষো বা যদি বাসুরঃ।

ন মরৈবংবিধঃ ভূতঃ দৃষ্টপূর্বং কদাচন ॥ ৭

‘এই বিশাল আকৃতিসম্পন্ন পুরুষটি কে ? একি

কোনো রাক্ষস নাকি অসুর ? আমি এইরূপ কোনো প্রণীকে

পূর্বে দেখিনি।’

সম্পৃষ্টো

রাজপুত্রো

নামেণাক্রিষ্টকর্মণা।

নিভীশো

মহাপ্রাজঃ

কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥ ৮

অক্লেশে সুমহান্ কর্ম অনুষ্ঠানকারী রাজপুত্র শ্রীরাম  
এইরূপ প্রশ্ন করলে মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ কাকুৎস্থবংশীয়  
শ্রীরামকে বললেন—

গোন বৈবস্বতো যুদ্ধে নাসবচ পরাজিতঃ।

সৈব নিশ্রবসঃ পুত্রঃ কুন্তকর্ণঃ প্রতাপবান্।

অস্য প্রমাণসদৃশো রাক্ষসোহন্যো ন বিদ্যতে ॥ ৯

‘যিনি যুদ্ধে সূর্যদেবের পুত্র যম এবং দেবরাজ

ইন্দ্রকে পরাজিত করেছেন, এই সেই বিশ্বপ্রবীর পুত্র

মহাপ্রতাপবান কুন্তকর্ণ। ঐর তুল্য রাক্ষসবীর আর কেউ

নেই।

এতেন দেবা যুধি দানবাস্চ

যক্ষা ভূজঙ্গাঃ পিশিতাশনাস্চ।

গন্ধর্ববিদ্যাধরকিন্নরাস্চ

সহস্রশো রাঘব সম্ভ্রভগ্নাঃ ॥ ১০

‘হে রঘুনন্দন ! যুদ্ধে ঐর দ্বারা দেবতা, দানব, যক্ষ,

সর্প, কাঁচামাংসভোজী রাক্ষসেরা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং

কিন্নরগণ সহস্রবার পর্যুদস্ত হয়েছে।

শূলপাণিঃ বিরূপাক্ষঃ কুন্তকর্ণ মহাবলম্।

হস্তঃ ন শেকুপ্তিদশাঃ কালোহয়মিতি মোহিতাঃ ॥ ১১

‘মহাবলশালী, ভয়ানকদৃষ্টিসম্পন্ন, শূলধারী

কুন্তকর্ণকে দেবতারাও হত্যা করতে পারেননি, তাঁকেই

স্বয়ং যম মনে করে তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন।

প্রকৃতা হোষ তেজস্বী কুন্তকর্ণো মহাবলঃ।

অনোবাঃ রাক্ষসেজ্ঞাণাং বরদানকৃতং বলম্ ॥ ১২

‘কুন্তকর্ণ স্বভাবতই তেজস্বী এবং মহাবলশালী।

অন্যান্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের যে বল, তা তারা বরদানের

মাধ্যমে লাভ করেছে।

বালেন জাতমাত্রেণ ক্ষুধার্তেন মহাস্তন্য।

ভক্ষিতানি সহস্রাণি প্রজানাং সুবহুনাপি ॥ ১৩

‘এই মহাত্মা রাক্ষস জন্মের পরে বাল্যাবস্থাতেই

ক্ষুধায় কাতর হয়ে বহু সহস্র প্রজাকে খেয়ে ফেলেছিল।

তেষু সন্তকামাণেব প্রজা তদনির্দীড়িতাঃ ।  
যাতি শ্য শরণঃ পত্রং তমপার্থঃ শাবেদয়ন ॥ ১৪

‘এইভাবে প্রজাদের ভক্ষণ করতে লাগলে তাবা ভয়ে  
নীড়িত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে সব কুসংস্কার  
নিবেদন করেছিল।

স কুস্তকর্ণঃ কুশিতো মহেন্দ্রো  
জঘান বজ্রেন শিতেন নদী ।

স পাক্ষবজ্রাভিহতো মহাবা  
ময়ল কোপাত ক্রুশঃ মমাদ ॥ ১৫

‘বজ্রধারী ঈশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সুতীক্ষ্ণ বজ্র দ্বারা  
কুস্তকর্ণকে আঘাত করলেন। সেই বজ্রের আঘাতে আহত  
হয়ে সে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধভাবে ঘোষণাপূর্বক ভয়ানক গর্জন  
করাইল।

তস্য দানদাম্যমসা কুস্তকর্ণস্য রক্ষসঃ ।  
শ্রদ্ধা দিনাদঃ বিক্রমঃ প্রজা ভূয়ো বিক্রমসুঃ ॥ ১৬

‘সেই গর্জনেরত রাক্ষস কুস্তকর্ণের পুনঃ পুনঃ চিৎকার  
শ্রবণে সন্তুষ্ট প্রজাকুল অধিকতর ভীত হয়ে পড়ল।

তস্য ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রস্য কুস্তকর্ণো মহাবলঃ ।  
নিষ্কোয়াবতাদ্ দন্তঃ জঘানোরসি বাসবম্ ॥ ১৭

‘অনন্তর মহাবলশালী কুস্তকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
ইন্দ্রের ঐক্যবস্তের দাঁত উপড়ে নিয়ে দেবরাজের বক্ষদেশে  
আঘাত করেছিল।

কুস্তকর্ণপ্রহারার্থো বিজজ্বাল স বাসবঃ ।  
ততো বিষেদুঃ সহসা দেবা ব্রহ্মর্ষিদানবাঃ ॥ ১৮

‘কুস্তকর্ণের প্রহারে দেবরাজ অত্যন্ত কাতর হয়ে  
পড়লেন, আঘাতের তীব্রতায় তাঁর শরীরে প্রচণ্ড জ্বালা সৃষ্টি  
হলো ; তখন সহসা দেবগণ, দানবগণ এবং ব্রহ্মর্ষিরাও  
অত্যন্ত বিষন্ন হলেন।

প্রজাভিঃ সহ শক্রশ্চ যযৌ হানং স্বয়ংভুবঃ ।  
কুস্তকর্ণস্য দৌরাভ্যং শশংসুস্তে প্রজাপতেঃ ॥ ১৯

‘তখন দেবরাজ প্রজাগণ সহ স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট  
গমন করলেন, সেখানে গিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট  
কুস্তকর্ণের দৌরাভ্যের বার্তা নিবেদন করলেন।

প্রজানাং ভক্ষণং চাপি দেবানাং চাপি ধ্বংসম্ ।  
আশ্রমধ্বংসনং চাপি পরস্ত্রীহণং ভূশম্ ॥ ২০

‘প্রজাদের ভক্ষণ, দেবতাদের ওপর অত্যাচার,  
আশ্রমসমূহের ধ্বংসসাধন এবং পরস্ত্রী অপহরণ এইসব

ভয়ানক অত্যাচারের কথা তাঁরা জানালেন।

এবং প্রজা যদি হেথ ভক্ষয়িস্যতি নিঃশব্দঃ ।  
অচিরেণৈব কালেন শুন্যো লোকো ভবিস্যতি ॥ ২১

‘ঈশ্বর বললেন — ‘ভয়বন্ ! যদি এই রাক্ষস প্রজা  
এইভাবে প্রজাদের ভক্ষণ করে তাহলে অচিরেই সমস্ত  
জগৎ শূন্য হয়ে গাবে।’

নামবসা সচঃ শ্রদ্ধা সর্বলোকশিতামহঃ ।  
সক্ষাঃ স্যাত্যামাস কুস্তকর্ণঃ সতর্ক ॥ ২২

‘ইন্দ্রের এই বার্তা শ্রবণে সর্বলোকের শিতাময়  
রাক্ষসদের আহ্বান করলেন এবং কুস্তকর্ণকে কোলেন  
কুস্তকর্ণঃ সমীক্ষ্যৈব বিক্রমঃ প্রজাপতিঃ ।  
কুস্তকর্ণমধ্যস্থতঃ সয়ংভূরিদমব্রবীৎ ॥ ২৩

কুস্তকর্ণকে ভালোভাবে দেখেই প্রজাপতি  
অত্যন্ত ভীত হলেন, পরে নিজেই আশ্রয় হয়ে তিনি  
বললেন—

ক্রবং লোকবিনাশায় পৌলস্ত্যোনাসি নির্বিজ্ঞঃ ।  
তস্মাৎ ক্রমদাপ্রভৃতি মৃতকল্পঃ শয়িষ্যসে ॥ ২৪

‘অবশ্যই লোকের বিনাশের জন্য পুন্ড্রের পু  
বিশ্বপ্রবা তোমায় সৃষ্টি করেছেন ; অতএব আজ ক্ষেত্র  
তুমি মৃতবৎ শায়িত থাকবে।’

ব্রহ্মশাপাভিভূতোহথ নিপপাত্যতঃ প্রজোঃ ।  
ততঃ পরমসম্ভ্রান্তো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৫

ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হয়ে সে প্রভু রাবণের সম্মুখে  
ভূপতিত হল। অতঃপর রাবণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে আর  
বললেন—

প্রবৃক্ষঃ কাঞ্চনো বৃক্ষঃ ফলকালে নিকৃততে ।  
ন নগ্নারং স্বকং নায্যং শব্দুমেবং প্রজাপতে ॥ ২৬

‘হে প্রজাপতি ! আপনার দ্বারা সংবর্ধিত সুবর্ণ  
ফলপ্রদানকারী বৃক্ষকে ফলদানকালে বিনষ্ট করবেন না  
আপন প্রপৌত্রকে এইরূপ অভিশাপ দেওয়া কদাচ উচিত  
নয়।

ন মিথ্যাবচনশ্চ ত্বং স্বক্স্যতোব ন সংশয়ঃ ।  
কালস্ত্রি ক্রিয়তামস্য শয়নে জাগরে তথা ॥ ২৭

‘আপনার বাক্য মিথ্যা হতে পারে না, অতএব  
শায়িত থাকবে একথা নিশ্চিত। তবে এর শয়নের এবং  
জাগরণের একটা সময় নির্ধারণ করে দিন।’

রাবণস্য বচঃ শ্রদ্ধা স্বয়ংভূরিদমব্রবীৎ ॥



নরিতা হেব যথাসমেকাহঃ জাগরিস্বতি ॥ ২৮

রাবণের এই কথা শুনে শ্রীমদ্ভট্ট একা বললেন - 'এ

হুমায় কাল নিদ্রিত থাকবে এবং একদিন জাগবে।

একেন্দ্রা হ্রস্বী বীরশ্চরন্ ভূমিঃ বুদ্ধক্ষিতঃ।

যাত্রাসো ভক্ষয়েন্নোকান্ সংবৃদ্ধ ইব পাবকঃ ॥ ২৯

'ওই একদিনের জন্যই এই বীর ক্ষুধার্ত হয়ে

পৃথিবীতে বিচরণ করবে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুখ বিস্তৃত

কম কহসং থাক প্রাণিকে ভক্ষণ করবে।

দোহসৌ বাসনমাপন্নঃ কুন্তকর্ণমবোধয়ৎ।

দুঃপরাক্রমভীতশ্চ রাজা সম্প্রতি রাবণঃ ॥ ৩০

'হাবাজ ! এখন আপনার পরাক্রমে ভীত হয়ে

ভয়ত বিপদাপন্ন হয়ে রাবণ কুন্তকর্ণকে জাগ্রত

করেছে।

ন এব নির্গতো বীরঃ শিবিরাদ্ ভীমবিক্রমঃ।

বনরান্ ভৃশসংক্রুদ্ধো ভক্ষয়ন্ পরিধাবতি ॥ ৩১

'জ্ঞানক পরাক্রমী বীর কুন্তকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে

শিবির থেকে নির্গত হয়ে বানরদের খাওয়ার জন্য ছুটে

বেড়াচ্ছে।

কুন্তকর্ণঃ সমীক্ষ্যৈব হরয়োহদ্য প্রদুঃখবুঃ।

কথমেতং রণে ক্রুদ্ধঃ বারয়িষ্যন্তি বানরাঃ ॥ ৩২

'আজ কুন্তকর্ণকে দেখেই বানরেরা পালিয়ে যাচ্ছে,

তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ কুন্তকর্ণকে বানরেরা কিভাবে বাধা

দেবে ?

জ্ঞাত্বা বানরাঃ সর্বে যত্নমেতৎ সমুচ্ছিতম্।

ইতি বিজ্ঞায় হরয়ো ভবিষ্যন্তীহ নির্ভয়াঃ ॥ ৩৩

'সব বানরদের বলুন এ কেবল বিশাল আকৃতি

বিশিষ্ট একটি যক্ষমাত্র। তাহলে এই বানরেরা সকলেই

নির্ভয় হয়ে যাবে।'

বিশীর্ণবচঃ শ্রদ্ধা হেতুমৎ সুমুখোদাতম্।

উচ্চাচ রাঘবো বাক্যং নীলং সেনাপতিং তদা ॥ ৩৪

বিভীষণের সুন্দর মুখ নিঃসৃত এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য

শুনে শ্রীরঘুনাথ সেনাপতি নীলকে বললেন -

গচ্ছ সৈন্যানি সর্বাণি ব্যাঘ্র তিষ্ঠত পাবকে।

ধারাণ্যাদায় লক্ষ্যাস্তর্জাশচাস্যাণ সংক্রমান্ ॥ ৩৫

'হে অগ্নিপুত্র নীল ! যাও সকল সৈন্যকে বাহবদ্ধ

করো। লক্ষ্যনগরীর দ্বারা সমূহ এবং রাজপথগুলি দখল

করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

শৈলশৃঙ্গানি বৃক্ষাংষ্ট শিলাস্তাপুপসংহরন্।

ভবন্তঃ সায়ুধাঃ সর্বে বানরাঃ শৈলপাণরাঃ ॥ ৩৬

'পর্বতশৃঙ্গসমূহ, বৃক্ষরাজি, শিলাপুঞ্জগুলি একত্রিত

করো, তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ এবং প্রস্তরগুণ্ডসমূহ হাতে

নিয়ো জোমরা এবং সব বানরেরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হও।'

রাঘবেণ সমাদিষ্টো নীলো হরিচমুপতিঃ।

শশাস বানরানীকং যথাসৎ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৩৭

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা সমাদিষ্ট হয়ে বানরবীর,

সেনাপতি নীল বানরসৈন্যদের যথোচিত কার্যের জন্য

আদেশ দিলেন।

ততো গবাক্ষঃ শরভো হনুমানসদন্তথা।

শৈলশৃঙ্গানি শৈলাভা গৃহীত্বা দ্বারমভ্যমুঃ ॥ ৩৮

তখন গবাক্ষ, শরভ, হনুমান, অঙ্গদ প্রমুখ

পর্বতাকৃতি সম্পন্ন বানরেরা পর্বতশৃঙ্গসমূহ হাতে নিয়ে

লঙ্কার দ্বারে দণ্ডায়মান হলেন।

রামবাক্যমুপশ্রুত্বা হরয়ো নিজকাশিনঃ।

পাদপৈরর্দয়ন্ বীরা বানরাঃ পরবাহিনীম্ ॥ ৩৯

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শুনেই বানরবীরেরা

বিজয়োজ্ঞাসে সুশোভিত হয়ে বৃক্ষবাজি দ্বারা শত্রুসৈন্যদের

পীড়িত করতে লাগল।

ততো হরীণাং তদনীকমুগ্রং

ররাজ শৈলোদ্যতবৃক্ষহস্তম্।

গিরেঃ সমীপানুগতং যথৈব

মহন্বহাঙ্কোদধরজালমুগ্রম্ ॥ ৪০

তখন বানরদের ভয়ানক সৈন্যরা হাতে পর্বতশিখর

এবং বৃক্ষরাজি নিয়ে পর্বতশিখরে ঘন পুঞ্জীভূত মেঘরাজির

ন্যায় সুশোভিত হচ্ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একষষ্টিতমঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥



ষিষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬২)

কুন্তকর্ণের রাবণ-ভবনে প্রবেশ, রামের কাছ থেকে ভয়ের কথা জানিয়ে  
কুন্তকর্ণকে শত্রুসৈন্য বিনাশের জন্য রাবণের প্রেরণা দান

স কুন্তকর্ণঃ সাক্ষসশার্ঙ্গলো নিদ্রামদসমাকুলঃ ।  
রাজমার্গে প্রিয়া জুটঃ যাতৌ বিপুলনিক্রমঃ ॥ ১  
নিদ্রা ও মদে সমাকুল বিপুল পবাক্রমী বাক্ষসবীর  
কুন্তকর্ণ সুন্দর রাজপথ দিয়ে চলতে লাগল ।

সাক্ষসান্যঃ সহস্রৈশ্চ বৃত্তঃ পরমার্জুয়ঃ ।  
গৃহেভ্যঃ পুষ্পবর্ষণে কীর্ত্তমানজনা যাতৌ ॥ ২  
অত্যন্ত দুর্জয় সেই সাক্ষসবীরকে হাজার হাজার  
সাক্ষস বেটন করে আছে, পাঁচপাশ্বে ভবনগুলি থেকে  
তার উপরে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল ।

স হেমজ্ঞানবিততঃ ভানুভাষরদর্শনম্  
দদর্শ বিপুলং রমাং সাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥ ৩  
সুখরাজ্যে আচ্ছাদিত সূর্যতুল্য দীপ্যমান সাক্ষসরাজ  
রাবণের সুবিশাল এবং রমণীয় প্রাসাদ সে দর্শন করল ।

স ততদা সূর্য ইবান্দ্ৰজালঃ  
প্রবিশা রক্ষোখিপতের্নিবেশনম্ ।

দদর্শ দূরেহগ্রজমাসনস্থং  
ক্লয়ংভুবং শত্রু ইবাসনস্থম্ ॥ ৪

সূর্য যেমন কখনো কখনো মেঘের অন্তরালে প্রবেশ  
করে, তদনুরূপ কুন্তকর্ণও সাক্ষসরাজের প্রাসাদে প্রবেশ  
করলো এবং দূরে সিংহাসনে বিবাজমান আপন অগ্রজকে  
দর্শন করল, যেন দেবরাজ ইন্দ্র কমলাসনস্থ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকে  
দর্শন করলেন ।

ভ্রাতৃঃ স ভবনং গচ্ছন্ রক্ষোগণসমম্বিতঃ ।

কুন্তকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্ ॥ ৫

সাক্ষসদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববনে গমনকালে কুন্তকর্ণের  
প্রতিটি পদক্ষেপে মেদিনী কম্পিত হচ্ছিল ।

সৌহৃদিগম্যা গৃহং ভ্রাতৃঃ কক্ষ্যামভিবিগাহ্য চ ।

দদর্শোদ্বিগম্যাসীনঃ বিমানে পুষ্পকে গুরুম্ ॥ ৬

ভ্রাতৃগৃহে গিয়ে সে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করল,  
সেখানে সে তার উদ্বিগ্ন অগ্রজকে পুষ্পক বিমানে  
বিরাজমান অবস্থায় দেখল ।

অথ দুষ্টা দশগ্রীবঃ কুন্তকর্ণমুপস্থিতম্  
তুর্ণমুখায়া সংহৃষ্টঃ সন্নিকর্ম্মমুপাসনাং ॥ ৭  
অনন্তর দশানন রাবণ কুন্তকর্ণকে সমুপস্থিত করে  
ক্রমত উত্তীর্ণ হয়ে সানন্দে তাকে নিকটে লম্বন  
করলেন

অপাঙ্গীনস্য পর্যদে কুন্তকর্ণো মহাবলঃ ।  
ভ্রাতুর্বন্দে চরণৌ কিং কৃতামিতি চত্বরীং ॥ ৮  
অতঃপর সিংহাসনে সমাসীন অগ্রজের চরণ  
বন্দনা করে মহাবলশালী কুন্তকর্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল  
—‘আমাকে কী করতে হবে?’

উৎপত্য চৈনং মুদিতো রাবণঃ পরিমুগ্ধে  
স ভ্রাত্রা সম্পরিমুগ্ধো যথাবচ্ছাভিনন্দিতঃ ॥ ৯  
রাবণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উঠে কুন্তকর্ণকে  
আলিঙ্গন করলেন । তাকে আলিঙ্গন করে রাবণ তাঁর ভাইকে  
যথাযথভাবে অভিনন্দিত করলেন ।

কুন্তকর্ণঃ শুভং দিব্যং প্রতিপেদে বরাসনম্ ।

স তদাসনমাস্রিত্য কুন্তকর্ণো মহাবলঃ ॥ ১০

সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদ্ রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ।

তদনন্তর সুন্দর দিব্য সিংহাসনে কুন্তকর্ণকে বসালে  
হল, মহাবলী কুন্তকর্ণ সেই আসনে উপবিষ্ট হয়ে ক্রোধে  
রক্তলোচন রাবণকে বলল—

কিমর্থমহমাদৃতা ভ্রাত্রা রাজন্ প্রবোধিতঃ ॥ ১১

শংস কম্যাদ্ ভয়ং তেহত্র কো বা প্রেতো ভবিষ্যতি ।

‘হে রাজন্ ! কী কারণে আপনি মহাসমাদরে  
আমাকে প্রবোধিত করেছেন ? কার ভয়ে আপনি উদ্ভিত  
হয়েছেন অথবা কাকে যমলোকে প্রেরণ করতে হবে?’

ভ্রাতরং রাবণঃ ক্রুদ্ধঃ কুন্তকর্ণমবস্থিতম্ ॥ ১২

রোষণে পরিবৃদ্ধাভ্যাং নেত্রাভ্যাং বাক্যমব্রবীৎ ।

তখন রাবণ তাঁর নিকটে উপবিষ্ট ক্রুদ্ধ ভ্রাতৃ  
কুন্তকর্ণকে ক্রোধে ঘূর্ণিত নয়নে বলল—

অদ্য তে সুমহান্ কালঃ শয়ানস্য মহাবলঃ ॥ ১৩

ন জানীষে মম রামকৃতং ভয়ম্।

‘হে মহাবলী! সুদীর্ঘকাল তুমি নিদ্রিত অবস্থায় যাপন করেছ। গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন থাকায় তুমি জানো না যে আমার জন্যই আমার ভয়।

দশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্ৰীবসহিতো বলী॥ ১৪

লক্ষ্মণসহিতা তু যুগ্মং নঃ পরিকল্পতি।

‘এই দশরথনন্দন বলবান শ্রীমান রাম সুগ্ৰীবকে সহ নিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করে এখানে এসে আমাদের রক্ষণে ব্যস্ত কবেছে।

পশাৎ লঙ্কায়াঃ বনান্যুপবনানি চ॥ ১৫

সৌন্দ্য সুখমাগতা বানরৈর্কার্ণবঃ কৃতম্।

‘হায়! তুমি দেখো, সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে সুখে গিয়ে এসে এখনকার বন-উপবন সমুদ্রের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছে।

মে রাক্ষসা মুখাতমা হতাস্তে বানরৈর্যুধি॥ ১৬

বনরাগাঃ ক্ষয়ঃ যুদ্ধে ন পশ্যামি কথঞ্চন।

ন জপি বানরা যুদ্ধে জিতপূর্বাঃ কদাচন॥ ১৭

‘আমাদের প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরগণ যুদ্ধে বানরদের হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধে বানরদের কোনোভাবেই আমি ক্ষয় হতে দেখছি না। ইতিপূর্বে যুদ্ধে কোনো কোনো বানর জয়লাভ করেনি।

হৃদেভ্য উয়মুৎপন্নং ত্রায়স্বৈহ মহাবল

নাগা ভূমিমানদ্য তদর্শঃ বোধিতো ভবান্॥ ১৮

‘ওহে মহাবলী! সেইজন্যই আমার মনে এখন এই ভয় উৎপন্ন হয়েছে। এই বানরদের বিনষ্ট করে এই ভয় থেকে আমাকে রক্ষা করো। এই কারণেই তোমাকে জাগরিত করা হয়েছে।

সর্বঙ্গপিতৃকোশং চ স ত্বমভ্যুপপদ্য মাম্।

দ্রাবহেমাং পুরীং লঙ্কাং বালবৃদ্ধাবশেষিতাম্॥ ১৯

‘আমার কোষ শূন্য হয়ে গেছে। অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করো।

এখানে কেন্দ্র বালক এবং বৃদ্ধরাই অবশিষ্ট আছে।

জাতুরণ্যে মহানাহো কুরু কর্ম সুদুষ্করম্।

মমৈবং মোক্ষপূর্ণো হি জাতা কলিৎ পরস্তপ॥ ২০

‘মহানাহ! তে পরস্তপ! আপন ভাইয়ের জন্য তুমি এই দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করো। আমি ইতিপূর্বে কখনো কোনো ভটিকে এইরূপ অনুরোধ করিনি।

দ্ব্যস্তি মম চ য়েহঃ পরা সম্ভাবনা চ মে।

দেবাসুরেষু যুদ্ধেযু বহুশো রাক্ষসবর্জাঃ ২১

দ্বয়া দেবাঃ প্রতিবাহ্য নির্জিতাস্তাসুরা যুধি॥ ২২

‘তোমার প্রতি রয়েছে আমার গভীর স্নেহ এবং বিশেষ আশা। তুমি দেবাসুরের দ্বন্দ্বে বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছ। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে তুমি দেবতাদের এবং অসুরদের বারংবার পরাস্ত কবেছ।

তদেতৎ সর্বমাতিষ্ঠ বীর্যং ভীমপরাক্রম।

নহি তে সর্বভূতেষু দৃশ্যতে সদৃশো বলী॥ ২৩

‘তুমি ভয়ানক পরাক্রমী। এই সব বীরকর্ম তুমি সম্পাদন করো, কারণ প্রাণিকুলের মধ্যে তোমার তুল্য দ্বিতীয় কোনো বলশালী বীর আমি দেখতে পাচ্ছি না।

কুরুষ মে প্রিয়হিতমেতদুত্তমং

যথাপ্রিয়ং প্রিয়রণ বাক্ষবপ্রিয়।

স্বতেজসা ব্যথয় সপত্নবাহিনীং

শরদঘনং পবন ইবোদ্যতো মহান্॥ ২৪

‘তুমি যুদ্ধপ্রেমী এবং বন্ধুপ্রিয়। এখন তুমি আমার এই উত্তম হিতকর প্রিয় কার্য সম্পন্ন করো। শরৎকালে বায়ুর প্রবলবেগ যেমন মেঘরাজিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তেমনিভাবে তুমি আপন তেজে আমার এই শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে তছনছ করে দাও।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥



ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৩)

কুন্তকর্ণ কর্তৃক রাবণের কুকর্মের জন্য নিন্দা, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যুদ্ধ-বিষয়ে পরামর্শ দান

তস্যা রাক্ষসরাজস্য নিশম্য পরিদেবিতম্।  
কুন্তকর্ণো বভোধেদং বচনং প্রজ্ঞাস চ। ১  
রাক্ষসরাজ রাবণের এইরূপ বিলাপ শুনে কুন্তকর্ণ  
অট্টহাসি হেসে বলল—

দৃষ্টো দোষো হি যোহস্মাভিঃ পুরা মদ্রবিনির্গমে।  
হিতেষ্মনভিযুজেন সোহয়মাসাদিতজ্ঞয়া ॥ ২

‘অত্রজ আমার ! পূর্বে বিভীষণের সঙ্গে  
আলোচনাকালে আমরা তোমার মধ্যে যেসব দোষ  
দেখেছিলাম, বর্তমানেও তুমি সেই দোষ প্রাপ্ত হয়েছ,  
কারণ তুমি হিতৈষীদের বাক্যে আস্থা হারিয়েছ।

শীঘ্রং স্বভ্রাতৃপেতং ত্বাং ফলং পাপস্য কর্মণঃ।  
নিরয়েষেব পতনং যথা দুষ্কৃতকর্মণঃ ৩

‘দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি যেমন নরকে পতিত হয়, তেমনি  
তুমিও শীঘ্রই তোমার পাপকর্মের ফল লাভ করবে।

প্রথমং বৈ মহারাজ কৃত্যমেতদচিন্তিতম্।  
কেবলং বীর্যদর্পেণ নানুবক্তো বিচারিতঃ ॥ ৪

‘মহারাজ ! কেবল শক্তির অহংকারে এই কাজের  
পরিণামের কথা চিন্তা করেনি, এর হিতাহিতও বিচার  
করেনি।

যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্যাণি কুর্যাদৈশ্বর্যমাহ্বিতঃ।  
পূর্বং চোত্তরকার্যাণি ন স বেদ নরানরৌ ॥ ৫

‘যে ঐশ্বর্যের কারণে আত্মহারা হয়ে পূর্বে করণীয়  
কার্য পরে করে এবং পরে অনুষ্ঠেয় কার্য বর্তমানে সম্পাদন  
করে, তার নীতি বা অনীতি বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই।

দেশকালবিহীনানি কর্মাণি বিপরীতবৎ।  
ক্রিয়মানানি দুয্যন্তি হবীঃপ্রযতেধিব ॥ ৬

‘দেশ, কাল বিচার না করে বিপরীত কার্য অনুষ্ঠান  
করলে তার ফলও বিপরীত হয়। সংস্কারহীন অগ্নিতে হবি  
প্রদান যেমন দুঃখদায়ক হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

ত্রয়াণাং পঞ্চথা যোগঃ কর্মণাং যঃ প্রপদাতে।  
সচিবৈঃ সময়ং কৃৎস স সমাগু বর্ততে পথি ॥ ৭

‘যে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্ষয়, বৃদ্ধি  
এবং স্থান রূপে উপলব্ধিত সাম-দান-দণ্ড — এই তিন  
প্রকার কাজ, পাঁচ প্রকারে যুক্ত করে প্রয়োগ করেন (পাঁচ  
প্রকারের যোগ অর্থাৎ কার্যারম্ভের উপায়, পৌরুষ এবং

দ্রব্যরূপ সম্পত্তি, দেশকালের বিভাগ, বিপত্তি দূরীকরণের  
উপায় এবং কার্যসিদ্ধি — এই পাঁচ প্রকার যোগ), তিনি  
উত্তম নীতি মার্গে বিদ্যমান, এইরূপ জানবেন।

যথাগমঃ চ যো রাজা সময়ং চ চিকীর্ষতি।  
বুধ্যতে সচিবৈর্বৃদ্ধ্যা সুহৃদচানুপশতি ॥ ৮

‘যে রাজা নীতিশাস্ত্র অনুসারে আগমাদি-সময় বিচার  
সচিবদের সঙ্গে পরামর্শ করে তদনুরূপ কার্য করেন এবং  
আপনবুদ্ধি অনুসারে সুহৃদদের বিচার করেন, তিনি  
উত্তমমার্গে বিরাজমান। (আগমাদি সময় অর্থাৎ কাল  
আপন শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এবং শত্রুর শক্তি ক্ষয় হবে,  
তখন দণ্ডবিধানপূর্বক যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। যখন নিজশক্তি  
এবং শত্রুশক্তি সমান সমান হবে, তখন সাময়িক  
সন্ধিস্থাপন বিধেয় এবং যখন শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি লাভ করবে  
এবং নিজ শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হবে, তখন তাকে কিছু দান  
করে তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে)।

ধর্মমর্থঃ হি কামঃ বা সর্বান বা রক্ষসাং পতে  
ভজেত পুরুষঃ কালে ত্রীণি দ্বন্দ্বানি বা পুনঃ ॥ ৯

‘হে রাক্ষসরাজ ! নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত  
সময়েই ধর্ম-অর্থ-কাম এই সবার উপভোগ করেন অথবা  
এই তিনটির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলেও ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক  
ভাবে তা ভোগ করেন। (শাস্ত্রানুসারে প্রাতঃকাল ধর্ম  
সাধনের সময়, মধ্যাহ্ন কাল অর্থসাধনের এবং রাত্রিকাল  
কামসেবনের সময়। এই নির্দিষ্ট সময়গুলিতেই নির্দিষ্ট  
কার্যসমূহ সাধন করা উচিত। অথবা যদি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়,  
তাহলে প্রাতঃকালে ধর্ম ও অর্থ, মধ্যাহ্নকালে অর্থ ও কাম  
এবং রাত্রিকালে কাম এবং অর্থ সাধন কর্তব্য কিন্তু সে  
সবসময় কামের সাধন করে, সে পুরুষাধম।)

ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছেষ্ঠং শত্রুতা তন্মাববুধ্যতে।  
রাজা বা রাজমাত্রো বা বার্থঃ তস্য বহুশ্রুতম্ ॥ ১০

‘ধর্ম-অর্থ-কাম এই তিনের মধ্যে ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ  
একথা যে রাজা অথবা রাজপুরুষ শুনেও বোঝে না, তার  
বহু শাস্ত্র অধ্যয়নও ব্যর্থ হয়।

উপপ্রদানং শাস্ত্রং চ ভেদং কালে চ বিজ্ঞম্।  
যোগঃ চ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠ তাবভৌ চ নরানরৌ ॥ ১১  
কালে ধর্মার্থকামান্ যঃ সম্যগ্ভ্যাসচিবৈঃ সহ।



পরামর্শ দান  
ভাগ, বিপত্তি দূরীকরণ  
প্রকার যোগ, তিনি  
জানবেন।  
চ চিকীৎসিত  
সুস্থায়ীত্বপূর্ণ  
আগমাদি-সময় বিচার  
কর্ম করে এবং  
বিচার করেন, তিনি  
সময় অর্থাৎ  
শত্রুর শক্তি কম হয়  
উচিত। যখন নিজস্ব  
বে, তখন সামর্থ্য  
শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে  
তখন তাকে কিছু  
রক্ষা পড়ে  
খানি বা পুনঃ  
ল্পন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত  
পভোগ করেন অথবা  
ঠিক সময়ে ঠিক  
রে প্রাতঃকাল  
নের এবং রাত্রিকাল  
ময়গুলিতেই নির্দিষ্ট  
দেহ উপস্থিত হয়।  
হুকালে অর্থ ও  
ন কর্তব্য। কিন্তু  
যাধম।)  
তমাবস্থাতে  
ব্য বহুপ্রভৃতি  
প্ৰথমে ধর্মই যে  
ও বোঝেন না, তার  
চ বিক্রম  
নয়ানদৌঃ  
চিৎসে

ন স বাসনমাপুয়াৎ ১২  
যেই ব্যক্তির বাসনা  
করে যে দান, ভেদ এবং বিক্রম নীতি গ্রহণ  
করেন, পাঁচপ্রকার যোগ অবলম্বন করেন, নান্য অন্য়  
করেন এবং উপযুক্ত সময়ে ধর্ম-অর্থ-কাম  
করেন, সে ব্যক্তি তিনি কখনো দুঃখ বা বিপদগ্রস্ত  
নয়।  
কুর্খাৎ কামমিহাঙ্গনঃ।  
সহায়ত্বভেদঃ সচিবৈবুদ্ধিকীর্তিঃ ১৩  
বাক্য উচিত অর্থতত্ত্ব, বুদ্ধিকীর্তি এবং মন্ত্রীদের  
কর্ম করে যা নিজের পক্ষে মঙ্গলজনক,  
কর্ম করে কর্মানুষ্ঠান করা।  
শাস্ত্রার্থে শাস্ত্রার্থে পুরুষাঃ পণ্ডবুধ্যঃ।  
বজ্রমিচ্ছন্তি মন্ত্রিষভাঙ্গরীকৃতাঃ ১৪  
শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞানী, পণ্ডুর মতো বুদ্ধিসম্পন্ন  
মুর্খের প্রগলভতাবশতঃ মন্ত্রীদের কথা না শুনে  
নিজের কথা বলে চায়।  
তেষাং কার্যং নাভিহিতং বচঃ।  
রক্ষাশূন্যজিজ্ঞাসাঃ বিপুল্যঃ প্রিয়মিচ্ছতাম্ ১৫  
শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য এবং অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হয়েও যারা  
প্রভু ঐশ্বর্যলাভ করতে ইচ্ছা করে, তাদের কথা কখনো  
শোনা উচিত নয়।  
হিতং চ হিতাকারং ধার্ষ্ট্যভ্রান্তি যো নরাঃ।  
অপাঃ মদ্রবহায়াস্তে কর্তব্যঃ কৃতদুষকাঃ ১৬  
যারা ধৃষ্টতার কারণে অকল্যাণকর বাক্যকে হিতকর  
মনে করে, তারা কর্মকে দূষিত করে। পরামর্শ করার  
অযোগ্য এদের মন্ত্রণার সময় দূরে রাখাই হল কর্তব্য।  
লিঙ্গময়স্তো ভর্তারঃ সহিতাঃ শত্রুভিবুধৈঃ।  
বিপরীতানি কৃত্যানি কারয়ন্তীহ মন্ত্রিণঃ ১৭  
কোনো কোনো মন্ত্রী বুদ্ধিমান শত্রুদের সঙ্গে  
মিত্র হয়ে আপন প্রভুর বিনাশের জন্য বিপরীত সব কাজ  
করে।  
তান ভর্তা মিত্রসংকাশানমিত্রান্ মন্ত্রনির্ণয়ে।  
বাক্যরূপে জনীয়াৎ সচিবানুপসংহিতান্ ১৮  
প্রভু তাঁর সেই মিত্রতুল্য অমিত্র মন্ত্রীদেরকে মন্ত্রণার  
সময় ব্যবহারের দ্বারা চিনে নেবেন। এইসব মন্ত্রিরা শত্রুর  
কেনে অর্থ গ্রহণ করে প্রভুর অনিষ্ট সাধন করে, তাই স্বামী  
এদের পরিহার করবেন।  
কৃত্যানি সহসানুপ্রখ্যবতঃ।

হিতমন্তে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিন বিজাঃ ১৯  
'চপল স্বভাবের রাজা কোনওরকম চিন্তা না করেই  
সবরকম কার্যে হস্তক্ষেপ করতে মান, তাঁর এই দুর্বলতার  
কথা জেনে শত্রুরা এই পথ দিয়েই রাজার সব কাজের  
মধ্যে প্রবেশ করে; যেমন ক্রৌঞ্চপক্ষীর মতো অন্যের  
কৃত জিন্দগতি পক্ষীকুল প্রবেশ করে।  
গো হি শত্রুমগজায় আঙ্গানঃ নাভিরক্ষতি।  
অনাগোতি হি সোহনর্গান হানাত্যে ব্যবরোপাতে ২০  
'যে রাজা শত্রুরে অবহেলা করে আশ্রয়কার ব্যবস্থা  
করেন না, তিনি অচিরেই অনর্থক সম্মুখীন হন এবং  
আপন স্থান থেকে (সিংহাসন থেকে) চ্যুত হন।  
যদুক্তমিহ তে পূর্বঃ প্রিয়য়া মেহনুজেন চ।  
তদেব নো হিতং নাক্যং গণেচ্ছসি তথা কুরু ২১  
'আপনার প্রিয়া মন্দোদরী এবং আমার অনুজ  
বিভীষণ আপনাকে পূর্বেই যা বলেছিল, তাই ছিল আমাদের  
পক্ষে কল্যাণকর। এখন আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।'  
তৎ তু ব্রহ্মা দশগ্রীবঃ কুন্তকর্ণস্য আযিতম্।  
জ্রুকুটিং চৈব সংচক্রে জ্রুকশ্চেনমভাবত ২২  
কুন্তকর্ণের এই কথা শুনে দশানন রাবণের জয়গল  
কুটিল হয়ে উঠল এবং তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি  
বললেন—  
মান্যো গুরুরিবাচার্যঃ কিং মাং হুমনুশাসসে।  
কিমেষং বাকশ্রমং কুত্বা যদ যুক্তং তদ বিধীয়তাম্ ২৩  
'মাননীয় গুরু এবং আচার্যের মতো তুমি আমাকে  
উপদেশ দিচ্ছ কেন? এইভাবে কথা বলে পরিশ্রম করার কী  
প্রয়োজন? এখন যা করা আবশ্যিক, তাই করো।  
বিভ্রমচ্ছিন্তমোহাদ্ বা বলবীর্ষপ্রয়োগে বা।  
নাভিপন্নমিদানীং যদ ব্যর্থী তস্য পুনঃ কথা ২৪  
'ভ্রমবশতঃ বা চিন্তের মোহবশতঃ কিংবা আপন  
বলবীর্ষের প্রভাবে আমি সেইসব কথা শুনিনি, যে  
আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, তা পুনরায় চর্চা করে কী হবে?  
অস্মিন্ কালে তু যদ যুক্তং তদিদানীং বিচিন্ত্যতাম্।  
গতং তু নানুশোচন্তি গতং তু গতমেব হি ২৫  
মমাপনয়জং দোষং বিক্রমেণ সমীকুরু।  
'যা গত হয়েছে, তাতে হয়েই গেছে, তার জন্য  
অনুশোচনা করে কী লাভ? এখন এইসময়ে যা করা  
যুক্তিযুক্ত সেই বিষয়ে বিচার করো। আপন পরাক্রমের দ্বারা  
আমার অপকর্মজনিত দুঃখকে শান্ত করো।  
যদি বদ্ধন্তি মে স্নেহো বিক্রমং বাধিগচ্ছসি ২৬

যদি কার্যঃ মমৈতত্তে যদি কার্যতমঃ মতম্।

‘আমার প্রতি যদি তোমার স্নেহ থাকে, বা নিজের মধ্যে তোমার যথেষ্ট পরাক্রম থাকে এবং আমার এই কার্যকে পরম কর্তব্য মনে করে হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকো, তাহলে যুদ্ধ করো।

স সুহৃদ যো বিপদার্থঃ দীনমজ্জাপদ্যতে। ২৭  
স বহুর্ঘোহপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে

‘সেই সুহৃদ, যে বিপদকে রক্ষা করার জন্য, দুঃখী জনের সাহায্যের জন্য নিজেকে উজ্জাদ করে দেয়। সেই বহু, যে বিপদগামী হয়ে সংকটাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করে।’

তমধিবঃ ভ্রুবাণঃ স বচনঃ ধীরদাক্ষণম্। ২৮  
রুদ্রোহয়মিতি বিজ্ঞায় শনৈঃ শঙ্কমুবাচ হ।

রাবণকে এইরূপ ধীরে ধীরে দাক্ষণ সব বাক্য বলতে দেখে কুন্তকর্ণ অনুধাবন করল যে, তিনি রুষ্ট হয়েছেন, কলে সেও ধীরে ধীরে মধুরবাক্য বলতে লাগল।

অতীব হি সমালক্ষ্য ভ্রাতরং ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ম্। ২৯  
কুন্তকর্ণঃ শনৈর্ধাক্যং বভাষে পরিসাঙ্কয়ন

কুন্তকর্ণ দেখল তার অগ্রজের ইন্দ্রিয়সকল অতিশয় ক্ষুব্ধ। অতএব সে তাঁকে সাবধানে দিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগল।

শূণু রাজমবহিতো মম বাক্যমরিন্দম্। ৩০  
অলং রাক্ষসরাজেন্দ্র সন্তাপমুপপদ্য তে।

রোষঃ চ সম্পরিভাজ্য স্বহো ভবিতুমর্হসি। ৩১

‘হে শত্রুদমনকারী মহারাজ ! অবহিত হয়ে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। রাক্ষসরাজ ! সন্তাপ করে কী হবে ? আপনি রোষ ত্যাগ করে স্নহ হোন।

নৈতন্মনসি কর্তব্যং ময়ি জীবতি পার্থিব।

তমহং নাশয়িষ্যামি যৎ কৃতে পরিতপ্যতে। ৩২

‘মহারাজ ! আমার জীবদ্দশায় আপনি এইরূপ চিন্তা কখনো করবেন না, আপনার সন্তাপের যা কারণ, আমি তাকে অবশ্যই ধ্বংস করব।

অবশ্যঃ তু হিতং বাচ্যং সর্বাবহুং ময়া তব  
বহুভাবাদভিহিতং ভ্রাতৃস্নেহাচ্চ পার্থিব। ৩৩

‘হে পৃথ্বীনাথ ! সব অবস্থাতেই আমি আপনার পক্ষে যা হিতকর, সেইরূপ বলব। অতএব ভ্রাতৃস্নেহের কারণে

আমি বহুভাবাপন্ন হয়ে এইরূপ বলেছি।

সদৃশঃ যচ্চ কালেহস্মিন্ কর্তব্যং স্নেহেন বহুশা।

শত্রুপাং কদনং পশ্য ত্রিমাশং ময়া স্নেহঃ ৩৪  
‘এই সময়ে বহু কর্তব্য স্নেহবশতঃ যা করণীয় তাই আমি করব। আপনি দেখুন যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কিভাবে আপনার শত্রুদের সংহার করি।

অদা পশ্য মহাবাহো ময়া সমরমুখি।

হতে নামে সহ ভ্রাতা দ্রবতীঃ হরিনাথিনীম্ ৩৫

‘মহাবাহো ! আজ আপনি দেখুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি কি করে ভাই সহ রামকে হত্যা করি এবং বানরবাহিনী কিভাবে পরাজয় করে।

অদা রামস্য তদ্ দৃষ্টা ময়াহুহনীতঃ রণাঙ্কুরঃ

সুখী ভব মহাবাহো সীতা ভবতু দুঃখিতা ৩৬

‘মহাবাহো ! আজ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি রামের মৃত্যু ছিন্ন করে আনব, যা দেখে আপনি আনন্দিত হবেন আর সীতা হবে দুঃখিতা।

অদ্য রামস্য পশাঙ্ক নিধনং সুমহৎ প্রিয়ম্।

লঙ্কায়াং রাক্ষসাঃ সর্বে যে তে নিহতবান্ধবাঃ ৩৭

‘লঙ্কায় যে সব রাক্ষসের বান্ধবেরা নিহত হয়েছে, তারাও আজ রামের মৃত্যু দেখবে, যা তাদের কাছে হবে অত্যন্ত প্রীতিদায়ক।

অদ্য শোকপরীতানাং স্ববন্ধুবধশোচিনাম্

শত্রোযুধি বিনাশেন করোমপ্রপ্রমার্জনম্ ৩৮

‘আপনজন বিনাশের কারণে যারা এখন শোকহীন,

আজ যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করে তাদের চোখের জল মুছে দেব।

অদ্য পর্বতসংকাশঃ সসূর্যমিব তেজসম্।

বিকীর্ণং পশ্য সমরে সুগ্রীবং পুনঃগেহম্ ৩৯

‘আজ পর্বততুল্য বিশালাকায় বানররাজ সুগ্রীব যুদ্ধক্ষেত্রে সূর্যসহ মেঘবর্ণ তুল্য (কুন্তকর্ণের মেঘের উপর সূর্যকিরণের রক্তিম আভা) রক্তাঞ্জলি দেহে পতিত হয়ে দেখবে।<sup>(১)</sup>

কথং চ রাক্ষসৈরেতির্ময়া চ পরিসংকীর্ণঃ

জিঘাংসুর্ভির্দাশরথিঃ ব্যথসে হুং সদানবঃ ৪০

‘হে নিম্পাপ রাক্ষসরাজ ! আমি আপনাকে

বলে আশঙ্কিত করতে চাইছি যে, আমি এবং এই রাক্ষস

(১) পর্বততুল্য সুগ্রীবের শরীর মেঘের মতো ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রে কুন্তকর্ণের ভয়ানক প্রহারে তা এমনই রক্তাঞ্জলি হতে পারে, যেন মসী নিশ্চিত কুন্তকর্ণের মেঘের শরীরে সূর্যকিরণের রক্তিম আভা শোভিত হচ্ছে।



দশবর্ষনন্দন রামকে হত্যা করতে ইচ্ছুক।

আমি নিহতা কিল স্বাং হি নিহনিষ্যতি রাঘবঃ।

নাহমাস্মি সত্তাপং গচ্ছেম্যং রাক্ষসামপি। ৪১

‘আমাকে হত্যা করার পরেই রামচন্দ্র আপনাকে

হত্যা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু হে রক্ষোরাজ! আমি

নিজের জন্য কোনো রকম সত্তাপ করছি না।

কামং ত্বিদানীমপি মাং ব্যাদিশ স্বং পরস্তপ।

ন পরঃ প্রেক্ষণীয়স্তে যুদ্ধায়াতুলবিক্রম। ৪২

‘হে পরস্তপ! এখন আপনি আমাকে যুদ্ধের জন্য

আদেশ প্রদান করুন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম অতুলনীয়।

যুদ্ধে আপনি আমাকে ছাড়া আর কারও প্রতি নির্ভরশীল

হবেন না।

অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রুংস্তব মহাবলান্।

যদি শত্রো যদি যমো যদি পাবকমারস্তৌ। ৪৩

তনহং যোষয়িষ্যামি কুবেরবরুণাবপি।

‘আপনার মহাবলশালী শত্রুরা যদি ইন্দ্র, যম, অগ্নি,

বায়ু, কুবের অথবা বরুণও হয়, তথাপি আমি তাদেরকেও

বিনশ করব।

গিরিমাশ্রয়ীরস্য শিতশূলধরস্য মে। ৪৪

মর্গতীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীষাদ্ বৈ পুরন্দরঃ।

‘আমার শরীর পর্বততুল্য সুবিশাল, আমার হাতে

আছে সুতীক্ষ্ণ শূল, আমার তীক্ষ্ণ দন্ত বিকশিত করে তরানক

গর্জন করলে দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হন।

অথ বা ত্যক্তশস্ত্রস্য মৃদনতন্তরস্য রিপূন্। ৪৫

ন মে প্রতিমুখঃ কশিৎ হ্রাতুং শস্ত্রো জিজীবিষুঃ।

‘অথবা আমি যখন শস্ত্র ত্যাগ কবে যুদ্ধক্ষেত্রে

শত্রুদের প্রতি ধাবিত হই, জীবন ধারণে আগ্রহী কোনো

পুরুষ আমার সম্মুখস্থ হয় না।

নৈব শস্ত্রা ন গদয়া নাসিনা নিশিতৈঃ শরৈঃ। ৪৬

শস্ত্রাভ্যায়েব সংরভ্য হনিষ্যামি সবজ্জিপম্।

‘শক্তি, গদা, তলোয়ার অথবা সুতীক্ষ্ণ বাণ—এসব

কিছুই আমি নেব না। বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন সরোষে শত্রুদের

বিনাশ করেন, আমিও তদনুরূপ রোষপূর্ণভাবে দুই হাত

দিয়ে শত্রু নিধন করব।

যদি মে মুষ্টিবেগং স রাঘবোহদ্য সহিষ্যতি। ৪৭

ততঃ পাসান্তি বাণৌঘা রুধিরং রাঘবস্য মে।

‘যদি রামচন্দ্র আমার মুষ্টিঘাত সহ্য করতে সক্ষমও

হয়, তাহলে আমার বাণসমূহ অবশ্যই তার রক্তপান

করবে।

চিন্তয়া তপ্যসে রাজন্ কিমর্থং যস্মি তিষ্ঠতি। ৪৮

সৌহৃদং শত্রুবিনাশায় তব নির্ণাতুমুদ্যতঃ।

‘হে রাজন্! আমি থাকতে আপনি কেন চিন্তায়

তাগিত হয়েছেন? আপনার শত্রুবিনাশের জন্য আমি এখনই

রণভূমিতে যেতে উদ্যত হয়েছি।

মুখ্য রামাদ্ ভয়ং ঘোরং নিহনিষ্যামি সংযুগে। ৪৯

রাঘবং লক্ষ্মণং চৈব সুগ্রীণং চ মহাবলম্।

‘রামের কাছ থেকে আপনি যে দারুণ ভয়

পেয়েছেন, তা আপনি ত্যাগ করুন। আমি যুদ্ধে রাম,

লক্ষ্মণ এবং মহাবলশালী সুগ্রীবকে হত্যা করব।

হনুমন্তং চ রক্ষোয়ং যেন লক্ষ্য প্রদীপিতা। ৫০

হরীংশ্চ ভক্ষয়িষ্যামি সংযুগে সমুপস্থিতে।

অসাধারণমিচ্ছামি তব দাতুং মহদ্ যশঃ। ৫১

‘রাক্ষসঘাতক এবং লক্ষ্যদ্রব্যকারী হনুমানকে আমি

ধ্বংস করব। যুদ্ধে উপস্থিত অন্যান্য বানরদেরও আমি

ভক্ষণ করব অসাধারণ এবং মহান যশ আমি আপনাকে

দিতে চাই।

যদি চেত্সাদ্ ভয়ং রাজন্ যদি চাপি স্বয়ংভূবঃ।

ততোহহং নাশয়িষ্যামি নৈশং তম ইবাংস্তমান্। ৫২

‘হে রাজন্! যদি আপনি ইন্দ্র অথবা ব্রহ্মার ভয়েও

ভীত হন, তাহলেও আমি তাদের বিনাশ করব, যেমন সূর্য

রাত্রির অন্ধকারকে ধ্বংস করে।

অপি দেবাঃ শয়িষ্যন্তে যস্মি ক্রুদ্ধে মহীতলে।

যমং চ শময়িষ্যামি ভক্ষয়িষ্যামি পাবকম্। ৫৩

‘আমি ক্রুদ্ধ হলে দেবতারাও ধরাশায়ী হয়ে যান।

(মানুষ আর বানরদের কথা অধিক কি?) যুতীর অধিপতি

যমকে আমি শাস্ত করব, সর্বগ্রাসী অগ্নিকেও ভক্ষণ

করব।

আদিত্যং পাতয়িষ্যামি সনকত্রং মহীতলে।

শতক্রতুং বধিষ্যামি পাসামি বরুণালয়ম্। ৫৪

‘নক্ষত্রসহ সূর্যকেও আমি ধরাতলে পতিত

করব, ইন্দ্রকে বধ করব এবং সমুদ্রকেও পান করব।’

পর্বতাংশূর্ণয়িষ্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্।

দীর্ঘকালং প্রসুপস্য কুন্তকর্ণস্য বিক্রমম্। ৫৫

অদ্য পশ্যন্তু কৃতানি ভক্ষ্যামাপানি সর্বশঃ।

‘আজ পশ্যন্তু কৃতানি ভক্ষ্যামাপানি সর্বশঃ।



ন ত্বিমে ত্বিমে সর্বমাহারো মম পূর্বভে ॥ ৫৬  
‘আমি পর্বতসমূহ বিচূর্ণ করব, পৃথিবী বিনীর্ণ  
করবো। দীর্ঘকাল যুমন্ত কুম্ভকর্ণের বিক্রম আজ সকলে  
দেখুক। ভয়ানক সকল পশুই আমি ভোজন করি। আজ যদি  
সমগ্র ত্রিলোকও আমি আহা করি তথাপি আমার উদরপূর্তি  
হবে না।

বধেন তে দাশরথ্যে সুখাবহঃ  
সুখং সমাহর্তুমহঃ ব্রজামি।

নিহতা রামঃ সহ লক্ষ্মণেন  
খাদামি সর্বান হরিয়ুথমুখ্যান্ ॥ ৫৭  
‘দশরথনন্দন রামকে হত্যা করে আমি আপনাকে

উত্তরোত্তর সুখ প্রাপ্ত করতে এবং সুখ ও সৌভাগ্য দান  
করতে যাচ্ছি। লক্ষ্মণসহ রামকে হত্যা করে আমি সকল  
বানর দলপতিদের ভোজন করব।

রমত রাজন্ পিব চাদ্য বানরীঃ  
কুরুষ কৃত্যানি বিনীয় দুঃখম্।  
ময়াপ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ঃ

চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ ৫৮  
‘রাজন্ ! আপনি সানন্দে রমণ করুন, বন্যপাল  
করুন, দুঃখ ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করুন। আজ আমি  
কর্তৃক রাম যমালয়ে গমন করলে, চিরকালের জন্য সীতা  
আপনার বশীভূত হবে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিযষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিযষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

### চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৪)

কুম্ভকর্ণের প্রতি আক্ষেপ করে মহোদর নামক রাক্ষস দ্বারা রাবণের বিনা যুদ্ধেই অতীষ্ট লাভের উপায় কখন

তদুত্তমতিকায়স্য বলিনো বাহুশালিনঃ।  
কুম্ভকর্ণস্য বচনং শ্রদ্ধোবাচ মহোদরঃ ॥ ১  
বিশালদেহী, বলশালী এবং দীর্ঘবাহু বিশিষ্ট  
কুম্ভকর্ণের এইরূপ কথা শুনে মহোদর নামক রাক্ষস  
বলল —

কুম্ভকর্ণ কুলে জাতো ধৃষ্টঃ প্রাকৃতদর্শনঃ।  
অবলিপ্তো ন শক্নোমি কৃত্যং সর্বত্র বেদিতুম্ ॥ ২

‘কুম্ভকর্ণ ! তুমি উচ্চবংশজাত, কিন্তু তোমার দৃষ্টি  
নিম্নশ্রেণীর, তুমি প্রগলভ এবং দান্তিক, অবস্থা অনুসারে  
তোমার কী কর্তব্য তা তুমি জানো না।

নহি রাজা ন জানীতে কুম্ভকর্ণ নয়ানরৌ।  
ত্বং তু কৈশোরকাদ্ ধৃষ্টঃ কেবলং বভুমিচ্ছসি ॥ ৩

‘ওহে কুম্ভকর্ণ ! আমাদের মহারাজ ন্যায়-অন্যায়  
বিষয়ে জানেন না এমন নয়। তুমি কেবল বালকসুলভ  
চপলতায় ধৃষ্টতাপূর্বক এইরূপ বলছ।

হানং বুদ্ধিং চ হানিং চ দেশকালবিধানবিৎ।  
আয়নশ্চ পরেবাং চ বুধাতে রাক্ষসর্ষভঃ ॥ ৪

‘রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ দেশ-কাল-বিধান সম্পর্কে  
অবহিত আছেন। তিনি নিজের এবং শত্রুপক্ষের হান,  
বুদ্ধি এবং ক্ষয় সম্পর্কেও ভালোভাবে জানেন।

যৎ ভ্রূশক্যং বলবতা বভুং প্রাকৃতবুদ্ধিনা  
অনুপাসিতবৃদ্ধেন কঃ কুর্যাদ্ তাদৃশং বুধঃ ॥ ৫

‘বৃদ্ধদের অর্থাৎ গুরুজনদের উপাসনা অর্থাৎ সেবা  
করেনি যাঁরা, যাদের বুদ্ধি নিম্নশ্রেণীর — এইরূপ বলবান  
পুরুষেরাও যে কাজ করতে সক্ষম নয় — অনুচিত জেনে  
বুদ্ধিমান লোকেরা তা কী করে করতে সক্ষম হবে।

যাংস্ত ধর্মার্থকামাংস্ত্বং ব্রবীষি পৃথগপ্রিয়ান্।  
অববোধুং স্বভাবেন নহি লক্ষ্মণমপি তন্ ॥ ৬

‘যে ধর্ম, অর্থ, কামের আশ্রয় তুমি পৃথক পৃথক  
উল্লেখ করেছো, তা যথাযথভাবে বোঝার ক্ষমতা

সুভাবশ্যই তোমার মধ্যে নেই।

কর্ম চেষ্টা করবে সর্বোৎসাহে কার্যপাণ্যে প্রয়োজনম্।

শ্রেয়ঃ পাপীয়সাং চাত্র ফলং ভবতি কর্মণাম্॥ ৭

‘একমাত্র কর্মই হলো সকল কার্যের প্রয়োজক।

পাপীদেরও কর্মফল পরিণামে শ্রেয়ঃ সাধন করে।

নিঃশ্রেয়সফল্যাবেব ধর্মার্থাবিত্তরাবপি

অর্থানর্থয়োঃ প্রাপ্তং ফলং চ প্রভাব্যিকম্॥ ৮

‘ধর্ম এবং অর্থ সাধনের মাধ্যমে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ

কোমল লাভ হয় অধর্ম এবং অনর্থের কারণে প্রভাব্য

জনিত ফলভোগ করতে হয় (ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ

স্বর্গের জন্য কর্মই করতে হবে। ধর্ম অর্থাৎ জপ, ধ্যান

প্রভৃতি অর্থ অর্থাৎ ধনসাধ্য যজ্ঞ, দান, দক্ষিণা প্রভৃতি কাম

অর্থাৎ স্বর্গলাভাদি। কর্মের জন্যই শুভ এবং অশুভ

ফলভোগ হয়, কর্মকারী সেই ফল পেতে হয়। কিন্তু কর্ম

করতে হয় নিষ্কামভাবে। এমনকী স্বর্গলাভাদি কামনাও

পাইন্যপূর্বক কর্মানুষ্ঠানই শ্রেয়। নিষ্কামভাবে ধ্যান জপ

প্রভৃতির দ্বারা ধর্মসাধন এবং ধনসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান, দান,

দক্ষিণার মাধ্যমে অর্থসাধনের ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরিণাম

স্বর্গ ফললাভ হয় মোক্ষ। পূর্বোক্ত জপাদিকপ নিত্য কর্ম

অনুষ্ঠান না করলে অর্থাৎ নিত্য ক্রিয়া তথা নিত্য ধর্মের

লোপ হলে অধর্ম এবং অনর্থ হয়। তার শাপজনিত

ফলভোগ করতে হয়, কিন্তু কাম্য কর্মানুষ্ঠান না করলে

কোনো প্রভাব্য হয় না। ধর্ম ও অর্থ এবং কামের মধ্যে

এইটিই হলো একটি বিশেষ পার্থক্য।)

ঐহলৌকিকপারক্যং কর্ম পুংভিনিষেবাতে।

কর্মণাপি তু কল্যাণি লভতে কামমাহিতঃ॥ ৯

‘ইহলোকে এবং পরলোকে জীবকে তার কর্মের

দ্বারা অর্জিত ফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু কাম্যকর্মের ফল

মনোবাসনাপূর্ণতা জনিত সুখাদি জীব ইহলোকেও প্রাপ্ত

হয়ে যায়, ধর্মাদি অনুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তির মতো তা কালান্তর

অর্থাৎ লোকান্তরের অপেক্ষা রাখে না (এভাবে কাম, ধর্ম

এবং অর্থ থেকে অনুপম প্রমাণিত হয়।)

তত্র ক্রণ্ডমিদং রাজ্ঞা হৃদি কার্যং মতং চ নঃ।

পত্রো হি সাহসং যৎ তৎ কিমিবাভ্রাপনীয়তে॥ ১০

‘তৈ রাজন্! কামকণী পুরুষার্থ সাধন রাজার পক্ষে

অকর্তব্য নয়। শত্রু প্রতি সাহসিক কর্ম পালন করায় তা

দোষণীয় হয় নি। (এখানে মহোদর রাবণের সীতাহরণাদি

কর্মকে সমর্থন করেছে। এটি আদর্শ মত নয়। রাজ্যের ধর্ম,

অর্থ এবং কামের মধ্যে ধর্মই প্রধান; কামের ধর্ম সাধনের

মাধ্যমেই জগৎতর কল্যাণ সাধিত হয়।)

একসৈবাক্ষিণ্যানে তু তেতুর্গাঃ প্রাকৃতকৃষ্যা।

তজাপানুগপাং তে বক্ষ্যামি নদসাদু চ। ১১

‘যুদ্ধ অভিযানে তুমি যে একটি সৈন্য চাইছ এবং সে

বিষয়ে যে ছেতু তুমি উল্লেখ করছ, তা অনুচিত এবং

অসঙ্গত; এই বিষয়ে আমি তোমাকে জানাচ্ছি, তুমি মন

দিয়ে শোনো—

শেন পূর্বং জনহানে বহনোচক্রিলা হত্যাঃ।

রাক্ষসা রাজনং তং স্বঃ কথমেকো জয়িন্যসি॥ ১২

‘যিনি পূর্বেই জনহানে বহুসংখ্যক বংশালী

রাক্ষসকে হত্যা করেছেন সেই রঘুবংশী বীর শ্রীরামকে

তুমি একা কী করে পরাস্ত করবে?

যে পূর্বং নির্জিতান্তেন জনহানে মহৌজসঃ।

রাক্ষসাংস্তান্ পুরে সর্বান্ ভীতানদ্য ন পশ্যসি॥ ১৩

‘জনহানে পূর্বেই যে মহাবংশালী রাক্ষসেরা

রামচন্দ্রের দ্বারা পরাস্ত হয়েছিল, বর্তমানে লঙ্কাপুরীতে

অবস্থিত তাদের ভয় আজও দূরীভূত হয়নি। তুমি কি তা

দেখতে পাচ্ছ না।

তং সিংহমিব সংক্রুৎ রামং দশরথাস্বজম্।

সর্পং সুপ্তমহো বুদ্ধা প্রবেশয়িতুমিচ্ছসি॥ ১৪

‘দশরথ নন্দন শ্রীরাম সিংহের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।

তুমি কি জেনে বুঝে নিদ্রিত সর্পের নিদ্রাভঙ্গ করতে

চাইছ?

জ্ঞানশূন্যং তেজসা নিত্যং জ্ঞেয়েন চ দুরাসদম্।

কন্তং মৃত্যুমিবাসহ্যমাসাদয়িতুমহতি॥ ১৫

‘শ্রীরামচন্দ্র আপন তেজে সর্বদাই দ্বেদীপ্যমান। ক্রুদ্ধ

হওয়ার কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্জয় এবং মৃত্যুর ন্যায়

অসহনীয় হয়ে ওঠেন। যুদ্ধে কে তাঁর মুখোমুখি হবে?

সংশয়হৃমিদং সর্বং শত্রোঃ প্রতিসমাসনে।

একস্য গমনং তাত নহি মে রোচতে ভৃশম্॥ ১৬

‘আমাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে সেই শত্রুর

মুখোমুখি করলে তাদের জীবন সংশয় উপস্থিত হয়।

অতএব হে তাত! তোমার এই একাকী যুদ্ধবাত্তা আমার

ভাল লাগছে না। এর পরিণাম অতি ভয়ানক হবে।

হীনার্থস্ত সমুদ্যতঃ কো রিপুং প্রাকৃতং যথা।



নিশ্চিতঃ জীবিতত্যাগে বশমানেন্দ্রমিচ্ছতি ॥ ১৭

‘হে শত্রু সহায় সম্পন্ন এবং প্রাণত্যাগে ভয়হীন তব শত্রুসংহার কার্যে নিশ্চিতরূপে উদ্যত তাকে সাধারণ মনে করে কোন অসহায় যোদ্ধা বশীভূত করার চেষ্টা করে?’  
যস্য নাস্তি মনুষ্যোহু সদৃশো রাক্ষসোত্তম।  
কথমাশংসে যোদ্ধাঃ তুলোনেগ্গেবিনবভোঃ ॥ ১৮

‘হে রাক্ষসোত্তম! মানুষের মধ্যে যার তুল্য বীর নেই। (অর্থাৎ এমন কেউ নেই যে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমবে অবতীর্ণ হতে পারে।) ইন্দ্র এবং সূর্যতুলা সেই তেজস্বী বীরের সঙ্গে তুমি কেমন করে যুদ্ধ করতে চাইছো?’

এবমুত্ত্বা তু সংরক্তঃ কুন্তকর্ণ মহোদরঃ।  
উবাচ রাক্ষসঃ মথো রাবণঃ লোকরাবণম্ ॥ ১৯  
মহোদর সম্বোধে কুন্তকর্ণকে এইরূপ বলে সমস্ত রাক্ষসদের মধ্যে অবস্থিত লোক গীড়নকারী রাবণকে সে বলল—

লজ্জা পুরস্তাদ্ বৈদেহীঃ কিমর্থং ত্বং বিলম্বসে।  
যদীচ্ছসি তদা সীতা বশগা তে ভবিষ্যতি ॥ ২০

‘মহারাজ! বৈদেহী সীতাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও আপনি কেন বিলম্ব করছেন? (অর্থাৎ জনক তনয়াকে তো আপনি করায়ত্ত করেইছেন, তবে তাকে ভোগ করতে কেন কালক্ষয় করছেন?) আপনি ইচ্ছা করলেই তো সীতা আপনার বশীভূত হবেন।

দৃষ্টঃ কশ্চিদুপায়ো মে সীতোপস্থানকারকঃ।  
রুচিঃশেৎ স্বয়া বুদ্ধা রাক্ষসেভ্য ততঃ শৃণু ॥ ২১

‘আপনার সেবার সীতাকে নিযুক্ত করার জন্য আমি একটি উপায় বের করেছি। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! আপনি শুনুন, আপনার বিচাৰ বুদ্ধি অনুসার যদি তা রুচিকর মনে হয়, তাহলে তাই করুন।

অহং বিজিহ্বঃ সংহ্রাদী কুন্তকর্ণো বিতর্দনঃ।  
পঞ্চ রামবধায়ৈতে নির্বাণীতাবধোষণ ॥ ২২

আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি (মহোদর), দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুন্তকর্ণ এবং বিতর্দন এই পাঁচজন রাক্ষস রামকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেছি।

ততো গজা বয়ঃ যুদ্ধাঃ দাস্যামস্তস্যা যত্নতঃ।  
জেষ্যামো যদি তে শত্রুন্ নোপায়ৈঃ কার্যমস্তি নঃ ॥ ২৩

‘যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে সযত্নে যুদ্ধ

করবো। যদি আমরা শত্রুদেরকে জয় করতে সক্ষম হই তাহলে আমাদের দ্বিতীয় কোনো উপায়ের প্রয়োজন হই না। (অর্থাৎ সীতাকে বশীভূত করার জন্য অন্য কিছু করার প্রয়োজন হবে না, সীতা নিজে থেকেই আপনার বশীভূত হবেন।)

অথ জীবতি নঃ শত্রুর্নয়ঃ চ কৃতসংযুগাঃ।

ততঃ সমতিপৎস্যামো মনসা যৎ সমীক্ষিতম্ ॥ ২৪  
‘যদি আমাদের শত্রু অজৈয় হওয়ার কারণেই জীবিত থাকে, (অর্থাৎ আমরা যুদ্ধে সফল হতে না পারি) তবুও আমি মনে মনে যা চিন্তা করেছি, আমরা সেটাই সম্পন্ন করবো।

বয়ঃ যুদ্ধাদিহৈষ্যামো রুধিরেণ সমুক্তিঃ।

বিদার্য স্বতনুং বাণৈ রামনামাক্তিভৈঃ শরৈঃ ॥ ২৫

ভক্ষিতো রাঘবোহস্মাভির্ঘন্থশ্চৈতি বদন্তিঃ।

ততঃ পার্দৌ গ্রহীষ্যামস্তং নঃ কামঃ প্রপূরয়ঃ ॥ ২৬

‘‘‘রাম নামাক্তি শর দ্বারা আমরা আমাদের নিজস্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে একত্র ফিরে এসে বলবো আমরা লক্ষ্মণসহ রামকে ঘেরে ফেলেছি। তখন আমরা আপনার চরণ ধরে বলবো, আপনি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন।’

ততোহবধোষণ পুরে গজম্বন্ধেন পার্শ্ব হতো রামঃ সহ ভাত্রা সসৈন্য ইতি সর্বতঃ ॥ ২৭

‘হে পৃথিবীপতি! আপনি হস্তীপৃষ্ঠে যে কোরে একজনকে চাপিয়ে নগরে সর্বত্র ঘোষণা করবেন যে, যুদ্ধে তাইসহ রামচন্দ্র সসৈন্যে নিহত হয়েছে।

প্রীতো নাম ততো ভূজা ভূত্যানাং ত্বমরিশম।

ভোগাংশ্চ পরিবারাংশ্চ কামান্ কসু চ দাপয়ঃ ॥ ২৮

ততো মালায়ানি বাসাংসি বীরাণামনুলেপনম্।

পেয়ঃ চ বহু যোধেভ্যঃ স্বয়ং চ মুদিতঃ পিবঃ ॥ ২৯

‘হে শত্রুদমনকারী! অতঃপর আপনি প্রসন্ন হৃদয়ে আপনার সেবকদের ভোগ্যদ্রব্য, কাম্যবস্তু, দাসদাসী, ধনরত্নসমূহ দান করবেন। বীরগণের বস্ত্রসমূহ, মালাদি অলংকার অনুলেপন অর্পণ করবেন অন্যান্য যোদ্ধাদেরও বহুবিধ উপহার দান করে নিজে সানন্দে মদ্যপান করবেন।

ততোহস্মিন্ বহুলীভূতে কৌলীনে সর্বতো গতে।

ভক্ষিতঃ সসুহৃদ্ রামো রাক্ষসৈরিতি বিব্রতো ॥ ৩০



চাপি হুঃ সীতাং রহসি সাঙ্ঘয়ন।

কামৈশ্চ রতৈশ্চৈনাং প্রলোভয়। ৩১

‘সম্বৎসর যখন এই লোকবাদ বহুলভারে সর্বত্র

প্রচারিত হবে যে যুদ্ধে রাক্ষসেরা রামচন্দ্রকে সুহৃদসহ

কিন করছে; এমনকী কথাটি সীতারও কর্ণগোচর হবে

যখন আপনি তার কাছে গিয়ে তাকে সাঙ্ঘনা দেবেন এবং

কোনো কাম্যবস্ত্রসমূহ, রত্নরাজি দ্বারা প্রলোভিত

করবেন।

রাজন তুমঃ শোকানুবন্ধয়া।

কল্যাণং সীতা নষ্টনাথা গমিষ্যতি। ৩২

‘হে রাজন! এই প্রবন্ধনার দ্বারা সীতা নিজেকে

কল্যাণে শোকর্তা হয়ে আপনার প্রতি অনিচ্ছুক হলেও

রামেরই বশীভূতা হবে।

সীতায় হি ভর্তারং বিনষ্টমধিগম্য সা।

কল্যাণং সীলমুদ্রাচ্চ ত্বদ্বশং প্রতিপৎস্যাতে। ৩৩

‘নিজের রমণীয় পতিকে মৃত জেনে নৈরাশ্যবশতঃ

এই সীলমুদ্রা চপলতার কারণে সে আপনার বশীভূত

হবে

স পূর সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সুখের পূর্ণ সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা।

সখীনঃ সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি। ৩৪

‘সীতা পূর্বে সুখেই জালিত-পালিত হয়েছে।

সুখভোগের যোগ্য হয়েও সে এখন দুঃখক্লিষ্ট, ফলে

আপনার অধীনেই এখন তার সুখ—এই কথা বুঝে সে

সর্বতোভাবে আপনার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে।

এতৎ সুনীতং যম দর্শনেন

রামং হি দৃষ্টবৈব ভবেদনর্থঃ।

‘ইহেব তে সেহস্যাতি মোৎসুকো ভূ-

র্মহানযুদ্ধেন সুখস্য লাভঃ ॥ ৩৫

‘আমার দৃষ্টিতে এটিই সুন্দর নীতি। যুদ্ধে রামের

সাক্ষাৎ হলেই আপনার অনর্থ (মৃত্যু) ঘটতে পারে। আপনি

যুদ্ধযাত্রায় উৎসুক হবেন না। এইভাবেই আপনার মনোরথ

পূর্ণ হবে। বিনা যুদ্ধেই আপনার মহান সুখ লাভ হবে।

অনষ্টসৈন্যো হানবাস্তসংশয়ো

রিপুং ত্রযুদ্ধেন জয়ঞ্জনাধিপঃ।

যশস্চ পুণ্যং চ মহান্বহীপতে

শ্রিয়ং চ কীর্তিঃ চ চিরং সমশ্রুতে ॥ ৩৬

‘মহারাজ! যুদ্ধ না করবেই যে রাজা শত্রুকে জয়

করেন তাঁর সৈন্যহানিও ঘটে না, প্রাণসংশয়েরও আশঙ্কা

থাকে না। তিনিই মহান যশ, পুণ্য, রাজলক্ষ্মী এবং সুদীর্ঘ

কীর্তি লাভ করেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

## পঞ্চঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৫)

### কুন্তকর্ণের যুদ্ধযাত্রা

ন তথোক্ত্য নির্ভংসা কুন্তকর্ণো মহোদরম্।

তস্মৈ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং ভ্রাতরং রাবণং ততঃ ॥ ১

‘মহোদর এইরূপ বললে কুন্তকর্ণ তাকে তিরস্কার

করে এবং তার ভ্রাতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বলল—

সহঃ তব জয়ং যোরং বধাৎ তস্য দুরাক্ষনঃ।

প্রমার্জামি নির্বেরো হি সুখী ভব ॥ ২

‘আজ আমি দুরাক্ষা রামকে হত্যা করে আপনার এই

প্রাণ হরণ করবো আপনি শত্রুহীন হয়ে সুখী হবেন।’

গর্জন্তি ন বৃথা শূরা নির্জলা ইব ভোয়দাঃ।

পশ্য সম্পদ্যমানং তু গর্জিতং যুধি কর্মণা ॥ ৩

‘শূরবীরেরা বৃষ্টিহীন মেঘের ন্যায় কখনো বৃথা

গর্জন করে না। আপনি দেখবেন, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের

পরাক্রমেই আমি গর্জন করব।’

ন মর্ষয়ন্তি চান্নানঃ সত্তাবয়িতুমানা।

অদশ্যিত্বা শূরাস্ত কর্ম কুবন্তি দুষ্করম্ ॥ ৪

‘বীরপুরুষেরা

বাক্যের দ্বারা প্রকাশ না করেই তাঁরা দুষ্কর কর্মসমূহ সমাধান করেন।’

বিক্রবানঃ শব্দবীণাঃ রাজাঃ পশ্চিমামিনাম্।  
রোচতে হৃদযচো নিত্যং কথ্যমানঃ মহোদর॥ ৫

‘মহোদর! ভীক, বুদ্ধিহীন এবং মিথ্যাই পাণ্ডিত্যের  
অভিমান করেন যে রাজারা— তাঁদের কাছেই তোমার এই  
কথাগুলি ভালো লাগবে।’

যুদ্ধে কাশুরূষধর্মিতাঃ ভবন্তিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।  
রাজানমনুগচ্ছন্তিঃ সর্বঃ কৃত্যং বিনাশিতম্॥ ৬

‘যুদ্ধে তোমার মতো ভীকরা রাজার তোষামোদ করে  
তার কথায় গলা মিলিয়ে সকল কিছুই পণ্ড করে।

রাজশেষা কৃত্য লক্ষ্য ক্ষীণঃ কোশো বলং হতম্  
রাজানমিমমাসাদ্য সুহৃচ্চিহ্নমমিগ্রকম্॥ ৭

‘লক্ষ্য রাজশক্তি শেষ হতে চলেছে, রাজকোষ  
শূন্য, বহুসৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তোমরা এইরূপ  
রাজার সঙ্গে বন্ধুরূপে শত্রুতা করছ।

এষ নির্য়াম্যহং যুদ্ধমুদাতঃ শত্রুনির্জয়ে।  
দূর্নয়ঃ ভবতামদ্য সমীকর্তুং মহাহবে॥ ৮

‘এই দেখো, আমি শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য যুদ্ধে  
উদ্যত হয়ে তথা তোমাদের দূর্নয়ের (নীতিবিরুদ্ধ  
আচরণের) সমাধান করতে মহাসমরে যাত্রা করছি।’

এবমুক্তবতো বাক্যং কুন্তকর্ণস্য ধীমতঃ।  
প্রত্নবাচ ততো বাক্যং প্রহসন্ রাক্ষসাধিপঃ॥ ৯

ধীমান কুন্তকর্ণ এইরূপ বললে রাক্ষসরাজ রাবণ  
হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—

মহোদরোহয়ং রামাং তু পরিব্রজো ন সংশয়ঃ।

ন হি রোচয়তে তাত যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ॥ ১০

‘যুদ্ধবিশারদ তাত! এই মহোদর শ্রীরামের ভয়ে  
অত্যন্ত ভীত হয়েছে এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই,  
এইজন্যই যুদ্ধে তাঁর এত অনীহা।

কশ্চিৎসে ত্বংসমো নাস্তি সৌহৃদেন বলেন চ।

গচ্ছ শত্রুবধায় ত্বং কুন্তকর্ণ জয়ায় চ॥ ১১

‘হে কুন্তকর্ণ! সৌহার্দে এবং শক্তিতে তোমার তুল্য  
আমার আর কেউ নেই, অতএব শত্রুবধের জন্য এবং  
বিজয়লাভের জন্য তুমি যুদ্ধযাত্রা করো।

শয়ানঃ শত্রুনাশার্থঃ ভবান্ সম্বোধিতো ময়া।

কসং হি কালঃ সূমহান্ রাক্ষসনামনিদম্॥ ১২

‘রাক্ষসকুলের শত্রুদমনকারী! তুমি নিশ্চিত ছিলে,  
তোমার দ্বারা শত্রু সংহারের জন্যই আমি তোমাকে জ্ঞাত  
করেছি। যুদ্ধযাত্রার জন্য এখনই হলো সর্বোত্তম কাল।’

সংগচ্ছ শূলমাদায় পাশহস্ত ইবাহবঃ।  
বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ভ্রমরানিত্যভেজসৌ॥ ১৩

‘পাশহস্ত যমের মতো তুমিও শূল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা  
করো। সূর্যের ন্যায় তেজস্বী রাজকুমারদ্বয়কে  
বানরদেরকে তুমি ডঙ্কন করো।

সমালোক্য তু তে রূপং বিদ্রবিস্যন্তি বানরাঃ।  
রামলক্ষ্মণয়োচাপি হৃদয়ে প্রস্ফুটিষ্যতঃ॥ ১৪

‘তোমার রূপ (বিশাল এবং বিকট আকৃতি) দেখে  
বানরেরা ভয়ে পলায়ন করবে এবং রামলক্ষ্মণ উভয়ের  
হৃদয় বিদীর্ণ হবে।’

এবমুক্তা মহাতেজাঃ কুন্তকর্ণঃ মহাবলম্  
পুনর্জাতমিবাশ্বানং মেনে রাক্ষসপুলবঃ॥ ১৫

মহাবলশালী কুন্তকর্ণকে এইরূপ বলে মহাতেজস্বী  
রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ নিজের পুনর্জন্ম হয়েছে বলে মনে  
করলেন।

কুন্তকর্ণবলাভিজো জানঃস্তস্য পরাক্রমম্  
বভূব মুদিতো রাজা শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ॥ ১৬

রাক্ষসরাজ রাবণ কুন্তকর্ণের বল এবং পরাক্রম  
সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি তাকে এই  
কথা বলে নির্মল চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল আনন্দে ভরে  
উঠলেন।

ইত্যেবমুক্তঃ সংহৃষ্টো নির্জগাম মহাবলঃ।

রাজহস্ত বচনং শ্রুত্বা যোদ্ধুমুদ্যুস্তবাস্তদা॥ ১৭

রাবণ এইরূপ বললে মহাবলশালী কুন্তকর্ণের উচ্চ  
প্রসন্নতা লাভ করলো। রাজার কথা শুনে তখন যুদ্ধে উদ্যত  
হয়ে সে তখনই লক্ষ্যপূরী থেকে নির্গত হল।

আদদে নিশিতং শূলং বেগাচ্ছত্রনিবর্ধণঃ।

সর্বং কালায়সং দীপ্তং তপ্তকাশনভূষণম্॥ ১৮

শত্রুসংহারকারী সেই মহাবীর হাতে নিল অস্ত্র  
দ্রুতগামী ও সুতীক্ষ্ণ শূল, কৃষ্ণবর্ণের সেই অস্ত্র ছিল আগুয়  
লৌহনির্মিত। তার শরীর ছিল উজ্জ্বল সূর্যালঙ্কারে ভূষিত  
ইন্দ্রাশনিসমপ্রথাং বজ্রপ্রতিমগৌরবঃ॥ ১৯

দেবদানবগন্ধার্বয়ক্ষপাশপদসূদনম্

তার কাপ্তি ছিল ইন্দ্রের অশনিতুল্য বজ্রের মতো দৃঢ়



এবং গৌরবযুক্ত। এই অস্ত্রগুলি দেবতা, দানব, যক্ষ,  
বনর এবং সর্পদৈত্য সংহার করতে সক্ষম।

রক্তমালামহাদামঃ যতশোচদ্যতপাবকম্।  
আমার বিপুলঃ শূলঃ শত্রুশোণিতরঞ্জিতম্॥ ২০

কুন্তকর্ণো মহাতেজা রাবণঃ বাক্যমব্রবীৎ।  
বিধিমায়াহমেকাকী তিষ্ঠত্বিহ বলং মম॥ ২১

রক্তবর্ণের সুবিশাল পুষ্পমালা সূসজ্জিত শত্রুর  
হস্তে রঞ্জিত সেই ভয়ানক শূল দেখে মনে হচ্ছিল যেন অগ্নি

প্রজ্বলিত হতে পারবে। (আপনা থেকেই ঠিকরে বের  
হচ্ছে)। মহাতেজস্বী কুন্তকর্ণ সেই ভয়ানক শূল হাতে নিয়ে

বলবে এইরূপ বলল— ‘আমার সকল সৈন্য এইখানেই  
যুদ্ধ করুন। আমি একাকী যুদ্ধযাত্রা করছি।

জ্ঞান জন্ম কুণ্ঠিতঃ ক্রোধো ভঙ্কয়িষ্যামি বানরান্।  
কুন্তকর্ণঃ শত্রুদ্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২২

‘জ্ঞান আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত এবং ক্রুদ্ধ। সেইজন্য  
সব বানরদেরকে আমি ভঙ্কন করব।’ কুন্তকর্ণের এই কথা

শ্রবণে রাবণ তাকে এইরূপ বললেন—  
সৈন্যঃ পরিবৃত্তো গচ্ছ শূলমুদারপাণিভিঃ।

বানরা হি মহাত্মনঃ শূরাঃ সুবাবসায়িনঃ॥ ২৩

এককিনঃ প্রমত্তঃ বা নয়েয়ুর্দশনৈঃ ক্ষয়ম্।  
তস্যাঃ পরমদুর্ধৰ্যঃ সৈন্যঃ পরিবৃত্তো ব্রজ।

রক্ষসামহিতঃ সর্বং শত্রুপক্ষং নিষূদয়॥ ২৪

‘কুন্তকর্ণ! শূল, মুদার প্রভৃতি অস্ত্রধারী সৈন্যদের  
দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করো। মহাত্মা বানরেরা যুদ্ধে

মহাবীর এবং সুনিপুণ। তোমাকে একাকী অথবা অসতর্ক  
অবস্থায় দেখলে দংশন করে ক্ষতিবিস্তৃত করবে। অতএব

অত্যন্ত দুর্ধর্য রাক্ষসসৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে  
শুদ্ধিতভাবে যাত্রা করো। রাক্ষসদের অকল্যাণকারী সকল

শত্রুলকে তুমি সংহার করো।’  
অখাসনাঃ সমুৎপত্তা শ্রজঃ মণিকৃতাঙ্করাঃ।

অবব্রজ মহাতেজাঃ কুন্তকর্ণস্য রাবণঃ॥ ২৫

এই বলে মহাতেজস্বী রাবণ আপন সিংহাসন থেকে  
উত্থিত হয়ে কুন্তকর্ণকে মণিমণ্ডিত স্বর্ণমালা দ্বারা সুসজ্জিত

করালেন।  
ভরনাদুল্লীবেষ্টান্ বরাণ্যাভরণানি চ।

হারঃ চ শশিসংকাশমাবব্রজ মহাত্মনঃ॥ ২৬

বান্দুবদ্ধ, আংটি সহ চন্দ্রতুলা উজ্জ্বল সমস্ত  
স্বর্ণমালা দ্বারা মণিমণ্ডিত স্বর্ণমালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হলো।

স্বর্ণমালা দ্বারা মণিমণ্ডিত স্বর্ণমালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হলো।  
মিথ্যাদি চ স্বর্ণকীর্ণি মালালমামি রাবণঃ।

গাত্রোচ্চ সজ্জামাস প্রোত্তরোচ্চাসা কুণ্ডলে॥ ২৭

শুণ্ড তটি নয় মানব তান সারা শরীর দিয়া এবং  
সুগন্ধী মালা দ্বারা সুসজ্জিত কল্যাণেন, দুই কানে পরিয়ে

দিলেন কুণ্ডল।  
কাঞ্চনাজনকেয়ূরনিষ্কাজনগভূষিতঃ।

কুন্তকর্ণো বৃহৎকর্ণঃ সুহৃতোচগিরিসানদ্রৌ॥ ২৮

অগ্নিদেব সেমন ভাণ্ডতি জাত করে প্রদীপ্ত হয়ে  
ওঠেন, কুন্তকর্ণও তেমনি সোনার অঙ্গ, কেয়ূর পদক

এবং বৃহৎ কর্ণের উপযুক্ত কর্ণভরণে ভূষিত হয়ে অগ্নিতুলা  
উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শ্রোণীসূত্রো মহতা মেচকেন ব্যরাজত।  
অমৃতোৎপাদনে নদ্যো ভূজদেনেব মন্দরঃ॥ ২৯

কুন্তকর্ণের শূল শ্রোণীসূত্র (কোমরবন্ধ) পরিধান  
করায় তাকে সমুদ্র মছনকালে বাসুকী নাগ বেষ্টিত মন্দর

পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল।  
স কাঞ্চনঃ ভারসহঃ নিবাতঃ

বিদ্যুৎপ্রভঃ দীপ্তমিবান্ধাসা।  
আবখ্যমানঃ কবচঃ ররাজ

সজ্জ্যাক্সংবীত ইবাব্রিরাজঃ॥ ৩০

অনন্তর কুন্তকর্ণ দৃঢ় আঘাত সহ্য করতে সক্ষম,  
স্বর্ণনির্মিত, অভেদ্য তথা বিদ্যুতের ন্যায় আপন প্রভায়

দেদীপ্যমান একটি বর্ম পরিধান করলো, যা পরিধান করার  
ফলে তাকে বর্ষার সজ্জ্যাকালীন জাল মেঘবেষ্টিত গিরিরাজ

হিমালয়ের মতো দৃঢ় এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।  
সর্বাভরণসর্বাঙ্গঃ শূলপাণিঃ স রাক্ষসঃ।

ত্রিবিক্রমকৃতোৎসাহো নারায়ণ ইবাবভৌ॥ ৩১

সেই রাক্ষসের সমস্ত শরীর সকল আভরণে ভূষিত।  
শূল হাতে নিয়ে যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত হলে তাকে ত্রিবিক্রম

নারায়ণের মতো মনে হচ্ছিল।  
ভ্রাতরং সম্পরিষজ্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।

প্রণম্য শিরসা তস্মৈ প্রতচ্ছ স মহাবলঃ॥ ৩২

ভ্রাতাকে বক্ষে আলিঙ্গন করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে  
এবং নতমস্তকে প্রণাম করে সেই মহাবলী বীর যুদ্ধযাত্রা

করল।  
তমশীর্ষিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।

তমশীর্ষিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।

তমশীর্ষিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।

তমশীর্ষিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।

তমশীর্ষিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।

তমশীর্ষিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।

তমশীর্ষিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।

তমশীর্ষিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।



শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ সৈন্যৈশ্চাপি বরাযুধৈঃ ॥ ৩৩

তখন রামণ তাকে উত্তমরূপে আশীর্বাদ করে শ্রেষ্ঠ  
অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য সহযোগে বিদায় জানালেন ;  
সেই সময়ে শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি রণবাদ্য নিনাদিত হল। -  
তং গজৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ সান্দনৈশ্চানুদধনৈঃ।

অনুজঘূর্মহাক্ষানো রথিনো রথিনাং বরম্ ॥ ৩৪

মেঘগম্ভীরধ্বনি তুলা রথধ্বনি তথা হস্তী এবং  
অশ্বের নিনাদ সহযোগে বথারোহণ পূর্বক অনেকানেক  
মহামনস্কী, মহাবীর রথীশ্রেষ্ঠ কুন্তকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা  
করল।

সর্পৈরুট্টৈঃ ঋরৈশ্চৈব সিংহধিপমৃগাধিজৈঃ।

অনুজঘূষ্য তং ঘোরং কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৩৫

বহুসংখ্যক রাক্ষস সাপ, উট, গাধা, সিংহ, হাতি,  
মৃগ এবং পক্ষী সঙ্গে নিয়ে মহাবলশালী সেই ভয়ানক  
রাক্ষস কুন্তকর্ণের অনুগমন করল।

স পুষ্পবর্ষৈরবকীর্যমাণো

যুতাতপত্রঃ শিতশূলপাণিঃ।

মহোৎকটঃ শোণিতগন্ধমণ্ডো

বিনির্যয়ো দানবদেবশত্রুঃ ॥ ৩৬

তখন তার উপরে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো, মাথায়  
শোণিত হচ্ছিল শ্বেতহস্ত্র, হাতে সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল। দেবতা ও  
দানবদের এই শত্রু যখন নির্গত হলো তখন সে রক্তের  
গন্ধে উন্মত্ত।

পদাতয়শ্চ বহবো মহানাদা মহাবলাঃ।

অয়ম্ রাক্ষসা ভীমা ভীমাক্ষাঃ শত্রুপাণয়ঃ ॥ ৩৭

তার সঙ্গে নির্গত হল অতিশয় বলবান তীব্র  
গর্জনকারী, ভয়ানক নেত্রধারী বিকটরূপী অসংখ্য পদাতিক  
রাক্ষস। তাদের হাতে ছিল নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র।

রক্তাক্ষাঃ সুবহুব্রাহ্মা নীলাঞ্জনচমোপমাঃ।

শূলানুদ্যম্য ঋগাংস্ত নিশিতাংস্ত পরশুধান্ ॥ ৩৮

ভিন্দিপালাংস্ত পরিধান্ গদাশ্চ মুসলানি চ।

তালঙ্ক্যাংস্ত বিপুলান্ ক্ষেপণীয়ান্ দুরাসদান্ ॥ ৩৯

তাদের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ, বর্ণ নীলাঞ্জনতুলা  
(কালো কাজলের মতো), দেহের আয়তন সুবিশাল। হাতে  
উদ্যত শূল, তরবারি, তীক্ষ্ণ কুঠার, ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা,  
মুসল, তালগাছের স্ফস্ত ইত্যাদি নানাবিধ দূরক্ষেপণীয়

অভেদ্য অস্ত্রসমূহ।

অথান্যধপুরাদায় দারুণং

নিষ্পপাত মহাতেজাঃ কুন্তকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৪০

অনন্তর মহাতেজস্বী, মহাবলশালী কুন্তকর্ণ অতি  
বড়ই উগ্র রূপ ধারণ করল, যা দেখেই ভীতির সঞ্চার হয়।  
এভাবে সে যুদ্ধযাত্রা করল।

ধনুষ্পতপরীণাহঃ স ষট্শতসমুদ্ভিতঃ।

রৌদ্রঃ শকটচক্রাঙ্কো মহাপর্বতসমুদ্ভিতঃ ॥ ৪১

তার শরীর হয়েছিল বিশাল পর্বতের মতো ভয়ংকর,  
তার দেহের বিস্তার ছিল ছয়শত ধনুকতুল্য, উচ্চতা একশত  
ধনুকের সমান, অক্ষিযুগল রথচক্রতুল্য।

সম্মিপত্য চ রক্ষাংসি দক্ষশৈলোপমো মহান্

কুন্তকর্ণো মহাবজ্রঃ প্রহসদ্বিদম্ভবীং ॥ ৪২

দক্ষ পর্বততুল্য<sup>(১)</sup> বিশাল কুন্তকর্ণ রাক্ষস সৈন্যদের  
ব্যূহ রচনা করে তার সুবিস্তৃত মুখে বিকট হাসা করতে  
করতে বলল

অদ্য বানরমুখ্যানাং তানি যুধানি ভাগশঃ

নির্দহিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ পতঙ্গানিব পাবকঃ ॥ ৪৩

‘রাক্ষসগণ ! আগুন যেমন পতঙ্গদের পুড়িয়ে  
ফেলে, আমিও তেমনিভাবে প্রধান প্রধান বানরদের এক-  
একটি দলকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে ভস্ম করে দেব।

নাপরাধান্তি মে কামং বানরা বনচরিতঃ

জাতিরস্মদ্বিধানাং সা পুরোদ্যানবিভূষণম্ ॥ ৪৪

‘বনবাসী বানরেরা তো স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে  
কোনো অপরাধ করেনি। তারা হল আমাদের রাক্ষসদের  
উদ্যান এবং নগরী সমূহের আভূষণ স্বরূপ।

পুরোহস্য মূলং তু রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।

হতে তস্মিন্ হতং সর্বং তং বধিষ্যামি সংযুগো ॥ ৪৫

‘আমাদের লক্ষ্যপূরী অবরোধের মূলে আছেন লক্ষ্মণ  
সহ রামচন্দ্র। যুদ্ধে সর্বাত্রে তাদেরকে হত্যা করে সর্ব  
বানরসেনাদের আমি হত্যা করব।’

এবং তস্য ব্রহ্মাণস্য কুন্তকর্ণস্য রাক্ষসাঃ।

নাদং চক্রমহাঘোরং কম্পয়ন্ত ইবার্ঘবম্ ॥ ৪৬

কুন্তকর্ণের এই কথা শুনে তার রাক্ষসসৈন্যরা ভয়ংকর  
গর্জন করে উঠল, তার ফলে যেন সমুদ্রও প্রকম্পিত হল  
তস্য নিষ্পততদ্বর্ষণং কুন্তকর্ণস্য ধীমতঃ।

(১) দাবানলের কারণে যে পর্বত দক্ষ হয়েছিল।

বহুবর্ষীয়রূপাশি নিমিত্তানি সমস্ততঃ ॥ ৪৭

স্রীমান কুন্তকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্যোগে অগ্রসর হলে  
চতুর্দিকে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক দৃশ্য দেখা যেতে লাগল।

উজ্জ্বলানিযুতা মেঘা বহুবর্ষীয়রূপাশিঃ।  
সাগরবনা চৈব বসুধা সমকল্পিতা ॥ ৪৮

উজ্জ্বল এবং অশনিযুক্ত মেঘবাশির বর্ণ হলো  
বহুবর্ষবিশিষ্ট গর্ভভতুলা। সাগর এবং বনরাশি সহ পানী  
কল্পমানা হয়ে উঠল।

ঘোররূপাঃ শিবা নেদুঃ সজ্জাশকনলৈমুখৈঃ।  
বহুলাপসবানি বহুশুচ বিহঙ্গমাঃ ॥ ৪৯

ভয়ানক শৃগালগুলি মুখ দিয়ে অগ্নি উদগীরণ করতে  
করতে বৈকট রবে চিৎকার করতে লাগল, পাখিরা দলবদ্ধ  
হয়ে প্রতিকূলভাবে পবিত্রমণ করছিল।

নিম্পপাত চ গৃহোহস্যা শূলে বৈ পথি গচ্ছতঃ।  
প্রাশুরময়নঃ চাসা সবোয়া বাহরকল্পিতা ॥ ৫০

পথচলার সময়ে কুন্তকর্ণের শূলের উপর একটি শকুন  
এসে বসল তার বাম চক্ষু এবং বাম বাহু প্রকল্পিত হল।  
নিম্পপাত তদা চোক্ষা জ্বলন্তী ভীমনিঃস্বনা।

আদিত্যো নিম্প্রডম্বচাসীম বাতি চ সুখোহনিলঃ ॥ ৫১

সেইসময় প্রচণ্ড শব্দ করে জ্বলন্ত উজ্জ্বল নিপতিত  
হলো। সূর্যের দীপ্তি হীন হয়ে গেল। বাতাসের বেগ তীব্র  
হওয়ায় তা অসুখকর হয়ে উঠল।

অচ্ছিন্ন মহোৎপাতানুদিতান্ রোমহর্ষণান্।  
নির্যায়ো কুন্তকর্ণস্ত কৃতান্তবলচোদিতঃ ॥ ৫২

এইরূপ রোমহর্ষক মহা মহা উৎপাত দেখেও সে  
বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা না করে কালের শক্তিতে প্রেরিত হয়ে  
কুন্তকর্ণ যুদ্ধযাত্রা করল।

স লক্ষয়িত্বা প্রাকারং পদভ্যাং পর্বতসমীভঃ।  
দর্শাদ্রঘনপ্রখ্যাং বানরানীকমন্তুতম্ ॥ ৫৩

স লক্ষয়িত্বা প্রাকারং পদভ্যাং পর্বতসমীভঃ।  
দর্শাদ্রঘনপ্রখ্যাং বানরানীকমন্তুতম্ ॥ ৫৩

পর্বততুলা সুউচ্চ কুন্তকর্ণ লক্ষ্যের প্রাকার দুপায়ে লক্ষ্যন  
করে সেপল মেঘপুঞ্জের মতো অদ্ভুতভাবে বানরসেনারা  
অবস্থানকৃত।

তে দৃষ্টা রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সামর্য্যঃ পর্বতোপমম্।  
বায়ুনা ইন যনা নদ্যঃ সর্বা দিশস্তনা ॥ ৫৪

সেই বানরসেনা পর্বততুলা শ্রেষ্ঠ রাক্ষসকে দেখে  
গাতাহত মেঘবাশির মতো চতুর্দিকে ভাঁড়িয়ে গেল।  
তদ্ বানরাণীকমহিপ্রচণ্ডঃ

দিশো দ্রবন্তিমিবাক্রজালম্।  
স কুন্তকর্ণঃ সমবেক্ষ্য হর্দা-

মনাদ ক্রয়ো ঘনবদনাতঃ ॥ ৫৫

মেঘবর্ণ প্রচণ্ড বানরবাণীকে দ্রিমিভিন্ন মেঘের  
মতো চতুর্দিকে পলায়মান দেখে মেঘতুল্য কন্ঠবর্ণ কুন্তকর্ণ  
আনন্দে জলপূর্ণ মেঘের মতো গর্জন করে উঠল।

তে ভস্য ঘোরং নিনদং নিশয়া  
যথা নিনাদং দিবি বারিদস্য।

পেতুর্ধরণ্যাং বহবঃ প্রবজা  
নিকৃতমূলা ইব শালবৃক্ষাঃ ॥ ৫৬

আকাশস্থিত মেঘের গর্জনতুলা রাক্ষসের প্রচণ্ড  
গর্জন শুনে বহুসংখ্যক বানর ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায়  
ভূপতিত হল।

বিপুলপরিঘবান্ স কুন্তকর্ণো  
রিপুনিধনায় বিনিঃসৃতো মহাস্মা।

কপিগণভয়মাদমৎ সুভীমঃ  
প্রভুরিব কিঙ্করদণ্ডবান্ যুগান্তে ॥ ৫৭

শূল এবং বিপুল পরিঘধারী মহাকায় রাক্ষস কুন্তকর্ণ  
শত্রুনিধনের জন্য পুরী থেকে নিক্ষেপিত হয়ে বানরদের  
নিদারুণভাবে ভীত করে, প্রলয়কালে কালদণ্ডধারী

কৃতান্তদেবের ন্যায় অবস্থান করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে পয়ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পয়ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥



## ষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ (৬৬)

পলায়মান বানরদেরকে অঙ্গদ কর্তৃক আশ্বাসপ্রদান, পুনরায় বানরদের যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন

স লঙ্ঘয়িত্ব প্রাকারং গিরিকূটোপমো মহান্।  
নির্যমৌ নগরাত্ তূর্ণং কুন্তকর্ণো মহাবলঃ॥ ১

গিরিশৃঙ্গের মতো সুবিশাল মহাবলশালী কুন্তকর্ণ  
সত্তেজে সুউচ্চ প্রাকার লঙ্ঘন করে লক্ষা নগরী থেকে  
নির্গত হল।

ননাদ চ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্।  
বিজয়মিব নির্খাতান্ বিধুমমিব পর্বতান্ ২

তার সুউচ্চ গগ্গীর গর্জনধ্বনি সমুদ্রে, পর্বতে  
প্রতিধ্বনিত হয়ে সেন্তুলিকে বিদ্যুতের মতো আলোড়িত  
করল।

তমবধাং মঘবতা যমেন বরুণেন বা।  
প্রেক্ষ্য ভীমাক্ষমায়ান্তঃ বানরা বিপ্রদুর্জবুঃ॥ ৩

ইন্দ্র, যম অথবা বরুণের দ্বারাও অবধা ভয়ানক  
নেত্রবিশিষ্ট সেই রাক্ষসকে আসতে দেখে বানরেরা  
পালাতে লাগল।

তাংস্ত বিপ্রকৃতান্ দুষ্টা রাজপুত্রোহঙ্গদোহব্রবীৎ।  
নলং নীলং গবাক্ষং চ কুমুদং চ মহাবলম্॥ ৪

তাদেরকে পালাতে দেখে রাজকুমার অঙ্গদ  
মহাবলশালী নল, নীল, গবাক্ষ এবং কুমুদকে বলল—  
আত্মনস্তানি বিস্মৃত্য বীর্যপ্যভিজ্ঞানানি চ।

ক গচ্ছত ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা হরয়ো যথা॥ ৫

‘নিজেদের বংশমর্যাদা ও বীর্যবত্তা ভুলে গিয়ে বীর  
বানরের দল তোমরা সাধারণ বানরদের মতো ভীত সন্ত্রস্ত  
অবস্থায় কোথায় পলায়ন করছো ?

সামু সৌম্য নিবর্তস্বঃ কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ।

নালং যুদ্ধায় বৈ রক্ষো মহতীয়ং বিভীষিকা॥ ৬

‘ওহে সৌম্য সুন্দর বানরবৃন্দ ! তোমরা কি প্রাণভয়ে  
পলায়ন করছো ? এই রাক্ষস আসলে দেখতেই অতি  
ভয়ানক, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্যতা এর নেই।  
তোমরা সকলে ফিরে এসো।

মহতীমুখিতামেনাং রাক্ষসানাং বিভীষিকাম্।  
বিক্রমাদ্ বিধুমিষ্যামো নিবর্তস্বঃ প্রবদমাঃ॥ ৭

‘বানরবীরেরা ! তোমরা ফিরে এসো। আমরা  
আমাদের পরাক্রমের দ্বারাই রাক্ষসদের সৃষ্ট এই  
বিভীষিকাকে বিনষ্ট করব।’

কুন্ত্রেণ তু সমাশ্বস্য সঙ্গম্য চ ততস্ততঃ।

বৃক্ষান্ গৃহীত্বা হরয়ঃ সম্প্রতমু রণাঙ্গিরে॥ ৮

অতঃপর বহু কষ্টে বানরেরা আশ্বস্ত হয়ে তাদের  
অবিন্যস্তভাবে দূর করে একত্রিত হয়ে বৃক্ষ হাতে নিয়ে  
রণভূমিতে প্রত্যাবর্তন করল।

তে নিবর্ত্য তু সংরক্তাঃ কুন্তকর্ণং বনৌকসঃ।

নিজমুঃ পবনকুক্ষাঃ সমদা ইব কুঞ্জরাঃ॥ ৯

প্রাংশুভির্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ শিলাভিষ্ঠ মহাবলাঃ।

পাদটৈঃ পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ হন্যমানো ন কম্পতে। ১০

মহাবলশালী সেই বানরেরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে এসে  
মত্ত হস্তীর ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কুন্তকর্ণকে সুবৃক্ষ  
পর্বতশৃঙ্গ, শিলাখণ্ড এবং পুষ্পিতা বৃক্ষশাখা দ্বারা  
কঠোরভাবে আঘাত করলেও সে একেবারে অবিচলিত  
ভাবে দণ্ডায়মান থাকল।

তস্য গাত্রেষু পতিতা ভিদ্যন্তে বহবঃ শিলাঃ।

পাদপাঃ পুষ্পিতাগ্রাশ্চ ভগ্নাঃ পেতুমহীতলে। ১১

তার শরীরে পতিত হয়ে বহুসংখ্যক শিলা টুকরো  
টুকরো হয়ে গেল, বহুবিধ ফুলে ভরা বৃক্ষগুলি খণ্ড খণ্ড  
হয়ে ভূপতিত হল।

সোহপি সৈন্যানি সংক্ৰুদ্ধৌ বানরাণাং মহৌজসাম্।

মমন্থ পরমায়ত্তো বনানাগ্নিরিবোষিতাঃ॥ ১২

কুন্তকর্ণও ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে মহাতেজস্বী  
বানরদের সংহার করতে লাগল, দাবানল যেমন করে  
বনের বৃক্ষরাজিকে ধ্বংস করে, কুন্তকর্ণের এই  
সংহারমূর্তিও ছিল তদনুরূপ।





করে যারা জীবন ধারণ করে তাদের জীবন ধিকার। অতএব  
জন্ম ত্যাগ করে সংপুরুষদের দ্বারা সেবিত পথ অবলম্বন  
কর।

শয়ামহে বা নিহতাঃ পৃথিব্যাময়জীবিতাঃ।  
প্রাপ্যামো ব্রহ্মলোকং দুস্ত্রাপাং চ কুয়োষিত্তিঃ ॥ ২৪

‘যদি আমাদের আয়ুস্বরূপই অবশেষ থাকে তাহলে  
যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর দ্বারা নিহত হয়ে আমরা ব্রহ্মলোক লাভ  
করব, বা কুয়োষীদের নিকট দুস্ত্রাপা।

অবাণুয়ামঃ কীর্তি বা নিহতা শত্রুমাহবে।  
নিহতা বীরলোকস্যা ভোক্ষামো বসু বানরাঃ ॥ ২৫

‘বানরগণ! যুদ্ধে যদি আমরা শত্রুকে হত্যা করতে  
পারি তাহলে উত্তম কীর্তি লাভ হবে, আর যদি আমরাই  
নিহত হই তাহলে বীরলোকের বৈভব লাভ করব।

ন কুন্তকর্ণঃ কাকুৎস্থং দুষ্টা জীবন্ গমিষ্যতি।  
দীপামানমিবাসাদা পতঙ্গো জ্বলনং যথা ॥ ২৬

‘প্রজ্বলিত দীপের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পতঙ্গ যেমন  
প্রাণধারণ করতে পারে না তেমনি কুন্তকর্ণ ও প্রীরামচন্দ্রের  
সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জীবিত থাকতে পারবে না।

পলায়নেন চোদ্দিশাঃ প্রাণান্ রক্ষামহে বয়ম্।  
একেন বহুবো ভগ্না যশো নাশং গমিষ্যতি ॥ ২৭

‘বীরত্ব সত্ত্বেও যদি আমরা পলায়নের দ্বারা প্রাণ রক্ষা  
করি এবং বহুসংখ্যক হয়েও একজনের কাছে পরাস্ত হই  
তাহলে আমাদের যশ বিনষ্ট হবে।’

এবং ক্রবাণং তং শূরমঙ্গদং কনকাজদম্।  
দ্রবমাগন্ততো বাক্যমুচুঃ শূরবিগর্হিতম্ ॥ ২৮

স্বর্ণনির্মিত বাজুবন্ধধারী শূরবীর অঙ্গদ এইরূপ  
বললে পলায়নোদ্যত বানরেরা শূরবীরদের দ্বারা নিন্দনীয়  
বাক্যে উত্তর দিল।

কৃতং নঃ কদনং ঘোরং কুন্তকর্ণেন রক্ষস্যা।  
ন হানকালো গচ্ছামো দমিতং জীবিতং বি নঃ ॥ ২৯

তারা বলল — ‘রাক্ষস কুন্তকর্ণ আমাদের নিকটে  
ভয়ানক যুদ্ধ করছে, এখন স্থির হওয়ার সময় নয়, আমরা  
জীবনের মায়া ত্যাগ না করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যাবি।’  
এতাবদুক্তা বচনং সর্বে তে তেজিরে দিশাঃ।

ভীমঃ ভীমাঙ্কমায়ান্তং দুষ্টা বানরযুধপাঃ ॥ ৩০

এই কথা বলে ভয়ানক নেত্রবিশিষ্ট ভীষন কুন্তকর্ণ  
এগিয়ে আসতে দেখে বানরদলপতিরা বিভিন্ন দিকে পলায়ন  
করল।

দ্রবমাগন্ত তে বীরা অঙ্গদেন বলীমুখাঃ।  
সাত্ত্বনৈশ্চানুমানৈশ্চ ততঃ সর্বে নিবর্তিতাঃ ॥ ৩১

তখন পলায়নমুখী সকল বীর বানরদের প্রতি সাক্ষাৎ  
এবং সম্মান জ্ঞাপন করে অঙ্গদ তাদেরকে প্রতিনিবৃত্ত  
করল।

মহর্ষমুপনীতাশ্চ বালিপুত্রোঃ ধীমতাঃ।  
আজ্ঞাপ্রতীক্ষান্তস্থশ্চ সর্বে বানরযুধপাঃ ॥ ৩২

বুদ্ধিমান বালিপুত্র তাদের সবাইকে প্রসন্ন করলে,  
তারা সকলে বানর দলপতি সুগ্রীবের আজ্ঞার প্রতীক্ষা  
করতে লাগল।

ঋষমশরভমৈন্দধূশনীলাঃ

কুমুদসুশ্বেগবান্ধবরত্নতারাঃ

দ্বিবিদপনসবায়ুপুত্রমুখ্যা-

জ্বরিততরাভিমুখং রণং প্রয়াতাঃ ॥ ৩৩

অনন্তর ঋষভ, শরভ, মৈন্দ, ধূশ, নীল, কুমুদ,  
সুশ্বেগ, গবান্ধব, রত্ন, তার, দ্বিবিদ, পনস এবং পবনপুত্র  
হনুমান প্রমুখ বানরবীরেরা কুন্তকর্ণের সঙ্গে সম্মুখসম্মেলন  
অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বাণীকীরে বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥



## সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৭)

কুন্তকর্ণের সঙ্গে বানরদের যুদ্ধ, বহু বানরের মৃত্যু, হনুমান প্রমুখ বীর বানরদের সঙ্গে কুন্তকর্ণের সংগ্রাম,  
কুন্তকর্ণের দ্বারা অসংখ্য বানরসৈন্যের নিধন দেখে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা এবং কুন্তকর্ণের মৃত্যু

নিবৃত্তা মহাকায়াঃ শ্রদ্ধাদবচস্তদা।  
বুদ্ধিমায়া সর্বে সংগ্রামকাঙ্ক্ষিনঃ ॥ ১  
সেই বিশালকায় বানরেরা পলায়ন থেকে নিবৃত্ত হয়ে

হেতুনেস্ত কবার জন্য সকলেই যুদ্ধ করার জন্য ফিরে এল।  
সমুদীর তীরবর্তীতে সমারোপিত বিক্রমাঃ।

গর্বহাপিতা বাক্যরসদেন বলীগসা ॥ ২  
মহাবলী অঙ্গদ সেই বীর বানরদের পূর্ব-পরাক্রম

বর্ণন করতে লাগলো। এইভাবে তাদের বলবিক্রম সম্পন্ন  
করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল।

প্রয়াতঃ গতা হর্ষঃ মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ।  
চক্ষুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বানরাস্ত্রজীবিতাঃ ॥ ৩  
বানরেরা মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করে অত্যন্ত আনন্দের

সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগল।  
অথ বৃক্ষান্ মহাকায়াঃ সানুনি সুমহাশ্রি চ।

বানরাস্ত্রমুদাম্য কুন্তকর্ণমভিধবন্ ॥ ৪  
বিশালদেহী বানরেরা সুবিশাল পর্বতশৃঙ্গ সমূহ এবং

বৃক্ষাজি নিয়ে শীঘ্রই কুন্তকর্ণকে তাড়া করল।  
কুন্তকর্ণঃ সুসংক্রুদ্ধো গদামুদাম্য বীর্যবান্।

ধ্বংস স মহাকায়াঃ সমস্তাদ্ ব্যক্ষিপদ্ রিপূন্ ॥ ৫  
বিরাটদেহী, মহাপরাক্রমী কুন্তকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে

গদা নিয়ে চারদিক থেকে শত্রুদের আঘাত করতে লাগল।  
শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ সহস্রাণি চ বানরাঃ।

প্রকীর্ণাঃ শেরতে ভূমৌ কুন্তকর্ণেন তাড়িতাঃ ॥ ৬  
কুন্তকর্ণের ভয়ানক প্রহারে আট হাজার সাতশত

বানর তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত হল।  
যোড়শাষ্টৌ চ দশ চ বিংশত্রিংশতথৈব চ।

পরিক্ষিপা চ বাহুভ্যাং খাদন্ স পরিধাবতি।  
উক্ষান্ ভৃশসংক্রুদ্ধো গরুড়ঃ পদ্মগানিবা ॥ ৭

সে যোড়শটি, আটটি, দশটি, কুড়িটি, এমনকী  
ত্রিশটি করে বানর দুই বাহু দিয়ে জাপটে ধরে তাদের ভক্ষণ

করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে সবেগে বিচরণ করতে লাগলো।  
গরুড়ঃ হেমন্ত ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে সর্প ভক্ষণ করে, কুন্তকর্ণও

কুনুপপভাবে বানরভোজন করতে লাগল।  
কুন্তকর্ণ চ সমাশ্রুতাঃ সংগম্যা চ ততস্ততঃ।

বৃক্ষপ্রহৃত্তা হরয়ন্তুঃ সংগ্রামমূষনি ॥ ৮  
বৃক্ষপ্রহৃত্তা হরয়ন্তুঃ সংগ্রামমূষনি ॥ ৮

তখন বানরেরা কঠোর ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধ তথা  
পর্বতশিখর হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এদিকে-ওদিকে দলবদ্ধ

ভাবে স্থির হয়ে অবস্থান করতে লাগল।  
ততঃ পর্বতমুৎপাটা বিনিদঃ প্লবগর্ভভঃ।

দুদ্রান গিরিশৃঙ্গাভং নিলম্ব ইষ তোয়দঃ ॥ ৯  
তারপর মেঘের মতো বিশালদেহী বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ

একটি পর্বত উৎপাটন করে পর্বতশৃঙ্গ তুল্য সুউচ্চ দেহধারী  
কুন্তকর্ণকে আক্রমণ করল।

তং সমুৎপাটা চিক্ষেপ কুন্তকর্ণায় বানরঃ।  
তমপ্রাপ্য মহাকায়াঃ তস্য সৈন্যেহপতৎ ততঃ ॥ ১০

দ্বিবিদ সেই উৎপাটিত পর্বতটিকে কুন্তকর্ণের প্রতি  
নিিক্ষেপ করলো, কিন্তু সেটি বিশালকায় সেই রাক্ষসের

ওপরে পতিত না হয়ে সৈন্যদের ওপরে পতিত হল।  
মমর্দশ্বান্ গজাংস্তাপি রথাংস্তাপি গজোত্তমান্।

তানি চান্যানি রক্ষাংসি এবং চান্যাদিরেঃ শিরঃ ॥ ১১  
পর্বতশৃঙ্গটির আঘাতে বহুসংখ্যক রাক্ষসসৈন্য,

হাতি, ঘোড়া, রথ এবং শ্রেষ্ঠ হস্তীসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে  
গেল।

তঠৈলবেগাভিহতং হতাশ্বং হতসারথিম্।  
রক্ষসাং কুধিরক্রিন্নং বভূবায়োধানং মহৎ ॥ ১২

তখন সেই ভগ্নাবহ যুদ্ধস্থলে, যেখানে পর্বতশৃঙ্গের  
আঘাতে বহুসংখ্যক অশ্ব এবং সারথির দেহ বিচূর্ণ হয়েছে

সেই স্থান রাক্ষসদের রক্তে সিঞ্চিত হয়ে গেল।  
সেই স্থান রাক্ষসদের রক্তে সিঞ্চিত হয়ে গেল।

রথিনো বানরেদ্রাণাং শরৈঃ কালাস্ত্রকোপমৈঃ।  
শিরাংসি নর্দতাং জহুঃ সহসা ভীমনিঃস্বনাঃ ॥ ১৩

রথারোহী রাক্ষসসৈন্যরা তখন ভয়ঙ্কর গর্জন করতে  
করতে কালাস্ত্রক যমের মতো ভয়ানক শব্দবর্ষণ করে সহসা

গর্জনেরত বানর সেনাপতিদের মস্তক ছিন্ন করতে লাগল।  
বানরাস্ত্র মহাত্মানঃ সমুৎপাটা মহাক্রমান্।

রথানশ্বান্ গজানুষ্ঠান্ রাক্ষসানভাসূদয়ন্ ॥ ১৪  
মহাত্মা বানরেরাও বৃহৎ বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে

শত্রুপক্ষের রথ, হাতি, ঘোড়া, উট এবং রাক্ষসসৈন্যদের  
সংহার করতে লাগল।

হনুমান্ শৈলশৃঙ্গানি শিলাশ্চ বিবিধান্ ক্রমান্।  
ববর্ষ কুন্তকর্ণস্য শিরস্যধ্বরাহিতঃ ॥ ১৫

হনুমান্ শৈলশৃঙ্গানি শিলাশ্চ বিবিধান্ ক্রমান্।  
ববর্ষ কুন্তকর্ণস্য শিরস্যধ্বরাহিতঃ ॥ ১৫



হনুমান আকাশে অবস্থিত হয়ে কুম্ভকর্ণের মাথায় পর্বতশৃঙ্গ, পাখর এবং নানাবিধ বৃহৎ বৃক্ষসমূহ বর্ষণ করতে লাগল।

তানি পর্বতশৃঙ্গানি শূলেন স বিভেদ হ।  
বভঙ্গ বৃক্ষবর্ষং চ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥ ১৬  
সেই পর্বতশৃঙ্গগুলিকে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ শূল দ্বারা টুকরো টুকরো করতে লাগল এবং গাছগুলিকেও কেটে ফেলতে লাগল।

ততো হরীণাং তদনীকমুখ্যঃ  
দুদ্ভাব শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য  
তসৌ স তস্যাপত্যঃ পরজ্ঞা-  
গ্রহীধরাগ্র্যঃ হনুমান্ প্রগৃহ্য ॥ ১৭

অতঃপর কুম্ভকর্ণ তার তীক্ষ্ণ শূল হাতে নিয়ে ভয়ানক বানরসেনাদের ওপর আক্রমণ করল। তখন হনুমান একটি পর্বতশৃঙ্গ হাতে নিয়ে আক্রমণকারী রাক্ষসের সামনে দণ্ডায়মান হল।

স কুম্ভকর্ণ কুপিতো জঘান  
বেগেন শৈলোত্তমভীমকায়ম্।

সংচক্ষুভে তেন তদাভিভূতো  
মেদার্দ্রগাজো রথিরাবসিক্তঃ ॥ ১৮

মহান পর্বততুল্য ভীষণকায় কুম্ভকর্ণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হনুমান তাকে সবেগে আঘাত করল। সেই প্রহারে কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তার শরীর মেদ ও রক্তে সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হয়ে উঠল।

স শূলমাবিধ্য তডিৎপ্রকাশং  
গিরিং যথা প্রজ্জলিতাগ্নিশৃঙ্গম্।

বাহুস্তরে মারুতিমাজঘান  
গুহোহচলং ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্ত্য ॥ ১৯

বিদ্যুৎতুল্য প্রভাসম্পন্ন এবং জ্বলন্ত অগ্নি বিশিষ্ট গিরিশৃঙ্গের মতো বিপুলকায় কুম্ভকর্ণ শূল দিয়ে হনুমানের দুই বাহুর মধ্যভাগে অর্থাৎ বক্ষদেশে তীব্র আঘাত করল যেমন প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন কার্তিক ক্রৌঞ্চপর্বতকে।

স শূলনির্ভিন্নমহাভুজান্তরঃ  
প্রবিহুলঃ শোণিতমুখমন্ মুখাৎ।

ননাদ ভীমঃ হনুমান্ মহাহবে  
যুগান্তমেঘস্তনিতম্বনোপমম্ ॥ ২০

বিশাল বাহুদ্বয়ের মধ্যভাগ শূলের আঘাতে বিদীর্ণ হওয়ায় হনুমান অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে মুখ দিয়ে রক্তবমি করতে লাগল। মহাযুদ্ধে হনুমান তখন প্রলয়কালীন মেঘের মতন

ভয়ানক গর্জন করতে লাগল।

ততো বিনেদুঃ সহসা প্রহষ্টা  
রক্ষোগগান্তঃ ব্যথিতঃ সমীক্ষা।  
প্রবজমানস্ত ব্যথিতা ভয়াতঃ  
প্রদুর্ভবুঃ সংযতি কুম্ভকর্ণাৎ ॥ ২১

হনুমানকে ব্যথায় পীড়িত হতে দেখে রাক্ষসেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠে কোলাহল করতে লাগল। আর বানরের কুম্ভকর্ণের ভয়ে ব্যথিত চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগল।

ততস্ত নীলো বলবান্ পর্যবহাপয়ন্ বলম্।  
প্রবিচিক্ষেপ শৈলাগ্রং কুম্ভকর্ণায় ধীমতে ॥ ২২

তখন বলশালী নীল সৈন্যবাহিনীকে সুন্দরভায়ে সজ্জিত করল। অনন্তর বুদ্ধিমান কুম্ভকর্ণকে একটি পর্বতশৃঙ্গ দিয়ে আঘাত করল।

তদাপত্যঃ সম্প্রেক্ষ্য মুষ্টিনাভিজঘান হ।  
মুষ্টিপ্রহারাত্তিতং তচ্ছৈলাগ্রং বানীর্ষত।  
সবিস্মুল্লিঙ্গং সজ্জাং নিপপাত মহীতলে ॥ ২৩

সেই গির্জাশিখরকে পতিত হতে দেখে কুম্ভকর্ণ তার মুষ্টিয়াঘাত করল। আর সেই মুষ্টির প্রহারে গিরিশৃঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং আগুনের স্মুল্লিঙ্গ নিয়ে জ্বলতে জ্বলতে ভূমিতে পতিত হল।

ঋষভঃ শরভো নীলো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ  
পঞ্চ বানরশার্দূলাঃ কুম্ভকর্ণমুগ্ধাভবন্ ॥ ২৪

অতঃপর ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন এই পাঁচজন মুখ্য বানরবীর কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হল।

শৈলৈবৃক্ষেত্তলৈঃ পাদৈর্মুষ্টিভিষ্চ মহাবলঃ।  
কুম্ভকর্ণ মহাকায়ং নিজয়ুঃ সর্বতো যুধি ॥ ২৫

মহাবলশালী বানরেরা মহাকায় কুম্ভকর্ণকে চারদিক থেকে ঘিরে বৃক্ষ, পর্বত, করতল, পদ এবং মুষ্টির দ্বারা আঘাত করতে লাগল।

স্পর্শানিব প্রহারাংস্তান্ বেদয়ানো ন বিবাধে।  
ঋষভঃ তু মহাবেগঃ বাহুভ্যাং পরিষ্বজে ॥ ২৬

বানরদের এই ভয়ানক প্রহার তাকে কেবল স্পর্শ করছিল মাত্র, বিদ্যুদ্ভায়ে সে ব্যথিত হচ্ছিল না।

মহাবেগবান ঋষভকে সে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল।  
কুম্ভকর্ণভুজাভ্যাং তু পীড়িতো বানরর্ষভঃ  
নিপপাতর্ষভো ভীমঃ প্রমুখাগতশোণিতঃ ॥ ২৭

ভয়ানক বানরশ্রেষ্ঠ ঋষভ কুম্ভকর্ণের বাহুদ্বয়ের দ্বারা পীড়িত হতে লাগল। মুখ দিয়ে রক্ত বমি করতে করতে সে

সুখিত পতিত হল।

শরভং হুয়া জানুনা নীলমাহবে।  
মুখীনা গবাকং তু তলেনেত্রিগুহদা।

রাজধানী গুবাকং তু তলেনেত্রিগুহদা।  
গজমাদনম্ ॥ ২৮

ইন্দ্রশত্রু কুন্তকর্ণ তখন শরভকে মুষ্টি দ্বারা, নীলকে  
জানুদেশ দিয়ে, গবাককে করতল দ্বারা আঘাত করল।  
জড়পর্ব ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে গজমাদনকে সজোরে  
পালাত করল।

মহাভারতবিখিতা মুমুহুঃ শোণিতোজ্বিতাঃ।

গিগৈস্তে তু মেদিনাং নিকৃষ্টা ইব কিংশুকাঃ ॥ ২৯

এই ভয়ানক প্রহারে ব্যথিত হয়ে বানরেরা মুচ্ছিত  
হলো এবং তাদের শরীর হল রক্তমাত্র। কণ্ডিত  
কোমলবৃক্ষের মতো তারা ভূতলশায়ী হল।

তেষু বানরমুখোষু পাতিতেষু মহামুসু।

বানরাণাং সহস্রাণি কুন্তকর্ণং প্রদুর্ভবুঃ ॥ ৩০

মহামনসী এইসব মুখা বানরবীরগণ ধরাশায়ী হলে  
হাজার হাজার বানর কুন্তকর্ণের প্রতি ধাবিত হল।

তঃ শৈলমিব শৈলাভাঃ সর্বৈ তু প্রবগর্ষভাঃ।

সমাক্রম্য সমুৎপত্য দদংশুচ মহাবলাঃ ॥ ৩১

পর্বততুল্য দর্শনধারী মহাবলশালী বানরমুখাগণ  
পর্বতক্রয় রাক্ষসের দেহে আরোহণ করে লাফিয়ে লাফিয়ে  
তারে দংশন করতে লাগল।

তঃ নবৈদর্শনৈশ্চাপি মুষ্টিভির্বাছতিস্তথা।

কুন্তকর্ণ মহাবাহুঃ নিজয়ুঃ প্রবগর্ষভাঃ ॥ ৩২

প্রথাম প্রধান বানরেরা নথ দিয়ে, দাঁত দিয়ে, মুষ্টি  
এবং হাত সহযোগে মহাবাহু কুন্তকর্ণকে প্রহার করতে  
লাগল।

স বানরসহস্রৈস্ত বিচিতঃ পর্বতোপমঃ।

নরাজ রাক্ষসব্যাগ্রো গিরিরাফারুহৈরিব ॥ ৩৩

বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত পর্বত যেমন সৌন্দর্য লাভ করে,  
জেনি সহস্র সহস্র বানরদের দ্বারা পরিবাপ্ত হয়ে  
পর্বততুল্য রাক্ষস বীর কুন্তকর্ণও অজুত শোভা লাভ  
করেছিল।

বাহুভ্যাং বানরান্ সর্বান্ প্রগৃহ্য স মহাবলঃ।

জঙ্ঘামাস সংক্ৰুদ্ধো গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥ ৩৪

গরুড় যেভাবে সর্পসমূহ ভক্ষণ করে, সেইভাবে  
জড়পর্বত মহাবলশালী কুন্তকর্ণও দুই বাহু দিয়ে সকল  
বানরদেরকে ভোজন করতে লাগল।

প্রকৃষ্টাঃ কুন্তকর্ণেন বজ্রে পাতালসমিভে।

কুন্তকর্ণেন বজ্রে পাতালসমিভে।

নাসাপৃষ্ঠাভ্যাং সংজঙ্ঘুঃ কর্ণাভ্যাং চৈব বানরাঃ ॥ ৩৫

কুন্তকর্ণ তার পাতালতুল্য বুগহুরে বানরদেরকে  
নিষ্কোপ করতে লাগল, বানরেরাও তার নাসাবন্ধ এবং  
কর্ণনিবন থেকে নির্গত হতে লাগল।

জঙ্ঘাম্য কৃশাংক্ৰুদ্ধো হরীন্ পর্বতসমিভঃ।

বজ্রজ বানরান্ সর্বান্ সংক্ৰুদ্ধো রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ৩৬

শ্রীমণ ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদেরকে ভক্ষণ করতে করতে  
পর্বততুল্য নিশালকার্য সেই রাক্ষসোত্তম সমস্ত বানরদের  
চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল।

মাংসশোণিতসংক্ৰেমাং কুর্নন্ ভূমিঃ স রাক্ষসঃ।

চচাং হৃতিসৈনোন্ কালাগ্নিরিব মুচ্ছিতঃ ॥ ৩৭

বগভূমিকে রক্তমাংসের কাদায় লিপ্ত করে সেই  
রাক্ষস বানরসেনাদের মতো উদ্ভূত প্রলয়াগ্নির মতো বিচরণ  
করতে লাগল।

বজ্রহস্তো যথা শক্রঃ পাশহস্ত ইবাক্রঃ।

শূলহস্তো বভৌ যুদ্ধে কুন্তকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৩৮

বজ্রধারী ইন্দ্রের মতো তথা পাশহস্ত যমের মতো  
মহাবলশালী কুন্তকর্ণ শূল ধারণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ  
করতে লাগল।

যথা শুষ্কান্যারণ্যানি গ্রীষ্মে দহতি পাবকঃ।

তথা বানরসৈন্যানি কুন্তকর্ণো দদাহ সঃ ॥ ৩৯

গ্রীষ্ম ঋতুতে দাবানল যেমন শুষ্ক অরণ্যকে দহন  
করে, কুন্তকর্ণও তদনুরূপভাবে বানরসৈন্যদের দহন করতে  
লাগল।

ততস্তে বধ্যমানান্ত হতযুথাঃ প্রবজমাঃ।

বানরা ভয়সংবিগ্না বিনেদুর্বিবৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥ ৪০

রাক্ষসবীরের প্রবল প্রহারে দলভ্রষ্ট বানরেরা ভয়ে  
ব্যাকুল হয়ে বিকৃত স্বরে চিৎকার করতে লাগল।

অনেকশো বধ্যমানাঃ কুন্তকর্ণেন বানরাঃ।

রাঘবং শরণং জঘুব্যথিতা ভিন্নচেতসঃ ॥ ৪১

কুন্তকর্ণের হাতে মারা যেতে যেতে বহুসংখ্যক বানর  
ভীত বিহ্বল চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হল।

প্রভগান্ বানরান্ দৃষ্টা বজ্রহস্তাঃ সজঙ্ঘুঃ।

অভ্যধাবত বেগেন কুন্তকর্ণঃ মহাহবে ॥ ৪২

বানরদের বিপর্যস্ত হতে দেখে বালিপুত্র অঙ্গদ সেই  
মহাযুদ্ধে কুন্তকর্ণের প্রতি তীব্র বেগে ধাবিত হল।

শৈলশৃঙ্গং মহদ্ গৃহ্য বিনদন্ স মুহর্মুহঃ।

ত্রাসয়ন্ রাক্ষসান্ সর্বান্ কুন্তকর্ণপদানুগান্ ॥ ৪৩

চিক্ষেপ শৈলশিখরং কুন্তকর্ণস্য মূর্ধনি।



পুনঃ পুনঃ গর্জন করতে করতে বিশাল এক পর্বতশৃঙ্গ  
নিরে কুন্তকর্ণের অনুগামী রাক্ষসদের সবাইকে সজ্জত করে,  
অঙ্গদ সেই পর্বতশৃঙ্গটি কুন্তকর্ণের মস্তকে নিক্ষেপ করল।  
স তেনাভিহতো মূর্খি শৈলেনেন্দ্রনিপুত্রদা ॥ ৪৪  
কুন্তকর্ণঃ প্রজ্জ্বালাত্নেগেন মহত্ভা তদা।  
সোহভাষাবত বেগেন বালিপুত্রমমর্ষণঃ ॥ ৪৫

মস্তকে সেই গিরিশৃঙ্গের আঘাত পেয়ে ইন্দ্রশ্যাম  
কুন্তকর্ণ ভয়ানক ক্রোধে জ্বলে উঠল। এই আঘাত সহ্য  
করতে না পেরে সে তখন বালিপুত্র অঙ্গদের প্রতি দ্রুত  
গতিতে ধাবমান হল।

কুন্তকর্ণো মহানাদব্রাসয়ন্ সর্ববানরান্  
শূলং সসর্জ বৈ রোষাদঙ্গদে তু মহাবলঃ ॥ ৪৬

মহাবলী কুন্তকর্ণ ভয়ানক গর্জন করতে করতে সমস্ত  
বানরদের সমুত্তর করে তুলল ভয়ানক রোষে অঙ্গদকে শূল  
দ্বারা প্রহার করল (অঙ্গদের প্রতি শূল নিক্ষেপ করল)।

তদাপত্যং বলবান্ যুদ্ধমার্গবিশারদঃ।

লাঘবান্মোক্ষয়ামাস বলবান্ বানরবর্ষভঃ ॥ ৪৭

যুদ্ধশাস্ত্র বিশারদ, বলবান, বানরশিরোমণি অঙ্গদ  
সেই শূলটিকে নিপতিত হতে দেখে ক্ষিপ্ততার সঙ্গে সরে  
এসে নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত করল।

উৎপত্তা চৈনং তরসা তলেনোরসাতাড়য়ৎ।

স তেনাভিহতঃ কোপাৎ প্রমুহোহাচলোপমঃ ॥ ৪৮

তৎক্ষণাৎ ব্রূহ ভাবে অত্যন্ত বেগে লাফিয়ে উঠে  
সেই রাক্ষসের বক্ষদেশে করতল দ্বারা প্রহার করল।  
পর্বতকায় রাক্ষস সেই আঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

স লক্ষসংজ্ঞোহতিবলো মুষ্টিং সংগৃহ্য রাক্ষসঃ।

অপহন্তেন চিক্ষেপ বিসংজ্ঞঃ স পপাত হ ॥ ৪৯

অলক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা লাভ করে অতি বলশালী  
সেই রাক্ষস বাম হাত দিয়ে অঙ্গদকে মুষ্টিাঘাত করল, সেই  
আঘাতে হতচেতন হয়ে সে ভূপতিত হল।

তস্মিন্ প্রবগশাদৃলে বিসংজ্ঞে পতিতে ভুবি।

তচ্ছলং সমুপাদায় সুগ্রীবমভিদুহ্রবে ॥ ৫০

বানরশ্রেষ্ঠ অচেতন অবস্থায় ভূতলশায়ী হলে,  
কুন্তকর্ণ শূল হাতে নিয়ে সুগ্রীবের প্রতি ধাবিত হল।

তমাপত্যং সম্প্রেক্ষ্য কুন্তকর্ণঃ মহাবলম্।

উৎপপাত তদা বীরঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ॥ ৫১

মহাবলশালী কুন্তকর্ণকে তার দিকে আসতে দেখে  
বানররাজ বীর সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠল।

স পর্বতপ্রমুৎক্ষিপ্য সমাবিধ্য মহাকপিঃ।

অভিহ্রষ্টাব বেগেন কুন্তকর্ণঃ মহাবলম্ ॥ ৫২  
মহাকপি সুগ্রীব একটি পর্বতশৃঙ্গ উঠিয়ে মহাবলশালী  
কুন্তকর্ণের প্রতি ধাবিত হল।

তমাপত্যং সম্প্রেক্ষ্য কুন্তকর্ণঃ প্রবলম্।

তচ্ছৌ নিবৃত্তসর্বান্দো বানরেন্দ্রস্য সমুদ্রঃ ॥ ৫৩

বানর সুগ্রীবকে তার দিকে আসতে দেখে কুন্তকর্ণ  
তার সর্বাঙ্গ বর্ষিত করে বানররাজের সমুদ্রে দগ্ধমান  
হল।

কণিশোণিতদিচ্ছাদ্যং ভক্ষয়ন্তঃ মহাকপীন।

কুন্তকর্ণঃ হ্রিতং দৃষ্টা সুগ্রীবো বাক্যমব্রवीৎ ॥ ৫৪

কুন্তকর্ণের শরীর বানরদের রক্তে রঞ্জিত। রণক্ষেত্রে  
অবস্থিত বিশালকায় বানরদের ভোজনরত অবস্থায় তাকে  
সমুদ্রে উপস্থিত দেখে সুগ্রীব বলল—

পাতিতাস্ত হুয়া বীরাঃ কৃতং কর্ম সুদুহ্রম্।

ভক্ষিতানি চ সৈন্যানি প্রাপ্তং তে পরমঃ যশঃ ॥ ৫৫

ভজ তদ্ বানরানীকং প্রাকৃতেঃ কিং করিষ্যসি।

সহস্রৈকং নিপাতং মে পর্বতম্যাস্য রাক্ষসঃ ॥ ৫৬

‘ওহে রাক্ষস ! তুমি বহুসংখ্যক বীর বানরকে  
পাতিত করে দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করেছ, বহুসংখ্যক  
সৈন্যকে ভক্ষণ করে তুমি পরম যশ লাভ করেছ, এই  
সাধারণ বানরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি করবে ? এদের ত্যাগ  
করো। যদি পারো তাহলে আমার এই পর্বতের (আমার  
দ্বারা নিষ্ক্ষিপ্ত এই পর্বতশৃঙ্গের) একটি আঘাত তুমি সহ্য  
করো’

তদ্ বাকাং হরিরাজস্য সত্বৈর্বৈষমমভিতম্।

শ্রদ্ধা রাক্ষসশাদূলঃ কুন্তকর্ণোহব্রবীদ্ বচঃ ॥ ৫৭

বানররাজের এই সত্বপূর্ণ এবং বৈষম্যবৃত্ত কথা শুনে  
রাক্ষসবীর কুন্তকর্ণ বলল—

প্রজাপত্যেন্দ্র পৌত্রস্তং তথৈববর্করজঃসুতঃ।

খৃতিপৌরুষসম্পন্নমস্মাদ্ গজসি বানরঃ ॥ ৫৮

‘বানর ! তুমি প্রজাপতির পৌত্র, তথা ধর্মরাজার

পুত্র, তুমি দীশক্তি সম্পন্ন এবং পৌরুষবান। এইজন্যই

এইরূপ গর্জন করছ।’

স কুন্তকর্ণস্য বচো নিশম্য

ব্যাবিধ্য শৈলং সহসা মুমোচ।

তেনাজঘানোরসি কুন্তকর্ণঃ

শৈলেন বজ্রাশনিসমিভেন ॥ ৫৯

কুন্তকর্ণের এই কথা শুনে সুগ্রীব সেই পর্বত শৃঙ্গটি

ঘুরিয়ে তার উপরে নিক্ষেপ করল। বজ্র এবং অশনি তুল্য



জয়ংকর এই প্রহার রাক্ষসের বক্ষদেশে নিদারুণভাবে  
আঘাত হানিল।

অশ্লৈশলশূলং সহসা বিজিহঃ  
ভুজান্তরে তস্য তদা বিশালে  
জতো বিষেদুঃ সহসা প্রবজা  
রক্ষোগণাশ্চাপি মুদা বিনেদুঃ ॥ ৬০

কিন্তু তার বিশাল বক্ষদেশে পতিত হয়ে গিরিশিখরটি  
চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল তা দেখে বানরেরা অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে  
গেল আর রাক্ষসেরা আনন্দে গর্জন করতে লাগল।

শৈলশূলভিহতশূকোপ  
স ননাদ রোষাচ্চ বিবৃতা বজ্রম্।  
ব্যবিধা শূলং স তডিহপ্রকাশং  
চিক্ষেপ হর্ষকপতের্বধায় ॥ ৬১

পর্বতশিখরের আঘাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কুন্তকর্ণ মুখ  
হাঁ করে জোরে জোরে গর্জন করতে লাগল। বানররাজ  
সুগ্রীবকে বধের জন্য বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল শূল নিক্ষেপ  
করল।

তং কুন্তকর্ণস্য ভুজপ্রণয়ঃ  
শূলং শিতং কাঞ্চনধামযষ্টিম্  
ক্ষিপ্তং সপুংপতা নিগৃহা দোভ্যাং  
বভঞ্জ বেগেন সুনোহনিলসা ॥ ৬২

কুন্তকর্ণের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণ শূলের  
দণ্ডটি ছিল সুবর্ণযুক্ত, পবনপুত্র হনুমান শীঘ্র লাফিয়ে উঠে  
দুহাতে সেটি ধরে নিয়ে সবেগে ভেঙে ফেলল।

কৃতং ভারসহস্রস্য শূলং কালায়সং মহৎ।  
বভঞ্জ জানুমারোপ্য তদা হৃষ্টঃ প্রবজমঃ ॥ ৬৩  
কুন্তকর্ণ, লৌহনির্মিত, হাজার ভার সম্পন্ন সেই  
হনুমান শূলটিকে হনুমান অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানুদেশে  
স্থাপিত করে ভেঙে ফেলল।

শূলং ভগ্নং হনুমতা দৃষ্টা বানরবাহিনী।  
হৃষ্টা ননাদ বহুশঃ সর্বতশ্চাপি দুক্রবে ॥ ৬৪

হনুমান কর্তৃক শূল ভগ্ন হয়েছে দেখে বানরসেনারা  
আনন্দিত চিহ্নে বারংবার গর্জন করতে লাগল এবং  
চতুর্দিকে ছুটে বেড়াতে লাগল।

বহুবাথ পরিব্রজ্যো রাক্ষসো বিমুখোহভবৎ।  
সিংহনাদং চ তে চক্রুঃ প্রহৃষ্টা বনগোচরাঃ।

মারুতিং পূজয়াংচক্রুর্দৃষ্টা শূলং তথাগতম্ ॥ ৬৫  
রাক্ষসেরা ভীত হয়ে যুদ্ধবিমুখ হল। বনচারী  
বানরেরা সানন্দে সিংহনাদ করতে লাগল। শূলটিকে খণ্ডিত

হতে দেখে তারা পবনপুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল।  
স তং তথা ভগ্নমবেক্ষ্য শূলং

চূনোপ রক্ষোষিপতির্মহাত্মা।  
উৎপাটা লঙ্কামল্যাং স শূলং  
জ্ঞানান সুগ্রীবমুপেক্ষ্য তেন ॥ ৬৬

এইভাবে শূল-ভগ্ন হতে দেখে মহাকায়  
রাক্ষসামিপি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লঙ্কার নিকটবর্তী  
মলয়পর্বতের একটি শৃঙ্গ তুলে এনে সুগ্রীবের নিকটে গিয়ে  
তাকে আঘাত করল।

স শৈলশূলভিহতো বিসংজঃ  
পগাত ভূমৌ যুধি বানরেন্দ্রঃ।

তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজঃ  
নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুযানাঃ ॥ ৬৭

বানররাজ সুগ্রীব সেই পর্বতশৃঙ্গের আঘাতে  
সংজ্ঞাহীন হয়ে রণভূমিতে ধরাশায়ী হল। তাকে হতচেতন  
অবস্থায় ভূপতিত হতে দেখে রাক্ষসেরা প্রহৃষ্ট চিহ্নে  
যুদ্ধক্ষেত্রে গর্জন করতে লাগল।

সমভ্যুপেত্যভূতধোরবীৰ্যঃ  
স কুন্তকর্ণো যুধি বানরেন্দ্রম্।

জহার সুগ্রীবমভিপ্রগৃহ্য  
যথানিলো মেঘমিব প্রচণ্ডঃ ॥ ৬৮

অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে অভূত এবং ভয়ানক পরাজয়ী  
বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে গিয়ে কুন্তকর্ণ তাকে হরণ করে  
চলে গেল। প্রচণ্ড বাতাস যেমন মেঘকে হরণ করে,  
কুন্তকর্ণও তদনুরূপভাবে সুগ্রীবকে অপহরণ করল।

স তং মহামেঘনিকাশরূপ-  
মুৎপাটা গচ্ছন্ যুধি কুন্তকর্ণঃ।

ররাজ মেরুপ্রতিমানরূপো  
মেরুর্যথা ব্যুজ্জিতধোরশূলঃ ॥ ৬৯

কুন্তকর্ণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মেরুপর্বতের মতো বিরাজ  
করছিল। সুগ্রীবের দেহ যেন মহামেঘ। তাকে নিয়ে  
রাক্ষসবীরকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ভয়ানক উচ্চ  
শৃঙ্গবিশিষ্ট মেরুপর্বত।

ততস্তমাদায় জগাম বীরঃ  
সংজ্ঞমানো যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ।

শৃণ্বন্ নিনাদং ত্রিদিবালয়ানাং  
প্রবদরাজগ্রহবিস্মিতানাম্ ॥ ৭০

বীর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এই দেখে  
যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসেরা কুন্তকর্ণের স্তুতি করতে লাগল।

বানররাজকে ধরে নিয়ে যাওয়ার এই দৃশ্য দেবতার বিস্মিত হয়ে দেখতে দেখতে রূপন করছিলেন এবং কুন্তকর্ণ তা শুনেতে পাচ্ছিল।

ততক্ষণে তদা স মেনে  
হরীক্ষমিহোপমমিত্তবীর্যঃ ।

অগ্নিন্ হতে সর্বমিদং হতং স্যাৎ  
সরাধবঃ সৈন্যমিত্তীক্ষণকঃ ॥ ৭১

ইন্দ্রের তুলা পরাক্রমী ইন্দ্রের শত্রু কুন্তকর্ণ দেবরাজতুলা তেজস্বী বানররাজকে হরণ করে চিন্তা করল যে একে হত্যা করতে পাবলেই রঘুবাংশীয় শ্রীবাম সহ তাঁর সকল সৈন্যই ধ্বংস হবে।

বিহ্বতাং বাহিনীং দৃষ্টা বানরাশামিত্ততঃ ।  
কুন্তকর্ণেন সুগ্রীবং গৃহীতং চাপি বানরম্ ॥ ৭২

হনুমান্শিভ্যামাস মতিমান্ মারুতাম্বজঃ ।  
এবং গৃহীতে সুগ্রীবে কিং কর্তব্যং ময়া ভবেৎ ॥ ৭৩

বানররাজ সুগ্রীবকে কুন্তকর্ণ হরণ করেছে, বানরসৈন্যরা এদিকে ওদিকে পলায়ন করেছে — এই দেখে বুদ্ধিমান পবনপুত্র হনুমান চিন্তা করল সুগ্রীবকে এইভাবে ধরা হয়েছে; এবার আমার কী করণীয়?

যজ্ঞি ন্যায্যং ময়া কর্ত্বং তৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্ ।  
ভূত্বা পর্বতসংকাশো নাশয়িষ্যামি রাক্ষসম্ ॥ ৭৪

‘যা উচিত হবে, নিঃসন্দেহে আমি তা অবশ্যই করব। পর্বতাকার রূপ ধারণ করে এই রাক্ষসের বিনাশ করব।

ময়া হতে সংযতি কুন্তকর্ণে  
মহাবলে মুষ্টিবিশীর্ণদেহে ।

বিমোচিতে বানরপার্শ্বিবে চ  
ভবন্তু হস্তাঃ প্রবগাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৭৫

‘যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবলশালী কুন্তকর্ণের শরীর আমি মুষ্টিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করব। আমি এই রাক্ষসকে হত্যা কবলে বানররাজ সুগ্রীব তার হাত থেকে মুক্ত হবে। বানরেরাও সকলে আনন্দিত হবে।

অথবা স্বয়মপোষ মোক্ষং প্রাপ্যতি বানরঃ ।  
গৃহীতোহমং যদি ভবেৎ ত্রিদশৈঃ সাসুরোরগৈঃ ॥ ৭৬

‘অথবা এই বানর সুগ্রীব নিজেই বন্দিশা থেকে মুক্ত হবে। যদি একে দেবতা, অসুর অথবা সর্পকুলও বন্দী করে তাহলেও সে নিজেই মুক্ত হবে।

মনো ন তাবদাস্তানং বুধ্যতে বানরাধিপঃ ।  
শৈলপ্রহারভিতঃ কুন্তকর্ণেন সংযুগে ॥ ৭৭

‘আমার মনে হয় কুন্তকর্ণের সঙ্গে পূর্বতশিখরের আঘাতে সুগ্রীব গভীরভাবে আহত হয়েছে, ফলে বানররাজের চেতনা লুপ্ত হয়েছে।

অয়ং মুহূর্তাৎ সুগ্রীবো লক্ষসংজ্ঞো মহামনঃ ।  
আত্মনো বানরাণাং চ যৎ পথ্যং তৎ করিষ্যতি ॥ ৭৮

‘এক মুহূর্তেই সুগ্রীব চেতনা লাভ করবে এবং তদা মহাযুদ্ধে বানরদের জন্য নিজের জন্য যা হিতকর তাই করবে।

ময়া হু মোক্ষিতস্যাস্য সুগ্রীবস্য মহামনঃ ।  
অপ্রীতিচ ভবেৎ কষ্টা কীর্তিনাশচ শাস্ততঃ ॥ ৭৯

‘মহাত্মা সুগ্রীব আমার দ্বারা মুক্ত হলে অপ্রসন্ন হতে পারে, ফলে তার কষ্ট হবে এবং চিরকালের জন্য তার কীর্তিও বিনষ্ট হবে।

তন্মানুহৃতং কাংক্ষিষ্যে বিক্রমং মোক্ষিতস্য হু ।  
ভিন্নং চ বানরানীকং তাবদাস্তান্যামাহম্ ॥ ৮০

‘অতএব মুক্ত হয়ে তার পরাক্রম দেখার জন্য আমি মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করব। ততক্ষণ পলায়নোদ্ভূত বানরদের আশ্বস্ত করি।’

ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা হনুমান্ মারুতাম্বজঃ ।  
ভূয়ঃ সংজ্ঞম্যামাস বানরাণাং মহাচম্ ॥ ৮১

পবনপুত্র হনুমান এইরূপ চিন্তা করে বানরদের সেই বিশাল বাহিনীকে পুনরায় আশ্বস্ত করে সংজ্ঞাপিত করল

স কুন্তকর্ণোহথ বিবেশ লঙ্কাং  
স্মরন্তমাদায় মহাহরিং তম্ ।

বিমানচর্যাগৃহগোপুরহঃ  
পুষ্পাগ্রবর্ষৈরভিপূজ্যমানঃ ॥ ৮২

এদিকে কুন্তকর্ণ প্রদীপ্ত বানররাজ সুগ্রীবকে নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলে বিমান, (সাত মহলা প্রাসাদ) পথ, (পথের দুপাশ) বাড়ী এবং গোপুর থেকে রাক্ষসেরা উভয় পুষ্পবর্ষণ করে তাকে অভ্যর্থনা করল।

লাজগন্ধোদবর্ষৈস্ত সেচ্যমানঃ শনৈঃ শনৈঃ ।  
রাজবীথ্যান্ত শীতহ্মাং সংজ্ঞাং প্রাপ মহাবলঃ ॥ ৮৩

খই এবং উত্তমগন্ধযুক্ত বারিধারায় অভিষিক্ত হই এবং রাজপথের শীতলতার কারণে মহাবলী সুগ্রীব ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করল।

ততঃ স সংজ্ঞামুপলভ্য কৃষ্ণাদ্  
বলীয়াসন্তস্য ভুজাধরহঃ ॥ ৮৪

অবেক্ষমাণ পুররাজমার্গং  
বিচিন্তয়ামাস মুহূর্তমহা ॥ ৮৫

অবেক্ষমাণ পুররাজমার্গং  
বিচিন্তয়ামাস মুহূর্তমহা ॥ ৮৫



জনন্তর বলবান কুন্তকর্ণের দুই বাহুর অভ্যন্তরে  
রাক্ষস অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে চেতনা লাভ করে মহাত্মা  
সুগ্ৰীব নগর এবং রাজপথ দেখতে দেখতে বিশেষ ভাবে  
সিঁড়ি করতে লাগল।

এই গৃহীতেন কথং নু নাম  
লকাং ময়া সম্প্রতিকর্তৃমদা।

করিষ্যামি যথা হরীশাং  
ভবিষ্যতীষ্টং চ হিতং চ কার্যম্ ॥ ৮৫

‘এইভাবে কী অবস্থায় আমি কেমন করে এর  
চক্ষু প্রদীপ্ত হবে? যাতে বানরদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়  
এবং তাদের পক্ষ যা হিতকর হয় আমি তাই করব।’

হতা করাতৈঃ সহসা সমেতা  
রাজা হরীশামমরোজ্ঞশত্রোঃ।

কষ্টে কণৌ দগ্ধনৈশ্চ নাসাং  
দদংশ পাদৈর্বিদদার পার্শ্বৌ ॥ ৮৬

অতঃপর সহসা বানররাজ সুগ্ৰীব তার তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা  
কুন্তকর্ণের কান দুটি ছিন্ন করল এবং দাঁত দিয়ে ছিন্ন  
করল তার নাক, শরীরের দুই পাশও বিদীর্ণ করল তার  
দুই হাতের নখ দিয়ে।

স কুন্তকর্ণো হতকর্ণনাসো  
বিদারিতস্তেন রদৈর্নৈখৈশ্চ।

রোষাভিকৃতঃ ক্ষতজার্জগাত্রঃ  
সুগ্ৰীবমাবিধ্য পিপেষ ভূমৌ ॥ ৮৭

সুগ্ৰীবের নখ ও দাঁতের দ্বারা নাক, কান হারানোর  
এবং শরীর বিদীর্ণ হওয়ায় রক্তাক্ত দেহে কুন্তকর্ণ ক্রোধে  
অভিভূত হয়ে তাকে ভূপাতিত করে নিষ্পেষণ করতে  
লাগল।

ভূতলে ভীমবল্লাডিপিষ্টঃ  
সুরারিভিস্তৈরভিহন্যমানঃ

উপায় খং কন্দুকবজ্জবেন  
পুনশ্চ রামেণ সমাজগাম ॥ ৮৮

মহাবলশালী দেবশত্রু কুন্তকর্ণ বানররাজকে  
কূটশাস্তি করে সজোরে পেষণ করতে লাগল সহসা  
সুগ্ৰীব বলের মতো সবগে লাফিয়ে আকাশে উঠে পড়ল  
এবং পুনরায় বামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হল।

কর্ণনাসবিহীনস্ত কুন্তকর্ণো মহাবলঃ  
শোণিতোৎসিজো গিরিঃ প্রপ্ৰবণৈরিব ॥ ৮৯

নাক, কান বিহীন মহাবলবান কুন্তকর্ণের শরীর  
যেন রক্তধারা প্রবাহিত হতে দেখে মনে হচ্ছিল যেন

পর্বত গাত্রে অবস্থিত স্বর্ণগাধারা

শোণিতাত্তো মহাকারো রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ।

যুদ্ধায়াত্তিমুখো ভূয়ো মনশ্চক্রে নিশাচরঃ ॥ ৯০

মহাকায়, শোণিতাসিক্ত, ভয়ানকদর্শন রাক্ষস পুনরায়  
শত্রুর সন্মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধায়াত্রার ইচ্ছা  
করল।

অমর্যাহোণিতোল্লারী শুশ্রুজে রাবণানুজঃ।

নীলাঞ্জনচ্যপ্রাণ্যঃ সমংখা ইব তোপদঃ ॥ ৯১

রাবণের ছোটো ভাই কুন্তকর্ণ অমর্যপূর্বক রক্তবর্ণ  
করছে, মেঘের মতো ঘনকুমারবর্ণবিশিষ্ট কুন্তকর্ণ সদ্যাব  
জলভরা মেঘের মতো শোভা পাচ্ছিল।

গতে চ তন্মিন্ সুররাজশত্রুঃ  
ক্রোধাৎ প্রদুব্রাব রণায় ভূয়ঃ।

অনায়ুধোহস্মীতি বিচিন্ত্য রৌদ্রো

ঘোরং তদা মুদগরমাসাদ ॥ ৯২

সুগ্ৰীব চলে যাওয়ার পরে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু  
রাক্ষস ক্রুদ্ধ ভাবে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য ধাবিত হল।  
‘আমার সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই’ এইরূপ চিন্তা করে সে  
একটি বড় ভয়ংকর মুদগর তুলে নিল।

ততঃ স পুর্যাঃ সহসা মহৌজা  
নিষ্কৃত্বা তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রম্।

বভক্ষ রক্ষা যুধি কুন্তকর্ণঃ

প্রজা যুগান্তাগিরিব প্রবৃক্ষঃ ॥ ৯৩

অতঃপর সেই মহাতেজস্বী রাক্ষস কুন্তকর্ণ সহসা  
নগরী থেকে বেরিয়ে এসে প্রজাতক্ষণকারী প্রলয়কালীন  
অগ্নির মতো সেই ভয়ানক বানরসেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে  
ভক্ষণ করতে লাগল।

বুভুক্ষিতঃ শোণিতমাংসগম্বুঃ  
প্রবিশ্য তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রম্।

চখাদ রক্ষাংসি হরীন্ শিশাচা-

মৃক্ষাংশ্চ মোহাদ্ যুধি কুন্তকর্ণঃ।

যথৈব মৃত্যুর্হরতে যুগান্তে

স ভক্ষয়ামাস হরীংশ্চ মুখ্যান্ ॥ ৯৪

রক্তমাংসলোলুপ কুন্তকর্ণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় উগ্র  
বানরসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত  
বানর, ভল্লুক, রাক্ষস এবং শিশাচদের মোহবশতঃ ভক্ষণ  
করতে লাগল। কালান্তে যম যেমন সকল প্রাণীদের প্রাণ  
হরণ করেন কুন্তকর্ণও তদনুরূপভাবে মুখ্য বানরদের ভক্ষণ  
করছিল।



একং বৌ ভীন্ বহুন্ ক্রুদ্ধো বানরান্ সহ রাক্ষসৈঃ।  
সমাদায়ৈকহস্তেন প্রচিক্ষেপ ক্রুরন্ মুখে ॥ ৯৫

ক্রুদ্ধ রাক্ষসবীর এক হাতেই এক, দুই, তিন তথা বহু  
সংখ্যক বানর এবং রাক্ষসদের ধরে নিজ মুখে নিক্ষেপ  
করতে লাগল।

সমুদ্রপ্রবৃত্তা মেদঃ শোণিতঃ চ মহাবলঃ  
বধ্যমানো নগেদ্রাশ্চৈর্ভক্ষয়ামাস বানরান্ ॥ ৯৬

মহাবলী সেই রাক্ষস তখন বানরদের হাতে পর্বত  
শিখর দ্বারা গ্রহীত হতে হতেও তাদেরকে ভক্ষণ করতে  
লাগল। তার দেহ থেকে তখন মেদ ও রক্তের ধারা প্রবাহিত  
হতে লাগল।

তে ভক্ষ্যমাশা হবয়ো রামঃ জঘৃক্ষদা গতিম্।

কুন্তকর্ণো ভৃশঃ ক্রুদ্ধঃ কপীন্ খাদ্ প্রধাবতি ॥ ৯৭

ভক্ষ্যমাণ বানরবো দ্রুত শ্রীবামচন্দ্রের নিকট আশ্রয়  
গ্রহণ করল। ভয়ানক ক্রুদ্ধ কুন্তকর্ণ বানরদের ভক্ষণ করতে  
করতে তাদের প্রতি ধাবিত হল।

শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ বিংশত্রিংশং ভূতৈব চ।

সম্পরিষজ্যা বাহুভ্যাং খাদন্ বিপরিধাবতি ॥ ৯৮

যুদ্ধক্ষেত্রে সে দুই হাত দিয়ে সাত, আট, বিশ, ত্রিশ  
তথা শত শত বানরদের ধরে ভক্ষণ করতে করতে ছুটে  
বেড়াতে লাগল।

মেদোবসাশোণিতদিক্ক্ষগাত্রঃ

কর্ণাবসজ্জগ্রথিতান্ধমালঃ

ববর্ষ শূলানি সূতীক্লদংষ্ট্রঃ

কালো যুগাক্ষহ হব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ৯৯

মেদ, মাংস এবং রক্তে তার শরীর লিপ্ত হয়েছে,  
সূতীক্ল দন্তবিশিষ্ট সেই রাক্ষসের কানে তন্ত্রের মালা  
প্রলয়কালে প্রাণীদের সংহারকারী বিশাল দেহধারী যমের  
মতো সে বানরদের উপরে শূলবর্ষণ করতে লাগল।

তস্মিন্ কালে সুমিত্রায়াঃ পুত্রঃ পরবলার্দনঃ।

চকার লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো যুদ্ধং পরপূরঞ্জয়ঃ ॥ ১০০

সেই সময় শক্রপূরী-ধ্বংসকারী, শক্রসংহারক,  
সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন।  
স কুন্তকর্ণস্য শরান্ শরীরে সপ্ত বীর্যবান্।

নিচখানাদদে চান্যান্ বিসর্জ চ লক্ষ্মণঃ ॥ ১০১

বীর্যবান লক্ষ্মণ কুন্তকর্ণের শরীরে প্রথমে সাতটি শর  
বিক্ষেপ করে, পুনরায় অপর একটি শরজাল নিক্ষেপ  
করলেন।

দীভ্যমানকৃৎস্নঃ তু বিশেষঃ তৎ স রাক্ষসঃ।  
ততক্ষু কোপ বলবান্ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥ ১০২

দীপ্তিত অবস্থায় সেই রাক্ষস লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে  
অস্ত্রকে বার্ষ করে দিলে সুমিত্রাণ আনন্দবর্ধনকেই  
রাজকুমার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

অখাস্য কবচঃ শুভ্রঃ জাহ্নুনদময়ঃ শুভ্রঃ  
প্রছেদয়ামাস শরৈঃ সক্ষ্যাক্ষমিন মারুতঃ ॥ ১০৩

কুন্তকর্ণের সর্গনির্মিত, সুন্দর এবং দীপ্তিমান কবচ  
তিনি শর দ্বারা এমনভাবে নষ্ট করলেন, যেন বায়ু বায়ু  
সক্ষ্যাক্ষমিন মেঘ বিতাড়িত হল।

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ শরৈঃ কাঞ্চনকূটৈঃ।

আপীভ্যমানঃ শুভ্রতে মেঘৈঃ সূর্য ইবাংভমান্ ॥ ১০৪

কাজলের মতো কালো কুন্তকর্ণের শরীর সূর্যমুখী  
বাণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে মেঘাবৃত সূর্যের মতো শোভা পায়  
করছিল।

ততঃ স রাক্ষসো ভীমঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনম্।

সাবল্লভমেব প্রোবাচ বাক্যং মেঘৌঘনিঃস্রবঃ ॥ ১০৫

তখন সেই ভয়ানক রাক্ষস সুমিত্রাণ আনন্দবর্ধনকে  
পুত্র লক্ষ্মণকে উপেক্ষা করে মেঘের মতো গর্জন করে  
বলল—

অজ্ঞকসাপ্যকষ্টেন যুধি জেতারমাহবে।

যুধ্যতা মামভীতেন খ্যাপিতা বীরতা ক্য়া ॥ ১০৬

‘যুদ্ধক্ষেত্রে যে যমকেও অনায়াসে জয় করতে সক্ষম  
সেই কুন্তকর্ণের সঙ্গে নির্ভয়ে যুদ্ধ করেছে, এতেই তোমার  
বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রগৃহীতায়ুদ্ধসোহ মৃত্যোরিব মহামুখে।

তিষ্ঠন্নপাত্রতঃ পূজ্যঃ কিমু যুদ্ধপ্রদায়কঃ ॥ ১০৭

‘মহাযুদ্ধে আমি যখন মৃত্যুতুল্য অস্ত্র নিয়ে প্রহার  
উদাত হই তখন যে আমার সামনে স্থির থাকতে পারে সেই  
প্রশংসনীয়। আর যে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয় তার কথা আর  
কী বলব ?

ঐরাবতঃ সমারুঢ়ো বৃতঃ সর্বামরৈঃ প্রভুঃ।

নৈব শক্রোহপি সমরে হিতপূর্বঃ কদাচন ॥ ১০৮

‘ঐরাবতে আরোহণ করে সকল দেবতাদের রাজ  
পরিবৃত হয়েও দেবরাজ ইন্দ্র কখনও যুদ্ধে আমার সামনে  
স্থির থাকতে পারেনি।

অদা দ্বয়াহং সৌমিত্রে বালেনাপি পরাক্রমে ॥ ১০৯

তোষিতো গন্তুমিচ্ছামি ত্বামনুজ্ঞাপ্য রাঘবম্ ॥ ১১০

‘ওহে সুমিত্রানন্দ-  
পুত্র! তুমি আজ আমাকে  
অনুমতি নিয়ে আমি বা-  
হু তু বীর্যবলোৎসাহে  
রামদেবকে মিত্রামি  
‘যুদ্ধক্ষেত্রে তো-  
মি সমুপস্থিত হয়েছি  
যদি কবচ চাইছি, য-  
দি বিনষ্ট হবে।  
রামে মরাত্ম নিহতে  
তখন যোদ্ধারিবা-  
‘আমার দ্বারা  
নাম উপস্থিত আছে  
যদি যুদ্ধ করব  
ইত্যুক্তবাক্যে তদ-  
মুখে যোরতরং ব-  
রাক্ষস পূর্বো-  
সুমিত্রকুমার লক্ষ্ম-  
পুত্রসমিপ্রিত কঠোর-  
কণ্ঠঃ শত্রুদিভির্দে-  
তৎ সত্যং নান্যথা  
এব দাশরথী  
‘ওহে বীর!  
প্রতি দেবতাদের নি-  
আজ আমি নিজেই  
অন্য পর্বতের ন্যায়  
শ্রীমচ্চন্দ্রা-  
ইতি শক্রো হ্যানদ-  
অতিক্রম্য চ সৌ-  
রামমেবাভিযুদ্রাব  
এইকথা শুনে  
লক্ষ্মণকে উপেক্ষা  
প্রদীপিত করে ভগ-  
অথ দাশরথী রা-  
কুন্তকর্ণস্য হাদয়ে  
অন্তঃপর দা-  
কুন্তকর্ণের রাক্ষসদেহে

‘ওহে সুমিত্রানন্দন ! তুমি বালক হয়েও আপন

রাষ্ট্রকে আজ আমাকে সন্তুষ্ট করেছ, অতঃপর তোমার  
জন্মকৃতি নিয়ে আমি রামচন্দ্রের নিকটে যেতে চাই।  
৭৫ তু বীরবলোৎসাহেত্তোষিতোহহং রণে ত্বয়া।  
রামমৈবৈকমিচ্ছামি হস্তং যশ্মিন্ হতে হতম্ ॥ ১১০

‘যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বীরত্ব, বলবত্তা এবং উৎসাহে  
আমি সন্তুষ্ট হয়েছি সেইজন্য আমি কেবল রামচন্দ্রকেই  
হত্যা করতে চাইছি, যার মৃত্যু হলে শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণরূপে  
বিনষ্ট হবে।

রামে মরাত্ম নিহতে যেহনো হ্যাসক্তি সংযুগে।  
জনহং যোধযিধ্যামি স্ববলেন প্রমাথিনা ॥ ১১১

‘আমার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে বাঘব নিহত হলে অন্যান্য  
করা উপস্থিত আছে তাদের সাথে আমার সংহারকারী শক্তি  
দ্বারা যুদ্ধ করব।’

ইত্যুক্তবাক্যং তদ্ রক্ষঃ প্রোবাচ স্তুতিসংহিতম্।

দুষে ঘোরতরং বাক্যং সৌমিত্রিঃ প্রহসন্নিব ॥ ১১২

রক্ষস পূর্বোক্ত বাক্যগুলি এইভাবে বললে,  
সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে হাসতে হাসতে  
প্রশংসামিশ্রিত কঠোরতর বাক্য বললেন—

কৃত্বঃ শত্রুদিত্তির্দেবৈরসহ্যঃ প্রাপ্য পৌরুষম্।

তং সত্যং মানাধা বীর দৃষ্টেহহম্য পরাক্রমঃ ॥ ১১৩

এব দাশরথী রামস্তিষ্ঠতাদ্রিবিচলঃ।

‘ওহে বীর ! তুমি মহান পৌরুষ লাভ করে ইন্দ্র

প্রভৃতি দেবতাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছ একথা সত্য  
আজ আমি নিজেই তোমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করলাম। ঐ যে  
অচল পর্বতের ন্যায় অবস্থান করছেন ইনিই হলেন দাশরথি  
শ্রীরামচন্দ্র।’

ইতি শ্রুত্বা হানাদৃতা লক্ষ্মণং স নিশাচরঃ ॥ ১১৪

অতিক্রম্য চ সৌমিত্রিঃ কুস্তকর্ণো মহাবলঃ।

রামমৈবাভিযুজ্যাব কম্পয়ামিব মেদিনীম্ ॥ ১১৫

এইকথা শুনে মহাবলী রাক্ষস কুস্তকর্ণ সৌমিত্র

লক্ষ্মণকে উপেক্ষা করে তাঁকে অতিক্রম করে, মেদিনী

প্রকম্পিত করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হল।

অথ দাশরথী রামো রৌদ্রমস্ত্রং প্রয়োজয়ন্।

কুস্তকর্ণস্য হৃদয়ে সসর্জ নিশিতান্ শরান্ ॥ ১১৬

অতঃপর দাশরথি রাম রৌদ্রাস্ত্র প্রয়োগ করে

কুস্তকর্ণের বক্ষদেশে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করলেন।

তস্য রামেণ বিদস্য মহাসাতিপ্রধানতঃ।  
অঙ্গারমিশ্রাঃ ক্রুদ্ধস্য মুখ্যটিশেচকরচিষঃ ॥ ১১৭

শ্রীরামের বাণে আহত হয়ে সেই রাক্ষস সহস্র তাঁর  
প্রতি ধাবিত হল তখন ক্রোধে তার মুখ থেকে অঙ্গারমিশ্রিত  
অগ্নিশূলজিহ্বা নির্গত হচ্ছিল।

নামানুবিদ্যো ঘোরং বৈ নর্দন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।

অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো হরীন্ বিপ্রাবয়ন্ রণে ॥ ১১৮

রামচন্দ্রের অস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে রাক্ষসবীর ভয়ানক গর্জন  
করতে করতে ক্রুদ্ধ ডাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বানরদের বিনষ্ট  
করতে লাগল।

তস্যোরসি নিরগ্নাস্তে শরা বর্হিণবাসসঃ।

হস্তাচ্যাস্য পরিভ্রষ্টা গদা চোর্ব্যাং পপাত হ ॥ ১১৯

তার বক্ষদেশে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত শরগুলি বিদ্ধ  
হয়েছিল। তার হাত থেকে গদা খসে পড়ে গেল।

আয়ুধানি চ সর্বাণি বিপ্রকীর্ত্ত ভূতলে।

স নিরায়ুধমাখ্যানং যদা মেনে মহাবলঃ ॥ ১২০

মুষ্টিভ্যাং চ করাভ্যাং চ চকার কদনং মহং।

তার সকল অস্ত্রসমূহ মাটিতে ছড়িয়ে গেল। সে তখন  
নিজেই নিরস্ত্র মনে করল। মহাবল সেই রাক্ষস তখন  
নিজের করতল দ্বারা, মুষ্টি দ্বারা বানরদের সংহার করতে  
লাগলো

স বাঈপেরতিবিদ্যাকঃ ক্ষতজেন সমুক্ষিতঃ।

রুধিরং পরিসুশ্রাব গিরিঃ প্রস্রবণং যথা ॥ ১২১

বাণরাশির দ্বারা তার শরীর অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত  
হয়েছে। পর্বত থেকে যেমন বরষা প্রবাহিত হয় সেই  
রাক্ষসবীরের শরীর থেকেও তেমনি রক্তধারা প্রবাহিত  
হচ্ছে।

স তীব্রেণ চ কোপেন রুধিরেণ চ মূর্ছিতঃ।

বানরান্ রাক্ষসানৃক্ষান্ খাদন্ স পরিধাবতি ॥ ১২২

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে সে ব্যাকুল  
হয়ে বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষসদের খেতে খেতে  
দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল।

অথ শৃঙ্গং সমাবিধ্যা ভীমং ভীমপরাক্রমঃ।

চিক্ষেপ রামমুদ্दिश्या বলবানন্তকোপমঃ ॥ ১২৩

অতঃপর যমরাজের তুল্য বলবান এবং ভয়ানক  
পরাক্রমী রাক্ষস একটি ভয়ংকর পর্বতশৃঙ্গ নিয়ে রামচন্দ্রের  
উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল।



অশ্রাপ্তমহারা রামঃ সপ্তভিত্তমজিকটৈঃ।

চিচ্ছেদ গিরিশৃঙ্গং তং পুনঃ সজ্জায় কার্মকম্॥ ১২৪

সেই পর্বতশৃঙ্গ তাঁর নিকটে আসার পূর্বেই শ্রীরাম  
ধনুক শরসজ্জান করে সহজগামী সাতটি শর নিক্ষেপ করে  
সেটিকে টুকরো টুকরো করে দিলেন।

ততস্ত রামো ধর্মাত্মা তস্য শৃঙ্গং মহৎ তদা।

শরৈঃ কাঞ্চনচিত্রাদৈশ্চিচ্ছেদ ভরতাপ্রজঃ॥ ১২৫

তথৈকশিখরাকারং দ্যোতমানমিব শ্রিয়া।

যে শতে বানরাণাং চ পতমানমপাতয়ৎ॥ ১২৬

ভরতের অগ্রজ ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র যখন স্বর্ণমণ্ডিত  
বিচিত্র বাণ দ্বারা সেই পর্বত শিখরকে খণ্ডিত করলেন তখন  
সেই মেরুপর্বতের শিখর আপন প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে ভূমিতে  
পতিত হতে হতে দুইশত বানরকে ভূপাতিত করল।

তস্মিন্ কালে স ধর্মাত্মা লক্ষ্মণো রামমদ্রবীৎ।

কুন্তকর্ণবধে যুক্তো যোগান্ পরিম্শন্ বহুন্॥ ১২৭

তখন কুন্তকর্ণ বধের জন্য নিযুক্ত ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ  
কুন্তকর্ণকে বধ করার প্রসঙ্গে বহুবিধ যুক্তিব্যুক্ত বাক্যে  
শ্রীরামকে বললেন -

নৈবায়ং বানরান্ রাজন্ ন বিজানাতি রাক্ষসান্।

মন্তঃ শোণিতগন্ধোন স্বান্ পরাশ্চৈব খাদতি॥ ১২৮

‘রাজন্ ! এই রাক্ষস রক্তের গন্ধে মত্ত হয়ে উঠে  
রাক্ষসদের এবং বানরদের চিনতে পারছে না। সেইজন্য  
নিজপক্ষ এবং অপরপক্ষ এই দুপক্ষের খোঁজাধারই ভক্ষণ  
করছে।

সাধেবনমধিরোহস্ত সর্বতো বানরর্ষভাঃ।

যুথপাশ্চ যথা মুখ্যাস্তিষ্ঠত্স্মিন্ সমন্ততঃ॥ ১২৯

‘অতএব শ্রেষ্ঠ বানরদলপতিদের মধ্যে যারা মুখ্য  
তারা সব দিক থেকে এই রাক্ষসের শরীরের উপর  
আরোহণপূর্বক অবস্থান করুক।

অদ্যায়ং দুর্মতিঃ কালে গুরুভারপ্রপীড়িতঃ।

প্রচরন্ রাক্ষসো ভূমৌ নান্যান্ হন্যাৎ প্রবজমান্॥ ১৩০

‘এখন এই দুর্বুদ্ধি পরায়ণ রাক্ষস বানরদের  
গুরুভারে পীড়িত হয়ে রণভূমিতে বিচরণ কালে অন্য  
বানরদের নিহত করতে পারবে না।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রসা ধীমতঃ।

তে সমারুহুর্হস্তাঃ কুন্তকর্ণং মহাবলাঃ॥ ১৩১

বুদ্ধিমান রাজকুমার লক্ষ্মণের এই কথা শুনে

মহাবলশালী বানরদলপতিরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে  
কুন্তকর্ণের শরীরে আরোহণ করল।

কুন্তকর্ণস্ত সংক্ৰুদ্ধঃ সমারুহঃ প্রবজমৈঃ।

ব্যাধুনয়ৎ তান্ বেগেন দুষ্টহস্তীব হস্তিপান্॥ ১৩২

বানরেরা শরীরের উপর আরোহণ করায় রাক্ষস  
কুন্তকর্ণ অত্যন্ত কুপিত হয়ে শরীর ঝাঁকিয়ে তাদের ফেলে  
দিল, যেমনভাবে মত্তহাতি তার দেহ কাঁপিয়ে মাহাত্মকে  
ফেলে দেয়।

তান্ দুষ্টা নির্ধূতান্ রামো রুটোহয়মিতি রাক্ষসম্।

সমুত্থপাত বেগেন ধনুরুত্তমমাদদে॥ ১৩৩

তাদের পতিত হতে দেখে রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন  
রাক্ষস ক্ষুব্ধ হয়েছে। তখন তিনি লাফিয়ে উঠে একটি উত্তম  
ধনুক হাতে নিয়ে তার প্রতি ধাবিত হলেন।

ক্রোধরজ্জেক্ষণো ধীরো নির্দহমিব চক্ষুধা।

রাঘবো রাক্ষসং বেগাদভিভ্রম্যাস বেগিতঃ।

যুথপান্ হর্ষয়ন্ সর্বান্ কুন্তকর্ণবলাদিতান্॥ ১৩৪

আরতিম, ক্রুদ্ধ চক্ষু দিয়েই তিনি যেন সবকিছু দৃষ্ট  
করবেন এইরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক কুন্তকর্ণের বলে পীড়িত  
সমস্ত বানরদলপতিদের আনন্দ বৃদ্ধি করে বীর রামচন্দ্র  
অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হলেন।

স চাপমাদায় ভূজঙ্গকল্পং

দৃঢ়জামুগ্রং তপনীয়চিত্রম্।

হরীন্ সমাশ্রাস্য সমুৎপপাত

রামো নিবন্ধোত্তমতুণবাণঃ॥ ১৩৫

সুদৃঢ় জ্যা সংযুক্ত, সর্পতুল্য ভয়ানক এবং স্বর্ণখচিত  
উজ্জ্বল চিত্রিত ধনুক নিয়ে শ্রীরাম বানরদের আশ্রয় করে  
উত্তম বাণ সম্বলিত তুণ গ্রহণ করে অগ্রসর হলেন।

স বানরগণৈস্তৈস্ত বৃতঃ পরমদুর্জয়ৈঃ।

লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ সম্প্রতস্তে মহাবলঃ॥ ১৩৬

মহাবলী বীর রামচন্দ্রের এই যাত্রাকালে লক্ষ্মণ তাঁকে  
অনুসরণ করছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত দুর্জয় বানরসমূহের  
দ্বারা পরিবৃত হয়েছিলেন।

স দদর্শ মহাত্মানং কিরীটিনমরিন্দমম্।

শোণিতাপ্লুতরক্তাকং কুন্তকর্ণং মহাবলং॥ ১৩৭

সর্বান্ সমভিধাবন্তঃ যথা রুটঃ দিশাগজম্।

মার্গমাণং হরীন্ ক্রুদ্ধং রাক্ষসৈঃ পরিবারিতম্॥ ১৩৮

মহাবলশালী শ্রীরামচন্দ্র মহাকায, কিরীটধারী,



পত্রদমনকারী, বজ্রপাত, বজ্রলোচন কুন্তকর্ণকে দেখলেন  
যে, সে রাক্ষসদেব দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে রুষ্টি দিগ্গজের  
মতো বানরদের সম্মানে সর্বত্র ধাবিত হচ্ছে এবং  
তাদেরকে আক্রমণ করছে

বিজ্ঞানসংকাশঃ কাঞ্চনাদমভূষণম্ ।  
ব্রহ্মঃ রথিরঃ বজ্রাদ্ বর্ষমেঘমিবোধিতম্ । ১৩৯  
বিজ্ঞা এবং মন্দার পর্বতের মতো সে দীর্ঘকায়।  
মানব যমুদ তার ভূষণ। বর্ষার জলধারাবর্ষা মেঘের মতো  
তার মুখ থেকে বজ্রধারা বর্ষিত হচ্ছে।

জিহ্বা পরিলিখ্যঃ সুক্লীপী শোণিতোক্ষিতে  
মুগ্ধঃ বানরানীকঃ কালাস্তক্যমোপনম্ । ১৪০  
রক্তসিক্ত ওষ্ঠদেশ জিহ্বা দ্বারা লেহন করছে,

কালাস্তক যমের মতো বানরসৈন্যদের বিশ্ববস্ত করছে।

তং দৃষ্টা রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ প্রদীপ্তানলবর্চসম্ ।  
বিস্ফারমাশাস তদা কার্মুকং পুরুষবর্ভঃ ॥ ১৪১

এইরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ  
কুন্তকর্ণকে দেখে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপন  
ধনুকটি বিস্তারিত করলেন। (শরসজ্জানের জন্য ধনুকের  
জ্যা অর্থাৎ ছিলাটি আকর্ষণ করলেন।)

স তস্য চাপনির্বোমাৎ কুপিতো রাক্ষসবর্ভঃ ।

অমৃষ্যামাপত্তঃ ঘোষমভিদ্রাব রাঘবম্ ॥ ১৪২

সেই ধনুকের টংকার শুনে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুন্তকর্ণ  
অত্যন্ত কুপিত হল এবং সেই টংকার ধ্বনি সহ্য করতে না  
পেরে সে শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।<sup>(১)</sup>

এই শ্লোকের পর্বে কোনো কোনো গ্রন্থে নিম্নলিখিত কতিপয় অতিবিক্ত শ্লোক পাওয়া যায়, উপযোগিতা থাকার জন্য অর্থসহ  
চরিত্রের এখানে উল্লেখ করা হল।

পুত্রস্তাদ্ রাঘবসার্থে গদাযুক্তো বিভীষণঃ । অতিক্রম্য বেগেন ভ্রাতা ভ্রাতরমাহবে ॥  
বিভীষণং পুরো দৃষ্টা কুন্তকর্ণোহুর্বিদিতম্ । প্রহরস্ব রণে শীঘ্রং ক্ষত্রধর্মে হিরো ভব ॥  
ভ্রাতৃস্নেহং পরিত্যজ্য রাঘবসয় প্রিয়ং কুরু । অস্বার্থকার্যং কৃতং বৎস যন্তুং রামমুপাগতঃ ॥  
হমেকো রক্ষসাং লোকে সত্যধর্মভিরক্ষিতা । নাস্তি ধর্মভিরজ্ঞানাং ব্যসনং তু কদাচন ॥  
সন্তনর্যং হমৈবৈকঃ কুলসাস্য ভবিষ্যসি । রাঘবস্য প্রসাদাৎ ত্বং রক্ষসাং রাজ্যমাপ্যসি ॥  
প্রকৃত্য মম দুর্ধর্ষ শীর্ষং মার্গাদপত্রম । ন জাতব্যাং পুত্রস্তান্মে সন্ত্রমামষ্টচেতসঃ ॥  
ন বেদ্বি সংযুগে সন্তঃ স্নান্ পবান্ বা নিশাচর । রক্ষণীয়োহসি মে বৎস সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥  
এবমুক্তে বচন্তেন কুন্তকর্ণেন ধীমতা । বিভীষণো মহাবাহুঃ কুন্তকর্ণমুবাচ হ ॥  
গতিতং মে কুলসাস্য রক্ষণার্থমরিশদম । ন শ্রুতং সর্বরক্ষোভিস্ততোহহং রামমাগতঃ ॥  
কতং তু তনুহাভাগ সুকৃতং দুষ্কৃতং তু বা । এবমুক্তাশ্রুপূর্ণাক্ষো গদাপানিবিভীষণঃ ॥

একান্তমাপ্রিতো ভূম্বা চিত্তমামাস সংস্থিতঃ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য গদা হাতে নিয়ে বিভীষণ তার (কুন্তকর্ণের) সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন এবং সেই যুদ্ধস্থলে  
তাই-ভাইয়েব মুখোমুখি হওয়ার জন্য দ্রুতবেগে একে অপরের প্রতি অগ্রসর হলেন। বিভীষণকে সামনে দেখে কুন্তকর্ণ এইরূপ বলল  
-বৎস! তুমি ভাইয়ের স্নেহ ত্যাগ করে রামচন্দ্রের হিত করো এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ওপরে গদাঘাত করো। এখন তুমি ক্ষত্রধর্মে  
দৃঢ়তাকে অবলম্বিত হও তুমি যে শ্রীরামের আশ্রয় নিয়েছ, এর ফলে তুমি আমাদের কার্যসিদ্ধ করেছ। রাক্ষসদের মধ্যে একমাত্র তুমিই  
কখনো সত্য এবং ধর্মকে রক্ষা করছ যে ধর্মে অনুবর্ত্ত হই, সে কখনো কোনো দুঃখভোগ করে না। এখন একমাত্র তুমিই এই বংশের  
পুত্রান গরম্পবাকে সুবক্ষিত করার জন্য জীবিত থাকবে। শ্রীরঘুনাথের কৃপায় তুমি রাক্ষসদের রাজ্য লাভ করবে। দুর্জয় বীর! আমার  
সভার সম্পর্কে তো তুমি পরিচিতই আছো। অতএব শীঘ্রই আমার পথ ছেড়ে দূরে চলে যাও। এখন সন্ত্রম প্রদর্শনের বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে  
ছে অতএব আমার সম্মুখে অবস্থান করা তোমার উচিত নয়। নিশাচর! এখন যুদ্ধে আসক্ত হওয়ার জন্য আমি আপন-পর জ্ঞান-  
বাহিত ও সত্য, তথ্যাপ বৎস! আমার ছাড়া তুমি রক্ষণীয়-আমি তোমাকে বধ করতে চাই না। তোমাকে এই সত্যি কথাই আমি বলছি।  
গদাঘাত কুন্তকর্ণ এইরূপ বললে মহাবাহু বিভীষণ তাকে বললেন-‘হে শত্রুদমনকারী বীর! আমি এই বংশের রক্ষার জন্য অনেক কথা  
বলছি; কিন্তু কোনো রাক্ষসই আমার কথা শোনেনি; অতএব আমি হতাশ হয়ে শ্রীরামের আশ্রয় নিয়েছি। হে মহাভাগ! এটা আমার  
পক্ষে পুণ্য বা পাপ যদি হোক না কেন এখন আমি শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয়ই গ্রহণ করেছি।’ এই কথা বলতে বলতে গদাধারী বিভীষণের  
নেত্রপুঞ্জ হস্তপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি একান্তে দাঁড়িয়ে চিন্তা মগ্ন হলেন।

ততস্ত

বাতোকতমেকসং

মুজ্জরাজ্জোত্তমভোগবাহঃ

তমাপত্তস্তঃ

ধরনীধরাত্ত-

মুবাচ রামো যুধি কুন্তকর্ণম্ ॥ ১৪৩

যাঁর বাহুদয় সর্পরাজ্য বাসুকীর মতো উত্তম (সুবিশাল এবং স্থূল) সেই রামচন্দ্র পর্বততুল্য সুউচ্চ কুন্তকর্ণকে বায়ুত্যাগিত মেঘের ন্যায় দ্রুতগতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান হতে দেখে বললেন—

আগচ্ছ রক্ষোহধিপ মা বিষাদ-

নবহিতোহহং প্রগৃহীতচাপঃ।

অবেহি মাং রাক্ষসবংশনাশনঃ

যন্তুং মুহূর্তাদ্ ভবিতা বিচেতাঃ ॥ ১৪৪

‘ওহে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! এসো, দুঃখ করো না। আমি ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে রাক্ষসবুলের বিনাশক রূপে জানো। মুহূর্তের মধ্যেই তোমার প্রাণবিয়োগ হবে’ রামোহয়মিতি বিজ্ঞায় জহাস বিকৃতমনম্।

অভাধাবত সংক্রুদ্ধো হরীন্ বিজ্ঞাবয়ন্ বণে ॥ ১৪৫

‘হিনিই রাম’— এইকথা জেনে সেই রাক্ষস বিকৃত স্বরে হাসতে লাগল এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বানরদের বিতাড়িত করে তাঁর প্রতি ধাবিত হল।

দারয়মিব সর্বেষাং হৃদয়ানি বনৌকসাম্।

প্রহস্যা বিকৃতং ভীমং স মেঘস্তনিতোপমম্ ॥ ১৪৬

কুন্তকর্ণো মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।

নাহং বিরোধো বিজ্ঞেয়ো ন কবল্লাঃ খরো ন চ।

ন বালী ন চ মারীচঃ কুন্তকর্ণঃ সমাগতঃ ॥ ১৪৭

মহাতেজস্বী কুন্তকর্ণ সমস্ত বানরদের হৃদয় বিদীর্ণ করতে করতে অটুহাস্য করে মেঘের মতো ভয়ানক এবং গভীর গর্জন করে রামচন্দ্রকে বলল— ‘আমাকে বিরোধ, কবল অথবা খর বলে মনে কবো না। আমি মারীচ অথবা বালীও নই। আমি স্বয়ং কুন্তকর্ণ সমাগত হয়েছি (অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি)

পশ্য মে মুদারং ভীমং সর্বং কালায়সং মহৎ।

অনেন নির্জিতা দেবা দানবাস্চ পুরা মম্মা ॥ ১৪৮

‘আমার এই ভয়ংকর এবং সুবিশাল মুণ্ডটি দেখ। লৌহনির্মিত কৃষ্ণবর্ণের এই মুণ্ড দিয়ে আমি পূর্বে দেবতা

ও দানবদের পরাস্ত করেছি।

বিকর্ণনাস ইতি মাং নাবজ্জাতুং স্বমর্হসি, স্বল্পপি হি ন মে পীড়া কর্ণনাসাবিনাশনাৎ ॥ ১৪৯

‘আমাকে কর্ণহীন এবং নাসিকাহীন দেখে তুমি অবজ্ঞা করো না। নাক-কান কাটা গেলেও আমার ন্যূনতম পীড়া হচ্ছে না।

দর্শয়োক্শুকশার্দূল স্বীৰ্ঘং গাত্রেষু মেঘনব ততস্ত্রাং ভক্ষয়িষ্যামি দুষ্টপৌরুষবিক্রমম্ ॥ ১৫০

‘ইক্ষুকুবংশের বীরপুরুষ! তুমি নিশ্চাপ। আগে আমার ওপর তোমার পরাক্রম দেখাও। তোমার পৌরুষ এবং পরাক্রম দেখে আমি তোমাকে ভক্ষণ করব।’

স কুন্তকর্ণস্য বচো নিশম্য

রামঃ সুপুঙ্খান্ বিসসর্জ বাণান্।

তৈরাহতো বজ্রসমপ্রবেগৈ-

ন চক্ষুভে ন ব্যাথতে সুরারিঃ ॥ ১৫১

কুন্তকর্ণের এই কথা শুনে শ্রীরাম পুঙ্খসমস্ত শররাজি নিক্ষেপ করলেন। বজ্রতুল্য বেগবান সেই শররাশির গভীর আঘাতেও দেবশত্রু কুন্তকর্ণ ব্যথিতও হল না, ক্ষুব্ধও হল না।

যৈঃ সায়কৈঃ সালবরা নিকৃষ্টা

বালী হতো বানরপুঙ্গবশ্চ।

তে কুন্তকর্ণস্য তদা শরীরং

বজ্রোপমা ন ব্যাথয়াস্ত্রচক্রঃ ॥ ১৫২

যে বাণের আঘাতে মহান শালবৃক্ষসমূহ কর্তিত হয়, বানররাজ বালীর প্রাণবিয়োগ ঘটেছিল যে তীরের আঘাতে, বজ্রতুল্য সেই শরের আঘাতে কুন্তকর্ণের শরীর ব্যথিত হল না।

স বারিধারা ইব সায়কাংস্তান্

পিবন্ শরীরেণ মহেন্দ্রশত্রুঃ।

জঘান রামস্য শরপ্রবেগং

ব্যাবিধ্য তং মুদারমুগ্ধবেগম্ ॥ ১৫৩

মহান ইন্দ্রের শত্রু কুন্তকর্ণ জলধারার মতো শ্রীরামের বাণবর্ষণকে যেন আপন শরীর দিয়ে পান করতে লাগল। ভয়ংকর বেগশালী মুদারটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বহুসংখ্যক বাণের তীর বেগকে প্রতিহত করল।



রক্ষঃ ক্রতজানুলিঙ্গঃ  
 বিক্রাসনঃ দেবমহাচম্ভনাম্।  
 তঃ মুদগরমুগ্রবেগঃ  
 বিক্রাসয়ামাস চম্ভঃ হরীপাম্ ॥ ১৫৪  
 তেনস্তর দেবতাদের সুবিশাল বাহিনীর ত্রাস  
 উৎপাদনকারী সেই রাক্ষস ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহে উগ্র  
 বেগশালী মুদগর ঘুরিয়ে বানরবাহিনীকে বিভাঙিত করতে  
 লাগল।  
 ততোহুপরাস্তঃ  
 রামঃ প্রতিক্ষেপ নিশাচরায়।  
 তেন জহার বাহুঃ  
 স কুন্তবাহস্তমূলঃ ননাদ ॥ ১৫৫  
 তখন ডগবান প্রীরামচন্দ্র বায়বা নামক অন্য একটি  
 কুন্তকর্ণের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। তার দ্বারা  
 কুন্তকর্ণের মুদগরসহ দক্ষিণহস্তটি ছিন্ন হল, বাহু কর্তিত  
 হওয়ায় সে ভয়ানক শব্দে চিৎকার করতে লাগল।  
 স তস্যা বাহুগিরিশৃঙ্গকল্পঃ  
 সমুদারো রাঘববাণকৃন্তঃ  
 পাপত তস্মিন্ হরিরাজসৈন্যে  
 জঘান তাং বানরবাহিনীং চ ॥ ১৫৬  
 রামচন্দ্রের শরাঘাতে কর্তিত সেই পর্বতশৃঙ্গতুল্য  
 মুদগরসহ হাতটি বানররাজ সুগ্রীবের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে  
 পতিত হওয়ায় বানরেবা তার দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে প্রাণ  
 হারাল।  
 তে বানরা ভগ্নহতাবশেষাঃ  
 পর্যন্তমাপ্রিত্য তদা বিষণ্ণাঃ।  
 প্রণিভিত্তা দদৃশুঃ সুধোরঃ  
 নরেন্দ্ররক্ষোহধিপসম্মিপাতম্ ॥ ১৫৭  
 অবশিষ্ট বানরেরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও  
 তাদের অঙ্গ ভগ্ন হওয়ায় তারা বিষণ্ণচিত্তে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে  
 নরেন্দ্র রামচন্দ্র এবং রাক্ষসধিপতি কুন্তকর্ণের ভয়ানক যুদ্ধ  
 দেখতে লাগল। ভয়ানক আঘাতের ফলে তাদের শরীর  
 ভগ্ন হতে পড়িত হচ্ছিল।  
 কুন্তকর্ণোহস্তনিকুন্তবাহ-  
 র্হাসিকৃত্তা ইবাচলেদ্রঃ।

উৎপাটয়ামাস করোণ বৃক্ষঃ  
 ততোহভিভূতাব রণে নরেন্দ্রম্ ॥ ১৫৮  
 অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন বাহু কুন্তকর্ণকে শিখরবিহীন  
 পর্বতরাজের মতো মনে হচ্ছিল। সে এক হাতেই একটি  
 বৃক্ষ উৎপাটন করে যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজ রামচন্দ্রের প্রতি  
 ধাবিত হল।  
 তং তস্যা বাহুঃ সহতালবৃক্ষঃ  
 সমুদ্যতঃ পানগভোগকল্পম্।  
 ঐন্দ্রান্দ্রদুস্তেন জঘান সানো  
 বাণেন জাহ্ননদচিত্তিতেন ॥ ১৫৯  
 রামচন্দ্র সুবর্ণভূষিত একটি বাণ নিয়ে সেটিকে  
 ঐন্দ্রান্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করে নিক্ষেপ করলেন। তার ফলে  
 সেটি সর্পের ন্যায় উত্তীর্ণ হয়ে তালবৃক্ষসহ রাক্ষসের  
 দ্বিতীয় বাহুটিকে ছিন্ন করল।  
 স কুন্তকর্ণস্য ভুজো মিকৃন্তঃ  
 পপাত ভূমৌ গিরিসম্মিকাশঃ।  
 বিচেষ্টমানো নিজঘান বৃক্ষান্  
 শৈলান্ শিলাবানররাক্ষসাংশ্চ ॥ ১৬০  
 কুন্তকর্ণের সেই পর্বতসদৃশ ছিন্নবাহু ভূপতিত হয়ে  
 কম্পিত হতে লাগল এবং তার আঘাতে বহুসংখ্যক  
 বৃক্ষ, শিলা, শৈলশৃঙ্গ, বানরেরা এমনকী রাক্ষসেরাও  
 নিষ্পেষিত হল।  
 তং ছিন্নবাহুঃ সমবেক্ষ্য রামঃ  
 সমাপতন্তঃ সহসা নদন্তম্।  
 ঘাবর্ধচন্দ্রৌ নিশিতৌ প্রগৃহ্য  
 চিচ্ছেদ পাদৌ যুধি রাক্ষসম্য ॥ ১৬১  
 দুই বাহু ছিন্ন হওয়ায় রাক্ষস প্রচণ্ড গর্জন করতে  
 করতে রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধাবিত হল। রামচন্দ্র  
 দুইটি সুতীক্ষ্ণ অর্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণপূর্বক নিক্ষেপ করলে  
 রাক্ষসের দুইটি পা কাটা গেল।  
 তৌ তস্যা পাদৌ প্রদিশৌ দিশা  
 গিরেণ্ডহাষ্টেব মহার্ঘবং চ।  
 লঙ্কাং চ সেনাং কপিরাক্ষসানাং  
 বিনাদয়ন্তৌ বিনিপেতভূত ॥ ১৬২  
 তার সেই পা দুটি তখন দিক-বিদিক, পর্বত, কন্দর,



মহাসাগর, লক্ষাপুরী, বানর এবং রাক্ষসসৈন্যদের প্রচণ্ড  
শব্দে প্রকম্পিত করে ভূপতিত হল।

নিকৃষ্টবাহুবিনিকৃষ্টপাদো

বিদার্য বজ্রং বড়বামুখাভম্।

দুঃখা রামঃ সহস্রাভিগর্জন

রাহর্ঘথা চক্ষুঃশিখরিকৈঃ ॥ ১৬৩

দুই পা এবং দুই হাত কাটা গেলে রাক্ষস তার  
বাড়বানলের মতো মুখটি বিশাল হাঁ-করে গর্জন করতে  
করতে রামচন্দ্রকে গ্রাস করার জন্য অগ্রসর হল।  
চক্ষুঃশিখরের সময় রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করে কুন্তকর্ণের  
এই আক্রমণ প্রয়াসও তদনুরূপ।

অপূরয়ৎ তস্য মুখং শিতাশ্রৈ

রামঃ শরৈর্হেমপিনকপুষ্কৈঃ।

সম্পূর্ণবজ্রো ন শশাক বজ্রং

চক্ৰ কৃচ্ছণ মুমূর্ছ চাপি ॥ ১৬৪

তখন শ্রীরামচন্দ্র সোনার পুষ্পযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তার  
মুখবিরর পূর্ণ করে দিলেন। এইভাবে মুখবন্ধ হওয়ায় সে  
আর কথা বলতে পারল না। অত্যন্ত কষ্টে আর্তনাদ প্রকাশ  
করে সে মূর্ছিত হল।

অখাদদে সূর্যমরীচিকল্পঃ

স ব্রহ্মদণ্ডাকালকল্পম্।

অরিষ্টমৈত্রঃ নিশিতঃ সুপুঙ্খঃ

রামঃ শরং মারুততুলাবেগম্ ॥ ১৬৫

তং বজ্রজাঘ্নদচারুপুঙ্খঃ।

প্রদীপ্তসূর্যজ্বলনপ্রকাশম্।

মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুলাবেগঃ

রামঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায় ॥ ১৬৬

অতঃপর রামচন্দ্র ব্রহ্মদণ্ড তথা বিমাশকারী  
কালতুল্যের ন্যায় ভয়ানক, সূর্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল  
বায়ুতুল্য গতিসম্পন্ন, সুন্দর পুষ্পযুক্ত, হীবক ও সুবর্ণদ্বারা  
নির্মিত সুচারুদর্শন বাণমূলযুক্ত, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি তথা সূর্যের  
ন্যায় দেদীপ্যমান, ইন্দ্রের বজ্র এবং অশনিতুল্য বেগবান  
শর গ্রহণ করে সেটি রাক্ষসের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন।

স সায়কো রাঘববাহুচোদিতো

দিশঃস্বভাসা দশ সম্প্রকাশয়ন্।

নিম্নমৈবগ্নানরভীমদর্শনো

জগাম শঙ্কশানিভীমনিঃক্রমঃ ॥ ১৬৭

শ্রীরামের দ্বারা প্রেরিত ইন্দ্রের বজ্রতুলা অসংখ্য  
সেই তীর আপন প্রভায় দশদিক উজ্জ্বল করে শুমহীন ভীম  
মতো ভয়ানক রূপে দ্রুতগতিতে যাবিত্ত হল।

স তদাশ্বপর্বতকূটসন্নিভঃ

সুবৃন্দংষ্ট্রঃ চলাচলসুখলম্।

চকর্ত রাক্ষোহপিপতেঃ শিরস্তলা

মণ্ডেল ব্রজস্য পুরা পূর্বমরঃ ॥ ১৬৮

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রাসুরের মস্তক ছিঁ  
কবেছিলেন, তেমনি সেই বাণের আঘাতে রাক্ষসের  
কুন্তকর্ণের মহান পর্বত শিখরতুল্য সুউচ্চ, সুগতিত  
শোভিত এবং চঞ্চল কুণ্ডলে সুসজ্জিত মস্তকটি সেই খেঁ  
বিচ্ছিন্ন হল।

কুন্তকর্ণশিরো ভাতি কুণ্ডলালকৃতং মহং।

আদিত্যোহুজ্জ্বলিতো রাক্ষৌ মধ্যাহ্নে ইব চক্ষুঃ ॥ ১৬৯

কুণ্ডলে অলংকৃত কুন্তকর্ণের বিশাল মস্তক তখন  
সূর্যোদয়ের পরে মধ্যাগনে বিরাজমান স্নান চন্দ্রের মতো  
নিভেজ মনে হচ্ছিল।

তদ্ রাবমাণাভিহতং পপাত

রক্ষঃশিরঃ পর্বতসন্নিকাশম্।

বডঙ্গ চর্যাগৃহগোপুরাণি

প্রাকারমুচ্চং তমপাতয়চ্চ ॥ ১৭০

শ্রীরামের বাণে কতিত রাক্ষসের সেই পর্বততুল্য  
মস্তক ভূপতিত হওয়ার সময় লক্ষা নগরীর বহু চর্যাগৃহ  
গোপুর (দরজা) এবং সুউচ্চ প্রাকারকে বিনষ্ট তথা  
ধরাশায়ী কবল।

তচ্চাতিকায়ং হিমবতং প্রকাশং

রক্ষঃস্তদা তোয়নিবৌ পপাত।

গ্রাহান্ পরান্ মীনবরান্ ভুজদমান্

মর্ম্ম ভূমিং চ তথা বিবেশ ॥ ১৭১

হিমালয়ের মতো সুবিশাল রাক্ষসের সেই মস্তকটি  
তখন সমুদ্রের জলে পতিত হল। বড় বড় কুমীর, মাছ তথা  
সাপেদের শরীর মর্দিত করে সেটি পৃথিবীর ভেতরে প্রবেশ  
করল।

জন্মিন্ হতে ব্রাহ্মণদেবশত্রৌ  
মহাবলে সংযতি কুন্তকর্ণে।  
চচাল তুর্ভূমিধরাশ্চ সর্বে  
হর্বাচ্চ দেবাস্তমূলং প্রাণেশুঃ ॥ ১৭২

ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের শত্রু মহাবলশালী সেই  
কুন্তকর্ণ যুদ্ধে নিহত হলে পৃথিবী এবং পর্বতসমূহ প্রকম্পিত  
হল। দেবতারা সকলে মহানন্দে তুমুল হর্ষধ্বনি করতে  
লাগলেন।

ততঃ দেবর্ষিমহর্ষিপন্নগাঃ  
সুবাশ্চ ভূতানি সুপর্ণগুহ্যকাঃ।  
সম্বন্ধগন্ধর্বগণা নভোগতাঃ

প্রহর্ষিতা রামপরাক্রমেণ ॥ ১৭৩  
রামচন্দ্রের পরাক্রমে আকাশস্থিত দেবর্ষি, মহর্ষি,  
পন্নগ, দেবতাগণ, সুপর্ণ, গুহ্যক, যক্ষ, গন্ধর্বগণ এবং  
প্রাণী সকল অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

ততঃ তে তস্য বধেন ভূরিণা  
মনস্বিনো নৈর্ধতরাজবাক্সবাঃ।  
বিনেদুরুর্চৈর্ব্যথিতা রঘুভ্রমঃ

হরিং সমীক্ষ্যেব যথা মতজজ্ঞাঃ ॥ ১৭৪  
কুন্তকর্ণের এই মহান বধের জন্য রাক্ষসরাজের  
মনস্বী বাহুবলগণ অত্যন্ত ব্যথিত হল। মন্ত হাতি যেমন  
সিংহকে দেখে জোরে গর্জন করে ওঠে তেমনি রামচন্দ্রকে  
দেখে তারা সজোরে রোদন করতে লাগল।

স দেবলোকস্য তমো নিহতা  
সূর্যো যথা রাহুমুখাদ্ বিমুক্তঃ।

তথা ব্যভাসীকরিসৈন্যমধো  
নিহতা রামো যুধি কুন্তকর্ণম্ ॥ ১৭৫

রাহুর মুখ থেকে মুক্ত হয়ে সূর্য যেমন স্বমহিমায়  
প্রকাশিত হন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও তেমনি দেবলোকের  
অন্ধকার দূর করে কুন্তকর্ণকে বধ করে বানরসৈন্যদের  
মধ্যে শোভা লাভ করেছিলেন।

প্রহর্ষমীশূর্ণহন্য বানরাঃ  
প্রবুদ্ধপদ্মপ্রতিমৈরিবাননৈঃ।

অগুণ্জয়ন্ রাঘবমিষ্টভাগিনং  
হতে রিপৌ স্তীমবলে নৃপাক্রজম্ ॥ ১৭৬

ভয়ানক শক্তিশালী শত্রুর নিধন হলে বহুসংখ্যক  
বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হল। বিকশিত পদ্মের মতো  
তাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তাদের  
ইষ্টভোগী রামচন্দ্রকে তারা সফল মনোরথ হয়ে পূজা  
করল।

স কুন্তকর্ণং সূরসৈন্যমর্দনং  
মহৎসু যুদ্ধেষু কদাচনাজিতম্।

ননন্দ হস্তা ভরতাপ্রজো রণে  
মহাসুরং বৃত্রিবামরাধিপঃ ॥ ১৭৭

দেবসৈন্য মর্দনকারী কুন্তকর্ণ, যে বড় বড় যুদ্ধেও  
কখনো পরাজিত হয়নি; ভরতাপ্রজ শ্রীরাম তাকে হত্যা করে  
অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ভয়ংকর  
অসুর বৃত্কে সংহার করে আনন্দলাভ করেছিলেন,  
কুন্তকর্ণকে হত্যা করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও তদনুরূপ আনন্দ  
লাভ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

## অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৮)

কুন্তকর্ণের মৃত্যুসংবাদ শুনে রাবণের বিলাপ

কুন্তকর্ণঃ হতঃ দুষ্টা রাঘবেণ মহাশয়ান।

রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় নাবেদয়ান্ ॥ ১

মহাশয়্য রামচন্দ্রের দ্বারা কুন্তকর্ণ নিহত হয়েছে দেখে  
নিশাচরেন্দ্রা রাক্ষসরাজ রাবণকে সেই বার্তা নিবেদন  
করলো—

রাজন্ স কালসংকাশঃ সংযুক্তঃ কালকর্মণা।

বিজ্ঞাব্য বানরীঃ সেনাঃ ভক্ষয়িত্বা চ বানরান্ ॥ ২

‘মহাবাজ ! কালের মতো ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী কুন্তকর্ণ  
বানরসেনাদের তাড়িয়ে বহুসংখ্যক বানর ভক্ষণ করে  
হুয়ং কালপ্রস্তু হয়েছে।

প্রতাপিত্বা মুহূর্তঃ তু প্রশান্তো রামতেজসা।

কায়েনার্বপ্রবিষ্টেন সমুদ্রঃ ভীমদর্শনম্ ॥ ৩

নিকুণ্ডনাসাকর্ণেন বিক্ষরক্রধিরেণ চ।

রক্ষা দ্বারং শরীরেণ লঙ্কায়াঃ পর্বতোপমঃ ॥ ৪

কুন্তকর্ণস্তব ভ্রাতা কাকুৎস্থশরপীড়িতঃ।

অগণ্ডভূতো বিবৃতো দাবদক্ষ ইব ক্রমঃ ॥ ৫

‘আপন প্রতাপে বানরদের তাপিত করে মুহূর্তেব  
মধ্যে শ্রীরামের তেজে সে শান্ত হয়েছে। তার শরীরের  
অর্ধভাগ ভীষণ দর্শন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। নাক-কান  
কাটা অবস্থায় ক্ষরিত রক্তধারায় লিপ্ত মুখমণ্ডল লঙ্কার  
দ্বারদেশে পতিত হয়েছে। তার সেই পরিততুলা মস্তক দ্বারা  
লঙ্কানগরীর দ্বার অবরুদ্ধ হয়েছে। আপনার ভাই কুন্তকর্ণ  
রামচন্দ্রের শরে পীড়িত হয়ে গণ্ডহীন হয়ে (ধড়হীন মুণ্ড  
এই অবস্থায়) দাবানলে দক্ষ বৃক্ষের মতো ধ্বংস হয়েছে।’

শ্রদ্ধা বিনিহতঃ সংখো কুন্তকর্ণ মহাবলম্।

রাবণঃ শোকসন্তপ্তো মুমোহ চ পপাত চ ॥ ৬

মহাবলশালী কুন্তকর্ণ যুদ্ধে নিহত হয়েছে শুনে রাবণ  
শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মূর্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন।

পিতৃব্যঃ নিহতঃ শ্রদ্ধা দেবান্তকনরান্তকৌ।

ত্রিশিরাশ্চতিকায়শ্চ কুরুদুঃ শোকপীড়িতাঃ ॥ ৭

পিতৃবোর (কাকার) নিধন-বার্তা শুনে দেবান্তক,  
রাস্তক, ত্রিশিরা এবং অতিকায় শোকে পীড়িত হয়ে রোদন

করতে লাগলো।

ভ্রাতরং নিহতঃ শ্রদ্ধা রামেনাক্রিষ্টকর্ণা।

মহোদরমহাপার্শ্বো শোকাক্রান্তো বহুদুঃখঃ ॥ ৮

অন্যামসেই মহান কর্মানুষ্ঠানকারী শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা  
ভাই কুন্তকর্ণ নিহত হয়েছে শুনে মহোদর এবং মহাপার্শ্ব  
শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

ততঃ কৃচ্ছাৎ সমাসাদ্য সংজ্ঞাং রাক্ষসপুলব।

কুন্তকর্ণবধাদ্ দীনো বললাপাকুলেগ্রিয়ঃ ॥ ৯

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অতিকষ্টে সংজ্ঞালভ করে  
কুন্তকর্ণ বধের দুঃখে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত  
ইন্দ্রিয়ই শোকে ব্যাকুল হয়েছিল।

হা বীর রিপুদর্পয় কুন্তকর্ণ মহাবল।

হুং মাং বিহায় বৈ দৈবদ্য যাতোহসি যমসাদনম্ ॥ ১০

(তিনি রোদন করে বলতে লাগলেন—) ‘হায় বীর !  
শত্রুদর্পবিনাশকারী ! হায় মহাবলী ! কুন্তকর্ণ ! দৈববশতঃ  
তুমি আমার ছেড়ে যমলোকে যাত্রা করলে।

মম শল্যমনুজ্যত বাহুবান্যঃ মহাবল।

শত্রুসৈন্যঃ প্রতাপ্যকঃ ক্ব মাং সংতাজ্য গচ্ছসি ॥ ১১

‘মহাবলী ! আমার তথা বহুদের কটক (পথের  
কাঁটা) দূর না করে শত্রুসৈন্যদের সম্ভ্রান্ত করে, আমাকে  
ত্যাগ করে তুমি একা কোথায় চলে গেলে ?

ইদানীং খল্বহং নান্মি যস্য মে পতিতো ভুজঃ।

দক্ষিণোহয়ং সমাপ্রিত্য ন বিভেমি সুরাসুরাঃ ॥ ১২

‘এখন আমার আর অস্তিত্বই নেই ; সে ছিল আমার  
দক্ষিণহস্তের ন্যায়। তার ভরসায় আমি দেবতা অথবা অসুর  
কাউকেই ভয় করতাম না, আজ সেই কুন্তকর্ণই ধরাশায়ী  
কথমেবংবিধো বীরো দেবদানবদর্পহা।

কালাগ্নিপ্রতিমো হৃদ্য রাঘবেণ রণে হতঃ ॥ ১৩

‘দেবতা ও দানবদের দর্পহরণকারী কালাগ্নিতুল্য  
এইরকম বীর যুদ্ধক্ষেত্রে কেমন করে রামের হাতে দ্বারা  
গেল ?

যস্য তে বজ্রনিষ্পেষো ন কুর্যাদ্ ব্যসনং সন।



কথং রামবাণীঃ প্রসুপ্তোহসি মহীতলে। ১৪

‘বজ্রের আঘাতও তোমাকে কখনো পীড়িত করতে পারেনি। সেই ভূমি কী করে আজ রামের বাণে আর্ত হয়ে উতলশায়ী হলে ?

এতে দেবগণাঃ সার্থমুখিভির্গগনে হিতাঃ

নিহতং হ্যং রণে দৃষ্টা নিনদন্তি প্রহর্ষিতাঃ। ১৫

‘তোমাকে যুদ্ধে নিহত হতে দেখে আজ আকাশে দেবতারা ঘবিলের সঙ্গে অবস্থিত হয়ে আনন্দধ্বনি করছে।

কুব্জদৈব সংহৃষ্টা লঙ্কলক্ষাঃ প্রবজমাঃ।

আরোক্ষজীহ দুর্গাণি লঙ্কাঘাৱাণি সর্বশাঃ। ১৬

‘আজ আবশ্যই অস্তিত্বসিদ্ধ বানবেরা আনন্দিত চিত্ত লঙ্কার সমস্ত দুর্গম দ্বারে আরোহণ করবে।

রাজেন নান্তি মে কার্যং কিং করিষ্যামি সীতরা।

কুন্তকবিহীনসা জীবিতে নান্তি মে মতিঃ। ১৭

‘আজ আমার রাজ্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

সীতাকে নিয়েই বা আমি কি করব ? কুন্তককে হারিয়ে আমার আর প্রাণধারণ করতে ইচ্ছা করছে না।

কথং হাতৃহস্তারং ন হনি যুধি রাঘবম্

নু মে মরণং শ্রেয়ো ন চেদং বার্ষজীবিতম্। ১৮

‘যদি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার শত্রুহস্তারক রামকে হত্যা করতে না পারি তাহলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। এই বার্ষজীবন বঞ্চিত না হওয়াতেই মঙ্গল।

অদৌ তং গমিষ্যামি দেশং যত্রানুজো মম।

নহি ব্রাহ্মন্ সমুৎসৃজ্য ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে। ১৯

‘যে দেশে (স্থানে) আমার অনুজ কুন্তক যাত্রা করেছে আমি আজই সেই দেশে যাত্রা করতে চাই। আমার উইকে হারিয়ে আমি ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করতে চাই না।

দেবা হি মাঃ হসিষ্যন্তি দৃষ্টা পূর্বাপকারিণম্।

কথমিদ্ৰং জয়িষ্যামি কুন্তকং হতে ভূমি। ২০

‘পূর্বে যাদের অপকার করেছি সেই দেবতারাও আমাকে দেখে হাসবে। আমি কুন্তক ! তোমার মৃত্যু হয়েছে, এখন আমি কী করে ইচ্ছাকে জয় করব ?

তদ্বিনং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণচঃ হতম্।

যদজ্ঞানাগম্যা তস্য ন গৃহীতং মহান্নমঃ। ২১

‘আমি অজ্ঞানতাবশতঃ মহান্না বিভীষণের কল্যাণকর বাক্য গ্রহণ করিনি। তাই এখন আমার এই অবস্থা হয়েছে

বিভীষণবচস্তাবৎ কুন্তকপ্রহত্তয়োঃ।

বিনাশোহয়ং সমুৎপন্নো মাঃ শ্রীভয়তি দারুণঃ। ২২

‘কুন্তক এবং প্রহস্তের এই নিদারুণ বিনাশ হওয়ার বিভীষণের সেই বাক্যগুলি আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত করেছে।

তস্যায়ং কর্মণঃ প্রাপ্তো বিপাকো মম শোকদঃ।

যথয়া ধর্মিকঃ শ্রীমান্ স নিরপ্তো বিভীষণঃ। ২৩

‘আমি ধর্মপরায়ণ শ্রীমান বিভীষণকে যে বিতাড়িত করেছি সেই কর্মের ফলেই এইরূপ শোকদায়ক পরিণাম আমাকে ভুগতে হচ্ছে।’

ইতি বহুবিশমাকুলান্তরাঙ্গা

কৃপণমতীৰ বিলপা কুন্তকম্।

ন্যপতদগি দশাননো ভূশার্ত-

স্তমনুজমিহরিপুং হতং বিদিত্বা। ২৪

এইভাবে অতিশয় দীনতাপূর্বক বিলাপ করতে করতে

দশানন রাবণ ব্যাকুলচিত্তে আপন-অনুজ ইন্দ্রশত্রু

কুন্তককে স্মরণ করে ব্যথিত হয়ে পুনরায় ভূপতিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ৥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ৥ ৬৮ ॥

## একোনসপ্ততমঃ সর্গঃ (৬৯)

রাবণের পুত্র এবং ভ্রাতাদের যুদ্ধযাত্রা এবং অঙ্গদ কর্তৃক নরাসুরের বিনাশ

এবং বিলাপমানস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।  
শ্রদ্ধা শোকভিত্ততস্য ত্রিশিরা বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

এইরূপ বিলাপমান শোকাভিত্তিত দুরাত্মা রাবণের  
কথা শুনে ত্রিশিরা বলল—

এবমেব মহাবীর্যো হতো নজাতমধামঃ।

ন তু সৎপুরুষা রাজন্ বিলপন্তি যথা ভবান্। ২

‘হে রাজন্ ! আমাদের মহাবীর মধ্যমতাত  
(মেজোকাকা) যুদ্ধে নিহত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাতে  
আপনার মতো শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা তো এরকম বিলাপ করেন  
না।

নুনং ত্রিভুবনসাপি পর্যাপ্তমসি প্রভো।

স কস্মাৎ প্রাকৃত ইব শোচস্যাঙ্গানমীদৃশম্॥ ৩

‘হে প্রভু ! আপনি অবশ্যই ত্রিভুবন জয় করতে  
সক্ষম, তবে কেন আপনি প্রাকৃতজনের মতো নিজেকে  
শোকাভিত্তিত করেছেন ?

ব্রহ্মদত্ত্বা তে শক্তিঃ কবচং সারকো ধনুঃ

সহস্রধরসংযুক্তো রথো মেঘসমমনঃ॥ ৪

‘ব্রহ্মপ্রদত্ত শক্তি তথা কবচ, ধনুক এবং বাণ  
আপনার কাছে রয়েছে, মেঘের মতো গর্জনকারী,  
একহাজার গাধায় টানা রথও আপনার অধীন।

দ্বয়াসকৃদ্ধি শস্ত্রেণ বিশস্তা দেবদানবঃ

স সর্বাযুধসম্পন্নো রাঘবঃ শাস্ত্রমহীসি॥ ৫

‘আপনি কেবলমাত্র একটি শস্ত্রের দ্বারা দেবতা এবং  
দানবদের বহুব্যব শাসন করেছেন। অতএব সকল প্রকার  
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আপনি আমাকে শাস্তি দিতে সক্ষম।

কামং তিষ্ঠ মহারাজ নির্গমিষ্যাম্যহং রণে।

উদ্ধরিষ্যামি তে শত্রুন্ গরুড়ঃ পন্নগানিব। ৬

‘মহারাজ ! আপনি স্থির হন, অনুমতি দিন আমি  
যুদ্ধযাত্রা করি। গরুড় যেমনভাবে সাপেদের সংহার  
করেন, আমিও তেমনি করে আপনার শত্রুদের ধ্বংস  
করব।

শম্বরো দেবরাজেন নরকো বিধূনা যথা।  
তথাদা শয়িতা রামো ময়া যুধি নিপাতিতঃ॥ ৭

‘দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে<sup>(১)</sup> এবং ভগবান  
বিষ্ণু যেমন নরকাসুরকে বধ করেছেন তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে

আজ্ঞা বামচন্দ্র ও আরাব দ্বারা চিবকালের জন্য শাস্তি হবে।

শ্রদ্ধা ত্রিশিরসো বাক্যং রানগো রাক্ষসবিশঃ  
পুনর্জাতমিবাঙ্গান্ মন্যতে কালচোদিতঃ॥ ৮

ত্রিশিরার কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ কালের দ্বারা  
প্রেমিত হয়ে এমন উজ্জীবিত হবেন যে মনে হয় তার

পুনর্জন্ম লাভ হয়েছে।

শ্রদ্ধা ত্রিশিরসো বাক্যং দেবান্তকমরাক্ষকৌ  
অতিকায়স্ত তেজস্বী বহুবুধুর্দেহবীতঃ। ৯

ত্রিশিরার কথা শুনে দেবান্তক, নরান্তক এবং  
তেজস্বী অতিকায় - এই তিনজনেই যুদ্ধের জন্য উৎসাহ

হলেন।

ততোহহমহমিত্যেবং গর্জন্তো নৈঋত্বভ্যঃ।

রাবণস্য সূতা বীরাঃ শত্রুচুল্যপারক্রমাঃ॥ ১০

রাবণের বীর পুত্রেরা ছিল ইন্দ্রের হস্ত  
পরাক্রমশালী, তাই তারা ‘আমি যাব, আমি যাব’ বলে গর্জ  
গর্জন করতে শুরু করল।

অন্তরিক্ষগতাঃ সর্বে সর্বে মায়াবিশারদাঃ।

সর্বে ত্রিদশদর্পণাঃ সর্বে সমরদুর্মদাঃ॥ ১১

তারা সকলেই আকাশে গমন করতে সক্ষম,  
মায়াবিদ্যায় বিশারদ, দেবতাদের দর্পচূর্ণ করতে সক্ষম

এবং বণদুর্মদ

সর্বে সুবলসম্পন্নঃ সর্বে বিত্তীর্ণকীর্তমঃ।

সর্বে সমরমাসাদ্য ন শ্রয়ন্তে স্ম নির্জিতাঃ॥ ১২

দেবৈরপি সগন্ধর্বৈঃ সক্ষিন্নরমহোরগৈঃ।

সর্বৈহস্তবিদুষো বীরাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ

সর্বে প্রবরবিজ্ঞানাঃ সর্বে লঙ্কবরাধ্বজাঃ॥ ১৩

তারা সকলেই ছিল উত্তম বলসম্পন্ন, তাদের কী

এই পুত্র প্রসারিত।  
বহুশত্রুর দ্বারা বিনাশ  
এক কথ কখনো শোন  
বর্গের বিশারদ, সকল  
পুত্রপুত্র এবং সকলেই  
তৈজস্বী  
সুতৈবৃত্ত  
মহাবী  
বৃত্তো  
শত্রুসৈন্য এবং  
তে তৈজস্বী পুত্রদের  
বাক্যকে বড় বড় দানব  
হস্তা শোভাব্যুক্ত মনে  
পুত্রান সম্পরিত  
অসীম প্রশস্তি  
তিনি পুত্রদের  
সংকৃত করে এবং  
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা  
যুদ্ধান্তঃ চ মন্তঃ  
বর্গার্থঃ কুমারগণ  
যুদ্ধে রাজকুমার  
আপন দুই ভাই যুদ্ধো  
তে প্রেরণ করলেন।  
তৈজস্বীদা মহাত্মা  
কথা প্রদক্ষিণঃ  
তারা সকলে  
মহাত্মা রাবণকে প্রদান  
প্রদান করল।  
সর্বৈবীর্ষভির্গন্ধেশ্ব  
নিরখনৈঋত্বশ্রেষ্ঠাঃ  
ত্রিশিরাশতিকায়স্ব  
দেবদানবমহাপার্শ্বো  
সকল প্রকার  
অর্থাৎ এগুলির  
ত্রিশিরা, অতিকায়,  
নরপার্শ্ব - এই হয়  
প্রেরিত হয়ে যুদ্ধের

(১) এখানে যে নরকাসুরের কথা বলা হয়েছে, সে বিপ্রচিন্তি নামক দানবের দ্বারা সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন বাতাপি প্রকৃতির

পুত্রের একজন, তাদের নাম যথাক্রমে হল—বাতাপি, নমুচি, ইন্দ্রল, স্মর, অঙ্গক, নরক এবং কালনাম। দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ  
ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করেছিলেন এখানে উল্লিখিত নরকাসুর তা থেকে পৃথক। ত্রিশিরা এবং রাবণের সময় তার জন্মই হয়নি



যুদ্ধে সুখ প্রসারিত। দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর তথা  
অসুরদের দ্বারা রণক্ষেত্রে তারা কখনও পরাস্ত হয়েছিলে,  
কখনও কখনো শোনা যায়নি। তারা সকলেই বীর এবং  
সর্বত্র বিশারদ, সকল শাস্ত্রে জ্ঞানী এবং যুদ্ধবিদ্যায়  
সুদীপ্ত এবং সকলেই তপস্যার দ্বারা বর লাভ করেছে।

জৈষ্ঠা ভাস্করতুল্যবর্চসৈঃ

সুতৈর্বৃতঃ শক্রবলশ্রিয়াদনৈঃ।

রাজা মহাবান্ যথামরৈ-

বৃত্তো মহাদানবদর্পনাশনৈঃ ॥ ১৪

শক্রসৈন্য এবং সম্পদ ধ্বংসকারী সেই সূর্যের  
হস্ত তেজস্বী পুত্রদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে রাক্ষসরাজ  
রাক্ষকে বড় বড় দানবদের দর্পবিনষ্টকারী দেবরাজ ইন্দ্রের  
মতো শোভাযুক্ত মনে হচ্ছিল।

স পুত্রান্ সম্পরিষজ্যা ভূষয়িত্বা চ ভূষণৈঃ।

দীর্ঘাঙ্গি প্রশস্তাভি প্রেষয়ামাস বৈ রণে ॥ ১৫

তিনি পুত্রদের আলিঙ্গন করে নানাবিধ অলংকারে  
অলঙ্কৃত করে এবং উত্তমরূপে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করে  
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন।

যুদ্ধোত্তমং চ মত্তং চ স্নাতরৌ চাপি রাবণঃ।

বল্লভং কুমারাণাং প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥ ১৬

যুদ্ধে রাজকুমারদের রক্ষা করার জন্য রাবণ তাঁর  
আপন দুই ভাই যুদ্ধোত্তম (মহাপার্শ্ব) এবং মত্ত (মহোদর)  
কে প্রেরণ করলেন।

যেভিহাদা মহাত্মানং রাবণং লোকরাবণম্।

কৃষ্ণ প্রদক্ষিণং চৈব মহাকায়াঃ প্রতস্থিরে ॥ ১৭

তারা সকলে বিশালদেহী, লোক-ভয়ঙ্কর রাক্ষস  
মহাত্মা রাবণকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম জানিয়ে যুদ্ধের জন্য  
স্বপ্ন করল।

সর্ববীর্ষাভির্গন্ধৈশ্চ সমালভ্য মহাবলাঃ।

নির্জগুর্নৈর্ভতশ্রেষ্ঠাঃ যভেতে যুদ্ধকাক্ষিণঃ ॥ ১৮

কিন্ধাসাভিকায়শ্চ দেবান্তকনরাস্তকৌ।

মহোলমহাপার্শ্বৌ নির্জগুঃ কালচোদিতাঃ ॥ ১৯

সকল প্রকার গুণধি এবং গন্ধদ্রব্যের স্পর্শ নিয়ে  
(যর্থাৎ এগুলির দ্বারা অনুলিপ্ত হয়ে) যুদ্ধকাঙ্ক্ষী  
ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরাস্তক, মহোদর এবং  
মহাপার্শ্ব—এই ছয় মহাবলশালী শ্রেষ্ঠ রাক্ষস কালের দ্বারা  
প্রলিপ্ত হয়ে যুদ্ধের জন্য পুরী থেকে নির্গত হল।

ততঃ সুদর্শনং নাগং নীলজীমূতসন্নিভম্।

ঐরাবতকুলে জাতমাকরোহ মহোদরঃ ॥ ২০

তখন মহোদর ঐরাবত বংশে জাত মেঘের মতো  
কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট সুদর্শন নামক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করল।

সর্বায়ুধসমায়ুক্ততুণীভিষ্যাপ্যলঙ্কৃতঃ

ররাজ গজমাছায় সবিত্তেবাস্তমূর্ধনি ॥ ২১

সকল অস্ত্রে সজ্জিত এবং তুণীরের দ্বারা অলংকৃত  
মহোদর হস্তীপৃষ্ঠে আসীন হয়ে অস্ত্রাচল শিখরে বিরাজমান  
সূর্যদেবের মতো শোভিত হচ্ছিল।

হয়োত্তমসায়ুক্তং সর্বায়ুধসমাকুলম্।

আরোরুহ রথশ্রেষ্ঠং ত্রিশিরা রাবণায়জঃ ॥ ২২

রাবণপুত্র ত্রিশিরা সকল অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে  
সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করল।

ত্রিশিরা রথমাছায় বিররাজ ধনুর্ধরঃ।

সবিদ্যুদুষ্কঃ সজ্জালঃ সেন্দ্রচাপ ইবানুদঃ ॥ ২৩

ধনুক ধারণ করে রথে বিরাজমান অবস্থায় তাকে  
বিদ্যুৎ, উজ্জ্বল, অগ্নি এবং ইন্দ্রধনুযুক্ত মেঘের মতো মনে  
হচ্ছিল।

ত্রিভিঃ কিরীটৈস্ত্রিশিরাঃ শুশুভে স রথোত্তমৈঃ।

হিমবানিবা শৈলৈর্দ্বিত্রিভিঃ কাঞ্চনপর্বতৈঃ ॥ ২৪

উত্তম রথে আরোহণ করে তিনটি কিরীটযুক্ত ত্রিশিরা  
তিনটি স্বর্ণমণ্ডিত শিখরযুক্ত পর্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায়  
শোভা লাভ করেছিল।

অতিকায়োহতিতেজস্বী রাক্ষসেন্দ্রসুতস্তদা।

আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুশ্চ্যুতাম্ ॥ ২৫

রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যন্ত তেজস্বী পুত্র অতিকায়  
ছিল সকল ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেও এক উত্তম রথে  
আরোহণ করল।

সুচক্রাঙ্গং সুসংযুক্তং ধনুকর্ষং সুকুবরম্।

তুণীবাণাসনৈর্দীপ্তং প্রাসাসিপরিষাকুলম্ ॥ ২৬

সেই রথের চক্র, অক্ষ ও তাদের সংযোগ ছিল  
উত্তম। তার অনুকর্ষ এবং কুবরও ছিল সুন্দর। তুণী, বাণ,  
ধনুক দ্বারা দীপ্ত সেই রথটি ছিল প্রাস, অসি, পরিঘ প্রভৃতি  
অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত।

স কাঞ্চনবিচিত্রেশ কিরীটেন বিরাজতা।

ভূষণৈশ্চ বভৌ মেরুঃ প্রভাভিরিব ভাসয়ন্ ॥ ২৭

সে স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র কিরীট ধারণ করেছে, তার



অন্যান্য অলংকারসমূহ উজ্জ্বলরূপে দীপ্তিশীল। আপন  
প্রভায় উজ্জ্বল মেরুপর্বতের ন্যায় সুশোভিত।

স ররাজ রথে তস্মিন্ রাজসূনুর্মহাবলঃ।

বৃত্তো নৈর্ঝতশাদূলৈর্বজ্রপাণিরিবামরৈঃ॥ ২৮

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, মহাবলশালী, রাক্ষসরাজকুমার রথে  
বিরাজমান অবস্থায় রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিল  
— যেমন বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা  
পরিবেষ্টিত থাকেন।

হয়মুচ্চৈঃশ্রবঃপ্রথ্যঃ শ্বেতঃ কনকভূষণম্।

মনোজবং মহাকায়মাকরোহ নরাস্তকঃ॥ ২৯

নরাস্ত উচ্চৈঃশ্রবঃ মতো শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট  
কনকভরণভূষিত বিশালদেহী, মনের তুল্য বেগবান অশ্বে  
আরোহণ করল।

গৃহীত্বা প্রাসমুচ্চাভং বিররাজ নরাস্তকঃ।

শক্তিমাদায় তেজস্বী গুহঃ শিখিগতো যথা॥ ৩০

তেজস্বী নরাস্তক উচ্চায় মতো উজ্জ্বল প্রাস হাতে  
নিয়ে শক্তিশালী ময়ূরবাহন কার্তিকের মতো শোভা ধারণ  
করেছিল।

দেবান্তকঃ সমাদায় পরিঘং হেমভূষণম্।

পরিগৃহ্য গিরিং দোর্ভ্যাং বপুর্বিষ্ণোর্বিভ্রমন্॥ ৩১

সমুদ্র মছনের সময় মন্দর পর্বত হাতে নিয়ে ভগবান  
বিষ্ণু যেমন শোভা ধারণ করেছিলেন, দেবান্তকও উজ্জ্বল  
স্বর্ণভূষিত পরিঘ ধারণ করে তদনুরূপ শোভা ধারণ  
করেছিল।

মহাপার্শ্বো মহাতেজা গদামাদায় বীর্যবান্।

বিররাজ গদাপাণিঃ কুবের ইব সংযুগে॥ ৩২

মহাতেজস্বী এবং পরাক্রমী মহাপার্শ্ব গদা হাতে নিয়ে  
যুদ্ধক্ষেত্রে গদাধারী কুবেরের ন্যায় বিরাজ করছিল।

তে প্রতজুর্মহাস্থানোহমরাবত্যাঃ সুরা ইব।

তান্ গজৈশ্চ তুরগৈশ্চ রথৈশ্চান্দ্রদনিঃস্বনৈঃ॥ ৩৩

অনুৎপেতুর্মহাস্থানো রাক্ষসাঃ প্রবরায়ুধাঃ।

অমরাবতীপুরী থেকে নির্গমনরত দেবতাদের মতো  
লঙ্কাপুরী থেকে রাক্ষসেরা নির্গত হল। তাদের পশ্চাৎভাগে  
শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারণকারী রাক্ষস হাতি, ঘোড়া তথা মেঘের  
গর্জনতুল্য শব্দ সৃষ্টিকারী রথে আবোহণ করে যুদ্ধের জন্য  
নির্গত হল।

তে বিরজুর্মহাস্থানঃ কুমারাঃ সূর্যবর্চসঃ॥ ৩৪

কিরীটিনঃ শ্রিয়া জুষ্টা গ্রহা দীপ্তা ইবায়রে

সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, মহামনস্বী রাজপুত্রেরা কিরীট  
ধারণ করে আকাশে অবস্থিত উজ্জ্বল গ্রহের মতো শোভা  
লাভ করেছিল।

প্রগৃহীতা বভৌ তেবাং শস্ত্রাণামবলিঃ সিভা। ৩৫

শরদ্রপ্রতীকাশা হংসাবলিরিবায়রে।

তাদের (রাজকুমারদের) দ্বারা ধৃত অস্ত্রশস্ত্র সমূহের  
উজ্জ্বল্য ছিল শরৎকালীন মেঘতুল্য উজ্জ্বল কঙ্কিত  
হংসশ্রেণীর মতো শোভাযুক্ত।

মরণং বাপি নিশ্চিত্য শত্রুণাং বা পরাজয়ম্। ৩৬

ইতি কৃত্বা মতিং বীরাঃ সংজঘুঃ সংযুগার্ধিনঃ

শত্রুর পরাজয় অথবা নিজেদের মৃত্যু — যেকোন  
একটি নিশ্চিত জেনে সেই রাক্ষস বীরেরা যুদ্ধের জন্য  
অগ্রসর হল।

জগজ্জুশ্চ প্রণেদুশ্চ চিক্খিগুশ্চাপি সায়কান্॥ ৩৭

জগজ্জুশ্চ মহাস্থানো নির্যাত্তো যুদ্ধদুর্মদাঃ।

রণদুর্মদ মহামনস্বী সেই রাক্ষসেরা গর্জন,  
সিংহনাদ, শরগ্রহণ এবং নিষ্ক্ষেপ করতে করতে যাত্রা  
করছিল।

ক্ষেপিতাস্থোটিতানাং বৈ সঞ্চাচালৈব মেদিনী। ৩৮

রক্ষসাং সিংহনাদৈশ্চ সংক্ষেপাতিমিবাধ্বনম্।

রাক্ষসদের গর্জনে, সিংহনাদে, আশ্মগলনে পৃথিবী  
প্রকম্পিত হল আর গগনমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।  
তেহভিনিষ্টম্য মুদিতা রাক্ষসেজ্জা মহাবলাঃ। ৩৯

দদৃশুর্বানরানীকং সমুদ্যতশিলানগম্।

মহাবলশালী রাক্ষসচূড়ামণি বীরেরা সানন্দে নগরের  
সীমা অতিক্রম করে দেখল বানরসৈন্যেরা পর্বতশিখর এবং  
সুবৃহৎ বৃক্ষরাজি উদ্যত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

হরয়োহপি মহাস্থানো দদৃশু রাক্ষসং বলম্। ৪০

হস্তাশ্বরথসম্বাধং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্।

নীলজীমূতসংকাশং সমুদ্যতমহাযুধম্। ৪১

মহাস্থা বানরেরাও রাক্ষস সৈন্যদের দেখল। হস্তী,  
অশ্ব এবং রথ নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। শত শত কিঙ্কিণী  
ধ্বনি তথায় উথিত হচ্ছে। কালো মেঘের মতো দৃশ্যমান  
সৈন্যদের হাতে উদ্যত সুবিশাল অস্ত্রসমূহ শোভা পাচ্ছিল।

দীপ্তানলরবিপ্রাণ্যনৈর্ঝতৈঃ সর্বতো বৃতম্।

তদ্ দৃষ্টা বলমায়াতং লঙ্কলঙ্কাঃ প্রবজমাঃ। ৪২

তদ দৃষ্টা বলমায়াতং লঙ্কলঙ্কাঃ প্রবজমাঃ। ৪২

সমুদ্রতমহাশৈলাঃ

সম্প্রপেদুর্মুহমুহঃ।

অম্বামালা রক্ষাংসি প্রতিদর্শয় বানরাঃ। ৪৩  
প্রদীপ্ত অগ্নি এবং সূর্যের মতো তেজস্বী রাক্ষসদের  
সেনাবাহিনী সবদিকে পরিবৃত্ত হয়েছিল। সেই বাহিনীকে  
জাস্তে দেখে বানরেরা সুবিশাল পর্বতশিখর উদ্যত করে  
পুনঃ পুনঃ গর্জন করতে লাগল। রাক্ষসদের সিংহনাদ সহ্য  
করতে না পেরে তারাও প্রতিগর্জন করতে লাগল।

সমুৎকটরবঃ নিশামা  
রক্ষোগণা বানরযুথপানাম্।

অম্বামালাঃ পরহর্ষমুগ্রঃ  
মহাবলা ভীমতরং প্রশেদুঃ। ৪৪

রাক্ষসেরা বানরদলপতিদের এই উচ্চস্বরে গর্জন  
শ্রমে তা সহ্য করতে না পেরে অত্যন্ত আনন্দে  
জ্ঞানকভাবে উগ্র স্বরে গর্জন করতে লাগল।

তে রাক্ষসবলং ঘোরং প্রবিশা হরিযুথপাঃ।  
বিচেক্কদ্যতেঃ শৈলৈর্নগাঃ শিখরিণো যথা। ৪৫

বানর দলপতিরা তখন সেই ভয়ানক  
রাক্ষসসৈন্যদের মধ্যে শৈলশৃঙ্গ নিয়ে প্রবেশ করে শিখর  
বিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় বিচরণ করতে লাগল।

কেদিবাক্ষমাশিষ্য কেচিদুর্ব্যাঃ প্রবজমাঃ।  
রক্ষসৈন্যেষু সংক্রুদাঃ কেচিদ্ দ্রুমশিলায়ুধাঃ। ৪৬

ক্রমাংস্ বিপুলঙ্কান্ গৃহ্য বানরপুঙ্গবাঃ।

রাক্ষসসৈন্যদের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু  
সংখ্যক বানর বৃক্ষ এবং প্রস্তরকে অস্ত্ররূপে ধারণ করে  
অকাশপথে বিচরণ করতে লাগল, আবার কিছু সংখ্যক  
বানর দলপতি বিশাল শৃঙ্গা সম্বলিত বৃক্ষ হাতে নিয়ে ভূমিতে  
বিচরণ করতে লাগল।

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং রক্ষোবানরসঙ্কুলম্। ৪৭  
তে পাদপশিলাশৈলৈশ্চক্রুবৃষ্টিমন্পমাম্।

যাপৌর্ধ্ববার্ষমাশাশ্চ হরয়ো ভীমবিক্রমাঃ। ৪৮

তখন রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ  
চলতে লাগল। রাক্ষসেরা শরসমূহ বর্ষণের দ্বারা বানরদের  
গতিরোধ করতে চাইল, তখন ভয়ানক পরাক্রমী বানরেরা  
বৃক্ষসমূহ, শিলাখণ্ড এবং পর্বতশৃঙ্গ-সমূহের অনুপম বৃষ্টি  
করতে লাগল।

সিংহনাদান্ বিনেদুশ্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ।  
শিলাভিক্ষূর্ণযামাসুর্বাভুধানান্ প্রবজমাঃ। ৪৯

নির্জয়ুঃ সংযুগে ক্রুদাঃ কবচাভরণাবৃতান্।  
বান্দ্রস এবং বানর - উভয়পক্ষই যুদ্ধক্ষেত্রে

সিংহনাদ করত। ক্রুদ্ধ বানরেরা কবচ এবং অলংকারে  
ভূষিত বহুসংখ্যক রাক্ষসদের শিলাখণ্ডের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ  
করে দিল।

কেচিদ্ রথগতান্ হীরান্ গজশাজিগতানপি। ৫০  
নির্জয়ুঃ সহসাহ্২প্লুত্যা যাতুধানান্ প্রবজমাঃ।

কোনো কোনো বানর বথারোহী, হস্তী এবং অশ্ব  
পৃষ্ঠে অবস্থিত বীর রাক্ষসদের ওপর সহসা লাফিয়ে উঠে  
তাদেরকে হত্যা করল।

শৈলশৃঙ্গাঘ্নিতাদায়ে মুষ্টিভির্ভালোচনাঃ। ৫১  
চেলুঃ পেতুশ্চ নেদুশ্চ তত্র রাক্ষসপুঙ্গবাঃ

প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরদের শরীর শৈলশৃঙ্গের দ্বারা  
আচ্ছাদিত হল, বানরদের মুষ্টিঘাতে তাদের চোখ ভেঙে  
চুকে গেল, রাক্ষসেরা চিংকার করতে করতে কেউ  
পলায়ন করতে লাগল আবার কতক বা ভূমিতে পতিত  
হল।

রাক্ষসাশ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিদুঃ কপিকুঞ্জরান্। ৫২  
শূলমুদগরখড়্গৈশ্চ জয়ুঃ প্রাসৈশ্চ শক্তিভিঃ।

রাক্ষসেরাও তীক্ষ্ণ শরাঘাতে কতিপয় বানর  
শিরোমণির শরীর বিদীর্ণ করল। শূল, মুদগর, খড়্গ, শক্তি  
এবং প্রাস দ্বারা বহু বানরকে হত্যা করল।

অনোন্যং পাতয়ামাসুঃ পরম্পরজয়ৈশিঃ। ৫৩  
রিপুশোণিতদিদ্ধাদান্তত্র বানররাক্ষসাঃ।

শত্রুর ব্রজ যাদের শরীরে লিপ্ত হয়েছিল সেই বানর  
এবং রাক্ষসেরা পরম্পর বিজয় লাভের ইচ্ছায় একে  
অপরকে ধরাশায়ী করত।

ততঃ শৈলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিসৃষ্টৈহিরিরাক্ষসৈঃ। ৫৪  
মুহূর্তেনাবৃত ভূমিরভবচ্ছোশিতোক্ষিতা।

অতঃপর বানরদের এবং রাক্ষসদের নিক্ষিপ্ত  
পর্বতশৃঙ্গ এবং খড়্গ দ্বারা যুদ্ধভূমি আচ্ছাদিত হয়ে গেল  
এবং রক্তপ্রবাহে সিক্ত হয়ে উঠল।

বিকীর্ণৈঃ পর্বতাকারে রক্ষোভিরভিমর্ষিতৈঃ।  
আসীদ্ বসুমতী পূর্ণা তদা যুদ্ধমদাঘিতৈঃ। ৫৫

পর্বতাকার রাক্ষসেরা বানরদের দ্বারা মর্দিত হচ্ছিল।  
যুদ্ধের অহংকারে উগ্ৰত রাক্ষসেরা নানা দিকে ছড়িয়ে  
ছিটিয়ে পড়ে থেকে ভূমিকে আবৃত করেছিল।



আক্ষিপ্তাঃ ক্ষিপ্যামাশচ ভগ্নশৈলাশচ বানরাঃ।

পুনরঙ্গৈস্তদা চত্বাসমা যুদ্ধমভ্যুতম্ ॥ ৫৬

বানরেবা ভগ্ন পর্বতের প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে লাগলো, রাক্ষসদের নিকটবর্তী হয়ে তারা হাত পা দিয়ে অতৃপ্তভাবে যুদ্ধ করতে লাগল।

বানরান্ বানরৈরেব জঘ্নস্তে নৈৰ্দ্ধতৰ্হতাঃ।

রাক্ষসান্ রাক্ষসৈরেব জঘ্নস্তে বানরা অপি ॥ ৫৭

রাক্ষসবীরেরা বানরদের দ্বারা বানরসৈন্যদের এবং বানরেরা রাক্ষসদের দ্বারা রাক্ষসবীরদের হত্যা করতে লাগল।

আক্ষিপা চ শিলাঃ শৈলাঙ্গঘুস্তে রাক্ষসান্তলা।

তেযাং চাছিদা শস্ত্রাণি জঘ্নু রক্ষাংসি বানরাঃ ॥ ৫৮

তখন রাক্ষসেরা বানরদের থেকে শিলাখণ্ড পর্বতশৃঙ্গসমূহ কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে বানরদের আঘাত করতে লাগল, আবার বানরেরাও রাক্ষসদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে রাক্ষসদের বধ করতে লাগল।

নির্জঘ্নুঃ শৈলশৃঙ্গৈশ্চ বিভিদ্মুচ পরস্পরম্

সিংহনাদান্ বিনেদুম্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ ॥ ৫৯

এইভাবে রাক্ষস এবং বানরেরা পরস্পরকে শৈলশৃঙ্গ দ্বারা হত্যা করতে করতে পরস্পরের অস্ত্র-বিদীর্ণ করতঃ উভয়পক্ষই সিংহের মতো গর্জন করতে লাগল।

ছিদ্রবর্মতনুভ্রাণা রাক্ষসা বানরৈর্হতাঃ।

রুধিরং প্রসতাপ্তত্র রসসারমিব ক্রমাঃ ॥ ৬০

রাক্ষসদের অঙ্গরক্ষক বর্ম কবচসমূহ ভগ্ন হয়েছে, বানরদের দ্বারা তারা নিহত হয়েছে। গাছ থেকে যেমন গাছের নির্ধাস ক্ষরিত হয়—অনুরূপ ধারায় রাক্ষসদের দেহ থেকে শোণিত-ধারা নির্গত হচ্ছে।

রথেন চ রথং চাপি বারণেনাপি বারণম্।

হয়েন চ হয়ং কেচিমির্জঘ্নুর্বানরা রণে ॥ ৬১

যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক বানর রথ দ্বারা রথকে, হস্তী দ্বারা হস্তীকে এবং অশ্ব দ্বারা অশ্বকে ধ্বংস করছিল।

ক্ষুরপ্রৈরর্ধচৈশ্চ ভল্লৈশ্চ নিশিতৈঃ শরৈঃ।

রাক্ষসা বানরেভ্রাণাঃ বিভিদুঃ পাদপান্ শিলাঃ ॥ ৬২

বানরশ্রেষ্ঠদের নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ এবং শিলাসমূহ রাক্ষসেরা ক্ষুরপ্র, অর্ধচন্দ্র, ভল্ল এবং তীক্ষ্ণ শর দিয়ে বিদীর্ণ করছিল।

বিকীর্ণাঃ পর্বতাক্ষৈশ্চ ক্রমচ্ছিন্নৈশ্চ সংযুগে।

হতৈশ্চ কপিরাক্ষৌভির্দুর্গমা

বসুমাত্তনঃ ॥ ৬৩

কর্তিত বৃক্ষরাজি, ছিন্নভিন্ন পর্বতসমূহ তথা রাক্ষস এবং বানরদের মৃতদেহ দ্বারা রণভূমি আবৃত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের পথ দুর্গম হয়ে গিয়েছিল।

তে বানরা গর্নিতহৃষ্টচেষ্টাঃ

সংগ্রামমাদ্য ভয়াং নিযুজ

যুদ্ধং স্ম সর্বৈ সহ রাক্ষসৈস্তে

নানামুখাশ্চক্ষুরদীনসত্রাঃ

বানরেরা ছিল গর্নিত এবং আনন্দিত চিত্তে তারা সংগ্রাম করে যুদ্ধ করতে এসে রাক্ষসদের নানাবিধ অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল।

তস্মিন্ প্রবৃত্তে তুমুলে বিমর্দে

প্রহুয়ামাণেষু বলীযুধেষু।

নিপাত্যমানেষু চ রাক্ষসেষু

মহর্ষয়ো দেবগণাশ্চ নেদুঃ ॥ ৬৪

এইরকমভাবে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হলে রাক্ষসেরা নিহত হতে লাগল। বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হল। মহর্ষিগণ ও দেবতাগণ উল্লাসধ্বনি করতে লাগলেন।

ততো হয়ং মারুততুল্যবেগ-

মারুহা শক্তিং নিশিতাং প্রগৃহ্য।

নরাস্তকো বানরসৈন্যমুগ্রং

মহার্ণবং মীন ইবাবিবেশ ॥ ৬৫

তখন নরাস্তক বায়ুর মতো বেগবান অশ্বে আরোহণ করে হাতে শক্তি নামক তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিয়ে মহাসমুদ্রে মৎসের ন্যায় উগ্র বানরসৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করল।

স বানরান্ সপ্ত শতানি বীরঃ

প্রাসেন দীপ্তেন বিনির্বিভেদ

একঃ ক্ষণেনেভ্ররিপূর্মহাশ্চা

জঘান সৈন্যাং হরিপুঞ্জবানাম্ ॥ ৬৬

সেই ইন্দ্রশত্রু মহাবীর নরাস্তক ক্ষণকালের মধ্যে একাই প্রাস নামক দীপ্ত অস্ত্রের দ্বারা সাতশত শ্রেষ্ঠ বানর দলপতিকে সংহার করল।

দদৃশুশ্চ মহাস্থানং হয়শৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্।

চরন্তঃ হরিসৈন্যোষু বিদ্যাধরমহর্ষয়ঃ ॥ ৬৭

বিদ্যাধরগণ এবং মহর্ষিগণ অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হয়ে মহাত্মা রাক্ষসকে বানরসৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করতে দেখলেন।



ন তস্য দদৃশে মার্গো মাংসশোণিতকর্দমঃ

পতিতঃ পর্বতাকারৈর্বানরৈরতিসংবৃতঃ ॥ ৬৯

তার বিচরণপথে দেখা গেলো মাংস ও শোণিতের  
করা। পর্বতাকার বানরদের মৃতদেহ দ্বারা সেই পথ ছিল  
জাহ্নবিত।

যাবৎ বিক্রমতিঃ বুদ্ধিঃ চক্রুঃ প্রবগপুঙ্গবাঃ।

জবদেতানতিক্রমা নিবিচ্ছিন্ন নরাস্তকঃ ॥ ৭০

বানরবীরেরা যখনই পরাক্রম প্রকাশের চিন্তা করছিল  
তখনই নরাস্তক তাদের অতিক্রম করে নিদারুণ প্রহার করে  
আহত করতে থাকে।

জবতঃ প্রাসমুদ্যমা সংগ্রামাত্রে নরাস্তকঃ।

সদাই হরিসৈন্যানি বনানীব বিভাবসুঃ ॥ ৭১

দাবানল যেমন শুষ্ক বনানীকে দগ্ধ করে,  
তদনুরূপভাবে নরাস্তক প্রজ্জ্বলিত প্রাস হাতে নিয়ে যুদ্ধের  
সমুখভাগে উপস্থিত হয়ে বানরসেনাদের দগ্ধ করতে  
লাগল।

যাবদুংপাটয়ামাসুর্বক্ষান্ শৈলান্ বলৌকসঃ।

জবৎ প্রাসহতাঃ পেতুর্ভজ্যকৃষ্টা ইবাচলাঃ ॥ ৭২

বানরেরা যখন পর্বতশিখর এবং বৃক্ষসমূহ উৎপাটন  
করছিল তখনই পর্বতের উপর বজ্রাঘাতের তুল্য প্রাসের  
আঘাতে তাদের মৃত্যু হচ্ছিল।

কিনু সর্বাসু বলবান্ বিচচর নরাস্তকঃ।

প্রম্ভকান্ সর্বতো যুদ্ধে প্রাবট্‌কালে যথানিলঃ ॥ ৭৩

বর্ষাকালের প্রবল বাতাস যেমন সকল দিকে  
বৃক্ষরাজিকে তছনছ করে দেয়, মহাবলশালী নরাস্তকও  
তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র বিচরণ করে বানরদের ধ্বংস  
করছিল।

ন শেকুর্ধাবিতুং বীরা ন হ্যাতুং স্পন্দিতুং ভয়াৎ।

উৎপত্তং হ্রিতং যান্তুং সর্বান্ বিব্যাখ বীর্যবান্ ॥ ৭৪

বীর বানরেরা দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারল না, ভয়ে  
হ্রিৎ হয়ে থাকতে পারল না, পরাক্রমী নরাস্তক লক্ষ্যনরত,  
ভূপতিত, গমনোদ্যত সকল বানরদের প্রাস দ্বারা আঘাত  
করল।

একেনাস্তককল্পেন প্রাসেনাদিত্যতেজসা।

তথানি হরিসৈন্যানি নিপেতুর্ধরধীতলে ॥ ৭৫

সেই প্রাস আপন প্রভায় সূর্যের মতো তেজতুলা  
উজ্জ্বল। নরাস্তক যমের তুল্য প্রাস সহযোগে সেই

বানরদের ভূতলে নিপাত্তিত করে ধ্বংস করে দিল।

বজ্রনিষ্পেষসদৃশঃ প্রাসম্যভিনিপাত্তনম্।

ন শোকুর্বানরাঃ সোদুং তে বিনেদুর্নহাখনম্ ॥ ৭৬

বজ্রের আঘাতের মতো উজ্জ্বল সেই প্রাসের আঘাত  
বানরেরা সহ্য করতে না পেরে জ্বরে জ্বরে চিংকান  
করতে লাগল।

পততাং হসিনীরাণাং রূপানি প্রচকশিরে।

বজ্রভিঘ্নপ্রকৃটানাং শৈলানাং পতভামিন ॥ ৭৭

বানরবীরদের পতিত হতে দেখে মনে হচ্ছিল বজ্রের  
আঘাতে শিখর বিদীর্ণ হওয়া ধরাশায়ী পর্বতসমূহ পতিত  
হচ্ছে।

যে তু পূর্বঃ মহাত্মানঃ কুন্তকর্ণেন পাতিতাঃ।

তে হুহা বানরশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্ৰীবমুপতহিরে ॥ ৭৮

পূর্বে কুন্তকর্ণের প্রহারে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপতিত  
হয়েছিল, মহামনসী সেইসব শ্রেষ্ঠ বানরেরা সুস্থ হয়ে  
সুগ্ৰীবের সেবায় উপস্থিত হল।

প্রেক্ষমাণঃ স সুগ্ৰীবো দদৃশে হরিবাহিনীম্।

নরাস্তকভয়রূপাং বিদ্রবন্তীং যতন্ততঃ ॥ ৭৯

সব দিকে দৃষ্টিপাত করে সুগ্ৰীব দেখলেন  
বানরবাহিনী নরাস্তকের ভয়ে ভীত হয়ে এদিক-ওদিক  
পলায়ন করছে।

বিদ্রতাং বাহিনীং দৃষ্টা স দদর্শ নরাস্তকম্।

গৃহীতপ্রাসমায়াস্তং হয়পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮০

পলায়নোদ্যত বানর সৈন্যদের দেখে তিনি  
নরাস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং দেখলেন যে সে  
হাতে প্রাস দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে এগিয়ে আসছে।

দৃষ্টবোবাচ মহাতেজাঃ সুগ্ৰীবো বানরাধিপঃ।

কুমারমঙ্গদঃ বীরঃ শত্রুতুলাপরাক্রমম্ ॥ ৮১

মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্ৰীব তাকে দেখে ইন্দ্রতুলা  
পরাক্রমী বীর কুমার অঙ্গদকে বললেন—

গচ্ছনং রাক্ষসং বীরং যোহসৌ তুরগমাহিতঃ।

ক্ষোভয়ন্তং হরিবলং কিপ্রং প্রাশৈর্বয়োজস ॥ ৮২

‘যে বীর রাক্ষস অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থেকে  
বানরবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, বৎস! তুমি তার  
নিকটে যাও এবং তার প্রাণ সংহার করো।’

স ভর্তুর্বচনং শ্রদ্ধা নিষ্পপাতাক্ষদন্তদা।

অনীকান্বেষসংকাশাদংমানিব বীর্যবান্ ॥ ৮৩

প্রভুর এই কথা শুনে পরাক্রমী অঙ্গদ মেঘের  
খনঘটার মতো বানরবাহিনীর মধ্য থেকে এমনভাবে  
বেরিয়ে এলেন যেন যেন হয়। মেঘপুঞ্জের মধ্য থেকে সূর্য  
উদ্ভাসিত হয়েছে।

শৈলসংঘাতসংকাশো হরীণামুত্তমোহঙ্গদঃ।  
ররাজ্ঞাদসমঙ্গঃ সখ্যভূরিব পর্বতঃ। ৮৪

পর্বতমালায় মতো সুবিশাল আকৃতিসম্পন্ন  
বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বর্ণ আভরণে ভূষিত হওয়ায়  
ধাতুরাগরঞ্জিত পর্বতের ন্যায় বিরাজ করছিল।

নিরাযুধো মহাতেজাঃ কেবলং নখদংষ্ট্রবান্।  
নরাত্তকমভিক্রমা বালিপুত্রোহস্ত্রবীদ্ বচঃ। ৮৫

মহাতেজস্বী বালিপুত্র অঙ্গদ নিরস্ত্র হলেও নখ এবং  
দাঁত ছিল তাঁর অস্ত্র। তিনি নরাত্তকের নিকটে গিয়ে  
বললেন—

তিষ্ঠ কিং প্রাকৃতৈরেভিহরিভিষ্ণুঃ করিষ্যসি।  
অস্মিন্ বজ্রসম্পর্শং প্রাসং ক্ষিপ্ত মমোরসি॥ ৮৬

‘দাঁড়াও। এই সাধারণ বানরদের মেঝে ভূমি কি  
করবে? তোমার এই প্রাসের সম্পর্শ বজ্রতুল্য। এটি ভূমি  
আবার বুকে নিক্ষেপ করো।’

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রদ্ধা প্রচুক্ৰোধ নরাত্তকঃ।  
সংদশ্য দশনৈরোষ্ঠং নিঃশ্বস্য চ ভুজঙ্গবৎ।  
অভিগম্যঙ্গদং ক্রুদ্ধো বালিপুত্রঃ নরাত্তকঃ॥ ৮৭

অঙ্গদের এই কথা শুনে নরাত্তক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল।  
দাঁত দিয়ে ওষ্ঠ দংশন করে সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ক্রুদ্ধ  
নরাত্তক বালিপুত্র অঙ্গদের নিকটে এসে উপস্থিত হল।

স প্রাসমাবিধা তদাঙ্গদায়  
সমুজ্জ্বলন্তঃ সহসোৎসসর্জঃ।

স বালিপুত্রোরসি বজ্রকয়ে  
বভূব ভগ্নো ন্যপতচ্চ ভূমৌ॥ ৮৮

সে সহসা সমুজ্জ্বল সেই প্রাস অস্ত্রটি অঙ্গদের উপর  
নিক্ষেপ করল। বালিপুত্রের বক্ষদেশে ছিল বজ্রতুল্য  
কঠিন; সেখানে আঘাত পেয়ে অস্ত্রটি ভেঙে গিয়ে ভূমিতে  
পতিত হল।

তং প্রাসমালোকা তদা বিভগ্নঃ  
সুপর্ণকৃন্তেরগভোগকল্পম্।

তলং সমুদ্যমা স বালিপুত্র-  
স্তুরঙ্গমস্যাভিজঘান মূর্খি॥ ৮৯

প্রাস নামক অস্ত্রটিকে গরুড় কর্তৃক খণ্ডিত সর্পদেহে  
ন্যায় টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখে বালিপুত্র অঙ্গদ  
করতল সমুদ্যত করে রাক্ষসের ঘোড়ার মাথায় আঘাত  
করলেন।

নিমগ্নপাদঃ স্মৃতিভাঙ্কিতারো  
নিষ্কান্তজিহ্বোহচলসমিক্রমঃ।

স তস্য রাজী নিপপাত ভূমৌ  
তলপ্রহারেণ বিকীর্ণমূর্ধা। ৯০

এই তল প্রহারে অঙ্গের মস্তক বিদীর্ণ হল, চক্ষু  
গোলকচ্যুত হয়ে বেরিয়ে এল, জিহ্বা বেরিয়ে গেল, পা-  
গুলি মাটিতে বসে গেল পর্বতসদৃশ সেই অঙ্গ হতভাগী  
হয়ে প্রাণত্যাগ করল।

নরাত্তকঃ ক্রোধান্বনঃ জগাম  
হতং তুরঙ্গং পতিতং সমীক্ষ্য।

স মুষ্টিমুদ্যমা মহাপ্রভাবো  
জঘান নীর্ধে যুধি বালিপুত্রম্। ৯১

মৃত ঘোড়াটিকে ভূপাতিত অবস্থায় দেখে নরাত্তক  
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। যুদ্ধে মহাপ্রভাবশালী সেই রাক্ষস মুষ্টি  
উদ্যত করে বালিপুত্রের মস্তকে আঘাত করল।

অথাঙ্গদো মুষ্টিবিনীর্ণমূর্ধা  
সূত্রাব তীব্রং রুধিরং ভূশোক্ষম্।

মুহূর্বিজজ্ঞাল মুমোহ চাপি  
সংজ্ঞাং সমাসাদ্য বিস্মিয়ে চ॥ ৯২

মুষ্টিঘাতে অঙ্গদের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেখান  
থেকে সবেগে অতি উষ্ণ রক্তধারা প্রবাহিত হল। কেন্দ্র  
মস্তক স্থলতে লাগল মুহূর্তের জন্য তাঁর সংজ্ঞা লোপ  
পেল, পুনরায় চেতনা লাভ করলে তিনি  
অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

অথাঙ্গদো মৃত্যুসমানবেগঃ  
সংবর্তা মুষ্টিং গিরিশ্চকল্পম্।

নিপাতয়ামাস তদা মহাস্থা  
নরাত্তকস্যোরসি বালিপুত্রঃ॥ ৯৩

অতঃপর বালিপুত্র মহাস্থা অঙ্গদ পর্বততুল্য বিশাল  
এবং মৃত্যুর মতো বেগসম্পন্ন মুষ্টি উদ্যত করে নরাত্তকের  
বক্ষদেশে আঘাত করলেন।

স মুষ্টিনির্ভিন্ননিমগ্নবক্ষা  
জ্বালা বমন্ শোণিতদিক্গগাত্রঃ।



ভূমিতলে পপাত  
বখাচলো বজ্রনিপাতভয়ঃ ॥ ৯৪  
এতৎ সেই মুষ্টির আঘাতে নিশাচরের হৃদয় বিদীর্ণ  
হয় গেল, তার সারা শরীর হলো রক্তাক্ত, মুখ দিয়ে অগ্নি  
ঝর করতে লাগল। বজ্রের প্রবল আঘাতে পর্বতশিখর  
কেন দ্বীর্ণ হয়ে ভূপাতি হয় রাক্ষসও ভেমনিভাবেই  
ভূতলশাখী হল  
ত্রিদশোত্তমানাং  
বনৌকসাং চৈব মহাপ্রগাধঃ।  
তস্মিন্ নিহতেঃ প্রাবীৰ্যে  
নরাক্তকে বালিসুভেন সংখ্যে ॥ ৯৫

যুদ্ধে বালিকুমার কর্তৃক মহাপরাক্রমী নরাক্তক নিহত  
হলে আকাশে দেবতারা এবং ভূমিতে বানরেরা অত্যন্ত  
আনন্দে তীব্রভাবে হর্ষনাদ করতে লাগল।  
অখাদদো রামমনঃপ্রহর্ষণঃ  
সুদুহরং তং কৃতবান্ হি বিক্রমম্।  
বিসম্বিয়ে সোহপ্যথ ভীমকর্মী  
পুনশ্চ যুদ্ধে স বহুস হর্ষিতঃ ॥ ৯৬  
শ্রীরামচন্দ্রের মনে আনন্দ উৎপন্নকারী অঙ্গদের এই  
দুহর পরাক্রম, তাঁকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল। অতঃপর  
ভীষণ কর্মকারী অঙ্গদ পুনরায় যুদ্ধের জন্য অতীব উৎসাহে  
পরিপূর্ণ হলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥  
মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

### সপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭০)

হনুমান কর্তৃক দেবান্তক ও ত্রিশিরা, নীল কর্তৃক মহোদর এবং ঋষভের দ্বারা মহাপার্শ্বের বধ

নরাক্তকঃ হতঃ দুষ্টা চুক্রশূনৈর্ধ্বতর্ভভাঃ।  
দেবান্তকপ্রমূর্খা চ পৌলস্ত্যশ্চ মহোদরঃ ॥ ১  
নরাক্তকে নিহত হতে দেখে দেবান্তক, ত্রিশিরা  
পুলস্ত্যবংশীয় ত্রিশিরা এবং মহোদর প্রমুখ শ্রেষ্ঠ  
রাক্ষসবীরেরা হাহাকার করতে লাগল।  
আর্য্যো মেঘসংকাশং বারপেদ্রং মহোদরঃ।  
বালিপুত্রং মহাবীৰ্যমভিদুদ্রাব বেগবান্ ॥ ২  
মেঘতুল্য গজশ্রেষ্ঠতে আরোহণ করে মহোদর  
মহাপরাক্রমী বালিপুত্র অঙ্গদের প্রতি সবেগে ধাবমান  
হল।  
বাতৃবাসনসন্তপ্তদা দেবান্তকো বজী।  
আদায় পরিঘঃ ঘোরমঙ্গদং সমভিধ্ববৎ ॥ ৩  
ভাইয়ের মৃত্যুতে ব্যথিত চিত্ত মহাবলী দেবান্তক  
অন্যক পরিঘ হাতে নিয়ে অঙ্গদকে আক্রমণ করল।

রথমাদিত্যসংকাশং যুক্তং পরমবাজিভিঃ।  
আহার ত্রিশিরা বীরো বালিপুত্রমখাভ্যাগাৎ ॥ ৪  
উত্তম অশ্বযুক্ত সূর্যতুল্য তেজস্বী রথে আরোহণ করে  
বীর ত্রিশিরা বালিপুত্রের সম্মুখীন হল।  
স ত্রিভির্দেবদর্পয়ৈ রাক্ষসৈর্জৈরভিহৃতঃ।  
বৃক্ষমুৎপাটয়ামাস মহাবিটপমঙ্গদঃ ॥ ৫  
দেবান্তকায় তং বীরচিক্বেপ সহসাদদঃ।  
মহাবৃক্ষং মহাশাখং শক্রো দীপ্তামিবাশনিম্ ॥ ৬  
এই তিন দেবদর্প বিনাশক রাক্ষস শ্রেষ্ঠ একত্রে  
আক্রমণ করলে বীর অঙ্গদ সহসা বড়ো বড়ো শাখাযুক্ত এক  
বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করে দেবান্তককে আক্রমণ করল।  
তার এই আঘাত ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের প্রজ্জ্বলিত বজ্র  
প্রহারের মতো ভয়ানক।  
ত্রিশিরান্তঃ প্রচিচ্ছেদ শরৈরাশীবিঘোপমৈঃ।



স বৃক্ষং কৃতমালোক্য উৎপপাত তদাঙ্গদঃ ॥ ৭  
স ববর্ষ ততো বৃক্ষান্ শিলাশ্চ কপিকুঞ্জরঃ ॥

তান্ প্রচিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধত্রিশিরা নিশিঠৈঃ শরৈঃ ॥ ৮

বিষধর সর্পের ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ত্রিশিরা সেই বৃক্ষটিকে খণ্ড খণ্ড করে দিল। বৃক্ষটিকে খণ্ডিত হতে দেখে বানরবীর অঙ্গদ আকাশে লাফিয়ে উঠে রাক্ষসদের উপরে শিলাখণ্ড ও বৃক্ষ বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ত্রোমে আকুল ত্রিশিরা সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে সেগুলোও কেটে ফেলতে লাগল।

পরিঘাশ্রেণ তান্ বৃক্ষান্ বভঞ্জ স মহোদরঃ ॥

ত্রিশিরাশ্চাঙ্গদঃ বীরমভিদুস্তাব সায়কৈঃ ॥ ৯

মহোদর আপন পরিঘের অগ্রভাগ দ্বারা সেই বৃক্ষগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। অতঃপর ত্রিশিরা শর বর্ষণ করতে করতে বীর অঙ্গদের প্রতি ধাবিত হল।

গজেন সমভিক্রত্য বালিপুত্রং মহোদরঃ ॥

জঘানোরসি সংক্রুদ্ধস্তোমরৈর্বজ্রসমিঠৈঃ ॥ ১০

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহোদর গজারূঢ় হয়ে আক্রমণ করে বজ্রতুল্য তোমর দ্বারা বালিপুত্রের বক্ষদেশে আঘাত করল।

দেবান্তকশ্চ সংক্রুদ্ধঃ পরিঘেণ তদাঙ্গদম্ ॥

উপগম্যাভিহত্যাশ্চ ব্যপচক্রাম বেগবান্ ॥ ১১

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেবান্তক অঙ্গদের নিকটে এসে পরিঘ দিয়ে তাকে আঘাত করে সবেগে পলায়ন করল।

স ত্রিভিনৈর্ধাতশ্চৈষ্ঠৈর্ঘৃগপং সমভিক্রত্যঃ ॥

ন বিব্যাধে মহাতেজা বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১২

এই তিন বীরশ্রেষ্ঠ রাক্ষস একসঙ্গে অঙ্গদকে আক্রমণ করলেও, মহাতেজস্বী প্রতাপবান বালিপুত্র ব্যথিত বা বিচলিত হল না।

স বেগবান্ মহাবেগং কৃৎযা পরমদুর্জয়ঃ ॥

তলেন সমভিক্রত্য জঘানাস্য মহাগজম্ ॥ ১৩

সে ছিল অত্যন্ত দুর্জয় এবং প্রচণ্ড বেগশালী। সে সবেগে মহোদরের গজশ্রেষ্ঠকে আক্রমণ করল এবং করতল দ্বারা তাকে সজোরে চপেটাঘাত করল।

তস্যা তেন প্রহারেণ নাগরাজস্য সংযুগে ॥

পেততূর্ণয়ানে তস্যা বিনাশ স কুঞ্জরঃ ॥ ১৪

তার সেই প্রহারের ফলে নাগরাজের নেত্র বেরিয়ে এসে ভূপতিত হল এবং সে তৎক্ষণাৎ মর গেল।

নিশাং চাস্য নিদ্রা বালিপুত্রো মহাবলঃ ॥  
দেবান্তকমভিক্রত্য তাত্যামাস সংযুগে ॥ ১৫

মহাবলশালী বালিপুত্র সেই শত্রুর দাঁত উপরে নিশা যুদ্ধক্ষেত্রে দেবান্তকে ত্যাগ করে আঘাত করল।

স নিদ্রন্ত তেজস্বী নাতোদমৃত ইন ক্রমঃ ॥  
লাঙ্কারসসবর্ণং চ সুপ্রাণ কমিরং মহঃ ॥ ১৬

তেজস্বী দেবান্তক সেই আঘাতে বিহীন হওয়ায় ত্যাগিত বৃক্ষের মতো কাঁপতে লাগল, তার পিঠ থেকে মহাবেগে লাঙ্কারসের ন্যায় রক্তধারা প্রসারিত হল।

অথাশ্বাস্য মহাতেজাঃ কৃচ্ছাদ্ দেবান্তকো কলী  
আবিধ্যা পরিঘং বেগাদাজঘান তদাঙ্গদম্ ॥ ১৭

অতঃপর বহুকষ্টে নিজেকে আশ্বস্ত করে (স্বাস নিয়ে) মহাতেজস্বী, বলবান দেবান্তক পরিঘ তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে অঙ্গদকে আঘাত করল।

পরিঘাভিহতচাপি বানরেন্দ্রাজঘলঃ ॥

জানুভ্যাং পতিতো ভূমৌ পুনরোবোৎপপাত হ ॥ ১৮

পরিঘের আঘাতে আহত হয়ে বানররাজপুত্র অঙ্গ ভূমিতে জানুদ্বয় স্পর্শপূর্বক উপবিষ্ট হয়েও পুনরায় লাফি উঠে পড়ল।

তমুৎপতন্তঃ ত্রিশিরাশ্চিভির্বাণৈরজিক্টগৈঃ ॥

ঘোরৈর্হরিপতেঃ পুত্রং ললাটেহভিজঘান হ ॥ ১৯

লাফানোর সময়ে ত্রিশিরা তিনটি তীরগামী অস্ত্র বাণদ্বারা বানররাজকুমারের ললাটে গভীরভাবে আঘাত করল।

ততোহঙ্গদং পরিক্রিপ্তং ত্রিভিনৈর্ধাতপূজবো ॥

হনুমানথ বিজ্ঞায় নীলচাপি প্রতহুঃ ॥ ২০

অতঃপর হনুমান এবং নীল একত্রে তিন ভ্রাতার রাক্ষসবীর কর্তৃক অঙ্গদকে আক্রান্ত জেনে তাঁর সজয়জন্য অগ্রসর হলেন।

ততশিচ্ছেপ শৈলপ্রাং নীলত্রিশিরসে তদা ॥

তদ্ রাবণসুতো ধীমান্ বিভেদ নিশিঠৈঃ শরৈঃ ॥ ২১

তদন নীল ত্রিশিরসে প্রতি  
কৃত্য, কিন্তু যুদ্ধিমান রাবণ  
এই বৃত্ত করে দিল।  
দেবান্তকনির্জিতঃ  
সজাঙ্গঃ  
নিদ্রন্ত  
একান্ত বাণের আঘা  
সুতীর্ণ খণ্ড অগ্নিশিখা তথা  
হ  
১ বিজিতমালোকা  
পরিঘোভিহতঃ  
বলবান দেবান্তক  
স্বয়ং আনন্দিত হয়ে প  
দুর্মানের প্রতি ধাবিত হ  
আপদমুৎপতা  
স্বাভাৱন তদা  
বানরশ্রেষ্ঠ হনুমা  
লাফিয়ে উঠে নিজের  
স্বাভাৱত করলেন।  
দ্রিসি প্রাহরদ্  
নদেনাক্ষপয়চ্চৈব  
দেবান্তকের  
রাবণপুত্র মহাকপি হ  
প্রকৃষিত করলেন।  
স  
মু  
নিব  
দেবান্তকো  
গর্ভ  
তার মুষ্ঠাঘ  
গত বেরিয়ে  
রাক্ষসরাজপুত্র  
নিদ্রা প্রদেহ সহ  
তদন  
হ  
কুঞ্জশিখা

তখন নীল ত্রিশিরাব প্রতি একটি পর্বতশিখর নিষ্ক্রেপ  
করিলো, কিন্তু বুদ্ধিমান রাবণপুত্র তীক্ষ্ণ শরদ্বারা সেটিকে  
চতুঃপাশে বন্ধ করিবে দিল।

বিদারিতশিলাতলম্।

সম্মিলিতঃ সজ্জাং নিপপাত গিরোঃ শিরঃ ॥ ২২

একশত বাণের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে শিলাতলটির  
প্রতিটি ঋণ্ড অগ্নিশিখা তথা স্ফুলিঙ্গ সহ ভূমিতে পতিত  
হল।

বিজ্জিতমালোক্য হর্ষাদ্ দেবান্তকো বলী।

পরিষেকাভিহুস্তাব মারুতাস্তজমাহবে ॥ ২৩

বলবান দেবান্তক আপন ভাই ত্রিশিরাব পরাক্রম  
দেখে আনন্দিত হয়ে পরিষ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পবনপুত্র  
হনুমানের প্রতি ধাবিত হল।

জ্যোতস্তমুৎপত্য হনুমান্ কপিকুঞ্জরঃ।

জাজ্ঞান তদা মূর্খি বজ্রকল্মষে মুষ্টিনা ॥ ২৪

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান তাকে আক্রমণোদ্যত দেখে  
মাকিয়ে উঠে নিজের বজ্রতুল্য মুষ্টি দ্বারা তার মস্তকে  
আঘাত করলেন।

নিরসি প্রাহরদ্ বীরত্বদা বায়ুসূতো বলী।

নামেনাকম্পয়চ্চৈব রাক্ষসান্ স মহাকপিঃ ॥ ২৫

দেবান্তকের মস্তকে আঘাত করার সময় বলবান  
বায়ুপুত্র মহাকপি হনুমান ভয়ানক গর্জন করে রাক্ষসদের  
প্রকম্পিত করলেন।

স মুষ্টিনিষ্পিষ্টবিভিন্নমূর্ধা

নির্বাস্তদস্তাক্ষিবিলম্বিজিহ্বঃ ।

দেবান্তকো রাক্ষসরাজসূনু-

প্তাসুরকর্ষাং সহসা পপাত ॥ ২৬

তার মুষ্টিআঘাতে দেবান্তকের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে ছোখ,  
দাঁত বেরিয়ে এল এবং জিহ্বা বেরিয়ে ঝুলে পড়ল।

রাক্ষসবাজপুত্র দেবান্তকের প্রাণপাশি উড়ে গেল তার  
নিঃপ্রাণদেহ সহসা ভূমিতে পতিত হল।

তদ্বিন্ হতে রাক্ষসরোধমুখ্যে

মহাবলে সংযতি দেবশত্রৌ।

চূড়াক্ষিশীর্ষা নিশিতান্নমুগ্ধঃ

ববর্ষ নীলোরসি বাণবর্ষম্ ॥ ২৭

রাক্ষস গোত্রাদের মধ্যে প্রধান মহাবলী দেবদ্রোহী  
দেবান্তককে যুদ্ধে নিহত হতে দেবে ত্রিশিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ  
হয়ে নীলোব নক্ষত্রদেশে অত্যন্ত উগ্র এবং সুতীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ  
করতে লাগল।

মহোদরস্ত্র সংযুক্তঃ কুঞ্জরঃ পর্বতোপমম্।

ভৃগাঃ সমদিকচ্যাত্ত মন্দরঃ রশ্মিনানি ॥ ২৮

মহোদরও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতভূমি সুউচ্চ  
তদ্বিপর্যয়ে 'আলোচনা' করল, 'তাকে দেখে মনে হল যেন  
সূর্যদেব মন্দর পর্বতে আলোচনা করছিলেন।

ততো বাণময়ঃ বর্ষঃ নীলসোপার্ণপাতম্।

গিরৌ বর্ষঃ ততিচ্ছেক্ষচাপানিবা তোরদঃ ॥ ২৯

রামধনু এবং বিদূষ-সমন্বিত মেঘ যেমন পর্বতের  
উপরে অবিশ্রান্ত ধারায় বারিবর্ষণ করে, মহোদরও তেমনি  
নীলের ওপরে বাণবর্ষণ করতে লাগল।

ততঃ শরৌঘৈরভিব্যমাণো

বিভিন্নগাত্রঃ কপিসৈন্যপালঃ।

নীলো বভূবাহ বিসৃষ্টগাত্রো

বিষ্টম্ভিতস্তেন মহাবলেন ॥ ৩০

শরসমূহের অবিরাম বর্ষণে বানর সেনাপতির  
অঙ্গসমূহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। যন্ত্রণাবলী মহোদরের সেই  
আঘাতে তাঁর শরীর শিথিল হয়ে গেল। তিনি চেতনা  
হারালেন।

ততস্ত্র নীলঃ প্রতিলক্ষসংজ্ঞঃ

শৈলং সমুৎপাতা সবৃক্ষবণ্ডম্।

ততঃ সমুৎপত্য মহোদ্রবেগো

মহোদরঃ তেন জঘান মূর্খি ॥ ৩১

অনন্তর নীল সংজ্ঞালাভ করে বৃক্ষরাজি যুক্ত এক  
পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করে, তা দিয়ে তীব্রবেগে মহোদরের  
মস্তকে আঘাত করলেন।

ততঃ স শৈলাভিনিপাতভগ্নো

মহোদরস্তেন মহাবলেন।

বামোহিতো ভূমিতলে গতাসুঃ

পপাত বজ্রাভিহতো যথাদ্রিঃ ॥ ৩২

পর্বতশৃঙ্গের এই আঘাতে মহোদর সেই মহান  
গজরাজের সঙ্গেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। হতচেতন এবং



প্রাণশূন্য হয়ে সে বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূপতিত হল  
পিতৃব্যং নিহতং দৃষ্টা ত্রিশিরাস্তপমাদদে।  
হনুমন্তঃ চ সংক্রুদ্ধো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৩  
পিতৃব্যকে নিহত হতে দেখে ত্রিশিরা অপবিসীম  
ক্রোধে ধনুক হাতে নিয়ে হনুমানকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ  
করতে আরম্ভ করল।

স বায়ুসূনুঃ কুপিতচিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ।  
ত্রিশিরাস্তচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভেদ বহুধা বলী ॥ ৩৪

তখন পবনপুত্র হনুমান কুপিত হয়ে তার প্রতি পর্বত  
শিখর নিঃক্ষেপ করলে বলবান ত্রিশিরা তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তাকে  
টুকরো-টুকরো করে দিল।

তদ্ ব্যর্থং শিখরং দৃষ্টা ক্রমবর্ষং তদা কপিঃ।  
বিসসর্জ রণে তস্মিন্ রাবণস্য সূতং প্রতি ॥ ৩৫  
পর্বতশৃঙ্গের প্রহার ব্যর্থ হতে দেখে কপিবর হনুমান  
যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণপুত্র ত্রিশিরার উপর বৃক্ষসমূহ বর্ষণ করতে  
লাগল।

তমাপতন্তমাকাশে ক্রমবর্ষং প্রতাপবান্।  
ত্রিশিরা নিশিতৈর্বৈশিচিচ্ছেদ চ ননাদ চ ॥ ৩৬  
প্রতাপবান ত্রিশিরা বৃষ্টিধারার ন্যায় পতনশীল  
বৃক্ষগুলিকে আকাশেই তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে  
গর্জন করতে লাগল।

হনুমাংস্ত্ব সমুৎপতা হয়ং ত্রিশিরসস্তদা।  
বিদদার নঐঃ ক্রুদ্ধো নাগেস্ত্রং মৃগরাড়িব ॥ ৩৭  
ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন গজরাজকে নখরাঘাতে বিদীর্ণ  
করে, হনুমানও তেমনি লাফিয়ে ত্রিশিরার নিকটে গিয়ে  
তার অশ্বটিকে বিদারিত করলেন।

অথ শক্তিং সমাসাদ্য কালরাত্রিমিবাল্লকঃ।  
চিক্ষেপানিলপুত্রায় ত্রিশিরা রাবণাস্তজঃ ॥ ৩৮  
রাবণপুত্র ত্রিশিরা যমরাজের কালরাত্রির মতো শক্তি  
নামক ভয়ানক অস্ত্র হাতে নিয়ে হনুমানকে আক্রমণ  
করল।

দিবঃ ক্ষিপ্তামিবোদ্ধাং তাং শক্তিং ক্ষিপ্তামসঙ্গতাম্।  
গৃহীত্বা হরিশাদূলো বডঙ্গ চ ননাদ চ ॥ ৩৯  
আকাশস্থিত উদ্ধার মতো অবাধগতিসম্পন্ন শক্তি  
নামক সেই নিক্ষিপ্ত অস্ত্রটিকে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান ধরে

নিয়ে ভেঙে ফেললেন এবং প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলেন।  
তাং দৃষ্টা ঘোরসংকাশাং শক্তিং ভগ্নাং হনুমান্।  
প্রহৃষ্টা বানরগণা বিনেদুর্জলদা ॥ ৪০  
শক্তি নামক ভয়ানক অস্ত্রকে হনুমান ভেঙে ফেলতে  
দেখে বানরেরা অত্যন্ত আনন্দে উল্লসিত হয়ে মেগের মতো  
গগ্নীর গর্জন করতে লাগল।

ততঃ খড়্গাং সমুদ্যমা ত্রিশিরা রাক্ষসোবন।  
নিচখান তদা খড়্গাং বানরোদ্রস্য বক্ষসি ॥ ৪১  
রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ত্রিশিরা তরোয়াল উঠিয়ে বানরশ্রেষ্ঠ  
হনুমানের বক্ষদেশে তীব্র আঘাত করল।

খড়্গপ্রহারভিত্তো হনুমান্ মারুতান্বিতঃ।  
আজঘান ত্রিমূর্খানং তলেনোরসি বীৰ্যবান্ ॥ ৪২  
বীৰ্যবান, পবনপুত্র হনুমান তরবারির আঘাতে  
আহত হয়ে ত্রিশিরার বক্ষদেশে তীব্রভাবে চপেটঘাত  
করলেন।

স তলাভিত্তস্তেন প্রস্থহস্তায়ুধো ভূবি।  
নিপপাত মহাতেজাত্রিশিরাস্তজচেতন ॥ ৪৩  
“তল” প্রহারের আঘাতে মহাতেজস্বী ত্রিশিরার  
চেতনা লুপ্ত হল। তার হাতের অস্ত্র সহ সে স্বয়ং ভূমিতে  
পড়ে গেল।

স তস্য পততঃ খড়্গাং তমাচ্ছিন্য মহাকপিঃ।  
ননাদ গিরিসংকাশস্ত্রাসয়ন্ সর্বরাক্ষসান্ ॥ ৪৪  
ভূমিতে পতনকালে সেই রাক্ষসের তরবারিটি  
ছিনিয়ে নিয়ে পর্বতকায় মহাকপি হনুমান সব রাক্ষসকে  
সম্ভ্রান্ত করার জন্য জোরে জোরে গর্জন করতে লাগলেন।

অম্যামাণস্তং ঘোষমুৎপপাত নিশাচরঃ।  
উৎপত্য চ হনুমন্তঃ তাড়য়ামাস মুষ্টিনা ॥ ৪৫  
রাক্ষস ত্রিশিরা হনুমানের সেই গর্জন সহ্য করতে না  
পেরে সহসা লাফিয়ে উঠে শ্রীহনুমানকে একটি মুষ্টিঘাত  
করল।

তেন মুষ্টিপ্রহারেণ সম্বুরকোপ মহাকপিঃ।  
কুপিতচ্চ নিজগ্নাহ কিরীটে রাক্ষসবর্ভন্ ॥ ৪৬  
সেই মুষ্টিঘাতে মহাকপি হনুমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
রাক্ষসবীরের মুকুটসহ মস্তক নিজ হস্তে ধারণ করলেন।  
স তস্য শীর্ষাণ্যসিনা শিতেন



কিরীটজুটানি

সকুণলানি।

প্রতিচ্ছেদ সুতোহনিলাস্য

কৃষ্ণঃ সূতস্যেব শিরাংসি শক্রঃ ॥ ৪৭

পূবাকালে ইন্দ্র যেমন হুটার পুত্র বিশ্বরাপের তিনটি  
মথ্য বজ্র দ্বারা কর্তন করেছিলেন, পবনপুত্র হনুমানও  
তদুৎসাহ ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণপুত্র ত্রিশিরার কিরীট এবং কুণ্ডল  
সহ তিনটি মস্তক তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা ছিঁয়া কমলেন।  
জনাযতাক্ষাণাগসম্মিধানি

প্রদীপ্ত বৈশ্বানরজ্যোতনানি

শিরাংসীজ্বরিশোঃ পৃথিব্যাং

জ্যোতীংষি মুক্তানি যথার্কমার্গাৎ ॥ ৪৮

তার মস্তকস্থিত সকল ইন্দ্রিয়ই ছিল সুবিশাল।  
সুসমূহ প্রখলিত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত ছিল সেই ইন্দ্রশত্রু  
ত্রিশিরার তিনটি মস্তক আকাশচ্যুত জ্যোতিষ্কের মতো  
ভূমিতে পতিত হল।

তন্মিন্ হতে দেবরিশৌ ত্রিশীর্ষে

হনুমতা

শক্রপরাক্রমেন।

নন্দঃ প্রবঙ্গাঃ প্রচাল ভূমী

রক্ষাংস্যাথো দুষ্কবিরে সমস্তাৎ ॥ ৪৯

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী হনুমানের দ্বারা দেবশত্রু ত্রিশিরা  
নিহত হলে সমস্ত বানরবাহিনী পৃথিবী প্রকম্পিত করে  
হর্ষনাদ করতে লাগল এবং ভীত রাক্ষসেরা চতুর্দিকে  
পলায়ন করল।

হতঃ ত্রিশিরসং দুষ্টা তথৈব চ মহোদরম্।

হতৌ প্রেক্ষ্য দুরাধর্যৌ দেবান্তকনরান্তকৌ ॥ ৫০

হৃকোপ পরমামর্ষী মন্ত্রো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।

জ্ঞাহাচিঅতীং চাপি গদাং সর্বায়াসীং তদা ॥ ৫১

ত্রিশিরা ও মহোদরকে এইভাবে নিহত হতে দেখে  
এবং দুর্ধর্ষ বীর দেবান্তক ও নরান্তককেও একইভাবে মারা  
যেতে দেখে অত্যন্ত অসহিষ্ণু, প্রমত্ত রাক্ষসবীর মহাপার্ষ্ব  
প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ লোহার তৈরী একটি তেজস্বিনী গদা  
হাতে তুলে নিল।

হেমগটপরিষ্কিপ্তাং মাংসশোণিতফেনিলাম্।

বিরাজমানাং বিপুল্যাং শত্রুশোণিততর্পিতাম্ ॥ ৫২

এটি (এই গদাটি) সুবর্ণপত্র-মণ্ডিত, রক্তমাংসের

ফেনালিপ্ত, শত্রুর রক্তে তৃপ্ত এর আয়তন বিশাল।

তেজসা সম্প্রদীপ্তায়াং রক্তমাংসানিভূমিতাম্

ঐরাবতমহাপদসার্বভৌমজ্যানহাম্ ॥ ৫৩

বজ্রপুষ্পের মালা দ্বারা বিভূষিত এবং অস্ত্রভাণ্ডে ভেজে  
প্রখলিত হচ্ছে, ঐরাবত, মঙ্গপদ এবং সার্বভৌম নামক  
দিগ্গজরাও এই গদার ভয়ে ভীত-সমুদ্র পাকত।

গদামাদায়া সংকুপ্তো মন্ত্রো রাক্ষসপুঙ্গবঃ

হরীন্ সমভিদুস্তান যুগান্তায়িরিব স্বপন ॥ ৫৪

ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত রাক্ষসবীর গদা হাতে নিয়ে প্রলয়নাজীন  
অগ্নির মতো প্রখলিত হয়ে বানরদের প্রতি পানিত হল।

অর্থব্যভঃ সমুৎপত্তা বানরো রাবণানুজম্।

মন্তানীকমুণাগম্য তসৌ তস্যাগ্রন্তো বলী ॥ ৫৫

অতঃপর ঋষভ নামক বলবান বানর লাক্ষ্মীয়ে উঠে  
রাবণানুজ মন্তানীক (মহাপার্ষ্ব)-এর সামনে এসে উপস্থিত  
হল।

তং পুরস্তাৎ হিতং দুষ্টা বানরং শর্বতোপমম্।

আজ্ঞানোরসি ক্রুদ্ধো গদয়া বজ্রকল্পয়া ॥ ৫৬

পর্বততুল্য বিশাল বানরবীর ঋষভকে সম্মুখে  
দণ্ডায়মান দেখে ক্রুদ্ধ রাক্ষস তার বজ্রতুল্য গদাদ্বারা তার  
বক্ষদেশে আঘাত করল।

স তন্মাত্তিহতন্তেন গদয়া বানরর্ষভঃ।

ভিন্নবক্ষাঃ সমাধৃতঃ সূত্রাব রুধিরং বহ ॥ ৫৭

সেই গদার প্রচণ্ড আঘাতে বানরশিরোমণি ঋষভের  
বক্ষদেশ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। তার শরীর ঈষৎ কম্পিত  
হলো এবং ক্ষতস্থান থেকে প্রবল রক্তধারা বইতে লাগল।

স সম্প্রাণা চিরাৎ সংজামৃষভো বানরেশ্বরঃ।

ক্রুদ্ধো বিম্বুরমালৌচো মহাপার্ষ্বমুদৈক্যত ॥ ৫৮

বানরেশ্বর ঋষভ দীর্ঘকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করে,  
ক্রুদ্ধ ভাবে মহাপার্ষ্বকে দেবতে লাগল; তখন তার ওষ্ঠ  
যুগল ক্ষুরিত হচ্ছিল।

স বেগবান্ বেগবদভ্রূপেভ্য

তং রাক্ষসং বানরবীরমুখাঃ।

সংবর্ত্য মুষ্টিং সহসা জঘান

বাহুভরে শৈলনিকাশরূপাঃ ॥ ৫৯

পর্বততুলা বিশালদেহী মুখা বানরবীর

দ্রুতগতিসম্পন্ন ঋষভ সহসা সবেগে লাফিয়ে উঠে  
রাক্ষসের নিকটে এসে মুষ্টি উদগত করে তার দুই বাহুর  
মধ্যবর্তী বক্ষদেশে সজোরে আঘাত করল।

স কৃত্তমূলঃ সহসেব বৃক্ষঃ  
কিতৌ পপাত ক্ষতজোক্ষিতাঙ্গঃ।

তাং চাসা ঘোরাং যমদণ্ডকরাং  
গদাং প্রগৃহ্যাত তদা ননাদ ॥ ৬০

অনন্তর রাক্ষসবীর মহাপার্ষ ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো  
ভূমিতে পতিত হল। তার দেহের ক্ষতস্থান থেকে রক্তধারা  
প্রবাহিত হল। যমদণ্ডের মতো ভয়ানক গদাটি হাতে নিয়ে  
বানবীর ঋষভ জোরে জোরে গর্জন করতে লাগল।

মুহূর্তমাসীং স গতাসুকরঃ  
প্রত্যাগতায়া সহসা সুরারিঃ।

উৎপতা সজ্যাসমানবর্ণ-  
জং বারিরাজ্যাম্রজমাংসঘান ॥ ৬১

দেবশত্রু মহাপার্ষ মুহূর্তমাত্র মৃতকল্প অবস্থায় শায়িত  
থেকে, পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করে সহসা লাফিয়ে উঠে  
দাঁড়াতে। তার রক্ত রঞ্জিত শরীর সজ্যার বাদলমেঘের  
মতো লাল হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় সে বরুণপুত্র  
ঋষভকে গুরুতর ভাবে আঘাত করল।

স মুর্ছিতো ভূমিতলে পপাত  
মুহূর্তমুৎপতা পুনঃ সসংজ্ঞঃ।

তামেব তস্যাদ্রিবরাদ্রিকল্পাঃ  
গদাং সমাবিধ্য জঘান সংখ্যে ॥ ৬২

সেই আঘাতে ঋষভ মুর্ছিত হয়ে ভূমিতলে পতিত হল  
এবং মুহূর্তমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করে লাফিয়ে উঠল।  
পর্বতরাজের (পর্বতরাজ অর্থাৎ ঋষভ) নিকট পতিত  
পর্বততুল্য সেই মহাপার্ষের গদাটি তুলে তা দিয়ে রাক্ষসকে  
আঘাত করল।

সা তস্য রৌদ্রা সমুপেতা দেহং  
রৌদ্রস্য দেবাস্থবরবিপ্রশত্রোঃ।

বিভেদ বক্ষঃ ক্ষতজং চ ভূরি  
সূত্রাব দাঘয় ইশাধিরাঙ্গঃ ॥ ৬৩  
সেই গদার ভয়ানক আঘাতে দেবতা, যক্ষ এবং  
ব্রাহ্মণের শত্রু সেই ভয়ানক রাক্ষসের বক্ষদেশে বিদীর্ণ হল।  
তার দেহ থেকে দাতু মিশ্রিত তিমালয়ের জলধারার মতো  
রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

অভিযুদ্রাব বেগেন গদাং তস্য মহাঘনঃ।  
তাং গৃহীত্বা গদাং ত্রিমামনিষা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৪  
মত্তানীকং মহাত্মা স জঘান রণমুর্খনি।

মহাধ্যা ঋগভের কাছ থেকে নিজের গদাটি তিনি  
নেওয়ার জন্য রাক্ষস তার পশ্চাদ্ধাবন করল। পুনঃ সেই  
গদাটি মহাবেগে বারংবার ঘোরাতে ঘোরাতে মহাপার্ষকে  
আক্রমণ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই তাকে হত্যা করল।

স স্বয়া গদয়া ভগ্নো বিশীর্ণদশনেক্ষণঃ ॥ ৬৫  
নিপপাত তদা মস্তো বজ্রাহত ইবাচলঃ।

নিজের গদার আঘাতেই তার দস্তরাজি বিচূর্ণ হই  
এবং অক্ষিযুগল বিদীর্ণ হল। বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় সে  
ভূতলশায়ী হল।

বিশীর্ণনয়নে ভূমৌ গতসম্বো গতমুখিঃ  
পতিতে রাক্ষসে তস্মিন্ বিক্লতং রাক্ষসং বলম্ ॥ ৬৬

চক্ষুদ্বয় নষ্ট হয়ে চেতনাবিলুপ্ত তথা গতায় অবহত  
মহাপার্ষ ভূতলশায়ী হলে রাক্ষস সৈন্যরা তার  
পলায়নোদ্যত হল।

তস্মিন্ হস্তে ভ্রাতরি রাবণস্য  
তমৈর্ষতানাং বলমর্ষবাতম্।

ত্যান্যযুধং কেবলজীবিতার্থং  
দুদ্রাব ভিন্নার্ণবসম্মিকাশম্ ॥ ৬৭

রাবণের এই ভাই নিহত হলে সমুদ্রতুল্য সুবিশাল  
রাক্ষসসেনা কেবল প্রাণরক্ষার জন্য অস্ত্র ত্যাগ কর  
পলায়ন করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে  
জলধারা চতুর্দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্ততমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্ততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥



## একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭১)

অতিকায়ের ভয়ানক যুদ্ধ এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক তার নিধন

বখিতঃ দুষ্টা তুমুলং লোমহর্ষণম্  
নিহতান্ দুষ্টা শক্রতুলাপরাক্রমান্ ॥ ১  
চাপি সংদৃশ্য সমরে সগিপাতিভৌ।  
চ মত্তং চ জাতরৌ রাক্ষসোত্তমৌ ॥ ২  
চ মহাতেজা ব্রহ্মদত্তবরো যুধি।  
অতিকায়োহুত্রিসংকাশো দেবদানবদর্পহা ॥ ৩  
নিভ্রমহ ব্রহ্মা-প্রদত্ত বরে-বলীয়ান, মহাতেজস্বী,  
পর্বততুলা বিশালকায, দেবতা ও দানবদের দর্পচূর্ণকারী  
রবণপুত্র রাক্ষস অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেখল শক্রদের  
লোমহর্ষণকারী তার সৈন্যবাহিনী ব্যথিত হয়ে উঠেছে,  
ইন্দ্রতুলা পরাক্রমী তার ভাই নিহত হয়েছে, তার দুই পিতৃব্য  
(শাকা) যুদ্ধোত্তম মহাদেব এবং মত্ত মহাপার্শ্ব— এই দুই  
ভাইও প্রাণ হারিয়েছে।

ন ভঙ্করসহস্রস্য সংঘাতমিব ভাস্বরম্।  
শক্ররিরভিদুদ্রাব বানরান্ ॥ ৪  
ইন্দ্রশক্র এই রাক্ষস তখন সহস্র সূর্যের কিরণতুল্য  
উজ্জ্বল তেজস্বী রথে আরোহণ করে বানরদের প্রতি ধাবিত  
হল।

ন বিস্মার্য তদা চাপং কিরীটী মৃষ্টকুণ্ডলঃ।  
নাম সংশ্রাবয়ামাস ননাদ চ মহাধ্বনম্ ॥ ৫  
তার মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট, কর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল  
দেখিপামান। ধনুকে সজোরে টংকার দিয়ে নিজের নাম  
শুনিয়ে সে প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করতে লাগল।

তেন সিংহপ্রণাদেন নামবিশ্রাবণেন চ।  
জাশ্বদেন চ জীমেন ব্রাসয়ামাস বানরান্ ॥ ৬  
সেই ভয়ানক সিংহনাদে নাম ঘোষিত হতে শুনে  
এবং ধনুকের টংকারে বানরেরা ভয়ানক ভীত হয়ে পড়ল।

তে দুষ্টা দেহমাহাত্ম্যং কুস্তকর্ণোহয়মুখিতঃ।  
জার্তা বানরাঃ সর্বে সংশ্রয়ন্তে পরম্পরম্ ॥ ৭  
তার দেহের বিশালতা দেখে বানরদের এইরূপ  
প্রীতি জন্মালো যে কুস্তকর্ণই পুনরায় উখিত হয়েছে। ভীত  
বানরেরা সকলে একে অপরকে আশ্রয় করল।

তে তস্য রূপমালোকা যথা বিষ্ণোত্রিবিক্রমে।  
তস্মাদ্ বানরয়োযান্তে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ ॥ ৮  
তস্যা রূপমালোকা যথা বিষ্ণোত্রিবিক্রমে।  
তস্মাদ্ বানরয়োযান্তে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ ॥ ৮

ত্রিবিক্রম অবতারে ভগবান বিষ্ণুর বিরাট রূপ-তুল্য  
তার সেই বিশাল আকৃতি দেখে বানর যোদ্ধারা ভয়ে  
এদিকে-ওদিকে পলায়ন করতে লাগল।

তেহতিকায়ঃ সমাসাদ্য বানরো মৃদচেতসঃ।  
শরণ্যঃ শরণ্যঃ জগদ্বল্লভপ্রাজ্ঞমাহবে ॥ ৯  
সেই অতিকায় নিকটবর্তী হলে বানরেরা মোহাক্ষ  
অবস্থায় হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণের অগ্রজ  
আশ্রয়বৎসল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হল।

ততোহতিকায়ঃ কাকুৎস্থো রথহঃ পর্বতোপমম্।  
দদর্শ ঋষিনঃ দূরাদ্ গর্জন্তঃ কালমেঘবৎ ॥ ১০  
রথে বিরাজমান পর্বততুলা অতিকায়কে শ্রীরামচন্দ্রও  
দূর থেকে দেখলেন। সেই রাক্ষস তখন হাতে ধনুক নিয়ে  
প্রলয়কালীন মেঘের মতো গর্জন করছিল।

স তং দুষ্টা মহাকায়ং রামবন্ত সুবিস্মিতঃ।  
বানরান্ সালুমিত্বা চ বিভীষণমুবাচ হ ॥ ১১  
স তং দুষ্টা মহাকায়ং রামবন্ত সুবিস্মিতঃ।  
বানরান্ সালুমিত্বা চ বিভীষণমুবাচ হ ॥ ১১

বিশালদেহী সেই রাক্ষসকে দেখে রামচন্দ্রও বিস্মিত  
হলেন। বানরদেরকে সাহসনা দিয়ে তিনি বিভীষণকে  
বললেন -

কোহসৌ পর্বতসংকাশো ধনুশ্চান্ হরিলোচনঃ।  
যুক্তে হয়সহস্রেন বিশালে সান্দনে হিতঃ ॥ ১২  
‘বিভীষণ! সহস্র অশ্বযুক্ত সুবিশাল রথে আরোহী,  
পর্বতাকাব, ধনুধারী, সিংহতুলা তেজস্বী চক্ষুবিশিষ্ট এই  
রাক্ষস কে ?

য এষ নিশিতৈঃ শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ প্রাসতোমরৈঃ।  
অর্চিস্তির্ভূতো ভাতি ভূতৈরিব মহেশ্বরঃ ॥ ১৩  
‘ভূতগণপরিবৃত মহাদেবের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শূল,  
অত্যন্ত তেজস্বী প্রাস এবং তোমর দ্বার অজুতভাবে  
পরিবেষ্টিত।

কালজিহ্বাপ্রকাশার্ভি এষোহভিবিরাজতে।  
অবতো রথশজীভির্বিদুভিরিব তোয়দঃ ॥ ১৪  
‘কালজিহ্বা তুলা প্রকাশিত রথশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত  
এই বীররাক্ষস যেন বিদ্যুৎমালায় আবৃত মেঘের ন্যায়  
প্রকাশমান।

ধনুংষি চাস্য সজ্জানি হেমপৃষ্ঠানি সর্বশঃ।  
ধনুংষি চাস্য সজ্জানি হেমপৃষ্ঠানি সর্বশঃ।



শোভয়ন্তি রথশ্রেষ্ঠঃ শক্রচাপমিবাক্ষয়ম্ ॥ ১৫

‘সুবর্ণমণ্ডিত বহুসংখ্যক সুসজ্জিত ধনুক যাব গৃহভাগকে সর্বতোভাবে আবৃত করে তার শ্রেষ্ঠরথের শোভা বর্ধন করেছে, যেন আকাশের গায়ে রামধনু শোভিত হচ্ছে।

য এষ রক্ষঃশার্দ্দুলো রথভূমিঃ বিরাজয়ন।

অভোজি রথিনাং শ্রেষ্ঠো রথেনাদিত্যবর্চসা ॥ ১৬

‘এই ব্যায়তুল্য পবাত্রমী, রথীশ্রেষ্ঠ, বীর রাক্ষস সূর্যের সমান তেজস্বী বসে করে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শোভা বর্ধন করেছে।

ধ্বজশূলপ্রতিষ্ঠেন রাহণাভিবিরাজতে।

সূর্যরশ্মিপ্রভৈর্বাশৈদিশো দশ বিরাজয়ন ॥ ১৭

‘যার ধ্বজাশূলে রাহুর চিহ্ন আঁকিত, সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল বাণরশ্মির দ্বারা দশদিক প্রকাশিত হচ্ছে।

তিনতঃ মেঘনিভ্রাদঃ হেমপৃষ্ঠমলঙ্কৃতম্।

শতক্রতুষনুঃপ্রখাঃ ধনুশ্চাস্য বিরাজতে ॥ ১৮

‘এর ধনুক সূর্যমণ্ডিত, মেঘগর্জনের মতো গম্ভীর তার টংকারধ্বনি। দেবরাজ ইন্দ্রের ধনুকের মতো উজ্জ্বল এবং এর তিনটি স্থান (আদি, মধ্য এবং অন্ত) ঈষৎ নত।

ধ্বজঃ সপতাকশ্চ সানুকর্ষো মহারথঃ।

চতুঃসাদিসমায়ুক্তো মেঘন্তনিতনিঃস্বনঃ ॥ ১৯

‘অনুকর্ষযুক্ত, ধ্বজা ও পতাকায় সুসজ্জিত সেই বিশাল রথ চারজন সারথি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, গতিমান অবস্থায় এই রথ মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ উৎপন্ন করে।

বিংশতির্দশ চাষ্ট্রো চ তৃণাস্য রথমাহিতাঃ।

কার্মকাণি চ ভীমানি জ্যাশ্চ কাঞ্চনপিঙ্গলাঃ ॥ ২০

‘এই রথে কুড়িটি তৃণ, দশটি ভয়ংকর ধনুক এবং উজ্জ্বল সোনালী ও পিঙ্গল বর্ণের আটটি জ্যা রাখা আছে। ষোঁ চ খড়্গোঁ চ পার্শ্বছৌ প্রদীপ্তৌ পার্শ্বশোভিতৌ।

চতুর্হস্তংসরযুতৌ ব্যক্তহস্তদশায়তৌ ॥ ২১

‘দুই পাশে দুটি বকবক তলোয়ার শোভা পাচ্ছে, যাদের দৈর্ঘ্য দশ হাত এবং মুষ্টি প্রায় চার হাত।

রক্তকণ্ঠগণো ধীরো মহাপর্বতসমিভঃ।

কালঃ কালমহাবক্রো মেঘহ ইব ভাস্করঃ ॥ ২২

‘রাক্ষসের কণ্ঠে রক্তপুষ্পের মালা, মহান পর্বতের মতো সুদীর্ঘ আকৃতি-বিশিষ্ট, সুবিশাল তার মুখমণ্ডল যমের মতো ভয়ানক ; দেখে মনে হচ্ছে যেন মেঘের অন্তরালে

অবস্থিত সূর্য।

কাঞ্চনালদনদ্যজাঃ কুজাভ্যামেঘ শোভতে।

শূলাভ্যামিব কুলাভাঃ হিমবান পর্বতভ্রমরঃ ॥ ২৩

‘সোনাল তৈরী অঙ্গন দ্বারা তার কাঞ্চন অঙ্গন এই বাহুগুল সুউচ্চ শূলযুক্ত পর্বতরাক্ষ হিমালয়ের মতো শোভিত হচ্ছে।

কুশলাভ্যামুজাভাঃ চ ভাতি শক্রঃ সুদীনদম্।

পুনর্বদন্তরগতঃ পরিপূর্ণো নিশাকরঃ ॥ ২৪

‘অত্যন্ত ভয়ানক তার মুখমণ্ডলে শোভিত আছে কুশল। পুনর্বসু নামক নক্ষত্রদ্বয়ের মতো অর্ধচন্দ্র স্বর্গভ্রমর মতো তার মুখ শোভা পাচ্ছে।

আচক্ষু মে মহাবাহো হ্রমেনঃ রাক্ষসোত্তমঃ

যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে ভয়ান্তা বিকৃত্তা শিশাঃ ॥ ২৫

‘হে মহাবাহো ! যাকে দেখে বানরেরা ভয় দিশাহারা হয়ে পলায়ন করেছে তুমি আমার রাক্ষসশ্রেষ্ঠের পরিচয় দাও।’

স পৃষ্ঠৌ রাজপুত্রং রামেশ্যমিত্তেজসাম্।

আচচক্ষে মহাতেজা রাঘবায় বিভীষণঃ ॥ ২৬

অমিত তেজস্বী রাজপুত্র শ্রীরাম এইরূপ প্রশংসা মহাতেজস্বী বিভীষণ রামচন্দ্রকে বললেন—

দশগ্রীবো মহাতেজা রাজা বৈশ্রবানরঃ

ভীমকর্মা মহাত্মা হি রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৭

তস্যাসীদ্ বীর্যবান্ পুত্রো রাবণপ্রতিমো বলঃ

বৃদ্ধসেবী শ্রুতিধরঃ সর্বাঙ্গবিদুধ্যাঃ বরঃ ॥ ২৮

‘ধনপতি কুবেরের অনুজ, মহাতেজস্বী, মহাকর্মা

ভীমকর্মা (ভয়ানক কর্মানুষ্ঠানকারী), রাক্ষসরাজ পশান

রাবণের পুত্র হল এই মহাবীর্যবান রাক্ষস, যে শক্তি

রাবণের সমতুল। বৃদ্ধজনের সেবক, বেদশাস্ত্র

রাক্ষসবীর সকল অস্ত্রবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অশ্বপৃষ্ঠে নাগপৃষ্ঠে খড়্গো ধনুষি কর্ণধে।

ভেদে সাস্ত্রে চ দানে চ নয়ে মস্ত্রে চ সম্যজা ॥ ২৯

‘অশ্বারোহণে, গজারোহণে, খড়্গসংকলনে

ধনুর্ধারণে, শরসঙ্কলনে, সাম এবং দাননীতির প্রদো

তথা ন্যায়সম্মত বাক্যালাপে এবং মন্ত্রগাদানে সে অসা

পারদর্শী।

যস্য বাহুঃ সমাপ্রিত্য লঙ্কা ভবতি নির্জা।

তনয়ঃ ধান্যমালিন্যা অতিকায়মিমঃ বিদুঃ ॥ ৩০

যস্য বাহুঃ সমাপ্রিত্য লঙ্কা ভবতি নির্জা।

এর বাহুবলের উপরেই ভরসা করে লক্ষ্যপূরী  
অতিকায় ভরহীন হয়ে আছে। রাবণপত্নী ধান্যমালিনীর  
এই পুত্র অতিকায় নামেই পরিচিত।

একদা রাবণের ব্রহ্মা তপসা আবিভাবনা।  
একদিন চাপা বাগানি রিপবন্দ পরাজিতাঃ ॥ ৩১

‘তপস্যায় আত্মনিমগ্ন থেকে এই অতিকায় রাক্ষস  
জ্যোত আরাধনা করে অনেক অস্ত্র লাভ করেছে এবং তার  
বল্য বহু শত্রুকে পরাজিত করেছে।

দত্তমৈত্রেয় স্বয়ংভুবা  
কবচঃ দিবাঃ রথশ্চ রবিভাস্বরঃ ॥ ৩২

‘ব্রহ্মার বরে এই রাক্ষস দেবতা এবং অসুরদের  
হারা অবধা। সূর্যের মতো তেজস্বী রথ এবং দিব্য কবচও  
উনি একে দিয়েছেন।

একেন শতশো দেবা দানবাশ্চ পরাজিতাঃ।  
ক্ষিত্বানি চ রক্ষাংসি যক্ষাশ্চাপি নিষুদ্ভিতাঃ ॥ ৩৩

‘এই বীর রাক্ষস শত শত দেবতা ও দানবকে  
পরাজিত করেছে, রাক্ষসদের রক্ষা করেছে এবং  
জলদেবকেও বধ করেছে।

বজ্রঃ বিষ্ণুভিতং যেন বাণৈরিজ্জস্য ধীমতা।  
পশুঃ সঙ্গিলরাজস্য যুদ্ধে প্রতিহততথা ॥ ৩৪

‘বুদ্ধিমান অতিকায় বাণসমূহের দ্বারা দেবরাজ  
ইন্দ্রের বজ্রকে প্রতিহত করেছে তথা যুদ্ধক্ষেত্রে জলাধিপতি  
ক্ষয়দেবের পাশকে ব্যর্থ করেছে।

এঘোহতিকায়ো বলবান্ রাক্ষসানামথর্ষভঃ।  
স রাবণসূতো ধীমান্ দেবদানবদর্পহা ॥ ৩৫

‘রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান রাবণপুত্র অতিকায় অত্যন্ত  
বলবান তথা দেবতা ও দানবদের দর্পহরণকারী।

তদগ্নিন্ ক্রিয়তাং যত্নঃ ক্ষিপ্ৰং পুরুষপুংসব।  
পূরা বানরসৈন্যানি ক্ষয়ং নয়তি সায়কৈঃ ॥ ৩৬

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হে রামচন্দ্র ! আপনি শীঘ্রই এই  
রাক্ষসকে ধ্বংস করতে প্রয়াস করুন, অন্যথায় এর  
শরাঘাতে আপনার বানরসেনা বিনষ্ট হবে।’

ততোহতিকায়ো বলবান্ প্রবিশ্য হরিবাহিনীম্।  
বিষ্ণুরয়্যামাস ধনুর্নাদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭

অতঃপর বলবান রাক্ষস অতিকায় বানরবাহিনীর  
মধ্যে প্রবেশ করে বারংবার গর্জন করতে লাগল এবং  
ধনুকে টংকার দিতে লাগল।

তং ভীমবপুঃ দৃষ্টা রথহঃ রথিনাং বরম্।  
অভিশপ্তমুর্মহাশ্বানঃ প্রধানা যো বনৌকসঃ ॥ ৩৮

কুমুদো দ্বিবিদো মৈন্দো নীলঃ শরভ এব চ।  
পাদপৈগিরিশৃঙ্খল যুগপৎ সমজিহ্রবন্ ॥ ৩৯

রথে অবস্থিত রথীশ্রেষ্ঠ জয়ানক দেহধারী সেই  
রাক্ষসকে দেখে কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল, শরভ প্রভৃতি  
মহামনসী প্রধান প্রধান বানরদলপতিরা বৃক্ষ এবং  
পর্বতশৃঙ্গসমূহ হাতে তুলে নিয়ে একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল।

তেষাং বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ শরৈঃ কনকভূমপৈঃ।  
অতিকায়ো মহাতেজাশ্চিচ্ছেদাদ্রবিদাং বরঃ ॥ ৪০

কিন্তু শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ মহাতেজস্বী অতিকায় তার  
স্বর্ণভূষিত তীর দিয়ে সেই সব গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষসমূহকে  
কেটে ফেলল।

ভাংশ্চৈব সর্বান্ স হরীন্ শরৈঃ সর্বায়সৈর্বলী।  
বিব্যাধাভিমুখান্ সংখ্যো ভীমকায়ো নিশাচরঃ ॥ ৪১

সেই বলবান ভয়ংকরদেহী রাক্ষস রণক্ষেত্রে তার  
প্রতি ধাবমান বানরদের লোহার বাণে বিদ্ধ করল।

তেহর্দিতা বাণবর্ষণ ভিন্নগাত্রাঃ পরাজিতাঃ।  
ন শেকুরতিকায়স্য প্রতিকর্ভুং মহাহবে ॥ ৪২

সেই শরবর্ষণে বানরদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হল,  
আহত অবস্থায় তারা সকলেই পরাজয় স্বীকার করে নিল।

সেই মহাযুদ্ধে অতিকায়কে প্রতিরোধ করতে তারা কেউ  
সক্ষম হল না।

তৎ সৈন্যং হরিবীরাণাং আস্রয়ামাস রাক্ষসঃ।  
মৃগযুথমিব ক্রুদ্ধো হরির্যৌবনদর্পিতঃ ॥ ৪৩

যৌবনদর্পিত ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন হরিণের পালকে  
ভীত করে তোলে, তেমনিভাবে রাক্ষস অতিকায়  
বীরবানরদের সৈন্যবাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

স রাক্ষসেন্দ্রো হরিয়ুথমঘো  
নাযুধ্যমানং নিজঘান কক্ষিৎ ॥

উৎপত্তা রামঃ স ধনুঃকলাপী  
সগর্বিতং বাকমিদং বভাষে ॥ ৪৪

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায় বানরবাহিনীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন  
করতে করতে যারা যুদ্ধে বিরত ছিল তাদের কাউকে আঘাত  
না করে, ধনুক এবং তুণ ধারণ করে লাফিয়ে শ্রীরামের  
সামনে উপস্থিত হয়ে সগর্বে এইরূপ বলল—

রথে দ্বিতোহহঃ শরচাপপাণি-



ন প্রাকৃতঃ কক্ষন যোধয়ামি।

যস্যাপি শত্রুর্বাৰসায়যুক্তো

দদাতু মে শীঘ্রমিহাদা যুদ্ধম্ ॥ ৪৫

‘ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে আমি বরণে বসিছি। সাধারণ কাবও সঙ্গে আমি যুদ্ধ কাই না। যখন টংসাত খাও, খাও এবং শত্রু আছে : সে শীঘ্রই এখানে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ অন্তর্বির্ভূতও।’

তৎ তস্য দাক্যঃ ক্রবতো মিশমা

ব্রেকোণ সৌমিত্রমিতমহত্বা।

অমুখ্যামপক্

সমুৎপত্তা

জগাহ চাপঃ চ ততঃ শ্রমিত্বা ॥ ৪৬

‘তবে এইরকম বলতে শুনে শত্রুহস্তা সুমিত্রানন্দন লক্ষণ বহুতর ক্রুদ্ধ হলেন। অসন্তোষে অগ্রসর হয়ে শ্রমিত্বা’ সহযোগে তিনি ধনুক তুলে নিলেন।

ক্রুদ্ধঃ সৌমিত্রিকংপতা তুলাদাক্ষিপা সায়কম্।

পুরজাদতিকায়স্য বিচকর্ষ মহদ্ধনুঃ ॥ ৪৭

ক্রুদ্ধ লক্ষণ লাফিয়ে উঠে তুল থেকে বাণ টেনে নিয়ে অতিকায়ের সামনে এসে বিশাল ধনুকের জ্যা-আকর্ষণ করতে লাগলেন।

পুরয়ন্ স মহীং সর্বামাকাশং সাগরং দিশঃ।

জ্যাশকো লক্ষণস্যোগ্রস্ত্রাসয়ন্ রজনীচরান্ ॥ ৪৮

লক্ষণের ধনুকের সেই ডয়ানক টংকারধ্বনিতে সমগ্র পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র তথা সকলদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, রাক্ষসেরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

সৌমিত্রেচ্চাপনির্ঘোষঃ শ্রদ্ধা প্রতিভয়ঃ তদা।

বিসিদ্মিয়ে মহাতেজা রাক্ষসেজ্ঞাস্বজো বলী ॥ ৪৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষণের ধনুকের সেই ডয়ানক টংকার শুনে মহাতেজস্বী, বলবান, রাক্ষসরাজপুত্র অতিকায় অত্যন্ত বিস্মিত হল।

তদাতিকায়ঃ কুপিতো দৃষ্টা লক্ষণমুখিতম্।

আদায় নিশিতং বাণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫০

লক্ষণকে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতে দেখে অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সুতীক্ষ্ণ শর হাতে নিয়ে এইরূপ বাক্য বলল—

বালন্তমসি সৌমিত্রে বিক্রমেষবিচক্ষণঃ।

গচ্ছ কিং কালসংকাশং মাং যোধমিতুমিচ্ছসি ॥ ৫১

‘ওহে সৌমিত্র ! তুমি বালক মাত্র। যুদ্ধে পরাক্রম

প্রকাশেও তুমি বিচক্ষণ নও। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত কেন ? গমতুল্য আমার কাছ থেকে তুমি কিম্বদ নও

নহি মধ্যস্তস্টানাং বাণানাং তিস্রমসি।

সোদৃশুংসহতে বেগমহাবিক্রমো

‘আমার হাত থেকে নিষ্কিন্তু বাণের বেগ পৃথিবী, আকাশ, এমনকী ত্রিমালয়ও সরা করতে পারে না, সুপ্রসুপ্তং কাল্যাণিং বিবোধমিতুমিচ্ছসি।

দাসা চাপং নিবর্তয় প্রাণায় জতি বলাতঃ ॥ ৫২

‘সুপ্ত নির্দ্রা কাল্যাণকে তুমি জাগিয়ে দিবে চাপা

ধনুক রেখে দিবে গাও। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে গা

হারিয়ে না।

অথবা ত্বং প্রতিব্রকো ন নিবর্তিতুমিচ্ছসি,

তিষ্ঠ প্রাণান্ পরিত্যজ্য পমিসাসি যদক্ষম্য ॥ ৫৩

‘অথবা তুমি অত্যন্ত অহংকারী, এতজনাই কি

যেতে চাও না। ঠিক আছে, দাঁড়াও। তাহলে প্রাণত্যাগ

যমালয়ে যাত্রা করো !

পশ্য মে নিশিতান্ বাণান্ রিপূদপনিবন্ধান্।

ঈশ্বরায়ুধসংকাশাংস্তপ্তকাক্ষনদৃষদান্ ॥ ৫৪

‘শত্রুর দর্পচূর্ণকারী আমার এই সুতীক্ষ্ণ শর

উজ্জ্বল সুবর্ণমণ্ডিত। তুমি দেখো, এগুলি দিব্যের

ডয়ানক।

এষ তে সর্পসংকাশো বাণঃ পাস্যতি শোণিতম্।

মৃগরাজ ইব ক্রুদ্ধো নাগরাজস্য শোণিতম্।

ইতোবমুক্তা সংক্রুদ্ধঃ শরং ধনুষি সংদধে ॥ ৫৫

‘ক্রুদ্ধসিংহ যেমন গজরাজের রক্ত পান করে

তেমনিভাবে সাপের মতো ভয়ংকর এই বাণ তোমার গ

পান করবে।’ এই কথা বলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অতিকায় ধনুক

শর-সম্বান করল।

শ্রদ্ধাতিকায়স্য বচঃ সরোষঃ

সগর্বিতং সংযতি রাজপুত্রা।

স সঙ্কোপোপাতিবলো মনসী

উবাচ বাক্যং চ ততো মহারথ ॥ ৫৬

যুদ্ধক্ষেত্রে অতিকায়ের এইরূপ ক্রোধপূর্ণ গর্বিত

শুনে অত্যন্ত বলশালী, মনসী, রাজকুমার লক্ষণ অতি

হয়ে মহান অর্থযুক্ত বাক্যে বললেন—

ন বাক্যমাত্রোণ ভবান্ প্রথানো

ন কথনাং সংপূরুযা ভবতি।



কি হিতে ধিনি বাণপাণী  
নিদর্শনস্বাক্ষরলং

দুরাক্ষন ॥ ৫৮

‘ওহে দুরাক্ষা ! কেবল বাক্য প্রয়োগের দ্বাবাই তুমি  
এমন বলে গণ্য হব না। শুধু কথা দিয়েই কেউ সহপুরুষ  
কে না আমি ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে অবস্থিত হলাম। তুমি  
শত্রুর শক্তি প্রদর্শন করো।

সূচরাক্ষনং ন বিকথিতুমহসি।

পৌরুষেণ তু যো যুদ্ধঃ স তু শূর ইতি শ্রুতঃ ॥ ৫৯  
‘কর্তব্য দ্বারা নিজের পরিচয় দাও অর্থাৎ কাজের  
দ্বারা এই নিজের বীরত্ব প্রকাশ করো। কেবল কথায় বীরত্ব  
একশ কোরো না। পৌরুষযুক্ত ব্যক্তিকেই শূরবীর বলে  
মনে করা হয়।

সংযতসমাবুদ্ধেনা ধর্মী হুং রথমাস্থিতঃ।

নীরবী যদি বাপাত্তৈর্দর্শয়ন্ত পরাক্রমম্ ॥ ৬০  
‘ধনুর্ধারী ! সকল অস্ত্র নিয়ে তুমি রথে আসীন হয়ে  
আছো ; অতএব বাণ অথবা অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে  
নিজের পরাক্রম দেখাও।

ততঃ শিরস্ত্রে নিশিতঃ পাতয়িষ্যামাহং শরৈঃ।

নরুতঃ কালসম্প্রকঃ বৃত্তাৎ তালফলং যথা ॥ ৬১

‘অতঃপর যথাসময়ে বায়ু যেমন পাকা তালকে  
ভূপাতিত করে, আমিও সেইরকম তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তোমার  
হৃদয় ভূপাতিত করব।

অন তে মামকা বাণান্তপ্তকাক্ষনভূষণাঃ।

পালন্তি রুধিরং গাত্রাদ্ বাণশল্যান্তরোধিতম্ ॥ ৬২

‘আজ উজ্জ্বল সুবর্ণ বিভূষিত আমার বাণগুলি  
তোমার শরবিদ্ধ দেহের ক্ষত থেকে রক্ত পান করবে।

বালোহমিতি বিজ্ঞায় ন চাবজ্ঞাতুমহসি।

বাজো বা যদি বা বৃদ্ধো মৃত্যুং জানীহি সংযুগে ॥ ৬৩

‘আমাকে বালক ভেবে তুমি অবহেলা করো না।

অমি বালক বা বৃদ্ধ যেই হই না কেন, যুদ্ধে আমাকে

তোমার মৃত্যু রূপেই জেনো।

বালেন বিষ্ণুনা লোকান্তরঃ ক্রান্তান্ত্রিবিক্রমৈঃ।

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রদ্ধা হেতুমৎ পরমার্থবৎ।

অতিকায়ঃ প্রচুক্ৰোধ বাণং চোত্তমমাদদে ॥ ৬৪

‘বালকরূপী (বামন অবতারে) ভগবান বিষ্ণু তাঁর  
জিনাটি পা দিয়ে সমগ্র ত্রিলোককে তাপিত করেছিলেন।’

লক্ষ্মণের এইরূপ যুক্তিসম্মত, পরমার্থযুক্ত বচন শুনে

অতিকায় অসীম ক্রোধে বাণ হাতে তুলে নিল,

ততো বিদ্যাধরা কৃত্য দেবা পৈত্যা মহর্ষয়াঃ।

শূর্য্যাক্ষ মহান্ধানন্তন্ যুদ্ধং ব্রহ্মমাগমন্ ॥ ৬৫

তদনন্তর বিদ্যাধর, ভূত, দেবতা, দৈত্য, মহর্ষি,  
গুহ্যক তথা মহাত্মাগণ সেই যুদ্ধ দেখতে এলেন।

ততোহতিকায়ঃ কুপিতচাপমারোণা সায়কম্।

লক্ষ্মণায় প্রতিক্ষেপ সংক্ষিপরিব চানুরম্ ॥ ৬৬

তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অতিকায় ধনুকে শর যোজনা করে  
লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করল। অত্যন্ত দ্রুতগামী সেই তীর  
যেন আকাশকেও সংক্ষিপ্ত করে ফেলল।

তমাপতন্তঃ নিশিতঃ পরমাশীনিষোপমম্।

অর্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ৬৭

শত্রুসংহারক লক্ষ্মণ একটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণ দিয়ে  
সর্পতুল্য সেই তীক্ষ্ণবাণকে কেটে ফেললেন।

তং নিকৃন্তঃ শরং দৃষ্টা কৃত্তভোগমিবোরগম্।

অতিকায়ো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ পঞ্চ বাপান্ সমাদধে ॥ ৬৮

সর্পের কর্তিত ফণার মতো খণ্ডিত সেই তীক্ষ্ণ শর  
দেখে ভয়ানক ক্রুদ্ধ অতিকায় পঞ্চবাণ ধনুকে সম্বান  
করল

তান্ শরান্ সম্প্রতিক্ষেপ লক্ষ্মণায় নিশাচরঃ।

তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বর্ণৈশ্চিচ্ছেদ ভরতানুজঃ ॥ ৬৯

অতঃপর সেই রাক্ষস ওই শরগুলি লক্ষ্মণের  
উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল, কিন্তু তার কাছে আসার আগেই  
ভরতানুজ লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে সেগুলিকে খণ্ড-  
খণ্ড করে ফেললেন।

স তান্ ছিত্বা শিতৈর্বর্ণৈর্লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।

আদদে নিশিতঃ বাণং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥ ৭০

শত্রুবীরহত্যা লক্ষ্মণ নিজের সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ওই  
শরগুলি ছিন্ন ভিন্ন করে আপন তেজে জ্বলন্তমান একটি  
ভয়ানক শর গ্রহণ করলেন।

তমাদায় ধনুঃশ্রেষ্ঠে যোজয়ামাস লক্ষ্মণঃ।

বিচকর্ষ চ বেগেন বিসর্জ্য চ সায়কম্ ॥ ৭১

লক্ষ্মণ নিজের শ্রেষ্ঠ ধনুকে সেই শর যুক্ত করে জ্যা  
আকর্ষণ করলেন এবং তীব্রবেগে সেই তীরটি নিক্ষেপ  
করলেন।

পূর্ণায়তবিস্ট্রেন শরেন নতপর্ববা।

ললাটে রাক্ষসশ্রেষ্ঠমাজঘান স বীর্যবান্ ॥ ৭২

বীৰ্যবান লক্ষ্মণ ধনুকটিকে সম্পূর্ণ আকর্ষণ করে, পর্ব  
নত করে ওই শর নিক্ষেপ করেছিলেন, যা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ  
অতিকায়ের ললাটে আঘাত হেনেছিল।

স ললাটে শরো মধ্যস্থ্য ত্রীমসা রক্ষসঃ।

দদৃশে শোণিতেনাক্তঃ পরগেহ্ন ইবাচলঃ॥ ৭৩

ভয়ানক রাক্ষসের ললাটে ঐ শর আঘাত করল।  
পর্বতমাত্রো সর্পরাজের মতো শোভা লাভ কনোচল  
যজ্ঞসিক্ত সেই রাক্ষস।

রাক্ষসঃ প্রচক্লেষেৎ লক্ষ্মণে প্ৰণীড়িতঃ।

রুদ্ধবাণহত্যং ঘোরং যথা ত্রিপুরগোপনম্॥ ৭৪

চিহ্নয়ামাস চান্দ্রাস্য বিম্শা চ মহাবলঃ।

লক্ষ্মণের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে সেই রাক্ষস  
কৈশে উঠল যেমন ত্রিপুরার ভয়ানক গোপূর কৈশে  
উঠেছিল ভগবান ক্ষত্রবংশে। মহাবলশালী অতিকায়  
একটি চিহ্ন করে আশ্রয় হয়ে বিবেচনাপূর্বক বলল—

সাম্ব বাণনিপাতেন শ্লাঘনীয়োহসি মে রিপুঃ॥ ৭৫

বিধায়ৈবং বিদাযাসাং নিয়মা চ মহাভূজৌ।

স রথোপহৃমাহ্বায় রথেন প্রচচার হ॥ ৭৬

‘শাবাস ! শাবাস !! এইরূপ বাণনিক্ষেপের কারণে  
তুমি আমার গৌরবজনক শত্রু।’ এই বলে মুখ বিস্তার করে  
বিশাল হাত দুটি নামিয়ে রথে বসে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ  
করতে লাগল। (অগ্রসর হল)

এবং ত্রীন্ পক্ষ সপ্তোতি সায়কান্ রাক্ষসবর্ষঃ।

আদদে সন্দধে চাপি বিচকর্ষোৎসসর্জ চ॥ ৭৭

অতঃপর সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ একে একে একটি,  
তিনটি, পাঁচটি এবং সাতটি তীর নিয়ে ধনুকে সংযোজিত  
করে তীব্র বেগে আকর্ষণ পূর্বক চালিয়ে দিল।

তে বাণাঃ কালসংকাশা রাক্ষসেদ্রধনুচ্যুতাঃ।

হেমপুষ্পা রবিপ্রখ্যাস্তক্রূর্দীপ্তমিবাধরম্॥ ৭৮

রাক্ষসরাজের ধনুর্নিষ্কিপ্ত সেই সুবর্ণমণ্ডিত,  
সূর্যতুলা তেজস্বী, যমের মতো ভয়ংকর বাণগুলি আকাশ  
পরিপূর্ণরূপে উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

ততস্তান্ রাক্ষসোৎস্টান্ শরৌঘান্ রাঘবানুজঃ।

অসম্ভ্রান্তঃ প্রচিচ্ছেদ নিশিতৈর্বহভিঃ শরৈঃ॥ ৭৯

অনন্তর রামচন্দ্রের ছোটো ভাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না  
হয়ে রাক্ষসনিষ্কিপ্ত বাণগুলিকে বহুসংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শর  
প্রয়োগে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল।

তান্ শরান্ যুশি সন্তপ্তক্স নিকৃষ্টান্ রানবানুজঃ।

চকোপ ত্রিদশেদ্রানির্জগ্নাঃ নিশিতঃ শরম্॥ ৮০

উদ্ভ্রান্তী, রানবপুত্র অতিকায় সেই রানবানুজের শর  
পশু হতে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় একটি সুতীক্ষ্ণ  
শর তুলে নিল।

স সজ্জায় মহাতেজস্বঃ বাণং সতসোৎসবঃ।

চেন সৌমিরিয়ান্নানুজানান যননরোৎসবঃ॥ ৮১

মহাতেজস্বী রাক্ষস সেই বাণ শনুতে সম্পূর্ণ  
করে সহসা নিঃক্ষেপ করল এবং সম্মুখে অশ্রুশ্রাবী রাক্ষসের

একদমেশব মধ্যপ্রাণে সেটি আঘাত করল,

অতিক্রমেণ সৌমিরিয়ান্নিত্তো যুশি বহুসি।

সুপ্রাণ কসিরং তীব্রং মদং মত ইন বিপাঃ॥ ৮২

যুদ্ধে অতিকায়ের নিষ্কিপ্ত বাণে বহুসংখ্যক  
আঘাতপ্রাপ্ত লক্ষ্মণের ক্ষত থেকে তীব্রবেগে বহুসংখ্যক

হস্তীর মদক্ষরণের ন্যায় শোণিতসারা নির্গত হল,

স চকার তদান্মানং বিশল্যং সহসা বিকৃতঃ।

জগ্ৰাহ চ শরং তীক্ষ্ণমস্ত্রেণাপি সনাতনম্॥ ৮৩

বলশালী লক্ষ্মণ সহসা নিজেকে শরমুক্ত করে একটি  
তীক্ষ্ণ বাণ হাতে নিয়ে এক দিব্য-অস্ত্রের সঙ্গে সৌমিক

করলেন।

আগ্নেয়েন তদাত্তেণ যোজয়ামাস সায়কম্।

স জজ্জ্বাল তদা বাণো ধনুস্য মহাশ্বনঃ॥ ৮৪

সেই আগ্নেয় অস্ত্রের সঙ্গে তিনি শরযোজ  
করলেন। ধনুকে যুক্ত হয়ে তাঁর সেই শর আগন হে

জ্বলে উঠল।

অতিকায়োহতিতেজস্বী রৌদ্রমস্ত্রং সমাদরে

তেন বাণং ভুজঙ্গাভং হেমপুষ্পমবোজয়ৎ॥ ৮৫

মহাতেজস্বী অতিকায় তখন রৌদ্রঅস্ত্র গ্রহণ করে

তার সঙ্গে সর্পাকৃতি বিশিষ্ট স্বর্ণপুষ্পযুক্ত বাণ যোজ

করল।

তদস্ত্রং জ্বলিতং ঘোরং লক্ষ্মণঃ শরমাহিতম্

অতিকায়ায় চিক্ষেপ কালদণ্ডমিবাধরম্॥ ৮৬

যমরাজ যেমনভাবে তাঁর কালদণ্ড প্রয়োগ করে

তেমনিভাবে সেই প্রজ্জ্বলিত, ভয়ানক অস্ত্রটি অতিকায়

উপরে নিক্ষেপ করলেন।

আগ্নেয়ান্নাভিসংযুক্তং দৃষ্টা বাণং নিশাচরঃ।

উৎসসর্জ তদা বাণং রৌদ্রং সূর্য্যায়োজিতম্॥ ৮৭

উৎসসর্জ তদা বাণং রৌদ্রং সূর্য্যায়োজিতম্॥ ৮৭

উৎসসর্জ তদা বাণং রৌদ্রং সূর্য্যায়োজিতম্॥ ৮৭

উৎসসর্জ তদা বাণং রৌদ্রং সূর্য্যায়োজিতম্॥ ৮৭

উৎসসর্জ তদা বাণং রৌদ্রং সূর্য্যায়োজিতম্॥ ৮৭



বায়েরাত্তরের সঙ্গে সংযুক্ত সেই বাণকে দেখে  
নিগমক অতিকায় তৎক্ষণাৎ সূর্য্যোজ্বলিত ভয়ানক বাণ  
নিষ্ক্ষেপ করল।

বায়বানোয়ামভিজয়তুঃ।  
জৈলো নম্রদীপ্তাশ্রৌ কৃদ্ধাবিব জুজসমৌ॥ ৮৮  
জাবনোয়ানি নির্দিহ্য পৈততুঃ পৃথিবীতলে॥ ৮৯

উভয়বাণের অগ্রভাগ ছিল স্বতেজে দীপ্যমান। দুটি  
কৃষ্ণ সর্পের মতো আকাশপথে স্বতেজে প্রদীপ্ত বাণদ্বয়  
এক অপরকে আঘাত করলে উভয়েই দক্ষ হয়ে  
পৃথিবীতলে পতিত হল।

দ্বিবিধৌ ভস্মকৃতৌ ন ভ্রাজেতে শরোত্তমৌ।  
জবুজৌ দীপ্যমানৌ স্ম ন ভ্রাজেতে মহীতলে॥ ৯০  
উভয় শরদুটি আর দীপ্ত হুইল না ভস্মীভূত  
হওয়ায় তাদের দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছিল। ভূতলে পতিত  
তৎক্ষণাৎ তাদের উজ্জ্বল্য, শোভা সবকিছুই নষ্ট হয়ে  
গেছিল।

জ্যোতির্ভিকারঃ সংক্রুদ্ধোষ্ট্রমৈষীকমুৎসৃজৎ।  
ভস্মচিহ্নেদ্য সৌমিত্রিরস্ত্রমৈদ্রেণ বীৰ্যবান্॥ ৯১

অতঃপর অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হস্তা দেবতার  
মস্ত্রে অভিযন্ত্রিত করে বাণ নিষ্ক্ষেপ করলে সুমিত্রানন্দন  
কেশবানন্দ লক্ষণ ঐন্দ্রাস্ত্র দিয়ে ওই অস্ত্রটিকে কেটে ফেললেন।  
ঐষীক নিহতঃ দুষ্টা কুমারো রাবণাস্বজঃ।  
বায়োনাস্ত্রেণ সংক্রুদ্ধো যোজয়ামাস সায়কম্॥ ৯২

তৎক্ষণাৎ চিহ্নেপ লক্ষণায় নিশাচরঃ।  
বায়োন তদস্ত্রেণ নিজঘান স লক্ষণঃ॥ ৯৩

রাবণপুত্র রাজকুমার অতিকায় ঐষীক নামক অস্ত্রটি  
বিনষ্ট হতে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যাম্য নামক অস্ত্রের  
দ্বারা শরসজ্জান করল। তারপর সেই রাক্ষস অস্ত্রটি  
লক্ষণের প্রতি নিষ্ক্ষেপ করল। বায়ব্য নামক অস্ত্রের দ্বারা  
লক্ষণ সেই অস্ত্রটিকে নষ্ট করে দিল।

অধৈনঃ শরধারাভিধারিভিরিব ভোয়দঃ।  
জজবর্ষত সংক্রুদ্ধো লক্ষণো রাবণাজম্॥ ৯৪

অতঃপর মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে,  
তদনুরূপভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ লক্ষণ রাবণপুত্র অতিকায়ের  
প্রতি বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

ভেদিতিকায়ঃ সমাসাদ্য কবচে বজ্রভূষিতে।  
ভগ্নপ্রাশল্যাঃ সহসা পেতুর্বাণা মহীতলে॥ ৯৫

অতিকায় হীরক-ভূষিত এক দিবা কবচ ধারণ  
করেছিল; সেই বর্ম আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শরের অগ্রমুখ ভগ্ন  
হয়ে ভুলুপ্তিত হল।

তাতোয়ানভিসস্ত্রেক্ষা লক্ষণঃ পরবীরহা।  
অজানবর্ত বাণানাং সহস্রেশ মহাশয়াঃ॥ ৯৬  
মহাশয়দ্বী, শত্রুদীরভস্তা লক্ষণ সেই বাণগুলিকে  
বার্থ হতে দেখে হাজার হাজার শরবর্ষণ করতে লাগলেন।  
স বৃষামাণ্যো কাবৌঐশরতিকার্যো মহাবলঃ।  
আবধাকবচঃ সংখ্যে রাক্ষসো নৈব বিনাশে॥ ৯৭

যুদ্ধে মহাবলশালী অতিকায়ের উপর বাণরাজি বর্ষিত  
হলেও তার কবচ অভেদ্য হওয়ায়, সে ব্যগিত হল না।  
শরঃ চাশীবিধাকারঃ লক্ষণায় বাপাসৃজৎ।  
স ভেন বিদ্ধঃ সৌমিত্রির্মর্দদেশে শরেশ হা॥ ৯৮

সে লক্ষণের উপরে বিষধর সর্পতুল্য ভয়ানক শর  
নিষ্ক্ষেপ করল। সুমিত্রানন্দন লক্ষণ সেই শরাঘাতে মর্মস্থলে  
আঘাত পেলেন।

মুহূর্তমাত্রঃ নিঃসংজ্ঞো হ্যভবচ্ছত্রন্যাপনঃ।  
ততঃ সংজ্ঞামুপালভ্য চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ॥ ৯৯

মিজঘান হয়ান্ সংখ্যে সারথিঃ চ মহাবলঃ।  
ধ্বজস্যোদধনং কৃত্বা শরবর্ষেরিদ্ভিমঃ॥ ১০০

শত্রুসন্তপ্তকারী, মহাবলী অরিপদম লক্ষণ মুহূর্তের  
জন্য হতচেতন হলেও পুনরায় চেতনা লাভ করে চারটি  
উত্তম শরনিষ্ক্ষেপ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই রাক্ষসের রথের  
অশ্বগুলিকে এবং সারথিকে হত্যা করলেন, তার সঙ্গে  
রথের ধ্বজাটিও নষ্ট করলেন।

অসম্ভ্রান্তঃ স সৌমিত্রিয়ান্ শরানভিলক্ষিতান্।  
মুমোচ লক্ষণো বাপান্ বথার্থং তস্য রক্ষসঃ॥ ১০১

ন শশাক রজ্জং কর্তুং যুধি তস্য নরোত্তমঃ।  
অতঃপর নির্ভীক নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ সেই রাক্ষসকে বধ  
করার জন্য বাণরাশি নিষ্ক্ষেপ করলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে  
সৌমিত্রির সেই বাণ রাক্ষসকে বিদ্ধ করতে পারল না।

অধৈনমভ্যুপাগম্য বায়ুর্বািকামুবাচ হা॥ ১০২  
ব্রহ্মদত্তবরো হোষ অবধাকবচাবৃতঃ।  
ব্রাহ্মণাশ্রেণ ভিক্ষোনমেধ বধ্যো হি নানাথা॥ ১০৩

অবধ্য এষ হ্যানোষামস্ত্রাণাং কবচী বসী॥ ১০৩  
তদনন্তর পবনদেব তাঁর নিকটে এসে বললেন — ‘এই  
রাক্ষস ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত হয়ে অভেদ্য কবচের দ্বারা নিজেকে



আবৃত করেছে। ব্রহ্মাঙ্গ প্রয়োগের দ্বারা একে বিদীর্ণ করে  
হত্যা করা যাবে, অন্য কোনো ভাবে নয়। এই কবচধারী  
বলবান রাক্ষস অন্য অস্ত্রের দ্বারা অবধ্য।

ততস্ত বায়োৰ্চনঃ নিশমা  
সৌমিত্রিগিজপ্রতিমানবীর্যঃ

সমাদর্শে বাণমথোগ্রবেগঃ

তদ্রাক্ষমস্তঃ সহসা নিযুজ্য ॥ ১০৪

ইন্দ্রতুলা পরাক্রমী লক্ষ্মণ গবনদেবের এই কথা  
শুনে সহসা একটি ভয়ংকর গতিসম্পন্ন বাণ নিয়ে  
ব্রহ্মাঙ্গের দ্বারা অতিমাত্রিত করে সেটি ধনুকে সংযোজন  
করলেন।

তস্মিন্ বরাত্তে তু নিযুজ্যামানে  
সৌমিত্রিণ্য বাদবরে শিতাত্তে।

দিশস্ত চন্দ্রার্কমহগ্রহাশ্চ

নভস্ত তত্রাস ররাস চৌৰ্বী ॥ ১০৫

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ যখন উত্তম তেজসম্পন্ন  
শ্রেষ্ঠবাণটি ব্রহ্মাঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করলেন তখন সকলদিক,  
চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি বড় বড় গ্রহ তথা অন্তরীক্ষলোকের সকল  
প্রাণী সমস্ত হয়ে উঠল (এবং পৃথিবীতে মহাকোলাহল সৃষ্টি  
হল)।

তং ব্রহ্মণোহস্ত্রেণ নিযুজ্য চাপে  
শরং সপুঙ্খং যমদূতকল্পম্।

সৌমিত্রিরিদ্ভারিসুতস্য তস্য

সসর্জ বাণং যুধি বজ্রকল্পম্ ॥ ১০৬

সৌমিত্র লক্ষ্মণ সুন্দরপুঙ্খযুক্ত যে শর ব্রহ্মাঙ্গের সঙ্গে  
যুক্ত করে ধনুকে সজ্জান করেছিলেন, সেটি ছিল বজ্রের  
মতো অমোঘ এবং যমদূতের মতো ভয়ংকর। যুদ্ধক্ষেত্রে  
তিনি ইন্দ্রদ্রোহী রাবণপুত্র অতিকায়ের প্রতি সেই অস্ত্র  
নিষ্ক্ষেপ করলেন।

তং লক্ষ্মণোৎসৃষ্টবিবৃদ্ধবেগঃ

সমাপতস্তঃ শ্বসনোগ্রবেগম্।

সুপর্ণবজ্রোত্তমচিপ্রপুঙ্খঃ

তদাতিকায়ঃ সমরে দদর্শ ॥ ১০৭

সমরারূপে অতিকায় দেখলো লক্ষ্মণের নিক্ষিপ্ত সেই  
বাণ ভয়ানক বেগে তার দিকে ধাবিত হয়েছে। ওই বাণের  
পুঙ্খ ছিল গরুড়ের মতো এবং সেটি ছিল হীরক খচিত  
অতীব সৌন্দর্য বিশিষ্ট।

তং প্রেক্ষমাণঃ সহসাতিকায়ো  
জ্ঞান নাগৈর্নিনীতৈস্তনৌনৈঃ।

স মামাকৃতস্য সুপর্ণবেগ-  
স্তপাতিনেগেন জ্ঞান্য পার্শ্বম্ ॥ ১০৮

সেই ব্রহ্মাঙ্গকে দেখে অতিকায় সহসা তার উপায়  
বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণ নিষ্ক্ষেপ করল। তথাপি গরুড়ের  
দ্রুতগামী সেই শর অত্যন্ত দ্রুতবেগে তার সম্মুখে উৎপা-  
ত হল।

তমাগতঃ প্রেক্ষা তদাতিকায়ো  
বাণঃ প্রদীপ্তাশ্চক্ৰকালকল্পম্।

জ্ঞান শক্রাষ্টিগদাকূঠারৈঃ  
শূলৈঃ শরৈশ্চাপনিপন্নচৌঃ ॥ ১০৯

প্রলয়কালীন অগ্নির মতো উজ্জ্বল সেই বাণের শর  
নিকটে আসতে দেখেও অতিকায় যুদ্ধে নিশ্চেষ্ট না হু-  
শক্তি, ঋষ্টি, গদা, কুঠার, শূল এবং বাণ দ্বারা গুই জ্বল-  
ধ্বংস করতে সচেষ্ট হল।

তান্যায়ুধান্ডুতবিগ্রহাণি

মোঘানি কৃত্বা স শরোহগ্নিনিপুঃ।

প্রগৃহ্য তসৌব কিরীটজুষ্টঃ

তদাতিকায়স্য শিরো জঘাত ॥ ১১০

কিন্তু অগ্নিতুলা দেদীপ্যমান সেই বাণ অদ্ভুত ও  
অস্ত্রসমূহকে ব্যর্থ করে অতিকায়ের মুকুটশোভিত মস্তক  
দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করল।

তচ্ছিরঃ শশিরজ্জাণঃ লক্ষ্মণেশুপ্রমর্দিতম্।

পপাত সহসা ভূমৌ শৃঙ্গঃ হিমবতো যথা ॥ ১১১

লক্ষ্মণের বাণে কর্তিত বাক্ষসের সেই শিরশ্চাপ  
মস্তক হিমালয়ের শৃঙ্গের মতো সহসা ভূমিতে পতিত হল  
তং ভূমৌ পতিতঃ দৃষ্ট্বা বিস্মিতাশ্চরভূষণম্।

বভূবুর্বাখিতাঃ সর্বে হতশেষা নিশাচরাঃ ॥ ১১২

বস্ত্র এবং অলংকারাদি বিপর্যস্ত অবস্থায় অতিকায়  
ভূপতিত হতে দেখে অবশিষ্ট সকল রাক্ষসেরা অত্য-  
ব্যথিত হল।

তে বিষমমুখা দীনাঃ প্রহারজনিতপ্রমাঃ।

বিনেদুরুচ্চৈর্বহবঃ সহসা বিশ্বরৈঃ ॥ ১১৩

প্রহার জনিত পরিশ্রমে তাদের মুখ মলিন এবং এই  
দুঃখে তাদের মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে উঠল। সেইক-  
বহুসংখ্যক রাক্ষস সহসা বিকৃতস্বরে উচ্চকণ্ঠে রোল

হতে রাজ্য।

বাতা নিরপেক্ষা নিশাচরাঃ  
জয়পরিভ্রা জীতা ব্রহ্মো নায়কে হতে ॥ ১১৪  
পুণ্ডিতমুখা সেনানায়কে যারা যেতে দেখে নিরপেক্ষাঃ  
রাক্ষসেরা অত্যন্ত ভীতভাবে লঙ্কাপুরী অতিমুখে পলায়ন  
করিল।

বহুবল বানরাঃ  
প্রফুল্লপদ্মপ্রতিমানানাত্তদা

লঙ্কায়ামঙ্গলমিষ্টভাগিনঃ

হতে রিপৌ ভীমবলে দুরাসদে ॥ ১১৫  
জয়কর বলশালী দুর্ধর্ষ শত্রুর মৃত্যু হলে বহুসংখ্যক

বানর অত্যন্ত আনন্দিত হল। খুলীতে তাদের মুখ প্রস্ফুটিত  
পায়ের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতীষ্ট বিজয়লাভের জন্য  
তারা তখন বীর লঙ্কাকে পূজা করতে আগ্রহ।  
অতিবলমতিক্রিয়ামঙ্গলঃ

যুধি বিলিপাতা স লঙ্কণঃ প্রকটঃ।

স্মরিতমথ জ্ঞা স রামপার্শ্বঃ

কপিবিবহুচ সৃণুজিতো জ্ঞানম ॥ ১১৬

অত্যন্ত বলশালী এবং মেঘের মতো বিশালকায়  
অতিকায়কে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপতিত করে লঙ্কণ অত্যন্ত প্রসন্ন  
হলেন। বানরদের দ্বারা সম্পূর্ণ জিত হয়ে তিনি দ্রুত শ্রীরামের  
নিকটে গমন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয় আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭১ ॥

## দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭২)

অতিকায়ের বিনাশে রাবণের চিন্তা, লঙ্কারক্ষার জন্য রাক্ষসদের প্রতি রাবণের সতর্কবার্তা

অতিকায়ঃ হতঃ শ্রুত্বা লঙ্কণেন মহাস্থনা  
উবগমগমদ্ রাজা বচনং চেন্দ্রবীহী ॥ ১

মহাত্মা লঙ্কণ কর্তৃক অতিকায় নিহত হয়েছে শুনে  
রাজা রাবণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং বললেন—

হৃদ্যঃ পরমামর্ষী সর্বশত্রুভৃতাং বরঃ।

অকম্পনঃ প্রহস্তশ্চ কুন্তকর্ণস্তথৈব চ ॥ ২

এতে মহাবল্য বীরা রাক্ষসা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।

জৈতারঃ পরসৈন্যানাং পরৈর্নিতাপরাজিতাঃ ॥ ৩

‘অত্যন্ত অমর্ষশীল ধূশাক্ষ, সকল শত্রুধাবিদের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ অকম্পন, প্রহস্ত, কুন্তকর্ণ এইসব যুদ্ধাভিলাষী,

মহাবলশালী রাক্ষসবীরেরা সর্বদাই শত্রুসৈন্যদের পরাস্ত

করে এবং নিজেরা নিতাই অপরাজিত থাকে।

সৈন্যান্তে হতা বীরা রামেণাক্রিষ্টকর্মণা।

রাক্ষসাঃ সুমহাকায়ানাশস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৪

‘কিন্তু অনায়াসে মহান কর্মসাধনকারী শ্রীরাম নানা

শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হয়ে এইসব বিশালকায় মহাবীর  
রাক্ষসদের সৈন্যে সংহার করছে।

অনো চ বহবঃ শূরা মহাস্থানো নিপাতিতাঃ।

প্রখ্যাতবলবীর্যেণ পুত্রেণেন্দ্রজিতা মম ॥ ৫

তৌ ভাতরৌ তদা বকৌ যোরৈর্দণ্ডবরৈঃ শরৈঃ।

যন্ন শক্যঃ সুরৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বা মহাবলৈঃ ॥ ৬

মোক্ষুঃ তদক্ষনং ঘোরং যক্ষগন্ধর্বপন্নগৈঃ।

তন্ন জানে প্রভাবৈর্বা মায়য়া মোহনেন বা ॥ ৭

শরবদ্ধাদ্ বিমুক্তৌ তৌ ভাতরৌ রামলঙ্কণৌ।

‘এছাড়াও বহুসংখ্যক মহাত্মা শূরবীর রাক্ষস নিহত

হয়েছে। আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ শক্তি ও পরাক্রমে সুবিখ্যাত,

সে এই দুই ভাইকে দেবতার বরে প্রাপ্ত নাগপাশরূপ

ভয়ানক বাণে আবদ্ধ করেছিল। যাকে ছিন্ন করা দেবতা

অথবা মহাবলশালী অসুরদের দ্বারাও সম্ভব ছিল না। যক্ষ,

গন্ধর্ব অথবা সর্পগণও সেই ভয়ানক বন্ধন থেকে

(১) নিরপেক্ষ অর্থাৎ উদাসীন।



নিজেদের মুক্ত করতে অক্ষম। কিন্তু রাম-লক্ষণ দুই ভাই সেই শরবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে। জানিবা কিসের প্রভাবে বা কোন মায়ায় অথবা কোন মোহিনী বিদ্যায় এই অসম্ভব কার্য সম্ভব হয়েছে ?

যে যোদ্ধা নির্গতাঃ শূরা রাক্ষসা মম শাসনাৎ ॥ ৮  
তে সর্বে নিহতা যুদ্ধে বানরৈঃ সুমহাবলৈঃ।

‘আমার আদেশে যে সমস্ত শূরবীর রাক্ষস যোদ্ধারা যুদ্ধের জন্য নির্গত হয়েছিল, তারা সকলেই মহাবলশালী বানরদের দ্বারা সমরাসনে নিহত হয়েছে।

তং ন পশ্যাম্যহং যুদ্ধে যোদ্ধা রামঃ সলক্ষণম্ ॥ ৯  
নাশয়েৎ সৰলং বীরং সমুদ্রীকং বিভীষণম্।

‘আজ আমি এমন কোনো বীরকে দেখতে পাচ্ছি না, যে যুদ্ধে লক্ষণ সহ রামকে এবং সৈন্য সহ সুগ্ৰীবকে তথা বীর বিভীষণকে হত্যা করতে সক্ষম।

অহো সুবলবান্ রামো মহদল্লবলং চ বৈ ॥ ১০  
যস্য বিক্রমমাসাদ্য রাক্ষসা নিধনং গতাঃ।

‘অহো ! রামচন্দ্র নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত বলবান, তাঁর অস্ত্রবলও মহান। যাঁর বল-বিক্রমের সামনে অসংখ্য রাক্ষস কালগতি প্রাপ্ত হয়েছে।

তং মন্যে রাঘবং বীরং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১১  
তন্তুয়াদি পুরী লঙ্কা পিহিতদ্বারতোরণা।

‘বীর রামচন্দ্রকে মনে হচ্ছে রোগ শোকরহিত সাক্ষাৎ নারায়ণ ; কারণ তাঁর ডয়েই আজ লঙ্কাপুরীর সব দরজা, সব তোরণ অবরুদ্ধ হয়েছে।

অপ্রমত্তৈশ্চ সর্বত্র গুল্মে রক্ষা পুরী দ্বয়ম্ ॥ ১২  
অশোকবনিকা চৈব যত্র সীতাভিরক্ষ্যতে।

‘অপ্রমত্ত রাক্ষসসৈন্যদের দ্বারা সর্বত্র এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করতে হবে। অশোকবনে যেখানে সীতা অবস্থিত, সেইস্থানকেও সুরক্ষিত করতে হবে।

নিদ্রমো বা প্রবেশো বা জ্ঞাতব্যঃ সর্বদৈব নঃ ॥ ১৩  
যত্র যত্র ভবেদ্ গুল্মস্তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ।

সর্বতশ্চাপি তিষ্ঠস্বঃ স্বৈঃ স্বৈঃ পরিবৃত্তা বলৈঃ ॥ ১৪

‘অশোকবনে কে কখন প্রবেশ করতে এবং নিদ্রা হলে, তা সর্বদা আমাদের জ্ঞানতে হবে। যেখানে গুল্ম অর্থাৎ সেনাশিবির আছে, সেখানেই সারস নক্ষবদারি লাগতে হবে এবং সর্বত্র নিদ্রা নিদ্রা সৈন্যদের পাহারাদারি করতে হবে।

জয়নঃ চ পদং তেয়াং বানরাণাং নিশাচরৈঃ,  
প্রদোষে বার্ষরাজে বা প্রহুসে বাপি সর্বদা ॥ ১৫

‘হে রাক্ষসগণ ! প্রহুসে, প্রদোষে বা অর্ধরাতে — সর্বদা বানরদের সকল গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে হবে নাবজা তত্র কৰ্ত্তব্য বানরেনু কলচন  
দ্বিত্যঃ বলমুদ্যুক্তমাপতং কিং দ্বিত্যঃ দপা ॥ ১৬

‘বানরদের প্রতি কখনো কোনোরকম অবজ্ঞা করবে না। শত্রুরা আক্রমণের উদ্যোগ করছে না কি পূর্ণ অবস্থান করছে, তা লক্ষ্য রাখতে হবে।’

ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে শ্রদ্ধা লঙ্ঘাধিপস তৎ।  
বচনং সর্বমতিষ্ঠনু যথাবৎ তু মহাবলঃ ॥ ১৭

তখন লঙ্ঘাধিপতি রাবণের এই কথা শুনে সেই মহাবলশালী রাক্ষসেরা সেই আদেশসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে লাগল।

তান্ সর্বান্ হি সমাদিশ্য রাবণো রাক্ষসাদিঃ।  
মনুশল্যং বহনু দীনঃ প্রবিবেশ হ্মাশয়ম্ ॥ ১৮

রাক্ষসরাজ রাবণ তাদের সকলকে এইভাবে আদেশ দিয়ে হৃদয়ে শোকরূপে বিদ্ধ শলাকা বহন করে আশ্রয় ভবনে প্রবেশ করলেন।

ততঃ স সন্দীপিতকোপবহি-  
নিশাচরাণামধিপো মহাবলঃ।

তদেব পুত্রবাসনং বিচিন্তয়ন  
মুহুর্মুহৈশ্চ তদা বিনিঃশ্বসৎ ॥ ১৯

অতঃপর পুত্রদের মৃত্যুর কথা চিন্তা করে মহাবীর রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধাগ্নি উদীপ্ত হয়ে উঠে এবং তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস মোচন করে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় রামায়ণে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

৭২-কিষ্কিন্ধ্যা-বিদ্যুৎ-আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥



## ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৩)

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা, তাঁর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বানরসেনা সহ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মূর্ত্যাপ্রাপ্তি

হত্যা হতান্ রাক্ষসপুঞ্জবাংস্তান্  
দেবাস্তকাদিহিহিরোহতিকায়ান্।

হতাবশিষ্টা-  
স্ত্রে রাবণায় হুরিতাঃ শশংসুঃ ॥ ১

যুদ্ধক্ষেত্রে যে রাক্ষসেরা তখনো বেঁচে ছিল, তারা  
হত রাবণের কাছে গিয়ে তাঁকে দেবাস্তক, ত্রিশিরা,  
হতিকায় প্রভৃতি রাক্ষসবীরদের মৃত্যু সংবাদ জানাল।

হত্যা হতাবস্তান্ সহসা নিশমা  
রাজা মহাবাস্পপরিপ্লুতাক্ষঃ।

পুত্রক্ষয়ঃ হ্রাত্ববধং চ ঘোরং  
বিচিন্ত্য রাজা বিপুলং প্রদম্ব্যৌ ॥ ২

তাদের নিহত হওয়ার কথা শুনে লঙ্কারাজ রাবণের  
চোখ সহসা বাষ্পাকুল হয়ে উঠল। পুত্রক্ষয় এবং  
হ্রাত্ববধের ভয়ানক দুঃখে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে  
লাগলেন।

ততস্ত রাজানমুদীক্ষ্য দীনং  
শোকাকর্ণবে সম্পন্নিপুণ্ড্রবানম্।

রত্বর্ধভো রাক্ষসরাজসূনু-  
ত্বমিন্দ্রজিদ্ বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৩

এইরকম দীনভাবে শোকসাগরে নিমজ্জিত অবস্থায়  
রাজা রাবণকে দেখে রথীশ্রেষ্ঠ রাক্ষসবাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ  
এইরূপ বলল—

ন তাত মোহং পরিগন্তুমর্হসে  
যত্রেদ্রজিজীবতি নৈর্ধতেশ।

মেজ্জারিকাণাভিহতো হি কশ্চিৎ  
প্রাণান্ সমর্থঃ সমরেহভিপাতুম্ ॥ ৪

‘হে রাক্ষসরাজ ! যতক্ষণ ইন্দ্রজিৎ জীবিত আছে,  
ততক্ষণ আপনি এইরূপ চিন্তিত এবং মোহগ্রস্ত হবেন না।  
তাত ! যুদ্ধক্ষেত্রে এই ইন্দ্রশত্রুর বাণে আহত হয়ে কেউই  
প্রাণরক্ষা করতে পারে না।

পশ্যাম্য রাজং সহ লক্ষ্মণেন  
মধ্যানির্ভিন্নবিকীর্ণদেহম্  
ভূমিতলে শয়ানঃ  
শরৈরাতিতসর্বগাত্রম্ ॥ ৫

‘দেখুন, আজকের লক্ষণ সহ রামের শরীর আমি  
আমার শাণের দ্বারা ভিঁয়া-ভিঁয়া করে তাদের সারা শরীরে  
ভীষণ শর বিদ্ধ করব, এবং এই দুই চাঁদ গত্যায় হয়ে  
ভূমিতলে শায়িত হবে।

ইমাং প্রতিজ্ঞাঃ শৃণু শত্রুশয়োগঃ  
সুনিশ্চিতাঃ গৌরবদৈনয়ুক্তাম্।

অদৌদান রামং সহ লক্ষ্মণেন  
সন্তপ্সিষ্যামি শরৈরন্যোমৈঃ ॥ ৬

‘এই ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিতের পৌরুষ এবং দৈবশক্তি  
সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার কথা শুনুন—আজ আমি আমার অমোঘ  
বাণরাশির দ্বারা রাম এবং লক্ষ্মণের যুদ্ধের আশা নিশ্চয়ে  
দেব, তাদের তৃপ্ত করব।

অদ্যেদ্রবৈবশ্বতবিশুঃরুদ্র-  
সাধ্যাস্ত বৈশ্বানরচন্দ্রসূর্য্যঃ।

দ্রক্ষ্যসি মে বিক্রমমপ্রমেয়ং  
বিষ্ণোরিবোত্রং বলিযজ্ঞবাটে ॥ ৭

‘আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্যা, অগ্নি, চন্দ্র এবং  
সূর্য বলির যজ্ঞ-স্থলে ভগবান বিষ্ণুর ভয়ানক বিক্রমের  
মতো আমার অসীম পরাক্রম প্রত্যক্ষ করবে।’

স এবমুক্ত্য ব্রিদশেদ্রশত্রু-  
রাপৃচ্ছ্য রাজানমদীনসঙ্কঃ।

সমারুরোহানিলভূগ্যাবেগং  
রথং খরশ্রেষ্ঠসমাধিযুক্তম্ ॥ ৮

এই কথা বলে উদারচেতা ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিৎ রাজা  
রাবণের আদেশ নিয়ে, উৎকৃষ্ট গাথায়ুক্ত, বায়ুতুল্য  
বেগসম্পন্ন এবং যুদ্ধসামগ্রীতে সম্পন্ন রথে আরোহণ  
করল।

সমাহার মহাতেজা রথং হরিরথোপমম্।  
জগাম সহসা তত্র যত্র যুদ্ধমরিন্দমঃ ॥ ৯

মহাতেজস্বী শত্রুদমনকারী ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রের তুল্য রথে  
আরোহণ করে সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল।  
তং প্রহ্লিতং মহাশ্বানমনুজগ্মুর্মহাবলাঃ।  
সংহর্ষমাণা বহবো ষ্ণুঃপ্রবরণাণমঃ ॥ ১০

মহামনসী বীর ইন্দ্রজিৎকে প্রহ্লান করতে দেখে

মহাবলশালী বহুসংখ্যক রাক্ষস হাতে শ্রেষ্ঠ ধনুক নিয়ে  
সানন্দে তার অনুগমন করল।

গজরাজগতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পরমবাজিভিঃ।

ব্যাঘ্রবৃষ্টিকমার্জারখরৌষ্টৈশ্চ ভুজঙ্গমৈঃ ॥ ১১

বরাহৈঃ শ্বাপদৈঃ সিংহৈর্জম্বুকৈঃ পর্বতোপমৈঃ।

কাকহংসময়ূরৈশ্চ রাক্ষসা জীমবিক্রমাঃ ॥ ১২

কেউ বা হস্তীপুষ্ঠে আরোহণ করে, আবার কেউ  
কেউ উত্তম অস্ত্রে আকৃষ্ট হয়ে, এমনকী অনেকে বাঘ,  
বিছা, বিড়াল, গাধা, উট, সাপ, শূকর, অন্য হিংস্র জন্তু,  
সিংহ, পর্বততুল্য বিশাল শৃগাল, কাক, হাঁস, ময়ূর প্রভৃতি  
জন্তুগুলির পিঠে উঠে মহাবিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত  
হল।

প্রাসপট্টিশিনিত্রিংশপরশুধগদাধরাঃ ।

ভুশুভিমুদগারায়িষ্ঠিতরীপরিঘামুখাঃ ॥ ১৩

তাদের হাতে ছিল প্রাস, পট্টিশ, নিত্রিংশ, পরশু,  
গদা, ভুশুভি, মুদগার, লাঠি, শতরী এবং পরিঘ প্রভৃতি  
ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র।

স শঙ্খনিবদৈঃ পূর্ণৈর্ভেরীণাং চাপি নিঃস্বনৈঃ।

জগাম ত্রিদশেজ্জারিরাজিঃ বেগেন বীর্যবান্ ॥ ১৪

শঙ্খ এবং ভেরীর ভয়ানক শব্দে দশদিক নিনাদিত  
করে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু বীর্যবান ইন্দ্রজিৎ সবেগে  
রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল।

স শঙ্খশশিবর্ণেন ছত্রেণ রিপুসূদনঃ।

ররাজ প্রতিপূর্ণেন নভশ্চন্দ্রমসা যথা ॥ ১৫

পরিপূর্ণ চন্দ্রমার উজ্জ্বলতা যেমন সমগ্র আকাশকে  
সুশোভিত করে, তেমন শঙ্কসূদন ইন্দ্রজিৎের রথের  
চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল এবং শঙ্খশুভ্র পতাকা বিশেষ শোভা লাভ  
করছিল।

বীজ্যমানন্ততো বীরো হৈমৈর্হেমবিভূষণঃ।

চারণচামরমুখ্যৈশ্চ মুখ্যঃ সর্বধনুশ্চতাম্ ॥ ১৬

সকল ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্রজিৎ ছিল  
স্বর্ণভরণে ভূষিত। তার দুদিকে স্বর্ণমণ্ডিত চামর দিয়ে তাকে  
ব্যজন করা হচ্ছিল।

স তু দৃষ্টা বিনির্ঘাতুং বলেন মহতা বৃত্তম্।

রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাবণঃ পুত্রমব্রবীৎ ॥ ১৭

সুবিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পুত্র  
ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্রা করতে দেখে রাক্ষসরাজ শ্রীমান রাবণ

তাকে বললেন—

ত্বমপ্রতিনিঃ পুত্র জয়া বৈ বাসনো জিহ্বা।

কিং পুনর্মানুসং শৃণ্যং নিহনিস্যসি রাবণ ॥ ১৮

‘বৎসা! তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বর্গী, তুমি ইন্দ্রজী। মানব

আর কি? তুমি অবশ্যই রঘুবংশীয় রামকে হত্যা করবে।

তথোক্তো রাক্ষসেজ্জৈশ্চ প্রত্যগ্যুহাশ্বশিঃ।

ততঃস্বিজ্জিতা লক্ষ্মা সূর্যপ্রতিমহেজ্জনা ॥ ১৯

রাজাপ্রতিনির্গেণ দৌরিশার্কেণ ভাবজা

রাক্ষসরাজ এঁটরকম কথা বললে ইন্দ্রজিৎ সেই

মতান আশীর্বাদ নতমস্তকে গ্রহণ করল। তেজস্বী সূর্য সেনা

আকাশের সৌন্দর্য, তেমনই অপ্রতির শক্তিশালী সূর্যকলা

তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মাপুরীকে সুশোভিত করছিল।

স সম্প্রাপ্য মহাতেজা বুদ্ধভূমিরিন্দ্রমঃ ॥ ২০

ছাপয়ামাস রক্ষাংসি রথং প্রতি সমব্রবীৎ।

মহাতেজস্বী, অবিদম এই রাক্ষসবীর যুদ্ধক্ষেত্রে

উপস্থিত হয়ে নিজের রথের চতুর্দিকে রাক্ষস সৈন্যকে

ছাপন করল।

ততঃ হৃতভোজারং হৃতভূদনশ্রবণঃ ॥ ২১

জুহবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিবিব্রাহ্মসত্তমৈঃ।

স হবির্লাজসংকারৈর্মাল্যগন্ধপূরিতঃ ॥ ২২

জুহবে পাবকং তত্র রাক্ষসেজ্জৈঃ প্রতাপবান্।

তারপর অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অগ্নিতে

ছাপন করে বিধিসম্মতভাবে উত্তমভাবে উচ্চারণপূর্ণ

মন্ত্রপাঠ করে ঘৃত, লাজ (খই), পুষ্প, মালা, গন্ধদ্রব্য

প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিদেবের পূজা করে তাতে আহুতি প্রদান

করল।

শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোহথ বিজীতকাঃ ॥ ২৩

লোহিতানি চ বাসাংসি ফ্রবং কার্ষ্যায়সং তথা।

অগ্নির নিকটে অস্ত্রগুলি রাখার জন্য সে কুশ বিধি

দিল। কাষ্ঠ, সমিধ প্রভৃতি সাজিয়ে নিল। রক্তবর্ণের ঘু

আহুতিদানের জন্য লৌহনির্মিত চমস্ (হাতা) প্রভৃতি নিয়ে

প্রস্তুত হল।

স তত্রাগ্নিঃ সমাস্তীৰ্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ ॥ ২৪

ছাগস্য কৃষ্ণবর্ণস্য গলং জগ্ৰাহ জীবতা।

শরপত্র এবং তোমরসহ অগ্নিছাপন করে একটি

কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট জীবন্ত ছাগলের গলায় লক্ষ্মা স্থি করল

সকৃদেব সমিধস্য বিধূমস্য মহার্চিঃ ॥ ২৫



বিশ্বাসি লিঙ্গানি বিজয়ঃ যান্যদর্শনম্।  
এক আঘাতেই আহুতি প্রদান করা সেই অগ্নি ধূমশূন্য  
হয়ে গেল। তখন এমন কিছু চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, যা  
বিশ্বাসকেই সূচিত করে।

প্রতিজ্ঞগ্রাহ পাবকঃ অয়মুখিতঃ। ২৬  
তন্তুকাঞ্চন তুলা বর্ণবিশিষ্ট অগ্নি দক্ষিণাবর্তে  
একদিক হয়ে উঠল। অগ্নিদেব যেন স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে  
গিয়ে আহুতি গ্রহণ করছেন।

ত্রাণমন্ত্রবিশারদঃ ২৭  
সৌম্যমহারাম্যাস  
জতঃপর অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ ইন্দ্রজিৎ ত্রাণাস্ত্র আহ্বান  
করল এবং তাঁর নিজের রথ, ধনুক প্রভৃতি সব কিছুকেই  
ঐ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করল।

জয়মানোহরে হুয়মানে চ পাবকে।  
সর্গরহেদুনক্ষত্রঃ বিতত্রাস নভঃস্থলম্ ২৮  
অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ইন্দ্রজিৎ যখন ত্রাণাস্ত্র আহ্বান  
করলো তখন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রসমূহ সহ সমগ্র  
দক্ষিণলোক ভীত হয়ে উঠল।

প পাবকঃ পাবকদীপ্ততেজা  
হস্তা মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাবঃ।  
স্বপ্নবাণাসিরথাসুতঃ  
খেহল্লদধেহস্থানমচিহ্নাবীর্ষঃ ২৯

যার তেজ অগ্নির মতো, তথা যে দেবরাজ ইন্দ্রের  
মতো অনুগম প্রভাযুক্ত, সেই মহাপরাক্রমী ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে  
আহুতি দিয়ে ধনুক, তীর, তরবারি, রথ, অশ্ব, সারথি সহ  
অবশেষে অদৃশ্য হল।

হস্তো হয়রথাকীর্ণঃ পতাকাশবজ্রশোভিতম্।  
নির্ঘ্রো রাক্ষসবলং নর্দমানং যুযুৎসয়া ৩০  
অতঃপর রথ, অশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে এবং ধ্বজা  
পতাকায় সুসজ্জিত হয়ে রাক্ষসসেনারা যুদ্ধের ইচ্ছায় গর্জন  
করতে করতে বেরিয়ে এল।

শরৈর্বহুভিশিষ্টৈস্তীক্ষ্ণবৈগৈরলঙ্কৃতৈঃ।  
তোমরৈরকুশৈশ্চাপি বানরাজ্যমুরাহবে ৩১  
সেই রাক্ষসেরা তীব্রবেগসম্পন্ন, স্বর্ণমণ্ডিত, বিচিত্র  
বহুসংখ্যক বাণ, তোমর এবং অকুশ দিয়ে বানরদের  
আঘাত করতে লাগল।

রানশিত্ত সুসংক্রুদ্ধান্ শিরীক্ষা নিশাচরান্।  
হস্তা ভবন্তো যুধ্যন্ত বানরাণাং জিমাংসয়া ৩২  
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সেই রাক্ষসদের  
দেখে বললো — ‘তোমরা বানরদের হত্যা করার ইচ্ছায়  
আনন্দিত চিন্তে যুদ্ধ করো।’

ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে গর্জন্তো জয়কাঞ্চিণঃ।  
অজ্যবর্ষংস্ততো ঘোরং বানরান্ শরবৃষ্টিভিঃ ৩৩  
অনন্তর রাক্ষসেরা যুদ্ধ জয়ের বাসনায় সকলে মিলে  
প্রবল গর্জন করতে করতে বানরদের ওপর তয়ানকভাবে  
বৃষ্টিধারার মতো বাণ বর্ষণ করতে লাগল।

স তু নালীকনারাচৈর্গদাভির্মুসলৈরপি।  
রক্ষোভিঃ সংবৃতঃ সংখ্যে বানরান্ বিচকর্ব্বহ ৩৪  
রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্রজিৎও নালীক,  
নারাচ, গদা, মুসল প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সহযোগে বানরদের  
সংহার করতে লাগল।

তে বধ্যমানাঃ সমরে বানরাঃ পাদপাদ্মযাঃ।  
অজ্যবর্ষন্ত সহসা রাবণিং শৈলপাদপৈঃ ৩৫  
যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত বানরদের অস্ত্র ছিল সুবিশাল  
বৃক্ষসমূহ। সহসা তারা রাবণপুত্রের ওপরে গিরিশৃঙ্গ এবং  
বৃক্ষরাজি বর্ষণ করতে লাগল।

ইন্দ্রজিৎ তু তদা ক্রুদ্ধো মহাতেজা মহাবলঃ।  
বানরাণাং শরীরশি বাধমন্ রাবণাশ্রজঃ ৩৬  
মহাতেজস্বী, মহাবলশালী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন  
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন করতে  
লাগল।

শরৈর্গৈকেন চ হরীন্ নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।  
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধো রাক্ষসান্ সম্প্রহর্যয়ন ৩৭  
যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদের আনন্দবর্ধনকারী ইন্দ্রজিৎ  
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এক একটি শরের আঘাতে পাঁচটি, সাতটি  
তথা ন’টি করে বানর হত্যা করতে লাগল।

স শরৈঃ সূর্যসংকাশৈঃ শাতকুজবিভূষণৈঃ।  
বানরান্ সমরে বীরঃ প্রমমাথ সুদূর্যয়ঃ ৩৮  
বীর ইন্দ্রজিতের সুবর্ণমণ্ডিত বাণগুলি সূর্যের মতোই  
উজ্জ্বল। অত্যন্ত দূর্য এই বীর যুদ্ধক্ষেত্রে এই শরসমূহ  
ব্যবহার করে বানরদের মর্ষিত করতে লাগল।

তে ভিন্নগায়াঃ সমরে বানরাঃ শরপীড়িতাঃ।  
পেতুমথিতসংকরাঃ সুরৈরিব মহাসূরাঃ ৩৯  
তে ভিন্নগায়াঃ সমরে বানরাঃ শরপীড়িতাঃ।  
পেতুমথিতসংকরাঃ সুরৈরিব মহাসূরাঃ ৩৯



যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতাদের দ্বারা পীড়িত বড় বড়  
অসুরদের মতো ইন্দ্রজিতের বাণে ব্যথিত বানবদেব শরীর  
ছিন্ন ভিন্ন হল, তারা যুদ্ধের সক্ষম ভাগ করল এবং  
ধরাশায়ী হতে লাগল।

তে তপস্তমিবাদিতাং ঘোরৈর্বর্ণগজস্তিষ্ঠিঃ।

অভাববস্ত সংক্রুদ্ধাঃ সংযুগে বানবর্গজাঃ॥ ৪০

বণভূমিতে ইন্দ্রজিৎ যেন প্রবর সূর্য আর বাণগুলি  
যেন তার কিরণ। বণভূমিতে তাপিত হয়ে বানবপ্রধানগণ  
অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রাণে ধাবিত হল।

ততস্ত বানরাঃ সর্বে ভিন্নদেহা বিচেতসঃ।

ব্যথিতা বিদ্রবন্তি স্ম কৃষিরেণ সমুক্ষিতাঃ। ৪১

কিছু তার শরঘাতে গাত্রাবদীর্ণ হওয়ায় রক্তলিপ্ত  
বানবেরা সকলে হতচেতন হয়ে পলায়ন করতে লাগল।

রামস্যার্থে পরাক্রম্য বানরাষ্ট্যজ্ঞজীবিতাঃ।

নর্দন্তস্তেহনিবৃন্তান্ত সমরে মশিলামুখাঃ॥ ৪২

ভগবান রামচন্দ্রের জন্য বানবেরা জীবনের মোহ  
ত্যাগ করে পরাক্রমপূর্বক গর্জন করতে করতে যুদ্ধে  
প্রতিনিবৃত্ত না হয়ে শিলাখণ্ডগুলি অস্ত্ররূপে ধারণ করল।

তে দ্রুমৈঃ পর্বতগ্রৈশ্চ শিলাভিষ্চ প্রবঙ্গমাঃ।

অভাববস্ত সমরে রাবণিং সমবহিতাঃ॥ ৪৩

সমরাসনে উপস্থিত থেকে বানবেরা রাবণপুত্রের  
উপরে বৃক্ষ, শিলাখণ্ড এবং পর্বতশৃঙ্গসমূহ বর্ষণ করতে  
লাগল।

তং দ্রুমাণাং শিলানাং চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ।

ব্যপোহত মহাতেজা রাবণিং সমিতিজয়ঃ॥ ৪৪

বৃক্ষ ও প্রস্তরের সেই ভয়ানক প্রাণহরণকারী বর্ষণকে  
রাবণপুত্র মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ ব্যাহত করল।

ততঃ পাবকসংকশৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।

বানরাণামনীকানি বিভেদ সমরে প্রভুঃ॥ ৪৫

অতঃপর বিযধর সর্পের মতো ভয়ানক এবং অগ্নি  
তুল্য তেজস্বী বাণদ্বারা প্রভু ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে উপস্থিত  
বানবদের বিদীর্ণ করতে লাগল।

অষ্টাদশশরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ স বিদ্ধা গন্ধমাদনম্।

বিব্যাধ নবভিষ্টেব নলং দূরাদবহিতম্॥ ৪৬

আঠারোটি তীক্ষ্ণ শর দিয়ে গন্ধমাদনকে আঘাত করে  
দূরে অবস্থিত নলকেও নয়টি শর দ্বারা আঘাত করল।

সপ্তভিহ্ন মহাবীৰ্যো মৈন্দং মর্মবিদারণৈঃ।

পঞ্চভিহ্নিষিষ্টৈশ্চৈতন গজং বিন্যাস সংযুগে॥ ৪৭

মহাপরাক্রমী ইন্দ্রজিৎ সাতটি মর্মসিদ্ধি শর  
মৈন্দকে বিদীর্ণ করে পাঁচটি শর দ্বারা গজ নামক বানবেরা  
বিনষ্ট করল।

জ্ঞাননন্তং তু দশভির্নীলং ত্রিংশদ্বিরেস চ  
সুগ্রীমমগভং চৈন সোহগদং বিনিবং তথা ৪৮

মোহৈর্দগ্ধনৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিস্ত্রাণানকরোং

মাতঃপর দশটি বাণে জ্ঞানবানকে এবং ত্রিশটি বাণে  
নীলকে বিনষ্ট করল। ত্রিশটির বরে লক্ষ ভয়ানক শিখরসমূহ  
দ্বারা সুগ্রীম, অগদ, অগদ এবং দ্বিবিদকেও মেনে নিষ্কাশ  
করে দিল।

অন্যান্যপি তথা মুখ্যান্ বানরান্ নন্তিঃ শরৈঃ ৪৯

অর্দয়ামাস সংক্রুদ্ধাঃ কালায়িরিব যুর্জিতঃ

প্রলয়াগ্নির মতো ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে সে সন্মান  
বীর বানবপ্রধানদের বহুসংখ্যক শরপ্রহারে পীড়িত করে  
তুলল।

স শরৈঃ সূর্যসংকশৈঃ সুমুঠৈঃ শীঘ্রগনিভিঃ ৫০

বানরাণামনীকানি নির্মমহ মহারণে

মহাসংগ্রামে ইন্দ্রজিৎ সূর্যতুল্যভেদী

দ্রুতগতিসম্পন্ন শরগুলি উত্তমরূপে নিষ্ক্ষেপ করে রক্ত

সৈন্যবাহিনীকে পীড়িত করল।

আকুলাং বানরীং সেনাং শরজালেন পীড়িতাম্ ৫১

হস্তঃ স পরয়া প্রীত্যা দদর্শ ক্ষতজোহিতাম্

এভাবে সে শরজালে বানবসৈন্যদের ব্যথিত

আকুলিত করল। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বানবদের মধ্যে

পরমপ্রীতি লাভ করল।

পুনরেব মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রাজো বরীঃ ৫২

সংসৃজ্য বাণবর্ষং চ শস্ত্রবর্ষং চ দারুণম্।

মমর্দ বানরাণীকং পরিতত্ত্বিজিদ্ বরীঃ ৫৩

রাক্ষসরাজপুত্র, মহাতেজস্বী, বলবান ইন্দ্রজিৎ

চতুর্দিক থেকে বানব সৈন্যদের ওপর শর তথা অন্য

অস্ত্র ভয়ানকরূপে বর্ষণ করে বাহিনীকে বিমর্দিত করল।

স্বসৈন্যমুৎসৃজ্য সমেতা তূর্ণং

মহাহবে বানববাহিনীম্

অদৃশ্যমানঃ শরজালমুগ্রং

ববর্ষ নীলাম্বধরো যথানু ৫৪

নীল মেঘ যেমন আকাশ থেকে বারিধারা বর্ষণ করে

হতে

অশ্রুপূর্ণভাবে আকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত হয়ে নিজ  
শোভার বীচিয়ে বানরবাহিনীর ওপরে সে ভয়ানক বাণ  
নিষ্ক্ষেপ করতে লাগল।

শত্রুজিহাণবিশীর্ণদেহা

মায়াহতা

বিশ্বনম্রাদম্বঃ।

নিপেতুর্হরয়োহস্রিকলা

যথেক্ষবজ্রাভিহতা

নাগেজাঃ। ৫৫

ইন্দের বজ্রের আঘাতে সুউষ্যত পর্বতসমূহ যোমন  
কৃত হইল। সেইরকমভাবে পর্বতপ্রমাণ বিশাল বানরেরা  
ইন্দের হৃদয় এবং বাণের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত  
সহ বিকট চিৎকার করতে করতে রণভূমিতে পতিত হতে  
লাগল।

কেবলং সংদম্বঃ শিতাহান্

বাগান্

রণে

বানরবাহিনীষু।

প্রাণবিগৃহ্য

চ

সুরেন্দ্রশত্রুং

ন চাত্র

তং

রাক্ষসমপ্যপশান্ ॥ ৫৬

যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের ওপরে যে সুতীক্ষ্ণ এবং অভ্যস্ত  
চিত্ত বাণরাজি বর্ষিত হচ্ছিল, বানরেরা কেবল সেগুলিই  
দেখে পাচ্ছিল। মায়াবলে অদৃশ্য, দেবরাজ ইন্দের শত্রু  
জিহা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা তারা দেখতে পাচ্ছিল  
না।

ততঃ

স

রক্ষোষিপতির্মহাঘা

সর্বা দিশো বাণগণৈঃ শিতাপ্রৈঃ।

প্রহাদয়ামাস

রবিপ্রকাশে-

বিদারয়ামাস

চ

বানরেজান্ ॥ ৫৭

মহাশক্তিধর রাক্ষসাধিপতি তার সূর্যতুল্য তেজস্বী,  
সুতীক্ষ্ণ বাণরাশির দ্বারা সকলদিক আচ্ছাদিত করে  
বানরমুখ্যদের শরীর বিদীর্ণ করতে লাগল।

শূলনিহ্নিঃশপরশ্বখানি

ব্যাবিক্খদীপ্তানলসপ্রভাণি

নবিশূলিজোজ্জ্বলপাবকানি

ববর্ষ

তীব্রং

প্রবগেজসৈন্যো ॥ ৫৮

বানর সেনাপতিদের মধ্যে তথা তাদের বাহিনীর  
ওপরে প্রদীপ্ত অগ্নির মতো দীপ্তিমান তথা উজ্জ্বল শূলদিগ  
সহ আগুনের মতো শূল, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ  
প্রবলভাবে বর্ষিত হচ্ছিল।

জ্বলনসংকাশৈর্বাণৈর্বানরযুথপাঃ।

তাজিতাঃ শত্রুজিহাণৈঃ প্রফুল্লা ইব কিংকরাঃ ॥ ৫৯

ইন্দ্রজিতেন অগ্নিতুল্য কাণাদাতে তাজিত  
বানরদলপতির রক্তপ্রাণ হয়ে পুষ্পদ্যাজিত পলাশবৃক্ষের  
মতো শোভা লাভ করছিল।

ত্রেহন্যোনামভিসর্পস্তো মিনমন্ত চ বিশ্বরম্।

রাক্ষসোজ্ঞানির্ভিমা নিপেতুর্নাননর্মজাঃ ॥ ৬০

রাক্ষসদিগপতি ইন্দ্রজিতের বাণের আঘাতে বানর  
প্রধানেরা ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিকটস্থের চিৎকার করতে  
করতে একে অপরের সামনে এসে ভূতলশায়ী হতে  
লাগল।

উদীক্ষমাণা গগনং কেচিমেত্রেসু তাজিতাঃ।

শরৈর্বিবিশ্বননোনাং পেতুচ্চ জগতীতলে ॥ ৬১

কোনো কোনো বানর আকাশপথে দৃষ্টিপাত করা  
কালে নেত্র শরাঘাতে আহত হলে, একে অপরের  
শরীরকে জড়িয়ে ভূতলশায়ী হতে লাগল।

হনুমন্তং চ সুগ্রীবমজদং গন্ধমাদনম্।

জাহ্নবন্তং সুষেণং চ বেগদর্শিনমেন চ ॥ ৬২

মৈন্দং চ দ্বিবিদং নীলং গবাক্ষং গবয়ং তথা।

কেসরিং হরিলোমানং বিদ্যাদদংষ্ট্রং চ বানরম্ ॥ ৬৩

সূর্যাননং জ্যোতির্মুখং তথা দধিমুখং হরিম্।

পাবকাক্ষং নলং চৈব কুমুদং চৈব বানরম্ ॥ ৬৪

প্রাসৈঃ শূলৈঃ শিতৈর্বাণৈরিত্তজিহ্মদ্রুসংহিতৈঃ।

বিব্যাধ হরিশাদূলান্ সর্বাংস্তান্ রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ৬৫

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ দিব্যমস্ত্র দ্বারা অভিযুক্ত প্রাস,  
শূল এবং তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা হনুমান, সুগ্রীব, অজদ,  
গন্ধমাদন, জাহ্নবান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ,  
নীল, গবাক্ষ, কেশরী, হরিলোম, বিদ্যাদদংষ্ট্র, সূর্যানন,  
জ্যোতির্মুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল এবং কুমুদ সহ সকল  
বানর বীরদের তীব্রভাবে আহত করল।

স বৈ গদাভিহরিযুথমুখ্যান্

নির্ভিমা

বাণৈস্তপনীয়বর্ণৈঃ।

ববর্ষ রামং শরবৃষ্টিজালৈঃ

সলক্ষণং

ভাস্কররশ্মিকরৈঃ ॥ ৬৬

গদা এবং সুবর্ণতুল্য কাস্তিমান বাণদ্বারা  
বানরদলপতিদের ক্ষতবিক্ষত করে সেই রাক্ষসবীর  
লক্ষণসহ শ্রীরামের উপর সূর্যতুল্য উজ্জ্বল বাণরাশি বর্ষণ  
করতে লাগল।



স বাণবর্ষের ভিষ্মাশো  
থারানিপাতনিব তানচিত্রা।

সমীক্ষমাণঃ পরমাত্মতপ্তী-  
রামস্তদা লক্ষ্মণমিত্যবাচ ॥ ৬৭

বৃষ্টিধারার মতো শরপ্রহার বর্ষিত হতে দেখে অনুপম  
শোভায়মান শ্রীরামচন্দ্র সেগুলিকে গ্রাহ্য না করে লক্ষ্মণকে  
বললেন-

অসৌ পুনর্লক্ষ্মণ রাক্ষসেন্দ্রো  
ব্রহ্মাক্রম্যপ্রিত্য সুরেন্দ্রশত্রুঃ।

নিপাতয়িত্বা হবিসৈন্যামগ্নান্  
শিতৈঃ শরৈর্বর্ষয়তি প্রসক্তম্ ॥ ৬৮

‘লক্ষ্মণ! ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসরাজ এই ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাক্রমের  
শরণ নিয়ে বানর সৈন্যদের ভূপাতিত করে এখন তীক্ষ্ণ বাণ  
দ্বারা আমাদেরকে পীড়িত করতে চাইছে।

স্বয়ং ভূবা দত্তবরো মহাত্মা  
সমাহিতোহস্তর্হিতভীমকারঃ।

কথং নু শকো যুধি নষ্টদেহো  
নিহস্তমদোদ্রজিদুদ্যতাত্মঃ ॥ ৬৯

‘স্বয়ং ভূবান ব্রহ্মার বরলাভ করে এই বিশালদেহী,  
মহাশক্তিশালী, মনস্বী রাক্ষস সম্পূর্ণ সমাহিত হয়ে অন্তর্হিত  
হয়েছে। যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎের শরীর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অস্ত্র  
বর্ষণ করছে, এই অবস্থায় তাকে কিভাবে আঘাত করা  
সম্ভব?

মনো স্বয়ং ভূর্ভগবানচিত্তা-  
স্তস্যৈতদস্তং প্রভবচ্চ ঘোহসা।

বাণাবপাতং তুমিহাদ্য ধীমান্  
ময়া সহাবগ্রেমনাঃ সহস্র ॥ ৭০

‘স্বয়ং ভূগবান ব্রহ্মার স্বরূপ অচিন্তনীয়। মনে হচ্ছে  
এই অস্ত্রগুলি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ তুমি  
যুদ্ধে স্থির অবিচলিত ভাবে আমার সন্নিকটে থেকে এই  
বাণবর্ষণ সহ্য করো।

প্রচ্ছাদয়তোষ হি রাক্ষসেন্দ্রঃ  
সর্বা দিশঃ সায়কবৃষ্টিজালৈঃ।

এতচে সর্বং পতিতায়ুশুরং  
ন রাজ্যেত বানররাজসৈন্যং ॥ ৭১

‘রাক্ষসরাজ ইন্দ্রজিৎ এখন বাণবর্ষণ করে সশস্ত্র  
আচ্ছাদিত করে ফেলছে। বানররাজ সুগ্রীবের সশস্ত্র  
প্রধান বীৰগণ সত সৈন্যের ভূপাতিত হয়েছে। তাদের  
শোভা আর পরিস্ফুটিত হচ্ছে না।

আবাং তু দৃষ্টা পতিতৌ বিসংজৌ  
নিবৃন্তযুদ্ধৌ চতুর্দশসৈন্যৌ।

এদং প্রলোভ্যতামরারিনাস-  
মসৌ সমাসাদ্য রণপ্রায়লক্ষ্মীং ॥ ৭২

‘আমরা দুজন আনন্দ এবং ক্রোধান্বিত্য অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ  
যদি নিশ্চেষ্টের মতো হয়ে পরাশায়ী হই, তাহলে ইন্দ্রজিৎ  
যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করেছে কেনে রাক্ষসপুত্রী  
ফিরে যাবে।’

ততস্ত তানিহজিতোহস্তজালৈ-  
বভূবভুস্তত্র তদা নিশ্রৌ

স চাপি ভৌ তত্র বিবাদয়িত্বা  
ননাদ হর্ষাদ্ যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ ॥ ৭৩

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ  
শরাঘাতে আহত হয়ে পড়লেন। তাঁদের দুজনের ঐ  
অবস্থা দেখে রাক্ষসরাজ অত্যন্ত আনন্দের সাথে গজ  
করে উঠল।

ততস্তদা বানরসৈন্যমেবং  
রামং চ সংখো সহ লক্ষ্মণেন

বিবাদয়িত্বা সহসা বিবেশ  
পুরীং দশগ্রীবভুজাতিগুণাদ্।

সংক্লয়মানঃ স তু যাতুধানৈঃ  
পিত্রে চ সর্বং হৃষিতোহভুবাচ ॥ ৭৪

এইভাবে সংগ্রামে বানরসৈন্যদের তথা লক্ষ্মণ  
শ্রীরামচন্দ্রকে মুর্ছিত করে ইন্দ্রজিৎ দশানন রাক্ষসের  
পালিত লক্ষ্যপুরীতে প্রবেশ করল। সেখানে রাক্ষসদের  
সংস্কৃত হয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পিতার নিকট গিয়ে  
বিজয় বার্তা নিবেদন করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥



## চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৪)

জাঘবানের নির্দেশে দিবা ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমানের হিমালয়ে গমন এবং প্রত্যাবর্তনের পরে সেই ওষধির গন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও বানরদের পুনরায় সুস্থ হওয়া

রামকথাসাধিতমো রণাশ্রে  
মুমোহ সৈন্যঃ হনিযুথপানাম্।

সুখিনীশাসনদজাঘবস্তো  
ন চাপি কিঞ্চিৎ প্রতিপেদিরে তে ॥ ১

যুদ্ধক্ষেত্রে দুইতাইকে এইরকম হতচেতন হয়ে যেতে  
দেখ বানর-দলপতিরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল সুগ্রীব,  
নীল, অঙ্গদ এবং জাম্ববানও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

বিষমঃ সমবেক্ষা সর্বঃ  
বিভীষণো বুদ্ধিমতাঃ বহিষ্ঠঃ।

শাখামৃগরাজবীরা-  
নাশ্বানয়মপ্রতিমৈর্বচোক্তিঃ ॥ ২

তখন তাদের সকলের বিষমতা দেখে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান  
বিভীষণ বানররাজ সুগ্রীবের বীর সৈন্যদের আশ্বস্ত করার  
জন্য অনুপম বাক্য দ্বারা বললেন—

মৈ তেষ্ট নাজ্ঞাত বিবাদকালো  
যদ্যর্থপুত্রো হ্যবশৌ বিষয়ৌ।

রাজ্যবো বাক্যমখোদ্যহস্তৌ  
যৎসাদিতাবিস্মজিতান্তাজ্ঞানৈঃ ॥ ৩

‘ওহে বানরবীরেরা! ভয় পেয়ো না, এখন বিবাদের  
সময় নয় স্বয়ং ব্রহ্মার বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য  
ইজিতের অঙ্গুলীতে এই আর্থপুত্রদ্বয় বন্ধন স্বীকার  
করেছেন।

তেষ্ট তু দত্তং পরমাত্মমেতৎ  
স্বয়ংভূবা ব্রাহ্মমমোঘবীর্যম্।

জ্ঞানয়ন্তৌ যুধি রাজপুত্রৌ  
নিপাতিতৌ কোহত্র বিবাদকালঃ ॥ ৪

‘স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত ব্রহ্মান্ত্র নামক  
মহাশক্তিশালী, অমোঘ এবং উত্তম অস্ত্রের প্রতি সম্মান  
প্রদর্শন করেই রাজকুমারদ্বয় ধরাশায়ী হয়েছেন। এখন কি  
বিবাদের সময়?’

ব্রাহ্মমন্ত্ৰঃ ততো ধীমান্ মানসিত্বা তু মারুতিঃ।  
বিভীষণবচঃ শ্রদ্ধা হনুমানিদমব্রবীৎ ॥ ৫

বিভীষণের এই কথা শুনে বুদ্ধিমান পবনপুত্র  
হনুমান ব্রহ্মমন্ত্রকে সম্মান জ্ঞাপন করে এইরূপ  
বললেন—

অগ্নিমন্ত্রহতে সৈন্যে বানরাণাং তরস্বিনাম্।

যো যো ধারয়াতে প্রাণাংস্তং তমাস্বিনয়াবহে ॥ ৬

‘ব্রাহ্মসম্রাজ! এই অস্ত্রে দ্রুতগামী বানরসৈন্যদের  
মধ্যে যারা প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হয়েছে; আমাদের সেখানে  
গিয়ে তাদের আশ্বস্ত করা প্রয়োজন।’

তাবুতৌ যুগপদ্ বীরৌ হনুমন্ত্রাক্ষসোত্তমৌ।  
উদ্ধাহন্তৌ তদা রাত্নৌ রণশীর্ষে বিচেরতুঃ ॥ ৭

তখন সেই রাত্রে হনুমান এবং ব্রাহ্মসম্রাজ  
বিভীষণ—এই দুই বীর মশাল হাতে নিয়ে একসঙ্গে  
যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগল।

ভিন্নলাঙ্গুলহস্তোরুপাদাঙ্গুলিশিরোধরৈঃ  
শ্রবন্তিঃ ক্ষতজং গাট্রাঃ প্রশ্রবন্তিঃ সমস্ততঃ ॥ ৮

পতিতৈঃ পর্বতাকারৈর্বানরৈরভিসংবৃতাম্।  
শত্রেপ্ত পতিতৈর্দীপ্তৈর্দদৃশাতে বসুন্ধরাম্ ॥ ৯

যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বানরদের শরীর  
থেকে বিচ্ছিন্ন লেজ, হাত, জঙ্ঘা, পা, আঙুল, শ্রীবা  
প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শরীরের ক্ষত থেকে সৃষ্ট  
রক্তধারা। পর্বতাকার বানরদের পতিতদেহে ভূমি আবৃত  
হয়েছে। রণক্ষেত্রে পতিত উজ্জ্বল অঙ্গগুলিও ইতস্ততঃ  
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

সুগ্রীবমঙ্গদং নীলং শরভং গন্ধমাদনম্।

জাঘবন্তং সুশেণং চ বেগদর্শিনমেব চ ॥ ১০

মৈন্দং নলং জ্যোতির্মুখং দ্বিবিদং চাপি বানরম্।

বিভীষণো হনুমাংশ্চ দদৃশাতে হতান্ রণে ॥ ১১

সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান,  
সুশেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতির্মুখ, দ্বিবিদ—এইসব  
বানরদেরকে হনুমান এবং বিভীষণ যুদ্ধে আহত অবস্থায়  
দেখতে পেলেন।

সপ্তষষ্টিহতাঃ কোটো বানরাণাং তরস্বিনাম্।

অহঃ পঞ্চমশেষেণ বহ্নভেন স্বয়ংভূবঃ ॥ ১২

দিবসের অগ্নিমন্ত্রভাগে তাঁরা দেখলেন ব্রহ্মার প্রিয়  
অস্ত্রের আঘাতে সাতষষ্টি কোটি বেগবান বানর নিহত  
হয়েছে।

সাগরৌঘনিভং ভীমং দৃষ্টা বাশাদিতং বলম্।

মার্গতে জাঘবন্তং চ হনুমান্ সবিভীষণঃ ॥ ১৩

সমুদ্রের প্রবাহের মতো বিশাল বানরবাহিনী  
জম্বংকর শরঘাটে ভূপতিত দেখে বিভীষণ সহ হনুমান  
জাহ্নবানকে অনুসন্ধান করতে লাগল

স্বভাবজবয়া যুদ্ধঃ বুদ্ধঃ শরশতৈশ্চিত্তম্  
প্রজাপতিসুতঃ বীরঃ শামান্তমিব পাবকম্ ॥ ১৪  
দুষ্টা সমস্তিসংক্রমা পৌলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ  
কচিদ্ধার্ম শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন প্রাণা ধ্বংসিতান্তব ॥ ১৫

ব্রহ্মার পুত্র জাহ্নবান স্থানান্তরিত ভাবেই অরাজক, বুদ্ধ,  
অধিকন্তু শত শত বাণের আঘাতে নির্বাপিত প্রায় অগ্নিশিখার  
ন্যায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে দেখে পুস্তপ্তবংশীয়  
বিভীষণ দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—‘হে আর্য! এই  
তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে আপনার প্রাণবিয়োগ হয়নি তো?’

বিভীষণবচঃ শ্রদ্ধা জাহ্নবান্ধৃপূজবঃ।

কৃচ্ছাদভ্রাদিরন বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬

বিভীষণের এই কথা শুনে ঋক্ষরাজ জাহ্নবান  
অতিকষ্টে কান উচ্চারণ করে এইরূপ বললেন—

নৈৰ্ব্বৈতেন মহাবীৰ্য স্বরেন দ্ব্যভিলক্ষয়ে।

বিষ্ণুগারঃ শিতৈর্বাণৈর্ন ত্বাং পশ্যামি চক্ষুষা ॥ ১৭

‘রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! হে মহাবীৰ্যবান! আমি আপনার  
কণ্ঠস্বর চিনতে পারছি। আমার সমস্ত শরীর তীক্ষ্ণ বাণে  
বিক্ত হওয়ায় আমি চোখ খুলে আপনাকে দেখতে পারছি না।  
অঞ্জনা সুপ্রজা যেন মাতরিশ্বা চ সূত্রত।

হনুমান বানরশ্রেষ্ঠঃ প্রাণান্ ধারয়তে কচিৎ ॥ ১৮

‘হে সূত্রত! (উত্তমব্রত পালনকারী) যাকে জন্ম  
দিয়েই বায়ুদেব এবং অঞ্জনাদেবী উত্তমপুত্রের জনক-  
জননী হয়েছেন, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান কি জীবিত  
আছেন?’

শ্রদ্ধা জাহ্নবতো বাক্যমুবাচেদং বিভীষণঃ।

আর্যপুত্রাবতিক্রমা কস্মাৎ পৃচ্ছসি মারুতিম্ ॥ ১৯

জাহ্নবানের এইরূপ কথা শুনে বিভীষণ বললেন

—‘আপনি রাজকুমারবয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করে

পবনপুত্র হনুমানের কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

নৈব রাজনি সূগ্রীবে নাকদে নাপি রাঘবে।

আর্য সমর্শিতঃ স্নেহো যথা বায়ুসুতে পরঃ ॥ ২০

‘হে আর্য! আপনি পবনপুত্র হনুমানের প্রতি যে স্নেহ  
প্রদর্শন করেছেন, সেরূপ স্নেহ তো বানররাজ সূগ্রীব,  
রাজকুমার অঙ্গদ, এমন কী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি  
লক্ষিত হচ্ছে না।’

বিভীষণবচঃ শ্রদ্ধা জাহ্নবান্ বাক্যমব্রবীৎ।

শৃণু নৈৰ্ব্বৈতশার্দূল যস্মাৎ পৃচ্ছামি মারুতিম্ ॥ ২১

বিভীষণের এই কথা শুনে জাহ্নবান বললেন

—‘বান্দসরাজ! আপনি শুনুন আমি কেন বান্দপুত্র

হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করেছি?

অশ্মিত্তীবতি বীরে তু হতমপাহতঃ বলম্।

হনুমত্বজ্জিতপ্রাণে জীবন্তোহপি মৃত্যু বয়ম্ ॥ ২২

‘যদি বীর হনুমান জীবিত থাকে, তাহলে মৃত বানর  
সৈন্যদেবও জীবিত বলে জানবেন; আর যদি এই বীরের  
মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে জীবিত আমাদেরকেও মৃত বলে  
জানবেন।

ধরতে মারুতিস্তাত মারুতপ্রতিমো যদি।

বৈশ্বানরসমো বীর্যে জীবিতাশা ততো জনেৎ ॥ ২৩

‘হে ভাত! যদি বায়ুতুল্য বেগবান তথা অগ্নিতুল্য

পরাক্রমী পবনপুত্র হনুমান জীবিত থাকে, তাহলে আমাদের

সকলের জীবনের আশা আছে।’

ততো বৃদ্ধমুপাগম্য বিনয়েমান্তবাদয়ৎ

গৃহ্য জাহ্নবতঃ পাদৌ হনুমান্ মারুতাজ্জঃ ॥ ২৪

বৃদ্ধ জাহ্নবানের এই কথা শুনে পবননন্দন হনুমান

তাঁর নিকটে এসে বিনয়ানবতভাবে তাঁর চরণযুগল ধরে

তাঁকে প্রণাম জানালেন।

শ্রদ্ধা হনুমতো বাক্যং তদা বিবাক্ষিতেন্দ্রিয়ঃ।

পুনর্জাতমিবাঙ্গানঃ মনাতে স্মরুপূজবঃ ॥ ২৫

ঋক্ষরাজ জাহ্নবান—যাঁর সমস্ত শরীর শরঘাটে

পীড়িত হয়েছিল, হনুমানের কথা শুনে মনে করলেন যেন

তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে।

ততোহব্রবীন্মহাতেজা হনুমন্তঃ স জাহ্নবান্।

আগচ্ছ হরিশার্দূল বানরাংস্তাতুমহসি ॥ ২৬

মহাতেজস্বী জাহ্নবান তখন হনুমানকে বললেন

—‘বানরসিংহ! একমাত্র তুমিই সমস্ত বানরদের রক্ষা

করতে সক্ষম।

নান্যো বিক্রমপর্বাণ্ডুলমোহাং পরমঃ সখা।

ত্বৎপরাক্রমকালোহয়ং নান্যং পশ্যামি কক্ষন ॥ ২৭

‘তোমার মতো মহাপরাক্রমী আর কেউ নেই। তুমিই

এদের পরম মিত্র। তোমার পরাক্রম প্রকাশের একই

উপযুক্ত সময়। তোমার সমকক্ষ আর কাউকে আমি দেখি

না।

ঋক্ষবানরবীরগামনীকানি

বিশল্যৌ কুরু চাপোতৌ সাদিতৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৮

‘তুমি ভল্লুক এবং বানরবীরদের এই সৈন্যদল



কর্ম করি। বাণশীড়িত দুইভাই রাম এবং লক্ষ্মণের  
কর্ম করে সুস্থ করে তোলে।

পরমমুখ্যমুখপূর্ণশি সাগরম্।  
লক্ষ্যশ্রেষ্ঠঃ হনুমান্ গঙ্গমহসি ॥ ২৯

হনুমান! সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বহু দূরের  
একটি দ্বীপে পর্বত শ্রেষ্ঠ হিমালয়ে যেতে হবে।

কাকনমত্চাত্মমুখঃ পর্বতোত্তমম্।  
চাত্র ব্রহ্মসারিনিযুদন ॥ ৩০

হনুমান! সেখানে পৌঁছে তুমি সুবর্ণময়, সুউচ্চ  
পর্বতের মতো যথাক্রমে ঋষভ এবং কৈলাসকে দেখতে

পাবে।  
নিখরযোর্মধ্যে প্রদীপ্তমতুলপ্রভম্  
বীর ব্রহ্মসোযধিপর্বতম্ ॥ ৩১

এই দুই গিরিশৃঙ্গের মধ্যভাগে এক অতুলনীয়,  
সুউচ্চ এবং সর্বপ্রকার ওষধিসম্পন্ন পর্বত দেখতে

পাবে।  
জ্ঞানশর্পূল চতুর্গো মূর্ধি সমুদ্রাঃ।  
লক্ষ্যোষধো দীপ্তা দীপ্যন্তীর্দিশো দশা ॥ ৩২

‘হে বানরসিংহ! সেই গিরিশৃঙ্গে তুমি চারটি ওষধি  
কেন্দ্র পাবে, যাদের প্রত্যয় দশদিক প্রকাশিত হচ্ছে।

মৃতসজীবনীঃ চৈব বিশলাকরণীমপি।  
মূর্ধন্যীঃ চৈব সজ্জানীঃ চ মহৌষধীম্ ॥ ৩৩

‘এই মহৌষধিগুলি হল— মৃতসজীবনী, বিশলাকরণী,  
মূর্ধন্যী এবং সজ্জানী।

চা সর্বা হনুমান্ গৃহ্য কিপ্রমাগন্তুমহসি।  
মঙ্গল্য হরীন্ প্রাণৈর্যোজ্য গঙ্গবহাস্তজ ॥ ৩৪

‘পবনসূত হনুমান! তুমি এইসকল ওষধিসমূহ নিয়ে  
ঐ প্রজাবর্তন করো এবং বানরদের প্রাণদান কবে আশ্রয়

করো।’  
জ্ঞানব্রহ্মো বাক্যঃ হনুমান্ মারুতাস্তজঃ।  
মণ্ডিত বলোদ্ধর্ষেবায়ুবেগৈরিবার্ধবঃ ॥ ৩৫

যক্ষমন্দন হনুমান জাম্ববানের এই কথা শুনে  
সুখশ্রুতিকা বতুল্য অসীম শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

পর্বতটপ্রহঃ পীড়য়ন্ পর্বতোত্তমম্।  
হনুমান্ দৃশ্যতে বীরো দ্বিতীয় ইব পর্বতঃ ॥ ৩৬

বীর হনুমান একটি পর্বতের উপরে দণ্ডায়মান হয়ে  
সেই উত্তম পর্বতকে পীড়ন করতে লাগলে তাকে দ্বিতীয়

পর্বতের মতো দেখাচ্ছিল।  
বিশালবিনির্ভয়ো নিষাদ স পর্বতঃ।

ন শশাক তদাক্ষানং বোদুঃ কৃশনিপীড়িতঃ ॥ ৩৭

বানরবীরের পদভারে ভীষণভাবে নিপীড়িত হওয়ায়  
সেই পর্বত আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেয়ে ভেঙ্গে

পড়ল।  
তস্য পেতুর্নগা ভূমৌ হরিবেগাচ্চ জঙ্ঘনুঃ।  
শৃঙ্গাণি চ ব্যকীর্ণা শীড়িতস্য হনুমতঃ ॥ ৩৮

হনুমানের ডানে পীড়িত পর্বতের বৃক্ষগুলি সাবধানে  
পতিত হয়ে ঘর্বণের ফলে খলে উঠল। শৃঙ্গগুলিও বিক্ষিপ্ত

ভাবে লুটিয়ে পড়ল।  
তস্মিন্ সম্মীভামানে তু ভগ্নকুমলিতাতলে।  
ন শেকুর্বানরাঃ হাতুঃ ঘূর্ণমানে নগোত্তমো ॥ ৩৯

হনুমানের সংপীড়নে শ্রেষ্ঠ পর্বতের শিলারাশি এবং  
বৃক্ষসমূহ ভগ্ন অবস্থায় যখন ভূপতিত হচ্ছিল, তখন

বানররাও আর সেখানে থাকতে পারছিল না।  
সা ঘূর্ণিতমহাবারা প্রভগ্নগৃহগোপুরা।  
লক্ষ্য ব্রাসাকুলা ব্রাতৌ প্রনুত্তেবাতবৎ তদা ॥ ৪০

লক্ষ্য সুবিশাল এবং সুউচ্চ দ্বারসমূহ, প্রাসাদগুলি  
এবং নগরদ্বারসমূহ ঘূর্ণিত হতে লাগল। ব্রাসে আকুল

সমগ্র লক্ষ্যপুত্রী যেন ব্রাত্রিবেলায় নৃত্য করতে লাগল।  
পৃথিবীধরসংকাশো নিপীড্য পৃথিবীধরম্।  
পৃথিবীঃ ক্ষোভয়ামাস সার্ববাং মারুতাস্তজঃ ॥ ৪১

পর্বতকায় পবনমন্দন হনুমান পর্বতকে নিপীড়িত  
করে সমুদ্রসহ পৃথিবীকে আলোড়িত করে তুললেন।

আরুরোহ তদা তস্মাক্রিমলয়পর্বতম্।  
মেরুমন্দরসংকাশং নানাপ্রবণাকুলম্ ॥ ৪২

অতঃপর সেখান থেকে সরে এসে হনুমান মেরু  
এবং মন্দর পর্বততুলা সুউচ্চ এবং বহুপ্রবণযুক্ত

মলয়পর্বতে আরোহণ করলেন।  
নানাক্রমলতাকীর্ণং বিকাশিকমলোৎপলম্।  
সেবিতং দেবগন্ধর্বৈঃ ষাষ্টিধোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ৪৩

ষাট যোজন উঁচু এই পর্বত নানাবিধ বৃক্ষলতায়  
আকীর্ণ। সেখানে বিকশিত হয়েছে কুমুদ এবং পদ্মফুল।

দেবতা ও গন্ধর্বগণ সেখানে বাস করেন।  
বিদ্যাধরৈর্মুনিগণৈরঙ্গরোডিনিবেবিতম্।  
নানামৃগগণাকীর্ণং বহুকন্দরশোভিতম্ ॥ ৪৪

সেখানে বিদ্যাধর, মুনি-ঋষি তথা অঙ্গরাদের  
নিবাস। বহুবিধ পশুতে পরিপূর্ণ এই পর্বত অনেকানেক

গ্রহা দ্বারা শোভিত।  
সর্বানাকুলয়ংস্তত্র যক্ষগন্ধর্বকিন্নরান্।



হনুমান্ মেঘসংকাশো ববুধে মারুতাজঃ ॥ ৪৫  
পবনপুত্র হনুমান সেই পর্বতের অধিবাসী  
যক্ষগন্ধর্বদের এবং কিম্বদের সমুদ্রে (আকুলিত) কন্যার  
জনা নিজেকে মেঘের মতো বড় করে তুললেন।

পত্ন্যাঃ তু শৈলমাণীজা বভবামুখবমুখম্।  
বিত্তোঃ ননাদোক্তক্লাসয়ন্ রজনীচ্যান্ ॥ ৪৬

পদযুগল দ্বারা পর্বতকে শীতল করে বাত্মবানলের  
তুল্য ভয়ানক মুখ বিস্তার করে বাত্মসদের ত্রিত করার জন্য  
তিনি তীব্র গর্জন করতে লাগলেন।

তস্য নানদামানসা প্রমদা নিমদমুত্তমম্।  
লঙ্কায়া রাক্ষসবান্দো ন শেকুঃ স্পদিতুঃ কচিৎ ॥ ৪৭  
তার সেই ভয়ানক গর্জন শুনে লঙ্কার রাক্ষসশ্রেষ্ঠ  
বীৰ্গণ স্পন্দনহীন হয়ে গেল।

নমস্কা সমুদ্রায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।  
রাঘবার্থে পরঃ কর্ম সমীহত পরম্পরঃ ॥ ৪৮  
শত্রুসম্ভাপকারী ভয়ানক পরাক্রমী পবনপুত্র হনুমান  
সমুদ্রকে নমস্কার করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহান  
কর্মসম্পাদনে প্রবৃত্ত হলেন।

স গৃহমুদাম্য ভুজকক্লঃ  
বিনম্য পৃষ্ঠং শ্রবণে নিকুচা।  
বিত্তা বক্রঃ বভবামুখাভ-  
মাপুপ্রবে ব্যোমি স চতুবেগঃ ॥ ৪৯  
সাপের মতো লেজটিকে উঁচু করে, পিঠ নিচু করে,  
কানদুটি সংকুচিত করে, বাত্মবানলের মতো মুখটি বিবৃত  
করে তিনি প্রচণ্ড গতিতে আকাশে উড়ে চললেন।

স বৃক্ষশাখাস্তরসা জহার  
শৈলান্ শিলাঃ প্রাকৃতবানরাংশ্চ।  
বাহুরবেগোদাতাসম্প্রধূমা-

স্তে ক্ষীণবেগাঃ সলিলে নিপেতুঃ ॥ ৫০  
তার তীব্র বেগের কারণে অসংখ্য বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ,  
শিলা, অন্যান্য বানরদেরও উড়িয়ে নিয়ে চলল। কিছুদূর  
যাওয়ার পরে বেগ শান্ত হলে সেগুলি সমুদ্রের জলে পতিত  
হল।

স তৌ প্রসার্যোরগভোগকরৌ  
ভুজৌ ভুজঙ্গারিনিকাশবীৰ্যঃ।  
জগাম শৈলং নগরাজমগ্রাং  
দিশঃ প্রকর্ষিব বায়ুসুনুঃ ॥ ৫১  
সর্পশরীরের মতো দৃশ্যমান আপন শরীরের  
বাহুযুগল বিস্তারিত করে গরুড়ের মতো পরাক্রমী পবনপুত্র

হনুমান সকল দিককে আকর্ষণ করতে করতে পর্বতায়  
হিমালয়ের দিকে চলতে লাগলেন।

স সাগরং ঘূর্ণিতনীচিমালাং  
তদন্তসা ভ্রামিতসর্বনয়ম্।  
সমীক্ষমাণঃ সহসা জগাম

চক্রং গথা নিম্নকরাগ্রমুক্ ॥ ৫২  
তিনি ভগবান বিষ্ণুর চক্রনিকিত চক্রের মতো  
ক্রতগতিতে অগ্রসর হয়ে দেখলেন—সমুদ্রের তলদেশে  
ঘূর্ণিত চক্রে ও তৎসহ সান্দ্রিক অঙ্গজন্তসমূহও ঘূর্ণিত  
হচ্ছে।

স পর্বতান্ পক্ষিণান্ সরাংসি  
নদীস্তটাকানি পুরোহমানি।  
ক্ষীতাজানাংস্থানপি সম্প্রবীক্ষ্য

জগাম বেগাৎ পিতৃহৃদ্যালেগঃ ॥ ৫৩  
পিতা পবনদেবের তুল্য বেগবান হয়ে তিনি  
অনেকানেক পর্বতবাজি, পক্ষীসমূহ, বহু নদী, সরোবর,  
উত্তম নগর, সমৃদ্ধশালী জনপদ দেখতে দেখতে এগিয়ে  
চললেন।

আদিত্যপথমাপ্রিতা জগাম স পতন্তমঃ।  
হনুমাংস্তুরিতো বীরঃ পিতৃহৃদ্যালেগঃ ॥ ৫৪  
বীর হনুমান তাঁর পিতার মতোই পরাক্রমী এবং  
ক্রতগামী। তিনি সূর্যপথ আশ্রয় নিয়ে অরুণোদয়ে  
ক্রতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

জবেন মহতা যুক্তো মারুতির্ভীমঃ ॥ ৫৫  
জগাম হরিশাদূলো দিশঃ শকেন নাশয়নুঃ ॥ ৫৬  
বানরবীর পবনপুত্র হনুমান অত্যন্ত ক্রোধের  
চতুর্দিক প্রকম্পিত করে গর্জন করতে করতে এগিয়ে  
চলেছিলেন।

শ্মরঞ্জাঘবতো বাক্যং মারুতির্ভীমবিক্রমঃ  
দদর্শ সহসা চাপি হিমবন্তং মহাকপি ॥ ৫৭  
মহাপরাক্রমী হনুমান জাম্ববানের কথা শ্রবণ করত  
করতেই সহসা হিমালয় পর্বত দর্শন করলেন।

নানাপ্রবণোপেতং বহুকন্দরনির্মমঃ।  
শ্বেতাজ্জায়সংকটৈঃ শিখরৈশ্চারণ্যনৈঃ  
শোভিতং বিবিধৈবৃক্ষরসমং পর্বতৈরমমং ॥ ৫৮  
সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতে শোভা লাভ করেছে নানাবিধ বৃক্ষ,  
প্রসবণ, কন্দর, বর্ণা। শ্বেত মেঘের রাজি শৃঙ্গগুলিকে  
তুলেছে সুমনোহর।

স তং সমাসাদ্য মহানগরং-

মতিপ্রবৃদ্ধোত্তমহেমশূকম্  
পুণ্যানি মহাপ্রমাদি  
সুরধিসজ্যোত্তমসেবিতানি

পর্বতশ্রেষ্ঠের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটিকে সুবর্ণময় দেখাচ্ছিল।  
সেখানে তিনি দেখতে পেলেন পবিত্র আশ্রমসমূহ - শ্রেষ্ঠ  
ব্রহ্মকোশঃ ব্রহ্মতালয়ঃ চ

শতশলয়ঃ সন্দ্রপারপ্রমোক্ষম্।  
ব্রহ্মশিরশ্চ দীপ্তঃ  
দর্শনঃ দর্শনঃ

সেখানে তিনি দেখতে পেলেন ভগবান ব্রহ্মার স্থান,  
ব্রহ্মতালি নামক হিরণ্যগর্ভের স্থান, ইন্দ্রের স্থান,  
ত্রিপুরাসুরকে বধ করার জন্য যেখানে থেকে কল্পদেব  
স্থানিকোপ করেছিলেন, সেইস্থান। দেখলেন হস্তীবেলের  
স্থান তথা ব্রহ্মাক্স দেবতার দীপ্তিমান স্থান - এইসব দিবা  
হালের পাশাপাশি তিনি দেখলেন কৃতান্তদেবের কিঙ্করদের।  
ব্রহ্মতালয়ঃ বৈশ্রবণালয়ঃ চ

সূর্যপ্রভঃ সূর্যনিবন্ধনঃ চ।  
ব্রহ্মতালয়ঃ শঙ্করকার্মুকঃ চ  
দর্শনঃ নাভিঃ চ বসুন্ধরায়ঃ ॥ ৫০

তিনি দর্শন করলেন অগ্নিদেবের স্থান, কুবেরের  
স্থান, সূর্যতুলা উজ্জ্বল সূর্যের স্থান, চতুরানন ব্রহ্মার  
বাসস্থান, শঙ্কর মহাদেবের পিনাক নামক ধনুক এবং  
কুবেরার নাভিদেশ।  
কৈলাসমগ্রঃ হিমবচ্ছিলাঃ চ

তং বৈ ববুং কাঞ্চনশৈলমগ্রম্।  
প্রদীপ্তসর্বৌষধিসম্প্রদীপ্তঃ  
দর্শনঃ সর্বৌষধিপর্বতেজম্ ॥ ৫১

অতঃপর দেখতে পেলেন শ্রেষ্ঠ কৈলাসপর্বত,  
হিমালয় শিলা, মহাদেবের বাহন বৃষ, সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ পর্বত  
ষষভ। সর্বোপরি দেখতে পেলেন সকল ওষধির প্রভাবে  
প্রদীপ্ত সর্বৌষধি নামক শ্রেষ্ঠ পর্বত।  
স তং সমীক্ষানলরাশিদীপ্তঃ  
বিসিস্মিয়ে বাসবদূতসুনুঃ।

আশ্রুতা তং চৌষধিপর্বতেজঃ  
তদ্রৌষধীনাং বিচয়ঃ চকার ॥ ৫২

অগ্নিরাশির মতো উজ্জ্বল সেই পর্বতকে দেখে  
পদনপূত্র হনুমান অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ওষধিপূর্ণ সেই  
পর্বতরাজের ওপরে লাফিয়ে উঠে তিনি পূর্বোক্ত ওষধিগুলি

বুজতে লাগলেন।

স দ্যোজ্ঞাননহপ্রাণি সন্মতীজ মহাকপিঃ।  
মির্দৌগমিধরঃ শৈলঃ বাচেরব্যাক্তব্যজঃ ॥ ৫৩  
ময়ুৎপুঃ নহকর্কশ তনুমনা সতপ্রশোভন পদ অতিক্রম  
করেন এসে দিবা ওষধি দায়বনানী সেই পর্বতশ্রেষ্ঠে বিনোদ  
করতে লাগলেন।  
মহৌষধাত্তঃ সর্বাত্মনি পর্বতবহ্নয়ে  
নিজাম্মাখিনিম্যাম্মাঃ হতো জঘুরদর্শনম্ ॥ ৫৪

উত্তম পর্বতে অবস্থিত ওষধিসমূহ ওষধি সংগ্রহের  
জন্য প্রার্থী এসেছে জেনে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল।  
স তা মহাত্মা হনুমানপশাং-  
শৃকোপ রোগাচ্চ ক্লশঃ ননাদ।  
অমৃতামাশোহগিসমানচকু-  
মহীধরেজঃ তনুবাচ বাকম্ ॥ ৫৫

মহাত্মা হনুমান ওষধিগুলি দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত  
কষ্ট হয়ে ক্রুদ্ধভাবে ভীষণ গর্জন করতে লাগলেন, পর্বতের  
এই ধৃষ্টতা সহ্য করতে না পেয়ে তাঁর চোখ আশ্রনের মতো  
উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি পর্বতরাজকে বললেন -  
কিমেতদেবঃ সুবিনিক্তিঃ তে  
যদ্ নাঘবে নাসি কৃতানুকম্পঃ।

পশ্যাম্য মহাদেবলাভিজুতো  
বিকীর্ণমাস্ত্রানমথো নগেন্দ্র ॥ ৫৬  
'নগেন্দ্র! তুমি রামচন্দ্রের প্রতিও অনুকম্পা প্রদর্শন  
করছ না? এটাই কি তোমার সুবিবেচনা? আমার বাহুরে  
তুমি নিজেকে বিকীর্ণ অবস্থায় দেখতে পাবে।'  
স তস্য শৃঙ্গঃ সনগঃ সনাগঃ  
সকাঞ্চনঃ ধাতুসহস্রজুটম্।

বিকীর্ণকূটঃ জলিতপ্রসানুঃ  
প্রগৃহ্য বেগাৎ সহসোদ্যমাখ ॥ ৫৭  
এই বলে তিনি সবেগে হাতি, সর্প, সুবর্ণ, সহস্রবিধ  
ধাতু দ্বারা পবিপূর্ণ সেই পর্বত শৃঙ্গ উৎপাটন করলেন,  
পর্বতের উপরিভাগ প্রচ্ছলিত হয়ে উঠল।  
স তং সমুৎপাটা ধমুৎপপাত  
বিভ্রাসা লোকান্ সসূরাসুরেজ্ঞান।

সংহ্রয়মানঃ খচরৈরনৌক-  
জগাম বেগাদ্ গরুড়োদ্রবেগঃ ॥ ৫৮  
সেই পর্বতটিকে উপড়ে নিয়ে দেবতা এবং অসুর  
সহ ত্রিলোককে ভীত সন্ত্রস্ত করে তিনি আকাশে উঠে  
গরুড়ের ন্যায় তীব্র বেগে উড়ে চললেন। বহুসংখ্যক



আকাশচরী তাকে স্তুতি করতে লাগল।

স জঙ্ঘরাক্ষানমুপ্রায়  
তং জঙ্ঘরাক্ষং শিখরং প্রগৃহ্য  
বভৌ তদা জঙ্ঘরসমিকাপো

দবেঃ সমীপে প্রতিজঙ্ঘরাতঃ ॥ ৬৯

সূর্যের মতো উজ্জ্বল শৃঙ্গটি নিয়ে তিনি সূর্যের পথেই অগ্রসর হলেন। তিনি নিজেও সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। তখন সূর্যদেবের নিকটে উপস্থিত তাঁর মতোই তেজস্বী হনুমানকে দ্বিতীয় সূর্যের মতো মনে হচ্ছিল।

স তেন শৈলেন ভৃশং ররাজ  
শৈলোপমো গন্ধবহাযজ্ঞ

সহস্রধারেন নপাবকেন  
চক্রেন থে বিষ্ণুবিবার্পিতেন ॥ ৭০

বায়ুপুত্র হনুমান পর্বত হাতে নিয়ে পর্বতশৃঙ্গের মতো শোভা লাভ কবেছিলেন। সহস্রধার, অগ্নিদেব দ্বারা অর্পিত এবং চক্র দ্বারা শোভিত আকাশস্থ বিষ্ণুর মতো ছিল তাঁর শোভা।

তং বানরাঃ প্রেক্ষা তদা বিনেদুঃ

স জানপি প্রেক্ষা মূঢ়া ননাদ

তেষাং সমুৎকৃষ্টরবং নিশমা

লঙ্কালয়া ভীমতরং বিনেদুঃ ॥ ৭১

তখন তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে বানরেরা সজোরে গর্জন করতে লাগল। তিনিও তাদের দেখে আনন্দে প্রতিধ্বনি করতে লাগলেন। বানরদের এই তুমুল কোলাহল শুনে লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা ভয়ানক স্বরে চিৎকার করতে লাগল।

ততো মহাত্মা নিপপাত তস্মিন্

শৈলোত্তমে বানরসৈন্যমথো।

হর্যুত্তমেভ্যঃ শিরসাভিবাচ্য

বিভীষণং তত্র চ সম্বজে সঃ ॥ ৭২

তারপর মহাত্মা হনুমান উত্তম পর্বতটি নিয়ে ত্রিকূটে বানরসৈন্যদের মধ্যে লাফিয়ে নামলেন। অবনত মস্তকে বানরশ্রেষ্ঠদের অভিবাদন জানিয়ে তিনি বিভীষণকে আলিঙ্গন করলেন।

তাবপুভৌ

মানুষরাক্ষপুত্রৌ

তং গন্ধমাত্রায় মহৌষধীনাং।

বভূবভূতত্র তদা নিশায়া-

বৃত্তহুরনো চ হরিপ্রবীরাঃ ॥ ৭৩

সূর্যে বিশায়া বিরজাঃ কখনে

হরিপ্রবীরাচ হতাস্ত মে সুঃ।

গদ্যেন ভাসাং প্রবরৌষধীনাং

সুপ্তা নিশাভেহিন সম্প্রসূকাঃ ॥ ৭৪

অতঃপর মনুষ্যসন্তান দুই রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ মহৌষধিসমূহ আশ্রয় করে সুস্থ হয়ে উঠলেন। অন্যান্য আহত বানরবীরেরাও শল্যমুক্ত হয়ে সেল এমনকী নিহত বানরবীরেরাও বাণমুক্ত হয়ে অক্ষত শরীরে ক্ষণিকের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল। নিশাবসারে প্রাণিকুল যেমন নিদ্রাজল হয়ে উদ্ভিত হয়, শ্রেষ্ঠ ঔষধী সমূহের সুগন্ধে হতাহত বানরকুল তদনুরূপভাবে জাগরিত হল।

যদাপ্রভৃতি লঙ্কায়াঃ যুদ্ধান্তে হরিরাক্ষাঃ।

তদাপ্রভৃতি মানার্থমাজ্জয়া রাবণস্য চ ॥ ৭৫

যে হন্যস্তে রণে তত্র রাক্ষাঃ কপিকুজরৈঃ।

হতা হতাস্ত্র ক্షিপ্যস্তে সর্ব এব ভূ মাগত্রে ॥ ৭৬

লঙ্কায় যেদিন থেকে রাক্ষসদের সঙ্গে বানরদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকেই রাবণের আদেশে যুদ্ধ বানরবীরদের দ্বারা নিহত রাক্ষসসৈন্যদের দেহস্থিতি তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। রাবণের এইরূপ আদেশ দানের কারণ হল—বানরসৈন্যদের যেন ক্ষুদ্রপক্ষ অর্থাৎ রাক্ষস সৈন্যদের ক্ষয় ক্ষতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা যাতে তৈরী না হয়।

ততো

হরিগর্জবহাযজ্ঞ

তমৌষধীশৈলমুদ্রাবেগঃ

নিমায়

বেগাক্ষিমবস্ত্রমেব

পুনশ্চ রামেশ সমাজগাম ॥ ৭৭

অনন্তর প্রচণ্ড বেগবান পবনপুত্র হনুমান ঔষধী-সমূহের পর্বতটি সবেগে হিমালয় পর্বতে স্থাপিত করে পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥



পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৫)

বানরদের দ্বারা লঙ্কানগরী দহন, রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে ভরৎকর যুদ্ধ

সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।  
হনুমত্তমিদং বচঃ। ১  
বানরেশ্বর মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব আগ্রা কর্তব্য  
কোনিত কবে হনুমানকে একপ বজলেন  
হত্য কুন্তকঃ কুমারশচ নিগুদিজাঃ।  
কোনিগুনিহারঃ রাবণো দাতুমহতিঃ। ২  
কোন্ত কুন্তক এবং রাবণপুত্রা নিহত হয়ে  
হনুমান রাবণ লঙ্কাপুত্রীকে রক্ষা করার কোনো বাবস্থা  
কতে পারবে না।  
যে মহাবলাঃ সক্তি লঘবশচ প্রবজমাঃ।  
কামাতিপত্ন্যাক গৃহোক্ষাঃ প্রবগর্ভতাঃ। ৩  
এখন মহাবলশালী এবং দ্রুতগামী বানরসৈন্যরা  
ঐই মশাল হাতে নিয়ে লঙ্কায় অভিযান করুক।  
হতঃ পত আদিত্যে রৌদ্রে তস্মিন্ নিশানুখে  
গজভিন্মাঃ সোক্ষা জম্বুস্তে প্রবগর্ভতাঃ। ৪  
জনস্তর সূর্য্যোজের পরে ভয়ানক রাত্রে শ্রেষ্ঠ  
কোন্তবীৰগণ মশাল নিয়ে লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করল।  
কোন্তবীৰগণৈঃ সর্বতঃ সমভিজ্ঞতাঃ।  
কোন্তবীৰগণৈঃ সর্বতঃ সমভিজ্ঞতাঃ। ৫  
মশালদারী বানরেরা সবদিক থেকে আক্রমণ করলে  
কিটলোচন দাররক্ষকেরা সহসা পলায়ন করল।  
শোণুরাটপ্রতোলীষু চর্যাসু বিবিধাসু চ।  
গ্রাসদেহু চ সংহৃষ্টাঃ সসৃজন্তে হতশনম্। ৬  
উৎফুল্ল বানরেরা বহির্দার, অট্টালিকা, রাজপথ,  
লিপথ এবং প্রাসাদসমূহে আগুন লাগিয়ে দিল।  
তোং গৃহসহস্রাণি দদাহ হতভুক্ তদা।  
প্রাসাদাঃ পর্বতাকারাঃ পতন্তি ধরণীতলে। ৭  
রাক্ষসদের হাজার-হাজার গৃহ আগুনে ভস্মীভূত  
হল, পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ প্রাসাদগুলি ভূপতিত হতে  
লাগল।  
অগুরুদহাতে তত্র পরং চৈব সুচন্দনম্।  
মৌক্তিকা মণয়াঃ শিঙ্খা বজ্রং চাপি প্রবালকম্। ৮  
পূরীর অভ্যন্তরস্থ কোথাও অগুরু কোথাও বা উত্তম  
চন্দকাঁঠ, মণি, মুক্তা, শিঙ্খ রত্নবাজি, হীরা এবং প্রবাল

দধা হতে লবণা।

কৌমং চ দহাতে তত্র কৌশেয়ং চাপি শোভনম্  
আসিকং নিমিঃ পৌর্ণং কাশ্যনং অগ্রমাসুশম্। ৯  
বৈশদীপ্ত, অত্রিসুন্দর পট্টবস্ত্রসমূহ, মেঘলোম দ্বারা  
প্রস্তুত উত্তম কাপড়, নানানিধি বস্ত্র, সূর্য্যকাল তথা অস্ত্র  
শস্ত্রসমূহ দধা হতে লবণ।

নানাবিকৃতসংস্থানঃ বজ্রিভাণ্ডপরিচ্ছদন।

গজাইবোলাকক্ষাশচ বগজাশ্চ সংস্থতান্। ১০

অগ্নদের নানাবিধ অলংকার, উপকরণ (জিন  
প্রভৃতি) হাতিদের কষ্টভূষণ, অবস্থানশালা, বগ ও বগের  
বহুবিধ উপকরণ সবকিছুই অগ্নিদগ্ন হতে লাগল।

তনুত্রাণি চ বোধানাং হস্তাশ্চানাং চ বর্ম চ।

বজ্রা ধনুঃশি জ্যাবাণাশ্চোমরাঙ্কুশশস্ত্রাঃ। ১১

রোমজং বালজং চর্ম ব্যাজং চাকুজং বহু।

মুক্তমণিবিচিত্রাংশচ প্রাসাদাংশচ সমন্ততঃ। ১২

বিবিধানস্তসংঘাতানগ্নিদগ্নিত তত্র বৈ।

যোদ্ধাদের কবচ তথা হস্তী, অস্ত্রসমূহের দেহের  
বর্ম, খড়্গ, ধনুক, জ্যা, বাণ, তোমর, অক্ষুশ, শক্তি,  
রোমজাত দ্রব্য (কম্বল প্রভৃতি) কেশজাত দ্রব্য (চামর আদি)  
ব্যাঘ্র চর্মজাত (আসনাদি দ্রব্য) অশ্বজ্ঞ অর্থাৎ কস্তুরী প্রভৃতি  
দ্রব্য, বিবিধ মণিমুক্তাবচিত প্রাসাদসহ নানাবিধ অস্ত্রসমূহ  
অগ্নিদগ্ন হয়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

নানাবিধান্ গৃহাংশ্চিত্রান্ দদাহ হতভুক্ তদা। ১৩

আবাসান্ রাক্ষসানাং চ সর্বেষাং গৃহগৃহুণাম্।

হেমচিত্রতনুত্রাণাং শ্রগুভাণ্ডরথারিণাম্। ১৪

নানাবিধ চিত্র দ্বারা সুসজ্জিত গৃহগুলিকে অগ্নিদেব  
দগ্ন করলেন। বিচিত্র স্বর্ণবর্মভূষিত, মাল্যাদি ভূষণে  
সুসজ্জিত তথা উত্তম বসন পরিহিত গৃহসজ্জ রাক্ষসদের  
গৃহগুলি অগ্নিদগ্ন হল।

সীধুপানচোক্ষাণাং মদবিভুলগামিনাম্।

কান্তালক্ষিতবস্ত্রাণাং শত্রুসজ্জাতমন্যানাম্। ১৫

গদাশূলসিহস্তানাং খাদতাং পিবতামপি।

শয়নেষু মহাহৈমুঃ প্রসুপ্তানাং প্রিয়েঃ সহ। ১৬

ব্রতানাং গচ্ছতাং তূর্ণং পুত্রানাদায় সর্বতঃ।

তেষাং শতসংখ্যানি তদা লক্ষানিবাসিনাম্ ॥ ১৭  
অদহৎ পাবকপ্তজ জঙ্ঘাল চ পুনঃ পুনঃ

মদাপানে যাদের নেত্র চঞ্চল, সুরার প্রভাবে যাদের  
গতি হয়েছে স্থলিত, প্রেমসীরা যাদের স্থলিত বসন ধারণ  
করে আছে, যারা শত্রুদের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, যাদের  
হাতে ছিল গদা, শূল এবং তরবারি, যারা পান ভোজনে  
মত্ত, যারা মহামূল্যবান শয়্যায় প্রিয়জনের সান্নিধ্যে  
নিদ্রিত, যারা ভীতভাবে সন্তান কোলে দ্রুতবেগে পলায়ন  
করছিল এইরূপ লক্ষ লক্ষ লক্ষ্যবাসীকে ভয়ভূত করে  
অগ্নি পুনঃ পুনঃ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

সারবত্তি মহার্হণি গম্ভীরগুবত্তি চ ॥ ১৮  
হেমচক্রার্হচক্রানি চক্রশালোন্নতানি চ  
তত্র চিত্রগবাক্ষানি সাখিষ্ঠানানি সর্বশঃ ॥ ১৯  
মণিবিক্রমচিহ্নানি স্পৃশস্তীৰ দিবাকরম্  
ক্রৌঞ্চবর্হিগবীণানাং ভূষণানাং চ নিঃস্থলৈঃ ॥ ২০  
নাদিতানাচলাভানি বৈশ্বান্যগ্নির্দদাহ সঃ

মূল্যবান, স্বর্ণনির্মিত অর্ধচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র শোভিত  
সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ, চক্রশালা, প্রাসাদশীর্ষে অবস্থিত  
কক্ষসমূহ, বিচিত্র গবাক্ষসমূহ যাদের শোভাবর্ধন করেছে,  
যেখানে সর্বত্র মূল্যবান আসনসমূহ (শয়ন এবং  
উপবেশনের জন্য বস্কিত) প্রবালাদি রক্তসুসজ্জিত  
সূর্যস্পর্শী সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ, যে স্থান ক্রৌঞ্চ এবং  
ময়ূরের কলতানে মুখরিত ছিল, যেখানে ধ্বনিত হত বীণা  
এবং অলঙ্কারের শিঞ্জন—সেইসকল পর্বততুল্য সুউচ্চ  
প্রাসাদগুলিও অগ্নিদগ্ধ হতে লাগল।

জ্বলনেন পরীতানি তোরণানি চকাশিরে ॥ ২১  
বিদ্যুত্তিরিব নদ্যানি মেঘজালানি ঘর্মণে ॥

লক্ষ্যপূরীর অগ্নিবোষ্টিত তোরণগুলিকে যেন  
গ্রীষ্মকালের বিদ্যুৎজ্বালামণ্ডিত মেঘের মতো প্রতিভাত  
হচ্ছিল।

জ্বলনেন পরীতানি গৃহানি প্রচকাশিরে ॥ ২২  
দাবাগ্নিদীপ্তানি যথা শিখরানি মহাগিরেঃ ॥

অগ্নি পরিবেষ্টিত গৃহগুলি দাবাগ্নিবোষ্টিত সুউচ্চ  
পর্বতমালার শিখরসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করেছিল।

বিমানেবু প্রসুপ্তাশ্চ দহ্যমানা বরাজনাঃ ॥ ২৩  
তাজ্জাতরণসংযোগা হাহেভ্যচৈর্বিচুক্রুশঃ ॥

সুউচ্চ প্রাসাদে নিদ্রিতা সুন্দরীরা নিজেদের অগ্নিদগ্ধ

হতে দেখে তাদের অলংকারসমূহ ফেলে দিতে দিতে হায়  
হায় করে চিৎকার করতে লাগল।

তত্র চাগ্নিপরীতানি নিপেতুর্ভবনান্যপি ২৪  
বজ্রিবজ্রহতানীৰ শিখরানি মহাগিরেঃ

অগ্নিকবলিত গৃহগুলি দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্যমাতে  
আহত সুউচ্চ শৈলশিখরগুলির ন্যায় ভূতলশায়ী হচ্ছিল।

তানি নির্দহ্যমানানি দূরতঃ প্রচকাশিরে ॥ ২৫  
হিমবচ্ছিখরাণীৰ দহ্যমানানি সর্বশঃ ॥

দহ্যমান গগনচুম্বী প্রাসাদগুলিকে দূর থেকে দগ্ধ  
হিমালয় পর্বতের মতো দেখাচ্ছিল।

হর্য্যগ্রৈর্দহ্যমানৈশ্চ জ্বালাপ্রজ্জ্বলিতৈরিপি ২৬  
রাত্রৌ সা দৃশ্যতে লক্ষা পুষ্টিপতৈরিব কিংস্তকৈঃ

দহ্যমান অট্টালিকাসমূহের অগ্নিশিখা একসঙ্গে  
প্রজ্বলিত হয়ে উর্ধ্বমুখে স্থূলিঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করছিল। তা দেখে  
রাত্রিবেলায় লক্ষ্যপূরীকে উজ্জ্বল গলাশ ফুলের দ্বারা শোভিত  
মনে হচ্ছিল।

হস্তাধাষ্টকৈর্গজৈর্মুক্তৈর্মুক্তৈশ্চ তুরগৈরিপি ২৭  
বভূব লক্ষা লোকাশ্চে ভ্রান্তগ্রাহ ইবার্ণবঃ ॥

হস্তীর অধাষ্টক সেগুলিকে মুক্ত করেছিল। অশ্বগুলি  
মুক্তিলাভ কবেছিল। বিভ্রান্ত পলায়মান এইসব পশুগুলিকে  
দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রলয়কালে মহাসাগরের জলজন্তু  
উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

অশ্বং মুক্তং গজো দৃষ্টা কচিদ্ ভীতোহপসপতি  
ভীতো ভীতং গজং দৃষ্টা কচিদশ্বো নিবর্ততো ॥ ২৮

কোথাও মুক্ত অশ্বকে দেখে হাতি ভীত শক্তিও হির  
পলায়ন করছিল আবার কোথাও সন্ত্রস্ত হাতিকে দেখে  
ঘোড়া পলায়ন কবেছিল।

লক্ষ্যাং দহ্যমানায়াং শুশুভে চ মহোদধিঃ ॥ ২৯  
জ্বায়াসংস্কৃতসলিলো লোহিতোদ ইবার্ণবঃ ॥ ৩০

জ্বলন্ত লক্ষ্যপূরীর প্রতিবিশ্ব সমুদ্রের জলে পতিত  
হওয়ায় মহাসমুদ্রকে লোহিত বর্ণের সাগরের মতো মনে  
হচ্ছিল।

সা বভূব মুহূর্তেন হরিভিদ্দীপিতা পুরী ॥ ৩১  
লোকস্যায়া ক্ষয়ে যোরে প্রদীপ্তেব বসুন্ধরা ৩২

বানরেরা আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে  
লক্ষ্যপূরীকে প্রলয়কালের কালাগ্নি কবলিত পৃথিবীর মতো  
মনে হচ্ছিল।



মলং কারসমুহ ফেলে দিতে বিবেক  
রতে লাগল।  
জানি  
শিখরাবি  
গুহগুলি  
দেবরাজ ইন্দের  
খরগুলির ন্যায় কৃতলশী  
নি  
দূরতঃ  
দহমানানি  
প্রাসাদগুলিকে দূর থেকে  
দেখাচ্ছিল।  
জ্বালাপ্রজলিতেনি।  
পুষ্টিপতৈরির কিংবদন্তি  
কাসমুহের অগ্রিশি  
ফুলিদ নিষ্কপ করছিল।  
উজ্জ্বল পলাশ ফুলের দ্বারা  
শচ  
দ্রাষ্টব্য  
এলিকে মুক্ত করেছিল।  
পলায়মান এইসব পশু  
লয়কালে মহাসাগরের জল  
কচিদ ভীতোহপসর্গতি  
কচিদশো নির্ভর  
দেখে হাতি ভীত শব্দ  
কাথাও সমুদ্র হস্তিক  
শতে চ মহোদ  
সাহিত্যে  
বিবিস্ব সমুদ্রের জলে  
চ বর্ণের সাগরের মতো  
হরিভীপিত  
প্রদীপ্ত  
যে দেওয়ান মুহুর্ত  
পাণি কবলিত পৃথিবী

ধুমেন ব্যাপ্তসোচ্চবিনেদুঃ।  
জ্বলন্তপসা শুশ্রবে পতযোজনম্। ৩১  
কুলে আচ্ছাদিত, অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে  
বানরজা মারীদের ককণ ক্রন্দনধ্বনি শত যোজন দূর  
যে শোনা যাচ্ছিল।  
বানরকল্যাণরান্ রাক্ষসান্ নির্গতান্ বহিঃ,  
ব্যাপ্তপতি শ্ম হরয়োহথ যুযৎসবঃ। ৩২  
কেসব রাক্ষসের শরীর অত্যন্ত দক্ষ হয়েছে তারা  
জ্বর বেরিয়ে এলে যুদ্ধকারী বানবেরা সহসা লাফিয়ে  
হলে আক্রমণ করছিল।  
বানরাণাং চ রাক্ষসানাং চ নিঃস্বনম্  
শিলা ল সমুদ্রং চ পৃথিবীং চ বানাদয়ঃ। ৩৩  
কানবদের গর্জন আর রাক্ষসদের আর্তনাদে সমুদ্র-  
পৃথিবীসহ দশদিক যেন আলোড়িত হচ্ছিল।  
বিশালো চ মহাশ্বানো তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ,  
জগজ্জৌ জগহতুস্তে উভে ধনুযী বরে। ৩৪  
ইতিমধ্যে মহাশ্বা দুই ভাই রাম লক্ষ্মণ শল্যযুক্ত হয়ে  
কবচিনিতভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধনুক হাতে তুলে নিলেন।  
জতো বিষ্ণুহারয়ামাস রামশচ ধনুরুত্তমম্।  
বহু তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং ভয়াবহঃ। ৩৫  
শ্রীরামচন্দ্র তাঁর উত্তম ধনুকে টংকার দিলেন, তার  
হল যে তুমুল শব্দ হল রাক্ষসেরা তাতে ভীত হয়ে পড়ল।  
জশোভত তদা রামো ধনুর্বিষ্ণুহারয়ন্ মহৎ,  
জগবানি সংক্রুদ্ধো ভবো বেদময়ঃ ধনুঃ। ৩৬  
রামচন্দ্র যখন তাঁর বিশাল ধনুক আকর্ষণ করেছিলেন  
তখন তিনি বেদময় নামক ধনুকধারী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভগবান  
মহাদেবের মতো শোভা লাভ করেছিলেন (ত্রিপুরাসুর  
বধের সময় তার ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান শঙ্কর এরূপ  
দৃষ্টিধারণ করেছিলেন)।  
ঈশ্বরঃ বানরাণাং চ রাক্ষসানাং চ নিঃস্বনম্,  
জাশক্তাবুভৌ শব্দাবতি রামস্য শুশ্রবে। ৩৭  
বানরদের কলরব এবং রাক্ষসদের আর্তনাদ—উভয়  
শব্দকেই অতিক্রম করে গেল শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের টংকার  
ধ্বনি।  
বানরোদঘৃষ্টবোষশ্চ রাক্ষসানাং চ নিঃস্বনঃ।  
জাশক্তাশ্চ রামস্য ভয়ং ব্যাপ দিশো দশ। ৩৮  
বানরদের গর্জন, রাক্ষসদের কোলাহল এবং

শ্রীরামের ধনুক-টংকার — এই ত্রিবিধ শব্দে দশ-দিক  
মুখরিত হয়ে উঠল।

তস্য কার্মুকনির্মুক্তৈঃ শরৈস্তৎপুরগোপুরম্।  
কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমং নিকীর্ণমডবদ্ ভূবি। ৩৯

রামচন্দ্রের ধনুক নিক্ষিপ্ত শরাদ্বারা কৈলাস  
গিরিশৃঙ্গের মতো সুউচ্চ লক্ষ্যপূরীর প্রবেশদ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ  
হয়ে ভূগত হইল।

ততো রামশরান্ পৃষ্টা নিমানেষু গৃহেষু চ।

সম্যাহো রাক্ষসেন্দ্রাণাং তুমুলঃ সমপদ্যত। ৪০

সাতমহা ভবনে তথা সাধারণ গৃহে শ্রীরামের বাণ  
নিক্ষিপ্ত হতে দেখে বীর রাক্ষসেরা ভয়ানক যুদ্ধের জন্য  
প্রস্তুত হল।

তেষাং সমহমানানাং সিংহনাদং চ কুব্জতাম্।

শবরী রাক্ষসেন্দ্রাণাং রৌদ্রীব সমপদ্যত। ৪১

বর্ম-অস্ত্রে সজ্জিত হতে হতে গর্জনরত  
রাক্ষসবীরদের তুমুল কোলাহলে সেই রাত্রি তখন  
কালরাত্রির মতো হয়ে উঠল।

আদিষ্টা বানরেন্দ্রাশ্চ সুগ্রীবো মহাশ্বন।

আসন্নঃ দ্বারমাসাদ্য যুধ্যস্বং চ প্লবদমাঃ। ৪২

বানররাজ মহাশ্বা সুগ্রীব বানরবীরদের আদেশ  
দিলেন — ‘বানরবীরগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী  
দ্বারে থেকে যুদ্ধ করো।

যশচ বো বিতথং কুর্য্যৎ তত্র তত্রাপুপস্থিতঃ।

স হস্তব্যোহভিসম্প্লুত্যা রাজশাসনদুষকঃ। ৪৩

‘তোমাদের মধ্যে যারা যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হয়েও  
আমার আদেশ পালন করবে না, তারা রাজা দেশ লজ্জিত  
করায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।’

তেষু বানরমুখ্যেষু দীপ্তোজ্জ্বলপাণিষু।

হিতেষু দ্বারমাশ্রিত্য রাবণং ফ্রেষ্য আবিশৎ। ৪৪

সুগ্রীবের আঞ্জানুসারে বানরযুগ্মপতিগণ হাতে  
উজ্জ্বল মশাল নিয়ে নগরদ্বারগুলিতে স্থিত হলে রাবণ  
অত্যন্ত কুপিত হলেন।

তস্য জ্জ্বিতবিক্ষেপাদ্ ব্যামিশ্রা বৈ দিশো দশ।

রূপবানি রুদ্ধস্য মনুর্গার্গ্রেদদ্যত। ৪৫

তিনি জ্বলন্ত আগ করে (হাই তুলে) তাঁর অঙ্গগুলিকে  
সঞ্চালিত করলেন, (আড়মোড়া ভাঙলেন) তার ফলে  
দশদিক ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁর শরীর ছিল ক্রুদ্ধ



কালক্রদের শরীরের মতো।

স কুন্তঃ চ নিকুন্তঃ চ কুন্তকর্ণাঙ্গজাবুভৌ।

প্রেথয়ামাস সংক্রুদ্ধো রাক্ষসৈর্বভিঃ সহ। ৪৬

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কুন্তকর্ণের দুই পুত্র কুন্ত এবং নিকুন্তকে বহু সংখ্যক রাক্ষসসহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন।

যুপাক্ষঃ শোণিতাক্ষচ প্রজজ্ঞঃ কম্পনন্তথা।

নির্যমুঃ কৌন্তকর্ণিজ্যঃ সহ রাবণশাসনাৎ॥ ৪৭

রাবণের নির্দেশে দুই কুন্তকর্ণপুত্রের সঙ্গে যুপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজজ্ঞ এবং কম্পন যাত্রা করল।

শশাস চৈব তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ স মহাবলান্।

রাক্ষসা গচ্ছতাদৌব সিংহনাদং চ নাদয়ন্॥ ৪৮

সিংহের মতো গর্জন করে রাবণ তখন সেইসব মহাবলী রাক্ষসদের আদেশ করলেন—‘রাক্ষসগণ তোমরা এখনই যুদ্ধযাত্রা করো।’

ততস্ত চোদিতান্তেন রাক্ষসা জ্বলিতায়ুধাঃ।

লঙ্কায়া নির্যমুবীরাঃ প্রণদন্তঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৪৯

তখন রাক্ষসরাজের দ্বারা প্রেরিত হয়ে বীর রাক্ষসেরা হাতে উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বারংবার গর্জন করতে কবতে লঙ্কাপুরী থেকে নির্গত হল

রাক্ষসাং ভূষণহাতিভাভিঃ স্বাভিষ্ট সর্বশঃ।

চক্রুস্তে সপ্রভং বোম হরয়শ্চাগ্নিভিঃ সহ। ৫০

রাক্ষসদের নিজেদের প্রভায় এবং অলংকারের উজ্জ্বলো তথা বানরদের মশালের আগুনে সেই স্থানের আকাশ পরিপূর্ণরূপে প্রভাবিত (আলোকিত) হয়ে উঠল।

তত্র তারাখিপস্যাভ্য তারাণাং ভা তথৈব চ।

তমোরাভরণাভা চ জ্বলিতা দ্যামভাসয়ৎ। ৫১

সেই স্থানের আকাশ নক্ষত্রদের অধিপতি (চন্দ্র) তথা তারাদের উজ্জ্বলতায় এবং উভয় সেনার অলংকারের প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

চন্দ্রাভা ভূষণাভা চ গ্রহাণাং জ্বলতাং চ ভা।

হরিরাক্ষসসৈন্যানি ভ্রাজয়ামাস সর্বতঃ॥ ৫২

চাঁদের কিরণে, অলংকারের উজ্জ্বল্যে তথা গ্রহদের দীপ্তিতে সবদিক থেকে রাক্ষস এবং বানরসৈন্যরা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তত্র চার্বপ্রদীপ্তানাং গৃহাণাং সাগরঃ পুনঃ।

ভাভিঃ সংসক্রাসলিলচলোর্মিঃ শুভভেদহিকম্॥ ৫৩

লঙ্কায় অর্ধজ্বলিত গৃহগুলির প্রতিবিম্ব চন্দ্র সমুদ্রতরঙ্গে উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে অপরূপ শোভা ধারণ করেছিল।

পতাকাশবজসংযুক্তমুত্তমাসিপনশ্বখম্

ক্রীমানশ্বরথমাতঙ্গং নানাপত্তিসমাকুলম্॥ ৫৪

দীপ্তশূলগদাধুগপ্রাসতোমরকর্মুকম্

তদ্ রাক্ষসবলং ভীমং ঘোরবিক্রমপৌরুষম্॥ ৫৫

রাক্ষসদের সেই ভয়ানক সৈন্যবাহিনী ছিল ধরজাপতাকায় সুশোভিত। এই বাহিনীতে ছিল ভয়ানক অশ্ব, রথ, হস্তী এবং পদাতিক সৈন্য। তাদের হাতে ছিল উজ্জ্বল শূল, গদা, তরোয়াল, প্রাস, তোমর এবং ধনুক ভয়ঙ্কর সেই রাক্ষসবাহিনী ভয়ানক বিক্রম সহযোগে পৌরুষ প্রকাশিত করছিল।

দদৃশে জ্বলিতপ্রাসং কিঙ্করীশতনাদিতম্।

হেমজালাচিতভুজং বাবেষ্টিতপরশ্বখম্॥ ৫৬

ব্যায়ুর্গিতমহাশস্ত্রং বাণসংসক্তকর্মুকম্।

গন্ধমাল্যমধুসেকসন্মোদিতমহানিলম্॥ ৫৭

ঘোরং শূরজনাকীর্ণং মহাধুশরনিঃস্রবম্।

তাদের হাতে জ্বলজ্বল করছিল প্রাস নামক অস্ত্র

ধ্বনিত হচ্ছিল শত-শত নৃপুরের বঙ্কার। তাদের বাহুগুণি

স্বর্নাভরণে শোভিত, সেই হাতে ঘূর্ণিত হচ্ছিল বিশাল

অস্ত্রসমূহ, কেউ হাতে ধরে ছিল কুঠার, কেউবা ধনুকে

শরসন্ধান করছিল। (রাক্ষসেরা ছিল চন্দন ও গুণ্ডমাল্য

দ্বারা সুসজ্জিত এবং তারা মদিরা পান করেছিল) চন্দ্র

পুষ্পমাল্য এবং মদিরা গন্ধে সেই স্থানের বাতাস

আমোদিত হয়ে উঠেছিল। ভয়ানক রাক্ষস বীরদের দ্বারা

পরিব্যাপ্ত সেই রণভূমিতে তাদের ভীষণ গর্জন

মেঘগর্জনের মতো ধ্বনিত হচ্ছিল।

তদ্ দৃষ্ট্বা বলমায়াতং রাক্ষসানাং দুরাসদম্॥ ৫৮

সঞ্চবাল প্রবঙ্গানাং বলমুচ্চৈর্নাদ চ।

সেই দুর্জয় রাক্ষসবাহিনীকে আসতে দেখে

বানরসৈন্যরা চঞ্চল হয়ে উঠেঃস্বরে গর্জন করতে লাগল।

জবেনাপ্রুতা চ পুনস্তদ্ বলং রাক্ষসাঃ মহৎ॥ ৫৯

অভয়াং প্রত্যরিবলং পতঙ্গা ইব পাবকম্

পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, রাক্ষসের

সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীও তদনুরূপভাবে

সকলিলাশ্চলোর্মিঃ স্তম্ভস্তম্ভবিক্রমঃ  
বিল্লিত গৃহগুলির প্রতিবিম্ব  
রূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে অপরূপ  
মুগ্ধমাসিপরাশ্রম  
তোমরকারুকুম  
ভীমঃ ঘোরবিক্রমপৌরুষঃ  
সই ভয়ানক সৈন্যবাহিনী  
উত। এই বাহিনীতে ছিল অসং  
পদাতিক সৈন্য। তাদের হাতে  
ঘাঘাল, প্রাস, তোমর এবং  
হিনী ভয়ানক বিক্রম সহ্যে  
।।

কিঙ্করীশতমাদিত্যঃ  
ব্যাবেতিতপরাশ্রমঃ  
রাণসংসজ্জকারুকুম  
তমহানিলম্  
মহাদুর্ধরনিঃকম্  
ল করছিল প্রাস নামক  
খুরের ঝড়। তাদের বহু  
হাতে ঘূর্ণিত হচ্ছিল কিং  
ছিল কুঠার, কেউ ধ  
রা ছিল চন্দন ও পুপল  
দিরা পান করেছিল। চন্দ  
ক্ষে সেই স্থানের রক্ত  
য়ানক রাক্ষস বীরদের  
তাদের ভীষণ  
হল।

কসানাং দুরসম্মাঃ  
দমুচৈর্নাদ  
নীকে আসতে  
রে গর্জন করতে  
রক্ষসাঃ মহা  
ইব পাবক

যুদ্ধকাণ্ডে রাক্ষসদের মধ্যে লাক্ষ্মীয়ে অগ্রসর হল  
ভুজপরাশ্রমব্যাটপরিঘাশনি। ৬০  
বলং শ্রেষ্ঠঃ ভূয়াঃ পরমশোভত।  
রাক্ষস সৈনিকদের হাতে পরিঘ এবং অশনি নামক  
স্তম্ভস্তম্ভ হতে লাগল। রাক্ষসদের সেই শ্রেষ্ঠ বাহিনীকে  
এতদ সুন্দর দেখাচ্ছিল।  
ইবোৎপেতুর্হরয়োহথ যুযৎসবঃ। ৬১  
মুষ্টিভিষ্ণু নিশাচরান্  
তখন যুদ্ধকামী বানরেরা উদ্গমের মতো হয়ে বৃক্ষ,  
প্রস এবং মুষ্টিঘাতের দ্বারা প্রহার করতে লাগল।  
ইবোৎপেতুর্হরয়োহথ যুযৎসবঃ। ৬২  
নিশাচরান্  
এইভাবে ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষসেরাও তাদের  
ক্রীড়াবলের সম্মুখে আগত বানরদের মস্তক ছিন্ন করতে  
লাগল।

মুষ্টিভিষ্ণুনিমন্তকাঃ।  
লানৈর্হতকর্ণাচ্চ  
নিলাপ্রহারভাঙ্গা  
রাক্ষসেরাও বানরদের দস্তাঘাতে হত কর্ণ ও  
মুষ্টিঘাতে ছিন্ন-মস্তক হয়ে গেল। শিলার আঘাতে ভগ্ন অঙ্গ  
নির্থে বিচরণ করতে লাগল।  
ইবোৎপেতুর্হরয়োহথ যুযৎসবঃ। ৬৩  
প্রবানভিত্তো জঘুর্ঘোররূপা নিশাচরাঃ। ৬৪  
এইভাবে ভয়ানক রূপধারী রাক্ষসেরাও প্রধান প্রধান  
বানরদের নিজ নিজ তীক্ষ্ণ-তরবারি দ্বারা আঘাত করতে  
লাগল।

জঘানান্যঃ পাতয়ন্তমপাতয়ৎ।  
জঘর্হান্যো দশস্তমপরোহদশৎ। ৬৫  
একজন যোদ্ধা অপর যোদ্ধাকে মারতে এলে অন্য  
এক বীর যোদ্ধা তাকে মারতে আসছিল। একে অপরকে

ধরাশায়ী করতে উদাত্ত হলে অন্যজন তাকে ধরাশায়ী  
করাছিল। কেউ কাউকে নিন্দা করলে অন্যজন এসে  
নিন্দাকারীকে নিন্দা করছিল একে অপরকে দংশন করতে  
(কামড়াতে) গেলে অন্যজন এসে দংশনকারীকেই দংশন  
করতে লাগল।

দেহীতান্যো দদাতান্যো দদামীত্যপরঃ পুনঃ।  
কিং ক্রেশয়সি তিষ্ঠেতি তত্রান্যোন্যং বভাষিরে। ৬৬  
একজন যুদ্ধকামনার অন্যজনের প্রতি অগ্রসর হলে  
অপরজন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে। একে  
অপরকে বলছে—‘দাঁড়াও! তুমি কেন কষ্ট করছ?’  
বিপ্রলম্বিতশস্ত্রং চ বিমুক্তকবচাযুধম্।  
সমুদাতমহাপ্রাসং মুষ্টিশূলসিকুলম্। ৬৭  
প্রাবর্তত মহারৌদ্রং যুদ্ধং বানররক্ষসাম্।  
বানরান্ দশ সপ্তেতি রাক্ষসা জঘুরাহবে। ৬৮  
রাক্ষসান্ দশ সপ্তেতি বানরাশ্চাতাপাতয়ন্।

তখন বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ  
লেগে গেল। অস্ত্র-শস্ত্র হাতিয়ার হস্তচ্যুত হতে লাগল। বর্ম  
ছিন্ন হয়ে গেল। মহাপ্রাস, মুষ্টি, শূল, তরবারি প্রভৃতির  
প্রহারে, অস্ত্রাঘাতে যোদ্ধাদের কেশবাজিসহ মস্তক ছিন্ন  
হতে লাগল। এক-একজন রাক্ষস একসাথে দশ-দশ বা  
সাত-সাতজন বানরদের একসাথে বধ করছিল এবং  
তদনুরূপ যুদ্ধে একসঙ্গে সেই সংখ্যক রাক্ষসদের বধ  
করছিল।

বিপ্রলম্বিতশস্ত্রং চ বিমুক্তকবচাযুধম্।  
বলং রাক্ষসমালম্ব্য বানরাঃ পর্যবারয়ন্। ৬৯  
রাক্ষসদের বস্ত্র উন্মোচিত হয়ে গেল। তাদের খবজা  
এবং কবচ বিদীর্ণ হয়ে গেল। রাক্ষস সৈন্যদের নিবৃত্ত  
করে বানর সৈন্যদল তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে  
ফেলল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ৭৫ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ৭৫ ॥



## ষট্‌সপ্ততমঃ সর্গঃ (৭৬)

অঙ্গদের দ্বারা কম্পন এবং প্রজ্ঞেয়র, ত্রিবিদের দ্বারা শোণিতাক্ষর,  
মৈশ্বেদর দ্বারা যুগাক্ষর ও সুগ্রীবের দ্বারা কুণ্ডের বধ

প্রবৃত্তে সংকুলে তন্মিন্ যোনে বীরজগক্ষমো।

অঙ্গদঃ কম্পনঃ বীরমাসাদ রণোৎসুকঃ ॥ ১

বীরজনেদের বিনাশকাৰী সেই উমানক যুদ্ধে  
উৎসাহী হয়ে বীর অঙ্গদ রাক্ষসবীর কম্পনের মুখোমুখি  
হল।

আহুয় সোহৃদদঃ কোপাৎ তাড়য়ামাস বেগিতঃ।

গদয়া কম্পনঃ পূর্বঃ স চচাল ভৃশাহতঃ ॥ ২

কম্পন ক্রোধপূর্ণভাবে অঙ্গদকে আহ্বান কবে  
সবেগে গদা দিয়ে আঘাত করলে অঙ্গদ গভীরভাবে আহত  
হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী চিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ।

অর্দিতঞ্চ প্রহারেণ কম্পনঃ পতিতো ভূবি। ৩

তখনই তেজস্বী বীর অঙ্গদ সহসা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে  
একটি পর্বতশিখর তুলে নিক্ষেপ করলে তার আঘাতে  
আহত হয়ে কম্পন ভূতলশায়ী হল।

ততস্ত্ব কম্পনঃ দৃষ্ট্বা শোণিতাক্ষো হতঃ রণে।

রথেনাভাপতৎ ক্ষিপ্রং তত্রাঙ্গদমভীতবৎ ॥ ৪

যুদ্ধে কম্পনকে নিহত হতে দেখে শোণিতাক্ষ দ্রুত  
রথে আরোহণ করে নির্ভীকভাবে অঙ্গদের প্রতি খাবিত  
হল।

সোহৃদদঃ নিশিতৈর্বাণৈস্তদা বিব্যাধ বেগিতঃ।

শরীরদারণৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কালাগ্নিসমনিগ্রহৈঃ ॥ ৫

অতঃপর সে শরীর বিদীর্ণকারী, কালাগ্নিতুল্য সূতীক্ষ্ণ  
বাণ দিয়ে অঙ্গদকে সবেগে বিদ্ধ করল।

ক্ষুরক্ষুরপ্রনারাটৈর্চর্বৎসদন্তৈঃ

শিলীমুখৈঃ।

কর্ণিশল্যাবিপাঠৈশ্চ বহুভির্নিশিতৈঃ।

অঙ্গদঃ প্রতিবিদ্ধাক্ষো বালিপুত্রঃ প্রতাপকান্।

ধমুরগ্রঃ নথং বাণান্ হমর্দ তরসা বলী ॥ ৬

তার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি—ক্ষুর<sup>(১)</sup>, ক্ষুণ্ড<sup>(২)</sup>,  
নারাট<sup>(৩)</sup>, বৎসদন্ত<sup>(৪)</sup>, শিলীমুখ<sup>(৫)</sup>, কর্ণী<sup>(৬)</sup>, শল্য<sup>(৭)</sup>,  
বিপাঠ<sup>(৮)</sup> এবং বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণে মহাপ্রতাপবান  
বালীপুত্র অঙ্গদের সারা শরীর নিদারুণভাবে বিদ্ধ হলে

সেই মহাবলশালী বীর অঙ্গদ অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সহিত  
রাক্ষসের রথ, তরংকর ধনুক, বাণসমূহ ধ্বংস করল।

শোণিতাক্ষস্ততঃ ক্ষিপ্রমসিচর্ষ সমানদে

উৎপাত তদা ক্রুদ্ধো বেগবানবিচারয়ন্ ॥ ৭

অনন্তর বেগবান রাক্ষস শোণিতাক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ  
হয়ে ঢাল এবং তরোয়াল নিয়ে কোনো বিচার-বিবেচনা  
করেই লাফিয়ে পড়ল।

তং ক্ষিপ্রতরমাশ্রুত্ব পরামৃশ্যাক্ষদো বলী

করণে তস্য তং খড়্গাং সমাচ্ছিদ্য মনাদ চ ॥ ৮

বলবান অঙ্গদ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে লাফিয়ে গিয়ে  
তাকে ধরে ফেললেন এবং হাত দিয়ে তার তলোয়ার  
ছিনিয়ে নিয়ে সঙ্গেসঙ্গে গর্জন করতে লাগল।

তস্যাসফলকে খড়্গাং নিজঘান ততোহঙ্গদঃ

যজ্ঞোপবীতবচৈনং চিচ্ছেদ কপিকুণ্ডরঃ ॥ ৯

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ তার স্বরূপে সেই  
তলোয়ার দিয়ে এমনভাবে চিরে দিল, যা দেখে মনে হলে  
যেন যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছে।

তং প্রগৃহ্য মহাখড়্গাং বিনদ্য চ পুনঃ পুনঃ

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

(১) যার অগ্রভাগ নাপিতের ক্ষুরের মতো, তাকে 'ক্ষুর' বলা হয়। (২) অর্ধচন্দ্রাকার বাণকে 'ক্ষুণ্ড' বলা হয়। (৩) সম্পূর্ণভাবে লোহ দিয়ে তৈরি বাণকে 'নারাট' বলা হয়। এটির উপর থেকে নীচে সবই লোহা দিয়ে তৈরি হয়। (৪) বাহুরের দাঁতের মতো যার অগ্রভাগ সেটিকে 'বৎসদন্ত' বলা হয়। (৫) যার অগ্রভাগ 'কক্ষ' (পক্ষীবিশেষ) এর পালকের ন্যায় তাকে 'শিলীমুখ' বলা হয়। (৬) যে বাণের পার্শ্ব দুটি দিক কানের আকার সদৃশ হয় সেটিকে 'কর্ণী' বলা হয়। যার ফলা বা অগ্রভাগ বৃহদাকার সেটিকে 'শল্য' বলা হয়। কারও কারও মতে অর্ধেক নারাটকে 'শল্য' বলা হয়। কানের পাতার অগ্রভাগের ন্যায় আকারযুক্ত বাণকে 'বিপাঠ' বলা হয়।

(রামায়ণতিলক নাম গ্রন্থ থেকে)



বালিপুত্রোহভিদুহাব ব্রশশীর্ষে শরানরীন্ ॥ ১১

অতঃপর বালিপুত্র অঙ্গদ সেই বিশাল তলোয়ার নিয়ে  
বালপুত্র গর্জন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগে  
বালপুত্রের প্রতি ধাবিত হল।

ব্রহ্মসহিতো বীরো যুপাক্ষস্ত ত্রাতো বলী।

ব্রহ্মসহিত্যে ত্রুক্ষো বালিপুত্রঃ মহাবলম্ ॥ ১২

বলবান বীর যুপাক্ষ প্রজজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে  
মহাবলশালী বালিপুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হল।

জয়সীং তু গদাং গৃহ্য স বীরঃ কনকাদদঃ।

শোণিতাক্ষঃ সমাশ্রয়া তমেবানুপপাত হ। ১৩

ইতিমধ্যে সোনার কড়া ধারণকারী বীর শোণিতাক্ষ  
আগ্রহ করে (নিজে একটু সামলে নিয়ে) লৌহনির্মিত  
গদা নিয়ে অঙ্গদকে অনুসরণ করল।

প্রজজ্ঞঃ মহাবীরো যুপাক্ষসহিতো বলী।

ব্রহ্মসহিত্যে ত্রুক্ষো বালিপুত্রঃ মহাবলম্ ॥ ১৪

এদিকে যুপাক্ষের সঙ্গে বলবান মহাবীর প্রজজ্ঞ ত্রুক্ষ  
হয়ে মহাবলশালী বালিকুমারকে গদা নিয়ে আক্রমণ করল।

জয়মথো কপিশ্রেষ্ঠঃ শোণিতাক্ষপ্রজজ্ঞয়োঃ।

বিশাখ্যৈর্মহাগতঃ পূর্ণচন্দ্র ইবাবভৌ ॥ ১৫

প্রজজ্ঞ এবং শোণিতাক্ষ — এই দুই রাক্ষসবীরের  
মধ্যে বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বিশাখানক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত  
চক্রব ন্যায় শোভা লাভ করছিল।

অঙ্গদঃ পরিরক্ষতৌ মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।

জস্য তহুতুরভ্যাশে পরম্পরদিদৃক্ষ্য ॥ ১৬

তখন অঙ্গদকে রক্ষা করার জন্য দ্বিবিদ এবং মৈন্দ  
নামক বানরদ্বয় তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ প্রতি  
যোদ্ধার অনুসন্ধান করতে লাগল।

অভিপেতুর্মহাকায়াঃ প্রতিযন্তা মহাবলাঃ।

রাক্ষসা বানরান্ রোষাদসিবাণগদাধরাঃ ॥ ১৭

ইতিমধ্যে মহাবলশালী, বিশালকায় রাক্ষসেরা  
তলোয়ার, বাণ এবং গদা নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে  
বানরদের আক্রমণ কবল।

জয়াপাং বানরেজ্রাপাং ত্রিভী রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ।

সংসজ্ঞানাং মহদ্ যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্ ॥ ১৮

তিন বানর সেনাপতির সঙ্গে তিনজন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসের

সংঘর্ষে ভয়ানক, রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তে হু বৃক্ষান্ সমানায় সম্প্রচিক্ষিপুহবে।

খড়্গেন প্রতিচিক্ষেপ তান্ প্রজজ্ঞো মহাবলঃ ॥ ১৯

যুদ্ধক্ষেত্রে বানরেরা বৃক্ষ নিয়ে রাক্ষসদের উপর  
নির্দোষ করলে মহাবলী প্রজজ্ঞ তলোয়ার দিয়ে সেই  
বৃক্ষগুলিকে গুণ্ডিত করল।

প্রধানস্থান্ ক্রমাইজ্ঞানান্ প্রতিচিক্ষিপুহবে।

শরৌঘৈঃ প্রতিচিচ্ছেদ তান্ যুপাক্ষো মহাবলঃ ॥ ২০

বানরেরা রথ এবং অস্ত্রের উপরে গাছ, শৈলশৃঙ্গ  
নির্দোষ করতে লাগলে মহাবলশালী যুপাক্ষ শরক্ষেপণ  
করে সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে দিল।

সৃষ্টান্ দ্বিবিদমৈন্দোভ্যাং ক্রমানুপাটী বীৰ্যবান্।

বভৃজু গদয়া মধ্যে শোণিতাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ২১

দ্বিবিদ এবং মৈন্দের নিক্ষিপ্ত বৃক্ষগুলিকে বীৰ্যবান  
এবং প্রতাপবান শোণিতাক্ষ গদার আঘাতে ভেঙে ফেলল।

উদায়া বিপুলং খড়্গাং পরমর্মবিদারণম্।

প্রজজ্ঞো বালিপুত্রায় অভিদুহাব বেগিতঃ ॥ ২২

শত্রুর মর্মবিদারক এক বিশাল তলোয়ার নিয়ে  
প্রজজ্ঞ বালিপুত্র অঙ্গদের প্রতি সবগে ধাবিত হল।

তমভ্যাশগতং দৃষ্ট্বা বানরেজ্রো মহাবলঃ।

আজঘানাশ্বকর্ণেন ক্রমেণাতিবলন্তদা ॥ ২৩

বাছং চাস্য সনিক্তিং শমাজঘান স মুষ্টিনা।

বালিপুত্রস্য ঘাতেন স পপাত ক্ষিতাবসিঃ ॥ ২৪

তাকে নিকটে আসতে দেখে অতি বলশালী  
বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ অশ্বকর্ণ নামক বৃক্ষ দ্বারা আঘাত করল।

একইসঙ্গে তার তলোয়ারধারী হাতে একটি মুষ্টিয়াঘাত করলে  
বালিপুত্রের সেই আঘাতে তলোয়ারটি মাটিতে পড়ে গেল।

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ খড়্গাং মুসলসমিভম্।

মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বজ্রকল্পং মহাবলঃ ॥ ২৫

মুঘল-তুল্য সেই তলোয়ারকে ভূপতিত হতে দেখে  
মহাবলী প্রজজ্ঞ তার বজ্রতুল্য মুষ্টি উদাত করে সঞ্চালন  
করতে লাগল।

স ললাটে মহাবীর্যমঙ্গদং বানরর্ষভম্।

আজঘান মহতেজাঃ স মুহূর্তং চচাল হ ॥ ২৬

সেই মহতেজসী রাক্ষস বানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর

অঙ্গদের ললাটে সজোরে একটি মুষ্টিঘাত করলে অঙ্গদ  
মুহূর্তের জন্য বিচলিত হল।

স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।

প্রজ্ঞস্য শিরঃ কায়াৎ পাতয়ামাস মুষ্টিনা॥ ২৭

তেজস্বী, প্রতাপবান বালিপুত্র অঙ্গদ মুহূর্তকালের  
মধ্যেই সুস্থির হয়ে একটি ঘুসি মারলে তার মস্তক দেহ  
থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

স যুপাক্ষোহশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পিতৃব্যো নিহতে রণে।

অবরুদ্ধা রথাৎ কিপ্রং কীণেশুঃ খড়্গমাসদে॥ ২৮

যুদ্ধে পিতৃব্যকে নিহত হতে দেখে যুপাক্ষের  
অক্ষিযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। শরসমূহ নিঃশেষ হওয়ায়  
সে দ্রুত রথ থেকে অবতরণ করে তলোয়ার গ্রহণ  
করল।

তামপতন্তঃ সস্ত্রেক্ষ্য যুপাক্ষং দ্বিবিদম্বরন্।

আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো জগ্রাহ চ বলাদ্ বলী॥ ২৯

যুপাক্ষকে আক্রমণোদ্যত দেখে বলশালী দ্বিবিদ ক্রুদ্ধ  
হয়ে অতিসূত্র তাকে ধরে ফেলে সজোরে তার বুকে  
আঘাত করল।

গৃহীতং স্রাতরং দৃষ্টা শোণিতাক্ষো মহাবলঃ।

আজঘান মহাতেজা বক্ষসি দ্বিবিদং ততঃ। ৩০

তাইকে আক্রান্ত দেখে মহাতেজস্বী এবং  
মহাবলশালী শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষদেশে সবলে গদা  
দিয়ে আঘাত করল।

স ততোহভিহতস্তেন চচাল চ মহাবলঃ।

উদাত্তাং চ পুনস্তস্য জহার দ্বিবিদো গদাম্॥ ৩১

মহাবলী দ্বিবিদ সেই প্রহারে সাময়িকভাবে বিচলিত  
হলে, যখন রাক্ষস তাকে পুনরায় প্রহারোদ্যত হল তখন  
বানরবীর তার গদা কেড়ে নিল।

এতশ্লিষ্মন্তরে মৈন্দো দ্বিবিদাভ্যাশমাগমৎ।

যুপাক্ষং তাড়য়ামাস তলেনোরসি বীর্যবান্। ৩২

ইতিমধ্যে পরাক্রমী বীর মৈন্দও দ্বিবিদের নিকটে  
এসে উপস্থিত হয়ে যুপাক্ষের বক্ষদেশে করতল দিয়ে প্রবল  
আঘাত করল।

তৌ শোণিতাক্ষযুপাক্ষৌ প্রবঙ্গাভ্যাং তরশ্বিনৌ।

চক্রতুঃ সমরে তীব্রমাকর্ষোৎপাটনং ভৃশম্॥ ৩৩

দুই বেগসম্পন্ন বীর রাক্ষস শোণিতাক্ষ এবং যুপাক্ষ  
দুই বানর দ্বিবিদ এবং মৈন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পর  
পরস্পরকে আকর্ষণ এবং নিক্ষেপ করতে লাগল।

দ্বিবিদঃ শোণিতাক্ষং তু বিদনার নৈখর্মুখে  
নিষ্টিপেষ্য স বীর্যেণ কিতাবাবিধ্য বীর্যবান্॥ ৩৪

বীর্যবান দ্বিবিদ নখ দিয়ে শোণিতাক্ষের মুখ চিহ্ন  
করে বলপূর্বক ভূপাতিত করল এবং সজোরে পিষে নিল।  
যুপাক্ষমতিসংক্রুদ্ধো মৈন্দো বানরপুংগবঃ।

পীড়য়ামাস বাহুভ্যাং পপাত স হতঃ ক্রিষ্টো ৩৫

আর বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে যুপাক্ষকে  
দুই বাহু দিয়ে এমন ভাবে পীড়ন করল যে সে নিশ্চল হয়ে  
মাটিতে পড়ে গেল।

হতপ্রবীরা বাখিতা রাক্ষসেচ্চমুদ্রবা।

জগামাভিমুখী সা তু কুস্তকর্ণায়জো হতঃ ৩৬

এইসব প্রমুখ বীরদের নিহত হতে নেত্র  
রাক্ষসসৈন্যরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে কুস্তকর্ণের পুত্র যেখানে  
অবস্থান করছে সেইদিকে প্রস্থান করল।

আপতন্তীঃ চ বেগেন কুস্ত্রাং সান্বয়চ্চমু।

অথোৎকৃষ্টং মহাবীর্যৈর্লক্ললক্ষৈঃ প্রবঙ্গমৈঃ॥ ৩৭

সবেগে পলায়নোদ্যত সেই সৈন্যবাহিনীকে ক্ল  
সান্ত্বনা দিল। অপরদিকে মহাপরাক্রমী বানরেরা যুদ্ধজয়ের  
আনন্দে গর্জন করতে লাগল।

নিপাতিতমহাবীরাং দৃষ্টা রক্ষস্চমুং তদা।

কুস্ত্রঃ প্রচক্রে তেজস্বী রণে কর্ম সুদুঃসম্ ৩৮

রাক্ষস সৈন্যদের মহা মহা বীরকে নিহত হতে দেখে  
তেজস্বী কুস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন কর্ম করতে অস্ব  
করল।

স ধনুর্ধরিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রগৃহ্য সুসমহিতঃ

মুমোচাশীবিষপ্রখ্যাঙ্করান্ দেহবিদারণান্ ৩৯

ধনুর্ধরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে একপ্রতিষ্ঠ কুস্ত্র ধনু  
ধারণ করে শরীর বিদীর্ণকারী সর্পতুল্য বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ  
করল।

তস্য তচ্ছুণ্ডে ভূয়ঃ সশরং ধনুকস্তম্ ৪০

বিদ্যুদৈরাবতার্টিশ্চদ্বিভীয়েচ্চধনুর্ধরা

তার সেই বাণযুক্ত উত্তম ধনুকটি বিদ্যুৎ এবং







সেই বৃক্ষ ছিল ইন্দ্রধ্বজা তথা মন্দর পর্বতের ন্যায়  
সুউচ্চ। অঙ্গদ সেটিকে স্পর্শিত রাক্ষসদের দিকে সবেগে  
নিষ্ক্ষেপ করল।

স চিচ্ছেদ শিতৈর্বাণৈঃ সগুপ্তিঃ কান্যভেদনৈঃ।

অঙ্গদো বিব্যাধেহতীক্ষ্মং স পশাত যুমোহ চ। ৫৬

তখন কুস্ত্র দেহ-বিদারক সাতাটি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা  
বৃক্ষটিকে টুকরো টুকরো করে দিল। তাতে অঙ্গদ অত্যন্ত  
ব্যথিত হয়ে মূর্ছিত অবস্থায় ভূপতিত হল।

অঙ্গদঃ পতিতঃ দুষ্টা দীদম্ভমিব সাগরে।

দুরাসদঃ হরিশ্চেষ্ঠা রাঘবায় নাবদেয়ন্। ৫৭

দুর্জয় বীর অঙ্গদকে সমুদ্রে নিমজ্জমানের মতো  
ভূপতিত হতে দেখে বানর প্রধানেরা শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে  
নিবেদন করলেন।

রামস্ত বাখিতঃ শ্রদ্ধা বালিপুত্রং মহাহবে।

ব্যাদিদেশ হরিশ্চেষ্ঠাজাহবৎ প্রমুখাংস্ততঃ। ৫৮

বালিপুত্র অঙ্গদ মহাসমরে এইরূপ বিধবস্ত হয়েছেন  
শুনে শ্রীরাম জাহবান প্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠদের যুদ্ধের জন্য  
আদেশ দিলেন।

তে হু বানরশার্দ্দাঃ শ্রদ্ধা রামস্য শাসনম্।

অভিপেতুঃ সুসংক্রদ্ধাঃ কুস্ত্রমুদ্যতকার্মুকম্। ৫৯

রামচন্দ্রের আদেশ শুনে শ্রেষ্ঠ বানরবীরেরা অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্যতধনু কুস্ত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ততো ক্রমশিলাস্তাঃ কোপসংরক্তলোচনাঃ।

রিরক্ষিসন্তোহজ্যপতন্তঙ্গদং বানরবর্জাঃ। ৬০

অতঃপর মুখ্য বানরবীরেরা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে  
অঙ্গদকে রক্ষা করার জন্য গাছ এবং পাথর হাতে নিয়ে  
ধাবিত হল।

জাহবংশ সুমেষ্ট বেগদর্শী চ বানরঃ।

কুস্ত্রকর্ণাঘ্রজঃ বীরঃ ক্রুদ্ধাঃ সমভিদুর্জবুঃ। ৬১

জাহবান, সুমেষ্ট এবং বেগদর্শী কুপিত হয়ে বীর  
কুস্ত্রকর্ণপুত্রের প্রতি ধাবিত হল।

সমীক্ষ্যাপততস্তাংস্ত বানরেদ্রান্ মহাবলান্।

আববার শরৌঘেণ নগেনেব জলাশয়ম্। ৬২

এই মহাবলশালী বানরশ্রেষ্ঠদের আক্রমণ করতে  
দেখে পর্বত দ্বারা জলপ্রবাহকে রুদ্ধ করার মতো কুস্ত্র

শরসমূহ দ্বারা তাদের গতিরুদ্ধ করল।

তস্য বাণপং প্রাপ্য ন শেকুরপি সীক্ষিতম্  
বানরেদ্রা মহাশালো বেলামিন মধোদধিঃ। ৬৩

কুস্ত্রের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের সম্মুখে বানরদের ঘেঁ  
দুগিও লুপ্ত হল। সমুদ্র যেমন তার বেলাহুনিতে জ্বলিত  
করতে পারে না, বানরেরা সেইরকম অঙ্গদের হাতে পড়ল  
না।

তাংস্ত দুষ্টা হরিগলান্ শরবৃষ্টিভির্জিতান্।

অঙ্গদঃ পৃষ্ঠতঃ কৃদ্ধা জাহবঃ প্রবেশেবুঃ। ৬৪

অভিদুস্ত্রাব সুগ্রীবঃ কুস্ত্রকর্ণাঘ্রজঃ রণে।

শৈলসানুচরঃ নাগঃ বেগবানিব কেশরীঃ। ৬৫

কুস্ত্রের শরবর্ষণে বানরদের পীড়িত হতে দেখে  
বানররাজ সুগ্রীব স্বয়ং তার ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদকে সাত  
করে গিরিশৃঙ্গে বিচরনরত হাতির উপরে বেগবান নিগল  
আক্রমণ করার মতো কুস্ত্রকর্ণপুত্রকে আক্রমণ করলেন।

উৎপাটা চ মহাবৃক্ষানশুকর্ণাদিকান্ বহু

অন্যাংশ বিবিধান্ বৃক্ষাংশিচ্চক্ষপ স মহাকপিঃ। ৬৬

মহাকপি সুগ্রীব অশুকর্ণ প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ  
অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে রাক্ষসের উপর  
নিষ্ক্ষেপ করতে লাগলেন।

তাং হাদয়স্তীমাকাশং বৃক্ষবৃষ্টিং দুরাসদম্।

কুস্ত্রকর্ণাঘ্রজঃ শ্রীমাংশিচ্চৈদ স্বশরৈঃ শিতৈঃ। ৬৭

সেই ভয়ানক বৃক্ষবৃষ্টি আকাশকে আচ্ছাদিত  
করেছিল; কিন্তু কুস্ত্রকর্ণপুত্র শ্রীমান কুস্ত্র নিজের সূতীক বা  
দ্বারা সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে দিল।

অভিলক্ষ্যেণ তীরেণ কুস্ত্রেন নিশিতৈঃ শরৈঃ।

আচিভাঙ্কে ক্রমা রেজুর্যথা ঘোরাঃ শতয়ুগৈঃ। ৬৮

কুস্ত্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণরাশি লক্ষ্যভেদে সফল হু  
তীর বেগে ব্যাপ্ত হয়ে ভয়ানক শতাব্দির ন্যায় সুশোভিত  
হয়ে বৃক্ষসমূহ ছেদন করতে লাগল।

ক্রমবধং তু তদ্ ভিন্নং দুষ্টা কুস্ত্রেন বীর্যবান্। ৬৯

বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ মহাসম্ভো ন বিবাহে।

ভয়াবহ বৃক্ষবৃষ্টিকে কুস্ত্র নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে ধ্বংস  
হতে দেখে বানররাজ মহাশক্তিশালী সুগ্রীব ব্যথিত  
হলেন না।

বিধামনঃ সহসা সহমানন্ত তাঙ্কবান্ ॥ ৬৯  
ধনুরাক্ষিপ্য বভ্রজেদ্রধনুঃপ্রভম্।

অবতুজ ততঃ শীঘ্রং কুদ্রা কর্ম সুদ্রুতম্ ॥ ৭০  
অত্রকিঃ কুপিতঃ কুস্তং জগ্নশূলমিব দ্বিপম্

তিনি এই পরাধাতে আহত হয়ে এবং সহ্য করে  
রক্তে ইন্দ্রধনু তুলা ধনুকটি সহসা লাফিয়ে উঠে কেড়ে  
নিদেন এবং সেই ভয়ানক ধনুকটিকে উৎক্ষল্যে ছেড়ে  
ফেলেন। অত্যন্ত দ্রুত এই কর্মটি করে অত্যন্ত দ্রুতভাবে  
গীতাজ্ঞা হাতির মতো তিনি কুস্তকে বললেন—

নিকুস্তজ্জ বীর্যং তে বাধবেগং তদন্তুতম্ ॥ ৭১  
সত্যিক প্রজবচ্চ তব কা রাবণস্য বা।

প্রহ্লাদবলিবৃদ্ধয়কুবেরবরুণোপম ॥ ৭২

‘ওহে নিকুস্তের অগ্রজ ! তোমার পরাক্রম এবং  
যশের বেগ অন্তত। তোমার বিনয় এবং প্রভাব বাবণের  
মতো। তুমি প্রহ্লাদ, বলি, ইন্দ্র, কুবের এবং বরুণের সঙ্গে  
তুলনীয়।

একমুনুজাতোহসি পিতরং বলবত্তরম্।

হামেবৈকং মহাবাহুং শূলহস্তমরিন্দমম্ ॥ ৭৩

ব্রিন্ধা নাভিবর্তন্তে জিতেদ্রিয়মিবাধর্যঃ।

বিক্রম্য মহাবুদ্ধে কর্মাবি মম পশ্য চ ॥ ৭৪

‘তোমার বলশালী পিতাকে একমাত্র তুমিই অনুসরণ  
করতে সক্ষম হয়েছ। জিতেদ্রিয় পুরুষ যেমন মানসিক  
বেদনায় কাতর হন না তেমনি শত্রুদমনকারী, শূলধারী,  
মহাবীর একমাত্র তোমাকেই দেবতারারও যুদ্ধে পরাস্ত  
করতে পারেন না। মহাযুদ্ধে তোমার বিক্রম প্রকাশ করো  
এবং আমার বিক্রমও দেখো।

বরদানাং পিতৃব্যস্তে সহতে দেবদানবান্।

কুস্তকর্ণস্থ বীর্যেণ সহতে চ সুরাসুরান্ ॥ ৭৫

‘তোমার পিতৃব্য (রাবণ) কেবল বরদানের প্রভাবেই  
দেবতা ও দানবদের শক্তি সহ্য করতে সক্ষম। আর তোমার  
পিতা (কুস্তকর্ণ) নিজের বল-পরাক্রমেই দেবতা ও  
অসুরদের মুখোমুখি হতে সক্ষম ছিলেন।

দুর্গীজ্জিতশূলাঃ প্রতাপে রাবণস্য চ।

যদ্য রক্ষসাং লোকে শ্রেষ্ঠোহসি বলবীর্যতঃ ॥ ৭৬

‘তুমি ধনুর্বিদ্যায় ইন্দ্রজিতের তুল্য এবং প্রতাপে

রাবণের তুল্য। রাক্ষস সমাজে বল-বিক্রমের দৃষ্টিতে  
তুমিই শ্রেষ্ঠ।

মহাবিরমঃ সমরে ময়া সহ তবাহুতম্।

অদ্য তুতানি পশ্যন্ত শত্রুশব্দরঘোরিক ॥ ৭৭

‘আজ এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমস্ত প্রাণীরা ইন্দ্র ও  
সম্রাটের তুল্য তোমার ও আমার যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবে।

কৃতমপ্রতিমং কর্ম দর্শিতং দাপ্তকৌশলম্।

পতিতা হরিনীরাস্ত ইয়োতে জীমবিক্রমাঃ ॥ ৭৮

‘তুমি অতুলনীয় কর্ম সম্পাদন করেছ। তুমি তোমার  
অদ্ব্যকৌশল দেখিয়েছ। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেই এই বীর  
বানরেরা ধরাশায়ী হয়েছে।

উপালব্ধভয়াচ্চের নাসি বীর ময়া হতঃ।

কৃতকর্মপরিপ্রাজো বিশ্রাভঃ পশ্য মে বলম্ ॥ ৭৯

‘বীর ! লোকনিশ্চার ভয়ে (বানররাজ সূগ্রীব মহাবীর  
কুস্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় নয় বশক্লান্ত অবস্থায় বধ  
করেছে।) তোমাকে এখনও আমি হত্যা করিনি। তুমি এখন  
পরিশ্রান্ত, আগে বিশ্রাম নাও পাবে আমার বিক্রম দেখো।’

তেন সূগ্রীববাক্যেন দাবমানেন মানিতঃ।

অগ্নেরাজ্যহতসোব তেজস্তস্যাত্তবর্ধত ॥ ৮০

সূগ্রীবের এই অবমাননাকর উক্তি শুনে কুস্ত অত্যন্ত  
অপমানিত বোধ করল। স্বভাৱতঃ দ্বারা অগ্নি যেমন  
তেজেদীপ্ত হয়ে ওঠে কুস্তও তদনুরূপ উদ্দীপ্ত হয়ে  
উঠল।

ততঃ কুস্তস্ত সূগ্রীবং বাহুভ্যাং জগৃহে তদা।

গজাবিবাতীতমদৌ নিঃশ্বসন্তৌ মুহর্মুহঃ ॥ ৮১

অনোন্যগাগ্রগ্রথিতৌ ঘর্ষস্তাবিতরেতরম্।

সমুমাং মুখতো জ্বালাং বিসৃজন্তৌ পরিশ্রমাৎ ॥ ৮২

অতঃপর কুস্ত দুই বাহু দ্বারা সূগ্রীবকে জাপটে ধরল।

দুই মদমত্ত হস্তির ন্যায় তারা ঘনঘন শ্বাস মোচন ও গ্রহণ  
করতে লাগল। একে অপরের শরীরে লেপ্টে গিয়ে  
পরস্পরকে ঘর্ষণ করতে লাগল। পরিশ্রমের ফলে তাদের  
মুখ থেকে ধূসহ অগ্নি নির্গত হচ্ছিল।

তয়ো পাদাভিঘাতাচ্চ নিমগ্না চান্ডবয়হী।

ব্যাঘূর্ণিততরঙ্গচ্চ চুকুভে বরুণাদয়ঃ ॥ ৮৩

তাদের পারস্পরিক পদাঘাতে মাটি নীচে বসে গেল।



তরঙ্গ ঘূর্ণিত হওয়ায় সমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

ততঃ কুন্তঃ সমুৎখিপ্য সুগ্রীবো লনপাশ্বসি।

পাতয়ামাস বেগেন দর্শয়াদুদধেত্তলম ॥ ৮৪

অতঃপর সুগ্রীব কুন্তকে তুলে নিয়ে সজোরে সমুদ্রের  
জলে নিক্ষেপ করলে বাক্ষসবীর সমুদ্রের তলদেশ দেখতে  
পেল।

ততঃ কুন্তনিপাতেন জলরাশিঃ সমুজিতা।

বিজ্ঞানন্দরসংকাশো বিসম্পর্প সমস্ততঃ ॥ ৮৫

কুন্তের পতনের কাবশে প্রচুর জলবাশি উৎক্ষিপ্ত  
হল— যা ছিল মন্দপর্বত অথবা বিদ্যাপর্বতের ন্যায় সুউচ্চ।

ততঃ কুন্তঃ সমুৎপত্তা সুগ্রীবমভিপাত্য চ।

আজ্ঞানোরসি কুন্তো বজ্রকণ্ডেন মুষ্টিনা ॥ ৮৬

অতঃপর কুন্ত সহসা লাফিয়ে এগিয়ে এসে অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধভাবে সুগ্রীবের বক্ষদেশে বজ্রতুল্য মুষ্টিাঘাত করল।

তস্য বর্ম চ পুশ্ফাট সংজজে চাপি শোণিতম্।

তস্য মুষ্টির্মহাবেগঃ প্রতিজগ্নেহস্থিমণ্ডলো ॥ ৮৭

সেই আঘাতে বানররাজের বর্ম চূর্ণ হয়ে গেল।

বক্ষদেশের অস্থিমণ্ডলে সেই মহাবেগশালী মুষ্টির ফলে  
তার বুক থেকে রক্তধারা নিঃসৃত হল।

তস্য বেগেন তত্রাসীৎ তেজঃ প্রজ্জ্বলিতং মহৎ।

বজ্রনিষ্পেষসংজাতা জ্বালা মেরোর্যথা গিরেঃ ॥ ৮৮

মুষ্টিাঘাতের বেগে তাঁর বক্ষদেশে তীব্র জ্বালা অনুভূত  
হল যেন মেরুপর্বতের শৃঙ্গে বজ্রাঘাত হয়েছে।

স তত্রাভিহতস্তেন সুগ্রীবো বানরবর্ভঃ।

মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বজ্রকণ্ডং মহাবলঃ ॥ ৮৯

অর্চিঃসহস্রবিকচরবিমণ্ডলবর্চসম্

স মুষ্টিং পাতয়ামাস কুন্তস্যোরসি বীর্যবান্ ॥ ৯০

কুন্ত কর্তৃক এতরূপ আঘাত হয়ে বীর্যবান  
বানররাজ সুগ্রীব তাঁর বজ্রতুল্য মুষ্টিাঘাত  
করলেন। সেই মুষ্টিাঘাত কুন্তের বক্ষদেশে পড়তে  
সহস্র অক্ষর বিচরণের ন্যায় প্রকাশিত হয়ে সূর্যমণ্ডল  
সমান উজ্জ্বল হল।

স তু তেন প্রহারেণ বিদুলো কশপীভিঃ।

নিপপাত তদা কুন্তো গতাতিবিন পানসঃ ॥ ৯১

সেই আঘাতে কুন্ত অত্যন্ত বিদুল হয়ে উঠল।  
ভয়ানক পীড়িত অবস্থায় নির্বাণিত অগ্নির ন্যায় মণ্ডির  
গেল।

মুষ্টিনাভিহতস্তেন নিপপাত্য

লোহিতাজ ইবাকাশাদ্ দীপ্তরশ্মিদীপ্তম ॥ ৯২

সুগ্রীবের মুষ্টিাঘাতে বাক্ষস নগ্ন নগ্নাঙ্গী হল  
মনে হল যেন দীপ্তরশ্মিপূর্ণ মঙ্গলগ্রহের পতন হল।

কুন্তস্য পততো রূপং ভগ্নস্যোরসি মুষ্টিনা।

বভৌ রুদ্রাভিপন্নস্য যথা রূপং গবাং পজে ॥ ৯৩

বানররাজের প্রহারে যার বক্ষদেশ চূর্ণ হচ্ছিল।

সেই কুন্ত যখন নীচে পড়ছিল তখন তাকে কন্দ্রদেশের  
অভিভূত সূর্যের মতো মনে হচ্ছিল।

তস্মিন্ হতে ভীমপরাক্রমেণ

প্রবজমানামূষভেণ যুধেঃ

মহী সশৈলা সবনা চচাল

ভয়ং চ রক্ষাংসায়িকং বিবেশ ॥ ৯৪

ভয়ানক পরাক্রমী বানররাজ সুগ্রীবের দ্বারা কুন্ত

সেই বাক্ষসের মৃত্যু হলে বন ও পর্বতসহ সমগ্র পৃথিবী

প্রকম্পিত হল আর বাক্ষসেরা অধিকতর ভীত  
উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥



সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৭)

হনুমান কর্তৃক নিকুন্ত বন

নিকুন্তা জ্ঞাতরং দৃষ্টা সুগ্রীবেন নিপাতিতম্।  
কোণেন বানরোদ্ধমুদৈকত ১  
সুগ্রীবের হাতে ডাই কুন্তকে নিহত হতে দেখে নিকুন্ত  
জানমাজের প্রতি এমন দৃষ্টিপাত করল যেন কোণের দ্বারা  
কর্তৃক দষ্ট করবে।

প্রজ্ঞামসনদং দস্তপঞ্চাঙ্গুলং শুভম্।  
পরিঘং ধীরো মহেন্দ্রশিখরোপমম্ ২  
অনন্তর সেই ধীর ধীর মহেন্দ্র পর্বতের শিখরতুলা  
একটি গাবয় হাতে তুলে নিল, যা ছিল পুষ্পমালা সুসজ্জিত  
এবং গাঁচ-গাঁচ আতুল প্রহ্ববিশিষ্ট লৌহপত্র মণ্ডিত।

কোপটপরিষ্কৃতং বজ্রবিক্রমভূষিতম্।  
অদভোপমং ভীমং রক্ষসাং ভয়নাশনম্ ৩  
সুর্গপত্র মণ্ডিত তথা হীরক, প্রবলাদি ঋচিত সেই  
পরিঘ ছিল যমদণ্ডের মতো ভয়ানক এবং রাক্ষসদের ভয়  
বিনাশক।

তমবিধা মহাতেজাঃ শত্রুখবজসমৌজসম্।  
ক্লিনাদ বিবৃডাস্যো নিকুন্তো ভীমবিক্রমঃ ৪  
মহাতেজস্বী, ভয়ানক পরাক্রমী নিকুন্ত ইন্দ্রধ্বজাতুলা  
জ্যেষ্ঠসম্পন্ন সেই পরিঘটিকে ঘোরাতে ঘোরাতে মুখ  
বিস্তারিত করে তীব্র গর্জন করতে লাগল।

উরোগতেন নিষ্ক্রেণ ভূজহৈরঙ্গদৈরপি  
কুণ্ডলাভ্যাং চ চিত্রাভ্যাং মালয়া চ সচিত্রয়া ৫  
নিকুন্তো ভূষণৈর্ভাতি তেন স্ম পরিঘেণ চ।  
বহুধ্বনুধা মেঘঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িতুমান্ ৬  
বক্ষুহলে স্বর্ণপদক, বাহুতে অঙ্গদ, কানে বিচিত্র  
কুণ্ডল, কণ্ঠে উজ্জ্বল বিচিত্র মালা। এইসমস্ত অলংকারে  
সজ্জিত নিকুন্ত পরিঘ হস্তে বিশেষ শোভা লাভ করেছিল।  
যনে হচ্ছিল যেন গর্জন এবং বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ ইন্দ্রধনুর  
ধারা শোভিত।

পরিঘাগ্রাণ পুশ্ফাট বাতগ্রহির্মহাঘনঃ।  
প্রজ্ঞাঙ্গল সম্বোধচ বিধুম ইব পাবকঃ ৭  
মহাশক্তির রাক্ষসের পরিঘের অগ্রভাগ সাতটি

মহাবায়ুস্তর (প্রবল আঘাত প্রকৃতি) ভেদ করে ভয়ানক গর্জন  
সম্বোধনো দূর্গত হতে হতে ধুমতীন অগ্নিব ন্যায় শোভা লাভ  
করেছিল।

নগর্যা নিটপাবত্যা গন্ধর্বজননোত্তমৈঃ  
সভারাগধনকত্রঃ সচন্দ্রনমহাশ্রমঃ।  
নিকুন্তপরিঘাদূর্ণং শ্রমতীন নভহলম্ ৮

নিকুন্তের পরিঘ দূর্ণনের ফলে নিটপাবতী নগরী  
(অলকাপুরী) গন্ধর্বদের উত্তম ভবন, তারা, নক্ষত্র, চন্দ্রমা  
তথা বড় বড় গ্রহসহ সমগ্র নভমণ্ডল যেন ঘূর্ণিত হতে  
লাগল।

দুরাসদন্ত সংজ্ঞে পরিঘাতরণপ্রভঃ।  
জ্ঞোষেকনো নিকুন্তাগ্নির্গুগাত্ত্যিরিবোক্ষিতঃ ৯

পরিঘ এবং অলংকার ছিল তার প্রভা, জ্ঞোষ ছিল  
তার জ্বালানি কাষ্ঠ, নিকুন্ত নামক সেই আগুন প্রলয়কালীন  
অগ্নিতুলা দুর্জয়রূপে স্বলে উঠল

রাক্ষসা বানরাশ্চাপি ন শেকুঃ স্পন্দিতুং ভয়াৎ।  
হনুমান্ত বিবৃতোরস্ত্রৌ প্রমুখতো বলী ১০

তখন রাক্ষস এবং বানরেরা ভয়ে কাঁপতেও পারছিল  
না কেবল বলবান হনুমান বক্ষদেশ প্রসারিত করে সম্মুখে  
দণ্ডায়মান হলেন।

পরিঘোপমবাক্তস্ত পরিঘং ভাস্করপ্রভম্।  
বলী বলবতস্তস্য পাতয়ামাস বক্ষসি ১১

নিকুন্তের বাহুযুগল ছিল পরিঘতুলা শক্তিশালী। এই  
মহাবলী রাক্ষস তখন তার সূর্যতুলা তেজস্বী পরিঘ দিয়ে  
বলশালী হনুমানের বক্ষদেশে আঘাত করল।

হিরে তস্যোরসি বাঢ়ে পরিঘঃ শতধা কৃতঃ।  
বিকীর্যমাণঃ সহসা উদ্ধাশতমিবাস্বরে ১২

তার দৃঢ়, শক্তিশালী, হির বক্ষদেশে আঘাত করে  
পরিঘটি শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে আকাশ থেকে শত শত  
উদ্ধার ন্যায় পতিত হল।

স তু তেন প্রহারেণ ন চচাল মহাকপিঃ।  
পরিঘেণ সমাধূতো যথা ভূমিচলেহচলঃ ১৩

ভূমিকম্প হলেও পর্বত যেমন অচল থাকে তেমনি  
মহাকপি পরিষের সেই আঘাতে বিচলিত হলেন না।

স তথাভিত্তস্তেন হনুমান্ প্রবগোত্তমঃ।

মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বলেনাতিমহাবলঃ ॥ ১৪

অত্যন্ত মহান বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান এইরূপ  
ভয়ানক আঘাত পেয়েও মুষ্টি ঘোরাতে লাগলেন

তমুদাম্য মহাতেজা নিকুন্তোরসি বীর্যবান্।

অভিচিক্বেপ বেগেন বেগবান্ বায়ুবিক্রমঃ। ১৫

মহান তেজস্বী, বীর্যবান, বেগবান এবং বায়ুবল্য  
বলবিক্রমসম্পন্ন হনুমান নিকুন্তের বক্ষদেশে সবেগে  
মুষ্টিঘাত করলেন।

তত্র পুষ্কোট বর্মাস্য প্রসূত্রা চ শোণিতম্।

মুষ্টিনা তেন সংজজে মেঘে বিদ্যুদিবোধিতা ॥ ১৬

সেই আঘাতে তার কর্ম ভেঙে গেল এবং বক্ষদেশ  
থেকে রক্তধারা নির্গত হল; যেন মনে হচ্ছে মেঘের বুকে  
বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে।

স তু তেন প্রহারেণ নিকুন্তো বিচচাল চ।

ব্রহ্মচাপি নিজগ্রাহ হনুমন্তং মহাবলম্ ॥ ১৭

সেই আঘাতে নিকুন্ত বিচলিত হয়ে উঠল; কিন্তু  
নিজেকে সামলে নিয়ে সে মহাবলশালী হনুমানকে ধরে  
ফেলল।

চক্রশূচ তদা সংখ্যে ভীমং লঙ্কানিবাসিনঃ।

নিকুন্তেনোদ্যতং দৃষ্ট্বা হনুমন্তং মহাবলম্ ॥ ১৮

যুদ্ধক্ষেত্রে নিকুন্তের দ্বারা মহাবলশালী হনুমানকে  
ধৃত অবস্থায় দেখে লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা ভয়ানক স্বরে গর্জন  
করে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

স তথা হ্রিয়মাণোহপি হনুমাংস্তেন রক্ষসা।

আজ্ঞানানিলসূতো বজ্রকলেন মুষ্টিনা ॥ ১৯

রাক্ষসের দ্বারা এইভাবে অপহৃত হয়েও পবনপুত্র  
হনুমান নিজের বজ্রতুল্য মুষ্টির দ্বারা তাকে আঘাত

করলেন।

আত্মানং যোক্ষয়িত্বা কিতাবজ্রবলনত  
হনুমানুমাখ্যাত নিকুন্তং

নিজেকে মুক্ত করে মাটিতে সাক্ষিয়ে  
পবনপুত্র হনুমান নিকুন্তকে ভূপতিত করে রাখিত কল্যে  
লাগলেন।

নিষ্কিপ্য পরমায়ত্তো নিকুন্তং নিষ্কিপ্যেচ চ

উৎপাত্য চাস্য বেগেন পপাতোরসি বেগবান্ ॥ ২০

পরিগৃহ্য চ বাহুভ্যাং পরিনৃত্য নিরোধরান্।

উৎপাটয়ামাস শিরো ভৈরবং নদত্তো মহৎ ॥ ২১

সবেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করে পুনঃপুনঃ নিষেপন  
করতে করতে হনুমান অত্যন্ত বেগে নিকুন্তের বক্ষদেশে  
লাফিয়ে উঠলেন এবং দুই হাত দিয়ে তার গলদেশ ধরি  
করতে করতে দেহ থেকে মস্তক উৎপাটিত করলেন।

কষ্টমর্দনকালে রাক্ষস ভয়ানক আর্তনাদ করছিল

অথ নিনদতি সাদিতে নিকুন্তে

পবনসুতেন রশে বহুব যুদ্ধম্।

দশরথসুতরাক্ষসেভ্রসূচো-

ভূশতরমাগতরোষয়োঃ সুভীম ॥ ২২

এইরূপ গর্জনরত নিকুন্তকে পবনপুত্র হনুমান যুদ্ধ  
হত্যা করলে দশরথপুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসপুত্র  
মকরাঙ্কের ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল।

ব্যপেতে তু জীবে নিকুন্তস্য হস্তা

বিনেদুঃ প্রবজ্রা দিশঃ সম্বনুচ।

চচালেব চোর্থী পপাতেব সা দ্যৌ-

বলং রাক্ষসানাং ভয়ং চাবিবেশ ॥ ২৩

নিকুন্ত নিহত হলে বানরেরা আনন্দে দলি  
নিলাদিত করে গর্জন করতে লাগল। গগনবিদারী এই  
টিংকারে পৃথিবী যেন প্রকম্পিত হল, রাক্ষস সৈন্যরা  
ভয়ে বিবশ হয়ে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত-আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥



## অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৮)

রাবণের নির্দেশে মকরাঙ্কের যুদ্ধ-গাত্রা

নিহতঃ শ্রদ্ধা কুণ্ডঃ চ নিনিপাতিতম্।  
পরমামরী প্রজ্ঞালালনলো গথা ॥ ১  
মিক্ত এবং কুন্তের নিধনবার্তা শুনে রাবণ অত্যন্ত  
দুঃখিত হয়ে আভ্যন্তরীণ মতো জ্বলে উঠল।

কেন্দ্রোদ্যোতঃ শ্রদ্ধা কুণ্ডঃ চ নিনিপাতিতম্।  
বিশালাক্ষঃ মকরাঙ্কমচোদয়াৎ ॥ ২  
কেন্দ্রে এবং শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বিশালাক্ষ  
এই বিশেষ খবরপত্র মকরাঙ্ককে বললেন—

কুণ্ড ময়াহংজ্ঞপ্তো বলেনাভিসময়িতঃ।  
লক্ষণঃ চৈব জহি তৌ সবনৌকসৌ ॥ ৩  
‘বৎস! বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমার নির্দেশে  
দুই যুদ্ধযাত্রা করো এবং বনবাসী বানরদের সঙ্গে রাম,  
লক্ষণ—দুই ভাইকে তুমি হত্যা করো!’

লক্ষণা বচঃ শ্রদ্ধা শুরমণী খরাস্রজঃ।  
হামিত্রবীকৃষ্টো মকরাঙ্কো নিশাচরম্ ॥ ৪  
সেইভাবে দশগ্রীবঃ কৃদ্ধা চাপি প্রদক্ষিণম্।  
বির্জগাম গৃহাচ্ছ্রুত্বা রাবণস্যাজ্ঞয়া বলী ॥ ৫

রাবণের আদেশ শুনে শুরবীর অভিমণী খরপুত্র  
মকরাঙ্ক সানন্দে বলল—‘বেশ তাই হোক।’ এই বলে  
বদন রাক্ষসবীর নিশাচররাজ রাবণকে প্রণামপূর্বক  
প্রদক্ষিণ করে তাঁর আদেশ নিয়ে উজ্জ্বল প্রাসাদ থেকে  
দ্রিগত হল।

সমীপস্থঃ বলাধ্যক্ষঃ খরপুত্রোহব্রবীদ্ বচঃ।  
রথমণীরতাঃ তুর্ণং সৈন্যং ত্বানীয়তাঃ দ্বরাং ॥ ৬  
নিকটস্থ সৈন্যাধ্যক্ষকে খরপুত্র মকরাঙ্ক বলল  
—‘গহ্বর সৈন্য এবং রথ নিয়ে এসো’।

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা বলাধ্যক্ষো নিশাচরঃ।  
সমনং চ বলং চৈব সমীপং প্রতাপাদয়ৎ ॥ ৭  
তার সেই কথা শুনে রাক্ষস সেনাপতি তৎক্ষণাৎ  
তার নিকটে রথ এবং সৈন্য নিয়ে এল।

প্রদক্ষিণং রথং কৃদ্ধা সমারূহ্য নিশাচরঃ।  
সূতঃ সঞ্চোদয়ামাস শীঘ্রং বৈ রথমাবহ ॥ ৮  
তখন নিশাচর মকরাঙ্ক রথকে প্রদক্ষিণ করে তাতে  
আরোহণ করল এবং সারথিকে আদেশ করল—‘শীঘ্র রথ  
নিয়ে চলো।’

অথ তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ মকরাঙ্কোহব্রবীদিদম্।  
যুগং সর্বং প্রযুগাক্ষং পুরস্তায়ম্ রাক্ষসো ॥ ৯  
‘অতঃপর মকরাঙ্ক সকল রাক্ষসকে বলল  
—‘রাক্ষসগণ! তোমরা সকলে আমার সম্মুখ ভাগে থেকে  
যুদ্ধ করবে।

আহং রাক্ষসরাজেন রাবণেন মহারামা।  
আজ্ঞপ্তঃ সমরে হস্তঃ তানুভৌ রামলক্ষণৌ ॥ ১০  
‘রাক্ষসরাজ মহাশয় রাবণ আমাকে যুদ্ধে রাম এবং  
লক্ষণ—এই দুইভাইকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।  
অদ্য রামঃ বপিন্যামি লক্ষণং চ নিশাচরো ॥ ১১  
শাখামৃগং চ সুগ্রীবং বানরাস্ত চ শরোত্তমৈঃ ॥ ১২

‘রাক্ষসগণ! আজ আমি রাম, লক্ষণ, বানররাজ  
সুগ্রীব তথা অন্যান্য বানরদের আমার উত্তম বাণ দ্বারা বধ  
করব।  
অদ্য শূলনিপাতৈশ্চ বানরাণাং মহাচমু।  
প্রদহিষ্যামি সম্প্রাপ্তাং শুক্লেন্নমিবানলঃ ॥ ১২  
‘আগুন যেমন শুকনো কাঠকে দগ্ধ করে, তেমনি  
আজ আমি বিশাল বানরবাহিনীকে শূলপ্রহারে দগ্ধ  
করব।’

মকরাঙ্কস্য তচ্ছ্রুত্বা বচনং তে নিশাচরঃ।  
সর্বং নানায়ুধোপেতা বলবন্তঃ সমাহিতাঃ ॥ ১৩  
বলবান রাক্ষসেরা মকরাঙ্কের এই কথা শুনে  
একাগ্রচিত্তে নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।  
তে কামরূপিণঃ কুরা দংষ্টিণঃ পিঙ্গলেক্ষণাঃ।  
মাতঙ্গা ইব নর্দন্তো ক্ষতকেশা ভয়াবহাঃ ॥ ১৪  
পরিবার্য মহাকায়া মহাকায়ং খরাস্রজম্।  
অভিজযুস্ততো হস্তীচালয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৫

ইচ্ছামতো রূপধারণকারী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর,  
পিঙ্গলচক্ষু, ভয়ানক বিশাল দন্তবিশিষ্ট ভয়ংকর এই  
রাক্ষসদের কেশরাশি অবিন্যস্ত। তারা হাতির মতো গর্জন  
করছে। বিশালদেহী এই রাক্ষসেরা—খরপুত্র, মহাকায়  
মকরাঙ্ককে চারদিক থেকে বেষ্টিত করে পৃথিবীকে  
প্রকম্পিত করে মহানন্দে যুদ্ধযাত্রা করল।  
শঙ্খভেরীসহস্রাণামাহতানাং সমস্ততঃ।  
শ্বেলিতাশ্ফোটিতানাং চ তত্র শব্দো মহানভূৎ ॥ ১৬  
সব দিকে হাজার হাজার শঙ্খ, ভেরী নিনাদিত হতে  
লাগল। তৎসহ সৈন্যদের আশ্বালনপূর্বক সম্মেলনের ফলে



সেখানে মহা কোলাহল সৃষ্টি হল।  
 প্রহরটোহুৎ করাৎ তস্যা প্রতোদঃ সারথোজদা।  
 পশাত্ সহসা দৈবাত্ ধবজন্তস্য তু রক্ষসঃ ॥ ১৭  
 সহসা তার সারথির হাত থেকে চাবুক খসে পড়ল।  
 দৈববশে সেই রাক্ষসের রথধ্বজাও ভূপতিত হল।  
 তস্যা তে রথসংযুক্তা হুয়া বিক্রমবর্জিতাঃ।  
 চরপৈরাকুলৈর্গজা দীনাঃ সাত্তমুখা যদুঃ ॥ ১৮  
 তার রথসংযুক্ত ঘোড়াগুলিও বলবিক্রম হারিয়ে  
 ফেলল। স্তম্ভিত পদক্ষেপে, অত্যন্ত দৈন্যদশা এবং  
 অশ্রুধারায় তাদের মুখ মলিন হয়ে গেল।  
 প্রবাতি পবনস্তমিন্ সপাংসুঃ খরদাক্ষণঃ।  
 নির্যাণে তস্য রৌদ্রস্য মকরাক্ষস্য দুর্মতেঃ ॥ ১৯  
 দুর্বৃত্তিসম্পন্ন সেই ভয়ংকর রাক্ষস মকরাক্ষের  
 যুদ্ধযাত্রাকালে প্রবল ধুলো উড়িয়ে অতিশয় রক্ষ বায়ু  
 প্রবহমান হল।

তানি দৃষ্টা নিমিত্তানি রাক্ষসা বীর্যবত্বমাঃ।  
 অচিহ্না নির্গতাঃ সর্বে যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২০  
 এইসব দুর্লক্ষণ দেখেও মহাবলশালী রাক্ষসেরা  
 কোনোরকম চিন্তা না করেই সকলে মিলে যেখানে শ্রীরাম  
 এবং লক্ষ্মণ বিরাজমান, সেদিকে যাত্রা করল।  
 যনগজমহিষাজতুল্যবর্ণাঃ  
 সমরমুখেন্দ্রসকৃদগদাসিভিরাঃ।  
 অহমহমিতি যুদ্ধকৌশলাস্তে  
 রজনীচরাঃ পরিব্রজমুখাঃ ॥ ২১  
 রাক্ষসদের গাত্রবর্ণ ছিল মেঘ, হাতি এবং হোম  
 মতো দোর কসরবর্ণ। বহু যুদ্ধের দুখোমুখি হওয়া  
 তাদের শরীরে ছিল গদা, তরবারি ইত্যাদির ক্ষতের  
 যুদ্ধকৌশলী সেই রাক্ষসেরা 'আমি আগে গাব, আমি  
 আগে যুদ্ধ করব' বারবার এইসব কথা বলে চালাত  
 ছুটেতে লাগল।

ইত্যর্বেশ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীষে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

## একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ (৭৯)

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা মকরাক্ষের বধ

নির্গতঃ মকরাক্ষঃ তে দৃষ্টা বানরপুঞ্জবাঃ।  
 আগ্রুতা সহসা সর্বে যোদ্ধুকামা বাবহিতাঃ ১  
 প্রধান প্রধান বানরপুঞ্জবেরা মকরাক্ষকে নির্গত হতে  
 দেখে, সহসা লাফিয়ে উঠে যুদ্ধকামনায় অবস্থান করতে  
 লাগল।  
 ততঃ প্রবৃত্তঃ সুমহৎ তদ্ যুদ্ধঃ লোমহর্ষণম্।  
 নিশাচরৈঃ প্লবঙ্গানাং দেবানাং দানবৈরিব ॥ ২  
 অতঃপর রাক্ষসদের সঙ্গে বানরদের ভয়ানক যুদ্ধ  
 আরম্ভ হয়ে গেল, যা ছিল দানবদের সঙ্গে দেবতাদের  
 যুদ্ধের মতো রোমহর্ষক।  
 বৃক্ষশূলনিপাতৈশ্চ গদাপরিঘপাতনৈঃ।  
 অন্যান্যঃ মর্দয়ন্তি স্ম তদা কপিনিশাচরাঃ ॥ ৩

বানরেরা এবং রাক্ষসেরা একে অপরকে বৃক্ষ,  
 শূল, গদা এবং পরিঘ প্রহারে মর্দিত করতে লাগল।  
 শক্তিখড়্গগদাকুলৈস্তোমরৈশ্চ নিশাচরাঃ।  
 পট্টিশৈর্ভিন্দিপাতৈশ্চ বাণপাতৈঃ সমহতাঃ ॥ ৪  
 পাশমুদগরদৈশ্চ নির্মিতৈশ্চাপৈরৈব  
 কদনঃ কপিসিংহানাং চক্রুস্তে রজনীচরাঃ ॥ ৫  
 রাক্ষসেরা শক্তি, গদা, তরবারি, ডর, জোয়,  
 পট্টিশ, ভিন্দিপাল, শরাঘাত, পাশ, মুদগর, বণ এবং  
 অন্যান্য শস্ত্রনিপাতে বানরবীরদের সংহার করতে  
 লাগল।  
 বাণৌঘৈর্দিত্তাশ্চাপি খরপুত্রৈঃ বানরাঃ।  
 সম্ভ্রাজমনসঃ সর্বে দুঃস্ববুর্ভরগীড়িতাঃ ॥ ৬





রাঘবেনৈবমুক্তস্ত মকরাক্ষো মহাবলঃ।  
বাণৌঘানমুচ্য তস্মৈ রাঘবায় রণাজিরে॥ ২১

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহাবলশালী মকরাক্ষ  
বনভূমিতে তাঁর উপরে শরবর্ষণ আরম্ভ করল।

তাহুঁরাঙ্কুরবর্ষণে রামশিচচ্ছেদ নৈকথা।  
নিপেতুর্ভূবি বিজিমা রক্ষপুত্ৰাঃ সহস্রাঃ॥ ২২

রামচন্দ্রও প্রভূত শর নিক্ষেপ করে ওইসমস্ত  
বাণসমূহকে ধণ্ড ধণ্ড করে দিলেন। সুদৃশ্য পুচ্ছেবিশিষ্ট  
সহস্র সহস্র বানরাজি ভূমিতে পতিত হল।

তন্ম যুদ্ধমভবৎ তত্র সমেতান্যোন্যামোক্ষসা।  
ধররাক্ষসপুত্রস্য সুনোদর্শনরথস্য চ॥ ২৩

দশরথপুত্র শ্রীরাম এবং রাক্ষস ধরের পুত্র মকরাক্ষ  
একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে প্রবল বল-বিক্রম সহকারে  
যুদ্ধ করতে লাগলেন।

জীমূতয়োরিবাকাশে শব্দো জ্যাতলয়োরিব।  
ধনুমুক্তঃ স্বনোহন্যোন্যং শ্রমতে চ রণাজিরে॥ ২৪

উভয়ে পরস্পরের প্রতি ধনুমুক্ত শরনিক্ষেপ করতে  
লাগলে তাঁদের ধনুকের টংকারধ্বনিতে আকাশ  
মেঘগর্জনের মতো গর্জিত হচ্ছিল।

দেবদানবগন্ধর্বাঃ কিমরাচ মহোরগাঃ।  
অস্তরিক্ষগতাঃ সর্বৈ দ্রষ্টুকামাস্তদন্তম্॥ ২৫

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহানাগ — সকলেই  
এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখার জন্য অন্তরীক্ষে এসে উপস্থিত  
হলেন।

বিদ্ধমন্যোন্যাগাশ্বেষু দ্বিগুণং বর্ধতে বলম্।  
কৃতপ্রতিকৃতান্যোন্যং কুরুতাং তৌ রণাজিরে॥ ২৬

উভয়ের শরীরই বাণবিদ্ধ হয়েছে তথাপি তাঁদের  
দুজনেরই বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে একে  
অপরের অস্ত্রকে প্রতিহত করে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

রামমুক্তাংস্ত বাণৌঘান্ রাক্ষসজ্বলিনদ্ রণে।  
রক্ষোমুক্তাংস্ত রামো বৈ নৈকথা প্রাচ্ছিনচ্ছরৈঃ॥ ২৭

সেই রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্কিপ্ত শরগুলি  
যুদ্ধক্ষেত্রে টুকরো টুকরো করে দিল। আবার রাক্ষসের  
নিষ্কিপ্ত বাণগুলিকেও আপন শরাঘাতে রামচন্দ্র নানাভাবে  
ধ্বংস করে দিলেন।

বাণৌঘবিততাঃ সর্বা দিশস্ত প্রদিশস্তথা।

সংছিন্না বসুধা চৈব সমস্তান প্রকাশতে॥ ২৮

সকল দিগ্বিবিদিক্‌সহ সমস্ত পৃথিবী শব্দসহ  
আচ্ছাদিত হয়ে গেল। চতুর্দিকে আর কিছুই দেখা গেল  
না।

ততঃ ক্রুদ্ধো মহানাহর্ননুশিচ্ছেদ সংস্রুণে  
অষ্টাভিরণ নারাটঃ সূতঃ নিগাদ রামো॥ ২৯

অতঃপর মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে  
ওই বান্দ্রসের ধনুকাটি ভেঙে দিয়ে তার সরাধারে অষ্টটি  
নারাট দিয়ে বিদ্ধ করলেন।

জিত্বা রণং শট্টৈ রামো হবা অশ্বানশাচ্যহ।  
বিরথো বসুধাঃ স মকরাক্ষো নিশাচরঃ॥ ৩০

অনন্তর বহুসংখ্যক বাণ দ্বারা রণটি বিনষ্ট করে  
শ্রীরামচন্দ্র অশ্বগুলিকেও বধ করলেন। তখন বাঘ  
মকরাক্ষ রণহীন হয়ে ভূমিকে আশ্রয় করল।

তন্তিষ্ঠদ্ বসুধাং রক্ষঃ শূলং জঘাহ পশ্বিনা।  
ত্রাসনং সর্বভূতানাং যুগান্তাপিনমশ্রম্॥ ৩১

পৃথিবীপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান সেই বান্দ্রস হাতে শূল নিয়ে  
প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় দেদীপমান হয়ে সমস্ত প্রাণীকুল  
সমুত্তপ্ত করে তুলল।

দূরবাণং মহচ্ছূলং রুদ্রদন্তং তরংকম্  
জাজ্বল্যমানমাকাশে সংহারান্নিরাপরম্॥ ৩২

ভগবান রুদ্রদেব প্রদত্ত সুদীর্ঘ সেই মহান শূল  
অত্যন্ত ভয়ংকর। সংহারের অপর অস্ত্র রূপে গৌ  
আকাশে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

যং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্বা ভয়ান্তা বিক্ৰতা নিশা।  
বিভ্রাম্য চ মহচ্ছূলং প্রজ্বলন্তং নিশাচরঃ॥ ৩৩

স ক্রোধাৎ প্রাহিণোৎ তস্মৈ রাঘবায় মহাহবে।  
যা দেখে সকল দেবতা ভয়ে কাতর হয়ে সব দিকে  
পলায়ন করলেন। সেই রাক্ষস প্রজ্বলিত মহান শূল  
ক্রুদ্ধভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রতি  
নিষ্কোপ করল।

তমাপতন্তঃ জ্বলিনং খরপুত্রকরাচ্ছাতম্ ৩৪  
বাণৈশ্চতুর্ভিরাকাশে শূলং চিচ্ছেদ রাঘবা।

খরপুত্র মকরাক্ষের হাত থেকে নিষ্কিপ্ত প্রজ্বলিত  
সেই শূলকে নিজের দিকে আসতে দেখে রামচন্দ্র  
শরের আঘাতে আকাশেই সেটিকে কেটে ফেললেন।

স ভিন্নো নৈকথা শূলো দিবাহাটকমণ্ডিতঃ।  
বাসীর্ষত মহোক্ষেব রামবাণাদিতো ভূবি॥ ৩৫

স ভিন্নো নৈকথা শূলো দিবাহাটকমণ্ডিতঃ।  
বাসীর্ষত মহোক্ষেব রামবাণাদিতো ভূবি॥ ৩৫



কিন্তু সুবর্ণমণ্ডিত সেই শূল শ্রীরামের শরাঘাতে বহু  
 যত্নে বিভক্ত হয়ে ভয়ানক উচ্চার ন্যায় ভূমিতে পতিত হল।  
 তৎক্ষণাৎ নিহতঃ দৃষ্টা রামেণাক্রিষ্টকর্মণা  
 নহু সাক্ষিভিঃ ভূতানি বাহরস্তি নভোগতাঃ ॥ ৩৬  
 মহান কর্মকুশল শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সেই শূলকে খণ্ডিত  
 হত দেব আকাশস্থ সকল প্রাণী তাঁকে সাহুবাদ জগপন  
 করলেন।  
 তৎ দৃষ্টা নিহতঃ শূলঃ মকরাক্ষো নিশাচরঃ।  
 মুষ্টিমূল্যমা কাকুৎস্থঃ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চান্দ্রীঃ ॥ ৩৭  
 রাক্ষস মকরাক্ষ সেই শূলকে ধ্বংস হতে দেখে মুষ্টি  
 উল্লসিত করে রামচন্দ্রকে বলল— ‘দাঁড়াও দাঁড়াও’।  
 স তৎ দৃষ্টা পতন্তঃ তু প্রহসা রঘুনন্দনঃ।  
 পাবকাস্ত্রং ভতো রামঃ সন্দর্শে তু শরাসনে ॥ ৩৮  
 তাকে আক্রমণ করতে দেখে রামচন্দ্র হাসতে হাসতে  
 ধনুকে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করলেন।  
 তেনাক্ষেপ হতঃ রক্ষঃ কাকুৎস্থেন তদা রণে।

সংহ্রিয়মান্যঃ তত্র পপাত চ মমার চ। ৩৯  
 সেই অস্ত্রের দাবতি যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষস আঘাতপ্রাপ্ত  
 হল, তার স্রব্দ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে সেই ভূমিত্ত হল এবং  
 মারা গেল  
 দৃষ্টা তে রাক্ষসাঃ সর্বৈ মকরাক্ষস্য পাতনম্।  
 মদ্রাক্ষমেন প্রধাসন্ত রামবাপভার্মিতাঃ ॥ ৪০  
 মকরাক্ষকে ভূতলশায়ী হতে দেখে সশ রাক্ষস  
 শ্রীরামচন্দ্রেণ বাণের ক্ষয়ো বানুল হয়ে পাকিয়ে যেতে  
 লাগল।  
 দশরথনৃপসুনাগবৈগৈ  
 রজনিচরং নিহতং শরাস্ত্রজং তম্।  
 প্রদদুঃসথ দেবতাঃ প্রদদৌ  
 গিরিমিব বজ্রহতং যথা বিকীর্ণম্ ॥ ৪১  
 দশরথনন্দন রামচন্দ্রের দুর্জয় বাণে খরপুত্র রাক্ষস  
 মকরাক্ষ নিহত হল। বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্বতের মতো তার  
 সেই অবস্থা দেখে দেবতার অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনাসীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥  
 মহর্ষি বান্মীকি বিবচিত আদিকাণ্ডে বামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একোনাসীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

### অশীতিতমঃ সর্গঃ (৮০)

রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিতের ঘোরতর যুদ্ধ, তার বিনাশের জন্য শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের পরামর্শ

মকরাক্ষঃ হতঃ শ্রুত্বা রাবণঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।  
 রোষেণ মহতাবিষ্টো দন্তান্ কটকটায় চ। ১  
 সমরবিজয়ী রাবণ মকরাক্ষের নিধন-বার্তা জেনে  
 ভয়ানক ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন।  
 কুপিতস্ত তদা তত্র কিং কার্যমিতি চিন্তয়ন্।  
 আদিদেশাথ সংক্রুদ্ধো রণায়ৈকজিতঃ সুতম্। ২  
 কুপিত হয়ে তিনি তখন কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে  
 লাগলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে তিনি তখন পুত্র ইন্দ্রজিতকে  
 যুদ্ধযাত্রা করতে আদেশ দিলেন।  
 জহি বীর মহাবীর্যো ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

অদৃশ্যো দৃশ্যমানো বা সর্বথা স্বঃ বলাধিকঃ ॥ ৩  
 ‘ওহে বীর ! তুমি অতিশয় বলবান। প্রত্যক্ষ বা  
 অপ্রত্যক্ষভাবে তুমি মহাপরাক্রমী রাম এবং লক্ষ্মণ—এই দুই  
 ভাইকে বধ করো।  
 ত্বমপ্রতিমকর্মণমিচ্ছঃ জয়সি সংযুগে।  
 কিং পুনরানুষৌ দৃষ্টা ন ববিষ্যসি সংযুগে ॥ ৪  
 ‘অতুলনীয় পরাক্রমী ইন্দ্রকেও তুমি যুদ্ধে পরাভূত  
 করেছ। তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে এই দুজন মানুষকে দেখে কেন  
 বধ করবে না।’  
 তথোক্তে রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রতিগৃহ্য পিতৃবচঃ।

যজ্ঞভূমৌ স বিধিবৎ পাবকং জুহুবেদ্বজিৎ। ৫  
রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বললে ইন্দ্রজিৎ পিতার  
আদেশ শিরোধার্য করে যজ্ঞভূমিতে অগ্নিস্থাপন করে  
বিধিপূর্বক আহুতি প্রদান করলেন।

জুহুতশ্চাপি তদ্রাগিঃ রক্তেনাধীষধরাঃ দ্রিয়ঃ  
জাজ্যুস্তত্র সম্ভ্রান্তা রাক্ষসো যত্র রাবণিঃ। ৬

রাবণপুত্রের এই আহুতি প্রদানকালে—যে স্থানে তিনি  
হবন করছিলেন, সেইখানে রক্ত উষ্ণীষধারী বহুসংখ্যক  
স্রীলোক বিভ্রান্ত হয়ে উপস্থিত হল।

শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিখোহথ বিতীতকাঃ।

লোহিতানি চ বাসাংসি শ্রবং কার্ধ্যায়সং তথা॥ ৭

যজ্ঞে কুশান্তরণের মতো করে শস্ত্রগুলিকে  
(তলোয়ার প্রভৃতি) বিস্তারিত করা হল। যজ্ঞ বস্তুসমূহ যেমন  
হস্তীয় কাষ্ঠ, সমিখ, রক্তবস্ত্র এবং লৌহনির্মিত যজ্ঞপাত্র  
প্রভৃতি ব্যবহার্য হল।

সর্বতোহগ্নিঃ সমাস্তীৰ্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ

হাগসা সর্বকৃষা গলাং জগ্রাহ জীবতঃ॥ ৮

সেখানে তোমর-সহ নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র আগুনের  
চারদিকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণের  
একটি জীবন্ত ছাগলের গলা ধরে তাকে অগ্নিতে আহুতি  
দেওয়া হল।

সকৃদ্ধোমসম্বিক্সা বিধুমস্যা মহার্চিষঃ।

বভুবুধানি লিঙ্গানি বিজয়ং দর্শয়ন্তি চ। ৯

একবার আহুতি দেওয়ায় ধূমশূন্য উজ্জ্বলশিখায়  
অগ্নি জ্বলে উঠল। এইভাবে নানাবিধ বিজয়সূচক লক্ষণ  
প্রকটিত হল।

প্রদক্ষিণাবর্তশিখস্তপ্ত হাটকসমিভঃ

হবিস্তৎ প্রতিজগ্রাহ পাবকঃ স্বয়মুখিতঃ॥ ১০

তপ্তকাক্ষনতুলা কাণ্ঠিমান অগ্নিদেব দক্ষিণাবর্তে  
প্রস্থলিত হয়ে উঠলেন এবং যজ্ঞের হবি গ্রহণ করলেন।

হুয়গ্নিঃ তপয়িত্বাথ দেবদানবরাক্ষসান্।

আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠমন্তর্ধানগতঃ শুভম্॥ ১১

প্রস্থলিত অগ্নিতে দেবতা, দানব এবং রাক্ষসদের  
তৃপ্তির জন্য আহুতি প্রদান করে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হওয়ার  
শক্তিসম্পন্ন শুভলক্ষণযুক্ত একটি রথে আরোহণ

কবলেন

স বাজিভিচ্চতুর্ভিষ্চ বাণৈশ্চ নিশিতৈর্ভূজৈঃ

আরোপিতমহাচাপঃ শুশুভে সান্দনোজবঃ॥ ১২

চারটি খোঁড়া, তীক্ষ্ণ শর তথা সুবিশাল ধনুকযুক্ত সেই  
উত্তম রথ অধিকতর শোভা ধারণ করল।

জাজ্বলামানো বপুষা তপনীয়পরিচ্ছদঃ।

মৃগৈশ্চক্ষোর্ধাট্টৈশ্চ স রথঃ সমলঙ্কৃতঃ॥ ১৩

সুবর্ণশোভিত জাজ্বলামান সেই রথ উজ্জ্বল রূপে  
আচ্ছাদিত হয়েছিল। তাতে চিত্রিত গৃগ, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র তথা  
অধিকতর সুসজ্জিত করেছিল।

জান্নদমহাকবুর্দীপ্তপাবকসমিভঃ

বভূবেদ্বজিভঃ কেতুর্বেদুর্দসমলঙ্কৃতঃ॥ ১৪

ইন্দ্রজিৎয়ের রথের খবজা ছিল প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মত  
উজ্জ্বল। তিনি স্বর্ণনির্মিত এবং বৈদুর্ভমণিশোভিত  
অলংকারে ভূষিত হয়েছিলেন।

তেন চান্দিয়কলেন ব্রহ্মাক্ষেপ চ পালিতঃ

স বভুব দুরাধর্ষো রাবণিঃ সুমহাবলঃ॥ ১৫

সূর্যতুলা তেজস্বী সেই রথে ব্রহ্মাক্ষের দ্বারা সুরক্ষিত  
মহাবলশালী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ প্রতিপক্ষের নিকট দূর্ব  
হয়ে উঠেছিলেন।

সোহতিনির্ধায় নগরাদিন্দ্রজিৎ সমিতিগ্নয়ঃ।

হুয়গ্নিঃ রাক্ষসৈর্মন্ত্রৈরন্তর্ধানগতোহবীৎ॥ ১৬

যুদ্ধবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ নগর থেকে বেরিয়ে নৈর্ধতি  
দেবতার মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন এবং

অন্তর্ধান করার শক্তিসম্পন্ন হয়ে এইরূপ বললেন—

অদ্য হুয়া রণে যৌ ভৌ মিথ্যা প্রবজিতৌ বনে।

জয়ং পিত্রে প্রদাস্যামি রাবণায় রণেহধিকম্॥ ১৭

‘মিথ্যা প্রবজ্যা গ্রহণকারী ভ্রাতৃদ্বয় তোমাদের রণে

আগমন বৃথা, তোমাদের দুজনকে জয় করে আমি পিতা

রাবণের জন্য উৎকৃষ্ট জয় প্রদান করব।

অদ্য নির্বানরামুর্বাং হুয়া রামং চ লক্ষ্মণম্

করিষ্যে পরমাং প্রীতিমিত্যুজ্জ্বলধীয়তঃ॥ ১৮

‘আজ রাম এবং লক্ষ্মণকে হত্যা করে এবং

পৃথিবীকে বানরশূন্য করে আমি পিতার পরম প্রীতি উৎপন্ন

করব।’ এই কথা বলে তিনি সহসা অদৃশ্য হলেন।







বিবাহ তৌ দাশরথী লঘুবদ্রো নিশিতঃ শরৈঃ ॥ ৩৩  
অতিরথী বীর রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সব দিকে রথ  
ছুটিয়ে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করতে  
লাগলেন।

ভেনাতিবিকৌ তৌ বীরৌ লক্ষ্মণপুত্রঃ সুসংহতৈঃ ।  
বভূবতুর্দাশরথী পুষ্টিপতাবি কিংতুকৌ ॥ ৩৪  
দশরথের বীর পুত্রদ্বয় সুবর্ণমণ্ডিত অখচ দৃঢ় সায়ক  
দ্বারা অত্যন্ত আহত হয়েও পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের মতো  
শোভা লাভ করেছিলেন।

নাস্য বেগগতিং কশ্চিৎ চ রূপং ধনুঃ শরান্ ।  
ন চাস্য বিদিতং কিঞ্চিৎ সূর্যসোবান্ধসম্পূৰ্ণবে ॥ ৩৫  
ইন্দ্রজিৎের দ্রুতগতি, রূপ, ধনু, শর কিছুই  
দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না— যেমন মেঘে ঢাকা সূর্যের গতিবিধি  
সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

ভেন বিদ্বাশ্চ হরয়ো নিহতাশ্চ গতাসবঃ ।  
বভূবুঃ শতশস্ত্রা পতিতা ধরণীতলে ॥ ৩৬  
সেই অস্ত্রের আঘাতে বহুসংখ্যক বানর আহত হয়ে  
প্রাণত্যাগ করেছিল। শতসহস্র যোদ্ধা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে  
ভূতলশায়ী হয়েছিল।

লক্ষ্মণস্ত ততঃ ক্রুদ্ধো দ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ ।  
ব্রাহ্মমন্ত্রং প্রযোক্ষ্যামি বধার্থং সর্বরক্ষসাম্ ॥ ৩৭  
তখন লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্রজকে বললেন  
— ‘সমস্ত রাক্ষসকে বধ করার জন্য আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ  
করব।’

তমুবাচ ততো রামো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ।  
নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হস্তমহসি ॥ ৩৮  
তার এই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র শুভলক্ষণসম্পন্ন  
লক্ষ্মণকে বললেন— ‘একজনের জন্য পৃথিবীর সমস্ত রাক্ষস  
হত্যা করা তোমার উচিত নয়।

অযুধ্যমানং প্রচ্ছন্নং প্রাজ্জলিং শরণাগতম্ ।

পলায়মানং মন্তং বা ন হস্তং ব্রহ্মিহাসিনী ॥ ৩৯  
তসৈব তু বধে যত্নং করিম্যামি মহাকৃৎ ।  
আদেক্ষাবো মহাবেগানজ্ঞানানীনিরোপমান ॥ ৪০

‘যে যুদ্ধ করছে না, লুকিয়ে আছে, করছে  
আশ্রয় প্রার্থনা করছে, পলায়ন করছে অথবা যে ইচ্ছা  
এদেরকে তুমি হত্যা করতে পারো না। হে মহাবীর  
এখন আমি ইন্দ্রজিৎকেই বধ করতে সচেষ্ট হব এত  
আমরা বিযাক্ত সর্পের ন্যায় ভয়াবহ তথা অভয় গোপালী  
অস্ত্র প্রয়োগ করি।

তমেনং মামিনং ক্ষুদ্রমবহিতরথং বলাৎ ।  
রাক্ষসং নিহনিষ্যছি দৃষ্টা বানরযুগপৎ ॥ ৪১  
‘এই নীচ মায়বী রাক্ষস অন্তর্ধানকারী শক্তির বশে  
নিজের রথসহ লুকিয়ে আছে, যদি বানরযুগপতিরা এসে  
দেখতে পায় তাহলে অবশ্যই হত্যা করবে।

যদৌষ ভূমিং বিশতে দিবং বা  
রসাতলং বাপি নভস্তলং বা ।  
এবং বিগৃহোহপি মমাস্ত্রদক্ষঃ  
পতিষ্যতে ভূমিতলে গতাসু ॥ ৪২

‘যদি এই রাক্ষস ভূমিতে (পৃথিবীতে), স্বর্গ  
(দিব্যলোকে), রসাতলে (পাতালে) অথবা আকাশে  
প্রবেশ করে তথাপি আমার অস্ত্রাঘাতে লুপ্ত হইবে  
হয়ে প্রাণত্যাগপূর্বক ভূতলশায়ী হবে।’

ইতোবমুক্তা বচনং মহার্থং  
রঘুপ্রবীরঃ প্রবগর্ষডেবতঃ ।

বধায় রৌদ্রস্যা নৃশংসকর্মণ-  
স্তদা মহাত্মা দ্বরিতং নিরীকৃত ॥ ৪৩

এইরূপ মহান অর্থযুক্ত বাক্য বলে বানরদলপতির  
দ্বারা পরিবেষ্টিত রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র নিম্নরূপ  
ভয়ানক সেই রাক্ষসকে বধের জন্য দ্রুত চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত  
করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণেব যুদ্ধকাণ্ডের অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

## একাদশীতিতমঃ সর্গঃ (৮১)

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়াময়ী সীতার বধ

বিষ্ণুর হু মনস্তস্য রাঘবস্য মহাশ্বনঃ।

১ নিবৃত্তাহবাং তস্মাৎ শ্রবিশেষ পূরং ততঃ। ১

মহাশ্বা শ্রীরামচন্দ্রের মনোভাব বুঝতে পেলে

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে লক্ষ্যপূরীতে প্রবেশ করলেন

যেহনুমতা বধং তেযাং রাক্ষসানাং তরসিনাম্

কেষভাস্রেক্ষণঃ শূরো নির্ভগামাথ রাবণিঃ। ২

কিন্তু সেখানে গিয়ে দ্রুতগামী রাক্ষসদের বধবৃত্তান্ত

শ্রবণ করে রাবণপুত্র শূরবীর ইন্দ্রজিৎ আরক্ত নয়নে

পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রত্যাবর্তন করলেন

২ পশ্চিমেন দ্বারেষ নির্যয়ৌ রাক্ষসৈর্বৃতঃ।

ইন্দ্রজিৎ সুমহাবীর্যঃ পৌলস্ত্যৌ দৈবকটকঃ। ৩

পুলস্ত্যকুলজাত মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ছিলেন দেবতাদের

নিকট কটকতুল্য। সেই মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসদের দ্বারা

পরিবৃত্ত হয়ে নগরীর পশ্চিমদ্বার দিয়ে নির্গত হলেন।

ইন্দ্রজিৎ ততো দৃষ্টা ভাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

৪ রামাভ্রান্যতৌ বীরৌ মায়াং প্রাদুর্ভবোৎ তদা। ৪

বীর ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধে উদ্যত

দেখে ইন্দ্রজিৎ তাঁর মায়াশক্তি প্রকটিত করলেন।

ইন্দ্রজিৎ রথে জ্ঞাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা।

৫ বলেম মহাবৃত্তা তস্যা বধমরোচয়ৎ। ৫

মায়াসীতা নির্মাণ করে তাকে রথে বসিয়ে ইন্দ্রজিৎ

বিশল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে তাকে বধ করতে

উদ্যত হলেন।

মোহনার্থং তু সর্বেষাং বুদ্ধিং কৃৎস্বা সুদূর্মতিঃ।

৬ হস্তং সীতাং বাবসিতো বানরাভিমুখো যযৌ। ৬

সেই দুর্বুদ্ধিপরাযণ রাক্ষস সবাইকে মোহাচ্ছন্ন

করার জন্য সীতাবধ নিশ্চিত করে সেই উদ্দেশ্যে বানরদের

অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তং দৃষ্টা ভূভিনির্ঘাতং সর্বৈ তে কাননৌকসঃ

৭ উৎপেতুরভিসংক্রুদ্ধাঃ শিলাহস্তা যুযুৎসবঃ। ৭

ইন্দ্রজিৎকে পুনরায় নির্গত হতে দেখে সব বানরেরা

যতান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের ইচ্ছায় হাতে শিলা নিয়ে লাফিয়ে

পড়ল।

হনুমান্ পুরভক্তেযাং জগাম কপিকুঞ্জরঃ।

প্রগৃহ্য সুমহাচ্ছবঃ পর্বতসা দুরাসদম্। ৮

কপিকুঞ্জর (বানরবীর) হনুমান অন্য কারণে অসম্মদ্য

এমনই একটি সুলিশাল পর্বতশৃঙ্গ হাতে নিয়ে সকলের

পুলোভাগে (আগে) থেকে অগ্রসর হলেন।

স দদর্শ ইতানন্দাং সীতামিন্দ্রজিতো রথে।

একবেদীধরাং দীনামুপবাসকৃশাননাম্। ৯

তিনি ইন্দ্রজিতের রথে উপবিষ্টা নিরানন্দা,

একবেদীধারিণী, দীনা, উপবাসের কষ্টে মলিনবদনা

সীতাকে দেখতে পেলেন।

পরিক্রিষ্টৈকবসনামমৃজাং রাঘবপ্রিয়াম্।

১০ রাজোমলাভ্যামাজিষ্টঃ সর্বগাত্রৈর্বরদ্রিয়ম্। ১০

একটিমাত্র মলিনবস্ত্র পরিহিতা সীতার দেখে

পরিচর্যার অভাব স্পষ্ট। রামচন্দ্র পত্নীর সারা শরীর ধুলো

ময়লায় লিপ্ত। তথাপি তাঁর সৌন্দর্য যেন অস্বস্তিত হয়নি।

তাং নিরীক্ষ্য মুহূর্তং তু মৈথিলীমম্বাবস্য চ।

১১ বভূবাচিরদৃষ্টা হি তেন সা জনকায়জা। ১১

মুহূর্তমাত্র নিরীক্ষণ করে মিথিলানন্দিনী সীতাকে

হনুমান চিনতে পারলেন। জনকতনয়াকে তিনি কিছু পূর্বেই

দেখেছিলেন সেইজন্যই তিনি সহজেই তাকে চিনেছিলেন।

অব্রবীৎ তাং তু শোকাক্তাং নিরানন্দাং তপস্বিনীম্।

১২ দৃষ্টা রথস্থিতাং দীনাং রাক্ষসেন্দ্রসুতপ্রিতাম্। ১২

সেই শোকাক্তা, নিরানন্দা, তপস্বিনী, দীনা, রাক্ষস-

রাজপুত্রের আশ্রিতা, তাঁর রথে উপবিষ্টা সীতাকে তিনি

দেখলেন।

কিং সমর্থিতমসোতি চিন্তয়ন্ স মহাকপিঃ।

১৩ সহ তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরভাধাবত রাবণিম্। ১৩

মহাকপি হনুমান চিন্তা করতে লাগলেন যে রাক্ষসের

অভিপ্রায় কী? এই চিন্তা করতে করতেই মুখ্য বানরদের

নিয়ে তিনি রাবণপুত্রের উদ্দেশ্যে ধাবিত হলেন।

তদ্ বানরবলং দৃষ্টা রাবণিঃ ক্রোধমুর্চ্ছিতঃ।

১৪ কৃৎস্বা বিকোশং নিস্ত্রিংশং মূর্ষি সীতামকর্ষয়ৎ। ১৪

বানরদের এই সৈন্যবল দেখে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তরবারি কোষমুক্ত করে তিনি

সীতার চুল ধরে টানতে লাগলেন।



তাং ত্রিযং পশাতঃ তেষাং তাড়য়ামাস রাক্ষসঃ।  
 ক্লেশস্তীং রাম রামেতি মায়া যোজিতাং রথঃ ॥ ১৫  
 রথস্থিতা মায়ায়ী সীতা 'হা রাম, হা রাম' বলে  
 চিৎকার করতে লাগলে রাক্ষস সবাইকে দেখিয়ে তাকে  
 প্রহার করতে লাগলেন।

গৃহীতমূৰ্খজাং দুষ্টা হনুমান্ দৈন্যমাগতঃ।  
 দুঃখজং বারি নেত্রাভ্যামুৎসৃজন্ মারুতরাজঃ ॥ ১৬  
 কেশধৃতা সীতাকে দেখে হনুমান অত্যন্ত দুঃখিত  
 হলেন। তাঁর আঁখিগুল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

তাং দুষ্টা চরুসর্বাঙ্গীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্  
 অত্রবীং পরম্বং বাক্যং ক্লেশাদ্ রক্ষোখিপাঙ্গজম্ ॥ ১৭  
 শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী সর্বাঙ্গসুন্দরী প্রিয়াকে এই  
 অবস্থায় দেখে হনুমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসরাজপুত্রকে  
 কঠোর ভাষায় বললেন—

দুরাক্ষয়ানুশায় কেশপক্ষে পরামৃশঃ  
 ব্রহ্মর্ষীণাং কুলে জাতো রাক্ষসীং যোনিমাপ্রিতঃ ॥ ১৮  
 'ওহে দুরাত্মা ! নিজের বিনাশের জন্যই তুমি  
 এইরূপ কেশাকর্ষণ করছ। ব্রহ্মর্ষীদের বংশে জন্মগ্রহণ  
 করেও রাক্ষসদের স্বভাবোচিত আচরণ করছ।  
 ষিক্ দ্বাং পাপসমাচারং যস্য তে মতিরীদৃশী  
 নৃশংসানার্য দুবৃত্ত ক্ষুদ্র পাপপরাক্রম  
 অনার্যসৌদৃশং কর্ম ঘৃণা তে নাস্তি নির্ঘণা ॥ ১৯

'ওরে দুর্মতিপরায়ণ ! তোর মতো পাপাচারীকে  
 থিকার। ওরে নৃশংস ! অনার্য ! দুর্বৃত্ত ! নীচ ! পাপপূর্ণ  
 পরাক্রমী তোর অনার্যসুলভ ঘৃণিত এই কর্মকে ষিক্। তোর  
 মনে দয়ামায়া বলে কিছুই নেই।

চ্যুতা গৃহাচ্চ রাজ্যাচ্চ রামহস্তাচ্চ মৈথিলী।  
 কিং তবৈষাপরাধা হি যদেনাং হংসি নির্দয় ॥ ২০

'মিথিলাকুমারী আজ গৃহ থেকে, রাজ্য থেকে  
 এমনকী শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্য থেকেও বিচ্যুত হয়েছেন।  
 ওরে নিষ্ঠুর ! ইনি কি অপরাধ করেছেন যে এঁকে তুই  
 এইরকম নির্দয়ভাবে প্রহার করছিস ?

সীতা হস্তা তু ন চিরং জীবিস্যসি কথঞ্চন।  
 বর্ষাৰ্হ কর্মণা তেন মম হস্তগতো হ্যসি ॥ ২১

'সীতাকে হত্যা করে তুই কিছুতেই দীর্ঘকাল বাঁচতে  
 পারবি না। বর্ষাযোগ্য নীচ ! তুই আপন কর্মদোষেই আমার  
 হাতে এসে পড়েছিস।

যে চ স্ত্রীঘাতিনাং লোকা লোকন্যাস্তে কুৎসিতাঃ  
 ইহ জীবিতমুৎসৃজ্য প্রেতা তান্ প্রতি লক্ষ্যেন ॥ ২২  
 'কুৎসিত' আচরণকারী, নরহত্যাকারী  
 স্ত্রীঘাতীরা যে লোকে গমন করে প্রাণত্যাগ করে তুইও সে  
 নরকেই গমন করবি।'

ইতি ব্রূবাণো হনুমান্ সানুসৈবনিক্তিঃ  
 অভ্যধানৎ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসেভ্যঃ ॥ ২৩  
 এই বলে হনুমান অত্যন্ত কুপিত হয়ে অস্ত্রাঘি দ্বারা  
 করে এবং বানরবীরদের দ্বারা পরিকৃত হয়ে রাক্ষস  
 রাজপুত্রের প্রতি ধাবিত হলেন।

আপতন্তঃ মহাবীৰ্যং তদনীকং বনৌকসাদ্  
 রক্ষসাং ভীমকোপানামনীকেন নানারথৈঃ ॥ ২৪  
 বনবাসী বানরদের অত্যন্ত বলশালী সৈন্যবাহিনী  
 অগ্রসর হতে দেখে ভয়ানক ক্রুদ্ধ রাক্ষস সেনাদের নিয়ে  
 ইন্দ্রজিৎ তাদের গতিরোধ করলেন।

স তাং বাণসহশ্ৰেণ বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্  
 হনুমন্তং হরিশ্রেষ্ঠমিন্দ্রজিৎ প্রভুবাচ ॥ ২৫  
 হাজার হাজার বাণ দ্বারা বানরবাহিনীকে বিক্ষোভ  
 করে ইন্দ্রজিৎ বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বললেন—

সুগ্ৰীবধ্বং চ রামশ্চ যমিমিত্তমিহাগতাঃ  
 তাং বধিস্যামি বৈদেহীমদৌৰ তব পশ্যতঃ ॥ ২৬  
 ইমাং হস্তা ততো রামং লক্ষ্মণং দ্বাং চ বানরঃ।  
 সুগ্ৰীবং চ বধিস্যামি তং চানার্যং বিভীষণম্ ॥ ২৭

'বানর ! সুগ্ৰীব, রাম এবং তুমি যেজনা এখানে  
 এসেছ, সেই বৈদেহী সীতাকে আজকেই তোমাদের দ্বারা  
 সম্মুখেই হত্যা করব। একে বধ করেই একে একে রাম,  
 লক্ষ্মণ, সুগ্ৰীব সহ তোমাকে তথা অনার্য বিভীষণকেও হত্যা  
 করব।

ন হস্তব্যঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ্ ব্রবীষি গুবঙ্গম।  
 পীড়াকরমমিত্রাণাং যচ্চ কর্তব্যমেব তৎ ॥ ২৮  
 'ওহে বানর ! তুমি যে বলছো, স্ত্রীলোককে হত্যা  
 করা উচিত নয়, তার উত্তরে বলি, শত্রুর পক্ষে যা অধিক  
 কষ্টকর, তাই কর্তব্য।'

তমেবমুক্ত্বা রুদতীং সীতাং মায়ায়ীং চ তাম্  
 শিতধারেণ খঞ্জন নিজঘানেভ্রজিৎ ॥ ২৯  
 এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ নিজেই ধাবলো বজ্র দিয়ে  
 রোদনরতা মায়ায়ী সীতাকে ঘাতক প্রহার করল।



রাজপথীতমার্গেণ দ্বিমা তেন উপস্থিতী।  
 গা পৃথিব্যাং পৃথুশ্রোণী পশ্যত প্রিয়দর্শনা ॥ ৩০  
 বজ্রোপহীত ধারণের যে স্থান সেই স্থান দিয়ে তাকে  
 কোট ফেললে সেই রূপবতী, উপস্থিতী, গুরুনিতম্বিনী  
 প্রিয়দর্শনা, তপস্বিনী ভূমিতে পতিত হলেন  
 জমিভ্রাজি প্রিয়াং হস্তা হনুমন্তমুবাচ হ  
 হুয়া রাসসা পশোমাং প্রিয়াং শত্ৰুনিযুক্তিতাম্  
 এক বিলজ্জা বৈদেহী নিশ্ফলো বঃ পরিশ্রমঃ ॥ ৩১  
 সেই ক্রীমৃর্তিকে হত্যা করে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে  
 জল—‘দেখো ! রামের প্রিয়াকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত  
 করেছি। এই সেই খণ্ডিতা বৈদেহী, তোমাদের সমস্ত  
 গৌরব বার্থ হয়েছে।’  
 চঃ স্বজ্ঞেন মহতা হস্তা তামিভ্রাজিৎস্বয়ম্।  
 হঃ স রথমাহ্বায় ননাদ চ মহাবনম্ ॥ ৩২  
 এইভাবে সুবিশাল খড়্গ দিয়ে মায়াসীতাকে হত্যা

কবে ইন্দ্রজিৎ সয়াং মহানন্দে বণে আবোহণপূর্বক সম্ভারে  
 গর্জন করতে লাগলেন,  
 বানরোঃ শুশ্রুণুঃ শঙ্কমদুরে প্রভানহিতাঃ।  
 ব্যাদিতাসাসা নদন্তরদুর্গং সংশ্রিতস্য তু ॥ ৩৩  
 ইন্দ্রজিৎ সেই দুর্গসি বণে উঠে দুখ তাঁ করে দিকট  
 গর্জন করতে লাগলেন সন্নিকটে স্থিত বানবেরা তা শুনে  
 লাগল।  
 তথা তু সীতাং বিনিহতা দুর্মতিঃ  
 প্রথষ্টচেতাঃ স নভুন রাবণিঃ।  
 তং হষ্টকপং সমুদীক্ষা বানরা  
 বিষমরূপাঃ সমভিপ্রদুক্রবুঃ ॥ ৩৪  
 দুর্মতিপরায়ণ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এইভাবে  
 মায়াসীতাকে হত্যা করে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব  
 করলেন তাঁকে উৎফুল্ল দেখে বানবেরা বিষমচিত্তে পলায়ন  
 করতে লাগল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাশীতিতমঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

### দ্বাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮২)

হনুমানের নেতৃত্বে বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হনুমানের  
 প্রত্যাবর্তন এবং নিকুন্ডিলা মন্দিরে গিয়ে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞারম্ভ

প্রজা তু ভীমনির্ভাদং শত্রুশনিসমগ্নম্।  
 বীক্ষমাণা দিশঃ সর্বা দুক্রবুর্বানরা ভূশম্ ॥ ১  
 ইজের বজ্রের মতো ভয়ানক গর্জন করতে শুনে  
 বানরেরা সবদিকে তাকিয়ে দেখে ভয়ে পালাতে লাগল  
 অনুবাচ ততঃ সর্বান্ হনুমান্ মারুতাজ্জঃ।  
 বিষমবদনান্ দীনাংস্তজ্জান্ বিদ্রবতঃ পৃথক্ ॥ ২  
 তখন এইসব বিষাদগ্রস্ত, দীন, পলায়নোদ্যত ভীত  
 বানরদের পবনপুত্র হনুমান বললেন—  
 কণ্মাদ্ বিষমবদনা বিদ্রবধঃ প্রবঙ্গমাঃ।  
 তাক্রুদ্ধসমুৎসাহাঃ শূরত্বং ক নু বো গতম্ ॥ ৩  
 ‘ওহে বানবেরা ! কেন তোমরা বিষমবদন হয়েছো

যুদ্ধে উৎসাহ হারিয়ে কেন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ ?  
 তোমাদের বীরত্ব কোথায় গেল ?  
 পৃষ্ঠতোহনুরজধবঃ মামগ্রতো যান্তমাহবে।  
 শূরৈরভিজানোপেতৈরযুক্তং হি নিবর্তিতুম্ ॥ ৪  
 ‘আমি যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি। তোমরা আমাকে  
 অনুসরণ করো। উচ্চবংশজাত শূরবীরদের যুদ্ধে পশ্চাৎ  
 প্রদর্শন অযৌক্তিক।’  
 এবমুক্তাঃ সুসংক্রুদ্ধা বায়ুপুত্রো ধীমতাঃ।  
 শৈলশৃঙ্গান্ ক্রমাংশ্চৈব জগৃহুর্দষ্টমানসাঃ ॥ ৫  
 বুদ্ধিমান পবনপুত্র হনুমান এইরূপ বললে বানবেরা  
 প্রসন্নচিত্তে রাক্ষসদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতশৃঙ্গ

এবং বৃক্ষাদি হাতে তুলে নিল

অভিপেতুশ্চ গর্জন্তো রাক্ষসান্ বানরবর্ভাঃ  
পরিবার্হ হনুমন্তময়ুশ্চ মহাহবে। ৬

শ্রেষ্ঠ বানরবীরেরা হনুমানকে বেঁটন করে গর্জন  
করতে করতে মহাসমরে অগ্রসর হয়ে রাক্ষসদের উপর  
লাফিয়ে পড়ল।

স তৈর্বানরমুখোহু হনুমান্ সর্বতো বৃত্তঃ।  
হতাশন ইবার্চিস্মানদহচ্ছত্রবাহিনীম্॥ ৭

প্রধান প্রধান বানরবীরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হনুমান  
প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো শত্রুবাহিনীকে দক্ষ করতে লাগলেন।  
স রাক্ষসানাং কদনং চকার সুমহাকপিঃ।

বৃত্তো বানরসৈন্যো কালান্তকয়মোপমঃ। ৮  
বানরসৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাকপি হনুমান  
কালান্তক যমরাজের মতো রাক্ষসদের হত্যা করতে  
লাগলেন।

স তু শোকেন চাবিষ্টঃ কোপেন মহতা কপিঃ।  
হনুমান্ রাবণিরথে মহতীং পাতয়চ্ছিলাম্। ৯

গভীর শোকে কাতর তথা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হনুমান  
রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের রথে একটি বিশাল শিলা নিক্ষেপ  
করলেন।

তাম্রাপতীং দৃষ্টেব রথঃ সারথিনা তদা।  
বিধেয়াশ্বসমায়ুক্তঃ বিদূরমবাহিতঃ॥ ১০

সেটিকে পতিত হতে দেখে সারথি তৎক্ষণাৎ  
নিজেদের অধীনস্থ, বিশ্বস্ত ঘোড়াসহ রথটি নিয়ে দূর চলে  
গেল।

তমিদ্ভজিতমপ্রাণ্য রথহং সহসারথিম্।  
বিবেশ ধরণীং ভিত্তা সা শিলা ব্যর্থমুদাতা। ১১

সারথিসহ রথস্থ ইন্দ্রজিতকে স্পর্শ করতে না পেরে  
সেই শিলা ধরণী বিদীর্ণ করে ভিতরে প্রবেশ করল। শিলা  
নিষ্ক্ষেপের উদ্যোগ ব্যর্থ হল।

পতিতয়াং শিলায়াং তু বাধিতা রক্ষসাং চমূঃ।  
নিপতন্ত্যা চ শিলয়া রাক্ষসা মথিতা ভূশম্॥ ১২

সেই শিলার পতনে রাক্ষসসৈন্যরা অত্যন্ত ব্যথিত  
হল। পতিত শিলার আঘাতে বহুসংখ্যক রাক্ষস মথিত  
হয়ে গেল।

তমভাষাবন্ শতশো নদন্তঃ কাননৌকসঃ।  
তে ক্রমাংশ্চ মহাকার্য গিরিশৃঙ্গানি চোদাতাঃ॥ ১৩

অতঃপর বিশালকায় শত শত বানর বৃক্ষ  
পর্বতশৃঙ্গ হাতে নিয়ে গর্জন করতে করতে ইন্দ্রজিতের রথ  
ধাবিত হল।

ক্ষিপ্তবীরজিতঃ সংখ্যো বানরা ভীমবিক্রমাঃ।  
বৃক্ষশৈলমহাবর্ধং বিসৃজন্তঃ  
শত্রুপাং কদনং চক্রুনৈদুশ্চ বিবিধৈঃ ১৪

ভয়ানক পরাক্রমী বানরবীরেরা ইন্দ্রজিতের রথ  
শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করতে লাগল। বানরেরা একে  
ভয়ানক অসুবর্ষণ করে শত্রু সংহার করে নানাবিধ অস্ত্র  
স্বরে গর্জন করতে লাগল।

বানরৈস্তৈর্মহাভীমৈর্ঘোরুপা  
বীর্বাদভিহতা বৃক্ষৈর্ঘোচেষ্ঠৈঃ  
নিশাচরাঃ ১৫  
রণক্ষিত্তৈঃ

সেই মহাভয়ানক বানরেরা বৃক্ষ দ্বারা অতিক  
ভয়ংকর রাক্ষসদের বলপূর্বক আঘাত করতে লাগলে তরা  
যুদ্ধক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল।

স সৈন্যমভিবীক্ষ্যথ বানরাদিতমিদ্ভজিঃ ১৬  
প্রগৃহীতায়ুধঃ ক্রুদ্ধঃ পরানভিমুখো যদৌ  
বানরদের দ্বারা নিজের সৈন্যদের পীড়িত হ  
দেখে ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রুদের সম্মুখ  
হলেন।

স শরৌঘানবসৃজন্ স্বসৈন্যানভিসংবৃত্তঃ ১৭  
জঘান কপিশাদূলান্ সুবহূন্ দৃঢ়বিক্রমঃ  
শূলৈরশনিভিঃ খড়্গৈঃ পট্টিশৈঃ শূলমুকারৈঃ ১৮

আপন রাক্ষস সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে  
পরাক্রমী সেই বীর রাক্ষস বাণবর্ষণ করে এবং শূল, ব  
তববারি, পট্টিশ তথা মুদগরের আঘাতে বহুসংখ  
বানরবীরকে হতাহত করলেন।

তে চাপ্যানুচরাংস্তস্য বানরা জঘুরাহবে  
সুদৃঢ়বিটপৈঃ শৈলৈঃ শিলাভিষ্ণু মহাবলঃ ১৯  
হনুমান্ কদনং চক্রৈ রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্

বানরেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতের অনুচরদের ব  
করল। মহাবলশালী হনুমান সুন্দর শাখায়ুক্ত বৃক্ষকা  
পর্বত এবং শিলারশির দ্বারা ভীষণকর্মা রাক্ষসদের ধ্বংস  
করতে লাগলেন।

সমিবার্হ পরানীকমরবীং তান্ বনৌকসঃ ২০  
হনুমান্ সমিবর্ত্তধ্বং ন নঃ সাক্ষ্যমিদং বলম্।  
শত্রুসৈন্যদের নিবারিত করে হনুমান



রামরসের বললেন—‘এখন তোমরা নিবৃত্ত হও, এই  
সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধের আর প্রয়োজন নেই।

তারা প্রশ্ন বিচেষ্টা রামপ্রিয়চিকীর্ষঃ ॥ ২১ ॥  
সিকিঃ হি যুধ্যামো হতা সা জনকান্বজা।

‘রামমহোদয় প্রিয়কর্ম সাধনের জন্য এবং আমরা যার  
সঙ্গে জীবনের আশা ত্যাগ করবও চেষ্টা করেছি, সেই  
জনকজনরা সীতা নিহত হয়েছেন

ইমতঃ হি বিজ্ঞাপা রামঃ সুগ্রীবমেব চ ॥ ২২ ॥  
শ্রী যৎ প্রতিবিবাস্যতে তৎ করিষ্যামহে স্বয়ং।

‘এই বার্তা শ্রীরামচন্দ্র এবং সুগ্রীবকে জানিয়ে  
কল্যাণ তাঁদের আদেশ অনুসারে আমরা কাজ করব’

হুত্বা বানরশ্রেষ্ঠো বারয়ন্ সর্ববানরান্ ॥ ২৩ ॥  
শনৈরসংব্রতঃ সৰলঃ সমাবর্তত।

এই বলে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সব বানরকে নিবৃত্ত  
কর ঘিরে ধীরে নির্ভয়ে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করতে  
লাগলেন।

তঃ প্রেক্ষা হনুমন্তঃ ব্রজন্তঃ যত্র রাঘবঃ ॥ ২৪ ॥  
য হোতুমামো দুষ্টায়া গতশ্চেত্যং নিকুঞ্জিলাম্

রামচন্দ্রের নিকটে হনুমানকে যেতে দেখে দুরাছা  
ইন্দ্রজিৎ হোম করার ইচ্ছায় নিকুঞ্জিলা মন্দিরে যাত্রা

কলসেন

নিকুঞ্জিলামদিষ্ঠায় পানকঃ জুবদেজ্জিৎ ॥ ২৫ ॥  
যজ্ঞভুয়াং ততো গদা পাবকত্বেন রক্ষসা,

হুমানঃ প্রজ্ঞান হোমশোণিতভুঙ্ক তপা ॥ ২৬ ॥  
সারিগিনিকো দপুশে হোমশোণিততপিতঃ

সদ্যাগত ইনাদিতাঃ সূতীত্রোহগ্নিঃ সমুখিতঃ ॥ ২৭ ॥  
নিকুঞ্জিলাম্য গিয়ে ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদান

করলেন অতঃপর বাগ্গস ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে গিয়ে হোম  
করে অগ্নিদেবকে তুষ্ট করলেন। হোমশোণিতভুঙ্ক অগ্নি

দাউ-দাউ করে ঝলে উঠল। হোম-শোণিতে তুষ্ট হয়ে  
অগ্নিদেব তাঁর শিখা বিস্তার করে সঙ্গ্যাকালীন সূর্যদেবের

মতো উজ্জ্বলরূপ ধারণ করলেন।  
অথেন্দ্রজিদ্ রাক্ষসভূতয়ে তু

জুহাব হব্যং বিধিনা বিধানবিৎ।  
দুষ্টা বাতিষ্ঠ চ রাক্ষসায়ে

মহাসমূহেষ্ণু নয়ানযজ্ঞাঃ ॥ ২৮ ॥  
অতঃপর যজ্ঞের বিধানবিদ ইন্দ্রজিৎ সকল রাক্ষসের

কল্যাণসাধনের জন্য বিধিপূর্বক আহুতি প্রদান করতে  
লাগলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান দেখে ন্যায়-অন্যায়ের স্বজাতা

রাক্ষসেরা দণ্ডায়মান হয়ে অবস্থান করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীরে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

### ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৩)

সীতার মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকে শ্রীরামের মূর্ছা, লক্ষ্মণ কর্তৃক তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান  
এবং পুরুষার্থ প্রয়োগের উদ্যম

রাঘবচাপি বিপুলং তং রাক্ষসবনৌকসাম্  
শ্রদ্ধা সংগ্রামনির্বোধং জাহ্নবন্তমুবাচ হ ॥ ১ ॥

রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে প্রবল সংগ্রামের মহা  
নির্বোধ শুনে রামচন্দ্র জাহ্নবানকে বললেন—

সৌম্য নুনং হনুমতা কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্।  
ক্রয়তে চ যথা ভীমঃ সুমহানামুধনঃ ॥ ২ ॥

সৌম্য নুনং হনুমতা কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্।  
ক্রয়তে চ যথা ভীমঃ সুমহানামুধনঃ ॥ ২ ॥

‘হে সৌম্য ! হনুমান নিশ্চয়ই কোনো দুষ্কর কর্ম  
করেছে। কারণ তার অস্ত্র শস্ত্রের মহাভয়ানক শব্দ  
সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হচ্ছে।

তদ্ ধচ্ছ কুরু সাহায্যং স্ববলেনাভিসংবৃতঃ।  
ক্ষিপ্ৰমৃক্ষপতে । তস্য কপিশ্রেষ্ঠস্য যুধ্যতঃ ॥ ৩ ॥

‘হে ঋক্ষরাজ ! তুমি তোমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে



লীয়েই গমন করো এবং যুদ্ধবত বানবশ্রেষ্ঠ হনুমানকে সাহায্য করো।'

ঋক্ষরাজজ্ঞেতৃষ্ণা সেনানীকেন সংবৃতঃ।

আগচ্ছৎ পশ্চিমং দ্বারং হনুমান্ যত্র বানরঃ॥ ৪

ঋক্ষরাজও 'তাই হোক' বলে আপন সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে লঙ্কার পশ্চিমদ্বারে—যেখানে বানরবীর হনুমান অবস্থান করছিলেন, সেখানে গেলেন।

অখায়ান্তঃ হনুমন্তঃ দদর্শর্কপাতিস্তদা।

বানরৈঃ কৃতসংগ্রামৈঃ শ্বসজ্জিরডিসংবৃতম্॥ ৫

সেইসময় ঋক্ষরাজ রণক্লান্ত, প্রত্যাবর্তনরত এবং দীর্ঘশ্বাসগ্রহণরত বানরদের সঙ্গে হনুমানকে ফিরে আসতে দেখলেন।

দৃষ্ট্বা পথি হনুমাংশ্চ তদৃক্ষবলমুদ্যতম্।

নীলমেঘনিভং ভীমং সরিবার্য নাবর্তত॥ ৬

পথে নীল মেঘের মতো ভয়ানক যুদ্ধোদ্যত তল্লুক সেনাদের দেখে হনুমান তাদেরকে নিবৃত্ত করে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

স তেন সহ সৈন্যেন সন্নিবর্ষঃ মহাশাঃ

শীঘ্রমাগম্য রামায় দুঃখিতো বাক্যামব্রবীৎ ৭

মহাযশস্বী হনুমান ওই সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে গিয়ে দুঃখের সঙ্গে বললেন—

সমরে যুদ্ধমানানামস্মাকং প্রেক্ষতাং চ সঃ

জঘান রুদতীং সীতামিন্দ্রজিদ্ রামণায়জঃ ৮

'রণক্ষেত্রে আমরা যখন যুদ্ধ করছিলাম, হে প্রভু!

তখন রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রোদনরতা সীতাকে হত্যা করল।

উদ্ভ্রান্তচিন্ততাং দৃষ্ট্বা বিষলোহমরিন্দম।

তদহং ভবতো বৃত্তং বিজ্ঞাপয়িতুমাগতঃ॥ ৯

'হে অরিন্দম! (শত্রুদমনকারী) তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে আমার মন উদ্ভ্রান্ত এবং বিষন্ন। তারাজ্ঞান মনে আপনাকে এই বার্তা জ্ঞাপনের নিমিত্ত আমি এখানে এসেছি।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোকমূর্ছিতঃ।

নিপপাত তদা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥ ১০

হনুমানের এই কথা শুনে রামচন্দ্র মূর্ছিত হয়ে গেলেন। ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো তৎক্ষণাৎ তিনি ভূপতিত হলেন।

তং ভূমৌ দেবসংকালং পতিতঃ দৃশ্য রাঘবম্  
অভিপেতুঃ সমুৎপত্তা সর্বতঃ কপিসত্তমাঃ॥ ১১

দেবতুল্য শ্রীরামচন্দ্রকে ভূপতিত অবস্থায় দেখে শ্রেষ্ঠ বানরবীর-সকল লাফিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হন। আসিৎসন্ সলিলৈশ্চৈনং পদ্মোৎপলসুপক্টিভিঃ।  
প্রদহন্তমসংহারং সহসাগিমিবোধিতম্॥ ১২

সহস্রা প্রক্ষলিত দহনরত ও অনিবার্য অগ্নির মতো উজ্জ্বলদেহী শ্রীরামচন্দ্রের শরীরে তারা স্নেহপূর্ণ এবং বক্তৃপন্থের সুগন্ধি জল সিঞ্জন করতে লাগল।

তং লক্ষ্মণোহথা বাহুভ্যাং পরিমজ্জা সুদুঃখিতঃ

উবাচ রামমধ্বহং বাক্যং হেত্বর্ণনং যুতম্॥ ১৩

অত্যন্ত দুঃখিত লক্ষ্মণ দুই বাহু দিয়ে অসুস্থ রামচন্দ্রকে বসিয়ে হেতুপূর্ণ বাক্যে এইরূপ বললেন—

শুভে বর্জনি তিষ্ঠন্তঃ দ্ব্যমার্ঘ্য বিজিতেন্দ্রিয়ম্

অনর্থভো ন শক্নোতি ত্রাহুঃ ধর্মো নিরর্থকঃ॥ ১৪

'হে আর্য! আপনি কল্যাণের পথেই থাকেন এবং জিতেন্দ্রিয় তথাপি এই অনর্থ থেকে ধর্ম আপনাকে রক্ষা করতে পারলেন না, অতএব ধর্ম নিরর্থক।

ভূতানাং হ্রাবরাণাং চ জঙ্গমানাং চ কৰ্ণম্

যথাস্তি ন তথা ধর্মস্তেন নাস্তীতি মে মতিঃ॥ ১৫

'স্বাবর এবং জঙ্গম পশু আদিও সুখ ভোগ করেনি। এতে ধর্মের কোনো হাত নেই (কেননা তাদের যথার্থ ধর্মচরণের শক্তিও নেই এবং অধিকারও নেই) তাই আমার মনে হচ্ছে ধর্ম সুখের সাধন নয়।

যথৈব হ্রাবরং ব্যক্তং জঙ্গমং চ তথাবিষম্

নায়মর্থস্তথা যুক্তবুদ্ধিধো ন বিপদ্যতে॥ ১৬

'ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন হ্রাবর এবং জঙ্গম (অর্থাৎ স্থিরবস্তুসমূহ এবং প্রাণীসকল) যেমন দুর্ঘটনা দেখাচ্ছে, ধর্মযুক্তকে কিন্তু তেমন দেখাচ্ছে না। যদি জানা হত তাহলে আপনার মতো ধর্মাত্মাকে এমন বিপদ হত না।

যদাধর্মো ভবেদ্ ভূতো রাবণো নরকং ব্রজেৎ

ভবাংশ্চ ধর্মসংযুক্তো নৈব বাসনমাপুয়াৎ॥ ১৭

'যদি অধর্মই দুঃখের কারণ হত তাহলে রাবণকে যেতে হত নরকে আর আপনার মতো ধর্মপ্রাণ পুরুষ কোনো দুঃখই পেতেন না।

তস্য চ বাসনাতাবাদু ব্যসনং চাগতে কুরি।

অব্যর্থতা পরম্পরবিরোধিত্বো ॥ ১৮

যদি কোনো দুঃখই নেই কিন্তু আপনি দুঃখে  
জীর্ণ। ধর্ম এবং অধর্ম পরস্পরবিরোধী হয়ে গেছে  
আর ধর্মিক হচ্ছে দুঃখী আর অধর্মিক হচ্ছে সুখী।

ধর্মোপলভ্যে ধর্মমধর্মঃ চাপ্যধর্মতঃ ॥

যুজ্যযুজ্যধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৯

বিযুজ্যোন্নয়নধর্মরচনো জনাঃ ॥

ধর্মো ভেষাঃ তথা ধর্মফলং ভবেৎ ॥ ২০

যদি ধর্মের দ্বারা ধর্মফল (সুখ) আর অধর্মের দ্বারা

অধর্মফল (দুঃখ) লাভ হয় তাহলে যারা অধর্মে প্রতিষ্ঠিত

জনা অধর্মের ফলে যুক্ত হয়ে দুঃখী হত। অধর্মে যাদের

কি নেই তাঁরা কখনোই ধর্ম থেকে এবং ধর্মের

ফলভূত সুখ থেকে বঞ্চিত হতেন না। ধর্মের পথ

অনুসরণকারী এই লোকেরা সর্বদাই ধর্মের ফলস্বরূপ

সুখ লাভ করতেন।

তস্মাদধী বিবর্ধতে যেধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ

ক্রিয়াজে ধর্মশীলাচ্চ তস্মাদেভৌ নিরর্থকৌ ॥ ২১

কিন্তু যে অধর্মে প্রতিষ্ঠিত তারই ধনসম্পদ বৃদ্ধিলাভ

করছে। আর যারা ধর্মপরায়ণ তাঁরাই অধিক কষ্ট লাভ

করছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে এই ধর্ম এবং অধর্ম

—দুইই নিরর্থক।

বধস্তে পাপকর্মাণো যদ্যধর্মণ রাঘব ॥

বধকর্মহতোধর্মঃ স হতঃ কং বধিযতি ॥ ২২

‘হে রাঘব! পাপাচারী পুরুষ যদি ধর্ম অথবা অধর্মের

দ্বারা নিহত হয় তাহলে ধর্ম বা অধর্ম কর্মজনিত হওয়ায়

(অর্থাৎ, মধ্য ও অন্ত) তিন অবস্থাতেই ক্ষণমাত্র অবস্থান

করে। পরস্পরবিরোধী (চতুর্থক্ষেত্রেই) ধর্ম বা অধর্ম নিজেই নষ্ট

হয়ে যায়। তাহলে বিনষ্টশীল ধর্ম বা অধর্ম কাকে হত্যা

করবে?

অথবা বিহিতেনায়াঃ হন্যাতে হন্তি চাপরম্

বিধিঃ স লিপ্যাতে তেন ন স পাপেন কর্মণা ॥ ২৩

যদি কোনো নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

অধিকার নেই তাহলে নিষিদ্ধকর্মের দ্বারা নিষিদ্ধকর্মের

‘অথবা যদি এই জীব নিষিদ্ধকর্ম সম্পন্ন কর্মবিশেষ  
(শোণামাণ্ড আদি) দ্বারা নিহত হয় অথবা স্বয়ং সেকপ  
কর্মবিশেষ দ্বারা অপরকে হত্যা করে তাহলে (বিধি বিহিত  
কর্মজনিত অদৃষ্ট) — সেই হত্যাকারী দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া  
উচিত, কর্মের দ্বারা যুক্ত সেই পুরুষের দোষভাগী হওয়া  
উচিত নয় (কোনো পুরুষের দ্বারা ঘটিত অপরাধের ফল পিতা  
ভোগ করে না)।

অদৃষ্টপ্রতিকারণে অব্যক্তনাস্তা সতা

কথাঃ শব্দঃ পরঃ প্রাপ্তঃ ধর্মোন্নয়নবিকল্পঃ ॥ ২৪

‘হে শত্রুদমনকারী! যা প্রতিকারের জ্ঞানশূন্য, যা

অব্যক্তি, যা জ্ঞ-সত্তের মতো বিদ্যমান, সেই ধর্ম-

গুণসম্পন্ন দ্বারা অপর (পাপাত্মা) — কে বধরূপে হওয়া

কীভাবে সম্ভব?

যদি মৎ সাং সতাঃ মুখ্য নাসৎ সাং তব কিঞ্চন।

ত্বয়া যদিদৃশ্যং প্রাপ্তং তস্মাৎ তমোপদ্যতে ॥ ২৫

‘হে সজ্জনপ্রধান! যদি সংকর্মজনিত অদৃষ্ট শুভই

হয় তাহলে তো আপনি কোনো দুঃখই পেতেন না। আর

যদি আপনাকেই এইরূপ দুঃখ পেতে হয় তাহলে

সংকর্মজনিত অদৃষ্ট সং — এই বাক্যটির কোনো সঙ্গতি

থাকে না।<sup>(১)</sup>

অথবা দুর্বলঃ ক্লীবো বলঃ ধর্মোহনুবর্ততে,

দুর্বলো হতমর্ষাদো ন সেব্য ইতি মে মতিঃ ॥ ২৬

‘যদি দুর্বল অথবা কাতর অবস্থার ধর্ম-পুরুষার্থের

অনুসরণ করে তাহলে একপ দুর্বল এবং ফলদানের

মর্ষাদাশূন্য ধর্মের সেবন না করাই উচিত — এটি হল আমার

স্পষ্ট অতিমত।

বলস্য যদি চেদ্ ধর্মো গুণভূতঃ পরাক্রমৈঃ।

ধর্মমুৎসৃজ্য বর্তন যথা ধর্মে তথা, বলে ॥ ২৭

‘ধর্ম যদি পরাক্রম এবং শক্তির (অঙ্গ অর্থাৎ

উপকরণমাত্র হয় তাহলে ধর্মকে ত্যাগ করে শক্তিরই সাধনা

করা উচিত। আপনি যেমন ধর্মের অনুসরণ করছিলেন

(১) এই অধ্যায়ের চতুর্দশ থেকে পঁচিশতম শ্লোক পর্যন্ত শ্রীলক্ষ্মণ ধর্ম এবং অধর্মের সম্বন্ধে যে বক্তব্য করেছেন তা শ্রীরামকে দুঃখী  
দেখে অধিকতর দুঃখী হয়ে কবেছেন। পরোপরি শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া সীতাদেবীর মায়া-মূর্তির বধ দেখে শোকে-ক্ষোভে অভিভূত হওয়া  
যেমন প্রেমের লীলামাত্র, তদনুরূপ প্রিয়তম প্রভুকে দুঃখে অভিভূত দেখে অধিকতর দুঃখবোধে একপ অসম্মত কথাবার্তা বলা প্রেমজনিত  
কাতর-ভাবেরই পরিচায়ক। দুঃখের আবেশে কিছুটা প্রশমিত হলে পরবর্তী চুয়াল্লিশতম শ্লোকে শ্রীলক্ষ্মণ স্পষ্টরূপে জানিয়েছেন যে,  
তিনি শ্রীরামের শোক অপনোদন করে তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানোর উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বলেছিলেন।



এখন তেমন শক্তিবই সাধনা করুন।

অথ চেৎ সত্যবচনং ধর্মঃ কিম পরন্তপ।

অনৃতং ত্বয়াকরণে কিং ন বদ্ধত্বয়া বিনা। ২৮

‘শত্রুদের তাপ প্রদানকারী হে ঋষুনন্দন! যদি আপনি সত্যপালনরূপ ধর্মের পালন করতেন অর্থাৎ পিতার আদেশ স্বীকার করে তাঁর সত্যরূপী ধর্মের অনুষ্ঠান করতেন তাহলে জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করার যে কথাটি পিতা বলেন, সেই সত্যের পালন না করায় পিতার যে অসত্যরূপ ধর্ম প্রাপ্ত হয় তার ফলেই আপনার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এমতাবস্থায় আপনি কি পিতার পূর্বকথিত অভিষেক-সম্পর্কিত বাক্য আবদ্ধ ছিলেন না? অর্থাৎ সেই সত্য পালনের জন্য কি বাধ্য ছিলেন না? (যদি আপনি পিতার বাক্য পালন করে যুবরাজ পদ গ্রহণ করতেন তাহলে পিতার মৃত্যুও হত না এবং সীতা-হরণরূপ অনর্থও সংঘটিত হত না।)

যদি ধর্মো ভবেদ্ ভূত অধর্মো বা পরন্তপ।

ন স্ম হত্বা মুনিং বজ্রী কুর্যাদিজ্যাং শতক্রতুঃ। ২৯

‘হে শত্রুতাপন! যদি কেবল ধর্ম অথবা অধর্মই প্রধানরূপে অনুষ্ঠানের যোগ্য হত তাহলে বজ্রধারী ইন্দ্র বিশ্বরূপ মুনিকে হত্যা করে (অধর্ম) পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠানের (ধর্ম) আয়োজন করতেন না।

অধর্মসংশ্রিতো ধর্মো বিনাশয়তি রাঘব।

সর্বমেতদ্ যথাকামং কাকুৎস্থ কুরুতে নরঃ। ৩০

‘হে রাঘব! পৌরুষাশ্রিত ধর্মই শত্রুদমনে সক্ষম হয়। অতএব হে কাকুৎস্থ! প্রয়োজনমতো মানুষ এই দুটির (ধর্ম এবং পৌরুষ) অনুষ্ঠান করে।

মম চেদং মতং তাত ধর্মোহয়মিতি রাঘব।

ধর্মমূলং ত্বয়া হিন্নং রাজ্যমুৎসৃজতা তদা। ৩১

‘তাত রাঘব! আমার মতে এইটিই ধর্ম। আপনি যেদিন রাজ্য ত্যাগ করেছেন সেই দিনই ধর্মের মূলোচ্ছেদ করেছেন।

অর্থোভ্যোহথ প্রবৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃদ্ধেভ্যস্তত্ততঃ।

ক্রিয়াঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ। ৩২

‘যেমন পর্বত থেকে নদীসমূহ নির্গত হয় তেমনি নানা দেশ থেকে সংগৃহীত প্রভূত ধনরাশির দ্বারা সকল কার্য (সকাম ভাবের ফলে ভোগপ্রধান ও নিষ্কাম ভাবের ফলে যোগপ্রধান) সম্পন্ন হয়।

অর্থেন হি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাজ্যচেতস্য।

বিচ্ছিদাচ্ছে ক্রিয়াঃ সর্বা ত্রীণো কুসরিত্তো নরঃ। ৩৩

‘গ্রীষ্মকালে ছোট নদীগুলি যেমন শুকিয়ে যায় তেমনি অর্থহীন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সব কার্য নষ্ট হয়।

সোহ্যমর্থং পরিত্যজ্য সুখকামঃ নৃশিখরঃ।

পাপমাচরণতে কর্তুং তদা দোষঃ প্রবর্তয়েৎ। ৩৪

‘সুখেই বর্ষিত এবং সুখাভিলাষী ব্যক্তি যদি ঈর্ষ্য ত্যাগপূর্বক সেই সুখের অনুসন্ধানে অন্যায়পন্থা অর্থোপাদানে রত হয় তাহলে সে পাপাচারে নিপুণ হইবে।

তজ্জনিত দোষও তার মধ্যে লক্ষিত হয়।

যস্যার্থান্তস্য মিত্রানি যস্যার্থান্তস্য বাকবাঃ।

যস্যার্থঃ স পুমান্জ্যোকে যস্যার্থঃ স চ পণ্ডিতঃ। ৩৫

‘যার অর্থ আছে তার বন্ধু আছে। যার ধন আছে তার আত্মীয় মিত্র সবাই আছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ পুমান্, সে পণ্ডিত।

যস্যার্থঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থঃ স চ বুদ্ধিমান্।

যস্যার্থঃ স মহাভাগো যস্যার্থঃ স জগাধিকঃ। ৩৬

‘যার অর্থ সম্পদাদি বিদ্যমান সেই পরার্থী, সেই বুদ্ধিমান, সেই-ই মহাভাগ্যবান এবং অধিক গুণসম্পন্ন।

অর্থস্যোত্তে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রবাহতায়া

রাজ্যমুৎসৃজতা ধীর যেন বুদ্ধিত্বয়া কৃতঃ। ৩৭

‘অর্থ পরিত্যাগে যে দোষ উৎপন্ন হয়, তা অতি সম্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। আপনি আপনার বুদ্ধি অনুসারে কেন রাজ্য ত্যাগ করেছেন তা আমি জানি না।

যস্যার্থঃ ধর্মকামার্থান্তস্য সর্বং প্রদক্ষিণম্

অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শকো বিচ্ছিতাঃ। ৩৮

‘যার অর্থ আছে তার সহজেই ধর্ম কামাদি বিপ

লাভ হয়, কারণ সবকিছুই তার অনুকূল থাকে। নিধ

ব্যক্তির অর্থাদির আকাজকা থাকলেও পুরুষার্থ ব্যতির

লাভ করা যায় না।

হর্বঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্মঃ ক্রোধঃ শমো দমঃ।

অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপঃ। ৩৯

‘হে নরপতি! আনন্দ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শম

এবং দম—এই সবই ধনের দ্বারা সম্ভব হয়।

যেথাং নশ্যতামং লোকশ্রুতং ধর্মচারিণাম্।



যেহাওয়া ন দৃশ্যস্তে দুর্দিনেষু যথা গ্রন্থাঃ । ৪০  
 দ্বারা উপসারিত হয়ে কেবল ধর্মাচরণই করেন তাঁরা

শৈবিক সুখ থেকে বঞ্চিত হন। দুদিনে যেমন গ্রহসমূহের  
লীন লাভ হয় না তেমনি আপনার সেই অর্থও কোনো  
লাভ লাগছে না।

প্রজিত্তে বীর গুরুশচ বচনে হিতে।

ভাৰ্য্য প্ৰাণৈঃ প্ৰিয়তৰা ৪১

‘হে বীর ! পিতৃবাকা পালনের জন্য আপনি বনবাসী

আমি আর আপনার প্রাণাধিক প্রিয়তমা পত্নী রাধাসুন্দরী  
সহকারী চাকর।

বিঃদ্রঃ শ্রীমৎ সত্যজিৎ রায়

विपुलः वीरः दुःखमिन्द्रजिता कृतम्

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাবে যুদ্ধকাণ্ডে প্রাণীতিভঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

মহর্ষি বাম্ভীকি বিরচিত্ত আদিকাব্য রামায়ণের দুইকাণ্ডের ত্র্যশিত্তম সর্গ সমাপ্ত ৮৩ ॥

চতুর্দশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৪)

বিভীষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিতের মায়া সীতার রহস্য-উদ্ঘাটন এবং সীতার জীবিত থাকার বার্তা জ্ঞাপন, এই সংবাদে শ্রীরামচন্দ্রের আহ্বা-স্বাগত ও লক্ষ্মণকে সসৈন্যে নিকুন্ঠিলা মন্দিরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ

রামবাস্থাসমানে      তু      লক্ষ্মণে      ভ্রাতৃবৎসলে ।

নিষ্কিপ্য গুণান্ স্বস্থানে তত্রাগচ্ছদ্ বিভীষণঃ । ১

ভাতৃবৎসল লক্ষ্মণ যখন শ্রীরামচন্দ্রকে এইভাবে

আশ্রয় করছেন তখন বিভীষণ সৈন্যদের নিজ নিজ স্থানে

সম্মিষ্ট করে সেখানে এলেন।

শানাপ্রহরণেবীরৈশচতুর্ভিরভিসংবতঃ

লাঞ্জনচন্দ্রাকাব্যের মাতাঃ গুণবিব

सुशर्तः ॥ २

বিভীষণ নানাবিধ অসুখাবী চর রাক্ষসবীর দ্বারা

বিবৃত হয়ে রয়েছে। নাজসুদের দেহ ঘন নীল কাজলের

৩। দেখে যেন কক্ষের যেন চারটি গজযথপতি,

ইতিগম্য ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণ্যং শোকলালসম্।

ব্রাহ্মণ্যাদি

সেখানে এসে তিনি দেখলেন রঘুকুলনন্দন মহাত্মা

লক্ষ্যণ শোকে আবুলা হয়ে আছেন আর বানরদের চোখও

অশ্রুপূর্ণ !

১০০  
 রাঘবঃ চ মহাস্থানমিন্দুকুকুলনন্দনম্।

দর্শন      মোহমাপনং      অক্ষয়সাক্ষ্যমিতম্ ॥ ৪

তিনি ইক্ষ্বাকুবংশজাত মহাত্মা শ্রীবামচন্দ্রকে মূর্তিত

হয়ে লক্ষ্মণের অঙ্কশায়ী অবস্থায় দেখলেন।

ব্রীড়িতঃ শোকসন্তপ্তঃ দৃষ্ট্বা রামঃ বিজীযশঃ ।

অমৃতদুঃখেন    দীনাস্বা    কিমেতদিতি    সোহব্রবীৎ ॥ ৫

রামচন্দ্রকে লঙ্কিত তথা শোকসন্তপ্ত অবস্থায় দেবে

বিভীষণের হৃদয় আন্তরিক দুঃখে পূর্ণ হয়ে গেল। তিন

बजलेन—‘ब्यापार की?’

বিভীষণমুখঃ দুষ্টা সুগ্রীবঃ জাংষ্ট বানরান্।  
লক্ষ্মণোবাচ মন্দার্থমিদং বাস্পপরিপ্লুতঃ। ৬

তখন লক্ষ্মণ বিভীষণের মুখের দিকে তাকিয়ে  
সুগ্রীবসহ অন্যান্য বানরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অশ্রুস্রোত  
করতে করতে মন্দস্যুর বললেন—

হতা ইন্দ্রজিতা সীতা ইতি শ্রুত্বৈব রাঘবঃ।  
হনুমত্নাং সৌম্য ততো মোহমুপাশ্রিতঃ। ৭

‘হে সৌম্য ! হনুমানের মুখে “ইন্দ্রজিতের দ্বারা  
সীতা নিহত হয়েছেন” এই কথা শুনে রামচন্দ্র মুর্ছিত  
হয়েছেন।’

কথয়ন্তঃ তু সৌমিত্রিং সমিবার্য বিভীষণঃ  
পুষ্পলার্থমিদং বাক্যং বিসংজ্ঞং রামমুদ্রবীৎ। ৮

লক্ষ্মণ এইরূপ বলতে থাকলে বিভীষণ তাঁকে থামিয়ে  
দিয়ে হতাশতন রামচন্দ্রকে দৃঢ় বাক্যে বললেন—

মনুজেন্দ্রার্থরূপেণ যদুক্তম্ভুং হনুমতা  
তদযুক্তমহং মন্যে সাগরস্যেব শোষণম্। ৯

‘মহারাজ ! হনুমান শোকাক্ত হয়ে আপনাকে যা  
বলেছেন সেটি সমুদ্রের শুকিয়ে যাওয়ার মতোই অসম্ভব  
বলে মনে করি।

অভিপ্রায়ঃ তু জ্ঞানামি রাবণস্য দুরাশ্বনঃ।  
সীতাং প্রতি মহাবাহো ন চ ঘাতং করিষ্যতি। ১০

‘মহাবাহো ! সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের কী ভাব তা  
আমি জানি। তিনি কখনোই তাঁকে বধ করবেন না।

যাচ্যমানঃ সুবহুশো ময়া হিতচিকীর্ষণা।  
বৈদেহীমুৎসৃজ্যেতি ন চ তৎ কৃতবান্ বচঃ। ১১

‘আমি তাঁর হিতকামনায় বহুবার বৈদেহীকে  
মুক্তিদানের অনুরোধ করেছি, কিন্তু তিনি আমার কথা  
শোনেননি।

নৈব সায়্য ন দানেন ন ভেদেন কুতো যুধা।  
সা দ্রষ্টুমপি শক্যত নৈব চান্যেন কেনচিৎ। ১২

‘সীতাকে কেউই সাম, দান, ভেদ নীতির দ্বারাও  
দেখতে সক্ষম নয়। তাহলে যুদ্ধের দ্বারা তাকে কী করে  
দেখা সম্ভব ?

বানরান্ মোহয়িত্বা তু প্রতিমাতঃ স রাক্ষসঃ।  
মায়াময়ীং মহাবাহো তাং বিদ্ধি জনকাস্বজাম্। ১৩

‘হে মহাবাহো ! রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ বানরদের মোহিত  
করে চলে গিয়েছে। আপনি নিশ্চিতভাৱে জানবেন, সে  
সীতাকে সে হত্যা করেছে সেটি মায়ী সীতা।

চৈতাং নিকৃষ্টল্যামদ্য প্রাপ্য হোমঃ করিস্যসি।  
হৃতনানুপাতো হি সৌবরপি সবারসৈঃ। ১৪

দূরাধর্ষো ভবতোস সংগ্রামে রাবণায়ত্নঃ।  
‘ইন্দ্রজিৎ এখন নিকৃষ্টল্যামদ্য মন্দিরে গিয়ে হোম করবে  
হোম করে ফিরে আসার পর সে যুদ্ধে ইন্দ্রসহ অন্যান্য  
সৈন্যদের নিকটেও অপরাধে হয়ে উঠবে। রাবণপুত্র  
ইন্দ্রজিৎ তখন সংগ্রামে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে।

ভেন মোহয়তা নুনমেধা মায়ী প্রয়োজিতা। ১৫  
বিদ্বমঘিচ্ছতা তত্র বানরাণাং পরাক্রমে

‘বানরদের এরূপ পরাক্রম চলতে থাকলে তার  
কাজে বিদ্ব হতে পারে তাই সেই আশঙ্কায় আমাদের  
মোহাচ্ছন্ন করার জন্যই সে এই মায়ার প্রয়োগ করছে।

সসৈন্যাত্তত্র গচ্চামো যাবন্তম সমাশ্রিত্যে। ১৬  
তাজৈনং নরশাদূল মিথ্যা সজ্ঞাপমাগতম্।

‘হোমকর্ম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই আমরা সসৈন্যে  
সেখানে যাব। হে নরশ্রেষ্ঠ ! মিথ্যা প্রচারে আপনি বিভ্রান্ত  
হবেন না।

সীদতে হি বলং সর্বং দুষ্টা ত্বাং শোককর্ষিতম্। ১৭  
ইহ ত্বং হৃহৃদয়স্তিষ্ঠ সত্তসমুদ্রিতঃ।

লক্ষ্মণং প্রেষয়াম্মাভিঃ সহ সৈন্যানুকর্ষিতঃ। ১৮

‘আপনাকে শোকাকুল দেখে আপনার সৈন্যসহিত  
ভেঙে পড়েছে। আপনি ষৈর্য ধারণ করুন। ফিরে  
চিহ্নে আপনি এখানেই অবস্থান করুন। আমরা সৈন্যের  
নিয়ে যাত্রা করছি। আপনি আমাদের সঙ্গে লক্ষ্মণকে  
পাঠিয়ে দিন।

এষ তং নরশাদূলো রাবণিং নিশিতঃ শরৈঃ।  
ত্যাজয়িষ্যতি তৎকর্ম ততো বধ্যো ভবিষ্যতি। ১৯

‘এই নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রাবণপুত্রকে তীক্ষ্ণ বাণে  
জর্জরিত করে যন্ত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে, আমরা  
সেই সুযোগে তাকে বধ করব।

তসৈন্তে নিশিতাঙ্গীক্সাঃ পত্রিপত্রাকবাজিনাঃ।  
পতংত্রিণ ইবাসৌম্যাঃ শরাঃ পাস্যন্তি শোভিতম্। ২০



‘পাখির পাখাযুক্ত লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ বেগশালী বাণগুলি  
হুগুগুগু মতো ইন্দ্রজিৎকে রক্ত পান করবে।

৪১ নৃশিখ মহাবাহো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণম্।  
বিনাশায় বজ্রঃ বজ্রধরো যথা। ২১

‘হে মহাবাহো ! দৈত্যদের বিনাশের জন্য ইন্দ্র  
যেন বজ্র ধারণ করেন, তেমনিই এই রাক্ষসকে বধের

জন্য শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিন  
৪২ ন কালবিপ্রকর্ষো

রিপুনিধনঃ প্রতি যৎক্ষমোহনা কর্তুম্।  
রিপোর্ধ্বায় বজ্রঃ

দিকজরিশোরমথনে যথা মহেন্দ্রঃ ॥ ২২

‘হে নরবর ! শত্রু বিনাশের জন্য আর কালক্ষেপ  
করা উচিত নয়। দেবশত্রু দৈত্যদের বিনাশের জন্য ইন্দ্র

যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তেমনিভাবে আপনি শত্রুবধের  
জন্য লক্ষ্মণকে প্রেরণ করুন।

সমাপ্তকর্ম্য হি স রাক্ষসর্গভো  
অসত্যদৃশ্যঃ সমরে সুরাসুরৈঃ।

মুণ্ডসত্য তেন সমাপ্তকর্মণা  
ভবেৎ সুরাপামনি সংশয়ো মহান্ ॥ ২৩

‘রাক্ষসপ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ যদি মাত্র সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম  
হয় তাতলে যুদ্ধক্ষেত্রে সে দেবতা এবং অসুরদের

নিকটেও অদৃশ্য থাকবে। অতএব যাত্র সমাপ্ত করে যদি সে  
যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাতলে দেবতাদেরও প্রাণ সংকট

উপস্থিত হবে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে চতুর্দশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্দশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

### পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৫)

বিভীষণের অনুরোধে ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য শ্রীরামের লক্ষ্মণকে আদেশ,  
সৈন্যদের সঙ্গে লক্ষ্মণের নিকুণ্ডিলা-মন্দিরে গমন

হ্য তৎ বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোককর্ষিতঃ।  
নোপহারয়তে ব্যক্তং যদুক্তং তেন বক্ষসা ॥ ১

শোকাভুর শ্রীরামচন্দ্রকে রাক্ষস বিভীষণ যা কিছু  
বললেন তা তিনি ভালো বুঝতে পারলেন না।

ততো ঘৈর্যমবষ্টভ্য রামঃ পরপুরুষমঃ  
বিভীষণমুপাসীনমুবাচ কপিসম্বিধৌ ॥ ২

সেইজন্য শত্রুগরীজঘ্নী শ্রীরাম ঘৈর্য ধারণ করে  
বানরদের নিকটে উপবিষ্ট বিভীষণকে বললেন—

নৈর্থতথিপতে বাক্যং যদুক্তং তে বিভীষণ।  
কৃষ্ণচ্ছোভুমিচ্ছামি ক্রুহি যন্তে বিবক্ষিতম্ ॥ ৩

‘রাক্ষসবাজ বিভীষণ ! আপনি যা বললেন, তা আমি  
পুনরায় শুনে চাই। আপনি যা বলতে চান তা বলুন।’

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।  
যৎ তৎ পুনরিদং বাক্যং বজাঘেহৎ বিভীষণঃ ॥ ৪

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে বাকপটু বিভীষণ যা

বলেছিলেন তা পুনরায় এইরূপে বললেন—

যথাহুজ্জপ্তং মহাবাহো ত্বয়া গুণ্যনিবেশনম্।  
তৎ তথানুষ্ঠিতং বীর জ্ঞান্যাসমনস্তরম্ ॥ ৫

‘মহাবাহো ! সৈন্য সন্নিবেশের যে আদেশ আপনি  
দিয়েছিলেন, হে বীর ! আপনার আজ্ঞানুসারে আমি তা

সম্পূর্ণ করেছি।

তানানীকানি সর্বাণি বিভক্তানি সমস্ততঃ।  
বিনাক্তা যুধপাশৈব যথান্যায়ং বিভাগশঃ ॥ ৬

‘সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে তাদের সমস্ত দিকে  
স্থাপিত করেছি এবং নিয়মানুসারে পৃথক পৃথক দলপতিও

নিযুক্ত করেছি।

ভূয়স্ত মম বিভ্রাপ্যং তচ্ছৃণু মহাপ্রভো।  
ত্বয়াকারণসন্তপ্তে সন্তপ্তহৃদয়া বয়ম্ ॥ ৭

‘হে মহারাজ ! আমার আরও কিছু নিবেদন করার  
আছে, আপনি শুনুন। অকারণেই আপনি সন্তপ্ত হওয়ায়

আছে, আপনি শুনুন। অকারণেই আপনি সন্তপ্ত হওয়ায়

আছে, আপনি শুনুন। অকারণেই আপনি সন্তপ্ত হওয়ায়

আছে, আপনি শুনুন। অকারণেই আপনি সন্তপ্ত হওয়ায়

আছে, আপনি শুনুন। অকারণেই আপনি সন্তপ্ত হওয়ায়

আছে, আপনি শুনুন। অকারণেই আপনি সন্তপ্ত হওয়ায়

আছে, আপনি শুনুন। অকারণেই আপনি সন্তপ্ত হওয়ায়



আমাদের হৃদয় দীড়িত হচ্ছে।

তাজ রাজসিংহ শোকঃ মিথ্যা সঙ্কপমাগতম্  
যদিয়াঃ ভাজ্যতাং চিত্তা শত্রুহর্ষবিবর্ধিনী। ৮

‘হে রাজন্ ! এই শোকপ্রাপ্তি মিথ্যা ! আপনি এই  
সঙ্কপ ত্যাগ করুন। শত্রুর আনন্দবর্ধনকারী এরূপ চিত্তাও  
আপনি ত্যাগ করুন।

উদামঃ ক্রিয়তাং বীর হর্ষঃ সমুপসেবাতাম্  
প্রাপ্তব্যা যদি তে সীতা হস্তবাশ্চ নিশাচরাঃ॥ ৯

‘যদি আপনি রাক্ষসদের বধ করতে এবং সীতাকে  
লাভ করতে আগ্রহী তাহলে উৎসাহিত এবং আনন্দিত চিত্তে  
উদ্যোগ করুন।

রঘুনন্দন বঙ্কামি শ্রয়তাং মে হিতং বচঃ  
সাধ্বয়ঃ যাতু সৌমিত্রিবলেন মহতা বৃতঃ॥ ১০  
নিকুন্তিলায়্য সম্প্রাপ্তং হস্তং রাবণিমাহবে।

‘হে রঘুনন্দন ! আমি যে হিতকর বাক্য বলব আপনি  
তা শুনুন। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এখন নিকুন্তিলা মন্দিরে  
অবস্থিত। তাকে হত্যা করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী  
পরিবৃত হয়ে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের এখনই আক্রমণ করা  
মঙ্গলজনক।

ধনুর্মণ্ডলনির্মুক্তৈরাশীবিষবিষোপমৈঃ  
শরৈর্হস্তঃ মহেষ্वासো রাবণিং সমিতিগ্নয়ঃ॥ ১১

‘যুদ্ধবিজয়ী মহাধনুর্ধর লক্ষ্মণ তাঁর ধনুর্মণ্ডল থেকে  
বিষধর সর্পভূলা তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা রাবণপুত্রকে বধ করতে  
সক্ষম হবেন।

ভেন বীরেণ তপসা বরদানাং স্বয়ংভূবঃ  
অশ্বঃ জম্বশিরঃ প্রাপ্তঃ কামগাশ্চ তুরঙ্গমাঃ॥ ১২

‘বীর ইন্দ্রজিৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার বরলাভ করে  
ব্রহ্মশির নামক অশ্ব এবং ইচ্ছানুরূপ গতিসম্পন্ন অশ্ব প্রাপ্ত  
হয়েছে।

স এষ কিল সৈন্যেন প্রাপ্তঃ কিল নিকুন্তিলাম্  
যদ্যুত্তিষ্ঠেৎ কৃতং কর্ম হতান্ সর্বাংশ্চ বিদ্ধি নঃ॥ ১৩

‘সে অবশ্যই সসৈন্যে নিকুন্তিলাতে উপস্থিত  
হয়েছে। যদি সে হবন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় তাহলে  
জানবেন আমরা তার হাতেই মারা যাব।

নিকুন্তিলামসম্প্রাপ্তমকৃতাগ্নিঃ চ যো রিপুঃ।  
ত্বামাততাগিনং হন্যাদিদ্রশত্রো স তে বধঃ॥ ১৪

বরো দত্তো মহাবাহো সর্বলোকেশ্বরেণ বৈ।  
ইতোবং বিহিতো রাজন্ বধন্তসৌষ ধীমতঃ॥ ১৫

‘হে মহাবীর ! সর্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা বরদানকালে  
বলেছিলেন, “ওহে ইন্দ্রজিৎ ! নিকুন্তিলায় পৌছে যখন  
সম্পন্ন করার পূর্বেই যদি কোনো শত্রু এসে অতিক্রম  
আক্রমণ করে তাহলে সেই তোমাকে বধ করবে।”  
রাজন্ ! ধীমান্ ইন্দ্রজিৎের মৃত্যুর বিধানই এইরূপ  
বধায়েদ্রজিতো রাম সন্দিগ্ধ মহাবলম্।

হতে তন্মিন্ হতং বিদ্ধি রাবণং সমুদ্রগগনম্  
‘অতএব হে রাম ! ইন্দ্রজিতকে বধের জন্য মহাবীর  
লক্ষ্মণকে আদেশ করুন। তাব মৃত্যু হলে সুহৃদসহ রানগণে  
মৃত বলেই জানবেন।’

বিভীষণবচঃ শ্রদ্ধা রামো বাক্যমথপ্রবীঃ।  
জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়াং সত্যপরাক্রমঃ॥ ১৬  
বিভীষণের কথা শুনে রামচন্দ্র বললেন— ‘সত্য-  
পরাক্রমী বিভীষণ ! সেই ভয়ংকর রাক্ষসের মায়া সম্বন্ধে  
আমি অরগত।

স হি ব্রহ্মাত্ত্ববিৎ প্রাজ্ঞো মহামায়ো মহাবলঃ  
করোতাসংজ্ঞান্ সংগ্রামে দেবান্ সর্বকণানপি॥ ১৭

‘সে ব্রহ্মাত্ত্বের ব্যবহার জানে, বুদ্ধিমান, মহামায়ী  
এবং বরুণসহ সকল দেবতাদের যুদ্ধে অচেতন করতে  
সক্ষম।

তস্যাত্তরিক্ষে চরতঃ সরথস্য মহাযশঃ  
ন গতির্জায়তে বীর সূর্যসোবাহ্রসম্পলবে॥ ১৮  
রাঘবস্তু রিপোর্জাত্বা মায়াবীর্যঃ দুরাত্মনঃ।  
লক্ষ্মণং কীর্তিসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৯

‘মহাযশস্বী বীর ! ইন্দ্রজিৎ যখন রথসহ আকাশে  
বিচরণ করে তখন মেঘাবৃত সূর্যের মতো তার গতি সম্পর্কে  
কিছু জানা যায় না।’ ভগবান রামচন্দ্র তাঁর শত্রু দুরাত্মা  
ইন্দ্রজিৎের বীরত্ব এবং মায়াশক্তির কথা জেনে কীর্ত্তমান  
বীর লক্ষ্মণকে এইরূপ বললেন—

যদ্ বানরেদ্রস্য বলং ভেন সর্বৈণ সংবৃতঃ।  
হনুমৎপ্রমুখৈশ্চৈব যুথপৈঃ সহ লক্ষ্মণাঃ ২০  
জাম্ববেনর্কপতিনা সহ সৈন্যেন সংবৃতঃ।  
জহি তং রাক্ষসসূতং মায়াবলসমরিতম্॥ ২১

‘হে লক্ষ্মণ ! বানররাজ সুগ্রীবের সৈন্য নিয়ে,  
হনুমান প্রভৃতি যুথপতি তথা ঋক্ষরাজ জাম্ববানের  
সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে তুমি মায়াবলসমরিত  
রাক্ষসরাজকুমার ইন্দ্রজিৎকে বধ করো।

অয়ং ত্বাং সচিবৈঃ সার্থঃ মহাত্মা রজনীচরঃ।

জিহ্বাভঙ্গ্যে মায়ানাং পৃষ্ঠতোহনুগমিম্যতি ॥ ২৩

‘এই মহাবীরা রাক্ষসরাজ বিভীষণ সেই মায়ারী  
রাক্ষসের মায়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তিনি তাঁর সচিবদের নিয়ে  
তাকে অনুগমন করবেন।’

বচঃ শ্রদ্ধা লক্ষণঃ সবিভীষণঃ  
কান্দুকপ্রেষ্ঠমন্যদ্ ভীমপরাক্রমঃ ॥ ২৪

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে বিভীষণসহ লক্ষণ তাঁর  
প্রাণ ধনুক হাতে তুলে নিলেন।

কবচী খড়্গী সশরী বামচাপডুঃ  
রামপাদবুপ্পশ্যা হাটঃ সৌমিগ্রিবীঃ ॥ ২৫

তিনি বর্ম পরিধান করে তলোয়ার, শর এবং বাম  
হাতে ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হলেন। অতঃপর আনন্দিত চিত্তে

শ্রীরামের চরণ স্পর্শ করে লক্ষণ বললেন -  
‘কল মংকার্মুকোন্মুক্তাঃ শরা নির্ভিত্য রাবণিম্।

লক্ষ্মণতিপতিষ্যতি হংসাঃ পুঙ্করিণীমিব ॥ ২৬

‘হাঁস যেমন পুঙ্করিণীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি আজ  
আমার ধনুক থেকে মুক্ত শরগুলি রাবণপুত্রের শরীর বিদীর্ণ

করে লক্ষ্য গিয়ে পতিত হবে।  
অদৌব তস্যা রৌদ্রস্যা শরীরং মামকাঃ শরাঃ

বিষমিষ্যতি ভিত্তা তং মহাচাপগুণচ্যুতাঃ ॥ ২৭

‘এই বিশাল ধনুক থেকে নিষ্কিপ্ত আমার শরগুলি  
জড়ই সেই ভয়ংকর রাক্ষসের শরীর বিদীর্ণ করে তাকে

মৃত্যুমুখে পতিত করবে।’  
এবমুক্তা তু বচনং দ্যুতিমান্ ভ্রাতুরগ্রতঃ

স রাবণিবধাকাংক্ষী লক্ষ্মণস্তুরিতং যযৌ ॥ ২৮

ইদ্রজিৎকে বধ করার বাসনায় দীপ্তিমান লক্ষণ অগ্রজ  
শ্রীরামের সম্মুখে এইরূপ বলে দ্রুত সেখান থেকে রওনা

হলেন।  
সোহভিবাধ্য গুরো পাদৌ কৃদ্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।

নিকুণ্ডিলামভিষ্যৌ চৈতাং রাবণিপালিতম্ ॥ ২৯

সর্ব প্রথমেই অগ্রজ রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করে  
তাঁকে প্রদক্ষিণ করে রাবণকুমার দ্বারা পালিত যজ্ঞভূমি

নিকুণ্ডিলার উদ্দেশে তিনি যাত্রা করলেন।  
বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।

কৃত্তব্যায়নো ভ্রাতা লক্ষ্মণস্তুরিতো যযৌ ॥ ৩০

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা সৃষ্টিবাতনের পর প্রতাপবান  
রাজকুমার লক্ষণ বিভীষণের সঙ্গে দ্রুত যাত্রা করলেন।

বানরাণাং সহস্রৈশ্ব হনুমান্ বহুভির্ভূতঃ।  
বিভীষণশ্চ সামাত্যো লক্ষণং ত্বনিতং যযৌ ॥ ৩১

সহস্র-সহস্র পানরের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে হনুমান  
এবং অন্যান্য অমাত্যদের সঙ্গে বিভীষণ দ্রুত লক্ষণকে

অনুসরণ করলেন।  
মহতা হরিমৈল্যো সবেগমতিসংবৃতঃ।

ঋক্ষরাজবলং চৈব দদর্শ পথি নিষ্টিতম্ ॥ ৩২

বিশাল বানরসৈন্য নিয়ে লক্ষণ সবেগে অগ্রগামী  
হলে তিনি পথিমধ্যে ঋক্ষরাজ জাহ্নবানকে সঠিকভাবে

অবস্থানরত দেখলেন।  
স গদ্বা দূরমস্থানং সৌমিগ্রির্বিব্রলন্দনঃ।

রাক্ষসেন্দ্রবলং দূরাদপাশাদ্ বৃহদগ্নিতম্ ॥ ৩৩

বহুদূরস্থ অতিক্রম করে বন্ধুদের আনন্দদানকাব্যী  
লক্ষণ দূর থেকে রাক্ষসরাজ রাবণের বৃহৎ

সৈন্যবাহিনীকে দেখতে পেলেন।  
স সস্ত্রাপ্য ধনুস্মানির্মাযারোগমরিদনঃ।

তাহৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং রঘুনন্দনঃ ॥ ৩৪

শত্রুদমনকারী লক্ষণ নিকুণ্ডিলা নামক স্থানে উপস্থিত  
হয়ে ব্রহ্মার বিধান অনুসারে মায়ারী রাক্ষসকে জয় করার

জন্য হাতে ধনুক নিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।  
বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।

অঙ্গদেন চ বীরেণ তথানিলসুতেন চ ॥ ৩৫

প্রতাপবান রাজকুমার লক্ষণের সঙ্গে তখন বিভীষণ,  
অঙ্গদ এবং বায়ুপুত্র হনুমানও উপস্থিত ছিলেন।

বিবিধমলশস্ত্রভাষরং তদ্  
ধ্বজগহনং গহনং মহারথৈশ্চ।

প্রতিভয়তমমপ্রমেয়বেগং  
তিমিরমিব দ্বিষতাং বলং বিবেশ ॥ ৩৬

সৈন্যদের নানাবিধ অস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত ধ্বজা  
এবং মহাবীরদের সমাবেশ জনাকীর্ণ, অতুলনীয় উৎসাহে

যা পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন জয়কালো বেশভূষায় পরিলক্ষিত  
অঙ্গকারতুলা সেই ভয়ানক শত্রুসেনার মধ্যে বিভীষণসহ

শ্রীলক্ষণ সবেগে প্রবেশ করলেন।  
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥



## ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ (৮৬)

বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধ, হনুমান কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার, হনুমান কর্তৃক  
ইন্দ্রজিৎকে বন্দযুদ্ধে আনুলন এবং ইন্দ্রজিৎের লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথে আসা

অথ তস্যামবহায়াঃ লক্ষ্মণঃ রাবণানুজঃ।

পরেমামহিতঃ বাকামর্থসাধকমব্রবীৎ। ১

এরূপ পরিস্থিতিতে রাবণানুজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে  
যেকথা বললেন—তা শত্রুর পক্ষে অহিতকর হলেও  
নিজেদের অতীষ্ট পূরণে সহায়ক।

যদেতদ্ রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে।

এতদাযোধ্যতাং শীঘ্রং কপিভিষ্চ শিলামুখৈঃ॥ ২

তস্যানীকস্য মহতো ভেদনে যত লক্ষ্মণঃ

রাক্ষসেন্দ্রসূতঃপুত্র ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি॥ ৩

‘এই যে মেঘতুল্য শ্যামবর্ণের রাক্ষসসৈন্যবাহিনী  
দেখা যাচ্ছে, শিলাকপ অস্ত্রধারী বানরসৈন্যদের সাহায্যে  
শীঘ্র এদের আক্রমণ করুন। আপনি এই বিশাল বাহিনীকে  
ভেদ করতে সচেষ্ট হোন। এই বাহু ভেদ করতে পারলে  
রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিৎকে দেখা যাবে।

স হুমিত্তাশনিপ্রথ্যঃ শরৈরবকিরন্ পরান্।

অভিভ্রবাশু যাবদ্ বৈ নৈতৎ কর্ম সমাপ্যতে॥ ৪

‘ইন্দ্রজিৎের হবন-ক্রিয়া সমাপ্তির পূর্বেই আপনি  
বজ্রতুল্য বাণবাণি বর্ষণ করে শত্রু-সৈন্যদের পর্যুদস্ত  
করুন

জহি বীর দুরাত্মানং মায়াপরমধার্মিকম্।

রাবণিং ক্রুরকর্মাণং সর্বলোকভয়াবহম্॥ ৫

‘হে বীর! আপনি এই অধার্মিক, মায়াবী, দুরাত্মা  
রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে সংহার করুন। সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর  
এবং সকলের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক।’

বিভীষণবচঃ শ্রদ্ধা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।

ববর্ষ শরবর্ষণে রাক্ষসেন্দ্রসূতং প্রতি॥ ৬

শুভ লক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ বিভীষণের কথা শুনে  
রাক্ষসরাজপুত্রের প্রতি শরবর্ষণ আরম্ভ কবলেন।

ঋক্ষাঃ শাখামৃগাশ্চৈব ক্রমপ্রবরয়োধিনঃ।

অভ্যধাবন্ত সহিতাশ্বদ্বনীকমবহ্নিতম্॥ ৭

সেই স্থানে অবস্থিত রাক্ষসসৈন্যদের প্রতি বানর

এবং ভল্লুকেরা বৃহদাকৃতি বৃক্ষসমূহ নিয়ে ধাবিত হন।

রাক্ষসাস্ত শিতৈর্বাণৈরসিদ্ধিঃ শক্তিভ্রোমণৈঃ।

অভাবতন্ত সমরে কপিসৈন্যজিঘ্রাসবহঃ।

রাক্ষসেরাও বানর সৈন্যদের সংহার করার জন্য  
যুদ্ধক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ-বাণ, তরোয়াল, শক্তি এবং ভেদ  
প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে ধাবিত হল।

স সম্প্রহারন্তমূলঃ সংজজে কপিরক্ষসাম্  
শব্দেন মহতা লক্ষাং নাদয়ান্ বৈ সমন্ততঃ॥ ৮

এইভাবে রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ  
শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের প্রবল কোলাহল লক্ষ্য নাগরি  
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

শত্রেষ্চ বিবিধাকারৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চ পাদপৈঃ

উদাতৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ ঘোরৈরাকাশমাবৃতম্॥ ৯

নানাবিধ শস্ত্র যথা সুতীক্ষ্ণ বাণ, উৎপাটিত বৃক্ষরাজি,  
ভয়ানক পর্বতশৃঙ্গসমূহ দ্বারা আকাশ আবৃত হয়ে গেল  
রাক্ষসা বানরেণ্ডেষু বিকৃতাননবাহবঃ।

নিবেশয়ন্তঃ শস্ত্রাণি চক্রুস্তে সমুদ্রম্॥ ১০

বিকটমুখ এবং বিকৃতবাহুবিশিষ্ট রাক্ষসেরা নানাবিধ  
শস্ত্রপ্রহারের দ্বারা বানরযুগপতিদের নিদারুণ ভীত করে  
দিল।

তথৈব সকলৈর্বৃক্ষগিরিশৃঙ্গৈশ্চ বানরাঃ

অভিজঘ্নূর্নিজঘ্নুশ্চ সমরে সর্বরাক্ষসান্॥ ১১

বানরেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে তদনুরূপ গিরিশৃঙ্গ এবং  
বৃক্ষরাজি দ্বারা রাক্ষসদের আঘাত করতে এবং ধ্বংস  
কবতে লাগল।

ঋক্ষবানরমুখোশ্চ মহাকায়ৈর্মহাবলৈঃ

রক্ষসাঃ যুধ্যমানানাং মহত্তরমজারতঃ॥ ১২

বিশালাকৃতি এবং মহাশক্তিসম্পন্ন ভল্লুক এবং  
বানরদলপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রাক্ষসরা  
অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠল।

স্বমনীকং বিমগ্নং তু শ্রদ্ধা শত্রুভিরির্দিতম্



দুর্ধর্ষঃ স কৰ্মপাননুষ্ঠিতঃ ॥ ১৪

সেনানাদের প্রহারে নিজের সৈন্যরা বিয়ল হয়েচে  
সেই দুর্ধর্ষ রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ যত্নকর্ম অসমাপ্ত  
এবং উঠে পড়লেন।

বৃক্ষকাষ্মির্পতা জাতক্লেষণঃ স রাবনিঃ

বৃক্ষকাষ্মির্পতা রথঃ সজ্জঃ পূর্বযুক্তঃ সুসংগতম্ ॥ ১৫

বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত অশ্বাকার স্থান থেকে রাবণপুত্র  
ইন্দ্রজিৎ নির্গত হলেন। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে পূর্ণ খেচরটি  
অব্যবহৃত এবং সুসজ্জিত রথে তৎক্ষণাৎ আনোতন  
করেন।

জীমকামুরুক্ষরঃ কৃষ্ণাজ্ঞানচয়োপমঃ ॥

জীমকামুরুক্ষরঃ জীমো বভৌ মৃত্যুরিবাঙ্ককঃ ॥ ১৬

জীম প্রাচীর কালো কাজলের মতো হাতে ভয়ানক  
দুর্ধর্ষ তাঁর মুখমণ্ডল এবং নেত্রযুগল ক্রোধে রক্তবর্ণ  
তাকে দেখে মৃত্যুর দেবতা ভয়ানক ঝমের মতোই মনে  
হুইল।

দৃষ্টে তু রথহং তং পর্যবর্তত তদ্বলম্ ॥

রাক্ষসঃ জীমবেগানাং লক্ষ্মণেন যুযুৎসতাম্ ॥ ১৭

ইন্দ্রজিৎকে রথাসীন দেখে লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধকারী  
ভয়ানক বেগসম্পন্ন রাক্ষসেরা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর  
নিকটে মণ্ডায়মান হল।

অন্যন্ত কালে হনুমানরুজঃ স দূরাসদম্

ধর্মীধরসংকাশো মহাবৃক্ষমরিন্দমঃ ॥ ১৮

সেই সময়ে শত্রুদমনকারী হনুমান পর্বতাকৃতি  
সুবিশাল একটি বৃক্ষকে—যা উৎপীড়ন করা সুকঠিন, এমন  
বিশাল একটি বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করলেন।

স রাক্ষসানাং তৎ সৈন্যং কালাগ্নিরিব নির্দহন

চকার বহুভিবৈক্ৰনিঃসংস্তঃ যুধি বানরঃ ॥ ১৯

অতঃপর সেই বানরবীর প্রলয়কালীন অগ্নির মতো  
প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক বৃক্ষের  
প্রহারে রাক্ষসসেনাদের ধ্বংস করতে লাগলেন।

বিষ্ণুসংস্তঃ তরসা দৃষ্টেব পবনাজ্জম্

রাক্ষসানাং সহস্রাণি হনুমন্তমবাকিরন্ ॥ ২০

পবনপুত্র হনুমান দ্রুতবেগে রাক্ষস সৈন্যদের  
সংহার করছেন দেখে হাজার হাজার রাক্ষস তাঁর উপরে

অস্ত্র নর্ষণ করতে লাগলেন।

শিতশূলশরাঃ শূলৈরগসিদ্ধিভাসিপানরঃ ॥

শক্তিহস্তাশ্চ শক্তীজিঃ পট্টিশাঃ পট্টিশায়াঃ ॥ ২১

উজ্জ্বল শূল, তরবারিধারী রাক্ষস, শক্তি এবং পট্টিশ  
সহযোগে তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন।

পরিদৈশ্চ গদাভিহস্ত কুট্টরশ্চ শুভদর্শনৈঃ

শতশশ্চ শতদ্বীপিগায়সৈবপি মৃদগৈঃ ॥ ২২

মোটের পরশুভিহস্তেন ত্রিদিপাভিহস্ত রাক্ষসঃ ॥

মুষ্টিভির্ভক্তকৈলৈশ্চ তলৈরশনিসমিভৈঃ ॥ ২৩

অভিজয়ঃ সমাগাদা সমস্তাং পর্বতোপমম্ ॥

তেষামপি চ সংব্রূক্ষচ্চকার কদনং মহৎ ॥ ২৪

বহুসংখ্যক পরিঘ, গদা, সুদর্শন ভল্ল, শত্রু শত  
শতদ্বী, লৌহময় মৃদগর, ভয়ানক কুটার, ত্রিদিপাল,  
বজ্রতুল্য মুষ্টিয়াঘাত এবং অশনিতুল্য কবচল প্রহারে তারা  
পর্বততুল্য হনুমানের সন্নিকট হয়ে একসঙ্গে তাঁকে প্রহার  
করতে লাগল। হনুমানও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরকে  
ভয়ানকভাবে সংহার করতে লাগলেন।

স দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠমচলোপমমিঞ্জিৎ ॥

সুদমানমসংব্রূক্ষমিত্রান্ পবনাজ্জম্ ॥ ২৫

ইন্দ্রজিৎ দেখলেন বানরশ্রেষ্ঠ পবনপুত্র হনুমান  
পর্বতের মতো নিশ্চলভাবে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুদের  
বিনাশ করছেন।

স সারথিমুবাচেনং যাহি যত্রৈষ বানরঃ ॥

ক্ষয়মেব হি নঃ কুর্যাদ্ রাক্ষসানামপেক্ষিতঃ ॥ ২৬

তিনি তখন সারথিকে বললেন—‘ওই বানর যেদিকে  
আছে সেদিকে চলো। একে উপেক্ষা করলে সে আমার  
সমস্ত রাক্ষসসৈন্য ধ্বংস করে দেবে।’

ইত্যুক্তঃ সারথিগ্বেন যযৌ যত্র স মারুতিঃ ॥

বহন্ পরমদুর্ধর্ষং স্থিতমিঞ্জিভিতং রথেন ॥ ২৭

এই কথা বলামাত্রই সারথি রথে উপবিষ্ট অত্যন্ত  
দুর্ধর্ষ বীর ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল, যেখানে  
হনুমান অবস্থান করছেন।

সোহভ্যুপেতা শরান্ বড়্গান্ পট্টিশাশ্চ পরশুধান্ ॥

অভ্যবর্তত দুর্ধর্ষঃ কপিমূর্ধনি রাক্ষসঃ ॥ ২৮

সেখানে উপস্থিত হয়ে দুর্জয় রাক্ষস হনুমানের

মন্তকে শর, তলোয়ার, পট্টিশ এবং কুঠার বর্ষণ করতে লাগলেন।

তানি শস্ত্রাণি ঘোরাণি প্রতিগৃহ্য স মারুতিঃ।

রোষণে মহতাবিষ্টো বাক্যং চেদমুবাচ হ। ২৯

সেইসব ভয়ানক অস্ত্র নিজদেহে প্রতিগ্রহ করে মরুৎপুত্র হনুমান মহাত্রোনে পরিপূর্ণ হয়ে এইরূপ বললেন -

যুষ্মৎ যদি শুরোহসি রাবণায়াজ দুর্মতে  
বায়ুপুত্রং সমাসাদ্য ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি। ৩০

‘ওরে দুর্মদ রাবণপুত্র! যদি বড়ো শূরবীর হয়ে থাকো তাহলে এসে যুদ্ধ করো। বায়ুপুত্রের কাছে এসে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।

বাহুভ্যাং সস্ত্রযুষ্মৎ যদি মে দ্বন্দ্বমাহবে।

বেগং সহস্র দুর্বুদ্ধে ততত্ত্বং বক্ষসাং বয়ঃ। ৩১

‘ওরে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ! বাহুদ্বয় দ্বারা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করো। এই বাহুদ্বয়ে যদি আমার বেগ তুমি সহ্য করতে পারো তাহলেই জানব তুমি রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।’

হনুমন্তং জিঘাংসন্তং সমুদ্যতশ্চরাসনম্।

রাবণায়াজম্যাচটে লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ। ৩২

হনুমানকে বধ করার জন্য ইন্দ্রজিৎ ধনুক উপ-  
করলে বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললেন -

যঃ স বাসবনির্জেক্তা রাবণস্যাস্ত্রসম্ভব।

স এষ রথমাহ্বায় হনুমন্তং জিঘাংসতি।

তমপ্রতিমশংহনৈঃ শরৈঃ শক্রনিবারণে।

জীবিতাকবরৈর্ঘোরৈঃ সৌমিত্রে রাবণিং জিহি। ৩৩

‘লক্ষ্মণ! রাবণের যে পুত্র দেবরাজ ইন্দ্রকেও না

করেছে সেই ইন্দ্রজিৎ রথে উপবিষ্ট হয়ে হনুমানকে

বধ করতে যাচ্ছে। আপনি অনুপম আকৃতিবিশিষ্ট

শত্রুঘ্নসংসকারী প্রাণঘাতী বাণ দ্বারা রাবণপুত্রকে হত

করুন।’

ইতোবমুক্তস্ত তদা মহাত্মা

বিভীষণেনারিবিভীষণেন

দদর্শ তং পর্বতসমিকাক্ষং

রথস্থিতং ভীমবলং দুয়াদনম্। ৩৪

শত্রুঘ্নের ভীতি উদ্বেককারী বিভীষণ এইরূপ বললে,

মহাত্মা লক্ষ্মণ রথে উপবিষ্ট সেই ভয়ানক বলবান,

পর্বতকায়, দুর্জয় রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ‌র প্রতি দৃষ্টি নিম্বেশ

করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ। ৮৬।

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৮৬।

## সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৭)

বিভীষণ এবং ইন্দ্রজিৎ‌র ক্রুদ্ধ বাক্য বিনিময়

এবমুক্তা তু সৌমিত্রিং জাতহর্ষো বিভীষণঃ।

ধনুষ্পাণিং তমাদায় ত্বরমাণো জগাম সঃ। ১

এই কথা বলে আনন্দচিহ্ন বিভীষণ ধনুর্ধারী  
সৌমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুতবেগে অগ্রসর হলেন।

অবিদূরং ততো গজা প্রবিশ্য তু মহদ্ বনম্।

অদর্শয়ত তৎকর্ম লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ। ২

কিছুদূর গিয়ে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে

বিভীষণ লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিৎ‌র সেই কর্মানুষ্ঠান (যজ্ঞ কা-  
দেখালেন।

নীলজীমূতসংকাক্ষং ন্যাগ্রোধং ভীমদর্শনম্

তেজস্বী রাবণমাতা লক্ষ্মণায় ন্যাকোবহঃ। ৩

রাবণানুজ তেজস্বী বিভীষণ লক্ষ্মণকে মেঘতুল্য ভা-  
নীল বর্ণের একটি ভয়ানক আকৃতির বটুফল দেখলেন

এবং বললেন -



ভুতানাং বলবান্ রাবণাস্বজঃ  
ততঃ পশ্চাৎ সংগ্রামমভিবৰ্ততে ॥ ৪  
রাবণপুত্র বলবান ইন্দ্রজিত পূর্বে এখানে  
কোষাধ্যক উপহার নিবেদন করে অপদেবতাদের উদ্দেশ্যে।

সর্বভূতানাং ততো ভবতি রাক্ষসঃ।  
সমরে শত্রুং বধাতি চ শরোত্তমৈঃ ॥ ৫  
এইজন্যই সমরাদানে সেই রাক্ষস সকল প্রাণীদের  
কেউ অশ্রু হয় উত্তম শর দ্বারা সকল শত্রুদের হত্যা

নাত্রোষঃ বলিনঃ রাবণাস্বজম্।  
শরৈরীশ্তৈঃ সরথঃ সান্বসারথিম্ ॥ ৬  
বলবান রাবণপুত্র এই বটবৃক্ষের স্থানে প্রবেশ  
করে পূর্বেই উত্তম বাণ দ্বারা তাকে রথ, অশ্ব, সারথি সহ

মহাতেজাঃ সৌমিত্রিমিত্রেনন্দনঃ।  
চিহ্নং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ ॥ ৭  
‘তাই হোক’— এই বলে মিত্রদের আনন্দবর্ধক,  
মহাতেজস্বী সুমিত্রানন্দন তাঁর বিচিত্র ধনুকে টংকার দিয়ে

সেই স্থানেই অবস্থিত হলেন  
রথেনাগ্রিবর্ণেন বলবান্ রাবণাস্বজঃ।  
ইন্দ্রজিৎ কবচী খড়্গী লক্ষ্যজঃ প্রত্যদৃশত ॥ ৮  
এদিকে বলবান রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে অগ্নিবর্ণের  
রথে কর্মাবৃত হয়ে ঝড়াহস্তে ধ্বজাধারী অবস্থায় দেখা

গেল।  
তদুবাচ মহাতেজাঃ শৌলস্তামপরাজিতম্।  
সমাহুয়ে ত্বাং সমরে সমাগ্ যুদ্ধং প্রযচ্ছ মে ॥ ৯  
মহাতেজস্বী লক্ষণ পুলস্ত্যবংশীয় অপরাজের  
ইন্দ্রজিতকে বললেন— ‘আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি

তুমি আমার সঙ্গে সমাক্রাণে যুদ্ধ করো।’  
এবমুক্তো মহাতেজা মনসী রাবণাস্বজঃ।  
অত্রীং পরুষং বাক্যং তত্র দৃষ্টা বিভীষণম্ ॥ ১০  
লক্ষণ এইরূপ বললে, মনসী তথা মহাতেজস্বী  
রাবণানন্দন সেখানে বিভীষণকে উপস্থিত দেখে কঠোর

বাক্যে বললেন—  
ইহ ত্বং জাতসংবুদ্ধঃ সাক্ষাৎ ভ্রাতা পিতৃমম।  
কথং ক্রহসি পুত্রসা পিতৃব্যো মম রাক্ষস ॥ ১১  
‘হে রাক্ষস ! এই বংশেই তোমার জন্ম, এখানেই  
তুমি বড়ো হয়েছ। আমার পিতা তোমার ভাই, তুমি আমার

কাকা তবলে কেন তুমি তোমার সম্রাটের (আমার)  
বিরুদ্ধাচরণ করছো ?

ন জাতিত্বং ন সৌহার্দং ন জাতিত্বেন দুর্গতে।  
প্রমাণং ন চ সৌদর্ভং ন ধর্মো ধর্মদূষণ ॥ ১২  
‘ওহে দুর্গতে ! তোমার জাতিপ্রেম, সৌহার্দ,  
জাতিমৈত্রী— এসন কিছুই নেই জাতীয় প্রেমও তোমার  
দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না, তুমি ধর্মকে দুশিত করছ।

শোচনীয়মসি দুর্বলো নিন্দনীয়শ্চ সাদৃশিঃ।  
মদ্বং স্বজনমুৎসজা পরভ্রাতারমাণতঃ ॥ ১৩  
‘হে দুর্বলো ! তুমি আত্মজনেদের পরিত্যাগ করে  
অপরের ভৃত্য হয়েছ। তোমার এই কাজ শোকের যোগ্য।  
তুমি সাধুজনেদের দ্বারা নিন্দনীয়।

নৈতচ্ছিখিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহন্দরম্।  
ক চ স্বজনসংবাসঃ ক চ নীচ পরপ্রয়ঃ ॥ ১৪  
‘ওহে নীচ ! কোথায় আত্মজনের সঙ্গে বসবাস ?  
আব কোথায়ই বা পরের আশ্রয় ? এই দুইয়ের মধ্যে বিশাল  
ব্যবধান তোমার শিখিল বুদ্ধি দিয়ে তুমি বুদ্ধিতে পারবে না।

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্ভণোহপি বা।  
নির্ভণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ বঃ পরঃ পর এব সঃ ॥ ১৫  
‘গুণহীন স্বজন এবং গুণবান শত্রু উভয়ের মধ্যে  
নির্ভণ স্বজনই শ্রেয়ঃ। কারণ পরজন বা শত্রু চিরকাল পরই  
থাকে।

যঃ স্বপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষং নিষেবতে।  
স স্বপক্ষে ক্ষয়ঃ যাতে পশ্চাৎ তৈরেব হন্যতে ॥ ১৬  
‘যে ব্যক্তি স্বপক্ষ ত্যাগ করে অপবপক্ষের তথা  
শত্রুপক্ষের সেবা করে, তার আত্মপক্ষ ধ্বংস হলে সেও  
তাদের দ্বারা হত হয়।

নিরনুকোশতা চেয়ঃ যাদৃশী তে নিশাচর।  
স্বজনেন ত্বয়া শক্যং পৌরুষং রাবণানুজ ॥ ১৭  
‘হে রাবণানুজ রাক্ষস ! আমার বধের জন্য  
লক্ষণকে এই স্থানে নিয়ে এসে তুমি যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছ,  
স্বজন হয়ে এইরকম নির্দয় পৌরুষ আর কেউ দেখায়নি।’

ইত্যুক্তো ভ্রাতৃপুত্রেশ প্রত্যাচাচ বিভীষণঃ।  
অজ্ঞানদ্রিষ মচ্ছীলং কিং রাক্ষস বিকথসে ॥ ১৮  
আপন ভ্রাতৃপুত্রের নিকট এইরূপ বাক্য শুনে  
বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বললেন— ‘রাক্ষস ! তুমি আমার স্বভাব  
সম্পর্কে না জেনেই এইরূপ মন্দ কথা বলছো।

রাক্ষসেন্দ্রসুভাসাথো পাক্ষ্যঃ তাজ গৌরবাৎ।  
কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রুরকর্মণাম্।  
কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রুরকর্মণাম্।



শুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তস্মৈ শীলমরাক্ষসম্। ১৯

‘ওরে অসামু! বক্ষোবাজপুত্র! তোমার এই গৌরব  
বোধজাত কঠোরতা ত্যাগ করো। যদিও আমি কুরকর্ম  
বাক্স বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, তথাপি আমার সত্য  
রাক্ষসসুলভ নয়। মানুষের যা প্রধানগুণ আমি সেটিই আশ্রয়  
করেছি।

ন রমে দারুণেনাহং ন চাধর্মেণ বৈ রমে।

মাতা বিষমশীলোহপি কথং মাতা নিরসাতে। ২০

‘নিষ্ঠুর কর্মে আমার মন নেই। অধর্মেও আমার ঝুঁটি  
হয় না। কনিষ্ঠ মাতার শীল-স্বভাব যদি মনের মতো না হয়  
তাহলেও কি জ্যেষ্ঠ মাতা তাকে গৃহ থেকে বহিস্কার করতে  
পারে? (কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে, তাহলে আমি  
অপর সং-পুরুষের আশ্রয় কেন গ্রহণ করব না?)

ধর্ম্যং প্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিষ্ঠ্যম্  
তাব্ধং মুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা। ২১

‘ধর্ম থেকে যে চ্যুত হয়েছে, পাপে যে সংকল্পবদ্ধ  
এমন মানুষকে ত্যাগ করলে যে আনন্দ হয়, সেটি  
সর্পত্যাগের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে।

পরস্বহরণে যুক্তং পরদারাভিমর্শকম্।

তাজামাহদুর্দাস্তানং বেষ্ম প্রজ্জ্বলিতং যথা। ২২

‘যে অপরের সম্পদ অপহরণ করে, যে পরস্প্রীক  
ওপরে অত্যাচার করে, সেই দুরাত্মাকে প্রজ্জ্বলিত গৃহের  
মতো পরিত্যাগ করা উচিত।

পরস্থানাং চ হরণং পরদারাভিমর্শনম্।

সুহৃদামতিশক্তা চ ত্রয়ো দোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ। ২৩

‘পরসম্পদ অপহরণ, পরস্প্রীক প্রতি অত্যাচার,  
সুহৃদজনের প্রতি অবিদ্বেষ তথা আশঙ্কা—এই তিনটি  
দোষকে বিনাশের কারণ বলে জানানো হয়েছে।

মহর্ষীণাং বধো ঘোরঃ সর্বদেবৈশ্চ বিগ্রহঃ।

অভিমানশ্চ রোষশ্চ বৈরিভ্যং প্রতিকূলতা। ২৪

এতে দোষা মম মাতৃজীবিতৈশ্বর্যনাশনাঃ।

ওগান্ প্রচ্ছাদয়ামাসুঃ পর্বতানি চ তোয়দাঃ। ২৫

‘মহর্ষিদের নির্মমভাবে হত্যা, সকল দেবগণের  
সঙ্গেই বিরোধ, অভিমান, রোষ, বৈরিতা, ধর্মের

প্রতিকূলতা—এই সমস্ত দোষগুলি আমার ভাইয়ের জীবন  
এবং ঐশ্বর্যকে বিনষ্ট করবে। বর্ষার মেঘ মোকন পর্বতের  
আচ্ছাদিত করে যেমন তুমি এই দোষগুলিও আমার  
ওগানলীকে আবৃত করেছ।

দোমৈনোতৈঃ পরিত্যক্তো ময়া জ্ঞাতা পিতা তব।

নেয়মস্তি পুরী লক্ষ্য ন চ স্ত্ব ন চ ত্তে দিতা। ২৬  
‘এই সমস্ত দোষের কারণেই তোমার পিতা  
আমার ভাইকে ত্যাগ করেছি। এখনতো না তুমি, না  
তোমার পিতা এবং না লক্ষ্যপুরী—কোনো কিছুই আমার  
অবশ্যে থাকবে না।

অভিমানশ্চ বালশ্চ দুর্নিহিতশ্চ বাক্স।

বদন্তং কালপাশেন ক্রহি মাং যদ্ বদিস্বসি। ২৭  
‘ওহে বাক্স! তুমি অত্যন্ত অভিমানী, দুর্নিহিত  
এবং শিশুসুলভ মতিসম্পন্ন (মূর্খ), কালপাশে বদ্ধ হয়ে  
তুমি। অতএব তোমার যা খুশী বলে যাও।

অদ্যেহ বাসনং প্রাপ্তং বন্যং পুরুষমুক্তবান্।

প্রবেষ্টুং ন ত্বয়া শকাং নাগ্রোহং রাক্ষসধম্। ২৮

‘রাক্ষসধম! তুমি যে কঠোরবাক্য আমার বলায়  
তার ফলে তুমি ভীষণভাবে সংকটাপন্ন হবে। ফলে তুমি  
আর বটবৃক্ষতলে পৌঁছতে পারবে না।

ধর্ময়িত্বা চ কাকুৎস্থং ন শকাং জীবিতুং ত্বয়া।

যুযাস্ব নরদেবেন লঙ্ঘণেন রণে সহ।

হতন্তুং দেবতাকার্যং করিষাসি যমকসম্। ২৯

‘লঙ্ঘনকে তিরস্কারের ফলে তুমি আর জীবিত  
থাকতে পারবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে নরদের লঙ্ঘনের সঙ্গে তুমি  
যুদ্ধ করো এবং মরণান্তে যমলোকে গিয়ে দেবকার্য সম্পন্ন  
করে তাদের সন্তুষ্ট করো।

নিদর্শয়স্বাত্মবলং সমুদ্যতঃ

কুরুহ সর্বাযুধসায়কব্যম্।

ন লঙ্ঘণস্যোতা হি বাণগোচরং

ত্বমদ্য জীবন্ সবলো গমিষ্যতি। ৩০

‘আজ যদি তুমি আত্মশক্তি প্রদর্শন করে সকল অযুধ  
এবং বাণ প্রয়োগ করো তথাপি তুমি লঙ্ঘণের সম্মুখে এসে  
সসৈন্যে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ৮৭।

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ৮৭।

## অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৮)

লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাক্যবিনিময় এবং ঘোর যুদ্ধ

বিভীষণচঃ শ্রদ্ধা রাবণিঃ ক্রোধমুর্ছিতঃ ।  
ক্রোধং পরমং বাক্যং ক্রোধেনাভ্যুৎপাদ্য চ । ১  
বিভীষণের কথা শুনে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে  
কম্পিত হয়ে কঠোর বাক্য বলে ক্রোধে লাফিয়ে সামনে এসে  
গরলেন।

লক্ষ্মণমুদ্রিতঃ শো রথে সুসমলঙ্কৃতঃ ।  
কলাযুক্তো মহতি হিতঃ কালাত্মকোপমঃ । ২  
তিনি বজ্রা এবং অন্য অস্ত্র নিয়ে সুচারু রূপে  
লঙ্কৃত হয়ে রথে আরোহণ করলেন এবং কথের  
শ্রুত কৃষ্ণবর্ণের, রথারূঢ় তাঁকে কালাত্মক যমের মতো  
মনে করলেন।

মহামাণ্ডুদ্যম্য বিপুলং বেগবদ্ দৃঢ়ম্ ।  
হুতীযবলো ভীমঃ শরাংশ্চামিত্রনাশনাম্ ॥ ৩  
সেই ভয়ানক বলশালী রাক্ষস বিশালাকৃতি সম্পন্ন,  
দৃঢ় এবং বেগসম্পন্ন ভয়ংকর ধনুক তথা শত্রুবিনাশক  
শররাশি নিয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলেন।

তা দর্শ্য মহেদ্বাসো রথস্থঃ সমলঙ্কৃতঃ ।  
অলঙ্কৃতমিত্রয়ো রাবণস্যাস্থজো বলী । ৪  
হুমৎপৃষ্ঠমারুতমুদয়হরবিপ্রভম্ ।  
সম্যক্রূপে অলঙ্কৃত হয়ে রথোপবিষ্ট সেই  
মহানুর্ধ্বর, বলবান, শত্রুনাশক, রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ  
দেবতে পেলেন লক্ষ্মণ হনুমানের পৃষ্ঠে আরুঢ় হয়েছেন।  
তিনি আপন তেজে উদয়াচলে অবস্থিত সূর্যদেবের ন্যায়  
নীপ্তমান।

উবাচৈনং সুসংরুদ্ধঃ সৌমিত্রিং সবিতীষণম্ । ৫  
তাং বানরশাদূলান্ পশ্যধ্বং মে পরাক্রমম্ ।  
অল মৎকার্মকোংসৃষ্টং শরবর্ষং দুরাসদম্ । ৬  
যুদ্ধবর্ষমিবাকাশে ধারয়িষ্যাথ সংযুগে ।  
লক্ষ্মণসহ বিভীষণকে এবং সব বানরদেরকে তিনি  
বললেন—‘এই যুদ্ধভূলে উপস্থিত সব বানরবো! তোমরা  
মকলে আমার পরাক্রম দেখো। বৃষ্টির ধারার মতো দুর্ধ্ব  
আমার শরবর্ষণ দেখো। আপন দেহে এই দুঃসহ বর্ষণ  
ধারণ করো।

অদ্য বো মামকা বাণা মহাকার্মকনিঃসৃতাঃ ।

নিখমিষ্যান্তি গাত্রাণি তুলরাশিগিবানলঃ । ৭  
‘অগ্নি যেমন তুলারশিকে দগ্ধ করে তেমনি এই  
বিশাল ধনুক নিঃসৃত বাণগুলি তোমাদের শরীর বিদীর্ণ  
করবে।

তীক্ষ্ণসায়কনির্ভিগ্যান্ শূলশঙ্খাষ্টিতোমরৈঃ ।  
অদ্য নো গময়িষ্যামি সর্বানেন যমক্ষয়ম্ ॥ ৮  
‘আজ শূল শক্তি, ঋষি এবং তোমর তথা তীক্ষ্ণ বাণ  
দ্বারা তোমাদের ছিন্ন ভিন্ন করে সবাইকে যমলোকে পাঠিয়ে  
দেব।

সৃজতঃ শরবর্ষণি ক্ষিপ্ৰহস্তস্য সংযুগে ।  
জীমূতস্যেব নদতঃ কঃ হ্রাসাতি নমপ্রতঃ ॥ ৯  
‘যুদ্ধক্ষেত্রে মেঘের মতো গর্জন করতে-করতে  
ক্ষিপ্ত হস্তে আমি যখন শরবর্ষণ আরম্ভ করব তখন আমার  
সম্মুখে কে দাঁড়াতে পারে ?

রাত্রিযুদ্ধেঃ তদা পূর্বং বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ ।  
শায়িতৌ তৌ ময়া ভূয়ো বিসংজ্ঞৌ সপুরুঃসরৌ ॥ ১০  
স্মৃতির্নতেহস্তি বা মনো ব্যক্তং যাতো যমক্ষয়ম্ ।  
আশীবিষসমং ক্রুদ্ধং যম্মাং যোদ্ধুমুপস্থিতঃ ॥ ১১  
‘ওহে লক্ষ্মণ! পূর্বে রাত্রিযুদ্ধে আমার নিক্ষিপ্ত বজ্র  
এবং অশনিতুল্য শরজালে বিদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত  
হয়েছিলে এবং তোমাদের সম্মুখে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর  
সঙ্গে মূর্ছিত হয়েছিলে। মনে হয় সে কথা তোমাদের  
স্মরণে নেই। বিষধর সাপের মতো আমি এখন ক্রুদ্ধ  
হয়েছি আমার সঙ্গে যখন যুদ্ধ করতে এসেছ, তাতে স্পষ্ট  
হচ্ছে যে তুমি নিশ্চয়ই যমালয়ে যেতে উদ্যত হয়েছ।’

তচ্ছৃদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রস্য গর্জিতং রাঘবস্তদা ।  
অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২  
রাক্ষসরাজপুত্রের এইরূপ গর্জন শুনে রঘুকুলনন্দন  
লক্ষ্মণ নির্ভয়ে ক্রুদ্ধ ভাবে রাবণপুত্রকে এইরূপ বললেন -  
উক্তলচ দুর্গমঃ পারঃ কার্যাপাও রাক্ষস ভয়া ।  
কার্যাপাং কর্মণা পারং যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্ ॥ ১৩  
‘ওহে রাক্ষস! তুমি কেবল বাক্যের দ্বারাই কঠিন  
কার্য সমাধান করে ফেললে, যিনি ক্রিয়া দ্বারা কর্মের পারে  
উপস্থিত হন (কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন), তিনিই

বুঝিমান।

স স্বপর্জন সীমাবর্ধী দুঃখপদ্য কেনচিত্ত  
যায়া ব্যাকতা আশিষে বজ্রার্থেইচ্ছিত্তি সূর্যতে ১৪  
‘সূর্যতে’। কারো দ্বারা যে কাজ করা কঠিন, তুমি  
কোনক কথার দ্বারা ই সেই কাজ সম্পন্ন করছো জেনে  
নিজেকে কৃতার্থ মনে করছো।

অন্তর্ধানগোড়োজ্ঞী যবুয়া চরিত্তলো

ভক্তবাসিন্তো মার্গো নৈষ দীর্ঘনির্ধবত্তঃ ১৫  
‘ভক্তভূত হয়ে তুমি যে কাজ করছ তাকে তুমি  
চৌর্ধমার্গ (তোমার পথ) অবলম্বন করছ। বীরপুরুষ ব্যাক্ত  
এইকক্ষর করে না।

যথা বাশপথঃ প্রাপ্য দ্বিতোহস্মি তব রাক্ষস।

কর্মস্বয়ান তত্ত্বজ্ঞো বাচ্য থং কিং বিকংথসে ১৬  
‘এহে রাক্ষস! আমি যেমন তোমার বাণপথে দ্বিত  
হয়েছি, তুমিও তদনুকরণে তোমার তেজ লোভ  
কেবল ব্যর্থের দ্বারা কিই বা বোঝাতে চাইছ?’

একমুক্তো বনুর্জিনঃ পরামুশা মহাবতঃ

সর্গর্জ নিলিনানু বপানিভিজিৎ সমিতিজ্ঞঃ ১৭  
এইরাগ বললে মহাবলশালী যুদ্ধজ্যী ইদ্রজিৎ  
নিজের জ্ঞানক দশুটি দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে সুতীক্ষ  
বালবর্ষণ করছে লাগলেন।

তেন সূত্রী মহাবেধাঃ শরায় সপবিযোগয়াঃ

সস্ত্রাপা লক্ষ্যং শেভুঃ শূঙ্গ ইব পরগায় ১৮  
তার শিকিণ্ড মহাবেগসম্পন্ন বাণগুলি ছিল  
সপবিবর্তন্য, লক্ষ্যের শরীরে পতিত হয়ে সেগুলি যেন  
তারে গর্জনবত সর্পের ন্যায় দংশন করছিল।

শরিরতিমহাবেগেবৈশাম্

সৌমিত্রিভিজিৎ যুদ্ধে বিবাহ শুভলক্ষ্যম্ ১৯  
বেগবান রাবণপুত্র ইদ্রজিৎ সেই অত্যন্ত বেগশালী  
বাণ দ্বারা বৃদ্ধক্ষেত্রে শুভলক্ষন লক্ষণকে বিদ্ধ করতে  
লাগলেন।

স শরীরবিদ্ধাকো কধিরেণ সমুক্তিঃ।

ভক্ততে লক্ষ্যং শ্রীমান্ বিধুম্ ইব পানকঃ ২০  
শরযাতে তাঁর শরীর অত্যন্ত কতবিকৃত হয়ে গেল।  
শোণিতধারায় তিনি দ্রাভ হয়ে উঠলেন। তখন শ্রীমান লক্ষণ  
ধূমরাভিত্ত প্রছলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

ইদ্রজিৎ দ্বায়নঃ কর্ম প্রসবীজ্যতিগম্য চ।

বিবাল্য

সুখবানলমিহঃ

‘ইদ্রজিৎ নিজেই এই পশাক্ষয় দেখিয়ে বলাকে--

পশিণাঃ শিতধারতে শবা মংকর্যেতুতঃ

আবাসয়েহমা সৌমিত্রে জীবিতঃ জীবিত্যমাঃ ২১

‘সুনিয়ানন্দন! আমার মনুক শেতে দ্বিগুণ শ্মশ্রু

তীক্ষ্র এবং বারোটা বাণগুলি শব্দে প্রাণশক্তি, এইক

আজ তোমার প্রাণ সাংহার করবে

অনা গোমাম্বুললক্ষ্যং শেমানবল্যচ লক্ষ

গুণ্যাক্ষ নিপত্তুঃ স্বাঃ গভাসুঃ নিহতঃ ২২

‘এহে লক্ষণ! আজ আমার দ্বারা তুমি নিহত

তোমার প্রাণহীন দেহের ওপরে থাকে যাবে দশু,

শেবাল, বাজ কাঁপিয়ে পড়বে

ক্ষত্রবল্লভঃ সানানার্গঃ দ্বায়ঃ পশুধর্মবিঃ

ভক্তঃ জাতবর্জিনেব স্বাঃ ভ্রাক্শতি ইহাঃ ২৩

‘সরমদুর্ভতি রাম তোমার মতো সর্কার ক্ষম,

কত্রিয়ার্থম এবং দ্রাতৃত্তক ভাইকে আছই আমার দ্রা

নিহত হতে দেখবে

বিস্ত্রককাতঃ ভূমৌ বাপবিনাসকম্

জাতোক্তমাকঃ সৌমিত্রে দ্বায়াক্ নিহতঃ ২৪

‘এহে সৌমিত্র! তোমার বর্ষ জন্ম দ্বায় ভূক

হবে। ধনুর্বাণ ভঙ্গ হয়ে যাবে নেহ থেকে বহুত বিদ্য

হয়ে যাবে আমার হাতেই আজ তোমার মৃত্যু হবে।’

ইতি ক্রবাহঃ সংক্ৰুহঃ পরবঃ রাবণাজ্ঞম্

কেতুমন্ বাক্যমর্থজো লক্ষ্যঃ দ্রষ্টব্যঃ ২৫

রাবণপুত্র ইদ্রজিৎ এইরাগ করেবরাল করে

বিস্ত্রকন সঙ্গ্রন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুক্তি যুক্ত বাবো

বললেন-

বাধলাঃ তাজ দূর্য্বে জুবকম্ বি রাক্ষ

অণ কামান্ বদসোভৎ সম্পদস্ব সুকর্মাঃ ২৬

‘এহে দূর্ব্রজিৎরায়ন, জুবকর্ম, রাক্ষস! বাধা

ভাগ্য করো! এইসব কথা তুমি কেন বলছো? করবার

সেবাও।

অকুহা কথসে কর্ম কিমর্থস্বিহ রাক্ষ

কুক তং কর্ম কেনাহঃ প্রজ্ঞেঃ তব কথনোঃ ২৭

‘এহে রাক্ষস! যে কাজ এখনো করেনি তার

কেন তুমি মিথ্যা গর্ভ করছো সেই কাজ করে দেখেছো

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০



বুদ্ধিমান।

স ভ্রমর্থস্য হীনার্থো দূরবাপস্য কেনচিৎ  
বাচা ব্যাহতা জানীষে কৃতার্থোহস্মীতি দুর্মতে ॥ ১৪

‘দুর্মতে ! কারো দ্বারা যে কাজ করা কঠিন, তুমি কেবল কথার দ্বারাই সেই কাজ সম্পন্ন করছো জেনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছো।

অন্তর্ধানগতেনাজৌ যত্নয়া চরিতস্তদা।  
তঙ্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ ॥ ১৫

‘অন্তহত হয়ে তুমি যে কাজ করেছ তাতে তুমি চৌর্যমার্গ (চোরের পথ) অবলম্বন করেছ। বীরপুরুষ কদাচ এইরকম করে না।

যথা বাণপথং প্রাপ্য হিতোহস্মি তব রাক্ষস।  
দর্শয়হাদ্য তন্ত্বেজো বাচা ত্বং কিং বিকথংসে ॥ ১৬

‘ওহে রাক্ষস ! আমি যেমন তোমার বাণপথে স্থিত হয়েছি, তুমিও তদনুরূপভাবে তোমার তেজ দেখাও। কেবল বাক্যের দ্বারা কিই বা বোঝাতে চাইছ ?’

এবমুক্তো ধনুর্ভীমঃ পরামৃশ্য মহাবলঃ।  
সসর্জ নিশিতান্ বাণানিদ্ভজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥ ১৭

এইরূপ বললে মহাবলশালী যুদ্ধজয়ী ইন্দ্রজিৎ নিজের ভয়ানক ধনুকটি দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে সুতীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

তেন সৃষ্টা মহাবেগাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ  
সম্প্রাপ্য লক্ষণং পেতুঃ শ্বসন্ত ইব পমগাঃ ॥ ১৮

তার নিষ্কিপ্ত মহাবেগসম্পন্ন বাণগুলি ছিল সর্পবিষতুল্য। লক্ষণের শরীরে পতিত হয়ে সেগুলি যেন তাঁকে গর্জনরত সর্পের ন্যায় দংশন করছিল।

শরৈরতিমহাবেগৈর্বেগবান্  
সৌমিত্রিমিদ্ভজিদ্ যুদ্ধে বিব্যাধ শুভলক্ষণম্ ॥ ১৯

বেগবান রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সেই অত্যন্ত বেগশালী বাণ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে শুভলক্ষণ লক্ষণকে বিদ্ধ করতে লাগলেন।

স শরৈরতিবিদ্ধাজো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ  
শুভভে লক্ষণঃ শ্রীমান্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ২০

শরাঘাতে তাঁর শরীর অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। শোণিতধারায় তিনি স্নাত হয়ে উঠলেন। তখন শ্রীমান লক্ষণ ধূমরহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ দ্বাঙ্গনঃ কর্ম প্রসমীক্ষ্যাভিগম্য চ।

বিনদ্য সুমহানাদমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১

ইন্দ্রজিৎ নিজের এই পরাক্রম দেখিয়ে লক্ষণের নিকটে গিয়ে বিকট গর্জন করে বললেন—

পত্রিণঃ শিতধারাস্তে শরা মৎকামুকচ্যুতাঃ।  
আদাস্যন্তেহৃদ্য সৌমিত্রে জীবিতং জীবিতান্তকাঃ ॥ ২২

‘সুমিত্রানন্দন ! আমার ধনুক থেকে বিচ্যুত পশ্চাত্তীক্ষ এবং ধারালো বাণগুলি শত্রুর প্রাণঘাতী ; এইগুলিই আজ তোমার প্রাণ সংহার করবে।

অদ্য গোমায়ুসঙ্ঘাশ্চ শ্যেনসঙ্ঘাশ্চ লক্ষণ  
গৃহ্মাশ্চ নিপতন্ত দ্বাং গতাসুং নিহতং ময়া ॥ ২৩

‘ওহে লক্ষণ ! আজ আমার দ্বারা তুমি নিহত হবে, তোমার প্রাণহীন দেহের ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে শকু, শেয়াল, বাজ ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ক্ষত্রবন্ধুং সদানার্যং রামঃ পরমদুর্মতিঃ।  
ভক্তং ভ্রাতরমদৌব দ্বাং দ্রক্ষ্যতি হতং ময়া ॥ ২৪

‘পরমদুর্মতি রাম তোমার মতো সর্বদাই অন্য ক্ষত্রিয়ধর্ম এবং ভ্রাতৃত্ব ভাইকে আজই আমার দ্বারা নিহত হতে দেখবে।

বিশস্তকবচং ভূমৌ বাণবিক্শরাসনম্।  
হতোস্তমাজং সৌমিত্রে দ্বামদ্য নিহতং ময়া ॥ ২৫

‘ওহে সৌমিত্র ! তোমার বর্ম ভগ্ন হয়ে ভুলুটি হবে। ধনুর্বাণ ভগ্ন হয়ে যাবে। দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমার হাতেই আজ তোমার মৃত্যু হবে।’

ইতি ক্রবাণং সংক্রুদ্ধঃ পরুষং রাবণাশ্বজম্  
হেতুমদ্ বাক্যমর্থজো লক্ষণঃ প্রত্যাচ হা ॥ ২৬

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এইরূপ কঠোরবাক্য বললে বিচক্ষণ লক্ষণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুক্তি যুক্ত বাক্যের দ্বারা বললেন—

বাঞ্চলং তাজ দুর্বুদ্ধে ক্রুরকর্মন্ হি রাক্ষস।  
অথ কস্মাদ্ বদস্যেতৎ সম্পাদয় সুকর্মণা ॥ ২৭

‘ওরে দুর্বুদ্ধিপারায়ণ, ক্রুরকর্মী, রাক্ষস ! বাগতর্ক ত্যাগ করো। এইসব কথা তুমি কেন বলছো ? কাজ করে দেখাও।

অকৃত্বা কথংসে কর্ম কিমর্থমিহ রাক্ষস।  
কুরু তৎ কর্ম যেনাহং শ্রদ্ধেয়ং তব কথনম্ ॥ ২৮

‘ওহে রাক্ষস ! যে কাজ এখনো করেনি তার জন্য কেন তুমি মিথ্যা গর্ব করছো। সেই কাজ করে দেখাও যাতে

জোয়ার কথায় আমার বিশ্বাস জন্মায়

বুদ্ধ পরমং বাকাং কিঞ্চিদপ্যনবক্ষিপনু।

জবিকখনু বধিষ্যামি জ্বাং পশ্য পুরুষাদন॥ ২৯

‘নরভোজী ! তুমি দেখবে ! কোনোরকম কঠোর  
যন্ত্র না বলে, কারও নিন্দা না করেও, এমনকী কোনও  
রক্তস্রাবপ্রশংসা ব্যতিরেকেই কেমন করে তোমাকে বধ  
করি’

হুঙ্কার পঞ্চ নারাতানাকর্ণাপুরিতান্ শরান্।

বিজ্ঞান মহাবেগাঙ্গক্ষণো রাক্ষসোরসি॥ ৩০

এই বলে ধনুকের জ্যা আকর্ণ বিস্তৃত করে লক্ষণ  
গজন্ত দ্রুতবেগে রাক্ষসের বক্ষদেশে পাঁচটি নারাচ  
লক্ষণ করলেন।

দুগ্ধবজ্জিতা বাণা জ্বলিতা ইব পরগাঃ।

নৈবভোরস্যভাসস্ত সবিতৃ রশ্ময়ো যথা॥ ৩১

সুপ্রযুক্ত হওয়ায় অত্যন্ত বেগবান এবং উজ্জ্বল  
সর্পের মতো দৃশ্যমান বাণরাশি সূর্যকিরণের ন্যায় রাক্ষসের  
বক্ষদেশে শোভা লাভ করছিল।

ন শরৈরাহতস্তেন সরোষো রাবণাঙ্গজঃ।

সুপ্রযুক্তৈস্তিভির্বাণৈঃ প্রতিবিব্যাধ লক্ষণম্॥ ৩২

শরবিন্দ বৃদ্ধ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সুপ্রযুক্ত তিনটি বাণ  
জ্বা লক্ষণকে প্রত্যাঘাত করলেন।

ন বভূব মহাভীমো নররাক্ষসসিংহয়োঃ।

বির্মম্বুলো যুদ্ধে পরম্পরজয়ৈষিণোঃ॥ ৩৩

সিংহতুল্য বিক্রমশালী দুই যোদ্ধা দুজনেই বিজয়  
অভিলাষী। যুদ্ধক্ষেত্রে নরবীর এবং রাক্ষসবীরের মধ্যে  
অনেক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল

বিজ্ঞাতৌ বলসম্পন্নাবুভৌ বিক্রমশালিনৌ।

উভৌ পরমদুর্জয়াবতুল্যাবলতেজসৌ। ৩৪

উভয় বীরই মহাপরাক্রমী, বলসম্পন্ন, বিক্রমশালী  
অতুলনীয় শক্তি এবং তেজসম্পন্ন হওয়ায় দুজনেই অত্যন্ত  
দুর্জয়

যুগ্মধাতে তদা বীরৌ গ্রহবিব নভোগতৌ।

বলব্রাবিব হি তৌ যুধি বৈ দুম্প্রধ্বংগৌ॥ ৩৫

আকাশস্থিত দুই গ্রহের সংঘর্ষের মতো সেই দুই বীর  
যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের দুজনকে বৃত্রাসুর এবং  
ইন্দ্রের মতো দুর্ব্বল মনে হচ্ছিল।

যুগ্মধাতে মহাস্থানৌ তদা কেসরিণাবিব।

বহুবসজ্জতৌ হি মার্গলৌঘানবহিতৌ।

নররাক্ষসমুখ্যৌ ভৌ প্রহট্টাবভ্যুদ্যতাম্॥ ৩৬

দুই মহাস্থা রণক্ষেত্রে দুটি সিংহের মতো যুদ্ধ  
করছিলেন নবশ্রেষ্ঠ এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দুজনেই অত্যন্ত  
আনন্দের সাথে যুদ্ধ করতে করতে বহু বাণ নিক্ষেপ  
করছিলেন

ততঃ শরান্ দাশরথিঃ সক্ষায়ামিবকর্ণণঃ।

সসর্জ রাক্ষসেজ্জায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্॥ ৩৭

অতঃপর দশরথনন্দন, শত্রুসূদন লক্ষণ সর্পের  
মতো দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে ধনুকে শরসজ্জান করে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ  
ইন্দ্রজিৎের উপরে নিক্ষেপ করলেন।

তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং স শ্রদ্ধা রাক্ষসাধিপঃ।

বিবর্ণবদনো ভূত্বা লক্ষণং সমুদৈক্ষত॥ ৩৮

তাঁর ধনুকের টংকার শুনে রাক্ষসাধিপতি  
ইন্দ্রজিৎ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি শীঘ্রবে  
লক্ষণকে দেখতে লাগলেন।

বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং রাবণাঙ্গজম্।

সৌমিত্রিং যুদ্ধসংযুক্তং প্রত্যাঘাচ বিভীষণঃ॥ ৩৯

রাক্ষস-রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎের বিদগ্ধ বদন দেখে  
এবং মহোৎসাহে লক্ষণকে যুদ্ধে বাস্তব দেখে বিভীষণ  
বললেন—

নিমিত্তান্যুপপন্য়ামি যান্যস্মিন্ রাবণাঙ্গজে।

ত্বং তেন মহাবাহো তথ্ণ এষ ন সংশয়ঃ॥ ৪০

‘হে মহাবাহো ! এই রাবণ-নন্দনের মধ্যে যেসব  
লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে এর বিদায় নিশ্চিত আসন্ন।  
শীঘ্রই একে বধ করো।’

ততঃ সক্ষায় সৌমিত্রিঃ শরানাপীবিশোপমান্।

মুমোচ বিশিখাংস্তস্মিন্ সর্পানিব বিষোদ্বগান্॥ ৪১

অতঃপর সুমিত্রানন্দন লক্ষণ বিষধর সর্পতুল্য  
ভয়ানক বাণ সজ্জান করে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেই  
বাণগুলিকে বিষোদ্বাহী সর্পের মতো ভয়ংকর মনে  
হচ্ছিল।

শত্রুশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষণেনাহতঃ শরৈঃ।

মুহূর্তমভবমৃঢ়ঃ সর্বসংকুভিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪২

ইন্দ্রের বজ্রতুল্য স্পর্শবিশিষ্ট শরের কঠিন আঘাতে  
ইন্দ্রজিৎ মুহূর্তের জন্য মূর্ছিত হয়ে গেলেন। তাঁর  
ইন্দ্রিয়সমূহ সংকুচিত হয়ে উঠল।



উপলভ্য মুহূর্তেন সংজ্ঞাং প্রত্যাগতেদ্রিয়ঃ।

দদর্শাবহিতং বীরমাজৌ দশরথাস্বজম্।

সোহভিচক্রম সৌমিত্রিং রোষাৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ৪৩

অল্পক্ষণ পরেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন এবং তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সুস্থ হয়ে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্রে দশরথনন্দন বীর লক্ষ্মণকে দণ্ডায়মান দেখে তাঁর নেত্রযুগল আরক্তিম হয়ে উঠল, তিনি তাঁর নিকটে অগ্রসর হলেন।

অত্রবীচেনমাসাদ্য পুনঃ স পরুষঃ বচঃ।

কিং ন স্মরসি তদ্ যুদ্ধে প্রথমে মৎপরাক্রমম্।

নিবন্ধন্তঃ সহ ভ্রাতা যদা যুধি বিচেষ্টসে॥ ৪৪

লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ পুনরায় কঠোর বাক্য বললেন—‘সুমিত্রানন্দন! প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রমের কথা কি তোমার স্মরণে নেই? যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে আমার হাতে আবদ্ধ হয়ে ইটফট করছিলে।

যুবাং খলু মহাযুদ্ধে বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ।

শায়িতৌ প্রথমং ভূমৌ বিসংজ্ঞৌ সপুরুঃসরৌ॥ ৪৫

‘সেই মহাযুদ্ধে বজ্র এবং অশনিতুলা শরের আঘাতে অগ্রগামী সৈন্য সহ তোমরা দুই ভাই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলশায়ী হয়েছিলে।

স্মৃতির্বা নাস্তি তে মন্যে ব্যক্তং বা যমসাদনম্

গল্পমিচ্ছসি যন্মাং ত্বমাখর্বরিতুমিচ্ছসি॥ ৪৬

‘অথবা তোমার এইসব কথা স্মৃতিতে নেই বলেই মনে হচ্ছে। তুমি আমাকে পরাস্ত করতে ইচ্ছা করছ, তাই আমার এইরূপ প্রতীতি হচ্ছে যে, তুমি যমালয়ে যেতে চাইছ।

যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মৎপরাক্রমঃ।

অদ্য জ্ঞাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদনীং ব্যবহিতঃ। ৪৭

‘যদি তুমি প্রথমযুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখে থাকো, তবে এখন সুস্থির হয়ে দাঁড়াও। আজই তোমাকে সেই পরাক্রম দেখাচ্ছি।’

ইত্যাঙ্গা সপ্তভির্বাণৈরভিব্যাহ লক্ষ্মণম্।

দশভিঃ হনুমন্তঃ তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোস্তমৈঃ॥ ৪৮

এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ উত্তম ধারযুক্ত তীক্ষ্ণ সাতটি বাণ দ্বারা লক্ষ্মণকে এবং দশটি বাণ দ্বারা হনুমানকে প্রহার করলেন।

ততঃ শরশতেনৈব সুপ্রযুক্তেন বীরবান্।

ক্লেণখাদ্ দ্বিগুণসংরকো নির্বিভেদ বিভীষণম্॥ ৪৯

অতঃপর দ্বিগুণ ক্লেণে পরিপূর্ণ হয়ে বীরবান রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ সুপ্রযুক্ত শত শত বাণদ্বারা বিভীষণকে ক্ষতবিক্ষত করলেন।

তদ্ দৃষ্টেজজিতা কর্ম কৃতং রামানুজস্তদা।

অচিন্তয়িত্বা প্রহসমৈতৎ কিঞ্চিদিতি ব্রুবন্। ৫০

ইন্দ্রজিৎের এইরূপ কর্ম দেখে রামানুজ লক্ষ্মণ কোনো কিছু চিন্তা না করেই হাসতে হাসতে বললেন—‘এ আর এমন কী?’

মুমোচ চ শরান্ ঘোরান্ সংগৃহ্য নরপুঙ্গবঃ।

অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং লক্ষ্মণো যুধি॥ ৫১

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ নির্ভীকমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে কুপিত হয়ে ভয়ানক শরসমূহ হাতে নিয়ে রাবণপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।

নৈবাং রণগতাঃ শূরাঃ প্রহরন্তি নিশাচর।

লঘবশ্চালবীৰ্যাশ্চ শরা হীমে সুখাস্তব। ৫২

তিনি বললেন—‘নিশাচর! যুদ্ধ মধ্যে শূরবীরেরা এইরূপ প্রহার করে না। তোমার এই বাণ অত্যন্ত লঘু এবং অল্পবীর্য (দুর্বল)। এগুলি ক্লেণের পরিবর্তে আমাদের সুখই প্রদান করে।

নৈবাং শূরাস্ত যুধ্যন্তে সমরে যুদ্ধকালিকণঃ

ইতোবাং তং ব্রুবন্ ধী শরৈরভিববর্ষ হ ৫৩

‘যুদ্ধকামী শূরবীরেরা রণক্ষেত্রে এইভাবে যুদ্ধ করে না।’ তাঁকে এইভাবে বলে ধনুর্ধারী লক্ষ্মণ শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

তস্য বাণৈঃ সুবিন্ধ্যন্তঃ কবচং কাঞ্চনং মহৎ।

বাণীর্যত রথোপহ্রে তারাজালমিবান্বরাৎ॥ ৫৪

তাঁর বাণের আঘাতে ইন্দ্রজিৎের সুবর্ণ নির্মিত মহান কবচ বিদীর্ণ হয়ে রথোপরি পতিত হল, মনে হল যেন আকাশ থেকে তারাগুলি মাটিতে নেমে এল।

বিবৃতবর্মা নার্যচৈর্বভূব স কৃত্তরঃ।

ইন্দ্রজিৎ সমরে বীরঃ প্রত্যাষে ভানুমানিব॥ ৫৫

বর্মহীন ইন্দ্রজিৎের শরীর নার্যচের আঘাতে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হল। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রাতঃকালীন সূর্যের মতো দেখাচ্ছিল।

ততঃ শরসহশ্রেণ সংক্রুদ্ধো রাবণাস্বজঃ।

বিভেদ সমরে বীরো লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমঃ॥ ৫৬



তখন ভয়ানক পরাক্রমী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত  
বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণকে সহস্রাধিক শরাঘাতে বিদ্ধ  
করলেন।

কীর্ত্ত মহাদিবাং কবচং লক্ষ্মণস্য ভূ।  
কৃত্তিকাতানোনাং বভূবতুরিন্দমৌ॥ ৫৭

এর ফলে লক্ষ্মণেরও মহান এবং দিবা কবচ ছিন্ন  
হয় গেলো। শত্রুদমনকারী দুই বীর যোদ্ধা একে  
অপরকে প্রহার করতে লাগলেন।

দ্বীকং নিঃশ্বসন্তৌ তৌ যুধ্যতাং তুমুলং যুধি  
শরসংকৃত্তসর্বাকৌ সর্বতো রুধিরোক্ষিতৌ ৫৮

রণভূমিতে দুজনেই প্রবল যুদ্ধ করতে করতে  
বারংবার শ্বাসগ্রহণ এবং মোচন করতে লাগলেন।  
শরাঘাতে তাদের দুজনেরই সর্বদা ক্ষতবিক্ষত ও  
রক্তলিপ্ত।

দীর্ঘকালং তৌ বীরাবন্যোনাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।  
জক্ততুর্মহাশ্বানৌ রণকর্মবিশারদৌ

বভূবুত্বাস্রজয়ে যন্তৌ ভীমপরাক্রমৌ। ৫৯  
যুদ্ধকর্মে নিপুণ দুই মহাত্মা বীর দীর্ঘকাল ধরে একে  
অপরকে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন। ভয়ানক  
পরাক্রমের দ্বারা নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করতে যত্নবান  
হলেন।

তৌ শরৌঘৈস্তথাকীর্ণৌ নিকৃত্তকবচস্বজৌ  
দৃষ্টৌ রুধিরং চোক্ষঃ জলং প্রস্রবণাবিব। ৬০

তাদের দুজনেরই শরীর বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ  
উভয়েরই কবচ এবং ধ্বজা বিনষ্ট হয়েছে। বর্ণা থেকে  
নির্গত বারিধারার মতো তাদের শরীর থেকে শোণিতধারা  
প্রবাহিত হচ্ছে।

শরবর্ষং ততো ঘোরং মুখতোভীমনিঃস্রবম্  
সাসারয়োরিবাকাশে নীলমোঃ কালমেঘমোঃ। ৬১

দুজনেই ভয়ানক গর্জন করতে করতে শরবর্ষণ  
করতে লাগলেন, মনে হচ্ছিল যেন প্রলয়কালীন নীল মেঘ  
আকাশ থেকে জলধারা বর্ষণ করছে।

তরোরথ মহান্ কালো বাতীয়াদ্ যুধামানরোঃ  
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং ক্রমং চাপুণজঘাতুঃ॥ ৬২

বহু সময় অতিক্রান্ত হলেও যুযুধান দুই বীর যুদ্ধবিমুখ  
হলেন না এবং ক্রান্তিও বোধ করলেন না।

অত্রাপ্যত্রবিদাং শ্রেষ্ঠৌ দর্শয়ন্তৌ পুনঃ পুনঃ।  
শরানুচোবচাকারানন্তরিক্ষে

ববদ্ধতুঃ ৬৩

দুই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ বারংবার নিজেদের অস্ত্র প্রদর্শন  
করছিলেন। তাঁরা আকাশে ছোট বড় যেন তীরের জাল-  
বন্ধন করলেন।

বাপেতদোষমসাত্তৌ লঘু চিত্রং চ সূচু চ  
উত্তৌ তু তুমুলং ঘোরং চক্রতূর্ণরাস্কসৌ॥ ৬৪

মানুষ এবং রাক্ষস—এই দুই বীর অত্যন্ত আনন্দের  
সঙ্গে অস্ত্র সূক্ষ্মভাবে শরপ্রহার করতে লাগলেন।  
নির্দোষ, দ্রুতগামী, বিচিত্র এবং উত্তম বাণসহযোগে তাঁরা  
তুমুল যুদ্ধে রত হলেন

তয়োঃ পৃথক্ পৃথগ্ ভীমঃ শুশ্রুবে তলনিবনঃ  
স কম্পং জনন্যামাস নির্ঘাত ইব দারুণঃ॥ ৬৫

সেই সময় তাঁদের করতল থেকে পৃথক পৃথক ভাবে  
ভয়ানক শব্দ উথিত হল বজ্রতুল্য ভয়ানক সেই শব্দে  
সাধারণের হৃদয় প্রকম্পিত হল।

তয়োঃ স ভ্রাজতে শব্দস্তথা সমরমত্তয়োঃ।  
সুধোরযোনিষ্টনৈতৌর্গগনে মেঘয়োরিব॥ ৬৬

রণোন্মত্ত দুই বীরযোদ্ধায় সেই শব্দ ছিল আকাশস্থিত  
মেঘের তরংগের গর্জনতুল্য।

সুবর্ণপুংখ্যনারাচৈর্বলবন্তৌ কৃত্তরঙ্গৌ  
প্রসুক্রবাতৈ রুধিরং কীর্ত্তিমন্তৌ জয়ে যন্তৌ॥ ৬৭

সুর্ণপুঙ্খযুক্ত নারাক্ষসমূহ দুই বলশালী যোদ্ধার শরীরে  
আঘাত করে ক্ষত সৃষ্টি করছিল এবং তা থেকে শোণিত  
ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু দুই কীর্ত্তিমান যোদ্ধাই ছিলেন  
নিজেদের জয়ের জন্য দৃঢ়নিশ্চিত।

তে গাত্রয়োর্নিপতিতা রুক্ষপুংখাঃ শরা যুধি।  
অসুদ্বিদ্ধা বিনিষ্পেতুর্বিবিস্তরগীতলম্॥ ৬৮

তাদের নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত বাণরাজি পরস্পরের  
শরীরে পতিত হয়ে রক্তলিপ্ত অবস্থায় নিক্ষেপিত হয়ে  
মাটিতে প্রবেশ করছিল

অন্যে সুনিশিতৈঃ শস্ত্রৈরাকাশে সঞ্জঘদ্বিরে।  
বভূবুজ্জিহ্বাদুশ্চৈব তয়োর্বাণাঃ সহস্রাঃ॥ ৬৯

হাজার-হাজার তীক্ষ্ণ বাণ আকাশে অন্যান্য অস্ত্রের  
সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

স বভূব রণো ঘোরন্তয়োর্বাণময়শ্চয়ঃ।  
অগ্নিভামিব দীপ্তাভ্যাং সত্রে কুশময়শ্চয়ঃ॥ ৭০

যজ্ঞে যেমন দুটি অগ্নিকুণ্ডের সাথে কুশরাশি বিছিয়ে

রাখা হয়, তেমনি তাঁদের দুজনের সেই ভয়ংকর যুদ্ধে  
বাণবাণি বিস্তারিত হয়েছিল।

তয়োঃ কৃত্রণৌ দেহৌ শুশুভাতে মহান্ননোঃ।  
সুপুত্পাবিব নিস্পতৌ বনে কিংকশাশ্রী ॥ ৭১

দুই মহাক্ষার ক্ষত-বিক্ষত শরীর যেন বনের নিস্পত্র  
অথচ শিমূল-পলাশ পুষ্প সুসজ্জিত বৃক্ষের ন্যায় শোভা  
ধারণ করেছিল।

চক্রহস্তমূলং যোরং সন্নিপাতং মুহুমুহুঃ।  
ইন্দ্রজিতস্বপশ্চৈব পরম্পরজয়ৈষিণৌ ॥ ৭২

একে অপরকে পরাজিত করার ইচ্ছায় ইন্দ্রজিৎ এবং  
লক্ষ্মণ পরম্পরকে বারবার উন্মাদক প্রহার করছিলেন  
লক্ষ্মণো রাবণিং যুদ্ধে রাবণিশ্যপি লক্ষ্মণম্।  
অন্যোন্যং ভাবভিঘ্নতৌ ন শ্রমং প্রতিপদাতাম্ ॥ ৭৩

যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণপুত্র লক্ষ্মণকে এবং লক্ষ্মণ  
ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করছিলেন। এইভাবে একে অপরকে  
প্রহার করেও তাঁরা শ্রান্ত হচ্ছিলেন না।

বাণজালৈঃ শরীরহৈরবগাটৈস্তরশ্বিনৌ।  
শুশুভাতে মহাবীৰ্যৌ প্রকটাবিব পর্বতৌ ॥ ৭৪

এই দুই মহাবেগশালী সুমহান ষোড়শ শরীরে

অসংখ্য বাণ-গ্রথিত হওয়ায় তাঁদের দেহ বৃক্ষরাজি দ্য  
সুসজ্জিত পর্বতের ন্যায় শোভা লাভ করেছিল।

তয়ো ক্লধিরসিদ্ধানি সংবৃত্তানি শরৈর্ভৃশম্।  
বভ্রাজুঃ সর্বগাত্রাণি জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ ॥ ৭৫

শররাজি দ্বারা আবৃত এবং কধির দিক্ত তাঁদের  
দুজনের সর্বাত্মক প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত হয়ে  
উঠেছিল।

তয়োৱথ মহান্ কালো ব্যতীয়াৎ যুধামানয়োঃ।  
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমং চাপ্যভিজগ্মতুঃ ॥ ৭৬

এইভাবে যুদ্ধ করতে-করতে দীর্ঘসময় অতিবাহিত  
হয়ে গেল কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যে কেউই যুদ্ধ থেকে  
বিমুখ হলেন না বা পরিশ্রান্ত হলেন না।

অথ সমরপরিশ্রমং নিহন্তঃ  
সমরমুখৈর্ঘজিতস্য লক্ষ্মণস্য

প্রিয়হিতমুপপাদয়ন্ মহাত্মা  
সমরমুপেতা বিভীষণোহবতহে ॥ ৭৭

অতঃপর যুদ্ধমধ্যে অপরাজিত লক্ষ্মণের যুদ্ধশ্রম  
অপনোদনের জন্য, তাঁর প্রিয় এবং হিত সাধনের জন্য  
মহাত্মা বিভীষণ রণভূমিতে এসে অবস্থান করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

## একোননবতিতম সর্গ (৮৯)

রাক্ষসদের উপর বিভীষণের প্রহার, বানরদলপতিদের উৎসাহ দান, লক্ষ্মণ কর্তৃক  
ইন্দ্রজিতের সারথির বিনাশ এবং বানরদের দ্বারা তাঁর অশ্বসমূহ নিধন

যুধামানৌ ততো দৃষ্টা প্রসজ্ঞৌ নররাক্ষসৌ।  
প্রভিলাবিব মাতঙ্গৌ পরম্পরজয়ৈষিণৌ ॥ ১

তয়োৰ্যুদ্ধং দ্রষ্টুকামো বরচাপধরো বলী।  
শূরঃ স রাবণভাতা তস্মৈ সংগ্রামমূৰ্ধনি ॥ ২

যুধাধান এবং বিজয়কামী দুজন একজন মানব ও  
অপর রাক্ষসকে মদমস্ত হস্তীর ন্যায় যুদ্ধ করতে দেখে  
রাবণের বলবান ভাই শূরবীর বিভীষণ সুন্দর ধনুক হাতে

নিযে যুদ্ধমধ্যে এসে দণ্ডায়মান হলেন, এই যুদ্ধকে ভাল  
ভাবে দেখার জন্য।

ততো বিশ্বারয়ামাস মহদ্ ধনুববহিতঃ।  
উৎসসর্জ চ তীক্ষ্ণগ্রান্ রাক্ষসেযু মহাপরান্ ॥ ৩

সেইখানে অবস্থিত হয়ে তিনি নিজের সুবিশাল  
ধনুকে জ্যা-আকর্ষণ করে সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট বত বর  
শর রাক্ষসদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন।



১০ শ্রীঃ শিবসংস্পর্শা নিশতত্ত্বঃ সমাহিতাঃ।  
 দ্রাবয়ামাসুর্বজ্জালীব মহাগিরীন্ ॥ ৪  
 বজ্র যেমন সুবিশাল পর্বতকে বিদীর্ণ করে, তেমনি  
 দ্বীপ নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্পর্শতুল্য জ্বলনশীল বাণগুলি  
 সমস্ত শবীর বিদারিত করতে লাগল।

বিশিষ্টসানুচরাস্তেহপি শূলাসিপট্টিশেষঃ ।  
 বিজিহ্মঃ সমরে বীরান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসোক্তমাঃ ॥ ৫  
 বিজিহ্মের অনুচরেরাও ছিল রাক্ষসদের মধ্যে উত্তম  
 যোদ্ধা; তারাও রণক্ষেত্রে শূল, অসি এবং পট্টিশ দ্বারা  
 ঐরাবত রাক্ষসদের সংহার করতে লাগল।

কর্তা মমো প্রধৃষ্টানাং কলভানামিব দ্বিপাঃ ॥ ৬

মুগ্ধ গজশাবকদের মধ্যে গজরাজ যেমন শোভা  
পায়, গ্রামসদেবের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বিভীষণও তদনুরূপ  
শোভা লাভ করেছিলেন।

৩৩। সঙ্ঘোদমানো বৈ হরীন্ রক্ষোবধপ্রিয়ান্।

রাজ্যে বর্চনঃ কালে কালজ্ঞো রক্ষসাং বরঃ॥ ৭  
 রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণ তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে  
 সচেতন ছিলেন, কাজেই যে সকল বানরদের রাক্ষস  
 বধ ছিল অত্যন্ত প্রিয় কার্য ; তাদের উৎসাহিত করে বিভীষণ  
 বলেন:

রাষ্ট্রসেন্দ্রিয়া      পরায়ণমবহিতঃ ।

‘ତେ ବାବର ଯଥାଗୋପ । ବାଞ୍ଛାସମାପ୍ତ ବାଞ୍ଛାମୁଖ ଏକି ଶେଷ

ল (সৈন্য) যা তোমাদের সামনে উপস্থিত। অতএব তোমরা কেন হতোদাম হচ্ছে।

নিহতে পাপে রাক্ষসে বণমুখনি।

বজ্রবিদ্ধা তু শেষমস্যা বনঃ হতম্ ॥ ৯

উচিত তার অবশিষ্ট সব সৈন্যকে মৃত বলেই মনে করবে।

নিহতো বীরো নিকুণ্ঠ মহাবলঃ ।

কুস্তকশ্চ ধূম্রাকশ্চ নিশাচরঃ ॥ ১০

এইমব স্বাক্ষরসহ নিম্নে রয়েছে।

মহামালী তীক্ষ্ণবেগোহশনিপ্রভঃ ।

বঙ্গকোপশ বঙ্গদংষ্ট্রচ রাক্ষসঃ ॥ ১১

বিকটোহরমুখশুনো মন্দ এব চ।

প্রধাসঃ প্রধাসশ্চৈব প্রজজ্ঞেয়া জজ্ঞা এব চ॥ ১২  
অগ্নিকেতুশ্চ দুৰ্ব্বাষৌ রশ্মিকেতুশ্চ বীৰ্যবান্ ।  
বিদুজ্জিহ্বৌ দ্বিজিহ্বশ্চ সূর্যশত্রশ্চ ব্রাহ্মসঃ॥ ১৩  
অকম্পনঃ সুপার্শ্বশ্চ চক্রমালী চ ব্রাহ্মসঃ ।  
কম্পনঃ সত্ত্ববন্তৌ তৌ দেবান্তকনরান্তকৌ॥ ১৪

‘জম্মুমালা, মহামালা, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রত, সুগুহ, যজ্ঞকোপ, রাক্ষস রজ্জদংষ্ট্র, সংহ্রাদী, বিকট, অরিয়, তপন, মন্দ, প্রধাস, প্রধাস, প্রজ্জ্ব, জ্জ্ব, দুর্ধ্ব অগ্নিকেতু, পরাক্রমী রশ্মিকেতু, বিদ্যুদজিহ্ব, বিজিহ্ব, রাক্ষস সূর্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, নিশাচর চক্রমালা, কম্পন, তথা শক্তিশালী দুই রাক্ষস দেবাস্তক এবং নরাস্তক—এরা সকলেই নিহত হয়েছে।

এতান্ নিহত্যাতিবলান্ বহুন্ রাক্ষসসন্ত্রুমান্।  
বাহুভ্যাং সাগরং তীর্জা লঙ্ঘ্যাতাং গোষ্ঠপদং লঘু॥ ১৫

‘এইসব অত্যন্ত বলশালী বহুসংখ্যক রাষ্ট্রস  
প্রধানদের হত্যা করে তোমরা উভয় হস্তদ্বারা সাগর  
অতিক্রম করেছ, এখন এই গোষ্ঠ্যদতুলা ইন্দ্রজিৎকেও  
লঙ্ঘন করো।

এতাবদেব শেষঃ বো জেতবামিতি দ্বানরাঃ ।

হতাঃ সৰ্বে সমাগম্য রাক্ষসা বহুদৰ্শিতাঃ ॥ ১৬

‘বানরগণ ! এই কয়েকজন মাত্র রাক্ষসই অবশিষ্ট  
আছে যাদের জয় করতে হবে। অপরাপর বলদর্পিত সব  
রাক্ষসেরাই নিহত হয়েছে।

अयुक्तः निधनः कर्तुः पुत्रस्य जनिदुर्मयः ।

চণামপাস্য    রামার্থে    নিহন্যাং    ভাতুরাভাজম্ ॥ ১৭

‘আমার পুত্রতুলা ইন্দ্রজিৎকে বধ করা আমার পক্ষে  
অনুচিত। তথাপি রামচন্দ্রের কারণে সেই দয়া অপসার  
করে আমি ব্রাত্যপুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত।

হস্তকামনা মে বাত্পং চক্ষুশৈব নিরপ্যতি ।

তমেবৈষ মহাবাহুর্লক্ষ্মণঃ শময়িষ্যতি ॥ ১৮

‘আমি একে হত্যা করতে চাইনেও অশ্রুবারি আমার নয়নযুগলকে বাষ্পরুদ্ধ করছে। অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণই একে বধ করুন।

বান্ধা ঘত সমুদয় উত্তানস্য সমীপগান।

ইতি তেনাতিশাসা স্বাস্থ্যসেনাভিহেদিভাঃ ॥ ১৪

কল্যাণের কলমিদের সাক্ষীরাহি হ বিবাহঃ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

বানরগণ ভোমরা দলবদ্ধভাবে এর হুকুম



সেবকদের হত্যা করো।" এইভাবে অত্যন্ত বশবী রাক্ষস  
বিভীষণ সবাইকে উদ্বুদ্ধ করলে বানরশ্রেষ্ঠগণ আনন্দে  
লাঙ্গুল আছড়াতে লাগল।

ততস্ত কণিশাদূলাঃ ক্ষেড়ন্ত চ পুনঃ পুনঃ।

মুমুচুর্বিবিধান্ নাদান্ মেঘান্ দৃষ্টে বর্হিণঃ॥ ২০

সিংহতুলা পরাক্রমী বীর বানরমুখাণগ সানন্দে গর্জন  
করতে লাগল। যেন মেঘ দেখে ময়ূরেরা সমবেতভাবে  
ধ্বনি আনন্দ প্রকাশ করছে।

জাম্ববানপি তৈঃ সর্বৈঃ স্বযুধৈরভিসংবৃতঃ।

তেহস্মভিত্তাভয়ামাসূর্নখৈর্দগ্ধৈস্ত চ রাক্ষসান্॥ ২১

তখন জাম্ববানও সদলবলে পরিবেষ্টিত হয়ে অগ্রসর  
হল এবং বানরদের সাথে একত্রে পাথর, নখ এবং দাঁত  
দিয়ে রাক্ষসদের তাড়িত করল।

নিঘন্তুমক্ষাধিপতিং রাক্ষসান্তে মহাবলাঃ

পরিব্রজ্তব্বঃ তাত্ত্বা তমনেকবিধাযুধাঃ॥ ২২

নিজেদের মার খেতে দেখে ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে  
মহাবলশালী রাক্ষসেরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে  
চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

শরৈঃ পরশুভিত্তীকৈঃ পট্টিশৈর্ঘটিতোমরৈঃ।

জাম্ববন্তঃ মৃখে অঘুর্নিঘন্তঃ রাক্ষসীং চমুম্॥ ২৩

রাক্ষসসৈন্য সংহারকারী জাম্ববানকে রাক্ষসেরা  
বাণ, তীক্ষ্ণ কুঠার, পট্টিশ, লাঠি এবং তোমর প্রভৃতি অস্ত্র  
সহযোগে প্রহার করতে লাগল।

স সম্প্রহারন্তুমুলঃ সংজজে কপিরক্ষসাম্।

দেবাসুরাণাং ক্রুদ্ধানাং যথা ভীমো মহাশ্বনঃ॥ ২৪

বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে দেবাসুরের দ্বন্দ্বের  
মতো তুমুল সেই যুদ্ধে একে অপরকে প্রহার করে  
উভয়পক্ষই ভয়ানক শব্দ করতে লাগল।

হনুমানপি সংক্রুদ্ধঃ শালমুংপাট্য পর্বতাৎ।

স লক্ষ্মণঃ স্বয়ং পৃষ্ঠাদবরোপ্য মহামনাঃ॥ ২৫

রাক্ষসাং কদনং চক্রে দুরাসাদঃ সহস্রশঃ।

মহামনস্বী হনুমান তখন লক্ষ্মণকে পিঠ থেকে নামিয়ে  
পর্বত শিখর থেকে শালবৃক্ষ উৎপাটিত করে শত্রুসংহার  
করতে লাগলেন। শত্রুদের পক্ষে তাঁকে পবাস্ত্র করা অত্যন্ত  
দুরূহ হয়ে উঠল।

স দদ্রা তুমুলং যুদ্ধং পিতৃব্যসেদ্রজিদ্ বলী॥ ২৬

লক্ষ্মণঃ পরবীরয়ঃ পুনরেবাভাষ্যবত।

শত্রুবীর সংহারক বলবান ইন্দ্রজিৎ তাঁর কক্ষ  
বিভীষণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করতে করতে লক্ষ্মণের প্রতি  
ধাবিত হলেন।

তৌ প্রযুদ্ধৌ তদা বীরৌ মৃখে লক্ষ্মণরাক্ষসৌ॥ ২৭

শরৌঘানভিবর্ষন্তৌ জয়তুন্তৌ পরস্পরম্।  
রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে  
প্রবল যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা পরস্পরের প্রতি  
শররাশি নিক্ষেপ করে একে অপরকে আহত করে  
লাগলেন।

অভীকুমন্তর্দধতুঃ শরজালৈর্মহাবলৌ ২৮

চন্দ্রাদিত্যবিবোধ্যন্তে যথা মেঘৈস্তরহিনৌ।

দুই মহাবীর শরজাল বিস্তার করে একে অপরকে  
বিন্দু করতে লাগলেন। তাঁরা সেই শরজালে আবৃত হই  
গেলেন যেমন, গ্রীষ্মের পরে বর্ষার আগমনে বেগশালী  
চন্দ্র এমনকি সূর্যও মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

নহ্যাদানং ন সন্ধানং ধনুবো বা পরিব্রজঃ ২৯

ন বিপ্রমোক্ষো বাপানাং ন বিকর্ষো ন বিগ্রহঃ

ন মুষ্টিপ্রতিসন্ধানং ন লক্ষ্যপ্রতিপাদনম্। ৩০

অদৃশাত তয়োস্তত্র যুধ্যতোঃ পাণিলাঘবাং,

যুদ্ধরত এই দুই বীর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কখনো  
হাতে বাণ তুলে নিচ্ছেন, কখনো শরসন্ধান করছে,  
কখনো বা এক হাত থেকে অন্য হাতে ধনুক ধারণ করছে,  
দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করছেন, আবার কখনো ধনুকের জ্যা কান  
পর্যন্ত আকর্ষণ করছেন, শরনিক্ষেপ করে লক্ষ্য ভে  
দেছেন এবং তা এত দ্রুত করছেন যে, এগুলি কারও  
দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

চাপবেগপ্রযুক্তৈস্ত বাণজালৈঃ সমন্ততঃ ৩১

অন্তরিক্ষেহভিসম্পন্নৈ ন রূপাণি চকাশিতৈ

সবেগে ধনুক আকর্ষণ করে নিক্ষিপ্ত বানরাশির দ্বারা  
আকাশ সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ফলে আকাশস্থিত অন্য সব  
কিছু (গ্রহ নক্ষত্রাদি) আচ্ছাদিত হয়ে গেল।

লক্ষ্মণো রাবণিং প্রাপ্য রাবণিশচাপি লক্ষ্মণম্ ৩২

অব্যবহা ভবতুগ্রা তাত্যামনোনাশিত্যহে।

লক্ষ্মণ রাবণপুত্রকে পেয়ে এবং রাবণপুত্র লক্ষ্মণকে  
পেয়ে পরস্পরের প্রতি শরনিক্ষেপ করতে লাগলেন।  
তাঁদের দুজনের ভয়ানক যুদ্ধে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হল যেক  
যাচ্ছিল না যে যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হবে!

অজামুজাভাঃ তরসা প্রস্টেইবিশিথেঃশিতৈঃ ॥ ৩৩

বিক্রমমিবাকাশঃ বভূব তমসা বৃতম্।

তাদের দুজনের নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ম এবং বেগপালী

শব্দমূলের দ্বারা আকাশ নিরন্তর অন্ধকারে আবৃত হয়ে

গেল।

জো পতঙ্গিষ্ঠ বহুভিষ্টমোঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥ ৩৪

শিষ্ট প্রদিশৈশ্চ বভূবুঃ শরসংকুলোঃ

বৃক্ষভূমিতে নিক্ষিপ্ত এবং পতিত শত-শত

সুতীক্ষ্ম বাণ এবং অস্ত্রের দ্বারা সমগ্র দিক বিদিক ব্যাপ্ত

হয় গেল।

জসা নিহিতঃ সর্বমাসীৎ প্রতিভয়ঃ মহৎ ॥ ৩৫

জগৎ সহস্রাংশৌ সংবৃত্তে তমসা চ বৈ।

ব্রহ্মরৌধা মহানদাঃ প্রাবর্তন্ত সহস্রশঃ ॥ ৩৬

সব কিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় ভয়ানক ভীতির

সম্মত হল সমস্ত দিক অন্ধকারে আবৃত করে সূর্য অস্ত্রাচল

হল গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র শত-শত রক্তের

প্রোতধারা প্রবাহিত হল।

ক্রবাদা দারুণা বাণুভিশ্চিক্ষিপূর্তীমনিঃস্বনান্।

ন তদনীং ববৌ বায়ুর্ন চ জজ্জ্বাল পানকঃ ॥ ৩৭

মাংসভোজী পশুরা ভয়ানক শব্দে চিৎকার করতে

নাগল। তখন বায়ুর গতি স্তব্ধ হয়েছিল, অগ্নিও প্রজ্জ্বলিত

হয়ছিল না।

স্বয়ং লোকেভ্য ইতি জজ্জ্বলন্তে মহর্ষয়ঃ।

সম্প্রচ্যুতঃ সন্তপ্তা গন্ধর্বাঃ সহ চারণৈঃ ॥ ৩৮

মহর্ষিগণ বলে উঠলেন—‘সংসারের কল্যাণ হোক।’

জগন্দের সঙ্গে গন্ধর্বগণও অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে সেখান

থেকে চলে গেলেন।

যথ রাক্ষসসিংহস্য কৃষ্ণান্ কনকভূষণান্।

শরৈশ্চতুর্ভিঃ সৌমিত্রির্বিব্যাধ চতুরো হয়ান্ ॥ ৩৯

অতঃপর লক্ষ্মণ চারটি শর দিয়ে রাক্ষস সৈন্যদের

পার্শ্বভাগে ভূষিত চারটি কৃষ্ণবর্ণের অশ্বকে বিদ্ধ করলেন

অজ্ঞেয়পরেণ ভগ্নেন পীতেন নিশিতেন চ।

সম্পূর্ণায়তমুজেন সুপত্রেণ সুবর্চসা ॥ ৪০

মহেঞ্জালনিকল্লেন সূতস্যা বিচরিত্যতঃ।

তেন বাণাশনিয়া তলশব্দানুনাদিনা ॥ ৪১

শাঘবান্ রাঘবঃ শ্রীমান্ শিরঃ কায়াদপাহরৎ।

অনন্তর রঘুকুলনন্দন শ্রীমান লক্ষ্মণ অপর একটি

উজ্জ্বল পীতবর্ণের, সুতীক্ষ্ম, সুন্দর পশ্চাৎকৃত ভল্ল কান পর্যন্ত

আকর্ষণ করে নিক্ষেপ করলেন। বজ্রতুল্য সেই বাণ

করতলের শব্দের ন্যায় অনুনাদিত হয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত

হল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণরত ইন্দ্রজিতের সারথির মস্তক

তৎক্ষণাৎ দেহ থেকে পৃথক করে দিল।

স যত্তরি মহাতেজা হতে মন্দোদরীসুতঃ ॥ ৪২

স্বয়ং সারথ্যমকরোৎ পুনশ্চ ধনুরম্পৃশৎ।

তদন্তুতমডুৎ তত্র সারথ্যং পশাতাং যুথি ॥ ৪৩

এভাবে সারথির মৃত্যু হলে মন্দোদরী পুত্র

মহাতেজসী ইন্দ্রজিৎ নিজেই সারথির কার্যভার গ্রহণ

করলেন। নিজেই সারথির দায়িত্ব পালন করেও ধনুর্বাণ

সঞ্চালনে বিরত হলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সারথ্য গ্রহণ

দেখে সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।

হরেষু ব্যগ্রহন্তঃ তং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।

ধনুস্যথ পুনর্ব্যগ্রং হরেষু মুমুচে শরান্ ॥ ৪৪

তিনি যখন অশ্ব সামলাতে ব্যস্ত তখন লক্ষ্মণ তীক্ষ্ম শর

দ্বারা তাকে বিদ্ধ করছিলেন। আর যখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের

জন্য ধনুক উদ্যত করছেন তখন তিনি ঘোড়াগুলিকে

শরপ্রহার করছিলেন।

হিদ্বেষু তেষু বাণৌঘৈর্বিচরন্তমভীতবৎ।

অর্দয়ামাস সমরে সৌমিত্রিঃ শীঘ্রকৃন্তমঃ ॥ ৪৫

এই হিদ্বেমধ্যে (বাণ প্রহারের অবসরে) হরিৎকর্মা

লক্ষ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণকারী ইন্দ্রজিৎকে নিজ

শরসমূহ দ্বারা নিদারুণভাবে পীড়িত করতে লাগলেন।

নিহতঃ সারথিঃ দৃষ্টা সমরে রাবণাস্বজঃ।

প্রজহৌ সমরোদ্ধর্ষঃ বিষমঃ স বভূব হ ॥ ৪৬

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধাঙ্গনে সারথির প্রাণ ত্যাগের

দৃশ্য দেখে যুদ্ধের উৎসাহ পরিত্যাগ করে অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে

পড়লেন।

বিষমবদনঃ দৃষ্টা রাক্ষসং হরিয়ুথপাঃ।

ততঃ পরমসংকষ্টা লক্ষ্মণং চাভ্যপূজয়ন্ ॥ ৪৭

বানরদলপতির রাক্ষসের মুখে বিষমতা দেখে

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করতে

লাগলেন।

ততঃ প্রমাথী রতসঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।

অমৃষামাণাশ্চত্বারশ্চক্রুর্বেগঃ হরীশ্বরঃ ॥ ৪৮

তদনন্তর প্রমাথী, রতস, শরভ এবং গন্ধমাদন—এই



চার বানবশ্রেষ্ঠ সরোষে নিজেদের মহান বেগ প্রকট করলেন।

তে চাস্য হয়মুখ্যে তুর্ণমুৎপত্য বানরাঃ।

চতুর্ষু সূমহাবীৰ্য্য নিপেতুর্ভীমবিক্রমাঃ। ৪৯

সেই বানরমুখ্যগণ ছিল মহাবলশালী এবং মহান পরাক্রমী। তারা সহসা লাফিয়ে উঠে চারটি ঘোড়ার উপর ঝাপ দিয়ে পড়ল।

ভেবামধিষ্ঠিতানাং তৈর্বানরৈঃ পর্বতোগমৈঃ।

মুখেভ্যো রুধিরং ব্যক্তং হয়ানাং সমবর্তত। ৫০

সেই পর্বতপ্রমাণ বানরদের দেহভারে ঘোড়াগুলির মুখ থেকে শোণিতধারা নির্গত হতে লাগল।

তে হয়্য মথিতা ভগ্না ব্যসবো ধরণী গতঃ।

তে নিহতা হয়্যাস্তস্য প্রমথ্য চ মহারথম্

পুনরুৎপত্য বেগেন তত্বল্লক্ষণপার্শ্বতঃ। ৫১

সেই ঘোড়াগুলি বিধ্বস্ত অবস্থায়, অঙ্গ ভঙ্গ হয়ে,

প্রাণ ত্যাগ করে, ভূতলশায়ী হল। এইভাবে ঘোড়াদের হত্যা করে তারা ইন্দ্রজিতের মহারথটিকে মথিত করে লাফিয়ে উঠে লক্ষ্মণের পাশে এসে উপস্থিত হল।

স হতাত্মাদবপুত রথায়থিতসারথিঃ।

শরবর্ষণ সৌমিত্রিমত্যধাত রাবণিঃ। ৫২

সারথি এবং অশ্ব হারিয়ে রাবণপুত্র রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে শরবর্ষণ করতে করতে লক্ষ্মণের প্রতি খাবিত হলেন।

ততো মহেন্দ্রপ্রতিমঃ স লক্ষ্মণঃ

পদাতিনং তং নিহতৈর্হয়োত্তমৈঃ

সৃজন্তমাজৌ নিশিতান্ শরোস্তমান্

ভৃশং তদা বাণগণৈর্বাদারয়ৎ। ৫৩

তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী লক্ষ্মণ হতাশ, পরাক্রম, তীক্ষ্ণ বাণক্ষেপণকারী ইন্দ্রজিতকে ভয়ানক শরপ্রহারে ক্ষত-বিক্ষত কবে দিলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একোননবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

## নবতিতমঃ সর্গঃ (৯০)

লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ এবং লক্ষ্মণের দ্বারা ইন্দ্রজিতের নিধন

স হতাত্মো মহাতেজা ভূমৌ তিষ্ঠন্ নিশাচরঃ

ইন্দ্রজিৎ পরমব্রূহঃ সম্প্রজজ্ঞান তেজসা। ১

অশ্ব নিহত হলে মহাতেজসী রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়ে ভয়ানক ক্রোধে আপন তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

তৌ ধয়িনৌ জিঘাংসন্তাবন্যোনামিযুর্ভির্ভৃশম্

বিজয়েনানি নিদ্রান্তৌ বনে গজবৃষাবিব। ২

একে অপরকে জয় করার জন্য বন থেকে নির্গত দুই শ্রেষ্ঠ গজরাজের মতো দুই প্রবল ধনুর্ধর ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার জন্য তীব্র শরাঘাত করতে লাগলেন।

নিবর্হয়ন্তান্যোন্যং তে রাক্ষসবনৌকসঃ।

ভর্তারং ন জহর্যুদে সম্পত্তন্তততঃ। ৩

বানরেরা এবং রাক্ষসেরা একে অপরকে হত্যা করার জন্য ইতস্ততঃ খাবিত হলেও স্ব স্ব প্রভু থেকে দূরে সরে যায়নি।

ততস্তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ন্ রাবণায়জঃ

জ্ঞানো হর্ষমাণশ্চ ইদং বচনব্রবীৎ। ৪

তদনন্তর রাবণনন্দন প্রসন্ন হয়ে সকল রাক্ষসের আনন্দ বর্ধনের জন্য প্রশংসা করে এইরূপ বললেন—

তমসা বহুলেনমাঃ সংসজ্জাঃ সর্বতো দিশঃ।

নেহ বিজায়তে যো বা পরো বা রাক্ষসোত্তমঃ। ৫

‘শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ! চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে

অতএব কে যে আপন আর কে অপর তা বোঝা যাচ্ছে না।

ধৃষ্টং ভবন্তো যুধ্যস্ব হরীপাং মোহনায় বৈ।

অহং তু রথমাহ্বায় আগমিষ্যামি সংযুগে। ৬



৩৪ ভবঃ কুব্জ যথেষ্টে হি বনৌকসঃ।

৩৫ যুধোয়ুর্মহাশ্বানঃ প্রবিষ্টে নগরং ময়ি॥ ৭

৩৬ তোমরা বানরদের মোহিত করে ফেলার জন্য

নিজের যুদ্ধ করো, আমি পুনরায় রথে সংস্থাপিত হয়ে যুদ্ধ

করতে আসছি। তোমরা বনবাসী বানরদের সঙ্গে এমন যুদ্ধ

করো যাতে আমার নগরে প্রবেশ করার সময়ে ওই

হুম্মনসী বানর আমার প্রতিপক্ষে না আসতে পারে।

৩৭ রাবণসূতো বধ্যয়িত্বা বনৌকসঃ।

৩৮ প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রথহেতোরমিত্রা॥ ৮

৩৯ এই বলে শত্রুহত্যারক রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ

বানরদেরকে বধনা কবে রথের জন্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ

করলেন।

৪০ রথং কৃষয়িত্বাথ রুচিরং হেমভূষিতম্।

৪১ প্রাসাদশিখরসংযুক্তং যুক্তং পরমবাজিভিঃ॥ ৯

৪২ রুচিভং হয়জেন সূতেনাণ্ডোপদেশিনা।

৪৩ মহারোহ মহাতেজা রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ১০

৪৪ তিনি সূর্যমণ্ডিত সুন্দর একটি রথকে সুসজ্জিত করে

রতে প্রাস, অসি এবং শর প্রভৃতি স্থাপন করে, উত্তম অশ্ব

যুক্ত করলেন। সেই রথে অশ্ব চালানো অভিজ্ঞ এবং

মহাযো উপদেশ দানকারী সারথিকে নিয়ে মহাতেজসী,

মহাবীজী রাবণপুত্র নিজে আরোহণ করলেন।

৪৫ রাক্ষসগণৈর্মুখ্যৈর্বৃতো মন্দোদরীসুতঃ।

৪৬ নিংদৌ নগরাদ্ বীরঃ কৃতান্তবলচোদিতঃ॥ ১১

৪৭ পুনরায় মন্দোদরীপুত্র বীর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসপ্রধানদের

পক্ষ নিয়ে কাল প্রেরিত হয়ে নগরের বাইরে বেরিয়ে

এলেন।

৪৮ শোভিতিক্রমা নগরাদিন্দ্ৰজিৎ পরমৌজসা

৪৯ জয়াজয়বনৈরশূলক্ষণং সবিভীষণম্॥ ১২

৫০ নগরের বাইরে এসে ইন্দ্রজিৎ বেগশালী অশ্বদ্বারা

কল্পক বিভীষণ ও লক্ষ্মণের প্রতি খাবিত হলেন।

৫১ রথহমালোকা সৌমিত্রী রাবণাশ্বজম্

৫২ যানরাক্ষ মহাবীরা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ॥ ১৩

৫৩ রথের মালায় সৌমিত্রী রাবণাশ্বজম্

৫৪ যানরাক্ষ মহাবীরা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ

৫৫ পরমং জম্বুদ্বীপবাৎ তস্য ধীমতঃ।

৫৬ রাবণপুত্রকে রথারোহ অবস্থায় দেখে সুমিত্রানন্দন

৫৭ লক্ষ্মণ এবং মহাপরাক্রমী বানরেরা তথা রাক্ষস বিভীষণ

৫৮ প্রত্যহ বিস্মিত হলেন। বুদ্ধিমান সেই রাক্ষসের ক্ষিপ্রতা

৫৯ দেখে তাঁরা চমকিত হলেন।

৬০ রাবণশিষ্যি সংক্ৰোধো রণে বানরযুথপান্॥ ১৪

৬১ রাবণশিষ্যি বাণৌঘৈঃ শতশোহথ সহস্রশঃ।

অতঃপাৎ ভয়ানক ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে রাবণপুত্র  
বাণসমূহ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত সহস্র বানরবীরদের হত্যা  
করতে লাগলেন।

৬২ স মণ্ডলীকৃতশনু রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ১৫

৬৩ হরীমডাঘনং ক্রুদ্ধঃ পরং লাপনমাস্তিতঃ।

৬৪ যুদ্ধবিজয়ী রাবণপুত্র তাঁর শনুক আকর্ষণ করে

৬৫ গোটিয়ে মণ্ডলাকার বানিয়ে ফেললেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

৬৬ হয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বানর সংগ্রাম আরম্ভ করলেন।

৬৭ তে বধ্যমান্য হরয়ো নারাদৈর্ভানবিক্রমাঃ॥ ১৬

৬৮ সৌমিত্রিঃ শরণং প্রাপ্তাঃ প্রজাপতিমিন প্রজাঃ।

৬৯ ভয়ানক পরাক্রমী বানরেরা তাঁর নারাচ প্রকারে

৭০ বিধ্বস্ত হয়ে লক্ষ্মণের শরণাগত হল, যেমনভাবে প্রজারা

৭১ প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়।

৭২ ততঃ সমরকোপেন জ্বলিতো রঘুনন্দনঃ।

৭৩ চিচ্ছেদ কার্মুকং তস্য দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্॥ ১৭

৭৪ এভাবে শত্রুকে যুদ্ধ করতে দেখে রঘুকুলনন্দন

৭৫ লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং অত্যন্ত

৭৬ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাক্ষসের ধনুকটিকে ভগ্ন করলেন।

৭৭ সোহনাৎকার্মুকমাদায় সজ্যং চক্রে স্বরশিখ।

৭৮ তদপাস্য ত্রিভির্বাণৈর্লক্ষ্মণো নিরকৃততঃ॥ ১৮

৭৯ ইন্দ্রজিৎ দ্রুততার সঙ্গে অন্য একটি ধনুক নিয়ে প্রস্তুত

৮০ হলে লক্ষ্মণ তিনটি শরের আঘাতে সেটিকেও ভগ্ন

৮১ করলেন।

৮২ অধৈনং ছিন্নধ্বানমাশীবিষবিষোপমৈঃ।

৮৩ বিব্যাধোরসি সৌমিত্রী রাবণিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ॥ ১৯

৮৪ ধনুক ভঙ্গ করে সুমিত্রানন্দন রাবণপুত্রের বিষধর

৮৫ সর্পতুলা পাঁচটি ভয়ানক বাণ দিয়ে বক্ষদেশে গভীর আঘাত

৮৬ করলেন।

৮৭ তে তস্য কায়ং নির্ভিদ্য মহাকার্মুকনিঃসূতাঃ।

৮৮ নিপেতুর্ধরশীং বাণা রক্তা ইব মহোরগাঃ॥ ২০

৮৯ লক্ষ্মণের বিশাল ধনুক থেকে নির্গত সেই শরগুলি

৯০ ইন্দ্রজিৎের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তলিপ্ত হয়ে রক্ত বর্ণের

৯১ সুবিশাল সর্পের মতো মাটিতে এসে পড়ল।

৯২ স ছিন্নধ্বা রুধিরং বমন্ বক্ত্রেণ রাবণিঃ।

৯৩ জগ্রাহ কার্মুকশ্রেষ্ঠং দৃঢ়জাং বলবত্তরম্॥ ২১

৯৪ ইন্দ্রজিৎের ধনুক ছিন্ন হয়েছে, তিনি রক্ত বর্মী করতে

৯৫ করতে একটি অধিকতর শক্তিশালী ধনুক গ্রহণ করলেন যার

৯৬ জ্যা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

৯৭ স লক্ষ্মণং সমুদ্ভিষ্য পরং লাঘবমাস্তিতঃ।

ববর্ষ শরবর্ষাদি বর্ষাণীবা পুরন্দরঃ ॥ ২২

ইদ্র যেমন বারি বর্ষণ করেন তেমনি ক্ষিপ্ততার সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ পুনরায় লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

মুক্তমিঞ্জিতা ততু শরবর্ষমরিন্দমঃ ।

আবারয়দসম্ভ্রান্তো লক্ষ্মণঃ সুদুরাসদম্ ॥ ২৩

ইন্দ্রজিৎের এই শরবর্ষণকে প্রতিহত করা অত্যন্ত কঠিন হলেও শত্রুদমনকারী লক্ষ্মণ নির্ভীকভাবে তা প্রতিবোধ করলেন।

সন্দর্শয়ামাস তদা রাবণিং রঘুনন্দনঃ ।

অসম্ভ্রান্তো মহাতেজাস্তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ২৪

রঘুকুলনন্দন মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ একেবারে নির্ভীক চিত্তে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিজের অন্ত্রুত যুদ্ধ কৌশল দেখালেন।

ভতপ্তান্ রাক্ষসান্ সর্বাংস্তিভিরেকৈকমাহবে ।

অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রাক্রুৎ সম্প্রদর্শয়ন্ ।

রাক্ষসেন্দ্রসূতং চাপি বাকৌঘৈঃ সমতাভয়ৎ ॥ ২৫

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রতিটি রাক্ষসকেই তিনটি করে শরে বিদ্ধ করে প্রায় সবাইকে আহত করলেন। রাক্ষসরাজপুত্রকেও আপন শরাঘাতে আহত করলেন সোহৃতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুঘাতিনা।

অসক্তং প্রেষয়ামাস লক্ষ্মণায় বহুন্ শরান্ ॥ ২৬

শত্রুহস্তারক বলবান শত্রু লক্ষ্মণের শরাঘাতে আহত হয়ে ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের প্রতি অবিরাম শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ পরবীরহা ।

সারথেরস্য চ রণে রথিনো রথসত্তমঃ ॥ ২৭

শিরো জহর ধর্মাক্ষা ভগ্নেনানতপর্বণা ।

শত্রুবীর হস্তারক লক্ষ্মণ সেই তীরগুলিকে তাঁর নিকটে আসার পূর্বেই তীক্ষ্ণ শর দ্বারা ছেদন করতে লাগলেন। রথাবোহী বোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা, ধর্মাক্ষা লক্ষ্মণ অতঃপর যুদ্ধে আনতপর্ব ভগ্নের দ্বারা ইন্দ্রজিৎের সারথির মস্তক ছেদন করলেন।

অসূতাভ্যে হমাস্তত্র রথমুদ্বরনিক্রবাঃ ॥ ২৮

মণ্ডলানাভিধাবন্তি তদন্তুতমিবাভবৎ ।

সারথিহীন হয়েও অশ্বগুলি শান্ত, অবিচলিত ভাবে রথ বহন করছিল। তারা মণ্ডলাকার গতিতে দৌড়ছিল,

এই দৃশ্য ছিল অত্যন্ত অভূত।

অমর্ষবশমাপন্নঃ

সৌমিত্রির্দূর্বিক্রমঃ ॥ ২৯

প্রভাবিধ্যাক্ষয়াংস্তস্য

শরৈর্বিব্রাসয়ন্

দৃঢ় পরাক্রমী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রোধের বশীভূত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বগুলিকে সন্ত্রস্ত করার জন্য তাদের শরবিদ্ধ করতে লাগলেন।

অমর্ষমাণস্তৎকর্ম রাবণস্য সূতো রণে ৩০

বিব্যাধ দশভির্বাণৈঃ সৌমিত্রিং ভ্রমর্ষণম্ ।

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে লক্ষ্মণের এই পরাক্রম দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সুমিত্রা পুত্রকে দশটি বাণদ্বারা আঘাত করলেন।

তে তস্য বজ্রপ্রতিমাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ

বিলয়ং জঘুরাগতা কবচং কাঞ্চনপ্রভম্ ৩১

বজ্রতুল্য তেজস্বী, সর্পবিষতুল্য প্রাণঘাতী সেই বাণগুলি লক্ষ্মণের স্বর্ণতুল্য উজ্জ্বল বর্মের আঘাত করে বিনষ্ট হল।

অভেদ্যকবচং মদ্বা লক্ষ্মণং রাবণাক্রুডঃ

ললাটে লক্ষ্মণং বাণৈঃ সুপুণ্ড্রৈস্তিভিরিন্দ্রজিৎ ॥ ৩২

অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রমক্রুৎ প্রদর্শয়ন্ ।

তৈঃ পৃথংকৈর্ললাটীহৈঃ শুশুভে রঘুনন্দনঃ ৩৩

রপাগ্রে সমরশাঘী ত্রিশঙ্গ ইব পর্বতঃ

লক্ষ্মণের কবচকে<sup>(১)</sup> অভেদ্য মনে করে রাবণপুত্র

ইন্দ্রজিৎ সুন্দর পুঙ্খযুক্ত তিনটি শর দ্বারা তাঁর ললাটে আঘাত

করলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের অন্ত্রুতালনায় ক্ষিপ্ততা

প্রদর্শন করে তিনি তাঁর ললাট শরবিদ্ধ করলেন। রণস্থলস্থ

উদ্দীপ্ত রঘুকুলনন্দন লক্ষ্মণকে সেই আঘাতকে তত্ত্বতগে

অবস্থিত তিন শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল।

স তথাপাদিতো বাণৈ লক্ষ্মণেন তদা মুখে ৩৪

তমাত্ত প্রতিবিব্যাধ লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ

বিক্షোদ্রজিতো যুদ্ধে বদনে শুভকুণ্ডলে ৩৫

যুদ্ধে রাক্ষসের দ্বারা শরপ্রহারে এইরূপ লীড়িত হয়ে

লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ পাঁচটি শর আকর্ষণ করে ইন্দ্রজিৎের

কুণ্ডলশোভিত মুখমণ্ডল ক্ষতবিদ্ধত করলেন।

লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ বীরৌ মহাবলশরাসনৌ ৩৬

অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বারৌ বিশিষ্টৌভীমবিক্রমৌ ৩৭

লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ — উভয়েই মহাবলশালী বীর

ভয়ানক পরাক্রমী দুজনেই খুব বড় ধনুর্ধর। তাঁরা এক

(১) ইতিপূর্বে লক্ষ্মণের কবচ ছিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে অতঃপর লক্ষ্মণ পুনরায় অন্য একটি কবচ ধারণ করেছিলেন এই প্রসঙ্গ থেকে এটিই বোঝা যাচ্ছে।



তপসকে শর দ্বারা তীব্রভাবে আক্রমণ করতে লাগলেন।

শোণিতদিদ্যাদৌ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতাবুজৌ।

৩৬ তৌ রেজতুবীরৌ পুষ্টিপতাবিব কিংশুকৌ॥ ৩৭

লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ — তাঁদের দুজনেরই শরীর  
বৃদ্ধলিপ্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বীবই পুষ্টিপত পলাশ ফুলের  
তো শোভা লাভ করেছেন।

৩৮ পরস্পরমভোভ্য সর্বগাত্রেযু ধমিনৌ।

যৌরবিবাহতুবীণৈঃ কৃতভাবাবুজৌ জয়ে॥ ৩৮

ধনুর্বারী দুই মহাবীরই যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভের জন্য  
একে অপরকে প্রতি সর্বাত্মে শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

৩৯ সমরকোপেন সংযুতো রাবণাস্বজঃ।

ত্রিবিধং ত্রিভিবাশৈবিবাহ বদনে শুভে॥ ৩৯

হৃতিমবো সমরোচিত্র জোষে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ  
ত্রিবিধের সুন্দর মুখে তিনটি শর দিয়ে তীব্র আঘাত  
করলেন।

৪০ আরোহৈগ্নিভিবিষ্কা রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।

কৈকেনভিবিবাহ তান্ সর্বান্ হরিযুথপান্॥ ৪০

লৌহযুথবিশিষ্ট ওই তিনটি শরাঘাতে রাক্ষসরাজ  
বৈষ্ণবকে আহত করে ইন্দ্রজিৎ সকল বানরদলপতিদের  
এক-একটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করলেন।

৪১ ঈশ বৃহত্তরং ক্রুদ্ধো জঘান গদয়া হয়ান্।

বিভীষণো মহাতেজা রাবণেঃ স দুরাস্তনঃ॥ ৪১

মহাতেজস্বী বিভীষণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
রণপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের রথের ঘোড়াগুলিকে  
গাঘাতে হত্যা করলেন।

৪২ হতাস্তাদবপ্রত্য রথান্নিহতসারথৈঃ।

৪৩ শক্তিঃ মহাতেজাঃ পিতৃব্যায় মুমোচ হ। ৪২

রথের সারথি এবং অশ্ব নিহত হওয়ায় মহাতেজস্বী  
ইন্দ্রজিৎ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁর পিতৃব্য বিভীষণের  
প্রতি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

৪৪ হমাগতীঃ সম্প্রেক্ষ্য সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।

৪৫ নিশিতৈর্বাণৈর্দর্শনাপাতয়দ্ ভুবি। ৪৩

সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী লক্ষ্মণ ওই শক্তি অস্ত্রকে  
দাসতে দেখে তীব্র বাণ দ্বারা সেই অস্ত্রকে দশটুকরো করে  
তুণ্ডিত করলেন।

৪৬ দৃঢ়দধনুঃ ক্রুদ্ধো হতাস্তায় বিভীষণঃ।

৪৭ বাল্পর্শসমান্ পঞ্চ সসর্জোরসি মার্গগান্॥ ৪৪

দৃঢ় ধনুর্বারী বিভীষণ হতাস্ত ইন্দ্রজিতের প্রতি কুপিত  
হয়ে তাঁর বক্ষদেশে বাল্পর্শতুল্য পাঁচটি শর নিক্ষেপ

করলেন।

৪৮ তস্য কায়ং ত্রিরা তু লক্ষপুষ্ক্যা নিমিত্তগাঃ।

বভূবুরোহিতাদিদ্ভা রজ্জা ইব মদ্যোরগাঃ॥ ৪৮

সোনার পুষ্কসুত্র, লক্ষ্মাভেদী সেই বাণগুলি  
ইন্দ্রজিতের শরীর নির্দিষ্ট করে রক্তপ্লাবিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত  
সুবিশাল সর্পের ন্যায় শোভা গারণ করল।

৪৯ স পিতৃনাসা সংযুত ইন্দ্রজিৎসরমাদদে।

৫০ উত্তমঃ রক্ষসাঃ মদ্যো গমদন্তঃ মহাবলঃ॥ ৪৯

মতাপদী উপগ্রিহ পিতৃবোদ (কান্দন) প্রতি অত্যন্ত  
দৃঢ় হয়ে রাক্ষসদের সম্মুখেই গমনাক্ত প্রদত্ত উত্তম শব  
গ্রহণ নিলে।

৫১ তং সমীক্ষ্য মহাতেজা মহেশুঃ তেন সংহিতম্।

লক্ষ্মণোহপাদদে বাণমনাদ ঈমশরাক্রমঃ॥ ৫১

ইন্দ্রজিতকে সেই মহান শব ধনুক সংস্কৃতি  
করতে দেখে মহাতেজস্বী তথা ভয়ানকপলাতক লক্ষ্মণও  
অন্য শর গ্রহণ করলেন।

৫২ কুবেরেণ স্মাঃ স্বপ্নে যদ্ দত্তমমিত্যম্বনা।

৫৩ দুর্জয়াঃ দুর্ব্বিহাঃ চ সৌভ্রেরপি সুরাসুরৈঃ॥ ৫২

মহাত্মা কুবের স্বপ্নে লক্ষ্মণকে এই বাণের শিক্ষা  
প্রদান করেছিলেন। এই বাণ অসুরদের তথা ঈশ্বর প্রভৃতি  
দেবতাদের জন্যও দুর্ব্বিহ এবং দুর্জয়।

৫৪ তয়োস্তু ধনুষী শ্রেষ্ঠে বাহুভিঃ পরিধোপমৈঃ।

৫৫ বিকৃষ্যমাণে বলবৎ ক্রৌঞ্চাবিষ চুক্কজতুঃ॥ ৫৩

তাঁদের দুজনের পরিঘতুল্য হুল এবং বলিষ্ঠ বাহু  
দ্বারা সজোবে আকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ ধনুক থেকে দুটি ক্রৌঞ্চ পক্ষীর  
ন্যায় শব্দ নির্গত হতে লাগল।

৫৬ তাভ্যাং তু ধনুষি শ্রেষ্ঠে সংহিতৌ সায়কোত্তমৌ।

৫৭ বিকৃষ্যমাণৌ বীরাভ্যাং ভৃশং জঙ্ঘলতুঃ শ্রিয়া॥ ৫৬

এই দুই বীরের আপন-আপন শ্রেষ্ঠ ধনুকে উত্তম দুই  
শর সন্ধান করে আকর্ষণ করা মাত্রই অস্ত্র দুটি অত্যন্ত তেজে  
প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল।

৫৮ তৌ ভাসয়ন্তাবাকশং ধনুর্ভ্যাং বিশিখৌ চুভৌ।

৫৯ মুখেন মুখমাহত্যা সমিপেততুরোজসা। ৫৭

ওই দুটি বাণ একই সঙ্গে ধনুক থেকে নির্গত হয়ে  
আপন প্রত্যয় আকাশকে আলোকিত করে তুলল। উভয়ের  
মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণে দুটি অস্ত্রই সবেগে তুণ্ডিত  
হল।

৬০ সন্নিপাতজ্জ্যোশাসীচ্ছরয়োর্ধোরূপয়োঃ।

৬১ সম্বুম্বিস্থুলিঙ্গশ্চ তজ্জোহগ্নিদীর্ঘগোহভবৎ॥ ৫৮



ওই দুই ভয়ানক বাণের সংঘর্ষে ধোয়া এবং ক্ষুদ্রিষ্ণ  
সহযোগে দারুণভাবে আগুন জ্বলে উঠল।

তৌ মহাগ্রহসংকাশাবনোনাং সন্নিপত্য চ  
সংগ্রামে শতাব্য যাতৌ মেদিন্যাং চৈব গতেভুঃ। ৫৩

ওই শর দুটি যুদ্ধক্ষেত্রে মহান গ্রহের মতো  
নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শত শত টুকরো হয়ে  
ভূপতিত হল।

শরৌ প্রতিহতৌ দৃষ্টা তাবুভৌ রণমূর্খনি  
ব্রীড়িতৌ জাতরোষৌ চ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ তদা। ৫৪

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের শরকে প্রতিহত হতে  
দেখে লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ—দুজনেই লজ্জিত হলেন এবং  
তৎক্ষণাৎ একে অপরের প্রতি রোষে পরিপূর্ণ হয়ে  
উঠলেন।

সুসংরক্তঃ সৌমিত্রিরস্ত্রঃ বারুণমাদদে,  
রৌদ্রং মহেন্দ্রজিৎ যুদ্ধেহুপাসৃজদ্ যুধি নিষ্ঠিতঃ। ৫৫

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কুপিত হয়ে বারুণাস্ত্র গ্রহণ  
করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ রৌদ্রাস্ত্র  
গ্রহণ করে বারুণাস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য নিক্ষেপ  
করলেন।

তেন তম্বিহিতং শস্ত্রং বারুণং পরমাজুতম্।  
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজসী ইন্দ্রজিৎ সমিতিগুয়ঃ।  
আগ্নেয়ং সন্দধে দীপ্তং স লোকং সংক্ষিপসিব। ৫৬

সেই অস্ত্রের প্রভাবে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে বারুণাস্ত্র  
প্রশমিত হল। অতঃপর মহাতেজসী যুদ্ধবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ  
হয়ে সর্বলোক বিনাশ করার জন্য দীপ্তিমান আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ  
করলেন।

সৌরেনাগ্নেয়ং তদ্ বীরো লক্ষ্মণঃ পর্যবারয়ৎ।  
অস্ত্রং নিবারিতং দৃষ্টা রাবণিঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। ৫৭

কিন্তু বীর লক্ষ্মণ সৌরেনাগ্নের দ্বারা সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে  
শান্ত করলেন। আপন অস্ত্রকে প্রতিহত হতে দেখে  
রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন।

আদদে নিশিতং বাণমাসুরং শত্রুদারণম্।  
তন্মাত্তাপাদ্ বিনিষ্পেতুর্ভাস্বরাঃ কূটমুদগরাঃ। ৫৮

শূলানি চ ভুগুণ্ডা গদাঃ খড়গাঃ পরশ্বাঃ।  
তিনি তখন শত্রুবিনাশক আসুর নামক তীক্ষ্ণ বাণ তুলে  
নিলেন। তারপরেই তাঁর ধনুক থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে  
কূট, মুদগর, শূল, ভুগুণ্ডি, গদা, খড়গ, কুঠার প্রভৃতি  
ভয়ানক অস্ত্র নির্গত হল।

তদ্ দৃষ্টা লক্ষ্মণঃ সংখ্যো ঘোরমন্ত্রমথাসুরম্। ৫৯

অবার্যং সর্বভূতানাং সর্বশত্রুবিদারণম্  
মাহেশ্বরেণ দ্যুতিমানস্তদস্ত্রং প্রত্যাহারয়ৎ। ৬০

যুদ্ধক্ষেত্রে সেই আসুর নামক অস্ত্রকে প্রকটিত করে  
দেখে তেজস্বী লক্ষ্মণ সকল অস্ত্র-শস্ত্র বিদীর্ণকারী  
সকল প্রণীর দ্বারাও অপ্রতিরোধ্য মাহেশ্বরাস্ত্র দ্বারা  
আসুরাস্ত্রকে ধ্বংস করলেন।

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধমজুতং রোমহর্ষকম্,  
গগনছানি ভূতানি লক্ষ্মণঃ পর্যবারয়ৎ। ৬১

তখন তাঁদের মধ্যে অভূত রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ  
হল। আকাশস্থিত সকল প্রাণীরা এসে লক্ষ্মণকে বেষ্টন করে  
দণ্ডায়মান হলেন।

ভৈরবাভিরমতে ভীমে যুদ্ধে বানররক্ষসাম্।  
ভূতৈর্বহুভিরাকাশং বিস্মিতৈরাবৃতং বজ্রৈঃ। ৬২

বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর  
তুমুল শব্দ উত্থিত হল। বহুসংখ্যক (দিবা) প্রাণী ভয়  
বিস্মিত হয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হয়ে আকাশ ভরা  
করলেন।

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা গন্ধর্বগন্ধারোগাঃ  
শতক্রতুঃ পুরহুতা রসকুর্লক্ষ্মণং রণে। ৬৩

দেবরাজ ইন্দ্রকে পুরোভাগে বেধে ধর্ম্য  
পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্বগণ, মাগসমূহ সহ  
যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে লাগলেন।

অখান্যং মার্গগশ্রেষ্ঠং সন্দধে রাঘবানুজঃ  
জ্ঞাতাশনসমস্পর্শং রাবণাস্ত্রজদারণম্। ৬৪

অতঃপর লক্ষ্মণ অপর এক উত্তম বাণ ধনুক  
সংযোজিত করলেন, যার স্পর্শ ছিল অগ্নিগ্না  
রাবণপুত্রকে বিদীর্ণ করার মতো এই বাণে ছিল শক্তি।

সুপত্রমনুব্রাজং সুপর্বাণং সুসংহিতম্  
সুবর্ণবিকৃতং বীরঃ শরীরান্তকরং শরম্। ৬৫

দুরাবারং দুর্বিষহং রাক্ষসানাং ভয়াবহম্।  
আশীবিষবিষপ্রখ্যং দেবসংঘৈঃ সমর্চিতম্। ৬৬

যেন শত্রু মহাতেজা দানবানজয়ং প্রভুঃ  
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে বীরবান্ হরিবাহনঃ। ৬৭

অথৈন্দ্রমস্ত্রং সৌমিত্রিঃ সংযুগেষ্ণরাজিতম্।  
শরশ্রেষ্ঠং ধনুশ্রেষ্ঠে বিকর্ষদ্বিধমস্ত্রম্। ৬৮

লক্ষ্মীবীরাঙ্কশো বাক্যমর্থসাধকমাক্ষনঃ  
ধর্মাস্ত্রা সত্যসন্ধা রামো দাশরথির্বিদী  
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বদৈনং জহি রাবণম্। ৬৯

বীর লক্ষ্মণ কর্তৃক গৃহীত শরটির পর্ব এবং পর  
বীর লক্ষ্মণ কর্তৃক গৃহীত শরটির পর্ব এবং পর

যুদ্ধে, ভাব অস্ত্র  
নবীর্ষ বিদীর্ণকারী  
সহ কবী ছিল  
বিষধর সর্পেব  
সেবতদের দ্বারা  
যুদ্ধ মহাতেজ  
কর মহাপরা  
জ্য কবেছিলে  
যদ্বজ্জয়। সু  
ইতম ধনুতে  
কলে উঠলেন  
সদ্যপ্রতিজ্ঞ হন  
গ্রহলে হে অস্ত্র  
ইচ্ছা বা  
লক্ষ্মণঃ সম  
ইন্দ্রাঙ্গেন  
যুদ্ধক্ষেত্রে  
করল পথে ধারি  
দাক্ষিণ করে  
নিষ্পেপ করলে  
তছিরঃ  
গ্রমথোজ্জিতঃ  
ধনুক থে  
বিদ্যাপ্রটি ইন্দ্র  
বিজয় করে ভূ  
তদ্ রাক্ষসত  
তপমীনিভঃ  
রাক্ষসপু  
নিপ্ত অবজায়  
পবিত্রকিত হয়ে  
হস্তঃ স নি  
কটী  
শিরস্ত্রাণ,  
নিহত হয়ে ভূত  
হয়ছিল।  
ইচ্ছা তত  
কথায়ে নিহত  
ব্রহ্মাসুর  
হয়ছিলেন তে

সর্বশাস্ত্রবিদারণম্  
প্রভাবারণম্ ॥ ৬০  
অস্ত্রকে প্রকটিত হইতে  
শস্ত্র বিদীর্ণকারী তথা  
মাহেশ্বরাস্ত্র দ্বারা সেই

রোমহর্ষণম্।  
পর্যবারণম্ ॥ ৬১  
রামাধঃকর যুদ্ধ আকর্ষণ  
লক্ষণকে বেটন করে

বানররক্ষসাম্।  
তং বভৌ। ৬২  
সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে  
(দিব্য) প্রাণী তখন  
হয়ে আকাশ আবৃত

গরুড়ারগাঃ।  
গং রণে ॥ ৬৩  
রেখে ঋষিগণ,  
গসমূহ সহ গরুড়  
লেন।

রাঘবানুজঃ।  
শাস্ত্রজদারণম্ ॥ ৬৪  
উত্তম বাণ ধনুকে  
ছিল অগ্নিতুলা  
নে ছিল শক্তি  
সুসংহ্রিতম্।

গং শরম্ ॥ ৬৫  
ভয়াবহম্।

সমর্চিতম্ ॥ ৬৬  
যৎ প্রভুঃ।

হরিবাহনঃ ॥ ৬৭  
দ্বপরাজিতম্।

ধর্মিদম্রবীৎ ॥ ৬৮  
ধাকমাঙ্গনঃ।

দাশরথির্দি।  
রাবণিম্ ॥ ৬৯  
পর্ব এবং পত্র ছিল

সুন্দর, তার অঙ্গ ছিল সুডোল গোলাকার এবং স্বর্ণমণ্ডিত।  
কিছু বিদীর্ণকারী এই বাণকে প্রতিহত করা বা এর আঘাত  
করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। রাক্ষসদের পক্ষে ভয়াবহ তথা  
কিছুর সর্পের বিষতুলা শস্ত্রের প্রাণসংহারক এই বাণ ছিল  
দেবতাদের দ্বারা সমাক্রমণে অর্চিত। পুরাকালে দেবাসুরের  
মধ্যে মহাভৈরবী হরিদ্বর্ণের অশ্ববাহী রথে আরোহণ  
কর রূপারাক্ষসী দেবরাজ ইন্দ্র এই বাণদ্বারাই দামবদের  
করেছিলেন। ইন্দ্রাস্ত্র নামক এই অস্ত্রটি যুদ্ধে  
ব্যবহৃত হয়। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এই উত্তম শর গ্রহণ করে  
হয়ে ধনুতে সজ্জান করে জ্যা আকর্ষণ করতে করতে  
বলে উঠলেন — 'যদি দশরথনন্দন শ্রীরাম ধর্মাত্মা এবং  
দেবপ্রতিজ্ঞ হন তথা পুরুষার্থে যদি তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন  
হইল হে অস্ত্র! তুমি আজ এই রাবণপুত্রকে বধ করো।'  
হুঙ্কার বাণমাকর্ষণ বিক্ৰিয়া তমজিহ্মগম্।  
লক্ষ্মণঃ সমরে বীরঃ সসর্গেচ্ছজিতঃ প্রতি।  
ইন্দ্রাপ্তে সমাযুজ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ৭০

যুদ্ধক্ষেত্রে এই বলে শত্রুবীর হস্তারক বীর লক্ষ্মণ  
সরল গণ্ঠে ধাবিত হওয়ার গুণসম্পন্ন এই বাণটিকে আকর্ষণ  
করেন এবং ইন্দ্রাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে ইন্দ্রজিতের প্রতি  
মিক্ষেপ করলেন।

রঞ্জিতঃ শশিরস্ত্রাণঃ শ্রীমজ্জলিতকুণ্ডলম্।  
মোক্ষোজ্জিতঃ কায়্যৎ পাত্যামাস ভূতলে ॥ ৭১

ধনুক থেকে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়েই উজ্জ্বল কুণ্ডলযুক্ত সেই  
লিঙ্গটি ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণ সহ মস্তকটি দেহ থেকে  
বিছিন্ন করে ভূপাতিত করল।

স্ব রাক্ষসতনুজস্য ভিন্নম্বকঃ শিরো মহৎ  
গোণীনিতং ভ্রমৌ দদৃশে রুধিরোক্ষিতম্ ॥ ৭২

রাক্ষসপুত্র ইন্দ্রজিতের স্বল্পবিচ্ছিন্ন বিশাল মস্তক রক্ত  
সিক্ত অবস্থায় স্বর্ণতুলা উজ্জ্বল্য নিয়ে ভূমির উপরে  
পরিদ্রষ্ট হতে লাগল।

যতঃ স নিপপাতাথ ধরণ্যং রাবণাস্ত্রজঃ  
সদা শশিরস্ত্রাণো বিপ্রবিদ্ধশরাসনঃ ॥ ৭৩

শিরস্ত্রাণ, মস্তক, কবচাবৃত সহ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ  
নিহত হয়ে ভূতলশায়ী হলে তাঁর ধনকুটিও দূরে ভুলুপ্তি  
হয়েছিল।

রক্তভেদে ততঃ সর্বং বানর্যঃ সবিভীষণাঃ।  
কায়্যে নিহতে তন্মিন্ দেবা ব্রতবধে যথা ॥ ৭৪

ব্রতাসুর বধের পর দেবতাবা যেমন আনন্দিত  
হয়েছিলেন তেমনি ইন্দ্রজিতকে নিহত হতে দেখে বিভীষণ

সহ বানরেরা আনন্দে গর্জন করতে লাগল।  
অথাস্ত্রিক্ষে দেবানামুদীনাং চ মহাক্রনাম্  
জাজ্জৈহগ জমস্যানো গন্ধর্বাদ্রসামপি ॥ ৭৫

আকাশেও দেবতাদের, মহাত্মা ঋষিদের, গন্ধর্ব  
এবং অঙ্গরাদেবও বিক্রয়জনিত চর্চনাদ শনিত হল,  
পতিতঃ সমভিজ্ঞায়া রাক্ষসী সা মহাচমুঃ।  
বধ্যমানা দিশো ভেজে হনিভিক্তিকশিভিঃ ৭৬

ইন্দ্রজিতকে নিহত জেনে রাক্ষসদের বিশাল বাহিনী  
বিজয়োগ্রাসে উজ্জ্বলিত বানরদের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে  
দিশাহারা অবস্থায় পলায়ন করল।

বানরৈর্বধ্যমানাস্তে শস্ত্রাণ্যৎসজ্য রাক্ষসাঃ।  
লঙ্কামভিমুখাঃ সক্রোধসংজ্ঞাঃ প্রধাবিতাঃ ৭৭

বানরদের দ্বারা আহত হয়ে রাক্ষসেরা অস্ত্র শস্ত্র  
ফেলে দিয়ে হতচেতন অবস্থায় লঙ্কামুখে পলায়ন  
করল।

দুহ্রুবর্হুথা ভীতা রাক্ষসাঃ শতশো দিশঃ  
ভ্যস্তা প্রহরণান্ সর্বং পট্টাসিপারশ্বনান্ ৭৮

অত্যন্ত ভীত শত-শত রাক্ষস দিশাহারা হয়ে পরশু,  
পট্টাশ, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র ফেলে দিয়ে সকলে একসাথে  
সব দিকে পলায়ন করতে লাগল।

কেচিল্লঙ্কাং পরিব্রজাঃ প্রবিষ্টা বানরান্দিতাঃ  
সমুদ্রে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পর্বতমাত্রিতাঃ ৭৯

বানরদের দ্বারা পীড়িত হয়ে ভয়ানক ঝগড় হয়ে কেউ  
বা লঙ্কায় প্রবেশ করল, আবার কেউ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল,  
কেউ-কেউ পর্বতে আশ্রয় নিল।

হতমিহজিতং দুষ্টা শয়ানঃ চ রণক্ষিতৌ  
রাক্ষসানাং সহশ্রেষু ন কশ্চিৎ প্রত্যদৃশত ॥ ৮০

ইন্দ্রজিত মৃত অবস্থায় রণভূমিতে শায়িত, এই দৃশ্য  
দেখে হাজার-হাজার রাক্ষসের মধ্যে একজনও সেখানে  
স্থির থাকতে পারল না।

যথাস্তং গত আদিতো নাবতিষ্ঠন্তি রক্ষসঃ।  
তথা তন্মিন্ নিপতিতে রাক্ষসাঙ্কে গতা দিশাঃ ৮১

সূর্য অস্তমিত হলে যেমন কিরণরাজি সেখানে  
থাকতে পারে না তদনুরূপ ভাবে ইন্দ্রজিৎ ভূপতিত হলে  
রাক্ষসেরাও সেখানে থাকতে না পেরে দিশাহারা হয়ে  
পলায়ন করল।

শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।  
মহাবাহুবীপাঙ্গগতজীবিতঃ ৮২

বভূব স মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ প্রাণহীন হয়ে গেলে, শান্ত  
মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ প্রাণহীন হয়ে গেলে, শান্ত



কিরণবিশিষ্ট সূর্য অথবা নিভন্ত আগুনের মতো নিভেজ হয়ে গেল।

প্রশান্তপীড়াবহলো বিনষ্টারিঃ প্রহর্যবান্।

বড়ব লোকঃ পতিতে রাক্ষসেভ্যসুতে তদা। ৮৩  
রাক্ষসরাজ পুত্র যুদ্ধে নিহত হলে জগতের অধিকাংশ পাণ বিনষ্ট হল। সকলের শত্রু নিহত হলো এবং তারা আনন্দিত হল।

হর্ষঃ চ শক্রো ভগবান্ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ

জগাম নিহতে তস্মিন্ রাক্ষসে পাপকর্মণিঃ। ৮৪

সেই পাপাচারী রাক্ষসের মৃত্যু হতে দেখে সকল মহর্ষিদের সঙ্গে ভগবান ইন্দ্রও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন আকাশে চাপি দেবানাং শুশ্রূষে দুন্দুভিষনঃ।

নৃতান্তিরক্ষরোভিষ্ট গন্ধর্বৈশ্চ মহাভূতিঃ। ৮৫

আকাশে দেবতাদের দুন্দুভিধবনি শ্রুত হল, মহাত্মা গন্ধর্বদের সঙ্গে অম্বরারাও নৃত্য গীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ববর্ষঃ পুষ্পবর্ষাণি তদন্তুতমিবাভবৎ।

প্রশাম হতে তস্মিন্ রাক্ষসে ক্রুরকর্মণিঃ। ৮৬

দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ক্রুরকর্মা সেই রাক্ষস নিহত হলে ধূলিকণাপূর্ণ বায়ুও শান্ত হয়ে গেল।

তদ্বা আপো নভশ্চৈব জহ্মর্দেবদানবাঃ

আজমুঃ পতিতে তস্মিন্ সর্বলোকভয়াবহে॥ ৮৭

উচুশ্চ সহিতান্তরা দেবগন্ধর্বদানবাঃ

বিজ্জরাঃ শান্তকলুষা ব্রাহ্মণা বিচরন্তিতি॥ ৮৮

সর্বলোকের ভীতি প্রদানকারী রাক্ষস নিহত হয়ে ভূপতিত হলে জল হল শুদ্ধ আর আকাশ হয়ে গেল নির্মল। দেবতাগণ, গন্ধর্বগণ এমনকী দানবগণও সম্মিলিতভাবে উৎফুল্ল হয়ে সেখানে এসে বললেন — ‘ব্রাহ্মণেরা এখন এখানে এসে শান্ত ভাবে নিশ্চিন্তে বিচরণ করুন’

ততোহুজ্জ্বলন্দ সঙ্কষ্টাঃ সমরে হরিমুখপাঃ।

তমপ্রতিবলং দৃষ্ট্বা হতঃ নৈর্ধত্তপূজবম্॥ ৮৯

যুদ্ধে অসামান্য বলশালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে নিহত হতে দেখে আনন্দে পরিপূর্ণ বানরদলপতিরা লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করল।

বিভীষণো হনুমাংশ্চ জাহ্নুমাংশ্চক্ষুযুথপাঃ।

বিজয়েনাতিনন্দন্তুদ্বৈবুশ্চাপি লক্ষ্মণম্ ৯১  
বিভীষণ, হনুমান এবং জাহ্নুরাজ জাহ্নুবান এই জয়ের জন্য লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।

ক্ষেড়ন্তশ্চ প্রবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্রবদমাঃ

লঙ্কলক্ষা রঘুসুতং পরিবার্যোপতঙ্গিরে ৯২  
বানরেরা আনন্দে মুখ দিয়ে অব্যক্ত ধ্বনি নোত করতে লাগল, লাফাতে লাগল এবং গর্জন করতে লাগল তাদের লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ায় সকলে আনন্দে লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টন করল।

লাঙ্গুলানি প্রবিখ্যন্তঃ স্ফোটয়ন্তশ্চ বানরাঃ

লক্ষ্মণো জয়তীত্যেব বাক্যং বিশ্রাবয়ংক্ৰদা॥ ৯৩

এই সময় তারা নিজেদের লাঙ্গুল নাড়িয়ে, আহুত্রে ‘লক্ষ্মণের জয় হোক’ এই বলে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল।

অন্যান্যঃ চ সমাগ্নিষ্য হরয়ো হৃষ্টমানসাঃ

চক্রুরুচ্চাষচণ্ডা রাঘবাপ্রশংসংকথাঃ॥ ৯৪

বানরেরা আনন্দিত চিত্তে পরস্পরকে অলিঙ্গন করতে লাগল। বিবিধ গুণবিশিষ্ট বানরেরা রাক্ষসের সম্বন্ধে শুভ বাক্য বলতে লাগল।

তদসুকরমথাভিবীক্ষ্য হৃষ্টাঃ

প্রিয়সুহৃদো যুধি লক্ষ্মণস্য কর্ম।

পরমমুপলভমানঃপ্রহর্যঃ

বিনিহতমিঙ্গুরিপুং নিশমা দেবাঃ॥ ৯৫

যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণের প্রিয় সুহৃদ বানর তাঁর উত্তম দৃষ্টির এবং মহান পরাক্রম দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হল দেবতারাও ইন্দ্রশত্রু এই রাক্ষসের নিধন দেখে মনে অত্যন্ত আনন্দের অনুভব করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ৯০।



লী রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে নিহত হইল  
বানরদলপতিরা লক্ষ্মণকে

জাহ্নমাংসচক্ষুযুগপঃ  
লক্ষ্মণম্ ৯০  
রাক্ষসরাজ জাম্ববান এই  
নিত করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা

উজ্জ্বল প্রবলমঃ  
পরিবার্যোপতস্থিরে ৯১  
দিয়ে অব্যক্ত ধ্বনি মোচন  
এবং গর্জন করিতে লাগল।  
সকলে আনন্দে লক্ষ্মণকে

গতিয়ন্তস্ত বানরাঃ  
ব্যং বিশ্রাবয়ংস্তদা ৯২  
লাঙ্গুল নাভিষে, আহুতিরে  
ল উল্লাস প্রকাশ করিতে

রয়ো হৃষ্টমানসাঃ  
রাঘবশ্রবণসংকথাঃ ৯৩  
ত পরস্পরকে আলিঙ্গন  
পষ্ট বানবেরা রামচন্দ্রের

হৃষ্টাঃ  
লক্ষ্মণস্য কর্ম।

নিশম্য দেবাঃ ৯৪  
সুহৃদ বানর তাঁর অত্যন্ত  
খে অত্যন্ত প্রসন্ন হল।  
নিধন দেখে মনে অত্যন্ত

০ ৥  
০ ৥

# একনবতিতমঃ সর্গঃ (৯১)

লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ প্রমুখের শ্রীরামচন্দ্র সকাশে ইন্দ্রজিৎ-এর নিদন বৃত্তান্ত বর্ণনা, প্রথম শ্রীরামচন্দ্র  
কর্তৃক আলিঙ্গনপূর্বক লক্ষ্মণের প্রশংসা এবং সুগেণের দ্বারা লক্ষ্মণাদির চিকিৎসা

লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।  
শত্রুজ্যেষ্ঠারমাহবে ১

সংগ্রামভূমিতে শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রজিৎকে বধ করল

কীর্ত্তাজ শরীরে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ খুব প্রসন্ন হলেন

তস্য স জাহ্নবন্তঃ চ হনুমন্তঃ চ বীর্যবান্

লক্ষ্মণ মহাতেজাঃশচ সর্বান্ বনৌকসঃ ২

হাজগাম ততঃ শীঘ্রং যত্র সুগ্রীবরাঘবৌ।

বিভীষণমবষ্টভ্য হনুমন্তঃ চ লক্ষ্মণঃ ৩

বলবিক্রমসম্পন্ন মহাতেজা সৌমিত্রি অতিশীঘ্র

লক্ষ্যমান ও শ্রীহনুমানের নিকট এলেন এবং সবল

বানরদেবকে নিয়ে সুগ্রীব ও রাঘব যেখানে বিরাজমান

সেই স্থলে এলেন সেই সময়ে বিভীষণ এবং

শ্রীহনুমানকে অবলম্বন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

ততো রামমতিক্রম্য সৌমিত্রিরভিবাদ্য চ

হৌ দ্রাক্ষসমীপস্থঃ শত্রুসৈন্যদ্রাবাজো যথা ৪

তদনন্তর, শ্রীরামচন্দ্রের সমিধান্নে এসে প্রণামপূর্বক

অগ্র পার্শ্বে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণ (ইন্দ্রের পার্শ্বে) ইন্দ্রানুজের

দায় শোভিত হইলেন

নিষ্টদ্রিবি চাগত্য রাঘবায় মহান্মনে।

আচক্ষে তদা বীরো ঘোরমিদ্ৰজিতো বধম্ ৫

সেই ক্ষণে বীর বিভীষণ প্রসন্নবদনে শত্রুনিধনের

বর্জ বহন করে মহাত্মা শ্রীরঘুনাথকে বললেন—‘প্রভো!

ইন্দ্রজিৎের নিধনরূপ ভয়াংকর কর্ম সমাধা হয়েছে’

রাঘবেষু শিরশ্চিন্নং লক্ষ্মণেন মহাত্মনা

নাভেদ্যত রামায় তদা হৃষ্টো বিভীষণঃ ৬

বিভীষণ অতিশয় আনন্দের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে

নিবেদন করলেন যে মহাত্মা লক্ষ্মণ রাবণকুমার ইন্দ্রজিৎের

মস্তক ছেদন করেছেন।

ততোহ তু মহাবীর্যো লক্ষ্মণেনেদ্রজিঘম্

প্রহর্যমতুলং লেভে বাক্যং চেদমুবাচ হ ৭

মহাপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রজিৎের নিধন সংবাদ

শ্রুনে অনুপম আনন্দ অনুভব করলেন এবং বললেন—

পশু লক্ষ্মণ তুষ্টোহস্মি কর্ম চাসুকরং কৃতম্

রাঘবেহি বিনাশেন জিতমিত্যুপধারয় ৮

‘সাদাস! জহন্ন! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট  
হয়েছি। আজ তুমি বড় দুষ্কর কর্ম করেছ। রাবণপুত্র  
ইন্দ্রজিৎের মৃত্যুতেই আমাদের বিজয় সূচিত হয়েছে বলে  
বুঝে নাও’

স তং শিরস্যাগচ্ছায় লক্ষ্মণঃ কীর্ত্তিসর্গনম্।

লজ্জমানং বলাৎ মেহাদদম্মারোপা দীর্ঘবান্ ৯

উপবেশ্য তনুংসদে পরিব্রজ্যনপীড়িতম্

ভ্রাতরং লক্ষ্মণঃ সিদ্ধং পুনঃ পুনরুদৈক্যত ১০

(ইন্দ্রজিৎের মতো বীরের নিধনে অসিক্তব

কীর্ত্তিমান এবং নিজের প্রশংসা শুনে) সসজ্জ লক্ষ্মণকে

মস্তক আঘাত করে বলবান শ্রীরামচন্দ্র সম্মুখে তাকে

ক্রোড়ে টেনে নিয়ে বসালেন। শত্রুর আঘাতে পীড়িত

শ্রদ্ধেী বন্ধু ও নিজের ক্রোড়ে উপবিষ্ট লক্ষ্মণকে বক্ষে

আলিঙ্গনপূর্বক তিনি অনুজকে বারংবার দেখতে লাগলেন।

শলাসম্পীড়িতং শস্তং নিঃশ্বসন্তং তু লক্ষ্মণম্।

রামস্ত দুঃখসন্তপ্তং তং তু নিঃশ্বাসপীড়িতম্ ১১

মৃগ্নি চৈনমুপগচ্ছায় ভূয়ঃ সংস্পৃশ্য চ হুরন।

উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যমাশ্বাস্য পুরুষবর্ভঃ ১২

লক্ষ্মণ যুদ্ধে নিষ্ফল শরাস্রোতে জর্জরিত ও বিষয়

ছিলেন তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিলেন এবং নিঃশ্বাস-

প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করছিলেন। তদবস্থায় পুরুষোত্তম

শ্রীরাম সম্মুখে মস্তক আঘাতপূর্বক অনুজকে বহবার

সর্বাক্ষে করস্পর্শ দিয়ে আশ্বাসিত করলেন এবং বললেন—

কৃতং পরমকল্যাণং কর্ম দুষ্করকর্মণা।

অদা মনো হতে পূরে রাবণং নিহতং যুধি ১৩

অদ্যাহং বিজয়ী শত্রৌ হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।

রাবণস্য নৃশংসস্য দিষ্টা বীর ভয়া রপে ১৪

ছিমো হি দক্ষিণো বাহুঃ স হি তস্য বাপাশ্রয়ঃ।

‘দুঃসাহসী বীর! তুমি পরম কল্যাণকর কর্ম সমাধা

করেছ। ইন্দ্রজিৎের তুলা বীর পুত্র যুদ্ধে নিহত হওয়ায়,

আজ মনে হচ্ছে স্বয়ং রাবণই যেন নিহত হয়েছে আমি

(শ্রীরামচন্দ্র) বস্তুতঃ আজই যুদ্ধ জয় করে ফেলেছি ;

যেহেতু, দুবাত্মা শত্রুর নিধন হয়ে গেছে। সৌভাগ্যের কথা

যে তুমি রণাঙ্গনে ইন্দ্রজিৎকে বধ করে নিষ্ঠুর নিশাচর

রাবণের দক্ষিণ বাহু যেন কর্তিত করবে ; কেননা, সে ছিল  
রাবণের সর্বাপেক্ষা বড় সহায়।

বিভীষণহনুমদভ্যাং কৃতং কর্ম মহদ্ রণে ॥ ১৫

অহোরাত্রৈত্তিভীষণঃ কথংচিদ্ বিনিপাতিতঃ।

নিরমিতঃ কৃতোহস্মাদা নির্যাসাতি হি রাবণঃ ॥ ১৬

‘বিভীষণ এবং হনুমানও সমরে ভীষণ পরাক্রম  
দেখিয়েছে। তোমরা সবাই মিলে তিন দিন ও তিন রাত্রি যুদ্ধ

করে কোনক্রমে ওইরূপ বীর রাক্ষসকুমারকে নিধন  
করবে। এখন, রাবণ (স্বয়ং) যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হবে।

বলবাহেন মহতা নির্যাসাতি হি রাবণঃ।

বলবাহেন মহতা শ্রদ্ধা পুত্রং নিপাতিতম্ ॥ ১৭

‘বিশাল সৈন্যদলসহ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে  
রাবণ বৃহৎ সৈন্য সমুদায় সহ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হবে।

তং পুত্রবশসত্ত্বং নির্যাস্তং রাক্ষসাপিষম্।

বলেনাবৃত্তা মহতা নিহনিষ্যামি দুর্জয়ম্ ॥ ১৮

‘পুত্রের সংহারে দুঃখিত হয়ে যুদ্ধার্থে নিষ্কান্ত দুর্জয়  
রাক্ষস রাবণকে আমি বৃহৎ সৈন্যদল দ্বারা পরিবৃত্ত করে  
নিধন করব

ত্বয়া লক্ষ্মণ নাথেন সীতা চ পৃথিবী চ মে

ন দুস্ত্রাপ্যা হতে তন্মিন্ শত্রুজৈতরি চাহবে ॥ ১৯

‘লক্ষ্মণ ! ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকেও পরাজিত করেছিল।

ওইরূপ বীর রাক্ষসকুমার যুদ্ধে নিহত হয়েছে ; তোমার  
মতো রক্ষক ও সহায়ক থাকতে সীতা অথবা বিশাল  
পৃথিবী—কিছুই আমার পক্ষে দুস্ত্রাপ্য নয়।’

স তং ভাতরমাশ্বাস্য পরিষজ্য চ রাঘবঃ।

রামঃ সুশেণঃ মুদিতঃ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥ ২০

এইরূপে অনুজ লক্ষ্মণকে আশ্বাসিত করে রঘুকুল-  
নন্দন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে সবক্ষে আশ্রিষ্ট করলেন এবং  
সানন্দে সুশেণকে ডেকে বললেন -

বিশলোহয়ঃ মহাপ্রাজ্ঞ সৌমিত্রির্মিবৎসলঃ।

যথা ভবতি সুহৃদ্বৎথা ত্বং সমুপাচর ॥ ২১

‘পরম বুদ্ধিমান সুশেণ ! তুমি লীল্য এমন ব্যবস্থা  
করো যাতে মিবৎসল সৌমিত্রি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে  
এবং শরীর থেকে বহির্গত বাণের ক্ষত স্থান নিশ্চিহ্ন হয়।

বিশলাঃ জিন্যতাঃ ক্ষিপ্রং সৌমিত্রিঃ সবিভীষণঃ  
ঋক্ষবানরসৈন্যানাং শূরাণাং ক্রময়োধিনাম্ ॥ ২২

যে চাপানোহত্র যুধান্তি সশল্যা ত্রিণিনখো  
তেহপি সর্ব প্রযত্নেন ক্রিয়ন্তে সুখিনস্তথা ॥ ২৩

‘সৌমিত্রি লক্ষ্মণ ও বিভীষণের শরীর থেকে তুমি  
লীল্য বাণ নির্গত করো এবং সুস্থ করে দাও। বৃদ্ধ সার  
যুধ্যমান বিক্রান্ত ভল্লুক ও বানরসৈন্যদের এক  
অন্যান্যদের মধ্যে যারা শরে বিদ্ধ ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে  
আছে, তাদের সকলকেও সুস্থ তথা সুখী করার ব্যবস্থা  
করো।’

এবমুক্তঃ স রামেণ মহাত্মা হরিষুখঃ।

লক্ষ্মণায় দদৌ নস্তঃ সুশেণঃ পরমৌষধম্ ॥ ২৪

মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র যখন এইরূপ বললেন - তখন  
বানরযুধপতি সুশেণ লক্ষ্মণের নাসিকায় একপ্রকার ঔষধ  
ঔষধ প্রলিপ্ত করে দিলেন।

স তস্য গন্ধমাস্রায় বিশল্যাঃ সমপদ্যত

তদা নির্বেদনশ্চৈব সংকটত্রণ এব চ ॥ ২৫

সেই ঔষধির আঘ্রাণে লক্ষ্মণের শরীর থেকে বাণ  
নির্গত হল এবং তিনি বেদনাহীন ও ক্ষতশূন্য হয়ে  
গেলেন।

বিভীষণমুখানাং স সুহৃদাং রাঘবাজ্ঞা

সর্ববানরমুখানাং চিকিৎসামকরোৎ তদা ॥ ২৬

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশানুসারে সুশেণ তখন বিষ্ট  
প্রমুখ সখা এবং সকল বানরশিরোমণিগণের চিকিৎসা  
করতে লাগলেন।

ততঃ প্রকৃতিমাপমো হাতশল্যো গতক্রমঃ

সৌমিত্রির্মুদে তত্র কণেন বিগতজ্বরঃ ॥ ২৭

কিছুক্ষণের মধ্যে বাণ নির্গত হয়ে গেলে এবং  
বেদনার ক্রেশ অপনোদিত হলে সৌমিত্রি সুস্থ ও নীরোগ  
শরীরে আরাম অনুভব করলেন।

তদৈব রামঃ প্রবগাধিপতুথা

বিভীষণশর্কুপতিশ্চ বীরবান

অবেক্ষ্য সৌমিত্রিমরোগমুখিতং

মুদা সসৈন্যাঃ সুচিরং জহর্ষিরে ॥ ২৮

সেই সময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীব  
বিভীষণ তথা পরাক্রমী ঋক্ষরাজ জাম্ববান সুস্থ শরীরে  
লক্ষ্মণকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সসৈন্যে আনন্দিত  
করলেন।



কর্ম স লক্ষণস্য  
সুদুরং দাশরথির্হায়া  
হস্তো যুধি বানরেভ্যো  
নিশমা তং শত্রুজিতং নিশাভিতম্ ॥ ২৯

দশরথানন্দন মহাবীরা প্রীরামচন্দ্র লক্ষণের অতি কঠিন কর্মের বারংবার সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেই শুনে বানররাজ সুগ্রীবও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥  
মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

### দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ (৯২)

রাবণের শোক এবং সুপার্ষের উপদেশে সীতাকে হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হওয়া

১০৪ পৌলস্ত্যসচিবাঃ শ্রদ্ধা চেদ্রজিতো বধম্  
ক্ৰচকুরভিজায় দশগ্রীবায় সত্বরাঃ ॥ ১

রাবণের মন্ত্রিগণ যখন ইন্দ্রজিৎ এর নিখন-সমাচার শুনে, তখন তারা নিজেদের চোখে সবকিছু প্রত্যক্ষ করে গীতাই রাবণের কাছে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করল।

১০৫ হতো মহারাজ লক্ষণেন ত্রবায়জঃ।  
বিজীবনসহায়েন মিবতাং নো মহাদুতিঃ ॥ ২

তারা বলল—‘মহারাজ! লক্ষণ বিজীবনের সহায়তায় আপনার মহাতেজস্বী পুত্রকে যুদ্ধে (আমাদের) সৈন্যদলের স্মৃতিই নিখন করেছে।

১০৬ শূরেণ সংগম্য সংযুগেষপরাজিতঃ।  
লক্ষণেন হতঃ শূরঃ পুত্রস্তে বিবুধেভ্রজিৎ ॥ ৩

গজ স পরমালোকান্ শরৈঃ স্তম্ভ্য লক্ষণম্।  
‘যে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত করেছিল এবং

১০৭ কখনও পরাজিত হয়নি, আপনার সেই শূরবীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ বীর লক্ষণের সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিনর্জন দিয়েছে, সে (অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ) বানবর্ষণে

১০৮ লক্ষণকে বিধ্বস্ত করে উত্তম লোকে গমন করেছে।’  
স তং প্রতিভ্যং শ্রদ্ধা বধং পুত্রস্য দারুণম্ ॥ ৪

১০৯ দৌরভিজিতঃ সংখ্যো কখালং প্রাবিশয়াহৎ।  
যুদ্ধে নিজ পুত্র ইন্দ্রজিৎকে ত্রয়বহ নিখনের ঘোর

পুত্রশোকাকুলো দীনো বিললাপাকুলেভিরঃ।

দীর্ঘ সময় পরে জ্ঞান ফিরলে রাক্ষসপ্রবর রাজা রাবণ ইন্দ্রিয়শৈথিল্যে দীনভাবে পুত্রশোকাকুল হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

১১০ হা রাক্ষসচমুখ্য মম বৎস মহাবলঃ ॥ ৬

জিহ্বেভ্যং কথমম্য ভুং লক্ষণস্য বশং গতঃ।  
‘হা পুত্র! হা রাক্ষস সৈন্যগণে বীর কর্ণধার! তুমি

১১১ ইত্যপূর্বে ইন্দ্রকেও পরাজিত করেছ, তবে আজ কেন লক্ষণের বশীভূত হলে?

১১২ ননু ভুমিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ভিন্দ্যা কালাক্তকবপি ॥ ৭

১১৩ মন্দরস্যাপি শৃঙ্গানি কিং পুনর্লক্ষণঃ যুধি।  
‘পুত্র! তুমি কুপিত হলে কাল এবং অন্তকেও

১১৪ শরক্ষেপে বিদীর্ণ করতে পার, মন্দরপর্বতের শৃঙ্গসমূহ বিচূর্ণ করতে পার, যুদ্ধে লক্ষণকে পর্যুদস্ত করা তোমার

১১৫ পক্ষে কি কোনো কঠিন কর্ম ছিল?  
১১৬ অদ্য বৈবস্বতো রাজা ভূয়ো বহুমতো মম ॥ ৮

১১৭ যেনাদ্য ভুং মহাবাহো সংযুক্তঃ কালধর্মণা।  
‘মহাবাহো! এখন আমি সূর্যসূত যমরাজের মহিমা

১১৮ বহুলাংশে বুঝতে পেরেছি, যিনি আজ যুদ্ধে তোমাকেও কালের করালগ্রাসের অন্তর্গত করেছেন।

১১৯ এম পত্নাঃ সুযোধনাঃ সর্বামরণশেপি।  
১২০ যঃ কৃতে হনাতো ভর্তুঃ স পুমান্ স্বর্গমুচ্ছতি ॥ ৯

‘সকল দেবতাদের মধ্যেও এটি হল অতি উত্তম



মার্গ। যিনি প্রভুর হিতার্থে নিহত হন, তিনি স্বর্গ লাভ করেন।

অদ্য দেবগণাঃ সর্বৈ লোকপালা মহর্ষয়ঃ  
হতমিদ্ভজিতং শ্রদ্ধা সুখং স্বল্যপ্তি নির্ভয়াঃ ॥ ১০

‘আজ সমস্ত দেবতাকুল, লোকপাল এবং মহর্ষিগণ  
ইন্দ্রজিতের নিধন সমাচার শুনে নির্ভয়ে সুখান্বিতা যাবেন।

অদ্য লোকাত্ময়ঃ কৃৎস্না পৃথিবী চ সকাননা।  
একেন্দ্রেজিতা হীনা শূন্যেব প্রতিভাতি মে ॥ ১১

‘ত্রিভুবন, বনরাজিশোভিত নিখিল ভূমণ্ডলাদি  
শুধুমাত্র ইন্দ্রজিতের বিহনে আমার কাছে আজ শূন্য মনে  
হচ্ছে।

অদ্য নৈর্ঘতকন্যানাং শ্রোষ্যামান্তঃপুরে রবম্  
করেধুনক্ৰবস্য যথা নিনাদং গিরিগহ্বরে ॥ ১২

‘গজরাজের মৃত্যুতে গিরিকন্দরে যেরূপ  
হস্তিাবকগণের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়, রাক্ষস কন্যাগণের  
সেইরূপ ক্রন্দনরোল আজ অন্তঃপুরে আমাকে শুনতে  
হবে।

যৌবরাজ্যং চ লঙ্কাং চ রক্ষাংসি চ পরন্তপ।  
মাতরং মাং চ ভাৰ্য্যশ্চ ক্ৰ গতোহসি বিহায় নঃ ॥ ১৩

‘শত্রুসূদন পুত্র আমার ! আজ তুমি যুবরাজের  
মর্যাদা, লঙ্কাপুত্রী, রাক্ষসকুল, নিজ মাতা, আমাকে এবং  
পরিভাগ করে কোথায় গেলে ?

মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্  
প্রেতকার্য্যণি কার্য্যণি বিপরীতে। হি বর্তসে ॥ ১৪

‘হে বীরপুত্র ! আমার প্রথমে মৃত্যু হলে তুমি আমার  
শেষকৃত্যাদি করবে ডেবেছিলাম, আজ আমাকে একি  
বিপরীত অবস্থায় ফেললে !

স ত্বং জীবতি সূগ্রীবে লক্ষ্মণে চ সরাঘবে।

মম শলামনুজ্যতা ক্ৰ গতোহসি বিহায় নঃ ॥ ১৫

‘হয় ! রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব এখনও জীবিত  
থাকতে, আমার পথ কণ্টকশূন্য না করেই সেই তুমি  
আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলে ?’

এবমাদিবিলাপার্থঃ রাবণং রাক্ষসাদিপম্।

আবিবেশ মহান্ - কোপঃ পুত্রবাসনসম্ভবঃ ॥ ১৬

এইরূপ আর্ত বিলাপ করতে করতে রাক্ষসরাজ

রাবণের হৃদয়ে পুত্রবিরোগজনিত ভয়ানক ক্রোধ উৎপন্ন  
হল।

প্রকৃত্যা কোপনং হেনং পুত্রস্য পুনরাধঃ ॥  
দীপ্তং সন্দীপয়ামাসুর্ঘর্মেহকর্মিব রশ্ময়ঃ ॥ ১৭

গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্যকে যেমন করে প্রবর কখিজি  
প্রচণ্ড করে দেয় (ঠিক তেমনি) পুত্র হারানোর বেদনা  
কোপন স্বভাব রাবণকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করে তুলল।

ললাটে ক্রুকুটীভিশ্চ সংগতাভির্বারোচত  
যুগান্ত্রে সহ নৈক্রেস্ত মহোর্মিভিরিবোধিঃ ॥ ১৮

ললাটের কুটিল ক্রুকুটি রেখাতে রাক্ষসরাজ রাক্ষ  
প্রলয়কালীন হিংস্র জলচর ও সু-উচ্চ উর্মিমালা সমন্বিত  
সমুদ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

কোপাদ্ বিজৃম্বমাণস্য বজ্রাদ্ ব্যক্তমিব জ্বলন্  
উৎপপাত সধূমাগ্নির্ব্রস্যা বদনাদিব ॥ ১৯

বজ্রাসুরের মুখগহ্বর হতে প্রকটিত ধূমায়িত অগ্নি  
মতো, ক্রোধে জ্বলন্ত রাবণের মুখ থেকে জ্বলন্ত অগ্নি  
বিনির্গত হতে লাগল।

স পুত্রবধসন্তপ্তঃ শূরঃ ক্রোধবশঃ গভঃ  
সমীক্ষ্য রাবণো বুধ্যা বৈদেহ্যা রোচয়দ্ বধম্ ॥ ২০

পুত্রের নিধনে বীর রাবণ ক্রোধের বশীভূত হয়ে  
বিচার-বিবেচনাপূর্বক বৈদেহীকে হত্যা করাই শ্রেয় মনে  
করল।

তস্য প্রকৃত্যা রক্তে চ রক্তে ক্রোধাগ্নিনাপি চ  
রাবণস্য মহাঘোরে দীপ্তে নেত্রে বভূবভুঃ ॥ ২১

রাবণের নেত্রদ্বয় প্রকৃতিগতভাবেই রক্তবর্ণ ;  
ক্রোধাগ্নির কারণে সেগুলি আরও রক্তাভ হয়ে উঠল এবং  
ক্রোধোদ্দীপ্ত নেত্রদ্বয় ভীষণ ভয়ংকর দেখাতে লাগল।

ঘোরং প্রকৃত্যা রূপং তৎ তস্য ক্রোধাগ্নিমুচ্ছিতম্  
বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব দুর্দাসদম্ ॥ ২২

রাবণের রূপ স্বভাবতঃ ভয়ংকর ছিল। ক্রোধাগ্নির  
প্রভাবে সেই রূপ আরও ভয়ানক হয়ে উঠল এবং তা ক্রুদ্ধ  
রুদ্রের ন্যায় দুর্জয় মূর্তিতে প্রকটিত হতে লাগল।

তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রভ্যাং প্রাপতমশ্রবিন্দবঃ ॥ ২৩  
দীপাভ্যামিব দীপ্তভ্যাং সার্চিবঃ মেহবিন্দবঃ ॥ ২৪

ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজের নেত্রদ্বয় থেকে বিন্দু বিন্দু

পুনরাধায়ঃ  
রশ্ময়ঃ ১৭  
প্রথমে প্রথমে রশ্মিচ্ছট  
হারাণোর বেদনা  
করে তুলল।  
গতিবিচারোচ্চত।  
ভিরিবোধধিঃ ১৮  
রাক্ষসরাজ রাবণ  
উর্মিমালা সমন্বিত  
মিব জ্বলন।  
বদনাদিঃ ১৯  
ত ধুমায়িত অগ্নির  
থেকে জ্বলন্ত অগ্নি  
শঃ গতঃ।  
চয়দ্ বধম্ ২০  
ধর বশীভূত হয়ে  
করাই প্রেয় মনে  
গ্নিনাপি চ।  
বভূবতুঃ ২১  
বেই রক্তবর্ণ ;  
ভ হয়ে উঠল এবং  
থাতে লাগল।  
গ্নিমূর্ছিতম্  
দুরাসদম্ ২২  
ছিল। ক্রোধাগ্নির  
ঠল এবং তা ক্রুদ্ধ  
লাগল।  
প্রশংসিন্দবঃ  
সহবিন্দবঃ ২৩  
ক বিন্দু বিন্দু অশ্রু

রক্ত প্রদীপ্ত প্রদীপদ্বয় থেকে জ্বলন্ত তৈলবিন্দুর মতো ধরে  
পড়ে লাগল।  
বিদশতস্তস্য প্রয়াতে দশনশ্বনঃ।  
কৃত্যাক্ষমাণস্য মথনতো দানবৈরিব। ২৪  
আক্রোশে রাবণ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে লাগল এবং  
সেই দন্তঘর্ষণের শব্দ সমুদ্রমহুনে দানবগণ কর্তৃক মছন-  
করণে ব্যবহৃত মন্দার পর্বতের ধ্বনির ন্যায় শোনাচ্ছিল  
কালাগ্নির সংক্রুদ্ধো যাঃ যাঃ দিশমবৈক্ষত।  
তস্যঃ তস্যঃ ভয়ত্রস্তা রাক্ষসাঃ সংবিলিলিয়ে। ২৫  
কালাগ্নির তুল্য অত্যন্ত কুপিত রাবণ যেকোনো  
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, সেই সেই দিকে দগ্ধায়মান  
রাক্ষসরা ভয়বিহীনতায় নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলছিল  
চরকমিব ক্রুদ্ধঃ চরাচরচিখাদিষু।  
দিকমাং দিশঃ সর্বা রাক্ষসা নোপচক্রমুঃ ২৬  
চরাচর গ্রাস করতে ইচ্ছুক মহাকাশের ন্যায় ক্রুদ্ধ  
এবং চতুর্দিকে করাল দৃষ্টি নিক্ষেপকারী রাবণের সন্নিকটস্থ  
হত কোন রাক্ষসই সাহস করল না।  
তঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসমিধঃ।  
জরীদ্ রাক্ষসাং মধ্যে সংজ্ঞায়িষুরাহবে ২৭  
তদনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণকে  
বাক্যধানে নিয়োগেচ্ছু এবং সাতিশয় ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণ  
রাক্ষসগণের মধ্যস্থিত হয়ে বলল—  
ম্যা বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা পরমং তপঃ।  
জেষু তেষবকাশেষু স্বয়মুঃ পরিতোষিতঃ ২৮  
'নিশাচরগণ! আমি সহস্র বৎসরের নানাবিধ কঠোর  
তপস্যার সুযোগে স্বয়মু ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেছি।  
তস্যৈব তপসো ব্যাট্যা প্রসাদাচ্চ স্বয়ংভুবঃ।  
নাসুরেভ্যো ন দেবেভ্যো ভরং মম কদাচন ২৯  
'সেই তপস্যার ফলস্বরূপ এবং ব্রহ্মার কৃপায় দেবতা  
অথবা অসুরের থেকে আমার কোনোপ্রকার ভয় নেই।'  
কচঃ ব্রহ্মদত্তং মে যদাদিতাসমপ্রভম্।  
দেবাসুরবিমর্দেষু ন চ্ছিন্নং বজ্রমুষ্টিভিঃ ৩০  
'আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা প্রদত্ত সূর্যতুলা  
জ্যোতিমান কবচ লাভ করেছি। দেবতা অথবা অসুরের  
সাথে যুদ্ধে এই কবচ বজ্রের প্রহারেও বিদীর্ণ হয় না।'

ভেন মামদা সংযুক্তঃ রথস্থমিব সংযুগে।  
প্রতীমাং কোহদ্য মামাজৌ সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ ৩১  
'অতএব আজ যদি আমি যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হয়ে  
রথোপরি সংগ্রামে অবতীর্ণ হই, তাহলে কে আমার  
প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে? সাংলাং আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার  
সাহস কেউ করবে না।  
যৎ তদাভিপ্রসমেন শশরং কার্যকং মহৎ  
দেবাসুরবিমর্দেষু মম দত্তং স্বয়ংভুব ৩২  
অদ্য তুর্ঘশত্রুভীমঃ খনুরুথাপ্যতাং মম,  
রামলক্ষ্মণয়োরেব বধায় পরমাহবে ৩৩  
'একদা দেবাসুর সংগ্রামে প্রসন্ন হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা  
আমাকে যে বিশাল ধনুর্বাণ প্রদান করেছিলেন, আজ শত  
তুর্ঘের মঙ্গল জনিতে সেই বিশালাকার ধনুক মহাসমরে  
রাম-লক্ষ্মণের নিধনের জন্য উদ্যত করব।'  
স পুত্রবধুসন্তপ্তঃ ক্রুরঃ ক্রোধবশং গতঃ।  
সমীক্ষ্য রাবণো বুধ্যা সীতাং হস্তং ব্যবসাত ৩৪  
পুত্রের নিধনে সন্তপ্ত নিষ্ঠুর রাবণ নিজের বুদ্ধি  
অনুসারে সত্বেশে চিন্তা ভাবনা করে সীতাকে হত্যার  
সিদ্ধান্ত নিল।  
প্রত্যবেক্ষ্য তু তপ্রাক্ষঃ সুঘোরো ঘোরদর্শনঃ।  
দীনো দীনস্বরান্ সর্বাংস্তানুবাচ নিশাচরান্ ৩৫  
রাবণের নেত্রদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ এবং আকৃতি  
অতি ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগল। পুত্রশোকে দুঃখিত সে  
সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্ষীণস্বর নিশাচরবৃন্দকে  
বলল—  
মায়য়া মম বৎসেন বন্ধনার্থং বনৌকসাম।  
কিঞ্চিদেব হতং তত্র সীতেরমিতি দর্শিতম্ ৩৬  
'বানরদেরকে ছলনা করার উদ্দেশ্যে আমার পুত্র  
ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে একটি শরীরকে সীতা রূপে উপস্থাপিত  
করেছিল এবং সকলের সম্মুখে তাকে হত্যা করেছিল।  
তদ্বদং তথ্যমেবাহং করিষ্যে প্রিয়মাতনঃ।  
বেদেহীং নাশয়িষ্যামি ক্ষত্রবধুমনুরতাম্ ৩৭  
'সেই মিথ্যাকে আজ সত্যরূপে প্রতিপন্ন করে  
নিজের প্রিয় কাজ সম্পাদন করব। ক্ষত্রিয়ধর্ম রামের প্রতি  
অনুরক্ত সীতাকে আমি আজ হত্যা করব।'



ইত্যেবমুক্তা সচিবান্ খড়্গামাত্ত পরামুশং।  
উক্তা গুণসম্পন্নং বিমলাধরবর্চসম্। ৩৮  
নিষ্পাত স বেগেন সর্জ্যঃ সচিবৈর্বৃতঃ।  
রাবণঃ পুত্রশোকেন ভূষমাকুলচেতনঃ। ৩৯

মন্ত্রিদের প্রতি এইরূপ বলার পর রাবণ মুহূর্ত মধ্যে  
বিমলাধরের তুল্য জ্যোতির্মান রাজকীয় তরবারি কোষমুক্ত  
করল এবং পত্নীগণ ও মন্ত্রিবর্গের দ্বারা পরিবৃত হয়ে  
ক্রতবেগে অগ্রসর হল। পুত্রশোকে তার বিবেক সাতিশয়  
চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

সংক্রুদ্ধঃ খড়্গামাদায় সহসা যত্র মৈথিলী।  
ব্রজকং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য সিংহনাদং বিচুক্রুশুঃ। ৪০

সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তরবারি হস্তে সীতার উদ্দেশ্যে  
প্রস্থান করল। রাবণকে গমনোদ্যত দেখে মন্ত্রিবর্গ সিংহনাদ  
করতে লাগল।

উচুচ্চানোনামলিঙ্গ সংক্রুদ্ধঃ প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্।  
অসৌনং তবুভৌ দৃষ্টা মাতরৌ প্রব্যথিষ্যতঃ। ৪১

ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখে রাক্ষসেরা  
পরম্পরকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগল — ‘আজ  
রাক্ষসধিপকে দেবলে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই কাতর হয়ে  
পড়বে।

লোকপালা হি চত্বারঃ ক্রুদ্ধেনানেন নির্জিতাঃ।  
বহবঃ শত্রবশ্চান্যে সংযুগেশ্চিপাতিভাঃ। ৪২

‘যেহেতু, রাবণরাজ রোধাঘ্রিত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ  
চারজন লোকপালকে জয় করেছিলেন এবং বহুসংখ্যক  
অন্যান্য শত্রুদেরকেও সমরাজনে ভূলুপ্তিত করেছিলেন।

ত্রিশু লোকেষু রত্নানি ভুঙ্গে আকৃত্য রাবণঃ।  
বিক্রমে চ বলে চৈব নাস্ত্যস্য সদৃশো ভুবি। ৪৩

‘ত্রিভুবনে বহুমূল্য রত্নাদি জয়পূর্বক রাক্ষসরাজ ভোগ  
করেন এবং বীরত্ব ও শক্তিতে ভূমণ্ডলে তার তুল্য অন্য  
কেউ নেই।’

তেষাং সংজ্ঞমানানামশোকবনিকাং গতাম্।  
অভিদুস্ত্রাং বৈদেহীং রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। ৪৪

রাক্ষসেরা যখন এবংবিধ জল্পনা করছিল, তখন  
রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হয়ে অশোকবাটিকায় সীতার উদ্দেশ্যে  
সবেগে ধাবিত হল।

বার্যমাণঃ সুসংক্রুদ্ধঃ সুহৃদ্বিহিতবুদ্ধিভিঃ।  
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ খে গ্রহো রোহিণীমিব। ৪৫

শুভানুধ্যায়ী বহুগণ রাবণকে বারণ করলেও সে  
গ্রহমণ্ডলে রোহিণী নক্ষত্রের প্রতি অন্য গ্রহের  
পশ্চাদ্ধাবনের ন্যায় দ্রুততায় সীতার অভিমুখে অগ্রসর হতে  
লাগল।

মৈথিলী রাক্ষমাণা তু রাক্ষসীভিরনিক্টিভা।  
দদর্শ রাক্ষসং ক্রুদ্ধং নিদ্রিংশবরধারিণম্। ৪৬  
তং নিশম্য সনিদ্রিংশং ব্যথিতা জনকাক্ষজা।

নিবার্যমাণঃ বহুশঃ সুহৃদ্বিরনিবর্তিনম্। ৪৭

তখন সতীসাহধী সীতা রাক্ষসীদের পহরায় বিচল  
করছিলেন; তিনি দেখলেন—সাতিশয় ক্রুদ্ধ রাক্ষস (রাবণ)  
বিশালাকার তরবাঘি হাতে নিয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে  
এগিয়ে আসছে। যদিও তার সুহৃদবৃন্দ তাকে বারণ করে  
নিষেধ করছিল, তবুও সে প্রত্যাবৃত্ত হল না। এমতাবস্থায়,  
বৃহৎ তলোয়ারধারী রাবণকে আগমন করতে দেখে  
জনকনন্দিনী অন্তরে ভীষণ ব্যথিতা হলেন।

সীতা দুঃখসমাবিষ্টা বিলপপত্নীদমব্রীং  
যথায়ঃ মামভিক্রুদ্ধঃ সমভিদ্রবতি স্বরম্। ৪৮  
বধিষ্যতি সনাথাং মামনাথামিব দুর্মতি।

গভীর দুঃখে নিমগ্না সীতা বিলাপ করতে করতে  
বললেন—‘এই দুর্মতি রাক্ষস যেভাবে সক্রোধে আমার  
প্রতি বাধিত হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যেন আমার পতি  
শ্রীরামচন্দ্র বর্তমান থাকতেই আমাকে সে অসহায় অবস্থায়  
হত্যা করবে।’

বহুশ্চোদয়ামাস ভর্তারং মামনুরতাম্। ৪৯  
ভার্গা মম ভবন্থেতি প্রত্যাখ্যাতো ক্রবং ময়া।

‘আমি আমার পতিদেবের প্রতি অনুরক্তা হলেও  
রাবণ বহুবার আমাকে তার পত্নী হওয়ার জন্য অনুরোধ  
উপরোধ করেছে, কিন্তু সর্বতোভাবে সে আমার জন্য  
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

সোহয়ং মামনুপস্থানে ব্যক্তং নৈরাশ্যমাগতঃ। ৫০  
ক্রোধমোহসমাবিষ্টো ব্যক্তং মাং হস্তমুদতঃ।

‘আমার দ্বারা এইরূপে নিরাকৃত হওয়ার রস  
স্পষ্টতঃ হতাশ হয়েছে এবং আমাকে সত্যসত্যই

করতে উদ্যত  
অথবা তৌ  
মমিমিত্তমনাশে  
‘অথবা

সমবাজনে রাম  
করেছে।

জৈবো হি  
বহুনামিহ  
‘কেনন

সিংহগর্জন  
প্রিয়জনদের  
অহো বিত্তম

অথবা পু  
বিধিমিষ্যতি

‘হায় !  
থাকে, তাহলে  
অথবা, এও

অসমর্থ পুত্র  
আমাকেই হত

হনুমতস্ত  
যদ্যহং

নাদ্যেবমনুশে  
‘আমার

সম্মতি দেয়নি  
হয়েও শ্রীহনু

তাহলে পতির  
বারম্বার শোক

মনো তু হা  
একপুত্রা যদ

‘যদি যু  
সমাজার মহার

হৃদয় নিঃসঙ্গে  
সি হি জন্ম  
শর্মকার্য্যাপি  
‘তিনি



নিত্যহিতবুদ্ধিঃ।  
 ১। রোহিণীমিব ॥ ৪৫  
 ২। বারণ করলেও সে  
 প্রতি অন্য গ্রহের  
 অভিমুখে অগ্রসর হতে  
 সীতিরনিবর্তনা।  
 ৩। শবরধারিণম্ ॥ ৪৬  
 ৪। জনকাস্ত্রজা।  
 ৫। সীতিরনিবর্তনম্ ॥ ৪৭  
 ৬। শবর প্রহরায় বিরাজ  
 ৭। ক্রুদ্ধ রাক্ষস (রাবণ)  
 ৮। গার দিকে দ্রুতবেগে  
 ৯। হৃদ তাকে বারংবার  
 ১০। হত না। এমতাবস্থায়,  
 ১১। মন করতে দেখে  
 ১২। লন।  
 ১৩। পত্নীদমব্রবীৎ।  
 ১৪। পতি স্বয়ম্ ॥ ৪৮  
 ১৫। ব দুর্মতিঃ।  
 ১৬। লাপ করতে করতে  
 ১৭। বে সক্রোধে আমার  
 ১৮। যন আমার পতিদেব  
 ১৯। সে অসহায় অবস্থায়  
 ২০। মামনুরতাম্ ॥ ৪৯  
 ২১। প্রবং ময়া।  
 ২২। ত অনুরক্তা হলেও  
 ২৩। আর জন্য অনুরোধ-  
 ২৪। সে আমার দ্বারা  
 ২৫। বরাদ্দ্যগতঃ ॥ ৫০  
 ২৬। হস্তমুদ্যতঃ।  
 ২৭। ত হওয়ায় রাবণ  
 ২৮। কে সত্যসত্যই বধ

কর্তে উদ্যত হয়েছেন।

অথবা জৌ নরব্যগ্রৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৫১  
 অগ্নিমিত্রমনার্যেণ সমরেহদ্য নিপাতিতৌ।

অথবা এই মীচ রাক্ষস আমার জন্য আজ  
 সমরক্ষেত্রে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই পুরুষশত্রুদলকে নিপাতিত  
 করেছে।

কেনবা হি মহান্ নাদো রাক্ষসানাং শ্রুতৌ ময়া ॥ ৫২  
 কুমারিহি কষ্টানাং তথা বিক্লেশতাং প্রিয়ম্।

কেননা, আমি ইতাবসরে রাক্ষসদের বড় ভয়ানক  
 শব্দশ্রবণ করেছি ; আনন্দে বহুসংখ্যক রাক্ষস  
 প্রাজনদের চিংকার করে ডাকছে, তাও শুনেছি।

কথো বিষ্ণুমিমিত্তোহয়ং বিনাশো রাজপুত্রয়োঃ ॥ ৫৩  
 কথ্য পুত্রশোকেন অহত্বা রামলক্ষ্মণৌ।

কিমিষ্যতি মাং রৌদ্রো রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৪

‘হয় ! যদি আমার জন্য রাজপুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হয়ে  
 থাকে, তাহলে নিজেকে ধিকার দিতে ইচ্ছে করছে,  
 অথবা, এও হতে পারে যে—রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করতে  
 কসম পুত্রশোকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এই ক্রুদ্ধ রাক্ষস  
 আমারই হত্যা করবে।

কমতস্ত তদ্ বাক্যং ন কৃতং ক্ষুদ্রয়া ময়া।

কথং তস্য পৃষ্ঠেন তদায়াসমনির্জিতা ॥ ৫৫

নানৈবমনুশোচেয়ং ভর্তৃরঙ্কগতা সতী।

‘আমার মতো অল্প ক্ষুদ্র নারী শ্রীহনুমানের বাক্যে  
 সন্তোষ দেখনি। যদি তখন আমি শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বিজিতা না  
 হইতাম শ্রীহনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করে প্রস্থান করতাম,  
 তাহলে পতির অঙ্কে আশ্রয় পেয়ে আজ আমাকে এইরূপে  
 বরষার শোক করতে হত না।

কথ্য তু হৃদয়ং তস্যাঃ কৌসল্যায়াঃ ফলিষ্যতি ॥ ৫৬

একপুত্রা যদা পুত্রং বিনষ্টং শ্রোষ্যতে যুধি।

‘যদি যুদ্ধে একমাত্র পুত্রের (অর্থাৎ শ্রীরামের) নিধন  
 হইতাম মহাবাহী কৌশল্যাকে শুনতে হয়, তাহলে তাঁর  
 হৃদয় নিঃসন্দেহে বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

সি হি জহ্য চ বাল্যং চ যৌবনং চ মহাক্ষনঃ ॥ ৫৭

অকর্ম্মাণি রূপং চ রুদতী সংস্মরিষ্যতি।

‘তিনি (কৌশল্যা) ক্রন্দন করতে করতে নিজের মহৎ

পুত্রের জন্ম, বাল্যাবস্থা, যৌবন, ধর্ম-কর্ম এবং রূপের  
 চিন্তন করতে থাকবেন।

নিরাশা নিহতে পুত্রে দত্তা শ্রাদ্ধমচেতনা ॥ ৫৮

অগ্নিমাবেক্ষ্যন্তে নুনমপো বাপি প্রবেক্ষ্যতি।

‘আত্মজের নিধনে হতাশ ও বিমূঢ় বালী কৌশল্যা  
 শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে অগ্নিতে প্রবেশ করবেন অথবা সরযু  
 নদীতে আত্মবিসর্জন দেবেন।

বিগম্ব কুজামসতীঃ মহরাং পাপনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৯

মহিমিত্তমিমং শোকং কৌসল্যা প্রতিপৎসাতে

‘পাপ-চিন্তাকারিণী সেই দুষ্টা ও কুজা মহরাকে  
 ধিকার, যার কারণে আমার শত্রুশত্রু কৌশল্যাকে পুত্রশোক  
 সহ্য করতে হবে।’

ইত্যেবং মৈথিলীং দুষ্টা বিলপন্তীঃ তপস্বিনীম্ ॥ ৬০

রোহিণীমিব চক্রেণ বিনা গ্রহকশং গতাম্।

এতস্মিন্নন্তরে তস্য অমাত্যঃ শীলবান্ শুচিঃ ॥ ৬১

সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণঃ রক্ষসাং বরম্।

নিবায়মাণঃ সচিবৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬২

চন্দ্রমা থেকে বিরহিত এবং অন্য কোন ক্রুর গ্রহের  
 বশীভূত রোহিণীর তুল্য তপস্বিনী সীতাকে এইভাবে বিলাপ  
 করতে দেখে রাবণের সুশীল ও শুদ্ধাচারী সুপার্শ্ব নামক  
 বুদ্ধিমান মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীগণের নিষেধ সত্ত্বেও সেইক্ষণে  
 রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ বলল—

কথং নাম দশগ্রীব সাক্ষাৎপ্রবণানুজ।

হস্তমিচ্ছসি বৈদেহীং ক্রোধাদ্ ধর্মমপাস্য চ ॥ ৬৩

‘মহারাজ দশগ্রীব ! তুমি কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা ;

কিন্তু ক্রোধের কারণে ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেহ-  
 রাজকুমারীর নিধনে কেন উদ্যত হয়েছ ?

বেদবিদ্যারতমাতঃ স্বকর্মনিরতস্তথা।

প্রিয়ঃ কস্মাদ্ বধং বীর মনাসে রাক্ষসেশ্বর ॥ ৬৪

‘বীর রাক্ষসরাজ ! তুমি ব্রহ্মচার্যরত পালনপূর্বক

গুরুকুলে বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ করেছ এবং তারপর থেকে  
 নিজের কর্তব্যে অবিচল থেকেছ ; তাহলে কি কারণে

স্ত্রীলোকের নিধন উচিত মনে করছ ?

মৈথিলীঃ রূপসম্পন্নাং প্রভাবেক্ষ্ষ পাখিব।

তস্মিন্নেব সহস্রাভিরাহবে ক্রোধমুৎসৃজ ॥ ৬৫

‘তিনি (কৌশল্যা) রূপসম্পন্নাং প্রভাবেক্ষ্ষ পাখিব।

'হে পৃথিবীপতি ! মিথিলা রাজকুমারীর দিবা রূপ  
নিবীক্ষণ করো (এবং দয়া করো) তথা আমাদের সঙ্গে  
গিয়ে যুদ্ধে রামের উপরে তোমার ক্রোধ প্রকট করো  
অভ্যুত্থানঃ কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী।  
কৃষ্ণা নির্ঘাঘমায়াঃ বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ। ৬৬  
'আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। অতএব যুদ্ধের প্রস্তুতি  
নিয়ে আগামীকাল অমাবসায় সসৈন্যে বিজয়-অভিযানে  
গমন করো।  
শূরো ধীমান্ রথী খড়্গী রথপ্রবরমাহিতঃ।  
হস্তা দাশরথিঃ রামঃ ভবান্ প্রাজ্ঞাতি মৈথিলীম্। ৬৭  
'তুমি শূরবীর, বুদ্ধিমান এবং মহাবীর। উত্তম

রথোপরি আরুঢ় হয়ে খড়্গাযুধ হয়ে যুদ্ধ করে  
দশবশনন্দন রামকে নিশান করে তুমি মিথিলেশ্বরকন্যা  
সীতাকে লাভ করবে।'  
স তদ্ দুঃখান্না সুহৃদা নিবেদিতঃ  
বচঃ সুধর্মাঃ প্রতিগৃহ্য মানসঃ  
গৃহং জগামাথ ততশ্চ বীর্যবান্  
পুনঃ সভাং চ প্রযায়ৌ সুহৃদবৃত্তঃ ৬৮  
মিত্র কর্তৃক উচ্চারিত সেই উত্তম ও ধর্মমুখ  
বচনসমূহ স্বীকার করে নিয়ে বলবান দুঃখান্না রাবণ প্রাসাদে  
প্রত্যাবৃত্ত হল এবং পুনরায় সুহৃদবৃন্দ পরিবৃত্ত হয়ে  
রাজসভায় প্রবেশ করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাঙ্গালীকীর্ত্তে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

## ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৩)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার

স প্রবিশা সভাং রাজা দীনঃ পরমদুঃখিতঃ।  
নিষাদাদাসনে মুখ্যে সিংহঃ ক্রুদ্ধ ইব শ্বসন্। ১  
রাজসভায় প্রবেশ করে রাক্ষসরাজ অত্যন্ত দুঃখী তথা  
বিষম বদনে উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট হল এবং ক্রুদ্ধ  
সিংহের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।  
অব্রবীচ্চ স তান্ সর্বান্ বলমুখ্যান্ মহাবলঃ।  
রাবণঃ প্রাজ্ঞলির্বাধ্যঃ পুত্রবাসনকর্ষিতঃ ২  
মহাবলী সেই রাক্ষসাদিগ্ন রাবণ পুত্রশোক জর্জরিত  
হয়ে সৈন্যদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদেরকে করজোড়ে  
বলল—  
সর্বে ভবন্তঃ সর্বেণ হস্ত্যশ্বেন সমাবৃত্তাঃ।  
নির্ঘাস্ত রথসংক্রান্ত পাদান্তেচোপশোভিতাঃ ৩  
একং রামঃ পরিক্ষিপ্য সমরে হস্তমর্হথ।  
বর্ষন্তঃ শরবর্ষণি প্রাবৃট্কালা ইবাহুদাঃ ৪  
'বীরগণ ! তোমরা সকলে সমস্ত হস্তী, অশ্ব,

রথসমুদায় তথা পদাতিক সৈন্যাদল পরিবৃত্ত ও সমরসজ্জা  
সুসজ্জিত হয়ে নগর থেকে যুদ্ধাভিযানে যাও এবং  
বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় রণভূমিতে শরবর্ষণ করতে করো  
একমাত্র রামকেই চতুর্দিক থেকে আক্রমণপূর্বক হত্যা  
করো।  
অথবাহং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভিন্নগাত্রঃ মহাবলঃ।  
ভবন্তিঃ শ্বো নিহস্তাস্মি রামং লোকস্য পশ্যতাঃ ৫  
'অথবা আমি আগামী কালের মহাসমরে তোমাদের  
সাথে নিয়ে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রামের শরীরকে ভিন্ন  
ভিন্ন করে সকলের চোখের সামনে তাকে বধ করব'  
ইত্যোতদ্ বাক্যমাদায় রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ  
নির্ঘমুস্তে রথৈঃ শীঘ্রৈর্নানানীকৈশ্চ সংযুতাঃ ৬  
রাক্ষসরাজের এই আদেশ শিরোধার্য করে  
সকল রাক্ষসগণ দ্রুতগামী রথসমুদায় এবং নানাতর  
পারঙ্গম যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে লঙ্কাপুরী

বিনির্গত হল।  
পরিধান  
শরীরাকরান্  
বানরাষ্ট্র ক্রমান্  
সেই সকল  
(সৌহ গদার  
(তীক্ষ্ণমুখ শস্ত্র  
হস্তক অস্ত্র প্র  
রাক্ষসদের উপ  
লাগল।  
স সংগ্রামো  
রাক্ষসাং বা  
সূর্যোদয়  
তুমুল যুদ্ধ মহ  
তে গদাভিষ্টি  
অন্যোন্ম্য  
বানর  
প্রাস, তলো  
করতে লাগল  
এবং প্রব  
রাক্ষসাং ব  
এইভ  
সর্বব্যাপী ধূ  
প্রবাহে শমী  
মাতঙ্গরথক  
শরীরসংঘা  
রণত  
যেখানে  
নিহত হবি  
তীররেখার  
মৎস্যের স  
বৃক্ষবাজির  
ততস্ত্রে  
ধবজবর্মর  
আশ্রুতাপ  
যু  
সমরাস্ত্রে



হয়ে যুদ্ধ করো।  
তুমি মিশিলেন শকুন্তলী

৩২  
গ্ৰন্থ রাবণঃ।  
ন  
শ্রী সুহৃদবৃত্তঃ ॥ ৬৮  
উত্তম ও ধর্মানুকূল  
দুরাশ্রয় রাবণ প্রাসাদে  
দবন্দ পরিবৃত্ত হয়ে

11

বিবৃত ও সমরসজ্জায়  
ভিষানে যাও এবং  
বর্ষা করতে করতে  
আক্রমণপূর্বক হত্যা

মহাহবে  
 কস্মা পশ্যতঃ । ৫  
 মহাসমরে তোমাদের  
 মের শরীরকে ছিন-  
 কে বধ কববা’  
 স্য রাক্ষসাঃ ।  
 শ্চ সংযুতাঃ । ৬  
 রোধ্য করে সেই  
 য এবং নানাভাবে  
 লক্ষাপুরী থেকে

নির্দিষ্ট স্থান  
পরিধান  
শরৎকালীন  
সর্বোচ্চ  
চিকিৎসা  
প্রতি। ৭

সর্বোচ্চ  
সৈন্য  
বাহিনী  
প্রতি চিকিৎসা।

সেই সকল বাহিনীগণ বানর সৈন্যদের দিকে পরিষ্কার  
গদাঘাত অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্করণ), পট্টিকা  
প্রকার), শব্দসমূহ, তরবারি ও কুঠারাদি  
অস্ত্র প্রক্ষেপ করতে লাগিল এবং বানর গণও  
উপরে বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি প্রতি প্রহার করতে  
লাগিল।

সংগ্রামো মহাভীমঃ সূর্যসোদয়নং প্রতি । ৮  
বানরাণাং চ ভূমলঃ সমপদ্যত  
সূর্যোদয়কালে বাক্ষসসৈন্যে ও বানরসৈন্যদের মধ্যে  
হুদ্ধ যুদ্ধ মহাভয়ংকর হয়ে উঠল।  
ত্রে ধদাভিচ্চ চিত্রাভিঃ প্রাটসৈঃ খট্টোঃ পরশুখৈঃ । ৯  
অন্যান্যঃ সমরে জগুদ্ভদা বানররাক্ষসঃ ।

বানর এবং রাক্ষস তখন যুদ্ধক্ষেত্রে বিচিত্র গদা, গদ্য, তলোয়ার ও কুঠাবাদি দিয়ে একে অন্যকে নিধন করতে লাগল।

এং প্রবৃন্তে সংগ্রামে হস্তুতং সুমহদ্রজঃ। ১০  
কসং বানরাণাং চ শাক্তং শোণিতবিস্রবৈঃ।

এইভাবে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে যে আশ্চর্যজনক ও  
সর্বাপি ধূলিরাশি উড়ছিল তা বাতাস ও বানরগণের ক্রিয়  
প্রবাহে শমীভূত হয়ে গেল।

পাণ্ডুরথকূলাশ্চ      শরমৎস্যা      ধবজক্রমাঃ । ১  
 শরীরসংঘাটবহাঃ      প্রসঙ্গঃ      শোণিতাপগাঃ ।

রণভূমিতে রক্তের নদীসমূহ প্রবাহিত হতে লাগল।  
যেখানে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় শরীরসমুদায় ভাসমান ছিল  
নিহত হস্তিসকল ও ধ্বস্ত রথসমূহের চূড়াগুলি নদী  
তীরেবোঝার ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছিল। ভাসমান শরগুলি  
বহুসংখ্যক সদৃশ ছিল এবং রথের উঁচু উঁচু ধ্বজাগুলি তটবর্তী  
বৃক্ষরাজির মতো শোভা পাচ্ছিল।

তত্ত্ব বানরাঃ সৰ্বে শোণিতৌষধিপৰিত্তাঃ চ।  
নান্যবৰ্মরথানশ্যান নানাপ্রহরণানি বিহুঃ ২

আধুতাপ্ত সমরে বানরেদ্রা বভীষ্মদ্রো  
যদে বানবগণ বভীষ্মদ্র অবস্থায় লক্ষিয়ে লক্ষিয়ে

সহায়নে প্রতিপক্ষ রাক্ষসদের ধ্বজ, কবচ, রথ, পদ

ও নানাবিধ অসু-মসু বিনাশ করিতে লাগল।  
কেশান্ কর্ণজালাট

বানরগণ নিজেদের কী

নিশাচরদের কেশ, কান, ললাট এবং শাসিকা কর্তন করে  
এগুলিকে মাটিতে

একেকঃ রাশিসং সংখ্যা শতঃ বাণরপূজনাঃ।  
অভ্যুদয়ঃ ক্ষণিৎ বৃক্ষঃ শকুনয়ো যথা॥ ১৫

ধাবিত হয়, তেমন করেই এক এক জন বাস্কসের দিকে

তদা গদাভির্ভবীড়িঃ প্রাসৈঃ খট্জৈঃ পরশুদৈঃ।

এই সুযোগে পর্বতাকার রাক্ষসেবাও ভগ্নী গদা,  
পাস, তবোখাল এ কাঠোবাড়ি ছিঁয়া ভ্রাতার বানবস্তুর কক্ষ

করতে লাগল  
 ব্রাহ্মসর্বস্বায়ানন্দাঃ      বানরাণাঃ      মহাচমঃ ।

শরণাঃ শরণঃ যাত্রা দ্বাভ্যং দশরথাজ্ঞান ॥ ১৭  
রাক্ষসকণ কটুক হন্যমান বাহুবলৈন্যদের বিশাল

বাহিনী শরণাগতবৎসল স্মরণনন্দন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের  
শরণাগত হল,

ততো রামো মহাতেজা ধনুর্দানম্ বিশ্ববান্.  
প্রবিশ্য ব্রাহ্মসং সৈন্যঃ শরবর্ষঃ বর্ষ চ ১৮

এই পরিস্থিতিতে বঙ্গশাসন মন্ত্রকর্তৃক প্রাপ্ত  
ধনুর্বাণ হাতে রাষ্ট্রসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে বানবর্ষণ

আরম্ভ করিলেন।  
প্রবিশ্যঃ তু তদা রামঃ মেঘাঃ সূর্যমিবাহরে।  
নির্দহন্তঃ শরাগিনী। ১৯

আকাশের মেঘমালা যেমন দাবদাহবুজ সূর্যকে  
আবহমান পাবে না, সেইরূপ শরাগ্নির তাপে বান্ধস

সেনাদের দহনকারী সৈন্যদের মধ্যে স্থিত শ্রীরামচন্দ্রকে  
বিকটাকৃতি নিশাচরবৃন্দ সংযত করতে অসমর্থ

২. হজ, সম্ভারাগি, ব্রাহ্মণ, রজনীচরাঃ।

৩ কৃতানোব রথে রাহস্য দদন্তঃ  
শিখাচর বাক্যসংগণ কৰ্মাশাসকরাণ  
বনভূমিতে শ্রীৰামচন্দ্র কৰ্তৃক  
কৰ্মের সাক্ষী হয়,

সম্পাদিত অত্রান্ত জ্ঞানক ও মুকামন

20 1 Front



(কিন্তু ভগবান রামের স্বরূপ বুঝতে পারল না)

চালয়ন্তঃ মহাসৈন্যং বিধমন্তঃ মহারথান্।

দদৃশুস্তে ন বৈ রামং বাতঃ বনগতং যথা॥ ২১

জঙ্গলের বনশপতিরাজি লগুড়গুকারী প্রভঞ্জনকে  
যেমন চোখে দেখা যায় না, সেইরূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র  
নিশাচরদের বিশাল সেনানীকে যুদ্ধে বিচলিত করতে করতে  
বহুসংখ্যক মহাবীর রথ-ধ্বজা বিচূর্ণ করলেও তিনি  
রাক্ষসপক্ষের চক্ষুগোচর হলেন না।

হিরঃ তিরঃ শরৈর্মধ্যঃ প্রভগ্নঃ শস্ত্রপীড়িতম্।

বলঃ রামেণ দদৃশুঃ রামং শীঘ্রকারিণম্॥ ২২

রাক্ষসপক্ষের সৈন্যরা শ্রীরাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত  
শরসমূহে স্বপক্ষের সৈন্যদলকে ছিন্ন-ভিন্ন, দক্ষ, ভগ্ন  
এবং আহত হতে দেখল; কিন্তু সাতিশয় ক্ষিপ্তভায় যুদ্ধরত  
হওয়ায় শ্রীরাম তাদের দৃষ্টিগোচর হলেন না।

প্রহরন্তঃ শরীরেষু ন তে পশ্যন্তি রাঘবম্।

ইন্দ্রিয়াণেষু তিষ্ঠন্তঃ ভূতাত্ত্বানমিব প্রজাঃ॥ ২৩

শত্রুপক্ষীয় সেনাগণের শবপ্রহাবক শ্রীরঘুনাথকে  
তারা চোখে দেখতে পেল না; যেমন করে ইন্দ্রিয়গণের  
বিষয়ীভূত জীবগণ সকল চরাচরে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও  
জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

এষ হস্তি গজানীকমেঘ হস্তি মহারথান্।

এষ হস্তি শরৈষ্টীকৈঃ পদাতীন্ বাজিভিঃ সহ॥ ২৪

ইতি তে রাক্ষসাঃ সর্বৈ রামস্য সদৃশান্ রশে।

অন্যোন্য়ং কুপিতা জঘ্নুঃ সাদৃশ্যাদ্ রাঘবস্য ভু॥ ২৫

এই রাম গজারূঢ় সৈন্য নিধন করছে, ওই  
সেইখানেও রাম মহাবীরদের বধ করছে, তীক্ষ্ণ শরক্ষেপে  
অশ্বসহিত পদাতিক সৈন্যদের হত্যা করছে, তাও রামই  
এইভাবে শত্রুপক্ষীয় রাক্ষসসৈন্যাগণ নিজেদের সঙ্গে  
রামের অবিকল সাদৃশ্যবশতঃ যুদ্ধে ক্রোধোদ্বিগ্ন হয়ে  
পরস্পরকে অর্থাৎ রামের প্রতিরূপ নিজেদেরকে হত্যা  
করতে লাগল

ন তে দদৃশিরে রামং দহন্তমপি বাহিনীম্

মোহিতাঃ পরমাত্ত্রেণ গাজর্বেণ মহান্মনা॥ ২৬

মহাত্মা রামচন্দ্র কর্তৃক গাজর্ব, অস্ত্রে মোহিত হওয়ায়  
রাক্ষস সৈন্যাগণ ঝগাঝগিতে শত্রুবাহিনীকে দক্ষকারী রামকে  
চক্ষুশ্রবণ করতে পারল না।

তে তু রামসহস্রাণি রশে পশ্যন্তি রাক্ষসাঃ

পুনঃ পশ্যন্তি কাকুৎস্থমেকমেব

এইভাবে যুদ্ধে রাক্ষসেরা কখনও কখনও রামকে

হাজার রামকে দেখতে লাগল, কখনও একক রামকে

দেখল

শ্রমস্তীঃ কাঞ্চনীঃ কোটিং কার্মুকস্য মহান্মনা

অলাতচক্রপ্রতিমাং দদৃশুস্তে ন রাঘবম্॥ ২৭

তারা কার্মুকের হৈম কোটি অর্থাৎ ধনুকের প্রায়  
অলাতচক্রের (অর্থাৎ বলিচক্রের) ন্যায় ক্রান্তবর্তে ঘূর্ণি  
হতে দেখছিল, কিন্তু রঘুনাথকে সশরীরে দেখতে পারি  
না।

শরীরনাতি সত্বাচিঃ শরারং নেমিকার্মুক

জ্যাঘোষতলনির্ঘোষং তেজোবুদ্ধিগুণপ্রভম্॥ ২৮

দিব্যাত্ত্বগুণপর্যন্তঃ নিয়ন্তঃ যুধি রাক্ষসান্

দদৃশু রামচক্রং তৎ কালচক্রমিব প্রজাঃ॥ ২৯

রণাঙ্গনে রাক্ষসসেনানীকে সংহারকারী শ্রীরাম  
সাক্ষাৎ অতি বেগবান চক্রসদৃশ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর  
শরীরের মধ্যভাগ, অর্থাৎ নাভি, চক্রের নাভি সদৃশ  
বল-বীর্ঘ চক্রের ঘূর্ণন জনিত অগ্নিশুনিষ্করণ ছিল  
শরসমূহ অরসমুদায় তুল্য, ধনুক চক্রের নেমির ন্যায়  
ধনুকের টংকার ও তলধ্বনি চক্রের বেগসমুত ঘর্ষরব  
তুলনীয়, রামচন্দ্রের তেজ, বুদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত প্রভৃতি গুণবর্তী  
চক্রের দীপ্তি তথা দিব্যাত্ত্বের গুণপ্রভাব চক্রের নিশিচক্র  
(অর্থাৎ 'ধার') ছিল। প্রলয়কালে যেমন প্রজা কালচক্র  
স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে, সেইরূপ রাক্ষসেরা সেক্ষ  
শ্রীরামরূপী বেগবান চক্রকে সাক্ষাৎ করছিল।

অনীকং দশসাহস্রং রথানাং বাতরংহসাম্।

অষ্টাদশ সহস্রাণি কুঞ্জরাণাং তরঘিনাম্ ৩০

চতুর্দশ সহস্রাণি সারোহাণাং চ বাজিনাম্

পূর্ণে শতসহস্রে ধ্বং রাক্ষসানাং পদাতিনাম্ ৩১

দিকসম্যষ্টভাগেন শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।

হতানোকেন রামেণ রক্ষসাং কামরূপিণাম্ ৩২

দিবসের অষ্টম প্রহরে শ্রীরামচন্দ্র একই জলন্ত অগ্নি

শিখা সদৃশ শরসমূহে বহুরূপী রাক্ষসদের, বাঘুর সদৃশ

বেগশালী দশহাজার রথ, অষ্টাদশ সহস্র বেগবান হস্তি,

চতুর্দশ সহস্র অশ্ব সহিত অশ্বারোহী এবং দু'লাব পদাতিক

নিশাচর সৈন্যদেরকে সংহার করলেন

তে হতাস্থা হতরথাঃ শাস্তা বিমথিতধ্বজাঃ

জতিপেভুঃ পুরীং ক  
জীবিতাবশিষ্ট

বিনাশ তথা পতাকা-ধ

সঙ্গাপুরী অভিযুখে প্রহ

হতগজপদাত্যশৈলদ

অগ্নিভূমিঃ ক্রুদ্ধ

নিহত হস্তি-অ

সেই রণভূমি ক্রুদ্ধ র

লাগল।

ততো দেবাঃ স

সামু সাধ্বিতি র

তদনন্তর দেব

সামু উচ্চারণে

করলেন।

অবীচা ভদা

মহাভবে। ২৭  
কখনও কখনও হাজার  
কখনও একক রামচন্দ্রে

কিসা মহাভবঃ।  
ন রাঘবম্। ২৮  
অর্থাৎ ধনুকের প্রান্তকে  
ন্যায় ক্রতবেগে ঘূর্ণিত  
গরীরে দেখতে পাচ্ছি

নেমিকার্মকম্।  
জাবুকিগুণপ্রভম্। ২৯  
শি রাক্ষসান্।

ফমিব প্রজাঃ। ৩০  
গংহারকারী শ্রীরামচন্দ্র  
য়ে উঠেছিলেন। তাঁর

ক্রর নাভি সদৃশ ছিল,  
শ্রীক্ষুণ্ণিস্বরূপ ছিল,  
ক্রর নেমির ন্যায় এবং

বগসমুদ্র ঘর্ষর ধ্বনির  
কান্তি প্রভৃতি গুণাবলী  
ব চক্রের নিশিচ অংশ

মন প্রজা কালচক্রের  
রাক্ষসেরা সেক্ষণে  
করছিল।

বাতরংহসাম্।  
তরস্বিনাম্। ৩১  
চ বাজিনাম্।

পদাতিনাম্। ৩২  
নিশিখোপমৈঃ।  
কামরূপিনাম্। ৩৩

একটি জলন্ত অগ্নি  
সদেব, বায়ুর সদৃশ  
বহু বেগবান হস্তী,  
বং দু'লাখ পদাতিক

মথিতমজাঃ।

পতিপেতুঃ পুরীং লঙ্কাং হতশেষা নিশাচরাঃ। ৩৪  
জীবিতবশিষ্ট রাক্ষসেরা রথ-অশ্বাদি সমরশক্তির  
বিনাশ তথা পতাকা-ধ্বজা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায় নিরাশ হয়ে  
লঙ্কাপুরী অতিমুবে প্রস্থান করল।

হৃৎগজপদাত্যশ্বেতদ বভূব রণাজিরম্।  
রাসীভূমিঃ ক্রুদ্ধসা রুদ্রস্যেব মহাভবনঃ। ৩৫  
নিহত হস্তি-অশ্ব-পদাতিকদের শবসমুদয়ে পরিপূর্ণ  
সেই বগভূমি ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমিতুল্য প্রতীত হতে

লাগল।  
যতো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।  
গমু সাক্ষিতি রামসা তৎ কর্ম সমপূজয়ন্। ৩৬

তদনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ 'সাধু-  
সাবু' উচ্চারণে শ্রীরামচন্দ্রের সেই কর্মকে প্রশংসা  
করলেন।

স্ববীচ তদা রামঃ সুগ্ৰীবঃ প্রতানন্তরম্।

বিতীযণং চ ধর্মাদ্যা হনুমন্তঃ চ বানরম্। ৩৭  
জাহ্নবন্তঃ হরিশ্রেষ্ঠঃ যৈনং দ্বিবিদমেব চ।  
এতদব্রবলং দিবাং মম বা ত্রাণকস্য বা। ৩৮

সেইসময় ধর্মাদ্যা শ্রীরামচন্দ্র পার্শ্ব দণ্ডায়মান সুগ্ৰীব,  
বিতীযণ, কণিবর হনুমান, জাহ্নবান, কণিশ্রেষ্ঠ মৈন্দ এবং  
দ্বিবিদকে বললেন — এই দিন্যাত্রেয় শক্তি যেমন আমার  
মধ্যে তেমনি স্বয়ং ভগবান শঙ্করের মধ্যেও আছে।

নিহতা তাং রাক্ষসরাজবাহিনীং  
রামতদা শক্রসমো মহাভা  
অস্ত্রেষু শস্ত্রেষু জিতক্রমশ্চ  
সংদ্রুযতে দেবগণৈঃ প্রহুটৈঃ। ৩৯

তখন অস্ত্র-শস্ত্রের সগললে অনিশ্রান্ত ও ইন্দ্রতুল্য  
তেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণের সৈন্যদলকে  
সংহার করে প্রহুট দেবতাগণের দ্বারা সুপ্রশংসিত  
হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিবিভিতমঃ সর্গঃ। ৯৩।

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিবিভিতম সর্গ সমাপ্ত। ৯৩।

## চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ (৯৪)

### রাক্ষসীগণের বিলাপ

তনি নাগসহস্রাণি সারোহাণি চ বাজিনাম্।  
রথানাং হৃগ্নিবর্ণানাং সধ্বজানাং সহশ্রাণাং। ১  
রাক্ষসানাং সহস্রাণি গদাপরিঘয়োমিনাম্।

কাক্ষনধ্বজচিত্রাণাং শূরাণাং কামরূপিনাম্। ২  
নিহতানি শরৈর্দীপ্তস্তম্বকাক্ষনভূষণৈঃ।  
রাবণেন প্রযুক্তানি রামেণাক্রিষ্টকর্মণা। ৩

সদ্রাজ্যে হতশেষা নিশাচরাঃ।  
স সন্ত্রাস্তা দীনাক্ষিত্যপরিপ্লুতাঃ। ৪  
রাক্ষসাস্ত সমাগম্য

রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক যুদ্ধার্থে প্রেরিত হাজার  
হাজার হস্তী, অশ্বারোহী সৈন্যসহ হাজার হাজার অশ্ব,

ধ্বজায় সুশোভিত অগ্নিপ্রভার তুল্য দেদীপ্যমান হাজার-  
হাজার রথসমুদায় এবং গদা ও পরিঘাদি সমেত যুদ্ধকারী  
হাজার-হাজার শূরবীর রাক্ষসসৈন্য অনায়াসে কর্মকারী

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের তপ্তকাক্ষনবর্ণ ও সুবর্ণমণ্ডিত  
দীপ্তিমান শরসমূহে নিহত হলে অবশিষ্ট জীবিত রাক্ষসেরা  
ভয়াবিহীন হয়ে পড়ল এবং লঙ্কায় গিয়ে রাক্ষসীদের কাছে

গভীর দুঃখ এবং চিন্তা প্রকাশ করল।  
বিধবা হতপুত্রাশ্চ জোনাক্যো হতবান্ধবাঃ।  
রাক্ষসাঃ সহ সঙ্গম্য দুঃখার্থাঃ পর্ষদেবয়ন্। ৫

যাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু প্রমুখ যুদ্ধে নিহত



হয়েছে, সেইসকল অনাথ রাক্ষসীগণ দলে দলে একত্রিত হয়ে দুঃখে বিলাপ করতে লাগল —

কথং শূর্ণপথা বৃদ্ধা করালো নির্ণতোদরী।  
আসাদ বনে রামঃ কন্দর্পসমরূপিণম্॥ ৬

‘হায় ! ভীষণদর্শনা বৃদ্ধা নতোদরী শূর্ণপথা অরণ্যমধ্যে কামদেবের তুল্য রূপবান শ্রীরাম সন্নিধানে কামার্তা হয়ে কেন অভিসার করল— অর্থাৎ কিভাবে তার এই সাহস হল ?’

সুকুমারঃ মহাসত্ত্বঃ সর্বভূতহিতে রতম্।  
তং দৃষ্টা লোকবথ্যা সা হীনরূপা প্রকামিতা॥ ৭

‘ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সুকুমার ও মহান বলশালী এবং তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন, তাঁকে দেখে কুরূপা রাক্ষসী শূর্ণপথা তাঁর প্রতি কামতাবাপন্বী হয়ে গেল— ইহা দুঃসাহস মাত্র ! এই দুষ্টা রাক্ষসী সকলের বধার্থে

কথং সর্বজ্ঞৈর্হীনা গুণবত্ত্বং মহৌজসম্।  
সুমুখঃ দুর্মুখী রামঃ কাময়ামাস রাক্ষসী॥ ৮

‘কোথায় সর্বাগুণাধিত, মহাবলশালী তথা সুমুখশ্রীসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্র আর কোথায় সর্বপ্রকারে গুণহীনা, কুৎসিত মুখশ্রী রাক্ষসী। কি বুদ্ধিতে সে শ্রীরামকে কামনা করল ?’

জনসাম্যাদ্ভাগ্যত্বাদ্ বলিনী শ্বেতমূৰ্খজা।  
অকার্যমপহাস্যং চ সর্বলোকবিগর্হিতম্॥ ৯

রাক্ষসানাং বিনাশায় দুষণস্য খরস্য চ।  
চকারাপ্রতিরূপা সা রাঘবস্য প্রখর্বণম্॥ ১০

‘লঙ্কানিবাসী জনগণের দুর্ভাগ্য যে বয়সোচিত বলি ও পলিতে আক্রান্তা রাক্ষসী — যে কোনভাবেই শ্রীরামের যোগ্য নয়, সেই খর, দুষণ এবং অন্যান্য রাক্ষসদের বিনাশের হেতু শ্রীরামকে স্পর্শ করার প্রয়াস-রূপ সর্বপুরবাসিদের নিন্দাযোগ্য উপহাস্যকর কুৎসিত কর্ম করেছে।

তন্নিমিত্তমিদং বৈরং রাবণেন কৃতং মহৎ।  
বধায় সীতা সাহসনীতা দশগ্রীবো রাক্ষসা॥ ১১

‘তার (অর্থাৎ, শূর্ণপথার) কারণেই রাক্ষস রাবণ এই মহাবৈরিতা সৃষ্টি করেছে রাঘবের সাথে এবং নিজের

ও রাক্ষসকুলের বিনষ্টির হেতু দশানন সীতাদেবীকে অপহরণ করে এনেছে।

ন চ সীতাঃ দশগ্রীবঃ প্রাপ্তোতি জনকান্বজাম্।  
বধং বলবতা বৈরমক্ষয়ং রাঘবেণ চ॥ ১২

‘সীতাকে দশমুখ রাক্ষস রাবণ কোনমতে (পত্নীরূপে) লাভ করতে পারবে না, পরন্তু সে বন্য রঘুনাথের সঙ্গে চিরন্তন শত্রুতায় আবদ্ধ হয়েছে বৈদেহীঃ প্রার্থয়ানং তং বিরোধং প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্ হতমেকেন রামেণ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ১৩

‘বৈদেহীকে কামনাকরী বিরোধ নামক রাক্ষসে শ্রীরামচন্দ্র একাই হত্যা করলেন — এই দৃষ্টান্তেই শ্রীরামের শক্তি সম্পর্কে রাবণের শিক্ষা নেওয়ার দরকার ছিল।

চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসাঃ ভীমকর্মণাম্।  
নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥ ১৪

খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দুষণদ্বিশিরাত্তথা।  
শরৈরাদিত্যসংকটৈঃ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্॥ ১৫

‘জনস্থান-এ শ্রীরাম চতুর্দশ সহস্র অসীম সাহস রাক্ষসকে অগ্নিশিখাতুল্য বাণসমূহের দ্বারা হত্যা করেছিলেন। সেই যুদ্ধে ক্ষর, দুষণ এবং ত্রিশির নামে রাক্ষসেরা সূর্যতুল্য তেজস্বী শরসমূহে নিহত হয়েছিল। এই দৃষ্টান্তই রাবণের চোখ খুলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল হতো যোজনবাহুশ্চ কবজো রুধিরান্বিতঃ।

ক্রোধান্নাদং মদন্ সোহধ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্॥ ১৬

‘পুনশ্চ সেই কবজ, যার প্রত্যেক বাহু এক-এক যোজন দীর্ঘ ছিল, যার খাদ্য ছিল শোণিত এবং ক্রুদ্ধ হলে যে উচ্চ গর্জন করত, সেও শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়েছিল— এই দৃষ্টান্তও যথেষ্ট ছিল।

জঘান বলিনং রামঃ সহস্রনয়নান্বজম্।  
বালিনং মেরুসংকাশং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্॥ ১৭

‘মেরুপর্বতের সমান মহাকায় বলবান ইন্দ্রায়ুজ বালীকে শ্রীরামচন্দ্র একটি শরক্ষেপে হত্যাকরেছিলেন — এই দৃষ্টান্তও (রাবণের পক্ষে) যথেষ্ট ছিল।

ঋষামুকে বসংশ্চৈব দীনো ভগ্নমনোরথঃ।  
সুগ্রীবঃ প্রাপিতো রাজ্যং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ১৮



দশানন সীতাদেবীকে

জনকান্নাম্।

রাঘবেণ চ॥ ১২

রাবণ কোনভাবেই

বন্ধ হয়েছে।

প্রক্ষা রাক্ষসম্।

তন্নিদর্শনম্॥ ১৩

খ নামক রাক্ষসকে

এই দৃষ্টান্ত দেখে

কেনওয়ার দরকার

ভীমকর্মণাম্।

শিখোপমৈঃ॥ ১৪

শিখিরাস্তথা

তন্নিদর্শনম্॥ ১৫

হ্রস্ব অসীম সাহসী

হ্রস্ব দ্বারা হত্যা

বৎ ত্রিশির নামে

হত হয়েছিল। এই

ক্ষ যথেষ্ট ছিল।

কথিরাশনঃ।

তন্নিদর্শনম্॥ ১৬

ক বাহু এক-এক

ক এবং ক্রুদ্ধ হলে

দ্র হাতে নিহত

য়নাস্তজম্।

তন্নিদর্শনম্॥ ১৭

লবান ইন্দ্রাত্মজ

হত্যাকরেছিলেন

ল।

নোরপঃ।

তন্নিদর্শনম্॥ ১৮

সুগ্রীব অত্যন্ত দুঃখ ও নিরাশা নিয়ে খায্যমুক  
নামক পর্বতোপরি বাস করত, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাকে  
শ্রীরামের শক্তির পরিমাপ অনুমান করার জন্য এই ঘটনাও  
বর্ণনা করত ছিল।

শর্পাধিহিতঃ বাক্যং সর্বেষাং রাক্ষসাং হিতম্।

ক্লেবীষণেনোক্তং মোহাৎ তস্য ন রোচতে॥ ১৯

ক্লেবীষণবচঃ কুর্যাদ্ যদি স্ম ধনদানুজঃ।

দশাননুজা দুঃখার্থা নেয়ং লক্ষা ভবিষ্যতি॥ ২০

ক্লেবীষণ যে ধর্ম ও অর্থ (অর্থার্থ প্রয়োজনীয়) কথা

বলত, তা রাক্ষসকূলের জন্য মঙ্গলকর ও যুক্তিযুক্ত

কথা; কিন্তু মোহাচ্ছন্ন রাবণের সে কথা ভালো লাগেনি।

ক্লেবীষণ-এর অনুজ রাবণ ক্লেবীষণের কথায় সন্মত

হয়ে, তাহলে এই লক্ষাপুরী দুঃখক্লিষ্ট শাসনপ্রায় হয়ে

যতেন।

কুন্তকঃ হতঃ শ্রদ্ধা রাঘবেণ মহাবলম্।

কুন্তকঃ চ দুর্মর্ষঃ লক্ষ্মণেন হতঃ তদা।

প্রিয়ঃ চৈত্রজিতঃ পুত্রঃ রাবণো নাববুধাতে॥ ২১

‘মহাবলী, কুন্তক শ্রীরামের হাতে মৃত্যুবরণ করল।

চৈত্রজী বীর অতিকায় কে লক্ষ্মণ নিধন করলেন এবং

রাবণের প্রিয় ইন্দ্রজিৎ-কেও লক্ষ্মণ বধ করলেন, তথাপি

রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিমত্তা বুঝতে পারল না।

মম পুত্রো মম ভ্রাতা মম ভর্তা রণে হতঃ।

ইত্যেব প্রয়াতে শব্দো রাক্ষসীনাং কুলে কুলে॥ ২২

‘হায় ! আমার পুত্র নিহত হয়েছে’ ; হায় হায় !

আমার ভাই-এর যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে ; হায়রে ! আমার স্বামী

আর বেঁচে নেই ; লক্ষার ঘরে ঘরে রাক্ষসীগণের এইরূপ

ব্যথাকার শ্রবণগোচর হচ্ছিল।

রথানুগাশ্চ হতান্তত্র তত্র সহশ্রশঃ।

রণে রামেণ শূরেণ হতান্তাপি পদাতয়ঃ॥ ২৩

‘রণাঙ্গনের সর্বত্র হাজার-হাজার বিজিত রথ, নিহত

অশ্ব ও গজ পড়েছিল এবং বহু পদাতিক সৈন্যও বীর

রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়েছিল।

কতো বা যদি বা বিষ্ণুর্মহেন্দ্রো বা শতক্রতুঃ।

যদ্বি নো রামরূপেণ যদি বা স্বয়মন্তকঃ॥ ২৪

‘মনে ভেঁটছিল কেনো বামচন্দ্রের রূপ ধরে স্বয়ং ভগবান

রাম অথবা বিষ্ণু কিংবা শতক্রতু ইন্দ্র বা মৃত্যুর দেবতা স্বয়ং

যমরাজ আমাদেরকে (অর্থাৎ, বান্দাস সৈন্যদেরকে) হত্যা

করেছিলেন।

হতপ্রবীরা রামেণ নিরাশা জীনিতে বরম্।

অপশ্যন্তো ভয়স্যাত্তমনাথা বিলপামহে॥ ২৫

‘মদীয় পক্ষেরা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরেরা রামের হাতে

নিহত হয়েছে। এখন আমরা কীভাবে হত্যা হয়ে পড়েছি।

আমরা এই ভয়ের শেষ দেখতে পাচ্ছি না, এই অন্যায়

মতো ক্রন্দন করছি।

রামহস্তাদ্ দশগ্রীনঃ শূরো দত্তমহাবরঃ।

ইদং ভয়ং মহাঘোরং সমুৎপন্নং ন বুধ্যতে॥ ২৬

‘দশানন রাবণ শূরবীর। তাকে পিতামহ ব্রহ্মা মহাবর

দান করেছেন। এই অহংকারে রাবণ শ্রীরামের কাছ থেকে

উৎপন্ন মহাঘোর ভয়কে দেখতে পাচ্ছে না।

তং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।

উপসৃষ্টঃ পরিত্রাভুঃ শক্তা রামেণ সংযুগে॥ ২৭

‘বুদ্ধিহীন শ্রীরাম যাকে বধ করতে উদ্যত, তাকে

দেব-গন্ধর্ব রাক্ষস-পিশাচদের মধ্যে কেউই রক্ষা করতে

পারে না।

উৎপাতাশ্চাপি দৃশ্যন্তে রাবণস্য রণে রণে।

কথয়ন্তি হি রামেণ রাবণস্য নিবর্তনম্॥ ২৮

‘রাবণের বিভিন্ন দিনের যুদ্ধে যেসকল অশ্রুত লক্ষণ

দেখা দিচ্ছে, সেগুলি শ্রীরাম কর্তৃক রাবণের বধকে সূচিত

করছে।

পিতামহেন প্রীতেন দেবদানবরাক্ষসৈঃ।

রাবণস্যাত্তয়ঃ দত্তঃ মনুষ্যোভ্যো ন যচ্চিতম্॥ ২৯

‘প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে রাবণকে দেবতা, দানব

এবং রাক্ষসদের হাত থেকে অভয় প্রদান করেছেন।

কিন্তু রাবণ মনুষ্যদের থেকে ব্রহ্মার কাছে অভয় প্রার্থনা

করেনি।

তদিদং মানুষ্যঃ মন্যে প্রাপ্তং নিঃসংশয়ং ভয়ম্।

জীবিতাক্ষরং ঘোরং রাক্ষসাং রাবণস্য চ॥ ৩০

‘অতএব, মনে হচ্ছে রাবণের নিঃসন্দেহে

মনুষ্যদের থেকে ভীষণ ভয়ের আশঙ্কা রয়েছে, যা

রাক্ষসকুলের তথা রাবণের জীবনাবসান ঘটাতে পাবে।  
দীপ্যমানান্ত বলিনা বরদানেন রক্ষসা  
দীপ্তপোভির্বিবুধাঃ পিতামহমপূজয়ন্ ॥ ৩১

‘বলবান রাক্ষস রাবণ যখন ব্রহ্মার বরপ্রভাবে  
দেবতাদেরকে ক্রেশ দিতে আরম্ভ করে, তখন দেবতাগণ  
তপসায় পিতামহ ব্রহ্মার অর্চনা করেন।

দেবতানাং হিতার্থায় মহাত্মা বৈ পিতামহঃ  
উবাচ দেবতাস্তু ইদং সর্বা মহদ্বচঃ ॥ ৩২

‘দেবতাদের পূজার্নায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাত্মা পিতামহ  
ব্রহ্মা দেবগণের মঙ্গলার্থে তাঁদেরকে এইরূপ মহত্বপূর্ণ কথা  
বলেন—

অদ্যপ্রভৃতি লোকাংশীন্ সর্বে দানবরাক্ষসাঃ।  
জয়েন প্রভৃতা নিতাং বিচরিস্যন্তি শাস্ত্রতম্ ॥ ৩৩

‘আজ থেকে সকল দানব ও রাক্ষসবর্গ সদা ভয়যুক্ত  
হয়ে আবহমান কাল ত্রিভুবনে বিচরণ করবে।’

দৈবতৈস্তু সমাগম্য সর্বৈশ্চেন্দ্রপুরোগমৈঃ।  
বৃষধ্বজস্ত্রিপুরহা মহাদেবঃ প্রতোষিতঃ ॥ ৩৪

তদনন্তর ইন্দ্রাদি সকল দেবতাগণ একত্রে মিলে  
ত্রিপুরবিনাশক বৃষধ্বজ মহাদেবকে পরিতুষ্ট করলেন।

প্রসন্নস্ত মহাদেবো দেবানেতদ্ বচোহব্রবীৎ।  
উৎপৎস্যতি হিতার্থং বো নারী রক্ষঃক্ষয়াবহা ॥ ৩৫

দেবতাদের উপরে প্রীত হয়ে ভগবান মহাদেব  
তাঁদের বললেন— ‘তোমাদের মঙ্গলার্থে এক দিবা নারীর  
আবির্ভাব হবে, যিনি সকল রাক্ষসের বিনাশের কারণভূতা  
হবেন।

এবা দেবৈঃ প্রযুক্তা তু ক্ষুদ্ যথা দানবান্ পুরা।  
ভক্ষয়িস্যতি নঃ সর্বান্ রাক্ষসয়ী সরাবণান্ ॥ ৩৬

‘পুরাকালে যেরূপ দেবতাদের দ্বারা প্রচোদিত হয়ে  
ক্ষুধা দানবদের ভক্ষণ করেছিল, সেইরূপে সেই

নিশাচরদলনী সীতা রাবণসহিত সকল রাক্ষসদেরকে গ্রাস  
করবে

রাবণস্যাপনীতেন দুর্বিনীতস্যা দুর্মতেঃ।

অয়ং নিষ্টানকো ঘোরঃ শোকেন সমভিপ্লুতঃ ॥ ৩৭  
‘উদ্ভগু ও দুর্বুদ্ধি রাবণের কৃত অন্যায় হেতু এই  
শোকাবহ ভয়ংকর বিনাশ আমাদেরকে গ্রাস করছে।

তং ন পশ্যামহে লোকে যো নঃ শরণদো ভবেৎ  
রাঘবেণোপসৃষ্টানাং কালেনেব যুগক্ষয়ো ॥ ৩৮

‘জগতে এমন কোন পুরুষ ব্যক্তিত্ব দেখছি না, যিনি  
মহাপ্রলয়ের সময়ে কালের মতো, রাঘবের সৃষ্ট সংকটে  
রাক্ষসীদের আশ্রয়ভূত হতে সক্ষম।

নাস্তি নঃ শরণং কিঞ্চিদ্ ভয়ে মহতি তিষ্ঠতাম্  
দাবাগ্নিবেষ্টিতানাং হি করেণুনাং যথা বনে ॥ ৩৯

‘দাবানল বেষ্টিত হস্তিনীগণের বনমধ্যে কোনপ্রকার  
আশ্রয়স্থল থাকে না, তদ্রূপ সাতিশয় ভয়জনক অবস্থা  
পতিত আমাদেরও এখন সেই অবস্থা হয়েছে।

প্রাপ্তকালং কৃতং তেন পৌলস্ত্যেন মহাত্মনা।  
যত এব ভয়ং দৃষ্টং তমেব শরণং গডঃ ॥ ৪০

‘মহাত্মা পুলস্ত্যানন্দন বিভীষণ সময়ানুরূপ কষ্ট  
করেছিলেন। তিনি যাঁর কাছ থেকে আমাদের ত্রাস আর  
বলে বুঝিয়েছেন, আমরা তাঁরই শরণাগত হচ্ছি।’

ইতীব সর্বা রজনীচরস্ত্রিয়ঃ

পরম্পরং সম্পরিরভা বাহুতিঃ।

বিষেদুরার্তাভিভয়াভিপীড়িতা

বিনেদুরক্চেচ্চ তদা সুদারুণম্ ॥ ৪১

এইপ্রকারে নিশাচরগণের স্ত্রীগণ পরস্পরকে  
বাহুতে আলিঙ্গন করে সাতিশয় ত্রাসে আর্ত অবস্থায়  
বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং উচ্চস্বরে ভয়ংকর ক্রন্দন করতে  
লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিবচিত্র আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

## পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৫)

রাবণ কর্তৃক মন্ত্রিগণকে আহ্বান করে শত্রুনিধন বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ  
এবং সকলের সঙ্গে রণভূমিতে এসে পরাক্রম প্রদর্শন

রাবণাঃ রাক্ষসীনাং তু লঙ্কায়াং বৈ কুলে কুলে।  
করণং শব্দং শুশ্রাব পরিদেবিতম্ ॥ ১

রাবণ লঙ্কার গৃহে গৃহে শোকাবুল রাক্ষসীগণের  
কল বিলাপ শ্রবণ করল।

তু দীর্ঘং বিনিঃশ্বস্য মুহূর্তং ধ্যানমাহিতঃ  
পরমজুহো রাবণো ভীমদর্শনঃ ॥ ২

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক মুহূর্ত ধ্যানমগ্ন থেকে কিছু  
স্মরণ করল; তখন অত্যন্ত কুপিত হওয়ায় রাবণকে বড়

ভয়ানক দেখাতে লাগল।

দশা দশনৈরোষ্ঠং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।  
রাক্ষসৈরিপি দুর্দর্শঃ কাণ্ডাগ্নিরিব মূর্তিমান্ ॥ ৩

সে দাঁত-দিয়ে ওষ্ঠদেশ দংশন করল এবং তার  
নেত্রের ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল। তাকে মূর্তিমান

ক্রুরগ্নির মতো দেখাতে লাগল। রাক্ষসদের পক্ষেও  
রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কঠিন হয়ে পড়ল।

ঐবাচ চ সমীপস্থান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসেশ্বরঃ।  
ক্রোধব্যক্তকথন্তত্র নির্দহমিব চক্ষুশ্বা ॥ ৪

রাক্ষসরাজ নিজের কাছাকাছি উপস্থিত  
রাক্ষসদেরকে অশ্রুটস্বরে কিছু বলল। সেইক্ষণে সে দৃষ্টি

ক্ষেপে যেন সবকিছু দক্ষ করে ফেলছিল।

মহোদরং মহাপার্শ্বং বিরূপাক্ষং চ রাক্ষসম্।  
শীঘ্রং বদন্ত সৈন্যানি নির্যাত্তেতি মমাজ্ঞয়া ॥ ৫

সে বলল “নিশাচরগণ! মহোদর, মহাপার্শ্ব তথা  
রাক্ষস বিরূপাক্ষকে শীঘ্র গিয়ে বল আমার আদেশে

সৈন্যগণ যেন শীঘ্র যুদ্ধার্থে যাত্রা করে।”

জ্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা রাক্ষসান্তে ভবাদিতাঃ।  
চোবরামাসুরবাগ্রান্ রাক্ষসাংস্তান্ নৃপাজ্ঞয়া ॥ ৬

রাবণের সেই কথা শুনে ত্রস্ত রাক্ষসেরা  
রাক্ষসরাজের আদেশানুসারে নির্ভীক নিশাচরদেরকে উক্ত

কর্ম করবার জন্য উৎসাহিত করল।

তে তু সর্বে তথৈতান্ রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ।  
কৃৎস্তম্যনাঃ সর্বে তে রণভিমুখা যমুঃ ॥ ৭

‘তাই হোক’ এই কথা বলে ভয়ানক দর্শন সেইসকল

রাক্ষসগণ মঙ্গলার্থে স্তুতিবাচনপূর্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্থান  
করল।

প্রতিপূজ্য যথান্যায়ং রাবণং তে মহারথাঃ।  
তমুঃ প্রাপ্তবান্ সর্পে ভর্তৃবিজয়কাক্ষিকঃ ॥ ৮

প্রভুব বিজয় কামনায় সেই সকল মহারথী  
রাক্ষসবীরগণ যথোচিত রীতিতে রাবণের প্রতি সম্মান

প্রদর্শনপূর্ব তার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হল।

ততোবাচ প্রহসিতান্ রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।  
মহোদরমহাপার্শ্বৌ বিরূপাক্ষং চ রাক্ষসম্ ॥ ৯

তদনন্তর রাবণ ক্রোধান্বিত হয়ে অট্টহাস্যে ‘মহোদর’,  
‘মহাপার্শ্ব’, তথা ‘বিরূপাক্ষ’ কে বলল—

অদা বাণৈর্ধনুর্ভৈরুগাভ্যাদিতাসমিভৈঃ।  
রাঘবং লক্ষ্মণং চৈব নেষ্যামি যমসাদনম্ ॥ ১০

‘আজকের যুদ্ধে প্রলয়কালীন সূর্যতুলা জ্যামুজ  
তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা আমি রাম ও লক্ষ্মণকে যমালয়ে

পাঠাব।

খরস্য কুন্তকর্ণস্য প্রহস্তেন্দ্রজিতোস্তথা।  
করিষ্যামি প্রতীকারমদ্য শত্রুবধাদহম্ ॥ ১১

‘আজ শত্রুবধ করে আমি খর, কুন্তকর্ণ, প্রহস্ত তথা  
ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।

নৈবান্তরিক্ষং ন দিশো ন চ দৌর্নাপি সাগরাঃ।  
প্রকাশন্তং গমিষ্যন্তি মদ্বাপজলদাবৃতাঃ ॥ ১২

‘আমার শরজাল মেঘের ঘনঘটার মতো সর্বত্র ছেয়ে  
ফেলবে; সেহেতু অন্তরিক্ষ দিকসমূহ, আকাশ তথা সমুদ্র

কোনকিছুই দেখা যাবে না।

অদ্য বানরমুখ্যানাং তানি যুধানি ভাগশঃ।  
ধনুশা শরজালেন বধিষ্যামি পতংত্রিণা ॥ ১৩

‘আজ রণক্ষেত্রে কার্মুক থেকে পক্ষযুক্ত বাণসমূহ  
জালের মতো বিস্তার করব এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদলকে

পৃথক পৃথক ভাবে হত্যা করব।

অদ্য বানরসৈন্যানি রথেন পবনৌজসা।  
ধনুঃসমুদ্রাদুভূতৈর্মথিষ্যামি শরোর্মিভিঃ ॥ ১৪

‘আজ বায়ু তুলা বেগবান রথারোহ হয়ে আমি নিজের



কর্মকরূপ সমুদ্রোখিত তরঙ্গাতিঘাতে বানরসৈন্যদের  
দলিত-মথিত করে ফেলব।

ব্যাকোশপদাবজ্রুণি পদ্মকেশরবর্চসাম্।

অদ্য যুথতটাকানি গজবৎ প্রমথামাহম্। ১৫

‘কমল-কেশরের কান্তিসম্পন্ন বানরের দল সর্বোবর  
সদৃশ এবং বানরগণের মুখমণ্ডল সর্বোবরের জলে পদ্মের  
ন্যায় শোভিত হয়। আজ আমি কমলবর্নে প্রবিষ্ট হস্তীর  
মতো বানরের যুথরূপী সর্বোবরকে মথিত করে দেব।

শশরৈরদ্য বদনৈঃ সংখ্যে বানরযুথপাঃ।

মণ্ডগিষাঙ্কি বসুধাং সনালৈরিব পঙ্কজৈঃ॥ ১৬

‘আজ রণভূমিতে নিপাতিত বানরযুথপতিগণ  
নিজেদেরকে বাগবিন্দু মুখমণ্ডলে মুনালযুক্ত পদ্মের মতো  
বসুধার শোভা বর্নন করবে

অদ্য যুথপ্রচণ্ডানাং হরীণাং ক্রময়োধিনাম্

যুক্তেনৈকেষুণা যুদ্ধে ভেৎস্যামি চ শতং শতম্॥ ১৭

‘অদ্যকার রণে জ্যামুক্ত এক এক বাণে হস্তে  
বৃক্ষধারী শত শত প্রচণ্ড যোদ্ধা বানরগণকে বিন্দু করব।

হতো ভ্রাতা চ যেষাং বৈ যেষাং চ তনয়ো হতঃ।

বখেনাদ্য রিপোন্তেষাং করোমশ্চেপ্রমার্জনম্॥ ১৮

‘রাক্ষসকূলে যাদের ভাই মৃত্যুবরণ করেছে, যাদের  
সন্তান নিহত হয়েছে, আজ শত্রু-বধ করে আমি তাদের  
অশ্রু মুছিয়ে দেব।

অদ্য মদ্বাপনির্ভিঃ প্রতীর্ণৈর্গতচেতনৈঃ

করোমি বানরৈর্বুদ্ধে যত্নাবেক্ষ্যতলাং মহীম্॥ ১৯

‘আজ আমার বানরসমূহে নিহত ছিল ভিন্ন ভিন্ন  
বানরগণের শরীরসমুদায়ে সম্পূর্ণ রণাঙ্গনের ভূতলদেশ  
আবৃত হয়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যাবে।

অদ্য কাকশচ গুপ্তাশচ যে চ মাংসানিনোহপরে।

সর্বাংস্ত্যন্তপরিখ্যামি শক্রমাংসৈঃ শরাহতৈঃ॥ ২০

‘আমার শরক্ষেপে নিহত শত্রুদের মাংস আজ  
কাক, শকুন এবং অন্যান্য মাংসাহী জন্তুদের তৃপ্ত করবে।  
কল্যাণাতঃ মে রথঃ শীঘ্রং ক্ষিপ্ৰমানীয়তাং ধনুঃ।

অনুপ্রযাস্ত মাং যুদ্ধে যোদ্ধা নিষ্টা নিশাচরাঃ॥ ২১

‘শীঘ্রই আমার রথ প্রস্তুত করো, এখনই ধনুর নিয়ে  
এস এবং যুদ্ধাবশিষ্ট রাক্ষসদেরকে আদেশ জানাও আজ

আমার যুদ্ধযাত্রায় অনুগমন করতে।’

তস্যা তদ্ বচনং শ্রুত্বা মহাপার্বোহব্রবীদ্ বচঃ

বলাধ্যক্ষান্ হিতাংস্তত্র বলং সংত্বৰ্জ্যমিতি॥ ২২

রাক্ষসরাজের আজ্ঞামাত্র মহাপার্ব সেখানে উপস্থিত  
সেনাপতিগণকে বলল - ‘হুয়ায় নিজ নিজ সৈন্যবল প্রস্তুত  
করো।’

বলাধ্যক্ষাস্ত সংযুক্তা রাক্ষসাংস্তান্ গৃহে গৃহে

চোদয়ন্তঃ পরিয়যুর্লঙ্কাং লঘুপরাক্রমাঃ॥ ২৩

ক্ষিপ্ৰপরাক্রমী সেনাধ্যক্ষগণ এইরূপে আদিষ্ট হয়ে  
গৃহে গৃহে রাক্ষসদেরকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুতির আজ্ঞা দিতে  
দিতে লঙ্কার সকল দিকে ঘোষণা করতে লাগল।

ততো মুহূর্তানিশ্চেপতু রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ।

নদন্তো ভীমবদনা নানাপ্রহরণৈর্ভূজৈঃ॥ ২৪

স্বল্পকালের মধ্যেই ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল ও আকৃতিবিশিষ্ট  
রাক্ষসেরা গর্জন করতে করতে সেখানে সমবেত হল  
তাদের হস্তে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ছিল

অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্গদাভির্মুসলৈর্হৈলৈঃ।

শক্তিভিঃশিখরাভির্মহভি কূটমুদারৈঃ॥ ২৫

যষ্টিভিঃবিবিধৈশ্চক্রৈর্নিসিতৈশ্চ পরশুধৈঃ।

ভিন্দিপালৈঃ শতগ্রীভিরন্যোশ্যপি বরাযুধৈঃ॥ ২৬

তলোয়ার, পট্রিশ, শূল, গদা, মুসল, হাল (অর্ধাং,  
লাঙল সদৃশ অস্ত্র), খরধার শক্তি, বড় বড় কূটমুদার,  
লাঠি, বিবিধপ্রকারচক্র, তীক্ষ্ণ কুঠার, ভিন্দিপাল, শতগ্রীত্যা  
অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-শস্ত্রে সেই সকল রাক্ষসের  
সুসজ্জিত ছিল।

অথানয়ন্ বলাধ্যক্ষাশ্চক্রারো রাবণাঙ্গরা।

রথানাং নিযুতং সাগ্রং নাগানাং নিযুতক্ৰয়ম্॥ ২৭

অস্থানাং ষষ্টিকোটান্ত খরোষ্ট্রাণাং তথৈব চ

পদাতয়ন্তসংখ্যাতা জঘুস্তে রাজশাসনাং॥ ২৮

রাবণের আদেশে চার সেনাপতি এক লক্ষের কিছু  
অধিক সংখ্যক রথ, তিন লক্ষ হস্তী, ষাটকোটি জঘ,  
সমসংখ্যক গদা, উট এবং অসংখ্য পদাতিক যোদ্ধগণকে  
নিয়ে এসে পৌঁছল।

বলাধ্যক্ষাশ্চ সংস্থাপ্য রাজঃ সেনাং পুরঃস্থিতাম্।

এতস্মিন্ধ্বরে সূতঃ স্থাপয়ামাস তং রথম্॥ ২৯

হস্তবীন্দ্র বচঃ।  
সংস্কারভাষিতা ॥ ২২  
পূর্ণ সেখানে উপস্থিত  
নিজ সৈন্যদল প্রস্তুত  
গৃহে গৃহে।  
যুগপরাক্রমাঃ ॥ ২৩  
রূপে আদিষ্ট হয়ে  
তির আত্মা দিতে  
লাগল।  
ভীমদর্শনাঃ।  
রণৈর্ভূজৈঃ ॥ ২৪  
ও আকৃতিবিশিষ্ট  
ন সমবেত হল।

লৈর্হলৈঃ।  
টমুদারৈঃ ॥ ২৫  
পরশুধৈঃ।  
বরাযুধৈঃ ॥ ২৬  
হল (অর্থাৎ,  
বড় কুটমুদার,  
ল, শতদ্রী তথা  
ল রাক্ষসেরা

লাজয়া।  
তত্রয়ম্ ॥ ২৭  
ব চ।  
াসনাং ॥ ২৮  
লক্ষের কিছু  
কোটি অশ্ব,  
যোদ্ধাগণকে

ইতাম্।  
রথম্ ॥ ২৯

এইরূপে সেনাপতিগণ রাক্ষসরাজের সম্মুখে বিশাল  
সৈন্যদল সমবেত করল। ইতিমধ্যে সারথি রথ প্রস্তুত করে  
উপস্থাপিত করল।

বিন্যাসবরসম্পন্নঃ  
নানালঙ্কারভূষিতম্।  
কিঞ্চিৎকালস্য যুতম্ ॥ ৩০  
সেই রথে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দিব্যাস্ত্র মজুত ছিল; বহুপ্রকার  
লঙ্কারে সেই রথকে সজ্জিত করা হয়েছিল। তাহা  
বিবিধ হাতিয়ারে পরিপূর্ণ এবং চৌদিকে ঘুঙুর দেওয়া  
হালের সুশোভিত ছিল।

রথস্বত্ত্বৈর্বিরাজিতম্  
সহস্রকলশৈবৃতম্ ॥ ৩১  
সেই রথে নানা প্রকার রত্ন-খচিত ছিল। রত্নমণ্ডিত  
কুণ্ডলি সেই রথের শোভা বর্ধন করছিল এবং বহু  
সোনার কলসে সেইটি অলংকৃত করা হয়েছিল।

রুদ্গা রাক্ষসাঃ সর্বৈ বিশ্বয়ঃ পরমঃ পত্নাঃ।  
ল দ্বীপা সহসোথায় রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩২  
কৌটিল্যপ্রতীকশঃ জলজমিব পাবকম্।  
লতঃ সূতসমায়ুক্তঃ যুক্তান্তঃপুংগবঃ রথম্।  
বল্লরোহ তদা ভীমঃ দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ৩৩

এরূপ রথ দেখে সকল রাক্ষস খুব আশ্চর্যাব্বিত হল  
এবং রথের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণ সহসা  
দগ্ধমান হল। রথটি কোটি সূর্যের সমান তেজস্বী তথা  
প্রজ্জ্বলিত অগ্নির তুল্য দীপ্তিমান ছিল। অষ্টাশ্বযুক্ত ও  
সারথি সেই রথ স্বকীয় তেজে প্রকাশিত হচ্ছিল। রাবণ  
অতিশীঘ্রতায় সেই রথে আরোহণ করল।

ততঃ প্রযাতঃ সহসা রাক্ষসৈর্বহুভির্ভূতঃ।  
রাবণঃ সত্ত্বগাষ্ট্রীর্বাদ্ দারম্যমিব মেদিনীম্ ॥ ৩৪

তদনন্তর বহুসংখ্যক রাক্ষসে পরিবৃত্ত হয়ে রাবণ  
সহসা যুদ্ধার্থে প্রস্থান করল। সে নিজের বলদর্পে যেন  
মেদিনী বিদীর্ণ করতে করতে যুদ্ধ-যাত্রা করছিল।

চতুর্দশীরাহানাদদ্ব্যুপাং চ ততস্ততঃ  
দ্বিজৈঃ পট্টৈঃ শট্টৈঃ কল্লৈঃ সহ রক্ষসাম্ ॥ ৩৫

তখন চারদিকে রণতূর্যের মহাধবনি মৃদঙ্গ, পট্ট, হু  
তথা রাক্ষসদের কলহ কলরবের সঙ্গে মিশে গেল।

আগতো রক্ষসাঃ রাজা ছত্রচামরসংযুতঃ।

সীতাপহারী দুর্বলো ব্রহ্মায়ো দেবকণ্টকঃ।  
যোদ্ধাঃ রঘুবরোণেতি শুক্রবে কলহস্পর্শিঃ ৩৬

সীতাপহারণকারী, দুর্বলারী, ব্রহ্মহত্যাকারী তথা  
দেবভ্রাতার কণ্টকস্বরূপ রাক্ষসরাজ রাবণ ছত্র ও চমকে  
শোভিত হয়ে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বহির্গত  
হয়েছে—এবং বিশ্ব কলহস্পর্শি শ্রবণগোচর হচ্ছিল।

তেন নাদেন মহতা পৃথিবী সমকম্পত।  
তং শব্দং শ্রবসা শ্রদ্ধা বানরা দুহস্বর্ভয়াং ॥ ৩৭

সেই মহানাদে পৃথিবী কেঁপে উঠল ভয়ংকর সেই  
শব্দ শ্রবণে সকল বানরগণ সময়ে পলায়ন করতে লাগল।  
রাবণস্ত মহাবাহঃ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ।  
আজগাম মহাতেজা জয়ায় বিজয়ঃ প্রতি ॥ ৩৮

মন্ত্রিগণের দ্বারা পরিবৃত্ত মহাবাহু রাবণ যুদ্ধে বিজয়  
প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে।

রাবণেনাজনুজাতৌ মহাপার্ষ্মমহোদরৌ  
বিরূপাক্ষচ দুর্ধর্যো রথানারুহস্থদা ॥ ৩৯

রাবণের আজ্যায় সেক্ষণেই মহাপার্ষ্ম, মহোদর তথা  
দুর্জয় বীর বিরূপাক্ষ—তিন জন রথত্রয়ে আরোহণ করল।  
তে তু হষ্টজিন্দর্যো ভিন্দন্ত ইব মেদিনীম্।  
নাদং ঘোরং বিরুদ্ধস্তো নির্যমুর্জয়কাক্ষিকঃ ॥ ৪০

তারা আনন্দে ও সশব্দে এমন দ্রুতবেগে খাবিত  
হচ্ছিল যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যাবে। বিজয় লাভের প্রবল  
ইচ্ছায় সিংহগর্জন করতে করতে তারা পুরী থেকে বহির্গত  
হল।

ততো যুদ্ধায় তেজস্বী রক্ষোগণবলৈবৃতঃ।  
নির্যমুদ্যতধনুঃ কালান্তকয়মোপমঃ ॥ ৪১

অতঃপর রাক্ষসসৈন্যপরিবৃত্ত কালান্তক যমরাজের  
তুল্য ভয়ঙ্কর ও তেজস্বী উদ্যতকার্যুক রাক্ষসরাজ যুদ্ধের  
জন্য অভিযান করল।

ততঃ প্রজবিতাশ্চেন রথেন স মহারথঃ।  
ধারোণ নির্যরৌ তেন যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৪২

তখন দ্রুতগামী অশ্বযুক্ত রথে মহারথী রাবণ  
লক্ষ্মণগরীর সেই দ্বার দিয়ে নির্গত হল যেখানে রাম লক্ষ্মণ  
বিরাজ করছিলেন।

ততো নষ্টপ্রভঃ সূর্যো দিশশ্চ তিমিরাবতাঃ



বিজ্ঞান নৈদুর্যোরাশ্চ সঞ্চাল চ মেদিনী ॥ ৪৩

সেইক্ষণে সূর্যের দীপ্তি নিঃসৃত হল, চতুর্দিক  
অন্ধকারে ঢেকে গেল, বিহগকুল তীরস্বরে ডাকতে লাগল  
এবং পৃথিবী টলমল করে উঠল।

ববর্ষ ক্লধিরং দেবচন্দ্রলুশ্চ তুরঙ্গমাঃ।

ধ্বজাগ্রে নাপতদ্ গৃত্রো বিনেদুশ্চাশিবঃ শিবাঃ ॥ ৪৪

মেঘ রক্তবৃষ্টি করল, অশ্বগুলির পদস্থলন ঘটল,  
ধ্বজার উপরে শকুন স্থান গ্রহণ করল, শৃগালেরা  
অমঙ্গলসূচক চিৎকার করতে লাগল।

নয়নং চান্দ্রবদ্ব্যং বামং বামো বাহুরকম্পত

বিবর্ষবদনশ্যসীং কিস্কিদবশ্যত ঘনঃ ॥ ৪৫

বাম নেত্র স্মুরিত হতে লাগল, বাম বাহু কম্পিত  
হল, রাক্ষসরাজের মুখমণ্ডল ঘন ও কণ্টকর পরিবর্তিত  
হল।

ততো নিপততো যুদ্ধে দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।

রণে নিখনশংসীনি রূপাণ্যেতানি জজিরে ॥ ৪৬

যুদ্ধার্থে বিনির্গত রাক্ষস দশাননের রণাঙ্গনে আসল  
মৃত্যুর অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ প্রকটিত হতে লাগল।

অস্তরিক্ষাং পপাতোজ্জা নির্ঘাতসমনিঃস্বনা।

বিনেদুরশিবা গৃত্রো বায়সৈরভিমিশ্রিতাঃ ॥ ৪৭

আকাশ থেকে বজ্রনির্ঘোষে উজ্জ্বল খসে পড়তে  
লাগল। শকুন ও বায়সসমূহ অমঙ্গলসূচক শব্দে ডাকতে  
শুরু করল।

এতানচিহ্নয়ন্ ঘোরানুৎপাতান্ সমবহ্নিতান্।

নির্যয়ো রাবণো মোহাদ্ বমার্ধং কালচোদিতঃ ॥ ৪৮

প্রকটিত এইসকল ভয়াবহ অমঙ্গলের ইঙ্গিতকে  
গুরুত্ব না দিয়েই যেন মোহাচ্ছন্ন রাবণ কাল কর্তৃক প্রেরিত  
হয়ে মৃত্যুর জন্য নির্গত হল।

তেবাং তু রথঘোষণে রাক্ষসানাং মহাস্থনাম্।

বানরাগামপি চমূর্ঘ্যদ্ব্যৈবাজবর্তত ॥ ৪৯

মহাকায় সেই রাক্ষসগণের রথের গর্জনের

নিমিত্তে বানরসৈন্যগণ যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হল।

তেবাং তু তুমুলং যুদ্ধং বভূব কপিরক্ষসাম্।

অন্যোন্যামাহুয়ানানাং ক্রুদ্ধানাং জয়মিচ্ছতাম্ ॥ ৫০

তখন বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু  
হল। একে অন্যকে পরাজিত করতে ক্রুদ্ধ আহ্বান করে  
লাগল।

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ শরৈঃ কাঞ্চনভৃগুণৈঃ।

বানরাগামনীকেষু চকার কদনং মহত্ ॥ ৫১

তদনন্তর দশানন রাবণ সুবর্ণভূষিত বাণবর্ষে  
বানরসৈন্যদের সাথে রোষভরে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ  
করল।

নিকৃন্তশিরসঃ কেচিদ্ রাবণেন বলীযুখাঃ

কেচিদ্ বিচ্ছিন্নহৃদয়াঃ কেচিচ্ছোত্রবিবর্জিতাঃ ॥ ৫২

কোন কোন বানরের মাথা কাটা পড়ল, কারো কারো  
বক্ষদেশ বিদ্ধ হয়ে গেল, আবার কিছু কিছু বানর  
সৈন্যদের কান শরাঘাতে বিচ্ছিন্ন হল।

নিরুচ্ছ্বাসা হতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পার্শ্বেষু দারিতাঃ।

কেচিদ্ বিভিন্নশিরসঃ কেচিচ্ছকুর্বিনাকৃতাঃ ॥ ৫৩

বহু বানর শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করল, দশানন  
অনেকের পাঁজর বিদীর্ণ করে দিল, আবার কারো কারো  
মস্তক বিচূর্ণ হল, কিছু কিছু বানর চক্ষুতে আহত হয়ে মৃত্যু  
বরণ করল।

দশাননঃ ক্রোধবিবৃণ্ণনেত্রো

যতো যতোহভ্যভিত্তি রথেন সংখ্যে।

ততঃ ততস্য শরপ্রবেগঃ

সোদুঃ ন শেকুহরীযুখপাণ্ডে ॥ ৫৪

ক্রোধঘূর্ণিতনেত্র দশমুখ রাবণ রণাঙ্গনে যেখানে  
যেখানে যেতে লাগল, সেখানে সেখানে বানরদলপট্টা  
তার শরক্ষেপের বেগ সহ্য করতে অসমর্থ হল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥  
মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥



## ষষ্ঠবর্তিতমঃ সর্গঃ (৯৬)

সুগ্ৰীব কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার এবং বিরাটপাক-বধ

তা তে কৃতগাত্রে দশগ্রীবোণ মাগণৈঃ  
বসুধা তত্র প্রকীর্ণা হরিজিতদা ১  
এইরূপে দশাননের শরে ছিন্ন-ভিন্ন নিহত  
বানরসৈন্যের শরীরে শরীরে রণভূমি ঢাকা পড়ল।

রাবণস্যাপ্রসহ্যঃ তং শরসম্পাতমেকতঃ  
শেখঃ সহিতুং দীপ্তং পতঙ্গা জ্বলনং যথা ২  
রাবণের অসহনীয় শরপ্রক্ষেপকে সেই সকল কপি

সেই যুতুমাত্রও সহ্য করতে পারল না, যেমন করে  
দীপ্ত বহির স্পর্শমাত্রও পতঙ্গেরা সহ্য করতে পারে না  
তেমুদিতা নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্রোশন্তো বিপ্রদুর্লবুঃ।

দুবর্জিতঃ সমাবিষ্টা দহ্যমানা যথা গজাঃ ৩  
বনে যেমন দাবানলের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে দহ্যমান

হৃদিকুল চিংকার করতে করতে ধাবিত হয়, তদ্রূপ  
রাক্ষসরাজের তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে ক্লিষ্ট বানরেরা উচ্চ রবে  
প্লাম্বন করতে লাগল।

প্রবানামনীকানি মহাজাগীৰ মারুতঃ।  
সংযৌ সমরে তস্মিন্ বিধমন্ রাবণঃ শরৈঃ ৪  
যেমন করে বায়ুবেগ বিশাল মেঘমালাকে ছিন্ন-ভিন্ন

করে, তদ্রূপ রাবণ নিজের বাণ প্রক্ষেপে  
বানরসৈন্যদেরকে সংহার করতে-করতে রণভূমিতে  
বিচরণ করতে লাগল।

কলং ভরসা কৃদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রো বনৌকসাম্।  
আসাদ ভতো যুদ্ধে ত্বরিতঃ রাঘবঃ রণে ৫  
প্রচণ্ড দ্রুততায় বানরসৈন্য সংহারপূর্বক রাক্ষসরাজ

হয়্যা যুদ্ধার্থে সমরাসনে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটস্থ হল।  
সুগ্ৰীবান্ কপীন দৃষ্টা ভগ্নান্ বিজ্রাবিতান্ রণে।

ভগ্নে সুবেগে নিষ্কিপ্য চক্রে যুদ্ধে দ্রুতং মনঃ ৬  
সুগ্ৰীব বানরদেরকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে,

গলায়মান তাদেরকে সুস্থির করার দায়িত্ব সুবেগকে অর্পণ  
করল এবং স্বয়ং মহাসমরে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করল।

আশ্বনঃ সদৃশং বীরং স তং নিষ্কিপ্য বানরম্।  
সুগ্ৰীবোহভিমুখঃ শত্রুং প্রতক্ষে পাদপামুধঃ ৭  
নিজের তুল্য পরাক্রমী বীর সুবেগকে বানরসৈন্য

রক্ষার ভার বুঝিয়ে দিয়ে সুগ্ৰীব স্বয়ং বৃক্ষ উৎপাটিত করে  
শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হল।

পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাস্য সর্বে বানরযুধপাঃ।  
অনুজগ্মুর্মহাশৈলান্ বিবিধাংস্ত বনস্পতীন ৮  
সুগ্ৰীবের আশে-পাশে ও পিছনে পিছনে সকল

বানরদলপতি বৃহৎ-বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এবং বিবিধ প্রকার  
উৎপাটিত বনস্পতি হস্তে নিয়ে অনুসরণ করতে লাগল।

ননর্দ যুধি সুগ্ৰীবঃ স্বরেণ মহতা মহান্।  
পোখয়ন্ বিবিধাংস্তানান্ মমছোত্তমরাক্ষসান্ ৯  
মর্মর চ মহাকাযো রাক্ষসান্ বানরেশ্বরঃ।

যুগান্তসময়ে বায়ুঃ প্রবৃদ্ধানগমানিব ১০  
অতঃপর সুগ্ৰীব যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চস্বরে গর্জন করতে

লাগল এবং যুগান্ত প্রলয়ে বড় বড় বনস্পতিকে  
উন্মূলনকারী বায়ুদেবের ন্যায় বিশালকায় বানররাজ সুগ্ৰীব  
বিশাল বিশাল রাক্ষসদেরকে দলিত মথিত করে দিল।

রাক্ষসানামনীকেষু শৈলবর্ষং ববর্ষ হ।  
অশ্ববর্ষং যথা মেঘঃ পক্ষিসঙ্ঘেষু কাননে ১১  
মেঘ যেমন করে অরণ্যে পক্ষিকুলের উপর

করকাবর্ষণ করে, তদ্রূপ সুগ্ৰীব রাক্ষসদের উপরে বৃহৎ  
বৃহৎ প্রস্তর বর্ষণ করতে লাগল।

কপিরাজবিমুক্তৈস্তৈঃ শৈলবর্ষৈস্ত রাক্ষসাঃ।  
বিকীর্ণশিরসঃ শেতুর্বিকীর্ণা ইব পর্বতাঃ ১২  
বানররাজের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শৈলখণ্ডের বর্ষণে

রাক্ষসদের মাথাগুলি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল এবং তারা  
স্থলিত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হতে লাগল।

অথ সংকীর্ণমাণেষু রাক্ষসেষু সমস্ততঃ।  
সুগ্ৰীবো প্রভগ্নেষু নদংসু চ পতংসু চ ১৩  
অথ সংকীর্ণমাণেষু রাক্ষসেষু সমস্ততঃ।

বিক্রপাঙ্কঃ স্বকং নাম ধ্বী বিশ্রাব্য রাক্ষসঃ।  
রথানাপ্তভা দুৰ্ব্যো গজদ্বন্দ্বমুপারুহৎ ॥ ১৪

এভাবে রণাঙ্গনের চতুর্দিকে সুগ্রীব কর্তৃক রাক্ষস-  
সৈন্যদের নিধন হতে থাকলে তারা আত্ম-চিৎকারে পলায়ন  
করতে করতে ভুলুপ্ত হতে লাগল; তখন বিক্রপাঙ্ক নামে  
দুর্জয় রাক্ষস ধনুর্দান হস্তে স্বনাম ঘোষণা করতে-করতে রথ  
হতে বাঁপিয়ে পড়ে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করল।

স জং হিপমখাঙ্কস্য বিক্রপাঙ্কো মহাবলঃ  
নন্দ ভীমনির্ভীদং বানরানভ্যাবত ॥ ১৫

গজাকড় মহাবলী বিক্রপাঙ্ক অতি ভয়ংকর গর্জন  
করল এবং বানরদের প্রতি সবেগে ধাবিত হল।

সুগ্রীবে স শরান্ ঘোরান্ বিসমর্জ চম্মুখে।  
হাপয়ামাস চোদ্বিগান্ রাক্ষসান্ সম্প্রহর্যয়ন্ ॥ ১৬

সে সেনানীর অগ্রভায়ে বিরাজমান সুগ্রীবকে লক্ষ্য  
করে অতি ভয়ানক শরসমূহ প্রক্ষেপ করল এবং রক্ত  
রাক্ষসসৈন্যের আনন্দবর্ধন করে তাদেরকে সমরে সুস্থির  
করল।

সোহতিবিদঃ শিতৈর্বাণৈঃ কপীদ্রস্তেন রক্ষসা।  
চূক্রেশ চ মহাক্রোধো বধে চাস্য মনো দধে ॥ ১৭

বিক্রপাঙ্কের তীক্ষ্ণ শরসমূহে অতিশয় আহত  
বানররাজ সুগ্রীব মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে ভীষণ গর্জন  
করল এবং বিক্রপাঙ্ককে নিধন করতে মনঃস্থির করল।

ততঃ পাদপমুদ্রতা শূরঃ সম্প্রথনো হরিঃ।  
অভিপতা জঘানাস্য প্রমুখে ভং মহাগজম্ ॥ ১৮

অতঃপর শূরবীর সুগ্রীব-যে বিবিধপ্রকার  
যুদ্ধকৌশলে ও পারঙ্গম ছিল, এক বৃক্ষ উৎপাটিত করে  
অগ্রে ধাবিত হল এবং নিজের সম্মুখে বিরাজমান  
বিক্রপাঙ্কের বিশাল হস্তিকে সজোরে আঘাত করল।

স ভু প্রহারভিহতঃ সুগ্রীবো মহাগজঃ।  
অপাসর্গদ্ ধনুর্মাত্রং নিষসাদ ননাদ চ ॥ ১৯

সুগ্রীবের প্রহারে অতিশয় আহত সেই মহাগজ এক  
ধনুক পরিমাণ জমি পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়ল এবং যন্ত্রণায়  
আত্মনাদ করতে লাগল।

গজাং তু মথিতাং তূর্ণমপক্রম্য স বীরবান্  
রাক্ষসোহতিমুখঃ শক্রং প্রতাদ্গম্য ততঃ কগিম্ ॥ ২০

আরও তর্ক খড়াং চ প্রগৃহ্য লঘুনিক্রম্য  
ভংসয়সিব সুগ্রীবমাসাদ বাবহিতম্ ॥ ২১

পরাক্রমী রাক্ষস বিক্রপাঙ্ক আহত হস্তীর গীত শ্রবণে  
দ্বারা লাফিয়ে পড়ল এবং ভাল তরোয়াল হাতে অতি দ্রুত  
নিজের শত্রু সুগ্রীবের দিকে অগ্রসর হল। সুগ্রীব দৃষ্ট  
অবিচল ছিল, পরন্তু বিক্রপাঙ্ক আশ্চর্যান করাতে কয়েক  
নিকটে এসে পড়ল।

স হি তস্যভিসংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য বিপুলান্ শিলাম্  
বিক্রপাঙ্কস্য চিক্ষেপ সুগ্রীবো জলদোপমাম্ ॥ ২২

এই দেখে সুগ্রীব এক বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড তুলে নিল  
যেটি মেঘমালার ন্যায় বিশালাকার ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল; সে  
সংক্রোধে বিক্রপাঙ্কের উপরে সেই প্রস্তরটি নিক্ষেপ করল।

স তাং শিলামাপততীং দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।  
অপক্রম্য সুবিক্রান্তঃ খড়্গেন প্রাহরৎ তনু ॥ ২৩

রাক্ষসপুঙ্গব সেই প্রস্তরখণ্ডকে নিজের দিকে  
আসতে দেখে কিছুটা পিছু হটে নিজেকে রক্ষা করল এবং  
সুগ্রীবকে তরোয়াল দ্বারা আক্রমণ করল।

তেন খড়্গপ্রহারেণ রক্ষসা বলিনা হতঃ  
মুহূর্তমভবদ্ ভূমৌ বিসংজ্ঞ ইব বানরঃ ॥ ২৪

সেই বলশালী রাক্ষসের তরোয়ালের আঘাতে  
আহত সুগ্রীব সংজ্ঞাহীন হয়ে মুহূর্তমাত্র ধরাশয়ী হয়ে  
বইল।

সহসা স তদোৎপত্য রাক্ষসস্য মহাহবে।  
মুষ্টিং সংবর্ত্য বেগেন পাতয়ামাস বক্ষসি ॥ ২৫

পুনশ্চ সহসা বেগে উত্থিত হয়ে বক্রমুষ্টি সুগ্রীব  
বিক্রপাঙ্কের বক্ষদেশে সজোরে এক মুষ্টিপ্রহার করল।

মুষ্টিপ্রহারভিহতো বিক্রপাঙ্কো নিশাচরঃ  
তেন খড়্গেন সংক্রুদ্ধঃ সুগ্রীবস্য চম্মুখে ॥ ২৬

কবচং পাতয়ামাস পদভ্যামভিহতোহপতৎ  
সুগ্রীবের মুষ্টির আঘাতে নিশাচর বিক্রপাঙ্কের কোমর  
আরও বর্ধিত হল এবং সে সেনাগ্রভাগে বিরাজমান

সুগ্রীবের কবচ  
তার পদাঘাতে  
স সমুখায়  
তলপ্রহারমশনে  
ধরাশয়ী

তুল্য এক সশস্ত্র  
তলপ্রহারং  
নৈপুণ্যোচ্চোচি  
সুগ্রীব

রনকৌশলে  
আঘাত করল  
ততস্ত  
মোক্ষিতং

স দদর্শাৎ  
তখন  
সে দেখল  
করে দিয়ে

নিষেছে।  
সুযোগ খুঁজ  
ততোহন্যং  
মহেজ্ঞানি

পপাত  
প্রোতোভা  
সুগ্রীব

চপেটাঘা  
কথিরাক্ত  
গেল এ

সুগ্ৰীবের কবচ তরবারি দিয়ে কেটে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে  
তরবারঘাতে সুগ্ৰীব ধরাশায়ী হল

৪ সমুখায় পতিতঃ কপিভস্য বাসজয়ং ॥ ২৭  
সমুখায় পতিতঃ কপিভস্য বাসজয়ং ॥ ২৭

ধরাশায়ী সুগ্ৰীব পুণরুত্থান করে রাক্ষসকে বজ্রনিদা  
ল্লা এক সশস্ত্র চপেটাঘাত হানল।

৫ সপুখায় তদ রক্ষঃ সুগ্ৰীবেন সমুদ্যতম্ ॥ ২৮  
সপুখায় তদ রক্ষঃ সুগ্ৰীবেন সমুদ্যতম্ ॥ ২৮

সুগ্ৰীব কর্তৃক উদ্যত সেই করলতলের আঘাতকে  
রাক্ষসেলে এড়িয়ে গিয়ে বিরূপাক্ষ তার বক্ষদেশে মুষ্টির  
সহাত করল।

৬ সংকুপ্ততঃ সুগ্ৰীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ২৯  
সংকুপ্ততঃ সুগ্ৰীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ২৯

৭ দর্শ্যন্তরং তস্য বিরূপাক্ষস্য বানরঃ ॥ ৩০  
দর্শ্যন্তরং তস্য বিরূপাক্ষস্য বানরঃ ॥ ৩০

তখন বানররাজ সুগ্ৰীবের ক্রোধের সীমা রইল না  
সে দেখল যে রাক্ষস তার দ্বারা প্রক্ষিপ্ত মুষ্টিপ্রহার ব্যর্থ  
করে দিয়েছে এবং নিজেকে মুষ্টির স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে  
দিয়েছে। তখন সে পুনরায় বিরূপাক্ষের উপর প্রহার করার  
সুযোগ খুঁজতে লাগল।

৮ ততোহন্যঃ পাতয়ৎ ক্রোধাচ্ছন্দো মহাতলম্ ॥ ৩১  
ততোহন্যঃ পাতয়ৎ ক্রোধাচ্ছন্দো মহাতলম্ ॥ ৩১

৯ পশাত রুধিরক্রিমঃ শোণিতং হি সমুদ্বিরন ॥ ৩২  
পশাত রুধিরক্রিমঃ শোণিতং হি সমুদ্বিরন ॥ ৩২

সুগ্ৰীব এবার বিরূপাক্ষের ললাটে সক্রোধে বিশাল  
চপেটাঘাত করল; ইন্দের বজ্রতুল্য সেই আঘাতে বিরূপাক্ষ  
কপিত হইয়া ভুলুপ্তি হইল তাব সর্বাঙ্গ রক্তে ভিজ  
গেল এবং সকল ইন্দ্রিয়দ্বার হতে রক্তের প্রস্রবণ বইতে

লাগল

বিনুত্তনয়নঃ ক্রোধাৎ সফেনাঃ কথিরাঙ্কুতম্ ॥ ৩৩  
বিনুত্তনয়নঃ ক্রোধাৎ সফেনাঃ কথিরাঙ্কুতম্ ॥ ৩৩

সেই রাক্ষসের নেত্রেরা ক্রোধে বিদ্যুৎগত হইল, সে  
সফেন কথিরে নিমজ্জিত প্রায় হয়ে পড়ে রইল।  
বানরযুগপতি দেখল বিরূপাক্ষ রাক্ষস বিকৃত নেত্র হয়ে তার  
নামের সদৃশ হয়ে গেছে। রক্তে মাখামাখি হয়ে সে হটপট  
করতে করতে পার্শ্ব পরিবর্তন করছে এবং করুণ আর্তনাদ  
করছে।

১০ তথা তু তৌ সংযতি সশ্রযুক্তৌ  
তরঙ্গিনৌ বানররাক্ষসানাম্ ॥ ৩৪  
তথা তু তৌ সংযতি সশ্রযুক্তৌ  
তরঙ্গিনৌ বানররাক্ষসানাম্ ॥ ৩৪

১১ বলার্ঘবৌ সঙ্ঘনতুল্য ভীমৌ  
মহার্ঘবৌ ঘাবিব ভিন্নসেতু ॥ ৩৫  
বলার্ঘবৌ সঙ্ঘনতুল্য ভীমৌ  
মহার্ঘবৌ ঘাবিব ভিন্নসেতু ॥ ৩৫

এইভাবে বেগশালী বানর ও রাক্ষসেরা যুদ্ধমান হয়ে  
দুই মহাসৈন্য সমুদ্র নিজ নিজ সীমা অতিক্রম করে বাঁধভাঙ্গ  
দুই মহাসমুদ্রের মতো বগাফনে তুমুল ববে কোলাহল  
করতে লাগল

১২ বিনাশিতঃ প্রেক্ষ্য বিরূপনেত্রঃ  
মহাশলং তং হরিপার্থিবেন ॥ ৩৬  
বিনাশিতঃ প্রেক্ষ্য বিরূপনেত্রঃ  
মহাশলং তং হরিপার্থিবেন ॥ ৩৬

১৩ বলং সমেতং কপিরাক্ষসানা-  
মুদবৃগগলপ্রতিমং বভূব ॥ ৩৭  
বলং সমেতং কপিরাক্ষসানা-  
মুদবৃগগলপ্রতিমং বভূব ॥ ৩৭

বানররাজ সুগ্ৰীব কর্তৃক মহাবলী বিরূপাক্ষের নিধন  
প্রত্যক্ষ করে বানর ও রাক্ষস সৈন্যগণ একত্রে কুলঘাবিনী  
গঙ্গার সদৃশ উদ্বেল হয়ে পড়ল (একদিকে আনন্দজনিত  
কোলাহল, অন্যপক্ষে শোকের আর্তনাদ হতে লাগল)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠবর্তিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষষ্ঠবর্তিতমঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥



## সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৭)

সুগ্রীবের সাথে মহোদরের ঘোরতর যুদ্ধ এবং মহোদরের নিধন

হনামানে বলে তুর্ণননোনাং তে মহামুখে।  
সরসীর মহাঘর্মে সুপক্ষীণে বভূবতুঃ। ১

সেই মহাযুদ্ধে দুই পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের  
হত্যাশীলার ফলে গ্রীষ্মকালীন সরোবরের মতো দ্রুত ক্ষীণ  
থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল।

হবলস্য তু ঘাতেন বিরূপাক্ষবধেন চ  
বভূব বিপ্রপং ক্রোধো রাবণো রাক্ষসাবিধঃ। ২

আত্মপক্ষীয় সৈন্যদের বিনাশ এবং বিরূপাক্ষের  
নিধনে রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধ বিপ্রপং বর্ধিত হল।

প্রক্ষীণঃ হবলং দৃষ্টা বধামানং বলীমুখৈঃ।  
বভূবাস্য বাখা যুদ্ধে দৃষ্টা দৈববিপর্যয়ম্। ৩

বানরসৈন্যের প্রহারে নিজের সৈন্যসামন্তদের  
সংখ্যা হ্রাসমান দেখে এবং ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতি দৃক্পাত  
করে বৃদ্ধহলে রাবণের মনে ব্যথার সঞ্চার হল।

উবাচ চ সমীশহঃ মহোদরমনন্তরম্।  
অশ্বিন্ কালে মহাবাহো জয়াশা হুয়ি মে হিতা॥ ৪

তিনি দণ্ডায়মান সহোদরকে বললেন — ‘এক্ষণে  
আমার বিজয়ের আশা তোমার উপরই নির্ভর করছে।

জহি শত্রুচমুং বীর দর্শয়াদ্য পরাক্রমম্।  
ভর্তৃপিতৃস্য কালোহয়ং নির্বেষ্টুং সাধু বুধ্যতাং॥ ৫

‘বীর। আজ তোমার পরাক্রম প্রকটিত করো এবং  
শত্রুসৈন্যের নিধন করো। এটিই প্রভুর (অর্থাৎ রাবণের)  
অমের প্রতিদানের অবসর। অতএব বীরভাবে সংগ্রামে  
অবতীর্ণ হও।’

এবমুক্তান্তেভ্যাক্ষা রাক্ষসেন্দ্রো মহোদরঃ  
প্রবিবেশারিসেনাং স পতঙ্গ ইব পাবকম্॥ ৬

রাবণ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হয়ে বীর রাক্ষস  
মহোদর ‘তাই হবে’ এই কথা বলে অর্থাৎ রাবণের আজ্ঞা  
শিরোধার্য করে অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় শত্রু সেনাগণের  
মধ্যে প্রবেশ করল।

ততঃ স কমনং চক্রে বানরাণাং মহাবলঃ।  
ভর্তৃবাকোন তেজস্বী ঘেন বীর্যেণ চোদিতঃ॥ ৭

ততঃ স কমনং চক্রে বানরাণাং মহাবলঃ।  
ভর্তৃবাকোন তেজস্বী ঘেন বীর্যেণ চোদিতঃ॥ ৭

সেনাগণের মধ্যে প্রবেশ করে তেজস্বী ও মহাবল  
মহোদর রাজজ্ঞা অনুসারে স্থপতিতে বানরসৈন্য নিক্ষেপ  
করতে লাগল।

বানরাষ্ট মহাসত্য়াঃ প্রগৃহ্য বিপুলাঃ শিলাঃ  
প্রবিহারিবলং ভীমং জঘ্মুস্তে সর্বরাক্ষসান্॥ ৮

মহাশক্তিশালী বানরগণ-ও হাতে বিশাল-বিশাল  
প্রস্তর নিয়ে বিপক্ষের ভয়ংকর সেনাদের সমাবেশে প্রবেশ  
করে সকল রাক্ষসদের নিধন শুরু করল।

মহোদরঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ  
চিচ্ছেদ পাণিপাদোরু বানরাণাং মহাবলৈঃ॥ ৯

মহোদর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের সুবর্ণদীর্ঘ  
শরসমূহে ঘোরতর যুদ্ধে বানরসৈন্যদের উরু ও হৃৎপিণ্ড  
ছিঁড় করল।

ততস্তে বানরাঃ সর্বে রাক্ষসৈরদিতা ভূম্  
দিশো দশ দ্রুতাঃ কেচিৎ কেচিৎ সুগ্রীবমপ্রিতাঃ॥ ১০

অতঃপর রাক্ষস মহোদর কর্তৃক অতিশয় পীড়িত  
সকল বানরেরা দশদিকে পলায়ন করতে লাগল; অথবা  
বহু বানর সুগ্রীবের কাছে আশ্রয় নিল।

প্রভগ্নং সমরে দৃষ্টা বানরাণাং মহাবলম্।  
অভিদুহ্রাব সুগ্রীবো মহোদরমনন্তরম্॥ ১১

বানরদের বিশাল সেনাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে  
সুগ্রীব তার নিকেট বিরাজমান মহোদরকে আক্রমণ করল।  
প্রগৃহ্য বিপুলাং ঘোরাং মহীধরসমাং শিলাম্।  
চিচ্ছেদ চ মহাতেজাত্তদ্বহায় হরীশ্বরঃ॥ ১২

বানররাজ অতি তেজস্বী, তাই পর্বতসদৃশ বিশাল  
এবং ভয়ংকর শিলা তুলে মহোদরের প্রতি নিক্ষেপ করল।  
তামাপতস্তীং সহসা শিলাং দৃষ্টা মহোদরঃ।  
অসম্ভ্রান্তভ্রতো বাণৈর্নির্বিভেদ দুর্বাদাম্॥ ১৩

সেই দুর্জয় শিলাকে সহসা নিজের দিকে আসতে  
দেখেও মহোদর ভ্রান্ত হল না; বরং বানরপ্রক্ষেপে শিলা  
খণ্ড-খণ্ড করে দিল।

রক্ষসা তেন বাণৌঘৈর্নিকৃতা সা সহস্রা।

রক্ষসা তেন বাণৌঘৈর্নিকৃতা সা সহস্রা।

রক্ষসা তেন বাণৌঘৈর্নিকৃতা সা সহস্রা।

নিপাত তদা  
রাক্ষসের সৈন্য

শিলা সহস্র যথো  
যুবপাক খেয়ে ভূমি

জাং তু ভিরাং শি  
সামুৎপাটা চি

বিশাল শিল  
শাল বৃক্ষ উৎপা

মহোদর সেটিকে  
শরৈশ্চ বিদদ

স দর্শ ততঃ  
অরিদম

বিনীর্ণ করে দি  
পরিঘ দেবতে

অবিধ্য তু স  
পরিঘেণোদ্রবে

উজ্জ্বল  
মহোদরের চো

প্রহারে সুগ্রীব  
তন্মাক্ততহমাদ

গদাং জগ্রাহ  
ঘোটবে

বিশাল রথ হ  
তুলে নিল।

গদাপরিঘহ  
নর্দন্তৌ

পরিঘ  
রণাক্ষনে দুই

মেঘখণ্ডের  
করল।

তত ক্রুদ্ধে  
হলন্তীং

তদন  
দেদীপ্যমান

গদাং ত

প্রবেশ করে তেজস্বী ও মহাবলী  
রে স্বশক্তিতে বানরসৈন্য সংহার

প্রগ্ৰহা বিপুল্যঃ শিলাঃ  
জঘ্রুন্তে সর্বরাক্ষসান্। ৮  
বরগণ-ও হাতে বিশাল-বিশাল  
ংকর সেনাদের সমাবেশে প্রবেশ  
ধন শুক করল।

শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ  
বানরাণাং মহাবলৈঃ। ৯  
পিত হয়ে নিজের সুবর্ণমণ্ডিত  
নিরসৈন্যদের উরু ও হস্তপাদি

রাক্ষসৈর্দিতা ভূশম্।  
কেচিৎ সুগ্রীবমশ্রিতাঃ। ১০  
হাদর কর্তৃক অতিশয় দীড়িত  
লায়ন করতে লাগল ; আবার  
প্রশ্ন নিল।

বানরাণাং মহাবলম্।  
মহোদরমনস্তরম্। ১১

নাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে  
ন মহোদরকে আক্রমণ করল।  
মহীধরসমাং শিলাম্।

স্তব্ধবায় হরীশ্বরঃ। ১২  
স্বী, তাই পর্বতসদৃশ বিশাল  
হাদরের প্রতি নিষ্ক্ষেপ করল।

ং দৃষ্টা মহোদরঃ।  
ইভেদ দুরাসদাম্। ১৩  
হসা নিজের দিকে আসতে  
বরং বানপ্রক্ষেপে শিলাকে

কৃতা সা সহস্রা।

তদা ভূমৌ গৃহচক্রমিবাকুলম্। ১৪

রাক্ষসের সেই বানবসমুদায়ের আঘাতে পর্বতাকার  
নিম্ন সহস্র শ্রেণি বিভক্ত হয়ে আকুলিত গৃহদের মতো  
বুলাক বেয়ে ভূমিতে এসে পড়ল।

জং তু ভিন্নাং শিলাং দৃষ্টা সুগ্রীবঃ ক্রোধমুর্ছিতঃ।  
নামুৎপাটা চিক্ষেপ তং স চিচ্ছেদ নৈকখা। ১৫

বিশাল শিলাকে বিদীর্ণ হতে দেখে ক্রোধাক্ষয় সুগ্রীব  
শর বৃক্ষ উৎপাটিত করে নিষ্ক্ষেপ করল, কিন্তু রাক্ষস  
হস্তের সেটিকেও বহুভাগে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলল।

বিদদারৈনং শূরঃ পরবলার্দনঃ।  
দর্শ্য ততঃ ক্রুদ্ধঃ পরিষং পতিতঃ ভূবি। ১৬

অরিন্দম বীর মহোদর শরবর্ষণে সাজ বৃক্ষটিকে  
দীর্ণ করে দিলে ক্রুদ্ধ সুগ্রীব রণভূমিতে পড়ে থাকা এক  
গরিব দেখতে পেল।

ব্রহ্মা তু স তং দীপ্তং পরিষং তস্য দর্শয়ন্।  
পরিষোগ্রবেগেন জঘানাস্য হর্যোত্তমান্। ১৭

উজ্জ্বল পরিঘটিকে শরীরের চৌদিকে ঘূর্ণিত করে  
মহোদরের চোখের সামনে তার শ্রেষ্ঠ অস্ত্রটিকে পরিষ-  
গ্রহে সুগ্রীব হত্যা করল।

তদ্ব্যক্তহর্যাদ্ বীরঃ সোহবপুত্য়া মহারথাং  
গদাং জগ্রাহ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসোহধ মহোদরঃ। ১৮

ঘোটকের নিধনে বীর রাক্ষস মহোদর নিজের  
বিশাল বথ হতে লাফিয়ে পড়ে অত্যন্ত ক্রোধভরে হাতে গদা  
হুলে নিল।

গম্যপরিষহন্তৌ তৌ যুধি বীরৌ সমীয়তুঃ।  
নদন্তৌ গোবৃষপ্রখ্যৌ ঘনাবিব সবিন্দুতৌ। ১৯

পরিষ হাতে সুগ্রীব এবং গদা হাতে মহোদর  
রথাসনে দুইটি প্রবল ব্যভের ন্যায় অথবা বজ্রগর্ভ দুটি  
মেঘবস্তুর ন্যায় গর্জন করতে করতে পরস্পরকে আক্রমণ  
করল।

তত ক্রুদ্ধো গদাং তস্মৈ চিক্ষেপ রজনীচরঃ।  
কন্দীঃ ভাস্করাভাসাং সুগ্রীবায় মহোদরঃ। ২০

তদনন্তর, ক্রুদ্ধ নিশাচর মহোদর সূর্যকান্তি প্রভায়  
দৌণ্ড্যমান গদা সুগ্রীবের উপর প্রহার করল।  
পাং তাং সুমহাঘোরামাপতন্তীঃ মহাবলঃ।

সুগ্রীবো রোষতপ্রাক্ষঃ সমুদ্যমা মহাবলৈঃ ২১  
আজ্ঞাযান গদাং তস্য পরিষেন হরীশ্বরঃ।  
পপাত তদস্য ভিন্নঃ পরিঘন্তস্য ভূতলে। ২২

সেই মহাত্যাগের গদাকে নিজের দিকে আসতে  
দেখে মহাবলী বানররাজ সুগ্রীবের নেত্র ক্রোধ ধারণ করল  
এবং সেই গদাকে হস্তধৃত পরিঘ দিয়ে আগাত করল ; কিন্তু

তার পরিঘ ভগ্ন হয়ে সবেগে মাটিতে পড়ল।  
ততো জগ্রাহ তেজস্বী সুগ্রীবো বসুধাতলাং।  
অরাসং মুসলং ঘোরং সর্বতো হেমভূষিতম্। ২৩

তখন তেজস্বী সুগ্রীব ভূতল হতে ভয়ংকর এক  
হেমমণ্ডিত লৌহ মুসল হাতে নিল।

স তমুদ্যমা চিক্ষেপ সোহলল্য প্রাক্ষিপদ্ গদাম্।  
ভিন্নাবল্যোন্যামাসাদ্য পৈতৃভূতৌ মহীভলে। ২৪

সুগ্রীব সেই লৌহ মুসল উদ্যত করে নিষ্ক্ষেপ করল  
এবং মহোদরও সাথে সাথে গদা প্রহার করল।  
এমতাবস্থায় অসুস্থ পরস্পরের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হয়ে  
মাটিতে পড়ল।

ততো ভিন্নপ্রহরনৌ মুষ্টিভ্যাং তৌ সমীয়তুঃ।  
ভেজোবলসমাবিষ্টৌ দীপ্তাবিব হতাননৌ। ২৫

তেজস্বী ও শক্তিমান বীরদ্বয় অস্ত্র-শস্ত্র বিবহিত হয়ে  
প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় পরস্পর মুষ্টিতে মুষ্টিতে যুদ্ধ করতে  
লাগল।

জঘ্রুন্তৌ তদান্যোন্যং নদন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ।  
তলৈশ্চান্যোন্যামাসাদ্য পৈতৃভূতৌ মহীভলে। ২৬

তখন পুনঃ পুনঃ গর্জন করতে করতে দুই ঘোড়া  
একে অন্যকে করতলাঘাত করে উভয়েই ভূমিতে পড়াগড়ি  
দিতে লাগল।

উৎপৈতৃভূতদা তূর্ণং জঘ্রুন্ত পরস্পরম্।  
ভুজৈশ্চিকিৎসিতুর্বারাবল্যোন্যামপরাভিতৌ। ২৭

পরস্পরকে আঘাত করতে-করতে আবার দুই বীর  
দণ্ডায়মান হল। দু'জনের কেউই হার মানল না, পরস্পর  
দু'জন দুজনকে হাত দিয়ে প্রহার শুরু করল।

জঘ্রুন্তৌ শ্রমং বীরৌ বাহুযুদ্ধে পরজপৌ।  
আজ্ঞাহার তদা ষড়্ভাসদুরগরিবর্তিনম্। ২৮

রাক্ষসচর্মণা সার্থং মহাবেগো মহোদরঃ।



তথৈব চ মহাখড়্গঃ চর্মণা পতিতঃ সহ।

জগ্ৰাহ বানরশ্রেষ্ঠঃ সুগ্ৰীবো বেগবত্তরঃ ॥ ২৯

শত্রুতাপন দুই বীর বাহুযুদ্ধের পরিশ্রমে ক্লান্ত হল এবং নিকটেই পড়ে থাকা খড়্গ ও চর্মনির্মিত ঢাল একদিকে বেগবান রাক্ষস মহোদর তুলে মিল, অন্যদিকে বেগশালী কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবও রণভূমি থেকে বিশাল খড়্গ ঢাল সমেত হাতে নিয়ে নিল।

ততো রোষপরীতালৌ নদজ্বাবডাধাবতাম্  
উদাতাসী রণে হস্তৌ মুখি শস্ত্রবিশারদৌ ॥ ৩০

মহোদর এবং সুগ্রীব দুজনেই রণাঙ্গনে শস্ত্রঢালনায় পারদর্শী ছিল তথা দুজনের সর্বাঙ্গ ক্রোধে আচ্ছন্ন ছিল ; অতএব তারা সমবে সোহসাহে গর্জন করতে-করতে উদাত ভরবারি নিয়ে একে অন্যের প্রতি ধাবিত হল।

দক্ষিণঃ মণ্ডলঃ চোভৌ সুতূর্ণঃ সম্পরীয়তুঃ।

অন্যোন্যমভিসংক্রুদ্ধৌ জয়ে প্রণিহিতাবুভৌ ॥ ৩১

তারা উভয়েই অতি শীঘ্র প্রদক্ষিণ করতে করতে যুদ্ধ করতে লাগল। তাদের পারস্পরিক ক্রোধ অতি তীব্র ছিল এবং জয়ের ব্যাপারে উভয়েই ছিল অত্যন্ত আশাবাদী।

স তু শূরো মহাবেগো বীরশ্লাঘী মহোদরঃ।

মহাবর্মণি তং খড়্গং পাতয়ামাস দুর্মতিঃ ॥ ৩২

বলদর্পিত মহাবেগবান এবং দুর্মতি মহোদর নিজের ভরবারি দিয়ে সুগ্রীবের বিশাল কবচে আঘাত করল।

লগ্নমুৎকর্ষতঃ খড়্গং খড়্গেন কপিকুঞ্জরঃ।

জহার শশিরজ্ঞাণং কুণ্ডলোপগতং শিরঃ ॥ ৩৩

সুগ্রীবের কবচে আটকে থাকা তলোয়ার যখন সেই রাক্ষস আকর্ষণ করতে লাগল, তখনই কপিকুঞ্জর সুগ্রীব শিরজ্ঞাণ পবিহিত ও কুণ্ডলমণ্ডিত মহোদরের মস্তক ভরবারির আঘাতে ছেদন করল।

নিকৃন্তশিরসস্তস্য পতিতস্য মহীতলে।

তদ্ বলং রাক্ষসেভ্যস্য দৃষ্ট্বা তত্র ন দৃশ্যতে ॥ ৩৪

ছিন্নমস্তক মহোদর ভুলুপ্তিত হল। তা দেখে সে

রাক্ষসের অনুচর সৈন্যরা সে-স্থানে আর চকুগোচর না

হত্বা তং বানরৈঃ সার্ধং ননাদ যুদিতো হরিঃ।

চূত্রোখ চ দশগ্ৰীবো বভৌ হস্তশ্চ রাঘবঃ ॥ ৩৫

মহোদরকে হত্যা করে আনন্দিত বানররাজ সুগ্রীব অন্যান্য বানরদের সঙ্গে নিয়ে গর্জন করতে লাগল ও দেখে দশমুখ রাবণের ভীষণ ক্রোধ হল এবং শ্রীরামের আনন্দিত হলেন।

বিষম্বদনাঃ সর্বৈ রাক্ষসা দীনচেতসঃ।

বিদ্রবন্তি ততঃ সর্বৈ ভয়বিক্রমচেতসঃ ॥ ৩৬

সে-ক্ষণে সকল রাক্ষসেরা বিষম ও দুঃখিত হল; সকলের মুখচ্ছবি বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেল এবং তারা ভয় মনে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করল।

মহোদরং তং বিনিপাত্য ভূমৌ

মহাগিরেঃ কীর্ণমিবৈকদেশম্

সূর্য্যায়জস্তত্র ররাজ লক্ষ্ম্যা

সূর্যঃ স্বতেজোভিরাপ্রখ্যঃ ॥ ৩৭

মহোদরের শরীর বিশাল পর্বতের ধ্বস্ত একটি শৃঙ্গের ন্যায় প্রতীত হচ্ছিল। তাকে পৃথ্বীতে লুটিয়ে দিয়ে সূর্যপুত্র সুগ্রীব বিজয়লক্ষ্মীর শ্রীমণ্ডিত হল, যেন খরতব ন্য স্বকীয় তেজে প্রকাশিত হলেন।

অথ বিজয়মবাপ্য বানরেভ্যঃ

সমরমুখে সুরসিদ্ধয়ক্ষসংঘৈঃ।

অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসংঘৈঃ-

ঈরুশসমাকুলিতৈর্নিরীক্ষ্যমাণঃ ॥ ৩৮

এই প্রকারে বানররাজ সুগ্রীব সমরে বিজয়ী হবার অতিশয় শোভিত হচ্ছিল। তখন দেবতা, সিদ্ধ ও যক্ষগণ তথা মর্ত্যবাসী প্রাণিগণ ও সাতিশয় আনন্দে তাকে দেখতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাষ্যে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদ্বিতীয়াঃ সর্গঃ ॥ ৯৭ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য শ্রীমদ্ভাষ্যের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তদ্বিতীয়াঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥



## অষ্টমবতীতমঃ সর্গঃ (৯৮)

অঙ্গদ কর্তৃক মহাপার্শ্বের নিধন

মহোদর তু নিহতে মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।

সুগ্ৰীব সমীক্ষ্যথ ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ। ১

সুগ্ৰীব কর্তৃক মহোদর নিহত হয়েছে জেমে মহাবলী  
মহাপার্শ্বের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল

অঙ্গদস্য চমুং ভীমাং ক্ষোভয়ামাস মাগণৈঃ।

স বানরাণাং মুখ্যানামুত্তমাদানি রাক্ষসঃ। ২

গাতয়ামাস কায়েভাঃ ফলং বৃদ্ধাদিবানিলঃ।

তদনন্তর সে শরবর্ষণে অঙ্গদের ভয়ংকর সৈন্যদের  
মধ্যে হৈ-ঠে ফেলে দিল। রাক্ষস মহাপার্শ্ব প্রধান প্রধান  
কনরগণের শিরচ্ছেদ করে, বায়ুপ্রবাহে বৃত্তচ্যুত ফলের  
ন্যায় তাদের ভুলুপ্তিত করতে লাগল।

ক্বেষাচ্চিদ্বিভূতিবাহুংশিচ্ছেদাথ স রাক্ষসঃ। ৩

বানরাণাং সুসংরক্তঃ পার্শ্বঃ ক্বেষাচ্চিদাক্ষিপৎ।

ক্রোধান্বিত মহাপার্শ্ব শরপ্রক্ষেপে বহুসংখ্যক  
বানরের বাহু কর্তন করল, আবার অনেকের শরীরের  
পার্শ্বদেশ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

ভেদিত্তা বাণবর্ষণে মহাপার্শ্বেন বানরাঃ। ৪

বিষাদবিমুখাঃ সর্বৈ বভূবুর্গতচেতসঃ।

মহাপার্শ্বের বাণবর্ষণে পীড়িত হয়ে বানরেরা বহু  
সংখ্যায় যুদ্ধবিমুখ, হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে পড়ল

নিশম্য বলমুষ্টিগ্ৰন্থদো রাক্ষসাদিতম্। ৫

বেগং চক্রে মহাবেগঃ সমুদ্র ইব পর্বসু।

সেই রাক্ষসকর্তৃক পীড়িত বানরসৈন্যদের অত্যন্ত  
উদ্বিগ্ন হতে দেখে মহাবেগবান অঙ্গদ পূর্ণিমা তিথিতে  
পশুদের ন্যায় নিজের ক্ষিপ্ততা প্রকটিত করল।

আয়সং পরিঘং গৃহ্য সূর্যরশ্মিসমপ্রভম্। ৬

দমরে বানরশ্রেষ্ঠো মহাপার্শ্ব ন্যাপাতয়ৎ।

বানরশিরোমণি সূর্যকিরণের তুল্য প্রদীপ্ত এক লৌহ  
পরিঘ তুলে মহাপার্শ্বের উপরে নিক্ষেপ করল।

স তু তেন প্রহারেণ মহাপার্শ্বো বিচেতনঃ। ৭

সমূহঃ সান্দনাৎ তস্মাদ্ বিসংজ্ঞাপতদ্ ভুবি।

সেই পরিঘ প্রহারে মহাপার্শ্ব সংজ্ঞাহীন ও অচেতন

হয়ে সারথির সাথে রথ থেকে ভূমিতে পড়ে গেল

তস্যাক্ষরাজক্লেষসী নীলাঞ্জনাচমোপমঃ। ৮

নিম্পতা সুমহাদীর্ঘঃ যশূর্ণানোঘসমিজাৎ।

প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাভাং ক্রুদ্ধঃ স বিপুল্যঃ শিলাম্। ৯

অশ্মাঞ্জধান জনসা বভক্ত স্যন্দনং চ তম্।

তখন, কাজলের ছুপের মতো ঘোর কক্ষবর্ণ তেজস্বী  
বীর ঋক্ষরাজ জাম্ববান বিশাল মেঘের ঘনঘটা তুল্য নিজের  
বৃহৎ সৈন্য সামন্তদের মধ্যে হতে বাহিরে এসে গিরিশৃঙ্গের  
সদৃশ বিশাল শিলা তুলে সক্রোধে রথের অশ্বগুলিকে হত্যা  
করল এবং রথটিকেও বিচূর্ণ করে দিল।

মুহূর্তান্নকসংজ্ঞস্ত মহাপার্শ্বো মহাবলঃ। ১০

অঙ্গদঃ বহুভির্বাণৈর্ভূয়ন্তঃ প্রত্যবিস্থাত।

জাম্ববন্তঃ ত্রিভির্বাণৈরাজধানি স্তনান্তরে। ১১

মুহূর্তের মধ্যে মহাবলী মহাপার্শ্ব বহুসংখ্যক  
বাণপ্রক্ষেপে আবার অঙ্গদকে বিদ্ধ করতে লাগল এবং  
জাম্ববানের বক্ষেও মধ্যভাগে তিনটি বাণ মারল।

ঋক্ষরাজং গবাক্ষং চ জঘান বহুভিঃ শরৈঃ।

গবাক্ষং জাম্ববন্তং চ স দৃষ্ট্য শরপীড়িতৌ। ১২

জগ্ৰাহ পরিঘং ঘোরমঙ্গদঃ ক্রোধমুর্ছিতঃ।

অধিকন্তু সে ঋক্ষরাজ গবাক্ষকে ও বাণে বাণে ক্ষত-  
বিকৃত করে দিল, গবাক্ষ ও জাম্ববানকে শরাঘাতে পীড়িত  
হতে দেখে অঙ্গদের ক্রোধের সীমা রইল না। সে তরুণ  
পরিঘ হাতে তুলে নিল।

তস্যাজদঃ সরোষাক্ষো রাক্ষসসা তমায়সম্। ১৩

দূরহিতসা পরিঘং রবিরশ্মিসমপ্রভম্।

ষাভ্যাং ভূজাভ্যাং সংগৃহ্য ভ্রাময়িত্বা চ বেগবৎ। ১৪

মহাপার্শ্বস্য চিক্ষেপ বখাৰ্থং বালিনঃ সুতঃ।

তার সেই পরিঘ সূর্যকিরণের মতো দীপ্তি বিকিরণ  
করছিল এবং বালিপুত্র অঙ্গদের নেত্রদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ  
ধারণ করেছিল। সে লৌহ পরিঘকে হস্তদ্বয়ে ধরে সবেগে  
বিঘূর্ণিত করল এবং মহাপার্শ্বকে বধের জন্য নিক্ষেপ  
করল।

স তু ক্ষিপ্তো বলবতা পরিঘতশা রক্ষসঃ। ১৫  
ধনুশ্চ সশরঃ হস্তাচ্ছিরস্ত্রাণঃ চ পাতয়ৎ।

বলবান বীর অঙ্গদকর্তৃক প্রক্ষিপ্ত সেই পরিঘ বাক্সস  
মহাপার্শ্বের ধনুর্বাণ হস্তচ্যুত করে শিরস্ত্রাণও ভূমিতে ফেলে  
দিল।

তং সমাসাদ্য বেগেন বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্। ১৬  
তলেনাভাহনৎ ক্রুদ্ধঃ কর্ণমূলে স্কন্ধম্।

পুনরায় প্রতাপবান্ বালিপুত্র অঙ্গদ সবেগে তার  
নিকটে এসে মাতিশয় রাগে তার কুণ্ডলযুক্ত কর্ণমূলে  
চপেটাঘাত করল।

স তু ক্রুদ্ধো মহাবেগো মহাপার্শ্বো মহাদ্যুতিঃ॥ ১৭  
করৈশেকেন জগ্ৰাহ সুমহত্তং পরশ্বখম্।

তখন মহাবেগশালী মহাতেজস্বী মহাপার্শ্ব কুপিত হয়ে  
এক হাতে বৃহৎ কুঠার ধারণ করল।

তং তৈলযৌতং বিমলং শৈলসারময়ং দৃঢ়ম্। ১৮  
রাক্ষসঃ পরমক্রুদ্ধো বালিপুত্রে ন্যপাতয়ৎ।

সেই উত্তম কুঠারটি ছিল তৈলবিধৌত এবং উচ্চ  
মানের লৌহে তৈরি। অতিশয় ক্রুদ্ধ রাক্ষস সেটি বালিপুত্র  
অঙ্গদের দেহে নিক্ষেপ করল।

তেন বামাংসফলকে ভৃশং প্রতাবপাতিতম্। ১৯  
অঙ্গদো মোক্ষয়ামান সরোষঃ স পরশ্বখম্।

অঙ্গদের বাম স্তন্য লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত সেই  
কুঠারটিকে ক্রোধাবহিত অঙ্গদ সূকৌশলে নিজের দেহে  
হেলিয়ে লক্ষ্য ভেঙে দিল।

স বীরো বজ্রসংকাশমঙ্গদো মুষ্টিমান্বনঃ। ২০  
সংবর্তয়ৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পিতৃহৃত্যাপরাক্রমঃ।

তারপর, অতিশয় ক্রুদ্ধ বীর ও পিতার সদৃশ পরাক্রমী  
অঙ্গদ বজ্রতুল্য মুষ্টি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করল।

রাক্ষসসা ত্তনাভ্যাশে মর্মজো হৃদয়ঃ প্রতিঃ॥ ২১  
ইন্দ্রাশনিসম্পর্শঃ স মুষ্টিঃ বিন্যপাতয়ৎ।

অঙ্গদ রাক্ষসের হৃদপিণ্ডের অবস্থান লক্ষ্য করে  
স্তনবৃন্তের নিকটস্থ স্থানে অতি বেগে মুষ্টি প্রহার করল,  
যেটির সম্পর্শ ইন্দ্রের অশনির মতো অসহনীয় ছিল।

তেন তস্য নিপাতেন রাক্ষসস্য মহামৃখে ২২  
পক্ষাণ হৃদয়ঃ চাস্য স পপাত হতো ভূমি

তার সেই মুষ্টিপ্রহারে রাক্ষস মহাপার্শ্বের হৃদয় কেটে  
গেল এবং সে প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তস্মিন্ বিনিহতে ভূমৌ তৎ সৈন্যং সম্প্রচুভ্জে। ২৩  
অভবচ্চ মহান্ ক্রোধঃ সমরে রাবণস্য তু।

রাক্ষস নিহত হয়ে পড়ে যাওয়ার পর তার সৈন্যবৃন্দ  
সমরে চঞ্চল ও বিমূঢ় হয়ে গেল এবং রাবণেরও ভীষণ  
ক্রোধ উৎপন্ন হল।

বানরাণাং প্রহুষ্ঠানাং সিংহনাদঃ সুপুস্তলাঃ ২৪  
শ্বেটায়ম্বিব শঙ্কেন লঙ্কাং সাষ্টালগোপুরাম্

সহেন্দ্রেনেব দেবানাং নাদঃ সমভবম্মহান্। ২৫

সেক্ষণে আনন্দিত বানরদের মধ্যে মহা সিংহনাদ  
উঠল। সেই নাদ লঙ্কাপুরীর অট্টালিকা ও তোরণগুলিকে  
যেন বিদীর্ণ করে দিল অথবা সেই নাদ ইন্দ্রসহ সর্ব  
দেবগণের আনন্দোল্লাসের ন্যায় প্রতীয়মান হল।

অথেন্দ্রশত্রুদ্বন্দ্বিশালয়ানাং

বনৌকসাং চৈব মহাপ্রণাদম্।

ক্রুদ্বা সরোষং যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ

পুনশ্চ যুদ্ধাভিমুখোহবতছে ॥ ২৬

যুদ্ধস্থলে দেবতা তথা বানরগণের সেই গম্ভীর  
নির্ঘোষ শুনে ইন্দ্রদ্রোহী রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে  
পুনর্যুদ্ধের ঔৎসুক্য সত্ত্বেও তথায় স্থির হয়ে থাকল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

## একোনশততমঃ সর্গঃ (৯৯)

শ্রীরাম ও রাবণের যুদ্ধ

মহোদরমহাপার্বো হতো দুষ্টা স রাবণঃ  
হস্তিংশ্চ নিহতে বীরে বিরূপাক্ষে মহাবলে ॥ ১

আবিশেষ মহান্ ক্রোধো রাবণঃ তু মহামুখে।

কৃতঃ সঞ্চোদয়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ ২

মহাবলী বীর বিরূপাক্ষ আগেই মৃত্যুমুখে পতিত

হয়েছিল, মহোদর এবং মহাপার্বকেও কালের করাল

হাসে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল — মহাসমরে এই সকল

প্রীক্ষণ করে রাবণের হৃদয়ে সাতিশয় ক্রোধের উদ্রেক

হল। সে সারথিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়ে বলল

যে—

নিতোনমমাত্যানাং রুদ্ধস্য নগরস্য চ।

দুঃখমেবাপনেম্যামি হত্বা তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৩

‘সূত ! আমার মন্ত্রিগণ নিহত হয়েছে এবং লক্ষ্মণপুরী

চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ; এজন্য আমি

অতিশয় দুঃখিত। আজকের রণে রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করে

আমি আমার দুঃখ অপনোদন করব।

রামবৃক্ষং রণে হন্যি সীতাপুষ্পফলপ্রদম্।

প্রশাখা বস্যা সুগ্রীবো জাম্ববান্ কুমুদো নলঃ ॥ ৪

বিবিদ্যৈব মৈন্দ্যচ অঙ্গদো গন্ধমাদনঃ।

হনুমাংশ্চ সুষেণশ্চ সর্বো চ হরিযুথপাঃ ॥ ৫

‘রণভূমিতে রামরূপী বৃক্ষকে উন্মূলিত করব, যে

বৃক্ষ সীতারূপী পুষ্প ও ফলদায়ক তথা সুগ্রীব, জাম্ববান,

কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনুমান এবং

সুযেণ প্রমুখ সকল বানর-যুথপতি যার শাখা-প্রশাখা।’

৬ দিশো দশ ঘোষণে রথস্যাতিরথো মহান্।

শাদয়ন্ প্রযয়ৌ তূর্ণং রাঘবং চাভ্যাবত। ৬

এইকথা বলে মহান অতিরথী বীর রাবণ নিজের

বণ-ঘর্ঘরে দশদিক ঘ্রনিত করতে করতে সাতিশয় স্বরায়

শ্রীরথানাথের দিকে অগ্রসর হল।

পুত্রিতা তেন শব্দেন সনদীগিরিকাননা।

সঙ্কচাল মহী সর্বা ব্রহ্মসিংহমৃগধিজ্ঞা ৭

বহু-নির্বোধে নদী, পর্বত ও জঙ্গল সহ তথাকার

সমস্ত ভূখণ্ড পরিপূর্ণ হল, পৃথিবী প্রকম্পিত হল এবং

রণাঙ্গনের আশে পাশে সকল পশু পক্ষী এত হয়ে গেল।

তামসং সুমহাঘোরং চকারাত্ত্বং সুদারুণম্।

নির্দোহ কপীন সর্বাংস্তে প্রপেতুঃ সমস্ততঃ ॥ ৮

তখন রাবণ ‘তামস’<sup>(১)</sup> নামক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও

মহাঘোর অস্ত্রের ব্যবহার করে সমস্ত বানরদেরকে

ডম্বীভূত করতে লাগল। সকল দিকে নিহত বানরদের

শবদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল।

উৎপপাত রজো ভূমৌ তৈর্ভগ্নৈঃ সম্প্রধাবিতৈঃ।

নহি তৎ সহিতুং শেকুরক্ষণা নির্মিতং স্বয়ম্ ॥ ৯

বানরেরা স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত ‘তামস’ অস্ত্রের

প্রহার সহ্য করতে না পারায়, যখন রণে ভঙ্গ দিয়ে এদিক-

সেদিক পলায়ন করতে লাগল, তখন তাদের দ্বারাও

রণভূমিতে অত্যধিক ধূলি উড়তে লাগল।

তান্যনিকান্যনেকানি রাবণস্য শরোস্তমৈঃ

দুষ্টা ভয়ানি শতশো রাঘবঃ পর্যবহিতঃ ॥ ১০

রাবণের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে শত শত

বানরসৈন্যদেরকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে যুদ্ধার্থে উদ্যত

ভগবান শ্রীরাম শান্তভাবে বিবেচনা করলেন।

ততো রাক্ষসশার্দুলো বিদ্রাব্য হরিবাহিনীম্।

স দদর্শ ততো রামং তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্ ॥ ১১

লক্ষ্মণেন সহ ভাত্রা বিষ্ণুনা বাসবং যথা।

তদনন্তর, রাক্ষসশার্দুল রাবণ বানর সৈন্যদের

বিভাঙন শেষে অপরাঞ্জের শ্রীরামকে অনুজ লক্ষ্মণের

সাথে, বিষ্ণু সহ ইন্দের নায় সমরে দণ্ডায়মান দেখল।

আলিখন্তমিবাক্যশবটভ্য মহদ্ ধনুঃ ॥ ১২

পদ্মপত্রবিশালাক্ষং দীর্ঘবাহুমরিন্দমম্।

শ্রীরামচন্দ্র নিজের বৃহৎ কার্মুক উদ্যত করে যেন

(১) এই অস্ত্রের দেবতা হল রাহু, তাই এটিকে তামস বলা হয়।



আকাশচুম্বী রেখাঙ্কন করছিলেন ; তাঁর নেত্রযুগল  
হুল্লকমলদলের ন্যায় আয়ত এবং দীর্ঘ বাহুদ্বয় শত্রুদমনে  
পূর্ণরূপে সমর্থ ছিল।

ততো রামো মহাতেজাঃ সৌমিত্রিসহিতো বর্ষী। ১৩  
বানরাংস্ত রাণে ভয়ানাপতন্তঃ চ রাবণম্।  
সমীক্ষা রাঘবো হৃষ্টো মথো জগ্ৰাহ কার্মকম্। ১৪

তখন লক্ষ্মণসহ বণভূমিতে বিরাজমান মহাতেজা ও  
মহাবলী শ্রীরাম পলায়নরত বানরদেবকে দেখে এবং  
রাবণকে অগ্রসর হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে  
বনুকের মধ্যভাগে দৃঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করলেন।

বিস্ফারয়িতুমারেতে ততঃ স ধনুরুত্তমম্।  
মহাবেগঃ মহানাদঃ নির্ভিন্মিব মেদিনীম্॥ ১৫

অতঃপর, তিনি নিজের শ্রেষ্ঠ কার্মুক আকর্ষণ করতে  
লাগলেন ; তখন কার্মকের বেগধ্বনি ও টংকারগর্জন যেন  
পৃথিবী বিদীর্ণ করতে লাগল।

রাবণস্য চ বানৌঘে রামবিস্ফারিতেন চ।  
শব্দেন রাক্ষসাত্তেন পেতুশ্চ শতশব্দনাম্॥ ১৬

রাবণের দ্বারা নিষ্কিপ্ত শরবর্ষণে তথা শ্রীরামের  
কার্মুক টংকারে সমুখিত ভয়ংকর শব্দে ত্রস্ত শত শত রাক্ষস  
ধরাশায়ী হল।

তয়োঃ শরপথঃ প্রাপা রাবণো রাজপুত্রয়োঃ।  
স বভৌ চ যথা রাহুঃ সমীপে শশিসূর্যয়োঃ॥ ১৭

সেই দুই রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণের শবের লক্ষ্যের  
অন্তর্গত রাবণ চন্দ্র ও সূর্যের সন্নিবিষ্ট রাহুর মতো শোভিত  
হল।

তমিচ্ছন্ প্রথমঃ যোদ্ধুঃ লক্ষ্মণো নিশিতৈঃ শরৈঃ।  
মুমোচ ধনুর্ভায়মা শরানয়িশিখোপমান্। ১৮

লক্ষ্মণ তার সাথে প্রথমে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় ধনুক  
আকর্ষণপূর্বক অগ্নি শিখার তুল্য তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ বাণসমূহ  
নিষ্ক্ষেপ করতে লাগলেন।

তান্ মুক্তমাত্রানাকাশে লক্ষ্মণেন ধনুশ্মতা  
বাণান্ বাণৈর্মহাতেজা রাবণঃ প্রত্যবারয়ৎ॥ ১৯

সেই সকল শরসমুদায়কে নিষ্ক্ষেপমাত্রই মহাতেজা  
রাবণ নিজের সায়ক প্রহারে আকাশে কেটে ফেলল।

একমেকেন বাণেন ত্রিভিঙ্গান্ দশভির্দশ।

লক্ষ্মণস্য প্রতিচ্ছেদ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্॥ ২০  
সে নিজ হস্তের দ্রুততা প্রদর্শন করে লক্ষ্মণের একটি  
বাণকে নিজের একটি বাণে, তিনটি বাণকে ত্রিঃ পাণে  
এবং দশটি বাণকে দশ বাণে কেটে দিল।

অভ্যতিক্রম্য সৌমিত্রিং রাবণঃ সমিতিজ্ঞম্।  
অসঙ্গান রাণে রামং হিতং শৈলমিলাপম্॥ ২১  
এইভাবে সমরবিজয়ী রাবণ সৌমিত্রিকে অতিক্রম  
করে সমরারঞ্জে দ্বিতীয় পার্বত্য বাধার তুল্য অতিক্রম  
শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে পড়ল।

স রাঘবঃ সমাসাদ্য ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।  
বাস্জচ্ছরবর্ষণি রাবণো রাক্ষসেশ্বরম্॥ ২২

শ্রীরঘুনামের যুগ্মমুখি হয়ে ক্রোধে আরক্ত মস্তক  
রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর উপর বাণবর্ষণ শুরু করল।

শরথারাত্ততো রামো রাবণস্য ধনুচ্ছাতা।  
দৃষ্টবৈবাপতিতাঃ শীঘ্রং ভগ্নাজ্জগ্রাহ সফরম্॥ ২৩

রাবণের জ্যামুক্ত বাণবর্ষণ লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন  
শ্রীরামচন্দ্র সত্তর কিছু 'ভগ্ন' হাতে নিয়ে নিলেন।

তাহ্মরৌঘাংস্ততো ভল্লৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ।  
দীপ্যমানান্ মহাহোরাঙ্কুরানাশীবিষোপমান্॥ ২৪

রঘুকুলভূষণ শ্রীরাম রাবণের দ্বারা নিষ্কিপ্ত বিষ  
সর্পতুল্য মহাভয়ংকর ও দীপ্তিমান বাণসমুদায় সুতীক্ষ্ণ ভ্র-  
নিক্ষেপে কেটে দিতে লাগলেন।

রাঘবো রাবণং তূর্ণং রাবণো রাঘবং তথা  
অন্যোন্য়ং বিবিশৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শরবর্ষৈর্বর্ষতুঃ॥ ২৫

পুনরায় শ্রীরাম রাবণকে এবং রাবণ শ্রীরামচন্দ্রকে  
নিজের লক্ষ্যভূত করলেন এবং যুযুধান বীরদ্বয় একে  
অন্যের উপর বিভিন্ন প্রকার তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে  
লাগলেন।

চেরতুশ্চ চিরং চিত্রং মণ্ডলং সবাদক্ষিণম্।  
বাণবেগাৎ সমুৎক্ষিপ্তাবনোন্য়ান্যমপরাজিতৌ॥ ২৬

সেখানে দুই বীর বহুক্ষণ বিচিত্রভাবে দক্ষিণে বামে  
ঘুরে-ঘুরে যুদ্ধ করতে লাগলেন ; সুতীক্ষ্ণ তীরের বেগে  
পরস্পরকে আঘাত করলেও বীরদ্বয়ের কেউই পরাজিত  
স্বীকার করলেন না।

তয়োহুতানি বিত্রেশুর্গুণপৎ সস্ত্রযুধাতোঃ

কৌশলোঃ

সায়কমুচৌর্যমাস্তকনিকাশয়োঃ। ২৭

পবস্পর বাণবর্ষণে যুদ্ধরত ফুঙ্ক বীরদ্বয় শ্রীরাম ও রাবণ সমরাজ এবং অন্তরক সদৃশ ভীষণাকার প্রতীয়মান হইলেন; সেইহেতু প্রাণিকুল ভয়ে থর-থর কাঁপছিল সত্তেং বিবিধৈর্বাণৈর্বভূব গগনং তদা।

বৈরিবাতাপাশায়ে

বিদ্যুন্মালাসমাকুলৈঃ। ২৮

আচ্ছাদিত হয়ে থাকে, তেমন করেই সেক্ষণে নানা প্রকার বাণে আকাশ আচ্ছন্ন ছিল।

বাক্তিমিবািকাশং

বভূব

শরবৃষ্টিভিঃ।

দ্ব্যবেগৈঃ

সূতীক্ষ্ণাগ্নৈর্গুপ্তপত্রৈঃ

সুবাজিতৈঃ। ২৯

সূতীক্ষ্ণাগ্নভাগযুক্ত ও শকুনের পালকে সুসজ্জিত নিস্ত্রাণ সমন্বিত খরধার ও বেগবান শরসমূহের প্রবাহিত বর্ষণে আকাশের গায়ে যেন অসংখ্য গবাক্ষ বিচিত্র হয়েছিল।

শরাস্ত্রকারমাকাশং

চক্রন্তুঃ

পরমং

তদা।

গতেহস্তং তপনে চাপি মহামেঘাবিবোধিতৌ। ৩০

বিশালাকার মেঘখণ্ডের তুল্য শ্রীরাম ও রাবণ নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সূর্যকে অন্ত ও উদিত কাল পর্যন্ত আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন।

তয়োঃভূমহাযুদ্ধমনোন্যান্যবধকাংক্ষিণোঃ

অনাসাদ্যমচিন্ত্যং

চ

বৃত্তবাসবয়োরিব। ৩১

শ্রীরাম ও রাবণ একে অন্যকে বধ করতে উদ্যত; অতএব বৃত্তাসুর এবং ইন্দ্রের যুদ্ধের মতো সেই দুই বীরের দুর্লভ ও অচিন্ত্য মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল।

উভৌ হি পরমেধাসাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ

উভাব্দ্রবিদাং মুখ্যাবুভৌ যুদ্ধে বিচেরতুঃ। ৩২

দুই জনেই মহাধনুর্ধর এবং যুদ্ধবিদ্যায় পাবদর্শী। অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে দুজনেই শ্রেষ্ঠ। অতএব সোৎসায়ে তাঁরা রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলেন।

উভৌ হি যেন ব্রজতন্তেন তেন শরোরম্যঃ।

উর্ময়ো বায়ুনা বিদ্ধা জগ্মুঃ সাগরয়োরিব। ৩৩

তাঁরা যেই-যেই মার্গে বিচরণ করছিলেন, তথায়-তথায় শরসমূহের ঢেউ খেলতে লাগল, যেমন করে দুই সাগরের উর্মিমালা বায়ুতড়িত হয়ে মহাসাগরের বুকে

উত্তাল তরঙ্গ তোলে।

ততঃ সংসক্তহস্তস্ত

রাবণো

লোকরানবঃ।

নানাচমালাং

নামসা

জলাটে

প্রত্যমুপ্ততঃ। ৩৪

তদনন্তর, যার হাত বাণ নিক্ষেপে লিপ্ত এবং যে সমস্ত প্রজার ক্রন্দনের হেতু সেই রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের জলাটে যেন শুভ্র লৌহের (অর্থাৎ উল্কাতেব) তৈরী শরসমূহাদয়ের মালা নিক্ষেপ করল।

রৌদ্রচাপগ্রন্থজাং

তাং

নীলোৎপলদলপ্রভাম্।

শিরস্যাধারয়দ্

রামো

ন

বাথান্নভগদন্তঃ। ৩৫

রাবণের উদ্যত ধনুক হতে নিক্ষিপ্ত এবং নীল কমলদল তুল্য শ্যাম কান্তিমান সেই নাবাচ মালাকে শ্রীরামচন্দ্র মস্তকে ধারণ করলেন, কিন্তু তার ব্যথার অনুভূতি হল না।

অথ

মন্ত্রানপি

জপন্

রৌদ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্।

শরান্ ভূয়ঃ

সমাদায়

রামঃ

দ্রোণসমমিতঃ। ৩৬

অতঃপর দ্রোণাঘাত শ্রীরাম পুনরায় বহুসংখ্যক বাণ অভিমুখিত করে বৌদ্ধাস্ত্রের প্রয়োগ করলেন।

মুমোচ

চ

মহাতেজাচাপমায়ম্য

বীর্যবান্।

তান্

শরান্

রাক্ষসেজায়

চিক্ষেপাচ্ছিন্নসায়কঃ। ৩৭

মহাতেজা, মহাপরাক্রমী এবং অক্রান্তবাণবর্ষণকারী শ্রীরামবীর আকর্ণ ধনুরাকর্ষণ করে সেই সমস্ত বাণসমূহায় রাক্ষসরাজ রাবণের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

তে

মহামেঘসংকাশে

কবচে

পতিতাঃ শরাঃ।

অবধৌ

রাক্ষসেন্দ্রসা

ন

বাথাং

জনয়ন্তুতাঃ। ৩৮

সেই সকল বাণ রাক্ষসরাজ রাবণের মহামেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ অভেদ্য কবচে আঘাত করল সেইহেতু রাবণকে তৎক্ষণে কোনোভাবে ব্যথিত করল না।

পুনরেবাথ

তং

রামো

রথস্থং

রাক্ষসম্বিপন্।

জলাটে

পরমাস্ত্রেণ

সর্বাস্ত্রকুলোহতিনং। ৩৯

সকল প্রকার রণকৌশলে দক্ষ ডগবান শ্রীরাম রথারোহ রাক্ষসরাজকে অতঃপব পুনরায় শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের দ্বারা জলাটে আঘাত করলেন।

তে

ভিত্তা

বাণরূপাণি

পঞ্চাঙ্গীর্ষা

ইবোরগাঃ।

শ্বসন্তো

বিবিধভূমিঃ

রাবণপ্রতিকূলিতাঃ। ৪০

সেই শ্রেষ্ঠ বাণৌঘ রাবণকে আহত করল এবং



তৎপরে রাবণকর্তৃক নিবারণিত হয়ে সিংকার করতে করতে  
পঞ্চশীর্ষ সর্পের সদৃশ ভূতলে প্রবেশ করল।

নিহতা রাঘবস্যাঙ্গঃ রাবণঃ ক্রোধমুর্ছিতঃ।

আসুরঃ সুমহাঘোরমন্ত্রঃ প্রাদুর্চকার সঃ ॥ ৪১

শ্রীরঘুনাথের নিষ্কিপ্ত শরসমুদায়কে নিবারণিত করে  
ক্রোধান্বিত রাবণ 'আসুর' নামক অন্য এক মহাভয়ংকর  
অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ঘটাল।

সিংহব্যাঘ্রমুখাংশাপি কঙ্ককোকমুখানপি।

গৃগ্মশোনমুখাংশাপি শৃগালবদনাংস্তথা ॥ ৪২

ঈহামৃগমুখাংশাপি ব্যাদিতাস্যান্ ভয়াবহান্।

পঞ্চাসাঁয়েলিহানাংশ সসর্জ নিশিতান্ শরান্ ॥ ৪৩

শরান্ খরমুখাংশান্যান্ বরাহমুখসংশ্রিতান্।

শ্বানকুর্কুটবজ্রাংশ মকরাশীবিধাননান্ ॥ ৪৪

এতাংশান্যাংশ মগ্নাভিঃ সসর্জ নিশিতাঙ্করান্।

রামঃ প্রতি মহাতেজাঃ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্ ॥ ৪৫

রাবণ সিংহ, বাঘ, কঙ্ক, চক্রবাক, শকুন, বাজ,  
শৃগাল, ঈহামৃগ, গর্ভত, শূকর, কুকুর, কুস্তীর এবং বিষধর  
সর্পের করাল মুখের সদৃশ বাণসমূহের বৃষ্টি করতে লাগল।  
সেই সকল বাণ করাল মুখ বিস্তার লেলিহান পঞ্চমুখ সর্পের  
ন্যায় প্রতীত হতে লাগল। উদাত ফণাধর গর্জনকারী সর্পের  
ন্যায় ক্রুদ্ধ মহাতেজস্বী রাবণ এবস্থি তথা অন্যবিধ তীক্ষ্ণ  
বাণের প্রয়োগও শ্রীরামচন্দ্রের উপর করতে লাগল।

আসুরেণ সমাবিষ্টঃ সোহস্ত্রেণ রঘুপুঙ্গবঃ।

সসর্জাঙ্গঃ মহোৎসাহঃ পাবকঃ পাবকোপমঃ ॥ ৪৬

আসুরাস্ত্রে আবৃত অগ্নিতুলা তেজস্বী মহাউৎসাহী  
রঘুকুলতিলক শ্রীরাম তখন আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ করলেন।

অগ্নিদীপ্তমুখান্ বাণাংস্তত্র সূর্যমুখানপি।

চন্দ্রার্ধচন্দ্রবজ্রাংশ ধূমকেতুমুখানপি।

গ্রহনক্ষত্রবর্ণাংশ

বিদুর্জিহ্বোপমাংশাপি

মহোদ্ধামুখসংহিতান্ ॥ ৪৭

আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা শ্রীরাম অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র,  
ধূমকেতু, গ্রহ, নক্ষত্র, উজ্জ্বল এবং বিদুর্জিহ্বের প্রভায় তুল্য  
প্রজ্জ্বলিত মুখমণ্ডলসম্পন্ন নানা প্রকারের বাণসমূহ প্রদর্শন  
করলেন।

তে রাবণশরা ঘোরা রাঘবাস্ত্রসমাহতাঃ ॥ ৪৮

বিলায়ঃ জখুরাকাশে জয়শ্চৈব সহস্রাঃ।

শ্রীরঘুনাথের আগ্নেয়াস্ত্রে আহত হয়ে রাবণের সেই  
সকল শরগুলি আকাশে বিলীন হয়ে গেল, তৎসঙ্গেই সেই  
সকল বানের আঘাতে হাজার হাজার বানরসৈন্যের মৃত্যু  
ঘটল।

তদস্ত্রং নিহতং দুষ্টা রামেণাক্রিষ্টকর্মণা ॥ ৪৯

হুস্তা নেদুত্ততঃ সর্বে কপয়ঃ কামরূপিণঃ।

সুগ্রীবাব্ভিমুখা বীরাঃ সম্পরিক্ষিণা রাঘবম্ ॥ ৫০

অনায়াসে কঠিন কর্ম করার যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রীরাম  
সেই আসুর অস্ত্রকে বিনষ্ট করে দিয়েছেন — এই দেখে  
স্বৈচ্ছানুসারে রূপধারণকারী সুগ্রীব প্রমুখ সকল বানর  
বীবেরা শ্রীরামকে পবিত্রীকৃত করে হর্ষধ্বনি করতে  
লাগলেন।

ততস্তদস্ত্রং বিনিহতা রাঘবঃ

প্রসহ্য তদ্ রাবণবাহনিঃসৃতম্

মুদাধিতো দাশরথির্মহাত্মা

বিনেদুরূচৈর্মুদিতাঃ কপীশ্বরাঃ ॥ ৫১

দাশরথি মহাত্মা শ্রীরাম রাবণের দ্বারা নিষ্কিপ্ত সেই  
আসুর অস্ত্রকে বলপূর্বক বিনষ্ট করে পরম আনন্দ অনুভব  
করলেন এবং বানরযুগপতিবৃন্দ হুটু চিৎ উজ্জ্বর  
সিংহনাদ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে একোনশততমঃ সর্গঃ ॥ ৯৯ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একোনশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥



রাম ও রাবণের যুদ্ধ, রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের মূর্ছা এবং রাবণের রণাঙ্গন থেকে সত্তরে প্রত্যাবর্তন

তমিন্ প্রতিহতেহস্ত্রে তু রাবণো রাক্ষসাদিগঃ।

কেশবঃ চ দ্বিগুণং চক্রে ক্রোধাচ্ছ্রোত্মনস্তরম্ ১

বিহিতং রৌদ্রম্নাদিত্যং মহাদ্যুতিঃ ২

রাবণো ভীমঃ রাঘবায় প্রচক্রমে ২

প্রহত স্বীয় অস্ত্র বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় মহাতেজা

রক্ষসবাজ রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধ প্রকাশ করল ক্রোধের বশে

সে শ্রীরামচন্দ্রের উপর মায়াসুর নির্মিত অন্য এক ভয়ংকর

চক্ষু নিক্ষেপের আয়োজন করল।

ততঃ শূলানি নিশেচকুর্গদাশ মুসলানি চ

কর্কশাদ্ দীপ্যমানানি বজ্রসারানি সর্বশঃ ৩

মুদারঃ কূটপাশাশ্চ দীপ্তাশ্চাশনমস্তথা

নিষ্পেতুর্বিবিধাস্তীক্ষ্ণা বাতা ইব যুগক্ষয়ে ৪

সেফণে রাবণের কার্যুক থেকে সর্বাংশে বজ্রের

ন্যায় দৃঢ় ও দীপ্তিমান শূল, গদা, মুসল, মুদার, কূটপাশ

জ্যাবিদুচ্চমকের তুল্য বিবিধ প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রলয়কালীন

বায়ুর ন্যায় সবেগে উৎসারিত হতে লাগল।

তদন্তঃ রাঘবঃ শ্রীমানুত্তমাত্তবিদাং বরঃ।

জ্ঞান পরমাত্মেশ গান্ধর্বেশ মহাদ্যুতিঃ ৫

অস্ত্রবিশারদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাতেজস্বী শ্রীমান

রঘুনথ গান্ধর্ব নামক শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের দ্বারা রাবণের সেই

অস্ত্রকে প্রশমিত করে দিলেন।

তমিন্ প্রতিহতেহস্ত্রে তু রাঘবেণ মহামনা।

রাবণঃ ক্রোধতাপ্রাক্ষঃ সৌরমন্ত্রমুদীরয়ৎ ৬

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের দ্বারা সেই অস্ত্র প্রতিহত হলে

রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং সে সূর্যাস্ত্রের

প্রয়োগ করল।

ততশ্চক্রাণি নিষ্পেতুর্ভাস্ত্রাণি মহান্তি চ।

কর্কশাদ্ ভীমবেগস্য দশগ্রীবস্য ধীমতঃ ৭

পুনরায় অত্যন্ত বেগবান ও বুদ্ধিমান রাক্ষস

দশগ্রীবের ধনুক থেকে প্রবল তেজোদীপ্ত চক্রসমূহ

নিক্ষিপ্ত হতে লাগল।

তেরাসীদ্ গগনং দীপ্তং সম্পতন্তিঃ সমস্ততঃ।

পতন্তিচ্চ দিশো দীপ্তাশ্চক্রসূর্যগ্রহৈরিব ৮

চন্দ্র ও সূর্য সদৃশ আকৃতির সেই সকল দীপ্তিমান

অস্ত্র-শাস্ত্র সকল দিকে উৎক্ষিপ্ত এবং পতিত হচ্ছিল ;

এইসময়ে সেগুলির দ্বারা নভঃস্থল ও দশদিক উদ্ভাসিত

হয়ে উঠছিল।

তানি চিচ্ছেদ যানৌঘেষ্টক্রাণি তু স রাঘবঃ

আনুধানি চ চিত্রাণি রাবণস্য চবৃশুখে ৯

রাক্ষস সেনার সম্মুখে বিদ্বাজমান শ্রীরামচন্দ্র কিম্ব

শ্রীরা শরসম্মানে রাবণের সেই সকল চক্রসমূহ ও দিবিধ

বিচিত্র অস্ত্রগুলিকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিলেন

তদন্তঃ তু হতং দুষ্টা রাবণো রাক্ষসাদিগঃ।

বিব্যাধ দশজির্বাণৈ রামং সর্বৈশ্চ মর্মসু ১০

এইভাবে অস্ত্রকে বিনষ্ট হতে দেখে রাক্ষসাদিগ

রাবণ দশ বাণে শ্রীরামের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে

বিন্ধ করল।

স বিদ্ধো দশজির্বাণৈর্মহাকর্মকনিঃসৃতঃ

রাবণেন মহাতেজা ন প্রাকম্পত রাঘবঃ ১১

রাবণের সুবিশাল কার্যুকসূত সেই দশটি বাণে বিন্ধ

মহাতেজস্বী রঘুনথ কিম্ব বিচলিত হলেন না।

ততো বিব্যাধ গাত্রেষু সর্বৈশ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ।

রাঘবস্ত সূসংক্রুদ্ধো রাবণঃ বহুভিঃ শরৈঃ ১২

তখন, সমরে অপরাজিত শ্রীরঘুনথ সাতিশয্য ক্রুদ্ধ

হয়ে বহুসংখ্যক বাণে রাবণকে সর্বাঙ্গে আহত করলেন।

এতদ্বিমন্ত্ররে ক্রুদ্ধো রাঘবস্যানুজো বলী।

লক্ষণঃ সায়কান্ সপ্ত জগ্ৰাহ পরবীরহা ১৩

ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষীয় ভীষণগণের সংহারকারী

রামানুজ বলবান লক্ষ্মণ কুপিত হয়ে সাতটি বাণ হাতে তুলে

নিলেন।

তৈঃ সায়কৈর্মহাবেগৈ রাবণস্য মহাদ্যুতিঃ।

ধ্বজঃ মনুষ্যশীর্ষঃ তু তস্য চিচ্ছেদ নৈকবা ১৪

বেগবান সেই সকল ভীষণ মহাতেজা সৌমিত্রি

নরমুণ্ড চিহ্নিত রাবণের ধ্বজাকে অনেক ভাগে ছিঁড়ে

দিলেন।

সারথেষ্টাণি বাণেন নিরো জলিতকুণ্ডলম্।

জহার লক্ষণঃ শ্রীমান্ নৈর্ব্যতসা মহাবলঃ ১৫

তদনন্তর মহাবলী শ্রীমান লক্ষ্মণ একটি বাণে রাবণের

সারথির উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডলশোভিত মণ্ডক ছেদন করলেন।

তস্য বাণেষ্ট চিচ্ছেদ ধনুর্গজকরোপমম্।

[illegible]

প্রাচীনকালের কথা  
 বিভিন্নের প্রাচীনকালের কথা  
 সময়ে দ্বীপ জগৎ অতি দীর্ঘ তার দক্ষিণে দুই প্রান্তে  
 তৎ বিশেষকৃত  
 দারভাণ্ড শক্তিভাণ্ড  
 বৈ শরীরবিকার  
 ১১

ଆବର୍ଦ୍ଧନ କାମ୍ବେ ଶକ୍ତି ହୁଏତ ନିଜାହାଲୀ । ଆବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏତ ନିଜାହାଲୀ ।

মুণ্ডাবা দক্ষিণেরা বাকসমুদয়ের দক্ষিণে ইহ  
বাবণের অন্তর্জ প্রত্যেকে হস্তার চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়া  
‘শক্তি’ নিবেশণ করায় মনোযোগে অক্ষম হইল।

ସାତ୍ରୀ ସିନ୍ଦ୍ରିଷ୍ଟାଙ୍କେ ଜନ୍ମନକର୍ତ୍ତକ ହସ୍ତା ମୋଡ଼େ ଥିବ  
ଜନ୍ମନକେ ଜାଣା କରେ ମାତ୍ର ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ

‘କ୍ଷୁଦ୍ରେ ବୃକ୍ଷାଦିନାମ୍ ଜନ୍ମନ୍ତି । ତୁଳା ବୋହିବୁଁ ଏହିପରି  
 ବିକିରଣମାନେ ରକ୍ଷନା କରେଇ, ସେହିହେତୁ ବାକ୍ୟସ୍ ବିକିରଣମ୍  
 ଜଗତ, ଏହି ଅବସ୍ଥିତି କେବଳମାନ ବିକିରଣମ୍ ନିରାକରଣ କରୁଛି’

“এই ‘শক্তি’ বুঝাবতাই শত্রুর কাণে যা  
সামর্থ্য, গলাভূম্যে হৃদয়কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবে তেবার কু

[illegible]

অবশ্য এ শত্রুবাণী এ তেজোদীপ্ত

এবং বজ্রভূমি নিশ্চিত  
হয়ে উঠল।

বিভীষণম্।  
তুর্নমভাবপদ্যত ॥ ২৪  
উপস্থিত হয়েছে, এমন  
রক্ষার্থে ছুটে গেলেন।  
লক্ষ্মণঃ।

শরবর্ষেরবাকিরং ॥ ২৫  
জন্য বীর লক্ষ্মণ কার্যকর  
মান রাবণের উপর বণ  
মহাস্বনা।

বিমুখীকৃতবিক্রমঃ ॥ ২৬  
দায়ের লক্ষ্যভূত হয়ে  
চট্টা পরিত্যক্ত হল এবং  
অক্ষম হল।

ন স রাবণঃ।  
বচনমব্রবীৎ ॥ ২৭  
ক রক্ষা পেতে দেখে,  
গুলি বলল—  
বং বিভীষণঃ।

বিনিপাত্যতে ॥ ২৮  
মি যেহেতু এইভাবে  
রাক্ষস বিভীষণকে  
ক্ষপ করছি।

লোহিতলক্ষণা।  
যাস্যতি ॥ ২৯  
ক্রুর ক্রোধের জ্বলে  
হয়ে তোমার বক্ষ

মহাস্বনাম্।  
শত্রুঘাতিনীম্ ॥ ৩০  
তেজসা।  
ননাদ ৮। ৩১  
রাবণ ময়াসুরের  
ত, মহানদী সেই  
'শক্তি'-কে লক্ষ্মণের

সুদৃশ্যে নিষ্কোপপূর্বক সিংহনাদ করে উঠল  
ক্লিষ্টা ভীমবেগেন বজ্রাশনিসমস্রনা  
ক্টিবজ্রপতদ্ বেগালক্ষণং  
সেই 'শক্তি' ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় অশনি সংকেত ও  
সুদীর্ঘ গর্জনে যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক বেগে লক্ষ্মণের উপর  
গিয়ে পড়ল।

ভাবনুযায়্যহর্যাক্তিমাপতস্তীঃ  
লক্ষ্মণায়েতি মোঘা স রাঘবঃ।  
লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান 'শক্তি'-কে দেখে  
শ্রীরামচন্দ্র বলতে লাগলেন - 'লক্ষ্মণের মঙ্গল হোক,  
এই বার্থ হোক।'

রবণেন রণে শক্তিঃ ক্রুদ্ধেনাশীবিষোপমা  
হুজাহশুরস্যভীতস্য লক্ষ্মণস্য মমজ্ঞ সা ॥ ৩৪  
সেই শক্তি বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ংকর ছিল  
কুপিতে কুপিত হয়ে রাবণ যখন সেটি নিষ্কোপ করল,  
তখন তা নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষদেশে বিদ্ধ করল।

নশতং সা মহাবেগা লক্ষ্মণস্য মহোরসি।  
জিহুবোরগরাজস্য দীপ্যমানা মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩৫  
ততো রাবণবেগেন সুদূরমবগাঢ়া  
শক্তা বিভিন্নহৃদয়ঃ পপাত ভুবি লক্ষ্মণঃ ॥ ৩৬

নাগরাজ বাসুকিব জিহ্বা সদৃশ দেদীপ্যমান সেই  
হৃদয়েজবান ও মহাবেগবান 'শক্তি' নামক শস্ত্র যখন  
লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষদেশে এসে পড়ল, রাবণকর্তৃক  
মিষ্টি হওয়ায় অধিকতর বেগে সুগভীর ভাবে বক্ষে  
প্রোথিত হল তখন 'শক্তি'-র দ্বারা বিদীর্ণহৃদয় লক্ষ্মণ  
বলভূমিতে পতিত হলেন।

তদবস্থঃ সমীপস্থো লক্ষ্মণঃ প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।  
ভ্রাতৃনেহামহাতেজা বিষমহৃদয়োহভবৎ ॥ ৩৭  
মহাতেজস্বী শ্রীরঘুনাথ নিকটেই অবস্থান করছিলেন  
'তিনি লক্ষ্মণকে তদবস্থায় দেখে ভ্রাতৃস্নেহে বিষম হৃদয় হয়ে  
গেলেন।

স মুহূর্তমিব ধ্যাভা বাচপপর্যাকুলেক্ষণঃ।  
বহু সংরক্তরো যুগান্ত ইব পাবকঃ ॥ ৩৮  
তিনি দু'দণ্ড চিন্তা মগ্ন থেকে পুনরায় অশ্রুপূর্ণলোচনে  
প্রসন্নকালীন অগ্নির মতো অত্যন্ত ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে  
উঠলেন।

যুদ্ধলাগে ৫৪৫

ন বিশাদস্য কালোচয়মিতি সন্ধিষ্ঠা রাঘবঃ।  
চক্রে সুভূমলাং মুদং নানদস্য সশে শূভঃ  
সর্বযায়েন মহতা লক্ষ্মণঃ পদিনিপা ৮। ৩৯  
'এখন বিঘাদেন সত্বা নম' - এইকণ্ঠে বেসে নানদ  
সর্বযায়েন নিধনে দৃঢ়মস্তক রাঘব প্রতি প্রবৃত্তমস্তকান অত্যন্ত  
ভয়ানক মুদ্র কবচত আগ্রহেণ এতৎ লক্ষ্মণের প্রতিও নৃপ্তি  
লাগলেন।

স দদর্শ ততো রামঃ শক্তা জিন্নঃ মহাহবে।  
লক্ষ্মণঃ কদিসাদিচ্ছাঃ সপন্নগমিনাচলম্ ॥ ৪০  
শ্রীরামচন্দ্র তখন মহাসনানে শক্তিশেল দ্বারা বিদ্ধজায়  
কদিসাদিচ্ছা লক্ষ্মণকে সর্বযুক্ত পর্বতের ন্যায় দেখলেন।  
তামপি প্রহিতাঃ শক্তিঃ নানদেনা বলীয়সা।  
যত্নতত্তে হরিশ্রেষ্ঠা ন শেকুরনর্জিত্বন ॥ ৪১

রাবণকর্তৃক মিষ্টি 'শক্তি' সেই অত্যন্ত বজ্রশালী  
লক্ষ্মণের বক্ষ থেকে নির্গত করার লক্ষ্যে চেষ্টা করেও শ্রেষ্ঠ  
শ্রেষ্ঠ বানরগণ সক্ষম হল না।  
অর্দিতাশ্চৈব বাবৌধেস্তে প্রবেক্ষ্য রক্ষসাম্।  
সৌমিত্রেঃ সা বিনির্ভিক্য প্রবিষ্টা পরীতলম্ ॥ ৪২

কেমনা, সেই সকল বানরগণও বাক্ষসরাজ রাবণের  
বাণে জর্জরিত ছিল এবং 'শক্তি' নামক শস্ত্রটিও  
সুমিত্রাকুমারের শরীর বিদীর্ণ করে মাটি পর্যন্ত প্রোথিত হয়ে  
গিয়েছিল।  
তাং করাজ্যাং পরামৃশ্য রামঃ শক্তিং ভয়াবহাম্।  
বভজ্ঞ সমরে ক্রুদ্ধো বলবান্ বিচক্ৰ ৮। ৪৩

তখন, মহাবলী শ্রীরঘুনাথ ভয়ংকর সেই 'শক্তি'-  
কে নিজের দুই হাতে আকর্ষণ করে লক্ষ্মণের শরীর থেকে  
নির্গত করলেন এবং কুপিত হয়ে সেটিকে সমরাজনে  
ভেঙ্গে ফেললেন।  
তস্য নিষ্কর্ষতঃ শক্তিঃ রাবণেন বলীয়সা।  
শরাঃ সর্বেষু গাত্রেষু পাতিতা মর্মভেদিনঃ ॥ ৪৪

শ্রীরামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণের শরীর হতে 'শক্তি'  
আকর্ষণ করছিলেন, তদবসরে মহাবলী রাবণ তার সর্বক্ষে  
মর্মভেদী শরসমূহ বর্ষণ করতে লাগল।  
অচ্ছিন্নাগিহ্মা তান্ বাগান্ সমাগ্নিষ্ঠা চ লক্ষ্মণম্।  
অব্রবীচ্চ হনুমন্তঃ সুগ্ৰীবঃ চ মহাকপিম্ ॥ ৪৫

কিন্তু সেই সকল বাণবর্ষণের চিন্তা না করে লক্ষ্মণকে  
বক্ষে জড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্র হনুমান ও মহাকপি সুগ্ৰীবকে



বললেন

লক্ষ্মণঃ পরিবায়ৈবং তিষ্ঠস্বং বানরোত্তমাঃ

পরাক্রমসা কালোহয়ং সম্প্রাপ্তো মে চিরেন্সিতঃ॥ ৪৬

‘কপিবরগণ ! তোমরা এইভাবে লক্ষ্মণকে চতুর্দিকে পরিবৃত্ত করে দণ্ডায়মান থাক। এখন আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত পরাক্রম প্রকাশের সুযোগ এসেছে

পাশাঙ্গায়ঃ দশগ্রীবো বধ্যতাং পাপনিশ্চয়াঃ

কাল্কিতং চাতকসোব ঘর্মান্তে মেঘদর্শনম্॥ ৪৭

‘এই পাপাঙ্গা পাপপূর্ণ চিত্তনে অভ্যস্ত দশমুখ রাবণকে হত্যা করাই উচিত। যেমন করে ‘চাতক’ পাখি গ্রীষ্মাবসানে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেইমতো আমিও এই রাক্ষসরাজকে হত্যার জন্য বহুকাল যাবৎ ইহার দর্শনেচ্ছু ছিলাম।

অস্মিন্ মুহূর্তে নচিরাং সত্যং প্রতিশৃণোমি বঃ

অরাবণমরামং বা জগদ্ ব্রহ্মাথ বানরাঃ॥ ৪৮

‘বানরগণ ! আমি এই মুহূর্তে তোমাদের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করছি যে কিছুক্ষণের মধ্যে এই জগৎকে তোমরা রাবণ অথবা রাম শূণ্য দেখতে পাবে।

রাজ্যনাশং বনে বাসং দণ্ডকে পরিধাবনম্।

বৈদেহ্যশ্চ পরামর্শো রক্ষোভিষ্চ সমাগমম্॥ ৪৯

প্রাপ্তং দুঃখং মহাঘোরং ক্লেশশ্চ নিরয়োপমঃ।

অদ্য সর্বমহং তাক্ষো নিহত্বা রাবণং রণে॥ ৫০

‘রাজ্য থেকে নির্বাসন, বনবাস, দণ্ডকারণে ব্যস্ততার পরিশ্রম, রাক্ষসকর্তৃক বৈদেহীর অপহরণ তথা রাক্ষসদের সাথে সমর— এই সকল কারণে আমাকে মহা দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে ; কিন্তু সময়ে রাবণকে বধ করে আজ আমি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হব।

যদর্থং বানরং সৈন্যং সমানীতমিদং ময়া।

সুগ্রীবশ্চ কৃতো রাজ্যে নিহত্বা বাজিনং রণে।

যদর্থং সাগরঃ ক্রান্তঃ সেতুর্বদ্ধশ্চ সাগরে॥ ৫১

সোহয়মদ্য রণে পাপশ্চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।

চক্ষুর্বিষয়মাগত্য নায়ং জীবিতুমহতি॥ ৫২

‘যার উদ্দেশ্যে এই বানরসৈন্যদলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, যার জন্য কালিকে বধ করে সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অধিষ্ঠিত করেছি, এবং যার কারণে সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে মহার্ঘ্য অতিক্রম করেছি, সেই পাপী রাবণ আজকের যুদ্ধে আমার চোখের সামনে উপস্থিত। আমার দৃষ্টির

গোচরীভূত রাবণের আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই।

দৃষ্টিং দৃষ্টিবিষয়স্য সর্পস্য মম রাবণঃ।

যথা বা বৈনতেয়স্য দৃষ্টিং প্রাপ্তো বৃজ্জয়ঃ॥ ৫৩

‘দৃষ্টিপাতের দ্বারা বিষ সংহার করে সংগ্রামে সত্য সর্পের চোখে পড়লে যেমন কোন মানুষেরই জীবন অবস্থায় পলায়নের সাধ্য থাকে না অথবা যেমন কবৈনতেয় গরুড়ের সামনে এসে যত বড় সাপই হোক না কেন, বাঁচতে পারে না ; সেইভাবে আজকের যুদ্ধে আমার সম্মুখে নিরাজমান রাবণ জীবিত বা সুস্থ অবস্থাতে কিয়ং যেতে পারবে না।

সুখং পশ্যত দুর্ধর্ষা যুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ।

আসীনাঃ পর্বতগ্রেষু মমেদং রাবণসা চ॥ ৫৪

‘দুর্ধর্ষ বানরশিরোমণি ! এবার তোমরা পর্বত শিখর বসে আমার এবং রাবণের যুদ্ধ উপভোগ করো।

অদ্য পশ্যন্ত রামস্য রামত্বং মম সংযুগে

ত্রয়ো লোকাঃ সগন্ধর্বাঃ সদেবাঃ সর্ষিচারণাঃ॥ ৫৫

‘আজ সংগ্রামে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, ঋষি এবং চারণাদি ত্রিভুবনবাসী প্রাণী রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করুন।

অদ্য কর্ম করিষ্যামি যল্লোকাঃ সচরাচরাঃ।

সদেবা কথয়িষ্যন্তি যাবদ্ ভূমিধরিত্যতি

সমাগম্য সদা লোকে যথা যুদ্ধং প্রবর্তিতম্॥ ৫৬

‘আজ আমি এমন পরাক্রম প্রকটিত করব, যা কাহিনী, যতদিন ধরিয়া থাকবে, ততদিন চরিত্র জীবকুল এবং দেবতাগণও সমবেত হয়ে সর্বদা গল্প কববে, যুদ্ধের প্রখরতা একে অন্যকে শ্রবণ করাবে।

এবমুজ্জ্বল শিতৈর্বাশৈলশৃঙ্গকান্দনভূষণৈঃ।

আজঘান রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ॥ ৫৭

এইরূপ বলে ভগবান শ্রীরাম সতর্কতার সঙ্গে সুবর্ণমণ্ডিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সমরে দশানন রাবণকে প্রহার করতে লাগলেন।

তথা প্রদীপ্তর্ণারার্চৈর্মুসলৈশ্চাপি রাবণঃ

অভ্যবর্ষৎ তদা রামং ধারাভিরিব তৌরণঃ॥ ৫৮

মেঘ যেমন করে জলধারা বর্ষণ করে, সেইভাবে রাবণও শ্রীরামচন্দ্রের উপর দীপ্তিমান নারাচ-অস্ত্রপুঞ্জ এবং মুসল সমুদায় বর্ষণ করতে লাগল।

রামরাবণমুক্তনামন্যোন্যমভিনিঘ্নতাম্

বরাণাং চ শরাণাং চ বভূব তুমুলঃ স্বনঃ॥ ৫৯

একে অন্যকে আক্রমণে আক্রমণে জর্জরিত করতে  
করে বড় ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল।

বিকীর্ণাশ্চ রামরাবণয়োঃ শরাঃ।  
প্রদীপ্তাঃ নিপেতুর্ধরনীতলে। ৬০

শ্রীরাম এবং রাক্ষস রাবণের বাণগুলি পরস্পর  
হিম-ভিন্ন হয়ে আকাশ হতে ভূতলে এসে পড়ছিল।  
সেক্ষণে বাণগুলির অগ্রভাগ থেকে অগ্নি বিচ্যুরিত  
হুছিল।

জয়জ্যোতির্লনির্ঘোষো রামরাবণয়োর্মহান্।  
হ্রস্বঃ সর্বভূতানাং সমুভূতভূতোগমঃ। ৬১

হ্রস্বঃ সর্বভূতানাং সমুভূতভূতোগমঃ। ৬১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ৥ ১০০ ॥  
মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

### একাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০১)

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক আনীত ঔষধিতে সুষেপের চিকিৎসায় লক্ষ্মণের চেতনা প্রাপ্তি

শক্তা নিপাতিতং দৃষ্টা রাবণেন বলীয়সা।  
লক্ষ্মণঃ সমরে শূরং শোণিতৌষপরিপ্লুতম্॥ ১  
স দৃষ্টা ভূমূলং যুদ্ধং রাবণস্য দুরাক্ষনঃ  
বিসৃজ্যেব বাণৌঘান্ সুষেগমিদমবীত্। ২

মহাবলী রাবণ শূরবীর লক্ষ্মণকে স্বীয় 'শক্তি' নামক  
শস্ত্র সমরে ধরাশায়ী করল। তিনি রক্ত প্রবাহে স্নাত হয়ে  
গেলেন। এই দেখে ভগবান শ্রীরাম দুরাত্মা রাবণের সাথে  
যোবতর যুদ্ধে বাণবর্ষণ করতে করতে সুষেপকে বললেন—  
এই রাবণবীর্যেণ লক্ষ্মণঃ পতিতো ভূবি।

পর্বচ্ছেষ্টে বীরো মম শোকমুদীরমান্॥ ৩  
'এই বীর লক্ষ্মণ রাবণের পরাক্রমে আহত হয়ে  
সমরাস্থানে শায়িত আছে এবং আহত সর্পের মতো ছটফট  
করছে। তাকে এই অবস্থায় দেখে আমার শোক বর্ধিত  
হচ্ছে।

শোণিতাত্রিমিং বীরং প্রাণৈঃ প্রিয়তরং মম।  
শ্যাতো মম কা শক্তির্যোদ্ধুঃ পর্যাকুলাক্ষনঃ॥ ৪

'বীর সুমিত্রাকুমার আমার কাছে প্রাণ অপেক্ষা  
প্রিয়তর, একে রুধিরাক্তি দেখে আমার মন আকুলিত ;  
এমতাবস্থায় আমি যুদ্ধ করার উৎসাহ কীভাবে পাব ?  
অয়ং স সমরপ্রাণী ভ্রাতা মে শুভলক্ষণঃ।  
যদি পঞ্চাত্মাপন্নঃ প্রাণৈর্মে কিং সুখেন বা॥ ৫  
'আমার শুভলক্ষণযুক্ত ও যুদ্ধার্থে সদা সমর্থ এই  
অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যদি প্রাণ ত্যাগ করে তাহলে আমার  
জীবিত থাকার অথবা সুখ ভোগের আর প্রয়োজন কী !  
লজ্জতীৰ্হি মে বীর্যঃ দ্রশ্যতীৰ্হি করাদ্ ধনুঃ।  
সায়কা বাবসীদন্তি দৃষ্টিবীজশবণং গতঃ। ৬

'এই অবস্থায় আমার পরাক্রম যেন লজ্জিত, হাত  
থেকে কার্য্যক যেন স্থলিত হচ্ছে, আমার শায়ক শিথিল হয়ে  
পড়ছে এবং চক্ষুদ্বয়ে অশ্রুজল নেমে আসছে।  
অবসীদন্তি গাত্রাণি স্বপ্নয়ানে নৃশামিব।  
চিত্তা মে বর্ধতে তীরা মুখ্যশি চ জায়তে॥ ৭  
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্টা রাবণেন দুরাক্ষন।



বিষ্টনন্তঃ তু দুঃখার্থং মর্মণ্যভিহতঃ ভৃশম্ ॥ ৮

‘যেমন করে স্বপ্নমধ্যে মানব শরীর শিথিল হয়ে পড়ে, সেইরূপ অবস্থা হয়েছে আমার হস্তপাদাদি অঙ্গের আমার দুঃশ্চিন্তা বাড়ছে এবং দুর্বাত্মা বাবণকর্তৃক ভীষণভাবে আহত হয়ে মর্মভেদী যন্ত্রণায় অত্যন্ত পীড়িত এবং দুঃখার্থ অনুজ লক্ষণকে ছুটফুট করতে দেখে আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না।’

রাঘবো ভ্রাতরং দুষ্টা প্রিয়ং প্রাণং বহিস্করম্।

দুঃখেন মহতাবিষ্টো ধ্যানশোকপরায়ণঃ ॥ ৯

শ্রীরঘুনাথ বাহ্য-চলমান প্রাণ সদৃশ অনুজ ভ্রাতা প্রিয় লক্ষণকে তদবস্থায় দেখে মহাদুঃখে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং দুঃশ্চিন্তা ও শোকে নিমগ্ন হলেন।

পরং বিষাদমাপনো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

ভ্রাতরং নিহতং দুষ্টা লক্ষণং রণপাংসুযু ১০

তার মন বিষন্ন হয়ে গেল। ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তিনি রণভূমির ধূলায় অতীব ক্ষতবিক্ষত ভ্রাতা লক্ষণকে দেখে বিলাপ করতে লাগলেন।

বিজয়োহপি হি মে শূর ন প্রিয়ায়োপকল্পতে।

অচক্ষুর্বিষয়চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি ॥ ১১

‘শূরবীর ! সংগ্রামে এমতাবস্থায় যদি বিজয় লাভ করি তাহলেও আমার প্রসন্নতা হবে না। অঙ্গের সম্মুখে চন্দ্রমা নিজের জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত করলেও তা তার (অঙ্গের) মনে কিরূপে আল্লাদ উৎপন্ন করবে ?

কিং মে যুদ্ধেন কিং প্রাণৈর্যুদ্ধকার্যং ন বিদ্যতে।

যত্রায়ং নিহতঃ শেতে রণমুখনি লক্ষণঃ ॥ ১২

‘এখন এই যুদ্ধে অথবা প্রাণের সুরক্ষায় আমার আর কী প্রয়োজন ? এহেন যুদ্ধেরই বা কী প্রয়োজন ? যখন লক্ষণ যুদ্ধমুখে চির শয্যায় শায়িত

যথৈব মাং বনং যান্তমনুয়াতি মহাদুতিঃ।

অহমপ্যনুয়াসামি তথৈবৈনং যমক্ষরম্ ॥ ১৩

‘বনবাসে যাত্রা করার সময় লক্ষণ আমাকে অনুসরণ করেছিল, অতএব আমিও যমলোকে লক্ষণের অনুগমন করব।

ইষ্টবন্ধুজনো নিত্যং মাং স নিতামনুপ্রভঃ।

ইমামবহ্নাং গমিতো রাক্ষসৈঃ কূটয়োবিভিঃ ॥ ১৪

‘হায় ! যে লক্ষণ সর্বদা আমার অনুরাগী বন্ধু ছিল, কূটকৌশলে যুদ্ধ করে রাক্ষসেরা আজ তার এই অবস্থা

করেছে।

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বাহুব্যাঃ।

তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥ ১৫

‘প্রত্যেক দেশে জয়া মিলতে পারে, দেশে-দেশে বন্ধু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এমন কোন দেশ দেখা যায় না যেখানে খুঁজলে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যাবে।

কিং নু রাজান দুর্ধর্যলক্ষণেন বিনা যম

কথাং বক্ষ্যামাহং স্বপ্নাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্ ॥ ১৬

‘দুর্ধর্য বীর লক্ষণ যদি বর্তমান না থাকে, তবে আমার রাজ্য কি প্রয়োজন ? পুত্রস্নেহপরায়ণা মাতা সুমিত্রার সাথেই বা আমি কিরূপে বার্তালাপ করব ?

উপালন্তঃ ন শক্ষ্যামি সোদুঃ দন্তং সুমিত্রা।

কিং নু বক্ষ্যামি কৌশল্যাং মাতরং কিং নু কৈকেয়ীম্ ॥ ১৭

‘মাতা সুমিত্রার (আমার প্রতি) তিরস্কার কিভাবে সহ্য করব ? মাতা কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীকেই না কৈ উত্তর দেব ?

ভরতং কিং নু বক্ষ্যামি শত্রুয়ং চ মহাবলম্

সহ তেন বনং যাতো বিনা তেনাগতঃ কথম্ ॥ ১৮

‘ভরত ও মহাবলী শত্রুয় যখন প্রশ্ন করবে যে লক্ষণের সঙ্গে তুমি বনে গিয়েছিলে, কিন্তু লক্ষণ ছড়াই কবে ফিরে এলে, তখন আমি জবাব দেব ?

ইহৈব মরণং শ্রেয়ো ন তু বহুবিগর্হণম্।

কিং ময়া দুষ্কৃতং কর্ম কৃতমনাত্র জবনি ॥ ১৯

যেন মে ধর্মিকো ভ্রাতা নিহতশত্রুতঃ হিতঃ

‘ভাই বন্ধুদের মাঝে ফিরে গিয়ে তাদের অপ্রিয় কথা শোনার চেয়ে বরং আমার এখানেই মৃত্যুবরণ করা ভালো আমি পূর্বজন্মে কী পাপ করেছিলাম, যেকারণে আমার ধর্মাত্মা ভ্রাতা লক্ষণ নিহত হয়ে সম্মুখে পড়ে আছে।

হা ভ্রাতর্মনুজশ্রেষ্ঠ শূরাণাং প্রবর প্রভো ॥ ২০

একাকী কিং নু মাং তজ্জা পরলোকাং গচ্ছসি।

‘হায় ভাই নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ! হায় প্রতাপবান শূরপ্রবর ! আমাকে একাকী রেখে তুমি কেন পরলোকে যাচ্ছ ?

বিলপন্তঃ চ মাং ভ্রাতঃ কিমর্থং নাবভাষনে ২১

উত্তিষ্ঠ পশ্য কিং শেষে দীনং মাং পশ্য চক্ষুবা।

‘হা ভ্রাত নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ! আমি তোমাকে হারিয়ে কাঁদছি। কেন তুমি কথা বলছ না ? উঠে দেখ ; কেন তুমি



জাহ! চোখ মেলে দেখ, আমি কেমন দুর্দশায় পড়েছি!  
শোকাক্তস্যা প্রমত্তস্য পর্বতেষু বনেষু চ। ২২  
বিধবস্যা মহাবাহো সমাশ্বাসয়িতা মম।

‘মহাবাহো! আমি যখন পর্বতে-পর্বতে, বনে-বনে  
দূরে পাগলপ্রায় ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে যেতাম, তখন তুমিই  
আমাকে আশ্বাসিত করতে (তাহলে এখন কেন সাধুনা দিচ্ছ  
না?)’

রুমমেবং ক্রবাণং তু শোকব্যাকুলিতেদ্রিয়ম্। ২৩  
জ্ঞানসমুদ্রবাচেনং সুধেণঃ পরমং বচঃ

এইভাবে বিলাপ করতে করতে ভগবান শ্রীরামের  
সকল ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেক্ষণে সুধেণ তাঁকে  
আশ্বাসিত করে প্রয়োজনীয় কথা শোনাল—

জ্ঞেমাং নরশর্দূল বুদ্ধিং বৈক্রবাকারিণীম্। ২৪  
শোকসঞ্জননীং চিন্তাং তুল্যাং বাণৈশ্চমুখৈঃ

‘হে পুরুষসিংহ! বুদ্ধির বিহীনতা হেতু এমন  
মৃত্যুজনক দুঃশিন্তা পরিত্যাগ করণ, কেননা সমরাজ্যে  
এইসকল চিন্তা কেবল শায়কের ন্যায় নিজেকে বিদ্ধ করে।

তব পঞ্চদশমাপমো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্ধনঃ। ২৫  
ক্ষমা বিকৃতং বক্ত্বং ন চ শ্যামত্বমাগতম্  
মৃতং চ প্রসন্নং চ মুখমস্যা নিরীক্ষ্যতাম্। ২৬

‘আপনার ভ্রাতা সুদর্শন লক্ষ্মণ মৃত নয়; দেখুন  
এখনও তাঁর মুখবিকৃতি ঘটেনি, কিংবা তাঁর শরীরে মৃত্যুর  
কোলাহল পড়েনি। উপরন্তু তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও শ্রীযুক্ত  
দেখাচ্ছে।

পঞ্চপত্রলৌ হস্তৌ সুপ্রসন্নৌ চ লোচনৌ।  
দেহং দৃশ্যতে রূপং গতাসূনাং বিশাং পভৌ। ২৭

‘লক্ষ্মণের করতল এখনও পদ্ম-দলের ন্যায়  
কৌমল, নেত্রযুগল স্বচ্ছ ও সুপ্রসন্ন। প্রাণনাথ! নিহত  
প্রাণীতে এই প্রকার জীবনের চিহ্ন দেখা যায় না।

বিষাদং মা কৃথা বীর সপ্রাণোহয়মরিন্দম।  
আখ্যাতি তু প্রসুপ্তস্য স্তম্ভগাত্রস্য ভূতলে। ২৮  
সোচ্ছ্বাসং হৃদয়ং বীর কম্পমানং মুহুমুহুঃ।

‘হে বীর অরিন্দম! আপনি বিষাদগ্রস্ত হবেন  
না। লক্ষ্মণের শরীরে প্রাণ রয়েছে; শরীর শিথিল হয়ে  
যাওয়ার ভূসুপ্তিত হয়েছেন। প্রশ্বাস-নিশ্বাসে তাঁর বক্ষদেশ  
মুহূর্ৎ আন্দোলিত হচ্ছে — প্রাণবায়ুর গতি বদ্ধ হয়ে  
যায়নি।’

এবমুক্তা মহাপ্রাজ্ঞঃ সুধেণো রাঘবঃ বচঃ। ২৯  
সমীপহুমুবাচেনং হনুমন্তঃ মহাকপিম্।

শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলে পরম বুদ্ধিমান সুধেণ  
নিকটেই বিরাজমান শ্রীহনুমানকে বলল—

সৌম্য শীঘ্রমিতো গজা পর্বতং হি মহোদয়ম্। ৩০  
পূর্বং তু কথিতো যোহসৌ বীর জাহ্নবতা তল  
দক্ষিণে শিখরে জাতাঃ মহৌষধিমিহানয়ম্। ৩১

বিশলাকরনীঃ নার্য সাবর্ণ্যকরনীঃ তথা  
সঞ্জীবকরনীঃ বীর সন্ধানীঃ চ মহৌষধীম্। ৩২  
সঞ্জীবনার্থং বীরস্য লক্ষ্মণস্য হৃদয়ম্

‘সৌম্য! তুমি জাহ্নবান কর্তৃক পূর্বের কথিত মহোদয়  
নামক পর্বতে রুবায যাও; তার দক্ষিণ শিপরে উপজাত  
বিশলাকরনী, সাবর্ণ্যকরনী, সঞ্জীবকরনী তথা সন্ধানী  
নামক বিপ্রত মহৌষধিসমূহ শীঘ্রই আনয়ন করো। বীর!  
সেই সকল প্রয়োজে লক্ষ্মণের জীবন রক্ষা পাবে।’  
(‘বিশলাকরনী’ — শরীরে বিদ্ধ বাণসমূহ নির্গত করে ক্ষত  
পূরণ ও ব্যথা দূরকারী; ‘সাবর্ণ্যকরনী’ — শরীরে পূর্বের  
ন্যায় কান্দি প্রদানকারী; ‘সঞ্জীবকরনী’ — মূর্ছা দূর করে  
চেতনা প্রদানকারী; ‘সন্ধানী’ — ভগ্ন অস্থিকে পুনরায়  
সংযোগকারী)

ইতোবমুক্তো হনুমান্ গজা চৌষধিপর্বতম্।  
চিন্তামভ্যগমচ্ছ্রীমানজানংজা মহৌষধীঃ। ৩৩

এইরূপে উক্ত হয়ে শ্রীহনুমান ওষধিপর্বত  
মহোদয়গিরিতে গমন করলেন; কিন্তু নির্দিষ্ট মহৌষধিকে  
চিনতে না পারায় দুঃশিন্তায় পড়লেন

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না মারুতেরমিতৌজসঃ।  
ইদমেব গমিষ্যামি গৃহীত্বা শিখরং গিরেঃ। ৩৪

সহসা অমিততেজস্বী শ্রীহনুমানের হৃদয়ে সমস্যার  
সমাধান উদ্ভূত হল যে ‘আমি পর্বতের সমগ্র শিখরটিকেই  
সঙ্গে নিয়ে যাব

অস্মিন্ধু শিখরে জাতামোষধীং ভাং সুখাবহাম্।  
প্রতর্কেণাবগচ্ছামি সুধেণো হোবমরবীঃ। ৩৫

‘এই শিখরোপরি সেই সমস্ত নিরাময় ওষধি উৎপন্ন  
হয় — এইরকম অনুমান হচ্ছে; যেহেতু সুধেণ এই কথা  
বলেছিল

অগৃহ্য যদি গচ্ছামি বিশলাকরনীমহম্।  
কালাতয়েন দোষঃ স্যাদ্ বৈক্রবাং চ মহদ্ ভবেৎ। ৩৬

‘যদি আমি বিশলাকরণী ছাড়াই প্রত্যাবর্তন করি,  
তাহলে সময় নষ্ট করার দোষে দেবী হব এবং তা চরম  
বুদ্ধিহীনতার কাজ হবে।’

ইতি সঙ্কীর্ণা হনুমান্ গতা ক্ষিপ্তঃ মহাবলঃ।  
আসাদ্য পর্বতশ্রেষ্ঠং ত্রিঃ প্রকম্প্য গিরেঃ শিরঃ॥ ৩৭  
ফুল্লনানাতরুগগং সমুৎপাতি মহাবলঃ।  
গৃহীত্বা হরিশার্দুলো হস্তাভ্যাং সমতোলয়ৎ॥ ৩৮

এইরূপে ভেবে শ্রীহনুমান দ্রুততায় সেই উত্তম  
পর্বতের সন্নিগটস্থ হলেন এবং শিখরকে তিনবার ইতস্ততঃ  
আন্দোলিত করে উৎপাতিত করলেন। সেই শিখরোপরি  
নানা প্রকারের তরুগুণাদি প্রস্ফুটিত কুসুমরাজিতে শোভা  
পাচ্ছিল। বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান এহেন শিখরকে হস্তদ্বয়ে  
ধারণ করলেন।

স নীলমিব জীমূতং তোয়পূর্ণং নভস্তলাৎ।  
উৎপাত্য গৃহীত্বা তু হনুমান্ শিখরং গিরেঃ॥ ৩৯

জলপূর্ণ কৃষ্ণমেষ সদৃশ সেই গিরিশৃঙ্গ হাতে নিয়ে  
শ্রীহনুমান আকাশমার্গে আবোহণ করলেন।

সমাগম্য মহাবেগঃ সমাস্য শিখরং গিরেঃ  
বিলম্ব্য কিঞ্চিদ্ধনুমান্ সুশেণমিদমব্রবীৎ॥ ৪০

মহাবেগে শ্রীহনুমান সেই পর্বতশিখরকে ‘সুশেণ’-  
এর নিকট ধরাতলে ন্যস্ত করলেন এবং কিছুটা বিশ্রামের  
পর সুশেণকে বললেন—

ঔষধীর্নাবগচ্ছামি তা অহং হরিপুঙ্গব।  
তদিদং শিখরং কৃষ্ণং গিরেস্তস্যাহতং ময়া॥ ৪১

‘কপিশ্রেষ্ঠ! আমি নির্দিষ্ট ঔষধি চিনতে পারিনি, তাই  
সেই পর্বতের সমগ্র শিখরদেশ নিয়ে এসেছি।’

এবং কথয়মানঃ তু প্রশস্য গবনাস্বজম্।  
সুশেণো বানরশ্রেষ্ঠো জগ্ৰাহোৎপাতি চৌষধীঃ॥ ৪২

শ্রীহনুমান যখন সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন  
তখন তাঁর ভূরি ভূরি প্রশংসা করে সুশেণ প্রয়োজনীয়  
ঔষধি উন্মূলিত করে হাতে নিল।

বিস্মিতাস্ত বভূবুস্তে সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ।  
দৃষ্ট্বা তু হনুমৎকর্ম সুতৈরপি সুদুষ্করম্॥ ৪৩

শ্রীহনুমানের এই প্রকারের অভূতপূর্ব কার্য দেখে  
সকল বানরপুঙ্গব আশ্চর্যবিত্ত হলেন, কেননা এইরূপ  
কাজ দেবতাদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন।

ততঃ সংক্ষোদয়িত্বা তামোষধীং বানরোত্তমঃ।

লক্ষণস্য দদৌ নন্তঃ সুশেণঃ সুমহাদুষ্টিঃ॥ ৪৪  
মহাতেজস্বী কপিশ্রেষ্ঠ সুশেণ সেই ঔষধিকে দেওয়া  
পিষ্ট করে লক্ষণের নাসিকাগ্রে প্রয়োগ করল

সশল্যঃ স সমাশ্রায় লক্ষণঃ পরবীরহা  
বিশল্যো বিরজঃ শীঘ্রমুদতিষ্ঠমহীতলাৎ॥ ৪৫

শত্রুদমনকারী শত্রুবিদ্র লক্ষণ ঔষধির আশ্রয়  
বিশলা ও বিরজ (অর্থাৎ, শরীর থেকে নির্গত-অস্থি  
ব্যথা-বেদনারহিত) হয়ে অচিরে ভূতল হতে গাত্ৰোত্তম  
করলেন।

তমুখিতং তু হরয়ো ভূতলাং প্রেক্ষ্য লক্ষণম্  
সাধুসাক্ষিতি সুপ্ৰীতা লক্ষণং প্রতাপূজয়ৎ॥ ৪৬

লক্ষণকে ধরা হতে উঠে দাঁড়াতে দেখে সেই সন্ত  
বানরগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ‘সাধু-সাধু’ রবে তাঁর বহু বৎ  
প্রশংসা করতে লাগলেন।

এহ্যেহীতব্রবীদ্ রামো লক্ষণং পরবীরহা  
সম্বজে গাঢ়মালিঙ্গয় বাস্পপর্যাকুলেক্ষণঃ॥ ৪৭

তখন শত্রুবীরসংহারক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে  
‘এসো এসো’ এইরূপ বলে দুই বাহুতে সম্মেহে জড়িয়ে  
বুকে নিয়ে নিলেন এবং তাঁর নেত্রযুগল আনন্দমুখে  
পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

অব্রবীচ্চ পরিষজ্য সৌমিত্রিং রাঘবন্তা  
দীপ্ত্যা জ্বাং বীর পশ্যামি মরণাং পুনরাগতম্॥ ৪৮

সুমিত্রাকুমারকে হৃদয়ে জড়িয়ে শ্রীবঘুনাত্ম  
বললেন— ‘বীর! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আমি  
তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে প্রত্যাবৃত দেখছি।

নহি মে জীবিতেনার্থঃ সীতয়া চ জয়েন বা।  
কো হি মে জীবিতেনার্থস্ত্রয়ি পঞ্চদশাগতে॥ ৪৯

‘তোমাকে হারালে আমার জীবন ব্যর্থ হত, সীতা  
উদ্ধরণ অথবা যুদ্ধজয়েরও কোন অর্থ হত না। তুমি  
থাকলে এই জীবন ধারণ করাই বৃথা।’

ইতোবং ব্রুবতস্তস্য রাঘবস্য মহাবলঃ।  
খিন্নঃ শিখিলয়া বাচ্য লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫০

মহাত্মা রঘুনাত্ম এইরূপ বলতে থাকলে লক্ষণ ক্রি  
ও দুর্বল কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে বললেন—

তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রম।  
লঘুঃ কশ্চিদিবাসস্তো নৈবং জ্বং বন্ধুমহীনাং॥ ৫১

‘আর্ঘ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ; আপনি রাবণকে

করে বিভীষ  
করেছিলেন।

ন্যায় কথা বল  
নহি প্রতিজ্ঞ

লক্ষণং  
নৈরাশ্যমুপগ  
বধেন

‘সত্যম্  
রক্ষা মহদগ

আপনি নৈর  
রাবণকে বধ

ন জীবন  
নর্দত্তীক্ষদং

‘আপ  
ফিরে যেতে

লক্ষ্মণেন  
সন্দর্শে

লক্ষ্মণে  
শ্রীরাম কার্ণ

রাবণায়  
অথান্যঃ

অভ্যাবত  
তিনি

শরবর্ষণ কর  
রথে আরো

হল।  
দশগ্রীবো



সুমহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৪  
সেই ওষধিকে কেটে ও  
যোগ করল।

পরবীরহা।  
মুদতিষ্ঠমহীতলাং ॥ ৪৫  
ক্লগ উষধির আঘ্রাণে  
থেকে নির্গত-অস্ত্র ও  
তুতল হতে গাত্রোত্থান

প্রক্ষা লক্ষণম্।  
প্রতাপূজয়ন্ ॥ ৪৬  
তে দেখে সেই সকল  
ধু' রবে তাঁর বহু বহু

পরবীরহা।  
পর্যাকুলেক্ষণঃ ॥ ৪৭  
শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে  
হতে সশ্রেহে জড়িয়ে  
ব্রযুগল আনন্দাপ্রসূতে

রাঘবপুত্ৰা।  
পুনরাগতম্ ॥ ৪৮  
শ্রীরঘুনাথ আরও  
গ্যর কথা যে আমি  
ছি।

জয়েন বা।  
পঞ্চত্ৰয়াগতে ॥ ৪৯  
ন ব্যর্থ হত, সীতা  
হত না। তুমি না

মহাস্তনঃ।  
বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫০  
থাকলে লক্ষণ ক্লগ

সতাপরাক্রম।  
বন্ধুমহীনি ॥ ৫১  
আপনি রাবণকে বধ

করে বিজীষণকে রাজ্য প্রদান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা  
করেছিলেন। এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়ে, অধুনা দুর্বলচিত্তের  
নাথ কথা বলা আপনাকে মানায় না।

নরি প্রতিজ্ঞাঃ কুবন্তি বিতথাঃ সত্যবাদিনঃ।  
লক্ষণঃ হি মহত্বস্যা প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্ ॥ ৫২  
নৈরাশ্যমুপগম্য চ নাথঃ তে মৎকৃতেন্দ্রনথ।  
বধেন রাবণস্যাদ্য প্রতিজ্ঞামনুপালয় ॥ ৫৩

‘সত্যসন্ধ পুরুষ মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে না। প্রতিজ্ঞা  
করা মহদুগ্গণের লক্ষণ। আপনি নিষ্পাপ, আমার জন্য  
আপনি নৈরাশ্য প্রকাশ করবেন না। আজকের সময়ে  
রক্ষকে বধ করে আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন  
ন জীবন হাস্যভে শত্রুস্তব বাণশব্দঃ গতঃ।  
লক্ষণীকন্দঃ ১১ সিংহসোব মহাগজঃ ॥ ৫৪

‘আপনার জন্য শরমার্গের লক্ষ্যভূত হয়ে শত্রুজীবিত  
হিরে যেতে পারে না, যেমন করে গর্জনকারী তীক্ষ্ণদন্ত

সিংহের লক্ষ্য থেকে গজরাজ নিস্তাব পায় না।  
অহং ত্ব বধমিচ্ছামি শীঘ্রমস্যা দুরাক্ষনঃ।  
যাবদন্তঃ ন যাতোম কৃতকর্মা দিবাকরঃ ৫৫

‘আকাশ পরিক্রমণ করে সূর্য অস্ত্রাচলে চলে যাওয়ার  
আগেই আমি (লক্ষণ) রায় এই দুরাক্ষা রাবণের নিধন  
দেখতে চাই।  
যদি বধমিচ্ছসি রাবণস্য সংখো  
যদি চ কৃত্যং হি তবেচ্ছসি প্রতিজ্ঞাম্।  
যদি তব রাজসূতাভিলাষ আর্থ  
কুরু চ বচো মম শীঘ্রমদ্য বীর ॥ ৫৬

‘আর্থ! বীরবর! যদি আপনি সময়ে রাবণের নিধন  
চান, যদি আপনার মনে নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণের ইচ্ছা  
থাকে এবং রাজকুমারী সীতাকে ফিরে পাওয়ার অভিলাষ  
থেকে থাকে, তাহলে আজকের যুদ্ধে রাবণকে নিধন করে  
আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

## দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১০২)

ইদ্র কর্তৃক প্রেরিত রথে আরুঢ় হয়ে শ্রীরামের রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ

লক্ষণেন ত্ব তদ্ বাক্যমুক্তং শ্রদ্ধা স রাঘবঃ  
পদধে পরবীরয়ো ধনুরাদায় বীর্যবান্ ॥ ১  
লক্ষণের কথা শুনে শত্রুবীরসংহারক পরাক্রমী  
শ্রীরাম কার্মুক হাতে নিয়ে তাতে শরসজ্জান করলেন।  
রাবণায় শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ চমুমুখে  
জথান্যে রথমাছায় রাবণো রাক্ষসাবিপঃ ॥ ২

অভাবত কাকুৎস্থঃ স্বর্জনুরিব ভাক্ষরম্।  
তিনি সেনাগ্রভাগে থেকে রাবণের উপর ঘোরতর  
শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণও নিজ  
রথে আরোহণ করে সূর্যের অভিমুখে রাহুর ন্যায় ধাবিত  
হল।  
লক্ষ্মীবো রথহস্ত রামঃ বজ্রোপমৈঃ শরৈঃ।

আজযান মহাশৈলং খারাভিরিব ভোয়দঃ ॥ ৩  
যেমন করে জলপূর্ণ মেঘ গিবিরাজকে ধারাবর্ষণে  
সিক্ত করে, তেমন দশমুখ রাবণ বথারুঢ় হয়ে বজ্রতুল্য  
শরসমূহে শ্রীরামচন্দ্রকে আহত করতে লাগল।  
দীপ্তপারকসংকাশৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।  
অভাবর্ষদে রণে রামো দশদীবঃ সমাছিতঃ ॥ ৪

রণাঙ্গণে শ্রীরামচন্দ্রও একাগ্রচিত্তে দশমুখ রাবণকে  
প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য, তেজস্বী ও সুবর্ণমণ্ডিত শরক্ষেপণে  
জর্জরিত করতে লাগলেন।  
ভূমৌ হিতস্য রামস্য রথহুসা ন রক্ষসঃ।  
ভূমৌ সমং যুদ্ধমিত্যাদর্শেবগন্ধবিকিরঃ ॥ ৫

ন গ্রীরঘুনাথ বণাঙ্গণের ভূমিতে যুদ্ধরত, অনাদিকে



রাবণ রথাকট, এমতাবস্থায় পরস্পরের যুদ্ধ অসমান হয়ে পড়ছে—আকাশে বিরাজমান দেবতা, গন্ধর্ব ও কিম্ব এই ধরণের বার্তালাপ করতে লাগলেন

ততো দেববরঃ শ্রীমান্ শক্রা তেষাং বচোহসৃতম্।  
আহুয় মাতলিং শক্রো বচনং চেদমব্রবীৎ ৬

তাদের অমৃতোপম মধুর বার্তালাপ শুনে তেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র সারথি মাতলিকে ডেকে নিয়ে বললেন—  
রথেন মম ভূমিষ্ঠঃ শীঘ্রং যাহি রঘুভূমম্।

আহুয় ভূতলং যাত কুরু দেবহিতং মহৎ ৭

‘সারথ্যে ! শ্রীরামচন্দ্র ভূতলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন ; আমার রথ নিয়ে তুমি শীঘ্র তাঁর নিকটে যাও। পৃথিবীর সেই রণভূমিতে পৌঁছে শ্রীরামচন্দ্রকে উচ্চস্বরে আহ্বানপূর্বক বল—“এই রথ দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সেবার্থে প্রেরণ করেছেন।” এইপ্রকারে শ্রীরামকে রথে অধিষ্ঠিত করে তুমি দেবতাদের মঙ্গলজনক কর্ম সম্পন্ন করো।’

ইত্যুক্তেন দেবরাজেন মাতলির্দেবসারথিঃ  
প্রণম্য শিরসা দেবং ততো বচনমব্রবীৎ ৮

দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক এইরূপে অভিহিত হয়ে দেব-সারথি মাতলি তাঁকে অবনত মস্তকে প্রণামপূর্বক বলল—

শীঘ্রং যস্যামি দেবেন্দ্র সারথ্যং চ কেরোমাহম্  
ততো হ্যৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ স্যন্দনোত্তমম্ ৯

‘দেবেন্দ্র ! আমি শীঘ্রই আপনার শ্রেষ্ঠ রথে সবুজ অশ্বসমুদায় সংযোজিত করে যাত্রা করছি এবং শ্রীরথুনাথের সারথ্যও আমিই করব।’

ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গঃ কিক্ষিপীশতভূষিতঃ।

তরুণাদিত্যসংকাশো বৈদূর্যময়কুবরঃ।

সদশ্বৈঃ কাঞ্চনাপীঠৈর্ভূজঃ শ্বেতপ্রকীর্তকৈঃ ১০

হরিভিঃ সূর্যসংকাশৈর্হেমজালবিভূষিতৈঃ।

রুদ্রবেণুধ্বজঃ শ্রীমান্ দেবরাজরথো বরঃ ১১

দেবরাজেন সন্দিষ্টো রথমারুহ্য মাতলিঃ।

অভ্যবর্তত কাকুৎস্থমবতীৰ্য ত্রিবিষ্টপাং ১২

তদনন্তর ইন্দ্রের দীপ্তিমান শ্রেষ্ঠ রথ এসে পড়ল, যার সুবর্ণময় গাত্রদেশ চিত্র বিচিত্র শোভায় উদ্ভাসিত ছিল, যেটিকে শত শত নিক্কনে সুসজ্জিত করা হয়েছিল এবং বৈদূর্যমণি মণ্ডিত হওয়ায় যা অরুণার্কের শোভা বিকিরণ করছিল। রথে সংযোজিত শ্রেষ্ঠ শ্যামল ঘোটকগুলি শুভ্র চামরে এবং সূর্যকিরণতুল্য হৈমজালিকায় অলংকৃত ছিল।

রথের ধ্বজদণ্ডটি স্বর্ণবেণু নির্মিত হওয়াতে অতিশয় শোভা বর্ধন করছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয়ানুসারে এসে রথ আরোহণপূর্বক সারথি মাতলি স্বর্ণ হতে সমরাসনে অবতরণ করে শ্রীরামচন্দ্রকে বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করে। অত্রবীচ তদা রামং সপ্রত্যোদ্যো রথে স্থিতঃ।

প্রাঞ্জলিমাতলির্বালাং সহস্রাক্ষসা সারথিঃ ১৩

অশ্বচালনার চাবুক হাতে সেই রথোপরি উপবিষ্ট সারথি মাতলি কৃতাজলি হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বলল—

সহস্রাক্ষেণ কাকুৎস্থ রথোহরং বিজয়ায় তে  
দমন্তব্য মহাসত্ত্ব শ্রীমন্ শক্রনিবর্হণ ১৪

‘মহাবলী অরিসূদন শ্রীমান রঘুবীর ! সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধজয়ের জন্য আপনাকে এই রথ প্রদান করেছেন।

ইন্দ্রমৈত্র্যং মহচাপং কবচং চাগ্নিসম্বিভম্  
শরাশ্চাদিত্যসংকাশাঃ শক্তিচ বিমলা শিবা ১৫

‘এখানে আছে ইন্দ্রের বিশাল কার্যুক, অগ্নিতুলা তেজস্বী কবচ, সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান বাণসমূহ এক নিষ্ক্ষেপযোগ্য শক্তি নামক শস্ত্র, যেটি নির্মল ও পবিত্র আরুহ্যোমং রথং বীর রাক্ষসং জহি রাবণম্।

মগ্না সারথিনা দেব মহেন্দ্র ইব দানবান্ ১৬

‘আমাকে সারথি করে আপনি এই রথে আরোহণ করে ইন্দ্রকর্তৃক দানবগণের নিধনের মতো, রাক্ষ রাবণকে পরাজিত করুন।’

ইত্যুক্তঃ সম্পরিতক্রম্য রথং তমভিবাদ্য চ  
আরুরোহ তদা রামো লোকোদ্ধপ্পা বিরাজমন্ ১৭

মাতলি এইরূপ বলার পর শ্রীরামচন্দ্র সেই রথে পরিভ্রমণ করে প্রণামপূর্বক তাতে আরোহণ করলেন তখন তিনি স্বীয় দীপ্তিতে যেন ত্রিভুবন আলোকিত করছিলেন।

তদ্ বভৌ চাত্তুতং যুদ্ধং হৈরথং রোমহর্ষণম্  
রামস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ রক্ষসঃ ১৮

তদনন্তর মহাবাহু শ্রীরাম এবং রাক্ষস রাবণের মধ্যে অত্যাশ্চর্য ও রোমাঞ্চকর দ্বৈরথ আরম্ভ হল।

স গান্ধর্বেরণ গান্ধর্বং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ।  
অন্তঃ রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাত্মবিৎ ১৯

অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী শ্রীরাম রাক্ষসরাজকর্তৃক নিক্ষিপ্ত গান্ধর্ব-অস্ত্রকে গান্ধর্বের দ্বারা এবং দৈব অস্ত্রকে দৈব অস্ত্র

এই বিনষ্ট করে দিলেন।

তু পরমং ঘোরং রাক্ষসং রাক্ষসখিণঃ।

পরমক্রুদ্ধঃ পুনরেন নিশাচরঃ। ২০

তখন রাক্ষসখিণ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায়  
অতি ভয়ংকর রাক্ষস-অস্ত্রের প্রয়োগ করল।

তে রাবণধনুর্মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ

অজবর্ত্ত কাকুৎস্থঃ সর্পা ভূত্বা মহাবিধাঃ। ২১

সেই সমস্ত সুবর্ণমণ্ডিত শর রাবণের ধনুক থেকে  
নিক্ষিপ্ত হয়ে অতি বিষধর সর্পের আকারে শ্রীরামচন্দ্রের  
উপরে এসে পড়তে লাগল।

তে দীপ্তবদনা দীপ্তঃ বমন্তো জ্বলনং মুখৈঃ।

রামসেবাতবর্ত্ত ব্যাদিতাস্যা ভয়ানকাঃ। ২২

সেই সকল ভয়ংকর জ্বালামুখী সর্প মুখগহ্বর হতে  
লেলিহন অগ্নি বমন করতে করতে মুখবিস্তার করে  
শ্রীরামের দিকে ধাবিত হল।

তর্কাসু কিসমস্পর্শৈর্দীপ্তভোগৈর্মহাবিধৈঃ

লিঙ্গ সন্ততাঃ সর্বা বিদিশ্চ সমাবতাঃ। ২৩

সেই সকল নাগের স্পর্শ বাসুকির স্পর্শের ন্যায়  
অসহ্য ছিল এবং তাদের দেদীপ্যমান ফণাগুলি তীব্র বিষে  
পরিপূর্ণ ছিল। এমত সর্পসমূহে দিগ্-বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হয়ে  
গেল।

জন্ দৃষ্টা পন্নগান্ রামঃ সমাপতত আহবে।

অস্ত্রং গারুদ্যতং ঘোরং প্রাদুশ্চক্রে ভয়াবহম্। ২৪

যুদ্ধজ্বলে এবং বিধ সর্পের উৎপাতে শ্রীরাম অতি  
ভয়ানক গারুড়াস্ত্রের প্রয়োগ করলেন।

তে রাঘবধনুর্মুক্তা রুদ্রপুঙ্খাঃ শিখিপ্রভাঃ।

স্পর্গাঃ কাঞ্চনা ভূত্বা বিচেক্রঃ সর্পশত্রবঃ। ২৫

এবার শ্রীরামচন্দ্রের কার্মুকনির্গত স্বর্ণপক্ষ্মযুক্ত  
সমীভূতা তেজস্বী বাণসমূহ সর্পের শত্রুভূত সুবর্ণময় গরুড়  
হয়ে সকল দিকে বিচরণ করতে লাগল।

তে জন্ সর্বান্ শরাজ্জঘ্নুঃ সর্পরূপান্ মহাজবান্।

স্পর্শরূপা রামস্য বিশিখাঃ কামরাপিণাঃ। ২৬

শ্রীরামের ইচ্ছানুযায়ী রূপান্তরে সক্ষম সেই সকল  
সংহার করে ফেলল।

অস্ত্রে প্রতিহতে ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসখিণঃ।

অজবর্ত্ত তদা রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ। ২৭

এইভাবে বীর অস্ত্র প্রতিহত হতে দেখে ক্রোধে  
প্রজ্বলিত রাবণ তখন শ্রীবৃন্দাশ্রমের উপর বাণবর্ষণ শুরু  
করল।

ততঃ শরসহশ্রেণ রামমল্লিকায়িণম্।

অদয়িত্বা শরৌষেণ মাতলিং প্রভাবিত। ২৮

অন্যায়সকর্নকারী শ্রীরামকে হাজার হাজার  
বাণসমুদায়ে জর্জরিত করে রাবণ রামের সারথি  
মাতলিকেও বহু বাণে নিক্র করল।

চিচ্ছেদ কেতুমুদিশ্যা শরৈর্গণেকেন রানবঃ।

পাতয়িত্বা রথোপাহ্নে রথাৎ কেতুং চ কাঞ্চনম্। ২৯

ঐজ্ঞানপি জঘানাস্থান্ শরজ্বালেন রানবঃ।

তদনন্তর রাবণ ইন্দ্রের রথধ্বজা লক্ষ্য করে একটি  
বাণে ধ্বজাটি কর্তিত করল। রথের উপর থেকে হৈম ধ্বজা  
রথের নিম্নতর অংশে পতিত করে রাবণ শব্দজালে ইন্দ্রের  
অশ্বগুলিকেও ক্ষতবিক্ষত করে দিল।

বিষেদুর্দেবগন্ধর্বচারণা দানবৈঃ সহঃ ৩০

রামমর্তং তদা দৃষ্টা সিদ্ধান্ত পরমর্ষয়ঃ।

ব্যথিতা বানরেজ্ঞাশ্চ বভূবুঃ সবীভীষণাঃ। ৩১

এই দৃশ্য দেখে দেবতা, গন্ধর্ব, চারণ ও দানবেরা  
বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। শ্রীরামকে শর পীড়িত দেবে সিদ্ধ  
ও মহর্ষিগণ মনোবেদনা অনুভব করলেন। বিভীষণসহ  
সকল যুধপতিও সাতিশয় দুঃখিত হল।

রামচক্রমসং দৃষ্টা প্রস্তং রাবণরাহণ্য।

প্রাজাপত্যং চ নক্ষত্রং রোহিণীং শশিনং প্রিয়াম্। ৩২

সমাক্রম্য বুধস্তহৌ প্রজানামহিতাবহঃ।

শ্রীরামচন্দ্ররূপ চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুর গ্রাসে দেখে  
'বুধ' গ্রহ চন্দ্রের প্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করল।  
রোহিণীর উপর বুধের আক্রমণ প্রজাবর্গের জন্য  
অমঙ্গলের সূচনা করল।

সধূমপরিবর্ভোমিঃ প্রজ্জ্বলয়িৎ সাগরঃ। ৩৩

উৎপাত তদা ক্রুদ্ধঃ স্পৃশয়িৎ দিবাকরম্।

সধূম উর্মিমাল্য পরিবৃত্ত সাগর যেন প্রজ্বলিত হয়ে  
উঠল এবং ক্রোধে উজ্জ্বলিত হয়ে যেন সূর্যকে স্পর্শ করতে  
চাইছিল।

শত্ৰবর্ণঃ সুপুরুষো মন্দরশির্দিবাকরঃ। ৩৪

অদৃশ্যত কবছাভঃ সংসক্তো ধূমকেতুনা।

সূর্যের কিরণ মন্দীভূত হয়ে পড়ল তার দীপ্তি যাতক



তরবারি তুল্য কৃষ্ণাভা ধারণ করল। সূর্যকে যেন কবচ চিহ্ন দ্বারা আক্রান্ত ও 'ধূমকেতু' নামক উৎপাতে প্রণীড়িত মনে হতে লাগল।

কোসলানাং চ নক্ষত্রং ব্যক্তমিচ্ছাগ্নিদৈবতম্ ॥ ৩৫  
আহত্যাঙ্গারকস্ত্রহৌ বিশাখমগ্নি চাঙ্গরে।

ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতার নক্ষত্র 'বিশাখা' ইক্ষুকু-  
বংশীয়দের জন্ম-নক্ষত্র; এমত বিশাখা নক্ষত্রকে 'মঙ্গল'  
গ্রহ আক্রমণ করতে লাগল।

দশাস্যো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ ॥ ৩৬  
অদৃশ্যত দশগ্রীবো মৈনাক ইব পর্বতঃ।

এমতাবস্থায় দশ মস্তক এবং বিংশতিবাহুসম্পন্ন  
দশগ্রীব রাবণ কার্মুকহস্তে মৈনাক পর্বত-সদৃশ প্রতীয়মান  
হতে লাগল।

নিরসামানো রামস্ত দশগ্রীবেশ রক্ষসা ॥ ৩৭  
নাশকোদভিসংধাতুং সায়কান্ রণমূর্খনি।

রাক্ষস রাবণের বাণে বার বার 'আহত' হওয়ায়  
সৈন্যাগ্রে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্র শরসঙ্কান করতে  
পারছিলেন না।

স কৃদ্ধা ক্রকুটিং ক্রুদ্ধঃ কিঞ্চিৎ সংরক্তলোচনঃ ॥ ৩৮  
জগাম সুমহাক্লেষণং নির্দহন্নিব রাক্ষসান্।

তদনন্তর ক্রকুটিকৃষ্ণিত রক্তাভ নয়নে শ্রীরামচন্দ্র এমন  
সুতীর ক্রোধ প্রকাশ করলেন যে মনে হল তিনি সকল  
রাক্ষসদের ভস্মীভূত করে ফেলবেন।

তস্য ক্রুদ্ধস্য বদনং দুষ্টা রামস্য ধীমতঃ।  
সর্বভূতানি বিদ্রেসুঃ প্রাকম্পত চ মেদিনী ॥ ৩৯

বুদ্ধিমান শ্রীরামের সংক্রুদ্ধ মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করে  
তখন নিখিল প্রাণীকুল ভয়াক্ত হল এবং পৃথিবী কম্পিত হল।

সিংহশার্দূলবাহুঃ সঞ্চালা চলাদ্ ক্রমঃ।  
বভূব চাপি ক্ষুভিতঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ৪০

সেই ভূকম্পে সিংহ-শার্দূল-স্বাপদাদিতে পরিপূর্ণ  
পর্বত টলমল করল, বৃক্ষরাজি দুলে উঠল, সরিৎপতি সমুদ্র  
সংক্ষেপিত হল।

ধ্বরাশ্চ খরনির্ঘোষা গগনে পরুষা ঘনাঃ।  
উৎপাতিকাশ্চ নর্দন্তঃ সমগ্ৰাং পরিচক্রমুঃ ॥ ৪১

আকাশের চারিদিকে উৎপাতসূচক নির্জলা মেঘ  
গর্দভতুল্য কর্কশ নিনাদে ভেসে বেড়াতে লাগল।

রামঃ দুষ্টা সুসংক্রুদ্ধমুৎপাতাংষ্ট্রৈব দারুণান্।

বিদ্রেসুঃ সর্বভূতানি রাবণসাত্ত্বক্ জাম্ব ১.  
শ্রীরামচন্দ্রকে সংক্রুদ্ধ দেখে এবং অমঙ্গল  
উৎপাতসমূহ নিরীক্ষণ করে প্রাণীকুল ভয়াক্ত হল।  
রাবণের অন্তরেও হ্রাসের সঞ্চার হল।

বিমানহাভদা দেবা গন্ধর্বাশ্চ মহোদগাঃ  
ঋষিদানবদৈত্যাস্চ গরুড়কুলশ্চ  
দদৃশুস্তে তদা যুদ্ধং লোকসংবর্তসংস্থিতম্ ॥ ৪২  
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈঃ শূরয়োঃ সম্প্রযুজ্যতাঃ ৪৩

তখন বিমানে উপবিষ্ট দেবতা, গন্ধর্ব, কিনর  
বিশাল নাগ, ঋষি, গরুড় ও দৈত্য-দানবগণ আকাশে  
যুযুধান শূরবীর শ্রীরাম এবং রাবণের ত্রিভুবন প্রলয়ক  
এবং বিবিধপ্রকার ঘাতক প্রহরণ প্রযুক্ত সেই অসুরমণ্ডল  
দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

উচুঃ সুরাসুরাঃ সর্বৈ তদা বিগ্রহমাগতাঃ  
প্রেক্ষমাণা মহাযুদ্ধং বাক্যং ভক্ত্যা প্রহৃষ্টব ॥ ৪৪  
ইত্যবসরে যুদ্ধ দেখার জন্য আগত সমস্ত দেবতা  
এবং অসুরকুল সেই মহাসমর প্রত্যক্ষ করে প্রহার  
আনন্দে বার্তালাপ কবতে লাগলেন।

দশগ্রীবঃ জয়েত্যাধরসুরাঃ সমবহিতাঃ  
দেবা রামমথোচুস্তে ত্বং জয়েতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৫

তথায় বিরাজমান অসুরগণ দশগ্রীবকে সম্বোধিত  
করে বলল — 'রাবণ, তোমার জয় হোক' অন্যদিক  
দেবতাগণ শ্রীরামকে আশীর্বাদ করে বারংবার কণ্ঠে  
লাগলেন— 'রঘুনন্দন! আপনার জয় হোক, জয় হোক'  
এতশ্রমমস্তরে ক্রোধাদ্ রাঘবসা চ রাবণঃ  
প্রহর্তুকামো দুষ্টায়া সম্পূর্ণ প্রহরণং মহৎ ॥ ৪৬

এই সময়ে দুষ্টায়া রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীরামের উপর  
প্রহার করার জন্য একটি বিশাল প্রহরণ ধারণ করল  
বজ্রসারং মহানাদং সর্বশক্রনিবর্হণম্।

শৈলশৃঙ্গনিভৈঃ কূটৈশ্চিদ্ভৃষ্টভরাবহম্ ৪৭  
সধূমমিব তীক্ষ্ণগ্রাং যুগান্তাগ্নিরায়োপমম্ ৪৮

অতিরৌদ্রমনাসাদ্যং কালেনাপি দুরাসদম্ ৪৯  
বজ্রতুল্য শক্তিশালী সেই ত্রিশূল, শত্রুসংহারক  
প্রহারকালে ভয়ানক নিনাদকারী ছিল। তার অগ্রভাগে  
শৈল শৃঙ্গের তুল্য এবং মন ও চোখের পক্ষে ভয়াবহ ছিল  
সুতীক্ষ্ণ ও ধারাল সেই প্রহরণ প্রলয়কালীন সধূম তরঙ্গ  
সদৃশ অতি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। তাকে প্রতিহত বা বিনষ্ট করা



Scanned with CamScanner

নভঃ প্রজ্ঞানয়ামাস যুগান্তোক্ষেব সপ্রভা ॥ ৬৫

বনবান শ্রীরামকর্তৃক উদাত সেই 'শক্তি' প্রলয়কালীন উষ্কার ন্যায় ছিল। সেই শস্ত্র সারা আকাশকে ঘণ্টানাদের সঙ্গে মিশ্র প্রভায় ভরিয়া তুলল।

স শিখা রাক্ষসেন্দ্রস্য তন্মিথুলে পপাত হ

ভিঃ শক্তা মহান্ শূলো নিপপাত গতদুতিঃ ॥ ৬৬

শ্রীরামকর্তৃক উৎক্ষিপ্ত সেই শক্তি রাক্ষস রাবণের পূর্বোক্ত শূলের উপর গিয়ে পড়ল এবং সেই প্রহারে টুকরো-টুকরো গতিহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে সেই শূল ভুতলে এসে পড়ল।

নির্বিভেদ ততো বাণৈর্হয়ানসা মহাজবান্।

রামস্তীক্ষ্ণৈর্মহাবেগৈর্বজ্রকল্পৈরজিহ্বাগৈঃ ॥ ৬৭

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক নিষ্ক্ষিপ্ত ঋজুগতি, মহাবেগবান বজ্রতুল্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহ রাবণের অতি বেগবান সমরাস্ত্রগুলিকে বিদ্ধ করল।

নির্বিভেদোরসি তদা রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ

রাঘবঃ পরমায়ত্তো ললাটে পংত্রিভিত্তিভিঃ ৬৮

এমতাবস্থায়, অতি সাবধানে শ্রীরাম তীক্ষ্ণ বাণসমূহ রাবণের বক্ষদেশে বিদ্ধ করলেন এর অন্য তিনটি পক্ষাভি-  
বাণে রাবণের কপালে আঘাত হানলেন।

স শরৈর্ভিন্নসর্বাত্মো গাত্রপ্রস্থতশোণিতঃ।

রাক্ষসেন্দ্রঃ সমুহঃ যুগ্মাশোক ইনাবজো ॥ ৬৯

সেই সকল বাণের আঘাতে রাবণের পক্ষাভি-  
কৃতবিদ্ধত হয়ে গেল এবং সারা শরীর থেকে রক্ত-  
ঝরতে লাগল। ইহাতে সৈন্যসমূহ পরিত্রস্ত রাক্ষস-  
পুষ্টিপাত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভিত হতে লাগল।

স রামবাণৈরতিবিদ্ধগাত্রো

নিশাচরেন্দ্রঃ ক্ষতজার্দগাত্রো

জগাম খেদং চ সমাজমধো

ক্রোধঃ চ চক্রে সুভৃশং তদানীন্ ৭০

শ্রীরামচন্দ্রের বাণে যখন তার শরীর অত্যন্ত আহত

বজ্রাক্ত হয়ে গেল, তখন সমরাস্ত্রনে নিশাচরেন্দ্র রাবণ

অতি দুঃখ হল এবং সে ভীষণভাবে ক্রোধ প্রকাশ

করল।

ইত্যর্বে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাবো যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যধিকতমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্ব্যধিকতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

## ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৩)

শ্রীরাম কর্তৃক রাবণকে আক্রমণ এবং আহত রাবণকে নিয়ে সারথির রণভূমি হতে বহির্গমন

স তু তেন তদা ক্রোধাৎ কাকুৎস্থেনাদিতো ভূশম্

রাবণঃ সমরপ্রাঘী মহাক্রোধমুপাগমৎ ॥ ১

ক্রুদ্ধ শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক অত্যন্ত গীড়িত হয়ে জিগীষু  
রাবণের মনে ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হল।

স দীপ্তনয়নোহমর্ষাচ্চাপমুদ্যমা

অভার্দয়ৎ সুসংক্রোধো রাঘবঃ পরমাহবে ॥ ২

অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্ত নেত্রযুক্ত শক্তিশালী রাবণ  
তখন মহাসমরে অমর্ষপূর্বক কার্যকর উদ্যত করে  
শ্রীরঘুনাথকে বাণে বাণে জর্জরিত করতে লাগল।

বাণধারাসহস্রৈস্তৈঃ স তোয়দ ইবান্বরাৎ।

রাঘবঃ রাবণো বাণৈস্তটাকমিব পূরয়ন্ ৩

যেমন করে মেঘমালা আকাশ থেকে জলধারায়

পুষ্পকিরণী পরিপূর্ণ করে, তেমনিভাবে রাবণ সহস্র-সহস্র

বাণসমূহের বর্ষণে শ্রীরামচন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে দিল

পূরিতঃ শরজ্বালেন ধনুর্মুজেন সংযুগে।

মহাগিরিরিবাকম্পাঃ কাকুৎস্থো ন প্রকম্পতো ৪

যুদ্ধস্থলে রাবণের কার্যকর বাণে-বাণে পরিব্যপ্ত

হয়ে শ্রীরঘুনাথ বিচলিত হলেন না ; তিনি মহান পর্বতের

ন্যায় সুস্থির হয়ে বিরাজমান ছিলেন।

স শরৈঃ শরজ্বালানি বারয়ন্ সমরে হিতা



সূর্যস্য প্রতিজ্ঞগ্রাহ বীর্যবান্ ॥ ৫

তিনি নিজের বাণসমূহের দ্বারা রাবণের বাণসমূহকে  
নিরাকরণ করতে করতে সুস্থির রইলেন ; পরাক্রমী রঘুবীর  
সূর্যের কিরণের ন্যায় শত্রুর বাণসমূহকে শান্তভাবে  
প্রতিগ্রহণ করছিলেন।

শরসহস্রাণি ক্ষিপ্তহস্তো নিশাচরঃ ॥

ক্রোধনোবসি ক্রুদ্ধো রাঘবস্য মহাশ্বনঃ ॥ ৬

তদনন্তর শরসম্মানে ক্ষিপ্তহস্ত রাক্ষস রাবণ  
ক্রোধিত হয়ে মহাত্মা শ্রীরামের বক্ষে হাজার-হাজার বাণ  
ফেঁক করল।

শোণিতসমাদিক্ষঃ সমরে লক্ষ্মণগ্রজঃ ॥

কুল ইবারণ্যো সুমহান্ কিংশুকক্রমঃ ॥ ৭

সমরাক্ষেপে সেই সকল বাণে আহত লক্ষ্মণগ্রজ  
শ্রীমহাশ্ব-স্নাত হয়ে গেলেন এবং তদবস্থায় তিনি জঙ্গলে  
কুশ্লিষ্ট অশোকবৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হতে লাগলেন।

কতিপাতসংরুদ্ধঃ সোহভিজগ্রাহ সায়কান্ ॥

কৃৎস্নঃ সুমহাতেজা যুগান্তাদিত্যবর্চসঃ ॥ ৮

রাবণের বাণের আঘাতে ক্রুদ্ধ মহাতেজা শ্রীরাম  
শরসমূহের সূর্যের তুল্য দীপ্তিমান শরসমূহ তুলে নিলেন।

ততোহন্যোন্যঃ সুসংরুদ্ধৌ তাবুভৌ রামরাবণৌ ॥

শরাক্ষেপে সমরে নোপলক্ষ্যতাং তদা ॥ ৯

তখন শ্রীরাম ও রাবণ দুজনেই ক্রুদ্ধ হয়ে পরস্পরকে  
কণ্ঠ-বাণে আঘাত করতে লাগলেন। তখন সমরাক্ষেপে  
শরজালের অন্ধকারে একে অন্যকে দেখতে পেলেন  
না।

জ্যৈঃ ক্রোধসমাবিষ্টো রামো দশরথপুত্রজঃ ॥

উবাচ রাবণঃ বীরঃ প্রহস্য পরশ্বং বচঃ ॥ ১০

এমন সময়ে ক্রুদ্ধ বীর দশরথকুমার শ্রীরাম রাবণকে

হাসতে-হাসতে বললেন -

মহা ভাৰ্য্য জনহানাদঙ্গনাদ্ রাক্ষসাধম ॥

কত তে বিবশা যস্মাৎ তস্মাৎ স্বং নাসি বীর্যবান্ ॥ ১১

‘নীচ রাক্ষস ! যেহেতু তুমি আমার অঙ্গাতে জনহান

থেকে আমার একাকিনী ভাৰ্য্যাকে অপহরণ করেছ সেহেতু

তুমি বলবান বা পরাক্রমী নও।

মহা বিরহিতাং দীনাং বর্তমানাং মহাবনে ॥

বিশেষীং প্রসভং হুত্বা শূরোহহমিতি মন্যসে ॥ ১২

বিশেষীং প্রসভং হুত্বা শূরোহহমিতি মন্যসে ॥ ১২

‘বিশাল বনমধ্যে আমার থেকে দূরে অবস্থানকারিনী

দীন অসত্যায় বিদেহকুমারীকে দশপূর্বক অপহরণ করে,

তুমি নিজেকে বীর বলে মনে করছো।

শ্রীষু শূর বিনাশাসু গরদাবাভিমর্শনম্ ॥

কৃত্বা কাপুরুষং কর্ম শূরোহহমিতি মন্যসে ॥ ১৩

‘অসত্যায় অবশ্য’র উপর বীরের প্রদর্শনকারী

নিশাচর ! গরদ্বী অপহরণের কৃত্য কাপুরুষোচিত কর্ম করে

তুমি নিজেকে শূরবীর ভাবছো !

ভিয়মর্গাদ নির্লজ্জ চরিত্রেণনবদ্বিত ॥

দর্পাশ্রুতামুগাদায় শূরোহহমিতি মন্যসে ॥ ১৪

‘ধর্মের সীমা লঙ্ঘনকারী পাপী, নির্লজ্জ ও চরিত্রহীন

নিশাচর ! তুমি বলদর্পে বৈদেহীকপিনী বৃত্যকে আহ্বান করে

নিজেকে বীর বলে আপ্যাদিত্যে চাটছো !

শূরেণ খনদম্রাতা বনৈঃ সমুদিতেন চ

শ্রাঘনীয়াং মহৎকর্ম যশস্যং চ কৃতং হুত্বা ॥ ১৫

‘তুমি অতিশক্তিশালী বীর এবং কুবের-এব সাক্ষ্যে

প্রাতা, এইজন্যই কি তুমি পরম প্রশংসার যোগ্য ও

খ্যাতিবর্ধক এই কাজ করেছো।

উৎসেকেনাভিপন্নস্য গর্হিতসাহিত্যস্য চ ॥

কর্মণঃ প্রাপুহীদানীং তস্যাদা সুমহৎ ফলম্ ॥ ১৬

‘অহংকারপূর্বক কৃত নিন্দিত ও ঘোর পাপের এই যে

শাস্তি, তা-ই এখন তুমি গ্রহণ করো।

শূরোহহমিতি চান্ধানমবগচ্ছসি দুর্মতে ॥

নৈব লজ্জাশ্চি ত্তে সীতাং চৌরবদ্ বাপকর্ষতঃ ॥ ১৭

‘দুর্মতি নিশাচর ! তুমি নিজেকে বীরপুরুষ বলে মনে

করো। কিন্তু সীতাকে চোরের মতো চুরি করে নিয়ে যেতে

তোমার একটুও লজ্জা হল না।

যদি মৎসমিধৌ সীতা ধর্ষিতা স্যাৎ হুত্বা বলাৎ ॥ ১৮

প্রাতরং তু খরং পশোন্তদা মৎসামকৈর্হতঃ ॥ ১৮

‘যদি আমার উপস্থিতিতে সীতাকে ছলে-বলে

অপহরণ করতে, তাহলে ইতিমধ্যে আমার বাণে নিহত

হয়ে নিজের ডাই খর-এর দর্শন লাভ করতে।

দিশ্যাসি মম মন্দাশ্বঃশত্রুবিষয়মাগতঃ ॥

অদ্য হুত্বা সায়কৈকীর্জনয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১৯

‘মন্দবুদ্ধি রাক্ষস ! সৌভাগ্যক্রমে আজ তুমি আমার

চোখের সামনে এসে পড়েছো। আমি এতুনি তোমাকে

আমার শানিত শায়কে যমের দুয়ারে পাঠাব।

অদ্য তে মচ্ছরৈশ্চিহ্নম্ শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্ ॥



ক্রব্যাদা ব্যাপকর্ষন্ত বিকীর্ণং রণপাংসুহু ॥ ২০  
‘আজকের সমরে আমার বাণে কর্তিত রণাঙ্গণের  
ধূলিধূসরিত ও উজ্জ্বল কুণ্ডল যুক্ত তোমার মাথা মাংশাশী  
জীব-জন্তুরা টানটানি করবে।

নিপত্যোরসি গৃহ্যন্তে ক্ষিতৌ ক্ষিপ্তসা রাবণ।

শিবন্ত ক্রধিরং তর্ঘাদ্ বাণশল্যান্তরোথিতম্ ॥ ২১

‘রাবণ ! ভূতলে পাতিত তোমার শব-শরীরের  
বক্ষদেশে বহু সংখ্যায় শব্দ উড়ে এসে বসবে এবং  
আমার বাণের তীক্ষ্ণগুডাঙ্গের দ্বারা বিদীর্ণ ক্ষতজ ক্রধির  
তৃষ্ণার্ত হয়ে পান করবে।’

অদ্য মদ্বাণভিষয়া গতাসোঃ পতিতস্য তে।

কর্ষন্ ফল্লাদি পতগা গরুক্ষন্ত ইবোরগান্ ॥ ২২

‘আজ আমার শরসমূহে ছিন্ন ভিন্ন প্রাণহীন তোমার  
শরীরের নাড়ী-ভুড়ি — পক্ষিকুল গরুড় যেমন সর্পকে  
টানাটানি করে, তেমনভাবে চঞ্চু দিয়ে টেনে টেনে বাব  
করবে।’

ইত্যেবং স বদন্ বীরো রামঃ শক্রনিবহণঃ

রাক্ষসেভ্যঃ সমীপহং শরবর্ষৈরবাকিরং ॥ ২৩

এইরূপ বলতে-বলতে অবিশদ্য শ্রীরাম অনতিদূরে  
বিরাজমান রাক্ষসরাজ রাবণের উপর বাণসমুদায়ের বর্ষণ  
আরম্ভ করলেন।

বভূব দ্বিগুণং বীর্যং বলং হর্ষচ্চ সংযুগে

রামস্যান্ধবলং চৈব শত্রোর্নিধনকাংক্ষিণঃ ॥ ২৪

তখন যুদ্ধভূমিতে শত্রু বিজয়েচ্ছুক শ্রীরামের বল,  
পরাক্রম, উৎসাহ এবং অস্ত্র-শক্তি দ্বিগুণ বর্ধিত হল।

প্রাদুর্ভবুরস্ত্রাণি সর্বাণি বিদিতাশ্বনঃ।

প্রহর্ষাচ্চ মহাতেজাঃ শীঘ্রহস্তরোহভবৎ ॥ ২৫

আত্মজ্ঞানী শ্রীরঘুনাথের কাছে অস্ত্র, সকল স্মরণ  
প্রকটিত হতে লাগল এবং হর্ষ ও আনন্দে মহাতেজা  
শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত সবেগে চলতে লাগল

শুভান্যেতানি চিহ্নানি বিজয়াস্বগতানি সঃ।

ভূয় এবার্দয়দ্ রামো রাবণং রাক্ষসান্তকুৎ

এই সকল শুভ লক্ষণসমূহকে স্বরং প্রকটিত হতে  
দেখে রাক্ষসহস্তা ভগবান শ্রীরাম বহুভাৱে রাবণকে  
জর্জরিত করতে লাগলেন।

হরীণাং চান্মনিকরৈঃ শরবর্ষৈশ্চ রাঘবাং

হন্যমানো দশগ্রীবো বিঘূর্ণহৃদয়োহভবৎ ॥ ২৬

বানরসৈন্যদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রস্তরসমূহে এত  
শ্রীরামচন্দ্রের কার্মুকুচ্যত শরবর্ষার আঘাতে আহত রাবণের  
হৃদয় বিঘূর্ণিত হতে লাগল।

যদা চ শত্রুং নারেভে ন চকর্ষ শরাসনম্

নাস্য প্রত্যকরোদ্ বীর্যং বিক্রবেনান্তরাত্মন্য ॥ ২৭

ক্ষিপ্তাশ্চাত্ত শরান্তেন শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।

মরণার্থায় বর্তন্তে মৃত্যুকালোহভবর্জত ॥ ২৮

সূতন্ত রথনেতাস্য তদবহুং নিরীক্ষ্য তম্।

শনৈর্যুদ্ধাদসম্ভ্রান্তো রথং তস্যাপবাহয়ৎ ॥ ২৯

এমতাবস্থায় হৃদয়ের বিহ্বলতা হেতু রাবণের হৃৎ  
ধারণের ক্ষমতা, ধনুরাকর্ষণের ক্ষমতা অথবা শ্রীরামের  
আক্রমণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি আর রইল না। বন  
শ্রীরামকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বেগবান শরসমুদায় তথা বিবিধপ্রকার  
শস্ত্রাদি তার অবধারিত মৃত্যুর সাধন হয়ে উঠল, তখন  
মরণাপন্ন অবস্থা বুঝতে পেরে রাবণের রথচালক সারথি  
অনন্যোপায় হয়ে দ্রুতভাবে রাবণকে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে  
প্রস্থান করল।

রথং চ তস্যথ জবেন সারথি-

নিবার্য ভীমং জলদম্বনং তদা।

জগাম ভীত্যা সমরান্নহীপতিং

নিরস্তবীর্যং পতিতং সমীক্ষ্য ৩১

নিজের প্রভুকে শক্তিহীন হয়ে রথোপরি পড়ে  
থাকতে দেখে, রাবণের সারথি মেঘের মতো গর্জর  
গর্জনকারী রথকে প্রত্যাভূত করে সভয়ে রণাঙ্গন থেকে  
সরে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

# চতুরথিকশততমঃ সর্গঃ (১০৪)

রাবণ কর্তৃক সারথিকে তিরস্কার এবং সারথিকর্তৃক প্রত্যন্তর দানে রাবণকে  
ভুট্ট করে তার রথকে রণাঙ্গনে উপনীত করা

১ তু মোহাৎ সুসংক্রুদ্ধঃ কৃতান্তবলচোদিতঃ।

২ সূতমব্রবীৎ ॥ ১

৩ রাবণ মৃত্যুর দেবতাকর্তৃক বলপূর্বক পরিচালিত

৪ ছিল : অতএব সে মোহবশে অতি ক্রুদ্ধ হয়ে

৫ রজনয়নে সারথিকে বলল -

৬ ঐবীৰ্যমিবাসক্তঃ পৌরুষেণ নিবর্জিতম্।

৭ ক্রীঃ লঘুমিবাসক্তঃ বিহীনমিব তেজসা ॥ ২

৮ বিজুর্মিব মায়াজিরৈবৈব বহিস্কৃতম্।

৯ রামজায় দুর্বুদ্ধে স্বয়া বুদ্ধ্যা বিচেষ্টসে ॥ ৩

১০ 'দুর্বুদ্ধে ! তুই কি আমাকে পরাক্রমশূণ্য, অসমর্থ,

১১ পুরুষাশূন্য, ভীক, গুরুত্বহীন, নিরুৎসাহ, নিস্তেজ,

১২ মরিক কৌশল বিরহিত এবং অসজ্ঞানবিহীন মনে

১৩ করছিস। যেহেতু আমাকে উপেক্ষাপূর্বক নিজের

১৪ বুদ্ধিতে আপন মনে কাজ করেছিস (অর্থাৎ, রণভূমি

১৫ থেকে বহির্গমনের আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করিসনি

১৬ কেন?)।

১৭ কিম্বৎ মামবজ্জায় মাজ্জন্দমনবেক্ষ্য চ

১৮ য়া শক্রসমক্ষং মে বথোহয়মপবাহিতঃ ॥ ৪

১৯ 'আমার অভিপ্রায় না জেনেই, আমাকে অবহেলা

২০ করে তুই কি কারণে শত্রুর সম্মুখ সমর থেকে আমার রথ

২১ এখানে নিয়ে চলে এসেছিস।

২২ ইদাদা হি মমানার্য চিরকালমুপার্জিতম্।

২৩ যশো বীর্যং চ তেজস্চ প্রত্যয়স্চ বিনাশিতঃ ॥ ৫

২৪ 'অনার্য ! আজ তুই আমার বহুকাল অর্জিত যশ,

২৫ পরাক্রম, তেজ ও আত্মপ্রত্যয় নষ্ট করেছিস।

২৬ শত্রোঃ প্রখ্যাতবীর্যস্য রঞ্জনীয়াস্য বিক্রমৈঃ।

২৭ পশ্যতো যুদ্ধলুক্কোহহং কৃতঃ কাপুরুষস্তয়া ॥ ৬

২৮ 'আমার শত্রুর বল-পরাক্রম সর্বত্র বিখ্যাত। শত্রুকে

২৯ শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা প্রতিস্পর্শ করা আমার কর্তব্য এবং

৩০ আমি রণলোলুপ। এমত অবস্থায় তুই আমার রথ বণাঙ্গন

৩১ থেকে প্রত্যাবৃত করে আমাকে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করেছিস।

৩২ যৎ স্বং কথমিদং মোহায় চেদ্ বহসি দুর্মতে।

৩৩ সত্যোহয়ং প্রতিতর্কো মে পরেণ ভ্রমুপশ্লুতঃ ॥ ৭

৩৪ 'দুর্মতে ! যদি তুই আমার রথকে মোহবশে যে কোন

৩৫ উপায়ে শত্রুর সম্মুখীন না করিস, তাহলে মনে হয় শত্রু-

৩৬ পক্ষ উপটোক্তন দিয়ে তোকে বশ করবে।

৩৭ নহি তদ্ নিদাতে কর্ম সুদদো হিতকাংক্ষিণঃ।

৩৮ নিপুণাঃ সদশাঃ দ্বেতদ্ যৎ স্বয়ং তদনুষ্ঠিতম্ ॥ ৮

৩৯ 'চিত্তাকাঙ্ক্ষী মিত্রের এটি কাজ শোভা পায় না। তুই

৪০ যে কাজ করেছিস তা শত্রুপক্ষ করে থাকে।

৪১ নিবর্তয় রথং শীঘ্রং শাসনাপতি মে রিপুঃ।

৪২ যদি বাধাগিতোহসি স্বঃ স্বর্গতে যদি মে শুভঃ ॥ ৯

৪৩ 'যদি তুই লক্ষ্য বহুদিন আমার সাহচর্য পেয়ে থাকিস

৪৪ এবং যদি আমার গুণাবলী জানিস, তাহলে শত্রুরা রণভূমি

৪৫ ত্যাগ করার আগেই দ্রুততার সঙ্গে আমার রথ

৪৬ সমরভিষুখে চালনা কর।'

৪৭ এবং পরমমুস্তন্ত হিতবুদ্ধিরবুদ্ধিনা।

৪৮ অত্রবীদ্ রাবণং সূতো হিতং সানুনয়ং বচঃ ॥ ১০

৪৯ যদিও সারথির মাথায় রাবণের মঙ্গলচিন্তা ছিল,

৫০ তথাপি মূর্খ রাবণ যখন তাকে কঠোর বাক্যে বিদ্ধ করল,

৫১ তখন সারথি সাতিশয় বিনয়সহকারে এইরূপ হিতকর বচন

৫২ বলল -

৫৩ ন ভীতোহস্মিন মূঢ়োহস্মি নোপজগ্মোহস্মি শক্রভিঃ।

৫৪ ন প্রমত্তো ন নিঃস্নেহো বিস্মৃতা ন চ সংক্রিয়া ॥ ১১

৫৫ 'মহারাজ ! আমি ভীত হইনি। আমার বিবেক-ও নষ্ট

৫৬ হয়নি এবং শত্রুপক্ষও আমাকে উপকৃত করেনি, আমি

৫৭ অসাবধানও নই। আপনার প্রতি আমার স্নেহের আকর্ষণ

৫৮ কিছু কমেনি তথা আপনি আমার যে ভরণ-পোষণ

৫৯ করেছেন, সেগুলি আমি ভুলে যাইনি।

৬০ ময়া তু হিতকামেন যশস্চ পরিরক্ষতা।

৬১ স্নেহপ্রজ্ঞানমনসা হিতমিত্যপ্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১২

৬২ 'আমি সর্বদা আপনার মঙ্গলেচ্ছু এবং আপনার যশ

৬৩ রক্ষার্থে যত্নশীল। আপনার প্রতি আমার হৃদয় স্নেহাঙ্গু।

৬৪ এইরূপ (রথ যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনলে) করলে আপনার

৬৫ তাৎক্ষণিক মঙ্গল হবে, এই ভেবে আমি তদ্রূপ

৬৬ করেছিলাম। পরন্তু (অজ্ঞানবশতঃ) আপনার মনোমত কাজ



হয়নি।

নাম্মিন্নর্থো মহারাজ কুং মাং প্রিয়হিতে রতম্।  
কশ্চিন্নঘুরিবানার্থো দোষভো গমুমর্হসি। ১৩

‘মহারাজ ! আমি আপনার প্রিয় ও মঙ্গল কৰ্ম সদা তৎপর থাকি, অতএব আমার এই কাজে আপনি অন্য লঘুচিত্ত ও অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাদৃশ্য করবেন না (আমার প্রতি দোষারোপ করবেন না)

শ্রীযতঃ প্রতি দাস্যামি যদিমিত্তং ময়া রথঃ  
নদীবেগ ইবাহ্ব্যভিঃ সংযুগে বিনিবর্তিতঃ। ১৪

‘যেমন করে চণ্ডীদেবের কাবশে সমুদ্রের শ্মীত জলবাশি নদীপ্রত্যেকে পশ্চাতে ঠেলে নিয়ে যায়, সেইরূপ আমি কী কারণে আপনার রথকে রণাঙ্গন থেকে নিষ্কান্ত করেছি, তাই নিবেদন করব—

শ্রমঃ তবাবগচ্ছামি মহতা রণকর্মণা।  
নহি তে বীর্যসৌমুখ্যং প্রকর্ষং নোপধারয়ে। ১৫

‘সেইসময়ে আমি ভেবেছিলাম যে মহাসমরে আপনি রণ-ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনার মধ্যে শত্রুর তুলনায় প্রবলতা বা উৎকর্ষ স্তিমিত হয়ে পড়ছিল।

রথোঘনবিনাশচ ভগ্না মে রথবাজিনঃ  
দীনা ঘর্মপরিপ্রাভা গাবো বর্ষহতা ইব। ১৬

‘আমার রথাস্ত্রগুলিও রথ টেনে টেনে প্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের পদক্ষেপ স্থগিত হচ্ছিল। রৌদ্রে পীড়িত ও বর্ষায় সিদ্ধ গাভীদের মতো সেগুলি (অর্থাৎ অস্ত্রগুলি) দুঃখী দেখাচ্ছিল।

নিমিষানি চ ভূরিণ্ডং যানি প্রাদুর্ভবন্তি নঃ।  
তেষু তেহভিপ্লবেষু লক্ষ্যাম্যপ্রদক্ষিণম্। ১৭

‘অধিকন্তু এখন আমার সমক্ষে যে-সকল লক্ষণ প্রকট হচ্ছে, সেগুলি যদি ফলপ্রসূ হয়, তাহলে আমাদের অমঙ্গল সূচিত করছে।

দেশকালৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষণানীজিতানি চ।  
দৈন্যং হর্ষশ্চ খেদশ্চ রথিনশ্চ বল্যবলম্। ১৮

‘সারথিকে দেশ-কাল, শুভাশুভ লক্ষণ, রথীর উৎসাহ অনুৎসাহ, ক্লান্তি প্রাপ্তি তথা ভালো-মন্দেৰ ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হয়।

হ্রলনিমানি ভূমেশ্চ সমানি বিষমাপি চ।  
যুদ্ধকালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ পরস্যান্তরদর্শনম্। ১৯

‘রণভূমিতে যে উচ্চাভ, সমান-অসমান স্থানগুলি

আছে সেটিকে লক্ষ্য করে রণ চালনা করতে হয়; যুদ্ধের উপযুক্ত সুযোগ এবং শত্রুপক্ষের দুর্বলতার সমসংজ্ঞানও সারথিকে নজরে রাখতে হয়।

উপায়ানাপয়ানে চ স্থানং প্রতাপসর্পণম্।  
সর্বমেতদ্ রথোত্তম জ্ঞেয়ং রথকুটুম্বিনা। ২০

‘শত্রুর সম্মুখীন হওয়া, দূরে সরে যাওয়া, নৃকণ্ডে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং যুদ্ধভূমি থেকে নিজেকে মুক্ত করার কখন কখন প্রয়োজন—সবকিছু বুকে নেওয়া সারথি কর্তব্য কর্ম।

তব লিপ্রামহেতোস্ত তথৈত্যাং রথবাজিনাম্  
রৌদ্রং বর্জয়তা খেদং ক্ষমং কৃতমিদং ময়া। ২১

‘আপনাকে ও আপনার রথাস্ত্রগুলিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য আমি আজ যে কাজ করেছি, সেটি সর্বপ্রকারে উচিত বলে মনে হয়

স্বেচ্ছয়া ন ময়া বীর রথোহয়মপবাহিতঃ  
ভর্তৃঃ শ্বেহপরীতেন ময়েদং যৎ কৃতং প্রভো। ২২

‘বীর ! প্রভো ! আমি নিজের ইচ্ছামত এ-কাজ করিনি। প্রভুর প্রতি শ্বেহকর্ষণে তাঁর সুক্কার্যের কথা ভেবে রথকে দূরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিলাম।’

আজ্ঞাপয় যথাতত্ত্বং বক্ষ্যাম্মপরিনিযুদন  
তৎ করিষ্যাম্যহং বীর গতানুশ্যেন চেতসা। ২৩

‘শত্রুসূদন বীর ! এখন আদেশ করুন। আপনি যা ভালো বুঝবেন, আমি আপনার ধ্বং থেকে মুক্তি পাওয়ার ভাবনায় সেইরকমই করব।’

সম্ভটন্তেন বাকোন রাবণস্তস্য সারথিঃ।  
প্রশস্যোনঃ বহুবিশং যুদ্ধলুকোহব্রবীদিদম্। ২৪

সারথির এইরূপ কথায় রাবণ নিরতিশয় সম্ভট হল এবং নানাভাবে সারথির প্রশংসাপূর্বক যুদ্ধের জন্য প্রবল ইচ্ছায় বলল—

রথং শীঘ্রমিহং সূত রাঘবাভিমুখং নয়।  
নাহুত্বা সমরে শত্রুন্ নিবর্তিষ্যতি রাবণঃ। ২৫

‘সূত ! এখন তুমি আমার রথ শীঘ্র রামের সম্মুখে নিয়ে চল। যুদ্ধে শত্রুকে নিধন না করে রাবণ ঘরে ফেরে না।’

এবমুক্তা রথহস্য রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
দদৌ তসা শুভং হোকং হস্তাভরণমুত্তমম্

শ্রদ্ধা রাবণবাক্যানি সারথিঃ সম্ভাবর্তত। ২৬



এই কথা বলে রাক্ষসরাজ রাবণ নিজের বাহু থেকে  
এক সুন্দর অলংকার খুলে নিয়ে সারথিকে প্রদান করল  
রাবণের আদেশ পেয়ে সারথি পুনরায় রথের মুখ যুদ্ধভূমির  
দিকে ঘুরিয়ে দিল।

কর্তা কৃতঃ রাবণবাক্যচোদিতঃ  
প্রচোদয়ামাস ইয়ান্ স সারথিঃ

স রাক্ষসেন্দ্রস্যা ততো মহারথঃ  
ক্লেণেন রামস্যা রণপ্রত্যোইভবৎ ॥ ২৭  
রাবণের আদেশানুসারে প্রচোদিত হয়ে সারথি দ্বারায়  
রথাস্থগুণি পরিচালিত করল এবং পুনরায় রাক্ষসরাজের  
বিশালাকার রথ মুহূর্তমধ্যে সেনাগ্রভাগে বিরাটরূপে  
শ্রীরামচন্দ্রের মুখোমুখি হল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪ ॥  
মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্বিংশততম সর্গ সমাপ্ত ১০৪

### পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৫)

বিজয়ের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক 'আদিত্যহৃদয়' (১) স্তোত্র পাঠে অগস্ত্যমুনির সম্মতি

কর্তা যুদ্ধপরিশ্রান্তঃ সমরে চিন্তয়া হিতম্। যুদ্ধের জন্য সম্মুখে দেখে চিন্তাক্রান্ত হয়ে পড়লেন।  
রথঃ চাপ্রত্যো দৃষ্টা যুদ্ধায় সমুপহিতম্। ১ দেবগণও একত্রিত হয়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে  
নৈবৈচ্চ সমাগম্য দ্রষ্টুমভাগতো রণম্। এলেন। তখন ভগবান অগস্ত্য কাঙ্ক্ষাকাঙ্ক্ষি এগিয়ে গিয়ে  
উপমম্যত্রবীদ্ রামমগন্তো ভগবাংস্তদা ॥ ২ রামকে বললেন—  
অতঃপর যুদ্ধ পরিশ্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় রাবণকে রাম রাম মহাবাহো শৃণু শুভং সনাতনম্

(১) কথিত 'আদিত্যহৃদয়' নামক স্তোত্রের বিনিয়োগ এবং ন্যাসবিধি নিম্নরূপ

#### বিনিয়োগ

ওঁ অস্ম্য আদিত্যহৃদয়স্তোত্রস্যাগস্ত্যঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ, আদিত্যহৃদয়ভূতো ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতা নিরস্ত্রশেষবিঘ্নতয়া ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধৌ  
সর্বত্র জয়সিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ।

#### ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অগস্ত্যঋষয়ে নমঃ, শিরসি। অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ, মুখে আদিত্যহৃদয়ভূতব্রহ্মদেবতায়ৈ নমঃ, হৃদি ওঁ বীজায় নমঃ, গুহো।  
ওঁ রশ্মিমতে শক্তায় নমঃ, পাদয়োঃ, ওঁ তৎসবিতুরিত্যাক্ষিণ্যত্রীকীলকায় নমঃ, নাভৌ

#### করন্যাস

এই স্তোত্রের অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস তিন প্রকারে করা হয়। কেবলমাত্র প্রণবের দ্বারা, গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা অথবা 'রশ্মিমতে নমঃ'  
ইত্যাদি ছয়টি নাম-মন্ত্রের দ্বারা। এখানে নাম-মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত ন্যাসের প্রকার বলা হচ্ছে—  
ওঁ রশ্মিমতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ সমুদাতে তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ দেবাসুরনমস্কৃত্য মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ বিবস্বতে অনামিকাভ্যাং  
নমঃ। ওঁ ভাস্করায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ভুবনেশ্বরায় করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

#### হৃদয়াদি অঙ্গন্যাস

ওঁ রশ্মিমতে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ সমুদাতে শিরসে স্বাহা। ওঁ দেবাসুরনমস্কৃত্য শিখায়ৈ বম্। ওঁ বিবস্বতে কবচায় নমঃ। ওঁ ভাস্করায়  
নৈত্রয়্যায় বৌষট্। ওঁ ভুবনেশ্বরায় অঙ্গায় ফট্। এভাবে ন্যাস কবে নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা ভগবান সূর্যের ধ্যান ও নমস্কার করা উচিত—  
ওঁ তুর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরেশ্যং তর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ  
তৎপশ্যাৎ 'আদিত্যহৃদয়' স্তোত্রের পাঠ করা উচিত।

যেন সর্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে ॥ ৩  
 'সবার হৃদয়ে রমণকাবী মহাবাহো রাম। এই শাপ্তত  
 ও গুহ্য স্তোত্র শ্রবণ করো। এই স্তোত্র জপের দ্বারা তুমি  
 সমরে সকল শত্রুদেব জয় করতে পারবে।

আদিত্যহৃদয়ঃ পুণ্যঃ সর্বশত্রুবিনাশনম্।  
 জয়াবহুঃ জপঃ নিতামক্ষয়ঃ পরমঃ শিবম্ ॥ ৪  
 সর্বমঙ্গলমাক্ষাণ্যঃ সর্বপাপপ্রণাশনম্।

চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্বর্ধনমুত্তমম্ ॥ ৫

'এই গোপনীয় স্তোত্রের নাম 'আদিত্য হৃদয়'। ইহা  
 পরম পবিত্র এবং সকল শত্রু বিনাশকারী ইহার জপের  
 দ্বারা সর্বদা শত্রুজয় সম্ভব। নিত্য অক্ষয় এবং পরম  
 কল্যাণময় এই স্তোত্র। ইহার দ্বারা সকল পাপীর বিনাশ হয়।  
 পবিত্র স্তোত্রটি চিন্তা ও শোক নাশক এবং আয়ু বর্ধনকারী।  
 রশ্মিমন্তঃ সমুদাত্তঃ দেবাসুরনমস্কৃতম্।

পূজয়স্ব বিবস্বন্তঃ ভাস্করঃ ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৬

'ভগবান সূর্য আপনি অনন্ত কিরণে সুশোভিত  
 (রশ্মিমান), নিত্য উদীয়মান (সমুদয়ন), দেবতা ও  
 অসুরগণকর্তৃক নমস্কৃত, বিবস্বান নামে প্রসিদ্ধ, প্রভাব  
 বিস্তারকারী (ভাস্কর) এবং সংসারের প্রভু (ভুবনেশ্বর)।  
 আপনি এই নাম-মন্ত্রগুলিকে অর্চনা করুন (অর্থাৎ,  
 রশ্মিমন্তে নমঃ, বিবস্বতে নমঃ, ভাস্করায় নমঃ,  
 ভুবনেশ্বরায় নমঃ—এই সকল নামমন্ত্রে প্রণাম করুন।)

সর্বদেবাত্মকো হোষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।

এষ দেবাসুরগণাঙ্লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ ॥ ৭

'সকল দেবগণই সূর্যের স্বরূপ। ইনি তেজোরশ্মি  
 তথা স্থায়ী কিরণসমূহে জগৎকে জীবন ও উৎসাহ প্রদান  
 করেন। তিনি রশ্মিজাল প্রসারিত করে দেবতা ও  
 অসুরসহিত ত্রিভুবনের পালন করেন।

এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্বন্দঃ প্রজাপতিঃ।

মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাং পতিঃ ॥ ৮

পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ।

বায়ুর্বিহিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ ॥ ৯

'ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্বন্দ, প্রজাপতি, ইন্দ্র,  
 কুবের, কাল, যম, চন্দ্রমা, বরুণ, পিতৃগণ, বসু, সাধ্যা,  
 অশ্বিনীকুমার, মরুতগণ, মনু, বায়ু, অগ্নি, প্রজা, প্রাণ,  
 ঋতুচক্রের প্রভু এবং প্রভাব পুঞ্জীভূত মূর্তি।

আদিত্যঃ সবিতা সূর্যঃ ঋগঃ পৃষা গভস্তিমান্।

সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যারেতা দিবাকরঃ ॥ ১০

হরিদংশঃ সহস্রার্চিঃ সপ্তসপ্তিমরীচিমান্।

তিমিরোন্মথনঃ শম্বুত্বষ্টা মার্তণ্ডকোহংশুমান্ ॥ ১১

হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরবৃষপনোহহঙ্করো রবিঃ

অগ্নিগর্ভোহদিতো পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ ॥ ১২

ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগাজুঃসামপারগঃ

ঘনবৃষ্টিপাং মিত্রো বিদ্যাবীথীপ্লবঙ্গমঃ ॥ ১৩

আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিজলঃ সর্বতাপনঃ

কনির্বিশো মহাতেজা রক্তঃ সর্বভবোত্তরঃ ॥ ১৪

নক্ষত্রগ্রহতারাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ

তেজসামপি তেজস্বী ষাদশাস্তনু নমোহস্ত তে ॥ ১৫

'ইহার নাম আদিত্য (অদিতিপুত্র), সবিতা (জ্যৈষ্ঠ-  
 প্রসবিনী শক্তি), সূর্য (সর্বব্যাপক), ঋগ (আকাশে  
 বিচরণকারী), পৃষা (পোষণকারী), গভস্তিমান  
 (প্রকাশমান), সুবর্ণসদৃশ, ভানু (প্রকাশক), হিরণ্যরেতা  
 (ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির বীজ), দিবাকর (রাত্রির তমনা হু  
 কবে দিবসের আলোকদাতা), হরিদংশ (চতুর্দিকে হরি  
 বর্ণের অশ্বের অশ্বপতি), সহস্রার্চি (হাজার-হাজার কিরণে  
 সুশোভিত), সপ্তসপ্তি (সপ্ত অশ্বারোহী), মরীচিমান  
 (কিরণমালা সুশোভিত), তিমিরোন্মথন (অন্ধকার  
 নাশকারী), শম্বু (মঙ্গলের উৎসস্থান), ত্বষ্টা (ভক্তের মুখ  
 দূরকারী অথবা জগৎ সংহারকারী), মার্তণ্ডক (ব্রহ্মাণ্ডের  
 জীবনদাতা), অংশুমান (কিরণ ধারণকারী), হিরণ্যগর্ভ  
 (ব্রহ্মা), শিশির (স্বভাবতঃ সুখদাতা), জল  
 (তাপদানকারী), অহঙ্কর (দিনকর), রবি (সবার স্বভাব  
 যোগ্য), অগ্নিগর্ভ (অগ্নিকে গর্ভে ধারণকারী), অদিতিপুত্র,  
 শঙ্খ (আনন্দস্বরূপ ও ব্যাপক), শিশিরনাশন (শেত  
 বিনাশকারী), ব্যোমনাথ (আকাশের প্রভু), তমোভেদী  
 (অন্ধকারনাশক) ঋগ, যজুঃ এবং সামবেদের পারঙ্গম,  
 ঘনবৃষ্টি (ঘোর বৃষ্টির কারণ), অপাং মিত্র (জলদাতা),  
 বিদ্যাবীথীপ্লবঙ্গম (আকাশে তীব্রগামী), আতপী (ঘর  
 উৎপাদনকারী), মণ্ডলী (কিরণসমূহের ধারক), মৃত্যু  
 (মৃত্যুর কারণ), পিজল (পিজলবর্ণ), সর্বতাপন (সকলকে  
 তাপদানকারী), কবি (ত্রিকালদর্শী), বিশ্ব (সর্বস্বরূপ),  
 মহাতেজস্বী, রক্ত (লাল বর্ণ যুক্ত), সর্বভবোত্তর (সবার  
 উৎপত্তির কারণ), গ্রহ-নক্ষত্র-তারকার প্রভু, বিশ্বভাবন  
 (জগতের রক্ষাকারী), তেজস্বিগণের মধ্যে তেজস্বিতম



তথা স্বাক্ষরাত্মা (ববাহ্বরূপে অভিযাজ্ঞ)—এই সকল পবিত্র

এবে বিপ্রত সূর্যদেব ! আপনাকে নমস্কার।

পূর্বায় গিরয়ে পশ্চিমায়াভয়ে নমঃ।

জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দিনাধিপতয়ে নমঃ। ১৬

পূর্বগিরি উদয়াচল তথা পশ্চিমগিরি অস্ত্রাচল,

আপনাকে নমস্কার। সমস্ত গ্রহ-তারকাদি জ্যোতির্গণের

গণী তথা দিবসের অধিপতি আপনাকে প্রণাম।

জয়ভদ্রায় হর্ষশায় নমো নমঃ।

নমো নমঃ সহস্রাংশৌ আদিত্যায় নমো নমঃ। ১৭

আপনি জয়স্বরূপ তথা বিজয় ও কলাপদাতৃ।

আপনার রথে হরিদাস্থ সংযোজিত থাকে, আপনাকে

হর্যেবার নমস্কার। সহস্রাংশু ভগবান সূর্য, আপনাকে

পূজা পূজা প্রণাম। আপনি অদিতির পুত্র হওয়াতে আদিত্য

নামে বিখ্যাত, আপনাকে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণাম।

ঊর্ধ্বায় বীরায় সারঙ্গায় নমো নমঃ।

পদ্মপ্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোহস্ত তে। ১৮

ঊর্ধ্ব (অভ্যুদয়ের জন্য ভয়ংকর), বীর (শক্তি-

সম্পন্ন) এবং সারঙ্গ (শীঘ্রগামী) সূর্যদেবকে নমস্কার।

কলদলকে প্রস্ফুটিতকারী প্রচণ্ড তেজস্বী মার্কণ্ডকে প্রণাম

ব্রহ্মশানানুতেশায় সূর্যাদিত্যাবর্চসে

জগতে সর্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুবে নমঃ। ১৯

(পর্যাপ্তরূপে) আপনি আদ্যা, শিব ও

বিশ্বরূপেও আমাদের প্রভু। সূর আপনার সংজ্ঞা, সূর্যমণ্ডল

আপনার তেজস্বরূপ, আপনি স্বতঃ প্রকাশিত, সবকিছু

স্বাথ-মস্ত্রে ভক্ষয়িতৃ অগ্নি আপনার স্বরূপ, আপনি

রৌদ্রকণী—আপনাকে নমস্কার।

সমায়াম হিমদ্রায় শত্রুদ্রায়ামিতাস্থনে।

কৃতয়ায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ। ২০

আপনি অজ্ঞান ও অন্ধকারের নাশকারী, জড়তা ও

শেতোর নিবারক তথা শত্রুবিনাশী, আপনার স্বরূপ

অপরিমিত। আপনি কৃতয়কে নাশ করেন, সকল জ্যোতির

জ্যোতি ও দেবস্বরূপ আপনাকে নমস্কার।

তথ্যমীকরাভায় হরয়ে বিশ্বকর্মণে।

দানবমোহভিনিদ্রায় রুচয়ে লোকসাক্ষিণে। ২১

আপনার প্রভাব তপ্তকাক্ষন তুল্য, আপনি হরি

(অজ্ঞান হরণকারী) এবং বিশ্বকর্মা (চরাচরের সৃষ্টিকর্তা),

তমোনাশক, স্বপ্রকাশ এবং জগতের সাক্ষী—আপনাকে

নমস্কার।

নাশয়তোম সৈ ভূতং তমেন সৃজতি প্রভুঃ।

পায়তোম তপতোম বর্ষতোম গভর্ষিত্তিঃ। ২২

‘রঘুনন্দন ! এই সূর্যদেব পঞ্চভূতের সংগ্রাহক, সৃষ্টি

ও পালক। তিনি নিজের রশ্মিজালের দ্বারা গ্রীষ্ম আনয়ন

করেন এবং বর্ষা প্রদান করেন।

এষ সুপ্তেসু জাগতি ভূতেষু পরিনিষ্ঠিতঃ।

এষ চৈনাগ্নিহোত্রঃ চ ফলঃ চৈনাগ্নিহোত্রিশামু। ২৩

‘তিনি নিশিথ চরাচরের অন্তর্ধামীরূপে প্রাণিকুলের

নিদ্রিত অবস্থায়ও জাগ্রত থাকেন। তিনি অগ্নিহোত্র ও

অগ্নিহোত্রীগণের মিলনের ফলস্বরূপ

দেবাশ্চ ঋতবশ্চৈব ঋতুনাং ফলমেন চ।

যানি কৃত্যানি লোকেষু সর্বেষু পরমপ্রভুঃ। ২৪

‘আপনিই যজ্ঞের ভাগগ্রহণকারী দেবতা, যজ্ঞ ও

যজ্ঞসমূহের ফলস্বরূপ। ত্রিভুবনে সকল কর্মের ফলদাতৃ।

এনমাপংসু কৃচ্ছ্রেষু কাষ্ট্যরেষু ভয়েষু চ।

কীর্তয়ন্ পুরুষঃ কশ্চিদ্ভাবসীদতি রাঘবঃ। ২৫

‘রাঘব ! বিপদে, ক্রোশে, দুর্গম যাত্রাপথে তথা

কোনপ্রকার ভয়ের অবসরে যে ব্যক্তি সূর্যদেবতাব

গুণকীর্তন করেন, তাকে দুঃখভাগী হতে হয় না।

পূজয়ত্বেনমেকাগ্রো দেবদেবঃ জগৎপতিম্।

এতৎ ত্রিগুণিতং জপ্ত্বা বিজয়িষ্যতি। ২৬

‘অতএব, আপনি একাগ্রচিত্তে এই বিশেষ দেবতা

জগদীশ্বরের পূজা করুন। এইভাবে আদিত্যহৃদয় স্তোত্রের

তিনবার জপ করলে যুদ্ধে বিজয় লাভ হবে।

অগ্নিন্ ক্ষণে মহাবাহো রাবণং ত্বং জহিষ্যসি।

‘এবমুক্তা ততোহগস্ত্যো জগাম স যথাগতম্। ২৭

‘মহাবাহো ! আপনি সেই ক্ষণেই রাবণকে বধ

করতে পারবেন।’ — এই সকলকথা বলার পর অগস্ত্য

যেভাবে এসেছিলেন, সেভাবেই প্রস্থান করলেন।

এতচ্ছুত্বা মহাতেজা নষ্টশোকোহভবৎ তদা।

ধারম্যামাস সুপ্রীতো রাঘবঃ প্রযতাস্তবান্। ২৮

আদিত্যঃ প্রেক্ষ্য জগৎবদং পরং হর্ষমবাগ্ভবান্।

ত্রিরাচমা শুচিভূত্বা ধনুরাদায় বীর্যবান্। ২৯

রাবণং প্রেক্ষ্য হস্তাশ্চা জয়ার্থং সমুপাগমৎ।

সর্বযত্নেন মহতা বৃত্তাস্য বধেহভবৎ। ৩০

অগস্ত্যের উপদেশে মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্রের শোক



দ্বীভূত হল। তিনি প্রসন্নচিত্তে ও শুদ্ধমনে আদিত্যহৃদয়  
স্তোত্রকে গ্রহণপূর্বক তিনবার আচমন করে পবিত্রতা  
সহকারে সূর্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি করে তিনবার  
'আদিত্যহৃদয়' জপ করলেন। এইভাবে তাঁর মন প্রসন্ন  
হয়ে গেল। পুনরায় উদাত্তকাক্ষিক পরাক্রমী শ্রীরঘুনাথ  
রাবণকে দেখলেন এবং সোৎসাহে শত্রুজয়ার্থে অগ্রসর  
হলেন। তিনি রাবণকে বধ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা  
করা সিদ্ধান্ত নিলেন।

অথ রবিরবদগ্নিরীক্ষ্য রামঃ  
মুদিতমনাঃ পরমঃ প্রহরাম্যামঃ  
নিশিচরপতিসংক্ষয়ঃ নিদিহা  
সুরগণমখাগতো  
সেক্ষণে দেবতাদের মধ্যে বিরাজমানঃ ১০৫  
ভগবান সূর্য শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং  
রাক্ষসরাজ নিধনকাল আসন্ন ভেবে সানন্দে বললেন  
— 'রঘুনন্দন! এবার আর দেরী করো না।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৫ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

### ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৬)

রাবণের রথকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে দেখে শ্রীরামের সারথি মাতলিকে সতর্ক করা, রাবণের  
পরাজয়সূচক অশুভ লক্ষণ প্রকট হওয়া এবং শ্রীরামের বিজয়সূচক শুভলক্ষণ সূচিত হওয়া

সারথিঃ স রথঃ হষ্টঃ পরসৈন্যপ্রধ্বংসম্,  
গন্ধর্বনগরাকারঃ সমুচ্ছিতপতাবিনম্ ১  
যুক্তঃ পরমসম্পন্নৈর্বাণিজিহ্মমালিভিঃ।  
যুদ্ধোপকরণৈঃ পূর্ণঃ পতাকাধ্বজমালিনম্ ॥ ২  
গ্রসস্তমিব চাকাশঃ নাদয়ন্তঃ বসুন্ধরাম্।  
প্রণাশঃ পরসৈন্যানাং স্বসৈন্যসা প্রহর্ষণম্ ৩  
রাবণস্য রথঃ ক্ষিপ্রঃ চোদয়ামাস সারথিঃ

রাবণের সারথি হর্ষ এবং উৎসাহে রাবণের রথকে  
হরায় পরিচালিত করল। শত্রুঘাতক, গন্ধর্বনগর সদৃশ  
আত্যাশ্চর্য, সু-উচ্চ পতাকা চিহ্নিত সেই রথে অতি  
শক্তিশালী ও হৈমজালিকা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সুসজ্জিত  
ছিল বেং সেই সুন্দর রথ ধ্বজা-পতাকাগুলিকে মাল্যের  
ন্যায় পরিধান করেছিল। সেটি যেন উচ্চতায় আকাশকে গ্রাস  
করছিল এবং বসুধাকে প্রকম্পিত করছিল। অতএব  
রাক্ষসরাজের রথ শত্রুসৈন্যগণের প্রণাশক এবং স্বপক্ষীয়  
রাক্ষস সৈন্যদের আনন্দ বর্ধকরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল।

তমাপত্তন্তঃ সহসা স্বনবন্তঃ মহাধ্বজম্ ৪  
রথঃ রাক্ষসরাজস্য নররাজো দদর্শ হ।

নররাজ শ্রীরামচন্দ্র সহসা বর্ণাঙ্গণে ঘোরানলীঃ  
মহাধ্বজযুক্ত রাক্ষসরাজের সেই রথটিকে দেখলেন।  
কৃষ্ণবাজিসমায়ুক্তঃ যুক্তঃ বৌদ্ধেণ বর্চসঃ  
দীপ্যমানমিবাকাশে বিমানঃ সূর্যবর্চসম্  
রাক্ষসরাজের রথে ভয়ঙ্করদর্শন কৃষ্ণবর্ণের অধ্বজযুক্ত  
যুক্ত ছিল। তা আকাশে প্রকটিত সূর্যতুল্য তেজস্বী বিমানের  
সদৃশ দেখাচ্ছিল।

তডিৎপতাকাগহনং দর্শিতেন্দ্রাযুধপ্রভম্ ৫  
শরধারা বিমুখন্তঃ ধারাধরমিবায়ুধম্  
রথোপরি উজ্জীন পতাকাগুলি বিদ্যুতের ন্যায়  
প্রতীয়মান ছিল। সেখানে রাবণের ধনু ছিল আকাশের  
ইন্দ্রধনুর তুল্য বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণকারী ও জনধারাবর্ণকারী  
তোয়দের তুল্য নিরবচ্ছিন্ন শবধারাবর্ণী।

স দৃষ্টা মেঘসংকাশমাপত্তন্তঃ রথঃ রিপোঃ ৬  
গিরের্বজ্রাভিমৃষ্টস্য দীর্ঘতঃ সদৃশহনম্  
বিস্ফারয়ান্ বৈ বেগেন বালচন্দ্রানতঃ ধনুঃ ৭  
উবাচ মাতলিঃ রামঃ সহস্রাঙ্কসা সারথিম্।  
বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় বিকটশব্দে সু-উচ্চ

মেঘসদৃশ শত্রুর  
আসতে দেখে  
কার্যকর সবেগে  
মাতলিকে বললেন  
মাতলে পশ্য  
যথাপসবাং  
সমবে হস্তমাস্য  
'মাতলে!  
বেগে বামভাবে  
আসছে। এই দৃশ্য  
আমার হাতে নিঃ  
তদপ্রমাদমতিষ্ঠ  
বিধ্বংসয়িতুমিচ্ছ  
'অতএব

রথভিমুখে অশ্রু  
রথকে বায়ুত্যাগ  
চাই।

অবিক্রমসম্রাট  
রথাসংহারনিয়ম

'ভীতি ও

হির রেখে এ

সবেগে রথ চা

কামং ন

যুগ্মসুরহমেক

'দেবে

আছে, তাই

কায়মনোবাবে

একবার স্মরণ

শিক্ষা দিতে চ

পরিভূষ্টঃ স

প্রচোদয়ামাস

অপসবাং

চক্রসম্বৃতরজম্

শ্রীরামা

মাতলি আহু

ডানদিকে

সেইক্ষেণে রথ

হল।

ততঃ

যুদ্ধসমূহ শত্রুর (অর্থাৎ রাবণের) রথকে এগিয়ে  
কিনতে দেখে শ্রীরাম দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো রক্তিম  
করুণ সবেগে আকর্ষণপূর্বক সহস্রাঙ্গ ইন্দ্রের সারথি  
জৈলিকে বললেন -

মাতলে পশ্য সংরক্ষমাশ্রিতঃ রথঃ রিপোঃ ॥ ৯  
অশ্বপসবাং পততা বেগেন মহতা পুনঃ  
স্নরে হস্তমাস্তানং তথানেন কৃতা মতিঃ ॥ ১০

‘মাতলে ! দেখ, আমার শত্রু রাবণের রথ বড়  
তো কামতাব থেকে দক্ষিণাভিমুখে পুনরায় ধেয়ে  
জানছে। এই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যে, রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে  
স্নরে হস্তে নিজের বধ নিশ্চিত করে ফেলেছে।

অশ্বপসবাং পততা বেগেন মহতা পুনঃ  
স্নরে হস্তমাস্তানং তথানেন কৃতা মতিঃ ॥ ১০

‘অতএব, তুমি এখন নির্ভুল নিশানায় শত্রুর  
রথভিমুখে অশ্বপরিচালনা করো ; কেননা আমি শত্রুর  
রথকে বায়ুতড়িত উদিতমেঘমালার তুল্য ধ্বংস করতে  
চাই।

রক্তিবমসম্ভ্রামবাগ্রহদয়েক্ষণম্  
রশ্মিসঞ্চারনিতং প্রচোদয় রথং দ্রুতম্ ॥ ১১

‘ভীতি ও বিহ্বলতা পরিত্যাগপূর্বক স্থায় মন ও লক্ষ্য  
স্থির রেখে এবং রথাস্থগুলির লাগাম নিয়ন্ত্রিত করে  
সবেগে রথ চালাও।

কমং ন ত্বং সমাধেয়ঃ পুরন্দররথোচিতিঃ ।  
সুতংসুরহমেকাগ্রঃ স্মারয়ে ত্বাং ন শিক্ষয়ে ॥ ১৩

‘দেবেন্দ্রের রথ পরিচালনার অভিজ্ঞতা তোমার  
আছে, তাই আমার তোমাকে বলার কিছু নেই। আমি  
কামদনোবাকো যুদ্ধ করতে চাই, তাই তোমাব কর্তব্যাকর্তব্য  
একবার স্মরণ করলাম মাত্র ; তোমাকে আমি নতুন কিছু  
শিক্ষা দিতে চাই না।’

পরিভূটঃ স রামস্য তেন বাকোন মাতলিঃ  
প্রচোদয়ামাস রথং সুরসারথিরুত্তমঃ ॥ ১৪

অশ্বপসবাং ততঃ কুর্বন্ রাবণস্য মহারথম্  
চক্রসম্ভূতরজসা রাবণং বাবধূনয়ৎ ॥ ১৫

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথায় দেবতাগণের শ্রবণ সারথি  
মাতলি আহ্বাদিত হলেন এবং রাবণের বিশাল রথকে

জানদিকে রেখে শ্রীরামের রথকে অগ্রসর করালেন।  
সেইক্ষণে রথচক্র থেকে উখিত ধূলিতে রাবণ প্রকম্পিত

হল।  
ততঃ কুর্বন্ দশগ্রীবস্ত্যপ্রবিশ্ফারিতেক্ষণঃ ।

রথপ্রতিমুখঃ রামঃ সাক্ষীকরবধূনয়ৎ ॥ ১৬  
এতে দশমুপ রাবণেন দ্রোণ উৎপন্ন হল। তদ্রূপে বর্ণের  
চক্র বিক্ষারিত করে, স্থায় রথের সমুদগম রথাক্রম  
শ্রীরামকে সে শব্দাঙ্গিতে কম্পিত করে দিল।

অগ্রাচ্চ সূনহানোগমৈচ্চঃ দৃশি শরাসনম্ ॥ ১৭  
রাবণের শরবার্গে কুপিত শ্রীরাম দ্রোণ সংযমিত ও  
দৈর্ঘ্য ধারণপূর্বক অত্যন্ত বেগবান ইন্দ্রের কার্যক যুদ্ধার্থে  
হস্তে ধারণ করলেন।

শরাংশট সূনহানোগমৈচ্চঃ দৃশি শরাসনম্ ॥ ১৭  
তদুপোদং মহদ যুদ্ধমনোনাশকং ক্ষিপেৎ ॥ ১৮

পরম্পরাভিমুখ্যোদ্যুগোপিত সিংহরোঃ ॥ ১৮  
কার্যকর সাথে শ্রীরাম সৃষ্টিবর্ণ তুল্য দেদাগ্রমান  
বাণসমূহও গ্রহণ করলেন। অতঃপর পরম্পরের সমুদগম  
তেজস্বী সিংহরয়ের ন্যায় একে অন্যকে সমবে মিশনেছে  
শ্রীরাম ও রাবণের মহাসমর আরম্ভ হল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাস্ত পরমর্ষয়ঃ ।  
সমীযুর্ধৈরথং দ্রষ্টুং রাবণক্ষয়কালিকম্ ॥ ১৯

তখন যুদ্ধে রাবণবধের জন্য আশাবাদী দেবতা,  
সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণ বীরদ্বয়ের দৈবধ দেখতে তথায়  
একত্রিত হলেন।

সমুৎপেতুরধোংপাতা দারুণা রোমহর্ষাঃ  
রাবণস্য বিনাশায় রাঘবসোদয়ায় চ ॥ ২০

সেই সময়ে বহুবিধ শুভ ও অশুভ রোমহর্ষক লক্ষণ  
সূচিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় ও রাক্ষসরাজের বিনাশের  
ইঙ্গিত বহন করতে লাগল।

ববর্ষ ঋষিরং দেবো রাবণস্য রথোপরি ।  
বাতা মণ্ডলিনস্তীব্রা বাপসবাং প্রচক্রমুঃ ॥ ২১

মেঘ রাবণের রথের উপরে রক্তবর্ষণ করল এবং  
তীব্র বাতায় কুণ্ডলী বামাবর্তে ঘুরতে লাগল।

মহদগুপ্তকুলং চাস্য ভ্রমমাণং নভস্থলে  
যেন যেন রথো যাতি তেন তেন প্রধাবতি ॥ ২২

যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে-যেখানে রাবণের রথ ধাবিত  
হচ্ছিল সেই সেই নভঃস্থলে শকুনের বিশাল বাহিনী  
আকাশমার্গে অনুগমনপূর্বক চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সন্ধ্যায় চাবৃতা লঙ্কা জগাপুষ্পনিকাশয়া ।  
দৃশ্যতে সম্প্রদীপ্তেব দিবসেহপি বসুন্ধরা ॥ ২৩

সন্ধ্যায় লঙ্কাপুরী প্রজ্বলন্ত প্রতীত হচ্ছিল।

দিবাভাগে ‘জগা’ পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ অকাল-  
সন্ধ্যায় লঙ্কাপুরী প্রজ্বলন্ত প্রতীত হচ্ছিল।

সন্ধ্যায় লঙ্কাপুরী প্রজ্বলন্ত প্রতীত হচ্ছিল।

সন্ধ্যায় লঙ্কাপুরী প্রজ্বলন্ত প্রতীত হচ্ছিল।

সন্ধ্যায় লঙ্কাপুরী প্রজ্বলন্ত প্রতীত হচ্ছিল।

সন্ধ্যায় লঙ্কাপুরী প্রজ্বলন্ত প্রতীত হচ্ছিল।

সনির্ঘাতা মহোদ্ধাত সপ্তপেতুর্মহাশ্বনাঃ।  
বিষাদয়ংস্তে রক্ষাংসি রাবণস্য তদাহিতাঃ॥ ২৪

রাবণের সম্মুখে বজ্রপাতের সদৃশ ঝলকানি ও গুরু-  
গুরু নিনাদে বড় বড় উদ্ধাপাত হতে লাগল। সেই সকল  
উদ্ধাপতি রাক্ষসসৈন্যদেরকে বিষাদগ্রস্ত করে রাবণের  
অমঙ্গলে সূচনা দিতে লাগল।

রাবণস্ত যতস্তত্র প্রচালা বসুন্ধরা  
রক্ষসাঃ চ প্রহরতাং গৃহীতা ইব বাহবঃ। ২৫

যেখানে-যেখানে রথারূঢ় রাক্ষসরাজ উপস্থিত  
হচ্ছিল, তথাকার ভূমি প্রকম্পিত হয়ে যুদ্ধে অস্ত্রোদ্যত  
রাক্ষস সৈন্যদের বাহকে এমনভাবে লক্ষ্যচ্যুত করছিলেন  
যেন কেউ তাদের উদ্যত হস্তকে (অদৃশ্যভাবে) বাধা প্রদান  
করছে।

ভাঙ্গাঃ শীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ পতিতাঃ সূর্যরশ্ময়ঃ  
দৃশ্যস্তে রাবণস্যাত্রে পর্বতস্যেব ধাতবঃ। ২৬

রাবণের সম্মুখে সূর্যের কিরণপাতে নানাবিধ  
পার্বত্যমাতৃ ন্যায় লাল, নীল, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের আকার  
ধারণ করছিল।

গৃধৈরনুগতাস্য বমন্ত্যো জ্বলনং মুখৈঃ।  
প্রণেদুর্মুখমীক্ষন্ত্যঃ সংরক্তমশ্বিঃ শিবাঃ। ২৭

রাবণের কুপিত মুখের দিকে দেখতে দেখতে এবং  
নিজ নিজ মুখের অগ্নি বমন করতে করতে শৃগালেরা  
অমঙ্গলসূচক ধ্বনি করছিল। দলে-দলে শকুনেরা  
শিবাদলের অনুসরণ করছিল।

প্রতিকূলং বলৌ বায়ু রণে পাংসূন্ সমুৎকিরন।  
তস্য রাক্ষসরাজস্য কুর্বন্ দৃষ্টিবিলোপনম্। ২৮

রণভূমিতে প্রবাহিত বায়ু ধূলি উড়িয়ে রাবণের  
দৃষ্টিবিলোপ ঘটচ্ছিল এবং প্রতিকূল আবহের ইঙ্গিত  
করছিল।

নিপেতুরিঞ্জাশনয়ঃ সৈন্যো চাস্য সমন্ততঃ।  
দুর্বিষহাস্বরো ঘোরা বিনা জলধরোদয়ম্। ২৯

রাবণের সৈন্যদের উপর সবদিক অসহ্য নিঃশ্বনে  
বিনা মেঘে ভয়ংকর বজ্রপাত হচ্ছিল।

দিশাশ্চ প্রদিশাঃ সর্বা বভুবুজ্জিমিরাবৃত্তাঃ।  
পাংসুবর্ষণে মহতা দুর্দর্শং চ নভোহভবৎ॥ ৩০

দিক্‌দিক্‌ অঙ্ককারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।  
ভীষণ বর্ষণে আকাশও দেখা যাচ্ছিল না।

কুর্বন্তাঃ কলহং ঘোরং সারিকান্ত্রযাঃ প্রতি।  
নিপেতুঃ শতশস্ত্রা দারুণা দারুণাক্রতাঃ। ৩১

ভীষণভাবে কলহরত শত-শত ভয়ংকর সর্পি-  
পাখিরা অসহ্য চিংকারে রাবণের রথের উপর এসে গড়া  
লাগল।

জঘনেভাঃ ক্ষুণ্ণিঙ্গাশ্চ নেত্রৈভ্যোহশ্রুদ্বি সমুতম্  
মুমুন্তস্য তুরগান্তলামগ্নিং চ বারি চ। ৩২

রাবণের রথাস্থগুলির জন্তুদ্বাদেশ হতে অগ্নিস্থি-  
নির্গত হতে লাগল এবং চক্ষু থেকে নিরন্তর অশ্রু বয়ে  
লাগল। এইভাবে যুগপৎ অগ্নি ও বারি মোচনে অগ্নি  
ইঙ্গিত প্রকটিত হচ্ছিল।

এবংপ্রকারা বহবঃ সমুৎপাতা ভয়াবহাঃ  
রাবণস্য বিনাশায় দারুণাঃ সপ্তজজিরে। ৩৩

এইরূপে বহুবিধ দারুণ তরফর উৎপাত সর্ব  
রাবণের নিধন সূচিত করছিল।

রামস্যাপি নিমিত্তানি সৌম্যানি চ শিবানি চ।  
বভুবুর্জয়শংসীনি প্রাদুর্ভূতানি সর্বশঃ॥ ৩৪

শ্রীরামের সমক্ষেও বহু লক্ষণ প্রকটিত হল, যেগুলি  
শুভ, মঙ্গলকর ও বিজয়সূচক ছিল।

নিমিত্তানীহ সৌম্যানি রাঘবঃ স্বজয়ায় বৈ  
দৃষ্টা পরমসংহৃষ্টো হতং মেনে চ রাবণম্ ৩৫

শ্রীরাঘবনাথ নিজের বিজয়সূচক সেই সকল শুভ  
লক্ষণগুলির দর্শনে ভীষণ আনন্দিত হলেন এবং বুঝলেন  
যে রাবণের নিধন সময়ের অপেক্ষামাত্র।

ততো নিরীক্ষ্যাক্ষগতানি রাঘবো  
রণে নিমিত্তানি নিমিত্তকোবিনঃ

জগাম হর্ষং চ পরাং চ নির্বৃত্তিং  
চকার যুদ্ধে হ্যধিকং চ বিক্রমম্। ৩৬

অতঃপর লক্ষণালক্ষণজ্ঞ রাঘুকুলনন্দন শ্রীরাম  
যুদ্ধক্ষেত্রে স্থায়ী শুভলক্ষণগুলি নিরীক্ষণ করে অতিশয়  
আনন্দিত হলেন এবং পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন।  
অতএব সময়ে তিনি অধিকতর পরাক্রম প্রকাশ করতে  
লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাবো যুদ্ধকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৬॥  
মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৬॥



## সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৭)

শ্রীরাম ও রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ

ততঃ প্রবৃত্তঃ সুহৃৎ রামরাবণয়োজ্ঞদা  
সুমহদ্বৈরথঃ যুদ্ধঃ সর্বলোকভয়াবহম্ ॥ ৩  
তদনন্তর শ্রীরাম ও রাবণের অতি নিষ্ঠুর কৌশলপূর্ণ  
এবং ত্রিভুবনের ঐসজনক মহাদৈরথ্য (সমর) আরম্ভ হল।  
ততো রাক্ষসসৈন্যঃ চ হরীণাং চ মহাবলম্।  
প্রগৃহীতপ্রহরণং নিশ্চেষ্টঃ সমবর্তত ॥ ২

সেইসময়ে রাক্ষস এবং বানরগণের বিশাল  
সৈন্যসামন্ত প্রহরণ হাতে নিয়েও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল  
(অর্থাৎ অবাধ বিস্ময়ে কেউ কাউকে আক্রমণ করতে চাইল  
না)।

সম্প্রযুদ্ধৌ হু তৌ দৃষ্টা বলবয়ররাক্ষসৌ।  
ক্যাক্ষিপ্তহৃদয়াঃ সর্বে পরং বিস্ময়মাশ্রিতাঃ ॥ ৩

মনুষ্য এবং রাক্ষস দুই বীরকে সমানে সমানে  
যুদ্ধরত দেখে নিবদ্ধহৃদয়ে সকলে নিরতিশয় আশ্চর্যাব্বিত  
হল।

নানাপ্রহরণৈর্বাগ্নৈর্ভূজৈর্বিষ্মিতবুদ্ধয়ঃ।

তদুঃ প্রেক্ষ্য চ সংগ্রামং নাভিজিহ্মুঃ পরস্পরম্ ॥ ৪

দুই পক্ষের সেনানীদের উদ্যত হাতে নানাবিধ অস্ত্র-  
শস্ত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেই অদ্ভুত সংগ্রাম দেখে  
বিস্ময়াপন্নচিত্ত তারা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রইল, একে  
অন্যকে আঘাত করতে এগিয়ে গেল না।

রক্ষসাং রাবণং চাপি বানরাণাং চ রাঘবম্।

পশ্যতাং বিস্মিতাক্ষাণাং সৈন্যং চিত্রমিবাবভৌ ॥ ৫

রাক্ষসসৈন্যেরা রাবণকে এবং বানরসৈন্যেরা  
শ্রীরামকে নির্নিমেষ দেখতে-দেখতে বিস্মিতনেত্রে  
চিহ্নপিতের ন্যায় হয়ে রইল।

তৌ হু তত্র নিমিষানি দৃষ্টা রাঘবরাবলৌ।

কৃতবুদ্ধৌ হিরামর্ষৌ যুযুধাতে হ্যভীতবৎ ॥ ৬

রণভূমিতে প্রকটিত লক্ষণগুলির ইঙ্গিতে যুদ্ধের  
চরিত্র্য ফল সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় রাবণ এবং শ্রীরাম  
নিষ্ঠুর জীবনপণ যুদ্ধ করতে লাগলেন।

জেনেমিতি কাকুংছো মর্তবামিতি রাবণঃ।

ধৃতৌ স্ববীর্যসর্বস্বং যুদ্ধেহনর্পয়তাং তদা ॥ ৭

শ্রীরাম যুদ্ধে জয়লাভের আশায় এবং রাবণ 'মরতে  
হবে' এই আশঙ্কায় নিজেদের সমস্ত পরাক্রম উজাড় করে  
দিলেন।

ততঃ ক্রোধাদ্ দশগ্রীবঃ শরান্ সদায় বীর্যবান্।

মুমোচ ধ্বজমুদ্दिश्या রাঘবস্য রথে স্থিতম্ ॥ ৮

সেই সময় পরাক্রমী দশানন ক্রোধে শরসন্ধান করে  
শ্রীরামের রথধ্বজাভিমুখে বাণ নিক্ষেপ করল।

তে শরাস্ত্রমনাসাদ্য পুরন্দররথধ্বজম্।

রথশক্তিং পরামৃশ্য নিপেতুর্ধরগীতলে ॥ ৯

কিন্তু রাবণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ ইন্দ্ররথের ধ্বজা  
পর্যন্ত ধাবিত হতে পারল না, কেবলমাত্র 'রথশক্তি'কে  
(অর্থাৎ, রথোপরি কলসীমধ্যে প্রোথিত ধ্বজদণ্ডকে) স্পর্শ  
করেই ভূমিতে নিপতিত হল।

ততো রামোহপি সংক্লৃপক্ষাপমাকৃষ্য বীর্যবান্।

কৃতপ্রতিকৃতং কর্তুং মনসা সম্প্রচক্রমে ॥ ১০

তখন মহাবলী শ্রীরামচন্দ্রও ক্লৃপ হয়ে  
ধনুরাকর্ষণপূর্বক প্রতিশোধ নিতে চাইলেন (অর্থাৎ,  
রাবণের রথধ্বজা কেটে ফেলতে চাইলেন)।

রাবণধ্বজমুদ্दिश्या মুমোচ নিশিতং শরম্।

মহাসর্পমিবাসহ্যং জ্বলন্তং ঘেন তেজসা ॥ ১১

রাবণের রথধ্বজা লক্ষ্য করে তিনি বিশাল সর্পতুল্য  
অসহ্য ও তেজোদীপ্ত তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন।

রামশ্চিক্ষেপ তেজস্বী কেতুমুদ্दिश्या সায়কম্।

জগাম স মহীং ছিদ্ভা দশগ্রীবধ্বজং শরঃ ॥ ১২

তেজস্বী শ্রীরাম সেই ধ্বজাকে লক্ষ্যভূত করে নিজের  
বাণ নিক্ষেপ করলে দশাননের রথধ্বজা কতিত হয়ে  
ভূপাতিত হল।

স নিকৃণ্ডোহপতদ্ ভূমৌ রাবণস্যানন্দধ্বজঃ।

ধ্বজস্যোন্নতনং দৃষ্টা রাবণঃ স মহাবলঃ ॥ ১৩

সম্প্রদীপ্তোহভবৎ ক্রোধাদমর্ষাৎ প্রদহমিব।

স রোষবশমাপন্নঃ শরবর্ষং ববর্ষ হ ॥ ১৪

রাবণের রথের সেই ধ্বজা কর্তিত হয়ে মাটিতে  
পড়ল। শ্রীরামের বাণে ধ্বজা উড়ে যাওয়ায় মহাবলী রাবণ  
ক্রোধে ঝলে উঠল যেন শত্রুপক্ষকে গুড়িয়ে দেবে  
ক্রোধের বশীভূত হয়ে সে বাণবর্ষণ করতে লাগল  
রামস্য ভুরগান্ দীপ্তঃ শরৈর্বিবাধ রাবণঃ  
তে দিব্যাঃ হরয়ন্তত্র নান্দুল্লম্বাপি বজ্রমুঃ ॥ ১৫  
বভূবুঃ স্বহৃদদয়াঃ পদ্মনালৈরিবাহতাঃ।

রাবণ শান্তি বাণসমূহে শ্রীরামচন্দ্রের রথাস্থগুলিকে  
আঘাত করতে লাগল। কিন্তু সেই দিব্য ঘোটকগুলি  
স্থলিতপদ বা কোনপ্রকারে স্থানচ্যুত হল না। তারা বরং  
পূর্ববৎ বহাল রইল যেন কেউ কমলের নাল দিয়ে তাদের  
প্রহার করছে—এইরূপ অনুভবে।

ভেদামসম্রমং দৃষ্টা বাজিনাং রাবণস্তদা ॥ ১৬  
ভূয় এব সুসংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষং মুমোচ হ  
গদাশ্চ পরিঘাংশ্চৈব চক্রাণি মুসলানি চ ॥ ১৭  
গিরিশৃঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ তথা শূলপরশুধান্।  
মায়াবিহিতমেতৎ তু শত্রুবর্ষমপাতয়ৎ  
সহস্রশস্তদা বাণানপ্রান্তরহদয়োদ্যমঃ ১৮

ঘোটকগুলিকে অবিচলিত দেখে রাবণের ক্রোধ  
আবণ্ড বৃদ্ধি পেল। সে তখন পুনরায় বাণবর্ষণ করতে  
লাগল। গদা, চক্র, পরিঘ, মুসল, পর্বতশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল,  
কুঠার তথা মায়ানির্মিত অন্যান্য শস্ত্রের বৃষ্টি করতে লাগল।  
অন্তরে ক্লান্তি অনুভব না করে রাবণ হাজার হাজার বাণ  
নিষ্ক্ষেপ করতে লাগল।

তুমুলং ত্রাসজননং ভীমং ভীমপ্রতিঘনম্।  
তদ্ বর্ষমভবদ্ যুদ্ধে নৈকশস্ত্রময়ং মহৎ ॥ ১৯  
যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকানেক শস্ত্রের সেই মহাবর্ষণ অতি  
ভয়ংকর, তুমুল, ত্রাসজনক ও ঘোর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে  
পরিপূর্ণ ছিল।

বিমূঢ়া রাঘবরথং সমস্তাদ্ বানরে বলে।  
সায়কৈরন্তরিক্ষং চ চকার সুনিরন্তরম্ ॥ ২০  
মুমোচ চ দশগ্রীবো নিঃসঙ্গেনান্তরাষ্ট্রান্য।

রাবণ কর্তৃক শরবর্ষণ শ্রীরামের রথকে স্পর্শনা করে  
চতুর্দিকে বানরসৈন্যদের উপর গিয়ে পড়তে লাগল এবং  
নিজের প্রাণের মায়্যা ত্যাগ করে দশমুখ রাবণ শরনিষ্ক্ষেপ

করতে লাগল এবং বাণে-বাণে সেথায় আকাশকে সংপৃক্ত  
করে তুলল

ব্যাগাজমানং তং দৃষ্টা তৎপরং রাবণং রাণে ॥ ২১  
প্রহস্মিহ কাকুৎস্থঃ সন্দর্বে নিশিতান্ শরান্।  
স মুমোচ ততো বাণান্ শতশোহং সহস্রশঃ ॥ ২২

অনন্তর সমরাস্থানে শরনিষ্ক্ষেপণে রাবণকে অতিশয়  
পরিশ্রম করতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র হাসতে হাসতে ঊর্ধ্ব  
বাণসমূহের সন্ধান করলেন এবং শত শত ও হাজারে  
হাজারে শরমোচন করলেন।

তান্ দৃষ্টা রাবণশচক্রে স্বশরৈঃ খং নিরন্তরম্  
তাজাং নিযুক্তেন তদা শরবর্ষণে ভয়তা ॥ ২৩  
শরবদ্ধমিবাভতি দ্বিতীয়ং ভাস্করম্।

সেই দেখে রাবণও পুনরায় বাণবর্ষণে আকাশকে  
এত পরিপূর্ণ করে দিল যে সেখানে তিলধারণের স্থান রইল  
না। দুই বীণের প্রদীপ্ত বাণবর্ষণে সমরাস্থানের প্রকাশমন  
আকাশ বাণবিদ্ধ দ্বিতীয় কোন আকাশের মতো প্রভীত  
হুচ্ছিল।

নানিমিত্তোহভবদ্ বাণো নানির্ভেত্তা ন নিষ্ফলঃ ॥ ২৪  
অন্যোনামভিসংহত্য নিপেতুর্ধরীতলে।

তথা বিসৃজতোবাণান্ রামরাবণয়োর্মুখে ॥ ২৫

তাদের দ্বারা নিষ্কিপ্ত বাণ কখনও অকারণ হয় না,  
কখনও লক্ষ্যভেদ না করে ক্ষান্ত হয় না অথবা নিষ্ফল হয়  
না এমনতর ঘোর যুদ্ধে শত্রুবর্ষণরত শ্রীরাম ও রাবণের  
বাণসমুদায় পরস্পরকে আঘাত করে ধরাতলে এসে  
পড়েছিল।

প্রাযুখোতামবিচ্ছিন্নমসাক্তৌ সব্যদক্ষিণম্।  
চক্রতুচ্চ শরৈর্ঘোরৈর্নিরুচ্ছ্বাসমিবাধরম্ ॥ ২৬

সেই দুই যোদ্ধা (শ্রীরাম ও রাবণ) দক্ষিণে-বামে  
শরক্ষেপণ করতে-করতে অনবরত যুদ্ধ করতে লাগলেন  
বীরদ্বয় নিজ-নিজ ভয়ংকর বাণসমষ্টিতে আকাশকে  
এমনভাবে পরিপূর্ণ করেছিলেন যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের  
অবকাশ পর্যন্ত ছিল না।

রাবণস্য হয়ান্ রামো হয়ান্ রামস্য রাবণঃ।  
জয়তুস্তৌ তদান্যোন্যং কৃতানুকৃতকারিণৌ ॥ ২৭

শ্রীরাম রাবণের রথাস্থগুলিকে এবং রাবণ শ্রীরামের

রথাস্থগুলিকে  
অক্রমণে ও প্র  
যুক্ত ছিলেন।  
এবং তু  
মুহূর্তমভবদ্  
এইভাবে  
করাছিলেন।  
যোমাক্ষকর স  
তৌ তথা  
দৃশ্যঃ  
এইরূপ  
বিশ্রিতহৃদয়ে  
অর্দ্রমস্তৌ  
পরস্পরমভি  
বীরদ্ব  
পরস্পরকে  
পরস্পরের  
পরস্পরবধে  
যশলানি  
দর্শয়ন্তৌ  
একে  
ভীষণকৃতি  
কখনও রথ  
প্রয়োজন  
করতে উত  
করতে লাগ  
অর্দ্রমন্  
গতিবেগং  
শ্রীর  
রামকে প্রত  
ও নিবৃত্তি  
নিতে লাগ  
ক্ষিপ্তোঃ  
জয়তুঃ  
শর



বাস্তবিক জর্জরিত করে দিয়েছিলেন। দুইজনই  
জর্জরিত ও প্রতি-আক্রমণে পরস্পরকে আঘাত করতে  
লাগল।

এক তু তৌ সুসংক্রুদ্ধৌ চক্রতুর্গুণমুত্তমম্  
যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্। ২৮  
এইভাবে দুজনই সাতিশয় ক্রোধে তুমুল যুদ্ধ  
করছিলেন। প্রায় দু'দণ্ড পরস্পরের ভয়ংকর ও  
রোমাঙ্ককর সংগ্রাম চলতে লাগল।

তৌ তথা যুধ্যমানৌ তু সমরে রামরাবণৌ।  
দত্তঃ সর্বভূতানি বিন্মিতেনাস্তরাণ্যনা॥ ২৯  
এইরূপ যুধ্যমান শ্রীরাম ও রাবণকে সমস্ত প্রাণীকুল  
ক্লিষ্টহৃদয়ে দেখতে লাগল।

জর্জরিতৌ তু সমরে তয়োস্তৌ সান্দনোত্তমৌ  
পরম্পরমভিক্রুদ্ধৌ পরম্পরমভিক্রুতৌ। ৩০  
বীরদ্বয়ের রথদ্বয় সমরারঙ্গণে সাতিশয় ক্রোধে  
পরস্পরকে জর্জরিত করতে লাগল এবং কখনও বা  
পরস্পরের অভিযুখে ধাবিত হচ্ছিল।

পরম্পরবধে যুক্তৌ ঘোররূপৌ বভূবতুঃ  
মণ্ডলানি চ বীথীশ্চ গতপ্রত্যাগতানি চ। ৩১  
দর্শয়ন্তৌ বহুবিধাং সূতৌ সারথ্যজাং গতিম্।

একে অন্যকে বধ করার চেষ্টায় নিরাত বীরদ্বয়  
ঊষাকৃতি ধারণ করলেন। সেই দু'জনের দুই সারথি  
কখনও রথকে চক্রাকারে, কখনও ঋজুগতিতে, আবার  
প্রয়োজন অনুসারে অগ্রে বা পশ্চাতে পরিচালিত করতে-  
করতে উত্তম সারথিসুলভ বহুবিধ রথপরিচালনা প্রদর্শন  
করতে লাগল।

অর্ঘ্যন্ রাবণং রামো রাঘবং চাপি রাবণঃ॥ ৩২  
গতিবেগং সমাপনৌ প্রবর্তননিবর্তনে।

শ্রীরাম রাবণকে রণে জর্জরিত করলে রাবণও  
রামকে প্রত্যাঘাত করতে লাগল। এবং প্রকারে যুদ্ধে প্রবৃত্তি  
ও নিবৃত্তিতে দুই বীর প্রয়োজনানুগ গতিবেগের আশ্রয়  
নিতে লাগলেন।

ক্লিপ্তোঃ শরজালানি তয়োস্তৌ সান্দনোত্তমৌ॥ ৩৩  
চৈবতুঃ সংযুগমহীং সাসারৌ জলদাবিব।

শরবর্ষণ করতে করতে শ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়ের রথ দুটি

ধারাবর্ষণকারী দুই ঋণ জলদের ন্যায় যুদ্ধভূমিতে বিচরণ  
করতে লাগল।

দশমিত্তা তদা তৌ তু গতিং বহুনিধাং রণে॥ ৩৪  
পরস্পরগাভ্রিমুগৌ পুনরৈব চ তদুহুঃ।

সেই দুটি যুদ্ধরথ সন্তপিত গতির প্রদর্শন করতে  
করতে পুনরায় সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হল।  
ধুরং ধুরেণ রণায়োর্বন্ধঃ বন্ধেণ বাজিনাম্॥ ৩৫  
পতাকাশ্চ পতাকাভিঃ সমীযুঃ দ্বিভ্রয়োস্তদা।

সেই ক্ষণে দুটি রণে যুদ্ধরথ যুদ্ধরথের সঙ্গে,  
রথায়ের মুখ বিপক্ষীয় অগ্নের মুখের সঙ্গে, পতাকা  
পতাকার সাথে সমতা লাভ করল।

রাবণস্য ততো রামো ধনুর্নুজঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৬  
চতুর্ভিচ্চতুরৌ দীপ্তান্ হয়ান্ প্রতাপসর্পয়ৎ  
তখন শ্রীরামের কার্মুকচাত শরচতুর্ভিঃ তীক্ষ্ণ  
আঘাতে রাবণের চারটি তেজস্বী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য  
হল।

স ক্রোশবশমাপনৌ হয়ানামপসর্পণে॥ ৩৭  
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ রাঘবায় দশাননঃ।  
ঘোটকের পশ্চাদপসরণে ক্লিপ্ত রাবণ শ্রীরামের  
উপরে বাণবর্ষণ আরম্ভ করল।

সোহতিবিদ্ধো বলবতা দশগ্রীবো রাঘবঃ॥ ৩৮  
জগাম ন বিকারং চ ন চাপি বাধিতোহভবৎ।  
বলবান দশানন কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হলেও  
শ্রীরামচন্দ্রের শরীরাকৃতিতে বিকৃতি বা বাধা অনুভূত হল  
না।

চিক্ষেপ চ পুনর্বাণান্ বজ্রসারসম্মনান্॥ ৩৯  
সারথিঃ বজ্রহস্তস্য সমুদ্ভিষ্য দশাননঃ।

অনন্তর রাবণ দেবেন্দ্রসারথি মাতলকি লক্ষ্য করে  
বজ্র তুলা নিনাদকারী বাণ নিক্ষেপ করল।  
মাতলেন্দ্র মহাবেগাঃ শরীরে পতিতাঃ শরাঃ॥ ৪০  
ন সূক্ষ্মমপি সন্মোহং ব্যাথাং বা প্রদদুর্মহি  
সেই মহাবেগবান শর সমরারঙ্গণে মাতলির শরীরে  
এসে পড়ল, কিন্তু তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে বা বাধা  
দিতে সমর্থ হল না।

তয়া ধ্বংসয়া ক্রুদ্ধো মাতলেন তথাহহম্মনঃ॥ ৪১



চকার শরজালে ন রাঘবো বিমুখঃ রিপুন্ম।

রাবণ কর্তৃক মাতঙ্গির উপরে আক্রমণে শ্রীরামচন্দ্রের এমন ক্রোধ জন্মাল যা তাঁর নিজের উপর রাবণের আক্রমণেও হয়নি। তজ্জনা রাঘব সমরে শরজালে শত্রুকে যুদ্ধবিমুখ করে তুললেন।

বিংশতিং ত্রিংশতিং ষষ্টিং শতশোহথ সহস্রশঃ॥ ৪২  
মুমোচ রাঘবো বীরঃ সায়কান্ সান্দনে রিপোঃ

বীর রঘুনাথ শত্রুর রথের অভিমুখে বিংশতি, ত্রিংশৎ, ষষ্টি, শত-শত এবং হাজার-হাজার সংখ্যক শব বর্ষণ করলেন।

রাবণোহপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথছো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৪৩  
গদামূলবর্ষণে রামঃ প্রত্যর্দয়দ্ রণে।

রথারোহ রাক্ষসবাজ রাবণও কুপিত হয়ে গদা, মূলাদি বর্ষণে শ্রীরামকে পীড়িত করতে লাগল।

তং প্রবৃত্তং পুনর্যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্॥ ৪৪  
গদানাং মুসলানাং চ পরিঘাণাং চ নিঃস্বনৈঃ।

শরাণাং পৃঙ্খবাতৈশ্চ ক্ষুভিতাঃ সপ্ত সাগরাঃ॥ ৪৫  
এবম্প্রকারে দুই বীরের পুনরায় অতি ভয়ংকর ও

রোমহর্ষক যুদ্ধ চলতে লাগল। গদা, মুখল এবং পরিঘ সমুদায়ের ঘোর নিঃস্বনে তথা শরসমূহের পাখার বায়ুতরঙ্গে সপ্ত সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল।

ক্ষুদ্রানাং সাগরাণাং চ পাতালতলবাসিনঃ।

ব্যথিতা দানবাঃ সর্বে পরগাশ্চ সহস্রশঃ॥ ৪৬

বিষ্কুব সমুদ্রগুলির নিম্নতম জলভাগে নিবাসকারী সকল দানব এবং সহস্র-সহস্র নাগকুল ব্যথিত হয়ে পড়ল।

চক্লেপ মেদিনী কৃৎনা সশৈলবনকাননা।

ভাস্করো নিম্প্রভঙ্গাসীম ববৌ চাপি মারুতঃ॥ ৪৭

পর্বতসমূহ, বনানী এবং সকাননা নিখিল পৃথিবী কম্পিত হল, সূর্য জ্যোতিহীন এবং বায়ুপ্রবাহ নিরুদ্ধ হয়ে গেল।

অতো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।

ঈশামাপেদিরে সর্বে সক্রিয়রমহোরগাঃ॥ ৪৮

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি, কিন্নর এবং বড় বড় নাগগণ সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

যতি গোত্রাক্ষণেভাস্ত্র লোকান্তিষ্ঠন্ত শাশ্বতাঃ।

জয়তাং রাঘবঃ সংখ্যে রাবণঃ রাক্ষসেশ্বরম্॥ ৪৯

সকলে বলতে লাগল — “গো এবং ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল হোক, চিরন্তন লোকত্রয়ের রক্ষা হোক, শ্রীরঘুনাথের রাবণ-বিজয় সফল হোক।”

এবং জপস্তোত্রপাঠ্যস্তে দেবাঃ সর্ষিগণাত্তদা  
রামরাবণয়োৰ্যুদ্ধং সুমোরং রোমহর্ষণম্॥ ৫০

পুনঃ পুনঃ এইপ্রকার বলতে বলতে ঋষিগণসহ দেবতাগণ শ্রীরাম এবং রাবণের ভয়ঙ্কর তথা রোমহর্ষক যুদ্ধ দেখতে লাগলেন।

গন্ধর্বাক্ষরসাং সত্ত্বা দৃষ্টা যুদ্ধমনুপমম্।  
গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ॥ ৫১

রামরাবণয়োৰ্যুদ্ধং রামরাবণয়োৰিষ।

এবং ব্রহ্মস্তো দদুশুস্তদ্ যুদ্ধং রামরাবণম্॥ ৫২

গন্ধর্ব ও অক্ষরাবৃন্দ সেই অতুলনীয় সমর নিরীক্ষণ করে বলতে লাগল — আকাশ আকাশের তুল্য। সমুদ্র সমুদ্রেরই সদৃশ তথা রাম রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের মতই অনুপম (অর্থাৎ এদের কারো সঙ্গে তুলনা হয় না) এইকপ বলতে বলতে সকলে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে লাগল।

ততঃ ক্রোধায়হাবাহু রঘুনাং কীর্তিবর্ধনঃ।

সদ্ধায় ধনুশা রামঃ শরমাশীবিশোপমম্॥ ৫৩

রাবণস্য শিরোহচ্ছিন্দ্রীমজ্জলিতকুণ্ডলম্।

তচ্ছিরঃ পতিতং ভূমৌ দৃষ্টং লোকৈস্ত্রিভিঃ॥ ৫৪

অতঃপর রঘুকুলের কীর্তিবর্ধনকারী মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র কুপিত হয়ে নিজের কার্মুকে বিধাত্ত সর্পতুল্য একটি শরযোজনা করলেন এবং সেই বাণে রাবণের দেদীপ্যমান কুণ্ডলশোভিত মস্তকগুলির একটি সুন্দর মস্তক কেটে ফেললেন। তাঁর সেই কর্তিত ও ভূপাতিত মস্তক ত্রিভুবনের প্রাণিগণ দেখতে লাগল।

তসৌব সদৃশং চানাদ্ রাবণস্যোদ্ধিতং শিরঃ।

তং ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্ৰহস্তেন রামেণ ক্ষিপ্ৰকারিণা॥ ৫৫

দ্বিতীয়ং রাবণশিরশ্ছিন্নং সংযতি সায়কৈঃ।

রাবণের ছিন্ন শিরের স্থলে অনুকূপ অন্য একটি শির উৎপন্ন হল। তখন ক্ষিপ্ৰহস্ত ও দীপ্তকার্যকারী শ্রীরাম পুনরায়

স্বীয় যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় বাণে রাবণের দ্বিতীয় মস্তকও কর্তিত

জ্ঞানেন চ তচ্ছীর্ষং পুনরেব প্রদৃশ্যতে ॥ ৫৬  
জগদানিসং কাশৈশ্চিন্নমঃ রামস্য সায়কৈঃ।

সেইটিও কর্তিত হলে আবাব নূতন মস্তক দৃষ্টিগোচর  
হু, নূতন সেই মস্তকও শ্রীরাম বজ্রতুলা বাণে কেটে  
ফেললেন।

এমবে শতং ছিন্নং শিরসাং তুলাবচসাম্ ॥ ৫৭  
ন চৈব রাবণস্যাস্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ষয়ে।

এই প্রকারে তেজেদীপ্ত একশত মস্তক শ্রীরাম কর্তৃক  
কর্তিত হলেও তার জীবননাশের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

জ্ঞঃ সর্বাশ্রবিদ্ বীরঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ ॥ ৫৮  
মার্দবর্ষভির্যুজ্জিহ্বাস্তম্যামাস রাঘবঃ।

তদনন্তর মহারানী কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী,  
সর্বজ্ঞবেত্তা ও বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের বাণসমূহে সুসজ্জিত বীর  
রাঘব চিন্তা করতে লাগলেন—

মারীচো নিহতো যৈশ্চ খরো যৈশ্চ সদৃষণঃ ॥ ৫৯  
ক্রৌঞ্চাবটে বিরামস্ত কবক্ষো দণ্ডকাবনে।

ঐঃ সালা গিরয়ো ভগ্না বালী চ ক্ষুভিতোহম্মুখিঃ ॥ ৬০  
ত ইমে সায়কাঃ সর্বে যুদ্ধে প্রাত্যগিকা মম।

কিং নু তৎ কারণং যেন রাবণে মন্দতেজসঃ ॥ ৬১

‘আমি যে বাণে মারীচ, খর এবং দৃষণ নামক  
রাক্ষসদের হত্যা করেছি, ক্রৌঞ্চবনে বিরামকে বধ  
করেছি, দণ্ডকারণ্যে কবক্ষকে মৃত্যুমুখে পাটিয়েছি,  
শলবৃক্ষ ও পর্বত বিদীর্ণ করেছি, বালীর প্রাণ নিয়েছি এবং  
সমুদ্রকেও ক্ষুব্ধ করেছি, বহু সংগ্রামে আমার এবং বিধ  
শরদমূহ অব্যর্থ প্রত্যয় উৎপাদন করেছি। তৎসত্ত্বেও কী  
কারণে রাবণ বধে এই বাণগুলি তেজেহীনের ন্যায় ব্যথায়  
পার্বসিত হল?’

ইতি চিন্তাপরশাসীদপ্রমত্তশচ সংযুগে।

চিন্তাপরশাসীদপ্রমত্তশচ

সংযুগে।

ববর্ষ শরবর্ষাণি রাঘবো রাবণোরসি ॥ ৬২  
এইভাবে চিন্তাগ্রস্ত হলেও শ্রীরামনাথ যুদ্ধক্ষেত্রে  
সতত সাবধান ছিলেন। এবার তিনি রাবণের বক্ষদেশে  
শরবর্ষণ কবলেন।

রাবণোহপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথহো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
গদামুসলবর্ষণে রামং প্রত্যর্দয়দ্ রণে ॥ ৬৩

ইহাতে কুপিত বাকসরাজ রাবণ রণভূমিতে  
শ্রীরামকে গদা এবং মুসলাদি বর্ষণে গীড়িত করতে লাগল।  
তৎ প্রবৃত্তং মহদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।

অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ পুনশ্চ গিরিমূর্ধনি ॥ ৬৪  
এবার মহাসমর অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। তাই  
দেখে দর্শকগণের শরীরে রোমরাজি কণ্টকিত হতে লাগল।

যুদ্ধ কখনও আকাশে, কখনও ধরায়, কখনও বা গিরিশৃঙ্গও  
চলতে লাগল।

দেবদানবযক্ষাণাং পিশাচোরগরক্ষসাম্।  
পশ্যতাং তদ্বহদ্ যুদ্ধং সর্বরাত্রমবর্তত ॥ ৬৫

দেবতা, দানব, যক্ষ, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসদের  
চোখের সামনে সেই মহাসমর অহর্নিশ ঘটেতে থাকল।

নৈব রাত্রিঃ ন দিবসঃ ন মুহূর্তং ন চ ক্ষণম্।  
রামরাবণয়োর্বৃদ্ধং বিরামমুপগচ্ছতি ॥ ৬৬

শ্রীরাম এবং রাবণের সেই যুদ্ধ না রাত্রিতে, না  
দিনে, না দু’দণ্ড, না ক্ষণমাত্র বিরত থাকল (অর্থাৎ,  
অবিরত চলতে থাকল সেই মহাসমর)।

দশরথসুতরাক্ষসেদ্রয়োস্তয়ো-  
র্জয়মনবেক্ষ্য রণে স রাঘবস্য।

সুরবররথসারথির্মহাত্মা  
রণরতরামমুবাচ বাক্যমাশু ॥ ৬৭

দশরথ তনয় ও রাক্ষসেদ্র — এই উভয়ের যুদ্ধে  
শ্রীরামবীরের বিজয় না দেখতে পেয়ে দেবরাজের সারথি  
মহাত্মা মাতলি যুদ্ধরত শ্রীরামকে ত্বরায় এইরূপ বলল—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥  
মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

## অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৮)

শ্রীরাম কর্তৃক রাবণের বধ

অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবঃ তদা।  
অজানমিব কিং বীর ত্বমেনমনুবর্তসে। ১

মাতলী শ্রীরঘুনাথকে কিছু (তথা) স্মরণ করিয়ে  
দিতে গিয়ে বলল— ‘বীরবর ! কেন আপনি অনভিজ্ঞের  
মতো এই রাক্ষসকে অনুসরণ করছেন ? (অর্থাৎ, রাক্ষস  
রাবণ যেমন যেমন অস্ত্র নিক্ষেপ করছে, আপনি  
সেগুলিকে নিবারণ করার চেষ্টা করছেন মাত্র)।

বিস্মৃত্যস্মৈ বধায় ত্বমস্তং পৈতামহং প্রভো  
বিনাশকালঃ কথিতো যঃ সুরৈঃ সোহদা বর্ততে॥ ২

‘প্রভো ! আপনি রাবণের নিধনার্থে প্রজাপতি ব্রহ্মা  
কর্তৃক নির্মিত অস্ত্র প্রয়োগ করুন। দেবভাগণ এই রাক্ষসেব  
বিনাশকাল যেভাবে নির্দেশ করেছেন, সেইসময় সমাগত  
হয়েছে।’

ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ।  
অগ্রাহ স শরং দীপ্তং নিঃশ্বসন্তমিবোরগম্। ৩

মাতলির বচনে শ্রীরামচন্দ্রের মনে ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যাপারে  
স্মৃতি জাগ্রত হল এবং তিনি এক তেজোদীপ্ত বাণ তুলে  
নিলেন। সেই অস্ত্রটি যেন সর্পের ন্যায় সীৎকার করছিল।  
যং তস্মৈ প্রথমং প্রাদাদগন্ত্যো ভগবানৃষিঃ।

ব্রহ্মদত্তঃ মহদ্ বাণমমোঘং ধুশি বীৰ্যবান্। ৪

সেই বিশাল বাণ ব্রহ্মাকর্তৃক নির্মিত এবং যুদ্ধে  
অব্যর্থ ছিল। শ্রীরামের হস্তধৃত বাণ পূর্বে শক্তিশালী ভগবান  
ঋষি অগস্ত্য শ্রীরঘুনাথকে দিয়েছিলেন

ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বমিত্তার্থমিতৌজসা  
দত্তং সুরপতেঃ পূর্বং ত্রিলোকজয়কাক্ষিকং। ৫

অমিত তেজস্বী প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথম দেবরাজ ইন্দ্রের  
জন্য সেই বাণ নির্মাণ করেছিলেন এবং ত্রিভুবনজয়েচ্ছুক  
দেবেন্দ্রকে পূর্বকালে প্রদান করেছিলেন।

যস্য বাজেষু পবনঃ ফলে পাবকভাক্সরৌ  
শরীরমাকশময়ঃ গৌরবে মেরুমন্দরৌ॥ ৬

সেই বানের বেগে বায়ুর, তীক্ষ্ণতায় অগ্নি ও সূর্য,  
শরীর হতে আকাশের এবং আরবস্তা থেকে মেরু ও মন্দার  
পর্বতের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল

জাহ্নল্যমানং বপুষা সুপুঙ্খং হেমভূষিতম্।

তেজসা সর্বভূতানাং কৃতং ভাস্করবর্চসম্  
সধূমমিব কালাগ্নিঃ দীপ্তমাদীনিগোপনম্  
নরনাগাশুবুন্দানাং ভেদনং ক্ষিপ্রকান্দিগম্। ৭

এইরূপ ব্রহ্মাস্ত্র সমস্ত প্রাণীর তেজ অংশ হতে  
নির্মিত হয়েছিল। সেইটি ছিল সূর্যভূলা জ্যোতির্ময়,  
সুবর্ণমণ্ডিত, শোভন পাখনায় সুশোভিত, বহু  
জাহ্নল্যমান, প্রলয়কালীন সধূম অগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর  
দীপ্তিমান, বিষধর সর্পের সদৃশ বিষাক্ত, মনুষ্য-স্ত্রী  
অশ্বাদিকে বিদীর্ণকারী তথা অতি সত্ত্বর লক্ষ্যভেদে অসংখ্য  
দ্বারাণাং পরিঘাণাং চ গিরীণাং চাপি ভেদনম্।

নানারুধিরদিদ্ধাক্ষং মেদোদিদ্ধং সুদারুণম্  
বজ্রসারং মহানাদং নানাসমিতিদারুণম্  
সর্ববিভ্রাসনং ভীমং শ্বসন্তমিব পন্নগম্। ৮  
কল্লগৃধ্রবকানাং চ গোমাযুগণরক্ষসাম্।  
নিভাভক্ষপ্রদং যুদ্ধে যমরূপং ভয়াবহম্॥ ৯

বিশাল বিশাল দরজা, পরিঘ তথা পর্বত সকলকে  
দীর্ণ-বিদীর্ণ করার সামর্থ্য উহাতে মজুত ছিল তার সর্ব  
নানা শ্রেণীর রক্তে স্নাত ও মেদ-মজ্জাসম্মিশ্রিত ছিল  
দেখতে ভয়ঙ্কর, বজ্রসদৃশ কঠোর, ঘোর নিদ্রা  
অনেকানেক সময়ে শত্রুসৈন্যগণকে বিদীর্ণ করার কষ্ট,  
সকলের ভ্রাসজনক, সীৎকারী সর্পের ন্যায় ভয়াবহ এবং  
সময়ে সাক্ষাৎ যমের সদৃশ করাল। সমরাজ্ঞে বায়স, গুহ,  
বগলা, শিবাদল এবং পিশাচগণের সর্বদা ভক্ষ্যদ্রব্য ছিল  
নন্দনং বানরেজাণাং রক্ষসামবসাদনম্।

বাজিতং বিবিধৈর্বাঈজৈশ্চারুচির্ত্রৈর্গরুতঃ। ১০

সেটি বানর বানরদলপতিগণের আনন্দবর্ধক এবং  
রাক্ষসগণকে অবসন্নকারী ছিল। গরুড় পক্ষীর সুন্দর সুন্দর  
পালকে তার পাখনার পংক্তি নির্মিত ছিল

তমুত্তমেষুঃ লোকানামিষ্টাকুত্তয়নাশনম্  
ঘিষতাং কীর্তিহরণং প্রহর্বকরমাক্ষনম্॥ ১১

অভিমত্না ততো রামস্তং মহেশুঃ মহাবলঃ।  
বেদপ্রোক্তেন বিবিনা সন্দর্থে কার্যকে বলী॥ ১২

শ্রেষ্ঠ সেই বাণ সমস্ত প্রজাগণের এবং  
ইষ্টাকুবংশীয়গণের ভয়নাশক, শত্রুপক্ষীয়গণের



যশোহরণকারী এবং ধনুর্ধরের আনন্দস্বরূপ ছিল। সেই  
মহাপ্রভুকে বোদোক্ত বীতিতে অভিমুখিত করে মহাবলী শ্রীরাম

স্বীয় কার্যকে যোজনা করলেন।  
তন্মিন্ সন্নীয়মানে তু রাঘবেণ শরোত্তমে।

সর্বভূতানি সংগ্রেসুচ্চাল চ বসুন্ধরা ॥ ১৫

শ্রীরঘুনাথ যখন শ্রেষ্ঠ বাণটি শরসম্মান করলেন তখন  
প্রাণীকুল থর-থর কাঁপতে লাগল, বসুন্ধরা দুলে উঠল।

স রাঘণায় সংকুঙ্কো ভূশমায়মা কার্যকম্।  
চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্মবিদারণম্ ॥ ১৬

শ্রীরাম সাতিশয় কুপিত হয়ে সমস্ত কার্যক আকর্ণ  
আকর্ষণপূর্বক সেই মর্মভেদী বাণ রাঘবের উপর নিক্ষেপ  
করলেন।

স বজ্র ইব দুর্ধর্ষো বজ্রিবাহুবিসর্জিতঃ।  
কৃতান্ত ইব চাবার্যো ন্যাপতদ্ রাবণোরসি ॥ ১৭

বজ্রধারী ইন্দ্রের হস্তচ্যুত বজ্রসদৃশ দুর্ধর্ষ ও মৃত্যুতুলা  
অনিবার্য সেই বাণ রাঘবের বক্ষে আঘাত হানল।

স বিসৃষ্টো মহাবেগঃ শরীরান্তকরঃ পরঃ।  
বিভেদ হৃদয়ং তস্য রাঘবস্য দুরাক্ষনঃ ॥ ১৮

শরীরবিনাশক মহা বেগবান শ্রেষ্ঠ বাণ রাঘবের  
বক্ষে আঘাত করে তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিল।

রুধিরাক্তঃ স বেগেন শরীরান্তকরঃ শরঃ।  
রাঘবস্য হরন্ প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলম্ ॥ ১৯

রাঘবের শরীরকে ধ্বংস করে প্রাণসংহারপূর্বক  
সেই ব্রহ্মাস্ত্র রুধিরাক্ত অবস্থায় সবেগে ধরণীতলে এসে  
পড়ল।

স শরো রাঘবং হত্বা রুধিরার্ককৃতচ্ছবিঃ।  
কৃতকর্মা নিভৃতবৎ স ভূলীং পুনরাবিশৎ ॥ ২০

এবম্প্রকারে রাঘবকে বধপূর্বক রক্তাক্ত সেই অস্ত্র  
কৃতকর্তা হয়ে বিনীত সেবকের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের তুণে  
প্রত্যাবর্তন করল।

তস্য হস্তাকৃতস্যাশু কার্যকং তৎ সসায়কম্।  
নিপাত সহ প্রাণৈর্ভ্রশ্যমানস্য জীবিতাৎ ॥ ২১

শ্রীরামের শরাঘাতে রাঘবের মৃত্যু আসন্ন হয়ে  
পড়েছিল। প্রাণত্যাগের সাথে-সাথেই তার হাত হতে  
সায়ক সহিত কার্যক স্থলিত হয়ে নীচে পড়ে গেল।

গতাসুভীমবেগন্ত নৈর্ধতেন্দ্রো মহাদুতিঃ।  
পাশ্চ সান্দনাদ্ ভূমৌ বৃত্তো বজ্রহতো যথা ॥ ২২

অতি বেগবান মহাতেজা রাক্ষসরাজ প্রাণহীন হয়ে  
অতি বেগবান মহাতেজা রাক্ষসরাজ প্রাণহীন হয়ে

বজ্রের আঘাতে ব্যতাসুরের ন্যায় রথ থেকে ধরায় ছুটিয়ে  
পড়ল।

তং দৃষ্টা পতিতঃ ভূমৌ হতশেষা নিশাচরাঃ।  
হতনাথা জয়ত্রয়ো সর্বত্রঃ সম্প্রদুর্জনঃ ॥ ২৩

রাঘবকে ভুলুপ্তিত দেখে অবশিষ্ট জীবিত রাক্ষসেরা  
রক্ষয়িতাবিহীন ও ভয়ত্রস্ত অবস্থায় চতুর্দিকে পলায়ন করতে  
লাগল।

নর্দন্ত্যন্তাভিপেতুস্তান্ বানরা ক্রময়োগিনঃ।  
দশগ্রীববধঃ দৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ ॥ ২৪

দশমুখ রাঘব নিহত হয়েছে জেনে ক্রমযোগী  
বানরেরা গর্জন করতে করতে রাক্ষসদের উপরে কাঁপিয়ে  
পড়তে লাগল।

অর্দিতা বানরৈর্হষ্টৈর্লঙ্কামভাপতন্ ভয়াৎ।  
হতপ্রয়ত্বাৎ কক্ষণৈর্বাপ্পপ্রবনৈর্মুখৈঃ ॥ ২৫

হর্ষোল্লাসিত বানরগণের দ্বারা উৎপীড়িত সেই সকল  
রাক্ষসেরা ভয়াত হয়ে লঙ্কাপুরীর দিকে পলায়ন করতে  
লাগল; কেননা, তাদের রক্ষক রাক্ষসরাজ যুদ্ধে নিহত  
হয়েছিল। তাদের মুখমণ্ডল কারুণ্যের অশ্রুজলে প্রাবিত  
হচ্ছিল।

ততো বিনেদুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ।  
বদন্তো রাঘবজয়ং রাঘবস্য চ তদ্বধম্ ॥ ২৬

বিজয়শ্রী শোভিত বানরেরা সেক্ষণে অত্যন্ত আনন্দ  
ও উল্লাসে ভরপুর ছিল এবং তারা শ্রীরঘুনাথের বিজয় তথা  
রাঘবের নিধন ঘোষণা করতে করতে জোরে জোরে গর্জন  
করতে লাগল।

অথাত্তরিক্ষে বানদং সৌম্যাব্দিদশদুর্দুভিঃ।  
দিবাগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ ॥ ২৭

তখন আকাশে মধুরস্বরে দেবতাগণের দুর্দুভিসকল  
বাজতে লাগল। বায়ু দিবা গন্ধ ছড়িয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত  
হতে লাগল।

নিপপাত্তরিক্ষাচ্চ পুষ্পবৃষ্টিতদা ভুবি।  
কিরণী রাঘবরথঃ দুরাবাপা মনোহরা ॥ ২৮

অন্তরীক্ষ থেকে ভূতলে শ্রীরঘুনাথের রথোপরি  
পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। সেই দৃশ্য অত্যন্ত দুর্লভ তথা  
মনোহর ছিল।

রাঘববস্তবসংযুক্তা গগনে চ বিগুপ্তবে  
সাধুসাধিব্রতি বাগগ্রয়া দেবতানাং মহাম্ভনাম্ ॥ ২৯

আকাশে মহাত্মা দেবতাগণের মুখ হতে নির্গত

শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতিতে যুক্ত সাধুবাদের শ্রেষ্ঠ বাণী শোনা গেল।

আবিবেশ মহান্ হর্ষো দেবানাং চারুণৈঃ সহ  
রাবণে নিহতে রৌদ্রে সর্বলোকভয়ঙ্করে ॥ ৩০

ত্রিভুবনের ত্রাসস্বরূপ রৌদ্র রাক্ষস রাবণ নিহত  
হলে দেবতা ও চারণগণের নিরতিশয় আনন্দানুভব  
হল।

ততঃ সকামঃ সুগ্রীবমঙ্গদঃ চ বিভীষণম্  
চকার রাঘবঃ প্রীতো হুত্বা রাক্ষসপূজবম্ ॥ ৩১

শ্রীরঘুনাথ রাক্ষসরাজকে হত্যা করে সুগ্রীব, অঙ্গদ  
তথা বিভীষণকে সফল মনোরথ করলেন এবং নিজেও  
অতিশয় প্রসন্ন হলেন।

ততঃ প্রজ্ঞাঃ প্রশমঃ মরুদাণা  
দিশঃ প্রসেদুর্বিমলং নভোহভবৎ।

মহী চকম্পে ন চ মারুতো ববৌ  
হিরপ্রভচাপ্যভবদ্ দিবাকরঃ ॥ ৩২  
অতঃপর দেবতাগণ পরম শান্তি লাভ করলেন,  
দিক্‌সকল প্রসন্ন হল, আকাশ নির্মল হল, ভুবনপন স্তব্ধ

হয়ে গেল, বাতাস স্বচ্ছন্দগতিতে বইতে লাগল, সূর্যের  
কিরণও স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ততস্ত সুগ্রীববিভীষণাঙ্গদাঃ  
সুহৃদ্বিনিষ্টাঃ সহলক্ষ্মণজ্ঞদাঃ

সমেতা হুতা বিজয়েন রাঘবঃ  
রণেহভিরামঃ বিধিনাভ্যপূজয়ন্ ॥ ৩৩

সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ তথা লক্ষ্মণ সুহৃদ্বাদের  
সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ জয়ে সান্তিস্থ প্রসন্ন  
হলেন। অতঃপর সবাই মিলে নয়নাভিরাম শ্রীরামকে বিধি-  
অনুসারে পূজা করলেন।

স তু নিহতরিণুঃ হিরপ্রতিজঃ  
স্বজনবলাভিবৃত্তো রণে বভূব।

রঘুকুলনৃপনন্দনো মহৌজা-  
দ্বিদশগণৈরভিসংবৃত্তো মহেন্দ্রঃ ॥ ৩৪

শত্রু-বধ করে নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করার পর বহু-  
বাক্ষসসহ সৈন্যপরিবৃত্ত মহাতেজস্বী রঘুকুলরাজকুমার  
শ্রীরাম রণভূমিতে দেবতাগণ পরিবেষ্টিত দেবেশ্বরের নাম  
শোভিত হতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীর্যে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

### নবাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৯)

বিভীষণের বিলাপ এবং শ্রীরাম কর্তৃক বিভীষণকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক অস্ত্রোষ্টি-সংস্কারের আদেশ দান

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্টা শয়ানং নির্জিতং রণে।  
শোকবেগপরীতাস্মা বিললাপ বিভীষণঃ ॥ ১

পরাজিত ভ্রাতাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে  
বিভীষণের হৃদয় শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং সে  
বিলাপ করতে লাগল।

বীরবিক্রান্ত বিখ্যাত প্রবীণ নয়কোবিদ।  
মহার্ষয়নোপেত কিং শেষে নিহতো ভূবি ॥ ২

‘হে প্রসিদ্ধ পরাক্রমশালী ভ্রাতা দশানন ! হায়  
কার্যকুশলী ও নীতিজ্ঞ ! নিত্য বহুমূল্য শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত  
তুমি আজ কেন মৃত অবস্থায় ধরাশায়ী রয়েছ ?

নিষ্ক্রিয় দীর্ঘো নিশ্চেষ্টো ভুজাবলদভূষিতো।  
মুকুটেনাপবৃন্তেন ডাক্ষরাকারবর্চসা ॥ ৩

‘হে বীর ! বাজুবন্ধে বিভূষিত তোমার বিশাল বাহুদ্বয়  
নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। তুমি হস্তদ্বয় ছড়িয়ে কেন পড়ে  
আছ ? সূর্যসদৃশ তেজস্বী তোমার মাথার মুকুট এখানে পড়ে  
আছে।

তদিদং বীর সম্প্রাপ্তং যশস্বী পূর্বমীরিতম।  
কামমোহপরীতস্য যৎ তন্ন কচিৎ তব ॥ ৪

‘বীরবর ! আমি (বিভীষণ) যে-কথা পূর্বেই  
বলেছিলাম আজ তোমার সেই দশা ঘটেছে। কাম ও



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পূজয়ন ॥ ৩৩

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা  
প্রসন্ন  
শ্রীরামকে বিধি-

বভূব।

মহোদ্রঃ ॥ ৩৪

রার পর বন্ধু-  
কুলরাজকুমার  
বেদ্রের ন্যায়

দশ দান

দুর্ভিত্তে  
কারবর্চসা ॥ ৩বিশাল বাহুদ্বয়  
কেন পড়ে  
এখানে পড়ে

মীরিতম।

তব। ৪  
কথা পূর্বেই  
ন ও

সূর্যের কসীভূত হওয়ায় আমার সেইসকল সতর্কবালী  
সৈনিক তোমার ভালো লাগেনি।

দর্পাৎ প্রহস্তো বা নেত্রজিহ্মাপরে জনাঃ।  
কুন্তকর্ণেহিতিরথো নাতিকায়ো নরাত্তকঃ

স্বয়ং বহু মনোথাঙ্গস্যোদকোহসমাগতঃ ॥ ৫  
‘অহংকার হেতু প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, অন্যসকলে এবং

কুন্তকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরাত্তক অথবা স্বয়ং তুমিও  
আমার কথাকে গুরুত্ব দাওনি, তাঁর পরিণাম আজ সংঘটিত  
হল।

গতঃ সেতুঃ সুনীতানাং গতো ধর্মসা বিগ্রহঃ।  
গতঃ সত্বস্য সংক্ষেপঃ সুহৃদানাং গতির্গতা। ৬

অদিতাঃ পতিতো ভূমৌ মগত্তমসি চন্দ্রমাঃ  
ত্রিতানুঃ প্রশান্তার্চিব্যবসায়ো নিরুদ্ধমঃ।

অগ্নিন্ নিপতিতে বীরে ভূমৌ শত্রুভ্যং বরো। ৭  
‘আজ শত্রুধাবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর বাবণ ধরাশায়ী

হওয়াতে শোভন রীতি নীতিতে লোকমাত্রা  
নির্বাহকারিগণের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল, ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ  
অভীত হল, সত্ব (বল)-এর দৃষ্টান্ত ধ্বংস হল, ক্ষিপ্রহস্ত

বীরগণের আশ্রয়ের বিনাশ ঘটল, সূর্যের ভূতলে পতন  
হল, চন্দ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল, প্রদীপ্ত বহি নির্বাপিত  
হওয়ায় সকল উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

কিং শেবমিহলোকস্য গতসত্বস্য সম্প্রতি।  
রণে রাক্ষসশার্দূলে প্রসুপ্ত ইব পাংসুষু। ৮

‘সমরাজ্ঞের ধূলিরাশিতে রাক্ষসশিরোমণি রাবণের  
অস্ত্রিয় শয়ানের সাথে সাথে এই বীরশূন্য বসুন্ধরায় কী  
আর অবশিষ্ট থাকল ?

ঐতিপ্রবালঃ প্রসভাগ্র্যপুষ্প-  
তপোবলঃ শৌর্যনিবন্ধমূলঃ।

রণে মহান্ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ  
সম্মদিতো রাঘবমাক্রতেন। ৯

‘হায় ! ধৈর্য যার পত্রাক্ষুব ছিল, সাহসিকতা যার  
পুষ্পরাজি, তপস্যাই যার বলবত্তা, পরাক্রম যার সুদৃঢ়  
কুলব্রহ্মণ-এইরূপ রাক্ষসরাজরূপী বনস্পতিকে আজকের

সমরে রাঘবরূপী প্রভঞ্জন নিষ্পেষিত করেছেন।

ভোজোবিমাণঃ কুলবংশবংশঃ  
কোপপ্রসাদাপরগাত্রহস্তঃ

ইক্ষাকুসিংহাবগৃহীতদেহঃ

সুপ্তঃ ক্ষিতৌ রাবণগদগদী ॥ ১০  
‘তেজোবানি শান লম্বপংক্তি, বিপ্রহস্ত পবনপারা হাস

পৃষ্ঠদেশ বা মেরুদেশ, ক্রোশ ও প্রসন্ন গলাক্রমে নিঃসঙ্গ  
(পদাদি) ও (আশীর্বাক্য) শুভ ডাঙা, সেইরূপ রাবণরূপী  
গদগদগদী আজ উদ্ভাসমান শীতলময় শীতলময় সিংহের দ্বারা  
বিদীর্ণশরীরে ভূতলে চির্ণনিদ্রাধে শায়িত হয়ে, ভেত  
পরাক্রমোৎসাহনির্ভর হচ্ছিল।

নিঃশাসনঃ দবঙ্গপ্রতাপঃ  
প্রতাপমান সংগতি রাক্ষসগণি-

নির্বাণিতো রামপরোদবেল ॥ ১১  
‘যার পরাক্রম ও উৎসাহ ছিল অভাবহীন হস্তি

শিখাতুলা, নিঃশ্বাস ঘন, সত্ব সত্ত্ব জিহ্ব প্রতাপ। সেই  
প্রতাপমান রাক্ষসগণি আজ যুদ্ধে শ্রীরামরূপী মেঘনগণে  
নির্বাণিত হল।

সিংহর্ষলাজুলকুদ্বিষাণঃ  
পরাজিতদগদনগদনামঃ

রক্ষাবৃক্ষচাপলকর্ণচক্ষুঃ  
ক্ষিতীশ্বরব্যগ্রহতোহবশঃ ॥ ১২

‘রাক্ষস সৈনিক যার পুচ্ছ-ককুদ-শিঙা ঘুরণ ছিল,  
সেই শত্রুবিজয়ী তথা পরাক্রম ও উৎসাহ প্রকাশে বায়ুসদৃশ  
ক্ষিপ্র এবং চপলতারূপী চক্ষু-কর্ণ সম্পন্ন রাক্ষসরাজ  
রাবণরূপী বৃষভ আজ শ্রীরামরূপী ব্যাগ্রকর্তৃক নিহত ও  
নিখর হয়ে গেছে।

বদন্তঃ হেতুমধাক্যঃ পরিদৃষ্টাধনিশ্চয়ম্।  
রামঃ শোকসমারিষ্টমিত্যুবাচ বিভীষণম্ ॥ ১৩

নিশ্চিতার্থপ্রকাশক ও যুক্তিযুক্ত বচনে ভগবান শ্রীরাম  
শোকাকুল বিভীষণকে তখন বললেন—

নায়ঃ বিনষ্টো নিশ্চেষ্টঃ সমরে চণ্ডবিক্রমঃ।  
অত্যাশ্রয়মহোৎসাহঃ পতিতোহরমশঙ্কিতঃ ॥ ১৪

‘বিভীষণ ! রাবণ সমরাজ্ঞে অসমর্থতার কারণে  
নিহত হয়েনি। সে প্রচণ্ড পরাক্রম প্রদর্শন করেছে ; অত্যাচ  
ও বিশাল উৎসাহে সে নির্ভীক বীরের মতো মৃত্যুবরণ

করেছে।

নৈবং বিনষ্টাঃ শোচন্তে ক্ষত্রধর্মবাবহিতাঃ।  
বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণজিহ্নে ॥ ১৫

‘যে সকল ক্ষত্রিয় অত্যাচারের জন্য যুদ্ধ করে সমরে  
নিহত হন তাদের বিনাশে এবং বিধ শোক করা উচিত নয়।



যেন সেন্সান্সয়ো লোকান্তাসিতা যুধি ধীমতা।  
তস্মিন্ কালসমায়ুক্তো ন কালঃ পরিশোচিতুম্॥ ১৬

‘যে বুদ্ধিমান বীর দেবেন্দ্র এবং ত্রিভুবনকে যুদ্ধে  
ব্রত করে দিয়েছিল, সে যদি এক্ষণে কালের গ্রাসে চলে  
গিয়ে থাকে তবে তার জন্য শোক করার সময় এটা নয়।’  
নৈকান্তবিজয়ো যুদ্ধে ভূতপূর্বঃ কদাচন।  
পরৈবী হন্যতে বীরঃ পরান্ বা হস্তি সংযুগে॥ ১৭

‘যুদ্ধে কেউ সর্বদা বিজয়ী হয়েই চলে — এইরূপ  
অতীতে কখনও ঘটেনি। বীরপুরুষেরা যুদ্ধে শত্রুকর্তৃক  
নিহত হয় অথবা স্বয়ং শত্রুকে নিধন করে।

ইয়ং হি পূর্বঃ সন্দিগ্ধা গতিঃ ক্ষত্রিয়সম্মতা।  
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যো ন শোচ্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১৮

‘আজ রাবণ যে গতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেইটি  
পুরাকালে মহাপুরুষোক্ত উত্তম গতি। ক্ষত্রিয় ধর্মে আশ্রিত  
বীরপুরুষদের এই রীতি অতি আদরণীয়। ক্ষাত্রধর্মযুক্ত  
বীর যদি সমরে নিহত হয়, তাহলে সে শোকের যোগ্য  
নয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

তদেবং নিশ্চয়ঃ দৃষ্ট্বা তত্ত্বমাহ্বায় বিজ্বরঃ।  
যদিহানন্তরং কার্ঘ্যং কল্যাণং তদনুচিন্তয়॥ ১৯

‘শাস্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত চিন্তনপূর্বক সাত্ত্বিকগুণাবিত্ত  
তুমি (অর্থাৎ, বিভীষণ) শান্ত হও এবং এক্ষণে যা কিছু  
(প্রেত সংস্কার আদি) করণীয়, সেইসব ব্যাপারে চিন্তা  
করো।’

তমুক্তবাক্যং বিক্রান্তঃ রাজপুত্রং বিভীষণঃ।  
উবাচ শোকসন্তপ্তো ভ্রাতুর্হিতমনস্তরম্॥ ২০

পরম পরাক্রমী রাজকুমার শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপ  
উক্ত হয়ে শোকসন্তপ্ত বিভীষণ অগ্রজ রাবণের প্রশংসায়  
বলল—

যোহয়ং বিমর্দেধবিশ্বগুপূর্বঃ  
সূরৈঃ সমন্তৈরপি বাসবেন।

ভবন্তমাসাদ্য রণে বিভগো  
বেলামিবাসাদ্য যথা সমুদ্রঃ॥ ২১

‘ভগবন্ ! পূর্বে যুদ্ধের সময়ে সমস্ত দেবতাগণ  
অথবা ইন্দ্র যাকে পরাজিত করতে পারেননি, সেই রাবণ  
আজকের যুদ্ধে আপনার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে,

বেলাভূমিতে আহত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় বিক্ষম্ব হয়ে পড়ে  
আছে (অর্থাৎ, উর্মিমালার ন্যায় জারিজুরি শেষ হা  
গেছে)।

অনেন দত্তানি বনীপকেষু  
ভুক্তাশ্চ ভোগা নিভৃতাশ্চ ভূত্যাঃ  
ধনানি মিহ্রেষু সমর্পিতানি  
বৈরাণ্যামিহ্রেষু চ যাপিতানি॥ ২২

‘রাবণ যাচকগণকে দান দিয়েছে, বহুভাবে জীবনকে  
ভোগ করেছে, সেবকগণের ভরণ-পোষণও করেছে  
মিত্রদিগকে ধনাদি প্রদান করেছে এবং শত্রুদের গৈরিয়া  
প্রতিস্পর্ধা করেছে।

এষোহহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ  
বেদান্তগাঃ কর্মসু চাগ্রয়শূরা।

এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং  
তৎ কর্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদে॥ ২৩

‘রাক্ষসরাজ রাবণ অগ্নিহোত্রী, মহাতপী,  
বেদান্তবেত্তা এবং যাগযজ্ঞাদি কর্মসমূহে অত্যন্ত পারদ  
এখন আমি আপনার আশীর্বাদ নিয়ে তার লোকান্তর  
প্রেত-কৃত্যাদি সমাধা করতে চাই।’

স তস্য বাটোঃ করুণৈর্মহাশ্চা  
সম্বোধিতঃ সাধু বিভীষণেন।

আজ্ঞাপয়ামাস নরেন্দ্রসুনুঃ  
স্বর্গীয়মাখানমদীনসত্ত্বঃ॥ ২৪

এইরূপে বিভীষণের করুণাজনক বচনসমূহে  
(রাবণের মাহাত্ম্যাদি) ভালোভাবে বুঝতে পেরে  
উদারচেতা রাজকুমার মহানুভব শ্রীরাম রাবণের উক্ত  
লোকে গতির জন্য বিভীষণকে অন্ত্যেষ্টি-কর্মাদি সম্পাদন  
করার অনুমতি প্রদান করলেন।

মরণান্তানি বৈরাণি নির্বৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।  
ত্রিনয়তামস্যা সংস্কারো মমাপোষ যথা তব॥ ২৫

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বললেন—‘বিভীষণ ! জীবদ্দশায়  
বৈরিতা জন্মায়। (শত্রুপক্ষের) বিনাশের পর শত্রুর  
অবমান হয়ে যায়। আমাদের (রাবণবধরূপ) প্রয়োজন  
সফল হয়েছে। অতএব তুমি ইহার সংস্কার করো। এখন  
যেমন তোমার প্রিয়পাত্র, তেমনি আমারও।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে নবাবধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৯॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের নবাবধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১০৯॥

## দশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১০)

রাবণের স্ত্রীগণের বিলাপ

নিহতঃ শ্রদ্ধা রাঘবেণ মহাননা।

বিনিম্পিত্ত্ব রাক্ষসাঃ শোককর্ষিতাঃ। ১

মহাশ্রী রঘুনাতকর্তৃক রাঘববধের সংবাদ শুনে

শোকবিহ্বল রাক্ষসীগণ অন্তঃপুর হতে বেধিয়ে এল

বর্ষমাণাঃ সুবহুশো বেষ্টন্যঃ ক্ষিতিপাংসুযু।

কিমুক্তকেশ্যাঃ শোকাক্তা গাবো বৎসহতা ইব॥ ২

রাক্ষসগণের বার-বার নিবেধ সম্বন্ধে তারা ধূলায়

ভ্রগড়ি দিতে লাগল। আলুলায়িত কেশে তারা মৃতবৎসা

গাভীর ন্যায় শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল।

উত্তরেন বিনিম্পিত্ত্ব ঘোরেন সহ রাক্ষসৈঃ।

প্রশিয়ারোহনং ঘোরং বিচিহ্নস্তো হতং পতিম্। ৩

রাক্ষসদের সঙ্গে নিয়ে লঙ্কার উত্তর দ্বার দিয়ে নির্গতা

রাক্ষসীরা ভয়ঙ্কর সমরাদনে প্রবেশপূর্বক নিজের মৃত

পতির অনুসন্ধান করতে লাগল।

অর্থপুত্রোতি বাদিন্যো হা নাথেনি চ সর্বশঃ।

পরিপেতুঃ কবন্ধাঙ্কঃ মহীং শোণিতকর্দমাম্॥ ৪

‘হা অর্থপুত্র ! হা নাথ !’ এইরূপে চিৎকার করতে

করতে তারা কবন্ধে পরিপূর্ণ ও শোণিতে কদমাক্ত

রণভূমিতে হতভতঃ ধাবিত হতে লাগল।

জ বাস্পপরিপূর্ণাক্ষো ভর্তৃশোকপরাজিতাঃ।

করিত্য ইব নর্দন্তাঃ কল্পেণো হতবৃথাঃ॥ ৫

তারা পতিবিরোগের শোকে আবুলিতা হয়ে

অশ্রুপূর্ণলোচনে যুথপতির মৃত্যুতে হস্তিনীদের ন্যায় করুণ

ক্রন্দন করতে লাগল।

দদৃশুস্তা মহাকায়ং মহাবীৰ্যং মহাদুতিম্।

রাবণং নিহতং ভূমৌ নীলাঞ্জনচরোপমম্॥ ৬

তখন তারা মহাপরাক্রমী এবং মহাতেজস্বী রাবণকে

দেখতে পেল, যে মৃত অবস্থায় কালো কয়লার স্তূপের মতো

নাটিতে পড়েছিল।

তঃ পতিং সহসা দৃষ্টা শয়ানং রণপাংসুযু।

নিপেতুস্তস্য গাত্রেষু স্খিয়া বনলতা ইব॥ ৭

রণাঙ্গনের ধূলায় ধূসরিত হয়ে নিজেদের মৃত পতিকের

পড়ে থাকতে দেখে তারা কতিত বনলতাবাজির ন্যায় তার

শরীরোপরি নিপতিত হল।

বহুমানাং পরিষজ্য কাচিদেশঃ রুরোদ হ।

চরণৌ কাচিদালস্য কাচিৎ কঠেহবলম্বা চ॥ ৮

তাদের মধ্যে কেউ-কেউ অত্যন্ত আদবে ব্যবসকে

উৎকীর্ণা চ ভূমৌ কাচিৎ ভূমৌ সুপরিবর্ততে।

হত্যা বদনাং দৃষ্টা কাচিৎসোহমুপাগমৎ॥ ৯

তাদের একজন দুই হাত উপরে তুলে ভূমিতে

আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল, অন্য কেউ আবার

মৃত স্থায়ী মুখদর্শনমাত্র মুচিঁতা হল।

কাচিদেহে শিরঃ কৃদ্য রুরোদ মুখমীক্ষতী।

প্রাপয়তী মুখং বাস্পপ্লবধারৈরিব পঙ্কজম্॥ ১০

রাক্ষসীদের একজন মৃত পতির মস্তক কোলে নিয়ে

তার মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগল এবং পতির মুখকে

শিশিরবিন্দুকর্তৃক কমলের ন্যায় নিজ অঙ্গজলে স্নান

করতে-করতে রোদন করতে লাগল।

এবমার্ভাঃ পতিং দৃষ্টা রাবণং নিহতং ভূবি।

চুক্রদুর্বহা শোকাদ্ ভূয়স্তাঃ পর্যদেবয়নং॥ ১১

একপ্রকারে নিজেদের পতিদেব রাবণকে ভূতলে

নিহত অবস্থায় শায়িত দেখে সকলে আতঙ্করে

রাক্ষসরাজকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল এবং

শোকাবেগে বহুবিলাপ করতে লাগল।

যেন বিত্রাসিতঃ শঙ্কো যেন বিত্রাসিতো যমঃ

যেন বৈশ্রবণো রাজা পুষ্পকেশ বিয়োজিতঃ॥ ১২

যেন বৈশ্রবণো রাজা পুষ্পকেশ বিয়োজিতঃ

গন্ধর্বগামুদীপাং চ সুরাণাং চ মহাননাং।

ভয়ং যেন রণে দত্তং সোহয়ং শেতে রণে হতঃ॥ ১৩

রাক্ষসীগণ বদতে লাগল — ‘হায় ! যিনি যমরাজ

এবং ইন্দ্রকেও এত করে রেবেছিলেন, রাজাধিরাজ

কুবেরের পুষ্পক বিমানও ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তথা

গন্ধর্ব, ঋষিগণ তথা মহান দেবতাদেরকেও রণভূমিতেও

ভীত-ত্রস্ত করে তুলেছিলেন, হে আমাদের প্রাণনাথ !

এইরকম বীরপুরুষ আপনি আজ নিহত হয়ে রণাঙ্গনে

চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

অসুরেভাঃ সুরেভো বা পরগেভোহপি বা তথা।

ভয়ং যো ন বিজানতি তসোদং মানুষাদ্ ভয়ম্॥ ১৪

ভয়ং যো ন বিজানতি তসোদং মানুষাদ্ ভয়ম্

‘হায় ! যিনি অসুরদের, দেবতাদের তথা

নাগগণেরও ভয় করতে জানতেন না, তাঁর স্রাজ মনুষ্য

থেকে ভয় এসে গেল।



অবধ্যো দেবতানাং যন্তথা দানবরক্ষসাম্  
হতঃ সোহয়ং রণে শেতে মানুষেণ পদাভিনা ॥ ১৫  
‘যাকে দেবতা, দানব এবং রাক্ষসও মারতে  
পারেনি, সেই বীর কিনা আজ এক দ্বিপদ মানুষাকর্তৃক নিহত  
হয়ে রণভূমিতে শায়িত আছে !

যো ন শক্যঃ সুরৈর্হস্তঃ ন যকৈর্নাসুরৈস্তথা  
সোহয়ং কশ্চিদবাসন্তো মৃত্যুং মর্ত্যে ন লভিতঃ ॥ ১৬

‘যে দেবতা, অসুৰগণ তথা যক্ষাদিরও অবধ্য, সে  
কি করে এক অসহায় প্রাণীর মতো মর্ত্য মানবের হাতে  
নিহত হল !’

এবং বদন্তো রুদ্রদুস্ত্য তা দুঃখিতাঃ স্ত্রিয়াঃ  
ভয় এব চ দুঃখার্তা বিলেপুচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭

এইভাবে বলতে বলতে রাবণের দুঃখিনী স্ত্রীগণ  
তথায় করুণস্বরে কাঁদতে লাগল এবং দুঃখ-শোকে কাতর  
হয়ে বারংবার বহু বিলাপ করতে লাগল।

অশ্রুত্বা তু মুহুর্দাং সততং হিতবাদিনাম্।  
মরণায়াক্তা সীতা রাক্ষসাস্ত নিপাতিতাঃ।

এতাঃ সমমিদানীং তে বয়মাক্তা চ পাতিতাঃ ॥ ১৮

তারা বলতে লাগল—‘প্রাণনাথ ! আপনি সতত  
হিতবাদী বন্ধুহীনীয়গণের কথায় কান দিতেন না ;  
মৃত্যুকে বরণ করার জন্য সীতাকে অপহরণ করেছিলেন  
ফলতঃ রাক্ষসেরা নিহত হয়েছে, আপনি এখন  
রণভূমিতে ধরাশায়ী এবং আমরাও (অর্থাৎ, আপনার  
অন্তঃপুরিকাগণ) দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়েছি  
ক্রবানোহপি হিতং বাক্যমিষ্টো ভ্রাতা বিভীষণঃ।

দুষ্টঃ পরুষিতো মোহাৎ ত্রয়াহংস্রবধকাংক্ষিপা ॥ ১৯

‘প্রিয় অনুজ বিভীষণ আপনারকে মজলজনক পরামর্শ  
দিলেও, মোহবশে আপনি তাকে কটুকথা শুনিয়েছেন।  
সেইসকল আজ প্রত্যক্ষ ফল দিচ্ছে।

যদি নির্ধাতিতা তে স্যাৎ সীতা রামায় মৈথিলী।

ন নঃ সাদ্ ব্যসনং ঘোরমিদং মূলহরং মহৎ ॥ ২০

‘যদি আপনি মিথিলেশকুমারী সীতাকে শ্রীরামের  
কাছে কিবিয়ে দিতেন, তাহলে সমূলে বিনাশকারী এই  
অভিঘোর সংকটে আমরা নিমগ্ন হতাম না।

বৃদ্ধকামো ভবেদ্ ভ্রাতা রামো মিত্রকুলং ভবেৎ।

বয়ং চাভিধবাঃ সর্বাঃ সকামা ন চ শত্রবঃ ॥ ২১

‘সীতাকে শ্রীরামের কাছে প্রতারণা করে দিলে  
আপনার ভ্রাতা বিভীষণের মনোবাসনা পূর্ণ হত,  
শ্রীরামের সঙ্গে মৈত্রী হয়ে যেত, আমরাও বৈধবা  
প্রাপ্ত হতাম না এবং আমাদের শত্রুপক্ষের মনোহান্যও  
পূর্ণ হত না।

ভ্রাতা পুনর্নশংসেন সীতাং সংরক্ষতা বলাৎ

রাক্ষসা বয়মাক্তা চ ত্রয়ং তুল্যং নিপাতিতম্ ॥ ২২

‘কিন্তু আপনি এমন নিষ্ঠুর হয়ে গেলেন যে শত্রুবলে  
সীতাকে বন্দি কবলেন তথা রাক্ষসগণকে, আমাদের  
মতো অন্তঃপুরিকাদেরকে এবং নিজেদেরকে—এই ত্রীক  
একসাথে বিপদে ফেলে দিলেন

ন কামকারঃ কামং বা তব রাক্ষসপুঙ্গব

দৈবং চেষ্টয়তে সর্বং হতং দৈবেন হনাতো ॥ ২৩

‘রাক্ষসশিরোমণি ! আপনার স্বেচ্ছাচার ই বে  
আমাদের বিনাশে একমাত্র কারণ, এমন নয় দৈব-ই  
সবকিছুর কর্তা। দৈবের দ্বারা মৃত্যুমুখে আকর্ষিত প্রাণীগণ  
নিহত হয় অথবা মৃত্যুবরণ করে।

বানরাণাং বিনাশোহয়ং রাক্ষসানাং চ তে রণে

তব চৈব মহাবাহো দৈবযোগাদুপাগতঃ ॥ ২৪

‘মহাবাহো ! এই সমরে বানরদের, রাক্ষসদের  
এবং আপনার বিনাশ দৈবযোগে ঘটেছে।

নৈবার্থেন চ কামেন বিক্রমেশ ন চাভয়্যা।

শক্যা দৈবগতির্লোকে নিবর্তয়িতুমদাতা ॥ ২৫

‘সংসারে ফলদানে উন্মুখ দৈবের বিধান কৈউই  
অর্থের দ্বারা, ইচ্ছার দ্বারা, পরাক্রমে, আজ্ঞাবলে অথবা  
স্বশক্তিতে পরিবর্তন করতে পারে না।’

বিলেপুর্বেবং দীনাত্তা রাক্ষসাধিপয়োষিতঃ।

কুর্য ইব দুঃখার্তা বাস্পপর্য়াকুলেক্ষণাঃ ॥ ২৬

এই প্রকারে রাক্ষসরাজের স্ত্রীগণ অশ্রু-পূর্ণ নয়নে  
করুণস্বরে কুবরী পক্ষীর ন্যায় বিলাপ করতে লাগল (কুবরী  
হল একপ্রকারের সাদা-বাদামী মৎসভোজী চিলজাতীয় পক্ষী)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥



# একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১১)

মন্দোদরীর বিলাপ তথা রাবণের শবদেহ সংকার

বিলাপমানানাং তদা রাক্ষসয়োষিতাম্।

প্রিয়া দীনা ভর্তারং সমুদৈক্ষত। ১

হতঃ দুষ্টা রামেণাচ্ছিকার্ষণা।

মন্দোদরী তত্র কৃপণা পর্যদেবয়াঃ ॥ ২

রাক্ষসপুত্রনারীরা যখন বিলাপ করছিল তখন

রাবণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তমা পত্নী অতি দুঃখিতচিত্তে পতিকের

সঙ্গে পেলেন। অভাবনীয় কর্মে কুশল ভগবান শ্রীরামচন্দ্র

কর্তৃক পতিদেব দশগ্রীব রাবণকে যুদ্ধে নিহত দেখে

দশগ্রীব করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলেন—

নাম মহাবাহো তব বৈশ্রবণানুজ।

কুমা প্রমুখে হাতুং ব্রহ্মাতাপি পুরন্দরঃ ॥ ৩

‘মহারাজ কুবেরের অনুজ ভ্রাতা ! মহাবাহু

রাক্ষসরাজ ! আপনি ক্ষুব্ধ হলে ইন্দ্রও আপনার সমুখীন

হুতভর পেতেন।

মহাশোহপি গন্ধর্বাশ্চ যশস্বিনঃ।

নাম তবোৎসেগাচারগাশ্চ দিশো গতঃ ॥ ৪

‘বড়-বড় ঋষি, তপস্বী গন্ধর্ব এবং চারণ-ও

আপনার ভয়ে ভীত হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করতেন।

যং মানুষমাত্রেণ রামেণ যুধি নির্জিতঃ।

কৃপণতপসে রাজন্ কিমিদং রাক্ষসেশ্বর ॥ ৫

‘সেই আপনি আজ যুদ্ধে সামান্য মানুষ রামের হাতে

পরাজিত হলেন। রাজন্ ! আপনার কি এ ব্যাপারে লজ্জা হচ্ছে

না? রাক্ষসেশ্বর ! সত্যি বলুন তো, এ কি করে সম্ভব হল ?

ক্বং ব্রৈলোক্যমাত্রেণ প্রিয়া বীর্যেণ চাশ্রিতম্।

অবিহাং জঘান ত্বাং মানুষো বনগোচরঃ ॥ ৬

‘ত্রিভুবন জয় করে আপনি ঐশ্বর্যশালী ও পরাক্রমী

বলে বিপ্রভূত। যুদ্ধে আপনার সদৃশ অসহ্যবিক্রমী বীরকে

কেনন অরণ্যচারী মানুষ কিরাপে নিধন করল ?

দুর্লভাশ্রমবিষয়ে চরতঃ কামরূপিণঃ।

নিশাশ্রব রামেণ সংযুগে নোপপদ্যতে ॥ ৭

‘আপনি এমন জনস্থানেও বিচরণ করতেন যেখানে

যাযু পৌছাতেই পারে না। স্বেচ্ছায় অতিমানুষিক বহুবিধ

রূপ ধারণে কুশলী আপনার তুল্য বীরের শ্রীরামের হাতে

নিহত হওয়া সমর্থন করা যায় না।

ন চৈতৎ কর্ম রামস্য প্রদক্ষ্যামি চমুখৈঃ।

সর্বতঃ সমুপেতস্য তব তেনাভিমর্ষণম্ ॥ ৮

‘সংগ্রামে উন্মুখি সকল দিক থেকেই বিজ্ঞতা

আপনার শ্রীরাম কর্তৃক পরাজয় — এটিকে শ্রীরামের

বীরত্ব — একথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ( কেননা আপনি

রামকে একজন সাধারণ মানুষ বলেই মনে করতেন)।

অথবা রামরূপেণ কৃতান্তঃ স্বয়মাগতঃ।

মায়াং তব বিনাশায় বিদ্যায়াপ্রতিভিক্ৰিতাম্ ॥ ৯

‘অথবা মর্ত্তমান কাল-ই অতিক্রিতে মায়া রচনা করে

আপনার বিনাশার্থে শ্রীরামের হৃদয়বেশে যুদ্ধে উপস্থিত

হয়েছিল।

অথবা বাসবেন ত্বং বর্ষিতোহসি মহাবল।

বাসবস্য তু কা শক্তিত্বাং দ্রষ্টুমপি সংযুগে ॥ ১০

মহাবলঃ মহাবীর্যং দেবশত্রুং মহৌজসম্।

‘মহাবলী বীর ! হয়ত এইটিও সম্ভব যে সাক্ষাৎ ইন্দ্র

আপনাকে ধ্বংস করেছেন ; কিন্তু ইন্দ্রের-ই কা শক্তি

কোথায় যে যুদ্ধে আপনার দিকে চোখ তুলে দেখতে

পারেন ; কেননা আপনি মহাবীর, মহাপরাক্রমী এবং পবন

তেজস্বী দেবশত্রু।

ব্যক্তমেব মহাযোগী পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১১

অনাদিমধ্যনিধনো মহতঃ পরমো মহান্।

তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রেগদাধরঃ ॥ ১২

শ্রীবৎসবন্ধা নিত্যশ্রীরজ্যাঃ শাস্বতো ব্রহ্মঃ।

মানুষং রূপমাত্মায় বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৩

সর্বৈঃ পরিবৃত্তো দেবৈর্বারনরত্মুশাগতঃ।

সর্বলোকেশ্বরঃ শ্রীমাল্লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১৪

স রাক্ষসপরীবারং দেবশত্রুং ভয়াবহম্।

‘নিশ্চিতভাবে শ্রীরামচন্দ্র মহাযোগী এবং সনাতন

পরমাত্মা যিনি আদি, মধ্য ও অন্তহীন। মহৎ অপেক্ষাও

মহীয়ান, তমসার অতীত এবং চরাচরের আত্মাধার, প

পরমেশ্বর, শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, শ্রীবৎস-লাঙ্কিত-

বন্ধুদেশ, সদা লক্ষ্মীযুক্ত, অজেয়, সনাতন ও অব্যয় এবং

নিখিল চরাচরের অধীশ্বর — এইরূপ সত্যপরাক্রমী ভগবান

বিষ্ণু সর্বলোকের হিতাকাঙ্ক্ষায় মানুষের শরীর ধারণ করে

বানররূপে দেবতাগণের সমতিবাহরে সরাঙ্গসকুল  
আপনার (অর্থাৎ, বাবণের) নিধন করেছেন ; কেননা  
আপনি দেবতাদের শত্রু এবং নিখিল জগতের পক্ষে  
ত্রাসজনক ছিলেন।

ইন্দ্রিয়ানি পুরা জিত্বা জিতং ত্রিভুবনং ত্বয়া। ১৫  
শ্রমস্তিরিব তদ্ বৈরমিদ্ভিন্নৈরেব নির্জিতং।

‘প্রাণনাথ ! পূর্বে আপনি ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করে  
ত্রিভুবনবিজয়ী হয়েছিলেন, সেই বৈরিতা শ্রমণে রেখেই  
ইন্দ্রিয়গণ এখন আপনাকে পরাস্ত করেছে।

যদের হি জনহানে রাক্ষসৈর্বহুর্ভিতঃ। ১৬  
ধরন্ত নিহতো ভ্রাতা তদা রামো ন মানুষঃ

‘যখন আমি শুনলাম যে জনহান-এ বহুসংখ্যক  
রাক্ষস দ্বারা পরিবৃত হয়েও আপনার ভ্রাতা খরকে শ্রীরাম  
নিধন করেছেন, তখন থেকে আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে  
শ্রীরামচন্দ্র সাধারণ মানব নয়।

যদৈব নগরীং লঙ্কাং দুস্ত্রবেশাং সুরৈরপি॥ ১৭  
প্রবিশ্তো হনুমান্ বীৰ্য্যং তদৈব ব্যথিতা বয়ম্।

‘যে লঙ্কানগরীতে দেবতাগণেরও প্রবেশ করা  
সুকঠিন, যেখানে শ্রীহনুমান স্বকীয় শক্তিবলে প্রবিষ্ট  
হয়েছে—সে ক্ষণেই আমরা ও বিষয় অমঙ্গলের আশঙ্কায়  
ব্যথিত হয়ে উঠেছিলাম।

ক্রিয়তামবিরোধশ্চ রাঘবেণেতি যদায়া। ১৮  
উচ্যমানো ন গৃহাসি তসোয়ং বাষ্টিয়াগতা।

‘আমি বারংবার বলেছিলাম— প্রাণনাথ ! আপনি  
রঘুনাথের সঙ্গে বৈরিতা করবেন না, কিন্তু আপনি আমার  
কথা শোনে ননি। আজ তারই ফল ফলেছে।

অকস্মাচ্চোড়িকামোহসি সীতাং রাক্ষসপুঞ্জব। ১৯  
ঐশ্বর্যস্য বিনাশায় দেহস্য স্বজনস্য চ।

‘রাক্ষসরাজ ! আপনি নিজের ঐশ্বর্য, শরীর এবং  
স্বজনদের বিনাশার্থে সহসা সীতাকে কামনা করেছিলেন।

অরুণত্যা বিশিষ্টাং তাং রোহিণ্যাশ্চাপি দুর্মতে। ২০  
সীতাং ধর্মগতা মান্যাং ত্বয়া হ্যসদৃশং কৃতম্।

বসুধায়া হি বসুধাং শ্রিয়াঃ শ্রীঃ ভর্তৃবৎসলাম্॥ ২১

‘দুর্মতে ! ভগবতী সীতা অরুণতী ও রোহিণী  
অপেক্ষাও অধিকতর পতিব্রতা। তিনি বসুধারও বসুধা এবং  
শ্রীতমার-ও শ্রীতমা নিজ পতির প্রতি অত্যন্ত অনুব্রতিনী  
এবং সকলের পূজনীয়া। এইরূপ সীতাদেবীর প্রতি আসক্তি

প্রদর্শন করে আপনি অত্যন্ত অনুচিত কাজ করেছিলেন।

সীতাং সর্বানবদ্যাসীমরণো বিজনে শুভাম্।

আনয়িত্বা তু তাং দীনাং হৃদ্যনাহ্নৈবদুঃখম্। ২২  
অপ্রাপ্য তং চৈব কাম্যং মৈথিলীসম্মমে কৃতম্।

পতিব্রতায়াক্ষপসা নুনং দক্ষোহসি মে প্রজো। ২৩

‘হে প্রাণনাথ ! সর্বাসুন্দরী শুভলক্ষণা অসহায়

সীতা নির্জন বনে বাস করছিল। আপনি ছল করে তাকে  
অপহরণ করে আনলেন। এই কাজ আপনার ও স্বকীয়  
রাক্ষসকুলের পক্ষে কলঙ্কজনক ছিল। মিথিলেশকুমারীর  
সাথে মিলের যে আসক্তি আপনার মনের মধ্যে ছিল, তা  
অপূর্ণ থেকে গেল। উপরন্তু সেই পতিব্রতা নারীর তলসার  
আগুনে আপনি অনিবার্যভাবে স্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে  
গেলেন।

তদৈব যন্ন দক্ষত্বং ধর্ময়ঃস্বনুমম্যাম্  
দেবা বিভ্রাতি ত্তে সর্বে সেন্দ্রাঃ সান্নিপুংরোগমাঃ। ২৪

‘তবঙ্গী সীতাকে অপহরণ করার সময়েই যে আপনি  
দক্ষ হয়ে যাননি সেটাই আশ্চর্যের কথা। (অথবা) আপনার  
যে মহিমাবলে ইন্দ্র ও অগ্নি-আদি সকল দেবতাগণ  
আপনাকে ভয় করত, তাই সেক্ষণে আপনাকে বাঁচিয়েছিল,  
অব্যর্থমেব লভতে ফলং পাপস্য কর্মণঃ

ভর্তঃ পর্য্যগতে কালে কর্তা নাত্যত্র সংশয়ঃ॥ ২৫

‘প্রাণবল্লভ ! এতে কোন সন্দেহ নেই যে উপযুক্ত  
সময় সমাগত হলে পাপীকে পাপের পরিণাম অবশ্যই  
ভোগ করতে হয়।

শুভকৃচ্ছুভমাপোতি পাপকং পাপমশুভে।

বিভীষণঃ সুখং প্রাপ্ত্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশ ২৬

‘ভালো কাজ করলে তার ফলভোগ-ও ভালোই হয়,  
মন্দ কাজ করলে পাপের ফল ভুগতে হয়। সেইহেতু  
বিভীষণ সুখ পেল, আর আপনাকে ঈদৃশ পাপ ভোগ করতে  
হল।

সন্তান্যাঃ প্রমদাস্তভ্যং রূপেণাভাধিকাস্ততঃ।

অনঙ্গবশমাপন্নস্তং তু মোহাম বুদ্ধাসো। ২৭

‘আপনার অন্তঃপুরে সীতা অপেক্ষা অধিকতর স্নেহ  
সুন্দরী যুবতিগণ আছে ; কিন্তু কামদেবকর্তৃক বশীভূত হয়ে  
মোহাচ্ছন্ন আপনি এই কথা বুঝতে পারেননি।

ন কুলেন ন রূপেণ ন দাক্ষিণ্যেন মৈথিলী।  
ময়াধিকা বা তুল্যা বা তৎ তু মোহাম বুদ্ধাসো॥ ২৮



‘মিথিলানন্দিনী সীতা না বংশমর্যাদায়, না  
রাজ্যাবশ্যে, না দক্ষিণ্যাদি গুণে আমার অপেক্ষা অধিক,  
স্বধর্মসদৃশা; কিন্তু আপনি মোহের বশে এ-সকল বুঝতে  
পারেননি।

সর্বদা সর্বভূতানাং নাশি মৃত্যুরলক্ষণঃ।  
তব তদয়ং মৃত্যুমৈথিলীকৃতলক্ষণঃ ২৯

‘সংসারে সর্বদা কাহারও মৃত্যু অকারণে হয় না।  
এই নিয়মানুসারে মিথিলার রাজকন্যা সীতা, আপনার  
দুঃস্বরূপ করণ হয়েছে।

সীতানিমিত্তজো মৃত্যুস্তয়া দূরাদুপাস্ততঃ।  
মৈথিলী সহ রামেণ বিশোক বিহরিষ্যতি ৩০  
অরুণায়া ত্বহং যোরে পতিতা শোকসাগরে

‘সীতার অপহরণ থেকে উদ্ধৃত এই মৃত্যুকে আপনি  
গ্রহণ করে এনেছেন মিথিলাসুন্দরী সীতা এখন মনের  
সুখে রামের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করবে কিন্তু আমার সঙ্কীর্ণ  
পুষ্প অল্প, সেইহেতু ক্ষীণপুণ্যা আমি (মন্দোদরী) যোর  
শোকসাগরে পতিতা হলাম।

কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ৩১  
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া  
বিমানেনানুকূপেণ বা যামাতুলয়া শ্রিয়া ৩২  
শশাঙ্গী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংস্ত্রিপ্রগমরা।

সংশিতা কামভোগেভ্যঃ সান্মি বীর বধাৎ তব ৩৩

‘বীর ! এই আমি, যে কিনা বিচিত্র  
বস্ত্রালংকারমাল্যাদির অতুলনীয় শোভায় যথাযোগ্য বিমানে  
আপনার সমভিব্যাহারে কৈলাস, মন্দারচল, মেরুপর্বত,  
চৈত্ররথবন তথা দেবোদ্যানের সকল স্থানে ভ্রমণ এবং  
অন্যান্য বহু দেশে বিচরণ করতাম, সেই আমি আপনার  
মৃত্যুতে সমস্ত প্রকার কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে  
গেলাম।

সৈবান্যেবান্মি সংবৃত্তা যিগ্নরাজ্যং চঞ্চলাং শ্রিয়ম্।  
হা রাজন্ সুকুমারং তে সুকৃ সুবল্লভমুদম ৩৪

কাত্তিশ্রীদুতিভিঃপ্রলম্বদুপদ্বিবারকৈঃ  
কিরীটকূটোজ্জলিতং তাম্রাং দীপ্তকুণ্ডলম্ ৩৫

মদব্যাকুললোলান্ধং ভূত্বা যৎপানভূমিষু।  
বিবিধশঙ্করং চারু বহুম্মিতকথং শুভম্ ৩৬

তদেবাদ্য তবৈবং হি বক্তুং ন ভ্রাজতে প্রভো।  
রামসায়কনির্ভিন্নং রক্তং রুধিরবিস্রবৈঃ ৩৭

‘সীতার অপহরণ থেকে উদ্ধৃত এই মৃত্যুকে আপনি  
গ্রহণ করে এনেছেন মিথিলাসুন্দরী সীতা এখন মনের  
সুখে রামের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করবে কিন্তু আমার সঙ্কীর্ণ  
পুষ্প অল্প, সেইহেতু ক্ষীণপুণ্যা আমি (মন্দোদরী) যোর  
শোকসাগরে পতিতা হলাম।

কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ৩১  
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া  
বিমানেনানুকূপেণ বা যামাতুলয়া শ্রিয়া ৩২  
শশাঙ্গী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংস্ত্রিপ্রগমরা।

সংশিতা কামভোগেভ্যঃ সান্মি বীর বধাৎ তব ৩৩

‘বীর ! এই আমি, যে কিনা বিচিত্র  
বস্ত্রালংকারমাল্যাদির অতুলনীয় শোভায় যথাযোগ্য বিমানে  
আপনার সমভিব্যাহারে কৈলাস, মন্দারচল, মেরুপর্বত,  
চৈত্ররথবন তথা দেবোদ্যানের সকল স্থানে ভ্রমণ এবং  
অন্যান্য বহু দেশে বিচরণ করতাম, সেই আমি আপনার  
মৃত্যুতে সমস্ত প্রকার কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে  
গেলাম।

কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ৩১  
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া  
বিমানেনানুকূপেণ বা যামাতুলয়া শ্রিয়া ৩২  
শশাঙ্গী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংস্ত্রিপ্রগমরা।

বিশীর্ণমোদোমস্তিকঃ রক্তং সান্দনরেণুভিঃ।  
‘আমি রাণী মন্দোদরী আজ অন্য সকল স্ত্রীলোকের  
সমতুল্য হয়ে গেলাম। রাজন্যগণের চঞ্চলা লক্ষ্মীপ্রীকে  
ধিক্ ! হায় রাজন্ ! আপনার যে সুকুমার মুখমণ্ডল, সুন্দর  
জয়মাল, মনোহর স্বক এবং উন্নত নাসিকামুদ্র কান্তি,  
সৌন্দর্য ও দীপ্তি - বথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য ও কমলকে লজ্জা  
দিত ; রাজমুকুটের চূড়ার ঔজ্জ্বল্যে আভাসিত তাম্রাঙ্গ ও  
ওষ্ঠাধর ও দেদীপ্যমান কর্ণকুণ্ডলে সুশোভিত মুখশ্রী,  
মদিরাকুলিত চঞ্চল দৃষ্টি সুশ্রুতি, শুভ ও সুখিষ্ট স্থলিত  
বাগবদান - এই সকল আর সুশোভিত হচ্ছে না ; সেই  
মুখমণ্ডল শ্রীরামের বাণাঘাতের রুধির প্রবাহে রঞ্জিত ও  
বিদীর্ণ হয়েছে এবং মেদ ও মস্তিষ্ক বিশীর্ণ হয়ে গেছে ;  
সৌন্দর্য রথের ধূলায় ধূসরিত হয়ে আছে।

হা পশ্চিমা মে সম্প্রাপ্তা দশা বৈধব্যদায়িনী ৩৮  
বা ময়াহংসীন্ম সযুক্তা কদাচিদপি মন্দয়া।  
‘হয় ! হতভাগিনী আমি যে কথা কোনদিন চিন্তাও  
করিনি, (আপনার মৃত্যুতে) আমার জীবনের বৈধব্যজনক  
সেই অন্তিম অবস্থা এসে পড়ল।  
পিতা দানবরাজ্যে মে ভর্তা মে রাক্ষসেশ্বরঃ ৩৯  
পুত্রো মে শত্রুনির্জের্তা ইত্যহং গর্বিতা ভূষম্।  
‘পিতা আমার দানবধিপতি, রাক্ষসরাজ আমার  
পতি, আমার পুত্র (ইন্দ্রজিৎ) ইন্দ্রজয়ী - এই ভেবে আমি  
অতিশয় গর্বে দিনাতিপাত করতাম।  
দুঃস্মরিতানাং ক্রুরাঃ প্রখ্যাতবলপৌরুষাঃ ৪০  
অকুতশিচছরা নাখা মমেতাসীমতিশ্রব্ধা।  
‘আমার নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল যে আমার রক্তকেরা  
এমন ক্ষমতাসম্পন্ন যে, দর্পিত শত্রুকেও মথিত করতে  
সমর্থ, তাবা ক্রুর, বল ও পৌরুষে বিশ্রুত এবং  
কোনকিছুতেই ভীত-এস্ত নয়।  
তেষামেবংপ্রভাবাণাং যুস্মাকং রাক্ষসর্ষভাঃ ৪১  
কথং ভয়মসমুদ্বং মানুষাদিদমগতম্।  
‘রাক্ষসশিবোমণিগণ ! এইরূপ প্রভাবশালী তোমরা  
এই মনুষ্য থেকে কী করে অজ্ঞাত ভয় পেয়ে গেলে ?  
শ্রীকৈশিকীলনীলং তু প্রাংগুশৈলোপমং মহৎ ৪২  
কেয়ূরান্দদবৈদূর্মুজাহারশুভ্রলম্  
কান্তং বিহারেধধিকং দীপ্তং সংগ্রামভূমিষু ৪৩  
ভাত্যাজরণভাভির্ঘৃদু বিদুস্তিরিব ভোয়দঃ।

‘সীতার অপহরণ থেকে উদ্ধৃত এই মৃত্যুকে আপনি  
গ্রহণ করে এনেছেন মিথিলাসুন্দরী সীতা এখন মনের  
সুখে রামের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করবে কিন্তু আমার সঙ্কীর্ণ  
পুষ্প অল্প, সেইহেতু ক্ষীণপুণ্যা আমি (মন্দোদরী) যোর  
শোকসাগরে পতিতা হলাম।

কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ৩১  
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া  
বিমানেনানুকূপেণ বা যামাতুলয়া শ্রিয়া ৩২  
শশাঙ্গী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংস্ত্রিপ্রগমরা।

সংশিতা কামভোগেভ্যঃ সান্মি বীর বধাৎ তব ৩৩

‘বীর ! এই আমি, যে কিনা বিচিত্র  
বস্ত্রালংকারমাল্যাদির অতুলনীয় শোভায় যথাযোগ্য বিমানে  
আপনার সমভিব্যাহারে কৈলাস, মন্দারচল, মেরুপর্বত,  
চৈত্ররথবন তথা দেবোদ্যানের সকল স্থানে ভ্রমণ এবং  
অন্যান্য বহু দেশে বিচরণ করতাম, সেই আমি আপনার  
মৃত্যুতে সমস্ত প্রকার কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে  
গেলাম।

কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ৩১  
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া  
বিমানেনানুকূপেণ বা যামাতুলয়া শ্রিয়া ৩২  
শশাঙ্গী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংস্ত্রিপ্রগমরা।

সংশিতা কামভোগেভ্যঃ সান্মি বীর বধাৎ তব ৩৩

‘বীর ! এই আমি, যে কিনা বিচিত্র  
বস্ত্রালংকারমাল্যাদির অতুলনীয় শোভায় যথাযোগ্য বিমানে  
আপনার সমভিব্যাহারে কৈলাস, মন্দারচল, মেরুপর্বত,  
চৈত্ররথবন তথা দেবোদ্যানের সকল স্থানে ভ্রমণ এবং  
অন্যান্য বহু দেশে বিচরণ করতাম, সেই আমি আপনার  
মৃত্যুতে সমস্ত প্রকার কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে  
গেলাম।

কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ৩১  
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া  
বিমানেনানুকূপেণ বা যামাতুলয়া শ্রিয়া ৩২  
শশাঙ্গী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংস্ত্রিপ্রগমরা।

সংশিতা কামভোগেভ্যঃ সান্মি বীর বধাৎ তব ৩৩

‘বীর ! এই আমি, যে কিনা বিচিত্র  
বস্ত্রালংকারমাল্যাদির অতুলনীয় শোভায় যথাযোগ্য বিমানে  
আপনার সমভিব্যাহারে কৈলাস, মন্দারচল, মেরুপর্বত,  
চৈত্ররথবন তথা দেবোদ্যানের সকল স্থানে ভ্রমণ এবং  
অন্যান্য বহু দেশে বিচরণ করতাম, সেই আমি আপনার  
মৃত্যুতে সমস্ত প্রকার কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে  
গেলাম।

কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ৩১  
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া  
বিমানেনানুকূপেণ বা যামাতুলয়া শ্রিয়া ৩২  
শশাঙ্গী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংস্ত্রিপ্রগমরা।

সংশিতা কামভোগেভ্যঃ সান্মি বীর বধাৎ তব ৩৩

‘বীর ! এই আমি, যে কিনা বিচিত্র  
বস্ত্রালংকারমাল্যাদির অতুলনীয় শোভায় যথাযোগ্য বিমানে  
আপনার সমভিব্যাহারে কৈলাস, মন্দারচল, মেরুপর্বত,  
চৈত্ররথবন তথা দেবোদ্যানের সকল স্থানে ভ্রমণ এবং  
অন্যান্য বহু দেশে বিচরণ করতাম, সেই আমি আপনার  
মৃত্যুতে সমস্ত প্রকার কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে  
গেলাম।

কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ৩১  
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া  
বিমানেনানুকূপেণ বা যামাতুলয়া শ্রিয়া ৩২  
শশাঙ্গী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংস্ত্রিপ্রগমরা।



তদেবাদা শরীরং তে তীক্ষ্ণৈর্নৈকশরৈশ্চিত্তম্ । ৪৪  
পুনর্দূর্গতসংস্পর্শঃ পরিষক্তঃ ন শকাতে ।

‘শান্তোজ্জ্বল ইন্দ্রনীল ধনিতুলা শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল  
শৃঙ্গের ন্যায় বিশাল তথা কেয়ূব, অঙ্গদ প্রভৃতি হস্তাভরণ,  
বৈদূর্যমণি ও মুক্তগহব এবং পুষ্পমালায়াদিতে সমুজ্জ্বল,  
বিহাবকালে সৌম্য, কিন্তু সংগ্রামে দেদীপ্যমান আপনার সে  
অঙ্গসৌন্দর্য বিদ্যাহরকিতে মেখের ন্যায় অলংকারাদির  
দ্ব্যতিতে উজ্জ্বল দেখাত, সেই শরীর আজ বহুসংখ্যক  
শানিত শ্যামকে পরিকীর্ণ হয়ে গেছে ; অতএব যদিও  
আপনার শাবীক স্পর্শ আমার কাছে আজ থেকে দুর্গত  
হয়ে যাবে, তথাপি আপনার পার্থিব শরীরকে আমি  
আজ্ঞান করতে পাবাই না ।

শুবিষঃ শলসৈবধ্বং বাণৈর্লগ্নৈর্নিরন্তরম্ ॥ ৪৫  
অপিভৈরমসু ভুগং সংহ্রিয়ন্ত্যয়ুবন্ধনম্ ।  
ক্ৰিতৌ নিপতিতঃ রাজন্ শ্যামং বৈ রুধিরচ্ছবিঃ ॥ ৪৬  
বজ্রপ্রহার্যভিহতো বিকীর্ণ ইব পর্বতঃ ।

‘রাজন্ ! যেভাবে সজ্ঞান দেহ কণ্টকে পরিপূর্ণ  
থাকে, সেইপ্রকার আপনার শরীরে এত সংখ্যক বান বিদ্ধ  
হয়েছে যে তিলমাত্র স্থান বাদ পড়েনি । বানসমুদায় আপনার  
মর্মস্থান বিদ্ধ করেছে এবং এই আঘাতে আপনার  
স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেছে । এই অবস্থায় ধরাশায়ী  
আপনার শ্যামবর্ণ শরীর বজ্রাঘাতে বিচূর্ণ শৃঙ্গের ন্যায়  
রুধিরিক্ত হয়ে পড়ে আছে ।

হা স্বপ্নঃ সত্যমেবেদং হুং রামেণ কথং হতঃ ॥ ৪৭  
হুং মৃত্যোরপি মৃত্যুঃ স্যাৎ কথং মৃত্যবশং গতঃ ।

‘নাথ ! একি স্বপ্ন না সত্যি ! হায় ! শ্রীরামের হাতে  
আপনার কীভাবে বিনাশ হল । আপনি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ  
ছিলেন, তাহলে কী করে স্বয়ং মৃত্যুর অধীন হয়ে  
পড়লেন ?

ত্রৈলোক্যবসুভোজারং ত্রৈলোক্যোষেগদং মহৎ ॥ ৪৮  
জৈতারং লোকপালানাং ক্ষেপ্তারং শংকরস্য চ ।  
দৃষ্টানাং

‘আপনি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য ভোগ করেছেন,  
ত্রিভুবনবাসীগণকে মহা-উদ্বেগ দিয়েছেন, রাজন্যদের  
পরাজিত করেছেন, কৈলাসপর্বতের সাথে শিবকেও  
উত্তোলিত করেছেন এবং অহংকারী বীরগণকে সমরে  
বন্দী করে নিজের পরাক্রম প্রকটিত করেছেন ।

লোকক্ষেপ্তারিতারং চ সাধুভূতবিদারণম্  
ওজসা দৃষ্টবাক্যানাং বক্তারং রিপুসমিধৌ ॥ ৪৯

‘আপনি সকল চবাচরকে সংক্ষেপিত করেছিলেন,  
সাধুনাতিবর্গের ত্রিংশাকারী ছিলেন এবং শত্রুদের  
সম্মিথানে বলদর্পে অহংকারপূর্ণ বাক্য বলতেন ।

দ্রুতগতাতোগোস্তারং হস্তারং ভীমকর্মণাম্  
হস্তারং দানবেদ্রাণাং যক্ষাণাং চ মহেশ্বরঃ ॥ ৫০

‘আপনি আপনার সৈন্যদলকে ও সেবকগণকে সজ্ঞ  
করতে সততঃ তৎপর ছিলেন, ভয়ানক পরাক্রমী শত্রুদের  
হত্যাকারী ছিলেন । দানবদের মধ্যে উত্তম বীরগণের এক  
যক্ষগণের হাজার হাজার শূরসমুদায়ের বিনাশক ছিলেন  
নিবাতকবচানাং চ নিগ্রহীতারমাহবে

নৈকযজ্ঞবিলোপ্তারং ভ্রাতারং স্বজনস্য চ ॥ ৫১  
‘সমরাসনে নিবাতকবচ নামক দানবদের বন  
করেছেন, অনেক যজ্ঞ পণ্ড করে দিয়েছেন এবং আইর  
স্বজনগণকে বহুভাবে রক্ষা করেছেন ।

ধর্মব্যবহৃতভোক্তারং মায়ান্তারমাহবে  
দেবাসুরনৃকন্যানামাহর্তারং ততস্ততঃ ॥ ৫২

‘আপনি ধর্মের অনুশাসনকে মানেননি, সমস্ত  
বহুরূপে মায়ার ছলনা সৃষ্টি করেছেন এবং দেবতা, অসুর  
ও মানব কুমারীদের এখান-ওখান থেকে অপহরণ করে  
এনেছেন

শত্রুদ্রীশোকদাতারং নেতারং স্বজনস্য চ  
লঙ্কাদ্বীপস্য গোপ্তারং কর্তারং ভীমকর্মণাম্ ॥ ৫৩

অস্ম্যকং কামভোগানাং দাতারং রথিনাং বরম্  
এবংপ্রভাবং ভর্তারং দৃষ্টা রামেণ পাতিতম্ ॥ ৫৪

হিরান্মি য়া দেহমিমং ধারয়ামি হতপ্রিয়া ।

‘আপনি শত্রুপক্ষীয় কুলবধূগণের শোকদাক্ষ  
আত্মীয়গণের (অর্থাৎ, রাক্ষসকুলের) নেতা, লঙ্কাদ্বীপের  
রক্ষায়িত্ব, ভীমকর্মগণের প্রভু, আমাদের ভোগবিলাসের  
প্রদাতা এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী নিজের প্রিয়  
পতিকে শ্রীরাম কর্তৃক ধরাশায়ী দেখেও যে আমি জীবিত  
রয়েছি—ইহা আমার পাষণ হৃদয়ের পরিচায়ক ।

শরেনেষু মহার্হেষু শয়িত্বা রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৫৫  
ইহ কস্মাৎ প্রমুগ্ধোহসি ধরণ্যাং রেণুজপ্তিতঃ

‘রাক্ষসরাজ ! মহার্যা শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত আপনি  
কি করে ধূলিধূসরিত হয়ে ভূমিতে শয্যা গ্রহণ করেছেন

যা মে তনয়ঃ শস্তো লক্ষ্মণেনৈবজিদ্ যুধি॥ ৫৭  
তুভিহতা তীরমদ্য ত্বমিন্ নিপাতিতা।

‘যেদিন আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে লক্ষ্মণ কর্তৃক  
নিহত হল সেদিন আমি অন্তরে গভীর শোকে আহত  
হয়েছিলাম ; কিন্তু আজ আপনার মৃত্যুতে আমারও যেন  
দুঃখ হল।

গং বজ্জনৈহীনা হীনা নাথেন চ ত্বয়া॥ ৫৮  
বহীনা কামভোগৈশ্চ শোচিষো শাশ্বতীঃ সমাঃ।

‘এমতাবস্থায় স্বজনবহুহীন আমি আপনার বিয়োগে  
ঐর্ষ্যাদি ভোগে বঞ্চিত হয়ে অনাদিকাল শোক করতে  
ধাক্কা।

প্রপদো দীর্ঘমক্ষানং রাজমদ্য সুদুর্গমম্॥ ৫৯  
নর মামপি দুঃখার্থাং ন বর্তিষ্যে ত্বয়া বিনা।

‘রাজন্ ! আজ আপনি যে অতি দুর্গম ও সুদীর্ঘ পথে  
যাত্রা করেছেন, আমার মতো দুঃখিনীকেও সেই পথেই  
(সঙ্গে) নিয়ে চলুন। আপনার বিয়োগবিরহে আমি বাঁচতে  
পারব না।

কমাং ত্বং মাং বিহায়েহ কৃপণাং গল্পমিচ্ছসি॥ ৬০  
দীনাং বিলপতীঃ শ্রদাং কিং চ মাং নাতিভাষসে।

‘হায় ! আমার মতো সহায়হীনাকে এখানে রেখে  
আপনি কি কারণে অন্যত্র যাত্রা করছেন ? রোক্তব্যমানা এই  
দীন অভাগিনীর সঙ্গে কেন আপনি কথা বলছেন না ?

দুষ্টা ন খল্বভিত্রুক্কো মামিহানবশুষ্টিতাম্ ৬১  
নির্গতাং নগরদ্বারাং পদভ্যামেবাগতাং প্রভো।

‘প্রভো ! আজ আমার মুখমণ্ডল অনবশুষ্টিত, আমি  
নগরদ্বার দিয়ে পদব্রজে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি। এতদবস্থায়  
আমাকে দেখে আপনি কেন ত্রুষ্ক হচ্ছেন না ?

পশোষ্টদার দারাংস্ত্রে ব্রষ্টলজ্জাবশুষ্ঠনান্ ৬২  
বহির্নিষ্পতিতান্ সর্বান্ কথং দুষ্টা ন কুপাসি।

‘আপনার নিজ স্ত্রীবর্গের প্রতি অতিশয় প্রেম ছিল।  
আজ আপনার সকল প্রিয় স্ত্রীবৃন্দ লজ্জা ত্যাগ করে ও  
অশুষ্ঠন ছেড়ে অন্তঃপুর থেকে বাহিরে এখানে এসেছে।  
তাদের নিবীক্ষণ করে কেন আপনার ক্রোধ হচ্ছে না ?

অমাং ক্রীডাসহায়স্তেহনাথো লালপ্যাতে জনঃ॥ ৬৩  
ন চৈনমাশ্রাসয়সি কিং বা ন বহুমন্যসে।

‘নাথ ! আপনার ক্রীডাসহচরী এই মন্দোদরী আজ  
অনাথা হয়ে বিলাপরতা, আপনি কেন তাকে আশ্রয়

করছেন না অথবা আদবে কাছে ডাকছেন না ?

যাতুরা বিশ্বা রাজন্ কৃত্বা নৈকাঃ কুলদ্রিয়ঃ॥ ৬৪

পতিব্রতা ধর্মরতা শুরুশুশ্রবণে রতাঃ

তাভিঃ শোকভিত্তাভিঃ শস্তঃ পরবশং গতঃ। ৬৫

ত্বয়া বিপ্রকৃতভিচ্চ তদা শস্তদ্বদাগতম্।

‘রাজন্ ! আপনি অনেক পতিব্রতা, ধর্মপরায়াণা,  
শুরকজনগণের সেবায় নিরতা বহু কুলললনাকে পতিহীন  
করেছেন এবং অপমানিত করেছেন। অতএব তখন তারা  
শোকসম্প্রপ্ত হৃদয়ে আপনাকে অভিলাপ দিয়েছে। তাদের  
অভিশাপের পরিণামস্বরূপ আপনি শত্রু এবং মৃত্যুর অধীন  
হয়ে পড়েছেন।

প্রবাদঃ সত্যমেবায়ং ভাং প্রতি প্রায়শো নৃপ। ৬৬  
পতিব্রতানাং নাকস্মাৎ পতন্ত্যশ্রুণি ভূতলে।

‘মহারাজ ! পতিব্রতাদের অশ্রুশ্রোচন ধরাতলে  
কখনও ব্যর্থ হয় না এই প্রবচন আপনার ব্যাপারেও প্রায়  
সঠিক প্রমাণিত হয়েছে

কথং চ নাম তে রাজ্ঞোল্লোকানাক্রমা তেজসা। ৬৭  
নারীচৌর্যমিদং ক্ষুদ্রং কৃতং শৌচীর্যমানিনা।

‘রাজন্ ! আপনি স্বকীয় শক্তিতে ত্রিভুবন আক্রমণ  
করতঃ নিভেকে বিশাল শূরবীর বলে মনে করতেন, তবুও  
পবিত্রীহরণরূপ নীচ কর্ম আপনি কেমন করে করলেন ?

অপনীয়াশ্রমাদ্ রামং যযুগচ্ছত্বনা ত্বয়া॥ ৬৮  
অনীতা রামপত্নী সা অপনীয় চ লক্ষ্মণম্।

‘কৌশলে দ্বায়াবী সোনার হরিণ কর্তৃক শ্রীরাম ও  
অনুজ লক্ষ্মণকে অরণ্যের আশ্রম থেকে দূরে টেনে নিয়ে  
গিয়ে একাকিনী শ্রীরামজায়া সীতাকে অপহরণপূর্বক এখানে  
নিয়ে আসা হল ; এটি আপনার পক্ষে নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়  
চারিত্রিক দুর্বলতা।

কাতর্যং চ ন তে যুদ্ধে কদাচিত্ সংস্মরামাহম্ ৬৯  
তৎ তু ভাগ্যবিপর্যাসামুনং তে পক্ললক্ষণম্।

‘যুদ্ধে আপনার চারিত্রিক কাতরতা দেখেছি বলে  
আমার মনে পড়ে না, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেদিন  
সীতা অপহরণের কালে নিশ্চয় আপনি কাতর হয়ে  
পড়েছিলেন, যা আপনার আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন  
কবছিল।

অতীতানাগতার্থজ্ঞো বর্তমানবিচক্ষণঃ॥ ৭০  
মৈথিলীমাছুতাং দুষ্টা ধাত্বা নিঃশ্বসা চায়তম্।



সত্যবাক্ স মহাবাহো দেবরো মে যদ্রবীং ৭১  
অয়ং রাক্ষসমুখ্যানাং বিনাশঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।

‘মহাবাহো ! আমার দেবর বিভীষণ সত্যবাক্, ভূত ও ভবিষ্যতের বিচারে পারদর্শী এবং বর্তমান কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে কুশলী। সে আপনার দ্বারা অপহৃত মৈথিলীকে দেখে, ক্ষণকাল চিন্তাপূর্বক দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল যে এবার প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের বিনাশকাল আসন্ন। তার কথা সত্য প্রমাণিত হল।

কামক্রোধসমুখেন বাসনেন প্রসঙ্গিনা ॥ ৭২  
নিবৃত্তত্বংকৃতেনার্থঃ সোহয়ং মূলহরো মহান্  
ত্বয়া কৃতমিদং সর্বমনাথং রাক্ষসং কুলম্ ॥ ৭৩

‘কামজ ও ক্রোধজ অত্যাশক্তি হেতু আপনার সকল ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়েছে এবং মূলঘাতী মহা অনর্থ ঘটে গেছে। আজ আপনি সমগ্র রাক্ষসকুলকে অনাথ করে দিয়েছেন। নহি ত্বং শোচিতব্যো মে প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ।

স্ত্রীস্বভাবাং তু মে বুদ্ধিঃ কারুণ্যো পরিবর্ততে ॥ ৭৪

‘আপনি শক্তি ও পৌরুষের মহিমায় বিখ্যাত ছিলেন, অতএব আপনার জন্য শোক করা সাজে না ; তবু স্ত্রীসুলভ স্বভাববশতঃ আমার বোধবুদ্ধি করুণায় পর্ববসিত হচ্ছে।

সুকৃতং দুহৃতং চ ত্বং গৃহীত্বা স্বাং গতিং গতঃ  
আত্মানমনুশোচামি ত্বদ্দিনাশেন দুঃখিতাম্ ॥ ৭৫

‘আপনি আপনার পাপ-পুণ্য অনুসারে নিজের বীরোচিত গতি লাভ করেছেন। আপনার মৃত্যুতে দুঃখিনী আমার নিজের জন্য বরং শোক হচ্ছে।

সুহৃদাং হিতকামানাং ন শ্রুতং বচনং ত্বয়া।

স্নাতৃণাং চৈব কাৎক্ষ্যেন হিতমুক্তং দশানন ॥ ৭৬

‘মহারাজ দশানন ! আপনি না শুনলেন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবদের কথা, না মানলেন আপনার সকল ভাইদের হিতোপদেশ।

হেতুর্থযুক্তং বিধিবচ্ছেয়ঙ্গরমদারুণম্।

বিভীষণেনাভিহিতং ন কৃতং হেতুমং ত্বয়া ॥ ৭৭

‘বিভীষণের বচন যুক্তিযুক্ত, প্রয়োজনাত্মক, শাস্ত্রাদিসম্মত, মঙ্গলজনক এবং সবিনয়ে (আপনার কাছে) নিবেদিত ছিল। কিন্তু বিভীষণের এই সকল উত্তম যুক্তিসঙ্গত কথায় আপনি সম্মত হলেন না।

মারীচকুপ্তকর্ণাভ্যাং বাকাং মম পিতৃত্বথা।  
ন কৃতং বীর্যমন্তেন তসোদং ফলমীদৃশম্ ॥ ৭৮

‘শক্তি ও পৌরুষের অহংকারে মত্ত আপনি মারীচ, কুপ্তকর্ণ এবং আমার দানবাধিপতি পিতৃদেবের মুখনিঃসৃত বাকা অনুমোদন করেননি। এই ইচ্ছে তার পরিণাম।

নীলজীমূতসংকাশ গীতান্নর শুভান্নদ  
স্বগাত্রাণি বিনিষ্কিণা কিং শেষে রুধিরাবৃতঃ ॥ ৭৯

‘প্রাণনাথ ! নীলমেঘসদৃশ আপনার শ্যাম গাত্রবর্ণ। সেই শরীরে গীতবস্ত্র ও হস্তে বাজুবন্ধে সুসজ্জিত থাকতে অভ্যস্ত আপনি কেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন শরীরে ব্রজান্ত হয়ে ভূমিশয়্যায় পড়ে আছেন ?

প্রসুপ্ত ইন শোকার্ভাং কিং মাং ন প্রতিভাসে।

‘আমি শোকে পীড়িত হচ্ছি আর আপনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন পুরুষের ন্যায় আমার কথার কোনো উত্তর দিচ্ছেন না, নাথ ! এরকম কেন হচ্ছে ?

মহাবীর্যস্য দক্ষস্য সংযুগেধপলায়িনঃ ৮০  
যাতুধানস্য দৌহিত্রীং কিং মাং ন প্রতিভাসে।

‘আমি (মন্দোদরী) মহাপরাক্রমী, যুদ্ধকুশল এবং রণভূমিতে অবিচল সুমালী নামে খ্যাত বান্ধবের দৌহিত্রী (নাতিনী) ; আপনি আমার সঙ্গে কেন কথা বলছেন না ? উত্তীষ্ঠোত্তীষ্ঠ কিং শেষে নবে পরিভবে কৃতে ৮১  
অদা বৈ নির্ভয়া লঙ্কাং প্রবিষ্টাঃ সূর্যবশ্যঃ।

‘রাক্ষসরাজ ! ধূলিশয়্যায় ছেড়ে উঠুন। শ্রীরাম কর্তৃক অদ্যতন পরাভবের পরেও কেন শায়িত বয়েছ ? আজকেই সূর্যের কিরণজাল নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশাধিকার পেয়েছে। যেন সূর্যসে শত্রু সমরে সূর্যবর্চসা ৮২  
বজ্রং বজ্রধরস্যেব সোহয়ং তে সত্যচিহ্নঃ।

রণে বহুপ্রহরণো হেমজালপরিমৃতঃ ৮৩  
পরিঘো ব্যবকীর্ণস্তে বাণৈশ্চিহ্নঃ সহস্রাঃ।

‘বীর ! আপনি সমরারঙ্গনে সূর্যতুল্য তেজস্বী যে পরিঘ দ্বারা শত্রুসংহার করতেন, বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রের মতো নিয়ত যে পরিঘকে পূজা করতেন, যুদ্ধে বহুপ্রাণহন্ত ও হেমজালিকায় মণ্ডিত আপনার সেই পরিঘ শ্রীরামের বাণে হাজার হাজার ভগ্নাংশে বিভক্ত হয়ে রণভূমিতে ইতস্ততঃ পড়ে আছে।

প্রিয়ামিবোপসংগৃহ্য কিং শেষে রণমেদিনীম্ ৮৪  
অপ্রিয়ামিব কম্মাচ্চ মাং নেচ্ছসাভিভাবিতুম্।

‘প্রাণনাথ ! আপনি আপনার প্রিয়তমা পত্নীর মতো রণভূমিকে আলিঙ্গন করে কেন শায়িত আছেন ? কেনই



বা অপ্রিয়া মনে করে আমার সঙ্গে বার্তালাপ করতে চাইছেন না ?

ধিগন্ত হৃদয়ঃ যস্য মমেন্দং ন সহস্রথা ॥ ৮৫  
কুয়ি পঞ্চত্বমাশ্রমে ফলতে শোকপীড়িতম্ ।

‘আপনার মৃত্যুতে আমার হৃদয় সহস্রথা বিভক্ত হয়ে যায়নি ; অতএব আমার ন্যায় পাষণহৃদয় নারীকে ধিক্ ॥’  
ইত্যেবং বিলপন্তী সা বাস্পপর্মাঙ্কুলেক্ষণা ॥ ৮৬

শ্লেষোপক্লেষহৃদয়া তদা মোহমুপাগমৎ ।  
কল্যাণভিত্তা সমা বভৌ সা রাবণোরসি ॥ ৮৭

সন্ধ্যানুরঞ্জে জলদে দীপ্তা বিদুদিবোজ্জ্বলা ।  
এইভাবে বিলাপ করতে করতে মন্দোদরীর

নেত্রযুগল অশ্রুসজল হয়ে পড়ল এবং শ্লেষার্শ্রদয়ে তিনি মুর্ছিতা হয়ে রাবণের বক্ষোপরি পতিত হইলেন ।  
এমতাবস্থায় সংজ্ঞাশূন্যা দুঃখিনী মন্দোদরী গোখুলিবেলায়

রক্তিম মেঘমালার গায়ে বিদ্যুজ্বলতার ন্যায় শোভিতা হইলেন ।  
তথাগতাং সমুখাপ্য সশস্ত্রাতাং ভৃশাতুরাঃ ॥ ৮৮

পর্ববাহুপরায়াসু রুদন্ত্যো রুদ্ধভীঃ ভৃশম্  
মন্দোদরীর অত্যন্ত শোকাতুরা সপত্নীগণ তাঁকে

এমতাবস্থায় দেখে সমুথিত করলেন এবং নিজেরাও ক্রন্দন করতে-করতে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন ।  
কিং তে ন বিদিতা দেবি লোকানাং স্থিতিরপ্রভা ॥ ৮৯

দশাবিভাগপর্যায়ৈ রাজ্ঞাং বৈ চক্ষুলাঃ শ্রিয়ঃ ।  
সপত্নীগণ (মন্দোদরীকে) বললেন - ‘মহারানী !

আপনি কি জ্ঞানেন না যে সংসারের স্বরূপ অস্থির । অবস্থার বিপর্যয় হলে রাজলক্ষ্মীও চক্ষুলা হয়ে যান ।’  
ইত্যেবমুচ্যামান্য সা সশব্দং প্ররুরোদ হ ॥ ৯০

সপত্নী তদাশ্রয়ে শুনৌ বক্তুং সুনির্মলম্ ।  
সপত্নীগণ এইরূপ বলতে থাকলে মন্দোদরী

শফটস্বরে কাঁদতে লাগলেন । তখন তাঁর স্তনযুগল ও সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল অশ্রুজলে স্নাত হয়ে গেল ।  
এতশ্লিষন্তরে রামো বিভীষণমুবাচ হ ॥ ৯১

সংস্কারঃ ক্রিয়তাং ভ্রাতৃঃ স্ত্রীগণঃ পরিসাঙ্ঘ্যতাম্ ।  
তখন শ্রীরাম বিভীষণকে বললেন - ‘এই সকল

স্ত্রীগণকে ধৈর্য ধরতে বলো এবং নিজের অগ্রজ ভ্রাতার দাহসংস্কার সমাধা করো ।’  
তমুবাচ ভতো দীমান্ বিভীষণ ইদং বচঃ ॥ ৯২

বিমৃশ্য বৃক্ষা প্রপ্লিতং ধর্মার্থসহিতং হিতম্ ।  
শ্রীরামের বাক্য শুনে বুদ্ধিমান বিভীষণ

(শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ার জন্য) বিচার-বিবেচনাপূর্বক তাঁকে ধর্মার্থযুক্ত বিনীত এবং হিতকর বচন বললেন -  
তাজ্জধর্মব্রতং ক্রুরং নৃশাসনমুত্তমং তথা ॥ ৯৩

নাহসর্হামি সংকটুং পরদারভিমর্শনম্ ।  
‘ভগবন্ ! যে ধর্ম এবং সদাচার বর্জন করেছিল, যে

ছিল ক্রুর, নির্দয়, অসত্যভাষী এবং পরস্পরস্পর্শকারী তাঁর দাহসংস্কার আমার উচিত বলে মনে হয় না ।  
ভ্রাতৃলগ্নো হি মে শত্রুরেষ সর্বহিতে রতঃ ॥ ৯৪

রাবণো নার্ষতে পূজাং পূজ্যোহপি গুরুগৌরবাৎ ।  
‘সকলের অমঙ্গলকারী রাবণ আমার ভ্রাতৃলগ্নী শত্রু ।

যদিও আমার অগ্রজ হওয়ায় গুরুজনোচিত পূজা তার প্রাপ্য, তথাপি আমার দ্বারা সংস্কার পাওয়ার যোগ্য সে নয় ।  
নৃশংস ইতি মাং রাম ধক্ষান্তি মনুজা ভুবি ॥ ৯৫

শ্রদ্ধা তস্যাত্মন্যনু সর্বে বন্দ্যন্তি সুকৃতং পুনঃ ।  
‘শ্রীরাম ! আমার এই উক্তি শুনে পৃথিবীর মনুষ্যকুল

আমাকে ক্রুর বলবে, কিন্তু যখন তারা রাবণের দোষসমুদায়ের কথা জানবে, তখন সকলে আমার সিদ্ধান্তকে উচিত বলে তাববে ।’  
তচ্ছ্রুয়া পরমপ্রীতো রামো ধর্মভ্রাতাং বরঃ ॥ ৯৬

বিভীষণমুবাচেনং বাক্যজং বাক্যকোবিদঃ ।  
বিভীষণের এই সকল কথায় শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্ন

হলেন । তিনি বাক্যপ্রয়োগে অভিজ্ঞ ছিলেন ; অতএব কথার তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম বিভীষণকে বললেন -  
তবাপি মে প্রিয়ং কার্যং স্বত্বপ্রভাবায়ুজা জিতম্ ॥ ৯৭

অবশ্যং তু ক্রমং বাচ্যো মম্বা স্বং রাক্ষসেশ্বর ।  
‘রাক্ষসরাজ ! আমার উচিত তোমার ও হিতসাধন ;

কেমনা তোমার প্রভাবে আমার বিজয় হয়েছে । আমার অবশ্যই তোমাকে উচিত পরামর্শ দান করা প্রয়োজন ।  
অধর্মানুতসংযুক্তঃ কামঃ হেষ নিশাচরঃ ॥ ৯৮

তেজস্বী বলবাহুরঃ সংগ্রামেষু চ নিত্যশঃ ।  
‘রাক্ষস রাবণ নিঃসন্দেহে অধার্মিক ও অসত্যভাষী ;

সংগ্রামে সদা তেজস্বী, বলবান তথা শূরবীর ।  
শতক্রতুমুখৈর্দেবৈঃ ক্রয়তে ন পরাজিতঃ ॥ ৯৯

মহাস্তা বলসম্পন্নো রাবণো লোকরাবণঃ ।  
‘শোনা যায় ইন্দ্রাদিদেবগণও তাকে পরাস্ত করতে

শোনা যায় ইন্দ্রাদিদেবগণও তাকে পরাস্ত করতে

পারেননি। ত্রিভুবনকে কাঁদাতে সক্ষম রাবণ শক্তি-  
সামর্থ্যসম্পন্ন ও মহামনসী ছিল।

মরণান্তানি বৈরাগি নির্বৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্॥ ১০০  
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপোষ যথা তব।

‘শত্রুতা মৃত্যু পর্যন্তই ছায়া হতে পারে, মৃত্যুর  
পর নয়। আমাদের প্রয়োজন এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে।  
অতএব এক্ষণে রাবণ যেমন তোমার ভ্রাতা, তেমনি  
আমারও ভ্রাতৃপ্রতিম। এখন তুমি তার দাহসংস্কারাদি  
সম্পন্ন করো।

ত্বংসকাশান্নবাহো সংস্কারং বিধিপূর্বকম্॥ ১০১  
ক্ষিপ্ৰমহতি ধর্মেণ ত্বং যশোভাগু ভবিষ্যসি।

‘মহাবাহো ! ধর্মানুসারে রাবণ তোমার দ্বারা শীঘ্রই  
শাস্ত্রানুমোদিত দাহসংস্কার পাওয়ার যোগ্য এবং এই  
সকল কৃত্য সম্পন্ন করলে তুমি যশোভাগী হবে।’

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণো বিভীষণঃ। ১০২  
সংস্কারয়িতুমায়েতে ভ্রাতরং রাবণং হতম্।

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শোনার পর বিভীষণ নিহত ভ্রাতা  
রাবণের মরণান্ত কৃত্যাদি করতে হ্রায় যত্ববান হলেন।

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ॥ ১০৩  
রাবণস্যাগ্নিহোত্রং তু নির্যাপয়তি সত্বরম্।

রাক্ষসরাজ বিভীষণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে  
রাবণের অগ্নিহোত্রকে বিধিপূর্বক হ্রায় সমর্পিত করে  
দিলেন।

শকটান্ দারুক্রপাণি অগ্নিন্ বৈ যাজকাস্তথা। ১০৪  
তথা চন্দনকাষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধানি চ।

অগুরুণি সুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ সুরভীংস্তথা॥ ১০৫  
মণিমুক্তাপ্রবালানি নির্যাপয়তি রাক্ষসঃ

তদনন্তর বিভীষণ শকট, কাষ্ঠকণ্ডসমুদায়, অগ্নিহোত্র  
থেকে অগ্নিসমূহ, যাজিক পুরোহিতবৃন্দ, চন্দনকাষ্ঠ,  
অন্যান্য বহুবিধ কাষ্ঠখণ্ডাংশ, সুরভিত অগুরু, অন্য সকল  
সুগন্ধযুক্ত পদার্থ, মণি, মুক্তা এবং প্রবাল প্রভৃতি একত্রিত  
করলেন।

আজগাম মুহূর্তেন রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ॥ ১০৬  
ততো মাল্যবতা সার্থং ক্রিয়ামেব চকার সঃ।

রাক্ষসগণপরিবৃত্ত বিভীষণ মুহূর্তমধ্যে ফিরে এলেন  
এবং মাল্যবানকে সঙ্গে নিয়ে দাহসংস্কারের প্রস্তুতিপর্ব  
সম্পূর্ণ করলেন।

সৌবলীং শিবিকাং দিব্যমারোপ্য কৌমবাসসম্॥ ১০৭  
রাবণং রাক্ষসাবীশমশ্রবণমুখা দ্বিজাঃ।

তুর্যঘোষৈশ্চ বিবিধৈঃ শ্রবস্তিস্তাভিনন্দিতম্। ১০৮

রাক্ষসরাজ রাবণকে বিবিধ বাদ্য নিদান সহকারে  
স্তুতিতে অভিনন্দিত করে, বেশী বস্ত্রে আবৃত অবস্থায়  
সোনার দিকা পাঙ্কীতে শায়িত করা হলে রাক্ষসবংশীয়  
ব্রাহ্মণেরা অশ্রুসজল নয়নে তথায় দণ্ডায়মান হলেন।

পতাকাভিষ্ট চিত্রাভিঃ সুমনোভিষ্ট চিত্রিতাম্।

উৎক্ষিপ্য শিবিকাং তাং তু বিভীষণপুনোগমাঃ॥ ১০৯

দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে গৃহ্য কাষ্ঠানি ভেজিরে।

রাবণের শিবিকাকে বিচিত্র পতাকা তথা  
পুষ্পরাজিতে সজ্জিত করা হলে সেইটি বর্ণময় শোভা  
ধারণ করল। তখন বিভীষণাদি রাক্ষসবৃন্দ স্তম্ভে তুলে  
শিবিকা বহন করতে লাগলেন ; অন্যান্যারা শবদাহনার্থে  
শুদ্ধ কাষ্ঠখণ্ড হাতে হাতে নিয়ে দক্ষিণদিকে শ্মশানভূমির  
দিকে অগ্রসর হল।

অগ্নয়ো দীপ্যমানাস্তে তদাধ্বর্বসুমীরিতাঃ॥ ১১০

শরণাভিগতাঃ সর্বে পুরস্তাৎ তস্য তে যমুঃ।

যজুর্বেদীয় যাজিকগণ কর্তৃক উদ্দীপিত ত্রিবিধ অগ্নি  
প্রজ্বলিত হয়ে উঠল সেই অগ্নিসকল মাটির সরায়ে রাখা ছিল  
এবং পুরোহিতগণ সেগুলি শবের অগ্রে অগ্রে বহন  
করতে লাগলেন।

অস্তঃপুরাণি সর্বাণি রুদমানানি সত্বরম্॥ ১১১

পৃষ্ঠতোহনুযযুস্তানি প্লবমানানি সর্বতঃ।

অন্তঃপুরনারীরা কাঁদতে কাঁদতে স্থলিতপায়ে শবের  
অনুগমন করতে লাগলেন।

রাবণং প্রয়তে দেশে ছাপা তে ভৃশদুঃখিতাঃ॥ ১১২

চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ।

বান্ধ্যা সংবর্তয়ামাসু রাক্ষবাস্তরণাবৃতাম্। ১১৩

অগ্নগামী হয়ে রাবণের শিবিকাকে একটি পুত-পবিত্র  
পরিসরে নামিয়ে অতিশয় দুঃখিত বিভীষণাদি রাক্ষসেরা  
মলয়-চন্দন কাষ্ঠে, পদুক, উশীর তথা অন্য নানাবিধ চন্দন  
দ্বারা বেদবিহিত রীতিতে চিতা নির্মাণ করলেন এবং  
তদুপরি রংকু নাম যুগের চর্ম বিস্তৃত করে দিলেন।

প্রচকু রাক্ষসেন্দ্রস্য পিতৃমেধমনুভ্রমম্।

বেদিং চ দক্ষিণাপ্রাচিঃ যথাহানং চ পাবকম্॥ ১১৪

পৃষদাজ্যেন সম্পূর্ণং ক্রবং ক্রজে প্রচিক্ষিপুঃ।



শকটং প্রাপুরুবোশোলুখলং তদা ॥ ১১৫

মৃগচর্মোপরি শবদেহকে শায়িত করে বিভীষণাদি  
রাক্ষসেরা উত্তম রীতিতে শবের পিতৃমেধ (দাহসংস্কার)  
করলেন; চিতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেদী নির্মাণ করে  
জুগেরি যথাযথস্থানে অগ্নিত্রয়কে স্থাপন করলেন। এবার  
দক্ষিণমিশ্রিত ঘৃতপূর্ণ ক্রবা রাবণের স্বকোপরি রাখলেন;  
অনন্তর পদদ্বয়ে শকট এবং জঙ্ঘায় উলুখল রাখলেন।  
গুরুপাত্রাণি সর্বাণি অরুণিঃ চোত্তরারণিম্।

দ্বা তু মুসলং চান্যং যথাস্থানং বিচক্রমুঃ ॥ ১১৬  
তথা কাষ্ঠের সকল পাত্র, অরুণি, উত্তরারণি এবং  
মুসলাদিও যথাযথ স্থানে রেখে তারা চিতাকে ঘিরে  
দাঁড়ালেন।

শাদ্রুদুষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ।  
তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ ॥ ১১৭  
পরিপূরনিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন।  
গন্ধৈর্মাল্যৈরলঙ্কৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ ॥ ১১৮

বেদোক্ত বিধি এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রণীত  
কল্পসূত্রানুসারে সকল কার্য সম্পন্ন করা হল। তখন  
রাক্ষসেরা তাদের প্রথা অনুযায়ী (মেধ্য) পশুকে হত্যা করে  
রাক্ষসরাজের চিতার উপরে বিছানো মৃগচর্মকে ঘৃত দ্বারা  
প্রলিপ্ত করে দিল এবং পুনরায় রাবণের শবদেহকে চন্দন  
ও পুষ্পরাজিতে সাজিয়ে সকলে অন্তরে দুঃখানুভব করতে  
লাগল।

বিভীষণসহায়ান্তে বৈশ্রবচ বিবিধৈরপি।  
লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্থথা ॥ ১১৯  
অতঃপর বিভীষণ সহ অন্যান্য রাক্ষসেরা চিতার  
উপরে নানাবিধ বস্ত্র ও খই ছড়িয়ে দিতে লাগল।  
সেইসময়ে তাদের মুখমণ্ডল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে  
আসছিল।

স দদৌ পানকং তস্য বিধিযুক্তং নিভীষণঃ।  
স্নাত্বা চৈন্দ্রবস্ত্রেন তিলান্ দর্ভনিমিশ্রিতান্ ॥ ১২০  
উদকেন চ সন্মিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্।

তাঃ ত্রিগোহনুনমামাস সান্নমিদ্ভা পুনঃ পুনঃ ॥ ১২১  
এমন সময়ে বিভীষণ বিধিসম্মত উপায়ে চিতায়  
অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর স্নান করে সিক্ত বস্ত্রে তিনি  
তিল, কুশল ও জল দ্বারা বিধিবৎ রাবণকে অঞ্জলি করে জল  
দান করলেন এবং রাবণের স্ত্রীগণকে বারংবার সান্ননা  
দিয়ে ঘরে ফেরার অনুরোধ করতে লাগলেন।

গম্যতামিতি তাঃ সর্বা বিবিধগণং ততঃ।  
প্রবিষ্টাসু পুরীং স্ত্রীষু রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।  
রামপার্শ্বমুপাগম্য সমতিষ্ঠদ্ বিনীতবৎ ॥ ১২২

‘মহলে কিরে চলুন’— বিভীষণের এইরূপ আদেশ  
শ্রবণে স্ত্রীগণ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। স্ত্রীসকল  
অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে রাক্ষসরাজ বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের  
সন্নিধানে বিনীতভাবে এসে দাঁড়ালেন।  
রামোহপি সহ সৈন্যেন সসুগ্রীবঃ সলঙ্ঘণঃ।  
হর্ষং লেভে রিপুং হত্বা বৃত্রং বজ্রধরো যথা ॥ ১২৩  
লঙ্ঘণ, সুগ্রীব এবং সমস্ত সৈন্যদের সাথে  
শ্রীরামচন্দ্র শত্রুকে বধ করে অতিশয় আনন্দ অনুভব  
করলেন, যেমনটি বজ্রধারী ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিধনের পরে  
অনুভব করেছিলেন।  
ততো বিমুক্তা সশরং শরাসনং  
মহেন্দ্রদত্তং কবচং স তন্মহৎ।

বিমুচ্য রোষং রিপুনিগ্রহাৎ ততো  
রামঃ স সৌম্যমুপাগতোহরিহা ॥ ১২৪  
তদনন্তর ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত ধনুঃ, বাণ এবং বিশাল  
কবচ খুলে এবং শত্রুর মৃত্যু হওয়ায় ক্রোধকেও পরিত্যাগ  
করে শত্রুসূদন শ্রীরাম শান্তভাবে ধারণ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১১ ॥  
মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥



## দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১২)

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক শ্রীহনুমানের মাধ্যমে সীতার প্রতি সান্দেহ প্রদান

তে রাবণবধঃ দুষ্টা দেবগন্ধর্বদানবঃ  
জঘ্নুঃ স্বৈঃ স্বৈর্বিমানেভ্যে কথয়ন্তঃ শুভাঃ কথাঃ ॥ ১

দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবগণ রাবণ বধের দৃশ্য  
প্রত্যক্ষ করে শুভ বার্তালাপ করিতে-করিতে নিজ-নিজ  
বিমানের দ্বারা যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন

রাবণস্য বধঃ ঘোরঃ রাঘবস্য পরাক্রমম্।  
সুযুদ্ধঃ বানরাণাং চ সুগ্রীবস্য চ মদ্রিতম্ ॥ ২  
অনুরাগঃ চ বীর্যঃ চ মারুতেল্লক্ষণস্য চ  
পত্নিব্রতাহং সীতাম্ম হনুমতি পরাক্রমম্ ॥ ৩  
কথয়ন্তো মহাভাগা জঘ্নুর্হুঁষ্টা যথাগতম্

ঘোর সমরে রাবণের বধ, শ্রীরঘুনাথের পরাক্রম,  
বানরসৈন্যগণের উত্তম যুদ্ধ, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, লক্ষণ ও  
শ্রীহনুমানের শ্রীরামের প্রতি ভক্তি তথা এই বীরব্রতের  
পরাক্রম, সীতার পাত্তিব্রত এবং শ্রীহনুমানের পৌরুষাদির  
কথা বলতে-বলতে মহাত্মা দেবতাদি যেপ্রকারে  
এসেছিলেন, সেইপ্রকার প্রসন্নচিত্তে প্রস্থান করলেন।

রাঘবস্তু রথং দিব্যমিন্দ্রদত্তং শিখিপ্রভম্ ॥ ৪  
অনুজ্ঞাপ্য মহাবাহুর্মাতলিং প্রতাপজয়ং

তদনন্তর মহাবাহু ভগবান শ্রীরাম অগ্নিতুলা  
দেদীপ্যমান ইন্দ্র-প্রদত্ত দিব্য রথকে যথাস্থানে ফিরিয়ে  
নেওয়ার আজ্ঞা দিয়ে মাতলিকে যথাযোগ্য সম্মান দিলেন।  
রাঘবেণাভানুজ্ঞাতো মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥ ৫  
দিব্যং তং রথমাহ্বায় দিব্যমেবোৎপাত হ।

তখন শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক আজ্ঞাপিত হয়ে সেই স্বর্গীয়  
রথোপরি আরুঢ় ইন্দ্রসারথি মাতলি দিব্যলোকে যাত্রা  
করলেন।

তস্মিংশ্চ দিব্যমারুড়ে সরথে রথিনাং বরঃ ॥ ৬  
রাঘবঃ পরমপ্রীতঃ সুগ্রীবঃ পরিষম্ভজে।

রথে আরুঢ় মাতলি দেবলোকে প্রস্থান করলে  
রথীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী, শ্রীরাম অতিশয় প্রসন্নতায়  
সুগ্রীবকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন।

পরিষজ্যা চ সুগ্রীবঃ লক্ষণেনাভিবাদিতঃ ॥ ৭

পূজ্যমানো হরিগণৈরাজগাম বলাঙ্গয়ম্।

সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করার পর যখন শ্রীরাম শ্রীরাম  
লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তখন লক্ষণ তাঁর  
চরণগুণ্ডলে প্রণত হলেন। পুনরায় বানরসৈন্যগণ কর্তৃক  
সম্মানিত শ্রীরঘুনাথ সৈন্যানিবাস সমূহে এসে পৌঁছলেন।  
আগোবাচ স কাকুৎস্থঃ সন্নীপপরিবর্তিনম্ ॥ ৮  
সৌমিত্রিঃ সত্বসম্পদঃ লক্ষণঃ দীপ্ততেজসম্  
বিভীষণমিমং সৌম্য লক্ষ্মণামভিষেকম্ ॥ ৯  
অনুরক্তং চ ভক্তং চ তথা পূর্বোপকারিণম্।

তদনন্তর কাকুৎস্থ নিকটেই দণ্ডায়মান বস ও  
দীপ্তিতেজসম্পন্ন লক্ষণকে বললেন — ‘সৌম্য ! আমার  
অনুরক্ত পূর্বোপকারী ভক্ত বিভীষণকে লক্ষ্মণ রাজা হিসাবে  
অভিষিক্ত করো।

এষ মে পরমঃ কামো যদিমং রাবণানুজম্ ১০  
লক্ষ্মণাং সৌম্য পশ্যেয়মভিষিক্তং বিভীষণম্।

‘সৌম্য ! আমার খুবই ইচ্ছা যে আমি রাবণের অনুজ  
ভ্রাতা বিভীষণকে লক্ষ্মণ রাজা রূপে অভিষিক্ত দেখি।’

এবমুক্ত্ব সৌমিত্রী রাঘবেণ মহামন্য ১১  
তথেষ্ট্বাঙ্গা সুসংহৃষ্টঃ সৌবর্ণং ঘটমাদদে।

তং ঘটং বানরেজ্ঞাণাং হস্তে দত্ত্বা মনোজবান্ ১২  
ব্যাদিদেশ মহাসত্ত্বান্ সমুদ্রসলিলং তদা।

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক এইভাবে উক্ত হয়ে  
সুমিত্রাকুমার লক্ষণ আনন্দিত হলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে ‘যথা  
আজ্ঞা’ বলে হৈম কলস হাতে তুলে নিলেন এবং সেই  
কলস বানরযুগপতিদের কাছে হস্তান্তরিত করে শক্তিশালী ও  
মনের তুল্য গতিবেগসম্পন্ন বানরগণকে সমুদ্র থেকে জল  
আনয়ন করতে বললেন।

অতীশীঘ্রং ততো গঙ্গা বানবাস্তে মনোজবাঃ ১৩  
আগতান্ত জলং গৃহ্য সমুদ্রাদ্ বানরোত্তমাঃ।

মনের তুল্য বেগবান শ্রেষ্ঠ বানরগণ দ্বারা গিয়ে  
সমুদ্রের জল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ততস্ত্বেকং ঘটং গৃহ্য সংস্থাপ্য পরমাসনে ১৪

ঘটেন তেন সৌমিত্রিরভ্যধিষ্ঠদ্বিভীষণম্।  
লঙ্কায়াং রক্ষসাং মধ্যে রাজানং রামশাসনাৎ ১৫  
বিধিনা মন্ত্রদৃষ্টেন সুহৃদগণসমাবৃতম্।  
অভ্যধিষ্ঠদা সর্বৈ রাক্ষসা বানরাস্তথা ॥ ১৬

অতঃপর লক্ষ্মণ জলপূর্ণ ঘটটি উত্তম আসনে  
প্রতিস্থাপিত করলেন এবং সেই ঘটের পবিত্র বারিতে  
বামের আদেশ অনুসারে বেদোক্তরীতিতে বিভীষণকে  
অভিষিষ্টপূর্বক লঙ্কা নগরীতে রাক্ষসকুলের রাজা রূপে  
রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন (অর্থাৎ, বিভীষণের  
রাজ্যভিষেক করলেন)। তদনন্তর সকল রাক্ষস ও  
বানরগণও বিভীষণকে অভিষিক্ত করলেন।

প্রহর্যমতুলং গজা তুইবু রামমেব হি।  
তস্যামাতা জহুবিরে ভক্তা য়ে চাসা রাক্ষসাঃ ১৭  
দৃষ্টাভিষিক্তং লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।  
রাঘবঃ পরমাং প্রীতিং জগাম সহলক্ষণঃ ॥ ১৮

সকলে অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করতে  
লাগল। রাক্ষসরাজ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত দেখে  
তার মন্ত্রী ও অনুগত অন্যান্যেরা সাতিশয় আনন্দিত হলেন।  
লক্ষ্মণের সাথে শ্রীরামচন্দ্রও পরমানন্দ অনুভব করলেন।

স তদ্ রাজ্যং মহৎ প্রাপ্য রামদত্তং বিভীষণঃ  
সান্ত্বয়িত্বা প্রকৃতয়ন্ততো রামমুপাগমৎ ১৯  
শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা বিশাল রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে  
বিভীষণ প্রজাবৃন্দকে সান্ত্বনা দিলেন এবং শ্রীরঘুনাথের  
কাছে এলেন।

দধাক্তান্ মোদকাংশ্চ লাজাঃ সুমনসস্তথা।  
আজহুরথ সংহৃষ্টাঃ পৌরাণ্ডশ্চৈ নিশাচরাঃ ২০  
সেক্ষণে আনন্দে পরিপূর্ণ নগরবাসিগণ রাক্ষসরাজ  
বিভীষণকে প্রদান করার জন্য দই, অক্ষত, মিষ্টান্ন এবং

পুষ্পরাজি আনয়ন করল।

স তান্ গৃহীত্বা দুর্ধরৌ রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ।  
মঙ্গল্যং মঙ্গলং সর্বং লক্ষ্মণায় চ বীর্যবান্ ২১  
দুর্ধর্য বীর বিভীষণ সেই সকল মঙ্গলজনক মাসলিক  
দ্রব্যাদি গ্রহণ করে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের কাছে নিবেদন  
করলেন।

কৃতকার্যং সমুদ্বার্যং দৃষ্টা রামো বিভীষণম্।  
প্রতিজগ্মাহ তৎ সর্বং ভসৌব প্রতিকাম্যাম্ ২২  
শ্রীরঘুনাথ বিভীষণকে কৃতকার্য এবং সফল মনোরথ  
দেখে বিভীষণের প্রীত্যর্থে সেই সকল মাসলিক দ্রব্যাদি  
গ্রহণ করলেন।

ততঃ শৈলোপমং বীরং প্রাজ্ঞলিং প্রণতং হিতম্।  
উবাচেনং বচো রামো হনুমন্তং প্রবজ্জমম্ ২৩  
তদনন্তর শ্রীরাম করজোড়ে ও বিনীতভাবে দণ্ডায়মান  
পর্বতাকার বীর শ্রীহনুম'নকে বললেন—

অনুজ্ঞাপ্য মহারাজমিমং সৌম্য বিভীষণম্।  
প্রবিশা নগরীং লঙ্কাং কৌশলং ক্রহি মৈথিলীম্ ২৪  
'সৌম্য! তুমি মহারাজ বিভীষণের অনুমতি সহকারে  
লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করে মিথিলেশকুমারী সীতাকে তার  
কুশল জিজ্ঞাসা করো।

বৈদেহ্যৈ মাং চ কুশলং সূগ্রীবং চ সলক্ষণম্  
আচক্ষু বদতাং শ্রেষ্ঠ রাবণং চ হতং রণে ২৫  
প্রিয়মেতদিহাখ্যাহি বৈদেহ্যস্তং হরীশ্বর।  
প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশমুপাবর্তিতুমহসি ২৬

'এবং সাথে সাথে বৈদেহীকে সূগ্রীব, লক্ষ্মণ ও  
আমার কুশলবার্তা পৌছে দাও। বাকানিপুল হরীশ্বর! তুমি  
সীতাকে প্রিয় বার্তা দাও যে যুদ্ধে রাবণের বিনাশ হয়েছে।  
অতঃপর সীতাদেবীর সংবাদ নিয়ে ফিরে এস।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়েণ বাণ্মীকীরে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥



## ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৩)

সীতাদেবীর সহিত বার্তালাপপূর্বক শ্রীহনুমানের প্রত্যাবর্তন এবং সীতাদেবীর সংবাদ শ্রীরামের নিকট নিবেদন ইতি প্রতীসমাদিষ্টো হনুমান্ মারুতাস্বজঃ নিবেদন করতে লাগলেন—

প্রবিবেশ পুরীং লক্ষ্যং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥ ১

তগবান শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হয়ে রাক্ষসগণের সম্মানিত অতিথি শ্রীহনুমান লক্ষাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

প্রবিশ্য চ পুরীং লক্ষ্যমনুজাপ্য বিভীষণম্  
ততস্তেনাভ্যনুজাতো হনুমান্ বৃক্ষবাটিকাম্ ॥ ২

লক্ষাপুরীতে প্রবেশ করে শ্রীহনুমান বিভীষণের অনুমতি চাইলেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমে অশোকবাটিকায় প্রবেশ কবলেন।

সম্প্রবিশ্য যথান্যায়ং সীতায়্য বিদিতো হরিঃ  
দদর্শ মৃজয়া হীনাং সাতঙ্কঃ রোহিণীমিব ॥ ৩

অশোকবাটিকায় প্রবেশ করে তিনি সীতাদেবীকে যথারীতি নিজেই আগমনের সূচনা দিলেন। তদনন্তর নিকটে গিয়ে সীতাকে দর্শন করলেন, যিনি স্থানাদিরহিতা হওয়ায় কিছুটা মালিন্য ও রোহিণীর তুল্য আশঙ্কিতা প্রতীতা হচ্ছিলেন।

বৃক্ষমূলে নিরানন্দাং রাক্ষসীভিঃ পরীবৃতাম্।  
নিভৃতঃ প্রণতঃ প্রহুঃ সোহভিগম্যাভিভাদ্য চ ॥ ৪

সীতা তখন নিরানন্দচিত্তে রাক্ষসীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হয়ে বসেছিলেন। শ্রীহনুমান শান্ত ও বিনীতভাবে সম্মুখে গিয়ে সীতাদেবীকে প্রণামপূর্বক চুপচাপ দণ্ডায়মান হলেন।

দৃষ্টা তমাগতং দেবী হনুমন্তং মহাবলম্।  
তুষ্ণীমাস্ত তদা দৃষ্টা স্মৃষ্টা হৃষ্টাভবৎ তদা ॥ ৫

মহাবলী হনুমানকে আসতে দেখে দেবী সীতা তাঁকে চিনতে পেরে মনে-মনে আনন্দিত হলেন। সহসা কিছু বলতে না পেরে নিশ্চুপ থাকলেন।

সৌম্যং তস্যা মুখং দৃষ্টা হনুমান্ প্রবগোত্তমঃ  
রামস্য বচনং সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৬

সীতার মুখমণ্ডলে সৌম্যভাব লক্ষ্য করে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কথিত সকল বার্তা সীতার নিকট

নিবেদন করতে লাগলেন—

নৈদেহি কুশলী রামঃ সহস্রগ্রীবলক্ষণঃ।  
কুশলং চাহ সিদ্ধার্থো হতশত্রুর্মিত্রজিৎ ॥ ৭

‘বিদেহনন্দিনি! লক্ষণ ও সুগ্রীব সহ তগবান শ্রীরাম কুশলে আছেন। প্রিয় শত্রু রাবণকে নিধন করে সুজন মনোরথ শত্রুজয়ী শ্রীরাম আপনার কুশল জিজ্ঞাসা কবেছেন।

বিভীষণসহায়েন রামেণ হরিভিঃ সহ,  
নিহতো রাবণো দেবি লক্ষ্মণেন চ বীর্যবান্ ॥ ৮

‘দেবি! বিভীষণের সহায়তায় বানরগণ ও লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাম শৌর্য বীর্যবান রাবণকে যুদ্ধে নিধন করেছেন।

প্রিয়মাখ্যামি তে দেবি ভৃগুশ্চ জ্বাং সভাজয়ে।  
তব প্রভাবাদ্ ধর্মজ্ঞে মহান্ রামেণ সংযুগে ॥ ৯

লঙ্কোদয়ং বিজয়ঃ সীতে হৃষ্টা ভব গতজ্বর।  
রাবণশ্চ হতঃ শত্রুর্লক্ষ্য চৈব বশীকৃত ॥ ১০

‘দেবি সীতে! আপনি ধর্মজ্ঞা; আপনি পুনঃ পুনঃ প্রশংসার্হা। আপনাকে শুভ সংবাদ নিবেদন করছি যে আপনার পাতিব্রত্যাদির শক্তিতে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে মহাবীর্য লাভ করেছেন। এবার চিন্তা ত্যাগ করে নিশ্চিত হোন, শত্রু রাবণ নিহত হইবে এবং লক্ষ্য বিজয় সম্পন্ন হয়েই।

ময়া হৃদলক্ষনিদ্রেশ ষ্ঠেন তব নির্জয়ে  
প্রতিজ্ঞয়া বিনিষ্ঠীর্ণা বন্ধু সেতুং মহোদধৌ ॥ ১১

‘শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে বার্তা দিয়েছেন যে—দেবি! আমি (শ্রীরাম) তোমার উদ্ধারার্থে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই হেতু নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক প্রযাত্র করেছি এবং সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে রাবণবধের দ্বারা আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছি।

সল্পমশ্চ ন কর্তব্যো বর্তন্ত্য রাবণালয়ে।  
বিভীষণবিষেয়ং হি লঙ্কেশ্বর্যমিদং কৃতম্ ॥ ১২

তদাশ্বসিহি বিপ্রকং স্বগৃহে পরিবর্তসে।  
অয়ং চাভোতি সংহৃষ্টহৃদর্শনসমুৎসুকঃ ॥ ১৩



‘(আপনি) রাবণের পুরীতে আছেন মনে করে ত্রস্তা হবেন না। লঙ্কার সমগ্র ঐশ্বর্য এখন বিভীষণের অধীন হয়ে গেছে। স্বজনের আশায় আছেন জেনে নিজেকে আশ্বস্ত করুন। বিভীষণ স্বয়ং আনন্দিত চিত্তে আপনার দর্শনার্থে এসুক হয়ে এখনই উপস্থিত হবেন।’

এমুজা তু সা দেবী সীতা শশিনিজাননা।

গ্রহর্ষণাবরুদা সা ব্যাহর্তুং ন শশাক হা ১৪

শ্রীহনুমানের এইরূপ বচনে চন্দ্রবদনা সীতা নিরতিশয় জনন্দে রুদ্ধবাক হয়ে কিছুই বলতে সমর্থ হলেন না।

ততোঃ বীরবীরবরঃ সীতামপ্রতিজ্ঞয়তীম্।

কিং হং চিত্তয়সে দেবি কিং চ মাং নাভিভাষসে ১৫

তখন কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান রুদ্ধবাক সীতাকে বললেন—‘দেবি! আপনি কি চিন্তা করছেন? কেনই বা আমার সাথে কথা বলছেন না?’

এমুজা হনুমতা সীতা ধর্মপথে হিতা

অবীহ পরমপ্ৰীতা বাস্পগদগদয়া গিরা ১৬

শ্রীহনুমান কর্তৃক এইরূপে অভিহিতা হয়ে ধর্মপরায়ণা সীতাদেবী প্রসন্নচিত্তে অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—

প্রিয়মেতদুপশ্রুত্যা ভর্তৃবিজয়সংশ্রিতম্

গ্রহর্ষণমাপন্ন্য নির্বাক্যাস্মি স্বশান্তরম্ ১৭

‘দ্বীয় পতিদেবের যুদ্ধজয়ের প্রিয়বার্তা পেয়ে আমি জনস্ফুটিত হয়ে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারিনি।

নহি পশ্যামি সদৃশং চিত্তয়ন্তী প্রবঙ্গম।

অখানকস্য ভবতো দাতুং প্রত্যভিনন্দনম্ ১৮

‘বানরবীর! এত বড় শুভ সমাচার প্রদানকারী তোমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাই, কিন্তু বহুধা বিচার করেও আমি এক্ষেত্রে যোগ্য কোন বস্তু পুরস্কার রূপে নিরূপণ করতে পারছি না।

ন হি পশ্যামি তৎ সৌম্য পৃথিব্যামপি বানর।

দৃশ্যং যৎপ্রিয়াখ্যানে তব দত্তা ভবেৎ সুখম্ ১৯

‘সৌম্য বানরবীর! এই পৃথিবীতে আমি কোন বস্তুই দেখতে পাচ্ছি না, যা কিনা তোমার দ্বারা প্রদত্ত এই প্রিয় সন্দেশের পুরস্কার হতে পারে এবং যে বস্তু দান করে আমার সন্তুষ্টি সম্ভব হবে।

চিন্তাং বা সুবর্ণং বা রত্নানি বিবিধানি চ।

রাজ্যং বা ত্রিশু লোকেষু এতদমাহতি ভাষিতম্ ২০

‘সুবর্ণ, রৌপ্য, নানাবিধ বস্ত্রাদি অথবা ত্রিভুবনের রাজ্যপাটও তোমার দেওয়া আনন্দ সংবাদে সমতুল্য নয়।’

এবমুক্তস্ত বৈদেহ্যা প্রত্নাবাচ প্রবঙ্গমঃ।

প্রগৃহীতাজ্জলিহর্যং সীতামাঃ প্রমুখে হিতঃ ২১

বৈদেহী কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হয়ে বানরবীর শ্রীহনুমানের নিরতিশয় আনন্দানুভব হল। তিনি সীতাদেবীর সমুখে কৃতজ্ঞালি হয়ে বললেন—

ভর্তৃঃ প্রিয়হিতে যুক্তো ভর্তৃবিজয়কাক্ষিকি।

স্নিগ্ধমেবংবিধং বাক্যং ত্বমেবার্হস্যনিদ্ভিতো ২২

‘পতিদেবের বিজয়কাক্ষিকি এবং সর্বদা পতির প্রিয়কর্মে ও মঙ্গলচিন্তায় নিরত সতী-সাক্ষী দেবি! আপনার মুখ থেকেই এইরূপ স্নেহার্হ বচন নির্গত হতে পারে (অর্থাৎ আপনার স্নেহে বাক্যে আমি পুরস্কৃত হয়ে গেছি, অন্য পুরস্কারের কী প্রয়োজন)।

তবৈতদ্ বচনং সৌম্য সারবৎ স্নিগ্ধমেব চ।

রক্তৌঘাদ্ বিবিধাচ্চাপি দেবরাজ্যাদ্ বিশিষ্যতে ২৩

‘সৌম্য! আপনার এই বচন সারগর্ভ এবং স্নেহপূর্ণ এবং সেই কারণে বিবিধপ্রকার রক্তরাশি কিংবা স্বর্গরাজ্য অপেক্ষাও সেটি মহত্তর।

অর্থতশ্চ ময়া প্রাপ্তা দেবরাজ্যদয়ো গুণাঃ।

হতশক্রং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুহৃতিম্ ২৪

‘বস্তুতঃ দেবরাজ্যাদির গুণে সমৃদ্ধ পদার্থ সকল আমার প্রাপ্তি হয়েছে, কেননা আমি এখন দেখছি যে শ্রীরাম যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন এবং শত্রুনিধনের পর শ্রীরাম সুহৃৎ আছেন।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী জনকাক্ষজা।

ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ পবনাক্ষজম্ ২৫

তার কথা শুনে মিথিলেশকুমারী জ্ঞানকী

পবনকুমারকে শুভতর বাক্যে বললেন—

মাধুর্যগুণভূষণম্।

অতিলক্ষণসম্পন্নং

বুদ্ধা হৃষ্টাঙ্গয়া যুক্তং ত্বমেবার্হসি ভাষিতম্ ২৬

‘বীরবর! তোমার উক্তি উত্তম লক্ষণসমূহে সমৃদ্ধ,

শ্রুতিনন্দন তথা বুদ্ধির শুপ্রাধাদি অষ্ট গুণসমুদয়ে পরিপূর্ণ।

এমনতর উজ্জি তোমার পক্ষেই সম্ভব।

শ্লাঘনীয়োহনিলস্য স্বঃ সুতঃ পরমধার্মিকঃ।

বলং শৌর্যং শ্রুতং সত্বং বিক্রমো দাক্ষামুত্তমম্॥ ২৭

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ হৈর্যং বিনীতত্বং ন সংশয়ঃ।

এতে চান্যে চ বহবো গুণাত্ত্বয়োব শোভনাঃ॥ ২৮

‘তুমি পবনদেবের প্রশংসিত পুত্র তথা পরম ধর্মাত্মা। শারীরিক শক্তি, শৌর্য, শাস্ত্রজ্ঞান, মানসিক বল, পরাক্রম, উত্তম দক্ষতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, স্থিরতা, বিনয় এবং অন্য বহুবিধ সুন্দর গুণরাজি তোমার মধ্যে একত্রিত হয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।’

অথোবাচ পুনঃ সীতামসম্ভ্রান্তো বিনীতবৎ।

প্রগৃহীতাজ্জলির্হর্ষাৎ সীতায়াঃ প্রমুখে হিতঃ॥ ২৯

তদনন্তর সীতার সম্মুখে বিধাশূন্য শ্রীহনুমান করজোড়ে সবিনয়ে পুনরায় সানন্দে তাঁকে বললেন—

ইমান্তু খলু রাক্ষসো যদি ভ্রমনুমন্যসে।

হস্তমিচ্ছামি তাঃ সর্বা যাভিস্ত্বং তর্জিতা পুরা। ৩০

‘দেবি ! যদি আপনি আদেশ করেন তাহলে আমি এই সমস্ত রাক্ষসীগণকে হত্যা করতে চাই, কেননা কিছুকাল আগে এরা আপনাকে বহুভাবে ভয় দেখিয়েছে এবং নানাবাবে তিরস্কার করেছে।

ক্রিশ্যস্তীং পতিদেবাং দ্বামশোকবনিকাং গতাম্।

ঘোররূপসমাচারঃ ক্রুরাঃ ক্রুরতরেক্ষণাঃ॥ ৩১

ইহ শ্রুতা ময়া দেবি রাক্ষসো বিকৃতাননাঃ।

অসকৃৎপর্যবৈর্বাক্যৈর্বদন্ত্যো রাবণাজয়া। ৩২

‘আপনার তুল্য পতিব্রতা দেবী অশোকবাটিকায় বন্দিণী থেকে ক্রেশ ভোগ করেছেন। আর এই সকল ভয়ঙ্কর রূপ ও আচার-আচরণসম্পন্ন, ক্রুরদৃষ্টি, করালবদনা নিষ্ঠুর রাক্ষসীরা আপনাকে পুনঃ পুনঃ কঠোর বাক্যে যে-সকল কথা শোনাতে সে-সকল আমি স্বয়ংই শুনেছি।

বিকৃতা বিকৃতাকারাঃ ক্রুরাঃ ক্রুরকচেক্ষণাঃ।

ইচ্ছামি বিবিধৈর্ঘাতৈর্হস্তমেতাঃ সুদারুণাঃ॥ ৩৩

‘এই সকল বিকরাল, ঘোরাকৃতি, ক্রুর, ভয়ংকর কেশ ও নেত্রসম্পন্ন, কর্কশচরিত্রা এবং পরুষবাদিনী রাক্ষসীদেরকে বহু আঘাতে আমি বধ করতে চাই।

রাক্ষসো দারুণকথা বরমেতৎ প্রযচ্ছ যে।

মুষ্টিভিঃ পার্শ্বিঘাতৈশ্চ বিশালৈশ্চৈব বাহুভিঃ। ৩৪

জঙ্ঘাজানুপ্রহারৈশ্চ দন্তানাং চৈব পীড়নৈঃ

কর্তনৈঃ কর্ণনাসানাং কেশানাং লুপ্তনৈস্তথা॥ ৩৫

নিপাত্য হস্তমিচ্ছামি তব নিপ্রিয়কারিণীঃ।

এবং প্রহারৈর্নৃষভিঃ সম্প্রহার্য যশসিনি॥ ৩৬

ঘাতয়ে তীব্ররূপাভির্ঘাত্ত্বং তর্জিতা পুরা।

‘আমার ইচ্ছা যে—মুষ্টিপ্রহার, পদাঘাত, বিশাল বহু দিয়ে জঙ্ঘা ও জানুর আঘাতে পরুষবাদিনী রাক্ষসীদের দাঁত ভেঙ্গে, কান কেটে, কেশ উৎপাটিত করে আপনার প্রতি অন্যায়কারিণী রাক্ষসীদের ধরে ধরে প্রহার করব। যশস্বিনী দেবি ! এইভাবে বহু প্রহারে রাক্ষসীগণকে আঘাত-আঘাতে বধ করব—এই আদেশ আপনি আমাকে প্রদান করুন। কেননা কিছুকাল পূর্বে ঘোররূপা এই রাক্ষসীরা আপনাকে উচ্চৈশ্বরে কটু কথা বলেছিল।’

ইত্যুক্তা সা হনুমতা কৃপণা দীনবৎসলা॥ ৩৭

হনুমন্তমুবাচৈদং চিন্তয়িত্বা বিমৃশ্য চ।

শ্রীহনুমান কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা হয়ে ককণামণী দীনবৎসলা সীতা মনে-মনে অনেক বিচার-বিবেচনা করে শ্রীহনুমানকে বললেন—

রাজসংশ্রয়বশ্যানাং কুর্বতীনাং পরাজয়া। ৩৮

বিধেয়ানাং চ দাসীনাং কঃ কুপ্যেদ্ বানরোত্তম

ভাগ্যবৈষম্যাদোষণ পুরস্তাদুদ্ভুতেন চ॥ ৩৯

মর্যেতৎ প্রাপাতে সর্বং স্বকৃতং ছ্যপভুজাতে

মৈবং বদ মহাবাহো দৈবী হ্যেবা পরা গতিঃ। ৪০

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! এই সকল আশ্রয়পালন কারিণী রাক্ষসী দাসীবৃন্দ রাজার আশ্রয়ধীনা হওয়ায় রাজার ইচ্ছানুসারে কার্য করে থাকে ; অতএব এদের উপরে রাগ করে কী হবে ! আমার ভাগ্য খারাপ ছিল তাই পূর্বজন্মের পাপ আমাকে ক্রেশ দিয়েছে, সেইহেতু আমি এইসকল ফলভোগ করেছি এবং সকলেই নিজের কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করতে বাধ্য। অতএব মহাবাহো ! তুমি এই রাক্ষসীদেরক মার-ধর করবে না, আমার জন্য দৈবের বিধানই তদ্রূপ ছিল।

প্রাপ্তবাং তু দশাযোগান্মর্যেতদিতি নিশ্চিতম্।



দাসীনাং রাবণস্যাঃ মৰ্ষগামীহ দুৰ্বলা। ৪১

‘আমার পূর্বজন্মকৃত কর্মফল হেতু এই সকল দুঃখদশা অনিবার্য ছিল ; অতএব রাবণের রাক্ষসী পরিচারিকাদের অপরাধ আমি ক্ষমা করছি ; কেননা তাদের প্রতি আমার হৃদয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যের উদ্রেক আমাকে কাতর করে তুলছে।

আজ্ঞাপ্তা রাক্ষসেনেহ রাক্ষসাত্তর্জয়ন্তি মাম্।

হতে তন্মিন্ ন কুবন্তি তর্জনং মারুতাস্বজ ৪২

‘পবনকুমার ! রাক্ষসরাজ রাবণের দ্বারা আদিষ্টা হয়েই তারা আমাকে পরুষবাক্যে ধমক দিত। কিন্তু রাবণের নিধনের পরে তারা আর ওইরূপ ব্যবহার করেনি।

অয়ং ব্যাঘ্রসমীপে তু পুরাণো ধর্মসংহিতঃ।

স্বক্ষেণ গীতঃ শ্লোকোহস্তি তং নিবোধ প্লবঙ্গম। ৪৩

‘বানরবীর ! এ-বিষয়ে একটি পুরাতন ধর্মসম্মত শ্লোক আছে, যেটি কোন ব্যাঘ্রের সম্মুখানে এক ভল্লুক আবৃত্তি করেছিল<sup>(১)</sup> তুমি সেইটি শ্রবণ করো।

ন পরঃ পাপমাদন্তে পরেবাং পাপকর্মণাম্।

সময়ো রক্ষিতবাস্তু সন্তুচারিত্রভূষণাঃ। ৪৪

‘উত্তম প্রাণীরা অন্যের দ্বারা কৃত পাপ গ্রাহ্য করে না—অর্থাৎ পাপের প্রতিদানে পাপকর্ম সম্পাদন করে না। অতএব নিজের প্রতিজ্ঞা ও সদাচারের সুরক্ষা করাই কর্তব্য ; কেননা উত্তম স্বভাব-চরিত্রই হল সাধু পুরুষের অলংকার স্বরূপ।

পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হণামথাপি বা।

কার্যং কারুণ্যমার্হেণ ন কশ্চিৎপরাধাতি ৪৫

(১) পুরাকালের কথা—একটি বাঘ এক ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করেছিল। ব্যাঘ্রটি লৌড়ে এক বৃক্ষে উঠে পড়ে। সেই বৃক্ষে আগে থেকেই একটি নেকড়ে বসে ছিল। ব্যাঘ্রটি বৃক্ষের পাদদেশে গিয়ে সেই নেকড়েকে বলল—‘ভাই ! আমরা উভয়েই বন্যপ্রাণী এবং এই ব্যাঘ্রটি আমাদের উভয়েরই শত্রু, অতএব তুমি একে নীচে ফেলে দাও।’ নেকড়েটি বলল—‘ব্যাঘ্রটি এই বৃক্ষে জাগ্রত নিয়ে একপ্রকার আমার শরণাগত হয়েছে, অতএব আমি একে নীচে ফেলে দিতে পারি না। যদি একে নীচে ফেলে দিই, তাহলে ধর্মের হানি হবে।’ একথা বলে নেকড়েটি শুয়ে পড়ল। তখন সেই ব্যাঘ্রটি বলল—‘এই ঘুমন্ত নেকড়েটিকে নীচে ফেলে দাও। আমি তোমাকে রক্ষা করব।’ তখন বাঘ ব্যাঘ্রটি নীচে ফেলে দেওয়ার জন্য নেকড়েটিকে ধাক্কা দিল। কিন্তু নেকড়েটি কোনোভাবে বৃক্ষের অপর ডাল ধরে সামলে নিল। তখন বাঘ নেকড়ে বলল—‘দেখো ! এই ব্যাঘ্রটি তোমাকে ফেলে দিতে চেয়েছিল, অতএব অপরাধী। সুতরাং এখন একে নীচে ফেলে দাও। এক্ষেত্রে নেকড়েকে উত্তেজিত করলেও সে ব্যাঘ্রকে ফেলে দিতে রাজী হল না এবং ‘ন পরঃ পাপমাদন্তে’ বলে যথোচিত উত্তর দিয়ে ব্যাঘ্রটিকে চুষ করে দিল।’

(একটি প্রাচীন গাথা, রামায়ণভূষণ টীকা থেকে উদ্ধৃত)

‘সাধুস্বভাব আর্হচরিত্রের পুরুষেরা পাপী হোক, নির্দোষ হোক অথবা বধযোগ্য হোক—সকলকে করুণা প্রদর্শন করেন। কেননা, এমন কেউ নেই যে জীবনে কোন না কোন অপরাধ করেনি

লোকহিংসাবিহারাণাং কুরাণাং পাপকর্মণাম্ কুবন্তামপি পাপানি নৈব কার্যমশোভনম্ ৪৬

‘যারা সর্বদা হিংসায় নিরত অথবা পাপাচারে লিপ্ত, সেইসকল ক্রুরচরিত্র পাপাত্মাদের প্রতিও কখনও হানিকর কর্ম করা উচিত নয়।’

এবমুক্ত্ব হনুমান্ সীতয়া বাক্যকোবিদঃ।

প্রত্যাচ ততঃ সীতাং রামপত্নীমনিন্দিতাম্ ৪৭

সীতাদেবী কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হয়ে বাক্যপটু শ্রীহনুমান সতী-সাক্ষী সীতাকে বললেন—

যুক্তা রামস্যা ভবতী ধর্মপত্নী শুণাঘিতা

প্রতিসন্দিশ মাং দেবি গমিষ্যে যত্র রাঘবঃ। ৪৮

‘দেবি ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বহুগুণাযিতা ধর্মপত্নী আপনি ; আপনি আমাকে এখন শ্রীরামচন্দ্রের জন্য মনোমত বার্তা প্রদান করুন, আমি তাই নিয়ে শ্রীরাম সকাশে ফিরে যাব।’

এবমুক্তা হনুমতা বৈদেহী জনকাত্মজা।

সত্রবীদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং তত্ত্ববৎসলম্ ৪৯

শ্রীহনুমান এইরূপ বলার পর বিদেহনন্দিনী জনকরাজকন্যা প্রত্যাভূরে বললেন—‘অমি তত্ত্ববৎসল পতিদেবের দর্শন করতে চাই।’

তস্যাত্তদ্ বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাস্বজঃ



হর্ষয়ন্ মৈথিলীঃ বাকামুবাচেনঃ মহামতিঃ । ৫০  
সীতার এই কথা শুনে পরম বুদ্ধিমান  
পবনকুমার শ্রীহনুমান মিথিলারাজকন্যার আনন্দবর্ণনকরতঃ  
বললেন—

পূর্ণচন্দ্রমুখঃ রামঃ দ্রক্ষ্যসাদ্য সলক্ষণম্ ।  
হিতমিত্রঃ হতমিত্রঃ শচীচৈত্রঃ সুরেশ্বরম্ ॥ ৫১

‘দেবরাজ ইন্দ্রকে শচীদেবী নিরীক্ষণ করেন তদ্রূপ  
ফুলচন্দ্রবদনে দেবি ! আপনি আজই সলক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকে  
দেখতে পাবেন— যাঁদের বাক্যবগণ বিদ্যমান এবং শত্রু  
নিহত হয়েছে।’

তামেবমুক্ত্য রাজ্ঞীঃ সীতাং সাক্ষাদিব শ্রিয়ম্ ।

আজগাম মহাতেজা হনুমান্ সত্র রামব ॥ ৫২  
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর তুল্য সৌন্দর্যমণ্ডিতা সীতাকে  
এইরূপে বলার পর শ্রীহনুমান শ্রীলগুনাথ ঘোষানে নিমজ্জিত  
তথায় ফিরে এলেন।

সপদি হরিশরত্বতো হনুমান্  
প্রতিবচনঃ জনকেশ্বরাম্বজায়াঃ ।  
কথিতমকণাদ্ সগাক্রমেণ

ত্রিদেশলতপ্রতিমায় রামবায় ॥ ৫৩  
তদনন্তর কর্ণবর শ্রীহনুমান রায় ইন্দ্রতুলা হেজ্জী  
শ্রীলগুনাথকে জনকরাজ্ঞী সীতার প্রদত্ত সন্দেশ ক্রমে ক্রমে  
শোনাতে লাগলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

### চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৪)

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে বিভীষণ কর্তৃক সীতাকে শ্রীরামসকাশে আনয়ন এবং  
সীতা কর্তৃক প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দর্শন

তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ সোহভিবাদ্য প্রবজমঃ  
রামঃ কমলপত্রাঙ্কঃ বরং সর্বধনুশ্চতাম্ ॥ ১

তদনন্তর পরম বুদ্ধিমান বানরবীর শ্রীহনুমান সকল  
ধনুর্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কমলনয়ন শ্রীরামকে প্রণামপূর্বক  
বললেন—

যন্নিমিত্তোহয়মারম্ভঃ কর্মণাং যঃ ফলোদয়াঃ ।  
তাং দেবীঃ শোকসন্তপ্তাঃ দ্রষ্টুমর্হসি মৈথিলীম্ ॥ ২

‘ভগবন্ ! যাঁর জন্য এই যুদ্ধাদি কর্মকাণ্ড এবং  
যুদ্ধজয় সেই শোকসন্তপ্তা দেবী মৈথিলীকে আপনি দর্শন  
দিন।

সা হি শোকসমাবিষ্টা বাত্পপর্ষাকুলেক্ষণা  
মৈথিলী বিজয়ঃ প্রভা দ্রষ্টুং ত্র্যমভিকাক্ষতি ॥ ৩

‘সেই শোকমগ্না সজলনয়না মৈথিলী বিজয়বর্তা  
শ্রবণ করে আপনার দর্শনে উৎসুক হয়ে আছেন।  
পূর্বকাণ্ডে প্রত্যয়ান্ধমুক্তো বিশ্বস্তয়া তয়া ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারমিতি পর্যাকুলেক্ষণা ॥ ৪

‘পূর্বে আমি যখন সীতাদেবের অনুসন্ধান করতে-  
করতে লক্ষ্যপূরীতে এসেছিলাম, সেই পরিচয়ের বলে  
বিশ্বস্তা সতী-সাধবী সীতা অশ্রুপূর্ণনয়নে আমাকে বলেছেন  
যে তিনি পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে ইচ্ছুক।’

এবমুক্তো হনুমতা রামো ধর্মভূতাং বরঃ  
আগচ্ছৎ সহসা ধ্যানমীষদ্বাত্পপরিপ্লুতঃ ॥ ৫

স দীর্ঘমভিনিঃশ্বসা জগতীমবলোকয়ন্  
উবাচ মেঘসংকাশঃ বিভীষণমুপহিতম্ ॥ ৬

শ্রীহনুমান এই কথা বলার পর ধর্মাত্মাগণের মধ্যে  
শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সহসা ছল-ছল নেত্রে ধ্যানস্থ হলেন  
দীর্ঘনিঃশ্বাসে আনতনয়ন তিনি সমীপবর্তী মেঘবর্ণ  
বিভীষণকে বললেন—

দিব্যাক্ষরাগাং বৈদেহীং দিব্যভরণভূষিতাম্  
ইহ সীতাং শিরঃস্নাতামুপহাপয় মা চিরম্ ॥ ৭

‘তুমি বিদেহমন্দিরী সীতাকে শিরঃস্নানাঙ্গী সম্পন্ন করিয়ে, দিব্য অঙ্গরাগাদি ও দিব্য ভূষণাদিতে সজ্জিত করিয়ে দ্বার্য আমার সকাশে নিয়ে এসো।’

একমুহুর্তে রামেণ ত্বরমাণো বিভীষণঃ।  
প্রিয়ান্তঃপুরং সীতাং স্নানান্তঃ স্বাভিষেচ্যদয়ৎ ॥ ৮

শ্রীবাম কর্তৃক এইরূপে আঞ্জাপিত বিভীষণ রীতিগতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তার স্নীগণের মাধ্যমে নিজের আগমন বার্তা সীতার কাছে পাঠালেন।

ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্টোবাচ বিভীষণঃ।

মূর্ধ্ব বদ্ধাঞ্জলিঃ শ্রীমান্ বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ। ৯

তদনন্তর মহাশয়্য সীতাকে দর্শন করে কপালে করজোড়ে প্রণামপূর্বক রাক্ষসেশ্বরের বিভীষণ সবিনয়ে বললেন—

দিব্যাক্ষরাগা বৈদেহী দিব্যভরণভূষিতা।

যানমারোহ ভদ্রং তে ভর্তা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ১০

‘বিদেহরাজকুমারী! আপনি স্নানান্তে দিব্য অঙ্গরাগা ও দিব্য বস্ত্রভূষণাদিতে সুসজ্জিত হয়ে শিবিকায় এসে বসুন। আপনার শুভ কামনা করি; আপনার পতিদেব আপনার দর্শনে উৎসুক হয়ে আছেন।’

একমুহুর্তে তু বৈদেহী প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।

যত্রাহা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১১

বৈদেহী কিন্তু বিভীষণকে বললেন—‘রাক্ষসরাজ!

ম্যানের পূর্বই আমি পতিদেবের দর্শন করতে চাই।’

তস্মাত্ বচনং শ্রদ্ধা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।

যথাহহু রামো ভর্তা তে তৎ তথা কর্তুমর্হসি ॥ ১২

সীতার এই উক্তি শ্রবণে বিভীষণ বললেন—‘দেবি!

আপনার পতিদেব শ্রীরামচন্দ্র যেরকম আঞ্জা করেছেন, আপনার সেইরূপ করা উচিত।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা মৈথিলী পতিদেবতা

ভর্তৃভক্ত্যাবতা সাক্ষী তথৈতি প্রত্যাজযত ॥ ১৩

বিভীষণের অনুরোধে পতিভক্তিপরায়ণা ও শ্রীবামকে দেবতারূপে পূজাকারিণী সাক্ষী সীতা বললেন ‘তথাস্ত’।

ততঃ সীতাং শিরঃস্নাতাং সংযুক্তাং প্রতিকর্মণা।

মহার্হাভরণোপেতাং মহার্হাভরণধারিণীম্ ॥ ১৪

আরোপ্য শিবিকাং দীপ্তাং পরার্থাধরসংবৃতাম্।

রক্ষোভির্ভূষিতাং পুণ্ড্রমাজহার বিভীষণঃ ॥ ১৫

তদনন্তর বিদেহকুমারী শিরঃস্নান ও স্নানান্তিক অঙ্গ

মার্জনাঙ্গী সমাপনের পর অভিসারযোগে মহামূল্য আভরণ ও মহার্হা বস্ত্রাদি পরিধান করে যথাক্রমে বস্ত্রাচ্ছাদিত সুশোভন শিবিকায় আরোহা হলে রাক্ষসবৃন্দের প্রহরায় সুরক্ষিতা সীতুময়ী সীতাকে নিয়ে বিভীষণ (শ্রীবামের সকাশে) উপস্থিত হলেন।

সৌহৃদিগমা মহাত্মনঃ জ্ঞান্যপি ধ্যানমাহিতম্।

প্রণতচ্ প্রহরৈশ্চ প্রাপ্তাং সীতাং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৬

ভগবান শ্রীরাম ধ্যানস্থ হয়ে আছেন জেনেও বিভীষণ সন্নিকটস্থ হয়ে সানন্দে প্রণতিপূর্বক সীতার উপস্থিতির বার্তা তাকে নিবেদন করলেন।

তামাগতাসুপশ্রুত্যা রক্ষোগৃহচিরোষিতাম্।

রোষং হর্ষং চ দৈন্যং চ রাঘবঃ প্রাপ শত্রুহা ॥ ১৭

বহুকাল রাক্ষসের পুত্রে বসবাসকারিণী সীতার উপস্থিতি শ্রবণ করে শত্রুসূদন শ্রীরঘুনাতথ যুগপৎ ক্রোধ, হর্ষ এবং দুঃখ অনুভব করলেন।

ততো যানগতাং সীতাং সবিস্ময়ং বিচারয়ন্।

বিভীষণমিদং বাক্যমব্রূটো রাঘবোঃপ্রবীৎ ॥ ১৮

সীতা শিবিকায় এসেছেন জেনে অপ্রসন্ন শ্রীরাম বহুধা ভেবে বিভীষণকে বললেন—

রাক্ষসাবিপতে সৌমা নিতাং মদ্বিজয়ে রত।

বৈদেহী সরিকর্ষং মে ক্ষিপ্তং সমভিগচ্ছত ॥ ১৯

‘সর্বদা আমার যুদ্ধভয়ের সহায়ক সৌমা রাক্ষসরাজ! তুমি বিদেহকুমারীকে বন্দো করায় আমার চোখের সামনে আসতে।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা রাঘবসা বিভীষণঃ।

তুর্গমৎসারণং তত্র কারয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ২০

শ্রীরামের এই কথায় ধর্মজ্ঞ বিভীষণ অতিশয় ব্যাগ্রভায় অন্যান্য ব্যক্তিগণকে দূরে দূরে সরিয়ে দিতে লাগলেন।

কক্ষুকোষীবিগতত্র বেত্রধর্মরপাণয়ঃ।

উৎসারয়ন্তান্ যোধান্ সমস্তাং পরিচক্রমুঃ ॥ ২১

পাগড়ী ও উর্দিপরিহিত বহুসংখ্যক রাজকীয় রাক্ষস হাতের বেত্র সশক্রে আন্দোলিত করে বানরসৈন্যগণকে দূরে সরিয়ে দিতে-দিতে চারদিকে পায়চারি করতে লাগল।

ঋক্ষাণাং বানরাণাং চ রাক্ষসানাং চ সর্বশঃ।

বৃন্দান্যুৎসার্যমানানি দূরমুত্তরুত্ততঃ ॥ ২২



এইরূপে অপসৃত ভল্লুক, বানর এবং বাক্ষসগণ  
(অসম্ভব চিত্তে) নিবিচার নিকট হতে দূরে সরে দাঁড়াল।  
তেষামুৎসার্যমাণানাং নিঃস্বনঃ সুমহানভূৎ।

বায়ুনোদধূরমানস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ॥ ২৩  
তখন বায়ুবেগে উত্তাল সমুদ্রের গর্জনের তুল্য  
অপস্বয়মান বানরসৈন্যাদির মধ্যে ঘোর কোলাহল উত্থিত  
হল।

উৎসার্যমাণাংস্তান্ দৃষ্ট্বা সমস্তাজ্ঞাতসত্তমান্  
দাক্ষিণ্যাস্তদমর্ষাচ্চ বারয়ামাস রাঘবঃ॥ ২৪

চারিদিকে অপসার্যমান ঋক্ষ-বানরাদির মনোমধ্যে  
মহা-উদ্বেগ হতে দেখে শ্রীরঘুনাথ সহজ উদারতায়  
অপসারণকারীদেরকে তা করতে নিষেধ করলেন।

সংরম্ভাচ্চাবীদ্ রামশ্চক্ষুষা প্রদহয়িব।

বিভীষণং মহাপ্রাজ্ঞং সোপালস্তমিদং বচঃ। ২৫

সেইসময় শ্রীরাম অপসারণকারী রাজকীয়  
বাঞ্চসগণকে অসম্ভব চিত্তে দেখতে লাগলেন। এই কাজে  
তাঁর চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার হল এবং তিনি পরম বুদ্ধিমান  
বিভীষণকে পবামর্শ দিয়ে অসম্ভব চিত্তে বললেন

কিমর্থং মামনাদৃত্য ক্রিশ্যতেহয়ং ত্বয়া জনঃ।

নিবর্তয়ৈনমুদ্বেষণং জনোহয়ং স্বজনো মম। ২৬

‘বিভীষণ কি কারণে আমার অনুমতি ছাড়াই সকলকে  
ক্লেশ দিচ্ছ; এই উদ্বেগজনক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করো।  
এখানে যারা এসেছে সকলেই আমার বন্ধু-স্বজন  
ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারস্তিরিক্টিয়া।

নেদৃশা রাজসংকারা বৃত্তমাবরণং স্রিয়াঃ। ২৭

‘গৃহ, বস্ত্র এবং গৃহপ্রাচীর প্রভৃতি মহিলাগণের পর্দা  
হতে পারে না। এইভাবে লোকজনকে দূরে সরিয়ে দেওয়া  
নিষ্ঠুরতার নামান্তর; এইরূপে স্ত্রীলোকদের জন্য আবরণ  
সৃষ্টি করা যায় না। পতির থেকে প্রাপ্ত সংকার এবং পত্নীর  
সচ্চরিত্র—এই দুইই হল স্ত্রীগণের অদৃশ্য আচ্ছাদন।

বাসনেষু ন কৃচ্ছেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে।

ন ক্রতো নো বিবাহে বা দর্শনং দৃম্যতে স্রিয়াঃ। ২৮

‘বিপদের সময়ে শারীরিক বা মানসিক গীড়ায়,  
যুদ্ধে, স্বয়ংবর সভায়, যজ্ঞ স্থলে বা বিবাহোৎসবে  
অন্যদের দ্বারা স্ত্রীগণের দর্শন দোষাবহ হয় না।

সৈষা বিপদগতা চৈব কৃচ্ছ্রেণ চ সমধিতা।

দর্শনে নাস্তি দোষোহস্মা মৎসমীপে বিশেষতঃ॥ ২৯

‘এখন সীতা বিপদে পড়েছেন, মানসিক কষ্টে ক্লিষ্ট  
এবং বিশেষতঃ আমার সন্নিকট। সেইহেতু গর্দার অন্তরাল  
ছাড়াই সীতার সবার সামনে আসা দোষাবহ নয়  
বিসৃজ্যা শিবিকাং তস্মাৎ পজ্যামেবাপসর্পতু।

সমীপে মম নৈদেহীং পশ্যন্তেতে বনৌকসঃ॥ ৩০

‘অতএব জ্ঞানকী পাঙ্গী থেকে নেমে পশ্চরজে আমার  
অভিমুখে আসুন যাতে সকল বানরগণ তাঁকে দর্শন করতে  
পারে।’

এবসুগুপ্ত রামেণ সনিমর্শো বিভীষণঃ  
রামসোপানয়ৎ সীতাং সন্নিবর্তয়ৎ। ৩১

শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপে অতিথিত হলে বিভীষণ স্ত্রীকে  
চিত্তায় পড়লেন এবং বিনীতভাবে সীতাকে শ্রীরাম সন্নীপে  
নিয়ে এলেন

ততো লক্ষ্মণসুগ্ৰীবৌ হনুমাংশ্চ প্রবক্ষমঃ।

নিশম্য বাক্যং রামস্য বভূবুর্বাণিতা তৃশম্॥ ৩২

সেইক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বোক্ত কথা শুনে লক্ষ্মণ,  
সুগ্ৰীব তথা কপিবর শ্রীহনুমান তিন জনেই অত্যন্ত ব্যথিত  
হলেন।

কলহনিরপেক্ষৈশ্চ ইজিতৈরস্য দারুণৈঃ

অপ্ৰীতমিব সীতামাং তর্কয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ৩৩

শ্রীরামচন্দ্রের ভয়ংকর ইজিতসমূহ সূচিত করছিল যে  
তিনি পত্নীর মর্যাদার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছেন।  
সেইহেতু লক্ষ্মণ প্রমুখ তিনজন (হনুমান, লক্ষ্মণ ও সুগ্ৰীব)  
অনুমান করছিলেন যে শ্রীরাম যেন সীতার প্রতি অপ্রসর  
রয়েছেন।

লজ্জয়া ত্ববলীয়ন্তী শ্বেষু গাত্রেষু মৈথিলী

বিভীষণেনানুগতা ভর্তারং সাভবর্ততঃ ৩৪

অগ্রে-অগ্রে সীতা যাচ্ছিলেন, বিভীষণ তাঁর  
অনুগমন করছিলেন। লজ্জাবনতা সীতা নিজের অঙ্গাদি  
সমুচিত করে নিয়েছিলেন এইরূপে সীতা সসঙ্কেতে  
পতিদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

বিস্ময়াচ্চ প্রহর্য্যচ্চ মেঘাচ্চ পতিদেবতা।

উদৈক্ষত মুখং ভর্তৃঃ সৌম্যং সৌমাতরাননাং ৩৫

সীতাদেবীর মুখমণ্ডল ছিল সৌম্যাকাঙ্ক্ষি; তিনি নিজ  
পতিকে দেবতা রূপে জ্ঞান করতেন সেইহেতু বিস্ময় ও  
হর্ষে স্ত্রী পতির মনোহর মুখচন্দ্র সম্মুখে দর্শন করলেন।

অথ সমপনুদয়নক্রমং সা



সুচিরমদুঃসুদীক্ষা বৈ প্রিয়স্য।

হৃদয়মুদিতপূর্ণচন্দ্রকাণ্ডঃ

বিমলশশাঙ্কনিভাননা তদাহুঃসীং ॥ ৩৬

তদনন্তর, বহুদিন প্রিয়তমের আদর্শনজনিত মনঃকষ্ট

তুলে সীতা দেবতুল্য পতির উদয়কালীন পূর্ণচন্দ্রের মতো  
কান্তিমান মুখসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করলেন এবং সাথে-সাথেই  
তার স্বীয় যুবদ্বী নিঃসঙ্গ চন্দ্রমার সদৃশ সৌন্দর্যদ্বিগ্নে  
পরিপূরিত হয়ে উঠল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরাচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ সমাপ্ত। ১১৪ ॥

### পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৫)

সীতার চরিত্রে সন্দিগ্ধ শ্রীরাম কর্তৃক সীতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার এবং অন্যত্র যেতে বলা

তাং তু পার্শ্বে স্থিতাং প্রহ্লাং রামঃ সস্ত্রেক্ষা মৈথিলীম্।  
হৃদয়ানুগতং ভাবঃ ব্যাহতমূপচক্রমে ॥ ১

পার্শ্বে বিনীতা সীতাকে দেখে শ্রীরাম হৃদয়ানুগত  
চরিত্র প্রায় ব্যক্ত করলেন—

এবং নিঃস্বীতা ভদ্রে শত্রুং জিহ্বা রণাজিরে।  
পৌরুষাদ্ যদনুষ্ঠেয়ং ময়েতদুপপাদিতম্ ॥ ২

‘ভদ্রে ! যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করে আমি তোমাকে  
রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি। পৌরুষের দ্বারা যা-

যা করা যায়, আমি সবকিছুই করেছি  
গতোহস্যাত্মমর্মস্যা ধর্ষণা সম্প্রমার্জিতা।

অবমানশ্চ শত্রুশ্চ যুগপরিহতো ময়া ॥ ৩

‘আমি ক্রোধের শেষ সীমায় গিয়ে মদুপরি  
আরোপিত কলঙ্কের অপনোদন করেছি। অপমানের

প্রতিশোধ এবং শত্রুর যুগপৎ নিধন সম্পন্ন করেছি।  
মনা মে পৌরুষং দৃষ্টমদা মে সফলঃ শ্রমঃ।

মনা তীর্ণপ্রতিজ্ঞোহহং প্রভবাম্যদা চাশ্বনঃ ॥ ৪

‘আজ আমার পৌরুষের পরীক্ষা হয়েছে। এখন  
পরিশ্রম সার্থক হয়েছে এবং প্রতিজ্ঞাপূরণপূর্বক আমি

হুমহিমায় বিরাজ করছি।  
বা হুং বিরহিতা নীতা চলাচিন্তেন রক্ষসা।

যা হুং বিরহিতা নীতা চলাচিন্তেন রক্ষসা।  
দৈবসম্পাদিতো দোষো মানুষেণ ময়া জিতঃ ॥ ৫

‘যখন তুমি আশ্রমে একাকিনী ছিলে, সেই সময়  
চপল রাক্ষস তোমাকে অপহরণ করেছিল। দৈববশে যে

কলঙ্ক আমাতে আরোপিত হয়েছিল, আমি তা মনুষ্যোচিত  
পুরুষার্থের বলে ঘুছে দিয়েছি।

সম্প্রাপ্তমবমানং যন্তেজসা ন প্রমার্জিত।  
করস্য পৌরুষেণার্থো মহতাপান্নচেতসঃ ॥ ৬

‘যে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের বলে তদুপরি  
আরোপিত অপমানের দূরীকরণ করতে পারে না, তাহার

মত কাপুরুষের বিশাল পৌরুষেও কী লাভ ?  
লভ্যনং চ সমুদ্রস্য লক্ষ্যাস্যচাপি মর্দনম্।

সফলং ভস্য চ স্নান্যামদ্য কর্ম হনুমতঃ ॥ ৭

‘হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করেছে এবং লক্ষ্যকে  
ধ্বংসস্বার্থ করেছে। সেই সকল প্রশংসাই কর্মও আজ

সফলতা লাভ করল।  
যুদ্ধে বিক্রমতশ্চৈব হিতং মঙ্গয়তস্তথা।

সুগ্রীবস্যা সসৈন্যস্য সফলোহদ্য পরিশ্রমঃ ॥ ৮

‘সসৈন্য সুগ্রীব যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন করেছেন তথা  
সময়ে-সময়ে আমাকে সুপরামর্শ দিয়েছে, তার পরিশ্রমও

সার্থক হয়েছে।  
বিভীষণস্য চ তথা সফলোহদ্য পরিশ্রমঃ।

বিগুণং দ্বাতরং তান্ধা যো মাং বরমুপস্থিতঃ ॥ ৯

‘বিভীষণেরও পরিশ্রম এবার সফল হল। সে  
বিপরীত গুণসমূহে পরিপূর্ণ অগ্রজ ভ্রাতা রাবণকে ভাগ

করে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।  
ইতোবৎ বদতঃ প্রহ্লা সীতা রামসা তদ্ বচঃ।

মৃগীবোৎফুল্লনয়না

বত্বাশ্রপরিপ্লুতা ॥ ১০

শ্রীরামচন্দ্রের মুখনিঃসৃত এইসকল বচন শ্রবণে  
হরিণীর তুল্য উৎফুল্লনয়না সীতা আনন্দাপ্রসূতে পবিপ্লুত  
হলেন

পশ্যতস্তাং তু রামস্য সমীপে হৃদয়প্রিয়াম্।

জনবাদভয়াদ্ রাজ্ঞো বভূব হৃদয়াং বিধা ॥ ১১

প্রাণপ্রিয়া সীতাকে নিজের নিকটে দেখেও  
লোকাপবাদের ভয়ে শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে  
যাচ্ছিল।

সীতামুংগলপত্নাক্ষীঃ নীলকুণ্ডিতমূৰ্খজাম্।

অবদদ্ বৈ বরারোহাং মথো বানররক্ষসাম্ ॥ ১২

তিনি বানর ও রাক্ষসদের সমাবেশের মধ্যেই  
পদ্মদলের ন্যায় আয়তনয়না ও কৃষ্ণকুণ্ডিতকুন্তলা সীতাকে  
বললেন—

যং কর্তব্যং মনুষ্যেণ ধৰ্ম্মণাং প্রতিমার্জতা

তং কৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানবাক্ষিণা ॥ ১৩

‘নিজ অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ মনুষ্যের যাহা  
কর্তব্য, আত্মসম্মানরক্ষার্থে রাবণের নিধন করে আমি  
সেই সকল কর্তব্য সম্পন্ন করেছি।

নির্জিতা জীবলোকস্য তপসা ভাবিতাশ্বনা।

অগন্তোহন দুরাধৰ্ম্মা মুনির্না দক্ষিণেব দিক্ ॥ ১৪

‘পুরকালে বাতাপি ও ইন্দ্ৰল রাক্ষসদ্বয়ে ত্রাসে সকল  
জীবের অগম্য দক্ষিণ দিক যেমন করে তপস্যালব্ধ শক্তিতে  
অগন্ত্য মুনি জয় করেছিলেন, সেইভাবেই আমি রাবণের  
হাতে বন্দিনী তোমাকে উদ্ধার করেছি। (সিংহিকার  
গর্ভজাত বিপ্রচিতির পুত্র হল ‘বাতাপি’ ও অনুজ ‘ইন্দ্ৰল’)।

বিদিতশাস্ত্র ভদ্রং তে যোহয়ং রণপরিশ্রমঃ।

সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্যম হৃদয়ং ময়া কৃতঃ ॥ ১৫

‘তোমার কল্যাণ হোক। তোমার জানা উচিত যে  
সকল মিত্রের সমবেত পরাক্রমে এই যে (আমার) যুদ্ধজয়  
তা বস্তুতঃ তোমার জন্য সম্পন্ন করিনি।

রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদং চ সর্বতঃ

প্রখ্যাতসাম্রবংশস্য ন্যদং চ পরিমার্জতা ॥ ১৬

‘যথোপযুক্ত আচরণের প্রতিষ্ঠা, চতুর্দিকে ছড়িয়ে  
পড়া অপবাদের নিবৃত্তি এবং ইক্ষ্বাকু বংশের নামে কলঙ্ক  
পরিমার্জনার্থে আমি যুদ্ধবিজয়াদি সকল কর্ম সম্পূর্ণ  
করেছি।

প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে হিতা।

দীপো নেত্রাতুরসোহব প্রতিকূল্যসি মে দূল ॥ ১৭

‘তোমার চরিত্রের পবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ উপস্থিত  
হয়েছে; এমতাবস্থায় তুমি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছ।  
কিন্তু নেত্ররোগী মেকপ দীপালোক সহ্য করতে পার  
না, সেইভাবেই আমিও তোমাকে কিছুতেই বেনে নিই  
পারছি না।

তদ্ গচ্ছ তানুজানেহদা যথেষ্টঃ জনকানুজঃ।

এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্গমস্তি ন মে ক্রমা ॥ ১৮

‘অতএব জনককুমারী! তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি,  
তোমার ইচ্ছামত আশ্রয়ে চলে যাও। ভদ্রে! দশ দিক  
তোমাব জন্য অব্যবহৃত; তোমাকে আমার আব প্রয়োজন  
নেই।

কঃ পুমাংস্ত কুলে জাতঃ দ্বিয়ং পরগৃহেমিত্যম্

তেজস্বী পুনরাদদ্যাং সুদ্রমোভেন চেতসা ॥ ১৯

‘সদ্বংশজাত এমন কোন তেজস্বী পুরুষ নেই যে  
দীর্ঘকাল পরগৃহে বসবাসের পর প্রত্যাবর্ত্তা হুঁকে  
কেবলমাত্র পূর্ব সৌহার্দ্যের কারণে পুনরায় গ্রহণ করে!  
রাবণাক্ষপরিব্রিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুযা

কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশমহং ॥ ২০

‘রাক্ষস রাবণ তোমাকে কোলে তুলে নিয়ে অপহরণ  
করেছে এবং তোমার সর্বদেহে তার কলুষ দৃষ্টি নিক্ষেপ  
করেছে, এই পরিস্থিতিতে ইক্ষ্বাকুবংশমর্যাদার উদ্ব্যগত  
আমি তোমাকে কীভাবে আবার স্বীকৃতি স্বীকার করব!

যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সোহয়মাসাদিতো ময়া

নাস্তি মে জ্বাভিষলো যথেষ্টং গম্যতামিতি ॥ ২১

‘অতএব যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমি তোমাকে  
উদ্ধার করেছিলাম, তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আমার আর  
তোমার প্রতি মমত্ব বা আসক্তি নেই; তোমার যেদিকে  
দু’চোখ যায়, চলে যাও।

ভদদ্য ব্যাহতং ভদ্রে ময়েতং কৃতবুদ্ধিনা।

লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিঃ যথাসুখম্ ॥ ২২

‘ভদ্রে! আমি সেইহেতু অবিচল বোধবুদ্ধিতে আর  
বলছি যে, ‘ইচ্ছে করলে তুমি লক্ষ্মণ বা ভরতের  
রক্ষণাবেক্ষণে সুখে থাকার কথা ভাবতে পারো।

শত্রুয়ে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।

নিবেশয় মনঃ সীতে যতা বা সুখমাক্রমা ॥ ২৩

‘নিবেশয় মনঃ সীতে যতা বা সুখমাক্রমা ॥ ২৩



শত্রু, বানররাজ সুগ্রীব অথবা রাক্ষসরাজ  
বিজয়নের কাছে মন নিবেদন করতে পারো ; কিংবা তুমি  
যেখানে সুখে থাকবে মনে কর, সেখানেই যেতে পারো  
নহি জ্বাং রাবণো দুষ্টা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।  
সর্বয়ে চিরং সীতে স্বগৃহে পর্যবহিতাম্॥ ২৪

সীতে ! স্বর্গীয় সুমময় ভূষিত তোমার তুল্য  
চিত্তাকর্ষক নারীকে নিজালয়ে বসবাস করতে দেখে রাবণ  
এতদিন হয়ত তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে  
পারেনি (এমত সন্দেহ হচ্ছে)।

ততঃ প্রিয়ার্হপ্রবণা তদপ্রিয়াং  
প্রিয়ার্দুপশ্রুত্যা চিরস্য মানিনী।  
মুমোচ বাত্পং রুদতী তদা ভূঃ  
গজেন্দ্রহস্তাভিহন্তেব

তদনন্তর, কেবলমাত্র প্রিয়বাক্য শ্রবণে অভ্যস্তা  
চিরাত্মিনি সীতা প্রাণপ্রিয়ের মুখনিঃসৃত যোর  
অপ্রিয়বাক্য শ্রবণে বন্যগজপতির করপ্রহারে বলবান্রীর  
নাম্য বিহুল হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে অবিরল অশ্রুধাবান ক্রন্দন  
করতে লাগলেন

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

### ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৬)

সীতার শ্রীরামচন্দ্রকে তিরস্কারসূচক উত্তর দান এবং নিজের সতীত্বের পরীক্ষা প্রদর্শনের জন্য অগ্নিপ্রবেশ

এবমুক্তা তু বৈদেহী পরুক্ষং রোমহর্ষণম্।  
রাক্ষবেণ সরোষেণ শ্রদ্ধা প্রবাথিতাভবৎ॥ ১

শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্ঠুর ও ঘোরতর বাক্যবাণে শিহরিত  
হয়ে সীতা সাতিশয় বাথিতা হলেন।

স তদাশ্রুতপূর্বং হি জনে মহতি মৈথিলী।  
শ্রদ্ধা ভর্তৃবচো ঘোরং লজ্জয়াবনতাভবৎ॥ ২

বিশাল জনসমাবেশে পতি শ্রীরামের ভয়ংকর ও  
অশ্রুতপূর্ব বাক্য শ্রবণে সীতা লজ্জায় অধোবদনা হয়ে  
গেলেন।

প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্থানি সা জনকাস্বজা।  
বাক্শরৈস্তৈঃ সশল্যেব ভ্ৰশমশ্রণ্যবর্তয়ৎ॥ ৩

এইভাবে শানিত বাক্যবাণে গীড়িত হয়ে সংকুচিত  
গাত্রে জনকনন্দিনী সীতা অবিরল অশ্রুবর্ষণে অতিশয়  
ক্রন্দন করতে লাগলেন।

ততো বাত্পপরিক্রিমং প্রমার্জন্তী স্বমাননম্।  
শৈর্ষগদগদয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ৪

অশ্রুসিক্ত মুখমুণ্ডল বস্ত্রাঞ্চলে মুছতে মুছতে তিনি

বাত্পনিরুদ্ধকণ্ঠে পতিদেবকে বললেন—

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং প্রোত্বদাক্রণম্।  
রাক্ষং প্রাবরসে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতমিব॥ ৫

‘বীর ! আপনি এমন নিষ্ঠুর, অনুচিত, শ্রুতিকটু এবং  
রাক্ষ কথ্য আমাকে কেন শোনাচ্ছেন। মনে হচ্ছে যেন  
একজন অতি সাধারণ মানুষ তার সামান্য স্ত্রীকে এইভাবে  
অভিহিত করছে।

ন তথ্যস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।  
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চরিত্রেণৈব তে শপে॥ ৬

‘মহাবাহো ! আপনি আমাকে যেরূপ ভাবছেন আমি  
সেইরকম নই। আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি আমার  
সম্মতিরাত্রের দিব্যি দিচ্ছি, আমি সন্দেহযোগ্য নারী নই।

পৃথক্স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং স্বং পরিশুদ্ধসে।  
পরিত্যজেনাং শঙ্কাং তু যদি তেহং পরীক্ষিতা॥ ৭

‘অনাবিধ স্ত্রীলোকদের দৃষ্টান্তে আপনি স্ত্রীজাতিতে  
সন্দেহ করছেন ; যদি আপনি আমাকে ইতঃপূর্বেই  
বহুভাবে পরীক্ষা করে থাকেন, তাহলে এইরূপ অশঙ্কা



ভাগ করুন।

যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাম্মি বিবশা প্রভো  
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি ॥ ৮

‘প্রভো ! যদি বা (অপহরণকালে) রাবণের  
গাত্রসংস্পর্শ হয়ে ঘটে থাকে, তাহলে জানবেন আমি  
তখন অবলা অসহায় ছিলাম, সেই ঘটনার কঠী আমি নয়,  
আমার দুর্ভাগাই সেজন্য দায়ী।

মদধীনঃ তু যৎ তন্মে হৃদয়ং হৃদয়ি বর্ততে।  
পরাদীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যামানীশ্বরী ॥ ৯

‘আমার এই হৃদয় আমার অধীন এবং তা আপনার  
চিন্তায় সদা মগ্ন থাকে। কিন্তু অপহরণের ঘটনায় অসহায়  
আমি শরীরের নিয়ন্ত্রী ছিলাম না, এমতাবস্থায় আমরা কবার  
কিছুই ছিল না।

সহ সংবুদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ  
যদি তেহহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাম্মি শাস্তবত্ম ॥ ১০

‘অন্যের প্রতি মানদ প্রাণনাথ ! এতদিনের  
যুগলজীবনে পরস্পরের মনোবৃত্তি সম্বন্ধ হয়েছে,  
তৎসঙ্গেও আমরা যদি পরস্পরকে না বুঝে থাকি, তাহলে  
আমি চির অভাগিনী

প্রেমিতস্তে মহাবীরো হনুমানবলোককঃ।  
লঙ্কাহ্মহং হৃদ্যা রাজন্ কিং তদা ন বিসর্জিতা ॥ ১১

‘মহারাজ ! লঙ্কানগরীতে আমার অনুসন্ধানার্থে যখন  
শ্রীহনুমানকে প্রেরণ করেছিলেন, তথায় অবস্থিত আমাকে  
সেইসময়েই কেন পরিত্যাগ করেননি ?

প্রত্যক্ষং বানরস্যাস্য তদ্বাক্যসমনস্তরম্।  
ত্বয়া সংত্যক্তরা বীর ত্যক্তং স্যাজ্জীবিতং ময়া ॥ ১২

‘সেই সময় বানরবীর শ্রীহনুমানের মুখ থেকে  
আপনার দ্বারা পরিত্যাগের বার্তা পেলে হনুমানের  
সমক্ষেই আমি প্রাণ বিসর্জন দিতাম।

ন বৃথা তে শ্রমোহয়ং স্যাৎ সংশয়ে ন্যস্য জীবিতম্।  
সুহৃদজনপরিভ্রেশো ন চায়ং বিফলস্তব ॥ ১৩

‘এইরূপ হলে আপনাকে নিজের জীবন সংকটাপন্ন  
করে যুদ্ধার্থে অকারণ পবিশ্রম করতে হত না এবং আপনার  
মিত্রবর্গেরও অযথা কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজন হত না।

ত্বয়া তু নৃপশার্দূল রোষমেবানুবর্ততা।  
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীহমেব পুরহুতম্ ॥ ১৪

‘নৃপশ্রেষ্ঠ ! আপনি চপল মানুষের মতো হ্রোষের

বশীভূত হয়ে আমার জ্ঞাতপূর্ব স্বভাবচরিত্রের কথা কখন  
নীর শ্রেণীর স্ত্রীর স্বভাবকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।  
অপদেশে

জনকায়োৎপত্তিবৃদ্ধতমঃ।  
মম বৃত্তং চ বৃত্তজ বহু তে ন শূদ্রতম্ ॥ ১৫  
‘হে সদসচরিত্রবৈজ্ঞা ! রাজা জনকের যুগ্মমুখি  
থেকে আবির্ভূত হওয়ায় আমি “জানকী” নামে বিখ্যাত,  
আমি জনকাত্মজা নই, ধরণীর গর্ভ হতে উদ্ভিতা অসামান্য  
রাজকন্যা, সাধারণের থেকে বিলক্ষণ স্বর্গীয় লীন  
আমার।

ন প্রমাদীকৃতঃ পানির্বাণ্যো মম নিগীড়িতঃ  
মম ভক্তিশ্চ শীলং চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্ ॥ ১৬

‘আমার বালাবস্থায় আপনি আমাকে বিব্রত  
করেছেন, তার কোন ছায়া আপনার আজকের কথা নয়  
নেই। আপনার প্রতি আমার বহুদিনের ভক্তি ও পশ্চি  
যেন অতীত কালের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছে’

ইতি ক্রবন্তী রুদতী বাস্পগঙ্গানদমিহী  
উবাচ লক্ষ্মণঃ সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্ ॥ ১৭

এইরূপ বলতে বলতে হৃদয়নরত সীতার কণ্ঠ  
অশ্রুনিরুদ্ধ হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় তিনি সাতিশর মুগ্ধিত  
এবং চিন্তিত লক্ষ্মণকে বললেন—

চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে বাসনস্যাসা ভেষজম্।  
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৮

‘সুমিত্রানন্দন ! আমার জন্য চিত্র প্রস্তুত করো।  
মিথ্যাপবাদ নিয়ে আমি আর বাঁচতে চাই না এখন চিত্রই  
আমার দুঃখের প্রতিকারক।

অগ্নীতেন গুণৈর্ভজ্য তাক্ষায় জ্ঞানসংসদি  
যা ক্ষমা মে গতির্গন্তং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্ ॥ ১৯

‘আমার গুণে অসম্বলিত আমার স্বামী তাকে  
জনসভায় সর্বসমক্ষে পরিত্যাগ করেছেন। অতএব,  
এইক্ষণে আমার করণীয় উপায় চিত্রাপূর্বক আমি চিত্রাগ্নিতে  
প্রবেশ করব’

এবমুক্তস্ত বৈদেহ্যা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।  
অমর্ষবশমাপনো রাঘবঃ সমুদৈক্ষত ॥ ২০

সীতা কর্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ শত্রুঘাতক লক্ষ্মণ  
অমর্ষাপন্ন হয়ে (ক্ষুব্ধচিত্তে) শ্রীরামচন্দ্রকে অবলোকন  
করতে লাগলেন— (সীতার প্রতি এই অপমান তাঁর সহ্য  
হচ্ছিল না)।

বিজয় মনঃস্থলং রামস্যাংকরসূচিতম্।  
চিতাং চকার সৌমিত্রির্মতে রামস্য বীর্যবান্॥ ২১

তবুও শ্রীরামের আকারে-ইঙ্গিতে সম্মতিসূচক  
মনোভাব বুঝতে পেরে পরাক্রমী লক্ষ্মণ শ্রীরামের  
মতনুসারে চিতা প্রস্তুত করলেন।

নহি রামঃ তদা কশ্চিৎ কালান্তকয়মোপমম্।  
অনুনেতুমথো বক্ষুং দ্রষ্টুং বাপ্যশকং সুহৃৎ ২২

সেই সময়ে শ্রীরাম প্রলয়াস্তক যমরাজের সদৃশ প্রতীত  
হুছিলেন। তাঁর কোন মিত্র তাঁকে বোঝাতে কিংবা কিছু  
বলতে অথবা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সাহস করল না  
অবশেষে হিতঃ রামঃ ততঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।  
উপবর্তত বৈদেহী দীপ্যমানঃ হতাশনম্। ২৩

ভগবান শ্রীরাম নতশিরে দাঁড়িয়েছিলেন  
এমতাবস্থায় সীতা পতিকে পরিত্রাণ করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির  
সমীপবর্তিনী হলেন।

প্রণম্য দৈবতেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী।  
বজ্রাঞ্জলিপুটো চেদমুবাচাগ্নিসমীপতঃ॥ ২৪

তদনন্তর দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করে মৈথিলী  
কৃতাজলিপুটে অগ্নির (অগ্নিদেবের) সমীপে বললেন—  
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাং  
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ॥ ২৫

‘যদি আমার হৃদয় কখনও এক মুহূর্তের জন্যও  
শ্রীরঘুনাথের থেকে বিচ্যুত না হয়ে থাকে, তাহলে  
জগতের সাক্ষীভূত অগ্নিদেব আমাকে সর্বতঃ সুরক্ষা  
প্রদান করুন।

যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ  
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ। ২৬

‘যদি শ্রীরাম কর্তৃক কলঙ্কিতা রূপে সন্দ্বিষ্টা আমি  
প্রকৃতপক্ষে সতী-সাধবী ও পুত্চারিত্রা হয়ে থাকি, তাহলে  
নিখিল জগতের সাক্ষীস্বরূপ অগ্নিদেব আমার দশ-দিক্  
থেকে রক্ষা করুন।

কর্মণা মনসা বাচা যথা নাত্চরাম্যহম্।  
রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ। ২৭

‘আমি যদি কদাপি মন,বাক্ অথবা ক্রিয়ার দ্বারা  
ধর্মবোদ্ধা রাঘবকে অতিক্রম না করে থাকি, তবে অগ্নিদেব  
যেন আমাকে রক্ষা করেন।

অদিত্যো ভগবান্ বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রশ্চৈব চ।  
অহস্তানি তথা সন্ধ্যো ব্রাহ্মিণি পৃথিবী তথা

যথান্যেহপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম্ ২৮

‘যদি ভগবান সূর্য, বায়ু, দিক্সমূহ, চন্দ্রমা, চিন্,  
রাত্রি, সন্ধ্যাদয়, পৃথিবী দেবী এবং অন্যান্য সকল  
দেবতাবৃন্দও আমাকে শীলবর্তী বলে জেনে থাকেন,  
তাহলে অগ্নিদেব যেন আমাকে সকল প্রকারে রক্ষা করেন।’  
এবমুক্তা তু বৈদেহী পরিত্রা হতাশনম্।  
বিনেশা জ্বলনঃ দীপ্তঃ নিঃশব্দেনাত্তরাঙ্গনা। ২৯

এইরূপ বলার পর বিদেহরাজকুমারী অগ্নিকে  
পরিত্রাণ করে নিঃশব্দচিত্তে সেই প্রবলিত চিত্রাগ্নিতে  
প্রবেশ করলেন।

জলশ্চ সূমহাঃস্তর্য নালবৃন্দসমাকুলঃ।  
দর্শ্য মৈথিলীং দীপ্তাং প্রশিশ্রীং হতাশনম্। ৩০

আবালবৃন্দসমুদয়ে পরিপূর্ণ মহতী জনতা তখন  
দীপ্তিময়ী মৈথিলেশকুমারীকে দীপ্যমান অগ্নিতে প্রবেশ  
করতে দেখল।

স তপ্তনবহেমোভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।  
পণাত জ্বলনঃ দীপ্তঃ সর্বলোকসা সমিধো। ৩১

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এবং শুদ্ধ হেমালংকারে ভূষিতা  
সীতা এইভাবে সর্বজনসমক্ষে দীপ্তাগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন  
দদৃশুস্তাং বিশালাক্ষীং পতন্তীং হবাবাহনম্।  
সীতাং সর্বানি রূপাণি রূপবেদিনিতাং তদা॥ ৩২

স্বর্ণবেদিকার সদৃশ হেমকান্তি ও মায়তলোচনা  
সীতাকে সেইক্ষণে ত্রিভুবন অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্টা দেখতে  
পেল।

দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রশিশ্রীং হতাশনম্।  
ঋষয়ো দেবগন্ধর্বা যজ্ঞে পূর্ণাহুতীমিব। ৩৩

ঋষি, দেবতা ও গন্ধর্বগণও অগ্নিতে প্রবেশোদ্ভাতা  
সীতাকে যজ্ঞে পূর্ণাহুতির মতো অবলোকন করতে  
লাগলেন

প্রচুক্ষুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ দুষ্টা হব্যবাহনৈঃ।  
পতন্তীং সংজ্ঞতাং মজ্জৈর্বসোর্থারামিবাশ্ববৈঃ। ৩৪

যাগযজ্ঞে যেমন মজ্জসমূহের দ্বারা সংস্কৃত বসুধারার  
(অর্থাৎ, নিরবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারার) আকৃতি দেওয়া হয়,  
তৎসদৃশ সালংকাবা সীতাকে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে দেখে  
সমবেত স্ত্রীলোকেরা চিৎকার করে উঠলেন।

দদৃশুস্তাং ব্রয়ো লোকা দেবগন্ধর্বদানবাঃ।  
শপ্তাঃ পতন্তীঃ নিরয়ো ত্রিদিবান্ দেবতামিব। ৩৫

ত্রিভুবনের দেব-দানব-গন্ধর্ব প্রমুখ দিব্য প্রাণিগণ



শাপগ্রস্তা কোন এক দেবীকে স্বর্গচ্যুতা হয়ে নরকে  
নিপাতিতা হওয়ার সদৃশ ভগবতী সীতাকে অগ্নিতে প্রবেশ  
করতে দেখলেন।

তস্যামগ্নিং বিশস্ত্যাং তু হাহেতি বিপুলঃ স্বনঃ।

রক্ষসাং বানরাণাং চ সমুভ্ৰাবান্তোপমঃ। ৩৬  
সীতার অগ্নিপ্রবেশের মুহূর্তে সমবেত রাক্ষস এবং  
বানরগণের মধ্যে উচ্চস্বরে হাহাকার ধ্বনি উদ্ভূত হয়।  
সেই অদ্ভুত ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

ইত্যর্ধে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৬ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

### সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৭)

ভগবান শ্রীরামের সমীপে দেবতাগণের আগমন এবং ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীরামের দেবত্ব প্রতিপাদন ও স্তুতি

ততো হি দুর্মনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং গিরিঃ।

দম্বো মুহূর্তং ধর্মাস্তা রাঙ্গপাকুললোচনঃ। ১

তদন্তর হাহাকারকারী বানর এবং রাক্ষসদের  
বার্তালাপ শ্রবণ করে মনে-মনে দুঃখিত শ্রীরামচন্দ্র  
অশ্রুসজলনেত্রে দুঃদণ্ড চিন্তা করলেন।

ততো বৈশ্রবণো রাজা যমশ্চ পিতৃভিঃ সহ।

সহস্রাক্ষশ্চ দেবেশো বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ। ২

ষড়্ভবনয়নঃ শ্রীমান্ মহাদেবো বৃষধ্বজঃ।

কর্তা সর্বস্য লোকস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মাবিদাং বরঃ। ৩

এতে সর্বের সমাগম্য বিমানৈঃ সূর্যসন্নিভৈঃ।

আগম্য নগরীং লঙ্কামভিজগ্মুশ্চ রাঘবম্॥ ৪

সেই সময়ে বিশ্ববার পুত্র যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণ  
সহিত যমরাজ, দেবরাজ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, বারিরাজ বরুণ,  
শ্রীমান বৃষধ্বজ ত্রিনেত্র মহাদেব এবং নিখিল জগতের  
সৃষ্টিকর্তা ও ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা সকল  
দেবতাগণ সূর্যসদৃশ বিমানে লঙ্কাপুরীতে এসে শ্রীরঘুনাথের  
সমীপে সমাগত হলেন।

ততঃ সহস্রাভরণান্ প্রগৃণা বিপুলান্ ভুজান্।

অক্রবংস্ত্রিংশশ্রেষ্ঠা রাঘবং প্রাজ্ঞলিং হিতম্॥ ৫

অতঃপর সেই সকল দেবতাগণ অলংকৃত  
দীর্ঘবাহুসমূহ উত্তোলিত করে যুদ্ধকরপুটে সম্মুখে

দণ্ডায়মান শ্রীরামকে বললেন—

কর্তা সর্বস্য লোকস্য শ্রেষ্ঠো জ্ঞানবিদাং বিদুঃ।

উপেক্ষসে কথং সীতাং পতন্তীং হবাবাহনে

কথং দেবগণশ্রেষ্ঠমাঙ্গানং নাববুধ্যসে ৬

‘শ্রীবাম ! আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠা, জ্ঞানিগণের  
মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বব্যাপক। তাহলে কি করে অগ্নিমাে  
নিপতিতা সীতাকে উপেক্ষা করছেন ? আপনি সকল  
দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুঃ — এই কথা কেন বুঝে  
পারছেন না ?

ঋতথামা বসুঃ পূর্বং বসুনাং চ প্রজাপতিঃ

ত্রয়াণামপি লোকানামাদিকর্তা স্বয়ংপ্রভুঃ ৭

‘পুরাকালে আপনি বসুগণের প্রজাপতি ঋতথামা  
নামে বসু ছিলেন। আপনিই ত্রিভুবনের আদিকর্তা স্বয়ং  
রুদ্রাণামষ্টমো রুদ্রঃ সাধ্যানামপি পঞ্চমঃ।  
অগ্নিনৌ চাপি করৌ তে সূর্য্যচন্দ্রমসৌ দৃশৌ ৮

‘রুদ্রগণের মধ্যে অষ্টম রুদ্র আপনি এবং  
সাধ্যগণের মধ্যে পঞ্চম সাধ্য। অগ্নিনীকুমারদ্বয় আপনর  
কর্ণ এবং সূর্য ও চন্দ্র আপনার নেত্রযুগল।

অস্ত্রে চাদৌ চ মধ্যে চ দৃশ্যসে চ পরশ্চ

উপেক্ষসে চ বৈদেহীং মানুষঃ প্রাকৃতো যথান ৯

‘অরিন্দম ! সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত্রে আপনিই



বিরাজিত থাকেন। তৎসঙ্গেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়  
আপনি কেন সীতাকে উপেক্ষা করছেন ?

ইত্যুত্তো লোকপালৈস্তেঃ স্বামী লোকস্য রাঘবঃ।

ত্রিবীং ত্রিদশশ্রেষ্ঠানু রামো ধর্মভূতাং বরঃ॥ ১০

ত্রিভুবনের পালনকারী দেবগণ কর্তৃক এইরূপে  
অভিহিত হয়ে ধর্মাত্মা গণের শ্রেষ্ঠ লোকনাথ শ্রীরঘুনাথ  
রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দকে বললেন—

আজ্ঞানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাজ্যম্,

মোহং যচ্চ যতচ্চাহং ভগবাংস্তদ্ ব্রবীতু মে॥ ১১

‘পূজ্য দেবতাগণ ! আমি নিজেকে মানব দাশরথি  
রূপে বলে বুঝেছি। ভগবন্ ! আমি যেই হই অথবা আমার  
হংস যাই হয়ে থাকুক—সবকিছু আপনারা আমার বোধগম্য  
করণ’

ইতি ব্রূবাণং কাকুৎস্থং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ

ত্রিবীজু মে বাকাং সত্যং সত্যপরাক্রমঃ॥ ১২

শ্রীরঘুনাথ এইরূপ বলতে থাকলে ব্রহ্মবিদগণের  
শ্রেষ্ঠ ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—‘সত্যপরাক্রমী রঘুবীর !  
আপনি আমার সত্য কখন শ্রবণ করলেন।

ভবানু নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংস্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ।

একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যসপত্নজিৎ॥ ১৩

‘আপনি চত্রধারী সর্বশক্তিমান শ্রীমান ভগবান  
শ্রীনারায়ণ ; ধরণীধারণকারী একশৃঙ্গ বরাহবতার এবং  
দেবগণের ভূত ও ভবিষ্যৎ শত্রুজিৎ।

অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যং চ মध्ये চান্তে চ রাঘব।

লোকানাং ত্বং পরো ধর্মো বিশ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ॥ ১৪

‘রঘুনন্দন ! আপনি অবিনাশী পরম ব্রহ্ম, সৃষ্টির  
আদি, মধ্য ও অন্তকালে সত্যস্বরূপে বিরাজমান। পরম  
ধর্মস্বরূপ আপনি সর্বব্যাপক তথা চতুর্ভুজ শ্রীহরি।

শার্দধ্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।

যজিতঃ খজাধুং বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥ ১৫

‘আপনি শার্দকামূকধারী, হৃষীকেশ (অর্থাৎ,  
ইন্দ্রিয়গামের প্রভু), বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্ত্বা, পুরুষোত্তম  
(সকলের শ্রেষ্ঠ), অজ্ঞেয়, খড়গধারী বিষ্ণু এবং  
সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ।

সেনানীগ্রামণীশ্চ ত্বং বুদ্ধিঃ সত্ত্বং ক্রমা দমঃ।

প্রভবশ্চাপায়শ্চ

ত্বমুপেজ্জো

মধুসূদনঃ॥ ১৬

‘আপনি দেব সেনাপতি, গ্রামসমূহের মুখ্য কর্তা।  
আপনি বুদ্ধি, ক্রমা, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রশমক দম নামে সত্ত্বাত।  
সমস্ত কিছুর উৎস ও প্রলয়। আপনি উপেন্দ্র বামনাবতার  
এবং মধুসূদন (মধু নামক দৈত্যের সংহারক)।

ইন্দ্রকর্মা মহেন্দ্রস্ত্বং পদ্মনাতো রণাত্মকঃ।

শরণ্যং শরণং চ ত্বামাহর্দিন্যা মহর্ষয়ঃ॥ ১৭

‘ইন্দ্রেরও সৃষ্টিকর্তা মহেন্দ্র আপনি এবং যুদ্ধের  
শমনকারী শান্তস্বরূপ পদ্মনাত ও আপনি। দিব্য মহর্ষিগণ  
আপনাকে শরণপ্রদানকারী ও শরণাগতবৎসল নামে  
অভিহিত করেন।

সহস্রশৃঙ্গো বেদাত্মা শতশীর্ষো মহর্ষভঃ।

ত্বং ত্রয়াণাং হি লোকানামাদিকর্তা স্বয়ংপ্রভুঃ॥ ১৮

‘আপনি হাজার হাজার শাখায় বিস্তৃত এবং শত শত  
বিধিবাক্যরূপ শীর্ষযুক্ত বেদরূপী মহাবৃষভ ; ত্রিভুবনের  
আদিকর্তা স্বয়ম্ভু

সিদ্ধানামপি সাধ্যানামাগ্রয়শ্চাসি পূর্বজঃ।

ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারত্বমোক্ষারঃ পরাংপরঃ॥ ১৯

‘আপনি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আগ্রয়ভূত এবং পূর্বজ।  
যজ্ঞ, বষট্কার এবং ওঁকার আপনিই। আপনি শ্রেষ্ঠ  
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা।

প্রভবং নিধনং চাপি নো বিদুঃ কো ভবানিতি।

দৃশ্যসে সর্বভূতেষু গোষু চ ব্রাহ্মণেষু চ॥ ২০

‘আপনার আবির্ভাব অথবা তিরোভাব কেউ জানে  
না। আপনি কে এ ব্যাপারেও কেউ অবগত নয়। সমস্ত  
প্রাণীতে, গাভীগণমধ্যে তথা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আপনি  
প্রতিষ্ঠিত আছেন।

দিস্কু সর্বাণু গগনে পর্বতেষু নদীষু চ।

সহস্রচরণঃ শ্রীমান্ শতশীর্ষঃ সহস্রদৃক্॥ ২১

‘সকল দিকসমূহে, আকাশে, পর্বত সমুদায়ে এবং  
নদী প্রবাহগুলিতে আপনার সত্তা বিরাজমান। আপনার  
সহস্র-সহস্র চরণ, শত-শত শীর্ষ এবং হাজার-হাজার  
নেত্র বর্তমান।

ত্বং ধারয়সি ভূতানি পৃথিবীং সর্বপর্বতান্।

অন্তে পৃথিব্যাঃ সলিলে দৃশ্যসে ত্বং মহোরগঃ॥ ২২

‘আপনি সকল প্রাণিগণকে, পৃথিবীকে এবং পর্বতাদিকে ধারণ করেন। পৃথিবীর প্রলয় হলেও আপনি সলিলে সর্পরূপে বিরাজ করেন — অর্থাৎ শেষনাগরূপে অবস্থান করেন।

শ্রীলোকান্ ধারয়ন্ রাম দেবগন্ধর্বদানবান্।

অহং তে হৃদয়ং রাম জিহ্বা দেবী সরস্বতী। ২৩

‘শ্রীরাম ! আপনি ত্রিভুবনের তথা দেবতা-দানব গন্ধর্বদের ধারক বিরাট পুরুষ — নারায়ণ। সকলের হৃদিস্থ পরমাত্মা। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার হৃদয় এবং দেবী সরস্বতী আপনার জিহ্বা।

দেবা রোমাণি গাত্রেষু ব্রহ্মণা নির্মিতাঃ প্রভো।

নিমেষস্তে স্মৃতা রাত্রিরুণ্মেষো দিবসস্তথা॥ ২৪

‘প্রভো ! আমি পিতামহ ব্রহ্মা যে সকল দেব-দেবীর সৃষ্টির কারণ, সেই সকল দেবতাগণ আপনার বিরাট শরীরস্থ রোমরাজি। আপনার নিমেষ ও উন্মেষে যথাক্রমে রাত্রি ও দিন।

সংস্কারাত্ত্ববন্ বেদা নৈতদস্তি ত্বয়া বিনা।

জগৎ সর্বং শরীরং তে হৈর্যং তে বসুধাতলম্॥ ২৫

‘বেদ আপনার সংস্কার। আপনি ছাড়া জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। নিখিল বিশ্বচরাচর আপনার শরীরস্বরূপ। বসুধাতল আপনার হৈর্য।

অগ্নিঃ কোপঃ প্রসাদস্তে সোমঃ শ্রীবৎসলক্ষণঃ।

ত্বয়া লোকান্তয়ঃ ক্রান্তাঃ পুরা হৈর্বিক্রমৈস্তিষ্ঠিঃ॥ ২৬

‘অগ্নি আপনার ক্রোধ এবং চন্দ্রমা প্রসন্নতা। বন্ধদেশে শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণকারী ভগবান বিষ্ণুও আপনি পুরাকালে (বামনাবতারে) তিন পদক্ষেপে তিন ভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) পরিব্যাপ্ত করেছিলেন।

মহেন্দ্রশ্চ কৃতো রাজা বলিং বন্ধা সুদারশম্।

সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ॥ ২৭

‘আপনি অত্যন্ত পরাক্রমী দৈত্যরাজ বলিকে বন্দি

করে দেবরাজ ইন্দ্রকে ত্রিভুবনের রাজা করেছিলেন। সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং আপনি মূর্তিমান নারায়ণ, আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রজাপতি।

বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্,

তদিদং নত্বয়া কার্ষং কৃতং ধর্মজ্ঞাং নরঃ॥ ২৮

‘ধর্মাঙ্গাগণের শ্রেষ্ঠ রঘুবীর। রাবণের বধার্থে আপনি ধরাস্থ মনুষ্যশরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমারে স্বার্থ আপনি সম্পাদন করেছেন।

নিহতো রাবণো রাম প্রহস্তো দিবমাক্রম্,

অমোঘং দেব বীর্যং তে ন তে মোঘাঃ পরাক্রমাঃ॥ ২৯

‘শ্রীরাম ! আপনার দ্বারা রাবণ নিহত হয়েছে। এবার আপনি সপ্রসন্নচিত্তে দিব্য ধামে আগমন করুন। দেব ! আপনার পরাক্রম অব্যর্থ। আপনার প্রকটিত পরাক্রম কখনও ব্যর্থ হয় না।

অমোঘং দর্শনং রাম অমোঘস্তব সংস্তবঃ

অমোঘাত্তে ভবিষ্যন্তি ভক্তিমন্ত্রো নরা ভূবি॥ ৩০

‘শ্রীরাম ! আপনার সাক্ষাৎ দর্শনের ফল অমোঘ। স্বপ্নেও আপনার দর্শন অমোঘ এবং আপনার ভক্তেরাও পৃথিবীতে অমোঘ।

যে ত্বাং দেবং ক্রবং ভক্তাঃ পুরাণং পুরুষোত্তমম্

প্রাপুবন্তি তথা কামানিহ লোকে পরত্র চ ৩১

‘আপনি পুরুষোত্তম। দিবালাবণ্ডে শোভিত পরমাত্মা। যারা আপনার ভক্ত, পরলোকে তাহাদের সকল মনোরথ সফল হবে।’

ইমমার্ঘং স্তবং দিব্যমিতিহাসং পুরাতনম্

যে নরাঃ কীর্তয়িষ্যন্তি নান্তি তেষাং পরাম্ভঃ ৩২

এই হল পরম ঋষি ব্রহ্মা কথিত দিবা স্তোত্র এবং পুরাণস্থ ইতিহাস ; যেসকল মনুষ্য ভক্তিতরে এই কৃতি কীর্তন করবে তাহাদের কখনও পরাভব হবে না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

## অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৮)

অগ্নিশিখা থেকে সাক্ষাৎ অগ্নিদেবের সীতার সঙ্গে প্রকট হয়ে সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট  
প্রত্যর্পণপূর্বক তাঁর পবিত্রতার প্রমাণীকরণ তথা শ্রীরাম কর্তৃক সানন্দে সীতাকে গ্রহণ করা

এতদ্ব্যতীতঃ বাক্যং পিতামহসমীকৃতম্।  
জ্ঞানদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিভাবসুঃ ১

পিতামহ ব্রহ্মার এবংবিধ কথা শুনে মূর্তিমান  
অগ্নিদেব বিদেহনন্দিনী সীতাকে (পিতৃস্নেহে) ক্রোড়ে নিয়ে  
চিত্তর অগ্নিশিখা হতে উথিত হলেন।

বিধ্বাং চিতাং তাং তু বৈদেহীং হব্যবাহনঃ  
উত্তমৌ মূর্তিমানাশু গৃহীত্বা জনকান্বজাম্ ২

সেই চিতাকে ইতস্ততঃ আন্দোলিত করে দিব্য শরীরী  
অগ্নিদেব বৈদেহী সীতার সঙ্গে হ্রস্ব দণ্ডায়মান হলেন।

ভরুণাদিত্যসংকাশাং তন্তুকাক্ষনভূষণাম্।

রক্তধরধরাং বালাং নীলকুণ্ডিতমূৰ্খজাম্ ৩

ভক্তিমাল্যভরণাং তথাক্ষপামনিকিতাম্

দশৌ রামায় বৈদেহীমঞ্চ কৃৎস্না বিভাবসুঃ ৪

অকণাদিত্য তুল্য গাত্রবর্ণা, শুক্লকাক্ষণালংকারে  
বিচূষিতা, রক্তবর্ণবসনে সুসজ্জিতা, কৃষ্ণকুণ্ডিতকুন্তলা

অনিন্দাসুন্দরী সীতা প্রস্থুটিত পুষ্পমালাগলে অগ্নির সহিত

স্বাবীর্ভূতা হলেন এবং সাক্ষাৎ অগ্নিদেব বৈদেহীকে

ক্রোড়ে ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করলেন

অতীতঃ তু তদা রামঃ সাক্ষী লোকসা পারবকঃ।

এবা তে বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদাভে ৫

তদনন্তর লোকসাক্ষী অগ্নি শ্রীরামকে বললেন

‘শ্রীরাম! ইনি আপনার ধর্মপত্নী বিদেহরাজকুমারী সীতা।

ইনি নিম্পাপ ও কলঙ্কলেশশূন্যা।

দৈব বাচা ন মনসা নৈব বুধ্যা ন চক্ষুযা

সুহৃদা বৃদ্ধশৌচীর্ষাং ন জামতাচরচ্ছুভা ৬

‘শ্রেষ্ঠাচারসম্পন্ন এই শুভলক্ষণা সত্যি মন, বাক্য,

বুদ্ধি অথবা দৃষ্টিদ্বারা আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের

অশ্রমে যাননি। ইনি সদাচারপরায়ণ এবং নিত্য আপনার

অরাধনা করেছেন।

রাবণোপনীতিষা বর্যোৎসিঙ্গেন রক্ষসা

রক্তা বিরহিতা দীনা বিবশা নির্জনে সতী ৭

১৭ ৥

‘নিজের বলদর্পে দর্পিত রাক্ষস রাবণ সীতাদেবীকে  
অপহরণ করেছিল, তখন অবলা বৈদেহী শূন্য আশ্রমে  
একাকিনী ছিলেন—আপনি নিকটে ছিলেন না; এমনভাবেই  
ইনি বিবশ ছিলেন।

রক্তা চতুঃপুরে গুপ্তা হৃদিতা হৃৎপরায়ণা।

রক্ষিতা রাক্ষসীভিষ্ঠা ঘোরাভির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ ৮

‘সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে রাবণ

অন্তঃপুরে অবৈকী করাল রাক্ষসীদের প্রহরায় তাঁকে

বন্দি করে রেখেছিল কিন্তু সীতা সর্বদা ছিলেন আপনার

প্রতি অনুরক্তা ও আপনার চিন্তায় নিমগ্না।

প্রলোভ্যমানা বিবিধঃ তর্জ্যমানা চ মৈথিলী,

নাচিন্তয়ত তদ্রক্ষণকাতেনান্তরাঙ্কনা ৯

‘অতঃপর রাক্ষস কর্তৃক প্রলোভ্যমানা এবং

বহুপ্রকারে ভৎসিতা হওয়া সত্ত্বেও পতিগতপ্রাণা মৈথিলী

রাক্ষস রাবণকে মনোমধ্যে বিদুমাত্র স্থান দেননি।

বিশুদ্ধভাষাং নিম্পাপাং প্রতিগৃহীষ মৈথিলীম্।

ন কিঞ্চিদভিষাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে ১০

‘অতএব নির্মলহৃদয়া অপাপবিদ্ধা মৈথিলীকে

আপনি সাদরে গ্রহণ করুন এবং আমি আজ্ঞা করছি যে

আপনি সীতাকে কোনপ্রকারের কটু বাক্য বলা থেকে বিরত

থাকুন।’

ততঃ প্রীতমনা রামঃ প্রত্নৈবং বদতাং বরঃ।

দর্ষ্যো মুহূর্তং ধর্মাত্মা হর্ষব্যাকুললোচনঃ ১১

অগ্নিদেবের এই কথা শুনে বজ্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। আনন্দাশ্রুতে

তাঁর নেত্রযুগল সজল হয়ে গেল এবং তিনি কিছুক্ষণ

চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন।

এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমানুরবিক্রমঃ।

উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠঃ রামো ধর্মভূতাং বরঃ ১২

তখন মহাতেজস্বী, ধৈর্যবান, মহান পরাক্রমী

তথা ধর্মাত্মগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র দেবশিরোমণি



অগ্নিদেবকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

অবশ্যং চাপি লোকেষু সীতা পাবনমহতি।

দীর্ঘকালোষিতা হীয়ঃ রাবণাস্তঃপুরে শুভা ১৩

‘ভগবন্ ! মানুষের মনে সীতার পবিত্রতা বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদনার্থে পবিত্রতার এই পরীক্ষা আবশ্যক ছিল ; কেননা, সুলক্ষণা সীতা বহুদিন যাবৎ অসহায় অবস্থায় রাবণের অন্তঃপুরে বন্দিনী ছিলেন।

বালিশো বত কামাস্মা রামো দশরথাস্তজঃ

ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জ্ঞানকীমবিশোধ্য হি ১৪

‘আজ সীতার পবিত্রতা পরীক্ষিত না হলে লোকেরা বলত যে দশরথপুত্র শ্রীরাম অতি মূঢ় এবং বাসনাসক্ত,

অনন্যাহৃদয়াং সীতাং মচ্ছিত্তপরিরক্ষিণীম্।

অহমপাবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাস্তজাম্ ১৫

‘আমি (শ্রীরাম) ভালোভাবে অধগত আছি যে সীতার হৃদয় সর্বদা আমাতেই নিবদ্ধ এবং তিনি সদা আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী।

ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং শ্বেন তেজসা।

রাবণো নতিবর্তেন বেলামিব মহোদধিঃ ১৬

‘আয়তলোচনা সীতা স্বকীয় তেজেদীপ্তিতে স্বয়ং সুরক্ষিতা। অতএব সমুদ্রের উর্মিমাল্য যেমন বেলাভূমিকে অতিক্রম করতে পারে না, সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণও সীতার মর্যাদা লঙ্ঘন করতে অসমর্থ।

প্রত্যয়ার্থং তু লোকানাং ত্রয়াণাং সত্যসংশ্রয়ঃ।

উপেক্ষে চাপি বৈদেহীং প্রবিশন্তীং হৃতাশনম্ ১৭

‘তথাপি কেবলমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করে জনগণের মনে বিশ্বাস উৎপাদনার্থে আমি অগ্নিতে প্রবেশে উদ্যত। সীতাকে নিষেধ করিনি।

ন হি শক্তঃ সুদুষ্টাস্তা মনসাপি হি মৈথিলীম্।

প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ১৮

‘মিথিলেশকুমারী সীতা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার তুল্য দুর্ধর্ষ ও অন্যের পক্ষে দুর্লভ। দুষ্টাস্তা রাবণ মানসিকভাবেও সীতার উপর অত্যাচার করতে অসমর্থ।

নেয়মহতি বৈক্রবাং রাবণাস্তঃপুরে সতী।

অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রজা যথা ১৯

‘রাবণের অন্তঃপুরে নিবাস করেও সীতার মতো কোনপ্রকার বিহ্বলতা স্থান পায়নি। কেননা, সূর্যদেব ও জ্যোতি যেমন অভিন্ন, তেমনই আমি ও সীতা একাত্ম। বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাস্তজা ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্তিরাম্ববতা যথা ২০

‘জনকাস্তজা মৈথিলী ত্রিভুবনে পরম পবিত্র। সেই কারণে আপন কীর্তির মতো সীতাকেও আমি পরিভ্রাণ করতে সমর্থ নই। আমার কীর্তি যেমন আমাকে কল্পী করেছে, তেমনি সীতার নিষ্কলুষ পবিত্রতা অমরত মহিমাবিত ও বিশ্রুত করে তুলেছে।

অবশ্যং চ ময়া কার্য সর্বেষাং বো বচো হিতম্  
শ্রিন্বনাং লোকনাথানামেব চ বদতাং হিতম্ ২১

‘আপনাদের সদৃশ লোকপালক আমার হিতার্থেই এবং বিধ কথাবার্তা বলছেন ; আপনারা আমাকে সত্যিকার স্নেহ করেন। অতএব আপনাদের মতো সকল দেবতানে হিতকর বাক্য আমার অবশ্য পালনীয়’

ইত্যেবমুক্ত্বা বিজয়ী মহাবলঃ

প্রশস্যমানঃ স্বকৃতেন কর্মণা।

সমেতা রামঃ প্রিয়য়া মহাযশাঃ

সুখং সুখার্হোহনুবভূব রাঘবঃ ২২

এইরূপ বলে নিজ কৃত পরাক্রমে প্রশংসিত মহাবলী, মহাযশস্বী, বিজয়ী বীর রঘুনন্দন শ্রীরাম প্রিয়তমা সীতার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং স্বয়ং সুখানুভব সত্যিকার সুখানুভব করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ১১৮

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১১৮।

## একোবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৯)

মহাদেবের আদেশে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের বিমানে সমুপাগত দশরথের প্রতি প্রণাম নিবেদন  
এবং পুত্রদ্বয় ও সীতাকে আবশ্যিক উপদেশ প্রদান করে দশরথের ইন্দ্রলোকে প্রস্থান

ইতচ্ছ্রী শ্রীমহাঃ বাক্যঃ রাঘবেনানুভবিতম্।

ততঃ শুভতরং বাক্যঃ ব্যাজহার মহেশ্বরঃ॥ ১

শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক উচ্চারিত শুভ বচন শুনে স্বয়ং

দেবদেব মহেশ্বর শুভতর বাক্যসমুদায় বলতে

লাগলেন—

পুত্রাঙ্ক মহাবাহো মহাবক্ষঃ পরম্পর।

দ্বিত্য কৃতমিদং কর্ম ভূয়া ধর্মভূতাং বর। ২

‘অরিন্দম, কমলাক্ষ, দীর্ঘবাহু ও আয়তবক্ষ !

তুমি ধর্মাত্মগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি রাবণকে নিধন

করেছেন—এটি মহা সৌভাগ্যের বিষয়।

দ্বিত্য সর্বস্য লোকস্য প্রবৃক্ষং দারুণং তমঃ

অপবৃক্ষং ভূয়া সংশ্যো রাম রাবণজং ভয়ম্। ৩

‘শ্রীরাম ! রাবণের থেকে উজ্জ্বল হ্রাস ত্রিলোকের

পুরু পুঞ্জীভূত ঘোর অন্ধকারের তুলা ছিল, সেই তমসা

আপনি যুদ্ধ জয়ের দ্বারা বিদূরিত করেছেন।

আশ্বাস্য ভরতং দীনং কৌসল্যাং চ যশস্বিনীম্।

কৈকেয়ীং চ সুমিত্রাং চ দুষ্টা লক্ষ্মণমাতরম্॥ ৪

গ্রাণা রাজ্যময়োধ্যায়াং নন্দয়িত্বা সুহৃজ্জনম্।

ইক্ষ্বাকুণাং কুলে বংশং হাপয়িত্বা মহাবল॥ ৫

ইষ্ট্য তুরগমেধেন প্রাপ্য চাত্তমং যশঃ।

ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদ্বা ত্রিদিবং গজ্জমর্হসি॥ ৬

‘মহাবলী বীর ! এক্ষণে, বিনয়ী ভরতকে আশ্বাসিত

করে, যশস্বিনী কৌসল্যা, কৈকেয়ী তথা লক্ষ্মণের মাতা

সুমিত্রা সাম্রাজ্যীগণকে নিরীক্ষণপূর্বক মিত্রগণের

আনন্দবর্ধন করে অযোধ্যা নগরীতে ইক্ষ্বাকু কুল-বংশ

স্থাপিত করুন। তৎপশ্চাৎ অশ্বমেধযজ্ঞ সমাধা করে

মুদুসনীয় যশস্বী আপনি ব্রাহ্মণগণকে ধনৈশ্বর্যাদি

বিতরণপূর্বক সশরীরে স্বর্গলোকে গমন করুন।

এস রাজা দশরথো বিমানহঃ পিতা তব।

অকুংহু মানুষে লোকে গুরুত্তর মহাযশাঃ॥ ৭

‘কাকুংহুকুলনন্দন ! অবলোকন করুন, আপনাদের

পিতা দশরথ বিমানোপরি অবস্থান করছেন। মর্ত্যধামে

অবস্থান কালে ইনিই ছিলেন আপনার মহাযশস্বী গুরু।

ইন্দ্রলোকং গতঃ শ্রীমাংস্কয়া পুত্রৈশ্চ তারিতঃ।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা ভূমেনমভিবাদয়॥ ৮

‘এই শ্রীমান সম্রাট এখন ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েছেন ;

আপনার তুল্য সুপুত্র ইনাকে (দশরথকে) সংসার হতে

পরিদ্রাণ করিয়েছেন, অতএব আপনি অনুজ লক্ষ্মণকে

সঙ্গে নিয়ে ইনাকে প্রণাম করুন।’

মহাদেবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।

বিমানশিখরহস্য প্রণামমকরোং পিতৃঃ॥ ৯

ভগবান মহাদেবের বচন শুনে লক্ষ্মণসহিত শ্রীরাম

বিমানোপরি বিরাজমান পিতৃদেব দশরথকে প্রণাম

করলেন।

দীপ্যমানং স্কয়া লক্ষ্মা বিরজোহম্বরধারিণম্।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা দদর্শং পিতরং প্রভুঃ॥ ১০

সনাক্ষণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শুচিশ্রীভ্রাতার পরিহিত

দশরথকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যে দেদীপ্যমান দেখলেন।

হর্ষেণ মহতাহুবিষ্টো বিমানহো মহীপতিঃ।

প্রাণৈঃ প্রিয়তরং দুষ্টা পুত্রঃ দশরথস্তদা॥ ১১

বিমানে অধিষ্ঠিত রাজা দশরথ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র

শ্রীরামের দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হলেন।

আরোপ্যাঞ্জে মহাবাহুবরাসনগতঃ প্রভুঃ

বাহুভ্যাং সম্পরিধজ্য ভক্তো বাক্যং সমাদদে॥ ১২

শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট দীর্ঘবাহু রাজা দশরথ

শ্রীরামকে ক্রোড়ে নিয়ে দুই হাতে আলিঙ্গনপূর্বক বললেন—

ন মে স্বর্গো বহু-মতঃ সম্মানশ্চ সুরধীভেঃ।

ভূয়া রাম বিহীনসা সত্যং প্রতিশূণোমি তে॥ ১৩

‘রাম ! তোমার কাছে সত্য বলছি, তোমার কাছ

থেকে বিরহিত হয়ে আমার স্বর্গসুখ এবং দেবতাগণের

প্রদত্ত সম্মান কোনকিছুই ভালো লাগছে না।

অদ্য ভ্যাং নিহতমিত্রং দুষ্টা সম্পূর্ণমানসম্।

নিষ্টীর্ণবনবাসং চ প্রীতিরাসীৎ পরা মম॥ ১৪

‘শত্রুকে বধপূর্বক সফল মনোরথ এবং বনবাসকাল

হতে উত্তীর্ণ তোমাকে দেখতে পেয়ে আজ আমার

যৎপরনাস্তি আনন্দ হচ্ছে।



কৈকেয়া যানি চোক্তানি বাক্যানি বদতাং বর।

তব প্রব্রাজনার্থানি স্থিতানি হৃদয়ে মম॥ ১৫

‘বহুগণের শ্রেষ্ঠ বক্তা শ্রীরাম ! তোমাকে বনবাসে প্রেরণের উদ্দেশ্যে রানী কৈকেয়ী যেসকল বাণ্য বলেছিলেন সেগুলি আজও আমার হৃদয়কে দীক্ষিত করে।’

ত্বাং তু দুষ্টা কুশলিনং পরিষজা সঙ্গম্।

অদা দুঃখাদ্ বিমুক্তোহস্মি নীহারাদিব ডাক্তরঃ। ১৬

‘সলঙ্ঘণ তোমাকে কুশল দেখে এবং আলিঙ্গন করে কুজাটিকামুক্ত চন্দ্ৰের সদৃশ আমি আজ সকল মনঃপীড়া হতে মুক্তিকার করলাম।

তারিতোহহং ত্বয়া পুত্র সুপুত্রো মহামুনা

অষ্টাবক্রেশ ধর্মাত্মা কহোলো ব্রাহ্মণো যথা। ১৭

‘অষ্টাবক্রমুনি যেমন নিজ ধর্মাত্মা পিতৃদেব কহোলকে (মর্ত্য থেকে) পরিত্রাণ করেছিলেন, সেইরূপ তুমি আমার ধর্মিক পুত্র, আমাকেও তুমি পরিত্রাণ করেছ। ইদানীং চ বিজানামি যথা সৌম্য সুরেশ্বরৈঃ।

বধার্থং রাবণস্যেহ বিহিতং পুরুষোত্তমম্। ১৮

‘সৌম্য ! আমি দেবতাগণের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে রাবণের নিধনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং নারায়ণই তোমাররূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।’

সিদ্ধার্থা খলু কৌসল্যা যা ত্বাং রাম গৃহং গতম্।

বনামিবৃত্তং সংহৃষ্টা দ্রক্ষ্যতে শত্রুসূদনম্॥ ১৯

‘শ্রীরাম ! কৌশল্যার জীবন সার্থক ; যেহেতু তিনি বনবাস হতে প্রত্যাবৃত্ত তোমার মতো অরিন্দম পুত্রকে নিজের প্রাসাদে সানন্দে নিরীক্ষণ করবেন।

সিদ্ধার্থাঃ খলু তে রাম নরা যে ত্বাং পুরীং গতম্।

রাজ্যে চৈবাভিষিক্তং চ দ্রক্ষ্যতে বসুধাধিপম্॥ ২০

‘রঘুনন্দন ! অযোধ্যাবাসীদের জীবন ধনা যারা তোমাকে রাজসিংহাসনে রাজ্যরূপে অভিষিক্ত হতে দেখবে।

অনুরক্তেন বজিনা শুচিনা ধর্মচারিণা

ইচ্ছয়াং ত্বামহং দ্রষ্টুং ভরতেন সমাগতম্ ২১

‘পুত্র ভরত অতিশয় ধর্মাত্মা, পবিত্র ও বলবান। সে তোমার প্রকৃত অনুরাগী। আমি ভরতের সহিত ত্বরায় তোমার মিলনোৎসব দেখতে চাই।

চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য বনে নির্বাতিতাত্ময়া।

বদতা সীতয়া সার্থং মৎপ্রীত্যা লক্ষ্মণেন চ॥ ২২

‘সৌম্য ! পিতৃসভাপালনের জন্য তুমি, লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে চতুর্দশ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছ

নিবৃত্তবনবাসোহসি প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া

রাবণং চ ররে হত্বা দেবতাঃ পরিতোষিতাঃ ২৩

‘এতদিন পর তোমার বনবাসের সময়সীমা উল্লিখিত হয়েছে ; তুমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছ এবং রাবণকে বধ করে দেবতাগণকেও প্রসন্ন করেছ।

কৃতং কর্ম যশঃ শ্লাঘ্যং প্রাপ্তং তে শত্রুসূদন।

জাতৃভিঃ সহ রাজ্যাহো দীর্ঘমায়ুরনাপুষ্টিঃ ২৪

‘শত্রুসূদন ! তুমি এইসকল কার্য সম্পন্ন করেছ এবং তদ্ব্যজিত প্রশংসনীয় যশোগৌরব লাভ করেছ এবার তুমি জাতৃগণের সাথে রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করো।’

ইতি বুবাণং রাজানং রামঃ প্রাজ্ঞনিরুদীং

কুরু প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কৈকেয়া ভরতসা চ॥ ২৫

বিমানস্থ রাজা দশরথ এইরূপ বললে শ্রীরাম কৃতাজ্ঞলি হয়ে বললেন : ‘পিতঃ ! ধর্মজ্ঞ মহারাজ আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতিও প্রসন্ন হউন এবং দুজনকেই আশীর্বাদ করুন।

সপুত্রাং ত্বাং তাজ্যমীতি যদুজ্ঞা কৈকেয়ী ত্বয়া

স শাপঃ কৈকেয়ীঃ ঘোরঃ সপুত্রাং ন স্পৃশ্যেৎ প্রজাঃ ২৬

‘প্রভো ! পূর্বে আপনি কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনায় স্ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে কৈকেয়ী ! তোমাকে এবং তোমার পুত্রকে আমি পরিত্যাগ করলাম, আপনার সেই মহাজ্ঞাপ কৈকেয়ী এবং তাঁর পুত্র ভরতকে যেন স্পর্শ না করে।’

তথেন্তি স মহারাজো রামমুক্তা কৃতাজ্ঞলিম্।

লক্ষ্মণং চ পরিষজা পুনর্বাচামুবাচ হ ২৭

মহারাজ দশরথ “তথাহু” বলে শ্রীরামের প্রার্থনা স্বীকার করলেন এবং কৃতাজ্ঞলিপূর্বক দণ্ডায়মান লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন—

রামঃ শুশ্রূষতা ভক্ত্যা বৈদেহ্যা সহ সীতয়া

কৃত্য মম মহাপ্রীতিঃ প্রাপ্তং ধর্মফলং চ ত্রে ২৮

‘বৎস লক্ষ্মণ ! তুমিও ভক্তিপূর্বক বিদেহকুমারী

সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের বহুবিধ সেবায় নিযুক্ত ছিলে

— এইহেতু আমি অতিশয় প্রসন্ন হয়েছি তুমি ধর্মের ফল

পেয়েছ।



ধর্মঃ প্রাক্সাসি ধর্মজ্ঞ যশস্চ বিপুলং ভুবি  
রামে প্রসমে স্বর্গ চ মহিমানং তথোত্তমম্ ॥ ২৯  
‘ধর্মজ্ঞ ! ওষিষ্যতেও তুমি ধর্মের সুফল পাবে এবং  
পৃথিবীতে বিপুল যশের অধিকারী হবে। শ্রীরামচন্দ্রের  
প্রসন্নতায় তোমার উত্তম স্বর্গ ও মহত্ত্ব প্রাপ্তি হবে।  
রামঃ শুশ্রূষ ভদ্রং তে সুমিত্রানন্দবর্ধন।  
রামঃ সর্বসা লোকস্য হিতৈষ্যভিন্নতঃ সদা ॥ ৩০

‘সুমিত্রার আনন্দবর্ধক লক্ষণ ! তোমার মঙ্গল হোক।  
তুমি নিবন্তর শ্রীরামের সেবায় রত থাকো। শ্রীরামচন্দ্র  
সর্বদাই প্রজাদের মঙ্গলচিন্তায় নিবেদিতপ্রাণ।  
এতে সেন্যাপ্রয়ো লোকাঃ সিদ্ধাস্চ পরমর্ষয়ঃ  
অভিবাধ্য মহাত্মানমর্চস্তি পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩১

‘দেখো ! ইন্দ্রসহিত ত্রিভুবন, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণও  
পরমাত্মস্বরূপ পুরুষোত্তম রামকে প্রণামপূর্বক অর্চনা  
করছেন।  
এতৎ তদুত্তমব্যাক্তমক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।  
দেবানাং হৃদয়ং সৌম্য গুহ্যং রামঃ পরব্রহ্ম ॥ ৩২

‘সৌম্য ! অবিদ্যম এই শ্রীরামচন্দ্র দেবভাগ্যের হৃদয়  
এবং দেবগণের অন্তর্হিত গুহ্যতম তত্ত্ব। শ্রীরাম  
বেদপ্রতিপাদিত অব্যাক্ত ও অবিনাশী ব্রহ্ম।  
অবাগ্ম্যমর্চরণং যশস্চ বিপুলং ভুয়া।  
এবং শুশ্রূষতাবাত্রং বৈদেহ্যা সহ সীতয়া ॥ ৩৩

‘অবিচলতাচিন্তে বিদেহনন্দিনী সীতাসহ শ্রীরামের  
সেবা-শুশ্রূষা করতে-করতে তোমার সুকর্মের ফল সঞ্চিত  
হয়েছে এবং তুমি যশোগৌরব লাভ করেছে।’  
ইহাঙ্গা লক্ষণং রাজা সুবাং বন্ধাঞ্জলিং হিতাম্।  
পৃথীতান্ভাষ্য মধুরং শনৈরেনামুবাচ হ ॥ ৩৪

লক্ষণের প্রতি এইরূপে রাজা দশরথ যুক্ত করে  
বিরাজমানা সীতাদেবীকে ‘কণো’ সম্বোধনে অভিহিত  
করলেন এবং মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন—  
কণব্যো ন তু বৈদেহি মনুষ্যোঃ গমিমং প্রতি।  
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে একোনবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৯ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে একোনবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোনবিংশত্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১১৯ ॥

রামেন্দেদং বিশুদ্ধার্থঃ কৃতং বৈ হৃদিতৈষিণা ৩৫  
‘বিদেহনন্দিনী ! শ্রীরামের দ্বারা তোমার পরিত্যাগের  
বিষয়ে তুমি তাঁর প্রতি ক্রোধিত হবে না ; কেননা,  
শ্রীরামচন্দ্র তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং সমাজে তোমার  
পবিত্রতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এইরূপ ব্যবহাব  
করেছে

সুদুষ্করমিদং পুত্র তব চরিত্রলক্ষণম্।  
কৃতং যৎ তেহনানারীণাং যশো হৃতিভবিষ্যতি ॥ ৩৬  
‘পুত্রি ! তুমি তোমার চরিত্রের পবিত্রতা প্রদর্শন করার  
উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রবেশ করেছ ; এই কাজ অন্য  
নারীগণের পক্ষে দুষ্কর। তোমার এই দুঃসাহস অন্য সকল  
নারীর যশকে অতিক্রম করে দেবে।  
ন ভুং কামং সমাধেয়া ভর্তৃশুভ্রবণং প্রতি।  
অবশাং তু ময়া বাচ্যমেষ তে দৈবভং পরম্ ॥ ৩৭

‘পতিসেবার বিষয়ে নিঃসন্দেহে তোমাকে কোন  
উপদেশ-দানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই কথা আমার  
অবশাই বলে দেওয়া উচিত যে শ্রীরামই হলেন তোমার  
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা।’  
ইতি প্রতिसমাদিশ্য পুত্রৌ সীতাং চ রামবঃ।  
ইন্দ্রলোকং বিমানেন যযৌ দশরথো নৃপঃ ॥ ৩৮

এবম্প্রকারে পুত্রদ্বয় এবং সীতাদেবীকে আদেশ ও  
উপদেশ দানপূর্বক রঘুবংশীয় রাজা দশরথ বিমানোপরি  
আরোহণ অবস্থায় ইন্দ্রলোকের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।  
বিমানমাছায় মহানুভাবঃ  
শ্রিয়া চ সংহটতনূর্ণশোভমঃ।  
আমন্ত্য পুত্রৌ সহ সীতয়া চ  
জগাম দেবপ্রবরসা লোকম্ ॥ ৩৯

এইভাবে দিবা সৌন্দর্যের দীপ্তিতে পুলকিতশরীর  
মহানুভব নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ রাম-লক্ষণ এবং সীতার নিকট  
হতে বিদায়গ্রহণপূর্বক স্বর্গীয় বিমানে ইন্দ্রলোকের পথে  
যাত্রা করলেন।

## বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২০)

শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত বানরসৈন্যগণকে জীবন দান,  
দেবতাগণের প্রধান, তদনন্তর বানরসৈন্যগণের বিশ্রামলাভ

প্রতিপ্রয়াতে কাকুৎস্থে মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ  
অব্রবীৎ পরমপ্ৰীতো রাঘবঃ প্রাজ্ঞলিং হিতম্ ॥ ১

মহারাজ দশরথ প্রজ্ঞান করলে পাকশাসন ইন্দ্র অভ্যন্ত  
প্রসন্ন হয়ে কবজোড়ে শ্রীবঘুনাথকে বললেন—

অমোঘঃ দর্শনং রাম তবাম্ব্যাকং নরর্ষভ।  
প্ৰীতিযুক্তাঃ স্ম তেন ত্বং ক্রুহি যন্মনসেজিতম্ ॥ ২

‘নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম ! তুমি যে আমাদের দর্শন করেছ,  
তার সুফল অব্যর্থ ও অনিবার্য। আমরা সকল দেবতাগণ  
তোমার উপর পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন তুমি তোমাব  
কাজিত মনোবাসনার কথা প্রকাশ করো, যা আমাদের  
আশির্বাদে অবশ্যই পূর্ণ হবে।’

এবমুক্তো মহেন্দ্রেন প্রসন্নেন মহামুনা।  
সুপ্রসন্নমনা হৃষ্টো বচনং প্রাহ রাঘবঃ ॥ ৩

এইরূপে মহানুভব দেবরাজ কর্তৃক সুপ্রসন্নভাবে  
অতিহিত হলে প্রফুল্লচিত্ত শ্রীরামচন্দ্র দেবরাজকে আনন্দে  
বললেন—

যদি প্ৰীতিঃ সমুৎপন্না ময়ি তে বিবুধেশ্বর  
বক্ষ্যামি কুরু মে সত্যং বচনং বদতাং বর ॥ ৪

‘বজ্রশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট  
হয়ে থাকেন, তবে আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা  
আছে, তা যেন পূর্ণ হয়।

মম হেতোঃ পরাক্রান্তা যে গতা যমসাদনম্।  
তে সর্বে জীবিতং প্রাপ্য সমুত্তীর্ণস্ত বানরাঃ ॥ ৫

‘যে-সকল বানর আমার পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ  
বিসর্জন দিয়েছে, তারা যেন নবজীবন লাভ করে।

মৎকৃতে বিপ্রযুক্তা যে পুত্রৈর্দারৈশ্চ বানরাঃ।  
তান্ প্ৰীতমনসঃ সর্বান্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ ॥ ৬

‘স্নেহশীল দেবেন্দ্র ! যে সকল বানরগণ আমার জন্য  
স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের  
সবাইকে দেখে আমি আনন্দ পেতে চাই।

বিক্রান্তাশ্চাপি শূরাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি চ।  
কৃতযত্না বিপ্লবাস্চ জীবন্ত্যেতান্ পুরন্দর ॥ ৭

‘পূজনীয় পুরন্দর ! তারা ছিল পরাক্রমী শূরবীর এবং

মৃত্যুকেও নগণ্য মনে করত ; আমার জন্য যুদ্ধ করে তারা  
কালের কবলে চলে গেছে। আপনি এদের সকলকে জীবিত  
করে তুলুন।

মৎপ্রিয়ৈর্দজিন্জাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি যে  
ত্বং প্রসাদাৎ সমেযুস্তে বরমেতমহং বৃণে ॥ ৮

‘যে-সকল বানরগণ আমার হিতসাধনে এতী হয়ে  
মৃত্যুকেও তুচ্ছ মনে করত, তারা সবাই আপনার বরে  
আমার সঙ্গে মিলিত হোক - এই বর প্রার্থনা করি  
নীলজ্যো নির্রণাশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষান্।

গোলাঙ্গুলাংস্তথক্ষাংশ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ ॥ ৯

‘মানদ দেবরাজ ! আমি সেই সকল বানর-  
ক্ষক্ষসমুদায়কে নীরোগ, ক্ষতশূন্য এবং বলবীর্য়সম্পন্ন  
দেখতে চাই

অকালে চাপি পুষ্পানি মূলানি চ ফলানি চ।  
নন্দ্যশ্চ বিমলাস্তত্র তিষ্ঠেদুর্ঘটত্র বানরাঃ ॥ ১০

‘যে যে বানরগণ যথায়-যথায় আছে, সেখানে  
অসময়েও যেন পুষ্পরাশি এবং ফল মূলানি খানসন্তরে  
প্রাচুর্য্য হোক তথা নদীর জল সুনির্মল ও সুপেয় হয়ে উঠুক’

শ্রদ্ধা হু বচনং তস্য রাঘবস্য মহামুনা।  
মহেন্দ্রঃ প্রত্যবাচেদং বচনং প্ৰীতিসংযুতম্ ॥ ১১

মহাত্মা শ্রীবঘুনাথের এইরূপ উক্তি শুনে সুপ্রসন্ন  
মহেন্দ্র প্রত্যুত্তরে বললেন—

মহানয়নং বরজাত যত্নযোজো রঘুশ্রম।  
দ্বিময়া নোক্তপূর্বং চ তস্মাদেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ১২

‘তাত ! রঘুবংশবিভূষণ ! আপনি যে বর প্রার্থনা  
করেছেন তা অতিশয় গুরুতর। তবুও যেহেতু আমি কখনও  
দু’রকম কথা বলিনি, সেহেতু তোমার প্রার্থিত বর অবশ্যই  
সফল হবে।

সমুত্তীর্ণস্ত তে সর্বে ইতা যে যুধি রাক্ষসৈঃ  
খক্ষাশ্চ সহ গোপুচ্ছৈর্নিকৃন্তাননবাহবঃ ॥ ১৩

‘যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে সেই সকল ছিন্নমস্তক ও  
ছিন্নবাহু ভল্লুক-বানর প্রভৃতি জীবিত হোক।

নীলজ্যো নির্রণাশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষাঃ ॥

সমুখাসাঙ্ঘি হরয়ঃ সুপ্তা নিদ্রাক্ষয়ে যথা ॥ ১৪

‘নীরোগ, অক্ষত ও বল-পৌরুষ সম্পন্ন অবস্থায় (নিহত) বানরসৈন্যগণ সুপ্তোখিতের ন্যায় পুনর্জীবন লাভ করক।

দুর্জির্বাঙ্ঘবৈশৈব জ্ঞাতিভিঃ স্বজনৈঃ চ।

সর্ব এব সমেষান্তি সংযুক্তাঃ পরয়া মুদা ॥ ১৫

‘এরা সকলেই সুহৃদ, বান্ধব, জ্ঞাতি, ভ্রাতা তথা স্বজনগণের সহিত আনন্দের সঙ্গে মিলিত হোক।

জ্বালা পুষ্পশবলাঃ ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ

ভবিষ্যন্তি মহেষাস নদ্যশ্চ সলিলায়ুতাঃ ॥ ১৬

‘এই সকল বানরগণ যেখানে-যেখানে বিরাজ করবে তথায় তথায় অসময়েও বৃক্ষাদি ফল ও পুষ্পরাশিতে ভরে উঠবে এবং তথাকার নদীগুলি নির্মল জনপ্রবাহে বইতে থাকবে।’

স্বপ্নেঃ প্রথমঃ গাত্রৈরিদানীং নিব্র্ণৈঃ সন্মৈঃ।

ততঃ সমুখিতাঃ সর্বৈ সুপ্তেব হরিসন্তপাঃ ॥ ১৭

(দেবরাজের বরে) অতঃপর শ্রেষ্ঠ বানরগণ খাবা ক্ষত-বিক্ষত শরীরে মৃত্যুবরণ করেছিল, তারা সকলেই নিদ্রোখিতের ন্যায় অক্ষত শরীরে দণ্ডায়মান হয়ে পড়ল।

বহুবর্ভানরাঃ সর্বৈ কিং ত্বেতদিতি বিস্মিতাঃ।

কাকুৎস্থঃ পরিপূর্ণার্থং দৃষ্ট্বা সর্বৈ সুরোত্তমাঃ ১৮

মদ্রবন্ পরমপ্ৰীতাঃ স্তুত্বা রামং সলক্ষ্মণম্।

গচ্ছাযোধ্যামিতো রাজন্ বিসর্জয় চ বানরান্ ॥ ১৯

নিহত বানরসৈন্যগণকে পুনরায় জীবিত হতে দেখে অন্য সকল বানরেরা—‘এ কি হল, এ কি হল’ এই ভাবনায় বিস্ময়াভিতূত হয়ে গেল এবং কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে বুঝতে পেরে সাতিশয় আনন্দিত দেবগণ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের স্তুতিপূর্বক (তাকে) বজলেন—‘রাজন্! বানরবৃন্দকে বিদায় জানিয়ে এখান থেকে অযোধ্যা

নগরীতে গমন করন।

মৈথিলীঃ সান্ত্বয়ামেনামনুরক্তাঃ যশস্বিনীম্।

ভ্রাতরং ভরতং পশ্য স্বচ্ছোকাদ্ ব্রতচারিণম্ ॥ ২০

‘মিথিলানন্দিনী যশস্বিনী সীতা সর্বদাই আপনাতে অনুরক্তা, তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করুন এবং যে ভ্রাতা ভরত আপনার অদর্শনে দীর্ঘকাল ব্রতানুপালন করছেন, স্বরায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হউন।

শত্রুঘ্নঃ চ মহাত্মানঃ মাতৃঃ সর্বাঃ পরস্তপ।

অভিষেক্য চাম্রানং পৌরান্ গচ্ছা প্রহর্যয় ॥ ২১

‘পরস্তপ! আপনি শত্রুঘ্ন ও সকল মাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করুন। নিজেকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়ে প্রজাবর্গকে আনন্দ দান করুন।’

এবমুক্তা সহস্রাক্ষা রামং সৌমিত্রিণা সহ।

বিমানৈঃ সূর্যসংকাশৈর্যৌ হৃষ্টঃ সুরৈঃ সহ ॥ ২২

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে এইরূপে বলে দেবরাজ ইন্দ্র সকলদেবতা সমভিব্যাহারে তেজস্বী বিমান দ্বারা সানন্দে দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

অভিবাদ্য চ কাকুৎস্থঃ সর্বাংস্তাং হ্রিদিশোত্তমান্।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা বাসমাজ্জাপয়ৎ তদা ॥ ২৩

সেইসময়ে সকল প্রধান-প্রধান দেবতাগণকে প্রণামপূর্বক সলক্ষ্মণ শ্রীরাম উপস্থিত সবাইকে বিশ্রাম করার আদেশ দিলেন।

ততস্ত সা লক্ষ্মণরামপালিতা

মহাচমূর্ছষ্টজনা যশস্বিনী।

শ্রিয়া জ্বলন্তী বিরাজ সর্বতো

নিশা প্রপীতেব হি শীতরশ্মিনা ॥ ২৪

অতঃপর, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কর্তৃক প্রতিপালিত, হৃষ্ট-পুষ্ট সৈন্যপরিপূর্ণ কীর্তিমান যোদ্ধাবাহিনী শীতাংশু চন্দ্রিমার উত্তাসে সুশোভিত রাত্রির সদৃশ বিরাজ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে বিংশতাব্দিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের বিংশতাব্দিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥



একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২১)

শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা গমনের প্রস্তুতি এবং তাঁর আদেশে নিভীষণ কর্তৃক পুষ্পকবিমান আনয়ন

তাং রাত্রিমুখিতং রামং সুখোদিতমরিন্দমম্ ।  
অত্রবীং প্রাজ্ঞশির্বাণ্যং জয়ং পুষ্টা বিভীষণঃ ১  
রাত্রিকালীন বিশ্রামেব পর শত্রুসূদন শ্রীরাম প্রাতে  
সুখনিদ্রা হতে উখিত হলে কুশল স্নিজ্ঞাপ্যপূর্বক নিভীষণ  
করজোড়ে বললেন—

মানানি চাক্ষরাণি বজ্রাণ্যভরণানি চ ।  
চন্দনানি চ মালায়ানি দিব্যানি বিবিধানি চ ॥ ২

‘রঘুনন্দন ! স্নানের জন্য জল, অঙ্গরাজ, বস্ত্র,  
আভূষণ, চন্দন এবং বিবিধ দিব্য-মালা আপনার সেবার্থে  
প্রস্তুত করা হয়েছে।

অলঙ্কারবিদশৈত্য নার্যঃ পদ্মনিভেক্ষণাঃ ।  
উপহিতাস্থাঃ বিবিধং স্নাপয়িষ্যন্তি রাঘব ॥ ৩

‘রঘুবীর ! অঙ্গসজ্জা ও অলংকরণাদি শৃঙ্গারকলা  
পারদর্শিনী, কমলনয়না নারীগণ আপনার সেবায় উপস্থিত  
তারা আপনাকে যথারীতি অবগাহন করাবে।’

এবমুক্তস্ত কাকুৎস্থঃ প্রত্যবাচ বিভীষণম্ ।  
হরীন্ সুগ্রীবমুখ্যাত্মং স্নানেনোপনিমন্ত্রম্ ॥ ৪

বিভীষণ কর্তৃক এইরূপে অভিহিত শ্রীরাম তাঁকে  
বললেন—‘মিত্র ! তুমি সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণকেও স্নানের  
জন্য অনুরোধ করো।

স তু তাম্যতি ধর্মাত্মা মম হেতোঃ সুখোচিতঃ ।  
সুকুমারো মহাবাহুর্ভরতঃ সত্যসংশ্রয়ঃ ॥ ৫

‘আমার জন্য ইতিমধ্যে সত্যব্রতী মহাবাহু ধর্মাত্মা  
ভরত বহু ক্লেশ সহ্য করেছে। সে বয়সে নবীন এবং  
সুখান্বাদনের যোগ্য পাত্র।’

তাং বিনা কৈকয়ীপুত্রং ভরতং ধর্মচারিণম্ ।  
ন মে স্নানং বহু মতং বজ্রাণ্যভরণানি চ ॥ ৬

‘এইরূপ চরিত্রবান ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া  
পর্যন্ত আমার স্নানে রুচি নেই তথা বস্ত্রালংকারাদিতেও ইচ্ছা  
নেই।

এতৎ পশ্য যথা ক্ষিপ্ৰং প্রতিগচ্ছাম তাং পুরীম্ ।  
অযোধ্যাং গচ্ছতো হোষ ঐশ্বাঃ পরমদুর্গমঃ ॥ ৭

‘এখন তুমি ব্যবস্থা করো, যাতে আমি দ্রুত  
অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি ; কেননা হেথা

হতে পদব্রজে অযোধ্যায় যাত্রা করা, পথের দুর্ভাগ্য  
দৈর্ঘ্যের কারণে বহু সময় সাপেক্ষ।’

এবমুক্তস্ত কাকুৎস্থঃ প্রত্যবাচ বিভীষণঃ  
অহনা দ্বাঃ প্রাগয়িষ্যামি তাং পুরীং পার্শ্বনাথ ১

শ্রীরাম এইকথা বললে বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বললেন—  
—‘নাথকুমার ! এব্যাপারে আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে সঙ্গ  
আমি একদিনের মধ্যে আপনাকে অযোধ্যাপুরীতে পৌঁছে  
দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

পুষ্পকং নাম ভ্রমং তে বিমানং দুর্বসন্ধিভঃ ।  
মম দ্বাত্তঃ কুবেরস্য রাবণেন বন্দীতঃ ২

হতং নির্জিতা সংগ্রামে কামগং দিব্যমুত্তমম্  
ঐদর্শং পালিতং চেনং ত্রিষ্ঠভাঙ্গলবিক্রমঃ ৩

‘হে অভুলপরাক্রম শ্রীরাম ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ  
কুবের—এর সূর্যতুল্য দীপ্তিমান পুষ্পক বিমান প্রস্তুত আছে;  
অগ্রজ কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাবণ এই বিমানটী  
ছিনিয়ে নিয়েছিল। আপনার শুভ হোক ! সেক্ষণ  
বিহারযোগ্য এই শ্রেষ্ঠ ও সুগম্য বিমান আমি এখন আপনার  
যাত্রার্থে সুবক্ষিত রেখেছি

তদিদং মেঘসংকাশং বিমানমিহ ত্রিষ্ঠতি  
যেন যাস্যসি যানেন তুমযোধ্যাং গতভ্রমঃ ১১

‘মেঘমালা সদৃশ বিশাল আয়তন দিব্য বিমানটী  
এখানে বিরাজমান, যাতে করে আপনি অক্লেশে  
অযোধ্যাপুরীতে প্রস্থান করতে পারবেন

অহং তে যদানুগ্রাহ্যো যদি স্মরসি মে গুণান্  
বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদাঙ্গি ময়ি সৌহৃদম্ ১২

লক্ষ্মণেন সহ জাত্যা বৈদেহ্যা ভার্যয়া সহ  
অর্চিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং ততো রাম গমিষ্যসি ১৩

‘শ্রীরাম ! যদি আমাকে আপনি আপনার কৃপার  
যোগ্য মনে করেন এবং যদি আমার মধ্যে কোনো গুণটি  
আছে বলে মনে করেন তথা যদি আমি আপনার স্নেহস্বর্ণ  
হয়ে থাকি, তাহলে অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সঙ্গে  
কিছুকাল এখানে থেকে অতীজিত সম্মাননা ও অর্চনা গ্রহণ  
করুন। আমার এইরূপ আতিথ্য ও পূজার্চনা গ্রহণ করার পর  
অযোধ্যায় পদার্পণ করবেন

যেন যাস্যসি যানেন তুমযোধ্যাং গতভ্রমঃ ১১

‘মেঘমালা সদৃশ বিশাল আয়তন দিব্য বিমানটী  
এখানে বিরাজমান, যাতে করে আপনি অক্লেশে  
অযোধ্যাপুরীতে প্রস্থান করতে পারবেন

অহং তে যদানুগ্রাহ্যো যদি স্মরসি মে গুণান্  
বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদাঙ্গি ময়ি সৌহৃদম্ ১২

লক্ষ্মণেন সহ জাত্যা বৈদেহ্যা ভার্যয়া সহ  
অর্চিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং ততো রাম গমিষ্যসি ১৩

‘শ্রীরাম ! যদি আমাকে আপনি আপনার কৃপার  
যোগ্য মনে করেন এবং যদি আমার মধ্যে কোনো গুণটি  
আছে বলে মনে করেন তথা যদি আমি আপনার স্নেহস্বর্ণ  
হয়ে থাকি, তাহলে অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সঙ্গে  
কিছুকাল এখানে থেকে অতীজিত সম্মাননা ও অর্চনা গ্রহণ  
করুন। আমার এইরূপ আতিথ্য ও পূজার্চনা গ্রহণ করার পর  
অযোধ্যায় পদার্পণ করবেন

যেন যাস্যসি যানেন তুমযোধ্যাং গতভ্রমঃ ১১

‘মেঘমালা সদৃশ বিশাল আয়তন দিব্য বিমানটী  
এখানে বিরাজমান, যাতে করে আপনি অক্লেশে  
অযোধ্যাপুরীতে প্রস্থান করতে পারবেন

অহং তে যদানুগ্রাহ্যো যদি স্মরসি মে গুণান্  
বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদাঙ্গি ময়ি সৌহৃদম্ ১২

লক্ষ্মণেন সহ জাত্যা বৈদেহ্যা ভার্যয়া সহ  
অর্চিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং ততো রাম গমিষ্যসি ১৩

‘শ্রীরাম ! যদি আমাকে আপনি আপনার কৃপার  
যোগ্য মনে করেন এবং যদি আমার মধ্যে কোনো গুণটি  
আছে বলে মনে করেন তথা যদি আমি আপনার স্নেহস্বর্ণ  
হয়ে থাকি, তাহলে অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সঙ্গে  
কিছুকাল এখানে থেকে অতীজিত সম্মাননা ও অর্চনা গ্রহণ  
করুন। আমার এইরূপ আতিথ্য ও পূজার্চনা গ্রহণ করার পর  
অযোধ্যায় পদার্পণ করবেন

প্রতিযুক্তসা বিহিতাং সসৈন্যঃ সমুদ্রদগণ।

সংক্রিয়াং রাম মে তাবদ্ গৃহাণ স্বঃ ময়োদ্যতাম্ ॥ ১৪

‘রঘুনন্দন ! আমি সানন্দে আপনার সেবা-সৎকার করতে চাই। আমার দ্বারা প্রস্তুত এই আতিথা-সৎকার আপনি সসৈন্যে বন্ধু-স্বজনবর্গের সহিত একত্রে স্বীকার করুন।

প্রশাদ্ বহুমানাচ্চ সৌহার্দেন চ রাঘব।

প্রসাদয়ামি প্রেষ্যোহহং ন স্বজাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ১৫

‘রঘুবীর ! আমি শুধুমাত্র প্রেম-প্রীতি, সম্মান ও সৌহার্দের অধিকারে আপনাকে প্রসন্ন করতে চাইছি। কারণ, আমি আপনার বিনীত সেবক ; আপনাকে আদেশ বা আজ্ঞা করার সাধ্য আমার নেই।’

এবমুক্তস্ততো রামঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।

রুক্ষাং বানরাণাং চ সর্বেষামেব শৃণুতাম্ ॥ ১৬

বিভীষণ এইরূপ বলার পর শ্রীরাম সমবেত বান্ধব ও বানরবৃন্দের সমক্ষে বললেন—

পূজিতোহস্মি ত্বয়া বীর সচিব্যেন পরেণ চ

সর্বান্ধনা চ চেষ্টাভিঃ সৌহার্দেন পরেণ চ ॥ ১৭

‘বীর বিভীষণ ! আমার পরম সুহৃদ এবং শ্রেষ্ঠ সচিবরূপে তুমি অশেষ প্রযত্নে আমার সম্মাননা ও অর্চনা করেছো

ন খল্বেতন্ন কুর্যাং তে বচনং রাক্ষসেশ্বর

তং তু মে ভ্রাতরং ব্রহ্মং ভরতং ত্বরতে মনঃ ॥ ১৮

মাং নিবর্তয়িতুং যোহসৌ চিত্রকূটমুপাগতঃ

শিরসা যাচতো যস্য বচনং ন কৃতং ময়া ॥ ১৯

‘রাক্ষসেশ্বর ! তোমার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার নেই ; পরন্তু এক্ষণে আমার মন আমার অনুজ ভরতকে দেখার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সে চিত্রকূট পর্যন্ত এসেছিল কিন্তু নতশিরে প্রার্থিত তাহার আবেদন-নিবেদনে আমি সন্মত হতে পারিনি।

কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং চ যশস্বিনীম্।

ধ্বং চ সুহৃদং চৈব পৌরাঞ্জানপদৈঃ সহ ॥ ২০

‘এছাড়াও মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী

কৈকেয়ী, মিত্রবর গৃহ, অযোধ্যাবাসিগণ ও অন্যান্য

প্রজাবর্গকে দেখার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।

অনুজানীহি মাং সৌম্য পূজিতোহস্মি বিভীষণ।

মন্যুর্ন খলু কর্তব্যঃ সখে ভ্রাতৃ চানুমানয়ে ॥ ২১

‘সৌম্য বিভীষণ ! এখন তুমি আমাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দাও। আমি তোমার দ্বারা বহুভাবে সম্মানিত হয়েছি। সখে ! তুমি এজন্য আমার উপর অসন্তোষ রেখো না ; এ আমার অনুরোধ।

উপহৃণায় মে শীঘ্রং বিমানং রাক্ষসেশ্বর।

কৃতকার্গস্য মে বাসঃ কণং স্যানিহ সম্মতঃ ॥ ২২

‘রাক্ষসেশ্বর ! এবার যথাসিধ্য আমার যাত্রার্থে পুষ্পক বিমান এখানে আমার ব্যবস্থা করো। আমার এখানে যা-যা কর্তব্য ছিল তা সমস্তই সম্পাদিত হয়েছে ; এখন এখানে (অযথা) অবস্থান করা ঠিক হবে না।’

এবমুক্তস্ত রামেণ রাক্ষসেশ্রো বিভীষণঃ।

বিমানং সূর্যসংকাশমাজ্জুহাব ত্বরয়িতঃ ॥ ২৩

শ্রীরাম কর্তৃক এইভাবে অভিহিত রাক্ষসরাজ বিভীষণ সান্তিশয় শীঘ্রতায় সূর্যসদৃশ তেজস্বী বিমানটিকে আহ্বান করলেন।

ততঃ কাঞ্চনচিহ্নাঙ্কং বৈদূর্যমণিবেদিকম্।

কূটাগারৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্বতো রজতপ্রভম্ ॥ ২৪

হেমমণ্ডিত বর্ণচ্ছটায়ুক্ত, বৈদূর্যমণি নির্মিত বৈদীসমূহে সুসজ্জিত তথা ইত্যন্ততঃ গুপ্তকক্ষে সমৃদ্ধ বিমানটি চতুর্দিকে রজতশুভ্র দ্রুতি বিকীর্ণ করছিল।

পাণ্ডুরাভিঃ পতাকাভিধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতম্

শোভিতং কাঞ্চনৈর্হর্মোহৈর্মপদ্মবিভূষিতৈঃ ॥ ২৫

পুষ্পক বিমান শ্বেত-দীপ্ত বর্ণময় পতাকা ও ধবজাসমূহাদ্বারা অলংকৃত ছিল। বিমানের অভ্যন্তরে স্বর্ণকমলে সুসজ্জিত সুবর্ণহর্ম্যসমূহ শোভা পাচ্ছিল।

প্রকীর্ণং কিকিণীজালৈর্মুক্তমণিগবাক্ষকম্

ঘণ্টাজালৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্বতো মধুরস্বনম্ ॥ ২৬

বিমানটির সর্বত্র নিকনখচিত জ্বালিকায় আচ্ছাদিত ছিল, মণিমুক্তাখচিত গবাক্ষ তার শোভাবর্ধন করছিল এবং মধুরধ্বনি সমধিত ঘণ্টাসমূহ বিমানের সর্বংশে ইত্যন্ততঃ প্রলম্বিত ছিল।

তং মেরুশিখরাকারং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা

বৃহত্তীর্ভূষিতং হর্মোর্মুক্তরজতশোভিতৈঃ ॥ ২৭

বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত বিমানটি সুমেরু শিখর সদৃশ সু-উচ্চ এবং মুক্তা ও রৌপ্য বিভূষিত বিশাল বিশাল কক্ষে সুবিত্তত ছিল।



তলেঃ স্ফটিকচিত্রাঈবৈদ্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।  
 মহারাজ্ঞরগোপেতৈরুপপন্নঃ মহাধনৈঃ ॥ ২৮  
 বিমানস্থ হর্যগুণির তলদেশে বিবিধ বর্ণালীর  
 স্ফটিকমণিমণ্ডিত এবং ভেতরের সিংহাসন মহার্ষ  
 বৈদ্যুতমণিতে নির্মিত ও মহামূল্য শয্যাসন তথায় বিস্তৃত  
 ছিল।  
 উপহিতমনাধ্ব্যঃ তদ্ বিমান্ মনোজবম্।  
 নিবেদয়িত্বা রামায় তচ্ছৌ তত্র বিভীষণঃ ॥ ২৯  
 এবংবিধ মনের তুল্য গতিসম্পন্ন, অনিবার্য ও দুর্জয়

পুষ্পক বিমানকে উপস্থাপিত করে শ্রীরামচন্দ্রকে আগ  
 নিবেদনপূর্বক বিভীষণ অপেক্ষা করতে লাগলেন।  
 তৎ পুষ্পকং কামগমং বিমান-  
 মুপহিতং ভূধরসমিকামম্।  
 দৃষ্ট্বা তদা বিস্ময়মাজগাম  
 রামঃ সসৌমিত্রিকদারসম্বঃ ॥ ৩০  
 পর্বততুল্য উত্তুঙ্গ ও ইচ্ছানুসারে সঞ্চরনক্ষম সেই  
 পুষ্পক বিমানকে প্রস্তুত থাকতে দেখে লক্ষ্মণসহিত  
 উদারচেতা ভগবান শ্রীরাম সাতিশয় বিস্মিত হলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একবিংশত্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

## দ্বাবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ (১২২)

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণ কর্তৃক বানরবৃন্দের বিশেষ সম্বর্ধনা তথা সুগ্রীব  
 ও বিভীষণসহ বানরগণকে একত্রে নিয়ে পুষ্পকবিমানে অযোধ্যায় প্রস্থান

উপহিতং তু তৎ কৃৎস্না পুষ্পকং পুষ্পভূষিতম্।  
 অবিদূরে স্থিতো রামমিত্যুবাচ বিভীষণঃ ॥ ১  
 পুষ্পরাজিতে সুসজ্জিত পুষ্পকবিমানকে তথায়  
 উপস্থাপিত করে অনতিদূরে বিরাজমান বিভীষণ  
 শ্রীরামচন্দ্রকে কিছু নিবেদন করার কথা ভাবলেন—  
 স তু বন্ধাঞ্জলিপুটো বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ  
 অত্রবীৎ স্বরয়োপেতঃ কিং করোমীতি রাঘবম্ ॥ ২  
 বিনীত রাক্ষসরাজ করজোড়ে ব্যগ্র হয়ে  
 শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন— ‘প্রভো ! এখন আমি  
 কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি ?’  
 তমব্রবীন্মহাতেজা লক্ষ্মণস্যোপশৃণুতঃ।  
 বিমুশ্য রাঘবো বাক্যমিদং শ্লেহপূরকৃতম্ ॥ ৩  
 তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করে মহাতেজস্বী শ্রীরঘুনাথ  
 লক্ষ্মণের সাক্ষাতে শ্লেহপূর্ণ বচনে উত্তর দিলেন—  
 কৃতপ্রযত্নকর্মাণঃ সর্ব এব বনৌকসঃ।  
 রত্নৈরর্থৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্পূজ্যাতাঃ বিভীষণ ॥ ৪

‘বিভীষণ ! সকল বানরগণ যুদ্ধকালে সমস্তে বহুবিধ  
 শ্রম করেছে ; অতএব তুমি নানা রত্নরাজিত ও ধনৈশ্বর্যাদি  
 দ্বারা এদের আতিথা সংকার করো।  
 সহামীভিত্তয়া লঙ্কা নির্জিতা রাক্ষসেশ্বর।  
 হস্তৈঃ প্রাণভয়ং ত্যক্ত্বা সংগ্রামেশ্বনিবর্তিভিঃ ৫  
 ‘রাক্ষসেশ্বর ! এই বীর বানরগণের সহায়তায় তুমি  
 লঙ্কানগরীতে আধিপত্য লাভ করেছ ; কেননা এই বীরেরা  
 সংগ্রামে কখনও পশ্চাদপসরণ করেনি, বরং প্রাণের ভয়  
 পরিত্যাগ করে সোৎসাহে যুদ্ধ করেছে।  
 ত ইমে কৃতকর্মাণঃ সর্ব এব বনৌকসঃ।  
 ধনরত্নপ্রদানৈশ্চ কর্মৈশ্চ সফলং কুরু ৬  
 ‘এই সকল বানরগণ তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন  
 করেছে ; অতএব এদেরকে ধন রত্নাদি প্রদানপূর্বক  
 সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদান করো।  
 এবং সম্মানিতাশ্চৈতে নন্দ্যমানা যথা কৃত্বা  
 ভবিষ্যন্তি কৃতজ্ঞেন নির্বৃতা হরিযুগ্মাঃ ৭



‘তুমি যথারীতি ইহাদের সম্মাননা ও অভিনন্দন করলে সকল বানরদলপতিবৃন্দ সাতিশয় আনন্দিত হবে জাগিনঃ সংগ্রহীতারঃ সানুক্লেশঃ জিতেদ্রিয়ম্।

সৰ্বে ত্বামভিগচ্ছন্তি ততঃ সম্বোধয়ামি তে॥ ৮

‘তোমার এইরূপ কার্যে সকলে অবগত হবে যে বিজয় উচিত সময়ে ধনাদি ভাগ্য করতে সক্ষম এবং যথাসময়ে উচিত উপায়ে ধনরত্নাদি সংগ্রহেও সমর্থ ; রাক্ষসরাজ দয়ালু ও জিতেদ্রিয়। এই কারণে আমি উপযুক্ত কার্য করতে নিবেদন করছি।

হীনঃ রতিশুণৈঃ সৰ্বৈরভিহস্তারমাহবে।

সেনা তাজ্জতি সংবিগ্না নৃপতিঃ তং নরেশ্বর॥ ৯

‘নরেশ্বর ! যে নৃপতি সেবকগণের প্রতি দানমানাদি দৃষ্টিক গুণ বিরহিত অথচ সংগ্রামের সময় সৈন্যগণকে প্রতিপক্ষকে নিধন করতে আদেশ দান করেন, তাকে উদ্বিগ্ন সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে।’

এবমুক্ত্ব রামেণ বানরাংস্থান্ বিভীষণঃ।

রত্নার্থসংবিভাগেন সর্বানৈবাভ্যপূজয়ৎ ॥ ১০

শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হলে বিভীষণ সেই সকল বানরবৃন্দকে ধনরত্নাদি প্রদানপূর্বক সম্মান প্রদর্শন করলেন

তজ্জান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রত্নার্থৈর্হরিযুথপান্

আরোহ তদা রামস্তদ্ বিমানমনুত্তমম্॥ ১১

অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং লজ্জমানাং মনস্বিনীম্।

লক্ষ্মণেন সহ স্রাত্বা বিক্রান্তেন ধনুশ্চতা॥ ১২

অতঃপর বানরদলপতিগণকে ধনরত্নাদিতে সম্মানিত হতে দেখে শ্রীরাম লজ্জাবনতা সীতাকে অঙ্কে ধারণ করে পরাক্রমী ধনুর্ধর মিত্র অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করলেন।

ছত্রবীং স বিমানহঃ পূজয়ন্ সর্ববানরান্।

সুগ্রীবঃ চ মহাবীৰ্যঃ কাকুৎস্থঃ সবিতীশগম্॥ ১৩

বিমানে আরোহণ করে সকল বানরগণকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ ও মহাপরাক্রমী সুগ্রীবকে লক্ষ্য করে বললেন—

মিত্রকার্যঃ কৃতমিদং ভবন্তি বানরর্ষভাঃ।

অনুজাতা ময়া সৰ্বে, যথেষ্টঃ প্রতিগচ্ছত॥ ১৪

‘বানরশ্রেষ্ঠ বীরগণ ! তোমরা আমার মতো মিত্রের

কার্য মিত্রোচিত মর্যাদায় সুসম্পন্ন করেছে। এখন তোমরা নিজ নিজ অস্তীষ্টে গন্তব্যে প্রস্থান করো।

যৎ কু কার্যং বনস্যোন শ্লিষ্টেন চ হিতেন চ।

কৃতং সুগ্রীব তৎ সৰ্বং ভবতামর্মভীরুণা॥ ১৫

‘সখে সুগ্রীব ! তুমি হিতৈষীপূর্ণ প্রিয়তম মিত্রোচিত সকল কার্য সম্পূর্ণ করেছে ; কেননা, তোমরা সকলেই অধর্মোচরণে ভয় পাও।

কিঙ্কিদ্ধাং প্রতি যাহ্যাতু দ্রুসেনোনাভিসংবৃতঃ।

স্বরাজ্যো বস লক্ষ্যায়ঃ ময়া দত্তে বিভীষণ,

ন ত্বাং ধর্ময়িতুং শক্তাঃ সেক্সা অপি দিবৌকসঃ॥ ১৬

‘বানররাজ ! এবার তুমি স্থায় সৈন্যদের নিয়ে যথানীচ্র কিঙ্কিদ্ধায় প্রত্যাবর্তন করো। বিভীষণ ! তুমিও মৎপ্রদত্ত লক্ষ্যরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো ; আমি সহায় থাকতে ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

অযোধ্যাং প্রতি যাস্যামি রাজধানীং পিতৃমম।

অভ্যানুজাতুমিচ্ছামি সর্বানামম্রয়ামি বঃ। ১৭

‘এখন আমিও আমার পিতৃরাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করব। তাই সমবেত সকলের কাছ থেকে অনুমতি যাচাঞা করছি।’

এবমুক্ত্ব রামেণ হরীদ্রা হরমস্তথা।

উচুঃ প্রাজলয়ঃ সৰ্বে রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ॥ ১৮

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক এইভাবে অভিহিত হলে শ্রেষ্ঠ ও সাধারণ বানরগণ রাক্ষসরাজ বিভীষণের সঙ্গে একত্রে করজোড়ে বলতে লাগল—

অযোধ্যাং গম্যমিচ্ছামঃ সর্বান্ নয়তু নো ভবান্

মুদ্যুতাং বিচরিয়ামো বনান্যুপবনানি চ॥ ১৯

‘ভগবন্ ! আমরাও অযোধ্যা নগরীতে গমনেচ্ছুক, আমাদেরকেও আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন। সেখানে আমরা সানন্দে বনোপবনে বিহার করব।

দৃষ্ট্বা ত্বামভিষেকার্থং কৌসল্যামভিবাধ্য চ।

অচিরাদাগমিষ্যামঃ স্বগৃহান্ নৃপসত্তম॥ ২০

‘নৃপশ্রেষ্ঠ ! রাজ্যভিষেক কালে (মঙ্গল কলসের) মঙ্গুপূত বারিতে সিন্ধু আপনাকে দর্শন করে এবং মাতা কৌশল্যার চরণযুগলে নভশিরে প্রণাম করে আমরা সবাই যথা শীঘ্র নিজ নিজ আলয়ে ফিরে আসব।’

এবমুক্ত্ব ধর্মাত্মা বানরৈঃ সবিতীশগৈঃ।

অবব্রীদ বানরান্ রামঃ সসুগ্রীবীভীষণান্॥ ২১

বিভীষণসহ সকল বানরগণের এবং বিধ অনুরোধে  
শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণসহ বানরগণকে বললেন—

প্রিয়াং প্রিয়তরং লক্ষং যদহং সসুহাজ্জনঃ।  
সর্বৈর্ভবন্তিঃ সহিতঃ প্রীতিং লক্ষ্যো পুরীং গতঃ॥ ২২

‘মিত্রগণ ! তোমাদের এইরূপ ইচ্ছা আমার কাছে  
প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর প্রস্তাব ; কেননা, এর ফলে প্রিয়  
বন্ধুগণের সঙ্গে লাভ হবে এবং তোমাদের সকলের  
সমভিব্যাহারে রাজধানীতে গিয়ে আমি প্রীতিপূর্ণ আনন্দ  
লাভ করব।

ক্ষিপ্ৰমারোহ সুগ্রীব বিমানং সহ বানরৈঃ।  
ত্বমপ্যারোহ সামাত্যো রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণঃ॥ ২৩

‘অতএব, সুগ্রীব ! তুমি স্বরায় সকল বানরগণকে  
সঙ্গে নিয়ে বিমানে উঠে এস। রাক্ষসরাজ বিভীষণ ! তুমিও  
মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে করে বিমানে চলে এস।’

ততঃ স পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ  
আরুরোহ যুদা যুক্তঃ সামাত্যশ্চ বিভীষণঃ॥ ২৪

তদনন্তর বানরগণের সঙ্গে সুগ্রীব এবং মন্ত্রিপরিষদের  
সাথে বিভীষণ বিমানে আরোহণ করলেন।

তেষাংকন্ডেযু সর্বেষু কৌবেরং পরমাসনম্।  
রাঘবেণাভানুজাতপুংপপাত

এইরূপে সকলেই আকৃষ্ট হলে কুবেরের প্রাণ  
পরিবহনস্বরূপ সেই পুষ্পক বিমান শ্রীরামচন্দ্রের  
আদেশমাত্র আকাশে উড়ে চলল।

খণ্ডতেন নিমানেন হংসযুক্তেন ভ্রাজতা।  
প্রহট্টশ্চ প্রতীতশ্চ বভৌ রামঃ কুবেরকঃ॥ ২৫

আকাশে সঞ্চরমান হংসচিহ্নিত সেই ভাস্বর বিমানে  
যাত্রাকালে পুলকিত ও প্রসন্নচিত্ত শ্রীরাম সাক্ষাৎ কুবের  
কুবের তুল্য প্রতীত হতে লাগলেন।

তে সর্বে বানরর্ক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চ মহাবলাঃ।  
যথাসুখমসম্ভাষং দিব্যে তস্মিন্নুপাশ্রিতাঃ॥ ২৬

সকল বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসেরা সেই দিবা বিমানে  
যথেষ্ট আরামে অঙ্গাদি প্রসারিত করে সুগোপবন্ধন  
বিরাজ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২২ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাবিংশত্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

### ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৩)

অযোধ্যাভিমুখে যাত্রাকালে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সীতাদেবীকে যাত্রামার্গের বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন

অনুজাতং তু রামেণ তদ্ বিমানমনুত্তমম্।  
হংসযুক্তং মহানাদমুৎপপাত বিহাঙ্গমম্॥ ১

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পেয়ে সেই হংসযুক্ত অনুপম  
বিমান উচ্চ শব্দসহকারে আকাশে উড়তীন হল

পাতয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সর্বতো রঘুনন্দনঃ।  
অব্রবীন্মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশিনিভাননাম্॥ ২

অতঃপর রঘুকুলন্দন শ্রীরাম চতুর্দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ  
করতে করতে চন্দাননা মৈথিলেশকুমারী সীতাকে বললেন—  
কৈলাসশিখরাকারে ত্রিকূটশিকরে স্থিতাম্।

লক্ষ্মীকণ্ঠ বৈদেহি নির্মিতাং বিশ্বকর্মা॥ ৩

‘বিদেহরাজনন্দিনি ! কৈলাসশৃঙ্গাকৃতি ত্রিকূট  
পর্বতের বিশাল শিখরে অবস্থিত বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত

লক্ষ্মীপুরী কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, নিরীক্ষণ করে’  
এতদায়োধানং পশ্য মাংসশোণিতকর্মম্

হরীণাং রাক্ষসানাং চ সীতে বিশসনঃ মহঃ।  
‘এদিকে রণক্ষেত্রও দেখো। সময় ক্ষেত্র যেন রক্ত-  
মাংসে কর্দমাক্ত হয়ে গেছে। সীতে ! এখানেই বহু রাক্ষস

ও বানর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।



এবং দত্তবরঃ শেতে প্রমথী রাক্ষসেশ্বরঃ  
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নিহতো রাবণো ময়া ৫  
'আয়তলোচনে! এখানে রাক্ষসরাজ রাবণ ধরাশায়ী  
হয়েছে। সে অতি হিংস্র এবং ক্রম্বার বরদানে অমিত  
শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তথাপি তোমার কারণে আমি  
তার নিধন করেছি।

কুন্তকর্ণোহত্র নিহতঃ প্রহস্তশ্চ নিশাচরঃ।  
ধূম্রাক্ষশ্চ নিহতো বানরেণ হনুমতা ৬

'নিম্নে দৃশ্যমান সমরভূমিতে রাক্ষসবীর কুন্তকর্ণ  
জম্বায় দ্বারা নিপাতিত হয়েছে। রাক্ষস প্রহস্তকে বধ  
করেছে বানরসেনাপতি নীল এবং ধূম্রাক্ষকে নিধন করেছে  
কৃষ্ণ শ্রীহনুমান।

বিদ্যুতালী হতশাত্রু সুবেশেন মহাত্মনা।  
লক্ষ্মণেনৈবজিচ্ছাত্র রাবণিনিহতো রণে ৭

'মহাশয় সুবেশ এ-স্থলে বিদ্যুতালীকে হত্যা  
করেছে এবং লক্ষ্মণও এইখানেই রাবণপুত্র বীর  
ইন্দ্রজিৎকে নিধন করেছে।

অঙ্গদেনাত্র নিহতো বিকটো নাম রাক্ষসঃ।

বিরূপাক্ষশ্চ দুস্ত্রেপক্ষো মহাপার্ষমহোদরৌ ৮

'এই যুদ্ধক্ষেত্রেই বানরবীর অঙ্গদ রাক্ষস বিকটকে  
বধ করেছে রাক্ষস বিরূপাক্ষ, মহাপার্ষ ও মহোদর  
প্রভৃতিও এখানেই ধরাশায়ী হয়েছে

অকম্পনশ্চ নিহতো বলিনোহনো চ রাক্ষসাঃ।

ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ ৯

'অকম্পন এবং অন্যান্য বলবান রাক্ষসাদি—যেমন  
ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক প্রমুখ এই  
সমরভূমিতে প্রাণত্যাগ করেছে।

যুদ্ধোদ্যমশ্চ মস্তশ্চ রাক্ষসপ্রবরাবুভৌ।

নিকুন্তশ্চৈব কুন্তশ্চ কুন্তকর্ণাঙ্গজৌ বলী ১০

'কুন্তকর্ণের কুন্ত ও নিকুন্ত নামে যুদ্ধোদ্যম মদমত্ত বীর  
পুত্রদ্বয়ও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

বজ্রদংষ্ট্রশ্চ দংষ্ট্রশ্চ বহুবো রাক্ষসা হতাঃ।

মকরাক্ষশ্চ দুর্ধবো ময়া যুধি নিপাতিতঃ ১১

'বজ্রদংষ্ট্র, দংষ্ট্র এবং দুর্ধব মকরাক্ষ প্রভৃতি বহু  
রাক্ষসবীরকে আমি যুদ্ধে নিধন করেছি।'

অকম্পনশ্চ নিহতঃ শোণিতাক্ষশ্চ বীর্যবান্।  
যুপাক্ষশ্চ প্রজঙ্ঘশ্চ নিহতৌ তু মহাহবে ১২

'অকম্পন, বীর্যবান শোণিতাক্ষ, যুপাক্ষ, প্রজঙ্ঘ  
আদি রাক্ষসগণও এই মহাসমরে নিহত হয়েছে।

বিদুজ্জিহ্বোহত্র নিহতো রাক্ষসো তীমদর্শনঃ

যজ্ঞশত্রুশ্চ নিহতঃ সুপুংগবশ্চ মহাবলঃ ১৩

'ঘোরাকৃতি রাক্ষস বিদুজ্জিহ্ব এখানে মৃত্যুর করাল  
গ্রাসে চলে গেছে। যজ্ঞশত্রু ও পরাক্রমী সুপুংগব হেথায়  
মৃত্যুকবলিত হয়েছে।

সূর্যশত্রুশ্চ নিহতো ব্রহ্মশত্রুস্তথাপরঃ।

অত্র মন্দোদরী নাম ভার্গা তং পর্যদেবমাং ১৪

সপত্নীনাং সহশ্রেণ সাশ্রেণ পরিবারিতা

'সূর্যশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রু নামে পিশাচরেরা হেথায়  
নিহত হয়েছে। নিহত রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নী মন্দোদরী  
সহস্রাধিক সপত্নী পরিবৃত্তা হয়ে মৃত পতির জন্য এখানেই  
বিলাপ করেছে।

এতৎ তু দৃশ্যতে তীর্থং সমুদ্রস্য বরাননে ১৫

বজ্র সাগরমুত্তীর্ষ তাং রাত্রিমুখিতা বয়ম্।

'সুখি! ঐ দেখা যাচ্ছে মহাপ্রবের বেলাভূমির সেই  
স্থান—যেখানে সমুদ্র পেরিয়ে আমি সসৈন্যে নিশিষাপন  
করেছিলাম।

এব সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে ১৬

তব হেতোর্বিশালাক্ষি নলসেতুঃ সুদুষ্করঃ।

'লবণাস্থিতে নির্মিত এই সেতুটি দেখো। এটি  
নলসেতু নামে প্রসিদ্ধ। দেবি! তোমার জন্যই এই দুষ্কর  
সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

পশ্য সাগরমক্ষোভাং বৈদেহি বরুণালয়ম্ ১৭

অপারমিব গর্জন্তঃ শঙ্খশুক্রিসমাকুলম্।

'বিদেহনন্দিনি! দুর্লভ্য মহাসমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি  
দাও, বিনুক, শঙ্খ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ আদিগন্ত গর্জমান  
বরুণালয় কেমন শোভা পাচ্ছে।

হিরণ্যানাভং শৈলোদ্ভঃ কাঞ্চনং পশ্য মৈথিলি ১৮

বিশ্রমার্থং হনুমতো ভিত্ত্বা সাগরমুখিতম্।

'মিথিলেশকুমারী! স্বর্ণময় হিরণ্যনাভ নামক  
পর্বতরাজকে দেখতে পাচ্ছ! যা মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে



আকাশে প্রবমান শ্রীহনুমানকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সাগর  
ভেদ করে উত্থিত হয়েছিল।

এতৎ কুক্ষৌ সমুদ্রস্য ক্ৰজ্জাবারনিবেশনম্ । ১৯

অত্র পূর্বঃ মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্ বিভূঃ

‘এই দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের মধ্যে বিশাল দ্বীপভূমি,  
যেখানে আমার সৈন্যদল ছাউনি ফেলেছিল এবং ইতঃপূর্বে  
স্বয়ং মহাদেব যে স্থানে আমাকে কৃপা করেছিলেন

এতৎ তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ ॥ ২০

সেতুবন্ধ ইতি খ্যাতঃ ত্রৈলোক্যে চ পূজিতম্।

‘এবার আমরা দেখছি, সাগরতীরের অংশবিশেষ  
যেখান থেকে সেতুবন্ধ কর্মের শুভারম্ভ হয়েছিল। এইহেতু  
এই পবিত্রভূমি সেতুবন্ধ (রামেশ্বর) নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত  
ও পূজিত হবে।

এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশনম্ । ২১

অত্র রাক্ষসরাজোহয়মাজ্জগাম বিভীষণঃ।

‘এই তীর্থ পরম পবিত্র এবং মহাপাপের বিনাশক।  
এখানেই রাক্ষসরাজ বিভীষণ এসে আমার সঙ্গে মিলিত  
হয়েছিল।

এষা সা দৃশ্যতে সীতে কিল্কিঙ্ক্যা চিত্রকাননা। ২২

সুগ্ৰীবস্য পুরী রম্যা যত্র বালী ময়া হৃতঃ।

‘সীতে ! এই যে দেখা যায় বিচিত্র বনাঞ্চলে  
সুশোভিতা বানররাজ সুগ্ৰীবের কিল্কিঙ্ক্যানগরী, যেখানে  
আমি বালিকে বধ করেছিলাম।’

অথ দৃষ্ট্বা পুরীং সীতা কিল্কিঙ্ক্যাং বালিপালিতাম্। ২৩

অব্রবীৎ প্রশ্নিতং বাক্যং রামং প্রশংসাম্বস।

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে বালিপালিত কিল্কিঙ্ক্যা-  
নগরী দর্শনের অভিলাষে সীতাদেবী প্রেমবিহ্বলস্বরে  
বিনীতবচনে শ্রীরামকে বললেন—

সুগ্ৰীবপ্রিয়ভার্য্যভিত্ত্যাপ্রমুখতো নৃপ ॥ ২৪

অন্যোধ্যাং বানরেজ্ঞাণাং ক্রীড়িঃ পরিবৃতা হ্যহম্।

গম্ভমিচ্ছে সহায়োধ্যাং রাজধানীং ত্বয়া সহ ॥ ২৫

‘মহারাজ ! আমি সুগ্ৰীবের পত্নী তারা প্রমুখ প্রিয়  
স্ত্রীগণের তথা অন্যান্য বানরপুঙ্গবগণের ভাব্যগণের  
সম্মতিব্যাহারে আপনাকে পাশে নিয়ে অযোধ্যানগরীতে  
প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করি।’ (১)

এবমুক্তোহথ বৈদেহ্যা রাঘবঃ প্রত্যুবাদ তাম্।

এবমস্তি কিল্কিঙ্ক্যাং প্রাপ্য সংস্থাপ্য রাঘবঃ ॥ ২৬

বিমানং প্রেক্ষা সুগ্ৰীবঃ বাক্যমেতদুবাচ হ।

বৈদেহী কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হলে শ্রীরাম  
‘তথাস্থ’ বলে তথায় বিমান অবতরণ করলেন এবং  
সুগ্ৰীবকে লক্ষ্য করে বললেন—

ক্রহি বানরশার্দূল সর্বান বানরপুঙ্গবান্ ॥ ২৭

ক্রীড়িঃ পরিবৃতাঃ সর্বৈ হ্যযোধ্যাং যান্ত সীতয়া।

তথা ত্বমপি সর্বভিঃ ক্রীড়িঃ সহ মহাবল ॥ ২৮

অভিভ্রুয় সুগ্ৰীব গচ্ছামঃ প্রবগামি।

‘কপিবর ! তুমি সমস্ত বানরদলপতিগণকে জ্ঞপিয়ে  
দাও যে তারা যেন সস্ত্রীক সীতার সহিত অযোধ্যায় যাত্রা  
করে এবং তুমিও স্ত্রীবৃন্দ সহ শীঘ্র যাত্রার প্রস্তুতি নাও, যেন  
আমরা একত্রে ত্বরায় গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারি।’

এবমুক্ত্ব সুগ্ৰীবো রামেণামিততেজসা ॥ ২৯

বানরাধিপতিঃ শ্রীমাংস্তৈশ্চ সর্বৈঃ সমাবৃতঃ

প্রবিশ্যন্তঃপুরং শীঘ্রং তারামুখীক্ষ্য সোহব্রবীৎ ॥ ৩০

অমিতপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বললে  
বানরপরিবৃত শ্রীমান সুগ্ৰীব ত্বরায় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক  
তারাকে বললেন—

প্রিয়ে ত্বং সহ নারীভির্বানরাণাং মহাত্মনাম্

রাঘবেণাভানুজ্ঞাতা মৈথিলীপ্রিয়কাময়া ॥ ৩১

ত্বর ত্বমভিগচ্ছামো গৃহ্য বানরয়োষিতঃ

অযোধ্যাং দৃশ্যিষ্যামঃ সর্বা দশরথপুত্রিঃ ॥ ৩২

‘প্রিয়ে ! মৈথিলেশকুমারী সীতাদেবীর প্রীতর্থে

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে সকল বানরপুঙ্গবগণের

স্ত্রীবৃন্দের সহিত ত্বরায় যাত্রার প্রস্তুতি করো আমরা এই

(১) রামায়ণ-ভিলককারের মতে সীতাদেবীর দ্বারা বানরগণের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করার  
বিমানটিকে অবতরণ করিয়ে একদিন কিল্কিঙ্ক্যাতে অবস্থান করতে হয়েছিল। সেই মতানুসারে আগ্নিন্যাসের শুরুপক্ষের চতুর্থীতে  
কিল্কিঙ্ক্যায় অবস্থান করার পর পঞ্চমীতে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিল। মহাভারতের বনপর্বের ২৯১ অধ্যায়ের ৫৮-৫৯ শ্লোকানুসারে  
শ্রীরামচন্দ্র সেইদিন (চতুর্থী তিথি) তথায় অবস্থান করে অঙ্গদকে কিল্কিঙ্ক্যার যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

সকল বানবপ্ত্রীদেরকেও একসঙ্গে নিয়ে যাব এবং  
সকলকে অযোধ্যানগরী ও নৃপতি দশরথের মহারানীগণের  
দর্শন করাব।'

সুগ্ৰীবস্য বচঃ শ্রদ্ধা তাস্য সর্বাঙ্গশোভনা।

কুত্ৰ চত্রবীৎ সর্বা বানরাণাং তু যোষিতঃ ॥ ৩৩

সুগ্ৰীবের কথা শুনে সর্বাঙ্গসুন্দরী তারা সমস্ত  
বানরপুঙ্গব স্ত্রীগণকে ডেকে বললেন—

সুগ্ৰীবোভানুজ্ঞাতা গম্বুঃ সর্বৈশ্চ বানরৈঃ।

অ চাপি প্রিয়ং কার্যময়োধ্যাদর্শনে চ ॥ ৩৪

প্রবেশং চৈব রামস্য পৌরজানপদৈঃ সহ।

বিকৃতিং চৈব সর্বাঙ্গাং স্ত্রীণাং দশরথস্য চ ॥ ৩৫

'সখীগণ ! সুগ্ৰীবের আদেশানুসারে তোমরা সকল  
স্ত্রীগণ আপন-আপন পতিদেরকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায়  
যাত্রার উদ্দেশ্যে শীঘ্র প্রস্তুতি নাও। অযোধ্যানগরী দর্শনে  
তোমরা আমারও প্রীতিবর্ধন করবে। পৌরজন  
সমভিষাহারে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যানগরীতে  
প্রত্যাবর্তনের শোভাযাত্রা ও মহোৎসব আমরা একত্রে  
প্রত্যক্ষ করব এবং মহারাজ দশরথের রানীগণের বৈভব  
সমারোহ দর্শন করব।'

তরঙ্গা চাভ্যনুজ্ঞাতাঃ সর্বা বানরয়োষিতঃ।

নেপথ্যবিশিষ্টং তু কুত্ৰা চাপি প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৬

অথারোহন্ বিমানং তৎ সীতাদর্শনকাক্ষয়া।

তারার আদেশানুক্রমে সকল বানবপ্ত্রীবৃন্দ যথারীতি  
অঙ্গসজ্জাপূর্বক তত্রস্থিত পুষ্পকবিমানকে প্রদক্ষিণ করলেন  
এবং সীতাদর্শনের উৎসুক্যে হ্রায় বিমানোপরি আরোহণ  
করলেন।

গতিঃ সহোষিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাখবঃ ॥ ৩৭

অম্যমুকসমীপে তু বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ।

সবাইকে নিয়ে বিমান আকাশে উড্ডীন হয়ে  
অযোধ্যার নিকটস্থ হলে শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় সীতাকে  
বললেন—

দৃশ্যতেহসৌ মহান্ সীতে সবিন্দুদিব ভোয়দঃ ॥ ৩৮

কথামুকো গিরিবরঃ কাঞ্চনৈর্ধাতুভির্ভূতঃ।

'সীতে ! এই যে বিদ্যুৎ-শোভিত মেঘমালার সদৃশ  
বর্ণময় আকরিকে সমৃদ্ধ বিশাল ও সু-উচ্চ পর্বতরাজি

দেখা যাচ্ছে, ইহা অম্যমুক নামে বিখ্যাত।

অত্রাহং বানসেজ্জেন সুগ্ৰীবেন সমাগতঃ ॥ ৩৯

সময়শ্চ কৃতঃ সীতে বদার্থঃ বালিনো ময়া।

'আমি এখানে বানরপুঙ্গব সুগ্ৰীবের সহিত মিলিত  
হয়ে বালিকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

এষা সা দৃশ্যতে পম্পা নলিনী চিত্রকাননা।

ত্য়্যা বিহীনো যত্রাহং বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥ ৪০

'এখানে দেখা যাচ্ছে পম্পা নামক পুষ্টরিনী যার  
তটদেশের চতুর্দিকে বিচিত্র কাননভূমি শোভা পাচ্ছে।

আমি এইখানেই তোমার বিরহে কাতর হয়ে বিলাপ  
করেছিলাম।

অস্যাঙ্গীরে ময়া দৃষ্টা শবরী ধর্মচারিণী ॥ ৪১

অত্র যোজনবাহুশ্চ কবক্ষো নিহতো ময়া।

'পম্পার তীরে আমি ধর্মপরায়ণা শবরীকে দর্শন  
করেছিলাম ; আবার যোজন বিস্তৃত বাহুযুক্ত কবক্ষকেও  
এখানে হত্যা করেছিলাম।'

দৃশ্যতেহসৌ জনহানে শ্রীমান্ সীতে বনম্পতিঃ ॥ ৪২

জটায়ুশ্চ মহাতেজাশ্চ ব হেতোর্বীলাসিনি।

রাবণেন হতো যত্র পক্ষিণাং প্রবরো বলী ॥ ৪৩

'বীলাসবতী সীতে ! জনহান-এ সেই সুশোভিত  
বনম্পতি দেখা যাচ্ছে, যেখানে বলবান এবং মহাতেজা  
পক্ষীরাজ জটায়ু রাবণের কবল থেকে তোমাকে মুক্ত  
করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

খরশ্চ নিহতো যত্র দূষণশ্চ নিপাতিতঃ।

ত্রিশিরাশ্চ মহাবীর্যো ময়া বাণৈরজিক্শিতঃ ॥ ৪৪

'এই সেই স্থান যেখানে আমার বেগবান ও স্বজুগতি  
বাণের আঘাতে খর ও দূষণ নামক রাক্ষসদ্বয় নিপাতিত  
হয়েছিল এবং মহাপরাক্রমী ত্রিশিরাও যমালয়ে প্রেরিত  
হয়েছিল।

এতৎ তদাশ্রমপদমম্মাকং বরবর্গিনি।

পর্ণশালা তথা চিত্রা দৃশ্যতে শুভদর্শনে ॥ ৪৫

যত্র ত্বং রাক্ষসেজ্জেন রাবণেন হত্যা বলাৎ।

'বরবর্গিনি ! শুভদর্শনে ! এইবার দেখা যাচ্ছে  
আমাদের সেই আশ্রমস্থলী ও ভগ্নধাতু মনোহর পর্ণকুটির  
যেখানে থেকে রাক্ষসরাজ রাবণ বলপূর্বক তোমাকে

১১ ৭ Front



অপহরণ করেছিল।

এষা গোদাবরী রম্যা প্রসন্নসলিলা শুভা ॥ ৪৬  
অগস্ত্যশ্রমশ্চৈব দৃশ্যতে কদলীবৃতঃ।

‘সীতে ! স্বচ্ছতোয়া মঙ্গলদাত্রী নম্রনাভিরাম  
গোদাবরী নদীতটে কদলীকুঞ্জ পরিবৃত মহামুনি অগস্ত্যের  
আশ্রমভূমি দেখতে পাচ্ছ !

দীপ্তশ্চৈবশ্রমে হোষ সুতীক্ষ্ণস্য মহাম্মনঃ ॥ ৪৭  
দৃশ্যতে চৈব বৈদেহি শরভঙ্গশ্রমো মহান।

উপয়াতঃ সহস্রাক্ষো যত্র শক্রঃ পুরন্দরঃ ॥ ৪৮

‘নিম্নে মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ-এব ভাস্কর আশ্রমস্থল।  
বিদেহনন্দিনী ! এখানে দেখো শরভঙ্গ নামক মুনিবরের  
বিশাল আশ্রম যেখানে স্বয়ং সহস্র দেবরাজ ইন্দ্র উপস্থিত  
হয়েছিলেন।

অস্মিন্ দেশে মহাকায়ো বিরোধো নিহতো ময়া।

এতে তে তাপসা দেবি দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমে ॥ ৪৯

‘তনুমধ্যমে ! এই সেই ক্ষেত্র যেথায় আমি  
বিশালাকৃতি বিরোধকে বধ করেছিলাম। যেসকল তাপস-  
বৃন্দকে আমরা বনবাসে দর্শন করেছিলাম তাঁরাও হেথায়  
দৃশ্যমান হচ্ছেন।

অত্রিঃ কুলপতির্যত্র সূর্যবৈশ্বানরোপমঃ।

অত্র সীতে জ্বয়া দৃষ্টা তাপসী ধর্মচারিণী ॥ ৫০

‘এই তাপসশ্রম হল সূর্য ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বী  
কুলপতি মহামুনি অত্রিবনিবাস, যেখানে তুমি ধর্মচারিণী  
অনসূয়াদেবীকে দর্শন করেছিলেন।

অসৌ সুতনু শৈলেন্দ্রশ্চিত্রকূটঃ প্রকাশতে।

অত্র মাং কৈকয়ীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ ॥ ৫১

‘সুতনুকে ! ওই যে গিরিরাজ চিত্রকূট প্রকাশমান  
যেথায় কৈকয়ীকুমার ভরত আমাকে প্রসন্নতাপূর্বক ফিরিয়ে  
নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা নিয়ে এসেছিল।

এষা সা যমুনা রম্যা দৃশ্যতে চিত্রকাননা।

ভরভাজাশ্রমঃ শ্রীমান্ দৃশ্যতে চৈব মৈথিলি ॥ ৫২

‘মিথিলেশকুমারী ! বিচিত্র কাননে সুশোভিতা নিম্নে

প্রবাহিতা মনোহরা যমুনা দেখা যাচ্ছে এবং সাথে সাথে  
ভরভাজ মুনির সুশ্রীমণ্ডিত আশ্রমও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।  
ইয়ং চ দৃশ্যতে গঙ্গা পুণ্যা ত্রিপথগা নদী  
নানাদিজগণাকীর্ণা

সম্প্রপুষ্টিপতকাননা ॥ ৫৩

‘এই যে পুণ্যসলিলা ত্রিধাবা গঙ্গা প্রবাহে জেলে  
পড়ছে, যেখানে তটে-তটে বিহগকুল কলকাকলি করতে  
এবং ব্রাহ্মণগণ পুণ্যকর্মে নিরত রয়েছেন। গঙ্গাব তীরে  
পুষ্টিপত বৃক্ষরাজিতে স্থানের শোভাবর্ধন পেয়েছে  
শৃঙ্গবেরপুরং চৈতদ্ গুহো যত্র সখা মম।

এষা সা দৃশ্যতে সীতে সরগর্ভুপমালিনী ॥ ৫৪

এষা সা দৃশ্যতে সীতে রাজধানী পিতৃর্মম।

অযোধ্যাঃ কুরু বৈদেহি প্রণামং পুনরাগতা ॥ ৫৫

‘এক্ষণে শৃঙ্গবেরপুরের এর উপর দিয়ে আমাদের  
বিমান উড়তী হচ্ছে। এখানে আমার অন্তরঙ্গ মিত্র গুহ  
নিবাস করে। ঐদিকে বিচিত্র পুষ্পসজ্জার সুসজ্জিত  
তটিনীর সরযূর পুণ্য দ্বারা, যার তীরে পিতৃদেবের রাজধানী  
বহুকাল অযোধ্যানগরী অবস্থিত। বিদেহনন্দিনী ! বহুকাল  
বনবাসের পর তুমি অযোধ্যায় পুনরাগমন করতে বাচ্ছ  
সেহেতু গোচরীভূত নগরীকে প্রণাম করো।’

ততস্তে বানরাঃ সর্বৈ রাক্ষসাঃ সবিলীষণাঃ।

উৎপত্তোৎপত্য সংহৃষ্টাঙ্ক্যং পুরীং দদৃশুস্তদা ॥ ৫৬

অযোধ্যা সমিপবর্তী হওয়ায় বিলীষণ সহ বিমানস্থ  
সকল রাক্ষস ও বানরগণ সাতিশয় আনন্দে উদ্গীৰ হয়ে  
সেই পুরীকে দর্শন করতে লাগলেন।

ততস্ত তং শাশুরহর্মামালিনীং

বিশালকক্ষ্যাং গজবাজিভিবর্তাম।

পুরীমপশান্ প্লবগাঃ সরাক্ষসাঃ

পুরীং মহেন্দ্রস্য ষথামরাবতীম ॥ ৫৭

অতঃপর রজতশুভ্রহর্মামায়াযুক্ত, সুবিশাল প্রাসাদ  
কক্ষ সমন্বিত এবং হস্তি-অশ্বাদি সমরবলে সুরক্ষিত  
দেবরাজের অমরাবতী তুল্য অযোধ্যার ভূমিকে বানর ও  
রাক্ষসগণ আশ্চর্য্যমিত চিত্তে দর্শন করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১২৩



## চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৪)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে অবতরণ এবং মহাবীকে প্রণামপূর্বক তাঁর নিকট হতে বরপ্রাপ্তি

গুরু চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণগ্রজঃ।

ভরদ্বাজপ্রমঃ প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো মুনিম্॥ ১

বনবাসের চতুর্দশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে পঞ্চমী তিথিতে ভরদ্বাজ মহর্ষির আশ্রমে সমাগত শ্রীরামচন্দ্র দ্ব্যতীক্রে মুনিবরকে প্রণাম করলেন।

দোহপৃচ্ছদভিবাদনং ভরদ্বাজং তপোধনম্।

শৃণোষি কচিদ্ ভগবন্ সুভিক্ষানাময়ং পুরে।

কচিৎ স যুক্তো ভরতো জীবন্তাপি চ মাতরঃ॥ ২

তপস্বী ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম করে শ্রীরাম বললেন - “ভগবন্! আপনি অযোধ্যার বিষয়ে কিছু জানেন বা শুনেছেন? অযোধ্যায় প্রজারা সুখে আছে কিনা? সুস্থ আছে কিনা? ভরত প্রজাপালনে নিরত আছে কিনা অথবা আমার রাজমাতৃগণ জীবিত আছেন কিনা?”

এবমুক্ত্ব রামেন ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।

প্রতুবাচ রঘুশ্রেষ্ঠং শ্রিতপূর্বং প্রহৃষ্টবৎ॥ ৩

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে মহামুনি ভরদ্বাজ শ্রিতহাস্যে রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে সানন্দে বললেন—

আজ্ঞাবশত্বে ভরতো জটিলহাঃ প্রতীকৃতঃ।

পাদুকে তে পুরস্কৃত্য সর্বং চ কুশলং গৃহে॥ ৪

‘রঘুনন্দন! ভরত এ-যাবৎ আপনারই আজ্ঞাবহ। সে জটধারী হয়ে আপনার আগমনের প্রতীক্ষয় আছে এবং আপনার পাদুকাযুগল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে সকল কর্তব্য সম্পাদন করছে। অযোধ্যার প্রাসাদে সকলেই কুশলে আছেন।

দ্বাং পুরা চীরবসনং প্রবিশ্বতঃ মহাবনম্।

ত্রীহৃতীয়াং চ্যুতং রাজ্যাদ্ ধর্মকামং চ কেবলম্॥ ৫

পদাতিং ত্যক্তসর্বস্বং পিতৃনির্দেশকারিণম্।

সর্বভোগৈঃ পরিত্যক্তং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্॥ ৬

দুষ্টা তু করুণাপূর্বং মমাসীৎ সমিতিঙ্কর।

কৈকেয়ীবচনে যুক্তং বনামূলক্সাশিনম্॥ ৭

‘ইতঃপূর্বে যখন আপনি মহারণো যাত্রা করেছিলেন, তখন চিরবস্ত্রপরিহিত শ্রীহরির সঙ্গ

তৃতীয়জন কেবলমাত্র সীতাদেবীই ছিলেন। রাজ্য থেকে বঞ্চিত আপনি পিতৃ-আজ্ঞায় ধর্মপালনের ইচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক পদব্রজে বনবাস যাত্রায় চলে গিয়েছিলেন।

সর্বস্ব হতে বিচ্যুত আপনাকে তখন স্বর্গচ্যুত দেবতার মতো দেখাচ্ছিল। শত্রুবিজয়ী বীর! মাতা কৈকেয়ীর বচনানুসারে আপনি বনা ফলমূল ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করেছেন। আপনার এমতাবস্থা চিন্তনে আমার মনে অতিশয় করুণার উদ্রেক হয়েছিল।

নাম্প্রত্যং তু সমৃদ্ধার্থং সমিগ্রগণবান্ধবম্।

সমীক্ষ্য বিজিতারিং চ মমভূৎ প্রীতিরুক্তম্॥ ৮

‘এখন কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। আপনি শত্রুদের জয় করে সফলকাম হয়েছেন এবং মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেইহেতু আপনাকে দর্শন করে আমার সাতিশয় আনন্দানুভব হচ্ছে।

সর্বং চ সুখদুঃখং তে বিদিতং মম রাঘব।

যৎ ত্বয়া বিপুলং প্রাপ্তং জনহাননিবাসিনা॥ ৯

‘রঘুবীর! আপনি জনহান-এ নিবাসকালে যেরূপ সুকঠিন সুখ-দুঃখ ভোগ করেছেন, সে-সকলই আমি অবগত আছি।

ব্রাহ্মণার্থে নিযুক্তস্য রক্ততঃ সর্বতাপসান্।

রাবপেন হতা ভার্গা বভূবেয়মনিদিভা॥ ১০

‘অরণ্যের জনহান নামক হলে আপনি ব্রাহ্মণ ও তপস্বী মহর্ষীগণের সুরক্ষায় সর্বদা নিরত ছিলেন। ইত্যবসরে রাবণ আপনার অনিন্দ্য পত্নীকে অপহরণ করে।

মারীচদর্শনং চৈব সীতারখনমেব চ।

কবছদর্শনং চৈব পম্পাভিগমনং তথা॥ ১১

সূত্রীবেণ চ তে সখ্যং যত্র বালী হতদ্বয়া।

মার্গপং চৈব বৈদেহ্যঃ কর্ম বাতাস্তজস্য চ। ১২

বিদিতায়াং চ বৈদেহ্যঃ নলসেতুর্ভাধা কৃতঃ।

যথা চানীপিতা লঙ্কা প্রহৃষ্টৈরিবৃথপৈঃ॥ ১৩

সপুত্রবান্ধবামাতাঃ সবলঃ সহবাহনঃ।

যথা চ নিহতঃ সংখ্যো রাবণো বলদর্পিতঃ। ১৪  
যথা চ নিহতে তস্মিন্ রাবণে দেবকণ্টকে।  
সমাগমশ্চ ত্রিদশৈর্যথা দত্তশ্চ তে বরঃ। ১৫  
সর্বং মমৈতদ্ বিদিতং তপসা ধর্মবৎসল।

‘ধর্মাত্মন ! কপট মৃগরূপে মারীচকে অবলোকন, বলপূর্বক সীতাপহরণ, সীতার অনুসন্ধান করা কালে পথে আপনার দ্বারা কবন্ধদর্শন, পম্পা সরোবর তটে অভিগমন, সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী, বাসিবধ, নিরুদ্ভিষ্টা সীতার জন্য চতুর্দিকে সন্ধানকার্য, পবনপুত্র শ্রীহনুমানের অত্যাশ্চর্য কর্ম, সীতার সংবাদ জানার পর মহাসমুদ্রে নলসেতু নির্মাণ, হর্ষ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ বানবয়থপতিগণ কর্তৃক লঙ্কাদহন এবং পুত্র, বন্ধু, মন্ত্রী, সেনা ও পরিবারবর্গের সহিত অহংকারী রাবণের আপনার হাতে নিধন, পরিশেষে দেবতাগণের সহিত মিলন ও আপনার বরপ্রাপ্তি — সকল ঘটনাবলীই আমি তপঃপ্রভাবে অবগত হয়েছি।

সম্পত্তি চ মে শিষ্যঃ প্রবৃত্ত্যাখ্যাঃ পুরীমিতঃ। ১৬  
অহমপাত্র তে দম্বি বরং শস্ত্রভূতাং বর।  
অর্ঘ্যঃ প্রতিগৃহাণেদমযোধ্যাং শ্বো গমিষ্যসি। ১৭

‘প্রবৃত্তি নামক আমার শিষ্য (আমার) আগ্রহ থেকে অযোধ্যানগরীতে যাতায়াত করে, অতএব প্রাসাদের এবং নগরীর সংবাদ সে বহন করে আনত। শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। আপনাকে বর প্রদান করতে চাই (তাই আপনার ইচ্ছামতো বর যাচঞা করুন)। আজ অর্ঘ্য এবং আতিথ্য সংকার গ্রহণ করে, আগামী কাল অযোধ্যায় যাত্রা করবেন।’

তস্য তচ্ছিরসা বাক্যং প্রতিগৃহ্য নৃপাত্মজঃ।  
বাদমিত্যেব সংহটঃ শ্রীমান্ বরমগচ্চত। ১৮

মহামুনি ভরদ্বাজের সেই বাক্যকে শিরোধার্য করে শ্রীমান রাজকুমার শ্রীরাম সানন্দে বললেন ‘তাই ভাল’ ;

অতএব তিনি মহর্ষির কাছে বর প্রার্থনা করলেন যে—  
অকালফলিনো বৃক্ষা সর্বো চাপি মধুস্রবাঃ  
ফলান্যমৃতগন্ধীনি বহুনি বিবিধানি চ। ১৯  
ভবন্তু মার্গে ভগবন্নয়োধ্যাং প্রতি গচ্ছন্তঃ

‘ভগবন্ ! আমার অযোধ্যা যাত্রাপথে সকল বৃক্ষরাজি অকালেও ফলবান ও মধুস্রাবী হয়ে উঠুক বিবিধ প্রকারের প্রচুর ফলগুলি অমৃতসৌরভে পরিপূর্ণ হতে যাক।’

তথেষ্টি চ প্রতিজ্ঞাতে বচনাং সমনস্তরম্ ২০  
অভবন্ পাদপাত্তত্র স্বর্গপাদপসমিভাঃ।

মহর্ষি ভরদ্বাজ ‘তথাস্তু’ বলে প্রতিজ্ঞা করার সাথে সাথেই শ্রীরামের যাত্রামার্গের বৃক্ষসমুদায় দিব্য বনস্পতি সদৃশ আকৃতি ধারণ করল।

নিপ্পলাঃ ফলিনশ্চাসন্ বিপুষ্পাঃ পুষ্পশালিনাঃ। ২১  
শুভ্রাঃ সমগ্রপত্রান্তে নগাশ্চৈব মধুস্রবাঃ।

সর্বতো যোজনান্তিশ্চো গচ্ছতামভবন্তদা। ২২  
ফলহীন বৃক্ষরাজি ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, পুষ্পহীন বৃক্ষ-লতা সমূহ পুষ্পিত শোভায় ভরে গেল, শুভ্র বৃক্ষে বৃক্ষে পত্ররাজির শ্যামলিমা বিকশিত হল এবং

বৃক্ষসমুদায় মধুধারা প্রবাহিত করল অযোধ্যানগরীর ত্রি-যোজন যাত্রাপথের সর্বত্র বনরাজি অকাল-সৌন্দর্যে সুশোভিত হয়ে গেল।

ততঃ প্রহটাঃ প্লবগর্ষভান্তে  
বহুনি দিব্যানি ফলানি চৈব।

কামাদুপাশ্চি সহস্রশন্তে  
মুদাষিতাঃ স্বর্গজিতো যথৈব। ২৩

তদনন্তর সহস্র-সহস্র কানরপুঙ্গবগণ সহর্ষে ও প্রসন্নচিত্তে স্বর্গবাসী দেবতাগণের দ্বার নিজ নিজ রচিসম্মত প্রচুর দিব্য ফলাদি ভক্ষ্যরূপে আশ্বাদন করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ। ১২৪ ॥

মহর্ষি বাণীকীরামায়ণে বাণীকীরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ সমাপ্ত। ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৫)

শ্রীহনুমান কর্তৃক নিষাদরাজ 'গুহ' এবং 'ভরত'কে শ্রীরামের শুভাগমনের সূচনা প্রদান  
এবং আনন্দিত ভরত কর্তৃক শ্রীহনুমানকে উপহার প্রদানের ঘোষণা

অযোধ্যাঃ তু সমালোক্য চিত্তরামাস রাঘবঃ  
প্রিয়কামঃ প্রিয়ঃ রামস্তত্ববিতবিক্রমঃ। ১

(ভরতরাজমুনির আশ্রমে অবতরণের পূর্বেই) বিমন  
হতে অযোধ্যাপুরীকে অবলোকন করতঃ সকলের  
মঙ্গলাকাজক্ষী ও শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে  
কি করে সবার প্রিয় কার্য সম্পাদন করবেন?

চিত্তরিভা ততো দৃষ্টিং বানরেযু ন্যাপাতয়ৎ।  
উবাচ ধীমাংস্তেজস্বী হনুমন্তঃ প্রবঙ্গমম্। ২

এইকপ বিবেচনা করে তেজস্বী এবং বুদ্ধিমান  
শ্রীরাম বানরবৃন্দের প্রতি নিরীক্ষণপূর্বক বানরবীর  
শ্রীহনুমানকে বললেন—

অযোধ্যাঃ ভরিতো গতা শীঘ্রং প্রবঙ্গসত্তম।  
জানীহি কচ্চিৎ কুশলী জনো নৃপতিমন্দিরে। ৩

'কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়ে অবগত হও  
যে রাজপ্রাসাদের সকলে কুশলে আছেন কিনা।

শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহং গহনগোচরম্।  
নিষাদাধিপতিং ক্রুহি কুশলং বচনামম্। ৪

'শৃঙ্গবেরপুরে গিয়ে বনবাসী নিষাদরাজ গুহ-এর  
সহিত সাক্ষাৎ করবে এবং আমার পক্ষ থেকে কুশল

জিজ্ঞাসা করবে এবং যদি কুশল অবগত করাবে।

ক্রুহ্য তু মাং কুশলিনমরোগং বিগতঙ্ঘরম্।  
ভবিষ্যতি গুহঃ প্রীতঃ স মমাস্বসমঃ সখা। ৫

'আমাকে কুশল, নীরোগ ও নিশ্চিন্ত শুনে নিষাদরাজ  
গুহের আনন্দ হবে; কেননা সে আমার মিত্র, আমার

আত্মার আত্মীয়।

অযোধ্যায়ান্চ তে মার্গং প্রবৃত্তিঃ ভরতসা চ।  
নিবেদয়িষ্যতি প্রীতো নিষাদাধিপতির্গুহঃ। ৬

অযোধ্যায়ান্চ তে মার্গং প্রবৃত্তিঃ ভরতসা চ।  
নিবেদয়িষ্যতি প্রীতো নিষাদাধিপতির্গুহঃ। ৬

'তদনন্তর নিষাদরাজ গুহ প্রসন্নচিত্তে তোমাকে  
অযোধ্যা নগরীর পথ প্রদর্শন করবে এবং ভরতের

আশীর্বাদ সমাচার প্রদান করবে।

ভরতস্তু ভ্রাতা বাচ্যঃ কুশলং বচনামম্।  
সিদ্ধার্থং শংস মাং তস্মৈ সত্যং সহলক্ষণম্। ৭

ভরতস্তু ভ্রাতা বাচ্যঃ কুশলং বচনামম্।  
সিদ্ধার্থং শংস মাং তস্মৈ সত্যং সহলক্ষণম্। ৭

'ভরতের কাছে পৌঁছে তুমি আমার হয়ে কুশল

জিজ্ঞাসা করবে এবং কৃতকার্য হয়ে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে  
অযোধ্যায় সমাগমনের বার্তা জানাবে।

শরণং চাপি বৈদেহ্যা রাবণেন বর্জয়িতা।  
সুগ্ৰীবেন চ সংবাদং বাজিনশ্চ বধং রণে। ৮

মৈথিল্যেঘেষণং চৈব যথা চাখিগতা ভ্রাতা।  
লঙ্ঘয়িত্বা মহাতোয়মাগপাপতিমবগম্। ৯

উপদানং সমুদ্রস্য সাগরস্য চ দর্শনম্।  
যথা চ কারিতঃ সেতু রানলশ্চ যথা বহতঃ। ১০

বরদানং মহেদ্রেণ ব্রহ্মণা বরংধনং চ  
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ পিতা মম সমাগমম্। ১১

'বলবান রাবণকর্তৃক সীতাপহরণ, সুগ্রীবের সঙ্গে  
মৈত্রীচুক্তি, বালিবধ, মৈথিলীর অনুসন্ধান, তোমার দ্বারা

অর্থে অপার সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক সীতার দর্শন, সমুদ্রের  
তীরে আমার অভিগমন, সাগরের দর্শনদান, সেতুবন্ধন,

রাবণবধ, ইন্দ্রাদিদেবগণের সাক্ষাৎ ও বরপ্রাপ্তি এবং  
মহাদেব শিবের প্রসাদে পিতা দশরথের আগমন ও

দর্শনপ্রদান প্রভৃতি বৃত্তান্ত ভরতকে অবগত করাবে

উপন্যাতং চ মাং সৌম্য ভরতায় নিবেদয়।  
সহ রাক্ষসরাজেন হরীণাশীশুরেশ চ। ১২

জিত্বা শত্রুগণান্ রামঃ প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।  
উপায়তি সম্ভার্যঃ সহ মিত্রৈর্মহাবলৈঃ। ১৩

'সৌম্য! পুনশ্চ ভরতকে জানাবে যে সফলমনোরথ  
শ্রীরাম শত্রুবিজয়পূর্বক যশোগর্বে রাক্ষসরাজ বিভীষণ,

বানররাজ সুগ্রীব তথা অনাসকল মহাবলী মিত্রগণের  
সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় সন্নিকটে এসে পৌঁছেছেন।

এতছুত্বা যমাকারং ভজতে ভবতত্ত্বতঃ।  
স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্বং যচ্চাপি মাং প্রতি। ১৪

'সকল বৃত্তান্ত শুনে ভরতের শরীরিক ভাষা লক্ষ্য  
করে সবকিছু বুঝতে চেষ্টা করবে এবং আমার প্রতি

ভরতের মনোগত কর্তব্যবোধও অবগত হবে।

জ্ঞেয়াঃ সর্বং চ বৃত্তান্তা ভরতসৌদিতানি চ।  
তত্ত্বেন মুখবর্ণেন দৃষ্টা ব্যাভাষিতেন চ। ১৫

'প্রাসাদের সকল বৃত্তান্ত এবং ভরতের প্রতিক্রিয়া



সূচক ইঙ্গিতসমূহ তুমি তত্ত্বতঃ লক্ষ্য করবে। তার মুগ্ধী, দৃষ্টি ও ব্যবহারাদি থেকে প্রকৃত মনোবৃত্তি বুঝার চেষ্টা করবে।

সর্বকামসমৃদ্ধঃ হি হস্তাশ্বরথসঙ্কুলম্।  
পিতৃপৈতামহঃ রাজাঃ কসা নাবর্তয়েমানঃ॥ ১৬

‘সকল প্রকার মনোহর উপভোগের আশ্রয়, বণ অশ্ব-গজাদি সুরক্ষাবলে সমৃদ্ধ এবং উত্ত্বাপানক্রমে উপলব্ধ রাজত্ব কার না মনোবিকার ঘটায় ?

সংগত্যা ভরতঃ শ্রীমান্ রাজোনার্থী ভয়ং ভবেৎ।

প্রশান্ত বসুধাঃ সর্বামখিলাঃ রঘুনন্দনঃ॥ ১৭

‘কৈকেয়ীর সান্নিধ্য এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করার কারণে শ্রীমান বধুকুলনন্দন ভরত যদি স্নয়ং অযোধ্যার রাজা থাকতে চায়, তাহলে সে নিখিল পৃথিবী শাসন করুক।

তসা বুদ্ধিঃ চ বিজ্ঞায় ব্যবসায়ঃ চ বানর।

যাবদ্ব দূরং যাতাঃ স্মঃ ক্ষিপ্ৰমাগন্তমহসি॥ ১৮

‘বানরবীর ! তুমি ভরতের বিচার ও সংকল্প অবগত হয়ে শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করো, যাতে আমরা ভরতাজ মুনির আশ্রম থেকে প্রস্থান করে অযোধ্যার অধিক সন্নিকটস্থ না হয়ে যাই (অর্থাৎ ভরতের প্রকৃত মনোভাব জানতে পারলে অথবা শুভাশুভ ইঙ্গিত পেলে অযোধ্যা প্রবেশের বেশ কিছু পূর্বেই যেন আমি কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারি)’

ইতি প্রতिसমাদিষ্টো হনুমান্ মারুতাস্বজঃ।  
মানুষঃ খারয়ন্ রূপমযোধ্যাং হুরিতো যযৌ॥ ১৯

শ্রীরঘুনাথ এইভাবে আদেশ করলে শ্রীহনুমান মনুষ্য শরীর ধারণপূর্বক তীব্র বেগে অযোধ্যাতিমুখে প্রস্থান করলেন।

শ্রীরঘুনাথ এইভাবে আদেশ করলে শ্রীহনুমান মনুষ্য শরীর ধারণপূর্বক তীব্র বেগে অযোধ্যাতিমুখে প্রস্থান করলেন।

অথোৎপাত বেগেন হনুমান্ মারুতাস্বজঃ।

গরুড়ানিব বেগেন জিঘৃক্ষমুরগোত্তমম্॥ ২০

পক্ষিরাজ গরুড় যেমন করে শ্রেষ্ঠ সর্পকে অপহরণ করার জন্য তীব্র বেগে অভিধাবন করেন, সেইমতো

পবনপুত্র শ্রীহনুমানও সবেগে উড়ে চললেন।

লজ্জয়িত্বা পিতৃপথং বিহগেদ্রালয়ঃ শুভম্।

গঙ্গায়মুনয়োর্ভীমং সমতীত্য সমাগমম্॥ ২১

শৃঙ্গবেরপূরং প্রাপ্য শুভমাসাদ্য বীর্যবান্।

স বাচ্য শুভয়া হৃষ্টো হনুমানিদমব্রবীৎ॥ ২২

পিতা পবনদেবের গমন পথ — অন্তরীক্ষ অর্থাৎ

পক্ষীরাজ গরুড়ের শুভালয় অতিক্রমপূর্বক গতিশীল গঙ্গা-

যমুনার সঙ্গমস্থল অতিক্রমণ করে শৃঙ্গবেরপূরে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীহনুমান নিমাদবাক্ত গুহ এর সন্নিহিত সাঞ্চ্য কলাঙ্গ

এবং নগর বচনে বললেন—

সখা তু তব কাকুৎস্থো রামঃ সত্যপারাক্রমঃ।

সসীতঃ সত্ব সৌমিত্রিঃ স ভাঃ কুশলমব্রবীৎ ২৩

গণধীমদ্য রত্ননীমুগিহা বচনামুনেঃ

ভরতাজাজানুজাতঃ স্তম্বাসাট্টয়ন রামসম ২৪

‘তোমার মিত্র কাকুৎস্থকুলভূষণ সত্যপারাক্রম শ্রীরা

মাতা ও লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে শুভাগমন করছেন, তঁর

তৎপূর্বে আমার মাপানে তোমার কুশল জিজ্ঞাসন করেছেন

তঁরা প্রমাণে ভবদ্বাঙ্গনুনিব কথায় ‘আজকেই পক্ষি

(তিথিতে) নিশিগাপন করতঃ অগামিকুল বুনিকুল

অনুমতিক্রমে আশ্রম গুহে যাত্রা করবেন এখানেই তোমার

সঙ্গে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।’

এবমুক্তা মহাতেজা সম্প্রজট্টনুরমঃ।

উৎপাত মহাবেগাদ্ বেগবাননিচরয়ন্ ২৫

গুহকে এই বার্তা দিয়ে মহাতেজা ও বেগবান

শ্রীহনুমান সহসা অতিশয় বেগে অগ্রাভিমুখে উ

গেলেন। তৎক্ষণে পুলকে তাঁর সর্বত্র রোমান্বিত হয়েছিল

সৌপশাদ্ রামতীর্থং চ নদীঃ বালুকিনং তথা।

বরুথীঃ গোমতীঃ চৈব ভীমঃ শালবনং তথা॥ ২৬

যাত্রাপথে তিনি পরশুরাম তীর্থ, বালুকিনী নদী,

বরুথী, গোমতী এবং গহন শাল-অরণ্য দর্শন করলেন

প্রজাচ বহুসাহস্রীঃ স্তীতাজ্ঞানপদানপি।

সা গজা দূরমধ্বানং হরিতঃ কপিকুঞ্জরঃ। ২৭

আসসাদ ক্রমান্ যুগ্মান্ নন্দিগ্রামসমীপগান্।

সুরাধিপস্যোপবনে যথা চৈত্ররথে ক্রমান্ ২৮

অনেক সংখ্যক প্রজাবর্গ তথা সমৃদ্ধ জনপদসমুদায়

দেখতে দেখতে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান হ্রদায় দূরত্ব অতিক্রম

করে দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দনকানন ও ধনাধিপতি কুবের-এব

চৈত্ররথবন ডুলা নন্দিগ্রাম সন্নিকটস্থ পুষ্টিপত তরুবাগ্নিব

মধ্যবর্তী হলেন।

স্রীভিঃ সপুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ রমমাণৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ

ক্ৰোশমাত্রৈঃ ত্রয়োধ্যায়ান্দীরকৃৎজিনাধরম্ ২৯

দদর্শ ভরতঃ দীনঃ কৃশমাত্রমবাসিনম্।

জটিলং মলদিদ্ধাকং ভ্রাতৃবাসনকর্ষিতম্ ৩০

ফলমূল্যাশিনং দাঙ্কং তাপসং ধর্মচারিণম্

সমুদ্রজটাভারং

নিয়তং ভাবিতাঙ্কনং

বন্ধুজাজিনবাসসম্ ॥ ৩১

পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশাসন্তং বসুদরাম্ ॥ ৩২

সেই সুশোভিত ও সুপুষ্কিত বৃক্ষাঞ্চলে বহু কুলনারীগণ পুত্র ও পৌত্রগণের সঙ্গে বেশভূষাদিতে সজ্জিত হয়ে বিহাররতা ছিলেন এবং অযোধ্যানগরী হতে ক্রোশমাত্র দূবে শ্রীহনুমান আগ্রমবাসী ভরতকে দেখতে পেলেন, যিনি চীরবস্ত্র ও কৃষ্ণমৃগের চর্ম পরিহিত অবস্থায় অতি বিষন্ন এবং দুর্বল প্রতীয়মান হচ্ছিলেন। তাঁর কেশরাজি জটাকৃতি ধারণ করেছিল, শরীর ছিল ধূলিধূসরিত এবং তিনি অগ্রজের বনবাস চিন্তনে কৃশাঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ভরত ফলমূলাদি আহার করে তপশ্চরণ করতেন এবং ইন্দ্রায়াদির দমন করে ধর্মাচরণে নিরত ছিলেন। যন্তুকে জটাভার সমুন্নত আকার ধারণ করেছিল, বন্ধু ও মৃগজিনই ছিল তাঁর পরিধান। শুদ্ধান্তঃকরণহেতু ভাবিতাঙ্ক্য ভরতকে ব্রহ্মর্ষি সদৃশ দুটিময় মনে হচ্ছিল এবং অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাযুগল সম্মুখস্থ সিংহাসনে বেধে তিনি পৃথিবী শাসন করছিলেন।

চতুর্বর্ষস্য লোকস্য ত্রাতারং সর্বতো জয়াং

উপহিতমমাত্যশ্চ শুচিভিষ্চ পুরোহিতৈঃ ॥ ৩৩

বলমুখ্যৈশ্চ যুক্তৈশ্চ কাষায়াস্বরথারিভিঃ

ভরত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ষের প্রজাগণকে সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত রাখতেন। তাঁর সভায় বিরাজমান মন্ত্রিগণ, অমাত্যবর্গ, পুরোহিত ও সেনাপতি প্রমুখও যোগীর ন্যায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান করতেন।

নহি তে রাজপুত্রং তং চীরকৃষ্ণজিনাস্বরম্ ॥ ৩৪

পরিভোক্তুং ব্যবসান্তি পৌরা বৈ ধর্মবৎসলাঃ ॥

অযোধ্যার ধর্মানুরক্ত পুরবাসিগণ তদ্রূপ চীরবাস ও ধগর্চ্য পরিহিত রাজকুমার ভরতকে বাদ দিয়ে সুখবিলাস করতেও পরাশ্রুত ছিলেন।

তং ধর্মমিব ধর্মজ্ঞং দেহবন্ধমিবাপরম্ ॥ ৩৫

উবাচ প্রাজ্ঞলির্বাধ্যঃ হনুমান্ মারুতাজ্যজঃ ॥

মনুষ্যদেহী দ্বিতীয় ধর্মমূর্তির সদৃশ ধর্মজ্ঞ সেই ভরত সকালে এসে পৌছে পবনাত্মজ শ্রীহনুমান কৃতাজ্ঞলি হয়ে লেলেন—

বসন্তং দণ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীরজটাধরম্ ॥ ৩৬

অনুশোচসি কাকুৎস্থং স ত্বাং কৌশলমগ্রবীৎ ॥

প্রিয়মাখ্যামি তে দেব শোকং তাজ্জ সুদার্ষণম্ ॥ ৩৭

অগ্নিন্ মুহূর্তে জাজ্ঞা ত্বং রামেণ সহ সক্রতঃ ॥

‘দেব! আপনি দণ্ডকারণ্যে নিবাসী চীরবাস পরিহিত জটাজুটধারী যে শ্রীরামচন্দ্রের কথা সত্য চিত্ত করেছেন, তিনি আপনার কৃশাঙ্গ জিজ্ঞাসা করেছেন এবং উল্লি কৃশাঙ্গ ব্যর্জ প্রেরণ করেছেন। এমন আপনি আত্মস্তিক বিষয়তা পরিত্যাগ করুন; আমি আপনাকে প্রিয় সংবাদ দিতে চাই। আপনি নীচুই আপনার অগ্রজের সঙ্গে মিলিত হবেন।

নিহত্য রাবণং রামঃ প্রতিভা মৈমিলিন্ ॥ ৩৮

উপযান্তি সম্ভার্যঃ সহ মিষ্টৈর্মহাবলৈঃ ॥

লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা বৈদেহী চ যশস্বিনী

সীতা সমগ্রা রামেণ মহেক্ষণে শচী যথা ৩৯

‘ভগবান শ্রীরাম রাবণকে বধ করে মিথিলানন্দিনীকে উদ্ধারপূর্বক কৃতকার্য হয়ে মহাবলবান মিত্রবর্গের সমভিব্যাহারে সমাগমন করেছেন। মহাতেজা লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহকুমারী সীতাও তাঁহার অনুগমন করছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে শচীর তুল্য সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের পাশে শোভিতা হচ্ছেন।’

এবমুক্তো হনুমতা ভরতঃ কৈকয়ীসূতঃ ॥

পপাত সহসা জ্ঞষ্টো হর্ষান্মোহমুপাগমৎ ॥ ৪০

শ্রীহনুমান এইরূপ বললে কৈকয়ীকুমার ভরত সহসা আনন্দাতিশয্যে মুচ্ছিত হয়ে ভূতলে নিপতিত হলেন।

ততো মুহূর্তাদুখায় প্রত্যাশ্বস্য চ রাবণঃ ॥

হনুমন্তমুবাচেনং ভরতঃ প্রিয়বাদিনম্ ॥ ৪১

অশোকজৈঃ প্রীতিময়ৈঃ কপিমালিন্য সন্তমাৎ ॥

সিযেচ ভরতঃ শ্রীমান্ বিপুলৈরশ্রবিন্দুভিঃ ॥ ৪২

মুহূর্ত মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করে ভরত উত্থিত হলেন

তখন রঘুবংশাবতংস শ্রীমান ভরত প্রিয়বাদী শ্রীহনুমানকে

দৃঢ়ভাবে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে অবিরল আনন্দপ্রসূতে

ভাবে সিদ্ধ করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেন—

দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুকোশাদিহগতঃ ॥

প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য দদামি ব্রুবতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৪৩

‘সৌম্য! তুমি দেবতা অথবা মনুষ্য যে ই হও

আমাকে কৃপা করে তুমি এখানে পদার্পণ করেছ। তুমি যে

প্রিয় সন্দেহ বর্ণনা করেছ, তার বদলে তোমাকে কীদূশ প্রিয়

উপহার প্রদান করব?



গবাং শতসহস্রং চ গ্রামাণাং চ শতং পরম্।  
 স্কুণ্ডলাঃ শুভাচার্য ভাৰ্য্যঃ কন্যাস্ত যোড়শ ৪৪  
 হেমবর্ণাঃ সুনাসোরঃ শনিসৌম্যাননাঃ স্ত্রিয়াঃ।  
 সৰ্বভরণসম্পন্নাস্ত সম্পন্নাস্ত কুলজাতিভিঃ ৪৫  
 ‘(তবুও) আমি তোমাকে এক লক্ষ গোধান, একশত  
 গ্রাম, শুভাচারী স্কুণ্ডলা যোড়শজন হেমকান্তি কুমারী  
 কন্যাকে ভাৰ্য্যরূপে সম্প্রদান করছি। তারা সুনাসিকা ও  
 সুজজ্বা সম্পন্ন, তাদের মুখশ্রী জোৎস্নার ন্যায় মনোহর,

তারা কুলীন কুলোদ্ভবা এবং অলংকারের সুসজ্জিত।  
 নিশম্য রামাগমনং নৃপাক্ষরঃ  
 কপিপ্রবীরসা তদাহুতোপম  
 প্রহৰ্ষিতো রামদিক্ষমাভবৎ  
 পুনশ্চ হৰ্ষাদিদমব্রবীদ্  
 রাজকুমার ভরত কপিবর শ্রীহনুমানৈব যুগনিয়  
 শ্রীরামচন্দ্রের শুভাগমনের বার্তা শুনে তাঁর দর্শন লাভ  
 আনন্দাতিশয়ো হইলচিত্তে পুনরায় বললেন—

ইত্যৰ্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশতাদিকশততমঃ সর্গঃ ১২৫ ॥  
 মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চবিংশতাদিকশততম সর্গ সমাপ্ত ১২৫ ॥

### ষড়বিংশতাদিকশততমঃ সর্গঃ (১২৬)

শ্রীহনুমান কর্তৃক ভরতের সন্নিধানে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর বনবাসকালীন ঘটনাবলীর বিবরণ

বহুনি নাম বর্ষাণি গতস্য সুমদধনম্।  
 শৃণোমাহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্তনম্ ॥ ১

‘আমার প্রভু শ্রীরাম বনবাসের উদ্দেশ্যে বহুদিন  
 মহারণ্যে কাটিয়েছেন। এতদিন পরে আমি তাঁর বিষয়ে  
 আহ্লাদকারী চর্চা শুনতে পেলাম।

কল্যাণী বত গাথৈয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মাম্।  
 এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ॥ ২

‘আজ এই কল্যাণকর লৌকিকী গাথা আমার কাছে  
 যথার্থ মনে হচ্ছে—মনুষ্য যদি দীর্ঘায়ু হয়, তবে শতবর্ষ পরে  
 হলেও জীবনে সুখভোগের সম্ভাবনা থাকে।

রাঘবস্য হরীণাং চ কথমাসীৎ সমাগমঃ।  
 কস্মিন্ দেশে কিমাপ্রিতা তত্তমাখ্যাছি পৃচ্ছতঃ ॥ ৩

‘সৌম্য ! শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে বানরকুলের মৈত্রী  
 কিভাবে সম্ভব হল ? কোন স্থানে তথা কোন উদ্দেশ্য  
 সাধনের হেতু এমন ঘটনা ঘটল ? এই সকল বৃত্তান্ত আমি  
 জানতে চাই। আমাকে যথাযথরূপে অবগত করো’

স পৃষ্টো রাজপুত্রো বৃস্যাং সমুপবেশিতঃ।  
 আচচক্ষে ততঃ সৰ্বং রামস্য চরিতং বনে ॥ ৪

(ভরত কর্তৃক) এইরূপে অভিহিত হলে কৃষ্ণন  
 উপবেশিত শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে দিনরাত্রে  
 সকল বৃত্তান্ত ভরতের নিকট বর্ণনা করলেন।

যথা প্রবাজিতো রামো মাতুর্দত্তৌ বরৌ তব

যথা চ পুত্রশোকেন রাজা দশরথো মৃতঃ ২

যথা দূতৈস্তমসীতদ্বর্ণং রাজগৃহাৎ প্রভো।

দ্বয়াযোধ্যাং প্রবিষ্টেন যথা রাজাং ন চেলিক্তম্ ৩

চিক্রকূটগিরিং গঙ্গা রাজ্যেনামিত্রকর্ণিঃ

নিমগ্নিতত্ত্বয়া ভ্রাতা ধর্মমাত্রতা সত্যম্ ৪

হিতেন রাজ্ঞো বচনে যথা রাজাং বিসর্জিতম্।

আর্যস্য পাদুকে গৃহ্য যথাসি পুনরাগতঃ ৫

সর্বমেতন্নহাবাহো যথাবদ্ বিদিতং তব

দ্বয়ি প্রতিপ্রয়াতে হু যদ বৃত্তং তন্নিবোধ মে ৬

‘প্রভো ! মহাবাহো ! শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস, কেতলী

মাতার (দশরথের নিকট হতে) দুইটি বরপ্রাপ্তি, পুত্র

শ্রীরামচন্দ্রের শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু, রাজগৃহ হতে

দ্বরায় আপনাকে (ভরতকে) দূতের মাধ্যমে প্রাপ্ত

আনয়ন, অযোধ্যায় প্রবেশ করে আপনার সিংহাসনে



আরোহনের অনিচ্ছা প্রকাশ, চিত্রকূট-পর্বতে গিয়ে  
আপনার দ্বারা অরিন্দম অগ্রজ শ্রীরামকে রাজ্যভার গ্রহণের  
জন্য নিমন্ত্রণ, কিন্তু পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীবাম কর্তৃক  
বাজা ত্যাগ এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজের পাদুকাযুগল শিরোধার্য করে  
অবোধায় আপনার প্রত্যাগমন—এইসকল ঘটনাবলী যেমন  
যেমন ঘটেছে সেই বৃত্তান্ত আপনি যথার্থভাবে অবগত  
আছেন। কিন্তু আপনার প্রত্যাভর্তনের পরবর্তী কালে যেমন  
যেমন বৃত্তান্ত সংঘটিত হয়েছে সেইসকল আমার নিকট  
হতে শ্রবণ করুন।

অপর্যতে স্থয়ি তদা সমুদ্রস্নানমুগম্বিজম্।  
পরিদূনমিবাতার্থং তদ্ বনং সমপদাত ॥ ১০  
তক্ষতিমুদিতং ঘোরং সিংহব্যাঘ্রমুগাকুলম্।  
প্রবিবেশাথ বিজনং স মহদ্ দণ্ডকাবনম্ ॥ ১১

‘(চিত্রকূট থেকে) আপনার প্রত্যাভর্তনের পর  
তথাকার বনাঞ্চল চতুর্দিক থেকে অত্যন্ত বৃক্ষলতাহীন হয়ে  
যেতে লাগল। সেখানকার পশুপক্ষী আদি ভয়ানক হয়ে পড়ল।  
তখন সেই অরণ্যভূমি ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্র বিশালায়তন ও  
গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন, যেটি ছিল হস্তিযুথ দ্বারা  
মথিত, সিংহব্যাঘ্রাদি স্থাপদসংকুল ও বিজন  
ভেষাং পুরস্তাদ্ বলবান্ গচ্ছতাং গহনে বনে  
বিনদন্ সুমহানাদং বিরামঃ প্রত্যদশাত ॥ ১২

‘সেই গহন অরণ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা—এই  
তিনজনের সম্মুখে মহানাদ করতে করতে সহসা বলবান  
বিরাম নামক এক রাক্ষসের আবির্ভাব ঘটল।

তমুৎক্ষিপ্যা মহানাদমূর্ধ্ববাহুমধোমুখম্।  
নিখাতে প্রক্ষিপন্তি স্ম নদন্তমিব কুঞ্জরম্ ॥ ১৩

‘বাহুদ্বয় উদ্যত করে হস্তীর ন্যায় গর্জনরত  
আক্রমণকারী সেই রাক্ষসকে প্রত্যাঘাতপূর্বক তাঁরা  
উত্তোলিত করে বিনাশ করে তাকে গভীর খাদে নিক্ষেপ  
করলেন।

তৎ কৃদ্বা দুষ্করং কর্ম ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।  
সাম্মাহে শরভঙ্গসা রম্যামশ্রমমীমতুঃ ॥ ১৪

‘সেই সুকঠিন (রাক্ষসবধরূপ) কার্য সম্পাদন করে  
রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় সাময়িকালে সীতার সঙ্গে শরভঙ্গ মুনির  
বনদ্বীপ আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে রামঃ সত্যশরভঙ্গমঃ।  
অভিনাদা মুণীন সর্বাঙ্গনহানমুপাগমঃ ॥ ১৫

‘শ্রীরামচন্দ্রের সমক্ষে শরভঙ্গমুনি স্বর্গলোকে  
প্রস্থান করলে সত্যশরভঙ্গী শ্রীবাম অন্যান্য মুনিবরদের  
প্রণামপূর্বক জনস্থান নামক জায়গায় আগমন করলেন।

পশ্চাচ্ছূর্ণগথা নাম রামপার্শ্বমুপাগতা।  
ততো রামেণ সন্দিষ্টো লক্ষ্মণঃ সহসেবিতঃ ॥ ১৬  
প্রণয় খজাং চিত্তেদ কর্ণনাসং মহাবলঃ।

‘জনস্থান-এ আগমনের পরে শূর্ণগথা নামী এক  
রাক্ষসী (কামার্ত হয়ে) শ্রীরামচন্দ্রের সন্নিধানে এল। তখন  
শ্রীরাম লক্ষ্মণকে রাক্ষসীর দণ্ডবিধানের আদেশ দিলেন  
এবং মহাবলী লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে খজা দ্বারা  
রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করলেন।

চতুর্দশ সহস্রাদি রাক্ষসাঃ তীক্ষ্ণকর্মণাম্ ॥ ১৭  
হতানি বসতা তত্র রাঘবেণ মহাবলঃ।

‘সেই জনস্থানে নিবাসকালে মহাবলী শ্রীরামনাথ  
একাই (শূর্ণগথার প্রবোচনায় আসা) বীতংস কর্তে কুশল  
চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নিধন করলেন।

একেন সহ সংগম্য রামেণ রশ্মমূর্খনি ॥ ১৮  
অক্ষুচতুর্থাগেন নিঃশেষা রাক্ষসাঃ কৃত্যঃ।

‘রাক্ষসেরা একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করলেও শ্রীরামচন্দ্র  
একাই দিবাভাগের চতুর্থাংশের মধ্যে তাদের সকলকে বধ  
করেছিলেন।

মহাবলা মহাবীর্যাপসো বিদ্রকারিপঃ ॥ ১৯  
নিহতা রাঘবেণাজৌ দণ্ডকারণাবাসিনঃ।

‘তপস্যায় বিদ্রোহপাদনকারী দণ্ডকারণের শক্তিমান  
রাক্ষসদেরকে বধুৎপত্তিলক শ্রীরাম যুদ্ধে মৃত্যুমুখে ঠেলে  
দিয়েছিলেন।

রাক্ষসাশ্চ বিনিপ্পিষ্টাঃ খরশ্চ নিহতো রণে ॥ ২০  
দূষণঃ চাগ্রতো হত্বা ত্রিশিরাত্তদনন্তরম্।

‘এইভাবে রণাঙ্গণে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস মথিত  
হয়েছে, খর নিহত হয়েছে, দূষণও শ্রীরাম কর্তৃক যমালয়ে  
প্রেরিত হয়েছে। তদনন্তর ত্রিশিরা নামক রাক্ষসও তাঁর  
হাতে পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হয়েছে।

ততস্তেনাদিতা বালা রাবণং সমুপাগতা ॥ ২১

রাবণানুচরো ঘোরো মারীচো নাম রাক্ষসঃ ।

লোভ্যামাস বৈদেহীঃ ভূত্বা রত্নময়ো মৃগঃ ॥ ২২

‘এভাবে দুর্লভগ্রস্ত হয়ে সেই মূর্খ রাক্ষসী শূর্ণগা  
লঙ্কেশ্বর রাবণের দ্বারস্থ হয়েছিল। রাবণের আদেশে  
অনুচর মারীচ নামক ভয়ংকর রাক্ষস রত্নময় মৃগের আকৃতি  
ধারণপূর্বক বিদেহদুহিতা সীতাকে প্রলুব্ধ করেছিল।

সো রামমত্ৰবীদ্ দুষ্টা বৈদেহী গৃহাত্যমিতি ।

অয়ং মনোহরঃ কাল আশ্রমো নো ভবিষ্যতি ॥ ২৩

‘তখন সীতা সেই মৃগকে দেখে শ্রীরামচন্দ্রকে  
বললেন যে—আর্থপুত্র ! এই হরিশংকে ধরে আনো। এর  
উপস্থিতিতে আমাদের আশ্রম দ্যুতিময় ও মনোহর হয়ে  
উঠবে।

ততো রামো ধনুঃপাণিমৃগং তমনুধাবতি ।

স তং জঘান দ্বাবস্তং শরেশানতপর্বণা ॥ ২৪

‘তদনন্তর কার্যক হাতে শ্রীরাম (ছদ্ম) মৃগকে  
অনুসরণ করলেন এবং আনতপর্বযুক্ত একটি বাণে  
বেগবান মৃগটিকে হত্যা করলেন।

অথ সৌম্য দশগ্রীবো মৃগং স্মৃতি তু রাঘবে ।

লঙ্কণে চাপি নিষ্কান্তে প্রবিবেশাশ্রমং তদা ॥ ২৫

‘সৌম্য ! যখন শ্রীরঘুনাথ মৃগকে অনুসরণ  
করছিলেন এবং লঙ্কণও শ্রীরামের অনুসন্ধানার্থে  
আশ্রমের পর্বকূটির থেকে বাহিরে চলে গিয়েছিলেন সেই  
সুযোগে রাক্ষস রাবণ সেই আশ্রমে প্রবেশ করে।

জগ্রাহ তরসা সীতাং গ্রহঃ খে রোহিণীমিব ।

ব্রাতুকামং ততো যুদ্ধে হস্তা গৃধ্রং জটায়ুশ্চ ॥ ২৬

প্রগৃহ্য সহসা সীতাং জগামাশু স রাক্ষসঃ ।

‘আকাশে মঙ্গলগ্রহ যেমন করে রোহিণী নক্ষত্রের  
গ্রহণ ঘটায়, সেইভাবে রাক্ষস রাবণ সীতাকে সবলে  
অধিগ্রহণ করল এবং সীতার রক্ষার্থে অগ্রসর পক্ষিরাজ  
জটায়ুকে হত্যা করে অচিরে সীতাকে হরণ করল।

ততঃপুতসংকাশাঃ হিতাঃ পর্বতমূর্ধনি ॥ ২৭

সীতাং গৃহীত্বা গচ্ছন্তঃ বানরাঃ পর্বতোপমাঃ ।

দদৃশুর্বিম্বিতাকারা রাবণং রাক্ষসাপিগম ॥ ২৮

‘তদনন্তর পর্বতশিখরবাসী ও পর্বতসদৃশ সুউচ্চ তথা  
বিশালাকৃতি বানরবৃন্দ আশ্চর্যাব্বিত হয়ে রাক্ষসরাজ কর্তৃক

সীতাপহরণের দৃশ্য অবলোকন করল।

ততঃ শীঘ্রতরং গত্বা তদ্ নিধানং মনোজবম্ ।

আরম্ভ্য সহ বৈদেহ্যা পুষ্পকং স যজ্ঞালয় ॥ ২৯

প্রবিবেশ তদা লব্ধাং সানধ্যো রাক্ষসেশ্বরঃ

‘আশ্রমের সেই রাক্ষসরাজ রাবণ অতি ক্ষিপ্তভাবে  
মনো তুল্য বেগশালী পুষ্পক নিধানের সন্নিকটস্থ হয়ে  
সীতাসহ নিমানোপরি আরোহণপূর্বক লঙ্কানগরিতে প্রবেশ  
করল।

তাং সুবর্ণপরিম্বারে শুভে মতস্তি সেনানি ৩২

প্রবেশ্য মৈথিলীঃ নাকৈঃ সাধুরামাস রাক্ষসঃ ৩৩

‘তথ্যাম সুবর্ণমণ্ডিত বিশাল প্রসানে নির্ধিকেশ  
কুমারীকে নজরবন্দী করে সে তাকে মনুর প্রীতিসম্মানে  
সম্বলনা প্রদান করতে লাগল।

ভূপদ্য ভাষিতং তস্য তং চ নৈর্ধতশুকম ৩৪

অচিহ্ন্যস্তী বৈদেহী হাশোকবনিকাং গতা ৩৫

‘অশোকবননে বন্দিনী বিদেহনন্দিনী রাবণের  
বিভিন্ন তোষামোদকারী বাক্য তথা রাক্ষসদিগকে ভূগতুল্য  
মনে করে আদৌ গ্রাহ্য করলেন না।

ন্যবর্তত তদা রামো মৃগং হস্তা তদা বনে ৩৬

নিবর্তমানঃ কাকুৎস্থো দুষ্টা গৃধ্রং স বিবাসে ৩৭

গৃধ্রং হতং তদা দুষ্টা রামঃ প্রিয়তরং পিতৃ ৩৮

‘অন্যদিকে শ্রীরাম তখন স্বর্ণমৃগ শিকার করে আশ্রম  
কূটিরের প্রত্যাবর্তন কালে পথে পিতার চেয়েও প্রিয় গৃধ্ররাজ  
জটায়ুকে মৃত অবস্থায় দেখে মনে বড় ব্যথা পেলেন।

মার্গমাগন্ত বৈদেহীঃ রাঘবঃ সহলঙ্কণঃ ৩৯

গোদাবরীমনুচরন্ বনোদ্দেশাংষ্ট পুষ্টিতান ৪০

‘লঙ্কণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরঘুনাথ বিদেহনন্দিনী  
সীতার অনুসন্ধানের গোদাবরীতটের পুষ্টিপত কাননে  
চিন্তাঘ্বিত হয়ে খুজে বেড়াতে লাগলেন।

আসেদভূর্মহারণো কবন্ধঃ নাম রাক্ষসম্ ৪১

ততঃ কবন্ধবচনাদ্ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ৪২

ঋষ্যমুকগিরিং গত্বা সুগ্রীবেশ সমাগতঃ ৪৩

‘অনুসন্ধানরত ভ্রাতৃত্বয় সেই বিশাল অরণ্যমধ্যে  
কবন্ধ নামক রাক্ষসের সম্মুখীন হলেন। তদনন্তর  
সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম কবন্ধকে উদ্ধার করলে তার



(কবছের) কথায় কথানুসারে শ্রীরাম স্বামুকপর্বতে গিয়ে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হলেন।

ভয়োঃ সমাগমঃ পূর্বঃ প্রীত্যা হার্দো ব্যজায়ত ॥ ৩৬  
রাজা নিরন্তঃ ক্রুদ্ধেন সুগ্রীবো বালিনা পুরা।  
ইতরেতরসংবাদাৎ প্রগাঢ়ঃ প্রণয়ন্তমোঃ ॥ ৩৭

‘একে অন্যের প্রতি সৌহার্দের আকর্ষণে সংগঠিত বন্ধু পরস্পরের সাক্ষাৎ ও বার্তালাপের মাধ্যমে দৃঢ়তর হয়ে উঠল। ইতঃপূর্বে ক্রুদ্ধ ভ্রাতা বানরবাজ বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হতে বহিস্কার করেছিলেন।

রামঃ স্ববাহুবীর্যেণ স্বরাজ্যং প্রত্যাশদয়ৎ।  
বালিনং সমরে হৃদ্বা মহাকায়ং মহাবলম্ ॥ ৩৮

‘শ্রীরামচন্দ্র স্বশক্তিতে মহাকায় ও মহাবলী বালীকে যুদ্ধে বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করলেন।  
সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।  
রামায় প্রতিজানীতে রাজপুত্র্যস্তু মার্গণম্ ॥ ৩৯

‘শ্রীরাম বানরবর্গের সঙ্গে সুগ্রীবকে রাজ্যে স্থাপিত করলেন সুগ্রীবও সীতার অনুসন্ধানকার্যে যথাসাধ্য সহায়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন।

আদিত্য বানরেদ্বেগে সুগ্রীবো মহাত্মনা।

দশ কোট্যাঃ প্রবঙ্গানাং সর্বাঃ প্রস্থাপিতা দিশঃ ॥ ৪০

‘তদনুসারে বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীব দশ কোটিসংখ্যক বানরকে সীতানুসন্ধানের জন্য সকল দিকে প্রেরণ করলেন।

জ্যেষ্ঠাঃ নো বিপ্রকৃষ্টানাং বিদ্যে পর্বতসত্তমৈঃ।

জুং শোকাভিতপ্তানাং মহান্ কালোহত্যবর্তত ॥ ৪১

‘সেই সকল অনুসন্ধানের রত বানরদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। গিরিরাজ বিদ্যা-এর গুহাসমূহের গোলকধাঁধায় পড়ে বেরিয়ে আসার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় আমি একাকী হয়ে পড়ি। এই অবস্থায় চিন্তাগ্রস্তাবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়।

রাজা তু গুপ্তরাজস্য সম্প্রতির্নাম বীর্যবান্।

সমাখ্যাতি স্ম বসতীং সীতাং রাবণমন্দিরে ॥ ৪২

‘তদনন্তর গুপ্তরাজ জটায়ুর একজন পরাক্রমী ভ্রাতা সম্প্রতির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল। তিনি আমাদের জানলেন যে, সীতাদেবী লঙ্কায় রাবণের অশোকবাটিকার

প্রাসাদে বিরাজিতা আছেন।’

সৌহৃৎ দুঃখপরীতানাং দুঃখং তজ্জ্ঞাতিনাং নুদন্।

আকর্ষীর্ষঃ সমাহার্য যোজনানাং শতং শ্লুতঃ।

তদ্রাহমেকামদ্রাক্ষমশোকবনিকাং গতাম্ ॥ ৪৩

‘শোকাকর্ষিত আমি নিজ যুগের বন্ধু-বান্দবগণের কষ্ট লাঘবার্থে স্বকীয় শক্তিসামর্থ্যে ভরসা রেখে শতযোজন মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কার অশোককাননে অসহায়্য সীতাকে দেখতে পেলাম।

কৌশেয়বল্লাং মলিনাং নিরানন্দাং দৃষ্টব্রতাম্।

তয়া সমেতা নিখিবৎ পৃষ্টা সর্বমনিদ্ভিতাম্ ॥ ৪৪

অভিজ্ঞানং ময়া দত্তং রামনামাঙ্গুলীয়কম্।

অভিজ্ঞানং মনিং লব্ধ্বা চরিতার্থোহহমগতঃ ॥ ৪৫

‘তিনি রেশমী বসন পরিহিতা ছিলেন, ধূলিমলিন ও নিরানন্দ অঙ্গসৌষ্ঠবে তিনি পাতিব্রত্যের দৃঢ়ত্রে অবিচল ছিলেন। আমি সেই সতী-সাক্ষী দেবীকে যথাবিধি সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলাম এবং পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে শ্রীরামের নামাক্তিত অঙ্গুরী প্রদান করলাম। সাথে-সাথে সীতাদেবী কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চূড়ামণি গ্রহণ করে কৃতকার্য হয়ে ফিরে এলাম।

ময়া চ পুনরাগম্যা রামসাক্ষিষ্টকর্মণঃ।

অভিজ্ঞানং ময়া দত্তমর্চিস্মান্ স মহামণিঃ ॥ ৪৬

‘অন্যাসে সুকঠিন কর্মকণ্ড শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে এসে আমি ওই দ্যুতিময় মহামণির অভিজ্ঞান তাঁর হাতে সমর্পণ করলাম।

শ্রদ্ধা তাং মৈথিলীং রামস্ত্রাশংসে চ জীবিতম্।

জীবিতান্তমুপ্রাপ্তঃ পীত্বামৃতমিবাতুরঃ ॥ ৪৭

‘যেমন মরণাপন্ন প্রাণ অমৃতপানে পুনরজ্জীবিত হয়ে ওঠে, সেইরূপ সীতার বিয়োগে প্রাণবিসর্জনে কৃতসংকল্প শ্রীরাম শুভ সমাচার শ্রবণে বাঁচার আশায় উদ্দীপিত হলেন।

উদ্যোজয়িষ্যমুদ্যোগং দশে লঙ্কাবধে মনঃ।

জিহাংসুরিব লোকাঙ্ঘ্রে সর্বাষ্টোকান্ বিভাবসুঃ ॥ ৪৮

‘পুনশ্চ যেমন প্রলয়কালে সংবর্তক নামে অগ্নিদেব সর্বলোক ভস্মীভূত করতে উদ্যত হন, তেমন করেই সৈন্যবর্গকে প্রোৎসাহিত করতে করতে শ্রীরাম লঙ্কাপুরী



ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য নলং সেতুমকারয়ৎ।

অতরং কপিবীরাণাং বাহিনী ভেন সেতুনা॥ ৪৯

‘অতঃপর সমুদ্রতটে এসে শ্রীরামচন্দ্র নল নামক বানরকে দিয়ে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করালেন এবং সেই সেতু দিয়ে সকল বীর বানর সৈন্যগণ সাগরের পর-পারে গিয়ে পৌঁছল।

প্রহস্তমবধীশ্রীলঃ কুস্তকর্ণঃ তু রাঘবঃ।

লক্ষ্মণো রাবণপুত্রঃ স্বয়ং রামস্ত রাবণম্॥ ৫০

‘তথায় যুদ্ধে নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে তথা স্বয়ং রঘুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র কুস্তকর্ণ এবং রাবণকে নিধন করলেন।

স শক্রেন সমাগম্য যমেন বরুণেন চ

মহেশ্বরস্বয়ংভূজাং তথা দশরথেন চ। ৫১

‘তদনন্তর শ্রীরঘুনাথ ক্রমশঃ ইন্দ্র, যম, বরুণ, স্বয়ম্ভু মহাদেব পিতামহ ব্রহ্মা তথা মহারাজ দশরথ-এর সঙ্গে মিলিত হলেন।

তৈশ্চ দত্তবরঃ শ্রীমান্বিভিষ্চ সমাগতৈঃ।

সুরবিভিষ্চ কাকুৎস্থো বরাক্ষেভে পরস্তপঃ॥ ৫২

‘তথায় সমাগত ঋষি ও দেবর্ষিগণ শত্রুসন্তাপী শ্রীমান

রঘুবীরকে বরপ্রদান করলেন। এইভাবে শ্রীরাম সবসঙ্গে বর লাভ করলেন

স তু দত্তবরঃ প্রীত্যা বানরৈশ্চ সমাগতৈঃ  
পুষ্পকেন বিমানেন কিঙ্কিঙ্কামভূপাগমৎ। ৫৩

‘বর পেয়ে প্রসন্নচিত্তে শ্রীরাম বানরগণের সঙ্গে পুষ্পক বিমানে কিঙ্কিঙ্কাম্য এলেন।

তাং গঙ্গাং পুনরাসাদ্য বসন্তং মুনিসমিহৌ।

অনিয়ং পুষ্পযোগেন শ্চো রামং দ্রষ্টুমহসি॥ ৫৪

‘সেখান থেকে ফিরে তিনি গঙ্গানদীর তীরে দ্বিত প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে বিশ্রাম করছেন আগামীকাল পুষ্পা নন্দ্র যোগে আপনি নির্বিঘ্নে শ্রীরামের দর্শন লাভ করবেন।’

ততঃ স বাটৌর্মধুরৈর্হনুমতো

নিশম্য হৃষ্টৌ ভরতঃ কৃতাজ্জলিঃ

উবাচ বাণীং মনসঃ প্রহর্ষিণীং

চিরস্য পূর্ণঃ খলু মে মনোরথঃ॥ ৫৫

শ্রীহনুমানের মুখে এইরূপে মধুরভাষিত সকল বৃত্তান্ত শুনে ভরত সাতিশয় প্রসন্নতায় কবজোড়ে মনোহর বাণীতে বললেন — ‘আজ বহুদিন বাদে আমার মনোরথ পূর্ণ হল।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়বিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষড়বিংশত্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

### সপ্তবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৭)

অযোধ্যায় শ্রীরামকে স্বাগত করার প্রস্তুতি, ভরতের সঙ্গে অন্যান্যদের শ্রীরামকে যথাযোগ্য

মর্যাদায় বরণ করার জন্য প্রত্যাগমন, শ্রীরামের সমাগমন, ভরত প্রমুখের সঙ্গে

মিলন এবং ‘পুষ্পক’ বিমানকে কুবেরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।

হৃষ্টমাজ্জাপয়ামাস শত্রুঘ্নং পরবীরহা॥ ১

শ্রীহনুমানের মুখ হতে সেই আনন্দদায়ক সংবাদ

শুনে অরিন্দম ও সত্যপরাক্রমী ভরত শত্রুঘ্নকে সানন্দে

আজ্ঞা করলেন।

দৈবতানি চ সর্বাণি চৈত্যানি নগরস্য চ।

সুগন্ধমালৌর্বাদিত্রৈরচন্দ্ৰ শুচয়ো নরাঃ॥ ২

‘শুচিশুদ্ধ কুলদেবতা তথা নগরীর দেবালয় ও

জ্যোতিতে বাদ্যদিসহ সুগন্ধি পুষ্পরাজিতে পূজা দেওয়া হোক।

সূতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞাঃ সৰ্বে বৈতালিকাজ্ঞা।  
সৰ্ব বাদিকুশলা গণিকাষ্টচ সৰ্বশঃ। ৩

রাজদারভাষামাতাঃ সৈন্যাঃ সেনাজনাগণাঃ।  
ব্রাহ্মশাস্ত্র সরাজনাঃ শ্রেণীমুখ্যাত্মা গণাঃ। ৪

জ্ঞিনির্বাচ্য রামস্য দ্রষ্টুঃ শশিনিভঃ মুখম্।  
'স্তুতি ও পুরাণজ্ঞ স্তুতগণ সকল বৈতালিক, বাদ্য-

কুশল জনেরা, গণিকাগণ, রাজমহিষীবৃন্দ, মন্ত্রিগণ, সৈন্যসামন্ত, সৈনিকগণের কুলবধু, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তথা ব্যবসায়ী সমিতির মুখ্য ব্যক্তিসকল শ্রীরামচন্দ্রের মুখচন্দ্রের দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে নগরীর বাহিরে বেরিয়ে আসুন।'

ভরতস্য বচঃ শ্রদ্ধা শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা। ৫  
বিদীরনেকসাহস্রীশ্চোদয়ামাস

সমীকৃত নিয়মানি বিষয়ানি সমানি চ। ৬  
অগ্রজ ভরতের আজ্ঞানুসারে, শত্রুঘ্নের সহ-সহ

গারদর্শী শত্রুঘ্ন সহস্র-সহস্র শ্রমিককে দলে দলে বিভক্ত করে উজ্জাবচ ভূমিভাগকে সমীকৃত করার কার্যে নিযুক্ত করলেন।

হানানি চ নিরসন্তাঃ নন্দিত্র্যামাদিতঃ পরম্।  
সিদ্ধ পৃথিবীং কুৎস্নাঃ হিমশীতেন বাগ্ধিগা। ৭

'অযোধ্য থেকে নন্দিত্র্যাম পর্যন্ত পথ পরিমার্জন এবং জাশে-পাশের সকল ভূভাগে শীতল জল সিঞ্জন করা হোক।

জতোহভাবকিরতুন্যো লাটজঃ পুষ্পশচ সর্বতঃ।  
সমুদ্রিতপতাকান্ত রথ্যাঃ পুরবরোত্তমে। ৮

'অন্য শ্রমিকেরা যাত্রাপথের সর্বত্র লাজ (অর্থাৎ 'বৈ') ও পুষ্প ছড়িয়ে দিক। নগরীর রাজপথসমূহে উন্নত পতাকা উড্ডীন করা হোক।

গোভরস্তু চ বেশ্যানি সূর্যসোদয়নং প্রতি।  
সদামমুক্তপুষ্পশচ সুবর্ণৈঃ পঞ্চবর্ণকৈঃ। ৯

'আগামীকাল সূর্যোদয়ের পূর্বে নগরীর সকল জনকে মনোহর পুষ্পমাল্যে, পুষ্পস্তবকে, কমলাদির পঙ্ক্তি তথা পঞ্চবর্ণের হৈমালংকারে সজ্জিত করা হোক।

রাজমার্গমসদ্যঃ করন্ত শতশো নরাঃ।  
ভক্তজ্যোতসনঃ শ্রদ্ধা শত্রুঘ্নস্য মুদাপিতাঃ। ১০

'রাজপথে নাগবিক্রমণ যাতে তীভ্র না করে, তার ব্যবস্থায় কয়েক শত সেবকেকে নিযুক্ত করা হোক'—শত্রুঘ্নের এইরূপ আদেশে সকল সুবক্ষাসিকারিগণ সানন্দে আদেশ পরিপালনে মগ্নরূপে হলেন।

পৃষ্টির্জ্যোত্সো বিজয়াঃ সিদ্ধার্থচাৰ্ণসাদকঃ  
অশোকো মন্ত্রপালশচ সমুদ্রচাপি নির্ঘমুঃ। ১১

মন্দিরগঙ্গসহশ্রেষ্ঠ সঙ্গজৈঃ সুবিকৃষিতৈঃ।  
পৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্পসাদক, অশোক,

মন্ত্রপাল এবং সমুদ্র—এই আট নদী প্রজ্ঞা ও অলংকারে সজ্জিত মদপ্রস্রাবী হস্তীগুলিতে আরোহণপূর্বক যাত্রা করলেন।

অগরে হেমকঙ্কভিঃ সগজ্যতি করেণুভিঃ। ১২  
নির্যম্বুরগাক্রান্তা রথেষ্ট সুমহারথাঃ।

অন্য অনেক বীর মহারথী সুবর্ণ চাদরে সজ্জিত হস্তিনী, হস্তী, অশ্ব এবং রথাদিতে আরোহণ হয়ে বহির্গত হলেন।

শত্রুষ্টিপাশহস্তানাং সঞ্চজানাং পতাকিনাম্। ১৩  
ভুরগাণাং সহশ্রেষ্ঠ মুখ্যমুখ্যাতরাহিতৈঃ।

পদাতীনাং সহশ্রেষ্ঠ বীরাঃ পরিবৃত্তা যমুঃ। ১৪  
ধ্বজা-পতাকাসমূহে সজ্জিত বহু সহস্র উত্তম উত্তম

ও অগ্ন্যবোহী তথা শক্তি, ঋষ্টি ও পাশ ধারণকারী হাজার-হাজার পদাতিক সৈন্য পরিবৃত্ত বীরগণ শ্রীরামচন্দ্রের সমাগমনের অপেক্ষায় নগরী হতে যাত্রা করলেন।

ততো যানানুপারুতাঃ সৰ্বা দশরথশ্রিয়ঃ।  
কৌসল্যাং প্রমুখে কৃতা সুমিত্রাং চাপি নির্ঘমুঃ। ১৫

কৈকেয়া সহিতাঃ সৰ্বা নন্দিত্র্যামমুপাগমন্। ১৬  
অতঃপর রাজা দশরথের সকল মহিষীগণ

যথোপযুক্ত পরিবহনে সমারূঢ় হয়ে কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অনুসরণপূর্বক কৈকেয়ীর সঙ্গে একত্রে নন্দিত্র্যামে এসে পৌঁছুলেন।

বিজাতিমুখ্যৈর্মাতা শ্রেণীমুখ্যৈঃ সনৈগমৈঃ।  
মাল্যমোদকহস্তৈশ্চ মন্ত্রিভির্ভরতো বৃত্তঃ। ১৭

শঙ্খভেরীনির্নাদৈশ্চ বন্ধিভিষ্ঠাভিনন্দিতঃ।  
শঙ্খভেরীনির্নাদৈশ্চ বন্ধিভিষ্ঠাভিনন্দিতঃ।

আর্যপাদৌ গৃহীত্বা তু শিরসা ধর্মকোবিদঃ ॥ ১৮

উত্তম দ্বিজবৃন্দ, বনিকসমিতির প্রমুখ ব্যক্তিগণ, ব্যবসায়িবৃন্দ এবং মিষ্টান্ন ও পুষ্পমাল্য সহ মন্ত্রিবর্গ কর্তৃক পরিবৃত্ত ধর্মাত্মা ও ধর্মজ্ঞ ভরত অগ্রজ শ্রীবামের কাষ্ঠ পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করে শঙ্খ ও ভেটীর মঙ্গল নিদান সহযোগে যাত্রা করলেন। তখন রাজবন্দিগণ ভরতকে স্তুতিগীতিতে অভিনন্দিত করলেন।

পাণ্ডুরঃ ছত্রমাদায় শুক্রমালোপশোভিতম্  
শুক্রো চ বাল্যবাজনে রাজার্ছে হেমভূমিতে ॥ ১৯

অধিকগম্ভ, শুক্রমালোপশোভিত রজতশুভ্রচ্ছত্র এবং স্বর্ণমণ্ডিত দুইটি শুভ্রচামরও ভরত নিজের সঙ্গে নিয়ে চললেন।

উপবাসকৃশো দীনশ্চীরকৃষ্ণাজিনাঘরঃ ॥

জাতুরাগমনং শ্রদ্ধা তৎপূর্বং হর্ষমাগতঃ ॥ ২০

ভরতের শরীর উপবাসে কৃশ ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। অগ্রজের সমাগমনের অপেক্ষায় তিনি প্রসন্ন অন্তঃকরণে চীরবস্ত্র ও কৃষ্ণাজিনেই বিভূষিত ছিলেন।

প্রভূদ্যয়ৌ যদা রামং মহাত্মা সচিবৈঃ সহ।

অস্থানাং শুরশব্দৈশ্চ রথেনমিস্বনেন চ ॥ ২১

শঙ্খদুন্দুভিনাদেন সঞ্চচালেন মেদিনী।

গজানাং বৃংহিতৈশ্চাপি শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ২২

অতঃপর মহাত্মা ভরত শ্রীবামকে স্বাগত করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে লাগলেন। অশ্বের টগবগ্শব্দে, রথচক্রের ঘর্ঘরে, মঙ্গলশঙ্খ ও দুন্দুভিনিদাদে পৃথিবী দোদুল্যমান প্রতীয়মান হচ্ছিল। শঙ্খ ও দুন্দুভির গভীর ঘোষের সঙ্গে হস্তিবৃহন সম্মিলিত হয়ে পাতালপুরীকেও প্রকম্পিত করে তুলছিল।

কুৎসং তু নগরং তৎ তু নন্দিগ্রামমুপাগমৎ

সমীক্ষ্য ভরতো বাক্যমুবাচ পবনাজম্ ॥ ২৩

অযোধ্যাপুরীর সকল নাগরিককে নন্দিগ্রামে সমবেত হতে দেখে মহাত্মা ভরত পবনপুত্র শ্রীহনুমানকে বললেন—

কচ্চিন্ন খলু কাপেয়ী সেব্যতে চলচিত্ততা।

নহি পশ্যামি কাকুৎস্থং রামমার্যং পরম্পরম্ ॥ ২৪

কচ্চিন্ন চানুদৃশ্যন্তে কপয়ঃ কামরূপিণঃ।

‘বানরবীর ! বানরগণের চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল হয়।

আপনিও সেই গুণের অধিকারী নন তো ? (অর্থাৎ শ্রীরামের আগমনের দ্রাব্য সংবাদ আপনি গোচরীভূত করেননি তো ?) এতক্ষণ আমি অরিন্দম শ্রীরামকে দর্শন কবতে পারলাম না। ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণকারী কক্ষিক দকেও দেখা যাচ্ছে না।’

অঐশ্বর্যমুক্তো নচনে হনুমানিদমব্রবীৎ ॥ ২৫  
অর্থাৎ নিজাপন্নামের ভরতঃ সন্তানবিক্রমম্।

ভরত কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হয়ে শ্রীহনুমান সার্থক এবং যথার্থ কথা অবহিত করবার জন্য সতাপরাক্রমী ভরতকে বললেন—

সদামলান্ কুসুমিতান্ বৃক্ষান্ প্রাপ্য মধুপ্রসান্ ॥ ২৬  
ভরদ্বাজপ্রসাদেন মন্তপ্রমরনাস্কিগ্রান্।

‘ভরদ্বাজ মুনিবরের কৃপায় ধাত্রাপ্রণেত্র সমস্ত বৃক্ষরাজি নিতা ফুল-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং সেগুলি হতে মধু স্ফুরিত হচ্ছে। বৃক্ষে-বৃক্ষে মত্ত হ্রমরকুল নিরন্তর গুঞ্জন করছে। এই দৃশ্য দেখে বানরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তস্য চৈব বরো দত্তো বাসবেন পরম্পর ॥ ২৭

সসৈনাসা তদাতিথ্যং কৃতং সর্বগুণাধিতম্

‘পরম্পর ! দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রকে বর প্রদান করেছেন ; সেইকারণে ভরদ্বাজমুনি সৈন্যে শ্রীকামের সর্ববিধ আতিথ্য সংকার সম্পন্ন করেছেন।

নিঃস্বনঃ শ্রায়তে ভীমঃ প্রহুটানাং বনৌকসাম্ ॥ ২৮

মন্যে বানরসেনা সা নদীঃ তরতি গোমতীম্

‘রামানুজ ! শুনুন, বানরবৃন্দের মহানন্দ ধ্বনি। যেন

হচ্ছে যে, বানরসৈন্য গোমতী নদী অতিক্রম করছে।

রজোবর্ষং সমুদ্ভূতং পশ্য শালবনং প্রতি ॥ ২৯

মন্যে শালবনং রম্যং লোলয়ন্তি প্লবঙ্গমঃ।

‘ওই দিকে শালবনভূমিতে দেখুন, ঘুলের মেঘ বনভূমিকে আবৃত করেছে, ধূলিবর্ষা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে বানরগণ রম্য শালবৃক্ষরাজিকে আন্দোলিত করে এগিয়ে আসছে।

তদেতদ্ দৃশ্যতে দূরাদ্ বিমানং চক্ষুসমিতম্ ॥ ৩০

বিমানং পুষ্পকং দিবাং মনসা ব্রহ্মনির্মিতম্।

রাবণং বান্ধবৈঃ সার্থং হত্বা লব্ধং মহাজন ॥ ৩১



‘আবার ওদিকে দেখুন ! অবজীর্ণ বিমানকে দূর থেকে চক্ষুর মতো দেখাচ্ছে। এই স্থগীয় পুষ্পক বিমানটি যুদ্ধকল্যাণের সাহায্যে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন। মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র বাবণকে সবাক্ষেবে নিখন করে এই বিমানের অধিকারী হয়েছেন,

তক্ষাদিতাসংকাশং বিমানং বামবাহনম্  
হনদস্য প্রসাদেন দিবামেতন্মোজবম্ ॥ ৩২

‘শ্রীরামের বাহনস্বরূপ এই বিমান প্রাতঃকারীণ সূর্যের ন্যায় দূতিমান। এটির গতি মনের গতির তুল্য দ্রুত এই দিব্য বিমান ব্রহ্মার কৃপায় রাবণের অগ্রজ কুবের লাভ করেছিলেন।

এতদ্ভিন্ন জাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্যা সহ রাঘবৌ  
সুগ্রীবস্ত মহাতেজা রাক্ষসস্ত বিভীষণঃ ॥ ৩৩

‘এই বিমানে সীতাসহ বীর রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়, মহাতেজা সুগ্রীব এবং রাক্ষরাজ বিভীষণও অধিষ্ঠিত আছেন।

ততো হর্ষসমুজ্জ্বতো নিঃস্বনো দিবমস্পৃশঃ  
শ্রীবালম্ববৃদ্ধানাং রামোহয়মিতি কীর্তিতে ॥ ৩৪

শ্রীহনুমানের এইরূপ কথার পর, উদ্ভাল আনন্দ কোলাহল আকাশ স্পর্শ করল ; সমবেত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ‘ওই যে শ্রীরামচন্দ্র ! ওই যে শ্রীরামচন্দ্র !’ এইরূপে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈশ্বরে বলতে লাগলেন।

রথকুঞ্জরবাজিভাস্ত্রেহবতীর্থ মহীং গতঃ  
দৃশ্ত্বং বিমানহং নরাঃ সোমমিবাস্বরে ॥ ৩৫

সকলেই হস্তী, অশ্ব এবং রথ থেকে অবতরণপূর্বক হৃৎলে দাঁড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে আকাশের চন্দ্রমার ন্যায় দেখতে লাগলেন।

প্রাজলির্ভরতো ভূত্বা প্রহাটো রাঘবোনুখঃ।  
যথার্থোনার্যাপাদ্যাদ্যোত্ততো রামমপূজয়ৎ ॥ ৩৬

আনন্দিত ভরত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কবে করজোড়ে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি দূর থেকেই পাদ্যার্থাদি গলা শ্রীরামের অর্চনা করলেন।

ননসা ব্রহ্মণা সৃষ্টে বিমানে ভরতগ্রজঃ।  
রাজা পৃথুদীর্ঘাক্ষো বজ্রপাগিরিবামরঃ ॥ ৩৭

বিশ্বকর্মার মানস পরিকল্পনায় নির্মিত পুষ্পক বিমানে

আরও ভরতগ্রজ আয়তাক্ষ ভগবান শ্রীরামকে বজ্রপাগি দেবরাজ ইন্দ্রের সদৃশ দেখাচ্ছিল।

ততো বিমানগ্রগতঃ ভরতো ভ্রাতরং ভ্রম।  
ববন্দে প্রণতো রামঃ মেঘহৃদিব ভাস্করম্ ॥ ৩৮

বিমানের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে ভরত বিনীতভাবে শ্রীরামকে গগনস্থ দিবাকরের ন্যায় প্রণাম করলেন।

ততো রামাভানুজাতং তদ্ বিমানমনুভবম্।  
হংসযুক্তং মহাবেগং নিপপাত মহীতলম্ ॥ ৩৯

তদনন্তর শ্রীরামের আঙ্গার হংসযুক্ত ও বেগবান সেই বিশাল বিমান পৃথিবীতে অবতরণ করল।

আরোপিতা বিমানং তদ্ ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।  
রামমালাদা মুদিতঃ পুনরোবাআবদয়ৎ ॥ ৪০

ভগবান শ্রীরাম সত্যপরাক্রমী অনুজ ভরতকে বিমানে আহ্বান করে নিলেন এবং ভরত শ্রীবল্লভের সন্নিকটস্থ হয়ে পবনমোদে শ্রীরামের চরণযুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলেন।

তং সমুখায় কাকুংহুশ্চিরসাক্ষিপথং গতম্।  
অক্কে ভরতমারোপ্য মুদিতঃ পরিষস্বজে ॥ ৪১

দীর্ঘকাল পরে ভরতকে দেখতে পেয়ে শ্রীরাম তাঁকে অক্কে ধারণপূর্বক সানন্দে আলিঙ্গন করলেন।

ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীং চ পরস্তপঃ  
অথাভাবাদয়ৎ প্রীতো ভরতো নাম চত্রবীং ॥ ৪২

অতঃপর লক্ষ্মণকে কাছে পেয়ে অরিন্দম ভরত তাঁকে প্রণাম করলেন এবং রাজকুমারী সীতাকেও প্রসন্নচিত্তে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিলেন।

সুগ্রীবং কেকয়ীপুত্রো জাম্ববন্তমথাক্ষদম্।  
মৈন্দং চ দ্বিবিদং নীলমৃষভং চৈব সস্বজে ॥ ৪৩

সুশেপং চ নলং চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্।  
শরভং পরসং চৈব পরিভঃ পরিষস্বজে ॥ ৪৪

তদনন্তর কৈকেয়ীকুমার ভরত সুগ্রীব, জাম্ববান, অক্ষদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুশেপ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ এবং পনসকেও ক্রমাগত আলিঙ্গন করলেন।

তে কৃত্বা মানুষ্যং রূপং বানরাঃ কামরূপিণঃ।

কুশলঃ পর্যপূজ্যন্তে প্রকটা ভরতঃ তদা ॥ ৪৫

তখন ইচ্ছানুসারে ধানবরূপ ধারণ করে বানরগণ ভরতের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং সকলে মহোন্মাদে ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

অথবাত্রবীদ্ রাজপুত্রঃ সুগ্ৰীবঃ বানরর্শভম্  
পরিষজ্য মহাতেজা ভরতো ধর্মিণাং বনঃ ॥ ৪৬

ধর্মস্বাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহাতেজস্বী রাজকুমার ভরত বানররাজ সুগ্ৰীবকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—  
‘হুম্মাকং চতুর্গাং বৈ ভ্রাতা সুগ্ৰীব পঞ্চমঃ।

সৌকদাজ্জায়তে মিত্রমপকারোহরিলক্ষণম্ ॥ ৪৭

‘সুগ্ৰীব ! চার ভ্রাতার সঙ্গে তুমিও আমাদের পঞ্চম ভ্রাতা ; কেননা সম্মুখে উপকারকারী ব্যক্তি বন্ধুত্বপেই পরিগণিত হয় ( বন্ধুজন ভ্রাতাই হয়ে থাকে)। অপকারকারী ব্যক্তি শত্রুরূপেই চিহ্নিত হয়।

বিভীষণঃ চ ভরতঃ সাত্ত্বিকামথাত্রবীৎ।

দিক্ট্যা ত্বয়া সহায়েন কৃতং কর্ম সুদৃক্শম্ ॥ ৪৮

অনন্তর ভরত বিভীষণকে সাত্ত্বনা দিয়ে বললেন—  
‘রাক্ষসরাজ ! সৌভাগ্যক্রমে আপনার সাহায্যের ফলে শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করেছেন’

শত্রুঘ্নশ্চ তদা রামমভিবাদ্য সলঙ্ঘণম্।

সীতায়ান্চরণৌ বীরো বিনয়াদভ্যবাদয়ৎ ॥ ৪৯

এবার বীর শত্রুঘ্নও শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে প্রণাম করতঃ সীতার চরণযুগলে বিনীতভাবে অভিবাদন জানালেন।

রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোককর্ষিতাম্।

জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতু প্রহর্ষয়ন্ ॥ ৫০

মাতা কৌশল্যা শোকতাপে অত্যন্ত কৃশ ও কাণ্ডহীন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে শ্রীরাম প্রণত হয়ে চরণযুগল ধারণ করলেন এবং মাতার মনে আনন্দের সঞ্চার করলেন।

অভিবাদ্য সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং চ যশস্বিনীম্।

স মাতৃশ্চ ততঃ সর্বাঃ পুরোহিতমুপাগমৎ ॥ ৫১

পুনশ্চ সুমিত্রা এবং যশস্বিনী কৈকেয়ীকে প্রণাম করে শ্রীরাম সকল মাতৃগণকে অভিবাদন জানালেন। তদনন্তর

তিনি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের সন্নিধিতে উপস্থিত হলেন।

স্বাগতং তে মহাশাহো কৌশল্যানন্দবর্ধন  
ইতি প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্বো নাগরা রামমুদয়ঃ ॥ ৫২

সেই ক্ষণে অযোধ্যায় সমবেত সকল নাগরিকগণ কনজোড়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বলে উঠলেন— ‘নাগা কৌশল্যাদেবীব আনন্দবর্ধনকানী মহাশাহ শ্রীরাম ! আপনাকে স্বাগত, স্বাগত।’

তান্যঞ্জলিসহস্রাণি প্রণতীতানি নাগরৈঃ  
ব্যাকোশানীন পদ্মানি দদর্শ ভরতঃ ॥ ৫৩

ভরতগ্নাজ শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন—প্রস্তুত কবর-রাজির সদৃশ নাগরিকদের সতস্র-সতস্র অঞ্জলি করে অভিবাদন জানাচ্ছে।

পাদুকে তে তু রামসা গৃহীত্ব ভরতঃ দ্বয়ম্  
চরণাভ্যাং নরেন্দ্রস্য যোজয়ামাস ধর্মিণঃ ॥ ৫৪

অত্রবীচ তদা রামঃ ভরতঃ স কৃতাজ্ঞলিঃ  
তদনন্তর ধর্মজ্ঞ ভরত স্বয়ং শ্রীরামের পাদুকাযুগল সহস্রে চরণদ্বয়ে পরিবে দিলেন এবং কৃতাজ্ঞলি হয়ে বললেন—

এতৎ তে সকলং রাজ্য ন্যাসং নির্যাতিতং ময়া ॥ ৫৫

অদ্য জন্ম কৃতার্থং মে সংবৃত্তম্ মনোরথঃ

যৎ ত্বাং পশ্যামি রাজানমযোধ্যাং পুনরাগতম্ ॥ ৫৬

‘প্রভো ! আমার উপরে ন্যস্ত রাজ্য আজ সম্পূর্ণরূপে আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করলাম। এখন আমার জন্ম সার্থক হল এবং মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হল যখন আপনাকে রাজ্যরূপে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে দেখলাম।

অবেক্ষতাং ভবান্ কোশং কোষ্ঠাগারং গৃহং বলম্।

ভবতস্তেজসা সর্বং কৃতং দশগুণং ময়া ॥ ৫৭

‘আপনি কোষাগার, শস্যাগার, প্রাসাদ ও সৈন্যদিগকে পর্যালোচনা করে দেখে নিন, আপনার রাজ-প্রতাপের গুণে এইগুলি দশগুণ বর্ধিত হয়েছে (কারণ, ভরত ছিলেন শ্রীরামের প্রতিনিধি, প্রকৃত রাজা ছিলেন শ্রীরাম)’

তথা ব্রূবাণং ভরতঃ দৃষ্টা তং ভ্রাতৃবৎসলম্

মুসুচুর্ভানরা বাস্পং রাক্ষসশ্চ বিভীষণাঃ ॥ ৫৮

ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে এইরূপে বলতে শুনে



বানরগণ ও রাক্ষসবৃন্দের নেত্র হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।  
ততঃ প্রহর্যাদ্ ভরতমক্ষমারোপ্য রাঘবঃ।

বর্যৌ তেন বিমানেন সসৈন্যো ভরতাপ্রমম্ ৫৯  
অতঃপর শ্রীরঘুনাথ ভরতকে সানন্দে ও সম্মেহে  
অঙ্কে ধারণ করে বিমান দ্বারা তাঁর (ভবভেব) আশ্রমের  
প্রতি যাত্রা করলেন।

ভরতাপ্রমমাসাদ্য সসৈন্যো রাঘবস্তদা  
অবতীৰ্য বিমানপ্রাদবতচ্ছে মহীতলে ৬০

ভরতের আশ্রমে পৌঁছে সসৈন্য শ্রীরঘুনাথ বিমান  
থেকে অবতরণ করে আশ্রমভূমিতে দণ্ডায়মান হলেন  
অবতীৰ্য তু তদা রামস্তদ্ বিমানমনুস্তমম্।

বহু বৈশ্রবণং দেবমনুজানামি গম্যতাম্ ৬১

তখন শ্রীরাম সেই বিমানের উদ্দেশে বললেন  
— ‘বিমানরাজ ! আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি এখন ধনপতি  
কুবের-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করো’

ততো রামাভানুজাতং তদ্ বিমানমনুস্তমম্  
উত্তরাং দিশমুদ্दिश्या জগাম ধনদালয়ম্ ৬২

শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে সেই অতি উৎকৃষ্ট বিমান

উত্তরদিক লক্ষ্য করে কুবেররাজ্যের গন্তব্যে উড্ডীন হয়ে  
গেল।

বিমানং পুষ্পকং দিনাং সংগৃহীতং তু রক্ষসা  
অগমদ্ ধনদং বেগাদ্ রামবাক্যপ্রচোদিতম্ ৬৩

রাক্ষস রাবণ যে সুগীয়া বিমানের উপরে বলপূর্বক  
নিজেব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, এখন শ্রীরামচন্দ্রের  
আদেশে সেই বিমান সবগে কুবের-এর সেবার উদ্দেশ্যে  
প্রস্থান করল

পুরোহিতসাক্ষসখন্ডা রাঘবো  
বৃহস্পতেঃ শত্রু ইনামরাশিপঃ।

নিপীড়্য পাদৌ পৃথগাসনে শুভে  
সহৈব তেনোপবিবেশ বীর্যবান্ ৬৪

তদনন্তর, বীর্যবান শ্রীরাম তাঁর সখা পুরোহিত  
বশিষ্ঠের পুত্র সুযজ্ঞের (অথবা নিজের পরম সহায়ক  
বশিষ্ঠের) চরণ এমনভাবে স্পর্শ করলেন যেন স্বয়ং  
দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির চরণ স্পর্শ করলেন এবং সুযজ্ঞ  
(অথবা বশিষ্ঠকে) একটি সুন্দর আসনে উপবিষ্ট করিয়ে,  
নিজে অন্য একটি আসনে উপবেশন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ ৥ ১২৭ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্ত বিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ সমাপ্ত ৥ ১২৭ ॥

## অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৮)

ভরত কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে রাজত্ব প্রত্যর্পণ, শ্রীরামের নগর যাত্রা, রাজ্যাভিষেক,  
বানরগণকে বিদায় জ্ঞাপন এবং গ্রহমাহাত্ম্য

শিরসাজ্জলিমাখ্য কৈকেয়ীনন্দিবর্ধনঃ।  
বজাষে ভরতে জ্যোষ্ঠং রামং সত্যপরাক্রমম্ ১

অতঃপর কৈকেয়ীনন্দন ভরত কপালে অঞ্জলিবদ্ধ  
করে সত্যপরাক্রমী অগ্রজ শ্রীরামকে বললেন—

পুজিতা মামিকা মাতা দন্তং রাজ্যমিদং মম।  
তদ্ দদামি পুনস্তভ্যং যথা ভ্রমদদা মম ২

‘আপনি আমার মাতার সম্মানে আমাকে রাজ্য অর্পণ  
করেছিলেন। আজ আমি সেই প্রদত্ত রাজ্য একইভাবে  
আপনাকে প্রত্যর্পণ করলাম।

ধুরমেকাকিনা নাস্তাং বৃষভেণ বলীয়সা।  
কিশোরবদ্ গুরুং ভারং ন বোচুমহমুৎসহে ৩

‘অতিশয় বলবান বৃষভ যে গুরুভার বহন করতে



সমর্থ, তা যেমন বৃষ্ণের বৎস বইতে পারে না তেমনি  
আমিও রাজ্যের এই মহাভার বহনে অশক্তি।

বারিবেগেন মহতা ভিন্নঃ সেতুরিব করন্  
দুর্বন্ধনমিদং মনো রাজ্যছিদ্রমসংবৃতম্। ৪

‘প্রবল জলপ্রবাহের আঘাতে ভগ্ন বাঁধ থেকে নির্গত  
অনর্গল জলধারাকে যেমন ধরে রাখা কঠিন, সেইরূপ রাজ্য  
ও রাজত্বের নানা ছিদ্রপথ রোধ করে রাখা আমার পক্ষে  
অসম্ভব।

গতিং খর ইবাশ্বস্য হংসস্যেব চ বায়সঃ।

নাঙ্কেতুমুৎসহে বীর তব মার্গমরিশ্চম্॥ ৫

‘শত্রুদমনকারী বীর ! গর্ভত যেমন অশ্বের এবং  
বায়স যেমন হংসের গতি অনুসরণ করতে পারে না,  
তদ্রূপ আমিও আপনার রাজ্যশাসনের অনুকরণীয় কৌশল  
অনুসরণ করার অযোগ্য।

যথা চারোপিতা বৃক্ষা জাতশ্চাত্ত্বনিবেশনে।

মহানপি দুরারোহো মহাক্লকঃ প্রশাখবান্॥ ৬

শীর্ষেত পুষ্টিপতো ভূহা ন ফলানি প্রদর্শয়ন্।

তস্য নানুভবেদর্থং যস্য হেতোঃ স রোপিতঃ। ৭

এষোপমা মহাবাহো হুমর্থং বেত্তুমহসি।

যদ্যস্মান্ মনুজেন্দ্র হুং তর্তা ভূত্যান্ ন শাধি হি। ৮

‘হে মহাবাহো ! নরেন্দ্র ! মনে করুন ভবনের  
অভ্যন্তরস্থ বাগিচায় একটি বৃক্ষ আরোপিত হল। সেটি  
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে বিস্তারিত হল, তাতে ওঠাও কঠিন হয়ে  
পড়ল। তার কাণ্ড, প্রশাখা, পত্র-পুষ্প পল্লবিতও হল ;  
কিন্তু সেটি ফলদানের পূর্বেই ভূপাত্তিত হল। যারা বৃক্ষটি  
বোপণ করেছিল তারা সেটির ফল আশ্বাদন করতে পারল  
না। এই উপমা সেই রাজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাকে প্রজারা  
নিজেদের রক্ষণার্থে লালন-পালন করে বড় করেছে কিন্তু  
প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের সময় উপস্থিত হলে সেই রাজা  
এই কাজ থেকে বিরত হয়ে যায়। এই কথাব তাৎপর্য আপনি  
উপলব্ধি করুন। যদি রক্ষক হয়েও আপনি অনুগতদের  
রক্ষণাবেক্ষণ না করেন তাহলে আপনি সেই বৃক্ষের  
মতোই নিষ্ফল পরিগণিত হবেন।

জগদদ্যাভিযুক্তং ভ্রামনুপশ্যতু। রাঘব।  
প্রতপত্তমিবাচিতাঃ মথ্যাহে দীপ্ততেজসম্.. ৯

‘রঘুনন্দন ! এখন আমার ইচ্ছা জগতের সকলের  
আপনার রাজ্যাভিষেক প্রত্যক্ষ করুক ; মধ্যাহ্নের পূর্বে  
মতো আপনার প্রতাপ ও তেজোদীপ্তি বর্ণিত হতে থাকুক।  
তুর্ঘসংঘাতনির্বোধৈঃ কাশ্মীনুপুরগিরিনৈঃ।

মধুরৈর্গীতশব্দৈশ্চ প্রতিবুধ্যত শৈব চ ১০

‘আপনি নির্দিষ্ট বাদ্যের সুবধু খলনি, কাশ্মী (কটি ও  
গুপ্তের বাঁশের জন্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নৃপার সম্বিষ্ট অঙ্গংকার) ও  
নৃপরের নিম্ন তথা সংগীতের মধুর তান শ্রবণ করতে  
করতে নিদ্রা ও জাগরণের সুখ অনুভব করুন।

যানদানর্ত্তে চক্রং দানতী চ বসুন্ধরা।

তাবৎ ক্রমিহ লোকস্যা দামিহমমুপর্ত্তম্॥ ১১

‘যতদিন গ্রহ-তারা আবর্তিত হচ্ছে এবং যতদিন  
পৃথ্বী জীবিত আছে ততদিন আপনি নিশিথ সংসারে ব্যস্ত  
করুন।’

ভরতস্য বচঃ শ্রদ্ধা রামঃ পরপূরজয়ঃ।

তথেন্তি প্রতিজ্ঞাহ নিবসাদাননে শুভে। ১২

ভরতের উক্তি শ্রবণ করে, শত্রুগণবিজয়ী ভরত  
শ্রীরাম ‘তথাস্ত’ বচনে ভরতের অনুমোদনপূর্বক একটি  
সুন্দর আসনে উপবেশন করলেন।

ততঃ শত্রুঘ্নবচনামিগুণাঃ শাস্ত্রবর্ণনঃ।

সুখহস্তাঃ সুশীঘ্রাশ্চ রাঘবঃ পর্যবারয়ন্॥ ১৩

তখন ভরতের আজ্ঞায় নিপুণ কৌবকারদেরকে  
আসতে বলা হল, যারা কোমল স্পর্শে ক্ষিপ্ত হতে স্বকর্মে  
দক্ষ। সেই সকল ক্ষৌরকার শ্রীরামকে পরিবৃত্ত করল।

পূর্বং তু ভরতে স্নাতে লক্ষ্মণে চ মহাবলে।

সুগ্ৰীবে বানরেজে চ রাক্ষসেজে বিজীষণে॥ ১৪

বিশোধিতজটঃ স্নাতশ্চিগ্রমাল্যানুলেপনঃ।

মহার্হবসনোপেতস্তহৌ তত্র শ্রিয়া জলন্॥ ১৫

সর্বপ্রথমে ভরত স্নান করে নিলে, মহাবলী লক্ষ্মণও  
স্নান সমাপন করলেন। তদনন্তর বানররাজ সুগ্ৰীব এবং  
রাক্ষসরাজ বিভীষণও স্নান সম্পন্ন করলেন। অতঃপর  
জটাজুটের কেশবিন্যাস করে শ্রীরামচন্দ্র স্নান সমাপ্ত  
করলেন এবং বিচিত্র পুষ্পমালা, সুরভিত অনুলেপন ও  
মহার্হ পীতাম্বরে বিভূষিত হয়ে, সৌন্দর্যের ঐক্যলো  
সিংহাসনে বিরাজিত হলেন।

প্রতিকর্ম চ রামস্য কারয়ামাস বীরবান্।  
লক্ষণস্য চ লক্ষ্মীবানিষ্কাকুলবর্ধনঃ। ১৬

ইক্ষাকুলের কীর্তিবর্ধন ও পরাক্রমী বীর শত্রুঘ্ন  
শ্রীরাম ও লক্ষণ রূপচর্চার ব্যবস্থা করলেন।

প্রতিকর্ম চ সীতায়ঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ  
আত্মনৈব তদা চক্রূর্মনধিনো মনোহরম্। ১৭

অতঃপর রাজা দশরথের সকল মনোহীনী রাণীগণ  
নিজ নিজ হাতে সীতাকে মনোহর অঙ্গসজ্জায় সাজিয়ে  
দিলেন।

ততো বানরপত্নীনাং সর্বাসামেব শোভনম্।  
চকর যম্মাং কৌসল্যা প্রহটাঃ পুত্রবৎসলা। ১৮

পুত্রবৎসলা কৌশল্যা অত্যন্ত হর্ষ ও আনন্দের সঙ্গে  
পরম যত্নে সমস্ত বানরপত্নীগণের রূপসজ্জা করে দিলেন।  
ততঃ শত্রুঘ্নবচনাং সুমন্তো নাম সারথিঃ।  
যোজয়িত্বাভিচক্রাম রথং সর্বাঙ্গশোভনম্। ১৯

তারপর শত্রুঘ্নের আজ্ঞায় সারথি সুমন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর  
অশ্বসহ একটি রথ প্রস্তুত করে আনলেন।  
অগ্যাকামলসংকাশং দিবাং দৃষ্টা রথং হ্রিনম্।  
আরুরোহ মহাবাহু রামঃ পরপুরুষঃ। ২০

অগ্নি ও সূর্যের সদৃশ দেদীপ্যমান সেই দিব্য রথকে  
অপেক্ষা করতে দেখে পরপুরুষের মহাবাহু শ্রীরাম তদুপরি  
আরোহণ করলেন।  
সুগ্ৰীবো হনুমাংশ্চৈব মহেত্রেসদৃশদুতী।  
মাতৌ দিবানিভৈর্ভদ্রৈর্জগতুঃ শুভকুণ্ডলৌ। ২১

ইন্দের তুল্য কান্তিমান সুগ্ৰীব ও শ্রীহনুমান জানাতে  
কর্ণে সুন্দর কুণ্ডল ও অঙ্গে দিবা বস্ত্র পরিধান করে  
নগরান্ধিমুখে যাত্রা করলেন।  
সর্বাভরণজুষ্টাশ্চ যযুস্তাঃ শুভকুণ্ডলাঃ।  
সুগ্ৰীবপত্ন্যঃ সীতা চ দ্রষ্টুং নগরমুৎসুকাঃ। ২২

সুগ্ৰীবের পত্নীগণ এবং সীতাদেবী সর্ববিধ  
অলংকারে ও কর্ণকুণ্ডলে সুসজ্জিতা নগরদর্শনের  
উৎসুক্যে (পরিবহনে) যাত্রা করলেন।  
অযোধ্যায়াং স সচিবা রাজো দশরথস্য চ।  
পুরোহিতং পুরহুতা মন্ত্রয়ামাসুরর্থবৎ। ২৩

অযোধ্যায় রাজা দশরথের মন্ত্রিবর্গ পুরোহিত

বশিষ্ঠদেবকে অগ্রদী করে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক  
বিষয়ের সাক্ষর আদেশনা করতে লাগলেন।  
অশোকো বিজয়শ্চৈব সিদ্ধার্থশ্চ সমাহিতাঃ।  
মন্ত্রয়ন্ রামনৃক্ষার্থমৃক্ষার্থং নগরস্য চ। ২৪

অশোক, বিজয় এবং সিদ্ধার্থ — এই মন্ত্রিত্রয়  
একাগ্রচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের অভ্যুদয় ও নগরের সমৃদ্ধির  
উদ্দেশ্যে পরস্পর মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন।  
সর্বমেবাভিষেকার্থং জগ্যাহস্য মহাশ্বনঃ।  
কর্তুমর্থং রামস্য যদ্ যদাঙ্গলপূর্বকম্। ২৫

তঁারা সেবকবৃন্দকে বললেন — “মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র  
সর্বদাই বিজয়প্রাপ্তির যোগ্য ; অতএব, তাঁর অভিষেকের  
জন্য যা-যা আবশ্যিক, সেই সকল কার্য তোমরা সকলে  
পবিত্রভাবে সম্পন্ন করো।”  
ইতি তে মন্ত্রিণঃ সর্বে সন্দিশা চ পুরোহিতাঃ।  
নগরান্ধির্যযুজুর্গং রামদর্শনবুদ্ধয়ঃ। ২৬

এই আদেশ করে সেই মন্ত্রিগণ এবং পুরোহিত দেব  
শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনেচ্ছায় নগর হতে নির্গত হলেন।  
হরিয়ুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিদ্ধ ইবানঘঃ।  
প্রযযৌ রথমাহ্বায় রামো নগরমুত্তমম্। ২৭

যেমন করে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সবুজ ঘোড়ার রথে আরোহ  
হয়ে যাত্রা করেন, তদ্রূপ নিষ্পাপ শ্রীরাম এক শ্রেষ্ঠ  
রথোপরি উপবিষ্ট হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠ নগরান্ধিমুখে যাত্রা  
করলেন।  
জগ্ৰাহ ভরতো রথীন্ শত্রুঘ্নশচ্ছত্রমাদদে।  
লক্ষণো বাজনং তস্যা মূর্ধ্নি সংবীজয়ংক্তদা। ২৮

এমত-ক্ষণে ভরত সারথি হয়ে অশ্বের লাগাম  
নিজের হাতে নিলেন, শত্রুঘ্ন ধরলেন রাজছত্র এবং লক্ষণ  
শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকোপরি চামর বাজন করতে লাগলেন।  
শ্বেতং চ বালবাজনং জগৃহে পরিতঃ স্থিতঃ।  
অপরং চন্দ্রসংকাশং রাক্ষসেজো বিভীষণঃ। ২৯

শ্বেতং চ বালবাজনং জগৃহে পরিতঃ স্থিতঃ।  
অপরং চন্দ্রসংকাশং রাক্ষসেজো বিভীষণঃ। ২৯  
চন্দ্রমার নায় শুভ্র অপর একটি চামর (বাজন) হস্তে  
রাক্ষসরাজ বিভীষণ লক্ষণের বিপরীত পার্শ্বে দণ্ডায়মান  
হলেন।  
ঋষিসম্বৈজ্ঞদাহকশে দেবৈশ্চ সমরুদকাপৈঃ।  
স্বয়মানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধ্বনিঃ। ৩০



সেই শুভক্ষণে আকাশে বিরাজমান ঋষি ও  
মরুদগণসহ দেবতাবৃন্দ শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে গীত স্তুতির  
মধুর ধ্বনি শুনতে থাকলেন।

ততঃ শত্রুঞ্জয়ঃ নাম কুঞ্জরঃ পর্বতোপমম্।  
আরুরোহ মহাতেজাঃ সুগ্রীবঃ প্রবগর্ষভঃ। ৩১

অতঃপর মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয়  
নামক পর্বতাকার গজরাজে আরোহণ করলেন

নব নাগসহস্রাণি যমুনাছায় বানরাঃ  
মানুষঃ বিগ্রহঃ কৃদ্ভা সর্বাভরণভূষিতাঃ। ৩২

অন্য বানরগণ নয় সহস্র হস্তীতে আরোহণ  
করলেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় মানুষের রূপ পরিগ্রহ কবে সর্ববিধ  
অলংকারে সজ্জিত হয়েছিলেন।

শঙ্খশব্দপ্রণামৈশ্চ দুন্দুভীনাং চ নিঃস্বনৈঃ।  
প্রযযৌ পুরুষব্যাক্তাং পুরীং হর্ম্যমালিনীম্। ৩৩

পুরুষসিংহ শ্রীরাম শঙ্খধ্বনি এবং দুন্দুভির গম্ভীর  
নিনাদে প্রাসাদমালায় অলংকৃত অযোধ্যানগরীর দিকে  
প্রস্থান করলেন।

দদৃশুস্তে সমায়াস্তঃ রাঘবঃ সপুত্রঃসরম্।  
বিরাজমানঃ বপুষা রথেনাতিরথং তদা। ৩৪

অযোধ্যাবাসিগণ মহাবীরা শ্রীরঘুনাথকে রথারূঢ় হয়ে  
আসতে দেখলেন। তাঁর শ্রীবিগ্রহ দিব্যকান্তিতে ভাস্বর ছিল  
এবং তাঁর আগে আগে সৈন্য ও সেবকবৃন্দ অগ্রসর  
হচ্ছিল।

তে বর্ষায়িত্বা কাকুৎস্থঃ রামেণ প্রতিনিব্দিতাঃ।  
অনুজগ্মুর্মহাস্থানং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্। ৩৫

এদিকে, শ্রীরামের রথের পশ্চাতে অনুসরণকারী  
নাগরিকগণ ভ্রাতৃগণের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে শ্রীরামকে  
অভিনন্দিত করলে, শ্রীরামও তাঁদেরকে প্রত্যভিনন্দিত  
করলেন।

অমাতৈর্প্রোক্ষ্যগৈশ্চৈব তথা প্রকৃতিভির্বৃতঃ।  
শ্রিয়া বিরুদ্ধচে রামো নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ। ৩৬

যেমন করে নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্র আকাশে সুশোভিত  
হয়, তদ্রূপ নক্ষত্রবর্গ, ব্রাহ্মণকুল তথা প্রজাবর্গকর্তৃক পরিবৃত্ত  
শ্রীরাম স্বকীয় দিব্যকান্তিতে শোভা পেতে লাগলেন।

স পুরোগামিভির্ভূবৈষ্ণোলম্বস্তিকপাণিভিঃ।

প্রবাহরস্ত্রির্মুদিতৈর্মঙ্গলানি বৃত্তো যযৌ। ৩৭

সর্বাগ্রে বিবিধ বাদ্যের দল ছিল। তারা আনন্দে বদন  
হয়ে তুর্য, করতাল ও স্বস্তিকে বাজনা বাজাচ্ছিল এবং  
মাদ্রাসিক গান করছিল। এই সকল গীত-বাদ্য সহযোগে  
শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যানগরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।  
অক্ষতং জ্যোত্স্নপং চ গাবঃ কন্যাঃ সহস্রিজাঃ।

নরা মোদকহস্তাশ্চ রাসম্য পুরতো যযুঃ। ৩৮

শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখভাগে অক্ষত ও সুবর্ণযুক্ত  
পাত্রবাহক, গাভীগণ, ব্রাহ্মণকুল, কুমারীকন্যাকাগণ এবং  
মিষ্টান্ন হস্তে অনেকানেক প্রজা গমনরত ছিল।

সখাং চ রামঃ সুগ্রীবে প্রভাবং চানিলাক্সজে।  
বানরাণাং চ তৎ কর্ম হ্যাচচক্ষেহথ মত্তিণাম্। ৩৯

শ্রীরামচন্দ্র নিজ মন্ত্রিবর্গের সাক্ষাতে সুগ্রীবের  
মিত্রতা, শ্রীহনুমানের শক্তিসামর্থ্য এবং বানরবৃন্দের  
বীরত্বের কথা বর্ণনা করছিলেন।

শ্রুত্বা চ বিস্ময়ং জথুরয়োধ্যাপুরবাসিনঃ।  
বানরাণাং চ তৎ কর্ম রাক্ষসানাং চ তদ্ বলম্।

বিভীষণসা সংযোগমাচচক্ষেহথ মত্তিণাম্। ৪০

বানরগণের বীরত্ব ও পৌরুষের কথা এবং  
রাক্ষসদের সাহস ও শক্তির বৃত্তান্ত শ্রবণে অযোধ্যাব  
নাগরিকগণ সাতিশয় বিস্মিত হলেন। অতঃপর, শ্রীরাম  
বিভীষণের দ্বারা মিলনের ইতিকথাও মত্তিগণকে  
শোনালেন।

দ্যুতিমানেতদাখ্যায় রামো বানরসংযুতঃ।  
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণমযোধ্যাং প্রবিবেশ সঃ। ৪১

এই সকল বৃত্তান্তের পর বানরগণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র  
স্বাস্থ্যবান নাগরিকে পরিপূর্ণ অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ  
করলেন।

ততো হ্যভ্যুচ্ছয়ন্ পৌরাঃ পতাকাশ্চ গৃহে গৃহে।  
ঐক্ষ্বাক্যধুষিতং রম্যমাসাদ পিতৃগৃহম্। ৪২

তখন পুরবাসিগণ সকলেই নিজ নিজ গৃহস্থ পতাকা  
উত্তোলিত করে দিলেন ; কেননা, শ্রীরামচন্দ্র

ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের রমণীয় প্রাসাদে এসে পৌঁছেছেন।

অথাত্রবীদ্ রাজপুত্রো ভরতং ধর্মিণাং বরম্।  
অর্থোপহিতয়া বাচ্য মধুরং রঘুনন্দনঃ। ৪৩

অর্থোপহিতয়া বাচ্য মধুরং রঘুনন্দনঃ। ৪৩



পিতৃভবনমাসাদ্য প্রবিশা চ মহাবানঃ।

কৌশল্যাং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীমভিবাদ চ। ৪৪

রঘুকুলনন্দন রাজকুমার শ্রীরাম মহাত্মা পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করে মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর চরণে প্রণামপূর্বক মহাত্মাশ্রেষ্ঠ ভরতকে অর্থপূর্ণ মধুর বসীতে বললেন—

তচ্চ মম্বনং শ্রেষ্ঠং সশোকবনিকং মহৎ।

যুক্তবৈদূর্যসংকীর্ণং সুগ্রীবায় নিবেদয়॥ ৪৫

‘ভরত ! অশোকবাটিকায় পরিবৃত্ত আমার মুক্তা ও বৈদূর্যমণিখচিত বিশাল ভবনটিতে সুগ্রীবের অবস্থানের ব্যবস্থা করো।’

তস্মৈ তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।

হস্তে গৃহীত্বা সুগ্রীবং প্রবিবেশ তমালয়ম্॥ ৪৬

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পেয়ে সত্যপরাক্রমী ভরত সুগ্রীবের হাত ধরে সেই ভবনে প্রবেশ করলেন।

ততস্তৈলপ্রদীপাংশ্চ পর্যদ্বাস্তরশানি চ।

গৃহীত্বা বিবিধঃ ক্ষিপ্ৰং শক্রয়েন প্রচোদিতাঃ॥ ৪৭

তদনন্তর শক্রয়েন আজ্ঞানুসারে বহু সেবক তিলতৈলের প্রদীপসমুদায়, পালঙ্ক ও শয্যা নিয়ে হ্রায় সেখানে উপস্থিত হল।

উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবঃ রাখবানুজঃ।

অভিষেকায় রামস্য দূতানাজ্ঞাপয় প্রভো॥ ৪৮

অতঃপর মহাতেজস্বী ভরত সুগ্রীবকে বললেন

—‘প্রভো ! ভগবান শ্রীরামের অভিষেকের নিমিত্ত পবিত্র

উল্ক সংগ্রহার্থে আপনার দূতগণকে আজ্ঞা দিন।’

সৌবর্ণানু বানরেজ্ঞাণাং চতুর্গাং চতুরো ঘটান্।

লবৌ ক্ষিপ্ৰং সুগ্রীবঃ সর্বরত্নবিভূষিতান্। ৪৯

তখন সুগ্রীব চার জন শ্রেষ্ঠ বানরকে বিবিধ রত্নভূষিত

চারটি হেমকলস দিয়ে বললেন—

তথা প্রত্যাষসময়ে চতুর্গাং সাগরান্তসাম্।

পূর্বধটেঃ প্রতীক্ষধ্বং তথা কুরুত বানরাঃ॥ ৫০

‘বানরগণ ! তোমরা কাল সকালে চাষটি সমুদ্রের

বারিতে পূর্ণ চারটি কলস সহ উপস্থিত হয়ে পরবর্তী

আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করবে।’

এবমুক্তা মহাত্মানো বানরা বারণোপমাঃ।

উৎপেতুর্গগনং শীঘ্রং গরুড়া ইব শীঘ্রগাঃ॥ ৫১

সুগ্রীব এই প্রকার আদেশ দিলে হস্তিপ্রমান বিশালকায়, পক্ষিরাজ গরুড়ের তুল্য শীঘ্রগামী ও মহামনস্বী চারজন বানর তৎক্ষণাৎ আকাশে উড়ে চললেন।

জাঘ্রবাংশ্চ হনুমাংশ্চ বেগদর্শী চ বানরাঃ।

ঋষভশৈব কলশাজ্জলপূর্ণান্থানয়নু॥ ৫২

নদীশতানাং পঞ্চানাং জলং কুস্তুরপাহরনু।

জাম্ববান, হনুমান, বেগদর্শী (গবয়) এবং ঋষভ

চারটি পৃথক সমুদ্র হতে এবং পাঁচ শত নদী থেকে বহু স্বর্ণকলস জলপূর্ণ করে আনলেন।

পূর্বাং সমুদ্রাং কলশং জলপূর্ণমস্থানয়ৎ॥ ৫৩

সুবেণঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ সর্বরত্নবিভূষিতম্।

বাঁর অধীনে বহু ভল্লুক সৈন্য আছে, সেই শক্তিশালী জাম্ববান রত্নমণ্ডিত সুবর্ণ কলসে পূর্ব সমুদ্র হতে বারি ভরে নিয়ে এলেন।

ঋষভো দক্ষিণাত্ম্যং সমুদ্রাজ্জলমানয়ৎ॥ ৫৪

রক্তচন্দনকর্পূরেঃ সংবৃতং কাঞ্চনং ঘটম্।

ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র থেকে শীঘ্রতাপূর্বক এক স্বর্ণকলসপূর্ণ উদক নিয়ে এলেন। তৎকর্তৃক আনীত কাঞ্চন কলসটি রক্তচন্দন ও কর্পূরে আবৃত ছিল।

গবয়ঃ পশ্চিমাং তোয়মাজহার মহার্ণবাৎ॥ ৫৫

রত্নকুস্তুর মহতা শীতং মারুতবিক্রমঃ।

বায়ুর তুল্য বেগবান গবয় রত্ননির্মিত এক বিশাল কলসে পশ্চিম সমুদ্রের শীতল বাবি ভরে আনলেন।

উত্তরাচ্চ জলং শীঘ্রং গরুড়ানিলবিক্রমঃ॥ ৫৬

আজহার স ধর্মান্থানিলঃ সর্বগুণাযিতঃ।

গরুড় এবং বায়ুর সদৃশ গতিমান, সর্বগুণাযিত ধর্মাত্মা পবনপুত্র শ্রীহনুমান হ্রায় উত্তর সমুদ্রের জল নিয়ে এলেন।

ততস্তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরানীতং প্রেক্ষ্য তজ্জলম্॥ ৫৭

অভিষেকায় রামস্য শক্রয়ঃ সচিবৈঃ সহ।

পুরোহিতায় শ্রেষ্ঠায় সুহৃদভ্যশ্চ ন্যাবেদয়ৎ॥ ৫৮

সেই সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণের দ্বারা আনীত বারি অবলোকন করে সপার্বদ শক্রয় শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত পুরোহিত বশিষ্ঠদেব তথা অন্য মিত্রগণের দায়িত্বে

সেই বারি অর্পণ করলেন

ততঃ স প্রযতো বৃদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ  
রামঃ রত্নময়ে গীঠে সসীতং সমাবেশয়াৎ ৫৯

অতঃপর ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে শুদ্ধচেতা, বশিষ্ঠ  
বশিষ্ঠ সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রকে রত্নময় বেদীতে বসালেন।  
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।

কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ গৌতমো বিজয়মুখা ৬০  
অভ্যধিকারবাহুঃ প্রসমেন সুগজিনা।

সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা ৬১

অতঃপর অষ্ট বসু যেরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের  
অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন, তদ্রূপ বশিষ্ঠ,  
বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, সুযজ্ঞ, গৌতম  
এবং বিজয়—এই আটজন মন্ত্রি স্বচ্ছ ও সুরভিত উদকে  
সীতার সঙ্গে পুরুষশার্দূল শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করলেন।

ঋত্বিগুভির্ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বং কন্যাভিমন্ত্রিভিঃ

যোষৈশ্চৈবভ্যধিক্ষত্রে সম্প্রহৃষ্টৈঃ সনৈগমৈঃ ৬২

সর্বৌষধিরৈশ্চাপি দৈবতৈর্নভসি হ্রিতৈঃ।

চতুর্ভিলোকপালৈশ্চ সর্বৈর্দেবৈশ্চ সঙ্গতৈঃ ৬৩

(কারা শ্রীরামকে অভিষিক্ত করলেন ?) সর্বপ্রথমে  
বশিষ্ঠ ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ আনন্দাতিশয্য সহকারে  
শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করলেন ; তৎপশ্যাৎ ক্রমশঃ ষোড়শ  
কুমারীবৃন্দ, মন্ত্রিবর্গ, যোদ্ধগণ এবং অন্যান্য বণিকমুখ্যেরা  
সর্বপ্রকার ঔষধির রসমিশ্রিত পুত সিদ্ধুবারি দ্বারা  
শ্রীরামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করলেন। সেই ক্ষণে চার  
লোকপালক দেবতা, অন্যসকল দেবতাদের সঙ্গে আকাশস্থ  
হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক সুসম্পন্ন করলেন।

ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বং কিরীটং রত্নশোভিতম্

অভিষিক্তঃ পুরা যেন মনুস্তং দীপ্ততেজসম্ ৬৪

তস্যাহব্যায়ে রাজানঃ ক্রমাদ্ যেনাভিষেচিতাঃ।

সভায়াং হেমকুণ্ডায়াং শোভিতায়াং মহাধনৈঃ ৬৫

রত্নৈর্নানাবিধৈশ্চৈব চিত্রিতায়াং সুশোভনৈঃ।

নানারত্নময়ে গীঠে কল্পয়িত্বা যথাবিশি। ৬৬

কিরীটেন ততঃ পশ্চাদ্ বসিষ্ঠেন মহাধনা

ঋত্বিগুভির্ভূষণৈশ্চৈব সমগোক্ষাত রাঘবঃ ৬৭

অতঃপর পিতামহ ব্রহ্মার কল্পনা অনুসারে নির্মিত

রত্নশোভিত এবং দিব্য তেজে দীপ্যমান কিরীট দ্বন্দ্ব  
রত্নরাজিতে চিত্রিত সুবর্ণময় ও মহা ঐশ্বর্যমণ্ডিত সভাগঙ্গে  
রত্নময় বেদীতে সংস্থাপিত করা হল। এই দিন্য কিরীটে  
পূর্বকালে মনু এবং ক্রমানুসারে মনুর বংশধরগণের  
অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদ্য হয়েছিল। এখন মহায়া মন্ত্রিগণের  
অন্যসকল ঋত্বিকগণের সঙ্গে সেই পবিত্র কিরীট ও  
অন্যসকল আভরণে শ্রীরঘুনাতিকে সমলংকৃত করলেন

হুতং তসা চ জগ্ৰাহ শত্রুঘ্নঃ পাণ্ডুরং ততম্

শ্বেতং চ বালম্বাজনং সুগ্রীনো বানরেশ্বরঃ ৬৮

অপরং চতুসংকাশং রাক্ষসেন্দ্রো নিগ্রীমণঃ।

তখন শত্রুঘ্ন কিরীটোপরি শ্বেতশুভ্র হুত ধারণ  
করলেন একদিকে বানররাজ সুগ্রীব শ্বেত চামর এবং  
অন্যদিকে রাক্ষসরাজ বিভীষণ চন্দ্রমা সদৃশ উজ্জ্বল চামর  
দোলাতে লাগলেন

মালাং জ্বলন্তীং বপুষা কাঞ্চনীং শতপত্তরাম্ ৬৯

রাঘবায় দদৌ বায়ুর্বাসবেন প্রচোদিতঃ।

সর্বরত্নসমায়ুক্তং মণিভিষ্চ বিভূষিতম্ ৭০

মুক্তাহারং নরেন্দ্রায় দদৌ শত্রুপ্রচোদিতঃ

ইতাবসবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রেরণায় বায়ুদেব শত  
সংখ্যক সুবর্ণ শতদলে গ্রহিত একটি দীপ্তিময়ী মালা এবং  
সকল মাণিমানিক্যে বিভূষিত মুক্তাহার নরায়ণ রামচন্দ্রকে  
উপহার দিলেন।

প্রজগুর্দেবগজর্বা ননৃতুশ্চান্দ্রোরোগণাঃ ৭১

অভিষেকে তদর্হস্য তদা রামস্য ধীমতঃ

যেহেতু ভগবান শ্রীরাম সর্বপ্রকারে এইরূপ  
রাজসম্মানের যোগ্য অতএব শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক-  
উৎসবে দেবগদাধারগণ নান গাহিতে লাগলেন এবং  
অঙ্গবাবৃন্দ নৃত্য করলেন।

ভুমিঃ সস্যবতী চৈব ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ ৭২

গন্ধবন্তি চ পুষ্পপাণি স্বভূবু রাঘবোৎসবে।

শ্রীরঘুনাতকের অভিষেক সমারোহে শস্যক্ষেত্র  
শস্যশ্যামলা, বৃক্ষসকল ফলবান এবং পুষ্পরাজি সুরভিত  
ও মধুময় হয়ে উঠল।

সহস্রশতমস্থানাং খেনুনাং চ গবাং তথা ৭৩

দদৌ শতব্যান পূর্বং দ্বিজেন্দ্রো মনুজর্ঘভঃ

ত্রিশংকোটীর্হিরণ্যাসা

নানাতরলবস্ত্রানি শ্রীরাম

মহারাজ সম্প্রদান

ব্রাহ্মণগণকে সুসম্পদান

গাজী একসত্ত বৃষভও

কোটি পরিমণ স্বর্ণমুদ্রা

বস্ত্রাবি ব্রাহ্মণগণকে দা

সর্ববিশিষ্টকীকাশাং

সুগ্রীবায় প্রজং

অতঃপর, নৃপ

নৃপতিরূপের ন্যায় দেব

দনা উপহার দিলেন।

বৈদূর্ঘ্যমুচিত্রে

বলিপুত্রায়

ধৈর্যবান শ্রীরাম

কুটী বাহুবল (অর্থ)

লেন। আভরণটি

প্রদত্ত রশ্মিতুল্য মাধু

নিপ্রবরজুস্তং

পীতয়ে প্রদদে

যজ্ঞে বাসসী

শ্রীরামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ

নাম মনোহর মুক্তাহা

রকে সদা অমলিন

হলংকারাদি প্রদান ক

হবেক্ষমাণা বৈদে

অবদ্যচাম্বলঃ

অবৈকৃত হরীন্

বিদেহনন্দিনী

কবলোকন কবে পব

সনের কথা ভাবতে

বৃত্তাহার হাতে নিয়ে

এবং শ্রীরামচন্দ্রের প্র

মণিক্রিতঃ সন্তো

সঙ্গেই সুভগে হা



ত্রিংশকেটীহিরণ্যস্য ত্রাঙ্কণেভ্যো দদৌ পুনঃ ॥ ৭৪  
নানান্তরণবদ্রাণি মহার্ষিণি চ রাঘবঃ ।

মহারাজ শ্রীরাম তখন সর্বাত্মে এক লক্ষ অশ্ব  
ত্রাঙ্কণগণকে সম্প্রদান করলেন এবং তৎসংখ্যক দুক্ষবতী  
গাভী, একশত বৃষভও সম্প্রদান করলেন উপবন্ত, ত্রিংশ  
কোটি পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা, নানাবিধ মহার্ষ আভরণ এবং  
বহুবিধ ত্রাঙ্কণগণকে দান করা হল।

অর্করশ্মিপ্ৰতীকাশাঃ কাঞ্চনীঃ মণিবিগ্রহাম্ ॥ ৭৫  
সুগ্ৰীবায় শ্রজং দিব্যাং প্রায়চ্ছন্ননুজাধিপঃ ।

অতঃপর, নৃপতি শ্রীরামচন্দ্র বহু সুগ্ৰীবকে,  
সূর্যকিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান একটি মণিমণ্ডিত দিব্য স্বর্ণ  
মাল্য উপহার দিলেন।

বৈদূর্যময়চিত্রে চ চন্দ্ররশ্মিবিভূষিতে ॥ ৭৬  
বালিপুত্রায় বৃত্তিমানঙ্গদায়াজদে দদৌ ।

ধৈর্যবান শ্রীরঘুবীর প্রসন্নচিত্রে বালিপুত্র অঙ্গদকে  
ছোট বাহুবন্ধ (অর্থাৎ “অঙ্গদ” অঙ্গংকারে) উপটোকন  
দিলেন। আভরণটি বৈদূর্যমণিমণ্ডিত হওয়ায় বিচিত্র ও  
চন্দ্রময় রশ্মিতুল্য মাধুর্যে মনোহর ছিল।

মণিপ্রবরজুষ্টং তং মুক্তাহারমনুত্তমম্ ॥ ৭৭  
সীতায়ৈ প্রদদৌ রামশ্রজরশ্মিসমপ্রভম্ ।

অরজে বাসসী দিব্য শুভান্যাতরণানি চ ॥ ৭৮  
শ্রীরামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ রত্নরাজিতে বচিত ও চন্দ্রকিরণের  
ন্যায় মনোহর মুক্তাহার সীতার গলায় পরিয়ে দিলেন এবং  
তাকে সদা অমলিন দিব্য বস্ত্র ও বহুবিধ সুন্দর সুন্দর  
অঙ্গংকারাদি প্রদান করলেন।

অবেক্ষমাণা বৈদেহী প্রদদৌ বায়ুসূনবে ।  
অবমুচ্যাম্বনঃ কণ্ঠাঙ্কারং জনকনন্দিনী ॥ ৭৯

অবেক্ষিত হরীন্ সর্বান ভর্তারং চ মুহুর্মুহঃ ।  
বিদেহনন্দিনী সীতা পতিদেব শ্রীরামের প্রতি  
অবেক্ষণ করে পবনাস্রজ শ্রীহনুমানকে কিছু উপহার  
প্রদানের কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি নিজের গলা হতে  
মুক্তাহার হাতে নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সকল বানরগণের প্রতি  
বোঁ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নিরীক্ষণ করতে থাকলেন।

অমিষিতজঃ সন্তোষক্য বভাষে জনকান্ধজাম্ ॥ ৮০  
বৈদেহী সুভগে হারং যস্য ভূষ্টাসি ভামিনি ।

অমিষিতজঃ সন্তোষক্য বভাষে জনকান্ধজাম্ ॥ ৮০  
বৈদেহী সুভগে হারং যস্য ভূষ্টাসি ভামিনি ।

শ্রীরাম সীতার মনোভাব জেনে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত  
করে বললেন — ‘দৌভাগ্যশালিনি ! ভামিনি ! তুমি যদি  
কারণে প্রতি সন্তোষ হয়ে থাক, তাতলে তাকে হারটি প্রদান  
করতে পারো ।’

অথ সা বায়ুপুত্রায় তং হানমসিতেক্ষণা ॥ ৮১  
তোজো বৃত্তির্গণেশো দাক্ষ্যং সামর্থ্যং নিনয়ো নয়ঃ ।

গৌরবঃ বিজয়ো বুদ্ধির্গম্মিরেতানি নিহাদা ॥ ৮২  
তখন কাজলনয়না মাতৃরূপা সীতা, তেজঃ ধৃতি-বশ  
চতুরভা শক্তি-বিনয়-নীতি-পুরুষার্ণ-পরাক্রম উত্তম বুদ্ধি  
প্রকৃতি বহু সৎগুণের একত্রিত আধার-স্বরূপ বায়ুপুত্র  
শ্রীহনুমানকে সেই দিব্য মুক্তামালাটি প্রদান করলেন।

হনুমাংস্তেন হারেশ শুভভে বানরব্রতঃ ।  
চন্দ্রাং শুচয়গৌরেশ শ্বেতাভ্রেশ যথাচলঃ ॥ ৮৩

সেই হারটি ধারণ করে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান  
চন্দ্রাংশুমালায় উভাসিত শুভাভ্রে ঢাকা পর্বতের ন্যায়  
শোভিত হতে লাগলেন।

সর্বো বানরবৃন্দাশ্চ যে চান্যে বানরোত্তমাঃ ।  
বাসোভির্ভূষণৈশ্চ যথার্থং প্রতিপূজিতাঃ ॥ ৮৪

এইরূপে প্রধান প্রধান বানরগণের সকলকেই বস্ত্র-ও  
অঙ্গংকারাদি প্রদানে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হল।

বিভীষণোহথ সুগ্ৰীবো হনুমাঞ্জাঘবাংস্তথা ।  
সর্বো বানরমুখ্যাশ্চ রামোপাধিকৈকর্মণা ॥ ৮৫

যথার্থং পূজিতাঃ সর্বো কামৈ রত্নৈশ্চ পুষ্টলৈঃ ।  
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বো জম্বুদেব যথাগতম্ ॥ ৮৬

সহজে দুষ্করকর্ম করতে সমর্থ শ্রীরামচন্দ্র, বিভীষণ,  
সুগ্ৰীব, হনুমান তথা জাম্ববান প্রমুখ সকল বানরবীরগণকে  
নিজ নিজ কামাবস্ত্র এবং প্রচুর রত্নাদি প্রদানে যথাযোগ্য  
সংকার করলেন এবং তাঁরা সবাই প্রসন্নমনে যেভাবে  
আগমন করেছিলেন সেইভাবেই প্রস্থান করলেন।

ততো দ্বিবিদমৈন্দ্রাজ্যং নীলায় চ পরন্তপঃ ।  
সর্বান্ কামঙ্গান্ বীক্ষ্য প্রদদৌ বসুধাধিপঃ ॥ ৮৭

অতঃপর অরিন্দম শ্রীরামচন্দ্র দ্বিবিদ, মৈন্দ্র এবং  
নীলের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক সকলের মনোরথ অনুযায়ী  
বিবিধপ্রকার শ্রেষ্ঠ রত্নাদি উপহার দিলেন।

দৃষ্টা সর্বো মহাবানন্ততত্তে বানরব্রতঃ ।



বিসৃষ্টাঃ পার্থিবরূপে কিস্কিন্দাঃ সমুপাগমন্ ॥ ৮৮

এইরূপে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক প্রত্যক্ষ করে মহামনস্কী ও শ্রেষ্ঠ বানবগণ মহারাজ শ্রীরামের নিকট হতে বিদায় নিয়ে কিস্কিন্দায় চলে গেলেন,

সুগ্রীবো বানরশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা রামাভিষেচনম্।

পূজিতশ্চৈব রামেণ কিস্কিন্দাঃ প্রাণিশঃ পুরীম্ ॥ ৮৯

বানবশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবও শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সমারোহে যোগদানের পর শ্রীরাম কর্তৃক পূজিত হয়ে কিস্কিন্দানগরীতে প্রবেশ করলেন।

বিভীষণোহপি ধর্মাশ্চা সহ ভৈরৈর্নৈর্যতর্জৈঃ

লঙ্কা কুলধনঃ রাজা লঙ্কাঃ প্রাগায়হাযশাঃ ॥ ৯০

মহাযশস্কী ধর্মাশ্চা বিভীষণও রাক্ষসকুলের ঐশ্বর্যস্বরূপ নিজ রাজত্ব পেয়ে সহযোগী মুখ্য রাক্ষসবৃন্দের সাথে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করলেন।

স রাজ্যমখিলং শাসয়িতারির্মহাযশাঃ

রাঘবঃ পরমোদারঃ শশাস পরয়া মুদা

উবাচ লক্ষ্মণং রামো ধর্মজ্ঞঃ ধর্মবৎসলঃ ॥ ৯১

শত্রুগণকে বধ করে কীর্তিমান উদারচেতা শ্রীরাঘুনাত অতি আনন্দে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। অতঃপর ধর্মবৎসল শ্রীরামচন্দ্র একদিন ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে বললেন—

আতিষ্ঠ ধর্মজ্ঞ ময়া সহেমাং

গাং পূর্বরাজাধুষিতাং বলেন।

তুলাং ময়া ত্বং পিতৃভির্ভূতা যা

তাং যৌবরাজ্যে ধুরমুদ্বহস্ব ॥ ৯২

‘ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণ ! আমাদের পূর্বজ রঘুবংশীর নৃপতিগণ চতুরঙ্গ সমরবলে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন এবং শাসনকালে পিতৃ-পিতামহগণ রাজ্যের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। এইরূপ বিশাল রাজ্যের যুবরাজরূপে অভিষিক্ত হয়ে তুমিও রাজ্যভার বহন করো।’

সর্বাত্মনা পর্যনুগম্যমানো

যদা ন সৌমিত্রিরূপৈতি যোগম্।

নিযুক্ত্যমানো ভুবি যৌবরাজ্যে

ততোহভ্যবিস্থদ্ ভরতঃ মহাত্মা ॥ ৯৩

কিন্তু শ্রীরাম সর্বতোভাবে অনুরোধ করলেও যখন সৌমিত্রি সসাগরা রাজ্যের যুবরাজ রূপে নিযুক্তি স্বীকার

করতে চাইলেন না, তখন মহাত্মা শ্রীরাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন

পৌণ্ডরীকাস্থমেধাভ্যাং রাজপেয়োন চসক্ ॥

অনৌশট্ বিবিশৈর্গজৈরযজৎ পার্থিবায়জঃ ॥ ৯৪

রাজকুমার মহারাজ শ্রীরাঘব বৃষ পৌণ্ডরীক, অশ্বমেধ, বাজপেয় তথা অন্য গানাপ্রকাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন

রাজ্যং দশসহস্রাণি প্রাপ্য বর্ষাণি রামবঃ ॥

শতশ্রমেধানাজহে সদশ্বান ত্বরিদক্ষিণান ॥ ৯৫

শ্রীরাঘুনাত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে একাদশ সহস্র বৎসর<sup>(১)</sup> রাজ্য শাসন করলেন এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সেই সকল যজ্ঞে উত্তম মজ্ঞান্ন স্বেচ্ছা

করা হয়েছিল ; যজ্ঞের ঋত্বিকগণকেও প্রচুর দক্ষিণা প্রদত্ত হয়েছিল।

আজ্ঞানুলম্বিবাহঃ স মহানক্ষাঃ প্রতাপবান্

লক্ষ্মণানুচরো রামঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৯৬

শ্রীরাম ছিলেন আজ্ঞানুলম্বিত বাহু (অর্থাৎ দীর্ঘবাহু) তাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল এবং বিস্তৃত। তিনি ছিলেন প্রতাপশালী। অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে মহারাজ শ্রীরাম এই পৃথিবী শাসন করলেন।

রাঘবশ্চাপি ধর্মাশ্চা প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্।

দ্বৈজে বহুবৈধৈর্যজৈঃ সমুদ্বজ্জাতিবানবঃ ॥ ৯৭

নগরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যার রাজা হয়ে ধর্মাশ্চা কুটুম্ব-বন্ধু

রাজ্যব তথা ভ্রাতা ও গুণাতিগণের সঙ্গে একসাথে অনেক

প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন।

ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ বালকৃতঃ ভয়ম্

ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৯৮

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনদিন বিধবাদের

বিবাহ-বিলাপ শোনা যায়নি। সর্পাদি স্থাপদের ভয় অথবা

রোগভয় কখনও প্রাদুর্ভূত হয়নি।

নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কচ্চিদম্পৃশৎ

ন চ ন্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যানি কুবর্তে ॥ ৯৯

সমগ্র রাজ্যের কোথাও চোর-ডাকাতের নাম পথত

শোনা যেত না। রাজ্যে কেউ অনর্থকারী কার্যে লিপ্ত হোত

না কিংবা বৃদ্ধগণের কদাপি নবীনদের জন্য অশ্রোণি

সংকাষ করার প্রয়োজন পড়ত না।

(১) অন্যত্র অর্থাৎ ১০৬ সংখ্যক শ্লোকে ‘দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ’ বলা হয়েছে। অতএব সেটির সঙ্গে সামঞ্জস্য হেতু

এক্ষেত্রে ‘দশ’ সংখ্যাটিকে ‘একাদশ’ রূপে ধরে নিতে হবে।

সর্বঃ মুদিতমেবাসীঃ সর্বো ধর্মপরোহভবৎ।  
রামমেবানুপশ্যতো নাজিহিংসন্ পরম্পরম্॥ ১০০

সকলে সদা আনন্দে থাকত এবং ধর্মাচরণ করত।  
শ্রীরামচন্দ্রের শাসনে একে অন্যকে হিংসা করত না।  
আসন্ বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ।  
নিরাময়া বিশোকাস্ত রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১০১

শ্রীরামচন্দ্রের শাসনকালে প্রজাগণ সহস্র বৎসর  
দীর্ঘ জীবিত থাকত, সহস্র পুত্রের জনক হোত এবং  
ক্লিষ্ট ও শোকশূন্য হয়ে বসবাস করত।

রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।  
রামভূতং জগদভূদু রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১০২

রামরাজ্যে প্রজাবর্গের মুখে-মুখে কেবল রাম, রাম  
নাম এবং রামকথা শোনা যেত। অখিল রাজ্য রামময় হয়ে  
থাকত।

নিভামূল্য নিত্যফলান্তরবস্ত্রা পুষ্পিতাঃ।  
রামবর্ষী চ পর্জনাঃ সুখম্পর্শন্ত মারুতঃ॥ ১০৩

তথায় বৃক্ষরাজি সর্বত্র ফল-মূল, পত্র-পুষ্পাদিতে  
পরিপূর্ণ ছিল। মেঘ প্রয়োজনানুসারে বর্ষিত হোত এবং  
পবন সদা সুখকর হয়ে প্রবাহিত হোত।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শুদ্রা লোভবিবর্জিতাঃ।  
সকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্টাঃ স্নৈরেব কর্মভিঃ॥ ১০৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্বর্গের প্রজাই  
নির্গোভ ছিলেন। সকলেই স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের কর্তব্যে পালনে  
মুগ্ধ এবং নিজ-নিজ কর্মে রত থাকতেন।

আসন্ প্রজা ধর্মপরা রামে শাসতি নানুতাঃ।  
সর্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ॥ ১০৫

শ্রীরামচন্দ্রের শাসনে সকলে ধর্মাচরণে তৎপর  
ছিলেন। কেউ কখনও মিথ্যা ভাষণ করতেন না। প্রজাগণ  
সুসংস্কৃত ছিলেন এবং ধর্মপরায়ণ হয়ে জীবিকা-  
নির্বাহ করতেন।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।  
সাহস্রিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥ ১০৬

এইরূপে দ্রাবিড়গণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র একাদশ সহস্র  
বর্ষকাল রাজত্ব করেছিলেন।

সর্বঃ যশস্যামাযুষ্মাং রাজ্যং চ বিজয়াবহম্।  
আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বান্দীকিনা কৃতম্॥ ১০৭

এই বৃত্তান্ত ঋষিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণ নামে  
প্রসিদ্ধ, যার রচয়িতা ছিলেন আদিকবি বান্দীকি। এই

মহাকাব্য আয়ুষ্কর এবং ধর্ম ও যশোবর্ধনকারী।

যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।  
পুত্রকামস্চ পুত্রান্ বৈ ধনকামো ধনানি চ॥ ১০৮

জন্মতে মনুষ্য লোকে প্রভু রামাভিষেচনম্।  
মহীং বিজয়তে রাজা ত্রিপুংচাপাধিষ্ঠতি॥ ১০৯

জগৎসংসারে যে-জন এই রামায়ণী কথা শ্রবণ করে  
সে পাপমুক্ত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক প্রসঙ্গ শ্রবণে  
জগতে মনুষ্য পুত্রকামনায় পুত্রলাভ করে এবং ধনেশ্বর  
কামনা করলে ধনৈশ্বর্যবান হয়। রাজা এই মহাকাব্য শ্রবণ  
করলে পৃথিবীর অধিপতি হন এবং শত্রুকে নিজের শাসনে  
রাখতে সক্ষম হন।

রাঘবেণ যথা মাতা সুমিত্রা লক্ষ্মণেন চ।  
ভরতেন চ কৈকেয়ী জীবপুত্রান্তথা দ্বিগঃ॥ ১১০

ভবিষ্যন্তি সদানন্দাঃ পুত্রপৌত্রসমম্বিতাঃ।

যেমন করে মাতা কৌশল্যা শ্রীরামকে পেয়ে, সুমিত্রা  
লক্ষ্মণকে পেয়ে এবং কৈকেয়ী ভরতকে পেয়ে জীবিত  
পুত্রের মাতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তদ্রূপ সংসারের  
অন্যান্য মাতৃসম্মা স্ত্রীলোকগণও এই আদিকাব্যের পঠন ও  
শ্রবণে জীবিত পুত্রের জননী হয়ে সদানন্দমগ্না এবং পুত্র-  
পৌত্রের দ্বারা পরিবৃত্ত থাকবেন।

প্রভু রামায়ণমিদং দীর্ঘমায়ুস্চ বিন্ধতি॥ ১১১  
রামস্য বিজয়ঃ চেমং সর্বমক্লিষ্টকর্মণঃ।

অক্লেশে কর্ম সম্পাদনে কুশল শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়  
কথারূপে সম্পূর্ণ রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করলে মনুষ্য সুদীর্ঘ  
আয়ু লাভ করে।

শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বান্দীকিনা কৃতম্॥ ১১২  
প্রক্ষয়ানো জিতক্রোধো দুর্গাণ্যতিতরত্যসৌ।

বান্দীকি কর্তৃক পুরাকালে রচিত এই কাব্য যে ব্যক্তি  
অহিংস ও সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রবণ করে, সে মহা সংকট  
থেকেও উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

সমাগম্য প্রবাসান্তে রমন্তে সহ বান্দীকিঃ॥ ১১৩  
শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বান্দীকিনা কৃতম্।

তে প্রার্থিতান্ বরান্ সর্বান প্রাপ্নুবন্তীহ রাঘবাৎ॥ ১১৪

আদিকবি বান্দীকি বিরচিত এই কাব্যকথা যে ব্যক্তি  
শ্রবণ করে সে প্রবাসজীবনের সমাপনান্তে নিজের ভ্রাতা ও  
বন্ধুবর্গের সহিত মিসিত হয়ে আনন্দানুভব করে। এইরূপ  
মনুষ্য শ্রীরাঘুনাতের কাছ থেকে সর্ববিধ বাঞ্ছিত বর লাভ  
করে।



শ্রবণেন সুরাঃ সর্বৈ প্রীয়ন্তে সম্প্রশুভতাম্।

বিনায়কাস্ত শামান্তি গৃহে তিষ্ঠন্তি যস্য বৈ॥ ১১৫

ইহা শ্রবণ করলে শ্রোতৃগণের প্রতি সকল দেবতাবৃন্দ সুপ্রসন্ন হন এবং যার গৃহে বিয়্যকারী গ্রহে প্রভাবিত, সেইসকল গ্রহ তথায় শান্ত হয়ে যায়।

বিজয়েত মহীং রাজা প্রবাসী স্বস্তিমান্ ভবেৎ।

দ্রিয়ো রজস্বলাঃ শ্রদ্ধা পুত্রান্ সুযুগলুভমান্॥ ১১৬

ইহার শ্রবণে নৃপগণ বিজয় লাভ করেন, প্রবাসী মানুষেরা সুস্থ থাকে এবং ঋতুমতী মাতৃগণ রাম কথা শুনে শ্রেষ্ঠ পুত্রের জন্ম দান করেন।

শৃঙ্গয়ন্ত পঠন্তৈচনমিতিহাসং পুরাতনম্।

সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যেত দীর্ঘমায়ুরবাপুয়াৎ॥ ১১৭

এই কাব্যরূপ পুরাতনী কথার অর্চনা এবং পঠনে সকলে পাপমুক্ত হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করে।

প্রণমা শিরসা নিত্যং শ্রোতবাং ক্ষত্রিয়ৈর্বিজাৎ।

ঐশ্বর্যং পুত্রলাভস্ত ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১১৮

ক্ষত্রিয়গণের উচিত প্রত্যহ নতমস্তকে ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত রামায়ণপাঠ শ্রবণ করা। ইহার ফলে ঐশ্বর্য ও পুত্রলাভ হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রামায়ণমিদং কৃৎস্নং শৃণ্বন্তঃ পঠন্তঃ সদা

প্রীয়তে সততং রামঃ স হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ১১৯

যে ব্যক্তি নিত্য সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ এবং পারায়ণ করে, তার প্রতি সনাতন বিষ্ণুরূপ ভগবান শ্রীরাম সদা প্রসন্ন থাকেন।

আদিদেবো মহাবাহুর্হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ।

সাক্ষাদ্ রামো রঘুশ্রেষ্ঠঃ শেষো লক্ষ্মণ উচ্যতে॥ ১২০

সাক্ষাৎ আদিদেব মহাবাহু পাপহারী প্রভু নারায়ণই হলেন রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র এবং ভগবান স্বয়ং 'শেষ' হলেন লক্ষ্মণ।

এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং উদ্ভবন্ত বঃ।

প্রবাহরত বিস্ক্রং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্ধতাম্॥ ১২১

(লবকুশ বলছেন যে—) শ্রোতৃগণ! আপনারা কল্যাণ হোক। পুরাকালে সংঘটিত এই আখ্যান রামায়ণ কাব্যের আকারে বর্ণিত হয়েছে। আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসে এটির পারায়ণ করুন। এর ফলে আপনারাদের মধ্যে বৈষ্ণব বলের বৃদ্ধি হবে।

দেবাশ্চ সর্বৈ তুষান্তি গ্রহণাচ্ছবপাঙ্ক তথা।

রামায়ণস্য শ্রবণে তুষান্তি পিতরঃ সদা॥ ১২২

রামায়ণকে হৃদয়মধ্যে স্থান দিলে এবং শ্রবণ করলে তেত্রিশকোটি দেবতা সন্তুষ্ট হন। পিতৃগণও ইহার শ্রবণে নিত্য তৃপ্ত থাকেন।

ভক্ত্যা রামস্য যে চেমাং সংহিতামৃষিণা কৃতাম্।

যে লিখন্তীহ চ নরাক্তেবাং বাসস্তি নিষ্টপে। ১২৩

যিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিভাবে মহর্ষি বসীতি বিরচিত এই রামায়ণসংহিতা অনুলিখন করেন তাঁর স্বর্গবাস হয়।

কুটুম্ববৃদ্ধিঃ

ধনধান্যবৃদ্ধিঃ

দ্রিয়শ্চ মুখ্যাঃ সুখমুত্তমং চ

শ্রদ্ধা শুভং কাব্যমিদং মহার্থং

প্রাপোতি সর্বাং ভুবি চাখসিদ্ধিम्। ১২৪

মঙ্গলকর এবং মহা তাৎপর্যপূর্ণ এই কাব্য শ্রবণ মনুষ্যের কুটুম্ব ও ধনধান্যাদির বিবৃদ্ধি ঘটে তাঁর সুখী স্ত্রীলাভ ও শ্রেষ্ঠ সুখপ্রাপ্তি হয় এবং এই পৃথিবীতে সকল মনস্কাম পরিপূর্ণতা পায়।

আয়ুৰ্যামারোগ্যকরং

যশসাং

সৌভাতৃকং বুদ্ধিকরং শুভং চ।

শ্রোতব্যমেতরিয়মেন

সন্তি—

রাখ্যানমোজস্বরমৃদ্ধিকামৈঃ ॥ ১২৫

এই কাব্য আয়ু, আরোগ্য, যশ এবং সৌভাগ্যের বিবর্ধনকারী, উত্তম বুদ্ধিবৃত্তির জনক ও মঙ্গলকর অতএব, সুখসমৃদ্ধির কামনায় সংপূর্ণকরণের এই উৎসাহবাক্যক ইতিহাস যথানিয়মে শ্রবণ করা কর্তব্য।

ইত্যার্যে শ্রীমদ্ভাষ্যিকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৬॥

মহর্ষি বান্মীকি বিবচিত্তি আদিকাব্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাবিংশত্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৬॥

যুদ্ধকাণ্ড সম্পূর্ণ



আপনার  
প্যান রামায়ণ  
পূর্ণ বিশ্বাসে  
বো বৈষ্ণব-

তথা।

সদা ॥ ১২২

শ্রবণ করলে  
হহার শ্রবণে

ম্।

পে ॥ ১২৩

র্ষ বান্দীকি  
রেন তাঁর

চ।

ম্ ॥ ১২৪

াব্য শ্রবণে  
তার সুন্দরী  
তে সকল

চ।

৥ ১২৫

ীভাতৃশ্রের  
মঙ্গলকরা  
নের এই  
র্ভব্য।

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রোজাং নমঃ ॥

## শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ

উত্তরকাণ্ড

প্রথমঃ সর্গঃ (১)

শ্রীরামের দরবারে মহর্ষিগণের আগমন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং শ্রীরামের প্রশ্ন

প্রাক্তরাজস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে।  
দ্রাক্ষদুর্নয়ঃ সর্বে রাঘবং প্রতিনিদিতুম্ ॥ ১

রাক্ষসদের বধ করার পব ভগবান শ্রীরাম যখন তাঁর  
রাজ্য লাভ করেন, তখন সমস্ত ঋষি ও মহর্ষি শ্রীরঘুনাথকে  
হর্জিনন্দন জানাবার জন্য অযোধ্যাপুরীতে আগমন করেন।  
কৌশিকোহথ যবক্ৰীতো গার্গ্যো গালব এব চ।

কণ্ঠা মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্বস্যাং দিশি যে শ্রিতাঃ ॥ ২  
যাঁরা প্রধানতঃ পূর্বদিকে বসবাস করতেন, সেই  
কৌশিক, যবক্ৰীত, গার্গ্য, গালব এবং মেধাতিথির পুত্র  
কণ্ঠ সেখানে পদার্পণ করেন।

ক্কাশ্রয়শ্চ ভগবান্ নমুচিঃ প্রমুচিস্থথা।  
অগস্ত্যোহত্রিশ্চ ভগবান্ সুমুখো বিমুখস্তথা ॥ ৩

অজগুস্তে সহাগস্ত্যা যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্  
দক্ষিণ দিকে বসবাসকারী স্বস্ত্যাশ্রয়, ভগবান নমুচি,  
প্রমুচি, অগস্ত্য, ভগবান অত্রি, সুমুখ, বিমুখ সকলে মহর্ষি  
অগস্ত্যের সঙ্গে সেখানে আগমন করেন।

নৃষাঃ কবযো ধৌম্যঃ কৌশেয়শ্চ মহানৃষিঃ ॥ ৪  
নৃষাঃ সশিষ্যা বৈ যে শ্রিতাঃ পশ্চিমাং দিশম্।

যাঁরা প্রায়শঃ পশ্চিম দিকে বসবাস করতেন, সেই  
নৃষ, কবয, ধৌম্য এবং মহর্ষি কৌশের নিজ শিষ্যদের  
সঙ্গে সেই স্থানে আসেন।

বসিষ্ঠঃ কশ্যাপোহথাত্রিবিংশামিত্রঃ সর্গৌতমঃ ॥ ৫  
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তেহপি সপ্তর্ষয়স্তথা।

উদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ ॥ ৬  
তেমনই উত্তর দিকে নিবাসকারী বসিষ্ঠ<sup>(১)</sup>, কশ্যপ,  
অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ — এই  
সাত ঋষি, যাঁদের সপ্তর্ষি বলা হয় — তাঁরা অযোধ্যাপুরীতে  
পদার্পণ করলেন।

সম্ভ্রাট্যেতে মহাত্মানো রাঘবস্য নিবেশনম্।  
বিস্তিতাঃ প্রতিহারার্থং হতাশনসমপ্রভাঃ ॥ ৭  
বেদবেদাঙ্গবিদুষো নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ।

এঁরা সকলেই ছিলেন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, বেদ-  
বেদাঙ্গ পাবঙ্গম এবং নানা শাস্ত্র বিচারে পারদর্শী। সেই  
মহাত্মা মুনিগণ শ্রীরঘুনাথের রাজত্ববনের কাছে এসে  
নিজেদের আগমনের সূচনা দেবার জন্য দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা  
করতে লাগলেন।

দ্বাঃস্থং প্রোবাচ ধর্মাশ্রা অগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥ ৮  
নিবেদ্যতাং দাশরথের্ষযয়ো বয়মাগতাঃ।

ধর্মপরায়ণ মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীঅগস্ত্য দ্বারপালকে  
বললেন — ‘তুমি দশরথনন্দন ভগবান শ্রীরামকে সংবাদ  
দাও যে আমরা অনেক ঋষি-মুনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য  
এসেছি।’

(১) বসিষ্ঠমুনি একটি দেহে অযোধ্যায় থাকলেও অপর দেহে সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকতেন। এখানে সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থানকারী  
বসিষ্ঠমুনির আগমনের কথা বুঝতে হবে।

প্রতীহারজতত্ত্বমগন্ত্যবচনাদ্  
সমীপং রাঘবস্যাপ্ত প্রবিবেশ মহান্নমঃ।  
নয়ৈক্ষিতঃ সদবৃত্তো দক্ষো ধৈর্যসমম্বিতঃ॥ ১০  
মহর্ষি অগস্ত্যের নির্দেশে দ্বারপাল তৎক্ষণাৎ মহাত্মা  
শ্রীরঘুনাত্মের নিকটে গেলেন। তিনি নীতিজ্ঞ, ইঙ্গিতে  
ঘটনার গুরুত্ব অনুভবকারী, সদাচারী, চতুর এবং ধৈর্যশীল  
ছিলেন।  
স রামঃ দৃশ্য সহসা পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিম্।  
অগন্ত্যং কথয়ামাস সম্প্রাপ্তমৃষিসত্তমম্॥ ১১  
পূর্ণচন্দ্রসম কান্তিমান শ্রীরামকে দর্শন করে তিনি  
জানালেন—‘প্রভো! মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য অনেক ঋষিদের সঙ্গে  
এখানে পদার্পণ করেছেন।’  
শ্রদ্ধা প্রাপ্তান্ মুনীংজ্ঞাংস্ত বালসূর্যসমপ্রভান্।  
প্রভাবাচ ততো বাংহুং প্রবেশয় যথাসুখম্॥ ১২  
প্রভাত সূর্যের ন্যায় দিবা তেজে প্রকাশিত হওয়া সেই  
মুনিশ্বরদের পদার্পণের সমাচার শুনে শ্রীরাম দ্বারপালকে  
বললেন—‘তুমি গিয়ে তাঁদের সবাইকে সসম্মানে এখানে  
নিয়ে এসো।’  
দৃষ্টা প্রাপ্তান্ মুনীংজ্ঞাংস্ত প্রভাখ্যায় কৃতাজলিঃ।  
পাদার্থাদিভিরানর্চ গাং নিবেদ্য চ সাদরম্॥ ১৩  
(আদেশ লাভ করে দ্বারপাল গিয়ে সবাইকে সঙ্গে  
করে নিয়ে এলেন) সেই মুনিশ্বরদের আসতে দেখে  
শ্রীরামচন্দ্র হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে উঠলেন, অতঃপর পাদ্য-  
অর্থাদির দ্বারা তাঁদের সসম্মানে পূজা কবলেন, পূজা করার  
আগে তাঁদের সকলকে একটি করে গাভী উপহার দিলেন।  
রামোহভিবাদ্য প্রয়ত আসনান্যাদিদেশ হ।  
তেষু কাঞ্চনচিহ্নেষু মহৎসু চ বরেষু চ॥ ১৪  
কুশান্তর্ধানদন্তেষু মৃগচর্মযুতেষু চ।  
যথার্থমুপবিষ্টান্তে আসনেষুধিযুজবঃ॥ ১৫  
শ্রীরাম আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের প্রণাম করে তাঁদের  
উপবেশন করার জন্য আসন দিলেন। সেই আসনগুলি  
ছিল নানা বিচিত্র-আকার সম্পন্ন স্বর্ণনির্মিত। সুন্দর  
শোভাসম্পন্ন সেই আসন বৃহৎ আকারের ও সুবিস্তৃতও  
ছিল। সেগুলির ওপর কুশের আসন সর্বোপরি মৃগচর্ম  
বিছানো ছিল। সেইসকল আসনে মুনিগণ উপবেশন  
করলেন।  
রামেণ কুশলং পৃষ্ঠাঃ সশিষ্যাঃ সপুরোগমাঃ।

মহর্ষয়ো বেদবিদো রামং বচনমব্রুবন্।  
শ্রীরাম তখন শিষ্য এবং গুরুজন সহ তাঁদের  
সকলের কুশল-সংবাদ জানতে চাইলেন। তখন সেই  
বেদবিদ মহর্ষিরা বললেন—।  
কুশলং নো মহাবাহো সর্বত্র রঘুনন্দন॥ ১৬  
জ্ঞাং তু দিষ্ট্যা কুশলিনং পশ্যামো হতশাত্রবন্।  
দিষ্ট্যা জ্ঞয়া হতো রাজন্ রাবণো লোকরাবণঃ। ১৭  
‘মহাবাহো রঘুনন্দন! আমাদের জন্য তো সর্বত্রই  
কুশল। সৌভাগ্যের বিষয় হল যে আমরা আপনাকে কুশল  
দেখছি এবং আপনার সব শত্রু বধ হয়েছে। রাজন্! আপনি সমগ্র লোকের পক্ষে দুঃখপ্রদায়ক রাবণকে বধ  
করেছেন, সকলের জন্য এটি হল অত্যন্ত আনন্দের কথা।  
নহি ভারঃ স তে রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্।  
সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজয়েথা ন সংশয়ঃ॥ ১৮  
‘শ্রীরাম! পুত্র পৌত্রাদি সহ রাবণ আপনার পক্ষে  
কোনো ভার ছিল না। আপনি ধনুক নিয়ে দাঁড়ালে যে  
ত্রিলোক-জয় করতে পারেন, এই ব্যাপারে কোনো সংশয়  
নেই।  
দিষ্ট্যা জ্ঞয়া হতো রাম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।  
দিষ্ট্যা বিজয়িনং জ্ঞাদ্য পশ্যামঃ সহ সীতয়া॥ ১৯  
‘রঘুনন্দন রাম! আপনি রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ  
করেছেন এবং সীতাদেবীসহ আপনি—এই বিজয়ীকে আজ  
আমরা কুশল সহ দেখতে পাচ্ছি, এ আমাদের অত্যন্ত  
আনন্দের কথা।  
লক্ষ্মণেন চ ধর্মাস্তান্ ভ্রাতা ভুক্তিকারিণা।  
মাতৃভির্ভ্রাতৃসহিতং পশ্যামোহদ্য বয়ং নৃপা। ২০  
‘ধর্মাত্মা নরেশ! আপনার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সর্বদা  
আপনার হিতে তৎপর থাকেন। আপনি ঐর এবং ভ্রত-  
শত্রুগণও মাতাদের সঙ্গে এখানে আনন্দে বিরাজ করছেন,  
এইভাবে আপনার দর্শন করা আমাদের পক্ষে মহাত্ম্যের  
কথা।  
দিষ্ট্যা প্রহস্তো বিকটো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ।  
অকম্পনশ্চ দুর্ধর্যো নিহতান্তে নিশাচরাঃ॥ ২১  
‘প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর এবং  
অকম্পনের মতো নিশাচর আপনাদের হাতে বধ হয়েছে,  
এ অত্যন্ত আনন্দের কথা।  
যস্য প্রমাণাদ্ বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে।

দিত্যা তে সমরে রাম কৃষ্ণকর্ণো নিগাতিতঃ॥ ২১

শ্রীরাম ! দৈহিক উচ্চতা এবং জুলতা, যাব থেকে  
বড় আর কিছুই নেই, সেই কৃষ্ণকর্ণকেও আপনি রণাঙ্গনে  
সেরে ফেলেছেন, আমাদের কাছে এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের  
বিষয়।

ত্রিশিরাচাতিকায়শ্চ

দেবাত্মকনরাত্মকৌ।

দিত্যা তে নিহতা রাম মহাবীরা নিশাচরাঃ॥ ২৩

শ্রীরাম ! আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ত্রিশিরা,  
অতিকায়, দেবাত্মক, নরাত্মক — এই মহাপবাক্রমশালী  
নিশাচরগণও আপনার হাতেই বধ হয়েছে।

কৃষ্ণৈব নিকৃষ্ণশ্চ রাক্ষসৌ ভীমদর্শনৌ।

দিত্যা তৌ নিহতৌ রাম কৃষ্ণকর্ণসূতৌ নৃবে॥ ২৪

‘রঘুবীর ! যাঁরা দেখতেও বড় ভয়ংকর, কৃষ্ণকর্ণের  
সেই দুই পুত্র কৃষ্ণ ও নিকৃষ্ণ রাক্ষসদ্বয়ও যুদ্ধে মারা গেছে।

যুদ্ধোন্নতশ্চ মত্তশ্চ কালাস্তকযমোপমৌ

যজ্ঞকোপশ্চ বলবান্ ধূম্রাঙ্ক নাম রাক্ষসঃ॥ ২৫

‘প্রলয়কালের সংহারকারী যমরাজের ন্যায় ভয়ানক  
যুদ্ধোন্নত এবং মত্ত-ও কালের গ্রাসে চলে গেছেন।

বলশালী যজ্ঞকোপ এবং ধূম্রাঙ্ক নামক রাক্ষসও

বললোকের অতিথি হয়েছেন।

কৃষ্ণঃ কদনং ঘোরমেতে শস্ত্রাত্তপারগাঃ।

অজ্ঞকপ্রতিমৈর্বানৈর্দিত্যা বিনিহতাত্ময়া॥ ২৬

‘এঁরা সকলেই নিশাচর এবং অস্ত্র-শস্ত্রে পারদর্শী  
ছিলেন এবং সমগ্র জগতে সম্ভ্রাস বিস্তার করেছিলেন ;

কিন্তু আপনি মৃত্যুতুল্য বাণের সাহায্যে এঁদের সবাইকে  
মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিয়েছেন। এতো অত্যন্ত আনন্দের কথা !

দিত্যা ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ।

দেবতানামবধোন বিজয়ং প্রাপ্তবানসি॥ ২৭

‘রাক্ষসরাজ রাবণ দেবতাদের পক্ষেও অবধা  
ছিলেন, আপনি তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সফল হয়েছেন,

আপনি জয়লাভও করেছেন ; এ অতি সৌভাগ্যের বিষয়।

সংখ্যে তস্য ন কিঞ্চিৎ তু রাবণস্য পরাভবঃ।

দিত্যা তে রাবণদীর্ঘতঃ॥ ২৮

‘যুদ্ধে আপনি যে রাবণকে পরাভূত (সংহার)  
করেছেন, এটি কোনো বড় ব্যাপার নয় ; কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে

লক্ষণ যে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করেছেন, এই হল  
সকলের বড়ো আশ্চর্যের কথা !

দিত্যা তস্য মহাবাহো কালসোদাভিধানতঃ।

নৃকঃ সুররিপোর্সরি প্রাপ্তশ্চ নিজয়ত্বয়া॥ ২৯

‘মহাসাহ বীর ! কালের ন্যায় আক্রমণকারী ওই  
দেবদ্রোহী রাক্ষসের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আপনি বে

বিজয় প্রাপ্ত করেছেন, তা মহাসৌভাগ্যের বিষয়।

অভিনন্দাম তে সর্বে সংশ্রুজ্যেজ্বজিতো ববন্।

অনথাঃ সর্বভূতানাং মহামারাদরো নৃধি॥ ৩০

বিশ্বমাত্রেয় চান্মাকং তং শ্রুজ্যেজ্বজিতং হতম্।

‘ইন্দ্রজিৎ বধের সংবাদ শুনে আমরা সকলেই  
অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, এরজন্য আমরা আপনাকে অভিনন্দন

জানাচ্ছি। ওই মহামারাদী রাক্ষস যুদ্ধে সব প্রাণীদের  
পক্ষেই অবধা ছিলেন। সেই ইন্দ্রজিৎ মারা গেছেন শুনে

আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যবোধিত হয়েছি।

এতে চানো চ বহবো রাক্ষসাঃ কামকপিণঃ॥ ৩১

দিত্যা ত্বা হতা বীরা রঘুপাং কুলবর্ধন।

‘রঘুকুল বৃদ্ধিকারী শ্রীরাম ! রাবণ এবং আরও বহু  
ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণকারী বীর রাক্ষসদের আপনি যে বধ

করেছেন, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা।

দত্বা পুণ্যামিমাং বীর সৌম্যমভয়দক্ষিণাম্॥ ৩২

দিত্যা বর্ষসি কাকুৎস্থ জয়নামিত্রকর্শন।

‘বীর ! ককুৎস্থকুলভূষণ ! শত্রুসূদন শ্রীরাম ! জগৎকে  
এই পরম পুণ্যময় সৌম্য অভয় প্রদান করে জয়লাভ করায়

আপনি ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন — নিরস্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ  
করেছেন, এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।’

শ্রদ্ধা তু বচনং তেবাং যুনীনাং ভাবিতাত্মনা॥ ৩৩

বিশ্বময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাজ্ঞলিরবীৎ।

পবিত্রাত্মা সেই সব মুনিদের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র  
অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন তিনি হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা

করলেন—

ভগবন্তঃ কৃষ্ণকর্ণং রাবণং চ নিশাচরম্॥ ৩৪

অতিক্রম্য মহাবীরৌ কিং প্রশংসথ রাবণিম্।

‘পূজ্যপাদ মহাবীরাগ ! নিশাচর রাবণ এবং কৃষ্ণকর্ণ  
দুজনেই মহাবলপরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁদের দুজনের

চাইতেও আপনারা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করছেন

কেন ?

মহোদরং প্রহরং চ বিরূপাকং চ রাক্ষসম্॥ ৩৫

মন্তোবন্তৌ চ দুর্ব্বরৌ দেবাত্মকনরাত্মকৌ।



অতিক্রম্য মহাবীরান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ॥ ৩৬

‘মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মন্ত, উন্মত্ত এবং দুর্ধর্ষ  
বীর দেবাস্তক ও নরাস্তক - এইসব মহাবীরদের উপেক্ষা  
করে আপনারা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতেরই প্রশংসা করছেন  
কেন ?

অতিকায়ঃ ত্রিশিরসঃ ধূশ্রাক্ষঃ চ নিশাচরম্ ।

অতিক্রম্য মহাবীরান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ॥ ৩৭

‘অতিকায়, ত্রিশিরা এবং নিশাচর ধূশ্রাক্ষ এই মহা  
পরাক্রমশালী বীরদের গুরুত্ব না দিয়ে আপনারা শুধুমাত্র  
ইন্দ্রজিতেরই প্রশংসা করছেন কেন ?

কীদৃশো বৈ প্রভাবোহস্য কিং বলং কঃ পরাক্রমঃ ।

কেন বা কারণেনৈষ রাবণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৮

‘তার প্রভাব কেমন ছিল ? তার কীপ্রকার বল ও  
প্রভাব ছিল ? অথবা কোন কারণে তিনি রাবণের থেকে  
অধিক বলে প্রমাণিত ?

শকাং যদি ময়া শ্রোতুং ন ত্বমাজ্ঞাপয়ামি বঃ ।

যদি শুহ্যং ন চেদ্ বক্ষুং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥ ৩৯

‘এ বিষয় যদি আমার শোনার যোগ্য হয়, গোপনীয়

না হয়, তাহলে আমি সেটি শুনেতে চাই। আপনারা কৃপা  
করে বলুন, এই হল আমার বিনয় অনুরোধ। আমি  
আপনাদের আদেশ করছি না।

শক্ৰোহপি বিজিতেন্নে কথং লঙ্কবরশ্চ সঃ ।

কথং চ বলবান্ পুত্রো ন পিতা তস্য রাবণঃ ॥ ৪০

‘এই রাবণপুত্র কীভাবে ইন্দ্রকে জয় করেছেন ?  
কীভাবে বরপ্রাপ্ত করেছেন ? রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ কেমন  
করে এরূপ মহাবলবান হলেন। আর রাবণ তেমন  
শক্তিশালী কেন হলেন না ?

কথং পিতৃশচাপ্যদিকো মহাহবে

শক্রস্য জেতা হি কথং স রাক্ষসঃ ।

বরাংশ্চ লঙ্কাঃ কথয়ন্ত মেহদা

তৎ পৃচ্ছতশ্চাস্য মুনীন্দ্ৰ সর্বম্ ॥ ৪১

‘মুনিশ্বর ! ওই রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ মহাসমরে কীভাবে  
পিতার থেকে বেশি শক্তিশালী এবং ইন্দ্রকেও জয় করতে  
সক্ষম হলেন ? কী করে তিনি এত বর লাভ করছেন ?  
আমি এই সব কিছু জানতে চাই ; তাই বারবার জিজ্ঞাস  
করছি। আপনারা আমাকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলুন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যো উত্তরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ (২)

মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক পুলস্ত্যের গুণ এবং তপস্যার বর্ণনা এবং তাঁকে বিশ্ববা মুনির উৎপত্তি-প্রসঙ্গ বর্ণনা করা

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাক্ষনঃ ।

কুন্ত্যোনির্মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের প্রশ্ন শুনে মহাতেজস্বী  
কুন্ত্যোনি অগস্ত্য তাঁকে বললেন—

শৃণু রাম তথা বৃত্তং তস্য তেজোবলং মহৎ ।

জঘান শক্রান্ যেনাসৌ ন চ বধ্যঃ স শত্রুভিঃ ॥ ২

‘শ্রীরাম ! ইন্দ্রজিতের মহাবল ও পরাক্রমের কথা  
জানাচ্ছি, শুনুন, যে কারণে তিনি শত্রুদের মেরে  
ফেলতেন এবং নিজে কারো হাতে মারা পড়তেন না ;  
আমি তার বর্ণনা করছি।

তাবৎ তে রাবণস্যোদং কুলং জন্ম চ রাঘব ।  
বরপ্রদানং চ তথা তস্মৈ দত্তং ব্রীষামি তে ॥ ৩

‘রঘুনন্দন ! এই বিষয়ের সম্পূর্ণ বর্ণনা করার পূর্বে  
আমি রাবণের কুল, জন্ম ও বরদান—প্রাপ্তি ইত্যাদির প্রসঙ্গ  
শোনাচ্ছি।

পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিসূতঃ প্রভুঃ ।  
পুলস্ত্যো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদিব পিতামহঃ ॥ ৪

‘শ্রীরাম ! প্রাচীনকাল—সত্যযুগের কথা, প্রজাপতি  
শ্রীব্রহ্মার এক প্রভাবশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যিনি  
ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীব্রহ্মার

নাম ভেজস্বী ছিলেন।

পুণ্যপতিঃ গুণাস্তসা ধর্মতঃ শীলতন্তথা  
বানুকীর্ত্যা পুত্র ইতি বঙ্কুঃ শকাং হি নামতঃ ৫  
‘তাঁর গুণ, ধর্ম এবং শীলের পুরোপুরি বর্ণনা করা  
সম্ভব নয়। তাঁর এই পরিচয়ই পর্যাপ্ত যে তিনি ছিলেন  
পুণ্যপতির পুত্র।

পুণ্যপতিসুতত্বেন দেবানাং বল্লভো হি সঃ।

ইহা সর্বস্য লোকস্য গুণৈঃ শুভ্রৈর্মহামতিঃ ৬

‘পুণ্যপতি ব্রহ্মার পুত্র হওয়ার জন্যই দেবভাগগণ  
একজাতভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান  
এবং নিজ উজ্জ্বল গুণাদির জন্য তিনি সকলেরই প্রিয়  
ছিলেন।

স তু ধর্মপ্রসঙ্গেন মেরোঃ পার্শ্বে মহাগিরেঃ।

তৃণবিন্দুশ্রমঃ গম্ব্যপাবসমুনিপুঙ্গবঃ ৭

‘একবার মুনিবর পুলস্ত্য ধর্মাচরণের জন্য মহাগিরি  
মেরুর নিকটবর্তী রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করবেন  
এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন।

তপস্তপে স ধর্মাত্মা স্বাধ্যায়নিয়তেজিয়ঃ।

গম্ব্যহ্রশ্রমপদং তস্য বিঘ্নং কুর্বন্তি কন্যকাঃ ৮

ঋষিগণকন্যাশ্চ রাজর্ষিতনয়াশ্চ য়াঃ।

ক্রীড়াহ্রশ্রমসশ্চৈব তং দেশমুপশেদিরে ৯

‘তাঁর মন সর্বদাই ধর্মে ব্যাপ্ত থাকত। তিনি ইন্দ্রিয়াদি  
সংযমে রেখে প্রত্যয় বেদের স্বাধ্যায় করতেন এবং  
তপস্যায় রত থাকতেন। কিন্তু কয়েকজন কন্যা তাঁর আশ্রমে  
গিয়ে তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতেন। ঋষি, নাগ এবং  
রাজর্ষিদের কন্যাগণ এবং কিছু অঙ্গরা—প্রায়ই ক্রীড়াচ্ছলে  
তাঁর আশ্রমের দিকে এসে পড়তেন।

সর্বভূষণভোগাদ্ভ্যাদ্ রম্যত্বাৎ কাননস্য চ।

নিজাশ্রমস্ত তং দেশং গম্ব্য ক্রীড়ন্তি কন্যকাঃ ১০

‘সেখানকার উপবন সকল ঋতুতেই উপভোগযোগ্য  
এবং রমণীয় ছিল, তাই এই কন্যাগণ প্রতিদিন সেখানে  
গিয়ে নানাপ্রকার ক্রীড়া করতেন।

লোকস্য রমণীয়ত্বাৎ পুলস্ত্যো যত্র স বিজঃ।

গম্ব্যো বাদয়ন্ত্যশ্চ লাসয়ন্ত্যন্তথৈব চ ১১

কুশলপশ্বিনিস্তস্য বিঘ্নং চক্রুরনিদ্ভিতাঃ

‘মহর্ষি পুলস্ত্য যেখানে বাস করতেন, সেই স্থান তো  
আরোই রমণীয় ছিল, তাই এই সতী-সাক্ষী কন্যাগণ প্রত্যহ  
সেখানে এসে গান করতেন, বাজনা বাজাতেন ও নৃত্য  
করতেন। এইভাবে তাঁরা সেই তপস্বী মুনির তপস্যায় বিঘ্ন

ঘটাতেন।

অথ ক্রষ্টো মহাতেজা বাজহার মহামুনিঃ ১২  
যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্তং ধারয়িষ্যতি।

‘এর ফলে মহাতেজস্বী পুলস্ত্য একদিন কিছুটা রুষ্ট  
হয়ে বলেন—‘কাল থেকে যে কন্যা এইখানে আমার  
দৃষ্টিপথে পড়বেন, তিনি অতি অবশ্যই গর্তধারণ করবেন।  
তান্ত সর্বাঃ প্রতিশ্রুত্যা তস্য বাক্যং মহামুনিঃ ১৩  
ব্রহ্মশাপভয়াদ্ ভীতান্তঃ দেশং নোপচক্রমুঃ।

‘ওই মহামুনি এই কথা শুনে এই সব কন্যা  
ব্রহ্মশাপের ভয়ে সেই স্থানে আসা ছেড়ে দিলেন।

তৃণবিন্দোস্ত রাজর্ষেস্তনয়া ন শৃণোতি তৎ ১৪  
গম্ব্যাহ্রশ্রমপদং তত্র বিচ্যার সুনির্ভয়া।

‘কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা সেই শাপ শুনতে  
পাননি; তাই তিনি পরের দিনও অজান্তে সেই আশ্রমে  
এসে বিচরণ করতে লাগলেন।

ন চাপশ্যচ্চ সা তত্র কাঞ্চিদভাগতাং সখীম্ ১৫

তস্মিন্ কালে মহাতেজাঃ প্রাজাপত্যো মহামুনিঃ।

স্বাধ্যায়মকরোৎ তত্র তপসা ভাবিতঃ স্বয়ম্ ১৬

‘তিনি সেখানে তাঁর কোনো সখীকে দেখলেন না।  
সেই সময় পুণ্যপতির পুত্র মহাতেজস্বী মহর্ষি পুলস্ত্য তাঁর  
তপস্যা থেকে বার হয়ে বেদ অধ্যয়ন করছিলেন।

সা তু বেদশ্রুতিং শ্রুত্বা দৃষ্টা বৈ তপসো নিধিম্।

অভবৎ পাণ্ডুদেহা সা সুব্যঞ্জিতশরীরজা ১৭

‘বেদধ্বনি শুনে সেই কন্যা সেইদিকে গিয়ে  
তপোনিধি শ্রীপুলস্ত্যকে দর্শন করলেন। মহর্ষির দৃষ্টি  
পড়তেই তাঁর শরীর হলুদবর্ণ হয়ে গেল এবং গর্ভলক্ষণ  
প্রকটিত হয়ে উঠল।

বভূব চ সমুষ্টিগা দৃষ্টা তদোষমাশ্রয়ঃ।

ইদং মে কিংক্ৰিতি জাহ্না পিতৃগম্ব্যাহ্রশ্রমে স্থিতা ১৮

‘নিজের শরীরের এই অবস্থা দেখে তিনি ভয় পেয়ে  
গেলেন এবং ‘আমার একী হল?’ এই চিন্তা করতে করতে  
পিতার আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

তাং তু দৃষ্টা তথাভূতাং তৃণবিন্দুরথাত্রবীৎ।

কিং ভ্রমেতত্ত্বদৃশং ধারয়স্যাত্ত্বনো বপুঃ ১৯

‘নিজ কন্যাকে এমন অবস্থায় দেখে তৃণবিন্দু জিজ্ঞাসা  
করলেন—‘তোমার শরীরের এমন অবস্থা কী করে হল?  
তুমি যেভাবে এই শরীরে পরিবর্তন ঘটিয়েছো, এ তোমার  
পক্ষে অযোগ্য এবং অনুচিত।’

সা তু কৃষ্ণাঞ্জলিং দীনা কন্যোবাচ তপোখনম্।



ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্ ॥ ২০  
বেচারী কন্যা হাত জোড় করে তাঁর পিতা তপোধন  
মুনিকে বললেন—‘পিতা ! কেন আমার এমন রূপ হল ?  
আমি এর কারণ বুঝতে পারছি না।

কিং তু পূর্বং গতাস্ম্যাকা মহর্ষের্ভাবিতান্ননঃ।  
পুলস্ত্যস্যাপ্রমং দিব্যমদ্বৈষ্টং স্বসখীজনম্ ॥ ২১

‘কিছুক্ষণ আগে আমি আমার সখীদের অনুসন্ধান  
করার জন্য পবিত্র অন্তঃকরণসম্পন্ন মহর্ষি পুলস্ত্যের  
আশ্রমে গিয়েছিলাম।

ন চ পশ্যামাহং তত্র কাঞ্চিদভাগতাং সখীম্।  
রূপস্য তু বিপর্যাসং দৃষ্ট্বা ত্রাসাদিহাগতা ॥ ২২

‘সেখানে গিয়ে আমি কোনো সখীকেই দেখতে  
পেলাম না। সেই সময় আমার চেহারা বিপরীত রূপ হয়ে  
গেল : তাই দেখে আমি ভীত হয়ে এইখানে চলে এসেছি।’

তৃণবিন্দুস্ত রাজষিষ্টপসা দ্যোতিতপ্রভঃ।  
ধ্যানং বিবেশ তচ্চাপি অপশাদৃষিকর্মজম্ ॥ ২৩

‘রাজর্ষি তৃণবিন্দু তপস্যাসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ  
হয়ে তখনই জানতে পারলেন যে, এসবই মহর্ষি পুলস্ত্যের  
জন্য হয়েছে।

স তু বিজায় তং শাপং মহর্ষের্ভাবিতান্ননঃ।  
গৃহীত্বা তনয়াং গত্বা পুলস্ত্যমিদমব্রবীৎ ॥ ২৪

‘পবিত্রাত্মা মহর্ষির এই শাপের কথা জেনে তিনি  
কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পুলস্ত্যের কাছে গেলেন এবং তাঁকে  
বললেন—

ভগবন্তনয়াং মে ত্বং গুণৈঃ স্বৈরৈব ভূষিতাম্।  
ভিক্ষাং প্রতিগৃহ্যণেমাং মহর্ষে স্বয়মুদাতাম্ ॥ ২৫

‘ভগবন্ ! আমার এই কন্যা নিজগুণেই বিভূষিত।  
মহর্ষে ! আপনি একে অনিচ্ছায় প্রাপ্ত ভিক্ষারূপে গ্রহণ  
করুন।

তপশ্চরণযুক্তস্য শ্রমামাণেন্দ্রিয়স্য তে।  
শুশ্রূষণপর্য নিতাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬

‘আপনি তপস্যায় রত থাকায় হয়তো নিজেকে  
ক্লান্ত অনুভব করে থাকেন ; এ সদা-সর্বদা কাছে থেকে  
আপনার সেবা-শুশ্রূষা করবে, এতে কোনো ব্যতিক্রম  
হবে না।’

তং ব্রূবাণং তু তদ্ বাক্যং রাজর্ষিং ধার্মিকং তদা।

জিহ্মক্ষুরব্রবীৎ কন্যাং বাচমিত্যেব স বিজ্ঞঃ ॥ ২৭  
এমন কথা বলায় ওই ধর্মাত্মাকে দেখে তাঁর কন্যাকে  
গ্রহণ করার ইচ্ছায় সেটি ব্রহ্মর্ষি বললেন—‘ঠিক আছে।’  
দত্ত্বা তু তনয়াং রাজা স্বমাপ্রমপদং গতঃ

সাপি তত্রাবসৎ কন্যা তোসফলী পতিং গুণৈঃ ॥ ২৮  
‘তখন সেটি মহর্ষি পুলস্ত্যকে তাঁর কন্যাদান করে  
ব্রহ্মর্ষি তৃণবিন্দু নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন এবং সেটি  
কন্যা নিজগুণে তাঁর পতিককে সম্বলিত করে সেখানেই বাস  
করতে লাগলেন।

তস্যাস্তু শীলবৃত্তাভ্যাং হৃতোশ মুনিপুঙ্গবঃ।  
প্রীতঃ স তু মহাতেজা বাক্যমৈতদ্ব্যচ ॥ ২৯

‘তাঁর শীল ও সদাচারে সেই মহাতেজস্বী মুনিব  
পুলস্ত্য অত্যন্ত সম্বলিত হয়ে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—

পরিভূষ্টোহস্মি সুশ্রোণি গুণানাং সম্পদা ত্বম্।  
তস্মাদ্ দেবি দদামাদ্য পুত্রমাস্বসমং তব ॥ ৩০  
উভয়োর্বংশকর্তারং পৌলস্ত্য ইতি নিশ্চিন্তম্।

‘সুন্দরি ! আমি তোমার গুণের ঐশ্বর্যে অত্যন্ত প্রসন্ন  
হয়েছি। দেবি ! তাই আজ আমি তোমাকে আমার মতো পুত্র  
প্রদান করছি, যে মাতা ও পিতা উভয় কুলের সম্মানবৃদ্ধি  
করবে এবং পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হবে।

যস্মাৎ তু বিপ্রতো বেদন্তুযোহব্যয়তো মম ॥ ৩১  
তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

‘দেবি ! আমি এখানে বেদাধ্যয়ন করছিলাম, তখন  
তুমি এসে তা বিশেষভাবে শ্রবণ করেছ, তাই তোমার এই  
পুত্র বিশ্রবা বা বিশ্রবণ নামে পরিচিত হবে, এতে সংশয়  
নেই।

এবমুক্তা তু সা দেবী প্রহস্টেনান্তরান্মনা ॥ ৩২  
অচিরেণৈব কালেনাসূত বিশ্রবসং সূতম্।

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যশোবর্মসমধিতম্ ॥ ৩৩  
‘প্রসন্নচিত্তে পতি এই কথা বলায় সেই দেবী অত্যন্ত  
আনন্দের সঙ্গে কালান্তরে বিশ্রবা নামক পুত্রের জন্ম দেন,

যিনি যশ ও ধর্ম সম্পন্ন হয়ে তিন লোকে বিখ্যাত হন।  
শ্রুতিমান্ সমদর্শী চ ব্রতাজররতস্তথা।

পিতের তপসা যুক্তো হ্যভবদ্ বিশ্রবা মুনিঃ ॥ ৩৪  
‘বিশ্রবা মুনি বেদ-বিদ্যান, সমদর্শী, ব্রত-জার

পালনকারী এবং পিতার ন্যায় তেজস্বী হন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতাকাব্যে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥



### তৃতীয়ঃ সর্গঃ (৩)

বিশ্রবা থেকে বৈশ্রবণের (কুবেরের) উৎপত্তি, তাঁর তপস্যা, বরপ্রাপ্তি এবং লঙ্কায় নিবাস

পুত্রঃ পুলস্ত্যস্য বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।  
অতিবৈশ্রব কালেন পিতের তপসি স্থিতঃ ॥ ১  
পুলস্ত্যের পুত্র মুনিবর বিশ্রবা অল্প সময়েই পিতার  
নাম তপস্যার মগ্ন হয়ে গেলেন।

সম্যক শীলবান দান্তঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।  
সভোগেশসংসক্তো নিত্যং ধর্মপরায়ণঃ ॥ ২  
তিনি সত্যবাদী, শীলবান, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়-  
পর, বাহুস্তরে পবিত্র, সমস্ত ভোগে অনাসক্ত এবং  
ধর্ম ধর্মে তৎপর থাকতেন।

জ্ঞাতস্য তু তদ বৃত্তং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।  
দশ বিশ্রবসে ভার্য্যং স্বসূতাং দেববর্ষিনিম্ ॥ ৩  
বিশ্রবার এই উত্তম আচরণ জেনে মহামুনি ভরদ্বাজ  
প্রকট্য—যিনি দেবদ্বন্দ্বার ন্যায় সুন্দরী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে  
বিরহ দিলেন।

প্রজ্ঞা তু ধর্মেণ ভরদ্বাজসূতাং তদা।  
প্রজ্ঞাধিক্যয়া বুদ্ধ্যা শ্রেয়ো হ্যস্য বিচিন্তয়ন্ ॥ ৪  
মুখ্য পরময়া যুক্তেনা বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।  
স তস্য্যং বীৰ্যসম্পন্নমপত্যং পরমাত্মতম্ ॥ ৫  
জন্মায়ামস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈরক্ষণ্ডগৈর্বৃতম্।

যমিষ্টাতে তু সংহৃষ্টঃ স বভূব পিতামহঃ ॥ ৬  
ধর্মজ্ঞ মুনিবর বিশ্রবা অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে ধর্মানুসারে  
জন্মাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন এবং প্রজা-হিত-  
চিন্তাকারী বুদ্ধির দ্বারা লোককল্যাণের চিন্তা করে তিনি তাঁর  
পক্ষে এক অদ্ভুত ও পরাক্রমী পুত্রের জন্ম দিলেন। তাঁর  
বধে সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁর জন্মের  
কাল পিতামহ পুলস্ত্য মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্রেয়স্করীং বুদ্ধিং ধনাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি।  
চাস্যাকরোং প্রীতঃ সার্বং দেবর্ষিভিস্তদা ॥ ৭  
তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন—‘এই বালকের  
বধে জনাতের কল্যাণ করার প্রবৃত্তি এবং পরে ধনাধ্যক্ষ

হওয়ার ক্ষমতা আছে।’ তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দে  
দেবর্ষিদের সঙ্গে তাঁর নামকরণ-সংস্থার করেন।

যস্মাদ্ বিশ্রবসোহপত্যং সাদৃশ্যাদ্ বিশ্রবা ইব।  
তস্মাদ্ বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেব বিপ্রতঃ ॥ ৮

‘তিনি বলেন—‘বিশ্রবার এই পুত্র যেন বিশ্রবারই  
সমকক্ষ ; তাই এই পুত্র বৈশ্রবণ নামে বিখ্যাত হবে।’

স তু বৈশ্রবণস্তত্র তপোবনগতস্তদা।  
অবর্ষতাহতিহতো মহাতেজা যথানলঃ ॥ ৯

কুমার বৈশ্রবণ আত্মতি প্রদানে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়  
সেই তপোবনে বাড়তে লাগলেন এবং মহা তেজসম্পন্ন  
হয়ে উঠলেন।

তস্যাপ্রমপদস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহামুনিঃ।  
চরিত্যো পরমং ধর্মং ধর্মো হি পরমা গতিঃ ॥ ১০

আশ্রমে বাস করার জন্য মহাত্মা বৈশ্রবণের মনেও  
এই চিন্তার জন্ম হয় যে, ‘আমি উত্তম ধর্মাচরণ করব ;  
কারণ ধর্মই হল পরমগতি।’

স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে।  
যজ্ঞিতো নিয়মৈরুগ্রৈশ্চকার সুমহত্তপঃ ॥ ১১

এই চিন্তা করে তিনি তপস্যার জন্য মহাবনের  
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সহস্র বর্ষ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হয়ে  
ভীষণ তপস্যা করলেন।

পূর্ণে বর্ষসহস্রাণ্ডে তং তং বিধিমকল্পয়ৎ।  
জলাশী মারুতাহারো নিরাহারস্তথৈব চ ॥ ১২  
এবং বর্ষসহস্রাণি জম্বুজানোকবর্ষবৎ।

তিনি এক-একটি সহস্রবর্ষ পূর্ণ হলে তপস্যার নব  
নব বিধি গ্রহণ করতেন। প্রথমে তিনি শুধু জলাহার  
করতেন। তারপর বায়ু ভক্ষণ করে থাকতেন ; পরে তিনি  
তা-ও ত্যাগ করেন এবং একেবারে নিরাহারে থাকতেন।  
এইভাবে তিনি কয়েক সহস্রবর্ষ এক বছরের মতো অতিক্রম  
করলেন।

অথ প্রীতো মহাতেজাঃ সৈন্ধৱৈঃ সুরগণৈঃ সহ॥ ১৩  
গত্বা ভস্যশ্রমপদং ব্রহ্মোদং বাক্যমব্রবীৎ।

তখন তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে মহাতেজস্বী শ্রীব্রহ্মা,  
ইন্দ্র আদি দেবতাদের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে পদার্পণ করলেন  
এবং তাঁকে বললেন—

পরিতুষ্টোহস্মি তে বৎস কর্মণানেন সুব্রত॥ ১৪  
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে বরার্হন্তঃ মহামতে।

‘উত্তমব্রত পালনকারী বৎস ! আমি তোমার এই  
ঘোর তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। মহামতে ! তোমার  
ভালো হোক। তুমি বর চাও ; কারণ তুমি বর পাবার  
যোগ্য।’

অথাত্রবীদ্ বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্॥ ১৫  
ভগবঁল্লোকপালত্বমিচ্ছেয়ং লোকরক্ষণম্।

এই কথা শুনে বৈশ্রবণ তাঁর নিকট দণ্ডায়মান  
পিতামহকে বললেন— ‘ভগবন্ ! আমার চিন্তা হল লোক  
রক্ষা করার ; সুতরাং আমি লোকপাল হতে চাই।’

অথাত্রবীদ্ বৈশ্রবণঃ পরিতুষ্টেন চেতসা। ১৬  
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্থং বাদমিতোব হৃষ্টবৎ

বৈশ্রবণের এই কথায় ব্রহ্মার চিন্তে অত্যন্ত আনন্দ  
হল। তিনি সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে  
বললেন— ‘খুব ভালো’।

অহং বৈ লোকপালানাং চতুর্থঃ শ্রেষ্ঠমুদ্যতঃ॥ ১৭  
যমেদ্রবরুণানাং চ পদং যৎ তব চেঙ্গিতম্।

তারপর তিনি বললেন— ‘পুত্র ! আমি চতুর্থ লোকপাল  
সৃষ্টি করতে মনস্থ করেছিলাম। যম, ইন্দ্র এবং বরুণের যে  
পদ প্রাপ্ত, তোমার অতীষ্ট সেইরূপ লোকপাল পদই তুমি  
প্রাপ্ত হবে।

তদ্ গচ্ছ বত ধর্মজ্ঞ নিধীশত্বমবাপুহি॥ ১৮  
শত্রুগান্ধুপয়মানাং চ চতুর্থস্তং ভবিষ্যসি।

‘ধর্মজ্ঞ ! তুমি প্রসন্নতাপূর্বক এই পদ গ্রহণ করো  
এবং অক্ষয় নিধির স্বামী হয়ে যাও। ইন্দ্র, বরুণ ও যমের  
সঙ্গে তোমাকে চতুর্থ লোকপাল বলা হবে।

এতচ্চ পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্যসমিভম্॥ ১৯

প্রতিগৃহীষ যানার্থং ত্রিদশৈঃ সমভ্যঃ ব্রজ।  
‘এই সূর্যসমান তেজস্বী পুষ্পকবিমান নিজের  
ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করো এবং দেবতাদের সমকক্ষ হয়ে  
যাও।

সস্তি তেহস্ত গমিম্যামঃ সর্ব এব যথাগতম্। ২০  
কৃতকৃত্যা বয়াং তাত দদ্বা তব পরমায়ম্।

‘তাত ! তোমার কল্যাণ হোক। আমরা এগার  
সকলে যেমন এসেছিলাম, তেমনভাবে ফিরে যাব।  
তোমাকে এই দুটি বর দিয়ে আমরা নিজের কৃতকৃত্য  
মনে করছি।’

ইত্যুক্তা স গতৌ ব্রহ্মা স্বহানং ত্রিদশৈঃ সহ। ২১  
গতেষু ব্রহ্মপূর্বেষু দেবেষু নভস্তলম্।  
ধনেশঃ পিতরঃ প্রাহ প্রাজ্ঞলিঃ প্রয়াতস্ববান্। ২২  
ভগবঁল্লোকপালশ্চি - বরমিষ্টং পিতামহাং

এই কথা বলে শ্রীব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে নিজ স্থানে  
গমন করলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আকাশপথে গমন  
করলে, ধনাধ্যক্ষ কুবের—যিনি নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপে  
বশ করেছিলেন পিতাকে হাতজোড় করে বললেন—  
‘ভগবন্ ! আমি পিতামহ শ্রীব্রহ্মার থেকে মনোবাঞ্ছিত  
ফল প্রাপ্ত করেছি।

নিবাসনং ন মে দেবো বিদধে স প্রজাপতিঃ॥ ২৩  
তং পশ্য ভগবন্ কঞ্চিরিবাসং সাধু মে প্রভো।

ন চ পীড়া ভবেদ্ যত্র প্রাণিনো যস্য কস্যচিৎ। ২৪

‘কিন্তু প্রজাপতিদেব আমার জন্য কেনে  
নিবাসস্থলের ব্যবস্থা করেননি। অতএব ভগবন্ ! আপনিই  
আমার থাকার যোগ্য এমন স্থানের সম্ভান দিন, যা সর্বভাবে  
উপযুক্ত হয়। প্রভো ! সেই স্থান যেন এমন হয়, যেখানে  
বাস করলে কোনো প্রাণী কষ্ট না পায়।’

এবমুক্তস্ত পুত্রোণ বিশ্ববা মুনিপুঙ্গবঃ  
বচনং প্রাহ ধর্মজ্ঞ প্রায়তামিতি সত্তম ২৫

দক্ষিণস্যোদধেষ্ঠীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ  
তস্যাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা। ২৬

পুত্র এই কথা বলায় মুনিবর বিশ্ববা বলেন— ‘ধর্মজ্ঞ।

পারশিযোমনি ! শোনো ! দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ত্রিকূট নামক  
পর্বত আছে, যা দেবরাজ ইন্দের অমরাবতীর সমান  
সুভাস্পন্ন, তার শিখরে এক বিশাল পুরী বিদ্যমান।  
তা নাম পুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মা  
নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্যামরানভী ॥ ২৭

তার নাম লঙ্কা। বিশ্বকর্মা ইন্দের অমরাবতীর সমান  
এ জমীর পুরী নির্মাণ করেছেন রাক্ষসদের বসবাসের  
জন্য।

সু হং বস ভদ্রং তে লঙ্কায়াং নাত্র সংশয়ঃ

যশাকারপরিখা যন্ত্রশস্ত্রসমাবৃতা ॥ ২৮

পুত্র ! তোমার কল্যাণ হোক। তুমি নিঃসন্দেহে  
লঙ্কায় গিয়ে থাকো। তার চতুর্দিক স্বর্ণনির্মিত প্রাচীর  
দ্বারা পরিবেষ্টিত।

লঙ্কা পুরী সা হি রক্ষসৈবদূর্য্যতোরণা।

রাক্ষসঃ সা পরিত্যক্তা পুরা বিষ্ণুভয়াদিতৈঃ ॥ ২৯

সেই পুরী অত্যন্ত রমণীয়। তার দ্বার স্বর্ণ ও নীলা  
দ্বারা নির্মিত। পূর্বে ভগবান বিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত হয়ে  
রাক্ষসরা এই পুরী ত্যাগ করেছিল।

স্মা রক্ষোগণৈঃ সর্বৈ রসাতলতলং গতৈঃ।

স্মা সম্প্রতি লঙ্কা সা প্রভুস্তস্যা ন বিদ্যতে ॥ ৩০

সেই সব রাক্ষস রসাতলে চলে গেছে, তাই  
লঙ্কা পুরী শূন্য হয়ে গেছে। এখনও তা শূন্যই, কোনো  
গতি নেই।

স হং তত্র নিবাসায় গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্।

নির্দোষস্তত্র তে বাসো ন বাধস্তত্র কস্যচিৎ ॥ ৩১

অতএব পুত্র ! তুমি সেখানে বাস করার জন্য সুখে  
মন করো। সেখানে বসবাস করতে কোনো অসুবিধা বা  
সঙ্কোচ নেই এবং কোনো বাধা-বিঘ্ন আসবে না।

এতজুহু স ধর্মাত্মা ধর্মিষ্ঠঃ বচনং পিতুঃ।  
নিবাসগাম্যাস তদা লঙ্কাং পর্বতমূর্ধনি ॥ ৩২

পিতার এই ধর্মযুক্ত কথা শুনে ধর্মাত্মা বৈশ্রবণ ত্রিকূট  
পর্বতের শিখরে নির্মিত লঙ্কাপুরীতে নিবাস করতে  
লাগলেন।

নৈর্ঝতানাং সহস্রৈস্ত হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈঃ সদা।

অচিরেণৈব কালেন সম্পূর্ণা তস্য শাসনাৎ ॥ ৩৩

তিনি নিবাস করায় কিছু দিনের মধ্যেই সেই পুরী  
সহস্র সহস্র হৃষ্ট পুষ্ট রাক্ষসে ভরে গেল। তাঁর আদেশে  
রাক্ষসগণ সেখানে এসে আনন্দে বসবাস করতে লাগল।

স তু তত্রাবসৎ প্রীতো ধর্মাত্মা নৈর্ঝতবভঃ।

সমুদ্রপরিখায়াং স লঙ্কায়াং বিশ্রবাক্ষজঃ ॥ ৩৪

খালরূপী সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই লঙ্কাপুরীতে  
বিশ্রবার ধর্মাত্মাপুত্র বৈশ্রবণ রাক্ষসদের রাজা হয়ে অতি  
প্রসন্নতাসহ নিবাস করতে লাগলেন।

কালে কালে তু ধর্মাত্মা পুষ্পকেশ ধনেশ্বরঃ।

অভ্যাগচ্ছদ্ বিনীতাক্ষা পিতরং মাতরং চ হি ॥ ৩৫

ধর্মাত্মা ধনেশ্বর সময়মতো পুষ্পকবিমানে করে তাঁর  
মাতা পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তাঁর হৃদয়  
অত্যন্ত বিনীত ছিল।

স দেবগন্ধর্বগণৈরভিষ্ট-  
স্তথাক্সারোনৃত্যবিভূষিতালয়ঃ ।

গভস্তিভিঃ সূর্য ইবাবভাসয়ন্

পিতুঃ সমীপং প্রযায়ৌ স বিস্তপঃ ॥ ৩৬

দেবতা ও গন্ধর্ব তাঁর স্তুতি করতেন। তাঁর সুন্দর ভবন  
অঙ্গরাদের নৃত্যে সুশোভিত হতো। সেই ধনপতি কুবের  
একবার স্ব-প্রকাশিত সূর্যের ন্যায় সর্বভাবে জ্যোতি ছড়িয়ে  
পিতার নিকট গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥



## চতুর্থঃ সর্গঃ (৪)

রাক্ষসবংশের বর্ণনা—হেতি, বিদ্যাৎকেশ ও সুকেশের উৎপত্তি

শ্রদ্ধাগন্তোরিতঃ বাক্যঃ রামো বিস্ময়মাগতঃ।

কথমাসীৎ তু লঙ্কায়াঃ সম্ভবো রক্ষসাং পুরা॥ ১

অগস্ত্যমুনির এই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, রাক্ষসকুলের উৎপত্তি তো মুনিবর বিশ্ববা থেকেই মনে করা হয়। যদি তাঁরও পূর্ব লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসেব অবস্থান ছিল, তবে তাদের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল।

ততঃ শিরঃ কম্পয়িত্বা ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহম্।

তমগস্ত্যঃ মুহুর্দষ্টা স্ময়মানোহভাষত॥ ২

আশ্চর্য হয়ে শ্রীরামচন্দ্র মাথা নত করে ত্রিবিধ অগ্নির সমান তেজস্বী শ্রীঅগস্ত্যকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করে মৃদু হাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—

ভগবন্ পূর্বমশোষা লঙ্কাহংসীৎ পিশিতাশিনাম্।

শ্রদ্ধেদং ভগবদ্বাক্যং জাতো মে বিস্ময়ঃ পরঃ॥ ৩

‘ভগবন্ ! কুবের এবং রাবণের পূর্বেও এই লঙ্কাপুরী মাংসাহারী রাক্ষসদের অধিকারে ছিল, আপনার কাছে এই বিষয় জেনে আমি অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করছি।

পুলস্ত্যবংশাদুদ্ভূতা রক্ষসা ইতি নঃ শ্রুতম্।

ইদানীমন্যত্চাপি সম্ভবঃ কীর্তিতত্বয়া॥ ৪

‘আমরা তো এই কথাই শুনেছি যে, রাক্ষসদের উৎপত্তি হয়েছে শ্রীপুলস্ত্যের কুল থেকে ; কিন্তু এখন আপনি অন্য কোনো কুল থেকে রাক্ষসদের প্রাদুর্ভাবের কথা বলছেন।

রাবণাৎ কুম্ভকর্ণাশ্চ প্রহস্তাদ্ বিকটাদপি

রাবণস্য চ পুত্রোভ্যাঃ কিং নু তে বলবত্তরাঃ॥ ৫

‘এরা কি আগের রাক্ষস-রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণপুত্রদের থেকেও বেশি বলশালী ছিল ? ক এঘাৎ পূর্বকো ব্রহ্মান্ কিম্যমা চ বলোৎকটঃ

অপরাধং চ কং প্রাপ্য বিষ্ণুনা দ্রাবিতাঃ কথম্॥ ৬

‘ব্রহ্মান্ ! তাদের পূর্বপুরুষ কে ছিল এবং সেই ভয়ানক অতি বলশালী পুরুষের নাম কী ? ভগবান বিষ্ণু সেই রাক্ষসদের কোন অপরাধে এবং কীভাবে তাঁদের লঙ্কা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ?

এতদ্ বিস্তরতঃ সর্বং কথয়ন্ত মমানঘ।

কুতুহলমিদং মহাং নুদ আনুৰ্থথা তমঃ॥ ৭

‘নিষ্পাপ মহর্ষে ! আপনি এসব আমাকে বিস্তারিত ভাবে বলুন। এজনা আমার মনে অত্যন্ত কৌতুহল হচ্ছে, সূর্যদেব যেমন আঁধার দূর করেন, সেইভাবে আপনি আমার কৌতুহল নিবারণ করুন।’

রাঘবস্য বচঃ শ্রদ্ধা সংস্কারালঙ্কৃতং শুভম্।

অথ বিস্ময়মানস্তমগস্ত্যঃ প্রাহ রাঘবম্॥ ৮

শ্রীরঘুনাথের এই বাণী পদসংস্কার, বাক্যসংস্কার ও অর্থসংস্কার দ্বারা অলংকৃত ছিল। তা শুনে শ্রীঅগস্ত্য এই ভেবে খুবই বিস্মিত হলেন যে, ‘ইনি সর্বজ্ঞ হয়েও অজ্ঞানের মতো আমার কাছে জানতে চাইছেন। তারপর তিনি শ্রীরামকে বললেন—

প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্টা অপঃ সলিলসম্ভবঃ।

তাসাং গোপায়নে সত্বানসৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ॥ ৯

‘রঘুনন্দন ! জলে প্রকটিত কমল থেকে উৎপন্ন প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা পূর্বে সমুদ্রগত জল সৃষ্টি করে তার রক্ষার জন্য নানাপ্রকার জলজন্তু উৎপন্ন করেন।

তে সত্ত্বাঃ সত্ত্বকর্তারং বিনীতবদুপহিতাঃ

কিং কুর্ম ইতি ভাষন্তঃ ক্ষুৎপিপাসাতয়াদিতাঃ॥ ১০

‘সেইসব জন্তু ক্ষুৎ-পিপাসার ভয়ে পীড়িত হয়ে ‘এবার আমরা কী করি’ এরূপ আলোচনা করতঃ বিনীতভাবে জন্মদাতা শ্রীব্রহ্মার কাছে গেলে।

প্রজাপতিস্ত তান্ সর্বান্ প্রতাহ প্রহসমিবা।

আভাষ্য বাচা যত্নেন রক্ষস্বমিতি মানদ॥ ১১

‘অপরকে সম্মানপ্রদানকারী রঘুবীর ! তাদের আসতে দেখে প্রজাপতি তাদের সন্তোষিত করে হেসে বললেন— ‘জল-জন্তুগণ ! তোমরা যত্ন সহকারে এই জলকে রক্ষা করো।’

রক্ষাম ইতি তত্রানৈর্যক্ষাম ইতি চাপরৈঃ।

ভুক্তিতাভুক্তিতৈরুত্তরতত্ত্বানাং ভূতকৃৎ॥ ১২

‘এই সব জন্তু ক্ষুৎ-পিপাসার্ত ছিল। তাদের মধ্যে কেউ বলল— ‘আমরা এই জল রক্ষা করব।’ আর অন্যেরা বলল— ‘আমরা এর যক্ষণ (পূজা) করব’, তখন সেই ভূতদেবের সৃষ্টিকারী প্রজাপতি তাঁদের বললেন—

ইতি যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ।  
 ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবন্তু বঃ॥ ১৩  
 'তোমাদের মধ্যে যারা রাক্ষস করার কথা বলেছে,  
 তারা রাক্ষস নামে প্রসিদ্ধ হও আর যারা যক্ষণ (পূজা)  
 করতে ইচ্ছুক, তারা যক্ষ নামেই বিখ্যাত হবে। (এই ভাবে  
 এই সব জীব, রাক্ষস ও যক্ষ নামে— এই দুই জাতিতে  
 বিভক্ত হয়ে গেল)।  
 তত্র হেতিঃ প্রহেতিচ্চ ভ্রাতরৌ রাক্ষসাধিপৌ।  
 যুক্তৈতসংকাশৌ বভূবতুরনিন্দমৌ॥ ১৪  
 'সেই রাক্ষসদের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে দুই  
 ভাই ছিলেন, যারা সমস্ত রাক্ষসদের অধিপতি ছিলেন।  
 শুল্কদান করতে সক্ষম এই দুই বীর মধু ও কৈটভের সমান  
 শক্তিশালী ছিলেন।  
 প্রহেতির্মারিকস্তত্র তপোবনগতস্তদা।  
 হেতির্গরক্রিয়ার্থে তু পরং যজ্ঞমথাকরোৎ॥ ১৫  
 'তাদের মধ্যে প্রহেতি ছিলেন ধর্মাত্মা; সুতরাং তিনি  
 তখনই তপোবনে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। আর  
 হেতি নিজের বিবাহের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।  
 স কালভগিনীং কন্যাং ভয়াং নাম মহাভয়াম্।  
 উনবহদমেয়াত্মা স্বয়মেব মহামতিঃ॥ ১৬  
 'তিনি ছিলেন অতিশয় আত্মবলসম্পন্ন এবং অত্যন্ত  
 বুদ্ধিমান তিনি নিজেই উদ্যোগ করে কালের কুমারী ভগিনী  
 আর সঙ্গে বিবাহ করেন। ভয়া ছিলেন অত্যন্ত ভয়ানক।  
 স ভয়াং জনয়ামাস হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ।  
 পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠো বিদ্যুৎকেশমিতি শ্রুতম্॥ ১৭  
 'রাক্ষসরাজ হেতি ভয়ার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন  
 করেন; সেই পুত্র বিদ্যুৎকেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁকে  
 জন্ম দেওয়ায় হেতিকে পুত্রবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানা হত।  
 বিদ্যুৎকেশো হেতিপুত্রঃ স দীপ্তার্কসমপ্রভঃ।  
 বাবর্ধত মহাতেজাজ্যোয়মখা ইবানুজম্॥ ১৮  
 'হেতিপুত্র বিদ্যুৎকেশ দীপ্তিমান সূর্যের ন্যায়  
 প্রকাশিত হতেন। সেই মহাতেজস্বী বালক জলে কমলের  
 ন্যায় দিন-দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।  
 স যদা যৌবনং ভদ্রমনুপ্রাপ্তো নিশাচরঃ।  
 ততো দারক্রিয়াং তস্য কর্তুং বাবসিতঃ পিতা॥ ১৯  
 'নিশাচর বিদ্যুৎকেশ যখন বড় হয়ে উত্তম যুবক  
 হলেন, তখন তাঁর পিতা রাক্ষসরাজ হেতি পুত্রের বিবাহ  
 দেওয়া দ্বিধা করলেন।

সন্ধ্যাদুহিতরং সোহথ সন্ধ্যাতুল্যাং প্রভাবতঃ।  
 বরয়ামাস পুত্রার্থং হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥ ২০  
 'রাক্ষসরাজ শিরোমণি হেতি পুত্রের বিবাহের জন্য  
 সন্ধ্যার কন্যা—যাঁর প্রভাব মাতা সন্ধ্যারই সমান ছিল, তাঁকে  
 বরণ করলেন  
 অবশ্যমেব দাতব্যা পরস্মৈ সেতি সন্ধ্যা।  
 চিত্তয়িত্বা সূতা দত্তা বিদ্যুৎকেশায় রাঘবঃ॥ ২১  
 'রঘুনন্দন! সন্ধ্যা ভাবলেন যে— 'কন্যার বিবাহ  
 কারও সঙ্গে তো দিতেই হবে, তাহলে এর সঙ্গে দেই না  
 কেন?' এই চিন্তা করে তিনি নিজের কন্যার সঙ্গে বিদ্যুৎ  
 কেশের বিবাহ দিলেন।  
 সন্ধ্যায়ান্তনয়াং লঙ্কা বিদ্যুৎকেশো নিশাচরঃ।  
 রমতে স ভয়া সার্বং পৌলোম্যা মঘবানিব॥ ২২  
 'সন্ধ্যার কন্যাকে পেয়ে নিশাচর বিদ্যুৎকেশ তাঁর  
 সঙ্গে এমনভাবে বিহার করতে থাকলেন, যেমন দেবরাজ  
 ইন্দ্র পুলোমপুত্রী শচীর সঙ্গে বিহার করতেন।  
 কেনচিৎকথং কালেন রাম সালকটকটা।  
 বিদ্যুৎকেশাদ্ গর্ভমাপ ঘনরাজিরিবার্ণবাৎ॥ ২৩  
 'শ্রীরাম! সন্ধ্যার সেই পুত্রীর নাম ছিল  
 সালকটংকটা। কিছু কাল পরে তিনি বিদ্যুৎকেশ হতে তেমন  
 ভাবেই গর্ভ ধারণ করেন, যেমন মেঘমালা সমুদ্র থেকে  
 জল গ্রহণ করে।  
 ততঃ সা রাক্ষসী গর্ভং ঘনগর্ভসমপ্রভম্।  
 প্রসূতা মন্দরং গজা গঙ্গা গর্ভমিবাগ্নিজম্।  
 সমুৎসৃজ্য তু সা গর্ভং বিদ্যুৎকেশরতর্ধিনী॥ ২৪  
 'তারপর সেই রাক্ষসী মন্দরচলে গিয়ে বিদ্যুৎসম  
 এক কাক্তিমান বালকের জন্ম দেন, যেন গঙ্গা দ্বারা অগ্নিসম  
 বিচ্ছুরিত ভগবান শিবের তেজঃস্বরূপ গর্ভকে (কুমার  
 কার্তিককে) উৎপন্ন করা। সেই নবজাত শিশুকে সেখানে  
 রেখেই সে বিদ্যুৎকেশের সঙ্গে রতিক্রিয়ার জন্য চলে  
 গেল।  
 রেমে তু সার্বং পতিনা বিস্মৃতা সূতমাত্রজম্।  
 উৎসৃষ্টস্ত তদা গর্ভো ঘনশব্দসমম্বনঃ॥ ২৫  
 'নিজের পুত্রকে ভুলে গিয়ে সালকটংকটা পতির  
 সঙ্গে বিহার করতে লাগল। এদিকে তার ছেড়ে আসা সেই  
 নবজাত পুত্র মেঘের মতো গভীর গর্জন করতে লাগল।  
 তয়োৎসৃষ্টঃ স তু শিশুঃ শরদর্কসমদ্যুতিঃ।  
 নিখার্যাস্যে স্বয়ং মুষ্টিং রুরোদ শনকৈস্তদা॥ ২৬



‘তার শরীর শরৎকালের সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলিত  
হচ্ছিল। মাতা দ্বারা পবিত্র হস্তে সেই শিশু নিজেই তার মুষ্টি  
মুখে পুরে ধীরে ধীরে কাঁদতে লাগল।

ততো বৃষভমাছায় পার্বত্যা সহিতঃ শিবঃ।  
বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈ শুশ্রাব রুদিতশ্বনম্ ॥ ২৭

‘সেই সময় ভগবান শংকর পার্বতীর সঙ্গে বৃষভে  
আরোহণ করে আকাশ পথে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বালকের  
কান্নার ধ্বনি শোনেন।

অপশ্যদুময়া সার্থং রুদন্তং রাক্ষসাত্মজম্।  
কারুণ্যভাবাৎ পার্বত্যা ভবজ্জিপুরসূদনঃ ॥ ২৮

তং রাক্ষসাত্মজং চক্রে মাতুরেব বয়ঃসমম্।  
‘কান্না শুনে পার্বতী সহ শিব সেই ক্রন্দনরত রাক্ষস  
কুমারকে দেখলেন। তার সেই নির্মম অবস্থা দেখে মাতা  
পার্বতীর হৃদয়ে করুণার স্রোত উথলে উঠল এবং তাঁর  
প্রেরণায় ত্রিপুরসূদন ভগবান শিব সেই রাক্ষস বালককে  
তার মাতার সমকক্ষ যৌবনে পদার্পণ করিয়ে দিলেন।

অমরং চৈব তং কৃতা মহাদেবোহক্ষরোহব্যয়ঃ ॥ ২৯

পূরমাকাশগং প্রাদাৎ পার্বত্যাঃ প্রিয়কামায়া।

‘শুধু তাই নয়, পার্বতীকে খুশি করার জন্য অবিনাশী

এবং নির্বিকার ভগবান মহাদেব সেই বালককে অমর করে  
তার থাকার জন্য একটি নগরের সমান আকাশচরী বিমান  
অর্পণ করলেন

উময়াপি বরো দত্তো রাক্ষসীনাং নৃপাঙ্কজঃ ৩১  
সদ্যোপলব্ধির্গর্ভস্য প্রসূতিঃ সদা এন চ।

সদ্য এন বয়ঃপ্রাপ্তিঃ মাতুরেব বয়ঃসমম্ ৩২  
‘রাজকুমার ! পার্বতীও এই বরদান করলেন যে,  
এখন থেকে রাক্ষসীগণ শীঘ্রই গর্ভধারণ করবে, শীঘ্র  
প্রসব করবে এবং তাঁদের জন্ম দেওয়া পুত্র তখনই বয়ঃসম  
মাতার সমান অবস্থা প্রাপ্ত হবে।

ততঃ সুকেশো বরদানগর্ভিতঃ  
প্রিয়ং প্রভোঃ প্রাপ্য হরস্য পার্থতঃ।

চচার সর্বত্র মহান্ মহামতিঃ  
খগং পুরং প্রাপ্য পুরন্দরো যথা ॥ ৩৩

‘বিদ্যাকেশের এই পুত্র সুকেশ নামে প্রসিদ্ধ হয়। সে  
অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। ভগবান শংকর থেকে বরলাভ করে  
সে অত্যন্ত গর্ভিত হয় এবং পরমেশ্বরের কাছ থেকে অমৃত  
সম্পত্তি এবং আকাশচরী বিমান প্রাপ্ত হয়ে দেবরাজ  
‘ইন্দ্রের ন্যায় অবাধ-গতিতে সর্বত্র বিচরণ করতে থাকে’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত। ৪।

## পঞ্চমঃ সর্গঃ (৫)

সুকেশের পুত্র মাল্যবান, সুমালী ও মালীর সন্তানদের বর্ণনা

সুকেশঃ ধার্মিকঃ দুষ্টা বরলব্ধঃ চ রাক্ষসম্।  
গ্রামণীনাম গন্ধর্বো বিশ্বাবসুসমপ্রভঃ ॥ ১

তস্য দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীনিবান্ধজা।  
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা রূপযৌবনশালিনী ॥ ২

তাং সুকেশায় ধর্মান্মা দদৌ রক্ষঃপ্রিয়ং যথা।  
(শ্রীঅগস্ত্য বললেন— রঘুনন্দন) ! তারপর একদিন  
বিশ্বাবসুর সমান তেজস্বী গ্রামণী নামক গন্ধর্ব রাক্ষস  
সুকেশকে ধর্মান্মা এবং বরপ্রাপ্ত বৈভবসম্পন্ন দেখে নিজ  
কন্যা দেববতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। সেই কন্যা  
দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় দিব্য রূপ, যৌবন সুশোভিত এবং

ত্রিলোক বিখ্যাত ছিলেন। ধর্মান্মা গ্রামণী রাক্ষসের  
মূর্তিমতী রাজলক্ষ্মীসম দেববতীকে সুকেশের হাতে সমর্পণ  
করলেন।

বরদানকৃতৈশ্বর্যং সা তং প্রাপ্য পতিং প্রিয়ম্ ৩  
আসীদ্ দেববতী তুষ্টা ধনং প্রাপ্যোব নির্ধনা।  
বরদানে প্রাপ্ত ঐশ্বর্যসম্পন্ন প্রিয়তম পতি লাভ করে  
দেববতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, যেন কোনো দরিদ্র ব্যক্তি প্রভূত  
ধনরাশি লাভ করেছে।

স তয়া সহ সংযুক্তো ররাজ রজনীচরঃ ৪  
অজ্ঞানাদভিনিদ্রাস্তঃ করেণেব মহাগজঃ



কেমন অজ্ঞান নামক দিগ্গজ থেকে উৎপন্ন কোনো  
হুগ্গজ কোনো হস্তিনীর সঙ্গে শোভা পায়, তেমনই সেই  
রাক্ষস গন্ধর্ব-কন্যা দেববতীর সঙ্গে শোভায়মান  
হইলেন।

কালে সুকেশস্ত জনয়ামাস রাঘব ॥ ৫  
পুত্রোজ্জনয়ামাস ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহান্।

রঘুনন্দন ! তারপর সময়মতো সুকেশ দেববতীর  
হৃৎ তিন পুত্রের জন্ম দেন, যাঁরা তিন<sup>(১)</sup> অগ্নিসম তেজস্বী  
হিলেন।

লোকঃ সুমালিঃ চ মালিঃ চ বলিনাঃ বরম্ ॥ ৬  
শিখিনেত্রসমান্ পুত্রান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসাধিপঃ।

তাদের নাম হল— মালাবান, সুমালী এবং মালী।  
শক্তি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বলশালী। এঁরা তিনজনই ছিলেন  
ত্রৈলোক্যবাহী মহাদেবের সমান শক্তিশালী সেই তিনজন  
রাক্ষসপুত্রদের দেখে রাক্ষসবাজ সুকেশ অত্যন্ত প্রসন্ন  
হুগেন।

হ্রো লোকা ইবাবাগ্রাঃ হিতাজ্জয় ইবাগ্নয়ঃ ॥ ৭  
হ্রো মগ্না ইবাতুগ্নাত্ময়ো ঘোরা ইবাময়াঃ।

এঁরা ত্রিলোকের ন্যায় সুস্থির, তিন অগ্নির মতো  
তেজস্বী, তিন মন্ত্ৰের সমান (শক্তিশালী, অথবা বেদের  
ন্যায়) উগ্র এবং তিন রোগের সমান অত্যন্ত ভয়ংকর  
হিলেন।

হ্রো সুকেশস্য সূতাত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ ॥ ৮  
বিক্রিমগমংস্তত্র ব্যাধয়োপেক্ষিতা ইব।

সুকেশের এই তিন পুত্র ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী  
হিলেন। তাঁরা সেখানে এইভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন,  
যেমন উপেক্ষাবশত চিকিৎসা না করলে রোগ বৃদ্ধি পায়।

কপ্ৰাপ্তিঃ পিতৃস্তে তু জ্ঞাত্বৈশ্বর্যং তপোবলাৎ ॥ ৯  
কপ্ৰাপ্তং গতা মেরুং শ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।

এঁরা তিনজন যখন জানলেন যে, আমাদের পিতা  
তপস্যার দ্বারা বরদান ও ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি করেছেন, তখন তাঁরা  
তিন ভাই তপস্যা করার জন্য মেরুপর্বতে চলে গেলেন।

হ্রো নিয়মান্ ঘোরান্ রাক্ষসা নৃপসত্তম ॥ ১০

বিচেরক্কে তপো ঘোরং সর্বভূতভয়াবহম্।

নৃপশ্রেষ্ঠ ! সেই রাক্ষসেরা ভয়ংকর নিয়মাদি গ্রহণ  
করে ঘোর তপস্যায় ব্যাপৃত হলেন। তাঁদের সেই তপস্যা  
সমস্ত প্রাণীর পক্ষে তীতি প্রদানকারী ছিল।

সত্যার্জবশমোপেতৈস্তপোভির্ভূবি দুর্লভৈঃ ॥ ১১  
সজাপয়ন্তীঃ শ্লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্।

পৃথিবীতে যা দুর্লভ—সেই সত্য, সরলতা, শম-দম  
ইত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে তাঁরা তপস্যার দ্বারা দেবতা,  
অসুর ও মানবজাতি সহ ত্রিলোককে সন্তপ্ত করতে  
লাগলেন।

ততো বিভূশ্চতুর্ভজো বিমানবরমাস্রিতঃ ॥ ১২  
সুকেশপুত্রানামগ্ন্য বরদোহস্মীত্যভাবত।

তখন চতুর্ভুজ বিশিষ্ট ভগবান ব্রহ্মা একটি শ্রেষ্ঠ  
বিমানে করে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সুকেশের  
পুত্রদের সম্বোধন করে বললেন— ‘আমি তোমাদের বর  
প্রদান করতে এসেছি’।

ব্রহ্মাণং বরদং জ্ঞাত্বা সৌভ্রদৈর্দেবগণৈর্বৃতম্ ॥ ১৩  
উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্বে বেপমানা ইব ক্রমাঃ।

ইন্দ্রাদি দেবতা পরিবৃত হয়ে বরপ্রদায়ক শ্রীব্রহ্মা  
এসেছেন জেনে তাঁরা সকলে হাত জোড় করে বৃক্ষের ন্যায়  
কম্পমান হয়ে বললেন—

তপসাঃহর্যাদিতো দেব যদি নো দিশসে বরম্ ॥ ১৪  
অজেষ্যাঃ শত্রুহন্তারস্তথৈব চিরজীবিনঃ।

প্রভবিষ্বো ভবামেতি পরম্পরমনুব্রতাঃ ॥ ১৫

‘দেব ! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় আরাধিত ও  
সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহলে এমন কৃপা  
করুন, যাতে আমাদের কেউ পরাস্ত করতে না পারে,  
আমরা যেন সকল শত্রুদেরই বধ করতে সক্ষম, চিরজীবী  
এবং প্রভাবশালী হই। সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যে যেন  
প্রেম-প্রীতি বজায় থাকে।’

এবং ভবিষ্যতেতুঙ্ক সুকেশতনয়ান্ বিভুঃ।  
স যযৌ ব্রহ্মলোকায় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণবৎসলঃ ॥ ১৬  
একথা শুনে শ্রীব্রহ্মা বললেন— ‘তোমরা তেমনই

(১) গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি।

(২) প্রভূক্তি, উৎসাহ শক্তি এবং মগ্ন শক্তি—এই তিন শক্তি।

(৩) ঋগ্, সাম, যজু—এই তিন বেদ।

(৪) বাত, পিত্ত ও কফ—এগুলির প্রকোপে উৎপন্ন হওয়া তিন প্রকার রোগ।

হবে।' সুকেশের পুত্রদের এই কথা বলে ব্রাহ্মণবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

বরং লঙ্কা তু তে সর্বে রাম রাত্রিঃ চরাভদ্রা।

সুরাসুরান্ প্রবাসন্তে বরদানসুনির্ভয়াঃ ॥ ১৭

শ্রীরাম ! বরপ্রাপ্ত হয়ে এই নিশাচরগণ সেই বরে অভ্যস্ত নির্ভয় হয়ে দেবতা ও অসুরদের অভ্যস্ত কষ্ট দিতে আরম্ভ করল।

তৈর্ব্যাহমানাস্ত্রিদশাঃ সর্ষিসজ্জাঃ সচারণাঃ।

ত্রাতারং নাথিগচ্ছন্তি নিরয়স্থা যথা নরাঃ ॥ ১৮

তাদের দ্বারা দেওয়া কষ্টে দেবতা, ঋষিগণ ও চারণগণ নরকে পতিত মানুষের মতো নিজেদের কোনো রক্ষক বা সাহায্যকারী খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

অথ তে বিশ্বকর্মাণঃ শিল্পিনাং বরমবায়ম্।

উচুঃ সমেতা সংহৃষ্টা রাক্ষসা রঘুসত্তম ॥ ১৯

রঘুবংশশিরোমণে ! একদিন তাঁরা শিল্প-কর্মের জ্ঞাতা শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে হর্ষ ও উৎসাহ ভরে এই কথা বললেন—

ওজস্তেজোবলবতাং মহতামাশ্রতেজসা।

গৃহকর্তা ভবানেব দেবানাং হৃদয়েক্ষিতম্ ॥ ২০

অস্মাকমপি তাবৎ ত্বং গৃহং কুরু মহামতে।

হিমবন্তমুপাশ্রিতা মেরুং মন্দরমেব বা ॥ ২১

মহেশ্বরগৃহপ্রথাং গৃহং নঃ ক্রিয়তাং মহৎ।

‘মহামতে ! যাঁরা ওজঃ, তেজ এবং শক্তিতে অতিশয় বলবান—সেই দেবতাদের জন্য আপনি তাঁদের মনোবাঞ্ছিত ভবনের নির্মাণ করে থাকেন, সুতরাং আপনি আমাদের জন্যও হিমালয়ে বা মেরুতে অথবা মন্দরাচলে গিয়ে ভগবান শঙ্করের দিব্য ভবনের ন্যায় এক বিশাল নিবাসস্থান তৈরি করে দিন।’

বিশ্বকর্মা ততস্তেষাং রাক্ষসানাং মহাভুজঃ ॥ ২২

নিবাসং কথয়ামাস শত্রুসোবামরাবতীম্।

এই কথা শুনে মহাবাহু বিশ্বকর্মা সেই রাক্ষসদের জন্য এমন একটি নিবাসস্থলের ঠিকানা দিলেন যে, যা ইন্দ্রের অমরাবতীকেও লঙ্কা প্রদানকারী ছিল।

দক্ষিণসোদখেষ্ঠীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ ॥ ২৩

সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরঃ।

(তিনি বললেন)—‘রাক্ষসপতিগণ ! দক্ষিণে সমুদ্রতটে ত্রিকূট নামক এক পর্বত আছে এবং দ্বিতীয় সুবেল নামে বিখ্যাত শৈল আছে।

শিখরে তসা শৈলস্য মধ্যমেহুদনমিভে ২৪  
শকুনৈরপি দুস্ত্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নচতুর্দিশি।  
ত্রিংশদুয়োজনবিন্ধীর্ণা শতযোজনমায়তা ২৫

স্বর্ণপ্রাকারসংবীভা হেমভোরণসংবৃত্তা ২৬

ময়া লঙ্কেতি নগরী শত্রুজ্ঞেয়ন নির্মিতা ২৭

‘সেই ত্রিকূট পর্বতের মধ্যম শিখর ঘন সবুজ তেজস

জন্য, যা মেঘের মতো নীল দেখায় এবং যাব চতুর্দিক গত

কাঁচা তার দিয়ে ঘেরা দেওয়া আছে, তাই সেখানে

পক্ষীকুলেরও যাওয়া কঠিন, আমি সেখানে ইন্দ্রের অঙ্গের

লঙ্কা নামক নগরী নির্মাণ করেছি সেটি বিশ্রী যোজন চত্বর

এবং শত যোজন লম্বা। তার চারদিকে স্বর্ণদ্বারা পরিশোভিত

এবং স্বর্ণদ্বার দ্বারা সুরক্ষিত।

তস্যাং বসত দুর্বর্ষা যুগং রাক্ষসপুত্রাঃ।

অমরাবতীং সমাসাদ্য সেন্দ্রা ইব দিবৌকসঃ ২৮

দুর্বর্ষ রাক্ষসশিরোমণিগণ ! ইন্দ্রাদি দেবভাগ্য কেন

অমরাবতীপুরীর আশ্রয়ে বাস করেন, তেমনই তেমনরাও

লঙ্কাপুরীতে গিয়ে সেখানে বসবাস করো,

লঙ্কাদুর্গং সমাসাদ্য রাক্ষসৈর্বহুভির্ভূতাঃ।

ভবিষ্যথ দুর্দার্বাঃ শত্রুণাং শত্রুসূদনাঃ ২৯

‘শত্রুসূদন বীরগণ ! লঙ্কাদুর্গের আশ্রয়ে তোমরাও

রাক্ষসের সঙ্গে যখন বাস করবে, সেই সময় শত্রুর

পক্ষে তোমাদের জয় করা অত্যন্ত কঠিন হবে।’

বিশ্বকর্মবচঃ শ্রদ্ধা ততস্তে রাক্ষসোত্তমাঃ।

সহস্রানুচরা ভূত্বা গত্বা তামবসন্ পুরীম্ ৩০

বিশ্বকর্মার কথা শুনে সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ সহস্র-

সহস্র অনুচরদের সঙ্গে সেই পুরীতে গিয়ে বাস করতে

লাগলেন।

দূতপ্রাকারপরিখাং হৈমৈর্গৃহশতৈর্ভূতাম্।

লঙ্কামবাপ্য তে হৃষ্টা ন্যবসন্ রজনীচরাঃ ৩১

তার পরিখা এবং চারদিক অত্যন্ত স্বজবুত ছিল

স্বর্ণের শত-শত মহল সেই নগরীর শোভা বৃদ্ধি করছিল

সেই লঙ্কাপুরীতে গিয়ে সেই নিশাচরেরা অত্যন্ত আনন্দে

সেখানে বাস করতে লাগল।

এতন্মিমেব কালে তু যথাকামং চ রাঘব।

নর্মদা নাম গঙ্গাবী বভূব রঘুনন্দন ৩২

তস্যাঃ কন্যাভয়ং হ্যাসীদ হ্রীশ্রীকীর্তিসমদুতি

জ্যোষ্ঠক্রমেন সা তেষাং রাক্ষসানামরাক্ষসী ৩৩

কন্যাস্তাঃ প্রদদৌ হৃষ্টাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।



বধুবল্লভনন্দন ! সেই সময় নর্মদা নামে এক গাফুরী  
ছিলেন, তাঁর তিনটি কন্যা ছিল, যারা হ্রী, শ্রী এবং  
কীর্তী মতো শোভাসম্পন্ন ছিলেন যদিও এঁদের মাতা  
রক্ষসী ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তিনি পছন্দ করে সুকেশের  
ঐ রাক্ষসজাতীয় পুত্রদের সঙ্গে তার কন্যাদের বয়সের  
ইত্যাদি ক্রম অনুসারে বিবাহ দেন। কন্যারাও অত্যন্ত প্রসন্ন  
ছিলেন। তাঁদের বদন পূর্ণচন্দ্রের মতো মনোহর ছিল।

ব্রহ্মাণ্য রাক্ষসেন্দ্রাণ্যঃ তিস্তো গন্ধর্বকন্যাঃ ৩৩  
নম্রা যাত্রা মহাভাগা নক্ষত্রে ভগদৈবভে।

মাতা নর্মদা উত্তর কাঙ্ক্ষনী নক্ষত্রে সেই তিন  
হোভগাবতী কন্যাদের সেই তিন রাক্ষসরাজের হাতে  
ঘর্ষণ করেন।

কৃতলরস্তু তে রাম সুকেশতনয়াস্তদা ৩৪  
ক্রীড়ঃ সহ ভাষ্যভিরঙ্গরোত্তিরিবামরাঃ।

প্রিয়াম ! দেবতার যখন অঙ্গরাদের সঙ্গে ক্রীড়া  
করেন; তখনই সুকেশের পুত্রেরা বিবাহের পর নিজ নিজ  
পত্নীদের সঙ্গে লৌকিক সুখ উপভোগ করতে থাকেন।

হতা মাল্যবতো ভাষ্য সুন্দরী নাম সুন্দরী ৩৫  
স তস্যাঃ জনয়ামাস যদপত্যং নিবোধ তৎ

তাঁদের মধ্যে মাল্যবানের পত্নীর নাম ছিল সুন্দরী,  
তিনি তাঁর নামেরই মতো পরম সুন্দরী ছিলেন। মাল্যবান  
তাঁর গর্ভে যে সন্তানদের জন্ম দেন, তাঁদের কথা বলছি,  
শুনুন।

বজ্রমুষ্টিবিক্রপাক্ষো দুর্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ ৩৬  
সুগুয়ো যজ্ঞকোপশ্চ মন্তোন্নম্রো তথৈব চ।

অনলা চাভবৎ কন্যা সুন্দর্যাং রাম সুন্দরী ৩৭  
বজ্রমুষ্টি, বিক্রপাক্ষ, রাক্ষস, দুর্মুখ, সুগুয়,

যজ্ঞকোপ, মন্তো এবং উন্নম্র—এই সাতটি পুত্র জন্মেছিল  
হীরাম। এছাড়া সুন্দরীর গর্ভে অনলা নামে এক সুন্দরী  
কন্যাও জন্ম নেন।

সুখালিনোহপি ভাষ্যহংসীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।  
নাম্য কেতুমতী রাম প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ৩৮

সুমালীর পত্নীও অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল  
কেতুমতী এবং তাঁর মুখ ছিল পূর্ণচন্দ্রের মতো মনোহর,  
তিনি সুমালীর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিলেন।

সুমালী জনয়ামাস যদপত্যং নিশাচরঃ।

কেতুমত্যাঃ মহারাজ তস্মিবোধানুর্বশঃ ৩৯

মহারাজ ! নিশাচর সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে  
সন্তানদের জন্ম দেন, ক্রমশঃ তার পরিচয় জানাচ্ছি, শুনুন।  
প্রহস্তোহকম্পনশ্চৈব বিকটঃ কালিকামুখঃ।

ধূশাক্ষশ্চৈব দণ্ডশ্চ সুপার্ষশ্চ মহাবলঃ ৪০  
সংহ্রাদিঃ প্রঘসশ্চৈব ভাসকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ।

রাকা পুষ্পেপাৎকটা চৈব কৈকসী চ শুচিন্মিতাঃ ৪১  
কুস্তীনসী চ ইতোত্তে সুমালেঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ ৪২

প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূশাক্ষ, দণ্ড,  
মহাবলী সুপার্ষ, সংহ্রাদি, প্রঘস এবং রাক্ষস ভাসকর্ণ—  
এঁরা ছিলেন সুমালী পুত্র এবং রাকা, পুষ্পেপাৎকটা, কৈকসী  
এবং কুস্তীনসী - এই চারজন হল পবিত্র হাস্যমুখী তাঁর  
চারটি কন্যা। এঁদের সুমালীর সন্তান বলা হয়।

মালেস্ত বসুদা নাম গন্ধর্বা রূপশালিনী।  
ভাষ্যসীং পদ্মপত্রাক্ষী স্বক্ষী যক্ষীরোপমা ৪৩

মালীর পত্নী ছিলেন গন্ধর্বকন্যা বসুদা, যিনি তাঁর  
রূপ-সৌন্দর্যে সুশোভিত ছিলেন। তাঁর চক্ষু প্রফুল্লিত  
কমলসম বিশাল ও সুন্দর ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ যক্ষ পত্নীদের  
মতো সুন্দরী ছিলেন।

সুমালেরনুজন্তস্যাঃ জনয়ামাস যৎ প্রভো।  
অপত্যং কথ্যমানং তু ময়া ত্বং শৃণু রাঘব ৪৪

প্রভো ! রঘুনন্দন ! সুমালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মালী বসুদার  
গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন করেন, আমি তাঁদের বর্ণনা করছি,  
আপনি শুনুন।

অনলশ্চানিলশ্চৈব হরঃ সম্পাতিরেব চ।  
এতে বিভীষণামাত্যা মালেয়াস্তে নিশাচরাঃ ৪৫

অনল, অনিল, হর এবং সম্পাতি এই চারজন  
ছিলেন নিশাচর মালীর পুত্র, যিনি সেই সময়ে বিভীষণের  
মন্ত্রী ছিলেন।

ততস্ত তে রাক্ষসপুঙ্গবাস্তয়ো  
নিশাচরৈঃ পুত্রশতৈশ্চ সংবৃতাঃ।

সুরান্ সহেন্দ্রানুধিনাগয়ক্ষান্  
ববাধিরে তান্ বহুবীর্যদর্পিতাঃ ৪৬

মাল্যবান ইত্যাদি তিনজন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ তাঁদের  
বহু পুত্র এবং অন্যান্য নিশাচরদের সঙ্গে বাহুবলের দপ্তে  
ইন্দ্রাদি দেবতাদের, ঋষিদের, নাগেদের এবং যক্ষদের

(১) এটি তিন দেবীরা ক্রমশঃ লজ্জা, শোভা-সম্পত্তি এবং কীর্তির অধিষ্ঠাত্রী বলে মানা হতেন।



কষ্ট দিতে লাগলেন।

জগদ্রমভোহনিলবদ্

দুরাসদা

রণেশু

মৃত্যুপ্রতিমানতেজসঃ।

বরপ্রদানাদপি

গর্বিতা

ভৃশং

ক্রতুক্রিয়াপাং

প্রশমঙ্করাঃ

সদা ॥ ৪৭

তারা বায়ুব মতো সমস্ত জগতে বিচরণ করতেন যুদ্ধে তাঁদের ক্ষয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এরা তিসেন মৃত্যুতুলা তেজস্বী। বরপ্রাপ্ত তওয়ায় তাঁদের সহস্রকণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল ; তাই এরা যজ্ঞাদি ক্রিয়া সিন্ধ কবতে অত্যন্ত তৎপর থাকতেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাশ্বতীকীয়ে আদিকাবো উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

মহর্ষি বাশ্বতীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

### ষষ্ঠঃ সর্গঃ (৬)

ভগবানের শংকরের পরামর্শে দেবতাদের রাক্ষসদের বধ করার জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হওয়া এবং তাঁর আশ্বাস লাভ করে ফিরে আসা, রাক্ষসদের দেবতার ওপর আক্রমণ এবং ভগবান বিষ্ণুর তাঁদের সহায়তার জন্য আগমন

তৈর্বক্ষ্যামানো দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তপোথনাঃ

ভয়র্তাঃ শরণং জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১

(মহর্ষি অগস্ত্য বলেন—রঘুনন্দন) ! এই রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেবতা এবং তপস্যারত ঋষিগণ ভয়ে ব্যাকুল হয়ে দেবাদিদেব শ্রী মহাদেবের শরণাগত হলেন।

জগৎসৃষ্টান্তকর্তারমজমব্যাক্তরূপিণম্

আধারং সর্বলোকানামারাধ্যং পরমং গুরুম্ ॥ ২

তে সমেভ্য তু কামারিং ত্রিপুরারিং ত্রিশোচনম্।

উচুঃ প্রাজ্ঞলরো দেবা ভরগদাদভাষিণঃ ॥ ৩

যিনি জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী, অজ্ঞান্য, অব্যক্ত-রূপধারী, সমগ্র জগতের আধার, আরাধ্য দেব এবং পরম গুরু, সেই কামনাশক, ত্রিপুরবিনাশক, ত্রিনেত্রধারী ভগবান শিবের কাছে গিয়ে এই সকল দেবতাগণ হাত জোড় করে ভয়ে গদগদভাবে বললেন—

সূকেশপুত্রৈর্ভগবন্ পিতামহবরোদ্ধতৈঃ।

প্রজ্ঞাধ্যক্ষ প্রজাঃ সর্বা বাধ্যস্তে রিপুবাধনৈঃ ॥ ৪

‘ভগবন্ ! প্রজানাথ ! শ্রীব্রহ্মার বরে উন্মত্ত হয়ে সূকেশের পুত্র, শত্রুদের ক্রেশদায়ক পথ অবলম্বন করে সমগ্র প্রজাদের অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে।

শরণ্যান্যশরণ্যানি হ্যাপ্রমাণি কৃতানি নঃ।

স্বর্গাচ্চ দেবান্ প্রচ্যাব্য স্বর্ণে ক্রীড়ন্তি দেবকঃ ॥ ৫

‘সকলকে আশ্রয়দানের যোগ্য আমাদের যে আশ্রম ছিল, সেই রাক্ষসেরা তা নষ্ট করে দিয়েছে, বসবাসের মতো রাখেনি। দেবতাদের স্বর্ণ থেকে উৎসাহ করে তারা সেগুলি অধিকার করে নিয়েছে এবং দেবতাদের মতোই স্বর্গসুখ ভোগ করছে।

অহং বিষ্ণুরহং রুদ্রো ব্রহ্মাহং দেবরাজহম্।

অহং যমশ্চ বরুণশ্চক্রোহং রবিরপাহম্ ॥ ৬

ইতি মালী সুমালী চ মাল্যবাংশৈশ্চ রাক্ষসঃ।

বাধ্যস্তে সমরোদ্ধার্য যে চ তেষাং পুত্রঃসরাঃ ॥ ৭

মালী, সুমালী ও মাল্যবান—এই তিনজন রাক্ষস ঘোষণা করেছে যে, ‘আমিই বিষ্ণু, আমিই রুদ্র এবং আমিই ব্রহ্মা এবং আমরাই দেবরাজ ইন্দ্র, যমরাজ, বরুণ, চন্দ্র এবং সূর্য’—এইভাবে অহংকারী হয়ে এই রণদুর্গ নিশাচর এবং তাদের অগ্রগামী সৈনিক আমাদের অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে।

তমো দেব ভয়র্তানামভয়ং দাতুমহসি

অশিবং বপুরাহ্বায় জহি বৈ দেবকটকান্ ॥ ৮

‘দেব ! আমরা তাদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে আছি, সুতরাং আপনি আমাদের অভয় প্রদান করুন এবং রুদ্র-

সূর্যে: সর্বৈ: কপর্জী নীললোহিতঃ।

প্রতি সাপেক্ষ: প্রাহ দেবগণান্ প্রভুঃ॥ ৯

সমস্ত দেবতা একথা বলায় নীল ও লোহিত বর্ণ  
বিশিষ্ট জটাজুটবারী ভগবান শংকর সুকেশের সঙ্গে  
নিষ্ঠিতবশতঃ তাঁদের একথা বললেন—

ত্বং তান্ ন হনিষ্যামি মমাবধ্যা হি তেহনুয়াঃ।

কি তু মন্ত্ৰং প্রদাস্যামি যো বৈ তান্ নিহনিষ্যতি॥ ১০

‘দেবগণ! আমি সুকেশের জীবনরক্ষা করেছি। এরা  
সুসু সুকেশেরই পুত্র; তাই এরা আমার বধযোগ্য নয়;  
তাই আমি এদের বধ করতে পারব না; কিন্তু আমি  
তোমাদের এমন একজন পুরুষের কাছে যাবার পবামর্শ  
দেব, যিনি অবশ্যই এই নিশাচরদের বধ করবেন।

এতমব সমুদ্যোগং পুরজ্ঞতা মহর্ষয়ঃ।

গচ্ছস্ব শরণং বিষ্ণুং হনিষ্যতি স তান্ প্রভুঃ॥ ১১

‘দেবগণ ও মহর্ষিগণ! তোমরা সেইমতো প্রস্তুত  
হয়ে এখনই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হও। এই প্রভু  
অবশ্যই এদের বিনাশ করবেন।’

তচ্ছ জয়শান্দেন প্রতিনন্দ্য মহেশ্বরম্।

বিষ্ণো: সমীপমাজখুর্নিশাচরভরাদিতাঃ॥ ১২

একথা শুনে সমস্ত দেবতা শ্রীমহেশ্বরের জয়ঘোষ  
করে অতিনন্দন জানিয়ে সেই নিশাচরের ভয়ে পীড়িত হয়ে  
শ্রীবিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হলেন।

শঙ্খচক্রধরং দেবং প্রণম্য বহুমান্য চ।

উচু: সম্ভ্রান্তবদ্ বাক্যং সুকেশতনয়ান্ প্রতি॥ ১৩

শঙ্খ, চক্র ধারণকারী নারায়ণদেবকে প্রণাম করে  
দেবতারা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান জানালেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত  
হয়ে সুকেশের পুত্রদের সম্বন্ধে তাঁকে জানালেন—

সুকেশতনয়ৈর্দেব ত্রিভিষ্টেতাগ্নিসমিভৈ:।

আক্রম্য বরদানেন ছানান্যাপহতানি নঃ॥ ১৪

‘দেব! সুকেশের তিন পুত্র ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায়  
ত্রৈলোক্যী, তাঁরা বরপ্রাপ্তিতে বলীরান হয়ে আক্রমণ করে  
আমাদের ছান থেকে বিভাড়িত করেছে।

নাম পুরী দুর্গা ত্রিকূটশিখরে হিতা।

ত্বং হিতা: প্রবাসন্তে সর্বান্ নঃ ক্ষণদাচরাঃ॥ ১৫

‘ত্রিকূট পর্বতের শিখরে যে লজ্জা নামক দুর্গম নগরী

আছে, সেখানে সর্ব সর্বত্র এই নিশাচরদের প্রবাস আছে  
দেবতাদের কষ্ট নিবৃত্ত

স হন্যশক্তিভাগ্যায় জহি তান্ মধুসূদন  
শরণং ভ্রাতঃ নয়ং প্রাপ্তা গতির্ভব সুরেশ্বরঃ॥ ১৬

‘মধুসূদন! আপনি আমাদের ত্রিভুজ ভ্রাতা ও  
মধুরদের বধ করুন। দেবেশ্বর! আমরা আপনার  
শরণাগত; আপনি আমাদের আশ্রয়দান করুন।

চক্রকৃৎসাক্ষকমলান্ নিবেদয় যন্মায় নৈ।

ভয়েষভয়দোহস্মাকং নান্যেহস্তু ভবতঃ বিনা॥ ১৭

‘আপনি চক্রের দ্বারা তাদের কমলোপম মস্তক কেটে  
যমরাজকে উপহার দিন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ নেই,  
যিনি আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারেন।  
রাক্ষসান্ সমরে হস্তান্ সানুবন্ধান্ মদোক্ততান্।

নুদ ভুং নো ভয়ং দেব নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ১৮

‘দেব! এই রাক্ষসেরা মদে মত্ত হয়ে আছে।  
আমাদের কষ্ট প্রদান করে হর্ষে উদ্ভূত হয়ে আনন্দ করছে;  
সুতরাং আপনি সমরাদ্রুনে আগ্নেয়-বদ্ধসহ তাদের বধ  
করে, সূর্যদেব যেমন কুয়াশা দূর করে থাকেন, তেমনই  
আমাদের এই ভীতি দূর করে দিন।’

ইত্যেবং দৈবতৈরুক্তো দেবদেবো জনার্দনঃ।

অভয়াং ভয়দোহরীণাং দৃষ্ট্বা দেবানুবাচ হ॥ ১৯

দেবতারা এই কথা বলায় শত্রুদের ভয়প্রদানকারী  
দেবাদিদেব জনার্দন তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন—

সুকেশং রাক্ষসং জানে দৈশানবরদর্পিতম্।

তাংস্চাস্য তনয়াজ্ঞানে যেষাং জ্যেষ্ঠঃ স মাল্যবান্॥ ২০

তানহং সমতিক্রান্তমর্যাদান্ রাক্ষসাধমান্।

নিহনিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ সুরা ভবত বিষ্ণুরাঃ॥ ২১

‘দেবগণ! আমি সুকেশ নামক রাক্ষসকে জানি। সে  
ভগবান শংকরের বরে অহংকারে উদ্ভূত হয়ে উঠেছে।  
তার সেই পুত্রদেরও জানি। এদের মধ্যে মাল্যবান সব  
থেকে জ্যেষ্ঠ। এই নীচ রাক্ষসেরা ধর্মের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন  
করছে। সুতরাং আমি ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের বিনাশ  
করব। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।’

ইত্যুক্তান্তে সুরা: সর্বৈ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।

যথাবাসং যযুর্হস্তা: প্রশংসন্তো জনার্দনম্॥ ২২

সবকিছু করতে সক্ষম ভগবান বিষ্ণু এইভাবে  
আশ্বাস দেওয়ায় দেবতারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন। তাঁরা



জনার্দনের ভূয়সী প্রশংসা করে নিজ-নিজ স্থানে চলে  
গেলেন।

বিবুধানাং সমুদ্যোগং মালাবাংস্তু নিশাচরঃ।

শ্রদ্ধা তৌ ভ্রাতরৌ বীরবিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৩

দেবতাদের উদ্যোগের এই সংবাদ শুনে নিশাচর  
মালাবান তাঁর দুই বীর ভ্রাতাকে এই কথা বললেন—

অমরা ঋষয়শ্চৈব সংগম্য কিল শঙ্করম্।

অস্মদ্বধং পরীক্ষন্ত ইদং বচনমব্রবন্॥ ২৪

‘শোনা যাচ্ছে যে দেবতা ও ঋষিগণ একত্র হয়ে  
আমাদের বধ করতে চাইছেন। তার জন্য তাঁরা ভগবান  
শংকরের কাছে গিয়ে একথা বলেছেন।

সুকেশতনয়া দেব বরদানবলোকিতাঃ।

বাধন্তেহস্মান্ সমুদুগ্ধা ঘোররূপাঃ পদে পদে॥ ২৫

‘দেব ! সুকেশের পুত্র আপনার বরপ্রাপ্তির বলে  
উদুগ্ধ এবং অহংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এই ভয়ংকর  
রাক্ষস পদে পদে আমাদের কষ্ট দিচ্ছে।

রাক্ষসৈরভিত্তাঃ স্মো ন শক্তাঃ স্ম প্রজাপতে।

স্বেষু সন্ধ্যসু সংহাতুং ভয়াং তেষাং দুরাশ্বনাং॥ ২৬

‘প্রজানাথ ! রাক্ষসদের দ্বারা পরাজিত হয়ে আমরা  
তাদের ভয়ে নিজ গৃহেও শান্তিতে থাকতে পারছি না।

তদস্মাকং হিতার্থায় জহি তাংস্ ত্রিলোচন।

রাক্ষসান্ হংকৃতেনৈব দহ প্রদহতাং বর॥ ২৭

‘ত্রিলোচন ! আপনি আমাদের হিতের জন্য ওইসব  
অসুরদের বধ করুন। দাহকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রুদ্রদেব !  
আপনি নিজ হংসকারেই রাক্ষসদের জ্বালিয়ে ভস্ম করুন।

ইতোবং ত্রিদৈশরক্তো নিশম্যাক্ষকসূদনঃ।

শিরঃ করং চ ধুত্বান ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৮

‘দেবতারা একথা বলায় অন্ধকশত্রু ভগবান শিব  
অস্বীকৃত হয়ে মন্তক ও হস্তের দ্বারা দীশারায় বলেছেন—

অবখ্যা মম তে দেবাঃ সুকেশতনয়া রণে।

মদ্রং তু বঃ প্রদাস্যামি যস্তান্ বৈ নিহনিষ্যতি॥ ২৯

‘দেবতাগণ ! সুকেশের পুত্র রণভূমিতে আমার  
হাতে মারা যাবার উপযুক্ত নয়। কিন্তু আমি তোমাদের এমন  
পুরুষের কাছে যাবার পরামর্শ দেব, যিনি অবশ্যই এদের  
সবাইকে বধ করে ফেলবেন।

যোহসৌ চক্রগদাপিঃ পীতবাসা জনার্দনঃ

হরিনারায়ণঃ শ্রীমান্ শরণং তং প্রপদাথ॥ ৩০

‘যাঁর হাতে গদা-চক্র সুশোভিত, যিনি পীতবাসা ধারণ  
কবেন, যাঁকে জনার্দন ও হরি বলা হয় এবং যিনি শ্রীমান  
নারায়ণ নামে বিখ্যাত, তোমরা সকলে সেটা ভগবানের  
শরণ গ্রহণ করো।’

হরাদনাথ্য তে মদ্রং কামারিমভিনাদা চ  
নারায়ণালয়ং প্রাপ্য তস্মৈ সর্বং ন্যবেদয়ন্॥ ৩১

‘ভগবান শংকরের কাছে এই পরামর্শ লভ্য হইল  
কামদাহক শ্রীমভাদেবকে প্রণাম করে দেবতারা  
শ্রীনারায়ণের ধামে গিয়ে সব কথা তাঁকে জানালেন।  
ততো নারায়ণেনোক্তা দেবা ইন্দ্রপুরুষমহাঃ॥

সুরারীংস্থান্ হনিষ্যামি সুরা ভবন্ত নির্ভয়াঃ॥ ৩২

নারায়ণদেব তখন ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের  
বললেন—‘দেবগণ ! আমি এই দেবদ্রোহীদের বিনাশ  
করব। সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে থাকো।’

দেবানাং ভয়ভীতানাং হরিণা রাক্ষসর্গজৈ  
প্রতিজ্ঞাতো বধোহস্মাকং চিত্ততাং যদিহ কমম্॥ ৩৩

‘রাক্ষসশিরোমণিগণ ! এইভাবে ভীত সসুর  
দেবতাদের সামনে শ্রীহরি আমাদের বধ করার প্রতিজ্ঞা  
করেছেন ; সুতরাং এখন আমাদের যা কর্তব্য, তা ভেবে-  
চিন্তে স্থির করা উচিত।

হিরণ্যকশিপোর্মৃত্যুরনোষাং চ সুরধিষাম্।

নমুচিঃ কালনেমিস্চ সংহ্রাদো বীরসত্তমঃ॥ ৩৪

রাধেয়ো বহুমায়ী চ লোকপালোহথ ধার্মিকঃ।

যমলার্জুনৌ চ হার্দিকাঃ শুভ্রশ্চৈব নিপুণকঃ॥ ৩৫

অসুরা দানবশ্চৈব সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।

সর্বৈঃ সমরমাসাদ্য ন শ্রয়ন্তেহপরাজিতাঃ॥ ৩৬

‘হিরণ্যকশিপুর এবং অন্য দেবদ্রোহী দৈত্যদের  
মৃত্যু এই বিষ্ণুদেবতার হাতেই হয়েছে। নমুচি, কালনেমি,  
বীরশিরোমণি, সংহ্রাদ, মায়াবী রাধেয়, ধর্মনিষ্ঠ  
লোকপাল, যমলার্জুন, হার্দিকা, শুভ্র, নিপুণ ইত্যাদি  
মহাবলী শক্তিশালী সমস্ত অসুর এবং দানব রণভূমিতে  
ভগবানের সম্মুখ সমরে পরাজিত হননি, এমন কথা শোনা  
যায় না।

সর্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্বৈঃ মায়াবিন্দুত্বা

সর্বৈঃ সর্বাশ্রকুশলাঃ সর্বৈঃ শক্রভয়ঙ্করাঃ॥ ৩৭

‘এই সব অসুবগণ নানা যন্ত্র কবেছিলেন তাঁরা

সকলেই মায়া জানতেন। সকলেই অস্ত্র-শস্ত্র কুশল এবং



সুতরাং জন্ম ভয়ংকর ছিলেন।

নিহতাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ।

মর্যাদাং তু সর্বথাঃ কমঃ কর্তুমিহার্থং।

একপ শত-সহস্র অসুরদের শ্রীনারায়ণ মৃত্যুর মুখে

বলে দিলেন। এই কথা জেনে আমাদের যা করা উচিত,

জাই স্থির করা কর্তব্য। যে নারায়ণদেব আমাদের বধ করতে

চেষ্টা করে, তাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

সুযাশী মালী চ শ্রদ্ধা মালাবতো বচঃ।

জ্যেষ্ঠমণিনিবিব বাসবম্ ৩৯

মালাবানের এই কথা শুনে সুযাশী এবং মালী

দুই ভাইকে এইভাবে বললেন, যেন দুই

চন্দ্রনিকুমার ইন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

দীপ্তঃ দত্তমিষ্টঃ চ ঐশ্বর্যঃ পরিপালিতম্।

অধিরাম্যঃ প্রাপ্তঃ সুধর্মঃ স্থাপিতঃ পথি ৪০

তারা বললেন - 'রাক্ষসরাজ ! আমরা স্বাধ্যায়, দান

এবং যজ্ঞ করেছি ঐশ্বর্য রক্ষা এবং তা উপভোগও

করেছি আমরা রোগ-ব্যাদি বর্জিত আয়ুলাভ করেছি এবং

কর্তব্য-পথে উত্তম-ধর্ম স্থাপন করেছি।

বেদাগরমক্ষোভ্যঃ শত্ৰুঃ সমবগাহ্য চ।

জিতা ধিমো হ্যপ্রতিমাস্তমো মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ৪১

'শুধু তাই নয়, শাস্ত্র বলে আমরা দেবসেনাক্রপ

মগাধ সমুদ্রে প্রবেশ করে এমন সব শত্রুদের ওপর জয়

লাভ করেছি, যারা বীরত্বে ছিল অপ্রতিহত ; সুতরাং

মৃত্যুতে আমাদের কোনো ভয় নেই।

নারায়ণশ্চ ক্রুদ্ধশ্চ শত্রুশ্চাপি যমস্তথা

কম্যাকং প্রমুখে হ্যাতুং সর্বে বিভাতি সর্বদা ৪২

'নারায়ণ, ক্রুদ্ধ, চন্দ্র এবং যমরাজ—যেই হোন না

কেন, সকলেই আমাদের বিপক্ষে দাঁড়াতে সর্বদা ভয় পান।

বিকোর্ষেষস্য নাস্ত্যেব কারণং রাক্ষসেশ্বর।

মেঘানামেব দোষণে বিক্ষোঃ প্রচলিতং মনঃ ৪৩

'রাক্ষসেশ্বর ! বিষ্ণুর মনে আমাদের প্রতি ঘৃণার

কোনো কারণ তো নেই। (কারণ আমরা তাঁর প্রতি কোনো

অন্যায় করিনি) দেবতাদের প্ররোচনায় তাঁর মন আমাদের

প্রতি বিরূপ হয়ে গেছে।

সহিতাঃ সর্বেন্যোন্যস্যমাবৃতাঃ।

জিহ্বাসামো যেভ্যো দোষঃ সমুদ্ভিতঃ ৪৪

'সুতরাং আমরা সকলে একত্রে একে অপরকে রক্ষা করে একসঙ্গে চলব। আজই আমরা দেবতাদের বধ করার চেষ্টা করি। চলো, এঁদের জনাই এই বিপদ উপস্থিত হয়েছে।'

এবং সম্মান্য বলিনঃ সর্বসৈন্যসমাবৃতাঃ।

উদ্যোগঃ ঘোষয়িত্বা তু সর্বে নৈর্ধৃতপুঙ্কবাঃ ৪৫

যুদ্ধায় নির্যয়ঃ ক্রুদ্ধা জম্বুবৃন্দাদয়ো যথা।

একপ স্থির করে সেই সকল মহাবলী রাক্ষসপতিগণ

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং সমস্ত সেনা সঙ্গে করে

জম্বু এবং বৃত্র ইত্যাদির ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে

এলেন।

ইতি তে রাম সন্মত্য সর্বোদ্যোগেন রাক্ষসাঃ ৪৬

যুদ্ধায় নির্যয়ঃ সর্বে মহাকায়া মহাবলাঃ।

শ্রীরাম ! পূর্বোক্ত মন্ত্রণা করে সেই সমস্ত মহাবলী

বিশালকায় রাক্ষসেরা সমস্ত ব্যবস্থা করলেন এবং যুদ্ধের

জন্য নির্গত হলেন।

সান্দনৈর্বীরণৈশ্চিব হ্যৈশ্চ করিসম্মিতৈঃ ৪৭

খরৈর্গোভিরথোষ্ট্রৈশ্চ শিশুমারৈর্ভূজঙ্গমৈঃ।

মকরৈঃ কচ্ছপৈর্মীনৈর্বিহঙ্গৈর্গর্ভাঙ্গৈর্গোপমৈঃ ৪৮

সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ সূরৈশ্চমরৈরপি।

তাজ্জা লঙ্কাং গতঃ সর্বে রাক্ষসা বলগর্বিতাঃ ৪৯

প্রযাতা দেবলোকায় যোদ্ধুং দৈবতশত্রবঃ।

নিজেদের শক্তির অহংকারী এই সমস্ত দেবদ্রোহী

রাক্ষস রথ, হাতি, হাতির সমান ঘোড়া, গাধা, বলদ, উট,

শিশুমার, সর্প, মগর, কচ্ছপ, মৎস্য, গরুড়ের ন্যায়

পক্ষী, সিংহ, বাঘ, শূকর, মৃগ এবং নীলগাই ইত্যাদি

বাহনে করে লঙ্কা থেকে যুদ্ধের জন্য দেবলোকের দিকে

রওনা হলেন।

লঙ্কাবিপর্যয়ঃ দৃষ্টা যানি লঙ্কালয়ানাথ ৫০

ভূতানি ভয়দর্শীনি বিমনস্কানি সর্বশঃ।

লঙ্কানিবাসী যেসব প্রাণী অথবা গ্রামদেবতাগণ

ছিলেন, তাঁরা লঙ্কার আসন্ন ধ্বংস কল্পনা করে মনে মনে

ভীত হয়ে উঠলেন।

রথোত্তমৈরুহ্যমানাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ৫১

প্রযাতা রাক্ষসাদ্বর্ণং দেবলোকং প্রযত্নতঃ।

রাক্ষসামেব মার্গেণ দৈবতান্যাপচক্রমুঃ ৫২

উত্তম রথে আরোহণ করে শত শত, হাজার হাজার

রাক্ষস অতি শীঘ্র দেবলোকের দিকে অগ্রসর হতে  
লাগলেন। সেই নগরের দেবতারা রাক্ষসদের মধ্যপথে  
ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

ভৌমাস্টবাক্ষিকাক্ষ কালান্তরা ভয়াবহাঃ।

উৎপাতা রাক্ষসেন্দ্রাপামভাবায় সমুখিতাঃ ॥ ৫৩

সেই সময় কালের প্রেবণায় পৃথিবী এবং আকাশে  
নানাশব্দে ভয়ংকর উৎপাত, ভয়াবহ, যাত্ত বায়ুসমূহ  
অসম্মাননাশের সূচনা হতে লাগল।

অহীনি মেঘা স্বয়ম্বয়ঃ শোণিতমেল চ।

বেলাং সমুদ্রাশ্চৈত্রজ্ঞাশ্চৈত্রশূন্যগাথ ভুধরাঃ ॥ ৫৪

মেঘ মেঘে উষ্ণ বজ্র এবং আহুতবর্ণ হতে থাকল,  
সমুদ্র তার সীমা লঙ্ঘন করে বেড়ে চলল, পর্বত নড়ে  
উঠল।

অট্টহাসান্ বিমুখজ্ঞো ঘননাদসমম্বনাঃ।

বাসাভ্যাস্ত শিবাত্তর দারুণং ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৫৫

মেঘের ন্যায় বিকট স্বনিকারী প্রাণী অট্টহাস করতে  
লাগল এবং ভয়ংকর আকাশের শব্দ ইত্যাদি পক্ষীগণ  
ভীষণ আওয়াজ করে চিৎকার করতে লাগল।

সম্পতজ্ঞাথ ভূতানি দৃশ্যন্তে চ যথাক্রমম্।

গৃহচক্রং মহচ্চাত্র প্রজ্জ্বলোদগারিভিমুখৈঃ ॥ ৫৬

রক্ষোগণসোপরিষ্টাৎ পরিভ্রমতি কালবৎ।

পৃথিবী ইত্যাদি সব কিছু পতনোন্মুখ হয়ে বিলীন হতে  
থাকল। গৃহের বিশাল মুখ থেকে আগুনের শিখা বার হয়ে  
রাক্ষসদের ওপর কালের ন্যায় দাপাতে থাকল।

কপোতা রক্তপাদাস্ত সারিকা বিকৃত্য যযুঃ ॥ ৫৭

কাকা বায়ান্তি তত্রৈব বিড়াল্য বৈ দ্বিপাদয়ঃ।

কপোত, তোতা, ময়না ইত্যাদি পক্ষীকুল লজ্জা ভোগ  
করে পালাতে লাগল। কাক সেখানেই কর্কশ স্বরে ডাকতে  
থাকল। বিড়াল, হাতি ইত্যাদি পশু সেখানেই আর্তনাদ  
করতে লাগল।

উৎপাতাংস্তাননাদৃতা রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ ॥ ৫৮

যান্ত্যেব ন নিবর্তন্তে মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ।

রাক্ষসেরা তাদের শক্তির অহংকারে মত্ত হয়ে ছিল।  
তারা কালের পাশে বদ্ধ হয়ে ছিল। তাই তারা ওইসব  
উৎপাত অবহেলা করে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে চলল, ফিরে  
তাকাল না।

মাল্যবাংস্ত সুমালী চ মালী চ সুমহাবলঃ ॥ ৫৯

পুরসসরা রাক্ষসানাং জিজ্ঞাস্তা ইন পানকঃ

মাল্যবান, সুমালী এবং মহা বলশালী মালী - ও

হিন্দবন প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী দেহ নিয়ে সব

রাক্ষসদের আগে আগে চলাতে লাগলেন।

মাল্যবনঃ চ তে সর্বে মাল্যবনমিসালেন

নিশাচরা আশ্রয়ান্তি পাতাবমিস দেবতাঃ

দেবতারা যেমন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন

ওইসব নিশাচরগণ তেমনই মাল্যবান সর্পের ন্যায়

আশ্রয়ে মাল্যবানেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তন্ বলং রাক্ষসেন্দ্রাপাং মহাক্রমলক্ষিতম্ ॥ ৬০

জয়েন্ময়া দেবলোকং যগৌ মালিনশে হিতম্।

রাক্ষসদের সেই সেনাদল মহানৈরাশ্রিত্যে ন্যায়

কোলাহল করে বিজয়লাভের আশায় দেবলোকের দিকে

অগ্রসর হচ্ছিলেন। সেই সময় তারা সেনাপতি মালী

নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।

রাক্ষসানাং সমুদ্যোগং তং চ নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৬১

দেবদূতাদুপশ্রুতা চক্রে যুদ্ধে তদা যনঃ

দেবতাদের দূত মুখে রাক্ষসদের যুদ্ধবিষয়ক প্রকৃত

কথা শুনে ভগবান নারায়ণও যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করলেন।

স সজ্জায়ুধতৃণীরো বৈনতেয়োশরি হিতঃ ॥ ৬২

আসাদ্য কবচং দিবাং সহস্রার্কসমদৃতি।

তিনি সহস্র সূর্যের ন্যায় দীপ্ত কবচ ধারণ করে

পূর্ণ তুণ নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করলেন।

আবদ্ধা শরসম্পূর্ণে ইষুধী বিমলে তদা ॥ ৬৩

শ্রোণিসূত্রং চ খজ্রাং চ বিমলং কমলেক্ষণ।

এতদ্ব্যতীত তিনি সায়কপূর্ণ দুটি তুলীর বেঁচে

রেখেছিলেন। সেই কমলনয়ন শ্রীহরি নিজ কোমরের

পাটিতে ধারালো তলবারও নিয়েছিলেন।

শঙ্খচক্রগদাশার্পাংখজ্রাশ্চৈব বরায়ুধান্ ॥ ৬৪

সুপর্ণং গিরিসংকাশং বৈনতেয়মখাহিত্য

রাক্ষসানামভাবায় যগৌ তুর্ণতরং প্রভুঃ ॥ ৬৫

এইভাবে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্প-ধনুক ও খজ্রাদি

উত্তম অস্ত্র ধারণ করে সুন্দর ডানাবিশিষ্ট পর্বতাকার গরুড়ে

আরোহণ করে সেই প্রভু রাক্ষসদের সংহারের জন্য দ্রুত

বড়না হলেন।

সুপর্ণপৃষ্ঠে স বভৌ শ্যামঃ শীতাহরো হরিঃ।



গিরেঃ শৃঙ্গে সতভিত্তোন্নয়ো যথা ॥ ৬৭  
গজেন্দ্র আসীন সেই পীতাম্বরধারী শ্যামসুন্দর শ্রীহরি  
মুগ্ধের মেরুপর্বতের শিখরে বিদ্যুৎ উজ্জ্বলিত মেঘের ন্যায়  
পেঁতা গচ্ছিলেন।

সিদ্ধদেবর্ষিমহোরগৈশ্চ

গজবর্ষাক্ষরুপগীয়মানঃ

চমসদাদসুরসৈনাশত্রু-

শত্রুসিশার্জায়ুশশঙ্খপাণিঃ

॥ ৬৮

সেই সময় সিদ্ধ, দেবর্ষি, বিশাল নাগেরা, গজবর্ষ ও  
শত্রু তাঁর গুণগাণ করছিলেন। অসুর সেনার শত্রু সেই  
শ্রীহরি তখন হাতে শঙ্খ, চক্র, বড়গ ও শার্জা ধনুক নিয়ে  
সুদৃঢ় সেধায় এসে পৌঁছলেন।

দুর্গপক্ষানিলনুশক্ষঃ

মমংপতাকং

প্রবিকীর্ণশস্ত্রম্।

তদ্রাক্ষসরাজসৈন্যং

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত। ৬ ॥

## সপ্তমঃ সর্গঃ (৭)

ভগবান বিষ্ণু দ্বারা রাক্ষসদের সংহার ও পলায়ন

নারায়ণগিরিঃ তে তু গজেন্দ্রো রাক্ষসান্বুদাঃ।

অর্ধমল্লোহদ্রবর্ষণ বর্ষণেণেবাগ্নিমবুদাঃ ॥ ১

(প্রভু অগস্ত্য বললেন—রঘুনন্দন) ! যেমন মেঘ জল  
বর্ষণ দ্বারা কোনো পর্বতকে প্লাবিত করে, তেমনই গজেন্দ্র  
বর্ষণ করতে করে সেই রাক্ষসরূপ মেঘ অস্তুরূপ জলবর্ষণ দ্বারা  
নারায়ণগিরী পর্বতকে দীড়িত করতে লাগল।

শ্যামবদন্তৈর্বিষ্ণুর্নীলৈর্নজং চরোত্তমৈঃ

যুতোজ্ঞনগিরীবায়াং বর্ষমাণৈঃ পয়োধরৈঃ ॥ ২

ভগবান বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে সুশোভিত  
ছিল এবং অস্তুর-শস্ত্র বর্ষণ করতে গিয়ে তিনি নীল বর্ণের  
শ্রী নিশাচররূপে প্রতিভাত হচ্ছিলেন ; সেইজন্য মনে  
হচ্ছিল যেন অজ্ঞানগিরিকে চারদিকে পরিবেষ্টন করে মেঘ  
রূপে ওপরি জলধারা বর্ষণ করছে।

পাদা ইব কৈদারং মশকা ইব পাবকম্।

যথামূতঘটং দংশা মকরা ইব চার্ণবম্ ॥ ৩

তথা রক্ষোধনুর্মূক্তা বজ্রানিলমনোজবাঃ।

হরিঃ বিশস্তি স্ম শরা লোকা ইব বিপর্যয়ে ॥ ৪

পদ্মপাল যেমন ধানের খেতে, পতঙ্গদল আগুনে,  
মক্ষিকুল যেমন মধুপূর্ণ ঘড়াতে এবং কুমীর ইত্যাদি সমুদ্রে  
প্রবেশ করে, তেমনই রাক্ষসদের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত  
বজ্র, বায়ু ও মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন বাণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর  
দেহে প্রবেশ করে সেইভাবে লীন হয়ে যাচ্ছিল, যেমন  
প্রলয়কালে সমস্ত লোক তাঁতেই প্রবিষ্ট হয়।

স্যান্দনৈঃ স্যান্দনগতা গজৈশ্চ গজমূর্খগাঃ।

অশ্বারোহান্তথাশৈশ্চ পাদাতাশ্চাস্থরে স্থিতাঃ ॥ ৫

রথে আসীন যোদ্ধা রথসহ, হাতিতে উপবিষ্ট যোদ্ধা  
হাতিসহ, ঘোড়া সওয়ার ঘোড়াসহ এবং পদাতিকেরা পায়ে  
হেঁটেই আকাশে দণ্ডায়মান ছিল।



রাক্ষসেন্দ্রা গিরিনিভাঃ শরৈঃ শব্দ্যষ্টিতোমরৈঃ  
নিরুচ্ছ্বাসং হরিং চক্ষুঃ প্রাণায়ামা ইব দিজম্ ॥ ৬

সেই রাক্ষসরাজের পর্বত সমান বিশাল দেহ ছিল।  
তিনি সর্বদিক থেকে শক্তি, স্বষ্টি, তোমর এবং বাণবর্ষণ  
করে ভগবান বিষ্ণুর নিঃশ্বাস গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন,  
যেমনভাবে প্রাণায়ামের দ্বারা ব্রাহ্মণেরা নিঃশ্বাস বন্ধ  
রাখেন, ঠিক তেমনভাবে।

নিশাচরৈস্তাডামানো মীনৈরিব মহোদধিঃ।  
শার্ঙ্গমায়মা দুর্ধরো রাক্ষসেজ্যোৎসজ্জহরান্ ॥ ৭

মৎস্য যেমন মহাসাগরে প্রহার করে, সেই  
নিশাচরগণও তেমনভাবে নিজের অস্ত্রের দ্বারা শ্রীহরির  
দেহে আঘাত করছিলেন। তখন দুর্জয় ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর  
শার্ঙ্গ-ধনুক দ্বারা রাক্ষসদের ওপর বাণ বর্ষাতে আরম্ভ  
করলেন।

শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্বজ্রকল্মৈর্মনোজবৈঃ।  
চিচ্ছেদ বিষ্ণুনিশিতৈঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৮

ধনুককে পূর্ণভাবে টেনে এই বাণ নিক্ষেপ করা  
হচ্ছিল, তাই এই বাণগুলি ছিল বজ্রের মতো অসহ্য  
ও মনের ন্যায় বেগবান। সেই দুঃসহ বাণরাশি দিয়ে  
ভগবান বিষ্ণু শত-সহস্র নিশাচরকে টুকরো-টুকরো  
করে দেন।

বিদ্রাব্য শরবর্ষণ বর্ষং বায়ুরিবোথিতম্।  
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং প্রদদৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯

হাওয়া যেমন ধেয়ে আসা মেঘ ও বৃষ্টিকে উড়িয়ে  
দেয়, তেমনই বাণবর্ষার দ্বারা রাক্ষসদের জয় করে  
পুরুষোত্তম শ্রীহরি তাঁর পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ দ্বারা তুমুল  
ধ্বনি কবলেন।

সোহম্বুজো হরিণা দ্ব্যাতঃ সর্বপ্রাণেন শঙ্খরাট্  
ররাস ভীমনির্হ্রাদস্ত্রৈলোক্যং বাথয়মিব ॥ ১০

সম্পূর্ণ প্রাণশক্তি দিয়ে শ্রীহরির বাজানো সেই জল-  
জনিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভয়ংকর আওয়াজ তিন লোক  
ব্যপ্ত করে বেজে উঠল।

শঙ্খরাজরবঃ সোহথ ত্রাসয়ামাস রাক্ষসান্  
মৃগরাজ ইবারণ্যে সমদানিব কুঞ্জরান্ ॥ ১১

যেমন বনে দাপিয়ে বেড়ানো সিংহ দত্ত হাতিদের

ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে, তেমনই এই শঙ্খধ্বনি সমস্ত  
রাক্ষসদের ভয়ে ত্রস্ত করে দিয়েছিল।

ন শেকুরশাঃ সংহাতং নিমদাঃ কুঞ্জরাত্তনন  
সাদনেভাসূচাতা বীরাঃ শঙ্খরাবিভূর্ণলাঃ ॥ ১২

সেই শঙ্খধ্বনি শুনে শক্তি ও সাহস হারিয়ে  
সোড়াগুলি আব বগভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না,  
হাতিদের ক্ষমতাও শেষ হয়ে গেল এবং বীরা সৈনিকেরা  
গাঠন থেকে নীচে পড়ে গেল।

শার্ঙ্গচাপনির্মুক্তা বজ্রতুল্যাননাঃ শশাঃ  
বিদার্য তানি রাক্ষাংসি সুপুত্ৰা নিশিতঃ ক্ষিতিন ॥ ১৩

সুন্দর পাণ্যাবিশিষ্ট এই বাণগুলির মুখ ছিল বজ্রের  
কঠিন। সেগুলি শার্ঙ্গ-ধনুক থেকে নির্গত হয়ে রাক্ষসদের  
বিদীর্ণ করে পৃথিবীতে ঢুকে গাচ্ছিল।

ভিদ্যমানাঃ শরৈঃ সংখ্যো নারায়ণকরচূড়ৈঃ  
নিপেতু রাক্ষসা ভূমৌ শৈলা বজ্রহুতা ইন ॥ ১৪

যুদ্ধভূমিতে ভগবান বিষ্ণুর নিক্ষিপ্ত বাদন ছিন্ন-ভিন্ন  
হওয়া নিশাচর বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ধবাসহী হতে লাগল  
ব্রণানি পরগাত্রেভ্যো বিষ্ণুচক্রকৃতানি হি।

অসৃক ক্ষরন্তি ধারাভিঃ স্বর্ণধারা ইবাচলাঃ ॥ ১৫

শ্রীহরির চক্রাঘাতে শত্রুদের শরীর থেকে এমনভাবে  
রক্তধারা বইছিল, যেন পর্বত থেকে জলের বর্ণা বইছে।

শঙ্খরাজরবশ্চাপি শার্ঙ্গচাপরবত্থা  
রাক্ষসানাং রবাংশ্চাপি গ্রসন্তে বৈষ্ণবো রবঃ ॥ ১৬

শঙ্খরাজের ধ্বনি, শার্ঙ্গ-ধনুকের টংকার এবং  
ভগবান শ্রীবিষ্ণুর গর্জন—এই সব তুমুল নাদে রাক্ষসদের  
কোলাহল দমিত হয়ে গিয়েছিল।

তেমাং শিরোধরান্ ধূতাক্ষরক্ষজঘনুঃ বি চ।  
রথান্ পতাকাঙ্কুপীরাং চিচ্ছেদ স হরিঃ শরৈঃ ॥ ১৭

ভগবান রাক্ষসদের কম্পমান মস্তক, বাণ, ধ্বজা,  
ধনুক এবং রথ-পতাকা তরকস প্রভৃতি তাঁর বাণ দ্বারা  
কেটে দিচ্ছিলেন।

সূর্যাদিব করা ঘোরা বার্যোষা ইব সাধরাৎ  
পর্বতাদিব নাগেন্দ্রা ধারৌষা ইব চাম্বুদাৎ ॥ ১৮

তথা শার্ঙ্গবিনির্মুক্তাঃ শরা নারায়ণেরিতাঃ।  
নির্ধাবন্তীষবদ্বর্ণঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১৯

শতশোহথ সহস্রশঃ

যেমন সূর্য হতে দীপ্ত কিরণমালা, সমুদ্রের  
পর্বত থেকে সর্প এবং মেঘ থেকে জল-ধারা  
নিষ্কৃত হয়, তেমনই ভগবানের নিষ্কিপ্ত শার্ঙ্গ-ধনুক  
হতে বহু হুঁরা বাণ সকল দিকে দৃষ্ট হতে থাকল।

যথেন যথা সিংহাঃ সিংহেন দ্বিরদা যথা।  
বিলেন যথা বায়্রা ব্যাঘ্রেশ দ্বিপিনো যথা॥ ২০

কৃশেন যথা শ্বানঃ শুনা মার্জারকো যথা।  
জ্যেথেন যথা সর্পাঃ সর্পেণ চ যথাখবঃ॥ ২১

যে তে রাক্ষসাঃ সর্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।  
কৌ দ্রাবিডাশ্চানো শায়িতাস্ত মহীতলে॥ ২২

যেমন শরভ থেকে সিংহ, সিংহ থেকে হাতি, হাতি  
থেকে বাঘ, বাঘ থেকে চিতা, চিতা থেকে কুকুর, কুকুর  
থেকে ইলান, বিড়াল থেকে সাপ এবং সাপ থেকে ইঁদুর  
হয় পলায়ন করে, তেমনই এই সব রাক্ষস ভগবান  
বিষ্ণুর হাথ থেকে পালাতে লাগল। আবার পলায়মান বহু  
রাক্ষস হরাশয়ী হয়ে গেল।

রাক্ষসানাং সহস্রাণি নিহত্য মধুসূদনঃ।  
বরিষং পুরয়ামাস তোমদং সুররাডিবা॥ ২৩

সহস্র-সহস্র রাক্ষস বধ করে ভগবান মধুসূদন তাঁর  
শঙ্খ পাঙ্কজন্যকে এমন গম্ভীর ধ্বনিতে পূর্ণ করলেন, যেন  
সেরাজ ইন্দ্র মেঘে জল পূর্ণ করছেন।

নরায়ণশরভঃ শঙ্খনাদসুবিভুলম্।  
দ্রৌ লঙ্কামভিমুখং প্রভগ্নং রাক্ষসং বলম্॥ ২৪

ভগবান নারায়ণের বাণে ভীত-সজ্জ হইয়া এবং  
শঙ্খনাদে ব্যাকুল হইয়া রাক্ষস সৈন্য লঙ্কার দিকে পালিয়ে  
গেল।

রাক্ষসবলে নারায়ণশরাহতে।  
সুমালী শরবর্ষণে নিববার রণে হরিম্॥ ২৫

নারায়ণের বাণে আহত হইয়া রাক্ষস সেনারা যখন  
পালাতে লাগল, তখন সুমালী রণভূমিতে বাণ বর্ষণ করে  
শত্রুদের এগিয়ে যেতে বাধা দিলেন।

ন হু তং ছাদয়ামাস নীহার ইব ভাস্করম্।  
রাক্ষসাঃ সত্ৰসম্পন্নঃ পুনর্ধৈর্যং সমাদধুঃ॥ ২৬

কুমারী যেমন সূর্যদেবকে ঢেকে দেয়, তেমনই  
বীজী ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। তাই

দেখে শক্তিশালী রাক্ষসেরা পুনরায় ধৈর্য ধারণ করল।

অথ সৌহৃদ্যপতদ্ রোমাদ্ রাক্ষসৌ বলদর্পিতঃ।  
মহানাদং প্রকুর্বাণো রাক্ষসাজীবয়ামিবা॥ ২৭

বলাভিমानी সেই নিশাচরেরা অত্যন্ত জোরে গর্জন  
করে রাক্ষসদের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করে ক্রোধপূর্বক  
আক্রমণ করল।

উৎক্ষিপ্যা লম্বাডরণং গুদন্ করমিবা দ্বিপঃ।  
নরাস রাক্ষসৌ হর্ষাৎ সতদ্রিত্তোয়দো যথা॥ ২৮

হাতি যেমন শৃড় উঠিয়ে দোলায়, তেমনই ভূষণ  
পরিবৃত হাত ওপরে তুলে সেই রাক্ষসগণ বিদ্যুৎসহ সজল  
মেঘের মতো অত্যন্ত আনন্দে গর্জন করতে লাগল।

সুমালেন্দর্দতন্তস্য শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।  
চিচ্ছেদ যন্তরশ্বাশ্চ জাতান্তস্য তু রাক্ষসঃ॥ ২৯

তখন ভগবান তাঁর বাণে গর্জন করতে থাকা সুমালীর  
সারথির কুণ্ডল মণ্ডিল মাথা কেটে দিলেন। তাতে সেই  
রাক্ষসের ঘোড়াগুলি বলাবিহীন হয়ে চারিদিকে ছুটতে  
লাগল।

তৈরশ্বেত্বর্জ্যম্যতে জাতৈঃ সুমালী রাক্ষসেশ্বরঃ।  
ইন্দ্রিয়াশ্বেঃ পরিজাতৈর্ধৃতিহীনো যথা নরঃ॥ ৩০

ঘোড়াগুলি বলাহীন হয়ে ছুটতে থাকায় রাক্ষসরাজ  
সুমালীও তাদের সঙ্গে ছুটতে লাগলেন। যেমনভাবে  
অজিতেন্দ্রিয় মানুষ বিষয়ে লিপ্ত থাকা ইন্দ্রিয়াদির পিছনে  
ছোটে, তদনুরূপ সুমালী অশ্বগুলির পিছনে ছুটতে  
লাগলেন।

ততো বিষ্ণুং মহাবাহুং প্রপতন্তং রণাজিরে।  
হাতে সুমালেনশ্বেচ রথে বিষ্ণুরথং প্রতি॥ ৩১

মালী চাভাদ্রবদ্ যুক্তঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।  
সুমালীর রথ নিয়ে যখন ঘোড়াগুলি এদিক ওদিক  
ছুটতে থাকে, তখন মালী নামক রাক্ষস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত  
হয়ে ধনুক নিয়ে গরুড়ের দিকে ছুটে আসে এবং  
রাক্ষসদের আক্রমণকারী মহাবাহু বিষ্ণুকে আক্রমণ  
করেন।

মালেন্দর্শনুচ্যুতা বাণাঃ কার্ত্ত্বরবিভূষিতাঃ॥ ৩২  
বিবিশুর্হরিমাসাদা : ক্রৌঞ্চঃ পত্ররথা ইব।  
মালীর নিষ্কিপ্ত সুবর্ণভূষিত বাণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর



শরীরে এমনভাবে ঢুকতে থাকে, যেমন পক্ষীকুল ক্রৌঞ্চ-  
পর্বতের ছিদ্রে প্রবেশ করে।

অর্দমানঃ শরৈঃ সোহৃৎ মালিমুক্তৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৩  
চক্ষুভে ন রণে বিমূর্জিতেন্দ্রিয় ইবাধিভিঃ।

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেমন মানসিক দুঃখে কাতর হন না,  
তেমনই ভগবান শ্রীবিষ্ণু রণভূমিতে মালীর নিক্ষিপ্ত শত-  
সহস্র বাণে পীড়িত হলেও ক্ষুব্ধ হলেন না।

অথ মৌবীহনং কৃত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ৩৪  
মালিনঃ প্রতি বাণৌধান্ সমর্জাসিগদাধরঃ।

তখন ধ্বজা ও গদাধারণকারী ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণু  
তার ধনুকে টংকার করে মালীর ওপর বাণ-বর্ষণ করতে  
আরম্ভ করলেন।

ভে মালিদেহমাসাদ্য বজ্রবিদ্যুৎপ্রভাঃ শরাঃ ॥ ৩৫  
শিবস্তি রুধিরং তস্য নাগা ইব সুধারসম্

বজ্র-বিদ্যুৎ সম সেই বাণ মালীর শরীরে ঢুকে তার  
রক্তপান করতে লাগল, যেন সর্প অমৃতরস পান করছে।

মালিনঃ বিন্মুখঃ কৃত্বা শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৩৬  
মালিমৌলিং ধ্বজং চাপং বাজিনশ্চাপ্যাতয়ৎ।

শেষকালে মালীকে বিবশ করে শঙ্খ-চক্র-গদা  
ধারণকারী ভগবান শ্রীহরি সেই রাক্ষসের মুকুট, ধ্বজা ও  
ধনুক কেটে ঘোড়াগুলিকেও মেরে ফেললেন।

বিরথন্ত গদাং গৃহ্য মালী নক্তংচরোত্তমঃ ॥ ৩৭  
আপুপ্রবে গদাপাণির্গির্ঘ্রাদিব কেসরী।

রথচ্যুত হয়ে রাক্ষসপ্রবর মালী গদা হাতে করে  
লাফিয়ে পড়ল, যেন কোনও সিংহ পর্বত শিখর থেকে লাফ  
দিয়ে নীচে এসে পড়ল।

গদয়া গরুড়েশানমীশানমিব চান্তকঃ ॥ ৩৮  
ললাটদেশেহভ্যহনদ্ বজ্রেনেদ্রো যথাচলম্।

যমরাজ যেমন ভগবান শিবের ওপর গদা এবং ইন্দ্র  
যেমন পর্বতের ওপর বজ্র প্রহার করেছেন, তেমনই মালী  
পক্ষীরাজ গরুড়ের ললাটে তাঁর গদা দিয়ে ভীষণ জোরে  
আঘাত করলেন।

গদয়াভিহতস্তেন মালিনা গরুড়ো ভূশম্ ॥ ৩৯  
রণাৎ পরাভুখং দেবং কৃতবান্ বেদনাতুরঃ।

মালীর গদার আঘাতে অত্যন্ত আহত হয়ে গরুড়  
বেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি তখন যুদ্ধে বিমুখ হয়ে

ভগবান শ্রীনিমগ্নকেও যেন যুদ্ধে বিমুখ করে দিলেন  
পরামুখো কৃতে দেনে মালিনা গরুড়েন নৈঃ  
উদতিষ্ঠয়ান্ শঙ্খো রক্ষসামভিনন্দম্।

মালী যখন গরুড়ের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুকেও যু-  
গেকে বিমুখ করে দিল, তখন সেখানে রাক্ষসদের চানক্য  
গর্জন শোনা গেল।

রক্ষসাং রূবতাং রাবং শ্রদ্ধা হরিহ্যানুজঃ ॥ ৪১  
তির্ঘগাহায় সংক্রুদ্ধঃ পক্ষীশে ভগবান্ হরিঃ।

পরামুখোহপ্যুৎসর্জ মালেশ্চক্রং জিমাংসম্ ॥ ৪২  
রাক্ষসদের গর্জন করে ওঠা সেই সিংহনাদ শুনে

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
পক্ষীরাজের পিঠে তির্যকভাবে বসলেন (তাকে সেই  
রাক্ষস তাঁকে দেখতে পেল)। তখন অন্যদিকে মুখ করে  
থাকলেও শ্রীহরি মালীকে বধের জন্য পিছনে ঘুরে তাঁর  
সুদর্শন চক্র চালালেন।

তৎ সূর্যমণ্ডলাভাসং স্বভাসা ভাসয়ন্ নভঃ ॥ ৪৩  
কালচক্রনিভং চক্রং মালেশ্চ শীর্ষমপাতয়ৎ ॥ ৪৪

সূর্যমণ্ডলের ন্যায় উদ্দীপ্ত কালচক্রসমান সেই চক্র  
নিজ প্রভায় আকাশকে উদ্দীপ্ত করে মালীর মাথা কেটে  
দিল।

তচ্ছিরো রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রেৎকৃত্বং বিভীষণম্ ॥ ৪৫  
পপাত রুধিরোদ্ধারি পুরা রাহুশিরো যথা ॥ ৪৬

চক্র দ্বারা কাটা রাক্ষসরাজ মালীর সেই ভয়ংকর  
মস্তক পূর্বে কাটা রাহুর মাথার মতো রক্তধারসহ পৃথিবীতে  
পড়ল।

ততঃ সুরৈঃ সম্প্রহৃষ্টৈঃ সর্বপ্রাণসমীরিতঃ ॥ ৪৭  
সিংহনাদরবো মুক্তঃ সাধু দেবেতিবাদিভিঃ ॥ ৪৮

এতে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁরা 'সাধু  
ভগবন্! সাধু!' বলতে বলতে সমস্ত শক্তি দিয়ে সিংহনাদ  
করে উঠলেন।

মালিনং নিহতং দৃষ্ট্বা সুমালী মালাবানপি ॥ ৪৯  
সবলৌ শোকসন্তপ্তৌ লঙ্কামেব প্রধাবিতৌ ॥ ৫০

মালী মারা গেছে দেখে দুই রাক্ষস সুমালী ও  
মালাবান শোকে ব্যাকুল হয়ে সেনাসহ লঙ্কা দিকে  
পালালেন।

গরুড়স্ত সমাশ্রয়ঃ সমিবৃত্য যথা পুরা।



রাক্ষসান্ দ্রাবয়ামাস শঙ্কবাতেন কোপিতঃ ॥ ৪৭  
তার মধ্যে গরুড়ের বাথা কমে যাওয়ায় তিনি ফিরে  
এসে আবার ক্রুদ্ধ হয়ে পূর্বের মতো নিজের ডানাব হাওয়ায়  
রাক্ষসদের তাড়াতে থাকলেন।

গদাসধূর্গিতোরসঃ ।  
মুসলৈর্ভিগ্নমস্তকাঃ ॥ ৪৮

বহু রাক্ষসের মুখ গরুড়ের ডানার আঘাতে কেটে  
গেল, গলার আঘাতে অনেকের বক্ষ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।  
কতকাল বহুজনের গলা কেটে গেল। মুসলের মারে  
রাক্ষসের মস্তকের ধ্বজা উড়ে গেল।

কৌটিল্যবাসিনা হিমাশ্বখান্যো শরতাজিতাঃ ।  
নিপতুংস্বরাং তূর্ণং রাক্ষসাঃ সাগরাভসি ॥ ৪৯

তরোয়ালের আঘাতে বহু রাক্ষস টুকরো টুকরো হয়ে  
গেল অনেক বাণের আঘাতে আকাশ পথে সমুদ্রের  
হলে গিয়ে পড়ল।

নরগোহীলীষুবরশনীভি-  
বিদারয়ামাস ধনুর্বিমুক্তৈঃ ।

নন্তরান্ ধৃতবিমুক্তকেশান্  
যথাসনীতিঃ সতড়িমহাস্রঃ ॥ ৫০

ভগবান বিষ্ণুও তাঁর ধনুক নিষ্কিপ্ত শ্রেষ্ঠ বাণ এবং  
অগ্নির সাহায্যে রাক্ষসদের বিদীর্ণ করতে লাগলেন  
জন্ম সেই নিশাচরদের আলুলায়িত কেশ হাওয়ায় উড়ছিল  
আর পীতাম্বরধারী শ্যাম শ্রীহরির সুন্দর রূপ বিদ্যুৎমালা  
বর্তিত মেঘের ন্যায় সুশোভিত দেখাচ্ছিল।

সিদ্ধাপত্রং পতমানশস্ত্রং  
শরৈরপশ্বস্তবিনীতবেষম্

বিনিসৃতান্ ভয়লোলনেত্রং  
বলং তদুন্নততরং বভূব ॥ ৫১

রাক্ষসদের সমস্ত সৈন্য উন্নতের ন্যায় প্রতীত  
হয়েছিল বাণে তাদের ছত্র কেটে গিয়েছিল, অস্ত্র-শস্ত্র পড়ে  
গিয়েছিল, সৌম্য বেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সকলে ভয়ে  
কঁপে গিয়েছিল।

সিংহাদিতানামিব কুঞ্জরাণাং  
নিশাচরাণাং সহ কুঞ্জরাণাম্ ।

রবাশ্চ বেগাশ্চ সমং বভূবুঃ  
পুরাণসিংহেন বিমর্দিতানাম্ ॥ ৫২

সিংহ পীড়িত হাতিদের চিংকার ও পলায়ন যেমন  
একসঙ্গে হয়, তেমনই সেই পুরাণ প্রসিদ্ধ নৃসিংহ রূপধারী  
শ্রীহরির আঘাতে নিশাচরেরা তাহকার করে উঠছিল।

তে বারমাণা হবিনাশজালৈঃ  
স্ববাণজালানি সমুৎসৃজন্তুঃ ।

খানজি নন্তরচরকালমেঘা  
বায়ুপ্রণুমা ইব কালমেঘাঃ ॥ ৫৩

ভগবান বিষ্ণুর বাণে আবৃত হয়ে নিজেদের অস্ত্র  
পরিত্যাগ করে এই নিশাচরেরা এমন ভাবে পালাল, যেমন  
হাওয়ার তেজে বর্ষার মেঘ আকাশে উড়ে পালায়।

চক্রপ্রহারৈর্বিনিকৃন্তশীর্বাঃ  
সধূর্গিতাস্রাশ্চ গদাপ্রহারৈঃ ।

অসিপ্রহারৈর্বিবিধাবিভিন্নাঃ  
পতন্তি শৈলা ইব রাক্ষসেভ্যঃ ॥ ৫৪

চক্রের আঘাতে রাক্ষসদের মাথা কেটে গিয়েছিল,  
গদার মারে তাঁদের শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল, তলোয়ারের  
আঘাতে দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে  
রাক্ষসরাজ ধরাশায়ী হয়েছিলেন।

বিলম্বমানৈর্মণিহারকুণ্ডলৈ-  
নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ

নিপাত্যমানৈর্দদৃশে নিরন্তরং  
নিপাত্যমানৈরিব নীলপর্বতৈঃ ॥ ৫৫

ছড়িয়ে পড়া মণিমণ্ডিত হার এবং কুণ্ডলের সঙ্গে  
নীল মেঘ সদৃশ সেই নিশাচরদের মৃতদেহে রণভূমি ভবে  
গিয়েছিল। সেই ধরাশায়ী রাক্ষসদের নীলপর্বতের মতো  
দেখাচ্ছিল। সেখানকার ভূভাগ এমনভাবে মৃতদেহে  
আচ্ছাদিত ছিল যে, সেখানে কোথাও তিলধারণের স্থান  
ছিল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ (৮)

মাল্যবানের যুদ্ধ ও পরাজয় এবং সূমাত্রী ইত্যাদি সকল রাক্ষসদের পাতালে প্রবেশ

হন্যমানে বলে তস্মিন্ পদ্মনাভেন পৃষ্ঠতঃ।  
মাল্যবান্ সমিবৃত্তোহথ বেলামেতা ইবার্ণবঃ॥ ১

(শ্রীঅগস্ত্য বললেন — রঘুনন্দন) পদ্মনাভ ভগবান  
শ্রীবিষ্ণু যখন পলায়নরত রাক্ষস সেনাদের পিছন থেকে  
মারতে শুরু করেন, তখন মাল্যবান লুটিয়ে পড়েন, মেন  
মহাসাগর নিজ তটভূমিতে গিয়ে নিবৃত্ত হয়ে গেল।

সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাচলয়ৌলির্নিশাচরঃ।

পদ্মনাভমিদং প্রাহ বচনং পুরুষোত্তমম্॥ ২

তার চক্ষু লাল হয়ে গিয়েছিল আর মুকুট নড়ছিল।  
সেই নিশাচর পুরুষোত্তম ভগবান পদ্মনাভকে তখন  
এইকথা বললেন—

নারায়ণ ন জানীষে ক্ষত্রধর্মঃ পুরাতনম্।

অযুদ্ধমনসো ভীতানন্দান্ হংসি যথেষতঃ॥ ৩

‘নারায়ণদেব ! মনে হচ্ছে আপনি পুরানো ক্ষত্রধর্ম  
একেবারেই জানেন না, তাই সাধারণ মানুষের মতো, যার  
মন যুদ্ধ থেকে সরে গিয়েছে এবং যে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে,  
তেনই আমাদের মতো রাক্ষসদের মারছেন।

পরাত্মবধঃ পাপং যঃ করোতি সুরেশ্বর।

স হস্তা ন গতঃ স্বর্গং লভতে পুণ্যকর্মণাম্॥ ৪

‘সুরেশ্বর ! যিনি যুদ্ধ বিমুখ সৈনিকদের বধ করার  
মতো পাপ করেন, সেই খাতক এই শরীর ত্যাগ করে  
পরলোকে পুণ্যকর্মকারী পুরুষদের প্রাপ্তব্য স্বর্গ লাভ করেন  
না।

যুদ্ধপ্রস্রাথবা তেহস্তি শঙ্খচক্রগদাধর।

অহং হিতোহস্মি পশ্যামি বলং দর্শয় যৎ তব॥ ৫

‘শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারণকারী দেবতা ! আপনার  
হৃদয়ে যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকে, তবে আমি দাঁড়িয়ে  
আছি। দেখি, আপনার কত শক্তি ! দেখান, আপনার  
পরাক্রম।’

মাল্যবন্তঃ হিতঃ দুষ্টা মাল্যবন্তমিবাচলম্।

উবাচ রাক্ষসেন্দ্রঃ তং দেবরাজানুজো বলী॥ ৬

মাল্যবান পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান  
রাক্ষসরাজ মাল্যবানকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা  
মহাবলী বিষ্ণু তাঁকে বললেন—

যুগ্মভ্রো ভগাভীতানাং দেবানাং নৈ ময়াহুয়ম্।  
রাক্ষসোৎসাদনং দত্তং তদেতদনুগালয়ে

‘দেবতারা তোমাদের জন্য যুগ্ম ভ্রু পেয়েছিলেন,  
আমি রাক্ষসদের সংহার করার প্রতিজ্ঞা করে তাঁদের হস্ত  
প্রদান করেছি ; তাই আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করছি  
প্রাণেরপি প্রিয়াং কার্যং দেবানাং হি সদা ময়া।  
সোহহং বো নিহনিম্যামি রসাতলগভ্রানপি॥ ৭

‘আমার প্রাণের বিনিময়েও সর্বদা দেবতাদের প্রি  
কাজ করতে হবে ; তাই তখনরা যদি পালিয়ে রসাতলে  
চলে যাও, তবু আমি তোমাদের বধ না করে ছাড়ব না।’

দেবদেবঃ ক্রবাণঃ তং রক্তাধুরুহলোচনম্।

শক্ত্যা বিভেদ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রো ভূজায়

রক্তকমলসম চক্ষুঃশিষ্ট দেবাদিদেব ভগবান ইন্দ্র

যখন একথা বলছিলেন, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসরাজ  
মাল্যবান শক্তিপূর্বক আঘাত করে ভগবান বিষ্ণুর কক্ষস্থ  
বিদীর্ণ করে দিলেন।

মাল্যবন্তুজনির্মুক্তা শক্তির্ঘণ্টাকৃতবদা।

হরেকরসি বশাজ মেঘহ্রৈব শতব্রুদা॥ ১০

মাল্যবানের হস্ত নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি ঘণ্টানাদ করে  
শ্রীহরির বক্ষে লাগল এবং মেঘে আঘাত করে প্রকৃতি  
বিদ্যুতের মতো শোভা পেতে থাকল।

ততস্তামেব চোৎকৃষ্য শক্তিং শক্তিরপ্রিয়ঃ

মাল্যবন্তঃ সমুদ্দিশ্য চিক্কেপাধুরুহেক্ষণঃ॥ ১১

শক্তিদারী কার্তিকেয় যাঁর প্রিয় অথবা যিনি শক্তি  
ঋত্বের প্রিয়তম, সেই ভগবান কমলনয়ন বিষ্ণু সেই  
শক্তিকে নিজের বক্ষ থেকে তুলে নিয়ে মাল্যবানের দিকে  
ছুঁড়ে মারলেন।

ক্লন্দোৎসৃষ্টেব সা শক্তির্গোবিন্দকরনিঃসৃজা।

কাংক্ষন্তী রাক্ষসং প্রায়ান্নহোঙ্কেবাজনাচলম্॥ ১২

ক্লন্দ নিক্ষিপ্ত শক্তির ন্যায় গোবিন্দের হস্তনির্গত  
সেই শক্তি রাক্ষসকে লক্ষ্য করে ছুটল, যেন অগ্নিনির্মিত  
ওপর কোনো ভারী উষ্ণাবর্ষণ হল।

সা তস্যোরসি বিদ্বীর্ণে হারভারাবতাসিতে।

আপতদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য গিরিকূট ইবানিঃ॥ ১৩



দ্বারদ্বার করে প্রকাশিত সেই রাক্ষসগণের বিশাল  
কোথলে সেই শক্তি দিয়ে আঘাত করল, গেম কোনও  
কোথলে গেলপাত হল।

সেই সময় রাক্ষস প্রাণিশব্দে বিপুলঃ ক্রমঃ  
পুনরাবৃত্তিঃ গিরিরিচলঃ ॥ ১৪

এতে মালাবানের কণ্ঠ কেটে গেল এবং তিনি  
কিছু মুখ্য আঘাত দিয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি পুনরায়  
বলে বসেই নিয়ে পর্বতের মতো অনিচ্ছাভাবে ভগবান  
কিছু সমুদ্রে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কাল্যাসঃ শূলঃ কণ্টকৈর্ভক্তিক্রমঃ  
দেবঃ স্তনমোরহরে দৃঢ়মঃ ॥ ১৫

তবপর তিনি কালো লোহার তৈরি অসংখ্য কণ্টক  
বিহীন শূল হাতে নিয়ে ভগবানের বক্ষে গভীর আঘাত  
করলেন।

এবং রবরব শব্দে মৃষ্টিনা বাসবানুজম্।  
ভক্তিম্বা ধনুর্ভ্রামপত্রাঙ্কো নিশাচরঃ ॥ ১৬

এইভাবে সেই যুদ্ধপ্রেমী রাক্ষস ভগবান বিস্মকে  
জড় করে একটু পিছনে সরে গেলেন।

রক্তময় মদান্ শব্দঃ সাধুসাম্প্রতি চোখিতঃ  
জগা রাক্ষসৌ বিষ্ণুঃ গরুড়ঃ চাপত্যভয়ঃ ॥ ১৭

সেই সময় আকাশে রাক্ষসদের মহাতর্জনাদ গুল্লুরিত  
হওয়া একসঙ্গে বলে উঠল— ‘উত্তম, অতি উত্তম।’  
লক্ষ বিস্মকে ঘূর্ণি মেঝে সেই রাক্ষস গরুড়কেও প্রহার  
করল।

সেইসময়ে ক্রুদ্ধঃ পক্ষবাতেন রাক্ষসম্।  
বশাব্দ বলবান্ বায়ুঃ শুষ্কপর্ণচরাং যথা ॥ ১৮

তাই দেখে বিনতানন্দন গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের  
কর প্রবল বাতাসে সেই রাক্ষসকে এমনভাবে উড়িয়ে  
ল, সেটা প্রবল বাতাসে শুষ্ক পাতার মতো পড়ে উড়িয়ে দেয়।

সেইসময়ে পক্ষবাতেন দ্রাবিতঃ দৃশ্য পূর্বজম্।  
সৌ বনঃ সার্বঃ লক্ষ্যমভিমুখো যযৌ। ১৯

কিছু উড়িয়ে পক্ষীরাজের ডানার আওয়া উড়ে  
গেল সেখানে।

সেইসময়ে মালাবানপি রাক্ষসঃ।  
সমাগম্য যযৌ লক্ষ্যং দ্রিগা বৃতঃ ॥ ২০

সেইসময়ে ডানার আওয়া উড়ে গিয়ে রাক্ষস

মালাবান আঘাত পাওয়ার ভয়ে নিজ সেনাদের সঙ্গে লক্ষ্যের  
দিকে ছলে ছেলেন।

এবং তে রাক্ষসা রাম করিণা কমলেক্ষণ।  
বহুলাঃ যযুগে ভয়া তৎপ্রবরনামকঃ ॥ ২১

কমলনয়ন শ্রীরাম ! এই ভাবে ভগবান শ্রাবস্তুর সঙ্গে  
রাক্ষসদের অনেকবার যুদ্ধ হয় এবং প্রতিটি সংগ্রামে প্রধান  
নাগেরা মাঝে মাঝেই তারা পাপাও পাবে।

‘অশ্রুপথশ্চ বিষ্ণুঃ প্রতিগোদ্ধঃ বলদীর্ঘাঃ।  
ভয়া লক্ষ্যং গভা বদ্যঃ পাতালং সমপদ্যঃ ॥ ২২

এরা কোনো ভাবেই ভগবান বিষ্ণুর সম্মুখীন হতে  
পারে না। সর্বদা তাঁর কাছে পরাস্ত হতে থাকে। অবশেষে  
সমস্ত নিশাচর লক্ষ্য ত্যাগ করে নিজ নিজ পরিসর পাতালে  
বাস করতে চলে গেলেন।

সুমাঙ্গিনঃ সনাসাদ্য রাক্ষসঃ রণসুত্তম।  
দ্বিত্যঃ প্রখ্যাতবীর্যাস্তে বংশে সালকটকটে ॥ ২৩

রঘুশ্রেষ্ঠ ! সেই সকল বিপ্যাত পরাক্রমী নিশাচর  
সালকটকটবংশে বিদ্যমান রাক্ষস সুমালীর আগ্রয়ে  
থাকতে আগল

যে দ্বারা নিহতাস্তে তু পৌলস্ত্যা নাম রাক্ষসাঃ।  
সুমাঙ্গী মালাবান্ মালী যে চ তেমাং পুরঃসরাঃ।

সর্ব এতে মহাভাগা রাবণাদ্ বলবন্তরাঃ ॥ ২৪

শ্রীরাম ! আপনি পুত্রস্বা বংশের যে সকল  
রাক্ষসদের বিনাশ করেছেন, তার পূর্ববর্তী রাক্ষসদের  
পরাক্রম আরও অধিক ছিল। সুমালী, মালাবান, মালী এবং  
তাদের পূর্বের যোদ্ধারা—মহাভাগ নিশাচর রাবণের থেকে  
অধিক বলশালী ছিলেন।

ন চান্যো রাক্ষসান্ হস্তা সুরারীন্ দেবকণ্টকান্।  
ঋতে নারায়ণঃ দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ২৫

শঙ্খ, চক্র, গদাধারী ভগবান নারায়ণদেব ছাড়া অন্য  
কোনো পক্ষ দেবতাদের জন্য কণ্টকরূপ সেই দেবদ্রোহী  
রাক্ষসদের বধ করা সম্ভব ছিল না।

ভবান্ নারায়ণো দেবশ্চতুর্ভাঃ সনাতনঃ।  
রাক্ষসান্ হস্তমুৎপমো হ্যজয়াঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৬

আপনিই চতুর্ভাষারী সনাতন দেবতা ভগবান  
নারায়ণ। কেউই আপনাকে পরাস্ত করতে পারে না।  
আপনি অবিনাশী প্রভু, রাক্ষসদের বধ করার জন্যই  
‘ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন।



নষ্টধর্মব্যবস্থানাং কালে কালে প্রজাকরঃ ।

উৎপদ্যতে দস্যুবশে শরণাগতবৎসলঃ ॥ ২৭

আপনিই এই প্রজালোকের স্রষ্টা এবং শরণাগতদের ওপর দয়ালু। যখনই ধর্মব্যবস্থা বিনষ্ট করার জন্য দস্যুর উদ্ভব হয়, তখনই তাদের বধ করার জন্য আপনি অবতার রূপে অবতীর্ণ হন।

এখা ময়া তব নরাধিপ রাক্ষসানা-

মুৎপত্তিরদা কথিতা সকলা যথাবৎ ।

ভূয়ো নিবোধ রঘুসন্তম রাবণস্য

জন্মপ্রভাবমতুলং সসূতস্য সর্বম্ ॥ ২৮

নরেশ্বর ! আমি এইভাবে আপনাকে রাক্ষসদের

উৎপত্তির পূর্ণ বিবরণ শোনালাম। রঘুবংশশিরোমণি। এবার আপনি রাবণ এবং তাঁর পুত্রদের জন্ম এবং অনুপম প্রভাবের সমস্ত বর্ণনা শুনুন।

চিরাৎ সুমালী ব্যচরদ্ রসাতলং

স রাক্ষসো নিমুজ্যাদিতুদা

পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সমমিতো বধী

ততস্ত লক্ষ্মাবসদ্ ধনেশ্বরঃ ॥ ২৯

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভয়ে ভীত গীড়িত হয়ে রাক্ষস সুমালী নিজ পুত্র-পৌত্রসহ দীর্ঘকাল রসাতলে বিচরণ করছিলেন এবং মধ্যে খনাধ্যক্ষ কুবের লঙ্কাকে নিজের নিবাস-স্থান করলেন।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

## নবমঃ সর্গঃ (৯)

রাবণ প্রভৃতির জন্ম এবং তপস্যার জন্য তাঁদের গোকর্ণ আশ্রমে গমন

কস্যাচিৎ ত্বং কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ ।

রসাতলামর্ত্যলোকং সর্বং বৈ বিচচার হ ॥ ১

নীলজীমূতসকাশস্তপ্ত কাঞ্চনকুণ্ডলঃ

কন্যাং দুহিতরং গৃহ্য বিনা পদ্মমিব প্রিয়ম্ ॥ ২

কিছুকাল পরে নীলমেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শ্যামবর্ণের রাক্ষস সুমালী, তপ্ত স্বর্ণ কুণ্ডল দ্বারা অলংকৃত নিজ সুন্দরী কন্যা, যাকে কমলবিহীন লক্ষ্মীর মতো দেখাচ্ছিল, সঙ্গে নিয়ে রসাতল থেকে বেরিয়ে সমগ্র মর্ত্যলোকে বিচরণ করতে লাগলেন।

রাক্ষসেন্দ্রঃ স তু তদা বিচরন্ বৈ মহীতলে ।

তদাপশ্যৎ স গচ্ছন্তঃ পুষ্পকেশ ধনেশ্বরম্ ॥ ৩

গচ্ছন্তঃ পিতরং দ্রষ্টুং পুলস্ত্যতনয়ং বিভূম্ ।

তং দৃষ্ট্বামরসংকাশং গচ্ছন্তঃ পাবকোপমম্ ॥ ৪

রসাতলং প্রবিষ্টঃ সন্যতলোকাৎ সবিষ্ময়ঃ ।

ভূতলে বিচরণকালে রাক্ষসরাজ সেইসময় অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং দেবতুল্য শোভাধারণকারী ধনেশ্বর কুবেরকে দেখতে পেলেন, তিনি পুষ্পকবিমানে চড়ে তাঁর পিতা পুলস্ত্যনন্দন বিশ্ববাকে দর্শন করার জন্য যাচ্ছিলেন।

তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তিনি মর্ত্যলোকে থেকে রসাতলে প্রবেশ করলেন

ইতোবং চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং মহামতিঃ ॥ ৫

কিং কৃত্বা শ্রেয় ইতোবং বর্ষেমহি কথং বয়ম্ ।

সুমালী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, কী করলে আমাদের রাক্ষসদের ভালো হয়? কী করে আমাদের উন্নতি হতে পারে?

অথারবীৎ সুতাং রক্ষঃ কৈকসীং নাম নামতঃ ॥ ৬

পুত্রি প্রদানকালোহয়ং যৌবনং বাতিবর্ততে ।

প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্তং ন বরৈঃ প্রতিগৃহ্যসে ॥ ৭

এরূপ চিন্তা করে সেই রাক্ষস নিজ কন্যা, যার নাম কৈকসী, তাকে বললেন - ‘পুত্রি ! এখন তোমার বিবাহের উপযুক্ত সময় এসে গেছে ; কেননা এখন যৌবনাবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, পাছে তুমি অস্বীকার করো—এই ভয়ে কোনো শ্রেষ্ঠ বর তোমাকে বরণ করছেন না।

ত্বংকৃতে চ বয়ং সর্বং যত্ত্বিতা ধর্মবুদ্ধয়ঃ ।

ত্বং হি সর্বগুণোপেতা শ্রীঃ সাক্ষাদিব পুত্রিকৈ ॥ ৮

‘পুত্রি ! তুমি যাতে বিশিষ্ট বর প্রাপ্ত হও, তাবজ্ঞা

আমরা বহু চেষ্টা করেছি, কারণ কন্যাদানের বিষয়ে আমরা  
এতদূর চিন্তা করি। তুমি তো সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো সর্বগুণ  
সম্পন্ন (সুতরাং তোমার পতিও সর্বতোভাবে তোমার  
সুখই হওয়া উচিত)

কন্যাপিতৃদ্বন্দ্বঃ দুঃখং হি সর্বথাঃ মানকাক্ষিকণাম্  
জয়তে চ কঃ কন্যাং বরয়েদিতি কন্যাকে ॥ ৯

‘পুত্রি! সম্মানিত সকল পিতার পক্ষেই কন্যার পিতা  
বরাহঃ দুঃখবহু কারণ হয়; কারণ এটি জানা যায় না যে,  
এক কেমন প্রকৃতির পুরুষ কন্যাকে বরণ করবে?’

কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব চ দীযতে।

কন্যয়া সঙ্গা কন্যা সংশয়ে ছাপা তিষ্ঠতি ॥ ১০

‘মাতা, পিতা এবং যেখানে কন্যা দান করা হয়, সেই  
কুলকেও কন্যা সর্বদা সংশয়ে রাখে।

কঃ মুনিবরং শ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্।

কঃ ক্রিয়সং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্ ॥ ১১

‘সুতরাং পুত্রি! তুমি প্রজাপতি কুলে উৎপন্ন, শ্রেষ্ঠ  
কুলসম্পন্ন, পুলস্ত্যানন্দন মুনিবর বিশ্বাকে স্বয়ং পতিরূপে  
দান করা এবং তাঁর সেবা করো।

কঃ ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ পুত্রি ন সংশয়ঃ।

কঃ জ্ঞানসমো তাদৃশোহয়ং ধনেশ্বরঃ ॥ ১২

‘পুত্রি! একরূপ করলে এই ধনেশ্বর কুবের যেমন,  
তোমার পুত্রও নিঃসন্দেহে তেমনই হবে, তুমি তো প্রত্যক্ষ  
করছো, ইনি কীরূপ নিজের তেজে সূর্যের সমান  
উজ্জ্বল?’

স তু ভূ বচনং শ্রদ্ধা কন্যাকা পিতৃগৌরবাৎ।

কঃ গন্ধা চ সা তসৌ বিশ্ববা যত্র তপাতে ॥ ১৩

পিতার এই কথা শুনে এবং তাঁর গৌরবের কথা  
শ্রবণ করে কৈকসী সেই স্থানে গেলেন, যেখানে মুনিবর  
বিশ্ববা তপস্যা করছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি এক  
দাম্পত্য দাঁড়ালেন।

কঃ পুত্রায়াম্ রাম পুলস্ত্যানন্দো দ্বিজঃ।

কঃ পুত্রায়াম্ পুত্রায়াম্ ইব পাবকঃ ॥ ১৪

‘প্রিয়াম! পুলস্ত্যানন্দন বিশ্ববা তখন সায়ংকালের  
প্রতিদ্বন্দ্ব করছিলেন। সেই তেজস্বী মুনিকে তখন তিন  
সপ্তাহ সঙ্গ তাঁকেও চতুর্থ অগ্নির ন্যায় সমান দেদীপ্যমান

দেখাচ্ছিলেন।

অনিচ্ছিতা তু তাং বেলাং দারুণাং পিতৃগৌরবাৎ।

উপসৃত্যাত্তস্য চরণাশোমুখী দ্বিতা ॥ ১৫

পিতার গৌরব বৃদ্ধি চিন্তা করে কৈকসী সেই ভয়ংকর  
বেলায় চিন্তা না করে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর চরণে দৃষ্টি  
নিবদ্ধ করে মুগ্ধ নীচ করে দাঁড়ালেন।

বিজিখন্তী মুহুর্ভুমিমপুষ্ঠাগ্রাণ জামিনী।

স তু তাং বীক্ষ্য সুশ্রোণীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ১৬

অত্রনীৎ পরমোদারো দীপামানাঃ স্বতেজসা।

সেই নারী নিজের পদাঙ্গুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে  
লাগলেন। পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুগ্ধ এবং সুন্দর কটি সমন্বিত  
সুন্দরী নারী—যিনি নিজ তেজে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন, তাঁকে  
দেখে সেই পরম উদার মহর্ষি জিজ্ঞাসা করলেন—

ভদ্রে কস্যাসি দুহিতা কুতো বা ভুমিহাগতা ॥ ১৭

কিং কার্যং কস্য বা হেতোস্তত্ত্বতো ব্রহ্মি শোভনে ॥ ১৮

‘ভদ্রে! তুমি কার কন্যা? কোথা থেকে এসেছ,  
আমার কাছে তোমার কী প্রয়োজন, কী উদ্দেশ্যে তুমি  
এখানে এসেছ? শোভনে! আমাকে সব কথা ঠিক করে  
বলো।’

এবমুক্তা তু সা কন্যা কৃতাজ্জলিরাব্রবীৎ।

আত্মপ্রভাবেণ মুনে জ্ঞাতুমহঁসি মে মতম্ ॥ ১৯

কিং তু মাং বিদ্ধি ব্রহ্মর্ষে শাসনাৎ পিতুরাগতাম্।

কৈকসী নাম নাম্নাহং শেষং স্বং জ্ঞাতুমহঁসি ॥ ২০

বিশ্ববা জিজ্ঞাসা করায় সেই কন্যা হাত জোড় করে  
বললেন—‘মুনে! আপনি নিজেই আমার মনোভাব বুঝতে  
পারবেন; কিন্তু ব্রহ্মর্ষে! আমার কাছ থেকে শুধু এটুকুই  
জেনে নিন যে, আমি আমার পিতার আদেশে আপনার  
সেবার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আমার নাম কৈকসী।  
অবশিষ্ট সব কিছু নিজেই জেনে নিতে পারেন (আমাকে  
দিয়ে বলাবেন না)।’

স তু গন্ধা মুনির্ধ্যানং বাক্যমেতদুবাচ হ।

বিজ্ঞাতং তে ময়া ভদ্রে কারণং যন্নানোগতম্ ॥ ২১

সুতাভিলাষো মন্তস্তে মন্তমাতঙ্গগামিনি।

দারুণায়াং তু বেলায়াং যস্মাৎ স্বং মামুপস্থিতা ॥ ২২

শৃণু তস্মাৎ সুতান্ ভদ্রে যাদৃশাজ্জনয়িষ্যসি।



দারুণান্ দারুণাকারান্ দারুণাভিজ্ঞানপ্রিয়ান্ ॥ ২৩  
প্রসবিন্যসি সুশ্রোণি রাক্ষসান্ ক্রুরকর্মণঃ।

এই কথা শুনে মুনি কিছু সময় ধ্যান করলেন, তারপর বললেন— ‘ভদ্রে ! তোমার মনের কথা বুঝেছি। মন্ত গজরাজের ন্যায় মন্দগতিতে গতিশীলা সুন্দরি ! তুমি আমার কাছ থেকে পুত্রলাভ করতে চাও, তাই এই প্রতিকূল সময়ে তুমি আমাব কাছে এসেছ। তাহলে তুমি একথাও জেনে নাও তোমার পুত্র কেমন হবে ! সুশ্রোণি ! তোমার পুত্র ক্রুর স্বভাবসম্পন্ন এবং ভয়ংকর আকারের হবে। ক্রুবকর্মা রাক্ষসদেব সঙ্গে তার ভাব হবে, তুমি ক্রুরকর্মকারী রাক্ষসদের জন্মদাত্রী হবে।’

সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রশিপত্যত্রবীদ্ বচঃ ॥ ২৪  
ভগবদীদৃশান্ পুত্রাংস্ততোহহং ব্রহ্মবাদিনঃ  
নেচ্ছামি সুদুরাচারান্ প্রসাদং কর্তুমহসি ॥ ২৫

মুনির এই কথা শুনে কৈকসী তাঁর চরণে পতিত হয়ে বললেন— ‘ভগবন্ ! আপনি ব্রহ্মবাদী মহাত্মা, আমি আপনার থেকে এরূপ দুরাচারী পুত্রদের পাবার আকাঙ্ক্ষা করি না ; আপনি আমাকে কৃপা করুন।’

কনয়া ত্বেবমুক্তস্ত বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ  
উবাচ কৈকসীং ভূয়ঃ পূর্ণেন্দুরিব রোহিণীম্ ॥ ২৬

রাক্ষসকন্যা এই কথা বলায় পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুনিবর বিশ্রবা রোহিণী সমান সুন্দরী কৈকসীকে আবার বললেন— পশ্চিমো যন্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে।

মম বংশানুরূপঃ স ধর্মাত্মা চ ন সংশয়ঃ ॥ ২৭

‘শুভাননে ! তোমার যে সর্বকনিষ্ঠ শেষ পুত্র হবে, সে আমার বংশের মতো ধর্মাত্মা হবে ; তাতে কোনো সংশয় নেই।’

এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ।

জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্ ॥ ২৮  
দশগ্রীবঃ মহাদংষ্ট্রঃ নীলাঞ্জনচর্যোগমম্।

তাপ্রোষ্ঠঃ বিংশতিভুজঃ মহাস্যঃ দীপ্তমূর্ধজম্ ॥ ২৯

শ্রীরাম ! মুনি একথা বলার কিছুকাল পরে কৈকসীর গর্ভে অত্যন্ত ভয়ানক এবং ক্রুর স্বভাবসম্পন্ন এক রাক্ষসের জন্ম হয়, তাঁর দশটি মস্তক, বিশাল দাঁত, মস্ত ঠোঁট, কুড়িটি বাহু, মস্ত বড় মুখ এবং ঘন কেশ। তাঁর

দেহবর্ণ ছিল কয়লার মতো কালো।

তস্মিঞ্জাতে ততস্তস্মিন্ সজ্জালকল্যাঃ শিবাঃ।  
ক্রনাদাশচাপসনানি মণ্ডলানি প্রচক্রমুঃ ১০

তাঁর জন্ম হতেই আগ্নেয় শূলিন্দ্র মুখে পৈকশিয়ার ও মাংসভক্ষী শকুন আদি পক্ষীকুল ডানদিক থেকে মণ্ডলাকার হয়ে ঘুরতে লাগল।

বনর্ষ রুগিরং দেবো মেঘাশ্চ ধরনিঃসনাঃ  
প্রনভৌ ন চ সূর্যো বৈ মহোদ্ধাশচাপতনুঃ ক্রুনিঃ ৩১  
চকম্পে জগতী চৈব বসুর্বাভাঃ সুদাক্ষণাঃ।

অগ্নোজ্যঃ স্তুভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ৩২

ইন্দ্রদেব রুধির বর্ষণ করতে লাগলেন, মেঘ ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগল, সূর্য রশ্মির হেতু জ্বল গেল, পৃথিবীতে উল্কা পাত হতে লাগল, ধরনী ভেঙ্গে উঠল, ভয়ানক ঝঞ্ঝা বইতে থাকল, সমুদ্র নিম্নরূপ হতে উঠল।

অথ নামাকরোৎ তস্য পিতামহস্যঃ পিতা।

দশগ্রীবঃ প্রসূতোহয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি ৩৩

তখন ব্রহ্মার ন্যায় তেজস্বী পিতা বিপ্রবামুনি তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন— ‘দশগ্রীব’ কারণ তিনি দশটি গ্রীব (মস্তক) নিয়ে জন্মেছিলেন।

তস্য ত্বনন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।

প্রমাণাদ্ যস্য বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদতে ৩৪

তারপর জন্ম হয় মহাবলী কুম্ভকর্ণের, তাঁর থেকে বড় শরীর এই জগতে আর কারোরই নেই।

ততঃ শূর্ণনখা মাম সংজ্ঞে বিকৃতাননা।

বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা কৈকস্যাঃ পশ্চিমঃ সুতঃ ৩৫

এরপর বিকট মুখসম্পন্ন শূর্ণনখা জন্ম দেন অতঃপর ধর্মাত্মা বিভীষণের জন্ম হয়, তিনি ছিলেন কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র।

তস্মিন্ জাতে মহাসত্বে পুষ্পবর্বং পপাত হ।

নভঃস্থানে দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংষ্ট্রা ৩৬

বাক্যং চৈবান্তরিক্ষে চ সাধু সাক্ষিতি তৎ তদা ৩৭

সেই মহান সাক্ষিক পুত্র জন্মালে আকাশে পুষ্পবর্ষণ হয় এবং দেবতাদের দুন্দুভি বেজে ওঠে। সেই সময় অন্তরীক্ষে ‘সাধু-সাধু’ ধ্বনি শোনা যায়।



তু তত্র মহারণো ববৃথাতে মহৌজসে ॥

লোকোদ্বেষগকরৌ তদা ॥ ৩৭

কুন্তকর্ণ এবং দশগ্রীব — এই দুজন মহাবলী বাক্ষস

সেই ক্রমে উদ্বেষ সৃষ্টিকারী ছিলেন। এঁরা দুজনেই সেই

কাল বনভূমিতে লালিত-পালিত হতে লাগলেন।

প্রমত্তস্ত মহর্ষীন্ ধর্মবৎসলান্।

নিত্যাসমুদ্রৌ ভক্ষয়ন্ বিচচার হ ॥ ৩৮

কুন্তকর্ণ অত্যন্ত উগ্রভূত ছিলেন। তিনি আহার করে

করত তৃপ্ত হতেন না ; তাই ত্রিলোকে ঘুরে ঘুরে তিনি

যেখানে মহর্ষীদের যেতে লাগলেন।

ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্মব্যবহিতঃ।

উবাস বিজিতেজিয়ঃ ॥ ৩৯

ইহীশ্বর শিশুকাল থেকেই ধর্মাত্মা ছিলেন। তিনি

এন ধর্মে অবস্থান করতেন, স্বাধায় করতেন, নিয়মিত

হুই করতেন এবং নিজের ইন্দ্রিয়াদি নিজ বশে

রতেন।

স বৈশ্রবণো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ।

ভ্রম্য পিতরং দ্রষ্টুং পুষ্পকেশ ধনেশ্বরঃ ॥ ৪০

কিছুকাল পরে ধনপতি বৈশ্রবণ পুষ্পকবিমানে

সহরণ করে নিজের পিতাকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে

স্বর্গে এলেন।

স দুষ্টা কৈকসী তত্র জ্বলন্তমিব তেজসা।

রাক্ষসী তত্র দশগ্রীবমুবাচ হ ॥ ৪১

তিনি নিজ তেজে প্রকাশিত হচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে

রাক্ষসকন্যা কৈকসী তাঁর পুত্র দশগ্রীবের কাছে এসে

কলম—

স বৈশ্রবণং পশ্য স্নাতরং তেজসা বৃতম্।

সমুদ্রাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং তুমীদৃশম্ ॥ ৪২

‘পুত্র ! তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণকে দেখো ! তাকে

তোমার তেজস্বী মনে হচ্ছে ? ভাই হওয়ার সুবাদে তুমিও

ই সমকক্ষ। কিন্তু দেখো, তোমার কী অবস্থা ?

দশগ্রীব যথা যত্নঃ কুরুষামিভবিক্রম।

যথা ভ্রমপি মে পুত্র ভবেবৈশ্রবণোপমঃ ॥ ৪৩

‘অমিত পরাক্রমী দশগ্রীব ! আমার পুত্র ! তুমিও

এমন প্রয়াস করো, যাতে বৈশ্রবণের মতোই তেজ ও

বৈভব সম্পন্ন হও।’

মাতুস্তদ্ বচনং শ্রদ্ধা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।

অমর্শমতুলং লেভে প্রতিজ্ঞাং চাকরোৎ তদা ॥ ৪৪

মাতার এই কথা শুনে প্রতাপশালী দশগ্রীব অত্যন্ত

দুঃখিত হলেন। তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা কবলেন—

সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতৃতুল্যোহমিকোহপি বা।

ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সম্ভাপং তাজ হৃদাতম্ ॥ ৪৫

‘মা ! তুমি চিন্তা করো না। আমি তোমার কাছে সত্য

প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, আমি নিজ পরাক্রম দ্বারা ভাই

বৈশ্রবণের সমান অথবা তার থেকেও বড় হয়ে উঠব।’

ততঃ ক্রোধেন তেনৈব দশগ্রীবঃ সহানুজঃ।

চিকীর্ষুর্দুষ্করং কর্ম তপসে শৃতমানসঃ ॥ ৪৬

প্রাঙ্গামি তপসা কামমিতি কৃদ্বাধ্যবস্যা চ।

আগচ্ছদাত্মসিদ্ধার্থং গোকর্ণস্যাগ্রমং শুভম্ ॥ ৪৭

তখন ক্রোধের আবেশে ভাইদের সঙ্গে দশগ্রীব দুষ্কর

কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা রেখে ভাবলেন— ‘আমি তপস্যার

সাহায্যেই মনোরথ পূর্ণ করতে পারব’, এই চিন্তা করে

তিনি মনে মনে তপস্যা করাই স্থির করলেন এবং নিজ

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য গোকর্ণের পবিত্র আগ্রমে চলে গেলেন।

স রাক্ষসস্তত্র সহানুজস্তদা

তপশ্চচারাভুলমুগ্রবিক্রমঃ ।

অতোষমচাপি পিতামহং বিভুং

দদৌ স তুষ্টিচ বরাঙ্কমাবহান্ ॥ ৪৮

ভাইদের সঙ্গে সেই ভয়ংকর পরাক্রমী রাক্ষস কঠোর

তপস্যা আরম্ভ করলেন। সেই তপস্যায় তিনি ভগবান

শ্রীব্রহ্মাকে সম্ভট্ট করলেন এবং সম্ভট্ট হয়ে তিনি রাবণকে

বিজয়ী হওয়ার বরদান করলেন।

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাবো উত্তরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

অথাত্রবীণুনিঃ রামঃ কথং তে ভ্রাতরো বনে।  
কীদৃশং তু তদা ব্রহ্মাংস্তপস্তেপূর্মহাবলাঃ॥ ১

এই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘ব্রহ্মন্! ওই তিন মহাবলী ভ্রাতা বনে কী প্রকারে কেমন তপস্যা করলেন?’

অগস্ত্যতুত্রবীণ তত্র রামঃ সুপ্রীতমানসম্।  
তাংস্তান্ ধর্মবিধীংস্তত্র ভ্রাতরস্তে সমানিশনু॥ ২

শ্রীঅগস্ত্য তখন অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তসম্পন্ন শ্রীরামকে বললেন—‘রঘুনন্দন! ওই তিন ভ্রাতা সেখানে পৃথক পৃথক ভাবে ধর্মবিধি পালন করলেন।

কুন্তকর্ণজতো যন্তো নিতাং ধর্মপথে হিতঃ।  
ততাপ গ্রীষ্মকালে তু পঞ্চাগ্নীন্ পরিতঃ হিতঃ। ৩

‘কুন্তকর্ণ তাঁর ইন্দ্রিয়াদি সংযম করে প্রতিদিন ধর্মপথে অবস্থান করে গরমের দিনে চার দিকে আগুন ছেলে পঞ্চাগ্নি সেবন করতেন।

মেঘাষুসিজো বর্ষাসু বীরাসনমসেবত।  
নিতাং চ শিশিরে কালে জলমধ্যপ্রতিশ্রয়ঃ॥ ৪

‘আবার বর্ষাকালে খোলা মাঠে বীরাসনে উপবিষ্ট হয়ে মেঘরাশি বর্ষিত জলে ভিজতে থাকতেন এবং শীতকালে প্রতাহ জলের ভেতর অবস্থান করতেন।

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্যাপচক্রমুঃ।  
ধর্মে প্রয়তমানস্য সৎপথে নিষ্ঠিতস্য চ॥ ৫

‘এইভাবে সন্মার্গে স্থিত হয়ে ধর্মের জন্য যত্নশীল হয়ে কুন্তকর্ণ দশ হাজার বছর অতিক্রম করলেন।

বিভীষণস্ত ধর্মাঙ্গা নিতাং ধর্মপরঃ শুচিঃ।  
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তদ্বিবানু॥ ৬

‘বিভীষণ তো ধর্মাঙ্গাই ছিলেন। তিনি নিত্যাধর্ম পরায়ণ থেকে শুদ্ধ আচার-বিচার পালন করে পাঁচ হাজার বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

সমাপ্তো নিয়মে তস্য ননৃতুশ্চালরোগণাঃ।  
পপাত পুষ্পবর্ষং চ তুষ্টবুশ্চাপি দেবতাঃ॥ ৭

‘তাঁদের নিয়ম সম্পূর্ণ হলে অঙ্গরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁদের ওপর পুষ্প-বর্ষণ হতে থাকল এবং দেবতারা তাঁদের স্তুতি করতে থাকলেন।

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি সূর্যং চৈবায়নবর্ষতঃ  
তত্বে চোপশিরোবাহঃ স্বাধ্যায়ো দ্যুতানিসহ। ৮

‘তারপর বিভীষণ তাঁর দুই হাত ও মাথা ঈশ্বরে উঠিয়ে স্বাধ্যায় পরায়ণ হয়ে পাঁচ হাজার বছর দশ সূর্যদেবের আরাধনা করেন।

এবং বিভীষণস্যাপি দ্বর্গহ্রস্বো নন্দনে।  
দশবর্ষসহস্রাণি গতানি নিয়ত্যানসহ। ৯

‘মনকে বশে রাখা বিভীষণের দশহাজার বছর বয়স সুখে অতিবাহিত হয়, তিনি যেন স্বর্গের নন্দনবনে বিচলন করছিলেন।

দশবর্ষসহস্রং তু নিরাহারো দশাননঃ।  
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্চাপৌ জুহাব সহ। ১০

‘দশানন রাবণ ক্রমাগত দশহাজার বছর ধরে উপবাস করেছিলেন। প্রত্যেক সহস্র বর্ষ পূর্ণ হলে তিনি নিজের একটি করে মস্তক কেটে আগুনে হোম করতেন।

এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিক্রমুঃ।  
শিরাংসি নব চাপ্যস্য প্রবিষ্টানি হতাননম্॥ ১১

‘এইভাবে এক এক করে ন’হাজার বছর পার হই এবং তাঁর নটি মস্তক অগ্নিদেবকে অর্পণ করা হয়।

অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমঃ শিরঃ।  
ছেতুকামে দশগ্রীবে প্রাপ্তস্তত্র পিতামহঃ॥ ১২

‘দশম বর্ষ যখন পূর্ণ হয়, দশগ্রীব তাঁর দশম মস্তক ছেদ করতে উদ্যত হলে পিতামহ শ্রীব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হন।

পিতামহস্ত সুপ্রীতঃ সার্বং দেবৈরুপহিতঃ।  
তব তাবদ্ দশগ্রীব প্রীতোহস্মীত্যাজ্যভতঃ॥ ১৩

‘পিতামহ ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে দেবতাদের সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন। এসেই তিনি বললেন—‘দশগ্রীব! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

শীঘ্রং বরয় ধর্মজ বরো যন্তেহডিকাক্ষিতঃ।  
কং তে কামং করোম্যাদ্য ন বৃথা তে পরিশ্রমঃ। ১৪

‘ধর্মজ! তোমার মনে যে বর পাওয়ার ইচ্ছা আছে, তা শীঘ্র চেয়ে নাও। বলো, আজ আমি তোমার কোন অভিলাষ পূর্ণ করব? তোমার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না।’

দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনাক্তরাশ্বানা

শিরসা দেবঃ হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ১৫

‘এই কথা শুনে দশগ্রীবের অন্তরাশ্বা প্রসন্ন হয়ে  
তিনি মাথা নত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম  
করেন এবং হর্ষ গদগদ বাক্যে বললেন—

ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

ভূতের মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।’

‘ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী

কিছুই নেই; তাই আমি অমর হতে চাই; কেননা

শূণ্য চাপি বরো ভুয়াঃ প্রীতসৌহ শুভো মম।

হতানি শানি শীর্ষানি পূর্বমণ্ডৌ ত্বয়ানগ ॥ ২৩

পুনস্তানি ভবিষ্যন্তি তপৈব তব রাক্ষস।

বিতরামীহ ভে সৌম্য বরং চানাং দুরাসদম ॥ ২৪

হৃদভঙ্কর রূপং চ মনসা যদ যথেন্দ্রিতম।

‘নিষ্পাপ রাক্ষস! শোনো— আমি প্রসন্ন হয়ে

পুনরায় তোমাকে এই শুভ বর দিচ্ছি—তুমি অগ্নিতে তোমার

যে মস্তকগুলি আছতি দিয়েছে, সেগুলি পূর্ববৎ তোমার

কাছে ফিরে আসবে। সৌম্য! এছাড়া আমি তোমাকে আর

একটি দুর্লভ বর দিচ্ছি—তুমি মনে যখন গোরূপ ধারণ করতে

চাইবে, ইচ্ছানুযায়ী তখন তোমার তেমনই রূপ হয়ে

যাবে।’

এবং পিতামহোক্তস্য দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ॥ ২৫

অগ্নৌ হতানি শীর্ষানি পুনস্তানুপিতানি বৈ।

পিতামহ ব্রহ্মা একথা বলতেই রাক্ষস দশগ্রীবের

সেই মস্তকগুলি—যা তিনি প্রথমে অগ্নিতে আছতি

দিয়েছিলেন, আবার নতুনরূপে প্রকটিত হয়ে গেল।

এবমুক্তা তু তং রাম দশগ্রীবং পিতামহঃ ॥ ২৬

বিভীষণমথোবাচ বাক্যং লোকপিতামহঃ।

শ্রীরাম! দশগ্রীবকে এই কথা বলে লোকপিতামহ

শ্রীকৃষ্ণা বিভীষণকে বলেন—

বিভীষণ তুমি বৎস ধর্মসংহিতবুদ্ধিনা ॥ ২৭

পরিভূষ্টোহস্মি ধর্মায়ান্ বরং বরয় সুব্রত।

‘পুত্র বিভীষণ! তোমার বুদ্ধি সর্বদা ধর্মে সংযুক্ত

থাকে, তাই আমি তোমার ওপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি।

উত্তমব্রত পালনকারী ধর্মাত্মা! তুমি ইচ্ছানুযায়ী কোনো বর

চেয়ে নাও।’

বিভীষণস্ত ধর্মাত্মা বচনং প্রাহ সাঞ্জলিঃ ॥ ২৮

বৃতঃ সর্বগুণৈর্নিত্যং চন্দ্রমা রশ্মিভির্ষথা।

ভগবন্ কৃতকৃত্যোহহং যন্মে লোকগুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯

প্ৰীতেন যদি দাতব্যো বরো মে শূণ্য সুব্রত।

তখন কিরণমালা মণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন

ধর্মাত্মা বিভীষণ জোড় হস্তে বললেন— ‘ভগবন্! আপনি

সাক্ষাৎ লোকগুরু, আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন,

এতেই আমি কৃতার্থ। আমার আর কিছু পাওয়ার বাকি নেই।

উত্তমব্রত ধারণকারী পিতামহ! যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে

আমাকে বর প্রদান করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে শুনুন।



পরমাপদগতস্যপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ ॥ ৩০  
অশিক্ষিতঃ চ ব্রহ্মদ্বং ভগবন্ প্রতিভাচ্চ মে।

‘ভগবন্ ! যতো বড় বিপদ আসুক না কেন, আমার  
বুদ্ধি যেন সর্বদা ধর্মেই ব্যাপ্ত থাকে—তাব থেকে কখনও  
বিচ্যুত না হয় এবং বিনা শিক্ষাতেই যেন আমার ব্রহ্মাস্ত্রের  
জ্ঞান হয়ে যায়।

যা যা মে জায়তে বুদ্ধির্যেযু যেষাম্ভমেযু চ ॥ ৩১  
সা সা ভবতু ধর্মিষ্ঠা তং তং ধর্মং চ পালমো।

এব মে পরমোদারো বরঃ পরমকো মতঃ ॥ ৩২

‘যে যে আশ্রমের বিষয়ে আমার যেমন বিচার, তা  
যেন ধর্মের অনুকূলেই হয় এবং আমি সেই সব ধর্ম যেন  
পালন করি। আমার কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও অতীষ্ট বর  
হল এটাই।

নহি ধর্মভিরক্তানাং লোকে কিঞ্চন দুর্লভম্।

পুনঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমুবাচ হ ॥ ৩৩

‘কারণ যিনি ধর্মে অনুরক্ত, তাঁর পক্ষে কিছুই দুর্লভ  
নয়।’ একথা শুনে প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা পুনরায় প্রসন্ন হয়ে  
বিভীষণকে বললেন—

ধর্মিষ্ঠদ্বং যথা বৎস তথা চৈতদ্ ভবিষ্যতি।

যস্মাদ্ রাক্ষসয়ো নৌ তে জাতস্যামিত্রনাশন ॥ ৩৪

নাধর্মে জায়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে।

‘বৎস ! তুমি ধর্মে স্থিত থাকা ব্যক্তি ; তাই যা কিছু  
চাও, তা সবই পূর্ণ হবে। হে শত্রুনাশন ! রাক্ষসজন্ম  
পেয়েও তোমার বুদ্ধি অধর্মপথে যায় না ; তাই আমি  
তোমাকে অমরত্বের বর প্রদান করছি।’

ইত্যাঙ্গা কুন্তকর্ণায় বরং দাতুমবহ্নিতম্ ॥ ৩৫

প্রজাপতিঃ সুরাঃ সর্বে বাকাং প্রাঞ্জলয়োহব্রবন্।

বিভীষণকে একথা বলে যখন শ্রীব্রহ্মা কুন্তকর্ণকে  
বরপ্রদান করতে উদ্যত হলেন, তখন সব দেবতা হাতজোড়  
করে তাঁকে বললেন—

ন তাবৎ কুন্তকর্ণায় প্রদাতব্যো বরস্তয়া ॥ ৩৬

জানীষে হি যথা লোকাংজ্ঞাসয়তোষ দুর্মতিঃ।

‘প্রভো ! আপনি কুন্তকর্ণকে বরপ্রদান করবেন না।  
কারণ আপনি জানেন যে, এই দুর্বুদ্ধি নিশাচর কীভাবে  
সমস্ত লোককে ত্রাস দিয়ে থাকে !

নন্দনেহজ্বরসঃ সপ্ত মহেন্দ্রানুচরা দশ ॥ ৩৭

অনেন ভক্ষিতা ব্রহ্মদ্বয়ো মানুষান্তথা।

‘ব্রহ্মন্ ! এই রাক্ষস নন্দনবনের সাতজন অঙ্গর,  
দেবরাজ ইন্দ্রের দশ অনুচর এবং বহু ঋষি এবং মানুষদের  
খেয়ে নিয়েছে।

অলক্ষবরপূর্বঞ্চ যৎ কৃতং রাক্ষসেন ই ॥ ৩৮  
যদ্যেয বরলক্ষঃ স্যাদ্ ভক্ষয়েদ্ ভুবনয়ম্।

‘আগে বর না পেয়েও এই রাক্ষস যখন এইভাবে  
প্রাণীভক্ষণের মতো ক্রুর কর্ম করেছে, তাহলে এ যদি বর  
পেয়ে যায়, তাহলে সে তো তিন লোকই গ্রাস করে নেবে।  
বরব্যাঞ্জন মোহোহস্মৈ দীপ্যতামিত্রপ্রভ ॥ ৩৯  
লোকানাং স্থিতি চৈবং স্যাদ্ ভবেদস্য চ সম্ভিতিঃ।

‘অমিততেজস্বী দেব ! আপনি বরপ্রদানের নামে  
একে মোহ প্রদান করুন। তাতে সমস্ত লোকের কল্যাণ হবে  
এবং এরও সম্মান হবে।’

এবমুক্তঃ সুরৈরক্ষাচ্ছিত্যৎ পয়সম্ববঃ ॥ ৪০

চিন্তিতা চোপতহ্বেহস্য পার্শ্বং দেবী সরস্বতী।

দেবতারা একথা বলার কমলযোনি শ্রীব্রহ্মা  
সরস্বতীকে স্মরণ করলেন। তাঁকে চিন্তা করতেই দেবী  
সরস্বতী উপস্থিত হলেন।

প্রাঞ্জলিঃ সা তু পার্শ্বস্থা প্রাহ বাকাং সরস্বতী ॥ ৪১

ইয়মশ্ম্যাগতা দেব কিং কার্যং করবাণাহম্।

ব্রহ্মার পাশে দাঁড়িয়ে সরস্বতী জোড় হাত করে  
বললেন—‘দেব ! আমি এসেছি। আমার জন্য কী আদেশ ?  
আমায় কী করতে হবে ?’

প্রজাপতিস্ত তাং প্রাপ্তাং প্রাহ বাকাং সরস্বতীম্ ॥ ৪২

বাণি ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভব বান্দেবতেজিতা।

তখন প্রজাপতি সরস্বতী দেবীকে বললেন—‘বাণি !  
তুমি রাক্ষসরাজ কুন্তকর্ণের জিহ্বায় বিরাজ করো ও  
দেবতাদের অনুকূল বাণীরূপে প্রকটিত হও।’

তথৈত্যাঙ্গা প্রবিষ্টা সা প্রজাপতিরথপ্রবীৎ ॥ ৪৩

কুন্তকর্ণ মহাবাহো বরং বরয় যো মতঃ।

তখন ‘যা আঞ্জা হয়’ বলে সরস্বতী দেবী কুন্তকর্ণের  
মুখ গহ্বরে স্থান নিলেন। তখন প্রজাপতি ওই রাক্ষসকে  
বললেন—‘মহাবাহু কুন্তকর্ণ ! তুমি তোমার মনের মতো বর  
চেয়ে নাও।’

কুন্তকর্ণস্ত তদ্বাকাং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪

স্বপ্তং বর্ষণ্যনেকানি দেবদেব মমেন্সিতম্।

এবমব্ধিতি তং চোক্ত্বা প্রায়াদ্ ব্রহ্মা সুরৈঃ সমম্ ॥ ৪৫

ঐরা কথা শুনে কুন্তকর্ণ বলেন— ‘দেবদেব ! আমি  
কুবের ঘুমিয়ে থাকব, এই আমার ইচ্ছা।’ তখন ‘এবমস্ত  
ইহৌক্যে’ বলে শ্রীব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে চলে গেলেন।  
দেবী সরস্বতী চৈব রাক্ষসং তং জহৌ পুনঃ।  
সহ দেবেষু গতেষু চ নভঃস্থলম্ ॥ ৪৬  
ইহৌক্যসৌ সরস্বত্যা স্বাং সংজ্ঞাং চ ততো গতঃ।  
কুন্তকর্ণ দুষ্টাঙ্গা চিত্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ৪৭  
‘তখন দেবী সরস্বতীও সেই রাক্ষস মুখ থেকে  
চলে গেলেন। শ্রীব্রহ্মার সঙ্গে দেবতারা আকাশ পথে চলে  
গেলেন। সরস্বতীও তার থেকে নেমে গেলেন, তখন  
কুন্তকর্ণের চেতনা হল এবং তিনি দুঃখিত হয়ে চিন্তা

করতে থাকলেন।

ইদৃশঃ কিমিদং বাকাং মহাদা বদনাচ্ছ্যতম্।

অহং ব্যামোহিতো দৈবৈরিতি মন্যে তদাগতৈঃ ॥ ৪৮

‘আরে ! আমার মুখ থেকে এমন কথা কেন বার  
হল ? মনে হয় শ্রীব্রহ্মার সঙ্গে আসা দেবতাবাই আমাকে  
মোহগ্রস্ত করেছিলেন।’

এবং লক্ষবরাঃ সৰ্বে জ্ঞাতরো দীপ্ততেজসঃ।

শ্লেষ্মাতকবনং গঙ্গা তত্র তে নাবসন্ সুখম্ ॥ ৪৯

এইভাবে ওই তিন তেজস্বী ভ্রাতা বর লাভ করে  
শ্লেষ্মাতক বনে (বিশেষ জঙ্গলে) গেলেন এবং সেখানে  
সুখে বসবাস করতে লাগলেন।

ইত্যৰ্শে শ্রীমদ্বামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দশম সর্গ সমাপ্ত। ১০।

## একাদশঃ সর্গঃ (১১)

রাবণের সংবাদ শুনে পিতার আদেশে কুবেরের লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসে গমন,

লঙ্কায় রাবণের রাজ্যাভিষেক এবং রাক্ষসদের বসবাস করা

সুমালী বরলক্ষ্যাস্ত জ্ঞাত্বা চৈতান্ নিশাচরান্।

সিঁতিদং ভয়ং ত্যজ্ঞা সানুগঃ স রসাতলাৎ ॥ ১

রাবণ প্রভৃতি নিশাচরেরা বর প্রাপ্ত হয়েছেন জেনে  
বৌলী নামক রাক্ষস তাঁর অনুচর সহ ভয় ত্যাগ করে  
রসাতল থেকে বেরিয়ে এলেন।

নারীচ প্রহস্তচ বিরূপাক্ষা মহোদরঃ।

সিঁতিদে সুসংরক্ষাঃ সচিবাস্তসা রক্ষসঃ ॥ ২

সেই সঙ্গে মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ এবং মহোদর  
এই রাক্ষসের চার মন্ত্রীও রসাতল থেকে বেরিয়ে এলেন,  
যা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

বৌলী সচিবৈঃ সার্বং বৃত্তো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ।

দশদ্রীবঃ পরিষজ্যেদমরবীৎ ॥ ৩

শ্রেষ্ঠ রাক্ষস দ্বারা পরিবৃত্ত সুমালী তাঁর সচিবদের  
দশদ্রীবের কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—  
‘ও বৎস সম্প্রাপ্তশিক্ষিতোহয়ং মনোরথঃ।’

যন্তঃ ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠান্নরবান্ বরমুত্তমম্ ॥ ৪

‘বৎস ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় হল যে তুমি  
ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ শ্রীব্রহ্মার থেকে উত্তম বর লাভ করেছ, যার  
জন্য তুমি চিরকাল থেকে আকাঙ্ক্ষিত মনোরথ লাভ করেছ।  
যৎকৃতে চ বয়ং লক্ষ্যং ত্যজ্ঞা যাত্য রসাতলম্।

তদগতং নো মহাবাহো মহাবিশুকৃতং ভয়ম্ ॥ ৫

‘মহাবাহো ! যার জন্য আমরা সব রাক্ষস লঙ্কা ত্যাগ  
করে রসাতলে চলে গিয়েছিলাম, ভগবান বিষ্ণুর থেকে  
পাওয়া সেই মহাভয় আমাদের দূর হয়েছে।

অসকৃৎ ভক্ত্যাদ্ ভগ্নাঃ পরিত্যজ্য স্বমালয়ম্।

বিদ্রুতাঃ সহিতাঃ সৰ্বে প্রবিষ্টাঃ স্ম রসাতলম্ ॥ ৬

‘আমরা সকলে বারম্বার ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভয়ে  
পীড়িত হয়ে নিজেদের ঘর ত্যাগ করে পালিয়েছিলাম এবং  
সকলে একই সঙ্গে রসাতলে প্রবিষ্ট হয়েছিলাম।

অশ্মদীয়া চ লক্ষ্যং নগরী রাক্ষসোষিতা।



নিবেশিতা তব ভ্রাতা ধনাধ্যক্ষ দীমতা। ৭

‘এই লঙ্কা নগরী—যেখানে তোমার বুদ্ধিমান ভাই  
ধনাধ্যক্ষ কুবের বাস করছিলেন, তা আমাদেরই। পূর্বে  
এখানে রাক্ষসেরাই বসবাস করত।

যদি নামাত্র শক্যঃ স্যাৎ সান্না দানেন কানহ।

তরসা বা মহাবাহো প্রত্যানেতুং কৃতং ভবেনঃ॥ ৮

‘নিষ্পাপ মহাবাহো ! যদি সাম, দান অথবা  
বলপ্রয়োগের দ্বারাও লঙ্কাকে ফেরত পাওয়া যায়, তবে  
আমাদের কাজ সিদ্ধ হয়।

ত্বং চ লঙ্কেশ্বরভ্রাত ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।

ত্বয়া রাক্ষসবংশোহয়ং নিমগ্নোহপি সমুদ্রতঃ॥ ৯

‘তাত ! তুমিই যে লঙ্কার প্রভু হবে, এতে কোনো  
সংশয় নেই ; কারণ তুমি এই রাক্ষসবংশকে, যা রাসাতলে  
ডুবে গিয়েছিল, উদ্ধার করেছ।

সর্বেষাং নঃ প্রভুশ্চৈব ভবিষ্যসি মহাবল।

অথারবীদ্ দশগ্রীবো মাতামহমুপহ্বিতম্॥ ১০

বিত্তেশো গুরুস্মাকং নার্সে বক্রমীদৃশম্।

‘মহাবলী বীর ! তুমিই আমাদের সকলের রাজা  
হবে।’ এই কথা শুনে দশগ্রীব তাঁর পাশে দাঁড়ানো নিজের  
মাতামহকে বললেন— ‘মাতামহ ! ধনাধ্যক্ষ কুবের হলেন  
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব তাঁর সম্বন্ধে আপনার এমন  
কথা বলা উচিত নয়।’

সান্না হি রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রত্যাখ্যাতো গরীরসা॥ ১১

কিঞ্চিন্নাহ তদা রক্ষো জ্ঞাত্বা তস্য চিকীর্ষিতম্।

সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজের থেকে শাস্তিচিন্তে এমন  
হতাশাজনক উত্তর পেয়ে সুমালী বুঝে গেলেন যে, রাবণ  
কী করতে চান, তাই ওই রাক্ষস চুপ করে গেলেন। আর  
কিছু বলার সাহসই করলেন না।

কস্যাচিৎ স্বপ্ন কালস্যা বসন্তঃ রাবণং ততঃ॥ ১২

উক্তবন্তঃ তথা বাক্যং দশগ্রীবং নিশাচরঃ।

প্রহন্তঃ প্রম্রিতং বাক্যমিদমাহ সকারণম্॥ ১৩

এভাবে সেখানে বসবাস করতঃ যখন বেশ কিছু  
সময় অতিবাহিত হল, তখন রাবণের দ্বারা সুমালীকে কণিত  
বাক্য স্মরণ করে নিশাচর প্রহন্ত তাকে বিনয়পূর্বক এই  
যুক্তিপূর্ণ কথা বললেন—

দশগ্রীব মহাবাহো নার্সে বক্রমীদৃশম্।

সৌভ্রাতঃ নাস্তি শূরাণাং শূণ্ণ চেদং বচো মম॥ ১৪

‘মহাবলী দশগ্রীব ! আপনি আপনার মাতামহকে যা  
কিছু বলেছেন, তেমন বলা উচিত নয় ; কারণ বীরদের  
মধ্যে এইরূপ ভ্রাতৃত্ব নির্বাহ হতে দেখা যায় না। আপনি  
আমার কথা মন দিয়ে শুনুন।

অদিতিস্ত দিত্তিশ্চৈব ভগিনৌ সহিতৈ হি তে।

ভার্যে পরমরূপিণৌ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ॥ ১৫

‘অদিতি এবং দিত্তি দুজন আপন বোন। এই দুজনই  
হলেন প্রজাপতি কশ্যপের পরম সুন্দরী পত্নী।

অদিতির্জনয়ামাস দেবাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্

দিত্তিব্রজনাৎ দৈত্যান্ কশ্যপস্যাস্তসম্ভবান্॥ ১৬

‘অদিতি দেবতাদের জন্ম দিয়েছেন, গাঁরা এখন  
ত্রিভুবনের প্রভু আর দিত্তি উৎপন্ন করেছেন দৈত্যদের  
দেবতা এবং দৈত্য উভয়েই মহর্ষি কশ্যপের ঔরসজাত  
পুত্র।

দৈত্যানাং কিল ধর্মজ্ঞ পুরোহঃ সবার্হবা।

সপর্বতা মহী বীর তেহভবন্ প্রভবিকবঃ॥ ১৭

‘ধর্মজ্ঞ বীর ! প্রথমে পর্বত, বন এবং সমুদ্র সহ  
সমগ্র পৃথিবী দৈত্যদেরই অধিকারে ছিল, কারণ তাঁরা  
ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী।

নিহত্য তাংস্ত্বে সমরে বিষ্ণুনা প্রভবিকুনা।

দেবানাং বশমানীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্॥ ১৮

‘কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীবিষ্ণু দৈত্যদের  
মেরে-তাড়িয়ে ত্রিলোকের এই অক্ষয় রাজ্যে দেবতাদের  
আধিপত্য কায়েম করিয়েছেন।

নৈতদেকো ভবানেব করিষ্যতি বিপর্যয়ম্।

সুরাসুরৈরাচরিতং তৎ কুরুষ বচো মম॥ ১৯

‘একমাত্র আপনিই এইরূপ বিপরীত কর্ম করেন না  
দেবতা এবং অসুরগণও প্রথমে এই নীতিতেই কাজ  
করেছেন ; সুতরাং আপনি আমার কথা মেনে নিন।’

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহন্তোনাট্যরাক্ষসা

চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং বৈ ষাটমিত্যেব সোহব্রবীৎ॥ ২০

প্রহন্ত এই কথা বলায় দশগ্রীবের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে  
গেল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বললেন— ‘ভালো  
কথা (তুমি যেমন বলছ, তেমনই করব)’।

স তু তেনৈব হর্ষণে তন্মিহানি বীরবান্।

বনং গতো দশগ্রীবঃ সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ॥ ২১

তারপর সেই দিনই দশানন সানন্দে নিশাচরদের



কর লঙ্কার নিকটবর্তী বনে গেলেন।

সেই স তু তদা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।

দৌজেন প্রহস্তং বাক্যকোবিদম্ ॥ ২২

সেই সময় নিশাচর দশগ্রীব ত্রিকূট পর্বতে গিয়ে

সংলাপ করলেন এবং কথাবার্তায় পটু প্রহস্তকে দূত করে

বললেন।

ঈদং গচ্ছ ত্বং ব্রহ্ম নৈর্যতপূজবম্।

মম বিস্তেশঃ সামপূর্বমিদং বচঃ ॥ ২৩

তিনি বললেন—‘প্রহস্ত! তুমি তাড়াতাড়ি যাও এবং

কখনো কখনো ধনপ্রভু রাক্ষসরাজ কুবেরকে

দর্শন করবে এই কথাগুলি বলো।

লঙ্কা পুরী রাজন্ রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।

নিবেশিতা সৌম্য নৈতদ্ যুক্তং তবানঘ ॥ ২৪

(তুমি বলবে) ‘রাজন্! এই লঙ্কাপুরী মহামনা

রাক্ষসের কিস্তি আপনারা সেখানে বাস করেছেন। সৌম্য!

লঙ্কাশ যক্ষরাজ! এটা কি আপনারা পক্ষে উচিত?

সু ভবান্ যদি নো হ্যদ্য দদ্যাদতুলবিক্রম।

কৃতা ভবেদ্যম প্রীতিধর্মশ্চৈবানুপালিতঃ ॥ ২৫

‘অতুল পরাক্রমশালী ধনেশ্বর! আপনি যদি এই

লঙ্কাপুরী আমাদের ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমরা অত্যন্ত

শ্রদ্ধা এবং জানব যে আপনি ধর্ম-পালন করেছেন।’

স তু গম্য পুরীং লঙ্কাং খনদেন সুরক্ষিতাম্।

ব্রহ্ম পরমোদারং বিস্তপালমিদং বচঃ ॥ ২৬

প্রহস্ত তখন কুবের দ্বারা সুরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে

গেলেন এবং অত্যন্ত উদারভাবে সেই বিস্তপালকে

বললেন—

প্রদিতোহহং তব ভ্রাতা দশগ্রীবো সূত্রত

ংসমীপং মহাবাহো সর্বশাস্ত্রভূতাং বর ॥ ২৭

তুমি মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিদ!

মম বিস্তেশ যদ্ ব্রবীতি দশাননঃ ॥ ২৮

‘উত্তম ব্রত পালনকারী, শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রধারী,

সর্বশাস্ত্রবিদ, মহাবাহু, মহাপ্রাজ্ঞ ধনেশ্বর! আপনার

ইচ্ছা দশগ্রীব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। দশানন

রাবণ আপনাকে যা বলতে পাঠিয়েছেন, আমি সেই কথা

বলছি, আপনি শুনুন।

ইদাং কিম পুরী রম্যা সুমালিপ্রমুখৈঃ পুরা।

বৃক্ষপূর্ণা বিশালাক্ষ রাক্ষসৈস্তীমবিক্রমৈঃ ॥ ২৯

এই লঙ্কাপুরী রম্য সুমালিপ্রমুখ পুরা।

বৃক্ষপূর্ণ বিশালাক্ষ রাক্ষসেরা তীক্ষ্ণবিক্রমের

তেন নিজাপাতে সোহয়ং সাম্প্রতং বিশ্রবাক্ষজ।

তদেয়া দীয়তাং তাত যাচন্তস্তস্য সামভঃ ॥ ৩০

‘বিশালনোচন বৈশ্রবণ! এই রমণীয় লঙ্কাপুরী আগে

ভয়ানক পরাক্রমী সুমালী ইত্যাদি রাক্ষসদের অধীনে ছিল।

তারা বহুদিন ধরে একে উপভোগ করেছেন। এখন দশগ্রীব

তাই জানাচ্ছেন যে ‘এই লঙ্কা বাদের, তাদের ফিরিয়ে

দেওয়া হোক’। তাত! শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে পেতে আগ্রহী

দশগ্রীবকে আপনি এই পুরী ফিরিয়ে দিন।’

প্রহস্তাদপি সংশ্রুত্যা দেবো বৈশ্রবণো বচঃ।

প্রত্যুবাচ প্রহস্তং তং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ॥ ৩১

প্রহস্তের কাছে একথা শুনে সেটির গুরুত্ব উপলব্ধি

করে ভগবান বৈশ্রবণ প্রহস্তকে উত্তরে বললেন—

দন্তা মমেরং পিত্রা তু লঙ্কা শূন্যা নিশাচরৈঃ।

নিবেশিতা চ মে রক্ষো দানমানাদিভির্ভুগৈঃ ॥ ৩২

‘রাক্ষস! আমি শুনেছি এই লঙ্কা নিশাচরশূন্য ছিল।

তখন আমার পিতা আমাকে এখানে থাকার আদেশ দেন।

আমি দান, মান ইত্যাদি গুণ সহকারে প্রজাদের বসিয়েছি।

ব্রহ্ম গচ্ছ দশগ্রীবং পুরী রাজ্যং চ যত্নম।

তত্রাপ্যতন্যবাহো ভুঙ্কু রাজ্যমকটকম্ ॥ ৩৩

‘দূত! তুমি দশাননকে গিয়ে বলো—মহাবাহো! এই

পুরী এবং এই নিষ্কটক রাজ্য, যা আমার কাছে আছে, এ

সব তোমাদেরও। তোমরাও এর উপভোগ করো।

অবিভক্তং ত্বয়া সার্বং রাজ্যং যচ্চাপি মে বসু।

এবমুক্তা ধনাধ্যক্ষো জগাম শিতুরন্তিকম্ ॥ ৩৪

‘আমার রাজ্য এবং সমস্ত ধন তোমাকে ভাগে

দেওয়া হয়নি’—এই কথা বলে ধনাধ্যক্ষ কুবের তাঁব পিতা

বিশ্রবা মূনির কাছে চলে গেলেন।

অভিবাদ্য গুরুং প্রাহ রাবণস্য যদিঙ্গিতম্।

এষ তাত দশগ্রীবো দূতং প্রেষিতবান্ মম ॥ ৩৫

দীয়তাং নগরী লঙ্কা পূর্বং রক্ষোগণোষিতা।

ময়াত্র যদনুষ্ঠেয়ং তন্যমাচক্ষু সূত্রত ॥ ৩৬

সেখানে পিতাকে প্রণাম করে তিনি রাবণের যা ইচ্ছা

ছিল, তাঁকে সেই কথা বললেন—‘তাত! আজ দশগ্রীব

আমার কাছে দূত পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, এই লঙ্কা

নগরীতে আগে রাক্ষসেরা থাকত, সুতরাং এটি রাক্ষসদের

ফিরিয়ে দাও। সূত্রত! এখন আপনি কৃপা করে বলুন আমার

কী করা উচিত?’

ব্রহ্মর্ষিভ্যে নমোহসৌ বিশ্ণবা মুনিপুঙ্গবঃ  
প্রাজ্ঞলিং ধনদং প্রাহ শৃণু পুত্র বচো মম॥ ৩৭  
তিনি একথা বলায় ব্রহ্মর্ষি মুনিবর বিশ্ণবা হাত জোড়  
করে দণ্ডায়মান ধনদ কুবেরকে বললেন - 'পুত্র ! আমার  
কথা শোনো।

দশগ্রীবো মহাবাহুরক্তবান্ মম সমিধৌ  
ময়া নির্ভৎসিতশাসীদ্ বহুশোভঃ সুদুমতিঃ॥ ৩৮  
স ক্রোধেন ময়া চোক্তো ধ্বংসে চ পুনঃ পুনঃ।

'মহাবাহু দশগ্রীবও আমাকে এই কথা বলেছিলেন।  
তার জন্য আমি ওই দুর্বুদ্ধিকে খুব বকেছি, অসম্মতি প্রকাশ  
করেছি এবং বারবার ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছি - 'আরে এমন  
করলে তোমার পতন হবে', কিন্তু তার কোনো ফল হয়নি  
শ্রেয়োহিভ্যুক্তং ধর্ম্যং চ শৃণু পুত্র বচো মম॥ ৩৯  
বরপ্রদানসম্মুদো মান্যমান্যঃ সুদুমতিঃ।

ন বেত্তি মম শাপাচ্চ প্রকৃতিং দারুণাং গতঃ॥ ৪০

'পুত্র ! এখন তুমিই আমার ধর্মানুকূল এবং  
কল্যাণকারী কথা মন দিয়ে শোনো। রাবণের বুদ্ধি অত্যন্ত  
কম। সে বর প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত মদমত্ত হয়ে উঠেছে।  
বিবেক বিসর্জন দিয়ে বসেছে। আমার শাপের জন্যও তার  
প্রকৃতি ক্রুর হয়ে গেছে।

তস্মাদ্ গচ্ছ মহাবাহো কৈলাসং ধরণীধরম্  
নিবেশয় নিবাসার্থং তাক্ষা লঙ্কাং সহানুগঃ॥ ৪১

'অতএব মহাবাহো ! এখন তুমি অনুচরদের নিয়ে  
লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাস পর্বতে চলে যাও আর নিজেদের  
থাকার জন্য সেখানেই একটি নগর স্থাপন করো।

তত্র মন্দাকিনী রম্যা নদীনামুত্তমা নদী  
কাঞ্চনৈঃ সূর্যসংকাশৈঃ পঙ্কজৈঃ সংবৃতোদকা॥ ৪২  
কুমুদৈরুৎপলৈশ্চৈব অনৌশৈচ সুগন্ধিভিঃ।

'সেইখানে শ্রেষ্ঠ নদী রমণীয় মন্দাকিনী প্রবাহিত,  
সেখানকার জল সূর্য কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সেটি  
সুবর্ণময় কমল, কুমুদ, উৎপল ইত্যাদি নানাপ্রকার সুগন্ধ  
পুষ্পে আচ্ছাদিত।

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাক্ষরোরগকিররাঃ। ৪৩  
বিহারশীলাঃ সততং রমন্তে সর্বদাপ্রিতাঃ।

নহি ক্ষমং ত্বানেন বৈরং ধনদ রক্ষসা॥ ৪৪  
জানীষে হি যথানেন লঙ্কাঃ পরমকো বরঃ॥ ৪৫

'সেই পর্বতের ওপর দেবতা, গন্ধর্ব, অঙ্গরা, নাগ

এবং কিম্বাদি নানা দিবাপ্রাণী, যাদের স্বভাবই হু  
যোরা ফেঁসা করা, তারা সর্বদা সেখানে থেকে আনন্দ  
অনুভব করেন, ধনদ ! এই রাক্ষসের সঙ্গে তোমার শত্রুতা  
করা উচিত নয়। তুমি তো অবগত আছ যে, এরা শ্রীভ্রমার  
থেকে কীরাপ উৎকৃষ্ট বর লাভ করেছে।

এবমুক্তো গৃহীত্বা তু তদ্যচঃ পিতৃগৌরবাৎ,  
সদারপুত্রঃ সামাত্যঃ সবাহনধনো গতঃ॥ ৪৬

মুনি এই কথা বলায় কুবের পিতার মান রক্ষার জন্য  
তার কথা মেনে নিলেন এবং স্ত্রী, পুত্র, মন্ত্রী, বাহন ও মজা  
সঙ্গে নিয়ে লঙ্কা থেকে কৈলাসে চলে গেলেন।

প্রহস্তোহথ দশগ্রীবঃ গত্বা বচনমব্রवी।  
প্রহষ্টাত্মা মহাত্মানং সহামাত্যং সহানুগম্॥ ৪৭

তখন প্রহস্ত প্রসন্ন হয়ে মন্ত্রী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে  
উপবিষ্ট মহামনা দশগ্রীবের কাছে গিয়ে বললেন -

শূন্যা সা নগরী লঙ্কা তাত্ক্ষণ্যং ধনদো গতঃ  
প্রবিশা তাং সহাস্ম্যভিঃ স্বধর্মং তত্র পালয়। ৪৮

'লঙ্কানগরী খালি হয়ে গেছে। কুবের লঙ্কা ত্যাগ করে  
চলে গেছেন এখন আপনি আমাদের সঙ্গে সেখানে  
প্রবেশ করে নিজের ধর্ম পালন করুন।'

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহস্তেন মহাবলঃ।

বিবেশ নগরীং লঙ্কাং ভ্রাতৃভিঃ সবলানুগৈঃ॥ ৪৯

ধনদেন পরিত্যক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্।

আরুরোহ স দেবারিঃ স্বর্গং দেবাধিপো যথা। ৫০

প্রহস্ত একথা বলায় মহাবলী দশগ্রীব তাঁর সেনা,  
অনুচর এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে কুবেরের ত্যাগ করা লঙ্কা  
নগরীতে প্রবেশ করলেন। সেই নগরীতে বড় বড় রাস্তা  
প্রস্তুত করা ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গের সিংহাসনে

আরুঢ় ছিলেন, দেবদ্রোহী রাবণও তেমনই লঙ্কায় পদার্পণ  
করলেন।

স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈরুদা  
নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ

নিকামপূর্ণা চ বভূব সা পুরী  
নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ। ৫১

তখন নিশাচরগণ দশমুখ রাবণের রাজ্যভিষেক  
করেন। পরে রাবণ সেই পুরী স্থাপন করেন ক্রমঃ  
লঙ্কাপুরী নীলমেঘের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন রাক্ষসদ্বারা পূর্ণতঃ  
ভরে ওঠে।



পিতৃবাক্যগৌরবা

ত্র্যবেশয়াছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্।

শ্রীমদ্রবণবরৈবিভূষিতাং

পূরন্দরসোব

তদাহমরাবতীম্ ॥ ৫২

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গলোকে অমরাবতী পুরী  
স্থাপন করেছিলেন, তেমনি পিতার আদেশকে সম্মান দিয়ে  
ধনপতি কুবের চন্দ্রসম নির্মল শোভাময় কৈলাস পর্বতে  
শোভাশালী শ্রেষ্ঠ ভবন ভূষিত অলকাপুরি স্থাপন করেন।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাহ্মীকীয় আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহর্ষি বাহ্মীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে বামায়ণে উত্তরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

## দ্বাদশঃ সর্গঃ (১২)

শূর্ণনখা এবং রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতার বিবাহ এবং মেঘনাদের জন্ম

সহিতস্তদা।

১১ প্রদানং রাক্ষস্যা ভগিন্যাঃ সমচিন্তয়ৎ ॥ ১

ব্রহ্মপুত্র বললেন— শ্রীরাম ! নিজে অতিশেষ

এর পর রাক্ষসরাজ রাবণ যখন ভ্রাতাদের সঙ্গে

কর্তব্যে বাস করতে লাগলেন, তখন তাঁর নিজের

দুই ভগিনী শূর্ণনখার বিবাহের চিন্তা হল।

১২ কালকেষায় দানবেদ্রায় রাক্ষসীম্।

১৩ শূর্ণনখাঃ নাম বিদ্যুজ্জিহ্বায় রাক্ষসঃ ॥ ২

সেই রাক্ষস দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বা, যিনি কালকার

পুত্রলেন, তাঁর সঙ্গে শূর্ণনখার বিবাহ দিলেন।

১৪ দত্তা স্বয়ং রক্ষো মৃগয়ামটতে স্ম তৎ।

১৫ প্রাপ্য ততো রাম ময়ং নাম দিতেঃ সূতম্ ॥ ৩

১৬ রামায়ঃ তং দৃষ্টা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।

১৭ কৌ ভবানেকো নির্মণ্যামুগে বনে ॥ ৪

১৮ মৃগশাবাক্য্য কিমর্থঃ সহ তিষ্ঠসি।

১৯ শ্রীরাম ! ভগিনীর বিবাহ দিয়ে রাক্ষস রাবণ এক দিন

২০ দিকারের উদ্দেশ্যে বনে ঘুরছিলেন। সেখানে তিনি

২১ তাঁর পুত্র ময়কে দেখতে পেলেন। তাঁর সঙ্গে একজন

২২ নন্দী কন্যা ছিলেন। তাঁকে দেখে নিশাচর দশগ্রীব জিজ্ঞাসা

২৩ করলেন—‘আপনি কে ? মনুষ্য এবং পশুবর্জিত এই শূন্য

২৪ বনে একাকী ঘুরছেন ? এই মৃগয়নীর কন্যার সঙ্গে কোন

২৫ উদ্দেশ্যে এখানে বাস করছেন ?’

ময়স্তদব্রবীদ্ রাম পৃচ্ছন্তঃ তং নিশাচরম্ ॥ ৫

৬ শ্রুয়াং সর্বমাখ্যাসো যথাকৃতমিদং তব।

৭ শ্রীরাম ! এইরূপ প্রশ্নকারী সেই নিশাচরকে ময়

৮ বললেন—‘শোনো ! আমি সব কথা তোমায় যথায়থভাবে

৯ বলছি।

১০ হেমা নামাঙ্করাজ্যাত শ্রুতপূর্বা যদি জ্ঞয়া ॥ ৬

১১ দৈবতৈর্মম সা দত্তা পৌলোমীব শতক্রতোঃ।

১২ তস্যাং সঙ্কমনা হ্যাসং দশবর্ষশতানাহম্ ॥ ৭

১৩ সা চ দৈবতকার্ষেণ গতা বর্ষাচ্চতুর্দশ।

১৪ তস্যাঃ কৃতে চ হেমায়াঃ সর্বং হেমময়ং পুরম্ ॥ ৮

১৫ বজ্রবেদ্যুচিগ্রং চ মায়ায়া নির্মিতং ময়া।

১৬ তদ্রাহমবসং দীনস্তয়া হীনঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ৯

১৭ ‘তাত ! তুমি হয়তো শুনেছ যে, স্বর্গে হেমা নামে

১৮ প্রসিদ্ধ এক অঙ্গরা থাকেন। তাঁকে দেবতারা আমাকে

১৯ অর্পণ করেছিলেন, যেমন পুলোম দানবের কন্যা শচীকে

২০ দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্পণ করা হয়। আমি তাঁতে আসক্ত হয়ে

২১ এক সহস্রবর্ষ ধরে তাঁর সঙ্গে বসবাস করি। একদিন তিনি

২২ দেবতাদের কার্যে স্বর্গলোকে চলে যান, তারপর চোদ্দ বছর

২৩ পার হয়ে গেছে। আমি সেই হেমার জন্য মায়ায় এক

২৪ নগর নির্মাণ করেছি, যা সম্পূর্ণভাবে স্বর্ণনির্মিত। হীরে ও

২৫ নীলার সংযোগে তা অনুপম শোভাসম্পন্ন। আমি

২৬ সেখানেই আজ পর্যন্ত তার বিয়োগে অত্যন্ত দুঃখে দিনভাবে



জীবনযাপন করছিলাম।

তস্মাদ্ পুরাদ্ দুহিতরং গৃহীত্বা বনমাগতঃ।

ইয়ং মমায়জা রাজংস্তস্যাঃ কুক্ষৌ বিনর্ষিতা। ১০

‘সেখান থেকে এই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বনে এসেছি। এ আমার কন্যা হেমার গর্ভে এর জন্ম হয়েছে এবং আমার দ্বারা পালিত হচ্ছে।

ভর্তারমনয়া সার্বমস্যাঃ প্রাপ্তোহস্মি মার্গিতুম্  
কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাক্ষিণাম্॥ ১১  
কন্যা হি হে কুলে নিত্যং সংশয়ে ছাপা তিষ্ঠতি।

‘একে সঙ্গে নিয়ে আমি একজন যোগ্য পতির সন্ধানে বেরিয়েছি। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রায় সকলের জনাই কন্যার পিতা হওয়া কষ্টদায়ক (কারণ এরজন্য কন্যার পিতাকে অনেকের সামনে মাথা নত করতে হয়।) কন্যা সর্বদা দুই কুলকে সংশয়ে ফেলে রাখে।

পুত্রময়ং মমাপাস্যাং ভার্যয়াং সম্বভূব হ। ১২  
মায়াবী প্রথমস্তাত দুন্দুভিস্তদনন্তরঃ।

‘তাত ! আমার পত্নী হেমার গর্ভে দুই পুত্রও জন্মগ্রহণ করেছে, প্রথম পুত্রের নাম মায়াবী, দ্বিতীয় পুত্রের নাম দুন্দুভি।

এবং তে সর্বমাখ্যাতং যথাতথোন পৃচ্ছতঃ॥ ১৩  
ত্বামিদানীং কথং তাত জানীয়াং কো ভবানিতি।

‘তাত ! তোমার প্রশ্নে আমি তোমাকে আমার সব কথা যথার্থভাবে জানালাম। এবার আমি জানতে চাই যে তুমি কে ? আমি কীভাবে তা জ্ঞাত হতে পারি ?’

এবমুক্তং তু তদ্ রক্ষো বিনীতমিদমব্রবীৎ॥ ১৪  
অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ নামতঃ।

মুনের্বিশ্রবসো যস্ত তৃতীয়ো ব্রহ্মণোহভবৎ॥ ১৫

ময়াসুর একথা বলায় রাক্ষস রাবণ বিনীতভাবে বললেন—‘আমি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবার ছেলে। আমার নাম দশগ্রীব। আমি সেই বিশ্রবা মুনির পুত্র, তিনি শ্রীব্রহ্মার তৃতীয় বংশে জন্মেছেন।’

এবমুক্তদা রাম রাক্ষসেন্দ্রেণ দানবঃ।  
মহর্ষেত্তনয়ং জ্ঞাত্বা ময়ো হর্ষমুপাগতঃ॥ ১৬

দাতুং দুহিতরং তস্মৈ রোচ্যামাস তত্র বৈ।

শ্রীরাম ! রাক্ষসরাজ একথা বলায় দানব ময় মহর্ষি বিশ্রবার পুত্রের পবিত্র জেনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর সঙ্গে নিজের পুত্রীর বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

করণে তু করং তস্যা গ্রাহয়িত্বা মগস্তদা ১৭  
প্রহসন্ প্রাহ দৈতোজ্ঞো রাক্ষসেন্দ্রেমিদং বচঃ।

তারপর দৈতারাজ ময় নিজ কন্যাকে রাবণ রাজের হাতে সমর্পণ করে হেসে বললেন - ।

ইয়ং মমায়জা রাজন্ হেমায়াক্রমসা ধৃত্য। ১৮  
কন্যা মন্দোদরী নাম পত্নার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্,

‘রাজন্ ! এ আমার কন্যা, একে অপরা হেমা নিজ গর্ভে ধারণ করেছেন। এর নাম মন্দোদরী একে তুমি তোমার পত্নীরূপে স্বীকার করো।’

বাচমিত্যেব তং রাম দশগ্রীবোহভ্যভাবত। ১৯  
প্রজ্ঞাল্য তত্র চৈবাগ্নিমকরোং পাপিসংগ্রহম্।

শ্রীরাম ! দশগ্রীব তখন ‘ঠিক আছে’ বলে ময়াসুরের কথা মেনে নিলেন। তারপর তিনি সেখানে অগ্নি হালিয়ে মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করলেন।

স হি তস্য ময়ো রাম শাপাভিজ্ঞস্তপোধনাৎ॥ ২০  
বিদিত্বা তেন সা দত্তা তস্য পৈতামহং কুলম্

বধুনন্দন ! যদিও ময়াসুর জানতেন যে তপোধন বিশ্রবার থেকে রাবণ ক্রুর প্রকৃতি হওয়ার শাপ পেয়েছেন ; তবুও রাবণকে শ্রীব্রহ্মার কুলের সন্তান জেনে তাঁকে কন্যা দান করলেন।

অমোঘাং তস্য শক্তিং চ প্রদদৌ পরমাত্মতাম্। ২১  
পরেণ তপসা লব্ধাং জয়িবান্ধবশং যয়া।

সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট তপস্যা থেকে লাভ করা এক পরম অদ্ভুত অমোঘ শক্তি তাঁকে প্রদান করেন, যাঁর দ্বারা রাবণ লক্ষ্মণকে আহত করেছিলেন।

এবং স কৃত্বা দারান্ বৈ লক্ষ্ময়া দীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ২২  
গত্বা তু নগরীং ভার্য্যে ভ্রাতৃভ্যাং সমুপাহরৎ।

লক্ষ্মণের রাবণ এইভাবে দারপরিগ্রহ (বিবাহ) করে লক্ষ্মাপুরীতে গেলেন এবং নিজের দুই ভ্রাতারও বিবাহ দিয়ে তাঁদের দুই ভার্য্যাকে নিয়ে আসেন।

বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বজ্রজ্বালেতি নামতঃ॥ ২৩  
তাং ভার্য্যং কুন্তকর্ণস্য রাবণঃ সমকল্পয়ৎ।

বিরোচনকুমার বলির দৌহিত্রী, যাঁর নাম ছিল বজ্রজ্বালা, রাবণ তাঁকে কুন্তকর্ণের পত্নী করেন।

গন্ধর্বরাজসা সূতাং শৈলূষসা মহাম্ভসঃ। ২৪  
সরমাং নাম ধর্মজ্ঞাং লেভে ভার্য্যং বিতীৰ্ণণঃ।

গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা, যাঁর নাম ছিল

সরমা নাম ধর্মজ্ঞাং লেভে ভার্য্যং বিতীৰ্ণণঃ।

গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা, যাঁর নাম ছিল

কিন্তু যিনি ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানী ছিলেন, বিভীষণ তাঁকে নিজ  
পুত্ররূপে লাভ করলেন।

২৫ গীত্রে তু সরসো বৈ তু সংজ্ঞে মানসস্য হি। ২৫  
মানসং তু ববৃধে জলদাগমে।

২৬ তস্যঃ কন্যায়াঃ স্নেহেনাক্রান্তিতং বচঃ ॥ ২৬  
মা বর্ষয়ন্তেতি ততঃ সা সরমাদবৎ।

২৭ মানস সরোবরের তীরে সেই কন্যা উৎপন্ন  
হয়েছিলেন। তাঁর যখন জন্ম হয়, তখন বর্ষা আগমন

হয়েছিল। মানস সরোবর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখন সেই কন্যার  
বক্ষ পুত্রীর করুণক্রন্দনে দুঃখিত হয়ে সরোবরকে

বলে—‘সরো মা বর্ষয়স্ব’ (হে সরোবর! তুমি তোমার  
জল আর বাড়তে দিও না)। তিনি ঘাবড়িয়ে গিয়ে

হয়েছিলেন—‘সরঃ মা’, তাই কন্যার নাম হয় ‘সরমা’।  
২৮ তে কৃতদারা বৈ রেমিরে তত্র রাক্ষসাঃ ॥ ২৮  
হাং ভাৰ্যমুপাদায় গন্ধৰ্বা ইব নন্দনে।

২৯ ত্রিজন রাক্ষস এইভাবে বিবাহিত হয়ে নিজ  
পুত্রদের সঙ্গে করে নন্দনবনে বিহারকারী গন্ধর্বদের ন্যায়

নন্দন সুখে বিহার করতে থাকেন।  
৩০ মন্দোদরী পুত্রঃ মেঘনাদমজীজনৎ ॥ ৩০  
এষ ইন্দ্রজিয়াম যুষ্মাভিরভিধীয়তে।

৩১ মন্দোদরী পুত্রঃ মেঘনাদমজীজনৎ ॥ ৩১  
এষ ইন্দ্রজিয়াম যুষ্মাভিরভিধীয়তে।

এর কিছুকাল পরে মন্দোদরী পুত্র সন্তানের  
মেঘনাদের জন্ম দেন, যাকে আগনারা ইন্দ্রজিৎ নামে

জানেন।  
৩২ স এষ ইন্দ্রজিয়াম যুষ্মাভিরভিধীয়তে।  
জাতমাত্রেণ হি পুরা তেন রাবণসুপুনা ॥ ৩২  
রমদতা সুমহান্ মুক্তো নাদো জলধরোপমঃ।

৩৩ এই রাবণপুত্র জন্মগ্রহণ করেই কাঁদতে কাঁদতে  
মেঘের সমান গভীর আওয়াজ করতেন।

৩৪ জড়ীকৃতা চ সা লক্ষা তস্য নাদেন রাঘব ॥ ৩৪  
পিতা তস্যাকরোয়াম মেঘনাদ ইতি স্বয়ম্।

৩৫ রঘুনন্দন! এই মেঘতুল্য নাদে সমস্ত লক্ষা জড়বৎ  
স্তম্ভ থেকে যেত; তাই পিতা রাবণ নিজেই তাঁর নাম রাখেন

মেঘনাদ।  
৩৬ সোহবর্ষত তদা রাম রাবণান্তঃপুরে শুভে ॥ ৩৬  
রক্ষ্যমাণো বরপ্তিভিষ্ছন্নঃ কাষ্ঠৈরিবানলঃ।

৩৭ মাতাপিগ্রোর্মহর্ষঃ জনয়ন্ রাবণান্বজঃ ॥ ৩৭  
শ্রীরাম! সেই সময় এই রাবণকুমার মেঘনাদ

রাবণের সুন্দর অন্তঃপুরে মাতা-পিতাকে অতীব হর্ষান্বিত  
করে শ্রেষ্ঠ নারীদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে কাষ্ঠ আচ্ছাদিত

অগ্নির ন্যায় বাড়তে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

## ত্রয়োদশঃ সর্গঃ (১৩)

রাবণ দ্বারা নির্মিত শয়নাগারে কুম্ভকর্ণের শয়ন, রাবণের অত্যাচার, কুবেরের দূত পাঠিয়ে  
তাঁকে বোঝানো এবং কুপিত হয়ে রাবণের সেই দূতকে হত্যা করা

১ লোকেশ্বরোৎসৃষ্টা তত্র কালেন কেনচিৎ।  
২ সমভবৎ তীব্রা কুম্ভকর্ণস্য রূপিণী। ১  
(শ্রী অগস্ত্য বললেন—রঘুনন্দন) তারপর কিছুকাল

৩ পরে লোকেশ্বর শ্রীব্রহ্মার প্রেরিত নিদ্রা, হাই ইত্যাদি  
৪ আলস্যরূপ মূর্তিধারণ করে কুম্ভকর্ণের মধ্যে তীব্র বেগে

৫ সঞ্চারিত হল।  
৬ দ্রোণমাসীনঃ কুম্ভকর্ণোহব্রবীদ্ বচঃ।  
৭ মাং বাধতে রাজন্ কারয়স্ব মমালয়ম্ ॥ ২

৮ দ্রোণমাসীনঃ কুম্ভকর্ণোহব্রবীদ্ বচঃ।  
৯ মাং বাধতে রাজন্ কারয়স্ব মমালয়ম্ ॥ ২

১০ দ্রোণমাসীনঃ কুম্ভকর্ণোহব্রবীদ্ বচঃ।  
১১ মাং বাধতে রাজন্ কারয়স্ব মমালয়ম্ ॥ ২

তখন কুম্ভকর্ণ তাঁর পাশে উপবিষ্ট ভ্রাতা রাবণকে  
বললেন—‘রাজন্! আমাকে নিদ্রা কষ্ট দিচ্ছে; অতএব  
আমার শয়নযোগ্য একটি ঘর তৈরি করে দিন।’

১২ বিনিযুক্তান্ততো রাজ্ঞা শিষ্যিনো বিশ্বকর্মবৎ।  
১৩ বিস্তীর্ণং যোজনং স্তম্ভং ততো দ্বিগুণমায়তম্ ॥ ৩  
দর্শনীয়ং নিরাবাধং কুম্ভকর্ণস্য চক্রিরে।

১৪ স্ফাটিকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈঃ স্তম্ভৈঃ সর্বত্র শোভিতম্ ॥ ৪  
একথা শুনে রাক্ষসরাজ বিশ্বকর্মা মতো সুযোগ্য

১৫ একথা শুনে রাক্ষসরাজ বিশ্বকর্মা মতো সুযোগ্য



শিল্পীদের খর তৈরি করার আদেশ দিলেন। সেই শিল্পীগণ দু  
যোজন লম্বা ও এক যোজন চওড়া সুন্দর ঘর তৈরি কবেন,  
যা দেখার মতো ছিল। সেখানে কোনো বাধা অনুভব হতে  
না। তাতে সর্বত্র স্বয়ংক্রিয় মনি এবং স্বর্ণ স্তম্ভ লাগানো ছিল,  
যার জন্য সেই ভবনটির শোভা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বৈদূর্যকৃতসোপানঃ কিল্বিকীজালকঃ তথা ॥  
দাক্ষতোরণবিন্যাসঃ বজ্রস্ফটিকবেদিকম্ ॥ ৫

সেখানে নীলার সিঁড়ি বানানো ছিল। চারদিকে ঘুঙুর  
দেওয়া আলার লাগানো ছিল। সদর ফটক হাতির দাঁতে তৈরি  
এবং হীরা ও স্বয়ংক্রিয় মনির বেদী ও বারান্দা শোভা দিচ্ছিল।  
মনোহরঃ সর্বসুখঃ কারয়ামাস রাক্ষসঃ।

সর্বত্র সুখদঃ নিত্রাঃ মেরোঃ পুণ্যাঃ গুহামিব ॥ ৬

সেই ভবন সর্বপ্রকারে সুখদায়ক ও মনোহর ছিল।  
মেরুর পুণ্যময় গুহাব তুল্য সর্বত্র সুখপ্রদানকারী ছিল।  
রাক্ষসরাজ রাবণভ্রাতা কুম্ভকর্ণের জন্য এমনই সুন্দর,  
সুখদায়ক শয়নাগার তৈরি কবা হয়।

তত্র নিত্রাঃ সমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।  
বহুনাশসহস্রাণি শয়ানো ন চ বুধ্যতে ॥ ৭

মহাবলী কুম্ভকর্ণ সেই গৃহে কয়েক হাজার বছর  
নিত্রায় বশীভূত হয়ে রইলেন, নিত্রার আবেশ কাটাতেই  
পারছিলেন না।

নিত্রাভিভূতে তু তদা কুম্ভকর্ণে দশাননঃ।  
দেবর্ষিয়ক্ষগন্ধর্বান্ সংজয়ে হি নিরঙ্কুশঃ ॥ ৮

কুম্ভকর্ণ যখন নিত্রাভিভূত, তখন দশানন রাবণ  
উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দেবতা, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতিগণের  
উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন করতে লাগলেন।

উদ্যানানি বিচিত্রাণি নন্দনাদীনি যানি চ।

তানি গজা সুসংক্রুদ্ধো ভিনত্রি স্ম দশাননঃ ॥ ৯

দেবতাদের নন্দনবন ইত্যাদি যেসব সুন্দর উদ্যান  
ছিল, দশানন সেখানে গিয়ে সেগুলি নষ্ট করে দিতেন।

নদীং গজ ইব ক্রীড়ন্ বৃক্ষান্ বায়ুরিব ক্ষিপন্।

নগান্ বজ্র ইবোৎসৃষ্টো বিধ্বংসয়তি রাক্ষসঃ ॥ ১০

রাক্ষস রাবণ নদীতে নেমে হাতির মতো ক্রীড়া করে  
নদীর ধারাকে ছিন্ন-ভিন্ন করতেন, বৃক্ষসমূহ ঝাঁকিয়ে তুলে

ফেলতেন এবং পর্বতগুলি উদ্দেশ্যে হস্তচ্যুত বজ্রের ন্যায়  
টুকরো টুকরো করে দিতেন।

তথাবৃত্তং তু বিজয়া দশগ্রীণঃ শনৈশ্চরঃ।

কুলানুরূপং ধর্মপ্রো বৃত্তং সংস্কৃত্য চারনঃ ॥ ১১

সৌভাগ্যদর্শনার্থং তু দূতং নৈশ্রবণমুদা

লক্ষ্যং সম্ভ্রময়ামাস দশগ্রীবসা নৈ হিতম্ ॥ ১২

দশগ্রীবের এই নিরঙ্কুশ আচরণের খবর পেয়ে  
ধনপতি ধর্মজ্ঞ কুবের কুবের মতো আচার-বান্ধবের কথা  
চিন্তা করে উত্তম ভ্রাতৃত্বপ্রেমের পরিচয় দিয়ে একজন দূতকে  
লক্ষ্য পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাবণকে জিতের কথা  
বলে সুপথে নিয়ে আসার।

স গজা নগরীং লক্ষ্যমাসাদ বিজীষণম্।

মানিতন্তেন ধর্মেন পৃষ্টচাগমনং প্রতি ॥ ১৩

সেই দূত লক্ষ্যপুরীতে গিয়ে প্রথমে বিজীষণের সঙ্গে  
সাক্ষাৎ করেন। বিজীষণ ধর্মনিসারে তাঁর সংকার করেন  
এবং তাঁর লক্ষ্য আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন  
পৃষ্টা চ কুশলং রাজ্ঞো জ্ঞাতীনাং চ বিজীষণঃ।

সভায়াং দর্শয়ামাস তমাসীনং দশাননম্ ॥ ১৪

পবে সকলের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করে তিনি  
সেই দূতকে রাজসভায় নিয়ে গিয়ে রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ  
করান।

স দৃষ্টা তত্র রাজানং দীপ্যমানং স্বতেজসা।

জয়েতি বাচা সম্পূজা তৃষ্ণীং সমভিবর্ততা ॥ ১৫

রাজা রাবণ রাজসভায় নিজ তেজে উদ্দীপিত ছিলেন  
দূত তাঁকে দেখে 'মহারাজের জয় হোক' বলে সম্বর্ধনা  
জানিয়ে, চুপ করে দাঁড়ান।

স তত্রোত্তমপর্যঙ্কে বরাস্তরগণশোভিতে

উপবিষ্টং দশগ্রীবং দূতো বাক্যমথত্রবীৎ ॥ ১৬

পরে একটি সুসজ্জিত পালকে উপবিষ্ট দশানন  
রাবণকে সেই দূত একথা বলল—

রাজন্ বদামি তে সর্বং ভ্রাতা তব যদ্রবীৎ

উভয়োঃ সদৃশং বীর বৃত্তস্য চ কুলস্য চ ॥ ১৭

'বীর মহারাজ ! আপনার ভাই ধনপতি কুবের  
আপনার কাছে যে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তা মাতা-পিতা



কৃত্যের কুল এবং সদাচারের অনুকপ, আমি সবিস্তারে  
আমাকে তা জানাচ্ছি  
পর্যাপ্তমেতাবৎ কৃত্যচারিত্রসংগ্রহঃ।

ধর্ম ব্যবস্থানং ত্রিয়তাং যদি শক্যতে॥ ১৮  
(কুবের জানিয়েছেন) 'দশগ্রীব ! তুমি আজ পর্যন্ত  
কৈব কুর্মে করেছেন, তা যথেষ্ট হয়েছে। এখন নিজের  
জন্মের জন্য সদাচারের পথ অবলম্বন করা উচিত। যদি  
ক্ষম হয়, তবে ধর্মপথে স্থিত হও ; তোমার পক্ষে তাই  
জনকামী হবে।

কুঃ মে নন্দনং ভগ্নমৃষ্যো নিহতাঃ শ্রুতাঃ।  
মেতানাং সমুদোগন্তস্তো রাজন্ ময়া শ্রুতঃ॥ ১৯

'তুমি নন্দনবন ধ্বংস করেছ — আমি নিজে তা  
জানি। আমি একথাও শুনেছি যে তুমি অনেক ঋষিকে  
হত্যা করেছ রাজন্ ! (এতে অতিষ্ট হয়ে দেবতাগণ প্রস্তুত  
হয়েছেন, এর বিহিত করার উপায় ভাবছেন) আমি শুনেছি  
কুটিমধ্যেই দেবতারা তোমার বিরুদ্ধে উদ্যোগ নিতে শুরু  
করেছেন।

নিরাকৃত্য বহুশত্ৰুয়াহং রাক্ষসাস্থিপ।  
গপরাথোহপি বালো হি রক্ষিতব্যঃ স্ববাক্যৈঃ॥ ২০

'রাক্ষসরাজ ! তুমি কয়েকবার আমাকেও তিরস্কার  
করেছ, তবুও অবোধ বালক অপরাধ করলে বন্ধু  
বান্দবদের তাকে রক্ষা করা উচিত (তাই আমি তোমাকে এই  
হিতকারী পরামর্শ দিচ্ছি)।

হমঃ তু হিমবৎপৃষ্ঠং গতো ধর্মমুপাসিতুম্।  
রৌদ্রঃ ব্রতং সমাহ্বায় নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ২১

'আমি শৌচ-সন্তোষ নিয়ম পালন এবং ইন্দ্রিয়  
সংযম করে 'রৌদ্র-ব্রতে'র আশ্রয় নিয়ে ধর্মানুষ্ঠান করার  
জন্য হিমালয়ের এক শিবরে গিয়েছিলাম।

হমঃ দেবো ময়া দুষ্ট উময়া সহিতঃ প্রভুঃ।  
সব্যং চকুর্ময়া দৈবাৎ তত্র দেব্যাং নিপাতিতম্॥ ২২

কমঃ ঘেষতি মহারাজ ন ধম্মনোন হেতুনা।  
কপং চানুপমং কৃদ্ধা রুদ্রাণী তত্র তিষ্ঠতি॥ ২৩

'সেখানে উমাদেবীসহ ভগবান শ্রীমহাদেবের দর্শন  
লাভ করি সেই সময় আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম 'হনি

কে ?' দৈববশতঃ দেবী পার্বতীর ওপর নিজের বাম দৃষ্টি  
ফেলি অবশ্যই আমি অন্য কোনো কারণে (বিকার যুক্ত  
ভাবনায়) তাঁর দিকে তাকাইনি। দেবী রুদ্রাণী তখন  
অনুপমরূপে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

দেব্যা দিব্যপ্রভাবেন দক্ষং সব্যং মমেক্ষণম্।  
রেণুধবস্তামিব জ্যোতিঃ পিজলত্বমুপাগতম্॥ ২৪

'দেবীর দিব্য প্রভাবে তখন আমার বামচক্ষু পুড়ে যায়  
এবং ডানচক্ষু ধূলায় ভর্তি হয়ে পিজল বর্ণের হয়ে যায়।

ততোহহমনাদ্ বিস্তীর্ণং গদ্ধা তস্য গিরেস্তটম্।  
তৃষ্ণীঃ বর্ষতান্যন্তো সমধারং মহাব্রতম্॥ ২৫

'তখন আমি পর্বতের অন্য বিস্তৃত তটে গিয়ে  
আটশো বছর ধরে মৌনভাবে মহাব্রত ধারণ করি।

সমাপ্তো নিয়মে তস্মিংস্তত্র দেবো মহেশ্বরঃ  
ততঃ প্রীতেন মনসা প্রাহ বাক্যমিদং প্রভুঃ॥ ২৬

'সেই নিয়ম সমাপ্ত হলে ভগবান মহেশ্বর আমাকে  
দর্শন দেন এবং প্রসন্ন মনে বলেন—

প্রীতোহস্মি তব ধর্মজ্ঞ তপসানেন সুব্রত।  
ময়া চৈতদ্ ব্রতং চীর্ণং ত্বয়া চৈব ধনাধিপ॥ ২৭

'উত্তম ব্রত পালনকারী ধর্মজ্ঞ ধনেশ্বর ! আমি  
তোমার তপস্যাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। এই ব্রত আমি  
পালন করেছি আর দ্বিতীয় তুমি।

তৃতীয়ঃ পুরুষো নাস্তি যশ্চরেদ্ ব্রতমীদৃশম্।  
ব্রতং সুদুষ্করং হ্যেতন্মযৈবোৎপাদিতং পুরা॥ ২৮

'তৃতীয় আর কোনো পুরুষ নেই, যে এই কঠোর ব্রত  
পালন করতে পারে, এই অতি দুষ্কর ব্রত পূর্বকালে আমিই  
প্রকট করেছি।

তৎসখিত্বং ময়া সৌম্য রোচয়স্ব ধনেশ্বর।  
তপসা নির্জিতশ্চৈব সখা ভব মমানস্ব॥ ২৯

'অতএব সৌম্য ধনেশ্বর ! তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুর  
সম্বন্ধ স্থাপন করো, এই সম্পর্ক তোমার পছন্দ হওয়া  
উচিত। অনর্থ ! তুমি তোমার তপে আমাকে জিতে নিয়েছ ;

সুতরাং তুমি আমার বন্ধু হয়ে থাকো।

দেব্যা দক্ষং প্রভাবেন যচ্চ সব্যং তবেক্ষণম্।  
পৈঙ্গল্যং যদবাণ্ডং হি দেব্যা রূপনিরীক্ষণাৎ॥ ৩০

একাক্ষপিজলীভোব নাম হ্রাসাতি শাস্ত্রতম্।  
এবং তেন সখিভ্বং চ প্রাপানুজ্ঞাং চ শঙ্করাং ॥ ৩১  
আগতেন ময়া চৈবং শ্রুতন্তে পাপনিশ্চয়ঃ।

‘দেবী পার্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করায় দেবীর প্রভাবে  
তোমার বাম চক্ষু স্থলে গেছে এবং দ্বিতীয়টিও পিঙ্গলকর্ণ  
হয়েছে, তাই এবার থেকে তোমার ‘একাক্ষপিজলী’ নাম  
চিরস্থায়ী হবে।’ এভাবে ভগবান শংকরের সঙ্গে মৈত্রী  
স্থাপন করে তাঁর আজ্ঞায় আমি যখন ঘরে ফিরি, তখন  
তোমার পাপপূর্ণ নিশ্চয়ের কথা শুনি।

তদধর্মিষ্ঠসংযোগানিবর্ত কুলদূষণাং ॥ ৩২  
চিন্ত্যতে হি বধোপায়ঃ সর্বিসঙ্কেষঃ সুরৈস্তব।

‘সুতরাং এখন তুমি কুলে কলঙ্ক লেপনকারী পাপকর্ম  
থেকে দূরে থাকো ; কারণ ঋষিদের সঙ্গে দেবতারা  
তোমাকে বধের উপায় ভাবছেন।’

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ কোপসংরক্তলোচনঃ ॥ ৩৩  
হস্তান্ দস্তাংষ্ট সন্নিপষ্য বাক্যমেতদুবাচ হ।

দূতের মুখে কুবেরের বার্তা শুনে দশানন রাবণের  
চোখ ক্রোধে লাল হয়ে গেল, তিনি হাত কচলিয়ে দাঁতে দাঁত  
পিষে বলেন—।

বিজ্ঞাতং তে ময়া দূত বাক্যং যৎ স্বং প্রভাষসে ॥ ৩৪  
নৈব ভ্রমসি নৈবাসৌ ভ্রাত্ৰা যেনাসি চোদিতঃ।

‘দূত ! তুমি যা বলছ, তার অভিপ্রায় আমি বুঝেছি,  
এখন তুমিও বেঁচে থাকতে পারবে না এবং সেই সঙ্গে  
তাইও,—যে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

হিতং নৈব মমৈতদ্ধি ব্রবীতি ধনরক্ষকঃ ॥ ৩৫  
মহেশ্বরসখিভ্বং তু মূঢ়ঃ শ্রাবয়তে কিম।

‘ধনরক্ষক কুবের যে সংবাদ দিয়েছেন, তা আমার  
পক্ষে হিতকারক নয়। ওই মূঢ় ব্যক্তি আমাকে (ভয়

দেখানোর জন্য) শ্রীমহাদেবের সঙ্গে নিজের মিত্রত্বের কথা  
জানাচ্ছে ?

নৈবেদং ক্ষমলীয়াং মে যদেতদ্ ভামিতং ইয়া ॥ ৩৬  
যদেতানুয়া কাব্যং দূত তস্য তু মর্ষিতম্  
ন হস্তব্যো ঞ্জরজোষ্ঠো মন্যামিতি মন্যতে ॥ ৩৭

‘দূত ! তোমার দ্বারা যে কথা জানানো হয়েছে, তা  
আমার পক্ষে সহনীয় নয়। কুবের আমায় বড় ভাই, তাই  
তাকে বধ করা আমার উচিত নয়—এই কথা ভেবেই আমি  
এখন পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমা করেছি।

তস্য দ্বিদানীং শ্রদ্ধা মে বাক্যমেবা কৃত্য মতিঃ।  
ত্রীলোকানপি জেন্যামি বাহুবীর্ঘমুপাশ্রিতঃ ॥ ৩৮

‘কিন্তু এখন তাঁর কথা শুনে আমি স্থির করেছি যে,  
নিজের বাহুবলের ওপর ভরসা কবেই আমি তিন লোক জয়  
করব।

এতমুহূর্তমেবাহং তস্যৈকস্য তু বৈ কৃতে।  
চতুরো লোকপালাংস্তান্ নরিয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ৩৯

‘এই মুহূর্তে একজনের অপরাধে আমি চারজন  
লোকপালকেই যমলোকে পাঠাব।’

এবমুক্তা তু লঙ্কেশো দূতং খজোন জন্নিবান্  
দদৌ ভক্ষয়িতুং হোনং রাক্ষসানাং দুরাস্তনাম্ ॥ ৪০

একথা বলে লঙ্কেশ রাবণ তরবারি দিয়ে ওই দূতকে  
দুটুকরো করে ফেললেন এবং তার মৃতদেহ দুরাক্ষ্য  
রাক্ষসদের খাবার জন্য দিয়ে দিলেন।

ততঃ কৃতস্বস্তায়নো রথমারুহ্য রাবণঃ।  
ত্রৈলোক্যবিজয়াকাংক্ষী যযৌ যত্র ধনেশ্বরঃ ॥ ৪১

তারপর রাবণ স্বস্তিবাচন করে রথে আরোহণ  
করলেন এবং ত্রিলোকে বিজয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়  
যেখানে কুবের ছিলেন, সেইস্থানে অগ্রসর হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥



## চতুর্দশঃ সর্গঃ (১৪)

মন্ত্রীগণ সহ রাবণের যক্ষদের ওপর আক্রমণ এবং তাঁদের পরাজয়

১৪। স সচিবৈঃ সার্বং ষড়্ভির্নির্ভাবলোকিতঃ।

মহাদেবপ্রহজাভ্যাং মারীচশুকসারগৈঃ। ১

২। চ বীরেণ নিত্যং সমরগর্জিনা।

৩। সপ্তপ্রযয়ৌ প্রীমান্ ফ্রোখাম্লোকান্ দহয়িষ। ২

(প্রীতগন্ত্য বললেন— রঘুনন্দন!) তারপর শক্তির

জ্বলন্তে সর্বদা উদ্ভূত থাকা রাবণ, মহাদেব-প্রহস্ত-

মারীচ-শুক-সারণ এবং সর্বদা যুদ্ধ অভিলাষী বীর

যুদ্ধ—এই ছয় মন্ত্রীকে নিয়ে লঙ্কা থেকে প্রস্থান করলেন।

৪। যখন এমন মনে হচ্ছিল যে রাবণ নিজ ক্রোধে সমগ্র লোক

স্বীকৃত করে ফেলবেন।

৫। পুষ্ণি স নদীঃ শৈলান্ বনান্যুপবনানি চ।

৬। অতিক্রম্য মুহূর্তেন কৈলাসং গিরিমাগমৎ॥ ৩

অনেক নগর, নদী, পর্বত, বন-উপবন লঙ্ঘন করে

৭। তিনি অল্পসময়েই কৈলাস পর্বতে গিয়ে পৌঁছলেন।

৮। সচিবঃ গিরৌ তস্মিন্ রাক্ষসেভ্যঃ নিশমা তু।

৯। যুদ্ধজ্ঞঃ তং কৃতোৎসাহং দুরাত্মানং সমল্লিগম্॥ ৪

১০। ক্কা ন শেকুঃ সংহাতুং প্রমুখে তস্য রক্ষসঃ।

১১। রাঙ্কো ভ্রাতৃতি বিজ্ঞায় গতা যত্র ধনেশ্বরঃ। ৫

যক্ষরা যখন শুনলেন যে দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ

১২। যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত হয়ে তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে

১৩। কৈলাস পর্বতে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন তাঁরা সেই

১৪। রাক্ষসের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। ইনি রাজার

১৫। জই—একথা জেনে, ধনপতি কুবের যেখানে ছিলেন,

১৬। যক্ষেরা সেই স্থানে তাঁর কাছে গেলেন।

১৭। তে গত্বা সর্বমাচখ্যার্ভাত্তস্য চিকীর্ষিতম্।

১৮। যমুজাতা যযূর্হষ্টা যুদ্ধায় ধনদেন তে॥ ৬

সেখানে গিয়ে তাঁরা তাঁর ভাইকে সব বিষয় খুলে

১৯। জানালেন। কুবের সব শুনে যক্ষদের যুদ্ধ করার নির্দেশ

২০। দিলেন; যক্ষেরা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রওনা

২১। হলেন।

২২। রক্তে বলানাং সংক্ষোভো বাবর্ষত ইবোদধেঃ।

২৩। জ্য নৈর্ধতরাজস্য শৈলং সঞ্চালয়মিষ। ৭

সেই সময় যক্ষ রাজার সেনারা সমুদ্রের মতো

২৪। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সেই বেগে পর্বতও যেন

কাঁপতে লাগল।

২৫। ততো যুদ্ধং সমভবদ্ যক্ষরাক্ষসসংকুলম্।

২৬। ব্যাখিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবা রাক্ষসস্য তে॥ ৮

তারপর যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ

২৭। হল। সেখানে উপস্থিত রাবণের মন্ত্রিরা কাতর হয়ে

২৮। পড়লেন।

২৯। স দৃষ্টা ভাদৃশং সৈন্যং দশগ্রীবো নিশাচরঃ।

৩০। হর্ষনাদান্ বহূন্ কৃত্বা স ফ্রোখাদজাধাবত॥ ৯

সৈন্যদের এইরূপ দুর্দশা দেখে নিশাচর দশগ্রীব

৩১। বারম্বার হর্ষবর্ধক সিংহনাদ করে রোষভরে যক্ষদের দিকে

৩২। ছুটলেন।

৩৩। যে তু তে রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবা ঘোরবিক্রমাঃ।

৩৪। তেষাং সহগ্রমেকৈকো যক্ষাণাং সমরোধয়ৎ॥ ১০

রাক্ষসরাজের সচিবেরা তরংকর পরাক্রমশালী

৩৫। ছিলেন। তাঁদের এক একজন সচিব হাজার হাজার যক্ষের

৩৬। সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

৩৭। ততো গদাভির্মুসলৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ।

৩৮। হনামানো দশগ্রীবস্তৎসৈন্যং সমগাহত॥ ১১

স নিকৃচ্ছ্বাসবৎ তত্র বধ্যমানো দশাননঃ।

৩৯। বর্ষস্তিরিব জীমূর্তৈর্ধারাভিরবরুধ্যত॥ ১২

তখন যক্ষেরা জলধারা বর্ষণকারী মেঘের মতো গদা,

৪০। মুসল, তলোয়ার, শক্তি এবং তোমর বর্ষণ করতে

৪১। লাগলেন। সেইসব আঘাত সহ্য করে দশগ্রীব শত্রুসেনা

৪২। মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে তাঁর ওপর এতো আঘাত

৪৩। পড়তে লাগল যে, তিনি দম নেবারও অবকাশ পাচ্ছিলেন

৪৪। না। যক্ষেরা তাঁর গতি রুখে দিলেন।

৪৫। ন চকার ব্যাথাং চৈব যক্ষশস্ত্রৈঃ সমাহতঃ।

৪৬। মহীধর ইবাভ্রোদৈর্ধারাতসমুক্ষিতঃ॥ ১৩

যক্ষদের অস্ত্রাঘাতে আহত হয়েও রাবণ কিছু মনে

৪৭। করলেন না—ঠিক তেমনই যেমন মেঘদ্বারা বর্ষিত জলধারায়

৪৮। সিক্ত হয়েও পর্বত বিচলিত হয় না।

৪৯। স মহাত্মা সমুদাম্য কালদণ্ডোপমাং গদাম্।

৫০। প্রবিবেশ ততঃ সৈন্যং নয়ন্ যক্ষান্ যমক্ষয়ম্॥ ১৪

সেই মহাকায় নিশাচর কালদণ্ডের মতো ভয়ানক গদা

৫১।



নিযে যক্ষসেনা মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের যক্ষলোকে  
পাশেতে আরম্ভ করলেন।

স কক্ষমিব বিস্তীর্ণঃ শুষ্কেনানমিবাকুলম্।

বাতেনাগ্নিরিবাদীপ্তো যক্ষসৈন্যঃ দদাহ তৎ ॥ ১৫

বায়ুদ্বারা প্রস্থলিত অগ্নির ন্যায় রাবণ শুকনো তৃণের  
মতো ভীত, আকুল যক্ষসেনাদের জ্বালাতে লাগলেন।

তৈস্ত তত্র মহামাতৈর্মহোদরশুকাদিভিঃ।

অল্লাবশেষান্তে যক্ষাঃ কৃত্য বাতৈরিবানুদাঃ ॥ ১৬

বায়ু যেমনভাবে মেঘ উড়িয়ে দেয়, তেমনভাবে সেই  
মহোদর এবং শুক ইত্যাদি মহামন্ত্রীগণ সেখানে যক্ষদের  
নিধন করলেন। মাত্র অল্পসংখ্যকই বেঁচে গেল।

কেচিৎ সমাহতা ভগ্নাঃ পতিতাঃ সমরে ক্ষিতৌ।

ওষ্ঠাংশ দশনৈস্তীক্ষ্ণৈরদশন্ কুপিতা রণে ॥ ১৭

বহু সংখ্যক যক্ষ শস্ত্রাঘাতে অঙ্গ-ভঙ্গ হয়ে  
সমরারূপে ধরাশায়ী হয়ে গেল। কত যক্ষ রণভূমিতে কুপিত  
হয়ে নিজ দাঁত পিষতে লাগল।

শ্রান্তান্যোন্যামালিঙ্গ্য মষ্টশস্ত্রা রণাজিরে।

সীদন্তি চ তদা যক্ষাঃ কুলা ইব জলেন হ ॥ ১৮

কেউ ক্লান্ত হয়ে একে অন্যের পাশে বসেছে, তাঁদের  
অস্ত্র পড়ে গেছে এবং রণারূপে তাঁরা এমন শিথিলভাবে  
পতিত হচ্ছেন, যেন জলের বেগে নদীর পাড়ে আহুড়ে  
পড়ছে !

হতানাং গচ্ছতাং স্বর্গং যুধ্যতামথ ধাবতাম্।

প্রেক্ষতামৃষিসঙ্ঘানাং ন বভূবান্তরং দিবি ॥ ১৯

মরে গিয়ে স্বর্গে গমনরত, যুদ্ধে লিপ্ত থাকা এবং  
পলায়মান যক্ষদের, আর যুদ্ধ দেখতে উপস্থিত ঋষিদের  
সংখ্যা এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, আকাশে তিল ধারণের  
জায়গা ছিল না।

ভগ্নাংশু তান্ সমালক্ষ্য যক্ষেন্দ্রাংশু মহাবলান্।

ধনাধ্যক্ষো মহাবাহুঃ প্রেষয়ামাস যক্ষকান্ ॥ ২০

মহাবাহু ধনাধ্যক্ষ সেই যক্ষদের পালাতে দেখে অন্য  
মহাবলী যক্ষরাজাদের যুদ্ধের জন্য পাঠালেন।

এতস্মিন্তরে রাম বিস্তীর্ণবলবাহনঃ।

প্রেষিতো ন্যপতদ্ যক্ষো নাম্না সংযোধকণ্টকঃ ॥ ২১

শ্রীরাম ! ইতিমধ্যে কুবের প্রেরিত সংযোধকণ্টক  
নামক যক্ষ সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে বহু  
সংখ্যক সেনা ও বাহন ছিল।

তেন চক্ষেণ মারীচো বিষ্ণুনেব রণে হতঃ।

পতিতো ভূতলে শৈলাৎ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ॥ ২২

তিনি এসেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় চক্ষু রূপে  
রণারূপে মারীচকে প্রহার করলেন। তাতে আহত হয়ে সেই  
রাক্ষস কৈলাস থেকে পৃথিবীতে এমনভাবে পড়লেন,  
যেমন পুণ্য ক্ষয় হলে স্বর্গবাসী গ্রহ ভূতলে পতিত হয়।  
সংজ্ঞা মুহূর্তেন স বিশ্রামা নিশাচরঃ।

তং যক্ষং যোধয়ামাস স চ ভগ্নঃ প্রদুক্রবে ॥ ২৩

প্রায় এক ঘণ্টার পর নিশাচর মারীচের জ্ঞান ক্ষি  
এলে তিনি বিশ্রাম করে আবার সেই যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ  
করতে লাগলেন। সেই যক্ষ তখন পালিয়ে গেল।

ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্যরজ্জতোক্তিতম্।

মর্দাদাং প্রতিহারাণাং তোরণান্তরমাবিশৎ ॥ ২৪

রাবণ তারপর কুবের পুরীর সিংহদ্বারে - যেটি  
স্বর্ণমণ্ডিত ছিল এবং নীলা ও রৌপ্য বিভূষিত ছিল, সেখানে  
প্রবেশ করলেন। সেখানে দ্বারপালদের পাহারা ছিল।  
সেই দ্বারই ছিল সীমা। তার পরে আর কেউ যেতে পারত  
না।

তং তু রাজন্ দশগ্রীবং প্রবিশন্তঃ নিশাচরম্।

সূর্যভানুরিতি খ্যাতো দ্বারপালো ন্যবারণৎ ॥ ২৫

মহারাজ শ্রীরাম ! নিশাচর দশগ্রীব যখন সেই দ্বারে  
প্রবেশ করতে গেলেন, তখন সূর্যভানু নামক দ্বারপাল তাঁকে  
বাধা দিলেন।

স বার্যমাণো যক্ষেণ প্রবিবেশ নিশাচরঃ।

যদা তু বারিতো রাম ন ব্যতিষ্ঠৎ স রাক্ষসঃ ॥ ২৬

ততস্তোরণমুৎপাট্য তেন যক্ষেণ তড়িতঃ

রুধিরং প্রস্রবন্ ভাতি শৈলো ঋতুপ্রবৈরিব ॥ ২৭

যক্ষের বাধা দেওয়াতেও যখন নিশাচর থামলেন না  
এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন দ্বারপাল দ্বারে

লাগানো একটি স্তম্ভ ভেঙ্গে দশগ্রীবকে আঘাত করলেন,

ফলে তাঁর শরীর থেকে রক্তধারা পড়তে লাগল, যেন

কোনো পর্বত থেকে গেরুয়া রং মিশ্রিত জলধারা পড়ছে।

স শৈলশিখরাভেল তোরণেন সমাহতঃ।

জগাম ন ক্ষতিং বীরো বরদানাং স্বমুদ্রুবঃ ॥ ২৮

পর্বত শিখরের মতো স্তম্ভের আঘাতেও বীর

দশগ্রীবের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের বরদানের

প্রভাবে মারা সম্ভব ছিল না।

তোরণেনাথ যক্ষভেনাভিতাভিতঃ।

তদা যক্ষা ভয়ীকৃততনুতদা ॥ ২৯

তিনি তখনই সেই ক্ষুণ্ণ তুলে যক্ষকে প্রহার করলেন, তার ফলে যক্ষের শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, তাঁর শরীরের কোনো অবশিষ্টই পাওয়া গেল না।

প্রদুক্ষুবঃ সর্বৈ দৃষ্টা রক্ষঃপরাক্রমম্

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

### পঞ্চদশঃ সর্গঃ (১৫)

মণিভদ্র তথা কুবেরের পরাজয় এবং রাবণ দ্বারা পুষ্পকবিমানের অপহরণ

বিভ্রতান্ যক্ষৈঃশচ সহস্রশঃ।

মহাযক্ষং মাণিভদ্রমথারবীং ॥ ১

(মহর্ষি অগস্ত্য বললেন — রঘুনন্দন ! ) ধনাধ্যক্ষ ফেলেন, হাজার হাজার যক্ষপ্রবর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গান্ধেয় ; তখন তিনি মণিভদ্র নামক এক মহাযক্ষকে বললেন:

জহি যক্ষেন্দ্র দুর্বৃত্তং পাপচেতসম্।

ভব বীরাণাং যক্ষাণাং যুদ্ধশালিনাম্ ॥ ২

‘যক্ষপ্রবর ! রাবণ পাপাত্মা এবং দুরাচারী, তুমি যুদ্ধে মেরে ফেল এবং যুদ্ধে শোভাবৃদ্ধিকারী বীর যক্ষদের বধ করো’

মহাবাহুর্মাণিভদ্রঃ সুদূর্যঃ।

যক্ষসহস্রৈস্ত চতুর্ভিঃ সমরোধয়ৎ ॥ ৩

মহাবাহু মণিভদ্র অত্যন্ত দূর্য্য বীর ছিলেন। রাবণের আদেশ পেয়ে তিনি চার হাজার যক্ষসেনা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যক্ষসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

গদামুসলপ্রাসৈঃ শক্তিতোমরমুকারৈঃ।

যক্ষা রাক্ষসান্ সমুপাভবন্ ॥ ৪

যক্ষযোদ্ধারা তখন গদা, মুসল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও মুকারের দ্বারা প্রহার করতে করতে রাক্ষসদের ওপর পড়িয়ে পড়লেন।

ততো নদীর্গহাশ্চৈব বিবিধৈর্ভয়পীড়িতাঃ।

তাক্তপ্রহরণাঃ শ্রান্তা বিবর্ণবদনাতদা ॥ ৩০

সেই যক্ষসেনার এই পরাক্রম দেখে সকল যক্ষ পালিয়ে গেল। কেউ নদীতে ঝাঁপ দিল, কেউ ভয়ে গুহাতে ঢুকে গেল। সকলেই তাদের অন্ত্রত্যাগ করল। সকলেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মুখকান্তি শুকিয়ে গিয়েছিল।

কুবর্জস্তমূলং যুদ্ধং চরন্তঃ শোণবল্লবশু।

বাঢ়ং প্রয়চ্ছ নেছামি দীপ্যতামিতি ভাষিণঃ ॥ ৫

তাঁরা বাজপক্ষীর মতো তীব্র গতিতে যুদ্ধ করতে করতে সবদিকে বিচরণ করতে লাগলেন। কেউ বলছেন ‘আমাকে যুদ্ধ করতে দাও’, কেউ বলছেন—‘আমি এখান থেকে পিছু সরতে চাই না’, আবার অন্য কেউ বলছেন—‘আমাকে আমার অন্ত্র দাও’।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।

দৃষ্টা তৎ তুমুলং যুদ্ধং পরং বিস্ময়মাগমন্ ॥ ৬

সেই তুমুল যুদ্ধ দেখে দেবতা, গন্ধর্ব ও ব্রহ্মবাদী ঋষিরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যবিত্ত হলেন।

যক্ষাণাং তু প্রহন্তেন সহস্রং নিহতং রণে।

মহোদরেণ চানিন্দাং সহস্রমপরং হতম্ ॥ ৭

প্রহন্ত সেই রণভূমিতে এক হাজার যক্ষ সংহার করে ফেললেন। পরে মহোদর অপর এক সহস্র প্রশংসনীয় যক্ষদের বিনাশ করলেন।

ক্রুদ্ধেন চ তদা রাজন্ মারীচেন যযুৎসুনা।

নিমেঘাস্তরমাত্রাণে যে সহস্রে নিপাতিতে ॥ ৮

রাজন্ ! সেই সময় ক্রুদ্ধ রণেৎসুক মারীচ পলক ফেলতে না ফেলতেই অবশিষ্ট দুহাজার যক্ষকে ধরাশায়ী করে দিলেন।



ক চ যক্ষার্জবং যুদ্ধং ক চ মায়াবলাশ্রয়ম্।  
রক্ষসাং পুরুষবান্ তেন তেহভ্যধিকা যুধি॥ ৯  
পুরুষসিংহ! কোথায় যক্ষদের কপটশূণ্য যুদ্ধ? আর  
কোথায় রাক্ষসদের মায়াময় সংগ্রাম? তাঁরা নিজ  
মায়াবলের ভরসাতেই যক্ষদের থেকে বেশি শক্তিশালী  
প্রমাণিত হলেন।

ধূশাক্ষেণ সমাগমা মাণিভদ্রো মহারণে।  
মুসলেনোরসি ক্রোধাৎ তাড়িতো ন চ কম্পিতঃ॥ ১০

সেই মহাসমরে ধূশাক্ষ এসে ক্রোধপূর্বক মাণিভদ্রের  
বুকে মুসলাঘাত করেন; কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হননি।  
ততো গদাং সমাবিধ্য মাণিভদ্রেণ রাক্ষসঃ।  
ধূশাক্ষত্যাড়িতো মূর্খি বিহ্বলঃ স পপাত হ॥ ১১

মাণিভদ্রও তখন গদা তুলে সেই রাক্ষস ধূশাক্ষের  
মাথায় সজোরে আঘাত করলেন। তার আঘাতে ব্যাকুল  
হয়ে ধূশাক্ষ ধরণীর ওপর পড়ে গেলেন।

ধূশাক্ষং তাড়িতং দৃষ্টা পতিতং শোণিতোক্ষিতম্  
অভ্যাবত সংগ্রামে মাণিভদ্রং দশাননঃ॥ ১২

ধূশাক্ষকে গদার আঘাতে আহত এবং রক্তে আশ্লুত  
হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে দশমুখ রাবণ রণভূমিতে  
মাণিভদ্রকে ধাওয়া করলেন।

সংক্রুদ্ধমভিধাবন্তঃ মাণিভদ্রো দশাননম্  
শক্তিভিত্তাভয়ামাস তিসৃর্ভির্জক্ষপুঙ্গবঃ॥ ১৩

দশাননকে ক্রোধে ধাওয়া করতে দেখে যক্ষপ্রবর  
মাণিভদ্র তাঁকে একসঙ্গে তিনটি শক্তি দিয়ে আঘাত  
করলেন।

তাড়িতো মাণিভদ্রস্য মুকুটে প্রাহরদ্ রণে।  
তস্য তেন প্রহারেণ মুকুটং পার্শ্বমাগতম্॥ ১৪

আঘাত পেয়ে রাবণ রণভূমিতে মাণিভদ্রের মুকুটে  
আঘাত করলেন। তাঁর আঘাতে মাণিভদ্রের মুকুট খসে তাঁর  
পাশে পড়ে গেল।

ততঃ প্রভৃতি যক্ষোহসৌ পার্শ্বমৌলিরভূৎ কিল।  
তস্মিংস্ত বিমুখীভূতে মাণিভদ্রে মহাঘনি।

সন্নাদঃ সুমহান্ রাজঃস্তস্মিন্ শৈলে ব্যবৰ্ধত॥ ১৫

তখন থেকে মাণিভদ্র যক্ষ পার্শ্বমৌলি নামে প্রসিদ্ধ  
হলেন। মহাঘনা মাণিভদ্র যক্ষ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেলেন।  
রাজন্! তিনি সবে যেতেই সেই পর্বতের সর্বদিকে  
রাক্ষসদের মহাসিংহনাদ ছড়িয়ে পড়ল।

ততো দূরাৎ প্রদদ্রুশে ধনাধ্যাক্ষো গদাধরঃ  
শুক্রপ্রৌষ্ঠপদভ্যাং চ পদ্মশঙ্খসমাবৃতঃ। ১৬

সেই সময় ধনাধিপতি গদাধারী কুবেরকে দূর থেকে  
আসতে দেখা গেল তাঁর সঙ্গে শুক্র এবং প্রৌষ্ঠপদ নামক  
মন্ত্রী এবং শঙ্খ ও পদ্ম নামক ধনের অধিষ্ঠাতা দেবতারাও  
ছিলেন।

স দৃষ্টা ভ্রাতরং সংখ্যে শাপাদ্ বিলম্বগৌরবম্।  
উবাচ বচনং ধীমান্ যুক্তং পৈতামহে কুলে॥ ১৭

বিপ্রবা মুনির শাপে কুবের প্রকৃতি হয়ে যাওয়ায় তিনি  
গুরুজনদের প্রণামাদি ব্যবহার করেন না— শুক্রজনোচিত  
শিষ্টাচার থেকেও বঞ্চিত, নিজের ভাই রাবণকে যুদ্ধে  
উপস্থিত দেখে বুদ্ধিমান কুবের শীত্রাকার কুলে ঈর্ষক  
পুরুষকে (রাবণকে) এই কথা বললেন—

যন্ময়া বার্যমাণস্ত্বং নাবগচ্ছসি দুর্মতেঃ।  
পশ্চাদস্য ফলং প্রাপ্য জ্ঞাসাসে নিরয়ং গতঃ॥ ১৮

‘দুর্ভুদ্বি দম্ভীব! আমি নিষেধ করলেও তুমি এখন  
আমার কথা মান্য করছো না, কিন্তু পরে যখন তুমি এই  
কুকর্মের ফল পাবে ও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে, তখন  
তোমার আমার কথা মনে পড়বে।

যো হি মোহাদ্ বিষং পীত্বা নাবগচ্ছতি দুর্মতিঃ  
স তস্য পরিণামান্তে জানীতে কর্মণঃ ফলম্॥ ১৯

‘যে মন্দবুদ্ধি পুরুষ মোহবশত বিষপান করেও সেটি  
বিষ বলে মনে করে না, সে পরিণাম প্রাপ্ত হলে কৃতকর্মের  
ফল দেখে সজাগ হয়।

দৈবতানি ন নন্দন্তি ধর্মযুক্তেন কেনচিৎ।  
যেন ত্বমীদৃশং ভাবং নীতস্তচ্চ ন বুদ্ধ্যসে। ২০

‘তোমার কোনো কর্মের দ্বারাই— যদি তোমার  
ধারণায় ধর্মযুক্ত বলে মনে হয়, তাতে দেবগণ প্রসন্নতা লাভ  
করেন না। সেইজন্য তুমি এমন ক্রুর স্বভাব লাভ করেছ  
কিন্তু সেটি তোমার বোধগম্য হচ্ছে না।

মাতরং পিতরং বিপ্রমার্চ্যং চাবমন্যতে।  
স পশ্যতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ॥ ২১

‘যে পুরুষ মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ ও আচার্যের অপমান  
করে, সে যমরাজের বশীভূত হয়ে তার পাপ ভোগ করে।

অত্রগবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোহর্জনম্  
স পশ্চাৎ তপ্যতে মৃতো মৃতো গত্বাহংসনো গতিম্॥ ২২

‘এই শরীর ক্ষণস্থায়ী। একে লাভ করে যে তপ



স্বপ্নকল্প করে না, সেই মূৰ্খ মৃত্যুর পর নিজের দুঃখের ফল  
স্বপ্ন করে এবং অনুতাপ করতে থাকে।

১৩ রাজাঃ ধনঃ সৌখ্যমধর্মাদ্ দুঃখমেব চ।

১৪ ধর্মঃ সুখার্থায় কুর্যাৎ পাপঃ বিসর্জয়েৎ॥ ২৩

১৫ ধর্মের থেকেই রাজ্য, ধন এবং সুখ প্রাপ্তি হয়।

১৬ ধর্মের দ্বারা শুধুমাত্র দুঃখই ভোগ কবতে হয়, সুতরাং  
যেব জনা ধর্মের আচরণ করা উচিত, পাপ সর্বভোজনে  
শে কববে।

১৭ হি ফলঃ দুঃখঃ তদ্ ভোক্তবামিহাশ্বনা।

১৮ স্বপ্নাপ্যপঘাতার্থঃ মূঢ়ঃ পাপঃ করিষ্যতি॥ ২৪

১৯ 'পাপের ফল হলো দুঃখ এবং তা নিজেকেই ভোগ  
কতে হয়। তাই যে মূঢ় পাপ করে, সে যেন নিজেকেই  
দুঃখ বধ করছে।

২০ অস্মি হি দুর্বুদ্ধেহুন্দতো জায়তে মতিঃ।

২১ রূপঃ কুরুতে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্রুতে। ২৫

২২ 'কোনো দুর্বুদ্ধি পুরুষের (শুভ কর্মের অনুষ্ঠান এবং  
জ্ঞানের সেবা না করলে) ইচ্ছা হলোই উত্তম বুদ্ধি লাভ  
হয়। সে যেমন কর্ম করে, তেমনই তার ফল ভোগতে হয়।

২৩ নীঃ রূপঃ বলঃ পুত্রান্ বিত্তং শূরত্বমেব চ।

২৪ প্রবৃদ্ধি নরা লোকে নির্জিতং পুণ্যকর্মভিঃ॥ ২৬

২৫ 'সাংসারিক পুরুষেরা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির  
জা সমৃদ্ধি, সুন্দর কান্তি, বল, বৈভব, বীৰ্য এবং পুত্র  
ইত্যাদি প্রাপ্তি করেন।

২৬ ঐ নিরয়গামী ভুং যস্য তে মতিরীদৃশী।

২৭ ঐ ঙ্গ সমভিভাষিষ্যেহসদ্বৃন্তেষেব নির্ণয়ঃ॥ ২৭

২৮ 'তেমনই নিজের দুঃখের কারণ তোমাকেও নরকে  
গতে হবে ; কারণ তোমার চিন্তাধারা এমনই পাপাসক্ত  
রয়ে পড়েছে। দুরাচারীদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়,  
যাদের এমনই বিধান। সুতরাং আমিও আর তোমার সঙ্গে  
কথা বলব না।'

২৯ তস্যামাত্যঃ সমাহতাঃ।

৩০ সর্বে বিমুখা বিপ্রদুঃখবুঃ॥ ২৮

৩১ তিনি রাবণের মন্ত্রীদেরও এই কথা বললেন।  
৩২ রাবণের অন্ত্র দিয়ে তাঁদের আঘাত করলেন। আহত হয়ে  
৩৩ মারিচ ইত্যাদি সব রাক্ষস যুদ্ধ থেকে মুখ ঘুরিয়ে

পালিয়ে গেলেন।

৩৪ ততঃ দশগ্রীবো দক্ষোদ্রুণ মহাকুলঃ

৩৫ গদয়াভিত্রাতো মূর্খি ন চ স্থানং প্রকম্পিতঃ ৩১

৩৬ তখন মহাকুল দক্ষদ্রুণ কুলের দশগ্রীব মহাকুল  
মন্তকে প্রহাস কবলেন। অতঃ পরে স্থান স্থান  
থেকে বিচলিত হলেন না।

৩৭ ততঃ সৌ নাম নিয়ন্তৌ তদানেননাঃ মহাকুলে

৩৮ ন বিহুলৌ ন চ শ্রীরাষ্ট্রৌ আবৃতৌ দক্ষদ্রুণৌ ৩২

৩৯ শ্রীরাম ! তারপর এই দুই নর ও বক্ষন - কুলের  
এবং রাবণ সেই মহাসমবে এসে অশ্বপদে প্রহাস কবতে  
লাগলেন ; কিন্তু দুজনের কেউই ভয় পেলেন না বক্ষনও  
হলেন না।

৪০ আয়েয়মস্ত্রঃ তস্মৈ স মুনোচ ধনমহুনাঃ

৪১ রাক্ষসেভ্যো বাক্ষসেন তদস্ত্রং প্রহাস্যন্তঃ ৩৩

৪২ সেইসময় কুলের রাবণের ওপর অশ্বপদে প্রহাস  
করেন, কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ বাক্ষসের দ্বারা সেই  
অস্ত্রকে শাস্ত করে দেন।

৪৩ ততো মায়াঃ প্রবিষ্টোহসৌ রাক্ষসীঃ রাক্ষসেশ্বরীঃ।

৪৪ রূপাণাং শতসাহস্রং বিনাশায় চকার চ॥ ৩৪

৪৫ তারপর সেই রাক্ষসরাজ রাক্ষসী মহাব অশ্রুত  
নিয়ে, কুলেরকে বিনাশ করার জন্য লক্ষ লক্ষ রূপ ধারণ  
করলেন।

৪৬ ব্যাঘ্রো বরাহো জীমূতঃ পর্বতঃ সাগরো দ্রুমঃ।

৪৭ যক্ষো দৈত্যশরপী চ সোহদৃশাত দশাননঃ॥ ৩৫

৪৮ সেই সময় দশানন রাবণ বাঘ, শূর্য্যব, মেঘ,  
পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, যক্ষ, দৈত্য ইত্যাদি সবরূপেই দেখা  
দিচ্ছিলেন।

৪৯ বহুনি চ করোতি স্ম দৃশ্যন্তে ন ত্বসৌ ততঃ।

৫০ প্রতিগৃহ্য ততো রাম মহদস্ত্রং দশাননঃ॥ ৩৬

৫১ জঘান মূর্খি ধনদং বাবিদ্য্য মহতীং গদাম্।

৫২ এইভাবে সে বহুরূপ প্রকট করছিল। সে রূপই  
দেখাচ্ছিল কিন্তু নিজে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। শ্রীরাম !  
তারপর দশগ্রীব এক বিশাল গদা হাতে নিয়ে, সেটি ঘুরিয়ে  
কুলেবের মন্তকে আঘাত করলেন।

৫৩ এবং স তেনাভিহতো বিহুলঃ শোণিতোক্ষিতঃ॥ ৩৭

কৃত্তমূল ইবামশোকো নিপপাত ধন্যধিপঃ।

রাবণের গদাঘাতে ধনপতি কুবের রক্তে স্নান করে গেলেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে শিকড়মুক্ত অশোক বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেলেন।

ততঃ পদ্মাদিজিত্ত্ব নিধিত্তিঃ স তদা বৃতঃ॥ ৩৬  
ধনদোচ্ছ্বাসিতস্তৈস্ত বনমানীয় নন্দনম্।

তখন পদ্ম ইত্যাদি নিধির অধিপত্যে দেবতাগণ সকলে মিলে তাঁকে নন্দনবনে তুলে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর চেতনা ফেবালেন।

নির্জিতা রাক্ষসেন্দ্রস্তঃ ধনদং হৃষ্টমানসঃ॥ ৩৭  
পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্।

কুবেরকে পরাজিত করে রাক্ষসরাজ রাবণ মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং নিজের বিজয়ের চিহ্ন রূপে কুবেরের পুষ্পক বিমান অধিকার করে নিলেন।

কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতঃ বৈদূর্যমণিতোরণম্॥ ৩৮  
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নঃ সর্বকালফলক্ষমম্।

সেই বিমানে সোনার স্তম্ভ এবং বৈদূর্যমণির দরজা লাগানো ছিল, তার সর্বদিকে মুক্তার জাল দিয়ে ঢাকা ছিল। তার মধ্যে এমন সব গাছ লাগানো ছিল যা সব ঋতুতেই ফল দিত।

মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্॥ ৩৯  
মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্।

সেই বিমানের গতি ছিল মনের সমান তীব্র। সে তার ওপর আরোহিত লোকের ইচ্ছা অনুসারে সর্বত্র যেতে পারত এবং চালকের ইচ্ছা অনুযায়ী ছোট-বড় রূপ ধারণ করতে পারত। সেই আকাশচরী বিমানে মণি ও স্বর্ণসিঁড়ি ছিল এবং স্বর্ণবেদি নির্মিত ছিল।

দেবোপবাহ্যমক্ষয়াং সদা দৃষ্টিমনঃসুখম্॥ ৪০  
বহুশ্রবণং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্মিতম্।

এটি দেবতাদেরও বাহন ছিল এবং কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হত না। দেখতেও অতি সুন্দর এবং চিত্র প্রসন্নকারী ছিল। তার মধ্যে বহুপ্রকার আশ্চর্যজনক চিত্র ছিল। তার দেওয়ালে নানাপ্রকার শকশা তৈরি করা ছিল যার ফলে সেটি অত্যন্ত সুন্দর শোভাসম্পন্ন হয়েছিল। সেটি নির্মাণ করেছিলেন ভগবান ব্রহ্মা (বিশ্বকর্মা)।

নির্মিতঃ সর্বকামৈশ্ব মনোহরমনঃসমঃ ৪১  
ন তু নীতং ন চোন্মং চ সর্বভূসুখদং শুভম্  
স তং রাজা সমারুহ্য কামগং বীর্যনির্জিতম্॥ ৪২  
জিতং ত্রিভুবনং মেনে দর্পোৎসেকাৎ সুদূরমিঃ।

জিত্বা বৈশ্রবণং দেবং কৈলাসাং সমবাহরং॥ ৪৩  
সেই বিমান সর্বপ্রকার মনোহর পূর্ণকারী বস্ত্রসম্পন্ন, মনোহর এবং অতি উত্তম ছিল। তাতে গবন বা ঠাণ্ডা কোনটাই বেশি ছিল না। সর্ব ঋতুতেই সেটি অত্যন্ত আরামদায়ক এবং মঙ্গলকারী ছিল। নিজ পরাক্রম দ্বারা করে ইচ্ছানুযায়ী চালিত সেই বিমানে আরোহণ করে অত্যন্ত ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা রাবণ অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করতে লাগলেন যে, তিনি ত্রিলোক জয় করে নিয়েছেন। এইভাবে বৈশ্রবণদেবকে পরাজিত করে তিনি কৈলাস থেকে নেমে এলেন।

স তেজসা বিপুলমবাপা তং জয়ং  
প্রতাপবান্ বিমলকিরীটহারবান্।

ররাজ বৈ পরমবিমানমাহিতো  
নিশাচরঃ সদসি গতো যথানলঃ॥ ৪৪  
নির্মল কিরীট এবং হারে বিভূষিত সেই প্রতাপশালী নিশাচর নিজের তেজ দ্বারা সেই সংগ্রামে মহাবিক্রম লাভ করে উত্তম বিমানে আরোহণ করে যজ্ঞমণ্ডপে প্রস্থলিত হওয়া অগ্নিদেবের মতো শোভা পেতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৫॥

## ষোড়শঃ সর্গঃ (১৬)

রাবণকে নন্দীশ্বরের শাপ, ভগবান শংকর কর্তৃক রাবণের মান-ভঙ্গ এবং  
তাঁর থেকে চন্দ্রহাস নামক খজা প্রাপ্তি

১ জিজ্ঞা ধনদং রাম জ্ঞাতরং রাক্ষসামিষঃ

মহাসেনসুতীং ভদ্ যযৌ শরবণং মহৎ ॥ ১

মহাসেনসুতীং বললেন—) বধুকুলশব্দে রাম। নিজ জ্ঞাতা

রামকে পবাসিত করে রাক্ষসরাজ দশগ্রীব 'শরবণ'

এই পুত্রকে সবকণ্ঠে পূর্ণ (বিশেষ ধরণের জঙ্ঘল) নিশালা

কর বেলেন, যেখানে মহাসেন শ্রীকার্তিকের উৎপত্তি

হয়েছিল।

২ জ্ঞানশাস্ত্র দশগ্রীবো রৌকং শরবণং মহৎ।

৩ চন্দ্রহাসসংবীতঃ দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ॥ ২

সেখানে পৌঁছে দশগ্রীব সুবর্ণময় কাঙ্ক্ষিত সেই

পুত্রকে (সবকণ্ঠে জঙ্ঘল) দেখলেন, যা

রক্ষসগুণে ব্যাপ্ত হওয়ায় দ্বিতীয় সূর্যের মতো উজ্জ্বলিত

হয়েছিল।

৪ পর্বতঃ সমারুহ্য কক্ষিদ্ রম্যবনাস্তরম্।

৫ প্রকৃতে পুষ্পকং তত্র রাম বিষ্টম্ভিতং তদা ॥ ৩

তব কাছেই এক পর্বত ছিল, যার বনাঞ্চল অত্যন্ত

সুন্দর ছিল। শ্রীরাম! যখন সে তাতে উঠছিল, তখন দেখল

যে পুষ্পক বিমানের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে।

৬ দীপ্তঃ কিমিদং কস্মাদাগমং কামগং কৃতম্।

৭ অস্থিগদ্ রাক্ষসেন্দ্রঃ সচিবৈস্তৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪

কিমিহিমিচ্ছয়া মে নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্।

৮ পর্বতস্যোপরিষ্ঠস্য কর্মেদং কস্যচিদ্ ভবেৎ ॥ ৫

রাক্ষসরাজ তখন তাঁর মন্ত্রীদেব সঙ্গে আলোচনা

করতে লাগলেন যে, কী কারণে এই পুষ্পক বিমানের গতি

রুদ্ধ হয়ে গেল? এটি তো আবেহীর ইচ্ছানুসারে চলার

জা তৈরি, তাহলে এগিয়ে যাচ্ছে না কেন? এমন কী

কারণ হল যে, এই বিমান আমার ইচ্ছানুযায়ী চলছে না?

৯ পর্বতঃ এত পর্বতের ওপরে কেউ বসবাস করে, তার

দৃষ্টে এর গতি অবরুদ্ধ হয়েছে।

১০ যতোঃপ্রবীৎ তদা রাম মারীচো বুদ্ধিকোবিদঃ।

১১ তদঃ নিষ্কারণং রাজন্ পুষ্পকং যয় গচ্ছতি ॥ ৬

শ্রীরাম! তখন বুদ্ধিমান মারীচ বলল—'রাজন্! এই

পুষ্পকবিমান যে এগিয়ে যাচ্ছে না, এর অবশ্যই কোনো

কারণ আছে। অকালপণে সে এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা নয়।

অথবা পুষ্পকমিদং পদদায়ানন্দবাহনম্

১২ অত্রো নিগম্যমদ্রবদ পদাশাশ্ববিদ্যাকৃতম্ ॥ ৭

'অথবা কখনো [৩], এই পুষ্পকবিমান থানা কারো

বাহন হয়ে পাবে না, এটি তার স্বকীয় ভাড়া গাড়ি নিশ্চয়ই

হয়ে গিয়েছে।'

১৩ ইতি বাক্যান্তরে তস্য করালঃ কৃষ্ণপিক্সলঃ।

১৪ বামনো নিকটো মুণ্ডী নন্দী হৃদভ্রজো নলী ॥ ৮

১৫ ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভনস্যানুচরোঃপ্রবীৎ

১৬ নন্দীশ্বরো বচশ্চেদং রাক্ষসেন্দ্রমশঙ্কিতং ॥ ৯

তাদের একপা কথাসার্থের মতোই ভগবান শংকরের

পার্শ্বদেহের কাছে এলেন, তাকে অত্যন্ত নিকট দেখতে

ছিল। তাঁর অঙ্গকাণ্ডি ছিল কালো এবং পিঙ্গল, মস্তক ছিল

মুণ্ডিত আর ছোট ছোট হাত, সে অত্যন্ত বলবান ছিল, নন্দী

নিঃশঙ্ক হয়ে রাক্ষসরাজ দশগ্রীবকে বললেন—

১৭ নিবর্তস্ব দশগ্রীব শৈলে ক্রীড়তি শঙ্করঃ।

১৮ সুপর্ণনাগমক্ষাণাং দেবগজবরক্ষসাম্ ॥ ১০

১৯ সর্বেষামেব ভূতানামগমাঃ পর্বতঃ কৃতঃ।

'দশগ্রীব! ফিরে যাও। ভগবান শংকর এই পর্বতে

ক্রীড়া করছেন। এখানে সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দেবতা, গজবর

এবং রাক্ষস সকল প্রাণীদের জন্যই আসা যাওয়া বন্ধ করে

দেওয়া হয়েছে।'

২০ ইতি নন্দিবচঃ প্রজ্ঞা জ্যোতঃ কম্পিতকুণ্ডলঃ ॥ ১১

২১ রোমাং তু তন্নয়নঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ।

২২ কোহয়ঃ শঙ্কর ইত্যুত্থা শৈলমূলমুপাগতঃ ॥ ১২

নন্দীর কথা শুনে দশগ্রীব কুপিত হলেন। তাঁর

কানের কুণ্ডল দুলাতে লাগল। জ্যোতঃ চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে

গেল। তিনি পুষ্পক-বিমান থেকে নেমে বললেন—'কে

এই শংকর?' এই বলে তিনি পর্বতের মূল ভাগে এলেন।

২৩ সৌহৃদ্যশ্যামিনঃ তত্র দেবসাদুরতঃ হিতম্।

২৪ দীপ্তঃ শূলমবষ্টভা দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ॥ ১৩

সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন, ভগবান শংকরের

থেকে কিছু দূরে হাতে চক্চকে শূল নিয়ে নন্দী দ্বিতীয়



শিবের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

তং দুষ্টা বানরমুখমবজ্জয়া স রাজসঃ।

প্রহাসং মূমুচে তত্র সত্যায় ইন তোয়দঃ ॥ ১৪

তার মুখ বানরের মতো। তাঁকে দেখে সেই নিশাচর  
তিরস্কার করে সজল মেঘের মতো গভীর স্বরে তাঁকে ঠাট্টা  
করে হাসতে লাগলেন।

তং ক্রুদ্ধো ভগবান্ নন্দী শঙ্করসাপরা তনুঃ।

অব্রবীৎ তত্র তদ্ রক্ষো দশাননমুপহিতম্ ॥ ১৫

তাই দেখে শিবের দ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান নন্দী ক্রুদ্ধ  
হয়ে দণ্ডায়মান নিশাচর দশমুখকে বললেন—

যস্মাদ্ বানররূপং মামবজ্জয়া দশানন।

অশনীপাতসঙ্কাসমপ্রহাসং প্রমুক্তবান্ ॥ ১৬

তস্মান্নদীর্ঘসংযুক্তা মদ্রপসমতেজসঃ।

উৎপৎস্যন্তি বধার্থং হি কুলস্য তব বানরাঃ ॥ ১৭

‘দশানন ! আমাকে বানররূপে দেখে তুমি আমাকে  
অবহেলা করেছ এবং বজ্রপাতের মতো ভয়ানক অট্টহাস  
করেছ ; সুতরাং তোমার কুলের বিনাশ করার জন্য  
আমারই মতো রূপ, পরাক্রম এবং তেজসম্পন্ন বানর  
উৎপন্ন হবে।

নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ ক্রুর মনঃসম্পাতরংহসঃ।

যুদ্ধোন্মত্তা বলোদ্ভিঙাঃ শৈলা ইব বিসর্পিণাঃ ॥ ১৮

‘ক্রুর নিশাচর ! সেই বানরদের অস্ত্র হবে নখ ও দাঁত  
এবং তাদের তীর বেগ হবে মনের সমান। তারা যুদ্ধের  
জন্য উন্মত্ত থাকবে এবং অত্যন্ত বলশালী হবে। চলতে  
ফিরতে তাদের পর্বতের মতো মনে হবে।

তে তব প্রবলং দর্পমুৎসেধং চ পৃথগ্ধিম্।

ব্যাপনেষ্যন্তি সঙ্ঘায় সহামাতাসুতস্যা চ ॥ ১৯

‘এরা একত্র হয়ে মন্ত্রী ও পুত্রগণ সহ তোমার  
প্রবল অহংকার ও বিশালকায় হওয়ার গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ  
করে দেবে।

কিং দ্বিদানীং ময়া শক্যং হস্তং দ্বাং হে নিশাচর।

ন হস্তব্যো হস্তং হি পূর্বমেব স্বকর্মভিঃ ॥ ২০

‘ওরে নিশাচর ! আমি এখনই তোমাকে মেরে  
ফেলার শক্তি রাখি, তবু তোমায় মারছি না ; কারণ তুমি  
তোমার কুকর্মের জন্য আগেই মরে গিয়েছ (তাই মৃতকে  
বধ করে কী লাভ ?’

ইত্যাদিরিত্যাকো তু দেবে তস্মিন্ মহাননি।

দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিং খাচ্ছতো ॥ ২১

মহামনা ভগবান নন্দী এই কথা বলতেই দেবতাদের  
দুন্দুভি বেজে উঠল এবং আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ হতে  
থাকল।

অচিন্তয়িত্বা স তদা নন্দিবাক্যং মহাবলঃ।

পর্বতং তু সমাসাদ্য বাকামাহ দশাননঃ ॥ ২২

কিন্তু মহাবলী দশানন নন্দীর কথার কোনো পরোক্ষ  
করলেন না, তিনি সেই পর্বতের কাছে গিয়ে বললেন—  
পুষ্পকস্য গতিশ্চিহ্না যৎকৃতে মম গচ্ছতঃ।

তমিমাং শৈলমুগূলং করোমি তব গোপতে ॥ ২৩

‘গোপতে ! যার জন্য যাত্রাকালে আমার পুষ্পক  
বিমানের গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তোমার সেই  
পর্বত যা আমার সামনে দণ্ডায়মান, আমি তাকে সমূলে  
উচ্ছেদ করে দিচ্ছি।

কেন প্রভাবেণ ভবো নিত্যং ক্রীড়তি রাজবৎ।

বিজ্ঞাতব্যং ন জনীতে ভয়হানমুপহিতম্ ॥ ২৪

‘কার প্রভাবে শংকর প্রত্যহ রাজার মতো এখানে  
ক্রীড়া করেন ? তাঁর এটা জানা নেই যে, তাঁর সামনে ভয়ের  
ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে।’

এবমুক্ত্বা ততো রাম ভূজান্ বিক্ষিপ্য পর্বতে।

তোলয়ামাস তং শীঘ্রং স শৈলঃ সমকম্পত ॥ ২৫

শ্রীরাম ! দশগ্রীব এই কথা বলে পর্বতের নিম্নভাগে  
তাঁর হাত লাগিয়ে সেটিকে উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন।  
পর্বত কাঁপতে লাগল।

চালনাৎ পর্বতসৌব গণা দেবস্যা কম্পিতাঃ।

চচাল পার্বতী চাপি তদাগ্রিষ্টা মহেশ্বরম্ ॥ ২৬

পর্বত কাঁপতে থাকায় ভগবান শংকরের সমস্ত পার্বদ  
কঁপে উঠলেন। দেবী পার্বতীও বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং  
ভগবান শংকরকে জড়িয়ে ধরলেন।

ততো রাম মহাদেবো দেবানাং প্রবরো হরঃ।

পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া ॥ ২৭

শ্রীরাম ! তখন দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপহরী  
মহাদেব খেলাচ্ছিলে নিজের পায়ের আঙ্গুল দিয়ে সেই  
পর্বতকে দাবিয়ে রাখলেন।

পীড়িতাস্ত ততস্তস্যা শৈলস্তম্বোপমা ভূজাঃ।

বিস্মিতাচ্চাভবৎস্তত্র সচিবাস্তস্যা রক্ষসঃ ॥ ২৮

তখন দশগ্রীবের বাহুগুলি, যা পর্বতস্তম্বের মতো

২০ হুজি। পাহাড়ের নীচে চাপা পড়ে গেল। তাই দেখে  
স্বাধীন উপস্থিত রাক্ষসের মন্ত্রীরা অত্যন্ত আশ্চর্যবোধিত হয়ে

২১ তেন রোষাচ্চ ভুজানাং পীড়নাং তথা।

২২ যুক্ত বিরাবঃ সহসা ত্রৈলোক্যং যেন কম্পিতম্॥ ২৯

৩০ রাক্ষস তখন অত্যন্ত রোষে এবং বাহুর পীড়ায়  
হস্ত জোরে রোদন ও আত্ননাদ করে উঠলেন, যাতে

৩১ ত্রৈলোক্যের প্রাণী কঁপে ওঠে।

৩২ বজ্রনিষ্পেষঃ তস্যামাত্যা যুগক্ষয়ে।

৩৩ বরসু চলিতা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ৩০

৩৪ তাঁর মন্ত্রীরা বুঝে গেলেন যে, এবার প্রলয়কাল  
গত্বিত এবং বিনাশকারী বজ্রপাত শুরু হয়েছে। সেই

৩৫ সময় ইন্দ্রাদি দেবতা পথমধ্যেই বিচলিত হয়ে পড়লেন।

৩৬ সংস্কৃদ্ধাচলিতাচাপি পর্বতাঃ।

৩৭ কো বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিমেতদিতি চক্রবন্। ৩১

৩৮ সমুদ্রে জোয়ার উত্তাল হল। পর্বত দুলভে লাগল  
এক যক্ষ, বিদ্যাধর এবং সিদ্ধ একে অপরকে জিজ্ঞাসা

৩৯ করতে লাগলেন—‘এ কী ঘটতে যাচ্ছে?’

৪০ মহাদেবঃ নীলকণ্ঠমুমাপতিম্।

৪১ ক্রতে শরণং নান্যং পশ্যামোহত্র দশানন॥ ৩২

৪২ দশাননের মন্ত্রীরা তখন তাঁকে বললেন—‘মহারাজ  
শানন! এখন আপনি নীলকণ্ঠ উমাবল্লভ শ্রীমহাদেবকে

৪৩ স্তুত করুন। তাঁকে ছাড়া আমরা আর কাউকে দেখতে  
পাছিনা, যিনি আপনাকে আশ্রয় দিতে পারেন।

৪৪ গিড়িঃ প্রণতো ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ।

৪৫ কপালুঃ শঙ্করমুদ্রঃ প্রসাদং তে বিশ্বাস্যতি॥ ৩৩

৪৬ ‘আপনি স্তুতি করে, তাঁকে প্রণাম করে, তাঁরই শরণ  
লভ করুন ভগবান শংকর অত্যন্ত দয়ালু। তিনি সমস্ত

৪৭ সমস্ত আপনাকে কৃপা করবেন।’

৪৮ কৌন্তরদামাতৌস্তাব

৪৯ বৃষভধ্বজম্।

৫০ গাভিবিবীধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ।

৫১ সর্বসংসারসংস্রং তু রুদতো রক্ষসো গতম্॥ ৩৪

৫২ বহুগণ এই কথা বলায় দশানন রাবণ ভগবান  
রাক্ষসকে প্রণাম করে নানাপ্রকার স্তোত্র এবং সামবেদের

৫৩ বহুবার তাঁর স্তুত করলেন। এইভাবে হাতে ব্যাখ্যায় ক্রন্দন  
করতে এবং স্তুতি করতে করতে সেই রাক্ষসের এক

৫৪ ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ শৈলাগ্রে বিষ্টিতঃ প্রভুঃ।

৫৫ মুক্তা চাস্য ভুজান্ রাম প্রাহ বাক্যং দশাননম্॥ ৩৫

৫৬ শ্রীরাম! তখন সেই পর্বতশিখরে অবস্থানরত  
ভগবান মহাদেব প্রসন্ন হলেন। তিনি সেই সঙ্কট থেকে

৫৭ দশগ্রীবের বাহুগুলি মুক্ত করে তাঁকে বললেন—

৫৮ প্রীতোহস্মি তব বীরস্য শৌচীর্ঘাচ্চ দশানন।

৫৯ শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্ত্রয়া রাবঃ সুদারুণঃ। ৩৬

৬০ যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ রাবিতং ভয়মাগতম্।

৬১ তস্মাৎ ত্বং রাবণো নাম নান্না রাজন্ ভবিষ্যসি॥ ৩৭

৬২ ‘দশানন! তুমি বীর। তোমার পরাক্রমে আমি অত্যন্ত  
প্রসন্ন। তুমি পর্বতে আটকে যাওয়াতে যে ভাবে ভয়ংকর

৬৩ আত্ননাদ করেছিলে, তাতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ত্রৈলোক্যের প্রাণী  
ক্রন্দন করে উঠেছিল, সেইজন্য রাক্ষসরাজ! এবার থেকে

৬৪ তুমি রাবণ নামে প্রসিদ্ধ হবে।

৬৫ দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যো জগতীতলে।

৬৬ এবং জ্বামভিধাস্যস্তি রাবণং লোকরাবণম্॥ ৩৮

৬৭ ‘দেবতা, মানুষ, যক্ষ এবং অন্য যারা পৃথিবীতে  
বাস করে, তাদের সকলের ক্রন্দনকারী হওয়ায় তোমাকে

৬৮ (দশগ্রীবকে) রাবণ বলা হবে।

৬৯ গচ্ছ শৌলভ্য বিপ্রকং পথা যেন স্বমিচ্ছসি।

৭০ ময়া চৈবাভ্যনুজাতো রাক্ষসাধিপ গমাতাম্॥ ৩৯

৭১ ‘পুলস্ত্যনন্দন! এবার তুমি যে পথে যেতে চাও, বিনা  
বাধায় যেতে পারো। রাক্ষসপতে! আমিও তোমাকে যাবার

৭২ আদেশ দিচ্ছি, যাও।’

৭৩ এবমুক্তস্ত লঙ্কেশঃ শম্ভুনা স্বয়মত্রবীৎ।

৭৪ প্রীতো যদি মহাদেব বরং মে দেহি যাচতঃ॥ ৪০

৭৫ ভগবান শংকর এই কথা বলায় লঙ্কেশ্বর বললেন

৭৬ — ‘মহাদেব! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে  
আমাকে বর দিন। আমি আপনার কাছে বর প্রার্থনা করছি।

৭৭ অবস্থ্যত্বং ময়া প্রাপ্তং দেবগন্ধর্বদানবৈঃ।

৭৮ রাক্ষসৈর্গৃহ্যকৈর্নগৈর্ঘে চান্যো বলবন্তরাঃ॥ ৪১

৭৯ ‘আমি দেবতা, গন্ধর্ব, দানব, রাক্ষস, গৃহ্যক, নাগ  
ও অন্য মহাবলশালী প্রাণীদের থেকে অবস্থা হওয়ার বর

৮০ লাভ করেছি।

মানুষান্ ন গণে দেব স্বম্মাশ্বে মম সম্মতাঃ।

দীর্ঘমায়ুশ্চ মে প্রাপ্তং ব্রহ্মগণ্ডিপুত্রাণ্ডক॥ ৪২

বাহ্লিতং চায়ুষঃ শেষং শত্ৰুং ত্বং চ প্রযচ্ছ মে।



‘দেব! মানুষকে আমি ধর্তবো রাখি না আমার মতে  
তাদের শক্তি অত্যন্ত কম। ত্রিপুভাস্তক! আমি শ্রীব্রহ্মার  
কাছে দীর্ঘায়ু লাভ করেছি। ব্রহ্মার প্রদত্ত আয়ু যতটা  
নির্দিষ্ট তাতে যেন কোনো ঘাটতি না হয় এই আমার  
ইচ্ছা। আপনি তা পূর্ণ করুন। তার সঙ্গে আপনার দিক  
থেকে আমাকে একটি অস্ত্রও দিন।’

এবমুক্তান্তেন রাবণেন স শঙ্করঃ ॥ ৪৩  
দদৌ খড়্গাং মহাদীপ্তং চন্দ্রহাসমিতি শ্রুতম্।

আয়ুষ্চারশেষং চ দদৌ ভূতপতিত্বদা ॥ ৪৪

রাবণ একথা বলায় ভূতনাথ ভগবান শংকর তাঁকে  
এক অতি দীপ্তিমান চন্দ্রহাস নামক খড়্গা দিলেন এবং তাঁর  
আয়ুর যতটা পার হয়ে গিয়েছিল, তা-ও ফিরিয়ে দিলেন।

দত্ত্বোবাচ ততঃ শঙ্করো বজ্রমিদং ত্বয়া।

অবজ্ঞাতং যদি হি তে মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৪৫

সেই খড়্গা দিয়ে ভগবান শিব বললেন - ‘তোমার  
কখনও একে তিবস্তার করা উচিত নয়। তুমি যদি কখনও  
এর তিরস্কার কর, তবে এ আমার কাছেই ফিরে আসবে;  
এতে কোনো সংশয় নেই।’

এবং মহেশ্বরেণৈব কৃতনামা স রাবণঃ।

অভিবাদা মহাদেবমাকরোহাথ পুষ্পকম্ ॥ ৪৬  
ভগবান শংকরের কাছে এইরূপ নতুন নাম পেয়ে  
রাবণ তাঁকে প্রণাম করলেন, পরে তিনি পুষ্পক বিনানে  
চড়লেন।

ততো মহীতলং রাম পর্যক্রামত রাবণঃ।

ক্ষত্রিয়ান্ সুমহাবীর্যান্ বাধমানন্ততঃ ॥ ৪৭  
শ্রীরাম! তারপর রাবণ সমগ্র পৃথিবীতে দিগ্বিজয়ের  
জন্য ভ্রমণ করতে লাগলেন। তিনি নানাদিকে গিয়ে বহু  
পরাক্রমী ক্ষত্রিয়দের কষ্ট দিতে লাগলেন।

কেচিৎ তেজস্বিনঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদূর্বদাঃ।

তচ্ছাসনমকুর্বন্তো বিনেশঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৪৮

বহু তেজস্বী ক্ষত্রিয়, যারা অত্যন্ত দক্ষ বীর ও  
রণোন্মত্ত ছিলেন, রাবণের আদেশ না মানার সেনা ও  
পরিবার সহ তারা বিনাশপ্রাপ্ত হন।

অপরে দুর্জয়ঃ রক্ষো জনন্তঃ প্রাজ্ঞসম্মতাঃ।

জিতাঃ স্ম ইত্যভ্যাস্ত রাক্ষসং বলদর্পিতম্ ॥ ৪৯

অন্য ক্ষত্রিয়গণ, যাদের বুদ্ধিমান মনে করা হয় এবং  
ওই রাক্ষসকে অজেয় বলে মানতেন, সেই বলভিমাত্রী  
সামনে নিজেদের পরাজয় মেনে নেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে বামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

## সপ্তদশঃ সর্গঃ (১৭)

রাবণের দ্বারা তিরস্কৃত ব্রহ্মর্ষি-কন্যা বেদবতীর তাঁকে অভিশাপ দিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ  
করা এবং পরজন্মে সীতার রূপে প্রাদুর্ভূত হওয়া

অথ রাজন্ মহাবাহুবর্চরন্ পৃথিবীতলে।  
হিমবত্ননমাসাদ্য পরিচক্রাম রাবণঃ ॥ ১

(অগস্ত্যমুনি বললেন) — রাজন্! মহাবাহু রাবণ  
তারপর ভূতলে বিচরণ করতে করতে হিমালয়ের বনে  
এসে সেখানে সব দিকে ঘুরতে লাগলেন।

তত্রাপশ্যৎ স বৈ কন্যাং কৃষ্ণাজিনজটাম্বরাম্।

আর্ষণে বিধিনা চৈনাং দীপ্যন্তীং দেবতামিব ॥ ২

সেখানে তিনি এক তপস্বিনী কন্যাকে দেখতে

পেলেন, তিনি নিজ অঙ্গে কালো রংয়ের যুগার্চ এবং  
মস্তকে জটাদারণ করেছিলেন। তিনি ঋষিনির্দিষ্ট বিধিতে  
তপস্যাতে সংলগ্ন হয়ে দেবাজ্ঞার মতো উল্লীর্ণ  
হচ্ছিলেন।

স দুষ্টী রূপসম্পন্নাঃ কন্যাঃ তাং সুমহাব্রতাম্।  
কামমোহপরিতাষা প্রপচ্ছ প্রহসমিবা ॥ ৩

উত্তম ব্রত পালনকারী এবং রূপ-সৌন্দর্যে সুশোভিত  
সেই কন্যাকে দর্শন করে রাবণের চিত্ত কামজনিত মোহে



বলিত হয়ে গেল। তিনি অটুহাস্য করে জিজ্ঞাসা

করেন—  
বর্তসে ভদ্রে বিরুদ্ধঃ যৌবনস্য তে।

কি যুজ্ঞ তবৈতস্য রূপসৌবং প্রতিক্রিয়া॥ ৪

ভদ্রে ! তুমি নিজের যুবাবস্থার বিপরীত এ কেমন  
করছ ? তোমার এই দিব্য রূপের পক্ষে এও  
কখনও সঠিক নয়।

তপঃ তেহনুপমঃ ভীরু কামোন্মাদকরং নৃণাম্।

যুজ্ঞঃ তপসি হাতুং নির্গতো হ্যেয নির্ণয়ঃ। ৫

ভীরু ! তোমার এমন রূপের কোনো তুলনা নেই,  
এই রূপ পুরুষদের হৃদয়ে কামনার উন্মাদ তৈরি করে।

যুজ্ঞাং তোমার তপস্যায় যুজ্ঞ হওয়া উচিত নয়। তোমার  
জ্ঞা আমার মনে এই চিন্তারই উদয় হয়েছে।

কস্মি কিমিদং ভদ্রে কশ্চ ভর্তা বরাননে

নে মনুজ্যসে ভীরু স নরঃ পুণ্যভাগু ভুবি। ৬

যুজ্ঞঃ শংস মে সর্বং কস্য হেতোঃ পরিশ্রমঃ।

ভদ্রে ! তুমি কার কন্যা ? কী ব্রত পালন করছ ?

সুবি ! তোমার স্বামী কে ? ভীরু ! যার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ  
হয়ছে, সেই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহা পুণ্যাত্মা। আমি যা

কিছু জিজ্ঞাসা করছি, সেসব আমাকে বলো। কোন ফলের  
আশায় এই পরিশ্রম করছ ?

এমুজ্ঞা তু সা কন্যা রাবণেন যশস্বিনী॥ ৭

অবীদ্য বিধিবৎ কৃত্বা তস্যাতিথ্যং তপোখনা।

রাবণ এইকথা জিজ্ঞাসা করায় সেই যশোবিনী  
তপোখনা কন্যা বিধিমতো আতিথা-আপ্যায়ণ করে

কেনেন—

কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ॥ ৮

বৃহস্পতিমুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ্যা ভুল্যো বৃহস্পতেঃ।

‘অমিততেজস্বী ব্রহ্মর্ষি শ্রীমান কুশধ্বজ ছিলেন  
আমার পিতা, যিনি ছিলেন বৃহস্পতির পুত্র এবং বুদ্ধিতেও

তার সমকক্ষ ছিলেন।

তস্যাং কুর্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ॥ ৯

সম্ভ্রাতা বায়ুয়ী কন্যা নায়ী বেদবতী স্মৃতা।

‘প্রতিদিন বেদাভ্যাসকারী সেই মহাত্মা পিতার বায়ুয়ী  
কন্যা রূপে আমার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আমার নাম বেদবতী।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ ১০

তে চাপি গজা পিতরং বরণং রোচয়ন্তি মে।

তৎপুত্রঃ সগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ ১১

তৎপুত্রঃ সগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ ১২

তৎপুত্রঃ সগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ ১৩

তৎপুত্রঃ সগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ ১৪

তৎপুত্রঃ সগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ ১৫

তৎপুত্রঃ সগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ ১৬

‘আমি যখন বড় ছিলাম, তখন দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ,  
রাক্ষস এবং নাগ, এঁরা সকলেই পিতার কাছে গিয়ে  
আমাকে কামনা করেন।

ন চ মাং স পিতা ভেজ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর। ১১

কারণঃ তন্ বদীয়ামি নিশাময় মহাত্মজ।

‘মহাত্মা’ রাক্ষসেশ্বর ! পিতা তাঁদের কাছে আমাকে  
সমর্পণ করেননি। এর কী কারণ, তা আপনাকে বলছি,

শুনুন।

পিতৃস্ব মম জামাতা বিষ্ণুঃ কিল সুরেশ্বরঃ॥ ১২

অভিপ্রেতস্ত্রিলোকেশস্তম্ভান্যামানস্য মে পিতা।

দাতুমিচ্ছতি তস্মৈ তু তচ্ছ্রুত্বা বলদর্পিতঃ॥ ১৩

শঙ্কুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোহভবৎ।

তেন রাজৌ শয়ানো মে পিতা পাপেন হিংসিতঃ॥ ১৪

‘আমার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, ত্রিলোকের স্বামী  
দেবেশ্বর বিষ্ণু তাঁর জামাতা হন, তাই তিনি অন্য কারোর

কাছে আমাকে সমর্পণ করতে চাননি। তাঁর এই অভিপ্রায়  
শুনে বলাভিমাত্রী দৈত্যরাজ শঙ্কু কুপিত হয়ে রাতে ঘুমের

সময় আমার পিতাকে হত্যা করেন।

ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতৃমম।

পরিধ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্॥ ১৫

‘এর ফলে আমার মাতা অত্যন্ত দুঃখ পান, তিনি  
আমার পিতার শব হৃদয়ে ধারণ করে আগুনে প্রবেশ

করেন।

ততো মনোরথং সত্যং পিতৃর্নারায়ণং প্রতি।

করোমীতি তমেবাহং হৃদয়েন সমুদ্বহে॥ ১৬

‘আমি তখন প্রতিজ্ঞা করি যে, পিতার ভগবান  
নারায়ণকে আমার পতিরূপে পাওয়ার যে মনোবাসনা ছিল,

তা আমি সফল করব। তাই আমি তাঁকেই আমার হৃদয়  
মন্দিরে ধারণ করছি।

ইতি প্রতিজ্ঞামাকুত্বা চরামি বিপুলং তপঃ।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং ময়া রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥ ১৭

সেই প্রতিজ্ঞা করে আমি এই মহান তপ করছি।

রাক্ষসরাজ ! আপনি প্রশ্ন করায় আমি সব কথা আপনাকে

জানালোম।

নারায়ণো মম পতিন্ জন্যঃ পুরুষোত্তমাং।

আশ্রয়ে নিয়মং ঘোরং নারায়ণপরীক্ষয়া॥ ১৮

‘নারায়ণই আমার পতি। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত

আর কারো উপর আমার নির্ভর নেই।

আমি তখন প্রতিজ্ঞা করি যে, পিতার ভগবান

নারায়ণকে আমার পতিরূপে পাওয়ার যে মনোবাসনা ছিল,

তা আমি সফল করব। তাই আমি তাঁকেই আমার হৃদয়

অনা কেউ আমার পতি হতে পারেন না। সেই  
নারায়ণদেবকে পাণ্ডয়ার জন্যই আমি এই কঠিন ব্রতের  
আশ্রয় করেছি।

বিজ্ঞাতত্বং হি মে রাজন্ গচ্ছ পৌলস্ত্যানন্দন।

জানামি তপসা সর্বং ত্রৈলোকে যদি বর্ততে॥ ১৯

‘রাজন্ ! পৌলস্ত্যানন্দন ! আমি আপনাকে চিনি।

আপনি যেতে পারেন। ত্রিলোকের সব কিছুই আমি আমার  
তপস্যা দ্বারা জানতে পারি।’

সোহব্রবীদ্ রাবণো ভূয়স্তাং কন্যাং সুমহাব্রতাম্।

অবরুহ্য বিমানগ্ৰাং কন্দর্পশরপীড়িতঃ॥ ২০

এই কথা শুনে কামবানে পীড়িত রাবণ বিমান থেকে  
নেমে এলেন এবং সেই মহা উত্তম ব্রত পালনকারিণী  
কন্যাকে বললেন—

অবলিগ্ধাসি সুশ্রোণি যস্যাস্তে মতিরীদৃশী

বৃদ্ধানাং মৃগশাবাক্ষি ভ্রাজতে পুণ্যসঞ্চয়ঃ॥ ২১

‘সুশ্রোণী ! মনে হচ্ছে তুমি গবীণী, তাই তোমার  
এমন বুদ্ধি হয়েছে। মৃগশাবকনয়না। এমন ভাবে পুণ্য  
সংগ্রহ করা বৃদ্ধা নারীদের শোভা পায়, তোমার মতো  
যুবতীদের নয়।

ত্বং সর্বগুণসম্পন্না নারসে বজ্রমীদৃশম্  
ত্রৈলোক্যাসুন্দরী ভীরু যৌবনং তেহতিবর্ততে॥ ২২

‘তুমি সর্বগুণসম্পন্না ত্রিলোকের অদ্বিতীয় সুন্দরী  
নারী। তোমার এমন কথা বলা উচিত নয়। ভীরু ! তোমার  
যৌবনকাল পার হয়ে যাচ্ছে।

অহং লঙ্কাপতির্ভদ্রে দশগ্রীব ইতি প্রুতঃ।

তস্য মে ভব ভার্যা ত্বং ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ যথাসুখম্॥ ২৩

‘ভদ্রে ! আমি লঙ্কার রাজা। আমার নাম দশগ্রীব।  
তুমি আমার ভার্যা হও এবং সুখের সঙ্গে উত্তমভোগ ভোগ  
করো।

কশ্চ তাবদসৌ যং ত্বং বিধুরিতাভিভাষসে।

বীর্যেণ তপসা চৈব ভোগেন চ বলেন চ। ২৪

স ময়া নো সমো ভদ্রে যং ত্বং কাময়সেহঙ্গনে।

‘আগে তুমি বলো, তুমি যাকে বিধু বলছ, তিনি  
কে ? অঙ্গনে ! ভদ্রে ! তুমি যাকে চাইছ, তিনি বল,  
পরাক্রম, তপ এবং ভোগ-বৈভবে আমার সমকক্ষ হতে  
পারবেন না।’

ইত্যুক্তবতি তস্মিংস্তু বেদবত্যথ সাত্রবীৎ॥ ২৫

মা মৈনমিতি সা কন্যা তনুবাচ নিশাচরম্।

তিনি এইকথা বলায় কুমারী বেদবতী  
নিশাচরকে বললেন— ‘না, না, একথা বলবেন না।  
ত্রৈলোক্যাপিতিং বিমুঃ সর্বলোকনমস্কৃতম্॥ ১৬

তদুত্তে রাক্ষসেন্দ্রানাঃ কোহনমনোত বুদ্ভিমান্,  
‘রাক্ষসরাজ ! ভগবান বিধু ত্রিলোকের অদ্বিতীয়

সমগ্র জগৎ তাঁর শ্রীচরণে মস্তক নত করে। আপনি ছাত্র  
আর কে এমন পুরুষ আছে, যে বুদ্ভিমান হইবে তাঁকে  
তাচ্ছিল্য করবে ?’

এবমুক্তস্তয়া তত্র বেদনত্যা নিশাচরঃ। ১৭

মুর্ধজেষু তদা কন্যাং করাগ্রাণ পরামুশ্ৰুত্ব,  
বেদবতী এই কথা বলায় সেই রাক্ষস নিজ হাতে

সেই কন্যার চুল ধরে নিলেন।

ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা কেশান্ হস্তেন সাক্ষিনৎ। ২৮

অসির্ভৃঙ্গা করস্তস্যাঃ কেশাংশ্চিমাংস্তদাকরোহৎ।

বেদবতী তাঁর এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন  
তিনি নিজের হাতে সেই কেশ কেটে দিলেন তাঁর হাতকে  
তলোয়ার করে তখনই তিনি মাথা থেকে চুলগুলি আলাদা  
করে দিলেন।

সা জ্বলন্তীব রোষণে দহন্তীব নিশাচরম্॥ ২৯

উবাচাগ্নিং সমাখ্যায় মরণায় কৃতদ্বরা

বেদবতী রাগে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন। তিনি পুড়ে  
মরার জন্য উত্তেজিত হয়ে অগ্নি স্থাপন করে সেই  
নিশাচরকে দক্ষ করতঃ বললেন—

ধর্মিতায়ান্ত্রয়ানার্য ন মে জীবিতমিষাতে ৩০

রক্ষস্তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশাতস্তে ছতশনম্

‘নীচ রাক্ষস ! তুমি আমাকে অপমান করছ,  
সূতরাং আমার আর এই জীবন রাখার কোনো ইচ্ছা নেই  
তাই তোমার চোখের সামনেই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব  
যস্মাৎ তু ধর্মিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনো। ৩১

তস্মাৎ তব বধার্থং হি সমুৎপৎসো হ্যহং পুনঃ

‘তুমি, পাপাত্মা এই বনে আমার অপমান করছ,  
তাই আমি তোমাকে বধ করার জন্য আবার জন্ম নেব।  
নহি শক্যঃ দ্বিগ্না হস্তং পুরুষঃ পাপনিষ্ঠয়ঃ। ৩২

শাপে ত্বয়ি ময়োৎসৃষ্টে তপসশ্চ বায়ো ভবেৎ

‘নারী তার দৈহিক শক্তিদ্বারা কোনো পাপাচারী  
পুরুষকে বধ করতে পারে না। তোমাকে যদি আমি শাপ



তাহলে আমার তপস্যা ক্ষীণ হয়ে যাবে।

কি কৃষ্টি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হৃতং তথা ॥ ৩৩

তুমি যুগেনিঞ্জা সাধরী ভবেয়ং ধর্মিণঃ সুতা।

‘যদি আমি কোনো সংকর্ম, দান, হোম করে থাকি

যেহেতু পব-জন্মে আমি সতী-সাধরী অযোনিজা কন্যা রূপে

কট হব এবং কোনো ধর্মাত্মা পিতার কন্যা হব।’

এমুন্না প্রবিশ্টি সা জ্বলিতং জাতবেদসমু ॥ ৩৪

পত্ন চ দিবো দিব্যা পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ

একথা বলে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। তখন

প্রতি থেকে তাঁর ওপর পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল।

নুবেষ সমুভূতা পদ্মে পদ্মসমপ্রভা ॥ ৩৫

অন্যপি পুনঃ প্রাপ্তা পূর্ববৎ তেন রক্ষসা

তারপর দ্বিতীয় জন্মে সেই কন্যা পুনরায় এক কমল

রূপে প্রকটিত হলেন, তাঁর দেহ কান্তি কমলের মতোই

সুন্দর ছিল। সেই রাক্ষস আগের মতোই আবার সেখান

থেকে সেই কন্যাকে গ্রহণ করেন।

কমাং কমলগর্ভাভাং প্রগৃহ্য স্বগৃহং যযৌ ॥ ৩৬

গৃহ্য রাবণস্তেতাং দর্শয়ামাস মন্ত্রিণে।

কমলের মধ্যভাগের ন্যায় সুন্দর কান্তিময় সেই

কন্যাকে নিয়ে রাবণ নিজ প্রাসাদে গেলেন। সেখানে তিনি

ঐ মন্ত্রীকে সেই কন্যাকে দেখালেন।

লক্ষণজ্ঞো নিরীক্ষ্যৈব রাবণং চৈবমব্রবীৎ ॥ ৩৭

গৃহিষ্য হি সুশ্রোগী ত্বদ্বখ্যায়ৈব দৃশ্যতে

মন্ত্রী বালক-বালিকাদের লক্ষণ জানতেন। তিনি সেই

কন্যাকে ভালোভাবে দেখে রাবণকে বললেন— ‘রাজন্ !

এই সুন্দরী কন্যা যদি আপনার গৃহে থাকে, তবে আপনার

বধের কারণ হবে, এর এরূপ লক্ষণই দেখা যাচ্ছে।

এতদ্ব্যর্থবে রাম তাং প্রচিক্ষেপ রাবণঃ ॥ ৩৮

স চৈব ক্ষিত্তিমাঙ্গাদা যজ্ঞায়তনমধ্যগা।

মহাজ্ঞা হলমুখোৎকৃষ্টা পুনরপ্যুখিতা সতী ॥ ৩৯

শ্রীবাম ! এই কথা শুনে রাবণ তাঁকে সমুদ্রে ফেলে

দিলেন। তারপর তিনি মাটিতে পৌঁছে রাজা জনকের যজ্ঞ

মণ্ডপের মধ্যবর্তী ভূভাগে পৌঁছান। সেখানে রাজার হলের

মুখ্যভাগের ভূভাগে সেই সতী সাধরী কন্যা প্রকটিত হলেন।

সৈষা জনকরাজস্য প্রসূতা তনয়া প্রভো।

তব ভায়া মহাবাহো বিষ্ণুস্তং হি সনাতনঃ ॥ ৪০

প্রভো ! এই সেই বেদবতী, মহারাজ জনকের

পুত্রীরূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে আপনার পত্নী হয়েছেন।

মহাবাহো ! আপনিই হলেন সেই সনাতন বিষ্ণু।

পূর্বং ক্রোধহতঃ শত্রুর্য়গাসৌ নিহতস্তয়া।

উপাশ্রয়িত্বা শৈলাভস্তব বীর্যমমানুষম্ ॥ ৪১

এই বেদবতী আগে থেকেই রোষজনিত শাপে

আপনার সেই পর্বতাকার শত্রুকে নিহত করেছেন, যাকে

আক্রমণ করে আপনি এবার ভবলীলা সাজ করবেন।

প্রভো ! আপনার পরাক্রম অলৌকিক।

এবমেবা মহাভাগা মর্ত্যেযুৎপৎসাতে পুনঃ।

ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদ্যামগ্নিশিখোপমা ॥ ৪২

এই মহাভাগা দেবী এইভাবে বিভিন্ন কল্পে পুনরায়

বাবণ বধের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হতে থাকবেন। যজ্ঞ

বেদীতে অগ্নিশিখাসম লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত ভূমিতে এর

আবির্ভাব হয়েছে।

এষা বেদবতী নাম পূর্বমাসীৎ কৃতে যুগে।

ত্রৈতাযুগমনুপ্রাপ্য বধার্থং তস্য রক্ষসঃ ॥ ৪৩

উৎপন্না মৈথিলকুলে জনকস্য মহাত্মনঃ।

সীতোৎপন্না তু সীতেতি মানুষৈঃ পুনরুচ্যতে ॥ ৪৪

এই বেদবতী প্রথমে সত্যযুগে প্রকটিত হয়েছিলেন।

পরে ত্রৈতাযুগে রাক্ষস রাবণ বধের নিমিত্ত মিথিলার রাজা

জনকের কুলের সীতারূপে অবতীর্ণ হন। সীতা (চাষের

জন্য কর্ষিত অক্ষিত বেথা) থেকে উৎপন্ন হওয়ায় মানুষ একে

দেবী সীতা বলে থাকেন।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্বামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥



## অষ্টাদশঃ সর্গঃ (১৮)

রাবণের দ্বারা মরুতের পরাজয় এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদের ময়ূর ইত্যাদি পক্ষীদের বর প্রদান করা

প্রবিশ্যাতঃ ছতশঃ তু বেদবতাং স রাবণঃ।

পুষ্পকং তু সমারহ্য পরিচক্রাম মেদিনীম্॥ ১

মহামুনি অগস্তা বললেন— রঘুনন্দন ! বেদবতী অগ্নিতে প্রবেশ করলে রাবণ পুষ্পক বিমানে চড়ে পৃথিবীর সর্বদিক ভ্রমণ করতে লাগলেন।

ততো মরুতঃ নৃপতিং যজন্তঃ সহ দৈবতৈঃ।

উশীরবীজমাসাদা দদর্শ স তু রাবণঃ॥ ২

সেই যাত্রায় উশীরবীজ নামক দেশে পৌঁছে রাবণ দেখলেন রাজা মরুত দেবতাদের সঙ্গে বসে যজ্ঞ করছেন। সংবর্তো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৃহস্পতেঃ।

যাজ্ঞামাস বর্মজঃ সর্বৈর্দেবগণৈবৃতঃ॥ ৩

সেইসময় সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ভাই ও ধর্মের মর্মজ ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত সকল দেবতা পরিবৃত হয়ে সেই যজ্ঞ করাচ্ছিলেন।

দুষ্টো দেবাস্ত তদ্ রক্ষা বরদানেন দুর্জয়ম্।

তির্জগোনিং সমাবিশ্যাস্তস্য ধ্বংসীরবঃ॥ ৪

ব্রহ্মার বরদানে যাকে জেতা কঠিন হয়ে গিয়েছিল, সেই রাক্ষস রাবণকে সেইস্থানে উপস্থিত দেখে তাঁর আক্রমণের ভয়ে ভীত-সঙ্কুচিত হয়ে দেবতাগণ তির্বগ-যোনিতে প্রবেশ করেন।

ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্মরাজস্ত বায়সঃ।

কুকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসচ্চ বরুণোহভবৎ॥ ৫

ইন্দ্র ময়ূরের রূপ, ধর্মরাজ কাক, কুবের গিরগিটি এবং বরুণ হংসরূপ ধারণ করেন।

অশ্বেষপি গতেষ্বেবং দেবেষরিণিষূদন।

রাবণঃ প্রাবিশদ্ যজ্ঞং সারমেয় ইবাশুচিঃ॥ ৬

শক্রসূদন শ্রীরাম ! এইভাবে অন্য দেবতাগণ যখন নানারূপ ধারণ করেন, তখন রাবণ সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেন, যেন এক অপবিত্র কুকুর সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

তং চ রাজানমাসাদা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।

প্রাহ যুদ্ধং প্রযচ্ছতি নির্জিতোহস্মীতি বা বদ। ৭

রাজা মরুতের কাছে গিয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ বললেন—‘হয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, নয়তো নিজ মুখে বলো যে আমি পরাজিত হয়ে গিয়েছি।’

ততো মরুতঃ নৃপতিঃ কো ভূনানিভূনাচ তম্

অবহাসং ততো মুক্তা রাবণো বাক্যমব্রवी॥ ৮

রাজা মরুত তখন জিজ্ঞাসা করলেন—‘আপনি কে?’ তাঁর প্রশ্ন শুনে রাবণ তেঁসে বললেন॥ ৮

অকুতুহলভাবেন প্রীতোহস্মি তব পার্শ্ব

ধনদস্যানুজং যো মাং নানগচ্ছসি রাবণম্॥ ৯

‘ভূপাল ! আমি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ। হলে

তুমি আমাকে জানো না এবং আমাকে দেখেও তোমার

মনে কোনো কৌতুহল জাগ্রত হয়নি এবং কোনো ভয়ও

নয়। তাই আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

ত্রিষু লোকেষু কোহন্যোহস্মি যো ন জানতি মে বলম্,

ভ্রাতরং যেন নির্জিতা বিমানমিদমাহতম্॥ ১০

‘ত্রিলোকে তুমি ব্যতীত আর কে এমন রাজা আছে,

যে আমার শক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়। আমি সেই রাবণ,

যে নিজের ভাই কুবেরকে হারিয়ে এই বিমান হিনিয়ে

নিয়েছে।’

ততো মরুতঃ স নৃপত্বং রাবণমথব্রवी॥

ধন্যঃ খলু ভবান্ যেন জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা রণে জিতঃ॥ ১১

তখন রাজা মরুত রাবণকে বললেন—‘তুমি ধন্য, যে

নিজের বড় ভাইকে রণভূমিতে পরাজিত করেছে’

ন ত্বয়া সদৃশঃ শ্রাদ্ধান্তিষু লোকেষু বিদ্যতে।

কং ত্বং প্রাক্ কেবলং ধর্মং চরিত্বা লব্ধবান্ বরম্॥ ১২

‘তোমার মতো স্পৃশনীয় পুরুষ ত্রিলোকে অন্য কোঁঠে

নেই। তুমি নিশ্চয়ই পূর্বে কোন শুদ্ধ ধর্মের আচরণ করে

বর লাভ করেছ।

শ্রুতপূর্বং হি ন ময়া ভাষ্যসে যাদৃশঃ স্বয়ম্

তিষ্ঠেদানীং ন মে জীবন্ প্রতিযাসাসি দুর্মতে। ১৩

অদ্য ত্বাং নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্।

‘তুমি নিজে যে কথা বলছ, এমন কথা আমি আগে

কখনও শুনিনি। দুর্বুদ্ধে ! একটু দাঁড়াও। আমার হাত থেকে

বেঁচে ফিরতে পারবে না। আজ আমার তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে

মেবে তোমাকে যমদ্বারে পৌঁছে দেব।’

ততঃ শরাসনং গৃহ্য সায়কান্শ্চ নরাধিপ। ১৪

রণায় নির্যয়ো ক্রুদ্ধঃ সংবর্তো মার্গমাবুগোৎ

তারপর রাজা মরুত ধনুর্বাণ নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে

কিন্তু মহর্ষি সংবর্ত তাঁর পথ  
প্রদান করতেন।

স্নেহসংযুক্তঃ মরুভূতঃ তং মহানৃষিঃ ॥ ১৫  
কৃত্যং যদি মদ্বাক্যং সম্প্রহারো ন তে ক্ষমঃ।

সেই মহর্ষি মহারাজ মরুভূতকে স্নেহ সহকারে  
বললেন—‘রাজন্! যদি আমার কথা শোনার হয় এবং  
তোমর দেওয়া উচিত বলে মনে করো, তাহলে শোনো।  
তোমর পক্ষে যুদ্ধ করা উচিত নয়।

সত্রমসমাপ্তং কুলং দহেৎ ॥ ১৬  
কৃত্যং কুতো যুদ্ধং ক্রোধিত্বং দীক্ষিতে কুতঃ।

‘এই মাহেশ্বর যজ্ঞ আরম্ভ করা হয়েছে। যদি এটি  
সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে তোমার সমস্ত কুল দহন করে দেবে।  
দেবজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করা  
যদি কোথায়? যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির ক্রোধের জন্য  
দহন কোথায়?

যজ্ঞে জয়ে নিতাং রাক্ষসশ্চ সুদূর্যঃ ॥ ১৭  
নিবৃত্তো গুরোর্বাক্যান্মরুভূতঃ পৃথিবীপতিঃ।

ইজ সশরং চাপং স্বহো মখমুখোহভবৎ ॥ ১৮  
‘যুদ্ধে কার জয় লাভ হবে, সেই প্রশ্নে সর্বদা সংশয়  
জন্ম থাকে। অন্যদিকে ওই বাক্ষস অত্যন্ত দুর্জয়।’ নিজের  
হারের এই কথায় পৃথিবীপতি মরুভূত যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত  
হলেন তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে স্বহৃৎভাবে যজ্ঞের জন্য  
জুট হলেন।

নির্জিতং মত্বা ঘোষয়ামাস বৈ শুকঃ।

যজ্ঞো জয়তীতুচ্চৈর্হর্ষান্নাদং বিমুক্তবান্ ॥ ১৯

তখন তিনি পরাজিত হয়েছেন মনে করে শুক এই  
ঘোষণা করে দিলেন যে, মহারাজ রাবণের জয় হয়েছে  
এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ  
করতে লাগলেন।

জ্ঞ তক্ষয়িত্বা তত্রস্থান্ মহর্ষীন্ যজ্ঞমাগতান্।

নিমুখ্যো রুধিরৈস্তেবাং পুনঃ সম্প্রযয়ৌ মহীম্ ॥ ২০

সেই যজ্ঞে উপবিষ্ট মহর্ষিদের ভক্ষণ করে তাঁদের  
সজা রক্তে পূর্ণতৃপ্ত হয়ে রাবণ আবার পৃথিবীতে বিচরণ  
করতে লাগলেন।

রাবণে হু গতে দেবাঃ সেন্দ্রাষ্টশ্চ দিবৌকসঃ।

তস্য দ্বাং যোনিমাসাদ্য তানি সজ্জানি চক্রবন্ ॥ ২১

রাবণ চলে যাবার পর ইন্দ্রসহ সব দেবতা পুনরায়  
নিজ স্বরূপে প্রকট হয়ে সেইসব প্রাণীদের (যাঁদের রূপে  
তাঁরা স্বয়ং প্রকটিত হয়েছিলেন) বরপ্রদান করে বললেন।

হর্ষাৎ তদব্রবীদিজো ময়ূরঃ নীলবর্হিণম্।  
প্রীতোহস্মি তব ধর্মজ্ঞ ভুজঙ্গাক্ষি ন তে ভয়ম্ ॥ ২২

সর্বপ্রথম ইন্দ্র হর্ষপূর্বক নীল পাখাবিশিষ্ট ময়ূরকে  
বললেন—‘ধর্মজ্ঞ! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন  
হয়েছি। তোমার সর্প থেকে ভয় হবে না।

ইদং নেত্রসহস্রং তু যৎ তদ্ বর্হে ভবিষ্যতি।  
বর্ষমাণে ময়ি মৃদং প্রান্স্যাসে প্রীতিলক্ষণাম্ ॥ ২৩  
এবমিজো বরং প্রাদায়মূরস্য সুরেশ্বরঃ ॥ ২৪

‘আমার যে এই সহস্র চক্ষু, তোমার পাখায় এর  
সমান চিহ্ন প্রকটিত হবে। আমি যখন মেঘরূপ হয়ে বর্ষণ  
করব, তখন তুমি অত্যন্ত প্রসন্ন হবে। সেই প্রসন্নতা  
আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ ঘোষণা করবে, দেবরাজ  
ইন্দ্র এইভাবে ময়ূরকে বরদান করলেন।

নীলাঃ কিল পুরা বর্ষা ময়ূরানাং নরাধিপ  
সুরাধিপাদ্ বরং প্রাপ্য গতঃ সর্বৈহপি বর্হিণঃ ॥ ২৫  
নরেশ্বর শ্রীরাম! এই বরদানের আগে ময়ূরের পাখা  
শুধু নীল রংয়ের ছিল। দেবরাজের বর লাভ করে সব ময়ূর  
সেখান থেকে চলে গেল।

ধর্মরাজোহব্রবীদ্ রাম প্রাগ্বেংশে বায়সং প্রতি।  
পক্ষিঃস্তবান্মি সুপ্রীতঃ প্রীতস্য বচনং শৃণু ॥ ২৬

শ্রীরাম! তারপর ধর্মরাজ প্রাগবংশের<sup>(১)</sup> হাতে বসে  
কাককে বললেন—‘পক্ষী! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত  
প্রসন্ন হয়েছি। প্রসন্নবদনে যা বলছি, শোনো।

যথান্যো বিবিধৈ রোগৈঃ পীড্যন্তে প্রাণিনো ময়া।  
তে ন তে প্রভবিষ্যন্তি ময়ি প্রীতে ন সংশয়ঃ ॥ ২৭

‘অন্য প্রাণীদের যেমন আমি নানাপ্রকার রোগে  
পীড়িত করি, আমার প্রসন্নতার ফলে এই রোগ তোমাদের  
ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না; এতে কোনো সংশয়  
নেই।

মৃত্যুতন্ত্রে ভয়ং নান্তি বরান্ মম বিহঙ্গম।  
যাবৎ ত্বাং ন বহিষ্যন্তি নরাস্তাবদ্ ভবিষ্যসি ॥ ২৮

‘বিহঙ্গম! আমার বরদানে তোমার মৃত্যু ভয় হবে  
না। মানুষ ইত্যাদি প্রাণী যতক্ষণ তোমাদের বধ না করছে,

ততক্ষণ তোমাদের পূর্বদিকে যজ্ঞমান এবং তাঁদের পত্নীদের থাকার জন্য গৃহকে বলা হয় প্রাগবংশ। এই ঘর হবির্গৃহের পূর্বদিকে হয়।



ততক্ষণ তোমরা জীবিত থাকবে।

যে চ মধিষয়হা বৈ মানবাঃ ক্ষুধ্যাদিতাঃ।

হ্রয়ি ভুক্তে সূতপ্তাঙ্কে ভবিষ্যন্তি সবাধবাঃ॥ ২৯

‘আমার রাজা—যমলোকে বাসকারী যে সকল মানব ক্ষুধায় পীড়িত, তার পুত্রেরা ভুতলে যখন তোমাকে ভোজন করাবে, তখন তারা (পিতৃপুরুষগণ) বন্ধু বাহুবসহ পরম তৃপ্ত হবে’।

বরুণস্তব্রবীক্ষঃসং গঙ্গাতোয়বিচারণম্।

শ্রয়তাং প্রীতিসংযুক্তং বচঃ পত্রনথেশ্বর॥ ৩০

তারপর বরুণ গঙ্গাজলে বিচরণকারী হংসকে সন্তোষন করে বললেন—‘পক্ষীরাজ! আমার প্রেমপূর্ণ কথা শোনো।

বর্ণো মনোরমঃ সৌম্যশচন্দ্রমণ্ডলসমিডঃ।

ভবিষ্যতি তবোদগ্রঃ শুদ্ধফেনসমপ্রভঃ॥ ৩১

‘তোমার দেহবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল এবং শুদ্ধ ফেনার মতো পরম উজ্জ্বল, সৌম্য এবং মনোরম হবে

মচ্ছরীরং সমাসাদ্য কাষ্টো নিত্যং ভবিষ্যসি।

প্রাক্ষ্যাসে চাতুলাং প্রীতিমেতন্মে প্রীতিলক্ষণম্॥ ৩২

‘আমার অঙ্গভূত জলের আশ্রয় নিয়ে তুমি সর্বদা কান্তিমান থাকবে এবং অনুপম প্রসন্নতা প্রাপ্ত হবে। এই হল আমার প্রেমের পরিচয় চিহ্ন’

হংসানাং হি পুত্রা রাম ন বর্ণঃ সর্বপাশুরঃ।

পক্ষা নীলগ্রন্থসংবীতাঃ ক্রীড়াঃ শতপাশ্রনির্মলাঃ॥ ৩৩

শ্রীরাম! পূর্বকালে হংসের রং সম্পূর্ণভাবে হেত ছিল না। তাদের পাখার অগ্রভাগ নীল এবং দুই ডানার

মধ্যভাগ নবদূর্বাদলের অগ্রভাগের মতো কোমল হং

শ্যামবর্ণে যুক্ত ছিল।

অথাত্রবীদ্ বৈশ্রবণঃ কুকলাসং গিরৌ হিতম্।

হৈরণ্যং সম্প্রযাছামি বর্ণং প্রীতজ্ঞাপাছম্॥ ৩৪

তারপর বিশ্রবর পুত্র কুবের পূর্বতথিকরে উগরি কুকলাস (গিরগিটি) কে বললেন—‘আমি প্রসন্ন হয়ে

তোমাকে সোনার মতো সুন্দর রং প্রদান করছি।

সজবাং চ শিরো নিত্যং ভবিষ্যতি তবাক্ষমম্।

এম কাঞ্চনকো বর্ণো মৎপ্রীত্যা তে ভবিষ্যতি॥ ৩৫

‘তোমার মাথা সর্বদা সোনার রঙের এবং অক্ষম হবে। আমার প্রসন্নতায় তোমার এই (কালো) রং স্বর্কের

রংয়ে পরিণত হবে।’

এবং দত্তা বরাংস্তেভ্যস্তস্মিন্ যজ্ঞোৎসবে সূরাঃ।

নিবৃন্তে সহ রাজা তে পুনঃ স্বভবনং গতঃ॥ ৩৬

এইভাবে তাদের উত্তম বর দিয়ে এই সব দেবত ব্রজ

সমাপ্ত হলে রাজা মরুত্তের সঙ্গে পুনরায় নিজ ভবন অর্থাৎ

স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত। ১৮॥

## একোনবিংশঃ সর্গঃ (১৯)

রাবণ দ্বারা অনরণ্য-বধ এবং তার দ্বারা শাপ প্রাপ্তি

অথ জিত্বা মরুত্তং স প্রযয়ৌ রাক্ষসাবিধঃ।

নগরানি নরেন্দ্রাণাং যুদ্ধকাজ্জী দশাননঃ॥ ১

(অগস্ত্যমুনি বললেন—রঘুনন্দন!) এভাবে রাজা মরুত্তকে জয় করার পর রাক্ষসরাজ দশগ্রীব অন্য রাজাদের নগরেও যুদ্ধেচ্ছায় গমন করলেন।

সমাসাদ্য তু রাজেন্দ্রান্ মহেন্দ্রবরুণোপমান্।

অত্রবীদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্ত যুদ্ধং মে দীয়তামিতি॥ ২

নির্জিতাঃ স্মৃতি বা ক্রত এষ মে হি সুনিশ্চয়ঃ।

অন্যথা কুবর্তামেবং মোক্ষো নৈবোপপদতে। ৩

মহেন্দ্র এবং বরুণের মতো পরাক্রমী সেই

মহারাজাদের কাছে গিয়ে রাক্ষসরাজ বললেন—‘রাক্ষস!

তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো অথবা বলে দাও যে,

আমরা হেরে গেছি। এই হল আমার স্থির নিশ্চয় এবং

বিপরীত হলে তোমরা ছাড় পাবে না।’



প্রজ্ঞাঃ পার্শ্বিনা বর্মনিষ্ঠাঃ।  
ততোহন্যোনাং রাজানঃ সুমহাবলঃ॥ ৪

শ্রেষ্ঠাভ্যামস্তে ভ্রাতৃ বরনলং রিপোঃ।  
তখন নির্ভয়, বুদ্ধিমান এবং ধর্মভান পোষণকারী  
বরনলবর্মী রাজা পবনস্বর পনামর্শ কবে শত্রুর ক্ষমতা  
বরনলেন—“রাক্ষসবাজ! আমরা আপনার কাছে হার  
লি।”

সুখো গাধিগম্যো রাজা পুত্রনঃ॥ ৫  
এত সর্বধর্মবাস্তাত নির্জিতাঃ স্মেতি পার্শ্বিনাঃ  
সুখ, সুখ, গাধি, গম্য, রাজা পুত্রনবা—এই সব  
কিছন তাঁদের রাজত্বকালে রাবণের কাছে নিজেদের  
বল মেনে নেন।

সমাসাদ্য রানগো রাক্ষসাদ্বিপঃ। ৬  
শত্রুণেবামরাবতীম্।

পুরুষশার্দূলং পুরন্দরসমং বলে॥ ৭  
রাজানমাসাদ্য যুদ্ধং দেহীতি রাবণঃ।

কিত্বশ্রীতি বা ক্রহি ভ্রমেবং মম শাসনম্॥ ৮

এ পর রাক্ষসদের রাজা রাবণ ইন্দ্র দ্বারা সুরক্ষিত  
মহাবলী মতো মহারাজ অনরণ্য দ্বারা পালিত  
মহাবলীতে এলেন। সেখানে পুরন্দরের (ইন্দ্রের)  
এই পবনবর্মী পুরুষসিংহ রাজা অনরণ্যকে এসে  
কেন—“রজন! তুমি কথা দাও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে  
কবে বলে দাও যে ‘আমি হেবে গেছি।’ এই হল  
হার হাদেশ।”

অযোধ্যপতিস্তস্য শ্রদ্ধা পাপাত্মনো বচঃ।

অগাধ সংজ্ঞকো রাক্ষসেন্দ্রমথারবীৎ॥ ৯

সেই পাপাত্মার কথা শুনে অযোধ্যার রাজা  
অগাধ অত্যন্ত ক্রোধ হল, তিনি সেই রাক্ষসরাজকে  
বলেন,

কিত্ব দ্বন্দ্বযুদ্ধং তে রাক্ষসাদ্বিপতে ময়া।

কিত্ব দ্বন্দ্বযুদ্ধং তে রাক্ষসাদ্বিপতে ময়া।

নিশাচরপতি! আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান

করি দিচ্ছি। শীঘ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমিও তৈরি  
হই দিচ্ছি।

পূর্ণঃ প্রতারণেন নির্জিতঃ সুমহদ বলম্।

অগ্রেণস্য বলং রক্ষোবধোদ্যতম্॥ ১১

রাজা প্রথমেই রাবণের দ্বিধিজয়ের কথা  
বলছিলেন। তাই তিনি সুবহু সৈন্য একত্র করেছিলেন।

অনরণ্য সেই সব সেনা তখন রাক্ষস বধের জন্য

উৎসাহিত হয়ে গাবের বাইরে বার হল।

নাগানাং মল্লাসাহস্রং ব্যক্তিনাং নিদুতং তথা।

রথানাং বহুসাহস্রং পত্তীনাং চ নরোত্তম॥ ১২

মহীং সংহস্য নিদ্রাভং সপদাভিরখং রণে।

নরশ্রেষ্ঠ শ্রীশাম! দশ হাজার ক্রান্তি সেনা, এক লাখ  
যোদ্ধা ওয়ার, কয়েক হাজার রথী ও পদাতিক সৈন্য পৃথিবী  
আচ্ছাদিত করে এগিয়ে চলল। রথ ও পদাতিকসহ সমস্ত  
সেনা রণক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছাল।

ততঃ প্রস্তুতঃ সুমহদ যুদ্ধং যুদ্ধনিশারদঃ॥ ১৩

অনরণ্যস্য নৃপতে রাক্ষসেন্দ্রস্য চাভুতম্।

যুদ্ধনিশারদ রঘুসীর! তখন রাজা অনরণ্য এবং  
নিশাচর রাবণের মধ্যে খুবই অদ্ভুত যুদ্ধ হতে লাগল।

তদ্ রানবলং প্রাপ্য বলং তস্য মহীপতেঃ॥ ১৪

প্রাণশ্যত তদা সর্বং হব্যং হতমিনানলে।

সেই সময় রাজার সমস্ত সৈন্য রাবণের সেনার সঙ্গে  
যুদ্ধে সেই ভাবে বিনাশ হতে থাকল, যেমন অগ্নিতে  
আহুতি দিলে তা ভস্মসাৎ হয়ে যায়।

যুদ্ধা চ সুচিরং কালং কৃত্বা বিক্রমমুত্তমম্॥ ১৫

প্রজ্ঞলভ্যং তমাসাদ্য দ্বিপ্রমেনাবশেষিতম্।

প্রাণিশং সংকুলং তত্র শলভা ইব পাবকম্॥ ১৬

সেই সেনারা বহুক্ষণ যুদ্ধ করে, অত্যন্ত পরাক্রম  
দেখায়, কিন্তু তেজস্বী রাবণের সম্মুখীন হয়ে তারা অতি  
অল্প সংখ্যায় বেঁচে যায় এবং পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে  
ভস্মসাৎ হয়, তেমনই তারা কালগ্রাসে পতিত হয়।

সোহপশ্যাৎ তমরেন্দ্রস্ত নশ্যমানং মহাবলম্।

মহার্ণবং সমাসাদ্য বনাপগশতং যথা॥ ১৭

রাজা দেখলেন, তাঁর বিশাল সেনা সেইভাবে  
বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে, যেমন জলপূর্ণ শত শত নদী মহাসাগরে  
গিয়ে বিলীন হয়।

ততঃ শত্রুধনুঃপ্রখ্যঃ ধনুর্বিম্ফারয়ান্ স্বয়ম্।

আসাদ্য নরেন্দ্রস্ত রাবণং ক্রোধমুচ্ছিতঃ॥ ১৮

মহারাজ তখন ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাঁর ইন্দ্রধনুকের  
মতো মহা শরাসন টংকার দিতে দিতে রাবণের সম্মুখীন  
হলেন।

অনরণ্যেন তেহমাতা মারীচশুকসারণাঃ।

প্রহস্তসহিতা ভগ্না ব্যত্রবল্ল মৃগা ইব॥ ১৯

ভারপর সিংহকে দেখে যেমন মৃগ পলায়ন করে,  
তেমনই মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত—এই চার রাক্ষস মন্ত্রী  
রাজা অনরণ্য থেকে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

ততো বাণশতান্যষ্টৌ পাতরামাস মূর্ধনি।

তস্য রাক্ষসরাজস্য ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ॥ ২০

পরে ইক্ষ্বাকুবংশকে জানন্দ প্রদানকারী রাজা  
অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণের মন্তকে আটশত বাণের দ্বারা  
আঘাত করেন।

তস্য বাণাঃ পতন্ত্যে চক্রিরে ন ক্ষতং কচিৎ।

বারিধারা ইবাক্সেভাঃ পতন্ত্যো গিরিমূর্ধনি॥ ২১

কিন্তু পর্বতশিখরে বর্ষণকারী বৃষ্টি দ্বারা যেমন পর্বতের  
কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তেমনই সেই বর্ষিত বাণ  
সেই নিশাচরের দেহে কোনো আঘাত হানতে সক্ষম হল  
না।

ততো রাক্ষসরাজেন ক্রুদ্ধেন নৃপতিস্তদা

তলেনাভিহতো মূর্ধ্নি স রথারিপপাত হ। ২২

তারপর রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার মন্তকে  
আঘাত করেন। রাজা তাতে আহত হয়ে রথ থেকে नीচে  
পড়ে যান।

স রাজা পতিতো ভূমৌ বিহুলঃ প্রবিবেপিতঃ।

বজ্রদক্ষ ইবারণ্যে সালো নিপতিতো যথা॥ ২৩

বনে বজ্রপাত হলে যেমন দক্ষ হওয়া বৃক্ষ ধরাশায়ী  
হয়, তেমনই রাজা অনরণ্য ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে থর  
থর করে কাঁপতে লাগলেন।

তং প্রহস্যাব্রবীদ্ রক্ষ ইক্ষ্বাকুং পৃথিবীপতিম্।

কিমিদানীং ফলং প্রাপ্তং ত্বয়া মাং প্রতি যুধ্যতা॥ ২৪

তাই দেখে রাবণ জোরে হেসে উঠে সেই ইক্ষ্বাকু  
বংশীয় নরেশকে বললেন—‘এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে  
তুমি কী ফল পেলো?’

ত্রৈলোক্যো নাস্তি যো দ্বন্দ্বং মম দদামরাধিপ

শক্বে প্রসক্তো ভোগেষু ন শৃণোষি বলং মম॥ ২৫

‘নরেশ্বর ! ত্রিলোকে এমন কোনো বীর নেই, যে  
আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে পারে। মনে হয় তুমি ভোগে  
আসক্ত থাকায় আমার বল-পরাক্রমের কথা শোনেনি।’

তসৌবঃ ক্রুবতো রাজা মন্দাসূর্বাক্যমব্রবীৎ।

কিং শক্যমিহ কর্তুং বৈ কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ ২৬

রাজার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি রাবণের  
এমন কথা শুনে বললেন—‘রাক্ষসরাজ ! এখন কী করা  
যায় ? কারণ কালকে উল্লঙ্ঘন করা অত্যন্ত দুষ্কর।

নহ্যহং নির্জিতো রক্ষস্শ্রী চান্দ্রপ্রাংশসিনা

কালেনৈব বিপন্নোহহং হেতুতত্ত্ব মে ভবান্। ২৭

‘রাক্ষস, তুমি নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করছ,  
কিন্তু তুমি আজ যে আমার পরাজিত করেছ, কালই হয়  
কারণ, বাস্তবে কালই আমাকে নেরেছে আমার ন্যূনত্বে  
তুমি তো শুধু নিমিত্তমাত্র হয়েছ।

কিং ত্বিদানীং ময়া শকাং কর্তুং প্রাণপরিক্ষয়ে

নহ্যহং বিমুখী রক্ষো যুদ্ধামানন্তয়া হতঃ ২৮

‘আমার প্রাণ চলে যাচ্ছে, সুতরাং আমি এখন কী  
করতে পারি ? নিশাচর ! আমি সন্তুষ্ট যে, আমি যুদ্ধ থেকে  
মুখ ফিরিয়ে নিইনি। যুদ্ধ করতে করতেই আমি তোমার  
হাতে মারা পড়ছি।

ইক্ষ্বাকুপরিভাবিত্বাদ্ বচো বক্ষ্যামি রাক্ষস

যদি দত্তং যদি হতং যদি যে সুকৃতং তপঃ

যদি গুপ্তাঃ প্রজাঃ সম্যক্ তদা সত্যং বচোহস্ত মে ২৯

‘কিন্তু রাক্ষস ! তুমি তোমার ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্যে  
ইক্ষ্বাকুকুলের অপমান করেছ, তাই আমি তোমাকে  
অভিশাপ দেব তোমার পক্ষে অমঙ্গলজনক কথা বলব  
আমি যদি দান, পুণ্য, হোম এবং তপস্যা করে থাকি,  
আমার দ্বারা যদি ধর্ম অনুসারে প্রজাজনের ঠিকমতো পালন  
হয়ে থাকে, তাহলে আমার কথা সত্য হবে।

উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিমিক্ষ্বাকুণাং মহাম্ভনাম্

রামো দাশরথিনাম স তে প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ ৩০

‘মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশের নরেশের এই বংশেই  
দশরথনন্দন শ্রীরাম প্রকটিত হবেন, যিনি তোমার প্রাণ  
হরণ করবেন’।

ততো জলধরোদগ্রস্তাভিতো দেবদুন্ডিঃ।

তস্মিন্নুদাহতে শাপে পুষ্পবৃষ্টিচ খাচ্ছাতা॥ ৩১

রাজা এইরূপ শাপ দিতেই মেঘসমান গম্ভীর নাদে  
দেবতাদের দুন্ডি বেজে উঠল এবং আকাশ থেকে পুষ্প  
বর্ষণ হতে থাকল।

ততঃ স রাজা রাজেন্দ্র গতঃ স্থানং ত্রিবিষ্টপম্।

স্বর্গতে চ নৃপে তস্মিন্ রাক্ষসঃ সোহপসর্গতঃ॥ ৩২

রাজাধিরাজ শ্রীরাম ! তারপর রাজা অনরণ্য  
স্বর্গলোকে গমন করলেন। তিনি স্বর্গগামী হয়ে গেলে  
রাক্ষস রাবণ সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

## বিংশঃ সর্গঃ (২০)

শ্রীনারদের রাবণকে বোঝানো, তাঁর কথায় রাবণের যুদ্ধের জন্য যমলোকে  
গমন এবং শ্রীনারদের এই যুদ্ধ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

ব্রজা বিক্রাসয়ন মর্ত্যানু পৃথিব্যাং রাক্ষসাধিপঃ।  
রাক্ষসাদ যনে তস্মিন্ নারদং মুনিপুঙ্গবম্॥ ১

(মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যা বলেন — রঘুনন্দন!) তারপরে  
রাক্ষসরাজ রাবণ মনুষ্যকুলকে ভীতসন্ত্রস্ত করে পৃথিবীতে  
প্রবেশ করতে লাগলেন। একদিন পুষ্পকবিমানে যাত্রার  
সময় তিনি অন্তরীক্ষে মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি শ্রীনারদের সঙ্গে  
মিলিত হন।

জগদ্বিভাদনং কৃষ্ণা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।  
জরীং কুশলং পুষ্টা হেতুমগমনস্য চ॥ ২

নিশাচর দশগ্রীব তাঁকে অভিবাদন করে কুশল-  
সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর আগমনের কারণ  
জিজ্ঞাসা করলেন।

নারদঃ মহাতেজা দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।  
জরীংষপৃষ্ঠস্থো রাবণং পুষ্পকে দ্বিতম্ ৩

তখন মেঘের আড়ালে দাঁড়িয়ে অমিত কান্তিমান  
মহাতেজস্বী দেবর্ষি নারদ পুষ্পকবিমানে আসীত রাজা  
রাবণকে বললেন।

রাক্ষাধিপতে সৌম্য তিষ্ঠ বিশ্ববসঃ সূতঃ।  
শ্রীভৈঃশ্মাভিজ্ঞানোপেত বিক্রমৈরুর্জিতৈস্তব॥ ৪

‘উত্তম কুলে উৎপন্ন বিশ্ববণকুমার রাক্ষসরাজ  
বন। সৌম্য! দাঁড়াও, আমি তোমার বুদ্ধি-প্রাপ্ত বল ও  
বিক্রমে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

বিষ্ণুনা দৈত্যাঘাতৈশ্চ গন্ধর্বোরগধর্ষণৈঃ।  
সমং বিমর্দৈশ্চ ভৃশং হি পরিতোষিতঃ॥ ৫

‘দৈত্য বিনাশকারী অনেক সংগ্রাম করে ভগবান  
বিষ্ণু ও গন্ধর্ব এবং নাগেদের পদদলিতকারী যুদ্ধদ্বারা তুমি  
আমাকে সমানরূপে সম্বৃত্ত করেছ।

নিখিলং বক্ষ্যামি তবৎ তু শ্রোতব্যং শ্রোত্বাসে যদি।  
তদে নিগদতস্তাত সমাধিং শ্রবণে কুরু॥ ৬

‘এখন যদি তুমি শুনতে চাও, তাহলে আমি  
তোমাকে কিছু শোনার উপযুক্ত কথা বলতে চাই আমার  
মুখ নিঃসৃত কথা শোনার জন্য তুমি তোমার চিত্ত একাগ্র  
করো

কিময়ং বখাতে তাত ত্বয়াবধোন দৈবতৈঃ।

হত এব হ্যয়ং লোকো যদা মৃত্যুবশং গচ্ছতঃ॥ ৭

‘তাত! তুমি দেবতাদের কাছেও অবধ্য হয়ে এই  
ভুলোকবাসীদের কেন বিনাশ করছ? এইসব প্রাণী মৃত্যুর  
অধীন হওয়ায় স্মরণীয় মৃত। তাহলে তুমি এই মৃত প্রাণীদের  
কেন বধ করছ?

দেবদানবদৈত্যানাং বক্ষ্যগন্ধর্বরাক্ষসাম্।

অবধোন ত্বয়া লোকঃ ক্রৌষ্টং যোগ্যো ন মানুষঃ॥ ৮

‘দেবতা, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসও  
যাকে মারতে পারে না, এমন বিশ্বাত বীর হয়ে তুমি এই  
মনুষ্যলোককে কষ্টদাও, এ কখনও তোমার যোগ্য কাজ  
নয়।

নিভ্যং শ্রেয়সি সম্মুৎ মহত্ত্বির্বাসনৈর্বৃতম্।

হন্যাৎ কল্লাদশং লোকং জরাব্যাহিশতৈর্যুতম্॥ ৯

‘যে সর্বদা নিজের কল্যাণ সাধনে অপারগ, বড় বড়  
বাধাবিপত্তি যুক্ত এবং বৃদ্ধাবস্থায় বহু অসুখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে  
থাকে, এমন মানুষকে কোনো বীরপুরুষ কীভাবে আঘাত  
করতে পারে?

তৈত্তৈরনিষ্টোপগমৈরজস্রং যত্র কুত্র কঃ।

মতিমান্ মানুষে লোকে যুদ্ধেন প্রশসী ভবেৎ॥ ১০

‘নানাপ্রকার প্রতিকূলতায় বিভিন্নভাবে যারা পীড়িত,  
সেই মনুষ্যলোকে এসে কোন বুদ্ধিমান বীর যুদ্ধ করে  
মনুষ্যবধে অনুরক্ত হবে?

ক্লীয়মাণং দৈবহতং ক্ষুৎপিপাসাজরাতিভিঃ।

বিষাদশোকসম্মুৎ লোকং ত্বং জপয়স্ব মা॥ ১১

‘এইসব ব্যক্তি তো ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা-ব্যথিতে  
ক্লীয়মাণ হচ্ছে এবং বিষাদ ও শোকগ্রস্ত হয়ে নিজ নিজ  
বিবেক-বিবেচনা হারিয়ে ফেলছে। তুমি দৈব পীড়িত এই  
মর্ত্যালোকের বিনাশ করো না।

পশ্য ভাবগ্রহাবাহো রাক্ষসেশ্বর মানুষম্।

মৃদমেবং বিচিত্রার্থং যস্য ন জ্ঞায়তে গতিঃ॥ ১২

‘মহাবাহু রাক্ষসরাজ! দেখো, এই মনুষ্যলোকে  
মানুষ জ্ঞানশূন্য হওয়ায় মৃদ হয়ে কীভাবে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র  
ক্ষুদ্র কর্মজালে আসক্ত হয়ে থাকে। তারা এ-ও জানে না যে  
কখন দুঃখ উপস্থিত হবে আর কখনো সুখ ভোগ করার



অবসর আসবে!

কচিদ্ বাদিত্রনৃত্যাদি সেবতে মুদিতৈর্জনৈঃ।

রুদ্রাতে চাপরৈরাঠৈর্ধারাশ্রনয়নাননৈঃ॥ ১৩

‘এখানকার কিছু মানুষ আনন্দে মগ্ন হয়ে হৈ-হুল্লাড ও নাচ-গানে মত্ত থাকে — তাতেই মজে থাকে, আবার কোথাও কিছু লোক দুঃখে বিহ্বল হয়ে চোখের জলে ডাসতে থাকে

মাতাপিতৃসূতয়েহভার্যাবন্ধুনোরমৈঃ।

মোহিতোহয়ং জনো ধ্বস্তঃ ক্লেশং স্বং নাববুধ্যতে॥ ১৪

‘মাতা, পিতা, পুত্রের স্নেহে এবং পত্নী ও ভাইয়ের সম্বন্ধে নানাপ্রকার মনোরথে এইসব মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে পরমার্থ থেকে দ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা একবারও বন্ধন-জনিত ক্লেশের কথা ভেবে দেখে না।

তৎকিমিবং পরিক্রিয় লোকং মোহনিরাকৃতম্

জিত এব ত্বয়া সৌম্য মর্ত্যলোকো ন সংশয়ঃ॥ ১৫

‘এইভাবে যারা মোহের (অজ্ঞানতাবশতঃ) জন্য পরম পুরুষার্থ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, তেমন মানুষদের কষ্ট দিয়ে তুমি কী লাভ করবে? সৌম্য! তুমি যে মনুষ্যলোককে জয় করেছ, এতে তো কোনো সংশয় নেই।

অবশ্যমেভিঃ সর্বৈশ্চ গন্তব্যং যমসাদনম্।

তন্নিগৃহীষ পৌলস্ত্য যমং পরপুরঞ্জয়। ১৬

তন্নিগৃহীতে জিতং সর্বং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।

‘শত্রুগরী বিজয় করা পুণ্ড্রনন্দন! এই সব মানুষ অবশ্যই যমলোকে যাবে। সুতরাং তোমার যদি শক্তি থাকে, তাহলে তুমি যমরাজকে কাবু করো। তাঁকে পরাজিত করলে তুমি সবাইকে জিতে নিতে পারবে, এতে কোনো সংশয় নেই।’

এবমুক্তস্ত লঙ্কেশো দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ১৭

অত্রবীমারদং তত্র সম্প্রহস্যাত্তিবাধ্য চ।

শ্রীনারদ এমন কথা বলায় লঙ্কাপতি রাবণ নিজের তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে দেবর্ষিকে প্রণাম করে হেসে বললেন।

মহর্ষে দেবগন্ধর্ববিহার সমরপ্রিয়॥ ১৮

অহং সমুদ্যতো গন্তং বিজয়ার্থং রসাতলম্।

‘মহর্ষে! আপনি দেবতা ও গন্ধর্ব লোকে বিহার করেন, যুদ্ধের দৃশ্য দেখা আপনার অত্যন্ত প্রিয়। আমি এখন দিগ্বিজয়ের জন্য রসাতলে যেতে উদ্যত হয়েছি।

ততো লোকত্রয়ং জিত্বা হ্যপ্য নাগান্ সুরান্ বশে ১৯

সমুদ্রমমৃতার্থং চ মথিয়ামি রসাতলম্

তারপর তিন লোক জয় করে নাগ ও দেবতাদেরকে নিজের বশে এনে অমৃত প্রাপ্তির জন্য রসনিধি সমুদ্র মদ্বন করব।’

অথাত্রনীদ দশগ্রীবাং নারদো ভগবানসি। ২০

ক খন্ডিদানীং মার্গেণ ব্রহ্মহোলান গমাত্তে।

অয়ং খলু সুদুর্গমঃ প্রেতরাজপুরং প্রতি ২১

মার্গো গচ্ছতি দুর্দর্শ যমস্যামিত্রকর্শন।

সেই কথা শুনে দেবর্ষি ভগবান নারদ বললেন

— ‘শত্রুসূদন! তুমি যদি রসাতলে যেতে চাও, ত্রাসে

এখন সেই পথ ছেড়ে অন্য রাস্তায় কোথায় যাচ্ছ? দুর্দর্শ

বীর! রসাতলের এই পথ অতি দুর্গম এবং যমরাজের পুত্ৰী

হয়েই সেখানে যাওয়া যায়।’

স তু শারদমেঘাভং হাসং মুক্তা দশাননঃ। ২২

উবাচ কৃতমিত্যেব বচনং চেদমত্রনীৎ।

শ্রীনারদ এই কথা বলায় দশগ্রীব রাবণ শরৎ-

ঋতুর মেঘের ন্যায় নিজের উজ্জ্বল হসামুখ দেখিয়ে

বললেন — ‘দেবর্ষে! আমি আপনার কথা স্বীকার করে

নিচ্ছি।’ তারপর তিনি বললেন—

তস্মাদেবমহং ব্রহ্মন্ বৈবদ্ব্যতবোধাতঃ। ২৩

গচ্ছামি দক্ষিণামাশাং যত্র সূর্য্যাক্ষ্যজ্যো নৃপঃ।

‘ব্রহ্মন্! এখন যমরাজকে বধ করার জন্য উদ্যত

হয়ে আমি সেই দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি, যেখানে সূর্যপুত্র যম

বাস করেন।

ময়া হি ভগবন্ ক্রোধাৎ প্রতিজ্ঞাতং রণার্থিনা। ২৪

অবজেষ্যামি চতুরো লোকপালানিতি প্রভো।

‘প্রভো! ভগবন্! আমি যুদ্ধের আকাজকা

ক্রোধপূর্বক প্রতিজ্ঞা করেছি যে, চার লোকপালকে পরাভ

করব।

তদিত্ প্রহ্নিতোহহং বৈ পিতৃরাজপুরং প্রতি। ২৫

প্রাণিসংক্লেশকর্তারং যোজয়িষ্যামি মৃত্যুনা

‘সুতরাং আমি এখন থেকে যমপুরীতে প্রস্থান

করছি। জগতের প্রাণীদের মৃত্যুর কষ্ট প্রদানকারী সূর্যপুত্র

যমকে আমি নিজেই মৃত্যুপ্রদান করব।’

এবমুক্তা দশগ্রীবো মুনিঃ তমভিবাধ্য চ ২৬

প্রযায়ৌ দক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টঃ সহ মদ্বিভিঃ।

এই কথা বলে দশগ্রীব মুনিকে প্রণাম করেন এবং

মন্ত্রীদেব সঙ্গে দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন।

মহাতেজা মুহূর্তঃ ধ্যানমাহিতঃ। ২৭  
বিপ্রেজ্ঞো বিশ্বম ইব পানকঃ।

তিনি চলে গেলে ধূমবজ্রিত অগ্নির ন্যায় মহাতেজস্বী  
স্বয়ং শ্রীনারদ কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে চিন্তা করতে

লোকত্রয়ঃ সেক্ষাঃ ক্রিশ্যাঙ্কে সত্যোচনাঃ॥ ২৮

শ্রীমহর্ষি ধর্মেশ স কালো জ্যেষ্ঠাতে কথম্।

‘অনু কথ্য হলে যিনি ধর্মপূর্বক উদ্ভাসতঃ। প্রত্যেক

কালের প্রাণীদের ক্রেশ প্রদান করে—মণ্ডিত করেন, সেই

কালকণ যমরাজ কীভাবে এই রাবণের দ্বারা পরাজিত

কেন?’

মহর্ষসাকী যো দ্বিতীয় ইব পানকঃ॥ ২৯

কমলো বিচেষ্টে লোকা যস্য মহাস্বনঃ।

কিছু ত্রয়ো লোকা বিদ্রবন্তি ভগাদিতাঃ॥ ৩০

কথং স্বাক্ষসেন্দ্রোহসৌ স্বয়মেব গমিষ্যতি।

‘যিনি জীবদেব দানাদি ধর্ম এবং কর্মের সাক্ষী, যার

দ্বিতীয় অগ্নির সমকক্ষ, যে মহাস্বার কাছে চেতনা

লাভ করে দীর্ঘ নাশাপ্রকাশ কর্মপ্রদায়ী করে, তাঁর ডগা ভীত  
হয়ে ত্রিলোকের প্রাণী তাঁর থেকে ভয়ে পলায়ন করে,  
স্বাক্ষসনামক যমঃ তাঁর কাছে যে কল যাবেন।’

সো নিপাতা চ দাতা চ সুকৃতঃ সুমৃতঃ তথা॥ ৩১

ত্রৈলোক্যং বিজিতং যেন তং কথং বিজয়িষ্যতে।

অপরং কিং তু কুর্হস্যঃ নিপাতঃ সংনিপাসতি॥ ৩২

‘যিনি ত্রিলোকের যাবন প্রদান করেন এবং যিনি ত্রিলোকের ওপর

বিজয় প্রাপ্ত করেন, সেট কালদেবকে এই স্বাক্ষস

কীভাবে বিজিত করেন? কালটি মনোনের উপর। এই স্বাক্ষস

কালের প্রতিদিক অন্য কোন ঈশ্বরে সেট কালদেব ওপর

বিজয় প্রাপ্ত করবেন?’

কৌতুহলঃ সমুৎপন্নো দাস্যামি যমসাদনম্।

বিমর্দঃ ব্রহ্মনমোর্যমরাক্ষসয়োঃ স্বয়ম্॥ ৩৩

‘এখন আমার মনে তো অত্যন্ত কৌতুহল উৎপন্ন

হয়েছে। অতএব এই যমরাজ ও স্বাক্ষসরাজের নিক্ত দেখার

জন্য আমি স্বয়ং যমলোকে যাব।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বিংশতিঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে বামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিংশতি সর্গ সমাপ্ত। ২০ ॥

## একবিংশঃ সর্গঃ (২১)

রাবণের যমলোকের ওপর আক্রমণ এবং তাঁর দ্বারা যমরাজের সৈন্য সংহার

কং সঞ্চিন্ত্য বিপ্রেজ্ঞো জগাম লঘুবিক্রমঃ।

জ্যাতুং তদ্ যথাবৃত্তং যমস্য সদনং প্রতি॥ ১

(মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বললেন—রঘুনন্দন!) এই চিন্তা

করে শীঘ্র গমনকারী বিপ্রবর শ্রীনারদ রাবণের আক্রমণের

সংবাদ জানানোর জন্য যমলোকে গমন করলেন।

জগমাস স যমঃ তত্র দেবমগ্নিপূরহুতম্।

নিধানমুত্তীর্ণঃ প্রাণিনো যস্য দাদৃশম্॥ ২

সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যমদেব অগ্নিকে সাক্ষী

রূপে বসে আছেন এবং যে প্রাণী যেমন কর্ম করে, সেই

সুখমাসীনমর্ধ্যমাবেদ্য

ধর্মতঃ॥ ৩

মহর্ষি নারদকে আসতে দেখে যমরাজ অতিথি-ধর্ম

অনুসারে তাঁর জন্য অর্ঘ্য ইত্যাদি নিবেদন করে বললেন—

কচিৎ কেমং নু দেবর্ষে কচিদ্ বর্মো ন নশ্যতি।

কিমাগমনকৃত্যং তে দেবগদ্বর্ষসেবিতঃ॥ ৪

‘দেবতা ও গদ্বর্ষ দ্বারা সেবিত দেবর্ষি! কুশলে

আছেন তো? ধর্মনাশ হচ্ছে না তো? এখানে আজ

আপনার শুভ আগমনের কী উদ্দেশ্য?’

অত্রবীৎ তু তদা বাকাং নারদো ভগবানৃষিঃ।

দ্রুততামভিধাস্যামি বিধানং চ বিধীয়তাম্॥ ৫

এষ নাম্না দশগ্রীবঃ পিতুরাজ নিশাচরঃ।

উপযাতি বশং নেতুং বিক্রমৈস্তাং সুদুর্জয়ম্॥ ৬

ভগবান নারদ মুনি বললেন—‘পিতুরাজ! শুনুন



—আমি একটি প্রয়োজনীয় কথা বলতে এসেছি, আপনি তার প্রতিকারের কোনো উপায় কবন। যদিও আপনাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও এই দশগ্রীব নামক নিশাচর তার পরাক্রম দিয়ে আপনাকে বশ করার জন্য এখানে আসছেন। এতেন কারণেনাহং ভ্রিত্তো হ্যাগতঃ প্রভো।

দণ্ডপ্রহরণস্যাদা তব কিং নু ভবিষ্যতি ॥ ৭  
‘প্রভো ! সেইজন্যই আমি আপনাকে শীঘ্র এই সঙ্কটের সূচনা দেওয়ার জন্য এখানে এসেছি, কিন্তু আপনি কালদগুরুপ অস্ত্র ধারণকারী, ওই রাক্ষসের আক্রমণের দ্বারা আপনার কী ক্ষতি হবে।’

এতশ্লিষ্টমন্তরে দূরাদঃশুমন্তমিবোদিতম্  
দদৃশুর্দীপ্তমায়াজং বিমানং তস্য রক্ষসঃ ॥ ৮

যখন এইরূপ কথা হচ্ছিল, তখনই দূর থেকে সেই রাক্ষসেব তেজস্বী বিমানকে উদিত সূর্যের মতো আসতে দেখা গেল।

তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ।  
কৃৎন্য বিতিমিরং সর্বং সমীপমভাবর্তত ॥ ৯

মহাবলী রাবণ পুষ্পকের প্রভায় সেই সমস্ত অঞ্চল আঁধারশূন্য করে অত্যন্ত কাছে এসে গেলেন।

সোহপশ্যাৎ স মহাবাহুর্দশগ্রীবন্ততন্তঃ।  
প্রাণিনঃ সুকৃতং চৈব ভুঞ্জানান্শৈব দুম্মতম্ ॥ ১০

মহাবাহু দশগ্রীব যমলোকে এসে দেখলেন যে, সেখানে বহুপ্রাণী তাদের পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করছে।

অপশ্যাৎ সৈনিকান্শচাস্য যমস্যানুচরৈঃ সহ।  
যমস্য পুরুষৈরুগ্রৈর্ঘোরকূপৈর্ভয়ানকৈঃ ॥ ১১

দদর্শ বধ্যমানান্শচ ক্রিশ্যমানান্শচ দেহিনঃ।  
ক্রোশতশ্চ মহানাদং তীব্রনিষ্টমতংপরান্ ॥ ১২

তিনি যমরাজের সেবকদের সঙ্গে তাঁর সৈন্যদলকেও দেখলেন। তাঁর নজরে যমযন্ত্রণার দৃশ্যও এল। ভয়ংকর রূপধারী উগ্র প্রকৃতি সম্পন্ন ভয়ানক যমদূতেরা বহু প্রাণীকে মারছে এবং কষ্ট দিচ্ছে, যার জন্য তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছে ও কাঁদছে

কুমিভির্ভক্ষ্যমাণান্শচ সারমেয়ৈশ্চ দারুণৈঃ।  
শ্রোত্রায়াসকরা বাচো বদতশ্চ ভয়াবহাঃ ॥ ১৩

কাউকে পোকায় কামড়াচ্ছে আবার কাউকে ভীষণ

কুকুর কামড়াচ্ছে। এইসব প্রাণী দুঃখ-যাতনায় কানকে পীড়াদায়ক ভয়ানক সবে চিৎকার করছে।

সত্তার্যমাণান্ বৈতরনীং বহুশঃ শোণিতোদকম্।  
বালুকাসু চ তপ্তাসু তপ্যমানান্ মুহর্মহঃ ॥ ১৪

কাউকে বারংবার রক্তপ্লাবিত বৈতরনী নদী পার হওয়ার জন্য জোর করা হচ্ছে, আবার কাউকে তপ্ত বাসিতে হাঁটিয়ে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে।

অসিপত্রবনে চৈব ভিদ্মানান্ধার্মিকান্।  
রৌরবে ক্ষারনদ্যাং চ ক্ষুরধারাসু চৈব হি ॥ ১৫  
পানীয়ং যাচমানান্শচ তৃষিতান্ ক্ষুধিতানপি।  
শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিনর্গান্ মুক্তমূর্খজান্ ॥ ১৬  
মলপঙ্কধরান্ দীনান্ রক্ষাংশ্চ পরিধাবতঃ

দদর্শ রাবণো মার্গে শতশোহতঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭

কিছু পানীকে অসিপত্র বনে (যার পাতা তরোয়ার ধারের মতো তীক্ষ্ণ) বিদীর্ণ করা হচ্ছে কারোকে রৌরব নরকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কারোকে জলপূর্ণ নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আবার বহুপ্রাণীকে ছুরির ধারের ওপর দৌড় করানো হচ্ছে। কিছু প্রাণী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হীকট করে সামান্য জল ভিক্ষা করছে। কারোকে শবদেহের মতো কঙ্কাল বিশিষ্ট, দীন, দুর্বল, উদাস খোলাচুলে দেখা যাচ্ছিল। কিছু প্রাণী আবার নিজ অঙ্গে-অঙ্গে নোংরা নিয়ে রক্ষা দেছে এদিক-ওদিক পালাচ্ছে। এই ভাবে শত-সহস্র জীবকে রাবণ পথের মধ্যে যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখলেন।

কাংশ্চিচ্চ গৃহমুখ্যেষু গীতবাদিরানিঃস্থনৈঃ।  
প্রমোদমানান্ধ্রাক্ষীদু রাবণঃ সুকৃতৈঃ স্বকৈঃ ॥ ১৮

অন্য দিকে রাবণ দেখলেন কিছু পুণ্যাশ্রয়ী জীব তাদের পুণ্যকর্মের প্রভাবে সুন্দর গৃহে থেকে সঙ্গীত-বাদ্যের মনোহর ধ্বনিতে আনন্দ উপভোগ করছে।

গোরসং গোপ্রদাতারো হ্যমং চৈবান্দারিনঃ।  
গৃহাংশ্চ গৃহদাতারঃ স্বকর্মফলমশ্রুতঃ ॥ ১৯

গোদানকারী ব্যক্তি দুগ্ধ, অন্নদানকারী অন্ন এবং গৃহ দানকারীগণ গৃহ লাভ করে নিজ নিজ সংকর্মের ফল ভোগ করছে।

সুবর্ণমণিমুক্তাভিঃ প্রমদাভিরলজ্জতান্।  
ধার্মিকানপরান্শ্চত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা ॥ ২০



জনা ধর্মাত্মা ব্যক্তিগণ সেখানে স্বর্ণ-মণি-মুক্তায়  
সংকুত হয়ে যৌবন মদেমন্ত সুন্দরী নারীদের সঙ্গে নিজ  
নিজ অসংকীর্ণিত বাস করছে।

স মহাবাহু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।  
ভিদ্মানাং কর্মভির্দুষ্কৃতৈঃ স্বকৈঃ ॥ ২১  
মোচয়ামাস বিক্রমেণ বলাদ্ বলী।  
মোক্ষিতান্তেন দশগ্রীবৈণ রক্ষসা ॥ ২২  
মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ এই সব দেখলেন। এই  
সব বলবান রাক্ষস দশগ্রীব নিজ নিজ পাপ-কর্মে যন্ত্রণা  
ভোগকারী প্রাণীদের নিজের পবাক্রমে বলপূর্বক মুক্ত করে  
দিলেন।

সুমাগুহুতং তে হ্যতর্কিতমচিন্তিতম্।  
প্রভু মুচ্যমানেষু রাক্ষসেন মহীয়সা ॥ ২৩  
প্রভোগোপাঃ সুসংক্রুদ্যা রাক্ষসেন্দ্রমভিভবন্।  
এর জন্যে সেই পাপীদের কিছুক্ষণ একটু সুখ প্রাপ্তি  
ল, এই সুখ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই তাদের ছিল না,  
মর এই বিষয়ে তারা কিছু ভাবতেও পারেনি। সেই মহান  
রক্ষসযখন সকলকে প্রেত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে দিলেন,  
তখন সেই প্রেতদের রক্ষাকারী যমদূত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন  
এবং রাক্ষসরাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

রজো হলহলাশব্দঃ সর্বিদিগ্ভ্যঃ সমুখিতঃ ॥ ২৪  
অরাজসা যোধানাং শূরাণাং সম্প্রধাবতাম্।  
তারপর সমস্ত দিক থেকে আক্রমণকারী ধর্মরাজের  
বিবীধ বোদ্ধাদের মহা কোলাহল প্রকটিত হল।

তে প্রাসৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈর্মুসলৈঃ শক্তিতোমরৈঃ ॥ ২৫  
পুষ্পকং সমধ্বজস্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ।  
স্যাসনানি প্রাসাদান্ বেদিকাস্তোরণানি চ ॥ ২৬  
পুষ্পকসা বভঙ্গুস্তে শীঘ্রং মধুকরা ইব।

কুলের ওপর যেমন ভ্রমর দলে দলে এসে পড়ে,  
তেমনি পুষ্পক বিমানের ওপরে শত-সহস্র শূরবীর উঠে  
পাল এবং প্রাস, পরিঘা, শূল, মুসল, শক্তি এবং তোমর  
নিয়ন্ত্রে সেটিকে তখনই করতে লাগল। তারা তখনই পুষ্পক  
বিমানের আসন, প্রাসাদ, বেদী এবং তোরণ ভেঙ্গে  
পড়ল।

সমলিষ্ঠানভূতং তদ্ বিমানং পুষ্পকং যুধে ॥ ২৭

ভজ্যমানঃ তথৈবাসীদক্ষয়ং ব্রহ্মতেজসা।

দেবতাদের অধিষ্ঠানভূত সেই পুষ্পকবিমান ভেঙ্গে  
ফেলা হলেও শ্রীরক্ষার প্রভাবে যেমন-কি-তেমনই হয়ে  
যেত, কারণ তার বিনাশ হওয়া সম্ভব ছিল না।

অসংখ্যা সুমহতাসীং তস্য সেনা মহাক্ষনঃ ॥ ২৮  
শূরাণামগ্নয়াতৃণাং সহস্রানি শতানি চ।

মহামনা যমের অসংখ্য সেনাবাহিনী ছিল। তারমধ্যে  
শত-সহস্র শূরবীর এগিয়ে এসে যুদ্ধ করছিল।

ততো বৃক্ষৈশ্চ শৈলৈশ্চ প্রাসাদানাং শতৈস্তথা ॥ ২৯  
ততস্তে সচিবান্তস্য যথাকামং যথাবলম্।

অযুধ্যস্ত মহাবীরাঃ স চ রাজা দশাননঃ ॥ ৩০

যমদূতেরা আক্রমণ করলে রাবণের সেই মহাবীর  
মন্ত্রী এবং স্বয়ং রাজা দশগ্রীবও বৃক্ষ, পর্বতশিখর এবং  
যমলোকের সহস্র প্রাসাদ উপড়ে নিয়ে পূর্ণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ  
করতে লাগলেন।

তে তু শোণিতদিদ্ধাঙ্গাঃ সর্বশত্রুসমাহতাঃ।

অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রুরায়োধনং মহত্ ॥ ৩১

রাক্ষসরাজের মন্ত্রীদের সর্বাঙ্গ রক্তে প্রাণিত হয়ে  
গেল। শস্ত্রঘাতে এঁরা আহত হয়ে গেলেন। তাসত্ত্বেও তাঁরা  
খুব ভয়ংকর যুদ্ধ করলেন।

অন্যোনাং তে মহাভাগা জঘ্নুঃ প্রহরণৈর্ভূতম্।

যমস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ মন্ত্রিণঃ ॥ ৩২

মহাবাহু শ্রীরাম ! যমরাজ এবং রাবণের এই  
মহাশক্তিশালী মন্ত্রীগণ একে অপরের ওপর নানাপ্রকার  
অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা অত্যন্ত জোরে আঘাত-প্রত্যাঘাত করতে  
লাগল।

অমাত্যাংস্তাংস্ত সংতাজ্য যময়োধা মহাবলাঃ।

তমেব চাভ্যধাবন্ত শূলবর্ষৈর্দশাননম্ ॥ ৩৩

তারপর যমরাজের মহাবলশালী যোদ্ধাগণ রাবণের  
মন্ত্রীদের ছেড়ে দশগ্রীবের ওপরই শূল বর্ষণ করতে করতে  
আক্রমণ করল।

ততঃ শোণিতদিদ্ধাঙ্গাঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ।

ফুল্লাশোক ইবাভাতি পুষ্পকে রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৩৪

রাবণের সমস্ত শরীর অগ্নিঘাতে জর্জরিত হয়ে গেল।

তিনি রক্তে আধুত হয়ে পুষ্পক বিমানের ওপর ছিন্ন

অশোক বৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হতে লাগলেন।

স তু শূলগদাপ্রাসাঙ্কিতোমরসায়কান্  
মুসলানি শিলাবৃক্ষান্ মুমোচাস্তবলাদ্ বলী ॥ ৩৫

বলশালী রাবণ তখন নিজ অস্ত্রবলে যমরাজের  
সৈনিকদের ওপর শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর, বাণ,  
মুসল, পাথর এবং বৃক্ষ বর্ষণ করতে লাগলেন।

তরাণাং চ শিলানাং চ শস্ত্রাণাং চাতিদারুণম্  
যমসৈন্যেষু তদ্ বর্ষং পপাত ধরণীতলে ॥ ৩৬

বৃক্ষ, শিলাখণ্ড এবং শস্ত্রাদির সেই ভয়ংকর বৃষ্টি  
ভূতলে দণ্ডায়মান যমরাজের সৈন্যদের ওপর পড়তে  
লাগল।

তাংস্তু সর্বান্ বিনির্ভিন্য তদন্ত্রমপহতা চ।

জঘ্নুস্তে রাক্ষসং ঘোরমেকং শতসহস্রশঃ ॥ ৩৭

সেই সৈনিকেরাও শত-শত সংখ্যায় একত্রিত হয়ে  
তাদের সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন করে তাব দ্বারা নিক্ষিপ্ত  
দিব্যাস্ত্র নিবারণ করে শুধুমাত্র সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকেই  
আঘাত করতে লাগল।

পরিবার্য চ তং সর্বৈ শৈলং মেঘোৎকরা ইব।

ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুহ্বাসমপোথয়ন্ ॥ ৩৮

মেঘের রাশি যেমন পর্বতের সর্বদিকে জলধারা বর্ষণ  
করে, তেমনই যমরাজের সমস্ত সৈনিক রাবণকে চারদিক  
থেকে ঘিরে ধরে তাঁকে শূল দ্বারা ছেদ করতে আরম্ভ করল।  
তাঁকে দম নেওয়ারও অবকাশ দিল না।

বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধঃ সিন্ধুঃ শোণিতবিশ্রবৈঃ।

ততঃ স পুষ্পকং তাত্ত্বা পৃথিব্যামবতিষ্ঠত। ৩৯

রাবণের কবচ ছিঁড়ে পড়ে গেল। তাঁর শরীর থেকে  
রক্ত গড়াতে থাকল। তিনি সেই রক্তে স্নাত হয়ে ক্রোধে  
পুষ্পক বিমান ছেড়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ততঃ স কার্মুকী বাণী সমরে চাভিবর্ষত।

লক্সসংজ্ঞা মুহূর্তেন ক্রুদ্ধস্তহৌ যথাস্তকঃ ॥ ৪০

কিছুক্ষণ পরই তিনি নিজেকে সংবরণ করলেন।

তারপর আবার ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে  
সমরারূপে ক্রুদ্ধ যমরাজের সামনে দাঁড়ালেন।

ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সজ্জায় কার্মুকে  
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তানুজ্ঞা তচ্চাপং ব্যাপকর্যত ॥ ৪১

রাবণ ধনুকে পাশুপত নামক দিব্য অস্ত্রের সজ্জা  
করে সৈনিকদের 'দাঁড়াও-দাঁড়াও' বলে সেই ধনুকে টান  
দিলেন।

আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ চাপমিহ্মারিরাহবে,  
মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপুর্বে শংকরো যথা ॥ ৪২

ভগবান শংকর যেমন ত্রিপুরাসুরের ওপরে পাশুপত  
অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, তেমনই এই ইন্দ্রদেহী রাবণ  
তাঁর ধনুক কান পর্যন্ত টেনে বাণ ছুঁড়লেন।

তস্য রূপং শরসাসীৎ সম্মম্বজ্বালমণ্ডলম্।

বনং দহিম্যতো ঘর্মে দাবাগ্নেবিব মুচ্ছতঃ ॥ ৪৩

তখন তাঁর বাণটি ঘোঁষা ও ছালার মণ্ডলে যুক্ত হয়ে  
গ্রীষ্ম-ঋতুর জঙ্গলকে দহনকারী দাবানলের মতো প্রকৃত  
ভয়াবহ রূপে প্রতীত হতে লাগল।

জ্বালামালী স তু শরঃ ক্রব্যানুগতো রথৈ।

মুক্তো গুহ্মান্ ক্রমাংচাপি ভস্ম কৃতা প্রধাবতি ॥ ৪৪

রণভূমিতে অগ্নি পরিবেষ্টিত সেই বাণ ধনুক থেকে  
বার হয়ে বৃক্ষসমূহকে জ্বালিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলল আর  
তার পিছনে মাংসাহারী জীব-জন্তু যাচ্ছিল।

তে তস্য তেজসা দক্ষাঃ সৈন্যা বৈবস্বতসা হু।

রণে তস্মিন্ নিপতিতা মাহেজ্জা ইব কেতবঃ ॥ ৪৫

যমরাজের সমস্ত সৈনিক সেই যুদ্ধস্থলে পাশুপত  
অস্ত্রের তেজে দহন হয়ে ইন্দ্রধ্বজার মতো নিচে পড়ে  
গেল।

ততস্তু সচিবৈঃ সার্থং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।

ননাদ সুমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৪৬

তখন সেই ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষস পৃথিবী কম্পিত  
করে অত্যন্ত জোরে সিংহনাদ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥



## ষাবিংশঃ সর্গঃ (২২)

যমরাজ ও রাবণের যুদ্ধ, যমরাজ কর্তৃক রাবণ বধের উদ্দেশ্যে তুলে নেওয়া কালদণ্ড  
শ্রীরাক্ষার কথায় ফিরিয়ে নেওয়া, বিজয়ী রাবণের যমলোক থেকে প্রস্থান

স তু মহানাদং শ্রদ্ধা বৈবহতঃ প্রভুঃ।  
কম বিজয়িনং মেনে স্ববলস্য চ সংক্ষয়াম্॥ ১

(অগস্ত্যমুনি বললেন—রঘুনন্দন!) রাবণের সেই

জ্ঞান শুনে সূর্যপুত্র ভগবান যম বুঝে গেলেন যে, 'শত্রু  
জলাভ করেছে এবং আমার সৈন্য নিহত হয়েছে।

হি যোধান্ হতান্ মদ্যা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।

ত্বয়ীং ত্বরিতঃ সূতং রথো মে উপনীযতাম্॥ ২

'আমার যোদ্ধারা মারা গেছে'—এই জেনে

যমরাজের চক্ষু ক্রোধে লাল হয়ে গেল, তিনি উতলা হয়ে  
স্বথিকে বললেন—'আমার রথ নিয়ে এসো'

কম সূতস্তদা দিব্যমুপহাপা মহারথম্।

হিতঃ স চ মহাতেজা অখ্যারোহত তং রথম্॥ ৩

সারথি তখনই এক বিশাল দিব্য রথ সেইস্থানে  
প্রস্থিত করে, তার সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।  
যম মহাতেজস্বী যম দেবতা সেই রথে আরোহণ  
করলেন।

প্রসঙ্গানুসারে মৃত্যুস্তম্ভসংগ্রহঃ হিতঃ।

কম সংক্ষিপ্যতে সর্বং ত্রৈলোক্যমিদমবায়ম্॥ ৪

তার সামনে প্রাস ও মুদার হাতে সাক্ষাৎ মৃত্যু  
শেষা উপস্থিত হলেন, যিনি প্রবাহরূপে সর্বদা এই সমগ্র  
ব্রহ্মবিশ্বের সংহার করেন।

কালদণ্ড পার্শ্বস্থো মূর্তিমানস্য চাভবৎ।

বরপ্রদায়ঃ দিব্যঃ তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ॥ ৫

পাশে কালদণ্ড মূর্তিমানরূপে দাঁড়িয়ে ছিল, যা হল  
যমরাজের মুখা এবং দিব্য অস্ত্র। কালদণ্ড স্বতেজে অগ্নির  
ন্যায় প্রজ্বলিত হচ্ছিল।

কম পার্শ্বেষু নিস্থিতাঃ কালপাশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

পার্বকস্পর্শসংকাশঃ হিতো মূর্তশ্চ মুদারঃ॥ ৬

তার দুই পার্শ্বে মোক্ষম কালপাশ অপেক্ষায় ছিল  
এবং যার স্পর্শ অগ্নির মতো দুঃসহ, সেই মুদারও  
মূর্তিমান হয়ে উপস্থিত ছিল।

ততো লোকত্রয়ং ক্ষুদ্রমকম্পম্ব দিবৌকসঃ।

কালং দৃষ্টা তথা জুহুং সর্বলোকভয়ানবহম্॥ ৭

সমগ্র লোকে ভয়প্রদানকারী সাক্ষাৎ কালকে কুপিত  
হতে দেখে ত্রিলোকে ভোলপাড় শুরু হয়ে গেল। সমস্ত  
দেবতা কম্পিত হয়ে উঠলেন।

ততঃশচোদয়ৎ সূতস্তানশান্ রুচিরপ্রভান্।

প্রযয়ৌ ভীমসদাদৌ যত্র রক্ষঃপতিঃ স্থিতঃ॥ ৮

সারথি তখন সুন্দর কাস্তিসম্পন্ন ঘোড়াদের অগ্রসর  
হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বিকট শব্দ করে ওই রথটি মুহূর্তের  
মধ্যে রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইখানে  
গিয়ে পৌঁছাল।

মুহূর্তেন যমং তে তু হয়া হরিহর্যোপমাঃ।

প্রাপয়ন্ মনসস্তল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং রথম্॥ ৯

ইন্দের ঘোড়ার মতো তেজস্বী এবং মনের ন্যায়  
শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত রথটি তৎক্ষণাৎ যমরাজকে সেইস্থানে  
পৌঁছে দিল, যেখানে সেই যুদ্ধ চলছিল।

দৃষ্টা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমম্বিতম্।

সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য সহসা বিপ্রদুঃস্বঃ॥ ১০

মৃত্যুদেবতাকে নিয়ে সেই বিকট রথকে আসতে  
দেখে রাক্ষসরাজের সচিবগণ তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে  
পালিয়ে গেলেন।

জঘনস্বতয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়ানকিতাঃ।

নেহ যোদ্ধাঃ সমর্থাঃ স্য ইত্যাক্ষা প্রযয়ুর্দিশঃ॥ ১১

তারা ছিল স্বল্প শক্তিসম্পন্ন। তাই ভীত পীড়িত হয়ে  
তারা নিজেদের হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই 'আমরা  
যুদ্ধ করতে সক্ষম নই', এই বলে এদিক-ওদিক পালিয়ে  
গেলেন।

স তু তং ভাদৃশং দৃষ্টা রথং লোকভয়ানবহম্।

নাক্ষুভাত দশগ্রীবো ন চাপি ভয়মাবিশৎ॥ ১২

কিন্তু সমগ্র জনগণকে ভীত-সমুদ্রকারী সেই বিকট রথ  
দেখেও দশগ্রীবের মনে ভয় বা ক্ষোভের উদয় হয়নি।



স তু রাবণমাসাদ্য বাসুজচ্ছভিতোমরান্  
যমো মর্মানি সংক্রুদ্ধো রাবণস্য ন্যবৃন্তত ॥ ১৩  
অত্যন্ত ক্রোধে যমরাজ রাবণের কাছে পৌঁছে শক্তি  
ও তোমর দিয়ে প্রহার করলেন এবং তার মর্মস্থান ছেদ  
করলেন।

রাবণস্ত ততঃ স্বহঃ শরবর্ষঃ মুমোচ হ।  
তস্মিন্ বৈবস্বতরথে ভোয়বর্ষমিবাসুদঃ ॥ ১৪

রাবণ তখন নিজেকে সামলিয়ে যমবাজের রথে  
বাণের ঝড় তুললেন, যেন মেঘ জলবর্ষণ করছে।

ততো মহাশক্তিশিতৈঃ পাতামানৈর্মহারসি।  
নাশক্লোৎ প্রতিকর্ভুং স রাক্ষসঃ শল্যাপীড়িতঃ ॥ ১৫

অতঃপর রাবণের বিশাল বক্ষে শত শত  
মহাশক্তিশালী মার পড়তে লাগল। সেই রাক্ষস শল্যের  
আঘাতে এতো আহত হয়ে পড়লেন যে, যমরাজকে  
আঘাত করতে সক্ষম হলেন না।

এবং নানাপ্রহরৈর্ঘনোমিত্রকর্ষণা।  
সপ্তরাত্রং কৃতঃ সংখ্যো বিসংজ্ঞো বিমুখো রিপুঃ ॥ ১৬

শত্রুসূদন যম এইভাবে রণভূমিতে লাগাতার সাত  
রাত্রি নানা অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে গেলেন। তাতে তাঁর  
শত্রু রাবণ নিজের বোধ-বুদ্ধি হারিয়ে যুদ্ধ থেকে বিমুখ  
হয়ে পড়লেন।

তদাহংসীৎ তুমুলং যুদ্ধং যমরাক্ষসয়োর্ধয়োঃ।  
জয়মাকাংক্ষতোবীর সমরোধনিবর্তিনোঃ ॥ ১৭

বীর রঘুনন্দন ! দুই যোদ্ধাই রণভূমিতে পিছু হটতে  
অনিচ্ছুক ছিলেন এবং দুজনেই জয়ী হতে চেয়েছিলেন,  
তাই যমরাজ এবং রাক্ষস দুজনের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ চলতে  
লাগল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়াঃ।  
প্রজাপতিং পুরহুতা সমেতাঙ্গপ্রণাজিরে ॥ ১৮

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতিকে  
সামনে করে সেই সমরভূমিতে একত্রিত হলেন।

সংবর্ত ইব লোকানাং যুধাতোরভবৎ তদা।  
রাক্ষসানাং চ মুখ্যস্য প্রেতানামীশ্বরস্য চ ॥ ১৯

সেই সময় রাক্ষসরাজ রাবণ এবং প্রেতরাজ যম  
যুদ্ধপরায়ণ হওয়ায়, সমস্ত লোকের মনে হচ্ছিল যে,

প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে।

রাক্ষসেন্দ্রোহপি বিন্ধ্যার্ণ চাপনিজ্ঞানিগ্রহণ  
নিরন্তরমিবাকাশং কুর্বন্ বাণাংস্ততোহসুভঃ ॥ ২০

রাক্ষসরাজ রাবণও ইন্দ্রের অশনির ন্যায় নিজ রমু  
টেনে বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন, তাতে আকাশ বানে পূর্ণ  
হয়ে গেল, সেখানে তিল ফেলার ও জায়গা থাকল না,  
মৃত্যুং চতুর্ভিরিণিঠৈঃ সূতং সপ্তভির্দারয়ৎ  
যমং শতসহশ্রৈঃ শীঘ্রং মর্মসত্রায়ৎ ॥ ২১

তিনি চার বাণ মেরে মৃত্যুকে এবং সাত বাণ মেরে  
সারথিকেও আহত করলেন। তারপর অতি নীচ লক্ষ সপ্ত  
বাণে যমরাজের মর্মস্থানে গভীর আঘাত কবলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধস্য বদনাদ্ যমস্য সবজ্জায়ত  
জ্বালামালী সনিশ্বাসঃ সধূমঃ কোপপাবকঃ ॥ ২২

তখন যমরাজের ক্রোধের সীমা থাকল না। তাঁর মুখ  
দিয়ে সেই রোধ অগ্নিরূপে প্রকটিত হল। সেই অগ্নি চতুর্দিক  
লেলিহান শিখা সমন্বিত, শ্বাসবায়ু সংযুক্ত এবং ঘূর্ণ  
আচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল।

তদাশ্চর্যমথো দৃষ্ট্বা দেবদানবসন্নিহৌ  
প্রহর্ষিতৌ সুসংরুদ্ধৌ মৃত্যুকালৌ বভূবুঃ ॥ ২৩

দেবতা ও দানবদের মধ্যে এই আশ্চর্যজনক দৃশ্য  
দেখে, ক্রোধে আবিষ্ট মৃত্যু এবং কালের অত্যন্ত জ্ঞান  
হয়।

ততো মৃত্যুঃ ক্রুদ্ধতরো বৈবস্বতমভাবত।  
মুখঃ মাং সমরে যাবদ্ধয়ীমং পাপরাক্ষসম্ ॥ ২৪

মৃত্যুদেব তারপর অত্যন্ত কুপিত হয়ে বৈবস্বত হৃদয়ে  
বললেন—“আপনি আমাকে ছেড়ে দিন—আদেশ দিন, যুদ্ধ  
ক্ষেত্রে এই পানী রাক্ষসকে আমি এখনই মেরে ফেলব  
নৈম্বা রক্ষো ভবেদহ্য মর্ষাদা হি নিসর্গতঃ।

হিরণ্যকশিপুঃ শ্রীমান্ নমুচিঃ শস্বরত্নাঃ ॥ ২৫

নিসন্ধিধূমকেতুশ্চ বলির্বৈরোচনোহপি চ।  
শত্রুর্দৈত্যো মহারাজো ব্রহ্মো বাণস্তথৈব চ ॥ ২৬

রাজর্ষয়ঃ শাস্ত্রবিদো গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ।  
ঋষয়ঃ পদ্মগা দৈত্যা যক্ষাশ্চ হ্যাক্সরোগণাঃ ॥ ২৭

যুগান্তপরিবর্তে চ পৃথিবী সমহার্ণবা  
ক্ষয়ং নীতা মহারাজ সপর্বতসরিদ্ভ্রমাঃ ॥ ২৮

৮ বহুবো বলবন্তো দুরাসদাঃ।

ময়া দুষ্টাঃ কিমুতায়ঃ নিশাচরঃ॥ ২৯

মহারাজ ! আমি স্বভাববশতঃ এমনই যে, আমার দুর্বল হয়ে এই রাক্ষস জীবিত থাকতে পারবে না।

হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসিন্দি, ধুমকেতু, ওজানকুমার বলি, শম্বু নামক দৈত্য, মহারাজ বৃত্র তথা

জম্বু, বহু শাস্ত্রবেত্তা রাজর্ষি, গন্ধার্ব, বড় বড় নাগ, বৈ, সর্প, দৈত্য, যক্ষ, অঙ্গরাগণ, যুগান্তকালের

বুড়োশি, পর্বতসমূহ, নদীকূল, বৃক্ষসহ পৃথিবী—এ সবই আমার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এরা এবং অন্য বহু

লোকী ও দুর্জয় বীরও আমার দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, ফলে এই নিশাচর কোন গণনায় ধর্তব্য হয় ?

৯ মম সাধু ধর্মজ্ঞা যাবদেনং নিহন্যাহম্।

কচ্ছিন্নয়া দুষ্টো বলবানপি জীবতি॥ ৩০

‘ধর্মজ্ঞ ! আপনি আমাকে যেতে দিন। আমি অবশ্যই কে মেরে ফেলব। আমি যাকেই অবলোকন করি, সে

হুই শক্তিশালি হোক না কেন, কোনোমতেই বেঁচে যেতে পারে না।

১০ মম ন খণ্ডেতন্নর্যাদৈষা নিসর্গতঃ।

৮ দুষ্টো ন ময়া কাল মুহূর্তমপি জীবতি॥ ৩১

‘কাল ! আমার নজর পড়লে এই রাবণ মুহূর্তের জন্য বেঁচে থাকতে পারবে না। আমার এই কথার

ইচ্ছা শুধু আমার বল প্রকাশ করা নয়, এ হল আমার যত্ন সিদ্ধ মর্যাদা।’

১১ সাং বচনং শ্রুত্বা ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্

মুখীং তত্র তং মৃত্যুং ত্বং তিষ্ঠেনং নিহন্যাহম্॥ ৩২

মৃত্যুর এই কথা শুনে প্রতাপশালী ধর্মরাজ তাঁকে বললেন—‘তুমি দাঁড়াও, আমিই এঁকে মেরে ফেলব’।

১২ সংরক্তনয়নঃ ক্রুদ্ধো বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।

কালদণ্ডমোঘং তু তোঙ্গমামাস পাগিনা॥ ৩৩

তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে সামর্থ্যবান বৈবস্বত যম

কাল অমোঘকালদণ্ড তুলে নিলেন।

১৩ কা পার্শ্বেষু নিহিতাঃ কালপাশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

পার্বকশিনিসংকাশো মুদারো মূর্তিমান্ হিতঃ॥ ৩৪

সেই কালদণ্ডের পার্শ্বভাগে কালপাশ সংযুক্ত ছিল

এবং বজ্র ও অগ্নিতুলা তেজস্বী মুদারও মূর্তিমান হয়ে অবস্থান করছিল।

১৪ দর্শনাদেব যঃ প্রাণান্ প্রাণিনামপি কশতি।

কিং পুনঃ স্পৃশমানসা পাত্যমানস্য বা পুনঃ॥ ৩৫

এই কালদণ্ড নজরে পড়লেই প্রাণীদের প্রাণ অপহরণ হয়ে যায়। আর যার সঙ্গে তার স্পর্শ হয়ে যায়

অথবা যার ওপর তার আঘাত পড়ে, সেই পুরুষের যে প্রাণ সংহার হবে, তাতে বলার কী আছে ?

১৫ স জ্বালাপরিবারস্ত নির্দহদ্বিব রাক্ষসম্।

তেন স্পৃষ্টো বলবতা মহাপ্রহরণোহম্মুরং॥ ৩৬

অগ্নি পরিবৃত্ত এই কালদণ্ড সেই রাক্ষসকে দগ্ন করার জন্য উদ্যত ছিল। বলবান যমরাজের হাতে নেওয়া সেই

মহা আয়ুধ নিজ তেজে প্রকাশিত হচ্ছিল।

১৬ ততো বিদুক্ষ্বুঃ সর্বৈ তস্মাৎ ব্রজা রণাজিরে।

সুরাস্ত ক্ষুড়িতাঃ সর্বৈ দুষ্টা দণ্ডোদ্যতং যমম্॥ ৩৭

সেটিকে উদ্যত দেখে সমস্ত সৈনিক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। যমরাজকে কালদণ্ড ওঠাতে দেখে সমস্ত

দেবতাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

১৭ তস্মিন্ প্রহরুকামে তু যমে দণ্ডেন রাবণম্।

যমং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ দর্শয়িত্বেন্দ্রবরীং॥ ৩৮

যমরাজ সেই দণ্ড দিয়ে রাবণকে প্রহার করতেই যাচ্ছিলেন, তখনই সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সেখানে

এসে পৌঁছলেন। তিনি দর্শন দিয়ে এই কথা বললেন—

১৮ বৈবস্বত মহাবাহো ন খল্বমিতবিক্রম।

ন হস্তব্যস্ত্রয়ৈতেন দণ্ডেনৈব নিশাচরঃ॥ ৩৯

‘অমিত পরাক্রমী মহাবাহু বৈবস্বত ! তুমি এই কালদণ্ডের দ্বারা নিশাচর রাবণকে বধ কোরো না।

১৯ বরঃ খলু মমৈতস্মৈ দত্তদ্বিদশপুঙ্গব।

স ত্বয়া নানৃতঃ কার্ণো বনয়া ব্যাহতং বচঃ॥ ৪০

‘দেবপ্রবর ! আমি একে দেবতাদের দ্বারা মারা না

যাওয়ার বর দিয়েছি। আমার মুখ থেকে যে কথা নির্গত

হয়েছে, তোমার তা অসত্য করা উচিত নয়।

২০ যো হি মামনৃতং কুর্বাদ্ দেবো বা মানুষ্যোহপি বা।

ত্রৈলোক্যমনৃতং তেন কৃতং স্যামাত্র সংশয়ঃ॥ ৪১

‘যে দেবতা বা মানুষ আমাকে অসত্যবাদী সিদ্ধ



করবে, তাকে সমস্ত ত্রিভুবনে মিথ্যাবাদী হওয়ার ; দোষ  
স্পর্শ করবে, এতে কোনো সংশয় নেই।

ক্লেশেন বিপ্রমুক্তোহয়ং নির্বিশেষঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।  
প্রজাঃ সংহরতে রৌদ্রো লোকত্রয়ভয়াবহঃ ॥ ৪২

‘এই কালদণ্ড ত্রিলোকের জন্য ভয়ংকর এবং  
রৌদ্র। তুমি ক্লেশপূর্বক এটি নিষ্ক্রেপ করলে এটি প্রিয় বা  
অপ্রিয় ভেদ না করে সামনে উপস্থিত সমস্ত প্রজাকে সংহার  
করে ফেলবে।

অমোঘো হোষ সর্বেষাং প্রাণিনামমিতপ্রভঃ।  
কালদণ্ডো ময়া সৃষ্টঃ পূর্বং মৃত্যুপূরকৃতঃ ॥ ৪৩

‘এই অমিত তেজস্বী কালদণ্ডকে পূর্বকালে আমিই  
প্রস্তুত করেছি। এটি কোনো প্রাণীর ওপরেই ব্যর্থ হয় না।  
এর আঘাতে সকলেরই মৃত্যু হয়।

তন্ন স্বমেষ তে সৌম্য পাত্যো রাবণমূর্খনি।  
নহ্যস্মিন্ পতিতে কশ্চিন্মুহূর্তমপি জীবতি ॥ ৪৪

‘সুতরাং সৌম্য ! তুমি রাবণের মস্তকে এটি নিষ্ক্রেপ  
করো না। এটির আঘাত হলে কেউ এক মুহূর্তও জীবিত  
থাকতে পারে না।

যদি হ্যস্মিন্ নিপতিতে ন শ্রিয়েতৈষ রাক্ষসঃ।  
শ্রিয়েতে বা দশগ্রীবস্তদাপ্যুভয়ভোহনৃতম্ ॥ ৪৫

‘কালদণ্ডের আঘাতে রাক্ষস রাবণ যদি না মারা যায়  
অথবা মারা যায়— তাহলে দুই অবস্থাতেই আমার কথা  
অসত্য হবে।

তন্নিবর্তয় লঙ্কেশাদ্ দণ্ডমেতং সমুদ্যতম্।  
সত্যং চ মাং কুরুবাদ্য লোকাংস্ত্বং যদ্যবেক্ষসে ॥ ৪৬

‘সুতরাং তুলে নেওয়া এই কালদণ্ড তুমি লঙ্কাপতি  
রাবণের দিক থেকে সরিয়ে নাও। যদি সমস্ত প্রাণীর ওপর  
তোমার সদয় দৃষ্টি থাকে, তাহলে আজ রাবণকে রক্ষা করে

আমাকে সত্যবাদী বলে প্রতিষ্ঠিত করো।’

এবমুক্তস্ত ধর্মাত্মা প্রত্নাচ যমজনা।

এষ ব্যাবর্তিতো দণ্ডঃ প্রভবিষ্যুর্হি নো ভবান্ ॥ ৪৭

শ্রীরক্ষা এই কথা বলায় ধর্মাত্মা যমরাজ বলেন—‘যদি  
তাই হয়, তাহলে আমি এই দণ্ড নিষ্ক্রেপ করা থেকে  
বিরত হলাম। আপনি আমাদের সকলের প্রভু (সুতরাং  
আপনার আদেশ পালন করা আমাদের সকলের অবশ্য  
কর্তব্য)।

কিং ত্বিদানীং ময়া শকাং কর্তুং রণগতেন হি।

ন ময়া যদ্যয়ং শক্যো হস্তং বরপূরকৃতঃ ॥ ৪৮

‘কিন্তু বর প্রদানের ফলে যদি আমার দ্বারা এই  
নিশাচরকে বধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে এর সঙ্গে বর  
করেই বা আমি কী করব ?

এষ তস্মাৎ প্রণশ্যামি দর্শনাদস্য রক্ষসঃ।

ইত্যুক্তা সরথঃ - সাশুভ্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৪৯

‘তাই আমি এর দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে  
যাচ্ছি’, -এই বলে যমরাজ, রথ ও ঘোড়াসহ তখনই  
অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

দশগ্রীবস্ত তং জিত্বা নাম বিশ্রাব্য চান্ননঃ।

আরুহ্য পুষ্পকং ভূয়ো নিষ্কাত্যো যমসাদনাৎ ॥ ৫০

এইভাবে যমরাজের উপর বিজয় লাভ করে এবং  
নিজের জয় ঘোষণা করে দশগ্রীব রাবণ পুষ্পক বিমানে  
করে যমলোকে চলে গেলেন।

স তু বৈবস্বতো দেবৈঃ সহ ব্রহ্মপুরোগমৈঃ।

জগাম ত্রিদিবং হ্যষ্টো নারদশ্চ মহামুনিঃ ॥ ৫১

তারপর সূর্যপুত্র যমরাজ এবং মহামুনি প্রিনাশদ,  
শ্রীরক্ষা প্রমুখ দেবতাদের সঙ্গে প্রসন্নতা সহকারে স্বর্গে  
গমন করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥



## ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ (২৩)

রাবণের দ্বারা নিবাতকবচদের সঙ্গে মৈত্রী, কালকেয়াদের বধ এবং বরুণ পুত্রদের পরাজয়

জিহ্বা দশগ্রীবো যমঃ ত্রিদশপুঙ্গবম্।  
রত্নাশ্বী স্বসহায়ান্ দদর্শ হ। ১

(মুনিবর অগস্ত্য বললেন — রথুনন্দন!) দেবেশ্বর  
যে পরাজিত করে যুদ্ধে মত্ত থাকা দশগ্রীব রাবণ তাঁর  
কৃত্যকারীদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

রুধিরসিক্তাঙ্গং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্  
রাক্ষসা দৃষ্টা বিস্ময়ং সমুপাগমন্ ॥ ২

তাঁর সর্ব অঙ্গ রক্তে স্নাত হয়ে উঠেছিল এবং  
মরাতে শরীর জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। রাবণকে এই  
দৃশ্য দেখে রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিস্মিত হল।

বর্ষয়িত্বা চ মারীচপ্রমুখাস্ততঃ।  
পুঙ্গবঃ ভেজিরে সর্বে সান্ত্বিতা রাবণেন তু ॥ ৩

‘মহারাজের জয় হোক’ — এই বলে রাবণের  
হৃদয় কামনা করে মারীচ ইত্যাদি সব রাক্ষস পুঙ্গব  
কিমে বলল। রাবণ তখন তাদের সান্ত্বনা দিলেন।

যজ্ঞ রসাতলং রক্ষঃ প্রবিষ্টঃ পয়সাং নিধিম্।  
নিত্যোগগণাখ্যুষ্টং বরুণেন সুরক্ষিতম্ ॥ ৪

সেই রাক্ষস তখন রসাতলে যাওয়ার জন্য দৈত্য ও  
নাগদের দ্বারা সেবিত এবং বরুণ কর্তৃক সুরক্ষিত জননিধি  
স্থলে প্রবিষ্ট হলেন।

তু ভোগবতীং গন্ত্বা পুরীং বাসুকিপালিতাম্।  
কৃষ্ণা নাগান্ বশে হস্তৌ যযৌ মণিময়ীং পুরীম্ ॥ ৫

নাগরাজ বাসুকি দ্বারা পালিত ভোগবতী পুরীতে  
বেশ করে তিনি নাগেদের বশ করলেন এবং সেখান  
থেকে আনন্দে মণিময়ীপুরীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

নিবাতকবচাস্তত্র দৈত্যা লঙ্কবরা বসন্।  
রাক্ষসান্ সমাগম্য যুদ্ধায় সমুপায়ুয়ৎ ॥ ৬

সেই পুরীতে নিবাতকবচ নামে এক দৈত্য থাকত,  
সে শত্রুকার কাছ থেকে উত্তম বর লাভ করেছিল। সেই  
রাক্ষস সেখানে গিয়ে তাদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন।

তু সর্বে সুবিক্রান্তা দৈতেয়া বলশালিনঃ।  
নানাপ্রহরণাস্তত্র প্রহৃষ্টা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ৭

এই সব দৈত্য অত্যন্ত পরাক্রমী এবং বলশালী  
ছিলেন নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে বলীমান তারা যুদ্ধের জন্য

সর্বদাই উৎসাহিত এবং উন্মত্ত থাকত।

শূলৈশ্চিশূলৈঃ কুজিশৈঃ পট্টিশাসিপরাশুশৈঃ।

অন্যান্য বিভিন্ন ক্রুদ্রা রাক্ষসা দানবাস্তথা ॥ ৮

রাক্ষসদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। সেই  
রাক্ষস ও দানবেরা ক্রুদ্ধ হয়ে একে অপরকে শূল, ত্রিশূল,  
বজ্র, পট্টিশ, খজা এবং অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে  
লাগল।

তেষাং তু যুধ্যমানানাং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ।

ন চান্যতরতত্তত্র বিজয়ো বা ক্ষয়োহপি বা ॥ ৯

তাদের যুদ্ধ করতে করতে এক বছরের বেশি সময়  
পার হয়ে গেল; কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হল  
না।

ততঃ পিতামহস্তত্র ত্রৈলোক্যগতিরব্যয়ঃ।

আজগাম দ্রুতং দেবো বিমানবরমাহিতঃ ॥ ১০

তখন ত্রিভুবনের আশ্রয়দাতা অবিদ্যাপিতামহ  
ভগবান শ্রীরক্ষা এক উত্তম বিমানে করে সেখানে উপস্থিত  
হলেন।

নিবাতকবচানাং তু নিবার্য রথকর্ম ততঃ।

বৃদ্ধঃ পিতামহো বাক্যমুবাচ বিদিতার্থবৎ ॥ ১১

বৃদ্ধ পিতামহ নিবাতকবচদের সেই যুদ্ধ বন্ধ করলেন  
এবং ক্ষুণ্ণ ভাষায় তাদের বললেন —

নহয়ং রাবণো যুদ্ধে শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ।

ন ভবন্তঃ ক্ষমং নেতুমপি সাময়দানবৈঃ ॥ ১২

‘দানবগণ! সমস্ত দেবতা এবং অসুর একত্র হয়েও  
এই রাবণকে পরাস্ত করতে পারবে না। তদনুরূপ সব  
দেবতা ও দানব একসঙ্গে আক্রমণ করলেও তারা  
তোমাদের সংহার করতে পারবে না।

রাক্ষসস্য সখিত্বং চ ভবন্তিঃ সহ রোচতে।

অবিভক্তাশ্চ সর্বার্থাঃ সুহৃদাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩

‘(তোমরা উভয়েই বরদানজনিত শক্তি লাভ করে  
সমান শক্তিসম্পন্ন) তাই আমার মনে হয় যদি তোমাদের  
সঙ্গে এই রাক্ষসদের মৈত্রী হয়ে যায়, তাহলে ভালো হয়।  
কারণ যাবতীয় ভোগ্য-বস্তু সুহৃদগণ মিলেমিশে ভোগ  
করে, সে গুলির ভাগাভাগি চলে না। নিঃসন্দেহে এর

অন্তবায় হয় না।

ততোহগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং কৃতবাংস্তত্র রাবণঃ।

নিবাতকবচৈঃ সার্বং প্রীতিমানভবৎ তদা। ১৪

তখন রাবণ অগ্নিকে সাক্ষী করে নিবাতকবচদের সঙ্গে মৈত্রী করে নিলেন। তাতে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। অর্চিতত্ত্বৈর্থান্যায়ঃ সংবৎসরমথোষিতঃ।

স্বপুরামির্বিশেষঃ চ প্রিয়ং প্রাপ্তো দশাননঃ। ১৫

পরে নিবাতকবচেরা উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে সেখানে একবছর থেকে গেলেন। দশাননও নিজের ভোগপুরী লঙ্কার ন্যায় সেখানে ভোগা-বস্তু পেতে থাকলেন।

তত্রোপহার্য মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্।

সলিলেন্দ্রপুরাশ্বেষী ভ্রমতি স্ম রসাতলম্। ১৬

রাবণ নিবাতকবচদের থেকে নানাপ্রকার মায়া অর্জন করলেন। তারপর তিনি বরুণের নগরের অনুসন্ধানের জন্য রসাতলের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

ততোহশ্বনগরং নাম কালকেয়ৈরধিষ্ঠিতম্।

গত্বা তু কালকেয়াংস্ত হত্বা তত্র বলোৎকটান্। ১৭

শূর্ণনখাশ্চ ভর্তারমসিনা প্রাচ্ছিনৎ তদা।

শ্যালং চ বলবন্তং চ বিদ্যাজিহুং বলোৎকটম্। ১৮

জিহুয়া সংলিহন্তং চ রাক্ষসং সমরে তদা।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি অশ্ব নামক নগরে গিয়ে পৌঁছলেন, সেখানে কালকেয় নামের এক দানব বাস করতেন। কালকেয় ছিলেন অত্যন্ত বলবান, রাবণ সেখানে সকলকে বধ করে শূর্ণনখার পতি ভয়ানক বলশালী নিজের ভগিনীপতি বিদ্যাজিহুকে, — যিনি ওই রাক্ষসকে গলাধঃকরণ করতে চেয়েছিলেন, তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললেন।

তং বিজিত্য মুহূর্তেন জগ্নে দৈত্যাংস্তচতুষ্টয়ম্। ১৯

ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসমিব ভাস্বরম্।

বরুণস্যালয়ং দিব্যমপশাদ্ রাক্ষসাধিপঃ। ২০

তাকে পরাস্ত করে ক্ষণিকের মধ্যে রাবণ চারশত দৈত্যকে মৃত্যু-পথে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বরুণের দিব্যভবন দর্শন করলেন। যা ছিল শ্বেতবর্ণ মেঘের মতো উজ্জ্বল এবং কৈলাস পর্বতের ন্যায় প্রকাশমান।

ক্ষরন্তীং চ পয়স্তত্র সুরভিঃ গামবহিতাম্।

যস্যঃ পয়োহভিনিষ্পন্দাৎ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ। ২১

সেখানে সুরভি নামক একটি গাভী দণ্ডায়মান ছিল,

যার স্তন থেকে দুধ প্রবাহিত হচ্ছিল। কথিত আছে যে, সুরভি দুধধারা দ্বারাই ক্ষীরসাগর তৈরি হয়েছিল।

দদর্শ রাবণস্তত্র গোবৎসবরারণিঃ।

গাম্যচ্ছত্রঃ প্রভবতি শীতলশিশিরঃ। ২২

রাবণ মহাদেবের বাহন মহাবৃষভের জননী সুরভিদেবীকে দর্শন করেন, যার থেকে শীতল শিশির নিশাকর চন্দ্রের প্রাদুর্ভাব হয় (সুরভি থেকে ক্ষীরসমুদ্র হয়। ক্ষীরসমুদ্র থেকে চন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে)।

যং সমাপ্রিতা জীবন্তি ফেনপাঃ পরমর্ষয়ঃ।

অমৃতং যত্র চোৎপন্নং স্বধা চ স্বধভোজিনাম্। ২৩

সেই চন্দ্রদেবের উৎপত্তিস্থান ক্ষীর সমুদ্রের আশ্রয় নিয়ে ফেন পানকারী মহর্ষি জীবন ধারণ করতেন। সেই ক্ষীর সাগর থেকেই সুধা এবং স্বধাতোজী পিতৃ-পুত্রবান্ সুধা প্রকটিত হয়।

যাং ব্রহ্মন্তি নরা লোকে সুরভিঃ নাম নামতঃ।

প্রদক্ষিণং তু তাং কৃত্বা রাবণঃ পরমাত্মন্য।

প্রবিবেশ মহাঘোরং গুপ্তং বহুবিশৈবলৈঃ। ২৪

লোকে যাকে সুরভি নামে ডাকে, সেই পরম অমৃত গোমাতাকে পরিক্রমা করে রাবণ নানাপ্রকার সেনা দ্বারা সুরক্ষিত মহাভয়ংকর বরুণালয়ে প্রবেশ করলেন।

ততো ধারশতাকীর্ণং শারদাবনিন্তং তদা।

নিতাপ্রহস্টং দদৃশে বরুণস্য গৃহোত্তমম্। ২৫

সেখানে প্রবেশ করে তিনি সর্বদাই আনন্দ-উৎসবে পরিপূর্ণ বরুণের উত্তম ভবনকে দেখলেন, যা বহু প্রকারের জলের ফোয়ারাতে সজ্জিত এবং মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল।

ততো হত্বা বলান্বক্ষান্ সমরে তৈশ্চ তড়িতঃ।

অব্রবীচ্চ ততো যোধান্ রাজা শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্। ২৬

বরুণের সেনাপতিবা রণাঙ্গনে রাবণকে আক্রমণ করে। তখন রাবণও তাদের সকলকে ক্ষত-বিক্ষত করে সেখানের যোদ্ধাদের বলেন — ‘তোমরা শীঘ্র গিয়ে রাজা বরুণকে আমার সহস্রে জানাও—’

যুদ্ধার্থী রাবণঃ প্রাপ্তস্তস্য যুদ্ধং প্রদীয়তাম্।

বদ বা ন ভয়ং তেহস্তি নির্জিতোহস্মীতি সাঙ্গুলিঃ। ২৭

‘রাজন্ ! রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধের জন্য এসেছে, আপনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন, অথবা করজোড়ে নিজের পরাজয় স্বীকার করুন। তাহলে আর আপনার কোনো ভয় থাকবে না।’



মহাভারতঃ ক্রুদ্ধা বরুণস্য মহাস্থানঃ।

পৌত্রাশ্চ নিষ্ক্রামন্ গোষ্ঠ পুঙ্কর এব চ। ২৮  
এব মধ্যে সংবাদ পেয়ে মহাত্মা বরুণের পুত্র এবং  
পুত্র ক্রোধান্বিত হয়ে রওনা হলেন। তাঁদের সঙ্গে 'গৌ'  
এবং 'পুঙ্কর' নামক সেনাধ্যক্ষরা ছিলেন।

ত তু তত্র শুণোপেতা বলৈঃ পরিবৃত্তাঃ স্বকৈঃ।  
রথান্ কামগমানুদাষ্ট্যমবর্চসঃ। ২৯

তাঁরা সকলেই সর্বগুণসম্পন্ন এবং উদীয়মান সূর্যের  
আলোতে জ্বলন্ত ছিলেন। আরোহীর ইচ্ছানুযায়ী চলা রথে উঠে  
সোপরিবৃত হয়ে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন।

রথ যুদ্ধঃ সমভবদ্ দারুণং রোমহর্ষণম্।  
নিলৈক্সা পুত্রাণাং রাবণস্য চ ধীমতঃ॥ ৩০

বরুণের পুত্র এবং বুদ্ধিমান রাবণের মধ্যে ভয়ংকর  
রোমহর্ষণকারী যুদ্ধ আরম্ভ হল।

অমাতোশ্চ মহাবীর্যৈর্দশগ্রীবস্যা রক্ষসঃ।

বরুণঃ তদ্ বলং সর্বং ক্ষণেন বিনিপাতিতম্॥ ৩১

রাক্ষস দশগ্রীবের মহাপরাক্রমশালী মন্ত্রীগণ মুহূর্তের  
মধ্যেই বরুণের সেনাকে সংহার করলেন।

মহীক্ষ্য স্ববলং সংখ্যো বরুণস্য সুতান্তদা।  
অর্জিতাঃ শরজালেন নিবৃত্তা রণকর্মণঃ॥ ৩২

যুদ্ধে নিজ সৈন্যদের এই অবস্থা দেখে বরুণের পুত্র  
বরুণের আঘাতে আহত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র  
থেকে সরে গেলেন।

মহীভলগতাষ্টে তু রাবণং দৃশ্য পুষ্পকে।  
আকাশমাণ্ড বিবিশুঃ সান্দনৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ॥ ৩৩

ভূতলে থেকে তিনি যখন রাবণকে পুষ্পকবিমানে  
বসে থাকতে দেখলেন, তখন শীঘ্রগামী রথে করে তখনই  
আকাশে গিয়ে পৌঁছালেন।

মহাসীং ততস্তেমাং তুলাং হানমবাণ্য তৎ।  
আকাশযুদ্ধং তুমুলং দেবদানবয়োবিব। ৩৪

সমানে-সমানে অবস্থান করার উভয়ের মধ্যে ভীষণ  
যুদ্ধ বেধে গেল। তাঁদের সেই মহাকাশ যুদ্ধ দেব-দানব-  
সংগ্রামের মতো ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

ততস্তে রাবণং যুদ্ধে শরৈঃ পাবকসমিভৈঃ।  
বিদুর্দীকৃত্য সংহৃষ্টা বিনেদুর্বিবিধান্ রবান্॥ ৩৫

সেই বরুণের পুত্রগণ তাঁদের অগ্নিতুলা তেজস্বী বাণ  
দ্বারা রাবণকে পরাজিত করে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে

সিংহনাদ করতে লাগলেন।

ততো মহোদরঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বীক্ষ্য ধর্মিতম্।  
তাক্ষা মৃত্যুভয়াং বীরো যুদ্ধাকাংক্ষী নালোকয়ৎ। ৩৬

রাজা রাবণকে অপমানিত হতে দেখে মহোদরের  
অত্যন্ত ক্রোধ হল। তিনি মৃত্যুভয় ত্যাগ করে যুদ্ধের ইচ্ছায়  
বরুণ পুত্রদের দিকে তাকালেন।

ভেন তে বারুণা যুদ্ধে কামগাঃ পবনোপমাঃ।  
মহোদরেন গদয়া হয়াষ্ট্রে প্রসমুঃ ক্ষিতিম্। ৩৭

বরুণের ঘোড়াগুলি যুদ্ধে হাওয়ার সঙ্গে কথা  
বলছিল এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে চলছিল। মহোদর তাদের  
গদা দিয়ে আঘাত করলেন গদার চোটে ঘোড়াগুলি  
ধরাশায়ী হয়ে গেল।

তেষাং বরুণসূনুনাং হস্তা যোধান্ হয়াংশ্চ তান্।  
মুমোচাশু মহানাদং বিরথান্ প্রেক্ষ্য তান্ হিতান্॥ ৩৮

বরুণ পুত্রদের ঘোড়া এবং অশ্বগুলিকে সংহার  
করে, তাদের রথশূন্য করে মহোদর জোরে জোরে গর্জন  
করতে লাগলেন।

তে তু তেষাং রথাঃ সান্থাঃ সহ সারথিভির্ভরৈঃ।  
মহোদরেন নিহতাঃ পতিতাঃ পৃথিবীতলে॥ ৩৯

মহোদরের গদার আঘাতে বরুণপুত্রদের রথগুলি  
ঘোড়া এবং শ্রেষ্ঠ সারথিসহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধরাশায়ী হয়ে  
গিয়েছিল।

তে তু তাক্ষা রথান্ পুত্রা বরুণস্য মহাস্থানঃ।  
আকাশে বিস্তিতাঃ শূরাঃ স্বপ্রভাবান্ বিবাতুঃ॥ ৪০

মহাত্মা বরুণের এইসব শূরবীর পুত্র সেই সব রথ  
পরিত্যাগ করে নিজ শক্তিতে তখনই আকাশে দণ্ডায়মান  
হলেন। তাঁরা কোনো আঘাতই পাননি।

ধনুং যি কৃতা সজ্জানি বিনির্জিতা মহোদরম্।  
রাবণং সমরে ক্রুদ্ধাঃ সহিতাঃ সমবারয়ন্॥ ৪১

তখন তাঁরা ধনুকে প্রত্যক্ষা চড়িয়ে, মহোদরকে ক্ষত-  
বিক্ষত করে ক্রুদ্ধ হয়ে একসঙ্গে রাবণকে ঘিরে ধরলেন।

সাম্যৈক্চাপবিজ্রষ্টৈর্বজ্রকঠৈঃ সুদারুণৈঃ।  
দারয়ন্তি স্ম সংক্রুদ্ধা মেঘা ইব মহাগির্ম্। ৪২

তারপর তাঁরা অত্যন্ত কুপিত হয়ে, কোনো মহা  
পর্বতের ওপর জলপ্রবাহ নির্বাহকারী মেঘের ন্যায় ধনুক  
থেকে নিষ্কিপ্ত বজ্র-তুলা ভয়ংকর বাণের দ্বারা রাবণকে  
বিদীর্ণ করতে লাগলেন।



ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ কালাগিরির মুচ্ছিতঃ।  
শরবর্ষঃ মহাঘোরঃ তেষাং মর্মস্থপাতয়ৎ ॥ ৪৩

তাই দেখে দশগ্রীব প্রলয়কালের অগ্নির মতো রোষে  
প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং বরুণ-পুত্রদের মর্মস্থানে  
ভয়ংকর বাণ-বর্ষণ করতে লাগলেন।

মুসলানি বিচিত্রাণি ততো ভল্লশতানি চ  
পট্টিশাংশৈশ্চ শস্ত্রীশ্চ শতযীর্মহতীরপি ॥ ৪৪  
পাতয়ামাস দুর্ধর্ষস্তেষামুপরি বিস্তিতঃ।

পুষ্পক বিমানে বসে সেই দুর্ধর্ষ বীরেরা সকলের  
ওপর বিচিত্র মুসল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি এবং  
শতাব্ধির দ্বারা প্রহার করেন।

অপবিক্রান্ত তে বীরা বিনিষ্পেতুঃ পদাতয়ঃ ॥ ৪৫  
ততস্তেনৈব সহসা সীদন্তি স্ম পদাতিনঃ।

মহাপঙ্কমিবাসাদ্য কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ ॥ ৪৬

সেই অস্ত্র-শস্ত্রে আহত হয়ে এইসব পদাতিক বীর  
পুনরায় যুদ্ধের জন্য এগিয়ে গেলেন ; কিন্তু পদাতিক  
হওয়ায় রাবণের অস্ত্র বর্ষণে তাঁরা গভীর কর্দমে ফেঁসে  
জোয়ান হাতির মতো সংকটাপন্ন হয়ে কষ্ট পেতে  
লাগলেন।

সীদমানান্ সূতান্ দুষ্টা বিহুলান্ স মহাবলঃ।

ননাদ রাবণো হর্ষায়হানমুখরো যথা ॥ ৪৭

বরুণের পুত্রদের দুঃখী সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখে  
মহাবলী রাবণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বিশাল মেঘের মতো  
গর্জন করতে লাগলেন।

ততো রক্ষো মহানাদান্ মুক্তা হস্তি স্ম বারুণান্।

নানাপ্রহরণোপেতৈর্ধারাপাতৈরিবাম্বুদঃ ॥ ৪৮

সজোরে সিংহনাদ করে সেই নিশাচর পুনরায়  
নানাপ্রকার অস্ত্রদ্বারা বরুণ পুত্রদের মারতে লাগলেন, যেন  
ধারাবাহিক বর্ষণে বৃক্ষসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

ততস্তে বিমুখাঃ সর্বে পতিতা ধরণীতলে।

রণাৎ স্বপুরুষৈঃ শিখ্রাং গৃহাণেব প্রবেশিতাঃ ॥ ৪৯

তখন এই সব বরুণ-পুত্রগণ যুদ্ধে বিমুখ হয়ে  
ধরাশায়ী হলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের সাহায্যকারীরা তাঁদের  
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুলে শীঘ্রই গৃহে পৌঁছে দিল।

তানব্রবীৎ ততো রক্ষো বরুণায় নিবেদ্যতাম্।

রাবণং হ্রবীমস্তী প্রহাসো নাম বারুণঃ ॥ ৫০

তারপর সেই রাক্ষস বরুণের সেবকদের বলেন  
— ‘তোমরা এবার বরুণকে গিয়ে বলো, তিনি যেন স্যাম  
যুদ্ধ কবতে আসেন।’ তখন বরুণের মন্ত্রী প্রভাস রাবণকে  
জানালেন।

গতঃ খলু মহারাজো ব্রহ্মলোকং জলেশ্বরঃ।

গান্ধর্বঃ বরুণঃ শ্রোতুং যং ব্রহ্মহুয়সে যুধি ॥ ৫১

‘রাক্ষসরাজ ! আপনি যাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান  
করছেন, সেই জলের প্রভু মহারাজ বরুণ সঙ্গীত শুনতে  
ব্রহ্মলোকে গিয়েছেন।

তৎ কিং তব যথা বীর পরিশ্রম্য গতে নৃপে।

যে তু সন্নিহিতা বীরাঃ কুমারাস্তে পরাজিতাঃ ॥ ৫২

‘বীর ! রাজা বরুণের অবর্তমানে যুদ্ধের জন্য ব্যর্থ  
পরিশ্রম করে তোমার কী লাভ হবে ? তাঁর যেসব বীর  
পুত্রগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা তো তোমার কাছে  
পরাস্তই হয়েছেন।’

রাক্ষসেন্দ্রস্ত তচ্ছূদ্রা নাম বিশ্রাব্য চাক্ষুশঃ।

হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্কাজো বরুণালয়াৎ ॥ ৫৩

মন্ত্রীর কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত আনন্দিত  
হয়ে সিংহনাদে নিজের জয় ঘোষণা করতে করতে বরুণালয়  
থেকে বেরিয়ে এলেন।

আগতস্ত পথা যেন তেনৈব বিনিবৃত্তা সঃ।

লঙ্কামভিমুখো রক্ষো নভস্তলগতো যয়ৌ ॥ ৫৪

তিনি যে পথে এসেছিলেন সেই পথে ধরেই

আকাশপথে লঙ্কার দিকে চলে গেলেন।<sup>(১)</sup>

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গালীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৩ ॥

সর্গ পাওয়া যায়. যাতে রাবণের দ্বিধিজয় যাত্রার পূর্ণ বর্ণনা আছে

## চতুর্বিংশঃ সর্গঃ (২৪)

রাবণ কর্তৃক অপহৃত দেবতাদের কন্যা এবং স্ত্রীদের নিলাপ এবং অভিলাপ, ক্রন্দনরতা  
শূর্ণনখাকে রাবণের আশ্বাস এবং তাঁকে খরের সঙ্গে দণ্ডকারখো পাঠানো

সংহৃষ্টো রাবণঃ স দুর্য্যস্ববান্।  
পথি নরেন্দ্রর্ষিদেবদানবকন্যাকাঃ। ১

কিহে আসার সময় রাবণ অত্যন্ত আনন্দে ছিলেন।  
যেতিনি বহু নৃপতি, ঋষি, দেবতা ও দানবদের কন্যাদের  
দর্শন করেন।

স্বীয়ং হি যাং রক্ষঃ কন্যাং স্ত্রীং বাথ পপাতি।  
রা বহুজনং তস্যা বিমানে তাং রুরোধ সঃ॥ ২  
এই রাক্ষস যে কন্যা বা নারীকে দর্শনীয় রূপ-  
লক্ষণে যুক্ত দেখতেন, তাকেই তার রক্ষক বা ভ্রাতাদের  
সঙ্গে করে বিমানে তুলে নিতেন।

এং পদ্মগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুরমানুষীঃ।  
কদম্বকন্যাশ্চ বিমানে সৌহৃদ্যরোপয়ৎ॥ ৩  
এইভাবে তিনি নাগ, রাক্ষস, অসুর, মানুষ, যক্ষ  
এং দানবদেরও বহু কন্যাকে অপহরণ করে বিমানে  
ধরে তুলে এনেছিলেন।

হ হি সর্বাঃ সমং দুঃখানুমুচুর্বাৎপজং জলম্।  
স্বাম্য্যর্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয়সম্ভবম্॥ ৪  
তারা সকলে দুঃখে চোখের জল ফেলত। শোকাগ্নি ও  
ভয় পতিত সেই অশ্রুর এক একটি ফোঁটা যেন অগ্নিকণার  
কত প্রতীত হতো।

জতিঃ সর্বানবদ্যাভিনদীভিরিব সাগরঃ।  
অপূরিভঃ বিমানং তদ্ ভয়শোকশিবাশ্রুতিঃ॥ ৫  
নদী যেমন সমুদ্রকে ভরে দেয়, তেমনই ওইসব  
সুপরিদের ভয় ও শোক থেকে উৎপন্ন অশ্রুবারি ওই  
বিমানকেও ভরে দিয়েছিল।

নাগপক্ষর্বকন্যাশ্চ মহর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ।  
দৈত্যদানবকন্যাশ্চ বিমানে শতশোহরুদন্। ৬  
নাগ, গন্ধর্ব, মহর্ষি, দৈত্য, দানবদের অসংখ্য কন্যা  
সেই বিমানে ক্রন্দন করছিল।

নির্ধিকেশ্যঃ সুচার্ভঙ্গ্যঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।  
পীনস্তনতট্টা মথো বজ্রবেদিসমপ্রভাঃ॥ ৭  
নবকূবরসংকাশৈঃ শ্রোণিদৈর্শৈর্মনোহরাঃ।  
দ্বিগঃ নিষ্টগুনকনকপ্রভাঃ॥ ৮  
সুরাজ্ঞাপ্রখ্যা

তাদের বদ বদ চলা, মনোহর কাশ্মি, মুগন্ধান্তি সেন  
পূর্ণ চন্দ্রকেও সজ্জিত করে। বজ্রবেদিস উন্নত পানাস্ত,  
কটিভাগ ছিলে ন্যায় রঙ্গুণ উজ্জ্বল প্রকাশিত, নিম্ন প্রদেশ  
লগ্নে কুবল, মদন ততো ভাবে তাত্ত্বিক সৌন্দর্য বর্ণিত  
ছিল। এই সব নারী দেবদানবদের মতো কাশ্মিনী এবং  
তত্ত্ব সর্গের মতো আভাষ উদ্ভাসিত ছিলেন।

শোকদুঃখভয়াস্তা বিদুলাশ্চ সুমহানাঃ।  
জাসাং নিঃশ্বাসবাতেন সর্বত্রঃ সম্প্রদীপিতম্॥ ৯  
অগ্নিছোত্রমিবাভতি সমিরুদ্ধাগ্নি পুষ্পকম্।

সুন্দর মধ্যভাগবিশিষ্ট এই সব সুন্দরী শোক, দুঃখ ও  
ভয়ে ত্রস্ত ও বিহ্বল ছিলেন। তাঁদের উন্নত নিঃশ্বাসে  
পুষ্পকবিমান সর্বদিকে প্রস্রবিত বলে মনে হচ্ছিল এবং  
মনে হচ্ছিল যেন গৃহের মতো অগ্নি জ্বলনা করা হয়েছে।  
দশগ্রীববংশঃ প্রাপ্তান্তান্ত শোকাকুলাঃ দ্বিগঃ॥ ১০  
দীনবন্ধুগণাঃ শ্যামা মৃগাঃ সিংহবশা ইব।

দশগ্রীবের বশীভূত এইসব শোকাকুল অবলা নারী  
সিংহের কজায় পড়া হরিণের মতো দুঃখিনী হয়েছিল।  
তাদের মুখে চোখে দীনভাব ছেয়ে ছিল, সকলেবই বয়স  
ষোলো বছরের কাছাকাছি ছিল।

কাচিচ্চিন্তয়তী তত্র কিং নু মাং জ্ঞপয়িষ্যতি॥ ১১  
কাচিদ্ দধৌ সুদুঃখার্থা অপি মাং ধারয়েদয়ম্।

কেউ ভাবছিল, এই রাক্ষস কি আমাকে খেয়ে  
নেবে ? কেউ অত্যন্ত দুঃখে আত্ম হমে চিন্তা করছিল যে,  
এই নিশাচর কি আমাকে মেরে ফেলবে ?  
ইতি মাতৃঃ পিতৃন্ স্মৃতা ভর্তৃন্ ভ্রাতৃংস্তথৈব চ॥ ১২  
দুঃখশোকসমাবিষ্টা বিলেপুঃ সহিতাঃ দ্বিগঃ।

তাঁরা সকলে মাতা, পিতা, ভাই এবং পতিকে স্মরণ  
করে দুঃখশোকে ভুবে একসঙ্গে কক্ষণার্ধ সুরে বিলাপ  
করছিল।

কথং নু খলু মে পুত্রো ভবিষ্যতি ময়া বিনা॥ ১৩  
কথং মাতা কথং ভ্রাতা নিমগ্নাঃ শোকসাগরে।

‘হায় ! আমি ছাড়া আমার শিশুপুত্র কেমন করে  
থাকবে। আমার মায়ের কী অবস্থা হবে, আমার ভাই কত



চিন্তা করবে' এই সব ভেবে এরা শোক সাগরে ডুবে ছিল।  
 হা কথং নু করিস্যামি ভর্তৃহত্যাদহং বিনা॥ ১৪  
 মৃত্যো প্রসাদয়ামি ত্বাং নয় মাং দুঃখভাগিনীম।  
 কিং নু তদ দুহৃতং কর্ম পূরা দেহান্তরে কৃতম্॥ ১৫  
 এবং অ দুঃখিতাঃ সর্বাঃ পতিতাঃ শোকসাগরে।  
 ন খন্দিদানীং পশ্যামো দুঃখসাস্যস্তমাস্তনঃ॥ ১৬

‘হায় ! আমার পতিদেবকে ছেড়ে আমি কী করব ?  
 (কেমন করে থাকব)। হে মৃত্যুদেব ! আমার প্রার্থনা হল  
 যে, তুমি প্রসন্ন হও আর আমার মতো দুঃখীকে ইহলোক  
 থেকে তুলে নাও। হায় ! পূর্বজন্মে অন্য দেহে আমি এমন  
 কী পাপ করেছি যে, দুঃখে পীড়িত হয়ে শোক সমুদ্রে পতিত  
 হয়েছি। এখন আমার এই দুঃখের কোনো অন্ত দেখছি না।  
 অহো শিঙমানুষঃ লোকঃ নাস্তি খল্বধমঃ পরঃ।

যদ্ দুর্বলা বলবতা ভর্তারো রাবণেন নঃ॥ ১৭  
 সূর্যেনোদয়তা কালে নক্ষত্রাণিব নশিতাঃ।

‘অহো ! এই মনুষ্যালোককে ধিকার। এর থেকে বড়  
 অধম আর কোনো লোক হয় না ; কারণ এখানে এই  
 বলবান রাবণ আমাদের দুর্বল পতিদের সেইভাবে বিনাশ  
 করেছে, যেভাবে সূর্যদেব উদিত হলেই নক্ষত্রকে অদৃশ্য  
 করে দেয়।

অহো সুবলবদ্ রক্ষো বধোপায়েষু রজ্যতে॥ ১৮  
 অহো দুর্বৃত্তমাহ্বায় নাস্তানং বৈ জুগুপ্সতে।

‘অহো ! এই বলবান রাক্ষস বধ করার বিভিন্ন উপায়  
 অন্বেষণেই আসক্ত থাকে। অহো ! এই পাপী দুরাচারের  
 পথে চালিত হয়েও নিজেকে শিক্ত করে না।

সর্বথা সদৃশতাবদ্ বিক্রমোহস্য দুরাক্ষনঃ॥ ১৯  
 ইদং ত্বসদৃশং কর্ম পরদারাভিমর্শনম্।

‘এই দুরাত্মার পরাক্রম এর তপস্যাবই অনুরূপ, কিন্তু  
 এ পরনারীদের সঙ্গে যে বলাৎকার করে, সেই দুষ্কর্ম  
 কখনও তার যোগ্য নয়।

যস্মাদেম পরক্যাসু রমতে রাক্ষসাস্থমঃ॥ ২০  
 তস্মাদ্ বৈ স্ত্রীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্যতি দুর্মতিঃ।

‘এই নীচ নিশাচর পরস্ত্রীদের সঙ্গে রমণ করে, তাই  
 নারীর জন্যই এই দুর্বুদ্ধি রাক্ষসের বধ হবে।’

সতীভির্বরনারীভিরেবং বাকোহভূদীরিতে॥ ২১

নেদুর্দুন্দুভয়ঃ খল্লাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ  
 শ্রেষ্ঠ সতী-সাক্ষী নারীগণ যখন এই কথা

বলছিলেন, তখন আকাশে দেবতাদের দৃষ্টি পড়ে গেল  
 এবং পুষ্পবর্ষণ হতে থাকে।

শপ্তঃ স্ত্রীভিঃ স হু সমং হতৌজা ইব নিপ্রভঃ ২২  
 পতিব্রতাভিঃ সাক্ষীভির্বহুব বিম্বা ইব।

পতিব্রতা সাক্ষী রমণীরা এইভাবে শাপ দেওয়ার  
 বাবণের শক্তি কমে যায়, তিনি নিপ্তেজ হয়ে পড়লেন।  
 মনে মনে উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়লেন।

এবং নিলপিতং তাসাং শব্দং রাক্ষসপুঙ্গবঃ ২৩  
 প্রবিনেশ পুরীং লব্ধাং পূজ্যমানো নিশাচরঃ।

এইভাবে তাঁদের বিলাপ শুনে শুনে বাক্ষসদের  
 রাবণ নিশাচরদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে লক্ষ্যপূর্ত্তে প্রবেশ  
 করলেন।

এতন্মিমন্তরে ঘোরা রাক্ষসী কামরূপিণী ২৪  
 সহসা পতিভা ভূমৌ ভগিনী রাবণস্য সা।

সেই সময় ইচ্ছানুসারে রূপ গ্রহণকারী জ্যাক্স  
 রাক্ষসী শূর্ণনখা, —যিনি রাবণের ভগিনী ছিলেন, সহসা  
 তাঁর সামনে এসে ভূপাতিত হলেন।

তাং স্বসারং সমুখাপ্য রাবণঃ পরিসম্বয়ন ২৫  
 অত্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে বজ্রকামসি মাং কৃতম্।

রাবণ তাঁর ভগিনীকে তুলে সামনে নিয়ে জিজ্ঞাস  
 করলেন— ‘ভদ্রে ! তুমি এত শীঘ্রতার সঙ্গে আমাকে কী  
 বলতে এসেছ ?’

সা বাষ্পপরিরুদ্ধাক্ষী রক্তাক্ষী বাকামত্রবীৎ ২৬  
 কৃতাস্মি বিশ্ববা রাজংস্তয়া বলবলা বলাৎ

শূর্ণনখার চোখে জল ভর্তি, কঁদতে কঁদতে তাঁর  
 চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন— ‘রাজন ! তুমি  
 অত্যন্ত বলবান, তাই তো তুমি বলপূর্বক আমাকে বিশ্ব  
 বানিয়েছ ?

এতে রাজংস্তয়া বীর্ষাদ্ দৈত্য্য বিনিহতা রণে ২৭  
 কালকেয়া ইতি খ্যাতাঃ সহস্রাণি চতুর্দশ

‘রাক্ষসরাজ ! তুমি রণভূমিতে তোমার বল ও  
 পরাক্রমে চতুর্দশ হাজার কালকেয় নামক দৈত্য বধ করেছ  
 প্রাণেভ্যোহপি গরীয়ান্ মে তত্র ভর্তা মহাবলঃ ২৮  
 সোহপি ত্বয়া হতস্তাত রিপুণা ব্রাহ্মজিনা।

‘তাত ! তাদের মধ্যে আমার প্রাণের থেকে বেশি  
 আদরের আমার মহাবলী পতিও ছিলেন। তুমি তাঁকেও বধ  
 করেছ। তুমি নামমাত্রই আমার ভাই, বাস্তবে আমার শত্রু



নিহতা রাজন্ স্বয়মেব হি বহুনা ॥ ২৯  
বৈধবান্বদং চ ভোক্ষ্যামি ত্বংকৃতং হ্যহম্।

‘রাজন্! আপন ভাই হয়েও তুমি নিজেই নিজের  
মৃত আমাকে (আমাব পতিদেবকে) বধ করেছ। এখন  
তোমার জন্য আমাকে ‘বৈধব্য’ শব্দ শুনতে হবে, বিধবা  
আমি হবো।

নাম ত্বয়া রক্ষ্যা জামাতা সমরেষপি ॥ ৩০  
ত্বয়া নিহতো যুদ্ধে স্বয়মেব ন লজ্জসে।

‘ভাই! তুমি আমার পিতৃতুল্য। আমার পতি তোমার  
স্বামী ছিল। তোমার কি যুদ্ধে নিজের জামাই বা  
কনিষ্ঠপতিকে রক্ষা করা উচিত ছিল না? তুমি নিজেই যুদ্ধে  
মৃত জামাতাকে বধ করেছ, তোমার কি এখনও এর  
লজ্জা হয় না?’

যুগ্মো দশগ্রীবো ভগিন্যা ক্রোশমানয়া ॥ ৩১  
ব্রীহী সাত্বরিজ্ঞা তাং সামপূর্বমিদং বচঃ।

কঁদতে থাকা এবং দোষ দিতে থাকা বোনের এই  
কথা শুনে দশগ্রীব তাঁকে সাত্বনা দিয়ে মধুর বাক্যে  
ললেন।

কলং বৎসে রুদিত্বা তে ন ভেতব্যং চ সর্বশঃ ॥ ৩২  
কলমানপ্রসাদেহ্মাং তোষয়িষ্যামি যত্নতঃ।

‘বৎসা! এখন কান্নাকাটি করা বৃথা। তোমার কোনো  
গর্বেই ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমি দান, মান ও অনুগ্রহ  
প্রদানপূর্বক তোমাকে সন্তুষ্ট করব।

যুগ্মমস্তো ব্যাক্ষিপ্তো জয়াকাক্ষী ক্ষিপন্ শরান্ ॥ ৩৩  
নামজ্ঞাসিহ্মং যুধ্যন্ স্বান্ পরান্ বাপি সংযুগে

জামাতরং ন জানে স্ম প্রহরন্ যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ৩৪

‘আমি যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম, আমার চিত্ত  
স্থির ছিল না, আমার বিজয় লাভের নেশা ধরেছিল, তাই  
ক্ৰোধগত বাণবর্ষণ করেছি। রণক্ষেত্রে লড়াই করার সময়  
আমার আপন-পর জ্ঞান থাকে না। আমি রণে উন্মত্ত হয়ে  
আঘাত করি, তাই জামাইকে চিনতে পারিনি।

তোমার নিহতঃ সংখ্যে ময়া ভর্তা তব স্বসঃ।  
যস্মিন কালে তু যৎ প্রাপ্তং তৎ করিষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৩৫

‘ভগিনী! এই কারণেই তোমার পতি যুদ্ধে আমার

হাতে মারা গেছে। এখন আমার যা কর্তব্য, সেই অনুযায়ী  
আমি সর্বদা তোমার হিত সাধন করব

শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্যমুক্তস্য খরস্য বস পার্শ্বতঃ।  
চতুর্দশানাং শ্রীতা তে সহস্রাণাং ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

প্রভুঃ প্রমাণে দানে চ রাক্ষসানাং মহাবলঃ।  
‘তুমি ঐশ্বর্যশালী ভাই খরের পাশে থাকো। তোমার  
মহাবলী ভাই খর চতুর্দশ হাজার রাক্ষসদের অধিপতি হবে।  
সে এদের সবাইকে যেখানে চাইবে পাঠাবে আর এদের  
সকলকে অন্ন-বস্ত্র দিতে সমর্থ হবে।

তত্র মাতৃবসোহস্তে শ্রীতায়ং বৈ খরঃ প্রভুঃ ॥ ৩৭  
ভবিষ্যতি তবাপেশং সদা কুর্বন্ নিশাচরঃ।

তোমার এই মাসতুতো ভাই নিশাচর খর সব কিছু  
করতে সক্ষম এবং সর্বদা তোমার আদেশ পালনকারী হয়ে  
থাকবে।

শীঘ্রং গচ্ছত্বয়ং বীরো দণ্ডকান্ পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩৮  
দুষণোহস্য বলাখ্যাক্ষো ভবিষ্যতি মহাবলঃ।

‘এই বীর (আমার আদেশে) শীঘ্রই দণ্ডকারণ্যের  
রক্ষায় যাবে; মহাবলী দুষণ হবে তার সেনাপতি।

তত্র তে বচনং শূরঃ করিষ্যতি সদা খরঃ ॥ ৩৯  
রক্ষসাং কামরূপাণাং প্রভুরেষ ভবিষ্যতি।

‘শূরবীর খর সেখানে সর্বদা তোমার আদেশ পালন  
করবে এবং ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী রাক্ষসদের প্রভু  
হবে।’

এবমুজ্জ্বলং দশগ্রীবঃ সৈন্যমস্যাতিদেশ হ ॥ ৪০  
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং বীর্যশালিনাম্।

স তৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈ রাক্ষসৈর্যোদদর্শনৈঃ ॥ ৪১  
আগচ্ছত খরঃ শীঘ্রং দণ্ডকানকুতোভয়ঃ।

স তত্র কারয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।  
স চ শূর্ণগথা তত্র নাবসদ্ দণ্ডকে বনে ॥ ৪২

এই কথা বলে দশগ্রীব চতুর্দশ হাজার পরাক্রমশালী  
রাক্ষস সেনাদের খরের সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।  
সেই ভয়ংকর রাক্ষসদের নিয়ে খর শীঘ্রই দণ্ডকারণ্যে  
উপস্থিত হয় এবং নির্ভয়ে সেই অকণ্টক রাজ্য ভোগ করতে  
থাকে। শূর্ণগথাও তার সঙ্গে সেই দণ্ডকবনে থেকে যায়।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥  
মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

## পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ (২৫)

যজ্ঞের দ্বারা মেঘনাদের সাফল্য অর্জন, বিভীষণের রাবণকে পরশ্রী অপহরণের দোষ জানানো, কুন্তীনসীকে আশ্বাস দিয়ে মধুকেকে সঙ্গে করে রাবণের দেবলোক আক্রমণ করা

স তু দত্তা দশগ্রীবো বলং ঘোরং খরসা তৎ।

ভগিনীং স সমাশ্বাসা হৃষ্টঃ স্বহৃদরোহিভবৎ। ১

খবকে রাক্ষসদের ভয়ংকর সৈন্য দিয়ে এবং ভগিনীকে ধৈর্য প্রদান করে রাবণ অত্যন্ত প্রসন্ন এবং স্বহৃচ্চিত্ত হলেন।

ততো নিকুন্তীলা নাম লক্ষ্যোপবনমুত্তমম্।

তদ্ রাক্ষসেভ্যো বলবান্ প্রবিবেশ সহানুগঃ॥ ২

বলবান রাক্ষস তারপর লঙ্কার নিকুন্তীলা নামক সুন্দর উপবনে গেলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক সেবক ছিল।

ততো যুপশতাকীর্ণং সৌম্যচৈত্যোপশোভিতম্।

দদর্শ বিষ্ঠিতং যজ্ঞং শ্রিয়া সম্প্রজ্ঞলম্বিব॥ ৩

রাবণ নিজ তেজে এবং শোভায় অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হচ্ছিলেন। তিনি নিকুন্তীলাতে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে যজ্ঞ হচ্ছে, যা বহু স্থানে ব্যাপ্ত এবং সুন্দর দেবালয় দ্বারা সুশোভিত।

ততঃ কৃষ্ণাজিনধরং কমণ্ডলুশিখাধরজম্।

দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্॥ ৪

সেখানে তিনি তাঁর পুত্র মেঘনাদকে দেখলেন। যাকে কালো মৃগচর্ম, কমণ্ডলু, শিখা ও ধ্বজধারণ করায় বড় ভয়ংকর মনে হচ্ছিল।

তং সমাসাদ্য লক্ষেশঃ পরিষজ্যাত্ব বাহুভিঃ।

অব্রবীৎ কিমিদং বৎস বর্তসে ব্রাহ্মি তদ্বতঃ॥ ৫

তাঁর কাছে গিয়ে লক্ষেশ্বর তাঁকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করে জিজ্ঞাসা করলেন—‘পুত্র! তুমি এটা কী করছ, ঠিক করে বলো’।

উশনা ভ্রুব্রবীৎ তত্র যজ্ঞসম্পৎসমুদয়ে।

রাবণঃ রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ॥ ৬

(মেঘনাদ যজ্ঞের নিয়মানুযায়ী মৌন হয়ে রইলেন) তখন পুরোহিত মহাতপস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক্লাচার্য, যিনি যজ্ঞ-সম্পত্তির সমৃদ্ধির জন্য সেখানে এসেছিলেন, রাক্ষস শিরোমণিকে বললেন—

অহমাখ্যামি তে রাজন্ প্রায়তাং সর্বমেব তৎ।

যজ্ঞান্তে সপ্ত পুত্রোণ প্রাপ্তান্তে বহুবিস্তরাঃ। ৭

‘রাজন্! আমি সব কথা বলছি, মন দিয়ে শুনুন

আপনার পুত্র অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সাত যজ্ঞের আয়োজন করেছে।

অগ্নিষ্টোমোহশ্বমেধশ্চ যজ্ঞো বহুসূর্যকঃ

রাজসূয়জ্ঞাথা যজ্ঞো গোমোহো বৈষ্ণবসূর্যকঃ। ৮

মাহেশ্বরে প্রযুক্তে তু যজ্ঞে পৃষ্টিঃ সূর্যকঃ।

বরাংস্তে লক্ষনান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ॥ ৯

‘অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহু সূর্যক, রাজসূয়, গোমোহ এবং বৈষ্ণব—এই ছয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে সে এক

সপ্তম—মাহেশ্বর যজ্ঞ অনুষ্ঠান আরম্ভ করে, যা অনেক

পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ, তখন আপনার পুত্র সাক্ষাৎ ভগবান

পশুপতির কাছে অনেক বর লাভ করে

কামগং সান্দনং দিব্যমস্তরিক্চরং ধ্রুবম্।

মায়্যাং চ তামসীং নাম যদ্বা সম্পদ্যতে ভবঃ॥ ১০

‘সেই সঙ্গে ইচ্ছানুসারে গমনকারী একটি নিম্ন

আকাশগামী রথও লাভ করেছে এছাড়াও তামসী নামের

মায়্যা উৎপন্ন হয়েছে, যার দ্বারা সবকিছু তমসাজন্য হয়

যায়।

এতদা কিল সংগ্রামে মায়য়া রাক্ষসেশ্বর।

প্রযুক্তয়া গতিঃ শক্যা নহি জ্ঞাতুং সুরাসুরৈঃ॥ ১১

‘রাক্ষসেশ্বর! সংগ্রামে এই মায়্যা প্রয়োগ করলে

দেবতা এবং অসুরগণও প্রয়োগকারী পুরুষের গতিবিধি

জানতে পারবে না।

অক্ষয়্যাবিশুধী বাণৈশ্চাপং চাপি সুদূর্যম্।

অস্ত্রং চ বলবদ্ রাজন্ শত্রুবিধ্বংসনং রথো॥ ১২

‘রাজন্! সে বাণভর্তি দুটি অক্ষয় তুণীর, অষ্ট শত

এবং রণক্ষেত্রে শত্রু বিধ্বংসকারী প্রবল অস্ত্র—এই সবই

লাভ করেছে।

এতান্ সর্বান্ বরাণ্ধক্সা পুত্রজ্ঞেহয়ং দশানন।

অদ্য যজ্ঞসমাপ্তৌ চ জ্ঞাং দিদ্মন্ হিতো হুহুম্॥ ১৩

‘দশানন! তোমার পুত্র এই সব মনোবাঞ্ছিত বর

প্রাপ্ত হয়ে যজ্ঞ সমাপ্তির দিন তোমার দর্শন লাভের আশায়

এই স্থানে অপেক্ষা করছে।’

ততোহব্রবীদ্ দশগ্রীবো ন শোভনমিদং কৃতম্।

পূজিতাঃ শত্রবো যস্মাদ্ দ্রবৈরিরজ্রপুরোগমাঃ॥ ১৪



এই কথা শুনে দশগ্রীব বলেন— ‘পুত্র ! তুমি এটা  
করোনি ; কারণ এই যজ্ঞসম্বন্ধী দ্রব্য দ্বারা আমার  
ইন্দ্রাদি দেবতাদের পূজা করা হয়েছে।

কৃতং যদি সুকৃতং তন্ন সংশয়ঃ।

সৌম্য গচ্ছামঃ স্বমেব ভবনং প্রতি॥ ১৫

‘ঠিক আছে, যা কবেছ, ভালো করেছে, তাতে  
কোনো সংশয় নেই। সৌম্য ! এখন এসো, চলো আমরা  
যে যাই’।

হতা গতা দশগ্রীবঃ সপুত্রঃ সবিভীষণঃ।

জিহ্বাবতারয়ামাস সর্বাঙ্গা বাস্পগদগদা॥ ১৬

তারপর দশগ্রীব নিজ পুত্র এবং ভ্রাতা বিভীষণের  
বক্ষ পুষ্পক বিমান থেকে সেইসব নারীদের নামিয়ে  
লেন, যাদের হরণ করে এনেছিলেন। তারা তখনও  
হত্যা করে গদগদ কণ্ঠে বিলাপ করলেন।

দক্ষিণ্য রত্নভূতাশ্চ দেবদানবরক্ষসাম্।

সো তসু মতিং জ্ঞাত্বা ধর্মাত্মা বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৭

এরা সব উত্তম লক্ষণে সুশোভিত এবং দেবতা  
দানব এবং রাক্ষসদের গৃহরত্ন ছিল। তাদের প্রতি রাবণের  
আস্থা জেনে ধর্মাত্মা বিভীষণ বলেন—

দৃশ্যং সমাচারৈর্যশোহর্থকুলনাশনৈঃ

ধ্বং প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা স্বমতেন বিচেষ্টসে॥ ১৮

‘রাজন্ ! এই আচরণ যশ, ধন এবং কুলনাশকারী।

এ দ্বারা প্রাণীদের যে কষ্ট দেওয়া হয়, তাতে অত্যন্ত পাপ  
হয়। এ কথা জেনেও আপনি সদাচার উল্লঙ্ঘন করে  
সেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

রাজীহ্বান্ ধর্মযিত্ত্বমাত্তয়াহহনীতা বরাজনাঃ।

মাতিক্রমা মধুনা রাজন্ কুন্তীনসী হতা॥ ১৯

‘মহারাজ ! এই বেচারী অবলাদের বন্ধু-বান্ধবকে

মাত্র আপনি এদের হরণ করে এনেছেন, আর অন্য  
কিছু রাক্ষস মধু আপনাকে উল্লঙ্ঘন করে আপনার মাথায়  
পা রেখে মাসতুতো বোন কুন্তীনসীকে অপহরণ করেছে।’

রাক্ষসজীবী বাক্যং নাবগচ্ছামি কিং ত্বিদম্।

কৌহরং বহু ভয়াহহখাতো মধুরিতোব নামতঃ॥ ২০

রাবণ বললেন— ‘আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কী

বলছ ? যার নাম তুমি বলছ, সে কে ?’

দিক্ষিণস্ত সংক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ।

প্রজাতামস্য পাপস্য কর্মণঃ ফলমাগতম্॥ ২১

বিভীষণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভাই রাবণকে  
বললেন— ‘শুনুন ! আপনার এই পাপকর্মের ফল আমরা  
আমাদের ভগিনীর অপহরণের রূপে প্রাপ্ত হয়েছি।

মাতামহস্য যোহস্ম্যকং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সুমালিনঃ।

মাল্যবানিতি বিখ্যাতো বৃদ্ধঃ প্রাজ্ঞো নিশাচরঃ॥ ২২

পিতা জ্যেষ্ঠো জনন্যা নো হস্ম্যকং চার্যকোহভবৎ।

তস্য কুন্তীনসী নাম দুহিতুর্দুহিতাভবৎ॥ ২৩

মাতৃসুরথাস্ম্যকং সা চ কন্যানলোভবা

ভবতাস্ম্যকমেবৈষা ভ্রাতৃণাং ধর্মতঃ স্বসা॥ ২৪

‘আমাদের মাতামহ সুমালীর বড়ো ভাই, যিনি  
মাল্যবান নামে বিখ্যাত, বুদ্ধিমান এবং বৃদ্ধ নিশাচর ; তিনি  
হলেন আমাদের মাতা কৈকসীব জ্যেষ্ঠা। সেই হিসাবে তিনি  
আমাদের বড়ো দাদু। অতএব তাঁর কন্যা অনলা আমাদের  
মাসী হন। তাঁর কন্যা হলো কুন্তীনসী। আমাদের মাসী  
অনলার কন্যা হওয়ায় এই কুন্তীনসী ধর্মতঃ আমাদের সব

ভাইদের ভগিনী হয়

সা হতা মধুনা রাজন্ রাক্ষসেন বলীয়সা।

যজ্ঞপ্রবৃত্তে পুত্রে তু ময়ি চান্তর্জলোষিতে॥ ২৫

কুন্তকর্ণো মহারাজ নিদ্রামনুভবতাম্।

নিহত্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠানমাত্যানিহ সম্মতান্॥ ২৬

‘রাজন্ ! আপনার পুত্র মেঘনাদ যখন যজ্ঞে ব্যস্ত

ছিল, আমি তপস্যার জন্য জলের ভিতর অভ্যস্তরে অবস্থান  
করছিলাম এবং মহারাজ ! ভ্রাতা কুন্তকর্ণ যখন নিদ্রা সুখ  
ভোগ করছিল, সেই সময় মহাবলী মধু এখানে এসে  
আমাদের মাননীয় মন্ত্রীদের, যারা রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
ছিল, তাদের মেরে কুন্তীনসীকে অপহরণ করেছে।

ধর্মযিত্ত্বা হতা সা তু গুণ্ডাপান্তঃপুরে ভব।

শ্রদ্ধাপি তন্নমহারাজ ক্ষান্তমেব হতো ন সঃ॥ ২৭

যস্মাদবশাং দাতব্য্য কন্যা ভর্ত্রে হি ভ্রাতৃভিঃ।

‘মহারাজ ! যদিও কুন্তীনসী অন্তঃপুরে ভালোভাবেই

সুরক্ষিত ছিল, তবুও মধু আক্রমণ করে বলপূর্বক তাকে  
অপহরণ করে। পরে এই ঘটনা শুনেও আমরা তাকে  
ক্ষমা করে দিয়েছি। মধুকে হত্যা করিনি ; কারণ কন্যা যখন  
বিবাহযোগ্য হয়, তখন তাকে কোনো যোগ্য পাত্রের হাতে  
সমর্পণ করা উচিত। আমাদের ভাইদের অবশ্য এই কাজ  
আগেই করা উচিত ছিল।

তদেতৎ কর্মণো হস্য ফলং পাপস্য দুর্মতেঃ॥ ২৮



অস্মিন্নেবাভিসম্প্রাপ্তং লোকে বিদিতমস্ত তে।

‘আমাদের এখান থেকে যে কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করা হল, তা আপনারই দূষিত বুদ্ধি ও পাপকর্মের ফল এবং আপনি এই বদনাম অর্জন করেছেন। এই কথা আপনার ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত।’

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ॥ ২৯  
দৌরাত্মোনাহ্ননোদ্ধৃতস্তপ্তাজ্ঞা ইব সাগরঃ।

ততোহব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ॥ ৩০

বিভীষণের কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত হয়ে তপ্ত জল-সমুদ্রের মতো সমস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন, তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন—

কল্মাভাং মে রথঃ শীঘ্রং শূরাঃ সজ্জীভবন্ত নঃ।  
ব্রাতা মে কুন্তকর্ণশ্চ যে চ মুখ্যা নিশাচরাঃ॥ ৩১  
বাহনান্যধিরোহন্ত নানাগ্রহরণাযুথাঃ।

অদ্য তং সমরে হত্বা মধুং রাবণনির্ভয়ম্॥ ৩২  
সুরলোকং গমিষ্যামি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সুহৃদবৃতঃ।

‘শীঘ্রই আমার রথ প্রস্তুত করে আবশ্যক সামগ্রীর দ্বারা সুসজ্জিত করা হোক। আমার শূরবীর সৈনিকগণ রণযাত্রার জন্য প্রস্তুত হোক। তাই কুন্তকর্ণ এবং অন্যান্য প্রধান নিশাচর নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রথে সওয়ার হবে। আজ রাবণকে সমীহ না করা মধুকে রণক্ষেত্রে বধ করে তারপর যুদ্ধেজুদের সঙ্গে দেবলোকে যাত্রা করব।’

অক্ষৌহিণীসহস্রাণি চত্বার্বিংশতি রক্ষসাম্॥ ৩৩  
নানাগ্রহরণান্যশ্চ নির্বয়ুর্দুর্দাকাঙ্ক্ষিণাম্।

রাবণের আদেশে যুদ্ধে উৎসাহী শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদের চার হাজার অক্ষৌহিণী সেনা নানাপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শীঘ্রই লঙ্কা থেকে রওনা হল।

ইন্দ্রজিৎ ত্রুতঃ সৈন্যাং সৈনিকান্ পরিগৃহ্য চ॥ ৩৪  
জগাম রাবণো মধ্যে কুন্তকর্ণশ্চ পৃষ্ঠতঃ।

মেঘনাদ সব সৈনিকদের নিয়ে আগে আগে চললেন। রাবণ ছিলেন মধ্যভাগে আর কুন্তকর্ণ চললেন পিছনে।

বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা লঙ্কায়াং ধর্মমাচরন্॥ ৩৫

শেষাঃ সর্বৈ মহাভাগা যয়ুমধুপুং প্রতি।  
বিভীষণ ছিলেন ধর্মাত্মা তাই তিনি লঙ্কা থেকে ধর্মের আচরণে ব্যস্ত থাকলেন। বাকী সব মহাভাগ নিশাচর মধুপুরের দিকে রওনা হল।

ধরৈরকট্টৈর্হমৈদীপৈঃ শিশুমারৈর্মহোরগৈঃ॥ ৩৬  
রাক্ষসাঃ প্রযয়ুঃ সর্বৈ কৃদ্রাহংকাশং নিরন্তরম্।

গাধা, উট, ঘোড়া, শিশুমার এবং বড় বড় নল ইত্যাদি দীপ্তিমান বাহনে করে সব রাক্ষস আকাশ দিয়ে এগিয়ে চলল।

দৈত্যাশ্চ শতশতত্র কৃতবৈরাশ্চ দৈবতৈঃ॥ ৩৭  
রাবণং প্রেক্ষ্য গচ্ছন্তমগচ্ছন্ হি পৃষ্ঠতঃ।

রাবণকে দেবলোক আক্রমণ করতে দেবে শত শত দৈত্যও তার পিছন পিছন চলল, যারা ছিল দেবতাদের শত্রু।

স তু গত্বা মধুপুং প্রবিশ্য চ দশাননঃ ৩৮  
ন দদর্শ মধুং তত্র ভগিনীং তত্র দৃষ্টবান্।

মধুপুরে পৌঁছে দশমুখ রাবণ কুন্তীনসীর দর্শন পেলেনও, মধুর দর্শন পেলেন না।

সা চ প্রহ্লাঞ্জলির্ভূত্বা শিরসা চরমৌ গজঃ ৩৯  
তস্য রাক্ষসরাজস্য ব্রজা কুন্তীনসী তদা

কুন্তীনসী তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাত জোড় করে রাক্ষসরাজের চরণে মাথা রাখলেন

তাং সমুত্থাপয়ামাস ন ভেতব্যমিতি ক্রবন্। ৪০  
রাবণো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ কিং চাপি করবাণি তে।

রাক্ষসপ্রবর রাবণ তখন বললেন—‘ভয় পেয়ো না! তিনি কুন্তীনসীকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—‘আমি তোমার কোন প্রিয় কাজ করব?’

সাত্রবীদ্ যদি মে রাজন্ প্রসন্নঃ মহাজুঃ ৪১  
ভর্তারং ন মমেহাদা হন্তমহসি মানদ।

নহীদৃশং ভয়ং কিঞ্চিৎ কুলস্বীণ্যমিহোচ্যতে। ৪২  
ভয়ানামপি সর্বেষাং বৈধবাং বাসনং মহৎ।

কুন্তীনসী বললেন—‘অপরকে সম্মান প্রদানকারী রাক্ষসরাজ! মহাবাহো! আপনি যদি আমার ওপর প্রসন্ন থাকেন, তাহলে আপনি আমার পতিদেবকে বধ করবেন না; কারণ কুলবধীদের জন্য বৈধব্যের মতো অমঙ্গলকারী

কিছু হয় না। বৈধবাই নারীদের পক্ষে সব থেকে বড়  
সব থেকে মহান সংকট।

ভব রাজেন্দ্র মামবেক্ষয় যাচতীম্ ॥ ৪৩  
মহারাজ ন ভেতবামিতি স্বয়াম্।

‘রাজেন্দ্র ! আপনি সত্যবাদী — আপনার কথার  
এই কথা কবন। আমি আপনার কাছে পতির জীবন  
ভিক্ষা করছি। আপনি এই দুঃখী ভগিনীকে দেখুন আর কৃপা  
করুন। মহারাজ ! আপনি নিজেই আমাকে আশ্বাস দিয়ে  
ছিলেন, ‘তয় পেয়ো না’। সুতরাং আপনি সেই কথার  
কন রক্ষা করুন।

কল্পবীদধুঃ স্বসারং তত্র সংহিতাম্ ॥ ৪৪  
মসৌ তব ভর্তা বৈ মম শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্।

হু তেন গমিষ্যামি সুরলোকং জয়ায় হি ॥ ৪৫  
তার কথা শুনে রাবণ প্রসন্ন হয়ে গেলেন। তিনি  
মনে মনে থাকে ভগিনীকে বললেন — ‘তোমার পতি  
কখন ? তাকে শীঘ্র আমার কাছে সমর্পণ করো। আমি  
কেন সঙ্গে নিয়ে দেবলোক জয় করতে যাব।

ম করুণ্যসৌহার্দমিবুত্তোহস্মি মধোবধাৎ।  
তুঙ্গ সা সমুখাপ্য প্রসুপ্তং তং নিশাচরম্ ॥ ৪৬  
দ্রবীং সম্প্রহৃষ্টেব রাক্ষসী সা পতিং বচঃ

‘তোমার প্রতি করুণা ও সৌহার্দবশতঃ আমি মধুকে  
করার চিন্তা ত্যাগ করেছি।’ রাবণ এই কথা বলায়  
কন্যা কুন্তীনসী অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে তার শায়িত পতির  
কর গিয়ে সেই নিশাচরকে উঠিয়ে বলল —

প্রাপ্তো দশগ্রীবো মম ভ্রাতা মহাবলঃ ॥ ৪৭  
সুরলোকজয়াকাক্ষী সাহায্যে দ্বাং বৃণোতি চ।

দস্য স্বং সহায়ার্থং সবন্ধুর্গচ্ছ রাক্ষস ॥ ৪৮  
‘রাক্ষসপ্রবর ! আমার ভাই মহাবলী দশগ্রীব এখানে

পদার্পণ করেছেন। তিনি দেবলোক জয় করার আকাঙ্ক্ষায়  
সেখানে যাচ্ছেন। সেইজন্য তিনি আপনাকে সহায়ক করতে  
ইচ্ছুক ; সুতরাং আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে  
নিয়ে একে সাহায্য করতে যান।

দিক্ষিস্য ভক্তমানস্য নুক্তমর্ধ্যয় কল্পিতুম্।  
তস্যাত্তদ্ বচনং শ্রদ্ধা তপেভ্যাহ মধুরচঃ ॥ ৪৯

‘আমার জন্য আপনার ওপর তিনি স্নেহশীল।  
আপনাকে জামাতা মনে করে তিনি আপনার প্রতি অনুরাগ  
রাখেন ; অতএব আপনার এর কাজ সফল করার জন্য  
অবশ্যই সাহায্য করা উচিত।’ পত্নীর কথা শুনে মধুরাক্ষস  
‘তথাস্তু’ বলে রাবণকে সাহায্য করতে স্বীকার করে  
লিল।

দদর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং যথান্যায়মুপেত্যা সঃ।  
পূজয়ামাস ধর্মেণ রাবণং রাক্ষসসিপম্ ॥ ৫০

তারপর সে নিয়মমতো রীতিতে নিশাচর শিরোমণি  
রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং ধর্ম অনুসারে  
তার স্বাগত-সংকার করল।

প্রাপ্য পূজাং দশগ্রীবো মধুবৈশ্বনি বীর্যবান্।  
তত্র চৈকাং নিশামুখ্য গমনায়োপচক্রমে ॥ ৫১

মধুর ভবনে যথোচিত আদর-আপ্যায়ন পেয়ে  
পরাক্রমী দশগ্রীব সেখানে এক রাত কাটালেন, তারপর  
সকালে উঠে সেখান থেকে চলে যেতে উদাত হলেন।

ততঃ কৈলাসমাসাদ্য শৈলং বৈশ্রবণালয়ম্।  
রাক্ষসেন্দ্রো মহেন্দ্রাভঃ সেনামুপনিবেশয়ৎ ॥ ৫২

মধুপুর থেকে যাত্রা করে মহেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী  
রাক্ষসরাজ রাবণ সায়ংকালে কুবেরের নিবাসস্থান  
কৈলাসপর্বতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি তাঁর  
সেনাদের শিবির স্থাপনের কথা চিন্তা করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

# ষড়বিংশঃ সর্গঃ (২৬)

রাবণের রক্তার ওপর বলাৎকার করা এবং নন্দকুবেরের রানধকে ভয়ংকর শাপ প্রদান

স তু তত্র দশগ্রীবঃ সহ সৈন্যেন দীর্ঘবান।  
অস্তং প্রাপ্তং দিনকরে নিবাসং সমনোচ্যৎ ১  
স্বয়ং মন্ত্ৰং গোলে পবাক্রমী দশগ্রীব সৈন্যেন সঙ্গ

কৈলাসে বাত কানিত্তে হিত কবন

উদ্ভিতে নিমলে চান্ত্র হৃদ্যপর্বতবসি।

প্রসুপ্তঃ সুমহৎ সৈন্যঃ নানাপ্রহরগামুদম ২

(তিনি যেমনই শীতল হৃদয় কবন), পণ্ডা,

কৈলাসের মহোত্তম কাঞ্চনশয্যা নির্মল চন্দ্রের উদয় উপ

এবং নানাপ্রকার অস্ত্র সজ্জিত নিশাচরের বিশাল সৈন্যদল

ক্রমে গভীর নিদ্রায় লিপ্ত হয়ে পেল।

রাবণস্ত মহাবীৰ্যো নিয়মঃ শৈলমূৰ্ধনি।

স দদর্শ শুণাংস্তত্র চন্দ্রপাদপশোভিতান ৩

কিন্তু মহাপ্রাক্রমী রাবণ সেই পর্বতশিখরে চুপ করে

বসে চাঁদের আলোয় সুশোভিত শুণ্য সেই পর্বতের বিভিন্ন

স্থানের (যা সম্পূর্ণ কানভোগের উপযুক্ত ছিল) নৈসর্গিক

সৌন্দর্য দেখতে লাগলেন।

কণিকারবনৈদীপ্তঃ কদম্ববকুলৈস্তথা।

পদ্মিনীভিষ্ণু ফুল্লাভির্মন্দাকিন্যা জলৈরপি ৪

চন্দ্রকান্দশোকপূর্ণাগমন্দারতরুভিঃস্তথা।

চুতপাটললোষ্ট্রে চ প্রিয়ধ্বজর্জুনকেতকৈঃ ৫

নগরৈনারিকেলৈশ্চ প্রিয়ালপনসৈস্তথা।

এতৈরনৈশ্চ তরুভিরুদ্ভাসিতবনাস্তরে ৬

কোথাও দীপ্তিমান কানন শোভা পাচ্ছিল, কোথাও

আবাহ কদম্ব ও বকুল বৃক্ষসমূহ নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ

করাছিল, কোথাও বা মন্দাকিনীর জলপূর্ণ প্রফুল্ল কমলে

অলংকৃত হয়ে পুষ্পরিণী শোভা পাচ্ছিল, কোনও কোনও

স্থানে চম্পা, অশোক, নাগকেশব, মন্দার, আম্র, অর্জুন,

কেতক, টগর, নারকেল ইত্যাদি বৃক্ষসমূহের শোভায়

পর্বত-শিখরের বন্যপ্রান্তকে উদ্ভাসিত করাছিল।

কিন্নরা মদনেনার্তা রক্তা মধুরকণ্ঠিনঃ।

সমং সম্প্রজগুর্য়ত্র মনস্তৃষ্টিবিবর্ধনম ৭

মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট কামার্ত কিন্নর নিজ নিজ কামিনীদের

সঙ্গে রাগযুক্ত গান গাইছিল, যা কর্ণে প্রবেশ করে মনের

আনন্দ বৃদ্ধি করাছিল।

নিদ্রাপরা মদকীবা মদরক্তাকুলোচনাঃ।

গোমিষ্ঠিঃ সহ সংক্রান্তাশ্চিকীর্তুর্ভজমুচ

যে মদমগ্ন নিদ্রাগব গুনচাঁদের নীর মনের প্রকাশ

পানা ও গায়েরি, ত্রাফন সঙ্গে কীটাদি তদা ভবন

ভক্তিগ

মণ্টানামিব সন্ন্যাসঃ শুপ্রসবে মধুরকণ্ঠঃ।

অজ্ঞানোপগমসংসারঃ গায়তঃ মনদায়ে ৮

সেইস্থান থেকে কুবেরের ভবন অক্ষরাত্মক

গম্ভীর মধুর মণ্টাপানিব মত্তা শোনা যাচ্ছিল

পুষ্পবর্ণাশি মুখস্তো নগাঃ শবনভাষ্টিয়াঃ

শৈলঃ তঃ বাসয়ন্তীত মণ্ডানাসমগচ্ছিনঃ ৯

বসন্ত-ঋতুর পুষ্প-গন্ধযুক্ত সমস্ত বৃক্ষ প্রকাশ

বেগে পুষ্প-বর্ষা করে সেই সমগ্র পর্বতকে সজ্জিত

করাছিল।

মধুপুষ্পরজঃপুঙ্কঃ গন্ধমাদার্য পুষ্পলম্ব

প্রবকৌ বর্ষমান্ কামঃ রাবণস্য সুখোদনিনঃ ১০

বিবিধ কুসুমের মধুর মকবন্দ এবং পলাপ উদ্ভিদ

সুগন্ধ নিয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত কাম্য বাবনের কাম কমন

বাড়িয়ে তুলছিল।

গেয়াং পুষ্পসমৃদ্ধ্যা চ শৈত্যাদ্ বায়োগিরেষ্ঠণাং

প্রবৃত্তায়াং রজন্যাং চ চন্দ্রসোদয়নেন ১১

রাবণঃ স মহাবীৰ্যঃ কামস্য বশমাগতঃ

বিনিঃশ্বসা বিনিঃশ্বসা শশিনং সমবৈকত ১২

সঙ্গীতের মিষ্টতান, নানাপ্রকার পুষ্পের সঙ্গ,

শীতল বায়ুর স্পর্শ, পর্বতের (বমণীয়তা ইত্যাদি) গুণ,

বাতের মধুর সম্মম এবং চন্দ্রের উদয়—উদ্দীপনার এই সব

উপকরণের জন্য সেই মহাপ্রাক্রমী রাবণ কামের অর্জন

হয়ে বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চাঁদের দিকে

তাকিয়েছিলেন।

এতন্মিমন্তরে তত্র দিব্যভরণভূষিতা।

সর্বাঙ্গরোবরা রক্তা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ১৬

ইতিমধ্যে অঙ্গরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী পূর্ণ চন্দ্রমুখী

রক্তা দিবা বস্ত্রভূষণে সজ্জিত হয়ে সেই পথে এলেন

দিবাচন্দনজিহ্বাঙ্গী মন্দারকৃতমূৰ্খজা।



কাল্পলোচনাঃ।  
 কুমুদ বৈ ৮  
 মত্রে মদের প্রকার  
 ডায় তার হইতে  
 মধুরকনঃ।  
 ধনদানহেঃ। ৯  
 অঙ্গরানের কী  
 ল।  
 তাতিতাঃ  
 বগন্ধিনঃ। ১০  
 বক্ষ হাওয়া  
 তকে সুবাসিত  
 পুঙ্কলম্।  
 হনিলঃ। ১১  
 পরাগ-মিশ্রিত  
 র কাম বাসনা  
 বর্ষণাৎ।  
 ন চ। ১২  
 আগতঃ।  
 বৈষ্ণবঃ। ১৩  
 পুর সদ্বি,  
 তাদি) গুণ,  
 নার এই সব  
 নমের অধীন  
 দের দিকে  
 বিতা.  
 ননা॥ ১৪  
 পূর্ণ চতুর্থী  
 জেন।  
 র্জা।

দেবীপূজার দিনে দেবী চন্দন লেপন করা ছিল এবং  
দেবীপূজার দিনে দেবী চন্দন লেপন করা ছিল এবং  
দেবীপূজার দিনে দেবী চন্দন লেপন করা ছিল এবং

শীনঃ      মেখলাদামভূষিতম্ ।  
 জঘনঃ      রতিপ্রাভূতমুত্তমম্ ॥ ১৬

মনোহর নেত্র এবং পীনোমত বক্ষ ও জঘন-স্থল  
উত্তম-উপহার রূপে তিনি ধারণ করেছিলেন

মহাবিশেষকৈরৈঃ      ষড়্‌কুসুমোত্তমৈঃ  
কাম্যমাত্মনৈঃ      শ্রীঃ      কান্তিশ্রীদুতীকীর্তিভিঃ । ১৭

তাঁর কপোল ইত্যাদি হরিচন্দ্রনে চিত্রিত ছিল। তিনি  
যত্নে হওয়া নতুন পুষ্পের আর্দ্রহারে বিভূষিত ছিলেন  
এবং নিজ অলৌকিক কাঙ্ক্ষা, শোভা, দ্যুতি এবং কীর্তিযুক্ত  
দ্বিতীয় লক্ষীর মতো শোভিত হচ্ছিলেন।

সত্যোন্মেষাভঃ বহুং সমবগুষ্ঠিতা।  
বহুং শশিনিভং ক্রবৌ চাপনিভে শুভে॥ ১৮

তাঁর মুখ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর আর দুই সুন্দর অঙ্গ  
লাগছিল। তিনি সজল মেঘের মতো নীল শাড়িতে  
জুতা জুড়ে রেখেছিলেন।

করিকরাকারো করৌ পল্লবকোমলৌ ।  
শ্যামধোনে গচ্ছন্তী রাবণেনোপলক্ষিতা ॥ ১৫

তার জন্মের গঠন হাতির শৃঙ্গের মতো ছিল। দুটি  
এতে কোমল, যেন (দেহরূপ রসালের ডালের) নব  
পল্লব। তিনি সৈন্যদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন  
তাকে দেখে ফেলেন।

সমুখান গচ্ছন্তীং কামবাণবশং গতঃ ।  
 গৃহীত্বা লজ্জন্তীং স্ময়মানোহভ্যভাষত ॥ ২০

দেখেই তিনি কামদেবের বাণের শিকার হয়ে  
গেলেন। অন্যত্র যেতে থাকা রক্তাক্তে তিনি হাত ধরে  
টুকালেন। বেচারী রক্তা লজ্জায় পড়ে গেলেন ; নিশাচর  
ধন হেসে বললেন।

পাছসি বরারোহে কাং সিদ্ধিং ভজসে স্বয়ম্।  
সমুপভোজ্যতে। ২:

‘বরানোহে! কোথায় যাচ্ছ? কার ইচ্ছা পূর্ণ করবে?’  
‘কার ভাগ্যোদয়ের সময় হয়েছে, যে তোমাকে  
পরিচয় করবে?’

ક્રિદાનનત્તસમ્યાદય  
 સુશાશ્વત્તસમોલ  
 કોશદય  
 ગદ્યોઽપલસુગક્ષિનઃ ।  
 હૃષ્ટિઃ ગમિમાતિ ॥ ૨૨

‘কমল ও পদ্মের সুগন্ধ ধারণকারী ত্রোনার এই  
মনোহর মুখাবলি রস অমৃতেরও অমৃত। আজ এই  
অমৃত-রস আশ্বাদন করে কে তৃপ্ত হবে ?

মণিকুশলনিভৌ শীলৌ শুভৌ ভীকু নিরন্তরৌ ।  
 কমোদরঃস্থলসংস্থপারঃ দাসাতন্ত্রে কুচানিমৌ ॥ ২৩

ভীষণ। পরস্পরকে স্পর্শ করা হোমার সুবর্ণময়  
কলসের মতো সুন্দর সীনোয়াত বক্ষ কার বক্ষঃস্থলকে  
স্পর্শ প্রদান করলে ?

સુવર્ણચક્રપ્રતિમઃ      સ્વર્ણદામચિત્તઃ      ૫૫।  
 અધારોક્ષાતિ      કલ્પેન્દ્ર      જનનઃ      સ્વર્ણભૂષિણમ્। ૨૬

‘সোনার ঝংয়ে বিভূষিত এবং সুবর্ণময় চত্রে  
সমান, বিপুলভাবে বিস্তারিত তোমার পীন জঘনস্থলে  
যা মূর্তিমান স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে, তাতে কে আরোহ  
করবে ?

मद्विशिष्टः पुमान् कोहदा शत्रो विस्मयस्थानिनो ।  
मामतीत हि यच्छ द्वयं यासि डीरु न शोडनम् ॥ २

‘ইদ্র, উপেন্দ্র বা অশ্বিনীকুমার, যেই হোক না কেন  
এখন আমার থেকে কোন পুরুষ বড় ? ভীক ! তুমি আমাকে  
ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছ, এটা ঠিক হচ্ছে না।

বিশ্রম ত্বং পৃথুশ্ৰোণি শিলাতলমিদং শুভম্।  
 ত্রৈলোক্যে যঃ প্রভুশ্চৈব মদন্যো নৈব বিদ্যতে॥ ২

‘ভুল নিতম্বসম্পন্ন সুন্দরী ! এই সুন্দর শিলার ওপা  
বসে বিশ্রাম করো। এই ত্রিভুবনের যিনি স্বামী, তিনি আম

থেকে আলাদা নন—আমিই এই সম্পূর্ণ জগতের অধিপতি।  
তদেবঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রহো যাচেত্ৰে ত্বাং দশাননঃ।

ভূতুর্ভূতা বিধাতা চ ত্রৈলোক্যস্য ভজ্যমা ॥  
 ত্রৈলোক্যের স্বামীরও স্বামী অর্থাৎ বিধাতা

দশমুখ রাবণ আজ বিনীতভাবে হাত জোড় করে তোমা  
চাইবুছ। সুন্দরি ! তুমি আমাকে স্বীকার করো'।

এবমুক্তাবীদ রম্যা বেপমানা কৃতাজলিঃ ।  
 প্রসীদ নাহসে বক্রমীদশং ত্বং হি মে গুরুঃ ॥

রাবণ এই কথা বলায় রত্না কেঁপে উঠে হাত ধেঁ  
কারে বললেন—‘প্রভু! প্রসন্ন হোন—আমাকে কৃপা কর

এরূপ কথা আপনার মুখ থেকে বার হওয়া উচিত  
 কারণ আপনি আমার গুরুজন—পিতার তুল্য।

অন্যোভোহপি ত্বয়া রক্ষা প্রাপুয়াং ধৰ্ষণং যদি  
তদ্ব্যমতঃ সূৰ্য্য তেহহং তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ২৯

‘যদি অন্য কোনে’ পুরুষ আমাকে অপমান করতে  
আসে, তাহলে তার থেকেও আপনার আমাকে রক্ষা করা  
উচিত। আমি ধর্মতঃ আপনার পুত্রবধূ— আমি আপনাকে  
সত্য কথা বলছি।’

অথাত্রবীদ্ দশগ্রীবশ্চরণাধোমুখীং হিতাম্।  
রোমহর্ষম্নুপ্রাপ্তাং দৃষ্টমাত্রেণ তাং তদা॥ ৩০

রজ্জ্বা মুখ নীচু কবে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে  
দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাবণের দৃষ্টিপড়া মাত্র ভয়ে তাঁর রোম  
খাড়া হয়ে গিয়েছিল। তখন রাবণ তাঁকে বললেন—  
সুতস্যা যদি মে ভাৰ্য্যা ততন্তুং হি সূৰ্য্য ভবেঃ।

বাচমিতোব সা রজ্জ্বা প্রাহ রাবণমুত্তরম্॥ ৩১

‘রজ্জ্বে ! যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, তুমি আমার  
পুত্রবধূ, তবেই তুমি আমার পুত্রবধূ হবে, অন্যথায় নয়।’  
তখন রজ্জ্বা ‘ঠিক আছে’ বলে রাবণকে এই উত্তর দিলেন—  
ধর্মতন্ত্বে সুতস্যাহং ভাৰ্য্যা রাক্ষসপুঙ্গব।

পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রাণৈর্ভাতুর্বেশ্রবণস্য তে॥ ৩২

‘রাক্ষস শিরোমণে ! ধর্ম অনুসারে আমি আপনার  
পুত্রেরই ভাৰ্য্যা। আপনার বড় ভাই কুবেরের পুত্র আমার  
প্রাণের থেকেও বেশি প্রিয়।

বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু নলকুবর ইত্যয়ম্।

ধর্মতো যো ভবেদ্ বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বীর্যতো ভবেৎ॥ ৩৩

‘তিনি ত্রিলোকে ‘নলকুবর’ নামে বিখ্যাত, তিনি ধর্ম  
অনুষ্ঠানের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ এবং পরাক্রমের দৃষ্টিতে ক্ষত্রিয়।  
ক্রোধাদ্ যশ্চ ভবেদগ্নিঃ ক্ষান্ত্যা চ বসুধাসমঃ।

তস্যাম্মি কৃতসংকেতা লোকপালসুতস্য বৈ॥ ৩৪

‘তিনি ক্রোধে অগ্নি এবং ক্ষমাতে পৃথিবীর সমান,  
সেই লোকপালকুমার প্রিয়তম নলকুবেরকে আজ আমি  
মিলনের জন্য সংকেত দিয়েছি।

তমুদ্दिष্যা তু মে সর্বং বিভূষণমিদং কৃতম্।

যথা তস্য হি নানাস্য ভাবো মাং প্রতি তিষ্ঠতি॥ ৩৫

‘এই সমস্ত সাজ-সজ্জা আমি তাঁর জনাই ধারণ  
করেছি। তাঁর যেমন আমার প্রতি অনুরাগ, তেমনি  
আমারও তাঁর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, অন্য কারো প্রতি নয়।

তেন সত্যেন মাং রাজন্ মোক্ষমর্হস্যারিন্দম।

স হি তিষ্ঠতি ধর্মাত্মা মাং প্রতীক্ষ্য সমুৎসুকঃ॥ ৩৬

‘শত্রু দমনকারী রাক্ষসরাজ ! এই সত্য নজরে রেখে  
আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমার ধর্মাত্মা প্রিয়তম ঈশ্বর  
হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন।

তত্র বিয়ং তু তসোহ কর্তুং নারহসি মুখ্য মাং,  
সত্তিরাচরিতং মার্গং গচ্ছ রাক্ষসপুঙ্গব। ৩৭

‘তাঁর সেবার এই কাজে আপনার বিয় করা উচিত  
নয়। আমাকে ছেড়ে দিন। রাক্ষসরাজ ! আপনি সংস্কৃতির  
দ্বারা আচরিত ধর্ম পথে চলুন।

মাননীয়ো মম ত্বং হি পালনীয়া তথাম্মি তে।  
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রত্যাচাচ বিনীতবৎ॥ ৩৮

‘আপনি আমার মাননীয় গুরুজন, সুতরাং আপনার  
আমাকে রক্ষা করা উচিত।’ একথা শুনে দশগ্রীব তাঁকে  
নম্রতা সহকারে উত্তর দিলেন—

মুখ্যাম্মি যদবোচন্তুমেকপত্নীদয়ঃ ক্রমঃ

দেবলোকহিতিরিয়ং সুরাণাং শাশ্বতী মতা॥ ৩৯

পতিরঙ্গরসাং নাস্তি ন চৈকগ্নীপরিগ্রহঃ।

‘রজ্জ্বে ! তুমি যে নিজেকে আমার পুত্রবধূ বলছ, তা  
ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। এই সব সম্পর্ক সেই নরীদের  
জন্ম, যারা কোনো এক বিশেষ পুরুষদের পত্নী। তোমার  
তো দেবলোকে অবস্থানই অন্যপ্রকারে। সেখানে সর্বদাই  
এই নিয়ম চলে আসছে যে, অঙ্গরাদের কোনো পতি হয়  
না। সেখানে কেউ একজন নাবীকে বিবাহ করে ঘর করে  
না।’

এবমুক্তা স তাং রক্ষো নিবেশ্য চ শিলাতলে॥ ৪০

কামভোগাভিসংরক্তো মৈথুনায়োপচক্রমে।

এই কথা বলে সেই রাক্ষস রজ্জ্বাকে বলপূর্বক শিলায়  
বসিয়ে, কামভোগে আসক্ত হয়ে তার সঙ্গে সমাগম  
করেন।

স্যা বিমুক্তা ততো রজ্জ্বা দ্রষ্টমাল্যবিভূষণা॥ ৪১

গজেদ্রাক্রীড়মথিতা নদীবাকুলতাং গত।

তাঁর পুষ্পহার ছিঁড়ে পড়ে যায়, সমস্ত গহনা ছিঁড়ে-  
খুঁড়ে যায়। উপভোগের পর রাবণ রজ্জ্বাকে ছেড়ে দেন তাঁর  
অবস্থা সেই নদীর মতো হয়ে যায়, যাতে কোনো গজবাজ  
ক্রীড়া করে মছন করে ; তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

লুলিতাকুলকেশাঙ্ঘ্রা করবেপিতপল্লবা॥ ৪২

পবনেনাবধূতেব লতা কুমুমশালিনী

বেণী খুলে যাওয়ার জন্য তাঁর কেশ-বাণি হাওয়ায়



জড়তে লাগল, সাজ সজ্জা নষ্ট হয়ে গেল। হাত কাঁপতে লাগল, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুষ্পশোভিত লতা হাওয়াতে ভেঙ্গে পড়ছে।

গা বেপমানা লজ্জন্তী ভীতা করকৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৩  
নলকুবরমাসাদা পাদয়োনিপপাত হ।

ভয় ও লজ্জায় তিনি নলকুবরের কাছে গিয়ে, হাত জোড় করে তাঁর পায়ের ওপর পড়লেন।

অবস্থাঃ চ তাং দৃষ্টা মহাত্মা নলকুবরঃ ॥ ৪৪  
জ্বরীৎ কিমিদং ভদ্রে পাদয়োঃ পতিতাসি মে।

কষ্টকে এই অবস্থায় দেখে মহামনা নলকুবর হিজ্রাস করলেন— ‘ভদ্রে ! কী ব্যাপার ? তুমি এইভাবে আমার পায়ের ওপর কেন পড়ে গেলে ?’

গা বৈ নিঃশ্বসমানা তু বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৫  
তস্মৈ সর্বং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।

তিনি খর খর করে কাঁপছিলেন। অতঃপর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে হাত জোড় করে, যা কিছু হয়েছে, তা ঠিক ভাবে বলতে আবস্ত করেন—

এষ দেব দশগ্রীবঃ প্রাপ্তো গম্ভঃ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪৬  
ভেন সৈন্যসহায়েন নিশেয়ঃ পরিণামিতা।

‘দেব ! এই দশমুখ রাবণ স্বর্গলোক আক্রমণ করার জন্য এসেছে, এর সঙ্গে অনেক সৈন্য আছে। সে রাজকের রাতে এখানেই আশ্রয় নিয়েছে।

আয়াক্তী তেন দৃষ্টাস্মি ত্বৎসকাশমরিন্দম ॥ ৪৭  
গৃহীতা ভেন পৃষ্ঠাস্মি কস্যা ভূমিতি রক্ষসা।

‘শত্রুদমন বীর ! আমি আপনার কাছে আসছিলাম। কিন্তু সেই রাক্ষস আমাকে দেখে আমার হাত ধরে নেয় এবং হিজ্রাস করে যে, ‘তুমি কার স্ত্রী ?’

ময়া তু সর্বং যৎ সত্যং তস্মৈ সর্বং নিবেদিতম্ ॥ ৪৮  
কামমোহাভিভূতাত্মা নাত্রৌষীৎ তদ্ বচো মম।

‘আমি তাকে সব সত্য বলেছি, কিন্তু তাঁর হৃদয় কামমোহে আক্রান্ত ছিল, তাই সে আমার কথা শোনেনি।

যাচ্যমানো ময়া দেব মুখা তেহহমিতি প্রভো ॥ ৪৯  
তু সর্বং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বলাৎ তেনাস্মি ধর্ষিতা।

‘দেব ! আমি বাববার প্রার্থনা করতে থাকি যে, প্রভো ! আমি আপনার পুত্রবধূ, আমাকে ছেড়ে দিন ; কিন্তু তিনি আমার কথা শোনেননি এবং বলপূর্বক আমার ওপর অত্যাচার করেছেন।

এবং স্বমপরাধঃ মে ক্ষম্যমহসি সুপ্রভ ॥ ৫০  
নহি তুলাং নলং সৌম্য দ্বিগাশ্চ পুরুষস্য হি।

‘উত্তম ব্রতপালনকারী প্রিয়তম ! এই বিবশ অবস্থায় আমার দ্বারা যে অপরাধ হয়েছে, আপনি তা ক্ষমা করুন। সৌম্য ! নারী অবলা হয়ে থাকে, তাদের পুরুষের মতো বল থাকে না (তাই আমি সেই দুষ্টের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারিনি)।’

এতাদৃশ্বা তু সংজ্ঞাকৃত্বা বৈশ্রবণায়জঃ ॥ ৫১  
ধ্বংসাং তাং পরাং প্রহ্লা ধ্যানং সম্প্রসিবেশ হ।

একথা শুনে বৈশ্রবণ কুমার নলকুবরের অত্যন্ত ক্রোধ হল। রজ্জ্বার ওপর হওয়া সেই মহা অত্যাচারের কথা শুনে তিনি ধ্যানে বসলেন।

তস্য তৎ কর্ম বিজ্ঞায় তদা বৈশ্রবণায়জঃ ॥ ৫২  
মূহূর্তাৎ ক্রোধতাস্রাক্ষত্রোয়ঃ জগ্ৰাহ পাণিনা।

দু-দণ্ডেই (প্রায় ৪৮ মিনিট) রাবণের কীর্তিকলাপ জেনে তাঁর চক্ষু ক্রোধে লাল হয়ে গেল, তিনি নিজের হাতে জল নিলেন।

গৃহীত্বা সলিলং সর্বমুপস্পৃশ্যা যথাবিধি ॥ ৫৩  
উৎসসর্জ্য তদা শাপং রাক্ষসেভ্যায় দারুণম্।

জল নিয়ে প্রথমে বিধিপূর্বক আচমন করে চক্ষু ইত্যাদি সর্ব ইন্দ্রিয়াদি স্পর্শ করার পর তিনি রাক্ষসরাজকে ভয়ংকর অভিশাপ দিলেন।

অকামা তেন হস্মাৎ ত্বং বলাৎ ভদ্রে প্রধর্ষিতা ॥ ৫৪  
তস্মাৎ স যুবতীমন্যাং নাকামামুপয়াসতি।

তিনি বললেন— ‘ভদ্রে ! তোমার ইচ্ছা না থাকতেও রাবণ তোমার ওপর বলপূর্বক অত্যাচার করেছে, অতএব এখন থেকে অন্য যে ওকে চাইবে না, সেই যুবতীর সঙ্গে রাবণ সমাগম করতে পারবে না।

যদা হ্যকামাঃ কামার্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্ ॥ ৫৫  
মূর্খা তু সপ্তথা তস্য শকলীভবিতা তদা।

‘যদি সে কামপীড়িত হয়ে তাকে না চাওয়া কোনও যুবতীর ওপর বলাৎকার করে, তবে তৎক্ষণাৎ তার মস্তক সাত টুকরো হবে’

তস্মিন্দুদাহতে শাপে জুলিতাগ্নিসমপ্রভে ॥ ৫৬  
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিচ্চ খাদ্যুত।

নলকুবরের মুখ থেকে প্রক্ষলিত অগ্নির ন্যায় দন্ধকারী এই শাপ বার হতেই দেবতাদের দুন্দুভি বেজে



ওঠে এবং আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ হতে থাকে।

পিতামহমুখাশ্চৈব সর্বং দেবাঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৫৭  
জ্ঞাত্বা লোকগতিং সর্বাং তস্য মৃত্যুং চ রক্ষসঃ।

ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব প্রীতিমাশ্রুত্বানুজ্ঞাম ॥ ৫৮

ব্রহ্মাদি সকল দেবতা আনন্দিত হলেন। রাবণের দ্বারা জগতের উৎপীড়ন এবং ওই রাক্ষসের মৃত্যুর কথা জেনে ঋষিগণের এবং পিতৃপুরুষদের অত্যন্ত আনন্দ হল।

শ্রুত্বা তু স দশগ্রীবজং শাপং রোমহর্ষণম্।

নারীষু মৈথুনীভাবং নাকামান্ড্যবোচমাৎ ॥ ৫৯

এই রোমহর্ষকরী শাপের কথা জেনে তখন থেকে দশগ্রীব তাঁকে না চাওয়া নারীদের সঙ্গে বলাহকার করা পরিত্যাগ করে।

তেন নীতাঃ দ্বিমাঃ প্রীতিমাণুঃ সর্বাঃ পত্নিতাঃ।

নলকুবরানির্মুক্তং শাপং শ্রুত্বা মনঃপ্রিয়াষু ॥ ৬০  
সে যেসব পত্নিতা নারীদের তখন করে নিতে গিয়েছিল, তাঁদের সবার মন নলকুবরের এই শাপ শ্রুত্বা প্রিয় মনে হয়। এই শাপ শুনে তাঁরা সকলেই অশ্রু প্রসার ঘন।

ইত্যৰ্ষে শ্রীমদ্ভাষ্যে বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মডবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরাচিত আদিকাব্য বামায়ণের উত্তরকাণ্ডের মডবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ১৬

## সপ্তবিংশঃ সর্গঃ (২৭)

সৈন্যসহকারে রাবণের ইন্দ্রলোকের ওপর আক্রমণ, সাহায্যের জন্য ইন্দ্রের ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা, ভবিষ্যতে রাবণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করে বিষ্ণুর ইন্দ্রকে ফেরানো,

কাছে প্রার্থনা, ভবিষ্যতে রাবণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করে বিষ্ণুর ইন্দ্রকে ফেরানো,

দেবতা এবং রাক্ষসদের যুদ্ধ এবং বসুর সাহায্যে সুমালী-বধ

কৈলাসং লঙ্ঘয়িত্বা তু সসৈন্যবলবাহনঃ।

আসসাদ মহাতেজা ইন্দ্রলোকং দশাননঃ ॥ ১

কৈলাস পর্বত পার হয়ে মহাতেজস্বী দশমুখ রাবণ সৈন্য এবং সহকারীদের সঙ্গে ইন্দ্রলোকে গিয়ে পৌঁছলেন।

তস্য রাক্ষসসৈন্যস্য সমস্তাদুপয়াসাতঃ।

দেবলোকে বভৌ শঙ্খো ভিদামানার্ণবোপমঃ ॥ ২

সব দিক থেকে আসা রাক্ষস সেনাদের কোলাহলে দেবলোকে মনে হচ্ছিল যেন মহাসাগরের মছনের শব্দ প্রকট হয়ে উঠেছে।

শ্রুত্বা তু রাবণং প্রাপ্তমিদ্ৰশ্লিত আসনাৎ।

দেবানথাত্রবীৎ তত্র সর্বান্বেব সমাগতান্ ॥ ৩

রাবণের আগমনের সংবাদ জেনে ইন্দ্র তাঁর আসন থেকে উঠে তাঁর সমীপে উপস্থিত সব দেবতাদের বললেন।

আদিত্যাংশ বসুন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ সমরুদ্ধগণান্।

সজ্জা ভবত যুদ্ধার্থং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৪

আদিত্য, বসুদেব, রুদ্রদেব, সাধ্যদের এবং

মরুদদেরও তিনি বললেন—‘তোমরা সকলে দ্রুত রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হও’।

এবমুক্তান্ত শক্রেণ দেবাঃ শক্রসমা যুধি সমহ্য সুমহাসজ্জা যুদ্ধশ্রদ্ধাসমধিতাঃ ॥ ৫

ইন্দ্রের পরাক্রমতার সমকক্ষ মহাবলী দেবভাগ কবচ ইত্যাদি ধারণ করে যুদ্ধের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন।

স তু দীনঃ পরিত্রস্তো মছেজ্ঞো রাবণং প্রতি

বিষোঃ সমীপমাগতা বাক্যমেতদুবাচ ॥ ৬

দেবরাজ ইন্দ্র রাবণকে ভয় পেয়েছিলেন। তাই তিনি

ভগবান বিষ্ণুর কাছে এসে বললেন—

বিষো কথং করিষ্যামি রাবণং রাক্ষসং প্রতি

অহোহতিবলবদ্ রক্ষো যুদ্ধার্থমভিবর্ততে ॥ ৭

‘বিষ্ণুদেব! আমি রাক্ষস রাবণের প্রতি কী করব’

অহো! সেই অত্যন্ত বলশালী নিশাচর আমার সঙ্গে যুদ্ধ

করতে আসছে।

বরপ্রদানাদ্ বলবান্ ন খল্লনোন হেতুনা।

তৎ তু সত্যং বচঃ কার্যং যদুক্তং পদ্মযোনির্না ॥ ৮

সে একমাত্র ব্রহ্মার বরদানের প্রভাবেই প্রবল হয়ে  
উঠেছে, অন্য কোনো কারণে নয়। কমলযোনি শ্রীব্রহ্মা যে  
কি দিয়েছেন, তার সত্যতা রক্ষা করা আমাদের অবশ্য

যথা নমুর্চির্ভ্রো বলিনরকশম্বরৌ।  
সমবষ্টভ্য ময়া দক্ষাস্থখা কুরু॥ ৯  
‘অতএব পূর্বে যেমন আপনার বল-ভরসায় আমি  
নুটি, ব্রহ্মসূর, বলি, নরক এবং শম্বর ইত্যাদি অসুরদের  
পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, তেমনি এই অসুরও যাতে শেষ হয়ে  
যে, এমন কোন উপায় আপনিই করুন।

দেবদেবেশ ত্বদুতে মধুসূদন।  
পরায়ণং চাপি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ১০  
‘মধুসূদন ! আপনি দেবতাদেরও দেবতা এবং  
স্বর। এই ত্রিভুবন চরাচরে আপনি ব্যতীত অন্য কেউ  
নেই, যিনি আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম। আপনিই  
হামাদের পরম আশ্রয়।

হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ  
হমমে স্থাপিতা লোকাঃ শত্রুচাহং সুরেশ্বরঃ॥ ১১

‘আপনি পদ্মনাভ — আপনার নাভিকমল থেকেই  
লোকের উৎপত্তি হয়েছে। আপনিই সনাতনদেব শ্রীমান  
নারায়ণ। আপনিই এই ত্রিলোক স্থাপন করেছেন এবং  
আপনিই আমাকে দেবরাজ ইন্দ্র পদে অভিষিক্ত করেছেন।

সৃষ্টমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্  
ভগবন্ সর্বে প্রবিশন্তি যুগক্ষয়ে॥ ১২

‘ভগবন্ ! আপনিই জীব-জন্তু প্রাণীসহ এই  
ত্রিলোক সৃষ্টি করেছেন এবং প্রলয়কালে সম্পূর্ণ প্রাণী  
আপনাতেই প্রবেশ করে।

ত্বাচ্ছু যথাতত্ত্বং দেবদেব মম স্বয়ম্।  
মসিচ্ছনহায়ত্ত্বং যোৎস্যসে রাবণং প্রতি॥ ১৩

‘তাই দেবদেব ! আপনি আমাকে এমন কোনো  
অমোঘ উপায় বলুন, যাতে আমার বিজয়লাভ হয়। আপনি  
কি নিজেই চক্র এবং তরোয়াল নিয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ  
করবেন ?’

এবমুক্তঃ স শত্রুণ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ  
যজীয পরিত্রাসঃ কর্তব্যঃ শ্রয়তাং চ মে॥ ১৪

ইন্দ্র এই কথা বলায় ভগবান নারায়ণ বললেন  
— ‘দেবরাজ ! তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমার

কথা শোনো—

ন তাবদেষ দুষ্টায়া শকো জেতুং সুরাসুরৈঃ।  
হস্তং চাপি সমাসাদা বরদানেন দুর্জয়ঃ॥ ১৫

‘প্রথম কথা হল এই দুষ্টায়া রাবণকে সম্পূর্ণ দেবতা  
ও অসুর মিলেও হারতে পারবে না কিংবা পরাস্তও করতে  
পারবে না। কারণ বরপ্রাপ্ত হওয়ায় সে এখন দুর্জয় হয়ে  
উঠেছে।

সর্বথা ত্বু মহৎ কর্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ।  
রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্নির্গতঃ॥ ১৬

‘নিজ পুত্রের সঙ্গে আসা এই ভয়ংকর বলশালী  
রাক্ষস সর্বভাবে মহাপরাক্রম প্রকট করবে। আমি আমার  
স্বাভাবিক জ্ঞান দৃষ্টিতে এটা দেখতে পাচ্ছি।

যৎ ত্বু মাং ত্বমভাষিষ্ঠা যুধ্যস্বেন্তি সুরেশ্বর।  
নাহং তং প্রতিযোৎস্যামি রাবণং রাক্ষসং যুধি॥ ১৭

‘সুরেশ্বর ! অন্য যে কথা আমার বলার আছে, তা  
হল—তুমি যে আমাকে বলছিলেন যে “আপনিই ওর সঙ্গে  
যুদ্ধ করুন” তার উত্তরে জানাচ্ছি যে আমি এই সময়  
যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষস রাবণের সম্মুখীন হব না।

নাহত্বা সমরে শত্রুং বিষ্ণুঃ প্রতিনিবর্ততে।  
দুর্লভশ্চৈব কামোহদ্য বরঙুপ্তাদি রাবণাৎ॥ ১৮

‘আমি অর্থাৎ বিষ্ণুর স্বভাব হল—শত্রুবধ না করে  
আমি সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে যাই না ; কিন্তু রাবণ এখন  
বরদান দ্বারা সুরক্ষিত তাই তার বিরুদ্ধে আমার এই  
বিজয়ের অভিলাষ পূরণ হওয়া কঠিন।

প্রতিজানে চ দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো।  
ভবিতাম্মি যথাসাধ্যং রাক্ষসো মৃত্যুকারণম্॥ ১৯

‘কিন্তু দেবেন্দ্র ! শতক্রতো ! আমি তোমার সামনে  
এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, সময় হলে আমিই এই রাক্ষসের  
মৃত্যুর কারণ হব।

অহমেব নিহন্তাম্মি রাবণং সপুত্রঃসরম্।  
দেবতা নন্দয়িষ্যামি জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্॥ ২০

‘আমিই রাবণকে তার সঙ্গী সৈনিকদের সঙ্গে নিহত  
করব এবং দেবতাদের আনন্দ প্রদান করব ; কিন্তু এই কাজ  
তখনই হবে, যখন তার মৃত্যু সময় উপস্থিত হবে।

এতৎ তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে।  
যুদ্ধাশ্ব বিগতক্রাসঃ সুরৈঃ সার্থং মহাবলঃ॥ ২১

‘দেবরাজ ! এই সব কথা আমি তোমাকে ঠিক



করে জানালাম।

ততো রুদ্রাঃ সহাদিত্যা বসবো মরুতোহগ্নিনৌ।

সমজ্ঞা নির্যয়ত্বং রাক্ষসানভিতঃ পুরাং ॥ ১২

তখন রুদ্র, আদিত্য, বসু, মরুৎগণ ও অগ্নীকুমার  
আদি দেবতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অমর বস্ত্রী পুরী থেকে  
বাইরে এলেন এবং রাক্ষসদের সম্মুখিত হওয়ার জন্য  
এগিয়ে গেলেন।

এতস্মিন্নন্তরে নাদঃ শুশ্রুবে রজনীকয়ে।

তস্য রাবণসৈন্যসাং প্রযুদ্ধসা সমজ্ঞতঃ ॥ ১৩

তার মধ্যে রাত্রির শেষ প্রহাৰ যুদ্ধে উদাত রাবণের  
সৈন্যদের মহা কোলাহল শোনা গেল।

তে প্রযুক্তা মহাবীরা অন্যান্যামভিবীক্ষা বৈ।

সংগ্রামমেবাভিমুখা অভাবর্তন্ত হস্তবৎ ॥ ১৪

সেই মহাপরাক্রমী রাক্ষসসেনা প্রভাতে উঠেই একে  
অপরকে দেখে অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধের  
জন্য অগ্রসর হতে লাগল।

ততো দৈবতসৈন্যানাং সংক্ষোভঃ সমজ্ঞাত।

তদক্ষয়ং মহাসৈন্যং দৃষ্টা সমরমূৰ্খনি ॥ ১৫

অতঃপর সমরাস্রবণের অপর প্রান্তে রাক্ষসদের অনন্ত  
ও বিশাল সৈন্যসংখ্যার দেখে দেবতাদের সৈন্যের ক্ষোভ  
হল।

ততো যুদ্ধঃ সমভবদ্ দেবদানবরক্ষসাম্।

ঘোরঃ তুমুলনির্ভাদং নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ॥ ১৬

তখন দেবতা, দানব এবং রাক্ষসের মধ্যে ভয়ংকর  
যুদ্ধ বেধে গেল। ভীষণ কোলাহল শুরু হল, দুদিক থেকে  
নানাপ্রকারের অস্ত্র বর্ষণ হতে লাগল।

এতস্মিন্নন্তরে শূরা রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ।

যুদ্ধার্থঃ সমবর্তন্ত সচিবা রাবণস্য তে ॥ ১৭

সেই সময় রাবণের মন্ত্রী শূরবীর রাক্ষস, যাকে  
অত্যন্ত ভয়ংকর দেখাচ্ছিল, যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এল।

মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ মহাপার্ষমহোদরৌ।

অকম্পনো নিকুন্তশ্চ শুকঃ সারণ এব চ ॥ ১৮

সংহ্রাদো ধুমকেতুশ্চ মহাদংষ্ট্রৌ ঘটোদরঃ।

জম্বুমালী মহাহ্রাদো বিরূপাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ১৯

সুপ্তয়ো যজ্ঞকোপশ্চ দুৰ্মুখো দুষণঃ ধরঃ।

ত্রিশিরাঃ করবীরাক্ষঃ সূর্যশত্রুশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ২০

মহাকাশোহতিকায়শ্চ দেবাস্তকনরাক্ষকৌ।

এতৈঃ সৰ্বৈঃ পরিবৃত্তৌ মহাবীৰ্যৈর্মহাবলঃ ॥ ২১

রাবণস্যার্যকঃ সৈন্যঃ সুমালী প্রবিশেষ হ।

মারীচ, প্রহস্ট, মহাপার্ষ, মহোদর, অকম্পন,  
নিকুন্ত, শুক, শারণ, সংহ্রাদ, ধুমকেতু, জম্বুমালী, মহাহ্রাদ,  
বিরূপাক্ষ, রাক্ষস, সুপ্তয়, যজ্ঞকোপ, দুৰ্মুখ, দুষণ, ধর, ত্রিশিরা,  
করবীরাক্ষ, সূর্যশত্রু, মহাকাশোহতিকায়, দেবাস্তক এবং কনরাক্ষ—এই  
মহাপরাক্রমী রাক্ষসের পরিবৃত্ত হয়ে মহাবীরী সুমালী,  
গান বাবল ও মাতামহ ছিলেন, দেবতাদের সৈন্যসংখ্যা  
অসংখ্য।

স দৈবতগণান্ সর্বান্ নানাপ্রহরণৈঃ শিঠৈঃ ॥ ২২

তিনি বুদ্ধ হয়ে নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র-কব্জি দিয়ে  
দেবতাদের রণাঙ্গনে সবে ত্যাগিত ছিলেন, সৈন্যদের  
বায়ু মেঘাশাকে ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

তদ্ দৈবতবলঃ রাম চনামানঃ নিশাচরৈঃ ২৩

প্রণয়াঃ সর্বতো দিগ্ভ্যঃ সিংহনুদ্বা মণা ইব  
শ্রীরাম! নিশাচরদের হাতে মার পেয়ে দেবতাদের  
সৈন্যদল, সিংহদ্বা তাদ্রা পাওয়া নাগের ন্যায় নানান  
পালিয়ে গেল।

এতস্মিন্নন্তরে শূরো বসুনামষ্টমো বসুঃ ২৪

সানিত্র ইতি নিখ্যাত প্রবিশেষ রণাজিরম্।

তখন বসুদেব অষ্টম বসু, যার নাম সানিত্র, তিনি  
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

সৈন্যৈঃ পরিবৃত্তৌ হস্তৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ২৫

ত্রাসয়ন্ শত্রুসৈন্যানি প্রবিশেষ রণাজিরম্।

তিনি নানা শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং উৎসাহিত সৈন্য  
দ্বারা পরিবৃত্ত ছিলেন। শত্রুসৈন্যকে সন্ত্রস্ত করে তাঁর  
রণভূমিতে পদার্পণ কবলেন।

তথা দিতৌ মহাবীরৌ ভৃষ্টা পৃষা চ তৌ সমম্ ২৬

নির্ভরৌ সহ সৈন্যেন তদা প্রাবিশতাঃ বধে

এছাড়া অদিতির দুই পরাক্রমশালী পুত্র ভৃষ্টা এবং  
পৃষা, তাঁদের সৈন্যদের সঙ্গে একই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ  
করলেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন নির্ভর বীর।

ততো যুদ্ধঃ সমভবৎ সুরাণাং সহ রাক্ষসৈঃ ২৭

ক্রুদ্ধানাং রক্ষসাং কীর্তিঃ সমরেধনিবর্তিনাম্

তখন দেবতাদের সঙ্গে রাক্ষসদের ভয়ানক যুদ্ধ হতে  
লাগল। যুদ্ধে পশ্চাদ্পদ না হওয়া রাক্ষসদের বর্ধিত কীর্তি  
কলাপ দেখে ও শুনে দেবতারা তাদের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ  
হলেন।

ততস্তে রাক্ষসাঃ সৰ্বে বিবুধান্ সমরে হিতান্ ২৮

ততস্তে রাক্ষসাঃ সৰ্বে বিবুধান্ সমরে হিতান্ ২৮



নানাপ্রহরৈর্ঘোরৈর্জঘ্ণঃ

শতসহস্রশঃ।

তারপর সমস্ত রাক্ষস রণভূমিতে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ  
দেবতাদের নানাপ্রকার ভয়ংকর অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা হত্যা  
করতে লাগল।

রাক্ষসান্ ঘোরান্ মহাবলপরাক্রমান্ ॥ ৩৯  
বিমলৈঃ শতৈরুপনিযুর্ঘমক্ষয়ম্

সেইভাবে দেবতারাও মহাবলশালী পরাক্রমী  
সংকব রাক্ষসদের অস্ত্র দ্বারা হত করে যমলোকে পাঠাতে  
লাগলেন।

দৈবিকরত্নে রাম সুমালী নাম রাক্ষসঃ ॥ ৪০  
নানাপ্রহরৈঃ ক্রুদ্ধস্তৎসৈন্যং সোহভ্যবর্তত।

দৈবতবলং সর্বং নানাপ্রহরৈঃ শিতৈঃ ॥ ৪১  
রক্ষসয়ত সংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরং যথা।

শ্রীরাম ! এরমধ্যে সুমালী নামক রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে  
অন্যপ্রকার অস্ত্র দ্বারা দেব সেনাদের উপর আক্রমণ  
করলেন। তিনি অত্যন্ত ক্রোধে মেঘপুঞ্জ ছিন্ন-ভিন্নকারী  
হওয়ার মতো তাঁর ভিন্ন ভিন্ন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা দেবসেনাদের  
ঘটিষ্ঠ করে তুললেন।

তঃ মহাবানবর্ষেষ্ঠ শূলপ্রাসৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ৪২  
লম্বাণাঃ সুরাঃ সর্বৈ ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংহতাঃ।

তার মহান বাণ এবং ভয়ংকর শূল ও প্রাসের বর্ষণে  
মহত দেবতারা যুদ্ধক্ষেত্রে সংগঠিতভাবে দাঁড়াতে  
পারছিলেন না।

জ্ঞাতো বিদ্রাব্যমাণেষু দৈবতেষু সুমালিনা ॥ ৪৩  
কৃণামষ্টমঃ ক্রুদ্ধঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবজিতঃ।

সংবৃতঃ স্বৈরথানীকৈঃ প্রহরন্তঃ নিশাচরম্ ॥ ৪৪  
সুমালী দেবতাদের বিতাড়িত করায় অষ্টম বসু সাবিত্র  
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি রথে করে সেনাদের সঙ্গে সেই

স্বৈরকারী নিশাচরদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বিজ্রমেন মহাতেজা বারয়ামাস সংযুগে।  
যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ॥ ৪৫

সুমালিনো বসোষ্টেচব সমরেধনিবর্তিনোঃ।

মহাতেজস্বী সাবিত্র যুদ্ধস্থলে স্ব-পরাক্রমে সুমালীর  
অগ্রগতি বোধ করলেন। সুমালী এবং বসু কেউই যুদ্ধে পিছু  
হটার পাত্র নয় ; তাই দুজনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বেধে গেল।  
উভয়সং মহানাতৈর্ঘবসুনা সুমহাঙ্গনা ॥ ৪৬  
নিহতঃ পয়গরথঃ ক্ষণেন বিনিপাতিতঃ।

তারপর মহাত্মা বসু তাঁর বিশাল বাণ দ্বারা সুমালীর  
সর্প-চালিত রথকে জেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।  
হৃদ্রা তু সংযুগে তস্য রথং বাণশতৈশ্চিতম্ ॥ ৪৭  
গদাং তস্য বধার্থায় বসুর্জগ্ৰাহ পাণিনা।  
ততঃ প্রগৃহ্য দীপ্তগ্রাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্ ॥ ৪৮  
তাং মূর্ধ্নি পাতয়ামাস সাবিত্রো বৈ সুমালিনঃ।

যুদ্ধস্থলে শত শত বাণে সুমালীর রথ নষ্ট করে বসু  
সেই নিশাচরকে বধের উদ্দেশ্যে কালদণ্ডসম এক ভীষণ  
গদা তুলে নিলেন, যার অগ্রভাগ ছিল অগ্নির ন্যায় প্রছলিত।  
সেটির দ্বার তিনি সুমালীর মস্তকে আঘাত করলেন।  
স্বা তস্যোপরি চোক্ষাভা পতন্তী বিবজৌ গদা ॥ ৪৯  
ইন্দ্রপ্রমুজা গর্জন্তী গিরাবিব মহাশনিঃ।

তার ওপরে পড়েই সেই গদা উদ্ধার মত চমকে  
ওঠে। যেন ইন্দ্রের দ্বারা ছোঁড়া বিশাল বাজ গড়-গড় করে  
কোনো পর্বত শিখরে পড়ল।

তস্য নৈবাহি ন শিরো ন মাংসং দদৃশে তদা ॥ ৫০  
গদয়া ভস্মতাং নীতং নিহতস্য রণাজিরে।

তার আঘাতেই সুমালীর রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হল।  
তাঁর অঙ্গি, মস্তক বা মাংসের কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি।  
সবকিছুই গদার অগ্নিতে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল।

তং দৃষ্টা নিহতং সংখ্যে রাক্ষসাত্তে সমজতঃ ॥ ৫১  
ব্যদ্রবন্ সহিতাঃ সর্বৈ ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্।

বিদ্রাব্যমাণা বসুনা রাক্ষসা নাবতহিরে ॥ ৫২  
যুদ্ধে সুমালীকে মারা যেতে দেখে সব রাক্ষস একে  
অপরকে ডাকতে ডাকতে চার দিকে পালাতে থাকে। বসুর

দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে সেই রাক্ষসেরা আর রণভূমিতে  
দাঁড়াতে পারল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে ব্রাহ্মায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

## অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ (২৮)

মেঘনাদ ও জয়ন্তের যুদ্ধ, জয়ন্তকে পুলোমার অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের  
পদার্পণ, রুদ্ধ তথা মরুদগণ দ্বারা রাক্ষস সেনা সংহার এবং ইন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ

সুমালিনঃ হতঃ দুষ্টী বসুনা ভস্মসাৎকৃতম্।  
বসৈন্যঃ বিক্রান্তঃ চাপি লক্ষয়িত্বাদিতঃ সুবৈঃ ॥ ১

ততঃ স বলবান্ ক্রুদ্ধো রাবণস্য সূতজ্ঞদা।  
নিবর্তা রাক্ষসান্ সর্বান্ মেঘনাদো বাবহিতঃ ॥ ২

সুমালী মারা গেছেন, বসু তাকে ভস্ম করে দিয়েছেন  
এবং দেবতা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাঁর সৈন্য পাণ্ডুর হয়ে গেছে,  
এই দেখে রাবণের বলবান পুত্র মেঘনাদ ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত  
রাক্ষসদের ফিরিয়ে এনে দেবতাদের সঙ্গে প্রতিশোধ  
নেবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হলেন।

স রথেনাগ্নিবর্ণেন কামগেন মহারথঃ।  
অভিদুস্ত্রাং সেনাং তাং বনান্যগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩

সেই মহাবীরী বীর, রথীর ইচ্ছানুসারে গতিশীল  
অগ্নিতুল্য তেজস্বী রথে চড়ে বনে জলে ওঠা দাবানলের  
মতো দেবসেনাদির দিকে ধাবিত হলেন।

ততঃ প্রবিশতস্তস্য বিবিধ্যযুদ্ধধারিণঃ।  
বিদুষ্কবুর্দিশঃ সর্বা দর্শনাদেব দেবতাঃ ॥ ৪

নানাপ্রকার অস্ত্রধারণ করে তাঁদের সৈন্যদলে  
প্রবেশকারী মেঘনাদকে দেখেই সর্বদেবতা নানাদিকে  
পালিয়ে গেলেন।

ন বভূব তদা কশ্চিদ্ যুযুৎসোরস্য সস্মুখে।  
সর্বানাবিধ্য বিদ্রুস্তাংস্ততঃ শক্ৰোহুত্রবীৎ সুরান্ ॥ ৫

সেই সময় যুদ্ধের জন্য আগত মেঘনাদের সামনে  
কেউই দাঁড়াতে পারলেন না। ভয়ভীত সেইসব দেবতাদের  
ডাক দিয়ে ইন্দ্র বললেন—

ন ভেতবাং ন গন্তবাং নিবর্তনং রণে সুরাঃ।  
এষ গচ্ছতি পুত্রো মে যুদ্ধার্থমপরাজিতঃ ॥ ৬

‘দেবগণ ! তুমি পেয়ো না, যুদ্ধ ছেড়ে যেও না,  
রণক্ষেত্রে ফিরে এসো। আমার অপরাজেয় পুত্র জয়ন্ত  
যুদ্ধের জন্য রওনা দিচ্ছে।’

ততঃ শক্রসুতো দেবো জয়ন্ত ইতি বিশ্রুতঃ।  
রথেনাস্তুতকল্লেন সংগ্রামে সোহভাবর্তত ॥ ৭

তারপর ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত সুন্দরভাবে সাজজত রথে চড়ে  
যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেন।

ততস্তে ত্রিংশাঃ সর্বে পরিবার্য শচীসুতম্।

রাবণস্য সূতঃ যুদ্ধে সমাসাদা প্রজয়িত্রে ৮  
তখন সব দেবতা শচীপুত্র জয়ন্তকে চাবদিকে ঘিরে

যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন এবং রাবণপুত্রকে আক্রান্ত করতে  
লাগলেন।

তেয়াং যুদ্ধঃ সমস্তবৎ সদৃশঃ দেবরাক্ষসাম্।  
মহেজস্য চ পুত্রস্য রাক্ষসেস্তসুতস্য ৮।১০

সেই সময় দেবতাদের রাক্ষসদের সঙ্গে এবং  
মহেজ কুমারের রাবণপুত্রের সঙ্গে তাঁদের বন পর্বত  
অনুরূপ যুদ্ধ হতে লাগল।

ততো মাতলিপুত্রস্য গোমুখস্য স রাবণিঃ।  
সারথোঃ পাতয়ামাস শরান্ কনককুণ্ডলান্ ॥ ১১

রাবণকুমার মেঘনাদ জয়ন্তের সাথি মাতলিপুত্র  
গোমুখের ওপর স্তূর্ণভূষিত বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন,  
শচীসুতশচাপি তথা জয়ন্তস্তস্য সারথিঃ।

তং চাপি রাবণিঃ ক্রুদ্ধঃ সমস্তাং প্রভাবিতঃ ॥ ১২  
শচীপুত্র জয়ন্তও মেঘনাদের সাথিকে আহত করে

দিলেন। কুপিত হয়ে তখন মেঘনাদও জয়ন্তকে নানাভাবে  
ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন।

স হি ক্রোধসমাবিষ্টো বলী বিস্ফুরিতক্ৰোধঃ।  
রাবণিঃ শক্রতনয়ঃ শরবর্ষৈরবাকিরং ॥ ১৩

ক্রোধাঘ্রিত হয়ে বলবান মেঘনাদ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে  
চক্ষু বিস্ফুরিত করে দেখতে লাগলেন এবং বাণবর্ষণ করে  
পীড়িত করতে লাগলেন।

ততো নানাপ্রহরণাঙ্কিতধারান্ সহস্রশঃ।  
পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সুরসৈনোষু রাবণিঃ ॥ ১৪

অত্যন্ত কুপিত হয়ে রাবণকুমার দেবসেনাদের ওপর  
তীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন নানাপ্রকারের সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ  
করতে লাগলেন।

শতদ্রুমীমুসলপ্রাসগদাখড়্গাপরশুধান্  
মহাস্তি গিরিশৃঙ্গানি পাতয়ামাস রাবণিঃ ॥ ১৫

তিনি শতদ্রুমী, মুসল, প্রাস, গদা, খড়্গ এবং বড়-  
বড় পর্বত-শিখরও বর্ষণ করেন।

ততঃ প্রবাধিতাঃ লোকাঃ সংজজে চ তমস্ততঃ।  
তস্য রাবণপুত্রস্য শক্ৰসৈন্যানি নিম্নতঃ ॥ ১৬



শত্রুসেনা সংহারে উদ্যত রাবণকুমারের মায়ায় সেই  
গমর চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে যায় ; তাই সমস্ত লোক  
বঞ্চিত হয়ে ওঠে।

১৩৬  
দৈবতবলং সমস্তাং তং শচীসূতম্।  
১৩৬  
শচীকুমারের চারদিকে ঘিরে থাকা দেবসেনাগণ  
বঞ্চিত হয়ে পড়েন।

১৩৭  
নাজানন্ত চান্যোনাং রক্ষো বা দেবতাত্বা।  
১৩৭  
তত্র বিপর্যস্তং সমস্তাং পরিধাবত। ১৭  
রাক্ষস ও দেবতারা কেউ কাউকে চিনতে পারছিলেন  
না। তারা নানাদিকে ছুটতে থাকেন।

১৩৮  
সো দেবান্ নিজয়ুস্তে রাক্ষসান্ রাক্ষসাত্বা।  
১৩৮  
সমুদ্রমস্যাচ্ছন্নং বাদ্রবমপরে তথা ১৮  
অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে তাঁরা বিবেচনা শক্তিও  
হারিয়ে বসেছিলেন। তাই দেবতা, দেবতাদের এবং  
রাক্ষস, রাক্ষসদেরই মারতে লাগলেন। আবার বহুযোদ্ধা  
কে থেকে পালিয়ে গেলেন।

১৩৯  
এতদ্বিমত্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্যবান্  
১৩৯  
সৈজন্তন্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোহপবাহিতঃ ১৯  
এর মধ্যে পরাক্রমশালী বীর দৈত্যরাজ পুলোমা  
যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শচীপুত্র জয়ন্তকে ধরে সেখান থেকে দূরে  
নিয়ে গেলেন।

১৪০  
নগৃহ্য তং তু দৌহিত্রং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা।  
১৪০  
অর্থকঃ স হি তস্যাসীৎ পুলোমা যেন সা শচী ২০  
তিনি ছিলেন শচীর পিতা এবং জয়ন্তের দাদু, তাই  
তিনি নিজের দৌহিত্রকে নিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করলেন  
কাজে প্রণাশং তু তদা জয়ন্তস্যাপ্য দেবতাঃ।  
১৪১  
অগ্রহস্তাত্তঃ সর্বা ব্যথিতাঃ সম্প্রদুঃখবুঃ ২১  
দেবতারা যখন জয়ন্তের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা  
জানতে পারেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে চারদিকে  
পালাতে লাগলেন।

১৪২  
রাশিকুণ্ডলং সংক্রুদ্ধো বলৈঃ পরিবৃতঃ স্বকৈঃ।  
১৪২  
অভাবত দেবাংস্তান্ মুমোচ চ মহাস্থনম্ ২২  
অন্যদিকে নিজ সৈন্য পরিবৃত রাবণকুমার অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদের আক্রমণ করলেন এবং সজোরে  
পর্জ উঠলেন।

১৪৩  
প্রণাশং পুত্রস্য দৈবতেষু চ বিদ্রুতম্।  
১৪৩  
প্রণাশং পুত্রস্য দৈবতেষু চ বিদ্রুতম্।

১৪৩  
মাতলিঃ চাহ দেবেশো নথঃ সমুপনীয়তাম্ ২৩  
পুত্র অন্তর্হিত হয়েছেন এবং দেবসেনাদের মধ্যে  
পলায়ন শুরু হয়েছে—তাঁই দেখে দেবরাজ ইন্দ্র মাতলিকে  
বললেন - ‘আমার রথ নিয়ে এসো’

১৪৪  
স তু দিন্যো মহাভীমঃ সজ্জ এব মহানথঃ।  
১৪৪  
উপস্থিতো মাতলিনা বাহ্যমানো মহাজবঃ ২৪  
মাতলি একটি সাজানো মহাভয়ংকর, দিব্য ও বিশাল  
রথ নিয়ে এলেন। তাঁর দ্বারা চালিত সেই রথ অত্যন্ত  
বেগসম্পন্ন ছিল।

১৪৫  
ততো মেঘা নথে তস্মিন্ভিদ্ভিঃ মহাবলাঃ।  
১৪৫  
অগ্রতো বায়ুচপলা নেদুঃ পরমনিঃস্বনাঃ ২৫  
তারপর সেই রথের অগ্রভাগে বিদ্যুৎসহ মহাবলী  
মেঘরাশি বায়ুদ্বারা চঞ্চল হয়ে ভীষণ জোরে গর্জন করতে  
লাগল।

১৪৬  
নানাবাদ্যানি বাদ্যন্ত গন্ধর্বাস্ত সমাহিতাঃ।  
১৪৬  
ননুচুচাক্ষরঃসজ্জা নির্ঘাতে ত্রিদশেশ্বরে ২৬  
দেবেশ্বর ইন্দ্র বেরিয়ে এলেই নানাপ্রকার বাজনা  
বেজে উঠল। গন্ধর্ব একত্র হয়ে গেলেন এবং অঙ্গব্যাগণ  
নৃত্য করতে লাগলেন।

১৪৭  
রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরগ্নিভ্যাং সমরঙ্গমগৈঃ।  
১৪৭  
বৃত্তো নানাপ্রহরপৈর্নির্যয়ৌ ত্রিদশাধিপঃ ২৭  
অতঃপর রুদ্র, বসু, আদিত্য, অগ্নিকুমারদ্বয় এবং  
মরুদগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র নানাপ্রকার অস্ত্র-  
শস্ত্র-সহ পুরী থেকে নির্গত হলেন।

১৪৮  
নির্গচ্ছতস্ত শত্রুসা পক্ষঃ পবনো ববৌ।  
১৪৮  
ভাক্করো নিম্প্রভশ্চৈব মহোচ্ছাস্ত প্রপেদিরে ২৮  
ইন্দ্র এসে যেতেই বায়ু প্রচণ্ডভাবে প্রবাহিত হতে  
লাগল। সূর্য রশ্মি কমে গেল এবং আকাশ থেকে বড় বড়  
উজ্জ্বল হতে লাগল।

১৪৯  
এতদ্বিমত্তরে শুরো দশদ্রীবঃ প্রতাপবান্।  
১৪৯  
আকরোহ রথং দিব্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মা ২৯  
তার মধ্যে প্রতাপশালী বীর দশদ্রীবও বিশ্বকর্মা নির্মিত  
দিব্য রথে সওয়ার হলেন।

১৫০  
প্যাগৈঃ সুমহাকায়ৈর্বেষ্টিতং লোমহর্ষণৈঃ।  
১৫০  
যেষাং নিঃশ্বাসবাতেন প্রদীপ্তমিব সংযুগৈঃ ৩০  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

১৫১  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

১৫২  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

১৫৩  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

১৫৪  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

১৫৫  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

১৫৬  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

১৫৭  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

১৫৮  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

১৫৯  
সেই রথে বোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প  
জড়িয়ে ছিল তার নিঃশ্বাস প্রস্রাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ



জলে উঠেছে।

দৈতৈর্নিশাচরৈশ্চৈব স রথঃ পরিবারিতঃ।

সমরাতিমুখো দিব্যো মহোদ্রঃ সোহভানর্তত॥ ৩১

দৈত্যগণ এবং নিশাচরগণ সেই বথকে সর্বাঙ্গিক দিয়ে ঘিরে বেষ্টিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলা রাবণের সেই দিবা বথ মৃতদেহের সামনে গিয়ে পৌঁছিল।

পুত্রঃ তং বারিগীত্বা তু জয়মেব বানচিভঃ।

সোহপি যুদ্ধাদ্ বিনিষ্কৃত্য রাবণিঃ সমুপানিশং॥ ৩২

রাবণ তার পুত্রকে খামিয়ে নিজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। রাবণপুত্র মেঘনাদ তখন যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে বেবিষে চূপচাপ তার বথ গিয়ে বসলেন।

ততো যুদ্ধঃ প্রবৃত্তঃ তু সুরাশাং রাক্ষসৈঃ সহ।

শস্ত্রাশি বর্ষতাং তেষাং মেঘানামিব সংযুগে॥ ৩৩

দেবতাদের সঙ্গে তখন রাক্ষসদের ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। জলবর্ষণকারী মেঘের মতো দেবতারাও যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র-বর্ষণ করতে লাগলেন

কুন্তকর্ণস্ত দুষ্টাশ্চা নানাপ্রহরণোদাতঃ।

নাভ্যায়ত তদা রাজন্ যুদ্ধং কেনাভাপদন্ত॥ ৩৪

রাজন্! দুষ্টাশ্চা কুন্তকর্ণ নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তা জানা যাচ্ছিল না। (অর্থাৎ যুদ্ধমত্ত হওয়ায় নিজের এবং অন্যের সকল সৈনিকদের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিলেন)।

দষ্টৈঃ পাদৈর্ভূজৈর্হস্তৈঃ শক্তিতোমরমুদগরৈঃ।

যেন তেনৈব সংকুস্তভায়ামাস দেবতাঃ॥ ৩৫

তিনি অত্যন্ত কুপিত হয়ে দাঁত, লাথি, হাত, শক্তি, তোমর, মুদগর ইত্যাদি যা পাচ্ছিলেন, তার দ্বারাই দেবতাদের মারছিলেন।

স তু রুদ্রৈর্মহাঘোরৈঃ সঙ্গম্যাথ নিশাচরঃ।

প্রযুদ্ধস্তৈশ্চ সংগ্রামে ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্নিরন্তরম্॥ ৩৬

সেই নিশাচর ভয়ংকর রুদ্রদের বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগলেন। রুদ্রগণ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা তাকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন যে, তাঁর শরীরে কোনো স্থানই ক্ষত-চিহ্ন ব্যতীত ছিল না।

বভৌ শস্ত্রাচিততনুঃ কুন্তকর্ণঃ ক্ষরমসৃক্।

বিদ্যুৎপ্তনিতনির্ঘোষো ধারাবানিব তোমদঃ॥ ৩৭

ক্ষতচিহ্নে জর্জরিত কুন্তকর্ণের শরীর থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন তাঁকে বজ্র-বিদ্যুৎ-গর্জন যুক্ত

জল বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

ততস্তন্ম রাক্ষসং সৈন্যং প্রযুক্তং সমরঙ্গনেষু।

রণে নিদ্রাক্রান্তঃ সর্বং নানাপ্রহরণৈশ্চ

তানপব সেই মোব যুদ্ধে ক্রান্ত ও মকন্য

রাক্ষসসেনাদেক নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা মেরে

দিগলন

কেচিদ্ নিদ্রিতাঃ কৃত্যশ্চেষ্টস্বি শ্ম মধীতলে

নাহনেন্দ্রবসন্তাশ্চ চিত্তা এতাপরে

অনেক নিশাচর মারা গেল, অনেকের মস্তক

মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে এবং বহু রাক্ষস

প্রাণতীন অবস্থায় রণভূমিতে নিজ বাহনের

থাকে।

রথান্ নাগান্ খরানুটান্ পরশাংস্তুরশাংস্তথা।

শিশুমারান্ বরাহাংশ্চ পিশাচসন্মানশ্চ

তান্ সমালিঙ্গ্য বাহুজাং বিষ্টক্কাঃ কেচিদুপিতাঃ

দেবৈশ্চ শস্ত্রসংভিন্না মণ্ডিরে চ নিশাচরাঃ

কিছু রাক্ষস রথ, হাতি, গাধা, উট, মেষ, গজ,

শিশুমার, বরাহ এবং পিশাচমুখ বাহনগুলিকে

আঁকড়ে ধরে শেষ হয়ে যায়। বহু রাক্ষস দ্বারা মেরে

হয়েছিল, মূর্ত্তা দূর হলে উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু দেহভাগ

অঙ্গে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মৃত্যুর মুখে চলে যায়।

চিত্রকর্ম ইবাভাতি সর্বোং রণসম্পূর্ণঃ

নিহতানাং প্রসুপ্তানাং রাক্ষসানাং মধীতলে॥ ৩৮

এইভাবে যুদ্ধভূমিতে পড়ে থাকা মৃত রাক্ষসের

দেখে যে কোনো জাদু বলে মনে হচ্ছিল।

শোণিতোদকনিষ্পন্দা কাকগৃপ্সমাকুল্য।

প্রবৃত্তা সংযুগ্মমুখে শস্ত্রগ্রাহবতী নদী। ৪০

যুদ্ধস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হচ্ছিল, যাব যাবে

প্রবাহিত নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রকে গ্রাহ (কুমির) বলে মনে

হচ্ছিল। সেই নদীর চারদিকে শকুন এবং কাক ছুটছুটি

করছে।

এতশ্মিমত্তরে জুখো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।

নিরীক্ষ্য তু বলং সর্বং দৈবভৈবিনিপাতিতম্॥ ৪১

প্রতাপশালী দশগ্রীব যখন দেখলেন যে, দেবতারা

তাঁর সমস্ত সৈনিককে মেবে ফেলেছেন, তখন তাঁর

ক্রোধের সীমা থাকল না।

স তং প্রতিবিগাহ্যন্ত প্রবৃত্তং সৈন্যসাগরম্।

সমরে নিয়ন্ শক্রমেবাব্যবর্তত ॥ ৪৫  
 তিনি সমুদ্রের মতো বিস্তারিত দেবসেনাদের মধ্যে  
 গিয়ে, (যুদ্ধক্ষেত্রের) মধ্যে দেবতাদের ধরাশায়ী  
 করতে করতে ইন্দ্রের সামনে পৌঁছালেন।

শক্রো মহচ্চাপং বিম্ফার্য সুমহাস্থনম্।  
 বিম্ফারনির্বোধৈঃ স্তনস্তি স্ম দিশো দশ ॥ ৪৬

ইদ্র তখন জোবে গর্জনকারী তাঁর বিশাল ধনুকটি  
 ছিনে। সেই টংকার ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে

বিক্রিয়া মহচ্চাপমিস্ত্রো রাবণমুধনি।  
 স শরান্ পাবকাদিত্যর্বাচসঃ ॥ ৪৭

সেই বিশাল ধনুক টেনে ইন্দ্র রাবণের মস্তকে অগ্নি ও  
 সূর্যের মতো তেজস্বী বাণ মারলেন।

তথৈব চ মহাবাহুর্দশদ্রীবো নিশাচরঃ  
 শক্রং কার্মুকনিজট্টৈঃ শরবর্ষবনাকিরং ॥ ৪৮

মহাবাহু নিশাচর দশদ্রীবও সেইভাবে তাঁর ধনুক  
 থেকে বাণ-বর্ষণ করে ইন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে দিলেন।

প্রযুধ্যাজোরণ তয়োর্বাণবর্ষৈঃ সমস্ততঃ।  
 নাজ্জায়ত তদা কিমিহ সর্বং হি তমসা বৃতম্ ॥ ৪৯

তাঁরা দুজন যখন ঘোর যুদ্ধে তৎপর হয়ে বাণ-বর্ষণ  
 করছিলেন, তখন সবকিছু অন্ধকারে ঢেকে গেল।

কারোরই কাউকে চেনার কোন উপায় ছিল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৮ ॥

### একোনত্রিংশঃ সর্গঃ (২৯)

রাবণের দেবসেনার ভিতর দিয়ে নির্গত হওয়া, তাঁকে বন্দী করার জন্য দেবতাদের চেষ্টা, মায়া বিস্তার করে  
 মেঘনাদের ইন্দ্রকে বন্দী করা এবং বিজয়ী হয়ে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন

ভবসি সংজাতে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ  
 বলোন্মত্তাঃ সুদয়ন্তঃ পরম্পরম্ ॥ ১

যখন সর্বদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন  
 এস উন্মত্ত হয়ে এই সকল দেবতা ও রাক্ষস একে  
 অন্যকে বধ করার জন্য যুদ্ধে ব্যাপ্ত হয়।

দেবসৈন্যো রাক্ষসানাং বৃহদ্ বলম্।  
 হাপিতং যুদ্ধে শেষং নীতং যমক্ষ্যাম্ ॥ ২

সেই সময় দেবসেনাগণের দ্বারা রাক্ষসদের বিশাল  
 সৈন্যবহিনীর মাত্র দশ শতাংশই অবশিষ্ট রয়েছিল। বাকী  
 রাক্ষসসেনাকে দেবসেনা যমলোকে পৌঁছে দেয়।

দিশং তামসে যুদ্ধে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ।  
 নান্যন্যং নাজাজানন্ত যুদ্ধ্যমানাঃ পরম্পরম্ ॥ ৩

সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুদ্ধে সমস্ত দেবতা ও রাক্ষস  
 পরস্পরের যুদ্ধে একে-অপরকে চিনতে পারছিল না।

ইন্দ্রশ্চ রাবণশ্চৈব রাবণিচ মহাবলঃ।  
 তস্মিংশ্চমোজালবৃতে মোহমীযুর্ন তে ত্রয়ঃ ॥ ৪

ইন্দ্র, রাবণ এবং রাবণপুত্র মেঘনাদ—এই তিনজনই  
 শুধু সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রে মোহগ্রস্ত হননি।

স তু দুষ্টা বলং সর্বং রাবণো নিহতং ক্ষণাৎ।  
 ক্রোধমভ্যগমৎ তীব্রং মহানাদং চ মুক্তবান্ ॥ ৫

রাবণ দেখলেন যে, ক্ষণিকের মধ্যে তাঁর সমস্ত  
 সেনা মারা গেছে, তখন তাঁর অত্যন্ত ক্রোধ হল এবং তিনি  
 ভয়ানক গর্জন করে উঠলেন।

ক্রোধাৎ সূতং চ দুর্ধর্ষঃ স্যান্দনহুম্বাচ হ।  
 পরসৈন্যস্য মধ্যেন যাবদন্তো নয়স্ব মাম্ ॥ ৬

সেই দুর্জয় নিশাচর রথে বসে তাঁর সারথিকে  
 ক্রোধপূর্বক বললেন—‘সূত ! শত্রুর এই সেনাদল যতদূর  
 পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, তুমি রথকে তাঁর মধ্যস্থল দিয়ে



নিয়ে যাও।

অদ্যৈতান্ ত্রিদশান্ সর্বান্ বিক্রমৈঃ সমরে স্বয়াম্।

নানাশস্ত্রমহাসারৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৭

‘আজ আমি নিজ পরাক্রমে নানাপ্রকার অস্ত্রের মুষ্ণুধারায় বর্ষণ করে এই সব দেবতাদের যমলোকে পৌঁছে দেব।

অহমিদ্রঃ বধিস্যামি ধনদং বরুণং যমম্  
ত্রিদশান্ বিনিহতাশু স্বয়ং হ্যসাম্যাতোপরি ॥ ৮

‘আমি ইন্দ্র, কুবের, বরুণ ও যমকেও বধ করব। সমস্ত দেবতাদের বধ করে আমি স্বয়ং সবার ওপরে অধিষ্ঠান করব।

বিষাদো নৈব কর্তব্যঃ শীঘ্রং বাহয় মে রথম্।

ধিঃ খলু ত্বাং বরীমাদ্য যাবদন্তঃ নয়স্ব মাম্ ॥ ৯

‘তোমার দুঃখ করা উচিত নয়। শীঘ্র রথ নিয়ে চলো আমি তোমাকে পুনরায় বলছি, দেবতাদের সেনা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই পর্যন্ত আমাকে নিয়ে চলো।

অয়ং স নন্দনোদ্দেশো যত্র বর্তাবহে বয়ম্  
নয় মামদ্য তত্র ত্বমুদয়ো যত্র পর্বতঃ ॥ ১০

‘এ হল নন্দন বনের এলাকা, এখানে মাত্র আমরা দুজনেই রয়েছি। দেবসৈন্যের বিস্তারের এখান থেকেই আরম্ভ। এখন তুমি আমাকে উদয়াচল পর্যন্ত নিয়ে চলো (নন্দনবন থেকে উদয়াচল পর্যন্ত দেবতাদের সেনা বিস্তৃত ছিল)।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা তুরগান্ স মনোজবান্।  
আদিদেশাথ শত্রুণাং মধো নৈব চ সারথিঃ ॥ ১১

রাবণের কথা শুনে সারথি মনের মতো গতিসম্পন্ন যোদ্ধাগুলিকে শত্রুসৈন্যের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিল। তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শত্রো দেবেশ্বরতদা।

রথস্থঃ সমরহস্তান্ দেবান্ বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ১২

সারথির প্রতি রাবণের নির্দেশ অবগত হয়ে রণাঙ্গনে রথে আরুঢ় দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের বললেন—

সুরাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যৎ তাবদ্যম্ রোচতে।  
জীবয়েব দশগ্রীবঃ সাধু রক্ষো নিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৩

‘দেবগণ! আমার কথা শোনো! আমার তো এটাই উপযুক্ত মনে হয় যে, এই নিশাচর দশগ্রীবকে জীবিত

অবস্থাতে বন্দী করা হোক।

এথ হ্যভিনবঃ সৈন্যে রথেন পুনৌজমা।  
গমিস্যতি প্রনৃক্ষোর্মিঃ সমুদ্র ইব পবনি ॥ ১৪

‘এই অত্যন্ত বলশালী রাক্ষস বাঘুর ন্যায় বেগবান রথে সেনাদের মধ্য দিয়ে সেইবকর্মই তীব্রগতিতে এগিয়ে চলবে, যেমন পূর্ণিমার দিন সমুদ্রের তরঙ্গ।

নহোহ্য হস্তং শক্যোহদ্য বরদানাং সুনির্জাঃ  
তদ্ গ্রহীষ্যামহে রক্ষো যত্র ভবত সংযুগে ॥ ১৫

‘একে আজ মারা যাবে না; কারণ শ্রীত্রক্ষার বলে প্রভাবে সে নির্ভয় হয়ে আছে। সুতরাং আমরা একে গুলে বন্দী করে রাখব। তোমরা সেই চেষ্টাই করো।

যথা বলৌ নিরুদ্ধে চ ত্রৈলোকাং ভূজ্যতে ময়া  
এবমেতস্য পাপসা নিরোধো মম রোচতে ॥ ১৬

‘যেমন রাজা বলির বন্ধনের পর আমি ত্রৈলোক্যে রাজ্য উপভোগ করছি, তেমনই এই পাপী নিশাচরকে বন্দী করা হোক। আমি তেমনই ইচ্ছা করি।’

ততোহন্যং দেশমাহ্বায় শত্রুঃ সন্তাজ্য রাবণম্  
অযুধ্যত মহারাজ রাক্ষসাংস্তাসয়ন্ রণে ॥ ১৭

মহারাজ শ্রীরাম! এই কথা বলে ইন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছেড়ে দিলেন, সমরাজনের অন্যান্যকে গিয়ে তিনি রাক্ষসদের ভীতসন্ত্রস্ত করে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

উত্তরেণ দশগ্রীবঃ প্রবিবেশানিবর্তকঃ।

দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন প্রবিবেশ শতজুতঃ ॥ ১৮

যুদ্ধে পশ্চাদ্গত না হওয়া রাবণ উত্তর দিক থেকে দেবসেনাদের মধ্যে এবং দেবরাজ ইন্দ্র দক্ষিণ দিক থেকে রাক্ষসসেনার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ততঃ স যোজনশতং প্রবিষ্টো রাক্ষসখিণিঃ।

দেবতানাং বলং সর্বং শরবর্ষৈরবাকিরং ॥ ১৯

দেবসেনা চারশত ক্রোশ অবধি বিস্তারিত ছিল। রাক্ষসরাজ রাবণ তার মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত দেবসেনাকে বাণবর্ষণ দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন।

ততঃ শত্রো নিরীক্ষাথ প্রণষ্টং তু স্বকং বলম্।

ন্যবর্তয়দসম্ভ্রান্তঃ সমাবৃত্তা দশাননম্ ॥ ২০

নিজের বিশাল সৈন্য বিনাশ হতে দেবে দেবরাজ ইন্দ্র কোনোপ্রকার ভয় না পেয়ে দশমুখ রাবণের সম্মুখীন



ইন্দ্র চারদিক দিয়ে ঘিরে তাকে যুদ্ধে বিমুখ করে দিলেন।

এতক্ষণেরে নাদো যুদ্ধে দানবরাঙ্কসৈঃ।

২১ হস্তাঃ স্ব ইতি গ্রন্থঃ দৃষ্টা শক্রোণ রাবণম্॥

রাবণকে সেই সময় ইন্দ্রের ফাঁদে পড়তে দেখে দানব

রাঙ্কসেরা 'হায় ! আমরা মারা পড়লাম' বলে জোরে

জোরে আর্তনাদ করতে লাগল।

২২ রথঃ সমাহায় রাবণিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ।

সৈন্যমতিসংক্রুদ্ধঃ প্রবিবেশ সুদারণম্॥

তাই শুনে রাবণপুত্র মেঘনাদ ক্রোধে হতজ্ঞান হয়ে

দেবসে কুপিত হয়ে শত্রুর ভয়ংকর সেনার মধ্যে প্রবেশ

করলেন।

২৩ প্রবিশ্য মহামায়াং প্রাপ্তাং পশুপতেঃ পুরা।

ব্রীকেশ সুসংরুদ্ধঃ সৈন্যঃ সমভিদ্রবৎ॥

পূর্বকালে পশুপতি মহাদেবের কাছ থেকে তিনি যে

মহামায়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাতে প্রবেশ করে

তিনি নিজেকে শুকিয়ে ফেলেছিলেন এবং অত্যন্ত কুপিত

হয় শত্রুসেনাতে ঢুকে তাদের মেয়ে ছত্রভঙ্গ করতে

লাগলেন।

২৪ সর্বা দেবতাস্তাভ্য শক্রমেবাভ্যাবত।

মহেচ্চ মহাতেজা নাপশ্যচ্চ সুতং রিপোঃ॥

সব দেবতাকে ছেড়ে তিনি ইন্দ্রের ওপরই ঝাঁপিয়ে

পড়লেন। কিন্তু মহাতেজস্বী ইন্দ্র শত্রুর সেই পুত্রকে দেখতে

পেলেন না।

২৫ দ্বিজবচস্কর বধ্যমানোহপি রাবণিঃ।

ব্রীকেশঃ সুমহাবীর্যেন চকার চ কিঞ্চন॥

মহাপরাক্রমী দেবতাদের মার খেয়ে যদিও রাবণ

দানবের কবচ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তবুও তাঁর মনে

কিছু ভয় ছিল না।

২৬ স মাতলিং সমায়াস্তঃ তাড়য়িত্বা শরোত্তমৈঃ।

বশবর্ষেণ ভূয় এবাভ্যবাকিরৎ॥

তিনি তাঁর সামনে আসা মাতলিকে বাণের আঘাতে

হত্যা করে বাণের ঝড় তুলে দেবরাজ ইন্দ্রকে আচ্ছাদিত

করলেন।

২৭ রথঃ শক্রো বিসসর্জ চ সারথিম্।

সমারুহ্য মৃগয়ামাস রাবণিম্॥

ইন্দ্র তখন বথ ছেড়ে সারথিকে বিদায় করে ঐরাবত হাতিতে চড়ে রাবণকুমারের সন্ধান করতে লাগলেন।

২৮ স তত্র মায়াবলবানদৃশ্যোহুতান্তরিক্ষণঃ।

ইন্দ্রঃ মায়াপরিক্ষিতঃ কৃত্বা স প্রাদ্রবচ্ছরৈঃ॥

মেঘনাদ তাঁর মায়াব কারণে অত্যন্ত প্রবল

হয়েছিলেন, তিনি অদৃশ্য হয়ে আকাশে বিচরণ করছিলেন

এবং ইন্দ্রকে মায়া দ্বারা বিভ্রত করে বাণ দিয়ে আক্রমণ

করছিলেন।

২৯ স তং যদা পরিশ্রান্তমিন্দ্রং জজ্ঞেহুথ রাবণিঃ।

তদৈনং মায়ায়া বদ্ধা স্বসৈন্যমভিতোহনয়ৎ॥

রাবণকুমার যখন ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে,

ইন্দ্র অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গেছেন, তখন তাঁকে মায়ার বাঁধনে

বেঁধে সেনাদের মধ্যে নিয়ে এলেন।

৩০ তং তু দৃষ্টা বলাৎ তেন নীয়মানং মহারণাৎ।

মহেচ্ছমমরাঃ সর্বে কিং নু স্যাদিত্যচিন্তয়ন্॥

সেই মহাসমরে মহেচ্ছকে বলপূর্বক মেঘনাদ দ্বারা

নিয়ে যেতে দেখে সমস্ত দেবতা চিন্তা করতে লাগলেন,

এবার কী হবে ?

৩১ দৃশ্যতে ন স মায়াবী শক্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।

বিদ্যাবানপি যেনেদ্রো মায়ায়াপহতো বলাৎ॥

এই যুদ্ধজয়ী মায়াবী অদৃশ্য ছিলেন, তাই তিনি

ইন্দ্রকে জয় করতে সফল হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যদিও

এই রাক্ষসী মায়া সংহার করার বিদ্যা জানতেন, তবুও এই

রাক্ষস মায়ার দ্বারা বলপূর্বক তাঁকে অপরহরণ করেছিলেন।

এতক্ষণেরে ক্রুদ্ধাঃ সর্বে সুরগণাস্তদা।

রাবণং বিমুখীকৃত্য শরবর্ষৈরবাকিরন্॥

এই সব ভেবে সব দেবতারা রাগে ভরে গেলেন

এবং রাবণকে যুদ্ধ থেকে বিমুখ করে তাঁর ওপর বাণের

ঝড় বর্ষিয়ে দিলেন।

৩২ রাবণস্ত সমাসাদ্য আদিত্যাংস্চ বসুংস্তদা।

ন শশাক স সংগ্রামে যোদ্ধুং শক্রভিরদিতঃ॥

রাবণ আদিত্যগণ এবং বসুদের সম্মুখীন হয়ে পড়ায়

যুদ্ধে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না ; কাবণ ইতিপূর্বে

শক্ররা তাঁকে খুবই আহত করে দিয়েছিল।

৩৩ স তং দৃষ্টা পরিমানং প্রহারৈর্জজ্ঞরীকৃতম্।

রাবণিঃ পিতরং যুদ্ধেহদর্শনছোহব্রবীদিদম্ ॥ ৩৪

মেঘনাদ দেখলেন পিতার শরীর বাণপ্রহারে জর্জর হয়ে গেছে এবং তাঁকে হতাশ মনে হচ্ছে, তখন তিনি অদৃশ্যে থেকেই রাবণকে এইভাবে বললেন—

আগচ্ছ তাত গচ্ছামো রণকর্ম নিবর্ততাম্।

জিতং নো বিদিতং তেহস্ত্ব স্বছো ভব গতস্তরঃ ॥ ৩৫

‘পিতা ! চলে আসুন। এবার আমরা গৃহে চাই। যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হোক। আমাদের জয় হয়েছে ; সুতরাং আপনি স্বস্থ, নিশ্চিন্ত এবং প্রসন্ন হোন।

অয়ং হি সুরসৈন্যস্য ত্রৈলোক্যস্য চ যঃ প্রভুঃ।

স গৃহীতো দেববল্লাদ ভগ্নদর্পাঃ সুরাঃ কৃতাঃ ॥ ৩৬

‘এই যে দেবতাদের সেনা এবং ত্রিলোকের প্রভু ইন্দ্র, একে আমি দেবসেনাদের মধ্যে থেকে বন্দী করে এনেছি। এভাবে আমি দেবতাদের অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছি।

যথেষ্টং ভুঙ্ক্ষু লোকাংস্ত্রীন্ নিগৃহ্যারাতিমোজসা।

বৃথা কিং তে শ্রমেণেহ যুদ্ধমদ্য তু নিষ্ফলম্ ॥ ৩৭

‘আপনি আপনার শত্রুকে বলপূর্বক বন্দী করে ইচ্ছা অনুসারে ত্রিলোকের রাজ্য ভোগ করুন। এখানে বৃথা শ্রম করে আপনার কী লাভ ? এখন যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই।’

ততস্তে দৈবতগণা নিবৃত্তা রণকর্মণঃ।

তচ্ছ্রুত্বা রাবণেৰ্বাক্যং শক্রহীনাঃ সুরা গতাঃ ॥ ৩৮

মেঘনাদের কথা শুনে সব দেবতা যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং ইন্দ্রকে সঙ্গে না নিয়েই ফিরে গেলেন।

অথ রণবিগতঃ স উত্তমৌজা-

স্ত্রিদশরিপুঃ প্রথিতো নিশাচরেন্দ্রঃ।

স্বসূতবচনমাদতঃ প্রিয়ং তৎ

সমনুনিশম্য জগাদ চৈব নৃশূন্য ৩৯  
সসম্মানে নিবেদিত পুত্রের সেটি কৃপা  
মহাবলশালী দেবদ্রোহী এবং সুবিখ্যাত রাক্ষসরাজ রাবণ  
যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন এবং পুত্রকে বললেন—

অতিবলসদৃশৈঃ পরাক্রমৈশ্চ

মম কুলবংশনির্গনঃ প্রজো

যদয়মতুল্যবলস্ত্রয়াদ্য নৈ

ত্রিদশপতিস্ত্রিদশাশ্চ নির্জিতাঃ ৪০

‘সামর্থ্যশালী পুত্র ! তোমার বলের অনুগুণ পরাক্রম দেখিয়ে আজ তুমি যে এই অনুপম বলশালী সৈন্য ইন্দ্রকে জয় করেছে এবং অপর দেবতাদেরও পরাস্ত করেছে, এতে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, তুমি আমার কুল ও বংশের যশ ও সম্মানবৃদ্ধি করবে।

নয় রথমধিরোপা বাসবঃ

নগরমিতো ব্রজ সেনয়া বৃজম্

অহমপি তব পৃষ্ঠতো দ্রুতঃ

সহ সচিবৈরনুযায়ি হৃষ্টবৎ ॥ ৪১

‘পুত্র ! ইন্দ্রকে রথে তুলে সৈন্যসহ এখান থেকে লঙ্কাপুরী চলো। আমিও আমাদের মন্ত্রীদের নিয়ে শীঘ্রই প্রসন্নতা সহকারে তোমার পিছন পিছন আসছি।’

অথ স বলবৃতঃ সবাহন-

স্ত্রিদশপতিং পরিগৃহ্য রাবণিঃ

স্বভবনমধিগম্য বীর্যবান্

কৃতসমরান্ বিসমর্জ্য রাক্ষসান্ ৪২

পিতার আদেশ পেয়ে পরাক্রমী রাবণকুমার মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে সৈন্যসহ নিজের নিবসস্থলে চলে গেলেন এবং সেখানে তিনি যুদ্ধে সাহায্যকারী নিশাচরদের বিদায় জানালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাম্বীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একোনত্রিংশঃ সর্গসমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

## ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩০)

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রজিৎকে বরপ্রদান করে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা এবং তাঁর পূর্বকৃত পাপের ক্ষমণ  
করিয়ে বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বলা, সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে ইন্দ্রের অর্গলোকে গমন

মহেন্দ্রহতিবলে রাবণস্য সুতেন বৈ।

পুত্রত্যাগ যযুর্লঙ্কাং সুরাস্তদা ১

রাবণপুত্র মেঘনাদ যখন অতি বলশালী ইন্দ্রকে  
বধিত করে নিয়ে যান, তখন সব দেবতা প্রজাপতি  
সঙ্গে অগামী করে লঙ্কায় পৌঁছান।

রাবণমাসাদ্য পুত্রশ্রাত্তুভিরাবৃত্তম্।

পুত্রপুত্রং তিষ্ঠন্ সাম্পূর্বং প্রজাপতিঃ ২

শ্রীকৃষ্ণ আকাশে দাঁড়িয়েই পুত্র ও ভ্রাতাদের সঙ্গে  
রাবণের কাছে গিয়ে কোমল বাক্যে তাঁকে  
বলতে লাগলেন।

রাবণ তুষ্টোহস্মি পুত্রস্য তব সংযুগে।

মেঘনাদ বিক্রমদীর্ঘং তব তুল্যোহস্মিকোহপি বা ৩

‘বৎস রাবণ ! যুদ্ধে তোমার পুত্রের বীরত্ব দেখে  
আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আহা ! তার এমন পরাক্রম  
আমি সমান, বা তোমার থেকেও অধিক।

তব ইতি ভবতা সর্বং ত্রৈলোক্যং শ্বেন তেজসা।

প্রতিজ্ঞা সফলা প্রীতোহস্মি সসুতস্যা ভে ৪

‘তুমি তোমার তেজে সমস্ত ত্রিলোক জয় করেছে  
তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে। এজন্য পুত্রসহ  
আমি ওপর আমি অত্যন্ত প্রসন্ন।

তব চ পুত্রোহতিবলন্তব রাবণ বীর্যবান্।

পুত্রজিৎনিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি ৫

‘রাবণ তোমাব এই পুত্র অত্যন্ত বলশালী এবং  
আজ থেকে এই জগতে সে ইন্দ্রজিৎ নামে  
খ্যাত হবে।

দুর্জয়শ্চৈব ভবিষ্যত্যেব রাক্ষসঃ।

সমপ্রিত্য তে রাজন্ হ্রাপিতান্দিদশা বশে ৬

‘রাজন্ ! এই রাক্ষস অত্যন্ত বলবান ও দুর্জয়, যার  
সমস্ত তুমি সমস্ত দেবতাদের নিজের অধীন করে  
নিয়েছ।

মহাবাহো মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।

চামা মোক্ষার্থায় প্রযচ্ছত্ব দিবৌকসঃ ৭

‘মহাবাহো ! এখন তুমি পাকশাসন ইন্দ্রকে ছেড়ে  
আমি বলো—এর পরিবর্তে দেবতারা তোমায় কী

দেবে’।

অথাত্রবীণাহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জরঃ।

অমরত্বমহং দেন নৃপে যদেন মুচ্যতে ৮

ইন্দ্রবিজয়ী মহাতেজসী ইন্দ্রজিৎ তখন নিজেকেই  
বললেন—‘দেন ! যদি ইন্দ্রকে চাড়তে হয়, তাহলে এম  
পরিবর্তে আমি অমরত্ব লাভ করতে চাই’।

ততোহত্রবীণাহাতেজা মেঘনাদঃ প্রজাপতিঃ।

নাস্তি সর্বামরত্বং হি কস্যচিৎ প্রাণিনো ভূবি ৯

চতুষ্পদাং খেচরাণামনোমাং চ মহৌজসাম্।

তাঁর কথা শুনে মহাতেজসী প্রজাপতি শ্রীকৃষ্ণ  
মেঘনাদকে বললেন—‘পুত্র ! এই পৃথিবীতে পক্ষী, চতুষ্পদ  
প্রাণী এবং মহাতেজসী মানুষ ইত্যাদি প্রাণীদের মধ্যে  
কেউই চিরকাল অমর থাকতে পারে না’।

শ্রদ্ধা পিতামহেনোক্তমিন্দ্রজিৎ প্রভুণাব্যয়ম্ ১০

অথাত্রবীৎ স তত্রহং মেঘনাদো মহাবলঃ।

ভগবান ব্রহ্মা কথিত এই বাক্য শুনে ইন্দ্রবিজয়ী  
মেঘনাদ সেখানে দণ্ডায়মান অবিনাশী ব্রহ্মাকে তখন  
বললেন—

প্রয়তাং যা ভবেৎ সিদ্ধিঃ শতক্রতুবিমোক্ষণে ১১

মমেষ্টং নিত্যশো হবৌর্মদ্বৈঃ সম্পূজ্য পাবকম্।

সংগ্রামমবতর্জুং চ শত্রুনির্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ১২

অশ্বযুক্তো রথো মহামুত্তিষ্ঠেৎ তু বিভাবসোঃ।

তৎস্বাসামরতা স্যাম্যে এষ মে নিশ্চিতো বরঃ ১৩

‘ভগবন্ ! (যদি অমরত্ব প্রাপ্তি সর্বতোভাবে অসম্ভব  
হয়) তাহলে, ইন্দ্রকে মুক্ত করার পরিবর্তে আমার যে  
দ্বিতীয় শর্ত আছে,—যে দ্বিতীয় সিদ্ধি প্রাপ্ত করা আমার  
অভীষ্ট, তা শুনুন আমার ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য এই  
নিয়ম হোক যে, আমি যখন শত্রু জয়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রামে  
যাব এবং মৃত্যু পূত হবা দ্বারা আহুতি করে অগ্নিদেবের  
পূজা করব, তখন অগ্নি থেকে আমার জন্য যেন এমন এক  
রথ প্রকটিত হয়, যা অশ্ব দ্বারা চালিত হবে এবং যতক্ষণ  
আমি তাতে আরুঢ় থাকব, ততক্ষণ যেন কেউ আমাকে  
হারতে না পারে, এই হল আমার সুচিন্তিত বর।

তন্মিহ যদ্যসমাপ্তে চ অপ্যাহোমে বিভাবসৌ



যুগ্মায়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্যাদ্ বিনাশনম্॥ ১৪

‘যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সাধিত জপ ও হোম পূর্ণ না করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাই, তাহলে যেন আমার বিনাশ হয়।

সর্বো হি তপসা দেব বৃণোতমরতাং পুমান্  
বিক্রমেশ ময়া ত্বৈতদমরতং প্রবর্তিতম্॥ ১৫

‘দেব ! সকলে তপস্যা করে অমরত্ব প্রাপ্ত করেন ;  
কিন্তু আমি পবাক্রমদ্বারা এই অমরত্ব বরণ করেছি’।

এবমব্রুতি তং চাহ বাক্যং দেবঃ পিতামহঃ।

মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্ৰো গভাস্ত্র ত্রিদিবং সুরাঃ॥ ১৬

একথা শুনে ভগবান শ্রীব্রহ্মা বললেন — ‘এবমব্রু  
(তাই হোক)’। তারপর ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ ইন্দ্রকে মুক্ত করে  
দিলেন এবং সমস্ত দেবতা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গলোকে  
চলে গেলেন।

এতস্মিন্ধন্তরে রাম দীনো লষ্টামরদ্যুতিঃ।

ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতায়া ধ্যানতৎপরতাং গতঃ॥ ১৭

শ্রীরাম ! সেই সময় ইন্দ্রের দেবোচিত তেজ নষ্ট হয়ে  
গিয়েছিল। তিনি দুঃখিত চিন্তে নিজের পরাজয়ের কারণ  
চিন্তা করতে লাগলেন।

তং তু দুষ্টী তথা ভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ।

শতক্রতো কিমু পুরা কুরোতি স্ম সুদুষ্কৃতম্॥ ১৮

ভগবান ব্রহ্মা তাঁর এই অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন  
— ‘শতক্রতো ! যদি আজ তোমার এই অপমানে শোক ও  
দুঃখ হয়ে থাকে, তাহলে বলা পূর্বকালে তুমি অত্যন্ত গর্হিত  
দুষ্কর্ম কেন করেছিলে ?

অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা প্রজাঃ সৃষ্টান্তথা প্রভো।

একবর্ণাঃ সমাভাষা একরূপাশ্চ সর্বশঃ॥ ১৯

‘প্রভো দেবরাজ ! পূর্বে আমি বুদ্ধিপূর্বক যে প্রজাদের  
সৃষ্টি করেছিলাম, তাদের সবাকার অঙ্গকান্তি, ভাষা, রূপ  
এবং অবস্থা সব এক প্রকারেরই ছিল।

তাসাং নাস্তি বিশেষো হি দর্শনে লক্ষণেহপি বা।

ততোহহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্॥ ২০

‘তাদের রূপ ও রংয়ে পরস্পরের কোনো বিশেষত্ব  
ছিল না। তখন আমি একাগ্রচিন্তে প্রজাদের মধ্যে কিন্তু  
বিশেষত্ব আনার জন্য চিন্তা করছি।

সোহহং তাসাং বিশেষার্থং ত্রিয়মেকাং বিনির্মমে।

যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তৎ তদুদ্ভূতম্॥ ২১

‘ভেবে-চিন্তে এই সব প্রজাদের থেকে বিশিষ্ট প্রজা

উৎপন্ন করার জন্য আমি এক নারীর সৃষ্টি করেছি  
প্রজাদের প্রত্যেক অঙ্গে যে সব বৈশিষ্ট্য—সাবভূত সৌন্দর্য  
ছিল, তা আমি তাদের অঙ্গে প্রকট করি।

ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী নির্মিতা  
হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ॥ ২২

যস্যা ন বিদ্যাতে হল্যং তেনাহলোতি বিকৃতা।

অহলোতোব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্তিতম্॥ ২৩

‘যে অপূর্ণ রূপ-গুণ সম্বলিত নারীকে আমি নির্মিত  
করেছি, তার নাম অহল্যা। এই জগতে কুরুপতাকে বলা  
হয় হল, তার থেকে যে নিন্দনীয়তা প্রকট হয়, তার নাম  
হল্যা। যে নারীর মধ্যে হল্যা (নিন্দনীয় রূপ) না থাকে, তাকে  
অহল্যা বলা হয় ; তাই এই নবনির্মিত নারী অহল্যা নামে  
বিখ্যাত। আমিই তার নাম বেখেছি অহল্যা।

নির্মিতায়াং চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্যাং সুরব্রত

ভবিষ্যতীতি কসৌষা মম চিন্তা ততোহভবৎ॥ ২৪

‘দেবেন্দ্র ! সুবশেষ ! এই নারী যখন নির্মিত হয়ে  
গিয়েছে, তখন আমার মনে এই চিন্তা হল যে, এ তার  
পত্নী হবে ?

ত্বং তু শক্ৰ তদা নারীং জানীষে মনসা প্রভো

স্থানাদিকতয়া পত্নী মমৈবেতি পুরন্দর ২৫

‘প্রভো ! পুরন্দর ! দেবেন্দ্র ! সেই দিন তুমি নিজের

স্থান ও পদের শ্রেষ্ঠতার জন্য আমার অনুমতি ব্যতীতই মনে

করেছিলে যে, এ (অহল্যা) আমারই পত্নী হবে

সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহামুনঃ।

ন্যস্তা বহুনি বর্ষানি তেন নির্যাতিতা চ হ॥ ২৬

‘আমি গচ্ছিত রূপে ওই কন্যাকে মহর্ষি গৌতমের

হাতে সমর্পণ করেছি। সে বহুবছর ধরে ওখানে ছিল পরে

গৌতম তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।

ততস্তস্য পরিজ্ঞায় মহাহৈর্ষ্যং মহামুনেঃ

জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিং চ পরার্থং স্পর্শিতা তদা॥ ২৭

‘মহামুনি গৌতমের এই মহা হৈর্ষ্য (ইন্দ্রিয় সংযম)

এবং তপস্যা বিষয়ক সিদ্ধি জেনে, আমি সেই কন্যাকে

পুনরায় তাকে পত্নীরূপে তাকে দিয়ে দিয়েছি।

স তয়া সহ ধর্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ।

আসমিরাশা দেবান্ধ গৌতমে দত্তয়া তয়া ২৮

‘ধর্মাত্মা মহামুনি গৌতম সুখপূর্বক তাঁর সঙ্গে বাস

করছেন। যখন অহল্যাকে গৌতমের কাছে সমর্পণ করি,

দেবরাজ পদে যে ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত হবে, সে।

দগতে শ্রীরাম নামে বিখ্যাত হবেন। মহাবাহু শ্রীরামরূপে

সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুই মনুষ্য-দেহ ধারণ করে প্রকটিত হবেন তিনি ব্রাহ্মণের (বিশ্বামিত্র আদির) কার্যে তপোবনে পদার্পণ করবেন। তুমি যখন তাঁকে দর্শন করবে, তখনই পবিত্র হয়ে যাবে। তুমি যে পাপ করেছে, তিনিই তোমাকে সেই পাপ থেকে পবিত্র করতে পাববেন।

তস্যাতীথ্যঃ চ কৃত্বা বৈ মৎসমীপং গমিষ্যসি।

বৎসাসি ত্বং ময়া সার্থং তদা হি বরবর্ণিনি॥ ৪৪

‘বরবর্ণিনি ! তাঁকে আতিথা-সৎকার করে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে আর আমার সঙ্গেই থাকবে।’

এবমুক্তা তু বিপ্রর্ষিরাজগাম স্বমাশ্রমম্।

তপশ্চচার সুমহৎ সা পত্নী ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৪৫

একথা বলে ব্রহ্মর্ষি গৌতম তাঁর আশ্রমের ভেতর এলেন এবং সেই ব্রহ্মবাদী মূনির পত্নী অহল্যা কঠোর তপস্যায় রত হলেন।

শাপোৎসর্গাঙ্গি তস্যেদং মূনেঃ সর্বমুপহিতম্।

তৎ স্মর ত্বং মহাবাহো দুষ্কৃতং যৎ ত্বয়া কৃতম্॥ ৪৬

‘মহাবাহো ! সেই ব্রহ্মর্ষি গৌতম শাপ দেওয়ার ফলেই তোমার ওপর এই সব সংকট উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং তুমি যে পাপ করেছে, তা স্মরণ করো।

তেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্ঘাতো নান্যেন বাসব।

শীঘ্রং বৈ যজ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং সুসমাহিতঃ॥ ৪৭

‘বাসব ! সেই শাপের জন্যই তুমি শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছ, অন্য কোনো কারণে নয়। সুতরাং এখন একাগ্র চিত্তে শীঘ্রই বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করো।

পাবিতস্তেন যজ্ঞেন যাস্যসে ত্রিদিবং ততঃ।

পুত্রশ্চ তব দেবেন্দ্র ন বিনষ্টো মহারণে॥ ৪৮

নীতঃ সন্নিহিতশ্চৈব আর্যকেশ মহোদধৌ।

‘দেবেন্দ্র ! এই যজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হয়ে তুমি পুনরায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত করবে। তোমার পুত্র জয়ন্ত এই মহাসমরে মারা যাবনি। তার (দাদু) পুলোমা তাকে মহাসাগরে নিয়ে

গেছেন। এখন সে তাঁর কাছেই আছে।’

এতচ্ছুদ্ভা মহেন্দ্রস্ত যজমিত্রা চ নৈশ্বনম্ ৪৯  
পুনত্রিদিবমাক্রামদম্বশাস্তে  
শ্রীরামার কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র নৈশ্বনামদ্র  
দেনরাট্,

অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে দেবরাজ স্বর্গলোকে গেলেন এবং দেবরাজ শাসন করতে লাগলেন।

এতদ্ভিজিতো নাম বলং যৎ কীর্তিতং ময়া॥ ৫০  
নির্জিতস্তেন দেবেন্দ্রঃ প্রাণিনোহনো তু কিং পুনঃ।

রঘুনন্দন ! এই হল ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদের বল, যা আমি আপনাকে বর্ণনা করলাম। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করে নিয়েছিলেন ; অন্য প্রাণীদের কথা আর কী বলার আছে

আশ্চর্যমিতি রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চত্রবীৎ তদা॥ ৫১  
অগস্ত্যবচনং শ্রুত্বা বানরা রাক্ষসাস্তদ।

অগস্ত্যের কথা শুনে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বলে উঠলেন—‘আশ্চর্য !’ সেই সঙ্গে বানর ও রাক্ষসেরাও এই কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়।

বিভীষণস্ত রামস্য পার্শ্বস্থো বাক্যমত্রবীৎ॥ ৫২  
আশ্চর্যং স্মারিতোহস্মাদ্য যৎ তদ্ দৃষ্টং পুরাতনম্।

তখন শ্রীরামের পাশে উপবিষ্ট বিভীষণ বললেন—‘আমি পূর্বে যে আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছিলাম, আজ মহর্ষি তার স্মরণ করালেন।’

অগস্ত্যঃ তত্রবীদ্ রামঃ সত্যমেতচ্ছুতং চ মে। ৫৩  
এবং রাম সমুদ্ভূতো রাবণো লোককণ্টকঃ।

সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শত্রুঃ সুরেশ্বরঃ। ৫৪

শ্রীরামচন্দ্র তখন অগস্ত্যমুনিকে বললেন—‘আপনার কথা সত্য। আমিও বিভীষণের মুখে এই কথা শুনেছি’ তখন শ্রীঅগস্ত্য বললেন—‘শ্রীরাম ! এইভাবে পুত্রসহ রাবণ সমস্ত জগতের জন্য কণ্টকরূপ ছিলেন, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০॥



## একত্রিংশঃ সর্গঃ (৩১)

রাবণের মাহিম্বতীপুরে গমন এবং সেখানের রাজা অর্জুনকে না পেয়ে মন্ত্রীগণসহ  
নিম্নাগিরির কাছে নর্মদাতে স্নান করে ভগবান শিবের আরাধনা করা

রামো মহাতেজা বিস্ময়াৎ পুনরেন হি।  
প্রণতো বাকামগতামৃগিসত্তমম্। ১

ভাবন মহাতেজস্বী শ্রীরাম মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে  
স্বয়ং করে পুনবায় বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন—

ভবন্ রাক্ষসঃ কুরো যদাপ্রভৃতি মেদিনীম্  
কিঃ তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম ২

‘ভগবন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কুর নিশাচর রাবণ যখন  
পৃথিবীকে জয় করে বিচরণ কবছিলেন, সেইসময় কি

কোনকার সকল ব্যক্তিই শৌর্য-সম্বন্ধীয় গুণশূন্য ছিলেন?  
রাজা বা রাজমাত্রো বা কিং তদা নাত্র কশ্চন।

যত্র যত্র ন প্রাপ্তো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ৩  
‘সেই সময় কি কোনো ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়ের

অধিক শক্তিশালী রাজা ছিলেন না, যার জন্য এই  
মূলে রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত অপমানিত হতে

হয়?  
কোথো হতবীর্যাস্তে বভূবুঃ পৃথিবীক্ষিতঃ।

যিহুতা বরান্বেশ্চ বহবো নির্জিতা নৃপাঃ ৪  
‘অথবা তখনকার সকল রাজাই পরাক্রমশূন্য বা

শক্তহীন ছিলেন, যারজন্য সেই সব বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ  
কশলেনদের রাবণের কাছে পরাস্ত হতে হয়েছিল।’

রাক্ষস্য বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।  
ইচ্ছা রামং প্রহসন্ পিতামহ ইবেশ্বরম্ ৫

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে ভগবান অগস্ত্যমুনি  
হাস্য করে উঠলেন এবং শ্রীব্রহ্মা যেমন শ্রীমহাদেবকে

হাস্য করতেন, সেইভাবে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—  
বাহমানস্ত পার্থিবান্ পার্থিববর্ষভ।

ভাব রাবণো রাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে ৬  
‘পৃথিবীনাথ! ভূপালশিরোমণি! শ্রীরাম! এইভাবে

সমস্ত রাজাদের কষ্ট দিয়ে এবং পরাজিত করে রাবণ এই  
পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

মহো মাহিম্বতীং নাম পুরীং স্বর্গপুরীপ্রভাম্।

সম্প্রাপ্তো যত্র সায়িন্যঃ সদাসীদ্ বসুরেতসঃ ৭

‘বিচরণ করতে করতে তিনি স্বর্গপুরী অমরাবতীর  
মতো সুশোভিত মাহিম্বতী নামক নগরীতে গিয়ে

পৌঁছালেন, যেখানে অগ্নিদেব সর্বদা বিরাজ করেন  
তুলা আসীদৃগন্তস্য প্রভাবাদ্ বসুরেতসঃ।

অর্জুনো নাম যত্রাগ্নিঃ শরকুণ্ডেশ্বরঃ সদা ৮  
‘অগ্নিদেবের প্রভাবেই সেখানে অগ্নির সমান

তেজস্বী অর্জুন নামক এক রাজা রাজ্য করতেন, যার রাজ্য  
কালে কুশান্তরণ যুক্ত অগ্নিকুণ্ডে সর্বদা অগ্নিদেব বাস

করতেন।  
তমেব দিবসং সোহথ হৈহয়্যাপিত্বির্বলী।

অর্জুনো নর্মদাং রম্যং গতঃ স্ত্রীভিঃ সহেশ্বরঃ ৯  
‘রাবণ যেদিন সেখানে পৌঁছালেন, সেই দিন

বলবান হৈহয়রাজ রাজা অর্জুন তাঁর পত্নীর সঙ্গে নর্মদা  
নদীতে জল-ক্রীড়া করতে চলে গিয়েছিলেন

তমেব দিবসং সোহথ রাবণস্তত্র আগতঃ।  
রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ তস্যামাতানপৃচ্ছত ১০

‘সেই দিনই রাবণ মাহিম্বতীপুরে আসেন এবং  
রাবণ রাজার মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন—

কার্জুনো নৃপতিঃ শীঘ্রং সমাগাখ্যাতুমর্থথ।  
রাবণেহমনুপ্রাপ্তো যুদ্ধেঙ্গুর্নবরোণ হ ১১

‘মন্ত্রীগণ! শীঘ্র এবং ঠিক করে বলো, রাজা অর্জুন  
কোথায়? আমি রাবণ, তোমাদের মহারাজের সঙ্গে যুদ্ধ

করার জন্য এখানে এসেছি।  
মমাগমনমপ্যগ্রে যুস্ম্যভিঃ সমিবেদ্যতাম্।

ইত্যেবং রাবণেনোক্তান্তেহমাত্যঃ সুবিপশ্চিতঃ ১২  
অত্রবন্ রাক্ষসপতিমসামিধ্যং মহীপতেঃ।

‘তোমরা গিয়ে তাঁকে আমার আগমনের সংবাদ  
দিয়ে দাও।’ রাবণ একথা বলায় রাজার বিদ্বান মন্ত্রীগণ

রাক্ষসরাজকে জানালেন যে, তাঁদের মহারাজ সেই সময়  
রাজধানীতে নেই।

শ্রদ্ধা বিশ্ববসঃ পুত্রঃ পৌরাণামর্জুনঃ গভম্ ॥ ১৩  
অপসৃতাগতো বিদ্যাং হিমবৎসমিভং গিরিম্।

‘পুরবাসীদের কাছে রাজা অর্জুনের বাইরে যাওয়ার কথা শুনে বিশ্ববার পুত্র রাবণ সেখান থেকে হিমালয়েব মতো বিশাল বিদ্যাগিরিতে এলেন।

স তমম্বিবা বিষ্টমুদ্রান্তমিব মেদিনীম্ ॥ ১৪  
অপশাদ্ রাবণো বিদ্যামালিখন্তমিবানরম্।

সহস্রশিখবোপেতং সিংহাধুগিতকন্দরম্ ॥ ১৫

‘সেটি এতো উঁচু ছিল যে মনে হতো তার শিখর মেঘের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং সেই পর্বত পৃথিবী ভেদ করে ওপরে উঠে গেছে। মনে হতো বিদ্যার গগনচুম্বী শিখর আকাশে রেখা আঁকছে। রাবণ সেই মহাশৈলকে দেখলেন, সেটি সহস্র শৃঙ্গে সুশোভিত ছিল এবং তার গুহায় সিংহ নিবাস করত।

প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সান্দ্ৰহাসমিবাস্তিভিঃ।

দেবদানবগন্ধর্বৈঃ সান্সরোভিঃ সক্রিয়ৈঃ ॥ ১৬

স্বস্ত্রীভিঃ ক্রীড়মানৈশ্চ স্বর্গভূতং মহোচ্ছয়ম্।

‘তার সর্বোচ্চ শিখরের তট থেকে যে শীতল জল ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যেন সেই পর্বত অট্টহাস করছে। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, কিম্বর — সকলে নিজ নিজ পত্নী এবং অঙ্গরাদের সঙ্গে সেখানে ক্রীড়া করছিলেন। সেই অতি-উচ্চ পর্বত নিজ সুগম্য সুমায় স্বর্গের মতো সুশোভিত হচ্ছিল।

নদীভিঃ সান্দ্যমানাভিঃ স্ফটিকপ্রতিমং জলম্ ॥ ১৭

ফণাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব বিস্তিতম্

উৎক্রামন্তং দরীবন্তং হিতবৎসমিভং গিরিম্ ॥ ১৮

‘স্ফটিকের ন্যায় নির্মল জলের স্রোতের ফলে সেই বিদ্যাগিরি লেলিহান জিহ্বাক্ত ফণায়সমৃদ্ধ শেফনাগের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল। অত্যন্ত উচ্চতার জন্য মনে হতো তা যেন উর্ধ্বলোকে যাচ্ছে। হিমালয়ের সমান বিশাল ও বিস্তৃত বিদ্যাগিরি অনেক গুহায় সমৃদ্ধ ছিল

পশ্যামানন্ততো বিদ্যাং রাবণো নর্মদাং যযৌ।

চলোপলজলাং পুণ্যাং পশ্চিমোদধিগামিনীম্ ॥ ১৯

মহিষৈঃ স্মরৈঃ সিংহৈঃ শার্দূলর্ক্ষগজোত্তমৈঃ।

উষ্ণাভিতৈশ্চৈবৈতৈঃ সংক্ষোভিতজলাশয়াম্ ॥ ২০

‘বিদ্যাচলের শোভা দেখতে দেখতে রাবণ পুণ্যসলিলা নর্মদা নদীতীরে গেলেন, যাতে শিলাবৎসুত জলরাশি প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই নদী পশ্চিম সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। গরমে তৃষ্ণার্ত মহিষ, হরিণ, সিংহ, বাঘ, কুমীর, গজরাজ জলপানের দ্বারা সেই জলাশয়কে বিকৃত করে তুলেছিল।

চক্রনাকৈঃ সন্ধ্যারৈঃ সহঃসজ্জকুকুটৈঃ।

সান্দ্ৰহাস সদা মন্তৈঃ কৃষ্ণাঃ সুসমাবৃতম্ ॥ ২১

‘সর্বদা কোলাহলকারী চক্রনাক, কাবক, হাস, জলকুকুট এবং সারস ইত্যাদি জলপক্ষী নর্মদার তলে ছেঁচে ছিল।

ফুল্লক্রমকৃতোত্তংসাং চক্রনাকগুণ্ডনীম্।

বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণীং হংসাবলিসুমেখলাম্ ॥ ২২

পুষ্পরেণুনুলিপ্তাঙ্গীং জলক্ষোমলাং শুকাম্।

জলাবগাহসুস্পর্শাং ফুল্লোৎপলশুভেক্ষণাম্ ॥ ২৩

পুষ্পকাদবরুহাশ্চ নর্মদাং সরিতাং বরাম্।

ইষ্টামিব বরাং নারীমবগাহ্য দশাননম্ ॥ ২৪

স তস্যাঃ পুলিনে রম্যে নানামুনিনিষেবিতৈঃ

উপোপবিষ্টৈঃ সচিবৈঃ সার্বং রাক্ষসপুত্রম্ ॥ ২৫

‘নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর্মদা পরম সুন্দরী প্রিয়তমা নদীর মতো প্রতীত হচ্ছিল। প্রস্ফুটিত তটবর্তী বৃক্ষসমূহ যেন তার অলংকার। চক্রবাকের জুড়ি তার দুই স্তনের স্থান নিয়েছিল উচ্চ ও বিস্তৃত পুলিন নিত্যস্বের মতো দেখাচ্ছিল হংসের পংক্তি মোতি নির্মিত মেখলার মতো শোভা দিচ্ছিল পুষ্পের পরাগ অঙ্গসজ্জা হয়ে তার অঙ্গে অঙ্গে মেবেছিল জলের উজ্জ্বল ফেনা স্বচ্ছ, সুন্দর, শ্বেত শাড়ির কাছ করছিল। জলে গতি আনাই তার সুখদায়ক সংস্পর্শ ছিল এবং প্রস্ফুটিত কমল মনে হচ্ছিল যেন তার নয়ন রাক্ষস শিবোমণি রাবণ শীঘ্রই পুষ্পকবিমান থেকে নেমে নর্মদার জলে ডুব দিলেন। তারপর বাইরে এসে নানা মুনি পবিত্র সেই রমণীয় তটে মন্ত্রীদের সাথে উপবেশন করলেন।

প্রখ্যায় নর্মদাং সোহথ গজ্জয়মিতি রাবণঃ

নর্মদাদর্শনে হর্ষমাপ্তবান্ স দশাননম্ ॥ ২৬

‘এ সাক্ষাৎ গজা’ এই বলে দশানন রাবণ নর্মদার

প্রশংসা করলেন এবং তা দর্শন করে আনন্দ অনুভব

সচিবাস্ত্র সলীলঃ শুকসারলৌ।  
 রবিসহশ্রণ জগৎ কৃষ্ণেব কাঞ্চনম্॥ ২৭  
 কীৰ্ত্তাপকরঃ সূর্যো নভসৌ মধ্যমাহিতঃ।

তারপর তিনি সেখানে শুক, সারণ এবং অন্য  
 ক্রীড়ার লীলাচ্ছলে বললেন—“এই সূর্যদেব নিজের সহস্র  
 ঋণদ্বারা সমস্ত জগৎকে যেন কাঞ্চনময় করে প্রচণ্ড তাপে  
 এমন আকাশের মধ্যভাগে বিবাজ করছে।

মাসীনঃ বিদিত্ত্বৈব চক্ষায়তি দিবাকরঃ॥ ২৮  
 নরলজলশীতলঃ সুগন্ধিঃ শ্রমনাশনঃ।

হস্তদানিলো হোষ বাতাসৌ সুসমাহিতঃ॥ ২৯

‘কিন্তু আমি এখানে বসে আছি জেনে চাঁদের মতো  
 শীতল, সুগন্ধপূর্ণ এবং শ্রমনাশক হয়ে অত্যন্ত সতর্কতার  
 সঙ্গে মল গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে।

হঃ বাপি সরিছেষ্ঠা নর্মদা নর্মবর্ধিনী  
 নরুখীনবিহঙ্গোর্মিঃ সভমেবাজনা ছিতা॥ ৩০

‘নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই নর্মদা নদীও ক্রীড়াবস ও প্রীতি  
 বর্ধন করছে। এর জলশ্রোতে কুমীর, মৎস্য এবং জলপক্ষী  
 ক্রীড়া করছে এবং তাদের ভয়ভীত নারীর মতো দেখাচ্ছে।

জবন্তঃ ক্ষতাঃ শত্ৰুর্নৃপৈরিন্দ্রসমৈর্মুখি  
 চন্দ্রস্য রসেনেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ॥ ৩১

‘তোমরা রণক্ষেত্রে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী নৃপতিদের  
 দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্রে আহত হয়েছ এবং রক্তে এমনভাবে  
 প্রাক্তিত হয়েছ, যেন মনে হচ্ছে তোমাদের অঙ্গে রক্তচন্দন  
 লেপন করা হয়েছে

তে যুমবগাহখবঃ নর্মদাঃ শর্মদাঃ শুভাম্।  
 সার্বভৌমমুখা মন্তা গঙ্গামিব মহাগজাঃ॥ ৩২

‘অতএব তোমরা সকলে এই সুখপ্রদায়িনী  
 মল্লকারিলী নর্মদা নদীতে স্নান করে এসো। ঠিক  
 তেমনভাবে, যেমনভাবে সার্বভৌম আদি মহাদিগ্গজগণ  
 বিজয়ী হয়ে গঙ্গার অবগাহন করেন।

অস্যাঃ স্নাত্বা মহানদ্যাং পাপমুনো বিপ্রমোক্ষাথ।  
 অম্বপাদ্য পুলিনে শরদিদুসমপ্রভে॥ ৩৩

পুষ্পাপহারঃ শনকৈঃ করিষ্যামি কপর্দিনঃ।  
 ‘এই মহানদীতে স্নান করলে তোমরা পাপ-তাপ

থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আমিও আজ শরৎ-ঋতুর চন্দ্রের  
 ন্যায় উজ্জ্বল নর্মদার তীরে জটাজুটখারী মহাদেবকে ধীরে-  
 সুস্থে ফুল সমর্পণ করব’

রাবণেনৈবমুক্তান্ত প্রহস্তশুকসারণাঃ॥ ৩৪  
 সমহোদরমুখা নর্মদাঃ বিজগাহিরে।

রাবণ এই কথা বলায় প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর  
 এবং ধূম্রাঙ্ক নর্মদা নদীতে স্নান করলেন।

রাক্ষসেন্দ্রগজৈস্তৈস্ত্র জোভিতা নর্মদা নদী॥ ৩৫  
 বামনাঞ্জনপদ্মাদ্যৈর্গজাঃ ইব মহাগজৈঃ।

‘রাক্ষসরাজের সেনার হাতিরা নর্মদা নদীতে নেমে  
 নদীর জলকে এমনভাবে মহন করলেন, যেন বামন,  
 অঞ্চল, পদ্ম ইত্যাদি বিশাল দিগ্গজেরা গঙ্গার জলকে  
 বিক্ষুব্ধ করে দিয়েছে।

ততস্ত্রে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা নর্মদায়াং মহাবলাঃ॥ ৩৬  
 উত্তীৰ্য পুষ্পাণ্যাজহুর্বল্যার্থং রাবণস্য তু।

‘তারপর মহাবলী রাক্ষসেরা গঙ্গাস্নান করে বেরিয়ে  
 এলেন এবং রাবণের শিবপূজার জন্য ফুল সংগ্রহ করতে  
 লাগলেন

নর্মদাপুলিনে হৃদ্যে শুভ্রাঙ্গসদৃশপ্রভে॥ ৩৭  
 রাক্ষসৈস্ত মুহূর্তেন কৃতঃ পুষ্পময়ো গিরিঃ।

‘শ্রুত মেঘের ন্যায় শুভ্র মনোরম নর্মদাতীরে সেই  
 রাক্ষসেরা ক্ষণিকের মধ্যেই ফুলের পাহাড় বানিয়ে দিলেন।  
 পুষ্পেশুপহাতেষেবং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৩৮  
 অবতীর্ণো নদীং স্নাত্বং গঙ্গামিব মহাগজাঃ।

‘এইভাবে পুষ্পচয়ন হয়ে গেলে রাক্ষসরাজ রাবণ  
 স্নান করতে নর্মদা নদীতে নামলেন, যেন কোন মহান  
 গজরাজ গঙ্গাস্নানে এলেন।

তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্তা জপ্যম্নুত্তমম্॥ ৩৯  
 নর্মদাসলিলাং তস্মাদুত্তার স রাবণঃ।

‘বিধিপূর্বক স্নান করে রাবণ উত্তম মন্ত্র জপ করলেন।  
 তারপর তিনি জল থেকে বার হলেন।

ততঃ ক্লিষ্টাঘরং তাক্ষা শুক্রবস্ত্রসমাবৃতঃ॥ ৪০  
 রাবণং প্রাঞ্জলিং যান্ত্রমধন্যুঃ সর্বরাক্ষসাঃ।

তদগতীবশমাপন্ন মূর্তিমন্ত ইবাচলাঃ॥ ৪১  
 ‘তিনি ভিজ্ঞে কাপড় ছেড়ে শ্বেত বস্ত্র পরলেন।



তারপর হাত জোড় করে মহাদেবের পূজা করতে  
এগেলেন। তখন সমস্ত রাক্ষসও তাঁর পিছু ধরলেন, যেন  
মূর্তিমান পর্বত নিজের গতিব অধীন করে সবাইকে টেনে  
নিয়ে যাচ্ছে।

যত্র যত্র চ যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

জাঘুনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে॥ ৪২

‘রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানেই যেতেন, সেখানেই  
এক সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

বালুকাবেদিমধ্যে তু তল্লিঙ্গং স্থাপ্য রাবণঃ।

অর্চয়ামাস গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ॥ ৪৩

‘বালির বেদীতে সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করে তিনি

চন্দন ও অমৃতসম সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা তাঁর পূজা করলেন।  
ততঃ সতামার্তিহরং পরং বরং

বরপ্রদং

সমর্চয়িত্বা স নিশাচরো জগৌ

প্রসার্য হস্তান্ প্রণনত চত্ৰতঃ ৪৪

‘যিনি তাঁর ললাটে চন্দ্রকিরণকে গহনারূপে ধারণ  
করেন, যিনি সংপুরুষদের পীড়া হরণ করেন এবং  
ভক্তদের মনোবাঞ্ছিত বরপ্রদান করেন, সেই শ্রেষ্ঠ  
উৎকৃষ্ট দেবতা ভগবান শংকরকে ভালোভাবে পূজা করে  
সেই নিশাচর তাঁর সম্মুখে হাত তুলে নাচ-গান করতে  
লাগলেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

## দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩২)

অর্জুনের বাহু দ্বারা নর্মদার প্রবাহ অবরুদ্ধ হওয়া, রাবণের পুষ্পহার প্রবাহিত হয়ে যাওয়া, পরে রাবণ অর্চি  
নিশাচরদের অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ এবং অর্জুনের রাবণকে বন্দী করে নিজের নগরে নিয়ে যাওয়া

নর্মদাপুলিনে যত্র রাক্ষসেভ্যঃ স দারুণঃ।

পুষ্পোপহারং কুরুতে তস্মাদ্ দেশাদদূরতঃ॥ ১

অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ

ক্লীড়তে সহ নারীভিনর্মদাতোয়মশ্রিতঃ। ২

নর্মদাতীরে রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানে মহাদেবকে  
পুষ্প অর্পণ করছিলেন, তার কিছুদূরে বিজয়ী বীর এবং  
শ্রেষ্ঠ মাহিষ্মতীপুরের শক্তিশালী রাজা অর্জুন তাঁর পত্নীদের  
সঙ্গে নর্মদানদীতে জলক্লীড়া করছিলেন।

তাসাং মধ্যগতো রাজা ররাজ চ তদার্জুনঃ

করেণুনাং সহস্রস্য মখাঙ্ক ইব কুঞ্জরঃ॥ ৩

সেই সুন্দরীদের মধ্যে বিরাজমান রাজা অর্জুন সহস্র  
হস্তিনীর মধ্যভাগে স্থিত গজরাজের মতো শোভা  
পাচ্ছিলেন।

জিজ্ঞাসুঃ স তু বাহুনাং সহস্রস্যোত্তমং বদাম্।

রুরোধ নর্মদাবেগং বাহুভির্বহুভির্বৃতঃ॥ ৪

অর্জুনের সহস্র বাহু ছিল। তিনি তাঁর বনকে পথ  
করার জন্য তাঁর বহু সংখ্যক বাহু দিয়ে নর্মদার কোণে  
করলেন।

কার্তবীৰ্য্যভুজাসক্তং তজ্জলং প্রাপ্য নির্মলম্  
কুলোপহারং কুর্বাণং প্রতিশ্রোতঃ প্রবাবতি॥ ৫

কৃতবীৰ্য্য-পুত্র অর্জুনের হস্ত দ্বারা বদ্ধ নর্মদার সেই  
নির্মল জল; তীব্রে পূজা করতে থাকা রাবণের কাছে পৌঁছে  
উলটো পথে প্রবাহিত হতে লাগল।

সমীননক্রমকরঃ

স নর্মদাস্তসো বেগঃ প্রাবৃটকাল ইবাবজৌ॥ ৬

নর্মদার জলের বেগ মৎস্য, নর, কুমীর, ফুল এবং  
কুশাস্তুরের সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকল। তাতে বর্ষাকালের  
মতো বান এসে গেল।

স বেগঃ কার্তবীৰ্যেণ সম্প্রেরিত ইবাক্ষয়ঃ ৭

পুষ্পোপহারং সকলং রাবণস্য জাহার ৮

জলের সেই বেগ, যাকে কার্তবীর্য অর্জুনেরই প্রেরিত  
করে যায়, রাবণের সমস্ত পুষ্প ইত্যাদি ভাসিয়ে নিয়ে  
যুক।

রাবণোহর্ষসমাপ্তঃ তমুৎসৃজ্য নিয়মং তদা।  
নদীং পশাতে কাঙ্ক্ষাং প্রতিকূলাং যথা প্রিয়াম্॥ ৮  
রাবণের পূজার কার্য তখন মাত্র অর্ধেকই সমাপন  
হয়েছিল, সেই অবস্থায় তিনি তা ছেড়ে কমণীয়  
হুতসম্পন্ন প্রতিকূল প্রেমসীর মতো নর্মদার দিকে তাকিয়ে  
বসেন।

পশ্যেন তু তং দৃষ্ট্বা সাগরোদগারসমিতম্।  
কর্মস্বসো বেগং পূর্বামাশাং প্রবিশ্য তু॥ ৯  
পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত সেই জলশ্রোতকে তিনি  
দূর থেকে প্রবেশ করে বাড়তে দেখলেন, তাঁর মনে হচ্ছিল  
জল সমুদ্রে জোয়ার এসে গেছে।

জতোহনুদ্রাক্ষকুনাং স্বভাবে পরমে স্থিতাম্।  
দিকারাজনাভাসামপশ্যাদ্ রাবণো নদীম্॥ ১০  
জর ফলে তটবর্তী বৃক্ষ বাসকারী পাখিদের মধ্যে  
কেনো চাক্ষু্য দেখা যায়নি। নদী তার পরম উত্তম স্বাভাবিক  
দ্রুতিতে আগের মতোই স্বচ্ছ এবং নির্মল রূপে ছিল।  
কাজলীন বাণের সময় জলে যে মালিন্য বা বিকার দেখা  
যায়, এই সময় তা দৃষ্টিগোচর হয়নি। রাবণ এই নদীকে  
বিকারশূন্য হৃদয়সম্পন্ন নারীর মতো দেখেছিলেন।

স্ববাতরকরাঙ্গুল্যা হৃদ্যাক্সাস্যো দশাননঃ।  
বেগপ্রচবমধেইং সোহদিশাঙ্কসারণৌ॥ ১১  
তাঁর মুখ থেকে একটি শব্দও বার হল না। তিনি  
মৌনব্রত রক্ষার জন্য কথা না বলে ডান হাতের আঙ্গুলের  
সহিতে শুক ও সারণকে বন্যার কারণ জানার নির্দেশ  
দিলেন।

শ্রৌ তু রাবণসন্দিষ্টো ভ্রাতরৌ শুকসারণৌ।  
গোমাত্তরগতৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ পশ্চিমামুখৌ॥ ১২  
রাবণের আদেশে দুই বীর ভ্রাতা শুক ও সারণ  
সাগরপথে পশ্চিম দিকে প্রস্থান করলেন।

তর্ঘ্যযোজনমাত্রং তু গত্বা তৌ রজনীচরৌ।  
পশ্যতাং পুরুষং ভোয়ে ক্রীড়ন্তং সমযোষিতম্॥ ১৩  
মাত্র অর্ধ যোজন অতিক্রান্ত করেই সেই দুজন  
বিশাচর দেবতে পেলেন একজন পুরুষ নারীদের সঙ্গে  
সঙ্গে ক্রীড়া করছেন।

বৃহৎসালপ্রতীকাশং তোমব্যাকুলমূর্খজম্।  
মদরজ্জালন্তনয়নং মদব্যাকুলচেতসম্॥ ১৪  
তাঁর দেহ বিশাল শালবৃক্ষের মতো লম্বা, জলে তাঁর  
কেশ আখালি-পাখালি হচ্ছে, মদগ্রস্ত হওয়ায় নেত্র  
লালিমা দেখা যাচ্ছে, তাঁর চিন্তাও মনে হয় মদমত্ত হয়ে  
রয়েছে।

নদীং বাহুসহশ্রেণ রুদ্ধান্তমিব মেদিনীম্॥ ১৫  
গিরিং পাদসহশ্রেণ রুদ্ধান্তমিব মেদিনীম্॥ ১৫  
সেই শত্রুমর্দন বীর তাঁর সহস্র বাহুদ্বারা নদীর বেগ  
রুদ্ধ করে, সহস্র চরণ দ্বারা পৃথিবীকে স্তম্ভ করে পর্বতের  
ন্যায় শোভা পাচ্ছেন।

বালানাং বরনারীণাং সহশ্রেণ সমাবৃতম্।  
সমদানাং করেণানাং সহশ্রেণেব কুঞ্জরম্॥ ১৬  
‘নব্য সহস্র সুন্দরী তাঁকে এমন ভাবে ঘিরে আছে,  
যেন সহস্র মদমত্ত হস্তিনী কোনো একজন গজরাজকে ঘিরে  
রেখেছে।

তমজুততরং দৃষ্ট্বা রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।  
সন্নিবৃত্তাবুপাগম্য রাবণং তমখোচতুঃ॥ ১৭  
‘সেই পরম অভূত দৃশ্য দেখে রাক্ষস শুক ও সারণ  
রাবণের কাছে ফিরে এসে বললেন—

বৃহৎসালপ্রতীকাশঃ কোহপাসৌ রাক্ষসেশ্বর।  
নর্মদাং রোষবদ্ রুদ্ধবধা ক্রীড়াপয়তি যোষিতঃ॥ ১৮  
‘রাক্ষসরাজ! এখান থেকে কিছু দূরে শালবৃক্ষ সম  
বিশালকায় এক পুরুষ, বাঁধের মতো নর্মদার জল রুদ্ধ করে  
নারীদের সঙ্গে ক্রীড়া করছেন।

তেন বাহুসহশ্রেণ সমিরুদ্ধজলা নদী।  
সাগরোদগারসংকাশানুদগারান্ সৃজতে মুহঃ॥ ১৯  
‘তাঁর সহস্র ভুজাতে নদীর জল রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।  
তাই বারংবার সমুদ্রের জোয়ারের মতো জল বৃদ্ধি  
পাচ্ছে।’

ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ নিশমা শুকসারণৌ।  
রাবণোহর্জুন ইতাক্ষা স যয়ৌ যুদ্ধলালসঃ॥ ২০  
শুক ও সারণের এই কথা শুনে রাবণ বলে  
উঠলেন—এই হল ‘সেই অর্জুন’ এই কথা বলে তিনি  
যুদ্ধের ইচ্ছায় সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।  
অর্জুনাভিমুখে ভস্মিন্ রাবণে রাক্ষসাধিপে।  
চণ্ডঃ প্রবাতি পবনঃ সনাদঃ সরজস্তথা॥ ২১







কোরাঙ্গিসহ সমুদ্রের ভয়ানক গর্জনের মতো অত্যন্ত  
বোম্ব কব মনে হচ্ছিল।

বক্ষসা হু তেহমাতাঃ প্রহস্তশুকসারণাঃ।

কার্তবীর্যবলঃ ক্রুদ্ধা নিহস্তি স্ম স্বতেজসা ॥ ৩৬

প্রহস্ত, শুক এবং সারণ আদি রাবণের এই মন্ত্রীগণ  
দুগত হয়ে তাদের বল পরাক্রমদ্বারা কার্তবীর্য অর্জুনের  
জ্ঞান-সংহার করতে লাগলেন।

ক্ৰুণায় হু তৎকর্ম রাবণস্য সমগ্রিণঃ।

শ্রীকমানায় কথিতং পুরুষৈর্ভয়বিহুলাঃ ॥ ৩৭

অর্জুনের সেবকেরা তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে ক্রীড়ামত  
ক্ৰুণকে রাবণের মন্ত্রীদের সেই ক্রুর কর্মের কথা  
জ্ঞানলেন।

ক্ৰা ন ভেতবামিতি দ্বীজনং স তদার্জুনঃ।

চরতার জলাৎ তন্মাদ্ গঙ্গাতোয়াদিবাজনঃ ॥ ৩৮

একথা শুনে অর্জুন তাঁর পত্নীদের বললেন  
-‘তোমরা ভয় পেয়ো না।’ তারপর তিনি সকলের সঙ্গে  
নদী জল থেকে সেইভাবে বাইরে এলেন, যেভাবে  
কোনো দিগ্গজ (হস্তিনী সহ) গঙ্গার জল থেকে বাইরে  
যাসে।

ক্ৰোধবৃষিতেনৈব স তদার্জুনপাবকঃ।

প্রজ্ঞাশ মহাঘোরো যুগান্ত ইব পাবকঃ ॥ ৩৯

তাঁর চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই  
অর্জুনরূপী আগুন তখন প্রলয়কালের মহাভয়ংকর অগ্নির  
ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।

স তূর্ণতরমাদায় বরহেমাঙ্গদো গদাম্।

যন্তিদ্রাব রক্ষাংসি তমাংসীব দিবাকরঃ ॥ ৪০

সুন্দর স্বর্ণ বাজুবন্দ ধারণকারী বীর অর্জুন তখনই  
গদাভূলে রাক্ষসদের আক্রমণ করলেন — যেন সূর্যদেব  
অন্ধকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

গাহবিক্ষেপকরণাং সমুদাম্য মহাগদাম্।

গাক্ৰুঃ বেগমাহায় আপপাতৈব সোহর্জুনঃ ॥ ৪১

যা হাতে করে ঘোরানো হয়, সেই বিশাল গদা তুলে  
রাক্ষসের মতো তীব্র বেগের সঙ্গে রাজা অর্জুন তখনই  
নিশাচরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তস্য মার্গং সমারম্ভ্য বিক্রোহর্কসোব পর্বতঃ।

হিতো বিদ্যা ইবাকম্পাঃ প্রহস্তো মুসলায়ুধঃ ॥ ৪২

‘পূর্বকালে যেমন বিদ্যাচল পর্বত সূর্যদেবের পথ  
অবরুদ্ধ করে দাড়িয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে মুসলধারী  
প্রহস্ত অর্জুনের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল।

ততোহস্য মুসলং নোরং লোহবন্ধং মদোকতঃ।

প্রহস্তঃ প্রেষয়ান্ ক্রুদ্ধো ররাস চ নথাত্মকঃ ॥ ৪৩

‘মদমত্ত প্রহস্ত কুপিত হয়ে অর্জুনকে লৌহ আবৃত  
এক মুসল দিয়ে ভয়ানক গর্জন সহ আক্রমণ করে।

তস্যাত্রে মুসলস্যাগ্নিশোকাপীড়সমিভঃ।

প্রহস্তকরমুজস্য বভূব প্রদহমিব ॥ ৪৪

প্রহস্তের হস্তনিক্ষিপ্ত সেই মুসলের অগ্রভাগে  
অশোক-পুষ্পের মতো লাল রংয়ের আগুন প্রকটিত হয়,  
মনে হচ্ছিল তার লেলিহান শিখা যেন পুড়িয়ে শেষ করে  
দেবে।

আধাবমানং মুসলং কার্তবীর্যস্তদার্জুনঃ।

নিপুণং বক্ষ্যামাস গদয়া গতবিক্রবঃ ॥ ৪৫

কিন্তু কার্তবীর্য অর্জুন তাতে একটুও ভয় পাননি। তিনি  
তাঁর দিকে সবগে আসা সেই মুসলকে গদার আঘাতে  
বিফল করে দিলেন।

ততস্তমভিদ্রাব সগদো হৈহয়্যাদিণঃ।

ভ্রাময়ানো গদাং গুর্বিং পঞ্চবাক্ষতোচ্ছ্রয়াম্ ॥ ৪৬

যে গদাকে পাঁচশত হাত দিয়ে তুলতে হয়, সেই শত্রু  
সমর্থ ভারী গদা তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে হৈহয়রাজ অর্জুন  
প্রহস্তের দিকে ছুটলেন।

ততো হতোহতিবেগেন প্রহস্তো গদয়া তদা।

নিপপাত হিতঃ শৈলো বজ্রিবজ্রহতো যথা ॥ ৪৭

‘সেই গদার অত্যন্ত বেগপূর্বক আঘাতে আহত হয়ে  
প্রহস্ত তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেল, যেন কোনো পর্বত  
বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে উল্টে পড়েছে।

প্রহস্তং পতিতং দৃষ্টা মারীচশুকসারণাঃ।

সমহোদরধূম্রাশ্বা অপসৃষ্টা রণাজিরাৎ ॥ ৪৮

প্রহস্তকে ধরাশায়ী হতে দেখে মারীচ, শুক, সারণ,  
মহোদর এবং ধূম্রাশ্ব রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

অপক্রান্তেষমাতোষু প্রহস্তে চ নিপাতিতে।

রাবণোহভ্যদ্রবৎ তূর্ণমর্জুনং নৃপসত্তমম্ ॥ ৪৯

প্রহস্তের পতন এবং অমাত্যদের পলায়ন দেখে  
রাবণ নৃপশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে তখনই আক্রমণ করলেন।

সহস্রবাহোস্তদ যুদ্ধং বিংশবাহোস্ত দারুণম্।

নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র আরক্ধং রোমহর্ষণম্॥ ৫০

তখন সহস্রবাহু সম্পন্ন নরনাথ অর্জুন এবং কুড়ি  
হাতসম্পন্ন নিশাচরনাথের মধ্যে তরুণের যুদ্ধ বেধে গেল,  
যা ছিল অত্যন্ত রোমহর্ষক।

নাগরাবিব সংজুকৌ চলমূলাবিবাচকৌ।

তেজোযুক্তাবিবাচিতৌ প্রদহজ্জাবিবানলৌ॥ ৫১

বলোদ্ধতৌ যথা নাগৌ বাসিতার্থে যথা বৃষৌ।

মেঘাবিব বিনদকৌ সিংহাবিব বলোৎকটৌ॥ ৫২

রুদ্রকালাবিব ক্রুদ্ধৌ তৌ তদা রাক্ষসার্জুনৌ।

পরস্পরং গদাং গৃহ্য তাদয়ামাসতুর্ভুশম্। ৫৩

মনে হচ্ছিল যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা দুই সমুদ্র, অথবা  
কম্পমান দুটি পর্বত, দুই তেজস্বী আদিত্য, কিংবা দুই  
দহকারী অগ্নি, বলোদ্ধত দুই গজরাজ বা কামোদ্ভূত গোরুর  
জন্য সংঘর্ষকারী দুটি ষাঁড়, বিশাল গর্জনকারী মেঘ, কিংবা  
অত্যন্ত বলশালী দুটি সিংহ পরস্পর যুদ্ধ করছে। তখন  
ক্রোধোদ্ভূত রুদ্র ও কালদেবের মতো এই রাবণ এবং  
অর্জুন গদাহাতে একে অন্যের ওপর গভীর আঘাত করতে  
আরম্ভ করলেন।

বজ্রপ্রহারানচলা যথা ঘোরান্ বিবেহিরে।

গদাপ্রহারাংস্তৌ তত্র সেহাতে নররাক্ষসৌ॥ ৫৪

পূর্বকালে যেমন পর্বতরাজি বজ্রের ভীষণ আঘাত  
সহ্য করেছিল, তেমনই অর্জুন ও রাবণ এখানে গদার  
আঘাত সহ্য করতে লাগলেন।

যথাশনিরবেভ্যস্ত জায়তেহথ প্রতিশ্রুতিঃ।

তথা তয়োর্গদাপোথৈর্দিশঃ সর্বাঃ প্রতিশ্রুতাঃ॥ ৫৫

বিদ্যুৎ চমকালে যেমন দিক্দিগন্ত প্রতিধ্বনি করে  
ওঠে, তেমনই এই দুই বীরের গদার আঘাতে সর্বদিক  
গুঞ্জনবিত হয়ে উঠছিল।

অর্জুনস্য গদা সা হু পাত্যমানাহিতোরসি।

কাঞ্চনাভং নভশ্চক্রে বিদ্যুৎসৌদামনী যথা॥ ৫৬

বিদ্যুৎ চমকালে আকাশে যেমন সুন্দর রং দেখা যায়,  
তেমনই অর্জুনের গদার আঘাতে রাবণের বক্ষে স্বর্ণপ্রভা

প্রতিকলিত হচ্ছিল।

তথৈব রাবণেনাপি

অর্জুনোরসি নির্ভতি

পাত্যমানা

গদোদ্ধের

মুহূর্ধ্বঃ।

মহাগিতৌ॥ ৫৭

তেমনই রাবণের দ্বারা অর্জুনের বক্ষে ক  
বারংবার গদার আঘাত যেন কোনো মহাপর্বে পড়েনা  
উদ্ধার ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছিল।

নার্জুনঃ খেদমায়ান্তি ন রাক্ষসগণেশ্বরঃ।

সমমাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং যথা পূর্বং বলীজরৌ॥ ৫৮

সেই সময় অর্জুন এবং রাবণ—কেউই ক্লান্তি  
করছিলেন না। ইন্দ্র এবং বলির মতো পূর্বে ঘাটিলে না  
উভয়ের যুদ্ধই সমান-সমান মনে হচ্ছিল।

শৃঙ্গৈরিব বৃষায়ুধান্ দদ্ব্যগ্রৈরিব কৃষ্ণৌ

পরস্পরং বিনিঘ্রুতৌ নররাক্ষসদ্বয়ৌ॥ ৫৯

বৃষভ যেমন তার শিং দ্বারা এবং গজরাজ  
দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে, তেমনই  
এই নরেশ এবং নিশাচররাজ একে অপরকে গদার দ্বা  
আঘাত করছিলেন।

ততোহর্জুনেন ক্রুদ্ধেন সর্বপ্রাণেন সা গদা

স্তনয়োরন্তরে মুক্তা রাবণস্য মহোরসি॥ ৬০

এর মধ্যে অর্জুন কুপিত হয়ে রাবণের বিশাল বক্ষে  
মাঝখানে পূর্ণ শক্তি দিয়ে গদার প্রহার করলেন

বরদানকৃতপ্রাণে সা গদা রাবণোরসি।

দুর্বলের যথাবেগং দ্বিধাভূতাপতং ক্রিতৌ॥ ৬১

কিন্তু বরের প্রভাবে রাবণ সুরক্ষিত ছিলেন, তাই  
রাবণের বক্ষে সবেগে আঘাত করলেও, সেই গদা দুর্বল  
গদার ন্যায় তাঁর বক্ষের আঘাতে দু-টুকরো হয়ে মাটিতে  
পড়ে গেল।

স অর্জুনপ্রযুক্তেন গদাঘাতেন রাবণঃ

অপাসর্পদ্ ধনুর্মাত্রং নিষসাদ চ নিটনন্॥ ৬২

তবুও অর্জুনের গদার আঘাতে কীড়িত হয়ে রাবণ  
এক হাত পিছিয়ে গেলেন এবং আতঁনাদ করে ক  
পড়লেন।

স বিহ্বলং তদালক্ষ্য দশগ্রীবঃ ততোহর্জুনঃ

সহসোৎপত্য জগ্রাহ গরুড়ানিব পরশম্॥ ৬৩

দশগ্রীবকে ব্যাকুল হতে দেখে অর্জুন তখনই লাঠি

গুরু ধরে ফেললেন, এ  
গুরু ধবে!

হু বাহুসহস্রেন

বলবান রাজা

পূর্বকালে যেমন

অন্যভাবে বলবান রাজ

র হাজার হাতে সাহা

করলেন।

দশগ্রীব

বাদিনঃ

দশগ্রীবকে বাঁধা

গুণসমৃদ্ধ বাক্য বলতে

করতে লাগলেন।

যাত্রা

মৃগশিলাদায়

রাস

হৈহয়ো

যেমন বাঘ কো

মতিকে ধরে দাবিয়ে

বনরাজকে নিজের ব

মতো বারবার গর্জন কর

প্রকৃত সমাশ্রিত

যশা রাক্ষসঃ ক্রু

এর পর প্রহস্তের

বরণকে বাঁধা হওয়া

বনের দিকে দৌড়াল।

নভঃচরাণাং বেগন্ত

অন্ত

আতপাশা

বর্ষার সময় হলে

পান, তেমনই আক্রমণ

করে মনে হল।

ই

মহা



টাকে ধরে ফেললেন, যেন গরুড় বাঁপিয়ে পড়ে কোনো  
শতকে ধরে!

স তু বাহুসহস্রেন বলাদ্ গৃহ্য দশাননম্।

বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা॥ ৬৪

পূর্বকালে যেমন নারায়ণ বলিকে বেঁধেছিলেন,

তেনভাবে বলবান রাজা অর্জুন দশাননকে বলপূর্বক ধরে

উপর হাজার হাজার সাহায্যে মজবুত দড়ি দিয়ে তাঁকে বেঁধে

কুললেন

কমানে দশগ্রীবে সিদ্ধচারণদেবতাঃ।

দশগ্রীবে বাদিনঃ পুষ্পঃ কিরিত্যর্জুনমুখনি॥ ৬৫

দশগ্রীবে বাঁধা হলে সিদ্ধ, চারণ ও দেবতাগণ

সংসারচক্রে বাকা বলতে বলতে অর্জুনের মাথায় ফুলবর্ষণ

করতে লাগলেন।

যাক্রো মৃগমিবাদায় মৃগরাতিব কুঞ্জরম্।

রাস হৈহয়ো রাজা হর্ষাদমুদবনুজঃ॥ ৬৬

যেমন বাঘ কোনো হরিণকে ধরে ফেলে বা সিংহ

হৃদয়ে ধরে দাবিয়ে রাখে, তেমনই হৈহয়রাজ অর্জুন

রাক্ষসরাজকে নিজের বশে করে হর্ষাৎফুল্ল হয়ে মেঘের

হস্ত বরষার গর্জন করতে লাগলেন।

শঙ্কর সমাশ্বস্তো দৃষ্টা বজ্রং দশাননম্।

হসো রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো হ্যভিদ্রাব হৈহয়ম্। ৬৭

এর পর প্রহস্তের হাঁশ ফিরে এলো। সে দশগ্রীব

রাক্ষসকে বাঁধা হওয়া দেখে সহসা কুপিত হয়ে হৈহয়

রাজের দিকে দৌড়াল।

মজ্জেরাণাং বেগন্ত তেষামাপততাং বভৌ।

ঈত আতপাপায়ে পরোদানামিবানুধৌ। ৬৮

বর্ষার সময় হলে যেমন সমুদ্রে মেঘের বেগবৃদ্ধি

পায়, তেমনই আক্রমণকারী সেই নিশাচরদের বেগবৃদ্ধি

দেখতে মনে হল।

মুখমুখেতি ভাসন্তস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাসকং।

মুসলানি চ শূলানি সোৎসসর্জ তদা রণে॥ ৬৯

‘ছাড়ো, ছাড়ো’! ‘দাঁড়াও, দাঁড়াও’! বারবার এই

কথা বলতে বলতে সেই রাক্ষস অর্জুনের দিকে দৌড়াল।

তখন প্রহস্ত বণভূমিতে অর্জুনকে মুসল ও শূল দ্বারা প্রহার

কবে

অপ্রাপ্তান্যেব তান্যাস্ত অসম্ভ্রান্তদর্জুনঃ।

আয়ুধানামরারীণাং জগ্ৰাহারিনিশূদনঃ॥ ৭০

অর্জুন কিন্তু হতচকিত হয়ে যাননি। সেই শত্রুসূদন

বীর প্রহস্ত ইত্যাদি দেবদ্রোহী নিশাচরদের নিষ্ক্রিপ্ত অস্ত্রাদি

আখ্যাত করার পূর্বেই ধরে ফেলেন।

ততস্তৈরেব রক্ষাংসি দুর্ধরৈঃ প্রবরাণুধৈঃ।

ভিত্ত্বা বিদ্রাবয়ামাস বায়ুরমুধরানিব॥ ৭১

তারপর সেই সব দুর্ধর ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করে

রাক্ষসদের ঘায়েল করে সেইভাবেই তাড়ালেন, যেভাবে

জোর হাওয়া মেঘরাশিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।

রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ামাস কার্তবীর্ষ্যর্জুনস্তদা।

রাবণং গৃহ্য নগরং প্রবিবেশ সুহৃদবৃতঃ॥ ৭২

কার্তবীর্ষ্য তখন সমস্ত রাক্ষসদের ভীতসন্ত্রস্ত করে

রাবণকে বন্দী করে সুহৃদদের সঙ্গে নগরে ফিরে এলেন।

স কীর্যমাণঃ কুসুমান্ভোৎকরৈ-

র্ষিজৈঃ সপৌরৈঃ পুরুহুতসন্নিভঃ।

ততোহর্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ তাং পুরীং

বলিং নিগৃহ্যেব সহশ্রলোচনঃ॥ ৭৩

নগরের কাছে আসতেই ব্রাহ্মণ ও পুরবাসীগণ

তাদের ইন্দ্রতুলা তেজস্বী নরেশের ওপর পুষ্প ও অক্ষত

বর্ষণ কবলেন। সহস্র নেত্রধারী ইন্দ্র যেমন বলিকে বন্দী

করে নিয়ে গিয়েছিলেন, রাজা অর্জুনও তেমনই বন্দী

রাবণকে নিয়ে নিজ পুরীতে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২ ॥

মহর্ষিবান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥



## ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৩)

শ্রীপুলস্ত্যের রাবণকে অর্জুনের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করানো

রাবণগ্রহণং তৎ তু বায়ুগ্রহণসমিভম্ ।  
ততঃ পুলস্ত্যঃ শুশ্রাব কথিতং দিবি দৈবতৈঃ ॥ ১

রাবণকে ধরে ফেলা বায়ুকে ধরে নেওয়ার মতো  
ক্রমে এই কথা শ্রীপুলস্ত্য স্বর্গের দেবতাদের মুখ থেকে  
শুনলেন।

ততঃ পুত্রকৃতম্বেহাৎ কম্পমানো মহাবৃতিঃ  
মাহিষ্মতীপতিং দ্রষ্টুমাজগাম মহানৃষিঃ ॥ ২

এই মহর্ষি যদিও অত্যন্ত ধৈর্যশালী ছিলেন, তবুও  
সন্তানের প্রতি স্নেহে কৃপাপরবশ হয়ে মাহিষ্মতী নরেশের  
সঙ্গে দেখা করার জন্য পৃথিবীতে চলে আসেন।

স বায়ুমার্গমাহ্বায় বায়ুতুল্যাগতির্বিজঃ ।  
পুরীং মাহিষ্মতীং প্রাপ্তো মনঃসম্পাতবিক্রমঃ ॥ ৩

তার বেগ ছিল বায়ুব সমান এবং গতি মনের সমান,  
সেই ব্রহ্মর্ষি বায়ুপথের আশ্রয় নিয়ে মাহিষ্মতীপুরে এলেন।  
সোহমরাবতিসংকাশাং হৃষ্টপুটজনাবৃতাম্ ।

প্রবিবেশ পুরীং ব্রহ্মা ইন্দ্রস্যোবামরাবতীম্ ॥ ৪

শ্রীব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রের অমরাবতী পুরীতে প্রবেশ  
করেন, শ্রীপুলস্ত্য তেমনই মনুষ্য পরিপূর্ণ অমরাবতীর ন্যায়  
শোভাসম্পন্ন মাহিষ্মতী নগরীতে প্রবেশ করলেন।

পাদচারমিবাদিত্যং নিম্পতন্তং সুদুর্দশম্ ।

ততস্তে প্রত্যভিজ্ঞায় অর্জুনায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৫

আকাশ থেকে নামার সময় তাঁকে পদচারী সূর্যের  
মতো দেখাচ্ছিল। অত্যন্ত তেজের জন্য তাঁর দিকে তাকানো  
অত্যন্ত কঠিন ছিল। অর্জুনের সেবকেরা তাঁকে চিনতে  
পেরে রাজা মহারাজ অর্জুনকে তাঁর শুভাগমনের সংবাদ  
জানালেন।

পুলস্ত্য ইতি বিজ্ঞায় বচনাকৈহয়াধিপঃ ।

শিরস্যাঞ্জলিমাধায় প্রত্যাগচ্ছৎ তপস্বিনম্ ॥ ৬

সেবকদের কথায় যখন হৈহয়রাজ জানতে পারলেন  
যে, শ্রীপুলস্ত্য সেখানে পদার্পণ করেছেন, তখন তিনি  
জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে সেই তপস্বী মুনিকে অভ্যর্থনা  
জানাতে এগিয়ে এলেন।

পুরোহিতোহস্য গৃহার্হাঃ মধুপর্কঃ তথৈব চ ।

পুরস্তাৎ প্রযায়ৌ রাজ্ঞঃ শত্রুসোব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭

রাজা অর্জুনের পুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক ইত্যাদি  
নিয়ে তাঁর আগে আগে চললেন, যেন ইন্দ্রের সঙ্গে  
বৃহস্পতি চলেছেন।

ততস্তম্মহিমায়াস্তনুদ্যন্তমিব  
অর্জুনো দৃশ্য সম্রাজ্ঞো বনদ্যেস্ত ইন্দ্রেশ্বরমগ্নঃ ॥ ৮

মহর্ষিকে উদিত হওয়া সূর্যের ন্যায় তেজী  
দেখাচ্ছিল। তাঁকে দেখে রাজা অর্জুন চমকিত হলেন। তিনি  
ব্রহ্মর্ষির চরণে এমন সসম্মানে প্রণাম জানালেন, যেন  
ইন্দ্র শ্রীব্রহ্মার সামনে মস্তক নত করেন।

স তস্য মধুপর্কং গাং পাদ্যমর্ঘ্যং নিবেদ্য চ  
পুলস্ত্যমাহ রাজেজ্ঞো হর্ষগদগদয়া দিগ্ভাঃ ॥ ৯

ব্রহ্মর্ষিকে পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক এবং গাভী দান  
করে মহারাজ অর্জুন হর্ষ গদগদ স্বরে শ্রীপুলস্ত্যকে  
বললেন—

অদৈবমমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃত্য  
অদ্যাং তু দ্বিজেন্দ্র জ্বাং যস্মাৎ পশ্যামি দুর্দশম্ ॥ ১০

‘দ্বিজেন্দ্র ! আপনার দর্শন পরম দুর্লভ, তবুও আমি  
আমি আপনার দর্শন সুখ পেয়েছি এইভাবে একটি  
পদার্পণ করে আপনি মাহিষ্মতী পুরীকে অমরাবতীপুর  
সমান গৌরবশালিনী করে দিলেন।

অদ্য মে কুশলং দেব অদ্য মে কুশলং ব্রতং  
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ॥ ১১

যৎ তে দেবগণৈর্বন্দ্যো বন্দেহং চরণৌ ধ্রুব  
ইদং রাজ্যমিমে পুত্রা ইমে দারা ইমে বয়ম্  
ব্রহ্মন্ কিং কুর্মি কিং কার্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্ ॥ ১২

‘দেব ! আজ আমি আপনার দেববন্দ্য চরণের কল  
করছি, তাই বাস্তবিকপক্ষে আজই সুদিন। আমার ব্রত কল  
নির্বিয়ে পূর্ণ হল। আজ আমার জন্ম সফল হয়েছে এবং  
তপস্যাও সার্থক হয়েছে। ব্রহ্মন্ ! এই রাজ্য, এই সব পুত্র  
পুত্র এবং আমরা সকলে আপনারই। আদেশ করুন,  
আমরা আপনার কী সেবা করব ?’

তং ধর্মহগ্নিশু পুত্রেষু শিবঃ পুত্রী চ পার্ধিবম্  
পুলস্ত্যোবাচ রাজানং হৈহয়ানাং তথার্জুনম্ ॥ ১৩

শ্রীপুলস্ত্য তখন হৈহয়রাজ অর্জুনকে ধর্ম, অগ্নি এবং

পুণ্ডেব কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে তাঁকে বললেন—

দেবদ্রোহপদ্রাশ্রম

পূর্ণচন্দ্রনিভানন।

জতুঃ তে বলং যেন দশগ্রীবজ্ঞয়া জিতঃ ॥ ১৪

‘পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট কমলনয়ন  
নরেশ। তোমার শক্তির কোনো তুলনা নেই; কারণ তুমি  
দশগ্রীবকে পরাস্ত করেছ।

জগদ্ ধসোপতিষ্ঠেতাঃ নিষ্পন্দৌ সাগরানিলৌ।

সৌম্যঃ মৃধে ত্বয়া বদ্ধঃ পৌত্রো মে রণদুর্জয়ঃ ॥ ১৫

‘যার ভয়ে সমুদ্র এবং বায়ুও চঞ্চলতা ত্যাগ করে  
সেবায় উপস্থিত থাকে, আমার সেই রণদুর্জয় পৌত্রকে তুমি  
সংগ্রামে বেঁধে ফেলেছ।

পুত্রকস্য যশঃ পীতং নাম বিশ্রাবিতং ত্বয়া।

মহাকাব্য যাচ্যমানোহদ্য মুখং বৎস দশাননম্ ॥ ১৬

‘এইভাবে তুমি আমার এই পৌত্রের যশ পান করে  
রক্ত তোমার নামের ঢাক পিটিয়েছ। বৎস! তুমি এবার  
আমার কথায় দশগ্রীবকে ছেড়ে দাও। তোমার কাছে এই  
হল আমার নিবেদন।’

পুলস্ত্যাজ্ঞাং প্রগৃহ্যোচে ন কিঞ্চন বচোহর্জুনঃ।

মুমোচ বৈ পার্শ্ববেজ্রা রাক্ষসেভ্যঃ প্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৭

শ্রীপুলস্ত্যের আদেশ শিরোধার্য করে অর্জুন তার  
বিশ্রীতে কোনো কথা বলেননি। সেই সশ্রী অত্যন্ত  
প্রসন্নতার সঙ্গে রাক্ষসরাজ রাবণকে মুক্ত করে দিলেন।

ন তং প্রমুচ্য ত্রিদশারিমর্জুনঃ

প্রপূজ্য দিব্যাভরণপ্রগম্বরৈঃ।

অহিংসকং সখ্যমুপেতা সাগ্নিকং

প্রণমা তং ব্রহ্মসূতং গৃহং যযৌ ॥ ১৮

সেই দেবদ্রোহী রাক্ষসকে বন্ধনমুক্ত করে অর্জুন  
দ্বিঅলংকার, মালা, বস্ত্রদ্বারা তাঁর পূজা করেন এবং  
অগ্নিকে সাক্ষী করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন  
করেন, যাতে কারো দ্বারা হিংসা না হয় (অর্থাৎ তাঁরা

দুজনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, এর পর থেকে এই বন্ধুত্ব  
স্থাপনের ফলে আমরা এটির প্রয়োগে অপর প্রাণীদের  
হিংসা করব না) তারপর রাজা অর্জুন ব্রহ্মপুত্র শ্রীপুলস্ত্যকে  
প্রণাম করে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

পুলস্ত্যোনাপি সংত্যক্তো রাক্ষসেভ্যঃ প্রতাপবান্।

পরিমজ্জঃ কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিনির্জিতঃ ॥ ১৯

এইভাবে আতিথ্য সংস্কারের পরে রাক্ষসরাজ  
রাবণকে শ্রীপুলস্ত্য হৃদয়ে জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু তিনি  
পরাজিত হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়ে রইলেন।

শিতামহসূতশ্চাপি পুলস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ।

মোচয়িত্বা দশগ্রীবং ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ২০

দশগ্রীবকে মুক্ত করে শ্রীব্রহ্মার পুত্র মুনিবর পুলস্ত্য  
পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করলেন।

এবং স রাবণঃ প্রাপ্তঃ কার্তবীৰ্য্যং প্রধর্ষণম্

পুলস্ত্যবচনাচ্চাপি পুনর্মুজ্ঞো মহাবলঃ ॥ ২১

রাবণকে এইভাবে কার্তবীৰ্য অর্জুনের হাতে পরাজিত  
হতে হয়েছিল এবং পরে শ্রীপুলস্ত্যের কথায় সেই মহাবলী  
রাক্ষসের মুক্তি লাভ হয়।

এবং বলিভ্যো বলিনঃ সন্তি রাঘবনন্দন।

নাবজ্জা হি পরে কার্য্য য ইচ্ছেচ্ছেয় আত্মনঃ ॥ ২২

‘রঘুকুলনন্দন! জগতে এইভাবে বলবানের থেকে  
বলবান বীর আছেন; সুতরাং যিনি নিজের কল্যাণ চান,  
তাঁর অপবকে অবহেলা করা উচিত নয়।

ততঃ স রাজা পিশিতাশনানাং

সহস্রবাহোরূপলভ্য মৈত্রীম্।

পুনর্নৃপাণাং কদনং চকার

চকার সর্বাং পৃথিবীং চ দর্পাৎ ॥ ২৩

সহস্র বাহুর মৈত্রী লাভ করে রাক্ষসদের রাজা রাবণ  
পুনরায় অহংকারী হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করতে  
থাকলেন এবং রাজাদের হত্যা করতে থাকলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োদ্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রয়োদ্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥



## চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৪)

বালীর দ্বারা রাবণের পরাজয় এবং রাবণের তাঁকে নিজের বন্ধু করে নেওয়া

অর্জুনেন বিমুক্তস্ত রাবণো রাক্ষসাস্থিপঃ  
চচার পৃথিবীং সর্বমনির্বিন্ধ্যত্বা কৃতঃ ॥ ১

অর্জুনের থেকে মুক্তি পেয়ে রাক্ষসবাজ রাবণ  
নির্বেদবহিত (নিরুৎসাহী না) হয়ে পুনরায় সমগ্র পৃথিবীতে  
বিচরণ করতে লাগলেন।

রাক্ষসঃ বা মনুষ্যঃ বা শূদ্রো যঃ বলাধিকম্  
রাবণস্তঃ সমাসাদ্য যুদ্ধে হয়তি দর্শিতঃ ॥ ২

রাক্ষস হোক বা মানুষ, বলে (শক্তি) বা সামর্থ্যে  
যাকেই রাবণ নিজের থেকে বড় মনে করতেন, অতিমানী  
রাবণ তারই কাছে পৌঁছে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাতেন  
ততঃ কদাচিত্ কিল্বিক্ষ্যঃ নগরীং বালিপালিতাম্।

গত্বাহংহয়তি যুদ্ধায় বালিনং হেমমালিনম্ ॥ ৩

তারপর একদিন তিনি বালীর পালিত কিল্বিক্ষ্যপুরীতে  
গিয়ে সুবর্ণমালাধারী বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে  
লাগলেন।

ততস্ত বানরামাত্যস্তারস্তারাপিতা প্রভুঃ  
উবাচ বানরো বাক্যং যুদ্ধপ্রেম্ভুমুপাগতম্ ॥ ৪

সেই সময় যুদ্ধের ইচ্ছায় আগত রাবণকে বালীর মন্ত্রী  
তার অর্থাৎ তারার পিতা, সুবেণ ও যুবরাজ অঙ্গদ এবং  
সুগ্রীব বললেন—

রাক্ষসেন্দ্র গতৌ বালী যন্তে প্রতিবলো ভবেৎ।  
কোহন্যঃ প্রমুখতঃ হাতুং তব শক্তঃ প্রবঙ্গমঃ ॥ ৫

‘রাক্ষসরাজ ! এখন বালী বাহিরে গিয়েছেন। তিনিই  
আপনার উপযুক্ত হতে পারবেন। অন্য কোন বানর আপনার  
সামনে দাঁড়াতে পারবেন ?

চতুর্ভ্যোহপি সমুদ্রেভ্যঃ সক্ষ্যামহ্যস্য রাবণ।  
ইদং মুহূর্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্তকম্ ॥ ৬

‘রাবণ ! চার সমুদ্রের সক্ষ্যা উপাসনা করে বালী  
এখনই এসে পড়বেন। আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।  
এতানহিচয়ান্ পশ্য য এতে শঙ্খপাণুরাঃ।  
যুদ্ধার্থিনামিমে রাজন্ বানরাধিপতেজসা ॥ ৭

‘রাজন্ ! দেখুন, এই যে শঙ্খের ন্যায় উজ্জ্বল পাহাড়  
দেখছেন, বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় আগতদের  
আপনার মতো বীরদেরই এই পরিণতি হয়েছে।

বানররাজ বালীর তেজে সকলেবই অস্ত হয়েছেন।  
যদ্যমূর্তরসঃ শীতস্তয়া রাবণ

তদা বালিনমাসাদ্য তদন্তঃ তব কীৰ্ত্তনম্ ॥ ৮

‘রাক্ষস রাবণ ! আপনি যদি অবতবস ও গান কর

থাকেন, তাহলেও আপনি যখন বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন,

তখন সোটিই হবে আপনার জীবনের অন্তিমকক্ষ

পশোদানীং জগচ্চিত্তমিমাং নিশ্রবসঃ সূঃ

ইদং মুহূর্তং তিষ্ঠয় দুর্লভং তে হনিষ্যতি ॥ ৯

‘বিশ্রবাকুমার ! বালী আশ্চর্যময় ক্ষমতার পরিপূ

ভাণ্ডার। আপনি এখন তাঁর দর্শন পাবেন। মুহূর্তের জন্য

তাঁর প্রতীক্ষা করুন, তারপর তো আপনার জীবনের শেষ

ধাকবে না।

অথবা ত্বরসে মর্তুং গচ্ছ দক্ষিণসাগরম্

বালিনং দ্রক্ষ্যসে তত্র ভূমিষ্ঠমিব শব্দকম্ ॥ ১০

‘আর যদি আপনার শীঘ্রই মৃত্যুর ইচ্ছা হয়ে থাকে,

তাহলে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে চলে যান। সেখানে আপনি

পৃথিবীতে অবস্থিত অগ্নিদেবের ন্যায় বালীর দর্শন পাবেন।

স তু তারং বিনির্ভুংস্য রাবণো লোকরাবণঃ

পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য প্রযয়ৌ দক্ষিণার্ণবম্ ॥ ১১

তখন জগৎবাসী সকলের পক্ষে দুঃখদায়ক রক

তারকে ভালো-মন্দ কথা শুনিযে পুষ্পকবিমানে করে

দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে প্রস্থান করলেন।

তত্র হেমগিরিপ্রথাং তরুণার্কনিভাননম্

রাবণো বালিনং দৃষ্টৌ সক্ষ্যোপাসনতঃ পরম্ ॥ ১২

সেখানে গিয়ে রাবণ সুবর্ণ গিরির সম উচ্চ বালীকে

সক্ষ্যা-উপাসনা করতে দেখলেন। তাঁর মুখ প্রভাত সূর্যের

মতো অরুণ প্রভায় উজ্জ্বলিত হচ্ছিল।

পুষ্পকাদবরুহাথ রাবণোহজনসমিভঃ ॥ ১৩

গ্রহীতুং বালিনং তূর্ণং নিঃশব্দপদমত্রৈব ॥ ১৪

তাঁকে দেখে কাজলের মতো কৃষ্ণবর্ণ রাবণ পুষ্পক

বিমান থেকে নেমে বালীকে ধরার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই

তাঁর দিকে এগোতে লাগলেন। তিনি এমনভাবে পা

ফেলছিলেন, যাতে বালী জানতে না পারে।

যদৃচ্ছয়া তদা দৃষ্টৌ বালিনাপি স রাবণা



দৃষ্টা চকার ন হু সঙ্গমম্ ॥ ১৪

নৈবযোগে বালী রাবণকে দেখে নিয়োছিলেন। কিন্তু  
তিনি তাঁর দুরভিসন্ধি জেনেও ভয় পাননি।

শঙ্করসিংহঃ সিংহো বা পন্নগঃ গরুড়ো যথা।

কিরতি তং বালী রাবণং পাপনিশ্চয়ম্ ॥ ১৫

যেমন সিংহ স্বরগোশকে এবং গরুড় সর্পকে  
নেলেও ভয় পায় না, তেমনই বালী কু-মতলব  
শঙ্করী রাবণকে দেখেও সমীহ করেননি।

জ্ঞানমায়ামায়ঃ রাবণং পাপচেতসম্

কবলহিনঃ কৃদ্বা গমিষ্যে ত্রীন্ মহার্ণবান্ ॥ ১৬

তিনি ঠিক করেছিলেন যে, পাপাত্মা রাবণ যখন তাঁকে  
জ্ঞান জনা কাছে আসবে, তখন তিনি তাঁকে বগলে চেপে  
নেবেন এবং সেই অবস্থায় বাকী তিনি মহাসাগরে গিয়ে  
ব্রহ্ম সম্পন্ন করে ফিরে আসবেন।

মমাক্ষঃ মমাক্ষঃ শ্রংসদূরকরাশ্রমম্।

দহমানঃ দম্ভীৰং গরুড়স্যেব পন্নগম্ ॥ ১৭

তাতে এর জংঘা, হাত-পা এবং কাপড় সব ঘষা  
হতে থাকবে, সেই অবস্থায় লোকে আমার শত্রুকে  
জ্বলন্ত ফাঁদে পড়া সাপের মতো পড়া অবস্থায় দেখবে।

ইত্যেবং মতিমাহ্বায় বালী মৌনমুপাছিতঃ।

জগন্ বৈ নৈগমান্ মন্ত্রাংস্তুহৌ পর্বতরাড়িব ॥ ১৮

এভাবে চিন্তা করে বালী মৌনই থাকলেন এবং  
বৈদিক মন্ত্র জপ করতে করতে গিরিরাজ সুমেরুর মতো  
দাঁড়িয়ে রইলেন।

তবমোনাং জিঘৃক্ষন্তৌ হরিরাক্ষসপার্শ্ববৌ।

প্রববন্তৌ তং কর্ম ইহতুর্বলদর্পিতৌ ॥ ১৯

এই ভাবে বলের অহংকারী এই বানররাজ এবং  
রাক্ষসরাজ একে অন্যকে ধরতে চাইছিলেন। দুজনেই কাজ  
শুল্ল করার ধান্দায় সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন।

হস্তাঃ তু তং মত্বা পাদশব্দেন রাবণম্।

পাদমুখোহপি জগ্রাহ বালী সপর্মিবাণ্ডজঃ ॥ ২০

রাবণের চলার গতি বুঝে বালী জেনে গেলেন যে,  
রাবণ এবার হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরতে চাইছে। তারপর  
অন্য দিকে মুখ থাকা সত্ত্বেও বালী তাঁকে এমনভাবে হঠাৎ  
ধরে ফেললেন, যেমনভাবে গরুড় সাপকে ধরে নেয়।

প্রদীতকামঃ তং গৃহ্য রক্ষসামীশ্বরং হরিঃ।

দুঃশপাত বেগেন কৃদ্বা ককবলহিনম্ ॥ ২১

তাকে ধরার ইচ্ছা রাখা সেই রাক্ষসরাজকে বালী  
নিজেই ধরে তাঁর কক্ষে চেপে নিলেন এবং তীব্র বেগে  
আকাশে উড়লেন।

তং চ পীড়য়মানং তু বিতুদন্তং নৈবৈর্মুহঃ।

জহার রাবণং বালী পবনস্তোয়দং যথা ॥ ২২

রাবণ বারবার তাঁর নখ দিয়ে বালীকে খামচে কষ্ট  
দিতে থাকলেন, কিন্তু হাওয়া যেমন মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে  
যায়, তেমনই বালী রাবণকে বগলে চেপে আকাশ-পথে  
চলে যাচ্ছিলেন।

অথ তে রাক্ষসামাত্যা দ্বিগমাণে দশাননে।

মুমোক্ষয়িষ্যে বালিং রবনাণা অভিক্রতাঃ ॥ ২৩

এইভাবে বালী রাবণকে হরণ করায় তাঁর মন্ত্রীরা  
বালীর থেকে রাবণকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য কোলাহল  
করতে করতে তাঁর পিছন পিছন দৌড়াতে লাগল।

অদ্বীয়মানস্তৈর্বালী আজতেহধরমধ্যগঃ।

অদ্বীয়মানো মেঘৌঘৈরধরহ ইবাংশুমান্ ॥ ২৪

পিছন পিছন রাক্ষসরা ছুটছে আর আগে আগে  
বালী। এই অবস্থায় আকাশের মধ্যভাগে পৌঁছে তিনি  
মেঘের অনুগত অংশুমালী সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

তেহশকুবন্তঃ সন্ত্রাপ্তুঃ বালিনং রাক্ষসোত্তমাঃ।

তস্য বাহুরুবেগেন পরিশ্রান্তা ব্যবহিতাঃ ॥ ২৫

সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসেরা বহু চেষ্টা করেও বালীর কাছে  
পৌঁছতে পারল না। বালীর হাত ও পায়ের বেগে উৎপন্ন  
বায়ুর আঘাতে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বালিমার্গাদপাক্রামন্ পর্বতেস্তপি গচ্ছতঃ।

কিং পুনর্জীবনপ্রেস্তুর্বিভ্রদ্ বৈ মাংসশোণিতম্ ॥ ২৬

বালীকে পথ করে দিতে বড় পড় পর্বতও সরে যায়,  
তাহলে রক্ত-মাংসের শরীর ধারণকারী এবং জীবনরক্ষার  
আকাজক্ষাকারী প্রাণী যে তাঁর পথ থেকে সরে যাবে, এতে  
আশ্চর্যের কিছু নেই।

অপক্ষিগণসম্পাতান্ বানরেজো মহাজবঃ।

ক্রমশঃ সাগরান্ সর্বান্ সঙ্ঘ্যাকালমবদত ॥ ২৭

যতক্ষণে বালী সমুদ্রতীরে পৌঁছলেন, তীব্রগামী  
পক্ষীকুলও সেই সময়ে পৌঁছতে পারত না। সেই  
মহাবেগশালী বানররাজ ক্রমশঃ সব সমুদ্রতটেই পৌঁছে  
সঙ্ঘ্যাবন্দনা করেন

সম্পূজ্যমানো যাতস্ত খচরৈঃ খচরোত্তমঃ।

পশ্চিমং সাগরং বালী আজগাম সরাবণঃ ॥ ২৮

সমুদ্রে যাত্রাকালে আকাশচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বালীকে সমস্ত খেচর প্রাণী পূজা ও প্রশংসা করত। বালী রাবণকে বগলে চেপে ধরে পশ্চিম সমুদ্র তীরে এলেন তন্মিন্ সন্ধ্যামুপাসিত্বা শ্রাদ্ধা জপ্ত্বা চ বানরঃ।

উত্তরং সাগরং প্রাপ্যাদ্ বহমানো দশাননম্ ॥ ২৯

সেখানে স্নান, সন্ধ্যা উপাসনা এবং জপ করে বানরবীর দশাননকে নিয়ে উত্তর সমুদ্রতীরে গেলেন।

বহুযোজনসাহস্রং বহমানো মহাহরিঃ।

বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহ শত্রুণা ॥ ৩০

বায়ু এবং মনের ন্যায় গতিসম্পন্ন এই মহাবানর বালী কয়েক সহস্র যোজন পর্যন্ত রাবণকে নিয়ে ভ্রমণ করলেন। তাবপর তিনি তাঁর সেই শত্রুকে বগলে চেপেই উত্তর সমুদ্রের কিনারে এলেন।

উত্তরে সাগরে সন্ধ্যামুপাসিত্বা দশাননম্।

বহমানোহগমদ্ বালী পূর্বং বৈ স মহোদধিম্ ॥ ৩১

উত্তর সাগরের তীরে সন্ধ্যা উপাসনা করে দশাননের ভার বহন করে বালী পূর্ব দিশার মহাসাগরের কিনারে গেলেন।

তত্রাপি সন্ধ্যামব্ধস্য বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ।

কিঙ্কিদ্ধামভিতো গৃহ্য রাবণং পুনরাগমৎ ॥ ৩২

সেখানে সন্ধ্যা-উপাসনা সম্পন্ন করে এই ইন্দ্রপুত্র বানররাজ বালী দশমুখ রাবণকে বগলে চেপে ধরে কিঙ্কিদ্ধাপুরীর কাছে এলেন।

চতুর্ধপি সমুদ্রেষু সন্ধ্যামব্ধস্য বানরঃ।

রাবণোদ্বহনশ্রান্তঃ কিঙ্কিদ্ধোপবনেহপতৎ ॥ ৩৩

এইভাবে চার সমুদ্রে সন্ধ্যা-উপাসনা করে রাবণকে বগলে চেপে বয়ে নিয়ে আসার জন্য ক্লান্ত বানররাজ বালী কিঙ্কিদ্ধার উপবনে এসে পৌঁছালেন।

রাবণং তু মুমোচাথ স্বকক্ষাৎ কপিসন্তমঃ।

কুতস্তমিতি চোবাচ প্রহসন্ রাবণং মুখঃ ॥ ৩৪

সেখানে এসে কপিশ্রেষ্ঠ বালী রাবণকে নিজের কোমর থেকে নামিয়ে হাসতে হাসতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘কী মশাই! তুমি কোথা থেকে এসেছো’।

বিস্ময়ং তু মহদ্ গত্বা শ্রমলোলনিরীক্ষণঃ।

রাক্ষসেন্দ্রো হরীদ্রং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫

রাবণের চোখ শ্রমজনিত কারণে চঞ্চল হয়েছিল।

বালীর এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে তিনি মহা ভয় হতেছিলেন, তাই রাক্ষসরাজ রাবণ বানররাজকে বলাবলি বানরেন্দ্র মহেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রোহস্মি রাবণঃ।

মুক্ষেপুরিহ সম্প্রাপ্তঃ স চান্দ্যসদিত্যুতম্ ॥ ৩৬

‘মহেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী বানরেন্দ্র! আমি কল্য রাক্ষসেন্দ্র রাবণ, যুদ্ধ করার ইচ্ছায় এখানে এসেছিলাম, সেই যুদ্ধ আপনার কাছ থেকে পেয়েই গেছি।

অহো বলমহো দীর্ঘমহো গান্ধীর্ঘমেব চ যেনাহং পশুনদ্ গৃহ্য মামিত্যচতুরোহপবন ॥ ৩৭

‘আহা! আপনার অদ্ভুত বল-পরাক্রম আশ্চর্যজনক গান্ধীর্ঘ। আপনি আমাকে পশুর মতো ঘরে ঘরে সমুদ্রের ওপর ঘুরিয়েছেন।

এবমশ্রান্তবদ্ বীর শীঘ্রমেব চ বানর, মাং চৈবোদ্বহমানস্ত কোহন্যো বীরো ভবিষ্যতি ॥ ৩৮

‘বানরবীর! আপনি ছাড়া আর কে এমন পুঁরী আছে, যে আমাকে এইভাবে অক্লেশে শীঘ্র পরাস্ত করতে পারে।

ত্রয়াণামেব ভূতানাং গতিরিবা প্রবন্ধ মনোহনিলসুপর্ণানাং তব চাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯

‘বানররাজ! শোনা যায় যে এমন গতি তো শুধুমাত্র, বায়ু ও গরুড়—তিন তিনেরই থাকে। এই জগতে নিঃসন্দেহে চতুর্থজন আপনিই এরূপ তীব্র গতিসম্পন্ন

সোহহং দৃষ্টবলন্তভ্যমিচ্ছামি হরিপুংসব, ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুব্রিঞ্চং পাবকপ্রভঃ ॥ ৪০

‘কপিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার বল দেখছি। এমন আমি অগ্নিকে সাক্ষী করে আপনার সঙ্গে চিরদিনের জন্য স্নেহপূর্বক বন্ধুত্ব স্থাপন করতে ইচ্ছা করি।

দারাঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছানন্দোজম্। সর্বমেবাভিভুক্তং নৌ ভবিষ্যতি হরীশ্বর ॥ ৪১

‘বানররাজ! স্ত্রী, পুত্র, নগর, রাজ্য, ভোগ, যা এবং ভোজন—এই সকল বস্তুর ওপর আমাদের দুজনের একইপ্রকার অধিকার থাকবে’।

ততঃ প্রজ্জালয়িত্বাগ্নিং তাবুভৌ হরিরাক্ষসৌ স্নাত্ত্বমুপসম্পন্নৌ পরিষজ্য পরম্পরম্ ॥ ৪২

‘তখন বানররাজ এবং রাক্ষসরাজ উভয়ে অগ্নি প্রজ্জালিত করে একে অপরের হৃদয়ে আবদ্ধ হয়ে তাইয়ের সম্পর্ক পাতালেন।



কিনোনাং লম্বিতকরৌ ততস্তৌ হরিত্যক্ষসৌ  
কিঙ্কিমাং বিশতুর্হস্তৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব ৪৩  
'তারপর এই দুজন বানর ও বাবুস একে  
কপরের হাত ধরে অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে কিঙ্কিমাপুত্রীর  
মুখে গেলেন, যেন দুই সিংহ কোনো গুহায় প্রবেশ  
করছে।

৪ তত্র মাসমুষিতঃ সুগ্রীব ইব রাবণঃ।  
জমটজরাগতৈর্নীর্তিল্লৈলোক্যোৎসাদনার্থিভিঃ ॥ ৪৪  
'সেখানে রাবণ সুগ্রীবের মতো সম্মানিত হয়ে  
দীর্ঘকাল থাকলেন। পরে ত্রিলোক নষ্ট করার  
হুকুমী তাঁর মন্ত্রী এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন

এবমেতৎ পুরা বৃত্তং বালিনা রাবণঃ প্রভো।  
ধর্মিত্যচ্চ নৃত্যচাপি ভ্রাতা পাবকসমিধৌ ॥ ৪৫  
'প্রভো! এইভাবে এই ঘটনা আগে ঘটেছিল। বালী  
রাবণকে পরাসিত করেছিলেন, পরে অগ্নিকে সাক্ষী করে  
তাঁকে নিজের ভাই করে নেন।

নলমপ্রতিমঃ বান রাবিনোহভবদুত্তমম্।  
সোহপি ভ্রাতা নিনির্দমঃ শলভো সন্ধিনা মথ্য ॥ ৪৬  
'শ্রীবান! বালীর মতো অনেক বেশি অনুপম বল  
ছিল, কিন্তু আপনি তাকেও নিজের বাণাশ্রিতে সেইভাবে  
দগ্ধ করেছিলেন, যেমনভাবে অগ্নি পতঙ্গকে দ্বালিয়ে  
দেয়।'

ইত্যর্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্প্রীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥  
মহর্ষি বাম্প্রীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চৌত্রিশতম সর্গসমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

### পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৫)

শ্রীহনুমানের উৎপত্তি, শৈশব অবস্থায় সূর্য, রাহু ও ঐরাবতের ওপর আক্রমণ, ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে  
শ্রীহনুমানের মূর্ছা, বায়ুর কোপে জগতের প্রাণিদের কষ্ট এবং তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য  
দেবতাগণ সহ শ্রীব্রহ্মার তাঁর কাছে গমন

অপৃচ্ছত তদা রামো দক্ষিণাশাশ্রমঃ মুনিম্।  
প্রাজ্ঞলির্বিনয়োপেত ইদমাহ বচোহর্থবৎ ॥ ১

ভগবান শ্রীরাম তখন দক্ষিণ দিকে বসবাসকারী  
অগস্ত্য মুনিকে হাত জোড় করে বিনয়পূর্বক অর্থযুক্ত এই  
কথা বলেন—

অচূলং বলমেতদ্ বৈ বালিনো রাবণস্য চ।  
ন ভ্রাতৃত্বাং হনুমতা সমং ত্বিত্তি মতির্মম ॥ ২

'মহর্ষে! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বালী ও  
রাবণের বলের কোনো তুলনা ছিল না, কিন্তু আমার বক্তব্য  
হল, এই দুজনের বলও শ্রীহনুমানের বলের সমান হতে  
পারে না।

কৌর্ষঃ দাক্ষাং বলং ধৈর্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।  
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনুমতি কৃতাশ্রয়াঃ ৩

'শ্রীহনুমানের মধ্যে বীরত্ব, দক্ষতা, বল, ধৈর্য,

বুদ্ধিমত্তা, নীতি, পরাক্রম এবং প্রভাব— এই সব সঙ্গুণই  
বিরাজ করে।

দৃষ্টৌব সাগরং বীক্ষ্য সীদন্তীঃ কপিবাহিনীম্।  
সমাপ্তাস্য মহাবাহুর্যোজনানাং শতং পুত্রঃ ॥ ৪

'সমুদ্রকে দেখেই বানর সেনা ভয় পেয়েছিল— তাই  
দেখে এই মহাবাহু বীর তাদের ধৈর্য ধরতে বলে এক  
লাফেই শতযোজন লঙ্ঘন করেন।

ধর্ময়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণাশ্রয়ঃ পুরং তদা।

দৃষ্টা সজ্জাষিতা চাপি সীতা হ্যাপ্সাসিতা তথা ॥ ৫

'পরে লঙ্কাপুরীর আধিদৈবিকরূপকে পরাস্ত করে  
রাবণের অন্তঃপুরে যান, শ্রীমতী সীতার সঙ্গে মিলিত হয়ে  
তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁকে ধৈর্য প্রদান করেন।

সেনাগ্রগা মদ্রিসুতাঃ কিঙ্করা রাবণাশ্রয়ঃ।

এতে হনুমতা তত্র একেন বিনিপাতিতাঃ ॥ ৬



‘অশোকবনে তিনি একাকী রাবণের সেনাপতিদের, মন্ত্রীকুমারদের, কিষ্করদের এবং রাবণপুত্র অক্ষকে নিহত করেন।

ভূয়ো বন্ধাদ্ বিমুক্তেন ভাষয়িত্বা দশাননম্।

লঙ্কা ভস্মীকৃতা যেন পাবকেনেব মেদিনী॥ ৭

‘তারপর তিনি মেঘনাদের নাগপাশে আবদ্ধ হন এবং স্বয়ংই মুক্ত হয়ে যান। তারপর তিনি রাবণের সঙ্গে কথা বলেন। প্রলয়কালের অগ্নি যেমন সারা পৃথিবী জ্বলিয়েছিল, তেমনভাবে তিনি লঙ্কাপুত্রীকে জ্বলিয়ে ভস্ম করে দেন।

ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষেধাবিস্তপস্য চ।

কর্মাণি তানি শ্রয়ন্তে যানি যুদ্ধে হনুমতঃ॥ ৮

‘যুদ্ধে শ্রীহনুমানের যে পরাক্রম দেখা গিয়েছিল, সেইরূপ বীরত্বপূর্ণ কর্ম না কালের, না ইন্দ্রের, না ভগবান বিষ্ণুর, বা বরুণের, — কারোর সম্পর্কেই শোনা যায় না। এতস্য বাহুবীর্যেণ লঙ্কা সীতা চ লক্ষ্মণঃ।

প্রাপ্তা ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বাহুবাহঃ॥ ৯

‘মুনীশ্বর! আমি তো ঐর বাহু বলেই বিভীষণের জন্য লঙ্কা, শত্রুদের জয় করা, অযোধ্যার রাজ্য এবং সীতা, লক্ষ্মণ, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণকে লাভ করেছি।

হনুমান্ যদি মে ন স্যাৎ বানরাধিপতেঃ সখা।

প্রবৃতিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ॥ ১০

‘আমি যদি বানররাজ সুগ্রীবের সখা হনুমানকে না পেতাম, তবে জানকীর খবর আনতে আর কে সক্ষম হতো?

কিমর্থং বালী চৈতেন সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যায়।

তদা বৈরে সমুৎপন্নে ন দক্ষো বীরুখো যথা॥ ১১

‘বালী ও সুগ্রীবের সংঘর্ষের সময় তিনি ইচ্ছা করলে বালীকে—দাবানল যেমন বৃক্ষ ভস্মীভূত করে সেভাবে ভস্ম করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

নহি বেদিতবান্ মন্যে হনুমানাক্রানো বলম্।

যদ্ দৃষ্টবাক্ত্রীবিতেষ্টং ক্রিশ্যন্তঃ বানরাধিপম্॥ ১২

‘আমার মনে হয় সেইসময় হনুমান নিজেই তাঁর শক্তির কথা জানতেন না। সেইজন্য তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয়

বানররাজ সুগ্রীবকে কষ্ট পেতে দেখলেন।

এতয়ো ভগবন্ সর্বং হনুমতি মহামুনে।  
বিস্তরেণ মথাতত্ত্বং কথয়ামরপুঞ্জিতঃ ১৩

‘দেববন্দ্য মহামুনি! ভগবন্! আপনি হনুমানের বিষয়ে এই সব কথা যথার্থভাবে বিস্তারপূর্বক আমাকে বলুন।’

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুযুক্তম্বিস্তৃতঃ।  
হনুমতঃ সমক্ষং তমিদং বচনমব্রবীৎ ১৪

শ্রীরামের এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে মহর্ষি ভগবান শ্রীহনুমানের সামনেই তাঁকে বললেন —

সত্যমেতদ্ রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ ব্রবীষি হনুমতি  
ন বলে বিদ্যাতে ভুল্যো ন গতৌ ন মতৌ পরঃ ১৫

‘রঘুকুলতিলক শ্রীরাম! শ্রীহনুমানের বিষয়ে আপনি যা বলছেন, সেসবই সত্য বল, বুদ্ধি এবং গতিতে তাঁর সমান আর কেউ নেই।

অমোঘশাপৈঃ শাপস্ত দত্তোহস্য মুনিভিঃ পুরা।

ন বেত্তা হি বলং সর্বং বলী সরিরমর্ঘন ১৬

‘শত্রুসুদন রঘুনন্দন! যাঁদের শাপের কথনও অন্যথা হয় না, পূর্বকালে সেইসব মুনিগণ শ্রীহনুমানকে শাপ দিয়েছিলেন যে, শক্তি-থাকলেও ঐর নিজের শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকবে না

বাল্যোহপ্যেতেন যৎ কর্ম কৃতং রাম মহাবল।

তন্ন বর্ণয়িতুং শক্যমিতি বাল্যভয়াস্যাতে ১৭

‘মহাবলী শ্রীরাম! ইনি শিশুকালে যেসব মহান কর্ম করেছিলেন, তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তখন তিনি শিশুভাবে অর্থাৎ অজ্ঞানভাবে থাকতেন।

যদি বাস্তি ত্বতিপ্রায়ঃ সংশ্রোতুং তব রাঘব

সমাখ্যায় মতিং রাম নিশাময় বদামহম্ ১৮

‘রঘুনন্দন! শ্রীহনুমানের চরিত্র শোনার জন্য যদি আপনার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে একপ্র চেষ্টা শুন। আমি সব বলছি।

সূর্যদত্তবরস্বর্গঃ সুমেরুর্নাম পর্বতঃ।

যত্র রাজ্যং প্রশান্তস্য কেসরী নাম বৈ পিতা ১৯

‘ভগবান সূর্যের ধরে যার স্বরূপ সূর্যময় হয়ে গেছে, সেই সুমেরু নামক এক প্রসিদ্ধ পর্বতে শ্রীহনুমানের

কেন্দ্রী রাজ্য করতেন।

সে ভাষা বভূবেষ্টা অঙ্গনেতি পরিশ্রুতা।

কন্যাস তস্যাং বৈ বায়ুরাজমুত্তমম্ ॥ ২০

‘অঙ্গনা নামে তাঁর এক প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন, তাঁর  
পুত্র বায়ুদেব এক উত্তম পুত্রের জন্ম দেন।

শিশুকনিভাসং প্রাসূতেমং তদাঙ্গনা।

কন্যাহর্ষকামা বৈ নিম্নাঙ্গা গহনেচর্য ॥ ২১

‘অঙ্গনা যখন তাঁর জন্ম দেন, তখন তাঁর অঙ্গকাণ্ডি  
কীতে উৎপাদিত হওয়া ধানের অগ্রভাগের মতো  
কল্লবের। একদিন মাতা অঙ্গনা ফল আনার জন্য আশ্রম  
থেকে বার হয়ে গভীর বনে চলে যান।

সে মাতুর্বিয়োগাচ্চ ক্ষুধয়া চ ভূশাদিতঃ।

করোত শিশুরতার্থং শিশুঃ শরবণে যথা ॥ ২২

‘সেই সময় মাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ায় ক্ষুধায়  
প্রভুত কষ্ট পাওয়ায় শিশু হনুমান জোরে কাঁদতে থাকেন,  
কোনভাবে পূর্বে শরবনে কুমার কার্তিকেয় কেঁদেছিলেন।

তদেদন্তং বিবস্তুং জপাপুণ্ড্রোৎকরোপমম্।

কল্ল ফললোভাচ্চ ছাৎপপাত রবিং প্রতি ॥ ২৩

‘এর মধ্যেই তিনি জবাকুসুমের মতো লাল রংয়ের  
সূর্যকে উঠতে দেখলেন। শ্রীহনুমান তাকে দেখে ফল মনে  
করে তাঁর দিকে উড়ে গেলেন।

বালার্কভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্তিমান্।

গ্রহীতুকামো বালার্কং প্লবতেহধরমধ্যগঃ ॥ ২৪

‘সূর্যের দিকে মুখ করে বাল্য হনুমান বাল্য সূর্যকে  
ধার ইচ্ছায় আকাশে উড়ে যেতে লাগলেন।

এতস্মিন্ প্লবমানে তু শিশুভাবে হনুমতি।

দেবদানবযক্ষাণাং বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ ॥ ২৫

‘শৈশবাবস্থায় শ্রীহনুমান যখন এইভাবে উড়তেন,  
তখন তাঁকে দেখে দেবতা, দানব ও যক্ষগণ অত্যন্ত বিস্মিত  
হতেন।

নাগোবঃ বেগবান্ বায়ুর্গরুড়ো ন মনস্তথা।

যথারং বায়ুপুত্রস্ত্রুতমতেহধরমুত্তমম্ ॥ ২৬

‘তাঁরা ভাবতেন — ‘এই বায়ুর পুত্র যেভাবে উচ্চ  
আকাশে সবেগে উড়ছে, এমন বেগ তো বায়ুরও নেই,  
গরুড়েরও নেই আর মনেরও নেই।

যদি ভাবচ্ছিশোরস্য ঈদৃশো গতিবিক্রমঃ।

যৌবনং বলমাসাদ্য কথং বেগো ভবিষ্যতি ॥ ২৭

‘বাল্যাবস্থাতেই যদি এই শিশুর এমন বেগ ও  
পরাক্রম হয়, তাহলে যৌবন এলে এর বেগ কেমন হবে ?

তমনুপ্রবতে বায়ুঃ প্রনস্তং পুত্রমায়নঃ।

সূর্যদাহভয়াদ রক্ষংস্থগারচয়শীতলঃ ॥ ২৮

‘পুত্রকে সূর্যের দিকে যেতে দেখে তার তাপ থেকে  
বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সেই সময় বায়ুদেবও বরফের স্তূপের  
মতো ঠাণ্ডা হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন।

বহুযোজনসাহস্রং ক্রময়েব গতোহধরম্।

পিতুর্ভল্যচ্চ বাল্যচ্চ ভাস্বরাজ্যশমাগতঃ ॥ ২৯

‘বালক হনুমান এইভাবে নিজের এবং পিতার বলে  
কয়েক সহস্র যোজন আকাশ অতিক্রম করে সূর্যদেবের কাছে  
পৌঁছে গেলেন।

শিশুরেব হৃদোষজ ইতি মহা দিবাকরঃ।

কার্যং চাম্মিন্ সমায়ত্তমিতোবং ন দদাহ সঃ ॥ ৩০

‘সূর্যদেব ভাবলেন যে, এখন তো এ ছেলেমানুষ,  
এর ভালো-মন্দের জ্ঞান নেই। এর দ্বারা ভবিষ্যতে  
দেবতাদের অনেক কাজ সম্পন্ন হবে, তাই একে ছালানো  
ঠিক হবে না।

যমেব দিবসং হোষ গ্রহীতুং ভাস্বরং প্লুতঃ।

তমেব দিবসং রাহর্জিঘৃকৃতি দিবাকরম্ ॥ ৩১

‘যে দিন শ্রীহনুমান সূর্যদেবকে ধরার জন্য  
লাফিয়েছিলেন, সেইদিনই রাহু সূর্যদেবকে গ্রাস করতে  
চেষ্টাছিলেন।

অনেন চ পরামৃষ্টো রাহঃ সূর্যরথোপরি।

অপক্রান্ততত্ত্রাজো রাহশ্চক্রার্কমর্দনঃ ॥ ৩২

‘শ্রীহনুমান যখন সূর্যের রথের উপরের অংশে  
রাহুকে স্পর্শ করেন, তখন চন্দ্র ও সূর্যকে মর্দনকারী রাহু  
ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে সরে দাঁড়ালেন।

ইদ্রস্য ভবনং গঙ্গা সরোষঃ সিংহিকাসুতঃ।

অত্রবীদ্ ভ্রুকুটিং কৃদ্ধা দেবং দেবগণৈর্ভূতম্ ॥ ৩৩

‘সিংহিকার সেই পুত্র রাহু ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের ভবনে  
গেলেন এবং দেবতা পরিবৃত্ত ইন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে ক্র  
বাঁকিয়ে বললেন—



বুজ্ঞাপনয়ঃ দত্তা চক্রাকৌ মম বাসব।

কিমিদং তৎ জয়া দত্তমনস্য বলব্রহ্মহনু ॥ ৩৪

‘হে বল ও ব্রহ্মাসুন্দের বধকারী বাসব ! আপনি চন্দ্র ও সূর্যকে আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার আহ্বার কপে দিয়েছেন : কিন্তু এখন আপনি তাদের অন্যকে দিয়ে দিয়েছেন। এটা কী হল ?’

অদ্যাহঃ পর্বকালে তু জিঘৃক্ষুঃ সূর্যমাগতঃ  
অথান্যো রাহুরাসাদা জগ্ৰাহ মহসা রবিম্ ॥ ৩৫

‘আজ পর্বের (অমাবস্যার) সময় আমি সূর্যদেবকে প্রস্তুত করার জন্য গিয়েছিলাম এর মধ্যে অন্য এক রাহু এসে হঠাৎ করে সূর্যকে ধরে ফেলল।

স রাহোর্বচনঃ শ্রদ্ধা বাসবঃ সম্ভ্রাম্যতঃ।

উৎপাতাসনঃ হিঙ্গা উঘ্রহনু কাঞ্চনীঃ শ্রজম্ ॥ ৩৬

‘রাহুর কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র হতচকিত হয়ে স্বর্ণ মালা পরিহিত অবস্থায় নিজ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ততঃ কৈলাসকূটভঃ চতুর্দন্তঃ মদশ্রবম্।

শৃঙ্গারধারিণঃ প্রাংশুঃ স্বর্ণঘণ্টাট্টহাসিনম্ ॥ ৩৭

ইন্দ্রঃ করীন্দ্রমারুহ্য রাহুং কৃত্বা পুরঃসরম্।

প্রায়াদ্ যত্রাভবৎ সূর্যঃ সহানেন হনুমতা ॥ ৩৮

‘তারপর কৈলাস-শিখরের মতো উজ্জ্বল, চাবটি দাঁতে বিভূষিত, প্রবাহিত মদবরীতে সুবাসিত, নানাপ্রকার শৃঙ্গারযুক্ত, গুরু-গম্ভীর এবং সুবর্ণনয় ঘণ্টার নাদরূপ অট্টহাসকারী গজরাজ ঐরাবতে চড়ে দেবরাজ ইন্দ্র রাহুকে নিয়ে সেই স্থানে গেলেন — যেখানে শ্রীহনুমানের সঙ্গে সূর্যদেব বিরাজ করছিলেন।

অথাতিরভসেনাগাদ্ রাহুরুৎসৃজ্য বাসবম্

অনেন চ স বৈ দৃষ্টঃ প্রধাবন্ শৈলকূটবৎ ॥ ৩৯

‘তখন রাহু ইন্দ্রকে ছেড়ে একাকী অত্যন্ত বেগে এগিয়ে গেল। সেই সময় পর্বত শিখরসম আকারবিশিষ্ট রাহুকে শ্রীহনুমান ছুটে আসতে দেখলেন।

ততঃ সূর্যঃ সমুৎসৃজ্য রাহুং ফলমবেক্ষ্য চ।

উৎপাত পুনর্ব্যোম গ্রহীতুং সিংহিকাসূতম্ ॥ ৪০

‘তখন রাহুকেই ফলরূপে মনে করে বালক হনুমান সূর্যদেবকে ছেড়ে সিংহিকা পুত্রকে ধরার জন্য পুনরায়

আকাশে সাঁপালেন।

উৎসৃজ্যার্কমিমং রাম প্রশানয়ঃ প্রসজমম্  
অনেনৈকালং পরাবৃত্তো মুখশেষঃ পরাঘৃণ্য ॥ ৪১

‘শ্রীরাম ! সূর্যকে ছেড়ে তাঁর দিকে আক্রমণকারী বালক শ্রীহনুমানকে দেখেই রাজ, যাব দেহ কপে পুনরায় মুখ অবশিষ্ট ছিল, পিছনে গুরে পালিয়ে গেল।

ইন্দ্রমাশংসমানস্ত্রাচারঃ সিংহিকাসূতম্।  
ইন্দ্র ইন্দ্রেতি সংক্রাসানুজর্জরভাষ্য ॥ ৪২

‘সেই সময় সিংহিকাপুত্র বশ্ত ভয় পেয়ে তার রক্ষক ইন্দ্রকেই বাদবীর ‘উদ্ভ্র ! উদ্ভ্র’ বলে তাকে বন্ধা করার চক্রাডাকতে লাগল।

রাহোর্বিক্রোশমানস্য প্রাগেগালকিতঃ সরন

শ্রদ্ধেজ্জোবাচ মা ভৈষীরহমেনঃ মিসৃদয়ে ॥ ৪৩

রক্ষার জন্য রাহুর আর্তঃস্বরে চিংকার শুনে ইন্দ্র বললেন — ‘ভয় পেয়ো না আমি এই আক্রমণকারীকে এখনই মেরে ফেলব’

ঐরাবতঃ ততো দৃষ্টা মহত্তদিদমিতাপি

ফলং তং হস্তিরাজানমভিদুদ্রাব মারুতিঃ ॥ ৪৪

‘তারপর ঐরাবতকে দেখে তাকেও একটি বড় ভয় মনে করে সেই গজরাজকে ধরার জন্য বালক শ্রীহনুমান তার দিকে ছুটলেন।

তথাস্য ধাবতো রূপটৈরাবতজিঘৃক্ষ্মা

মুহূর্তমভবদ্ যোরমিস্রাগ্রোবিব ভবধরম্ ॥ ৪৫

‘তখন ঐরাবতকে ধরার জন্য ছুটন্ত শ্রীহনুমানের রূপ ক্ষণিকের জন্য ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

এবমাধাবমানং তু নাতিক্রুদ্ধঃ শচীপতিঃ।

হস্তান্তাদতিমুজেন কুলিশেনাজাতাভয়ং ॥ ৪৬

‘বালক শ্রীহনুমানকে দেখে শচীপতি ইন্দ্রের রাগ হয়নি। তবুও আক্রমণকারী বালক বানরের ওপর তিরি বজ্রনিষ্ক্ষেপ করে প্রহার করলেন।

ততো গিরৌ পপাতৈষ ইন্দ্রবজ্রাভিতাতি।

পতমানস্য চৈতস্য বামা হনুরভজাত ॥ ৪৭

‘ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে বালক হনুমান এক পাহাড়ের ওপর পড়লেন। তাতে তাঁর বাম হনু ভেঙ্গে যায়



পতিতে চাপি বজ্রতানবিন্দুলে  
পবনঃ প্রজানামহিতায় সঃ ॥ ৪৮

বজ্রের আঘাতে বালক হনুমান পড়ে যেতেই  
বায়ুদেব ইন্দ্রের ওপর কুপিত হয়ে উঠলেন। তার এই ক্রোধ  
প্রজাকুলের পক্ষে অহিতকারক হয়ে ওঠে।

স তু সংগৃহ্য প্রজাশস্তগতঃ প্রভুঃ  
প্রবিত্তঃ স্বসূতঃ শিশুমাদায় মারুতঃ ॥ ৪৯

সামর্থ্যসম্পন্ন বাসুদেব প্রজাকুলের মধ্যে হিত  
যেতে স্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রবাহিত গতিকে রুদ্ধ করে  
ছিলেন এবং শিশুপুত্র হনুমানকে নিয়ে পর্বতের গুহায়  
প্রবেশ করলেন।

বিশ্বাশয়মাবৃত্য প্রজানাং পরমার্তিকং  
রুরোধ সর্বভূতানি যথা বর্ষাণি বাসবঃ ॥ ৫০

ইন্দ্র যেমন বর্ষা রোধ করেন, তেমনই বায়ুদেব  
প্রজাগণের মলাশয় ও মূত্রাশয় রুদ্ধ করে তাঁদের অত্যন্ত  
দীড়িত করে তুললেন। তিনি সম্পূর্ণ প্রাণীদের প্রাণ সঞ্চার  
রোধ করে দিলেন।

বায়ুপ্রকোপাদ্ ভূতানি নিরুচ্ছ্বাসানি সর্বতঃ।  
সন্ধিভির্ভিদ্যমানৈশ্চ কাষ্ঠভূতানি জজিরে ॥ ৫১

বায়ুর প্রকোপে সমস্ত প্রাণীর শ্বাস বন্ধ হতে থাকে,  
হস্তের সন্ধি সকলে ভয়ানক কষ্ট পেতে থাকে এবং সকলে  
কাঠের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়।

নিঃশ্বাসায়বধট্কারং নিষ্ক্রিয়ং ধর্মবর্জিতম্।  
বায়ুপ্রকোপাৎ ত্রৈলোক্যং নিরয়হ্মিবাভবৎ ॥ ৫২

ত্রিলোকের কোথাও বেদের শ্বাসায় বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান  
হত্বি না। সব ধর্ম-কর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ত্রিভুবনের  
প্রাণী যেন নরকের কষ্ট ভোগ করছিল।

ততঃ প্রজাঃ সগন্ধর্বাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।  
প্রজাপতিঃ সমাধাবন্ দুঃখিতাশ্চ সুখেচ্ছয়া ॥ ৫৩

তখন গন্ধর্ব, দেবতা, অসুর, মানুষ সমস্ত প্রজা  
বঞ্চিত হয়ে সুখপ্রাপ্তির আশায় প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে ছুটে  
গেলেন।

ভূঃ প্রাজ্ঞলয়ো দেবা মহোদরনিভোদরাঃ।  
ইয়া তু ভগবন্ সৃষ্টাঃ প্রজা নাথ চতুর্বিধাঃ ॥ ৫৪

ভূমি দত্তোৎপন্নমস্মাকমানুষঃ পবনঃ পতিঃ।

সোহস্মান্ প্রাণেশ্বরো ভূদ্বা কস্মাদেবোহদ্য সন্তমঃ ॥ ৫৫  
রুরোধ দুঃখং জনয়ামস্তঃপুর্ ইব স্মিয়ঃ।

সেই সময় দেবতাদের পেট এমনভাবে ফুলে  
গিয়েছিল যেন তাঁদের মহোদর রোগ হয়েছে। হাত জোড়  
করে তাঁরা বললেন—‘ভগবন্! স্বামিন্! আপনি চারপ্রকার  
প্রজা সৃষ্টি করেছেন। বায়ুর অধিপতি রূপে আপনি  
আমাদের বায়ুদেবকে অর্পণ করেছেন। সাধু শিরোমণে!  
এই পবনদেব আমাদের প্রাণের ঈশ্বর, তাহলে কী কারণে  
তিনি আজ অন্তঃপুরের নারীদের মতো আমাদের দেহস্থ  
বায়ুর সঞ্চার রুদ্ধ করেছেন এবং আমাদের জন্য দুঃখের  
কারণ হয়েছেন।

তস্মাৎ ত্বাং শরণং প্রাপ্তা বায়ুনোপহতা বয়ম্ ॥ ৫৬  
বায়ুসংরোধজং দুঃখমিদং নো নুদ দুঃখহন।

বায়ুর দ্বারা পীড়িত হয়ে আমরা আপনার শরণাগত  
হয়েছি। দুঃখহারী প্রজাপতে! আপনি আমাদের এই  
বায়ুরোধ জনিত কষ্ট দূর করুন।

এতৎ প্রজানাং শ্রদ্ধা তু প্রজানাথঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৭  
কারণাদিতি চোক্ত্বাসৌ প্রজাঃ পুনরভাষত

‘প্রজাদের এই কথা শুনে তাদের পালক ও রক্ষক  
শ্রীব্রহ্মা বললেন—‘এর কিছু কারণ আছে’ এই বলে তিনি  
প্রজাগণকে বললেন—

যস্মিংশ্চ কারণে বায়ুশ্চক্রোধ চ রুরোধ চ ॥ ৫৮  
প্রজাঃ শৃণুস্ব তৎ সর্বং শ্রোতব্যং চাক্ষুণঃ ক্ষমম্।

‘প্রজাগণ! যে কারণে বায়ুদেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে গতি  
রোধ করেছেন, তা জানাচ্ছি, শোনো। বায়ুদেবতার  
ক্রোধের কারণ তোমাদের জানা দরকার এবং উচিতও  
বটে।

পুত্রস্তস্যামরেশেন ইন্দ্রেণাদ্য নিপাতিতঃ ॥ ৫৯  
রাহোর্বচনমাছায় ততঃ স কুপিতোহনিলঃ।

‘আজ দেবরাজ ইন্দ্র রাহব কথায় বায়ুর পুত্রকে  
বজ্রের দ্বারা আহত করে ভূপতিত করেছেন, তাই তিনি  
কুপিত হয়েছেন।

অশরীরঃ শরীরেষু বায়ুশ্চরতি পালয়ন্ ॥ ৬০  
শরীরং হি বিনা বায়ুং সমতাং যাতি দারুভিঃ।

‘বায়ুদেব স্বয়ং শরীর ধারণ না করে সমস্ত শরীরে

অবস্থান করে তা রক্ষা করতঃ বিচরণ করেন। বায়ু ছাড়া এই শরীর শূকনো কাঠের মতো হয়ে যায়।

বায়ুঃ প্রাণঃ সুখঃ বায়ুর্বাযুঃ সর্বমিদং জগৎ ॥ ৬১  
বায়ুনা সম্পরিতাক্তং ন সুখং বিন্দতে জগৎ ॥

‘বায়ুই সকলের প্রাণ। বায়ুই সুখ এবং বায়ুই সম্পূর্ণ জগৎ। বায়ু থেকে রিক্ত হয়ে জগৎ কখনও সুখ পেতে পারে না।

অদৌব চ পরিত্যক্তং বায়ুনা জগদায়ুষা। ৬২  
অদৌব তে নিরুচ্ছ্বাসাঃ কাষ্ঠকুড়োপমাঃ স্থিতাঃ

‘বায়ুই জগতের আয়ু। এখন বায়ু জগতের প্রাণীদের ত্যাগ করেছেন, তাই সবকিছু নিষ্প্রাণ হয়ে কাঠ ও প্রাচীরবৎ হয়েছে।

তদ্ যামস্তত্র যত্রাস্তে মারুতো রুক্‌প্রমো হি নঃ।  
মা বিনাশং গমিষ্যাম অপ্রসাদ্যাদিতেঃ সুতাঃ ॥ ৬৩

‘অদিতি-পুত্রগণ! এখন আমাদের সেই স্থানে যেতে হবে, যেখানে সকলের পীড়াদায়ক বায়ুদেব লুকিয়ে আছেন। এমন না হয়ে যায় যে, তাঁকে প্রসন্ন করার পূর্বেই

আমাদের সকলের বিনাশ হয়ে যায়’।

ততঃ প্রজ্ঞাভিঃ সহিতঃ প্রজ্ঞাপতিঃ  
সদেবগন্ধর্বভূজসমুদ্যতৈঃ  
জগাম তত্রাস্যতি যত্র মারুতঃ

সুতঃ সুরেন্দ্রাভিহতঃ প্রগৃহ্য সা ৬৪  
‘তখন সকল দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ ও গৃহ্যক ইত্যাদি প্রজ্ঞাদের নিয়ে শ্রীব্রহ্মা সেই স্থানে গেলেন, যেখানে বায়ুদেব ইন্দ্রদ্বারা আহত হওয়া পুত্রকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন। ততোহর্কবৈশ্বানরকাঞ্চনপ্রভং

সুতঃ তদোৎসঙ্গগতঃ সদাগতেঃ।  
চতুর্মুখো বীক্ষ্য কৃপামথাকরোৎ

সদেবগন্ধর্ববিয়াক্ষরাক্ষসৈঃ ৬৫  
‘তারপর চতুর্মুখ শ্রীব্রহ্মা দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি এবং যক্ষদের সঙ্গে সেখানে পৌঁছে বায়ুদেবতার ত্রেমড়ে শায়িত তাঁর পুত্রকে দেখলেন, যার অঙ্গকান্দি সূর্য, অগ্নি এবং সুবর্ণের মতো প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর একরূপ অবস্থা দেখে শ্রীব্রহ্মার তাঁর ওপর অত্যন্ত দয়া হল।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাণীকীরে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিবচিত্ত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

### ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৬)

ব্রহ্মা আদি দেবতাদের শ্রীহনুমানকে জীবিত করে নানাপ্রকার বর প্রদান করা এবং তাঁকে নিয়ে বায়ুর অঞ্জনার গৃহে গমন, ঋষিদের পাশে শ্রীহনুমানের নিজ শক্তির বিস্মৃতি, শ্রীরামের অগন্ত্য ও ঋষিদের যজ্ঞে পদার্পণের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের বিদায় জানানো

ততঃ পিতামহঃ দৃষ্ট্বা বায়ুঃ পুত্রবধার্দিতঃ।  
শিশুকং তং সমাদায় উত্তরো ধাতুরগ্রতঃ ॥ ১

পুত্র মারা যাওয়ায় বায়ুদেব অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। শ্রীব্রহ্মাকে দেখে সেই শিশুকে নিয়েই তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

চলকুণ্ডলমৌলিশ্রক্ তপনীয়বিভূষণঃ।  
পাদয়োর্ন্যাপতদ্ বায়ুদ্বিরূপহায় বেষসে ॥ ২

তাঁর কানের কুণ্ডল দুলাছিল, মাথায় মুকুট এবং কণ্ঠে

হার শোভা পাচ্ছে, তিনি স্বর্ণ অলংকার বিভূষিত ছিলেন। বায়ুদেবতা তিনবার শ্রীব্রহ্মার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

তং তু বেদবিদা তেন লম্বাভরণশোভিনা।  
বায়ুমুখাপা হস্তেন শিশুং তং পরিমৃষ্টবান্ ॥ ৩

বেদবেত্তা শ্রীব্রহ্মা তাঁর দীর্ঘ অলংকার পরিহিত হস্ত দ্বারা বায়ুদেবতাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তাঁর শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

স্পৃষ্টমাত্রস্ততঃ সোহথ সলীলং পদ্মজন্মনা।



যথা সসং পুনর্জীবিতমাস্তবান্ ॥ ৪  
জলসিক্তন করলে শুকনো জমি যেমন সবুজ ঘাসে  
এর যায়, তেমনই লীলাচ্ছলে কমলযোনি শ্রীব্রহ্মার হাতের  
কলপে শিশু হনুমান পুনর্জীবিত হয়ে উঠল।

এককর্মিণঃ দুষ্টা প্রাণো গন্ধবহো মুদা।  
সর্বভূতেষু সমিরদ্ধং যথা পুরা ॥ ৫  
শ্রীহনুমানকে জীবিত দেখে জগতের প্রাণস্বরূপ  
বায়ুদেব সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে অবরুদ্ধ প্রাণ  
পূর্বে সঞ্চার করে দিলেন।

সক্করোধাদ্ বিনির্মুক্তাঃ প্রজা মুদিতাহভবন্।  
ইবাবিনির্মুক্তাঃ পশ্বিন্য ইব সানুজাঃ ॥ ৬

বায়ুর অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত প্রজা প্রসন্ন  
হয়ে গেল, ঠিক তেমনভাবে, যেমন হিমযুক্ত বায়ুর আঘাত  
থেকে মুক্ত হয়ে প্রস্ফুটিত কমলযুক্ত পুষ্পরিণী সুশোভিত  
হয়ে ওঠে।

তেন্নিযুথ্রিককুং ত্রিধামা ত্রিদেশার্চিতঃ।  
ত্রিচ দেবতা ব্রহ্মা মারুতপ্রিয়কাময়া ॥ ৭

তারপর তিন যুথ<sup>(১)</sup> সম্পন্ন, প্রধানতঃ তিন মূর্তি<sup>(২)</sup>  
ব্রহ্মকবী, ত্রিলোকরূপী গৃহে অবস্থানকারী এবং তিন  
শাবুজ<sup>(৩)</sup> দেবতা দ্বারা পূজিত শ্রীব্রহ্মা বায়ুদেবতার প্রিয়  
কাজ করার ইচ্ছায় দেবতাদের বলেন।

জে মহেন্দ্রাগ্নিবরুণা মহেশ্বরধনেশ্বরাঃ।  
জ্ঞানতামপি বঃ সর্বং বক্ষ্যামি শ্রয়তাং হিতম্ ॥ ৮  
‘ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহাদেব এবং কুবের প্রভৃতি  
দেবগণ ! যদিও আপনারা সকলে অবগত আছেন,  
আমি আপনাদের হিতকারক সব কথা বলব, শুনুন।  
অনেন শিখনা কার্যং কর্তব্যং বো ভবিষ্যতি।

অ দদম্বং বরান্ সর্বে মারুতস্যাসা তুষ্টয়ে ॥ ৯  
‘ভবিষ্যতে এই বালকের দ্বারা আপনাদের অনেক  
কাজ সিদ্ধ হবে, সুতরাং বায়ুদেবতার প্রসন্নতার জন্য  
আপনারা সকলে একে বর দিন।’

ততঃ সহস্রনয়নঃ প্রীতিযুক্তঃ শুভাননঃ।

কুশেশগময়ীঃ মালামুৎক্ষেপোদং বচোহব্রবীৎ ॥ ১০  
তখন সহস্র নেত্রধারী সুমুখ ইন্দ্র শিশু হনুমানের  
গলায় অত্যন্ত প্রসন্নতাসহ কমলের মালা পরিয়ে দিয়ে  
বললেন—

মৎকরোৎসৃষ্টবজ্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ।  
নাম্মা বৈ কপিশার্দুলো ভবিতা হনুমানিতি ॥ ১১

‘আমার হাত থেকে নিষ্কিপ্ত বজ্রে এই বালকের হনু  
ভেঙ্গে গেছে ; তাই এই কপিশ্রেষ্ঠের নাম হবে ‘হনুমান’।  
অহমস্য প্রদাসামি পরমং বরমন্তুতম্।

ইতঃ প্রভৃতি বজ্রস্য মমাবধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ১২  
‘তাহাড়াও আমি একে অন্য এক আশ্চর্য বর দিচ্ছি

যে, আজ থেকে এই হনুমান আমার বজ্রের আঘাতেও  
মারা যাবে না।

মার্তগুস্তব্রবীৎ তত্র ভগবাংস্তিমিরাপহঃ।  
তেজসোহস্য মদীয়স্য দদামি শতিকাং কলাম্ ॥ ১৩

‘তারপর আঁধার নাশক ভগবান সূর্য বললেন—‘আমি  
একে আমার তেজের শত ভাগ দান করছি।

যদা চ শাস্ত্রাণ্যখ্যোতুং শক্তিরস্য ভবিষ্যতি।  
তদাস্য শাস্ত্রং দাস্যামি যেন বাখী ভবিষ্যতি।

ন চাস্য ভবিতা কশ্চিৎ সদৃশঃ শাস্ত্রদর্শনে ॥ ১৪  
‘এছাড়া যখন এর শাস্ত্রাধ্যয়ন করার যোগ্যতা

আসবে, তখন আমিই একে শাস্ত্রজ্ঞান প্রদান করব, যাতে  
এ ভাল বক্তা হবে। শাস্ত্রজ্ঞানে কেউই এর সমকক্ষ হতে  
পারবে না।

বরুণশচ বরং প্রাদাম্যস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।  
বর্ষায়ুতশতেনাপি মৎপাশাদুদকাদপি ॥ ১৫

‘তারপর বরুণ বর দিয়ে বললেন—দশ লাখ বছর  
আয়ু হয়ে গেলেও আমার পাশ এবং জলে এই বালকের  
মৃত্যু হবে না।

যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমরোগত্বং চ দত্তবান্।  
বরং দদামি সন্তুষ্ট অবিষাদং চ সংযুগে ॥ ১৬

গদেয়ং মামিকা নৈনং সংযুগেষু বধিষ্যতি।

<sup>(১)</sup> তিন যুথের তাৎপর্য এখানে ছয় প্রকার ভগ্ন (ঐশ্বর্য) যথা—ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় প্রকারের ঐশ্বর্য।

<sup>(২)</sup> ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন মূর্তি।

<sup>(৩)</sup> বাজা, পৌগণ্ড এবং কৈশোর—এইগুলি হলো দেবতাদের তিন অবস্থা।



ইতোবাং খনদঃ প্রাহ তদা হ্যেকাক্ষিপিল্লঃ ॥ ১৭

‘তখন যম বর দিলেন—‘এ আমার দণ্ড থেকে অবধ্য এবং নীরোগ হবে।’ তারপর পিল্লবর্ণের এক চক্ষুবিশিষ্ট কুবের বললেন ‘আমি সন্তুষ্ট হয়ে এই বর প্রদান করছি যে, যুদ্ধে কখনও এ বিষাদগ্রস্ত হবে না আর আমার এই গদা সংগ্রামে কখনও একে বধ করতে পারবে না।’

মন্তো মদায়ুধানাং চ অবধ্যোহয়ং ভবিষ্যতি।

ইতোবাং শঙ্করেণাপি দত্তোহস্য পরমো বরঃ ॥ ১৮

তারপর ভগবান শংকর তাকে এই উত্তম বর দিলেন—‘এ আমার এবং আমার অস্ত্রের থেকেও অবধ্য থাকবে।’

বিশ্বকর্মা চ দৃষ্টেয়ং বালসূর্যোপমং শিশুম্।

শিল্পিনাং প্রবরঃ প্রাদাদ বরমস্মা মহামতিঃ ॥ ১৯

শিল্পীশ্রেষ্ঠ পরম বুদ্ধিমান বিশ্বকর্মা বাল্যসূর্যসম অরুণ কান্তিসম্পন্ন এই শিশুকে দেখে এই বর দিলেন—

মৎকৃতানি চ শস্ত্রানি যানি দিব্যানি তানি চ।

তৈরবধ্যত্বমাপন্নচিরজীবী ভবিষ্যতি ॥ ২০

‘আমার তৈরি করা যতো দিব্য অস্ত্র আছে, এই বালক তার থেকে অবধ্য থাকবে এবং চিরজীবী হবে।’

দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ব্রহ্মা তং প্রাব্রবীদ্ বচঃ।

সর্বেষাং ব্রহ্মদত্তানামবধ্যোহয়ং ভবিষ্যতি ॥ ২১

‘শেষকালে শ্রীব্রহ্মা সেই বালককে লক্ষ্য করে বললেন—‘এই বালক দীর্ঘায়ু, মহাত্মা এবং সর্বপ্রকার ব্রহ্মদত্ত থেকে অবধ্য হবে।’

ততঃ সুরাণাং তু বরৈর্দৃষ্ট্বা হ্যেনমলঙ্কৃতম্।

চতুর্মুখস্তম্ভমনা বায়ুমাহ জগদ্গুরুঃ ॥ ২২

শ্রীহনুমানকে এইভাবে দেবতাদের বরে অলঙ্কৃত হতে দেখে চতুর্মুখ জগদ্গুরু শ্রীব্রহ্মার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল এবং তিনি বায়ুদেবকে বললেন—

অমিত্রাণাং ভয়করো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।

অজ্যেয়ো ভবিতা পুত্রস্তব মারুত মারুতিঃ ॥ ২৩

‘মারুত ! তোমার এই পুত্র মারুতি শত্রুদের পক্ষে ভয়ংকর এবং মিত্রদের অভয়দাতা হবে। যুদ্ধে কেউ একে পরাজিত করতে পারবে না।

কামরূপঃ কামচারী কামগঃ প্রবতাং বরঃ।

ভবত্যব্যাহতগতিঃ কীর্তিমাংশ্চ

‘সে ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করতে পারবে, তোমার ইচ্ছা যেতে পারবে। তার গতি তার ইচ্ছানুসারে ঐত্র না মন্দ হবে এবং কখনও রুদ্ধ হবে না, এই কণিশ্রেষ্ঠ অঙ্গা-যশস্বী হবে

রাবণোৎসাদনার্থানি রামপ্রীতিকরানি চ

রোমহর্ষকরাণোশ কর্তা কর্মানি সংযুগে ২৪

‘যুদ্ধস্থলে এই বালক রাবণকে সংহার করবে এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতা সম্পাদন করে নানা মনুষ্য এবং রোমাঞ্চকরী কর্ম সম্পাদন করবে।’

এবমুক্তা তমামস্ত্য মারুতঃ তুমরৈঃ সঃ।

যথাগতং যয়ুঃ সর্বে পিতামহপুরোগমঃ ২৬

শ্রীহনুমানকে এইভাবে বর প্রদান করে বায়ুদেবতার অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মা আদি দেবতা যেমন এসেছিলেন, সেইভাবে তাঁদের নিজ নিজ স্থানে গমন কবলেন।

সোহপি গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহমানয়ং

অঞ্জনায়াজ্ঞমাখ্যায় বরদত্তং বিনির্গতঃ ২৭

গন্ধবাহন বায়ুও পুত্রকে নিয়ে অঞ্জনার গৃহে এসে এবং তাঁকে দেবতাদের বরপ্রদানের কথা বলে ফিরে গেলেন।

প্রাপ্য রাম বরানেষ বরদানবলাঙ্ঘিতঃ।

জবেনাস্তানি সংহ্রেন সোহসৌ পূর্ণ ইবার্ঘবঃ ২৮

শ্রীরাম ! এইভাবে শ্রীহনুমান অনেক বর লাভ করে সেই শক্তিতে সম্পন্ন হলেন এবং নিজের মতো বিলম্ব অনুপম বেগে পূর্ণ হয়ে মহাসাগরের মতো শোভা পেতে লাগলেন।

তরসা পূর্যমাণোহপি তদা বানরপুঙ্গবঃ।

আশ্রমেষু মহর্ষীগামপরাধাতি নির্ভয়ঃ ২৯

তখন বানর শিরোমণি হনুমান বেগে ভরপুর হয়ে নির্ভয়ে মহর্ষিদের আশ্রমে গিয়ে নানাপ্রকার উপদ্রব করতেন।

ক্রগৃভাণান্যগ্নিহোত্রানি বক্ষণানাং চ সক্ষয়ান্।

ভগ্নবিচ্ছিন্নবিধবস্তান্ সংশাস্ত্রানাং করোতায়ম্ ৩০

তিনি শাস্তচিত্ত মহাত্মাদের যজ্ঞের পাত্রগুলি ভেঙে ফেলতেন, অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত সংগ্রহিত স্রব, প্রবা

হুতানি নষ্ট করে দিতেন এবং জড়ো করে রাখা বজলসমূহ  
ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলতেন।

এবং বিধানি কর্মাদি প্রাবর্তত মহাবলঃ।

মহর্ষয়ঃ ব্রহ্মদণ্ডানামবশ্যঃ শত্রুনা কৃতঃ॥ ৩১

জানক স্বয়ং সর্ব সঙ্কটে তস্য শক্তিতঃ।

মহাবলী পবনকুমার এইরূপ উৎপাত করতে  
লাগলেন। কল্যাণকারী ভগবান ব্রহ্মা একে সর্বপ্রকার  
ব্রহ্মদণ্ড থেকে অবধ্য করে দিয়েছেন—সব ঋষিই এই কথা  
জানতেন; তাই বিবশ হয়ে তাঁরা তাঁর সমস্ত অপরাধ  
পূজাপ সহ্য করতেন।

কস্মা কেসরিশা হেষ বায়ুনা সোহঞ্জনীসুতঃ॥ ৩২

প্রতিষিদ্ধোহপি মর্যাদাং লভয়ত্যেব বানরঃ।

যদিও কেসরী তথা বায়ুদেবতাও এই অঞ্জনীকুমারকে  
বরবার বারণ করতেন, কিন্তু বানরবীর সেই মর্যাদা  
ইচ্ছাবশত করতেন।

ততো মহর্ষয়ঃ ক্রুশ্বা ভৃগুশিরসবংশজাঃ॥ ৩৩

শেপুয়েনং রঘুশ্রেষ্ঠ নাতিক্রুশ্বাতিমন্যবঃ

এতে ভৃগু এবং অঙ্গিরার বংশে উৎপন্ন মহর্ষিগণ  
একবার কুপিত হয়ে ওঠেন। রঘুশ্রেষ্ঠ! কষ্টের অনুভব করে  
দুঃখিত হয়ে একবার তারা তাঁকে শাপ দিয়ে বললেন—

বশসে যৎ সমাপ্রিত্য বলমশ্মান্ প্লবঙ্গম॥ ৩৪

জ দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাম্মাকং শাপমোহিতঃ।

দো তে স্মার্যতে কীর্তিস্তদা তে বর্ষতে বলম্॥ ৩৫

‘বানরবীর! তুমি যে বলের আশ্রয়ে আমাদের কষ্ট  
দিচ্ছ, আমাদের শাপে মোহগ্রস্ত হয়ে তুমি তা দীর্ঘকাল ধরে  
ভুলে থাকবে—তোমার নিজের শক্তিরও খবর জানা থাকবে  
না কেউ যখন তোমাকে তোমার শক্তির কথা জানাবে,  
তখনই তোমার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।’

ততঃ হততেজোজা মহর্ষিবচনৌজসা।

এবোহশ্রমাণি তান্যেব মৃদুভাবং গতোহচরৎ॥ ৩৬

‘মহর্ষিদের এই বচনের প্রভাবে তাঁর তেজ ও শক্তি  
কমে যায়। তারপর তিনি ওই আশ্রমগুলিতে শান্ত হয়ে  
সিঁড়ল করতেন।

অথর্করজসো নাম বালিসুগ্রীবয়োঃ পিতা।

সর্ববানররাজাসীৎ তেজসা ইব ভাস্করঃ॥ ৩৭

বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ছিল ঋক্ষরাজ।  
তিনি ছিলেন সূর্যের সমান তেজস্বী এবং সমস্ত বানরদের  
রাজা।

স তু রাজ্যং চিরং কৃদ্ভা বানরাণাং মহেশ্বরঃ।

ততঃর্করজা নাম কালধর্মেণ যোজিতঃ॥ ৩৮

এই বানররাজ ঋক্ষরাজ চিরকাল ধরে বানরদের  
রাজ্য শাসন করে শেষকালে কালধর্ম (মৃত্যু) প্রাপ্ত করেন।  
তন্নিম্নস্তমিতে চাণ মন্ত্রিভিন্নকোবিদৈঃ।

পিত্র্যো পদে কৃতো বালী সুগ্রীবো বালিনঃ পদে॥ ৩৯

তাঁর দেহাবসানের পরে মন্ত্রবিদ মন্ত্রীগণ পিতার  
স্থানে বালীকে রাজা এবং বালীর স্থানে সুগ্রীবকে যুবরাজ  
করেন।

সুগ্রীবো সমং ক্সা অধৈবঃ হিদ্ভবর্জিতম্।

আবাল্যং সখ্যমভবদনিলস্যাগ্নিনা যথা॥ ৪০

অগ্নির সঙ্গে বায়ুর যেমন স্বাভাবিক মিত্রতা আছে,  
তেমনই সুগ্রীবের সঙ্গে বালীর অল্পবয়স থেকেই সখ্যতা  
ছিল। এঁদের দুজনের পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকার  
ভিন্নতাব ছিল না। তাঁদের মধ্যে অটুট ভালোবাসা ছিল।

এষ শাপবশাদেব ন বেদ বলমাস্তনঃ।

বালিসুগ্রীবয়োবৈরং যদা রাম সমুখিতম্॥ ৪১

ন হ্যেষ রাম সুগ্রীবো ভ্রাম্যমাণোহপি বালিনা।

দেব জানাতি ন হ্যেষ বলমাস্তানি মারুতিঃ॥ ৪২

শ্রীরাম! পরে যখন বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে বৈরতাব  
প্রকাশ পেল, তখন শ্রীহনুমান শাপবশতঃ নিজের শক্তি  
জানতে পারেননি। দেব! বালীর ভয়ে পালাতে থাকলেও  
সুগ্রীবেরও শ্রীহনুমানের শক্তির কথা স্মরণ হয়নি এবং  
স্বয়ং পবনকুমারেরও নিজের ক্ষমতা জানা ছিল না।

ঋষিশাপাহতবলস্তদৈব কপিসত্তমঃ।

সিংহঃ কুঞ্জররক্ষো বা আহুতিঃ সহিতো রণে॥ ৪৩

সুগ্রীবের উপর যখন এই বিপদ আসে, সেই সময়  
ঋষিদের শাপবশতঃ তিনি নিজের শক্তির কথা ভুলে  
গিয়েছিলেন, তাই কোনো সিংহ হাতির দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে  
যেমন চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনই তিনি বালী ও



সুগ্ৰীবের যুদ্ধে চূপ করে থেকে তামাশা দেখতে থাকলেন,  
কিছু করতে পারলেন না।

পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপ-

সৌশীলামাধুর্যনয়নশৈশব।

গাষ্ট্রীয়াচতুর্ঘসুবীর্ঘধৈর্যে

ইনুমতঃ কোহপাথিকোহস্তি লোকে । ৪৪

জগতে এমন কে আছেন, যিনি পরাক্রম, উৎসাহ,  
বুদ্ধি, প্রতাপ, সুশীলতা, মধুরতা, নীতি-অনীতির বিবেক,  
গাষ্ট্রীর্ঘ, চতুরতা, উত্তম বল ও ধৈর্যতে শ্রীহনুমানের থেকে  
বড়ো?

অসৌ পুনর্বাকরণঃ গ্রহীষ্যন্

সূর্যোমুখঃ প্রহুমনাঃ কপীন্দ্রঃ ।

উদাদিগিরেরত্তগিরিঃ জগাম

গ্রহং মহাকারয়নপ্রমেয়ঃ ॥ ৪৫

এই অসীম শক্তিশালী কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান ব্যাকরণ  
অধ্যয়ন করা কালে শঙ্কা নিবারণের জন্য সূর্যের দিকে মুখ  
করে মহাপ্রহু ধারণ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উদয়াচল থেকে  
অস্ত্রাচল পর্যন্ত যেতেন।

সসূত্রবৃত্তার্থপদং মহার্থং

সসংগ্রহং সিদ্ধান্তি বৈ কপীন্দ্রঃ ।

নহাস্য কশ্চিৎ সদৃশোহস্তি শাস্ত্রে

বৈশারদে ছন্দগতো তথৈব ॥ ৪৬

তিনি সূত্র, বৃত্তি, বার্তিক, মহাভাষ্য এবং সংগ্রহ—  
এই সব ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছেন। অন্যান্য শাস্ত্রাদির  
জ্ঞান এবং ছন্দঃ শাস্ত্রের অধ্যয়নে তাঁর সমকক্ষ কোনো  
বিদ্বান কেউ নেই।

সর্বাসু বিদ্যাসু তপোবিধানে

প্রস্পর্ধভেদয়ং হি গুরুং সুরাণাম্ ।

সোহয়ং নবব্যাকরণার্থবেত্তা

ব্রহ্মা ভবিষ্যতাপি তে প্রসাদাৎ ॥ ৪৭

সম্পূর্ণ বিদ্যার জ্ঞান এবং তপস্যার অনুষ্ঠানে তিনি  
বৃহস্পতির সমকক্ষ। নব ব্যাকরণের সিদ্ধান্তে পারদ্রম।  
এই শ্রীহনুমান আপনার কৃপায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায়  
আদরনীয় হবেন।

প্রবীবিবক্ষোরিব

মাগরস্য

লোকান্ দিক্ষেদগ্নি  
লোকক্ষয়েদেব  
মথাস্তকস্য

হনুমতঃ হ্রাসতি কঃ পুত্রস্তাৎ ॥ ৪৮

প্রলয়েব কালে পৃথিবী প্রাবৃত্ত করার জন্য কৃষ্ণ  
প্রবেশকবী মহাসাগর, সমস্ত জগৎ নদ সরসে  
সংবর্তক অগ্নি এবং লোকসংহারের জন্য উদাত্ত কদম্ব  
ন্যায় প্রভাবশালী এই শ্রীহনুমানের সামনে কে গিয়া  
পারে?

এষেব চানো চ মহাকপীন্দ্রাঃ

সুগ্ৰীবমৈন্দদ্বিবিদাঃ সনীলাঃ

সত্যতাতারয়নকাঃ সরস্বা-

জ্ঞৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ ॥ ৪৯

শ্রীরাম! বাস্তবে ইনি এবং তাঁর সমান অন্য অন্য কে  
সুগ্ৰীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারক (অন্দ্র),  
এবং রক্ত আদি মহাকপীন্দ্রর আছেন; দেবতারা তাঁর  
সকলের সৃষ্টি করেছেন আপনারই সহায়তার জন্য  
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ সুদংষ্ট্রো

মৈন্দঃ প্রভো জ্যোতিমুখো নলঃ

এতে চ ঋক্ষাঃ সহ বানরেজৈ-

জ্ঞৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ ॥ ৫০

শ্রীরাম! গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, রক্ত  
জ্যোতিমুখ এবং নল—এই সব বানরেশ্বর এবং ভক্তদের  
আপনার সহযোগিতার জন্যই দেবতারা সৃষ্টি করেছেন  
তদেতৎ কথিতং সর্বং যন্মাং কং পরিপূজসি।

হনুমতো বাগ্ভাবে কঠমিতং কথিতং স্মরাৎ ৫১

রঘুনন্দন! আপনি আমাকে যা কিছু দ্বিগুণ  
করেছেন, সেসবই আপনাকে বলেছি। শ্রীহনুমানের  
বালাচরিত্রও আপনার নিকট বর্ণনা করেছি।

শ্রুত্বাগস্তাস্য কথিতং রামঃ সৌমিত্রিরেব চ

বিন্ময়ং পরমং জঘূর্বানরা রাক্ষসৈঃ সহ ৫২

শ্রীঅগস্ত্যের এই কথা শুনে শ্রীরাম ও সঙ্গ  
বিস্মিত হলেন। বানব ও রাক্ষসগণও অত্যন্ত বিস্মিত  
হলেন।

অগস্ত্যস্ত্রবীদ্ রামং সর্বমেতজুতং

দৃষ্টঃ সস্তাবিতশ্যসি রাম গচ্ছামহে



তারপর শ্রীঅগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—‘যোগীদের  
দ্বারা রমণকারী শ্রীরাম। আপনি এই সমস্ত প্রসঙ্গ শুনে  
নিচ্ছেন, আমরা আপনাকে দর্শন করেছি এবং আপনার  
সঙ্গে বার্তালাপ করে নিয়েছি। তাই এবার আমরা চলে  
গছি’।

ঐতদ্ রাঘবো বাক্যমগস্ত্যস্যোগ্রতেজসঃ।  
প্রণতশ্চাপি মহর্ষিমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৪

ঊগ্র তেজস্বী শ্রীঅগস্ত্যের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র হাত  
জোড় করে বিনয়সহকারে সেই মহর্ষিকে এই কথা  
বললেন—

অস্ম মে দেবতাস্তুষ্ঠাঃ পিতরঃ প্রপিতামহাঃ।  
স্মাকং দর্শনাদেব নিত্যং তুষ্ঠাঃ সবাঙ্কবাঃ ॥ ৫৫

‘মুনিশ্বর! আজ আমার ওপর দেবতা, পিতৃপুরুষ  
এবং পিতামহ—এঁরা বিশেষভাবে সম্মুখ। বন্ধু-বান্ধবসহ  
আমরা আপনার মতো মহাত্মাদের দর্শনলাভে সর্বদাই  
সম্মুখ থাকি।

বিজ্ঞাপ্যং তু মমৈতদ্ধি যদ্ বদাম্যাগতম্পৃহঃ।  
তদ্ ভবত্তির্মম কৃতে কর্তব্যমনুকম্পয়া ॥ ৫৬

‘আমার মনে এক ইচ্ছার উদয় হয়েছে। আমি  
আপনার সেবায় নিবেদন করছি। আমার ওপর  
অনুগ্রহ করে আপনারা আমার সেই অভীষ্ট কার্য সম্পূর্ণ  
করবেন।

পৌরজানপদান্ স্থাপ্য স্বকার্যেষমহমাগতঃ।  
কৃত্বহং করিষ্যামি প্রভাবাদ্ ভবতাং সতাম্ ॥ ৫৭

‘আমার ইচ্ছা হল এই যে, পুরবাসী এবং  
শেখবাসীদের তাঁদের কর্মে নিযুক্ত করে আমি আপনার  
মতো সংপুরুষদের প্রভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করব।

সদস্যা মম যজ্ঞেষু ভবন্তো নিত্যমেব তু।  
ভবিষ্যথ মহাবীৰ্যা মমানুগ্রহকাংক্ষিণঃ ॥ ৫৮

‘আমার সেই যজ্ঞে আপনার মতো মহাশক্তিশালী  
মহাত্মা অনুগ্রহপূর্বক যেন নিত্য উপস্থিত থাকেন।

অহং যুস্মান্ সমাপ্রিতা তপোনির্ভূতকল্মষান্।  
অনুগৃহীতঃ পিতৃভির্ভবিষ্যামি সুনির্ভূতঃ ॥ ৫৯

‘তপস্যা দ্বারা আপনি নিষ্পাপ হয়ে গেছেন। আমি  
আপনাদের আশ্রয় নিয়ে সর্বদা সম্মুখ এবং পিতৃ-  
পিতামহের দ্বারা অনুগ্রহীত হব

তদাগন্তব্যমনিশং ভবত্তিরিহ সংগতৈঃ।  
অগস্ত্যাদাস্তু তচ্ছূদ্রা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৬০

এবমস্তিতি তং প্রোচ্য প্রযাতুমুপচক্রমুঃ।

‘যজ্ঞ-আরম্ভের সময় সকলে একত্র হয়ে এখানে  
পদার্পণ করবেন।’ শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে কঠোর  
এত পালনকারী অগস্ত্য আদি মহর্ষি তাঁকে ‘এবমস্ত (তাই  
হবে)’ বলে সেখান থেকে যেতে উদ্যত হলেন।

এবমুক্তা গতাঃ সর্বে ঋষয়স্তে যথাগতম্ ॥ ৬১  
রাঘবশ্চ তমেনার্থং চিত্তয়ামাস বিস্মিতঃ।

এইভাবে বার্তালাপ হওয়ায় সব ঋষিগণ যেমন  
এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত  
হয়ে আলোচিত বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

ততোহস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপবানরান্ ॥ ৬২  
সঙ্খ্যামুপাস্য বিধিবৎ তদা নরবরোত্তমঃ।

প্রবৃত্তায়াং রজন্যাং তু সোহস্তঃ পুরচরোহভবৎ ॥ ৬৩

তারপর সূর্যাস্ত হয়ে গেলে রাজা ও বানরদের বিদায়  
জানিয়ে নরেশ শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র বিধিপূর্বক সঙ্খ্যা উপাসনা  
করে রাত্রি হলে অন্তঃপুরে গমন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

## সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৭)

সভাসদৃশের সঙ্গে শ্রীরামের রাজসভায় উপবিষ্ট হওয়া

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে ধর্মণ বিদিতাঙ্গনি।  
ব্যতীতা যা নিশা পূর্বা পৌরাণাঃ হর্ষবর্ধিনী॥ ১

‘ককুৎস্থকুলভূষণ আত্মজ্ঞানী শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপূর্বক  
রাজ্যভিষেক হয়ে গেলে পুরবাসীদের হর্ষ বৃদ্ধিকারী তাঁর  
প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হয়

তস্যাং রজন্যাং বাষ্টায়াং প্রাতর্নৃপতিবোধকাঃ।  
বন্দিনঃ সমুপাতিষ্ঠন্ সৌম্যা নৃপতিবেশানি॥ ২

সেই রাত পার হলে যখন প্রভাত হয়, তখন  
প্রাতঃকালে মহারাজ শ্রীরামকে নিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য  
সৌম্যদর্শন বন্দীরা রাজমহলে উপস্থিত হলেন।

তে রজন্যকণ্ঠিনঃ সর্বৈ কিমরা ইব শিক্ষিতাঃ  
তুহুবুর্নৃপতিং বীরং যথাবৎ সম্প্রহর্ষিণঃ॥ ৩

তাঁদের কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত মধুর। সংগীত কলায় তাঁরা  
কিম্বদের ন্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল  
হয়ে যথাযথভাবে বীর নরেশ শ্রীরঘুনাথের স্তবগান শুরু  
করলেন।

বীর সৌম্য প্রবুধ্যস্ত কৌসল্যাপ্রীতিবর্ধন।  
জগদ্ধি সর্বং স্থপতি ভূয়ী সুপ্তে নরাধিপ॥ ৪

‘শ্রীকৌসল্য মাতার আনন্দবর্ধনকারী সৌম্য-স্বরূপ  
বীর রঘুবীর! আপনি জেগে উঠুন। মহারাজ! আপনি শুয়ে  
থাকলে সমস্ত জগৎই তো শুয়ে থাকবে (এবং ব্রাহ্মমূহুর্তে  
উঠে সকলে ধর্মানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত হতে পারবে না)।

বিক্রমস্তে যথা বিবেকা রূপং চৈবাস্থিনোরিব  
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তল্যাঃ প্রজাপতিসমো হ্যসি॥ ৫

‘আপনার পরাক্রম ভগবান বিষ্ণুর সমান এবং রূপ  
অস্থিনীকুমারদের সমকক্ষ। বুদ্ধিতে আপনি বৃহস্পতিতুল্য  
এবং প্রজাপালনে সাক্ষাৎ প্রজাপতিসদৃশ।

ক্ষমা তে পৃথিবীতুল্যা তেজসা ভাস্করোপমঃ।  
বেগস্তে বায়ুনা তুল্যো গান্ধীর্য়মুদধেরিব। ৬

‘আপনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল এবং তেজে  
ভগবান ভাস্করের সমান, বেগে বায়ুতুল্য এবং গান্ধীর্য়  
সমুদ্রসদৃশ।

অপ্রকম্প্যা যথা ছাগশূচস্ত্রে সৌম্যত্বমীদৃশম্।  
নেদৃশাঃ পার্শ্বিবাঃ পূর্বং ভবিতারো নরাধিপ। ৭

‘নরেশ্বর! আপনি ভগবান শংকরের ন্যায় সুদে  
অবিচল। আপনার ন্যায় সৌম্যতা চন্দ্রেই পাওয়া যায়  
আপনার মতো রাজা প্রথমেও ছিলেন না, ভবিষ্যতেও  
হবেন না।

যথা ভ্রমসি দুর্ধর্ষো ধর্মনিভাঃ প্রজাহিতাঃ।  
ন জ্বাং জহতি কীর্তিষ্ঠ লক্ষীষ্ঠ পুরুষার্থঃ। ৮

‘পুরুষোত্তম! আপনাকে পরাস্ত করা শুধু কঠিন নয়,  
অসম্ভব। আপনি সর্বদা ধর্ম সংলগ্ন থেকে প্রজাংশে হিত-  
সাধনে তৎপর থাকেন, তাই কীর্তি ও লক্ষী আপনার  
কখনও ছেড়ে যায় না

শ্রীষ্ট ধর্মষ্ঠ কাকুৎস্থে ভূয়ী নিজাং প্রতিষ্ঠিতো।  
এতাশ্চান্যাশ্চ মধুরা বন্দিভিঃ পরিকীর্তিতাঃ। ৯

‘ককুৎস্থকুলনন্দন! ঐশ্বর্য এবং ধর্ম আপনাকে নিজ  
প্রতিষ্ঠিত।’ বন্দীগণ এইভাবে আরও বহু সুমধুর গীত  
করেন।

সূতাশ্চ সংস্তুবৈর্দিব্যৈবৌধ্যস্তি স্ম রাঘব  
স্ততিভিঃ স্তুয়মানাডিঃ প্রভাবুখ্যত রাঘবঃ॥ ১০

সূত ও দিব্য স্তুতি দ্বারা শ্রীরঘুনাথকে জাগ্রত  
থাকেন। এইভাবে স্তুতি শুনিতে ভগবান শ্রীরামকে জাগ্র  
জাগালেন।

স তদ্বিহায় শয়নং পাণ্ডুরাচ্ছাদনাঙ্কম্  
উত্তমো নাগশয়নাঙ্করির্নারায়ণো যথা॥ ১১

পাপহারী ভগবান নারায়ণ যেমন সর্পলম্বা থেকে  
ওঠেন, তেমনই ইনিও শ্বেত চাদরে আচ্ছাদিত শয্যা  
করে উঠে বসলেন।

তমুখিতং মহাস্থানং প্রহ্লাঃ প্রাজ্ঞলম্বো নরঃ।  
সলিলং ভাজনৈঃ শুভ্রৈরুপতঙ্গুঃ সহস্রাঃ॥ ১২

মহারাজ শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করতই সহস্র  
সহস্র সেবক বিনয়পূর্বক হাত জোড় করে উজ্জল পাত্রাদিতে  
জল নিয়ে তাঁর সেবায় উপস্থিত হলেন।

কৃতোদকঃ শুচির্ভূত্বা কালে হতহস্তাশনঃ।  
দেবাগারং জগামাশু পুণ্যমিষ্টাকুসেবিতম্॥ ১৩

স্নানাদি সমাপন করে শুদ্ধ হয়ে তিনি সমরমতো  
অগ্নিতে আহুতি দিলেন এবং শীঘ্রই ইক্ষুকুবংশগণের দ্বারা

অগ্নিতে পবিত্র মন্দিরে উপ  
সেবান পিতৃন  
রামো দেবতা  
সেখানে পূজা করে তি  
জন।

সংস্কৃতমুখ্যঃ সর্ব  
তখন প্রস্থানিত ত

এক স্ত্রী ও পুরোহিত  
মহাস্থান

পাণ্ডুরাচ্ছাদনাঙ্কম্

জাগ্রত

মহাশয়ী ভর

যজ্ঞ আনন্দের

প্রাজ্ঞলম্বো

নাম প

এই সময় মুদি

প্রসন্নতা বিরাজ

শ্রীরঘুনাথের কাছে

মহাবীর

স্বীকৃতমুখ্য

‘সুগ্রীব, অ

এই সর্গের



সেবিত পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত হলেন।

জয় দেবান্ পিতৃন্ বিপ্রানর্চয়িত্বা যথাবিধি।  
হৃদকাক্ষতঃ রামো নির্জগাম জনৈর্বৃতঃ ॥ ১৪

সেখানে দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং ব্রাহ্মণদের  
হৃদমতো পূজা করে তিনি বহু কর্মচারীদের সঙ্গে বেরিয়ে  
এলেন।

চন্দ্রমুখো মহাপ্রমুখাঃ সপুত্রোহিতাঃ।  
সর্বপ্রমুখাঃ সর্বো দীপ্যমানা ইবাগ্নয়াঃ ॥ ১৫

তখন প্রস্থানিত অগ্নিসম তেজস্বী বশিষ্ঠ আদি সকল  
হোতা মন্ত্রী ও পুরোহিত সেখানে উপস্থিত হলেন।

কৃত্রিয়শ্চ মহামানো নানাজনপদেশুরাঃ।  
রামসোপাশিশ্চ পার্শ্ব শত্রুসোব যথামরাঃ ॥ ১৬

তারপর বহু জনপদের মালিক মহামনস্বী কৃত্রিয়  
শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সেইভাবে এসে বসলেন, যেভাবে

ইন্দ্রের সমীপে দেবতারা এসে উপবেশন করেন।

জরতো লক্ষ্মণশ্চাত্র শত্রুশ্চ মহাযশাঃ।  
উপাসাংচক্রিরে হাষ্টা বেদান্তয় ইবাধ্বরম্ ॥ ১৭

মহাযশস্বী ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন — এই তিন ভাই  
অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেইভাবে শ্রীরামের সেবায়

উপস্থিত থাকতেন, যেমন বেদত্রয় যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন।

যাতাঃ প্রাজ্ঞলয়ো ভূত্বা কিঙ্করা মুদিতাননাঃ।  
মুদিতা নাম পার্শ্বহা বহবঃ সমুপাশিশ্চ ॥ ১৮

এই সময় মুদিত নামে প্রসিদ্ধ বহু সেবকও, যাঁদের  
যুগে প্রসন্নতা বিরাজ করত, হাত জোড় করে সভাভবনে

শ্রীরঘুনাথের কাছে এসে বসলেন।

বানরশ্চ মহাবীরা বিংশতিঃ কামরূপিণাঃ।  
সুগ্রীবপ্রমুখা রামমুপাসন্তে মহৌজসাঃ ॥ ১৯

বানরশ্চ মহাবীরা বিংশতিঃ কামরূপিণাঃ।  
সুগ্রীবপ্রমুখা রামমুপাসন্তে মহৌজসাঃ ॥ ১৯

অতঃপর মহাপরাক্রমী মহাতেজস্বী এবং  
ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী সুগ্রীব ইত্যাদি বিশজন<sup>(১)</sup>

বানরবীর ভগবানের শ্রীবামের কাছে এসে বসলেন।

বিভীষণশ্চ নক্ষত্রাডিশ্চতুর্ভিঃ পরিবারিতঃ।  
উপাসতে মহাবানঃ শনৈশ্চ মিব গৃহ্যকঃ ॥ ২০

নিজের চারজন ব্রাহ্মস মন্ত্রীসহ বিভীষণও সেইভাবে  
মহাবান শ্রীরামের সেবায় উপস্থিত হলেন, যেমন গৃহ্যক

গণ শনপতি কুবেরের সেবায় উপস্থিত হতেন।

তথা নিগমবৃদ্ধাশ্চ কুলীনা যো চ মানবাঃ।  
শিতসা বন্দ্য রাজানমুপাসন্তে নিচক্ষণাঃ ॥ ২১

যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞানে বিজ্ঞ এবং কুলীন, সেই বুদ্ধিমান  
মানুষেরাও মহারাজকে মাথা নত করে প্রণাম করে সেখানে

বসলেন।

তথা পরিবৃত্তো রাজা শ্রীমন্তির্নৃনির্ভরৈঃ।  
রাজভিষ্চ মহাবীর্যবানরৈশ্চ সরাঙ্গসৈঃ ॥ ২২

এইভাবে বহু শ্রেষ্ঠ এবং তেজস্বী মহর্ষি,  
মহাপরাক্রমী রাজা, বানর ও ব্রাহ্মস পরিবৃত্ত হয়ে

শ্রীরঘুনাথ রাজসভায় শোভা পাচ্ছিলেন।

যথা দেবেশ্বরো নিত্যমুমিডিঃ সমুপাস্যতে।  
অধিকন্তেন রূপেণ সহস্রাক্ষাদ্ বিরোচতে ॥ ২৩

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সর্বদা ঋষিদের দ্বারা সেবিত  
হন, তেমনই মহর্ষি-মণ্ডলী পরিবৃত্ত শ্রীরামচন্দ্র তখন

সহস্রলোচন ইন্দ্রের থেকেও বেশি শোভা পাচ্ছিলেন।

তেষাং সমুপবিষ্টানাং ভাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ।  
কথাজ্জে ধর্মসংযুক্তাঃ পুরাণজৈর্মহামুভিঃ ॥ ২৪

সব লোক যখন যথাস্থানে বসে গেলেন, তখন  
পুরাণবেত্তা মহাভাগব বিভিন্ন ধর্মকথা বলতে লাগলেন<sup>(২)</sup>।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

<sup>(১)</sup> সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্ববান, সুষেণ, তার, নীল, নল, মৈদ, দ্বিবিদ, কুমুদ, শরভ, শতবলি, গন্ধমাদন, গজ, গবাক্ষ, গণ্ড, ধূম্র, রক্ত ও জ্যোতির্মুখ—এই প্রধান কুড়িজন বানর-বীর সভায় উপস্থিত হলেন।

<sup>(২)</sup> এই সর্গের পরে অন্যান্য কিছু গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রূপে আরও পাঁচ সর্গের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তি এবং  
রাবণের শ্বেতদ্বীপে গমনের ইতিহাস বর্ণিত আছে। সেই ইতিহাসের বক্তাও শ্রীঅগস্ত্যই। কিন্তু এর পূর্বের সর্গেই শ্রীঅগস্ত্যের বিদায়  
সংস্কার বর্ণনা এসে গেছে; সুতরাং এখানে এই সকল সর্গের উল্লেখ অসঙ্গত প্রতীত হয়। তাই এই সর্গগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হয়নি।



## অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৮)

শ্রীরাম কর্তৃক রাজা জনক, যুধাজিৎ, প্রতর্দন এবং অন্যান্য নরেশদের বিদায় জানানো

এবমাস্তে মহাবাহুহনানি রাঘবঃ ।  
প্রশাসৎ সর্বকার্য্যণি পৌরজানপদেষু চ ॥ ১

মহাবাহু শ্রীরঘুনাথ এইভাবে প্রতিদিন রাজসভায় বসে পুরবাসী ও জনপদবাসীগণের সমস্ত কার্যাদি দেখাশোনা করে শাসনকার্য চালাতেন।

ততঃ কতিপয়াহঃসু বৈদেহঃ মিথিলাধিপম্ ।  
রাঘবঃ প্রাজ্ঞলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২

এভাবে কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে শ্রীরামচন্দ্র মিথিলার রাজা বিদেহরাজ শ্রীজনককে হাত জোড় করে বললেন—  
ভবান্ হি গতিরবাগ্না ভবতা পালিতা বয়ম্ ।

ভবতন্ত্বেজসোগ্রেশ রাবণো নিহতো ময়া ॥ ৩

‘মহারাজ ! আপনিই আমাদের সুস্থির আশ্রয়। আপনিই সর্বদা আমাদের জালন-পালন করেছেন। আপনারই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত তেজে আমি রাবণকে বধ করেছি। ইক্ষ্বাকুণাং চ সর্বেষাং মৈথিলানাং চ সর্বশঃ ।

অতুলাঃ প্রীতয়ো রাজন্ সম্বন্ধকপুরোগমাঃ ॥ ৪

‘রাজন্ ! সমস্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় এবং মৈথিল নরেশদের মধ্যে আপসের সম্পর্কের কারণে যে প্রেম সর্বভাবে বৃদ্ধি হয়েছে, তার কোনো তুলনা নেই।

তন্ ভবান্ স্বপুং যাতু রত্নান্যাদায় পার্শ্বি ।

ভরতশ্চ সহায়ার্থং পৃষ্ঠতশ্চানুরাস্যতি ॥ ৫

‘পৃথিবীনাথ ! এখন আপনি আমার দ্বারা নিবেদিত এই রত্নসামগ্রী গ্রহণ করে মিথিলার রাজধানীতে পদার্পণ করুন। ভরত (এবং তাঁর সঙ্গে শত্রুঘ্নও) আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে অনুগমন কববে’।

স তথেন্তি ততঃ কৃত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ।

প্রীতোহস্মি ভবতা রাজন্ দর্শনে নয়েন চ ॥ ৬

জনকরাজা তখন ‘ভালো কথা’ বলে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন— ‘রাজন্ ! আমি আপনার দর্শন এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

যান্যেতানি তু রত্নানি মদর্থং সঞ্চিত্তানি বৈ ।

দুহিত্রে তানাহং রাজন্ সর্বাণোব দদামি বৈ ॥ ৭

‘আপনি আমার জন্য যেসব রত্ন একত্রিত করেছেন, সেসব আমি সীতা ও অন্য কন্যাদের সমর্পণ করছি।’

এবমুক্তা তু কাকুৎস্থং জনকো হৃষ্টমানসঃ ।  
প্রযায়ৌ মিথিলাং শ্রীমাংস্বমনুজায় ॥ ৮

শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলে শ্রীমান রাজা জনক প্রসন্ন চিত্তে শ্রীরামের অনুমতি নিয়ে মিথিলায় গমন করলেন।

ততঃ প্রগাতে জনকে কেকয়ঃ মাতুলঃ প্রহুঃ  
রাঘবঃ প্রাজ্ঞলির্ভূত্বা বিনয়াদ্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯

রাজা জনক চলে যাওয়ার পর শ্রীরঘুনাথ নিজের মাতুল কেকয়-রাজ যুধাজিৎকে, যিনি অত্যন্ত সম্বন্ধপূর্ণ ছিলেন, হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন—

ইদং রাজ্যমহং চৈব ভরতশ্চ বলস্বতঃ ।

আয়ত্ত্বং হি নো রাজন্ গতিশ্চ পুরুষবর্ষ ॥ ১০

‘রাজন্ ! পুরুষপ্রবর ! এই রাজ্য, আমি স্বয়ং ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন—সবই আপনারই অধীন। আপনি আমাদের আশ্রয়।

রাজা হি বৃদ্ধঃ সঙ্কাপঃ স্বদর্শনমুপাস্যতি ।

তস্মাদ্ গমনমদ্যৌব রোচতে ভব পার্শ্বি ॥ ১১

‘মহারাজ কেকয়রাজ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি আপনার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। পৃথ্বীনাথ ! তাই আপনার আজই হলে যাওয়া আমার ভালো মনে হয়।

লক্ষ্মণেনানুযাত্রেণ পৃষ্ঠতোহনুগমিষ্যতে

ধনমাদায় বহুলং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১২

‘আপনি অনেক ধন এবং নানাপ্রকারের রত্নসহ প্রস্থান করুন। পথে সাহায্য করার জন্য লক্ষ্মণ আপনার সঙ্গে যাবেন।’

যুধাজিৎ তু তথেন্ত্যাহ গমনং প্রতি রাঘবঃ ।

রত্নানি চ ধনং চৈব স্বযোবাক্ষ্যমমুত্তি ॥ ১৩

যুধাজিৎ ‘তথাস্ত’ বলে শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে নিয়ে বললেন— ‘রঘুনন্দন ! এই রত্ন ও ধন সব প্রেমের কাছেই অক্ষয়রূপে থাকবে’।

প্রদক্ষিণং চ রাজানং কৃত্বা কেকয়বর্ষনঃ

রামেণ চ কৃতঃ পূর্বমভিবাদা প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৪

তখন শ্রীরঘুনাথ মাতুলকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করলেন, অতঃপর কেকয়কুল বৃদ্ধিকারী রাজকুমার যুধাজিৎও রাজা শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করেন।

সহায়ন প্রয়াতঃ কেকয়েশ্বরঃ।

হতেসূরে যথা বৃত্রে বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ॥ ১৫

তারপর যেভাবে বৃত্রাসুর নিহত হলে ইন্দ্র ডগবান

বিশ্ব সঙ্গে অমরাবতীতে যাত্রা করেছিলেন, সেভাবে

কেকয়ের রাজা শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে সেইভাবে নিজ দেশে

ফেরে আসলেন।

য বিসৃজ্য ততো রামো বয়স্যমকুতোজ্যম্।

কশিপতিং পরিধ্বজোদমরবীঃ॥ ১৬

মমাকে বিদায় জানিয়ে সর্বতোভাবে ভয়শূন্য তাঁর

ইয়া কশিরাজ প্রতর্দনকে আলিঙ্গন করে শ্রীরামচন্দ্র

করলেন—

সীতা ভবতা প্রীতির্দর্শিতঃ সৌহৃদং পরম্।

ইদাগচ্ছ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ। ১৭

‘রাজন্ ! আপনি রাজ্যাভিষেকের কাজে ভরতের

সঙ্গে পূর্ণরূপে সাহায্য করেছিলেন এবং এই কাজে আপনি

হয়েন প্রেম এবং পরম সৌহার্দের পরিচয় দিয়েছেন।

ত্ ভবানন্দ কাশেয় পুরীং বারাণসীং ব্রজ।

অশীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্॥ ১৮

‘কাশীরাজ ! এখন আপনি সুন্দর ও মনোহর

প্রবেশ-দ্বারে সুশোভিত এবং আপনার দ্বারা সুরক্ষিত

অশীষ পুরী বারাণসীতে পদার্পণ করুন।’

এতবুদ্ধি চোখায় কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ।

ধর্মাত্মা নিরন্তরমুরোগতম্॥ ১৯

এই কথা বলে ধর্মাত্মা শ্রীরাম পুনরায় নিজ উত্তম

অসন থেকে উঠে প্রতর্দনকে হৃদয়ে ধরে গাড় আলিঙ্গন

করলেন।

বিসর্জ্যামাস তদা কৌসল্যাপ্রীতিবর্ধনঃ।

রাঘবেণ কৃতানুজঃ কাশেয়ো হৃকুতোভয়ঃ॥ ২০

বারাণসীং যয়ৌ তূর্ণং রাঘবেণ বিসর্জিতঃ।

এইভাবে কৌসল্যার আনন্দবৃদ্ধিকারী শ্রীরাম

কাশীরাজকে বিদায় জানালেন। শ্রীরামের অনুমতি পেয়ে

তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে কাশীরাজ নির্ভয়ে বারাণসীপুরীতে

প্রস্থান করলেন।

বিসৃজ্য তং কশিপতিং ত্রিশতং পৃথিবীপতীন্॥ ২১

প্রহসন্ রাঘবো বাক্যমুবাচ মধুরাক্ষরম্।

কাশীরাজ বিদায় নিয়ে গেলে শ্রীরঘুনাথ হাস্য বদনে

অবশিষ্ট তিনশত ভূপালদের মধুর বাক্য বললেন।

ভবতাং প্রীতিরবাগ্ৰা তেজসা পরিরক্ষিতা॥ ২২

ধর্মশ্চ নিয়তো নিত্যং সত্যং চ ভবতাং সদা।

‘আপনারা স্নেহে আমার প্রতি আপনাদের অবিচল

ভালোবাসা রক্ষা করেছেন। আপনাদের মধ্যে সত্য এবং

ধর্ম নিয়তরূপে নিত্য-নিরন্তর নিবাস করুক।

যুগ্মাকং চানুভাবেন তেজসা চ মহাম্মনাম্॥ ২৩

হতো দুর্ভাক্ষা দুর্নদী রাবণো রাক্ষসাধমঃ।

‘আপনাদের মতো মহাপুরুষদের তেজ ও প্রভাবেই

আমার দ্বারা দুর্ভাক্ষি, দুর্ভাক্ষা রাক্ষস রাবণ মারা গিয়েছে।

হেতুমাত্রমহং তত্র ভবতাং তেজসা হতঃ॥ ২৪

রাবণঃ সগগো যুদ্ধে সপুত্রামাতাবান্ধবঃ।

‘রাবণ বধে আমি তো শুধু নিমিত্তমাত্র ছিলাম।

বাস্তবে আপনাদের তেজেই পুত্র, মন্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও

সেবকসহ রাবণ মারা গিয়েছে।

ভবন্তশ্চ সমানীতা ভরতেন মহাম্মনা॥ ২৫

শ্রদ্ধা জনকরাজস্যা কাননাং তনয়াং হতাম্।

‘বন থেকে জনকরাজনন্দিনী সীতার অপহরণের

সংবাদ শুনিয়েই মহাত্মা ভরত আপনাদের এখানে ডেকে

এনেছিলেন।

উদ্যুক্তানাং চ সর্বেষাং পার্থিবানাং মহাম্মনাম্॥ ২৬

কালোহপাতীতঃ সুমহান্ গমনং রোচ্যাম্যতঃ।

‘মহাম্মনা আপনারা সকলে রাক্ষসদের আক্রমণ

করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত

আপনাদের এখানে বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে। তাই

আমার মনে হয়, এখন আপনাদের নিজ নিজ নগরে ফিরে

যাওয়া উচিত।’

প্রত্যাচুস্তং চ রাজানো হর্ষেণ মহতা বৃত্তাঃ॥ ২৭

দিত্তা ত্বং বিজয়ী রাম স্বরাজ্যোহপি প্রতিষ্ঠিতঃ।

তখন সেই ভূপালগণ অত্যন্ত হর্ষসহকারে বললেন—

‘শ্রীরাম ! আপনি জয় লাভ করেছেন এবং নিজ রাজ্যে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা।

দিত্তা প্রত্যাহতা সীতা দিত্তা শত্রুঃ পরাজিতঃ॥ ২৮

এষ নঃ পরমঃ কাম এষা নঃ প্রীতিরুত্তমা।

যৎ ত্বাং বিজয়িনং রাম পশ্যামো হতশাস্ত্রবহ্॥ ২৯

‘আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনি সীতাকে ফিরিয়ে

এনেছেন এবং এই প্রবল শত্রুকে পরাস্ত করেছেন।

শ্রীরাম ! এই ছিল আমাদের সব থেকে বড় ইচ্ছা এবং



এটিই আমাদের সব থেকে বড় আনন্দের কথা যে, আমরা সকলে আপনাকে বিজয়ী দেখতে পাচ্ছি আর আপনার শত্রুতা নিহত হয়েছে।

এতৎ কৃপাপমং চ যদস্মাং প্রশংসে।  
প্রশংসার্থং ন জানীমঃ প্রশংসাং বক্রমীদৃশীম্॥ ৩০

‘প্রশংসনীয় প্রীরায ! আপনি আমাদের যে প্রশংসা করছেন, তা আপনারই যোগ্য। আমরা এমন প্রশংসার শৈলী জানি না।

আপুচ্ছামো গমিষ্যামো হৃদিহো নঃ সদা ভবান্।

বর্তামহে মহাবাহো প্রীত্যত্র মহতা কৃত্যঃ॥ ৩১

ভবেচ্চ তে মহারাজ প্রীতিরম্যাসু নিত্যদা।

বাচমিত্যেব রাজানো হর্ষেণ পরমামিত্যঃ॥ ৩২

‘এবার আমরা স্বপ্নীতে যাবার অনুমতি চাই যেভাবে আপনি আমাদের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করেন, এ মহাবাহো ! সেইভাবে আমরা যাতে আপনার প্রেমে ক্রম থেকে সর্বদা আপনার হৃদয়ে বাস করি, সেইরূপ প্রীতি সেনা সর্বদা আমাদের ওপর বজ্রাস থাকে।’ শ্রীবিদুশঃ ভা হর্ষং ভবে রাজাদের বললেন - ‘অবশ্যই তা হবে’

উচঃ প্রাপ্তম্যঃ সর্বে রাগনঃ পমনোঃসুকা।  
পূজিতান্তে চ রামেণ জঘূর্দেপশান্ সকান্ বনান্ ৩৩

তারপর যাবার জন্য উদ্ভূত হয়ে সকলে গাত্র সজ্জা করে শ্রীরাঘুনাথকে বললেন - ‘ভগবান্ ! এবার উভয়ে আমরা আসি।’ এভাবে শ্রীরাঘবের দ্বারা সম্মানিত হয়ে এই সকল রাজন্যবর্গ নিজ নিজ দেশে গমন করলেন

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাগ্বীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাগ্বীকি বিরচিত আদিকাব্যে বামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৮ ॥

### একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৩৯)

রাজাদের শ্রীরামকে উপহার প্রদান এবং শ্রীরামের সেই সব গ্রহণ করে মিত্রগণ, বানর, উল্লুক এবং রাক্ষসগণের মধ্যে বিতরণ করা এবং বানরাদির সুখপূর্বক অবস্থান করা

তে প্রযাতা মহামানঃ পার্থিবান্তে প্রহৃষ্টবৎ।

গজবাজিসহস্রৈষেঃ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্॥ ১

অযোধ্যা থেকে প্রস্থান করে এই মহামনা ভূপাল সহস্র সহস্র হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিকের সঙ্গে পৃথিবী কম্পিত করে হর্ষপূর্বক এগিয়ে যেতে লাগলেন।

অকৌহিল্যো হি তত্রাসন্ রাঘবার্ধে সমুদ্যতাঃ।

ভরতস্যাজ্ঞানেকাঃ প্রহৃষ্টবলবাহনাঃ॥ ২

ভরতের আদেশে শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য বহু অকৌহিলী সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সব সৈনিক এবং বাহন হর্ষ ও উৎসাহে ভরপুর ছিল

উচুন্তে চ মহীপালা বলদর্পসমহিতাঃ।

ন রাম রাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্॥ ৩

তারা সকলেই রাজোচিত গর্বে পরিপূর্ণ হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল - ‘আমরা শ্রীরাম

এবং রাবণকে কখনোই সামনা-সামনি দাঁড়াতে দেখিনি ভরতেন বরং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্ হতা হি রাক্ষসাঃ ক্রিপ্রঃ পার্থিবৈঃ সূর্য সংহাঃ॥ ৪

‘ভরত (আগে তো জ্ঞানানি) যুদ্ধ শেষ হবার পর অকারণে, আমাদের পাঠালেন ! যদি সমস্ত রাজ্যবর্গ আসতেন, তাহলে অতি শীঘ্রই রাক্ষসদের সংহার হবে।

যেত।

রামস্য বাহুবীর্ষেণ রক্তিতা লক্ষ্মণস্য চ।

সুখং পারে সমুদ্রস্য যুধাম বিগতম্৷ ৫

‘শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের বাহুবলে সুবক্ষিত ও নিশ্চিত হয়ে সমুদ্রের ওপারে আমরা সুখপূর্বক যুদ্ধ করতে পারতাম।’

এতচ্চান্যাস্ত রাজানঃ কথান্তত্র সহস্রাঃ।

কথায়ন্তঃ স্বরাজ্যানি জঘূর্দেবসমহিতাঃ॥ ৬

এইভাবে নানাকথা বলতে বলতে সেই সহস্র সহস্র



নতশ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নিজ নিজ রাজ্যে গমন করলেন।

রানি রাজ্যানি মুখ্যানি স্বাক্ষানি মুদিতানি চ।

স্বকথনখান্যানি পূর্ণানি বসুমন্তি চ। ৭

যথাপুবাণি তে গত্বা রজানি বিবিধানাথ।

রমস্যা প্রিয়কামার্থমুপহারং নৃপা নদুঃ। ৮

তদ্বান্ যানানি রজানি হস্তিনশ্চ মদোৎকটান্।

দমনানি চ মুখ্যানি দিব্যান্যাদরণানি চ। ৯

দ্রুমকুপ্রবালাংশু দাস্যো রূপসমম্বিতাঃ।

অজবিকং চ বিবিধং রথাংশু বিবিধান্ বহুন্। ১০

তাদের নিজ নিজ প্রসিদ্ধ রাজ্য সমৃদ্ধিশালী, সুখ ও

চন্দ্রে পরিপূর্ণ, ধন-ধান্য সম্পন্ন এবং ধন-রত্নে পরিপূর্ণ

ইল। সেই রাজাগণ নিজ নগরে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে খুশি

করার জন্য নানাপ্রকার উপহার ও রত্ন পাঠান। ঘোড়া,

বহন, রত্ন, মদমত্ত হাতি, উত্তম চন্দন, দিব্য অলংকার,

মি. মৃজো আদি, রূপবতী দাসী, নানাপ্রকার ছাগল, ভেড়া

এ বিস্ত্রি প্রকারের বথ ভেট পাঠান।

ভরতো লক্ষ্মণশ্চ শত্রুশ্চ মহাবলঃ।

আদায় তানি রজানি স্বাং পুরীং পুনরাগতাঃ। ১১

আগম্য চ পুরীং রম্যামযোধ্যাং পুরুষবভাঃ।

তানি রজানি চিত্রাণি রামায় সমুপানয়ন্। ১২

মহাবলী ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সেই সব রত্ন নিয়ে

নিজদের পুরীতে ফিরে আসেন। রমণীয় পুরী অযোধ্যায়

এসে তারা এই সব বিচিত্র রত্ন শ্রীরামকে সমর্পণ করেন।

প্রতিগ্ধা চ তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিসমম্বিতঃ।

সুগ্রীবায় দদৌ রাজ্ঞে মহাত্মা কৃতকর্মণে। ১৩

বিভীষণায় চ দদৌ তথান্যোভ্যোহপি রাঘবঃ।

রাক্ষসভ্যঃ কপিভাশ্চ যৈর্বতো জয়মাপ্তবান্। ১৪

সেই সব রত্ন গ্রহণ করে মহাত্মা শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্ন

হয়ে উপকারী বানররাজ সুগ্রীব, বিভীষণ এবং অন্যান্য

রাক্ষস ও বানরদের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করলেন ;

কারণ তাঁদের সাহায্যে ভগবান শ্রীরাম যুদ্ধে জয় লাভ

করেছিলেন।

তে সর্বো রামদত্তানি রজানি কপিরাক্ষসাঃ।

শিরোভিধারয়ামাসুর্ভূজেষু চ মহাবলাঃ। ১৫

সেই সব মহাবলী বানর ও রাক্ষসগণ শ্রীরামচন্দ্র

প্রদত্ত রত্ন মন্তকে ও বাহুতে ধারণ করে নিলেন।

বসুমন্তঃ চ নৃপতিরিক্কাকৃণাং মহারথঃ।

অঙ্গদং চ মহাবাহুমঙ্গহারোপ্য বীরবান্। ১৬

রামঃ

কমলপত্রাঙ্কঃ

সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।

অঙ্গদে সুপুত্রোহয়ং মন্ত্রী চাপ্যনিলাক্শঃ। ১৭

সুগ্রীবমন্ত্রিতে যুক্তৌ মম চাপি হিভে রহৌ।

অর্হতো বিবিধাং পূজাং কৃত্বতে বৈ হরীশ্চরঃ। ১৮

তারপর ইক্ষ্বাকুর রাজা পরাক্রমী মহারথী কমলনয়ন

শ্রীরাম মহাবাহু হনুমান ও অঙ্গদকে ক্রোড়ে নিয়ে সুগ্রীবকে

বললেন—‘সুগ্রীব ! অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং পবনকুমার

হনুমান মন্ত্রী। বানররাজ ! এরা দুজন আমার জন্য মন্ত্রীরও

কাজ করছে এবং সর্বদা আমার হিতসাধনে ব্যাপ্ত।

সেইজন্য এবং বিশেষতঃ তোমার মাধ্যমে এরা আমার

দ্বারা বিশেষভাবে মান-সম্মান ও উপহার পাওয়ার যোগ্য।’

ইতুস্তা বাবমুচ্যাদ্ ভূষণানি মহাবশাঃ।

ম ববজ্ঞা মহার্হাণি তদাঙ্গদহনুমতোঃ। ১৯

এই বলে মহাবশস্বী শ্রীরাম শরীর থেকে বহুমূল্য

গয়না খুলে অঙ্গদ ও হনুমানকে পরিচয় দিলেন।

আভাষ্য চ মহাবীর্যান্ রাঘবো যুথপর্বজান্।

নীলং নলং কেসরিনং কুমুদং গজমাদনম্। ২০

সুশেণং পনসং বীরং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।

জাম্ববন্তং গবাঙ্কং চ বিনতং ধূম্রমেব চ। ২১

বলীমুখং প্রজঙ্ঘং চ সমাদং চ মহাবলম্।

দরীমুখং দধিমুখমিত্রজানুং চ যুথপম্। ২২

মধুরং শঙ্কয়া বাচা নেত্রাভ্যামপিবন্নিব।

সুহৃদো মে ভবন্ত্শ্চ শরীরং জাতরত্তথা। ২৩

যুগ্মাভিরুদ্ধত্শ্চাহং বাসনাং কাননৌকসঃ।

ধনো রাজা চ সুগ্রীবো ভবন্তিঃ সুহৃদাং বরৈঃ। ২৪

তারপর শ্রীরঘুনাথ মহাপরাক্রমী বানরযুথপতিদের

— নীল, নল, কেসরী, কুমুদ, গজমাদন, সুশেণ, পনস,

বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাঙ্ক, বিনত, ধূম্র,

বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, মহাবলী সংনাদ, দরীমুখ, দধিমুখ এবং

যুথপ ইত্ৰজানুকে ডেকে তাঁদের পানে প্রেমপূর্ণভাবে

দেখতে লাগলেন যেন, তাঁদের চোখ দিয়ে পান করছেন।

তিনি স্নেহযুক্ত মধুর স্বরে তাঁদের বললেন— ‘বানর-

বীরগণ ! আপনারা আমার সুহৃদ, শরীর ও ভাই।

আপনারাই আমাকে সংকট থেকে রক্ষা করেছেন।

আপনাদের মতো শ্রেষ্ঠ সুহৃদ পেয়ে রাজা সুগ্রীব ধন্য

হয়েছেন।’

এবমুস্তা দদৌ ভেভ্যো ভূষণানি যথার্থতঃ।

বজ্রানি চ মহার্হাণি সবজ্জে চ নরবভাঃ। ২৫

এই বলে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথ তাঁদের যথাযোগ্য

অলংকার ও বহুমূল্য হীরে দিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন।

তে পিবন্তঃ সুগন্ধীনি মধুনি মধুপিঙ্গলাঃ।

মাংসানি চ স্মৃষ্টানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ২৬

মধুর ন্যায় পিঙ্গল বর্ণের এই সকল বানর সেখানে সুগন্ধীযুক্ত মধুপান করতেন, রাজোচিত সুখভোগ করতেন এবং স্বাদু ফল মূল ভক্ষণ কবতেন।

এবং তেষাং নিবসতাঃ শাসঃ সাত্ত্বো যগৌ তদা।

মুহূর্তমিব তে সৰ্বে রামভক্ত্যা চ মেনিরে ॥ ২৭

এইভাবে বানররা সেখানে একমাসের বেশি কাটিয়ে দিল : কিন্তু শ্রীবঘ্ননাথের প্রতি ভক্তিবশতঃ এই অগণি তাঁদের কাছে এক মুহূর্তের মতো মনে হচ্ছিল।

রামোহপি রমে তৈঃ সার্বং বানরৈঃ কামরাপিভিঃ।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাষ্যে বাণীকীরে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনচত্বরিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

মহাশ্রী বাণীকীরি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একোনচত্বরিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

## চত্বরিংশঃ সর্গঃ (৪০)

বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসদের বিদায়

তথা স্ম তেষাং বসতামৃকবানররক্ষসাম্।

রাঘবন্ত মহাতেজাঃ সুগ্ৰীবমিদমব্রবীৎ ॥ ১

সেইস্থানে সুখে নিবাসকারী ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে অবস্থানকারী সুগ্ৰীবকে সম্বোধন করে মহাতেজস্বী শ্রীবঘ্ননাথ বললেন—

গমাতাং সৌমা কিঙ্কিফাং দুরাধ্বাং সুরাসুরৈঃ।

পালয়ন্ত মহামাতো রাজাঃ নিহতকণ্টকম্ ॥ ২

‘সৌমা ! এখন তুমি দেবতাগণ ও অসুরগণকে নিয়ে দুর্জয় কিঙ্কিফাপুরীতে যাও আর সেখানে মন্ত্রীদের সঙ্গে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করো।

অঙ্গদং চ মহাবাহো প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।

পশ্য ত্বং হনুমন্তং চ নলং চ সমুহাবলম্ ॥ ৩

সুবেণং শ্বশুরং বীরং তারং চ বলিনাং বরম্।

কুমুদং চৈব দুর্ধ্বং নীলং চৈব মহাবলম্ ॥ ৪

রাক্ষসৈশ্চ মহানীটৈর্দুর্ধ্বৈশ্চৈব

শ্রীরামও ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী সেইসকল বানর, মহাপরাক্রমী রাক্ষস ও দুর্ধ্ববলী রাজকেন্দ্রকে আনন্দে সময় কাটিতেন।

এবং তেষাং যগৌ শাসো দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ সুব বানরাণাং প্রহস্তানাং রাক্ষসানাং চ সর্গঃ ॥ ২৭

ইক্ষাকুনগরে রমো পরাঃ প্রীতিশাস্ত্রম্ রামস্য প্রীতিকল্পণেঃ কালস্থেবাং সুখং যগৌঃ ৩৭ এইভাবে শিশির-ঋতুর দ্বিতীয় মাসও সুখে কাটি গেল ইক্ষাকুবংশীয়া নরেশদের সেই সুবনা গ্রামনিগে গানর ও রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দ ও প্রেমের কণ থাকতেন। শ্রীরামের প্রেমপূর্ণ আতিথেয়তায় তারা তাঁ আনন্দে সময় অতিবাহিত করতেন।

বীরং শতবলিং চৈব মৈন্দং বিবিদমেব চ

গজং গবাক্ষং গবয়ং শরভং চ মহাবলম্ ॥ ১

অক্ষরাজং চ দুর্ধ্বং জাহ্নবন্তঃ মহাবলম্।

পশ্য প্রীতিসমায়ুক্তো গজমাদনমেব চ ॥ ২

‘মহাবাহো ! অঙ্গদ ও হনুমানকেও তুমি অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখবে। মহাবলী নল, শ্বশুর বীর সুবেণ, বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তার, দুর্ধ্ব বীর কুমুদ, মহাবলী নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ, বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবলী শরভ, মহান বল পরাক্রমযুক্ত দুর্জয় বীর অক্ষরাজ জাহ্নবান এবং গজমাদনের ওপরও তুমি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি রাখবে।

ঋষভং চ সুবিক্রান্তং প্রবলং চ সুপাটলম্।

কেসরিং শরভং শুভ্রং শঙ্খচূড়ং মহাবলম্ ॥ ৩

‘পরম পরাক্রমী ঋষভ, বানর, সুপাটল, কেসরি,

‘পরম পরাক্রমী ঋষভ, বানর, সুপাটল, কেসরি,



শব্দ, শুভ এবং মহাবলী শত্রুচক্রকেও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে  
দেবে

যে যে চ সুমহাস্থানো মদর্থে তান্ত্রজীবিতাঃ।

কৃৎ প্রীতিসংযুক্তো মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ। চ

এঁরা ছাড়াও যে সব মহামনস্বী বানরেরা

জন্মের জন্য তাঁদের প্রাণ বাজী রেখেছিল, তাঁদের ওপরেও

তুমি প্রেমদৃষ্টি রাখবে। তাঁদের অপ্রিয় কোনো কাজ

করবে না।

বনুজা চ সুগ্রীবমশ্রিয়া চ পুনঃ পুনঃ।

বিভীষণমুবাচাথ রামো মধুরয়া গিরা॥ ৯

এই কথা বলে শ্রীরাম সুগ্রীবকে বারংবার বুকে

জড়িয়ে ধরলেন এবং মধুর বাক্যে বিভীষণকে বললেন—

নর্যঃ প্রশাখি ধর্মেশ ধর্মজঙ্ঘনং মতো মম।

দুস্যা রাক্ষসানাং চ ভ্রাতৃবৈপ্রবণস্য চ। ১০

‘রাক্ষসরাজ! তুমি ধর্মপূর্বক লঙ্কাশাসন করো। আমি

তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলে মনে করি। তোমার নগরের

লোকজন, রাক্ষসকুল এবং তোমার ভাই কুবেরও

তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলেই মনে করে।

মা চ বুদ্ধিমধর্মে জ্বং কুর্যা রাজন্ কথঞ্চন।

বুদ্ধিমন্তো হি রাজানো ব্রুবমশ্রুতি মেদিনীম॥ ১১

‘রাজন্! তুমি কোনোপ্রকার অধর্মে মন দেবে না।

যাঁর বুদ্ধি ঠিক থাকে, তিনি অবশ্যই দীর্ঘকাল পৃথিবীর রাজ্য

ভোগ করেন।

অহং চ নিত্যশো রাজন্ সুগ্রীবসহিতস্তয়া।

মর্তব্যঃ পরয়া প্রীত্যা গচ্ছ জ্বং বিগতজ্বরঃ॥ ১২

‘রাজন্! তুমি সুগ্রীবসহ আমাকে সর্বদা স্মরণে

রাখবে। এবার নিশ্চিত হয়ে প্রসন্নতাপূর্বক এখান থেকে

গমন করো।’

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা রাক্ষবানররাক্ষসাঃ।

শাখাস্থিতি কাকুৎস্থং প্রশংসুঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১৩

শ্রীরামের আদেশ শুনে বানর, ভয়ুক ও রাক্ষসেরা

‘ধন্য-ধন্য’ বলে বারংবার তাঁর প্রশংসা করলেন।

তব বুদ্ধিমহাবাহো বীর্যমন্তুতমেব চ

মধুর্ঘং পরমং রাম স্বয়ম্ভোরিব নিত্যদা॥ ১৪

তাঁরা বললেন ‘মহাবাহু শ্রীরাম! স্বয়ম্ভুৎ প্রকার ন্যায়

আপনার স্বজাতির সর্বদা পরম মধুর্ঘ বর্তমান, আপনার বুদ্ধি  
ও পরাক্রম অদ্ভুত’।

তেষামেবং ব্রুবানানাং বানরাণাং চ রক্ষসাম্।

হনুমান্ প্রণতো ভূত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৫

বানর ও রাক্ষসেরা যখন এই কথা বলছিলেন,

শ্রীহনুমান তখন বিনম্রভাবে বললেন।

স্নেহো মে পরমো রাজংস্থয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা।

ভজিষ্য নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু॥ ১৬

‘মহারাজ! আপনার প্রতি আমার অতিশয় স্নেহ সদা

বজায় থাকবে। বীর! আপনার প্রতি যেন আমার নিশ্চল

ভক্তি থাকে, আপনি ব্যতীত আর কোথাও যেন আমার

আন্তরিক অনুরাগ না হয়।

যাবদ্ রামকথা বীর চরিত্যতি মহীতলে।

তাবচ্ছরীরে বৎসান্ত প্রাণা মম ন সংশয়ঃ॥ ১৭

‘বীর শ্রীরাম! এই পৃথিবীতে যতদিন রামকথা

প্রচলিত থাকবে, ততদিন নিঃসন্দেহে আমার প্রাণ যেন এই

শরীরেই বাস করে।

যচ্চেতচ্চরিতং দিব্যং কথা তে রঘুনন্দন।

তন্মমাল্লরসো রাম শ্রাবণোয়ুর্নরর্ষভা॥ ১৮

‘রঘুকুলনন্দন! নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম! এই যে আপনার

দিব্য চরিত্র ও জীবনের খুঁটিনাটি, তা যেন অল্পরারী আমায়

গেয়ে শোনায়

তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর তব চর্যামৃতং প্রভো।

উৎকর্ষাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ॥ ১৯

‘বীর প্রভো! আপনার সেই চরিতামৃত শুনে আমি

নিজের উৎকর্ষা সেভাবে দূর করব, যেমন বায়ু

মেঘপংক্তিকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়’।

এবং ব্রুবানং রামন্ত হনুমন্তং বরাসনাৎ।

উত্থায় সম্বজে স্নেহাদ্ বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২০

শ্রীহনুমানের এই কথায় শ্রীরাঘুনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ

সিংহাসন থেকে উঠে তাঁকে হৃদয়ে লাগিয়ে স্নেহপূর্বক এই

কথা বললেন—

এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।

চরিত্যতি কথা যাবদেষা লোকে চ মামিকা॥ ২১

তাবৎ তে ভবিতা কীর্তিঃ শরীরেই পাসবন্তথা।



লোকা হি যাবৎহাস্যন্তি তাবৎ হ্যাস্যন্তি মে কথাঃ ॥ ২২

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! তাই হবে, এতে কোন সংশয় নেই। জগতে যতদিন আমার কথা (জীবনচরিত) প্রচলিত থাকবে, ততদিন তোমার কীর্তি বজায় থাকবে এবং তোমার শরীরে প্রাণও থাকবে। যতদিন এই লোক বজায় থাকবে, আমার কথাও ততদিন স্থির থাকবে।

একৈকসোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।

শেষসোহোপকারাণাং ভবাম ঋষিনো বয়ম্ ॥ ২৩

‘কপে ! তুমি যে উপকার কবেছ, তার এক-একটির জন্য আমি আমার প্রাণবিসর্জন দিতে পারি। তোমার অন্তিম উপকারের জন্য তো আমি ঋণীই থেকে যাব।

মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যৎ জ্ঞয়োপকৃতং কপে।

নরঃ প্রতাপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্ ॥ ২৪

‘কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি এটাই চাই যে, তুমি আমার যা উপকার করেছ, তা যেন আমার ওপরেই বর্তায়। আমি যেন এর প্রতিদান করতে পারি, কারণ উপকারের বদলা বিপদকালেই উপস্থিত হয় (আমি চাই না, তুমি বিপদে পড়ো আর আমি তোমার উপকারের প্রতিশোধ করি)’।

ততোহস্য হারং চন্দ্রাভং মুচ্য কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ।

বৈদূর্যতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনুমতঃ ॥ ২৫

এই বলে শ্রীরঘুনাথ নিজ কণ্ঠ থেকে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হার খুলে, যার মধ্যে বৈদূর্যমণি ছিল, শ্রীহনুমানের গলায় পবিয়ে দিলেন।

তেনোরসি নিবন্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ।

ররাজ হেমশৈলেন্দ্রশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ ॥ ২৬

বন্ধঃস্থলে সেই বিশাল হার শ্রীহনুমানকে এমনভাবে শোভিত করল, যেন স্বর্ণময় গিরিরাজ সুমেরু শিখরে চন্দ্রোদয় হয়েছে।

শ্রদ্ধা তু রাঘবসৈতদুখ্যায়োখ্যায় বানরাঃ।  
প্রণম্য শিরসা পাদৌ নির্জখুস্তে মহাবলঃ ॥ ২৭

শ্রীরঘুনাথের বিদায়দানের কথা শুনে মহাবল বানরগণ এক এক করে উঠে তাঁর চরণে মাথা নত করে প্রণাম করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

সুগ্ৰীবঃ স চ রামেণ নিরন্তরমুরোগতঃ।

বিভীষণশ্চ ধর্মাভ্যা সর্বৈ তে বাস্পবিক্রমঃ ॥ ২৮

সুগ্ৰীব ও বিভীষণ শ্রীরামকে গাড়ভাবে অগ্নিহোম কর বিদায় নিলেন, তখন তাঁদের সকলে প্রোক্ষণাত্ন করে করতে শ্রীরামের ভাবী বিরহে ব্যথিত হয়ে উঠলেন।

সর্বৈ চ তে বাস্পকল্যাঃ সাক্ষেনেত্র্য বিচেতসঃ।

সম্মুতা ইব দুঃস্থেন তাজ্জঙ্ঘো রাঘবঃ তদা ॥ ২৯

শ্রীরামকে ছেড়ে যাবার সময় এরা দুঃখে কিংকর্ষ-বিমূঢ় ও অচেতনপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন, কারো কণ্ঠ আওয়াজ ছিল না, সকলেবই চোখে জল।

কৃতপ্রসাদান্তেনৈবং রাঘবেণ মহাবলঃ

জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সর্বৈ দেহী দেহমিব তাজ্জ ॥ ৩০

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের দ্বারা এভাবে কৃপা ও প্রসন্নতাসহকারে বিদায়দান সম্পন্ন হলে সকলে বিবশ হয়ে নিজ নিজ ঘরে গেলেন, যেমন জীবাশ্মা বাষ্প হয়ে যে আগ করে পরলোক গমন করে।

ততস্ত তে রাক্ষসঋক্ষবানরাঃ

প্রণম্য রামং রঘুবংশবর্ধনম্।

বিয়োগজাগ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনাঃ

প্রতিপ্রয়াতান্ত যথা নিবাসিনঃ ॥ ৩১

এইসব রাক্ষস, ভল্লুক ও বানর রঘুবংশবর্ধন শ্রীরামকে প্রণাম করে অশ্রুপূর্ণ চোখে নিজেদের নিবাসে ফিরে গেলেন।

ইত্যার্যে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

কুবেরের প্রেরিত হয়ে

চ

বিক্রম সহিতো রামঃ

ভল্লুক, বানর এবং

এদের সঙ্গে সুখ-স্ব

সমসহকারে সেখানে

রাণ্যরাসময়ে

মধুরাং

একদিন অপরাহ্নে

অবস্থানকরতঃ

দক্ষিণাশী শুনলেন।

সৌম্য রাম নিরীক্ষ

করতবনাং প্রাপ্তঃ

‘সৌম্য শ্রীরাম !

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত

সকল আছেন যে,

ফিরে আসা পুষ্পকবি

য শাসনমাজায়

উদাত্তঃ নরশ্রেষ্ঠ

‘নরশ্রেষ্ঠ !

সবার জন্য তাঁর ভ

হলেন—

নির্জঙ্ঘনঃ নরঃ

নিহজ যুধি

‘বিমান !

রাক্ষসরাজ রাবণ

নিয়ন্ত্রণে।

মহাপি পরমা

রাবণে সঙ্গশে

‘সুখ, বন্ধু

## একচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪১)

কুবেরের প্রেরিত পুষ্পকবিমানের উপস্থিত হওয়া এবং শ্রীরাম দ্বারা পূজিত এবং অনুগৃহীত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, তরত দ্বারা রামরাজ্যের বিশেষ প্রভাবের বর্ণনা

বিশৃঙ্গ চ মহাবাহুর্ধ্বকবানররাক্ষসান্।

ব্রাহ্মিঃ সহিতো রামঃ প্রমুদোদ সুখং সুখী। ১

ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসদের বিদায় জানিয়ে, ভ্রাতাদের সঙ্গে সুখ-স্বরূপ মহাবাহু শ্রীরাম সুখপূর্বক রাক্ষসসহকারে সেখানে থাকতে লাগলেন

জ্ঞাপরাসময়ে ব্রাহ্মিঃ সহ রাঘবঃ।

প্রাণ মধুরাং বালীমন্তরিকান্নহাপ্রভুঃ। ২

একদিন অপরাহ্নে (দ্বিপ্রহরের পর) নিজ ভ্রাতাদের সঙ্গে অবস্থানকরতঃ মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ এই মধুর প্রকাশবাণী শুনলেন।

সৌম্য রাম নিরীক্ষয় সৌম্যেন বদনেন মাম্।

কুবরভবনাং প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং প্রভো। ৩

‘সৌম্য শ্রীরাম! আপনি কৃপাপূর্বক প্রসন্নতা সহকারে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রভো! আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমি ইলাম কুবেরের ভবন থেকে ছিঁরে আসা পুষ্পকবিমান।

তব শাসনমাজ্জায় গতোহস্মি ভবনং প্রতি।

ঔপহ্বাতুং নরশ্রেষ্ঠ স চ যাং প্রত্যভাষত॥ ৪

‘নরশ্রেষ্ঠ! আপনার আদেশে আমি কুবেরের সেবার জন্য তাঁর ভবনে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বললেন—

নির্জিতবুং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাস্বনা।

নিহত্য যুধি দুর্ধ্বং রাক্ষসেশ্বরম্॥ ৫

‘বিমান! মহাত্মা মহারাজ শ্রীরাম যুদ্ধে দুর্ধ্ব রাক্ষসরাজ রাঘবকে বধ করে তোমাকে জয় করে নিয়েছেন।

যদ্যপি পরমা প্রীতির্হতে তস্মিন্ দুরাক্ষনি।

রাঘবে সগণে চৈব সপুত্রে সহবাক্ষবে॥ ৬

‘পুত্র, বন্ধু-বাক্ষব এবং সেবকগণসহ সেই দুরাক্ষা

রাঘব নাবা যাওয়ায় আমিও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

স হুং রামেণ লঙ্কায়াঃ নির্জিতঃ পরমাস্বনা।

বহ সৌম্য তমেব হুমহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥ ৭

‘সৌম্য! এক্ষণে পরমাত্মা শ্রীরাম এভাবে লঙ্কায় রাঘবের সঙ্গে তোমাকেও জয় করে নিয়েছেন; তাই আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি তাঁরই বাহনরূপে তথায় থাকো।

পরমো হোষ মে কামো যৎ হুং রাঘবনন্দনম্।

বহেলোকস্য সঞ্জানং গচ্ছস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৮

‘রঘুকুলকে আনন্দপ্রদানকারী শ্রীরাম সমস্ত জগতের আশ্রয়। তুমি তাঁর সেবার বাহনরূপে নিযুক্ত থাকো। এটিই আমার একমাত্র অভিলাষ অতএব তুমি নিশ্চিত্তে তথায় যাও’

সোহহং শাসনমাজ্জায় ধনদস্য মহাস্বনা।

হুংসকাস্মিনুপ্রাপ্তো নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মাম্॥ ৯

‘আমি এইভাবে কুবেরের নির্দেশেই আপনার কাছে এসেছি। সুতরাং আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাকে গ্রহণ করুন।

অধ্বাঃ সর্বভূতানাং সর্বেষাং ধনদাজ্জয়া।

চরামহং প্রভাবেণ তবাজ্জাং পরিপালয়ন্॥ ১০

‘আমি সর্বপ্রাণীর কাছেই অজেয় এবং কুবেরের আদেশ অনুসারে আপনার আদেশ পালন করে নিজ প্রভাবে সমস্ত লোকে বিচরণ করব’।

এবমুক্তদা রামঃ পুষ্পকেন মহাবলঃ।

উবাচ পুষ্পকং দৃষ্টা বিমানং পুনরাগতম্॥ ১১

পুষ্পকের এই কথায় মহাবলী শ্রীরাম সেই বিমানকে পুনঃ আসতে দেখে তাকে বললেন—

যদ্যেবং স্বাগতং তেহস্তু বিমানবর পুষ্পক।

আনুকূল্যাদ্ বনেশস্য বৃদ্ধদোষো ন নো ভবেৎ॥ ১২

‘বিমানরাজ পুষ্পক! যদি তাই হয়, তাহলে আমি

তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কুবেরের স্বীকৃতি থাকায় আমার মর্যাদাভঙ্গের দোষ হবে না'।

লাইজৈশ্চৈব তথা পুষ্পপুষ্পৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।

পূজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ পুষ্পকং তদা ॥ ১৩

এই কথা বলে মহাবাহু শ্রীরাম পুষ্প, ধূপ, চন্দন ইত্যাদি দিয়ে পুষ্পকের পূজা করলেন।

গম্যতামিতি চোবাচ আগচ্ছ ত্বং স্মরে যদা।

সিদ্ধানাং চ গতৌ সৌম্য মা বিবাদেন যোজয় ॥ ১৪

প্রতিঘাতস্ত তে মা ভূদ্ যথেষ্টং গচ্ছতো দিশঃ।

এবং বললেন—‘এখন তুমি যাও। আমি যখন স্মরণ করব, তখন চলে এসো। আকাশে অবস্থান করবে এবং আমার বিরহে দুঃখ পেয়ো না (আমি যথোপযুক্ত সময়ে তোমাকে ব্যবহার করব)। স্বেচ্ছায় সর্বদিকে গমনকালে তোমার কারো সঙ্গে কারো যেন ধাক্কা না লাগে এবং তোমার গতি যেন প্রতিহত না হয়।’

এবমস্তিতি রামেণ পূজয়িত্বা বিসর্জিতম্ ॥ ১৫

অভিপ্রেতাং দিশং তস্মাৎ প্রায়াৎ তৎ পুষ্পকং তদা

পুষ্পক ‘(এবমস্ত)’ ‘তাই হবে’, বলে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিল। শ্রীরাম তাঁর পূজা করে এইভাবে যখন তাকে যাওয়ার আদেশ দিলেন, তখন পুষ্পক সেখান থেকে অতীষ্ট দিকে চলে গেল।

এবমস্তিহিতে তস্মিন্ পুষ্পকে সুকৃতাস্থনি ॥ ১৬

ভরতঃ প্রাজ্জলির্বাণ্যমুবাচ রঘুনন্দনম্

পুণ্যময় পুষ্পকবিমান এইভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলে শ্রীভরত হাত জোড় করে শ্রীরঘুনাথকে বললেন—

বিবুধান্নি দৃশ্যন্তে ত্বয়ি বীর প্রশাসতি ॥ ১৭

অমানুষানি সত্ত্বানি ব্যাক্ততানি মুহূৰ্ভুঃ।

‘বীরবর ! আপনি দেবস্বরূপ ! তাই আপনার শাসনকালে মনুষ্যোত্তর প্রাণীদেরও বারম্বার মানুষের মতো সন্তোষণ করতে দেখা যায়।

অনাময়শ্চ মর্ত্যানাং সাত্ত্বো মাসো গতৌ দায়ম্ ॥ ১৮

জীর্ণানামপি সত্ত্বানাং মৃত্যুর্নাস্তি রাঘব।

অরোগপ্রসবা নারীণাং বপুষ্মন্তো হি মানবাঃ ॥ ১৯

‘রাঘব ! এক মাসের অধিক আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন, তখন থেকে সকলকেই নীরোগ দেখা যায় বৃদ্ধ প্রাণীদের কাছেও মৃত্যু আসে না। নারীগণ বিনা কষ্টে প্রসব করছেন। সকল মানুষকেই হৃষ্ট-পুষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হর্ষশ্চাত্ত্বিকো রাজজ্ঞনস্যা পুরবাসিনঃ।

কালে বর্ষতি পর্জনাঃ পাতয়ামৃতং পরঃ ॥ ২০

‘রাজন্ ! পুরবাসীদের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে। মেঘ ঠিক সময়মতো অমৃত সমান জলবর্ষণ করছে।

বাতাস্চাপি প্রবাত্তোতে স্পর্শযুক্তাঃ সুখাঃ শিবাঃ।

ঈদৃশো নশ্চিরং রাজা ভবেদिति নরেশ্বরঃ ॥ ২১

কথয়ন্তি পুরে রাজন্ পৌরজানপদাত্তথা

‘বায়ু এমনভাবে বইছে যে, তার স্পর্শ শীতল ও সুখদায়ক মনে হচ্ছে। রাজন্ ! নগর ও জনপদের সোকে বলা-বলি করছে যে, পুরীতে চিরকাল ধরে এমনই প্রভাবশালী রাজা যেন থাকেন’।

এতা বাচঃ সুমধুরা ভরতেন সমীরিতাঃ।

শ্রদ্ধা রামো মুদা যুক্তো বভূব নৃপসত্তমঃ ॥ ২২

ভরতের কথিত এই সুমধুর কথা শুনে নৃপশ্রেষ্ঠ

শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥



## ষিচছারিংশঃ সর্গঃ (৪২)

অশোক বনে শ্রীরাম ও সীতার বিহার, গর্ভধারিণী সীতার উপোদন দর্শনের  
ইচ্ছা প্রকট করা এবং শ্রীরামের স্বীকৃতি প্রদান করা

বিসৃজ্য ততো রামঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্।

এবিশ মহাবাহরশোকবনিকাং তদা ॥ ১

সুবর্ণভূষিত পুষ্পকবিমান বিদায় করে মহাবাহ

ইরম অশোক বনে (অন্তঃপুরে বিহার যোগ্য উপবনে)

প্রবেশ করলেন।

স্নানান্তরূতৈশ্চ তুঙ্গকালেয়াকৈরপি।

সমস্তাদুপশোভিতাম্ ॥ ২

চন্দন, অগুরু, আম, নারকেল, রক্তচন্দন এবং

বেদক-বন সকল দিকে তার শোভা বৃদ্ধি করছিল।

স্পর্শকশোকগুহাগমধুকপনসাসনৈঃ।

শোভিতাং পারিজাতৈশ্চ বিধুমজ্জলনপ্রভৈঃ ॥ ৩

চম্পা, অশোক, মল্লয়া, কাঁঠাল, অমন এবং ধূসর

জগির সমান প্রকাশিত পারিজাতে সেই বাটিকা সুশোভিত

ছিল।

লোহনীপার্জুনৈর্নাগৈঃ সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ।

মল্লারকদলীশুলভাজালসমাবৃতাম্ ॥ ৪

লোধ, কদম্ব, অর্জুন, নাগকেশর, ছিতবন,

অতিমুক্তক, মন্দার, কদলী এবং শুল্ল ও লতাসমূহ তার

চারদিকে ব্যাপ্ত ছিল।

প্রিয়মুখিঃ কদম্বৈশ্চ তথা চ বকুলৈরপি।

জম্বুজিহ্বাভিমৈশ্চৈব কোবিদারৈশ্চ শোভিতাম্ ॥ ৫

প্রিয়মু, ধূলিকদম্ব, বকুল, জাম, ডালিম এবং

কোবিদার ইত্যাদি বৃক্ষ সেই উপবনকে সুশোভিত করে

অবলম্বন করছিল।

সর্বদা কুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবন্তির্মনোরমৈঃ।

৥ ৬

বিলাসজরসোপেতৈস্তরুণাকুরপল্লবৈঃ

সর্বদা ফুল-ফল প্রদানকারী রমণীয়, মনোরম, দিবা

রস ও গন্ধযুক্ত এবং নব অকুর ও পল্লবে অলংকৃত বৃক্ষও

অশোকবনের শোভাবৃদ্ধি করত।

তুংগৈব তরুভির্দীব্যৈঃ শিল্লিভিঃ পরিকল্পিতৈঃ।

৥ ৭

তরুপল্লবপুষ্পাটোর্মন্ত্রমরসঙ্কুলৈঃ

বৃক্ষরোপণে কুশল মালী দ্বারা তৈরি দিবা বৃক্ষ

-যাতে মনোহর পল্লব ও পুষ্প শোভিত এবং মন্ত্র ভ্রমর

গুণ্ধ্যমান, সেই উপবনের শ্রীবৃদ্ধি করছিল।

কোকিলৈঃকুরাঙ্গৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিঃ।

শোভিতাঃ শতশচিহ্নাঃ চূড়বৃক্ষবতংসকৈঃ ॥ ৮

কোকিল, কুরাঙ্গ আদি বিভিন্ন রং এবং নানা পাখী

সেই বনের শোভা বৃদ্ধি করে, আমতালে বসে বিচিত্র সুধুমা

সৃষ্টি করছিল।

শাতকুন্ডলিনীভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখোপমাঃ।

নীলাঞ্জলিনিভাচ্চান্যে ভাষ্টি তত্র স্ম পাদপাঃ ॥ ৯

কোনো বৃক্ষ স্বর্ণের মতো, কোনটি অগ্নিশিখার ন্যায়

উজ্জ্বল, কোনটি নীল অঞ্জনের মতো শ্যাম, যারা স্বয়ং

সুশোভিত হয়ে উপবনের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

সুরভীণি চ পুষ্পাণি মাল্যানি বিবিধানি চ।

দীর্ঘিকা বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিষা ॥ ১০

সেখানে বহু প্রকার সুগন্ধী পুষ্প ও মালাগুচ্ছ

দৃষ্টিগোচর হত। উত্তম জলে ভর্তি নানা পুকুর দেখা যেত।

মাণিক্যকুতসোপানাঃ স্ফটিকান্তরকুট্টমাঃ।

ফুলপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥ ১১

যাতে মাণিক্যের সিঁড়ি ছিল, সিঁড়ির পরে কিছু দূর

পর্যন্ত জলের ভিতর মাটি স্ফটিক মণি দিয়ে বাঁধা ছিল। তার

মধ্যে প্রস্ফুটিত কমল ও কুমুদ শোভা পেত, চক্রবাকও তার

শোভা বাড়াত।

দাত্যহৃৎকসংঘুষ্টা হংসসারসনাদিতাঃ।

তরুভিঃ পুষ্পশবলৈকীরজৈরুপশোভিতাঃ ॥ ১২

পাপিয়া ও তোতা মিলি বাক্য বলছিল। হংস ও

সারসের কলরব গুঞ্জন করছিল। ফুলে পূর্ণ তটবর্তী বৃক্ষ

তাকে শোভা সম্পন্ন করে তুলেছিল।

প্রাকারৈবিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলাতলৈঃ।

তত্রৈব চ বনোদ্দেশে বৈদূর্ঘ্যমণিসমিভৈঃ ॥ ১৩

শাখালৈঃ পরমোপেতাঃ পুষ্পিতক্রমকাননাম্।

সেটি নানাপ্রকার শিলাদ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানে

বনের প্রান্তে নীলার মতো রংয়ে সবুজ ঘাস সেই বাটিকার

শৃঙ্গার করত। সেখানে বৃক্ষসমূহ ফুলের ভারে নত হয়ে

ছিল।

তত্র সংঘর্ষজাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাম্ ॥ ১৪

প্রস্তরাঃ পুষ্পশবলা নভস্তারাগণৈরিব।

সেখানে পরস্পর স্পর্শ করে পুষ্প-বৃক্ষের ঝড়ে  
পড়া ফুল কালো প্রস্তরের ওপর পড়ে থাকায় মনে হতো  
যেন তারায় অলংকৃত আকাশ।

নন্দনঃ হি যথেক্সা ব্রাহ্মঃ চৈত্ররথঃ যথা। ১৫  
তথাভূতঃ হি রামসা কাননঃ সন্নিবেশনম্।

ইন্দ্রের যেমন নন্দন বন এবং শ্রীরক্ষার নির্মিত  
কুবেরের চৈত্ররথ বন সুশোভিত, তেমনই সুন্দর ভবনে  
বিভূষিত শ্রীরামের ক্রীড়া কানন শোভা পাচ্ছিল।

বহাসনগৃহোপেতাঃ লতাগৃহসমাবৃতাম্॥ ১৬

অশোকবনিকাঃ শ্মীভাঃ প্রবিশা রঘুনন্দনঃ।

আসনে চ শুভাকারে পুষ্পপ্রকরভূষিতে॥ ১৭  
কুশান্তরণসংস্কীর্ণে রামঃ সন্নিবাসাদ হ

সেখানে এমন বহু ভবন ছিল, যেখানে বসার জন্য  
বহু আসন সাজানো ছিল। সেই বাড়িকা অনেক লতামণ্ডলে  
সম্পন্ন দেখাত। সেই সমৃদ্ধিশালিনী অশোকবনে প্রবেশ  
করে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম পুষ্পরাশি বিভূষিত এক সুন্দর  
আসনে উপবেশন করলেন, যার ওপর কালীন পাতা ছিল।  
সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেকং শুচি। ১৮  
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শচীকে সুধাপান করাতেন,  
তেমনই ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম নিজ হাতে পবিত্র পেয় মধু  
সীতাদেবীকে পান করালেন।

মাংসানি চ সূম্ভানি ফলানি বিবিধানি চ। ১৯  
রামস্যাত্যবহারার্থং কিম্বরাশূর্ণমাহরন্।

সেবকরা শ্রীরামের ভোজনের জন্য শীঘ্রই রাজোচিত  
ভোগ্য পদার্থ (নানাপ্রকার বাজ্ঞন) ও নানাপ্রকার ফল নিয়ে  
আসেন।

উপানৃত্যংশ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ। ২০  
অঙ্গরোরগসংঘাশ্চ কিম্বরীপরিবারিতাঃ।

সেই সময় রাজা রামের কাছে নৃত্য গীত পাটয়সী  
অঙ্গরা ও নাগকন্যাগণ কিম্বরীদের সঙ্গে নৃত্য করতে  
থাকেন।

দক্ষিণা রূপবত্যাশ্চ দ্বিযাঃ পানবশং গতাঃ॥ ২১  
উপানৃত্য কাকুৎস্থঃ নৃত্যগীতবিশারদাঃ

নৃত্য-গীতে কুশল ও চতুর, বহু রূপবতী নারী  
মধুপানের আবেশে শ্রীরামের নিকট নিজ নিজ নৃত্যকলা  
প্রদর্শন করতে থাকেন।

মনোহভিরামা রামাস্তা রামো নন্যাত্যং নরঃ॥ ২২  
রময়ামাস ধর্মাত্মা নিজাং পরমভূষিতাং

অপরকে সমস্ত প্রদানকারী পুরুষদের মধ্যে  
ধর্মাত্মা শ্রীরাম সদা উত্তমবস্ত্র ভূষণে ভূষিত হত।  
মনোহরিত্বাম বমণীদেব উপহার ইত্যাদি দিয়ে সন্ত  
বাস, তন

স তয়া সীতয়া সার্মাসীনো নিরাজে হা। ২৩  
অন্যদন্ত্যা ইনাসীনো বসিষ্ঠ ইন তেজস

সেই সময় ভগবান শ্রীরাম সীতাসমীপে  
সিংহাসনে বিরাজ করে নিজ তেজে অকল্পনীয় সন্ত  
শ্রীবসিষ্ঠের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাঃ সুসমুতোপমানা॥ ২৪  
রময়ামাস বৈদেহীমহন্যহনি নৈবসং।

এইভাবে প্রতাহ শ্রীরাম দেবতার ন্যায় আনন্দ  
থেকে দেবকন্যাসম সুন্দরী বিদেহনন্দিনী সীতার সঙ্গে বস  
করতেন।

তথা তয়োর্বিহরতোঃ সীতারায়নমোচ্চিসম্ ২৫  
অত্যক্রমচ্ছুভঃ কাশঃ শৈশিরো ভোগদঃ সন্  
প্রাপ্তয়োর্বিবিধান্ ভোগানতীতঃ শিশিরাগমঃ ২৬

সীতা ও শ্রীবয়নাথ এইভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে বিহার  
করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সন্ ভোগপ্রদানকারী শিশির  
ঋতুর সুন্দর সময় বাতীত হয়ে যায় নানা ভোগ উপভোগ  
করতে করতে সেই রাজদম্পতির শিশির তাজ অতিক্রম  
হয়ে যায়।

পূর্বাহ্নে ধর্মকার্যানি কৃত্বা ধর্মেষ ধর্মবিৎ  
শেষং দিবসভাগার্থমন্তঃপূরণতোহভবৎ॥ ২৭

ধর্মজ্ঞ শ্রীরাম দিনের পূর্বভাগে ধর্ম অনুসারে গার্হ  
কৃত্য করতেন এবং বাকী অর্ধদিন অন্তঃপুরে থাকতে  
সীতাপি দেবকার্যানি কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকানি বৈ  
শুশ্রূণামকরোৎ পূজাং সর্বাসামবিশেষতঃ ২৮

সীতাদেবীও পূর্বাহ্নে দেবপূজা ইত্যাদি করে  
গুরুজনের সমানভাবে সেবা-পূজা করতেন।

অভ্যগচ্ছৎ ততো রামঃ বিচিৎরাভরণাধরা  
ত্রিবিষ্টপে সহস্রাক্ষমুপবিষ্টঃ যথা শচী॥ ২৯

তারপর বিচিত্র বস্ত্রভূষণে বিভূষিত হয়ে শ্রীরাম  
কাছে যেতেন, ঠিক তেমনভাবে যেমন স্বর্গে শচী সহস্র  
ইন্দ্রের সেবায় উপস্থিত হতেন।

কৃত্বা তু রামবঃ পত্নীঃ ক  
পূর্বমুখ্যং লেভে সাধু  
সেই কালে শ্রীরামচন্দ্র পত্নী  
সুন্দর হর্ষ লাভ করলেন এবং  
শচী উভয়?

শচীচ বরারোহাঃ সীতা  
সমজাজো বৈদেহি  
শ্রীমদ্বি বরারোহে কামঃ  
তখন তিনি দেবকন্যা

সেজন—বিদেহনন্দিনী! তো  
নয় উপস্থিত হয়েছে। বরারো  
এই তোমার কী মনোস্থামনা  
কৃত্বা তু বৈদেহী

অপারনানি পুণ্যানি  
সমগ্রীপেপিত্তানামৃশীণামুগ্রহে  
সম্মুখানি দেব  
এ মে পরমঃ কামো  
অপকরাত্রিঃ কাকুৎস্থ

ইত্যর্বেশ্রী  
মহর্ষি বাণ্ডীবি

ভদ্রের পুরবাসী

রাজানম্  
বহুরূপাণাং  
সেখানে উপবিষ্ট

নানাপ্রকার কথা বলায় কু  
স্বদিক থেকে এসে উপস্থিত  
নিজস্ব মধুমন্ত্ৰ কা  
ইত্যাদিঃ কাশিমো  
তাদের সকলের নাম  
কলাপ, মঙ্গল, কুল, সুব



তু রাঘবঃ পত্নীঃ কল্যাণেন সমম্বিতাম্।  
সেই কালে শ্রীরামচন্দ্র পত্নীর গর্ভের মঙ্গলচিহ্ন দেখে  
বদনমুখ হর্ষ লাভ করলেন এবং বললেন— 'খুব ভালো,  
এই উত্তম'।

জরীচ বরারোহাঃ সীতাঃ সুনসূতোপমাম্।  
মণ্ডলাভো বৈদেহি ত্বয়ায়ঃ সম্প্রসিদ্ধাঃ ॥ ৩১  
কিম্বাসি বরারোহে কামঃ কিং ক্রিয়তাং তব

তখন তিনি দেবকনার নায় সুন্দরী সীতাকে  
দেলেন— 'বৈদেহনন্দিনী! তোমার গর্ভ থেকে পুত্র প্রাপ্তির  
ক্ষয় উপস্থিত হয়েছে বরারোহে! বল তোমার কী ইচ্ছা?  
তব তোমার কী মনোজ্ঞামনা পূর্ণ করব?'

ক্বিতং ক্বা তু বৈদেহী রামঃ বাকামথারবীং ॥ ৩২  
তুপাবনানি পুণ্যানি জষ্টুমিচ্ছামি রাঘব।

জাতীরোপবিষ্টানামৃষীগামুগ্রতেজসাম্ ॥ ৩৩  
জলমুলাশিনাং দেব পাদমূলেষু বর্তিতুম্।

এ মে পরমঃ কামো যমূলফলভোজিনাম্ ॥ ৩৪  
মপেক্ষত্রিঃ কাকুৎস্থঃ নিবসেয়ঃ তপোবনে।

সীতাদেবী তখন হেসে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন  
— 'রঘুনন্দন! আমার একদার তপোবন দেখতে ইচ্ছা  
হচ্ছে। দেন! গঙ্গাতীরে থেকে ফল-মূল আহরণকারী যেসব  
ঐরা তেজস্বী মন্তর্ষি আছেন, তাঁদের সমীপে কিছুদিন থাকতে  
চাই। কাকুৎস্থ! ফল-মূল আহরণকারী মহাদেবের তপোবনে  
এক রাত নিবাস করব, এখন এটিই আমার সব থেকে বড়  
ইচ্ছা।'

তথোক্তি চ প্রতিজ্ঞাতঃ রামেনাক্রিষ্টকর্মণা।  
বিশ্রদ্ধা জল বৈদেহি শো গনিস্যাসংশয়ম্ ॥ ৩৫  
মহান কর্মকারী শ্রীরাম অন্যায়সেই সীতার এই  
ইচ্ছা পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা করেন ও বলেন— 'বৈদেহনন্দিনী!  
নিশ্চিন্তে থাকো। কালই তুমি সেখানে যাবে, এতে কোন  
সংশয় নেই'।

এবমুক্তা তু কাকুৎস্থো মৈথিলীঃ জনকাস্বজাম্।  
মধ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম সুন্দরবৃত্তঃ ॥ ৩৬  
মিথিলেশকুমারী জানকীকে একথা বলে ককুৎস্থ-  
কুলনন্দন শ্রীরাম তাঁর মিত্রদেব সঙ্গে মধ্য কক্ষে চলে  
গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে দ্বিচত্রারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥  
মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিচত্রারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

### ত্রিচত্রারিংশঃ সর্গঃ (৪৩)

ভক্তের পুরবাসীদের মুখ থেকে সীতার বিষয়ে শোনা অশুভ-চর্চা শ্রীরামকে অবগত করানো

জত্রোপবিষ্টঃ রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ। সুমাগধ।

তথানাং বহুরূপাণাং হাস্যকারাঃ সমস্ততঃ ১

সেখানে উপবিষ্ট মহারাজ শ্রীরামের কাছে

নানাপ্রকার কথা বলায় কুশল, হাস্যবিনোদকারী সখা

সবদিক থেকে এসে উপস্থিত হতেন।

বিজয়ো মধুমন্তঃ কাশ্যাপো মঙ্গলঃ কুলঃ।

সুরাজিঃ কালিয়ো ভদ্রো দত্তবজ্রঃ সুমাগধঃ ॥ ২

তাঁদের সকলের নাম এইরূপ ছিল—বিজয়, মধুমন্ত,

কুশল, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দত্তবজ্র,

এতে কথা বহুবিধাঃ পরিহাসসমম্বিতাঃ।

কথরাতি ন্ম সংহৃষ্টা রাঘবস্য মহাস্বনঃ ৩

এঁরা সকলে অত্যন্ত আনন্দে শ্রীরঘুনাথের কাছে

নানাপ্রকার হাস্যবিনোদ পূর্ণ কথা বলতেন।

ততঃ কথায়্যং কস্য্যংচিদ্ রাঘবঃ সমভাষত।

কাঃ কথা নগরে ভদ্র বর্তন্তে বিষয়েষু চ ॥ ৪

সেই সময় কথা প্রসঙ্গে শ্রীরঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলেন

— 'ভদ্র! আজকাল নগর ও রাজ্যে কোন কথা বিশেষভাবে



চর্চিত হচ্ছে ?

মামাগ্রিতানি কান্যাহঃ পৌরজনপদা জনাঃ ।  
কিং চ সীতাং সমাগ্রিতা ভরতং কিং চ লক্ষ্মণম্ ॥ ৫  
কিং নু শত্রুঘ্নমুদ্দিশ্য কৈকেয়ীং কিং নু মাতরম্ ।  
বক্তব্যতাং চ রাজানো বনে রাজ্যো ব্রজন্তি চ ॥ ৬

‘নগর ও জনপদের লোকেরা আমার, সীতার, ভরতের, লক্ষ্মণের ও শত্রুঘ্ন এবং মাতা কৈকেয়ীর বিষয়ে কী বলে ? কারণ রাজা যদি আচার-বিচারহীন হন, তাহলে তিনি নিজ রাজ্যে এবং বনে (মুনি-ঋষিদের আশ্রমে) ও নিশাব বিষয় হয়ে ওঠেন—সর্বত্র তাঁর বিষয়ে মন্দ চর্চা হয়’।

এবমুক্তে তু রামেশ ভদ্ৰঃ প্রাজ্ঞলিরব্রবীৎ ।

হিতাঃ শুভাঃ কথা রাজন্ বর্তন্তে পুরবাসিনাম্ ॥ ৭

শ্রীরামচন্দ্র একথা বলায় ভদ্ৰ হাত জোড় কবে বলেন—‘মহারাজ ! আজকাল পুরবাসীদের মধ্যে আপনাকে নিয়ে সদা ভালো চর্চাই হয়।

অমুং তু বিজয়ং সৌম্য দশগ্রীববখার্জিতম্ ।

ভূয়িষ্ঠং স্বপুরে পৌরৈঃ কথান্তে পুরুষর্ষভ ॥ ৮

‘সৌম্য ! পুরুষোত্তম ! দশগ্রীব-বধ সম্বন্ধী আপনার যে বিষয়গাথা, তাই নিয়ে নগরের লোকেরা অধিক চর্চা করে থাকে।’

এবমুক্তস্ত ভদ্ৰেশ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ।

কথয়ন্ত যথাতত্বং সর্বং নিরবশেষতঃ ॥ ৯

শুভাশুভানি বাক্যানি কান্যাহঃ পুরবাসিনঃ ।

শ্রুত্বোদানীং শুভং কুর্যাং ন কুর্যামশুভানি চ ॥ ১০

ভদ্ৰ একথা বলায় শ্রীরঘুনাথ বলেন—‘পুরবাসিগণ আমার বিষয়ে কী কী শুভ বা অশুভ কথা বলে, তা যথার্থভাবে পূর্ণতঃ বলো। এখন তাঁদের শুভ কথা শুনে, যা তাঁরা শুভ বলে মনে করেন, আমি তদনুরূপ আচরণ করব আর অশুভ কথা—যাকে তাঁরা অশুভ মনে করেন, তা ত্যাগ করব।

কথয়ন্ত চ বিপ্রকো নির্ভয়ং বিগতজ্বরঃ ।

কথয়ন্তি যথা পৌরাঃ পাপা জনপদেষু চ ॥ ১১

‘তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বস্তভাবে ভয় না পেয়ে বলো। পুরবাসী ও জনগণ আমার বিষয়ে কী অশুভ চর্চা করে থাকেন ?’

রাঘবেণৈবমুক্তস্ত ভদ্ৰঃ সুরচিরং বচঃ ।

প্রভাবাচ মহাবাহুঃ প্রাজ্ঞলিঃ সুদমতিঃ ॥ ১২  
শ্রীরঘুনাথ একথা বলায় ভদ্ৰ হাত জোড় করে কবে বলেন—

শৃণু রাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্  
চক্রাপণরথাসু বনেশূপবনেষু ॥ ১৩

‘রাজন্ ! শুনুন, পুরবাসিগণ চৌকায়, নাকায়, নাস্তায় এবং বনে, উপবনে ও আপনার বিশেষ কীদৃশ শুভ অশুভ কথা বলেন, তা বলছি

দুন্দরং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্  
অশ্রুতং পূর্বকৈঃ কৈশ্চিদ নৈবরশি সসননৈঃ ॥ ১৪

‘তাঁরা বলেন—শ্রীরাম সমুদ্রে ওপরে সেতু নির্মাণ করে দুন্দর কর্ম করেছেন। এমন কর্ম তো আগে কেহও দানবও করেছেন বলে শোনা যায়নি।

রাবণাশ্চ দুরাধর্যো হতঃ সবলশয়নঃ

বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ বহু বানরাঃ ॥ ১৫

‘শ্রীরাম দুর্ধর্ষ রাবণকে সেনা ও বাহিনীসহ হার করেছেন এবং ঋক্ষসদের সঙ্গে ভল্লুক ও বানরদেরও হার করেছেন।

হত্যা চ রাবণং সংখ্যো সীতামাহত্যা রামকঃ

অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃদ্বা যবেশ্য পুনরামরঃ ॥ ১৬

‘কিন্তু একটি বিষয়ে খটকা লাগে, যুদ্ধে রাবণকে হার করে শ্রীরঘুনাথ সীতাকে নিজ গৃহে আনেন তাঁর হন সীতার চরিত্র নিয়ে রোষ বা অমর্ষ হয়নি।

কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখং

অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাকৃতম্ ॥ ১৭

লক্ষ্ম্যমপি পুরা নীতামশোকবনিকাং গতাঃ

রক্ষসাং বশমাপ্রাং কথং রামো ন কুৎসতি ॥ ১৮

অস্ম্যাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি

যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাধিনুবর্ততে ॥ ১৯

‘সীতা-সম্ভোগজনিত সুখ তাঁর পক্ষে কেমন

প্রথমে রাবণ বঙ্গপূর্বক সীতাকে ক্রোড়ে করে তাঁর

অপহরণ করেন, পরে তাঁকে তিনি লক্ষ্ম্য নিয়ে যান এবং

সেখানে তিনি তাঁকে অশ্রুপূর্বের ক্রীড়াকানন অশোকবনে

রাখেন। এইভাবে তিনি বহুদিন ঋক্ষসদের অধীন থাকেন,

তবুও শ্রীরাম তাঁকে হয়ে দৃষ্টিতে দেখেন না কেন ? এখন

আমাদেরও নারীদের এরূপ ব্যাপার সহ্য করতে হবে

রাজ্য রাজা যা কবেন, প্রজারাও তার অনুকরণ করতে থাকে।

এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুনরাসিনঃ।  
সর্বেষু চ সর্বেষু রাজন্ জনপদেষু চ। ২০  
‘রাজন্! সমস্ত নগর ও জনপদের পুরবাসী মানুষ

এইভাবে অনেক কথা বলছেন।’  
সম্রাট ভাষিতঃ শ্রদ্ধা রাঘবঃ পরমার্থবৎ।  
উবাচ সুহৃদঃ সর্বান্ কথমেতদ্ বদন্ত মাং॥ ২১

ভদ্রের কথা শুনে শ্রীরাঘুনাথ অত্যন্ত আহত হয়ে সব  
সুহৃদদের জিজ্ঞাসা করলেন—‘আপনারাও আমাকে বলুন,

এই কথা কতটা ঠিক।’

সর্বো তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।  
প্রভাতু রাঘবঃ দীনমেবমেতন্ম সংশয়ঃ॥ ২২

তখন সকলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে শ্রীরামকে প্রণাম  
করে দীনভাবে জানালেন—‘প্রভো! ভদ্রের এই কথা ঠিক,  
এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই’।

শ্রদ্ধা তু নাকাং কাকুৎস্থঃ সর্বোবাং সমুদীরিতম্।  
বিসর্জয়ামাস তদা ব্যাসান্ শত্রুসূদনঃ॥ ২৩

সকলের মুখে এই কথা শুনে শত্রুসূদন শ্রীরাম  
তখনই সব সুহৃদদের বিদায় জানালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৪৩।

### চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৪)

শ্রীরামের আহ্বানে সকল ভ্রাতাদের তাঁর সমীপে আসা

বিস্জা তু সুহৃদর্গঃ বুধ্যা নিশ্চিতা রাঘবঃ।  
সমীপে দ্বাঃস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ। ১

আত্মীয়-স্বজনদের বিদায় জানিয়ে কর্তব্য স্থির করে  
শ্রীরাঘুনাথ নিকটবর্তী দ্বারপালকে বললেন—

শীঘ্রমানস সৌমিত্রিং লক্ষণং শুভলক্ষণম্।  
ভরতঃ চ মহাভাগং শত্রুঘ্নমপরাজিতম্। ২

‘তুমি শীঘ্রই মহাভাগ ভরত, সুমিত্রানন্দন শুভ  
লক্ষণযুক্ত লক্ষণ এবং অপরাজিত বীর শত্রুঘ্নকে এখানে

ডেকে আনো’।  
রামসা বচনং শ্রদ্ধা দ্বাঃস্থো মূর্খি কৃতাজ্জলিঃ।  
লক্ষণস্য গৃহং গত্বা প্রবিবেশানিবারিতঃ॥ ৩

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শুনে দ্বারপাল হাত জোড় করে  
তাঁকে প্রণাম করেন এবং অবাধে লক্ষণের ভবনের

দ্বারদ্বারে প্রবেশ করলেন।  
উবাচ সুমহাশ্বানং বর্ষয়িত্বা কৃতাজ্জলিঃ।  
ইমিচ্ছতি রাজা দ্বাং গমতাং তত্র মা চিরম্॥ ৪

সেখানে হাত জোড় করে তাঁর জয়ঘোষ করে তিনি  
মহাশ্বা লক্ষণকে বলেন—‘কুমার! মহারাজ আপনার সঙ্গে

দেখা করতে চাইছেন। অতএব শীঘ্র চলুন, দেবী করবেন  
না।’

বাচমিত্যেব সৌমিত্রিঃ কৃত্বা রাঘবশাসনম্।  
প্রাভবদ্ রথমারুহ্য রাঘবস্য নিবেশনম্॥ ৫

সুমিত্রাকুমার লক্ষণ তখন ‘ঠিক আছে’ বলে  
শ্রীরামের আদেশ শিরোধার্য করে তখনই রথে করে

শ্রীরাঘুনাথের মহলের উদ্দেশ্যে তীব্রগতিতে গমন  
করলেন।

প্রয়াস্তং লক্ষণং দৃষ্টা দ্বাঃস্থো ভরতমস্তিকাৎ।  
উবাচ ভরতঃ তত্র বর্ষয়িত্বা কৃতাজ্জলিঃ॥ ৬

বিনয়াবনতো ভূত্বা রাজা দ্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।  
লক্ষণ রওনা হলে দ্বারপাল ভরতের কাছে গিয়ে

জয়-জয়কার করে বিনীতভাবে বলল—‘প্রভো! মহারাজ  
আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন’।

ভরতস্ত বচঃ শ্রদ্ধা দ্বাঃস্থাদ্ রামসমীরিতম্॥ ৭  
উৎপাতাসনাৎ তূর্ণং পশ্যামেব মহাবলঃ।

শ্রীরাম প্রেরিত দ্বারপালের মুখে এই কথা শুনে  
মহাবলী ভরত তৎক্ষণাৎ নিজ আসন থেকে উঠে পায়ে



হেঁটেই রওনা হলেন।

দুষ্টী প্রয়াস্তঃ ভরতঃ ভরমাণঃ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৮  
শক্রয়ভবনং গত্বা ততো বাক্যমুবাচ হ।

ভরত চলে গেলে দ্বারপাল অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হয়ে  
শক্রয়ের ভবনে গিয়ে হাত জোড় করে বলল—

এহ্যগচ্ছ রঘুশ্রেষ্ঠ রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ৯  
গতো হি লক্ষ্মণঃ পূর্বং ভরতশ্চ মহাযশাঃ।

‘রঘুশ্রেষ্ঠ ! আসুন, চলুন, রাজা শ্রীরাম আপনার  
সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। শ্রীলক্ষ্মণ এবং মহাযশস্বী ভরত  
আগেই তাঁর কাছে গিয়েছেন।’

শ্রদ্ধা তু বচনং তস্য শক্রয়ঃ পরমাসনাৎ ॥ ১০  
শিরসা বন্দ্য ধরণীং প্রময়ৌ যত্র রাঘবঃ।

দ্বারপালের কথায় শক্রয় তাঁর উত্তম আসন থেকে  
উঠে ধরণীর ওপর মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে শ্রীরামের বন্দনা  
করে শীঘ্রই তাঁর বাসস্থানের দিকে রওনা হলেন।

ঘাঃহুত্বাগম্য রামায় সর্বানুব কৃতাজ্জলিঃ ॥ ১১  
নিবেদয়ামাস তথা ভ্রাতৃন্ স্বান্ সমুপস্থিতান্।

দ্বারপাল এসে শ্রীরামকে হাত জোড় করে নিবেদন  
করল— ‘প্রভো ! আপনার সকল ভ্রাতা দ্বারে উপস্থিত  
হয়েছেন।’

কুমারানাগতাপুত্ৰা চিত্তব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২  
অবাঙমুখো দীনমনা ঘাঃহুং বচনমব্রবীৎ।

প্রবেশয় কুমারাংস্ত্বং মৎসমীপং ত্বরায়িতঃ ॥ ১৩  
এতেষু জীবিতং মহ্যমেতে প্রাণাঃ প্রিয়া মম।

কুমারদের আগমনের সংবাদ শুনে উদ্ভিগ্নচিত্ত  
শ্রীরাম মুখ নীচ করে দুঃখিত চিত্তে দ্বারপালকে আদেশ  
দিলেন— ‘তুমি তিন রাজকুমারকে শীঘ্রই আমার কাছে নিয়ে  
এসো। আমার জীবন এঁদের ওপরই নির্ভরশীল। এরা  
আমার প্রাণস্বরূপ।’

আজ্ঞপ্তাস্ত নরেন্দ্রেশ কুমারাঃ শুরুবাসসঃ ॥ ১৪  
প্রহ্লাঃ প্রাজ্ঞলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে সমাহিতাঃ।

মহারাজ শ্রীরামের আদেশে সেই শ্বেতবস্ত্রধারী  
কুমারগণ মাথা নত করে হাত জোড় করে একাগ্রচিত্তে  
ভবনে প্রবেশ করলেন।

তে তু দুষ্টী মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা ॥ ১৫  
সহ্যাগতমিবাদিতাং প্রভয়া পরিবর্জিতম্।

তাঁরা শ্রীরামের মুখ এমনই বিরাগ দেখলেন, যে  
তাঁদের প্রহণ লেগেছে তিনি সদস্যাকালীন সূর্যের ন্যায়  
প্রভাশূন্য হয়েছিলেন।

বাস্পপূর্ণ চ নয়নে দুষ্টী রামস্য দীক্ষিতঃ  
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং নীল চ ভস্ম মে ॥ ১৬

তাঁরা বাবনার দেখলেন বুদ্ধিমান শ্রীরামের মুখ  
অশ্রুতে পরিপূর্ণ রয়েছে এবং তাঁর মুখপদ্মে  
অপজিত হয়েছে।

ততোহভিবাধ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য যুগ্জি  
তক্ষুঃ সমাহিতাঃ সর্বে রামশুশ্রুণাবতঃ ॥ ১৭

তখনই তিন ভ্রাতা শ্রীরামের চরণে মস্তক সোপান  
করলেন তারপর তাঁরা সকলে প্রেম সমাধি  
পড়লেন। তখন শ্রীরামের চোখ থেকে অশ্রু  
প্রবাহিত হচ্ছিল।

তান্ পরিহৃত্য বাহুভামুখাপ্য চ মহাবলঃ  
আসনেধাসতেভ্যাক্ষা ততো বাকাং জগাদ ॥ ১৮

মহাবলী শ্রীরথুনাত দূহাত দিয়ে তুলে তাঁর  
আলিঙ্গন করে বললেন— ‘এই আসনে বসো’ তাঁরা  
সকলে বসলে, তিনি তাঁদের বললেন—

ভবন্তো মম সর্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মন  
ভবদ্ভিচ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ॥ ১৯

‘রাজকুমারগণ ! তোমরা আমার সর্বস্ব। তোমরা  
আমার জীবন। তোমাদের দ্বারা সম্পাদিত এই রাজ্য আমি  
পালন করছি।

ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ  
সভূয় চ মদর্থোহয়মহেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ॥ ২০

‘নরেশ্বরগণ ! তোমরা সকল শাস্ত্রের জ্ঞাত, তথ্য  
বর্ণিত সকল কর্তব্যের পালনকারী। তোমাদের পরিপক্ব  
বুদ্ধিসম্পন্ন। এখন আমি তোমাদের যে কাজের দায়িত্ব  
দেব, তোমাদেরকে সকলে মিলে সেই কর্ম সম্পাদন  
করতে হবে।’

তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ  
উদ্ভিগ্নমনসঃ সর্বে কিং নু রাজাভিধাসতি ॥ ২১

শ্রীরামের এই কথা শুনে সব ভাই চমকিত হয়ে  
গেলেন। সকলে উদ্ভিগ্ন চিত্তে ভাবতে লাগলেন— ‘না জানি  
মহারাজ আমাদের কী বলবেন ?’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীর্তন আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে চতুস্তত্রারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুস্তত্রারিংশঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥



## পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৫)

প্রজাদের মধ্যে সীতার লোকাপবাদের কথা জ্ঞাতাদের জানিয়ে সীতাকে  
বনে ছেড়ে দিয়ে আসার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ

ভাঃ সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীনচেতসাম্।  
বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশ্রুত্বাতা॥ ১

সব ভ্রাতা এইভাবে দুঃখিত মনে সেখানে বসেছিলেন  
এই সমস্ত শুদ্ধ বদনে শ্রীরাম তাঁদের সামনে বললেন—  
সর্ব শূণ্যত ভদ্রং বো মা কুরুষ্বঃ মনোহনাথা।

পৌরাণঃ মম সীতায়াং যাদৃশী বর্ততে কথা॥ ২  
'ভ্রাতা ! তোমাদের কল্যাণ হোক, সকলে  
একটিতে আমার কথা শোনো। পুরবাসীদের মধ্যে  
কাকে ও সীতাকে নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, সেই কথা  
কিছ।

পৌরাণবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।  
বর্ততে ময়ি বীতংসা সা মে মর্মাপি কৃন্ততি॥ ৩

'এখন পুরবাসী এবং জনপদের লোকেরা সীতার  
সম্পর্কে মহা-অপবাদ ছড়াচ্ছে। আমার প্রতিও তাঁদের  
অজ্ঞাত ঘৃণাপূর্ণতাব। তাঁদের এই ঘৃণা আমার মর্মস্থলকে  
ইদীর্ণ করে দিচ্ছে।

মহঃ কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকুশাং মহাত্মনাম্।  
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্॥ ৪

'আমি ইক্ষ্বকবংশীয় মহাত্মা নরেশদের কুলে  
জন্মগ্রহণ করেছি। সীতাও মহাত্মা জনকের উত্তম কুলে  
জন্মেছেন।

জানসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে বিজনে বনে।  
রাবণেন হতা সীতা স চ বিশ্বংসিতো ময়া॥ ৫

'সৌম্য লক্ষ্মণ ! তুমি তো জানো যে, রাবণ কীভাবে  
নির্জন দণ্ডকারণ্য থেকে তাঁকে হরণ করে নিয়ে  
গিয়েছিলেন। আমি সেই রাবণকে শেষ করে দিয়েছি

তব মে বুদ্ধিরূপমা জনকস্য সূতাং প্রতি।  
অয়োধিতামিমাং সীতামানয়েয়াং কথং পুনীম্। ৬

'তারপর লঙ্কাতেই জানকীর সম্পর্কে আমার  
অন্তঃকরণে এই চিন্তা হয় যে, তিনি এতদিন এখানে  
থাকার পর কীভাবে তাঁকে আমি আমার রাজধানীতে নিয়ে  
যাব।

মত্সার্যঃ ততঃ সীতা বিবেশ জ্ঞানং তদা।

প্রত্যক্ষং তব সৌমিত্রে দেবানাং হনাবাহনঃ। ৭  
অপাপাং মৈথিলীমাহ বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ।  
চন্দ্রাদিতৌ চ শংসেতে সুরাণাং সন্নিধৌ পুরা॥ ৮  
ঋষীণাং চৈন সর্বেষামপাপাং জনকান্বজাম্।

'সুমিত্রাকুমার ! তখন নিজের পবিত্রতাকে প্রমাণিত  
করার জন্য সীতা তোমার সামনেই অগ্নিতে প্রবেশ করবেন  
এবং দেবতাদের সামনেই স্বয়ং অগ্নিদের তাঁকে নির্দোষ  
বলে জানান। আকাশচারী বায়ু, চন্দ্র এবং সূর্যও পূর্বোক্ত  
দেবতা এবং ঋষিদের সামনে জনকানন্দিনীকে নিষ্পাপ  
বলে ঘোষণা করেছেন।

এবং শুদ্ধসমাচার্য দেবগন্ধর্বসন্নিধৌ॥ ৯  
লঙ্কাধীপে মহেক্ষেণ মম হস্তে নিবেশিতা।

'এইভাবে বিশুদ্ধ আচারসম্পন্ন সীতাকে দেবতা ও  
গন্ধর্বদের সম্মুখে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র লঙ্কাধীপে আমার  
হাতে সমর্পণ করেন।

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্॥ ১০  
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ।

'আমার অন্তরাত্মাও যশস্বিনী সীতাকে শুদ্ধ বলে  
মনে করে। তাই আমি এই বিদেহনন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে  
অযোধ্যায় এসেছি।

অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকচ হৃদি বর্ততে॥ ১১  
পৌরাণবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।

'কিন্তু এখন (সীতাকে নিয়ে) মহা-অপবাদ ছড়িয়ে  
পড়ছে। পুরবাসী ও জনপদের লোকদের মধ্যে আমারও  
অত্যন্ত নিন্দা হচ্ছে। তার জন্য আমার হৃদয় শোক-সন্তপ্ত  
হচ্ছে।

অকীর্ত্যসা গীয়েত লোকে ভূতস্য কসাচ্চিৎ॥ ১২  
পতত্যেবাধম্মান্নোকান্ যাবচ্ছবঃ প্রকীর্ত্যতে।

'মানুষের অপকীর্তি সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে  
ওঠে এবং সে অধম লোকে (নরকে) পতিত হয় আর  
যতদিন সেই অপযশের আলোচনা হয়, ততদিন সে  
সেখানেই পড়ে থাকে।

অকীর্তির্নিদাতে দেবৈঃ কীর্তির্লোকেষু পূজ্যতে॥ ১৩

কীর্ত্যং তু সমারম্ভঃ সর্বেষাং সুমহান্বনাম্।

‘দেবগণ স্ব স্বলোকে অপকীর্তিব নিন্দা এবং কীর্তির প্রশংসা করে থাকেন। শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের সমস্ত শুভ আয়োজন উত্তম কীর্তি স্থাপনের জন্যই হয়ে থাকে।

অপাহং জীবিতং জহ্যাং যুস্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ॥ ১৪  
অপবাদভয়াদ্ ভীতঃ কিং পুনর্জনকান্বজাম্।

‘নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাগণ! আমি লোকনিন্দার ভয়ে নিজের প্রাণ এবং তোমাদের সকলকেই ত্যাগ করতে পারি। এমতাবস্থায় সীতাকে ত্যাগ করা এমন কি বড়ো ব্যাপার? তস্মাদ্ ভবন্তুঃ পশাস্তু পতিতং শোকসাগরে॥ ১৫  
নহি পশ্যামাহং ভূতং কিঞ্চিদ্ দুঃখমতোহধিকম্।

‘অতএব তোমরা আমার দিকে চেয়ে দেখো। আমি শোক-সমুদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছি। এর থেকেও ভয়ানক দুঃখ আমাকে কখনও সহ্য করতে হয়েছে, তা আমার মনে হচ্ছে না।

স্বপ্নং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্॥ ১৬  
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়াস্তে সমুৎসৃজ।

‘অতএব সুমিত্রাকুমার! কাল সকালে তুমি সারথি সজ্জালিত রথে আরুহ্য হয়ে সীতাকে নিয়ে তাঁকে এই রাজ্যের সীমার বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

গঙ্গায়ান্ত পুরে পারে বাল্মীকেস্ত মহান্বনঃ॥ ১৭  
আশ্রমো দিব্যসংকাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।

‘গঙ্গার ওপারে তমসার তীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে।

তত্রৈতাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন॥ ১৮  
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ বচনং মম।

ন চাস্মি প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন॥ ১৯

‘রঘুনন্দন! সেই আশ্রমের কাছে নির্জন বনে তুমি সীতাকে ছেড়ে শীঘ্রই ফিরে আসবে। সুমিত্রানন্দন! আমার এই আদেশ পালন করো। সীতার বিষয়ে তুমি আমাকে অন্য কোনো কথা বলবে না।

তস্মাৎ ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য বিচারনা।  
অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয়েতৎ প্রতিবর্তিতং।

‘অতএব লক্ষণ! এবার তুমি যাও। এ-বিষয়ে আমি কোনো চিন্তা-ভাবনা করো না। আমার এই সিদ্ধান্ত পালনে তুমি যদি কোনো প্রকারে অপরাগ হও, তাহলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে।

শাগিতা হি ময়া যুগং পাদজ্যাং জীবিতেন চ।  
যে মাং বাক্যান্তরে ক্রয়নুনেতুং কথঞ্চন॥ ২০

অহিতা নাম তে মিত্যং মদভীষ্টবিনাহনাং।

‘আমি তোমাকে আমার চরণ ও জীবনের দ্বারা দিচ্ছি, আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বোলে না। আমার এই কথায় কোনোভাবে অনুনয়-বিনয় করে না কিছু বলবে, আমার অভীষ্ট কাজে বাধা প্রদানের জন্য তে চিরকালের মতো আমার শত্রু হবে।

মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে হিতাঃ॥ ২১  
ইতোহদ্য নীয়তাং সীতা কুরুষ বচনং মম।

‘যদি তোমরা আমাকে সম্মান করো এবং আমার আদেশে থাকতে চাও, তাহলে সীতাকে এখন এখান থেকে বনে নিয়ে যাও। আমার এই আদেশ পালন করো পূর্বমুক্তোহহমনয়া গঙ্গাতীরেহহমশ্রমণ্॥ ২২

পশ্যেয়মিতি তস্যাস্ত কামঃ সংবর্তাতময়ম্।

‘সীতা আগেই আমাকে বলেছিল যে, সে গঙ্গাতীরে ঋষিদের আশ্রম দেখতে চায়; সুতরাং তার সেই ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।’

এবমুক্তা তু কাকুৎস্থো বাস্পেণ গিহিতেক্ষণঃ॥ ২৩  
সংবিবেশ স ধর্মাশ্চা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।

শোকসংবিগ্নহৃদয়ো নিশ্বাস যথা শ্বিপঃ॥ ২৪

এই কথা বলতে বলতে শ্রীরঘুনাথের দুই চক্ষু জলে ভরে গেল। তারপর ধর্মাশ্চা শ্রীবাম নিজের ভ্রাতাদের সঙ্গে মহলে চলে গেলেন। তখন তাঁর হৃদয় শোকে ব্যাকুল হইল আর তিনি হস্তীর ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গঃ॥ ৪৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৫



## ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৬)

লক্ষণের সীতাকে রথে বসিয়ে বনে ছেড়ে আসার জন্য নিয়ে যাওয়া এবং গঙ্গাতীরে পৌঁছানো

রজা রজন্যাঃ ব্যষ্টায়াঃ লক্ষণো দীনচেতনঃ ।  
পরমব্রীড় বাকাং মুখেন পরিশুধ্যতা ১  
রাত্রি প্রভাত হলে, লক্ষণ শুষ্ক মুখে সুমস্তকে

হলেন—

রথং তুরগান্ শীঘ্রান্ যোজয়স্ব রথোত্তমে ।  
রাজ্যং রাজবচনাৎ সীতায়াম্ভাসনং শুভম্ । ২

হি রাজবচনাদশ্রমং পুণ্যকর্মণাম্ ।

রা নেয়া মহর্ষীণাং শীঘ্রমানীয়তাং রথঃ । ৩

‘সারথ্যে ! একটি উত্তম রথে শীঘ্রগামী ঘোড়া

সংযুক্ত করো এবং সেই রথে সীতাদেবীর জন্য সুন্দর

কলস বিছিয়ে দাও। আমি মহারাজের নির্দেশে

সীতাদেবীকে পুণ্যকর্ম মহর্ষীদের আশ্রমে পৌঁছে দেব। তুমি

ঈদৃশ বথ নিয়ে এসো।’

সুস্থস্ত ততৈত্ব্যজ্ঞা যুক্তঃ পরমবাজিভিঃ ।

সুসুচিরপ্রখ্যঃ স্বাক্তীর্ণঃ সুখশযয়া ॥ ৪

সুমস্ত ‘ঠিক আছে’ বলে তখনই উত্তম ঘোড়া

সংযুক্ত এক সুন্দর রথ নিয়ে আসেন, যার ওপর সুখদ

শয্যাসুত এক সুন্দর বিছানা পাতা ছিল।

জনীয়েবাচ সৌমিত্রিং মিত্রাণাং মানবর্ধনম্ ।

রথায়ং সমনুপ্রাপ্তো যৎকার্যং ক্রিয়তাং প্রভো ॥ ৫

সেটি এনে তিনি মিত্রদের মানবর্ধনকারী

সুমিত্রাকুমারকে বললেন—‘প্রভো ! রথ এসে গেছে। এখন

কী করণীয়’

বমুক্তঃ সুমস্ত্রেন রাজবেশ্মনি লক্ষণঃ ।

প্রখ্যা সীতামাসাদ্য ব্যাজহার নরবর্ডঃ ॥ ৬

সুমস্ত একথা বলায় নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ রাজমহলে সীতার

কাছে গিয়ে বলেন—

রা কিলৈষ নৃপতিবরং বৈ যাচিতঃ প্রভুঃ ।

নৃপেণ চ প্রতিজ্ঞাতমাজ্ঞপ্ত্যশ্রমং প্রতি ॥ ৭

‘দেবি ! আপনি মহারাজের কাছে মুনীদের আশ্রমে

যাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং মহারাজ আপনাকে

আশ্রমে পৌঁছানোর জন্য কথা দিয়েছিলেন।

গঙ্গাতীরে ময়া দেবি স্বধীণামাশ্রমান্ শুভান্ ।

শীঘ্রং গঙ্গা তু বৈদেহি শাসনাং পার্থিবস্য নঃ ॥ ৮

অরণ্যে মুনিভিজুষ্টে অপনেয়া ভবিষ্যসি ।

‘দেবি ! বিদেহনন্দিনী ! সেই কথা অনুসারে আমি

রাজার আদেশে শীঘ্রই গঙ্গাতীরে খমিদের সুন্দর আশ্রমে

যাব এবং আপনাকে মুনিজন সেবিত বনে পৌঁছে দেব।’

এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষণেন মহাশ্বনা ॥ ৯

প্রহর্ষমতুল্যং লেড়ে গমনং চাপ্যরোচয়ৎ ।

মহাশ্বা লক্ষণ একথা বলায় সীতাদেবী অত্যন্ত হর্ষ

প্রাপ্ত হন। তিনি যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন।

বাসাংসি চ মহার্বাণি রত্নানি বিনিধানি চ ॥ ১০

গৃহীত্বা তানি বৈদেহী গমনায়োপচক্রমে ।

ইমানি মুনিপত্নীনাং দাসাম্যভরণান্যহম্ ॥ ১১

বস্ত্রাণি চ মহার্বাণি ধনানি বিবিধানি চ ।

বহুমূল্য বস্ত্র এবং নানাপ্রকার রত্ন নিয়ে বৈদেহী

সীতা বনে যাত্রার জন্য উদাত হলেন এবং লক্ষণকে

বললেন—‘এই সব বহুমূল্য বস্ত্র, অলংকার ও

নানাপ্রকারের বস্ত্র-ধন আমি মুনি-পত্নীদের দেব’।

সৌমিত্রিস্ত তথৈত্ব্যজ্ঞা রথমারোপ্য মৈথিলীম্ ॥ ১২

প্রয়য়ৌ শীঘ্রতুরগং রামশ্যাজ্ঞামনুশ্রমন্ ।

লক্ষণ ‘ঠিক আছে’ বলে মিথিলেশকুমারী সীতাকে

রথে তুলে নিলেন এবং শ্রীরঘুনাথের আদেশ স্মরণে

রেখে সেই গতিসম্পন্ন ঘোড়াসুত রথে চড়ে বনের

উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

অব্রীচ্চ তদা সীতা লক্ষণং লক্ষ্মিবর্ধনম্ ॥ ১৩

অশুভানি বহুন্যেব পশ্যামি রঘুনন্দন ।

নয়নং মে স্মুরত্যদা গাত্রোৎকম্পচ্চ জায়তে ॥ ১৪

সেই সময় সীতাদেবী লক্ষ্মীবর্ধন লক্ষণকে বললেন

—‘রঘুনন্দন ! আমি অনেক অমঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। আজ

আমার ডান চোখে কম্পন হচ্ছে এবং আমার শরীরে

কাঁপুনি দিচ্ছে

হৃদয়ং চৈব সৌমিত্রে অধঃস্থমিব লক্ষয়ে ।

ঔৎসুকাং পরমং চাপি অধৃতিচ্চ পরা মম ॥ ১৫

‘সুমিত্রাকুমার ! আমার হৃদয় অসুস্থ মনে হচ্ছে।

মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হচ্ছে, আমার অধৈর্য পরাকণ্ঠায়

পৌঁছে গেছে।

শূন্যামেব চ পশ্যামি পৃথিবীং পৃথুলোচন ।

অপি স্বস্তি ভবেৎ তস্য জাতুস্তে ভাতৃবৎসল ॥ ১৬



‘বিশাললোচন লক্ষ্মণ ! আমার পৃথিবীকে শূন্য মনে  
হচ্ছে। ভ্রাতৃবৎসল ! তোমার ভাই যেন কুশলে থাকেন !  
শুশ্রূষণাং চৈব মে বীর সর্বাসামবিশেষতঃ।

পূরে জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি ১৭

‘বীর ! আমার সব শুশ্রূষামাতা যেন সমান ভাবে  
আনন্দে থাকেন। নগর ও জনপদের সমস্ত প্রাণী যেন  
কুশলে থাকে’।

ইত্যঞ্জলিকৃত্য সীতা দেবতা অভয়াচত।

লক্ষ্মণোহর্থং ততঃ শ্রদ্ধা শিরসা বন্দ্য মৈথিলীম্ ১৮

শিবমিতরবীদৃষ্টো হৃদয়েন বিস্ময়াত।

একথা বলতে বলতে সীতাদেবী হাত জোড় করে  
দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন। সীতার কথা শুনে  
লক্ষ্মণ মাথা নত করে তাকে প্রণাম করে প্রসন্ন হৃদয়ে  
বললেন—‘সকলের কল্যাণ হোক’।

ততো বাসমুপাগম্য গোমতীতীর আশ্রমে ১৯

প্রভাতে পুনরুত্থায় সৌমিত্রিঃ সূতমব্রবীৎ

তারপর গোমতীর তীরে পৌঁছে এক আশ্রমে তাঁরা  
রাত্রি কাটালেন। প্রভাতে উঠে সুমিত্রাকুমার তাঁর সারথিকে  
বললেন—

যোজয়স্ব রথং শীঘ্রমদ্য ভাগীরথীজলম্ ২০

শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্রিয়ম্বক ইবৌজসা।

‘সারথ্যে ! শীঘ্র রথ প্রস্তুত করো। আমি আজ  
ভাগীরথীর জল সেভাবেই মস্তকে ধারণ করব, যেমন  
ভগবান শংকর নিজ তেজে তাকে মস্তকে ধারণ  
করেছিলেন’।

সোহস্থান্ বিচারয়িত্বা তু রথো যুক্তান্ মনোজবান্ ২১

আরোহন্তেতি বৈদেহীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।

সারথি মনের সমান দ্রুতগতি সম্পন্ন চার ঘোড়াকে  
এনে রথে লাগালেন এবং হাত জোড় করে বিদেহনন্দিনী  
সীতাকে বললেন—‘দেবি ! রথে উঠে পড়ুন’।

সা তু সূতস্য বচনাদারুরোহ রথোত্তমম্ ২২

সীতা সৌমিত্রিণা সার্বং সুমদ্রেণ চ ধীমতা।

আসসাদ বিশালাক্ষী গঙ্গাং পাপবিনাশিনীম্ ২৩

সূত একথা বললে সীতা দেবী সেই উত্তম রথে উঠে  
বসলেন। সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ এবং বিশাললোচনা সীতা  
দেবী সুমন্তের সঙ্গে পাপনাশিনী গঙ্গাতীরে পৌঁছলেন।

অথার্বদিবসে গঙ্গা ভাগীরথ্যা জলাশয়ম্।

নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো দিনঃ প্রকরোদ সম্ভবতঃ ২৪

দ্বিপ্রহরে ভাগীরথীর তীরে পৌঁছে লক্ষ্মণ সেই দিনে

তাকিয়ে দুঃখিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে ক্রোড়ে উঠলেন।

সীতা তু পরমায়ত্না দৃষ্টা লক্ষ্মণমাত্মনাম্।

উন্যচ বাক্যং ধর্মজ্ঞা কিমিদং রম্যতে দ্বয়া ২৫

জাহ্নবীতীরমাসাদ্য চিরাত্তিলম্বিতং

হর্ষকালে কিমর্থং মাং বিষাদয়সি লক্ষ্মণ ২৬

লক্ষ্মণকে শোকে আতুর দেখে ধর্মজ্ঞ সীতাদেবী

অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাঁকে বললেন—‘লক্ষ্মণ ! এ কী ? তুমি

কাঁদছ কেন ? গঙ্গাতীরে এসে আমার বহুদিনের আশঙ্কা

পূর্ণ হয়েছে। এই আনন্দের সময় তুমি কেন আমার দুঃখিত

করছ কেন ?

নিত্যং ত্বং রামপার্শ্বেষু বর্তসে পুরুষবর্ষতঃ

কচ্চিদ্ বিনাকৃতস্তেন দ্বিরাত্রঃ শোকমগতঃ ২৭

‘পুরুষপ্রবর ! তুমি তো সর্বদাই গ্রীৱামের কাছে

থাকো মাত্র দুদিনের জন্য তাঁর বিচ্ছেদে তুমি এতো

শোকাবুল হয়ে গিয়েছ ?

মমাপি দয়িতো রামো জীবিতাদপি লক্ষ্মণ

ন চাহমেবং শোচামি মৈবং ত্বং বালিশো জন ২৮

‘লক্ষ্মণ ! গ্রীৱাম তো আমারও নিজ প্রাণের থেকে

বেশি প্রিয় ; কিন্তু আমি তো তোমার মতো এমনভাবে শোক

করছি না। তুমি এমন ছেলেমানুষী কোরো না

তারায়স্ব চ মাং গঙ্গাং দর্শয়স্ব চ তাপসান্।

ততো মুনিভ্যো বাসাংসি দাস্যাম্যভরণানি চ ২৯

‘আমাকে গঙ্গার ওপারে নিয়ে চল এবং তপসী

মুনিদের দর্শন কবাও। আমি তাঁদের বস্ত্র ও অলংকার দান

করব

ততঃ কৃত্বা মহর্ষীণাং যথার্থমভিবাচনম্

তত্র চৈকাং নিশামুষা যাস্যামস্তাং পুরীং পুনঃ ৩০

‘তারপর মহর্ষিদের যথাযোগ্য সম্মান ও অভিবাচন

করে সেখানে এক রাত কাটিয়ে আমরা আবার

অযোধ্যাপুরীতে ফিরে যাব।

মমাপি পদ্মপত্রাঙ্কং সিংহোরস্তং কৃশোদরম্।

ত্বরতে হি মনো দ্রষ্টুং রামং রময়তাং বরম্ ৩১

‘আমার মনও সিংহের ন্যায় বক্ষ, কৃশ উদর ও

কমল নয়ন নেত্রযুক্ত গ্রীৱামকে, —যিনি মনকে আনন্দদিত

সব থেকে শ্রেষ্ঠ, তাঁকে দর্শন করার জন্য উত্তলা হই

সব থেকে শ্রেষ্ঠ, তাঁকে দর্শন করার জন্য উত্তলা হই

বচনং শ্রুত্বা প্রমুখা নয়নে শুভে।  
 বিকানাহুয়ামাস লক্ষ্মণঃ পরবীরহা  
 স সজ্জা নৌশেতি দাশাঃ প্রাজ্ঞলয়োহক্রবন্। ৩২  
 সীতাদেবীর কথা শুনে শত্রু সংহারকারী শ্রীলক্ষ্মণ  
 সূন্দর চক্ষু মুছে নিয়ে, নাবিকদের ডাকলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে যট্টচারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের যট্টচারিংশঃ সর্গসমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

### সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৭)

সীতাদেবীকে নৌকায় করে গঙ্গার অন্য পারে পৌঁছে শ্রীলক্ষ্মণের অত্যন্ত দুঃখের  
 সঙ্গে তাঁকে ত্যাগ করার কথা জানানো

তথ নাবঃ সুবিন্ধ্যীর্ণাঃ নৈষাদীঃ রাঘবানুজঃ।  
 আরুরোহ সমায়ুক্তাঃ পূর্বমারোপ্য মৈথিলীম্॥ ১  
 নিষাদদের সেই নৌকা বিস্তৃত ও সুসজ্জিত ছিল।  
 লক্ষ্মণ প্রথমে সীতাদেবীকে তাতে তুললেন, পরে নিজে  
 উঠলেন।

বৃহৎ চৈব সরথং হীমতামিতি লক্ষ্মণঃ।  
 উবাচ শোকসন্তপ্তঃ প্রয়াহীতি চ নাবিকম্॥ ২  
 তিনি সুমন্ত্রকে রথসহ সেখানেই অপেক্ষা করতে  
 বললেন এবং শোকসন্তপ্ত হয়ে নাবিককে বললেন—  
 ‘চলো’।

উত্তরীমুপাগম্য ভাগীরথ্যাঃ স লক্ষ্মণঃ।  
 উবাচ মৈথিলীঃ বাক্যং প্রাজ্ঞলির্বাঙ্গসংবৃতঃ॥ ৩  
 তারপর ভাগীরথীর অন্য তীরে পৌঁছে লক্ষ্মণের  
 চোখে জল ভরে এল, তিনি মিথিলেশকুমারী সীতাদেবীকে  
 হাত জোড় করে বললেন—

হৃদয়ং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্ষেণ হীমতা।  
 অশ্রিমিমিত্তে বৈদেহি লোকস্যা বচনীকৃতঃ॥ ৪  
 ‘বিদেহনন্দিনি! আমার হৃদয়ে সব থেকে বড় কণ্টক

নাবিকেরা এসে হাত জোড় করে জানাল—‘প্রভো! নৌকা  
 তৈরি আছে।’

তিতীর্থলক্ষ্মণো গঙ্গাঃ শুভাঃ নাবমুপারহৎ।  
 গঙ্গাঃ সজ্জারয়ামাস লক্ষ্মণস্তাঃ সমাহিতঃ॥ ৩৩  
 লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হওয়ার জন্য সীতা দেবীর সঙ্গে  
 সেই সুন্দর নৌকায় উঠে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে  
 সীতাদেবীকে নিয়ে গঙ্গার অন্য পারে পৌঁছালেন।

এটাই বিদ্রূপ করছে যে, শ্রীরঘুনাথ বুদ্ধিমান হয়েও আজ  
 আমাকে এমন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন যে, যার ফলে  
 লোকে আমার অত্যন্ত নিন্দা হবে।

শ্রেয়ো হি মরণং মেহদা মৃত্যুর্বা যৎপরং ভবেৎ।  
 ন চাশ্রিম্নীদৃশে কার্ষে নিয়োজ্যো লোকনিন্দিতঃ॥ ৫  
 ‘এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যুর মতো যন্ত্রণা হতো  
 বা আমার সাক্ষাৎ মৃত্যুই হয়ে যেত, তবে তা আমার পক্ষে  
 পরম কল্যাণকারী হতো। কিন্তু এই লোকনিন্দিত কাজে  
 আমাকে নিমিত্ত করা উচিত হয়নি।

প্রসীদ চ ন মে পাপং কর্তুমহসি শোভনে।  
 ইতাজ্জলিকৃতো ভূমৌ নিপপাত স লক্ষ্মণঃ॥ ৬  
 ‘শোভনে। আপনি প্রসন্ন হোন। আমাকে কোনো  
 দোষ দেবেন না’ এই বলে হাত জোড় করে লক্ষ্মণ মাটিতে  
 পড়ে গেলেন।

রুদন্তং প্রাজ্ঞলিং দুষ্টা কাল্কলন্তঃ মৃত্যুমানসঃ।  
 মৈথিলী ভূশসংবিগ্না লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭  
 লক্ষ্মণ হাত জোড় করে কাঁদতে লাগলেন এবং  
 নিজের মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। তাই দেখে

মিথিলেশকুমারী সীতাদেবী অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—

কিমিদং নাবগাহামি ক্রুহি তদ্বেন লক্ষ্মণ।  
পশ্যামি ত্বাং ন চ বহুমপি ক্লেমং মহীপতেঃ ॥ ৮

‘লক্ষ্মণ ! কী ব্যাপার ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠিক করে বলো। মহারাজ কুশলে আছেন তো ? আমি দেখছি যে তোমার মন সুস্থ নয়।

শাপিতোহসি নরেন্দ্রেশ যৎ ত্বং সন্তাপমাগতঃ।  
তদ্ ক্রয়াঃ সমিধৌ মহামহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৯

‘আমি মহারাজের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে, যেজন্য তোমার এতো সন্তাপ হচ্ছে, আমাকে সত্য করে তা বলো, আমি তার জন্য তোমায় আদেশ করছি’।

বৈদেহ্যা চোদামানস্ত লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।

অবাযুখো বাত্পগলো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১০

বৈদেহনন্দিনী এই ভাবে জোর করায় লক্ষ্মণ দুঃখিত চিত্তে মাথা নত করে অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বললেন—

শ্রদ্ধা পরিষদো মধ্যো হ্যপবাদং সুদারুণম্।

পূরে জনপদে চৈব ত্বংকৃতে জনকাত্মজে ॥ ১১

রামঃ সন্তপ্তহৃদয়ো মাং নিবেদ্য গৃহং গতঃ।

‘জনকনন্দিনী ! নগর ও জনপদে আপনার বিষয়ে যে অতি ভয়ংকর অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, রাজসভায় তা শ্রবণ করে শ্রীরঘুনাথের হৃদয় অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তিনি আমাকে সব কথা জানিয়ে ভবনে চলে যান।

ন তানি বচনীয়ানি ময়া দেবি তবাশ্রিতঃ ॥ ১২

যানি রাজ্ঞা হৃদি নাস্তান্যমর্ষাৎপৃষ্ঠতঃ কৃতঃ।

‘দেবি ! রাজা শ্রীরাম যে অপবাদ বচনের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে হৃদয়েই রেখেছেন, আমি সেসব আপনাকে বলতে পারব না। তাই আমি সেসবের চর্চা করা

তাগ কবেছি।

স্যা ত্বং তাজ্ঞা নৃপতিনা নির্দোষা মম সমিধৌ ॥ ১৩  
পৌরাণবাদভীতেন গ্রাহ্যং দেবি ন তেহন্যথা  
আশ্রমান্তেষু চ ময়া তাজ্ঞায়াঃ দ্বং ভসিদাসি ১৪

রাজ্যঃ শাসনমাদায় ত্বংৈব কিম দৌর্জয়ম্  
‘আপনি আমার কাছে নির্দোষ প্রমাণিত হন  
মহারাজ লোক-অপবাদের ভয়ে আপনাকে ত্যাগ  
করেছেন। দেবি ! আপনি আর কিছু মনে করেন না  
এখন মহারাজের আদেশ মান্য করে এবং আপনার  
তেমনটাই ইচ্ছা মনে করে আমি আপনাকে আশ্রমের কাছে  
নিয়ে গিয়ে সেখানে ছেড়ে আসব।

তদেতজ্জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মদীপাং তপোবন ১৫  
পুণ্যং চ রমণীয়ং চ মা সিন্দং কণাঃ ত্বয়ে,

‘শুভে ! এখানে গঙ্গার তীরে ব্রহ্মদীপের পবিত্র  
রমণীয় তপোবন আছে। আপনি বিব্রত হবেন না।

রাজ্ঞো দশরথস্যৈব পিতৃর্মে মূনিপুঙ্গবঃ ১৬  
সখা পরমকো বিপ্রো বান্দীকিঃ সুমহাশলঃ।

পাদচ্ছায়ামুপাগম্য সুখমসা মহাস্তনঃ  
উপবাসপটরেকাত্রা বস ত্বং জনকাত্মজে ১৭

‘এখানে পিতা রাজা দশরথের ঘনিষ্ঠ মিত্র মহাবলী  
ব্রহ্মর্ষি মূনিবর বান্দীকি বাস করেন, আপনি সেই মহাবল  
চরণের আশ্রয় গ্রহণ করে এখানে সুখে বাস করুন  
জনকাত্মজে ! আপনি এখানে উপবাস-পরায়ণ এবং একত্র  
হয়ে নিবাস করুন।

পতিব্রতাত্মমাহ্মায় রামং কৃৎস্না সদা হৃদি  
শ্রেয়ন্তে পরমং দেবি তথা কৃৎস্না ভবিষ্যতি ১৮

‘দেবি ! আপনি সর্বদা শ্রীরঘুনাথকে হৃদয়ে রেখে  
পাতিব্রত অবলম্বন করুন। এতে আপনার পরম কল্যাণ  
হবে’।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাবো উত্তরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥



## অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৮)

সীতার দুঃখপূর্ণ বচন, শ্রীরামের জন্য তাঁর সন্দেশ, লক্ষ্মণের ফিরে আসা, সীতার ক্রন্দন

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রদ্ধা দারুণং জনকান্বজা।  
বিবাদমাগম্য বৈদেহী নিপপাত হ। ১  
শ্রীলক্ষ্মণের কঠোর বাক্য শুনে জনক কিশোরী সীতা  
জ্যস্ত দুঃখিতা হলেন। তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে  
গেলেন।

মুহূর্তমিবাসংজ্ঞা বাম্পপর্ণাকুলোক্ষণা।  
দীনয়া বাচা উবাচ জনকান্বজা। ২  
বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর চেতনা ফিরল না তাঁর চোখ  
থেকে অঙ্গুর ধারা বইতে থাকল। সস্থিত ফিরলে জনক-  
নন্দিনী দীন বাক্যে লক্ষ্মণকে বললেন -

লক্ষ্মণঃ তনুর্নুনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ  
যস্যাস্থা মেহদ্য দুঃখমূর্তিঃ প্রদৃশ্যতে। ৩  
‘লক্ষ্মণ ! বিধাতা নিশ্চয়ই আমার শরীরকে শুধু দুঃখ  
ভোগ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই আজ সমস্ত দুঃখ  
মূর্তিমান হয়ে আমার সামনে উপস্থিত হচ্ছে।

কিং নু পাপং কৃতং পূর্বং কো বা দারৈর্বির্যোজিতঃ।  
গচ্ছ শূদ্রসমাচার্য ত্যক্তা নৃপতিনা সতী। ৪  
‘পূর্বজন্মে আমি এমন কী পাপ করেছি বা কাকে স্ত্রীর  
থেকে বিচ্ছেদ করেছিলাম, যে শূদ্র আচরণসম্পন্ন  
হলেও মহারাজ আমাকে ত্যাগ করলেন।

গুরহমাশ্রমে বাসং রামপাদানুবর্তিনী।  
অনুক্ষম্যাপি সৌমিত্রে দুঃখে চ পরিবর্তিনী। ৫  
‘সুমিত্রানন্দন ! পূর্বে আমি বনবাসের দুঃখ সহ্য  
করেও শ্রীরামের চরণ অনুসরণ করে আশ্রমে থাকা পছন্দ  
করেছিলাম।

স কথং হ্যাশ্রমে সৌম্য বৎস্যামি বিজনীকৃত।  
আখ্যাস্যামি চ কস্যাহং দুঃখং দুঃখপরায়ণা। ৬  
‘কিন্তু সৌম্য ! এখন আমি প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন  
হয়ে একাকী কীভাবে আশ্রমে থাকব ? আর দুঃখ পেলে  
কাকে তা জানাব ?

কিং নু বক্ষ্যামি মুনিষু কর্ম চাসংকৃতং প্রভো।  
কশ্মিন বা কারণে ত্যক্তা রাঘবেণ মহামনা। ৭  
‘প্রভো ! মুনিরা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে,  
মহাত্মা শ্রীরঘুনাথ কোন অপরাধে আমাকে ত্যাগ  
করেছেন, তবে আমি তাঁদের কী উত্তর দেব ?

ন খন্ডদৌব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে।

তাজেমাং রাজবংশস্ত জর্জরমে পরিহাস্যতে। ৮  
‘সুমিত্রাকুমাৰ ! আমি এখনই গঙ্গাজলে নিজের  
জীবন বিসর্জন করে দিতাম কিন্তু এখন তা করব না ; কারণ  
তাহলে আমার পতিদেবের বাজবংশ নষ্ট হয়ে যাবে।

যথাভ্যং কুত সৌমিত্রে তাজ্য মাং দুঃখভাগিনীম্।  
নিদেশে হীয়াতাং রাজঃ শূণু চেষং বচো মম। ৯  
‘কিন্তু সুমিত্রানন্দন ! মহারাজ তোমাকে যেমন  
আদেশ দিয়েছেন, তুমি তা পালন করো। তুমি এই  
দুঃখিনীকে এখানে রেখে মহারাজের আদেশ পালনে স্থির  
থাকো আর আমার এই কথা শুনো।

শুশ্রূণামবিশেষেণ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহেণ চ।  
শিরসঃ বন্দ্য চরণৌ কুশলং ক্রহি পার্শ্ববীম্। ১০  
‘আমার সকল শাস্ত্রীদের একইভাবে হাত জোড়  
করে চরণে প্রণাম জানাবে। সেই সঙ্গে মহারাজের চরণেও  
মস্তক নত করে আমার হয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করবে।

শিরসাভিনতো ক্রয়াঃ সর্বাসামেব লক্ষ্মণ।  
বক্তব্যমপি নৃপতির্ধর্মেষু সুসমাহিতঃ। ১১  
‘লক্ষ্মণ ! তুমি অন্তঃপুরের সকল বন্দনীয় নারীদের  
আমার হয়ে প্রণাম জানিয়ে আমার খবর জানাবে এবং যিনি  
সদা ধর্ম-পালনে সতর্ক থাকেন, সেই মহারাজকে আমার  
সন্দেশ জানাবে।

জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব।  
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা হিতা চ ভব নিত্যশঃ। ১২  
‘রঘুনন্দন ! বাস্তবে তো আপনি জানেনই যে, সীতা  
শুদ্ধ চরিত্রা। সে সর্বদা আপনার হিতে তৎপর থাকে ও  
আপনার প্রতি প্রেমভক্তিসম্পন্ন।

অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরূপা জনে।  
যচ্চ তে বচমীয়ং সাদৃশবাদঃ সমুচ্ছিতঃ। ১৩  
ময়া চ পরিহর্তবাং ভুং হি মে পরমা গতিঃ।

‘বীর ! আপনি অপযশের ভয়েই আমাকে ত্যাগ  
করেছেন ; তাই লোকের মধ্যে আপনার যে নিন্দা হচ্ছে  
অথবা আমার জন্য যে অপবাদ ছড়াচ্ছে, তা দূর করা  
আমারও কর্তব্য ; কারণ আপনিই আমার পরম আশ্রয়।’

বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্মেষু সুসমাহিতঃ। ১৪  
যথা ভ্রাতৃষু বর্তেখাত্তথা পৌরেষু নিত্যদা।  
পরমো হোষ ধর্মস্তে তস্মাৎ কীর্তিরনুত্তমা। ১৫

‘লক্ষ্মণ ! তুমি মহারাজকে বলবে যে, আপনি যেমন ধর্মপূর্বক অতি সাবধানে থেকে আপনার ভাইদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তেমনই পুরবাসীদের সঙ্গে আচরণ করবেন। এই হল আপনার ধর্ম, এতেই আপনি পরম উত্তম যশ লাভ করবেন।

যত্ন পৌরজনে রাজন্ ধর্মেণ সমবাপুয়াৎ।

অহং তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরশব্দে ॥ ১৬

‘রাজন্ ! পুরবাসীদের প্রতি ধর্মানুকূল আচরণ করলে যে পুণ্য প্রাপ্ত হবে, সেটাই আপনার উত্তম ধর্ম ও কীর্তি। পুরুষোত্তম ! আমার শরীরের জন্য কোনো চিন্তা নেই।

যথাপবাদং পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।

পতির্হি দেবতা নার্যাঃ পতির্বদ্ধাঃ পতির্গুরুঃ ॥ ১৭

প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্তৃঃ কার্যং বিশেষতঃ।

‘রঘুনন্দন ! পুরবাসীদের অপবাদ থেকে আপনি যেভাবে বাঁচতে পারেন, সেভাবেই থাকুন। পত্নীর জন্য পতিই দেবতা, বন্ধু এবং পতিই গুরু। তাই পত্নীর নিজ প্রাণকে বাজী রেখে বিশেষভাবে পতির প্রিয় করা উচিত।

ইতি মন্বচনাদ্ রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ ॥ ১৮

নিরীক্ষ্য মাদ্য গচ্ছ ত্বমৃতকাল্যতিবর্তিনীম্।

‘আমার হয়ে তুমি সব কথা শ্রীরামকে বলবে আর তুমি আমাকে দেখে যাও। আমি এখন ঋতুকাল কাটিয়ে গর্ভবতী হয়েছি।’

এবং ক্রমশঃ সীতায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ ॥ ১৯

শিরসা বন্দ্য ধরনীং ব্যাহতুং ন শশাক হ

সীতা একথা বলায় লক্ষ্মণের মনে অত্যন্ত দুঃখ হল।

তিনি ধরণীর ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলেন। তখন তাঁর মুখ থেকে কোনো বাক্য নিঃসৃত হল না।

প্রদক্ষিণং চ তাং কৃত্বা রুদ্রমেব মহাস্বনঃ ॥ ২০

খ্যাত্বা মুহূর্তং তামাহ কিং মাং বক্ষ্যসি শোভনে।

তিনি জোরে জোরে কেঁদে সীতা মাতাকে পরিক্রমা করে কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁকে বললেন—

‘শোভনে ! আপনি আমাকে একী বলছেন ?

দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানখে ॥ ২১

কথমত্র হি পশ্যামি নামেণ রহিতাং বনে

‘নিষ্পাপ পত্নিত্বে ! আমি ইতিপূর্বে কখনও আপনার দিকে তাকিয়ে দেখিনি। শুধু আপনার চরণ দর্শন করেছি। তবে আজ এই বনে শ্রীরামের অনুপস্থিতিতে কীভাবে আপনার দিকে তাকাতে পারি ?’

ইত্যত্বে তাং নমস্কৃত্য পুনর্নানুশোচয়ৎ ॥ ২২

আরুণোহ পুনর্নানং নানিকং চাভ্যচোদয়ৎ

একথা বলে তিনি সীতাদেবীকে পুনঃপ্রণাম করে নৌকাতে উঠে গেলেন। নৌকায় উঠে তিনি নানিদের গীতা চালাতে বসলেন।

স গজা চোত্তরং তীরং শোকভাবসমদ্বিতঃ ॥ ২৩

সম্মূঢ় ইব দুঃখেন রথমগারহদ্ ভ্রতম্।

শোকাহত লক্ষ্মণ গঙ্গার উত্তর তটে পৌঁছে দুঃখে অচেতন প্রায় হয়ে পড়লেন এবং সেই মনস্তপ্তে

শীঘ্রতাপূর্বক রথের দিকে চলে গেলেন।

মুহর্মুহঃ পরাবৃত্য দৃষ্টা সীতামানখনঃ ॥ ২৪

চেষ্টন্তীঃ পরতীরহাং লক্ষ্মণঃ প্রব্রাবক।

সীতা গঙ্গার অন্য তীরে অনাথের মতো কাঁদে

কাঁদতে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। লক্ষ্মণ বারবার ঘুরিয়ে তাঁকে দেখতে-দেখতে চলে যাচ্ছিলেন।

দূরহুং রথমালোকা লক্ষ্মণং চ মুহর্মুহঃ।

নিরীক্ষমাণাং তুষ্টিগাং সীতাং শোকঃ সমাশিঃ ॥ ২৫

রথ ক্রমশঃ লক্ষ্মণকে নিয়ে দূরে চলে গেল সীতা

সেদিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মণ অদৃশ্য হতে

তিনি গভীর শোকমগ্না হলেন।

সা দুঃখভারাবনতা যশস্বিনী

যশোধরা নাথমপশ্যতী সতী

রুরোদ সা বর্হিণাদিতে বনে

মহাস্বনং দুঃখপরায়ণা সতী ॥ ২৬

এখন তাঁর কোনো রক্ষক ছিল না। সুতরাং

যশধারণকারী এই যশস্বিনী সীতাদেবী দুঃখের ভারে চিন্তামগ্ন

হয়ে ময়ূরের ডাকে গুঞ্জিত সেই বনে জোরে জোরে

কাঁদতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাবো উত্তরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥



## একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৪৯)

মুনিকুমারদের কাছে সংবাদ পেয়ে বাণীকির সীতাদেবীর কাছে এসে  
তাকে সাত্বনা প্রদান করা এবং আশ্রমে নিয়ে আসা

সীতাং হু রুদতীং দৃষ্টা তে তত্র মুনিদাত্রকাঃ।

ভগবন্ যত্র ভগবানাস্তে বাণীকিরগ্রথীঃ॥ ১

সীতাদেবী যেখানে কাঁদছিলেন, সেখান থেকে  
কিছুদূরে ঋষিদের কয়েকজন বালক অবস্থান করছিল।

এরা সীতাদেবীকে কাঁদতে দেখে নিজ আশ্রমে দৌড়ে  
গেল—যেখানে উগ্র তপস্যায় চিত্ত একত্র করে ভগবান  
হস্তীকি মুনি বিবাজ করছিলেন।

হস্তিবাক্য মুনেঃ পাদৌ মুনিপুত্রো মহর্ষয়ে  
দর্শ্য নিবেদয়ামাসুস্তস্যাস্ত্র রুদিতস্থনম্॥ ২

তারা সকলে মহর্ষির চরণে অভিবাदन করে তাঁকে  
সীতাদেবীর কান্নার সংবাদ জানাল।

অষ্টপূর্বা ভগবন্ কস্যাপোষা মহাস্থনঃ।  
শ্রীশ্রীবিব সম্মোহাদ্ বিরৌতি বিকৃতাননা॥ ৩

তারা বলল— ‘ভগবন্! গঙ্গাতীরে কোনো মহাত্মা  
নবশের পত্নী— যাঁকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলে মনে হচ্ছে,  
ব্যকুল চিত্তে ক্রন্দন করছেন। আমরা পূর্বে তাঁকে কখনও  
দেখিনি।

ভগবন্ সাধু পশ্যন্তুঃ দেবতামিব স্বাচ্ছ্যতাম্।  
নলাস্ত্র তীরে ভগবন্ বরপ্তী কাপি দুঃখিতা॥ ৪

‘ভগবন্! আপনি নিজে গিয়ে ভালো করে দেখুন।  
তাঁকে আকাশ থেকে নেমে আসা দেবীর মতো দেখাচ্ছে।  
প্রভে! গঙ্গাতীরে যে দেবি সুন্দরী বসে আছেন, তিনি  
অত্যন্ত দুঃখী।

দৃষ্টাম্ভিঃ প্রকৃদিতা দৃঢ়ং শোকপরায়ণা।  
অনর্হা দুঃখশোকাভ্যামেকা দীনা অনাথবৎ॥ ৫

‘আমরা নিজের চোখে দেখেছি, তিনি গভীর শোকে  
ভুবে জোরে জোরে কাঁদছেন। তিনি এতো দুঃখ ও শোক  
সহ করার যোগ্য নয়। তিনি একাকী, দীন এবং অনাথের  
মতো কাঁদছেন।

ন হোনাং মানুষীং বিদ্বাঃ সংক্রিয়াস্যাঃ প্রযুক্তাতাম্।  
আশ্রমসাবিদুরে চ ত্বামিযং শরণং গতা॥ ৬

‘আমাদের মনে হয় ইনি মানবী নন। আপনার একে  
সংস্কার করা উচিত। এই আশ্রমের সমস্ত দূবে হওয়ায় ইনি  
বাস্তবে আপনারই শরণাগত।

জ্ঞাতারমিহেতে সান্দ্রী ভগবন্ত্বাত্মমহসি।  
ভেষ্মাং হু বচনং শ্রদ্ধা বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্তা ধর্মনিঃ॥ ৭

তপসা লক্ষ্যন্তুমান্ প্রাপ্তবদ্ যত্র মৈথিলী।  
‘ভগবন্! এই সান্দ্রী দেবী নিজের জন্য কোনো  
রক্ষক অন্বেষণ করছেন। সুতরাং আপনি তাঁকে রক্ষা  
করুন।’ মুনিবালকদের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ মহর্ষি ধ্যানস্থ  
হয়ে প্রকৃত বিষয় জেনে নেন, কেননা তিনি তপস্যা  
দ্বারা দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, সব জেনে তিনি সমস্ত  
সেখানে গেলেন, যেখানে সীতাদেবী বিবাজ করছিলেন।

তং প্রয়াস্তমভিপ্রেত্য শিষ্যা হোনাং মহামতিম্॥ ৮  
তং হু দেশমভিপ্রেত্য কিঞ্চিৎ পত্যাং মহামতিঃ।  
অর্ঘ্যমাদায় রুচিরং জাহ্নবীতীরমাগমৎ।

দদর্শ রাঘবস্যোষ্ঠাং সীতাং পত্নীমনাথবৎ॥ ৯  
পরম বুদ্ধিমান মহর্ষিকে যেতে দেখে তাঁর শিষ্যগণ  
তাঁকে অনুগমন করল। কিছুদূরে হেঁটে মহামতি মহর্ষি সুন্দর  
অর্ঘ্য নিয়ে গঙ্গাতীরে সেই স্থানে এলেন। সেখানে তিনি  
শ্রীরঘুনাথের প্রিয়পত্নী সীতাদেবীকে অনাথবৎ দেখতে  
পেলেন।

তাং সীতাং শোকভারাতাং বাণীকিমুনিপুত্রবঃ।  
উবাচ মধুরাং বাণীং হ্লাদয়ামিব তেজসা॥ ১০  
শোকভারে পীড়িত সীতাদেবীকে স্বতেজে যেন  
আনন্দিত করে মুনিবর বাণীকি মধুর বাক্যে বললেন—

মুখা দশরথসা ত্বং রামসা মহিষী প্রিয়া।  
জনকসা সুতা রাজঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে॥ ১১  
‘পতিব্রতে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, মহারাজ  
শ্রীরামের পাটরাণী এবং মিথিলারাজ্য জনকের কন্যা।  
তোমাকে স্বাগত।

আয়াত্নী চাসি বিজ্ঞাতা ময়া ধর্মসমাধিনা।



কারণং চৈব সর্বং মে হৃদয়েনোপলক্ষিতম্ ॥ ১২

‘তুমি যখন এখানে আসছিলে, তখনই ধর্মসম্মতি দ্বারা আমি তা জানতে পেরেছি। তোমাকে পরিত্যাগ করার সমস্ত কারণও আমি যোগবলে জেনে গিয়েছি।

তব চৈব মহাভাগে বিদিতং মম তত্ত্বতঃ  
সর্বং চ বিদিতং মহ্যং ত্রৈলোক্যে যচ্চি বর্ততে ॥ ১৩

‘মহাভাগে ! তোমার সবকিছুই আমি যথার্থভাবে জেনে গিয়েছি। ত্রিলোকে যা কিছু হয়, সেসবই আমার বিদিত।

অপাণাং বেদ্বি সীতে তে তপোলকেন চক্ষুযা।  
বিশ্রদ্ধা ভব বৈদেহি সাত্ত্বতঃ ময়ি বর্তসে ॥ ১৪

‘সীতে ! তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত দিবা দৃষ্টি দ্বারা আমি জানি যে, তুমি নিষ্পাপ। সুতরাং বিদেহনন্দিনী ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এখন তুমি আমার কাছে রয়েছো।

আশ্রমসাবিদূরে মে তাপসাত্ত্বপসি হিতাঃ।

তাত্ত্বাং বৎসে যথা বৎসং পালয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥ ১৫

‘পুত্রি ! আমার আশ্রমের কাছেই কিছু তপস্বিনী নারী বাস করেন, যাঁরা তপস্যায় সংলগ্ন। তাঁরা নিজ সন্তানের মতো সর্বদা তোমাকে পালন করবেন।

ইদমর্থ্যং প্রতীচ্ছ ত্বং বিশ্রদ্ধা বিগতজ্বর।

যথা স্বগৃহমভ্যেতা বিষাদং চৈব মা কৃথাঃ ॥ ১৬

‘আমার দেওয়া এই অর্থা গ্রহণ করো এবং নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। নিজের গৃহেই এসেছ মনে করে বিষাদগ্রস্ত হয়ো না’।

শ্রদ্ধা তু ভাষিতং সীতা মুনোঃ পরমমন্তৃতম্।

শিরসা বন্দ্য চরণৌ তথৈত্যাহ কৃতাজ্জলি ॥ ১৭

মহর্ষির এই অপূর্ব ভাষণ শুনে সীতা মাথা নত করে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে হাত জোড় করে বললেন— ‘যেমন আদেশ’।

তং প্রযান্তং মুনিং সীতা প্রাজ্জলিঃ পৃষ্ঠতোহঘগাৎ।

তং দৃষ্ট্বা মুনিমায়ান্তং বৈদেহ্যা মুনিপত্নয়ঃ।

উপাজগ্মুর্দাদা যুক্তা বচনং

মুনি তখন এগোতে লাগলেন এবং সীতাদেবীকে জোড় করে তাঁর পিছনে চললেন। বিদেহনন্দিনীকে মর্মানন্দে সঙ্গ্রে আসতে দেখে মুনিপত্নিগণ তাঁর কাছ এসে মনে প্রসন্নচিত্তে বললেন -

স্বাগতং তে মুনিস্রেষ্ঠ চিরসাগমনং চ তে  
অভিবাদমামন্ত্রাং সর্বা উচ্যতাং কিং চ কুর্মহে ॥ ১৮

‘মুনিস্রেষ্ঠ ! আপনাকে স্বাগত বহুদিন পর এখানে আপনার শুভাগমন হয়েছে। আমরা সবাই আপনাকে অভিবাদন করছি। এখন, আমরা আপনাকে কি সঙ্গ করব’ ?

তাসাং তদ্ বচনং শ্রদ্ধা বান্দীকিরিদমব্রবীৎ  
সীতৈয়ং সমনুপ্রাপ্তা পত্নী রামস্য ধীমতঃ ॥ ১৯

তাদের কথা শুনে শ্রীবাণীকী বললেন— ‘পত্নী বুদ্ধিমান রাজা শ্রীরামের ধর্মপত্নী সীতাদেবী এখন এসেছেন নৃশা দশরথসৌম্য জনকস্য সূতা সতী।

অপাপা পতিনা তাত্ত্বা পরিপাল্যা ময়া সদা ॥ ২০

‘সতী সীতা রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং জনক কন্যা। নিষ্পাপ হলেনও পতি তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন তাই আমাদেরই সর্বতোভাবে তাঁকে জালন পালন করতে হবে।

ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেশ হি

গৌরবান্বম বাক্যাত্ত পূজ্যা বোহস্ত বিশেষতঃ ॥ ২১

‘সুতরাং আপনারা সর্বদা তাঁর ওপর স্নেহ-দৃষ্টি রাখবেন, আমার কথায় তথা নিজের গৌরবেই ঠিক হলেন আপনাদের বিশেষ আদরলীয়া’

মুহুর্মুহুচ্চ বৈদেহীঃ পরিদায় মহাযশাঃ

স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃত্তং পুনরায়ামহাতপাঃ ॥ ২২

এইভাবে সীতাদেবীকে মুনিপত্নিদের হাতে সমর্পণ করে মহাযশস্বী এবং মহাতপস্বী বান্দীকী ঋষি নিজ শিষ্যদের সঙ্গে আশ্রমে ফিরে এলেন।

ইত্যার্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বান্দীকীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊনপঞ্চাশতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

## পঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫০)

লক্ষণ এবং সুমন্ত্রের মধ্যে কথাবার্তা

মৈথিলীঃ সীতামাশ্রমে সম্ভবেশিতাম্।  
সুগমগমদ ঘোরঃ লক্ষণো দীনচেতনঃ ১

মিথিলেশকুমারী সীতাদেবী মুনিব আশ্রমে স্থান  
জেন দেখে লক্ষণ মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তাঁর  
জানক সন্তাপ হল।

হ্রীচ্চ মহাতেজাঃ সুমন্ত্রঃ মন্ত্রসারথিম্।  
ইতস্তপজং দুঃখং পশ্য রামস্য সারথ্যে ২

তখন মহাতেজস্বী লক্ষণ মন্ত্রণায় সহায়তাকারী  
সুমন্ত্রকে বললেন - 'সূত ! দেখো, শ্রীরামকে এখন  
যেতে সীতাদেবীর বিরহজনিত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে।

জ্যো দুঃখতরং কিং নু রাঘবস্য ভবিষ্যতি।  
পল্লীঃ শুকসমাচারং বিসৃজ্য জনকান্বজাম্ ৩

শ্রীরঘুনাথকে এর থেকে বেশি দুঃখ আর কি ভোগ  
করতে হবে যে, তাঁকে নিজের পবিত্র আচরণকারী ধর্মপত্নী  
জনকশৈলীর সীতাকে পরিত্যাগ করতে হল।

কঙ্কঃ দৈবাদহং মন্যো রাঘবস্য বিনাতবম্।  
বৈদহ্য সারথ্যে নিত্যং দৈবং হি দূরতিক্রমম্ ৪

'সারথ্যে ! শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে সীতার এই যে  
বিয়োগ ঘটেছে, এতে আমি দৈবকেই কারণ মানছি, কারণ  
দৈববিধান দুর্লভ হয়।

যো হি দেবান্ সগন্ধর্বানসুরান্ সহ রাক্ষসৈঃ।  
নিহনাদ্ রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ স দৈবং পর্যুপাসতে ৫

'যে শ্রীরাম কুপিত হলে দেবগণ, গন্ধর্বগণ এবং  
রাক্ষসসহ অসুরও সংহার করতে পারেন, তিনিই দৈবের  
উপাসনা করছেন (তা নিবারণ করতে পারছেন না)।

পূরা রামঃ পিতৃবাক্যাদ্ দণ্ডকে বিজনে বনে।  
উদ্বিগ্না নব বর্ষাণি পঞ্চ চৈব মহাবনো ৬

'প্রথমে পিতার আজ্ঞায় শ্রীরামচন্দ্রকে চতুর্দশ বছর  
বিশাল নির্জন দণ্ডকবনে থাকতে হয়েছিল।

জ্যো দুঃখতরং ভূয়ঃ সীতয়া বিপ্রবাসনম্।  
পৌরাণ্যং বচনং শ্রদ্ধা নৃশংসং প্রতিভাতি মে ৭

'এখন তার থেকেও বেশি দুঃখের বিষয় হল যে,  
আঁকে সীতাদেবীকে নির্বাসন দিতে হল। কিন্তু পুরবাসীদের  
কথা শুনে তাঁর এই কাজ করা আমার নিকট অত্যন্ত

নির্দয়পূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।  
কো নু ধর্মাশ্রয়ঃ সূত কর্মণ্যশ্মিন্ যশোহরে।

মৈথিলীঃ সমনুপ্রাপ্তঃ পৌরৈহীনার্খবাদিভিঃ ৮  
'সূত ! সীতাদেবীর সম্বন্ধে অন্যায়পূর্ণ কথা বলা এই  
পুরবাসীদের জন্য, এমন কীর্তিনাশক কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে

শ্রীরামচন্দ্র কোন্ ধর্মরাশি উপার্জন করলেন ?'  
এতা বাজে বহুনিধাঃ শ্রদ্ধা লক্ষণভাষিতাঃ।  
সুমন্ত্রঃ শ্রদ্ধয়া প্রাজ্ঞো বাক্যমেতদুবাচ হ ৯

শ্রীলক্ষ্মণের বলা এই নানাপ্রকার কথা শুনে বুদ্ধিমান  
সুমন্ত্র শ্রদ্ধাপূর্বক বললেন—

ন সন্তাপজয়া কার্যঃ সৌমিত্রে মৈথিলীঃ প্রতি  
দৃষ্টমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ পিতৃশ্চে লক্ষণপ্রভঃ ১০

'সুমিত্রানন্দন ! মিথিলেশকুমারী সীতাদেবীর বিষয়ে  
আপনার শোক করা উচিত নয়। লক্ষণ ! ব্রাহ্মপণ্ডা একথা  
আপনার পিতার সামনেই জেনে নিয়েছিলেন।

ভবিষ্যতি দৃঢ়ং রামো দুঃখপ্রায়ো বিসৌখ্যভাক্।  
প্রাক্ষাতে চ মহাবাহুব্রিয়োগং প্রিয়ৈর্কৃতম্ ১১

'সেই সময় শ্রীদুর্বাসা বলেছিলেন যে, শ্রীরাম  
নিশ্চয়ই অধিকতর দুঃখ পাবেন, তাঁর সৌম্যভাব নষ্ট হবে।  
মহাবাহু শ্রীরামের শিষ্যই নিজ প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ

ঘটবে  
জ্বাং চৈব মৈথিলীঃ চৈব শত্রুঘ্নভরতৌ তথা।  
স ত্যজিষ্যতি ধর্মাঙ্ঘ্রা কালেন মহতা মহান্ ১২

'সুমিত্রাকুমার ! ধর্মাঙ্ঘ্রা মহাপুরুষ শ্রীরাম বেশ  
কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে তোমাকে, মিথিলেশকুমারীকে  
এবং ভরত ও শত্রুঘ্নকেও ত্যাগ করবেন।

ইদং জয়ি ন বক্তব্যং সৌমিত্রে ভরতেহপি বা।  
রাজা বো ব্যাহতং বাক্যং দুর্বাসা যদুবাচ হ ১৩

'দুর্বাসা যে কথা বলেছিলেন, তা মহারাজ দশরথ  
তোমাকে, শত্রুঘ্নকে এবং ভরতকেও জানাতে নিষেধ  
করেছেন।

মহাজনসমীপে চ মম চৈব নরবর্ভ।  
ঋষিণা ব্যাহতং বাক্যং বসিষ্ঠস্য চ সমিধৌ ১৪

'নরশ্রেষ্ঠ ! দুর্বাসা মুনি অনেক বড় জনসমাগমের  
সামনে, আমার সামনে এবং মহর্ষি বসিষ্ঠের কাছে এই  
কথা বলেছেন।

ঋষেষু বচনং শ্রদ্ধা মামাহ পুরুষবর্ভঃ।  
সূত ন কচিদেবং তে বক্তব্যং জনসমিধৌ ১৫



‘দুর্বাসা মূনির এই কথা শুনে পুরুষপ্রবর দশরথ আমাকে বলেন - “সূত ! তোমার অপরের নিকট এই কথা প্রকাশ করা উচিত নয়”।

তস্যাহং লোকপালস্য বাক্যং তৎসুসমাহিতঃ।

নৈব জ্ঞাত্বতং কুৰ্য্যামিতি মে সৌম্য দর্শনম্॥ ১৬

‘সৌম্য ! লোকপালক শ্রীদশরথের এই কথার আমি উলঙ্ঘন করব না’ - এই হল আমার সংকল্প। তাই আমি সর্বদা সতর্ক থাকি।

সর্বথৈব ন বক্তব্যঃ ময়া সৌম্য তবাত্ততঃ।

যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রয়তাং রঘুনন্দন॥ ১৭

‘সৌম্য রঘুনন্দন ! যদিও একথা আপনার কাছে একেবারেই বলা উচিত নয়, তবুও আপনার মনে যদি শোনার জন্য শ্রদ্ধা (উৎসুকতা) থাকে, তাহলে শুনুন।

মদ্যপাহং নরেন্দ্রেণ রহস্যং শ্রানিতং পুনা  
তথাপ্যুদাহরিশ্যামি দৈনং হি পুরহিতরমঃ  
গেনেদমীদৃশং প্রাপ্তং দুঃখং শোকসমবিশ্রমঃ।

ন জয়া ভরতস্যাত্রে শত্রুঘ্নস্যপি সচিদৌ

‘গদিত পূর্বে মহারাজ এই বহুসংখ্যক কথার মধ্যে  
না কবিত্ব আদেশ দিয়েছিলেন, তবুও আজ আমি সে  
কথা বলছি। দৈববিধান লঙ্ঘন করা অসম্ভব করিন, মনে পড়ে  
এই দুঃখ ও শোক প্রাপ্ত হলেই ‘ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব’ উপাখ্যান  
শত্রুঘ্নের সামনে একথা বলা উচিত নয়’।

তাহুত্বা ভাগিতং তস্য গম্ভীরার্থদং মতং

তথাঃ ক্রীড়িত সৌমিগ্নিঃ সূতঃ স্তং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৮

সুমন্ত্রের এই গম্ভীর ভাষণ শুনে সুমিত্রকৃপার লঙ্ঘন

বললেন - ‘সুমন্ত্র ! যা সত্য কথা, আপনি তা অবশ্যই

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বাণীকীম বাণীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বাণীকীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫০ ॥

### একপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫১)

সুমন্ত্রের দুর্বাসার মুখ থেকে শোনা ভৃগুঋষির শাপের কথা জানানো এবং

ভবিষ্যতের কিছু কথা জানিয়ে দুঃখী লঙ্কণকে শান্ত করা

তথা সংচোদিতঃ সূতো লঙ্কণেন মহামুনা।

তদ্ বাক্যম্বিণা প্রোক্তং ব্যাহত্বমুপচক্রমে। ১

মহাত্মা লঙ্কণের প্রেরণায় তখন সুমন্ত্র দুর্বাসামূনির  
কথা তাঁকে শোনাতে থাকেন।

পুরা নান্না হি দুর্বাসা অত্রেঃ পুত্রো মহামুনিঃ।

বসিষ্ঠস্যশ্রমে পুণ্যে বার্ষিক্যং সমুভাস হ॥ ২

‘লঙ্কণ ! পূর্বকালের কথা, একবার অত্রির পুত্র  
মহামুনি দুর্বাসা শ্রীবশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে থেকে বর্ষার চার  
মাস অতিবাহিত করেন।

তমশ্রমং মহাতেজাঃ পিতা তে সুমহাযশাঃ।

পুরোহিতং মহাত্মানং দিদ্গুরুগমং স্বয়ম্॥ ৩

‘একদিন আপনার মহাতেজস্বী এবং মহান যশস্বী

পিতা সেই আশ্রমে পুরোহিত মহাত্মা শ্রীবশিষ্ঠের শ্রম  
করার জন্য সেই স্থানে গমন করেন।

স দৃষ্ট্বা সূর্যসংকাশং জ্বলন্তমিষ তেজসা  
উপবিষ্টং বসিষ্ঠস্য সবাণার্শে মহামুনিম্॥ ৪

‘তিনি সেখানে শ্রীবশিষ্ঠের বামভাগে উপবিষ্ট এক  
মহামুনিকে দেখেন, যিনি নিজ তেজে যেন সূর্যের ন্যায়  
দেদীপ্যমান ছিলেন।

তৌ মুনী তাপসশ্রেষ্ঠৌ বিনীতো হ্যভাবদমঃ।

স তাত্ত্যং পূজিতো রাজা স্বাগতেনাসনেন চ॥ ৫

পাদ্যেন ফলমূলৈশ্চ উভাস মুনিভিঃ সহ  
‘রাজা তখন সেই দুই তাপস শিরোমণি মহর্ষিদের  
বিনয়পূর্বক অভিবাদন করেন। তাঁরাও দুজনে তাঁকে স্বাগত



নিম্নে আসন, পাদ্য, ফল-মূল সমর্পণ করে সংকার  
করেন। তিনি তখন মুনিদের সঙ্গে সেখানে উপবিষ্ট  
ছিলেন।

তত্রোপবিষ্টানাং তান্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ । ৬  
পরমধীনাঃ মথ্যাদিত্যগতেহহনি।

‘সেখানে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মহর্ষিগণ নানাপ্রকার অত্যন্ত  
সুস্বাদু কথা আলোচনা করছিলেন।

তা কথ্যাং কস্যাংচিৎ প্রাজ্ঞাঃ প্রগ্রহো নৃপঃ ॥ ৭  
তং মহাস্থানমন্ত্রেঃ পুত্রং তপোধনম্।

‘তখন কোনও এক প্রসঙ্গে মহারাজ দশরথ হাত  
জড় করে অত্রি তপস্বী পুত্র মহাত্মা দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা  
করেন—

জগন্ কিংপ্রমাণেন মম বংশো ভবিষ্যতি ॥ ৮  
ক্লাম্বুচি হি মে রামঃ পুত্রাশ্চান্যো কিমামুষঃ।

‘ভগবন্! আমার বংশ কতোদিন থাকবে? আমার  
পুত্র রামের আয়ু কত হবে এবং অন্য পুত্রদেরও আয়ু কত  
হবে?

রামা চ সূতা যে স্যুন্তেষামায়ুঃ কিমদ্ ভবেৎ ॥ ৯  
হাম্যা ভগবন্ ব্রাহ্মি বংশস্যাস্য গতিং মম।

‘শ্রীরামের যে পুত্র হবে, তার কত আয়ু হবে?  
ভগবন্! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার বংশের স্থিতি বলুন’।

তজ্জা ব্যাহতং বাক্যং রাজো দশরথস্য তু ॥ ১০  
দুর্ভাসাঃ সুমহাতেজা ব্যাহতমুপচক্রমে।

রাজা দশরথের কথা শুনে মহাতেজস্বী দুর্বাসা  
বলতে লাগলেন—

পু রাজন্ পুরা বৃত্তং তদা দেবাসুরে যুধি ॥ ১১  
দৈত্যাঃ সুরৈর্ভৎসামান্য ভৃগুপত্নীঃ সমাপ্রিতাঃ।

দৈত্যাঃ সুরৈর্ভৎসামান্য ভৃগুপত্নীঃ সমাপ্রিতাঃ।

দত্তাভয়াস্তত্র ন্যবসন্নভয়াস্তদা ॥ ১২

‘রাজন্! শুনুন, প্রাচীন কালের কথা, একবার  
দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দৈত্যগণ  
মহর্ষি ভৃগুপত্নীর শরণ গ্রহণ করেন। ভৃগুপত্নী তখন  
দৈত্যদের অভয় দেন এবং তারা তাঁর আশ্রমে নির্ভয়ে  
থাকতে লাগলেন।

তয়া পরিগৃহীতাংস্তান্ দৃষ্টা ক্রুদ্ধঃ সুরেশ্বরঃ।  
চক্রেণ শিতধারেণ ভৃগুপত্ন্যাঃ শিরোহরৎ ॥ ১৩

‘ভৃগুপত্নী দৈত্যদের আশ্রয় দিয়েছেন জেনে কুপিত  
হয়ে দেবেশ্বর ভগবান বিষ্ণু তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন চক্র দিয়ে তাঁর  
মাথা কেটে নেন।

ততস্তাং নিহতাং দৃষ্টা পত্নীঃ ভৃগুকুলোদহঃ।  
শাপা সহসা ক্রুদ্ধো বিষ্ণুঃ ত্রিপুকুলার্দনম্ ॥ ১৪

‘পত্নী-বধ হতে দেখে ভার্গববংশের প্রবর্তক ভৃগু  
কুপিত হয়ে শত্রুকুলনাশন ভগবান বিষ্ণুকে অভিষাপ দেন।  
যশ্মাদবধ্যাং মে পত্নীমবধীঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ।  
তস্মাৎ ত্বং মানুষে লোকে জনিষ্যসি জনার্দন ॥ ১৫

তত্র পত্নীবিয়োগং ত্বং প্রাক্ষাসে বহুবর্ষিকম্।  
জনার্দন! আমার পত্নী বধের যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু  
আপনি ক্রোধবশতঃ তাঁকে বধ করেছেন, অতএব  
আপনাকে মনুষ্যলোকে জন্মাতে হবে এবং সেখানে  
বহুবছর ধরে পত্নী-বিয়োগের কষ্ট সহ্য করতে হবে’।

শাপাভিহতচেতস্ত স্বাস্থ্যনা ভাবিতোহভবৎ ॥ ১৬  
অর্চয়ামাস তং দেবং ভৃগুঃ শাপেন পীড়িতঃ।

কিন্তু এইভাবে শাপ দিয়ে তাঁর অত্যন্ত অনুতাপ হল।  
তাঁর অন্তরাত্মা ভগবানকে এই শাপ স্বীকার করানোর জন্য  
তাঁরই আরাধনা করার জন্য প্রেরিত কবেছিল। এইভাবে  
শাপের বিফলতার ভয়ে পীড়িত ভৃগু তপস্যার দ্বারা ভগবান  
বিষ্ণুর আরাধনা করেন।

তপসাহহরাধিতো দেবো হর্রবীদ্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৭  
লোকানাং সন্তপ্রিয়ার্থং তু তং শাপং গৃহ্যমুক্তবান্।

‘তপস্যা দ্বারা আরাধনা করায় ভগবৎবৎসল শ্রীবিষ্ণু  
সন্তুষ্ট হয়ে বলেন—‘মহর্ষে! সর্ব জগতের প্রিয় করার জন্য  
আমি এই শাপ গ্রহণ করছি’।

ইতি শপ্তো মহাতেজা ভৃগুনা পূর্বজন্মনি ॥ ১৮  
ইহাগতো হি পুত্রঃ তব পার্থিবসত্তম।

রাম ইত্যভিবিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মানদ ॥ ১৯  
‘এইভাবে পূর্বজন্মে (বামন-অবতার কালে)  
মহাতেজস্বী ভগবান বিষ্ণুকে ভৃগুঋষির শাপ স্বীকার করতে

হয়। অপরকে মান প্রদানকারী নৃপশ্রেষ্ঠ! ত্রিলোকে বিখ্যাত  
সেই রামই আপনার পুত্র রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তৎ ফলং ব্রাহ্মণ্যে চাপি ভূতশাপকৃতং মহৎ

অযোধ্যায়াঃ পত্নী রামো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি। ২০

ভৃগুর শাপে পত্নী-বিয়োগরূপ যে মহাফল, তা তিনি  
অবশ্যই লাভ করবেন। শ্রীরাম দীর্ঘকাল ধরে অযোধ্যার

রাজা হয়ে বিরাজ করবেন।

সুখিনশ্চ সমৃদ্ধশ্চ ভবিষ্যন্ত্যসা যেহনুগাঃ।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ॥ ২১

রামো রাজ্যমুপাসিদ্ধা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি

তাঁর অনুযায়ীও সুখী ও ধন-ধান্য সম্পন্ন হবেন।

শ্রীরাম এগারো হাজার বছর ধরে রাজ্য ভোগ করে শেষে

ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠ বা সাক্ষাত ধাম) গমন করবেন।

সমৃদ্ধৈশাশ্বমেবৈশ্চ ইষ্টা পরমদুর্জয়ঃ॥ ২২

রাজবংশাংশ্চ বহুশো বহুন্ সংস্থাপয়িষ্যতি

দ্বৌ পুত্রৌ ভবিষ্যতে সীতার্যাং রাঘবসা তু। ২৩

পরম দুর্জয়বীর শ্রীরাম সমৃদ্ধিশালী, বহুবার

অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে বহুরাজবংশ স্থাপন করবেন।

শ্রীরামের দ্বারা সীতার গর্ভে দুই পুত্র হবে।

স সর্বমখিলং রাজ্ঞো বংশস্যাহ গতাগতম্।

আখ্যায় সুমহাতেজাঙ্কুশীমাসীনহামুনিঃ॥ ২৪

এই সব কথা বলে সেই মহাতেজস্বী মহামুনি

রাজবংশের বিষয়ে ভূত-ভবিষ্যের সমস্ত কথা বলে চুপ

করলেন।

তৃষ্ণীং ভূতে তদা তস্মিন্ রাজা দশরথো মুনৌ।

অভিবাদ্য মহাস্থানৌ পুনরাগাৎ পুরোত্তমম্॥ ২৫

দুর্ভাসা মুনি চুপ করলে মহারাজ দশরথ দুই মহামুনি  
প্রণাম করে নিজ উত্তম নগরে ফিরে আসেন,

এতদ্ বচো ময়া তত্র মুনিনা ব্যাহতং শ্রুত্ব।

শ্রুতং হৃদি চ নিক্ষিপ্তং নানাথা তদ্ ভবিষ্যতি॥ ২৬

এভাবে পূর্বকালে দুর্ভাসা মুনি কথিত এই কথা মনে

সেখানে শুনেছি এবং নিজ হৃদয়ে ধারণ করেছি (কত

কাছে প্রকট করিনি)। এসব কথা অসত্য হবে না

সীতার্যাশ্চ ততঃ পুত্রাবতিষেক্যতি রাঘবঃ।

অন্যত্র ন ত্বযোধ্যায়াং মুনেন্ত্র বচনং বখা ২৭

দুর্ভাসা মুনির কথা অনুসারে শ্রীরঘুনাথ ও সীতার

পুত্রের অভিষেক অযোধ্যার বাইরে সম্পন্ন হবে,

অযোধ্যায় নয়।

এবং গতে ন সন্তাপং কর্তৃমহসি রাঘব

সীতার্থে রাঘবার্থে বা দৃঢ়ো ভব নরোত্তমঃ॥ ২৮

‘নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! বিধাতার এমনই বিধান হুজুর

আপনার সীতা ও রঘুনাথের জন্য দুঃখ করা উচিত নয়

আপনি ধৈর্য ধারণ করুন’।

শ্রদ্ধা তু ব্যাহতং বাক্যং সূতস্যা পরমাত্মনু।

প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাক্ষিতি চত্বরীঃ॥ ২৯

সূত সুমন্তের মুখে এই অভূত কথা শুনে নন্দন

অত্যন্ত হর্ষিত হলেন। তিনি বললেন—‘ঠিক, ঠিক’।

ততঃ সংবদতোরেবং সূতলক্ষ্মণয়োঃ পথি।

অন্তমর্কে গতে বাসং কেশিনাং ভাবথোষহুঃ॥ ৩০

গমনকালে সুমন্ত ও লক্ষ্মণ এইভাবে কথা বলতে

বলতে সূর্য অস্ত গেল। তখন তাঁরা দুজনে কেশিনী নদীতে

রাত কাটালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

## দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫২)

অযোধ্যার রাজভবনে পৌঁছে লক্ষ্মণের দুঃখগ্রস্ত শ্রীরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান

১৪ তাং রজনীমুখ্য কেশিনাং রঘুনন্দনঃ।  
জ্যেষ্ঠে পুনরুত্থায় লক্ষ্মণঃ প্রযায়ৌ তদা ॥ ১  
কেশিনী নদীতটে রাত কাটিয়ে রঘুনন্দন লক্ষ্মণ  
জ্যেষ্ঠকালে সেখান থেকে এগিয়ে চললেন।

১৫ হস্তাধিবসে প্রাপ্তে প্রবিবেশ মহারথঃ।  
অযোধ্যাং রত্নসম্পূর্ণাং হাটপুষ্টজানবৃত্তাম্ ॥ ২  
হিপ্রহর নাগাদ সেই বিশাল রথ রত্ন-ধন-সম্পন্ন,  
নুযা পরিপূর্ণ অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করল।

১৬ সৌমিত্রিষ্ঠ শরং দৈন্যং জগাম সুমহামতিঃ।  
রামপাদৌ সমাসাদ্য বক্ষ্যামি কিমহং গতঃ ॥ ৩  
সেখানে পৌঁছে পরম বুদ্ধিমান সুমিত্রাকুমারের  
হস্ত দুঃখ হল। তিনি ভাবতে লাগলেন—‘আমি শ্রীরামের  
দেহে গিয়ে কী বলব?’

১৭ চিত্তয়ানস্য ভবনং শশিসমিভম্।  
রম্যসা পরমোদারং পুরস্তাৎ সমদৃশাত ॥ ৪  
তিনি এইভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন, এমন সময়  
সামনে তাঁদের মতো উজ্জ্বল শ্রীরামের বিশাল রাজভবন  
দেখা গেল।

১৮ রাজস্ত ভবনদ্বারি সোহবতীর্থ নরোত্তমঃ।  
অবাধমুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ ॥ ৫  
রাজমহলের দ্বারে রথ থেকে নেমে এই নরশ্রেষ্ঠ  
লক্ষ্মণ মাথা নত করে দুঃখিত চিত্তে ভিতরে প্রবেশ  
করলেন।

১৯ দুষ্টা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে।  
নেত্রজ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দদর্শাগ্রজমগ্রতঃ ॥ ৬  
দুঃপ্রাচ চরণৌ তস্য লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।  
উলট দীনয়া বাচা প্রাজ্জলিঃ সুসমাহিতঃ ॥ ৭  
তিনি দেখলেন শ্রীরঘুনাথ দুঃখী হয়ে একটি  
সিংহাসনে বসে রয়েছেন, তাঁর দুই নেত্র অশ্রুতে পরিপূর্ণ।  
যত ভাইকে এইভাবে দেখে লক্ষ্মণ দুঃখিত হয়ে তাঁর দু’পা  
ধরে, হাত জোড় করে চিত্ত একত্র করে দুঃখিত চিত্তে  
বললেন।

২০ অর্ঘ্যস্যাভ্যাং পূরঙ্কতা বিসৃজ্য জনকান্সজাম্।  
গঙ্গাতীরে যথোদ্দিষ্টে বাল্মীকিরাত্রমে শুভে ॥ ৮  
গঙ্গাতীরে যথোদ্দিষ্টে বাল্মীকিরাত্রমে শুভে ॥ ৮

২১ তাং চ উজ্জারামাশ্রমাস্তে যশস্বিনীম্।  
পুনরপ্যাগতো নীর পাদমূলমুপাসিতুম্ ॥ ৯  
‘নার মহাবাহুবল আদেশ শিনোপার্গ করে আমি সেই  
শুভ আচরণসম্পন্ন, যশস্বিনী জনক কিশোরী সীতাদেবীকে  
গঙ্গাতটে মর্জিগ বাল্মীকির শুভ অশ্রমের নিকট নির্দিষ্ট  
স্থানে বোধে দিয়ে আপনার শ্রীচরণের সেবায় ফিরে  
এসেছি।

২২ মা শুচয় পুরুষন্যায় কালসা গতিরীদৃশী  
ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি বুদ্ধিরহো মনস্বিনঃ ॥ ১০  
‘পুরুষসিংহ! আপনি শোক করবেন না। কালের  
গতি এমনই। আপনার মতো বুদ্ধিমান ও মনস্বী ব্যক্তি শোক  
করেন না।

২৩ সর্বৈ ক্ষয়ন্তা নিচ্যাঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ।  
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঃ চ জীবিতম্ ॥ ১১  
‘সংসারে যত সঞ্চিত বস্তু আছে, তার সবকিছুর  
পরিণাম বিনাশ, উত্থানের অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত  
বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত হল মৃত্যু।

২৪ তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ।  
নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্তব্যো বিপ্রযোগো হি তৈর্জীবম্ ॥ ১২  
‘সুতরাং স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও ধনে বিশেষ আসক্তি রাখা  
উচিত নয়, কারণ সেসব থেকে বিয়োগ হওয়া নিশ্চিত।  
শত্রুত্বমাত্মনাহংস্থানং বিনেতুং মনসা মনঃ।  
লোকান্ সর্বাংশ্চ কাকুৎস্থ কিং পুনঃ শোকমান্বনঃ ॥ ১৩  
‘ককুৎস্থকুলভৃষণ! আপনি আত্মার দ্বারা আত্মাকে,  
মন দ্বারা মনকে এবং সম্পূর্ণ জগৎকেও সংযত রাখতে  
সক্ষম; তাহলে নিজ-শোক বশে রাখা আপনার পক্ষে  
এমন কি বড় কথা?

২৫ নেদৃশেষু বিমুহ্যন্তি ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভাঃ।  
অপবাদঃ স কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব ॥ ১৪  
‘আপনার মতো শ্রেষ্ঠ পুরুষ এরূপ পরিস্থিতিতে  
মোহগ্রস্ত হন না। রঘুনন্দন! আপনি যদি দুঃখিত থাকেন,  
তাহলে এই অপবাদ আপনার ওপর আবার ফিরে আসবে।  
যদর্থঃ মৈথিলী ত্যজ্য অপবাদভয়াম্শূপ।  
সোহপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫  
সোহপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫



‘নরেশ্বর ! যে অপবাদে ভয়ে আপনি যিখিলেশ  
কুমারীকে ত্যাগ করেছেন, সেই অপবাদ নিঃসন্দেহে এই  
নগরীতে আবার চর্চা হবে (লোকে বলবে, অন্যের গৃহে  
থাকা পত্নীকে ত্যাগ করে ইনি রাত-দিন তারই চিন্তায় দুঃখিত  
থাকেন)।

স ত্বং পুরুষশার্দূল ধৈর্যেণ সুসমাহিতঃ।  
তাজেমাং দুর্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কুরুষ হ॥ ১৬

‘সুতরাং পুরুষসিংহ ! আপনি ধৈর্য সহকারে চিন্তা  
একাগ্র করে এই দুর্বল শোক-তাপ পরিত্যাগ করুন, সন্তপ্ত  
হবেন না’।

এবমুক্তঃ স কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাম্বনা।  
উবাচ পরয়া প্রীত্যা সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলঃ॥ ১৭

মহাত্মা লক্ষ্মণ এইরূপ বলায় মিত্রবৎসল শ্রীক  
অত্যন্ত প্রসন্নতাসহ সুমিত্রাকুমারকে বললেন—  
এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।

‘নরশ্রেষ্ঠ বীর লক্ষ্মণ ! তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তুমি  
যে আমার আদেশ পালন করেছ, এতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট  
হয়েছি।

নিবৃত্তিচাগতা সৌম্য সন্তাপশ্চ নিরাকৃত্য।  
উবদাকৈঃ সুকৃতিরৈরগুনীভোহস্মি লক্ষ্মণ॥ ১৮

‘সৌম্য লক্ষ্মণ ! এখন আমি দুঃখ থেকে নিবৃত্তি  
পেয়েছি। সন্তাপকে হৃদয় থেকে বার করে দিয়েছি। এমন  
সুন্দর কথায় আমি অত্যন্ত শান্তি পেয়েছি’।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিবচিত্তি আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

## ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৩)

শ্রীরামের দ্বারা প্রয়োজন হেতু প্রেরিত পুরুষদের উপেক্ষা করায় রাজা নৃগের শাপগ্রস্ত

হওয়া এবং লক্ষ্মণকে তাঁকে দেখাশোনা করার আদেশ

লক্ষ্মণস্য তু তদ্ বাক্যং নিশম্য পরমাত্তম।  
সুপ্রীতশ্চাভবদ্ রামো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১

লক্ষ্মণের সেই অতি অদ্ভুত কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র  
অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—

দুর্লভভীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ।  
যাদৃশত্বং মহাবুদ্ধির্মম সৌম্য মনোহনুগঃ॥ ২

‘সৌম্য ! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তুমি যেভাবে আমার  
মনকে অনুসরণ করো, এই সময়ে এমন ভাই পাওয়া  
অত্যন্ত কঠিন।

যচ্চ মে হৃদয়ে কিঞ্চিদ্ বর্ততে শুভলক্ষণ।  
তন্নিশাময় চ শ্রদ্ধা কুরুষ বচনং মম॥ ৩

‘শুভ লক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ ! এখন আমার মনে যে  
চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, তা শোনো এবং তদনুসারে কাজ  
করো।

চত্বারো দিবসাঃ সৌম্য কার্যং পৌরজনস্য চ।  
অকুর্বাণস্য সৌমিত্রে তন্মে মর্মানি কৃতিঃ॥ ৪

‘সৌম্য ! সুমিত্রাকুমার ! পুরবাসীদের কোনো  
প্রয়োজনে উপস্থিত না হয়ে আমার চারদিন পার হয়ে  
গেছে, তাই আমার মর্মস্থল বিদীর্ণ করছে।

আহুয়ত্বাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্রিগণা।  
কার্যার্থিনশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষবর্ভাঃ॥ ৫

‘পুরুষপ্রবর ! তুমি প্রজা, পুরোহিত এবং মন্ত্রীদের  
আসতে বলো। যাদেরই আমাকে কোনো প্রয়োজন থাকে,  
তাদের উপস্থিত করো।

পৌরকার্য্যণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে।  
সংবৃতে নরকে ঘোরে পতিতো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬

‘যে নরপতি প্রতাহ পুরবাসীদের কোনো কাজে  
আসে না ; তিনি নিঃসন্দেহে সর্বদিক থেকে নিষ্কৃত এবং

ব্যবহিত নরক ভোগ করেন।

সম্রাট হি পুরা রাজা নৃগো নাম মহাশয়ঃ।

হুব পৃথিবীপালো ব্রাহ্মণঃ সত্যবাক্ শুচিঃ। ৭  
শোনা যায়, পূর্বে এই পৃথিবীতে নৃগ নামে প্রসিদ্ধ  
এক মহাশয়ী রাজা রাজ্য করতেন। তিনি অত্যন্ত  
ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী এবং আচার-বিচারে পবিত্র  
ছিলেন।

৪ কদাচিৎ গবাং কোটীঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ।

মুবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুষ্করেষু দদৌ নৃপঃ চ  
'সেই রাজা কোনো এক সময় পুষ্কবতীরে গিয়ে  
ব্রাহ্মণদের স্বর্ণে ভূষিত ও বাছুর সহ এক কোটি গোরু দান  
করেন।

৫ সঙ্গাদ্ গতা ধেনুঃ সবৎসা স্পর্শিতানঘ।

ব্রাহ্মণসাহিত্যেস্ত  
দরিদ্রসৌখ্যবর্তিনঃ। ৯

'নিষ্পাপ লক্ষণ! সেই সময় জনৈক দরিদ্র এবং  
চেষ্টিতে জীবন নির্বাহকারী অগ্নিহোত্র পালনকারী  
ব্রাহ্মণের বাছুর-সহ গোরুটি সেখানে সমবেত গাভীদের  
সঙ্গে বিশেষ ধান এবং রাজা নৃগ সঙ্কল্প করে সেটি অন্য এক  
ব্রাহ্মণকে দান দিয়ে দেন।

৬ নষ্টাং গাং ক্ষুধার্তো বৈ অহ্মিসংস্তত তত্র হ।

নাশশাৎ সর্বরাষ্ট্রেষু সংবৎসরগণান্ বহুং। ১০

'বেচারী সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে তাঁর হাতিয়ে  
গাওয়া গোরুকে কহ বছর ধরে এখানে সেখানে খুঁজতে  
ধাকেন, কিন্তু খুঁজে পেলেন না।

৭ তঃ কনখলং গহ্বা জীর্ণবৎসাং নিরাময়াম্।

দৃশ্যে তাং স্বিকাং ধেনুং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। ১১

'অবশেষে তিনি একদিন কঙ্কালে পৌঁছে এক  
ব্রাহ্মণের গৃহে নিজের গোরুটিকে দেখতে পান। গোরুটি  
নীৰোগ ও হাট-পুষ্ট ছিল, কিন্তু তার বাছুরটি অনেক বড়ো  
হয়ে গিয়েছিল।

৮ তথ তাং নামধেয়েন স্বকেনোবাচ ব্রাহ্মণঃ।

আগচ্ছ শবলেভ্যেবং সা তু শুশ্রাব গৌঃ স্বরম্। ১২

'ব্রাহ্মণ তাঁর দেওয়া 'শবলা' নামে তাকে ডাকেন

শবলা! এসো, এসো।' গোরুটি তাঁর ডাক শুনতে পায়।

৯ তঃ তং স্বরমাজায় ক্ষুধার্তস্য দ্বিজস্য বৈ।

অগাং পৃষ্ঠতঃ সা গৌর্গচ্ছতঃ পাবকোপমম্। ১৩

'ক্ষুধাপীড়িত সেই ব্রাহ্মণের পরিচিত স্বর চিনে শবলা

গোরুটি সেই অগ্নিতুলা ব্রাহ্মণকে অনুগমন করতে থাকে।

গোহপি পালয়তে নিপ্রঃ গোহপি গামঘগাদ্ ক্লতম্।

গহ্বা চ তমসিং চেষ্টে মম গৌরিতি সত্ত্বম্। ১৪

স্পর্শিতা রাজসিংহেন মম দস্তা নৃগেন হ

'যে ব্রাহ্মণটি তাকে পালন-পোষণ করতেন, তিনিও  
সেই গোরুটির পিছনে পিছনে গেলেন এবং সেই  
ব্রাহ্মণকে বললেন—'ব্রহ্মন্! এই গোরু আমার। রাজাদের  
মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা নৃগ এটি আমাকে দান করেছেন'।

১০ তসোর্ব্রাহ্মণয়োর্বাদো মহানাসীদ্ বিপশ্চিতোঃ। ১৫

বিনদন্তৌ ভতোহন্যোন্যং দাতারমভিজ্ঞাতুঃ  
'তখন সেই দুই বিদ্বান ব্রাহ্মণ গোরুটিকে নিয়ে  
মহাবিবাদ শুরু করলেন। তাঁরা দুজন ঝগড়া করতে করতে  
দাতা রাজা নৃগের কাছে যান।

১১ তৌ রাজভবনধারি ন প্রাপ্তৌ নৃগশাসনম্। ১৬

অহোরাত্রাণ্যনেকানি বসন্তৌ ক্রোধমীয়তুঃ

'তাঁরা রাজভবনের দ্বারে গিয়ে কয়েকদিন অপেক্ষা  
করলেন, কিন্তু রাজার বিচার পেলেন না (তিনি তাঁদের  
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না)। এতে তাঁদের দুজনের অত্যন্ত  
ক্রোধ হল।

১২ উচুতুচ্চ মহাত্মানৌ ভাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ। ১৭

ক্লদৌ পরমসন্তপ্তৌ বাকাং ঘোরাভিসংহিতম্।

'তখন এই দুই শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তপ্ত ও  
কুপিত হয়ে রাজাকে শাপ দিয়ে এই ভয়ানক কথা বললেন—

১৩ অর্থিনাং কার্ষসিদ্ধার্থং স্বশাস্ত্রং নৈবি দর্শনম্। ১৮

অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি।

বহুবর্ষসহস্রাণি বহুবর্ষশতানি চ। ১৯

শুভ্রে ত্বং কৃকলীভূতো দীর্ঘকালং নিবৎসাসি।

'রাজন্! নিজেদের মধ্যের বিবাদ মেটানোর ইচ্ছায়

আগত এই প্রার্থীদের সমস্যার সমাধান হেতু আপনি দেখাই

করলেন না; অতএব আপনি জনসমাগম থেকে দূরে

থেকে গিরগিটি হয়ে থাকুন এবং সহস্র বছর ধরে গর্তের

গিরগিটি হয়ে অবস্থান করুন

২০ উৎপৎসাতে হি লোকেহস্মিন্ যদুনাং কীর্তিবর্ধনঃ। ২০

বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরুষবিগ্রহঃ।

স তে মোক্ষয়িতা শাপাদ্ রাজংস্তস্মাদ্ ভবিষ্যসি। ২১

কৃতা চ তেন কালেন নিম্বৃতিস্তে ভবিষ্যতি।

ভারাবতরণার্থং হি নরনারায়ণাবুভৌ। ২২

উৎপৎসাতে মহাবীর্যৌ কলৌ যুগ উপহিতৌ।

'যদুকুলের কীর্তি বৃদ্ধিকারী বাসুদেব নামে সুবিখ্যাত



ভগবান শ্রীবিষ্ণু পুরুষরূপে এই জগতে অবতার হয়ে আসবেন, তখন তিনিই এই শাপ থেকে আপনাকে মুক্ত করবেন। অতএব এখন থেকে আপনি গিরগিটি হয়েই অবস্থান করুন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারকালে আপনার উদ্ধার হবে। কলিযুগ আসার কিছু আগে মহাপরাক্রমী নর ও নারায়ণ এই পৃথিবীর ভার লাঘব হেতু অবতীর্ণ হবেন। এবং তৌ শাপমুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণৌ বিগতজ্বরৌ। ২৩ তাং গাং হি দুর্বলাং বৃদ্ধাং দদতু ব্রাহ্মণায় বৈ।

‘এইভাবে শাপ দিয়ে এই দুই ব্রাহ্মণ শান্ত হলেন। তাঁরা সেই বৃদ্ধ ও দুর্বল গোরুটি অপর কোনো এক ব্রাহ্মণকে দান করে দিলেন। এবং স রাজা তং শাপমুপভুজ্যে সুদারুণম্॥ ২৪ কার্যার্থিনাং বিমর্দো হি রাজ্যং দোষায় কল্পতে।

‘এইভাবে রাজা নৃগ সেই দারুণ শাপ ভোগ করতে থাকেন। সুতরাং বিচারের আশায় আগত পুন্সবদে বিবাদের সমাধান না করলে, রাজাদের জন্য সেটি মহাদোষের কারণ হয়ে ওঠে।

ভাষ্যঃ দর্শনঃ মহ্যমভিনবত্বং কার্ষ্যম্॥ ২৫ সুকৃতস্য হি কার্যস্য ফলং নাবৈতি পার্শ্বম্। তস্মাদ্ গচ্ছ প্রতীক্ষয় সৌমিত্রে কার্গবাপ্তনম্॥ ২৬

‘সুতরাং বিবাদ শ্রীমাংসায় আশ্রয়ী মানুষ শীঘ্র আমার সামনে উপস্থিত হোক। প্রজাপালনরূপ পুণ্যকর্মের ফল কি রাজার হয় না? অবশ্যই হয়। অতএব সুমিত্রানন্দন! তুমি যাও রাজদ্বারে প্রতীক্ষা করো, দেখো কোনো কার্ষি (কোনো কাজের প্রয়োজন নিয়ে আসা) পুরুষ অঙ্গকে করেছে কিনা?’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণেব উত্তরকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫৩

### চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৪)

রাজা নৃগের এক সুন্দর গহ্বর তৈরি করে নিজ পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করে সেই গহ্বরে প্রবেশ করে শাপভোগ করা

রামস্য ভাষিতঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরমার্থবিৎ।  
উবাচ প্রাজ্ঞলির্বাচ্যঃ রাঘবঃ দীপ্ততেজসম্। ১  
শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করে পরমার্থবেত্তা লক্ষ্মণ দুই হাত জোড় করে উদ্দীপ্ত তেজসম্পন্ন শ্রীরঘুনাথকে বললেন—

অগ্নাপরাধে কাকুৎস্থঃ বিজাত্যাং শাপ ইদৃশঃ।  
মহান্ নৃগস্য রাজর্ষেযমদণ্ড ইবাপরঃ। ২  
‘ককুৎস্থকুলভূষণ ! ওই দুই ব্রাহ্মণ সামান্য অপরাধেই রাজর্ষি নৃগকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় এমন মহাশাপ দিয়ে দিলেন।

শ্রুত্বা তু পাপসংযুক্তমাত্মনঃ পুরুষবর্ষড।  
কিমুবাচ নৃগো রাজা দ্বিজৌ ক্রোধসমঘ্নিতৌ॥ ৩

‘পুরুষপ্রবর ! নিজেকে শাপগ্রস্ত হওয়া শুনে রাজা নৃগ ওই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণদের কী বললেন?’

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্ত রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।  
শূলু সৌম্য যথা পূর্বং স রাজা শাপবিস্কৃতঃ॥ ৪

লক্ষ্মণ এই কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীরঘুনাথ তখন বললেন— ‘সৌম্য ! শাপগ্রস্ত হয়ে রাজা নৃগ পূর্বকালে যা বলেছেন, তা বলছি, শোনো।

অথাঞ্চনি গতৌ বিপ্রৌ বিজায় স নৃগত্যা।  
আহুয় মজ্জিণঃ সর্বান্ নৈগমান্ সপুৰোষম্॥ ৫  
তানুবাচ নৃগো রাজা সর্বাশ্চ প্রকীর্ত্তা  
দুঃখেন সুসমাবিষ্টঃ ক্রয়তাং মে সমাহিতাঃ॥ ৬

‘রাজা নৃগ যখন জানতে পারলেন যে, সেই দুই ব্রাহ্মণ চলে গেছেন এবং হয়তো কোথাও পথদ্বারা রয়েছে, তখন তিনি মন্ত্রীদের, সমস্ত পুৰবাসীদের, পুরোহিতদের এবং সম্পূর্ণ প্রকৃতিকে ডেকে দুঃখে জড়িত হয়ে বললেন— ‘আপনাদের সাবধানে আমার কথা শুনে বলছি—

নারদঃ পর্বতশ্চৈব মম দত্তা মহত্বম্  
গতৌ ত্রিভুবনং ভদ্রৌ বায়ুভূতানিদিতৌ॥ ৭

‘নারদ এবং পর্বত— এই দুজন কল্যাণকরী এবং



দেবর্ষি আমার কাছে এসেছিলেন। এই দুজন  
ব্রাহ্মণদের দেওয়া শাপের কথা বলে আমাকে অতিশয়  
দুঃখিত করে বায়ুর ন্যায় তীব্র গতিতে ব্রহ্মলোকে চলে  
গিয়েছেন।

সুমারোহয়ঃ বসুর্নাম স চেহাদ্যাভিষিচাতাম্।  
বঃ চ যৎ সুখস্পর্শং ক্রিয়তাং শিল্পিভির্মম॥ ৮

‘বসু নামের এই যে রাজকুমার, একে এই বাজে  
দুঃখিত করা হোক এবং দক্ষ লোক দিয়ে আমার জন্য  
এক সুবদায়ক গহুর নির্মাণ করা হোক।

ক্রোধঃ সংক্ৰিয়ামি শাপং ব্রাহ্মণনিঃসৃতম্  
বহুমেকং শত্রুং তু হিময়মপরং তথা॥ ৯  
ক্রোধঃ তু সুখস্পর্শমেকং কুর্বন্ত শিল্পিনঃ।

‘ব্রাহ্মণের শাপ আমি এখানে বাস করেই কাটিয়ে  
রে। গহুরটি এমন হবে যাতে বর্ষায় কষ্ট না হয়। দ্বিতীয়তঃ  
গো থেকে বক্ষা করবে এবং শিল্পীরা তৃতীয়তঃ এমন গহুর  
নির্মাণ করবে যা, উষ্ণতা নিবারণ করবে এবং যার স্পর্শ  
সুবদায়ক হবে।

জলবন্তঃ যে বৃক্ষাঃ পুষ্পবত্যশ্চ বা লতাঃ॥ ১০  
বিরোপাতাঃ বহুবিধাশ্চান্নাবন্তশ্চ শুশ্রিনঃ।

ক্রিয়তাং রমণীয়ং চ শ্রুত্যাং সর্বতোদিশম্॥ ১১  
সুমন্ত্র বসিষ্যামি যাবৎকালস্য পর্যয়ঃ।

পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি ক্রিয়তাং তেষু নিত্যশঃ॥ ১২  
পরিবার্য যথা মে স্যুরধার্যং যোজনং তথা।

‘ফলদায়ক বৃক্ষ এবং ফুল প্রদানকারী লতা যেন  
এই গহুরে লাগানো হয়। যন ছায়াবিশিষ্ট নানাপ্রকার  
বৃক্ষ যেন সেখানে রোপণ করা হয়। সেই গহুরের বহু  
যোজন (হয় ক্রোশ) ভূমি ঘিরে খুব রমণীয় করা হয়।  
তদ্বিধা শাপের অবধি, আমি যেন সেখানে সুখে  
থাকি। সেই গহুরে প্রতিদিন যেন সুগন্ধ পুষ্প সঞ্চয় করে  
রাখা হয়’।

এবং কৃত্বা বিধানং স সমিবেশ্য বসুং তদা॥ ১৩  
বসুনিত্যঃ প্রজাঃ পুত্র ক্ষত্রধর্মেণ পালয়।

‘এই ব্যবস্থা করে রাজকুমার বসুকে রাজসিংহাসনে

বসিয়ে রাজ্য তাঁকে বললেন—‘পুত্র ! তুমি ধর্মপরায়ণ হয়ে  
ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে প্রজা পালন করো।

প্রজাপ্তং তে তথা শাপো বিজাজ্যঃ নগ্নি পাতিতঃ॥ ১৪  
নরশ্রেষ্ঠ সন্নোযাজ্যমপারামেহপি তাদৃশে।

‘দুজন ব্রাহ্মণ যেভাবে শাপ দিয়ে আমাকে আঘাত  
করেছেন, তা তোমার সামনেই হয়েছে। নরশ্রেষ্ঠ ! সামান্য  
অপরাধেই কষ্ট হয়ে তাঁরা আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন।

মা কৃতাঙ্কনুসঙ্গাং মংকুতে হি নরবর্ভঃ॥ ১৫  
কৃত্যঙ্কঃ কুশলঃ পুত্র যেনাপ্মি বাসনীকৃতঃ।

‘পুত্র ! তুমি আমার জন্য শোক করো না।

পুত্র ! যিনি আমাকে বিলাসী করেছেন, সংকটে  
ফেলেছেন, নিজের করা সেই প্রাচীন কর্মই অনুকূল-  
প্রতিকূল ফল প্রদানে সক্ষম হবে।

প্রাপ্তব্যানোব প্রাপ্তোতি গন্তব্যানোব গচ্ছতি॥ ১৬  
লব্ধব্যানোব লভতে দুঃখানি চ সুখানি চ।

পূর্বে জাতান্তরে বৎস মা বিবাদং কুরুষ হ॥ ১৭

‘বৎস ! পূর্বজন্মে কৃত কর্মের অনুসারে মানুষ সেই  
সব বস্তু লাভ করে, যা পাওয়ার সে অধিকারী। সে সেই  
স্থানেই গমন করে, যেখানে যাওয়া তার পক্ষে অনিবার্য  
এবং সেই সব দুঃখ ও সুখ ভোগ করে—যা তার নিয়তি ;  
সুতরাং তুমি বিবাদ করো না।

এবমুক্তা নৃপস্তত্র সূতঃ রাজা মহাযশাঃ।

শত্রুং জগাম সূকৃতং বাসায় পুরুষর্ষভঃ॥ ১৮

‘নরশ্রেষ্ঠ ! নিজের পুত্রকে এই কথা বলে মহাযশস্বী  
নরপাল রাজা নৃগ তাঁর থাকার জন্য সুন্দরভাবে নির্মিত  
গহুরে প্রবেশ করলেন।

এবং প্রবিশ্যেব নৃপস্তদানীং

শত্রুং মহদ্রত্নবিভূষিতং তৎ।

সম্পাদয়ামাস তদা মহাত্মা

শাপং বিজাজ্যঃ হি রুধা বিমুক্তম্॥ ১৯

‘এইভাবে সেই রত্নবিভূষিত মহা গর্তে প্রবেশ করে  
মহাত্মা রাজা নৃগ ব্রাহ্মণদের রোধপূর্বক প্রদান করা  
শাপভোগ করতে লাগলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

## পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৫)

রাজা নিমি এবং বশিষ্ঠের একে অপরের শাপে দেহত্যাগ

এষ তে নৃগণস্য বিস্তরোহভিহিতো ময়া  
যদাতি শ্রবণে শ্রদ্ধা শৃণুষেহাপরাং কথাম্ ॥ ১

(শ্রীরাম বললেন—) ‘লক্ষ্মণ! আমি এইভাবে তোমাকে রাজা নৃগের শাপের প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে জানালাম। যদি শোনার ইচ্ছা থাকে অন্য কথাও শোনো।’  
এবমুক্তস্ত রামেণ সৌমিত্রিঃ পুনরব্রবীৎ।  
তৃপ্তিরাশ্চর্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে নৃপ ॥ ২

শ্রীরাম একথা বলায় সুমিত্রাকুমার বললেন—  
—‘নরেশ্বর! এই আশ্চর্যজনক কথায় আমার কখনও তৃপ্তি হয় না’।

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্ত রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ।  
কথাং পরমধর্মিষ্ঠাং ব্যাহতমুপচক্রমে ॥ ৩

লক্ষ্মণ এই কথা বলায় ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন শ্রীরাম পুনরায় উত্তম ধর্মযুক্ত কথা বলতে আরম্ভ করলেন—  
আসীদ্ রাজা নির্মির্নাম ইক্ষ্বাকুনাং মহান্নাম।  
পুত্রো দ্বাদশমো বীর্যে ধর্মে চ পরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৪

‘সুমিত্রানন্দন! মহাত্মা ইক্ষ্বাকু-পুত্রদের মধ্যে নিমি নামক এক রাজা হয়েছিলেন, যিনি ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ<sup>(১)</sup> পুত্র ছিলেন। পরাক্রম এবং ধর্মে তিনি পূর্ণতঃ স্থির থাকতেন।  
স রাজা বীর্যসম্পন্নঃ পুরং দেবগুরোপমম্  
নিবেশয়ামাস তদা অভ্যাশে গৌতমস্য তু ॥ ৫

‘সেই পরাক্রমশালী নরেশ সেইসময় গৌতমমুনির আশ্রমের নিকট দেবপুরীর সমান এক নগর স্থাপন করেন।  
পুরস্য সুকৃতং নাম বৈজয়ন্তমিতি শ্রুতম্।  
নিবেশং যত্র রাজর্ষিনির্মিষ্টক্রে মহাযশাঃ ॥ ৬

‘মহাযশস্বী রাজর্ষি নিমি যে নগরে নিজের নিবাসস্থল করেন, তার সুন্দর নাম রাখলেন বৈজয়ন্ত। এই নামে সেই নগরী প্রসিদ্ধ হয় (দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাসাদের নামও

বৈজয়ন্ত, তারই সমকক্ষ হওয়ায় নিমির নগরীরও এই নাম রাখা হয়)।

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্ন্য নিবেশ্য সুমহাপুরম্।  
যজেষৎ দীর্ঘসত্রেণ পিতুঃ প্রদ্বাদমান্ মনঃ ॥ ৭  
‘সেই মহানগর স্থাপন করে রাজার মনে এই চিন্তা আসে যে, পিতার হৃদয়ে আদ্বাদ প্রদানের জন্য এমন এক যজ্ঞানুষ্ঠান করব, যা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকবে।

ততঃ পিতরমামন্ত্রা ইক্ষ্বাকুং হি মনোঃ সুত্নং  
বসিষ্ঠং বরয়ামাস পূর্বং ব্রহ্মর্ষিসত্তমম্ ॥ ৮  
অনন্তরং স রাজর্ষিনির্মিষ্টকুলনন্দনঃ।

অত্রিমজিরসং চৈব ভৃগুং চৈব তপোনিধি ॥ ৯  
‘তারপর ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন রাজর্ষি নিমি পিতা মনুপুর ইক্ষ্বাকুকে জিজ্ঞাসা করে নিজের যজ্ঞ করার জন্য সর্বপ্রথম ব্রহ্মর্ষি শিরোমণি শ্রীবশিষ্ঠকে বরণ করেন। তারপর অত্রি, অঙ্গিরা ও তপোনিধি ভৃগুকেও আমন্ত্রণ জানান।

তমুবাচ বসিষ্ঠস্ত নিমিঃ রাজর্ষিসত্তমঃ।  
বৃতোহহং পূর্বমিদ্বেশ অন্তরং প্রতিশালয় ॥ ১০

‘সেই সময় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রাজর্ষিদের মধ্যে প্রেত নিমিকে বলেন—  
‘দেবরাজ ইন্দ্র একটি যজ্ঞের জন্য প্রথম থেকেই আমাকে বরণ করেছেন; সুতরাং সেই যজ্ঞ যতক্ষণ না সমাপ্ত হয়, ততদিন তুমি আমার আগমনের জন্য প্রতিশ্রুত করো’।

অনন্তরং মহাবিশ্রো গৌতমঃ প্রতাপুরয়ৎ।  
বসিষ্ঠোহপি মহাতেজা ইন্দ্রযজ্ঞমথাকরোৎ ॥ ১১

‘বশিষ্ঠ চলে যাওয়ার পরে মহান ব্রাহ্মণ মহর্ষি গৌতম এসে তাঁর কাজ পূরণ করে দেন অন্যদিকে মহাতেজস্বী বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে থাকেন।  
নিমিস্ত রাজা বিপ্রাংস্তান্ সমানীয় নরাধিপঃ।

(১) শ্রীমদ্ভাগবত (নবম স্কন্ধ ৬ ৪)-এ, বিষ্ণুপুরাণ (৪.২.১১) তে এবং মহাভারত (অনুশাসন পর্বত ২ ৫) এ ইক্ষ্বাকুর পুত্রের কথা বলা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—বিকুন্ঠি, নিমি এবং দণ্ড এই দৃষ্টিতে নিমি দ্বিতীয় পুত্র প্রমাণিত হন; কিন্তু এখানে মূলে তাঁকে দ্বাদশ বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ গুণ-বিশেষের কারণে এই তিনজনকে প্রধান বলা হয়েছে আর অবস্থানক্রমে দ্বাদশই হবে

স্বপ্নরূপা সমীপতঃ।

‘নবেশ্বর রাজা নিমি সেই ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে

ইন্দ্রস্বয়ের কাছে তাঁর নগরের নিকটে যজ্ঞের প্রারম্ভ করেন। রাজা নিমি পাঁচ হাজার বছরের জন্য যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করেন।

‘রোষজ্ঞাবসানে তু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।

দক্ষশমাগতো রাজ্ঞো হৌত্রং কর্তৃমনিদিতঃ॥ ১২

‘অন্যদিকে ইন্দ্র যজ্ঞ সমাপ্ত হলে অনিন্দ্য ভগবান

বসিষ্ঠ ঋষি রাজা নিমির কাছে হোতৃকর্ম করার জন্য আসেন। সেখানে এসে তিনি দেখেন যে, যে সময় পর্যন্ত ঋষি প্রতীক্ষা করার জন্য বলেছিলেন, গৌতম এসে সেই সময়ের মধ্যেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন।

‘কোপেন মহতাবিষ্টো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ১৪

স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী মুহূর্তং সমুপাবিশৎ।

জয়মহনি রাজর্ষিনিদ্রাপহতো ভূশম্॥ ১৫

‘তাই দেখে ব্রহ্মকুমার বসিষ্ঠের ক্রোধ হল এবং রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সেদিন রাজর্ষি নিমি অত্যন্ত নিদ্রাভিত্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকলেন।

‘মতো মন্যুর্বসিষ্ঠস্য প্রাদুরাসীদ্রাহ্মণঃ।

অনর্শনেন রাজর্ষের্বাহুর্মুপচক্রমে॥ ১৬

‘রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় মহাত্মা বসিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি রাজর্ষিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—

‘যস্যাত্ ভ্রমণ্যং বৃত্তবান্ মামবজ্জায় পার্শ্বিঃ।

‘চেতনেন পিনাকুভো দেহস্তে পার্শ্ববৈমর্ষিতঃ॥ ১৭

‘ভূপাশ গিনে! তুমি আমাকে অপদেষ্টা করে অন্য পুরোহিত বরণ কপেছ, সুতরাং তোনার এই শরীর অচেতন হয়ে পড়ে যাবে।’

‘ততঃ প্রবুদ্ধো রাজা হু শ্রদ্ধা শাপমুদাজতম্।

ব্রহ্মগোনিমণোলোচ স রাজা ক্রোশমূর্চ্চিতঃ॥ ১৮

‘তারপর রাজার নিজা ভঙ্গ হয় তিনি বসিষ্ঠের শাপের কথা শুনে ক্রোশে মূর্চ্চিত হয়ে গেলেন এবং ব্রহ্মগোনি বসিষ্ঠকে বললেন -

‘অজানতঃ শয়ানস্য ক্রোশেন কলুষীকৃতঃ।

উক্তবান্ মম শাপাগ্নিং যমদত্তমিষাপরম্॥ ১৯

‘আমি আপনার আসার কথা জানতাম না, তাই ঘুমিয়ে ছিলাম কিন্তু আপনি ক্রোশে কলুষিত হয়ে আমার ওপর যমদত্তের মতো শাপাগ্নি প্রয়োগ করেছেন।

‘তস্মাৎ তবাপি ব্রহ্মর্ষে চেতনেন বিনাকৃতঃ।

‘দেহঃ স সুচিরপ্রখ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২০

‘সুতরাং ব্রহ্মর্ষে! চিরন্তন শোভাযুক্ত আপনার এই শরীরও অচেতন হয়ে পড়ে যাবে - এতে কোনো সংশয় নেই।’

‘ইতি রোষবশাদুভৌ তদানী-

‘মনোন্যং শপিতৌ নৃপষিজ্ঞেদৌ।

‘সহসৈব বভূবতুর্বিদেহৌ

‘ততুল্যাধিগতপ্রভাববস্তৌ ॥ ২১

‘এইভাবে সেই সময় ক্রোশে বশীভূত হয়ে এই দুই নৃপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র পরস্পরকে শাপ দিয়ে সহসা বিদেহ হয়ে গেলেন। তাঁদের দুজনেরই প্রভাব ছিল শ্রীব্রহ্মার মতো’।

‘ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্গীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥

‘মহর্ষি বাঙ্গীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥



## মটপঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

শ্রীব্রহ্মার কথামা বশিষ্ঠের বরদ্বয়ের বীর্যে আবেশ, বরদ্বয়ের উর্বশীর সমীপে একটি কুস্ত্রে নিজের বীর্যে  
আধান করা এবং মিত্রের শাপে ভূতলে উর্বশীর রাজা পুরুষবার দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করা

রামস্য ভাষিতঃ শ্রদ্ধা লক্ষণঃ পরবীরঃ।  
উবাচ প্রাজলির্ভৃগু ন্যাবৎ দীপ্ততেজসম্ ॥ ১

শ্রীরামের মুখ নিঃসৃত এই কথা শুনে শত্রুবীর  
সংহারকারী লক্ষণ উদ্দীপ্ত তেজসম্পন্ন শ্রীবচুনাথকে  
জোড় হাতে বললেন—

নিষ্ক্রিয়া দেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ বিজপার্ণিনৌ  
পুনর্দেহেন সংযোগং জগাতুর্দেবসম্মতৌ ॥ ২

‘ককুৎস্থকুলভৃগু ! এই ব্রহ্মর্ষি এবং ভূপাল দুজনেই  
দেবতাদের সম্মান পাত্র ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ শরীর  
ত্যাগ করে কীভাবে নূতন শরীর গ্রহণ করেন’।

লক্ষণেনৈবমুক্তস্ত রাম ইক্ষাকুলন্দনঃ।

প্রত্নাবাচ মহাতেজা লক্ষণঃ পুরুষর্বভঃ ॥ ৩

লক্ষণ একথা জিজ্ঞাসা করায় ইক্ষাকুলন্দন  
মহাতেজস্বী পুরুষপ্রবর শ্রীরাম তাঁকে বললেন—

তৌ পরম্পরশাপেন দেহমুৎসৃজ্য ধর্মিকৌ  
অভূতাং নৃপবিশ্রী বায়ুভূতৌ তপোধনৌ ॥ ৪

‘সুমিত্রানন্দন ! একে অন্যের শাপে দেহত্যাগ করে  
তপস্যাধনী এই ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি বায়ুরূপ হয়ে যান।

অশরীরঃ শরীরস্য কৃতেহন্যস্য মহামুনিঃ  
বসিষ্ঠস্ত মহাতেজা জগাম পিতুরস্তিকম্ ॥ ৫

‘মহাতেজস্বী মহামুনি বসিষ্ঠ শরীরবহিত হয়ে গেলে  
দ্বিতীয় শরীর প্রাপ্তির জন্য তাঁর পিতা ব্রহ্মার কাছে  
গেলেন।

সোহুডিবাচ ততঃ পাদৌ দেনদেবস্য ধর্মবিৎ।

পিতামহমথোবাচ বায়ুভূত ইদং বচঃ ॥ ৬

‘ধর্মজ্ঞাতা বায়ুরূপ শ্রীবশিষ্ঠ দেবাদিদেব শ্রীব্রহ্মার  
শ্রীচরণে প্রণাম করে পিতামহকে এই কথা বললেন—

ভগবন্ নিমিষাপেন নিদেহত্মপাগমম্।

দেবদেব মহাদেব বায়ুভূতোহহমগুজ ॥ ৭

‘ব্রহ্মাণ্ড কটাহ থেকে আবির্ভূত মহাদেব ! ভগবন্ !  
আমি রাজা নির্মির শাপে দেহহীন হয়েছি ; তাই বায়ুরূপে  
থাকছি।

সর্বেষাং দেহহীনানাং মহদ্ দুঃখং ভবিষ্যতি।

লুপ্যন্তে সর্বকার্যানি হীনদেহস্য বৈ প্রভো ॥ ৮

দেহস্যান্যাস্য সম্ভবে প্রসাদং কর্তুমর্হসি।

‘প্রভো ! সকল দেহহীনদের মহাদুঃখ হয় এবং হবে  
থাকবে কারণ দেহ তিন প্রাণীর সকল কার্য লুপ্ত হয়ে যায়।  
সুতরাং অন্য শরীর প্রাপ্তির জন্য আপনি আমাকে বৃণা  
করুন।’

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা সয়ংভূরমিতপ্রভাঃ ॥ ৯  
মিত্রাবরূপজং তেজ আবিশ স্বং মহামণঃ  
অযোনিজন্মং ভবিতা তত্রাপি বিজসন্তন  
ধর্মেণ মহতা যুক্তঃ পুনরেমাসি মে বশম্ ॥ ১০

‘তখন অমিত তেজস্বী সয়ন্ত ব্রহ্মা তাঁকে বললেন  
মহাযশস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি মিত্র ও বরুণের ভাগ্য ক  
তেজে (বীর্যে) প্রবিস্ট হও। সেই স্থান থেকে তুমি  
অযোনিজন্মেই উৎপন্ন হবে (অর্থাৎ আমার পুত্র হওয়ার  
তুমি পূর্ববৎ প্রজাপতি পদ প্রাপ্ত হবে।)

এবমুক্তস্ত দেবেন অভিবাচ্য প্রদক্ষিণম্।  
কৃজা পিতামহং তুর্ণং প্রযয়ৌ বরুণালয়ম্ ॥ ১১

‘ব্রহ্মা একথা বলায় তাঁর চরণে প্রণাম ও তাঁকে  
পরিত্রাণ করে বায়ুরূপ শ্রীবশিষ্ঠ ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন  
তমের কালং মিত্রোহপি বরুণমুদকারয়ৎ।

ক্ষীরোদেন সহোপেতঃ পূজ্যমানঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ১২

‘তখন মিত্রদেবতাও বরুণের অধিকার পালন  
করছিলেন। তিনি বরুণের সঙ্গে থেকে সমস্ত দেবতার  
দ্বারা পূজিত হতেন।

এতন্মিম্বেব কালে তু উর্বশী পরমাক্ষরাঃ।  
যদৃচ্ছয়া তমুদ্দেশমাগতা সবিধির্ভূতা ॥ ১৩

‘সেই সময় অক্ষরা শ্রেষ্ঠ উর্বশী সখী পরিবৃত্ত হয়ে  
অকস্মাৎ সেই স্থানে এলেন।

তাং দৃষ্টা রূপসম্পন্নাঃ ক্রীড়ন্তীং বরুণালয়ে  
তদাবিশৎ পরো হর্বো বরুণঃ চোর্বশীকৃতে ॥ ১৪

‘পরম সুন্দরী সেই অক্ষরাকে ক্ষীরসাগরে স্নান ও  
জলক্রীড়া করতে দেখে বরুণের মনে উর্বশীর জন্য অত্যন্ত  
উল্লাস প্রকটিত হল।

স তাং পদ্মপল্লাশাক্ষীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ১৫

বরুণো বরয়ামাস মৈথুনায়াক্ষরোবরাম্ ॥ ১৬

‘তিনি প্রফুল্ল কমলসম চক্সু ও পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়  
মনোহর মুখবিশিষ্ট সেই সুন্দরীকে সমাগমের জন্য

বরণ করেন।

সুন্দর ততঃ সা তু বরণং প্রাঞ্জলিঃ হিতা।

প্রত্যাগঃ বৃত্তা সাক্ষাৎ পূর্বমেব সুরেশ্বর। ১৬

উর্বশী তখন হাত জোড় করে বরণকে বললেন

‘সুরেশ্বর! সাক্ষাৎ মিত্রদের আগেই আমাকে বরণ করে

বসবেন’।

কন্দর্পশরপীড়িতঃ।

তেন্তঃ সমুৎস্রক্ষ্য কুন্তেহস্মিন্ দেবনির্মিতে ১৭

বহুসৃজা সুশ্রোণি ত্বয়াহং বরবর্ণিনি।

নহমো ভবিষ্যামি যদি নোহসি সঙ্গমম্ ॥ ১৮

‘তা শুনে বরণ কামদেবের বাণে পীড়িত হয়ে

সুন্দর রূপ রং বিশিষ্ট সুশ্রোণি! তুমি যদি আমার

সঙ্গম কবতে না চাও, তবে আমি তোমার নিকট

ইন্দ্রনির্মিত কুন্তে নিজ বীর্য স্থাপন করব এবং তাতেই

এক সফল মনোরথ হয়ে যাব’।

লোকনাথস্য বরুণস্য সুভাষিতম্।

পরমপ্রীতা শ্রুত্বা বাক্যমুবাচ হ। ১৯

‘লোকনাথ বরণের এই মনোহর কথা শুনে উর্বশী

হস্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—

মমমতদ্ ভবত্বেবং হৃদয়ং মে ত্বয়ি হিতম্।

লক্ষ্যপাথিকং তুভ্যং দেহো মিত্রস্য তু প্রভো ॥ ২০

‘প্রভো! আপনার ইচ্ছায় তাই হোক। আমার হৃদয়

বিশেষতঃ আপনাতে অনুরক্ত এবং আপনার অনুরাগও

আমাকে অধিক; সুতরাং আপনি আমার উদ্দেশ্যে এই

কুন্ত বীর্যদান করুন। এখন তো এই শরীরে মিত্রের

মখিকার হয়ে গিয়েছে’।

উর্বশা এবমুক্ত্ব রেতস্তদহদন্তুতম্।

হৃদয়সমপ্রথ্যং তস্মিন্ কুন্তে নাবাসৃজৎ ॥ ২১

‘উর্বশী একথা বলায় বরণ উজ্জলিত অগ্নির ন্যায়

প্রকাশিত নিজের অত্যন্ত অভূত তেজকে (বীর্যকে) সেই

কুন্ত স্থাপন করলেন।

উর্বশী ত্বগমৎ তত্র মিত্রো বৈ যত্র দেবতা।

তু মিত্রঃ সুসংক্রুদ্ধ উর্বশীমিদমব্রবীৎ ॥ ২২

‘তারপর উর্বশী সেখানে গেলেন, যেখানে

মিত্রদেবতা বিরাজমান ছিলেন। মিত্র সেই সময় অত্যন্ত

খুশি হয়ে উর্বশীকে বলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

ময়াভিমজ্জিতা পূর্বং কস্মাৎ ত্বমবসর্জিতা

পতিমনাং বৃত্তবতী কিমর্থং দুষ্টচারিণি ॥ ২৩

‘দুর্ঘাচারিণি! আমি প্রথমে তোমাকে সমাগনে

আমন্ত্রণ জানিয়েছি; তাহলে তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করে

অন্য পতি বরণ করেছ?’

অনেন দুষ্কৃতেন জ্ঞং যৎক্রেণধকলুসীকৃত্য।

মনুয্যালোকমাত্মায়া কথিং কালং নিবৎস্যসি ॥ ২৪

‘তোমার এই পাপেব ঘন্য আমার ক্রেণধে কলুষিত

হয়ে কিছুকাল তুমি মনুয্যালোকে গিয়ে বাস করবে।

বুধস্য পুত্রো রাজর্ষিঃ কাশিরাজঃ পুরুষনাঃ।

তমভাগচ্ছে দুর্বৃদ্ধে স তে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ২৫

‘দুর্বৃদ্ধে! বুধের পুত্র এবং কাশীদেশের রাজা সেই

রাজর্ষি পুরুষনা, তাঁর কাছেই তুমি চলে যাও, তিনিই

তোমার পতি হবেন’।

ততঃ সা শাপদোষণ পুরুষবসমভাগাৎ।

প্রতিষ্ঠানে পুরুষবং বুধসাম্বজ্ঞমৌরসম্ ॥ ২৬

‘তখন তিনি শাপদোষে দূষিত হয়ে প্রতিষ্ঠানপূরে

(প্রয়াগবুসীতে) বুধের ঔরসপুত্র পুরুষবার কাছে গেলেন।

তস্য জন্তে ততঃ প্রীমানায়ুঃ পুত্রো মহাবলঃ।

নহমো যস্য পুত্রস্ত বভূবেদ্রসমদ্যুতিঃ ॥ ২৭

‘উর্বশীর গর্ভে পুরুষবার প্রীমান আয়ু নামে মহাবলী

পুত্র হয়, যাঁর পুত্র ছিলেন ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী মহারাজ নহম।

বজ্রমুৎসৃজা বৃত্রায় শ্রাঙ্কেহথ ত্রিদিবেশ্বরে।

শতং বর্ষসহস্রাণি যেনেদ্রত্বং প্রশাসিতম্ ॥ ২৮

‘বৃত্রাসুরকে বজ্র দ্বারা প্রহার করে দেবরাজ ইন্দ্র যখন

ব্রহ্মহত্যার ভয়ে দুঃখিত হয়ে লুকিয়ে ছিলেন, তখন নহম

এক লক্ষ বছর ধরে ‘ইন্দ্র’ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিলোকের

রাজ্য শাসন করেন।

সা তেন শাপেন জগাম ভূমিং

তদোর্বশী চারুদত্তী সুনেন্দ্রা

বহুনি বর্ষাণ্যবসচ্চ সুদ্রঃ

শাপক্ষয়াদিঙ্গসদো যয়ৌ চ ॥ ২৯

‘মনোহর দন্ত ও সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট উর্বশী মিত্রের

প্রদত্ত শাপে ভুতলে চলে যান সেখানে সেই সুন্দরী বহু

বছর ধরে থাকেন। পরে শাপ ক্ষয় হলে তিনি ইন্দ্রসভায়

চলে যান।’



## সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৭)

বশিষ্ঠের নূতন শরীর ধারণ এবং নিমির প্রাণীদের নয়নে হান গ্রহণ করা

তাং শ্রদ্ধা দিব্যসংকাশ্যঃ কথামভূতদর্শনাম্।

লক্ষণঃ পরমগ্রীতো রাঘবঃ বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

এই দিবা এবং অভূত উপাখ্যান শুনে লক্ষণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি শ্রীরঘুনাথকে বললেন -

নিষ্কিণ্ণদেহৌ কাকুৎস্থঃ কথং তৌ দ্বিজপার্থিবৌ।

পুনর্দেহেন সংযোগঃ জঘতুর্দেবসম্মতৌ॥ ২

‘কাকুৎস্থ! এই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজর্ষি নিমি, যাঁরা দেবতাদের দ্বারা সম্মানীয় ছিলেন, নিজ-নিজ শরীর ছেড়ে কীভাবে আবার নূতন শরীরে সংযুক্ত হন?’

তস্য তদ্ ভাষিতং শ্রদ্ধা রামঃ সভাপরাক্রমঃ।

তাং কথাং কথয়ামাস বসিষ্ঠস্য মহামুনঃ॥ ৩

তার প্রশ্ন শুনে সভাপরাক্রমী শ্রীরাম মহাত্মা বশিষ্ঠের শরীর গ্রহণ সম্বন্ধীয় সেই কথা পুনরায় বলতে আরম্ভ করেন -

যঃ স কুস্তো রঘুশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণো মহামুনোঃ।

তস্মিন্শ্বেজোময়ৌ বিপ্রৌ সঙ্ঘতাব্ধিসত্তমৌ॥ ৪

‘রঘুশ্রেষ্ঠ! মহামনা মিত্র এবং বরুণদেবের তেজ (বীর্ষ) যুক্ত যে কুন্ত ছিল, তাতে দুজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ প্রকটিত হলেন। এরা দুজনেই ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

পূর্বঃ সমভবৎ তত্র অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।

নাহঃ সুতন্তবেত্যুত্থা মিত্রঃ তস্মাদপাক্রমৎ॥ ৫

‘প্রথমে সেই ঘট থেকে মহর্ষি ভগবান অগস্ত্য উৎপন্ন হন এবং মিত্রকে এই কথা বলে অন্যত্র চলে যান যে ‘আমি আপনার পুত্র নই’।

তন্নি তেজস্ত মিত্রস্য উর্বশ্যাঃ পূর্বমাহিতম্।

তস্মিন্ সমভবৎ কুন্তে তন্ত্বেজো যত্র বারুণম্॥ ৬

‘তা ছিল মিত্রের তেজ, যা উর্বশীর জন্য প্রথমেই সেই কুন্তে স্থাপন করা হয়েছিল। তারপরে সেই কুন্তে বরুণদেবের তেজও সম্মিলিত হয়ে যায়।

কস্যাচিৎ ত্বং কালস্য মিত্রাবরুণসম্ভবঃ।

বসিষ্ঠস্তেজস্য যুক্তো জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুদৈবতম্॥ ৭

‘তারপর কিছুদিন পরে মিত্রাবরুণের সেই বীর্ষ থেকে তেজস্বী বশিষ্ঠ মুনি প্রাদুর্ভূত হন। যিনি ইক্ষ্বাকুকুলের দেবতা (গুরু বা পুরোহিত) হন।

তমিষ্টাকুর্মহাতেজা

বত্রে পুরোধসং সৌমা বংশস্যাস্য হিতায় নঃ॥ ৮

‘সৌমা লক্ষণ! তথায় জন্মগ্রহণ করা মাত্রই সে অনিন্দ্যমুনি বশিষ্ঠকে মহাতেজস্বী রাজা ইক্ষ্বাকু আমদের কুলের হিতের জন্য পুরোহিত পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।

এবং ত্বপূর্বদেহস্য বসিষ্ঠস্য মহামুনঃ।

কথিতো নির্গমঃ সৌমা নিমোঃ শূণ্ণ বধ্যভবৎ॥ ৯

‘সৌম্য! এইভাবে নূতন শরীরযুক্ত বশিষ্ঠ মুনির উৎপত্তির প্রকার বলা হল। এবার নিমির বৃত্তান্ত শোনে দুষ্টা বিদেহঃ রাজানমৃষয়ঃ সর্ব এব ভে।

তং চ তে যাজ্ঞামাসুর্যজ্ঞদীক্ষাং মনীষিণঃ॥ ১০

‘রাজা নিমিকে দেহ থেকে পৃথক হতে দেখে সেই সব মনীষিগণ স্বয়ংই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করে সেই যজ্ঞপূ করেন।

তং চ দেহং নরেন্দ্রস্য রক্ষন্তি ন্য দ্বিজোত্তমাঃ।

গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বস্ত্রেণৈশ্চ গৌরভ্যাসমভিভাঃ॥ ১১

‘সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ পুরবাসী ও সেবকদের সঙ্গে একত্রে গন্ধ, পুষ্প ও বস্ত্রসহ রাজা নিমির শরীরে তেলের কড়াইতে সুবক্ষিত রাখেন।

ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ত্বগুত্তরেন্দ্রমব্রবীৎ।

আনয়িষ্যামি তে চেতন্ত্বষ্টোহস্মি তব পার্শ্বিৎ। ১২

‘তারপর যজ্ঞ সমাপ্ত হলে, ত্বগু বলেন - ‘রাজন্! (রাজার শরীরের অভিমানী জীবাত্মন!) আমি তোমার ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট, সুতরাং তুমি যদি চাও তবে তোমার জীব চৈতন্যকে আমি পুনরায় এই শরীরে নিয়ে আসব’ সুপ্রীতাস্চ সুরাঃ সর্বো নিমেষেচৈতন্তদ্রবন্।

বরং বরয় রাজর্ষে ক তে চেতো নিরূপাতম্। ১৩

‘ত্বগুর সঙ্গে অন্য সব দেবতাও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নিমির জীবাত্মাকে বলেন - ‘রাজর্ষে! বর চাও। তোমার জীব-চৈতন্য কোথায় স্থাপন করতে হবে’।

এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈর্নিমেষেচৈতন্তদ্রবীৎ।

নেত্রেষু সর্বভূতানাং বসেয়ং সুরসত্তমাঃ॥ ১৪

‘সমস্ত দেবতা একথা বলায় নিমির জীবাত্মা তাঁদের

সুরশ্রেষ্ঠ! আমি  
সর্বভূতানাং  
সমস্ত দেবতারা  
‘তোমার কথা, এরপ  
নেত্র বিচরণ করত  
বসে চ নিমি  
চরতা  
পৃথ্বীনাথ! বা  
হৃদয়যুক্ত হওয়া য  
গাভার জন্য প্রাণীদের  
এবমুক্তা তু বি  
মহাত্মা  
তত্র নি  
‘এই বলে সব  
চল গেলেন, তখন  
কর অরণি রেখে  
করেন।  
মহোমৈর্মহামানঃ  
অরণ্যং মধ্যমান  
এবং ক্রবতি  
ইক্ষ্বাক  
শ্রীরাম এক  
নেত্র তেজে প্রজ্বলি  
এই কথা বললেন  
বহুভূতমাশ্চর্যং  
নিমি  
রাজশ



বলেন—‘সুরশ্রেষ্ঠ ! আমি সমস্ত প্রাণীর নেত্রে নিবাস করতে চাই’।

কমিতোব বিবুধা নিমেষেততস্তদাবুবন  
নেত্রেষু সর্বভূতানাং বায়ুভূতচরিস্যামি ॥ ১৫

‘সমস্ত দেবতারা তখন নিমির জীবাঙ্গাকে বললেন—  
‘তোলা কথা, এরপর তুমি বায়ুকপ হয়ে সমস্ত প্রাণীর  
নেত্রে বিচরণ করতে থাকবে।

বৃক্ষতে চ নিমিষান্তি চক্ষুঃশি পৃথিবীপতে।  
বায়ুভূতেন চরতা বিশ্রামার্থঃ মুহুর্মুহঃ ॥ ১৬

‘পৃথিবীনাথ ! বায়ুরূপে বিচরণ কালে আপনার সঙ্গে  
সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় যে ক্লান্তি হবে, তা নিবারণ করে বিশ্রাম  
পূর্বক জন্য প্রাণীদের চক্ষু বারংবার বন্ধ হতে থাকবে।

একমুহুর্তে তু বিবুধাঃ সর্বৈ জগদ্ব্যবধাগতম্,  
জগদ্যোহপি মহাত্মানো নিমের্দেহঃ সমাহরন ॥ ১৭

অর্থাৎ তত্র নিক্ষিপ্য মথনং চক্ষুরোজসা।  
‘এই বলে সব দেবতা যেমন এসেছিলেন, তেমনই  
চল গেলেন, তখন মহাত্মা ঋষিগণ নিমির শরীর ধারণ  
করে অরণি রেখে তাকে বলপূর্বক মছন করতে আরম্ভ  
করেন।

মহাহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেষস্তদা ॥ ১৮  
অর্থ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাদুর্ভূতো মহাতপাঃ।

মথনানিধিরিত্যাহর্জননাজনকোহভবৎ ॥ ১৯  
যশ্মাদ্ বিদেহাৎ সমুতো বৈদেহস্ত ততঃ স্মৃতঃ

এবং বিদেহরাজশ্চ জনকঃ পূর্বকোহভবৎ  
মিথিনাম মহাতেজাজ্ঞেনাগং মৈথিলোহভবৎ ॥ ২০

‘পূর্বের মতো মন্ত্রোচ্চারণ করে হোম করতে  
করতে সেই মহাত্মাগণ যখন নিমির পুত্র উৎপাদনের জন্য  
অরণিমছন আরম্ভ করেন, তখন তার থেকে মহাতপস্বী  
‘মিথি’ উৎপন্ন হন। এটি প্রকারের অদ্ভুত জন্মের  
হেতু হওয়ায় তাকে জনক বলা হতো এবং বিদেহ  
(জীব রহিত শরীর) থেকে প্রকট হওয়ায় তাকে বৈদেহীও  
বলা হতো। এইভাবে প্রথমে বিদেহরাজ জনকের নাম  
মহাতেজস্বী মিথি হয়, যারজনা এই জনকবংশকে  
‘মৈথিল’ বলা হয়

ইতি সর্বমশেষভ্যো যয়া  
কথিতং সম্ভবকারণং তু সৌম্য।

নৃপপুঙ্গবশাপজং দ্বিজস্য  
দ্বিজশাপাচ্চ যদদ্ভূতং নৃপস্য ॥ ২১

‘সৌম্য লক্ষণ ! রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিমির শাপে  
ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের এবং ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের শাপে রাজা নিমির  
যেভাবে অদ্ভুত জন্ম সংঘটিত হয়, তার সব বৃত্তান্ত আমি  
তোমাকে শোনালুম।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

### অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৮)

যযাতিকে শুক্রাচার্যের অভিশাপ

এবং ক্রবতি রামে তু লক্ষণঃ পরবীরহা।  
মহুবাচ মহাত্মানং জুলন্তমিব তেজসা ॥ ১

শ্রীরাম একথা বলায় শত্রুঘ্নের সংহারকারী লক্ষণ  
যেন তেজে প্রজ্বলিত হয়ে মহাত্মা শ্রীরামকে সম্বোধন করে  
এই কথা বললেন—

মহদভূতমাস্চর্যং বিদেহসা পুরাতনম্।  
নিবৃন্তঃ রাজশার্দূল বসিষ্ঠসা মুনেশ্চ হ ॥ ২

‘নৃপশ্রেষ্ঠ ! রাজা বিদেহ (নিমি) এবং বশিষ্ঠ মুনির  
প্রাচীন ঘটনাক্রম অত্যন্ত অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক।

নিমিস্ত্র ক্ষত্রিয়ঃ শূরো বিশেষণ চ দীক্ষিতঃ।  
ন ক্ষমং কৃতবান্ রাজা বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩

‘কিন্তু রাজা নিমি ক্ষত্রিয়, শূরবীর এবং বিশেষতঃ  
যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং তিনি মহাত্মা  
বশিষ্ঠের প্রতি উপযুক্ত আচরণ করেননি।’

এবমুত্তর তেনায়াং রামঃ ক্ষত্রিয়পুত্রবঃ ।  
উবাচ লক্ষ্মণঃ বাকাং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ৪  
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠো জাতরং দীপ্ততেজসম্ ।

লক্ষ্মণ এই কথা বলায় অপরের মনে আনন্দ  
প্রদর্শনকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম পূর্ণরূপে  
শাস্ত্রজ্ঞ এবং উদ্দীপ্ত তেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এই কথা  
বললেন ।

ন সর্বত্র ক্ষমা বীর পুরুষেষু প্রদৃশ্যতে ৫  
সৌমিত্রে দুঃসহো রোষো যথা ক্ষান্তো যযাতিনা ।  
সন্তানুগং পুরজ্ঞতা তন্নিবোধ সমাহিতঃ ৬

‘হে বীর সুমিত্রাকুমার ! রাজা যযাতির মধ্যে যা ছিল,  
সাধারণভাবে মানুষকুলে এরূপ ক্ষমা দেখা যায় না। রাজা  
যযাতি সন্তানগণের আশ্রয় নিয়ে দুঃসহ ক্রোধ দমন  
করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ বলছি, একান্ত চিন্তে শোনো।

নহস্য সুতো রাজা যযাতিঃ শৌরবর্ধনঃ  
তস্য ভাৰ্য্যায়ং সৌম্য রূপেণাপ্রতিমং ভূবি ৭

‘সৌম্য ! নহষের পুত্র রাজা যযাতি ছিলেন পুরবাসী  
এবং প্রজাগণের বৃদ্ধিকারী। তাঁর দুজন পত্নী ছিলেন, যারা  
রূপে ছিলেন সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয়।

একা তু তস্য রাজর্ষেণাহস্য পুরজ্ঞতা  
শর্মিষ্ঠা নাম দৈতেয়ী দুহিতা বৃষপর্বণঃ ৮

‘নহ্ষনন্দন রাজর্ষি যযাতির এক পত্নীর নাম ছিল  
শর্মিষ্ঠা, যিনি রাজার দ্বারা সম্মানিতা ছিলেন এবং  
দৈত্যকুলের কন্যা ও বৃষপর্বীর পুত্রী ছিলেন।

অন্যা তৃশনসঃ পত্নী যযাতেঃ পুরুষর্ষভ ।  
ন তু সা দয়িতা রাজ্ঞো দেবযানী সুখ্যামা ৯  
তয়োঃ পুত্রৌ তু সন্তুতৌ রূপবন্তৌ সমাহিতৌ ।

শর্মিষ্ঠাজনয়ৎ পুরুং দেবযানী যদুং তদা ১০

‘পুরুষপ্রবর ! তাঁর অপর পত্নী ছিলেন শুক্রাচার্যের  
পুত্রী দেবযানী, তিনি সুন্দরী হলেও রাজার তেমন প্রিয়  
ছিলেন না। তাঁদের দুই পুত্রও অত্যন্ত রূপবান ছিলেন।  
শর্মিষ্ঠা জন্ম দেন পুরুকে আর দেবযানী যদুকে। এই দুই  
বালকই সংযমী ছিলেন।

পুরুস্ত দয়িতো রাজ্ঞো ঔণৈর্মাতৃকৃতেন চ ।  
ততো দুঃখসমাবিষ্টো যদুর্মাতরমব্রবীৎ ১১

‘নিজ মাতার প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে এবং স্বগুণে ভূষিত  
পুরু রাজার অধিক প্রিয় ছিলেন। তাই যদুর মনে দুঃখ ছিল।  
তিনি একদিন মাতাকে বলেন—

ভার্গবস্য কুলে জাতা দেবস্যাশ্রিতকর্মণঃ  
সহসে হৃদগতং দুঃখমবমানং চ দুঃসহম ১২

‘মা ! তুমি অনায়াসে মহান কর্মকারী দেবসমূহ  
শুক্রাচার্যের কুলে জন্মেছ, তবুও এখানে আশ্রিতকর্মণঃ  
দুঃসহ অপমান সহ্য করছ।

আবাং চ সহিতৌ দেবি প্রনিশাব হতাশনম্ ।  
রাজা তু রমতাং সার্থং দৈত্যপুত্র্যা বহুক্ষপাঃ ১৩

‘সুতবাং দেবি ! আমরা দুজন একসঙ্গে অশ্রিত  
প্রবেশ করব। রাজা দৈত্যকন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে অনন্তকাল  
ধরে বসণ করব।

যদি বা সহনীয়ং তে মামনুজাতুমহিসি ।  
ক্ষম ত্বং ন ক্ষমিষ্যেহহং মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ১৪

‘তুমি যদি এই সব সহ্য করতে পারো, তাহলে  
আমাকে প্রাণত্যাগের অনুমতি দাও। এসব তুমি সহ্য কর,  
আমি পারব না। আমি নিঃসন্দেহে মৃত্যু বরণ করব।

পুত্রস্য ভাষিতং শ্রদ্ধা পরমার্থস্য রোদতঃ ।  
দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা সন্মার পিতরং তদা ১৫

‘অত্যন্ত দুঃখে পুত্র যদুকে ক্রন্দনরত অবস্থায় এইসব  
বলতে শুনে দেবযানীর অত্যন্ত ক্রোধ হল। তিনি তখনই  
পিতা শুক্রাচার্যকে স্মরণ করলেন।

ইঙ্গিতং তদভিজ্ঞায় দুহিতুর্ভার্গবদ্যদা ।  
আগতস্তুরিতং তত্র দেবযানী স্ম যত্র সা ১৬

‘শুক্রাচার্য তাঁর পুত্রীর খবর পেয়ে তখনই দেবযানীর  
নিকট উপস্থিত হলেন।

দৃষ্ট্বা চাপ্রকৃতিহাং তামপ্রহটাংচেতনাম্ ।  
পিতা দুহিতরং বাকাং কিমেতদিত্তি চত্রবীং ১৭

‘কন্যাকে অস্বস্থ, অপ্রসন্ন এবং অচেতনের মতো  
দেখে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—‘বৎস ! এ কী ব্যাপার ?’  
পৃচ্ছন্তমসকৃৎ তং বৈ ভার্গবং দীপ্ততেজসম্ ।

দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ১৮  
অহমগ্নিং বিষং তীক্ষ্ণমপো বা মুনিগুপ্তম্ ।

ভক্ষয়িষ্যে প্রবেক্ষ্যে বা ন তু শঙ্কামি জীবিতুম্ ১৯

‘উদ্দীপ্ত তেজসম্পন্ন পিতা ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য যখন  
বারংবার এই ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন দেবযানী  
অত্যন্ত কুপিত হয়ে তাঁকে বললেন—‘মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি  
জ্বলন্ত অগ্নি বা অগাধ জলে প্রবেশ করব অথবা বিষপান  
করব ; কিন্তু এভাবে অপমানিত হয়ে জীবিত থাকব না।

ন মাং ত্বমবজানীষে দুঃখিতামবমানিতাম্



বৃক্ষজীবনঃ ২০

‘তুমি জানো না যে, আমি এখানে কত দুঃখী ও  
অসহনিত। ব্রহ্মান! বৃক্ষের প্রতি অবহেলা হলে তার ফুল  
ও গাছো ছিঁড়ে নষ্ট কবা যায় (তেমনিই আপনার প্রতি রাজার  
অবহেলাবশতঃ আমাকে এখানে অপমান করা হচ্ছে)।  
রাজ্য চ রাজর্ষিঃ পরিভূয় চ ভার্গব।

‘ভৃগুনন্দন! রাজর্ষি যযাতি আপনার প্রতি অনাদরেন  
এর বাধায় আমারই অবহেলা কয়ছেন, আমাকে  
যোগ্যভূতভাবে সম্মান করছেন না।

সোমঃ বচনং শ্রদ্ধা কোপেনাডিপরিবৃতঃ।  
বাহুপুত্রচক্রাম ভার্গবো নহস্যাজম্ ২২

‘দেবযানীব কথা শুনে ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্যের অত্যন্ত  
ক্রোধ হল। তিনি তখন নহস্যপুত্র যযাতিকে লক্ষ্য করে  
করুণাঙ্গলেন—

‘স্বাম্যমবজানীষে নাহম স্বঃ দুরাশ্ববান্।

বাসাঃ জরয়া জীর্ণঃ শৈথিল্যমুপমাস্যসি ২৩  
‘নহমকুনান! তুমি দুর্বাসা ও জরয়া আমার অবহেলা  
করছ। তুমি তোমার ‘অবস্থা’ ‘দ্রব্য’ জীর্ণ বৃদ্ধের মতো ছবে।  
তুমি সর্বতোভাবে শিথিল হয়ে যাব।

এবমুদ্বা দুহিতরঃ সমাশ্বাস্য স ভার্গবঃ।  
পুনর্ভগাম ব্রহ্মর্গির্ভবনঃ স্বঃ মহাশশাঃ ২৪

‘বাজাল উদ্দেশ্যে একথা বলে এবং পুত্রীকে আশ্বস্ত  
কলে মহাশশী ব্রহ্মর্গি শুক্রাচার্য নিজেই গুহে চলে গেলেন।

স এবমুদ্বা দ্বিজপুত্রাণাঃ  
সুতাঃ সমাশ্বাস্য চ দেবযানীম্।  
পুনর্গমৌ সূর্যসমানতেজা

দ্বা চ শাপঃ নহস্যাজম্ ২৫  
‘সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং প্রাক্ষণ শিবোদ্যমণিব মতো  
অগ্রগণ্য শুক্রাচার্য দেবযানীকে আশ্বাস দিয়ে নহস্যপুত্র  
যযাতির প্রতি একথা জানিয়ে তাকে পূর্বোক্ত শাপ দিয়ে ফিরে  
গেলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ৫৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গসমাপ্ত ৫৮ ॥

### একোনষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ (৫৯)

যযাতির নিজ পুত্র পুরুকে বৃদ্ধত্ব দিয়ে পরিবর্তে তার যৌবন গ্রহণ এবং ভোগে তৃপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল পরে পুনরায়  
পুত্রকে যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া, পুরুর পিতার সিংহাসনে অভিষেক এবং যদুকে অভিষাপ

কৃত্বা তৃশনসং ক্রুদ্ধং তদার্তো নহস্যাজম্ ২৬  
করাং পরমিকাং প্রাপ্য যদুং বচনমব্রবীৎ ২৭

‘শুক্রাচার্যের কুপিত হওয়ার সংবাদ শুনে  
নহস্যকুমার যযাতির অত্যন্ত দুঃখ হয়। তিনি এমন বৃদ্ধাবস্থা  
প্রাপ্ত হন, যা অন্যের যৌবনের বিনিময়ে পুনরায় যৌবনে  
পরিবর্তিত হতে পারত। সেই বিশেষ জরাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে  
রাজ পুত্র যদুকে বললেন—

‘তুমি ধর্মজ্ঞো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্।  
করাং পরমিকা পুত্র ভোগে রংস্যো মহাশশাঃ ২৮

‘যদো! তুমি ধর্মের জ্ঞাতা। আমার মহাশশী পুত্র!  
তুমি আমাকে যৌবনাবস্থা দিয়ে তার বিনিময়ে আমার

শরীরের এই জরাবস্থা গ্রহণ করো। আমি আরও ভোগ  
করতে ইচ্ছুক ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হতে চাই।

ন তাবৎ কৃতকৃত্যোহস্মি বিষয়েষু নরর্ষভ।  
অনুভূয় তদা কামং ততঃ প্রাপ্যাম্যহং জরাম্ ৩০

‘নরশ্রেষ্ঠ! এখনও আমি ভোগবিষয়ে তৃপ্ত হইনি।  
‘ইচ্ছানুযায়ী বিষয়সুখ অনুভব করে অতঃপর আমার এই  
বৃদ্ধাবস্থা তোমার থেকে নিয়ে নেব’

যদুস্তবচনং শ্রদ্ধা প্রত্যাঘাচ নরর্ষভম্।  
পুত্রস্তে দয়িতঃ পুরুঃ প্রতিগৃহ্যতু বৈ জরাম্ ৩১

‘তঁার কথা শুনে যদু নরশ্রেষ্ঠ যযাতিকে বললেন  
— ‘আপনার প্রিয় পুত্র পুরুই এই বৃদ্ধাবস্থা গ্রহণ করুক।



বহিষ্কৃতোহমথেষু সন্নিবর্ত্য চ পার্থিব।  
প্রতিগৃহ্যতু বৈ রাজন্ যৈঃ সহায়াসি ভোজনম্॥ ৫

‘পৃথ্বীনাথ ! আপনি তো আমাকে আপনার ধন সম্পদ এবং আদর-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, সুতরাং যার সঙ্গে আপনি একত্রে আহার করেন, তার থেকেই বুঝাবস্থা গ্রহণ করুন’।

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা রাজা পুরুষধারবীৎ।  
ইয়ং জরা মহাবাহো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৬

‘যদূর কথা শুনে রাজা পুরুকে বললেন— ‘মহাবাহো ! আমার সুখ-সুবিহার জন্য তুমি এই বৃদ্ধাবস্থা গ্রহণ করে নাও’।

নাহুষেদৈবমুক্তস্ত পুরুঃ প্রাজ্ঞশিরস্রবীৎ।

ধনোহস্যগৃহীতোহস্মি শাসনেহস্মি তব হিতঃ॥ ৭

‘নহুষ-পুত্র যযাতি একথা বলায় পুরু হাত জোড় করে বলেন— ‘পিতা ! আপনার সেবার এই সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। আমার ওপর আপনার মহান অনুগ্রহ। আপনার আদেশ পালনের জন্য আমি সর্বতোভাবে প্রস্তুত’।

পূরোবচনমাজ্জায় নাহুষঃ পরয়া মুদা।  
প্রহর্ষমতুলং লেভে জরাং সংক্রাময়চ্চ তাম্॥ ৮

‘পুরস এই স্বীকারোক্তি শুনে নহুষকুমার যযাতি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি অনুপম হর্ষ লাভ করে তাঁর বৃদ্ধাবস্থা পুরুর শরীরে সঞ্চারিত করেন।

ততঃ স রাজা তরুণঃ প্রাপ্য যজ্ঞানু সহস্রশঃ।  
বহুবর্ষসহস্রাণি পালয়ামাস মেদিনীম্॥ ৯

‘তারপর রাজা যযাতি তরুণত্ব লাভ করে সহস্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবীর লালন-পালন করেন।

অথ দীর্ঘস্য কালস্য রাজা পুরুষধারবীৎ।  
আনয়ন্ত জরাং পুত্র ন্যাসং নির্ষাতয়ন্ত মে॥ ১০

‘এরপর দীর্ঘকাল পার হলে রাজা পুরুকে বলেন— ‘পুত্র ! তোমার কাছে গচ্ছিত আমার বৃদ্ধাবস্থা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

ন্যাসভূতা ময়া পুত্র ত্বমি সংক্রামিতা জরা।  
তস্মাৎ প্রতিগৃহীষ্যামি তাং জরাং মা ব্যথাং কৃথাঃ॥ ১১

‘পুত্র ! আমি বৃদ্ধাবস্থাকে তোমার শরীরে সঞ্চারিত করেছিলাম ; তাই এবার তা ফিরিয়ে নেব। তুমি দুঃখ কোরো না।

প্রীতশ্চাম্মি মহাবাহো শাসনসা প্রতিগ্রহাৎ।  
জাং চাহমভিষেক্যামি প্রীতিগৃহ্যে নরশিপম্॥ ১২

‘মহাবাহো ! তুমি আমার আদেশ পালন করে, এতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এখন আমি তব আনন্দে তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করব’।

এবমুত্ত্ব সূতং পুত্রং যযাতির্নচ্যাবত।  
দেবগানীসূতং ক্রুদ্ধো রাজা বাক্যমুবাচ ॥ ১৩

‘পুত্র পুরুকে এই কথা বলে নহুষকুমার রাজা পুরুকে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবগানীর পুত্র যদুকে বললেন—

রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ ক্ষত্রকণো দুরাসদঃ।  
প্রতিহংসি মমাজ্জাং জ্বং প্রজ্ঞার্থে বিফলো জন্মঃ॥ ১৪

‘যদো ! আমি দুর্জয় ক্ষত্রিয় হয়েও তেমন নষ্ট রাক্ষসের জন্ম দিয়েছিলাম। তুমি আমার আদেশ ইচ্ছা করেছ ; তাই তুমি তোমার সন্তানদের রাক্ষসদের লাভের উপযুক্ত করতে সফল হবে না।

পিতরং গুরুভূতং মাং যস্মাৎ ইনবদমানসে।  
রাক্ষসান্ যাভূথানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দরুণান্॥ ১৫

‘আমি পিতা, গুরু ; তবুও তুমি আমার অপমান করেছ, তাই তুমি ভয়ংকর রাক্ষসদের ও বাতুলদের জন্ম দেবে।

ন তু সোমকুলোৎপন্নং বংশে হাস্যতি দুর্ভাগঃ।  
বংশোহপি ভবতন্তুল্যো দুর্বিদীতো ভবিষ্যতি॥ ১৬

‘তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত মন্দ। তাই তেমন সন্ত সোমকুলে উৎপন্ন বংশ পরম্পরতে রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে না। তোমার সন্তানেরা তোমারই সমান উচ্ছৃঙ্খল হবে’।

তমেবমুক্তা রাজর্ষিঃ পুরুঃ রাজ্যবিবর্ধনম্।  
অভিষেকেন সম্পূজ্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ। ১৭

‘যদুকে এই কথা বলে রাজর্ষি যযাতি রাজ্যবর্ধনকে পুরুকে অভিষেকে সম্মানিত করে বাণপ্রস্থ-অশ্রমে প্রবেশ করলেন।

ততঃ কালেন মহতা দিষ্টাঙ্কমুপজ্জিহ্বান।  
ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নচ্যাবতঃ॥ ১৮

‘দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলে প্রারক ভোগ ক্ষয় হতে নহুষ-পুত্র যযাতি শরীর ত্যাগ করে স্বর্গলোকে গমন করেন।

পুরুশ্চকার তদ্ রাজ্যং ধর্মেন মহতা কৃত্য।

প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজো মহাযশাঃ ॥ ১৯  
‘তারপর মহাযশস্বী পুত্র মহান ধর্মযুক্ত হয়ে  
কাশিরাজের শ্রেষ্ঠ রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে বাস করে সেই  
রাজ্য পালন করেন।

যজ্ঞ জনয়ামাস যাতুধানান্ সহশ্রশঃ ।  
পুতে ক্রৌঞ্চবনে দুর্গে রাজবংশবহিষ্কৃতঃ ॥ ২০  
‘রাজকুল থেকে বহিষ্কৃত যদু নগর ও ক্রৌঞ্চবনে  
সহস্র-সহস্র যাতুধানেদের জন্ম দেন।

এষ তুশনসা মুক্তঃ শাপোৎসর্গো যযাতিনা  
প্রতিষ্ঠাঃ ক্ষত্রধর্মেন যং নিমিষ্টচক্ষুমে ন চ ॥ ২১  
‘রাজা যযাতি ক্ষত্র-ধর্ম অনুসারে শুক্রচার্য প্রদত্ত  
ইশাপ গ্রহণ করে নেন। কিন্তু রাজা নিমি শ্রীবশিষ্ঠের শাপ  
গ্রহ করেননি।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং দর্শনং সর্বকারিণাম্

অনুবর্তামহে সৌম্য দোষো ন স্যাদ্ যথা নৃপে ॥ ২২  
‘সৌম্য ! এই সমগ্র ঘটনাটি আমি তোমাকে  
শোনালোম। সংপূর্ণ্য যেভাবে শাস্ত্রানুমোদিত পথে  
অবস্থান করেন, আমরাও সেরূপ ধর্মপথেই অবস্থান  
করি যাতে রাজা নৃগের ন্যায় আমাদের কোনো অপরাধ  
না হয়।’

ইতি কথয়তি রামে চন্দ্রতুল্যাননেন  
প্রবিরলতরতারং ব্যোম জজ্ঞে তদানীম্ ।  
অক্ষণকিরণরক্তাং দিন্ বভৌ চৈব পূর্বা  
কুসুমরসবিমুক্তং বস্ত্রমাণ্ডলিতৈব ॥ ২৩  
চন্দ্রকান্তি শ্রীবাম যখন এই রূপ কথা বলছিলেন,  
তখন আকাশে দুই একটি নক্ষত্রই অবশিষ্ট ছিল। পূর্ব দিক  
সূর্য কিরণে রঞ্জিত দেখাচ্ছিল, যেন কুসুম রঙে রঞ্জিত  
অরুণ বস্ত্রে তিনি তার অঙ্গ আচ্ছাদন করেছেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকারো উত্তরকাণ্ডে একোনষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একোনষষ্ঠিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

### প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১) (ক)

শ্রীরামের দ্বারে সাক্ষাৎকারী কুকুরের আগমন এবং শ্রীরামের তাকে দরবারে উপস্থিত করার আদেশ

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা গৌবাহিকীং ক্রিয়াম্  
ধর্মাসনগতো রাজা রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ১

রাজধর্মানবেক্ষন্ বৈ ব্রাহ্মণৈর্নৈগমৈঃ সহ ।

পুরোধসা বসিষ্ঠেন ঋষিণা কশাপেন চ ॥ ২

তারপর নির্মল প্রভাতে পূর্বাহ্ন কালোচিত সন্ধ্যা-  
কাল ইত্যাদি নিত্য কর্ম করে কমলনয়ন রাজা শ্রীরাম

রাজধর্ম পালন (প্রজাগণের বিবাদের মীমাংসা) করার জন্য

বৈদবেস্তা ব্রাহ্মণগণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং কশ্যপ মুনির

সঙ্গে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ন্যায়ের আসনে বিরাজমান

হলেন।

মন্ত্রির্বিবাহারাজেন্দ্রস্থানৈর্ধর্মপাঠকৈঃ

নীতিজ্ঞেরথ সভ্যেষ্ঠ রাজভিঃ সা সভা কৃত্বা ॥ ৩

সেই সভা জ্ঞানী মন্ত্রিগণ, ধর্মশাস্ত্র পাঠকারী

বিদ্বানগণ, নীতিজ্ঞ, রাজা এবং অন্য সভাসদে পূর্ণ ছিল।

সভা যথা মহেষ্ঠস্য যমস্য বরুণস্য চ ।

শুশ্রুভে রাজসিংহস্য রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ ॥ ৪

মহানকর্মকারী রাজসিংহ শ্রীরামকে সেই সভায়

সুন্দরভাবে ইন্দ্র, যম ও বরুণের সভার ন্যায় শোভায়মান

মনে হচ্ছিল

অথ রামোহরবীং তত্র লক্ষণং শুভলক্ষণম্ ।

নির্গচ্ছ দ্বং মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্ধন ॥ ৫

কার্যার্জিনশ্চ সৌমিত্রে ব্যাহতুং ক্রমুপাক্রম ।

(ক) কিছু কিছু পুস্তকে আরও তিনটি সর্গ পাওয়া যায়। সংস্কৃত টীকাকারদের দ্বারা সেগুলির ব্যাখ্যা না পাওয়াতে, সেইসকল সর্গকে  
প্রক্ষিপ্ত বলা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি সর্গ উপযোগী হওয়ায় অনুবাদসহ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে।



সেখানে বসে শ্রীরাম শুনে লক্ষ্মণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে  
বললেন— ‘মাতা সুমিত্রার আনন্দবৃদ্ধিকারী মহাবাহু বীর !  
তুমি বাইরে গিয়ে দেখো কারা উপস্থিত হয়েছে  
সুমিত্রাকুমার তুমি তাদের এক-এক করে আসতে বলো’।  
রামস্য ভাবিতঃ শ্রদ্ধা লক্ষণঃ শুভলক্ষণঃ ॥ ৬  
দ্বারদেশনুপাগম্য কার্ষিণ্যচ্যুতঃ স্বয়ম্।  
ন কচ্ছিদ্রবীং তত্র মম কার্ষমিহাদ্য বৈ ॥ ৭

শ্রীরামের আদেশ শুনে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ দ্বারে  
এসে নিজেই আগন্তুকদের ডাকলেন কিন্তু কেউই কোন  
অভিযোগের কথা জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিল না।  
নাথরো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি।  
পক্সস্য বসুমতী সর্বৌষধিসমব্রিতা ॥ ৮

শ্রীরামের রাজ্য শাসন কালে কারো কোনো শারীরিক  
রোগ হত না এবং মানসিক চিন্তাও কষ্ট দিত না। পৃথিবীতে  
সর্বপ্রকার ওষধি (অন্ন-ফল ইত্যাদি) উৎপন্ন হতো এবং  
পক্স শস্য ক্ষেতে শোভা পেত।

ন বালো প্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ।  
ধর্মেশ শাসিতঃ সর্বং ন চ বাধা বিধীয়তে ॥ ৯

শ্রীরামের রাজ্যে কোনো বালকের, যুবকের বা মধ্য  
বয়স্ক পুরুষের (অকালে) মৃত্যু হত না। সকলের প্রতিই  
ন্যায় করা হত। কারো কখনও কোনো অসুবিধা হত না।  
দৃশ্যতে ন চ কার্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি।  
লক্ষণঃ প্রাজ্ঞলির্ভূত্বা রামায়ৈবং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১০

শ্রীরামের রাজ্য শাসনকালে দরবারে কখনও কোনো  
অভিযোগকারী ছিল না। লক্ষ্মণ হাত জোড় করে  
শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যের এই অবস্থা অবগত করালেন।

অথ রামঃ প্রসমাস্তা সৌমিত্রিমদ্রবীং।  
ভূয় এব তু গচ্ছ ত্বং কার্ষিণঃ প্রবিচারয় ॥ ১১

তারপর প্রসন্নচিত্তে শ্রীরাম সুমিত্রাকুমারকে পুনর্বার  
বলেন— ‘লক্ষ্মণ ! তুমি আবার যাও এবং ভালো করে  
সন্ধান করো।

সমাক্প্রণীতয়া নীত্যা নাথর্মো বিদাতে কচিৎ।  
তস্মাদ্ রাজভয়াৎ সর্বে রক্ষন্তীহ পরম্পরম্ ॥ ১২

‘ভালোভাবে উত্তম নীতি প্রয়োগপূর্বক শাসনে রাজ্যে  
কোথাও অধর্ম থাকে না। সকলেই রাজার ভয়ে একে  
অপরকে রক্ষা করে।

বাণা ইব ময়া মুক্তা ইহ রক্ষন্তি মে প্রজাঃ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো প্রজা রক্ষত্ব তৎপরঃ ॥ ১৩  
‘যদিও রাজকর্মচারী আমার দ্বারা নিষ্কিন্তু হবেন  
মতো প্রজারক্ষা হবে, তবুও মহাবাহো ! তুমি দ্বার তৎপর  
থেকে প্রজা পালন করবে।’

এবমুক্ত্ব সৌমিত্রিনির্জগাম নৃপালয়াৎ  
অপশ্যাদ্ দ্বারদেশে বৈ শ্বানং ভাবদবহিঃ ॥ ১৪  
তমেব বীক্ষমাণং বৈ বিক্রেশস্তঃ মুহূর্ষয়ঃ।  
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণস্তং বৈ স পপ্রচ্ছাথ বীর্যবান্ ॥ ১৫

শ্রীরাম একথা বলায় সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ রাজভবনের  
বাইরে গেলেন। বাইরে এসে তিনি দেখলেন, দ্বারে একটি  
কুকুর দাঁড়িয়ে আছে, যে তাঁর দিকে তাকিয়ে বারবার  
ডাকছে। তাকে ঐভাবে ডাকতে দেখে পরাক্রমী লক্ষ্মণ  
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

কিং তে কার্যং মহাভাগ ক্রহি বিপ্রকৃমানসঃ।  
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রদ্ধা সারমেয়োহভ্যভাষত ॥ ১৬

‘মহাভাগ ! তুমি নির্ভয়ে বলো, তোমার কী কাজ ?’  
লক্ষ্মণের কথা শুনে সেই কুকুর বলল—  
সর্বভূতশরণায় রামায়াক্ষিকর্মণে।

ভয়েভয়দাত্রে চ তস্মৈ বজ্রং সমুৎসাহে ॥ ১৭

‘যিনি সমস্ত প্রাণীকে শরণ দেন, ক্রেশরহিত কর  
করেন, যিনি ভয়ের অবকাশেও অভয় দেন, সেই উগর  
শ্রীরামের সামনেই আমি আমার কাজ বলতে ইচ্ছা করি।’  
এতজুত্বা চ বচনং সারমেয়স্য লক্ষ্মণঃ।

রাঘবায় তদাখ্যাতুং প্রবিবেশালয়ং শুভম্ ॥ ১৮  
কুকুরের কথা শুনে লক্ষ্মণ শ্রীরামকে জানাতে দূর  
রাজভবনে প্রবেশ করলেন।

নিবেদ্য রামস্য পুনর্নির্জগাম নৃপালয়াৎ।  
বজ্রব্যং যদি তে কিঞ্চিৎ তদ্বং ক্রহি নৃপায় বৈ ॥ ১৯

শ্রীরামকে তার কথা বলে লক্ষ্মণ রাজভবনের বাইরে  
এসে তাকে বললেন— ‘যদি তোমার কিছু বলার থাকে,  
তবে গিয়ে রাজাকেই বলো’।

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রদ্ধা সারমেয়োহভ্যভাষত।  
দেবাগারে নৃপাগারে দ্বিজবেশসু বৈ তথা ॥ ২০

বহিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্যো বায়ুশ্চ তিষ্ঠতি।  
নাত্র যোগ্যাস্ত্ব সৌমিত্রে যোনিানামখমা বসম্ ॥ ২১

লক্ষ্মণের কথা শুনে কুকুর বলল— ‘সুনির্ভয়  
দেবালয়ে, রাজভবনে ও ব্রাহ্মণ গৃহে অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য



গণ সর্বদা অবস্থান করেন ; তাই আমরা অধম যোনির  
জীবেরা যেচ্ছায় সেখানে যাবার যোগ্য নই  
প্রবেষ্টে নাত্র শঙ্কামি ধর্মো বিগ্রহবান্ নৃপঃ।  
সত্যবাদী রণপটুঃ সর্বসঙ্কহিতে রতঃ। ২২

‘আমি এই রাজত্ববনে প্রবেশ করতে পারব না ;  
কারণ রাজা শ্রীরাম ধর্মের মূর্তিমান স্বরূপ তিনি সত্যবাদী,  
সংগ্রামকুশল ও সর্বপ্রাণীর হিতৈ তৎপর  
বহুশাস্য পদং বেত্তি নীতিকর্তা স রাঘবঃ।  
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ রামো রময়ত্নাং বরঃ। ২৩

‘তিনি সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় গুণের যথাযথ প্রয়োগ  
জানেন শ্রীরাম ন্যায্যকারী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী শ্রীরাম  
মনের মন জয়কারী পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,  
স সোমঃ স চ মৃত্যুশ্চ স যমো ধনদত্তথা।  
হিষ্টিঃ শতক্রতুষ্টেব সূর্যো বৈ বরুণদত্তথা। ২৪

‘তিনিই চন্দ্র, তিনিই মৃত্যু, তিনিই যম, কুবের,  
অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য এবং বরুণ।  
তস্মৈ হুঃ ক্রুহি সৌমিত্রে প্রজাপালঃ স রাঘবঃ।  
অনাঙ্কগুহ্য সৌমিত্রে প্রবেষ্টুং নেচ্ছয়াম্যহম্॥ ২৫

‘সুমিত্রানন্দন ! শ্রীরঘুনাথ প্রজাপালক ! আপনি তাঁকে  
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১) ১১

বলুন, আমি তাঁর আদেশ প্রাপ্ত না হলে এই ভঙ্গনে প্রবেশ  
করতে চাই না।’

আনুশংস্যাচ্ছায়াস্তাপঃ প্রনিবেশ মহাদ্যুতিঃ।  
নৃপালয়াং প্রনিষ্যাথ লক্ষ্মণো বান্ধবপ্রবীৎ॥ ২৬

একথা শুনে মহাতেজস্বী মহাভাগ লক্ষ্মণ দয়াবশতঃ  
রাজত্ববনে প্রবেশ করে বললেন—  
প্রযাতাঃ যম বিজ্ঞাপাং কৌসল্যানন্দবর্ধন।  
যথ্যরোক্তঃ মহাবাহো তব শাসনজং নিজে। ২৭

‘কৌসল্যার আনন্দবৃদ্ধিকারী মহাবাহু শ্রীরঘুনাথ !  
আমার নিবেদন শুনুন ! আপনার আদেশে আমি বাহিরে  
গিয়ে যদি কোন অভিযোগকারী থাকে তাকে পুনরায়  
ডেকেছি।  
শ্ৰী বৈ তে তিষ্ঠতে হারি কার্যার্থী সমুপাগতঃ।  
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রদ্ধা রামো বচনমব্রবীৎ।  
সম্প্রবেশয় বৈ ক্ষিপ্তং কার্যার্থী যোহত্র তিষ্ঠতি। ২৮

‘তখন দরজায় একটি কুকুর দাঁড়িয়েছিল, যে কোনো  
এক অভিযোগ নিয়ে এসেছিল।’ লক্ষ্মণের কথা শুনে  
শ্রীরাম বললেন—‘যেই থাকুক, তাকে নীচ এই সভার  
ভিতর আনো’।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১) ১১

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১) সমাপ্ত। ১১

## প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (২)

কুকুরের প্রতি শ্রীরামের ন্যায়, তার ইচ্ছানুসারে তাকে আঘাতকারী ব্রাহ্মণকে মঠাধীশ  
করে দেওয়া এবং কুকুরের মঠাধীশ হওয়ার দোষ জানানো

মহা রামস্য বচনং লক্ষ্মণস্তুরিতত্তদা।  
যানবাহুয় মতিমান্ রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ১  
শ্রীরামের কথা শুনে বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ তখনই সেই  
কুকুরকে ডাকলেন এবং শ্রীরামকে তার আসার খবর  
দিলেন।

মুদ্রা সমাগতঃ শ্বানঃ রামো বচনমব্রবীৎ।  
বিবক্ষিতার্থঃ মে ক্রুহি সারমেয় ন তে ভয়ম্॥ ২  
সেখানে আসা কুকুরের দিকে তাকিয়ে শ্রীরাম

বললেন—‘সারমেয় ! তোমার যা বলার আছে, তা আমাকে  
বলো এখানে তোমার কোনো ভয় নেই।’

অথাপশ্যত তত্রহং রামং শ্ৰী ভিন্নমন্তকঃ  
ততো দৃষ্টা স রাজানঃ সারমেয়োহব্রবীদ্ বচঃ॥ ৩  
কুকুরটির মাথা ফেটে গিয়েছিল। সে রাজসভায় বসে

মহারাজ শ্রীরামের দিকে তাকিয়ে বলল—  
রাজৈব কর্তা ভূতানাং রাজা চৈব বিনায়কঃ।  
রাজা সুপ্তেষু জাগর্তি রাজা পালয়তি প্রজাঃ॥ ৪

‘রাজাই সমস্ত প্রাণীদের উৎপাদক ও নায়ক। সকলে  
খুমিয়ে পড়লেও রাজা জেগে থাকেন এবং প্রজাদের পালন  
করেন।

নীত্যা সুনীত্যা রাজা ধর্মঃ রক্ষতি রক্ষিতা।

যদা ন পালয়েদ্ রাজা ক্ষিপ্ৰং নশস্তি বৈ প্রজাঃ॥ ৫

‘রাজা সকলের রক্ষক। তিনি উত্তম নীতি প্রয়োগ  
করে সকলের রক্ষা করেন। রাজা যদি প্রজাপালন না  
করেন, তাহলে সকল প্রজা নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যায়।

রাজা কর্তা চ গোপ্তা চ সর্বস্য জগতঃ পিতা।

রাজা কালো যুগঃ চৈব রাজা সর্বমিদং জগৎ॥ ৬

‘রাজা কর্তা, তিনি রক্ষক ও সম্পূর্ণ জগতের পিতা।  
রাজা হলে কাল ও যুগ এবং রাজাই এই সম্পূর্ণ জগৎ।

ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহ্বমেষ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।

যস্মাদ্ ধারয়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৭

‘ধর্ম সম্পূর্ণ জগৎ ধারণ করে, তাই তার নাম ধর্ম।  
ধর্মই সমস্ত প্রজাকে ধারণ করে রেখেছে ; কারণ ধর্মই  
হলো চরাচর প্রাণীসহ সমস্ত ত্রিলোকের आधार।

ধারণাদ্ বিধিষ্যং চৈব ধর্মেণারঞ্জয়ন্ প্রজাঃ

তস্মাদ্ ধারণমিত্যুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ৮

‘রাজা তাঁর দ্রোহীদেরও ধারণ করেন (অথবা তিনি  
দুষ্টদেরও মর্যাদাতে জ্ঞাপন করেন) এবং ধর্মের দ্বারা  
প্রজাদের প্রসন্ন রাখেন ; তাই তাঁর শাসনরূপ কর্মকে ধারণ  
বলা হয় এবং ধারণই ধর্ম, এই হল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এষ রাজন্ পরো ধর্মঃ ফলবান্ প্রেতা রাঘব  
নহি ধর্মাদ্ ভবেৎ কিঞ্চিদ্ দুস্প্রাপমিতি মে মতিঃ। ৯

‘বঘুনন্দন ! এই প্রজাপালনরূপ পরম ধর্ম রাজাকে  
পরলোকে উত্তম ফল প্রদান করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে,  
ধর্মের দ্বারা কিছুই দুর্লভ নয়।

দানং দয়া সত্যং পূজা ব্যবহারেষু চার্জবম্।

এষ রাম পরো ধর্মো রক্ষণাৎ প্রেতা চেহ চ। ১০

‘শ্রীরাম ! দান, দয়া, সৎপুরুষদের সম্মান ও  
ব্যবহারে সারলা - এই হল পরম ধর্ম। প্রজারক্ষার দ্বারা  
হওয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম ইহলোক ও পরলোকেও সুখপ্রদানকারী  
হয়।

ত্বং প্রমাণং প্রমাণানামসি রাঘব সুরত।

বিদিতশ্চৈব তে ধর্মঃ সত্ত্বিরাচরিতস্ত বৈ॥ ১১

‘উত্তমব্রত পালনকারী বঘুনন্দন ! আপনি সমস্ত

প্রমাণেরও প্রমাণ সৎ পুরুষেরা যে ধর্মের অঙ্গ  
করেছেন, আপনি তা ভালোভাবে অবগত আছেন।  
ধর্মগাণ্ড ত্বং পরং ধাম গুণানাং সাগরোপমা।

অজ্ঞানাচ্চ ময়া রাজমুক্তস্ত্বং রাজসমম্॥ ১২

‘রাজন্ ! আপনি ধর্মের পরম ধাম এবং জ্ঞানের  
সাগর। নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমি অজ্ঞানতাবশতঃই আপনার সামনে  
ধর্মের ব্যাখ্যা করেছি।

প্রসাদমামি শিরসা ন ত্বং ক্রোদ্ধমিহাশ্রমিঃ

শুন। স বচনং শ্রুত্বা রামনো নাক্ষমস্বীহি॥ ১৩

‘সেইজন্য আমি আপনার চরণে নমস্কার রেখে ক্ষমা  
চাইছি এবং আপনার প্রসন্নতা গ্রহণ করছি। আপনি আমার  
ওপর রাগ করবেন না।’ কুকুরের কথা শুনে শ্রীরাম  
বললেন—

কিং তে কার্যং করোম্যদা ক্রুহি নিশ্চক্ৰ মা জিহ্ম

রামস্য বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োহব্রবীন্মহিঃ॥ ১৪

‘তুমি নির্ভয়ে বলো। আমি তোমার কোন ইচ্ছা পূর্ণ  
করব প্রয়োজন জানাতে বিলম্ব করো না।’ শ্রীরামের কথা  
শুনে কুকুর বলল—

ধর্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্মেণৈবানুপালয়েৎ।

ধর্মাচ্ছরণাতাং যাতি রাজা সর্বভয়াপহঃ॥ ১৫

ইদং বিজায় যৎ কৃত্যং শ্রমতাং মম রাঘব

‘বঘুনন্দন ! রাজা ধর্মের দ্বারাই রাজা প্রাপ্ত হন এবং  
ধর্মের দ্বারা তার নিরন্তর পালন করেন। ধর্মের দ্বারাই রাজা  
সকলকে শরণ দান করেন এবং ভয় দূর করেন। একথা  
জেনে আপনি আমার কাজের কথা শুনুন।

ভিক্ষুঃ সর্বার্থসিদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণাবসথে বসন্। ১৬

তেন দত্তঃ প্রহারো মে নিষ্কারশমনাগমঃ।

‘প্রভো ! সর্বার্থসিদ্ধ নামে একজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু  
আছেন, যিনি ব্রাহ্মণদের গৃহে বাস করেন। তিনি আজ  
আমাকে অকারণে প্রহার করেছেন। আমি তাঁর কোনো  
অপরাধ করিনি।’

এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ দ্বাঃহঃ সন্তোষিতক্কাঃ॥ ১৭

আনীতশ্চ দ্বিজস্তেন সর্বসিদ্ধার্থকোবিদঃ।

কুকুরের কথা শুনে শ্রীরাম তখনই এক দ্বারপালকে

পাঠিয়ে সেই সর্বার্থসিদ্ধ নামক বিদ্বান ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে

ডেকে পাঠালেন।

অথ দ্বিজবরস্তত্র রামঃ দুষ্টা মহাদুষ্টিঃ ১৮

‘অতঃপর শ্রীরাম দুষ্ট মহাদুষ্ট

‘কিং তে কার্যং করোম্যদা ক্রুহি নিশ্চক্ৰ মা জিহ্ম

রামস্য বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োহব্রবীন্মহিঃ॥ ১৪

‘তুমি নির্ভয়ে বলো। আমি তোমার কোন ইচ্ছা পূর্ণ

করব প্রয়োজন জানাতে বিলম্ব করো না।’ শ্রীরামের কথা

শুনে কুকুর বলল—

ধর্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্মেণৈবানুপালয়েৎ।

ধর্মাচ্ছরণাতাং যাতি রাজা সর্বভয়াপহঃ॥ ১৫

ইদং বিজায় যৎ কৃত্যং শ্রমতাং মম রাঘব

‘বঘুনন্দন ! রাজা ধর্মের দ্বারাই রাজা প্রাপ্ত হন এবং

ধর্মের দ্বারা তার নিরন্তর পালন করেন। ধর্মের দ্বারাই রাজা



কঃ তে কাথঃ ময়া রাম তদ্ ক্রহি স্বঃ মমানঘ।

শ্রীরামকে দেখে সেই মহাতেজস্বী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ  
করলেন — ‘নিষ্পাপ যখনন্দন ! আমার কাছে  
আমার কী প্রয়োজন ?’

অমুজঃ বিপ্রেণ রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯

দত্তঃ প্রহারোহয়ঃ সারমেয়স্য বৈ বিজ।

কঃ তবাপকৃতং বিপ্র দণ্ডেনাভিহতো যতঃ ॥ ২০

ব্রাহ্মণ এইকথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীরাম বললেন

— ‘তুহান্ ! আপনি এই কুকুরের মাথায় যে প্রহার

করলেন, তার কারণ কী ? বিপ্রবর ! ও আপনার কাছে কী

প্রশ্ন করছে ? যার জন্য আপনি ওকে দণ্ড দিয়ে প্রহার

করলেন।

ক্লেষা প্রাণহরঃ শত্রুঃ ক্লেষো মিত্রমুখো রিপুঃ।

ক্লেষো হাসির্মহাতীক্ষঃ সর্বং ক্লেষোহপকথতি ॥ ২১

‘ক্লেষ হল প্রাণহরপকারী শত্রু। ক্লেষকে মিত্রমুখ<sup>(১)</sup>

কবলা হয়। ক্লেষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তলোয়ার এবং এই ক্লেষ

যত সঙ্গুলকে নষ্ট করে।

গতে বজতে চৈব যচ্চ দানং প্রযচ্ছতি।

ক্লেধেন সর্বং হরতি তস্মাৎ ক্লেধং বিসর্জয়েৎ ॥ ২২

‘মানুষ যে তপস্যা করে, যজ্ঞ করে এবং দান কবে,

সেই সব পুণ্য ক্লেধের দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। তাই ক্লেধ

তাগ করা উচিত।

ইজিয়াণাং প্রদুষ্টানাং হমানামিব খাবতাম্।

কুপীত ধৃত্য সারথ্যং সংহৃত্যোজিয়গোচরম্ ॥ ২৩

‘দুষ্ট ঘোড়ার মতো বিষয়ের দিকে দৌড়ানো

ইজিয়াকে সেই দিক থেকে সরিয়ে ধৈর্যপূর্বক নিয়ন্ত্রণে রাখা

উচিত।

কসা কর্মণা বাচা চক্ষুসা চ সমাচরেৎ।

প্রয়ো লোকস্য চরতো ন ষেষ্টি ন চ লিপ্যতে ॥ ২৪

‘মানুষের উচিত, তার সম্পর্কে আসা মানুষদের মন,

বক্তা, ক্রিয়া এবং দৃষ্টি দ্বারা ভালো করা। কাউকে হিংসা না

করা। এরূপ করলে সে পাপে লিপ্ত হবে না।

ন তচ্চ কুর্যাদসীতীক্ষ্ণঃ সর্পো বা ব্যাহতঃ পদা।

চরিত্বা নিত্যসংক্রুদ্ধো যথাহংস্তা দুরনুষ্ঠিতঃ ॥ ২৫

‘নিজের দুষ্ট মন যে ক্ষতি ও অনর্থ করতে পারে,

তীক্ষ্ণ তলোয়ার, পদাণ্ডি সর্প অথবা ক্রোশপূর্ণ শত্রুও তা

কবতে পারে না।

বিনীতবিনয়স্যানি প্রকৃতির্ন বিধীয়তে।

প্রকৃতিঃ গৃহমানস্য নিশ্চয়ো ন কুন্তিষ্ঠবা ॥ ২৬

‘যিনি বিনয় শিক্ষা পেতে চেনা, তাঁরও প্রকৃতি নতুন

কবে তৈরি হয় না। কেউ যদি তার ক্ষান্তিকর প্রকৃতি গোপন

করতে চায়, তবে সেটি প্রকৃতি তার কর্মের মাধ্যমে অবশ্যই

প্রকাশিত হয়ে পড়বে।’

এবমুজঃ স নিপ্রো বৈ রামেণাক্রিষ্টকর্মণা।

বিজঃ সর্বাংশসিক্তঃ অত্রনীদ রামসমিধৌ ॥ ২৭

কেশরহিত কর্মকারী শ্রীরাম একথা বলায় সর্বাংশসিক্ত

নামক ব্রাহ্মণ তাঁকে একথা বলেন—

ময়া দত্তপ্রহারোহয়ঃ ক্লেধেনানিষ্টচেতসা।

ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতৈজ্ঞকে ॥ ২৮

রথ্যাহিতস্ত্রয়ং স্থা বৈ গচ্ছ গচ্ছতি ভবিতঃ।

অথ স্বৈরেণ গচ্ছন্ত রথ্যাস্তে বিষমং হিতঃ ॥ ২৯

‘প্রভো ! আমার মনে ক্লেধ এসে গিয়েছিল, তাই

আমি ওকে দণ্ড দিয়ে মেরেছি। ভিক্ষার সময় অতিক্রান্ত

হওয়ায় ক্ষুধার্ত থাকায় ভিক্ষা করার জন্য আমি দ্বারে দ্বারে

ঘুরছিলাম। এই কুকুর পশ্চিমদে ঘাঁড়িয়েছিল। আমি বারবার

তাকে রাস্তা থেকে সরে যেতে বলেছি, কিন্তু সে তার

ইচ্ছামতো হাঁটছিল ও রাস্তায় ঘাঁড়িয়েছিল।

ক্লেধেন ক্ষুধয়াবিতস্ততো দত্তোহস্য রাঘব।

প্রহারো রাজরাজেন্দ্র শাশি মামপরাধিনম্ ॥ ৩০

ত্বয়া শস্তস্য রাজেন্দ্র নাশ্চি মে নরকাস্তয়ম্।

‘আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তাই ক্লেধ বেড়ে গিয়েছিল।

রাজাধিরাজ রঘুনন্দন ! সেই ক্লেধে আমি এর মাথায় দণ্ড

দিয়ে মার দিয়েছি। আমি অপরাধী। আপনি আমাকে শাস্তি

দিন। রাজেন্দ্র ! আপনার কাছে শাস্তি পেলে আমার নরকে

যাওয়ার ভয় থাকবে না।’

অথ রামেণ সম্পৃষ্টাঃ সর্ব এব সভাসদঃ ॥ ৩১

কিং কার্যমস্য বৈ ক্রত দত্তো বৈ কোহস্য পাতাতাম্।

সমাম্প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥ ৩২

শ্রীরাম তখন সকল সভাসদের জিজ্ঞাসা করলেন

— ‘আপনারা বলুন, এর জন্য কী করা উচিত ? একে কী

(১) যাকে ওপর থেকে মিত্র মনে হয় কিন্তু পরিণামে শত্রু বলে প্রমাণিত হয়, তাকে ‘মিত্রমুখ’ শত্রু বলা হয়। ক্লেধ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে  
ঈ প্রদানে যেন সহায়করূপে উপস্থিত হয়, তাই তাকে মিত্রমুখ বলা হয়।



শান্তি দেওয়া যায় ! কারণ ঠিকমতো দণ্ডের প্রয়োগ হলে  
প্রজা সুরক্ষিত থাকে'।

ভৃগুভিগরসকুৎসাদ্যা বসিষ্ঠচ সকাশাপঃ।  
ধর্মপাঠকমুখ্যাস্ত সচিবা নৈগমাস্তথা। ৩৩

এতে চানো চ বহবঃ পণ্ডিতাস্তত্র সঙ্গতঃ।  
অবস্থো ব্রাহ্মণো দণ্ডৈরিত্তি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ॥ ৩৪

কুবতে রামবঃ সর্বো রাজধর্মেষু নিষ্ঠিতাঃ।  
সেই সভায় ভৃগু, আঙ্গিরস, কুৎস, বসিষ্ঠ এবং

ইত্যাদি মুনি উপস্থিত ছিলেন। ধর্মশাস্ত্র পাঠকারী মুখ্য  
বিদ্বানেরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী ও মহাজন হাজির ছিলেন  
এবং বহু পণ্ডিত সেখানে একত্রিত ছিলেন। রাজধর্মের  
জ্ঞানে জ্ঞানী এই সকল বিদ্বান শ্রীরঘুনাথকে বললেন—  
'ভগবন্ ! ব্রাহ্মণ দণ্ড দ্বারা অবস্থা, তাঁর শরীরিক দণ্ড  
পাওয়া উচিত নয়, সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞেরই এই মত।'

অথ তে মুনয়ঃ সর্বো রামমেবাক্রবঃস্তদা॥ ৩৫  
রাজা শাস্তা হি সর্বস্য ত্বং বিশেষেণ রামব।

ত্রৈলোক্যস্য ভবান্ শাস্তা দেবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ৩৬

অতঃপর তাঁরা শ্রীরামকে বললেন— 'রঘুনন্দন !  
রাজা সকলেরই শাসক। বিশেষ করে আপনি তো ত্রিলোক  
শাসনকারী সাক্ষাৎ সনাতন দেবতা বিষ্ণু'।

এবমুক্তে তু তৈঃ সর্বৈঃ শ্বা বৈ বচনমব্রবীৎ।  
যদি তুষ্টোহসি মে রাম যদি দেবো বরো মম॥ ৩৭

তাঁরা সকলে এই কথা বলায়, কুকুব বলল

—'শ্রীরাম ! যদি আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট হন, যদি  
আমাকে আপনি ইচ্ছানুসারে বর দেন, তাহলে আমার কথা  
শুনুন।

প্রতিজ্ঞাতং ত্বরা বীর কিং করোমীতি বিশ্রুতম্।  
প্রযচ্ছ ব্রাহ্মণস্যাস্য কৌলপত্যং নরাধিপ॥ ৩৮

কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং প্রদীয়তাম্।

'বীর নরেশ্বর ! আপনি প্রতিজ্ঞা করে জিজ্ঞাসা  
করেছেন যে, আমি তোমার কাজ সম্পন্ন করব। আপনি  
আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। তাই  
আমি বলছি যে, এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি (মহন্ত) করুন  
মহারাজ ! একে কালঞ্জরে এক মঠের আধিপত্য (সেখানের  
মহন্তী) প্রদান করুন'।

এতচ্ছুত্বা তু রামেণ কৌলপতোহভিষেচিতঃ। ৩৯  
প্রযদৌ ব্রাহ্মণো হৃষ্টো গজদ্বন্দ্বেন সোহর্চিতঃ।

তাই শুনে শ্রীরাম তাঁকে কুলপতি পদে অভিষেক  
করেন। এভাবে পূজিত হয়ে সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত চরিত্র  
সেখান থেকে হাতির পিঠে বসে চলে গেলেন।  
অথ তে রামসচিবাঃ শয়ামান্য বচোচ্চক্ষুসাম্॥ ৪০

বরোহয়ঃ দত্ত এতস্য নাগঃ শাপে মহাদুঃখে।  
তখন শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রী হেসে বললেন

— 'মহাতেজস্বী মহারাজ ! এ তো একে বর দেওয়া হল  
শাপ বা দণ্ড নয়'।

এবমুক্তস্ত সচিবৈ রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৪১

ন যুগং গতিতত্ত্বজাঃ শ্বা বৈ জানাতি কারণম্।  
মন্ত্রী একথা বলায় শ্রীরাম বলেন— 'কোন কারণে

পরিণাম হয় বা তাতে জীবের কী গতি হয়, এর তত্ত্ব তোমরা  
জানো না ব্রাহ্মণকে কেন মঠাধীশের পদ দেওয়া হল, ও

কুকুরটি তার কারণ জানে।'

অথ পৃষ্টস্ত রামেণ সারমেয়োহপ্রদীদিত্ব। ৪২

অহং কুলপতিপুত্র আসং শিষ্টারভোজন।  
দেবদ্বিজাতিপূজায়াং দাসীদাসেষু রামব॥ ৪৩

সংবিভাগী শুভরতির্দেবদ্রব্যাসা ব্রহ্মিজা।  
বিনীতঃ শীলসম্পন্নঃ সর্বসঙ্কহিতে রতঃ॥ ৪৪

তখন শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করায় কুকুব তাঁকে বলল

— 'রঘুনন্দন ! আমি প্রথম জন্মে কালঞ্জরের মঠের কুলপতি  
(মঠাধীশ) ছিলাম। সেখানে যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন

করতাম, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজায় তৎপর থাকতাম,  
দাস-দাসীদের তাদের ন্যায়োচিত ভাগ দিতাম, শুভ-কর্ম

অনুরক্ত থাকতাম, দেবসম্পত্তি রক্ষা করতাম এবং বিধ  
ও শীলসম্পন্ন হয়ে সমস্ত প্রাণীর হিতসাধনে সংলা

থাকতাম

সোহহং প্রাপ্ত ইমাং যোরামবহুসম্মাং গতিম্।  
এবং ক্রোধাঘ্নিতো বিপ্রজ্যক্তমর্মাহিতে রতঃ॥ ৪৫

ত্রুক্ষো নৃশংসঃ পরুষ অবিদ্বাংশ্চাপাধর্মিক্য।  
কুলানি পাতয়তোব সন্ত সন্ত চ রামব। ৪৬

'তবুও আমার এই ভয়ানক অবস্থা এবং অধম গতি  
প্রাপ্ত হয়। তাহলে যে এমন ক্রোধী, ধর্ম পরিত্যাগী,

অন্যের অহিতে ব্যাপ্ত এবং ত্রুর, কঠোর মূর্খ এবং  
অধর্মী, সেই ব্রাহ্মণ মঠাধীশ হয়ে নিজের সঙ্গে তাঁর পূর্বের

ও পর্বের সাতপুরুষকে নরকে পতিত করবে।  
তন্মাৎ সর্বাশ্ববহাসু কৌলপত্যং ন কারয়েৎ

নেহুং  
কুর্গাদ  
কোনো অবস্থা  
তাই কোণে পুত্র, প  
কবাব ইচ্ছা, তাব  
করুন।  
দেবতাদ্রব্যং  
ভয়  
যো ভয়  
ব্রাহ্মণের,  
হরণ ক  
ফিরিয়ে নেন,  
হন।  
দে  
পততি ঘোরে  
'রঘুনন্দন ! যিনি  
অর্থাৎ তিনি লীলই অর্থাৎ

শ্রীরামের

যাঃ সংবদে

বদ্বিকী নিশা প্র

শ্রীরাম ও লক্ষ

পূজাপালনের কর্মে ব

লেন, যা অধিক ঠাণ্ড

হয়। প্রভাতে

অতিক্রম্য কাকু

রাত্রি প্রভাত

জানার জন

থেকে নিব

গোজর হলেন।

হয়।

সুমহন্ত

হুমিষ্যেয়রকং নেতুং সপ্তপদপুণ্ডরিকম্ ॥ ৪৭  
দেবেষধিহিতঃ কুখাদ্ গোমু চ ব্রাহ্মণেশু চ।

‘তাই কোনো অবস্থাতেই মৃগাধীশের পাপগ্রহণ করা  
উচিত নয়। থাকে পুণ্ড, পশু এবং যমু বাজবসন্ত নরকে  
পতিত করার ইচ্ছা, তাকে দেবতা, গোক ও ব্রাহ্মণদের  
মাইলাতা করুন।

ক্রমঃ দেবতামবাঃ শ্রীশাং বাশখনং চ যঃ ॥ ৪৮  
হরতি যো ভুয় ইষ্টৈঃ সহ বিনশ্যতি।

‘যিনি ব্রাহ্মণের, দেবতার, নারীতার এবং  
হৃদকদের অর্থ হরণ করেন এবং যিনি নিজের দান করা  
সম্পত্তি ফিরিয়ে নেন, তিনি স্বজনদের সঙ্গে নিজেও  
বিনাশপ্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মণস্বামাদন্তে দেবানাং চৈব রাঘব ॥ ৪৯  
স্বাঃ পততি ঘোরে বৈ নরকেহবীচিসংজ্ঞকে।

‘রঘুনন্দন ! যিনি ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের দ্রব্য কেড়ে  
নে, তিনি শীঘ্রই অবীচি নামক ঘোর নরকে পতিত হন।

মনসাপি হি দেবদ্বাঃ ব্রহ্মদ্বাঃ চ হরন্তু যঃ ॥ ৫০  
নির্যাসিরয়াং চৈব পততোন নরাধমঃ।

‘গানী দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি হরণ করার চিন্তা  
মনেও আনেন, সেই নরাধম অনশাট এক নরকে থেকে  
অন্য নরকে পতিত হন।’

ভাঙ্কুয়া নচনং নামো নিগ্নয়োৎসুকলোচনঃ ॥ ৫১  
শাশাংগাছায়াহাতেজা যত এনাগতস্ততঃ

‘কৃষ্ণবর্ণের এই কণা শুভে শ্রীধামচন্দ্রের চক্ষু আশ্চর্যে  
উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং সেই মহাতেজস্বী কুকুরও যেদিক  
থেকে এসেছিল, সেদিকেই চলে গেল।

মনসী পূর্ণজাতা স জাতিমাত্রোহপদুসিতঃ।  
বারাণস্যাং মহাভাগঃ প্রায়ং চোপবিনেশ হ ॥ ৫২

সে পূর্বজন্মে এক মনসী ছিল। কিন্তু এই জন্মে  
কুকুরের জন্ম হওয়ায় দূষিত হয়ে গিয়েছিল। সেই মহাভাগ  
কুকুর কাশীতে গিয়ে প্রায়োপবেশন করে (অরুজল ভাগ  
করে প্রাণ ভাগ করে)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাম্বীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ ২ সমাপ্ত। ২ ॥

### ষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ (৬০)

শ্রীরামের দরবারে চাবন এবং অন্যান্য ঋষিদের শুভাগমন, শ্রীরামের তাঁদের সংকারপূর্বক  
অভীষ্ট কার্যাদি পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা এবং ঋষিগণ দ্বারা তাঁর প্রশংসা

ভয়াঃ সংবদতোরেবং রামলক্ষ্মণয়োস্তদা।

যস্মিন্ নিশা প্রাপ্তা ন শীতা ন চ ঘর্মদা ॥ ১

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর আলোচনা করে প্রতিদিন  
প্রজাপালনের কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। ক্রমশঃ বসন্ত ঋতু এসে  
গেল, যা অধিক ঠাণ্ডা বা উষ্ণ নয়।

প্রভাতে বিমলে কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ঃ।

কাকুৎস্থো দর্শনং পৌরকার্যবিৎ ॥ ২

রাত্রি প্রভাত হলে নির্মল প্রভাতে, পুরবাসীদের  
পালকর্ম জানার জন্য শ্রীরঘুনাথ পূর্বাহ্নের নিত্যকর্ম—সন্ধ্যা-  
যজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত হয়ে বেরিয়ে এসে প্রজাদের দৃষ্টি  
আকর্ষণ করেন।

সুমন্ত্রস্বাগম্য রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।

এতে প্রতিহতা রাজন্ দ্বারি তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ ॥ ৩

ভার্গবং চাবনং চৈব পুরহুতা মহর্ষয়ঃ।

দর্শনং তে মহারাজ চোদয়ন্তি কৃতত্বরাঃ ॥ ৪

সেই সময় সুমন্ত্র এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন  
— ‘রাজন্ ! তপস্বী মহর্ষি ভৃগুপুত্র চাবন মুনিগণকে

অগ্রগামী করে দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। দ্বারপাল তাঁকে  
প্রবেশ পথে বাধা দিয়েছেন। মহারাজ ! তাঁরা শীঘ্রই  
আপনার দর্শন পেতে ইচ্ছুক, তাই তাঁদের আসার সংবাদ  
দিয়ে বারংবার আমাকে পাঠাচ্ছেন।

প্রিয়মাণা নরবায়ম যমুনাতীরবাসিনঃ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা রামঃ প্রোবাচ ধর্মবিৎ ॥ ৫

প্রবেশাত্ত্বাং মহাভাগা ভার্গবপ্রমুখা বিজাঃ।



‘পুরুষসিংহ ! এই মহর্ষিগণ যমুনাতটে নিবাস করেন এবং আপনাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করেন।’ সুমন্ত্রের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ শ্রীরাম বললেন—‘সূত ! ভার্গব, চাবন আদি সমস্ত মহাত্মা ব্রহ্মর্ষিদের নিয়ে আসা হোক’ রাজস্বাজ্ঞাং পুরহুতা ষাঃছো মূর্খা কৃতাজলিঃ ॥ ৬ প্রবেশয়ামাস তদা তাপসান্ সুদুরাসদান্।

রাজার আদেশ শিরোধার্য করে দ্বারপাল হাত জোড় করে সেই অত্যন্ত দুর্জয়ী তপস্বীদের রাজভবনে নিয়ে এলেন।

শতং সমধিকং তত্র দীপামানং স্বতেজসা ॥ ৭ প্রবিষ্টং রাজভবনং তাপসানাং মহাম্বনাম্।  
তে বিজাঃ পূর্ণকলশৈঃ সর্বতীর্থানুসংকৃতেঃ ॥ ৮ গৃহীত্বা ফলমূলং চ রামস্যাজাহরন্ বহু।

সেই তপস্বী মহাত্মাগণ সংখ্যায় শতাধিক ছিলেন। তাঁর সকলেই নিজ তেজে উদ্দীপিত ছিলেন। রাজভবনে প্রবেশ করে তাঁরা সমস্ত তীর্থের জলপূর্ণ ঘণ্টের সঙ্গে ফলমূল শ্রীরামচন্দ্রকে উপহার দিলেন।

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিপুরহুতঃ ॥ ৯ তীর্থোদকানি সর্বাণি ফলানি বিবিধানি চ।

উবাচ চ মহাবাহুঃ সর্বান্বেব মহামুনি ॥ ১০

মহাবাহু শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে সেই সব উপহার, সমস্ত তীর্থবারি ও ফলমূল গ্রহণ করে মুনিদের বললেন—

ইমান্যাসনমুখ্যানি যথার্থমুপবিশাতাম্।

রামস্য ভাষিতং শ্রদ্ধা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥ ১১

বৃসীষু রুচিরাখ্যাসু নিষেদুঃ কাঞ্চনীষু তে।

‘মহাত্মাগণ ! এখানে উত্তমোত্তম আসন প্রস্তুত আছে। আপনারা যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করুন।’ শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে সকল মহর্ষি রুচিসম্পন্ন স্বর্ণময় আসনে বসলেন।

উপবিষ্টানুযীংস্তত্র দৃষ্ট্বা পরপুরঞ্জয়ঃ।

প্রযতঃ প্রাজ্জলির্ভূত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২

মহর্ষিদের আসনে বিরাজমান দেখে শত্রুঙ্গরী জয়কারী শ্রীবৃন্দনাথ হাত জোড় করে সংযতভাবে বললেন—

কিমাগমনকার্যং বঃ কিং করোনি সমধিতঃ  
আজ্ঞাপোহহং মহর্ষীগাং সর্বকামকরঃ পুণম ॥ ১৩

‘মহর্ষিগণ ! কী কাজে আপনারা এখানে প্রচেষ্টা করেছেন ? এই সেবক আপনারদের সেবাদ্যায় পাওয়ার জন্য প্রস্তুত আদেশ পেলে আমি মহাত্মাদের আপনারদের সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি।

ইদং রাজ্যং চ সকলং জীবিতং চ যদি চিচ্ছমঃ  
সর্বমেতদ্ বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥ ১৪

‘এই সমগ্র রাজ্য, এই জন্মকন্মলে নিরন্তর জীবিতা এবং আমার সমস্ত বৈভব ব্রাহ্মণদেরই জন্য, আপনারদের এই সত্যি কথা বলছি।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা সাধুক্যো মহানকু  
ঋষীগামুগ্রতপসাং যমুনাতিরবাদিনাম ॥ ১৫

শ্রীবৃন্দনাথের কথা শুনে যমুনাতির নিবাসী বৃন্দ মহর্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে সাধুবাদ জানালেন।

উচুশ্চৈব মহাম্বনো হর্ষেণ মহজ ব্রহ্মা।

উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ তবৈব ভুবি নান্যতঃ ॥ ১৬

তখন এই সকল মহাত্মাগণ অত্যন্ত আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে বললেন— ‘নরশ্রেষ্ঠ ! এই ভূমণ্ডলে এই কথা জানার যোগ্য। অন্য কারো মুখ থেকে এরূপ বাক্য নির্গত হতে

বহবঃ পার্থিবা রাজমতিগ্রাস্তা মহাবলাঃ  
কার্যস্যা গৌরবং মদ্বা প্রতিজ্ঞাং নাজরোচন ॥ ১৭

‘রাজন্ ! আমরা বহু মহাবলী রাজাদের কাছ

গিয়েছি ; কিন্তু তাঁরা সকল কথা শুনে কাজের গুরুত্ব

‘কবব’ বলে স্বীকৃত হননি।

ভূয়া পুনর্ব্রাহ্মণগৌরবাদিরং

কৃতা প্রতিজ্ঞা হনবৎকা কারণম্।

ততশ্চ কর্তা হাসি নাত্র সংশয়ো

মহাভয়াৎ ত্রাতুমুযীঃকর্মসি ॥ ১৮

‘কিন্তু আপনি আমাদের আসার কারণ না জানে।

শুধু ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান ভাব রাখায় আমাদের কত

করাব প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই এই কাজ যে আপনি সম্পন্ন

করবেন, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আপনি

মহাভয় থেকে ঋষিদের রক্ষা করতে পারেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥



## একষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬১)

ঋষিদের মধু নামক অসুরের বরপ্রাপ্তির সংবাদ এবং লবণাসুরের বল ও অত্যাচারের কথা জানিয়ে তার থেকে ভয় দূর করার জন্য শ্রীরঘুনাথের কাছে প্রার্থনা

ঋষিরেবমুখিঃ কাকুৎস্থো বাক্যমব্রবীৎ।  
৩ঃ কার্ধং ক্রত মনয়ো ভয়ং ভাবদপৈতু বঃ॥ ১

ঋষিগণের কথায় প্রেরিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—  
‘হৃষিকণ! বলুন, আপনাদের কোন কাজ আমাকে সিদ্ধ করতে হবে। এখন আপনাদের নির্ভয় হওয়া উচিত।’

৩ঃ ক্রবতি কাকুৎস্থে ভার্গবো বাক্যমব্রবীৎ।  
৪ঃ শূশু যযুজং দেশস্য চ নরেশ্বর। ২

শ্রীরঘুনাথ এই কথা বলায় ভৃগুপুত্র চাবন বললেন—  
‘নরেশ্বর! সমগ্র দেশ এবং আমরা সকলে যে ভয় পাই, তার মূল কারণ শুনুন।’

৩ঃ কৃতযুগে রাজন্ দৈতেয়ঃ সুমহামতিঃ।  
৪ঃ লোলাশুক্রোহভবজ্জ্যোষ্ঠো মধুর্নাম মহাসুরঃ॥ ৩

‘রাজন্! পূর্বে সত্যযুগে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি ছিলেন লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেই মহা অসুরের নাম ছিল মধু।’

৫ঃ শরশ্যচ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ।  
৬ঃ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্যাতুলাভবৎ॥ ৪

‘তিনি অত্যন্ত ব্রাহ্মণ ভক্ত ও শরণাগত বৎসল ছিলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল সুস্থির। অত্যন্ত উদার স্বভাবসম্পন্ন লোকদের সঙ্গে তাঁর এমন গভীর মিত্রতা ছিল, যার কোনো তুলনা নেই।’

৭ঃ মধুর্বার্ষসম্পন্নো ধর্মঃ চ সুসমাহিতঃ।  
৮ঃ ক্রমানাচ্চ রুদ্রেণ দত্তস্তস্যাত্ত্বতো বরঃ॥ ৫

‘মধু ছিলেন বল-বিক্রম সম্পন্ন এবং তিনি একাগ্র চিত্ত ধর্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি ভগবান শিবের অত্যন্ত আরাধনা করেছিলেন, যার জন্য শিব তাঁকে একটি অদ্ভুত বর প্রদান করেছিলেন।’

৯ঃ শূলাদ্ বিনিষ্ট্বা মহাবীর্যং মহাপ্রভম্।  
১০ঃ মহাশ্বা সুপ্রীতো বাকাং চৈতদুবাচ হ॥ ৬

‘মহামনা ভগবান শিব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর শূল থেকে এক দেদীপমান পরম শক্তিশালী শূল প্রকট করে যাকে প্রদান করে বললেন—

১১ঃ শূলালো ধর্মো মংপ্রসাদকরঃ কৃতঃ।

প্রীত্যা পরম্যা যুক্তো দদাম্যায়ুধমুত্তমম্॥ ৭

‘তুমি আমাকে প্রসন্ন করে অত্যন্ত অনুগ্রহ করলেছ, তাই আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তোমাকে এই উত্তম অস্ত্র দান করছি।’

১২ঃ যাবৎ সুরৈশ্চ নিপ্রেষ্ঠ ন বিরুদ্ধোর্মহাসুর।  
১৩ঃ তাবচ্ছলং তবদং স্যাদনাথা নাশমেয্যতি॥ ৮

‘মহান অসুর! যতদিন তুমি ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি না করবে, ততদিন এই শূল তোমার কাছে থাকবে, অন্যথায় অদৃশ্য হয়ে যাবে।’

১৪ঃ যশ্চ দ্ব্যমভিযুক্তীত যুদ্ধায় বিগতশ্বরঃ।  
১৫ঃ তং শূলো ভস্মসাৎকৃৎ পুনমেয্যতি তে করম্॥ ৯

‘যে পুরুষ অকৃতভয় হয়ে তোমার কাছে যুদ্ধ করতে আসবে, তাকে ভস্ম করে এই শূল পুনরায় তোমার হাতে ফিরে আসবে।’

১৬ঃ এবং রুদ্রাদ্ বরং লব্ধ্বা ভূয় এব মহাসুরঃ।  
১৭ঃ প্রণিপতা মহাদেবং বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১০

‘ভগবান রুদ্রের কাছে এই বর পেয়ে মহান অসুর মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন—

১৮ঃ ভগবন্ মম বংশসা শূলমেতদনুত্তমম্।  
১৯ঃ ভবেৎ তু সততং দেব সুরাণামীশ্বরো হ্যসি॥ ১১

‘ভগবন্! দেবাদিদেব! আপনি সমস্ত দেবতাদের স্বামী, অতএব আপনার কাছে প্রার্থনা যে, এই পরম উত্তম শূল যেন আমার বংশধরদের কাছেও সর্বদা থাকে।’

২০ঃ তং ক্রবাণং মধুং দেবঃ সর্বভূতপতিঃ শিবঃ।  
২১ঃ প্রত্যাচ মহাদেবো নৈতদেবং ভবিষ্যতি॥ ১২

‘একথা বলায় সমস্ত প্রাণীর অধিপতি মহাদেবতা ভগবান শিব মধুকে বললেন—এমন তো হতে পারে না।’

২২ঃ মা ভুৎ তে বিফলা বাণী মংপ্রসাদকৃতা শুভা।  
২৩ঃ ভবতঃ পুত্রমেকং তু শূলমেতদ্ ভবিষ্যতি॥ ১৩

‘তবে আমি প্রসন্ন জেনে তোমার মুখ থেকে যে শুভ বাক্য বার হয়েছে, তা নিশ্চয় হবে না, তাই আমি বর দিচ্ছি—তোমার একজন পুত্রের কাছে এই শূল থাকবে।’

২৪ঃ যাবৎ করহঃ শূলোহয়ং ভবিষ্যতি সূতস্য তে।

অবধাঃ সর্বভূতানাং শূলহস্তো ভবিষ্যতি ॥ ১৪

‘যতদিন এই শূল তোমার পুত্রের হাতে থাকবে, ততদিন সে সমস্ত প্রাণীদের কাছে অবধা থাকবে’।

এবং মধুর্বরং লঙ্কা দেবাং সুমহদন্তুতম্।

ভবনং সোহসুরশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস সুপ্রভম্ ॥ ১৫

‘মহাদেবের থেকে এই অত্যন্ত দুর্লভ বর লাভ করে অসুরশ্রেষ্ঠ মধু এক অত্যন্ত সুন্দর দীপ্তিমান ভবন তৈরি করেন।

তস্য পত্নী মহাভাগা প্রিয়া কুন্তীনসীতি যা।

বিশ্বাবসোরপত্যঃ সাপানলায়াং মহাপ্রভা ॥ ১৬

‘তার প্রিয় পত্নী মহাভাগা কুন্তীনসী ছিলেন বিশ্বাবসুর সন্তান। তাঁর জন্ম হয় অনলার গর্ভে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কাস্তিময়ী।

তস্যাঃ পুত্রো মহাবীর্যো লবণো নাম দারুণঃ।

বাল্যাংপ্রভৃতি দুষ্টাশ্চাপাপান্যোব সমাচরৎ ॥ ১৭

‘তার পুত্র ছিল মহাপরাক্রমশালী লবণ, যার স্বভাব ছিল অতি ভয়ংকর। সে শিশুকাল থেকেই পাপাচারে প্রবৃত্ত ছিল।

তং পুত্রং দুর্বিনীতং তু দুষ্টা ক্রোধসমম্বিতঃ।

মধুঃ স শোকমাপেদে ন চৈনং কিঞ্চিদ্রবীৎ ॥ ১৮

‘নিজ পুত্রকে উৎশৃঙ্খল দেখে মধু ক্রোধে ছলে যেতেন। পুত্রের দুষ্কর্ম দেখে তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হতো। কিন্তু তাকে কিছু বলতেন না।

স বিহার ইমং লোকং প্রবিষ্টো বরুণালয়ম্।

শূলং নিবেশ্য লবণে বরং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৯

‘শেষে তিনি রাজ্য ছেড়ে সমুদ্রে থাকার জন্য চলে যান। যাবার সময় সেই শূল লবণকে দিয়ে তাকে বরদানের কথা জানিয়ে দেন।

স প্রভাবেণ শূলস্য দৌরাশ্চ্যোনান্ননস্তথা।

সস্তাপয়তি লোকাংস্ত্রীন্ বিশেষেণ চ তাপসান্ ॥ ২০

‘তখন সেই দুষ্ট লবণাসুর সেই শূলের প্রহরে ত্রিলোকে—বিশেষ করে তপস্বী মুনিদের অত্যন্ত কষ্ট লাগল।

এবংপ্রভাবো লবণঃ শূলং চৈব তথাবিধম্।

‘সেই লবণাসুরের এমনই প্রতিপত্তি, উপরন্তু তার কাছে এমন শক্তিশালী শূলও রয়েছে। বধুনন্দন! ও সব শুনে যথোচিত কাজ করতে একমাত্র আপনিই উপযুক্ত, আপনিই আমাদের পরম গতি।

বহবঃ পার্থিবা রাম ভয়াতৈর্ঋষিভিঃ পুরা।

অভয়ং যাচिता বীর ভ্রাতারং ন চ বিদ্বহে ॥ ২১

‘শ্রীরাম! ইতিপূর্বে ভীত হয়ে ঋষিগণ বহু রাজার কাছে গিয়ে অভয় ভিক্ষা করেছিলেন; কিন্তু বীর বধুনন্দন, এখনও আমরা কোনো রক্ষক পাইনি।

তে বয়ং রাবণং শত্রু হতং সবলবাহনম্

ভ্রাতারং বিদ্বহে তাত নান্যং ভুবি নগ্রধিপম্।

তং পরিত্রাতুমিচ্ছামো লবণাদ্ ভয়পীড়িতান্ ॥ ২২

‘তাত! আমরা শুনেছি যে, আপনি সেনা নিয়ে রাবণের সংহার করেছেন; তাই আমরা আপনাকে আমাদের রক্ষাকর্তা বলে মনে করি, পৃথিবীর আর কোন রাজাকে নয়। তাই আমাদের আকাজক্ষা যে, আপনি ভীত মহর্ষিদেরকে লবণাসুরের হাত থেকে রক্ষা করুন।

ইতি রাম নিবেদিতং তু তে

ভয়ঙ্করং কারণমুখিতং চ যৎ।

বিনিবারয়িতুং তবান্ ক্ষমঃ

কুরু তং কামমহীনবিক্রম ॥ ২৩

‘বল-বিক্রম-সম্পন্ন শ্রীরাম! আমাদের সামনে যে মহাভয় উপস্থিত হয়েছে, তা আপনাকে নিবেদন করলাম। আপনিই তা দূর করতে সক্ষম। সুতরাং আমাদের অভিলಾষ পূর্ণ করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

## বিবর্তিতমঃ সর্গঃ (৬২)

শ্রীরামের কনিদের কাছে লবণানুরের আহার-বিহারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ এবং শত্রুদের আগ্রহ জেনে তাঁকে লবণানুরকে বধের জন্য প্রেরণ করা

গ্রন্থোক্তে জানুগীন্ রামঃ প্রভাবাচ কৃতান্তলিঃ।  
কিমাচারঃ কিমাচারো লবণঃ ক চ বর্ততো॥ ১  
অধিগণ এইভাবে বলয় শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে কতজোড়  
করে লবণানুরের আহার-বিহার জীবন-যাপনের প্রণালী  
এবং বাসস্থান সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।  
রাঘবো বচঃ শ্রদ্ধা স্বয়ং সর্ব এব তে।  
ভ্রাতা নিবেদ্যমানানুর্লবণো বদুধে বখা॥ ২  
শ্রীরঘুনাতথের কথা শুনে সেই সব কনিগন লবণানুর  
কোপ ভাবে আহার-বিহারে পালিত হয়েছিল, সেই সব  
কর জানালেন।

আহারঃ সর্বসদ্বানি বিশেষেণ চ তাপসাঃ।  
জ্ঞাত্যো রৌদ্রতা নিতাং বাসো মধুবনে তথা॥ ৩  
তারা বললেন — ‘প্রভো ! সব প্রানীই হল তার  
গ্রহণ, কিন্তু বিশেষভাবে সে তপস্বী দুনিদের পছন্দ করে।  
তার আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুরতা ও ভয়ঙ্করতা বর্তমান  
এবং সে সর্বদা মধুবনে বাস করে।’  
যা বহুসহস্রাদি সিংহব্যাঘ্রমগাভজান্।  
নানুশ্চৈব কুরুতে নিতামাহারমাহিকম্॥ ৪

‘সে প্রতিদিন কয়েক সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী  
এবং মানুষ মেরে ভক্ষণ করে।’  
অতঃপরপি সত্যনি খাদতে স মহাবলঃ।  
দাঘারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাসা ইবাক্কঃ॥ ৫  
‘সংহার কালে মুখবাদনকারী সাক্ষাৎ যমরাজের  
বতো এই মহাবলী অসুর অন্যান্য জীবনেরও বেড়ে  
থাকে।’

তজ্জ্বা রাঘবো বাক্যমুবাচ স মহামুনিঃ।  
যাত্রিযামি তন্ম রক্ষা বাপগচ্ছত্ব বো ভরম্॥ ৬  
তাঁদের কথা শুনে শ্রীরঘুনাতথ সেই মহামুনিদের  
বললেন — ‘মহর্ষিগণ ! আমি ওই রাক্ষসকে ধ্বংস করবো।  
আপনার ভয় দূর হোক।’

প্রতিজ্ঞায় তথা তেষাং মুনিমুদ্রিতেন্দ্রিয়ান্।  
ভাভূন্ম সহিতান্ সর্বানুবাচ রঘুনন্দনঃ॥ ৭  
এইভাবে সেই কঠোর তেজস্বীদের সামনে প্রতিজ্ঞা  
করা রঘুনন্দন শ্রীরাম সেখানে উপস্থিত সকল চাইলে

জিজ্ঞাসা করলেন—

কো হস্তা লবণঃ বীরঃ কস্যাংশঃ স বিধীয়তাম্।  
ভরতস্য মহাবাহোঃ শত্রুদ্রস্য চ বীমতঃ॥ ৮  
‘ভ্রাতাসকল ! লবণকে কোন বীর বধ করবে ? কাকে  
এর জন্য নিযুক্ত করা হবে—মহাবাহু ভরতকে না বুদ্ধিমান  
শত্রুদ্রকে ?’

রাঘবৈশৈবমুদ্রুত্ব ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।  
অহমেনং বধিষ্যামি মমাংশঃ স বিধীয়তাম্॥ ৯  
রঘুনাতথ এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ভরত বললেন  
— ‘ভ্রাতা ! আমি লবণকে বধ করব। ওকে আমার হাতে  
হস্ত দেওয়া হোক।’

ভরতস্য বচঃ শ্রদ্ধা ধৈর্যশৌর্যসমমিতম্।  
লক্ষ্মণাবরজস্বহৌ হিহা সৌবর্ণমাসনম্॥ ১০  
শত্রুদ্রব্রবীন্ম বাক্যং প্রবিপত্য নরাধিপম্।  
কৃতকর্ম মহাবাহুর্ব্যমো রঘুনন্দনঃ॥ ১১

ভরতের এই ধৈর্য ও বীরত্বপূর্ণ কথা শুনে শত্রুদ্র  
স্বর্ণ-সিংহাসন থেকে উঠে শ্রীরামকে প্রণাম করে বললেন  
— ‘রঘুনন্দন ! মহাবাহু মেজো ভাই তো ইতিমধ্যে অনেক  
কিছু করেছেন’—

আর্বেণ হি পুরা শূন্যা অযোধ্যা পরিপালিতা।  
সম্ভাপং হৃদয়ে কৃদ্বা আৰ্যস্যাগমনং প্রতি॥ ১২

‘আগে যখন অযোধ্যাপুরী শূন্য হয়ে গিয়েছিল,  
তখন আপনার আগমনের সময় পর্যন্ত ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে  
তিনি অযোধ্যাপুরী প্রতিপালন করেছেন।’

দুঃখানি চ বহুনীহ অনুভূতানি পার্শ্বিবা।  
শয়ানো দুঃখশব্দানু নন্দিত্র্যামে মহাশয়াঃ॥ ১৩  
কলনুলাশনো ভূদ্বা জটী চিরধরত্বথা।

‘পৃথিবীনাথ ! মহাশয়ী ভরত নন্দিত্র্যামে দুঃখদায়ী  
মহাশয় শুয়ে আগে অনেক দুঃখভোগ করেছেন। তিনি  
কল-মূল খেয়ে থাকতেন এবং মস্তকে জটা ধারণ করে  
চিরবস্ত্র পরতেন।’

অনুভূয়েদৃশং দুঃখমেব রাঘবনন্দনঃ॥ ১৪  
প্রেক্ষো মস্তি হিতে রাজন্ম ন কুয়ঃ ক্রেশমাণুয়াৎ।

‘মহারাজ ! এমন সব দুঃখ ভোগ করে আমার মহা





রাজ্যে যে দুৰ্জয়স্য দুৰ্গতিঃ পুরুষৰ্ষভ। ৫  
 'আমার মুখ থেকে অত্যন্ত অনুচিত শব্দ উচ্চারিত  
 হচ্ছে যে আমি লবণকে বিনাশ করব। পুরুষোত্তম! এই  
 অনুচিত কথাবই পরিণামে আমার এইরূপ দুৰ্গতি হচ্ছে।'  
 (তাই থাকতেই আমাকে অভিষিক্ত হতে হচ্ছে)।  
 উত্তরঃ নহি বক্তব্যঃ জ্যেষ্ঠেনাভিষিক্তে পুনঃ।  
 অধর্মসহিতঃ চৈব পরলোকবিবর্জিতম্॥ ৬

'কড় ভাই-এর কথার মাঝখানে আমার উত্তর দেওয়া  
 সূচিত ছিল না : (অর্থাৎ ভাই ভরত যখন লবণ বধ করা  
 শি করছিলেন, তখন তাতে আমার দখল দেওয়া ঠিক  
 ছিল)। কিন্তু আমি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, তাই আপনি  
 এমন (রাজ্যাভিষেকের) আদেশ দিয়েছেন। অধর্মযুক্ত  
 হওয়ায় রাজ্য এটি আমাকে পরলোকের লাভ থেকে বঞ্চিত  
 করবে। কিন্তু আপনার আদেশ আমার জন্য দুর্লভ্য তাই  
 আমাকে তা স্বীকার করতেই হবে।

সেহং বিতীরং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামীতি চোত্তরম্  
 ন বিতীরেন দণ্ডো বৈ নিপতেয়সি মানদ॥ ৭

'কাকুৎস্থ! এখন আপনার যে আদেশ, আমি তার  
 বিরুদ্ধে কোনো উত্তর দেব না। মানদ! এমন না হয় যে  
 পুরায় উত্তর দিলে আমাকে এর থেকেও কঠোর কোনো  
 দণ্ডেগ করতে হয়!

কামকারো হ্যহং রাজংস্তবাস্মি পুরুষৰ্ষভ।  
 অধর্মঃ জহি কাকুৎস্থ মৎকৃতে রঘুনন্দন॥ ৮

'রাজন্! পুরুষপ্রবর রঘুনন্দন! আমি আপনার  
 ইচ্ছানুসারেই কার্য করব। কিন্তু তাতে আমার যে অধর্ম  
 হবে, আপনি তা বিনাশ করবেন।'

এবমুক্তে তু শূরেণ শত্রুয়েন মহাশ্বনা।  
 উবাচ রামঃ সংহৃষ্টো ভরতঃ লক্ষ্মণঃ তথা॥ ৯

শূরবীর মহাত্মা শত্রুয় এই কথা বলায় শ্রীরামচন্দ্র  
 অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তিনি ভরত ও লক্ষ্মণকে বললেন—

সত্তারানভিষেকস্য আনয়ধ্বং সমাহিতাঃ।  
 অদৈব পুরুষব্যাহ্রমভিষেক্যামি রাঘবম্॥ ১০

'তোমরা সকলে রাজ্যাভিষেকের সমগ্র সামগ্রী একত্র  
 করে। আমি আজই রঘুকুলনন্দন পুরুষসিংহ শত্রুয়ের  
 অভিষেক করব।

পুরোহসং চ কাকুৎস্থ নৈগমানৃভিজ্ঞতথা।  
 নব্বিশেষে তান্ সর্বানানয়স্বং মমাজ্ঞয়া॥ ১১

'কাকুৎস্থ! আমার নির্দেশ অনুসারে পুরোহিত,  
 বৈদিক বিদ্বান, ঋত্বিক ও সমস্ত মন্ত্রীদের ডেকে আনো।'

রাজঃ শাসনমাজ্যম্ তথাকুর্বন্যহারথাঃ।  
 অভিষেকসমারম্ভঃ পুরহুতা পুরোধসম্॥ ১২  
 প্রনিষ্টা রাজভবনং রাজানো ব্রাহ্মণান্তথা।

মহাবাজের নির্দেশে মহাবরী ভরত ও লক্ষ্মণ তাই  
 করলেন। তাঁরা পুরোহিতগণকে সম্মুখস্থ করে অভিষেকের  
 সকল সামগ্রী নিয়ে রাজভবনে প্রবেশ করলেন। তাঁদের  
 সঙ্গে বহু রাজা ও ব্রাহ্মণও এসেছিলেন।

ততোহভিষেকো নবৃষে শত্রুয়স্য মহাশ্বনঃ॥ ১৩  
 সম্ভ্রাহর্যকরঃ শ্রীমান্ রাঘবস্য পুরসা চ।

অতঃপর শ্রীরঘুনাথ ও সমস্ত পুরবাসীদের পক্ষে  
 হর্ষবৃদ্ধিকারী মহাত্মা শত্রুয়ের বৈভবপূর্ণ অভিষেক আরম্ভ  
 হল

অভিষিক্তস্ত কাকুৎস্থো বভৌ চাদিত্যসম্মিতঃ॥ ১৪  
 অভিষিক্তঃ পুরা স্বন্দঃ সৈন্ধ্রৈরিব দিবৌকসৈঃ।

পূর্বকালে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বন্দকে  
 দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেছিলেন, তেমনই শ্রীরাম  
 শত্রুয়কে রাজপদে অভিষেক করেন। এইভাবে অভিষিক্ত  
 হয়ে শ্রীশত্রুয় সূর্যের ন্যায় সুশোভিত হলেন

অভিষিক্তে তু শত্রুয়ে রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥ ১৫  
 পৌরাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।

অক্লান্তকর্মী শ্রীরাম দ্বারা শত্রুয়ের রাজ্যাভিষেক হলে  
 নগর নিবাসীগণ ও ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ মঙ্গলং কেকয়ী তথা॥ ১৬  
 চক্রস্তা রাজভবনে যাচান্যা রাজযোষিতাঃ।

সেই সময় কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং  
 রাজভবনের অন্যান্য রাজমহিলাগণ একত্রে মঙ্গলকার্য  
 সম্পন্ন করেন।

ঋষয়শ্চ মহাত্মানো যমুনাভীরবাসিনঃ॥ ১৭  
 হতং লবণমাশংসুঃ শত্রুয়স্যভিষেকানাং।

শ্রীশত্রুয়ের রাজ্যাভিষেক হওয়ায় যমুনাভীরবাসী  
 মহাত্মা ঋষিগণ নিশ্চিত হলেন যে এবার লবণাসুর বধ  
 হবে

ততোহভিষিক্তঃ শত্রুয়মঙ্গমারোপা রাঘবঃ।  
 উবাচ মধুরাং বাণীং তেজস্তস্য্যভিপুরয়ন্॥ ১৮

অভিষেকের পর শত্রুয়কে কোলে নিয়ে শ্রীরাম তাঁর



তেজ বৃদ্ধির জন্য মধুর বাক্য বললেন।

অয়ং শরস্বমোঘস্তে দিব্যঃ পরপূরজয়ঃ।

অনেন লবণং সৌম্য হস্তাসি রঘুনন্দন॥ ১৯

‘রঘুনন্দন! সৌম্য শত্রু! আমি তোমাকে এই দিব্য অমোঘ বাণ অর্পণ করছি, তুমি এর দ্বারা অবশ্যই লবণাসুরকে বধ করবে।

সৃষ্টঃ শরোহয়ং কাকুৎস্থ যদা শেতে মহার্ঘবে।

স্বয়ংভূরজিতো দিব্যো যং নাপশ্যন্ সুরাসুরাঃ॥ ২০

অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং তেনায়াং হি শরোত্তমঃ।

সৃষ্টঃ ক্লেষাভিভূতেন বিনাশার্থং দুরাশ্বনোঃ॥ ২১

মধুকৈটভয়োবীর বিঘাতে সর্বরক্ষসাম্।

শ্রু কামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌ চানেন হতৌ যুধি॥ ২২

তৌ হস্তা জনভোগার্থে কৈটভং তু মধুং তথা।

অনেন শরমুখেন ততো লোকাংশ্চকার সঃ॥ ২৩

‘কাকুৎস্থ! পূর্বে প্রলয়কালে অপরাভয়ে, অজ

(অজন্মা) ও দিব্যরূপধারী ভগবান বিষ্ণু মহা একাধারের

জলে শায়িত ছিলেন। তখন দেবতা বা অসুর—সকলের

কাছেই অদৃশ্য ছিলেন। বীর! তখন ভগবান নারায়ণ কুপিত

হয়ে দুরাত্মা মধু ও কৈটভ ও রাক্ষসদের বিনাশের জন্য এই

দিব্য, উত্তম, অমোঘ বাণ সৃষ্টি করেন। যখনই তিনি

ত্রিলোক সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করতেন তখনই মধু, কৈটভ

এবং অন্য রাক্ষসেরা তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। তাই ভগবান

এই বাণ দিয়েই মধু ও কৈটভকে যুদ্ধে বধ করেন। এই

প্রধান বাণের দ্বারা মধু ও কৈটভকে বধ করে ভগবান

জীবের কর্মফল ভোগের জন্য বিভিন্ন লোকের সৃষ্টি করেন।

নায়ং ময়া শরঃ পূর্বং রাবণস্য বধার্থিনা।

মুক্তঃ শত্রুস্ত্ব ভূতানাং মহান্ হ্রাসো ভবেদিতি॥ ২৪

‘শত্রু! আমি রাবণ বধের জন্যও এই বাণের

প্রয়োগ করিনি; কারণ এর দ্বারা বহু প্রাণীর বিনাশের

আশঙ্কা ছিল।

যচ্চ তস্য মহচ্চূলং ত্র্যম্বকেণ মহাস্থনা।

দত্তং

শত্রুবিনাশায়

মধোনাযুধমুত্তমম্ ১৯  
পূজ্যমানং পুনাং পুনাং

তৎ সমিক্ষিপ্য ভবনে পূজ্যমানং পুনাং পুনাং  
দিশঃ সর্বাঃ সমাসাদ্য ত্র্যাপোহ্যাহারমুত্তমম্ ১৯

‘লবণের কাছে মহাদেব প্রদত্ত শত্রুবিনাশের দিবা, উত্তম ও শূল আছে, সে প্রতিদিন ঐশ্বর্য পূজা করে এবং মহলে গুপ্তভাবে বেখে, নানাদিক দিক নিজের উত্তম আহার সংগ্রহ করে।

যদা তু যুদ্ধমাকাড়কন্ কচ্চিদ্দেনং সমাহুয়েৎ।  
তদা শূলং গৃহীত্বা তু ভস্ম রক্ষঃ কুরোতি হি॥ ২১

‘কেউ যখন তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে তখন সে রাক্ষসশূল দ্বারা বিপক্ষীদের ভস্ম করে দেয়।

স ত্বং পুরুষশার্দূল তমায়ুধবিনাকৃতম্  
অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্বং দ্বারি তিষ্ঠ ধৃত্যযুগে ২২

‘পুরুষসিংহ! যখন সে নগর থেকে সুদূরে অবস্থান করবে এবং সেই শূলের নিকট পৌছোতে সক্ষম হবে তখনই নগরের দ্বারে গিয়ে অস্ত্র নিয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করবে।

অপ্রবিষ্টং চ ভবনং যুদ্ধায় পুরুষভা।  
আহুয়েথা মহাবাহো ততো হস্তাসি রাক্ষসম্ ২৩

‘মহাবাহু পুরুষোত্তম! রাক্ষস মহলে প্রবেশের পূর্বেই যদি তুমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান কর, তাহলে অবশ্যই তাকে বধ করতে সক্ষম হবে।

অন্যথা ত্রিন্যমানে তু হাবধ্যঃ স ভবিষ্যতি।  
যদি ত্বেবং কৃতং বীর বিনাশমুপয়াস্যতি ২৪

‘তা না হলে সে অবধ্যই থাকবে। বীর! যদি তুমি এভাবে ব্যবস্থা কর তাহলে এই রাক্ষসের বিনাশ হবে।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং শূলস্য স বিপর্যয়ঃ।  
শ্রীমতঃ শিতিকণ্ঠস্য কৃত্যং হি দুরতিক্রমম্ ২১

‘আমি তোমাকে এই শূল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানালাম, কেননা শ্রীভগবান

নীলকণ্ঠের বিধান পাষ্টানো সুকঠিন কাজ।

ইত্যার্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিষষ্ঠিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥



## চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৪)

শ্রীরামের আদেশ অনুসারে শত্রুদের সৈন্য পাঠিয়ে একমাস পরে নিজের প্রহরান করা

চাকুৎহঃ প্রশসা চ পুনঃ পুনঃ।

বাকমুবাচ রঘুনন্দনঃ॥ ১

এইভাবে বুঝিয়ে এবং বারংবার তাঁর

পুনঃ পুনঃ এই কথা বললেন

চত্বারি পুরুষর্ষভ।

সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্॥ ২

নানাপণ্যোপশোভিতাঃ।

চাকুৎহঃ তথৈব নটনতকাঃ॥ ৩

এই চার হাজার ঘোড়া, দু হাজার বখ,

এক হাজার এবং পঞ্চ বিক্রয়যোগ্য বস্ত্র নিয়ে

সেই সঙ্গে মনোরঞ্জন

নটনতকা থাকবে।

সুবর্ণস্য নিযুতং পুরুষর্ষভ।

গচ্ছ শত্রুং পর্যাপ্তধনবাহনঃ॥ ৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রু ! তুমি দশ লাখ স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে

যে যত্নে ধন, সৈন্য এবং বাহন যেন নিজের সঙ্গে থাকে।

সুতং বীর হস্ততুষ্টিমনুজতম্।

স্বকসম্প্রদানেন রঞ্জয়স্ব নরোত্তম॥ ৫

এই সৈন্যদের ভালোভাবে ভরণ-পোষণ করা

হবে। এরা হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ, সন্তুষ্ট এবং অনুগত

হয় ফলনই আশ্রয় পালনে প্রস্তুত থাকে। এদের মিষ্ট

কণ্ঠ এবং ধন দান করে প্রসন্ন রাখবে।

ত্বিত্তি ন দারা ন চ বাকবাঃ

ঐত্তো ভূতবর্গস্ত যত্র তিত্তি রাঘব॥ ৬

অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত সৈন্য-সেবকাদি ঘোর প্রতিকূল

বিস্থিতিতেও যেভাবে পাশে এসে দাঁড়ায় অথবা সাহায্য

কর সেভাবে অর্থ, স্ত্রী-আদি পরিবারবর্গ অথবা বন্ধু-

স্বেরও সাহায্য করতে পারে না। (অতএব তুমি তাদের

ফলনই সন্তুষ্ট রাখবে)।

হস্তজনাধীনাং প্রহাপা মহতীঃ চমুঃ।

এব ধনুঃপার্শ্বিচ্ছ স্বঃ মধুনো বনম্॥ ৭

ন দারা ন প্রজানাতি গচ্ছতঃ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণম্।

মধোঃ পুত্রস্তথা গচ্ছেরশঙ্কিতম্॥ ৮

তাই সুগঠিত এই বিশাল সৈন্যদের আগে পাঠিয়ে,

একাকী ধনুক হাতে মধুবনে যাবে, যাতে মধুপুত্র

সন্দেহ না করে যে তুমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সেনাদে গাচ্ছ।

তোমার গতিবিধি বদল যেন সে না পায়।

ন তস্য মৃত্যুরন্যোহস্তি কশ্চিদ্ধি পুরুষর্ষভ।

দর্শনঃ যোহভিগচ্ছত স বধ্যো জনপেন দি॥ ৯

‘পুরুষোত্তম ! আমি যা বললাম, এছাড়া ওর মৃত্যুর

আব কোনো উপায় নেই ; কারণ শূলসহ লবণাসুরের

দৃষ্টিপথে যে আসবে তাকেই সে শূল দিয়ে বধ করবে

স গ্রীষ্ম অপম্বাতে কু বর্গারাত্র উপাগতে।

হন্যাত্ত্বঃ লবণং সৌম্য স দি কালোহস্য দুর্ভতেঃ॥ ১০

‘সৌম্য ! যখন গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে বর্ষাকাল

আসবে, তখনই তুমি লবণাসুরকে বধ করবে। কারণ ওই

দুর্ভক্তি রাক্ষস বিনাশের সেটিই হল প্রকৃত সময়

মহর্ষীন্ত পুরুষতা প্রয়াস্ত তব সৈনিকাঃ।

যথা গ্রীষ্মাবশেষেণ তরয়োজ্ঞানবীজলম্॥ ১১

‘তোমার সৈনিকেরা মহর্ষিদের অগ্রগামী করে যেন

যাত্রা করে, যাতে গ্রীষ্মকাল অতিক্রম করার পূর্বেই তারা

গঙ্গানদী পার হয়ে যায়

তত্র হ্যাপ্য বলং সর্বং নদীতীরে সমাহিতঃ।

অত্রাতো ধনুঘা সার্থং গচ্ছ স্বঃ লঘুবিক্রমঃ॥ ১২

‘পরাক্রমী বীর ! সমস্ত সৈন্যদের সেই গঙ্গাতীরে

বেধে, হাতে শুধুমাত্র ধনুক নিয়ে তুমি একাকী সাবধানে

যাবে।’

এবমুক্তস্ত রামেণ শত্রুগুপ্তান্ মহাবলান্।

সেনামুখ্যান্ সমানীয় ততো বাকমুবাচ হ॥ ১৩

শ্রীরামচন্দ্র এইকথা বলায় শ্রীশত্রুঘ্ন তাঁর প্রধান

সেনাপতিদের ডেকে বললেন—

এতে বো গণিতা বাসা যত্র তত্র নিবৎস্য

হাতবাং চাবিরোধেন যথা বাধা ন কস্যচিৎ॥ ১৪

‘দেখো, পথে যে সব স্থানে শিবির করতে হবে,

সেস্থান চিহ্নিত করা আছে, তোমরা যেখানেই অবস্থান

করবে, মন থেকে বিরুদ্ধভাব ত্যাগ করবে, যেন কেউ কষ্ট

না পায়।’

তথা ভাংস্ত সমাজাপা প্রহাপা চ মহদলম্।

কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং চাভ্যবাদয়ৎ॥ ১৫

সেনাপতিদের এইভাবে নির্দেশ দিয়ে নিজের

সৈন্যদের আগে পাঠিয়ে শত্রুয় কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং  
কৈকেয়ীকে প্রণাম করেন।

রামঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য শিরসাস্তিপ্রণমা চ।  
লক্ষ্মণঃ ভরতঃ চৈব প্রণিপত্য কৃতাজলিঃ ১৬

পরে শ্রীরামকে পরিত্রমা করে তাঁর শ্রীচরণে মস্তক  
রাখেন। অতঃপর হাত জোড় করে ভরত ও লক্ষ্মণের বন্দনা  
করেন।

পুরোহিতঃ বসিষ্ঠঃ চ শত্রুয়ঃ প্রয়তাস্ববান্।  
রামেণ চাভ্যানুজাতঃ শত্রুয়ঃ শত্রুতাপনঃ।

প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা নির্জগাম মহাবলঃ ১৭  
তারপর মনকে সংযত করে শত্রুয় পুরোহিত

বসিষ্ঠকে প্রণাম করেন শ্রীরামের আদেশ লাভ করে প্রায়  
পরিত্রমা করে শত্রুতাপনকারী মহাবলী শত্রুয় সৈন্যকে  
থেকে যাত্রা করেন।

প্রহাপা সেনামথ সোহব্রততদা  
প্রজেক্তবাজিপ্রবরৌঘসমুদ্রাম্

উবাস মাসঃ তু নরেন্দ্রপার্শ্বত-  
জথ প্রয়াতো রঘুনঃশলর্দনঃ ১৮  
গজ এবং শ্রেষ্ঠ অশ্বে পরিবৃত বিশাল সৈন্যবল পুত্র  
পাঠিয়ে রঘুবংশবন্দিকারী শত্রুয় একবাস মহাবল  
শ্রীরামের সন্নিকটে অবস্থান করলেন ; তারপর তিনি  
সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুষ্টিতমঃ সর্গঃ ৥ ৬৪ ৥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত আদিকাব্যে রামায়ণেব উত্তরকাণ্ডের চতুষ্টিতমঃ সর্গ সমাপ্ত ৬৪ ৥

### পঞ্চাষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৫)

মহর্ষি বাল্মীকির শত্রুয়কে সুদাসপুত্র কল্যাণপাদের আখ্যান শোনানো

প্রহাপা চ বলং সর্বং মাসমাত্রোষিতঃ পথি।

এক এবাস্ত শত্রুয়ো জগাম ত্বরিতং তদা ॥ ১

সৈন্যদের আগে পাঠিয়ে অযোধ্যাতে এক মাস  
থাকার পর শত্রুয় একাকী মধুবনের অভিমুখে দ্রুত গমন  
করলেন।

ধিরাত্রমন্তরে শূর উষা রাঘবনন্দনঃ

বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যমগচ্ছদ্ বাসমুত্তমম্ ॥ ২

রঘুকুল আনন্দিতকারী শূরবীর শত্রুয় পথে দু রাত্রি  
কাটিয়ে তৃতীয় দিন মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত  
হন, এটি ছিল সব থেকে উত্তম বাসস্থান।

সোহভিবাদ্য মহাত্মনঃ বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।

কৃতাজলিরথো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩

তিনি সেখানে হাত জোড় করে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে  
প্রণাম করে বললেন—

ভগবন্ বস্তুমিচ্ছামি গুরোঃ কৃতাদিহাগতঃ

শুঃ প্রভাতে গমিষ্যামি প্রতীচীং বারুণীং দিশম্ ॥ ৪

‘ভগবন্ ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরঘুনাথের কাছে  
এখানে এসেছি। আজ রাত্রে এখানে থাকতে চাই, কাল  
প্রভাতে বরুণদেব নির্দেশিত পশ্চিম দিকে চলে যাব।’

শত্রুয়স্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।

প্রত্যুবাচ মহাত্মনঃ স্বাগতং তে মহাবলঃ ॥ ৫

শত্রুয়ের কথা শুনে মুনিবর বাল্মীকি হেসে সেই

মহাত্মাকে বললেন— ‘মহাবলশ্রী বীর ! তোমাকে স্বাগত

স্বাগতমমিদং সৌম্য রাঘববাণঃ কুলস্য বৈ

আসনং পাদ্যমর্ঘ্যং চ নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মে ॥ ৬

‘সৌম্য ! এই আশ্রম রঘুবংশীদের নিজেদেরই ঘর।

তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার প্রদত্ত আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য গ্রহণ

করো।’

প্রতিগৃহ্য তদা পূজাং ফলমূলং চ ভোজনম্

ভক্ষয়ামাস কাকুৎস্থপুং চ পরমাং গতাং ॥ ৭

সেই আতিথেয়তা গ্রহণ করে শত্রুয় ফল-মূল আহরণ

করেন তাতে তিনি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন



৪ তুঙ্গা যজ্ঞমূলং চ মহর্ষি তমুবাচ হ।

যজ্ঞবিভূতীয়াং কস্যাশ্রমসমীপতঃ ॥ ৮

ফল-ফুল খেয়ে তিনি মহর্ষিকে বললেন—‘মুনে! এই

গ্রন্থের নিকটে যে প্রাচীনকালের যজ্ঞ-বৈভব (যূপ ইত্যাদি

উপকরণ) দেখা যাচ্ছে, সেগুলি কার? কোন্ রাজা এখানে

রেজ করছেন?’

৫ তস্যা ভাষিতং শ্রদ্ধা বাণীকীর্বািকামব্রবীৎ।

শ্রু শৃণু যস্যোদং বভূবায়তনং পুরা ॥ ৯

তার প্রশ্ন শুনে গ্রীবাণীকি বললেন—‘শত্রুঘ্ন!

পূর্বকালে যে নবেশের এই যজ্ঞমণ্ডপ ছিল, তা বলছি,

শুনো।

৬ যুগ্মকং পূর্বকো রাজা সুদাসন্তস্য ভূষতেঃ।

দ্রোণী বীরসহো নাম বীর্যবানতিথার্মিকঃ ॥ ১০

‘ভোমার পূর্বজ রাজা সুদাস এই ভূমণ্ডলের প্রভু

হয়েছিলেন। সেই ভূপালের বীরসহ (মিত্রসহ) নামে এক

পুত্রের, যিনিও অত্যন্ত পরাক্রমী ধর্মাত্মা ছিলেন।

৭ বল এব সৌদাসো মৃগয়ামুপচক্রমে।

চক্ষুর্মাণং দদৃশে স শূরো রাক্ষসদ্বয়ম্ ॥ ১১

‘সুদাসের সেই শূরবীর পুত্র একদিন বাজ্যাবস্থায়

শিকার করতে বলে যান। সেখানে তিনি দুটি রাক্ষস

দেখেন, যারা চারিদিকে বিচরণ করছিল।

৮ শূলক্লিপৌ ঘোরৌ মৃগান্ বহুসহস্রশঃ।

সম্যাবাসং তুটৌ পর্যাণ্ডিং নৈব জগ্মতুঃ ॥ ১২

‘এই দুই রাক্ষস বাঘের রূপ ধারণ করে কয়েক

হাজার মৃগ খেয়ে নিয়েছিল; তবুও সম্ভ্রষ্ট হয়নি, কারণ

যাদের পেট ভরেনি।

৯ ব হু তৌ রাক্ষসৌ দৃষ্টা নির্মগং চ বনং কৃতম্।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ জঘানৈকং মহেশুণা ॥ ১৩

‘সৌদাস সেই দুই রাক্ষসকে দেখলেন। সেই সঙ্গে

মৃগ শূনা বনের অবস্থায়ও দেখলেন। তাতে তিনি অত্যন্ত

ক্রোধাবিষ্ট হয়ে তাদের একজনকে বিশাল বাণ দিয়ে মেরে

ফেললেন।

১০ বিনিপাতা তমেকং তু সৌদাসঃ পুরুষর্ষভঃ।

বিষ্ণুরো বিগতামর্ষো হতঃ রক্ষো হৃদৈশ্চত ॥ ১৪

‘একজনকে ধরাশয়ী করে পুরুষপ্রবর সৌদাস

শিচিহ্ন হলেন। রাক্ষসকে মৃত দেখে তার বিমর্ষতা দূর হল।

নিরীক্ষমাণঃ তং দৃষ্টা সহায়ং তস্য রক্ষসঃ।

সম্ভাপমকরোদ্ ঘোরং সৌদাসং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৫

‘রাক্ষসের সেই মৃত সঙ্গীকে সৌদাস যখন

দেখছিলেন, তখন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে দ্বিতীয়

রাক্ষসটি মনে মনে ঘোর সম্ভাপ করে সৌদাসকে বলল—

১১ যস্মাদনপরাধং তং সহায়ং মম জয়িতান্।

তস্মাৎ তবাপি পাপিষ্ঠ প্রদাস্যামি প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ১৬

‘মহাপাপী নরেশ! তুমি আমার নিরপরাধ সঙ্গীকে

মেরেছ, তাই আমি এর প্রতিশোধ নেব।’

১২ এবমুজ্জ্বা তু তদ্ রক্ষত্বৈবান্তরধীয়ত।

কালপর্যায়যোগেন রাজা মিত্রসহোহভবৎ ॥ ১৭

এই বলে সেই রাক্ষস অন্তর্ধান করল এবং দীর্ঘকাল

পরে সুদাসকুমার মিত্রসহ অযোধ্যার রাজা হলেন।

১৩ রাজাপি যজ্ঞতে যজ্ঞমস্যাশ্রমসমীপতঃ।

অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং তং বসিষ্ঠোহপ্যপালয়ৎ ॥ ১৮

‘সেই রাজা মিত্রসহ আশ্রম সমীপে অশ্বমেধ নামের

মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহর্ষি তপোবলে তাঁর সেই যজ্ঞ রক্ষা

করতেন।

১৪ তত্র যজ্ঞো মহানাসীদ্ বহুবর্ষগণায়ুতঃ।

সমৃদ্ধঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবযজ্ঞসমোহভবৎ ॥ ১৯

‘এই মহাযজ্ঞ বহুবছর ধরে চলেছিল। অতি ধন-

সম্পত্তি সম্পন্ন সেই যজ্ঞ দেবতাদের যজ্ঞের সমকক্ষ ছিল।

১৫ অথাবসানে যজ্ঞস্য পূর্ববৈরমনুস্মরন্।

বসিষ্ঠরূপী রাজানমিতি হোবাচ রাক্ষসঃ ॥ ২০

‘সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হলে পূর্বের শত্রুভাবাপন্ন সেই

রাক্ষস বসিষ্ঠ মুনির রূপ ধারণ করে রাজার কাছে আসে

এবং বলে—

১৬ অদ্য যজ্ঞাবসানাঙ্কে সামিষং ভোজনং মম।

দীঘতামতিশীঘ্রং বৈ নাত্র কার্য বিচারণা ॥ ২১

‘রাজন্! আজ যজ্ঞ সমাপ্তির দিন, অতএব তুমি শীঘ্র

আজ আমাকে মাংসযুক্ত আহার দাও। এই বিষয়ে কোনো

অন্যথা চিন্তা করা উচিত নয়।’

১৭ তচ্ছ্রদ্ধা ব্যাহতং বাক্যং রক্ষসা ব্রহ্মরূপিণা।

সুদান্ সংস্কারকুশলানুবাচ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২২

ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের কথা শুনে রাজা রঘুনকুল

রাধুনিকে বললেন—



হবিষ্যং সামিষং স্বাদু যথা ভোজনম্,  
তথা কুরন্ত শীঘ্রং বৈ পরিতুষ্টোদ্ যথা গুরুঃ ২৩

‘তোমরা আজ শীঘ্র মাংসযুক্ত হবিষ্য অত্যন্ত  
সুস্বাদুভাবে তৈরি করো যাতে গুরুদেব সন্তুষ্ট হন।

শাসনাৎ পার্থিবৈজ্ঞান্য সূদঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ।

তচ্চ রক্ষঃ পুনস্তত্র সূদবেষমথাকরোৎ ॥ ২৪

‘মহারাজের আদেশ শুনেই রাঁধুনিদের মনে দিগা  
উৎপন্ন হল, (ভাবতে লাগল গুরু মহারাজ আজ কী করে  
অভক্ষ্য-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হলেন ?) তাই দেখে সেই রাক্ষস  
রাঁধুনির বেশ ধারণ করল।

স মানুষমথো মাংসং পার্থিবায় ন্যবেদয়ৎ।

ইদং স্বাদু হবিষ্যং চ সামিষং চামমাহতম্ ॥ ২৫

সে মানুষের মাংস এনে রাজাকে দিয়ে বলল  
— ‘আমি এই মাংসযুক্ত অন্ন ও হবিষ্য প্রস্তুত করেছি, এ  
অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার।

স ভোজনং বসিষ্ঠায় পত্ন্যা সার্বমুপাহরৎ।

মদয়ন্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ সামিষং রক্ষসা হতম্ ॥ ২৬

‘নরশ্রেষ্ঠ ! পত্নী রাণী মদয়ন্তীর সঙ্গে রাজা মিত্রসহ  
রাক্ষসের আনিত মাংসযুক্ত ভোজন বসিষ্ঠের সামনে  
রাখেন।

জাত্বা তদামিষং বিপ্রো মানুষং ভোজনং গতম্।

ক্লেণেন মহতাবিষ্টো ব্যাহতুমুপচক্রমে ॥ ২৭

‘থালায় মানব-মাংস পরিবেশন করা হয়েছে জেনে  
ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ মহা ক্লেণে ভরে বললেন—

যস্মাৎ ত্বং ভোজনং রাজন্ মমৈতদ্ দাতুমিচ্ছসি

তস্মাদ্ ভোজনমেতৎ তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮

‘রাজন্ ! তুমি আমাকে এমন আহার দিতে চাও !  
সুতরাং এটাই তোমার আহার হোক, এতে কোন সংশয়  
নেই (অর্থাৎ তুমি মানব ভক্ষণকারী রাক্ষস হয়ে যাবে)।’

ততঃ ক্রুদ্ধস্ত সৌদাসস্তোয়ং জগ্ৰাহ পাণিনা।

বসিষ্ঠং শপ্তমারেভে ভার্ণা চৈনমবারাৎ ॥ ২৯

‘একথা শুনে সৌদাসও ক্রুদ্ধ হয়ে হাতে জল নিয়ে  
বসিষ্ঠ মুনিকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন তাঁর পত্নী  
তাঁকে বিরত করলেন।

রাজন্ প্রভূর্যতোহস্মাকং বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ

প্রতিশপ্তুং ন শক্ত্বন্তং দেবতুল্যং পুরোধসম্ ॥ ৩০

‘তিনি বললেন

‘বাজন্ ! ভগবান বসিষ্ঠ মুন  
আমাদের সকলের প্রভু ; অতএব আপনি আমাদের  
দেবতুল্য পুরোহিতকে প্রতিদিনে শাপ দিতে পারেন না।’

ততঃ ক্লেণমনাং তোমাং তেজোনঙ্গসমমিত্তম্।

ব্যসজ্জয়ত ধর্মায়্যা ততঃ পাদৌ সিনেচ চ ॥ ৩১

‘ধর্মায়্যা রাজা তখন তেজ ও বসে উদ্ভীড়িত হয়ে  
সেই ক্লেণযুক্তজল নীচে ফেলে, তাতে নিজের দুই পা গুসা  
নিলেন।

তেনাস্য রাজ্যস্তৌ পাদৌ তদা কল্যানদ্বাং লভৌ।

তদাপ্রকৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ সুমহাশপাঃ ॥ ৩২

কল্যাপাদঃ সংবৃত্তঃ খাতশৈশব তথা নৃপঃ।

এই কাজে রাজার দুই পা তখনই যেন কল্যাপাদ  
হয়ে গেল। তখন থেকে মহাশপী রাজা সৌদাস কল্যাপাদ  
হলেন এবং সেই নামেই তিনি খ্যাত হলেন।

স রাজা সহ পত্ন্যা বৈ প্রশিপত্য বৃহদৃৎ

পুনর্বসিষ্ঠং প্রোবাচ যদুক্তং ব্রহ্মকপিশা ॥ ৩৩

‘তারপর রাজা সপত্নীক বারংবার প্রণম করে  
বসিষ্ঠকে বললেন— ‘ব্রহ্মর্ষে ! আপনার রূপ ধারণ করে  
কেউ আমাকে একরূপ আহার দিতে প্রেরিত করে।’

তচ্ছুত্বা পার্থিবৈজ্ঞান্য রক্ষসা বিকৃতং চ তৎ।

পুনঃ প্রোবাচ রাজানং বসিষ্ঠঃ পুরুষর্ষভম্ ॥ ৩৪

‘বাজাধিরাজ মিত্রসহের কথা শুনে এবং রাক্ষসের  
কীর্তিকলাপ জেনে বসিষ্ঠ আবার সেই নরশ্রেষ্ঠ নরেশকে  
বললেন—

ময়া রোষণরীতেন যদিদং ব্যাহতং বচঃ।

নৈতচ্ছকাং বৃথা কর্তুং প্রদাস্যামি চ তে বরম্ ॥ ৩৫

‘রাজন্ ! আমি রোষ ভরে যে কথা বলে দিয়েছি, তা  
বার্থ হতে পারে না ; কিন্তু এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য  
তোমাকে এক বর দেব।’

কালো দ্বাদশবর্ষাণি শাপসাত্তো ভবিষ্যতি

মৎ প্রসাদাচ্চ রাজেন্দ্র অতীতং ন স্মরিষ্যসি ॥ ৩৬

‘রাজেন্দ্র ! সেই বর হল এইরূপ— এই শাপ বারো  
বছর থাকবে। তারপর এর অস্ত হবে এবং আমার রূপার  
তোমার এই কথা স্মরণ থাকবে না।’

এবং স রাজা তং শাপমুপভুজারিসুদনঃ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ ॥ ৩৭

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপালয়ৎ

‘এভাবে সেই শত্রুসূদন রাজা বারো বছর সেই শাপ  
প্রাপ্ত করে পুনরায় নিজ রাজ্য ফিরে পান এবং প্রজাদের  
পালন করেন।

কল্যাণপাদস্য যজ্ঞস্যায়তনং শুভম্।  
সমীপেহস্য যযাং পৃচ্ছসি রাঘব॥ ৩৮  
‘কমুনন্দন! সেই রাজা কল্যাণপাদের যজ্ঞের এ সুন্দর

স্থান দেখা যাচ্ছে, যে বিষয়ে তুমি জানতে চেয়েছিলেন।’  
তস্যা তাং পার্থিবেন্দ্রস্য কথাং শ্রদ্ধা সুদারুণাম্।  
বিশেষ পর্ণশালায়াং মহর্ষিমভিবাদ্য চ॥ ৩৯  
মহারাজ মিত্রসহের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত আশ্বান  
শুনে শত্রুশ্রম মহর্ষিকে প্রণাম করে পর্ণকুটীরে প্রবেশ  
করলেন।

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চযষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥  
মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চযষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত। ৬৫ ॥

### ষট্‌যষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৬)

সীতার দুই পুত্রের জন্ম, বাল্মীকি দ্বারা তাদের রক্ষার ব্যবস্থা এবং এই সংবাদে প্রসন্ন  
হয়ে শত্রুঘ্নের সেখান থেকে যমুনাতীরে উপস্থিত হওয়া

রম্যে রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ।  
রম্যে রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্॥ ১  
যে রাত্রে শত্রুঘ্ন পর্ণকুটীরে প্রবেশ করেন, সেই  
রাত্রীতে সীতা দুই পুত্রের জন্ম দেন

রত্নার্থরাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ।  
কীর্তীকঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়্যাঃ প্রসবং শুভম্॥ ২

পরে অর্ধ রাত্রে কয়েকজন মুনিপুত্র বাল্মীকিকে এসে  
সীতার প্রসব হওয়ার খবর দেন।

সবন্ রামপত্নী সা প্রসূতা দারকদ্বয়ম্।  
তজ্জা রক্ষাং মহাতেজঃ কুরু ভূতবিনাশিনীম্॥ ৩

‘উগবন্! শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী দুই পুত্রের জন্ম  
দিয়েছেন, সুতরাং মহাতেজস্বী মহর্ষি আপনি তাঁদের  
রক্ষা প্রহরিত বাধা নিবৃত্ত করে রক্ষা করুন।’

কোঃ তন্ বচনং শ্রদ্ধা মহর্ষিঃ সমুপাগমৎ  
কল্যাণপ্রতীকাশৌ দেবপুত্রৌ মহৌজসৌ॥ ৪

মুনিকুমারদের কথা শুনে মহর্ষি সেই স্থানে গেলেন।  
সীতার দুই পুত্র বাল্যচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও দেবকুমারদের

দেহে তেজস্বী ছিলেন।  
কল্যাণ তজ্জ হস্তান্না দদর্শ চ কুমারকৌ।

ভূতল্লীং চাকরোং তাভ্যাং রক্ষাং রক্ষ্যবিনাশিনীম্॥ ৫  
শ্রীবাল্মীকি প্রসন্নচিত্তে সূতিকাগারে প্রবেশ করে দুই  
কুমারকে অবলোকন করলেন এবং তাঁদের জন্য ভূত ও  
রাক্ষস থেকে তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

কুশমুষ্টিমুপাদায় লবং চৈব তু স দ্বিজঃ।  
বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্॥ ৬  
ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি এক মুষ্টি ‘কুশ’ ও তার ‘লব’ দ্বারা  
বালকদের ভূত-বাধা নিবারণের জন্য রক্ষা-বিধির উপদেশ  
দিলেন।

যজ্ঞয়োঃ পূর্বজ্ঞো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রসংকৃতেঃ।  
নির্মার্জনীয়স্ত তদা কুশ ইতাস্য নাম তৎ॥ ৭  
যশ্চাবরো ভবেৎ তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ।  
নির্মার্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্লবেতি চ স নামতঃ॥ ৮

‘বয়োজ্যেষ্ঠা নবীদের উচিত যে এই দুই বালকের  
মধ্যে যে বড় হয়েছে, তাকে মন্ত্র দ্বারা সংস্কার করে এই  
কুশ দিয়ে মার্জনা করবে সেই বালকের নাম হবে ‘কুশ’  
আর যে ছোট, তাকে লব দিয়ে মার্জনা করবে, তার নাম  
হবে ‘লব’।

এবং কুশলবৌ নাম্না তাবুভৌ যমজাতকৌ।

মংকৃত্যাজ্যং চ নামজ্যং খ্যাতিযুক্তৌ ভবিষ্যতঃ। ৯

‘এইভাবে যমজ এই দুই বালকের কুশ ও লব নাম হবে এবং আমার দেওয়া এই নামেই পৃথিবীতে বিখ্যাত হবে’

তাং রক্ষাং জগৃহতাং চ মুনিহস্তাং সমাহিতাঃ।

অকুবংশ চ ততো রক্ষাং ভয়োর্বিগতকণ্ঠাঃ॥ ১০

তাই শুনে নিষ্পাপ প্রধান নারীরা একান্তচিত্তে মুনির হাত থেকে সাধনভূত সেই কুশ নিয়ে দুই বালককে মার্জন এবং সংরক্ষণ করলেন

তথা তাং ক্রিয়মাণাং চ বৃদ্ধাভির্গোত্রনাম চ।

সংকীর্তনং চ রামস্য সীতামাঃ প্রসবৌ শুভৌ॥ ১১

অর্ধরাত্রে তু শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম্।

পর্ণশালাং ততো গম্মা মাতদিষ্টোতি চত্বরীং॥ ১২

প্রধান নারীগণ মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙে গীরাণ্ড ও সীতার নাম গোত্র উচ্চারণ করে বালকদের রক্ষা করছিলেন। সেই ধনি তখন শত্রুঘ্নের কানে আসে। তখনই তিনি সীতার দুই পুত্রের জন্মদানের সংবাদ অবগত হন। তিনি তখন সীতাদেবীর পর্ণকুটীরে গিয়ে বলেন—‘মাতা! এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা’।

তদা তস্য প্রহৃষ্টস্য শত্রুঘ্নস্য মহাশ্বনঃ

ব্যতীতা বার্ষিকী রাত্রিঃ শ্রাবণী জঘুবিক্রমা॥ ১৩

প্রসন্নচিত্ত মহাত্মা শত্রুঘ্নের একরূপ কথাবার্তার মধ্যেই সেই বর্ষায়ুক্ত শ্রাবণের রাত্রির কখন যেন

অনুমান হয়ে দেল।

প্রজাতো সুমহাবীৰ্যঃ কক্সা পৌৰ্ণমাসীং ত্রিমাং

মুনিঃ প্রাজ্ঞানিহাঙ্গ্য গমৌ পশ্চাৎপুং পুনঃ ১৪

প্রজাত হলে পূৰ্ণমাসীনের সন্ধ্যাবন্দনা করে মহাপরাক্রমী শত্রুঘ্ন করকোড়ে মুনিল কাচ থেকে নিদ্রা নিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন

স গম্মা যমুনাটীলং সপ্তরাজেনিহঃ পশ্চি।

স্বধীনাং পুণ্যকীর্তিনামাশ্রমে বাসমজ্জমাং ১৫

সাত রাজি কাটিয়ে তিনি যমুনাতে গৌতম

এবং সেখানে পুণ্যকীর্তি মহর্ষিদের আশ্রমে থাকতে লাগলেন।

স তত্র মুনিভিঃ সার্বং ভার্গবপ্রমুখৈর্নপঃ।

কথাভিরভিক্রপ্যভির্নাসং চক্রে মহাশাঃ ১৬

মহাযশসী রাজা শত্রুঘ্ন চাবন ইত্যাদি মুনিদের সঙ্গে

হৃষ্টচিত্তে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে দিন কাটিতে লাগলেন।

স কাঞ্চনাদৈর্মুনিভিঃ সমেতৈ

রঘুপ্রবীরো রজনীঃ তদানীম্

কথাপ্রকারৈর্বহুভির্মহাত্মা

বিরাময়ামাস নরেন্দ্রসুতঃ ১৭

এইভাবে রঘুকুলের প্রমুখ বীর মহাত্মা রাজকুমার

শত্রুঘ্ন চাবনাদি মুনিদের নানাপ্রকারে উপদেশবার্তা শ্রবণ

করে রাত্রি-যাপন করতে লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

## সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৭)

চাবন মুনির শত্রুঘ্নকে লবণাসুরের শক্তির পরিচয় দিয়ে রাজা মাক্ষাতা-বধের প্রসঙ্গ শোনানো

অথ রাত্র্যাং প্রবৃত্তায়াং শত্রুঘ্নো ভৃগুনন্দনম্।

পপ্রচ্ছ চাবনং বিপ্রং লবণস্য যথাবলম্। ১

শূলস্য চ বলং ব্রহ্মন্ কে চ পূর্বং বিনাশিতাঃ।

অনেন শূলমুখ্যেন ধ্বংসুধুমুপাগতাঃ ২

একদিন রাতে শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন মহর্ষি চাবনকে

জিজ্ঞাসা করেন—‘ব্রহ্মন্! লবণাসুর কেমন শক্তিমান?’

তার শূলের শক্তি কেমন? এই উত্তর শূলের দ্বারা যুদ্ধে

কোন কোন যোদ্ধাদের বধ করেছে?’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মহাশ্বনঃ

প্রভাবাচ্ মহাতেজাশ্চাবনো রঘুনন্দনম্ ৩

মহাত্মা শত্রুঘ্নের কথা শুনে মহাতেজস্বী চাবন

রঘুকুলনন্দন রাজকুমারকে বললেন—



অন্যোথানি কৰ্মাণি যানস্য যযুনন্দন  
ইক্ষুবংশপ্রভবে যদ বৃত্তং তচ্ছৃণু মে। ৪

‘যযুনন্দন ! এই লবণাসুরের অসংখ্য কর্ম। তার মধ্যে একটি কর্মের বর্ণনা করা হচ্ছে, যা ইক্ষুবংশীয় রাজা মাকাতার বিরুদ্ধে ঘটেছিল। সেটি শোনো।

অথোখ্যাগাং পুরা রাজা যুবনাশ্বসুতো বলী।  
মাকাতা ইতি বিখ্যাতস্তিসু লোকেষু বীৰ্যবান্॥ ৫

‘পূর্বকালের কথা, অথোখ্যাপুরীতে যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মাকাতা রাজ্য শাসন করছিলেন। তিনি ত্রিলোকে অত্যন্ত বলবান ও পরাক্রমীরূপে বিখ্যাত ছিলেন।

স কৃদ্রা পৃথিবীং কংস্রাং শাসনে পৃথিবীপতিঃ।

সুরলোকমিতো জেতুমদ্যোগমকরোমুপঃ॥ ৬

‘সেই পৃথিবীপতি নরেশ সমগ্র পৃথিবীকে নিজের অধিকারভুক্ত করে দেবলোক বিজয় করতে উদ্যোগী হন ইক্ষু চ ভয়ং তীরং সুরাণাং চ মহাজনানাম্।

মাকাতরি কৃতোদ্যোগে দেবলোকজিগীষয়া। ৭

‘রাজা মাকাতা যখন দেবলোক বিজয়ের জন্য উদ্যোগী হন তখন ইন্দ্র ও মহামনস্বী দেবতাগণ অত্যন্ত ভীত হলেন

অর্ধাসনেন শক্রস্য রাজ্যার্ধেন চ পার্থিবঃ।

বন্দ্যমানঃ সুরগণৈঃ প্রতিজ্ঞামথারোহত॥ ৮

‘আমি ইন্দ্রের অর্ধেক সিংহাসন এবং তাঁর অর্ধরাজ্য অধিকার করে পৃথিবীর রাজা হয়ে দেবগণের দ্বারা বন্দিত হয়ে থাকব’—এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি স্বর্গলোক আক্রমণ করলেন

তা পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাকশাসনঃ।

লব্ধপূর্বমিদং বাক্যমুবাচ যুবনাশ্বজম্। ৯

‘তাঁর এই ক্ষতিকর অভিপ্রায় জেনে পাকশাসন ইন্দ্র, যুবনাশ্বপুত্র মাকাতার কাছে গিয়ে তাঁকে শান্তিপূর্বক বুঝিয়ে বলেন—

রাজা স্বং মানুষে লোকে ন ভাবৎ পুরুষর্ষভ

অকৃদ্রা পৃথিবীং বশ্যাং দেবরাজ্যমিহোচ্চসি॥ ১০

‘পুরুষপ্রবর ! তুমি এখনও সমগ্র মর্ত্যলোকের রাজা হওনি সমগ্র পৃথিবী বশে না এনে দেবতাদের রাজ্য কী ভাবে নিতে চাইছ ?

যদি বীর সমগ্রা তে মেদিনী নিখিলা বশে।

দেবরাজ্যং কুরুধেহ সভ্যাবলবাহনঃ॥ ১১

‘বীর ! যদি সমগ্র পৃথিবী তোমার বশীভূত হয়, তখনই তুমি সেবক, সৈন্য এবং বাহনাদি সহ এই দেবলোকে রাজ্য করবে’

ইত্থমেবং ক্রবাণং তং মাকাতা বাক্যমব্রবীৎ  
ক মে শত্রু প্রতিহতং শাসনং পৃথিবীতলে॥ ১২

এই কথায় ইন্দ্রকে মাকাতা জিজ্ঞাসা করলেন—  
—‘দেবরাজ ! আপনি বলুন, এই পৃথিবীতে কোথায় আমার আদেশের অবহেলা হয় ?’

তমুবাচ সহস্রাক্ষো লবণো নাম রাক্ষসঃ।

মধুপুত্রো মধুবনে ন তেহহজ্ঞাং কুরুতেহনঘ॥ ১৩

ইন্দ্র তখন বলেন—‘নিষ্পাপ নরেশ ! মধুবনে মধুর পুত্র লবণাসুর থাকে। সে তোমার আদেশ মানে না।’

তচ্ছৃদ্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং সহস্রাক্ষেণ ভাষিতম্।

ব্রীড়িতোহবাঙমুখো রাজা বাহুর্ভুং ন শশাক হ॥ ১৪

‘ইন্দ্রের সেই ভয়ানক অপ্রিয় সত্য কথা শুনে রাজা মাকাতার মুখ লজ্জায় নত হয়ে গেল। তিনি কিছু বলতে পারলেন না

আমস্তা তু সহস্রাক্ষং প্রায়াৎ কিঞ্চিদবাস্থুখঃ।

পুনরেবাগমস্ত্রীমানিমং লোকং নরেশ্বরঃ॥ ১৫

‘তিনি নতমস্তক হয়ে ইন্দ্রের থেকে বিদায় নিয়ে মর্ত্যলোকে ফিরে এলেন।

স কৃদ্রা হৃদয়েহমর্ষং সভ্যাবলবাহনঃ।

আজগাম মথোঃ পুত্রং বশে কর্তুমরিন্দমঃ॥ ১৬

‘তাঁর হৃদয় জ্বলায় ভরে গিয়েছিল। তিনি মধুর পুত্রকে বশ করার জন্য সেবক, সৈন্য ও রথ প্রভৃতি নিয়ে রাজধানীর সমীপে উপস্থিত হলেন।

স কালক্রমাণো লবণং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভঃ।

দূতং সস্ত্রেষয়ামাস সকাশং লবণস্য সঃ॥ ১৭

‘তখন সেই পুরুষপ্রবর নরেশ যুদ্ধের ইচ্ছায় লবণের কাছে নিজের দূত প্রেরণ করেন।

স গদ্রা বিপ্রিয়াণ্যাহ বহুনি মধুনঃ সূতম্।

বদন্তমেবং তং দূতং ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ॥ ১৮

‘দূত সেখানে গিয়ে মধুর পুত্রকে অনেক কটুবচন শোনায়। এই প্রকার কঠোর বাক্য বলায় সেই রাক্ষস তখনই ওই দূতকে খেয়ে ফেলে।

চিরায়মাণে দূতে তু রাজা দ্রোণসমম্বিতঃ।

অর্দয়ামাস তদ্ রক্ষঃ শরবৃষ্টা সমন্ততঃ॥ ১৯

‘দূতের ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাণবর্ষণ করে সেই রাক্ষসকে সর্বিদিক থেকে পীড়িত করতে লাগলেন।

ততঃ প্রহসা তদ্ রক্ষঃ শূলং জগ্ৰাহ পাণিনা।

বধায় সানুবক্ষসা মুমোচামুশমুত্তমম্॥ ২০

‘তখন লবণাসুর অট্টহাসি হেসে হাতে শূল নিয়ে সেবকসহ রাজা মাক্ষাতাকে বধ করার জন্য সেই শূল তাঁর ওপর ছুঁড়লেন।

তচ্ছূলং দীপামানং তু সঙ্ভাবললাহনম্।

ভয়ীকৃত্বা নৃশং ভূয়ো লবণসাগমং করম্॥ ২১

‘সেই অত্যন্ত দীপ্ত শূল, সেবক-সেনা-রথাদি সহ রাজা মাক্ষাতাকে ভয় করে লবণাসুরের কাছে ফিরে যায়।

এবং স রাজা সুমহান্ হতঃ সবলবাহনঃ।

শূলস্য তু বলং সৌম্য অপ্রমেয়মনুত্তমম্॥ ২২

‘এইভাবে সমস্ত সেনা ও রথাদিসহ রাজা মাক্ষাতার মৃত্যু হয়। সৌম্য! সেই শ্রেষ্ঠ শূলের শক্তি অসীম।

শ্বঃ প্রভাতে তু লবণং বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ।

অগৃহীতামুখং ক্ষিপ্রং ধ্রুবো হি বিজয়ন্তব॥ ২৩

‘রাজন্! কাল প্রভাতেই ওই রাক্ষস শূল গ্রহণের

পূর্বেই যদি তুমি তাকে আক্রমণ করো তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে বধ করতে পারবে এবং অবশ্যই তুমি দীক্ষী হবে।

লোকানাং স্ততি চৈনং স্যাৎ কৃতে কর্মসি চ য়া

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতঃ লবণস্য পুরাঙ্কনম্॥ ২৪

শূলস্য চ বলং ঘোরমপ্রমেয়ং নরবর্জং,

বিনাশশৈলেন মাক্ষাতৃবৎনেনাভূতং পার্ধিবম্॥ ২৫

‘তোমার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হলে সমস্ত জগতের কল্যাণ হবে। নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে পুরাত্ন সময়ের সমস্ত শক্তি বলে দিলাম এবং তার শূলেরও ভয়ানক, অসীম শক্তির পরিচয় দিলাম। পৃথ্বীনাথ! ইন্দ্রের প্রদত্ত ও শূলের দ্বারাই রাজা মাক্ষাতার বিনাশ হয়েছে।

শ্বঃ শ্বঃ প্রভাতে লবণং মহাঙ্কন

বধিষ্যসে ন্যত্র তু সংশয়ো মে।

শূলং বিনা নির্গতমামিষার্থে

ধ্রুবো জয়ন্তে ভবিতা নরেন্দ্র॥ ২৬

‘মহাঙ্কন! কাল প্রভাতে যখন সে শূল না নিয়ে যখন

সংগ্রহ করতে বার হবে, তখনই তুমি ওকে বধ করবে।

এতে কোনো সংশয় নেই। নরেন্দ্র! তোমার যশস্বী

বিজয় হবে।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীরামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

### অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৮)

লবণাসুরের আহারের খোঁজে বার হওয়া, শত্রুঘ্নের মধুপুরীর দ্বারে অপেক্ষা করা এবং লবণাসুরের সঙ্গে তাঁর রোষপূর্ণ কথা-বার্তা

কথাং কথয়তাং তেবাং জয়াং চাকাংক্ষতাং শুভম্।

বাতীতা রজনী শীঘ্রং শত্রুঘ্নস্য মহাঙ্কনঃ॥ ১

এইভাবে শুভ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করে সেই সব মুনিদের কথা শুনতে শুনতে মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই বাত অতিবাহিত হল।

ততঃ প্রভাতে বিমলে তন্মিন্ কালে স রাক্ষসঃ।

নির্গতস্ত পুরাদ্ বীরো ভক্ষ্যাহারপ্রচোদিতঃ ২

নির্মল প্রভাতে সেই রাক্ষস খাদ্য পদার্থ সংগ্রহের

জন্য নগরের বাইরে এল।

এতন্মিমন্তরে বীরঃ শত্রুঘ্নো যমুনাং নদীম্।

তীর্থা মধুপুরদ্বারি খনুস্পাশিরভিষ্টম্॥ ৩

এর মধ্যে বীর শত্রুঘ্ন যমুনা নদী পার হয়ে দ্রুত হতে



মুখুখী দ্বারে এসে দাঁড়ালেন।

তোমার দ্বিবে প্রাপ্তে কুরকর্ম্য স রাক্ষসঃ।  
বহুসাহস্রং প্রাণিনাং ভারমুহুতম্॥ ৪

পরে মধ্যাহ্নকালে সেই নৃশংস রাক্ষস হাজার-  
জের প্রাণীর মৃতদেহ নিয়ে সেইখানে আসে

যজ্ঞা দর্শ শত্রুঘ্নঃ স্থিতঃ দ্বারি যুতায়ুধম্।  
সুবাচ ভতো রক্ষঃ কিমানেন করিম্যসি। ৫

কালনাং সহস্রাণি সায়ুধানাং নরাধম  
কিভানি ময়া রোষাৎ কালেনানুগতো হ্যসি। ৬

সে শত্রুঘ্নকে অস্ত্র হাতে দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতে  
দেখ তাই দেখে সেই রাক্ষস তাঁকে বলল। 'নরাধম! এই

জের দ্বারা তুমি আমার কী করবে? তোমার মতো হাজার  
জের অস্ত্র-শস্ত্রধারী মানুষদের আমি রোষপূর্বক খেয়ে

নিরুই, মনে হচ্ছে 'কাল' তোমার মাথায় নৃত্য করছে।  
আহরচাপ্যসম্পূর্ণো মমায়ং পুরুষাধম

কঃ প্রবিত্তৌহদা মুখং কথমাসাদ্য দুর্মতে। ৭  
'পুরুষাধম! আজকের এই আহরও আমার সম্পূর্ণ

খাদ্য! দুর্মতে! তুমি কীভাবে আমার সামনে উপস্থিত  
হবে?'

সেবার ভাষমাণস্য হসতচ্চ মুহুমুহঃ  
শত্রুঘ্নো বীর্যসম্পন্নো রোষাদশ্রণ্যবাসৃজৎ। ৮

সেই রাক্ষস বারবার হেসে এই কথাগুলি বলছিল।  
তাই দেখে ক্রোধে পরাক্রমী শত্রুঘ্নের চোখ থেকে জল

পড়ছিল  
কঃ রোষাভিভূতস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।  
যজ্ঞো মরীচাস্ত সর্বগাট্রৈবিনিস্পতনং॥ ৯

রোষে বশীভূত মহাত্মনস্বী শত্রুঘ্নের সর্বজঙ্গ থেকে  
যজ্ঞের কিরণ বার হচ্ছিল

সাত চ সুসংক্রুদ্ধঃ শত্রুঘ্নঃ স নিশাচরম্  
গোমুখিহ্যমি দুর্বুদ্ধে বৃন্দযুদ্ধং ত্বয়া সহ॥ ১০

অত্যন্ত কুপিত হয়ে শত্রুঘ্ন তখন সেই নিশাচরকে  
বলল—'দুর্বুদ্ধে! আমি তোমার সঙ্গে বৃন্দযুদ্ধ করতে চাই।

তুমি দশরথস্যাঃ পুত্রা রামস্য ধীমতঃ।  
'শত্রুঘ্নো নাম শত্রুঘ্নো বধাকাংক্ষী তবাগতঃ॥ ১১

'আমি মহারাজ দশরথের পুত্র এবং পরম বুদ্ধিমান  
রাজপুত্রের ভাই। আমার নাম শত্রুঘ্ন আর আমি কাজেও

কর্ম্মই (শত্রু সংহারকারী)। এখন তোমাকে বধের

উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি।

তস্য মে যুদ্ধকামস্য বৃন্দযুদ্ধং প্রদীয়তাম্।  
শত্রুঘ্নঃ সর্বভূতানাং ন মে জীবন্ গমিম্যসি॥ ১২

'আমি যুদ্ধ করতে চাই, সুতরাং তুমি আমাকে  
বৃন্দযুদ্ধ করার অবকাশ দাও। তুমি সর্বপ্রাণীর শত্রু ;

অতএব এখন আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।'  
তস্মিন্ধ্বা ক্রনাশে তু রাক্ষসঃ প্রহসয়িত

প্রত্যাচ নরশ্রেষ্ঠঃ দিষ্টা প্রাপ্তোচসি দুর্মতে॥ ১৩  
তার কথা শুনে সেই রাক্ষস হেসে নরশ্রেষ্ঠ

শত্রুঘ্নকে বলল—'দুর্মতে! সৌভাগ্যের কথা হল যে তুমি  
আমার সম্মুখীন হয়েছো।

মম মাতৃবসুধাতা রানধো নাম রাক্ষসঃ  
হতো রামেণ দুর্বুদ্ধে দ্রীহেতোঃ পুরুষাধম॥ ১৪

'স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন নরাধম! রানধ নামের রাক্ষস  
আমার মাসী শূর্ণনখার ভাই ছিলেন, যাকে তোমার ভাই

রাম এক নারীর জন্য বধ করে।  
তচ্চ সর্বং ময়া ক্রান্তং রানধস্য কুলক্ষয়ম্,

অবজ্ঞাং পুরতঃ কৃৎবা ময়া যুয়ং বিশেষতঃ॥ ১৫  
'শুধু তাই নয়, সে রাবণের কুলও সংহার করেছে,

আমি তবুও এসব সহ্য করেছিলাম। তোমাদের করা  
এইসব অপমান প্রত্যক্ষ করেও তোমাদের সবার প্রতি

আমি বিশেষভাবে ক্ষম্যভাবের পবিচয় দিয়েছি।  
নিহতাস্ত হি তে সর্বে পরিভূতাজ্জ্বলং যথা।

ভূতাস্টেব ভবিষ্যস্ত যুয়ং চ পুরুষাধমঃ॥ ১৬  
'যেসব নরাধম অতীতে আমার সম্মুখীন হতে

এসেছিল, তাদের সবাইকে আমি কৃণজ্ঞানে তিরস্কার করে  
মেঝে ফেলেছি। ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদেরও এই দশা

হবে এবং বর্তমানে আসা তোমার মত নরাধমও আমার  
হাতে মরবে।

তস্য ত্রে যুদ্ধকামস্য যুদ্ধং দাস্যামি দুর্মতে।  
তিষ্ঠ স্বং চ মুহূর্তং তু যাবদায়ুধমানয়ে॥ ১৭

'দুর্মতে! তোমার যুদ্ধের ইচ্ছা আছে তো? আমি  
এখনই তোমাকে যুদ্ধের অবকাশ দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা

করো। ততক্ষণে আমি আমার অস্ত্র নিয়ে আসছি।  
দ্বিজিতং যাদৃশং তুভ্যং সজ্জয়ে যাবদায়ুধম্।

তমুবাচ শত্রুঘ্নঃ ক মে জীবন্ গমিম্যসি॥ ১৮  
'তোমাকে বধের জন্য আমার যেমন অস্ত্রের



প্রয়োজন, সেরূপ অস্ত্র আগে ঠিক কবে নিই, তারপর  
যুদ্ধের সম্মুখীন হব।' একথা শুনে শত্রুদ্বন্দ্ব তক্ষুনি বললেন—  
'এখন তুমি আমার হাত থেকে বেঁচে কোথায় যাবে ?  
স্বয়মেবাগতঃ শত্রুর্ন মোক্তব্যঃ কৃতাস্থনা।  
যো হি বিক্রবয়া বুধ্যা প্রসন্নঃ শত্রবে দিশেৎ।  
স হতো মন্দবুদ্ধিঃ স্যাদ্ যথা কাপুরুষস্তথা ॥ ১৯  
'কোনো বুদ্ধিমান পুরুষের তার সম্মুখে উপস্থিত  
হওয়া শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। যে বিচলিত হয়ে  
শত্রুকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়, সেই মন্দবুদ্ধি পুরুষ

কাপুরুষের মতো মারা পড়ে,  
তস্যাং সুদৃষ্টং কুরু জীবলোকং  
শত্রৈঃ শিতৈস্ত্র্যঃ বিবিধৈর্নয়ামি  
যমস্য গেহাভিমুখং হি পাপং  
রিপুং ত্রিলোকস্য চ রাঘবস্য ॥ ২০  
'সুতরাং রাক্ষস ! এখন তুমি এই জগৎকে  
শেষবারের মতো ভালোভাবে দেখে নাও। আমি নানা কী  
বাণ দিয়ে এখনই তোমার মতো পাপীকে যমালয়ে পাঠাচ্ছি,  
কারণ তুমি ত্রিলোকের এবং শ্রীরামেরও শত্রু।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

## একোনসপ্ততমঃ সর্গঃ (৬৯)

শত্রুদ্বন্দ্ব ও লবণাসুরের যুদ্ধ এবং লবণ-বধ

তচ্ছ্রদ্ধা ভাবিতং তস্য শত্রুদ্বন্দ্বস্য মহাত্মনঃ।  
ক্রোধমাহারয়ং তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১  
মহামনা শত্রুদ্বন্দ্বের কথা শুনে লবণাসুরের অত্যন্ত  
ক্রোধ হয়, সে বলল—'ওরে ! দাঁড়াও, দাঁড়াও।'  
পালো পালি চ নিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায় চ  
লবণো রঘুশার্দূলমাহুয়ামাস চাসকৎ ॥ ২  
সে হাতের ওপর হাত রগড়ে, দাঁত কিরমির করে  
রঘুকুলসিংহ শত্রুদ্বন্দ্বকে বারংবার আহ্বান করতে লাগল।  
তং ব্রবাণং তথা বাক্যং লবণং ঘোরদর্শনম্।  
শত্রুদ্বন্দ্বো দেবশত্রুদ্বন্দ্ব ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩  
ভয়ংকর লবণকে এইরূপ বলতে দেখে  
দেবশত্রুদের বিনাশকারী শত্রুদ্বন্দ্ব বললেন—  
শত্রুদ্বন্দ্বো ন তদা জাতো যদান্যে নির্জিতাস্তয়া।  
তদন্য বাণাভিহতো ব্রজ ত্বং যমসাদনম্ ॥ ৪  
'রাক্ষস ! তুমি যখন অন্য বীরেদের পরাজিত  
করেছিলে, তখন শত্রুদ্বন্দ্বের জন্ম হয়নি। অতএব এখন  
আমার বাণের আঘাতে তুমি সোজা যমলোকের পথ ধরো।  
ঋষয়োহপ্যদ্যাপাপাশ্রয়ং ময়া হ্রাং নিহতং যশে।

পশ্যন্ত বিপ্রা বিদ্বাংসস্ত্রিংশা ইব রাবণম্ ॥ ৫  
'পাপাশ্রয় ! দেবতারা যেমন রাবণকে ধরাশয়ী হতে  
দেখেছিলেন, তেমনই বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ আজ  
রণভূমিতে আমার দ্বারা বধ করা তোমার মতো দুরাতার  
রাক্ষসকে দেখবেন  
ত্বয়ি মদ্বাণনির্দক্ষে পতিতেহন্য নিশাচর।  
পুণে জনপদে চাপি ক্ষেমমেব ভবিষ্যতি ॥ ৬  
'নিশাচর ! আজ আমার বাণে দক্ষ হয়ে তুমি যখন  
ধরণীতে পতিত হবে, তখন এই নগর ও জনপদে  
সকলেরই মঙ্গল হবে।  
অদ্য মদ্বাণনির্দক্ষঃ শরো বজ্রনিভাননঃ  
প্রবেক্ষ্যতে তে হৃদয়ং পদমংগুরিবার্কজা ॥ ৭  
'আজ আমার হস্ত নিক্ষিপ্ত বজ্রসমান মুখবিশিষ্ট বাণ  
সেই ভাবে তোমার দেহে প্রবেশ করবে, যেভাবে  
সূর্যকিরণ কমলকোশে প্রবেশ করে।'  
এবমুক্তো মহাবৃক্ষং লবণঃ স্নোথমুর্জিত্য।  
শত্রুদ্বন্দ্বোরসি চিক্ষেপ স চ তং শতযাজিনম্ ॥ ৮  
শত্রুদ্বন্দ্বের এই কথায় লবণাসুর ক্রোধে মুর্ছিত প্র

হয় গেল সে এক বিশাল বৃক্ষ নিয়ে শত্রুদের যুদ্ধ লক্ষ্য  
কর হুঁড়ে ছিল ; কিন্তু শত্রুদের সেটির শতটুকরো করে  
কিলেন।

সে দৃষ্টা বিফলঃ কর্ম রাক্ষসঃ পুনরেব হু  
দগদগ সুবহুন্ গৃহ্য শত্রুঘ্নায়ামৃজদ্ বলী ৯

সফল না হওয়ায় সেই বলবান রাক্ষস আবার অনেক  
বৃক্ষ এনে শত্রুদের ওপর পরস্পর আঘাত করতে থাকল  
যেহেতু তেজস্বী বৃক্ষানাপত্যতো বহুন্।  
ক্রীড়িতুর্ভিরেকৈকং চিচ্ছেদ নতপর্বতিঃ ১০

শত্রু অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন তিনি তাঁর দিকে আসা  
সেই বৃক্ষগুলির প্রত্যেকটিকে তিন-চারটি করে বাণের  
দ্বারা কেটে ফেলেন।

ভ্রাতা বাণময়ঃ বর্ষঃ বাসৃজদ্ রাক্ষসোপরি  
শত্রুঘ্নো বীর্বসম্পন্নো বিব্যাথে ন স রাক্ষসঃ ১১

পরাক্রমী শত্রু তখন সেই রাক্ষসের ওপর বাণ  
কর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু সেই নিশাচর তাতে ব্যথিত বা  
ইকিত হয়নি।

তজঃ প্রহস্য লবণো বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্ববান্।  
শিরস্যাজহনচ্ছুরং স্ত্রজাঙ্গঃ স মুমোহ বৈ ১২

বল-বিক্রম সম্পন্ন লবণ হেসে এক বৃক্ষ তুলে  
শ্রবীর শত্রুদের মাথায় আঘাত করল। সেই আঘাতে  
শত্রুদের সর্ব অঙ্গ শিথিল হয়ে গিয়ে তিনি মুর্ছিত হয়ে  
পড়ল।

জগন্ নিপতিতে বীরে হাহাকারো মহানভূৎ  
ঋণীণাং দেবসংঘানাং গন্ধর্বাঙ্গরসাং তথা ১৩

বীর শত্রু পড়ে যেতেই ঋষিগণ, দেবতাগণ,  
গন্ধর্বগণ এবং অঙ্গরাগণ হাহাকার করে উঠলেন

অমবল্লয় তু হতং শত্রুঘ্নং ভুবি পাতিতম্।  
রক্ষা লঙ্কান্তরমপি ন বিবেশ স্বমালয়ম্ ১৪

নপি শূলং প্রজগ্ৰাহ তং দৃষ্টা ভুবি পাতিতম্।  
তজো হত ইতি জগ্ৰাহ তান্ ভক্ষান্ সমুদাবহৎ ১৫

শত্রুগণকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে লবণ ভাবল,  
তিনি মারা গেছেন, তাই সুযোগ পেয়েও লবণ নিজ গৃহেও  
যাযনি এবং শূলও নিয়ে আসেনি। তাঁকে ধরাশায়ী দেখে,  
যত মনে করে সে তার ভোজন সামগ্রী একত্র করতে  
লাগল।

মুহূর্তান্সংস্রজস্ত পুনস্তহৌ মৃতায়ুধঃ।

শত্রুঘ্নো বৈ পুরবারি ঋষিভিঃ সম্প্রসৃজিতঃ ১৬

দ্রুণকালের মধ্যেই শত্রুদের চেষ্টনা করে এল।  
তিনি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শত্রুদের দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঋষিগণ  
তখন তাঁর ভূমাসী প্রশংসা করেন

তজো দিনামমোসং তং জগ্ৰাহ শরমুত্তমম্।  
জ্ঞানহঃ তেজসা ঘোরং পুরম্বাং বিশো দশ ১৭

শত্রু তখন তাঁর দিনা, অমোঘ এবং উত্তম বাণ  
হাতে নিলেন, যে বাণ জ্ঞানাক তেজে দশদিক ব্যাপ্ত  
করেছিল।

বজ্রাননং বজ্রবেগং মেরুম্পরসমিতম্  
নতং পর্বসু সর্পেযু সংযুগেধপরাজিতম্ ১৮

তার মুখ এবং বেগ ছিল বজ্রসমান। সেটি মেরু ও  
মন্দরাচলের সমান ভারী ছিল। তার গাঁট ছিল নাচে এবং  
সেটি কোনো যুদ্ধে অসফল হত না।

অসূচ্চন্দনদিক্ষাঙ্গং চারুপত্রং পতংত্রিপদম্।  
দানবেজ্রাচলেজ্রাণামসুরাণাং চ দারুণম্ ১৯

তার সর্ব অঙ্গ রক্তরূপী চন্দনে চর্চিত ছিল, পাখা ছিল  
অতি সুন্দর। সেই বাণ দানবরাজরূপ পর্বতরাজ ও  
অসুরদের জন্য ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর।

তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং যুগান্তে সমুপস্থিতে।  
দৃষ্টা সর্বাণি ভূতানি পরিত্রাসমুপাগমন্ ২০

প্রলয়কালে উপস্থিত হওয়া প্রজ্জ্বলিত কালাগ্নির ন্যায়  
সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাই দেখে সর্বপ্রাণী ভ্রস্ত হয়ে  
পড়ে।

সদেবাসুরগন্ধর্বং মুনিভিঃ সাক্ষরোগণম্  
জগদ্ধি সর্বমজ্জহং পিতামহমুপস্থিতম্ ২১

দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, মুনি এবং অঙ্গরাগণ সহ  
সমস্ত জগৎ অস্ত্র হয়ে শ্রীরক্ষার কাছে পৌঁছে যান।  
উবাচ দেবদেবেশং বরদং প্রপিতামহম্।

দেবানাং ভয়সম্মোহো লোকানাং সংক্ষয়ং প্রতি ২২

জগতের সেই প্রাণী বরপ্রদানকারী দেবদেবের  
প্রপিতামহ শ্রীরক্ষাকে বলেন— ‘ভগবন্! সমস্ত জগতের  
সংহারের সম্ভাবনায় দেবগণও ভয়ে বিহ্বল ও মোহপ্রস্ত  
হয়ে পড়েছেন।

কচ্চিল্লোককক্ষয়ো দেব সম্প্রাপ্তো বা যুগক্ষয়ঃ।  
নেদৃশং দৃষ্টপূর্বং চ ন শ্রুতং প্রপিতামহ ২৩

‘দেব! লোক সংহার হয়ে যাবে না তো অথবা



প্রলয়কাল কি উপস্থিত হয়েছে ? প্রণিত্যমহ ! জগতেন  
এমন অবস্থা আগে কখনও দেখা বা শোনা যায়নি।

তেষাং তদ্ বচনং শ্রদ্ধা ত্রুক্ষা লোকপিতামহঃ।

ভয়কারপমাচষ্ট দেবানামভয়করঃ ॥ ২৪

তাদের কথা শুনে দেবতাদের ভীতিদূরকারী  
লোকপিতামহ শ্রীরক্ষা ভয়ের কাণ্ড জানিয়ে বলেন  
উবাচ মধুনাং বাণীঃ শৃণুধ্বং সর্বদেবতাঃ।  
বহায় লবণস্যাজৌ শরং শত্রুঘ্নশারিতঃ ॥ ২৫  
তেজসা তস্য সমুদয়ঃ সর্বে স্ম সুরাসত্তমাঃ।

তিনি মধুব বাক্যে বলেন— ‘সমগ্র দেবগণ ! আমার  
কথা শোন। শত্রুঘ্ন আজ যুদ্ধস্থলে লবণাসুরকে বধ করার  
জন্য যে বাণ হাতে নিয়েছে, আমরা সকলেই তার তেজে  
মোহিত হয়েছি। এইসব শ্রেষ্ঠ দেবতাও তাতে ভয়  
পেয়েছেন।

এষ পৃথস্য দেবস্য লোককর্তৃঃ সনাতনঃ ॥ ২৬  
শরজ্জৈময়ো বৎসা যেন বৈ ভয়মাপত্তমঃ।

‘পুত্রগণ ! এই তেজোময় সনাতন বাণ আদিপুরুষ  
লোককর্তা ভগবান বিষ্ণুর, যাতে তোমরা ভয় পেয়েছ।

এষ বৈ কৈটভস্যার্থে মধুনশ্চ মহাশরঃ ॥ ২৭  
সৃষ্টো মহামুনা তেন বসার্থে দৈত্যায়োত্তমোঃ।

‘পরমাত্মা শ্রীহরি মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্যকে  
বধ করার নিমিত্ত এই মহা বাণ সৃষ্টি করেছিলেন।

এক এব প্রজান্যতি বিষ্ণুস্তেজোময়াং শরম্ ॥ ২৮  
এষা এব তনুঃ পূর্বা বিষ্ণোস্তস্য মহামুনাঃ।

‘ভগবান বিষ্ণুই এই তেজোময়ের কথা একমাত্র  
জানেন ; কারণ এই বাণ সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণুরই প্রাচীন  
মূর্তি।

ইতো গচ্ছত পশাষাং বধ্যমানং মহামুনা ॥ ২৯  
রামানুজেন বীরেণ লবণং রাক্ষসোত্তমমঃ।

‘এখন তোমরা ফিরে যাও এবং শ্রীরামের কনিষ্ঠ  
ভ্রাতা মহামনস্বী বীর শত্রুঘ্নের হাতে রাক্ষসপ্রবর  
লবণাসুরকে বধ হতে দেখো।’

তস্য তে দেবদেবস্য নিশম্য বচনং সুরাঃ ॥ ৩০  
আজমুর্জিত যুধোতে শত্রুঘ্নলবণাবুভৌ।

দেবাদিদেব শ্রীরক্ষার কথা শুনে দেবতারা সেই  
স্থানে এলেন, যেখানে শত্রুঘ্ন ও লবণাসুরের যুদ্ধ হচ্ছিল।

তং শরং দিব্যসংকাশং শত্রুঘ্নকরধারিতম্ ॥ ৩১

দদুঃ সর্বভূতানি শূণ্যায়গ্নিনিবোধিতম্  
শত্রুঘ্নের ধারণ করা সেই দিব্য বাণটি সকলেই  
দেখল। সেটি তখন প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রজলিত  
হচ্ছিল।

আকাশমাবৃতং পুষ্টা দৌরভিঃ বহুমানঃ ॥ ৩২  
সিংহমাদং ভৃশং কৃষ্ণা দদর্শ লবণং পুনাঃ

আকাশে দেবগণের ভীড় সেসে বহুকুলনন্দন শত্রু  
ঘাত্ত জোরে সিংহনাদ করে লবণাসুরের দিক  
প্রকাশলেন।

আহুতশ্চ পুনরেন শত্রুঘ্নেন মহামুনা ॥ ৩৩  
লবণঃ ক্রোধানংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ।

পুনরায় মহাত্মা শত্রুঘ্নের আহ্বান শুনে লবণাসুর  
ক্রোধপূর্ণ হয়ে যুদ্ধের জন্য তাঁর সম্মুখীন হল।

আকর্ষণং স বিকৃণাথ তদ্ ধনুর্ধরিনাং বরঃ ॥ ৩৪  
স মুমোচ মহাবাণঃ লবণস্য মহোরগি

তখন ধনুর্ধর শ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন তাঁর ধনুক কান পর্যন্ত টেনে  
সেই মহাবাণ দ্বারা লবণাসুরের বিশাল বক্ষে আঘাত  
করলেন।

উরস্তস্য বিদার্যাত প্রবিকেশ রসাতলম্ ॥ ৩৫  
গত্বা রসাতলং দিব্যঃ শরো বিবৃষপুঞ্জিতঃ।

পুনরেনাগমৎ তুণমিস্কাকুলনন্দনম্ ॥ ৩৬

দেবপুজিত সেই বিশাল দিব্য বাণ উৎকল  
রাক্ষসের হৃদয় বিদীর্ণ করে রসাতলে ঢুকে গেল এবং  
তখনই সেটি শত্রুঘ্নের কাছে ফিরে এল।

শত্রুঘ্নশরনির্ভিন্নো লবণঃ স নিশাচরঃ ॥ ৩৭  
পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৩৮

শত্রুঘ্নের বাণে বিদীর্ণ হয়ে নিশাচর লবণ বজ্রাঘাতে  
আহত পর্বতের ন্যায় সহসা ধরনীতে পড়ে গেল।

তচ্চ শূলং মহদ দিব্যং হতে লবণরাক্ষসে।  
পশাভাং সর্বদেবানাং রুদ্রস্য বশমধুগাৎ ॥ ৩৯

লবণাসুর মারা যেতেই সেই দিব্য, মহাশূল সব  
দেবতার চোখের সামনে ভগবান রুদ্রের কাছে চলে গেল।

একেষুপাতেন ভয়ং নিপাতা  
লোকত্রয়স্যাস্য রঘুপ্রবীরঃ ॥ ৪০

বিনির্ভবন্তমুচ্যমাণবান-  
ভয়ং প্রণুদ্যেব সহস্ররশ্মিঃ ॥ ৪১

এইভাবে উত্তম ধনুর্ধারী রঘুকুলের প্রমুখ বীর শত্রুঘ্ন



একটি বাণের আঘাতেই ত্রিলোকের ভয় বিনাশ করে,  
ত্রিভুবনের অন্ধকার দূর করে সহস্র কিরণধারী সূর্যদেব  
যেমন প্রকাশিত হন সেইভাবে প্রকাশিত হতে লাগলেন  
রজো হি দেবা ঋষিগণগাশ্চ  
প্রপূজিরে হ্যক্ষরসশ্চ সর্বাঃ।  
দিত্যা জয়ো দাশরথেরবাণ্ড-

জান্ধা ভয়ং সর্প ইব প্রশান্তঃ। ৪০  
'সৌভাগ্যের বিষয় যে দশরথনন্দন শত্রুঘ্ন তীতি ত্যাগ  
করে বিজয় লাভ করেন এবং সাপের মতো লবণাসুর বধ  
হয়েছে,—এই কথা বলে দেবতা, ঋষি, নাগ এবং সকল  
অক্ষরাগণ শ্রীশত্রুঘ্নের ভূরি-ভূরি প্রশংসা করতে  
লাগলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊনসত্তর সর্গ সমাপ্ত। ৬৯ ॥

### সপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭০)

দেবগণের কাছে বর লাভ করে শত্রুঘ্নের মধুপুরীর স্থাপনা করে দ্বাদশ বর্ষ ধরে  
সেখান থেকে অতঃপর শ্রীরামের কাছে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করা

হতে তু লবণে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগিপুনোগমাঃ  
উঃ সুমধুরাং বাণীং শত্রুঘ্নং শত্রুতাপনম্। ১  
লবণাসুর মাঝা যাওয়ার পর ইন্দ্র ও অগ্নি ইত্যাদি  
দেবতা শত্রুঘ্নের সন্তাপদানকাবী শত্রুঘ্নকে মধুর বাক্যে  
বললেন  
দিত্যা তে বিজয়ো বৎস দিত্যা লবণরাক্ষসঃ।  
হতঃ পুরুষশার্দ্দূল বরং বরয়্য সুব্রতঃ। ২  
'বৎস! সৌভাগ্যের কথা হল যে তুমি বিজয় প্রাপ্ত  
করেছ এবং লবণাসুর নিহত হয়েছে। উত্তম ব্রত  
পালমকারী পুরুষসিংহ! তুমি বর প্রার্থনা করো।  
বরদাপ্ত মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ।  
বিজয়াক্ষিপিতভ্রামোঘং দর্শনং হি নঃ। ৩  
'মহাবাহো! আমরা সকলে তোমাকে বর দেবার  
জন্য এখানে এসেছি। আমরা তোমার বিজয় চাই।  
আমাদের দর্শন অমোঘ (তাই তুমি কোনো বর চাও)।  
সেনাং ভাষিতং প্রজ্ঞা শূরো মূর্ধি কৃতাজলিঃ।  
প্রত্যাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রয়তান্বান্। ৪  
দেবতাগণের কথা শুনে সংযত চিন্তা শুরবীর

মহাবাহু শত্রুঘ্ন করযোড়ে মস্তক স্পর্শ করে বললেন—  
ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্মিতা।  
নিবেশং প্রাপুয়াচ্ছীঘ্রমেব মেহস্ত বরঃ পরঃ। ৫  
'দেবগণ! দেবনির্মিত এই রমণীয় মধুপুরী শীঘ্রই  
মনোহর রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমার কাছে  
এটিই শ্রেষ্ঠ বর।'  
তং দেবাঃ প্রীতমনসো বাচমিত্যেব রাঘবম্।  
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ। ৬  
দেবতারা তখন রঘুকুলনন্দন শত্রুঘ্নকে প্রসন্ন হয়ে  
বললেন— 'খুব ভালো, তাই হোক। এই রমণীয় পুরী  
নিঃসন্দেহে শূর-বীর সৈন্য দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে।'  
তে তথোক্তা মহাত্মানো দিবমারুহুহস্তদা।  
শত্রুঘ্নোহপি মহাতেজাতাং সেনাং সমুপানয়ৎ। ৭  
একথা বলে মহামনস্বী দেবগণ স্বর্গে গমন করলেন।  
মহাতেজস্বী শত্রুঘ্নও গদ্যাতট থেকে তাঁর সেনাদের ডেকে  
নিলেন।  
সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছুহুত্বা শত্রুঘ্নশাসনম্।  
নিবেশনং চ শত্রুঘ্নঃ প্রাবণেন সমারভৎ। ৮

শত্রুঘ্নের আদেশে সেনারা শীঘ্রই চলে এল।  
শ্রাবণমাস থেকে শত্রুঘ্ন সেই পুরী নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন।

সা পুরা দিবাসংকাশা বর্ষে দ্বাদশমে শুভে।  
নিবিষ্টঃ শুরসেনানাং বিষয়চাকুতোভয়ঃ ॥ ৯

তখন থেকে আরো বছর ধরে সেই পুরী অর্থাৎ শুরসেন জনপদ পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়। সেখানে কোনো কিছুর ভীতি ছিল না। সেই দেশ নানা সুখ-সুবিধা সম্পন্ন ছিল।

ক্ষেত্রাণি সমায়ুক্তানি কালে বর্ষতি বাসবঃ।  
অরোগবীরপুরুষা শত্রুঘ্নভূজপালিতা ॥ ১০

সেখানকার খেত চাষ-বাসে পরিপূর্ণ ছিল। ইন্দ্র সময়মতো বর্ষণ করতেন। শ্রীশত্রুঘ্নের বাহুবলে মধুপুরী সুরক্ষিত, নীরোগ এবং বীর পুরুষ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

অর্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা  
শোভিতা গৃহমুখৈশ্চ চত্বরাপণবীথিকৈঃ।  
চাতুর্বর্গ্যসমায়ুক্তা নানাবাগিজাশোভিতা ॥ ১১

সেই পুরী যমুনাতীরে অর্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত ছিল এবং বহু সুন্দর গৃহ, টৌরাস্তা, বাজার এবং গলির দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেইস্থানে চার-বর্ণেরই মানুষ বসবাস করত এবং নানাপ্রকার ব্যবসা ও বাণিজ্য নগরীর শোভা বৃদ্ধি করত।

যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহৎ।  
তচ্ছোভয়তি শত্রুঘ্নো নানাবর্ণোপশোভিতাম্ ॥ ১২

লবণাসুর পূর্বে যে গৃহে বাস করত, সেই বিশাল গৃহ ছিল লবণাসুর নির্মিত। সেটির সংস্কার করে শত্রুঘ্ন নানাপ্রকার চিত্রে সুসজ্জিত করে তার শোভাবর্ধন করেন।

আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ শোভমানাং সমন্ততঃ।

শোভিতাং শোভনীমৈশ্চ তথাটানার্দেবমানুষৈঃ ১৩  
নানা উদ্যান এবং ভ্রমণের স্থান সবদিক থেকে সেই পুরীকে সুশোভিত করেছিল। দেবতা ও মানুষ সমুদ্রিত যম শোভনীয় পদার্থও নগরীর শোভাবৃদ্ধি করেছিল।

তাং পুরীং দিবাসংকাশাং নানাপদ্যোপশোভিতাম্  
নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিগৃভিরূপশোভিতাম্ ॥ ১৪

নানা প্রকার ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য বস্তু দ্বারা সুশোভিত সেই নগরী নানা দেশ থেকে আগত বণিক গণের দ্বারা শোভা পেত।

তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থঃ শত্রুঘ্নো ভরতানুরঃ।  
নিরীক্ষ্য পরমপ্রীতঃ পরং হর্ষমুপাগমৎ ॥ ১৫

এই নগরীকে পূর্ণতঃ সমুদ্রশালিনী দেশ ভরতানুর শত্রুঘ্ন সফল মনোরথ হয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করতেন।

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য মধুরাং পুরীম্।  
রামপাদৌ নিরীক্ষেহহং বর্ষে দ্বাদশ আগতে ॥ ১৬

মধুরাপুরী স্থাপন করে কেন যে তাঁর মনে এই চিন্তা এল যে, অযোধ্যা থেকে আসার পর আরো বছর পার হয়ে গেল, এবার আমার সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল দর্শন করা উচিত।

ততঃ স তামমরপুরোপমাং পুরীং  
নিবেশ্য বৈ বিবিধজনভিসংবৃতাম্।

নরাধিপো রঘুপতিপাদদর্শনে  
দর্শে মতিং রঘুকুলবংশবর্ধনঃ ॥ ১৭

এইভাবে নানাপ্রকারের জনসমাগমে পরিপূর্ণ, দেবপুত্রের সমান মনোহর মধুরাপুরী স্থাপন করে রঘুবংশের বৃদ্ধিকারী রাজা শত্রুঘ্ন শ্রীরামের চরণ দর্শনের কথা ভাবলেন।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্ততমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

## একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭১)

সেন্যসহ শত্রুয়ের অযোধ্যায় প্রস্থান, পথে বাণীকির আশ্রমে রামচরিত গান শুনে সকলের আশ্চর্য হওয়া

হেতু দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুয়ো রামপালিতাম্।  
অযোধ্যাং চকমে গন্তুমন্ত্ৰভাবলানুগঃ ॥ ১

তারপর দ্বাদশ বর্ষে অল্পসংখ্যক সেবক ও সৈন্যসহ  
শত্রুর শ্রীরামপালিত অযোধ্যায় যাত্রা করার চিন্তা  
করলেন।

হেতু মন্ত্ৰিপুরুষাংস্ত বলমুখ্যান্ নিবর্তা চ।  
জগাম হয়মুখেন রথানাং চ শতেন সঃ ॥ ২

অতঃপর তিনি প্রধান মন্ত্ৰীগণ ও সেনাপতিদের পুরীর  
কক্ষর জনা রেখে উত্তম অশ্ব ও শতরথ নিয়ে অযোধ্যায়  
দিক রওনা হলেন।

ন গচ্ছা গণিতান্ বাসান্ সপ্তাষ্টৌ রঘুনন্দনঃ।  
বদীকাক্রমমাগতা বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ৩

মহাযশস্বী রঘুকুলনন্দন শত্রুর যাত্রার পথে সাত-আট  
হানে যাত্রার বিরতি দিয়ে বাণীকির আশ্রমে পৌঁছে  
সেখানে রাত্রি যাপন করলেন।

সৌভিবাধ্য ততঃ পাদৌ বাণীকেঃ পুরুষর্ষভঃ।  
গদামর্ষাং তথাতিথ্যং জগ্ৰাহ মুনিহস্ততঃ ॥ ৪

পুরুষপ্রবর রঘুবীর শ্রীবানীকির শ্রীচরণে প্রণাম করে  
তাঁর হাত থেকে পাদ-অর্ধাদি আতিথ্য সংকারের সামগ্রী  
গ্রহণ করেন।

বহুপাঃ সুমধুরাঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।  
কথয়ামাস স মুনিঃ শত্রুদ্বায় মহাঙ্গনে ॥ ৫

মহর্ষি বাণীকি মহাত্মা শত্রুদ্বাকে নানাপ্রকার সুমধুর  
গথা শোনালেন।

উবাচ চ মুনির্বাধ্যং লবণস্য বধাশ্রিতম্।  
পুরুষরং কৃতং কর্ম লবণং নিঘ্নতা ত্বয়া ॥ ৬

পরে তিনি লবণবধের বিষয়ে বলেন—‘লবণাসুরকে  
বধ করে তুমি এক অতি দুষ্কর কর্ম করেছ।

বহবঃ পার্শ্বিবাঃ সৌম্য হতাঃ সবলবাহনাঃ।  
লবণেন মহাবাহো যুধ্যমানা মহাবলাঃ ॥ ৭

‘সৌম্য ! মহাবাহো ! লবণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে

বহু মহাবলী নরপতি সেনা ও সওয়ারীসহ মারা গিয়েছে।  
স ত্বয়া নিহতঃ পাণো লীলয়া পুরুষর্ষভ।

জগতশ্চ ভয়ং তত্র প্রশান্তং তব তেজসা ॥ ৮

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেই পাণী লবণাসুর তোমার হাতেই  
অনাম্যাসে মারা গিয়েছে। সেই কারণে জগতে যে ভয়  
ছড়িয়েছিল, তোমার প্রভাবে তা প্রশমিত হয়েছে।

রাবণস্য বধো গোবরো যত্নেন মহতা কৃতঃ।

ইদং চ সুমহৎকর্ম ত্বয়া কৃতময়ত্ততঃ ॥ ৯

‘বহু প্রয়াসে রাবণের বধ করা হয়েছিল, কিন্তু এই  
মহাকর্ম তুমি অনাম্যাসেই সিদ্ধ করেছ।

প্ৰীতিশ্চাম্বিন্ পরা জাতা দেবানাং লবণে হতে।

ভূতানাং চৈব সর্বেষাং জগতশ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১০

‘লবণাসুর মারা যাওয়ায় দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন  
হয়েছেন। তুমি সমস্ত প্রাণীদের ও সর্ব জগতের প্রিয় কার্য  
করেছ।

তচ্চ যুদ্ধং ময়া দুষ্টং যথাবৎ পুরুষর্ষভ।

সভায়াং বাসবস্যাথ উপবিষ্টেন রাঘব ॥ ১১

‘নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তখন ইন্দ্রের সভায় ছিলাম। যখন  
সেই সভা, যুদ্ধ দেখতে বিমানে করে আসে, তখন  
দেবগণ, আমি সেখানেই তোমার ও লবণাসুরের যুদ্ধ  
ভালোভাবে দেখেছি।

মমপি পরমা প্ৰীতির্হৃদি শত্রুয় বর্ততে।

উপাশ্রাস্যামি তে মূর্ধ্নি স্নেহসৌম্য পরা গতিঃ ॥ ১২

‘শত্রুয় ! আমার অন্তর তোমার জন্য প্রেমপূর্ণ হয়ে  
আছে, তাই আমি তোমার মস্তক আশ্রয় করব। স্নেহের এই  
হল পরাকাষ্ঠা।’

ইতুস্তা মূর্ধ্নি শত্রুয়মুপাশ্রায় মহামতিঃ।

আতিথ্যমকরোৎ তস্য যে চ তস্য পদানুগাঃ ॥ ১৩

একথা বলে পরম বুদ্ধিমান বাণীকি শত্রুয়ের মাথার  
আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের অতিথি-সংকার  
করলেন।



স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠো গীতমাধুর্যমুত্তমম্।  
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে যথাক্রমম্॥ ১৪

নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন সেখানে আহ্বার করলেন এবং  
ক্রমশঃ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-বর্ণনা শুনলেন, যা গীতি-  
মাধুর্যে ছিল অত্যন্ত প্রিয় ও উত্তম।

তদ্বীলয়সমায়ুক্তং ত্রিহানকরণমিতম্।

সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতাপসমমিতম্॥ ১৫  
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে পুরা কৃতম্।

সেই সময় তিনি যে রামচরিত শুনতে পেলে, তা  
আগেই কাব্যবদ্ধ কব্য হয়েছিল। সেই কাব্য বীণা সহযোগে  
গীত হচ্ছিল। হৃদয়, কণ্ঠ ও মূৰ্খা — এই তিন স্থানে মদ্র,  
মধ্যম এবং তার স্বরের ভেদে উচ্চারিত হচ্ছিল। সংস্কৃত  
ভাষাতে নির্মিত হয়ে ব্যাকরণ, ছন্দ, কাব্য এবং সঙ্গীত  
শাস্ত্রের লক্ষণে সম্পন্ন ছিল এবং গানোচিত তালের সঙ্গে  
গীত হয়েছিল।

তান্যাক্ষরাণি সত্যানি যথাবৃত্তানি পূর্বশঃ॥ ১৬  
শ্রদ্ধা পুরুষশার্দুলো বিসংজ্ঞো বাস্পলোচনঃ।

সেই কাব্যের সমস্ত অক্ষর এবং বাক্য সত্য ঘটনা  
প্রতিপাদনকারী ছিল। সেই অদ্ভুত কাব্যগান শুনে শত্রুঘ্ন  
মূর্ছিত প্রায় হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে জলধারা বহিতে  
লাগল।

স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো বিনিঃশ্বস্য মুহূর্মুহঃ॥ ১৭  
তস্মিন্ গীতে যথাবৃত্তং বর্তমানমিবাসংজ্ঞো।

তিনি দুঃখটা চেতনাহীন হয়ে বারংবার দীর্ঘশ্বাস  
ফেলছিলেন। সেই গানে তিনি অতীতের বিষয় বর্তমানের  
মতো শ্রবণ করলেন।

পদানুগাশ্চ যে রাজস্তাং শ্রদ্ধা গীতিসম্পদম্॥ ১৮  
অবাঙ্ মুখাশ্চ দীনাশ্চ হ্যশ্চর্যমিতি চাক্রবন্।

রাজা শত্রুঘ্নের সঙ্গী-সাথীগণও সেই কাব্যগান শুনে

দীন ও নতমস্তক হয়ে বসলেন — ‘এ অত্যন্ত আশ্চর্য  
কথা’।

পরস্পরং চ যে তত্র সৈনিকঃ সদভ্যসিনঃ॥ ১৯  
কিমিদং ক চ বর্তমানঃ কিমন্তঃ পদাংশনম্

অর্থো যো নঃ পুরা দৃষ্টম্ভ্রাম্যশ্রমে পুনঃ॥ ২০  
শত্রুঘ্নের সৈন্য সৈন্য সেখানে উপস্থিত ছিল,

তারাও পদে পদে লাগল — ‘এ কী ব্যাপার?’ ‘আমরা কীভাবে  
গ্রামের পদে পদে না গিয়ে?’ ‘যা আমরা পূর্বে দেখেছি, এই

আশ্রমে সেটিই তদনুগত শ্রুতি

শৃণুমঃ কিমিদং স্বপ্নে গীতবাক্যনমুত্তমম্  
বিস্ময়ং তে পরং পদ্মা শত্রুঘ্নমিতম্ভ্রাম্যশ্রমে॥ ২১

‘আমরা কি এই গীতিকাব্য স্বপ্নে শুনছি?’ ‘কি  
অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তারা শত্রুঘ্নকে বলল—

সাধু পৃচ্ছ নরশ্রেষ্ঠ বাণীকিঃ মুনিশূন্যম্  
শত্রুঘ্নকুত্রবীৎ সর্বান কৌতূহলসমমিতম্॥ ২২

সৈনিকা ন ক্রমোহম্মাকং পরিপ্রস্থিরেষুঃ  
আশ্চর্য্যানি বহুনীহ ভবন্ত্যশ্রমে যুনেঃ॥ ২৩

‘নরশ্রেষ্ঠ! আপনি মুনিবর বাণীকীকে এই বিষয়ে  
ভালোভাবে জিজ্ঞাসা করুন।’ শত্রুঘ্ন কৌতূহলী সেই

সৈনিকদের বললেন — ‘মুনিবর! এই আশ্রমে এমন  
অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে সেই বিষয়ে এর কত

জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হবে না।

ন তু কৌতূহলাদ্ যুক্তমধেষুঃ তং মহামুনিম্  
এবং তদ্ বাক্যমুজ্জা তু সৈনিকান্ রঘুনন্দনঃ॥ ২৪

অভিবাধ্য মহর্ষি তং স্বং নিবেশং যদৌ হ্রদঃ  
‘কৌতূহলবশতঃ মহামুনি বাণীকীর কাছে এই

বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না।’ নিজের সৈনিকদের  
এই কথা বলে রঘুকুলনন্দন শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে প্রণাম করে  
স্থানে ফিরে গেলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যো উত্তরকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একান্তরতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭১।

## দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭২)

মহর্ষি বান্দীকি থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীশঙ্করের অযোধ্যায় গিয়ে শ্রীরাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে  
মিলিত হওয়া এবং সাত দিন সেখানে থেকে পুনরায় যমুপূরীতে প্রস্থান করা

শয়ানঃ নরব্যগ্রঃ নিজা নাভাগমঃ তদা,  
নিয়মমনেকার্থঃ

শয়নকালে পুরুষসিংহ শত্রুয় সেই উত্তম  
শ্রীশঙ্করীয় সম্বন্ধীয় গানের বিষয়ে নানাকথা ভাবতে  
লাগলেন। তাই বহুক্ষণ তাঁর নিজা এল না।

শব্দঃ সুমধুরঃ তদ্রীলয়সমম্বিতম্  
ব্রাহ্মির্জগামাশু শত্রুয়স্য মহান্মনঃ ॥ ২

বিনার লয়-সহ রামচরিত গানে সুমধুর শব্দ শুনে  
হৃদয় শত্রুয়ের অবশেষ রজনী যেন শীঘ্রই অতিবাহিত  
হল।

সং রজন্যাঃ বুষ্টায়াঃ কৃদ্বা পৌর্বাঙ্কিকক্রমম্  
প্রাজলির্বাঁকাঃ শত্রুয়ো মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩

ব্রতী প্রভাত হলে পূর্বাঙ্কালোচিত নিত্যকর্ম সমাপ্ত  
কর শত্রুয় হাতজোড় করে মুনিবর বান্দীকিকে বলেন—

লবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবং রঘুনন্দনম্।  
জানুতুমিচ্ছামি সতৈভিঃ সংশিতব্রতৈঃ ॥ ৪

‘ভগবন্! এখন আমি রঘুকুলনন্দন শ্রীরাঘুনাথের  
দর্শন পেতে ইচ্ছা করি। সুতরাং আপনি যদি অনুমতি দেন,  
তাহলে কঠিন ব্রতপালনকারী এই সঙ্গীদের সঙ্গে আমি  
সযোধ্যায় যেতে চাই।’

ভক্তবৎসলিনঃ তং তু শত্রুয়ঃ শত্রুসূদনম্।  
বান্দীকিঃ সম্পরিষজ্য বিসসর্জ স রাঘবম্ ॥ ৫

এই কথা বলায় বান্দীকি রঘুকুলভূষণ শত্রুসূদন  
শত্রুকে হৃদয়ে ধারণ করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

সোহভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠঃ রথমারুহ্য সুপ্রভম্।  
সযোধ্যামগমঃ তূর্ণং রাঘবোৎসুকদর্শনঃ ॥ ৬

শত্রুয় শ্রীরাঘুনাথের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন,  
ঠাই তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ বান্দীকিকে প্রণাম করে এক সুন্দর  
গতিমান রথে চড়ে তৎক্ষণাৎ অযোধ্যায় গিয়ে রওনা  
হলেন।

স প্রবিশ্ঠঃ পুরীং রম্যাং শ্রীমানিকাকুনন্দনঃ।  
অবিবেশ মহাবাহুর্জ্ঞা রামো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৭

ইকাকুলকে আনন্দিতকারী মহাবাহু শ্রীমান শত্রুয়

রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করে প্রথমেই রাজমহলে  
গেলেন, যেখানে মহাতেজস্বী শ্রীরাম বিরাজমান ছিলেন।

স রামঃ মদ্রিমধাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।  
পশ্যামমরমধ্যাহ্নঃ সহস্রনয়নঃ যথা ॥ ৮

সোহভিবাদ্য মহান্মনঃ স্বলভমিব তেজসা।  
উবাচ প্রাজলির্ভূত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমম্ ॥ ৯

সহস্রনেত্রধারী ঈশ্বর যেমন দেবতাদের মধ্যে আসীন  
হন, তেমনি পূর্ণচন্দ্রসম মনোহর নৃপকিশিট ভগবান শ্রীরাম  
মদ্রীমগণের মধ্যস্থলে বিরাজ করছিলেন। শত্রুয় স্বভেজে  
প্রজ্বলিত সত্যপরাক্রমী মহাত্মা শ্রীরামকে দেখে হাতজোড়  
করে প্রণাম করে বললেন—

যদাজ্ঞপ্তঃ মহারাজ সর্বং তং কৃতবানহম্।  
হতঃ স লবণঃ পাপঃ পুরী চাসা নিবেশিতা ॥ ১০

‘মহারাজ! আপনি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ  
দিয়েছিলেন, তা সব আমি সম্পন্ন করেছি। পাপী লবণ  
মারা গেছে, তার পুরীও পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

দ্বাদশতানি বর্ষানি দ্বাং বিনা রঘুনন্দন।  
নোৎসাহেয়মহং বহুং জ্ঞয়া বিরহিতো নৃপ ॥ ১১

‘রঘুনন্দন! আপনার দর্শন না পেয়ে এই দ্বাদশ বছর  
কোনো ভাবে অতিবাহিত হয়েছে; কিন্তু নবেশ্বর!  
আর বেশীদিন আপনার থেকে দূরে থাকার সাহস  
আমার নেই।

স মে প্রসাদং কাকুৎস্থঃ কুরুষামিভবিক্রম।  
মাতৃহীনো যথা বৎসো ন চিরং প্রবসামাহম্ ॥ ১২

‘অমিত পরাক্রমী কাকুৎস্থ! ছোট শিশু যেমন মায়ের  
থেকে আলাদা থাকতে পারে না, তেমনি আমিও চিরকাল  
আপনার থেকে দূরে থাকতে পারব না অতএব আপনি  
আমাকে কৃপা করুন।’

এবং ক্রবাণঃ শত্রুয়ঃ পরিষজ্যেদমব্রবীৎ।  
মা বিবাদং কথাঃ শুর নৈতৎ কত্রিয়চেষ্টিতম্ ॥ ১৩

এই কথা বলায় শ্রীরামচন্দ্র শত্রুয়কে হৃদয়ে ধারণ  
করে বলেন—‘শুরবীর! দুঃখ কোনো না। কত্রিয়দের এই  
প্রকার কাতর হওয়া ঠিক নয়।

নাবসীদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেষু রাঘব।  
 প্রজা চ পরিপাল্যা হি ক্ষত্রধর্মেণ রাঘব॥ ১৪  
 'বয়ুকুলভুষণ। রাজাগণ বিদেশে থাকলেও দুঃখ  
 পান না। রঘুবীর! রাজার ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে প্রজাদেন  
 ভালোভাবে পালন করা উচিত।  
 কালে কালে তু মাং বীর অযোধ্যামললোকিতম্।  
 আগচ্ছ ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গভাসি চ পুংঃ তব॥ ১৫  
 'নরশ্রেষ্ঠ বীর! মাঝে মধ্যে আমায় সঙ্গে দেখা  
 করার জন্য অযোধ্যায় আসবে এবং পুত্র নিজেই পুণীতে  
 ফিরে যাবে।  
 মমাপি ত্বং সুদয়িতঃ প্রাণৈরপি ন সংশয়ঃ।  
 অবশ্যঃ করণীয়ঃ চ রাজাগা পরিপালনম্॥ ১৬  
 'আমাকেও তুমি আমার প্রাণের থেকে প্রিয়। কিন্তু  
 রাজ্যপালন করাও আবশ্যক কর্তব্য।  
 তস্মাৎ ত্বং বস কাকুৎস্থ সপ্তরাত্রং ময়া সহ।  
 উত্তরঃ গভাসি মধুরাং সড়ভাবলবাহনঃ॥ ১৭  
 তাই কাকুৎস্থ! এখন সাতদিন তুমি আমার সঙ্গে  
 থাকো। তারপর সেবক-সৈন্য এবং রথাদিসহ মধুপুরীতে  
 ফিরে যাবে।'  
 রামসৌতদ্ বচঃ শ্রদ্ধা ধর্মযুক্তং মনোহনুগম্।

শত্রুঘ্নো দীনয়া বাচা সাতমিত্রোহ চতুর্দশ ১৪  
 শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শ্রীকৃষ্ণ ১৪শ সর্গে  
 মনোন ও অনুকূল ছিল। তাঁর শ্রুতি শত্রুঘ্ন শ্রীকৃষ্ণ  
 নিঃসঙ্গ হলে ভয় দীনস্বরে বললেন - 'তব গমন  
 আদেশ'  
 সপ্তরাত্রং চ কাকুৎস্থো রাঘবসা ন্যাঙ্করা  
 উষা তত্র মহেশাসো গমনাগোপচক্রমে॥ ১৫  
 শ্রীকৃষ্ণনাথের নির্দেশে মহাপুরুষ কাকুৎস্থ  
 শত্রুঘ্ন সাতদিন অযোধ্যায় থাকার পর সেগান থেকে ফিরে  
 যাবার প্রস্তুতি নিলেন।  
 'আমরা তু মহাত্মনঃ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।  
 ভরতঃ লক্ষ্মণঃ চৈব মহারথমুপারকম্॥ ১৬  
 সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম, ভরত এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে  
 বিদায় গ্রহণ করে শত্রুঘ্ন এক বিশাল রথে আরোহণ  
 করলেন।  
 দুরং পদ্ভামনুগতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনঃ  
 ভরতেন চ শত্রুঘ্নো জগামাত পুরীং জা। ১৭  
 মহাত্মা লক্ষ্মণ এবং ভরত পদ্মরথে রথের পশ্চ  
 পর্যন্ত অনুকরণ করলেন, অতঃপর শত্রুঘ্ন বথে করে গুপ্ত  
 তাঁর রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন

ইত্যর্শে শ্রীমদ্ভাগবতে বাগ্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ৥ ৭২ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বাহ্যদ্বতম সর্গ সমাপ্ত। ৭২

### ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৩)

এক ব্রাহ্মণের তাঁর মৃত বালককে নিয়ে রাজদ্বারে আসা এবং রাজাকেই দোষী করে বিলাপ করা

প্রহ্লাপা তু স শত্রুঘ্নঃ ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ।  
 প্রমুদোদ সুখী রাজাং ধর্মেণ পরিপালয়ন্॥ ১  
 শত্রুঘ্নকে মধুরা পাঠিয়ে ভগবান শ্রীরাম ভরত ও  
 লক্ষ্মণের সঙ্গে ধর্মপূর্বক রাজ্যপালনপূর্বক অত্যন্ত আনন্দে  
 থাকতে লাগলেন।  
 ততঃ কতিপয়াহঃসু বৃদ্ধো জ্ঞানপদো দ্বিজঃ।  
 মৃতং বালমুপাদায় রাজদ্বারমুপাগমৎ॥ ২  
 কিছুদিন পর জনপদে অবস্থানকারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ  
 তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে রাজদ্বারে আসেন।

রুদন্ বধবিধা বাচঃ মেহদুঃখসমধিতঃ।  
 অসকৃৎ পুত্রপুত্রোতি বাকমেতদুবাচ ২  
 তিনি শ্রেষ্ঠ ও দুঃখে কাতর হয়ে নানাকথা বলে  
 কাঁদছিলেন এবং বার বার 'পুত্র! পুত্র!' বলে ডাক করে  
 বিলাপ করছিলেন।  
 কিং নু মে দুহুতং কর্ম পুত্রা দেহান্তরে কৃতম্।  
 যদহং পুত্রমেকং তু পশ্যামি নিধনং গতম্॥ ৩  
 'হায়! আমি পূর্বজন্মে কী এমন পাপ করেছি  
 যেজনা আজ আমার সামনেই একমাত্র পুত্রের মৃত্যু দেখছি।





সুব্যক্তং রাজদোষো হি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

পুরে জনপদে চাপি তথা বাণবধো হ্যয়ম্॥ ১৮

‘সুতরাং এটা স্পষ্ট যে রাজার দ্বারাই রাজ্যে কোনোও অপরাধ হয়েছে : তাই বালকের মৃত্যু হয়েছে, এতে কোনো সংশয় নেই।’

এবং বছরবিশ্বৈশ্বক্যকপুরুষা

রাজানং দুঃখসন্তপ্তঃ সুতং তমুপগৃহীতঃ। ১৯

এইভাবে নানাবাক্যে বারংবার রাজার সম্মুখে নিজের দুঃখ নিবেদন করে, বারবার শোক সন্তপ্ত হয়ে মৃতপুত্রকে তুলে নিজের হৃদয়ে ধারণ করছিলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাষ্যে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

মহর্ষি বাণীকীকি বিবচিত্তি আদিকাব্যে রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭৩।

### চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৪)

নারদের শ্রীরামকে এক তপস্বী শূদ্রের অধর্মাচরণের ফলে ব্রাহ্মণ-বালকের মৃত্যুর কারণ জানানো

তথা তু করুণং তস্য দ্বিজস্য পরিদেবনম্।

শুশ্রাব রাজবঃ সর্বং দুঃখশোকসমম্বিতম্॥ ১

মহারাজ শ্রীরাম সেই ব্রাহ্মণের এই রূপ দুঃখ ও শোকপূর্ণ করুণা ক্রন্দন শুনলেন।

স দুঃখেন চ সন্তপ্তো মদ্বিগন্তানুপাহুয়ৎ।

বসিষ্ঠঃ বামদেবঃ চ ভ্রাতৃশ্চ সহ নৈগমান্॥ ২

তিনি তার দুঃখে অত্যন্ত সন্তপ্ত হলেন এবং মন্ত্রীদের ডাকলেন। গুরু বশিষ্ঠ ও বামদেব এবং মহাজনসহ তাঁর ভাইদেরও আমন্ত্রণ জানানলেন।

ততো দ্বিজা বসিষ্ঠেন সার্বমষ্টৌ প্রবেশিতাঃ।

রাজানং দেবসংকাশং বর্ষদ্বৈতি ততোহব্রবন্॥ ৩

বশিষ্ঠের সঙ্গে আটজন ব্রাহ্মণ রাজসভায় প্রবেশ করে সেই দেবতুল্য রাজাকে বললেন — ‘মহারাজ ! আপনার জন্ম হোক’।

মার্কণ্ডেয়োহথ মৌদাল্যো বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ।

কাত্যায়নোহথ জাবালির্গৌতমো নারদস্তথা॥ ৪

সেই আটজনের নাম ছিল — মার্কণ্ডেয়, মৌদাল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম এবং নারদ।

এতে দ্বিজর্ষভাঃ সর্বো আসনেষুপবেশিতাঃ।

মহর্ষীন্ সমনুপ্রাপ্তানভিবাদ্য কৃতাজ্জলিঃ। ৫

এইসকল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উত্তম আসনে বসালে হল। শ্রীরঘুনাথ সেখানে উপস্থিত সব মহর্ষিদের হাত জোড় করে প্রণাম করলেন এবং স্বয়ং আসন গ্রহণ করলেন।

মন্ত্রিণো নৈগমাস্টেব যথার্মনুকুলতঃ।

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাঃ॥ ৬

রাঘবঃ সর্বমাচষ্টে দ্বিজোহয়মুপরোধতে

পরে মন্ত্রী ও মহাজনদের সঙ্গে যথাযোগ্য শিষ্টাচার পালিত হল। তেজসম্পন্ন এই সব ব্যক্তি যথাস্থানে উপবেশন করলে শ্রীরঘুনাথ তাঁদের সব ঘটনা জানানলেন এবং বললেন — ‘এই ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে ধর্মা দিয়েছেন’।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজো দীনস্য নারদঃ॥ ৭

প্রভুবাচ শুভং বাক্যম্বীণাং সন্নিধৌ স্বয়ম্।

ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখিত মহারাজের কথা শুনে সকল

ঋষিদের সামনে স্বয়ং নারদ এই শুভ কথা বললেন —

শৃণু রাজন্ যথাকালে প্রাপ্তো বাণস্য সংক্ষয়ঃ॥ ৮

শ্রুত্বা কর্তব্যতাং রাজন্ কুরুষ রঘুনন্দন।

‘রাজন্ ! যেকারণে এই বালকের অব্যক্ত মৃত্যু

হয়েছে, তা বলছি, শুনুন, রঘুকুলনন্দন নবোদয় ! আমার

কথা শুনে যা উচিত হয় তাই করুন।

কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ ॥ ৯ ॥  
ব্রাহ্মণব্রহ্মা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন।

‘রাজন্! পূর্বকালে সত্যযুগে শুধু ব্রাহ্মণরাই তপস্বী  
হতেন। মহাবাহু! সেই সময় ব্রাহ্মণের মানুষ কোনো  
রূপে উপসায় প্রবৃত্ত হতেন না।

‘সেই যুগে প্রজ্জলিতে ব্রহ্মভূতে হনাবৃত্তে ॥ ১০ ॥  
ব্রহ্মভূতানাং সৰ্বে জজিরে দীর্ঘদর্শিনঃ।

‘সেই যুগে তপসার তেজে প্রকাশিত হোত। তাতে  
ব্রহ্মণদেবই প্রাধান্য থাকত। সেই সময় কোথাও অজ্ঞতা  
হি না। তাই সেই যুগের সব মানুষ অকাল-মৃত্যু রহিত  
এবং ত্রিকালদর্শী হতেন।

‘ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্ ॥ ১১ ॥  
কৃত্য যত্র জায়ন্তে পূৰ্বেণ তপসাষিতাঃ।

‘সত্যযুগের পরে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হয়। এই যুগে  
দুর্লভ দেহ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য হয় এবং ক্ষত্রিয়গণও  
সেইপ্রকার তপস্যায় রত থাকেন।

‘দীৰ্ঘং তপসা চৈব তেহধিকাঃ পূৰ্বজন্মনি ॥ ১২ ॥  
মানবা যো মহাত্মানস্তত্র ত্রেতাযুগে যুগে।

‘কিন্তু ত্রেতাযুগের মহাত্মা পুরুষদের তুলনায়  
সত্যযুগের লোক তপস্যা ও পরাক্রমের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।  
রস ক্ষত্রং চ তৎ সৰ্বং যৎ পূৰ্বমবরং চ যৎ ॥ ১৩ ॥

‘যুগয়োঃ কৃত্যোরাশীৎ সমবীৰ্যসমমিতম্।

‘দুই যুগের মধ্যে পূর্ব যুগে (সত্যযুগে) যেখানে  
ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট এবং ক্ষত্রিয় অপকৃষ্ট ছিলেন, ত্রেতাযুগে  
দুই সমান শক্তিশালী হয়ে গেলেন।

‘অপশ্যন্ত তে সৰ্বে বিশেষমধিকং ততঃ ॥ ১৪ ॥  
হাপনং চক্রিরে তত্র চাতুৰ্বর্ণাসা সম্মতম্।

‘তখন মনু ইত্যাদি সকল ধর্মপ্রবর্তকেরা ব্রাহ্মণ ও  
ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একের থেকে অন্যের মধ্যে কোনো  
বিশেষ ও ন্যূনাধিকতা না দেখে সর্বলোকসম্মত চাতুৰ্বর্ণ্য-  
ব্যবস্থা স্থাপন করেন।

‘তস্মিন্ যুগে প্রজ্জলিতে ধর্মভূতে হনাবৃত্তে ॥ ১৫ ॥  
অধর্মঃ পাদমেকং তু পাতয়ৎ পৃথিবীতলে।

‘অধর্ম হি সংযুক্তস্তেজো মন্দং ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥  
‘ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম-প্রধান। তা ধর্মের মাধ্যমে

প্রকাশিত হোত। ধর্ম বাধাপ্রদানকারী পাপ তখন ছিল না।  
এই যুগে অধর্ম ভূতলে তার এক পা স্থাপন করে। অধর্ম  
প্রবেশ করায় তখন লোকের মধ্যে তেজ ধীরে ধীরে কমতে  
থাকে।

‘আমিষং যচ্চ পূৰ্বেযাং রাজসং চ মলং ভৃশম্।  
অনৃতং নাম তদ্ ভূতং পাদেন পৃথিবীতলে ॥ ১৭ ॥

‘সত্যযুগে জীবিকা অর্জনের সাধন কৃষি ইত্যাদি  
রজোগুণমূলক কর্মকে ‘অনৃত’ বলা হোত এবং মলের  
ন্যায় অত্যাশ্রয় তাজা ছিল। সেই অনৃতই অধর্মের এক পদ  
হয়ে ত্রেতাযুগে এই ভূতলে স্থিত হয়।

‘অনৃতং পাতয়িত্বা তু পাদমেকমধর্মতঃ।  
ততঃ প্রাদুৰ্ভূতং পূৰ্বমায়ুষঃ পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

‘এইরূপ অনৃত (অসত্য) রূপ এক পদকে ভূতলে  
স্থাপন করে ত্রেতার অধর্ম সত্যযুগের অপেক্ষা আয়ুকে  
সীমিত করে দেয়।

‘পাতিতে হনৃতং তন্নিম্নধর্মেন মহীতলে।  
শুভান্যোবাচরীল্লোকঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ ॥ ১৯ ॥

‘পৃথিবীতে অধর্মের এই অনৃতরূপ পা স্থাপিত  
হওয়ায় সত্যধর্মপরায়ণ পুরুষগণ সেই অনৃতের কুপরিমাণ  
থেকে রক্ষা পাবার আশায় শুভকর্মের আচরণ করতে  
থাকেন।

‘ত্রেতাযুগে চ বর্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ান্চ যো।  
তপোহতপ্যস্ত তে সৰ্বে শুশ্রীষামপরে জনাঃ ॥ ২০ ॥

‘কিন্তু ত্রেতাযুগে যেসব ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ছিলেন,  
তঁরাই সর্বপ্রকারের তপস্যা করতেন। অন্য বর্ণের  
লোকেরা সেবাকার্য করতেন।

‘স্বধর্মঃ পরমজ্ঞেযাং বৈশ্যশূদ্রাং তদাগমৎ।  
পূজাং চ সৰ্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥

‘সেই চার বর্ণের মধ্যে বৈশ্য এবং শূদ্রগণ  
সেবারূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম স্বধর্মরূপে প্রাপ্ত হয় (বৈশ্য  
কৃষিকার্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্যদের সেবা করতে  
থাকে, এবং) শূদ্র সকল বর্ণের অর্থাৎ বাকি তিন বর্ণের  
লোকদের বিশেষরূপে আদর আপ্যায়ণ, সম্মান, সৎকার  
আদি করতে থাকে।

‘এতন্নিম্নস্তরে তেভ্যমধর্মে চানৃতং চ হ।



ততঃ পূর্বে পুনর্ভাসমগমম্পসত্তম ॥ ২২  
 ‘নৃপশ্রেষ্ঠ ! এরই মধ্যে যখন ত্রোতাযুগের অবসান হয় এবং বৈশ্য ও শূদ্রদের অধর্মের এক-পাক্রমণ সমুদ্র প্রাপ্তি হতে থাকে, তখন পূর্ববর্ণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ হ্রাস পেতে থাকে (কারণ ওই দুই বর্ণের মধ্যে অবশিষ্ট দুই বর্ণের সঙ্গে সংসর্গজনিত দোষ ঘটে)।

ততঃ পাদমধর্মস্যা দ্বিতীয়মবভারায় ॥  
 ততো দ্বাপরসংখ্যা সা যুগসা সমজায়ত ॥ ২৩  
 ‘তখন অধর্ম তার দ্বিতীয় চরণ পৃথিবীতে স্থাপিত করে। দ্বিতীয় চরণ স্থাপিত হওয়ায়, এই যুগের সংজ্ঞা হয় ‘দ্বাপর’। তন্মিন্ দ্বাপরসংখ্যে তু বর্তমানে যুগকয়ে। অধর্মশানুতং চৈব ববৃধে পুরুষর্ষভ ॥ ২৪

‘পুরুষোত্তম ! এই দ্বাপর যুগে অধর্মের দুই-চরণের আশ্রয়—অধর্ম ও অনৃত—উভয়ই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্মিন্ দ্বাপরসংখ্যানে তপো বৈশ্যান্ সমাবিশ ॥ ২৫  
 ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ক্রমাদ্ বৈ তপ অবিশ ॥ ২৬  
 ‘এই দ্বাপরযুগে বৈশ্যাগণও তপস্যারূপ কর্মে যুক্ত হয়। এইভাবে তিন যুগে তিন বর্ণই ক্রমশঃ তপস্যার অধিকার লাভ করে।

ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধর্মশ্চ পরিনিষ্ঠিতঃ ॥  
 ন শূদ্রো লভতে ধর্মং যুগতস্ত নরর্ষভ ॥ ২৭  
 ‘তিন যুগে তিন বর্ণের আশ্রিত হয়ে তপস্যারূপ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় ; কিন্তু নরশ্রেষ্ঠ ! শূদ্রগণের এই তিন যুগেই তপস্যা রূপ ধর্মের অধিকার লাভ হয় না।

হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সূমহত্তপঃ ॥  
 ভবিষ্যচ্ছূদ্রমোন্যাং হি তপশ্চর্যা কলৌ যুগে ॥ ২৮  
 ‘নৃপশিরোমণি ! ক্রমে এমন সময় উপস্থিত হবে, যখন হীন বর্ণের মানুষও ঘোর তপস্যা করবে। কলিযুগ এলে শূদ্রযোনিতে জন্মানো মনুষ্যগণের মধ্যেও তপশ্চর্যার প্রবৃতি হবে।

অধর্মঃ পরমো রাজন্ দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ ॥

স বৈ বিষয়পর্যন্তে তন রাজন্ মহাতপাঃ ॥ ২৯  
 অদা তপ্যতি দুর্নিক্ষেপেন বালবধো হায়ম ॥

‘রাজন্ ! দ্বাপর যুগেও শূদ্রগণের তপস্যার প্রবৃতি ওয়াকে ঘোর অধর্ম বলে মনে করা হয়। (তাহলে গোহন ক্ষেত্রের ত্রোতা কথা নেই)। আপনার রাজ্য নিশ্চয়ই গোসো ক্ষুদ্র বৃদ্ধিসম্পন্ন শূদ্র ঘোর তপস্যা করছেন, সেই কারণেই এই বালককে মৃত্যু হয়েছে।

যো হাদর্মমকার্শং সা বিগয়ো পার্শ্বিনা চ ২১  
 কনোতি চাশ্রীমূলং তৎপরে বা দুর্মহর্ষিঃ ২২  
 ক্ষিপ্ৰং চ নরকং গতিং স চ রাজা ন সংশয় ২৩

‘যদি কোনো দুর্নিক্ষ মানুস রাজ্য অগ্নি নগরে অধর্ম না করার যোগ্য কাজ করেন, তার কার্যে সেই রাজ্যে দাবিদ নেমে আসে এবং সেই রাজ্য শীঘ্রই নরকে পতিত হন, এতে কোনো সংশয় নেই।

অধীতস্য চ তপ্তস্য কর্মণঃ সুকৃতস্য চ ২৪  
 যতঃ ভজতি ভাগং তু প্রজা ধর্মেশ পালয়ন ২৫

‘তেমনই যে রাজা ধর্মপূর্বক প্রজা পালন করেন তিনি প্রজার বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা এবং শুভ কর্মের দ্বারা উপাধি প্রাপ্ত হন।

যত্ভাগসা চ ভোক্তাসৌ রক্ততে ন প্রজাঃ কখন ২৬  
 স ত্বং পুরুষশার্দূল মার্গশ্চ বিষয়ঃ স্বকর্ম ২৭  
 দুহ্তং যত্র পশ্যোথাস্তত্র যত্নং সমাচর ২৮

‘পুরুষসিংহ ! যিনি প্রজাদের শুভকর্মের দৃষ্ট ভাগের উপভোক্তা হন, তিনি প্রজাদের কেন রক্ষা করবেন না ? সুতরাং আপনি অনুসন্ধান করুন এবং যদি কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা যায়, তাহলে সেই দুর্ভিক্ষ বন্ধ করার উপায় করুন।

এবং চেন্দ ধর্মবৃদ্ধিষ্ট নৃণাং চারুবিবর্ধনম ২৯  
 ভবিষ্যতি নরশ্রেষ্ঠ বালসাস্য চ জীবিতম ৩০

‘নরশ্রেষ্ঠ ! এভাবে ধর্মের বৃদ্ধি হবে এবং মনুষ্যদের আয়ু বর্ধিত হবে। সেই সঙ্গে এই বালকও নূতন জীবন লাভ করবে।’

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭৪ ॥

## পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৫)

শ্রীরামের পুষ্পকবিমানে করে নিজ রাজ্যের নানা দিকে ঘুরে দুর্ভিক্ষের অনুসন্ধান করা,  
সর্বত্র সংকর্ম দেখা, দক্ষিণদিকে এক শূদ্র তপস্বীর কাছে পৌঁছানো

কল্যাণ তু তদ্ বাক্যং শ্রদ্ধামৃতময়ং যথা।  
প্রথমতুলং লেভে লক্ষণং চেন্দ্রবীহীং ১

শ্রীনারদের এই অমৃতময় বাকীশ্রুত্রে শ্রীরামচন্দ্র  
জগৎ আনন্দ লাভ করলেন, তিনি তখন লক্ষণকে এই কথা  
বললেন—

সৌম্য বিজশ্রেষ্ঠঃ সমাশ্বাসয় সুব্রত।  
হমসা চ শরীরং তৎ তৈলদ্রৌণ্যাং নিধাপয় ২

হমসা পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চ সুসুগন্ধিভিঃ  
যা ন ক্ষীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্ ৩

‘সৌম্য ! যাও ! উত্তম ব্রত পালনকারী এই  
ব্রহ্মশ্রেষ্ঠকে সান্ত্বনা দাও এবং তাঁর পুত্রকে উত্তম গন্ধ ও

সুগন্ধিতৈলপূর্ণ, পায়ে ডুবিয়ে রেখে দাও এবং এমন  
করা যাতে বালকের শরীর বিকৃত ও নষ্ট না হয়।

যা শরীরে বালস্য গুপ্তং সন্ ক্লিষ্টকর্মণঃ  
কিঞ্চিৎ পরিভেদো বা ন ভবেচ্চ তথা কুরু ৪

‘শুভ কর্মকারী এই বালকের শরীর যাতে সুরক্ষিত  
থাকে, নষ্ট বা খণ্ডিত না হয়, তার ব্যবস্থা করো।’

এং সন্নিধ্য কাকুৎস্থো লক্ষণং শুভলক্ষণম্।  
মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগছেতি মহাযশাঃ ৫

শুভ লক্ষণ লক্ষণকে এই খবর দিয়ে মহাযশস্বী  
শ্রীঘনুনাথ মনে মনে পুষ্পকের চিন্তা করে বললেন—‘চলে  
এসো’।

ইতিং স তু বিজ্ঞায় পুষ্পকো হেমভূষিতঃ  
রাজগাম মুহূর্তেন সমীপে রাঘবস্য বৈ ৬

শ্রীরামের অভিপ্রায় বুঝে সুবর্ণভূষিত মুহূর্তমধ্যে  
পুষ্পকবিমান তাঁর কাছে এসে গেল।

সৌম্যবীং প্রণতো ভূত্বা অয়মগ্নি নরাধিপ।  
কথ্যতব মহাবাহো কিঙ্করঃ সমুপস্থিতঃ ৭

উপস্থিত হয়ে নতমস্তকে বলল— ‘নরেশ্বর ! আমি  
হয়েছি। মহাবাহো ! আমি সর্বদা আপনার অধীনে থাকা  
কিঙ্কর এবং সেবার জন্য উপস্থিত হয়েছি।’

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

অধিতঃ কুচিরং শ্রদ্ধা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ  
যজিবাৎ মহর্ষীন্ স বিমানং সোহধ্যারোহত ৮

পুষ্পকবিমানের অনোত্তর বচন শুনে মহারাজ  
শ্রীরাম মহর্ষীদের প্রণাম করে বিমানে আরোহ হলেন।

ধনুর্গৃহীত্বা ভূধী চ খড়্গাং চ রুচিরপ্রভম্।  
নিষ্কিপ্য নগরে চৈত্বো সৌমিগ্নিভরতাবুজৌ ৯

তিনি ধনুক, বাণে ভর্তি দুটি তরকস এবং একটি  
ধারালো তরবারী হাতে নিলেন। লক্ষণ ও ভরত— দুই  
জাতাকে নগর রক্ষায় নিযুক্ত করে তিনি সেখান থেকে  
প্রস্থান করলেন।

প্রায়াং প্রতীচাং হরিতং বিচিৎসন্ত তত্ততঃ।  
উত্তরামগমচ্ছ্রীমান্ দিশং হিমবতাবুজাম্ ১০

শ্রীরাম প্রথমে এদিক-ওদিক খুঁজে পশ্চিম দিকে  
গেলেন। পরে হিমালয় পরিবৃত্ত উত্তর দিকে গিয়ে  
পৌঁছালেন।

অপশ্যামানস্ত্রাপি স্বয়মপাথ দুষ্প্রতম্।  
পূর্বামপি দিশং সর্বামথাপশ্যন্নরাধিপ ১১

এই দুদিকে যখন কোথাও কোনো দুর্ভিক্ষ দেখা গেল  
না, তখন নরেশ্বর শ্রীরাম সমগ্র পূর্বদিকও নিরীক্ষণ  
করলেন।

প্রবিশুদ্রসমাচারামাদর্শতলনির্মলাম্।  
পুষ্পকহো মহাবাজ্ঞদাপশ্যন্নরাধিপ ১২

পুষ্পকে বসে মহাবাহু রাজা শ্রীরাম সেখানেও শুদ্ধ  
সদাচার পালন হতে দেখেন, সেইদিকও দর্পণের মতো  
নির্মল ছিল।

দক্ষিণাং দিশমাক্রামৎ ততো রাজর্ষিনন্দনঃ।  
শৈবলসোত্তরে পার্শ্ব দদর্শ সুমহৎসরঃ ১৩

রাজর্ষিনন্দন রঘুনাথ তখন দক্ষিণ দিকে গেলেন।  
সেখানে শৈবাল পর্বতের উত্তরদিকে তিনি এক মহা  
সরোবর দেখলেন।

তস্মিন্ সরসি তপাঙ্কঃ জাপসং সুমহত্তপঃ।  
দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমাত্তম্মানমধোমুখম্ ১৪

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা  
করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন  
শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।



রাঘবস্তমুপাগম্য তপান্তং তপ উত্তমম্  
উবাচ চ নৃপো বাক্যং ধনাত্মকমসি সূরত ॥ ১৫  
কস্যাং যোনাং তপোবৃদ্ধ বর্তসে দৃঢ়বিক্রম।  
কৌতূহলাং জ্ঞাং পৃচ্ছামি রামো দশরথির্হাহম্ ॥ ১৬

তাই দেখে রাজা শ্রীরঘুনাথ উগ্র তপস্যাকারী সেই  
তপস্বীর কাছে এসে বললেন - 'উত্তম ব্রতপালনকারী  
তাপস ! তুমি ধন্য। তপস্যায় অতি সুদৃঢ় পরাক্রমী পুরুষ,  
তুমি কোন জাতিতে জন্ম নিয়েছ ? আমি দশরথ কুমার রাম,  
তোমার পরিচয় জানার কৌতূহলে একথা জিজ্ঞাসা করছি।  
কোহর্থো মনীষিতস্তভাং স্বর্গলাভোহপরোহথবা।

বরাশ্রয়ো যদর্থং ত্বং তপস্যানোঃ সুদুষ্করম্ ॥ ১৭

'তোমার কী বস্তু পাবার ইচ্ছা ? তপস্যা দ্বারা সম্ভূত  
হওয়া ইষ্টদেবতার থেকে বররাশে তুমি কি পেতে চাও—  
স্বর্গ না অন্য কোন বস্তু ? এমন কী বস্তু, যার জন্য এই  
কঠোর তপস্যা করছ—যা অন্যের পক্ষে দুষ্কর ?

যমাপ্রিতা তপত্বন্তঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তাপস।  
ব্রাহ্মণো বাসি ভদ্রং তে ক্ষত্রিয়ো বাসি দুর্জয়ঃ।  
বৈশ্যাদৃতীয়ো বর্ণো বা শূদ্রো বা সত্যনাগ্ ভব ॥ ১৮  
'তাপস ! যে বস্তুর জন্য তুমি তপস্যা করছ, আমি তা  
জানতে চাই। তাছাড়া তুমি এও বল যে তুমি ব্রাহ্মণ না দুর্জন  
ক্ষত্রিয় ? তৃতীয় বর্ণের বৈশ্য না শূদ্র ? তোমার বস্তু  
হোক। ঠিক করে বলো।

ইতোবমুক্তঃ স নরাদিপেন

অশাক্ষিরা দশরথায় ভস্মে।

উবাচ জাতিং নৃপপুঙ্গবায়

মৎকারণং চৈব তপ্যপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৯

মহারাজ শ্রীরাম একথা জিজ্ঞাসা করায়, সেই তপস্বী  
মাথা নত করে নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথনন্দন শ্রীরামকে নিজ জাতির  
পরিচয় দেন এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি তপস্যা করছিলেন,  
তাও জানান।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাস্তুকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

মহর্ষি বাস্তুকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পচাত্তরতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

## ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৬)

শ্রীরামের দ্বারা শব্বক বধ, দেবগণের দ্বারা তাঁর প্রশংসা, অগস্ত্যশ্রমে অগস্ত্য  
দ্বারা তাঁর সৎকার এবং আভূষণ দান

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ।  
অবাক্ষিরাস্তথাভূতো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১  
ক্লেশরহিত কর্মকারী ভগবান শ্রীরামের কথা শুনে  
মাথা নীচু করে বসা সেই তথাকথিত তপস্বী এই কথা  
বলেন—

শূদ্রয়োনাং প্রজাতোহস্মি তপ উগ্রং সমাহিতঃ।  
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ ॥ ২

'মহাযশস্বী শ্রীরাম ! আমি শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন  
হয়েছি এবং এই দেহ নিয়ে স্বর্গলোকে গিয়ে দেবত্বপ্রাপ্তি  
করতে চাই। তাই এমন উগ্র তপ করছি।

ন মিথ্যাং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া।  
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শব্বকং নাম নামতঃ ॥ ৩  
'কাকুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম ! আমি মিথ্যা বলি না।

দেবলোক জয় করার ইচ্ছাতেই তপস্যায় রত হয়েছি।  
আপনি আমাকে শূদ্র বলে জানান। আমার নাম শব্বক'  
ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খজ্রাং সুকচিরপ্রভম্।  
নিদ্রম্ব্য কোশাদ্ বিমলং শিরশিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥ ৪

তিনি যখন এভাবে বলছিলেন, তখনই শ্রীরামের  
খারালো তরবারী বার করে তাঁর মাথা কেটে নিলেন।  
তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেস্তাঃ সাগ্নিপূরোগমঃ ॥ ৫

সামুসাম্বিত কাকুৎস্থং তে শশংসুমুহুর্ষুঃ ॥ ৬  
সেই শূদ্র বধ হতেই ইন্দ্র ও অগ্নিসহ সব দেবতা  
'ঠিক ঠিক' বলে ভগবান শ্রীরামের প্রশংসা করতে

লাগলেন।  
পুষ্পবৃষ্টির্মহতাসীদ্ দিব্যানাং সুসুগন্ধিনাম্ ॥ ৭

পুষ্পাণাং বায়ুমুজানাং সর্বতঃ প্রপপাত হ ॥ ৮

পুষ্পাণাং বায়ুমুজানাং সর্বতঃ প্রপপাত হ ॥ ৮



সেই সময় তাঁর ওপর সবদিক থেকে বায়ুদেবতা  
দেবী এবং পরম সুগন্ধিত পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল।  
সুপ্রীতচক্রবর্তন রামং দেবাঃ সত্যপরাক্রমম্।

সুপ্রকারমিদং দেব সুকৃতং তে মহামতে। ৭

দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সত্যপরাক্রমী শ্রীরামকে

বলেন—‘দেব ! মহামতে ! আপনি দেবতাদের কার্যক

রক্ষা করেছেন

যেহা চ বরং সৌম্য যং হিমিহেসানিদ্দম্।  
কল্যাণং নহি শূদ্রোহয়ং ত্বংকৃতে রঘুনন্দন। ৮

‘রঘুনন্দনকারী রঘুকুলনন্দন সৌম্য শ্রীরাম ! আপনার

এই সংকর্মের জন্যই এই শূদ্র সশরীরে স্বর্গলোকে যেতে

শুরুনি। সুতরাং আপনার যা বর ইচ্ছা করেন, চেয়ে নিন’।

দেবানাং ভাষিতং শ্রদ্ধা রামং সত্যপরাক্রমঃ।  
ইচ্ছা প্রাজ্ঞলির্বালাং সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্॥ ৯

দেবতাদের কথা শুনে সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম দুই হাত

জোড় করে সহস্রনেত্রধারী দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—

‘দেবাঃ প্রসম্মা মে দ্বিজপুত্রঃ স জীবতু।  
লিঙ্গ বরমেতং মে ঈজিতং পরমং মম॥ ১০

‘যদি দেবতারা আমার ওপর প্রসন্ন থাকেন, তাহলে

সেই ব্রাহ্মণপুত্র জীবিত হয়ে যাক। আমার কাছে সেটিই সব

থেকে উত্তম ও অতীষ্ট বর। দেবতারা আমাকে এই বরই

প্রদান করুন।

মমাপচরাদ্ বালোহসৌ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ।  
অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্॥ ১১

‘আমারই কোনো অপরাধে ব্রাহ্মণের সেই একমাত্র

পুত্র অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয়েছে।

তং জীবয়ত ত্বং বো নানুতং কর্তুমর্থম্।  
জিজ্য সংশ্রতোহর্থো মে জীবমিষ্যামি তে সুতম্॥ ১২

‘আমি ব্রাহ্মণের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে

‘যদি আপনার পুত্রকে জীবিত করে দেব।’ সুতরাং

আপনাদের কল্যাণ হোক ; আপনারা ওই ব্রাহ্মণ বালককে

জীবিত করে দিন। আমার কথা যেন মিথ্যা না হয়।’

রামবল্য তু তদ্ বাক্যং শ্রদ্ধা বিবুধসত্তমাঃ।  
প্রহৃষ্ট রামবাং প্রীতা দেবাঃ প্রীতিসমধিতম্॥ ১৩

শ্রীরঘুনাথের কথা শুনে সেই বিবুধশিরোমণি

দেবতাকে প্রসন্নতাপূর্বক বলেন—

নির্ভীতো ভব কাকুৎস্থ সোহস্মিন্নহনি বালকঃ।

জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সমেতচ্চাপি বন্ধুভিঃ॥ ১৪

‘কাকুৎস্থকুলভূষণ ! আপনি সমুদ্র হোন ! সেই বালক

পুনরায় জীবিত হয়ে গেছে এবং তার ভাই বন্ধুদের সঙ্গে

মিলিত হয়েছে

গম্বিন্ মুহূর্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোহয়ং নিনিপাতিতঃ।  
তস্মিন্ মুহূর্তে বালোহসৌ জীবেন সমযুক্তাৎ॥ ১৫

‘কাকুৎস্থ ! সে মুহূর্তে আপনি ওই শূদ্রকে ধরাশয়ী

করেছেন, সেই মুহূর্তেই সেই বালক বেঁচে উঠেছে

যদি প্রাপ্তুহি ভবং তে সাধু নাম গরুড়ঃ।  
অগস্ত্যাস্যাপ্রমপদঃ দ্রষ্টুমিচ্ছাম রাঘব॥ ১৬

তস্য দীক্ষা সমাপ্তা হি ব্রহ্মর্ষেঃ সুমহাদ্যুতঃ।  
বাদশঃ হি গতঃ বর্ষং জলশয্যাং সমাসতঃ॥ ১৭

‘নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার কল্যাণ হোক। ভালো হোক।

এখন আমরা অগস্ত্য মুনির আশ্রমে যাচ্ছি। রঘুনন্দন !

আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শন করতে চাই। বাবো বছর তিনি

জলশয্যা কাটিয়েছেন। এখন সেই মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি

সেই জল-শয়ন সম্বন্ধী ব্রতের দীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে।

কাকুৎস্থ তদ্ গমিষ্যামো মুনিং সমভিনন্দিতুম্।  
ত্বং চাপি গচ্ছ ভবং তে দ্রষ্টুং তমৃষিসত্তমম্॥ ১৮

‘রঘুনন্দন ! তাই আমরা সেই মহর্ষিকে অভিনন্দন

করতে যাব। আপনিও আমাদের সঙ্গে সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে

দর্শন করতে চলুন’।

স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ।  
আরুরোহ বিমানং তং পুষ্পকং হেমভূষিতম্॥ ১৯

‘ঠিক আছে’ বলে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম দেবতাদের

সেখানে যাবার কথা দিয়ে সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পকবিমানে

উঠলেন।

ততো দেবাঃ প্রযাতান্তে বিমানৈর্বহবিস্তরৈঃ।  
রামোহপানুজগামাত্ত কুন্তযোনেস্তপোবনম্॥ ২০

তখন দেবতারা বহুসংখ্যক বিমানে চড়ে সেখান

থেকে প্রস্থান করলেন। শ্রীরামও তখন তাঁদের সঙ্গে শীঘ্রই

কুন্তজ ঋষির তপোবনে রওনা হলেন।

দৃষ্টা তু দেবান্ সম্প্রাপ্তানগন্ত্যাপসাং নিধিঃ।  
অর্চয়ামাস ধর্মাত্মা সর্বাংজ্ঞানবিশেষতঃ॥ ২১

দেবতাদের আসতে দেখে তপস্যায় নিধি ধর্মাত্মা

অগস্ত্য তাঁদের সকলের সমানভাবে পূজা করলেন।

প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং সম্পূজ্য চ মহামুনিম্।

৩৩০  
উদ্ভূতঃ দ্বিদেশাঃ কষ্টা নাকপুষ্ঠঃ সহানুগাঃ। ২২

উক্ত পূজা গ্রহণ করে, সেই মহামুনিরূপে অভিনন্দন  
করিলেন। সেই সব দেবতা অনুচরসহ মস্তানন্দে স্বর্গে গমন  
করিলেন।

গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহা চ।  
ততোহভিলাদরামাস অগস্ত্যানুশিসত্তমম্॥ ২৩

উভয় চলে গেলে শ্রীকৃষ্ণনাথ পুষ্পকবিমান থেকে  
নেমে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীঅগস্ত্যকে প্রণাম করলেন,  
সোহভিলাদা মহাস্থানং জ্বলন্তমিব তেজসা।

অতিথ্যঃ পরমঃ প্রাপ্য নিষসাদ নরাধিপঃ॥ ২৪  
নিজ তেজে প্রজ্বলিত হওয়া মহাত্মা অগস্ত্যকে  
অভিলাদন জানিয়ে তাঁর থেকে উত্তম আতিথ্য লাভ করে  
নরেশ্বর শ্রীরাম আসন গ্রহণ করলেন।

তমুবাচ মহাতেজাঃ কুন্ত্যোনির্মহাতপাঃ।  
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি রাঘব। ২৫  
সেই সময় মহাতেজস্বী মহাতপস্বী কুন্ত্যমুনি বলেন  
— ‘নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! আপনাকে স্বাগত। আপনি এখানে  
পদার্পণ করেছেন, আমার পক্ষে এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের  
কথা।

ত্বং মে বহুমতো রাম গুণৈর্বহুভিরুত্তমৈঃ।  
অতিথিঃ পূজনীয়শ্চ মম রাজন্ হৃদি হিতঃ॥ ২৬  
‘মহারাজ শ্রীরাম! বহু উত্তমগুণের জন্য আমার  
হৃদয়ে আপনার প্রতি অত্যন্ত সম্মান রয়েছে। আপনি  
আমার সম্মানীয় অতিথি এবং সর্বদাই আমার মনে বাস  
করেন।

সূরা হি কথয়ন্তি ভ্রামাগতং শূদ্রঘাতিনম্।  
ব্রাহ্মণস্য তু ধর্মেণ ত্বয়া জীবাণিতঃ সূতঃ॥ ২৭  
‘দেবতারা বলছেন যে আপনি অধর্ম পরায়ণ শূদ্রকে  
বধ করে এসেছেন এবং ধর্ম বলে আপনি ব্রাহ্মণের মৃত  
পুত্রকে জীবিত করে দিয়েছেন’।

উষ্যতাং চেহ রজনীং সকাশে মম রাঘব।  
প্রভাতে পুষ্পকেণ ত্বং গন্তাসি পুরমেব হি॥ ২৮  
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমাংস্ত্বমি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।  
ত্বং প্রভুঃ সর্বদেবানাং পুরুষত্বং সনাতনঃ॥ ২৯

‘রঘুনন্দন! আজ রাতে আপনি আমার কাছে এই  
আশ্রমে বাস করুন। কাল প্রভাতে পুষ্পক বিমানে নগরে  
ফিরে যাবেন। আপনি সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ। সারা জগৎ

আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আপনিই সমস্ত দেবতার প্রভু  
সনাতন পুরুষ।

ইদং চাভরণং সৌম্য নির্মিতং নিশুকর্মণা।  
দিব্যং দিব্যোন বপুর্বা দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ৩০

‘সৌম্য! এটি বিশ্বকর্মা নির্মিত দিব্য অলংকার, যা  
নিজ দিব্যরূপ ও তেজে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রতিগৃহীষ্য কাকুৎস্থঃ মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব।  
দত্তস্য হি পুনর্দানে সুমহৎ ফলমুচ্যতে॥ ৩১

‘কাকুৎস্থকুলভূষণ! আপনি এটি গ্রহণ করুন এবং  
আমার মঙ্গল করুন; কারণ কারো দান করা বস্তু পুনরায়  
দান করলে মহা ফলের প্রাপ্তি বলা হয়েছে।

ভরণে হি ভবান্ শক্তঃ ফলানাং মহতামপি।  
ত্বং হি শক্তস্তারয়িত্বং সেত্বানপি দিবৌকসঃ॥ ৩২

তন্মাৎ প্রদাস্যে বিধিবৎ তৎ প্রতীচ্ছ নরাধিপ।  
‘শুধু আপনিই এই অলংকার ধারণ করতে সক্ষম  
এবং সুবিশাল ফল দানের শক্তিও আপনার আছে। আপনি  
ইন্দ্রাদি দেবগণকেও উদ্ধার করতে সক্ষম, তাই নরেশ্বর!  
এই ভূষণ আমি আপনাকেই দেব। আপনি বিধিগুরু এটি  
গ্রহণ করুন।’

অথোবাচ মহাস্থানমিকাকৃপাং মহারথঃ॥ ৩৩

বামো মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রধর্মমনুশ্রবন্।  
প্রতিগ্রহোহয়ং ভগবন্ ব্রাহ্মণস্যবিধির্হি৩৪॥ ৩৪

তখন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান এবং ইক্ষ্বাকুকুলের মহাবীর  
শ্রীরাম ক্ষত্রিয়ধর্মের বিচার করে মহাত্মা শ্রীঅগস্ত্যকে  
বললেন – ‘ভগবন্! দানগ্রহণের কাজ তো শুধু ব্রাহ্মণের  
জন্যই নিন্দাযোগ্য নয় বলা হয়েছে।

ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং ভবেৎ ততঃ।  
প্রতিগ্রহো হি বিপ্রেন্ন ক্ষত্রিয়াণাং সুগর্হিতঃ॥ ৩৫

ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ দত্তং তদ্ বন্ধুমহসি।  
‘বিপ্রবর! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তো প্রতিগ্রহ স্বীকার করা  
অত্যন্ত নিন্দনীয় বলা হয়েছে। তাহলে ক্ষত্রিয় প্রতিগ্রহ-  
বিশেষ করে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত দান কী করে গ্রহণ করবে? কৃপা  
করে তা বলুন।’

এবমুক্তস্ত রামেণ প্রত্নাবাচ মহানৃষিঃ॥ ৩৬

আসন্ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরাযুগে।  
অপার্বিয়াঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সুরাণাং তু শতক্রতুঃ॥ ৩৭

শ্রীরাম একথা জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি অগস্ত্য উত্তর

দিলেন।

‘সেই সময় হি

কুল নামক এক রা

ব্রাহ্মণদের অর্প

করে দেন।

এই দানো নৃপং

চ

‘তারপর তি

ইদের শাসক রাজ

হয় ইহ প্রদত্ত তো

কাজেই হু জ



মুনে-রঘুনন্দন! প্রথমে ব্রহ্মস্বরূপ সত্যযুগে সকল প্রজাই  
রাজাবিহীন ছিল, পরে ইন্দ্রকে দেবতাদের রাজা করা হয়।

৩৬ প্রজা দেবদেবেশঃ রাজার্থঃ সমুপাসবন্।  
সুধামাঃ হৃদিতো রাজা ত্বয়া দেব শতক্রতুঃ। ৩৮

প্রজাম্বাসু লোকেশ পার্থিবঃ নরপুঙ্গবন্  
ইমং পূজাঃ প্রযুজানা ধৃতপাপাশ্চরেমহি ৩৯

‘তারপর সমস্ত প্রজাই দেবদেবেশ্বর ব্রহ্মার কাছে  
রাজার জন্য বলেন — ‘দেব! আপনি ইন্দ্রকে

দেবতাদের রাজার পদে স্থাপন করেছেন তেমনই  
আমাদের জন্যও কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষকে রাজা করে দিন,

এই পূজা করে আমরা পাপরহিত হয়ে এই পৃথিবীতে  
ধরুণ করতে পারি।

৪০ বসামো বিনা রাজা এব নো নিশ্চয়ঃ পরঃ।  
রজো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান্ সবাসবান্। ৪০

সমাহুয়েবীৎ সর্বিংস্তেজোভাগান্ প্রযচ্ছত।  
রজো ব্রহ্মলোকপালাঃ সর্বে ভাগান্ স্বতেজসঃ। ৪১

‘রাজাবিহীন হয়ে বসবাস করব না। এই হল  
আমাদের উত্তম সিদ্ধান্ত।’ সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা তখন সমস্ত

লোকপালদের আহ্বান করে বললেন — ‘তোমরা সকলে  
তোমাদের তেজের এক এক ভাব দাও।’ তখন সমস্ত

লোকপালগণ তাঁদের নিজ নিজ তেজের অংশ অর্পণ  
করলেন।

৪২ ক্ষুপচ্ছ ততো ব্রহ্মা যতো জাতঃ ক্ষুপো নৃপঃ।  
অ ব্রহ্মা লোকপালানাং সমাংশৈঃ সমযোজয়ৎ। ৪২

‘সেই সময় শ্রীব্রহ্মার হাঁচি হয়, এবং তার থেকে  
ক্ষুপ নামক এক রাজা উৎপন্ন হন। শ্রীব্রহ্মা ওই রাজাকে

লোকপালদের অর্পণ করা তেজের সমস্ত ভাগে সংযুক্ত  
করে দেন।

৪৩ রজো নদৌ নৃপঃ তাসাং প্রজানামীশ্বরং ক্ষুপম্।  
তত্রাজেণ চ ভাগেন মহীমাজাপয়মৃপঃ। ৪৩

‘তারপর তিনি ক্ষুপকেই ওই প্রজাগণদের জন্য  
তাঁদের শাসক রাজারূপে সমর্পণ করেন। ক্ষুপ তখন রাজা

হয়ে ইন্দ্র প্রদত্ত তেজভাগ দ্বারা পৃথিবী শাসন করেন।  
ব্রহ্মণেন হু ভাগেন বপুঃ পুষ্যতি পার্থিবঃ।

৪৪ কৌবেরেণ হু ভাগেন নিভূপাভাঃ দদৌ তদা ৪৪  
যন্ত যামোহভবদ্ ভাগধেন শান্তি স্ম স প্রজাঃ।

‘ব্রহ্মণের তেজ ভাগ দিয়ে তিনি প্রজার শরীর পোষণ  
করতে থাকেন কুবেরের তেজ ভাগদ্বারা তিনি তাদের

ধনপতির আভা দেন এবং তাঁর মধ্যে যমরাজের যে তেজ-  
ভাগ ছিল, তার দ্বারা তিনি প্রজাগণ অপরাধ করলে তাদের

দণ্ডদান করতেন  
তত্রাজেণ নরশ্রেষ্ঠ ভাগেন রঘুনন্দনঃ। ৪৫  
প্রতিগৃহীদ ভজং তে তারণার্থঃ যম প্রভো।

নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! আপনিও রাজা হওয়ার কারণে  
সমস্ত লোকপালদের তেজ দ্বারা সম্পন্ন। অতএব প্রভু!  
ইন্দ্র সহস্রীয় তেজোভাগ দ্বারা আপনি আমাকে উদ্ধার করার

জন্য এই অলংকার গ্রহণ করুন। আপনার মঙ্গল হোক।’  
তদ্ রামঃ প্রতিজ্ঞাহ হুনেন্তস্য মহানন্দনঃ। ৪৬  
দিব্যামাভরণং চিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্।

প্রতিগৃহ্য ততো রামগুদভরণমুত্তমম্। ৪৭  
আগমং তস্য দীপ্তস্য প্রষ্টুমিবোপচক্রমে।

ভগবান শ্রীরাম তখন সেই মহাত্মা মুনি প্রদত্ত সূর্যের  
মতো দীপ্তিমান, দিব্য, বিচিত্র ও উত্তম আভূষণ গ্রহণ করে  
তার উপলব্ধির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।  
অত্যন্তুতমিদং দিবাং বশুষা যুক্তমভূতম্। ৪৮  
কথং বা ভবতা প্রাপ্তং কুতো বা কেন বাহুহুতম্  
কৌতুহলতয়া ব্রহ্মন্ পৃচ্ছামি ত্বাং মহাযশঃ। ৪৯  
আশ্চর্যাণাং বহুনাং হি নিধিঃ পরমকো ভবান্।

‘মহাযশসী মুনে! এই অত্যন্ত অদ্ভুত ও দিব্য  
আকারযুক্ত আভূষণ আপনি কীভাবে লাভ করেছেন,  
এটিকে কে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে? ব্রহ্মন্! আমি  
কৌতুহলী হয়ে এই কথা আপনার কাছে জানতে চাইছি;  
কারণ আপনি অনেক আশ্চর্যের উত্তম নিধি।’  
এবং ক্রবতি কাকুৎস্থে মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ। ৫০  
শৃণু রাম যথাবৃন্তং পুরা ত্রেতাযুগে যুগে। ৫১  
ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করায়  
মুনিবর শ্রীঅগস্ত্য বলেন — ‘শ্রীরাম! পূর্ব চতুর্যুগের ত্রেতা  
যুগে যা হয়েছিল, তা বলছি শুনুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্শ্লোকিতমঃ সর্গঃ ৭৬ ॥  
মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ছিয়াত্তরতম সর্গ সমাপ্ত ৭৬ ॥



## সপ্তসপ্ততমঃ সর্গঃ (৭৭)

মহর্ষি শ্রীঅগস্ত্যের এক স্বর্গীয় পুরুষের শব্দভঞ্জন প্রসঙ্গ শোনানো

পুরা ত্রেতাযুগে রাম বভূব বহুবিস্তরম্।  
সমজ্ঞাদ্ যোজনশতং বিমৃগং পক্ষিবর্জিতম্ ॥ ১

(শ্রী অগস্ত্য বললেন) ‘শ্রীরাম ! প্রাচীন কালের  
ত্রেতাযুগের কথা, এক বিশাল জঙ্গল ছিল, তা ছিল  
চারদিকে শত যোজন ধরে বিস্তৃত, কিন্তু সেই বনে কোন  
পশু-পক্ষী ছিল না।

তস্মিন্ নির্মানুষেহরণো কুর্বাণস্তপ উত্তমম্।  
অহমাত্রমিতুং সৌম্য তদরণামুপাগমম্ ॥ ২

‘সৌম্য ! একান্তভাবে তপস্যা করার জন্য ঘুরে ঘুরে  
উপযুক্ত স্থানের খোঁজে আমি সেই নির্জন বনে  
গিয়েছিলাম।

তস্য রূপমরণাস্য নির্দেহুঃ ন শশাক হ।  
ফলমূলৈঃ সুখান্বাদৈর্বহুক্রপৈশ্চ পাদপৈঃ ॥ ৩

‘সেই বনের রূপ কত সুখদায়ক ছিল, তা জানাতে  
আমি অসমর্থ। সুখদায়ী স্বাদু ফল-মূল ও নানারূপ-রংয়ের  
বৃক্ষ তার শোভা বৃদ্ধি করছিল।

তস্যারণাস্য মথো তু সরো যোজনমায়তম্।  
হংসকারণবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥ ৪

‘সেই বনের মাঝে এক সরোবর ছিল, যা ছিল  
দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এক-এক যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। তাতে বহু  
সংখ্যক হাঁস, কারণব ইত্যাদি জলপক্ষী বিচরণ করছিল  
এবং চক্রবাকের জুড়ি তার শোভা বর্ধন করছিল।

পদ্মোৎপলসমাকীর্ণং সমতিক্রান্তশৈবলম্।  
তদাশ্চর্যমিবার্যতঃ সুখান্বাদমনুত্তমম্ ॥ ৫

‘তাতে পদ্ম ও উৎপল ছেয়ে থাকত। সেই পরম  
উত্তম সরোবর অত্যন্ত আশ্চর্যময় মনে হচ্ছিল। তার জলও  
ছিল অত্যন্ত সুবদ ও স্বাদু।

অরজঙ্গং তদক্ষোভ্যং শ্রীমৎপক্ষিপণায়ুতম্।  
তস্মিন্ সরঃসমীপে তু মহদভুতমাশ্রমম্ ॥ ৬  
পুরাণং পুণ্যমত্যাগং তপস্বিজনবর্জিতম্।

‘তাতে কোনো কলুষ ছিল না, সেটি ছিল  
সর্বতোভাবে নির্মল। কেউ সেটি অতিক্রম করতে পারত না।  
সুন্দর পাখিরা তাতে সর্বদা কলরব করত। সেই সরোবরের  
কাছেই এক বিশাল অভূত এবং অতি পবিত্র পুরানো আশ্রম

ছিল, যাতে একজনও তপস্বী ছিলেন না।

তত্রাহমবসং রাত্রিঃ নৈদাঘীঃ পুরুষবর্জঃ ॥ ৭  
প্রভাতে কল্যামুখায় সরস্বদুপচক্রমে।

‘পুরুষপ্রবর ! জ্যৈষ্ঠের রাতে আমি সেই আশ্রমে  
এক রাত্র অবস্থান করি এবং প্রভাতে উঠে স্নানাদি জন্য  
সরোবরের তীরে যেতে থাকি।

অথাপশ্যং শবঃ তত্র সুপটমরজঃ কচিৎ ॥ ৮  
তিষ্ঠন্তঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা তস্মিংস্ত্রোয়াশয়ে নৃপ।

‘তখনই আমি একটি শব্দ দেখতে পাই, যা কচিৎ-পুট  
এবং অত্যন্ত নির্মল ছিল। তাতে কোনো মালিন্য ছিল না  
নরেশ্বর ! সেই জলাশয়ের তীরে শবটি সপ্রাণ শোভা  
সম্পন্ন হয়ে পড়ে ছিল।

তমর্থং চিত্রয়ানোহহং মুহূর্তং তত্র রাঘব ॥ ৯  
বিষ্ঠিতোহস্মি সরস্বতীরে কিং বিদং স্যাদিতি প্রজ্ঞো।

‘প্রভো ! রঘুনন্দন ! আমি শবের বিষয়ে ভাবতে  
লাগলাম যে ‘এটা কী ?’ আমি কিছুক্ষণ সেই সরোবরের  
পাশে বসে রইলাম।

অথাপশ্যং মুহূর্তাৎ তু দিব্যমভুতদর্শনম্ ॥ ১০  
বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্।  
অত্যাশ্চর্যং স্বর্গিণং তত্র বিমানে রঘুনন্দন ॥ ১১  
উপান্তেহঙ্গরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্।

‘তখনই আমি সেখানে এক দিব্য, অভূত, অতি  
উত্তম, হংসযুক্ত ও মনসম বেগশালী একটি বিমান নামতে  
দেখি। রঘুনন্দন ! সেই বিমানে এক স্বর্গবাসী দেবতা  
বসেছিলেন, যিনি অত্যন্ত রূপবান ছিলেন। বীর ! সেখানে  
তার সেবায় সহস্র-সহস্র অঙ্গরা বসেছিলেন, যারা  
সকলেই ছিলেন দিব্য অলংকারে ভূষিত।

গায়ন্তি কাশ্চিদ্ রম্যানি বাদয়ন্তি তথাপরাঃ ॥ ১২  
মৃদঙ্গবীণাপণবান্ নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ ॥ ১৩

অপরাশ্চত্ররশ্ম্যাভৈর্হেমদৈশ্চর্মহাধনৈঃ  
দোষ্যুর্বদনং তস্য পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাঃ।

‘তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুন্দর গান করছিলেন,  
অন্যেরা মৃদঙ্গ, বীণা ইত্যাদি বাজাচ্ছিলেন। অন্য বহু  
অঙ্গরা নাচছিলেন এবং প্রফুল্ল কমলনয়না অন্য অঙ্গবাগ

স্বর্গময়দণ্ড ভূষিত, চন্দ্রকিরণ সম উজ্জ্বল বহুমূল্য চামর দিয়ে  
সেই স্বর্গবাসী দেবতার মুখে হাওয়া করছিলেন।

সিংহাসনং হিঙ্গা মেরুকুটমিবাংগুমান্ ॥ ১৪

পাতো মে তদা রাম বিমানাদবরুহা চ

শবং ভক্ষয়ামাস স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥ ১৫

‘রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম ! তাবপর অংশুমালা স্বর্গ

জেন মেরু-পর্বতের শিখর ছেড়ে নীচে নামতে থাকেন,

তেনই ওই স্বর্গবাসী পুরুষ বিমান থেকে নামে আমান

ননই সেই শবকে ভক্ষণ করেন।

ভজো ভুজ্য যথাকামং মাংসং বহু সুলীলনম্ ॥

অবতীর্ষ সরঃ স্বর্গী সংশ্রষ্টমুপচরমে ॥ ১৬

‘সেই সুপুষ্ট মাংস প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করে

সেই স্বর্গীয় দেবতা সরোবরে নেমে হাত-মুখ ধুতে

করেন।

চপম্পশা যথান্যায়ং স স্বর্গী রঘুনন্দন।

জারোতুমুপচরাম বিমানবরমুত্তমম্ ॥ ১৭

‘রঘুনন্দন ! উত্তমভাবে মুখ ধুয়ে-আচরণ করে সেই

স্বর্গবাসী পুরুষ সেই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিমানে উঠতে প্রস্তুত

হলেন।

তমহং দেবসংকাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ।

জাহ্নবক্রবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ ॥ ১৮

‘তমহং দেবসংকাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ।

জাহ্নবক্রবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ ॥ ১৮

‘তমহং দেবসংকাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ।

জাহ্নবক্রবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ ॥ ১৮

‘তমহং দেবসংকাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ।

জাহ্নবক্রবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ ॥ ১৮

‘তমহং দেবসংকাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ।

জাহ্নবক্রবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ ॥ ১৮

‘তমহং দেবসংকাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ।

জাহ্নবক্রবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ ॥ ১৮

‘পুরুষমাত্মনঃ । সেটি দেনতুলা পুরুষকে পিমান

চড়াতে দেবে আমি তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা কবি,

কো দ্বন্দ্বান দেবসংকাশ আহার্যং বিগর্হিতঃ

মহোদঃ কুজাতে সৌমা কিমর্গং বন্ধুমর্হসি ॥ ১৯

‘সৌমা ! দেবোপম পুরুষ ! আপনি কে এবং এত

ঘৃণা আহার কেন গ্রহণ করছেন ? কষ্ট করে তা বন্ধন

কর মা সাদীদুশো দ্বন্দ্ব আহারো দেবসংগ্রহঃ

‘আচরণং বর্ততে সৌমা শ্রোতুমিচ্ছামি তবুতঃ

‘নাহমৌপায়িকঃ মনো হব ভক্ষ্যমিমাং শবম্ ॥ ২০

‘দেনতুলা হেতুদি পুরুষ ! এমন দিনা যুগপৎ আব

একপ ঘৃণা আহার কাণ হতে পারে ? ‘সৌমা ! আপনার

মতো এই দুটি ‘আশ্চর্যজনক বিষয় পক্ষা করছি, তাই আমি

এর প্রকৃত বহুসা জানতে চাই, কারণ এত শব সে আপনার

উপযুক্ত আহার, তা আমি মনে করি না।

ইতোবমুক্তঃ স নরেন্দ্র নাকী

কৌতুহলাৎ স্নতয়া পিরা চ।

শ্রদ্ধা চ বাক্যং মম সর্বমেতৎ

সর্বং তথা চকণয়ন্যমেতি ॥ ২১

‘নরেন্দ্র ! কৌতুহলবশতঃ আমি নিষ্টি বাক্যে সেই

স্বর্গীয় পুরুষকে একথা জিজ্ঞাসা কবি। আমার কথা শুনে

তিনি তখন আমাকে সব কিছু বলে বললেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সাত্তান্তরতম সর্গ সমাপ্ত। ৭৭ ॥

### অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৮)

রাজা শ্বেতের শ্রীঅগস্ত্যকে তাঁর ঘৃণা আহার প্রাপ্তির কারণ জানাতে গিয়ে শ্রীব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর বার্তা উপস্থিত  
করা এবং মহর্ষি অগস্ত্যকে দিব্য অলংকার দান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া

কজা তু ভাষিতং বাক্যং মম রাম শুভাকরম্ ॥

প্রাজ্ঞলিঃ প্রভুবাচেনং স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥ ১

(শ্রীঅগস্ত্য বলেন) — ‘রঘুকুলনন্দন রাম ! আমার

সুদর কথা শুনে সেই স্বর্গীয় পুরুষ হাত জোড় করে একথা

বললেন—

শুণ ব্রহ্মন্ পুরা বৃত্তং মমৈতৎ সুখদুঃখমোঃ

অনতিক্রমণীয়ং চ যথা গৃহসি মাং বিজ্ঞ ॥ ২

‘ব্রহ্মন্ ! আপনি যা জিজ্ঞাস করছেন, সেটি হল

অলংঘনীয় আমার সুখ-দুঃখের কারণ, যা পূর্বকালে

ঘটেছিল। সেটি আপনাকে জানাচ্ছি, শুনুন।

পুরা বেদর্ককো রাজা পিতা মম মহাযশাঃ।

সুদেব ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্যবান্ ॥ ৩



‘পূর্বকালে আমার মহাযশস্বী পিতা বিদগ্ধ দেশের  
রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল সুদেব। তিনি ছিলেন ত্রিলোককে  
বিখ্যাত পরাক্রমী।

তস্য পুত্রদ্বয়ঃ ব্রহ্মন্ দ্বাভ্যাং শ্রীভামজায়ত।  
অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীযান্ সুরধোহজনঃ॥ ৪

‘ব্রহ্মন্! তাঁর দুই পুত্রী ছিলেন, যাঁদের গর্ভে তাঁর দুই  
পুত্র হয় আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভ্রামা। আমি শ্বেত নামে  
প্রসিদ্ধ ছিলাম, আমার কনিষ্ঠ ভাইয়ের নাম হল সুবর্ণ।

ততঃ পিতরি বধ্যাতে গৌবা মামভ্যামেচন।  
তত্রাহং কতবান্ রাজ্যং ধর্ম্যং চ সুসমাহিতঃ। ৫

‘পিতা স্বর্গলোকে গেলে পৃথিবীতে বাজার পদ  
আমার অভিষেক করেন আমি সাবধানের ধর্মের অনুকূলে  
বাজ্য পালন করতে থাকি।

এবং বর্ষসহস্রাণি সমতীতানি সূত্রত।  
রাজ্যং কারয়তো ব্রহ্মন্ প্রজা ধর্মেণ ব্রহ্মতঃ॥ ৬

‘উত্তমব্রত পালনকারী ব্রহ্মর্ষে! এই ভাবে ধর্মপূর্বক  
প্রজাবক্ষা ও রাজ্যশাসন করে আমার এক সহস্র বছর  
অতিক্রান্ত হল।

সোহহং নিমিস্তে কশ্মিংশ্চিদ্ বিজ্ঞাতামুর্ষিজোত্তম।  
কালধর্ম্যং হৃদি ন্যস্য ততো বনমুপাগমম্॥ ৭

‘দ্বিজশ্রেষ্ঠ! একসময় কোনও এক উপলক্ষণে আমি  
আমার আয়ুর অবধি জানতে পারি এবং মৃত্যুতীথি স্মরণে  
রেখে তখনই বনে প্রস্থান করি।

সোহহং বনমিদং দুর্গং মৃগপক্ষিবিবর্জিতম্।  
তপশ্চতুঃ প্রবিষ্টোহস্মি সমীপে সরসঃ শুভে॥ ৮

‘আমি এই দুর্গম বনে, যেখানে না পশু, না পক্ষী।  
বনে প্রবেশ করে আমি এই সর্বোত্তমের তীরে তপস্যা  
করতে মনস্থ করি।

জাতরং সুরথং রাজো অভিষিচ্য মহীপতিম্।  
ইদং সরঃ সমাসাদ্য তপস্তপ্তং ময়া চিরম্॥ ৯

‘আমার ভাই সুরথকে রাজ্যে অভিষেক করে  
এই সর্বোত্তমের কাছে এসে আমি দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা  
করি।

সোহহং বর্ষসহস্রাণি তপস্তীণি মহাবনে।  
তপ্তা সুদুষ্করং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্॥ ১০

‘এই বিশাল বনে তিন হাজার বছর ধরে অতি দুষ্কর  
তপস্যা করে আমি পরম উত্তম ব্রহ্মলোক লাভ করি।

তসোমে অর্গজতস্য ক্ষুৎপিপাসে বিজোত্তম।  
নাশেতে পরমোদার ততোহহং ব্যথিতেহস্মিঃ॥ ১১

‘দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পরম উদার মতর্থে! ব্রহ্মলোকে  
গেলেও ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাকে অসহ্য কষ্ট দিত, ফলে  
আমার সমগ্র ইন্দ্রিয় ব্যথিত হত।

গম্মা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পিতামহমুনাচ হ  
ভগবন্ ব্রহ্মলোকোত্তমং ক্ষুৎপিপাসাবিনর্জিতঃ॥ ১২

কস্যায়াঃ কর্মণঃ পাকঃ ক্ষুৎপিপাসানুগো ব্যতম্।  
হ্যাহারঃ কচ্চ মে দেন তস্যো ব্রুহি পিতামহঃ॥ ১৩

‘একদিন আমি ব্রহ্মলোকের শ্রেষ্ঠ দেবতা ভগবান  
শ্রীব্রহ্মাকে বলি— ‘ভগবন! এই ব্রহ্মলোক তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা  
বহিত, কিন্তু এখানেও ক্ষুধা পিপাসার কষ্ট আমাকে বেতাই  
দিচ্ছে না। এ আমার কোন কর্মের ফল?’ দেন! পিতামহ!  
আমার আহাব কী! আমাকে তা বলুন।’

পিতামহস্ত মামাহ তদাহারঃ সুদেনজ।  
স্বাদুনি স্নানি মাংসানি তানি ভক্ষয় নিত্যম্॥ ১৪

‘তা শুনে শ্রীব্রহ্মা বলেন— ‘সুদেনজ!  
মর্ত্যলোকে জিত নিজের শরীরের সুস্বাদু মাংসই  
খাবে সেই হবে তোমার আহার।

অশরীরঃ ত্বয়া পুষ্টং কুর্বতা তপ উত্তমম্  
অনুপ্তং রোহতে শ্বেত ন কদাচিত্ত্বহামতে॥ ১৫

‘শ্বেত! তুমি উত্তম তপস্যা করে শুধু নিজ শরীরকেই  
পোষণ করেছে। দানরূপী বীজ বপন না করলে, কিছুই  
সঞ্চিত হয় না—কোনো ভোজ্য পদার্থ উপলব্ধ হয় না।

দত্তং ন তেহস্মি সূক্ষ্মোহপি তপ এব নিষেবসে  
তেন স্বর্গগতো বৎস বাধ্যসে ক্ষুৎপিপাসয়া॥ ১৬

‘তুমি দেবতা, পিতৃপুত্র এবং অতিথিদের জন্য  
কখনও কিছু দান করবেছ, এমন দেখা যায় না, তুমি শুধু  
তপস্যাই করেছে। বৎস! তাই ব্রহ্মলোকে এসেও ক্ষুধা-  
তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছে।

স ত্বং সুপুষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্।  
ভক্ষয়িত্বামৃতরসং তেন বৃত্তিভবিষ্যতি॥ ১৭

‘নানাপ্রকার আহারে ভালোভাবে পোষিত হওয়া  
তোমার পরম উত্তম শরীর অমৃতরসে যুক্ত। তাই সেটি  
ভক্ষণ করলে তোমার ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ হবে।

যদা তু তখনঃ শ্বেত অগজ্যঃ স মহানৃষিঃ।  
আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষতদা কৃচ্ছাদ্ বিমোক্ষসে॥ ১৮



‘স্বেত ! ওই বনে যখন দুর্ধর্ষ মহর্ষি অগস্ত্য পদার্পণ  
করেন, তখন তুমি এই কষ্ট থেকে মুক্তিক্রান্ত করবে।

‘হি তারণিতুং সৌম্য শক্ভঃ সুরগগানপি  
পুনঃ। মহাবাহো ক্ষুৎপিপাসাবশং গতম্ ॥ ১৯

‘সৌম্য ! মহাবাহো ! তিনি দেবতাদেরও উদ্ধার  
করতে সক্ষম, তাই ক্ষুধা-পিপাসায় বশীভূত তোমার মতো  
কুক্ককে সংকট থেকে মুক্ত করা তাঁর কাছে কোনো বড়  
কাজ নয়’।

সৌম্যঃ ভগবতঃ শ্রদ্ধা দেবদেবস্য নিশ্চয়ম্,  
মহারঃ গর্হিতং কুর্মি স্বশরীরং দ্বিজোত্তম ॥ ২০

‘দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দেবাদিদেব ভগবান ব্রহ্মার এই আশ্বাস  
কেন আমি নিজ শরীরেরই এই ঘৃণ্য আহার গ্রহণ করতে  
কে।

কুং বর্ষগগান্ ব্রহ্মন্ ভুজ্যমানমিদং ময়া  
কয় নাভোতি ব্রহ্মর্ষে তৃপ্তিস্চাপি মমোত্তমা ॥ ২১

‘ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মর্ষে ! বহুবছর ধরে তক্ষিত এই শরীর  
কষ্ট হয় না এবং এর দ্বারা পূর্ণতঃ তৃপ্ত হয়ে থাকি  
কিন্তু মে কৃচ্ছ্রভূতস্য কৃচ্ছ্রাদম্মাদ্ বিমোক্ষয়,

কনোবাং ন গতির্হ্যত্র কুণ্ডয়োনিমৃতে দ্বিজম্ ॥ ২২

‘মুনে ! আমি এভাবে সংকটগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছি  
আপনি আমার দৃষ্টিতে এসে পড়েছেন, অতএব এই কষ্ট  
থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি ব্রহ্মর্ষি কুন্তজ ব্যতীত  
আর কেউ এই নির্জন বনে পৌঁছতে পারে না (অতএব  
আপনি নিশ্চয়ই কুণ্ডয়োনি অগস্ত্যই হবেন)।

ইন্দ্রাজয়ঃ সৌম্য তারণার্থং দ্বিজোত্তম,

প্রতিগৃহীষ ভদ্রং তে প্রসাদং কর্তুমহসি ॥ ২৩

‘সৌম্য ! বিপ্রবর ! আপনার কল্যাণ হোক। আমার  
উদ্ধার করার জন্য আপনি আমার এই আভূষণের দান গ্রহণ  
করুন এবং আপনার কৃপাপ্রসাদ যেন আমি লাভ করি।

ইদং ভাবৎ সুবর্ণং চ ধনং বজ্রাণি চ দ্বিজ।  
ভক্ষ্যঃ ভোজ্যঃ চ ব্রহ্মর্ষে দদাত্যাজয়ণানি চ ॥ ২৪

‘ব্রহ্মন্ ! এই দিব্য আভূষণ সুবর্ণ, ধন, বজ্র, ভোজ্য,  
ভক্ষ্য এবং অন্য নানাপ্রকারের আভরণও প্রদান করে  
থাকে।

সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছামি ভোগাংশ্চ মুনিপুঙ্গব।  
তারণে ভগবন্ মহ্যঃ প্রসাদং কর্তুমহসি ॥ ২৫

‘মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই আভূষণের মাধ্যমে আমি সমস্ত  
কামনা (নগোবাঞ্ছিত পদার্থ) এবং ভোগসামগ্রীও  
আপনাকে প্রদান করছি। ভগবন্ ! আপনি কৃপাপূর্বক আমার  
উদ্ধার করুন।’

তস্যাহং স্বর্গিপো বাক্যং শ্রদ্ধা দুঃখমমম্বিতম্।  
তারণায়োপজগ্ৰাহ

তদভরণমুত্তমম্ ॥ ২৬

‘স্বর্গীয় রাজার এই দুঃখপূর্ণ কথা শুনে আমি তাঁকে  
উদ্ধার করার জন্য সেই উত্তম আভূষণ গ্রহণ করি।

ময়া প্রতিগৃহীতে তু তস্মিন্নভরণে শুভে।  
মানুষঃ পূর্বকো দেহো রাজর্ষের্বিননাশ হ ॥ ২৭

‘আমি যেমনই সেই শুভ আভূষণের দান গ্রহণ করি,  
তখনই রাজর্ষি শ্বেতের সেই পূর্ব শরীর (শব) অদৃশ্য হয়ে  
যায়।

প্রণষ্টে তু শরীরেহসৌ রাজর্ষিঃ পরয়া মুদা।  
তৃপ্তঃ প্রমুদিতো রাজা জগাম ত্রিদিবঃ সুখম্ ॥ ২৮

‘সেই শব অদৃশ্য হলে রাজর্ষি শ্বেত পরমানন্দে তৃপ্ত  
হয়ে প্রসন্নমনে সুখময় ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।  
তেনেদং শত্রুতুল্যেন দিব্যমভরণং মম।  
তস্মিন্নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ২৯

‘কাকুৎস্থ ! সেই ইন্দ্রভূজ্য তেজস্বী রাজা শ্বেত ক্ষুধা-  
তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে সেই অভূত দর্শন দিব্য আভূষণ  
আমাকে দান করেছিলেন।’

ইত্যর্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আটাত্তরতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

## একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ (৭৯)

ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা দশের রাজ্যের বর্ণনা

তদন্তুততমঃ বাক্যঃ শ্রদ্ধাগতাসা রাঘবঃ  
গৌরবান্দ্ বিস্ময়াচ্চৈব ভূয়ঃ প্রস্থঃ প্রচলনম্ ১

মুনিবর অগস্ত্যের এই অভূত কথা শুনে  
শ্রীরঘুনাথের মনে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় এবং  
তিনি বিস্মিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন

ভগবন্তুদ্ বনঃ ঘোরঃ তপস্তপ্যতি যত্র সঃ।  
শ্বেতো বৈদৰ্ভকো রাজা কথং তদমৃগধিজম্ ২

ভগবন্ ! এই ভয়ংকর বন, যেখানে বৈদৰ্ভদেশের  
রাজা শ্বেত ঘোর তপস্যা করতেন, পশু-পক্ষী রহিত  
হয়েছিল কেন ?

তদ্ বনঃ স কথং রাজা শূন্যঃ মনুজবর্জিতম্।  
তপশ্চতুঃ প্রবিষ্টঃ স শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ৩

‘বৈদৰ্ভরাজ সেই নির্জন বনে কেন তপস্যা করতে  
গিয়েছিলেন ? আমি তা যথার্থভাবে শুনতে চাই’

রামস্য বচনঃ শ্রদ্ধা কৌতুহলসমম্বিতম্।  
বাক্যঃ পরমতেজস্বী বক্তৃমেবোপচরনম্ ৪

শ্রীরামের কৌতুহলযুক্ত কথা শুনে সেই পরম  
তেজস্বী মহর্ষি পুনরায় বলতে লাগলেন

পুরা কৃতযুগে রাম মনুর্দণ্ডধরঃ প্রভুঃ  
তস্য পুত্রো মহানাসীদিক্ষ্বাকুঃ কুলনন্দনঃ ৫

‘শ্রীরাম ! পূর্বের সত্যযুগের কথা, দণ্ডধারী রাজা মনু  
এই ভূতল শাসন করতেন। তাঁর এক শ্রেষ্ঠ পুত্র ছিল, নাম  
হল ইক্ষ্বাকু। রাজকুমার ইক্ষ্বাকু তাঁর কুলকে আনন্দে ভরে  
রাখতেন।

তং পুত্রং পূর্বকং রাজ্যে নিক্শিপা ভুবি দুর্জয়ম্।  
পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব কৰ্ত্তেত্বাচ তম্ ৬

‘নিজের জ্যেষ্ঠ এবং দুর্জয় পুত্রকে পৃথিবীর রাজ্যে  
স্থাপিত করে মনু তাঁকে বললেন — ‘পুত্র ! তুমি ভূতলে  
রাজবংশ সৃষ্টি করো’।

তথৈব চ প্রতিজ্ঞাতং পিতুঃ পুত্রেন রাঘব।  
ততঃ পরমসম্ভ্রষ্টো মনুঃ পুত্রমুবাচ হ ৭

‘রঘুনন্দন ! পুত্র ইক্ষ্বাকু পিতার সম্মুখে তাই করার  
প্রতিজ্ঞা করলেন। তাতে মনু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রকে  
বললেন—

প্রীতোহস্মি পরমোদার কৰ্ত্তা চাসি ন সংশয়ঃ  
দশেন চ প্রজা রক্ষ মা চ দণ্ডমকারণে ৮

‘পরম উদার পুত্র ! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত  
প্রসন্ন। তুমি যে রাজবংশের সৃষ্টি করবে, তাতে সংশয়  
নেই। তুমি দশের দ্বারা দুষ্ট দমন করে প্রজাদের রক্ষা  
করবে। কিন্তু বিনা অপরাধে কাউকে দণ্ড দেবে না।

অপরাধিযু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু বৈ।  
স দণ্ডো বিধিব্যুক্তঃ স্বর্গং নয়তি পার্শ্ববম্ ৯

‘অপরাধী মানুষদের ওপর যে দণ্ড প্রয়োগ করা হয়,  
সেই বিধিপূর্বক প্রদত্ত দণ্ড রাজাকে স্বর্গলোকে পৌঁছে দেয়।

তস্মাদ্ দণ্ডে মহাবাহো যত্ববান্ ভব পুত্রক  
ধর্মো হি পরমো লোকে কুবর্ত্তন্তে ভবিষ্যতি ১০

‘তাই মহাবাহু পুত্র ! তুমি উচিতভাবে দণ্ড প্রয়োগ  
করার জন্য যত্নশীল থাকবে। তাহলে তুমি সংসারে  
পরমধর্ম লাভ করবে।’

ইতি তং বহু সন্দিগ্ধ্য মনুঃ পুত্রং সমাধিনা।  
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ১১

‘এইভাবে পুত্রকে নানাপ্রকার আদেশ দিয়ে মনু  
অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে স্বর্গে—সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান  
করলেন।

প্রয়াতে ত্রিদিবং তস্মিন্নিক্ষ্বাকুরমিতপ্রভঃ  
জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তাপরোহডবৎ ১২

‘তিনি ব্রহ্মলোক নিবাসী হয়ে গেলে অমিত তেজস্বী  
রাজা ইক্ষ্বাকু চিন্তাগ্রস্ত হলেন এই ভেবে যে আমি কীভাবে  
পুত্র উৎপন্ন করব ?

কর্মভির্বহুর্নৈশ্চ তৈষ্টৈর্মনুসুতস্তদা।  
জনয়ামাস ধর্মান্মা শতং দেবসুতোপমান্ ১৩

‘তখন যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ নানাকর্ম দ্বারা ধর্ম  
ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র উৎপন্ন হল, যাঁরা দেবকুমারদের সমান  
তেজস্বী ছিলেন।

তেষামবরজস্তাত সর্বেষাং রঘুনন্দন  
মৃঢ়শাক্তবিদ্যাশ্চ ন শুশ্রুষতি পূর্বজান্ ১৪

‘তাত রঘুনন্দন ! তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ পুত্র  
ছিলেন তিনি ছিলেন মূঢ় ও বিদ্যাহীন, তাই তিনি বড়

জাতিদের সেবা করতেন না।

নাম তসা চ দণ্ডেতি পিতা চক্রেহজ্জমেধসঃ।

দণ্ডশাঃ দণ্ডপতনং শরীরেহস্য ভবিষ্যতি॥ ১৫

‘এ শারীরিকভাবে অবশ্যই দণ্ডের ভাগী হবে, এই জেবে পিতা সেই মন্দবুদ্ধি পুত্রের নাম রাখলেন দণ্ড

তপশ্যামানন্তঃ দেশঃ ঘোরঃ পুত্রস্য রাঘব।

বিজ্ঞানৈবলয়োর্মথো রাজ্যং প্রাদাদনিন্দম॥ ১৬

‘শ্রীরাম ! শত্রুদমন নরেশ ! সেই পুত্রের জন্য

তপস্বী কোন প্রতিকূল স্থান দেখতে না পেয়ে রাজা তাঁকে

বিজ্ঞান ও শৈবল পর্বতের মধ্যের রাজ্য অর্পণ করবেন।

স দণ্ডস্তত্র রাজ্যভূদ্ বমো পর্বতরোধসি।

পুং চাপ্রতিমং রাম ন্যবেশয়দনুত্তমম্ ১৭

‘শ্রীরাম ! দণ্ড পর্বতের সেই রমণীয় প্রান্তের রাজ্য

হলন তিনি সেখানে নিজের থাকার জন্য এক অতি উত্তম

ও অনুপম নগর নির্মাণ করেন।

পুস্য চাকরোমাম মধুমত্তমিতি প্রভো

পুরোহিতঃ তুশনসং বরয়ামাস সুব্রতম্॥ ১৮

‘প্রভো ! তিনি সেই নগরের নাম রাখেন মধুমত্ত

এবং উত্তমরত পালনকারী শুক্রাচার্যকে পুরোহিত করেন?

এবং স রাজা তদ্ রাজ্যমকরোৎ সপুরোহিতঃ।

প্রহস্টমনুজাকীর্ণঃ দেবরাজো যথা দিবি॥ ১৯

‘এইভাবে স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় ভূতলেও রাজা

দণ্ড পুরোহিতের সঙ্গে সবল-সুস্থ মানুষে পূর্ণ এই রাজ্য

পালন করতে আরম্ভ করেন

ততঃ স রাজা মনুজেন্দ্রপুত্রঃ

সার্বং চ তেনোশনসা তদানীম্।

চকার রাজ্যং সুমহান্নহায়া

শত্রো দিবীবোশনসা সমেতঃ॥ ২০

‘সেই সময় মহামনস্বী মহারাজকুমার, মহান রাজা

দণ্ড শুক্রাচার্যের পরামর্শে নিজ রাজ্যকে সেইভাবে পালন

করতে লাগলেন, যেভাবে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরু

বৃহস্পতির সঙ্গে থেকে স্বর্গ রাজ্য পালন করেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকার্যে উত্তরকাণ্ডে একোনানীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকার্যে রামায়ণেব উত্তরকাণ্ডেব উনআশিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

## অনীতিতমঃ সর্গঃ (৮০)

রাজা দণ্ডের ভার্গব-কন্যাকে বলাৎকার

এতদাখ্যায় রামায় মহর্ষিঃ কুন্তসম্ভবঃ।

অস্যামেবাপরং বাক্যং কথায়ামুপচক্রমে ১

মহর্ষি কুন্তজ শ্রীরামকে এইসব কথা বলে এর

অবশিষ্ট অংশ এইভাবে বলতে লাগলেন।

ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থ বহুবর্ষগণায়ুতম্।

অকরোৎ তত্র দাষ্ট্যস্থা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্॥ ২

‘কাকুৎস্থ ! রাজা দণ্ড তারপর মন ও ইন্দ্রিয়কে

শীতল করে বহু বছর রাজত্ব করেন।

অথ কালে তু কস্মিন্চিদ্ রাজা ভার্গবমাপ্রমম্।

রমণীয়মুপাত্তোমচৈত্রে মানি মনোরমে॥ ৩

‘তারপর কোনো এক সময়ে মনোরম চৈত্রমাসে

রাজা শুক্রাচার্যের রমণীয় আশ্রমে তাঁর আগমন হয়।

তত্র ভার্গবকন্যাং স রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি।

বিচরন্তীঃ বনোচ্চেষে দণ্ডোহপশ্যদনুত্তমম্॥ ৪

‘সেখানে শুক্রাচার্যের অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা, ভূতলে

যাঁর রূপের কোনো তুলনা নেই, বনপ্রান্তে বিচরণকালে দণ্ড

তাঁকে দেখতে পেলেন

স দৃষ্টা তাং সুদূর্মথা অনজশরপীড়িতঃ।

অভিগম্য সুসংবিগ্নাং কন্যাং বচনমব্রবীৎ॥ ৫

‘তাঁকে দেখেই সেই অতি মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন,

কামদেবের বাণে বিদ্ধ হয়ে রাজা দণ্ড সেই ভীত কন্যাকে

বললেন—

কুতস্তমসি সুশ্রোণি কস্য বাসি সুভা শুভে।

পীড়িতোহহমনঙ্গেন পৃচ্ছামি হ্যং শুভাননে॥ ৬



‘সুশ্রোণি ! তুমি কোথা থেকে এসেছো এবং শুভে !  
তুমি কার পুত্রী ? শুভাননে ! আমি কামদেব দ্বারা পীড়িত,  
তাই তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছি।’

তসা ত্বেবং ব্রহ্মাণসা মোহোন্মত্তস্য কামিনঃ।  
ভার্গবী প্রত্যাচাচেনং বচঃ সানুনয়ং ত্বিদম্॥ ৭

‘মোহে উন্মত্ত হয়ে সেই কামপীড়িত রাজা যখন  
এইরূপ জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন ভৃগুকন্যা বিনয়  
সহকারে তাঁকে এই উত্তর দিলেন—

ভার্গবস্যা সুতাং বিদ্ধি দেবস্যা ক্রিষ্টকর্মণঃ।  
অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনীম্॥ ৮

‘রাজেন্দ্র ! তোমার জানা উচিত যে আমি পুণ্যকর্মা  
শুক্রদেবতার জ্যেষ্ঠা কন্যা। আমার নাম অরজা। আমি এই  
আশ্রমে বাস করি।

মা মাং স্পৃশ বলাদ রাজন্ কন্যা পিতৃবশা হ্যহম্।  
গুরুঃ পিতা মে রাজেন্দ্র ত্বং চ শিষ্যো মহাত্মনঃ॥ ৯

‘রাজন্ ! বলপূর্বক আমাকে স্পর্শ করো না। আমি  
পিতার অধীনে থাকা কুমারী কন্যা। রাজেন্দ্র ! আমার পিতা  
তোমার গুরু এবং তুমি তার শিষ্য।

ব্যসনং সুমহৎ ক্রুদ্ধঃ স তে দদ্যাৎ হাতপাঃ।  
যদি বান্যগয়া কার্যং ধর্মদৃষ্টেন সংপথা॥ ১০

বরয়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহাদুতিম্।  
অন্যথা তু ফলং তুভাং ভবেদ্ ঘোরাভিসংহিতম্॥ ১১

‘নরশ্রেষ্ঠ ! তিনি মহাতপস্বী। কুপিত হলে তিনি  
তোমাকে ঘোর বিপদে ফেলতে পারেন। যদি আমার থেকে  
তোমার কাজের প্রয়োজন থাকে (অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে  
তোমার পত্নী করতে চাও) তাহলে ধর্মশাস্ত্রপথে গিয়ে  
আমার মহাতেজস্বী পিতার থেকে আমাকে চেয়ে নাও।  
নাহলে স্বেচ্ছাচারের ফলে তোমাকে ভয়ানক ফল ভোগ  
করতে হবে।

ক্রোধেন হি পিতা মেহসৌ ত্রৈলোক্যমপি নির্দহেৎ।  
দাস্যাতে চানবদ্যাক্ত তব মা যাচিতঃ পিতা॥ ১২

‘আমার পিতা তাঁর ক্রোধাগ্নিতে সমগ্র ত্রিলোক দহ

করতে পারেন ; অতএব সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট নরেশ  
বলপ্রয়োগ করো না। তুমি চাইলে পিতা আমাকে অন্যথা  
তোমার হাতে সমর্পণ করবেন।’

এবং ব্রহ্মাণামরজাং দশুঃ কামবশং গতঃ।  
প্রত্যাচাচ মদোন্মত্তঃ শিরস্যাধায় চাক্ষুণীম্॥ ১৩

‘অরজা যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন কামদেব  
অধীন হয়ে দশু মদোন্মত্ত হয়ে দুহাত জোড় করে নিজের  
মাথার ওপর রেখে বললেন—

প্রসাদং কুরু সুশ্রোণি ন কালং ক্ষেপ্তুমহিদি।  
ত্বৎকৃতে হি মম প্রাণা বিদীর্ঘন্তে বরাননে॥ ১৪

‘সুন্দরী ! কৃপা করো ! সময় নষ্ট কোরো না।  
বরাননে ! তোমার জন্য আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

ত্বাং প্রাপ্য তু বধো বাপি পাপং বাপি সুদারুণম্।  
ভক্তং ভক্তস্ব মাং ভীকু ভক্তমানং সুবিহ্বলম্॥ ১৫

‘তোমাকে পাবার পর যদি আমার মৃত্যু হয় অথবা  
আমার অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্তি হয়, তাতেও কোনো চিন্তা নেই।  
ভীকু ! আমি তোমার ভক্ত। অত্যন্ত ব্যাকুল আমাকে—এই  
সেবককে স্বীকার করো।’

এবমুক্তা তু তাং কন্যাং দোভ্যাং প্রাণা বলাদ বলী।  
বিস্কুরন্তীং যথাকামং মৈথুনায়োপচক্রমে॥ ১৬

‘এই বলে সেই বলশালী নরেশ ভার্গব-কন্যাকে  
বলপূর্বক দুই হাতে ধরে নিলেন। কন্যাটি তার হাত থেকে  
মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করতে লাগলেন, তা সত্ত্বেও  
ইচ্ছানুসারে তার সঙ্গে সমাগম করলেন।

তমনর্থং মহাঘোরং দশুঃ কৃদ্বা সুদারুণম্।  
নগরং প্রয়য়াবাস্ত মধুমত্তমনুত্তমম্॥ ১৭

‘সেই অত্যন্ত দারুণ ও মহাভয়ংকর অনর্থ করে দশু  
তৎক্ষণাৎ তাঁর উত্তম নগর মধুমত্তে চলে গেলেন।

অরজাপি ক্রুদ্ধস্তী সা আশ্রমস্যাবিদুরতঃ।  
প্রতীক্ষতে সুসংক্রান্তা পিতরং দেবসমিভম্॥ ১৮

‘অরজা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আশ্রমের  
কাছে তাঁর দেবতুল্য পিতার পথ চেয়ে বসে রইলেন

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আশীতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

## একাদশীতিতমঃ সর্গঃ (৮১)

শুক্রের অভিযোগে সপরিবার রাজা দণ্ড এবং তাঁর রাজ্যের বিনাশ

মুহূর্তাদুপশ্রুত্যা

দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।

সম্যবর্তত ॥ ১

স্বপ্ন পরেই কোনো শিষ্যের কাছ থেকে অরজার  
কথা শুনে অমিত তেজস্বী মহর্ষি শুক্র  
কুণ্ঠিত হয়ে শিষ্য পরিবৃত্ত হয়ে নিজ আশ্রমে ফিরে  
এলেন।

সোহপশ্যদরজাং দীনাং রজসা সমভিপুতাম্  
জ্যোত্সামিব গ্রহগ্রস্তাং প্রভাষে ন বিরাজতীম্ ॥ ২

তিনি দেখলেন অরজা দুঃখিত চিত্তে কাঁদছে। তার  
হৃদয়ে ধূসরিত এবং সে প্রভাতের রাজগ্রস্ত চন্দ্রের  
শোভাহীন চাঁদনীর মতো সুশোভিত নয়।

জস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্তস্য বিশেষতঃ।

নির্মহর্ষি লোকাংস্তীন্ শিষ্যাংশ্চৈতদুবাচ হ ॥ ৩

তাই দেখে বিশেষ করে ক্ষুধায় পীড়িত থাকায় দেবর্ষি  
শুক্রের ক্রোধ বেড়ে গেল, তিনি যেন ত্রিলোক দহন করাব  
ন্যায় শিষ্যদের বললেন—

পশ্যন্তঃ বিপরীতস্য দণ্ডস্যাবিদিভাঙ্গনঃ।

বিপত্তিঃ ঘোরসংকশাং ক্রুদ্ধাদগ্নিশিখামিব ॥ ৪

‘দেখো, আমি কুপিত হয়ে শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণকারী  
অজ্ঞানী রাজা দণ্ডকে অগ্নি-শিখার মতো কী ভয়ানক  
দুঃসহ্য করি !

ক্লোহস্য দুর্মতেঃ প্রাপ্তঃ সানুগস্য দুরাত্মনঃ।

যঃ প্রদীপ্তাঃ হতাশস্য শিখাং বৈ স্পষ্টমহতি ॥ ৫

‘সেবকসহ এই দুর্বুদ্ধি এবং দুরাত্মা রাজার  
বিনাশের সময় এসে গেছে, যে জ্বলন্ত আগুনের জ্বালাকে  
আলিঙ্গন করতে চায়।

যস্য স কৃতবান্ পাপমীদৃশং ঘোরসংহিতম্  
তস্য প্রাপ্ত্যতি দুর্মেধাঃ ফলং পাপস্য কর্মণঃ ॥ ৬

‘ওই দুর্বুদ্ধি যখন এইরূপ ভয়ানক পাপ করেছে,  
তখন তাকে এই পাপকর্মের ফল অবশ্যই পেতে হবে।

সপুত্রবলবাহনঃ।

রাজাসৌ প্রাপ্ত্যতি দুর্মতিঃ ॥ ৭

‘পাপকর্ম আচরণকারী ওই দুর্বুদ্ধি নরেশ সাত  
পুত্রের মতোই পুত্র, সৈন্য ও দলবলসহ বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

সমস্তাদ্ যোজনশতং বিম্যাং চাস্য দুর্মতেঃ।

ধক্ষাতে পাংসুবর্ণেণ মহতা পাকশাশনঃ ॥ ৮

‘মন্দ বুদ্ধিসম্পন্ন এই রাজার রাজ্য — যা সবদিক  
থেকে শত যোজন লম্বা ও চওড়া, দেবরাজ ইন্দ্র সেটিকে  
তীক্ষণ ধূলি বর্ষণ করে বিনাশ করবেন।

সর্বসত্ত্বানি যানীহ হাবরাণি চরাণি চ।

মহতা পাংসুবর্ণেণ বিলয়ং সর্বতোহগমন্ ॥ ৯

‘এখানে যেসব জীব জন্তু বসবাস করে, এই তীক্ষণ  
ধূলি বর্ষণে সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে।

দণ্ডস্য বিষয়ো যাবৎ ভাবৎ সর্বং সমুচ্ছয়ম্।

পাংসুবর্ষমিবালক্ষ্যং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি ॥ ১০

‘দণ্ডের রাজ্য যতদূর প্রসারিত, সেই স্থানের সমস্ত  
চরাচর প্রাণী সাত রাত্রি ধরে ধূলোর বর্ষণে অদৃশ্য হয়ে  
যাবে।’

ইত্বাক্ষপ জ্যোত্সামাক্ষস্তম্ভানিবাশিনম্।

জনং জনপদান্তেষু হীয়তামিতি চাত্রবীৎ ॥ ১১

‘ক্রোধে চক্ষুলাল করে শুক্র সেই আশ্রমে বাসকারী  
লোকদের বললেন — ‘দণ্ডের রাজ্যসীমার শেষে যে দেশ  
আছে, তাতে গিয়ে বাস করো।’

শ্রদ্ধা তৃশনসো বাক্যং সোহহশ্রমাবসথো জনঃ।

নিদ্রাস্তো বিষয়াং তস্মাৎ স্থানং চক্রেহৎ বাহ্যতঃ ॥ ১২

‘শুক্রাচার্যের কথা শুনে আশ্রমবাসী মানুষেরা সেই  
রাজ্য থেকে বেবিয়ে, সীমার বাইরে গিয়ে বাস করতে  
লাগলেন।

স তথোক্তা মুনিজনমরজামিদমব্রবীৎ।

ইহৈব বস দুর্মেধে আশ্রমে সুসমাহিতা ॥ ১৩

‘আশ্রমবাসী মুনিদের এই কথা বলে শুক্রাচার্য  
অরজাকে বললেন — ‘মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ে ! তুমি এই  
আশ্রমে পরমাত্মার ধ্যানে মন একাত্ম করে বাস করো।

ইদং যোজনপর্যন্তং সরঃ সুরচিরপ্রভম্।

অরজে বিজ্ঞয়া ভুঙ্ক্ষু কালশত্রু প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪

‘অরজে ! এখানে যে এক যোজন বিস্তৃত সুন্দর  
জলাশয় আছে, তুমি নিশ্চিন্তে তা উপভোগ করো আর  
নিজের অপরাধ নিবৃত্তির জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করতে



থাকো।

ত্বৎসমীপে চ যে সজ্জা বাসমেঘ্যস্তি তাং নিশাম্।

অবধ্যাঃ পাংসুবর্ষেণ তে ভবিষ্যন্তি নিতাদা ॥ ১৫

‘যেসব জীব ওই সকল রাতে তোমার কাছে থাকবে, তারা কখনও ধূলার বর্ষণে মারা পড়বে না—সর্বদা বিরাজ করবে’।

শ্রদ্ধা নিয়োগঃ ব্রহ্মর্ষেঃ সারজা ভার্গবী তদা।

তথেষ্টি পিতরং প্রাহ ভার্গবঃ ভৃশদুঃখিতা ॥ ১৬

‘ব্রহ্মর্ষির আদেশ শুনে ভৃগুকন্যা অরজা অত্যন্ত দুঃখিত হলেও পিতাকে বললেন—‘ঠিক আছে’।

ইত্যুজ্জা ভার্গবো বাসমনাত্ম সমকরয়ৎ।

তচ্চ রাজ্যং নরেন্দ্রস্য সতৃতাবলবাহনম্ ॥ ১৭

সপ্তাহাদ্ ভস্মসাদ্ ভূতং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা।

‘এই কথা বলে শুক্র অন্য রাজ্যে গিয়ে বাস করলেন এবং সেই ব্রহ্মবাদীর কথা অনুসারে রাজা দণ্ডের সেই রাজ্য সেবক, সেনা ও সওয়ারীসহ সাতদিনে ভস্ম হয়ে গেল।

তস্যাসৌ দণ্ডবিষয়ো বিদ্যশৈবলয়োর্নৃপ ॥ ১৮

শপ্তো ব্রহ্মর্ষিণা তেন বৈধর্মো সহিতে কৃতে

ততঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণমুচ্যতে ॥ ১৯

‘নরেশ্বর ! দণ্ডের রাজ্য ছিল বিদ্যা এবং শৈবলগিরির মধ্যস্থলে। কাকুৎস্থ ! ধর্মযুগ কৃতযুগে

ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করায় ওই ব্রহ্মর্ষি রাজা এবং তাঁর দেশকে শাপ প্রদান করেন। তখন থেকে সেই ভূভাগ দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত হয়।

তপস্বিনঃ স্থিতা হাত্ জনহানমতোহভবৎ

এতৎ তে সর্বমাখাতং যদাঃ পৃচ্ছসি রাঘব ॥ ২০

‘তপস্বিগণ এই স্থানে এসে বসতি করেন ; তাই এর নাম হয় জনহান। রঘুনন্দন ! আপনি যে বিষয়ে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেসব আমি আপনাকে শোনালুম।

সদ্যামুপাসিতুং বীর সময়ো হ্যভিবর্ততে।

এতে মহর্ষয়ঃ সর্বৈ পূর্ণকৃষ্ণাঃ সমন্ততঃ ॥ ২১

কৃতোদকা নরব্যাদ্র আদিভাঃ পৃথুপাসতে

‘বীর ! এখন সাদ্ধ্য উপাসনার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। পুরুষসিংহ ! এইসব মহর্ষিগণ চারিদিক থেকে সমবেত হয়ে স্নান সমাপন করে কলসীভরা জল নিয়ে সূর্যদেবের উপাসনা করছেন।

স তৈর্রাক্ষগমভ্যস্তং সহিতৈর্রাক্ষবিস্তমৈঃ

রবিরস্তংগতো রাম গচ্ছোদকমুপলম্ ॥ ২২

‘শ্রীরাম ! সূর্যদেব এখানে একত্রিত এই উত্তর ব্রহ্মবিদদের দ্বারা পঠিত ব্রাহ্মগমস্তাদি শুনে এবং সেই রূপে পূজা পেয়ে অস্ত্রাচলে গমন করেছেন। এবার আপনিও যান এবং আচমন ও স্নানাদি সমাপন করুন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮১ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একাশীতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

## দ্বাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮২)

শ্রীরামের অগস্ত্য-আশ্রম থেকে অযোধ্যাপুরী ফেরা

ঋষের্বচনমাজ্জায় রামঃ সদ্যামুপাসিতুম্।

উপাক্রমৎ সরঃ পুণ্যমল্লরোগগণসেবিতম্ ॥ ১

ঋষির আদেশে শ্রীরামচন্দ্র সাংখ্য উপাসনা করার জন্য

অঙ্গুরাগণ সেবিত সেই সরোবরের তীরে এলেন।

তত্রোদকমুপলম্শ্য সদ্যামধস্য পশ্চিমাম্।

আশ্রমং প্রাবিশদ্ রামঃ কুন্তযোনের্মহাস্থন ॥ ২

সেখানে আচমন ও সাদ্ধ্য উপাসনা করে শ্রীরাম

পুনরায় মহাত্মা কুন্তজের আশ্রমে প্রবেশ করলেন

তস্যাগন্ত্যো বহুগুণং কন্দমূলং তথৌষধম্

শাল্যাদানি পবিত্রাণি ভোজনার্থমকরয়ৎ ॥ ৩



শ্রীগগন্ত তাঁর আহ্বারের জন্য নানা গুণসমৃদ্ধ কন্দ,  
দূর, জর, বহ্নি নিবারণকার দিব্য ঔষধি, পবিত্র ভাত ইত্যাদি  
প্রস্তুত করেন।

তুঙ্গবান্ নরশ্রেষ্ঠত্বদমনমতোপমম্।  
ক্রীষ্টক পরিভূষ্টক তাং রাত্রিঃ সমুপাविशत् ॥ ৪  
নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম অমৃততুল্য সেই স্বাদু আহার গ্রহণ  
কর পরম তৃপ্ত ও প্রসন্ন হয়ে সেই রাত্রি সন্তোষপূর্বক  
গতিবাহিত করলেন।

গজতে কাণ্ডামুখ্য কৃদ্বাহহিকমরিন্দমঃ।  
ধ্বিঃ সমুপচক্রনম গমনায় রঘুত্তমঃ ॥ ৫  
প্রভাত হলে শত্রুদমনকারী রঘুকুলভূষণ শ্রীরাম  
ঈর্ষাকর্ম করে সেখান থেকে যাওয়ার জন্য মহর্ষির কাছে  
গেলেন।

জিবাশ্রয়বীদ্ রামো মহর্ষিঃ কুন্তসম্ভবম্।  
কৃষ্ণে স্বাং পুরীং গন্তুং মামনুজাতুমহিসি ॥ ৬  
সেখানে মহর্ষি কুন্তজকে প্রণাম করে শ্রীরাম  
বলেন—‘মহর্ষে! এবার আমি নিজ পুরীতে যাওয়ার জন্য  
দম্পনার আদেশ প্রার্থনা করি। কৃপা করে আমায় আদেশ  
লেন।

ন্যোহস্মানুগৃহীতোহস্মি দর্শনেন মহাস্বনঃ।  
ইচ্ছৈবাগমিষ্যামি পাবনার্থমিহাশ্বনঃ ॥ ৭  
‘মহাত্মা আপনাকে দর্শন করে আমি ধনা এবং  
অনুগৃহীত হয়েছি। নিজেকে পবিত্র করার জন্য পুনরায়  
আপনাকে দর্শনের জন্য আসব।’

বদতি কাকুৎস্থে বাকামভূতদর্শনম্।  
উবাচ পরমপ্রীতো ধর্মনেত্রস্তপোধনঃ ॥ ৮  
শ্রীরামচন্দ্র এই অদ্ভুত কথা বলায় ধর্মচক্ষু তপোধন  
শ্রীগগন্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—

অভ্যুতমিদং বাকাং তব রাম শুভাকরম্।  
পবনঃ সর্বভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন ॥ ৯

‘শ্রীরাম! আপনার এই সুন্দর বচন অত্যন্ত অদ্ভুত  
রঘুনন্দন! আপনিই তো সমস্ত প্রাণীদের পবিত্রকারী।

বহুভূমি রাম জ্বাং যেহনুপশ্যন্তি কেচন।  
পবিতাঃ স্বর্গভূতাস্ত পূজ্যন্তে ত্রিদিবেশ্বরৈঃ ॥ ১০

‘শ্রীরাম! যে কেউ এক মুহূর্তের জন্য আপনার দর্শন  
পাও করে, সে পবিত্র, স্বর্গের অধিকারী এবং  
দেবতাদেরও পূজনীয় হয়।

যে চ জ্বাং ঘোরচক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি প্রাণিনো ভূবি।  
ইত্যন্তে যমদণ্ডেন সদ্যো নিরয়গামিনঃ ॥ ১১

‘এই ভূতলে যে প্রাণী আপনাকে তুর দৃষ্টিতে দেখে,  
সে যমরাজের দণ্ড দ্বারা দীড়িত হয়ে তখনই নরক গমন  
করে।

ঈদৃশস্তঃ রঘুশ্রেষ্ঠ পাবনঃ সর্বদেহিনাম্।  
ভূবি জ্বাং কথ্যাজ্জো হি সিদ্ধিমেষ্যন্তি রাঘব ॥ ১২

‘রঘুশ্রেষ্ঠ! এমন মহাত্মাশালী আপনি যে সমস্ত  
দেহধারীদের পবিত্রকারী। রঘুনন্দন! পৃথিবীতে যাঁরা  
আপনার গুণ গাথা কীর্তন করেন তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন।

জ্বাং গচ্ছারিষ্টমবাগ্রঃ পহানমকুতোভয়ম্।  
প্রশান্তি রাজ্যং ধর্মেণ গতির্হি জগতো ভবান্ ॥ ১৩

‘আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে গমন করুন। আপনার পথে  
কোথাও কোন ভয় না থাকে! আপনি ধর্মপূর্বক রাজ্যশাসন  
করুন; কারণ আপনিই জগতের পরম আশ্রয়’।

এবমুক্তস্ত মুনিরা প্রাজ্ঞনিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ।  
অভ্যবাদয়ত প্রাজ্ঞস্তমুখিঃ সত্যশীলিনম্ ॥ ১৪

মুনি একথা বলায় বুদ্ধিমান রাজা শ্রীরাম দুহাত তুলে  
হাত জোড় করে সেই সত্যশীল মহর্ষিকে প্রণাম করলেন।  
অভিবাদ ঋষিশ্রেষ্ঠং তাংস্ত সর্বাংস্তপোধনান্।

অধ্যারোহৎ তদবাগ্রঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥ ১৫  
এইভাবে মুনিবর অগস্ত্য এবং অন্য সব তপোধন  
ঋষিদের যথোচিত অভিবাদন করে তিনি কোনো ব্যগ্রতা না  
দেখিয়ে স্বর্ণমণ্ডিত পুষ্পকবিমানে আরোহণ করলেন।

তং প্রয়াস্তঃ মুনিগণা আশীর্বাদৈঃ সমস্ততঃ।  
অপূজয়ন্ মহেন্দ্রাভং সহস্রাক্ষমিবামরাঃ ॥ ১৬

যেমন দেবতা সহস্রনেত্র ধারী ইন্দ্রের পূজা করেন,  
তেমনই যাত্রার সময় সেই মহেন্দ্রতুলা তেজস্বী শ্রীরামকে  
ঋষিগণ সর্বভাবে আশীর্বাদ করলেন।

খহঃ স দদৃশে রামঃ পুষ্পকে হেমভূষিতে।  
শশী মেঘসমীপস্থো যথা জলধরাগমে ॥ ১৭

সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পকবিমানে আকাশে অবস্থিত  
শ্রীরামকে বর্ষাকালের মেঘের নিকটবর্তী চন্দ্রের ন্যায়  
দেখাচ্ছিল।

ততোহধ্বদিবসে প্রাপ্তে পূজ্যমানস্ততস্ততঃ।  
অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থো মধ্যাক্ষমবাতরং ॥ ১৮

তারপর স্থানে স্থানে সম্মান পেয়ে শ্রীরঘুনান্দ  
তারপর স্থানে স্থানে সম্মান পেয়ে শ্রীরঘুনান্দ

মধ্যাহ্নকালে অযোধ্যায় পৌছে মধ্যবর্তী দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন।

ততো বিসৃজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামগামিনম্।  
বিসর্জয়িত্বা গচ্ছেতি স্থিতি তেহস্থিতি চ প্রভুঃ ॥ ১৯

তারপরে ইচ্ছামতো চালিত সেই সুন্দর পুষ্পক-  
বিমানকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে ভগবান তাকে বললেন  
— ‘এবার তুমি প্রস্থান করো। তোমার কল্যাণ হোক’

কক্ষান্তরহিতং কিপ্রং দ্বাঃস্থং রামোদ্ধবীদ বচঃ  
লক্ষ্মণং ভরতং চৈব গঙ্গা ভৌ লঘুবিক্রমৌ।  
মমাগমনমাখ্যায় শব্দাশ্রয়ত মা চিরম্ ॥ ২০

তখন শ্রীরাম দ্বারে দণ্ডায়মান দ্বারপালকে শীঘ্র জেতে  
বললেন — ‘তুমি এখনই গিয়ে শীঘ্র শত্রুকর্মী ভরত ও  
লক্ষ্মণকে আমার আগমনের সংবাদ দাও এবং তাঁদের দ্রুত  
ডেকে আনো।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতে বাঙ্গালীকীর্ত্তে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বাদশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীকি বিবচিত্র আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিরাচিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

### ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৩)

ভরতের কথায় শ্রীরামের রাজসূয়-যজ্ঞ করার চিন্তা থেকে নিবৃত্ত হওয়া

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ।  
দ্বাঃস্থঃ কুমারাবাহুয় রাঘবায় নাবেদয়ৎ ॥ ১

ক্লেশরহিত কর্মকারী শ্রীরামের কথা শুনে দ্বারপাল  
কুমার ভরত এবং লক্ষ্মণকে ডেকে এনে শ্রীরামের সেবায়  
উপস্থিত করালেন।

দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ প্রাপ্তাবুভৌ ভরতলক্ষ্মণৌ।  
পরিহৃজ্য ততো রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২

ভরত ও লক্ষ্মণকে আসতে দেখে রঘুকুলতিলক  
শ্রীরাম দুই ভ্রাতাকে হৃদয়ে জড়িয়ে বললেন -

কৃতং ময়া যথা তথ্যং দ্বিজকর্মমনুশ্রমম্  
ধর্মসেতুমথো ভূয়ঃ কর্তুমিচ্ছামি রাঘবৌ ॥ ৩

‘রঘুবংশী রাজকুমারগণ ! আমি ব্রাহ্মণের সেই  
পরম উত্তম কাজ যথাবৎ সম্পন্ন করেছি এখন আমি  
পুনরায় রাজধর্মের চরম সীমারূপ-রাজসূয়-যজ্ঞ অনুষ্ঠান  
করতে চাই।

অক্ষয়শ্যাব্যায়ৈশ্চৈব ধর্মসেতুর্মতো মম।  
ধর্মপ্রবচনং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪

‘আমার বিচারে ধর্মসেতু (রাজসূয়) অক্ষয় এবং  
অবিনাশী ফলদাতা এবং এটি ধর্মের পোষক এবং সর্ব পাপ  
বিনাশকারী

যুবাজ্যামানভূতাভ্যাং রাজসূয়মনুষ্রমম্।

সহিতো যষ্টুমিচ্ছামি তত্র ধর্মস্ত শাস্তঃ ॥ ৫  
‘তোমরা দুজনে আমার আত্মা ; তাই আমার ইচ্ছা  
তোমাদের সঙ্গে এই উত্তম রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা ;  
কারণ তাতে রাজার শাস্তত্ব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইষ্ট্বা তু রাজসূয়েন মিত্রঃ শত্রুনিবর্ধণঃ  
সুহৃতেন সুযজ্ঞেন বরুণহুমুপাগমৎ ॥ ৬

‘শত্রুদের সংহারকারী মিত্রদেবতা উত্তম অহুতি  
যুক্ত রাজসূয় নামক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা পবনাত্ম্যর যজন করে  
বরুণের পদ লাভ করেছিলেন।

সোমশ্চ রাজসূয়েন ইষ্ট্বা ধর্মেন ধর্মবিৎ  
প্রাপ্তশ্চ সর্বলোকেষু কীর্তিঃ স্থানং চ শাস্ততম্ ॥ ৭

‘ধর্মজ্ঞ সোম-দেবতা ধর্মপূর্বক রাজসূয়-যজ্ঞের  
অনুষ্ঠান করে সমগ্র লোকে কীর্তি ও শাস্তত্ব স্থান প্রাপ্ত  
করেছেন।

অশ্মিন্নহনি যজ্ঞেয়শ্চিত্রাতাং তদ্যমা সহ  
হিতং চায়তিযুক্তং চ প্রযতৌ বজ্রমর্ধঃ ॥ ৮

‘অতএব আজকে আমার সঙ্গে বসে তোমরা ঠিক  
করো যে, আমাদের পক্ষে কোন কর্ম লোক ও পরলোকে  
কল্যাণকারী হবে ! সংযতচিত্তে তোমরা দুজন এই বিষয়ে



অমরকে পরামর্শ দাও।'

ক্ৰা তু রাঘবসৌতদ্ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।

প্রজ্ঞলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ ॥ ৯

শ্রীরাঘুনামের বক্তব্য শুনে বাক্যবিশারদ শ্রীভরত হাত

জোড় কবে এই কথা বললেন -

ধর্মঃ পরঃ সাধো হুয়ি সর্বা বসুন্ধরা।

প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশস্চ্যামিতবিক্রমঃ ॥ ১০

'সাধো! অমিত পরাক্রমী মহাবাহো! আপনার মধ্যে

ইজ্ঞ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সমগ্র পৃথিবী আপনার

গর্বেই আধারিত এবং আপনার মধ্যেই যশের প্রতিষ্ঠা।

হ্রীপালাশ্চ সর্বৈ ত্বাং প্রজাপতিমিবামবাঃ।

শ্রীকৃষ্ণে মহাত্মনং লোকনাথং যথা বয়ম্ ॥ ১১

'দেবতারা যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মাকেই মহাত্মা এবং

লোকনাথ মনে করেন, তেমনই আমরা এবং সমস্ত ভূপাল

আপনাকেই মহাপুরুষ এবং সমগ্র লোকের প্রভু বলে মান্য

করি-সেই দৃষ্টিতেই আপনার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি।

পুত্রাশ্চ পিতৃবদ্ রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহাবল।

পৃথিব্যাং গতিভূতোহসি প্রাণিনামপি রাঘব ॥ ১২

'রাজন্! মহাবলী রঘুনন্দন! পুত্র যেমনভাবে পিতার

দিকে চেয়ে থাকে, সমস্ত রাজাদেরও আপনার প্রতি

স্নেহপূর্বক। আপনিই সমগ্র পৃথিবী ও সম্পূর্ণ প্রাণীদের

প্রভু।

ন হুম্বেবংবিধং যজ্ঞমাহর্তাসি কথং নৃপ।

পৃথিব্যাং রাজবংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে ॥ ১৩

'নরেশ্বর! তাহলে আপনি এমন যজ্ঞ কীভাবে

করতে পারেন, যাতে পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের বিনাশ

অবশ্যস্বাবী।

পৃথিব্যাং যে চ পুরুষা রাজন্ পৌরুষমাগতাঃ।

সর্ব্বাং ভবিতা তত্র সংক্ষয়ঃ সর্ব্বকোপজঃ ॥ ১৪

'রাজন্! এই পৃথিবীতে যত উদ্যমী পুরুষ রয়েছেন,

তাদের সকলের সবাকার কোপে ওই যজ্ঞে সংহার হয়ে যাবে।

সর্বঃ পুরুষশার্দ্দল গুণৈরতুল্যবিক্রমঃ।

পৃথিবীঃ নার্সে হস্তঃ বশে হি তব বর্ততে ॥ ১৫

'পুরুষসিংহ! অতুল পরাক্রমী বীর! আপনার

সদৃশের কারণে সমগ্র জগৎ আপনার বশীভূত। আপনার

জন্য এই পৃথিবীর নিবাসীদের বিনাশ করা উচিত হবে না।'

ভরতস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা।

প্রহর্ষমতুলং লেভে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৬

ভরতের এই অমৃতপূর্ণ বচন শুনে সত্যপরাক্রমী

শ্রীরাম অনুগম হর্ষ লাভ করলেন।

উবাচ চ শুভং বাক্যং কৈকেয়ানন্দবর্ধনম্।

শ্রীজোহন্স্মি পরিতুষ্টোহন্স্মি ভবাদ্যা বচনেহনঘ ॥ ১৭

তিনি কৈকেয়ীন্দন ভরতকে এই শুভ কথা বললেন

—'নিষ্পাপ ভরত! আজ তোমার কথা শুনে আমি অত্যন্ত

প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হয়েছি।

ইদং বচনমক্লীবং ত্বয়া ধর্মসমাগতম্।

ব্যাহতং পুরুষব্যগ্র পৃথিব্যাং পরিপালনম্ ॥ ১৮

'পুরুষসিংহ! তোমার মুখনিঃসৃত এই উদার এবং

ধর্মসঙ্গত বাক্য সারা পৃথিবীকে রক্ষা করবে।

এষ্যদস্মদতিপ্রায়াদ্ রাজসূয়াং ক্রতুশ্চমাৎ।

নিবর্তয়ামি ধর্মজ্ঞ তব সুব্যাহতেন চ ॥ ১৯

'ধর্মজ্ঞ! আমার হৃদয়ে রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প

জাগরিত হচ্ছিল; কিন্তু আজ তোমার এই সুন্দর বক্তব্য

শুনে আমি সেই উত্তম যজ্ঞের দিক থেকে নিজের মনকে

সরিয়ে নিচ্ছি।

লোকপীড়াকরং কর্ম ন কর্তব্যং বিচক্ষণৈঃ।

বালানাং তু শুভং বাক্যং গ্রাহ্যং লক্ষ্মণপূর্বজ।

তস্মাচ্ছৃণামি তে বাক্যং সাধু যুক্তং মহাবল ॥ ২০

'লক্ষ্মণের বড় ভাই! বুদ্ধিমান পুরুষদের এমন কর্ম

করা উচিত নয়, যা সমগ্র জগতের পক্ষে পীড়াকারক হয়।

বালকদের বলা কথাও যদি ভালো হয়, তাহলে তাও গ্রহণ

করা উচিত; সুতরাং মহাবলী বীর! আমি তোমার উত্তম

এবং যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে

শুনেছি।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ত্রাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৩ ॥

মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিশতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥



## চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৪)

লক্ষ্মণের দ্বারা অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রস্তাব, ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের প্রসঙ্গ শোনানো, বৃত্রাসুরের তপস্যা এবং ইন্দ্রের ভগবান বিষ্ণুকে বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য অনুরোধ

তথোক্তবতি রামে তু ভরতে চ মহাস্থনি।  
লক্ষ্মণোহথ শুভঃ বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্॥ ১

শ্রীরাম ও ভরতের এইরূপ কথাবার্তা বলার পব লক্ষ্মণ রঘুকুলনন্দন শ্রীরামকে এই শুভ কথা বলেন—  
অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ পাবনঃ সর্বপাপম্ভনাম্।  
পাবনস্তব দুর্ধর্যো রোচতাং রঘুনন্দন ২

‘রঘুনন্দন ! অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ সমস্ত পাপবিনাশকারী পরম পাবন এবং দুষ্কর। সুতরাং আপনি সেই অনুষ্ঠান পছন্দ (গ্রহণ) করুন।

শ্রীযতে হি পুরাবৃত্তং বাসবে সুমহাস্থনি।  
ব্রহ্মহত্যাবৃত্তঃ শক্রো হুয়মেধেন পাবিতঃ। ৩

‘মহাত্মা ইন্দ্রের বিষয়ে এই প্রাচীন ঘটনা শোনা যায় যে, ইন্দ্রের যখন ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়েছিল, তখন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পবিত্র হন।

পুরা বিজ্ঞ মহাবাহো দেবাসুরসমাগমে।  
বৃত্রো নাম মহানাসীদ দৈতেয়ো লোকসম্ভতঃ ৪

‘মহাবাহো ! পূর্বের কথা, যখন দেবতা ও অসুর পরস্পর মিলেমিশে থাকতেন, সেই সময় বৃত্র নামক এক প্রভাবশালী অসুর বসবাস করত। জগতে তার অত্যন্ত সম্মান ছিল।

বিস্তীর্ণো যোজনশতমুচ্ছিতস্ত্রিগুণং ততঃ।  
অনুরাগেণ লোকাংস্ত্রীন্ মেহাৎ প্রশ্যতি সর্বতঃ ৫

‘তার আকৃতি ছিল শত যোজন চওড়া ও তিন শত যোজন উচ্চ। সে তিন লোককে আত্মীয় মনে করে ভালোবাসত এবং সকলের প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি বজায় রাখত।

ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ।  
শশাস পৃথিবীং স্মৃতিতং ধর্মেণ সুসমাহিতঃ ৬

‘তার যথার্থ ধর্মের জ্ঞান ছিল। সে ছিল কৃতজ্ঞ এবং স্থিরপ্রজ্ঞ ; পূর্ণতঃ সাবধানে থেকে ধন-ধান্য পূর্ণ পৃথিবী ধর্মপূর্বক শাসন করত।

তস্মিন্ প্রশাসতি তদা সর্বকামদুখা নধী।  
রসবত্তি প্রসূনানি মূলানি চ ফলানি চ ৭

‘তার শাসনকালে পৃথিবী সমগ্র কামনা পূরণ করত। ফল, ফল, মূল সবকিছুই সরস হতো।

অকৃষ্টপট্যা পৃথিবী সুসম্পন্না মহাস্থনি।  
স রাজ্যং তাদৃশং ভুঙক্তে স্মৃতিমধুতদর্শনম্ ৮

‘মহাত্মা বৃত্রাসুরের রাজ্যে বীজ বপন ছাড়ই আর উৎপন্ন হতো এবং রাজ্য ধন-ধান্যে সম্পন্ন থাকত, এভাবে সেই অসুর সমৃদ্ধিশালী এবং অনুপম রাজ্য উপভোগ করত।

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তপঃ কুর্যামনুত্তমম্।  
তপো হি পরমং শ্রেয়ঃ সম্মোহমিতরং সুখম্ ৯

‘এক সময় বৃত্রাসুরের মনে চিন্তা হল যে, অমি পরম উত্তম তপস্যা করব ; কারণ তপস্যাই পরম কল্যাণের সাধন। অন্য সমস্ত সুখই মোহ প্রদানকারী হয় থাকে।

স নিক্ষিপ্য সূতং জ্যেষ্ঠং পৌরেষু মধুরেশ্বরম্।  
তপ উগ্রং সমাতিষ্ঠৎ তাপয়ন্ সর্বদেবতাঃ ১০

‘সে তার জ্যেষ্ঠপুত্র মধুরেশ্বরকে<sup>(১)</sup> রাজ্য করে পুরবাসীদের সমর্পণ করে সমস্ত দেবতাদের তপিত করে কঠোর তপস্যায় রত হল।

তপস্তপ্যতি বৃত্রে তু বাসবঃ পরমার্ভবঃ।  
বিষ্ণুঃ সমুপসংক্রম্য বাক্যমেতদুবাচ হ ১১

‘বৃত্রাসুর তপস্যায় রত হলে ইন্দ্র যেন অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বলেন—  
তপস্যতা মহাবাহো লোকাঃ সর্বে বিনির্জিতাঃ

বলবান্ স হি ধর্মাত্মা নৈনং শস্যামি শাসিতুন্ ১২

‘মহাবাহো ! তপস্যা করে বৃত্রাসুর সমস্ত লোক জয় করে নিয়েছেন। এই ধর্মাত্মা অসুর এখন যথেষ্ট শক্তিরও অধিকারী। সুতরাং আমি আর তার ওপর শাসন করতে পারব না।

(১) তিলককার মধুরেশ্বরের অর্থ মধুর নামক রাজা করেছেন। রামায়ণ শিবোমণিকার মধুর শব্দে বজ্রাদেব ঈশ্বররূপে নির্দেশ করেছেন এবং রামায়ণভূষণকার মধুর অর্থ সৌম্য স্বভাবের রাজা অথবা মধুর নগরীর প্রভু নির্দেশ করেছেন।

সেই তপ আতিষ্ঠেৎ ভূম্য এব সুরেশ্বর।  
ধরিশাস্তি তাবদস্য বশানুগাঃ ॥ ১৩

‘সুরেশ্বর ! সে যদি পুনরায় একপ তপস্যা করতে  
যে, তাহলে যতদিন এই তিনলোক থাকবে, ততদিন  
সমস্ত দেবতাদের তার অধীন থাকতে হবে

চৈনঃ পরমোদারমুপেক্ষসি মহাবল।  
হি ন ভবেৎ ব্রহ্মঃ ক্রুদ্ধে হুয়ি সুরেশ্বর। ১৪

‘মহাবলী দেবেশ্বর ! আপনি সেই পরম উদার  
অসুরকে উপেক্ষা করছেন (তাই সে শক্তিশালী হয়ে  
গেছে)। যদি আপনি ক্রুদ্ধ হন, তাহলে সে ক্ষণিক সমাও  
কিছু থাকতে পারবে না।

হি প্রীতিসংযোগঃ হুয়া বিষ্ণো সমাগতঃ।  
লোকান্তি শোকানাং নাথত্বমুপলব্ধবান্ ॥ ১৫

‘বিষ্ণো ! যখন থেকে আপনার সঙ্গে তার সখা  
হয়েছে, তখন থেকে সে সমগ্র লোকের আধিপত্য লাভ  
করেছে।

স হুং প্রসাদং লোকানাং কুরুষ সুসমাহিতঃ।  
ত্বৎকৃতেন হি সর্বং সাং প্রশান্তমরুজং জগৎ ॥ ১৬

‘সুতরাং আপনি ভালোভাবে ভেবে-চিন্তে সমস্ত  
লোকের ওপর কৃপা করুন। আপনি রক্ষা করলেই সমগ্র  
জগতে শান্তি এবং আরোগ্য বর্তাবে।

ইমে হি সর্বে বিষ্ণো হুয়া নিরীক্ষন্তে দিবৌকসঃ।  
বৃজঘাতেন মহতা তেমাং সাহ্যং কুরুষ হ ॥ ১৭

‘বিষ্ণো ! এই সব দেবতা আপনার দিকেই তাকিয়ে  
আছেন। বৃজাসুর-বধ এক মহান কাজ। এই কাজ করে  
আপনি দেবতাদের উপকার করুন।

হুয়া হি নিতাশঃ সাহ্যং কৃতমেবাং মহাস্বনাম্।  
অসহ্যমিদমনোযামগতীনাং গতির্ভবান্ ॥ ১৮

‘প্রভো ! আপনি সর্বদা এই মহাশ্মা দেবতাদের  
সাহায্য করেছেন, এই অসুর অনেক কাছে অজেয় ;  
সুতরাং আপনি আমাদের মতো নিরাশ্রিত দেবতাদের  
আশ্রয়দাতা হোন’।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে চতুর্দশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চুবাশিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

### পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৫)

ভগবান বিষ্ণুর তেজ ইন্দ্রে ও বজ্র ইত্যাদিতে প্রবেশ করা, ইন্দ্রের বজ্রে বৃজাসুরের বধ এবং  
ব্রহ্মহত্যার পাপে ইন্দ্রের অজ্ঞকারময় হানে গমন করা

লক্ষণস্য তু তদ্ বাকাং শ্রদ্ধা শত্রুনিবর্হণঃ।  
ব্রহ্মহত্যামশেষেণ কথয়েতাহ সুরতা। ১

লক্ষণের কথা শুনে শত্রু সংহারকারী শ্রীরামচন্দ্র  
বললেন— ‘উত্তমব্রত পালনকারী সুমিত্রাকুমার ! বৃজাসুর  
লক্ষের পুরো প্রসঙ্গটি শোনাও’।

সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।  
হুয়া এব কথাং দিব্যাং কথয়ামাস সুরতঃ ॥ ২

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ আদেশ দেওয়ায় উত্তম ব্রতের  
পালক সুমিত্রানন্দন লক্ষণ পুনরায় সেই দিব্য কথা শোনাতে  
সম্মত করলেন।

সহস্রাক্ষবচঃ শ্রদ্ধা সর্বেষাং চ দিবৌকসাম্।  
বিষ্ণুর্দেবানুব্রাচেমং সর্বানিহুপুংগমান্ ॥ ৩

‘প্রভো ! সহস্রনেত্রধারী ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতাদের  
প্রার্থনা শুনে ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতাদের এই কথা  
বললেন—

পূর্বং সৌহৃদবন্ধোহস্মি বৃজসোহ মহাস্বনঃ।  
তেন যুস্মৎপ্রিয়ার্থং হি নাহং হুয়ি মহাসুরম্ ॥ ৪

‘দেবগণ ! তোমাদের এই প্রার্থনার আগেই আমি  
মহামনা বৃজাসুরকে স্নেহ-বন্ধনে বেঁধে রেখেছি। তাই  
তোমাদের জন্য আমি এই মহান অসুরকে বধ করব না।

অবশ্যঃ করণীয়াঃ চ ভবতাং সুখমুত্তমম্।  
তস্মাদুপায়মাখ্যাস্যো সহস্রাঙ্কো বধিয়াতি॥ ৫

‘কিন্তু তোমাদের উত্তম সুখের ব্যবস্থা করাও আমার  
অবশ্য কর্তব্য ; তাই আমি এমন উপায় করব, যাতে  
দেবরাজ ইন্দ্র ওকে বধ কবতে পারেন।

ত্রেখাভূতং করিষ্যামি আত্মানং সুসন্তোমঃ।  
তেন বৃত্রং সহস্রাঙ্কো বধিয়াতি ন সংশয়ঃ॥ ৬

‘সুরশ্রেষ্ঠগণ ! আমি আমার স্বরূপভূত তেজ তিন  
ভাগে বিভক্ত করব, যাতে ইন্দ্র নিঃসন্দেহে বৃত্রাসুরকে বধ  
করতে পারেন।

একাংশো বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তু।  
তৃতীয়ো ভূতলং যাতু তদা বৃত্রং হনিষ্যতি॥ ৭

‘আমার তেজের এক অংশ ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ  
করবে, দ্বিতীয় বজ্রে ব্যাপ্ত হয়ে যাবে এবং তৃতীয়  
ভূতলে চলে যাবে<sup>(১)</sup>। তখন ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করতে  
পারবেন।’

তথা ব্রহ্মতি দেবেশে দেবা স্বাক্যমথব্রুবন্।  
এবমেতন্ম সন্দেহো যথা বদসি দৈতাহনু। ৮  
ভদ্রং তেহস্ত গমিষ্যামো বৃত্রাসুরবধৈষণঃ।  
ভজস্ব পরমোদার বাসবং স্তেন তেজসা ৯

‘দেবেশ্বর ভগবান বিষ্ণু একথা বলায় দেবতাগণ  
বলেন – ‘দৈত্যবিনাশন আপনি যা বলছেন, কথা ঠিক  
তেমনই, এতে কোনো সংশয় নেই। আপনার কল্যাণ  
হোক। আমরা বৃত্রাসুরের বধের ইচ্ছা মনে নিয়ে এখান  
থেকে ফিরে যাব। পরম উদার প্রভো ! আপনি আপনার  
তেজের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুগৃহীত করুন’।

ততঃ সর্বো মহাত্মানঃ সহস্রাঙ্কপুরোগমাঃ।  
তদরণামুপাত্রানন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ॥ ১০

‘তারপর ইন্দ্রাদি মহামনস্বী দেবতাগণ সেই বনে  
গেলেন, যেখানে সেই মহা অসুর বৃত্র তপস্যা করছিল।

তেহপশ্যাংস্তেজসা ভূতং তপান্তমসুরোত্তমম্।  
পিবন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ নির্দহন্তমিবাধরম্॥ ১১

‘তারা দেখলেন, অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর তাঁর নিজের  
তেজে সর্ব দিক ব্যাপ্ত করে আছে এবং এমন তপস্যা

করছে যেন তার দ্বারা তিনলোকের সর্ব স্থান ও আকাশও  
দগ্ধ করে ফেলবে।

দুষ্টৈব চাসুরশ্রেষ্ঠং দেবাত্মাসমুপাগমন্।  
কথামেনং বধিষ্যামঃ কথং ন সাৎ পরাজয়ঃ ১২

‘সেই অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রকে দেখেই দেবতারা ভয় পেয়ে  
ভাবতে লাগলেন— ‘আমরা একে কী কবে বধ করব ? কী  
করলে আমরা পরাজয় থেকে রক্ষা পাব ?’

তোমাং চিন্ত্যতাং তত্র সহস্রাঙ্কঃ পুন্দরঃ।  
বজ্রং প্রগৃহ্য পাণিভ্যাং প্রাহিণোদ্ বৃত্রমুখনি॥ ১৩

‘তারা যখন এইরূপ চিন্তা করছিলেন, তখন সহস্র  
নেত্রধারী ইন্দ্র দুই হাতে বজ্র উঠিয়ে বৃত্রাসুরের মাথায়  
আঘাত করলেন।

কালাগ্নিনেব ঘোরো দীপ্তেনেব মহাচিহ্না।  
পততা বৃত্রশিরসা জগৎ ত্রাসমুপাগমৎ ১৪

‘ইন্দ্রের সেই বজ্র প্রলয়কালের অগ্নির সমান  
ভয়ংকর ও দীপ্তিমান ছিল। তার থেকে ভয়ানক অগ্নিগাত  
হতে থাকল। তার আঘাতে যখন বৃত্রাসুরের মাথা কেটে  
পড়ল, সমস্ত জগৎ তখন ভীত-সমস্ত হয়ে পড়ল।

অসম্ভাব্যং বধং তস্য বৃত্রস্য বিবুধাষিণঃ।  
চিন্তয়ানো জগামাশু লোকসান্তঃ মহাযশাঃ ১৫

‘নিরপরাধ বৃত্রাসুরকে বধ করা উচিত ছিল না ; তাই  
মহাযশস্বী দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এবং  
সুতঃস্বগৎ সর্বলোকের অস্তিম লোকালোক পর্বতের পরবর্তী  
অন্ধকার প্রদেশে গমন করলেন।

তমিচ্ছং ব্রহ্মহত্যাহংস্ত গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।  
অপতচ্চাস্য গাগ্রেষু তমিচ্ছং দুঃখমাবিশৎ ১৬

‘যাবার সময় ব্রহ্মহত্যাক্রমী পাপ তখনই তাকে স্পর্শ  
করল এবং তাঁর অঙ্গে আক্রমণ করল। ইন্দ্রের মনে তাকে  
অত্যন্ত দুঃখ হল।

হতারয়ঃ প্রণষ্টোজ্ঞা দেবাঃ সাগিপুরুগমাঃ।  
বিষ্ণুং ত্রিভুবনেশানং মুচ্ছমুচ্ছরপূজয়ন্ ১৭

‘দেবতাদের শত্রু মাঝা গিয়েছে, তাই অগ্নি আদি সব  
দেবতা বারংবার ত্রিভুবনের প্রভু ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি-পূজা  
করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের অধিপতি ইন্দ্র অদৃশ্য হয়ে

(১) বৃত্র-বধের পর ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ নিবৃত্তির সময় পর্যন্ত এই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এবং বৃত্র ধরাশায়ী হওয়ার পর তার  
ভ্রাতী শবীর ধারণ করার শক্তি প্রদানের জন্য ভগবানের তেজের তৃতীয় অংশ পৃথিবীতে স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা ছিল ; তাই এরূপ  
ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।



গিয়েছিলেন। (কারণ তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হয়েছিল)।

১৮ গতিঃ পরমেশান পূর্বজো জগতঃ পিতা।

সর্বভূতানাং বিশ্বঃ স্মৃণুপজয়িবান্ ॥ ১৮

(দেবতাগণ বললেন) - 'পরমেশ্বর ! আপনিই  
সমস্তের আশ্রয় এবং আদি পিতা। সমস্ত প্রাণীদের রক্ষার  
জন্য আপনি বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন।

১৯ জগতঃ স্মৃণু বৃদ্ধো ব্রহ্মহত্যা চ বাসবম্  
বধতে সুরশার্দূল মোক্ষং তস্য বিনির্দিশ। ১৯

'আপনিই এই অসুরকে বধ করেছেন। কিন্তু  
ব্রহ্মহত্যা ইত্যেকে কষ্ট দিচ্ছে ; অতএব সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনি  
ঈশ্বর উদ্ধারের কোনো উপায় বলুন।'

২০ জেহঃ তদ্ বচনং শ্রুত্বা দেবানাং বিশ্বঃ স্মৃণু  
মামেব যজতাং শত্রুঃ পাবয়িষ্যামি বজ্রিণম্ ॥ ২০

যেহঃ তদ্ বচনং শ্রুত্বা দেবানাং বিশ্বঃ স্মৃণু  
মামেব যজতাং শত্রুঃ পাবয়িষ্যামি বজ্রিণম্ ॥ ২০

'দেবতাদের কথা শুনে ভগবান বিশ্ব বললেন— 'ইন্দ্র  
আমারই ভজনা করেন আমি ওই বজ্রধারী দেবরাজ  
ইত্যেকে পবিত্র করে দেব

পুণোহন হ্যামেধেন মামিষ্টা পাকশাসনঃ।  
পুনরেষ্যতি দেবানামিষ্টমকুতোভয়ঃ ॥ ২১

'পবিত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ-পুরুষ আমাকে  
আরাধনা করে পাকশাসন ইন্দ্র পুনরায় দেবেন্দ্র পদপ্রাপ্ত  
হবেন এবং তখন তাঁর আর কাউকে ভয় থাকবে না।'

এবং সন্দিগ্ধ তাং বাণীং দেবানাং চামৃতোপমাম্।  
জগাম বিশ্বদেবেশঃ স্তম্ভমানপ্রিবিষ্টপম্ ॥ ২২

'দেবতাদের এই অমৃতময় বাণীর সন্দেশ দিয়ে  
দেবেশ্বর ভগবান বিশ্ব স্বতি শুনতে শুনতে পরমধামে  
গমন করলেন।'

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঁচাশিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

### ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ (৮৬)

ইন্দ্রবিহীন জগতে অশান্তি এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্তিলাভ

১ তদা বৃত্রবধং সর্বমখিলেন স লক্ষণঃ

কথয়িত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ কথ্যশেষং প্রচক্রমে ॥ ১

বৃত্রাসুর বধের পুরো ঘটনা শুনিযে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ

অবশিষ্ট কথা এইভাবে বলতে আরম্ভ করলেন।

২ ততো হতে মহাবীর্যে বৃত্রে দেবভয়াকরে।

ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শত্রুঃ সংজ্ঞাং লেভে ন ব্রাহ্মা ॥ ২

'দেবতাদের ভীতিপ্রদর্শনকারী মহাপরাক্রমী বৃত্রাসুর

দ্বারা যাওয়ায় ব্রহ্মহত্যা পাপে ব্যাপ্ত বৃত্র হত্যাকারী ইন্দ্রের

বৈষ্ণব চেতনা হয়নি।

৩ সৌহৃদ্যমশ্রিতা লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ।

কলং উদ্রাবসৎ কথিদ্ বেষ্টমান ইবোরগঃ ॥ ৩

'পৃথিবীর অস্তিম সীমার আশ্রয় নিয়ে তিনি সাপের

মতো এগোতে-এগোতে কিছুক্ষণ সেখানেই অচেতন হয়ে

পড়ে রইলেন।

৪ অথ নষ্টে সহস্রাক্ষে উষিগ্রমভবজ্জগৎ।

ভূমিস্ত ধ্বংসং কাশা নিঃস্রোহা শুষ্ককাননা ॥ ৪

নিঃশ্রোতস্রোহে সর্বে তু হ্রদাশ্চ সরিতস্তথা

সংক্ষোভশ্চৈব সন্তানামনাবৃষ্টিকৃতোহভবৎ ॥ ৫

'ইন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় সমস্ত জগৎ ব্যাকুল হয়ে

ওঠে। পৃথিবী উজাড় হয় তার আর্দ্রতা নষ্ট হয় এবং জঙ্গল

শুকিয়ে যায়। সমস্ত সরোবর ও জলাশয়ের জলস্রোতের

অভাব হয়ে যায় এবং বৃষ্টি না হওয়ায় জীবদের মধ্যে

ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

৬ ক্ষীয়মাণে তু লোকেষু সন্তানমনসঃ সুরাঃ।

যদুজং বিষ্ণুনা পূর্বং তং যজং সমুপানয়ন্ ॥ ৬

'সমস্ত লোক ক্ষীণ হতে থাকে। সেইজন্য

দেবতাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং যে যজ্ঞের কথা  
ভগবান বিষ্ণু বলেছিলেন, সেই যজ্ঞের স্মরণ করে।

ততঃ সৰ্বে সুরগণাঃ সোপাখ্যায়াঃ সহবিত্তিঃ।

তং দেশং সমুপাজগ্মুৰ্যত্রৈন্দ্রো ভয়মোহিতঃ॥ ৭

‘তারপর গুরুদেব বৃহস্পতির সঙ্গে ঋষিদের সঙ্গে  
নিয়ে সব দেবতা সেই স্থানে গেলেন, যেখানে ইন্দ্র ভয়ে  
আত্মত্যাগ হয়ে লুকিয়ে ছিলেন।

তে তু দুষ্টা সহস্রাক্ষমাবৃতঃ ব্রহ্মহত্যায়া।

তং পুরহুতা দেবেশমশ্বমেধঃ প্রচক্রিরে। ৮

‘তাঁরা ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা ভীত দেখে সেই  
দেবেশ্বরদের সামনে রেখে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করতে  
লাগলেন।

ততোইশ্বমেধঃ সুমহান্ মহেন্দ্রস্য মহান্বনঃ।

ববৃত্তে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনার্থং নরেশ্বরঃ॥ ৯

‘নরেশ্বর ! তখন মহামনস্বী মহেন্দ্রের মহা-অশ্বমেধ  
যজ্ঞ করা আরম্ভ হয়ে গেল। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মহত্যা  
থেকে নিবৃত্ত করে ইন্দ্রকে পবিত্র করা।

ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ব্রহ্মহত্যা মহান্বনঃ।

অভিগম্যাব্রবীদ্ বাক্যং ক মে হানং বিধাস্যথ। ১০

‘সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হলে ‘ব্রহ্মহত্যা’ প্রকটিত হয়ে  
মহামনস্বী দেবতাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন  
—‘আমার জন্য কোথায় জায়গা করবে?’

তে তামচুস্ততো দেবাস্তৃষ্টাঃ প্রীতিসমমিতাঃ।

চতুৰ্থা বিভজ্জামানমাত্মনৈব দূরাসদে। ১১

‘একথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে প্রসন্ন চিত্তে দেবতারা  
তাঁকে বলেন—‘দুর্জয় শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মহত্যা ! তুমি নিজেই  
নিজেকে চারভাগে ভাগ করো।’

দেবানাং ভাবিতং প্রজ্ঞা ব্রহ্মহত্যা মহান্বন।

সন্দম্বৌ হানমন্যত্র বরয়ামাস দুর্বসা॥ ১২

‘মহামনস্বী দেবতাদের এই বক্তব্য শুনে মহেন্দ্রের  
শরীবে দুঃখরূপে নিবাসকারী ব্রহ্মহত্যা নিজেকে চার ভাগে  
ভাগ করে ইন্দ্রের শরীর থেকে অন্যত্র থাকার জন্য স্থান  
চাইলেন।

একেনাংশেন বৎস্যামি পূর্ণোদাসু নদীষু বৈ।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দর্পয়ী কামচারিণী॥ ১৩

(তিনি বললেন—) ‘আমি আমার এক অংশ দ্বারা  
বর্ষার চারমাস ধরে জলপূর্ণ নদীতে বাস করব। সেই সময়  
আমি ইচ্ছামতো বিচরণকারী এবং দর্পদলনকারী হয়ে যাব।  
ভূম্যামহং সর্বকালমেকেনাংশেন সর্বদা।

বসিষ্যামি ন সন্দেহঃ সত্যেনৈতদ্ ব্রবীমি বঃ॥ ১৪

‘দ্বিতীয় ভাগে আমি সর্বদা ভূমিতে নিবাস করব,  
আমি আপনাদের সত্যকথা বলছি, এতে কোনো সংশয়  
নেই।

যোহয়মংশজুতীয়ো মে জীষু যৌবনশালিষু  
ত্রিরাত্রং দর্পপূর্ণাসু বসিষ্যে দর্পঘাতিনী॥ ১৫

‘আমার যে তৃতীয় অংশ, তাতে আমি যৌবনাবস্থায়  
সুশোভিত নারীদের মধ্যে প্রতিমাসে তিন রাত্রি করে বাস  
করব এবং তাদের দর্প বিনাশ করতে থাকব।

হস্তারো ব্রাহ্মণান্ যে তু মৃষাপূর্বমদুষকান্।

তাংচতুর্থেন ভাগেন সংশ্রয়িষ্যে সুর্যভাঃ॥ ১৬

‘সুরশ্রেষ্ঠগণ ! যাঁরা মিথ্যা বলে কারোকে কলঙ্কিত  
করেন না,—এমন ব্রাহ্মণদের যেসব লোক বধ করে, আমি  
চতুর্থ ভাগ দ্বারা তাদের আক্রমণ করব’।

প্রত্যাচুস্তাং ততো দেবা যথা বদসি দুর্বসে।

তথা ভবতু তৎ সর্বং সাধয়স্ব যদিচ্ছিতম্॥ ১৭

‘দেবতারা তখন তাঁকে বললেন—‘দুর্বসে ! তুমি যা  
বলছ, সে সব তেমনই হোক। যাও নিজ অতীষ্ট পূরণ  
করো।’

ততঃ প্রীত্যাযিতা দেবাঃ সহস্রাক্ষং ববন্দিরে।

বিজ্বরঃ পূতপাপ্মা চ বাসবঃ সমপদাত। ১৮

‘দেবতারা তখন অত্যন্ত প্রসন্নতাসহ সহপ্রলোভন  
ইন্দ্রের বন্দনা করেন। ইন্দ্র তখন নিশ্চিন্ত, নিষ্পাপ এবং  
বিশুদ্ধ হয়ে যান।

প্রশান্তং চ জগৎ সর্বং সহস্রাক্ষে প্রতিষ্ঠিতে।

যজ্ঞং চাভ্যুতসংকাশং তদা শক্ৰোহভ্যপূজয়ৎ॥ ১৯

‘ইন্দ্র তাঁর পদে প্রতিষ্ঠিত হতেই সম্পূর্ণ জগতে শান্তি  
হুড়িয়ে পড়ল। ইন্দ্র তখন সেই অত্যন্ত শক্তিশালী যজ্ঞের  
ভূমঃ ভূমঃ প্রশংসা করেন।

ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবো রথুনন্দন।

যজস্ব সুমহাভাগ হয়মেধেন পার্থিবঃ॥ ২০

‘বধুনন্দন ! অশ্বমেধ যজ্ঞের এমনই প্রভাব। সুতরাং  
মহাভাগ ! পৃথিবীনাথ ! আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আরাধনা  
করুন।’

—লক্ষণবাক্যমুত্তমঃ  
নৃপতিরতীব মনোহরঃ মহাস্বা

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাহ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে বৃদ্ধশীতিলমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

মহর্ষি বাহ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিযাশিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

পরিভোমবাপ

হৃষ্টচেতাঃ

স নিশমোদ্গসমানবিক্রমোজাঃ ॥ ২১

লক্ষণের এই উত্তম ও মনোহর কথা শুনে মহাস্বা  
রাজা রামচন্দ্র—যিনি ছিলেন ইন্দ্রের মতো পরাক্রমী এবং  
বলশালী, মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন এবং সন্তুষ্ট হলেন,

### সপ্তাশীতিলমঃ সর্গঃ (৮৭)

শ্রীরামের লক্ষণকে রাজা ইলের কথা শোনানো— ইলের এক-এক মাস ধরে ক্রমশঃ নারীত্ব ও পুরুষত্ব প্রাপ্তি

তজ্জ্বা লক্ষণেনোক্তং বাক্যং বাকাবিশারদঃ ।

প্রভাবাচ মহাতেজাঃ প্রহসন্ রাঘবো বচঃ । ১

লক্ষণের বলা কথা শুনে কথাবার্তায় নিপুণ

মহাতেজস্বী শ্রীরঘুনাথ হাস্য বদনে বললেন—

এমের নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষণ ।

ব্রহ্মাত্মশেষেণ বাজিমেষফলং চ যৎ ॥ ২

‘নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ! ব্রহ্মাসুরের সব প্রসঙ্গ এবং

অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলের তুমি যা বর্ণনা করেছ, তা যথার্থ।

ক্রমেতে হি পুরা সৌম্য কর্দমসা প্রজাপতেঃ ।

পুত্রো বাহ্মীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্মিকঃ ॥ ৩

‘সৌম্য ! শোনা যায় যে পূর্বকালে প্রজাপতি কর্দমের

পুত্র শ্রীমান ইল বাহ্মিকদেশের রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন

অত্যন্ত ধার্মিক রাজা।

স রাজা পৃথিবীং সর্বাং বশে কৃতা মহাশশাঃ ।

রাজ্যং চৈব নরবান্ধ পুত্রবৎ পর্যপালয়ৎ ॥ ৪

‘পুরুষসিংহ ! এই মহাশশস্বী নরেশ সমগ্র পৃথিবী

বশ করে রাজ্যের প্রজাদেব পুত্রের ন্যায় পালন করতেন।

সুত্রেণ পরমোদারৈর্দৈতেয়ৈশ্চ মহাশনৈঃ ॥

নাগরাক্ষসগন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সুমহাশক্তিঃ ॥ ৫

পূজাতে নিত্যশঃ সৌম্য ভয়াতৈ রঘুনন্দন ।

অবিভাংস্ত্রয়ো লোকাঃ সরোযসা মহাশনঃ ॥ ৬

‘সৌম্য ! রঘুনন্দন ! পরম উদার দেবতা, মহাদানী

দৈত্য এবং নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব এবং মহামনস্বী যক্ষ -

এরা সকলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সর্বদা রাজা ইলের স্তুতি-পূজা

করতেন এবং সেই মহামনা নরেশ কোনো কারণে রুষ্ট

হলে ত্রিলোকের প্রাণী ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠত।

স রাজা তাদৃশোহপাসীদ্ ধর্মে বীর্য়ে চ নিষ্ঠিতঃ ।

বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্মীকেশো মহাশশাঃ ॥ ৭

‘এরূপ প্রভাবশালী হয়েও বাহ্মিক দেশের প্রভু

মহাশশস্বী পরম উদার রাজা ইল ধর্ম ও পরাক্রমে দৃঢ়তাপূর্বক

স্থির থাকতেন, তাঁর বুদ্ধিও ছিল স্থির।

স প্রচক্রে মহাবাহুর্মগ্নাং রুচিরে বনে ।

চৈত্রে মনোরমে মাসে সঙ্ক্ৰান্তবলবাহনঃ ॥ ৮

‘কোনো এক সময়ের কথা, মহাবাহু রাজা ইল চৈত্র

মাসের মনোরম সময়ে সেবক, সেনাসহ এক সুন্দর বনে

শিকারের উদ্দেশ্যে গমন করেন।

প্রজয়ে স নৃপোহরণ্যে মৃগান্ শতসহস্রশঃ

ইত্বেষ তৃপ্তির্নাভূচ্চ রাজকুস্য মহাশনঃ ॥ ৯

‘রাজা সেই বনে বহু সংখ্যক হিংস্র-জন্তু বধ

করেন, কিন্তু এতো জন্তু বধ করেও সেই মহামনস্বী রাজার

সন্তুষ্টি হয়নি।

নানামৃগাণামযুতঃ বধ্যমানঃ মহাশনান্ ।

যত্র জাতো মহাসেনন্তঃ দেশমুপচক্রমে ॥ ১০

‘ফলে তাঁর দ্বারা পুনরায় নানা প্রকারের দশ হাজার



হিংস্র পশু মারা যায়। তারপর তিনি সেই স্থানে যান,  
যেখানে মহাসেনের (স্বামী কার্তিকেয়র) জন্ম হয়েছিল।  
তন্মিন্ প্রদেশে দেবেশঃ শৈলরাজসুতাং হরঃ।  
রম্যামাস দুর্ধর্ষঃ সর্বৈরনুচরৈঃ সহ॥ ১১

‘সেখানে দেবতাদের প্রভু দুর্জয় দেবতা ভগবান শিব  
তাঁর সব সেবকদের সঙ্গে থেকে গিরিরাজকুমারী উমার  
মনোরঞ্জে রত থাকতেন।

কৃত্বা স্ত্রীরূপমাত্মনমুমেশো গোপতিধ্বজঃ।  
দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সংজ্ঞমিন্ পর্বতনিব্বারে। ১২

‘যাঁর স্বজায় বৃষভ-চিহ্ন সুশোভিত, সেই ভগবান  
উমাবল্লভ নিজেকে নারীরূপে প্রকট করে দেবী পার্বতীর  
প্রিয় করার ইচ্ছায় সেখানের পার্বত্য ধারণার কাছে তাঁর  
সঙ্গে বিহার করতেন।

যত্র যত্র বনোদ্দেশে সত্বাঃ পুরুষবাদিনঃ  
বৃক্ষাঃ পুরুষনামানস্তে সর্বে স্ত্রীজনা ভবন্। ১৩

‘সেই বনের বিভিন্নভাগে—যেখানে যেখানে পুংলিঙ্গ  
নামধারী জন্তু ও বৃক্ষ ছিল, সেসবই স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত  
হয়েছিল

যচ্চ কিঞ্চন তৎ সর্বং নারীসংজ্ঞং বভূব হ।  
এতন্মিত্তরে রাজা স ইলঃ কর্দমাত্মজঃ॥ ১৪  
নিয়ন্ মৃগসহস্রাণি তং দেশমুপচক্রমে

‘সেখানে যেসব চরাচর প্রাণী ছিল, সব স্ত্রী নামধারী  
হয়ে ওঠে। সেই সময় কর্দম পুত্র রাজা ইল সহস্র-সহস্র  
হিংস্র পশু বধ করতে করতে সেই দেশে উপস্থিত হন  
স দৃষ্ট্বা স্ত্রীকৃতং সর্বং সব্যালমৃগপক্ষিণম্॥ ১৫  
আত্মানং স্ত্রীকৃতং চৈব সানুগং রঘুনন্দন।

‘সেখানে এসে তিনি দেখলেন সর্প, পশু-পক্ষী সহ  
সেই বনের সমস্ত প্রাণী স্ত্রীরূপ হয়ে রয়েছে। রঘুনন্দন !  
তিনি লক্ষ্য করলেন সেবক সহ তিনিও নারীরূপে পরিণত  
হয়েছেন।

তস্য দুঃখং মহচ্চাসীদ্ দৃষ্ট্বাহুস্মানং তথাগতম্॥ ১৬  
উমাপতেচ্চ তৎ কর্ম জাহ্না ত্রাসমুপাগমৎ

‘নিজেকে ওই অবস্থায় দেখে রাজার অত্যন্ত দুঃখ  
হল। এই সর্বই উমাবল্লভ মহাদেবের ইচ্ছায় হয়েছে জেনে  
তিনি ভীত হয়ে উঠলেন।

ততো দেবঃ মহাত্মানং শিতিকণ্ঠং কপর্দিনম্ ১৭  
জগাম শরণং রাজা সতৃত্যবলবাহনঃ।

‘তখন সেবক-সৈন্য-সংযারীসহ রাজা ইল  
জটাজুটধারী মহাত্মা ভগবান নীলকণ্ঠের শরণাগত হলেন।  
ততঃ প্রহসা বরদঃ সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ১৮  
প্রজাপতিসুতং বাকামুবাচ বরদঃ বরম্।

‘তখন পার্বতী দেবীর সঙ্গে বিরাজমান বরদায়ক  
দেবতা মহেশ্বর হেসে প্রজাপতি পুত্র ইলকে বললেন  
উত্তীষ্ঠোত্তীষ্ঠ রাজর্ষে কার্দমেয় মহাবল ১৯  
পুরুষত্বমুতে সৌম্য বরং বরম্ সূরভ

‘কর্দমকুমার মহাবলী রাজর্ষে ! ওঠো উত্তম রত  
পালনকারী সৌম্য নরেশ ! পুরুষত্ব ব্যতীত, যা চাও, সেই  
বর চেয়ে নাও’।

ততঃ স রাজা শোকাকর্ষঃ প্রত্যাখ্যাতো মহাত্মনা। ২০  
স্ত্রীভূতোহসৌ ন জগ্নাহ বরমনাং সুরোত্তমাং।

‘মহাত্মা ভগবান শঙ্কর পুরুষত্ব দিতে অস্বীকার না  
করায় স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত রাজা ইল শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।  
তিনি সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেবের কাছে অন্য কোনো বর প্রার্থনা  
করলেন না

ততঃ শোকেন মহতা শৈলরাজসুতাং নৃপঃ। ২১  
প্রণিপত্য উমাং দেবীং সর্বৈণেবাত্তরায়না  
ঈশে বরাণাং বরদে লোকানামসি ভামিনী ২২  
অমোঘদর্শনে দেবি ভজ সৌমোন চক্ষুষা

‘তখন মহাশোকে গীড়িত হয়ে রাজা গিরিরাজকুমারী  
উমাদেবীর চরণে আন্তরিকভাবে প্রণাম করে প্রার্থনা  
করলেন যে, ‘সমস্ত বরের অধিশ্রুতী দেবি ! আপনি  
মানিনি, সমস্ত লোককে বরদানকারী দেবি ! আগমন দর্শন  
কখনও নিষ্ফল হয় না। সুতরাং আমার প্রতি সৌম্য  
দৃষ্টিপাত করে অনুগ্রহ করুন।’

হৃদ্যতং তস্য রাজর্ষের্বিজায় হরসম্মিষৌ ২৩  
প্রত্যাবাচ শুভং বাকাং দেবী রুদ্রস্য সম্মতা।

‘রাজর্ষি ইলের হৃদয়ের অভিপ্রায় জেনে রুদ্রপ্রিয়া  
দেবী পার্বতী মহাদেবের সমীপে এই শুভ কথা জানানেন—  
অর্ধস্য দেবো বরদো বরার্ধস্য তব হৃদম্ ২৪  
তস্মাদর্ধং গৃহাণ ত্বং স্ত্রীপুংসোর্ধাবদিচ্ছসি।

‘রাজন্ ! তুমি পুরুষত্ব-প্রাপ্তিরূপ যে বর চাও, তার  
অর্ধভাগের দাতা হলেন মহাদেব, আর অবশিষ্ট  
অর্ধভাগের দাতা আমি, তোমার ইচ্ছামতো বর দিতে পারি  
(অর্থাৎ তোমার সমস্ত জীবনের যে স্ত্রী কাল, তার ওরফে

আমি পুরুষদ্বৈ পরিবর্তিত করতে পারি। অতএব তুমি আমার দেওয়া অর্ধবর স্বীকার করো। তুমি কতদিন স্ত্রী ও পুরুষ থাকতে চাও, আমায় তা বলো।

তদন্ততরং শ্রদ্ধা দেব্যা বরমনুত্তমম্ ॥ ২৫  
সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা রাজা বাক্যমথাত্রবীৎ।

‘যদি দেবি প্রসন্ন মে রূপেণাপ্রতিমা ভূবি। ২৬  
মাসং স্ত্রীত্বমুপাসিদ্ধা মাসং স্যাং পুরুষঃ পুনঃ।

‘দেবী পার্বতীর এই পরম উত্তম ও অদ্ভুত বর শুনে রাজা অত্যন্ত হর্ষিত হয়ে বললেন - ‘দেবি! যদি আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হন, তবে একমাস আমি ভূতলে অনুপম রূপবতী নারীরূপে থেকে, একমাস পুরুষ রূপে থাকব।’

ক্লান্তঃ তস্য বিজয়া দেবী সুরগিরাননা ॥ ২৭

প্রত্ননাচ শুভং বাক্যমেবমেব ভবিষ্যতি।  
রাজন্ পুরুষভূত্বং স্ত্রীভাবং ন স্মরিষ্যসি ॥ ২৮  
স্ত্রীভূতশ্চ পরং মাসং ন স্মরিষ্যসি পৌঙ্কষম্।

‘রাজার মনোভাব জেনে সুন্দর মুখধারী দেবী পার্বতী এই সুবচন বলেন - ‘তাহি হবে! রাজন্! যখন তুমি পুরুষ রূপে থাকবে, তখন তোমার নারী জীবনের কথা মনে থাকবে না, আর যখন স্ত্রীরূপে থাকবে, সেই একমাস পুরুষভাব স্মরণ হবে না।’

এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভূত্বাথ কাদমিঃ।  
ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ ॥ ২৯

‘এইভাবে কর্দমকুমার রাজা ইল এক মাস ধরে পুরুষরূপে এবং পরের একমাস ত্রিলোক সুন্দরী নারী ইলারূপে থাকতে লাগলেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত্তি আদিকাব্যে শ্রীমদ্ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সাতশিতম সর্গ সমাপ্ত। ৮৭ ॥

### অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৮)

ইলা এবং বুধের একে অপরকে দেখা এবং বুধের ওই সকল নারীদের কিংপুরুষী নাম দিয়ে পর্বতের ওপর থাকার জন্য আদেশ

ভাঃ কথামৈলসম্বন্ধাং রামেণ সমুদীরিতাম্।  
লক্ষণো ভরতশ্চৈব শ্রদ্ধা পরমবিস্মিতৌ ॥ ১

শ্রীরাম কথিত ইলের চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এই প্রসঙ্গ শুনে লক্ষণ ও ভরত দুজনেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

তৌ রামঃ প্রাঞ্জলী ভূত্বা তস্য রাজ্ঞো মহামনঃ।  
কিরং তস্য ভাবস্য তদা পপ্রচ্ছতুঃ পুনঃ ॥ ২

দুই ভাই শ্রীরামের কাছে মহামনা রাজা ইলের নারী-পুরুষভাবের বিস্তৃত বিষয় জ্ঞানার জন্য হাতজোড় করে আবার জানতে চাইলেন।

কথং স রাজা স্ত্রীভূতো বর্তমামাস দুর্গতিঃ।  
পুরুষঃ স যদা ভূতঃ কাং বৃষ্টিং বর্তয়ত্যসৌ ॥ ৩

‘প্রভো! রাজা হল নারী হয়ে তো অত্যন্ত দুর্গতিতে

পড়ে গেলেন। সেই সময় তিনি কীভাবে অতিবাহিত করেন এবং যখন পুরুষ হয়ে থাকতেন, কোন বৃষ্টির আশ্রয় নিতেন।’

তয়োত্তদু ভাষিতং শ্রদ্ধা কৌতূহলসমধিতম্।  
কথয়ামাস কাকুৎস্থস্তস্য রাজ্ঞো যথাগতম্ ॥ ৪

লক্ষণ ও ভরতের কৌতূহলী কথা শুনে শ্রীরাম রাজা ইলের বৃত্তান্ত, তিনি যা জানতেন, শোনাতে লাগলেন।

তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রী ভূত্বা লোকসুন্দরী।  
তাভিঃ পরিবৃত্তা স্ত্রীভির্বেহসা পূর্বং পদানুগাঃ ॥ ৫

তৎকালনং বিগাহ্যশু বিজহুঃ লোকসুন্দরী।  
ক্রমশ্চালতাকীর্ণং পদভ্যাং পদ্মদলেক্ষণা ॥ ৬

‘তখন প্রথম মাসেই ইলা ত্রিভুবন সুন্দরী নারী হয়ে বনে বিচরণ করতে লাগলেন। আগে যে তাঁর পদসেবক



ছিল, সেও নারীরূপে পরিণত হয়েছিল ; সেই সব নারী  
পরিবৃত হয়ে লোকসুন্দরী কমলাক্ষী ইলা বৃক্ষ-জঙ্গল-  
লতাপূর্ণ বনে প্রবেশ করে পদব্রজে বেড়াতে লাগলেন।  
বাহনানি চ সর্বাণি সংত্যাগ্য বৈ সমস্ততঃ।  
পর্বতাভোগবিবরে তস্মিন্ রেমে ইলা তদা॥ ৭

‘সেই সময় সমস্ত বাহনকে ছেড়ে বিস্তৃত পর্বত  
মালার মধ্যভাগে ইলা ভ্রমণ করতে লাগলেন।  
অথ তস্মিন্ বনোদ্যানে পর্বতসাবিদূরতঃ।  
সরঃ সুরচিত্রপ্রস্থঃ নানাপক্ষিগণায়ুতম্। ৮

‘বনপ্রান্তের পর্বতের কাছে এক সুন্দর সরোবর  
ছিল, যেখানে নানাপ্রকার পাখী কলরব করত।  
দর্শ সা ইলা তস্মিন্ বৃষং সোমসূতং তদা।  
জলন্তং ফেন বপুষা পূর্ণং সোমমিবোদিতম্॥ ৯

‘সোমপুত্র বৃষ সেই সরোবরে তপস্যা করতেন,  
যিনি তাঁর তেজঃপূর্ণ শরীর থেকে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো  
প্রকাশিত হচ্ছিলেন। ইলা তাঁকে দেখতে পেলেন।<sup>(১)</sup>

তপন্তঃ চ তপন্তীত্রমস্ত্রোমথো দুরাসদম্।  
যশস্করং কামকরং তারুণ্যে পর্যবহিতম্। ১০

‘তিনি জলের মধ্যে তীব্র তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তাঁকে  
পরাত্ত করা কারো দ্বারা সম্ভব ছিল না। তিনি যশস্বী,  
পূর্ণকাম ও তরুণ অবস্থায় ছিলেন।

সা তং জলাশয়ং সর্বং ক্লোভয়ামাস বিস্মিতা।  
সহ তৈঃ পূর্বপুরুষৈঃ ক্লীভুতৈ রঘুনন্দন। ১১

‘রঘুনন্দন ! তাঁকে দেখে ইলা চমকিত হলেন এবং  
যারা আগে পুরুষ ছিলেন সেই (নারীদের) সঙ্গে জলে  
নেমে সমস্ত জল ফুট করে তুললেন।

বৃষন্ত তাং সমীক্ষ্যৈব কামবাণবশং গতঃ।  
নোপলেভে তদাত্মনং স চচাল তদাত্তসি॥ ১২

‘ইলাকে দেখেই বৃষ কামদেবের নিশানায় পড়লেন।  
তিনি নিজের দেহ-মনের হুঁস হারিয়ে ফেললেন, জলের  
মধ্যেই তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন।

ইলাং নিরীক্ষমাণস্ত্র যৈলোক্যাদধিকাং শুভাম্।  
চিত্তং সমভ্যতিক্রমৎ কা দ্বিয়ং দেবতাদিকা॥ ১৩

‘ত্রিলোকে ইলা সর্বাধিক সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে  
দেখে বৃষের মন তাঁতে আসক্ত হয়ে যায়, তিনি ভাবতে

থাকেন ‘এ কোন নারী, যিনি দেবদানাদের থেকেও বেশি  
রূপবতী ?

ন দেবীণু ন নাগীণু নাসুরীষক্ষরঃসু চ।  
দৃষ্টপূর্বা ময়া কাচিদ্ রূপেণানেন শোভিতা॥ ১৪

‘দেবনারীগণের মধ্যে, নাগবৃষদের মধ্যে  
অসুরদের ক্রীলোকের মধ্যে এবং অঙ্গরাদেব নদ্যেও আমি  
আগে কখনও এরূপ মনোহর রূপে সুশোভিত নষ্ঠি  
দেখিনি।

সদৃশীয়াং হম ভবেদ্ যদি নানাপরিগ্রহঃ।  
ইতি বুদ্ধিঃ সমাহার্য জলাৎ কুলমুপাগমৎ॥ ১৫

‘‘ইনি যদি অন্যের বিবাহিত না হন তাহলে আমার  
বিবাহিত পত্নী হবার যোগ্য। এরূপ চিন্তা করে তিনি জন  
থেকে বেরিয়ে এলেন।

আশ্রমং সমুপাগম্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।  
শব্দাপন্নত ধর্মাত্মা তাস্চেনং চ ববদ্বিরে॥ ১৬

‘আশ্রমে এসে সেই ধর্মাত্মা পূর্বোক্ত সকল নারীদের  
ডাকলেন, তাঁরা সবাই এসে তাঁকে প্রণাম করেন।

স তাঃ পপ্রচ্ছ ধর্মাত্মা কসৈষা লোকসুন্দরী  
কিমর্থমাগতা চৈব সর্বমাখ্যাত মা চিরম্। ১৭

‘ধর্মাত্মা বৃষ তখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন—‘এই  
সুন্দরী নারী কার পত্নী ? কীজন্য এখানে এসেছেন ? সব  
কথা শীঘ্র আমাকে বলো।’

শুভং তু তস্য তদ্ বাক্যং মধুরং মধুরাক্ষরম্  
শ্রুত্বা ত্রিয়শ্চ তাঃ সর্বা উচুমধুরয়া গিরা॥ ১৮

‘বৃষের মুখনিঃসৃত সেই সুবচন মধুর পদবলীযুক্ত ও  
সুমিষ্ট ছিল। তা শুনে সেই সব নারী মধুর বাক্যে বললেন  
অস্মাকমেযা সুশ্রোণী প্রভুত্বৈ বর্ততে সদা।

অপতিঃ কাননাশ্রেণু সহস্রাভিচ্ছরতাসৌ। ১৯

‘ব্রহ্মন্ ! এই সুন্দরী আমাদের সবার স্বামী। অন্যর  
কোনো পতি নেই। ইনি আমাদের সঙ্গে ইচ্ছানুসারে  
বনপ্রান্তে বিচরণ করছেন।’

তদ্ বাক্যমাব্যক্তপদং তাসাং ক্রীণাং নিশ্চয় চ।  
বিদ্যামাবর্তনীং পুণ্যামাবর্তয়ত স দ্বিজাঃ॥ ২০

‘সেই নারীদের বক্তব্য সর্বভাবে সুস্পষ্ট ছিল।  
তা শুনে ব্রাহ্মণ বৃষ পুণ্যময় আবর্তনী বিদ্যার আবর্তন

(১) এই সরোবর সেই সীমার বাইরে ছিল—যে সীমা পর্বত প্রাণী শিবের আদেশে ক্রীকূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। তাইজন্য বৃষ নারীরূপে  
প্রাপ্ত হননি।



(স্মরণ) করেন।

সৌহৰ্ধং বিদিত্বা সকলং তস্য রাজ্ঞো যথা তথা  
সৰ্বা এব স্ত্রিয়স্তাশ্চ বভাষে মুনিপুংগবঃ ২১  
'সেই রাজার বিষয়ে সমস্ত কথা যথার্থভাবে জেনে  
মুনিবর বৃধ ওইসব নারীদের বললেন—  
অত্র কিংপুরুষীৰ্ভৃত্বা শৈলরোধসি বৎস্যাথ  
জাবাসন্ত গিরাবস্মিন্ শীঘ্রমেব বিষীয়তাম্ ॥ ২২  
'তোমরা সকলে কিংপুরুষী (কিন্নরী) হয়ে পর্বতের  
ধরে থাকবে। শীঘ্রই এই পর্বতের ওপর নিজেদের জন্য  
নিবাসস্থান তৈরি করে নাও।

ইত্যৰ্শে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাদশীতিমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাদশীতিম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

### একোননবতীতমঃ সর্গঃ (৮৯)

বুধ ও ইলার সমাগম এবং পুরুষবার উৎপত্তি

শ্রদ্ধা কিংপুরুষোৎপত্তিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা।  
আশ্চর্যমিতি চ ক্রতামুভৌ রামঃ জনেশ্বরম্ ১  
কিংপুরুষজাতির উৎপত্তির এই প্রসঙ্গ শুনে লক্ষ্মণ  
এবং ভরত দুজনে মহাবাজ শ্রীরামকে বলেন— 'এতো  
অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা'।  
অথ রামঃ কথামেতাং ভূয় এব মহাযশাঃ।  
কথামাস ধর্মাঙ্গা প্রজাপতিসুতসা বৈ ২  
তখন মহাযশস্বী ধর্মাঙ্গা শ্রীরাম প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র  
ইলার কথা পুনরায় এইভাবে বলতে আরম্ভ করলেন—  
সৰ্বাত্মা বিক্রতা দুষ্টা কিন্নরীৰ্ধবিসত্তমঃ।  
উবাচ রূপসম্পন্নঃ তাং স্ত্রিয়ং প্রহসমিবা ৩  
'সেই সব কিন্নরী পর্বত প্রান্তে চলে গেলেন। তাই  
দেখে মুনিশ্রেষ্ঠ বৃধ হেসে সেই রূপবতী নারীকে বললেন—  
সোমস্যাঃ সুদয়িতঃ সূতঃ সুরচিরাননে।  
ভজস্ব মাং বরারোহে ভক্ত্যা স্নিহেন চক্ষুশা ৪  
'সুখি ! আমি সোমদেবের পরম প্রিয় পুত্র।  
বরারোহে ! আমাকে অনুরাগ ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আপন

মূলপত্রফলঃ সৰ্বা বর্তয়িত্যথ নিত্যদা  
স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষায়াম ভৰ্তৃন্ সমুপলব্ধা ২৩  
'পাত্র এবং ফল-মূল দিয়েই তোমাদের জীবন-  
নির্বাহ করতে হবে। পরে তোমরা কিংপুরুষ নামক পতি  
লাভ করবে।  
তাঃ শ্রদ্ধা সোমপুত্রস্য স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষীকৃতঃ।  
উপাসাংচক্রিরে শৈলং বঙ্গজা বহুলাস্তদা ২৪  
'কিংপুরুষ নামে প্রসিদ্ধ হওয়া এই নারীগণ  
সোমপুত্র বৃধের কথা অনুসারে সেই পর্বতে থাকতে  
লাগলেন। সেই নারীগণের সংখ্যা খুবই বেশি ছিল।

করে নাও।'  
তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা শূন্যো স্বজনবর্জিতে  
ইলা সুরচিরপ্রখ্যঃ প্রত্যাচ মহাপ্রভম্ ৫  
'স্বজনবর্জিত সেই শূন্য স্থানে বৃধের কথা শুনে ইলা  
সেই পরম সুন্দর মহাতেজস্বী বৃধকে এই কথা বলেন—  
অহং কামচরী সৌম্য তবাস্মি বশবর্তিনী।  
প্রশাসি মাং সোমসুত যথেষ্টসি তথা কুরু ৬  
'সৌম্য ! সোমকুমার ! আমি নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিচরণ  
করি (স্বাধীন), কিন্তু এখন আপনার আদেশের অধীন ;  
সুতরাং আমাকে উচিত কাজের নির্দেশ দিন এবং আপনার  
যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন।'  
তস্যাত্তদভূতপ্রখ্যঃ শ্রদ্ধা হর্ষমুপাগতঃ।  
স বৈ কামী সহ তয়া রেমে চক্রমসঃ সূতঃ ৭  
'ইলার এই অভূত কথা শুনে কামাসক্ত সোমপুত্রের  
অত্যন্ত হর্ষ হল। তিনি তার সঙ্গে রমণ করতে লাগলেন।  
বুধস্য মাধবো মাসঙ্ঘামিলাং রুচিরাননাম্।  
গতো রময়তোহতীর্থং ক্ষণবৎ তস্য কামিনঃ ৮

মনোহর মুখবিশিষ্ট ইলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে  
রমণকারী কামাসক্ত বুধের বৈশাখ মাস এক মুহূর্তের মতো  
পার হয়ে গেল।

অর্ধ মাসে তু সম্পূর্ণ পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ।  
প্রজাপতিসূতঃ শ্রীমান্ শয়নে প্রত্যবুধ্যত। ৯

‘এক মাস পূর্ণ হলে চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট  
প্রজাপতি পুত্র শ্রীমান ইল নিজের শয্যায় জেগে উঠলেন।  
সোমপশ্যৎ সোমজং তত্র তপস্বঃ সলিলাশয়ে  
উর্ধ্ববাহুঃ নিরালস্বঃ তং রাজা প্রত্যভাষত॥ ১০

‘তিনি দেখলেন, সোমপুত্র বুধ সেখানে জলাশয়ে  
তপস্যা করছেন। তাঁর হাতদুটি ওপরে ঠাঠানো আর তিনি  
নিরাধারে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন রাজা বুধকে জিজ্ঞাসা  
করলেন—

ভগবন্ পর্বতঃ দুর্গং প্রবিশ্টোহস্মি সহানুগঃ।  
ন চ পশ্যামি তং সৈনাং ক্ব নু তে মামকা গতাঃ॥ ১১

‘ভগবন্ ! আমি আমার সেবকদের সঙ্গে দুর্গম  
পর্বতে এসে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে আমার সৈন্য দেখা  
যাচ্ছে না। জানি না, আমার সৈনিকরা কোথায় চলে  
গেল?’

তচ্ছ্রুত্বা তস্য রাজর্ষেণষ্টসংজ্ঞস্য ভাষিতম্।  
প্রত্যবাচ শুভং বাক্যং সাক্তয়ন্ পরয়া গিরা। ১২

‘রাজর্ষি ইলের নারীত্ব-বিষয়ের স্মৃতি নষ্ট হয়ে  
গিয়েছিল। তাঁর কথা শুনে বুধ উত্তম বাক্যে সাক্তনা দিয়ে  
এই সুবচন বলেন—

অশ্ববর্ষণ মহতা ভৃত্যাস্তে বিনিপাতিতাঃ  
ত্বং চাশ্রমপদে সূপ্তো বাতবর্ষভয়াদিতঃ॥ ১৩

‘রাজন্ ! আপনার সব সেবক ভীষণ শীল-বর্ষায়  
মারা গেছে। আপনিও ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে এই আশ্রমে এসে  
শুয়ে পড়েছিলেন।

সমাশ্রুসিহি ভদ্রং তে নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ।  
ফলমূলশানো বীর নিবসেহ যথাসুখম্॥ ১৪

‘বীর ! এখন আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার  
কল্যাণ হোক, আপনি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে ফল-মূল খেয়ে  
এখানে সুখপূর্বক বাস করুন।

স রাজা তেন বাকোন প্রত্যশ্রুত্বো মহামতিঃ।  
প্রত্যবাচ ততো বাক্যং দীনো ভৃত্যজনক্ষয়াৎ॥ ১৫

‘বুধের এ কথায় পরম বুদ্ধিমান রাজা ইল অত্যন্ত  
আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু সেবকদের বিনাশ হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখ  
পেলেন, তাই তাঁকে এই কথা বললেন—

তাক্ষ্যামাহং স্বকং রাজ্যং নাহং ভৃত্যৈর্বিনাকৃতঃ।  
বর্তম্যেয়ং ক্ৰণং ব্রহ্মন্ সমনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১৬

‘ব্রহ্মন্ ! আমি সেবকরহিত হলেও রাজ্য পরিত্যাগ  
করব না। এখানে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে পারব না।  
আমাকে যাবার অনুমতি দিন

সূতো ধর্মপরো ব্রহ্মন্ জ্যেষ্ঠো মম মহাযশাঃ  
শশবিন্দুরিতি খ্যাতঃ স মে রাজ্যং প্রপৎস্যতে॥ ১৭

‘ব্রহ্মন্ ! আমার ধর্মপবায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র অত্যন্ত  
যশস্বী, তার নাম শশবিন্দু। আমি সেখানে গিয়ে তার  
অভিষেক করলে, তবেই সে রাজ্য গ্রহণ করবে।

নহি শক্ষ্যামাহং হিঙ্গা ভৃত্যদারান্ সুখায়িতান্।  
প্রতিবক্তুং মহাতেজঃ কিঞ্চিদপাস্তভং বচঃ॥ ১৮

‘মহাতেজস্বী মূনে ! দেশে আমার যেসব সেবক,  
স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের লোক সুখে বাস করে, তাঁদের ছেড়ে  
আমি এখানে থাকতে পারব না। সুতরাং আপনি এমন  
কোনো অশুভ কথা বলবেন না, যাতে স্বজনদের ত্যাগ  
করে আমাকে দুঃখপূর্বক এখানে থাকার জন্য বিবশ হতে  
হয়’

তথা ব্রুবতি রাজেন্দ্রে বুধঃ পরমমদ্বুতম্।  
সাক্তপূর্বমখোবাচ বাসন্ত ইহ রোচতাম্॥ ১৯

ন সন্তাপস্তয়া কার্ষঃ কাদম্যেয় মহাবল।  
সংবৎসরোষিতসোহ কারয়িষ্যামি তে হিতম্॥ ২০

‘রাজেন্দ্র ইল একথা বলায় বুধ তাঁকে সাক্তনা দিয়ে  
এই অশুভ কথা বলেন— ‘রাজন্ ! তুমি প্রসন্নতাপূর্বক  
এখানে থাকা স্বীকার করো। কর্দমের মহাবলী পুত্র ! তুমি  
দুঃখ কোরো না তুমি যদি এখানে একবর্ষ বাস করো, আমি  
তাহলে তোমার হিতসাধন করব’।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বুধস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ।  
বাসায় বিদধে বুদ্ধিং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা॥ ২১

‘পুণ্যকর্মা বুধের কথা শুনে সেই ব্রহ্মবাদী মহাত্মার  
কথা অনুসারে রাজা সেখানে থাকা নিশ্চিত কবলেন।

মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়তানিশং সদা  
মাসং পুরুষভাবেন ধর্মবুদ্ধিং চকার সঃ॥ ২২

‘তিনি নারী হয়ে একমাস ধরে নিরন্তর বুধের সঙ্গে  
রমণ করতেন এবং একমাস ধরে পুরুষ হয়ে ধর্মানুষ্ঠানে  
মন লাগাতেন।

ততঃ সা নবমে মাসি ইলা সোমসুতাং সুতম্।  
জনয়ামাস সূশ্রোণী পুরুষবসমুর্জিতম্॥ ২৩

‘তারপর নবম মাসে সুন্দরী ইলা সোমপুত্র বুধের

যারা এক পুত্রের জন্ম দেন। যিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও বলবান  
ছিলেন তার নাম ছিল পুরুষবা।  
জ্ঞাতমাত্রে তু সুশ্রোগী পিতৃহস্তে ন্যবেশয়ৎ।  
বুধস্য সমবর্ষঃ চ ইলা পুত্রঃ মহাবলম্। ২৪  
‘তার সেই মহাবলী পুত্রের অঙ্গকাণ্ডি বুধেরই মতো  
ছিল তিনি জন্ম নিয়েই উপনয়ন যোগা বালকবস্থা প্রাপ্ত

হন। তাই সুন্দরী ইলা তাঁকে পিতার হাতে সমর্পণ করেন।  
বুধস্ত পুরুষীভূতং স বৈ সংবৎসরান্তরম্।  
কথাভী রময়ামাস ধর্মযুক্তাভিরাশ্ববান্॥ ২৫  
‘বছর পূর্ণ হতে যেকটি মাস বাকি ছিল, সেই সময়  
রাজা যখনই পুরুষ হতেন, তখনই মনকে বশীভূত রাখা বুধ  
ধর্মযুক্ত কথায় তাঁর মনোরঞ্জন করতেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে একোননবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊননববিত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

## নবতিতমঃ সর্গঃ (৯০)

অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইলার পুরুষত্ব প্রাপ্তি

যথোক্তবতি রামে তু তস্য জন্ম তদন্তুতম্।  
ইচ্চ লঙ্ঘণো ভূমো ভরতশ্চ মহাযশাঃ। ১

শ্রীরামচন্দ্র পুরুষবার জন্মের অন্তত কাহিনী শোনাতে  
লঙ্ঘণ ও মহাযশস্বী ভরত জিজ্ঞাসা করলেন—

ইলা সা সোমপুত্রস্য সংবৎসরমথোষিতা  
অকরোৎ কিং নরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বং শংসিতুমর্হসি॥ ২

‘নরশ্রেষ্ঠ ! সোমপুত্র বুধের কাছে একবছর বাস  
করার পর ইলা কী করলেন ? কৃপা করে তা বলুন।’

ভয়ান্তর্ বাক্যামধুর্যং নিশম্য পরিপৃচ্ছতোঃ।  
রামঃ পুনরুবাচমাং প্রজাপতিসুতে কথাম্॥ ৩

প্রশ্ন করার সময় দুই ভাই-এর কথায় মাধুর্য ছিল। তা  
জনে শ্রীরাম প্রজাপতি পুত্র ইলের বিষয়ে বলতে আরম্ভ  
করেন—

পুরুষত্বং গতে শূরে বুধঃ পরমবুদ্ধিমান্।  
সংবর্তঃ পরমোদারমাজুহাব মহাযশাঃ॥ ৪

‘শূরবীর ! ইল যখন একমাসের জন্য পুরুষভাব  
গ্রস্ত হলেন তখন পরম বুদ্ধিমান মহাযশস্বী বুধ পরম উদার  
মহাত্মা সংবর্তকে আহ্বান করেন।

চাবনং ভৃগুপুত্রং চ মুনিং চারিষ্টনেমিনম্।  
প্রমোদনং মোদকরং ততো দুর্বাসসং মুনিম্॥ ৫

‘তার সঙ্গে ভৃগুপুত্র চাবন মুনি, অরিষ্টনেমি,  
প্রমোদন, মোদকর এবং দুর্বাসা মুনিকেও আহ্বান করেন

এতন্ সর্বান সমানীয় বাক্যজ্ঞত্বদর্শনঃ।  
ইচ্চ সর্বান সুহৃদো ধৈর্ঘ্যেণ সুসমাহিতান্॥ ৬

‘এঁদের আহ্বান করে বাকপটিয়সী তত্ত্বদর্শী বুধ ধৈর্ঘ্যে  
একাগ্রচিত্তে এইসব সুহৃদদের বললেন

অয়ং রাজা মহাবাহুঃ কর্দমস্য ইলঃ সুতঃ।  
জানীতেনং যথাভূতং শ্রেয়ো হ্যত্র বিধীয়তাম্॥ ৭

‘ইনি হলেন মহাবাহু রাজা ইল, প্রজাপতি কর্দমের  
পুত্র। এঁর অবস্থা আপনারা সবাই জানেন। সুতরাং এ  
বিষয়ে এমন কোনো উপায় করুন, যাতে এঁর কল্যাণ হয়।’  
তেষাং সংবদতামেব দ্বিজৈঃ সহ মহাশক্তিঃ।

কর্দমস্ত মহাতেজাস্তদাশ্রমমুপাগমৎ॥ ৮

‘এঁরা সকলে যখন এবিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন  
তখন মহাত্মা দ্বিজদের সঙ্গে মহাতেজস্বী কর্দমও সেই  
আশ্রমে এসে পৌঁছলেন।

পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব বষট্কারস্তথৈব চ।  
ওঙ্কারশ্চ মহাতেজাস্তদাশ্রমমুপাগমন্॥ ৯

‘সেই সঙ্গে পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্কার এবং  
মহাতেজস্বী ওঁকারও সেই আশ্রমে পদার্পণ করলেন।

তে সর্বো হৃষ্টমনসঃ পরম্পরসমাগমে  
হিতৈষিণো বাহ্লিপতেঃ পৃথগ্বাক্যানাথারূপবন্॥ ১০

‘পরস্পর একত্রিত হয়ে এই সব মহর্ষিগণ  
প্রসন্নচিত্তে বাহ্লিকদেশের প্রভু রাজা ইলের হিতের জন্য  
বিভিন্ন প্রকারের রায় প্রদান করতে লাগলেন।

কর্দমস্ত্রবীদ বাক্যঃ সূতার্থঃ পরমং হিতম্  
বিজাঃ শৃণুত মম্বাক্যঃ যচ্ছ্রেয়ঃ পার্থিবস্য হি॥ ১১

‘কর্দম তখন পুত্রের জন্য অত্যন্ত হিতকরা কথা



বলেন — ‘ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা আমার কথা শুনুন, যা  
বর্তমান রাজার জন্য কল্যাণপ্রদ হবে।

নান্যঃ পশ্যামি ভৈষজ্যমন্তরা বৃষভধ্বজম্।

নাশ্বমেধাৎ পরো যজ্ঞঃ প্রিয়শ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ১২

‘আমি ভগবান শঙ্কর ব্যতীত অন্য কারোকে দেখি  
না, যিনি এই ব্যাধির উপশম করতে পারেন এবং  
অশ্বমেধ-যজ্ঞ থেকে বড়ো এমন কোনো যজ্ঞ নেই যা  
মহাদেবের প্রিয়।

তস্মাদ্ যজামহে সৰ্বে পার্থিবার্থে দুরাসদম্।

কৰ্মমেনৈবমুক্তাস্তে সৰ্ব এব দ্বিজৰ্ষভাঃ ॥ ১৩

রোচয়ন্তি স্ম তং যজ্ঞং ব্রহ্মসারাদনং প্রতি।

‘সুতরাং আমরা সকলে রাজা ইলের হিতের জন্য  
সেই দুষ্কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করব।’ কর্মম খষি একথা বলায়  
সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভগবান ঋত্বের আরাধনার জন্য  
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই উচিত মনে করলেন।

সংবর্তস্য তু রাজর্ষিঃ শিষ্যঃ পরপূরঞ্জয়ঃ ॥ ১৪

মরুত ইতি বিখ্যাতস্তং যজ্ঞং সমুপাহরৎ।

‘সংবর্তের শিষ্য এবং শত্রুগরী বিজয় করা  
সুপ্রসিদ্ধ রাজা মরুত সেই যজ্ঞের আয়োজন করলেন।

ততো যজ্ঞো মহানাসীদ্ বুধাশ্রমসমীপতঃ ॥ ১৫

রুদ্রশ্চ পরমং তোষমাজগাম মহাযশাঃ।

‘তখন বুধের আশ্রমের কাছে সেই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন  
হল এবং মহাযশস্বী রুদ্রদেব তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু প্রীতঃ পরময়া মুদা ॥ ১৬

উমাপতির্বিজান্ সর্বানুবাচ ইলসমিধৌ।

‘যজ্ঞ সমাপ্ত হলে পরমানন্দে পরিপূর্ণচিত্তে ভগবান

উমাপতি ইলের সামনেই সেই সব ব্রাহ্মণদের বললেন—

প্রীতোহস্মি হয়মেধেন ভক্ত্যা চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৭

অস্য বাহ্লিপতেশ্চৈব কিং করোমি প্রিয়ং শুভম্।

‘দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আমি তোমাদের ভক্তি এবং

অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বলো, আমি

বাহ্লিক নরেশ ইলের জন্য কোন শুভ ও প্রিয় কার্য করব ?’

তথা বদতি দেবেশে দ্বিজান্তে সুসমাহিতাঃ ॥ ১৮

প্রসাদয়ন্তি দেবেশং যথা স্যাৎ পুরুষস্তিলা।

‘দেবেশের শিব এই কথা বলায় সব ব্রাহ্মণ তখন  
একাগ্রচিত্তে সেই দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে  
লাগলেন যাতে নারী ইলা সর্বদার জন্য পুরুষ ইল হয়ে যান  
ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ পুরুষত্বং দদৌ পুনঃ ॥ ১৯

ইলায়ৈ সুমহাতেজা দত্তা চান্তরধীয়ত।

‘তখন প্রসন্ন হয়ে মহাতেজস্বী মহাদেব ইলাকে  
সর্বদার জন্য পুরুষত্ব প্রদান করে সেখান থেকে অন্তর্ধান  
করেন।

নিবৃন্তে হয়মেধে চ গতে চাদর্শনং হরে ॥ ২০

যথাগতঃ দ্বিজাঃ সৰ্বে তেহগচ্ছন্ দীর্ঘদর্শিনঃ।

‘অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পর মহাদেব দর্শন  
দিয়ে যখন অদৃশ্য হয়ে যান, তখন এইসব দীর্ঘদেহী ব্রাহ্মণ  
যেমন এসেছিলেন, তেমনই ফিরে যান।

রাজা তু বাহ্লিমুৎসৃজ্য মধ্যদেশে হ্যনুত্তমম্ ॥ ২১

নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং যশস্করম্।

‘রাজা ইল বাহ্লিকদেশে ত্যাগ করে মধ্যদেশে (গঙ্গা-  
যমুনার সঙ্গমের কাছে) এক উত্তম ও যশস্বী নগর স্থাপন  
করেন। তার নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর।’

শশবিন্দুশ্চ রাজর্ষির্বাহ্লিঃ পরপূরঞ্জয়ঃ ॥ ২২

প্রতিষ্ঠানে ইলো রাজা প্রজাপতিসুতো বলী।

‘শত্রুগরী বিজয়কারী রাজর্ষি শশবিন্দু  
বাহ্লিকদেশের রাজ্য গ্রহণ করেন এবং কর্মপুত্র বলবান  
রাজা প্রতিষ্ঠান পুরের শাসক হন।

স কালে প্রাপ্তবান্লোকমিলো ব্রাহ্মমনুত্তমম্ ॥ ২৩

ইলঃ পুরুষবা রাজা প্রতিষ্ঠানমবাপ্তবান্।

‘যথা সময়ে রাজা ইল দেহত্যাগ করে পরম উত্তম  
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং ইলার পুত্র পুরুষবা প্রতিষ্ঠান  
পুরের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবঃ পুরুষর্ষভৌ।

দ্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যচ্চানাদপি দুর্লভম্ ॥ ২৪

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত ও লক্ষ্মণ ! অশ্বমেধ-যজ্ঞের  
এমনই প্রভাব। যিনি নারীরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই রাজা  
ইল এই যজ্ঞের প্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করেন এবং আরও  
নানা দুর্লভ বস্তু লাভ করেন।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

(১) প্রয়াগের পূর্বে গঙ্গাতটে অবস্থিত বর্তমান কুঁসী নামক স্থানই হল প্রাচীন ‘প্রতিষ্ঠানপুর’।

## একনবতিতমঃ সর্গঃ (৯১)

শ্রীরামের আদেশে অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রস্তুতি

এতদাখ্যায় কাকুৎস্থো শ্রীকৃষ্ণামমিতপ্রভঃ।

লক্ষ্মণঃ পুনরুবাচ ধর্মযুক্তমিদং বচঃ। ১

নিজের দুই ভাইকে এই কথা শুনি অমিত তেজস্বী  
শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় এই ধর্মযুক্ত কথা বলেন।

বসিষ্ঠঃ বামদেবঃ চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।

বিজ্ঞান্চ সর্বপ্রবরানশ্বমেধপূরহিতান্। ২

এতান্ সর্বান্ সমানীয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ।

হয়ঃ লক্ষণসম্পন্নঃ বিমোক্ষ্যামি সমাধিনা। ৩

‘লক্ষণ ! আমি অশ্বমেধ যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের মধ্যে  
অগ্রগণ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি এবংকাশ্যপাদি সমস্ত দ্বিজকে আহ্বান করে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে  
সতর্কতার সঙ্গে শুভলক্ষণ সম্পন্ন যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়ব’।

তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।

বিজ্ঞান্ সর্বান্ সমাহূয় দর্শয়ামাস রাঘবম্। ৪

শ্রীরঘুনাথ একথা বলায় শীঘ্রগামী লক্ষ্মণ সমস্ত  
ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে নিয়ে এলেন

তে দৃষ্টা দেবসংকাশং কৃতপাদাভিবন্দনম্।

রাঘবঃ সুদুরাধর্মশীর্ষিঃ সমপূজয়ন্। ৫

ব্রাহ্মণেরা দেখলেন যে দেবতুল্য তেজস্বী ও দুর্জয়  
শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের চরণে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছেন,

তঁরা শুভাশীর্বাদ দ্বারা তখন তাঁর সংকার করেন।

প্রজ্জলিঃ স তদা ভূত্বা রাঘবো দ্বিজসত্তমান্।

সিচ্চ ধর্মসংযুক্তমশ্বমেধাশ্রিতং বচঃ। ৬

তখন রঘুকুলভূষণ শ্রীরাম হাত জোড় করে  
শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিষয়ে ধর্মযুক্ত কথা

শোনালেন।

ত্রেপি রামস্য তচ্ছূত্বা নমস্কৃত্বা বৃষস্বজম্।

অশ্বমেধং দ্বিজাঃ সর্বে পূজয়ন্তি স্ম সর্বশঃ। ৭

সব ব্রাহ্মণেরাও শ্রীরামের কথা শুনে ভগবান  
রামকে প্রণাম করে সর্বপ্রকারে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রশংসা

করতে লাগলেন।

স তেষাং দ্বিজমুখ্যানাং বাক্যমভূতদর্শনম্।

অশ্বমেধাশ্রিতং শ্রুত্বা ভূশং প্রীতোহভবৎ তদা। ৮

অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিষয়ে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের অভূত

জ্ঞান যুক্ত কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

বিজ্ঞায় কর্ম তৎ তেষাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।

প্রেষয়ন্ মহাবাহো সুগ্রীবায মহাশ্বনে। ৯

যথা মহন্তিহিরিতিবহুভিষ্চ বনৌকসাম্।

সার্থমাগচ্ছ ভদ্রং তে অনুভোক্তুং মহোৎসবম্। ১০

এই কাজে ব্রাহ্মণদের অনুমতি জেনে শ্রীরাম

লক্ষ্মণকে বলেন — ‘মহাবাহো ! তুমি মহাত্মা বানররাজ

সুগ্রীবকে এই সংবাদ পাঠাও যে, ‘কপিগ্রেষ্ঠ ! তুমি বহু

বিশালকায় বনবাসী বানরদের সঙ্গে যজ্ঞ মহোৎসবের

আনন্দে সম্মিলিত হতে এখানে এসো। তোমার কল্যাণ

হোক।’

বিতীৰ্ণশ্চ রক্ষোভিঃ কামগৈর্বহুভির্বৃতঃ।

অশ্বমেধঃ মহাবাজ্ঞমায়াদ্বতুলবিক্রমঃ। ১১

‘সেই সঙ্গে অতুল পরাক্রমী বিতীৰ্ণকেও সংবাদ

দাও যে, তিনি ইচ্ছাগামী বহু রাক্ষসদের নিয়ে আমার এই

মহা-অশ্বমেধ যজ্ঞে যেন পদার্পণ করেন।’

রাজানশ্চ মহাজাগা যে মে প্রিয়চিকীর্ষঃ।

সানুগাঃ ক্ষিপ্ৰমায়ান্ত যজ্ঞং ভূমিনিরীক্ষকাঃ। ১২

‘এছাড়া আর যে সব মহাভাগ রাজা আমার প্রিয়

করার জন্য ইচ্ছাযুক্ত, তাঁরাও যজ্ঞ দেখার জন্য সেবকসহ

শীঘ্র যেন এখানে আসেন।

দেশান্তরগতা য়ে চ দ্বিজা ধর্মসমাহিতাঃ।

আমন্ত্রয়ন্ তান্ সর্বানশ্বমেধায় লক্ষ্মণ। ১৩

‘লক্ষ্মণ ! যে ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কার্যবশতঃ অন্য দেশে

চলে গেছেন, তাঁদেরও সবাইকে অশ্বমেধ-যজ্ঞে আমন্ত্রণ

করো।

ঋষয়শ্চ মহাবাহো আহুযন্তাং তপোধনাঃ।

দেশান্তরগতাঃ সর্বে সদাশাস্ত দ্বিজাতয়ঃ। ১৪

‘মহাবাহো ! তপোধন ঋষিদের এবং অন্য রাজ্যে

বাস করা পত্নী সহ সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদের আমন্ত্রণ করো।

তথৈব ভালাবচরান্তথৈব নটনর্তকাঃ।

যজ্ঞবাটশ্চ সুমহান্ গোমত্যা নৈমিষে বনে। ১৫

আজ্ঞাপাতাং মহাবাহো তদ্বি পুণ্যমনুত্তমম্।

‘মহাবাহো ! রঙ্গভূমিতে সঙ্করশকারী দক্ষ সূত্রধর



এবং নট ও নর্তকদেবও ডেকে নেবে। নৈমিষারণ্যে  
গোমতীর তীরে বিশাল যজ্ঞমণ্ডপ তৈরি করার নির্দেশ  
দাও ; কারণ এই বন অত্যন্ত উত্তম ও পবিত্রস্থান।

শান্তয়ন্ত মহাবাহো প্রবর্তন্তাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৬  
শতশচাপি ধর্মজ্ঞাঃ ক্রতুমুখ্যামনুত্তমম্  
অনুভূয় মহাযজ্ঞং নৈমিষে রঘুনন্দন ॥ ১৭

‘মহাবাহু রঘুনন্দন ! যজ্ঞ নির্বিঘ্নভাবে সমাপন করার  
জন্য সর্বত্র শান্তি-বিধান শুরু করে দাও। নৈমিষারণ্যে বহু  
ধর্মজ্ঞ পুরুষ সেই পবন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মহাযজ্ঞ দেখে যেন  
কৃতার্থ হন।

তুষ্টঃ পুষ্টশ্চ সর্বোহসৌ মানিতশ্চ যথাবিধি।  
প্রতিয়াস্যতি ধর্মজ্ঞ শিষ্টমামন্ত্রাতাং জনঃ ॥ ১৮

‘ধর্মজ্ঞ লক্ষণ ! শিষ্ট লোকেদের আমন্ত্রণ করো এবং  
যাঁরা আসবেন, তাঁরা সবাই যেন বিধিপূর্বক, তুষ্ট-পুষ্ট ও  
সম্মানিত হয়ে ফিরে যান।

শতং বাহসহস্রাণাং তণ্ডুলানাং বপুশ্চতাম্।  
অযুতং তিলমুদাস্য প্রয়াত্বগ্রে মহাবল ॥ ১৯  
চণকানাং কুলিথানাং মাষাণাং লবণস্য চ।

‘মহাবলী সুমিত্রাকুমার ! লক্ষ লক্ষ বোঝাবহনকারী  
পশু উত্তম চাল নিয়ে এবং দশ হাজার পশু তিল, মুগ,  
ছোলা ইত্যাদির বোঝা নিয়ে অগ্রে গমন করুক।

অতোহনুরূপং স্নেহং চ গন্ধং সংক্ষিপ্তমেব চ ॥ ২০  
সুবর্ণকোটো বহুলা হিরণ্যস্য শতোত্তরাঃ।

অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে সমাধিনা। ২১

‘সেইমতো ঘি, তেল, দুধ, দই এবং চন্দন,  
সুগন্ধিত পদার্থও পাঠাতে হবে। ভরত শতকোটিরও অধিক  
সোনা-রূপার টাকা দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পূর্বেই যেন যাত্রা  
করে।

অস্তরাণবীথ্যশ্চ সর্বে চ নটনর্তকাঃ।  
সূদা নার্যশ্চ বহুবো নিতাং যৌবনশালিনঃ ॥ ২২

‘পথে প্রয়োজনীয় বস্তু কেনা-বেচার জন্য স্থানে  
স্থানে রাজার থাকা প্রয়োজন, সুতরাং ব্যবসায়ী বণিকগণও

যেন যাত্রা করে। সমস্ত নট ও নর্তকগণও যায় বহু  
রক্ষনকারী সর্বদা সুশোভিত যুবতী নারীরাও যেন যায়।  
ভরতেন তু সার্বং তে যাত্র সৈন্যানি চাগ্রতঃ।

নৈগমান্ বালবৃদ্ধাংশ্চ দ্বিজাংশ্চ সুসমাহিতান্ ॥ ২৩  
কর্মাস্তিকান্ বর্ধকিনঃ কোশাশ্বক্ষাংশ্চ নৈগমান্  
মম মাতৃস্থথা সর্বাঃ কুমারান্তঃপুরাণি চ ॥ ২৪  
কাঞ্চনীং মম পত্নীং চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্মণি।

অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে মহাযশাঃ ॥ ২৫

‘ভরতের অগ্রে যেন সেনারাও যায়। মহাযশস্বী ভরত  
শান্ত্রবেত্তা বিদ্বানগণ, বালক, বৃদ্ধ, একাগ্রচিত্ত ব্রাহ্মণ, কাজ  
করার পরিচারক, কোষাধ্যক্ষ, বৈদিকগণ, আমার সব  
মাতাগণ, কুমারদের অন্তঃপুরচারিণী (কুমারদের পত্নীগণ)  
আমার পত্নীর স্বর্ণপ্রতিমা এবং যজ্ঞকর্মের দীক্ষা জানা  
ব্রাহ্মণদের নিয়ে আগেই যাত্রা করে।’

উপকার্য মহার্ষাশ্চ পার্থিবানাং মহৌজসাম্।  
সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ ॥ ২৬  
অন্নপানানি বস্ত্রাণি অনুগানাং মহাত্মনাম্।

তারপর মহাবলী নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সেবকসহ  
মহাতেজস্বী রাজাদের থাকার জন্য বহুমূল্য বাসস্থানের  
আদেশ দিলেন এবং সেবকসহ সেই মহাত্মা নরেশদেব  
খাওয়া-দাওয়া বস্ত্র ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করলেন।

ভরতঃ স তদা যাতঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥ ২৭  
বানরাশ্চ মহাত্মনঃ সুগ্ৰীবসহিতাস্তদা।

বিপ্রাণাং প্রবরাঃ সর্বে চক্রুশ্চ পরিবেষণম্ ॥ ২৮

তখন শত্রুঘ্নসহ ভরত নৈমিষারণ্যে গমন করলেন  
সেখানে যত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, সুগ্ৰীবের সঙ্গে  
মহাত্মা বানরগণ তাঁদের খাদ্য-পরিবেশন করতেন।

বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ স্ত্রীভিশ্চ বহুভির্বৃতঃ।  
ঋষীগামুগ্রতপসাং পূজাং চক্রে মহাত্মনাম্ ॥ ২৯

নারীগণ এবং অনেক রাক্ষসদের সঙ্গে বিভীষণ  
সকল উপস্থী মহাত্মা মুনিদের আপ্যায়ণের কাজে নিযুক্ত  
ছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥



## দিনবতীতমঃ সর্গঃ (৯২)

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞের দানাদির বৈশিষ্ট্য

৩৫ সর্বমখিলেনাশু প্রজাপা ভরতপ্রজঃ।  
৩৬ লক্ষণসম্পন্নঃ কৃষ্ণসারং মুমোচ হ॥ ১

এইভাবে সব সামগ্রী ভালোভাবে পাঠিয়ে ভরতের  
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম উত্তম লক্ষণযুক্ত এবং কৃষ্ণসার মুগের  
মতো কালো রংয়ের এক অশ্ব ছেড়ে দিলেন।

৩৭ ঋক্ণির্ভিলক্ষণঃ সার্বমশ্বে চ বিনিযুক্তা চ  
৩৮ ততোহভাগচ্ছৎ কাকুৎস্থঃ সহ সৈন্যেন নৈমিষম্॥ ২

ঋক্ণিদের সঙ্গে লক্ষণকে ওই অশ্বকে রক্ষার জন্য  
নিযুক্ত করে শ্রীরঘুনাথ সৈন্যদের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে  
গেলেন।

৩৯ হস্তবাটং মহাবাহুর্দৃষ্টা পরমমদুতম্।  
৪০ গ্রহর্মতুলং লেভে শ্রীমানিতি চ সোহব্রবীৎ॥ ৩

সেখানে প্রস্তুত অত্যন্ত অভূত যজ্ঞ-মণ্ডপ দেখে  
মহাবাহু শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন - 'খুব সুন্দর  
হয়েছে।'

৪১ নৈমিষে বসতন্তস্য সর্ব এব নরাধিপাঃ।  
৪২ অনিনুরূপহারাংশ্চ তান্ রামঃ প্রতাপৃজয়ৎ ॥ ৪

নৈমিষারণ্যে নিবাসকালে ভূমণ্ডলের সব রাজা  
শ্রীরামচন্দ্রের জন্য নানাপ্রকার উপহার নিয়ে আসেন,  
শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের সকলকে সাদর আপ্যায়ন করেন।

৪৩ অন্নপানাদিবস্ত্রাণি সর্বোপকরণানি চ।  
৪৪ উভয়ঃ সহশক্রয়ো নিযুক্তো রাজপুজনে॥ ৫

তাঁদের অন্ন, পানীয়, বস্ত্র এবং অন্য আবশ্যিক  
জিনিস দেওয়া হয়। শত্রুসহ ভরত সেই রাজাদের স্বাগত-  
সংকারে নিযুক্ত ছিলেন।

৪৫ গমরাশ্চ মহাস্থানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা।  
৪৬ পরিবেষণং চ বিপ্রাণাং প্রযতাঃ সম্প্রচক্রিরে॥ ৬

সুগ্রীব-সহ মহামনস্বী বানর পরম পবিত্র এবং  
সংযত চিত্ত হয়ে সেই সময় ব্রাহ্মণদের আহার  
পরিবেশনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

৪৭ বিভীষদশ্চ রক্ষোভির্বহভিঃ সুসমাহিতাঃ।  
৪৮ ধীমানুগ্রতপসাং কিঙ্করঃ সমপদ্যত ॥ ৭

বহুপ্রকার রাক্ষস পরিবৃত হয়ে বিভীষণ অত্যন্ত  
সামর্থ্য থেকে সেই উগ্রতপস্বী ঋষিদের সেবায় রত

থাকতেন।

৪৯ উপকার্যা মহার্ষীশ্চ পার্থিবানাং মহাস্থানাম্।  
৫০ সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ॥ ৮

মহাবলী নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সেবকসহ ভূপালদের  
থাকার জন্য বহুমূল্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।  
এবং সুনির্দিষ্ট যজ্ঞো হাশ্বমেধো হাবর্তত।

৫১ লক্ষ্মণেন সুগুপ্তা সা হয়চর্চা প্রবর্তত॥ ৯

এইভাবে সুন্দর পদ্ধতিতে অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ হল  
এবং লক্ষ্মণের সংরক্ষণে থেকে অশ্বের ভূমণ্ডল ভ্রমণও  
ভালোভাবে সম্পন্ন হল।

৫২ দৈদৃশং রাজসিংহস্য যজ্ঞপ্রবরমুত্তমম্।  
৫৩ নানাঃ শব্দোহভবৎ তত্র হয়মেধে মহাস্থানঃ॥ ১০

হৃদতো দেহি দেহীতি যাবৎ তুষ্যন্তি যাচকাঃ।  
৫৪ তাবৎ সর্বাণি দত্তানি ক্রতুমুখ্যো মহাস্থানঃ॥ ১১

বিবিধানি চ গৌড়ানি খাণ্ডবানি তথৈব চ।  
রাজাদের মধ্যে সিংহসম পরাক্রমী মহাত্মা শ্রীরামের  
এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উত্তম বিধিতে হতে লাগল। সেই যজ্ঞে  
শুধুমাত্র একটি কথাই সর্বত্র শোনা যেত যে—যতক্ষণ যাচক  
সম্পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ তার ইচ্ছানুযায়ী সব বস্তু দিতে  
থাকো, এছাড়া অন্য কিছু শোনা যেত না। এভাবে মহাত্মা  
শ্রীরামের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে নানাপ্রকার গুড়ের তৈরী খাদ্য নিবস্তর  
দেওয়া হত, যতক্ষণ না লোকে পূর্ণতঃ সম্পূর্ণ হয়ে বারণ  
করত

৫৫ ন নিঃসৃতং ভবতোষ্ঠাদ্ বচনং যাবদধিনাম্॥ ১২

৫৬ তাবদ্ বানররক্ষোভির্দগ্ধমেবাদ্যদ্যত।  
যাচকদের মুখ থেকে যে পর্যন্ত তাদের মনোবাঞ্ছিত  
বস্তুর কথা প্রকাশ না হত ততক্ষণ পর্যন্ত রাক্ষস ও বানরগণ  
তাঁদের অভীষ্ট বস্তু দিতে থাকত। এই ব্যাপারটি সকলেই  
লক্ষ্য করছিল।

৫৭ ন কশ্চিন্নলিনো বাপি দীনো বাপ্যথবা কৃশঃ॥ ১৩

৫৮ তন্মিন্ যজ্ঞবরে রাজ্ঞো হস্তপুষ্টজনাবুত।  
রাজা শ্রীরামের সেই যজ্ঞ হস্ত-পুষ্ট ব্যক্তিতে পূর্ণ  
ছিল। সেখানে কোনো মলিন, দীন ও দুর্বল মানুষ দেখা  
যেত না

যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়শ্চিরজীবিনঃ ॥ ১৪  
নাম্মরংস্তাদৃশং যজ্ঞং দানৌষসমলঙ্কৃতম্।

সেই যজ্ঞে যেসব চিরজীবী মহাত্মা মুনি পদার্পণ করেছিলেন, তাঁদের কারোরই এমন উন্মুক্ত দানযুক্ত যজ্ঞের কথা স্মরণে ছিল না। এই যজ্ঞ পূর্ণতঃ দানেই অলংকৃত দেখা যাচ্ছিল।

যঃ কৃত্যবান্ সুবর্ণেন সুবর্ণং লভতে স্ম সং ॥ ১৫  
বিত্তার্থী লভতে বিত্তং রত্নার্থী রত্নমেব চ।

যাঁর স্বর্ণের প্রয়োজন, তিনি স্বর্ণ পেতেন, ধন আকাঙ্ক্ষাকারী ধন পেতেন, রত্ন চাইতেন যিনি, তিনি রত্ন পেয়ে যেতেন।

হিরণ্যানাং সুবর্ণানাং রত্নানামথ বাসসাম্ ॥ ১৬  
অনিশং দীপমানানাং রাশিঃ সমুপদৃশ্যতে।

সেখানে সর্বক্ষণ স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, বস্ত্রের বিপুল সস্তার রাখা ছিল।

ন শক্রসা ন সোমসা যমস্য বরুণস্য চ ॥ ১৭  
ঈদৃশো দৃষ্টপূর্বো ন এবমুচুস্তপোথনাঃ।

সেখানে আগত তপস্বী মুনীরা বলতেন যে, এমন যজ্ঞ তো পূর্বে ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণের ওখানেও দেখা যায়নি।

সর্বত্র বানরাস্ত্রজুঃ সর্বত্রৈব চ রাক্ষসাঃ ॥ ১৮  
বাসোধনান্নকামেভাঃ পূর্ণহস্তা দদুর্ভৃশম্।

বানর ও রাক্ষসকূল সর্বত্র হাতে দান করার সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত থাকত এবং যাচকরা যা চাইত, তার থেকে বেশি দান করত।

ঈদৃশো রাজসিংহস্য যজ্ঞঃ সর্বগুণাধিতঃ।  
সংবৎসরমথো সাত্ত্বং বর্ততে ন চ হীয়তে ॥ ১৯

রাজসিংহ ভগবান শ্রীরামের এই সর্বগুণসম্পন্ন যজ্ঞ এক বছরের অধিক সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। সেখানে কখনও কোনো কিছুই ঘাটতি ছিল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিরানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

## ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৩)

শ্রীরামের যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন এবং রামায়ণগানের জন্য তাঁর কুশ ও লবকে আদেশ

বর্তমানে তথাভূতে যজ্ঞে চ পরমাত্মতে।  
সশিষ্য আজগাম্যস্ত বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ ॥ ১

এইভাবে সেই অভূতপূর্ব যজ্ঞকালে ভগবান বাল্মীকিমুনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সেখানে পদার্পণ করেন।

স দৃষ্টা দিবাসংকাশং যজ্ঞমন্তুতদর্শনম্।  
একান্ত ঋষিবাহানাং চকার উটজান্ শুভান্ ॥ ২

তিনি সেই দিব্য, অভূত যজ্ঞ দর্শন করেন এবং ঋষিদের জন্য যেসকল আশ্রম তৈরি হয়েছিল, তার কাছেই নিজের জন্য এক পর্ণশালা তৈরি করেন।

শকট্যাংশ্চ বহুন্ পূর্ণান্ ফলমূলাংশ্চ শোভনান্।  
বাল্মীকিবাটে ক্রচিরে ছাপয়ন্নবিদূরতঃ ॥ ৩

বাল্মীকির সুন্দর পর্ণশালার কাছেই অন্নাদি পরিপূর্ণ পাত্র রাখা হয়েছিল এবং তৎসহ সেখানে উত্তম ফল-মূলও রাখা হয়েছিল।

আসীং সুপূজিতো রাজ্ঞা মুনিভিষ্চ মহাত্তমিঃ।

বাল্মীকিঃ সুমহাতেজা ন্যাবসৎ পরমাত্মবান্ ॥ ৪  
রাজা শ্রীরাম ও বহুসংখ্যক মহাত্মা মুনীর দ্বারা

ভালোভাবে পূজিত ও সম্মানিত হয়ে মহাতেজস্বী আত্মজ্ঞানী বাল্মীকি মুনি অত্যন্ত সুখে সেখানে নিবাস করেন।

স শিষ্যাবত্রবীদ্ হৃষ্টৌ যুবাং গজ্ঞা সমাহিতৌ।  
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যং গায়তাং পরয়া মুদা ॥ ৫

তিনি তাঁর দুই হৃষ্ট-পুষ্ট শিষ্যকে বলেন—‘তোমরা দুই ভাই একাগ্র চিত্তে সর্বদিক ঘুরে ঘুরে আনন্দের সঙ্গে রামায়ণ কাব্য গান করো।

ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।  
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্শ্ববানাং গৃহেষু চ ॥ ৬

ঋষি ব্রাহ্মণদের পবিত্রস্থানে, গলি-রাজপথে, রাজাদের বাসস্থানেও এই কাব্য গান করো।

রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে।

ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ ॥ ৭

শ্রীরামচন্দ্রের বাসস্থানের সন্নিকটস্থিত দ্বারে, রাজগণ যেখানে যজ্ঞ করছেন, সেখানে ঋত্বিকদের সমুখে এই কাব্য গান করো।

হুমানি চ ফলান্যত্র স্বাদুনি বিবিধানি চ।

জ্ঞাতানি পর্বতগ্রেষু আশ্বাদ্যাহ্বাদ্য গায়তাম্ ॥ ৮

‘এখানকার পর্বত শিখরে নানাপ্রকার স্বাদু মিষ্ট ফল আছে, (ক্ষুধা পেলে) সেগুলি উপভোগ করে এই কাব্য গাইতে থাকবে।

ন হাস্যথঃ শ্রমং বৎসৌ ভক্তয়িত্বা ফলান্যথ।

মূলানি চ সুমুণীনী ন রাগাৎ পরিহাস্যথঃ ॥ ৯

‘বৎস! এখানকার সুমধুর ফল-মূল ভক্ষণ করলে তোমাদের ক্লান্তিও আসবে না এবং সুরের মাধুর্যও নষ্ট হবে না।

দ্বি শব্দাপয়েদ্ রামঃ শ্রবণায় মহীপতিঃ।

ঋষীশামুপবিষ্টানাং যথাযোগ্যং প্রবর্ততাম্ ॥ ১০

‘মহারাজ শ্রীরাম যদি তোমাদের গান শোনার জন্য জন্মেন, তাহলে তোমরা তাঁকে এবং সেখানে উপস্থিত সব ঋষি ও মুনিদের সঙ্গে যথাযোগ্য বিনয়পূর্ণ আচরণ করবে।

দ্বিবেসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা।

প্রদর্শনৈর্বহুভিঃ যথোদ্ভিষ্টং ময়া পুরা ॥ ১১

‘পূর্বে আমি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায়ুক্ত শ্লোকে, রামায়ণ কাব্যের সর্গের যেভাবে উপদেশ দিয়েছি, সেইভাবে প্রতিদিন কুড়িটি করে সর্গ মধুর স্বরে গান করবে।

লোভ্যচাপি ন কর্তব্যঃ স্বল্পোহপি ধনবাঙ্কর্য।

কিং ধনেনাপ্রমহানাং ফলমূল্যশিনাং সদা ॥ ১২

‘অর্থের জন্য লোভ কোরো না, আশ্রমবাসীদের, ফল মূল ভোজনকারীদের, অর্থের কী প্রয়োজন?

যদি পূচ্ছেৎ স কাকুৎস্থো যুবাং কস্যেতি দারকৌ।

বান্দীকৈরথ শিষ্যৌ ধৌ ক্রতমেবং নরাধিপম্ ॥ ১৩

‘যদি শ্রীরঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন - ‘বান্দক! তোমরা জন্ম কার পুত্র?’ তাহলে তোমরা দুজন মহারাজকে এটাই বলবে যে ‘আমরা দুভাই মহর্ষি বান্দীকির শিষ্য।’

ইমাত্তীঃ সুমধুরাঃ স্থানং বাপূর্বদর্শনম্।

মুছেয়িত্বা সুমধুরং গায়তাং বিগতজ্বরৌ ॥ ১৪

‘এই বীণায় সাতটি তার থাকে। এর থেকে অত্যন্ত মধুর আওয়াজ বার হয়। এতে অপূর্ব স্বর প্রদর্শন করা যায়। এর স্বরে ঋৎকার করে, সুমধুর স্বর মিলিয়ে তোমরা দুভাই কাব্য গান করো এবং সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকো।

আদিপ্রভৃতি গেয়ং শ্যাম চাবজায় পার্থিবম্।

পিতা হি সর্বভূতানাং রাজা ভনতি ধর্মতঃ ॥ ১৫

‘প্রারম্ভ থেকেই এই কাব্যের গান করা উচিত। তোমরা এমন কোনো আচরণ কোরো না, যাতে রাজার মানহানি হয়; কারণ ধর্ম দৃষ্টিতে রাজা সর্বপ্রাণীর পিতা।

তদ্ যুবাং কষ্টমনসৌ শ্বঃ প্রভাতে সমাহিতৌ।

গায়তং মধুরং গেয়ং তদ্বীলয়সমমিতম্ ॥ ১৬

‘সুতরাং তোমরা দুই ভাই প্রসন্ন ও একাগ্রচিত্ত হয়ে কাল প্রভাত থেকেই বীণার মধুর স্বরে রামায়ণ-গান আবৃত্ত করো।’

ইতি সন্নিহঃ বহুশো মুনিঃ প্রাচেতসজ্ঞা।

বান্দীকিঃ পরমোদারকুক্ষীমাসীয়াহুমুনিঃ ॥ ১৭

এইভাবে নানা উপদেশ দিয়ে বরুণের পুত্র পরম উদার মহামুনি বান্দীকি চুপ করলেন।

সন্নিহৌ মুনিনা তেন ভাবুভৌ মৈথিলীসুভৌ।

তথৈব করবাবেতি নির্জয়ভুরিন্দমৌ ॥ ১৮

মুনি এইরূপ আদেশ করলে মিথিলেশকুমারী সীতার এই দুই শত্রুদমন পুত্র ‘ঠিক আছে, আমরা তাই করব’ বলে সেখানে থেকে গমন করলেন।

তামভুতাং তৌ হৃদয়ে কুমারৌ

নিবেশা বাণীমৃষিভামিতাং তদা।

সমুৎসুকৌ তৌ সুখমৃষতুর্নিশাং

যথামিনৌ ভার্গবনীতিসংহিতাম্ ॥ ১৯

ঋষি কথিত সেই অজুত বাণী হৃদয়ে ধারণ করে শুক্লাচার্যের তৈরি করা নীতিসংহিতাধারণকারী অশ্বিনীকুমারদের ন্যায় এই দুই কুমার মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে সেখানে সুখপূর্বক রাত্রি যাপন করলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিবিভক্তঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিবিভক্তঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥



## চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ (৯৪)

লব ও কুশের রামায়ণ-কাব্য গান এবং পরিপূর্ণ সভায় শ্রীরামের সেই গান শ্রবণ করা

তৌ রজন্যাং প্রজাতায়াং স্নাতৌ হতভাশনৌ।  
যথোক্তমৃগিণা পূর্বং সর্বং তত্রোপগায়তাম্॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে, স্নান-সন্ধ্যা এবং সমিধা-হোম  
কার্য সমাপ্ত করে এই দুই ভাই ঋষির আদেশ অনুসারে  
সেখানে রামায়ণ গান করতে লাগলেন।

তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বাচার্যবিনির্মিতাম্।  
অপূর্বাং পাঠ্যজাতিং চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্॥ ২

শ্রীরঘুনাথও এই গান শোনেন, যা পূর্ববর্তী  
আচার্যগণের নিয়মের অনুকূল ছিল। (সেই গানে)  
সঙ্গীতের বিশেষত্ব যুক্ত স্বরের অপূর্ব শৈলী ছিল।

প্রমাদৈর্বহুভির্ভাং তস্তীলয়সমম্বিতাম্।

বালাভ্যাং রাঘবঃ শ্রদ্ধা কৌতুহলপরোহভবৎ॥ ৩

বহুসংখ্যক প্রমাণ — ধ্বনি পরিচ্ছেদের সাধনভূত  
ক্রত, মধ্য এবং বিলম্বিত — এই তিনের আবৃত্তিযুক্ত তথা  
সপ্তবিধ স্বরাদির সুমধুর ভেদে প্রস্তুত বীণার লয়ে  
সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই দুই বালকের মধুর গান শুনে  
শ্রীরামচন্দ্রের অত্যন্ত কৌতুহল হয়।

অথ কর্মান্তরে রাজা সমাহুয় মহামুনি।

পার্শ্বিবাংশচ নরব্যগ্রঃ পণ্ডিতান্ নৈগমাংশ্চত্বাঃ॥ ৪

পৌরাণিকান্ শব্দবিদো য়ে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।

স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসন্তমান্॥ ৫

লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গাঙ্করান্ নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ।

পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্চন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্॥ ৬

কলামাত্রাবিশেষজ্ঞাজ্যোতিষে চ পরং গতান্।

ক্রিয়াকল্পবিদৈশ্চৈব তথা কার্যবিশারদান্॥ ৭

ভাষাজ্ঞানিষ্ঠগতজ্ঞাংশ্চ নৈগমাংশ্চাপ্যশেষতঃ।

তারপর পুরুষসিংহ রাজা শ্রীরামচন্দ্র কর্মানুষ্ঠান  
থেকে অবকাশ পেয়ে শ্রেষ্ঠ মুনি, রাজা, বেদবেত্তা পণ্ডিত,  
পৌরাণিক, বয়স্ক ব্রাহ্মণ, স্বর ও লক্ষণের জ্ঞাতা, সংগীত  
শুনতে উৎসুক দ্বিজ, সামুদ্রিক লক্ষণ ও সঙ্গীত-বিদ্যা  
বিশারদ, বিশেষতঃ নিগমাগমের বিদ্বান পূর্ববাসী, বিভিন্ন  
ছন্দের চরণ, তার গুরু-লঘু অক্ষর সমূহ এবং সেই  
সম্পর্কে জ্ঞানী পণ্ডিত, বৈদিক ছন্দের পরিনিষ্ঠিত বিদ্বান,  
স্বরাদির হ্রস্বদীর্ঘ ইত্যাদি মাত্রার বিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষ বিদ্যায়

পারঙ্গম পণ্ডিত, কার্যকুশল পুরুষ, বিভিন্ন ভাষাবিদ পুরুষ  
এবং সমস্ত মহাজনদের আহ্বান কবলেন।

হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্॥ ৮

হন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্ বৈদিকান্ দ্বিজসন্তমান্।

চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্॥ ৯

শাস্ত্রজ্ঞান্ নীতিনিপুণান্ বেদান্তার্থপ্রবোধকান্।

এতান্ সর্বান্ সমানীয়া গাতারৌ সমবেশয়ৎ॥ ১০

শুধু তাই নয়, তর্কের প্রয়োগে নিপুণ নৈরায়িক,  
যুক্তিবাদী, বহুজ্ঞ বিদ্বান, হৃদ-পুরাণ বেদ জ্ঞাতা  
দ্বিজবরগণ, চিত্রকলার জ্ঞাতা, ধর্মশাস্ত্রের অনুকূল সদাচার  
জ্ঞাতা, দর্শন ও কল্পসূত্রের বিদ্বান, নৃত্য ও গীতে প্রবীণ  
পুরুষ, বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞাতা, নীতি-নিপুণ পুরুষ, বেদান্তের  
অর্থ প্রকাশকারী ব্রহ্মবেত্তাদেরও আহ্বান করলেন। এঁদের  
সবাইকে একত্র করে ভগবান শ্রীরাম রামায়ণ গীতকারী  
সেই দুই বালককে সভায় ডেকে বসালেন।

তেষাং সংবদতাং তত্র শ্রোতৃণাং হর্ষবর্ধনম্।

গেয়ং প্রচক্রতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ॥ ১১

সভাসদদের মধ্যে শ্রোতার হর্ষবৃদ্ধিকারী বার্তালাপ  
করছিলেন, সেই সময় দুই মুনিকুমার গান গাইতে আরম্ভ  
করলেন।

ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গাঙ্করমতিমানুষম্।

ন চ তৃপ্তিং যয়ুঃ সর্বে শ্রোতারৌ গেয়সম্পদা॥ ১২

মধুর সঙ্গীতের প্রারম্ভ হল, সেই গান ছিল অত্যন্ত  
অলৌকিক। গানের কথার বিশিষ্টতার জন্য সকল  
শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকলেন। কারোরই যেন তৃপ্তি  
হচ্ছিল না।

হৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্বে পার্শ্বিবাশ্চ মহৌজসঃ

শিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহূর্মহঃ॥ ১৩

সকল মুনি এবং মহাপরাক্রমী ভূপালগণ আনন্দমগ্ন  
হয়ে তাদের দুজনকে বারংবার দেখছিলেন, যেন তাদের  
গীতি মাধুর্য চোখ দিয়ে পান করছেন

উচুঃ পরম্পরং চেদং সর্ব এব সমাহিতাঃ।

উভৌ রামস্যা সদৃশৌ বিশ্বাদ্ বিশ্বমিবোধিতৌ ১৪

তারা সকলে একাত্মচিত্তে পরস্পরকে বলতে

জাগলেন—‘এই দুজন কুমারের আকৃতি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে, যেন বিশ্ব থেকে প্রকটিত হওয়া প্রতিবিন্দু।

জটিলৌ যদি ন স্যাভাং ন বঙ্কলধরৌ যদি।

বিশেষঃ নাথিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ। ১৫

‘এদের মাথায় যদি জটা না থাকত এবং পরিধানে

বঙ্কল না হতো, তাহলে আমরা শ্রীরামচন্দ্র এবং গীতিকার

এই দুই কুমারের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারতাম

না।’

এবং প্রভাষমাণেষু পৌরজানপদেষু চ।

প্ৰভমাদিতঃ পূর্বসর্গঃ নারদদর্শিতম্॥ ১৬

নগর ও জনপদে বসবাসকারী মানুষেরা যখন এই

কথা আলোচনা করছিলেন, তখন শ্রীনারদ প্রদর্শিত প্রথম

সর্গ মূল রামায়ণের প্রারম্ভ থেকেই গান আরম্ভ হল।

ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ যাবদ্ বিংশতগায়তাম্।

ততোঃ পরাঙ্কুসময়ে রাঘবঃ সমভাষত॥ ১৭

প্রজ্ঞা বিংশতিসর্গাংশ্চান্ জাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ।

জটাদশ সহস্রাণি সুবর্ণস্য মহাস্থানোঃ॥ ১৮

প্রযচ্ছ শীঘ্রং কাকুৎস্থঃ যদন্যদভিকাজিহ্মতম্।

তারা সেখান থেকে কুড়ি সর্গ পর্যন্ত গান করেন।

তখন অপরাহ্নকাল উপস্থিত হয়েছিল। কুড়ি সর্গ পর্যন্ত

গান শুনে ভ্রাতৃবৎসল শ্রীরঘুনাথ ভাই ভরতকে

বললেন—‘কাকুৎস্থ ! তুমি এই দুই মহান বালককে

পুরস্কার-রূপে আঠারো হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করো।

এছাড়া আর কোনো বস্তুর যদি তাদের প্রয়োজন থাকে,

তাও শীঘ্র দাও।’

দদৌ স শীঘ্রং কাকুৎস্থো বাঙ্গয়োর্বে পৃথক্ পৃথক্॥ ১৯

দীর্ঘমানং সুবর্ণং তু নাগ্নীতাং কুশীলবৌ।

নির্দেশ পেয়ে ভরত শীঘ্রই দুই বালককে আলাদা

আলাদা করে স্বর্ণ মুদ্রা দিতে গেলেন ; কিন্তু কুশ এবং লব

সেই সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করলেন না।

উচ্যুত মহাস্থানো কিমনেনেতি বিস্মিতৌ॥ ২০

বনো ফলমূলেন নিরতৌ বনবাসিনৌ

সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে॥ ২১

সেই দুই মহামনসী বালক বিস্মিত হয়ে বলেন

—‘এই অর্থের কী প্রয়োজন ? আমরা বনবাসী। বনের

ফল-মূলে জীবন-নির্বাহ কবি। সোনা রূপো বনে নিয়ে

গিয়ে কী করব ?’

তথা তমোঃ প্রব্রবতোঃ কৌতুহলসমম্বিতাঃ।

শ্রোতারণৈশ্চব রামশ্চ সর্ব এব সুবিস্মিতাঃ॥ ২২

তারা এই কথা বলায় সব শ্রোতাদের অত্যন্ত

কৌতুহল হল। শ্রোতাগণ ও শ্রীরাম—সকলেই আশ্চর্য হয়ে

গেলেন।

তস্য চৈবাগমঃ রামঃ কাব্যস্য শ্রোতুমুৎসুকঃ।

পত্রাচ্ছ তৌ মহাতেজস্বানুবৌ মুনিদারকৌ॥ ২৩

শ্রীরামচন্দ্র তখন জানতে উৎসুক হলেন যে, এই

কাব্যের উপলব্ধি কোথা থেকে হয়েছে! তিনি তখন সেই

মহাতেজস্বী মুনিকুমারদের জিজ্ঞাসা করলেন—

কিংপ্রমাণমিদং কাব্যং কা প্রতিষ্ঠা মহাম্বনঃ।

কর্তা কাব্যস্য মহতঃ ক চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২৪

‘এই মহাকাব্যের শ্লোক-সংখ্যা কত ? এর রচয়িতা

মহাত্মা কবির বাসস্থান কোথায় ? এই মহাকাব্যের কর্তা

কোন মুনিশ্বর ? তিনি কোথায় ?’

পৃচ্ছন্তঃ রাঘবং বাকামৃচতুমুনিদারকৌ।

বান্দীকির্ভগবান্ কর্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্।

যেনেদং চরিতং তুভ্যামশেষং সম্প্রদর্শিতম্॥ ২৫

এইরূপ জিজ্ঞাসায় দুই মুনিকুমার শ্রীরঘুনাথকে

বলেন—‘মহারাজ ! যে কাব্যে আপনার সম্পূর্ণ চরিত্র

প্রদর্শিত হয়েছে, তার রচয়িতা ভগবান বান্দীকি এবং তিনি

এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।

সমিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশৎসহস্রকম্।

উপাখ্যানশতং চৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা॥ ২৬

‘সেই তপস্বী কবি রচিত এই মহাকাব্যে চব্বিশ

হাজার শ্লোক এবং একশত উপাখ্যান রয়েছে।

আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গশতানি চ।

কান্তানি ষট্‌কৃতানীহ সৌভরাণি মহাম্বনা॥ ২৭

‘রাজন্ ! সেই মহাত্মা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পঁচাত্ত

সর্গ এবং ছয় কাণ্ডের রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি

উত্তরকাণ্ডও রচনা করেছেন।

কৃতানি গুরুণাম্মাকমৃষিণা চরিতং তব।

প্রতিষ্ঠা জীবিতং যাবৎ তাবৎ সর্বস্য বর্ততে॥ ২৮

‘আমাদের গুরু মহর্ষি বান্দীকিই এইসব রচনা

করেছেন। তিনি আপনার চরিত্রকে মহাকাব্যের রূপ

দিয়েছেন। এতে আপনার জীবনের সমস্ত কথাই



বর্ণিত হয়েছে।

যদি বুদ্ধিঃ কৃত্য রাজন্ শ্রবণায় মহারথ।  
কর্মাস্তরে ক্ষণীভূতস্তচ্ছৃণু সহানুজঃ ॥ ২৯

‘মহারথী নরেশ ! আপনি যদি এটি শোনবার জন্য আগ্রহী হন, তাহলে যজ্ঞ কর্মে অবকাশে নির্দিষ্ট সময়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে বসে নিয়মিত এই গান শুনবেন।’

বাচমিত্রবীদ্ রামস্তৌ চানুজাপ্য রাঘবম্।  
প্রহাটৌ জঘতুঃ হানং যত্রাস্তে মুনিপুত্রবঃ ॥ ৩০

শ্রীরামচন্দ্র বলেন—‘খুব ভালো। আমি এই কাব্য শুনব।’ তারপর শ্রীরাঘনাথের আদেশ নিয়ে দুই ভাই কুশ ও লব প্রসন্নতাসহ যেখানে মুনিরর বান্দীকি ছিলেন, সেই স্থানে গেলেন।

রামোহপি মুনিভিঃ সার্বং পার্থিবৈশ্চ মহাব্রহ্মিণি।

শ্রদ্ধা তদ্ গীতিমার্যুং কর্মশালামুপাগমৎ ॥ ৩১

শ্রীরামচন্দ্রও মহাত্মা মুনি এবং রাজাদের সঙ্গে মধুর সঙ্গীত শুনে কর্মশালায় (যজ্ঞমণ্ডপে) চলে গেলেন।

শুশ্রাব তত্তাললয়োপপন্নং

সর্গাশ্রিতং সুধরশব্দযুক্তম্।

তদ্বীণ্যব্যঞ্জনযোগযুক্তং

কুশীলবাত্যং পরিগীতমানম্ ॥ ৩২

এইভাবে শ্রীরাম প্রথমদিন কুশ ও লব দ্বারা গীত কয়েকটি সর্গযুক্ত সুন্দর স্বর ও মধুর শব্দপূর্ণ, তাল ও লয় সম্পন্ন এবং বীণা ও নয় ব্যঞ্জনায়ুক্ত সেই কাব্যগান শুনলেন।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চুবানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

## পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৫)

শ্রীরামের সীতার কাছে তাঁর শুদ্ধতা প্রমাণিত করাবার চিন্তা-ভাবনা

রামো বহ্নাহান্যেব তদ্ গীতং পরমং শুভম্।

শুশ্রাব মুনিভিঃ সার্বং পার্থিবৈঃ সহ বানরৈঃ ॥ ১

শ্রীরাঘনাথ ঋষি, রাজা এবং বানরদের সঙ্গে কয়েকদিন ধরে এই রামায়ণ গান শুনলেন।

তস্মিন্ গীতে তু বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ।

তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ২

দূতান্ শুদ্ধসমাচারানাঙ্কুশমনিষয়া।

মদ্ বচো ব্রূত গচ্ছধর্মিতো ভগবতোহস্তিকে ॥ ৩

সেই গাথা শুনে তিনি অবগত হলেন যে ‘কুশ ও লব—এই দুই কুমারই সীতার সুপুত্র।’ তখন সভার মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধ-আচার-বিচারসম্পন্ন দূতদের ডাকলেন এবং সুবুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করে বললেন—‘তোমরা ভগবান বান্দীকি মুনির কাছে যাও আর তাঁকে আমার এই সংবাদ দাও।

যদি শুদ্ধসমাচার যদি বা বীতকল্যাণ।

করোত্ত্বিহাঙ্গনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্। ৪

‘সীতার চরিত্র যদি শুদ্ধ হয় এবং তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার পাপ না থাকে, তাহলে তিনি যেন আপনার অর্থাৎ মহামুনির অনুমতি নিয়ে এখানে এসে জনসম্মুখে নিজের শুদ্ধত্ব প্রমাণ করেন।

হৃদং মুনৈশ্চ বিজ্ঞায় সীতায়ান্চ মনোগতম্।

প্রত্যয়ং দাতুকামায়াক্ততঃ শংসত মে লঘু ॥ ৫

‘তুমি এই বিষয়ে মহর্ষি বান্দীকি ও সীতারও আন্তরিক ইচ্ছা জেনে আমাকে জানাও, তিনি কি এখানে এসে নিজের শুদ্ধি প্রমাণিত করতে আগ্রহী ?

শুঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকায়জ্ঞা।

করোতু পরিষদাধ্যে শোখনার্থং মমৈব চ ॥ ৬

‘কাল প্রভাতে মিথিলেশকুমারী জানকী যেন পরিপূর্ণ সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে তার কলঙ্ক দূর করার জন্য অঙ্গীকার করেন।’



শ্রদ্ধা তু রাঘবসৈতদ্ বচঃ পরমমদুতম্।

দূতাঃ সম্প্রয়যুর্বাচঃ যত্র বৈ মুনিপুঞ্জবঃ ॥ ৭

শ্রীরঘুনাথের এই অতি অদ্ভুত কথা শুনে দূত মুনিবর  
বান্দীকির সকাশে উপস্থিত হল।

তে প্রণম্য মহাত্মানং জলজলমিতপ্রভম্।

উচুস্তে রামবাক্যানি মৃদুনি মধুরাণি চ। ৮

মহাত্মা বান্দীকি ছিলেন অমিত তেজস্বী, তিনি  
স্বতেজে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ছিলেন। সেই দূতেরা প্রণাম  
করে তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের কথা মধুর এবং কোমল শব্দে  
জ্ঞাপন করে।

জ্যেষ্ঠঃ তদ্ ভাষিতং শ্রদ্ধা রামস্য চ মনোগতম্।

বিজায় সুমহাতেজা মুনির্বাণীকামথাব্রবীৎ ॥ ৯

দূতদের কথা শুনে এবং শ্রীরামের আন্তরিক  
অভিপ্রায় বুঝে সেই মহাতেজস্বী মুনি বললেন -

এবং ভবতু তদ্রং বো যথা বদতি রাঘবঃ।

তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়াঃ। ১০

‘তাই হবে, তোমাদের ভালো হোক। শ্রীরঘুনাথ  
যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, সীতা তাই করবেন ; কারণ পতি  
শ্রীর কাছে দেবতুল্য।’

অথোক্তা মুনির্না সর্বে রাজদূতা মহৌজসম্।

প্রত্যেক্য রাঘবং সর্বং মুনিবাক্যং বজাধিরে ॥ ১১

মুনি এই কথা বলায় সব রাজদূতেরা মহাতেজস্বী  
শ্রীরামের কাছে ফিরে এল। তারা মুনির বলা সমস্ত কথা  
যথার্থ ভাবে জানাল।

ততঃ প্রহস্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রদ্ধা বাক্যং মহাত্মনঃ।

ঋষীংস্তত্র সমেতাংশ্চ রাজ্ঞশ্চৈবাত্যভাষত ॥ ১২

মহাত্মা বান্দীকির কথা শুনে শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত  
প্রসন্ন হলেন এবং সেখানে আগত ঋষিদের ও রাজাদের

বললেন -

ভগবন্তঃ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ নরাধিপাঃ।

পশ্যন্ত সীতাশপথং যশ্চৈবানোহপি কাংক্ষতে ॥ ১৩

‘পূজ্যপাদ মুনিগণ আপনারা শিষ্যসহ সভাতে  
পদার্পণ করুন। সেবকসহ রাজাগণও উপস্থিত হন এবং  
অন্যান্য যারা সীতার প্রমাণিত ঘোষণা শুনে ইচ্ছুক,  
তাঁরাও আসুন, সকলে এভাবে একত্রে এসে সীতার শপথ-  
গ্রহণ দেখুন।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রদ্ধা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।

সর্বেষামৃষিমুখ্যানাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ১৪

মহাত্মা রাঘবের একথা শুনে সমস্ত মহাত্মাদের মুখ  
থেকে মহান সাধুধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

রাজানশ্চ মহাত্মানং প্রশংসন্তি স্ম রাঘবম্।

উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ ত্বয়োব ভুবি নান্যতঃ ॥ ১৫

রাজারাজ মহাত্মা শ্রীরামের প্রশংসা করে  
বললেন - ‘নরশ্রেষ্ঠ ! এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম কথা শুধু  
আপনার দ্বারাই সম্ভব। অন্য কারো দ্বারা নয়।’

এবং বিনিশ্চয়ং কৃদ্ধা শ্লোভূত ইতি রাঘবঃ।

বিসর্জয়ামাস তদা সর্বাংস্তাঙ্কত্ৰসূদনঃ ॥ ১৬

এইভাবে পরের দিন সীতার প্রমাণ দেওয়া নিশ্চিত  
করে শত্রুসূদন শ্রীরাম সবাইকে বিদায় জানালেন।

ইতি সম্প্রবিচার্য রাজসিংহঃ

শ্লোভূতে শপথস্য নিশ্চয়ম্

বিসর্জয় মুনীন্ নৃপাংশ্চ সর্বান্

স মহাত্মা মহতো মহানুভাবঃ ॥ ১৭

পরের দিন প্রাতঃকালে সীতার দ্বারা প্রমাণ দেওয়া  
নিশ্চিত করে মহানুভব মহাত্মা রাজসিংহ শ্রীরাম সেই সব  
মুনি ও রাজাদের নিজেদের স্থানে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বান্দীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঁচানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

## সপ্তবতীতমঃ সর্গঃ (৯৬)

মহর্ষি বাণীকি দ্বারা সীতার শুদ্ধতা সমর্থন

তস্যঃ রজন্যাং বুষ্ঠায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।  
 স্বধীনং সর্বান্ মহাতেজাঃ শম্ভাশয়তি রাঘবঃ॥ ১  
 রাত্রি প্রভাত হলে মহাতেজস্বী রাজা শ্রীরামচন্দ্র  
 যজ্ঞশালায় পদার্পণ করলেন এবং সব ঋষিদের আহ্বান  
 করলেন।

বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।  
 বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতমো দূর্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥ ২  
 পুলস্ত্যোহপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।  
 মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদালাশ্চ মহাযশাঃ॥ ৩  
 গর্গশ্চ চাবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্মবিৎ।  
 ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ॥ ৪  
 নারদঃ পর্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।  
 কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ হাগস্ত্যাপসাং নিধিঃ। ৫  
 এতে চান্যে চ বহবো মনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।  
 কৌতুহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ॥ ৬

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র,  
 দীর্ঘতমা, মহাতপস্বী দূর্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন,  
 দীর্ঘজীবী, মহাযশস্বী, মৌদালা, গর্গ, চাবন, ধর্মজ্ঞ  
 শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, নারদ, পর্বত,  
 মহাযশস্বী গৌতম, কাত্যায়ন, সুযজ্ঞ এবং তপোনিধি  
 অগস্ত্য — এঁরা এবং অন্যান্য কঠোর ব্রতপালনকারী  
 বহুসংখ্যক মহর্ষি কৌতুহলবশতঃ সেখানে একত্রিত  
 হলেন।

রাক্ষসাস্ত মহাবীরা বানরাস্ত মহাবলাঃ।  
 সর্ব এব সমাজগুর্মহাস্থানঃ কুতুহলাৎ॥ ৭  
 মহাপরাক্রমী রাক্ষস এবং মহাবলী বানর — মহামনা  
 সকলে কৌতুহলবশতঃ সেখানে এলেন।

ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাস্ত বৈশ্যাস্তৈব সহস্রশঃ।  
 নানাদেশগতাস্তৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৮  
 নানা দেশ থেকে আগত তীক্ষ্ণ ব্রতধারী ব্রাহ্মণ,  
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সহস্র সহস্র সংখ্যায় সেখানে  
 উপস্থিত হলেন।

জ্ঞাননিষ্ঠাঃ কর্মনিষ্ঠা যোগনিষ্ঠাস্থাপরে  
 সীতাশরণসীদ্ধার্থঃ সর্ব এব সমাগতাঃ ৯  
 সীতাদেবীর শপথ-গ্রহণ দেখার জন্য জ্ঞাননিষ্ঠ,  
 কর্মনিষ্ঠ এবং যোগনিষ্ঠ সর্বপ্রকারের লোক পদার্পণ  
 করেছিলেন।

তদা সমাগতঃ সর্বমশ্যভূতমিবাচলম্  
 শ্রদ্ধা মুনিবরদ্বর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥ ১০  
 রাজসভায় একত্রিত সকলে পাথরের মতো নিশ্চল  
 হয়ে বসে আছেন জেনে মুনিবর বাণীকি সীতাদেবীকে  
 নিয়ে তখনই সেখানে উপস্থিত হলেন।

তমৃষিঃ পৃষ্ঠতঃ সীতা অমৃগাচ্ছদবাস্থমুখী।  
 কৃতাজ্জলির্বাঽপকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥ ১১

মহর্ষির পিছনে সীতাদেবী মাথা নত করে  
 আসছিলেন। তিনি করবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর চক্ষু দিয়ে  
 অশ্রু পড়ছিল। তিনি হৃদয় মন্দিরে স্থিত শ্রীরামের কথা চিন্তা  
 করছিলেন।

তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়াক্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।  
 বাণীকৈঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥ ১২  
 বাণীকিকে অনুসরণ করা সীতাদেবীকে শ্রীত্রিমূর্তি  
 পিছনে অনুসরণকারী শ্রুতির মতো মনে হচ্ছিল। তাই  
 দেখে সেখানে ‘ধন্য ধন্য’ আওয়াজ গুঞ্জনিত হল।

ততো হলহলাশব্দঃ সর্বেষামেবমাবভৌ  
 দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাঙ্কনাম্॥ ১৩

সেইসময় সমস্ত দর্শকদের হৃদয় দুঃখের মহান  
 শোকে ব্যাকুল ছিল। সর্বদিকে কোলাহল ব্যাপ্ত হল।  
 সাধু রামেতি কেচিৎ তু সাধু সীতেতি চাপরে।

উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সম্প্রচক্ৰুঃ॥ ১৪

কেউ বলছিলেন — ‘শ্রীরাম ! তুমি ধন্য।’ অন্য  
 একজন বলছিলেন — ‘দেবি সীতা ! তুমি ধন্য।’ আবার  
 সেখানে কিছু অন্য দর্শক এমনও ছিলেন ; যাঁরা রাম ও  
 সীতা দুজনকেই উচ্চৈশ্বরেঃ সাধুবাদ জানাচ্ছিলেন।

ততো মধ্যে জনৌষস্যা প্রবিশ্য মুনিপুংগবঃ।

সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি হোবাচ রাঘবম্ ॥ ১৫  
সেই জনসমুদ্রে সীতাসহ বাল্মীকি প্রবেশ করে  
শ্রীরঘুবীরকে বললেন—

ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্মচারিণী।  
অপবাদাৎ পরিত্যজ্য মমাপ্রমসমীপতঃ ॥ ১৬

‘দশরথনন্দন ! এই সীতা উত্তমব্রতপালনকারিণী  
এবং ধর্মপরায়ণা। আপনি লোক অপবাদের ভয়ে একে  
আমার আশ্রমের কাছে ত্যাগ করে এসেছেন।

লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।  
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজাতুমহীসি ॥ ১৭

‘মহান ব্রতধারী শ্রীরাম ! লোকাপবাদে ভীত  
আপনাকে সীতা তাঁর শুদ্ধতার প্রমাণ দেবেন। তার জন্য  
আপনি একে অনুমতি দিন।

ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ  
সুতৌ তবৈব দুর্ধরৌ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৮

‘কুশ ও লব এই দুই কুমার জানকীর গর্ভ থেকে  
যমজরূপে জন্ম নিয়েছেন। এঁরা আপনারই পুত্র এবং  
আপনার মতোই দুর্ধর্ষ বীর, আমি আপনাকে সত্য কথা  
জানাচ্ছি।

প্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন  
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥ ১৯

‘রঘুকুলনন্দন ! আমি প্রচেতার (বক্শের) দশম  
পুত্র। আমার মুখ থেকে কখনও মিথ্যা কথা বার হয়েছে, তা  
আমার স্মরণ নেই। আমি সত্য বলছি, এই দুজন  
আপনারই পুত্র।

বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃত্য।

লোপান্ধীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥ ২০

‘আমি কয়েক সহস্র বছর ধরে ভীষণ তপস্যা  
করেছি। মিথিলেশকুমারী সীতার যদি কোনো দোষ থাকে,

তাহলে আমার সেই তপস্যা যেন নিষ্ফল হয়।

মনসা কর্মণা বাচা ভূতপূর্বং ন কিঞ্চিৎম্।

তস্যাহং ফলমশ্লামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥ ২১

‘আমি কায়মনোবাক্যে ও ক্রিয়ার দ্বারা আগে কখনও  
কোনো পাপ করিনি মিথিলেশকুমারী সীতা যদি নিঃপাপ  
হন, তখনই আমার যেন এই পাপশূন্য পুণ্যকর্মের ফল লাভ  
হয়।

অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃযন্তেষু রাঘব।

বিচিহ্ন্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্ৰাহ বননির্গারে ॥ ২২

‘রঘুনন্দন ! আমি পাঁচ ইন্দ্রিয় এবং মন-বুদ্ধির দ্বারা  
সীতার শুদ্ধতা ভালোভাবে জেনেই একে আমার  
সংরক্ষণে নিয়েছিলাম। আমি একে জঙ্গলের এক ঝরণার  
পাশে পেয়েছিলাম।

ইয়ং শুদ্ধসমাচার্য্য অপাপা পতিদেবতা।

লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥ ২৩

‘এঁর আচরণ সর্বতোভাবে শুদ্ধ। পাপ একে ছুঁতেও  
পারেনি। ইনি পতিকে দেবতা মানেন। সুতরাং  
লোকাপবাদের ভয়ে ভীত আপনাকে নিজের শুদ্ধতার  
বিশ্বাস করাবেন।

তস্মাদিয়ং নরবরাহজ শুদ্ধভাবা

দিবোন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রবিষ্টা।

লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা

তাজ্ঞা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥ ২৪

‘রাজকুমার ! আমি দিব্য দৃষ্টির দ্বারা জেনেছি যে,  
সীতা ভাব ও চিন্তায় পরম পবিত্র ; তাই তিনি আশ্রমে প্রবেশ  
করতে পেরেছেন। ইনি আপনারও প্রাণের অধিক প্রিয়  
এবং আপনিও জানেন যে, সীতা সর্বতোভাবে শুদ্ধ, তবুও  
লোকাপবাদে কলুষিত চিত্ত হয়ে আপনি একে ত্যাগ  
করেছেন।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ছিয়ানবইতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥



## সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৭)

সীতার শপথ ও রাসাতলে প্রবেশ

বান্দীকিনৈবমুক্তস্ত রাঘবঃ প্রত্যভাষত  
প্রাজ্জলিজগতো মধ্যে দৃষ্টা তাত্ বরবর্ণিনীম্ ॥ ১  
মহর্ষি বান্দীকি একপ বলায় শ্রীরঘুনাত সুন্দরী  
সীতাদেবীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে সেই  
জনসমাগমের মধ্যে হাত জোড় করে বললেন—

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্মবিৎ ।  
প্রত্যয়ন্ত মম ব্রহ্মংস্তব বাঁকৈরকম্যমৈঃ ॥ ২

‘মহাভাগ ! আপনি ধর্মের জ্ঞাতা। সীতার সম্পর্কে  
আপনি যা বলছেন, সেসবই ঠিক। ব্রহ্মন্ ! আপনার কথায়  
আমার জনকনন্দিনীর শুদ্ধতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে  
প্রত্যয়ন্ত পুরা বৃত্তো বৈদেহ্যাঃ সুরসমিধৌ  
শপথন্ত কৃতজ্ঞ তেন বেশ্য প্রবেশিতা ॥ ৩

‘আগেও একবার আমি দেবতাদের সামনে বিদেহ  
কুমারীর শুদ্ধতার প্রমাণ পেয়েছি। সেই সময় সীতা তাঁর  
শুদ্ধির জন্য শপথ করে বলেছিলেন, যার জন্য আমি ওঁকে  
নিজ ভবনে স্থান দিয়েছিলাম।

লোকশবাদো বলবান্ যেন তান্তা হি মৈথিলী ।

সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মমপাপেত্যভিজানতা ।

পরিতান্তা ময়া সীতা তদ্ ভবান্ ক্ষম্তমহতি ॥ ৪

‘কিন্তু পরে আবার ভীষণভাবে লোকশবাদের রব  
ওঠে, তাতে বিবশ হয়ে মিথিলেশকুমারীকে আমি ত্যাগ  
করি। ব্রহ্মন্ ! সীতা সর্বদা নিষ্পাপ, একথা জেনেও, শুধু  
সমাজের ভয়ে আমি এঁকে ছেড়ে দিই। আপনি আমার এই  
অপরাধকে ক্ষমা করুন।

জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ।

শুক্রায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরন্ত মে ॥ ৫

‘আমি একথাও জানি যে, এই যমজ কুমারদ্বয় লব ও  
কুশ আমারই পুত্র, তবুও জনসমগ্রে শুদ্ধ প্রমাণিত হওয়ার  
পরই মিথিলেশকুমারী আমার হাতে পারেন।’

অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসন্তমাঃ ।

সীতায়্যাঃ শপথে তস্মিন্ মহেন্দ্রাদ্যা মহৌজসঃ ॥ ৬

পিতামহঃ পুরজ্ঞাত্য সর্ব এব সমাগতঃ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় জেনে সীতার শপথ উচ্চারণ  
কালে মহেন্দ্র ইত্যাদি সমস্ত প্রধান প্রধান মহাতেজস্বী দেবতা

পিতামহ ব্রহ্মাকে সম্মুখে করে সেখানে উপস্থিত হলেন।  
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবা মরুদগণাঃ ॥ ৭  
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্বে তে সর্বে চ পরমর্ষয়াঃ ।  
নাগাঃ সুগর্গাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্বে জটমানসাঃ ॥ ৮  
সীতাশপথসম্রাজ্ঞাঃ সর্ব এব সমাগতঃ ॥

আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুদগণ, সমস্ত  
সাধ্যদেব, সমস্ত মহর্ষিগণ, নাগ, গরুড় এবং সকল  
সিদ্ধগণ প্রসন্নচিত্তে সীতাদেবীর শপথ শ্রবণ দেখব  
উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছেছিলেন।

দৃষ্টা দেবানুশীংষ্টেব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৯

প্রত্যয়ো মে সুরশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকম্যমৈঃ ।

শুক্রায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরন্ত মে ॥ ১০

দেবতাগণ ও ঋষিগণকে উপস্থিত দেখে শ্রীরঘুনাত  
আবার বলেন— ‘সুরশ্রেষ্ঠগণ ! যদিও মহর্ষি বান্দীকির  
বক্তব্যে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তবুও জন-সমাজের  
মধ্যে বিদেহকুমারী বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে আমি অধিক  
প্রসন্ন হব’।

ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ।

তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হৃদয়ামাস সর্বতঃ ॥ ১১

তখন দিব্য সুগন্ধ পরিপূর্ণ, মনকে আনন্দ প্রদানকারী  
পরম পবিত্র এবং শুভকারক সুরশ্রেষ্ঠ বায়ুদেব মঙ্গলভিত্তে  
সর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে উপস্থিত জনসমুদায়কে অত্যা  
প্রদান করেন।

তদন্তুতমিবাচিন্ত্যঃ নিরৈক্যন্ত সমাহিতাঃ ।

মানবাঃ সর্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্বং কৃতযুগে যথা ॥ ১২

সমস্ত রাষ্ট্র থেকে আগত মানুষেরা একান্তচিন্তে  
প্রাচীনকালের সত্যযুগের ন্যায় এই অজুত ও অচিন্তা ঘটনা  
স্বচক্ষে দেখলেন।

সর্বান্ সমাগতান্ দৃষ্টা সীতা কাষায়বাসিনী

অব্রবীৎ প্রাজ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাসুধী ॥ ১৩

সীতাদেবী তখন তপস্বিনীদের মতো গেক্ষয়বস্ত্র  
পরিধান করেছিলেন। সকলে উপস্থিত জেনে তিনি হাত  
জোড় করে, মাথা ও দৃষ্টি নীচু করে বললেন—  
যথাহং রাঘবাদনাং মনসাপি ন চিন্তয়ে

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহতি ॥ ১৪  
‘আমি শ্রীরঘুনাথ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের (স্পর্শ  
তো দূরের কথা) মনে মনেও চিন্তা করিনি; একথা যদি সত্য  
হয়, তাহলে ভগবতী ধরিত্রী দেবী আমাকে নিজ ক্রোড়ে  
স্থান প্রদান করুন।

মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।  
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহতি ॥ ১৫  
‘আমি যদি মন-বাক্যে ও ত্রিমার দ্বারা শুধু  
শ্রীরামেরই আরাধনা করে থাকি, তাহলে ভগবতী পৃথিবী  
দেবী আমাকে তাঁর ক্রোড়ে স্থান দিন।

দ্বৈতং সত্যমুক্তং মে বেদ্যি রামাং পরং ন চ।  
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহতি ॥ ১৬  
‘ভগবান শ্রীরামকে ছাড়া আমি অন্য কোনো  
পুরুষকে জানি না, আমার বলা এই কথা যদি সত্য হয়,  
তবে ভগবতী পৃথিবী দেবী আমাকে তাঁর ক্রোড়ে স্থান  
দিন’।

তথা শপত্তাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীৎ তদন্তুতম্।  
ভূতলাদুখিতং দিব্যাং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ১৭  
বিদেহকুমারী এইরূপ শপথ-পূর্বক বলামাত্রই ভূতল  
থেকে এক অনুপম সিংহাসন প্রকটিত হল, যা ছিল অত্যন্ত  
সুন্দর এবং দিব্য।

ত্রিমণ্যং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।  
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ ॥ ১৮  
দিব্য রত্নবিভূষিত মহাপরাক্রমী নাগগণ দিব্যরূপ  
ধারণ করে এই দিব্য সিংহাসনটি নিজেদের মস্তকে ধারণ  
করে রেখেছিল।

অশ্মিংশু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।  
যাগতেনাভিনন্দ্যানামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥ ১৯  
সিংহাসনের সঙ্গেই পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী দিব্য  
রূপে আবির্ভূত হলেন। তিনি মৈথিলেশকুমারী সীতাকে  
তাঁর দুহাতে করে ক্রোড়ে উঠিয়ে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে  
অভিনন্দিত করে সিংহাসনে বসালেন।

অমাসনগতাং দৃষ্টা প্রবিশন্তীঃ রসাতলম্।

পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥ ২০  
সিংহাসনে বসে সীতাদেবী যখন রসাতলে প্রবেশ  
করতে থাকেন, তখন দেবতারা তাকে অবলোকন  
করলেন। আকাশ থেকে তখন তাঁর ওপর ক্রমাগত  
পুষ্পবর্ষণ হচ্ছিল।

সাধুকান্শ্চ সুমহান্ দেবানাং সহসোখিতঃ।  
সাধুসাধিবতি বৈ সীতে যস্যাত্তে শীলমীদৃশম্ ॥ ২১  
দেবতাদের মুখ থেকে ‘ধন্য-ধন্য’ মহাশব্দ উচ্চারিত  
হল। তাঁরা বলতে থাকেন— ‘সীতা! তুমি ধন্য, ধন্য।  
তোমার স্বভাব-চরিত্র এতো সুন্দর আর এমনই পবিত্র!  
এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরিক্ষগতাঃ সুরাঃ।  
ব্যাঙ্কহুর্জষ্টমনসো দৃষ্টা সীতাপ্রবেশনম্ ॥ ২২

সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করতে দেখে আকাশে  
দণ্ডায়মান দেবতারা প্রসন্নচিত্তে নানা কথা বলতে লাগলেন।  
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব এব তে।

রাজানশ্চ নরবান্ধা বিস্ময়ামোপরেমিরে ॥ ২৩  
যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত সকল মুনি ও নরশ্রেষ্ঠ  
নরেশগণও আশ্চর্যবিত হয়ে গেলেন।

অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ সর্বৈ হাবরজ্জঙ্গমাঃ।  
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ ২৪  
অন্তরিক্ষে এবং ভূতলের সব চরাচর প্রাণী এবং  
পাতালের বিশালকায় দানব ও নাগরাজও আশ্চর্যচকিত  
হলেন।

কেচিদ্ বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ ধ্যানপরায়ণাঃ।  
কেচিদ্ রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥ ২৫  
কেউ হর্ষনাদ করছিল, কেউ ধ্যান মগ্ন হল, কেউ  
শ্রীরামকে দেখতে থাকলেন আর কেউ হতচকিত হয়ে সীতা  
দেবীকে দেখছিলেন।

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্টা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।  
তনুহুর্তমিবার্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥ ২৬  
সীতাদেবীকে ভূতলে প্রবেশ করতে দেখে সেখানে  
আগত সকলে হর্ষ ও শোকে ডুবে গেল। দু’দণ্ড (প্রায় ৪৮  
মিনিট) ধরে সমগ্র জনতা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তদশবর্তিতমঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সাতানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

## অষ্টমবতীতমঃ সর্গঃ (৯৮)

সীতার জনা শ্রীরামের দুঃখ, শ্রীরামার তাঁকে বোঝানো এবং উত্তরকাণ্ডের  
বাকী অংশ শোনার জন্য প্রেরণা-দান

রসাতলং প্রবিষ্টায়াং বৈদেহ্যাং সর্ববানরাঃ।  
চুক্রুশুঃ সাধুসাক্ষীতি মুনয়ো রামসমিধৌ। ১

বৈদেহকুমারী সীতা রসাতলে প্রবেশ করলে  
শ্রীরামের নিকটে উপবিষ্ট সমস্ত বানর এবং ঋষি-মুনিগণ  
বলতে লাগলেন—‘সাধবী সীতা ! তুমি ধন্য’।

দণ্ডকাষ্ঠমবষ্টভ্য বাহ্পব্যাকুলিতেক্ষণঃ।  
অবাক্শিরা দীনমনা রামো হ্যাসীৎ সুদুঃখিতঃ॥ ২

কিন্তু ভগবান শ্রীরাম অত্যন্ত দুঃখী হলেন। তাঁর মন  
অবসাদে ভরে গেল এবং তিনি দণ্ডের সাহায্যে দাড়িয়ে  
মাথা নত করে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে  
লাগল।

স রুদিত্বা চিরং কালং বহুশো বাহ্পমুৎসৃজন্।  
ক্লেশশোকসমাবিষ্টো রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৩

অনেকক্ষণ ধরে অশ্রুপাত হওয়ায় ক্লেশ ও শোকে  
যুক্ত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—

অভূতপূর্বং শোকং মে মনঃ স্পষ্টমিবোচ্ছতি।  
পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা শ্রীরিব রূপিনী॥ ৪

‘আজ আমার মন অভূতপূর্ব শোকে নিমজ্জিত কারণ  
আমার চোখের সামনে থেকেই মূর্তিমতী লক্ষ্মীসম সীতা  
অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সাদর্শনং পুরা সীতা লক্ষ্মাং পারে মহোদধেঃ।  
ততশ্চাপি ময়াহুহনীতা কিং পুনর্বসুখাতলাৎ॥ ৫

‘প্রথম বার সীতা সমুদ্রের অপর পারে স্থিত লক্ষ্মাতে  
গিয়ে আমার চোখের আড়াল হয়েছিলেন। কিন্তু আমি যখন  
সেখান থেকে ওঁকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, তখন  
পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে তাঁকে নিয়ে আসা, এমন কি বড়  
ব্যাপার?’

বসুধে দেবি ভবতি সীতা নির্খাতাতাং মম।  
দর্শয়িষ্যামি বা রোষং যথা মামবগচ্ছসি॥ ৬

(এই কথা বলে তিনি পৃথিবীকে বললেন—)  
‘পূজনীয় ভগবতি বসুন্ধরা ! সীতাকে ফিরিয়ে দিন ; নাহলে  
আমার ক্রোধের ফল পাবেন। আমার প্রভাব আপনার  
অজানা নয়।

কামং শূদ্রমমৈব ত্বং ত্বৎসকাশাৎ তু মৈথিলী।  
কর্ষতা ফলহস্তেন জনকেনোদ্ভূতা পুরা॥ ৭

‘দেবি ! বাস্তবে আপনিই আমার শূদ্রমাতা। রাজা  
জনক লালস দ্বারা ভূমি কর্ষণ করছিলেন, যার ফলে  
আপনার থেকেই সীতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে।

তস্মাঘির্খাতাতাং সীতা বিবরং বা প্রযচ্ছ মে।  
পাতালে নাকপৃষ্ঠে বা বসেয়ং সহিতস্তয়া॥ ৮

‘অতএব হয় আপনি সীতাকে ফিরিয়ে দিন, নচেৎ  
আমাকেও আপনার ক্রোড়ে স্থান দিন ; কারণ পাতাল হোক  
বা স্বর্গ, আমি সীতার সঙ্গেই থাকব।

আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মন্তোহহং মৈথিলীকৃতে।  
ন মে দাস্যসি চেৎ সীতাং যথারূপাং মহীতলে॥ ৯

সপর্বতবনাং কুৎস্নাং বিধিমিষ্যামি তে স্থিতিম্।  
নাশয়িষ্যাম্যহং ভূমিং সর্বমাপো ভবন্তিহ॥ ১০

‘আপনি আমার সীতাকে নিয়ে আসুন। আমি  
মিথিলেশকুমারীর জন্য যেন সংজ্ঞাশূন্য হয়ে গেছি।  
আপনি যদি এই ধরাতলে সীতাকে ওইকপে ফিরিয়ে  
না দেন, তাহলে আমি পর্বত ও বনসহ আপনার অবস্থান  
নষ্ট করব। সমস্ত ভূমি বিনাশ করব। তাতে যদি সবকিছু  
জলমগ্নও হয়ে যায় (তবুও আমি ক্ষান্ত হব না)’।

এবং ক্রবাণে কাকুৎস্থে ক্লেশশোকসমস্থিতে।  
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্ষমুবাচ রঘুনন্দনম্॥ ১১

শ্রীরঘুনাথ যখন ক্লেশ ও শোকযুক্ত হয়ে এই কথা  
বলছিলেন, তখন দেবতাসহ শ্রীব্রহ্মা রঘুকুলনন্দনকে  
বললেন—

রাম রাম ন সন্তাপং কর্তুমহসি সূরতঃ।  
স্মর ত্বং পূর্বকং ভাবং মন্ত্রং চামিত্রকর্শনম্॥ ১২

‘উত্তমরত পালনকারী শ্রীরাম ! আপনি দুঃখ করবেন  
না। শক্রসূদন ! আপনি আপনার পূর্বস্বরূপ স্মরণ করুন।

ন খলু ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুত্তমম্।  
ইমং মুহূর্তং দুর্ধর্ষ স্মর ত্বং জন্ম বৈষ্ণবম্॥ ১৩

‘মহাবাহো ! আমি আপনাকে আপনার পরম উত্তম  
স্বরূপের স্মরণ করাচ্ছি না। দুর্ধর্ষ বীর ! শুধু এই অনুবোধ



করছি যে আপনি এখন ধ্যানের সাহায্যে নিজ বৈষ্ণব স্বরূপ  
স্মরণ করুন।

সীতা হি বিমলা সাক্ষী তব পূর্বপরায়ণা।

নাগলোকং সুখং প্রায়াৎ স্বদাশ্রয়তপোবলাৎ॥ ১৪

‘সাক্ষী সীতা সর্বতোভাবে শুদ্ধ। তিনি প্রথম থেকেই  
আপনার পরায়ণ ছিলেন এবং তাঁর তপোবলের কারণ হল  
আপনার অনন্য আশ্রয় গ্রহণ। তাঁর জন্যই তিনি সুখপূর্বক  
নাগলোকের অহিলায় আপনার পরম-ধামে গমন  
করেছেন।

দূর্গে তে সদমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

জগাস্তু পরিষন্মধ্যে যদ্ ব্রীমি নিবোধ তৎ॥ ১৫

‘পুনরায় সাক্ষেতধামে তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ  
হবে ; এতে কোনো সংশয় নেই। এখন এই সভামধ্যে  
আমি আপনাকে যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন।

এতদেব হি কাব্যং তে কাব্যানামুত্তমং শ্রুতম্।

সর্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যাস্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৬

‘আপনার চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এই কাব্য  
—আপনি যা শুনেছেন, সব কাব্যের মধ্যে উত্তম। শ্রীরাম !  
এটি নিঃসন্দেহে আপনার সর্বজীবন-বৃত্তান্তের উপর  
বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করবে।

জগপ্রভৃতি তে বীর সুখদুঃখোপসেবনম্।

ভবিষ্যদুত্তরং চেহ সর্বং বাঙ্গীকিনা কৃতম্। ১৭

‘বীর ! আবির্ভাব কাল থেকেই আপনার যে সুখ-  
দুঃখ (স্বৈচ্ছায়) ভোগ হয়েছে, সেসব এবং সীতার  
অন্তর্ধানের পর ভবিষ্যতে যা হবে — সবই মহর্ষি বাঙ্গীকি  
তাকে পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন।

যদিকাব্যমিদং রাম ভূয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্

নহন্যোহহীতি কাব্যানাং যশোভাগু রামবাদূতে॥ ১৮

‘শ্রীরাম ! এটি আদিকাব্য। এই সম্পূর্ণ কাব্যের  
আধারশিলা আপনিই — আপনার জীবনবৃত্তান্ত নিয়েই এই  
কাব্য রচিত হয়েছে। রঘুকুলের শোভাবৃদ্ধিকারী আপনি  
যতীত এরূপ আর কোনো যশস্বী পুরুষ নেই, যিনি এইরূপ  
কাব্যের নায়ক হওয়ার অধিকারী।

কৃতং তে পূর্বমেতন্নি ময়া সর্বং সুরৈঃ সহ।

দিব্যমন্তুতরূপং চ সত্যাকামনাবৃতম্॥ ১৯

‘সর্বপ্রথম দেবতাদের সঙ্গে আমি, আপনার সঙ্গে  
সম্পর্কিত এই সম্পূর্ণ কাব্য শ্রবণ করেছি। এ অতি দিব্য ও

অদ্ভুত। এতে কোন কিছুই গোপন করা হয়নি। এখানে  
উল্লিখিত সকল কথাই সত্য।

স ত্বং পুরুষশার্দূল ধর্মণ সুসমাহিতঃ।

শেষং ভবিষ্যৎ কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু॥ ২০

‘পুরুষসিংহ ! রঘুনন্দন ! আপনি ধর্মপূর্বক একাগ্র  
চিত্তে রামায়ণের ভবিষ্যতের অবশিষ্ট অংশ কাব্যে শুনে  
নি।

উত্তরং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ।

তচ্ছৃণু মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্বমুত্তমম্॥ ২১

‘মহাযশস্বী এবং মহাতেজস্বী শ্রীরাম ! এই কাব্যের  
অন্তিম ভাগের নাম উত্তরকাণ্ড। এই উত্তম ভাগ আপনি  
ঋষিদের সঙ্গে বসে শ্রবণ করুন।

ন খল্বন্যোন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যমিদমুত্তমম্।

পরম ঋষিণা বীর ভূয়েব রঘুনন্দন॥ ২২

‘কাকুৎস্থবীর রঘুনন্দন ! আপনি সর্বোৎকৃষ্ট রাজর্ষি।  
তাই আপনারই সর্বপ্রথম এই উত্তম কাব্য শোনা উচিত,  
অন্যের নয়’।

এতাবদুক্তা বচনং ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।

জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ সহ সবারূপৈঃ॥ ২৩

এই বলে ত্রিলোকের প্রভু শ্রীব্রহ্মা দেবতা এবং  
তাদের বহু-বাক্যবদের সঙ্গে নিজেদের লোকে চলে  
গেলেন।

যে চ তত্র মহাত্মান ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ।

ব্রহ্মণা সমনুজাতা ন্যবর্তন্ত মহৌজসঃ॥ ২৪

উত্তরং শ্রোতুমনসো ভবিষ্যৎ যচ্চ রাঘবে।

সেখানে ব্রহ্মলোকবাসী মহাতেজস্বী মহাত্মা  
ঋষিগণও ছিলেন, তাঁরা শ্রীব্রহ্মার নির্দেশ পেয়ে অবশিষ্ট  
বৃত্তান্তযুক্ত উত্তরকাণ্ড শোনার ইচ্ছায় (তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মলোকে  
না থেকে ) ফিরে এলেন।

ততো রামঃ শুভাং বাণীং দেবদেবস্য ভাষিতাম্॥ ২৫

প্রজ্ঞা পরমতেজস্বী বাঙ্গীকিমিদমব্রবীৎ।

তারপর দেবাদিদেব শ্রীব্রহ্মা কথিত সেই শুভবাণী  
স্মরণ করে পরম তেজস্বী শ্রীরাম মহর্ষি বাঙ্গীকিকে একথা  
বলেন।

ভগবন্ শ্রোতুমনস ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ। ২৬

ভবিষ্যদুত্তরং যন্মে শোভতে সম্প্রবর্ততাম্।

‘ভগবন্ ! এই ব্রহ্মলোক নিবাসী মহর্ষিগণ আমার

ভাবী চরিত্রযুক্ত উত্তরকাণ্ডের অবশিষ্ট অংশ শুনতে  
আগ্রহী। তাই কাল প্রভাত থেকে তার গান আরম্ভ করার  
ব্যবস্থা করা হোক।

এবং বিনিশ্চয়ঃ কৃদ্ধা সম্প্রগৃহা কুশীলবৌ ॥ ২৭  
তং জনৌঘঃ বিসৃজ্যথ পর্ণশালামুপাগমং।

তামেব শোচতঃ সীতা সা বাতীতা চ শবরী ॥ ২৮  
একপ ব্যবস্থা করে শ্রীরাম জনসমূহকে বিদায়  
জানালেন এবং কুশ ও লবকে সঙ্গে করে নিজ পর্ণশালায়  
এলেন। সেখানে সীতার চিত্তে তিনি রাত্রি অতিবাহিত  
করলেন।

ইত্যর্শে শ্রীমদ্ভাগবতেন বাগবীকীয়ে আদিকান্যো উত্তরকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৮ ॥

মহর্ষি বাগবীকি বিবচিত্ত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আটানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

### একোনশততমঃ সর্গঃ (৯৯)

সীতার রসাতল-প্রবেশের পর শ্রীরামের জীবন চর্যা, রামরাজ্যের স্থিতি এবং  
মাতৃগণের পরলোক-গমন আদির বর্ণনা

রজন্যাং তু প্রভাতায়াং সমানীয় মহামুনীন্।

গীয়তামবিশঙ্কাজ্যং রামঃ পুত্রাবুবাচ হ ॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে শ্রীরামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ মুনিদের আহ্বান  
করে তাঁর দুই পুত্রকে বললেন—‘এখন তোমরা নিঃশঙ্ক  
চিত্তে অবশিষ্ট রামায়ণের গান করো।’

ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাশ্বসু।

ভবিষ্যদুত্তরং কাব্যং জগতুস্তৌ কুশীলবৌ ॥ ২

মহাশ্বা মহর্ষিগণ যথাস্থানে বসলে কুশ ও লব  
ভগবানের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধিত উত্তরকাণ্ডের—যা সেই  
মহাকাব্যেরই অংশ, সেই গান আরম্ভ করলেন।

প্রবিষ্টায়াং তু সীতায়াং ভূতলং সত্যসম্পদা।

তসাবসানে যজ্ঞস্য রামঃ পরমদুর্মদাঃ ॥ ৩

এদিকে নিজের সত্যনিষ্ঠার বলে সীতাদেবী রসাতলে  
প্রবেশ করায় যজ্ঞের অন্তে ভগবান শ্রীরাম অত্যন্ত দুঃখী  
হন।

অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ।

শোকেন পরমায়ন্তো ন শান্তিঃ মনসাগমং ॥ ৪

বিদেহকুমারীকে না দেখে সমগ্র জগত তাঁর কাছে  
শূন্য মনে হচ্ছিল। শোকে ব্যথিত হওয়ায় তাঁর মনে শান্তি  
ছিল না।

বিসৃজ্য পার্থিবান্ সর্বানুক্ৰবানররাক্ষসান্।

জনৌঘঃ বিপ্রমুখ্যানাং বিস্তপূর্বং বিসৃজ্য চ ॥ ৫

এবং সমাপ্য যজ্ঞং তু বিধিবৎ স তু রাঘবঃ।

ততো বিসৃজ্য তান্ সর্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৬

হৃদি কৃদ্ধা তদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ।

তারপর শ্রীরঘুনাথ সব রাজাদের, ভালু-বানর ও  
রাক্ষস জনগণ এবং প্রধান ব্রাহ্মণদের অর্থ দিয়ে বিদায়  
জানান। এইভাবে বিধিপূর্বক যজ্ঞ সমাপ্ত করে কমলনয়ন  
শ্রীরাম সবাইকে বিদায় জানিয়ে সীতাদেবীকে মনে মনে  
স্মরণ করতে করতে অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন।

ইষ্টযজ্ঞো নরপতিঃ পুত্রদ্বয়সমম্বিতঃ ॥ ৭

ন সীতায়াঃ পরাং ভার্গ্যং বস্ত্রে স রঘুনন্দনঃ।

যজ্ঞে যজ্ঞে চ পদ্যার্থং জানকী কাঞ্চনীভবৎ ॥ ৮

যজ্ঞ সমাপ্ত করে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম নিজের দুই  
পুত্রের সঙ্গে থাকতে লাগলেন। তিনি সীতা বাতীত অন্য  
কোনো নারীকে বিবাহ করেননি। প্রত্যেক যজ্ঞে যখনই  
ধর্মপত্নীর প্রয়োজন হত, তিনি সীতাদেবীর স্বর্ণপ্রতিমা তৈরি  
করাতেন।

দশবর্ষসহস্রাণি বাজিমেষানথাকরোং

বাজপেয়ান্ দশগুণাংস্তথা বহুসুবর্ণকান্ ॥ ৯

তিনি দশহাজার বছর ধরে যজ্ঞ করেছেন। বহু  
অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তার দশগুণ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেছেন এবং তাতে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়েছেন।

অগ্নিষ্টোমতিরাত্রাত্যাং গোসবৈশ্চ মহাধনৈঃ।

ঈজে ক্রতুভিরনৈশ্চ স শ্রীমানাপ্তদক্ষিণৈঃ॥ ১০

শ্রীরাম পর্যাপ্ত দক্ষিণায়ুক্ত অগ্নিষ্টোম, অতিবাত্র, গোসব এবং অন্যান্য বড়-বড় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যাতে বহু ধন খরচ হয়েছে।

এবং স কালঃ সুমহান্ রাজ্যহস্য মহাধনঃ  
ধর্মে প্রয়তমানস্য ব্যতীয়াদ্ রাঘবস্য চ॥ ১১

এইভাবে রাজ্যশাসন কালে মহাত্মা ভগবান শ্রীরঘুনাথের দীর্ঘকাল ধর্মপালনেই অতিবাহিত হয়েছে।

ঋক্ষবানররক্ষাংসি হিতা রামস্য শাসনে।

অনুরঞ্জতি রাজানো হ্যহন্যহনি রাঘবম্॥ ১২

তালু, বানর ও রাক্ষসগণ শ্রীরামের আজ্ঞার অধীনে থাকত। পৃথিবীর সকল রাজা প্রতিদিন শ্রীরঘুনাথকে প্রসন্ন রাখতেন।

কালে বর্ষতি পর্জন্যঃ সুভিক্ষং বিমলা দিশঃ।

যঃপুষ্টজনাকীর্ণং পুরং জনপদান্তথা॥ ১৩

শ্রীরামের রাজ্যে সময়মতো মেঘ জলবর্ষণ করত। সর্ব ঋতু অনুকূল ছিল, কখনও আকাল পড়ত না। সর্বদিক প্রসন্ন থাকত এবং নগর ও জনপদ স্বাস্থ্যপূর্ণ মানুষে ভরে থাকত।

নাকালে প্রিয়তে কশ্চিৎ ব্যাধিঃ প্রাণিনাং তথা।

নানর্থো বিদ্যতে কশ্চিদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১৪

শ্রীরামের রাজ্যশাসনকালে কারো অকাল-মৃত্যু হতো না। প্রাণীরা কোনো অসুখে কষ্ট পেত না, সংসারে কোনো উপদ্রব হতো না।

অথ দীর্ঘস্য কালস্য রামমাতা যশস্বিনী  
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা কালধর্মমুপাগমং॥ ১৫

এর পর দীর্ঘসময় পরে পুত্র-পৌত্রাদি পরিবৃত্ত হয়ে পরম যশস্বিনী শ্রীরামজননী-কৌসল্যা কালধর্ম (মৃত্যু) প্রাপ্ত হন।

অদ্বিমায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ যশস্বিনী।

ধর্মং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদেবে পর্যবহিতা॥ ১৬

সর্বাঃ প্রমুদিতাঃ স্বর্গে রাজ্ঞা দশরথেন চ।

সমাগতা মহাভাগাঃ সর্বধর্মং চ লেভিরে॥ ১৭

দেবী সুমিত্রা এবং যশস্বিনী দেবী কৈকেয়ীও তাঁর পথ অনুসরণ করেন। এই রানীগণ জীবনকালে নানাবিদ ধর্মানুষ্ঠান করে অন্তকালে সাকেত ধাম প্রাপ্ত হন এবং অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে সেখানে দশরথের সঙ্গে মিলিত হন। সেই সব মহাভাগা রানীগণ সর্বধর্মের পূর্ণ ফল লাভ করেন।

তাসাং রামো মহাদানং কালে কালে প্রযচ্ছতি।

মাতৃগামবিশেষণে ব্রাহ্মণেষু তপস্বিষু॥ ১৮

শ্রীরঘুনাথ মাঝে মাঝেই তাঁর মাতাদের জন্য কোনো ভেদভাব না রেখে তপস্বী ব্রাহ্মণদের বিশাল দান করতেন।

পিত্র্যপি ব্রহ্মরত্নানি যজ্ঞান্ পরমদুস্তরান্।

চকার রামো ধর্মায়া পিতৃন্ দেবান্ বিবর্ধয়ন্॥ ১৯

ধর্মায়া শ্রীরাম শ্রদ্ধা উপযোগী উত্তম বস্তু ব্রাহ্মণদের অর্পণ করতেন এবং পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের সম্বলিত করার জন্য বড় বড় (পিণ্ডাত্মক) পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন।

এবং বর্ষসহস্রাণি বহুনাথ যযুঃ সুখম্।

যজ্ঞৈর্বহুবিধং ধর্মং বর্ষণানস্য সর্বদা॥ ২০

এইভাবে যজ্ঞ এবং অন্যান্য বিবিধ ধর্ম পালন করে শ্রীরঘুনাথ কয়েক সহস্র বর্ষ সুখপূর্বক অতিবাহিত করেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে একোনশততমঃ সর্গঃ॥ ৯৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নিরানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৯॥



## শততমঃ সর্গঃ (১০০)

কেকয়দেশ থেকে ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যের উপহার নিয়ে আসা এবং তাঁর সন্দেশ অনুসারে  
কুমারগণসহ ভরতের গন্ধর্বদেশে আক্রমণের জন্য প্রস্থান করা

কস্যচিৎ কুপ্য কালস্য যুধাজিৎ কেকয়ো নৃপঃ।  
হুগুরং প্রেষয়ামাস রাঘবায় মহাঝনে॥ ১  
গার্গ্যমঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষিমমিতপ্রভম্।

কিছুকাল পরে কেকয়দেশের রাজা যুধাজিৎ তাঁর  
পুত্রোচিত অমিত অঙ্গিরার পুত্র তেজস্বী ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে  
মহাঝা শ্রীরঘুনাথের কাছে পাঠান।

দশ চান্দ্রসহস্রাণি প্রীতিদানমনুত্তমম্। ২  
কন্বলানি চ রত্নানি চিত্রবস্ত্রমখোত্তমম্।  
রামায় প্রদদৌ রাজা শুভান্যাদরণানি চ॥ ৩

শ্রীরামচন্দ্রকে অর্পণ করার জন্য প্রেমোপহার রূপে  
তাঁকে দশহাজার ঘোড়া, বহু কন্বল (শাল ইত্যাদি) নানা  
প্রকার রত্ন, বিচিত্র সুন্দর বস্ত্র ও মনোহর অলংকার সঙ্গে  
দিয়েছিলেন।

শ্রদ্ধা তু রাঘবো ধীমান্ মহর্ষিঃ গার্গ্যমাগতম্।  
মাতুলস্যাস্থপতিনঃ প্রহিতং তদ্বহাধনম্॥ ৪  
প্রত্যুদগমা চ কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুজঃ।  
গার্গ্যং সম্পূজয়ামাস যথা শক্ণো বৃহস্পতিম্॥ ৫

পরম বুদ্ধিমান শ্রীমান রাঘবেন্দ্র যখন শুনলেন  
যে, মামা অস্থপতি পুত্র যুধাজিৎ প্রেরিত মহর্ষি গার্গ্য  
বহুমূল্য উপহার নিয়ে অযোধ্যায় আসছেন, তখন  
তিনি ভ্রাতাগণ সহ এক ক্রোশ এগিয়ে তাঁদের স্বাগত  
জানান এবং ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পূজা করতেন,  
সেইভাবে মহর্ষি গার্গ্যের পূজা এবং স্বাগত-সংকার  
করলেন।

তথা সম্পূজা তমৃষিঃ তদ্ ধনং প্রতিগৃহ্য চ।  
পুষ্টা প্রতিপদং সর্বং কুশলং মাতুলস্য চ॥ ৬  
উপবিষ্টং মহাভাগং রামঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে।

এইভাবে মহর্ষির সাদর সংকার করে ধনগ্রহণের পর  
তাঁর এবং মাতুল-গৃহের কুশল সংবাদ নেন। পরে যখন  
মহাভাগ মহর্ষি আসনে বিরাজমান হলেন, শ্রীরাম তখন  
তাঁকে জিগ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন

কিমা হ মাতুলো বাক্যং যদর্থং ভগবানিহ॥ ৭  
প্রাপ্তো বাক্যবিদাঃ শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব বৃহস্পতিঃ।

‘ব্রহ্মর্ষে ! আমার মামা কী সংবাদ পাঠিয়েছেন, যার  
ফলে সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় বাক্যবেত্তা শ্রেষ্ঠ আপনি  
পূজ্যপাদ মহর্ষি কষ্ট করে পদার্পণ করেছেন।’

রামস্য ভ্রাতৃত্বং শ্রদ্ধা মহর্ষিঃ কার্যবিক্রমম্। ৮  
বক্ষুমন্তুতসংকাশং রাঘবায়োপচক্রমে।

শ্রীরামের প্রশ্ন শুনে মহর্ষি সেই অদ্ভুত কার্যের  
বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ করলেন।

মাতুলশ্চে মহাবাহো বাক্যমাহ নরর্ষভঃ। ৯  
যুধাজিৎ প্রীতিসংযুক্তং শ্রয়তাং যদি রোচতে।

‘মহাবাহো ! আপনার মাতুল নরশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ  
প্রেমপূর্বক যে সংবাদ দিয়েছেন, তা যদি আপনার  
কচিসম্মত মনে হয়, তাহলে শুনুন।

অয়ং গন্ধর্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ॥ ১০  
সিদ্ধোত্তরভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ।

‘তিনি বলেছেন যে সিদ্ধু নদীর দুই পারে অবস্থিত  
ফল-মূল সুশোভিত গন্ধর্বদেশ অতি সুন্দর প্রদেশ।

তং চ রক্ষন্তি গন্ধর্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকোবিদাঃ॥ ১১  
শৈলূষসা সূতা বীর তিস্রঃ কোট্যো মহাবলাঃ।

‘বীর রঘুনন্দন ! গন্ধর্বরাজ শৈলুষের তিন কোটি  
যুদ্ধকুশল এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সম্পন্ন মহা বলশালী গন্ধর্ব  
দেশকে সর্বদা রক্ষায় নিযুক্ত।

তান্ বিনির্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্বনগরং শুভম্॥ ১২  
নিবেশয় মহাবাহো শ্বে পুরে সুসমাহিতে।

অন্যস্য ন গতিস্তত্র দেশঃ পরমশোভনঃ।  
রোচতাং তে মহাবাহো নাহং জ্ঞামহিতং বদে॥ ১৩

‘কাকুৎস্থ ! মহাবাহো ! আপনি সেই গন্ধর্বদের জয়  
করে সুন্দর গন্ধর্বনগর স্থাপিত করুন। নিজের জন্য উত্তম-  
সাধন-সম্পন্ন দুই নগরী নির্মাণ করুন। সেই দেশ ভ্রাতৃত্ব  
সুন্দর। সেখানে কারো গতি নেই। আপনি সেটি নিজের

অধিকারে নেওয়ার অঙ্গীকার করুন। আমি আপনাকে এমন পরামর্শ দেব না, যা অহিতকারক হয়।'

তজ্জুয়া রাঘবঃ প্রীতো মহর্ষের্মাতুলসা চ।

ভ্রূচ বাচমিত্যেব ভরতঃ চামবৈকতঃ ॥ ১৪

মহর্ষি এবং আমার কথা শুনে শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি 'খুব ভালো' বলে ভরতের দিকে তাকালেন।

সৌব্রবীদ রাঘবঃ প্রীতঃ সাজ্জলিপ্রগ্রহো বিজম্।

ইমৌ কুমারৌ তং দেশং ব্রহ্মর্ষে বিচরিস্যাতঃ ॥ ১৫

ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুঙ্কল এব চ

মাতুলেন সুগুপ্তৌ তু ধর্মেন সুসমাহিতৌ ॥ ১৬

তখন শ্রীরামবেন্দ্র প্রসন্নতাসহ সেই ব্রহ্মর্ষিকে হাত জোড় করে বললেন— 'ব্রহ্মর্ষে! এই দুই কুমার তক্ষ ও পুঙ্কল হল ভরতের বীর পুত্র। তারা ওই দেশ পরিদর্শন করবে এবং আমাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ধর্মপূর্বক একপ্রচিন্তে সেই দেশ শাসন করবে।

ভরতঃ চাত্রতঃ কৃদ্বা কুমারৌ সবলানুগৌ।

নিহত্য গন্ধর্বসুতান্ যে পুরে বিভজিস্যাতঃ ॥ ১৭

'এই দুই কুমার ভরতকে অগ্রগামী করে সেনা ও সেবকসহ সেখানে যাবে এবং গন্ধর্বপুত্রদের সংহার করে পৃথক পৃথক দুই নগর স্থাপন করবে।

নিবেশ্য তে পুরবরে আত্মজৌ সমিবেশ্যা চ।

আগমিস্যতি মে ভূয়ঃ সকাশমতিধার্মিকঃ ॥ ১৮

'দুটি শ্রেষ্ঠ নগর স্থাপন করে দুই পুত্রকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে অত্যন্ত ধর্মাত্মা ভরত আমার কাছে ফিরে আসবে।

ব্রহ্মর্ষিমেবমুক্ত্বা তু ভরতঃ সবলানুগম্।

আজ্ঞাপয়ামাস তদা কুমারৌ চাত্যেচরৎ ॥ ১৯

ব্রহ্মর্ষিকে এইকথা বলে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে সেনাসহ

যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, প্রথমেই দুই কুমারের তখনই রাজ্যাভিষেক করালেন।

নক্ষত্রোণ চ সৌমোন পুরজ্ঞতাদিরঃসুতম্।

ভরতঃ সহ সৈন্যোন কুমারাজ্যং বিনির্গমৌ ॥ ২০

তারপর সৌম্য নক্ষত্রে (যুগশিলাতে) অঙ্গীরার পুত্র মহর্ষি গার্গ্যাকে অগ্রগামী করে সেনা ও কুমারসহ ভরত যাত্রা করালেন।

সা সেনা শত্রুগুক্তেব নগরান্নির্গমাবথ।

রাঘনানুগতা দূরং দূরাগর্শা সূরৈরপি ॥ ২১

ইদ্র দ্বারা প্রেরিত দেবসেনাসহ সেই সেনা নগর থেকে নির্গত হল। ভগবান শ্রীরামও কিছুদূর নিয়ে তাঁদের এগিয়ে দিলেন। সেই সৈন্যবল ছিল দেবতাদের দুর্জয়।

মাংসাশিনস্ত যে সত্ত্বা রক্ষাংসি সমহাশ্চি চ।

অনুজমুর্ষি ভরতঃ ক্রধিরস্যা পিপাসয়া ॥ ২২

মাংসাশী জন্তু এবং বড় রাক্ষসেরা যুদ্ধে বক্তৃপানের ইচ্ছায় ভরতের পিছনে পিছনে গেল।

ভূতগ্রামাশ্চ বহুবো মাংসভক্ষাঃ সুদারুণাঃ।

গন্ধর্বপুত্রমাংসানি ভোক্তুকামাঃ সহশ্রাঃ ॥ ২৩

অত্যন্ত ভয়ংকর কয়েক সহস্র মাংসভক্ষী পশু গন্ধর্ব-পুত্রদের মাংস খাবার জন্য সেই সৈন্যদেব অনুগমন করল।

সিংহব্যঘ্রবরাহাণাং খেচরাণাং চ পক্ষিণাম্।

বহুনি বৈ সহশ্রাণি সেনায়া যযুরভ্রতঃ ॥ ২৪

হাজার হাজার সিংহ, বাঘ, শূকর ও আকাশচরী পাখি সৈন্যদের সঙ্গে চলল।

অধার্মমাসমুষিতা পথি সেনা নিরাময়া।

হস্তপুষ্টজনাকীর্ণা কেকয়ং সমুপাগমৎ ॥ ২৫

দেড় ঘাস অতিবাহিত করে হস্ত পুষ্ট মানুষসহ সেই সেনা কুশলে কেকয়দেশে পৌছাল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

## একাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০১)

ভরতের গন্ধর্বদের ওপর আক্রমণ এবং তাদের সংহার করে সেখানে দুটি সুন্দর নগর স্থাপন করে নিজ দুই পুত্রকে সমর্পণ করা এবং অযোধ্যায় ফিরে আসা

শ্রদ্ধা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ।

যুধাজিৎ গার্গ্যসহিতং পরাং প্রীতিমুপাগমৎ॥ ১

কেকয়রাজ যুধাজিৎ যখন শুনলেন যে মহর্ষি গার্গ্যের সঙ্গে স্বয়ং ভরত সেনাপতি হয়ে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

স নির্যয়ৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ

ত্বরমাপোহভিক্রাম গন্ধর্বান্ কামরূপিণঃ॥ ২

সেই কেকয়রাজ অসংখ্য জনগণের সঙ্গে উৎসাহপূর্বক ভরতের সঙ্গে দেখা করে ইচ্ছানুযায়ী রূপধারণকারী গন্ধর্বের দেশের দিকে চললেন।

ভরতশ্চ যুধাজিচ্চ সমেতৌ লঘুবিক্রমৈঃ।

গন্ধর্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপদানুগৌ॥ ৩

ভরত এবং যুধাজিৎ তীব্রগতিতে সৈন্য ও বাহকসহ গন্ধর্বদের রাজধানীর ওপর আক্রমণ করলেন।

শ্রদ্ধা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্বান্তে সমাগতাঃ।

যোদ্ধুকামা মহাবীরা বানদংষ্ট্রে সমত্ততাঃ॥ ৪

ভরতের আগমনের খবর পেয়ে মহাপরাক্রমী গন্ধর্বগণ যুদ্ধেচ্ছায় একত্রিত হয়ে সর্বদিকে জোরে গর্জন করতে লাগল।

ততঃ সমতবদ্যুদ্বাং তুমুলং লোমহর্ষণম্।

সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়োর্জয়ঃ॥ ৫

পরে দুই সেনার মধ্যে রোমহর্ষণকারী যুদ্ধ বেধে গেল। সেই মহাভয়ংকর সংগ্রাম সাতরাত্রি চললোও, দুপক্ষের কেউই জিততে পারল না।

খড়্গশক্তিধনুর্গাহা নদ্যাঃ শোণিতসংগ্রবাঃ।

নৃক্লেবরবাহিন্যাঃ প্রবৃত্তাঃ সর্বতোদিশম্॥ ৬

চারদিকে রক্তের নদী প্রবাহিত হল। সেই রক্ত নদীতে তলোয়ার, শক্তি, ধনুক আদি বিচরণ করা পশুর ন্যায় মনে হচ্ছিল, সেই রক্ত ধারায় মানুষের লাশও ভেসে যাচ্ছিল।

ততো রামানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালস্যাস্ত্রং সুদারুণম্।

সংবর্তং নাম ভরতো গন্ধর্বেষুভ্যচোদয়ৎ॥ ৭

রামানুজ ভরত অত্যন্ত কুপিত হয়ে তখন

কালদেবতার ভয়ংকর অস্ত্র — যা সংবর্ত নামে প্রসিদ্ধ, গন্ধর্বদের ওপর প্রয়োগ করেন।

তে বদ্ধাঃ কালপাশেন সংবর্তেন বিদারিতাঃ  
ক্ষণেনাভিহতাস্থেন তিস্রঃ কোটৌ মহাস্থনা। ৮

মহাত্মা ভরত এইভাবে ক্ষণকালের মধ্যে তিন কোটি গন্ধর্বদের সংহার করেন। এই গন্ধর্বগণ কালপাশে বদ্ধ হয়ে সংবর্ত অস্ত্রে বিদীর্ণ হয়ে গেল।

তদ্ যুদ্ধং তাদৃশং ঘোরং ন স্মরন্তি দিবৌকসঃ।

নিমেষান্তরমাত্রাণ তাদৃশানাং মহারথানাং। ৯

হতেষু তেষু সর্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ

নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে যে পুরোত্তমৈঃ। ১০

এরূপ ভয়ংকর যুদ্ধ পূর্বে দেবতারা কখনও দেখেননি আর তাঁদের স্মরণেও নেই। পলকের মধ্যে পরাক্রমী মহামনস্বী গন্ধর্ব সংহার হয়ে যাওয়ায় কৈকেয়ীকুমার ভরত সেখানে দুটি সমৃদ্ধিশালী সুন্দর নগর স্থাপন করলেন।

তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুষ্পলং পুষ্পলাবতে  
গন্ধর্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ॥ ১১

মনোহর গন্ধর্বদেশে তক্ষশিলা নামের নগরী স্থাপন করে তিনি তক্ষকে তথাকার রাজা করেন এবং গান্ধারদেশে পুষ্পলাবত নগর স্থাপন করে সেখানকার বজা পুষ্পলকে সমর্পণ করেন।

ধনরত্নৌঘসংকীর্ণে কাননৈরুপশোভিতে

অন্যোন্যসংঘর্ষকৃতে স্পর্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ॥ ১২

এই দুই নগর ধন-ধান্য এবং রত্নসামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। বহু সুন্দর কানন এর শোভা বৃদ্ধি করত গুণবিস্তারের দৃষ্টিতে এরা একে অন্যকে টক্কর দিত।

উভে সুরূচিরপ্রথো ব্যবহারৈরকিঞ্চিষৈঃ।

উদ্যানযানসম্পূর্ণে সুবিভক্তান্তরাপণে॥ ১৩

দুই নগরীর শোভা ছিল অতীব মনোহর। উভয় স্থানের ব্যবসা ছিল নিষ্কপট, শুদ্ধ এবং সরল, দুই নগরী উদ্যান ও নানা প্রকার যানবাহনপূর্ণ ছিল। বহু প্রকারের ব্যবসাকেন্দ্রে তা পরিপূর্ণ ছিল।

উভে  
গৃহমুখ্যৈঃ  
দুই

অভিনব ব  
বলা হয়  
অট্টালিকা  
শোভিতে  
তালৈস্তম্ভা  
অনে

তিলক ইত  
বৃদ্ধি পেয়ে  
নিবেশ্য  
পুনরায়ান

তজ্জুহা  
বাক্যং চা

ভরত  
ভ্রাতাসহ  
শ্রীরাঘবেন্দ  
ইমৌ কুম  
অঙ্গদশচন্দ্রকে

‘সুমিত্র  
চন্দ্রকেতু অত  
দৃঢ়তা ও পরা  
ইমৌ রাজো  
রমণীয়ো

‘সুতরা  
এঁদের জন্য



উভে পুরবরে রম্যে বিস্তরৈরুপশোভিতে।  
গৃহমুখ্যঃ সুরচিরৈবিন্মনৈর্বহুভিবৃতে ॥ ১৪

দুই শ্রেষ্ঠ পুরের রমণীয়তা ছিল দেখার মতো। বহু  
অভিনব বস্তু তার শোভা বৃদ্ধি করত—যার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে  
বলা হয়নি। বহু সুন্দর প্রাসাদ ও অনেক সাতমহলা  
অট্টালিকা নগরীর শোভাবর্ধন করত।

শোভিতে শোভনীয়ৈশ্চ দেবায়তনবিস্তরৈঃ।  
তলৈস্তমালৈস্তিলকৈর্বকুলৈরুপশোভিতে ॥ ১৫

অনেক শোভাসম্পন্ন দেবমন্দির এবং তাল-তমাল-  
তিলক ইত্যাদি বৃক্ষে এই দুই নগরীর শোভা ও রমণীয়তা  
বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নিবেশ্য পঞ্চভির্বৈর্ষৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ।

পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কৈকয়ীসুতঃ ॥ ১৬

পাঁচ বছর ধরে রাজধানীগুলিকে ভালোভাবে  
ব্যবহৃত করে শ্রীরামের ছোটভাই কৈকেয়ীকুমার মহাবাহু  
ভরত অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

সোহভিবাদ্য মহাত্মানঃ সাক্ষাৎকর্মমিবাশ্রমঃ।

রাঘবঃ ভরতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥ ১৭

অযোধ্যায় এসে শ্রীমান ভরত দ্বিতীয় ধর্মরাজের  
সমান মহাত্মা শ্রীরঘুনাথকে সেইভাবে প্রণাম করেন, যেমন  
ভাবে ইন্দ্র শ্রীব্রহ্মাকে প্রণাম করেন।

শশংস চ যথাবৃত্তং গন্ধর্ববধমুত্তমম্।

নিবেশনং চ দেশস্য শ্রদ্ধা প্রীতোহস্য রাঘবঃ ॥ ১৮

তারপর তিনি গন্ধর্ব বধ এবং সেই দেশে সমুচিত  
ব্যবস্থা স্থাপনের সমাচার জানালেন। তাঁর কথা শুনে  
শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিবচিত্ত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

## দ্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১০২)

শ্রীরামের নির্দেশে ভরত ও লক্ষণ কর্তৃক কুমার অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুকে  
কারুপথ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নিয়োগ করা

তঙ্কুজা হর্ষমাপেদে রাঘবো ভ্রাতৃভিঃ সহ।  
বাকাং চান্তুতসংকাশং ভ্রাতৃন্ প্রোবাচ রাঘবঃ ॥ ১

ভরতের মুখ থেকে গন্ধর্বদেশের সংবাদ শুনে  
ভ্রাতাসহ শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তারপর  
শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভ্রাতাদের এই অভূত কথা বলেন—

ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্মবিশারদৌ  
অঙ্গদচন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্থে দৃঢ়বিক্রমৌ ॥ ২

‘সুমিত্রানন্দন! তোমাদের এই দুই পুত্র অঙ্গদ ও  
চন্দ্রকেতু অত্যন্ত ধর্মজ্ঞ। এঁদের মধ্যে রাজ্যরক্ষার উপযুক্ত  
দৃঢ়তা ও পরাক্রম রয়েছে।

ইমৌ রাজ্যেহভিষেক্যামি দেশঃ সাধু বিধীয়তাং।  
রমণীয়ো হ্যসম্বাধো রমেতাং যত্র ধম্বিনৌ ॥ ৩

‘সুতরাং আমি এঁদেরও রাজ্য্যভিষেক করাব তুমি  
এঁদের জন্য কোনো সুন্দর দেশ অনুসন্ধান করো, যা

রমণীয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাধা-বিঘ্ন রহিত হয় আর  
যেখানে এই ধনুর্ধর বীরদ্বয় আনন্দে থাকতে পারে।

ন রাজ্যং যত্র পীড়া স্যাম্মাশ্রমাণাং বিনাশনম্।

স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা ॥ ৪

‘সৌম্য! এমন দেশ দেখো, যেখানে নিবাস করলে  
অন্য রাজাদের পীড়া বা উদ্বেগ না হয়, আশ্রমের বিনাশ না  
করতে হয় এবং কারো দৃষ্টিতে আমাদের অপরাধী না হতে  
হয়।’

তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রভুবাচ হ।

অয়ং কারুপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ ॥ ৫

শ্রীরামচন্দ্র একথা বলায় ভরত উত্তর দিলেন—‘আর্য!

কারুপথ নামক দেশটি বড় সুন্দর রয়েছে। সেখানে কোনো

রোগ-ব্যাধির ভয় নেই।

নিবেশ্যতাং তত্র পুরমঙ্গদসা মহাত্মনঃ।

চন্দ্রকেতোঃ সুরচিরং চন্দ্রকান্তং নিরাময়ম্ ॥ ৬

‘সেখানে মহাত্মা অঙ্গদের জন্য নতুন রাজধানী স্থাপন করা হোক এবং চন্দ্রকেতুর (বা চন্দ্রকান্তের) জন্য ‘চন্দ্রকান্ত’ নামে নগর নির্মাণ করা হোক, তা যেন সুন্দর আরোগ্যবর্ধক হয়।’

তদ্ বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজ্ঞাহ রাজবঃ।

তং চ কৃত্বা বশে দেশমঙ্গদস্য নাবেশয়ৎ ॥ ৭

ভরতের কথা শ্রীরঘুনাথ মেনে নিলেন এবং তিনি কারুপথ দেশ অধিকার করে অঙ্গদকে সেখানকার রাজা করেন।

অঙ্গদীয়া পুরী রম্যাপাঙ্গদস্য নিবেশিতা।

রমণীয়া সুগুপ্তা চ রামেশাক্রিষ্টকর্মণা ॥ ৮

ক্রেমশরহিত কর্মকারী ভগবান শ্রীবাম অঙ্গদের জন্য ‘অঙ্গদীয়া’ নামে এক রমণীয় পুরী স্থাপন করেন, যেটি পরম সুন্দর এবং সর্বভাবে সুরক্ষিত ছিল।

চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা।

চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা ॥ ৯

চন্দ্রকেতুর দেহ মল্লদের মতো হুট-পুট ছিল, তাঁর জন্য মল্ল দেশে ‘চন্দ্রকান্ত’ নামে বিখ্যাত দিব্য পুরী নির্মাণ করা হয়, যা ছিল স্বর্গের অমরাবতী নগরীর মতো সুন্দর।

ততো রামঃ পরাং প্রীতিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা।

যযুর্যুদ্ধে দুরাধর্ষা অভিষেকং চ চক্রিরে ॥ ১০

এর ফলে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং ভরত তিন জনে অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই সকল রণদুর্জয় বীরগণ নিজেরাই সেই কুমারদের অভিষেক করান।

অভিষিচ্য কুমারৌ যৌ প্রজ্ঞাপা সুসমাহিতৌ।

অঙ্গদং পশ্চিমাং ভূমিং চন্দ্রকেতুদম্বুখম্ ॥ ১১

একাত্তিভু এবং সাবধানে থাকা ওই দুই কুমারের অভিষেক করে অঙ্গদকে পশ্চিমদিকে এবং চন্দ্রকেতুকে পশ্চিমদিকে পাঠান হয়।

অঙ্গদং চাপি সৌমিত্রিলক্ষ্মণোহনুজগাম হ।

চন্দ্রকেতোস্ত ভরতঃ পার্শ্বগ্রাহো বভূব হ ॥ ১২

অঙ্গদের সঙ্গে স্বয়ং লক্ষ্মণ গেলেন এবং চন্দ্রকেতুর

সহায়ক বা পার্শ্বক হলেন শ্রীভরত নিজে।

লক্ষ্মণস্তঙ্গদীয়ায়াং সংবৎসরমথোষিতঃ।

পুত্রে হিতে দুরাধর্ষে অযোধ্যাং পুনরাগমৎ ॥ ১৩

লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়া পুরীতে এক বছর বাস করলেন এবং তাঁর দুর্ধর্ষ পুত্র অঙ্গদ যখন দৃঢ়তা সহকারে রাজ্য পরিচালনা করতে সমর্থ হলেন, তখন লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

ভরতোহপি তথৈবোষ্য সংবৎসরমতোহধিকম্।

অযোধ্যাং পুনরাগম্য রামপাদাবুপাস্ত সঃ। ১৪

তদনুরূপ ভরত চন্দ্রকান্ত নগরীতে এক বছরের কিছু অধিক সময় অবস্থান করে, যখন চন্দ্রকেতুর রাজ্যও স্থনির্ভর হয়ে উঠল, তখন তিনিও অযোধ্যায় ফিরে এসে শ্রীবামচন্দ্রের চরণ সেবা করতে লাগলেন।

উভৌ সৌমিত্রিভরতৌ রামপাদাবনুর্তৌ।

কালং গতমপি স্নেহান জজ্ঞাতেহতিধর্মিকৌ ॥ ১৫

লক্ষ্মণ এবং ভরত দুজনেরই শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অনন্য অনুরাগ ছিল। শ্রীবামের সেবায় তাঁদের বহু সময় অতিক্রান্ত হয়, কিন্তু স্নেহের আধিক্যে তাঁদের তা খেয়াল থাকে না

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তেবাং যযুস্তদা।

ধর্মে প্রযতমানানং পৌরকার্যেষু নিত্যদা ॥ ১৬

এই তিন ভ্রাতা সর্বদাই পুরবাসীদের হিতসাধনে সংলগ্ন থাকতেন এবং ধর্মপালনের জন্য যথেষ্ট প্রযত্নশীল ছিলেন। এই ভাবে দশহাজারবছর পার হয়ে যায়।

বিহত্যা কালং পরিপূর্ণমানসাঃ

শ্রিয়া বৃত্তা ধর্মপূরে চ সংহিতাঃ।

ত্রয়ঃ সমিদ্ধাহতিদীপ্তভেজসো

হতাগ্নয়ঃ সাধুমহাক্ষরে ত্রয়ঃ ॥ ১৭

ধর্মপালনের স্থানভূত এই অযোধ্যাপুরীতে বৈভবসম্পন্ন হয়ে এই তিন ভাই সময়মতো প্রজাদের দেখাশোনা করতেন। তাঁদের সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। মহাযজ্ঞে আত্মতা লাভ করে তারা প্রজ্বলিত দীপ্ত তেজস্বী গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণ নামক ত্রিবিধ অগ্নির সমান প্রকাশিত হতেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

## ত্র্যম্বিকশততমঃ সর্গঃ (১০৩)

শ্রীরামের কাছে কালের আগমন এবং একটি কঠোর শর্তের সঙ্গে তাঁর সাথে বার্তালাপের জন্য প্রস্তুত হওয়া  
কস্যচিৎ ত্বং কালসা রামে ধর্মপরে হিতে।  
কালস্তাপসরাপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ১

তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হলে, ভগবান শ্রীরাম যখন ধর্মপূর্বক অযোধ্যারাজ্য পালন করছিলেন, তখন সাক্ষাৎ কাল একদিন তপস্বীরূপে রাজভবনে এলেন।  
সোহব্রীহ্মলক্ষণঃ বাক্যং ধৃতিমন্তঃ যশস্বিনম্  
মাং নিবেদয় রামায় সম্প্রাপ্তং কার্যগৌরবাৎ ॥ ২

তিনি রাজদ্বারে দণ্ডায়মান ধৈর্যবান ও যশস্বী লক্ষণকে বলেন—‘আমি এক বিশেষ কাজে এসেছি, তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে আমার আগমন বার্তা দাও।  
দূতো হ্যতিবলস্যাহঃ মহর্ষেরমিতৌজসঃ।  
রামং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কার্ষেণ হি মহাবল ॥ ৩

‘মহাবলী লক্ষণ ! আমি অতীব তেজস্বী মহর্ষি অতিবলের দূত এবং একটি আবশ্যিক কাজের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি’  
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্তুরয়াস্বিতঃ।  
ন্যবেদয়ত রামায় তাপসং তং সমাগতম্ ॥ ৪

তাঁর এই কথা শুনে সুমিত্রাকুমার লক্ষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ভিতরে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর আগমনের বার্তা জানানলেন—  
জয়ং রাজধর্মেণ উভৌ লোকৌ মহাদ্যুতে  
দূতস্বাঃ দ্রষ্টুমায়াতত্তপসা ভাস্করপ্রভঃ ॥ ৫

‘মহাতেজস্বী মহাবাজ ! আপনি আপনার রাজধর্মের প্রভাবে ইহলোক ও পরলোকেও বিজয়ী হোন। এক মহর্ষি দূতের রূপে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি উপসাগ্রজনিত তেজে যেন সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছেন।’  
তদ্ বাক্যং লক্ষ্মণোক্তং বৈ শ্রুত্বা রাম উবাচ হ।  
প্রবেশ্যতাং মুনিস্তাত মহৌজাস্তস্য বাক্যধৃক্ ॥ ৬

লক্ষণের কথা শুনে শ্রীরাম বললেন—‘তাত ! যিনি তাঁর প্রভুর সংবাদ নিয়ে এসেছেন, সেই মহাতেজস্বী মুনিকে ভিতরে নিয়ে এসো।’  
সৌমিত্রিস্ত তথেষ্টাঙ্গা প্রাবেশয়ত তং মুনিম্।  
জলন্তমেব তেজোভিঃ প্রদহন্তমিবাংস্তভিঃ ॥ ৭

তখন ‘যথা আদেশ’ বলে সুমিত্রাকুমার সেই মুনিকে ভিতরে নিয়ে এলেন। তাকে স্বতেজে প্রজ্বলিত হয়ে নিজের

প্রখর কিরণে দন্ধকরীর মতো মনে হচ্ছিল।

সোহভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং দীপামানং স্বতেজসা।  
ঋষির্মধুরয়া বাচা বর্ধস্কেতাং রাঘবম্ ॥ ৮  
নিজ তেজে দীপ্তিমান সেই ঋষি রঘুকুলভিত্তিক শ্রীরামের কাছে গিয়ে মধুর বাক্যে বললেন—‘রঘুনন্দন ! আপনার অভ্যুদয় হোক’।

তস্মৈ রামো মহাতেজাঃ পূজামর্ষ্যপূরোগমাম্।  
দদৌ কুশলমবপ্রাং প্রষ্টুং চৈবোপচক্রমে ॥ ৯  
মহাতেজস্বী শ্রীরাম তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য ইত্যাদি পূজা উপচার সমর্পণ করে শান্তভাবে তাঁর কুশল-সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন।

পৃষ্টশ্চ কুশলং তেন রামেণ বদতাং বরঃ।  
আসনে কাঞ্চনে দিব্যে নিষসাদ মহাবশাঃ ॥ ১০  
শ্রীরামের জিজ্ঞাসায় বক্তাশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী মুনি কুশল সংবাদ জানিয়ে স্বর্ণময় দিব্য আসনে বিরাজমান হলেন।  
তমুবাচ ততো রামঃ স্বাগতং তে মহামতে।

প্রাপয়স্ব চ বাক্যানি যতো দূতত্ত্বমাগতঃ ॥ ১১  
তখন শ্রীরাম তাঁকে বললেন—‘মহামতে ! আপনাকে স্বাগত। আপনি যাঁর দূত হয়ে এখানে পদার্পণ করেছেন, তাঁর সংবাদ বলুন।’

চোদিতো রাজসিংহেন মুনির্বাক্যমভাষত।  
বশে হ্যেতৎ প্রবক্তব্যং হিতং বৈ যদাবেক্ষসে ॥ ১২  
রাজসিংহ শ্রীরামের এরূপ জিজ্ঞাসায় মুনি বলেন—‘আপনি যদি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হন তবে শুধু আপনার ও আমার উপস্থিতিতেই এই কথা বলা উচিত হবে।

যঃ শৃণোতি নিরীক্ষেদ্ বা স বখ্যো ভবিতা তব।  
ভবেদ্ বৈ মুনিমুখ্যস্য বচনং যদাবেক্ষসে ॥ ১৩

‘যদি আপনি মুনিশ্রেষ্ঠ অতিবলের কথা গ্রাহ্য করেন, তাহলে আপনাকে ঘোষণা করতে হবে যে, কোনো মানুষ যদি আমাদের দুজনের বার্তালাপ করতে দেখে বা শুনে নেয়, তবে সে আপনার (শ্রীরামের) দ্বারা বধ্য হবে।’

তথেনি চ প্রতিজ্জায় রামো লক্ষ্মণমববীৎ  
দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতিহারং বিসর্জয় ॥ ১৪

শ্রীরাম ‘তথাস্ত’ বলে প্রতিজ্ঞা করলেন এবং লক্ষণকে বলেন—‘মহাবাহো ! দ্বারপালকে যেতে বলো



এবং নিজে দ্বারে দাঁড়িয়ে পাহারা দাও।

স মে বধাঃ খলু ভবেদ্ বাচং বৃক্ষসমীরিতম্।

ঋষের্মম চ সৌমিত্রে শশোদ্ বা শূনুয়াচ্চ যঃ ॥ ১৫

‘সুমিত্রানন্দন ! যে আমাদের (ঋষি ও আমার) দুজনের কথাবার্তা শুনবে বা আমাদের কথা বলতে দেখবে, তাহলে সে আমার দ্বারা বধা হবে।’

ততো নিক্শিপ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণঃ দ্বারি সংগ্রহম্।

তমুবাচ মূনে বাক্যং কথ্যম্বেতি রাঘবঃ ॥ ১৬

তৎ তে মনীষিতং বাক্যং যেন বাসি সমাহিতঃ।

কথয়দ্বাবিশদ্বন্ধং মমাপি হৃদি বর্ততে ॥ ১৭

এইভাবে এই কথাটি অঙ্গীকার করিয়ে লক্ষ্মণকে দ্বারে বসিয়ে শ্রীরঘুনাথ আগত মহর্ষিকে বলেন— ‘মুনে! এবার আপনি নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই কথা বলুন, যা আপনি বলতে চান অথবা যা বলার জন্য আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমার হৃদয়ও তা শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে।’

ইত্যর্বে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণেব উত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

## চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৪)

শ্রীরামচন্দ্রকে কালের শ্রীব্রহ্মার সংবাদ শোনানো এবং শ্রীরামের তা স্বীকার করা

শূনু রাজন্ মহাসদ্র যদর্থমহমাগতঃ।

পিতামহেন দেবেন প্রেমিতোহস্মি মহাবল ॥ ১

মহাবলী মহান সত্ত্বশালী মহারাজ ! পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা যে উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন এবং যার জন্য আমি এসেছি, সে সব বলছি, শুনুন।

তবাহং পূর্বকে ভাবে পুত্রঃ পরপুরুষয়।

মায়াসম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্বসমাহরঃ ॥ ২

‘শত্রুনাগরী বিজয়কারী বীর ! পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির সময় আমি মায়্যা দ্বারা আপনার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছি, তাই আপনার পুত্র আমাকে সর্বসংহারকারী কাল বলা হয়।

পিতামহচ্চ ভগবানাহ লোকপতিঃ প্রভুঃ।

সময়স্তে কৃতঃ সৌম্য লোকান্ সম্পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩

‘লোকনাথ প্রভু ভগবান পিতামহ বলেছেন যে— ‘সৌম্য ! আপনি লোক রক্ষার জন্য যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, তা পূর্ণ হয়েছে।

সংক্ষিপ্য হি পুরা লোকান্ মায়য়া স্বামেব হি।

মহার্ণবে শয়ানোহঙ্কু মাং ত্বং পূর্বমজীজনঃ ॥ ৪

‘পূর্বকালে সমগ্র লোককে মায়্যা দ্বারা স্বয়ংই নিজেতে

লীন করে আপনি মহাসমুদ্র জলে শয়ন করেছিলেন অনন্তর এই সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম আমাকে উৎপন্ন করেন।

ভোগবন্তং ততো নাগমনস্তমুদকেশয়ম্  
মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং যৌ চ সন্তৌ মহাবলৌ ॥ ৫  
মধুঃ চ কৈটভঃ চৈব যয়োরহিচয়ৈর্বজা।  
ইয়ং পর্বতসম্বাখা মেদিনী চাভবৎ তদা ॥ ৬

‘তারপর বিশাল ক্ষণা এবং দেহসম্পন্ন এবং জলে শয়নকারী ‘অনন্ত’ সংজ্ঞক নাগকে মায়্যাদ্বারা প্রকট করে দুই মহাবলী জীবের জন্ম দেন— তাদের নাম ছিল মধু ও কৈটভ ; এদেরই অহিসমূহে পরিপূর্ণ পর্বতসহ এই পৃথিবী তখনই প্রকটিত হয়, যাকে ‘মেদিনী’ বলা হয়।

পন্থে দিবোহর্কসংকালে নাভ্যামুৎপাদা মামপি  
প্রাজাপত্যং ত্বয়া কর্ম ময়ি সর্বং নিবেশিতম্ ॥ ৭

‘আপনার নাভি থেকে সূর্য-তুল্য তেজস্বী দিব্য কমল প্রকটিত হয়, যাতে আপনি আমাকে (ব্রহ্মা) উৎপন্ন করেন এবং প্রজাসৃষ্টি করার সমস্ত কার্যভার আমাকেই সমর্পণ করেন।

সোহহং সমাস্তভারো হি ত্বামুপাস্য জগৎপতিম্।

রক্ষাং বিধংস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভবান্ ॥ ৮  
‘আমার ওপর যখন এই তার সমর্পণ করা হয়, তখন আমি জগদীশ্বর আপনাকে উপাসনা করে প্রার্থনা করি—‘প্রভো আপনি সর্বভূতে থেকে তাঁদের রক্ষা করুন; কারণ আপনিই হলেন আমাকে তেজ (জ্ঞান এবং ক্রিয়া শক্তি) প্রদানকারী।

তত্ত্বমসি দুর্ধর্ষাং তস্মাদ্ ভাবাং সনাতনাং  
রক্ষাং বিধাস্যন্ ভূতানাং বিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকান্ ৯  
‘আপনি তখন আমার প্রার্থনা স্বীকার করে প্রাণীদের রক্ষার জন্য অপরিমেয় সনাতন পুরুষ জগৎপালক বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হন।

অদিত্যাং বীর্যবান্ পুত্রো ভ্রাতৃণাং বীর্যবর্ধনঃ।  
সমুৎপাদেষু কৃত্যেযু তেষাং সাহ্যায় কল্পসে ॥ ১০  
‘পরে আপনিই অদিতির গর্ভ থেকে পরম পরাক্রমী বামনরূপে অবতার গ্রহণ করেন। তখন থেকে আপনি তাই ইন্দ্রাদি দেবতাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে তাঁদের রক্ষার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন।

স ত্বং বিদ্রাস্যমানাসু প্রজাসু জগতাং বর।  
রাবণস্য বধাকাক্ষী মানুষেষু মনোহদধাঃ ॥ ১১

‘জগদীশ্বর ! যখন রাবণ কর্তৃক প্রজাধিনাশ হতে থাকে, তখন আপনি সেই নিশাচরকে বধের ইচ্ছায় মনুষ্য-শরীরে অবতার গ্রহণ করা স্থির করেন।

দশবর্ষসহস্রাবি দশবর্ষশতানি চ।  
কৃষ্ণা বাসস্য নিয়মং স্বয়মেবাক্ষনা পুরা ॥ ১২  
‘নিজেই এগারো হাজার বর্ষ পর্যন্ত মর্ত্যলোকে থাকা স্থির করেন।

স ত্বং মনোময়ঃ পুত্রঃ পূর্ণাশ্রুমানুষধিহ।  
কালোহয়ং তে নরশ্রেষ্ঠ সমীপমুপবর্তিতুম্ ॥ ১৩  
‘নরশ্রেষ্ঠ আপনি নিজের সংকল্পেই মনুষ্য-লোকে কারও পুত্ররূপে প্রকট হন। এই অবতারে আপনি যে আশু নিশ্চিত করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়ে গেছে; তাই এখন আপনার আমাদের সমীপে আসার সময় উপস্থিত হয়েছে। যদি ভূয়ো মহারাজ প্রজা ইচ্ছসুপাসিতুম্।

বস বা বীর জহঃ তে এবমাহ পিতামহঃ ॥ ১৪  
অথ বা বিজিগীষা তে সুরলোকায় রাখব।

সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্ত বিগতজ্বরঃ ॥ ১৫  
‘বীর মহাবাজ ! আপনার যদি আরও অধিক কাল পর্যন্ত এখানে থেকে প্রজাপালন করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনি থাকতে পারেন। আপনার কল্যাণ হোক। বধুনন্দন ! আর যদি পরমধামে আসার চিন্তা-ভাবনা থাকে, তবে অবশ্যই আসবেন। আপনি বিষ্ণুদেবের স্বধামে প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র দেবতা সনাথ এবং নিশ্চিন্ত হবেন— পিতামহ একথাই বলেছেন।’

শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তং বাক্যং কালসমীরিতম্।  
রাখবঃ প্রহসন্ বাক্যং সর্বসংহারমব্রবীৎ ॥ ১৬  
কালের মুখে পিতামহ ব্রহ্মার এই বার্তা শুনে প্রীতমুখ হসে সর্বসংহারী কালকে বলেন -

শ্রুত্বা মে দেবদেবস্য বাক্যং পরমমন্তৃতম্।  
প্রীতির্হি মহতী জাতা ভবাগমনসম্ভবা ॥ ১৭

‘কাল ! দেবাদিদেব শ্রীব্রহ্মার এই পরম অদ্ভুত বাক্য শুনেতে পেলাম; তাই তুমি আসায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্যার্থং মম সম্ভবঃ।  
ভদ্রং তেহস্ত গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ ॥ ১৮  
‘ত্রিলোকের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই আমার এই অবতার হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য এখন পূর্ণ হয়েছে; অতএব তোমার কল্যাণ হোক; এখন আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই ফিরে যাব।

হৃদ্যাতো হাসি সম্ভ্রান্তো ন মে তত্র বিচারণা।  
ময়া হি সর্বকৃত্যেযু দেবানাং বশবর্তিনা।  
হৃদ্যাতঃ সর্বসংহার ঋথা হ্যাহ পিতামহঃ ॥ ১৯

‘কাল ! আমি মনে মনে তোমার চিন্তা করছিলাম। সেইজন্যই তুমি এখানে এসেছো; তাই এই নিয়ে আমার মনে কোনো চিন্তা নেই। সর্বসংহারকারী কাল ! পিতামহ যেমন বলেছেন আমাকে, তেমনভাবে সকল কার্যে সর্বদা দেবতাদের বশবর্তী হয়ে থাকা উচিত।’

ইত্যর্থে শ্রীমদ্বামায়েণে বাস্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে চতুর্থধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪ ॥  
মহর্ষি বাস্মীকি বিবচিত্তি আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্থধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

## পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৫)

দুর্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণের নিয়ম ভঙ্গ করে শ্রীরামের কাছে তাঁর আগমনের সংবাদ দিতে যাওয়া,  
শ্রীরামের দুর্বাসা মুনিকে আহ্বার করানো এবং তাঁর যাওয়ার পরে লক্ষ্মণের জন্য চিন্তিত হওয়া

তথা ভয়োঃ সংবদতোদুর্বাসা ভগবানৃষিঃ।

রামস্য দর্শনাকাক্ষী রাজদ্বারমুপাগমৎ॥ ১

এই দুর্জনের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল, এমন সময় দুর্বাসা মুনি রাজদ্বারে এসে পৌঁছলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন।

সোহভিগমা তু সৌমিত্রিমুবাচ ঋষিসত্তমঃ।

রামং দর্শয় মে শীঘ্রং পুরা মেহর্থোহতিবর্ততে॥ ২

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বললেন—‘তুমি শীঘ্রই আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে আমার একটি কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে’।

মুনেস্ত ভাষিতং শ্রদ্ধা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।

অভিবাদ্য মহাত্মানং বাক্যমেতদুবাচ হ। ৩

মুনির কথা শুনে শত্রুবীর সংহারকারী লক্ষ্মণ সেই মহাত্মাকে প্রণাম করে বললেন—

কিং কার্যং ক্রহি ভগবন্ কো হ্যর্থঃ কিং করোম্যহম্  
ব্যগ্রো হি রাঘবো ব্রহ্মন্ মুহূর্তং পরিপাল্যতাম্॥ ৪

‘ভগবন্! বলুন, আপনার কী কাজ? কী প্রয়োজন? আমি আপনার কী সেবা করব? ব্রহ্মন্! এখন শ্রীরঘুনাথ অন্য কাজে ব্যস্ত, দুদণ্ড (প্রায় ৪৮ মিনিট) আপনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করুন।’

তচ্ছ্রদ্ধা ঋষিশার্দূলঃ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।

উবাচ লক্ষ্মণঃ বাক্যং নির্দহমিব চক্ষুশা। ৫

এই কথা শুনে মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং লক্ষ্মণের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন চোখের আগুনে তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন। তিনি তখন তাঁকে বললেন—

অগ্নিন্ ক্ষণে মাং সৌমিত্রে রামায় প্রতিবেদয়।

অগ্নিন্ ক্ষণে গাং সৌমিত্রে ন নিবেদয়সে যদি।

বিষয়ং দ্বাং পুরং চৈব শপিষ্যো রাঘবং তথা॥ ৬

ভরতং চৈব সৌমিত্রে যুস্মাকং যা চ সজ্জতিঃ।

ন হি শক্ষ্যাম্যহং ভূয়ো মন্যুং ধারয়িতুং হৃদি॥ ৭

‘সুমিত্রাকুমার! এক্ষুণি শ্রীরামকে আমার আসার সংবাদ দাও। যদি এখনই তাঁকে আমার আগমনের বর না

জানাও, তবে আমি এই রাজ্যকে, নগরকে, ভোমাকে, শ্রীরামকে, ভরতকে এবং তোমাদের যত সন্তান আছে, সবাইকে অভিশাপ দেব। আমি আমার ক্রোধ ধরে রাখতে পারছি না।’

তচ্ছ্রদ্ধা ঘোরসংকাশং বাক্যং তস্য মহাত্মনঃ  
চিন্তয়ামাস মনসা তস্য বাক্যস্য নিশ্চয়ম্॥ ৮

মহাত্মার এই ভয়ানক কথা শুনে, তাঁর বাক্যে যে ভাব প্রকাশিত হচ্ছিল, লক্ষ্মণ তা মনে মনে ভেবে দেখলেন।

একস্য মরণং মেহস্ত মা ভূৎ সর্ববিনাশনম্  
ইতি বুধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ। ৯

‘একাকী আমার মৃত্যু হোক, তা ঠিক আছে, কিন্তু সকলের বিনাশ হওয়া উচিত নয়’ বিচার-বিবেচনা করে এই স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লক্ষ্মণ শ্রীরঘুনাথকে দুর্বাসার আগমনের সমাচার জানানেন

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রদ্ধা রামঃ কালং বিসৃজ্য চ।

নিঃসৃত্য হ্রিত্তো রাজা অত্রেঃ পুত্রং দদর্শ হ। ১০

লক্ষ্মণের কথা শুনে রাজা শ্রীরাম কালকে বিদায় জানিয়ে তৎক্ষণাৎ এসে অগ্নিপুত্র দুর্বাসার সঙ্গে দেখা করলেন।

সোহভিবাদ্য মহাত্মানং জলন্তমিব তেজসা

কিং কার্যমিতি কাকুৎস্থঃ কৃতাজ্জলিতাবত ১১

নিজের তেজে প্রজ্বলিত হতে থাকা মহাত্মা দুর্বাসাকে প্রণাম করে শ্রীরঘুনাথ হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন—‘মহর্ষে! আমার জন্য কী আদেশ?’

তদ্ বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রদ্ধা মুনিবরঃ প্রভুঃ।

প্রতাহ রামং দুর্বাসাঃ শ্রয়তাং ধর্মবৎসল। ১২

শ্রীরঘুনাথের বলা কথা শুনে প্রভাবশালী মুনিবর

দুর্বাসা বললেন—‘ধর্মবৎসল! শুনুন।

অদা বর্ষসহস্রস্য সমাপ্তিমর্ম রাঘব

সোহহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং ভবানঘ। ১৩

‘নিষ্পাপ রঘুনন্দন! আমি একহাজার বর্ষ ধরে

উপবাস করেছি। আজ আমার ব্রতের সমাপ্তির দিন তাই

এখন আপনার এখানে যে ভোজন প্রস্তুত করা আছে, আপনি



তা গ্রহণ করতে চাই'।

তছুহা বচনঃ রাজা রাঘবঃ প্রীতমানসঃ।  
ভোজনং মুনিমুখ্যায় যথাসিকমুশাগমঃ।

একথা শুনে রাজা শ্রীরঘুনাথ মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন  
হলেন এবং সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে তৈরি করা আহার  
পরিবেশন করলেন।

স তু ভুজ্য মুনিশ্রেষ্ঠস্তদমমৃতোপমম্।  
সাধু রামেতি সন্তাষা স্বমাশ্রমমুশাগমঃ॥ ১৫

সেই অমৃতসম খাদ্য গ্রহণ করে দুর্বাসা মুনি তৃপ্ত  
হলেন এবং শ্রীরঘুনাথকে সাধুবাদ জানিয়ে আশ্রমে ফিরে  
গেলেন।

তস্মিন্ গতে মুনিবরে স্বাশ্রমং লক্ষ্মণগ্রজঃ।  
সংস্মৃত্য কালবাক্যানি ততো দুঃখমুশাগমঃ॥ ১৬

মুনিবর দুর্বাসা তাঁর আশ্রমে চলে গেলে লক্ষ্মণের

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম কালের সেই কথা স্মরণ করে দুঃখবোধ  
করলেন।

দুঃখেন চ সুসন্তপ্তঃ স্মৃতা তদ্যোরদর্শনম্।  
অবাঙমুখো দীনমনা ব্যাহতুং ন শশাক হ। ১৭

কালের নিকট দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দৃষ্টিপথে ভেসে  
আসা মাত্র আসন্ন ভ্রাতৃবিয়োগের কথা চিন্তা করে শ্রীরামের  
মনে অত্যন্ত দুঃখ হল। তাঁর মাথা নত হয়ে গেল, তিনি  
বাকরুদ্ধ হলেন।

ততো বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কালবাক্যানি রাঘবঃ।  
নৈতদস্বীতি নিশ্চিত্য তৃষ্ণীমাসীন্নহায়শাঃ॥ ১৮

তারপর বুদ্ধিসহ কালের বক্তব্য চিন্তা-ভাবনা করে  
মহাযশস্বী শ্রীরঘুনাথ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে 'এখন  
আর এইসব কিছুই থাকবে না।' এই চিন্তা করে তিনি চুপ  
করে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

## ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৬)

শ্রীরামের দ্বারা ত্যক্ত হয়ে লক্ষ্মণের সশরীরে স্বর্গগমন

অবাঙমুখমথো দীনঃ দৃষ্টা সোমমিবাশ্রিতম্।  
রাঘবং লক্ষ্মণো বাক্যং হস্তো মধুরমব্রবীৎ। ১

শ্রীরামচন্দ্র রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় দীন হয়ে  
গিয়েছিলেন, তাঁকে মাথা নত করে দুঃখ করতে দেখে  
লক্ষ্মণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মধুর বাক্যে বললেন -

ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তুমহীসি।  
পূর্বনির্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী। ২

‘মহাবাহো ! আপনার আমার জন্য দুঃখ করা উচিত  
নয় ; কারণ পূর্বজন্মের কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় কালের

এমনই স্বাভাবিক গতি।

জহি মাং সৌম্য বিস্রজ্য প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়।  
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রযাশ্চি নরকং নরাঃ॥ ৩

‘সৌম্য ! আপনি নিশ্চিন্তে আমাকে বধ করুন এবং

নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করুন। কাকুৎস্থ ! প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী  
মানুষ নরকে গমন করে।

যদি প্রীতির্মহারাজ যদানুগ্রাহ্যতা ময়ি।  
জহি মাং নির্বিশঙ্কত্বং ধর্মং বর্ষয় রাঘব॥ ৪

‘মহারাজ ! আপনার যদি আমার ওপর ভালোবাসা  
থাকে এবং আপনি যদি আমাকে কৃপাপাত্র মনে করেন,

তবে নিঃশঙ্ক হয়ে আমাকে প্রাণদণ্ড দিন। রঘুনন্দন ! আপনি  
ধর্মের বৃদ্ধি করুন।’

লক্ষ্মণেন তথোক্তস্ত রাঘঃ প্রচলিতেজস্রিঃ।  
মল্লিগঃ সমুপানীয় তথৈব চ পুরোধসম্॥ ৫

অব্রবীচ্চ তদা বৃত্তং তেষাং মথ্যে স রাঘবঃ।  
দুর্বাসোহভিগমঃ চৈব প্রতিজ্ঞাং তাপসস্য চ॥ ৬

লক্ষ্মণ একথা বলায় শ্রীরামের ইন্দ্রিয়াদি চঞ্চল হয়ে

ওঠে। তিনি বিচলিত হয়ে গেলেন এবং মন্ত্রীগণ ও পুরোহিতকে ডেকে তাঁদের মধ্যে এই সব কথা বলতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দুর্বাসার আগমন এবং তাপসরূপধারী কালের সামনে করা প্রতিজ্ঞার কথাও জানালেন।

তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণঃ সৰ্বে সোপাখ্যায়ঃ সমাসত।  
বসিষ্ঠস্ত মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৭

একথা শুনে সকল মন্ত্রী এবং উপাধ্যায় চুপ করে বসে রইলেন (কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না)। তখন মহাতেজস্বী বসিষ্ঠ বললেন।

দৃষ্টমেতবাহাবাহো ক্ষয়ং তে রোমহর্ষণম্।  
লক্ষ্মণেন বিয়োগশ্চ তব রাম মহাযশঃ॥ ৮

‘মহাবাহো ! মহাযশস্বী শ্রীরাম ! এখন যে রোমাঞ্চকারী বিকট বিনাশ আসছে (তোমার সঙ্গে বহু প্রাণীর যে সাক্ষাত-ধামে যাওয়ার আছে) এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ হচ্ছে—সে সব আমি পূর্বেই ভূপোবনের সাহায্যে জেনেছি।

তাজেনং বলবান্ কালো মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।  
প্রতিজ্ঞায়াং হি নষ্টায়াং ধর্মো হি বিলয়ং ব্রজেৎ॥ ৯

‘কাল অত্যন্ত প্রবল। তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করো। প্রতিজ্ঞা মিথ্যা কোরো না ; কারণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে ধর্মলোপ হয়ে যাবে।

ততো ধর্মো বিনষ্টে তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।  
সদেবর্ষিগণং সর্বং বিনশোৎ তু ন সংশয়ঃ॥ ১০

‘ধর্মলোপ হলে চরাচর প্রাণী, দেবতা এবং ঋষি-সহ সমগ্র ত্রিলোক বিনাশ হয়ে যাবে - এতে কোনো সন্দেহ নেই।

স ত্বং পুরুষশার্দূল ত্রৈলোক্যাস্যাভিপালনাৎ।  
লক্ষ্মণেন বিনা চান্য জগৎ স্বহং কুরুষ হ॥ ১১

‘অতএব পুরুষসিংহ ! তুমি ত্রিভুবনের রক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে লক্ষ্মণকে ত্যাগ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে ধর্ম অবিচল থেকে সমগ্র জগৎকে স্বস্থ ও সুখী করো’।

তেষাং তৎ সমবেতানাং বাকাং ধর্মার্থসংহিতম্।

শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১২  
সেখানে একত্রিত মন্ত্রী, পুরোহিত আদি সব সভাসদদের উপস্থিতিতে বসিষ্ঠ মূনীর বলা সেই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন—

বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভৃদ্ ধর্মবিশর্ষয়াঃ  
ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং তৃতয়ং সমম্ ॥ ১৩  
‘সুমিত্রানন্দন ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করছি, যাতে ধর্ম লোপ না হয়। সাধু পুরুষদের ত্যাগ করা বা ক করা—দুই ই সমান।’

রামেণ ভাষিতে বাক্যে বাত্পব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ  
লক্ষ্মণস্তরিতং প্রায়াত্ত্বং ন বিবেশ হ॥ ১৪  
শ্রীরাম একথা বলতেই লক্ষ্মণের চোখে জল চরে এল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে রওনা হলেন। নিজের গৃহেও গেলেন না।

স গত্বা সরযুতীরমুপস্পৃশ্যা কৃতাজলিঃ।  
নিগৃহ্য সর্বশ্রোতাংসি নিঃশ্বাসং ন মুমোচ হ॥ ১৫  
তিনি সরযু নদীর তীরে গিয়ে আচমন করে হাত জোড় করে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় বশে করে প্রাণবায়ু রুদ্ধ করলেন।

অনিঃশ্বসন্তং যুক্তং তং শশত্রনাঃ সাক্ষরোগণাঃ  
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সৰ্বে পুষ্পেরভাকিরংজদা ॥ ১৬  
লক্ষ্মণ যোগযুক্ত হয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা বন্ধ করলেন—তাই দেখে ইন্দ্রাদি সব দেবতা, ঋষি ও অঙ্গরাগণ তাঁর ওপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

অদৃশ্যং সর্বমনুজৈঃ সশরীরং মহাবলম্  
প্রগৃহ্য লক্ষ্মণং শত্রুহ্রিদিবং সংবিবেশ হ॥ ১৭  
মহাবলী লক্ষ্মণ সদেহে সব মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

ততো বিষ্ণেচ্চতুর্ভাগমাগতং সুরসত্তমাঃ।  
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সৰ্বে পূজয়ন্তি স্ম রামবনম্ ॥ ১৮  
ভগবান বিষ্ণুর চতুর্ভাগ অংশ লক্ষ্মণকে আসতে দেবে সকল দেবতা আনন্দে ভরে উঠলেন এবং ব্রহ্মরাজ সহকারে লক্ষ্মণের পূজা করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাস্করীকীর বান্দীকীরে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকীর বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

## সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৭)

শ্রীশিষ্ঠের কথায় শ্রীরামের পুরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা এবং  
কুশ ও লবের রাজ্যাভিষেক করা

বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমহিতঃ।  
পুরোধসং মন্ত্রিগণং নৈগমাংশ্চৈদমব্রবীৎ ॥ ১  
লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে শ্রীরাম দুঃখ-শোকে মগ্ন হয়ে  
গেলেন এবং পুরোহিত, মন্ত্রী এবং মহাজনদের এই কথা  
বললেন—

অদ্য রাজ্যেহভিষেক্যামি ভরতঃ ধর্মবৎসলম্।  
অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং ততো যাসাম্যাহং বনম্ ॥ ২  
'আজ আমি অযোধ্যা রাজ্যে ধর্মবৎসল ভাই বীর  
ভরতকে রাজ্যের পদে অভিষিক্ত করব। তারপরে বনে চলে  
যাব।

প্রবেশরত সস্তারান্ মা ভৃং কালাতায়ো যথা।  
অদৌবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণেন গতং গতিম্ ॥ ৩  
'শীঘ্র সব সামগ্রী জোগাড় করো, যেন বিলম্ব না হয়।  
আমি আজই লক্ষ্মণের পথ অনুসরণ করব'।

তচ্ছ্রদ্ধা রাঘবেণোক্তং সর্বাঃ প্রকৃতয়ো ভূশম্।  
মূর্খভিঃ প্রণতা ভূমৌ গতসত্ত্বা ইবাবনম্ ॥ ৪  
শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে সব প্রজাগণ ধরণীর বুকে  
মাথা ঠুকে পড়ে গেলেন এবং প্রাণহীনের মতো হয়ে  
রইলেন।

ভরতশ্চ বিসংজ্ঞোহভৃচ্ছ্রদ্ধা রাঘবভাষিতম্।  
রাজ্যং বিগর্হয়ামাস বচনং চৈদমব্রবীৎ ॥ ৫  
শ্রীরামের কথা শুনে ভরতের তো হুঁশই চলে গেল।  
তিনি রাজ্যকে নিন্দা করে বলতে লাগলেন—

গভেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গভোগেন চৈব হি।  
ন কামসে যথা রাজ্যং ত্বাং বিনা রঘুনন্দন ॥ ৬  
'রাজন্! রঘুনন্দন! আমি সত্য শপথ করে বলছি যে  
আপনাকে ছাড়া আমার রাজ্য চাই না, স্বর্গের ভোগও চাই  
না।

ইমৌ কুশীলবৌ রাজমভিষিচ্য নরাধিপ।  
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্ ॥ ৭  
'রাজন্! নরেশ্বর! আপনি কুশ ও লবের  
রাজ্যাভিষেক করুন। দক্ষিণ কোশলে কুশকে এবং উত্তর  
কোশলে লবকে রাজা করুন।

শক্রঘৃণসা চ গচ্ছন্ত দূতাস্থরিতবিক্রমাঃ  
ইদং গমনমস্মাকং শীঘ্রমাখ্যাতু মা চিরম্ ॥ ৮  
'শত্রুগামী দূত শীঘ্র শত্রুঘ্নের কাছে গিয়ে আমাদের  
এই মহাযাত্রার বিবরণ শোনাক। এতে বিলম্ব হওয়া উচিত  
নয়।'

তচ্ছ্রদ্ধা ভরতেনোক্তং দৃষ্টা চাপি হ্যথোমুখান্।  
পৌরান্ দুঃখেন সন্তপ্তান্ বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯  
ভরতের কথা শুনে এবং পুরবাসীদের অবনত মুখে  
দুঃখে সন্তপ্ত হতে দেখে মহর্ষি বসিষ্ঠ বললেন—

বৎস রাম ইমাঃ পশ্য ধরণিঃ প্রকৃতিগতাঃ।  
জ্ঞাত্বৈষামীলিতং কার্যং মা চৈবাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥ ১০

'বৎস শ্রীরাম! ভূমিতে পতিত এই প্রজাসকলের  
দিকে তাকাও। এদের অভিপ্রায় জেনে সেই অনুযায়ী কাজ  
করো। এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে এদের দুঃখ দিও  
না।'

বসিষ্ঠস্য তু বাকেন উত্থাপ্য প্রকৃতিজনম্।  
কিং কারোমীতি কাকুৎস্থঃ সর্বান্ বচনমব্রবীৎ ॥ ১১  
বসিষ্ঠের কথায় শ্রীবঘ্ননাথ প্রজাদের উঠিয়ে তাদের  
জিজ্ঞাসা করলেন— 'আমি আপনাদের কোন কার্য সিদ্ধি  
করব?'

ততঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ো রামং বচনমব্রবন্।  
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যত্র রাম গমিষ্যসি ॥ ১২  
প্রজাবর্গের সকলে তখন বলল— 'বঘ্ননন্দন! আপনি  
যেখানেই যাবেন, আপনার পিছন পিছন আমরা সেখানেই  
যাব।

পৌরেষু যদি তে প্রীতির্যদি স্নেহো হ্যনুত্তমঃ।  
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থঃ সমং গচ্ছাম সংগতম্ ॥ ১৩  
'কাকুৎস্থ! যদি পুরবাসীদের ওপর আপনার প্রেম  
থাকে আর আমাদের ওপর আপনার উত্তম স্নেহ থাকে,  
তবে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমরা স্ত্রী-পুত্র  
সহ আপনার সঙ্গে সম্মার্গে যেতে উদাত।

তপোবনং বা দুর্গং বা নদীমন্ত্রোনিধিঃ তথা।  
বয়ং তে যদি ন ত্যজ্যামঃ সর্বামো নমঃ ঈশ্বর। ১৪



‘স্বামীন্ ! আপনি ভগ্নোবনে বা কোনো দুর্গম স্থানে বা নদী, সমুদ্র যেখানেই যান, আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। যদি আপনি আমাদের ত্যাগ করার যোগ্য না মনে করেন, তাহলে এমনই করুন।

এষা নঃ পরমা প্রীতিরেষ নঃ পরমো বরঃ।

হৃদ্যতা নঃ সদা প্রীতিস্তবানুগমনে নৃপ॥ ১৫

‘আমাদের ওপর তাহলে আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকম্পা হবে এবং আমাদের জন্য এটাই হবে আপনার পরম উত্তম বর। আপনাকে অনুগমন করলে আমরা সর্বদাই প্রসন্ন থাকব।’

পৌরাণাং দৃঢ়ভক্তিং চ বাঢ়মিতোব সোহব্রবীৎ।

স্বকৃত্যং চাষবেক্ষ্য তস্মিন্নহনি রাঘবঃ॥ ১৬

কোশলেশু কুশং বীরমুত্তরেণ তথা লবম্।

অভিষিচ্য মহাত্মনাবুভৌ রামঃ কুশীলবৌ॥ ১৭

অভিষিক্তৌ সুতাবকে প্রতিষ্ঠাপ্য পুরে ততঃ।

পরিষজ্য মহাবাহুর্মুপাশ্রায় চাসকৃৎ॥ ১৮

পুরবাসীদের দৃঢ় ভক্তি দেখে শ্রীরাম ‘তথাস্থ’ বলে তাঁদের ইচ্ছা মেনে নিলেন এবং নিজ কর্তব্য স্থির করে শ্রীরঘুনাথ সেইদিন দক্ষিণ কোশল রাজ্যে বীর কুশকে এবং

উত্তর কোশল রাজসিংহাসনে লবকে অভিষিক্ত করেন। অভিষিক্ত হওয়া দুই মহামনসী পুত্র কুশ ও লবকে কোলে করে গাড় আলিঙ্গন করে মহাবাহু শ্রীরাম বারংবার তাঁদের মস্তক আশ্রয় করে তাঁদের রাজধানীতে পাঠালেন।

নথানাং তু সহস্রাণি নাগানাম্মুতানি চ,

দশামুতানি চান্থানামেকৈকস্য ধনং সদৌ॥ ১৯

তিনি তার প্রতিটি পুত্রকে কয়েক হাজার রথ, দশ হাজার হাতি ও এক লাখ ঘোড়া দিলেন।

বহুরক্তৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনানুভৌ।

সে পুরে প্রেয়সামাস ভ্রাতরৌ ভৌ কুশীলবৌ॥ ২০

লব ও কুশ ভ্রাতৃত্ব প্রচুর রত্ন ও ধন সম্পন্ন হয়ে গেলেন। তাঁরা হৃষ্ট-পুষ্ট মানুষদের দ্বারা বেষ্টিত থাকতেন। শ্রীরাম তাঁদের দুজনকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন।

অভিষিচ্য ততো বীরৌ প্রহাপ্য স্বপুরে তদা,

দূতান্ সন্ত্ৰেষয়ামাস শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥ ২১

এইভাবে এই দুই বীরকে অভিষিক্ত করে তাঁদের নিজ নিজ নগরে পাঠিয়ে শ্রীরঘুনাথ মহাত্মা শত্রুঘ্নের কাছে দূত পাঠালেন।

ইত্যৰ্বে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

### অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৮)

ভ্রাতাগণ, সুগ্ৰীব ইত্যাদি বানর এবং ভল্লুকদের সঙ্গে শ্রীরামের পরমধামে যাওয়া স্থির করা এবং বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে এই পৃথিবীতে থাকার আদেশ করা

তে দূতা রামবাকোন চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ।

প্রজ্ঞধূর্মধুরাং শীঘ্রং চক্রুর্বাসং ন চাশ্বনি॥ ১

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ লাভ করে শীঘ্রগামী দূত শীঘ্রই মধুরাপুরীতে চলে গেল। সে পথে কোথাও থামেনি।

ততস্তিভিরহোরাষ্ট্রৈঃ সম্প্রাপ্য মধুরামথ।

শত্রুঘ্নায় যথাতত্ত্বমাচখ্যঃ সর্বমেব তৎ॥ ২

একনাগাড়ে তিনদিন তিনরাত ধরে যাত্রাপথ অতিক্রম করে সেই দূত মধুরাতে পৌঁছে অযোধ্যার সমস্ত বৃত্তান্ত

যথার্থভাবে শত্রুঘ্নকে জানাল।

লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ।

পুত্রযোরভিষেকং চ পৌরানুগমনং তথা। ৩

কুশস্য নগরী রম্যা বিজ্ঞাপর্বতরোহসি।

কুশাবতীতি নাম্না সা কৃত্য রামেণ ধীমতা॥ ৪

শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা, লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ, শ্রীরামের দুই পুত্রের রাজ্যাভিষেক এবং পুরবাসীদের শ্রীরামের সঙ্গে যাওয়া স্থির করা ইত্যাদি সব কথা বলে দূত একথাও জানাল।

যে ‘পরম বুদ্ধিমান উগবান শ্রীরাম কুশের জনা  
বিল্যপর্বতের তটে কুশাবতী নামক এক রমণীয় নগরী  
নির্মাণ করিয়েছেন।

শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবসা হ।  
অযোধ্যাং বিজনাং কৃদ্ধা রাঘবো ভরতস্তথা ॥ ৫  
কৃৎস্না গমনোদ্যোগং কৃতবন্তৌ মহানরৌ।  
এবং সর্বং নিবেদ্যাতু শত্রুণ্যায় মহামানে ॥ ৬  
বিরেমুস্তে ততো দূতাত্তর রাজেতি চাত্তবন্।

‘তেমনই লবের জনা শ্রাবস্তী নামে প্রসিদ্ধ সুন্দর  
নগরী স্থাপন করেছেন। শ্রীরঘুনাথ এবং শ্রীভরত দুই  
মহারথী বীর অযোধ্যাকে শূন্য করে সাক্ষাত ধামে যাওয়ার  
মনস্থ করছেন।’ মহাত্মা শত্রুঘ্নকে সকল কথা জানিয়ে দূত  
বলল—‘রাজন্! তাড়াতাড়ি করুন।’ বলে সে চুপ করল।  
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসংকাশং কুলক্ষয়মুপস্থিতম্ ॥ ৭  
প্রকৃতিস্ত সমানীয় কাঞ্চনং চ পুরোধসম্।  
তেষাং সর্বং যথাবুপ্রমত্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ ॥ ৮

নিজের কুলের ভয়ংকর সংহার উপস্থিত জেনে  
রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সমস্ত প্রজা এবং কাঞ্চন নামক পুরোধিতাকে  
ডেকে সব কথা জানালেন

আত্মনশ্চ বিপর্যাসং ভবিষ্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ।  
ততঃ পুত্রদ্বয়ং বীরঃ সোহভাষিঞ্চন্নরাধিপঃ ॥ ৯

তিনি একথাও বললেন যে, ‘ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার  
শরীরও বিয়োগ অবশ্যম্ভবী।’ বীর রাজা শত্রুঘ্ন তারপর  
তঁার দুই পুত্রের রাজ্যাভিষেক করালেন।

সুবাহুর্মধুরাং লেভে শত্রুঘাতী চ বৈদিশম্।  
বিধা কৃদ্ধা তু তাং সেনাং মাধুরীং পুত্রয়োর্থয়োঃ।  
ধনং চ যুক্তং কৃদ্ধা বৈ স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ১০

সুবাহু পেলেন মধুরার রাজ্য এবং শত্রুঘাতী বিদিশার  
রাজ্য। মধুরার সেনাকে দুই ভাগ করে রাজা শত্রুঘ্ন দুই  
পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। ভাগ করার মতো উপযুক্ত  
ধনরশিও দুই পুত্রকে ভাগ করে দিয়ে তাঁদের নিজ নিজ  
রাজধানীতে স্থাপন করলেন।

সুবাহুঃ মধুরায়াং চ বৈদিশে শত্রুঘাতিনম্।  
যদৌ স্থাপ্য তদাযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ ॥ ১১

এইভাবে সুবাহুকে মধুরাতে এবং শত্রুঘাতিকে  
বিদিশাতে স্থাপিত করে রঘুকুলনন্দন শত্রুঘ্ন একটিমাত্র রথে  
আরোহণ করে অযোধ্যায় গেলেন

ন দদর্শ মহাত্মানং ব্রহ্মপুত্রমিব পাবকম্

সূক্ষ্মকৌমাঘরণঃ মূনিভিঃ সার্ষমক্ষয়ঃ ॥ ১২

সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন মহাত্মা শ্রীরাম নিজ  
তেজে প্রজ্বলিত অগ্নির মতো উদ্দীপ্ত হয়ে আছেন। তাঁর  
শরীরে মিহি রেশমলব্ধ শোভা পাচ্ছে এবং অবিনাশী  
মহার্যদের সঙ্গে তিনি বিরাজ করছেন

সোহভিনাদা ততো রামঃ প্রাজ্জলিঃ প্রগতেজ্জিঃ।  
উবাচ নাকাং ধর্ময়ঃ ধর্মমেবানুচিহ্নয়ন্ ॥ ১৩

কাছে গিয়ে হাত ধোঁড় করে তিনি শ্রীরঘুনাথকে  
প্রণাম করলেন এবং ধর্ম চিহ্ন করে ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত  
কবে ধর্মের জ্ঞাতা শ্রীরামকে বললেন।

কৃদ্ধাভিষেকং সূতয়োর্থয়ো রাঘবনন্দন  
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ১৪

‘রঘুকুলনন্দন! আমি আমার দুই পুত্রের  
রাজ্যাভিষেক করে এসেছি। রাজন্! আপনি আমাকেও  
আপনার সঙ্গে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে মনে করুন।

ন চানাদদা বক্তব্যমতো বীর ন শাসনম্।  
বিহন্যমানমিচ্ছামি মম্বিষেন বিশেষতঃ ॥ ১৫

‘বীর! আজ আপনি আমাকে এর বিপরীত কিছু  
বলবেন না; কারণ তার থেকে বড় শাস্তি আমার কাছে  
আর কিছু হবে না আমি চাই না কারো দ্বারা, বিশেষ করে  
আমার মতো সেবক দ্বারা আপনার আদেশ লঙ্ঘন হোক।’

তস্য তং বুদ্ধিমক্লীবাং বিজায় রঘুনন্দনঃ  
বাচমিতোব শত্রুঘ্নঃ রামো বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৬

শত্রুঘ্নের এই দৃঢ় নিশ্চয় জেনে শ্রীরঘুনাথ তাঁকে  
বললেন—‘ঠিক আছে’।

তস্য বাক্যস্য বাক্যাঙ্কে বানরাঃ কামরূপিণঃ।  
ঋক্ষরাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ ॥ ১৭

তাঁর কথা শেষ হতেই ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী  
বানর, ভান্ডুক এবং রাক্ষসগণ বহু বড় সংখ্যায় সেখানে  
এসে পৌঁছল।

সুগ্ৰীবাং তে পুরঙ্কতা সর্ব এব সমাগতাঃ।  
তং রামং দ্রষ্টুমনসঃ স্বর্গায়াভিমুখং হিতম্ ॥ ১৮

সাক্ষাত-ধামে যাওয়ার জন্য উদ্যত শ্রীরামের  
দর্শনের ইচ্ছা পোষণ করে এই সব বানর সুগ্ৰীবকে  
অগ্রগামী কবে সেখানে পৌঁছাল।

দেবপুত্রা ঋষিসুতা গন্ধর্বাণাং সুদাত্তা  
রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব এব সমাগতাঃ ॥ ১৯

তে রামমতিবাদ্যোচুঃ সর্বে বানররাক্ষসাঃ।

তার মধ্যে বহু দেবতাদের পুত্র ছিলেন, ছিলেন বহু  
ঋষি বালক এবং বহু গন্ধর্ব বালকও। শ্রীরাঘুনাথের  
লীলাসংবরণের সময় জেনে এঁরা সকলেই সেখানে  
এসেছিলেন। সেই সব বানর এবং রাক্ষসেরা শ্রীরামকে  
প্রণাম করে বলেন—

তবানুগমনে রাজন্ সস্ত্রাপ্তাঃ স্ম সমাগতাঃ॥ ২০  
যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেত্ত্বং পুরুষোত্তম।  
যমদণ্ডমিবোদাম্য ত্বয়া স্ম বিনিপাতিতাঃ॥ ২১

‘রাজন্ ! আমরাও সকলে আপনার সঙ্গে যাওয়া  
নিশ্চিত করে এখানে এসেছি। পুরুষোত্তম শ্রীরাম ! আপনি  
যদি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে না যান, তাহলে আমরা  
মনে করব যে আপনি যমদণ্ড দিয়ে আমাদের মেঝে  
দিয়েছেন।’

এতশ্রমস্বত্রে রামঃ সুগ্ৰীবোহপি মহাবলঃ।  
প্রণম্য বিধিবদ্ বীরং বিজ্ঞাপয়িতুমুদ্যতঃ॥ ২২  
মহাবলী সুগ্ৰীবও বিধিপূর্বক শ্রীরামকে প্রণাম করে  
নিজের অভিপ্রায় জানাতে উদ্যত হলেন—

অভিষিচ্যাপ্তদং বীরমাগতোহস্মি নরেশ্বর।  
তবানুগমনে রাজন্ বিজি মাং কৃতনিশ্চয়ম্॥ ২৩

‘নরেশ্বর ! আমি বীর অঙ্গদের রাজ্যাভিষেক করে  
এসেছি। আপনি জেনে নিন যে আমিও আপনার সঙ্গে  
যেতে ছির নিশ্চয় করেছি।’

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামো রময়তাং বরঃ।  
বানরেন্দ্রমথোবাচ মৈত্রং তস্যানুচ্চিনয়ন্॥ ২৪

তার কথা শুনে আনন্দ প্রদানকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ  
শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্ৰীবের মিত্রতার কথা চিন্তা করে  
তাঁকে বললেন—

সখে শৃণু সুগ্ৰীব ন ত্বয়াহং বিনাকৃতঃ।  
গচ্ছেয়ং দেবলোকং বা পরমং বা পদং মহৎ॥ ২৫

‘সখা সুগ্ৰীব ! আমার কথা শোনো ! আমি তোমাকে  
ছাড়া দেবলোকে এবং মহা পরমপদ বা পবনধামেও যেতে  
পারি না।’

তৈরেবমুক্তঃ কাকুৎস্থো বাচমিত্রব্রবীৎ স্ময়ন্।  
বিভীষণমথোবাচ রাক্ষসেন্দ্রং মহাশয়ঃ॥ ২৬

পূর্বোক্ত বানর এবং রাক্ষসদের সকল কথা শুনে  
মহাশয়ী শ্রীরাঘুনাথ ‘ঠিক আছে’ বলে হেসে রাক্ষসরাজ  
বিভীষণকে বললেন—

যাবৎ প্রজা ধরিষ্যসি তাবৎ ত্বং বৈ বিভীষণ।  
রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য লঙ্কাহঃ স্বং ধরিষ্যসি॥ ২৭

‘মহাপরাক্রমী রাক্ষসরাজ বিভীষণ ! প্রজা জগতে  
যতদিন ধারণ করবে, ততদিন তুমি লঙ্কায় নিজের  
শরীর ধারণ করে থাকবে।

যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।  
যাবচ্চ মৎকথা লোকে তাবদ্ রাজ্যং তবাস্থিহ॥ ২৮

‘যতদিন সূর্য-চন্দ্র থাকবে, যতদিন পৃথিবী থাকবে  
এবং পৃথিবীতে যতদিন আমার কথা প্রচলিত থাকবে,  
ততদিন এই ভূতলে তোমার রাজ্য থাকবে

শাসিতশ্চ সখিভ্যেন কার্যং তে মম শাসনম্।  
প্রজাঃ সংরক্ষ ধর্মেন নোত্তরং বন্ধুমহসি॥ ২৯

‘আমি মিত্রভাবে তোমাকে এই কথা বলেছি।  
তোমাকে এই আদেশ পালন করতে হবে। তুমি ধর্মপূর্বক  
প্রজাপালন করো। এখন আমি যা কিছু বলছি, তোমার তা  
প্রতিবাদ করা উচিত নয়।

কিঞ্চানাদ্ বন্ধুমিচ্ছামি রাক্ষসেন্দ্র মহাবল  
আরাধ্য জগন্নাথমিস্ত্বাকুকুলদৈবতম্॥ ৩০  
আরাধনীয়মনিশং দেবৈরপি সবাসবৈঃ।

‘মহাবলী রাক্ষসরাজ ! এছাড়া আমি তোমাকে  
আরও একটি কথা বলতে চাই। আমাদের ইক্ষুকুলের  
দেবতা হলেন ভগবান জগন্নাথ (শ্রীশেষাশায়ী ভগবান  
বিষ্ণু)। ইন্দ্রাদি দেবতারাও নিরন্তর তাঁর আরাধনা করে  
থাকেন তুমিও সর্বদা তাঁর পূজা করবে।’

তথৈতি প্রতিজ্ঞাহ রামবাক্যং বিভীষণঃ॥ ৩১  
রাজা রাক্ষসমুখ্যানাং রাঘবাজ্ঞামনুশ্রবন্।

রাক্ষসরাজ বিভীষণ শ্রীরাঘুনাথের এই নির্দেশ হৃদয়ে  
ধারণ করে ‘ঠিক আছে’ বলে তা পালন করা স্বীকার  
করলেন।

তমেবমুক্তঃ কাকুৎস্থো হনুমন্তমথাব্রবীৎ॥ ৩২  
জীবিতে কৃতবুদ্ধিঃ মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।

বিভীষণকে এই কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে  
বললেন— ‘তুমি দীর্ঘকাল জীবিত থাকার নিশ্চয় করবে,  
তোমার এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ কোবো না।

মৎকথাঃ প্রচরিষ্যসি যাবল্লোকে হরীশ্বর॥ ৩৩  
তাবদ্ রমস্ব সুপ্ৰীতো মদ্বাক্যামনুপালয়ন্।

‘হরীশ্বর ! যতদিন জগতে আমার কথার প্রচার  
থাকবে, ততদিন তুমি আমার নির্দেশ পালন করে প্রসন্নতা  
সহকারে জগতে বিচরণ করতে থাকো।’

এবমুক্তঃ হনুমান্ রাঘবেরণ মহাশয়ঃ॥ ৩৪  
বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস পরং হর্ষমবাণ চ।



মহাত্মা শ্রীরঘুনাথ একথা বলায় হনুমান অত্যন্ত  
আনন্দিত হয়ে বললেন—

যাবৎ তব কথা লোকে বিচরিত্যতি পাবনী॥ ৩৫  
তাবৎ হ্যস্যামি মেদিনাং তবাজ্জামনুপালয়ন।

‘ভগবন্ ! জগতে যতদিন আপনার পবিত্র কথার  
প্রচার থাকবে, ততদিন আপনার আদেশ পালন করে আমি  
পৃথিবীতেই থাকব’।

জাম্ববন্তঃ তথোক্ত্য তু বৃদ্ধঃ ব্রহ্মসুতঃ তদা॥ ৩৬  
মৈন্দং চ দ্বিবিদং চৈব পঞ্চ জাম্ববতা সহ

যাবৎ কলিষ্ট সম্প্রাপ্ত্যবজ্জীবত সর্বদা॥ ৩৭

এরপর ভগবান ব্রহ্মার পুত্র বৃদ্ধ জাম্ববান তথা মৈন্দ  
এবং দ্বিবিদকেও বলেন — ‘জাম্ববানসহ তোমরা পাঁচজন

(জাম্ববান, বিভীষণ, হনুমান, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ) যতদিন  
প্রলয় বা কলিযুগ না আসে, তোমরা ততদিন জীবিত থাকো’  
(এর মধ্যে হনুমান ও বিভীষণের তো প্রলয়কাল পর্যন্ত  
থাকার আদেশ লাভ হয় আর বাকী তিনজন কলি ও  
দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাবতারের সময় মারা যায় বা  
দেহত্যাগ করে)।

তানৈবমুক্তা কাকুৎস্থঃ সর্বাংজানুক্ষবানরান।

উবাচ বাঢ়ঃ গচ্ছধ্বং ময়া সার্থং যথোদিতম্॥ ৩৮

তাদের সকলকে এই কথা বলে শ্রীরঘুনাথ বাকী সব  
ভল্লুক এবং বানরদের বললেন— ‘ঠিক আছে, তোমাদের  
কথা আমি মেনে নিচ্ছি, তোমরা সকলে নিজ নিজ  
কথানুসারে আমার সঙ্গে চলো।’

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাদিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একশতআটতম সর্গ সমাপ্ত। ১০৮।

## নবাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৯)

পরমধামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত শ্রীরামের সঙ্গে সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের গমন

প্রভাতায়াঃ তু শর্ব্বায়াঃ পৃথুবক্ষা মহামশাঃ।  
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাত্রীঃ ॥ ১

রাত্রি পার হয়ে যখন প্রভাত হয়, তখন বিশাল বক্ষ  
বিশিষ্ট মহামশসী কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্র পুরোহিতকে  
বলেন—

অগ্নিহোত্রং ব্রজত্রে দীপ্যমানং সহ দ্বিজৈঃ।  
বাজপেয়াতপত্রং চ শোভমানং মহাপথে॥ ২

‘আমার অগ্নিহোত্রের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে  
আগে আগে যাবে। মহাপ্রয়াণের পথে এই যাত্রার সময়  
আমার বাজপেয়-যজ্ঞের সুন্দর ছাতাও সঙ্গে যাবে।’

ততো বসিষ্ঠস্তেজস্বী সর্বং নিরবশেষতঃ।  
চকার বিধিবদ্ ধর্মং মহাপ্রাজ্ঞানিকং বিধিম্॥ ৩

তিনি একথা বলায় তেজস্বী বসিষ্ঠ মুনি মহাপ্রস্থান  
কালের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ধার্মিক ক্রিয়া বিধিপূর্বক  
পূর্ণতঃ অনুষ্ঠান করেন।

ততঃ সূক্ষ্মান্বরথরো ব্রহ্মমার্তমন্ পরম্।  
কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সরযুং প্রযগাবথ॥ ৪

তখন ভগবান শ্রীরাম সূক্ষ্মবস্ত্র ধারণ করে দুই হাতে  
কুশ নিয়ে পরব্রহ্মের প্রতিপাদক বেদ মন্ত্রাদি উচ্চারণ

করতে করতে সরযুতটে গেলেন।

অব্যাহরন্ ক্রচিৎ কিঞ্চিম্মিষ্টেষ্টো নিঃসুখঃ পথি।

নির্জগাম গৃহাৎ তস্মাদ্ দীপ্যমানো যথাংজমান্ ॥ ৫

সেই সময় তিনি বেদপাঠ ছাড়া আর কারো সঙ্গে  
কোনো কথা বলেননি। গমনরূপী ক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছুই  
তার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না এবং লৌকিক সুখত্যাগ করে  
তিনি দীপ্তমান সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়ে গৃহ থেকে  
বেরিয়ে গন্তব্য পথে এগোতে থাকেন।

রামস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সপত্না শ্রীরূপাশ্রিতা।

সর্বোহপি চ মহী দেবী ব্যবসায়স্তথাগতঃ ॥ ৬

ভগবান রামের ডানদিকে শ্রীদেবী হাতে পদ্ম নিয়ে  
উপস্থিত ছিলেন। বামদিকে ভূদেবী বিরাজমান ছিলেন এবং  
আগে যাচ্ছিলেন তাঁর ব্যবসায় অর্থাৎ সংহার শক্তি।

শর্যা নানাবিধাশ্চাপি ধনুরায়ত্তমুত্তমম্।

তথামুধাশ্চ তে সর্বৈ যযুঃ পুরুষবিগ্রহাঃ ॥ ৭

নানা প্রকারের বাণ, বিশাল- উত্তম ধনুক এবং  
নানাপ্রকার অন্যান্য অস্ত্র—সকল পুরুষ শরীর ধারণ করে  
ভগবানের সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

বেদা ব্রাহ্মণকপেণ গায়ত্রী সর্বরক্ষিণী।

ওদ্ধারোহথ বষট্কারঃ সৰ্বে রামমনুরতাঃ ॥ ৮

চার বেদ ব্রাহ্মণের রূপধারণ করে চলছিলেন।  
সবাকার রক্ষাকর্ত্রী গায়ত্রীদেবী, ওঁকার এবং বষট্কার  
সকলেই ভক্তিভাবে শ্রীরামকে অনুসরণ করছিলেন।

ঋষয়শ্চ মহাস্থানঃ সৰ্ব এব মহীসুরাঃ ।

অগ্নগচ্ছন্ মহাস্থানং স্বৰ্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ৯

মহাত্মা ঋষি এবং সকল ব্রাহ্মণও ব্রহ্মলোকের উন্মুক্ত  
দ্বারস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীরামকে অনুসরণ করলেন।

তং যান্তমনুগচ্ছন্তি হ্যন্তঃপুরচরাঃ স্ত্রিয়াঃ ।

সবৃদ্ধবালদাসীকাঃ সৰ্ববরকিঙ্করাঃ ॥ ১০

অন্তঃপুরের নারীগণ ও বালক, বৃদ্ধ, দাসী,  
অশ্বেষণকারী সেবকগণও বার হয়ে শ্রীরামের পিছন পিছন  
সরযূতে যাচ্ছিলেন।

সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যয়ো ।

রামঃ গতিমুপাগম্য সাগ্নিহোত্রমনুরতাঃ ॥ ১১

ভরত এবং শত্রুঘ্ন অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে  
তাদের আশ্রয়স্বরূপ ভগবানের শ্রীরামের—যিনি  
অগ্নিহোত্রের সঙ্গে যাচ্ছিলেন, তাঁকে অনুসরণ করছিলেন।

তে চ সৰ্বে মহাস্থানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমাগতাঃ ।

সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমনুজগ্নয়মহামতিম্ ॥ ১২

এই সব মহামনসী শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং ব্রাহ্মণগণ  
অগ্নিহোত্রের অগ্নি এবং স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে এই মহাযাত্রায়  
সন্মিলিত হয়ে পরম বুদ্ধিমান শ্রীরঘুনাথের অনুগমন  
করছিলেন।

মন্ত্রিণো ভূতাবর্গশ্চ সপুত্রপশুবান্ধবাঃ ।

সৰ্বে সহানুগা রামমগ্নগচ্ছন্ প্রহট্টবৎ ॥ ১৩

সমস্ত মন্ত্রী, ভূতাবর্গও তাঁদের পুত্র, পশু, বন্ধু ও  
অনুচরসহ হর্ষপূর্বক শ্রীরামের পিছন পিছন যাচ্ছিলেন।

ততঃ সৰ্বাঃ প্রকৃতয়ো হষ্টপুটজনাবৃতাঃ ।

গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি রাঘবঃ গুণরঞ্জিতাঃ ॥ ১৪

ততঃ সস্ত্রীপুমাংসন্তে সপক্ষিপশুবান্ধবাঃ ।

রাঘবস্যানুগাঃ সৰ্বে হষ্টা বিগতকল্মষাঃ ॥ ১৫

হষ্ট-পুট মানুষে পরিপূর্ণ সমস্ত প্রজা শ্রীরঘুনাথের  
গুণে মুগ্ধ ছিলেন। তাই তারা স্ত্রী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, বন্ধু-  
বান্ধবসহ এই মহাযাত্রায় শ্রীরামের অনুগামী হয়েছিলেন।

তাঁদের সবার হৃদয়ে প্রসন্নতা ছিল এবং তাঁরা সকলেই

ছিলেন পাপরহিত।

স্নাতাঃ প্রমুদিতাঃ সৰ্বে হষ্টপুটশ্চ বানরাঃ ।

দৃঢ়ঃ কিলকিলাশবৈঃ সৰ্বং রামমনুরতম্ ॥ ১৬

সমস্ত হষ্ট-পুট বানরেরাও স্নান করে অত্যন্ত  
প্রসন্নতার সঙ্গে ভগবান শ্রীরামের সঙ্গে যাচ্ছিল। তারা  
সকলেই শ্রীরামের ভক্ত ছিল।

ন তত্র কশ্চিদ্ দীনো বা ত্রীড়িতো বাপি দুঃখিতঃ

হষ্টঃ সমুদিতঃ সৰ্বং বভূব পরমাত্মতম্ ॥ ১৭

তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে দীন-দুঃখী বা  
লজ্জিত। সেখানে একত্রিত সকলেরই হৃদয়ে আনন্দ ছেয়ে  
ছিল। এই প্রকার সেই জনসমুদায়কে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক  
মনে হচ্ছিল।

দ্রষ্টুকামোহথ নির্যাস্তঃ রামঃ জানপদো জনঃ ।

যঃ প্রাপ্তঃ সোহপি দৃষ্টেব স্বর্গায়ানুগতো জনঃ ॥ ১৮

জনপদের লোকেরা—যারা শ্রীরামের যাত্রা দেখতে  
এসেছিল, তারাও এই সমারোহ দেখে ভগবানের সঙ্গে  
পরমধামে যেতে প্রস্তুত হল।

ঋক্ষবানররক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনাঃ ।

আগচ্ছন্ পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ১৯

ভল্লুক, বানর, রাক্ষস ও পুরবাসী মানুষ অত্যন্ত  
ভক্তির সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের পিছনে একাগ্রচিত্তে চলে  
এসেছিল।

যানি ভূতানি নগরেহপ্যন্তর্ধানগতানি চ ।

রাঘবং তানানুযয়ঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতম্ ॥ ২০

অযোধ্যাধামে যেসব অদৃশ্যপ্রাণী ছিল, তারাও  
সাকেতধামে যেতে উদ্যত হয়ে শ্রীরামের পিছনে যাত্রা  
করল।

যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং হাবরাণি চরাণি চ ।

সৰ্বাণি রামগমনে অনুজগ্মুর্হি তানাপি ॥ ২১

চরাচর প্রাণী—যারাই শ্রীরঘুনাথকে যেতে দেখল,  
তারাও তাঁর পিছনে পিছনে চলতে থাকল।

নোচ্ছবসৎ তদযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি দৃশ্যতে ।

তির্য্যগোনিগতাশ্চৈব সৰ্বে রামমনুরতাঃ ॥ ২২

সেই সময় অযোধ্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত কোনো প্রাণীই  
পড়ে থাকল না। তির্যক যোনির সমস্ত জীবও শ্রীরামে  
ভক্তিভাব নিয়ে তাঁকে অনুগমন করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভাগবতেন বান্দীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নবাবিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥

মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একশতনয়তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥



## দশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১০)

ভ্রাতাদের সঙ্গে শ্রীরামের বিষ্ময়রূপে প্রবেশ এবং সঙ্গে আগত সব লোকের সন্তানক-লোক প্রাপ্তি

অধার্ব্যোজনঃ গঙ্গা নদীঃ পশ্চানুখাশ্রিতাম্।  
সরযুঃ পুণ্যসলিলাঃ দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥ ১

অযোধ্যা থেকে দেড় যোজন দূরে গিয়ে রঘুকুলনন্দন ভগবান শ্রীরাম পশ্চিমাভিমুখ হয়ে নিকটস্থ পুণ্যসলিলা সরযু নদী দর্শন করেন।

তাং নদীমাকুলাবর্তাং সর্বত্রানুসরন্ নৃপঃ।  
আগতঃ সপ্রজো রামস্তং দেশং রঘুনন্দনঃ ॥ ২

সরযুনদীর চারদিকে ভ্রমর উঠছিল। সেখানে সবদিকে ঘুরে ফিরে রঘুনন্দন রাজা শ্রীরাম প্রজাগণের সঙ্গে এক উত্তম স্থানে এলেন।

অথ তস্মিন্ মুহূর্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।  
সর্বৈঃ পরিবৃত্তো দেবৈর্ঋষিভিষ্চ মহাত্তিঃ ॥ ৩  
আময়ৌ যত্র কাকুৎস্থঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতঃ।  
বিমানশতকোটিভির্দিব্যভিরভিসংবৃতঃ ॥ ৪

সেই সময় লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মা সকল দেবতা ও মহাত্মা ঋষি-মুনি পরিবৃত্ত হয়ে সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন—যেখানে পরমধামে যাবার জন্য শ্রীরঘুনাথ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কোটি কোটি দিবা বিমান শোভা পাচ্ছিল।

দিবাতেজোবৃত্তং ব্যোম জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্।  
স্বয়ংপ্রভৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকর্মভিঃ ॥ ৫

সমগ্র আকাশমণ্ডল দিবা তেজে ব্যাপ্ত হয়ে অত্যন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল। পুণ্যকর্মকারী স্বর্গবাসীগণের স্বয়ং প্রকাশিত নিজ তেজে সেই স্থান উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল।

পুণ্য বাতা বরুশ্চৈব গন্ধবন্তঃ সুখপ্রদাঃ।  
পশাত পুষ্পবৃষ্টিষ্চ দেবৈর্মুক্তা মহৌঘবৎ ॥ ৬

পরম পবিত্র, সুগন্ধিত ও সুখদায়িনী বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। দেবতাদের দ্বারা রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ হচ্ছিল। তস্মিংহুর্ঘশতৈঃ কীর্ণে গন্ধর্ব্বাক্সরসংকুলে।

সরযুসলিলাং রামঃ পদ্ম্যং সমুপচক্রমে ॥ ৭

সেই সময় নানা প্রকার বাজনা বাজতে লাগল এবং গন্ধর্ব্ব ও অক্ষরাদের দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। এর মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্র সরযুনদীতে প্রবেশ করার জন্য পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন।

ততঃ পিতামহো বাণীং ভ্রূতরিক্তাদভাষত।  
আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রং তে দিষ্টা প্রাপ্তোহসি রাঘব ॥ ৮

শ্রীব্রহ্মা তখন আকাশ থেকেই বললেন—‘শ্রীবিষ্ণু স্বরূপ রঘুনন্দন ! আসুন, আপনার কল্যাণ হোক। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আপনি নিজ পরমধামে পদার্পণ করছেন।

ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবভৈঃ প্রবিশদ্ব দ্বিকাং তনুম্।  
যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ দ্বিকাম্ ॥ ৯

‘মহাবাহো ! আপনি দেবতুলা তেজস্বী ভ্রাতাদের সঙ্গে নিজ স্বরূপভূত লোকে প্রবেশ করুন। আপনি যে স্বরূপে প্রবেশ করতে চান, সেই স্বরূপেই আপনি প্রবেশ করুন।

বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজো যদ্বাহুকাশং সনাতনম্।  
ত্বং হি লোকগতির্দেব ন দ্বাং কেচিৎ প্রজানতে ॥ ১০

ঋতে মায়াং বিশালাক্ষীং তব পূর্বপরিগ্রহাম্।  
ত্বামচিন্ত্যং মহদ্ ভূতমক্ষয়ং চাকরং তথা।

যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্ ॥ ১১

‘মহাতেজস্বী পরমেশ্বর ! আপনার ইচ্ছা হলে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপেই প্রবেশ করুন অথবা নিজের সনাতন আকাশময় অব্যক্ত ব্রহ্মরূপেই বিরাজ করুন। দেব ! আপনিই সমস্ত লোকের আশ্রয়। আপনার প্রাচীন পত্নী যোগমায়া (হ্লাদিনী-শক্তি) স্বরূপা, যিনি বিশালনয়না সীতাদেবী, তিনি ছাড়া অন্য কেউ আপনাকে যথার্থরূপে জানে না, কারণ আপনি অচিন্ত্য, অবিনাশী এবং জরাদি অবস্থা রহিত পরব্রহ্ম ; তাই মহাতেজস্বী রাঘবেন্দ্র ! আপনি যা চান, সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।’

পিতামহবচঃ শ্রদ্ধা বিনিশ্চিতা মহামতিঃ।  
বিশেষ বৈষ্ণবঃ তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ ॥ ১২

পিতামহ শ্রীব্রহ্মার কথা শুনে পরম বুদ্ধিমান শ্রীরঘুনাথ স্থির চিত্তে ভ্রাতাদের সঙ্গে সশরীরে স্ব-বৈষ্ণব তেজে প্রবেশ করলেন।

ততো বিষ্ণুময়ং দেবং পূজয়ন্তি স্ম দেবতাঃ।  
সাধ্যা মরুদগাণাশ্চৈব সেজ্জাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ১৩

তখন ইন্দ্র-অগ্নি সব দেবতা, সাধ্য ও মরুদগণও বিষ্ণুরূপস্থিত ভগবান শ্রীরামের পূজা (স্তুতি-প্রশংসা)



করতে লাগলেন।

যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্বাঙ্করসশ্চ যাঃ।

সুপর্ণনাগয়ক্ষাশ্চ দৈতাদানবরাক্ষসাঃ॥ ১৪

তারপর যত দিব্য ঋষি, গন্ধর্ব, অঙ্করা, গরুড়, নাগ, যক্ষ, দৈতা, দানব ও রাক্ষস ছিল, তারাও ভগবানের গুণগান করতে থাকে।

সর্বং পুষ্টং প্রমুদিতং সুসম্পূর্ণমনোরথম্।

সাধুসাম্মিতি তৈর্দেবৈস্ত্রিদিবং গতকল্মষম্॥ ১৫

(তারা বলে) ‘প্রভো! আপনি এখানে পদার্পণ করায় দেববাসীগণ সকলে সফল মনোরথ হওয়ায় হাট-পুষ্ট ও আনন্দমগ্ন হয়েছেন। সবার পাপবিনাশ হয়েছে। প্রভো! আপনাকে আমাদের শতশঃ সাধুবাদ।’ সেই দেবতাগণ এই কথা বললেন।

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ।

এবাং লোকং জনৌঘানাং দাতুমর্হসি সুরত॥ ১৬

তারপর বিষ্ণুরূপে বিরাজমান মহাতেজস্বী শ্রীরাম ব্রহ্মাকে বললেন— ‘উত্তমব্রতপালনকারী পিতামহ! এই সম্পূর্ণ জনসমগ্রকে আপনি উত্তম লোক প্রদান করুন।

ইমে হি সর্বে স্নেহান্নামনুয়াতা যশস্বিনঃ।

ভক্তা হি ভজিতব্যাশ্চ ভাজ্যস্বানশ্চ মৎকৃতে॥ ১৭

‘এরা সকলে স্নেহবশতঃ আমার সঙ্গে এসেছে। এঁরা সকলেই যশস্বী এবং আমার ভক্ত। এঁরা আমার জন্য আপন লৌকিক সুখ পরিত্যাগ করেছেন, তাই এঁরা সর্বতোভাবে আমার অনুগ্রহের পাত্র।’

তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা লোকগুরুঃ প্রভুঃ।

লোকান্ সান্তানিকান্ নাময়াস্যস্তীমে সমাগতাঃ॥ ১৮

ভগবান বিষ্ণুর কথা শুনে লোকগুরু ভগবান শ্রীরাম বললেন— ‘ভগবন্! এখানে আগত এই সব লোক ‘সন্তানক’ নামক লোকে যাবেন।

যচ্চ তির্বলতং কিঞ্চিৎ ভ্রামেবমনুচ্ছিত্যৎ।

প্রাণাংস্ত্যাক্যতি ভক্ত্যা তৎ সন্তানেষু নিবৎস্যতি॥ ১৯

সর্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্যুক্তে ব্রহ্মলোকাদনন্তরে।

‘পশু-পক্ষী যোনিতে থাকা জীবদের মধ্যে যে কেউ (ভবিষ্যতেও) ভক্তিভাবে চিন্তা করে প্রাণত্যাগ করবে, সেও সন্তানক লোকেই বাস করবে। এই সন্তানকলোক ব্রহ্মলোকেরই নিকটে (সাকেত-ধামেরই অঙ্গ)। সেটি ব্রহ্মার সত্য-সংকল্প ইত্যাদি সকল উত্তম গুণ যুক্ত। সেখানে আপনার এইসকল ভক্তগণ নিবাস করবে।

বানরাশ্চ ত্রিকাং যোনিমৃচ্চাশ্চৈব তথা যযুঃ॥ ২০

যেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ সর্বে সুরৈভ্যঃ সুরসম্ভবাঃ।

তেষু প্রবিবিশে চৈব সুগ্রীবঃ সূর্যমণ্ডলম্॥ ২১

পশ্যাতাং সর্বদেবানাং স্বান্ পিতৃন্ প্রতিপেদিরে।

‘যেসব বানর ও ভল্লুকদের দেবতাদের থেকে উৎপত্তি হয়েছিল, তারা নিজ নিজ যোনিতেই মিশে গেছে, যাঁরা দেবতা থেকে প্রকটিত হয়েছিল, তারাও তাঁতেই প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। সুগ্রীব সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেছেন। এইরূপ অন্য বানরেরাও সব দেবতাদের চোখের সামনে নিজ নিজ পিতার স্বরূপ লাভ করে।’

তথা ক্রবতি দেবেশে গোপ্রতারমুপাগতাঃ॥ ২২

ভেজিরে সরযুং সর্বে হর্ষপূর্ণাশ্চবিক্রবাঃ।

দেবেশ্বর শ্রীরামা যখন সন্তানক লোকের প্রাপ্তির ঘোষণা করেন, তখন সরযুর গোপ্রতারঘাটে আগত সকলে আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে সরযুর জলে স্নান করল।

অবগাহ্যাস্মু যো যো বৈ প্রাণাংস্ত্যাক্ষা প্রহৃষ্টবৎ॥ ২৩

মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং সৌহৃদ্যরোহত।

যারা যারা জলে ডুব দিয়ে স্নান করল, তারা সকলেই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রাণ ও মানব শরীর ত্যাগ করে বিমানে গিয়ে বসল।

তির্য্যগ্যোনিগতানাং চ শতানি সরযুজলম্॥ ২৪

সম্প্রাপ্য ত্রিদিবং জগ্মুঃ প্রভাসুরবপুংষি তু।

দিব্যা দিব্যেন বপুষা দেবা দীপ্তা ইবাভবন্॥ ২৫

পশু-পক্ষীর যোনিতে থাকা বহু প্রাণী সরযুর জলে ডুব খেয়ে তেজস্বী শরীর ধারণ করে দিব্যালোকে গিয়ে পৌঁছাল। তারা দিব্য শরীর ধারণ করে দিব্যাবস্থায় স্থিত হয়ে দেবতাদের সমান দীপ্তিমান হয়ে গেল।

গত্বা তু সরযুতোয়ং হ্রাবরাণি চরাণি চ।

প্রাপ্য তত্তোয়বিক্রেদং দেবলোকমুপাগমন্॥ ২৬

হ্রাবর ও জঙ্গম সর্বপ্রকারের প্রাণী সরযুর জলে প্রবেশ করে, তাতে শরীর সিক্ত করে দিব্যালোকে গিয়ে পৌঁছাল।

তস্মিন্ যেহপি সমাপন্না ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ।

তেহপি স্বর্গং প্রবিবিশুর্দেহান্ নিক্ষিপ্য চাম্বসি॥ ২৭

তখন যে সকল ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষস সেখানে এসেছিল, তারা সকলেই তাঁদের শরীর সরযু নদীর জলে নিমজ্জিত হয়ে ভগবানের পরম ধামে গিয়ে পৌঁছাল।

ততঃ সমাগতান্ সর্বান্ হ্রাপ্য লোকগুরুর্দিবি।



ছষ্টঃ প্রমুদিতৈর্দেবৈর্জগাম ত্রিদিবঃ মহৎ ॥ ২৮

এইভাবে সেখানে আগত সমস্ত প্রাণীকে সন্তানক

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণ্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে

মহর্ষি বাণ্মীকি বিরচিত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একশতদশতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

লোকে স্থান দিয়ে লোকগুরু শ্রীব্রহ্মা হর্ষ ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে দেবতাদের সঙ্গে তাঁর মহান ধামে গমন করলেন।

উত্তরকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

একশতদশতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

## একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১১)

রামায়ণ-কাব্যের উপসংহার এবং তাঁর মহিমা

এতাবদেতদাখ্যানং সৌত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্।

রামায়ণমিতি খ্যাতং মুখ্যং বাণ্মীকিনা কৃতম্ ॥ ১

(কুশ এবং লব বলেন)—মহর্ষি বাণ্মীকি দ্বারা নির্মিত

এই রামায়ণ নামক শ্রেষ্ঠ আখ্যান উত্তরকাণ্ডসহ এখানেই সমাপ্ত হয়েছে। শ্রীব্রহ্মাও একে সম্মান করেছেন।

ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বর্গলোকে যথা পুরা।

যেন ব্যাপ্তমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২

ভগবান শ্রীরাম এইভাবে আগের মতো নিজ বিষ্ণুস্বরূপেই পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর দ্বারা চরাচর প্রাণীসহ এই সমগ্র ত্রিলোক ব্যাপ্ত।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।

নিত্যং শৃণ্বন্তি সংক্ৰষ্টাঃ কাব্যং রামায়ণং দিবি ॥ ৩

এই ভগবানের পবিত্র চরিত্রে যুক্ত থাকায় দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষি সর্বদা প্রসন্নতা সহকারে দেবলোকে এই রামায়ণকাব্য শ্রবণ করেন।

ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং পাপনাশনম্।

রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বৃধঃ ॥ ৪

এই প্রবন্ধকাব্য আয়ু এবং সৌভাগ্যবৃদ্ধি করে এবং পাপ বিনাশ করে। রামায়ণ বেদের সমকক্ষ, বিদ্বান পুরুষদের এটি শ্রাদ্ধে পাঠ করে শোনানো উচিত।

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।

সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপাস্য যঃ পঠেৎ ॥ ৫

এটি পাঠ করলে পুত্রহীন পুত্র এবং ধনহীন ধন লাভ করেন। যিনি প্রতিদিন এর শ্লোকের একটি পংক্তিও পাঠ করেন, তিনি সর্ব পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যান।

পাপান্যপি চ যঃ কুর্যাদহন্যানি মানবঃ।

পঠতোকমপি শ্লোকং পাপাৎ স পরিমুচ্যতে ॥ ৬

যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাপ কর্মে রত, তিনিও যদি এর একটি শ্লোক নিত্য পাঠ করেন, তবে তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

বাচকার চ দাতব্যং বস্ত্রং ধেনুহিরণ্যকম্।

বাচকে পরিতুষ্টে তু তুষ্টাঃ স্যাঃ সর্বদেনভাঃ ॥ ৭

যিনি এটি পাঠ করেন, তাঁকে বস্ত্র, গীতা, স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়া উচিত। বস্ত্রা খুশি হলে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন।

এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।

সপুত্রপৌত্রো লোকেহস্মিন্ প্রেভ্য চেহ মহীয়তে ॥ ৮

রামায়ণ নামক এই কাব্য আয়ুবৃদ্ধিকারী। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এটি পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে পুত্র-পৌত্র প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুর পর পরলোকেও অত্যন্ত সম্মান লাভ করেন।

রামায়ণং গোবিসর্গে মধ্যাহ্নে বা সমাহিতঃ।

সায়াহ্নে বাপরাহ্নে চ বাচয়ন্ নাবসীদতি ॥ ৯

যিনি প্রতিদিন একাগ্রচিত্তে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে বা সায়ংকালে রামায়ণপাঠ করেন, তাঁর কখনও দুঃখ হয় না।

অযোধ্যাপি পুরী রম্যা শূন্যা বর্ষগণান্ বহুন্।

ঋষভঃ প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপয়াসতি ॥ ১০

(শ্রীরঘুনাতথের পরম ধাম গমনের পরে) রমণীয় অযোধ্যা নগরীও বহু বছর ধরে জনশূন্য হয়ে থাকবে। পরে রাজা ঋষভদেবের সময়ে এখানে লোকালয় স্থাপিত হবে।

এতদাখ্যানমায়ুষ্যং সভবিষাং সহোত্তরম্।

কৃতবান্ প্রচেতসঃ পুত্রস্তদ্ ব্রহ্মাপায়মনাত ॥ ১১

প্রচেতার পুত্র মহর্ষি বাণ্মীকি অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তির পরের গাথা এবং উত্তরকাণ্ডসহ রামায়ণ নামক এই ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। ব্রহ্মাও এর অনুমোদন করেন।

অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়ায়ুতস্য চ।

লভতে শ্রবণাদেব সর্গসৌকস্য মানবঃ ॥ ১২



এই কাব্যের একটি সর্গ শ্রবণ করলেই মানুষ এক হাজার অশ্বমেধ এবং দশ হাজার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে।

প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।  
নৈমিষাদীন্যরণানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি ॥ ১৩  
গতানি তেন লোকেহস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্।

যিনি ইহলোকে রামায়ণের কথা শুনেছেন, তিনি যেন প্রয়াগাদি তীর্থ, গঙ্গা আদি পবিত্র নদী, নৈমিষারণ্য আদি বন এবং কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি পুণ্যক্ষেত্রের যাত্রা সম্পূর্ণ করেছেন।

হেমভারং কুরুক্ষেত্রে গ্রস্তে ভানৌ প্রযচ্ছতি ॥ ১৪  
যশ্চ রামায়ণং লোকে শৃণোতি সদৃশাবুভৌ।

যিনি সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুবর্ণদান করেন এবং যিনি প্রত্যহ রামায়ণ শোনেন, তাঁরা দুজনেই সমান পুণ্যের ভাগী হন।

সম্যক্ শ্রদ্ধাসমায়ুক্তঃ শৃণুতে রাঘবীং কথাম্ ॥ ১৫  
সর্বপাপাং প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।

যিনি উত্তম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে শ্রীরঘুনাথের কথা শোনেন, তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণু লোকে গমন করেন।

আদিকার্মিদং দ্বার্বং পুরা বাণীকিনা কৃতম্ ॥ ১৬  
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ বৈষ্ণবীং তনুম্।

যিনি পূর্বকালে বাণীকি দ্বারা রচিত এই আর্ষরামায়ণ আদিকার্য্য সর্বদা ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন, তিনি ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

পুত্রদারাস্ত বর্ষস্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা ॥ ১৭  
সতামেতদ্ বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাক্ষতিঃ।

গায়ত্র্যাশ্চ স্বরূপং তদ্ রামায়ণমনুস্তমম্ ॥ ১৮

এঁর শ্রবণে স্ত্রী-পুত্র প্রাপ্তি হয়, ধন ও সন্ততি বৃদ্ধি পায়। একে পূর্ণতঃ সত্য মনে করে মনকে বশে রেখে এটি শ্রবণ করা উচিত। এই পরম উত্তম রামায়ণ-কাব্য গায়ত্রীর স্বরূপ।

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়ামিত্যং চরিতং রাঘবস্য হ।

ভক্ত্যা নিষ্কল্যাণো ভূত্বা দীর্ঘমায়ুরবাণুয়াৎ ॥ ১৯

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তিভাবে শ্রীরঘুনাথের এই চরিত শোনেন বা পড়েন, তিনি নিষ্পাপ হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

চিন্তয়েদ্ রাঘবং নিত্যং শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং য ইচ্ছতি।

শ্রাবয়েদিদমাখ্যানং ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে ॥ ২০

যিনি কল্যাণ-প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখেন, তাঁর নিত্য-নিরন্তর শ্রীরঘুনাথের চিন্তন করা উচিত। ব্রাহ্মণদের প্রতিদিন এই প্রবন্ধকাব্য শোনানো উচিত।

যত্ত্বিদং রঘুনাথস্য চরিতং সকলং পঠেৎ।

সোহসুক্ষ্ময়ে বিষ্ণুলোকং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২১

যিনি এই শ্রীরঘুনাথ-চরিত-পাঠ পূর্ণ করেন, তিনি প্রাণত্যাগ করলে যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধামেই যান, তাতে কোনো সংশয় নেই।

পিতা পিতামহস্তস্য তথৈব প্রপিতামহঃ।

তৎপিতা তৎপিতা চৈব বিষ্ণুং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২২

শুধু তাই নয়, তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ পিতামহ এবং তাঁরও পিতা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত করেন, এতে কোনো সংশয় নেই।

চতুর্বর্গপ্রদং নিত্যং চরিতং রাঘবস্য তু।

তস্মাদ্ যত্নবতা নিত্যং শ্রোতব্যং পরমং সদা ॥ ২৩

শ্রীরাঘবেন্দ্রর এই চরিত্র সর্বদা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ প্রদানকারী। তাই প্রতিদিন যত্নপূর্বক এই উত্তম কাব্য শ্রবণ করা উচিত।

শৃণুন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা।

স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা ॥ ২৪

যিনি রামায়ণকাব্যের শ্লোকের এক চরণ বা এক পদ ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মার ধামে গমন করেন।

এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমন্ত্ৰ বঃ।

প্রবাহরত বিস্রদ্ধং বলং নিষ্কোঃ প্রবর্ধতাম্ ॥ ২৫

এই পুরাতন উপাখ্যান এইভাবে বিশ্বাসপূর্বক পাঠ করবেন। আপনাদের কল্যাণ হোক এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বলের জয় হোক।

ইত্যর্থে শ্রীমদ্রামায়ণে বাণীকীয়ে আদিকার্য্যে উত্তরকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১১ ॥

মহর্ষি বাণীকি বিরচিত আদিকার্য্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একশতএকাদশতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

উত্তরকাণ্ডঃ সম্পূর্ণম্

শ্রীমদ্বাণীকীয়রামায়ণং সম্পূর্ণ